শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ১৭শ বর্ষের সূচীপত্র

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

——::(০০)::——

১৭শ বর্ষের সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
বর্ষ-প্রবৃত্তি	১
সখ্য	"
প্রকৃত বুদ্ধিমান্	"
পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব	"
আত্মনিবেদন	২
শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব	"
শরণাগতি ও সেবাধিকার	৩
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১-১২
শ্রীগৌরাঙ্গ	৫
নিত্য শ্রীচৈতন্য	৬
শিক্ষা	"
শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ	৬-৭
শারীর-সেবা	"
নামাপরাধ	"
অধিকার বিচার	"
শ্রীধাম চন্দ্রে	৯
শ্রীগঙ্গা	১০
কেশাবিচার খণ্ডন	"
কপট ও মুক্ত হৃদ	১০-১২
আচারাচার	"
শ্রীজীব ও মায়াসঙ্গ	১৩
হরিকথা-বিমুখের গতি নাই	১৪
বোমাসুর ও কেশীদৈত্য	"
শ্রীমাধবেন্দ্র-স্নান	১৫
শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ	১৬
সাধু	"
শ্রীপৃথু ও বেণ	১৭-১৮
সাধনক্রিয়া ও সাধনভক্তি	"
শ্রীজয়দেব গোস্বামী	১৯
বিলাস ও বিরাগ	"
কৃপা চাই কি ?	২০
পৌত্তলিক ও সুদর্শন	"
অষ্টমহিষী	২১-২২
মহান্ত গুরুতত্ত্ব	"
রতি ও কামদেব	২৩ ২৪
শান্তি চাই	"
শ্রীগৌরধাম	২৫, ৪০-৪১
ভগবদ্ভজন	২৫
উপাসনা-বৈশিষ্ট্য	২৬-২৭
ব্রহ্মে পণ্ডিত নয় কে ?	"
প্রচেষ্টা	২৮
পূজা ও সেবা	"
ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল (গৌরাব্দ ৪৪৩)	"
অনাদি বহির্মুখতা	২৯
দয়া ও সাধু	"
প্রণাম	৩০
গোলা ও চাপান	৩০
তিলক	৩০
সম্বন্ধ ও প্রবন্ধ	"
জগদীশ সেবা ও জগৎ	৩২
শ্রীতুলসী	৩৩
দুঃখ	"
সেবানীতি	"
কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ	"
শ্রীপুরুষোত্তম মাস-মাহাত্ম্য	৩৪-৩৫
বৈষ্ণবসেবা	"
চিত্ত শুদ্ধ হয় কিরূপে ?	৩৬
সাধন	"
প্রভুপদেশ	"
শ্রীমন্দির	৩৭
শ্রীগুরুপাদপদ্মে রতিই ভক্তি	"
শ্রীচরণামৃত	৩৮
শরণাগতি	"
সাধুর দয়াই কৃপা	"
ভক্তচরিত	৩৯
শ্রীগুরুকৃপা কে পায় ?	"
শ্রীরূপ ও স্বরূপ	৪০-৪১
শ্রীচৈতন্যচরিতে শিক্ষা	"
শ্রীনামমহিমা	৪২
শ্রীমধুসূদন	"
শ্রবণ পদ্ধতি	"
শ্রীচৈতন্যলীলা	৪৩
চিৎ-বস্তু প্রাকৃত নহে	"
মহাপ্রভুর উপদেশ,	৪৩,৫৭,১০০-১০১
শ্রীধর্ম্মবোধ	৪৪
গোস্বামী	"
নাম ও মন্ত্র	"
সংকীর্ত্তন	"
শ্রীধামের কত দয়া	৪৫
ভক্তযোগ	"
নীলাচলপথে শ্রীমহাপ্রভু	৪৬-৪৭
বৈষ্ণবীর প্রতি উপদেশ	"
শিবলিঙ্গ	"
শিক্ষাষ্টক	৪৮, ৪৯,
শ্রীধামে বিরহমহোৎসব	৪৮
শ্রীজগন্নাথদেব	৪৯
সারকথা	"
শ্রীরঘুদেব ও শ্রীরঘুনাথ	৫০
শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর উপদেশ	"
শ্রীএকাদশী	"
কাণ দিয়া দেখিতে হইবে	৫১
শ্রীঅর্জ্জুন ও শ্রীদুর্য্যোধন	"
ভক্তির স্বরূপবিবেক	৫১, ৫২-৫৩,
কৃষ্ণবিপ্র ও বাসুদেববিপ্র	৫২-৫৩
শ্রীপরমানন্দপুরীর কূপ	"
সেবকের কর্ম্ম	৫৪-৫৫
শ্রীবাসপণ্ডিত ও শ্রীশচীসুত	"
ভক্তাভক্তবিবেক	"
শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা	৫৬
শ্রীধামে পুরুষোত্তমব্রত	"
শ্রীমহাপ্রভু ও দেবানন্দ	৫৭
হিতিসংরক্ষণ	"
দ্বারকায় শ্রীনারদ	৫৮ ৫৯
শ্রীগোবিন্দকুণ্ড	"
ভক্তের স্বভাববিবেক	"
শ্রীমাধবাচার্য্য প্রভু	৬০
তপোবনে শ্রীরামকৃষ্ণ	"
[illegible]	৬১
মৌষললীলা	"
জীবের স্বতন্ত্রতা আছে কি না ?	৬২
শুদ্ধ দর্শন কখন হয় ?	"
শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবত	৬৩
বাস্তব আশা পাইনা কেন ?	"
শ্রীনবযোগেন্দ্র ও শ্রীনিমি	৬৪ ৬৫
অপরিহার্য্য	"
শ্রীহরি ও শ্রীকৃষ্ণ	৬৬
বৈষ্ণব দেবতা নহেন	"
শ্রীধাম	৬৭
দুঃখী	"
ভক্তাধিকার-বিবেক	৬৮
ক্রোধের প্রকৃত ব্যবহার	৬৯
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন	"
শরণাগতি	"
শ্রীমন্মায়াপুর	৭০-৭১
প্রকৃত জ্ঞান কি ?	"
বিপদ্বান্ধব শ্রীগুরুদেব	৭২
শ্রীগুরুপাদপদ্ম	৭৩
শ্রীনারায়ণ	"
মঙ্গললাভের উপায়	"
শ্রীগুরুদর্শন ও শব্দ	৭৩-৭৪
বৈদিক বিপ্র ও 'বয়াই'	"
আশার আলোক	৭৬-৭৭
পরীক্ষা কিসের জন্য ?	"
জ্ঞান খাওয়া ও জ্ঞান পরা	৭৮
নামভজন	"
দর্শন	"
অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত	৭৯-৮০
শ্রবণ	"
ভগবৎস্মৃতি	৮১
অপ্রাকৃত শব্দ	"
শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্ঠা	"
সাধুকৃপা	৮২ ৮৩
সুনীতি ও দুর্নীতি	"
শ্রীনামসেবা	"
শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত শ্রীতুলসীস্তব	৮৪
শ্রীপাদ সুখানন্দ বিদ্যাবিনোদ	৮৫
ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে	"
সাধুসঙ্গ	৮৬
শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টকম্	"
শ্রীল ঠাকুর	৮৭-৮৮
শ্রীএকাদশী	৮৭-৮৮
স্মৃতি	৮৯
শ্রীমদ্ভাগবত	৯০-৯১
অপসঙ্গ	"
সম্বিৎচিত্তের দুর্গতি	৯২
শ্রীশুকপরীক্ষিৎ-সংবাদ	"
চিন্ময়	৯৩ ৯৪
অভিমান	৯৪
শ্রীবাস পণ্ডিত	৯৬-৯৭
গুরুসেবকের কৃত্য	"
সেবকের আশা-ভরসা	"
পতিতই কৃপা পায়	৯৮
শ্রীমহাপ্রভু ও মধুপ সন্ন্যাসী	৯৯
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-উপদেশামৃত	১০০-১০১
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	"
শুদ্ধভক্তি-লক্ষণ	"
চাতুর্ম্মাস্য	১০০-১০৪
সন্ন্যাসাশ্রম	"
শ্রদ্ধা	১০৩-১০৪
বৈষ্ণবের ব্যবহারদুঃখ	১০৫
কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি	১০৭
সত্য ও স্বার্থ	"
কৃষ্ণনাম	১০৮
ভগবদ্ধাম	১০৯
সাধু	"
সাধুর আনুগত্য চাই	১১০-১১১
জীবের স্বতন্ত্রতা	১১২
সাধননির্ণয়	"
শরণাগতি	১১৩
শ্রীকৃষ্ণভজন	"
অন্তরঙ্গতা	১১৪
একবারও চিন্তা করি কি ?	"
কুরুক্ষেত্র	১১৫
আত্মরক্ষা	"
সুসঙ্গ ও কুসঙ্গ	১১৬-১১৭
কপটতা ও ভক্তি	১১৮
পূজা ও সেবা	১১৯
শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা	১২০
শ্রীহরিনাম	১২১
[illegible] প্রদর্শন	১২২-১২৩
[illegible] ও [illegible]	১২৪
[illegible] প্রকৃত সুখ	১২৫
আত্মধর্ম্ম	১২৬
কুতর্ক ও বিতর্ক	১২৭
ভগবদ্দর্শন	১২৮-১২৯
ভক্তিপথ	"
অভক্তিপথ	১৩০
দাম্ভিক	"
শ্রীনামাচার্য্য	১৩১-১৩২
শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু	১৩৩
প্রশ্নোত্তর	১৩৩, ১৩৭-১৩৮
শ্রীল সনাতন গোস্বামী	১৩৪-১৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
[illegible]	১৩৯
নিমন্ত্রণ	"
কৃষ্ণস্মৃতি	১৩৭-১৩৮
মনোধর্ম	„
শ্রীশিবানন্দসেনঠাকুর	১৩৯
শ্রীশ্রীরাধাদামোদরজীউ	„
শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ	১৪০-১৪১
তত্ত্বজ্ঞান	১৪২
অপ্রাকৃত ভাবভক্তি	„
হরিকথা ও প্রসাদ	১৪৩
[illegible] পরিত্যাজ্য	„
শ্রীনন্দনাদের অন্তর্ধান	১৪৪ ১৪৫
সদাচার	১৪৬ ১৪৭
"পদ, বিদগ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্তন"	৮
শ্রীপরমানন্দ পুরী ও শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রভু	১৪৯
অধিকার মুক্তি	১৫০
শ্রীগৌরসুন্দর	„
শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু	১৫১ ১৫২
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব	১৫৩ ১৫৪
শ্রৌতপন্থা	„
শ্রীগুরুপূজোৎসব	„
শ্রীশ্রীগুরুপূজা	„
শ্রীগুরুদেব	„
শরণাগতি	১৫৫
জীবের আনুগত্য	„
শ্রীগৌরকথা	১৫৬-১৫৭
সংকীর্তন	„
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ	১৫৮-১৫৯
শ্রীকৃষ্ণ	„
শ্রীল ঠাকুর হরিদাস	১৬০
অমায় প্রাপ্তি	„
[illegible] দেবী	১৬১-১৬২
শ্রীগৌরলীলা	১৬৩ ১৬৪
শ্রী[illegible] ও শ্রীকৃষ্ণ	„
[illegible]	১৬৫
চতুর্ব্যূহ-তত্ত্ব	১৬৬
শ্রীগোবর্ধন-পরিক্রমা	১৬৭ ১৬৮
শ্রবণ	„
সাধুসঙ্গে বাধা	„
শ্রীবেদী	„
গৌরসুন্দরের কৃপা	১৬৯
শ্রবণ ও দর্শন	১৭০ ১৭১
বিধি ও রাগ	১৭২
সাধুসঙ্গ	১৭৩
ভক্তিপথে বাধা আছেকি	„
বৈধী ভক্তি	১৭৪
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন	১৭৫
অধোক্ষজ	১৭৬
কর্ম	১৭৭
উদ্ধব	১৭৮
কৃষ্ণের সংসার	„
শ্রীমধুবন	১৭৯
বিষয়ের সম্বাধন	„
শ্রীগোবর্ধন	১৮০
ভক্তের পরিচয়	„
অপরাধে নাম হয় না	১৮১
শ্রীকৃষ্ণভজন	„
[illegible]	১৮২
[illegible]	১৮৩
[illegible]	„
[illegible]	১৮৪ ১৮৫
[illegible]	„
[illegible]	১৮৬
[illegible]	„

বিষয়	পৃষ্ঠা
চৈতন্যের পথ	১৮৭-১৮৮
নিষ্কপটতা	১৮৯
রূপ গোস্বামী	১৯০-১৯১
গোবর্ধন ও ভোগবর্ধন	১৯২
শ্রদ্ধা	"
"কৃষ্ণ কথা, না কৃষ্ণ পূজা"	„
শ্রীধাম মায়াপুর	১৯৩ ১৯৪
ভগবদ্ভক্ত	১৯৫ ১৯৬
পণ্ডিত কে ?	"
প্রাকৃত সহজিয়া	১৯৭-১৯৮
প্রণবোচ্চারণ	„
সাধুসঙ্গ	১৯৯ ২০০
শ্রীগুরুধাম	২০১-২০২
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনের অবতরণ	„
দেহারামতা ত্যাগ ও কৃষ্ণানুরাগ	২০৩
সুকর্মাদি নিবেদনের সন্ধানে	„
বাসনাশোধক ত্যাগ-পিপাসা	২০৪-২০৫
শ্রীমতী	„
সুবুদ্ধি রায়	„
"কৃষ্ণক্ষেত্রে যৌতুক"	২০৬
সাধুসঙ্গে আত্মরক্ষা	২০৭
আশ্রমের ফল	„
কীর্তন ও কীর্তনকারী	২০৮
আশীর্বাদ	„
হরি কথা	২০৯
সাধকজীবনের বিভিন্ন অবস্থা	"
শ্রীগুরুবিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবা	„
বিরহে পাবন	২১০
শ্রীভক্তির সার্বভৌমত্ব	„
শ্রীপ্রণব পদ্ধতি বিচার	২১১
আরোপ শিক্ষা	„
শাস্ত্র ও কৃষ্ণনাম	২১২
শ্রীমন্নাম-শিক্ষা	„
শ্রীভ ও গণ্ডীপথা	২১৩
শ্রীভাগবত দর্শন	২১৩, ২১৫, ২১৭
গোপালজী ও নৈসর্গিক-বাধ	২১৪
'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ'	২১৫
'ভক্তসমাজের ধারণা'	„
বৈষ্ণব ও [illegible] অমানিত'	„
অপূর্ব কৃষ্ণানুশীলন	২১৬
সজ্জনের বিচার	„
প্রবোধনী	„
পূর্ণোত্তর	„
চতুর্দশ ও [illegible]-প্রবৃত্তি	২১৭
মধু ভক্ত	„
শ্রীপ্রহ্লাদ পুরী	২১৮
মনোধর্মের 'স্ব' প্রাপকতা	„
যে বাঁচে নাই, সে মরেও নাই	„
আচার্যের প্রচার	২১৯
যে জিনিষ, সেই জিনিষ	„
শ্রীগৌরকথা	২২০
'আমার নয়নে দেখা গৌর-নিত্যানন্দ'	„
সেবা-কামনা	২২১
সত্য ও সত্যের উপাসক	„
ভোগীদলের [illegible] অন্তর	„
[illegible] পুরুষ শিক্ষাধার	„
বৈষ্ণবীয় চিন্তা	২২২
শ্রীগুরু বিপর্যয়	„
সম্প্রদায় ও সর্বশ্রেষ্ঠ	২২৩
শুদ্ধভক্ত	„
শ্রীগুরুদেবের কৃপা-বিবর্ত	২২৪
কৃষ্ণ ও কামদেবা	„
কৃষ্ণ কথার [illegible]	২২৫-২২৬
শ্রীগুরুকৃপা ও বিশ্বপ্রণয়	২২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
শরণাগতের আত্মরক্ষা	২২৮
শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা	„
শ্রীগৌরসুন্দর	২২৯
'নাম-সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়'	„
সেবাপ্রীতি	২৩০
বৈরাগ্য	„
"স্বপ্ত-ও-বহন"	„
প্রভুর বিরহ জানিস কৈ ?	২৩১ ২৩২
বিরহোদ্দীপক	„
শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের বিরহোৎসব	„
শ্রীমূর্তি	২৩৩
শ্রীনাম	২৩৪
গোচারণ প্রভৃতি	„
দীনের নিবেদন	„
হরিকথা-শ্রবণ	২৩৫
সন্ন্যাস	„
শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ	„
শ্রীরাধাষ্টকম্	„
শ্রীগুরুসেবা	২৩৬-২৩৭
"কুরুক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে"	„
সেবা ও সেবক	২৩৮
শ্রীপঞ্চতত্ত্ব	২৩৯-২৪০
সামরকর্ম	„
শ্রীল দ্বিজ হরিদাসাচার্য	২৪১ ২৪২
দামোদরলীলা	২৪৩-২৪৪
প্রেম	২৪৫
ভক্তি 'রেণুকা'	„
সাধন	„
শ্রীগোবর্ধনে কর্তব্য	২৪৬ ২৪৭
ভক্তি 'মোক্ষসন্তাপক'	২৪৮ ২৪৯
দাবানল	„
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী	„
বহুনা	„
ভজন	২৫০-২৫১
ভক্ত 'সুহৃদ্বর'	„
সিদ্ধান্তজ্ঞান	„
গুরুসেবাই কৃষ্ণসেবা	২৫২
পারমার্থিক	„
প্রাকৃত	২৫৩-২৫৪
সাকারোপাসনা-উদ্ধার	„
যৌবন-প্রসঙ্গ	„
কার্যকারিতা	২৫৫
সম্বন্ধ ও প্রয়োজন	„
রাধা'কণ্ঠী-বন্ধন	„
ভক্ত 'সাধারণ-বিশেষাত্মা'	২৫৬
সেবা ও সেবার ফল	„
জীবের ধর্ম	„
ভক্ত 'শ্রীকৃষ্ণকালিন্দী'	২৫৭-২৫৮
সুদর্শন-মোচন	„
সেবোৎসাহ	„
একান্তিকভাব	২৫৯
কেশবিদ্যা-উদ্ধার	„
উচ্চ ও নয় না কেন ?	২৬০-২৬১
পুলিনভোজন ও বস্ত্রহরণ	„
রত্নভাণ্ডপুর	„
শ্রীতুলসীসেবা	২৬২
ক্রোধের সদ্ব্যবহার	„
কৃষ্ণ-তৃষ্ণা	„
জীব — কৃষ্ণভোগ্য	২৬৩-২৬৪
নববিধা ভক্তি	„
সেবাপ্রাপ্তির উপায়	„
যজ্ঞপত্নী	„
ভক্ত ও ভগবান্	২৬৫
প্রণাম	„
নির্জন ও সজ্জনের ভজন	

বিষয়	পৃষ্ঠা
জীবের স্বরূপ	„
কীর্তন	২৬৬-২৬৭
সেবাগতি	„
সমর্পণ	„
প্রেমভক্তিস্বরূপিণী	
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী	২৬৮-২৬৯
স্মরণ	„
সম্বন্ধ	„
জীবনের সার্থকতা	„
পাদসেবন	২৭০
নিত্যলীলা	„
অর্চন	২৭১-২৭২
শ্রীমহাপ্রসাদ	„
নির্ভীক কে ?	„
বন্দন	২৭৩
শ্রীগোবিন্দ	„
দয়া ও বিক্ষেপ	„
শ্রীচৈতন্য-মহাশিক্ষাধার	
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু	২৭৪-২৭৫
দাস্য	„
শ্রীনাম	„
সেবাপাদের উপায়	২৭৬
সখ্য	„
হরিভজন	„
আত্মনিবেদন	২৭৭
শ্রীবীরচন্দ্র	„
পরমার্থ	—
কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির	
তারতম্য	২৭৮
শ্রীল শ্রীজীব প্রভু	„
চেতনের ধর্ম	২৭৯
শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর	২৮০-২৮১
'গুরুতত্ত্ব'	„
শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু	২৮২
সনাতন-শিক্ষা	২৮২, ২৮৩, ২৮৪-২৮৫, ২৮৬, ২৮৭
অর্চন ও কীর্তন	২৮২, ২৯০-২৯১
মোহিত	২৮৩
নিক্ষিপ্ত কুসুমাঞ্জলি	২৮৪ ২৮৫
নীতি ও ভক্তি	২৮৬
সাধুসঙ্গ	২৮৭
শ্রীতি ও ভাষা	২৮৮
জীব ও ভগবৎসান্মুখ্য	২৮৯
কৃপাই গতি	২৯০-২৯১
শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা	২৯২
যথাযোগ্য ভোগ	„
সুনীতি	„
ভোক্তাভিমানই বৈমুখ্য	„
ভক্ত ও অভক্ত	„
শ্রীনবদ্বীপধাম	„
শ্রীগুরুকৃপার বল	২৯৩ ২৯৪
ভক্তের কৃপা	„
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগোদ্রুম	২৯৫
কীর্তনকারী	২৯৬
নিষ্ঠা	„
নিত্যভাগ্যবান	„
প্রণাম	২৯৭
প্রায়শ্চিত্ত	„
পরিক্রমা ও আত্মনিবেদন	২৯৮
ভক্তিলাভের উপায়	„
বর্ষশেষে নিবেদন	২৯৯-৩০০
ভগবৎ-সান্মুখ্য	„

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ১৩ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২রা চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৬ই মার্চ্চ, ১৯৪২, সোমবার { ১ম সংখ্যা

নূতন শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিভিন্ন গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া "প্রভাবলী"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভজনমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ বিষ্ণু, শর্ব্ব সর্ব্বদ, গৌরাব্দ ৪৫৬

বর্ষ-প্রবৃত্তি

অশোকভয় সেবাবিজ্ঞানের কথা বিশ্বে ভাগ্যবান্ জীবগণের নিকট বিতরণ করিতে করিতে বৈকুণ্ঠদূত শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ করিয়া আজ সপ্তদশ বর্ষে শুভপদার্পণ করিয়াছেন। মঙ্গলের রাজ্যে অকুতোভয় শ্রীনদীয়া-প্রকাশ অশোক-অভয়-অমৃতের বাণী বিতরণ করিতে করিতে শ্রীনদীয়া-প্রকাশ-স্বীয় প্রকৃতি জনগণের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। মঙ্গলপ্রার্থী সৌভাগ্যশালী সজ্জনগণ সোৎসাহে নববর্ষের জন্য তাঁহার সম্পদ লাভ করিবেন। আমাদের জীবনের ঠিক নাই; সুতরাং আর কোন প্রকারেই আমাদের শৈথিল্য-আলস্যের প্রয়োজন নাই। আমরা নিত্যনূতন শ্রীনদীয়া-প্রকাশের নবনব ভাবে কোনপ্রকারেই বিমুখতা পোষণ করিব না। আজ তাঁহার নব বর্ষারম্ভে আমরা নব-নবোৎসাহে প্রবৃত্ত হইয়া জাগতিক লাভালাভ সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীন্য-পোষণে সেবা-পাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উৎকণ্ঠিত হইব।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ বিশ্বে অকৈতব বাস্তব-সত্যের কথা কীর্ত্তনকারী একমাত্র দৈনিক পত্র। তাঁহাতে কোনপ্রকারে পাঁচমিশালী স্বার্থের কথা স্থান পায় না। জগতে শত শত কোলাহল-পূর্ণ পুনঃ-আত্মারামকারী প্রবন্ধের পত্রিকাসমূহ থাকিতে পারে, কিন্তু এক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ব্যতীত কেহই অকৈতব বাস্তবসত্যের কথা কীর্ত্তন করে না। যাহারা তাঁহার অকৈতব কৃপালাভে অযোগ্য হইয়া তাঁহার এতাদৃশ সেবা-গৌরবে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে, তাহারা তাহাদেরই মৎসরতা-দুরাশায় নিজেরাই পুড়িতে থাকিবে; শ্রীনদীয়া-প্রকাশের তাহাতে কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। যাহারা শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবানন্দে সৌভাগ্য পায় নাই, তাহারা কিপ্রকারে তাঁহার এতাদৃশ একচেটিয়াগিরি (Monopoly) বুঝিতে পারিবে? বাস্তব সত্য অদ্বিতীয় বস্তু এবং তাঁহার ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, যাঁহারাই তাঁহার সন্ধান পাইবেন, তাঁহারাই তদিতর সমস্ত বস্তুকে অতি স্বাভাবিকভাবে তিরস্কার করিবেন, কোন-প্রকারেই দুইটি বাস্তবসত্য হইতে পারে স্বীকার করিবেন না। জগতের তথাকথিত বাস্তবসত্যের ধ্বংসকারী সম্প্রদায়িগণ তাঁহাকে 'সাম্প্রদায়িক', 'গোঁড়া' প্রভৃতি আখ্যান দিতে পারেন, কিন্তু তাহাই তিনি বাস্তবসত্যের সেবাকারিত্বের প্রতিবিশ্বাসে পূর্ণরূপে স্বীকার করেন।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ একমাত্র বৈকুণ্ঠবাণীর অকুণ্ঠ কীর্ত্তনকারী। এজগতে তাঁহার কোন প্রতিযোগিতা নাই। সুতরাং যাঁহারা তাঁহাকে জাগতিক প্রাকৃতবার্ত্তাবহের সহিত তুলনা করিয়া তথ্যাখ্যা বা নিন্দায় রত হইবেন, তাঁহারা গুরুতর অমার্জ্জনীয় অপরাধের আবাহন করিবেন, সন্দেহ নাই। জগতের অশিষ্ট জনগণ তাদৃশ অপরাধের আবাহন না করুন,—ইহাই ভগবচ্চরণে আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ অনন্তরূপ শ্রীনাম-রূপের বিচিত্র বিলাস-বিস্তারকারী; সুতরাং তাঁহাতে সর্ব্বদাই "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্"-বাণী ধ্বনিত হইতেছে। ভাগ্যবান্ জনগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ শ্রীগৌর-সুন্দরের এই উপদেশাবলের বৈচিত্র্যবিলাস তাঁহাতে দর্শন করিয়া তৎসেবায় শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের বিস্তারবিলাস নিজহৃদয়ে উপলব্ধি করিবেন। সংকীর্ত্তনৈকপিতা শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সেবকগণদ্বারা মহাবদান্যলীলায় বিজয় ঘোষণা করিয়া শ্রীনদীয়া-প্রকাশ বিশ্বজীবের হৃদয়ে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনাদিই প্রকাশিত করেন। সুমেধা সজ্জনগণ তৎসেবায় তৎপর হউন।

যাহারা পরমোদার শ্রীনদীয়া-প্রকাশের উদয়েও নিজদিগকে ভগবৎ-সেবাসম্পত্তিহীন দীন করিয়া রাখিবেন, তাহারা বাস্তবিকই অত্যন্ত দীন। তাহারা পরমোদারশীল শ্রীনদীয়ায় প্রকাশিত শ্রীগৌরসুন্দরের মহা-বদান্যলীলায় বঞ্চিত হইল; সুতরাং তাহাদের ন্যায় শোচ্য দীন আর কে হইতে পারে? জগতের শত-শত মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া তাহারা নিরত ব্যর্থ অভিযানে ভগবন্মায়ার 'লাথি ঝাঁটা'ই খাইবার জন্য contract করিল; সুতরাং তাহাদের ন্যায় হতভাগ্য আর কে? সকল অপরাধের ক্ষমাকারী, যোগ্যাযোগ্য অবিচারকারী অহৈতুক পরমোদার শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি বিতৃষ্ণা-পোষণ করিয়া তাহাদের কোনকালেই গতি নাই।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবায় যাঁরা শ্রীনদীয়ায় প্রকাশিত ও শ্রীনদীয়া-প্রকাশক শ্রীগৌর-সুন্দর ও তজ্জনাত্মজ-তুল্য শ্রীজগন্নাথ-ভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরী-জনগণের সঙ্গই লাভ হয়। তাঁহারা শ্রীনদীয়া-প্রকাশাভিন্ন-বিগ্রহ। সুতরাং যাঁহারা নিষ্কপটে শরণাগত হইয়া শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবানন্দ করিবেন, তাঁহাদের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি করতলগত হইবে সন্দেহ নাই। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ শ্রীগুরুবর্গ তাঁহাকে আত্মসাৎ করিবেন। যাহারা আধ্যক্ষিকতার বিভ্রান্ত হইয়া শরণাগতের বিচার পরিহার করত মনোধর্ম্মের বশে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবার ছলনায় নিজ অহমিকা বৃদ্ধি করিবেন, তাহারা নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যের অতলতলে তলাইয়া যাইবেন। সুতরাং সাধু সাবধান! আমরা নিরপেক্ষ সমালোচক সাজিয়া শ্রীনদীয়া-প্রকাশকে যেন কোন কালে মাপিতে না যাই। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পরমাশ্রিত-সাধা স্নেহ-কৃপারস অতন্দ্র মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে অধিকার করুক—ইহাই আজ আমরা বর্ষারম্ভে তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনায় যেন নিযুক্ত হই।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ গুরুবর্গ। আমরা যেন জাগতিক অন্যান্য পত্রিকার ন্যায় তৎপ্রতি অবিচার প্রদর্শন করি—তাঁহাকে অন্য দশ-বিশটা কাগজের ন্যায় আমাদের অন্যান্য কাজে লাগাইয়া তাঁহার অবমাননা করি, তাহা হইলে আমাদের অনন্ত নরক অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং কেহই যেন পারমার্থিক-পত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের কোনপ্রকার অপব্যবহার না করেন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবকাভিমানিগণ কোথায়ও কোন বহির্মুখের দ্বারা শ্রীনদীয়া-প্রকাশের অবমাননা হইতে দিবেন না। বিপণিতে, পথে-ঘাটে, কোথায়ও শ্রীনদীয়া-প্রকাশের অবজ্ঞা দেখিলে তখনই নিজ প্রাণাধার শ্রীনদীয়া-প্রকাশের তাদৃশ অবমাননা সহ্য করিবেন না। প্রাকৃত শ্রবিণ প্রকৃতিধারা ও প্রাকৃতজন বঞ্চনা করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবেন। যাঁহারা শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি তাদৃশ বিচারকে অতি বাড়া-বাড়ি মনে করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গও দূরস্থানে অকপট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ-সেবাকারী পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপ আমাদের শ্রীগুরু-বৈকুণ্ঠবাণীর কোনই যোগ্যতা নাই।

—'কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখা'।

হয়ে নাই, তাহারা ও তাঁহাকে প্রাকৃত-ভাবাপন্নই দর্শন করিবে, কিন্তু অকপট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ-সেবাদীর বিচার তাহা হইতে অবশ্যই পার্থক্য লাভ করিবে।

পরিশেষে, যাঁহারা মাদৃশ নিতান্ত অযোগ্যগণকে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ জানিয়াও শ্রীনদীয়া প্রকাশ সেবার অধিকার প্রদানে নিরত উন্মুখ, সেই পরমোদার শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরী-প্রভুপাদগণের অহৈতুক কৃপাশীষ্ সম্বল করিয়া আমরা যেন শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবার জন্য অকপটে কায়মনোবাক্য নিয়োগ করিতে পারি—ইহাই প্রার্থনা। তাঁহারা অহৈতুক কৃপাবিস্তার করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণ-সরোজ ধূলিস্বরূপ মাদৃশ অযোগ্যগণের প্রতি অযাচিত কৃপা বিস্তার করুন,—ইহাই নিবেদন। আমরা তাঁহাদের অহৈতুক অমন্দোদয়-দয়ার জয়গান করিয়া আজ সপ্তম বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিতেছি।

সখ্য

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'তে সখ্যের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন,—

"বিশ্বাসো মিত্রবৃত্তিশ্চ সখ্যং দ্বিবিধমীরিতম্ ॥"

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ - পূঃ বিঃ, ২।৮৪)

—বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি, এই দুইপ্রকারের সখ্য কথিত হইয়াছে।

"প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্ ॥"

—শ্রীদ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"হে গোবিন্দ, তোমার প্রতিজ্ঞা এই যে, 'আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হইবে না।' ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমি প্রাণ ধারণ করিতেছি।"

"[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥"

(ভাঃ ১১।২।৫৩)

—শ্রীহরিভক্ত শ্রীহবিঃ মহারাজ নিমিকে বলিয়াছেন,—"শ্রীহরির চরণ কমল হইতে [illegible] কোন সার বস্তু নাই",—এইরূপ অনুভূতিযুক্ত হইয়া যিনি ত্রৈলোক্যের [illegible] থাকিলেও [illegible] একবার আরাধ্য তদীয় শ্রীচরণ-[illegible] বিচলিত হন না, [illegible] ভাগবত বলিয়া গণ্য হন।"

[illegible] 'শ্রীভগবন্ত-সংহিতা'র [illegible] এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"পরিচর্য্যাপরা কেচিৎ প্রাসাদেষু চ শেরতে।
মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবৎ ॥"

—পরিচর্য্যা-পরায়ণ কোন-কোন ভক্ত শ্রীবিগ্রহকে মনুষ্যের ন্যায় দর্শন ও বন্ধুতুল্য ব্যবহার করিবার জন্য রাত্রিকালে শ্রীভগবানের মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন। এই জগতে যেরূপ যাহাতে বন্ধুর কোনপ্রকার কষ্ট না হয় ও নানাভাবে তাঁহার সন্তোষ সম্পাদন করা যায়, তজ্জন্য বিশ্রম্ভ সখা বন্ধুর নিকট শয়নাদি করিয়া থাকেন, সেইরূপ কোন কোন ভক্ত শ্রীভগবানের সন্তোষোৎপাদনের জন্য শ্রীভগবন্মন্দিরে শয়ন করেন।

নিজের যাহা অভীষ্ট অর্থাৎ সুখ-দুঃখের অনুভব, তাহা শ্রীভগবানের পরিচর্য্যায় নিয়োগ সখ্য-প্রেমের অন্তর্গত। ইহাই শ্রীভগবান্‌কে মনুষ্যমূর্ত্তিতে দর্শন ও তাঁহার সহিত বন্ধুতুল্য ব্যবহার। মনুষ্যমূর্ত্তিতে দর্শন বলিতে শ্রীভগবান্‌কে রক্ত-মাংসের পিণ্ড বলিয়া প্রাকৃত-বুদ্ধি নহে, পরন্তু পরিপূর্ণ অপ্রাকৃত-বুদ্ধিসত্ত্বেও প্রীতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বন্ধুর হিত-ইচ্ছা;—যেমন, গ্রীষ্মকালে কোনদিন অত্যধিক গরম পড়িলে কৃষ্ণপ্রীতি-হীন ভোগী ব্যক্তি গরমে আর্ত্ত হইয়া দেহাভিনিবেশ-বশতঃ নিজের শরীরের সৌখ্যের জন্যই নানাভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে অর্থাৎ নিজের জন্য বীজন-যন্ত্র ব্যবহার, চন্দনাদি অনুলেপন, শীতল পানীয়াদি ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু ভগবৎপ্রেমিকের স্বভাবতঃই সেইদিন নিজ-বন্ধুর সৌখ্য-বিধানের ইচ্ছা হৃদয়ে উদিত হয়। নিজের শরীরে গরম লাগিতেছে দেখিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করিবার জন্য শ্রীমন্দিরে গমন করেন, তাঁহাকে নানাবিধ শীতল অভিষেকের দ্বারা পরিচর্য্যা করেন, শীতল পানীয় প্রভৃতি ভোগ দান করিয়া থাকেন। শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীবৈষ্ণবের প্রতি নিজসুখচেষ্টা বন্ধুভাবে নিয়োগ করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা সখ্য-ভক্তের একটী বিশেষ লক্ষণ।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে' সখ্যের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন,—

"সখ্যং হিতাশংসনময়ং বন্ধুভাবলক্ষণম্ ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ - ৩০৬ অনুচ্ছেদ)

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাময় বন্ধুভাবই 'সখ্য'-নামে কথিত। শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী প্রভু তাঁহার 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী'-গ্রন্থে এবং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' ও 'শ্রীদুর্গমসঙ্গমনী'-টীকায় সখ্যের উদাহরণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন,—

"অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ-
ব্রজৌকসাম্ ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৩২)

"অহো ভাগ্য, অহো ভাগ্য, কি বলিব আর
নন্দ-ব্রজপুরে, নাথ, বসতি যাঁহার ॥
যাঁর মিত্র পরিপূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
প্রকট পরমানন্দ গোকুল-নন্দন ॥"

(শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যপ্রভু-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী' - ১০।১৪)

—শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন,—'অহো পরমানন্দ-স্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম যাঁহাদের মিত্র, সেই নন্দগোপপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি অনির্ব্বচনীয় মহা ভাগ্য!'

শ্রীল বিষ্ণুপুরী গোস্বামিপাদ সখ্যভক্তির উপজীব্য-রূপে নিম্নলিখিত শ্লোকটিও তাঁহার 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী'-গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন,—

"এবং মনঃ কর্ম্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে
অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥"

—শ্রীঋষভদেব বলিতেছেন,—"পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে পরমাত্মা ও জীবাত্মার বিবেক অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে মন কর্ম্মের অধীন হইয়া পুরুষকে কর্ম্মনিষ্ঠ করে। অতএব যে-কালপর্য্যন্ত সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীবাসুদেব আমাতে প্রীতি না হয়, সে-কালপর্য্যন্ত জীবের দেহবন্ধন হইতে মুক্তি হয় না।"

জীব কি করিয়া শ্রীভগবানের হিত-চিন্তা বা তদনুরূপ হিত চেষ্টা করিবেন,—এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। বস্তুতঃ যে-স্থানে শ্রীভগবানে মাধুর্য্য দর্শন নাই, কেবল ঐশ্বর্য্যশালী প্রভুরূপেই দর্শন, তথায় সখ্যভাবে হিত-চেষ্টা দৃষ্ট হয় না। যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য—শ্রীকৃষ্ণেরই ভক্তগণের সঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বা শ্রীভগবানের সহিত সমভাব বা বন্ধুভাব, তথায় হিত-চেষ্টা সম্ভব হয়। বন্ধুর হৃদয় সর্ব্বদাই বন্ধুর মঙ্গলের জন্য চেষ্টান্বিত ও পাছে বন্ধুর কোন অহিত হয়, এই ভাবনায় শঙ্কাযুক্ত,—

"[illegible] বন্ধুজনমানি [illegible] হি"

(শ্রীচৈঃ চঃ - মধ্য, ১৮।৪০ সংখ্যা-ধৃত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'-নাটক-বাক্য)

—অর্থাৎ বন্ধুর হৃদয় সর্ব্বদা বন্ধুর অনিষ্টের আশঙ্কা করে। শ্রীল দামোদরস্বরূপাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের শ্রীমহাপ্রভুকে দেখিতে না পাইয়া এইরূপ মনোভাব হইয়াছিল,—

"প্রভুর বিচ্ছেদে কা'র দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্টাশঙ্কা বিনা কা'র মনে নাহি আন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ - অন্ত্য, ১৪।৪৮)

বাৎসল্যরসের মধ্যে সখ্যরস অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নন্দমহারাজ বা শ্রীশচীনন্দনের হৃদয়ে [illegible] পালক এবং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্য অনিষ্টাশঙ্কা ও হিতচেষ্টা পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু-প্রমুখ শ্রীগৌরভক্তগণ 'নিমাই পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত হউক',—এইরূপ হিতচিন্তামূলক বন্ধুভাব প্রদর্শনের লীলা করিয়াছেন। ইঁহারা তাঁহাদের অনুরাগের পাত্রত্ব পাওয়া যায়।

সখ্য দুইপ্রকার—'বৈধ্য-সখ্য' ও 'রাগানুগ-সখ্য'। নববিধা-ভক্তি মধ্যে যে সখ্যের উল্লেখ আছে, তাহাতে কেবল 'বৈধ্য-সখ্য' আলোচিত হইবে। অর্চ্চামূর্ত্তি-সেবায় যে চেষ্টা দৃষ্ট হয়, তাহাই 'বৈধ্য-সখ্য'; আর লোকের সহিত রাগাত্মিক সখ্যরসের রসিকগণের সেবার অনুসরণে যে স্বাভাবিক হিত-চেষ্টা, তাহাই 'রাগানুগ-সখ্য'; উহা বিধির দ্বারা পরিচালিত নহে, অনুরাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি'র স্থায়িভাব-প্রকরণে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু যে সখ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা রাগাত্মিক সখ্যপ্রেম-বিশেষ। সেই সখ্যের সংজ্ঞা এই,—

"বিশ্রম্ভঃ সাম্যযোস্তুক্তঃ সখ্যং স্বপ্নতায়তঃ"

(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি - স্থায়িভাব প্রকরণ, ১৯ অনুচ্ছেদ)

—সাধ্বস (সম্ভ্রম) হইতে নির্ম্মুক্ত যে বিশ্রম্ভভাব, তাহার নাম 'সখ্য'; তাহা প্রীত-বশ্যতাময়।

"বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিহ্ন ॥
মমতা অধিক, কৃষ্ণে আত্মসম-জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্ ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ - মধ্য, ১৯।২৩১-২৩২)

শাস্ত্রোক্তোক্ত দাস্যরস ও বিশ্রম্ভমমতা সখ্যরসে বর্ত্তমান; এইজন্য ইহা দাস্যের পর উক্ত হইয়াছে।

"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" অর্থাৎ স্বয়ং দেবরূপ না হইয়া দেবতার অর্চ্চন করিবে না, অর্চ্চনকারী অর্চ্চ্য বিগ্রহের তুল্য না হইলে অর্থাৎ অর্চ্চকের ভূতশুদ্ধি বা সচ্চিদানন্দরূপত্ব প্রকাশ না হইলে অর্চ্চনে অধিকার জন্মে না। অতএব পরমেশ্বরের বিষয়ে সখ্যভাব-প্রাপ্তির বিধান আশ্চর্য্যজনক নহে। শুদ্ধ ভক্তগণ নিজের দেবতাভাব-প্রাপ্তি বলিতে বিষ্ণুবিগ্রহ বা মূল আশ্রয়বিগ্রহরূপে আপনাদিগকে বিচার করেন না অর্থাৎ সখ্য-ভাবাক্রান্ত ভক্তগণ আপনাকে বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বা অর্জ্জুন, শ্রীদ্রৌপদী অথবা শ্রীশ্রীদাম-শ্রীসুদামাদি সখারূপে কখনও ভাবনা করেন না; উহা শ্রীভগবৎসেবার সম্পূর্ণ প্রতিকূল, কিন্তু সখ্য-ভাবকে সেবার পরম অনুকূল বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সখ্যভাবে যে শ্রীভগবানের সহিত সমজ্ঞান, তাহা শ্রীভগবানে নিত্য সখাবৃন্দের নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষীগণের জন্য তাঁহার হিতানুসন্ধান [illegible]; তাই শ্রীঅক্রূর বলিয়াছেন,—

"ভক্তেব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী-
দাস্যং পুনর্জ্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ।
মহানুভাবেন গুণালয়েন
বিষজ্জতস্তৎপুরুষপ্রসঙ্গঃ ॥"

(ভাঃ ১০।৮১।৩৬)

—আমি যেন প্রতিজন্মে তাঁহার প্রিয়, হিতৈষী, উপকারক ও সেবকরূপে জন্মগ্রহণ করি, আর সেই মহানুভব গুণাকর,

পুরুষোত্তম ও তাঁহার ভক্তগণের উভয় সহ দাস কারিয়া।"

শ্রীল স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন,—"প্রহ্লাদ বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য বর্ণন-পূর্ব্বক 'তাঁহার', 'আমার' ইত্যাদি বাক্যে ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। 'সৌহৃদ' অর্থাৎ প্রেম, 'সখ্য' অর্থাৎ হিতাশংসন বা মঙ্গলেচ্ছা, 'মৈত্রী' অর্থাৎ উপকারকত্ব, 'দাস্য' অর্থাৎ সেবকত্ব, এই 'সৌহৃদ' প্রভৃতি পদচতুষ্টয়ে সমাহারদ্বন্দ্বসমাসে একবচন হইয়াছে। 'তাঁহার' অর্থাৎ 'তৎসম্বন্ধী আমার ইহাই হউক, পরন্তু বিভু ত নহে',—ইহাই বুঝাইতেছে।

প্রেম সাধ্যবস্তু, এজন্ত তাহাকে নববিধ-ভক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই; মৈত্রী সখ্যেরই অন্তর্ভাবযোগ্য বলিয়া দাস্য ও সখ্যই গৃহীত হইয়াছে। ভক্ত শ্রীভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, আবার শ্রীভগবান ও ভক্তের হিতাকাঙ্ক্ষা করেন। এই উভয়ই মিত্রাবৃত্তি। শ্রীভগবান্ ভক্তের নিত্য হিতাকাঙ্ক্ষা করেন বলিয়া ভক্তের সখ্য-সেবাও নিত্য ভগবদ্বিষয়ক হিতাকাঙ্ক্ষাময়। ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের নিত্যসহবাসপ্রযুক্তঃ ভজন-বিশেষের দ্বারা বিশিষ্টরূপ সম্পাদন অতি দুষ্কর নহে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ অসুরবালকগণকে বলিয়াছিলেন,—

"কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্য সখ্যুঃ প্রাণিমাত্রদেহিনাং
সাম্যাত্মনঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ॥"

(ভাঃ ৭।৭।৩৮)

—হে অসুর বালকগণ, যিনি সমস্ত দেহিগণের নিজ আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী, সর্ব্বত্র সকলেরই প্রাণের সখা ও নিজ-হৃদয়ে ছিদ্রবৎ অর্থাৎ সর্ব্বদা আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত, যিনি বস্তুতঃ বাহিরের ও অন্তঃকরণে বিষয়াদিরূপ বাহিক সম্পত্তি দান করিয়া হিতকারী, সেই শ্রীহরির উপাসনায় অতিপ্রয়াসের কোন কথা নাই। অতএব স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি কাহারও নশ্বর বিষয়সমূহের উপার্জ্জনে আবশ্যকতা কি?

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে যে উপদেশ দিয়াছেন, সেই দৃষ্টান্ত হইতেও আংশিকভাবে সখ্যভক্তি লক্ষিত হইতেছে,—

"ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ
সৎপতিং যথা॥"

(ভাঃ ৯।৪।৬৬)

—সতীগণ সৎপতিকে যেরূপ বশীভূত করে, আমার প্রতি নিবদ্ধচিত্ত সমদর্শী সাধুগণও ভক্তিদ্বারা আমাকে সেইরূপ বশীভূত করিয়া থাকেন।

উদ্ধবও শ্রীবিদুরকে বলিয়াছেন,—
"শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বভূতানুরঞ্জনাঃ।
যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ॥"

(ভাঃ ৪।১২।৩৭)

—শান্ত, সমদর্শী, শুদ্ধ, সর্ব্বভূতানুরঞ্জন অচ্যুতপ্রিয়-বান্ধবগণ সহজে শ্রীঅচ্যুতপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন

প্রকৃত বুদ্ধিমান্

(শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

জগতের লোকের মনোবৃত্তি অসংখ্য-প্রকার হইলেও স্থূলভাবে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটিভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথম শ্রেণীর লোক কেবল কোনওপ্রকারে অঋণী থাকিয়া এই জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিলেই মনে করেন যে, জগতে আসিয়া কিছু একটা করিয়া গেলাম। ঐপ্রকৃতির লোক একত্র হইলে পরস্পর আলাপাদিতেও বলিয়া থাকেন,—"আপনি ত' জীবনটা বেশ কাটাইয়া দিলেন অর্থাৎ আপনি ত' বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু আমরা শেষ-পর্য্যন্ত এরূপ কাহারও নিকট ঋণী না থাকিয়া নিশ্চিন্তভাবে জীবনটা কাটাইতে পারিব, কি না, তাহা জানি না।" ইঁহাদেরই মধ্যে আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি, যাঁহারা ঋণকে ভয় করেন না, তাঁহারা বলেন—"আমরা ঐরূপ সঙ্কীর্ণ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট নহি। এখানে কে কি নিয়া আসিয়াছে? সুতরাং ঋণ করিয়া হউক, আর যে-কোন প্রকারেই হউক, খাইয়া পরিয়া সুখে জীবন কাটাইতে পারিলেই ত' ফুরাইয়া গেল।" আরও একপ্রকার অদ্ভুত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা অত্যন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইলেও কি কর্ত্তব্যে তাঁহারা নিযুক্ত আছেন, তাহা চিন্তা করিবার তাঁহাদের সময় আদৌ নাই। তাঁহারা এক একজন বড় বড় বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, নৈতিক বলিয়া নিজদিগকে মনে করেন এবং জগতের লোকের নিকটও খুব বুদ্ধিমান্ বলিয়াই পরিচিত। তাঁহারা বলেন, "আমাদের এক মুহূর্ত্তও সময় নাই।" তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যালয়, কার্য্যক্ষেত্র বা ব্যবসায়কেন্দ্র প্রভৃতিকে দেখাইয়া বলিয়া থাকেন,—"মহাশয়, আমাদের জগতে কত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য আছে।" আরও এক-প্রকারের বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দেখা যায়, যাঁহারা উপরিউক্ত ব্যক্তিগণকে ঘৃণা করিয়াও তাঁহাদেরই অনুগমনকারী। তাঁহারা নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া, পূজা, জপ, তপ প্রভৃতি অনেক কিছু করিয়া থাকেন। তাঁহারা অন্ত লোককে অধার্ম্মিক প্রভৃতি বলিয়া ঘৃণা করিলেও নিজেরাও যে সেই দলভুক্ত, তাঁহারাও যে দেহসুখ ব্যতীত আর কিছুই চান না—বরং তাঁহাদের ভোগপ্রবৃত্তি আরও প্রবল, কারণ তাঁহাদের মৃত্যুর পরেও ভোগের দরকার আছে, সেজন্ত তাঁহারা ব্যস্ত হইয়াছেন। ইঁহারা শ্রীভগবানের মহামায়ার মোহিত হইয়া প্রকৃত কর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন না। এইসকল ব্যক্তিকে আমাদের শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"আনন্দে খাই, দেখি, পরি চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এদেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রাবশে।"

আমরা যে-প্রকার চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট লোকের কথা আলোচনা করিলাম, তাহা ছাড়া আরও অসংখ্যপ্রকারের ধারণা-বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন। আর একপ্রকারের লোক জগতে আছেন; তাঁহাদের সংখ্যা কিছু কম হইলেও তাঁহারা অন্যান্য সকল শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে নিন্দা বা ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকল বস্তুতে নির্ব্বিণ্ণ। তাঁহারা যে কেবল নিজ-ভোগবিলাসে বিতৃষ্ণ তাহা নহে, পরন্তু স্বরাট্ পুরুষোত্তম চিদ্বিলাসী ভগবানের বিলাসেও নির্ব্বিণ্ণ। তাঁহারা কোন ব্যক্তির অন্ধকারে সর্পের উপরে পা দিয়া ভীত হইয়া হাড়ে পা পড়িলেও ভীত হইবার ন্যায় কার্য্যমাত্রই খারাপ, এইপ্রকার ধারণ করেন। তাঁহারা স্থূলভাবে সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেও বা সকল বস্তু ত্যাগ করিলেও জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য যে পরমেশ্বরের ইচ্ছার বা তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞের অনুবর্ত্তী হওয়া বা নিজ-প্রভুর ভজন করা, তাহা না করিলে আত্মসুখ অর্থাৎ "আমি কোন কার্য্য করিব না, আমি কোন পক্ষের না,—পাণ্ডবেরও পক্ষে না—কৌরবেরও পক্ষে না, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সেবাও করিব না, জড়বিষয়ও ভোগ করিব না, আমি চাই কেবল মুক্তি,"—তাঁহাদের এইপ্রকার বুদ্ধি হইবে। এইপ্রকারের চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট যাঁহারা, তাঁহারাও যে ব্যতিরেক পন্থাবলম্বনে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ মূলা মুক্তি-কামনারই দাস, তাহা শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার নিজ-জন ব্যতীত আর কেহই বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা অভেদবাদীর অভিমান করিয়াও জড়-ভেদবাদী—দুর্ব্বলী। তাঁহারা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বজ্ঞ সমদর্শী-পণ্ডিত হইতে পারেন নাই। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণের কৃপাকটাক্ষ বৈভব লাভ করিয়া দক্ষ হইতে না পারিলে, বহু ভোগ-প্রমত্ত হইয়া অথবা ত্যাগী অভিমান করিয়া অপ্রাকৃত অর্থাৎ যাহা আত্মার নিত্য ও [illegible] ঐপ্রকার সিদ্ধান্তিগণের [illegible] বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। শাস্ত্রে [illegible] মূলা চেষ্টা ছাড়া আর অন্য কোন [illegible] প্রশংসা দেখা যায় না। যথা—[illegible]-বাক্যে,—

"[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]"

শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৫০-৫১)

আমরা উপরিউক্ত শ্রীশাস্ত্রবাক্যে শ্রীভাগবতীয়-শিক্ষা হইতে জানিতে পারি, মনুষ্যের ধর্ম্ম, পরমায়ুঃ, বিবিধ-ধন প্রভৃতি অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে সাধিত যাবতীয় কার্য্য ভগবানের সুখ-তর্পণোদ্দেশে কৃত না হয়, তাহা হইলে ঐসকলের কোন মূল্যই নাই; কারণ, একমাত্র ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে বিশ্বাত্মা হরি—সকল জীবের একমাত্র প্রিয় শ্রীভগবান্ বশ হন না। ভগবদিন্দ্রিয়-তোষণের জন্য কৃত না হইলে কোন কার্য্যই—এমন কি, পূজা, ধ্যান, শ্রীভগবন্নাম-গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য বাহ্যতঃ অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা সর্ব্বাঙ্গ শ্রীভগবানের সুখ-বিধানার্থ না হইলে তাহা ভক্তি হইবে না। সুতরাং শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত অথবা তাহা লাভ করিবার জন্য সম্যক্‌রূপে নিষ্কপটে শরণাগত ব্যক্তি ব্যতীত সমগ্র জগতের লোক এক বাক্যে ঘোষণা করিলেও অন্য কোনও ব্যক্তিকে প্রকৃত বুদ্ধিমান্ বলিতে পারি না। অনিত্য আপাতমধুর জড়ভোগ্য বস্তুর অন্বেষণে যাঁহারা ব্যস্ত, অথচ অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা যাঁহারা প্রাকৃত বস্তুরই সঙ্গ করেন, যাঁহারা সনাতন বস্তুর সন্ধান করেন না, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র ও মহাজনগণ বুদ্ধিমান্ বলেন নাই। শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

"অতএব যারা আছে সুবুদ্ধিমান্।
নিত্যশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি করহ সন্ধান॥"

(কল্যাণকল্পতরু)

পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপপুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

[illegible] গত ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, [illegible] [illegible] উপলক্ষে [illegible] সারাদিন উপবাস, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲, ষাণ্মাসিক ৪।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যাভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত বসুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্ত বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণ গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। উহা এক অভিনব ধাম-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহশেষ পাচন

সর্ববিধ মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ দেহ দুর্বল পরিপাকশক্তির পক্ষে একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি বহুদিন হইতে। লক্ষণ, প্রীতি সংযুক্ত কাগজাত এবং নূতন পুরাতন মেহে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ॥৵০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।
—১১নং ও হাজরা রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

কর্মচারিগণকে ক্ষতিপূরণদানের ব্যবস্থা

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর ম্যানেজার ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধে হতাহত ব্যক্তিগণের জন্য গবর্ণমেন্ট যে ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা ছাড়াও টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী স্থির করিয়াছেন যে, জামসেদপুরে শত্রুপক্ষের কার্য্যের ফলে কোম্পানীর যে সমস্ত কর্মচারী স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয়া পড়িবেন, তাঁহাদিগকে এবং যাঁহারা নিহত হইবেন, তাঁহাদের পোষ্যবর্গকে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। যাঁহারা স্থায়ী ভাবে অক্ষম হইয়া পড়িবেন তাঁহাদিগকে ১৫০০ টাকা হইতে ১৩ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং যাঁহারা নিহত হইবেন, তাঁহাদের পরিবার বর্গকে এক হাজার হইতে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

জামসেদপুর হইতে স্ত্রীলোকদিগকে অপসারিত করার এবং খাদ্য সামগ্রী আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাইবার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় টাটা কোম্পানীর হোটেলগুলির উপর অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে। টাটার কারখানার ভিতরে যে দুইটি হোটেল আছে, তাহাতে দৈনিক প্রায় দেড় হাজার টাকার খাদ্য বিক্রীত হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, জামসেদপুর কো-অপারেটিভ ষ্টোর হইতে এই দুইটি হোটেলে জিনিষপত্র সরবরাহ করা হইত, কিন্তু রেলওয়ে ওয়াগনের অভাবে কো-অপারেটিভ ষ্টোরের পক্ষে জিনিষপত্র সরবরাহ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রমিকগণকে খাদ্য সরবরাহের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা হইতেছে।

খাদ্য সামগ্রী রপ্তানি নিষিদ্ধ

যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর ভারতরক্ষা আইন-অনুসারে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ যুক্তপ্রদেশে কোন জেলা হইতে গম, ময়দা, বার্লি, চাউল, ডাল প্রভৃতি কোনও প্রকার খাদ্যদ্রব্য জেলার বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবে না। যদি কেহ এই আদেশ অমান্য করে, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে।

আসামের পরবর্ত্তী গবর্ণর

একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ, আসামের গবর্ণর স্যার রবার্ট রীডের কার্য্যকাল শেষ হইলে, সম্রাট তাঁহার স্থলে আসামের গবর্ণর পদে স্যার এণ্ড্রু জে, কে সি এস আই, সি আই ই, আই সি এস-কে নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন।

বিনা নোটিশে ধর্ম্মঘট নিষিদ্ধ

সংশোধিত ভারতরক্ষা আইন-অনুসারে ভারত সরকার এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, কোনও প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিতে হইলে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হওয়ার ১৪ দিন পূর্ব্বে নোটিশ দিতে হইবে। বাণিজ্য বিরোধ আইনে এইরূপ বিধান আছে যে, যে সমস্ত কোম্পানীর কাজ জনসাধারণের জীবনযাত্রানির্ব্বাহের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, সেই সমস্ত কোম্পানীতে ধর্ম্মঘট করিতে হইলে ১৪ দিন পূর্ব্বে নোটিশ দিতে হইবে। ভারতরক্ষা আইন সংশোধিত হওয়ায় বাণিজ্য-বিরোধ আইনের এই বিধান এখন সমস্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই প্রযোজ্য হইল। অধিকন্তু আদেশে আরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, যে কোনও বিরোধ যদি নিষ্পত্তির জন্য কোনও আদালত কোর্ট বা সালিশী বোর্ডে প্রেরিত হয়, তাহা হইলে এ সম্পর্কে বিচার চলিতে থাকাকালে এবং তাহার দুই মাস পর পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট করা হইলে তাহা বেআইনী হইবে।

রাশিয়ায় ১৫ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত

"দায়হাক পজিব ও বার্লিনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, রাশিয়ায় জার্ম্মাণদের ১৫ লক্ষ লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণ মহল এক্ষণে স্বীকার করিতেছে। সংবাদদাতা আরও জানাইতেছেন, আহতদের একাংশ শীঘ্রই সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিতে পারিবে।

অষ্ট্রেলিয়ার রাস্তা নির্দ্দেশের চিহ্ন অপসারণ ব্যবস্থা

মেলবোর্ণের সংবাদে প্রকাশ, জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়াবলী-দপ্তরের প্রধান এক আদেশবলে অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্রোপকূল হইতে অভ্যন্তরভাগে ১০০ মাইল পর্য্যন্ত সকল স্থানে রাস্তাঘাট নির্দ্দেশের নির্দ্দেশজ্ঞাপক চিহ্নগুলি অপসারিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাইলষ্টোন, পথ প্রদর্শনের চিহ্ন প্রভৃতি সবই এই আদেশের আমলে আসিবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীবনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ-সম্পা. ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সত্বর শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিভিন্ন গীতসমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-আলোকে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া 'বৃত্তিলেশ'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীকল্পবৃক্ষশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। [illegible]

[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর।

১৭শ বর্ষ { ১৪ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৩রা চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৭ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ বিষ্ণু, শিব প্রহ্লাদ, গৌরাব্দ ৪৫৬

আত্মনিবেদন

—:০:(০):০:—

দেহ হইতে শুদ্ধাত্ম-পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু সর্ব্বতোভাবে শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণই 'আত্ম-নিবেদন'-নামে কথিত। নিজের জন্য চেষ্টা-শূন্যতা, নিজের সাধন-সাধ্যসমূহ তাঁহাতেই সমর্পণ করা ও একমাত্র তাঁহার সেবার জন্যই চেষ্টাময় হওয়া, শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইচ্ছার একান্ত অনুগত থাকা ও স্বীয় ইচ্ছাকে অধীন করা আত্ম-নিবেদনের লক্ষণ। বিক্রীত গো, অশ্ব প্রভৃতি যেরূপ নিজের দেহাদিকে একমাত্র ক্রেতার সেবার জন্যই সমর্পণ করে, নিজের ভরণপোষণের চিন্তা-পর্য্যন্ত করে না, আত্মনিবেদনকারী ব্যক্তিও সেইরূপ নিজের জন্য কোনই চেষ্টা করেন না, তাঁহার সমস্ত চেষ্টাকে একমাত্র আত্মীয় ক্রেতা শ্রীবিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োগ করেন। অপরা গো-বিক্রয়ের পর বিক্রীত গাভীর জীবিকার জন্য বিক্রয়কারীর যেরূপ আর চেষ্টা করিতে হয় না, পরন্তু ক্রেতাই তৎকালে তাহার হিতসাধক হয় এবং উক্ত গাভীও তৎকালে ক্রেতারই কার্য্যনির্ব্বাহক হয়, বিক্রেতার কোন বাধা করে না, আত্ম-নিবেদন-সম্বন্ধেও সেই রীতি। শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যে এই আত্ম-নিবেদনের কথাই উক্ত হইয়াছে।

"তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্
গোমায়ুবন্ মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ॥"
(ভাঃ ১০।৫২।৩৯)

—"হে বিভো, হে কমললোচন, আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ ও আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি, অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। শৃগালের সিংহের আহার্য্যগ্রহণের ন্যায় আপনার ভোগ্য আমাকে যেন শিশুপাল আসিয়া সত্বর স্পর্শ না করে।"

আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি নিজের দেহ হইতে শুদ্ধাত্মা পর্য্যন্ত সকল বস্তুকেই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই ভোগ্য-রূপে নিজেকে বিচার করেন, অতএব তাঁহা পৃথিবীর কোন ব্যক্তি বা বস্তু ভোগ্যরূপে আর পরিণত করিতে পারেন না। আত্মীয় ভোক্তা শ্রীবাসুদেব-সিংহের ভোগ্যবস্তু তাঁহার অনুকরণকারী 'শৃগাল-বাসুদেবে'র (আনুকরণিক ক্ষুদ্র জীবের) ভোগ্যবস্তু হইতে পারে না,—ইহাই আত্মনিবেদনকারীর চিত্তবৃত্তি।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'তে ও শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী গোস্বামিপাদ 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী'তে আত্মনিবেদনাখ্য ভক্তির এই প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"
(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"যে-কালে মর্ত্ত্য সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেন, তৎকালে তিনি বিশিষ্টকর্ত্তৃরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের নিরূপিত উক্তকেও শ্রীল বিষ্ণুপুরী গোস্বামিপাদ ও শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

"ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়-দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥"
(ভাঃ ৭।৬।২৬)

—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটী ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত। তন্মধ্যে আত্মবিদ্যা, কর্ম্ম-বিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি ও কৃষি প্রভৃতি বিবিধ জীবিকা; এই সমস্তই বৈদিক-বিষয় বেদের প্রতিপাদ্য; সুতরাং ইহাদিগকে আমি সত্য বলিয়া মনে করি; পরমাত্মা পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে যে আত্মনিবেদন, উহাকেই আমি যথার্থ সত্য বলিয়া মনে করি।"

শ্রীল স্বরূপ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"অর্থা বিদ্যাস্বপক্ষাঃ পণ্ডিতরূপপাদতঃ।
দেহপ্রাণাদিঃ কৈশ্চিদেষঃ
কৈশ্চিন্মনোধিয়ঃ॥"
(শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ, ২ ৯০)

—পণ্ডিতগণ 'আত্মা'-শব্দের চতুঃপ্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ অহঙ্কার বিষয়স্বরূপ দেহাকে আত্মা, কেহ কেহ বা মনঃপ্রধানী দেহকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করেন।

সেইরূপ আত্মার সমর্পণ সম্বন্ধে শ্রীল যামুনাচার্য্যপাদ শ্রীভগবান্‌কে অবধান করিয়া এরূপ বলিয়াছেন,—

"বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা
গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়ো-
রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥"
(শ্রীস্তোত্ররত্ন - ৪৯ শ্লোক)

—হে ভগবন্, অতএব আমি পরিণামে ও যে কোন অবস্থা-বিশেষ অন্য [illegible] যে-কোন পদার্থ-বিশেষই হই না কেন, এই আমি আমার [illegible] আপনার [illegible] সমর্পিত হইলাম।

দেহ-সমর্পণের বিবরণ '[illegible]' এইরূপ উক্ত হয়,—

"চিন্তা, [illegible]
[illegible]।
[illegible]।"

—বিক্রয়কারী [illegible] কোন চিন্তা করে না, [illegible] দেহ সমর্পণ করিয়া [illegible]।

কেহ কেহ [illegible] ভগবানের জন্য [illegible] কোন [illegible] করেন না, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] আমি কেবল [illegible] সেবা করিব, শ্রীকৃষ্ণের [illegible] করিব',—[illegible] কোন কোন প্রাচীন [illegible] করিয়াছেন। কেহ কেহ [illegible] তাহা [illegible] করেন না। [illegible]

[illegible]

শ্রীল [illegible]।

[illegible]
[illegible])

কৃষ্ণ যারে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

—"যেমন বহু লোকের মতই এবং যাহা নিজের অতি প্রিয়, তাহা আবার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবে; তাহা হইলে উহা দান অক্ষয় হইয়া থাকে।"

আত্মনিবেদনে কিরূপ বিক্রীত পশুর ন্যায় নিজের ভরণ-পোষণের জন্য চেষ্টাশূন্যতা ও শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে একমাত্র চেষ্টাশীলতা, তদ্বিষয়ে সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্যে একটী অলৌকিক গীত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীশরণাগতিতে দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে॥
তব নিজজন প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন পরম আনন্দে
প্রতিদিন হ'বে তাহা॥
বসিয়া, শুইয়া তোমার চরণ
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি॥
নিজের পোষণ কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ তোমারে পালক
বলিয়া বরণ করে॥

(শ্রীশরণাগতি - ১১)

আত্মনিবেদন ও সখ্য—এই দুইটী অঙ্গের দুষ্কর বলিয়া অত্যন্ত বিরল। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"দুষ্করত্বেন বিরলে দ্বে সখ্যাত্মনিবেদনে।
কেষাঞ্চিদেব ধীরাণাং লভেতে সাধনার্হতাম্॥"

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ - পূঃ বিঃ, ২।৯২)

—সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই দুইটী অঙ্গের দুষ্করত্ব হেতু বিরল। কোন কোন ধীর পুরুষদের নিকট এই দুইটী সাধন-যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দুর্লভ সৌভাগ্য জনগণ সখ্য ও আত্মনিবেদনকে সাধনরূপে বরণ করিতে পারেন।

এই শ্লোকের 'দুর্গমসঙ্গমনী'-টীকায় শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শরণাগতি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও আত্মনিবেদনের লক্ষণ [illegible] করিয়াছেন।

"দুষ্করত্বেনাত্মনিবেদনস্য কেবলস্য দুষ্করত্বেন বৈরল্যং ন তু মাহাত্ম্যাধিক্যেন [illegible] দুষ্করত্বেন [illegible] বিরলত্বং [illegible]। যদি চ ভাবমিশ্রমাত্মনিবেদনং তর্হি মাহাত্ম্যাধিক্যেনাপি বিরলং স্যাৎ। তত্র কেবলমাত্মনিবেদনং বলৌ [illegible] দৃষ্টম্। শরণাপত্তিঃ [illegible] ভাবমিশ্রত্বে দাস্যেনাত্মনিবেদনং শ্রীমদম্বরীষে, তদ্যথা 'স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ' ইত্যারভ্য 'কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া' ইত্যাদ্যম্ (ভাঃ ৯।৪।১৮-২০); তেন ভক্ত্যোক্তং শ্রীভাগবতৈকাদশে (১১।১১।৩৪) 'দাস্যেনাত্মনিবেদনম্' ইতি। তথা প্রেয়সীভাবেন শ্রীরুক্মিণীদেব্যা, যথোক্তং তয়ৈব (ভাঃ ১০।৫২।৩৯)—

'তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।'
ইতি।

এবং সখ্যাদিনাপীতি জ্ঞেয়ম্।"

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ - পূঃ বিঃ, ২।৯২ সংখ্যার 'শ্রীদুর্গমসঙ্গমনী'-টীকা)

তাৎপর্য্য—এস্থানে কেবল আত্মনিবেদন দুষ্কর বলিয়া, কিন্তু ভাবযুক্ত হেতু মাহাত্ম্যাধিক্য-প্রযুক্ত নহে। উভয়ভাবযুক্ত বলিয়া মহিমাধিক্যহেতু এবং দুষ্করহেতু সখ্যেরও বিরলতা। যদি আত্মনিবেদন ভাবমিশ্র হয়, তাহা হইলে মাহাত্ম্যাধিক্যহেতু বিরল হইবে। কেবল আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত শ্রীবামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমিদানসময়ে শ্রীবলিরাজে দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবানকে স্বীয় রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণই শরণাপত্তি, আর নিজের আত্মাকে শ্রীভগবানের আয়ত্ত বা অধীন করাই (আত্মসাৎ করানই) আত্মনিবেদন। ইহাই শরণাপত্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে ভেদবৈশিষ্ট্য। ভাবমিশ্র আত্মনিবেদনের মধ্যে দাস্যভাবযুক্ত আত্মনিবেদন শ্রীমদম্বরীষ মহারাজে দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—'মহারাজ অম্বরীষ মনকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ও সকলকে শ্রীভগবানের দাস্য-সাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। উদ্ধব প্রশ্নোত্তরে একাদশ-স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, 'দাস্যের সহিত আত্মনিবেদন' ইত্যাদি। প্রেয়সীভাবে আত্মনিবেদন শ্রীরুক্মিণীদেবীতে দৃষ্ট হয়। শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, 'হে বিভো! হে কমললোচন! আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি; অতএব আপনি এস্থানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন।' সখ্যাদি-ভাবযুক্ত আত্মনিবেদন-বিষয়েও এইরূপ জানিতে হইবে।

এইপ্রকারে সর্ব্বাঙ্গ ভজনকারীর সহিত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের অঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে:—

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্
বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥"

(ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

—শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম-যুগলে, বাক্য অপ্রাকৃত শ্রীহরি ও শ্রীহরিজনগণের শ্রীনাম রূপ-গুণ-লীলাদি-অনুবর্ণনে, হস্তযুগল শ্রীহরির শ্রীমন্দিরমার্জ্জনাদিতে, কর্ণদ্বয় শ্রীঅচ্যুত-বিষয়ক সৎকথা-শ্রবণে, নেত্রদ্বয় শ্রীমুকুন্দের শ্রীমূর্ত্তি, তাঁহার শ্রীভক্ত ও শ্রীমন্দিরাদির দর্শনে, অঙ্গস্পর্শ শ্রীভগবানের ভক্তের শ্রীচরণাদি গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মসংযুক্ত শ্রীতুলসীর সৌরভ-গ্রহণে, রসনা শ্রীমহাপ্রসাদাদি প্রভৃতিতে, পদযুগল শ্রীহরির ক্ষেত্র-গমনে, মস্তক শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম-অভিবন্দনে ও সকল তাঁহার দাস্যের নিমিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন, পরন্তু আত্মসুখকামনায় নহে। ইহাতে শ্রীভগবানের নিজ-জনের সম্বন্ধী রতি অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তে রতি হইয়া থাকে। এস্থলে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই সমর্পণরূপ আত্মনিবেদন ব্যক্ত হইয়াছে বা-ইহা বৈশিষ্ট্য-প্রাপ্তিহেতু শরণাগতি-মধ্যে উপাসনাই আত্মার্পণ।

শ্রীভগবান্ও উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥"

(ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪)

—আমার অমৃত চরিত্র-শ্রবণে শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা সংকীর্ত্তন, আমার পূজাবিষয়ে আসক্তি, স্তুতি-সমূহদ্বারা আমার স্তব, সেবাবিষয়ক আদর, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা প্রণাম, আমার সেবাকার্য্যে অঙ্গচেষ্টা, বাক্যদ্বারা গুণগান, আমার প্রতি চিত্তার্পণ, সমস্ত কামনা পরিত্যাগ, আমার সেবার জন্য অর্থত্যাগ, ভোগসুখ পরিত্যাগ, আমার উদ্দেশে দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা—এইসকল ধর্ম্মদ্বারা আত্মনিবেদক পুরুষগণের আমার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে। তৎকালে অন্য ভক্তের সাধ্য বা সাধনরূপ কোন বস্তুরই অভাব থাকে না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নিজের জন্য চেষ্টাশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য চেষ্টাময় হওয়া আত্মনিবেদনের লক্ষণ,—বিক্রীত গো যেরূপ স্বীয় পালনের চেষ্টা করে না, তদ্রূপ। কিন্তু নিজের জন্য চেষ্টাশূন্য হওয়া বলিতে শ্রীভগবৎ-সেবার অনুকূল সকল দৈহিক চেষ্টা হইতে বিরতি বুঝায় না। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"স্নান-পরিধানাদিক্রিয়া চাত্র ভগবৎ-সেবাযোগ্যতায়ৈবেতি তথাপি নাত্মার্পণাখ্য-ভক্তিহানিরিত্যবধেয়ম্।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ - ৩০৯ সংখ্যা)

—নিজের স্নান, বস্ত্র-পরিধান প্রভৃতি কার্য্য ভগবৎ-সেবারই যোগ্যতা-সম্পাদক বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণরূপ ভক্তির হানি হয় না, জানিতে হইবে।

শ্রীবলি মহারাজ আত্মার্পণের উদাহরণস্বরূপ। প্রাচীন-বাক্যেও উক্ত হইয়াছে,—'সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ।' অর্থাৎ সর্ব্বস্ব আত্মনিবেদনে শ্রীবলি মহারাজ শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কৃৎস্না তেহনেন দত্তা ভূর্লোকাঃ
কর্ম্মার্জ্জিতাশ্চ যে।
নিবেদিতঞ্চ সর্ব্বস্বমাত্মাবিক্লবয়া ধিয়া॥

(ভাঃ ৮।২২।২২)

—শ্রীবলি মহারাজ আপনাকে নিখিল ভূমি, সৎকর্ম্মার্জ্জিত যাবতীয় লোক, এমন কি, অকাতর-চিত্তে আত্ম-পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীবলিমহারাজের আত্মনিবেদন-বৃত্তির নিকট শ্রীভগবান্ শ্রীবামন-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ভক্তের ভক্তিবৃত্তির প্রকাশের তারতম্যানুসারে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎস্বরূপের আবির্ভাবের তারতম্য হয়। শ্রীবামনদেব খর্ব্বাকৃতি। ভক্তিবৃত্তির পরিপূর্ণ প্রকাশে সম্বন্ধাদি সঙ্কোচ থাকিলে ভগবানও আরাধ্যবস্তুও সঙ্কুচিতরূপে প্রকাশিত হন। আত্মনিবেদন-বৃত্তির পরিপূর্ণতা শ্রীব্রজগোপীগণের আদর্শে দৃষ্ট হয়। এজন্য পূর্ণতম শ্রীভগবৎ-স্বরূপ নবীন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোপীগণের আত্মনিবেদন-বৃত্তির নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া আপনাকে চিরঋণী অভিমান করেন। ব্রজললনাগণের সর্ব্বাত্মসমর্পণ আত্মার্পণের পরাকাষ্ঠা। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় তাহা অতি সুষ্ঠুরূপে ব্যক্ত হইয়াছে,—

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥

* * * *

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তা'রে ভজে তৈছে॥

(শ্রীচৈঃ চঃ - আদি, ৪।১৬৭-১৬৯,১৭৭)

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

(গীঃ ৪।১১)

—যাহারা যেরূপে আমাকে ভজন করে, আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করি হে পার্থ! মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ-বচনে॥

'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

[হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্মল; বহুজীবনেও আমি নিজ-সংকার্যদ্বারা তোমাদের প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না; যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসারশৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা নিজকার্য-দ্বারাই পরিতুষ্ট হও।]

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ-সাধন॥
এ-দেহ দর্শনে, স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি' করে দেহের মার্জন-ভূষণ॥
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥
(আদিপুরাণ-বচন)

[যে গোপীসকল তাঁহাদের নিজশরীর শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া তাহাতে যত্ন ও কাপ্ করেন, হে পার্থ, সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন—আর কেহই নাই।]
(চৈঃ চঃ আদি, ৪।১৭৮-১৮৪)

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীতা ১৮।৬৬)

অর্থাৎ 'সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না' —শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য অথবা শ্রীগীতার প্রারম্ভে—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥
(গীঃ ২।৭)

—কার্পণ্যদোষের দ্বারা উপহত-স্বভাব ও ধর্মাধর্ম-সম্বন্ধে বিমূঢ়চিত্ত আমি আপনার শরণাগত হইলাম। আমার পক্ষে যাহা নিশ্চিত শ্রেয়ঃ, তাহা আপনার শিষ্য বলিয়া আমাকে শিক্ষা দান করুন।' ইত্যাদি শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীঅর্জুনের বাক্যে যে প্রপত্তি বা আত্মনিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে শ্রীগোপীগণের সর্বাত্মসমর্পণের আদর্শ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোপীগণের আত্মনিবেদনে শ্রীকৃষ্ণ-সুখ ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার বাঞ্ছা-গন্ধ [illegible] কামনা নাহি। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সর্বাত্মনিবেদন দর্শন করিলে

শ্রীকৃষ্ণের নিজবিগ্রহ হইতেও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম শ্রীউদ্ধব মহারাজ শ্রীগোপীগণের পাদপদ্মরেণু লাভের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে গুল্ম-লতা-ওষধি প্রভৃতির মধ্যে যে-কোন একটী-রূপে জন্মপ্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥"
(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

—অহো, শ্রীবৃন্দাবনে যেসকল গুল্ম, লতা, ওষধি, যাহা শ্রীব্রজসুন্দরীগণের শ্রীচরণরেণুর সেবা করে অর্থাৎ মস্তকে বহন করে, আমি যেন সেইসকলের মধ্যে কোন একটী হইতে পারি; সেই ব্রজসুন্দরীগণ দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্যপথ (শাস্ত্র ও সদাচার) ত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় শ্রীমুকুন্দপদবী ভজন করেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আত্মনিবেদনের কয়েকটী ভজন গান-কীর্তন করিয়াছেন,—

মানস, দেহ, গেহ – যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর॥
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও-পদ বরণে॥
মারবি, রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥
জন্মাওবি মোএ—ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর॥
কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত॥
জনক, জননী, দয়িত, তনয়।
প্রভু, গুরু, পতি—তুঁহু সর্বময়॥
ভকতিবিনোদ কহে, শুন, কান।
রাধানাথ, তুঁহু হামার পরাণ॥
(শরণাগতি - ১১)

আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি'
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক-অভয়- অমৃত-আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে করিব সেবন,
নহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে করিব যতন,
হয়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥
পূর্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল
সেবা সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥
ভকতিবিনোদ আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে॥
(শরণাগতি - ১৬)

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও কৃপায় এবং সর্বপ্রকার নির্দেশে আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব দিবসত্রয় পাঠ বক্তৃতা এবং হরি-সংকীর্তনমুখে অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রথমদিবস ২রা মার্চ, সোমবার ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে মঠসেবকবৃন্দ সমবেত-কণ্ঠে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্তন করেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ হয়।

অপরাহ্ন ৬॥ ঘটিকায় শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্তন হইলে পর ৭॥ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন হয়। তৎপর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী [illegible] হিন্দী ভাষায় শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে সংকীর্তন [illegible] হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু বোম্বাই অধিবাসী ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

৩রা মার্চ, মঙ্গলবার [illegible] মধ্যাহ্নে [illegible] প্রায় একটী [illegible] হইয়াছিল। [illegible] সম্পন্ন হয়। [illegible] করেন। [illegible] বিতরণ করা হয়।

তৃতীয় দিবস ৪ঠা মার্চ, [illegible] বেলা ১০ ঘটিকা হইতে [illegible] পর্যন্ত প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ [illegible] করা হয়।

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানির্দেশে দিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব নাম সংকীর্তনমুখে সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

আবির্ভাব-তিথিবাসর মঙ্গলারাত্রিকান্তে মঠসেবকগণ সমবেত হইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তর [illegible] কীর্তন করিলে পর শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ব্রহ্মচারী প্রভু [illegible] যাবৎ "শ্রীগৌরাবির্ভাব"-প্রসঙ্গে [illegible] কীর্তন করেন। অতঃপর "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" পারায়ণ আরম্ভ হয়। [illegible] কীর্তন হয়। দ্বিপ্রহরে [illegible]-সভায় "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের [illegible]"-সম্বন্ধে [illegible] হইয়াছিল। সভারম্ভের পর কীর্তনান্তে [illegible] ব্রহ্মচারী প্রভু সমবেত [illegible] নিকট হিন্দি-ভাষায় "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব ও শিক্ষা" সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল যাবৎ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর [illegible] যাবৎ [illegible] কীর্তন করেন। [illegible] উপবাসমুখে [illegible] পূর্ণিমা-তিথি পালন করেন।

পরদিবস ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্যন্ত প্রায় [illegible] হাজার লোককে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল ও [illegible] করা হয়।

নিউদিল্লীতে প্রচার

গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত [illegible] "গৌড়ীয় সাহিত্য" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

[illegible]

[illegible]

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম				
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম		৩০

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী —উড়িয়া ভাষায় মহোপদেশক-সম্পাদিত পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক খণ্ডে বাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার প্রেরণা পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

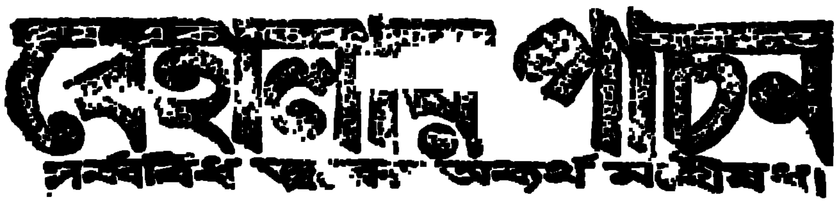

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ মৃত্যুপথযাত্রীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ভুলিয়াও ইহার কথা বিস্মৃত হইবেন না। পুরাতন জ্বর, প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র —১১নং ওল্ড চীনাবাজার রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের ভারত আগমন

ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বৃটিশ সমরমন্ত্রিসভার প্রতিনিধিরূপে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ভারতে আসিতেছেন। তাঁহার উপর অর্পিত সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই কর্ত্তব্যভার সম্পাদন করিবার জন্য তিনি শীঘ্রই ভারতে পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা হয়। যে অল্প কয়েকজন লোক তাঁহার সঙ্গে আসিবেন, মিঃ গ্রেহাম স্পাই এবং মিঃ ফ্রাঙ্ক টার্নার তাঁহাদের অন্যতম। মিঃ গ্রেহাম স্পাই একজন কানাডিয়ান অর্থনীতিবিদ্ এবং মিঃ টার্নার একজন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশেষজ্ঞ। ভারতের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের মধ্যে বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি রহিয়াছেন, কাজেই ভারতসচিবের দপ্তর হইতে কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইবার প্রয়োজন হইবে না। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড নিরাপদে বৃটেনে প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত তাঁহার ভ্রমণপথ গোপন রাখা হইবে। তিনি অনূন দুইমাসকাল বৃটেন হইতে অনুপস্থিত থাকিবেন বলিয়া অনুমিত হয়। তবে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার গতির উপর তাঁহার অবস্থানের মেয়াদ নির্ভর করিবে।

কলিকাতায় পরিশ্রুত জল সরবরাহ

কলিকাতা কর্পোরেশনের ওয়াটার ওয়ার্কস এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জানাইয়াছেন:—

মালগাড়ীর অভাবে কয়লার খনি হইতে পাম্পিং ষ্টেশন পর্য্যন্ত কয়লা আনিতে অসুবিধা হইতেছে। সুতরাং পাম্পিং ষ্টেশনগুলির কাজ যাহাতে নিয়মিতভাবে চলিতে পারে, তজ্জন্য হাতে কয়লা মজুদ রাখার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৫ই মার্চ্চ হইতে পরিশ্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্কোচ সাধন করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নলিখিতভাবে পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা হইবে—

উচ্চ চাপ—সকাল সোয়া ছয়টা হইতে বেলা পৌনে দশটা এবং বৈকাল চারটা হইতে ছয়টা।

মধ্যম চাপ—রাত্রি সাড়ে নয়টা হইতে সাড়ে দশটা।

কলিকাতা সহরের বহুসংখ্যক লোক ইতিপূর্ব্বে সহর হইতে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আশা করা যায় যে, জল সরবরাহের সময় হ্রাস করিবার ফলে সহরের অধিবাসীদের কোনও অসুবিধা হইবে না এবং সহরবাসীগণ যদি জল অপচয় না করিয়া কর্পোরেশনের সহিত সহযোগিতা করেন, তাহা হইলে এই ব্যবস্থা দ্বারাই তাঁহাদের প্রয়োজন মিটিবে।

দেশলাইয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ

ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা বিধানে একটি নোটিশ জারী করিয়া দেশলাইয়ের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নিম্নোক্তরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন:—৪০ কাঠি ও ৬০ কাঠির বাক্স বর্ত্তমানে প্রতি বাক্স দেড় ও দুই পয়সা। বৃটিশ ভারতের সর্ব্বত্র এই মূল্য বহাল থাকিবে।

বাড়ীতে আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ

গত ১৩ই মার্চ্চ নূতন একটি ভারতরক্ষা বিধানে বলা হইয়াছে যে, কোন বাড়ীর মালিক বা তথায় যাহারা কাজ করে, তাহাদের নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট উক্ত বাড়ীর মালিককে বাড়ীর মধ্যে একটি আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের আদেশ দিতে পারিবেন। আদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে আকার ও সংস্থানে এবং মালমসলা দ্বারা উক্ত আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই বিধান লঙ্ঘন করিলে জরিমানা কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারিবে।

পাম্প বিতরণ

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও এ-আর-পি কণ্ট্রোলার মিঃ টি বি জেকিন্স এক ইস্তাহারে জনসাধারণকে জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট সহরের প্রত্যেক ১২৫ জন লোকের জন্য একটি করিয়া ষ্টিরাপ পাম্প বিতরণ করিবেন। বিমান-আক্রমণের সময় এই পাম্পের জন্য তিনজনকে পাম্প চালাইতে হইবে। পাম্প বিতরণ কার্য্য ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

বোমা বর্ষণের মহড়া

গত বুধবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় চট্টগ্রাম কলেক্টরেট স্কুল ময়দানে এ-আর-পির বিভিন্ন বিভাগের এক সাময়িক মহড়া হইয়া গিয়াছে। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরক বোমা ফাটানো হয় এবং একটি অগ্নিবোমা নিক্ষিপ্ত হয়। মহড়া সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিভিন্ন গীত-সমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও গ্রথিত হইয়া "[illegible]"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানু-সন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৫ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৪ঠা চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৮ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, বুধবার { ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ বিষ্ণু, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

উন্মুখতা ব্যতীত বিমুখতা যায় না। বিমুখতাই বদ্ধতা, উন্মুখতাই চেতনতা। উন্মুখ কৃষ্ণাধীন, উন্মুখ শরণাগত। জীব প্রথম হইতেই হয় উন্মুখ, না হয় বহির্মুখ। সাধুগণ বৈমুখ্য দূর করে; ইহাই হরিবিমুখতা-ব্যাধি-নিবারণের একমাত্র অব্যর্থ উপায়। উন্মুখের সঙ্গই—সাধুসঙ্গই জীবকে উন্মুখ করায়। বৈমুখ্য-ছিদ্র পাইয়া মায়া জীবকে আবৃত করিয়াছে। যিনি সতত ভগবদুন্মুখ, তিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে লইয়াই থাকেন। সতত ভগবদ্ভক্তি-নিবিষ্ট সেই সাধুর সঙ্গই আমাদের একমাত্র কাম্য হউক। অভিধেয়-বিমুখ অর্থে বদ্ধ। সাধুসঙ্গই অভিধেয়। এই অভিধেয় উপাসনা-লক্ষণাত্মক। উপাসনা-প্রভাবেই সম্বন্ধজ্ঞান আবির্ভূত হয়। ভগবদ্দর্শনই প্রয়োজন। এই ভগবদ্দর্শন ভিতরে ও বাহিরে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করায়। ভগবদ্দর্শন হইলেই সমস্ত অসুবিধা দূরীভূত হয়। বৈমুখ্যের ফল—সংসার। জীব নিজবলে এই সংসার বা ভবসাগর পার হইতে পারে না। দেহাত্ম-বুদ্ধিই ভব-সাগর। দেহাত্মবুদ্ধি-পরিত্যাগই ব্রহ্মাণ্ড-ভেদ করা বা ভব-সাগর পার হওয়া। ভগবদ্দাস্য-বুদ্ধিতে দেহাত্ম-বুদ্ধি বা সংসার নাই। যে-কোনরূপে ভগবৎসান্মুখ্যই ভগবদ্বৈমুখ্য-পরিহারের একমাত্র উপায়।

সৎসঙ্গই ভগবৎ-সান্মুখ্যের নিদান বলা যায়। সাধুগণের স্বেচ্ছাচারিতাই সৎসঙ্গের হেতু। সাধুসঙ্গ অপেক্ষা সাধুকৃপার মাহাত্ম্য বেশী। সাধুগণের কৃপা জীবের দুরবস্থা-দর্শনেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে সাধুগণের উপাসনাদির অপেক্ষা নাই। যেমন কুবের-নন্দন নলকূবর ও মণিগ্রীবের দুরবস্থা-দর্শনে তাঁহাদের প্রতি শ্রীনারদের কৃপা হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

"ভজন্তি যে যথা দেবান্
দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥"
(ভাঃ ১১।২।৬)

—যাহারা দেবতাগণকে যেভাবে ভজন করে, দেবতাগণও ছায়ার ন্যায় কর্ম্মানুগত হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মের ভাবানুসারে সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু সাধুগণ সেইরূপ নহেন। তাঁহারা দীন-বৎসল—দীনের প্রতি কৃপালু।

পরমারাধ্যতম গৌর-নিজজন শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—ভগবদ্ভক্তগণ ভুক্তিবর্গে—ভোগ ও ত্যাগবর্গে অবস্থিত না হওয়ায় দীন-বৎসল, অর্থাৎ জীবের অভাব-মোচন-কারী। কর্ম্মী ও জ্ঞানী নিজের অপস্বার্থ-পরতায় ব্যস্ত থাকিয়া কামনার দাস; কামনা-সিদ্ধির অতৃপ্তিতে দীনের প্রতি তাঁহাদের বাৎসল্যাভাব দৃষ্ট হয়। দেবগণের দয়ায় ইষ্টানিষ্ট উভয়বিধ ফল আছে—নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল-লাভ নাই; কিন্তু বৈষ্ণবের দয়া নিত্য-নিরবচ্ছিন্ন, কৃষ্ণ-বিধায়িনী। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণ সকলাবস্থাতে সকলের নিত্যমঙ্গল কামনা করেন। তাঁহারা নিঃশ্রেয়সের পথে ভগবচ্চরণে একান্তভাবে শরণাগত এবং অপরাপর দেব-মনুষ্যগণের কৃপা বা অকৃপার নিরপেক্ষ। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের কাহারও প্রতি দ্বেষ-হিংসার কারণাভাব-হেতু সকলা-বস্থাতেই সকলের নিত্যকল্যাণ বিধান করিতে তাঁহারা সমর্থ। বৈষ্ণবসঙ্গে বৈষ্ণবসেবাতে সর্ব্বসুমঙ্গল-বীজ নিহিত।"

সাধুসঙ্গ করিতে করিতে ক্রমশঃ কৃপা লাভ হয়। আগে সঙ্গ, পরে কৃপা—সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায়। সাধুগণ স্বতন্ত্র বলিয়া তাঁহারা যে-কোন মুহূর্ত্তে পাপী বা অপরাধী—যাহাকে তাহাকে স্বেচ্ছায় কৃপা করিতে পারেন। সাধুর ইচ্ছা ও ভগবানের ইচ্ছা একই। সাধু যাঁহাকে কৃপা করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাকেই সঙ্গ ও সেবা দান করেন। ভক্ত ভগবদধীন এবং ভগবান্‌ও ভক্তাধীন। সাধুগণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। শ্রীভগবান্ সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। ভগবান্ ও ভক্ত উভয়ে স্বতন্ত্র হইয়াও পরস্পর পরতন্ত্র। উভয়েই উভয়ের সুখবিধানের জন্য ব্যস্ত। ভক্ত ভগবানের সেবক; ভগবান্ ভক্তের সেবক। শ্রীভগবান্ ভক্তের সেবা করেন—ভক্তের সুখবিধান করেন বলিয়া তিনি কাহারও ভোগ্য নহেন, তিনি ভোক্তা। ভক্তে তাঁহার অপার প্রীতি। ভক্ত তাঁহার প্রাণ, আবার ভগবান্ ভক্তের জীবনসর্ব্বস্ব। ভক্ত ছাড়া ভগবান্ থাকেন না। সুতরাং ভক্তসঙ্গই যে ভগবানের কৃপা-সন্দর্শনের একমাত্র উপায়, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভক্তগণ ভগবানের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিলান। শ্রীভগবান্‌ও ভক্তের ইচ্ছার সহিত সম-ইচ্ছাবিশিষ্ট। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—"সাধুগণকে পরমেশ্বর যে [illegible] বা প্রেরণ করেন, তাহা ও সাধুগণের ইচ্ছানুসারেই, জানিতে হইবে। ভগবান্ সদাগ্রহশীল অর্থাৎ সজ্জনগণদ্বারাই তিনি অন্য পুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন অথবা সজ্জনগণই ভগবানের মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহ অর্থাৎ ভগবানের যে অনুগ্রহ এ জগতে বিচরণ করে, তাহা সাধুর আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকে, অন্যরূপে নহে।"

কৃষ্ণে মতি বা সহজ দৈন্যই সাধুসঙ্গের ফল। যে ভগবৎ-শক্তি ভক্তের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার চিত্তকে দ্রব করে, তাহাই ভক্তি। যেখানে দৈন্য; সেখানেই কৃপা। দীন দাম্ভিক নহে; দীনের অপ্রাপ্য—মাপিয়া লইবার বুদ্ধি, অহঙ্কার বা দম্ভ নাই। দীন আশ্রয়াশ্রিত, অথচ কিঙ্করকিঙ্কর। লঘু হইয়া গুরুকে মাপিতে যাওয়া—লঘু হইয়া ভারীকে পরিমাপ করিবার ধৃষ্টতা মহা অন্যায়। ইহা অত্যন্ত পাপ ও অপরাধের লক্ষণ।

কোন ভাগ্যে কাহারও শ্রদ্ধা হইলে তিনি নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারেন। কোন্ পরম বস্তু ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও কৃপা হইতে জীবের মঙ্গলোদয় ও ভাগ্যোদয় হয়। সাধুগণ শ্রীধামে, গঙ্গাতীরে বা পুণ্যতীর্থে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিয়া থাকেন। তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে কাহারও তীর্থ-ভ্রমণকারী সাধুর দর্শন, তাঁহার সহিত কথোপকথন অথবা সাধুর সেবাকার্য্যের সৌভাগ্য হয়। তৎফলে মহতের আচরণে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। সাধুগণ যখন পরস্পর হরিকথা আলোচনা করেন, তখন "ইঁহারা কি বিষয় কথোপকথন করিতেছেন, তাহা আমি শ্রবণ করিব"—এইরূপ ইচ্ছা হয়। সাধুর কিঞ্চিৎ সঙ্গ ও সেবা করিলেই ভগবদ্ভজনের ইচ্ছা হৃদয়ে স্বতঃই প্রকাশিত হয়। সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে শ্রবণ-কারীর হরিকথায় রুচি জন্মে এবং মহতের নিকট হইতে শ্রবণ করিলে অত্যল্পকালের মধ্যেই উহা কার্য্যকারী হয়।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

ভক্তি কঠোর নহে। ভক্তিমার্গে কোন পরিশ্রম নাই। তাহা পরম সুখপ্রদ। ভক্তি জগদ্বন্ধুকে বশ করে। ভক্তির পথ কঠিন নহে, অতি সহজ। ভক্তি অতি সহজ হইলেও তাহা অতি গুহ্য, দুর্বোধ ও পরম দুর্লভ। শ্রৌতপথ ব্যতীত অন্যপথে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়া ইহা দুর্লভ। শ্রৌতপন্থী ব্যতীত অপরের নিকট ইহা গুহ্য অর্থাৎ অপ্রকাশ্য। অপরের নিকট ইহা দুর্বোধ অর্থাৎ শ্রীনারদাদি মহাজনাশ্রিত ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তি ইহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। সেইজন্য ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিকেই ভক্তি-বিনোদধারা আশ্রয় করিতে হইবে। শ্রুতবাতীত শুদ্ধভক্তি-পথের অনুসরণ হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মা-নারদাদি পরম্পরাক্রমে এই আম্নায়ধারা বা ভগবৎ-কৃপাধারা বা গুরু-পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে এবং তাহা এখনও আমাদের ভাগ্যে বর্ত্তমান আছে। ভগবৎ-কৃপামূর্ত্তি বা বেদমূর্ত্তি সাধু না থাকিলে জগৎ থাকে না। সুতরাং আমাদিগকে উঁহার কৃপায় ভগবানের নিকট লইয়া যাইবার জন্য শ্রীভগবানের নিজ-জন এই জগতে থাকেনই। আমরা অকপট কৃপাভিখারী হইলে, শ্রীভগবান্‌ও যাঁহারা সঙ্গ কামনা করেন, সেই ভগবৎসঙ্গী বা ভগবৎ-পার্ষদ মহতের সঙ্গ ও আশ্রয় আমরা নিশ্চয়ই পাইব। নিজ জ্ঞানের প্রয়াস বা ব্যাপারকে ছাড়িয়া যদি কেহ সাধু-সঙ্গে বাস করত সর্ব্বদা কায়-মনোবাক্যে প্রণতি সহকারে সাধুর শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণপূর্ব্বক তাহা নিজ-জীবনে পালন করেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার পান। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

'স্থানে স্থিতাঃ' বলিতে যে যে-অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থায় থাকিয়া—এইরূপ অর্থই নয়। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—'স্থান'-শব্দে সাধুগণের আবাস, তাহাতে অর্থাৎ সাধুদের অবস্থানই 'স্থানে-স্থিতাঃ'র অর্থ। 'উদপাস্য' শব্দে - কিছুমাত্র না করিয়া, 'সন্মুখরিত'-অর্থে —সাধুগণের রসনায় আপনা হইতেই নিত্য-প্রকাশমান, 'ভবদীয়-বার্ত্তা'—সাধুসান্নিধ্য-বশতঃ আপনা হইতেই শ্রুতিগতা অর্থাৎ শ্রুতিপথে প্রাপ্য (আবির্ভূতা) ভগবল্লীলা-কথা, 'প্রায়শঃ'—বহুলরূপে, 'তনুবাঙ্মনো-দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক' অর্থাৎ কায়-মনো-বাক্যে সৎকার করিতে করিতে যাঁহারা কেবল জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা অন্য অন্য কিছু যদি নাও করেন, তথাপি হে ভগবন্, ত্রিলোকে আপনি অন্যকর্ত্তৃক অজিত হইলেও সেইসকল ব্যক্তিগণ আপনাকে বশীভূত করিতে পারেন।

শরণাগতি ও সেবাধিকার

——:০:(০):০:——

যাঁহারা ভগবদ্ভক্তি-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইবার অধিকার পাইয়াছেন, একমাত্র তাঁহারাই ভগবৎসেবারাজ্যে বা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের সৌভাগ্যসম্পন্ন। জাগতিক যোগ্যতাসম্পন্নতার সৌভাগ্যে কখনও সেবারাজ্য জয় করা যায় না। সেবাতে অধিকার কিছু জাগতিক যোগ্যতার পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ কর্ম্মরাজ্য ও সেবার মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান।

প্রকৃত সেবকের হৃদয়ে সেবার স্বরূপ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণাসমূহ প্রকাশিত হয়। যদি কেহ প্রচুর-পরিমাণে সেবা করেন, অথচ তাঁহার হৃদয়ে সেবার স্বরূপজ্ঞান প্রকাশিত দেখা না যায়, তাহা হইলেও কি তাঁহার কার্য্যকে সেবা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? সেবা ও কর্ম্মতাৎপর্য্যকে একাকার করিলে সেবার চরণে অপরাধ উপস্থিত হয়। জাগতিক যোগ্যতাই সেবকের সেবার অধিকারিত্ব নহে। কোন সেবক শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবার সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিলে, তৎপশ্চাতে কেবলমাত্র তাঁহার জাগতিক যোগ্যতার কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হয় না, পরন্তু অপর কিছু অনন্ত অনুগ্রহের, যাহা তাঁহাকে সেবাবিষয়ে অধিকারী করিয়াছে। জাগতিক-যোগ্যতার বহর লইয়াও সেবা-বিষয়ে অকৃতকার্য্যতার দৃষ্টান্তের সংখ্যা-বাহুল্য অদৃষ্ট নহে। বস্তুতঃ সেবার জাগতিক যোগ্যতাবিচার-প্রাবল্য কখনই আনা যায় না। সেবকত্ব বা কাহারও সেবার অধিকার

শাস্ত্র বলেন,—'যাঁহাদিগকে সেই আত্মবস্তু স্বেচ্ছায় বরণ করেন, একমাত্র তাঁহারাই তাঁহাকে লাভ করেন, একমাত্র তাঁহাদের নিকটই সেই আত্মবস্তু স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশিত করেন।' শ্রীগুরুপাদপদ্ম অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করিয়া যে ভাগ্যবান্ জনগণকে স্বীয় পরিপূর্ণ অমর কৃপার আস্পদ করিয়া স্বেচ্ছায় স্বচরণপ্রান্তে আকর্ষণ করেন, একমাত্র তাঁহারাই অব্যয়ভাবে তাঁহার সেবাধিকার লাভ করেন। যদি সকলেই স্বরূপতঃ তাঁহার নিত্যসেবক হইলেও—প্রকারান্তরে তাঁহার সেবাতেই নিযুক্ত থাকিলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের তাদৃশ কৃপাকর্ষণ ব্যতীত কেহই তাঁহার প্রকৃত অমর সেবাসুযোগ পান না। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম স্বেচ্ছায় যাঁহাদিগকে স্বীয় সেবার অধিকার প্রদান করেন, একমাত্র তাঁহারাই তাঁহার সেবকত্বে যোগ্যতাসম্পন্ন, পরন্তু জাগতিক যোগ্যতার নহে।

জীব অনাদি বদ্ধ হইলেও নিত্যকালই সে কারা-বদ্ধ থাকিবে, এরূপ নহে। কে কখন কেন সংসার হইতে ছুটি পাইবার যোগ্য, তৎসম্বন্ধে শ্রীগুরুপাদপদ্মই বুঝিবেন, মাদৃশ জীবের তাহাতে গবেষণা চালাইবার অধিকার নাই। পরমার্থ সম্বন্ধে পারমার্থিকের জ্ঞেয়-বিষয়ে বিচার-সাবধানতা জাগতিকের জ্ঞান ভক্তিতে অসমর্থতার বহুই নহে, পরন্তু তাহাতে পরমার্থসেবকগণের শরণাগতির বিচার-ধারা নিহিত। প্রকৃত পরমার্থিক না হইয়া কিপ্রকারে পারমার্থিক বিচারে হস্তক্ষেপ করিবার দুষ্টতা পোষণ করিতে পারে? যদি কেহ পরমার্থ-বিষয়ে বা ভগবৎ-সেবাযোগ্যতার অধিকারী না হন, তাহা হইলে তাঁহার পরমার্থসম্বন্ধে ভ্রান্ত বিচারের জন্য পারমার্থিক বা ভগবৎসেবকগণের দোষ হইতে পারে না।

যাঁহারা অহৈতুকভাবে ভগবৎসেবালাভ-সৌভাগ্যে সুকৃতিমান্, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় তাঁহাদেরই সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইয়া—কর্ম্মাধিকার নিবৃত্ত হইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অমর সেবাধিকার লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় যাঁহাদের ভগবৎসেবাধিকার লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের কর্ম্মাধিকার নাই। কর্ম্মাধিকারে কখনও সেবা সম্পাদন করা যায় না, সেবকও কখনও কর্ম্মীর বিচারে আবদ্ধ হন না। জগচ্চরণে শরণাগতিহীন কর্ম্মীর কর্ম্মপ্রাচুর্য্যেও সেবালাভ করিবার বাহাদুরী চলে না। কর্ম্মাধিকারী ও সেবকের এই মূলগত পার্থক্যটি তাঁহাদের আপন প্রকৃতিতে, স্বভাবসম্পন্ন কার্য্যকলাপ-গুলিতেও নিত্য আনয়ন করে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাধিকারে যাঁহারা অভিষেকে বৃত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে রক্ষক, পালক ও আপনার বলিয়া জানেন; সুতরাং তৎসেবাকার্য্যে তাঁহাদের মমতা-জ্ঞানের অভাব হয় না। যাঁহারা নিজদিগকে সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মেরই বলিয়া জানেন, তাঁহাকে নিত্য-পালকরূপে, রক্ষকরূপে বরণ করিবার সৌভাগ্য পান, তাঁহাদের নিজের তদ্ব্যতীত পৃথক্ অস্তিত্ব, পৃথক্ লাভালাভের বিচার থাকে না। সুতরাং তাঁহারা যাহা করেন, তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের জন্যই কৃত হয়। শরণাগতির বিচারবিহীন ব্যক্তি আপাতদৃষ্টিতে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনেক সেবা করিয়া ফেলিলেও বাধ্যবুদ্ধিরহিত তাহার যে মূল-সূত্র মাত্র আদৃত করা হইবে, তাহাতে তাহাকে সেবা বলিয়া কিপ্রকারে স্বীকার করা যায়? শরণাগত সেবকের সেবাভিন্ন পরমার্থ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অচল। বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নিজ পৃথক্ তৎপ্রয়োজনীয় অস্তিত্ব থাকা পর্য্যন্ত কখনই সেবা করা যায় না। বাধক কখনও তুচ্ছ নহে—যদিও তাহার কার্য্যে বহুই তুচ্ছতাবিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। আবার তুচ্ছও বাধক নহে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবান্। তাঁহাকে অণুচিৎ-জীব ভাগ্যবান্ বা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া দিতে পারে না। তাহারা তৎসেবাবরণে নিজেরাই কৃতার্থ হইতে পারে। সুতরাং কর্ম্মী তাহার কার্য্যের দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্টের অংশ পূরণ করিল—কিপ্রকারে বলা যাইতে পারে? ব্যতিরেকভাবে কর্ম্মি-গণের দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্টের কিঞ্চিৎ আনুকূল্য হয়, সন্দেহ নাই। নিষ্কপট কার্য্যাধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা তৎসেবকের পরিচালনাধীনে তাহার যে কর্ম্মশক্তি নিযুক্ত করেন, তদ্দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোভীষ্টের সেবা অব্যয়ভাবেই কৃত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যসেবকরূপান্তরে তাঁহাদের সেবাপ্রচেষ্টা আত্মসাৎ করেন।

শ্রীহরিভক্তবৈষ্ণব সারগ্রাহিগণের উপাস্য বস্তু। জগতের ভারবাহী সম্প্রদায় স্থূল-ভোগাই দেখিতে চায়; তাত্ত্বিক বিচারে তাহাদের প্রবেশোন্মুখতা নাই। কিন্তু শ্রীহরিভক্তবৈষ্ণব-সেবকগণ সারগ্রাহী বলিয়া স্থূল-বিচারাতীত ব্যাপারে নৈপুণ্যযুক্ত। ভারবাহী জড়মতিগণ আন্তরিকতাহীন স্থূলের পরিমাণানুসারে যে সেবার বিশ্লেষণ করে, তাহার সহিত সেবকের বিচার কিপ্রকারে সমতা লাভ করিবে? চেতনতার সাড়া-বিহীন বাহ্যিক কার্য্যসত্তার সেবকের স্বচ্ছন্দ-আচরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সেবার বিচার জড়বাদিগণ বুঝিতেই পারে না।

শরণাগতির বিচার কেহ চেষ্টা করিয়া লাভ করিয়া ফেলিতে পারে না। যাঁহারা তাদৃশ যোগ্যতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী দৈবী কৃপায় লাভ করিয়াছেন, একমাত্রই তাঁহারাই তাহা লাভ করিবেন। শরণাগতই শরণাগতির বিচার বুঝিতে পারিবে। সুতরাং কেহ নিজ চেষ্টাবই সেবকত্ব লাভ করিতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সেইপ্রকার সেবকত্ব "জাগতিক" যোগ্যতারই প্রকারভেদ মাত্র হইয়া পড়ে। কিন্তু সেবকত্ব কখনই জাগতিক যোগ্যতার প্রকারভেদ নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কাহাকেও কৃপা বিস্তার করিয়া সেবার যোগ্যতা দান করেন অর্থে ইহাই নহে যে, সেই সেবকের জাগতিক যোগ্যতার বর্দ্ধন বা কর্ত্তন করেন। তাদৃশ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তাহার দ্বারা সেই সেবকের চরণে তথা শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণে অপরাধ হয়।

শরণাগতির বিচারের সহিত জাগতিক যোগ্যতার বহর থাকিলে তদ্দ্বারা সেবকত্বের গৌরব বর্দ্ধিত হয়—ইহাও কেহ কেহ বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাও ঠিক নহে। প্রকৃত সেবকত্বের সহিত জাগতিক কোন কিছু যুক্ত বা বিযুক্ত থাকিলে সেবকত্বের মর্য্যাদা বাড়িয়া যায় না বা কমিয়া যায় না। তাহাতে উচিত বিচার আসিলে প্রকৃত সেবকত্বের আবির্ভাব বিচারে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। শরণাগত ব্যক্তির জাগতিক কোন যোগ্যতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় সেবাযোগ্যতার দ্বারা পরিচালিত হইলে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। তাহার সহিত প্রাকৃত কর্ম্মীদের তুলনা অজ্ঞতামূলক, অপরাধের পরিচায়ক।

নিষ্কপট শরণাগত সেবক ক্রমে ক্রমে উত্তরোত্তর সেবাধিকার লাভ করেন—সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাও জাগতিক ক্রমিক promotion প্রাপ্তির ন্যায় নহে। প্রকৃত সেবকের উত্তরোত্তর সেবাধিকারলাভের শরণাগতিমূলক এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপালাভের সহিত সম্বন্ধ হইলে তদ্দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতির বিচার হৃদয়ে আরও উত্তরোত্তর সুপ্রকাশিত হইতে থাকে। শরণাগতির বিচার হৃদয়ে যতই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতে থাকে, ততই প্রকৃত সেবার স্বরূপ সেবকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। তখন সেবকের সেবাধিকারে জাগতিক যোগ্যতার মিশ্রসংস্পর্শের বিচার-অবকাশ আর থাকে না। জীবের হৃদয় তখন প্রাপঞ্চিক অহঙ্কারনির্মুক্ত হইয়া প্রকৃত সেবকত্বের গরিমায় মহিমান্বিত হয়। জাগতিক কর্তৃত্বাভিমান তখন আর শরণাগতির বিচারের প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া জীবকে সেবাধিকারে বঞ্চিত করে না।

* জাগতিক অভিজ্ঞতাবাদিগণ শরণাগত সেবকের যোগ্যতা দর্শন করিয়া তাহাদের যে মহত্ত্ব বৃদ্ধি করে, তাহা তাহাদের প্রকৃত সেবাধিকার-জ্ঞাপক হয় না। প্রকৃত সেবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জাগতিক যোগ্যতা অযোগ্যতা-বিচারে উপেক্ষা প্রদর্শন করতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতির বিচার লাভ করিয়া সেবাধিকার-সম্পন্ন হন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

[৬]

দৈন্যরূপ অভিধা

বঞ্চিত! বঞ্চিত!! নিশ্চয়ই আমি বঞ্চিত!!! শ্রীগৌর-প্রেমপারাবারে অখিল বিশ্ব মগ্ন হইল, কিন্তু হায়! তাহাতে আমার স্পর্শমাত্রও হইল না ॥ ৪৬ ॥

শ্রীগৌরপাদপদ্মপরাগে মহীমণ্ডল পূর্ণ হইলে কোন্ ব্যক্তিই বা 'অনায়াসে' (অনাবাসে) সর্বপুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম প্রাপ্ত না হইয়াছেন? কিন্তু হায়! হায়! অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশে আমি সেই প্রেমের লেশমাত্রও প্রাপ্ত হইতে পারিলাম না! ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ আমার পাণ্ডিত্যে! ধিক্ আমার কুলীনত্ব-সম্মানে! ৪৭ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের করুণারূপ-মহাসমুদ্র সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়া উচ্ছলিত হইল, কিন্তু হায়! কি আশ্চর্য, তাহার একটি বিন্দুও আমার এই হতভাগ্যজনের উপর পতিত হইল না! ৪৮ ॥

কাম, ক্রোধ, ইন্দ্রিয়গণ ষড়্‌রিপুগণ অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কণ্টকাকীর্ণ কোটি কণ্টক-জালে আবদ্ধ। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি যদি অদ্য কৃপা না কর, তাহা হইলে হায়! এই অবস্থায় বিজ্ঞজন (অর্থাৎ কালক্রমে ভক্তিপথ নানা মনোধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় ধর্মাধর্ম-নির্ণয়ে বিমূঢ়চিত্ত) আমি কি করি, কোথায় যাই? ৪৯ ॥

সেই পরমাশ্চর্যময় প্রভু গৌরহরিও যে দুর্ভাগ্যবশতঃ নয়নগোচর হন নাই (অর্থাৎ দর্শন পাইয়াও যাঁর অবিদ্বৎপ্রতীতিহেতু তাঁহার স্বরূপদর্শন করিতে পারি নাই—দৈন্যোক্তি) অথবা যে কারণবশতঃ হরিপাদ-পদ্মপ্রেমাস্বাদনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, সে যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন কিন্তু, আমার একমাত্র প্রার্থনা, শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে নিবিষ্ট-চিত্ত অন্য যে ভক্তগণ পৃথিবী অলঙ্কৃত করিয়া এখনও বর্তমান আছেন, তাঁহাদের সহিত যেন আমার প্রকৃষ্ট সঙ্গোৎসব হয় ॥ ৫০ ॥

আমি কোটি কোটি দুষ্কর্মে একান্ত আসক্ত, দুর্দম-দারুণ-দুর্বাসনা-শৃঙ্খলে দৃঢ় আবদ্ধ, কর্মজ্ঞানাদির প্রয়াস-জনিত ক্লেশে কাতরচিত্ত এবং কোটি-কোটি কুবুদ্ধিজন-দ্বারা বিপরীত পথে পরিচালিত হইয়া অভিভূত; গৌরহরি বিনা আর কে আজ এই সংসারে আমার মত বিপন্নের বন্ধু হইবেন? ৫১ ॥

হায়, হায়, আমার চিত্তরূপ অতি কঠোর ঊষর ভূমিতে কোটি-কোটি সাধনবীজ ব্যর্থ হইতেছে! তাই আমি এক্ষণে সর্বান্তঃকরণে অপ্রাকৃতভক্তিবীজ-স্বরূপ শ্রীগৌর-পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৫২ ॥

হায়, হায়, আমার এই অত্যন্ত ঊষর হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেম-ভক্তির অঙ্কুর অর্থাৎ স্থায়িভাব বা রতি কিপ্রকারে হইবে? আশা হয় না! তবে, একমাত্র পরম ভরসা এই যে, শ্রীচৈতন্যের নামগ্রহণ করিলে কাহারও কখনও কোনও শোকের বিষয় থাকে না ॥ ৫৩ ॥

হে চৈতন্যচন্দ্র, আমি সংসার দুঃখার্ণবে পতিত; দুর্বাসনার দৃঢ়শৃঙ্খলে আমার হস্ত-পদাদি বদ্ধ; আমি অবলম্বন-হীন; কাম-ক্রোধাদি নক্রমকরসমূহ আমাকে গ্রাস করিয়াছে। হে প্রভো! এরূপ সঙ্কটে তোমার পদতরণীতে আশ্রয় প্রদান করিয়া আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫৪ ॥

হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি অচিন্ত্য বৈভবের অধীশ্বর; যাদৃশ পামরজনের প্রতিও যদি তুমি কৃপাকটাক্ষপাত কর, তবে আমার পক্ষেও শিব শুক-নারদ-উদ্ধবাদি মহাভাগবতগণেরও অন্বেষণীয়া সেই পরমাশ্চর্য উজ্জ্বল-ভক্তিপদবী দূরবর্তিনী হইবে না ॥ ৫৫ ॥

হে পূর্ণানন্দপ্রদীপ কৃষ্ণ! তোমার গৌর-কলেবরে যাদৃশী অহৈতুকী কৃপা, সেরূপ অন্যত্র আর কোথায়? যেরূপ সর্বলোক-বিস্ময় বৈভব, সেরূপই বা অন্যত্র কোথায়? যেরূপ ভক্তবৎসলতা, সেরূপই বা কোথায়? ৫৬ ॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

কৃষ্ণ কি বস্তু, কে কৃষ্ণের উপাসনার যোগ্য, কিরূপে কৃষ্ণের উপাসনা হয়—এ বিষয় যাহাদের উপলব্ধি হয় নাই, তাহারা কৃষ্ণেতর বিষয়ের আলোচনায় ব্যস্ত থাকিয়া অন্যাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করেন। তাঁহারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র যথার্থ না বুঝিতে পারিয়া মায়াবাদী হইয়া পড়েন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র অর্থ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার ॥

—ইহাই বুঝায়। 'আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার'—এইরূপ প্রতীতি না হইলে কৃষ্ণোপাসনা হয় না। তাই ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"আমি ত তোমার, তুমি ত' আমার
কি কাজ অপরে ধনে।"

"কৃষ্ণের আমি, আমার কৃষ্ণের ধন" এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ভক্তি যাঁহার আছে, তাঁহারই কৃষ্ণোপাসনা সম্ভব। যাঁহারা কৃষ্ণকে সর্বস্ব দেন, তাঁহারাই কৃষ্ণের সর্বস্ব লাভ করিতে পারেন। যাঁহাদের কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু দিবার আছে, তাঁহারা কৃষ্ণ কি বস্তু, কৃষ্ণপ্রীতি কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারেন না। সেইজন্য তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা ভিন্ন নানাকার্য পড়িয়া যায়,—দেশ-সেবা, মনুষ্য-সেবা, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির সেবা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সেবার কথা কেবল তখনই আসিয়া পড়ে; তখন আমরা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা-সৌভাগ্যে বঞ্চিত হই। শুদ্ধকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আমার আর কোন স্বার্থ নাই—এই বিচারে প্রকৃত স্বার্থপর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য।

'কৃষ্ণ' এই নামটীতেই ভগবত্তার পরিপূর্ণ পরিচয় আছে। অন্যান্য নাম-কর্মের নামে চিৎশক্তির সহিত সম্বন্ধ থাকায় কৃষ্ণ-মাধুর্য সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধির বিষয় হয় না, আংশিক দর্শনকে মাত্র বহুমানন করিলে সম্যগ্দর্শন লাভে বঞ্চিত হইতে হয় এবং তদ্দ্বারা মতবাদের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবের পূর্ণ সৌভাগ্য-লাভের সুযোগ দিয়াছেন। ভগবান্ [illegible] নহেন। ভগবৎপ্রাকট্যের পরিপূর্ণতা না থাকায় আমরা ভগবানকে [illegible] বা [illegible] অন্যান্য বিগ্রহরূপে দর্শন করিলে পাই না, শ্রীচৈতন্য আবির্ভাব-হেতু ভগবানের বিচিত্র আংশিক প্রকাশ দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাবারিদ জীব তাঁহার পূর্ণ-সৌভাগ্য লাভে চিরকালই বঞ্চিত থাকেন না।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা—কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার শতকরা শত অংশ সেবা আমারই; অন্য কাহাকেও তাহার অংশীদার জানিয়া আমার সেবাগ্রহ লাঘবের চেষ্টা হইতে কৃষ্ণে কখনও আমার পূর্ণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে না। "আমি কৃষ্ণের পূর্ণসেবা বিধানে অসমর্থ হওয়ায় অপর কেহ তৎপূর্ণতা-বিধানে সমর্থ হউন, আমি আমার আংশিক সেবা-দ্বারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য করিব—কৃষ্ণকে পূর্ণসেবা লাভে বঞ্চিত করিয়া আমার ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিব অর্থাৎ নিজেও সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারিব না, অন্যে করিলেও তাহা দেখিতে পারিব না", ইহা আদৌ সেব্যের প্রতি সেবকের প্রীতিমূলক সেবাধর্ম নহে, উহা মৎসরতা বা সেবাধর্মের বিপর্যয়মাত্র।

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী কৃষ্ণের সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ সেবা করিতে সমর্থা বলিয়া স্বযূথ-প্রধানা চন্দ্রাবলী বা শৈব্যার কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ সম্বন্ধ-বিধায় বৃথাকাঙ্ক্ষা বা তাঁহার গণ কখনও তাহা বহুমানন করেন না। শ্রীবার্ষভানবীর গণে গণিত হইলেই কৃষ্ণের পরিপূর্ণসেবালাভে সমর্থ হওয়া যায়, সেখানে সেই সেবাই সৌন্দর্য-ঔদার্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। মাৎসর্যের তথায় অবকাশ নাই। শ্রীবার্ষভানবীদেবী অন্যকে নির্ব্যলীকভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা দেখিলে তাহাকে কৃষ্ণসেবাধিকার দিয়া কৃষ্ণের আনন্দবর্ধন করেন।

আমাদের সকলেরই হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের প্রার্থনা রহিয়াছে। 'তুমি' ও 'তিনি'কে পাইয়া সেই আনন্দের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। আনন্দ পাইতে চাই, 'কৃষ্ণের আমি' ও 'আমার কৃষ্ণ'কে। তাহা না হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না,—আশা পূরিবে না। আনন্দ চাই—কৃষ্ণের 'আমি' আমাকে সর্বত্র সর্বতোভাবে কৃষ্ণে [illegible] করাইবে, যে দিন আমরা আমাদের বাহ্যে স্বজনজনের চেষ্টা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ করাইতে পারিব, যে দিন 'কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের' বলা ছাড়া আর ইতর দর্শন থাকিবে না, সেদিন আমার সত্য সত্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সত্য সত্য কৃষ্ণকথা-শ্রবণদ্বারা সত্য সত্য কর্ণরস-[illegible] [illegible] কৃষ্ণবাহ্যস্ফূর্তি [illegible] [illegible] হইবে। তখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে, সুতরাং 'আমার [illegible] ঠিক হওয়া দরকার। [illegible] ঠিক, [illegible] ঠিক [illegible] ঠিক, [illegible] ঠিক।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-নিয়মাবলী-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷	১৲
" " সিকি কলম	৩৲	২৲	৮৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৩৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—চিত্তিবাণর একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাসাধিকারী-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ ভাগবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। উহা এক অভিনব ভাব-সংকলন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সোপান পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহলার পাচন

সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

মেহরোগ-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ মুমূর্ষু পরিবারের প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্রদর, প্রমেহ সংযুক্ত ব্যাধির এবং নূতন পুরাতন রোগে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং ঠাকুরদাস পালিত রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণ

বিবিধ সংবাদ

দিল্লী, কলিকাতা, করাচী ও বোম্বাইয়ে অতিরিক্ত বেতার ঘাঁটি

জানা গিয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট সৈদপুর এবং গৌহাটির মধ্যে ট্রাঙ্ক টেলিফোনের একটি দ্বিতীয় লাইন খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অধিকন্তু বার্ত্তা আদান-প্রদানের জন্য দিল্লী, কলিকাতা, করাচী এবং বোম্বাইয়ে অতিরিক্ত বেতার ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইহাতে আনুমানিক ২,৪১,৫০০৲ টাকা ব্যয় হইবে।

বৃটেনে মোটরে প্রমোদ ভ্রমণ নিষিদ্ধ

গত ১২ই মার্চ কমন্স সভায় পেট্রোলিয়াম বিভাগের সেক্রেটারী ঘোষণা করেন যে, বৃটেনে মোটরে প্রমোদ ভ্রমণ নিষিদ্ধ হইবে। তিনি আরও বলেন যে, যে সকল গাড়ী অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে, ঐ গুলি রাস্তায় চালাইতে দেওয়া হইবে না।

উক্ত কমন্স সভায় আমোদ প্রমোদ সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধকালীন নীতি বিবৃত করিয়া স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ মরিসন বলেন যে, বিভিন্ন প্রমোদ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সম্মতি লইয়া জনগণের আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কে আরও অনেক বাধানিষেধ আরোপ করা হইয়াছে।

একুশ লক্ষাধিক বিদেশী শ্রমিক

অর্থনৈতিক সমর দপ্তর হইতে প্রকাশ যে, জার্ম্মানী তাহার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২১ লক্ষের বেশী বিদেশী শ্রমিক নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আছে ১০ লক্ষাধিক পোল, ২ লক্ষ ৭০ হাজার ইটালীয়, ১ লক্ষ ৪০ হাজার চেক, ১ লক্ষ ২০ হাজার বেলজিয়ান, ১ লক্ষ ৮ হাজার যুগোস্লাভ, ৯৩ হাজার ডাচ, ৮০ হাজার স্লোভাক, ৫০ হাজার ফরাসী, ৩৪ হাজার বাল্গেরীয়ান, ৩০ হাজার ডেন, ১ লক্ষ ৯০ হাজার ক্রোট, সুইস, রুমানিয়ান ইত্যাদি।

গ্রীস, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন ও স্পেন হইতেও শ্রমিক আমদানী করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত জার্ম্মানীতে ১৬ লক্ষ যুদ্ধ বন্দী কাজ করিতেছে। জার্ম্মানরা যে ৩ লক্ষ রুশকে বন্দী করিয়াছে বলিয়া দাবী করে; তাহাদিগকে এই সংখ্যায় ধরা হয় নাই।

৪০০০ আশ্রয় প্রার্থী

গত ১২ই মার্চ রেঙ্গুণ হইতে নৌকাযোগে প্রায় ৪০০০ আশ্রয়প্রার্থী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একদিনে এত অধিক সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী পূর্ব্বে আসে নাই।

অন্য জাহাজে আরও ১০০০ ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থী চট্টগ্রাম হইতে স্পেশাল ট্রেনযোগে কলিকাতায় আসিয়াছে।

সিংহলে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন

কলম্বো হইতে এখানে সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, এখন ভারতীয় সৈন্য সিংহলের নানাস্থানে মোতায়েন হইয়াছে। কলম্বো হইতে কোন কোন অসামরিক বিভাগ স্থানান্তরিত করা হইতেছে। অন্যান্য সামরিক সাবধানতা এবং সৈন্যদের থাকিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

নেলোর সহরে পিটুনী পুলিশ

পুলিশ আইনের ১৫ ধারা অনুসারে মাদ্রাজ সরকার গত ১০ই মার্চ হইতে এক বৎসরের জন্য নেলোর সহরে অতিরিক্ত পিটুনী পুলিশ মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে যে ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, নেলোর সহরের গোলযোগপূর্ণ অবস্থা এবং এই সহরের অধিবাসিগণের আচরণের কথা বিবেচনা করিয়া এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রাখার জন্য যে অর্থব্যয় হইবে, তাহা সহরের অধিবাসিগণের নিকট হইতে আদায় করা হইবে; তবে কাহাকেও কাহাকেও এই করভার হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে।

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে খণ্ড যুদ্ধ

গত শনিবারে দক্ষিণ সৈন্যবাহিনী কাউট ও সীমান্ত কনেষ্টবল বাহিনীর সহযোগে দুলীওয়ানাতে এক খণ্ড যুদ্ধ চালায়। প্রায় ৬০ জন বিদ্রোহী ঘাঁটি দখল করিয়া কয়েক ঘণ্টা যাবৎ বৃটিশ সৈন্যদের বাধা দেয়। সংঘর্ষের ফলে ৮ জন হইতে ১১ জন বিদ্রোহী নিহত হইয়াছে এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে আক্রমণের নায়ক একজন কুখ্যাত বিদ্রোহী নেতা আছে। বৃটিশ পক্ষে ৮ জন নিহত ও ১৪ জন আহত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহারা ঘাঁটি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনাদিগোপাল মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অভাব শ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের রচিত বিভিন্ন গীত-
সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত
আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে
সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া
'ভক্তিলেশ'-ভাষ্যসহ প্রকা-
শিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীভজনরহস্যদীপিকা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও
'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ভজন-সন্ধান-
শীলগণের প্রত্যেক ব্যক্তিরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৬ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৫ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৯শে মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ বিষ্ণু, বৃহস্পতিবার, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীগৌরাঙ্গ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূলবস্তু অনাদি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দই শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গকে কখন প্রাকৃত স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অপ্রাকৃত স্বয়ং কৃষ্ণ। প্রাকৃত স্থূল বস্তু কালক্ষুব্ধ, আধার-সাপেক্ষ ও সীমাবদ্ধ। শ্রীগৌর নিত্য, শক্তিমান্ ও বৈকুণ্ঠ। পাঠক! আপনারা গৌরকে মায়াসহ মিশাইবেন না। যেখানে মায়া, তথায় গৌর নাই।

শ্রীরূপানুগগণের একমাত্র পরমারাধ্য বস্তু গৌরসুন্দর। অভক্তিমার্গাশ্রিত ভক্তের হৃদে রূপান্তরিত বা চিত্রিত হইলে কিংবা কেহ মায়া মিশাইয়া বিকারী প্রতিপন্ন করণে তাদৃশ অভক্তের কল্পনায় আনুগত্যকে বিজাতীয় জ্ঞানে ভক্তগণ ত্যাগ করেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট-লীলায় এরূপ একটী ঘটনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ৫ম পরিচ্ছেদে কথিত আছে। এক বঙ্গদেশীয় বিপ্র স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় গৌরভক্তগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনায় যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই চেষ্টা শ্রীপাদ দামোদর-স্বরূপ বিফল করেন।

গৌরভক্ত-সমাজে এই পূর্ব্ববঙ্গবাসী কবির ন্যায় গৌরভক্ত সাজিয়া অভক্তগণ অনেকে কালে কালে উদ্ভূত হন, আবার তাঁহাদের অন্যায় আচরণ 'গৌরভক্ত' নহে, জানাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যসিদ্ধ নিজ-জন প্রেরণ করেন। সেই শুদ্ধভক্তি-স্বরূপ হইতে বিপথগামী না হইয়া যিনি উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন, তিনিই শ্রীমহাপ্রভুর দয়া লাভ করেন।

শ্রীগৌরদর্শনে স্তুতি করিয়া শ্রীরূপ-প্রভু সবিনয়ে দুষ্ককণ্ঠে সচৈতন্যে বলিলেন,—"গৌরকান্তিধারী কৃষ্ণচৈতন্য-নামক কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার। গৌরাঙ্গ মহাবদান্য এবং কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা।" এই স্তবে গৌরাঙ্গ কি বস্তু ও তাঁহার সহিত জীবের কি সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় কি,—এই গৌর-তত্ত্ব-বিষয়ক সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের বর্ণন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কৃষ্ণ; কিন্তু কৃষ্ণের ন্যায় অঙ্গ-কান্তি-বিশিষ্ট নহেন। তিনি গৌরকান্তি। তাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

"শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য।"

(চৈঃ চঃ - আদি, ৩.৩৪)

"'কৃষ্ণ'—এই দুই বর্ণ সদা যাঁ'র মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥"

(ঐ ৩।৫৩)

"দেহ-কান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণ-বরণ।
অকৃষ্ণ-বরণে তাঁ'র কহে পীত-বরণ॥"

(ঐ ৩।৫৬)

পাঠক! আপনি শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ও রূপ জানিলেন, এক্ষণে তাঁহার গুণ শ্রবণ করুন। তিনি মহাবদান্য। মাধুর্য্য-রসবিগ্রহ কৃষ্ণ হইলেও তিনি স্বপ্রেমের প্রদাতা হইয়া দয়া-অবতার। পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া দুর্লভ কৃষ্ণ-প্রেম জগৎকে দিয়াছেন। লোকে প্রাকৃত, দেব, পণ্ডিত, কালক্ষুব্ধ, আগমাপায়ী বস্তু প্রদান করে; গৌরহরি তাদৃশ মায়িক বস্তুর দাতা নহেন, তিনি উপাদেয় নিত্য-কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

(চৈঃ চঃ - আদি, ৮।১৫)

অন্যান্য অবতারের দানসমূহে কার্পণ্য আছে; মহাবদান্য গৌরের দানে তাদৃশ কৃপণতা নাই। এরূপ অনর্পিত পুরুষার্থের দাতৃত্ব-শক্তির তুলনা চতুর্দ্দশ ভুবনে বা বৈকুণ্ঠে পাইবেন না।

শ্রীল দামোদর-স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—অপরের দয়ায় মন উদয় করায়, কিন্তু গৌরচন্দ্রের দয়া অন্যোন্য রূপা অর্থাৎ উহা কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদয় করায়। কত চতুর্দ্দশ প্রদায়িনী দয়ার সহিত গৌর-দয়ার তুলনা হয় না। যাহারা কৃষ্ণভক্তি-স্বরূপ গৌরদয়া না জানিয়া নিজ বিপাকবশে অন্যত্র মার্গে বিচরণ করে, তাহারা ভক্তিবিমুখ জীব। সুবাসনা ভক্তির অভাবে তাহাদের হৃদয় কঠিন অস্থিময়। অধনে 'মন'-জানে উহার প্রতি দয়া করিয়া যাহারা গৌরসেবা-বিমুখ, সেই ভাগ্যহীন আত্মবঞ্চকগণ কখনই প্রেমধন লাভে কৃতকার্য্য হন না।

শ্রীগৌরের নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', শ্রীগৌরের রূপ-'শ্রীগৌরাঙ্গ', শ্রীগৌরের গুণ—'মহা-বদান্য'। এখন গৌর লীলার কথা শুনুন; তিনি কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা। স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া নিজেই আপনাকে আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভক্ত, বদান্য-গুণে কৃষ্ণভক্তির প্রচারক। সেব্যবস্তু হইলেও সেবক হইয়া কৃষ্ণভক্তি প্রচারই তাঁহার লীলা। এই চারিটি বস্তুই নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—এই চারিটিতে পরস্পর ভেদ নাই, কিন্তু গৌর-সুন্দর অপ্রাকৃত ও অপ্রাকৃত [illegible]

[illegible] এই চারিটী [illegible] আ[illegible] তাঁহাকে [illegible] পারে না। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার [illegible] [illegible] পরিবর্ত্তন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে। [illegible] নাম—[illegible], গৌর[illegible] —[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌরসুন্দর হইবেন

শ্রীরূপানুগ-পথ ত্যাগ করায় বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, [illegible], [illegible], [illegible], গৌরনাগরী, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া ভক্তির প্রতিকূল আচরণ করিতেছে। [illegible] [illegible] প্রাকৃত-সহজিয়াদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীরূপ [illegible] সকল অমঙ্গল হইবে। [illegible] [illegible] যাহারা [illegible] [illegible] হইবেন, [illegible] আপনার [illegible] করুন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করুন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবেন।

কৃষ্ণ যারে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিলে কখনই কোন বঞ্চক-দলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিকট প্রাকৃত-সাহেবের মত ঠাকুর নামে অন্য কোন মন্ত্র শিখিতে হইবে না, অপ্রাকৃত প্রেমময় শ্রীগৌর-বস্তুকে মায়িক বুদ্ধির গঠিত কোনবস্তু মনে করিতে হইবে না।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(০):০:——

অকপট হরিভজনেচ্ছু-মাত্রেরই সরলতা, দৃঢ়তা ও অভিনিবেশ—এই তিনটী থাকা বিশেষ দরকার। আমি কৃষ্ণকে চাই কি—ইহাই সারল্য। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-বাঞ্ছাই কপট। সেবা-কামনাই সরলতা। কৃষ্ণসেবা-কামীই সরল। ভগবৎ-সেবায় শত শত বাধা আসুক, আমি কিছুতেই সেবা ছাড়িব না—ইহাই দৃঢ়তা। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—"শত শত হই যেহ যায় যাঁব প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়িব নাম॥" ইহারই নাম দৃঢ়তা, ইহারই নাম ঐকান্তিকতা, ইহারই নাম একনিষ্ঠা। যেখানে দৃঢ়তা, সেইখানেই অভিনিবেশ বা মনঃসংযোগ। অভিনিবেশের অন্য নাম স্মরণ। উপাস্য বস্তু প্রথমে শ্রবণ-পথের পথিক হন; শ্রুত হইয়া কীর্ত্তিত হন। কীর্ত্তনের পর সাক্ষাৎ দর্শন, তারপর হৃদয়ে তাঁহাকে ধারণ করা যায়। স্মরণ পাঁচ-প্রকার—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি। কীর্ত্তিত বিষয় সামান্যাকারে স্মরণই স্মরণ। বিষয় হইতে চিত্তকে প্রতি-নিবৃত্ত করিয়া বিশেষভাবে স্মরণই ধারণা। রূপ গুণ-লীলাদি স্মরণই ধ্যান। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় স্মরণই ধ্রুবানুস্মৃতি এবং হৃদয়ে সাক্ষাৎ দর্শনের নাম সমাধি। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর নাম,
বিলাস-যুগল-সুধিমায়।
সাধ্য-সাধন এই, আর নাই ইহা বই,
এই তত্ত্ব সর্ব্বতত্ত্ব-সার॥"

দৃঢ়তা বিশেষ দরকার। যেখানে দৃঢ়তার অভাব, সেখানে তখন দৈন্যদশা আসিবেই। অকপট মানুষকে দৃঢ়চিত্ত হয় এবং দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গে মনোনিবেশ করিবার সৌভাগ্য পায়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"কেবল দীক্ষাদি অনাবশ্যক ও শাস্ত্রের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হন, তাহা নহে। সরল ভক্তিতে যাহার প্রবল শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা-লাভ করিতে পারেন; যাঁহার হৃদয়ে সে-প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনিই শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে তিনি যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় তিনি কখনও ভক্তি-বিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।"

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। আমি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পদধূলি—ইহাই আমার পরিচয়। এই পরিচয় জানাই শ্রীগুরুদেবের কৃপায় প্রথম পরিচয়। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে গুরুর কৃপা নিশ্চয়ই হইয়াছে, জানিতে হইবে। এই শ্রদ্ধাও সাধু-গুরু-কৃপায় প্রথম পরিচয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় প্রথম পাদপদ্মে শ্রদ্ধা উদিত হইলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্ণ কৃপায় নিজ নিত্য নাম বা স্বরূপ এবং কৃষ্ণের নিত্যরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। সংসার অগোমুখ না হইলে শ্রদ্ধা হয় না। অতি সৌভাগ্যবান্ জীবই গুরুকৃষ্ণ-কৃপায় শ্রদ্ধা লাভ করে। যাহার সাধু গুরুতে আপনজ্ঞান বা শ্রদ্ধা হইতেছে না, তাহার ভাগ্য হয় নাই, জানিতে হইবে। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে ভয় বা ক্লেশ নাই। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে শরণাগতি আছেই। শরণাগতিই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির লক্ষণ বা চিহ্ন। ভক্ত বা অশরণাগতেরই ভয়। যেখানে শ্রদ্ধা, শরণাগতি বা প্রীতি, সেখানেই সাধুর সঙ্গ। সেখানে স্বার্থপরতা, পুরুষাভিমান বা প্রভুত্ব-স্পৃহা কমিয়া যাইতেছে—ভয়ভাবনা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। 'সাধু' একটা কথার কথা নয়। সাধু একজন ব্যক্তি—কৃষ্ণের নিজ-জন। সাধু কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি। তাঁহাকে মাপা যায় না। তিনি মাপাতীত—প্রকৃতির অতীত অধোক্ষজ বস্তু। অধোক্ষজ—সেব্য, কাহারও ভোগ্য নহেন। সেব্যদর্শনই অধোক্ষজ-দর্শন বা সাধুদর্শন। অধোক্ষজের সঙ্গ বা দর্শনে ভোগ্য দর্শন বা অবরজ-দর্শন নাই। সাধুদর্শন হইলে আর বাহিরের দর্শন বা জগদ্দর্শন থাকে না। কৃষ্ণের সেবোপকরণের নামই সাধু; জগৎকে জগদীশের সেবোপকরণরূপে দর্শনই সাধু দর্শন—বৈষ্ণবদর্শন—গুরু-দর্শন বা চিদ্দর্শন। ইহাই সুদর্শন।

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি—ইহাই নিজের অভিমান। অকপটে কায়মনো-বাক্যে আত্মগতই শ্রদ্ধা। নিজেকে গুরুর ভৃত্য বলিয়া উপলব্ধি প্রকৃত শিষ্যত্ব। যেখানে নিজেকে শিষ্যরূপে উপলব্ধি, সেখানেই সম্বন্ধ। যেখানে সম্বন্ধ, সেখানেই ভক্তি। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানেই আশ্রয়। শ্রদ্ধাবান্ আশ্রিত।

পরমবস্তু শ্রীনারায়ণের পূর্ণরূপে বিলাস করাইবার জন্য কায়-মনো-বাক্যে প্রস্তুত থাকাই শরণাগতি। পূর্ণ শরণাগতই তৃণাদপি সুনীচ। যেখানে পূর্ণশরণাগতি-মূলী তৃণাদপি সুনীচতা, সেখানে দম্ভ নাই। সেবাবিলাসের মধ্যে দম্ভ থাকিতে পারে না। চিত্তিতাদের মধ্যে জড় অহঙ্কার বা পুরুষাভিমান-মূলক ভোগ বা ত্যাগ নাই। ভোগ ও ত্যাগ—এই দুইটীই দুঃসঙ্গ। এই দুঃসঙ্গ যেখানে আছে, সেখানে সৎসঙ্গ নাই। যেখানে সৎসঙ্গ নাই, সেখানে ভক্তিও নাই।

সাধুর সহিত একচিত্তবিশিষ্ট হইলে সাধুসঙ্গ হয়। সাধুর সহিত Parallel হইলে সাধুসঙ্গ হয় না। পুরুষাভিমান প্রবল থাকিলে দীন হওয়া যায় না। গুরু-বর্গের দয়ার কথা উপলব্ধি হইলে হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে দৈন্য থাকে। কৃপা হইলে সহজ দৈন্য, শরণাগতি, অকিঞ্চনতা যুগপৎ আসিবে। যেখানে লোভ, সেখানেই বিরহ-বোধ। যেখানে বিরহ, সেইখানেই বিলাপ বা কীর্ত্তন-ক্রন্দন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণনাম-স্মরণ-ক্রন্দন॥
কৃষ্ণ বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণনাম মিলে।
ধনে, কুলে কিছু নহে, 'কৃষ্ণ' না ভজিলে॥"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ - মধ্য, ২৩।৭২-৭৩)

ভক্তবর্গের মত তীব্র বিরহজ্বালা সর্ব্বক্ষণ হওয়া দরকার। যেখানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও গৌরকিশোর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট যাইবার জন্য প্রবল স্পৃহা বা লোভ, সেইখানেই বিরহ। হরিনামের মধ্যেই শ্রীগুরুদেব আছেন। যেখানে সাক্ষাৎ দর্শন হয় না, সেইখানেই বিরহ। আবার নামরূপে অবতীর্ণ শ্রীগুরুকৃষ্ণের স্ফূর্তি না হওয়া অর্থাৎ জিহ্বায় নামের উদয় না হওয়াও বিরহ। বিরহীই কৃষ্ণকে পায়। কীর্ত্তনের মধ্যেই গুরুবর্গের সঙ্গ ও দর্শন পাওয়া যায়। শরণাগত হইলে তখন আর গুরুকে রক্ত-মাংসময় রূপগুণ বিশিষ্ট দেখিব না। শরণাগতই সাধুগুরুর কৃপায় সাধু-গুরু কি বস্তু, তাহা দেখিতে ও বুঝিতে পারে। তখন তাঁহারা কোথায় কিভাবে থাকেন, তাহাও দেখা যায়।

সাধুকে আপন জানিয়া তাঁহার আনুগত্য করিতে হইবে। তাঁহার কথা বুঝিবার বা ধারণার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে, তাঁহার হৃদয়ের কথা জানিতে হইবে। সাধুর কৃপায় যত বড় বাধা-বিপত্তি বা বিঘ্ন আসুক না কেন, তাহা সামনে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। সাধুসঙ্গকে একমাত্র পরম প্রয়োজনীয় ও বন্ধু-সম্বল জানিয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। সাধুর চিন্তা বা আদেশ হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ না থাকিলে আর বাঁচিবার উপায় নাই। এক মুহূর্ত্ত সাধুসঙ্গ না হইলে তৎক্ষণাৎ অসৎবিষয়িণী আশঙ্কা জীবকে বিপদগ্রস্ত করিবে। সম্পূর্ণভাবে সত্যের হইয়া যাওয়া দরকার; তাহা হইলে আর কোন বালাই থাকিবে না। 'সত্যের আমি'র হৃদয়ে দুর্ব্বলতা অসৎচিন্তার প্রবেশাধিকার নাই। 'সত্যের আমি' সত্যের জন্য ব্যস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। সৎ সকলকেই আকর্ষণ করেন—সকলকে তাঁহার রূপ দেখান। সকলের সমস্ত অসুবিধা সত্যের কৃপাতেই কাটিয়া যায়। সুতরাং সমস্ত কষ্ট স্বীকার করিয়াও অকপটে সাধুসঙ্গ করা উচিত॥

সাধু নিজ ভূমিকায় দাঁড়াইয়া যেসব কথা বলেন, তাহা বুঝিবার জন্য আগ্রহ ও শরণাগতি থাকা দরকার। সাধুর অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে কেবল বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা সাধুসঙ্গ হয় না। আমাদের অকপট ইচ্ছা দেখিলে এই অন্তরে প্রবেশ করিবার শক্তি সাধুই কৃপা করিয়া আমাদিগকে দেন। সাধুর বাণী বা উপদেশকে জীবনের ধ্রুবতারা জানিয়া যাঁহারা তাহা সাদরে গ্রহণ করেন, তাঁহারা সাধুর কৃপালোকে সাধুর অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন। নিজের চেষ্টায় সাধুসম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। আমরা কল্পনার চক্ষে সাধুকে যেরূপ দেখি, তিনি সেরূপ নহেন; সাধু কৃষ্ণময়—কৃষ্ণজন। সাধুকে দেখিতে হইলে সাধুমুখে শ্রদ্ধাপূর্ণ কাণ দিয়া দেখা প্রয়োজন। সেইজন্য নিষ্কপটে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করা দরকার; শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার ভজনপ্রণালী শিক্ষা করা দরকার, তবেই মঙ্গল।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

[৭]

হে ভ্রাতঃ! যিনি নিজপ্রভাবে স্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের পরম প্রেমরসে বিশ্বসংসারকে অনুরক্ত করিয়াছেন, যিনি অশেষ-শ্রুতিগণের মধ্যে গূঢ়ভাবে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন অর্থাৎ যিনি বেদগুহ্য, তুমি সেই অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম আশ্রয় কর॥ ৫৭॥

যদি কেহ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগে মুরারির আরাধনা করিয়া পরমপুরুষার্থ সাধন করেন, তাহা তাঁহার করুন; আমার কিন্তু সেই অপার প্রেমময়ীসুধাসিন্ধু গৌরকান্তি শ্রীহরির ভক্তিরসে যে কিছু নিগূঢ় প্রেমরহস্য নিহিত আছে, তাহাই একমাত্র ভজনীয়॥ ৫৮॥

ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষের আশায় কেহ জগদীশ্বরের আরাধনা করেন, করুন্ অথবা অন্যান্য উপাস্যসকলকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিরই একান্ত দাস হন, হউন; আমি কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে কিছু আশ্চর্য্য, আস্বাদ্য রহস্য, তাহারই আশায় মুগ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে শরণ গ্রহণ করিতেছি॥ ৫৯॥

লৌকিক ও বৈদিক যেসকল ব্যবহারে আমার নিন্দা, উপহাস, উচ্চকীর্ত্তন ও দুঃখাদি উদয়ের যে লজ্জা এবং প্রাণ ও দেহের নিমিত্তভূত স্বাভাবিক যেসকল কর্ম্ম

বিভাবরীর ছিল, কোন এক অভিনব প্রকার গৌর-বিগ্রহধারী চৌর আমার সেসকলই অপহরণ করিয়াছে। ৬০ ।

করুণাসিন্ধু নয়নপ্রান্ত হইতে নিবিড় আনন্দোচ্ছলনময় প্রেম-পীযূষ-পয়োধিকোটি বর্ষণ করিতে করিতে কনক-কদলী-গর্ভের ন্যায় গৌরবর্ণ-দেহধারী অনির্বচনীয় কোন্ লীলাময় পুরুষ, অকস্মাৎ আমার চিত্তকে স্বীয় চরণারবিন্দে গাঢ় নিবিষ্ট করিলেন। ৬১ ।

গলিত কাঞ্চনের ন্যায় গৌর-কান্তি, মহাভাবরূপ শৃঙ্গার-রসবিগ্রহ লীলাময় ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং যথায় আবির্ভূত হইয়াছেন, যথায় প্রত্যেক ভবন প্রেমভক্তি-দেবীর উৎসবপূর্ণ, যাহা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অধিক মাধুর্য্যময়, সেই নবদ্বীপ-ধামে আমার মন বিহার করিতেছে। ৬২ ।

শাস্ত্রসকল যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলুন, তার্কিক পণ্ডিতগণ তাঁহাদের যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করুন, কিন্তু একমাত্র শ্রীচৈতন্যচরণাম্বুজ-স্মৃতিই আমার জীবন। ৬৩ ।

অণিমাদি অতি-দুর্লভ সিদ্ধিসকলও যদি স্বয়ং আসিয়া হস্তাবলম্ব হয়, যদি সমস্ত দেবগণ দাসত্ব করিবার জন্য স্বয়ংও আসিয়া উপস্থিত হন, অধিক কি, যদি বা আমার এক [illegible] চতুর্ভুজ হয়, তথাপি আমার চিত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবে না। ৬৪ ।

অতএব আয়াসাপূর্ণ নরকেও যদি আমাকে বাস করিতে হয়, তবে তাহাও শ্রেয়ঃ, কিন্তু কোন কালেও যেন আমার শ্রীচৈতন্যপাদারবিন্দ-বিমুখ জনের সঙ্গ না হয়। যাহা শ্রীগৌরপাদপদ্ম-পরাগরাগের ছটার কিঞ্চিন্মাত্রও আস্বাদন না হয়, তবে আমার চিত্ত [illegible] বিনা স্বয়ং-আগত বৈকুণ্ঠাদি পদও [illegible] করে না। ৬৫ ।

[illegible] পৃথ্বীতলে 'মহৎ' 'মহৎ' বলিয়াই খ্যাতি হউক, অথবা [illegible] চিরস্থায়িনী অলৌকিকী সিদ্ধিই আবির্ভূতা হউক, কিংবা বিধাতার নিষ্ঠুর আরাধনা করিয়া [illegible] চতুর্ভুজত্বই লাভ হউক কিন্তু গৌরচন্দ্র ব্যতীত আমার মন কখনই [illegible] না। ৬৬ ।

হে সর্বভূতচিত্তাকর্ষক', 'হে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ চৈতন্যচন্দ্র', 'হে দয়ানিধে', 'হে মহাত্মন্', 'হে নানাবিধ প্রেমাবেশিত-সর্বভূতগণ', (অর্থাৎ যিনি দাস্য-সখ্যাদি বিবিধ প্রেমে সর্বভূত জনকে আবিষ্ট করেন) 'হে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় পরম চমৎকার কান্তিমান্,' 'হে গৌরচন্দ্র-শ্রীহরি,' 'হে কৃপাপরিপূর্ণ-বারিধে,' 'হে বিপ্রকুলকমলের সূর্য্য-স্বরূপ,' 'হে অনাথ-নাথ',—এইরূপ নাম কীর্তন করিতে করিতে আমার এই জন্ম অতিবাহিত হউক, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। ৬৭ ।

হে বৃন্দাবনেশ্বর কৃষ্ণ, উন্নত উজ্জ্বল প্রেমরসপ্রদাতা, তুমিই ভক্তগণের একমাত্র প্রাণস্বরূপ তোমার গৌরকলেবরে কবে আমার নিষ্কপট ভক্তি হইবে? কবেই বা সেই নিষ্কপট ভক্তির অলৌকিক যাথার্থ্যানুভূতি দ্বারা শ্রীরাধিকার পদনখমণির জ্যোতিঃ অকস্মাৎ আমার হৃদয়ে উদিত হইবে? ৬৮ ।

প্রফুল্ল কনক-কুসুমমালা সুশোভিত, জন-সমূহের পূর্ণানন্দদায়ক, করুণার আধার, কনকের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরকান্তি চৈতন্য-নামক পরম ধাম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়কে আমরা ধ্যান করি। ৬৯ ।

উৎসবপূর্ণ নীলাচল-শিখরদেশে অরুণ লীলাবিলাসরত জগন্নাথদেবের সুদীপ্ত বদন-কমলে যাঁহার নেত্রযুগল ভৃঙ্গরূপে বর্তমান রহিয়াছে, মহাভাবরূপ পরমমহান্ প্রেমে যাঁহার হর্ষ-গর্বাদি রসতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে এবং যিনি সৌন্দর্য্যে রূপবতী যুবতী-দিগের মদকে কন্দর্পস্বরূপ, সেই পয়োধিরক্ষ অর্থাৎ শ্রীদর্শন প্রভৃতি সম্ভোগরসে আস্বাদবিরক্ত আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী) শ্রীগৌর-সুন্দরকে আমার মন স্মরণ করুক। ৭০

যাঁহার বসন অরুণবর্ণ, নয়নপদ্ম-বিনিঃসৃত মুক্তাফল-সদৃশ মনোহর অশ্রুবিন্দু যাঁহার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে এবং মহাভাবোত্থ রোমাঞ্চ প্রভৃতি উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব-সমূহও যাঁহার অঙ্গের শোভা সম্পাদন করিতেছে, সেই গৌরাঙ্গ শ্রীহরিকে আশ্রয় করি। ৭১ ।

স্বর্ণ হইতেও সুন্দর, পতিত-পাবনী গঙ্গার প্রবাহ হইতেও অধিক পবিত্র, চন্দ্র অপেক্ষাও সুস্নিগ্ধ, অমৃত হইতেও সুমধুর, কল্পবৃক্ষ হইতেও মহাবদান্য, জননী হইতেও স্নেহবান্ গৌরহরি ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া স্নেহের সহিত কবে আমার হৃদয়ে পদার্পণ করিবেন? ৭২

যিনি মধুর হইতেও সুমধুর প্রেমামৃতরস রাশি-রাশি পুনঃ-পুনঃ প্রদান করিয়া এই বিশ্বকে আনন্দিত করিতেছেন, যিনি কটিদেশে অতিমনোহর গৈরিক বসন ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি কোটি কোটি নব সৌদামিনীকেও তিরস্কার করিতেছে, সেই স্বয়ং পরম দয়ালু অদ্ভুত-লীলাপরায়ণ পুরুষই আমার একমাত্র গতি হউন। ৭৩ ।

যাঁহার কমনীয় রূপ-লাবণ্যদ্বারা কোটি-কোটি কন্দর্প তিরস্কৃত হইতেছে, যাঁহার পরম শোভাময় মুখচন্দ্রের ছটায় কোটি-কোটি [illegible] শরদিন্দুর কান্তিও মলিন হইতেছে, যাঁহার মহাবদান্যতায় কোটি কোটি কল্প-বৃক্ষও লঘুতা প্রাপ্ত হইতেছে, সেই গৌরসুন্দর কোটি কোটি অঙ্গের পুঞ্জ পুঞ্জ [illegible] আমার হৃদয়ে কি পদার্পণ করিবেন? ৭৪ ।

যে চৈতন্য-চন্দ্র চন্দ্রিকা জীবহৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকাররাশি অকস্মাৎ সমূলে বিনাশ করিতেছেন, প্রেমানন্দরস সমুদ্রকে নিরন্তর [illegible] উচ্ছলিত করিতেছেন এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়-জন্য বিষম অন্ধকার দূরীভূত করিতেছেন, সেই চৈতন্য-চন্দ্রচ্ছটা আমাদিগের হৃদয়ে ক্ষণকালও দীপ্তিলাভ করুন। ৭৫ ।

ক্ষণে কম্প, ক্ষণে পুলক; ক্ষণে প্রেমানন্দাশ্রু-পূর্ণলোচন, ক্ষণে হাস্যবদন; ক্ষণে শীতল, ক্ষণে পরিতপ্ত; ক্ষণে ধাবমান্, ক্ষণে স্তম্ভিত; ক্ষণে বহুভাষী এবং ক্ষণে মৌনী—এতাদৃশ কৃষ্ণের গৌর-কলেবর আমার হৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করুন। ৭৬ ।

যে প্রভু (স্বতন্ত্র ঈশ্বর) পাত্রাপাত্রের বিচার, আত্ম-পর-দর্শন, দেশাদেশ-বিচার অথবা কালাকাল-প্রতীক্ষা না করিয়া শ্রবণ, দর্শন, প্রণাম ও ধ্যানাদি দ্বারা সুদুর্লভ ভক্তিরস তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন, সেই ভগবান্ গৌরসুন্দরই আমার একমাত্র গতি। ৭৭ ।

গোপাল-চাপাল প্রভৃতি অতি-পাতকী, দুর্জন-যবন প্রভৃতি নীচজাতি, কদর্য্যস্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তি, দুষ্কর্মের চরমসীমায় উপনীত জগাই-মাধাই-প্রমুখ অকর্ম ও বিকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, কুক্কুরভোজী চণ্ডাল অপেক্ষা অধম জীব, সর্বদা দুর্বাসনারত, গর্ব ও [illegible] দুর্দশাগ্রস্ত ও দুর্দ্দেশে বসবাসকারী এবং অসৎসঙ্গে নষ্ট ব্যক্তিও যাঁহার কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, সেই একমাত্র গৌর-সুন্দরকেই আমি আশ্রয় করি। ৭৮ ।

যিনি কলিন্দ-নন্দিনী-তটে প্রকাশমান সুরম্য বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া লবণ-সাগরের উপকূলস্থ পুষ্পোদ্যানে গমন করিয়াছেন, যিনি পরমশোভাময় পীতবসন পরিত্যাগ করিয়া অরুণ-বসন ধারণ করিয়াছেন, যিনি নিজবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ (আপনার প্রিয়তমা কান্তা শ্রীমতী রাধিকার ভাব ও কান্তি দ্বারা) আচ্ছাদিত করিয়া গৌরকান্তি প্রকট করিয়াছেন, সেই প্রভুই আমার একমাত্র গতি। ৭৯ ।

অরে মূঢ়গণ, মুনিগণ দুর্লভ (সুদুর্লভ) [illegible] পূর্বে যাঁহার পাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন নাই, সেই নিগূঢ় হরিভক্তিপদ্ধতি অনুসন্ধান কর। যদি চিত্তে বিশ্বাস না হয়, আর যদি উহা দুর্লভ বলিয়া মনে হয়, সেই সকল (মনোরথ) সম্যক্রূপে পরিত্যাগ করিয়া গৌরহরির শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ কর। ৮০ ।

যিনি [illegible] উদ্ভাবন স্থাপন করিয়া [illegible] সুকোমল [illegible] প্রকটিত করিয়াছেন, যিনি নবকমলকেশরের ন্যায় [illegible] কৃপালুচিত্ত, সেই [illegible] পরমব্রহ্ম গৌরসুন্দর [illegible] তোমরা [illegible] কর। ৮১ ।

হে ভ্রাতঃ, তুমি গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণের মহাশক্তিমতী নামাবলীর উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন কর অথবা তাঁহার [illegible] ধ্যান কর,—যদি তোমার [illegible] মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি লাভ না হয়, তোমার সেই পরমোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস-প্রেমধন বিষয়ে আশাও সম্ভব হইতে পারে না। ৮২ ।

অহে, তুমি শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় ব্যতীত অপর কোনও সাধনসংস্থা প্রবৃত্ত হইও না; কৃষ্ণপ্রেম-পীযূষ-রসপানে একান্ত উন্মাদ গৌরভক্তসমূহ তোমার ঐরূপ সর্ববিধ উদ্যমকে উপহাস করেন। এখন অতি গোপনীয় একটী কথা শ্রবণ কর,—নিখিল-বেদাদি শাস্ত্রে প্রণবরূপে [illegible] যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, নিশ্চয় জানিও, এই শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার একমাত্র বিষয়। ৮৩ ।

নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানাদি-পথে নিষ্ফল-উৎপাদনকারিণী যে শুষ্কতর্ক-প্রণালী, তাহা ত' আমি জানি না! সদ্ভক্তগণের সহিতও ত' আমার সাক্ষাৎকার হইতেছে না! (আমার এখন উপায় কি?) আমি কাহার শরণ গ্রহণ করিব? হায়, হায়, অতি মূর্খ তুমি! (এখনও তোমার শরণ্য কে, তাহাই স্থির করিতে পারিতেছ না?) গৌরহরির নামটীও কি তোমার কর্ণপথে প্রবেশ করে নাই? ৮৪ ।

নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মে বৃথা অভিনিবেশ দূরে পরিহার কর; [illegible]-বিচারপথের অতি অসার কথাও কদাচ তোমার কর্ণদ্বারের নিকটেও আসিতে দিও না এবং দেহ ও তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ে কখনও মোহ-প্রাপ্ত হইও না; তাহা হইলেই শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপায় তোমাদের পুরুষার্থশিরোমণি পরমাশ্চর্য্য মাধুর্য্যময় কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে। ৮৫ ।

কামিনী কাঞ্চন সঙ্গ হইতে সর্বদা সাবধান হও, [illegible] (কামিনীপুঞ্জ) আর [illegible] ; [illegible] প্রয়োজন?— [illegible] কর; [illegible] হয়। (ঐ দেখ) [illegible]-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে [illegible] কৃষ্ণ-প্রেমের [illegible] —হে ভাগ্যবান্ [illegible] তাঁহারই [illegible] গ্রহণ কর। ৮৬ ।

অহে [illegible] ৮৭ ।

[illegible] ৮৮ ।

ভক্তিমূল সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-নিয়মাবলী-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য, ৩য় দিনের জন্য			
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲		" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲	" এক কলম	৩৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমান্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়া—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সহ পত্র সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকট-পীঠমাঝীতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্য কর্তব্য গ্রহণ করিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাল তরঙ্গায়িত কলিযুগের ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৩৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-গৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজী ভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ প্রাণভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

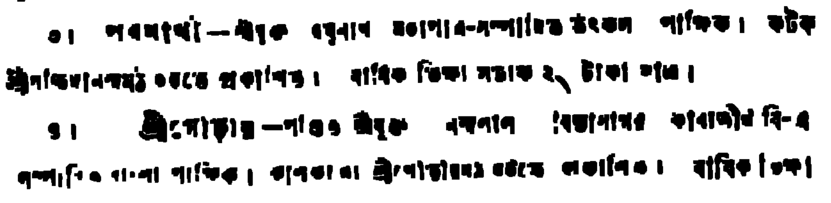

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পীড়িতগণের প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়

বলিয়াই ইহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িতেছে। প্রতার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ বড় বোতল ১৷৵০ আটার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

নোটিশ

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইনের ২৩ (২) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

নদীয়া-জেলাস্থ নাকাশীপাড়া ১নং এস্টেটের (যাহার মালিক শ্রীযুক্ত বাবু শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায়) অধীন পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, জোতদার, রায়ত অধীনস্থ রায়ত প্রভৃতি সকলপ্রকার প্রজা ও ভূম্যধিকারীগণের প্রতি—

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, নাকাশীপাড়া ১নং ওয়ার্ডস্ এস্টেট্ মহামান্য বোর্ড অব রেভিনিউর ১৩৪২ সালের ৬ই মার্চ তারিখের ৩৪১৬ ডবলিউ নং হুকুমের দ্বারা ১৩৪২ সালের ২২শে মার্চ হইতে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধান-যুক্ত হইয়া বাদেরের উপর ন্যস্ত হইবার আদেশ হইয়াছে এবং নদীয়ার কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বঙ্গীয় কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইনের ২৩ (২) ধারা-অনুযায়ী উপরোক্ত নাকাশীপাড়া এস্টেটের সমুদয় সম্পত্তি উক্ত যুক্তি পাওয়ার সময় হইতে একসঙ্গে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইনের ২৩ (২) ধারার নির্দিষ্ট সরকারী দাবী, সেস্ ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক দাবী আদায়ের জন্য ক্রোকাবদ্ধ করিয়াছেন।

অতএব এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, নদীয়ার কালেক্টার সাহেব বাহাদুরের অপর আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্ত এস্টেটের প্রাপ্য খাজনা বা অন্য কোন প্রকারের দেয় টাকা কালেক্টার সাহেব বাহাদুর অথবা তাঁহার অনুমোদিত এজেন্ট ব্যতীত কাহারও নিকট দিতে নিষেধ করা যাইতেছে এবং জানান যাইতেছে যে, কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বা তাঁহার নিযুক্ত এজেন্ট ব্যতীত অন্য কাহাকেও এস্টেটের প্রাপ্য খাজনা বা অন্য কোন প্রকারের দেয় টাকা দিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে এবং কালেক্টার সাহেব বাহাদুর তাঁহার নিযুক্ত এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারও দেওয়া রসিদ আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না।

স্বাঃ এম্ ইসলাম।
কালেক্টার, নদীয়া।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইনের ২৩ (২) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

নদীয়া জেলাস্থ গোটপাড়া এস্টেটের (যাহার মালিক শ্রীযুক্ত বাবু শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়) অধীন পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, জোতদার, রায়ত, অধীনস্থ রায়ত প্রভৃতি সকলপ্রকার প্রজা ও ভূমির দখলকারগণের প্রতি—

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, গোটপাড়া ওয়ার্ডস্ এস্টেটের মহামান্য বোর্ড অব রেভিনিউর ১৩৪২ সালের ৬ই মার্চ তারিখের ৩৪১৭ ডবলিউ নং হুকুমের দ্বারা ১৩৪২ সালের ২২শে মার্চ হইতে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধান-যুক্ত হইয়া বাদেরের উপর ন্যস্ত হইবার আদেশ হইয়াছে এবং নদীয়ার কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বঙ্গীয় কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইনের ২৩ (২) ধারা অনুযায়ী উপরোক্ত গোটপাড়া ওয়ার্ডস্ এস্টেটের সমুদয় সম্পত্তি উক্ত যুক্তি পাওয়ার সময় হইতে, একসঙ্গে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইনের ২৩ (২) ধারার নির্দিষ্ট সরকারী খাজনা, সেস্ ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক দাবী আদায়ের জন্য ক্রোকাবদ্ধ করিয়াছেন।

অতএব এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, নদীয়ার কালেক্টার সাহেব বাহাদুরের অপর আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্ত এস্টেটের প্রাপ্য খাজনা বা অন্য কোন প্রকার দেয় টাকা কালেক্টার সাহেব বাহাদুর অথবা তাঁহার অনুমোদিত এজেন্ট ব্যতীত কাহারও নিকট দিতে নিষেধ করা যাইতেছে এবং জানান যাইতেছে যে, কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বা তাঁহার নিযুক্ত এজেন্ট ব্যতীত অন্য কাহাকেও এস্টেটের প্রাপ্য খাজনা বা অন্য কোনও প্রকারের দেয় টাকা দিলে, তাহা বাতিল বা নামঞ্জুর হইবে এবং কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বা তাঁহার নিযুক্ত এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারও দেওয়া রসিদ আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না।

স্বাঃ এম্ ইসলাম।
কালেক্টার, নদীয়া

বোর্ড অব রেভিনিউ, বেঙ্গল

"এ" গ্রুপ।

ওয়ার্ডস্ ব্রাঞ্চ।

অর্ডার নং ৩৪১৬ ডবলিউ

কলিকাতা, ৬ই মার্চ, ১৩৪২ সাল।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ বঙ্গীয় কাউন্সিলের ১৮৭৯ সালের ৯ আইনের ৬৫ ধারা মতে আদেশ করিতেছেন যে, নদীয়া জেলার বাবু শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় মহাশয়ের সম্পত্তি (যাহা নাকাশীপাড়া ওয়ার্ডস্ এস্টেট্ নামে খ্যাত) উপর কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যকারিতা ইং ২২।৩।৪২ তারিখ হইতে বাতিল হইবে এবং উপরোক্ত সম্পত্তি (কোর্ট কর্তৃক এস্টেটের সংরক্ষণ ও অর্থব্যয় চুক্তি-সাপেক্ষ) মালিকের নিকট অর্পণ করা যাইবে।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্, বেঙ্গলের
আদেশানুসারে
স্বাঃ ডি এন সেন।
সেক্রেটারী।

বোর্ড অব রেভিনিউ, বেঙ্গল

"এ" গ্রুপ।

ওয়ার্ডস্ ব্রাঞ্চ।

অর্ডার নং ৩৪১৭ ডবলিউ

কলিকাতা, ৬ই মার্চ, ১৩৪২ সাল।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ বঙ্গীয় কাউন্সিলের ১৮৭৯ সালের ৯ আইনের ৬৫ ধারা মতে আদেশ করিতেছেন যে, নদীয়া জেলার বাবু শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায় মহাশয়ের সম্পত্তির (যাহা গোটপাড়া ওয়ার্ডস্ এস্টেট্ নামে অভিহিত) উপর কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যকারিতা ইং ২২।৩।৪২ তারিখ হইতে রহিত হইবে এবং উপরোক্ত সম্পত্তি (কোর্ট কর্তৃক এস্টেটের সংরক্ষণ ও অর্থব্যয় চুক্তি-সাপেক্ষ) মালিকের নিকট অর্পণ করা হইবে।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্, বেঙ্গলের
অনুমত্যানুসারে।
(স্বাঃ) ডি এন সেন।
সেক্রেটারী।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিভিন্ন গীতসমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "প্রস্তাবনা"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়-মঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-সিদ্ধান্ত-কৃত এই গ্রন্থ 'বিবৃতি'-টীকা ও আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সকলেরই পরিবর্দ্ধন প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়-মঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১৭ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৬ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২০শে মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ বিষ্ণু, তিথি সর্ব্বোদশারী, গৌরাব্দ ৪৫৬

বিশ্বে শ্রীচৈতন্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

বস্তুসমূহের আধারকে বিশ্ব বলে। বিশ্ব-পর্য্যায়ে আমরা ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ প্রকৃতি নামান্তর প্রাপ্ত হই। বিশ্ব বস্তুকাঠীয়-বিচারে প্রাচীত হইলে তাহার সেব্যবস্তু বিশ্বনাথ বা বিশ্বেশ্বর-নামে সংজ্ঞিত হন। বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ—অবস্থাত্রয় বর্ত্তমান। বিশ্বস্রষ্টা চতুর্ম্মুখ, বিশ্বপাতা বিষ্ণু ও বিশ্বহর রুদ্র—এই তিন বিশ্বাধিকারী। গুণত্রয়ের ও তাহাদের পরস্পর ন্যূনাধিক সংযোগ-বিয়োগেই দ্রব্য ও ব্যাপারসমূহের অবস্থানাত্মক বিশ্ব। ভাষান্তরে গুণমায়ারচিত বিশ্বে বা জগতে কর্ত্তৃত্বাভিমানী বিষ্ণাতিরিক্ত পদার্থের ভোগপ্রবণ। বিষ্ণাতিরিক্ত পদার্থ বিশ্বভোগ বা গ্রহণাভিলাষে বিশ্বে আগমন করেন। বিশ্বত্যাগাকাঙ্ক্ষার গ্রহণের বিপরীতভাব তাহাতে দেখা গেলে তৎকালে বিশ্বার্ত্ত অভিজ্ঞত-পক্ষ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। বিশ্বের বস্তুগ্রহণ বা বিশ্বত্যাগ-পর্য্যায়ে বিভিন্ন পক্ষ থাকলে বস্তুগত আংশিক বিশ্ব লইয়া ব্যস্ত থাকেন। বিশ্বে আধার-জ্ঞান, ভোগ-বিচার তাঁহাকে ভিন্ন তাৎপর্য্যপর বুঝিতে দেয় না। বৈকল্যরূপ মুমুক্ষাই তাঁহার গন্তব্য পথের সীমা মনে করায়। কিন্তু বিশ্বে বাসকালে বিশ্ববাসী প্রভু যেকালে নিজজনগণের কথা শুনিতে পান, তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা বা কীর্ত্তনপ্রভাবে নিজস্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার কোন কোন স্থলে কচিৎ দেখা যায়।

যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্ত্তি শয়ানেঽস্মিন্
নাহং তং বেদ বেদ সঃ॥

—যে চৈতন্য বিশ্বকে চেতন প্রদান করেন, যে চৈতন্যকে বিশ্ব উদ্বুদ্ধ করাইতে পারে না, যে চৈতন্য নিদ্রিত ও প্রবুদ্ধকালেও জাগ্রত থাকেন, যে চৈতন্য সকলকে জানেন এবং সেই চৈতন্যকে কেহই জানে না—এই কথা (ভাঃ ১১) মহ ভগবানকে বলিয়াছেন।

বিশ্বের পদার্থনিচয় চিন্ময়ের চেতনকে অবরুদ্ধ করিয়া গুণমায়া-রচিত বিশ্বের অচিৎবিধানের পোষণ করে। বিশ্বের সহিত চিদ্বিধানের সম্বন্ধ পূর্ণ করিও জানিতে দেয় না। চিৎশক্তিই স্বতঃকর্ত্তৃত্ব বর্ণ অনুগ্রহ। অণুচেতন জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে আপনাকে বিশ্বের গুণত্রয়ের ক্রীড়াপুত্তলী জ্ঞান করেন, বিশ্বের বিচিত্রতার অশেষ অচেতন বিশ্বের বর্ণনায় গণনা করেন। চেতনে চিত্রতা নাই, অচিতের বিচিত্রতার বিপরীত-বিচারে চিত্রহীনতাই চিৎ জ্ঞান করেন। বিশ্ব-সেবার বঞ্চিত চিন্তা অণুচেতনকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিলে জীব অনুচিৎশক্তি-রহিত হইয়া বিশ্বচিন্তা ছাড়িবার সঙ্কল্প করেন এবং বৈচিত্র্যবোধহীন হইয়া চিদ্বিচিত্রতার স্থাপন করিয়া আচিদ্বিষয়গত তাৎকালিক চিন্তাকে অনিত্যভাব সংযোজন করেন। বিশ্বজ্ঞানের সূক্ষ্ম আচ্ছাদনের প্রভাব তাঁহাকে আচ্ছাদনের বিচার বুঝিতে দেয় না। অভিমানের তাবের প্রাবল্যে তিনি অচিন্ত্যের উপলব্ধির অভাবে চিন্তার অধোক্ষজ্ঞানগ্রহে অচিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের অভাবতার দাস করেন। মহৎ বাক্যের সার্থকতা জন্য অধোক্ষজ ভগবান্ মায়াবাদ বিশ্ববিচার-নিপুণকে অধোক্ষজ সত্যবস্তু দর্শন করাইবার উদ্দেশ্যে স্বীয় নিত্যাধিকার-সত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে অধোক্ষজ ভগবৎজ্ঞান-দাতা জানিতে পারিলে জীবের বদ্ধাবস্থা অর্থাৎ ভোক্তা বিশ্বের উপলব্ধি হইতে অবসর লাভের যোগ্যতা হয়। বদ্ধ অণুচেতন বস্তু বিশ্ব ভোগ্য বিশ্বকে ভোগ্যজ্ঞান করেন। শিক্ষক ভগবান্ স্বীয় অধোক্ষজ স্বভাবক্রমে মায়াবাদের সেবা-বিচারে ভাগ্যহীন জীবের অনুচেতন-বৃত্তি উদ্বোধনে কৃপা করেন। কৃষ্ণের গীতোক্ত দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"—এই বাক্য বুঝিতে না পারিলে কৃষ্ণজ্ঞানে জীবের অসুবিধার নাশ ঘটে না। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" এই বিচার তাঁহাকে বিশ্বের ভোক্তা হইবার যোগ্যতাপথে যাইতে নিষেধ করে। সেই যেপ্রকার আত্মলাভ করিয়া তাৎকালিক দর্শন-যোগ্যতা লাভ করে, মুক্তপুরুষ শ্রীচৈতন্যদাসও সেইপ্রকার বিশ্বাহিত থাকিয়া জগতে মমতা-রহিত হইয়া উহাদের জগৎ সেবোপকরণজ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর চিন্ময় অপ্রাকৃত বস্তু বলিয়াই জানেন। গৌরের দর্শনাভাব নাই, বিশ্বের অচিৎ পদার্থ অপ্রাকৃত সেবায় চিন্ময়ত্ব। ভগবান্ চৈতন্যদেবের শিক্ষা-গ্রহণ না করিলে জীবের সেই সম্বন্ধ জ্ঞান কখনই বিমুক্ত হয় না। শ্রীচৈতন্যদাসগণ হরিসেবা ব্যতীত অপ্রাকৃত শক্তি আছিত হয় নাই মনে করিয়া বিশ্বস্থিত পদার্থকে নিজ ভোগ্য মাত্র মনে করেন। তজ্জন্যই শ্রীসনাতন গোস্বামীকে "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে" এ উপদেশ দিয়া বিশ্বের ভোগপ্রবণ যোগ্যতাবিশিষ্ট নিয়ম হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। হরিসেবী বস্তুনিচয় শ্রীচৈতন্যদেবের অনুকম্পা করিয়া ভগবৎসেবোপকরণরূপে সেবোন্মুখের নিকট দর্শিত হয়; ভোগ্য ইন্দ্রিয়তর্পণ তখন তাহার দূরীভূত অপসারিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্ব সমুদয় হরিসম্বন্ধীয়গণকে শ্রীচৈতন্য-কৃপায় জানিতে পারেন। সেবা হইতে পৃথক সেবাভূক্তভাব চিন্ময়ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান প্রদাতা চৈতন্যদেবে অনুচেতন জীবের সহিত নিত্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট জানাইয়া দেন—বিশ্বস্থ অনাত্ম বদ্ধ জীব তাঁহার পাদপদ্মে শরণাগতি করিবার যোগ্যতা লাভ করেন এবং মুক্ত বিশ্বে সেবোন্মুখতারূপ পরমার্থলাভ তাঁহার পক্ষের বিষয় হয়। বিশ্বে ভোক্তৃত্বভোগ-ভাবাপন্ন জীব তখন জানিতে পারেন যে, ভোগ্য বিশ্ব স্বরূপে ভগবৎসেবা-তৎপর। তখন শিক্ষক শ্রীচৈতন্যদেবের চিন্ময়ী শিক্ষা-দৃষ্টিতে বিশ্বও তাঁহারই নাম চেতন স্বরূপবিশিষ্ট। বিশ্বাতীত নিজদেহে প্রাকৃত বুদ্ধি বিশ্বকে ভোগ্য জানিবার পরিবর্ত্তে ভগবৎসেবোপকরণ প্রবৃত্তি লাভ করেন।

প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলেন যে,—

"মুকুন্দসেবনব্রতৈঃ জন্ম এব চ।
সত্যলোকস্থ সৈষ্টৈর লোকার
পাবকী ইত্যুঃ॥"

সপ্ত পাতালবর্ণনে অনন্ত শাস্ত্র বলেন,—

"অতলং বিতলং চৈব বিতলং চ গভস্তিমৎ।
তলং সুতল-পাতালে পাতালানি
তু সপ্ত বৈ॥"

আবার শাস্ত্রান্তর বলেন,—

"অতলং বিতলং চৈব সুতলং চ তলাতলম্।
মহাতলং বিধাতৃং রসাতলং ততোঽধোঽতলম্॥"

কৃষ্ণ যারে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

তলঃ পাতালমস্মাৎ সপ্ত পাতাল-সংজ্ঞকাঃ।
এতে স্বর্গাদিকস্থানা বিলস্বর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥"

বিশ্বরূপাঃ, সংসার প্রভৃতি গ্রন্থের চতুর্দশটী বিভাগ আছে—সপ্ত ব্যাহৃতি ও সপ্ত তললোক। অতল-বিতলাদি সপ্ত লোক বা অধোভুবন স্বর্গাদির স্থূলপ্রায়, কিন্তু দিব্য জ্যোতির অনাবৃত। এই পাতালাদি সপ্তলোক মেদিনী প্রভৃতিকে বহন করে। উপর্যুপরি পর্য্যায়ে চতুর্দশলোক—(১) সত্য, (২) তপঃ, (৩) জন, (৪) মহঃ, (৫) স্বর্গ, (৬) অন্তরীক্ষ, (৭) পৃথিবী, (৮) অতল, (৯) বিতল, (১০) সুতল, (১১) তলাতল (১২) মহাতল, (১৩) রসাতল ও (১৪) পাতাল। এই চতুর্দশলোকবাসিগণের নিত্যমঙ্গলের জন্য বৈকুণ্ঠধাম-সকল ভগবদ্দেশের অধিবাসিরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা বৈকুণ্ঠের নিত্য অধিবাসী এবং এই চতুর্দশলোকে বাসকালে পরিমিতকাল পর্যন্ত অবস্থান লাভ হয়। পুণ্যবলে স্বর্গ হইতে পাতাল পর্যন্ত লোকে বাস করিবার অধিকার লাভ করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকগণ সত্য, তপঃ, জন ও মহর্লোকে কোন কোন সময়ে গতিলাভ করেন এবং নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইলে পুনরায় ভূলোকে গতিলাভের জন্য প্রেরিত হ'ন।

জীবমাত্রেই তটস্থ-ধর্ম্মক্রমে সেবোন্মুখতা বা সেবাবিমুখতা—এই উভয়দিকে গতিশীল। চতুর্দশ বাধক-লোক যে কালে সাধনসিদ্ধ বিষ্ণুসেবাপর জনগণের প্রতি রোষ করে, সেইকালে তাঁহারা ভোগী ও বিষ্ণুপরায়ণে ত্যাগী বলিয়া নিজ নিজ পরিচয় দিয়া থাকে।

বিশুদ্ধবৈষ্ণবব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহ লাভ করিলেই জীবের বৈকুণ্ঠগমনে ও সেবাসুখ-তৎপরতায় রুচি উৎপন্ন হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত ভক্তগণ নারদাদি বিষ্ণুভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ও ভগবৎসেবা-রত সাধারণ বৈষ্ণবগণের উপকারের জন্য পঞ্চরূপ-অর্চ্চাবিগ্রহে সকল বিষ্ণুভক্তের মঙ্গলবিধানে সর্ব্বদা তৎপর। অধুনা বিশ্বে বৈষ্ণবব্রাহ্মণগণ জীবকল্যাণের জন্য ভক্তিতত্ত্বের প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদন-ক্রমে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্বোধন করিয়াছেন। ইঁহারা চারি প্রকার শ্রুতিপাবন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পদ্ধতি অনুমোদন করিয়া তাঁহাদের অসম্পূর্ণতার সম্পূর্ণতা সাধন ও বিহিত মঙ্গলবিধান কারয়াছিলেন ও করিয়া থাকেন। বিশ্বনিস্তার কার্য্যে পঞ্চসংস্কারী বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার সাধনভক্তির কথা স্ব স্ব চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়া অনুমোদন করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট-প্রচারকার্য্যে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ স্বীয় অনুগত জনগণের দ্বারা সাহায্যাদি করেন। চতুর্দশ লোকসমূহে উচ্চাবচ-ভাব নিরাময়বান। বৈকুণ্ঠপুরুষগণের মধ্যে তাটস্থ্য ধর্ম্ম লক্ষ্য করিবার বিষয় নহে। কিন্তু বোধসৌকর্য্যার্থ জীবমূল তটস্থপে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হয়। শ্রীরূপ গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥"

চতুর্দশ ভুবনের বেষ্টনস্বরূপ বিরজা নদী। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে গুণত্রয়ের অবস্থান। চতুর্দশ-ভুবন প্রকৃতিজাত বা প্রাকৃত বলিয়াই কথিত। তাহা অতিক্রম করিয়া বিরজানদী অবস্থিত। তথায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা দেখা যায়। বিরজার একপারে চতুর্দশ ভুবন, অপর পারে ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোক কেবল সবিশেষ নহে, কিন্তু চিন্ময় ভূমিকা। সেখানে চেতনবিপরীত অচিদ্ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। মানবের যেকাল-পর্যন্ত বিরজা-স্নানে অধিকার না হয়, তৎকালাবধি চতুর্দশভুবনে ভ্রমণকার্য্যে যোগ্যতা থাকে।

সিদ্ধ

সিদ্ধ পূর্ণ শরণাগত। তাঁহার আদৌ পুরুষাভিমান নাই। তিনি দাস্য-সখ্যাদি যে-কোন একটী রসে নিরন্তর ভগবৎসেবায় রত। সেবা-বিগ্রহে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণরূপে যাবতীয় অন্যাভিলাষাদির প্রতি অনুরাগ ও যাবতীয় অসৎসঙ্গে আসক্তি ও ওদ্ধানত পুরুষাভিমান অর্থাৎ ভোক্তৃবুদ্ধি বিদূরিত হইলে অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত আশ্রয়বিগ্রহের কৈঙ্কর্য্য করিবার জন্য নির্ম্মল চেতন বৃত্তির যে স্পৃহা উদিত হয়, তাহাই লালসা এবং সেই লালসা অত্যন্ত ঘনীভূত হইলে যে নিত্যাবস্থানা অনুরক্ত অকৃত্রিম সেবালালসা দেখা যায়, তাহাই সিদ্ধি। আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ বিষয়বিগ্রহের সেবা সর্ব্বোতোভাবে সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন করিয়াও 'আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের কিছুই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিতে পারিলাম না'—আত্মবৃত্তির এইরূপ সেবোন্মুখতাই চরম সিদ্ধি। এই সিদ্ধিতে আশ্রয়-বিগ্রহের সুখোৎপাদনে বিষয়-বিগ্রহের সুখোৎপাদনের জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা আছে। সিদ্ধ আশ্রয়ের সুখে বিষয়ের যে সুখ, তাহাতেই নিরন্তর অভিনিবিষ্ট থাকেন। তিনি আশ্রয়বিগ্রহকে ছাড়িয়া কখনও বিষয়ের সহিত আত্মসুখের কামনা করেন না। ভগবানের শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সেবকের সুখোৎপাদনে ভগবানের যে সুখ, তাহাই তাঁহার চেষ্টা ও চিন্তার বিষয় হয়।

কায়-মনো-বাক্যে ভিক্ষাগ্রহণ না করিলে সিদ্ধি হয় না। সিদ্ধের অকপট সঙ্গই জীবকে সিদ্ধির পথে অগ্রসর করায়। সিদ্ধির লক্ষণ—পুরুষাভিমান হইতে মুক্তি ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য নিরন্তর অকৃত্রিম লালসা; কৃষ্ণকাম-কামনাই সিদ্ধি। সেবোন্মুখ ব্যক্তিই এই সিদ্ধির কথা স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণের ভোগ্য বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ইন্ধনরূপে প্রকাশিত হওয়াই স্বরূপ-সিদ্ধি। এই সিদ্ধি কৃত্রিম উপায়ে লাভ হয় না। নিষ্কপট সেবোন্মুখতা ও আশ্রয়বিগ্রহের কৃপায় নিত্যসিদ্ধ সেবাবৃত্তি যাঁহার প্রকাশিত হয়, তিনিই সিদ্ধ। সিদ্ধ কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্ট এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনই তাঁহার জীবাতু। তিনি বিপ্রলম্ভ-সেবারসে মত্ত রয়। সেবা-সিদ্ধিকামী আশ্রয়বিগ্রহের কৃপালাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যগ্র। সিদ্ধ—প্রেমিক। তাঁহার প্রেমেই কৃষ্ণ বশীভূত।

নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক ব্রজবাসীর রাগময়ী কৃষ্ণসেবায় সাধু-গুরুকৃপায় যাঁহার স্বাভাবিক লোভ হয়, সেই নিবৃত্তানর্থ রাগানুগ ভক্ত সাধক-দেহে ও সিদ্ধদেহে রাগানুগা ভক্তির বিবিধ অনুশীলন করিয়া থাকেন,—

বাহ্য অন্তর—ইহার দুই ত' সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
মনে নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

এই সিদ্ধ-দেহ অন্তশ্চিন্তনের কল্পিত কোন ব্যাপার নহে। রুচি বা লোভই রাগানুগা ভক্তিতে প্রেরণা দেয়। যাদৃশ বদ্ধজীবের ইচ্ছাই সেই লোভ বা রুচি নহে। কারণ, অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছায় সম্ভোগ-স্পৃহা আছে। দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষার সাহায্যে এই নিত্যসিদ্ধ সিদ্ধদেহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রকাশিত হয়। তখনই সাধক সেই সিদ্ধ-দেহের ভাবনায় যোগ্যতা লাভ করেন এবং বাহ্যে স্বরূপ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। সিদ্ধদেহ পূর্ণ সেবোন্মুখতার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় এবং তাহা শ্রীনামভজনের আশ্রয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলেই লাভ হইয়া থাকে। ভক্তগণের বাণীতে পাক-ভক্তভাব বিধৃত হইয়া নিত্যসিদ্ধ দেহের নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপীভাব স্বভাবরূপে প্রকটনই গোপীগর্ভে জন্মলাভ। এই সেই শ্রীগুরুকৃপাবলে গোপীগৃহে জন্মলাভ হয়। অর্চ্চনমার্গে স্বরূপ তত্ত্বাদি লাভের পর অর্চ্চনাধিকার, অপ্রাকৃত ভাবমার্গেও তেমন ইতরভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজগোপী-ভাব লাভ বা গোপীগৃহে জন্মলাভ না করা পর্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবায় অধিকার লাভ হয় না। 'জন্' ধাতুর অর্থ প্রকাশ করা। কৃষ্ণ নির্ম্মল চেতনের নিত্যসিদ্ধ বৃত্তিকে সংরক্ষণ করেন বলিয়া অর্থাৎ চেতনের নিত্য-সেবাপ্রবৃত্তির বিষয় হন বলিয়া তিনি গোপীনাথ এবং নির্ম্মল চেতনের সেবাবৃত্তির বিগ্রহ-সমূহ গোপী। সেই গোপীর গর্ভে অর্থাৎ তাঁদের একমাত্র সংরক্ষিত-স্বরূপ-সেবাবৃত্তির অন্তরে জীবের চেতনবৃত্তি অবস্থিত না হইলে কেহ শ্রীরাধামাধবের সেবাধিকার লাভ করিতে পারে না।

সর্ব্বাত্মসমর্পণ ও দিব্যজ্ঞানের সিদ্ধিতে অপ্রাকৃত দেহ বা চিদানন্দময় সিদ্ধদেহের প্রকাশ হয়। প্রাকৃত দেহ অপ্রাকৃত হয় না, জড় কখনও চিৎ হয় না, পরন্তু স্বরূপ-দেহের প্রকাশ হইয়া থাকে। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

সৎই সাধক এবং মহৎই সিদ্ধ। সিদ্ধগণ ভ্রমক্রমেও কৃষ্ণকে ভুলেন না। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। কৃষ্ণসুখবিধান ছাড়া তাঁহাদের আর অন্য কৃত্য নাই। তিনি চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ-ঘণ্টাই ভগবৎ-সেবাসুখ-মগ্ন। তাঁহার অদর্শন বা ভোগ্য দর্শন নাই। তাঁহার সর্ব্বত্রই কৃষ্ণদর্শন।

"স্থাবর-জঙ্গম দেখে' না দেখে
স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁ'র ইষ্ট-দেব-মূর্ত্তি॥"

তাঁহারা শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে দ্রবচিত্ত হইয়া বিবশভাবে কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও উচ্চনাদ, কখনও গান এবং কখনও নৃত্য করিয়া থাকেন। সিদ্ধগণ চেতনাচেতন—সর্ব্বভূতে আত্মা হইতে যে ভগবদাবির্ভাব তাহা দর্শন অর্থাৎ অনুভব করেন এবং সমস্ত ভূতবর্গকেও নিজ-চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ভগবানেই দর্শন করেন অর্থাৎ ভগবদাশ্রিতরূপেই অনুভব করেন। ইঁহারা মহাভাগবতোত্তম। শ্রীভগবান্ যাঁহার প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে সতত অবস্থান করেন, তিনিই মহাভাগবত।

সিদ্ধ দুইপ্রকার—জ্ঞানি-সিদ্ধ ও ভক্ত-সিদ্ধ। এই জ্ঞানিসিদ্ধগণ মায়াবাদী নহেন। জ্ঞানিসিদ্ধকে মহাজ্ঞানী এবং ভক্তসিদ্ধকে মহাভাগবত বলা হয়। উভয়েই মহৎ। জ্ঞানিসিদ্ধ অপেক্ষা ভক্তসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মোন্মুখ, পরমাত্মোন্মুখ ও ভগবদুন্মুখ—এই তিনপ্রকার সাধু। যেখানে উন্মুখতা, সেখানেই সাধুত্ব। মহৎ দ্বিবিধ—জ্ঞান-মহৎ ও ভক্ত-মহৎ। মহতের মাত্রা উদয় হইয়াছে। ভগবৎ সুখবাঞ্ছাই যাঁহাদের একমাত্র প্রয়োজন, তাঁহারাই মহৎ। সৎও দুইপ্রকার—ভক্ত-সৎ ও জ্ঞানী-সৎ। শ্রেষ্ঠ বা উচ্চ সাধুই মহৎ। সাধক-সাধু ও সিদ্ধ-সাধু—ইঁহারাই যথাক্রমে সৎ ও মহৎ-নামে প্রসিদ্ধ। সৎ মহতের বিচার করিতে পারেন না। মহৎ সতের বিচার করিতে পারেন—শ্রেষ্ঠব্যক্তি নীচের কথা জানেন। সৎ অপেক্ষা মহতের গৌরব বেশী। বৈধমার্গরত সাধক-

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

গণকে সৎ এবং মায়াবদ্ধ সাধকগণকে ভক্ত বলা হয়।

কৃষ্ণের প্রতি টান হইলে আর বাঁধিতে ভাল লাগে না। যেখানে মায়া-বুদ্ধি, সেইখানেই মায়া। মায়া কি? প্রেমই মায়া। শ্রীমহাপ্রভুর সেবার উদ্দেশ্যে যাহা কিছু ক্রিয়া, তাহা বিষয়কার্য নহে। কৃষ্ণের জন্য যাহা করা হয়, তাহা কর্ম নয়। যেখানে কৃষ্ণের সুখ, সেইখানেই ভক্তি। কৃষ্ণের প্রতি টান হইলে অন্যাসক্তি ভাল লাগে না। অসৎকথায় বুদ্ধি খারাপ হইয়া যায়—কুপ্রবৃত্তি আসে। অসতে প্রীতি যেন না হয়, সেদিকে তীব্র লক্ষ্য রাখা দরকার। সাংসারিক কথা ও অসতে মমতা ভাল নয়। ভজনের জন্য যেটুকু দরকার সেইরূপ অর্থাদি অর্জন করাই ভাল। ভগবৎ-সম্বন্ধী শয্যাদি যদি হয়, তবে চিত্ত শুদ্ধ হইবে। যেরূপ সংসঙ্গ হইবে, মন বা মানুষও সেইরূপ হইবে। যাঁহারা সচ্চিত্র, প্রশান্ত, অক্রোধ ও সকলের সুহৃৎ, অথবা যাঁহারা শ্রীভগবানে সৌহৃদ্য স্থাপন-পূর্বক তাঁহাকে পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করেন এবং দেহাদিক আত্মাদির বার্তায় আসক্ত পুরুষগণের প্রতি ও স্ত্রী-পুত্র-বন্ধাদিযুক্ত গৃহের প্রতি প্রীতিযুক্ত নহেন এবং জীবন-রক্ষার উপযোগী ধনের অধিক স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ।

জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবকারীই মহৎ, আর ভক্তিমার্গে ভগবৎপ্রেমানুভবকারীই মহৎ। জ্ঞানী হইতে অপেক্ষা ভক্ত মহতের শ্রেষ্ঠ স্থানে গণিত হইয়াছেন। এই নশ্বর দেহ আসনে উপবিষ্টই থাকুক বা আসন হইতে উত্থিত হউক কিংবা দৈবাৎ স্থানচ্যুতই হউক—জ্ঞানিসিদ্ধগণ ইহা আরো লক্ষ্য করেন না। সাধন ভক্তি পার না হইলে দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না—সাধুতে প্রকৃত আপন-জ্ঞান হয় না। মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী এবং মধ্যম-মহাভাগবত ও উত্তম-মহাভাগবত এক নহে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তমাধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥" এখানে উত্তমাধিকারী সংসার তারয় অর্থাৎ সংসারকে উদ্ধার করেন, এইরূপ অর্থ নয়। উত্তমাধিকারী সংসার তারয়ে অর্থে—সংসার তরয়ে অর্থাৎ সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করেন, এইরূপ অর্থ জানিতে হইবে। উত্তমাধিকারী ও উত্তম ভাগবত এক হইতে পারে না। ইহাতে সাধক ও সিদ্ধের বিচার নিহিত আছে।

দেহ তিনপ্রকার—প্রাপ্ত-ভগবৎ-পার্ষদদেহ, নির্ভুক্তকায় ও মুর্ছিতকায়। শ্রীশুক ও পুণ্যদের শ্রীনারদ মূর্ছিতকায়; শ্রীশুকাদি নির্ভুক্তকায় এবং শ্রীনারদাদি প্রাপ্ত-ভগবৎপার্ষদ-দেহ। 'সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ' ও 'ঈশ্বরে তদধীনেষু'—এই দুইটি শ্লোক যথাক্রমে উত্তম-মহাভাগবত ও মধ্যম-মহাভাগবতের লক্ষণ। মধ্যম-মহাভাগবত পরমেশ্বরে প্রেমভক্তি-যুক্ত। উত্তমের কেবল স্বরূপ ও বৈভবদর্শন; জীবদর্শন, প্রধানদর্শন বা বিষেবিদর্শন তাঁহার নাই। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—মধ্যম পরমেশ্বরে প্রেম করেন অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভক্তিযুক্ত হন এবং তদধীন অর্থাৎ ভক্তগণের প্রতি মৈত্রী অর্থাৎ বন্ধুতা করেন, বালিশ অর্থাৎ ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ উদাসীন পুরুষগণের প্রতি কৃপা করেন, বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। 'বিদ্বেষযুক্ত পুরুষের প্রতি উপেক্ষা'—এই বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের প্রতি বিদ্বেষিগণের যেকোনও চিত্তে ক্ষোভরাহিত্য-হেতু তদ্বিষয়ে উদাসীন। যেহেতু অজ্ঞ বলিয়া তাহাদের প্রতিও তাঁহাদের কৃপাংশের সদ্ভাব আছে। যেমন হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের কৃপাংশের সদ্ভাব ছিল। ভগবান্ ও ভাগবতগণের প্রতি যাহারা বিদ্বেষী, চিত্তক্ষোভ থাকিলেও তাহাদের প্রতি অনভিনিবেশই 'উপেক্ষা'-শব্দের তাৎপর্য। এই ভক্তের অজ্ঞের প্রতি কৃপা এবং দ্বেষকারীর প্রতি উপেক্ষারই স্ফূর্তি হয়, পরন্তু উত্তমের ন্যায় সর্বত্র তাঁহার প্রেমের স্ফূর্তি হয় না। অতএব এই ভক্ত মধ্যম।

শ্রীভরত দেহিক ভক্ত। তাঁহার মৃগ-পালনেচ্ছারূপ সাত্ত্বিক কথারভাব নিগূঢ়রূপে বর্তমান ছিল এবং প্রেমও ছিল। ভগবানের জন্য উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থ ভগবদিচ্ছাতেই শ্রীভরতের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ইহা সাধারণ জীবের ন্যায় পতন নহে। শ্রীশুকদেবে কোন কথায় না থাকায় তিনি নির্ভুক্তকায়, আর ভগবৎপার্ষদদেহ-প্রাপ্ত ভক্তগণ বহু-সিদ্ধ।

সিদ্ধের ভয় নাই। তিনি অন্তরে পূর্ণাশ্রিত হওয়ায় নিজেও অভয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয় হয়। সিদ্ধের দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই সুতরাং ভয়ও নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"এক্ষণই ভক্তির কল। আমাকে প্রভু রক্ষা করিবেন, প্রভু ব্যতীত বস্তুই নাই, তিনি আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা—পালনকর্তা, তিনিই বড়, তাঁহার অংশ আমি; তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন আর অন্য রক্ষক আমার নাই,—এইটাই ভক্তি বিচার। যখন অন্যের নিকট হইতে ভীতি আসিতেছে, তখনই জানিতে হইবে—তাঁহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ আছে। ভক্তি ব্যতীত অন্য পথ আছে, এইটাই ব্যভিচার। অনুভূতি আসার দরুণ গুরুদেবের সেবা করায় বুদ্ধি-বিপর্যয় হয়। ভীতি হইতেই স্মৃতিনাশ। ভগবান্ ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে—এটা থেকেই ভীত আসিয়েছে। সকলই শ্রীভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট; ভগবদ্ভিত্তিক পদার্থবিচার এলেই আমার নিত্যা বুদ্ধি ও ভক্তি বিনষ্ট হইল। যখন প্রভুকে পালকজ্ঞানে নিজেকে তাঁ'র পাল্য বিচার আসে, তখনই ভয় ও শোক যায়। সেইটাই ভক্তি।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

[৮]

শ্রীচৈতন্যচরণ শিব-বিরিঞ্চিরও আরাধ্য, অপার, উন্নত, উজ্জ্বলরস-মহামৃত-সাগরের আধার, অতএব এই কলিকালে সারগ্রাহী সুকৃতিমান্ পুরুষগণ প্রণয়ভরে সেই চৈতন্যচরণ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহারই শরণাগত হউন এবং এইকালেই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহাই (চৈতন্যচরণ-বন্দিবাই) কীর্তন করুন॥ ৮৯॥

হে সাধুগণ, আমি (ভিক্ষুভিক্ষু) দন্তে তৃণধারণপূর্বক আপনাদের পদযুগলে নিপতিত হইয়া শত-শত কাকুতি-সহকারে এইমাত্র বলিতেছি (ভিক্ষা চাহিতেছি),—আপনারা সকলেই (আপনাদের মনঃকল্পিত সকল সাধুত্ব বা ধর্মকেই) দূর হইতে পরিত্যাগ পূর্বক (হৃদয়স্থানে সর্জন-পূর্বক) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে অনুরাগ-বিশিষ্ট হউন॥ ৯০॥

শুদ্ধজ্ঞানসাধ্য ব্রহ্মসাযুজ্য অথবা জ্ঞান-মিশ্রা বৈধভক্তিসাধ্য সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় দুর্লভ নহে। বৈধভক্তিসাধ্য নারায়ণ-সেবা সুদুর্লভাও নহে। কিন্তু গৌরকৃপা (গৌরকৃপা ত্রিবিধা—(১) অনর্থনিবৃত্তিরূপা নির্মলা, (২) ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান-প্রাপ্তিরূপা বদলা, (৩) মাধুর্যমর্যাদা-প্রাপ্তিরূপা সদয়া) বৈকুণ্ঠেও সুদুর্লভা; কেন-না, বৈকুণ্ঠের নারায়ণ-পার্ষদগণও গৌরকৃপা প্রার্থনা করিয়া থাকেন॥ ৯১॥

আপনারা চৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্ম-আশ্রয় করুন, সর্বোৎকৃষ্ট অর্থাৎ অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বল-রসে আবৃত হউন এবং মাধুর্য (মধুর-স্বভাব), সৌভাগ্য (সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমাবাহন), কারুণ্য (বহির্মুখ জীবকেই কৃষ্ণোন্মুখী করণ বা নাম-প্রচার), ক্ষমা (তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা) প্রভৃতি সদ্গুণরাশি ত্রিভুবনকে আনন্দ-বৈচিত্র্য দান করুন্॥ ৯২॥

যদি সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার বাসনা থাকে, যদি সঙ্কীর্তনামৃত-রস মাধুরীতে রমণ করিতে মন হয়, যদি প্রেম-সমুদ্রে বিহার করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যপ্রভুচরণে শরণাগত হও॥ ৯৩॥

(লোকে) জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি যে-কোন প্রকারেই উৎপন্ন করুক না কেন, চৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্ম-সেবা-দ্বারা যে বিশেষ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিলাভ হয়, সেরূপ আর কোথায়? অর্থাৎ সেরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না॥ ৯৪॥

এই কৃষ্ণভক্তিহীন বহির্মুখ জগৎ যদি শিববিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবোত্তমগণেরও উপাস্য সর্বনিয়ন্তা প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ভজনা না করে, তাহা হইলে সর্বপ্রকারের দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহারা জন্ম-মরণের বশীভূত হইয়া সুখ-দুঃখাদি কর্মফলই ভোগ করিতে থাকে॥ ৯৫॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীচরণ-যুগলে যাঁহার আস্থা বর্তমান, তাঁহার নিকট স্বর্গাদিও দাসের ন্যায় প্রতিভাত হয়, অন্য ক্ষুদ্র কীট-তুল্য নৃপতির কি কথা?॥ ৯৬॥

যে যাচকের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণ-ধনে অভিলাষ রহিয়াছে, রাজদ্বারে তাঁহার প্রয়োজন কি? চিন্তামণি লাভ করিয়াও রজতের নিমিত্ত (দূর দেশে) গমন করিয়া থাকে, এমন মূর্খ কে আছে?॥ ৯৭॥

নির্বিকল্পরে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত বহু ধ্যানভক্তগণ জ্ঞানযোগে ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং পৃথিবীমণ্ডলে অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাস-পরায়ণ অণিমাদি সিদ্ধিরত বহুপুরুষ বর্তমান আছেন, আরও বহু ব্যক্তি প্রাকৃত বিজ্ঞান-বশাৎ অসত্য বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া বৃথা-প্রজল্পে প্রবৃত্ত আছেন, কিন্তু গৌরহরির কৃপা ব্যতীত জগতে আজ কোন্ ব্যক্তিই বা প্রেমোন্মাদে নৃত্য করিতেছেন?॥ ৯৮॥

ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতাগণেরও প্রভু সেই শ্রীগৌরসুন্দর যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে কাশীবাসীদিগকেও গণনা করি না, গয়াধাম অন্বেষণই বা কিজন্য করিব? যদি মুক্তিই আমার নিকট শুক্তিতুল্য প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে ধর্মার্থ-কাম—এই ত্রিবর্গের কথা আর কি? আর যদি মোহবের বাধ শেষমাত্র ভয় উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে স্ত্রী-পুত্রাদি বিষয়েই বা ভীতি কোথায়?॥ ৯৯॥

শ্রীচৈতন্যোৎকর্ষতা

কলিযুগে যত, তরুণ-সিংহের ন্যায় প্রভাববিশিষ্ট, মনোহর নব-প্রস্ফুটিত স্বর্ণ-চম্পক-কলিকা হইতেও সুকোমল, প্রেমসিন্ধুকে উদ্বেলিত করিয়া বিশ্বমানবে চেষ্টাবিশিষ্ট কোন্ অনির্বচনীয় শ্রীগৌরচন্দ্র সর্বোৎকর্ষের সহিত বিলাস করিতেছেন॥ ১০০॥

যিনি সৌন্দর্যে কোটি কন্দর্প, সর্বজীবের সুস্নিগ্ধতা বিধানে কোটি-চন্দ্র, দেহে কোটি-যাতা, বদান্যতার পরাকাষ্ঠায় কোটি কল্পতরু, গাম্ভীর্যে কোটি সমুদ্র, মাধুর্যে কোটি অমৃত-সার, কোটি সুধাসার ও কোটি মধুসার, শৃঙ্গার-রসবিষয়ে কোটি চমৎকারিতা (রস-বৈচিত্র্য)-প্রদর্শক, সেই লীলাময় গৌরহরি জয়যুক্ত হউন॥ ১০১॥

যাঁর পাদপদ্ম যুগলের সর্বোৎকর্ষী প্রেমভক্তিলহরী-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ সাধন-ভক্তিতে অবস্থিত ভক্তগণের এবং শিব-ব্রহ্মাদিরও অত্যন্ত বিস্ময়-প্রদানকারী মহাভাবে আবেশ-নিবন্ধন উন্মত্তের ন্যায় চমৎকার নৃত্যশীল ভক্তগণের পদতাড়না-মর্দিত মিনি সকাল কাঁদিতেন, সেই প্রভু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করুন॥ ১০২॥

আত্মপর মানুষ সর্বনাশের মূল। ভগবৎপর মানুষের সর্বসিদ্ধি হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে হার	
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	৷০	৷৵০	প্রত্যহ প্রতি ইঞ্চি	৬৲
ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৪৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	এক কলম	৩০৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক টাকা [illegible])
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত-[illegible] পারমার্থিক মাসিক পত্র। [illegible] হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর [illegible] সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব গ্রন্থখানি [illegible] শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক [illegible] ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপীঠমঠাদি মহাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্য স্মরণে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপসন্তাপিত কলিকুক্ষিগত এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের [illegible]-সেপ্টেম্বর মাসে [illegible] অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শ্যামাচরণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণশীর্ণ মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার কাটতি [illegible] বাড়িতেছে। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ [illegible]। প্রাপ্তিস্থান—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

নোটিশ

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইনের ২৩ (২) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

নদীয়া-জেলাস্থ নাকাশীপাড়া ১নং এস্টেটের (যাহার মালিক শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] সিংহ রায়) অধীন পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, জোতদার, রায়ত অধীনস্থ রায়ত প্রভৃতি সকলপ্রকার প্রজা ও ভূম্যধিকারীগণের প্রতি—

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নাকাশীপাড়া ১নং ওয়ার্ডস্ এস্টেট সম্বন্ধে বোর্ড অব রেভিনিউর ১৩৪২ সালের ৬ই মার্চ তারিখের ৩৪১৬ নং [illegible] অনুসারে ১৩৪২ সালের ২২শে মার্চ [illegible] কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধান-মুক্ত হইয়া মালেকের উপর ন্যস্ত হইবার আদেশ হইয়াছে এবং নদীয়ার কালেক্টার সাহেব বাহাদুর নদীয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইনের ২৩ (২) ধারা-অনুযায়ী উপরোক্ত নাকাশীপাড়া এস্টেটের সমুদয় সম্পত্তি উক্ত মুক্তি পাওয়ার সময় হইতে একসঙ্গে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইনের ২৩ (২) ধারার নির্দিষ্ট সরকারী [illegible], সেস্ ও অন্যান্য দাবীদাওয়ার জন্য ক্রোক [illegible] করিয়াছেন।

অতএব এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নদীয়ার কালেক্টার সাহেব বাহাদুরের অপর আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্ত এস্টেটের প্রাপ্য খাজনা বা অন্য কোন প্রকারের দেয় টাকা কালেক্টার সাহেব বাহাদুর অথবা তাঁহার অনুমোদিত এজেন্ট ব্যতীত কাহারও নিকট দিতে নিষেধ করা যাইতেছে এবং জানান যাইতেছে যে, কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বা তাঁহার নিযুক্ত এজেন্ট ব্যতীত অন্য কাহাকেও এস্টেটের প্রাপ্য খাজনা বা অন্য কোন প্রকারের দেয় টাকা দিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে এবং কালেক্টার সাহেব বাহাদুর তাঁহার নিযুক্ত এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারও দেওয়া রসিদ আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না।

স্বাঃ এম্ ইসলাম।
কালেক্টার, নদীয়া।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইনের ২৩ (২) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

নদীয়া জেলাস্থ গোটপাড়া এস্টেটের (যাহার মালিক শ্রীযুক্ত বাবু শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায়) অধীন পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, জোতদার, রায়ত, অধীনস্থ রায়ত প্রভৃতি সকলপ্রকার প্রজা ও ভূম্যধিকারীগণের প্রতি—

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, গোটপাড়া ওয়ার্ডস্ এস্টেটের সম্বন্ধে বোর্ড অব রেভিনিউর ১৩৪২ সালের ৬ই মার্চ তারিখের ৩৪১৭ নং [illegible] হুকুমের দ্বারা ১৩৪২ সালের ২২শে মার্চ [illegible] কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধান-মুক্ত হইয়া [illegible] মালেকের উপর ন্যস্ত হইবার আদেশ হইয়াছে এবং নদীয়ার কালেক্টার সাহেব বাহাদুর নদীয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইনের ২৩ (২) ধারা অনুযায়ী উপরোক্ত গোটপাড়া ওয়ার্ডস্ এস্টেটের সমুদয় সম্পত্তি উক্ত মুক্তি পাওয়ার সময় হইতে একসঙ্গে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইনের ২৩ ২) ধারার নির্দিষ্ট সরকারী রাজস্ব, সেস্ ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক দাবী আদায়ের জন্য ক্রোক করিয়াছেন।

অতএব এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নদীয়ার কালেক্টার সাহেব বাহাদুরের অপর আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্ত এস্টেটের প্রাপ্য খাজনা বা অন্য কোন প্রকার দেয় টাকা কালেক্টার সাহেব বাহাদুর অথবা তাঁহার অনুমোদিত এজেন্ট ব্যতীত কাহারও নিকট দিতে নিষেধ করা যাইতেছে এবং জানান যাইতেছে যে, কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বা তাঁহার নিযুক্ত এজেন্ট ব্যতীত অন্য কাহাকেও এস্টেটের প্রাপ্য খাজনা বা অন্য কোনও প্রকারের দেয় টাকা দিলে তাহা বাতিল বা নামঞ্জুর হইবে এবং কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বা তাঁহার নিযুক্ত এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারও দেওয়া রসিদ আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না।

স্বাঃ এম্ ইসলাম।
কালেক্টার, নদীয়া।

বোর্ড অব রেভিনিউ, বেঙ্গল

"এ" গ্রুপ।
ওয়ার্ডস্ ব্রাঞ্চ।
অর্ডার নং ৩৪১৬ ডবলিউ
কলিকাতা, ৬ই মার্চ, ১৩৪২ সাল।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ বঙ্গীয় কাউন্সিলের ১৮৭৯ সালের ৯ আইনের ৬৫ ধারা মতে আদেশ করিতেছেন যে, নদীয়া জেলার বাবু [illegible] নাথ সিংহ রায় মহাশয়ের সম্পত্তি (যাহা নাকাশীপাড়া ওয়ার্ডস্ এস্টেট নামে অভিহিত) উপর কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যকারিতা ইং ২২।৩।৪২ তারিখ হইতে রহিত হইবে এবং উপরোক্ত সম্পত্তি (কোর্ট কর্ত্তৃক এস্টেটের সংরক্ষণ ও কার্য্য জন্য [illegible]) মালিকের নিকট হস্তান্তর করা যাইবে।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্, বেঙ্গলের অনুমত্যানুসারে
স্বাঃ ডি এন সেন।
সেক্রেটারী।

বোর্ড অব রেভিনিউ, বেঙ্গল

"এ" গ্রুপ।
ওয়ার্ডস্ ব্রাঞ্চ।
অর্ডার নং ৩৪১৭ ডবলিউ
কলিকাতা, ৬ই মার্চ, ১৩৪২ সাল।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ বঙ্গীয় কাউন্সিলের ১৮৭৯ সালের ৯ আইনের ৬৫ ধারা মতে আদেশ করিতেছেন যে, নদীয়া জেলার বাবু শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায় মহাশয়ের সম্পত্তির (যাহা গোটপাড়া ওয়ার্ডস্ এস্টেট নামে অভিহিত) উপর কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যকারিতা ইং ২২।৩।৪২ তারিখ হইতে রহিত হইবে এবং উপরোক্ত সম্পত্তি (কোর্ট কর্ত্তৃক এস্টেটের সংরক্ষণ ও কার্য্য জন্য [illegible]) মালিকের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্, বেঙ্গলের, অনুমত্যানুসারে।
(স্বাঃ) ডি এন সেন।
সেক্রেটারী।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ২০ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৯ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৩শে মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, সোমবার } ৬৭শ সংখ্যা

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিভিন্ন গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও শুদ্ধিত হইয়া "প্রতিদিন"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সর্বসাধারণের পক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিষ্ণু, শক ১৮৬৩, গৌরাব্দ ৪৫

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাঁহারা মনে করেন,—গৌরাঙ্গ-ভজনের কারণে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাঁহাদের গৌরকৃষ্ণে ভেদ-জ্ঞান হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলায় কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভজনবিষয় প্রতিভাত; শ্রীগৌরলীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত্র যত পাঠ করা যায়, শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা যত পাঠ করা যায়, ততই শ্রীগৌরলীলা মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর এবং শ্রীগৌর ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কখনই ভজন বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীগৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণলীলার সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়। এইসকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে। 'আমরা শ্রীগৌর ভজিব, আর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিব না'—একথা একটী সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত; সেইরূপ 'শ্রীকৃষ্ণ ভজিব, শ্রীগৌরকে স্মরণ করিব না'—ইহাও মহা দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পর ওতঃপ্রোতভাবে কলিজীবের পরমার্থরূপে উদিত হইয়াছে। একটু বুদ্ধির সহিত বিচার করিলে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ পরস্পর এক বলিয়া মনে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

"গৌরাঙ্গ কে? যে সর্বেশ্বর, সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীগৌর হইয়া নিজ একত্রজন আস্বাদন করত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-শূন্য শ্রীগৌর-উপাসনা একটী নূতন পথ হয়; তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন! শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণ-স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাসনা-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ হয় না।

এই কলিকালে গৌর বিনা গতি নাই, একথা নিতান্ত সত্য। যাঁহারা স্বাধীন বা তান্ত্রিকমতে কৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভজনে প্রেমোদয় হয় না, ইহা সত্য। স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিকের কৃষ্ণভজনে সম্বন্ধজ্ঞানের নিতান্ত অভাব, সুতরাং তাঁহাদের ভজনই ভজন-বিরোধী। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয় করত শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে পরম-পুরুষার্থ পাওয়া যায় না।

শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়-কালের পূর্ব্বে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতি-প্রদ ছিল। যদিও শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গদেবের বাহ্য-প্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য নিত্যপ্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ,—বলা যায় না। অগ্রে শ্রীচৈতন্য ছিলেন, পরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ হইলেন, আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন, একথার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ অগ্রে, কেহ পাছে—এরূপ নয়; দুই প্রকাশই নিত্য।

শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা

——:০:(*):০:——

শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা-শব্দে নিষ্ঠুরঃ। কায়-মনো-বাক্যে অকপট আত্মসমর্পণই শ্রদ্ধা। প্রকারান্তরে কৃষ্ণবাক্যের প্রতি বিশ্বাস আছে। 'শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'—এই শাস্ত্রের প্রতি সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক যে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'॥"

যাঁহার সাধুসঙ্গে ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিরূপ ভক্তির অনুষ্ঠানে বিশ্বাস জন্মে, তিনিই শ্রদ্ধাবান্। নিষ্কপটভাবে অগ্রসর হইবার যে বুদ্ধি, তাহাই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই সাধনের প্রথম অবস্থা। যাঁহারা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর মঙ্গলপথে অগ্রসর হ'ন, তাঁহারা সাধনভক্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাতে আটটী অবস্থা আছে। অনর্থযুক্ত সাধকের শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন ক্রিয়া ও অনর্থ-নিবৃত্তি এই চারিপ্রকার অবস্থা; আর নিষ্ঠা হইতে নিবৃত্তানর্থের অবস্থা। সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—এই চারিটী সোপান। শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত প্রকাশই হ'ল সাধনভক্তি। তারপর ভাব-ভক্তি, তারপর প্রেমভক্তি। অতএব শ্রদ্ধাই গোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বার স্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়। সাধনভক্তিতে জীবের অধিকার হইয়া থাকে। সাধক যদিও পাকা কৃষক, তবু সমাধির ও চতুর যোদ্ধা না হইতে পারেন, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধজ্ঞানে তিনি অত্যন্ত মানবজীবনের কৌশলে পরিপক্ব।

যে-সকল বস্তুতে বর্ত্তমানে আমাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। কিসে আমাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে? একটী নিজের ভোগবাসনা, আর অপরটী ভোগত্যাগ। এই দুইটীই পুরুষার্থের মূলক—অমঙ্গলীয়। একটীর বিচার—জড়-জগৎ ভোগা, আর আমি তাহার ভোক্তা; অপরটীর বিচার—জগৎ ভোগ করিতে গেলে আমি অসুবিধায় পড়িব, সুতরাং জগৎ ত্যাগ করি আর ভোগ করিব না—এই দুইটীই অহঙ্কার বা কর্তৃ-অভিমান হইতে উদিত। অতএব জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া অধোক্ষজের প্রতি নির্ভর করা আবশ্যক। ভোগময় কর্ম ও ত্যাগময় জ্ঞান, এতদুভয়ের অসম্পূর্ণতা সাবধানপূর্বক ভগবদ্ভক্তিতে আশ্রিত হওয়া দরকার। কিন্তু সেবকের সেবার সুখ প্রকাশ-বিচার এখন দূর। সেবাতেই তাঁহার সন্তোষ। নিজের ভোগ বা ত্যাগের আশ্রয় কোন কথা নাই। তাই ভক্তের বিচার 'হে ভগবান! তোমার সুখের জন্য যাবতীয় দুঃখ-কষ্টও বরণ করিতে প্রস্তুত আছি। নরকী হইলেও যদি তোমার সুখ হয়, তাহাতে আমার দুঃখ নাই; সেইটীই আমার প্রার্থনীয়।'

অতএব পুরুষার্থমানে সাধ্য, আর গৌণীর সাধ্য-অনুষ্ঠানেই কৃষ্ণের সেবা লাভ হয়। যদি সেবোন্মুখ হওয়া, সেইরূপ প্রবৃত্তি-

[illegible] তাহা হইলে শ্রীভগবান্ নিজের কৃপা-গুণে [illegible] করেন নিজেকে প্রকাশ করিবেন। [illegible] শ্রীর উপর [illegible] উপর [illegible] করে। [illegible] যায় [illegible] নাই। শ্রীভগবান্ [illegible] হন।

[illegible] সর্বপ্রথম অপরিহার্য্য [illegible] বা [illegible] ভাবের এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য পরক উচ্চারিতকারী [illegible] নিজের [illegible] এবং কৃপার ও মননশীলতা মানুষ [illegible] সঙ্গে [illegible] শ্রদ্ধা, না হয় [illegible] উদয় পর্যবেক্ষণ করা। যতক্ষণ অকপট শ্রদ্ধা না জন্মে বুঝিতে [illegible] থাকিবে, [illegible] ব্যবস্থা [illegible] না [illegible] নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিজ্ঞানের [illegible] ও [illegible] বা [illegible] প্রকৃত প্রণালী পদার্থ প্রাপ্তি [illegible] উদয় করাইবে এবং তখনই স্বরূপ-[illegible] সিদ্ধ [illegible] উদয় হইবে। [illegible] সুখ, শান্তি বা নবীনতা [illegible] ও যন্ত্রই অভিলাষ [illegible] জীব, নিজ সাধন করিবার [illegible]। [illegible] এতকার [illegible] বা [illegible] চিত্ত [illegible] বা [illegible]—এই ভক্তির যে কোন একটার আবির্ভাব হইলে শ্রবণ-জ্ঞান বা শিক্ষাজ্ঞান [illegible] সঙ্গে সঙ্গে মনন অর্থাৎ মনে মনে ঐ বিষয়ের পর্যালোচনা দ্বারা [illegible] বিপরীত উদ্ভাব বা চেষ্টার পারম্পর্য ও ক্রমশঃ মনের সার্বভৌম [illegible] করিবার অভ্যাসের চালাইতে থাকিবে; তাহা হইলেই আমাদের মনন হইবে। শুদ্ধ [illegible] বা [illegible] ভুক্তি-মুক্তির কামনা অন্তরে থাকিলে একমাত্র নিয়মের সংসর্গে শ্রবণ, কীর্ত্তন, [illegible] ও মননের দ্বারাই সকল [illegible] ও [illegible] দূরীভূত হইয়া চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে যুগপৎ [illegible] উদয় [illegible] লাভ ঘটিবে। ইহার [illegible]।

অশ্রদ্ধার অপর নাম কৈতব, অনাদর বা অবজ্ঞা। অশ্রদ্ধাই সকল অনর্থের মূল। আর মানুষ অকপট আশ্রয়ই শ্রদ্ধা। এ শ্রদ্ধা অন্ধবিশ্বাস নহে; ইহা [illegible] মনুষ্যে বাস করে। শ্রদ্ধাই সকল মঙ্গলের মূল। শ্রদ্ধাবানই [illegible] অধিকারী। যেখানে কৈতব বা প্রতিষ্ঠাশা, সেখানে শ্রদ্ধা নাই। [illegible] মনকে [illegible] হয় না। [illegible] মনকে [illegible] করিয়া তাহার কথা শুনিয়া লেন। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারা সাধু শাস্ত্রকে [illegible] বরণ করিয়া অকপটে কায়-মনো-বাক্যে তাঁহাদের [illegible] সেবা করে। যদি শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে সকল ঠিক হয়। [illegible] বা [illegible] অন্তর্যামী [illegible] পৌঁছায়।

বিষয়ের সহিত [illegible] হইবে। [illegible] অভাব হইলে সকল [illegible] স্বাভাবিক [illegible] মনে হয়। [illegible] প্রভাব [illegible] হয়। [illegible] তাহার এই [illegible] হয় [illegible] জন্য, [illegible] অন্তরে [illegible] অন্তর জন্ম [illegible] হইয়াছে। [illegible] পরিচয় [illegible] নাই। [illegible] তাহার [illegible] স্বাভাবিক [illegible]। [illegible] এবং [illegible] আছে। [illegible] স্বাস্থ্য। সুতরাং [illegible] সেখানে [illegible] হবে।

[illegible] প্রত্যক্ষ পরিচয় [illegible] পাপ [illegible] প্রেম [illegible]

শ্রদ্ধা ও সদাচার [illegible]। সেখানে সদাচার নাই, সেখানে শ্রদ্ধাও নাই। [illegible] কোন [illegible] নাই। সেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে [illegible] উদয় [illegible]। [illegible] বা [illegible] নাই। [illegible] বস্তু [illegible] না। [illegible] শ্রদ্ধাবান্ [illegible] না। শ্রদ্ধাবান্ [illegible] নিজেকে বিক্রয় করিয়াছে।

[illegible]

শ্রদ্ধা [illegible] শ্রদ্ধা [illegible] হয় না। [illegible] শ্রদ্ধা [illegible] ও [illegible] উদয় [illegible] শ্রদ্ধা [illegible] বা [illegible] মানুষকে [illegible] যাহা [illegible] নাই। [illegible] মনের [illegible] শ্রদ্ধা [illegible]। শ্রদ্ধা [illegible] করিয়া [illegible] অনাদরের মূল। [illegible] ছাড়া আর কিছুই নয়। [illegible] অনাদর নাই। শ্রদ্ধা মনের [illegible], ইহা [illegible]। শ্রদ্ধা [illegible] নয়, [illegible] কৃষ্ণভক্তি [illegible] ব্যক্তির অন্তর্নিহিত [illegible] শ্রদ্ধা অধিকারীর [illegible]। শ্রদ্ধা জিজ্ঞাসী [illegible]

নয় বলিয়া ইহা সাধারণ [illegible] নয়। শ্রদ্ধা থাকিলে তাহার একটা বৈশিষ্ট্য বা মাহাত্ম্য হয়। সুখে উল্লাস এবং বিপদে দুঃখ না হওয়া শ্রদ্ধার একটা লক্ষণ। শ্রদ্ধাবান্ সুখ ও দুঃখে সম; মানসিক সুখ-দুঃখে তাঁহার চিত্ত বিচলিত হয় না। তিনি প্রাণাঞ্জলিদের [illegible] চিন্তা করেন না, [illegible] অভাব হইলেও বিচলিত হন না। তিনি [illegible] হইয়া তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, মহাপ্রসাদ, তত্ত্ব, বৈষ্ণব, গঙ্গা ও [illegible] প্রভাবে তাঁহার কোন অবিশ্বাস হয় না। তাঁহাদের অলৌকিক প্রভাবে শ্রদ্ধাবানের স্বতঃই বিশ্বাস আছে। শ্রদ্ধার [illegible] থাকিবে। শ্রদ্ধার বিচার নাই, [illegible] আছে। [illegible] যতক্ষণ [illegible] থাকিবে, তাহার [illegible] যায় না, সেইরূপ [illegible] নিয়মের বন্ধন দেখা যায়। শ্রদ্ধাবান্ [illegible] সর্বদা আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার [illegible] শ্রীহরি [illegible] কৌপীনা বা [illegible] থাকিবে না। সেখানে শ্রদ্ধা আছে, সেখানে [illegible] নাই; সেখানে [illegible] নাই। এইরূপ জ্ঞানপূর্বক অপরাধ সম্ভব নয়। তবে [illegible] কি করিয়া মহাত্মাদের চরণে অপরাধ হইল? [illegible] অনাদর [illegible] হইয়াছে। লোক-[illegible] [illegible] ও [illegible] উদয় [illegible] সেখানে [illegible] করিয়াছেন। শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও যদি কাহারও [illegible] দেখা যায়, সেখানে [illegible] ও [illegible] থাকিবে। [illegible] থাকিলেই [illegible] যায়। যদি না হয় কোন [illegible] পুরুষের [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] দেখা যায়, [illegible] তাহাকে [illegible] জানিয়া [illegible] আছে।

[illegible] সেবা করিবার [illegible] নাই, [illegible] মহাজন [illegible] অনাদর [illegible] না [illegible] নাই। [illegible] হইবে, [illegible] পূর্ণ [illegible] হয়। [illegible] হয় না। [illegible] পূর্ণ করেন না, তিনি [illegible] উদয় [illegible] বিশ্বাস [illegible] আছে [illegible] বৈধ [illegible] পাপকার্য্য [illegible] সেই সঙ্গে নিন্দা [illegible] হইবে না; কারণ সেবা-[illegible] তাহা [illegible] হইবে; তবে পাপ-কার্য্যে প্রবৃত্তি [illegible]

যৎকিঞ্চিৎ

পারমার্থিক সম্প্রদায় জাগতিক অন্যান্য [illegible] সম্প্রদায়ের সমজাতীয় নহে। পারমার্থিক সম্প্রদায় তাহার শিক্ষা, আচার, ব্যবহার, অনুশাসন প্রভৃতির দ্বারা তাহার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করে। তাহার কোন [illegible] বৈশিষ্ট্য জাগতিক অন্যান্য সম্প্রদায়ের কোন বিষয়ের সহিত [illegible] সমান বলিয়া প্রতিভাত হইলেও জাগতিক কোন সম্প্রদায়ের সহিত তাহার কোনপ্রকার সাম্য কল্পনা করা অনুচিত।

পারমার্থিক সম্প্রদায়ে প্রবেশ করা অর্থে [illegible] বুঝায় [illegible], নিজেকে সর্বতোভাবে তাহার অনুশাসনের অধীন করান। নিজের [illegible] স্বতন্ত্রতাকে সর্বতোভাবে [illegible] নয়, [illegible] নিন্দনীয়ও নয়। যাঁহার পাপে রুচি নাই বা যিনি পাপ করেন না, এইরূপ সজ্জন অনন্য ভক্তেরই সঙ্গ করিতে হইবে।

শ্রদ্ধাজ্ঞানই শ্রদ্ধার কারণ। লোক-পরম্পরা-মাত্র-জাত যৎকিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা যাহার আছে, তিনি কনিষ্ঠ। লৌকিক শ্রদ্ধাকে কোমল-শ্রদ্ধা বা [illegible] বলা হয়। শাস্ত্র বা যুক্তি-দ্বারা যাহার বিশ্বাস শিথিল করিতে পারা যায়, তিনি কোমল শ্রদ্ধাবান্। লৌকিক শ্রদ্ধা যাহার আছে, তিনি কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ। যাঁহার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা আরম্ভ হইয়াছে, তাঁকে একটু আদর দেখা যাইতেছে তিনি মধ্যম কনিষ্ঠ। কোন [illegible] [illegible] শ্রীবিগ্রহের পূজা [illegible], কিন্তু [illegible] চরিত্রক বা অন্য জীবকে আদর করেন না; তিনি [illegible] [illegible] আরম্ভ করিয়াছেন। সম্মান ও অপ্রাকৃতার বৈষম্যতা। কনিষ্ঠের [illegible] বা তাঁকে আদর নাই। [illegible] পর্যায় মুখ্য কনিষ্ঠ বা উত্তম-কনিষ্ঠ; উত্তম-কনিষ্ঠ শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত কনিষ্ঠকে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু মুখ্য কনিষ্ঠ বলিয়াছেন। উত্তম কনিষ্ঠের শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা হইয়াছে। তিনি সাধক অবস্থা পার হইতেছেন। কোমলশ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁহাদের আছে, তৎসম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু [illegible] একটা বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অনুসারি
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর
উত্তম-অধিকারী সেই তারয়ে সংসার।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্।
যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম।"

যত্তপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

[illegible] পারমার্থিক সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার লাভ হয়। যিনি নিজ কায়িক, বাচিক ও মানসিক স্বতন্ত্রতাকে যে পরিমাণে পোষণ করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে পারমার্থিক সম্প্রদায় হইতে দূরে থাকিবেন, বলিতে হইবে। কেহ পারমার্থিক সম্প্রদায়ের সহিত আপাত বাহ্যভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তিনি যদি তাঁহার স্বতন্ত্রতাকে বজায় রাখিয়া চলেন, তাহা হইলে তিনি পারমার্থিক সম্প্রদায় হইতে বহুদূরে থাকিতে বাধ্য হইবেন। তিনি তাহাতে সকল বিষয়ে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিলেও তাঁহার মানসিক, বাচিক বা কায়িক চেষ্টা পারমার্থিক সম্প্রদায় ও তাঁহার মধ্যে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিবে। পারমার্থিক সম্প্রদায়ের এই অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য জাগতিক অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সর্বতোভাবে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে।

পারমার্থিক সম্প্রদায়ের শিরোদেশে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অবস্থিত। সকল বিষয়েই তাঁহার একান্ত আনুগত্য দ্বারা পারমার্থিক সম্প্রদায় পরিচালিত হয়। সুতরাং পারমার্থিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত জনগণ তাঁহাদের সকলপ্রকার স্বতন্ত্রতা একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বতন্ত্রতার নিকট বলি দিতে [illegible] তাঁহারা পারমার্থিক সম্প্রদায়ের সদস্য [illegible] স্বীকৃত হইতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] ব্যক্তির নিকট নিজ ব্যক্তিত্বের সমস্ত স্বতন্ত্রতা বলি দিতে না পারিলে পারমার্থিক সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য [illegible] বলিয়া প্রমাণিত হয়; যেহেতু একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়াই পারমার্থিক সম্প্রদায় গঠিত হইতে পারে।

কোনমতে সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা পারমার্থিক সঙ্ঘ নিয়ন্ত্রিত হইলেও [illegible] সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ [illegible] বলা যায় না। জাগতিক দৃষ্টিতে পারমার্থিক সম্প্রদায়ে Good Government প্রতিষ্ঠিত হইলেও তদ্দ্বারা সকলের সকল প্রকার স্বতন্ত্রতা প্রতিহত করা হয় না। যেখানে কোন [illegible] ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের নিকট অকপট আত্মনিবেদন না হয়, সেখানে সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতা থাকিলেও কখনও [illegible] সম্প্রদায় স্বতন্ত্রতাবিহীন হইতে পারে না। অন্যদিকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত [illegible] বৈশিষ্ট্যের নিকট অকপট আত্মনিবেদন দ্বারা সুশৃঙ্খলার আপাত অভাব [illegible] তদ্দ্বারা পারমার্থিক সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধিত হয়। যেখানে সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা কোনও প্রকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] বৈশিষ্ট্যের [illegible] সংকোচন করা [illegible], সেখানে লোকের স্বতন্ত্রতা বলি দিবার [illegible] আত্মসমর্পণ করা হইল বলিয়া [illegible] Good Government কখনই [illegible] লাভ করিতে পারে না। সুতরাং [illegible] ব্যবস্থা দ্বারা সম্প্রদায় সর্বতোভাবে [illegible] বলিতে হয়।

পারমার্থিক সম্প্রদায়ের উপর অবাধ কর্তৃত্ব একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই সর্বতোভাবে কারতে দিতে হইবে। অপর সকলে তাঁহারই অব্যাহত বৈশিষ্ট্যের পুরস্কারে [illegible] সম্প্রদায় পরিচালন করিবেন। কেহ যদি তাঁহাকে সম্প্রদায় পরিচালন করা অসুবিধাজনক মনে করেন, তাহা হইলে তিনি পারমার্থিক সম্প্রদায়ে এখনও প্রবেশাধিকারই লাভ করেন নাই, বলিতে হইবে। পারমার্থিক সম্প্রদায়ে প্রবেশ নিজের সর্বপ্রকার স্বতন্ত্রতার বিচারকে পূর্ণরূপে বিদায় দিয়া, পরন্তু তাহা অনুপরিমাণেও রক্ষা করিয়া নহে। সম্প্রদায়ের পরিচালকগণের ভাবে নিজের তাদৃশ স্বতন্ত্রতার অণুপরিমাণে পরিচালন করিলে তদ্দ্বারা কখনও সম্প্রদায়ের মঙ্গল হয় না, তাঁহার নিজেরও হয় না; কারণ, তদ্দ্বারা সম্প্রদায়ের মূলেই আঘাত প্রদান করা হয়।

পারমার্থিক সম্প্রদায়ের কোনস্থানে শুভ রহিয়াছে, সর্বপ্রথমে তাহার অনুসন্ধান জাগতিক শত অভিজ্ঞতার দ্বারা কখন পারমার্থিক সম্প্রদায়ের বিচার বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার লাভ হয় না। একমাত্র তাঁহার অকপট দাস হইবার নিষ্কপট চেষ্টার দ্বারা লাভ করা যায়। যিনি নিজে পারমার্থিক শুভ লাভ না করিলেন, তিনি কিপ্রকারে সম্প্রদায়ের শুভ-অশুভ নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন? যিনি নিজ জাগতিক সর্বপ্রকার আত্মম্ভরিতা-স্বতন্ত্রতার মুণ্ডচ্ছেদ [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনের অকপট আগ্রহের দ্বারা নিজমঙ্গল লাভে সমর্থ হইয়াছেন, একমাত্র তিনিই সম্প্রদায়ের মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয়ে অধিকারী। যেমন জাগতিক সর্বাঙ্গীণ [illegible] [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] হয় না।

[illegible] সম্প্রদায়ের সেবায় উৎসুক প্রাণী [illegible] কোনপ্রকারে নিজ জাগতিক অভিজ্ঞতায় আত্মোন্নতির [illegible] অনুশীলন করেন, তবে তিনি তাহাতে [illegible] হইবেন এবং যদি তাহা [illegible] [illegible] না হন, তাহা হইলে তিনি

হইবেন। সম্প্রদায়ের কোন [illegible] [illegible] [illegible] সর্বতোভাবে [illegible] [illegible] যদি [illegible] [illegible] স্বীয় যোগ্যতার [illegible] দর্শন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] বৈরী হইয়া [illegible] [illegible] তদ্দ্বারা [illegible] [illegible] [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] লাভ হয় নাই, [illegible] নিজ অমঙ্গলের [illegible] [illegible] পারমার্থিক বিষয়ে বিচার করাই [illegible] হয় না।

পারমার্থিক সম্প্রদায়ের [illegible] যে, পারমার্থিক সম্প্রদায়ের কেন্দ্র [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের

কথাকথনে কোনওপ্রকার অসম্পূর্ণতা বা বিপর্যয় রহিয়াছে—এরূপ বিচার আদৌ শোভা পায় না। যাহারা তাঁহার কথা-কথনে আধ্যক্ষিক দৃষ্টি প্রবণ করিয়া বিচার [illegible], তাহারা পৌত্তলিকভাবে গুরুপূজা [illegible]। [illegible] হইলেও শ্রীগুরুপাদ যে অপ্রাকৃত [illegible], একমাত্র তাহা দর্শনকারীর মূঢ়তা—[illegible] পারমার্থিক বিচার। যেহেতু [illegible] [illegible] দৃষ্টিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথাকথনে [illegible] (?) দৃষ্ট হইতেছে, এমন তাঁহার সংশোধন ও সংস্কারে দরকার [illegible] পারমার্থিক বিচার। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সমস্ত কথা-কথন [illegible] [illegible], ও আধ্যক্ষিকগণের বিনাশ করিবার জন্য—তাঁহার [illegible] [illegible] তাঁহার সংশোধন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

যাঁহারা পারমার্থিক সম্প্রদায়ের অধীন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া, তাঁহাদের তাদৃশ ব্যবহারের [illegible] [illegible]। শ্রীগুরুপাদ [illegible] (?) [illegible] [illegible] সম্প্রদায়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবার বিচার [illegible]।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈশিষ্ট্যের সহিত [illegible] কোনও জাগতিক [illegible] অপরাধ ঘটিবে মনে করিয়া যেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে বঞ্চিত হইবেন। জাগতিক [illegible] [illegible] পারমার্থিক [illegible] কখনও লাভ হয় না। আত্মকল্যাণ [illegible] হইবার [illegible]।

[illegible] এই পারমার্থিক সম্প্রদায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন, এখানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকে না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

সত্য, বাস্তব সত্য, পরম সত্য একমাত্র [illegible] থাকে। তখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারিবেন [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] হইবে?

[illegible] উক্তি হইতে আমরা [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —[illegible] নাই, তাহাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] 'তৃণাদপি সুনীচ' ও [illegible] [illegible] [illegible]।

'[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible]। [illegible] কীর্তন [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] আমাদের [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই— [illegible] [illegible]"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কথা হইলে তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দর বলা যায় না। নিত্যের চিন্ময় প্রকট অপ্রকট। নামাপরাধ-গ্রস্ত অপ্রকট নহে। নামাপরাধের ফল-শ্রুতি। বর্ত্তমানের বিকৃত অপ্রকটের চিন্তা-নায় বা বৈকুণ্ঠনাম কীর্ত্তিত হয় না, মায়ার এক কণিকা হইতে পারে। নামের স্বরূপ কৃষ্ণ স্ত্রী, স্বর উদয় অবস্থাপী। বর্ত্তমানে মায়ার সংকীর্ত্তন ও 'কৃষ্ণসংকীর্ত্তন' বলিয়া জগতে বাহির চালাইবে। এই স্থানের হইতে কোমল শ্রদ্ধ লোকদিগকে উদ্ধার করা একান্ত দরকার।

ভগবান্ বিবর্ত্তবিবর্ত্ত, তেঁহ বলেন - "যেমন নিবে পথ"; — অজ্ঞতা, বাতুলতা ও ভক্তির লক্ষণ তিনটী পথ। আমরা ভগবানের এই তিনটী পথে চলিয়া ভগবানের বিক্রম বুঝিতে পারিতেছি না, 'কৃষ্ণ'কে আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ মনে করিয়া নামাপরাধ করিতেছি; তাহাতে আমাদের কোনও মঙ্গল হইতে পারে না। কৃষ্ণ-নামে এরূপ ভাবনা নয়,—অমুক বড়লোক, অমুক বর্দ্ধমান, অমুক দেবতা মস্ত হইবে—এরূপ নহে। কৃষ্ণনামকে জড়-ইন্দ্রিয়ের অধীন করিবার চেষ্টা মায়াবদ্ধ-জীবের নিকট মায়া বা ভোগের উপকরণ অথবা কামনা দেখা যায়।

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তির মত—'ভগবানের হাত, পা, চক্ষু, নাক, মুখ, শরীর - সব কাটিয়া দেও (!), ভগবানের সমস্ত রূপ কাটিয়া লও (!); যত লোকের মত ও ভোগের উপাদান মানুষ, পশু, পিশাচাদির মত বিকৃত হইয়াছে।' কিন্তু 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' বিচার জাগ্রত ও অনর্থ অবস্থায়, উভয়ই পরিত্যাগের পথ।'

'কৃষ্ণ' একজন ঐতিহাসিক মানুষ, 'কৃষ্ণ' একজন আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তু—এইরূপ বুঝিতে একজন হয় না, মায়ার অধীন হইয়া থাকে। 'অহং মম'-বুদ্ধি লইয়া কোটি-কোটি বৎসর ধরিয়া শিক্ষা-বৃদ্ধি করিলেও উহাদের কৃপা লাভ হইবে না বা প্রেমফল লাভ করা যাইবে না,—

"কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন।"

অপ্রকটবানকে হরিনাম উপদেশ করিতে হবে না। অপরাধ কে? যে শব্দ ও শরীরে ভেদ করে। যেমন প্রতিমা দেখিছি,—প্রতিমা একটা জিনিষ, আর ঠাকুর একটা জিনিষ। এরূপ ভেদ দর্শন অপরাধ হইতে উপস্থিত হয়। 'আমি প্রতিমা দেখিছি' - এরূপ বুদ্ধি ভোগবুদ্ধি; আর "শ্রীবিগ্রহ আমাকে দেখিতেছেন, আমার অনাবৃত স্বরূপকে দেখিতেছেন," ইহাই হইল শ্রীবিগ্রহ-দর্শন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

[৯]

কোটি মহাকেশরীর তুল্য বিক্রম যাঁহার, কোটি সূর্য্য অপেক্ষাও তেজোময় প্রভাবশালী, কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও অধিক শীতল, কোটি মত্ত গজের গমন অপেক্ষা সুন্দর গতিশালী, 'চৈতন্য' প্রভৃতি নাম সংকীর্ত্তনকারী কোটি ভুবনের রক্ষক, নিয়ামক, কোটি ব্রহ্মাদির ঈশ্বর, কোটি অদ্বৈতাদি ভক্তগণের উপাস্য, নিখিলশাস্ত্রের পরম পরাকাষ্ঠা পরব্রহ্মস্বরূপ অথচ অবতারের পূর্ণ চিদ্ঘনস্বরূপ শ্রীশচীনন্দন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন। ১০৩

যে ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রিত এই কলিতে তাঁর বাহ্যভক্ত-পুষ্ট, হায়! যাহা অজ্ঞান ও কর্ম্মাদিরূপ কণ্টকে আবৃত, সুতরাং অতিশয় দুর্গম, যাহা মিথ্যা বিষয়ের সংসর্গে সংশোধক এবং আত্ম মানবমঙ্গলদায়ক, সেই ভক্তিমার্গকে যিনি স্বয় উদ্দীপ্ত করিয়া চিত্তপাপ অন্ধকার নাশ করেন এবং যিনি জ্ঞান-যোগ-বাদসংহারকারী, সেই দেব পূর্ণ নবদ্বীপ-প্রদীপ কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ জয়যুক্ত হউন।

যে অপার্থিব প্রদীপ দৃষ্ট হইতেই কুতর্ক-রূপ পতঙ্গসমূহকে দগ্ধ করিতেছেন, যাহা কোটিসূর্য্য অপেক্ষাও সুশীতল ও জ্যোতিঃপুঞ্জের আধারস্বরূপ, অজ্ঞান তিমির বাহ্যান্তরের অন্ধকারনাশক, যেহেতু অন্তঃকরণের বর্ত্তিকা হইতে যাঁহার শিখা নিঃসৃত হইতেছে এবং যাঁহার কান্তি সুবর্ণের ন্যায়, সেই নবদ্বীপপ্রদীপ (গৌরসুন্দর) কৃপাপূর্ব্বক এই প্রদেশে দীপ্তি পাইতেছেন। ১০৪

হর্ষনিনাদে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উচ্চস্বরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে, অট্ট-অট্ট-হাস্যচ্ছটায় দিগন্ত শুভ্র ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় দশনপংক্তি পরম উজ্জ্বল করিতে করিতে, বাহুদ্বয় চঞ্চল অথচ তাহা প্রকাশিত অঙ্গসমূহ ধারণপূর্ব্বক প্রেমরসোত্থ হর্ষপ্লাবিত উদ্দণ্ড নৃত্যশীল সেই গৌরহরি সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন। ১০৬।

নিরুপম সৌরভান্বিত, মনোহর নৃত্যশীল, মাধুর্য্য ও বদান্যপূর্ণ, সর্ব্বজীবের তাপত্রয় দূরীকরণার্থ প্রেমপীযূষবর্ষণকারী, ভক্তগণের চিত্তচকোরবাঞ্ছিত-কিরণমাধুরী (অর্থাৎ ভক্তগণের চিত্তচকোর যাঁহার কিরণমাধুর্য্য আস্বাদন করেন) কোন অনির্ব্বচনীয় শ্রীগৌরচন্দ্র ভাগ্যবতী ও পরমসুন্দরী শ্রীশচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীরাব্ধি হইতে উদিত হইয়া দীপ্তি লাভ করিতেছেন। ১০৭

যিনি ব্রজে কৃষ্ণবিরহবিধুরা শ্রীমতী রাধিকার মহাভাবামৃত-বর্ষিতে মগ্ন হইয়া নয়নজলে পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশের প্রান্তভাগকে পুনঃ পুনঃ সিক্ত করিতেছেন, অহো! যিনি মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে, অতি করুণ রসসূচক 'হা' 'হা'—এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, এতাদৃশ কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ শ্রীগৌরসুন্দর নিজভাব প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন। ১০৮।

মহদোদার্য্য ভক্তগণের ন্যায় কোনও এক অনির্ব্বচনীয় বেশধারণপূর্ব্বক বালগোপাল-লীলা প্রকাশ, কখনও বা কোন এক অনির্ব্বচনীয় চিন্ময় বিগ্রহে আত্মস্থ চমৎকারিণী কৈশোর লীলা আবিষ্কারপূর্ব্বক সাক্ষাৎ রাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর দীপ্তি পাইতেছেন। ১০৯।

অবতার মহিমা

মর্ত্ত্যলোকে যিনি অবতীর্ণ হইলে, অহো! সুমহৎ পাপপুঞ্জ পরিপূর্ণ দেহধারিগণের সংশ্রয় শ্রীকৃষ্ণনাম-রত্ন অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়াছেন এবং অপরাধ-কঠিন অন্তঃকরণ সুদৃঢ় নবনীতের ন্যায় দেহে দ্রবীভূত হইয়াছে, সেই গৌরসুন্দর আমার একমাত্র গতি হউন। ১১০।

পরমদয়ালু শ্রীচৈতন্যদেব ইহ-জগতে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইলে যাঁহার যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, ত্যাগ, নিয়ম, বেদাধ্যয়ন, সদাচার -এইসকল কিছুই ছিল না, হায়! এমন কি, যাহার পাপের অন্ত নাই, সেইরূপ ব্যক্তিও পরম হর্ষে পুরুষার্থশিরোমণি পরমপ্রেম লুণ্ঠন করিতেছেন। ১১১।

আশ্চর্য্যবিক্রমশালী শ্রীচৈতন্যদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, কামকুলের ঘন মহাকর্ম্ম-প্রবাহে নিপতিত থাকিলেও, প্রেমলাভ করিয়া ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে এবং মহাপাষাণ হইতেও অতিশয় কঠিন মনও দ্রবতা প্রাপ্ত হইতেছে, মহাযোগাদি-সাধনে চিত্তবৃত্তি-নিরোধী ব্যক্তিগণেরও মন যোগাদি (অষ্টাঙ্গ) সাধন হইতে বিরত হইয়া উচ্চ নৃত্য করিতেছে অর্থাৎ অলৌকিক চিদানন্দ রসে প্রেমাস্বাদন করিতেছে। ১১২।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সম্যগ্ভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই। ১১৩।

শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে সুমধুর হরিকীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইয়াছে, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রু-কম্প শোভা পাইতেছে, প্রেমভক্তির প্রাবল্যে উত্তরোত্তর উৎকর্ষে প্রতিগৃহ অঙ্গনের শোভা অপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পদবীও প্রকাশিতা হইয়াছে। ১১৪

সর্ব্বাশ্চর্য্যকর পরং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর কনক-কান্তি ধারণ-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলে মহাপ্রেমরসবিহ্বল হইয়া এই নিখিল জগৎ অকস্মাৎ সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত এবং অশ্রুপূর্ণ ও অত্যন্ত প্রেম-বিকারবশে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিল। ১১৫।

কোন কোন ব্যক্তি দুর্নিবার গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সমগ্র শাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে সংগ্রহ করিতেন, অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কেহ নাই'—এইরূপ মনে করিতেন। কেহ কেহ বা নিজেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। সেই সকল কৃতার্থম্মন্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম তথা তপস্যা-সংখ্যা-যোগাদি মার্গে উচ্চনীচভাবে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ দুই তিনবার মাত্র হরির নামাবলী জপ করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্ত কৈতবপূর্ণই ছিল। পূর্ব্বের অবস্থা এই প্রকার, কিন্তু এখন গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে 'প্রেম'ও সাধারণ হইয়া পড়ল অর্থাৎ আপামর সর্ব্বসাধারণেই প্রেম প্রাপ্ত হইল। ১১৬

দেবগণ যাঁহার পাদপদ্মসেবা বাঞ্ছা করেন, সেই লীলাময় পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বব্যাপিনী সুমধুর প্রেম-পীযূষলহরী (সমুদ্র) প্রকটরূপে বিস্তার করিলে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি জড়মতি, কি শোচনীয় নীচ ব্যক্তি—এই সংসারে সকলেরই ভক্তিপথে যোগ্যতা এবং চরণে কোনও এক অপূর্ব্ব চমৎকার-ময় অনুরাগরস উদিত হইয়াছিল। ১১৭।

প্রেমরসিক-শিরোমণি পরং ভগবান্ গৌরচন্দ্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে শঙ্কর-নারদাদি সকলেই (অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তরূপে) আগমন করিয়াছিলেন, স্বয়ং লক্ষ্মীও (শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারূপে) আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, স্বয়ং অনন্ত হইতে অভিন্ন বলদেব প্রকাশস্বরূপ (পাবতারণবান নিত্যানন্দ রূপে) বিরাজ করিতেছিলেন; আর অধিক কি বলিব, নন্দাদি ব্রজবাসিগণ, রক্তক-চিত্রক প্রভৃতি দাসগণ, সুবল-প্রমুখ সখাসকল এবং গোপীপ্রমুখ শক্তিগণ, কৃষ্ণলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ—সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন…

তত্ত্বাকারন্যাতি শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে স্বীয় অলৌকিক প্রেম বিস্তার করিলে, দাস, সখা ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল মধুর-রসের নিত্যসিদ্ধ সেবিকা গোপীবর্গ—ইঁহারা সকলেই গৌরপাদপদ্ম-সন্নিধানে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বের (কৃষ্ণলীলার) প্রেমাস্বাদন অপেক্ষাও মহাপ্রেমামৃত-সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। ১১৮।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিভিন্ন গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও মুদ্রিত হইয়া "প্রতিবেদন"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সাধকের প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ ২১ গৌরাব্দ ৪৫৬; ১০ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৪শে মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার } ৮ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ বিষ্ণু, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীগুরুকৃপা হইতেই সব লাভ হয়। শ্রীগুরুতে আপনজ্ঞান বা প্রীতি হইলেই ভগবৎসেবা সহজ-লভ্য হয়। আমরা পঙ্গু ও পতিত; আমাদের একমাত্র আশ্রয়—শ্রীগুরুদেব। এই শ্রীগুরুদেব কে? যিনি শ্রীকৃষ্ণের সব চেয়ে বেশী প্রিয়, যিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবা করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব এ জগতের লোক ন'ন। তিনি নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী, শ্রীকৃষ্ণের পরম বন্ধু। শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষাগ্রহণের ছলনা বা অভিনয় করিলেই দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিলে তাঁহার কৃপা-বঞ্চিত হইয়া লোকে অচিদ্বিলাস বা নির্ব্বিশেষবাদেই মত্ত হইয়া পড়ে। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া আমাদের নিকট ভোগ-ত্যাগ, ত্যাগ-ত্যাগ ও কেবলা সেবার বিচার কীর্ত্তন করেন। শ্রীগুরুদেব ও তদাশ্রিত বৈষ্ণব কৃষ্ণের চিদ্বিলাস-ভূমি; তাঁহাদের হৃদয়েই কৃষ্ণের নর্ত্তনস্থল।

সম্বন্ধ একটা থাকিবেই; হয় জড়ের সহিত সম্বন্ধ হইবে, না হয় প্রভুর সহিত সম্বন্ধ থাকিবে। সম্বন্ধ চেতনের ধর্ম্ম। চেতন সম্বন্ধ ছাড়া একাকী থাকিতে পারে না নিরপেক্ষ থাকা যায় না। নিরপেক্ষতা চেতনের ধর্ম্ম নহে। সাপেক্ষতাই চেতনের ধর্ম্ম। চেতন পূর্ণচেতনের পক্ষাবলম্বী—অধীন। তবে চেতন জড়-নিরপেক্ষ। কৃষ্ণানুরাগীর জড়বিরাগ সহজ ও স্বাভাবিক। চেতন ভোগ ও ত্যাগে নিরপেক্ষ থাকেন; তিনি কখনও সেবার প্রতি নিরপেক্ষ থাকেন না। যেখানে সেবার প্রতি নিরপেক্ষতা বা বৈরাগ্য, সেখানে অপরাধ, জড়াকর্ষণ বা জড়-সাপেক্ষতা অবশ্যম্ভাবী। 'Neutral' অবস্থায় থাকা গো-বেত্র-বিষাণ-বেণুর চরণে অপরাধ-সঞ্চয় করা ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রীগুরু-সম্বন্ধ ব্যতীত ইতর দর্শনে আবৃত-কৃষ্ণ বা বিশ্বদর্শন। আর যেখানে গুরুসম্বন্ধ, সেইখানে অনাবৃত কৃষ্ণদর্শন বা বৈকুণ্ঠদর্শন।

বৈষ্ণব নিন্দক ও বিদ্বেষীর প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন বা মৌনাবলম্বন করেন। আধ্যক্ষিক তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে বৈষ্ণবের সম্ভাষণ-রূপ কৃপা হইতে বঞ্চিত হয়। বৈষ্ণব বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে ভগবৎ-সেবোপকরণ বলিয়া দর্শন করেন। স্থাবর-জঙ্গম—সকলকে কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ না জানিতে পারিলে দু-বিচার আসিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রবল হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে জগৎ-দর্শন না হইলে জাগতিক সম্বন্ধ-জাত ভোগ বা ত্যাগ-বিচার আসিয়া সাধকের সর্ব্বনাশ সাধন করে। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণকে অখিল রস সম্ভোগ করাইবার বিচার ব্যতীত ভোগ-ত্যাগ-বিচারপর মাৎসর্য্য অবশ্যম্ভাবী। চব্বিশ ঘণ্টা সেবা করিলে এই মাৎসর্য্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং সাধুজনের কৃপা উপলব্ধি হয়।

প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের কৃষ্ণকে লইয়া থাকিতে হইবে। শ্রীভগবান্ হৃদয়ে থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁহার সন্ধান বা দর্শন পাইতেছি না—প্রতি সেকেণ্ডে যাঁহার সঙ্গে আমার দরকার, তাঁহার সন্ধান মিলিতেছে না, প্রাপ্য বস্তু পাইতেছি না। তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা বা তজ্জন্য ব্যাকুলতাই বিরহ বা বিপ্রলম্ভ। বিরহ না থাকিলে ভজন হইবে না। কৃষ্ণের গুণানুস্মরণে বিরহার উদিত হইয়া সন্ধান ব্যতীত তাঁহার স্বরূপে সাক্ষাদ্ভাবে বিলাস বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্বে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণস্মৃতিই জীবন। যিনি ভজন করেন না, তাঁহার জীবন নাই; তিনি জীবন্মৃত।

শ্রীভগবানের সেবা ছাড়া জীবের নিত্য-মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই—এই কথা শুনিয়া অনেকে ব্যস্ত হইয়া পড়েন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে ব্যস্ত হইবার কিছুই নাই। এজন্য ব্যস্ত না হইয়া বস্তু কথাই বুদ্ধিমত্তা। আমাদের ভগবৎ-পাদপদ্মে রতি হয় না কেন? শ্রীভগবান্ ত' আমাদিগকে সুমতি দিলেই পারেন,—কেবল মুখেই এই সকল কথা বলিলে ফল ফলিবে না, এ সব বাগাড়ম্বর ছাড়িয়া সেবোন্মুখ হইতে হইবে। সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবেন। আরোহপন্থা—নিজ বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা কেহই তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিবে না। শরণাগত হইয়া নিরন্তর ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইলেই—শ্রীভগবানের কৃপা অকপটে চাহিলেই শ্রীভগবান্ কৃপা করিবেন। হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ডাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার করুণা হইবে। ভগবৎ-প্রিয় সাধুকে মধ্যস্থ করা চাই। যদি আমি অকপটে কৃষ্ণকে চাই, তবে নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে পাইব। এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলেন, কৃষ্ণকে চাহিলে বা ডাকিলে যখন কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তখন আমরা কৃষ্ণকে চাই না কেন? আমাদের উন্মুখতা আসে না কেন? আমাদের ডাকিবার প্রবৃত্তি হয় না কেন? সংসারান্ধকূপের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় কেন? যাঁহারা কৃষ্ণকে সত্য-সত্য চান, তাঁহাদের এইরূপ প্রশ্ন নাই। সুতরাং যখন কৃষ্ণকে চাহি না, তখন এসব প্রশ্ন করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি? কৃষ্ণকে চাওয়াই ত' চেতনের স্বভাব বা ধর্ম্ম। যেখানে কৃষ্ণকে চাহিবার বা কৃষ্ণসেবা লাভ করিবার প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে না, সেখানে হয় মোহ, না হয় কৌটিল্য আছে, জানিতে হইবে। অভাব বোধ না হইলে কি কেহ চায়? যেখানে অভাব-বোধ নাই, সেখানে চাওয়াও থাকিতে পারে না। আমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার হইতেছে না—এইরূপ তীব্র জ্বালা বা অভাববোধ হইলে ত' কৃষ্ণকে চাহিব? কৃষ্ণ চাহিলে তবে ত' শ্রীগুরুদেব আমাকে কৃষ্ণ দিবেন। সংসারকে যদি অনল বলিয়া মনে না হয়, বরং চন্দ্রকিরণের মত ঠাণ্ডা বোধ হয়, তবে কৃষ্ণকে কি জন্য চাহিব? আমি কৃষ্ণ চাহিলে শ্রীগুরুদেব নিশ্চয়ই আমাকে কৃষ্ণ দিবেন। আমার শরণাগতির অভাব থাকিলে—আমি কৃষ্ণসেবার জন্য প্রস্তুত না হইলে শ্রীগুরুদেব আর কি করিবেন? জীবকে কৃষ্ণ দিবার জন্যই ত' তাঁহার এজগতে শুভাগমন। তিনি ত' কৃষ্ণকে দিবার জন্যই—কৃপা করিবার জন্যই প্রস্তুত; কৃপা করাই ত' তাঁহার স্বভাব। সূর্য্যের কি আলোক-বিতরণে কার্পণ্য আছে? এখন আমরা প্রস্তুত হইলেই হইল। যদি আমি গুরুকে বঞ্চনা না করি, তাহা হইলে তিনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আমি যদি [illegible] হইয়া তাঁহার সেবা চাই, তবে তিনি নিশ্চয়ই সেবা দিবেন এবং আমিও পাইব। যে সেবা চায়, সে সেবা পাইবেই। "বাঞ্ছা ভাবনা বস্তু নির্ব্বন্ধাত ভাবুক।"

শ্রীগৌর-করুণাশক্তি জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

বলিয়াছেন,— "চেতন—যিনি initiative লইতে পারেন। চেতন ও অচেতনের মালিক—ঈশ্বর। অচেতনের স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের স্বতন্ত্রতা শক্তি একটী রহিয়াছে। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, জীবের স্বতন্ত্রতা তাঁহার ইচ্ছাধীন। জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারও করিতে পারেন, অসদ্ব্যবহারও করিতে পারেন। ঈশ্বর যদি চেতনকে বাধা দিতে যান, তবে চেতনকে নষ্ট করা হয়। শ্রীভগবান্ চেতনের স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া চেতনের স্বাভাবিক বৃত্তি উন্মেষিত দেখিতে চান। তাঁহারা কষ্টদায়ক নহেন; তিনি মঙ্গলময়। ভগবান্ সাধু-গুরু-শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে শুদ্ধ চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট করিবার জন্য যত্ন করেন। এ জগৎ আমাদের সংশোধনাগার। 'বিশ্বে সচৈতন্য' না দেখিয়া অচৈতন্য বিশ্ব-দর্শনেই নানা অসুবিধার কথা আসিয়া পড়ে। অনুচিৎ ভাবিয়া আমি, আমাকে দয়া দিবার জন্য যে কিঞ্চিৎ ভগবান কৃপা করিয়া সাধু-গুরু-পরিমিত অবস্থা ধারণ করেন, তাঁহার সহিত Adjusted হইবার বিচার চলিলেই মঙ্গল; নতুবা আমি initiative লইতে গিয়া যে 'নষ্ট' হইয়া যাইবার বিচার গ্রহণ করি, তাহাতে কখনই মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। ভগবানকে disturbed না করিয়া যদি properly adjusted হইতে পারি, তবেই তাঁহার কৃপা সম্ভব হইবে।"

বাণাসুর

——:০:(০):০:——

বাণাসুর ভগবদ্ভক্ত শ্রীবলি রাজার শত-পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র। দৈত্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও সে অত্যন্ত শিবভক্ত ছিল। এই বাণাসুর শোণিতপুরে রাজত্ব করিত। শিবের প্রসাদে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার ভয়ে ভীত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় অবস্থান করিতেন। বাণাসুর সহস্র হস্তে বাদ্য করিয়া শ্রীমহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। মহাদেব তাহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে বাণাসুর মহাদেবকে নিজ পুরীর পালকরূপে প্রার্থনা করিয়াছিল। বাণাসুরের কন্যা ঊষা একদিন শ্রীঅনিরুদ্ধের সহিত স্বপ্নসঙ্গ লাভ করিয়াছিল। সেই ঊষা একদিন স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে না দেখিয়া "হে প্রিয়! তুমি কোথায় আছ" এই বলিয়া ব্যাকুলতা সহকারে জাগ্রত হইল এবং সখীগণকে দেখিতে পাইয়া লজ্জিতা হইল। বাণাসুরের কুম্ভাণ্ড-নামক এক মন্ত্রী ছিল। সেই মন্ত্রীর কন্যা চিত্রলেখা ঊষার সহচরী ছিল। ঊষার বিবাহ হয় নাই, অথচ স্বপ্নে ঊষাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়া চিত্রলেখা ঊষাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে কাহার অনুসন্ধান করিতেছে। ঊষা চিত্রলেখাকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিল যে, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের জন্য তাহার চিত্ত ব্যথিত আছে। এই কথা শুনিয়া চিত্রলেখা দেব-গন্ধর্ব্বাদির ও বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণের বহু চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। অনন্তর ঊষা প্রদ্যুম্নের চিত্র দর্শনে শ্বশুর-জ্ঞানে লজ্জিতা হইল এবং অনিরুদ্ধের চিত্র-দর্শনে লজ্জাবনত-বদনে ঈষৎ হাস্য করিয়া 'ইহাই আমার অভীষ্ট পুরুষ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। তখন যোগবলসম্পন্না চিত্রলেখা নির্দ্দিষ্ট পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র জানিয়া আকাশপথে দ্বারকায় উপস্থিত হইল। সে যোগবলে দ্বারকায় সুরম্য পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে গ্রহণপূর্ব্বক শোণিতপুরে আগমন করিয়া ঊষাকে প্রিয়পতি দর্শন করাইল। ঊষা নিজ পতিকে পাইয়া সানন্দে নিজগৃহে তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিল। এই সংবাদ ক্রমশঃ বাণাসুরের কর্ণে পৌঁছিলে বাণাসুর ব্যথিতচিত্তে সত্বর কন্যা-গৃহে গমনপূর্ব্বক অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইল। শ্রীঅনিরুদ্ধ ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় সুপুরুষ ছিলেন। তিনি সেই সময় ঊষার সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন। বাণাসুর তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল। বাণাসুর অনিরুদ্ধকে আক্রমণ করিলে নির্ভীক শ্রীঅনিরুদ্ধ প্রবলবেগে সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিলেন। অনন্তর মহাবল বাণাসুর অনিরুদ্ধকে নাগপাশে আবদ্ধ করিলে ঊষা তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

যাদবগণ প্রায় চারিমাস কাল অনিরুদ্ধের কোন সন্ধান না পাইয়া চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন। পরে শ্রীনারদের শ্রীমুখে শ্রীঅনিরুদ্ধের বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যাদবগণ বহু সৈন্য-সহ শোণিতপুরে গমনপূর্ব্বক বাণাসুরের পুরী আক্রমণ করিলে বাণাসুর বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া যাদবগণকে বাধা প্রদান করিল। বাণাসুরের সাহায্যার্থ কার্ত্তিকেয় ও প্রমথগণের সহিত মহাদেব স্বয়ং নন্দী নামক বৃষে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীরাম-কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ ও শঙ্করের মধ্যে এবং প্রদ্যুম্ন ও কার্ত্তিকেয়ের মধ্যে রোমহর্ষক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সহিত শ্রীবলদেবের, বাণপুত্রের সহিত শাম্বের এবং বাণের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ দর্শনার্থ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বিমানে সমাগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গধনুর বাণের দ্বারা শঙ্করের অনুচর ভূত, প্রেত, প্রমথ, পিশাচ, ডাকিনী, বেতাল ও ব্রহ্মরাক্ষসগণকে বিতাড়িত করিলেন। শ্রীশঙ্করও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত অস্ত্র নিবারণপূর্ব্বক জৃম্ভণাস্ত্রে শঙ্করকে জৃম্ভিত ও মোহিত করিলেন।

শ্রীশঙ্কর কেবল জৃম্ভণ হাই তুলিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অসি, গদা ও বাণদ্বারা বাণাসুরের সৈন্যগণকে বিনাশ করিলেন। শ্রীপ্রদ্যুম্নের বাণাঘাতে কার্ত্তিকেয় পীড়িত হইয়া পলায়ন করিলেন। শ্রীবলদেবের মুষলাঘাতে কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলে তাহাদের সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ইহা দেখিয়া বাণাসুর সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। বাণাসুর এককালে পঞ্চশত হস্তে দুই দুইটী বাণ যোজনা করিল। অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমস্ত ধনু ছেদন করিয়া তাহার সারথি, রথ ও অশ্বগণকে নিহত করিয়া পাঞ্চজন্য-ধ্বনি করিলেন। তখন কোটরা-নাম্নী বাণাসুরের মাতা মুক্ত-কেশে বিবস্ত্রা হইয়া পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নগ্নমূর্ত্তি-দর্শনের অনভিপ্রায়ে মুখ ফিরাইলে দুষ্ট বাণাসুর সেই সুযোগে পুরমধ্যে প্রবেশ করিল।

শ্রীকৃষ্ণ ভূতগণকে বিতাড়িত করিলে ত্রিপাদবিশিষ্ট ত্রিমস্তক রৌদ্রজ্বর শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শৈবজ্বরকে দর্শন করিয়া স্বয়ং বৈষ্ণবজ্বর সৃষ্টি করিলেন। শৈবজ্বর ও বৈষ্ণবজ্বরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বৈষ্ণবজ্বরের নিকট পরাজিত হইয়া শিবজ্বর অন্যত্র আশ্রয় ও অভয়লাভ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণ গ্রহণপূর্ব্বক নানা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া বলিলেন,—"হে ত্রিশির, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব বৈষ্ণবজ্বর হইতে তোমার ভয় দূর হউক। যে ব্যক্তি আমাদের এই সংবাদ স্মরণ করিবে, তাহার জ্বরভয় থাকিবে না।" শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে শৈবজ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

অনন্তর বাণাসুর রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইল এবং সহস্র-হস্তে বিবিধ অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বর্ষণ করিতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্রধারা বাণাসুরের ভুজসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। বাণাসুরের বাহুসমূহ ছিন্ন হইতে থাকিলে শ্রীশঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে দেব! আপনি পরব্রহ্ম; কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণই আপনার দর্শনলাভে সমর্থ। ধর্ম্মরক্ষার্থ আপনার অবতার। আপনি অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বকারণ-কারণ। জীবগণ আপনার মায়ায় বিমোহিত ও স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া কেবল দুঃখ পাইতেছে। যে জীব অজিতেন্দ্রিয় হইয়া আপনার প্রদত্ত কর্ম্মযোগ্য এই নরদেহ লাভ করিয়াও আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় বিমুখ, সে বস্তুতঃই শোচনীয় ও আত্মঘাতক। যে ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া পরমাত্মীয় স্বয়ং ভগবান্ আপনাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ ভক্ষণ করে।" এইরূপ বহুবিধ স্তব করিয়া মহাদেব তাঁহার প্রিয়-সেবক বাণাসুরের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"এই বাণাসুর মদীয় ভক্ত বলিরাজের পুত্র বলিয়া এবং 'তোমার বংশজাত সন্তান আমার অবধ্য'—প্রহ্লাদকে এইরূপ বর-প্রদান-হেতু এই বাণাসুর আমার বধ্য নহে। আমি কেবলমাত্র ইহার দর্প বিনাশের জন্য ইহার ভুজ-সমূহ ছিন্ন এবং ভূভারহরণার্থ তাহার বহু সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছি; এখন তাহার মাত্র চারিটি ভুজ অবশিষ্ট আছে। এই বাণাসুর জরামরণ-রহিত এবং সর্ব্বত্র ভয়শূন্য হইয়া আপনার পার্ষদগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে।"

অনন্তর বাণাসুর ভক্তিলাভ করিয়া অবনত-মস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক ঊষার সহিত অনিরুদ্ধকে রথে আরোহণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আনয়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ সস্ত্রীক অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। শ্রীঅনিরুদ্ধকে রাজধানীতে পাইয়া সকলেই পরমানন্দিত হইলেন।

অধিকার-বিচার

পরমার্থ-সাধকের স্বীয় অধিকার-বিচার করিয়া ক্রম-মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবার জন্য কার্য্যকরী যথাযথ আগ্রহ একান্ত বাঞ্ছনীয়। স্বীয় অধিকার-অনধিকার-বিচারে বিমুখ হইয়া পারমার্থিক বিভিন্ন বিষয়ে বহুবিধ বিচার শ্রবণে তাহাতে লুকোচুরি খেলিবার মত্ততায় স্বীয় ক্রমমঙ্গলের গতিকে রুদ্ধ করা হয় মাত্র। যাহারা স্বীয় অধিকার-নির্ণয়ে উদাসীন হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে স্বেচ্ছার ধ্বজা পোষণ করিবে, তাহাদিগকে কিপ্রকারে প্রকৃত পারমার্থিক বলা যাইবে? বস্তুতঃ যখনই কাহারও পারমার্থিক সত্য লাভ করিবার প্রয়োজন হয়, তখনই তাহার যথার্থ করণীয় নির্ণয়ে অধিকার বিচারের প্রসঙ্গ অবশ্যই আনিতে হয়।

জীব ক্রমে-ক্রমেই পারমার্থিক মঙ্গল-সমূহ লাভ করিতে পারেন। লোক ক্রমে ক্রমে অবলম্বন পায়। একদিনে হঠাৎ চূড়ান্ত মঙ্গলের রাজ্য অধিকার করা যায় না। 'কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার'—অর্থে ইহাই নয় যে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম হঠাৎ একদিন আমার মোহঘুম-ঘোর আচমকা ভাঙ্গিয়া দিয়া 'কৃষ্ণ তোমার হও' বলিবার যোগ্যতা দিলেন, অমনই কৃষ্ণ আমাকে তৎক্ষণাৎ মায়াবদ্ধ হইতে উদ্ধার করিলেন, আর তৎপূর্ব্ব-পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত জীবনের আফিং মৌতাতে মশগুল থাকিলাম। যাহারা জড়তার নিবিড় কবাটে চেতনতা একেবারে পরিহার করিয়া বসিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারা ব্যতীত অপর কাহারও এরূপ কল্পনা করিবার যোগ্যতাও নাই। পরমার্থপথে মস্তককে পরিচালনা না করিবার অথবা '[illegible]'র কিছুতেই রেহাই নাই।

জীব নিত্যই কৃষ্ণদাস; সে যখন মায়াবদ্ধ থাকে তখনও কৃষ্ণদাস; মায়াবদ্ধ হইলেও জীবের স্বরূপের কৃষ্ণদাস-অভিমান নষ্ট হইয়া

.যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

যায় না, তবে যাহা তাহাকে অজ্ঞাত আগন্তুক নানাবিধ অভিমান-অবিদ্যার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে মাত্র। জীবের এইপ্রকার অপ্রকাশিত কৃষ্ণদাস স্বিনা স্বরূপে থাকিলেও যাহা তাহাকে ঐ অজ্ঞ অহঙ্কারের দ্বারা সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করিতে পারে। জীব সাধুর নিকট নিজ কৃষ্ণদাস-স্বরূপের কথা শুনিলেও তৎক্ষণাৎই তাহার স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণদাস হইয়া যাইবার অধিকার থাকে না। এতদিন যাহা তাহাকে যেভাবে খেলাইয়াছে, তাহার অভিমান তাহাতে বাধা দিবেই। তজ্জন্য তাহাকে যাহার সেইসকল অভিমানে বাধা দেওয়ানদ্বারা নিজ নিত্যস্বরূপের জাগরণ-ক্রমে ক্রমিক মঙ্গলের পথে চলিতেই হইবে। রাতারাতি অবৈধভাবে কৃষ্ণদাস হইবার অবৈধ চেষ্টায় কপটতার আবাহন হয় এবং এইপ্রকার কপট মতলবের ব্যবহার-দ্বারাই জগতে প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়-গুলির উদ্ভব হইয়াছে। ক্রমমঙ্গলের প্রতি উপেক্ষা দ্বারাই বৃক্ষোপরি না উঠিয়া ফল ধরিয়া টানাটানি করিয়া মুকুল অর্জিত হয় এবং তাদৃশ অকাল ফল মহাজনগণ কর্তৃক বহুই ক্ষতিকর বলিয়া [illegible] ভাবে গর্হিত হইয়াছে।

প্রকৃত-লাভের পথে উদাসীনতা যেরূপ পরমার্থ-সাধকের অনধিকার-জ্ঞাপক, তদ্রূপ ক্রমমঙ্গলের প্রতি অত্যাসক্তির ভাণে ক্রমমঙ্গলাভের বেগকে বন্ধ করাও বিশেষ ক্ষতিকর। নিজ বিরক্তি বা অলসতাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ক্রমিক মঙ্গললাভের দোহাই দিয়া নিজ মঙ্গলকে চির নির্বাসিত করা অবশ্য কপটতা। বাস্তব মঙ্গললাভ করিবার পক্ষে স্ব-স্ব পরমার্থ অনুকূল যোগ্যতার অকপট যথাযথ ব্যবহারদ্বারাই সাধুপথে ক্রমপথে পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হয়।

ক্রমিক মঙ্গললাভের এই উভয়বিধ অন্তরায় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অধিকার-বিচার অপরিহার্য। অধিকার-বিচারে স্বীয় কর্তব্য অকপটভাবে নির্ণয় করিয়া তাহাতে অধিকারানুযায়ী স্বীয় নিষ্কপট প্রচেষ্টা-দ্বারা মঙ্গল লাভ হয়।

পারমার্থিক বিচারসমূহ অধিকারানুযায়ী সুন্যস্ত। বিভিন্ন অধিকারে বিভিন্ন বিচার ক্রমপথে বুঝিতব্য। যদি কেহ যে কোন বিচার অন্যথা তাহাদের দাঁচড়-কামড় আরম্ভ করিয়া দেন, তবে তাহাতে নিষ্কপটতার অভাবই অবশ্যই প্রমাণিত হয়। পরমার্থ-বিচারে নিজেকে নিষ্কপটভাবে adjust করিতে হইলে অধিকারানুযায়ী বিচার-গ্রহণে উন্মুখতার একান্ত প্রয়োজন।

কাহারও নিষ্কপট অধিকারের প্রতি অনাপন্ন সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলে প্রকারান্তরে তাহাকে কপটতা গ্রহণ করিতে বাধ্য করাই হয়। যেখানে কাহারও অধিকারানুযায়ী কার্য্যের বিচার করিবার সময় তাহার নিষ্কপটতার প্রতি [illegible] স্থাপিত হয়, সেখানে তাহার আত্মিক মঙ্গল চেষ্টার প্রতি অবজ্ঞাই লক্ষ্য পতিত হয়। পারমার্থিক নবীনের ভক্তিধর্ম্ম দৃঢ় না হইলেও তাহার ভক্তিবিচারগ্রহণের প্রকৃত আগ্রহ তাহার অধিকারের নিষ্কপটতা-জ্ঞাপক। তাহার তাদৃশ অধিকারে অমনোযোগী হইয়া তাহাকে রাতারাতি পড়িয়া শিখিয়া ভক্ত হইতে হইবে না।

কনিষ্ঠাধিকারিগণ অনেক সময় মহাভাগবতগণের বাহ্যে প্রকাশিত আচরণগুলির অযথা অনুকরণদ্বারা অনধিকার ব্যবহারের আবাহন করে। মহাভাগবতগণই "পুরীষের কীট হইতে মুক্তি সে লঘিষ্ঠ" বলিতে পারেন, আমরা তাহার বাহ্য অনুকরণ করিলে তাহা অত্যন্ত অশোভন হয়। আমাদের গুরুবর্গ সর্বোত্তম হইয়াও বিপ্রলম্ভগণে যেসকল দৈন্যোক্তি করেন, তাহা আমাদের অধিকারে কখনই অনুকরণীয় নহে। তদ্দ্বারা তাঁহাদের শ্রীচরণে, তথা ভক্তির চরণে অপরাধের আবাহন হয় মাত্র। তাঁহাদের তাদৃশ সর্বোত্তম অবস্থার প্রতি নিষ্কপট আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া স্ব-স্ব অধিকারে নিষ্কপটতার পরিচয় দিতে হইবে।

ভক্তি-বিচার সর্বতোভাবে আন্তরিকতাময়। অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া তাহা উচ্ছলিত হইয়া বাহিরে প্রকাশিত হয়। তখনই আমরা বাহিরে তাদৃশ বিচার আবাহনের অধিকারে নিষ্কপট থাকিতে পারি। আন্তরিকতার একান্ত অভাবজ্ঞাপক বাহিরে ভক্তিবিচারের অশোভন দৌরাত্ম্যকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তাহা সর্বতোভাবে গর্হণীয়। কনিষ্ঠাধিকারীর অনুকরণজাত অযথা লৌল্য বা চাঞ্চল্যকে তাহার অধিকারের নিষ্কপটতাসূচক ব্যবহার বলিয়া কখনও স্বীকার করা যায় না। যদিও কোন কোন সময় কনিষ্ঠাধিকারীর তাদৃশ ব্যবহার কোনও বিচারে তাহার নিষ্কপটতার ব্যাঘাতকারক হয় না, তথাপি তাহার অত্যন্ত প্রশ্রয় পাইলে তাহা তাহাকে ভবিষ্যতে কপটী করিয়াই তুলিতে সাহায্য করে।

শরণাগতের সমুচ্চ-বিচার যাঁহাদের হৃদয়ে স্বপ্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ প্রপন্ন ব্যক্তির কার্য্য-কলাপ ও বিচার-ব্যবহার যাঁহারা এখনও শরণাগতের বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা যদি অযথাভাবে অনুকরণ করেন, তদ্দ্বারা অধিকার বিচারের বিপর্য্যয় সাধিত হয়। নিজ অধিকারানুযায়ী নিষ্কপট আচরণদ্বারাই উচ্চাধিকার লাভ হয়।

মহাভাগবতগণ সর্বত্রই স্বীয় ইষ্টদেবকে দর্শন করেন। যেখানে আমাদের বাহ্যাকারে অর্চা প্রতিষ্ঠিত নাই, সেখানেও তাঁহাদের পরিপূর্ণ দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয় না। কিন্তু তদ্দৃষ্টে আমরা যদি শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের পূজায় শৈথিল্য বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমাদের মঙ্গলের বাধাকে চিরস্থায়ীই করা হয়।

শরণাগতির পরিমাণানুসারে শরণাগতের নিকট অধোক্ষজ বস্তু তাঁহার স্বপ্রকাশ স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাদৃশ শরণাগত জনের হৃদয়ের তাদৃশ স্বপ্রকাশিত বিচারের অবৈধ অনুকরণ-দ্বারা মানসিক খণ্ডিত বিচারের আবাহন মঙ্গলজনক হয় না। অন্তর্যামীর স্বপ্রকাশ-বিচার-নিক্রান্ত শরণাগত সেবক যে-কোন স্থানে প্রকাশিত বা অবস্থিত শ্রীআলেখ্যার্চ্চা-দর্শনে যথাযথাদির বিচার আহ্বানে অমনোযোগী হইয়া তাঁহার অধিকারানুযায়ী তাঁহার দ্বারা তজ্জন্য শাসিত হইবার যোগ্যতা দেখাইতে পারেন, কিন্তু তদ্দৃষ্টে আমরা যদি অনুপযুক্ত কোনও স্থানে শ্রীগুরুবর্গের বা শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহের আলেখ্যার্চ্চা দর্শন করিয়া তাঁহার তাদৃশ শোভন-বিচারের অবৈধ অনুকরণে মানসিক-চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিয়া, 'শ্রীবিগ্রহ স্বয়ংপ্রকাশিত বস্তু, তাঁহাকে স্থানান্তরে স্থাপন করিবার কর্তৃত্ব জীবের নাই, আমাকে শাসন করিবার জন্য তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন' — এই পরমপ্রভা বিচারের উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে যথাস্থানে স্থাপন করিবার বিচারে শৈথিল্য প্রদর্শন করি, তবে আমার হীনাধিকারে যথাযথাদি-জনিত অপরাধের আবাহন হইতে পারে। শরণাগত অধিকারী সেবকের হৃদয়ে প্রকাশিত বিচারধারা মানসিক কসরতের দ্বারা বেষ্টিত ধরিয়া রাখা সম্ভব নয়। নিজের নিষ্কপট অধিকারে স্বপ্রকাশিত স্বাভাবিক ভক্ত্যাচারের যথাযথ আবাহন দ্বারা ভক্তির নিষ্কপট অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়; অপর কোন বিচারে অবৈধভাবে হাত বাড়াইলে ভক্তির চরণে অপরাধ ঘটে।

অধিকার-বিচারের ছলনায় ভক্তিবিচার হইতে নিজেকে তফাৎ রাখিবার অবৈধ-চেষ্টা যদি কাহারও দেখা যায়, তবে তিনি অন্তরে কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, জানিতে হইবে। অধিকার-বিচার ইহা নহে যে, ভক্তের উচ্চ-বিচারের সহিত কিছুতেই ঘেঁষিয়া দিতে হইবে না। নিজ ক্রমিক উচ্চতর বিচারধারা স্বীয় অধিকার-বিচারের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

স্বীয় অধিকারের সহজ বিচার বলিয়া যদি কেহ ভক্তি-বিরুদ্ধ ব্যবহারের আবাহন করেন, তবে তাহাও মারাত্মক কপটতা মাত্র। তাহাতে অধিকার-বিচার করিতে যাইয়া ভক্তকেই [illegible] চিনিয়া মারিবার প্রবৃত্তির [illegible] কখনও কাহারও ব্যবহারের নিষ্কপটতা প্রমাণিত হয় না। যাহারা কিছুতেই [illegible] করিবে না, কেবলমাত্র তাহারাই হয় ভক্তি-বিচারসমূহ কপটভাবে আহ্বান করিবে, না হয় স্বাভাবিকতার নাম দিয়া [illegible] বিচারের আবাহনে কপটতাকে মঙ্গল বলিয়া চালাইবার কপটতার অযথা প্রশ্রয় দিবে।

অধিকার-লঙ্ঘন অত্যন্ত ক্ষতিকর। কর্ম্মাধিকার লইয়া কর্ম্মী কখনও ভক্তিপথে উন্নতি করিতে পারে না, আবার ভক্তি-অধিকারী 'ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তঃ' ব্যক্তিও জ্ঞানমার্গের কথায় কর্ণচুক্ত হইতে পারেন না। কর্ম্মাধিকারী বা জ্ঞানাধিকারিগণ কপটতা করিয়া ভক্তিতে অধিকার জ্ঞাপন করিতে আসিলে তদ্দ্বারা সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় ভক্ত-অধিকার লাভ না হওয়া পর্যন্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানাধিকার লইয়া কাহারও ভক্তিপথে নিষ্কপট থাকিবার কোনও উপায় নাই এবং তাদৃশ কপট-ব্যবহার করিতে তাহারা বাধ্য, আর উহার দ্বারাই জগতের সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর অমঙ্গল সাধিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ
পরিকীর্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥
(ভাঃ ১১।২১।২)

যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার, তাহাই তিনি করিবেন। স্বীয় অধিকারে যা নিষ্ঠা, তাহাই তাহার গুণ। অধিকার-নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ। ইহাই গুণ ও দোষের নির্ণয়।

শ্রীজীব প্রভুপাদ উহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"গুণ-দোষবিচারে নিজ নিজ অধিকারের একান্তিকতা থাকিলে তাহাকে 'গুণ' বলে। অধিকারানুসারে বস্তুর উভয়ের তারতম্য ঘটে।"

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন —

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥
(গীঃ ৩।৩৫)

নিজ অধিকারোচিত বেদোক্ত ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে অধিকারীর পক্ষে তাহাই শুভ। পরের উচ্চধর্ম্ম আচরিত হইলেও তাহা অহিতকর। কেন না স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্বাধিকারোচিত ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে যদি মরণ হয়, তবে তাহাও অমঙ্গলজনক হয় না, কিন্তু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নিরাপদ নহে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদের [illegible] নানাপ্রকার [illegible] করেন, [illegible] মানসিক [illegible] করেন না। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় তাঁর স্বীয় অধিকার-নিষ্ঠায় নিষ্কপট থাকিয়া ক্রমোন্নত সেবাধিকারে অগ্রসর হন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
১ম ও দিনের জন্য, পরবর্ত্তী দিনের জন্য			
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	৷৶০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম ৫৲	৪৲	অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম ৷	৬৲	এক কলম	৩০৲
এক কলম ১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৫৲
ষাণ্মাসিক
প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মবোধজ্ঞাপক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসাথিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপত্রয়তাপিত কলিহতজীবাত্মগণ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ৷৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বো.ম-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারে ইহার কাটতি বিশ বছর যাবৎ। প্লীহা, যকৃৎ কামলাদি এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ব্যবস্থা অবলম্বন

গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের এ আর পি স্পেশ্যাল কমিটি এই মর্ম্মে সুপারিশ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের সমস্ত স্কুল বন্ধ থাকিবে।

ব্যবহারের অনুপযুক্ত কয়েকটি স্কুল বাড়ী ছাড়া কর্পোরেশনের আর সব স্কুলগুলিকে ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে বিমান আক্রমণের সময় জনসাধারণের আশ্রয়স্থলরূপে পরিণত করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। যে সকল শিক্ষক প্রচারকার্য্যে এবং এ আর পি ও অগ্নি নির্ব্বাপণ কার্য্যে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবেন, তাঁহাদিগকে পুরা বেতন দিবার আগ্রহ কমিটি ব্যক্ত করিয়াছেন। যে সকল শিক্ষক ছুটিতে আছেন অথবা চিকিৎসকের বিবেচনায় কাজের অযোগ্য, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধ বেতন দেওয়া হইবে।

সঙ্কটসময় অন্ততঃ চার লক্ষ মণ খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিবার জন্য কমিটি কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি তাহা সরবরাহ করিতে না পারেন, তবে কর্পোরেশনকে অনুমতি দিলেই তাঁহারা উক্ত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট টাকা দিবেন—ইহাও চিঠিতে লেখা থাকিবে।

অন্ততঃ ৩ মাসের উপযোগী ঔষধ পত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য কমিটি হেল্থ অফিসারকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কর্পোরেশনের একাউণ্টস ডিপার্টমেণ্ট কলিকাতার বাহিরে স্থানান্তরিত করা সম্বন্ধেও কমিটি বিবেচনা করিয়াছেন। কলিকাতা টাউন হলের দলিলপত্রাদি সংরক্ষণের জন্য দুই হাজার টাকা ব্যয় করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সঙ্কটের সময় মিউনিসিপ্যাল টাক্স কমাইবার জন্য কর্পোরেশনের ক্ষমতা দিয়া একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে বাজেট স্পেশ্যাল কমিটি কর্পোরেশনকে পরামর্শ দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মের দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত

জানিতে পারা গিয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মের প্রায় সাত হাজার নিদর্শন ৫৫টি প্যাকিং বাক্সে ৩১৯টি ট্রাকে বোঝাই করিয়া কলিকাতার বাহিরে একটি নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে।

এম এ ও এম এস-সি পরীক্ষার তারিখ

জানিতে পারা গিয়াছে যে, এই বৎসর জুন মাসের পরে এম এ এবং এম এস-সি পরীক্ষার তারিখ ধার্য্য করার অনুরোধ জানাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দুই শতাধিক এম এ এবং এম এস সি পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেণিং কোর্স

গত ১১শে মার্চ্চ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের এক সভায় ঘোষণা করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেণিং কোর্সকে সামরিক শিক্ষা দিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা বিভাগ উহাকে সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার আমোদপ্রমোদ বন্ধ

বিগত বুধবার প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় কোন ঘোড়দৌড়, কুকুরের দৌড় হইতে পারিবে না। রাত্রীয় বায়স্কোপ, থিয়েটার ও কন্সার্ট দলগুলি বন্ধ থাকিবে। সাধারণতঃ উপাসনা দিবসে গীর্জ্জায় যেরূপ জনসমাবেশ হইয়া থাকে, তদ্রূপই হইবে। কোন গীর্জ্জায় তদপেক্ষা বেশী জনসমাবেশ হইতে পারিবে না।

কানাডার ২৩ হাজার জাপানী

প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল রক্ষা পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ ২৩ হাজারের মত জাপ নরনারী ও শিশুকে কানাডার অভ্যন্তরদেশে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। প্রথমে ইহাদিগকে অস্থায়ী আবাসে জড় করা হইবে এবং পরে যুদ্ধান্ত পর্য্যন্ত কাষ্ঠে পার্ব্বত্য-অঞ্চলের পূর্ব্বে তাহাদিগকে রাখার ব্যবস্থা হইবে। উহাদিগের নিরাপত্তা বিশেষভাবে রক্ষা করা হইবে।

আন্দামান হইতে আশ্রয়প্রার্থী

গত ১৮ই মার্চ্চ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রায় চারিশত আশ্রয়প্রার্থী মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের বহু শ্রমিক আছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদ্‌গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিভিন্ন গীতসমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও প্রকাশিত হইয়া "প্রতিদ্বন্দ্বী"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সভাসদ্‌-সমিতির প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২২ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১১ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৫শে মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, বুধবার { ৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ বিষ্ণু, বুধবার, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

———:০:(০):০:———

নিরন্তর হরিনাম করা ব্যতীত অপরাধী জীবের অপরাধ-নির্মুক্ত হইবার ও শুদ্ধ সেবা লাভ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। যাঁহারা গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহারা কখনই লোকের প্রকৃত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন না। যিনি অকপটে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করেন, তাঁহার সেবা করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হন। আচার-প্রচার-পরায়ণ সাধুর শ্রীমুখ-কীর্ত্তিত ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গই একমাত্র শ্রোতব্য। শ্রদ্ধা বা সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত যদি সাধুসঙ্গ না হয়, শাস্ত্র বা শাস্ত্রমূর্ত্তি সাধুর উপদেশানুসারে যদি জীবনকে গঠিত করা না হয়, তাহা হইলে মঙ্গল কি করিয়া হইবে? কেবল Routine বা প্রাত্যহিক গতানুগতিক নিয়ম পালন অথবা শুধু পুঁথি বা ভক্তিগ্রন্থ পড়িলেই শুদ্ধভক্তি হয় না। সাধুসঙ্গ শুদ্ধভক্তির মূল। শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ বা শাস্ত্র গুরু-রূপে সৌভাগ্যবান্ শ্রোতার বা পাঠকের হৃদয় শোধন করিয়া তাহাতে প্রতিপাদ্য বিষয়রূপ কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তির আসন পাতিলেই মঙ্গল। শাস্ত্রকে শাসক ও নিয়ামক জানিয়া তাঁহার উপদেশগুলি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তদনুসারে চলা দরকার। গ্রন্থ-পাঠ শ্রীমদ্—নামভজন গুরুবর্গের সঙ্গে যোগযুক্ত থাকিয়া অর্থাৎ শিষ্য হইয়া গুরুবর্গের শাসনবাণীকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করত দৃঢ়তা-সহকারে সেই আদর্শ-অনুযায়ী নিজেকে চালিত করা। গ্রন্থাদি অর্থাৎ গুরুবর্গের বাণীযোগেই হরিনামে ক্রমে বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে। সাধুসঙ্গ ছাড়া বাঁচিবার উপায় নাই। জীবন্ত সাধুর সঙ্গলাভের সুযোগ না হইলে তাঁহাদের বাণী আলোচনা করিতে হইবে। মহাজনগণের সকলই সৎসঙ্গ। সাধুসঙ্গেই গ্রন্থ আলোচনা করিতে হয়।

ভক্তিই সদাচার। সাধুসঙ্গ বাদ দিয়া সদাচার রক্ষা করা যায় না। ভোগ্য বস্তু অল্প, ভোগ বস্তুই বেশি, ভোগ্য বস্তুই বিষয়। যেখানে ভোগাকর্ষণ বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ, সেইখানেই ভয়। ভক্তের ভোগ্য কিছুই নাই, সুতরাং ভয়ও নাই। তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা ভগবান্। ভক্ত নিজেকে ভগবদ্ভোগ্য বলিয়া জানেন। দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হইলেই ভয় হয়। ভক্তের সংস্পর্শে আসিলে আর ভয় থাকে না। দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল থাকিলে প্রকৃত গুরু-বৈষ্ণব সেবা আরম্ভই হয় না। পরবুদ্ধিতে সেবা হয় না। যেখানে সেবা, সেইখানেই প্রীতি বা আপন-জ্ঞান।

পণ্ডিত হইলেই হরিকথা বলিতে পারে না। দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তিত হন না। যেহেতু যাহার সর্ব্বস্ব, তাহার নিজেরই হরিকথায় বিশ্বাস নাই। যাহার নিজেরই হরিকথায় বিশ্বাস নাই, তাহার নিকট হরিকথা শুনিলে মঙ্গল হইবে না। অকপটে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করিলে তাঁহাদের কৃপায় সকল অনর্থ বা অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। হরিভজনে পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। সেবায় পরীক্ষা আসিলে খুব দৃঢ়চিত্ত ও সেবোন্মুখ থাকিয়া সেবার উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে হইবে। সেবাব্রতই সেবায় সিদ্ধি লাভ করে। নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি হইলে গুরু-বৈষ্ণবগণই সেবার যোগ্যতা দিবেন।

শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণ-কালে কৃষ্ণানুশীলন হয়। শ্রীনামভজন ব্যতীত জীবের হৃদ্রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবান্। শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীনাম, হরিই নাম। সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ করিলে কেহই জীবের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। শ্রীনামে রুচি কম থাকিলে নিষ্কপটে আর্ত্তির সহিত নাম করিতে করিতে শ্রীনামে রুচি হইবে। অপরের অত্যাগ্রহ না হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করিতে হইবে। যাহার যেরূপ সাধন, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ অবশ্যই তদনুসারে তাহাকে সুফল প্রদান করিবেন। তবে সাধুসঙ্গে হরিনাম করিতে হইবে। শ্রীনাম ও শ্রীনামাচার্য্যের না হইলে শ্রীনাম হয় না। শুদ্ধভক্ত ও ভক্তসেবা-ব্যতীত জীব শুদ্ধ নামসেবার সৌভাগ্য পায়। ভগবান্ ও ভক্তের কথা বিশেষরূপে আলোচনা করিতে হইবে। সর্ব্বদা হরি-গুরু বৈষ্ণব-সেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পাইবেই। সেবায় নৈষ্ঠিকতা না থাকিলে বিষয় আসক্তি গ্রাস করিবে। সুতরাং শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বক্ষণ হরিনাম ও হরিকথা দরকার। ভক্তাগণবশতঃ প্রথমমুখে শ্রদ্ধা না হইলেও অভ্যাস বলের সহিত সর্ব্বদা হরিনাম করিতে হইবে।

গুরু বা কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ ব্যতীত অপরের সঙ্গ করা উচিত নয়। দুঃসঙ্গ থাকিলে কৃষ্ণসেবা লাভ হয় না। দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ বরণ করিলেই হরিপ্রাপ্তি হয়। দীক্ষাফলেই হরিনামে প্রবৃত্তি হয়। শ্রীভগবান্ যাহাদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধা ও সঙ্কটের মধ্যে রাখিয়া নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সেইসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জীবের তাহার উপর নির্ভর করে। যাঁহারা নিষ্কপটে শ্রীহরি-গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনও অসুবিধা হয় না। শ্রীমহাপ্রভুর ও তদীয় জনগণের শ্রীচরণকমলই যাঁহাদের একমাত্র ভরসা, তাঁহাদের জগতে হতাশা বা ভয় নাই। নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিলে সকলপ্রকার উদ্বেগ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। সর্ব্বদা ভগবানের কথায় নিযুক্ত থাকাই সাধু, শাস্ত্র ও ভগবানের উপদেশ।

শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহাকে দয়া করেন, তাঁহারই অকৈতব কৃষ্ণপ্রসঙ্গ শ্রবণে রুচি হয়; নতুবা প্রাপঞ্চিক বাধকতা কাটে না। যিনি কৃষ্ণকে পাইতে চান, তিনি শ্রীগুরুপাদ আশ্রয় করিবেন। প্রথমে নিজে লঘু হইতে হইবে। উহার নাম—আশ্রয়। গুরুপাদপদ্ম-দর্শন না হইলে কৃষ্ণসেবা হয় না। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া গুরু-কৃষ্ণসেবা করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারিবেন। ভগবানের দয়া পাইলেই সব হইবে। তাঁহার দয়া না হইলে আমাদের শত চেষ্টা-যত্নও কিছুই হবে না। তাঁহার দয়াই মূল জিনিষ। যদি সত্য হইতে নিষ্কপটে সত্য সত্যই তাঁহাকে চাই, তাহা হইলে তাঁহার দয়া নিশ্চয়ই হইবে। যেখানে প্রকৃত, সেখানে ভগবৎ-কথায় রুচির অভাব আছে, জানিতে হইবে। সাধুসঙ্গে ভগবৎ কথা আলোচনা করিতে করিতেই ভগবৎ-কথায় রুচি হয়। অসৎসঙ্গ করিলে—হরিকথা-বিমুখ হইলে সেবা ভাল লাগে না। সর্ব্বতোভাবে এই ভগবানে প্রপন্ন, তাঁহাকে ভগবান্ সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করেন।

যে-কোনপ্রকারে অহৈতুক ভজন বা একনিষ্ঠ ভজন হইলে তাহা ভগবানের। সম্যক্ [illegible] উত্তম। অনন্যভক্তই [illegible]। এক [illegible]। নিজের জন্য তিনি কখনও চিন্তা করেন না। তাঁহার জন্য [illegible] পূর্ণ থাকায় অন্য চিন্তা নাই। অন্য [illegible] তাঁহা বলা যায় [illegible]। এই অনন্য-ভক্তি [illegible] ভক্তির কথা লোক সহজে [illegible] পারে না। অথচ [illegible] আমার- [illegible] অনন্য-ভক্তির [illegible] আছে। আমাদের আচার্য- গণের মত না হইলে কেহ অনন্য-ভক্তির কথা জানিতে পারে না। [illegible] আচার্যগণকে [illegible]। এই আহার-পানীয় আদর বা [illegible] না হইলে অতি সহজ ভক্তিকেও [illegible] ও [illegible] বলিয়া মনে হয়। [illegible] বড় নৌকার গোড়া। [illegible] অনন্যভক্তি আমাদের নিকট [illegible] মনে হইতেছে। ইহা স্রোতপথে [illegible] হয় বলিয়া [illegible]। কিন্তু স্রোতপথীর পক্ষে ইহা সুগম ও সহজ। স্রোতপথ স্বীকার না করিলে ভক্ত [illegible] মনে [illegible]।

কেবলা—অহৈতুকী—অনন্যা ভক্তির প্রতিপাদ্য বিষয় ভগবান্। ভক্তি ভগবান্ ব্যতীত অন্য প্রযোজ্য হইতে পারে না। [illegible] কিছু ছাড়া অন্য স্মৃতি নাই, বিষ্ণুচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা বা পূর্ণ নাই। যেখানে [illegible] সহিত dovetailed অবস্থা, সেখানে দ্বিতীয়ের চিন্তা থাকিতে পারে না। সেখানে কৈবল্য বা কেবল ভাব। ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণের প্রতি যে কেবল প্রেম, তাহার কৈবল্য। এই কৈবল্যই প্রয়োজন। যোগীর কৈবল্য তুচ্ছ ও হেয়। কৈবল্য অর্থে অনন্যা ভক্তি। তাহাতে ভগবৎ- সুখবাঞ্ছা ছাড়া আর কিছুই নাই। অন্য [illegible] ভাবে অন্য-জ্ঞানের সহিত যোগযুক্ত। সেখানে প্রভুর ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিলান হইয়াছে। নিজের পৃথক্ ইচ্ছা নাই। ভগবান্ [illegible] কেবল ইচ্ছা করেন, আর ভক্ত কেবল সেই ভগবদিচ্ছা পূরণ করেন। ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর ইচ্ছা-পূরণরূপ যে বিলাস, তাহাই লীলা। কেবলমাত্র কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা যেখানে নাই, সেখানে অনন্য ভক্তি নাই। অন্য কামনা থাকিলে ঐকান্তিক ভক্তি হইল না। অনন্যভক্তের নিজের পৃথক্ কামনা বা ভাবনা কিছুই নাই।

যিনি কেবলমাত্র বিষ্ণুর উপাসনা করেন, অন্য দেবতাগণের উপাসনা করেন না, তিনিই অনন্য ভক্ত। অনন্যভক্তির অপর নাম একনিষ্ঠা বা একান্তী ভক্তি। পূর্ণতম [illegible] যাঁহার অধীন হইয়াছেন, তিনি [illegible]। কৃষ্ণই যাঁহার সম্পত্তি বা ধন, তাঁহার অন্য বস্তুর কি দরকার? তাঁহার ভজনে তীব্রতা অবর্ণনীয়, প্রবল বাধা আসিলেও তিনি মুষড়ে পড়েন না বা বিরত হন না; ইহাই তীব্রতার লক্ষণ। ভগবৎ-প্রপন্ন ঐকান্তিক ভক্ত ভগবৎ-সেবা ছাড়া আর কিছুই চান না। ঐকান্তিক ভক্ত ভগবৎ-সেবায় সতত তৎপর। লৌকিকভাবেও যদি কাহারও ভগবৎপূজন হয় এবং তাঁহাতে যদি দেবতান্তর পূজা না থাকে; তাহা হইলে তাঁহাকে অনন্য ভক্ত বলা হয়। প্রথম-মুখে তাঁহার কিঞ্চিৎ দুরাচারের দেখা গেলেও তাঁহাকে সাধু বলা হয়। একান্ত-ভক্তির প্রভাবে তাঁহার সমস্ত অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। দুরাচার থাকিলে তাঁহার সঙ্গ করিতে হইবে না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার নিন্দাও করিতে হইবে না। যেখানে পরনিন্দা বা সাধুনিন্দা, সেখানে হরিভজনই নাই।

নিষ্কপট লোকই ঐকান্তিক। তিনি একটিকে ভগবান্‌কে—ভগবানের সুখ- বিধানটিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছেন বলিয়া তাঁহাকে ঐকান্তিক বলে। ঐকান্তিকের অন্যমনস্কতা নাই। তিনি কৃষ্ণমনা। যে কৃষ্ণকে বুঝিয়াছে, সে ব্যবসাটা ভাল বুঝে। কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ব্যবসাদারির —দেনা-পাওনা কিছু নাই। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বা স্নেহ, তাহা স্বাভাবিক। ভগবান্ সর্বস্ব চান। তাঁহাকে সর্বস্ব দেওয়াই জীবের স্বভাব। ভক্ত প্রাণের টানে ভগবানের সেবা করেন। ভক্তের এই কৃষ্ণপ্রীতি জগতের লোক বুঝিতে পারে না। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, ইহা তাহার স্বভাব। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই কামনা-শূন্য। ভক্ত যে ভগবানের সেবা করে, তাহা দাদনা বা ঘুষ দেওয়া নয়। ভক্ত ভগবানের সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। যে আদায় করিতে চায়, সে ভৃত্যও নয়, সে প্রভুও নয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—যিনি স্বামীর নিকট স্বার্থ কামনা করেন, তিনি বস্তুতঃ সেবক নহেন; আর যে স্বামী সেবক হইতে প্রভুত্ব লাভ- কামনায় তদীয় কামনা পূরণ করেন, তিনিও বস্তুতঃ প্রভু নহেন। শ্রীল শ্রীধর গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—"প্রভু নিজ ভক্তগণের নিকট হইতে নিজপূজা চান না; যেহেতু, তিনি নিজের অংশের লাভেই পূর্ণ অর্থাৎ পরম তুষ্ট। অপর কারণ এই যে, তিনি করুণ অর্থাৎ পূজাদি-বিষয়ে ভক্তের যে কষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে অসহিষ্ণু। তাহা হইলে কি ভক্ত ভগবানের পূজা করেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, এতাদৃশ ভক্ত ভগবানের উদ্দেশ্যে যে-যে পূজা অনুষ্ঠান করেন, তাহা সমস্ত নিজের জন্যই হইয়া থাকে অর্থাৎ ভগবানের সম্মানকে নিজ সম্মানজ্ঞানে সুখ অনুভব করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। ভগবানভক্তপ্রাণ পুরুষের পক্ষে ভগবানের সম্মানেই যে নিজের সম্মান লাভ হয়, এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—মুখে অর্পিত তিলকাদির শোভা যেরূপ প্রতিমুখের বা প্রতিবিম্বের শোভার কারণই হয়, পরন্তু অন্য কোন বস্তু যেরূপ প্রতিমুখের শোভার জন্য হয় না, তদ্রূপ।"

"তোমার গরবে গরবিনী আমি,
রূপসী তোমার রূপে।"

ভগবানের সুখেই ভক্তের সুখানুভব হয়। ভক্তের পৃথক্ ভজিলে, পৃথক্ interest বা অভ্যভিলাষ নাই।

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ হৃদয়ে থাকিলে ভগবানে প্রীতি হইবে না। অনন্যা ভক্তিতে নিজের জন্য কিছু চাওয়া নাই। কামনাই মল, কামনাই সংসার। ভক্তির বাধা যে বহুধ-কামনা, তাহা যেন না আসে।

"গোপীনাথ! ঘুচাও সংসার-জ্বালা।
অবিদ্যা-যাতনা আর নাহি সহে,
জনম-মরণ-মালা।
"গোপীনাথ! কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি দূরে তেয়াগিব,
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি॥"

এখানে যে প্রার্থনা; ইহা মোক্ষাকাঙ্ক্ষা নয়। এখানে স্বার্থ ভগবানের, আমার নয়। ভক্তের মোক্ষপ্রার্থিত আকাঙ্ক্ষা আত্মেন্দ্রিয়- প্রীতিবাঞ্ছাবাহক। ভক্ত যে প্রেমের ব্যাঘাত- কারক সংসার চান না, তাহা মোক্ষাকাঙ্ক্ষা নহে। সেবায় বিঘ্ন যেন না হয়—ভগবানের সুখে যেন কোন বাধা না আসে, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা।

ঋষভদেব

শ্রীঋষভদেব দুইজন। একজন শ্রীমদ্ভাগ- বত-বর্ণিত স্বায়ংভুব মন্বন্তরের অন্যতম অষ্টম অবতার। তিনি প্রশান্তাত্মাকে সর্বাশ্রম-পূজ্য পারমহংস্য-ধর্ম-উপদেশার্থ আগ্নীধ্রপুত্র নাভি হইতে মেরুদেবীর গর্ভে নিষ্কৃতি জাত হইয়া- ছিলেন। ইঁহার কথা শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।১৩ ও ৫।৩য়-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ইনি [illegible] ও বিষ্ণুভক্তি এবং [illegible] শাস্ত্রবাদ অবতারগণের অন্যতম। এই শ্রীঋষভদেবের ভগবদাবেশাবতার মধ্যে গণিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রীঋষভদেব চতুর্দশমন্বন্তরাবতারের মধ্যে নবম। ইনি দক্ষসাবর্ণি-মন্বন্তরে আয়ুষ্মান হইতে অম্বুধারার গর্ভে আবির্ভূত হয়ো 'শ্রীঋষভ'-নামে বিখ্যাত হইবেন এবং তৎ- কালীন 'অদ্ভুত'-নামক ইন্দ্রকে সর্বসম্পৎ- পূর্ণ ত্রিলোকী ভোগ করাইবেন। ইঁহার কথা শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম-স্কন্ধ ১৩।২০ শ্লোকে বর্ণিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।১৩ ও ৫।৩য়-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যে শ্রীঋষভদেবের অর্থাৎ লীলাবতার বা শক্ত্যাবেশ [illegible] বিষ্ণুভক্তি মুক্তিচেষ্টাযুক্ত শাস্ত্রবাদ অবতার শ্রীঋষভদেবের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভগবদাবেশাবতারের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা বুঝিতে না পারিয়া কুতর্ক-প্রবণ অসাধু- প্রাহিগণের হৃদয়ে কোন কোন পূর্বপক্ষের উদয় হইতে পারে, আশঙ্কা করিয়া ভক্তি- সিদ্ধান্তবিদ্ আচার্যগণ যে-সকল মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাই নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

অসাধুগ্রাহিগণের কুতর্ক উত্থাপন করিবার আশঙ্কা এই যে, ভাগবতে ৫।৫।৩২ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীঋষভদেব 'আজগর'- নামক ব্রতাবলম্বন-পূর্বক একস্থানে শয়ন করিয়াই আহার, পান ও অন্নভুক্ত পরিত্যাগ এবং পরিত্যক্ত পুরীষেতে অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার সর্বাঙ্গ পুরীষ- প্রলিপ্ত হইল। আবার ইহার পরবর্তী শ্লোকে (৫।৫।৩৩) লিখিত আছে যে, "কিন্তু তাহা হইলেও উহাতে কোন বীভৎসভাব প্রকাশ হইবার আশঙ্কা ছিল না; কারণ, ঐ পুরীষে দুর্গন্ধের লেশমাত্র ছিল না। শ্রীঋষভদেবের সেই পুরীষসৌরভে সুরভিত হইয়া বায়ু চতুর্দিকে দশযোজন পর্যন্ত স্থান সুবাসিত করিল। পরবর্তী শ্লোকে (৫।৫।৩৪) লিখিত আছে যে, "ঋষভদেব কখনও বা গরুর কাকরাই গো, মৃগ ও বায়সতুল্য আচরণ করিয়া পান, ভোজন ও মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করিতেন।" আবার ৫।৬।৭ ও ৮ সংখ্যার শ্লোকে শ্রীঋষভদেবের অপ্রকট-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে,—"শ্রীঋষভদেব পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে একদা দক্ষিণ কর্ণাটের কোঙ্ক, বেঙ্কট, কুটক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কুটকাচলের সমীপবর্তী উপবনে উপস্থিত হইলেন। * * অবশেষে বায়ুবেগে সেই কাননস্থ বংশসমূহের পরস্পর সংঘর্ষণজনিত ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার দেহের সহিত (দেহ সহ) সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিল।

এইসকল ভাগবতীয় বর্ণন শ্রবণ করিয়া অনিবৎপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ভগবান্ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত দেহে প্রাকৃত-বুদ্ধি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া বিবৎপ্রতীতিযুক্ত লোকমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আচার্যগণ জীবকুলকে অপরাধের হস্ত হইতে উদ্ধারার্থ নিম্নলিখিত মীমাংসা করিয়াছেন,—

বৃহদ্বৈষ্ণব শ্রীমন্মধ্বাচার্যপাদ 'শ্রীমদ্ভাগবত- তাৎপর্য্য' (৫।৬।৮) লিখিয়াছেন,—

"জ্ঞানানন্দা হরেঃ দেহো ভবভঙ্গ মহাত্মনঃ।
তাদৃশানাং বন্যা জগৎসু কুটকাচলে॥
দাবাগ্নির্বিপ্রবিশ্বাস তস্য প্রাপ্তমপিবৎ।
এবমেবাবতারেষু বিষ্ণুঃ সর্বদা॥"

শ্রীমধ্বমুনির এই সিদ্ধান্ত-বাক্য হইতেই উপলব্ধি হয় যে, শ্রীঋষভদেবের দেহ প্রাকৃত নহে, তাহা সাক্ষাদানন্দময়। তিনি কুটকাচলে অসুর-কারক মোহিত দাবাগ্নিতে প্রবেশ হইয়া জগৎ প্রবঞ্চনের দৃষ্ট করিয়াছিলেন। 'প্রকৃত' শব্দের দ্বারা তিনি অগ্নিতে জগতের প্রবেশ হইতে করাইয়াছিলেন, ইহাই সূচিত হইয়াছে।

'বিষ্ণু' ও 'সনাতন'-শব্দের দ্বারা শ্রীমদ্‌বুদ্ধি শ্রীঋষভদেবের নির্গুণতা, জগদ্বন্দনত্ব, অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার দেহ নশ্বর নহে, তাহা অপ্রাকৃত ও নিত্য।

পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, শ্রীঋষভদেব যখন ভগবান্ বিষ্ণু হইতে অভিন্ন এবং তাঁহার দেহ 'অপ্রাকৃত' ও সচ্চিদানন্দময়', তখন তাঁহাতে শরীর পরিত্যাগ ও রোগাংশের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বেদান্তাচার্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তৎকৃত 'সিদ্ধান্তরত্নে'র ১ম পাদ ৩৫—৩৮ অনুচ্ছেদে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

"শ্রীঋষভদেবে যে রোগাংশ কথিত হইয়াছে, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তির যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, তাহারই বর্ণনা-মাত্র; কেন-না, তাঁহার চিন্ময় দেহে তাদৃশ রোগাংশ অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবত (৫।৬।১১ শ্লোকের) 'দেবমায়া-বিমোহিতাঃ' এই বাক্যের দ্বারা অজ্ঞপ্রতীতি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন। আবার (ভাঃ ৫।৫।১৯ শ্লোকে) 'ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যং' অর্থাৎ 'আমার এই মনুষ্যশরীর—দুর্বিতর্ক্য'—এই উক্তি দ্বারা স্বয়ং শ্রীঋষভদেবও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; বিশেষতঃ তৎসেবক সিদ্ধ জীবেরই যখন রোগাংশযোগের অভাব কথিত হইয়াছে, তখন তাঁহার সম্বন্ধে ত' কথাই নাই। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"যে ভগবদ্ভক্তগণ শ্রবণ-কীর্তন দ্বারা অপরজনের চিত্তমল ধ্বংস করেন, তাঁহারা জন্মব্যাধি-রহিত, তাঁহারাই পূর্ণ...ক বলিয়া কথিত হন।"

আবার ভাঃ ৫।৫।৩২-৩৩ পদ্যে শ্রীঋষভদেব নিজ পুত্রাদি হেন বহুজনকেও যে উপদেশ-রূপে জানাইয়াছিলেন, তাহা অসদাচারীদিগের কদাচারের লোকত্তা-সম্পাদনের জন্যই বুঝিতে হইবে; তাহা না হইলে অর্হৎগণ তাঁহাকে অবশ্যাস্পদে জানিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। ভগবান্ শ্রীঋষভদেব যে জনককে পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন, বৈদিক আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ উঁহাকে 'ধর্ম' বলিয়া গ্রহণ করিল। শ্রীল শুকদেব বলিয়াছেন যে, (ভাঃ ৫।৬।৯) শ্রীঋষভদেবের চরিত্র শ্রবণ করিয়া 'কোঙ্ক', 'বেঙ্ক' ও 'কুটক' দেশের রাজা 'অর্হৎ' কলিযুগে অধর্মমার্গ অর্থাৎ বেদ-বহিষ্কৃত চিহ্নধারী জৈনাদি পাষণ্ডসম্প্রদায়-পদ্ধতি প্রবর্তন করিলেন। এই জন্যই ভগবানের নিজমায়ার দ্বারা ভক্তেতর অজ্ঞগণ প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাতে পরম স্বতন্ত্র ভগবানে বৈষম্য-দোষও ঘটিতেছে না; কেন-না, শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ শুদ্ধ চিন্ময় অথচ অভয়দাতা জীবকে তাহার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার-ফলে তৎকৃত কর্মানুসারেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

এইরূপে ভগবানের চিন্ময়দেহে রোগাদির অভাব বুঝাইয়া দিয়া 'দাবানলস্তদ্বনমালেলি-হানঃ সহ তেন দদাহ' (ভাঃ ৫।৬।৮) অর্থাৎ "তাঁহার দেহের সহিত তীক্ষ্ণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল'—এই অংশের সঙ্গতি করিতেছেন। উক্ত বাক্যের অর্থ এইরূপ, যথা—'তেন সহ' এস্থলে 'কর্তৃসাহিত্যে তৃতীয়া' অর্থাৎ কর্তা দাবানল শ্রীঋষভদেবকে সহায় করিয়াই বনকে দগ্ধ করিয়াছিল। ইহাদ্বারা কেবলমাত্র দাবানলই বন দগ্ধ করে নাই, পরন্তু শ্রীঋষভদেবও করিয়াছিলেন। তাৎপর্য এই যে, দাবানল কেবলমাত্র বনই দগ্ধ করিয়াছিল, আর শ্রীঋষভদেব বনবাসিদিগের অবিদ্যাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ৫।৫।২৮) "শ্রীঋষভদেব পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়া পারমহংস্য ধর্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন"— এইরূপ যে উক্তি দেখা যায়, তাহাতে অবধূতের কেবলমাত্র পরমহংস-লক্ষণই দেখা যায় এবং তাঁহার দেহত্যাগ-প্রকারও—যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও—ভগবৎসেবকদিগের দেহাসক্তি পরিত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

এই মনুষ্য-জন্ম ক্ষণভঙ্গুর ও অতীব দুর্লভ; কাজেই পাষণ্ডতা, অপরাধ বা বৃথাকার্যে সময় নষ্ট না ক'রে সকলের সব ছেড়ে হরিভজনেই মন দেওয়া উচিত,—

"লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥"

অনেক জন্মের পর এই মানব-জন্ম লাভ হ'য়েছে, আর এ জন্ম সব চেয়ে দুর্লভ—শুধু দুর্লভ নয়, অনিত্যও। এদেহ অনিত্য হ'লেও পরমার্থপ্রদ। ধীর যিনি—প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ও চতুর যিনি, তিনি এই সাধনের দেহটা পতিত না হওয়া পর্যন্ত, অন্যান্য বিষয়-কর্ম সব ছেড়ে দিয়ে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা ক'রবেন।

চরম মঙ্গল লাভ ক'র্তে হ'লে সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় ক'র্তে হ'বে—যে গুরুদেব আমার প্রেয়ের কথা না ব'লে যা'তে ক'রে আমার নিঃশ্রেয়ঃ লাভ হয়, সর্বক্ষণ তা'রই কথা বলেন। প্রেয়ের কথা বল্‌বার লোক অভাব জগতে নেই—রোগী আমি আমার রুচি যে দিকে সেই কুপথ্যের কথা—সেই রুচির অনুকূল কথাই চায়।—এ সব লোক ব'লছে, কিন্তু যিনি আমাকে ওভাবে হিংসা ক'র্তে চান না, সত্য সত্য আমার দুঃখে কাতর, আমার ব্যথার ব্যথী যিনি, সেই দরদী পরম বান্ধবই শ্রীগুরুদেব। অন্তরঙ্গ আমাকে তিনি হাটু গেড়ে আমায় চোট ছুঁড়ী ফাক ক'রে আমাকে ঔষধ খাইয়ে আমার মঙ্গল ক'রে ছাড়েন। ভাগবত এইরূপ গুরুদেবের কাছে শরণাগত—তাঁর কাছে যা' কিছু সব ছেড়ে একান্তভাবে শরণাগত হ'তে ব'লেছেন,—

অনাত্মজ্ঞ এবং প্রপন্নের জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয় উত্তমম্
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রসিন্ধুতে সুনিপুণ এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অপরোক্ষ-অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু। অতএব জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয় অবগত হইবার জন্য সেইরূপ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ক'রবেন।

যে মুহূর্তে জীব ভগবানের সেবা ক'রবে না, সেই মুহূর্তে ভোগ এসে গ্রাস ক'রবে। কৃষ্ণ সর্বদা কৃপা ক'র্‌বার জন্য—আমাদিগকে আকর্ষণ ক'র্‌বার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু অন্ধকূপে পতিত আমরা তাঁ'র ফেলা দড়িগাছা যদি খুঁজে না আঁকড়ে ধ'রি, তাঁ'র প্রতি পেছন ফিরে দিঁ, তা'হলে পড়িতই থাকলাম—ভগবৎসেবা-বিমুখ হ'য়ে অন্ধকূপেই পড়ে রইলাম। এ জগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকে এই অন্ধকূপ হ'তে ওঠাতে পারেন। যাঁ'রা তাঁ'র কৃপারজ্জুগাছা হাত দিয়ে ধরেন, তাঁরাই মঙ্গল লাভ ক'র্তে পারেন—পরম শান্তির রাজ্যে যেতে পারেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

১০

অতি অলৌকিক পরম-মাহাত্ম্যবিত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে মূঢ়গণও (লজ্জা পরিত্যাগ-পূর্বক কৃষ্ণপ্রেমে) আজ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছে, ইন্দ্রিয় তর্পণপর কু-বিষয়-পাষাণ-নির্মিত কঠিন হৃদয়ও সর্বতোভাবে দ্রবীভূত হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিগণও (চৈতন্যকৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) সকল শাস্ত্রজ্ঞ সমাজকেও ধিক্কার করিতেছে (অর্থাৎ অপরাবিদ্যা-নিপুণ শাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্কার প্রদান করিতেছে)॥ ১২০॥

শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে এই প্রপঞ্চে সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতাভিমানীদিগেরও কৃষ্ণসেবা-রূপ চেতনবৃত্তি আচ্ছাদিত-প্রায় হইয়াছিল। ইহারা সর্বপুরুষার্থশিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য করেন নাই, যেহেতু ইঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি মাত্র সাধারণ ও সন্দেহ-পরবশ; কিন্তু অদ্য'ও গৌরচন্দ্র কৃপাপূরিত জগতে উদিত হওয়ায় কৃষ্ণপ্রেম পরমচমৎকার বিশাল-অদ্ভুতাবধি সামগ্রীপুঞ্জ উজ্জ্বলরস-মধুর প্রসাদী প্রেম-ভক্তিতে কাহাদেরই বা প্রবেশ না হইয়াছে॥ ১২১॥

বৈয়াসকি শ্রীল শুকদেবও কেবল শাস্ত্র-অনুশীলনদ্বারা প্রাপ্য এবং বাসনারহিত—লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় বা উদ্দেশমাত্র করিয়াছেন, বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য এবং নিকুঞ্জ-সুরত-লীলার পরমরসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা মাধুরী-আস্বাদনের একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট পাত্র—এই দুই বস্তু বিস্তার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ইহলোকে গৌরকলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ ১২২॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপায় লোকের কোন্ কোন্ সম্পত্তি বা লাভ না হইয়াছে? উদ্ধব-প্রমুখ ভক্তগণের মধ্যে (কৃষ্ণলীলায় উদ্ধব প্রমুখ ভক্তগণ সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়া) কেহ কেহ শুকদেব-সনকাদির ব্রহ্মানন্দভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ বা প্রশংসনীয় শ্রীদামাদির বিশ্রম্ভ সখ্যভাব এবং কেহ কেহ বা ব্রজগোপীদিগের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু অপর অতএব সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ রাধাপাদপদ্ম-মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন॥ ১২৩

সর্বজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাদের নিজ নিজ মত যুক্তিতর্ক-দ্বারা সম্যক্‌রূপে নিরূপণ করিলেও কোন ব্যক্তি পূর্বে সেইরূপ সর্বশক্তিমান মুক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন না। সম্প্রতি অপারপ্রভাবশালী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলে পুনরায় একমাত্র হরিভক্তি যে বেদ-প্রতিপাদ্য পরমার্থ, তাহা কাহারাই বা নিশ্চয় না করিয়াছে? ১২৪॥

যাহা সমগ্র বিশ্বকে মহাপাপরূপ সংসারেরই রসাতলমধ্যে নিমগ্ন ক'রেছে, আমি গৌরচন্দ্রের নবরূপ চন্দ্রকান্তমণির ছটার সেই অনির্বচনীয় আশ্চর্য প্রভাব স্মরণ করিতেছি॥ ১২৫॥

বিশেষ সদাচারী ও পরমার্থিক প্রাচীন মহাপুরুষগণের দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাদি-লোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যেরূপ সমগ্র-বিশ্বকে প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছেন, পূর্বে আর কেহই এরূপ করেন নাই॥ ১২৬॥

বর্ণাশ্রমধর্মী অনুশীলন নিষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ ভক্তি সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়াও লোকে লোকের নায় দুরতিক্রম জন্ম ধারণপূর্বক পৃথিবীতে অবস্থান করে; (কিন্তু শ্রীগৌরহরি'র কৃপায়) অহো! সোনাটী অপেক্ষাও পাপীয়ান্ ব্যক্তি (পাপসমূহ হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত হইয়া) স্বচ্ছ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। অহো! কে বা কাহার শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্রের মর্ম জানিতে পারে॥ ১২৭॥

বিপুল ভুবনপাদ-পতাকা শ্রীগৌরসুন্দর নিজেও বিশ্বয় করিতেছেন: শ্রীকৃষ্ণ এখনও কেন রাসক্রীড়া প্রকাশ করিয়া আশ্চর্য চরিত্র করিতেছেন, কখনও বা গোপীজনের চরিত্র প্রকাশ করিয়া, কখনও বহু ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আবার কখনও উচ্চৈঃস্বরে শ্রীরাধার ভাবে পূর্ণ হইয়া "হর"! "হরি"!! "হরি"!!! —এরূপ দিব্যলীলাকারিত শান্তি-মহৎকাজে গোচর করিয়াছেন॥ ১২৮॥

অজ্ঞজন জাতুসহ সর্বকার্যের জয়। অজ্ঞজন মানুষকে সর্বসিদ্ধি হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায় — এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর

	১ম ও ২য় দিনের দর	পরবর্ত্তী দিনের দর
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৴০
" " ইঞ্চ	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
এক কলম	১২৲	

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" সিকি কলম	১৫৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" এক কলম	৪০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পাণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবনাথ 'বিদ্যাসাগর' কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মবৎসলাত্মক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-আবির্ভাবপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপসন্তাপিত কলিযুগের জীবন এই দুঃসময়ের অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজী ভাষায় যে একাধিক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৴০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। [illegible] প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর পত্র —১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

পরিষদে লোকাপসারণ ও এ. আর পি ব্যবস্থার সমালোচনা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গত শুক্রবার বে-সামরিক দেশরক্ষা বাজেটের আলোচনার উত্তর দানকালে বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের বে-সামরিক দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু এইরূপ ঘোষণা করেন যে, "কলিকাতা হইতে লোক অপসারণের কোন কথা গভর্ণমেন্ট চিন্তা করিতেছেন না। আমরা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই সহরে অবস্থান করিয়া সাহস ও সাফল্যের সহিত আমাদের কার্য্য চালাইয়া যাইতেই ইচ্ছা করি।"

শ্রীযুত বসু আরও বলেন যে, এতৎপ্রসঙ্গে তিনি এইরূপ বলিতেছেন যে, সংরের অত্যাবশ্যক কার্য্যাদির জন্য যাহাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই এবং যাহারা অন্যত্র তাঁহাদের বাসস্থানের সন্ধান করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে আতঙ্কিত হইয়া ভীড় করিয়া সহর ত্যাগ না করিয়া সুশৃঙ্খল ও সংযতভাবে সহর হইতে চলিয়া যাইবার পথ খোলা আছে। মন্ত্রী মহোদয় দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, কলিকাতাকে 'উন্মুক্ত সহর' বলিয়া ঘোষণা করার প্রস্তাবে যে মনোবৃত্তি প্রকাশ পায়, তাহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় পরাজয়ের মনোবৃত্তি আর কি হইতে পারে?

পরিষদে ঐ দিন মন্ত্রী শ্রীযুত বসু বাজেটের 'ভারতে অসামরিক ব্যয়' খাতে ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেন এবং সমস্ত সন্ধ্যাটাই উক্ত বে-সামরিক দেশরক্ষার ব্যয়-বরাদ্দের আলোচনায় অতিবাহিত হয়।

১লা এপ্রিল হ-তে ডাক মাশুলের হার

গত ২০শে মার্চ্চ একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে মণি-অর্ডারের মাশুলের হার সংশোধিত হইবে এবং প্রতি দশটাকা বা উহার ভগ্নাংশের জন্য দুই আনা হিসাবে মণিঅর্ডারের মাশুল ধার্য্য করা হইবে। ভি পি পার্শ্বেল যোগে যে সমস্ত জিনিষপত্র প্রেরিত হইবে সেই জিনিষপত্রের উপরও পূর্ব্বোক্ত হারে মাশুল আদায় করা হইবে।

বর্ত্তমানে ইনসিওর করিতে হইলে যে মাশুল আদায় করা হয় ঐ তারিখ হইতে সেই মাশুলের হারও বর্দ্ধিত হইবে। ডাক বিভাগীয় ইস্তাহারে এই সংশোধিত মাশুলের হার বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে।

আয় কর সম্পর্কে ইস্তাহার

গত ২০শে মার্চ্চ একখানি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,—

১৯৪২-৪৩ সনের ফাইন্যান্স বিল পরিষদে যে আকারে গৃহীত হইয়াছে, সেই আকারে আইনে পরিণত হইলে, যে সকল ব্যক্তির আয় বার্ষিক ১৫০০৲ টাকার উর্দ্ধ কিন্তু ২০০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ তাঁহাদের আয়ের প্রথম ১৫০০৲ টাকা বাদে অবশিষ্ট অংশের উপর টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে আয়কর ধার্য্য করা হইবে। তবে তাঁহারা যদি প্রথম ১৫০০৲ টাকার অতিরিক্ত আয়ের প্রত্যেক প্রতি ২৫৲ টাকায় ১৲ টাকা হারে পোষ্ট অফিস ডিফেন্স সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখেন, তাহা হইলে আয়কর আদায় করা হইবে না।

আয়কর আইনের ১৮ ধারা অনুসারে, ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ বা তাহার পর কর্ম্মচারীদিগকে বেতন দিবার সময় উক্ত কর্ম্মচারীর বার্ষিক আয় ১৫০০৲ টাকার অধিক হইলে, পূর্ব্ব বর্ণিত নিয়ম অনুসারে উহা আয়কর কাটিয়া রাখিয়া তাহা আয়কর বিভাগে প্রেরণ করা নিয়োগকারীর পক্ষে অবশ্য করণীয়। তবে কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তনের পরিবর্ত্তে যদি ডিফেন্স সেভিংস ব্যাঙ্কে পূর্ব্বোক্তভাবে জমা রাখিতে চাহেন তাহা হইলে নিয়োগকারী আয়করের পরিবর্ত্তে জমার টাকা পূর্ব্ব বর্ণিত হারে কাটিয়া রাখিয়া উক্ত কর্ম্মচারীর নামে পোষ্ট অফিস ডিফেন্স সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দিবেন। টাকা কাটিয়া রাখিবার পূর্ব্বেই কর্ম্মচারীদিগকে এই বিধান তাহাদিগকে জানাইয়া, তাহাদের অভিপ্রায়-অনুসারে টাকা কাটিয়া রাখিতে হইবে।

ফাইন্যান্স বিল আইনে পরিণত হইলে এতৎসম্পর্কে বিস্তারিত বিধানাবলী প্রচার করা হইবে।

আটার দর নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা বিধানের ৮১ ধারা অনুসারে গত ২০শে মার্চ্চ আদেশে আটার দর নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন,—লাল আটা—পাইকারী বাজার দর ৭৷৴০ মণ, খুচরা ৮০ মণ বা প্রতি সের ৶৭০ (সাড়ে তের পয়সা); সাদা আটা—পাইকারী বাজার দর ৮৷৴০ মণ, খুচরা ৯৲ মণ বা প্রতি সের ৶১২৷০ (সাড়ে চৌদ্দ পয়সা)।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনাথগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীঅনঙ্গকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ
• [illegible]

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া 'ভক্তিলোক'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ- শ্রীমায়াপুর,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী[illegible]শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিভাষিণী'-টীকা ও 'অনুবাদ'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-মণ্ডলীর প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২০ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১২ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৬শে মার্চ, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ বিষ্ণু, বৃহস্পতি বারশোদশারী, গৌরাব্দ ৪৫

শ্রীগঙ্গা

—:০:(*):০:—

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা ও শ্রীভক্ত—এই চারি মূর্ত্তিতে প্রপঞ্চে স্বীয় বিগ্রহ প্রকাশ করেন। যদিও এই চারি মূর্ত্তিকে সহসা দর্শন করিলে ভগবান্ বলিয়া জানা যায় না, তথাপি এই চারিটি ভগবৎসম্বন্ধি-বস্তু ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহরূপে পূজিত হন। বহির্বিচারে শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজাবুদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করা হইলেও শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা ও শ্রীবৈষ্ণব—ইঁহারা অভিন্ন ঈশ্বর-বস্তু ও প্রভুতত্ত্ব,—ইহাই শাস্ত্র-বাক্য। শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

"ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিজনে।
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্মমাত্র এই চারি ঈশ্বর'—বেদে কয়॥"

শ্রীগঙ্গা বৈকুণ্ঠবস্তু। শ্রীগঙ্গা সাক্ষাৎ হরিজলামৃত। এই গঙ্গার নাম শ্রবণ করিলে এবং গঙ্গার উপর দিয়া যে সমীরণ প্রবাহিত হয়, তাহা গাত্রে লাগিলে হরিভক্তি হয়। ভাগবতগণ গঙ্গা দর্শন, স্পর্শন, স্তুতি, প্রণতি ও স্নান-পানাদি করিয়া গঙ্গার সেবা করেন। সাদৃশ পতিত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই শ্রীগঙ্গা প্রপঞ্চে অবতীর্ণা। গঙ্গা-জলপান ও গঙ্গা-স্নান করিলে জীব সংসার হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধভক্তি-লাভের সৌভাগ্য পায়। ভক্তগণ গঙ্গাতীরে বাসও করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"হে সার্ব্বভৌম, দারুব্রহ্মরূপ শ্রীজগন্নাথদেবকে আরাধনা কর; আর হে বিদ্যাবাচস্পতি, তুমি শ্রীনবদ্বীপ-ধামান্তর্গত বিদ্যানগরে বসিয়া জল-ব্রহ্মরূপ গঙ্গার সেবা কর।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"সার্ব্বভৌম, বাচস্পতি—দুই ভাই।
দুই জনে কৃপা করি' কহেন গোসাঞি॥
'দারু'-'জল'-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
'দরশন'-'স্নানে' করে জীবের মুকতি॥
'দারু-ব্রহ্ম'-রূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী হন সাক্ষাৎ 'জলব্রহ্ম'-সম॥
সার্ব্বভৌম, কর দারু-ব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি, কর জল-ব্রহ্মের সেবন॥"

বহু-স্থলে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগঙ্গা-দেবীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-পাঠে আমরা জানিতে পারি,—

"নিত্যানন্দ-সঙ্গে করি' গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা-গঙ্গা' বলি' বহু করিলা স্তবন॥
পূর্ণ করি' করিলেন গঙ্গা-জল পান।
পুনঃ-পুনঃ স্তুতি করি' করেন প্রণাম॥
'প্রেমরস-স্বরূপ তোমার দিব্যজল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তা'র বিষ্ণুভক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার প্রসাদে সে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন॥
কীট, পক্ষী, কুক্কুর, শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তা'র সমা॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর॥"

বিভিন্ন শাস্ত্রে শ্রীগঙ্গার মহিমা প্রচুররূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, —"হে ভগবন্! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে সুবিস্তৃত এবং ত্রিজগতের ভূষণ-স্বরূপ ভবদীয় যশোরাশি এবং স্বর্গে 'মন্দাকিনী'-নামে, পাতালে 'ভোগবতী'-সংজ্ঞায় ও পৃথিবীতে 'গঙ্গা'-নামে প্রসিদ্ধ ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম-প্রক্ষালন-বারি বিশ্বকে পবিত্র করিতেছে। মহাত্মা বলিরাজ আপনার পাদপদ্ম-যুগল প্রক্ষালন করিয়া পুণ্যকীর্ত্তি-ভাজন হইয়াছেন এবং অতুল ঐশ্বর্য্য ও ঐকান্তিক-ভক্তোচিত গতি লাভ করিয়াছেন। আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সম্ভূত অপ্রাকৃত সলিল ত্রিভুবন পবিত্র করিয়াছে। স্বয়ং মহাদেবও গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন এবং সগর-সন্তানগণ উঁহার স্পর্শে স্বর্গলাভ করিয়াছে। সপ্তর্ষিগণ গঙ্গার প্রভাব উত্তমরূপে অবগত আছেন। তাঁহারা 'ইনিই তপস্যার আত্যন্তিকী সিদ্ধি, ইহার অধিক আর কিছু নাই'—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অদ্যাবধি ঐ বারিরাশিকে স্ব-স্ব জটা-সমূহদ্বারা ধারণ করিতেছেন। তাঁহারা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে নিরন্তর ভক্তিযোগ লাভ করিয়া অন্যান্য পুরুষার্থ ও আত্মজ্ঞান প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। মুমুক্ষুগণ যেমন মুক্তিকে বহুমানন করিয়া থাকেন, সেই-রূপ সপ্তর্ষিগণ বিষ্ণু-পাদপদ্মোদ্ভূতা শ্রীগঙ্গাকে পরমাদরে অঙ্গীকার করেন। দৃঢ়-সংকল্প উত্তানপাদতনয় পরম-ভাগবত শ্রীধ্রুব বিষ্ণু-পদ-ধ্রুবলোকে অবস্থানপূর্ব্বক 'ইহা আমাদের কুলদেবতা ভগবান্ শ্রীহরির চরণোদক'—এই মনে করিয়া এখনও পরমাদরে মস্তকোপরি শ্রীগঙ্গাকে ধারণ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"যোঽসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী জনার্দ্দনঃ।
স এব দ্রবরূপেণ গঙ্গাম্ভো নাত্র সংশয়ঃ॥"

—সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপ জনার্দ্দন দ্রবরূপে গঙ্গাবারি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীহরিভক্তি-কল্পলতিকা-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়— "শ্রীহরিপাদপদ্মমধু-পরিপূর্ণ প্রবাহশালিনী, আনন্দ-নির্ঝরিণী, মূর্ত্তিমতী শ্রীকৃষ্ণভক্তির ন্যায় বিরাজমানা, মহেশ্বরের জটা-স্থিত কুসুমমালারূপিণী শ্রীগঙ্গাদেবীকে বন্দনা করি।"

শ্রীগঙ্গা জলরূপে আবির্ভূত হইলেও জল নহেন। এই ভুবনপাবনী গঙ্গা আমাদের সকলেরই উপাস্যা। ভগবদ্ভক্ত স্বেচ্ছায় জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য যে-কোন রূপে বা যে-কোন স্থানে আবির্ভূত হইতে পারেন। সুতরাং শ্রীগঙ্গাকে জল-বুদ্ধি করিলে নরকগামী অনিবার্য্য। গঙ্গামাহাত্ম্যে শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"শ্রীভক্তপাদপদ্ম সাক্ষাৎ ভগ-বানের ন্যায় বা অপেক্ষা মানবজাতির প্রতি অধিকতর করুণা-বিশিষ্ট হইয়া আমাদের ন্যায় কলিহত, পতিত, দুর্গত জীবকে পাবন, উদ্ধার ও ভগবানের সহিত মিলিত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় যে-কোন স্থানে যে-কোন রূপে আবির্ভূত হন। যেমন মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ বা নৃসিংহ—এই চারিরূপে ভগবান্ বা পক্ষি-রূপে বৈকুণ্ঠবাসী গরুড় ও জটায়ু, কপিরূপে বৈকুণ্ঠশ্রেষ্ঠ হনুমান ও সুগ্রীবাদি, সুরাজন-রূপে দর্শ-ব্যাস, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, বলি ও ধ্রুব, রাক্ষসকুলে বিভীষণ, পশুকুলে গজেন্দ্রাদি, বৃক্ষরূপে শ্রীতুলসী, শিলারূপে শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোবর্দ্ধন, জলরূপে শ্রীগঙ্গা, শ্রীযমুনা ও শ্রীকুণ্ডাদি সরোবর এবং অগ্নিরূপে বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীদেব স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাদিগকে জড়রূপে অবতীর্ণ বলিয়া জড়বস্তুবুদ্ধিতে দর্শন করিলে অনন্ত নরক অবশ্যম্ভাবী।"

এই শ্রীগঙ্গা গৌরাবতারে গঙ্গা-নাম্নী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই শ্রীগঙ্গাদেবী শ্রীচৈতন্য প্রভুর ভক্ত। শ্রীভক্তিরত্নাকর বলেন,—

"গঙ্গাদেবী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা হয়।
তাঁ'র ভর্তা আচার্য্য মাধব ভক্তিময়॥"

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন,—

"বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসীৎ সা নিজকন্যকা।
নিত্যানন্দাত্মজা জাতা মাধবঃ শান্তনুর্নৃপঃ॥"

— যিনি বিষ্ণুপাদসম্ভূতা গঙ্গা, তিনি নিজ-প্রাণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যারূপে অবতীর্ণ। রাজা শান্তনু তাঁহার পতি মাধব আচার্য্য॥

শ্রীগঙ্গা পতিতপাবনী, সর্ব্বপাপবিনাশিনী। গৌরপার্ষদ শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভু বলিয়াছেন,—

"এক নদী তোমার অদ্ভুত কথাবলী।
আর নদী পদ-নীর বহে গঙ্গা হই'॥
তিন লোক-পাপ হরে—দোঁহার শকতি।
দুই তীর্থে স্নান করে ধন্য মহামতি॥
ভক্তিযোগে স্নান করি' এক তীর্থজলে।
অন্যজনে আর তীর্থে স্নানপান করে॥
এইরূপে দুই তীর্থে করে স্নান-পান।
মহাভাগবত হয় বিমল-সেবান॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ সকলেই গঙ্গাতীরে বাস ও গঙ্গা-স্নানাদি করিয়াছেন। শ্রীগঙ্গা বিষ্ণুবস্তু; তাঁহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি, ভোগ্য-বুদ্ধি বা সাধারণ জল-বুদ্ধি করিলে অপরাধ হয়। ভক্তগণ অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও গঙ্গাস্নান করেন না; শ্রীভগবানের সুখের জন্যই তাঁহারা গঙ্গা-স্নান করেন।

গঙ্গাকে বিষ্ণুবস্তু জানিয়া ভক্তগণ যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, অন্য কেহই তাদৃশ সম্মান প্রদর্শন করিতে পারেন না। গঙ্গাকে বিষ্ণু হইতে অভিন্ন-বোধে ভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে উত্তমাঙ্গে স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবরাজ শম্ভুই তাহার নিদর্শন। গৌরপার্ষদ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু পাদস্পর্শভয়ে গঙ্গাস্নান করিতেন না, এমন কি, লোকসকল গঙ্গায় প্রাকৃত জলবুদ্ধি করিয়া কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশসংস্কার করিত বলিয়া তিনি দিবাভাগে গঙ্গা দর্শন পর্য্যন্ত করিতেন না। কর্ম্মিগণকে এক দিকে গঙ্গার পূজা বুদ্ধি, অন্য দিকে সামান্য জলজ্ঞানে দন্তধাবনাদি অনাচার করিতে দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখের উদয় হয়; কিন্তু মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণ যে গঙ্গা-স্নানাদি কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের আচরণ ঐ সকল কর্ম্মীর অপরাধপূর্ণ আচরণের সহিত কখনই এক নহে; তাহা কখনও শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিপ্রভুর দুঃখের কারণ হইতে পারে না। এস্থলে সংশয় হইতে পারে—শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু জল-ব্রহ্মজ্ঞানে গঙ্গাস্নানাদি করিতেন না, আবার অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কার্য্যে রত থাকিতেন। ইহাদের আচরণ পরস্পর বিরুদ্ধ। এই বিরোধের সমাধান কি? ইহার একমাত্র সমাধান এই যে, ভক্তগণের আচার প্রাকৃত চক্ষে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও বস্তুতঃ বিরুদ্ধ নহে, এক তাৎপর্য্যপর। ভক্তগণ বিভিন্নপ্রকার আচরণের দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আচরণে গঙ্গা যে অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তু, তাঁহাতে কর্ম্মিগণের ন্যায় প্রাকৃতবুদ্ধি অপরাধ—ইহাই জানা যায়; আবার অন্য দিকে ভক্তের আনুগত্যে চিন্ময়ী বুদ্ধির সহিত স্নান-পানাদির দ্বারা গঙ্গা-সেবা করাই কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই বিষ্ণুর সন্তোষ হয়—ইহাই বুঝা যায়। অতএব উভয়েরই আচরণ এক-তাৎপর্য্যপর। গঙ্গাস্নানাদি যাবতীয় কার্য্য ভক্তের আনুগত্যেই করিতে হইবে, তাহা হইলেই সেইসকল কার্য্য ভগবানের সন্তোষ-উৎপাদনে সমর্থ হইবে।

ভক্তগণের গঙ্গাতে কোনপ্রকার ভোগ-বুদ্ধি নাই; শ্রীগঙ্গা তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণ-সেবোদ্দীপন-বিভাবরূপে স্ফুরিত হন। তাঁহারা গঙ্গোদককে জাতিসামান্যবুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে 'প্রেমদ-স্বরূপ' জলব্রহ্ম জানিয়া তাঁহার সেবা করেন।

শুনা যায়, ভগবদ্ভক্ত শ্রীল বলদেব গোস্বামী প্রভুও কেন্দুবিল্ব হইতে প্রত্যহ ১৮ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন।

কেশাবতার-খণ্ডন

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।২৬ শ্লোকে,) বিষ্ণু-পুরাণে ও মহাভারতে কেশাবতারের উল্লেখ আছে। শ্রীহরি (ক্ষীরোদশায়ী) আপনার মস্তক হইতে শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটী কেশ উৎপাটন করিয়াছিলেন। কেশদ্বয় বসুদেব-স্ত্রী রোহিণী ও দেবকীতে প্রবিষ্ট হইলে প্রথম শ্বেতকেশ হইতে বর্ণানুসারে বলদেব ও দ্বিতীয় কৃষ্ণকেশ হইতে কৃষ্ণ উৎপন্ন হইলেন। এইরূপ বর্ণন বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতে দৃষ্ট হয়:—

"ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ
কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি॥"
(ভাঃ ২।৭।২৬)

—অসুর-স্বরূপ নৃপতিগণের সৈন্যসমূহদ্বারা এই পৃথিবী নিপীড়িতা হইলে ধরার ভারনাশের জন্য সেই সিতকৃষ্ণকেশ অংশরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ মহত্ত্বসূচক কার্য্য করিবেন।

উপরি-উক্ত শাস্ত্রবচনগুলি বিচার করিলে রামকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের অংশ—ইহাই নিশ্চিত হয়। বস্তুতঃ এরূপ সিদ্ধান্ত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। এতদ্বিষয়ে আচার্য্যগণের সুসিদ্ধান্ত নিম্নে বিবৃত হইতেছে:—

১। শ্রীধরস্বামী ('ভাবার্থদীপিকা'-২।৭।২৬) বলিতেছেন,— 'সিতকৃষ্ণকেশ'-অর্থে শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশবিশিষ্ট শ্রীহরি। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের দ্বারা ভগবানের শোভাই দ্যোতিত হইয়াছে। উহা বয়ঃপরিণামজনিত নহে; কেন-না, ভগবদ্দেহ অবিকারী। বিষ্ণুপুরাণে যে ভগবানের দুইটী কেশ উৎপাটনের কথা এবং মহাভারতে যে তাহা হইতে রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য 'কেশাবতার' মাত্র নহে, কিন্তু অসুরগণের ভারাবতরণরূপ কার্য্য। ঐ ভারাপনোদন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অতি সামান্য। উহা তাঁহার কেশদ্বয়ই করিতে সমর্থ। এই বাক্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণসূচনার্থ কেশোদ্ধার কার্য্য অবগত হওয়া যায়। অন্যথা পূর্ব্বাপর-বিরোধ উপস্থিত হয়, ভাঃ ১।৩।২৮ শ্লোকে (এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্) যে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহার সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়।

২। শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু (লঘুভাগবতামৃত - পূর্ব্বখণ্ড, ১১ শ্লোকে) 'কেশাবতার'-খণ্ডনমুখে বলিয়াছেন,—

"নৈবং তোঃ শ্রবতাস্ত্র
শঙ্কার্থো বিধীয়তে।
কলয়া শিল্পনৈপুণ্যবিশেষবিধিনা সিতাঃ।
বতাঃ কৃষ্ণা অভিজ্ঞাতাঃ
কেশা যেনেতিবিগ্রহঃ।
স এবোক্ত বৈদগ্ধীবিশেষোৎকর্ষ ঈরিতঃ॥
কিংবা কঃ কলয়াংশেন তাং
সিতকৃষ্ণকেশকঃ।
স এবাত্রাবতীর্ণোহভূৎ শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ॥"

—"হে বিরুদ্ধার্থ-বাদিগণ, তোমরা কৃষ্ণকে ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের অংশাবতার বলিতে পার না। এই ভাগবতপদ্যের (২।৭।২৬ শ্লোকের) অর্থ বলিতেছি, শ্রবণ কর। 'কলয়া' (কলাদ্বারা)-শব্দে শিল্পনৈপুণ্যবিশেষ-বিধান-দ্বারা, 'সিত' অর্থে 'বদ্ধ', 'কৃষ্ণ' অর্থে 'আভরণ ভাস্বর্ণ' 'কেশ'। ইহা দ্বারা তাঁহার রূপ-চাতুর্য্যের উৎকর্ষই বর্ণিত হইল। অথবা যিনি কলাদ্বারা অর্থাৎ অংশের দ্বারা শ্বেতকৃষ্ণকেশকলাপে সুশোভিত ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, তিনি (সেই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু) যাঁহার অংশে আবির্ভূত, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" শ্রীরূপপাদ লঘুভাগবতামৃত - পূর্ব্বখণ্ড, ১৮ শ্লোকে আরও বলিয়াছেন,—"বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি বজ্রকে বলিয়াছেন,—'এ গৃহস্থিত এই পুরুষ তোমার পিতা অনিরুদ্ধ'। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ীর অবতার হইলে মার্কণ্ডেয় মুনি বজ্রকে ঐরূপ বাক্য বলিতেন না; কেন-না, কৃষ্ণ বজ্রের পিতা নহেন, কিন্তু প্রপিতামহ, অতএব কৃষ্ণকে ক্ষীরোদশায়ীর শ্বেতকৃষ্ণকেশদ্বয়ের অবতার বলিয়া যে ভ্রম ছিল, তাহা দূরে পরাহত হইল।

৩। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের সর্ব্বসম্বাদিনীতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

"কিং বিত্তে বিদ্যতে";—এই ভাগবতের (১১।২।১৩২ শ্লোকের) টীকায় 'কেশ'-শব্দ-ব্যাখ্যানে মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের বাক্যসকল উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা,—

"স দেবানভ্যনুজ্ঞায় বিবিক্তে ত্রিদশালয়ে।
জগাম বিষ্ণুঃ স্বং দেশং
ক্ষীরোদস্যোত্তরাং দিশম্॥
তত্র বৈ পার্ব্বতী নাম গুহা দেবৈঃ সুদুর্গমা।
ত্রিভিস্তস্যৈব বিক্রান্তৈর্নিত্যং
পর্ব্বসু পূজিতা॥
পুরাণং তত্র বিন্যস্য দেহং হরিরুদারধীঃ।
আত্মানং যোজয়ামাস বসুদেবগৃহে প্রভুঃ॥"
(হরিবংশ ৫৬।৪৯-৫১)

—অর্থাৎ বিষ্ণু দেবতাদিগকে স্বর্গে যাইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং ক্ষীরোদসাগরের উত্তর দিকে গমন করিলেন। তথায় দেবতাদিগের দুর্গমা 'পার্ব্বতী'-নাম্নী এক গুহা আছে। বিষ্ণুর পরাক্রমশালী তিনজন পুরুষের দ্বারা প্রতিপর্ব্বে সেই গুহা পূজিতা হন। উদার-বুদ্ধি শ্রীহরি স্বীয় পুরাণ-দেহ তথায় নিক্ষেপ ক'রে বসুদেব-গৃহে আত্মযোজনা করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, পালনকর্ত্তা অবতার বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ দেবতাগণের প্রার্থনায় তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং স্বীয় অংশী ও অবতারী বাসুদেবে আত্মযোজন করিলেন বা মিলিত হইলেন। বাসুদেবের দেহে থাকিয়া তিনি অসুরকুল ধ্বংস করিয়া থাকেন। অসুরকুল বিনাশ, পৃথিবীর ভারাপনোদন প্রভৃতি কার্য্য স্বয়ংরূপ ভগবানের নহে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিচরণ তদীয় 'কৃষ্ণ-সন্দর্ভ'-গ্রন্থে (২৯ সংখ্যায়) শ্রীল স্বামিপাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিয়া এই প্রকার তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"হে দেবগণ, তোমরা আমাকে অবতীর্ণ করাইবার নিমিত্ত কেন এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ? আমি 'অনিরুদ্ধ'-নামক পুরুষের প্রকাশবিশেষ ক্ষীরোদ-সমুদ্রস্থিত শ্বেত-দ্বীপাধামের ঈশ্বর। আমার কেশদ্বয় অর্থাৎ শিরোধার্য্য বা নিয়ন্তিগণ পূজ্য যে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ, তাঁহারা উভয়েই স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন। ভূভারহরণ তাঁহাদের দ্বারাই হইবে। উহা তাঁহাদের পক্ষে অতি সামান্য কার্য্য মাত্র।

মুক্তাফল-টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—'ক' অর্থাৎ সুখ, 'ঈশ' শব্দের অর্থ স্বামী। ক+ঈশ—সুখ-স্বামী বা একমাত্র সুখ-প্রদাতা শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহাদিগকে আপনার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন অর্থাৎ অনিরুদ্ধ বিষ্ণু তাঁহাদিগকে আপনার নিকট প্রকট করিয়াছিলেন।"

যাঁহারা 'সিতকৃষ্ণ'-পদে 'শুক্লকৃষ্ণকেশ'—এরূপ অর্থ করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত শুদ্ধ নহে; কেন-না, দেবতা-বাক্যেই অসম্ভাবিত

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

হইয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সবিকারী ভগবানের আবরিত কেশের শুক্লতা কখনই সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না। আবার তাঁহার কেশ স্বভাবতঃই শ্বেতকৃষ্ণ, তাহারও কোনও শাস্ত্র-প্রমাণ নাই; এই নিমিত্ত নৃসিংহ-পুরাণে কৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে কেশ-শব্দের প্রয়োগ না করিয়া শক্তি-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; যথা, নৃসিংহপুরাণে—

"বসুদেবাচ্চ দেবক্যামবতীর্য্য যদোঃ কুলে।
সিতকৃষ্ণে চ মচ্ছক্তী কংসাদ্যান্ ঘাতয়িষ্যতঃ।"

—অর্থাৎ যদুকুলে বসুদেব হইতে দেবকীতে অবতীর্ণ হইয়া আমার সিত ও কৃষ্ণশক্তিদ্বয় কংসাদি অসুরবর্গকে নিহত করিবে।' এস্থলে কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, 'অংশ' উপলক্ষ করিয়াই কেশ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে; বস্তুতঃ তাহা নহে; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ নিখিল শক্তির আধার ও আদিপুরুষ। এতদ্বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হইলে দৃঢ়সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার হেতু বর্ত্তমান আছে। 'কৃষ্ণ', 'বিষ্ণু' প্রভৃতি শব্দসকলের যে অর্থ প্রতীত হয়, তন্মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না, শ্রীভগবান্ই ঐসকল শব্দের বাচ্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে কাহারও শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। আবার কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যকোনও ভগবদবতারের কদাচন 'ভগবান্'-আখ্যায় অভিহিত হন না। এইজন্য মহাভারতে কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

ভগবান্ বাসুদেবশ্চ কীর্ত্ত্যতেঽত্র সনাতনঃ।
শাশ্বতং ব্রহ্ম পরমং যোগিধ্যেয়ং নিরঞ্জনম্।

—অর্থাৎ এই ভারত-শাস্ত্রে সনাতন ভগবান্ বাসুদেব কীর্ত্তিত হয়েন। তিনিই যোগিদিগের ধ্যেয় অঞ্জনরহিত নিরুপাধিক শাশ্বত পরব্রহ্ম। ভগবৎস্বরূপ যে কালাতীত এবং কাল তাঁহার অধীন, তিনি কালের অধীন নহেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের (১।১১।৫) "ন যত্র কালপ্রভবেৎ পরঃ প্রভুঃ" (অর্থাৎ যে পাদপদ্মের উপর শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাদিরও কর্ত্তা কাল প্রভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না) প্রভৃতি বাক্যে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। তবে যে প্রভাসখণ্ডে 'কেশ'কে বালরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং সেই কেশের শুক্ল ও কালরূপ পালিত্যের লক্ষণ অর্থাৎ বার্দ্ধক্যহেতু ঐ কেশ শুক্লবর্ণ হইয়াছে, এইরূপ যে বর্ণন দেখা যায়, তাহা লোকগণের শুষ্কবৈরাগ্য প্রতিপাদন-প্রকরণের অন্তর্গত; সুতরাং 'দেবতাগণ-অর্থ-পূর্ব্বিত'—এই প্রতিপক্ষ মুখ্য অর্থের প্রমাণ অপেক্ষা প্রকরণগত প্রমাণ বলবান্ নহে। প্রভাসখণ্ডের ঐরূপ উক্তি ছল-উক্তি ("অভিপ্রায়ান্তরেণ প্রযুক্তস্যার্থান্তর-প্রকল্পনং ছলম্" অর্থাৎ অন্য অভিপ্রায়ে শব্দের অন্য অর্থ কল্পনা করিয়া যে দোষ প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম ছল) মাত্র। পদ্মপুরাণাদিতেও এরূপ ছলোক্তি দেখা যায়, যথা,—

"ব্রহ্মা যেনেত্যাদ্যজ চুর্ত্বৈব দশাবতার গহনে ক্ষিপ্তো মহাসঙ্কটে রুদ্রো যেন কপাল-পাণিপুটকে ভিক্ষাটনং কারিত ইত্যাদৌ তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে।"

অর্থাৎ 'ব্রহ্মা যাহার দ্বারা—এইরূপ বর্ণন আরম্ভ করিয়া বিষ্ণু দশাবতার-গহনে অর্থাৎ কখনও মৎস্য, কখনও কূর্ম, কখনও বরাহ প্রভৃতি রূপগ্রহণ জন্য মহাসঙ্কটে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, রুদ্রকে কপাল-পাত্র হস্তে ভিক্ষা করিতে হইয়াছে, অতএব সেই কর্ম্মকে নমস্কার।' এ স্থলে কর্ম্মপ্রভাবে তাঁহাদের ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, এরূপ বর্ণন করা শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে, কিন্তু কর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মমহিমা-প্রতিপাদনের জন্য শব্দসামর্থ্যের দ্বারা ছলে ঐরূপ উক্তি হইয়াছে। পরন্তু প্রভাসখণ্ডের কেশাবতার-প্রসঙ্গ শিব-শাস্ত্রোক্ত বলিয়া বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। বিষ্ণুতত্ত্ব বিচারে ঐ শাস্ত্রের উপযোগিতা নাই, বিশেষতঃ প্রভাসখণ্ড স্কন্দ-পুরাণের অন্তর্গত। স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয়ের প্রতি শ্রীশিববচন, যথা—

"শিবশাস্ত্রেঽপি তদ্গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগি যৎ ইতি।" অর্থাৎ ভগবচ্ছাস্ত্রের অনুকূল শিবশাস্ত্রের বচনসকলই গ্রহণীয়। শিবের এই নিজ বচন হইতেই তাঁহার বাক্যের অপ্রামাণ্য সূচিত হইয়াছে। সুতরাং বিষ্ণুতত্ত্ববিচারে উহার অনুপযোগিতা যুক্তিযুক্ত। পদ্মপুরাণে ও মৎস্যপুরাণে শিব-প্রতিপাদক পুরাণসকলের তামসত্ব নির্ণীত হইয়াছে। প্রভাসখণ্ডের উক্তগ্রন্থে চন্দ্রের কলঙ্ক প্রাপ্তির কারণ বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং বিষ্ণু—এইরূপ উল্লেখও হওয়ায় উক্ত প্রসঙ্গ নিজবাক্যের সাহায্যেই পূর্ব্বাপর বিরোধ-দোষদুষ্ট। অতএব কেশাবতারের তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর কেশাবতাররূপে নির্দ্দেশ করা নহে অথবা কেশের শুক্লত্ব ও কৃষ্ণত্ব প্রতিপাদন—এরূপও নহে; উহা বক্তার ছলোক্তি মাত্র। কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃই ঐরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের বক্তা রোমহর্ষণ-সূত ভাগবত অধ্যয়ন করেন নাই; কারণ, তিনি শ্রীবলদেবকেও অবজ্ঞা করিয়া ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। 'কেশ'-শব্দের অর্থ অংশু বা জ্যোতিঃ; যথা মহাভারতে শান্তিপর্ব্ব ৩৪১ অধ্যায় ৪৮ শ্লোকে—

"অংশবো যৎ প্রকাশন্তে মমৈতে কেশসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্দ্বিজসত্তমাঃ॥"

অর্থাৎ আমাতে যে জ্যোতিঃ প্রকাশিত তাহার নাম "কেশ", যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ আমাকে কেশব বলিয়া থাকেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় গোবিন্দসূরির পুত্র নীলকণ্ঠও 'ভারতভাব-দীপে' লিখিয়াছেন,—

"কেশৈঃ কেশবং সূর্য্যো সূর্য্যাদিরশ্মি-ভিস্ত্রিলোকং বা ব্যাপ্নোতি কেশবঃ।
কেশব-শব্দ-রশ্মিমত্ত্বচন্দ্রপ্রাপ্তি"।

অর্থাৎ কেশ-শব্দে কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম সূর্য্যাদির রশ্মিসমূহ, তদ্রূপে যিনি গমন করেন অর্থাৎ 'যদাদিত্যগতং তেজঃ' প্রভৃতি গীতাবচন অনুসারে সূর্য্যচন্দ্রাদিতে যে তেজঃ লক্ষিত হয়, তাহা ভগবানেরই। কেশব-শব্দের প্রসঙ্গে অন্যত্র ব্যক্তিরও জ্ঞানকন্দ লাভ হয়।

অতএব শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রসঙ্গে যে যে স্থানে 'কেশ'-শব্দের প্রয়োগ আছে, সে সব স্থানে তাহার 'জ্যোতিঃ' অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণে "শুক্লকৃষ্ণ কেশদ্বয় উৎপাটন করিলেন"—এই বাক্যের দ্বারা শুক্লকৃষ্ণজ্যোতিঃ শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণের অবতার সূচিত হইয়াছে। মহাভারতোক্ত 'কেশব'-শব্দে শ্রীমথুরার কেশবস্থান-নামক মহাযোগপীঠের অধিপতি শ্রীকেশব বুঝিতে হইবে। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারতে যে শ্বেত ও কৃষ্ণ কেশদ্বয় উৎপাটন করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, দেবতাগণ পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত অনিরুদ্ধ বিষ্ণু বা ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি শুক্ল ও কৃষ্ণকেশ অর্থাৎ জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণবলরামের ভাবী অবতারের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। অনিরুদ্ধ বিষ্ণু কৃষ্ণবলরামের অংশ। অংশে অংশীর তেজঃ বিদ্যমান থাকে।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও শ্রীলঘুভাগবতামৃত (পূর্ব্ব খণ্ড ১৭১ শ্লোকের) টীকায় 'কেশ'-শব্দের অর্থ অংশু বা জ্যোতিঃ বলিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও ভাঃ ২।৭।২৬ শ্লোকের টীকায় কেশাবতার-খণ্ডনমুখে সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিচরণের কৃষ্ণসন্দর্ভের বিচারের মধ্যেই পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের বিচারাদি অন্তর্ভুক্ত থাকায় সেইসকল আর পৃথক্‌ভাবে লিপিবদ্ধ হইল না।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

[১১]

গৌরহরির যে শ্রীমূর্ত্তি স্বকান্তিপ্রভাবে শৈশব-ক্রীড়াতেও আশ্রিত-দিগের একমাত্র সংমোহনকারিণী এবং যে শ্রীমূর্ত্তি কিশোরীশ্রেষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীর রসের আধার রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পূর্ণভাবের অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতি আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমতী রাধিকার যে পরমোৎকর্ষময় প্রেম, তাহার সাধারণ স্ফূর্ত্তিমতী লীলায় (অর্থাৎ রসরাজ-মহাভাবময় রূপের সাধ্যভাবে দিব্যোন্মাদ-লীলায়) আশ্রয়-স্বরূপকে আবিষ্ট করেন, নবদ্বীপের তীরে সেই [illegible] এক অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি আমার রুচির বিষয় হইতেছেন॥ ১২৯॥

'প্রেম'-নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কেই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা কৃষ্ণ-প্রেমের প্রবল মহামাধুরী-কন্দে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরমচমৎকার অধিরূঢ়মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে (উপাস্য-স্বরূপে) জানিত? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এইসমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন॥ ১৩০॥

শ্রীগৌর-রূপোল্লাস-নৃত্যাদি

যিনি পরিপূর্ণ প্রেমরসসুধা-সমুদ্রতরঙ্গ-কম্পিত গৌরকান্তি-কোটিদ্বারা বিশ্বকে আবৃত করিয়াছেন এবং যাঁহাকে শিব-বিরিঞ্চি-ব্যাসাদি মনীষিগণ নিরন্তর স্তব করিতেছেন, সেই আশ্চর্য্য পরব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর স্ফূর্ত্তি-কোটি-স্বর্ণ ভুবনমোহনী মূর্ত্তি প্রকট করিয়া স্বয়ং গঙ্গাপুলিনতটে নৃত্য করিতেছেন॥ ১৩১॥

কটিদেশে পট্টবস্ত্র, করযুগলে কঙ্কণ, বক্ষঃস্থলে হার, কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল, চরণে নূপুর, ঊর্দ্ধভাগে নিবদ্ধ সুকান্ত কেশপাশে প্রফুল্ল-মল্লিকা-মালা-রচিত চূড়া ধারণ করিয়া কে এই অপূর্ব্বাবতার পরমরসিক শিরোমণি গৌরবর্ণ পুরুষ নিজ নামকীর্ত্তনের সহিত নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছেন? ১৩২॥

নিজ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলে দেবতাগণ দুন্দুভি-বাদন করিতে লাগিলেন, প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, সিদ্ধগণ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা ভূমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন, মনোহর স্তোত্র-পাঠপূর্ব্বক মহর্ষিগণ প্রীতির সহিত স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১৩৩॥

শ্রীগৌরহরি মহাভাবামৃতরসে মগ্ন হইয়া কখনও হাস্য করিতেছেন, কখনও রোদন করিতেছেন, কখনও মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কখনও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, কখনও দ্রুতগমন করিতেছেন, আবার কখনও নৃত্য করিতেছেন, কখনও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, কখনও বা 'হা' 'হা' এইরূপ মহৎ শব্দ করিতেছেন, (এইরূপ নানাভাবে) প্রপঞ্চে বিহার করিতেছেন॥ ১৩৪॥

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক গৌরাঙ্গরূপে সুরধুনীর উপকূলে উপবেশনপূর্ব্বক গৈরিক বসন ধারণ ও করতলে শ্রীবদনের ভার উহার পাণ্ডুবর্ণ বিবর্ণ (বৈবর্ণ্যভাব-দ্যোতক) গণ্ডস্থলে স্থাপন করিয়া নয়নজলপ্রবাহে সম্মুখস্থ ভূমি কর্দ্দমাক্ত করিতে করিতে রাধাপাদপদ্মে ধ্যান বিভোর করিতেছেন॥ ১৩৫॥

অহো! পদাঘাত-রসে লসিত সুরভিত, অশ্রুবিন্দুদ্বারা পুলকিত অঙ্গকান্তি এবং অট্ট-অট্টহাস্যে শোভমান সম্পাদন করতে কাঁপিতে চরণ ভার গৌরকান্তিবিশিষ্ট, পবিত্র কটিতটে ভগবান্ মনোহর গৈরিক-বসনধারী কোন দিব্য পুরুষ পবন-বশতঃ ঐ সুন্দর পুষ্পোদ্যানে নৃত্য করিতেছেন॥ ১৩৬॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায় — এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর

১ম ও দিনের দর, পরবর্তী দিনের দর

প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৴৹	প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৭৲
" " ইঞ্চি	৪৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম ৫৲		৬৲	অর্দ্ধ কলম	২৮৲
অর্দ্ধ কলম ৮৲		৭৲	এক কলম	৩৫৲
এক কলম ১২৲		১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, দিনের সংখ্যার ভিক্ষা লওয়া।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। সজ্জনতোষণী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই ভক্তির আত্মবন্দনাত্মক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌড়-প্রকটগৌরবাণীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যপাঠরূপে ব্যবহার করিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপজর্জ্জরিত কলিযুগের সংসার এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৴৹ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৴৹ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

নেহোলার

সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক অবসাদের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণদের মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াও উহার খ্যাতি অতুলনীয়। [illegible] সংযুক্ত আহার এবং নূতন দুগ্ধান্ন করে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৴৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র —১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেতাগড়, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

সংবাদপত্রের হেডিং নিয়ন্ত্রণ

হেড লাইনের টাইপ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাংলা সরকার ভারতরক্ষা আইনানুসারে বাংলার সংবাদপত্রসমূহের উপর এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

জনসাধারণের মনে সাহস ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, এমন আতঙ্কজনকভাবে সংবাদ পরিবেশনের সুযোগ নিবারণ করার উদ্দেশ্যে এই আদেশ জারী করা হইয়াছে। উক্ত আদেশে এই প্রদেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহের দুই কলমের বেশী চওড়া কোন হেড লাইন হইতে পারিবে না এবং এইরূপ নিয়ন্ত্রণের ফলে সাধারণভাবে বড় অক্ষর চওড়া টাইপে হেডিং হইতে পারিবে না বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রাদেশিক প্রেস এডভাইসরী কমিটির সহিত পূর্ব্বাহ্নেই আলোচনার পর গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ জারী করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম বিভাগে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নূতন ক্ষমতা লাভ

গতবার ২১শে মার্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ, ভারতরক্ষা বিধানের ২৩ ধারার (৫) উপধারা অনুযায়ী চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা নোয়াখালী জেলায় তাহাদের আটক রাখিবার যে ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের উপর অর্পিত ছিল, তাহা প্রাদেশিক সরকারের নির্দ্দেশানুসারে উপরোক্ত তিন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ভারতরক্ষা বিধানের ১২৩ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী দুষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে।

বার্ত্তাবহ পারাবত

শত্রুপক্ষের পারাবত বাহকে শত্রুপক্ষের নিকট সংবাদ প্রেরণ কার্য্যে ব্যবহৃত না হইতে পারে, তজ্জন্য ভারতরক্ষা আইন অনুসারে একটি নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, আগামী ২৮শে মার্চ তারিখ হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি ঐ শ্রেণীর পারাবত রাখিতে বা উহার সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিবে না। যাহাদের ঐ শ্রেণীর পারাবত আছে, তাহাদিগকে অনুমতি পত্রের জন্য অবিলম্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

গত যুদ্ধে বৃটেনের ব্যয়

লণ্ডনের "ফাইনান্সিয়াল ম্যাগাজিন"এর উদ্বোধন উপলক্ষে এক বক্তৃতায় অর্থসচিব স্যার কিংসলি উড বলেন যে, গত মহাযুদ্ধে বৃটেন ৭৫০ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করে, উহার মধ্যে শতকরা ২৮৲ টাকা ট্যাক্স ও অন্যান্য রাজস্ব হইতে তোলা হয়। ১৯৪২ সালের শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেনের ব্যয় হইয়াছে ৯১১ কোটি পাউণ্ড; ইহার মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৪৪৲ টাকা রাজস্ব হইতে নির্ব্বাহ করা হইয়াছে। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এবং সর্ব্বোত্তম পূর্ব্বনীতি অনুসারে শত্রু নিধনের জন্য বেশী পরিমাণ ট্যাক্স ধার্য্য করা আবশ্যক।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ

একটি সংবাদে প্রকাশ, বাংলা সরকারের পূর্ত্ত বিভাগ কলিকাতায় ৩৫০ খানারও অধিক গৃহ গ্রহণ করিয়াছেন। বিমান আক্রমণের সময় জনসাধারণ এই গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে।

পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপানী ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা

নূতন অধিকৃত দেশগুলিতে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য জাপানের বহু প্রকারী পরিকল্পনা আছে।

বার্লিন রেডিওর একটি সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব্ব এশিয়ার জনসাধারণ যাহাতে সহজে জাপানী ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য একটি সহজবোধ্য বর্ণমালায় জাপানী ভাষা সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই ভাষায় হাজার শব্দ থাকিবে।

সংযুক্ত প্রদেশের বাজেট

প্রাদেশিক রাজস্বের উপর যুদ্ধের বর্ত্তমান প্রভাব সত্ত্বেও সংযুক্ত প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। উক্ত বৎসর মোট ১৭ কোটি ১২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় হইবে এবং ১৭ কোটি ৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। আগামী বৎসরের জন্য কোন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হইবে না।

বৎসরের প্রথমে সরকারী তহবিলে ১ কোটি ২৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা এবং বৎসরের শেষে ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা থাকিবে। আগামী বর্ষে আয়করের অংশস্বরূপ ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। এই অর্থ প্রধানতঃ আকস্মিক দেনাপাওনা এবং যুদ্ধের দরুণ সৃষ্টি অভাব উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীজগদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাত শ্রীভক্তিবিনোদ-ঠাকুর গ্রন্থ

'এই গ্রন্থ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ উঁহারা স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "ভক্তিভোগ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামলিপিকা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আবাহন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সমিতির প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২৫ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৪ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৮শে মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, শনিবার { ১১-১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ বিষ্ণু, ১৪ই চৈত্র, শনিবার; গৌরাব্দ ৪৫৬

কালযবন ও মুচুকুন্দ

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে অস্তি ও প্রাপ্তি-নাম্নী কংস-পত্নীদ্বয় পিতা জরাসন্ধের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের দুঃখের কথা জানাইলে মগধরাজ জরাসন্ধ তচ্ছ্রবণে শোকার্ত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে যাদবশূন্য করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল এবং প্রভূত সৈন্য লইয়া মথুরা অবরোধ করিল। ভূভারহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অবতারের কথা চিন্তা করিয়া ভূভার-স্বরূপ মগধরাজ-সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে সংকল্প করিলেন। সূর্য্যের সারথি, দিব্যাদি রথ ও দিব্য আয়ুধসকল আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবকে জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক মথুরাপুরী অবরোধের কথা জানাইয়া তাঁহাকে রথে আরোহণপূর্ব্বক বিপক্ষসৈন্য বিনাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইয়া শ্রীহরি পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিলে শত্রুসৈন্যের হৃদয় মহাভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। পরে জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইলে শ্রীকৃষ্ণ অল্প সময়ের মধ্যে শত্রু-সৈন্যগণকে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। শ্রীবলদেব যখন জরাসন্ধকে সিংহ-বিক্রমে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে পাশবদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন; কারণ, জরাসন্ধ পুনর্ব্বার ভূভার-স্বরূপ সৈন্যগণকে সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিলে, তাঁহার ভূভার-হরণের কার্য্যসাধনের সুযোগ হইবে।

পরাজিত জরাসন্ধ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া দুঃখিত-চিত্তে মগধরাজ্যে গমন করিল। জরাসন্ধ পুনঃ-পুনঃ পরাজিত হইয়াও সপ্তদশ-বার যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে তাহার যাবতীয় সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর অষ্টাদশবার সংগ্রামের সম্ভাবনাকালে শ্রীনারদ-কর্ত্তৃক প্রেরিত কালযবন-নামক বীর যুদ্ধার্থী হইয়া মথুরায় উপস্থিত হইল। শ্রীনারদের শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত বীরত্বের কথা শ্রবণ করিয়া কালযবন মথুরা আক্রমণ করিয়াছিল। অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিতে পারেন—ভগবদ্ভক্ত শ্রীনারদ ভগবদ্বিদ্বেষীকে এইসকল সংবাদ দিয়া ভগবান্ ও ভক্তগণকে এইরূপ উদ্বেগের মধ্যে ফেলেন কেন? এইরূপ কল্পনা বা চিন্তা মহাভাগবতবর শ্রীনারদের চরণে অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদর্শনার্থ ভগবদিচ্ছাতেই যে এইরূপ করিয়া থাকেন, তাহা আত্মাভক্তগণ বুঝিতে পারে না। শ্রীনারদ কংসকে বলিয়াছিলেন—'দেবতাগণ তোমার বিনাশ কর্ম্ম-পাকের বিষয় মন্ত্রণা করিতেছে। হে কংস! মথুরাতে তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নী আছে; তাঁহার অষ্টম-গর্ভজ সন্তান হইতে তোমার মৃত্যু হইবে।' শ্রীনারদের এইসকল অলৌকিক কার্য্য-কলাপ বুঝিতে না পারিয়া পাছে তাঁহার চরণে কেহ অপরাধ করে, তজ্জন্য ভগবৎপার্ষদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন,—"দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট ভগবানের অবতারের কথা জানাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা উচিত নয়; কারণ, শ্রীনারদ সর্ব্বদা জীবের হিতের নিমিত্তই কার্য্য করিয়া থাকেন। ভগবান্ শীঘ্র আবির্ভূত হইলে দৈত্যপীড়িত দেবকুলের আনন্দ হইবে এবং তিনিও আপনার অভীষ্ট-দেবকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইবেন। কংসকে ভগবানের দ্বারা নাশ করাইয়া তাহার সদ্গতি দান এবং যাঁহারা কংসের দাসত্ব স্বীকার করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে ভগবানের আবির্ভাব-সম্বন্ধে নিশ্চয় জানাইয়া তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জনপূর্ব্বক আনন্দবিধান প্রভৃতি নানাবিধ শুভ কারণে দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট নিগূঢ়-বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।"

পৃথিবীতে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় কালযবন যাদবগণকে আত্মতুল্য বীর্য্যবান্ শ্রবণ করিয়া মথুরায় গমনপূর্ব্বক তিনকোটি ম্লেচ্ছসৈন্যে নগর অবরোধ করিল। শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে, এই মহাবল কালযবন আজ আমাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। আমরা কালযবনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে জরাসন্ধ আসিয়া নিশ্চয়ই আমাদের অসহায় বন্ধুগণকে হত্যা করিবে অথবা নিজপুরীতে লইয়া যাইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রমধ্যে দ্বাদশ-যোজন-বিস্তৃত একটী দুর্গ ও তন্মধ্যে এক বিচিত্র নগর প্রস্তুত করিলেন এবং যোগবলে আত্মীয়বর্গকে তথায় আনয়ন করিলেন। ঐ নগরে অবস্থিত প্রজাগণ ক্ষুৎপিপাসাদি ষড়্বর্গে অভিভূত হইত না।

আত্মীয়গণকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিরস্ত্র হইয়া বহির্গত হইলে কালযবন তাঁহার শ্রীঅঙ্গে নারদ-বর্ণিত লক্ষণানুসারে ভগবচ্চিহ্নাদি দর্শন করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত্র দেখিয়া নিজেও নিরস্ত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে ধাবিত হইল। পরমকৌশলী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভয়ে ভীত হইবার লীলাভিনয় করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে-ক্রমে এক পর্ব্বত-গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। কালযবনও সেই গুহায় প্রবেশ করিয়া শয্যাশায়ী অপর এক পুরুষকে দেখিতে পাইল। শ্রীকৃষ্ণ ছল করিয়া এখানে শয়ন করিয়া আছে—মূর্খ যবন এইরূপ মনে করিয়া সেই শয়ান পুরুষকে পদাঘাত করিল। দীর্ঘকাল নিদ্রিত সেই পুরুষ পদাঘাতে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে করিতে কালযবনকে দেখিতে পাইলেন। তখন কালযবন সেই ক্রুদ্ধ পুরুষের তীব্র-দৃষ্টিতে এবং অঙ্গজাত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মীভূত হইল।

এই নিদ্রিত মহাপুরুষ ইক্ষ্বাকু-বংশে উৎপন্ন, রাজা মান্ধাতার পুত্র এবং মুচুকুন্দ-নামে খ্যাত। ইনি ব্রহ্মপরায়ণ ও সত্য-প্রতিজ্ঞ ছিলেন। পুরাকালে ইন্দ্রাদি দেবগণকে অসুরগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইনি অসুরগণের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে স্বর্গরক্ষক সেনাপতিরূপে লাভ করিয়া মুচুকুন্দকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে শ্রীমুচুকুন্দ দেবতাগণকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নিদ্রাবর গ্রহণ করতঃ গুহামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শয়ন করিয়াছিলেন।

কালযবন ভস্মীভূত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দকে নিজস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অবনত হইয়া তাঁহাকে নানাভাবে স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে কৃষ্ণ, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আপনার মায়ায় মোহিত। অনর্থযুক্ত হইয়া তাহারা আপনার সেবা করে না, পরন্তু পরস্পর বঞ্চিত হইয়া দুঃখের আলয়স্বরূপ গৃহেতে আসক্ত হইয়া থাকে। ভাগ্যক্রমে দুর্লভ

মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও মন্দভাগ্য জীব আপনার পদযুগলের সেবা করে না, পরন্তু পশুর ন্যায় বিষয়-সুখ-বাসনারূপ গৃহরূপ অন্ধকূপে পতিত হইয়া থাকে। আমিও দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া আপনার পাদপদ্ম চিন্তা করি নাই। হে অচ্যুত! সংসারাসক্ত জীবের যেকালে এতদ্দশার ক্ষয় হয়, তখনই সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকে এবং যখন সৎসঙ্গ হয়, তখনই আপনার প্রতি রুচি বা প্রীতি হইয়া থাকে। অতএব আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবা ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করি না। আমি আপনার অশোক-অভয় পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলাম; আপনি আমাকে রক্ষা করুন।" এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"হে মুচুকুন্দ, তোমার চিত্ত সর্বতোভাবে নির্মল হইয়াছে। আমার একান্ত ভক্তগণের চিত্ত যদি বিষয়প্রাপ্তিতেও কদাচিৎ তাহাতে আসক্ত হয় না। হে রাজন্! তুমি আমার প্রতি মনোনিবেশ-সহকারে যথেচ্ছভাবে পৃথিবীতে বিচরণ কর। আমার প্রতি তোমার অকৈতবা ভক্তি সর্বদা বর্তমান থাকুক।"

শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়া মহারাজ মুচুকুন্দ তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গুহামধ্য হইতে নির্গত হইলেন এবং মনুষ্য, পশু, বৃক্ষলতাদিকে ক্ষুদ্রকায় দর্শনপূর্বক কলি উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া উত্তরদিকে গমন করিলেন। তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশপূর্বক গন্ধমাদন-পর্বতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় যবনসৈন্য-বেষ্টিত মথুরায় প্রত্যাবর্তন-পূর্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ধন-সম্পত্তি দ্বারকায় লইয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত মনুষ্য ও গো-সমূহ ধন লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিলে জরাসন্ধ ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ শ্রীরামকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। অতএব যাঁহাকে ভয় করে, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ মনুষ্যবৎ ভয়যুক্ত হইয়াও তাঁহার প্রচুর ধন সম্পত্তি পরিত্যাগপূর্বক বহুদূরদেশে পলায়ন করিতে লাগিলেন। জরাসন্ধও তাঁহাদের প্রভাব বুঝিতে না পারিয়া পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সুদীর্ঘ পথ ধাবিত হইয়া 'প্রবর্ষণ'-নামক পর্বতে আরোহণ করিলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে উক্ত পর্বতে লুক্কায়িত-জ্ঞানে বহু অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাঁহাদের পলায়নস্থান অবগত হইতে না পারিয়া চতুর্দিকে অগ্নি উৎপাদনপূর্বক পর্বত দগ্ধ করিয়া ফেলিল। পর্বতের চতুর্দিক দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ একাদশ যোজন উচ্চ-পর্বত হইতে লম্ফ-প্রদানপূর্বক ভূপতিত হইলেন এবং জরাসন্ধ ও তদনুচরগণের অলক্ষিতে সমুদ্র-বেষ্টিত দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

সাধুর নিকট অকপটে আত্ম-কথার পরিপ্রশ্ন করা এবং তিনি যাহা বলেন, তাহা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণপূর্বক তদনুরূপ জীবনযাপনই সাধুসঙ্গ। অকিঞ্চন না হইলে সাধুসঙ্গ বা সাধুসমাগম হয় না। যাঁহার ভক্তিশক্তি আছে, তিনিই অকিঞ্চন, তিনিই ভক্ত। যাঁহার নিজসুখ-বাঞ্ছা নাই, তিনি অকিঞ্চন। অকিঞ্চনের অহঙ্কার নাই, কিন্তু ভক্ত অহঙ্কার আছে। 'আমি তোমার',—ইহাই ভক্ত অহঙ্কার। যেখানে অকিঞ্চনতা, সেখানে আছে—কেবল সম্বন্ধজ্ঞান, কার্ষ্ণ-কিঙ্করত্বের অনুভূতি। নিরন্তর সাধুর প্রতি আবেশ বা সাধুসঙ্গ থাকায় তিনি অন্য-দেবতাকে আদৌ ভজেন না। অকিঞ্চন সেবোন্মুখ। তাঁহার ইন্দ্রিয়—চিদিন্দ্রিয়; সেই চিদাগ্রহেই ভগবানের প্রকাশ হয়।

অনর্থযুক্ত সাধক কখনও একাকী থাকিবেন না, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অকপট বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকিয়া হরিনাম করিবেন। যদি নিষ্কপট সাধুর অভাব হয়, তবে যাহাতে প্রকৃত বৈষ্ণবের সঙ্গ পাই, তজ্জন্য শ্রীনামের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতে হইবে। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সান্নিধ্য না ঘটিলে অগত্যা একাকী দুঃসঙ্গ বা নামাপরাধ পরিত্যাগে যত্নবান্ হইয়া বৈধমার্গে শ্রীনাম করিতে হইবে। সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা ও হরিনাম-মাহাত্ম্য শুনিতে শুনিতে হরিনামের আদর করিতে করিতে শ্রীনামগ্রহণ করিতে হইবে।

প্রলয়ান্তরে সমস্ত জীব অপ্রকাশিতভাবে কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কারণার্ণবশায়ী তখন মহানিদ্রায় থাকেন। যাঁহারা প্রকৃত সাযুজ্য লাভ করেন, তাঁহারা মহাকাল-পুরুষে লীন হইয়া থাকেন। প্রলয়ান্তে সুপ্তোত্থিতপ্রভাব ঐসকল জীবে ভক্তবর্ণিক প্রকাশিত হয়। তখন যদি অহৈতুকী ভগবৎকৃপা বা ভগবদ্ভক্তের কৃপা-লাভ হয়, তবে পুনরায় তাঁহাদের হরিসেবা-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে। শ্রীশেষদেবই মহাকাল পুরুষ। সাযুজ্যে ব্রহ্মের ভোগের অণু-পরিমাণ ভোগ হয়।

যেখানে দয়ার উপলব্ধি, সেইখানেই দৈন্য। যেখানে কৃপা, সেখানেই অকিঞ্চনতা। যেখানে কৃপা, সেখানে দম্ভ নাই। ভক্তি চিদ্বিলাস। পুরুষাভিমান প্রবল থাকিলে দৈন্য আসে না। ভক্তিতে বড় হইবার ইচ্ছা নাই; কি করিয়া সাধুগুরুর পদধূলি হইতে পারিব,—এই চিন্তাই তাঁহার প্রবল হয়। ভক্তিবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব বিষ্ণুবৎ। তিনি সর্বত্রই আছেন। ভগবৎসম্বন্ধী বস্তু গ্রন্থ ও ভক্ত—দুই-ই ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত একাধারে ভগবান্ ও ভক্ত। গ্রন্থরূপে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্তবিগ্রহ। ভক্তিবিলাস ও শ্রীভগবান্ লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবত। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের নাম—শ্রীমদ্ভাগবত। গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্তভাগবত—উভয়েই অবতার। তাঁহারা একাধারে ভগবান্ ও ভক্ত যুগপৎ।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, রুদ্র ধ্বংসকর্তা। সৃষ্টি ও ধ্বংসে আমাদের দরকার নাই। আমি চেতন বস্তু, আমার সৃষ্টি ও ধ্বংস নাই। বিষ্ণুই স্থিতির দেবতা ও সকলের প্রাণ। স্থিতি লইয়াই আমার দরকার। শ্রীবিষ্ণুর বিসর্জন নাই; কারণ, তিনি সকলকে বাঁচাইবার মালিক। তিনি সকলকে বাঁচাইয়া রাখেন বলিয়া সকলের প্রাণ। সকল সময়ে প্রাণ-প্রাণের পূজা ও অর্চন হয়। প্রাণকে বিসর্জন দিলে কেহ বাঁচিতে পারে না। বিষ্ণুর দেহ-দেহি-ভেদ নাই; কিন্তু জীবের দেহ-দেহীতে ভেদ আছে। বিষ্ণু ও সাধারণ দেবতা এক নহে। বিষ্ণু দেবতাগণেরও দেবতা—দেবতাগণেরও প্রাণ। বিষ্ণুর শক্তিতে অন্যান্য দেবতাগণ কার্য করেন। ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতিকে বিষ্ণুর সহিত সমান মনে করা অন্যায় ও অপরাধ। গভর্ণরকে সম্রাট্ বলা যায় না। গভর্ণরকে সম্রাট্ না বলিলে তাঁহাকে অপমান করা হয় না। সম্রাটের কর্মচারী হিসাবে তাঁহাকে সম্মান দিতে হইবে। অন্যান্য দেবতাকে বিষ্ণুনির্মাল্যের দ্বারা পূজা করিলে তাঁহারা তাহা সানন্দে মস্তকে ধারণ করেন। রাজার বাড়ী হইতে মন্ত্রী বা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন ভেট আসিলে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিতই হ'ন এবং নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। বিষ্ণুর সেবা করিলে অন্যান্য দেবতা তাহাতে অসন্তুষ্ট হন না, তাহাতে তাঁহাদের সন্তোষই হয়। বিষ্ণুই একমাত্র ভগবান্। হরিনাম ছাড়া গতি নাই। মৃত্যুর সময় লোকে অন্য কোন দেবতার নাম বলে না, 'হরিবোল' বলে। শালগ্রাম না আসিলে কোন দেবতারই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, হরি বা বিষ্ণুই সকলের প্রাণ-দেবতা।

শ্রীনাম 'নমঃ'-শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে 'মন্ত্র'-নামে আখ্যাত হন। 'নমঃ'-শব্দের অর্থ – স্থূল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কার পরিত্যাগ বা আত্ম-সমর্পণ। অনর্থযুক্ত জীব মন্ত্র জপ করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইয়া ভগবানে আত্ম-সমর্পণ ও মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনর্থমুক্ত জীবই শুদ্ধ নাম গ্রহণ করিতে সমর্থ। তাঁহারা ভগবদ্-বিরহে ব্যাকুল হইয়া ভগবান্কে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া থাকেন। গৌণনাম বা প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় নাম কীর্তনফলে ভগবৎপ্রেম লাভ হয় না, তদ্দ্বারা প্রাকৃত ভোগ সিদ্ধ হয়। ভগবানের নিত্যলীলাসূচক নামই মুখ্য নাম। ভক্তগণ তাহাই নিরন্তর কীর্তন করিয়া থাকেন। ভগবান্ যেমন অসীম, অনন্ত, তাঁহার নামও তেমন অনন্ত। গুরু বা মহাজনানুগত্যই ভক্তি। তাহাতে নৈরপেক্ষ্যই নিষ্ঠা।

ভক্তি-বিচার

শুদ্ধভক্তির বিচারগ্রহণে তৎপর হওয়া প্রত্যেক পারমার্থিক শিক্ষার্থীর অপরিহার্য কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। শুদ্ধভক্তির বিচার-বিষয়ে উদাসীন হইয়া একটানা বিচারবিহীন জীবন-স্রোতে গড্ডলিকা ধারা কখনও মঙ্গললাভ হয় না—ইহাই পারমার্থিকগণ আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিতেছেন। আমরা যদি আমাদের আচরিত কার্যকলাপের পশ্চাতে নিজ বোধশক্তিকে রুদ্ধ করিয়া যন্ত্রের ন্যায় দৈনন্দিন জীবনের শৃঙ্খলাবদ্ধ বা বিশৃঙ্খল কার্যগুলি স্থূলভাবে বা যে-কোনপ্রকারে কেবল সম্পাদন করিয়াই চলি, তদ্দ্বারা কিপ্রকারে আমাদের চেতনতার উদ্বোধন সাধিত হইবে? যান্ত্রিক প্রচেষ্টা দ্বারা কখনও চেতনতার বিকাশ সম্ভবপর হয় না। বোধশক্তি-রহিত যন্ত্রবৎ কার্য-কলাপের অবসানে আমরা কি হ্লাদিনীসার-সম্বিৎশক্তিবৃত্তি ভক্তিকে একদিন সর্বতোভাবে হঠাৎ লাভ করিয়া ফেলিব? তাহা কখনও হয় না। পারমার্থিক সাধকের প্রথম হইতেই নিজ বোধশক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিতে হইবে। অন্যথায় তাহার ভক্তিসাধকত্ব অবাধভাবে স্বীকার করা যায় না।

অধোক্ষজ-ভক্তি স্বপ্রকাশবৃত্তিসম্পন্না। ভক্তির বিচার জীবহৃদয়ে স্বতঃই প্রকাশিত হয়। জীবহৃদয়ে তাঁহার স্বপ্রকাশপ্রবৃত্তির অবাধকর্তৃত্ব পারমার্থিকগণ সর্বতোভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে স্বচেষ্টার দ্বারা নিজের নিকট প্রকাশিত করিতে পারেন না। যাহা কেবল স্বচেষ্টার দ্বারা নিজের মধ্যে প্রকাশিত করা যায়, তাহা কখনই ভক্তিবিচার নহে। জীবের উদ্ভাবনী-শক্তির প্রয়োগ-প্রণালী ভক্তিলাভ বিষয়ে যোগ্যতা-জ্ঞাপক নহে।

ভক্তিলাভ-বিষয়ে ভক্তিসাধকের ভক্তির স্বপ্রকাশ-বৃত্তির নিকট সর্বতোভাবে শরণাগতিই বিধেয়। তাঁহার স্বপ্রকাশ-শক্তির নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত ভক্তির বিচার হৃদয়ে প্রকাশিত হইবার কোনও উপায়ান্তর নাই। জড় পদার্থ কখনও ভক্তিলাভ করিতে পারে না। ভক্তির নিকট আত্মসমর্পণ অর্থে যদি চিন্তাবিহীনতায় বোধশক্তির পঙ্গুতা আবাহন করিয়া জড়ত্ব-প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে তাহাতে কি প্রকারে ভক্তির বিচারসমূহ নিজকে প্রকাশিত দেখা যাইতে পারে?

বস্তুতঃ ভক্তির স্বপ্রকাশ-প্রবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণের সহিত নিষ্কপট সাধকের অন্তরের অকপট উন্মুখতার প্রশ্ন সংযুক্ত রহিয়াছে। ভক্তির স্বপ্রকাশবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণের সহিত সাধকের তাহা গ্রহণ করিবার অকপট চেষ্টা থাকাতেই ভক্তির

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

স্বপ্রকাশ বিচারসমূহ জীবহৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

জাগতিক জ্ঞানসংগ্রহের স্পৃহা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তিবিচার বা পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করিবার কোনও সম্ভাবনা ও অধিকার নাই। জাগতিক জ্ঞানসংগ্রহের স্পৃহাদ্বারা হৃদয়ে পারমার্থিক-জ্ঞানের স্বপ্রকাশের প্রতিযোগিতা করা হয়। তদ্দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভক্তিলাভাধিকার নিরস্ত হয়। ভক্তি লাভ করিতে আসিয়া জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহবৃত্তির অনুশীলনদ্বারা কাজে কাজেই সাধকের ভক্তিলাভের জন্য অকপট চেষ্টা সাধিত হয় না। কিন্তু তথাপি সাধকের শরণাগতির বিচারের সহিত তাহার ভক্তিলাভের নিকপট প্রযত্নের অংশরূপে তাহার শরণাগতিমূলক বিচার-শক্তির যথাযথ পরিচালনা অপরিহার্য। কিন্তু জাগতিক জ্ঞানজাত আত্মিকতার প্রতি তীব্র তিরস্কার-মুখে সাধুসঙ্গদ্বারা তাহা সাধিত হয়।

ভক্তি-লাভ-বিষয়ে স্বীয় জাগতিক জ্ঞানের যথেচ্ছ পরিচালনা ভক্তিলাভ-বিষয়ে যেরূপ অনধিকার-জ্ঞাপক, স্বীয় বিচারশক্তিকে অযথা অহৈতুকভাবে ধ্বংস করিবার প্রয়াসও ততোধিক কৈতব। নির্বিশেষবাদিগণ তাহাদের জাগতিক ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর কষাঘাত করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিতে ব্যস্ত। ভক্তিসাধক কখনও সেরূপ বিচারের আবাহন করেন না। তাঁহারা তাঁহাদের বিচারশক্তিকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে যথাযথ নিয়োগ করেন। কেহ যদি ভক্তিসাধক হইয়া ভক্তিবিষয়ে জাগতিক জ্ঞানের অনুপযোগিতা দেখিয়াই 'ভ্যাবা-বোকা' সাজিয়া বসেন, তাহা কখনই তাহার ভক্তিলাভাধিকার জ্ঞাপক হয় না। তাহার দ্বারা ভক্তির স্বপ্রকাশবৃত্তিকে বিদূরিত করিয়া ভক্তিবিষয়ে অপর জাগতিকজ্ঞানের কাষাকাষিতাই আহ্বান করা হয়। জাগতিক বিচার ও ভক্তি বিচারের মধ্যে আকাশ-পাতাল-ব্যবধান আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা কিপ্রকারে জাগতিক বিচার-শক্তির সর্ব্বৈব বৈপরীত্যকেই ভক্তিবিচার বা তাহাতে অধিকার বলা যাইতে পারে? কোনপ্রকার নিয়মন-মুদ্রার দ্বারাই ভক্তের স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না — ভক্তি নিয়মিত নহে; কৃষ্ণপ্রবৃত্তিই ভক্তি।

ভক্তিসাধকগণ সর্ব্বতোভাবে আধ্যাত্মিকতাকে পরিহার করেন। কিন্তু ইঁহারা তাঁহারা তাঁহাদের বিচারশক্তিকেও সমূলে উৎপাটিত করেন না, পরন্তু তাহাকে শরণাগত-মুখ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক সমধর্ম-সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানপুষ্ট মানসিক বিচার-সমূহ ভক্তিবিচারের প্রতিপক্ষে দাঁড়াইবার যে চেষ্টা করে, তাহা তাঁহাদের শরণাগত হৃদয়ে স্বপ্রকাশ ভক্তিবিচারদ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হয়।

অধোক্ষজ-বস্তু সর্ব্বদাই তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠ কর্তৃত্বের দ্বারা জীবের আধ্যক্ষিকতাকে তিরস্কার করেন, কিন্তু অধোক্ষজে প্রপন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে অধোক্ষজ-বস্তু সতত ধরা দিতেই ব্যগ্র। যাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তির বিচার-সমূহ স্বপ্রকাশিত হইতেছেন, তাঁহাদের বিচার বা মনোধর্ম জাগতিক মানসিক সম্পত্তির প্রকারভেদ নহে। তাঁহাদের সমুজ্জ্বল হৃদয়ে স্বতঃপ্রকাশিত ভক্তি-বিচার জাগতিক সকল মনীষারই উপর কষাঘাত করে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা লাভ করিয়া যাঁহারা ভক্তির স্বপ্রকাশ-বিচারে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন, জাগতিক ব্যক্তিগণ তাঁহাদের তাদৃশ বিচার-বৈশিষ্ট্যকে মানসিক বিচারেরই প্রকারভেদ কল্পনা করিবে, ইহা কিছু অসম্ভব নয়, কিন্তু জাগতিক বিচারের মহত্তা উপলব্ধিতে হরিভজন করিতে আসিয়া আমরা যদি সেইপ্রকার বিচারের আবাহনে নিজদিগকে ভক্তিবিচারে উদ্ভাসিত করিতে আশা পোষণ করি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কিপ্রকারে আমাদের ভক্তি-অধিকার সূচিত হইবে? ভক্তিলাভ করিতে আসিয়া ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিচারে পরাঙ্মুখ হইলে ভক্তিদ্বেষই নিজ বিকৃতা বিজ্ঞাপিত হয়। জাগতিক কর্মকাণ্ডের সমূহ অনুশীলনের সুযোগ খুঁজিয়া লইয়া নিজের তাদৃশ দৌর্ব্বল্যকে সমর্থন করিবার কপটতা অত্যন্ত অনধিকার-জ্ঞাপক। তদ্দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্তের চরণে অমার্জ্জনীয় স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের আবাহন করা হয়।

ভক্তির নিত্যনূতন বিচারবৈশিষ্ট্য ভক্ত-সেবকের হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে, কিন্তু যেখানে ভক্তি-বিচার একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়, সেখানে ভক্তিসিদ্ধান্ত-অনুশীলনের মানসিক দুষ্ট-বৃত্তির ক্লেশবহুল ব্যাপক প্রয়োগ-নীতির দ্বারা ভক্তি-বিচারকে মাপিয়া আয়ত্তে আনিবার ব্যর্থ প্রয়াস-দাম্ভিকতা চলিতেছে, বলিতে হইবে। ইহা ভক্তিবিচার বুঝিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যকর অন্তরায়। ভক্তির স্বপ্রকাশ বৃত্তির নিকট আত্ম-সমর্পণের সম্পূর্ণ অভাব হইলেই ভক্তিবিচারকে বুঝিয়া লইবার অহমিকায় ভক্তিবিচার একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়।

জাগতিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভার পারদর্শিতা না থাকিলেও কাহারও ভক্তিবিচারে নৈপুণ্য-লাভে বাধা নাই। ভক্তির স্বপ্রকাশ বিচার সকল স্থানেই সর্ব্বাবস্থাতেই স্বীয় অপ্রতিহত বৈভবের সহিত প্রকাশিত হইতে পারেন। যদি কেহ ভক্তির তাদৃশ কৃপায় বঞ্চিত হইয়া নিজ জাগতিক পাণ্ডিত্যপ্রতিভার অভাব কল্পনায় সন্তুষ্ট থাকেন, তবে তাহা তাঁহার পক্ষে সমূহ অমঙ্গলের কারণ হইবে। জাগতিক মেধাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি ভক্তির স্বপ্রকাশ-বিচারে উদ্ভাসিত হন, তবে তৎপশ্চাতে তাঁহার জাগতিক মেধাসম্পত্তির

কার্য্যকারিতা বুঝিতে হইবে না, পরন্তু তাহা তাঁহার ভক্তির চরণে অকপট শরণাগতির ফলই বলিয়া জানিতে হইবে। যাঁহারা তাহা না জানিয়া অন্যপ্রকার সিদ্ধান্তের পরিচয় দিবেন, তাঁহারা ভক্তিকে হীন করিবার পাষণ্ডতার অপরাধী হইবেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় ভক্তি-বিচার গ্রহণোপযোগী আত্মবোধ-শোধন, আত্মতোষণ ও আত্মপোষণশর প্রাকৃতাতীত সেবা লাভ হয়। যাঁহারা অনন্যভাবে ভগবানের চরণ চিন্তা করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন, ভগবানই তাঁহাদিগকে তাঁহাকে কিপ্রকারে লাভ করা যায়, সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। জাগতিক জড়বিদ্যার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাতে না থাকিলেও অত্যাজ্য মানবজীবনের বিচারবৈশিষ্ট্য তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত থাকে না। সমস্ত পাণ্ডিত্যপ্রতিভা তাঁহাদেরই অকপট সেবার দ্বারাই সার্থকতা-মণ্ডিত হইতে পারে।

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারে উদাসীন থাকিয়া ভক্তির ভাণ অবশ্য কপটতা। তদ্দ্বারা স্পষ্টভাবেই ভক্তিকে ভাবকোল বলিয়া অপবাদ সকল করা হয়। এইভাবেই প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের প্রকারভেদকে ভক্তিবিচার স্থির করিয়া শরণাগতির বিচারবিহীন প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়গুলি পুষ্টি লাভ করিয়াছে। তাহারা কখনও জড়পাণ্ডিত্যের কসরতকে, কখনও মানসিক উচ্ছ্বাসময় ভাবকেলিকে ভক্তি বলিয়া চালাইয়া ভক্তিলাভে চিরবঞ্চিত থাকে।

ভক্তিবিচার জাগতিক পাণ্ডিত্য বা মূর্খতা নহে, পরন্তু জাগতিক পণ্ডিত বা মূর্খ — কাহারও ভক্তিবিচারে নৈপুণ্য লাভ করিবার অনধিকার নাই। শরণাগতের নিকটই ভক্তি স্বীয় স্বপ্রকাশ বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত করেন, পরন্তু পণ্ডিত বা মূর্খের নিকট নহে। জাগতিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অহঙ্কার আবাহনে শরণাগত ভক্ত বিচারে পরাঙ্মুখ অথবা জাগতিক মূর্খতা দীনতার আবাহনে শরণাগতির বিচারে উন্মুখ — এই উভয়ই ভক্তের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। জাগতিক পণ্ডিত বা মূর্খ — উভয়েই সমভাবে ভক্ত হইতে বা না হইতে পারেন। জাগতিক কোন যোগ্যতাই ভক্তির অধিকার-জ্ঞাপক নহে। ভক্তিবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম যাহাদিগকে অধিকার দিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারাই জাগতিক পাণ্ডিত্য বা মূর্খতার বিচারে উদাসীন হইয়া ভক্ত-বিচারে পারদর্শিতা লাভ করিবেন। অপরে ভক্তির কোন বিচারের কোন কথাই প্রবেশ করিতে পারিবেন না — কেবল জাগতিক 'হয় নয়'এর বিচারে মগ্ন থাকিবেন।

সংসারের দ্বারা হৃদয় আচ্ছন্ন থাকিলে ভক্তির কোন বিচারে প্রবেশাধিকার লাভ হয় না — জড়ভক্তির অথবা জাগতিক পাণ্ডিত্যের ছুট না। যিনি বলের সাফল্যই ধরিয়া জীবের সকল অপরাধেই নিত্যই কথা কহিবার জন্য অধোক্ষজভাবে সতত ব্যগ্র, সেই মেহকারুণ্যবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণে অকপটে শরণ গ্রহণ করিয়া আমরা আমাদের ভক্তিবিচারে অকিঞ্চন নিশ্চিত পারমার্থিক সংশয় সমাধানে তৎপর হইলে আমরা অচিরেই ভক্তিবিচারের স্বপ্রকাশ চন্দ্রিকালোকে উদ্ভাসিতজীবন হইতে পারিব। তখন আর ভক্তির বিচারগ্রহণের পরাঙ্মুখতাকে সমর্থন করিবার জন্য ব্যর্থ যুক্তিজাল সৃষ্টি করিতে হইবে না বা ভক্তির বিচারকে একঘেয়ে বলিবার দুষ্টতাও থাকিবে না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:০:(*):০:——

জগতের বিচার-প্রণালী লইয়া আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত খেলা খেলিতে পারি, কিন্তু তাহাতে বাস্তব সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। আত্মার কথার দ্বারা আত্মার অনুশীলন হয়। ছান্দোগ্যের "কেন বং বিজানীয়াৎ"-মন্ত্রে অনাত্ম-নিরাস সূচিত হইয়াছে। অনাত্মাতে যাহাদের 'আত্মা' বলিয়া বিচার উপস্থিত হয়, তাহাদের অবস্তু-জ্ঞানের বিচার নিরসন করিবার জন্য প্রস্তুত মন্ত্র। কারণ শ্রুতিবাক্য—"ন যা বা অরে প্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" মন্ত্রে আত্মার দ্বারা আত্মার অনুশীলনের কথাই বলিয়াছেন। মুণ্ডকের "দ্বা সুপর্ণা", শ্বেতাশ্বতরের "অপাণিপাদঃ" মন্ত্র জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ এবং ভগবানের অতিমর্ত্ত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। একটি মাটির জিনিষ অপর একটী মাটির জিনিষের সহিত আলাপ করিতে পারে না। দুইটী মাটির জিনিষ একসঙ্গে পরস্পর মারামারি করিয়া ভগ্ন হইয়া গেলেও কিছু হয় না। পরমাত্মা প্রয়োজন কর্ত্তা; তিনি জীবের তাৎকালিক অধিষ্ঠানের যোগ্যতানুসারে তাহাকে স্বরূপ-শক্তিরূপ ফল ভোগ করান, যখন বহু-জীবের অভিমানে জগদ্রূপ 'ভগবান্ ভোগ্য হওয়া গেল', "জগদাত্মা" প্রভৃতি তাহার হৃদয়ে জাগরূক থাকেন, সে মনে করে, তিনিও ভগবানের আমার ভোগ্য হউন, দুষ্ট-মন হইয়াছে—স্বস্বাধীন বস্তু গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে—আমার ভোগ্য পরিণামের জন্য। অন্য কিছু 'আমি' বহু জীব হওয়া, সে দুঃখের মাপক। এইরূপ দুঃখে আর নিজকে কন্দর্প-ভোক্তা কল্পনা করিয়া কর্মবাধ্য হয়।

এইরূপ দুঃখের অবস্থায় উত্তীর্ণের জন্য সমস্ত শাস্ত্র শুনা যায়। যেখানে বড় বক্তা, যেখানে বড় বড় পাঠক, যেখানে বড় বড় শ্রোতা, সকলের মূল—তাঁহাদের বা কৃষ্ণ ও গুরুতত্ত্বের কি কথা আছে। তাঁহারা অনাত্মার কথার জন্য প্রস্তুত। 'আমার

ভোগ', 'আমার ভোগ'—'দেহি' 'দেহি' রবে জগৎ পরিপূরিত। কেহই কৃষ্ণের ভোগের কথা, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা একবারও কীর্ত্তন করে না। যেদিন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের মনে হইবে, সেই দিনই আমাদের মঙ্গল উপস্থিত হইবে।

দেবতা হউক, মানবই হউক, জগদ্-অন্তর্গত সকলের একমাত্র কর্ত্তা শ্রীহরি। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং" শ্রুতি-মন্ত্রে পুণ্য ও পাপময় কর্ম্মকাণ্ডকে নিরাস করা হইয়াছে। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" এই গীতোপনিষদ্-বাক্যে 'পরম সমতা' উপদিষ্ট হইয়াছে। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"—এই বাক্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য মুক্তকুলেরও নিত্যসেবাপরায়ণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেখানে আত্ম বা আমিত্ব আছে, সেখান হইতেই পরমপুরুষের সেবা হওয়া উচিত। আমরা যে যেখানে অবস্থিত আছি, সেখানে হইতে হরিসেবা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহজগতে ও পরজগতে মানব, দেব, পশু পক্ষী—যেখানে যতপ্রকার আত্মা, তাহাদের সকলেরই ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। অন্য কিছু স্মৃতি-পর্য্যায়ে নহে। অন্য বস্তু বা অন্য বৃত্তি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যে-দিন ভূলোক হইতে আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি গোলোকে নীত হইবে, যে-দিন আমরা কৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিব, যে দিন সেই মুরলীর ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, সে দিন আমরা ব্যাকুল হইয়া অপ্রাকৃত ব্রজভূমিতে গমন করিব। প্রাকৃতগণ আমাদিগকে টানিয়া রাখিতে পারিবে না, লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহ-সুখ, আত্ম সুখ, দুস্ত্যজ্য আর্য্য-পথ, নিজ-পরিজন, স্বজনাদির তাড়ন-ভর্ৎসন—কিছুই আমাদিগের আকর্ষণের বস্তু হইবে না। আমরা জগতের যাবতীয় প্রতিষ্ঠাকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিব, স্বর্গসুখাদিকে আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিরর্থক মনে করিয়া, মুক্তিকে ভুক্তির মত জ্ঞান করিয়া আকর্ষণের [illegible] করিব। ভগবানের নামামৃত শ্রীকৃষ্ণবাক্যের দ্বারা আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে, চেতন-চক্ষু-দ্বারা ভগবানের শ্রীরূপ আমাদের নয়ন-পথের পথিক হইবে; সেই পরমানন্দ-রসে আকৃষ্ট হইয়া আমরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইব, ভগবানের কথামৃতে লুব্ধ হইয়া ভগবানের সেবায় আকৃষ্ট হইব। বস্তুজগতের কোনও কথা, পচা কথা, পুরাতন কথা, ভোগময় কথা আমাদিগকে আর প্রলুব্ধ করিবে না। আমরা আত্মা বা চেতনের নিত্য বৃত্তি ভক্তি লাভ করিয়া জানিবার রাস্তা অবলম্বন। উদ্দীপনরূপ বিভাব ও সাহচর্য্যাদি সামগ্রীর মিলনে কৃষ্ণ-ভক্তি-রস প্রকটিত করিয়া ভক্তজীবন করিতে সমর্থ হইব। সর্ব্ব-অনর্থ নিবৃত্ত হইলে যে পরমপদ লাভ হয়, তাহাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম।

আত্মবৃত্তি পঞ্চবিধ রত্যাত্মিকা। পঞ্চবিধ রতির দ্বারা পঞ্চবিধ রস প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণসেবা করাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চরস। শান্তরসটী প্রতিকূল-ভাব-পরিত্যক্ত একটী নিরপেক্ষ অবস্থান মাত্র। দাস্যরস দ্বিতীয় রস। দাস্যরস কিয়ৎ পরিমাণে মমতাযুক্ত; সুতরাং তারতম্য-বিচারে দাস্যরস শান্তরসের রস উৎকৃষ্ট বলিয়া শান্তরস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সখ্যরস আরও উন্নত, তাহাতে দাস্যরসের সম্ভ্রমরূপ কণ্টক নাই। উহাতে বিশ্রম্ভরূপ প্রধান অলঙ্কার বিরাজিত। বাৎসল্যরস সখ্যরস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাহাতে এরূপ মমতাধিক্য ঘনীভূতাকারে বর্ত্তমান যে, পরম ঈশ্বরবস্তুকেও পাল্য ও আশ্রিত জ্ঞান হয়। মধুররস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এই চারিরসের চমৎকারিতা পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত। এই পঞ্চবিধ বৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণসেবাই আত্মার অপ্রতিহতা, অহৈতুকী, নিত্যা বৃত্তি।

জীবের স্বরূপ বিচারে—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"। কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচারে—"কৃষ্ণের স্বরূপ হয় জীবের নিত্য প্রভু"। শ্রুতিতে যে 'আত্মরতি' 'আত্মক্রীড়' প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই আত্মার নিত্যবৃত্তি-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। 'রম্'-ধাতু হইতে 'রতি'-শব্দ নিষ্পন্ন। 'রম্'-ধাতুর অর্থ - অনুরাগ বা টান বুঝায়। 'আত্মা'-শব্দে 'আমি', 'পরমাত্মা' শব্দে 'পরম-আমি।' অর্থাৎ প্রাভব ও বৈভব শক্তিপূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যবান সমগ্র আমি বা পরমাত্মাও 'আমি'; বিষয়-বিচারে—'পরম আমি', আর আশ্রয়-বিচারে অণুশক্তিক পঙ্গু আমি নিত্য অধীন 'ক্ষুদ্র আমি'। 'তত্ত্বমসি' বাক্য তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

[১২]

শোচক

নিখিল শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা যাঁহার স্বরূপ সম্যক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, যাঁহার অর্পিতচরী অত্যাশ্চর্য্যলীলা পদবী শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্রাদিরও দুর্জ্ঞেয়া অর্থাৎ শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাদি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ দূরে থাকুন, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্বগণও যে উন্নতোজ্জ্বল প্রেম-পদবীর কথা জানেন না, অথচ যাহা তাঁহার কৃপা-কটাক্ষপাত্রগণের অতি সুখসেব্যা অর্থাৎ গৌরভক্তগণের নিকট অতিসুলভ এবং যিনি অকস্মাৎ এই জগৎকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-বন্যায় মগ্ন করিয়াছেন, সেই পরম শোভা-বিলাসী চৈতন্যচন্দ্র কি আমার বাক্য ও মনের গোচরীভূত হইবেন? ১৩৭॥

হা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি কোথায় প্রস্থান করিলে! তোমার অতি নিগূঢ় উন্নতোজ্জ্বলরস ভক্তিমার্গ আর কোন সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয় না। কোন সম্প্রদায়ে কর্ম্মজড়তা, কোন সম্প্রদায়ে তপ-জপ-যোগাদি, কোন সম্প্রদায়ে অর্চ্চনমার্গে গোবিন্দ-পূজন-বিধি, কোন সম্প্রদায়ে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি এবং কোথাও বা উন্মত্তভক্তি আচারবিহীন বাক্যমাত্রেই অবস্থান করিতেছেন॥ ১৩৮

যে-কালে গলিত-কনককান্তি গৌরচন্দ্র শ্রীহরি প্রাণিগণের গোচরীভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার প্রভাবে পৃথিবী প্রেমরসে মগ্ন এবং উচ্চৈঃস্বরে তুমুল কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-প্রণালীও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। হায়! সেই মধুর কাল আর কি পুনরায় ফিরিয়া আসিবে? ১৩৯॥

পৃথিবীতে সেই এই বঙ্গ গৌড়নগরী, সেই এই সমুদ্রের উপকণ্ঠ-নীলাচল-তীর, সেই এই শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণের সেইসকল 'হরেকৃষ্ণ' নামও বর্ত্তমান, হরি! হরি!! কিন্তু কোথাও ত' তাদৃশ প্রেমানন্দোৎসব দৃষ্ট হইতেছে না! হা চৈতন্য! হা কৃপানিধে! তোমার বৈভব পুনরায় কি আমার নয়ন-গোচর হইবে? ১৪০॥

যদি বল, গৌরচন্দ্র অন্যান্য মীনাদি অংশাবতারের ন্যায়, বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহেন; কেন-না, মৎস্যাদি-অংশাবতার কোন এক বিশেষ শক্তি ও লীলার প্রকাশমাত্র কিন্তু এই অবিচিন্ত্য-বৈভব গৌরচন্দ্র অপ্রাকৃত-সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত আশ্চর্য্যলীলা প্রকাশ করিয়া নিশ্চয়ই পরিপূর্ণরূপে অবতীর্ণ॥ ১৪১॥

উপসংহার

শিব-বিরিঞ্চিরও আদি অর্থাৎ কারণ, শ্রীনারায়ণ হইতেও অধিকচমৎকারকারী, [illegible]-প্রভাবশালী শ্রীমহাপ্রভু এই ক্ষুদ্র বালকোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই স্নিগ্ধ হইবেন অর্থাৎ কৃপা করিয়া আমার প্রতি স্নেহবিধান করিবেন॥ ১৪২॥

আমি শাস্ত্রাদি দর্শন করি নাই, বহু উপদেষ্টার নিকটও উপদেশ প্রাপ্ত হই নাই, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিতও আলাপ করি নাই, তথাপি দুর্ব্বিদগ্ধ আমার বাক্য গৌরহরির সম্বন্ধে যে-কোনরূপেই বর্ণন করুক্ না কেন, তাহাতেই শ্রীগৌরহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ১৪৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—:০:(০):০:—

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও কৃপাশীর্ব্বাদে এবং গভর্ণিংবডির নির্দ্দেশে [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা এলাহাবাদ-শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-মহোৎসব তিনদিবস ব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী এবং শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় গণনানুসারী ২রা মার্চ্চ আবির্ভাব-দিবস মধ্যাহ্নকালে শ্রীঅর্চ্চনা এবং মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ উদ্ধবনীলমণি ভাণ্ডারী প্রভু সমস্ত দিবস শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করেন। মঠবাসিগণ সমস্ত দিবারাত্র নির্জ্জল-উপবাসী থাকিয়া তিথিব্রতের সম্মান করেন। তৎপর দিবস ৩রা মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে নাটমন্দিরে একটী সভা হয়। উক্ত সভায় শ্রীপাদ উদ্ধবনীলমণি প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি-অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভা-ভঙ্গে সমাগত সজ্জনকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তৃতীয় দিবসে সমাগত ব্রাহ্মণগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

হুগলী-জেলায় প্রচার

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদি কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভাণ্ডারী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ১২ই মার্চ্চ রওনা হইয়া ১৩ই মার্চ্চ হুগলী-জেলায় সোমরা-গ্রামে উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত জগন্নাথ পাল মহাশয়ের সেবা-চেষ্টায় তথাকার প্রধান মার্কেটে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ দে মহাশয়ের গদিতে দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তথায় স্থানীয় শ্রীযুক্ত কানাই চরণ দাস মহাশয়ের গৃহে আরও তিন দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ছায়াচিত্রে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়।

প্রচারকগণ গত ২১শে মার্চ্চ সপ্তগ্রামে শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কৃষ্ণপুর-গ্রামে শ্রীমহাপ্রভুর অন্যতম নিজজন 'শ্রীল রঘুনাথ' দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাটে দর্শনপূর্ব্বক কীর্ত্তনাদি করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত, শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ২৭ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৬ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৩০শে মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, সোমবার { ১৩শ সংখ্যা

প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

—•—

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও মুদ্রিত হইয়া "প্রভিদেশ"-তাৎপর্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকল্পবৃক্ষশিক্ষা

—•—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আস্বাদন'-তাৎপর্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ বিষ্ণু, পর্ব্ব সর্ব্বশ, গৌরাব্দ ৪৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

কর্ণের পথই প্রপত্তির পথ। কর্ণের দ্বারাই সাধু-দর্শনাদি করিতে হয়। কর্ণের পথই শ্রৌতপথ। শ্রৌতপথ ছাড়িলে মৃত্যু অনিবার্য। শ্রৌতপথই জীবকে অমৃতের সন্ধান দিয়া—মৃতকে সঞ্জীবিত করিয়া অমৃতের পথে লইয়া যায়—অমৃতের সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়া স্ব-পর-অনুভূতি প্রদান করে। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ জনগণ কর্ণদ্বারা শ্রীবিগ্রহ-দর্শন, শ্রীধাম দর্শন, গুরু-দর্শন ও গঙ্গা-দর্শনাদি করিয়া থাকেন। শ্রবণের পথই একমাত্র বাঁচিবার পথ। যাঁহারা শ্রৌতপথের আনুগত্য করেন, মৃত্যুকে অতিক্রম করা বিষয়ে তাঁহাদের কোন সংশয় থাকে না; শ্রৌতপন্থীর বুকে কত বড় ভরসা! তিনি কর্ণদ্বারা অর্থাৎ শিষ্য হইয়া দর্শন করেন। যিনি শিষ্যাভিমানে বা দৃষ্টাভিমানে দর্শন করেন, তাঁহার দর্শন ঠিক হয়। সেখানে গুরু-দর্শন সহজেই আসিয়া থাকে। গুরু দর্শনই ভক্তদর্শন। সেখানে ভয়ের কোন কথা নাই। অন্তর দর্শন না হইলে ভয় বা ভোগ্য-দর্শন হইবেই। যেখানে নিজেকে রক্ষিত অভিমান, সেখানে সর্ব্বত্র রক্ষক-দর্শন হওয়ায় ভয়ের কোন কথা থাকে না। অদ্বিতীয়-দর্শনের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয়-দর্শনে ভয় আসে। যেখানে সেব্যদর্শন বা ভক্তি, সেখানে ভয় বা অভক্তি থাকিতে পারে না। ভোগ ও ত্যাগেই—দেহ ও মনোধর্ম্মেই ভয়। সেবাতে ভীতির কোন কথা নাই। যেখানে অভয়ের সহিত সম্পর্ক, সেখানে ভয়ের প্রবেশাধিকার কোথায়? সেবোন্মুখ ভক্তগণ ভক্তসেবা-বুদ্ধিতে সমস্ত বিশ্বকে 'ঈশাবাস্য' অর্থাৎ 'আমার প্রভু, আমার পরিচালক'রূপে দর্শন করেন। ভক্ত প্রত্যেক দ্রব্যকে কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণাধিষ্ঠানে বিষ্ণুরূপে—আমার সেব্যরূপে—আমার ভোক্তৃরূপে, পরিচালক বা চেতনময়রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। সকলেই আমার প্রভু, আমি দাস—ইহাই ভক্তের বিচার। শ্রীপ্রহ্লাদ ভগবদ্ভক্ত; সেইজন্য হিরণ্যকশিপু যে স্ফটিকস্তম্ভকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য পরিমেয়-বস্তু মনে করিয়াছিল, তাহাকে তিনি স্ফটিকস্তম্ভরূপী জড়স্তম্ভ জ্ঞান না করিয়া বিষ্ণু বা বিষ্ণুর অধিষ্ঠানে 'বাসুদেব' বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছিলেন।

—

যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম বা স্বভাব। স্বভাবের নামই ধর্ম্ম। বস্তুমাত্রেরই একটী স্বভাব আছে। স্বভাবকে বস্তু হইতে তফাৎ করা যায় না। জীবের ধর্ম্ম কি? এই কথা আলোচনা করিতে গেলেই জীবতত্ত্ব আলোচনা করা দরকার। 'জীব' বলিতে কেহ কেহ স্থূলদেহ বা সূক্ষ্মদেহ মনকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেহী আত্মাই জীব। দেহের ধর্ম্ম বা মনের ধর্ম্ম হইতে আত্মার ধর্ম্ম পৃথক্। দেহ ও মন—জীবাত্মার এই দুইটী পোষাক বা আবরণ। দেহ ও মনের যেমন পৃথক্ স্বভাব আছে, আত্মারও সেইরূপ পৃথক্ স্বভাব আছে। জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতে হইলে দেহের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, মনের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং আত্মার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিচার করিতে হইবে। দেহের ধর্ম্ম—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, দেহের অধর্ম্ম—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিপর্য্যয়; মনের ধর্ম্ম—সঙ্কল্প-বিকল্প বা স্মরণ-মনন, মনের অধর্ম্ম—সঙ্কল্প-বিকল্পের বিপর্য্যয়; জীবাত্মার ধর্ম্ম—ভগবৎ সেবা, জীবাত্মার অধর্ম্ম—ভগবৎ-সেবা-বিমুখতা। ভক্তি জীবাত্মার ধর্ম্ম, ভক্তি ব্যতীত সমস্তই জীবাত্মার অধর্ম্ম। দেহ মনোধর্ম্ম জীবাত্মার অধর্ম্ম আর আত্মধর্ম্ম বা ভক্তিই দেহমনের অধর্ম্ম। পাপ বা পুণ্য—কোনটাই ভক্তি না হওয়ায় উহারা উভয়েই জীবের নিকট অধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। যাহা ধর্ম্ম নহে, তাহাই অধর্ম্ম। সুতরাং ভগবৎ-সেবা ব্যতীত সবই আত্মার অধর্ম্ম।

—

প্রেমই আত্মার ধর্ম্ম, আর কামই আত্মার অধর্ম্ম। কামুক প্রেমিক নহে, প্রেমিক কামুক নহে। জ্ঞানিগণ মোক্ষকামুক। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এ সবই কাম। সুতরাং ইহা ভক্তি বা আত্মার ধর্ম্ম নহে। 'অশুদ্ধ আমি'র বন্ধন হয়, 'শুদ্ধ আমি'র বন্ধনও নাই, মোচনও নাই। 'আমি দাস', তাহা—ইহা উপলব্ধির নামই প্রকৃত মুক্তি। শ্রীনামের আভাসেই সেই মুক্তি লাভ হয়। যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করেন, নিদ্রার মধ্যেও যিনি হরিনাম করেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই হরিনাম করেন, তাঁহার নিকট হরিনাম শুনিলেই মঙ্গল হয়।

কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণসাক্ষাৎকার—একই কথা। ভক্তি হইলে অবিদ্যানাশ বা দুঃখ-নিবৃত্তি আপনা-আপনিই হইবে। ভগবদ্দর্শনই শেষকথা বা প্রয়োজন। সাধকের উপর স্বপ্রকাশ-শক্তির আবির্ভাব হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়। জীব অণু হইলেও জীবের ধর্ম্মটী সমুদ্রজাতীয়। সিদ্ধিতে জীবের মধ্যে বিভুধর্ম্ম আসিয়া যায়। যেমন একটা স্ফুলিঙ্গ সমস্ত বিশ্বকে দগ্ধ করিতে পারে, সেইরূপ। প্রীতির পাত্র—একমাত্র ভগবান্। প্রীতি আত্মার স্বভাব বা ধর্ম্ম। যেখানে ভগবান্ ও ভক্তে সহজ প্রীতি নাই, সেখানে চেতন বিকশিত হয় নাই, বুঝিতে হইবে। গুরুদর্শন বা কৃষ্ণ দর্শন করিয়া যেখানে ফল পাওয়া যায় না, তাহা অদর্শন বা দর্শনাভাস; যেমন শিশু-ছাগ গলদেশের স্তনটি মিছরী খাওয়া না খাওয়া সমান।

যদি গুরু-বৈষ্ণবে প্রীতির উদয় হয়, তবেই হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের সার্থকতা ও নিরন্তর ভগবদনুশীলন করিতে করিতে অসুবিধা কাটিয়া যায়। ভক্তিসিদ্ধান্ত পুনরায় আলোচনা করা দরকার। গুরুবর্গের কথা-শ্রবণদ্বারা যদি হৃদয়ে রেখাপাত হয়, তবে না বলিয়া থাকা যায় না। ভক্তিতে হতাশার কিছুই নাই। তাহাতে কেবল আশা-ভরসার কথাই আছে। সুতরাং হতাশ না হইয়া কৃপা নিশ্চয়ই করিবেন—জানিয়া সর্ব্বক্ষণ গুরুর দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। তখনে এইরূপ তীব্রতাই সেবোৎসাহ। যেখানে অদম্য সেবোৎসাহ, সেইখানেই সাফল্য।

শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শ্রীভগবানের সুখের জন্যই করিতে হইবে—অনর্থ নিবৃত্তি, প্রশংসা বা ধর্ম্ম অর্থ-কামের জন্য নহে। অনর্থনিবৃত্তির জন্য ভগবানের ভজন করিলে শুদ্ধা ভক্তি হয় না। সম্পূর্ণ অনর্থমুক্ত হইয়া তবে হরিভজন করিব, এইরূপ আশা করা যায় না। অনর্থযুক্ত থাকা-কাল হইতেই হরিভজন আরম্ভ করিতে হইবে। অকপট দুর্ব্বল জীব ভোগাদি চাহায় না, তাহাকে অন্তরে দর্শন করে। দুর্ব্বলতা-বশতঃ সে তাহা ছাড়িতে না পারিলেও তাহাকে প্রশ্রয় না দিয়া দূরেগমুখে গ্রহণ

করে এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য প্রার্থনা জানায়। চালাইবার মতলব বা প্রবৃত্তি তাহার নাই। ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়গুলি ছাড়িতে পারে না বলিয়া সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। এরূপ ব্যক্তি সাধুসঙ্গে মঙ্গল লাভ করে।

শ্রদ্ধা হইলে সাধন-চেষ্টা বা আগ্রহ নষ্ট হয় না, নৈরন্তর্য্য থাকে। শ্রদ্ধা হইলে কোন কিছুতে অস্থির হয় না। শ্রদ্ধা কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস নহে। শ্রদ্ধা কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসকে সমূলে ধ্বংস করে। শ্রদ্ধা হইলে সাক্ষাৎকার না পাওয়া পর্য্যন্ত সাধন-চেষ্টা হইতে কিছুতেই বিরতি হয় না; সাধন ক্রমাগত চলে। শ্রদ্ধা থাকিলেই তাহাকে সাধু বলিতে হইবে; শ্রদ্ধার এত মাহাত্ম্য! অজ্ঞের—মাহাত্ম্যজ্ঞানহীনের শ্রদ্ধা হয় না। যেখানে ভক্তি, সেখানে শ্রদ্ধা আছেই। যদি কাহারও শ্রদ্ধা থাকে, তবে তাহাকে হরিকথা বলিতে হইবে—তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। অশ্রদ্ধালুকে হরিকথা বলিলে দোষ হইবে। ভগবৎ-কথায় বিশ্বাসই ভক্তিতে অধিকার। ভক্তসঙ্গ ও ভক্ত-কৃপাফলে যে মঙ্গলোদয় হয়, তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা চেষ্টা করিয়া হয় না, ভাগ্য থাকিলে শ্রদ্ধা হয়। হয় ভক্তের কৃপাদৃষ্টি, না হয় তাঁহার সঙ্গফলেই শ্রদ্ধা হয়। অকৈতবা ভক্তি হইলে প্রীতি হয়। সাধু-সঙ্গ ভগবৎসান্নিধ্যের নিদান। সাধুসঙ্গ ব্যতীত নির্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য অথবা সবিশেষ পরমাত্ম-সাযুজ্য বা ভগবৎ-সাযুজ্য হইবে না।

'আমি-আমার'-বুদ্ধি পরিত্যাগই শরণাগতি বা শ্রদ্ধা। অকিঞ্চন হইলে রাস-পঞ্চাধ্যায় পড়িবার অধিকার হয়। সাধুকে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধি বা অনাদর করাই অশ্রদ্ধা। সৎসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ বা নবধা ভক্তির যে-কোন একটির দ্বারা মঙ্গল হইতে পারে। মাপিয়া লওয়ার বুদ্ধিই অশ্রদ্ধা। সাধুর আশ্রিত না হইলে কৃষ্ণে মতি হইবে না। যিনি নিজের মঙ্গলামঙ্গলের কথা চিন্তা করেন, তিনিই মুনি। তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ নহেন। প্রজল্পীর হরিভজন হইবে না। বাক্য ও মন-দ্বারা অসদালোচনা হইলে হরিভজন হইবে না, বিষয়াসক্তি থাকিলে হরিভজন হইবে না। শ্রীনারদ নলকুবর ও মণিগ্রীবকে বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন।

ভগবানের প্রতি পরাঙ্মুখতা, মাংস-দর্শন, শিশ্নদর্শন, মুখ-দর্শন—এসব একই কথা। মহাভাগবতগণ অপরাধী ও অত্যন্ত বহির্মুখকে দেখেন না। এখানে সাধারণ পাপের কথা হইতেছে না; কারণ, ভগবৎ-বিমুখ জীবমাত্রেই পাপী। ভগবান্‌কে ভুলাই পাপ। "জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম-জন্ম তাপ॥" ভক্তিতে ভগবদ্-বিস্মৃতি নাই। সাধুগণ জীবকে স্বেচ্ছায় কৃপা করেন। অপরাধী তাঁহাদের কৃপা পায় না। বহির্মুখের প্রতি তাঁহাদের কৃপা হয়। বহির্মুখকে উদ্ধার করিবার জন্যই ত' তাঁহাদের অবতার। কাহাকেও সর্ব্বোত্তম করিয়া দেওয়াই তাহার সর্ব্বনাশ করা। কাঙ্গাল অভিমানটা হইলেই মঙ্গল হয়। সাধুসঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গেই হরিস্ফূর্ত্তি হয়, ভগবদ্‌বিস্মৃতিও দূর হয়। ভগবৎপ্রিয়-জনের সহিত যখন সাক্ষাৎ হয়, তখনই বহির্মুখতা ধ্বংস হয় ও উন্মুখতা আরম্ভ হয়। ভক্ত ভগবদ্‌ভক্তিমান্ ও ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্। নিজ সুখ-বাসনা থাকিলেই বাধা ঘটিবে। নিজসুখ-বাসনারূপ ছিদ্রটা বন্ধ করা দরকার। মন শুদ্ধ হইলে—সাধন করিতে করিতে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইলে ইচ্ছাময় ভগবানের স্বতঃপ্রকাশ কৃপা আবির্ভূত হন। ভক্তি সহজ ও স্বাধীনা। আমাদের অপরাধ-দোষেই সেবা করিতে ইচ্ছা হয় না, সেবায় যে সুখ আছে, তাহাও অনুভব করিতে পারি না।

দ্বাদশ মহাজনের মধ্যে যে জনকের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি সীতার পিতা জনক নহেন। তিনি মিথিলাধিপতি জনক শ্রীনিমিরাজ। এই নিমিরাজ জনকের নিকট শ্রীশুকদেব ভাগবতধর্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। মিথিলার রাজগণ সকলেই জনক-নামে খ্যাত। সেইজন্য সীতার পিতা শিরধ্বজকেও জনক বলা হয়।

শ্রীভীম ও জরাসন্ধ

পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম মধ্যমপাণ্ডব শ্রীভীম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ। শ্রীভীম—আশ্রয়-বিগ্রহ; তিনি আমাদের গুরু। তিনি আশ্রয়-জাতীয় কৃষ্ণ। তিনি জগদ্‌গুরু। গুরুই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। গুরু—কৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণ দিতে পারেন। জীব ও মায়া কৃষ্ণকে দিতে পারে না। জীব বা মায়া কৃষ্ণ নহে। জীব চেতন হইলেও কৃষ্ণ নয়। শ্রীগুরুদেব বাহিরে দেখিতে মানুষের মত কিন্তু মানুষ নন, তিনি কপট-মানব। কৃষ্ণই কৃষ্ণকে জানেন। জীব কৃষ্ণকে জানিতে পারে না, গুরু কৃপা করিয়া জানাইলে জানিতে পারে। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশ—কৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। গুরু কৃষ্ণ হইলেও গোপীনাথ বা রাধানাথ নহেন। গুরু কৃষ্ণকে সুখ দেন, নিজে সুখ চান না। গুরু জীবজাতীয় নহেন। শ্রীমাধ্বগণ অর্জ্জুন অপেক্ষা ভীমকেই গুরু বলিয়া জানেন। এই ভীমই ত্রেতাযুগে হনুমদ্রূপে রাবণ বধ করিয়া সীতার সহিত রামের বিলাসের সহায়তা করিয়াছেন। শিবের কাম—গুরুর সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন করান। শ্রীহনুমান্‌জী অদ্বিতীয় বীর, তাঁহার মত বীর কেহ নাই। শ্রীভীম কলিযুগে শ্রীমধ্বাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবের মঙ্গলবিধান করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও কুন্তী—ইঁহারা সকলেই মহাভাগবত। ইঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণের সুখের জন্য ব্যস্ত। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ভোগবুদ্ধি বা পুরুষাভিমান নাই। ইঁহাদের শ্রীনাম-স্মরণে বা কৃপায় জীবের পুরুষাভিমান নষ্ট হয়। ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণভক্ত। ইঁহারা নিত্য দ্বারকা-বাসী। শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ড নহে। তিনি দ্বারকার ন্যায় সমান ঐশ্বর্য্য-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণাদেশে এই রাজসূয়-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যাহাতে কৃষ্ণের সুখ হয়, তাহাই ভক্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাক্ষাৎ ভক্তিও যদি নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য কৃত হয়, তবে তাহাকেও ভক্তি বলা যায় না। যাহাতে ভগবানের সুখ নাই, তাহা ভক্তি নহে।

একদিন রাজা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানে স্বীয় অভিপ্রায়ের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—"হে গোবিন্দ! আমি রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের এই যজ্ঞকার্য্য সমাধা করুন। যাঁহারা নিরন্তর আপনার অভয়প্রদ পদযুগল সেবা-দ্বারা পরিচর্য্যা, বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা ধ্যান ও বাক্যদ্বারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি কোনরূপ কাম্য বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তিগণেরও অলভ্য বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে দেব-দেব! এই রাজসূয়-যজ্ঞে লোক-সমূহ আপনার পাদপদ্ম-ভজনপ্রভাব দর্শন করুক এবং বিমুখ জনগণ ভক্ত ও অভক্তের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দেখুক।" শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবের প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, হে মহারাজ, আপনার সঙ্কল্প অতি উত্তম। এতদ্দ্বারা আপনার কীর্ত্তি সর্ব্বলোকে ব্যাপ্ত হইবে এবং উহা নিখিল সুহৃদ্‌গণের বাঞ্ছনীয়। আপনি যাবতীয় নৃপগণকে পরাভূত ও পৃথিবীকে বশীভূত করিয়া যজ্ঞের দ্রব্যসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করুন। আপনার ভ্রাতৃগণ লোকপালগণের অংশজাত এবং আপনি নিজে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া আমিও আপনার বশীভূত। আমার প্রতি যিনি আসক্তচিত্ত, এজগতে কোন দেবতাও তাঁহাকে তেজঃ, যশঃ, সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্যদ্বারা অভিভূত করিতে পারে না, মনুষ্যের কথা আর কি বলিব। ভগবদ্বাক্যশ্রবণে প্রীত হইয়া মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠির সৃঞ্জয়বীরগণের সহিত সহদেবকে দক্ষিণ, মৎস্যদেশীয় বীরগণ-সহ নকুলকে পশ্চিম, কেকয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনকে উত্তর এবং মদ্রবীরগণের সহিত ভীমসেনকে পূর্ব্বদিক্ বিজয়ের জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীসহদেবাদি সকলে নৃপতিগণকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় করত প্রভূত ধন সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন। দিগ্বিজয়ে রাজা শ্রীযুধিষ্ঠির জরাসন্ধকে অপরাজিত শ্রবণ করিয়া তাহার পরাজয়ের জন্য উপায় চিন্তা করিলে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব-কথিত উপায় প্রকাশ করিলেন। অনন্তর শ্রীভীম, শ্রীঅর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ—এই তিনজন ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া জরাসন্ধের নিবাসে গমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভক্ত রাজার নিকট আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং অতিথি-সেবার প্রভূত প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের প্রার্থনীয় বস্তু প্রদানের জন্য জরাসন্ধকে অনুরোধ করিলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদের অঙ্গে জ্যাঘাত-চিহ্ন-দর্শনে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও নিজদেহের বিনিময়েও তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমরা ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধাভিলাষে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, এতদ্ব্যতীত আমরা অন্য কোন বিষয় কামনা করি না। অতএব যদি আমাদের প্রার্থনা-পূরণ সঙ্গত মনে হয়, তাহা হইলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর। ইনি কুন্তীপুত্র ভীমসেন, ইনি ইঁহার ভ্রাতা অর্জ্জুন এবং আমি তোমার শত্রু কৃষ্ণ।" শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া জরাসন্ধ উচ্চহাস্য করিয়া বলিতে লাগিল,—"হে কৃষ্ণ, যদি যুদ্ধই তোমাদের প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে আমি তাহাই প্রদান করিব। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরাপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার ভয়ে সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ! সুতরাং তোমার ন্যায় যুদ্ধ-কাতর ও ভীরু ব্যক্তির সহিত আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি। এই অর্জ্জুনও অল্পবলশালী এবং বয়স ও শরীরে আমার তুল্য নহে। অতএব ইহাকেও যুদ্ধযোগ্য মনে করি না। একমাত্র ভীমসেনই আমার তুল্য বলশালী যোদ্ধা বলিয়া মনে হইতেছে।" জরাসন্ধ এইরূপ বলিয়া ভীমসেনকে একটী গদা প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং অপর গদা গ্রহণ করিয়া নগরের বহির্ভাগে গমন করিল। তথায় পরস্পরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাহু, কটি ও পদদেশের আঘাতে গদাদ্বয় বিনষ্ট হইল। তখন বীরদ্বয় মুষ্টিদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে পরস্পরকে তুল্য বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ একটী বৃক্ষশাখা চিরিয়া ভীমকে জরাসন্ধ-বধের উপায় প্রদর্শন করিলেন। মহাবীর শ্রীভীমসেন শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিত বুঝিয়া জরাসন্ধকে পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভূপাতিত করিলেন এবং নিজ পদদ্বারা একপদে আক্রমণপূর্ব্বক বাহুযুগলের দ্বারা অন্য পদ ধারণ করিয়া উরুদেশ হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে বিদারিত করিলেন। এইরূপে জরাসন্ধ নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া পূজা করিলেন। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধরাজ্যের অধিপতিত্বে

অভিষিক্ত করিয়া জরাসন্ধকর্তৃক আবদ্ধ রাজগণকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন।

রাজা শ্রীযুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের নিকট-বার্ত্তা অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে বলিলেন যে, ত্রিলোকগুরুগণ ও লোকপালগণের সহিত নিখিল লোকসমূহ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অবনতমস্তকে বহন করিয়া থাকেন তাদৃশ পরমেশ্বরের পক্ষে যুধিষ্ঠিরের আদেশ পালন অত্যন্ত বিদৃশ; তবে পরানুগ্রহ-নিমিত্ত সর্বনিয়ন্তা তাঁহার প্রভাবের বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় না। এই বলিয়া তিনি ভরদ্বাজ গৌতম, বশিষ্ঠ প্রভৃতি বেদ-নিপুণ সুযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞের হোতৃরূপে বরণ করিলেন তখন সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত বহু ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণে লোক যজ্ঞদর্শনার্থ সমাগত হইল। সভ্যগণের মধ্যে অগ্রে পূজাপাত্রের যোগ্য কে—এই বিচার উপস্থিত হইলে শ্রীসহদেব বলিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পূজাশ্রেষ্ঠ; যেহেতু তিনিই সর্বদেবময়। তিনি অন্তর্যামিরূপে নিখিল জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য নিজমায়াবলে সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার অনুগ্রহবলেই মানবগণ বিবিধ শুভকর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক অশেষ শুভ ফল লাভ করেন এবং তাঁহার পূজা করিলেই নিখিল জগতের পূজাও সাধিত হয়। সভায় সকলে শ্রীসহদেবের এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া সাধুবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠির সভ্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে প্রীতিপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন এবং তাঁহার পাদ প্রক্ষালনবারি ভার্য্যা, অনুজ, অমাত্য ও আত্মীয়গণের সহিত মস্তকে ধারণ করিলেন।

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও প্রশংসা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না, কিন্তু সভ্যগণ কর্ণাচ্ছাদনপূর্বক সভা ত্যাগ করিলেন; যেহেতু ভগবান্ অথবা ভক্তনিন্দা শ্রবণ করিলে নিন্দাকারী ও শ্রোতা উভয়েরই নরক হয়।

কৃষ্ণ-নিন্দা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য রাজগণ শিশুপালের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে শিশুপালও যুদ্ধার্থ খড়্গ ধারণ করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইয়া বীরগণকে নিবারিত করিয়া সুদর্শন-চক্রদ্বারা শিশুপালের শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন শিশুপালের দেহ হইতে জ্যোতিঃপুঞ্জ উত্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে প্রবেশ করিল। এই শিশুপাল পর-পর তিনজন্ম ভগবদ্বিদ্বেষ দ্বারা অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করায় দেহাবসানে তন্ময়তা—সারূপ্য-প্রাপ্ত হইয়াছিল।

রাজা যুধিষ্ঠির সভ্য ও ঋত্বিক্‌গণকে প্রচুর দক্ষিণাদানপূর্বক যজ্ঞান্তস্নান শেষ করাইলেন। ভগবান্ শ্রীদেবকী-নন্দন যজ্ঞসমাপনান্তে মহিষীগণসহ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:০:(০):০:——

বৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া যদি বিষ্ণুর সেবার জন্য চেষ্টা হয়, তাহা হইলে দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়। মানবগণ কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া দাম্ভিক হয়। দাম্ভিক হইলে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় আর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে না; তাহাতে তাহাদের বদ্ধদশার ফাঁসি গলায় আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়। সদগুরুচরণে শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করিলে এবং শ্রবণ ও কীর্ত্তনই ভগবৎসেবা, ইহা জানিলে ভগবৎস্মৃতি হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত রাখিবে।

প্রত্যেক দিন সকাল বেলা উঠিয়া সর্বাগ্রে নিজের মনকে দু'শ বা জুতা আর পাঁচ শ' বা ঝাঁটা মারিয়া মনকে শিখাইতে হইবে,—'মন, তোমার পরচর্চা করিয়া কি লাভ? তোমার চর্চা তুমি কর না কেন?' "পর-চর্চকের গতি নাহি কোন কালে" 'পর-চর্চা'-শব্দে 'পর' বলিতে পরমেশ্বর-বিমুখ জনের চর্চা। উহার দ্বারা আমার অমঙ্গল হয়, কিন্তু 'পর' অর্থাৎ পরমেশ্বরের চর্চার দ্বারা আত্মমঙ্গল হইয়া থাকে।

হরিস্মৃতিই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়; তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তন হয়, আবার কীর্ত্তন হইলে স্মরণ হয়।

'আমরা অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া আছি'—এই বিবেক অনেক সময় আমাদের হরিকথায় রুচি উৎপন্ন করায়। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতেই কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। যখন যখনই আমরা হরিকীর্ত্তন করি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হরিস্মৃতি আসে। স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হওয়ার নামই আত্মসমর্পণ।

যাহারা ঠাকুর-সেবার ছলনায় বিস্তীর্ণ অন্ন গ্রহণ করে, তাহাদের ভজন নষ্ট হইয়া যায়। ঠাকুরের প্রসাদের নামে বিস্তীর্ণ প্রকার উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোগ করিলে জিহ্বা ও উদর-লাম্পট্য উপস্থিত হয়।

বাস্তব বস্তু যাহা, তাহা না জানার দরুণ যত অসুবিধার উদয় হইয়াছে। এই অসুবিধা বা যাবতীয় ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। মনুষ্য-জন্মে তাহা সম্ভব। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যদি সাধুর নিকট শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করি, তাহা হইলে ইহ জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের দ্বারা আমরা বড়্‌শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃষ্ট হইব না। তখন ভগবানের নিজ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইব।

বৈকুণ্ঠ-নাম গ্রহণ করিলে পাপ হরণ হইবে, অপরাধযুক্ত হইলে হইবে না। সেবোন্মুখ না হইলে বহুজন্ম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেও কিছু হইবে না। অনর্থ থাকা কালে কৃষ্ণসেবা উদ্বোধিত হয় না—চেতনবৃত্তির উন্মেষ হয় না, কোথা থেকে কৃষ্ণ জ্ঞান হয়! মায়াবাদী—জ্ঞানী, আর মিছাভক্ত—কৃষ্ণভোগী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাণী শ্রবণ না করিলে পূর্ণব্রহ্ম জগন্নাথ দর্শন হয় না। এই চক্ষুদ্বারা জগন্নাথ-দর্শন অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারাই শ্রীজগন্নাথদর্শন সম্ভব। শব-শরীরে ভেদ-বুদ্ধি থাকিলে জগন্নাথ দর্শন হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে সুবিধার কথা ব'লেছেন—চব্বিশ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন কর—কৃষ্ণভজন কর, তা' বিশেষরূপে আলোচনা করা দরকার। আগে থেকে আলোচনা না করলে কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যবহার কি ক'রে হ'বে? শেষে হয় ত' নির্বিশেষ-বিচারই বরণ ক'রে ব'সবো। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রান্ত পদে পদে আলোচনা না ক'রলেই অসুবিধায় পড়তে হ'বে। জগতের সমস্ত বুদ্ধিমান্ লোক চৈতন্যদেবের কথা বিচার করুন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ কথা ভাগবত হ'তে সংগ্রহ ক'রেছেন, "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়ঃ"। শাস্ত্রে যত রকম নির্দ্দেশ আছে, সকল ব্যাপারের একমাত্র শেষ কথা—ভগবানের আরাধনা। ভগবান্ পূর্ণবস্তু। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা অপূর্ণের দিকে আকৃষ্ট থাকি, যেকাল পর্য্যন্ত আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার—'কর্ত্তাহহং'-অভিমান প্রবল থাকে, ততদিন পূর্ণের দিকে অভিযান ক'রতে পারি না আমরা ভ্রান্ত হ'য়ে নানারূপ কল্পনা করি এবং তদ্রূপে আকৃষ্ট হওয়ায় অপূর্ণতারই ফল লাভ হয়। সুতরাং এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের উপর নির্ভর করাই একমাত্র উপায়।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——:০:(০):০:——

শ্রীধামে শ্রীরামনবমী-উৎসব

গত ২৬শে মার্চ, বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুরে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীরামনবমী-উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীপাটে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে প্রস্তাবক্রমে শ্রীমুরারি-গুপ্তের ও শ্রীরামচন্দ্রের কথা কীর্ত্তন করেন। অনন্তর কীর্ত্তনমুখে শ্রীসীতারামের বিচিত্র ভোগরাগ ও আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। তথায় অপরাহ্নে বহুক্ষণ যাবৎ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল সাগর মহারাজ প্রায় ৩।৪ ঘণ্টাকাল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্নে শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীহরি-কথা কীর্ত্তন করেন। ভক্তগণ উক্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া শ্রীরামনবমী-তিথিব্রত সম্মান করেন। তৎপর দিবস শ্রীধামবাসী প্রভাতে সকলকেই শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

——

বর্দ্ধমানে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী হুগলীজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচারাদি করিয়া বর্দ্ধমান জেলার "মেমারী" নামক গ্রামে গত ২০।৩।৪২ তারিখে উপনীত হন।

তথায় স্থানীয় সজ্জনমণ্ডলীর আগ্রহে উক্ত দিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের দৈত্যবালকদিগকে উপদেশ এবং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফল কি? এই বিষয়ে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল পাঠ হয়। পাঠান্তে ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শন করা হয়।

তৎপর দিবস তথাকার লোকের ক্লাবের একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গণে "বিশ্বগুরু শ্রীচৈতন্যদেব" সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল একটী বক্তৃতা দেন।

বক্তৃতা-শ্রবণে সমাগত সজ্জনবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারিয়া আরও তিন দিন যথাক্রমে "মানব-জীবনের কর্ত্তব্য", "সনাতন ধর্ম" ও "বৈষ্ণবধর্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। উক্ত সভায় প্রায় ১০০০ (এক হাজারের) ও অধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্যহ বক্তৃতা ও পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

সভায় সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম প্রদত্ত হইল। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বানার্জ্জি (B. com) শ্রীত্রিপদ-নাথ সর্বাধিকারী, কাব্যতীর্থ এম, এ, হেড-মাষ্টার; শ্রীপরমানন্দ সরকার; শ্রীগোপীনাথ বিশ্বাস; শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে; শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবরায়; শ্রীবিশ্বগোপাল গুপ্ত; শ্রীরামলাল গাঙ্গুলী, বি-এ, হেডপণ্ডিত, ডাঃ রাজেন্দ্র-লাল ঘোষ, এল্‌-এম্‌-এফ্‌, প্রভৃতি।

গত ২৬শে মার্চ্চ শ্রীরামনবমী ব্রতোপবাস দিবসে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ-আশ্রিত স্থানীয় গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। সেবকগণ উপবাসী থাকিয়া কীর্ত্তনমুখে শ্রীরামনবমীব্রত উদ্‌যাপন করেন।

এতদুপলক্ষে প্রচারের জন্য শ্রীযুত রাজেন্দ্র-নাথ পাল মহাশয়ের আগ্রহ ও সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিবিধ সংবাদ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
১ম ও দিনের জন্য, পরবর্ত্তী দিনের জন্য				।০
প্রতি লাইন	১০	৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৩৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲, ষাণ্মাসিক ৩৷০ টাকা মাত্র।

২। সজ্জনতোষণী—একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব গ্রন্থ স্বনামধন্য শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গীরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তি এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাল তরঙ্গাপাদিত কলিযুগরূপ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীমদ্ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

পাচন

ম্যালেরিয়া-পীড়িত জীর্ণ শীর্ণ মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি এত অধিক। জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, কামলা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

১৫ই এপ্রিল হইতে ২রা জুলাই গ্রীষ্মাবকাশ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত স্কুল কলেজের নিকট এইরূপ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, এবার গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে ১৫ই এপ্রেল মধ্যেই যেন সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। স্কুল ও কলেজগুলি ২রা জুলাই খুলিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই আদেশ বাধ্যতামূলক নহে; ইহা সুপারিশ মাত্র। যে সব স্কুল ও কলেজ বিপজ্জনক এলাকায় অবস্থিত সেইগুলি সম্বন্ধেই এই সুপারিশ বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

কর্ম্মচারীদিগকে অগ্রিম বেতন দান

বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে কর্ম্মচারীদিগকে অধিকতর সাহায্যদানকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাসিক ৩০০ টাকার কম বেতনের কর্ম্মচারীদিগকে দুই মাসের বেতন এবং তদপেক্ষা উর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মচারীদিগকে এক মাসের বেতন অগ্রিম দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট এক লক্ষ টাকার বেশী ব্যয় হইবে। উক্ত টাকা দশ কিস্তিতে আদায় করা হইবে। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় তিন মাসের বেতন অগ্রিম প্রদানের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন।

সুদূর প্রাচ্যে সৈন্যদিগের অবস্থা

সামরিক জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স প্রতিদিন ভারতবাসীদের নিকট হইতে বহু সংবাদ পত্র আসিতেছে। তাহাতে তাহারা অধুনা জাপানীদের আক্রান্ত সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্যে রত তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের কুশল সংবাদ জানিতে চাহিতেছে।

ভারতবর্ষে আত্মীয়-স্বজনদের এই উৎকণ্ঠার সহিত জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সের পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে এবং জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স এই বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুতই রহেন এবং তাঁহারা দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, ঐ সমুদয় অঞ্চলে আমাদের সৈনিকদের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু সংবাদ পাইতে কিছু বিলম্ব হইবে।

আগামী গভর্ণমেন্ট এই সম্পর্কিত সংবাদাদি রেডক্রস আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করিতেছে। তৃতীয় হইতে তদন্তর উপায়ে ভারতবর্ষে এই সংবাদ প্রেরণ করা হইবে। ভারতবর্ষের আত্মীয়-স্বজনকে আশ্বাস দেওয়া যাইতে পারে যে, সংবাদ এখানে পৌঁছামাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকটতম আত্মীয়গণকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। যাহাতে ঠিকমত সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে, সেইজন্য নিকটতম আত্মীয়দের ঠিকানার কোন পরিবর্ত্তন হইলে অভিভাবকদিগের দেওয়ার জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সে ও অন্যান্য শ্রেণীর সৈনিকদিগের বেলায় সংশ্লিষ্ট রেজিমেন্ট ব্যাটালিয়ন রেকর্ড অফিসে বা কেন্দ্রে তাহা জানাইতে হইবে।

ডাকাতি নিবারণে বন্দুক ব্যবহারের নির্দ্দেশ

ঢাকা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—

দেশে ডাকাতির সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু এরূপ একটি ঘটনাও জানা যায় নাই, যে ক্ষেত্রে আক্রান্ত অঞ্চলে বন্দুকের লাইসেন্সধারী কোন প্রতিবেশী তাঁহার অস্ত্রের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন,—ইহা লক্ষ্য করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।

লোকসমূহকে আঁকাবক করিবার জন্য অথবা লাইসেন্সধারীর শোভা বর্দ্ধনের জন্য বন্দুকের পাশ দেওয়া হয় নাই, প্রয়োজন ক্ষেত্রে অস্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দুষ্কৃতকারী ডাকাতগণ কোনও ক্ষেত্রে তাহাদের দুষ্কর্মে বাধা পায় নাই বা তাহাদের কাহাকেও জখম করা হয় নাই, এই অবস্থাদৃষ্টে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, এ যাবৎ যাঁহাদিগকে বন্দুকের পাশ দেওয়া হইয়াছে সন্নিহিত অঞ্চল সংরক্ষণের নিমিত্ত অস্ত্র ব্যবহারে তাঁহারা অনুপযুক্ত।

এই অবস্থাধীনে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কোনও ডাকাতির সংবাদ পাইলে প্রথমেই অনুসন্ধান করা হইবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লাইসেন্সধারীগণ কি করিয়াছেন। সুযোগ পাইয়া সত্ত্বেও যাঁহারা বিপন্ন প্রতিবেশীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবেন না, তাঁহাদের অস্ত্র সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। পক্ষান্তরে যে সমস্ত ব্যক্তি ডাকাতদের বাধা দিতে যাইয়া সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দিবেন—বিশেষতঃ যে সব ক্ষেত্রে এইরূপ বাধা দানের ফলে দুর্বৃত্তকারিগণ ধরা পড়িবে—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে স্বাধীন ব্যবহারের নিমিত্ত বন্দুকের সনদ ও আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-র দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতিসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-আলোকে সংশোধিত ও রক্ষিত হইয়া "প্রতিলেখ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীরাগবর্ত্মচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থের 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আবাহন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সকল সাধকেরই প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২৮ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৭ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৩১শে মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার } ১৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ বিষ্ণু, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫

হরিকথা-বিমুখের গতি নাই

——::(•)::——

হরিকথা ও হরি একই বস্তু। ইঁহাদের মধ্যে কোনরূপ ইতর-বিশেষ নাই। হরিকীর্ত্তন উপায় ও উপেয়—উভয়ই। হরিকথাই হরি, হরিনামই হরি। হরিসঙ্কীর্ত্তনই হরিকে লাভ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। হরিকথাই জীবের জীবন। হরিকথায় রুচিই ভক্তি। যাহার হরিকথায় রুচি নাই, সে জীবন্মৃত। অত্যন্ত বহির্ম্মুখেরই হরিকথা ভাল লাগে না। হরিকথায় যাহাদের অরুচি, তাহাদের গতি কোন কালেই নাই। তাহারা নিত্য-স্বার্থভ্রষ্ট।

ধ্যানাদি যা' কিছু—সবই কীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। কৃত্রিম স্মরণের দ্বারা ব্যক্ত-রাগদ্বেষ বন্ধ হইলেও অব্যক্ত রাগদ্বেষ অর্থাৎ মানসিক চাঞ্চল্য যায় না। কিন্তু কীর্ত্তনপ্রভাবে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণরূপ ত্রিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যুগপৎ সাধিত হয় বলিয়া চিত্ত সহজেই ভগবৎ-পাদপদ্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—'যিনি শ্রীহরির মঙ্গলময়ী কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য-শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ চিরকাল ধরিয়াই সেই ভক্তের [illegible] এবং তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হ'ন।' ইহার দ্বারা স্মরণ যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

অন্য লোক ত' দূরের কথা, যোগিগণও হরিকথা-শ্রবণ-বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করেন। দিবসে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ ভগবদিতর বিষয়ে লিপ্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট থাকে। রাত্রিকালেও তাঁহারা সুখ পায় না; কারণ, তাঁহারা নিদ্রিত হইলেও নানা অসদ্বিষয়ে বাধিত মনোরথরূপ স্বপ্নদর্শন দ্বারা তাঁহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়। ধ্যান-ধারণাদি আরোহবাদের চেষ্টার দ্বারা সময় বৃথা নষ্ট হয়। যাঁহারা ভক্তিবশে হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে রুচিবিশিষ্ট নহেন, তাঁহারা প্রাণায়ামাদি কার্য্যে বৃথা সময় ক্ষেপ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষেপণহেতবঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৫।৩৩)

[যাঁহারা উত্তমযোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা অষ্টাঙ্গ চেষ্টাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই সকল সাধনের ফল প্রাপ্ত হ'ন। তাঁহাদের পক্ষে শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ব্যতীত অন্য সাধনচেষ্টা কালক্ষেপণের হেতুমাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কালক্ষেপ করেন না।]

হরিকথাই আমার একমাত্র স্বার্থ, হরিকথাই আমার মঙ্গলের একমাত্র পথ, হরিকথাই আমার নিত্যকাল শ্রবণীয় ও পানীয়, হরিকথাই আমার জীবাতু, হরিকথাই মৃতসঞ্জীবনী, হরিকথাই হরি, হরিকথাই মৃতকে অমৃত করে, ভীতকে অভয় দান করে, শোকাতুরকে অশোক করে,—এরূপ জ্ঞান বা বিশ্বাস যাহার নাই, হরিকথা শুনিবার জন্য যাহার চিত্ত উন্মত্ত হয় না, তাহার হরিকথায় রুচি নাই।

হরিকথায় যেখানে বিরাগ, অশ্রদ্ধা বা অনাদর, সেখানে মায়ার আদর নিশ্চয়ই আছে। মায়োন্মুখ বা ভোগোন্মুখের হরি-উন্মুখতা থাকিতে পারে না। যেখানে মায়ায় রুচি, সেইখানেই হরিকথাতে অরুচি; যেখানে হরিকথায় রুচি সেখানে মায়ার প্রতি অনাসক্তি বা সহজ বৈরাগ্য স্বাভাবিক। যেখানে হরিকথায় রুচি, সেখানে প্রজল্প নাই; যেখানে প্রজল্প, সেখানে হরিকথায় রুচি নাই। হরিকথায় বিরাগ-বিদ্বেষ প্রজল্পীর বিনাশ অনিবার্য্য। হরিকথায় তাহার প্রবৃত্তি বা আপনজ্ঞান নাই। যেখানে রুচি সেখানেই একাগ্রতা; যেখানে রুচি নাই, সেখানে একাগ্রতাও নাই। জীবন্ত সাধুর শ্রীমুখে মনোযোগ-সহকারে হরিকথা শুনিলে চিত্তচাঞ্চল্য বিদূরিত হইয়া কৃষ্ণে রতি বা ভক্তি হয়। সাধুগণের হরিকথাই হরিকথাবিমুখ মানুষ জীবন্মৃতকে সঞ্জীবিত করে, হরির দিকে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। সাধুর বীর্য্যবতী হরিকথাই আমাদের একমাত্র উদ্ধার-কর্ত্তা ও রক্ষক, কিন্তু সেই একমাত্র উদ্ধার-কর্ত্তা ও রক্ষকের প্রতি যদি ঔদাসীন্য বা অনাদর আসে, তাহা হইলে আমাদিগকে আর কে রক্ষা ক'রবে? সেইজন্যই বলিতেছি, 'হরিবিমুখের গতি নাহি কোন কালে'। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও কৃষ্ণকথা-শ্রবণেচ্ছু শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রকে দৈন্যভরে বলিয়াছিলেন,—

"প্রভু কহেন,—কৃষ্ণ-কথা
আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে, তাঁর মুখে শুনি॥
ভাগ্যে তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ-পাশ যাই' করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার, বড় ভাগ্যবান্।
যা'র কৃষ্ণ-কথায় রুচি, সেই ভাগ্যবান্॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম
এব হি কেবলম্॥"

(ভাঃ ১।২।৮)

অর্থাৎ মানুষের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ স্বধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি হরিকথায় রুচির উদয় না করায়, তবে উহা পণ্ডশ্রম মাত্র।

সাধুসঙ্গেই হরিকথা হয়। সাধুর কথাই হরিকথা। হরিকথাই যাঁহাদের প্রাণ তাঁহারা একমুহূর্ত্তও সাধুসঙ্গ ছাড়া থাকিতে পারেন না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান-অবিদ্যা-পরাজয়॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।"

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে এই জন্মেই হরিকথায় রতি হইতে পারে অথবা জন্ম-জন্মান্তর পরেও হইতে পারে। হরির প্রতি বা হরিকথার প্রতি টান বা রুচি জোর করিয়া করান যায় না। জীবের হৃদয়ে উহা সহজ-ভাবেই উদিত হয়। স্বভাবে উন্নতি হইলে হরিকথায় স্বাভাবিক রুচি হয়। যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহাদেরই হরিকথায় রুচি হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন স্থানে মহাভাগবত বৈষ্ণব হরিকথা কীর্ত্তন বা শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেই স্থান হইতে কেহ কেহ উঠিয়া যান। 'হরিকথা' পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—"আমার কিছু কাজ আছে, কেবল কথায় ত' চিঁড়া ভিজে না, তাহাতে মন স্থির হয় না,

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীরামলীলার শিক্ষা

শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১০।১০ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, রাক্ষসাধম রাবণ বৃকের ন্যায় রামের বনে সীতাকে অপহরণ করিলে রামচন্দ্র প্রিয়তমা-বিরহে তথা স্ত্রীসঙ্গিগণের যে পরিণামে এরূপ দুঃখ লাভ হয়, তাহা দেখাইয়া কাঁদিয়া লক্ষ্মণের সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে সীতাহরণ, সীতাবিরহে ভগবান্ রামচন্দ্রের ক্রন্দন, অপরোক্ষে বালীবধ ও লক্ষ্মণ-বর্জ্জন প্রভৃতি ঘটনা সম্বন্ধে সাধারণের সংশয় অপনোদনার্থ পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী মহাজনগণের সিদ্ধান্ত নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল।

এই ভগবান্ মায়াধীশ ; তিনি বদ্ধজীব তুল্য নহেন অথবা তিনি দশরথ কিংবা কাহারও কর্তৃক বদ্ধ হন। আবার কেহ কেহ বলেন,—"সন্ধ্যা আগতপ্রায়, আমার তর্পণ, সন্ধ্যা ও যাগাদি কার্য্য আছে।" হরিকথায় যাঁহাদের রুচি নাই, তাঁহারা যে এইরূপ কত ভাবে হরিকথায় উদাসীনতা দেখাইয়া তাহা হইতে দূরে থাকিতে চায়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ সব কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলেন,—"কীর্ত্তনই যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়, তবে কোন কোন বৈষ্ণব কীর্ত্তন অপেক্ষা স্মরণকেই প্রেমের অধিকতর অনুকূল-সাধন বলিয়াছেন কেন?" উহার মধ্যে রহস্য আছে। এ স্থলে যে স্মরণ বা ধ্যান, তাহা কৃত্রিম নহে; সর্ব্বতোভাবে প্রচুর স্ফূর্ত্তি-বিশেষই সেই ধ্যান। 'আমার নিত্যারাধ্য শ্রীভগবান্ আমার হৃদয়ে সতত অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই ভগবানের নিত্য দাস'—ভগবানের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ স্ফূর্ত্তি। অতএব এরূপ ধ্যান হইলে সংকীর্ত্তন, স্মরণ ও শ্রবণাদি চিত্তবৃত্তিতে স্বতঃই প্রকাশিত হয়। সুতরাং এরূপ ধ্যান হইতে সংকীর্ত্তন-মাধুরী-স্ফূর্ত্তি আরও পারবর্দ্ধিত হয়।

যদি কেহ বলেন, সংকীর্ত্তনে লোকলজ্জা, শারীরক্লেশ প্রভৃতি বহু বিঘ্ন ঘটিতে পারে, কিন্তু স্মরণে সেরূপ কোন বিঘ্নাশঙ্কা নাই। তদুত্তরে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

নাম-লীলা-গুণাদীনাং
উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।
নাম-সংকীর্ত্তন মাধুরী সা
সা তু সাধু-সংশ্রয় ॥

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।২৮)

—নাম-লীলা-গুণাদি-সমূহ শ্রীভগবানের স্মরণ-বিচার প্রসাদ হইতে সেই বিচিত্র সংকীর্ত্তন মাধুরী স্ফূর্ত্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু লোকবলে উহা কখনও সাধিত হয় না অতএব তদবস্থ প্রসাদে কোন বিঘ্নই ঘটিতে পারে না।

অনাদি হইতে উৎপন্ন হন নাই। সেই আত্ম-বস্তুকে 'ইনি সুখ, ইনি দুঃখী, ইনি সীতা অন্বেষণে প্রবৃত্ত' এরূপ বুঝিতে হইবে না। উক্তাবৎ-কর্তৃক বনবাদি-লীলা অসুরবিমোহিনী অর্থাৎ রাবণ ও তদনুগত অসুরস্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাতে মোহিত হন, কিন্তু হনুমান, বিভীষণপ্রমুখ ভগবদ্ভক্তগণ তাহাতে মোহিত না হইয়া ভগবানের এতাদৃশী অসুর-বিমোহিনী লীলার তাৎপর্য্যে বিশ্বাসিত হইয়া তাঁহাতে দৃঢ় আসক্ত হন। ভগবান্ নিত্যানন্দস্বরূপ ও স্বতন্ত্রপুরুষ। তাঁহার দুঃখ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সেই জীবগণের আত্মা সমগ্র জগতের অধীশ্বর ভগবান্ বাসুদেব দুঃখ ভোগ করেন না অথবা স্ত্রীর জন্য মোহও প্রাপ্ত হন না এবং তিনি কখনও লক্ষ্মণকে বর্জ্জনও করেন নাই। উক্ত গ্রন্থে আরও কথিত হইয়াছে,—যাঁহার পাদপদ্ম রেণু নিষেবণফলে মানবীয় দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মবন্দ্য-চরণ ভগবান্ রামচন্দ্র স্ত্রীসঙ্গিগণের গতি জানাইবার ও অসুর বিমোহন করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

রামচন্দ্র সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার, দেবতাদির ন্যায় কোন দেব বা মনুষ্য নহেন; তাঁহার প্রিয়া-বিয়োগজনিত দুঃখ-প্রকাশ অসুর বিমোহন ও দেব-মনুষ্যবর্গের শিক্ষার নিমিত্ত জানিতে হইবে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১০।১০ শ্লোকের 'সারার্থদর্শিনী'-টীকায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

রামচন্দ্রের অসমক্ষে অগ্রে রাবণ-কর্তৃক সীতা অপহৃত হইলে প্রেমবতী প্রিয়ার সহিত তাঁহার যে বিরহ উপস্থিত হয়, তাহা পূর্ব্বরাগ (অনুরাগ) প্রমত্ত বিরহ ও আশ্রয়-যুক্ত প্রেম-ধারা। সেই বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনেই সাত্ত্বিক ভাবের সহিত যে বিলাপ-মূর্চ্ছা, উন্মাদ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবের উদয় হয়, তাহা প্রকাশপূর্ব্বক বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আবার এপ্রকার লীলায় বহির্মুখ-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট স্ত্রীসঙ্গিগণের যে পরিণাম দুঃখ হয়, তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। সীতা-হরণাদি কপট-লীলাদি বস্তুতঃ সত্য নহে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৯।৫ শ্লোকে কিম্পুরুষবর্ষে রামবর্ণন-প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা ও যুক্তি-দ্বারা অবগত হন যে, চিদানন্দময় মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও দেহাদিবশতঃ পরব্রহ্মের দুঃখ-সম্ভাবনাদি সাধ্যাতীত-বিরুদ্ধ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৯।৫ শ্লোকের টীকায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারও মর্মানুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

ভগবান্ মনুষ্যাকারে যে প্রপঞ্চলোকের গোচর হইয়াছিলেন, তাহা কেবল রাবণ-প্রমুখ রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত নহে, কিন্তু মর্ত্তালোক-শিক্ষার জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধার্ম্মিক ও ভক্তভেদে মর্ত্ত্য লোক দুইপ্রকার। ধার্ম্মিকগণের নিকট নিজের ধার্ম্মিকত্ব ও ভক্তগণের নিকট প্রেমবত্ত্ব প্রদর্শন-দ্বারা ধর্ম্ম ও প্রেম শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই তাৎপর্য্য; নতুবা স্ব-স্বরূপে রমমাণ পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের সীতা-বিরহজনিত দুঃখ কিরূপে হইতে পারে? কিন্তু তিনি এইরূপ আচরণের দ্বারা ধার্ম্মিকগণকে শিক্ষা দিলেন যে, তাঁহারা কখনও স্বীয় সতী ভার্য্যাকে উপেক্ষা করিবেন না, পরন্তু তাঁহার নিমিত্ত ক্লেশও সহ্য করিবেন। আবার ভক্তগণকে শিক্ষা দিলেন যে, কান্তিভাবরূপ প্রেমে বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন বাহিরে দুঃখের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ উহা দুঃখ নহে, কিন্তু পরমানন্দময়। আত্মারামত্ব ও দুঃখিত্ব—এই দুইটী বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম যুগপৎ কিরূপে ঘটিতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—সীতা ভগবান্ রামচন্দ্রের স্বরূপশক্তি, সুতরাং তাহা হইতে অভিন্ন, তাঁহার (সীতার) সহিত বিলাসে আত্মারামত্বের হানি হইতে পারে না। এস্থলে সন্দেহ এই যে, সীতা যদি স্বরূপশক্তি হইলেন, তবে তাঁহার সহিত রামচন্দ্রের বিরহ কিরূপে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—একই পরব্রহ্ম চিচ্ছক্তি-বৃত্তিভেদে হ্লাদিনী ও ..... সার প্রেমধারা (প্রেম-আস্বাদন নিমিত্ত) দুইরূপে অবস্থান করেন,—হ্লাদয়িতৃ-স্বরূপ ও কেবল-হ্লাদময়। প্রথমটী পরমেশ্বর ও দ্বিতীয়টি ভক্ত নামে অভিহিত হন। ভক্ত-সংজ্ঞক দ্বিতীয় তত্ত্বটী পুনরায় প্রেমধারা বৃত্তিভেদে দাস, সখা, পিতা ও প্রেয়সী—এই চারিভাগেই বিভক্ত হইয়া অবস্থান করেন। ঐ দাসাদি বৃত্তি-চতুষ্টয় স্থায়িভাব প্রাপ্ত হইলে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটী সামগ্রীযোগে রসরূপে পরিণত হয়। ঐ রস পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব দুইটীকে (পরমেশ্বর ও ভক্ত) বিষয় ও আশ্রয়ভাবে আবাধিত করিয়া বিরহ ও মিলন-সংযোগে কভু সুখ, কভু বা দুঃখ প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় অসাধারণ অপার মাধুর্য্য-আস্বাদন করাইয়া কোন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের চমৎকারিতা সম্পাদন করেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও এই শ্লোকের 'ক্রমসন্দর্ভ'-টীকায় বলিয়াছেন যে, সীতা বিরহ-জনিত দুঃখ লীলামাধুর্য্যের অন্তর্গত, বস্তুতঃ উহাতে কোন প্রপঞ্চগত দোষ স্পর্শ করে নাই।

সীতা-হরণাদি ব্যাপার মৌষললীলার ন্যায় মায়িক। 'মহাভারত-তাৎপর্য্য'-গ্রন্থে যে অধ্যায় ৩৫ ও ৩৭ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্র পরমেশ্বর, সীতাদেবীও পরমেশ্বরী। ভগবান্ রামচন্দ্র যে যে বিবিধপ্রকার লীলা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, স্বরূপশক্তি সীতাদেবীও তাঁহার সহায়কারিণী হ'ন। সীতাদেবীকে হরণ করিবার জন্য রাবণ তাঁহার সমক্ষে আগমন করিলে সীতাদেবী নিজ মায়া-প্রতিকৃতি রাবণের অগ্রে স্থাপন করিয়া কৈলাসে গমন করেন ও তথায় হরগৌরী-কর্তৃক অর্চ্চিতা হন।

বৃহদগ্নি-পুরাণাদিতে রাবণ-কর্তৃক সীতা-হরণ-ব্যাপারের মায়িকত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী সীতাহরণ ও সীতার অগ্নি-পরীক্ষা-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, চরিতামৃত-পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

প্রভু কহে,—এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হঞা মনে না কর বিচার ॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তাঁ'রে দেখিতে নাহি শক্তি ॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ ॥
রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥
বিশ্বাস করিহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কু-ভাবনা না করিহ মনে ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ - মধ্য, ৯।১৯১-১৯৬)

সীতার অগ্নি পরীক্ষা সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর বাক্য—

"পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা রামের গৃহিণী ॥
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতাকে আবরণ ॥
মায়া-সীতা রাবণ নিল, শুনিলা আখ্যানে।
শুনি' মহাপ্রভু হৈল আনন্দিত মনে ॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়া-সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥
রঘুনাথ আসি' যবে রাবণে মারিল।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল ॥
তবে মায়া-সীতা অগ্নি কৈল অন্তর্দ্ধান।
সত্য-সীতা আনি' দিল রাম-বিদ্যমান ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ - মধ্য, ৯।২০২-২০৭)

লক্ষ্মণ বর্জ্জন-সম্বন্ধে শাস্ত্রার্থ-নির্ণায়ক সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—যিনি ত্রিভুবনের কোন বিষয়েই আসক্ত নহেন, সেই জীবগণের আত্মা ও পরমবন্ধু ভগবান্ বাসুদেব কখনই স্ত্রীর নিমিত্ত মোহপ্রাপ্ত হইতে পারেন না, আবার রাম-অবতারে লক্ষ্মণ-বর্জ্জনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

অপরোক্ষে বালীবধ-প্রসঙ্গে 'মহাভারত-তাৎপর্য্য' (৬।১৯-২০) পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, বালী আমার (রামচন্দ্রের) ভক্ত, সে আমাকে দোষবাধায় নিশ্চয়ই আমার পাদপদ্মে পতিত হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শরণাগত ব্যক্তিকে বধ করা উচিত নহে, আবার সুগ্রীব-স্বামী প্রতিজ্ঞাও করিয়াছি; অতএব প্রপন্নজনের বধকার্য্য আকস্মিক নহে এবং প্রপন্নজন বধ্যও নহে। এজন্য রামচন্দ্র তাঁহার অপরোক্ষে থাকিয়া তাঁহাকে বধ ও পরমা গতি প্রদান করেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

'মহাভারত তাৎপর্য্যে'র মূল শ্লোকও নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"ততো মহৈর বধি বাযতিপত্তবীর
পাৱৌ এবং মম সমেত্যতি নির্ব্বিচারঃ।
যোগ্যো বধো ন হি জনস্ত পরানত্তস্ত
বাল্যার্থিনা রবিরতেন যথোথিতস্ত।
তস্মাদৃতত্রয়েৰ নিহবি পঞ্চ-
পুরুং স্থিতি অমৃতত্বা বধান॥"
(মহাভারত-তাৎপর্য্য ৬।১৯-২০)

ব্যোমাসুর ও কেশীদৈত্য

একদিন কংসাদেশে কেশীদৈত্য বৃহৎকায় অশ্বরূপ ধারণ করিয়া ব্রজে গমনপূর্ব্বক বিকট চীৎকারে সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার অসদভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার সমীপে গমন করিলেন। কেশী শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্ত্তী হইয়া পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিতে চেষ্টা করিলে শ্রীকৃষ্ণ উহার পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে উহাকে চারি শত হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কিছুক্ষণ পর মূর্চ্ছিত কেশী চৈতন্য লাভ করিয়া মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক সক্রোধে কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণও হাসিতে হাসিতে তাহার মুখবিবরে বাম হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কেশী উহা চর্ব্বণ করিতে উদ্যত হইলে উত্তপ্ত লৌহের তাপ অনুভব করিল। হস্ত ক্রমে ক্রমে স্থূলাকার হইয়া উহার মুখমধ্যে বায়ুর গমনাগমন বন্ধ করিলে ঐ দুষ্ট দানব অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্হিনাশার্থ কোনপ্রকার গর্ব্ব প্রদর্শন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি শ্রীনারদ তথায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভাবী লীলাসমূহ কীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহার বিবিধ স্তব করিতে লাগিলেন,—"হে কৃষ্ণ, কাষ্ঠসমূহের মধ্যস্থিত আগুনের ন্যায় আপনি সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ আত্মস্বরূপ। আপনার সঙ্কল্প অপ্রতিহত; অতএব আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ শক্তিমান। অসাধুগণের বিনাশ ও সাধুগণের রক্ষার জন্য আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে প্রভো! আপনি নরকাসুর ও মুরাসুরের বধ, স্বর্গ হইতে সবলে পারিজাত-বৃক্ষ হরণ, ইন্দ্রকে পরাজয়, নৃপরাজের কন্যার বিবাহ, জাম্ববতীসহ স্যমন্তকমণি গ্রহণ, মথুরা হইতে ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র আনয়ন, পৌণ্ড্রক-বধ, দন্তবক্র-বধ, শিশুপাল-বধ, এবং রাজসূয় অবস্থিত থাকিয়া আপনি যে সকল অদ্ভুত-কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, তাহা আমি দর্শন করিব।" শ্রীনারদ এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন।

ভগবান্ শ্রীগোবিন্দও কেশী-দৈত্যকে বধ করিয়া সানন্দে গোপাল বালকগণের সহিত পশুপালন করিতে লাগিলেন। এক সময় গোপালগণ পর্ব্বতের তটভাগে গো-চারণ করিতে করিতে চোর ও রক্ষকের অভিনয়-সহকারে চৌর্য্যবস্তুর সংগোপনরূপ লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। ঐ ক্রীড়ায় কতিপয় গোপাল চৌররূপে ও কতিপয় রক্ষকরূপে এবং অন্যান্য কতিপয় মেষরূপে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেইসময় ময়-দানব দৈত্যের পুত্র অতিশয় মায়া-নিপুণ গোপাল-বেশধারী ব্যোমাসুর স্বয়ং চৌর-লীলার অভিনয় করিয়া মেষলীলার আচরণ-কারী অনেক গোপালকে দূরে লইয়া যাইতে লাগিল। ঐ মহাদৈত্য অপহৃত গোপালগণকে পর্ব্বত-গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া শিলাখণ্ডে তাহার মুখ আচ্ছাদিত করিয়া দিল। এইরূপে ক্রীড়াস্থলে কেবলমাত্র চারটী গোপাল অবশিষ্ট রহিলে। সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া গোপালহরণকারী অসুরকে সবলে গ্রহণ করিলেন। ব্যোমাসুর বহুচেষ্টা করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া দর্শক দেবগণের সমক্ষে তাহাকে পশুর ন্যায় নিশ্বাস রোধ করিয়া বধ করিলেন। অতঃপর পর্ব্বত-গহ্বরে আবদ্ধ গোপালগণকে উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:০:(*):০:—

সাধকের পক্ষে শুদ্ধবৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ ও তৎসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণাদির দ্বারা যে মঙ্গল উদয় হয়, প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া বহু জন্ম অর্চ্চনের দ্বারাও তাহা হয় না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব কথাদ্বারা যে ভাব প্রকাশ করেন, শ্রীবিগ্রহ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে দর্শন দিয়াও তাহা করেন না। যিনি অন্তর্য্যামী ভগবান্, তিনিও আমাদের সহিত কথা বলেন না।

শ্রদ্ধা যদি না হয়, তাহা হইলে সাধু বা ভগবদ্দর্শন হয় না, মৎসরতা বা হিংসা এসে উপস্থিত হয়। হিংসা আসে কেন? অন্য লোক আমার উপরে উঠে যাচ্ছে, এজন্যই হিংসা হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের গোড়াতেই ভাগবত-পদকে নির্ম্মৎসর সাধুগণের ধর্ম্ম ব'লে বলা হ'য়েছে।

'আমি সেবা ক'র্ব, আমি সেবা নহি'-এই সুবুদ্ধি যদি উদিত হয়, তা' হ'লে যে সকল কুবুদ্ধি মাতা-পিতা বা লৌকিক আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে পে'য়েছি ও দি'য়েছি, সেগুলি কে'টে যে'তে পারে। তা' না হ'লে ঐ কুবুদ্ধিগুলি আরও পুষ্ট হ'তে থা'ক্‌বে।

মঠবাসিগণের প্রত্যেকেরই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা—হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও হরিকথা-আলোচনায় নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। হরিকথা-প্রসঙ্গ—হরিসেবা হইতে বিমুখ হইলেই সংসার-বাসনায় পুনরায় বদ্ধপ্রাপ্ত হইতে হইবে। তখন অন্যাভিলাষ চরিতার্থতা, পরচর্চ্চা, পরস্পর কলহ প্রভৃতি কার্য্যে দিন কাটিয়া যাইবে। মঠবাসিগণ বৈষ্ণবসেবাকে সর্ব্ব-প্রধান মঙ্গলের কার্য্য বলিয়া বুঝিতে না পারিলে ভজন-রাজ্যে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। নিষ্কপটভাবে অকপট বৈষ্ণবগণের প্রীতির জন্য কায়-মনো-বাক্যে অনুশীলন করিতে হইবে। "বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥"—এই কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

যিনি শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবে অচলা শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থ-বিষয়ক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। গুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকেই অর্থ প্রদান করেন। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে তিনি বঞ্চনা করেন, কারণ তত্তৎ-অধিকারী ব্যক্তির সেই সেই বিষয়যোগ্যতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গল-লাভের আর অন্য কোনও পথ নাই। "পরম সেব্যবস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না"—এই উপলব্ধির অভাব যে স্থানে, সেই স্থানেই মায়ব-জ্ঞান অন্য প্রকারের।

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিত্যকৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের অন্য কোনও চেষ্টা নাই। কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই জীবের দেহাত্মাভিমান উদিত হয়। জীব তখন "আমি নিত্যকৃষ্ণদাস" এই কথা ভুলিয়া গিয়া স্থূল ও লিঙ্গ দেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া মায়ার দাস্য করিতে বাধিত হয়। স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও নিজেকে অবৈষ্ণব বুদ্ধি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে।

সতীর্থগণের মধ্যে কাহাকেও হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবা হইতে বিচ্যুত হইতে দেখিলে—কোন ভ্রাতা অধঃপতিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে সরলভাবে হরিগুরুর কথা ভালরূপে বুঝাইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলময়ী বাণী তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে, তাঁহাদিগকে হরিকথা বলিয়া কৃপা করিতে হইবে। তাঁহাদের অধঃপতনে কটাক্ষ করিয়া আনন্দ-বোধ করা তাঁহাদিগের মঙ্গলকামনা নহে। ইহাতে আমাদের নিজেদের ও অপরের পরম-মঙ্গল সাধিত হইয়া সত্য সত্যই মঠবাসের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। পরস্পরের হরিভজনের সহায়তার জন্যই আমরা একত্র বাস করিতেছি।

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানের নিকটে আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্ত গুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্ত গুরুর নিকট দিব্য জ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ-সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন না। আবার অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত আত্ম-প্রসাদ লাভ অসম্ভব। অক্ষজবস্তুর সেবায় মনোবৃত্তির তর্পণ হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না।

হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—এই তিনটীর লাভ থাকিবে, আর ভজন-বিমুখ হইলে তিনটীর পরিণতি হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলে আমাদের গৃহব্রত ধর্ম্ম কম পড়ে।

যে কপটতাযুক্ত হইয়া বাহিরে কৃষ্ণ-ভজনের একটী অভিনয়মাত্র দেখায়, আর অন্তরে কৃষ্ণের নিকট ধর্ম্ম অর্থ-কাম মোক্ষ—এই কৈতবসমূহ বাঞ্ছা করিয়া থাকে, "ঋদ্ধা সিদ্ধি ব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ"—"এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে কৃষ্ণ তাহার অভিলষিত ঐ সমস্ত কৈতব দিয়াই তাহাকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, তাহাকে কখনও প্রেমভক্তি প্রদান করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি নিষ্কপট-ভাবে কৃষ্ণের ভজন করিতে করিতে অজ্ঞতা-বশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিষয়সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকে, কৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া সেই নিষ্কপট অজ্ঞ ব্যক্তিকে অকৃত্রিম সাধুগণের নিকট হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ দান করিয়া ভক্তের তুচ্ছ বিষয়সুখ-বাসনা নিরস্ত করিয়া দেন; যেমন ধ্রুবকে কৃষ্ণ নারদের দ্বারা কৃপা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণের কপটতা-মূলক মস্তভাবনা আছে বলিয়া তাহারা প্রকৃত নিষ্কপট ও অকৃত্রিম সাধুর দর্শন ও বাণী শ্রবণ করিতে পারে না অর্থাৎ কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাদের বিষয় ঘুচাইয়া দেন না, তাহারা কৃষ্ণমায়ার চাকরে পড়িয়া থাকে। মোট কথা এই যে, কৃষ্ণভজনের অভিনয়কারী কপটী ব্যক্তিকে কৃষ্ণ কখনও শুদ্ধা ভক্তি বা প্রেমভক্তি প্রদান করেন না, কেবল নিষ্কপট ভজনকারী অজ্ঞ ব্যক্তিকেই দয়াপরবশ হইয়া সদ্গুরুপাদপদ্মের দ্বারা শুদ্ধচরণযুক্ত অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি বা প্রেমভক্তি প্রদান করেন।

যেসকল মানুষ হরিভজন করে না অর্থাৎ যাহারা হরিভক্তিহীন তাহাদের জীবিত থাকিয়া দেহাদি অপেক্ষায় জীবনধারণ না করাই ভাল। বিপদমুক্ত ও দেবতা প্রভৃতি দেখিতে পায় না করেন, তবে তাঁহারা কেবলমাত্র ভগবানের আনয়ন করেন। দেবতাদের উপাস্য যে কৃষ্ণ, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য। সুতরাং অন্যান্য দেবতার উপাসনা না করিয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলেই সকলের উপাসনা হইয়া যাবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-মায়াপুর-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।/০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৬০৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই গ্রন্থখানি আচার্য্যদেবের প্রিয় শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণেরই তাঁহাদের নিত্যসাথিরূপে থাকিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই গ্রন্থ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তানমঞ্চাধিত কলিযুগের কাম্বুর এবং অসৎসঙ্গ অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ যন্ত্রণার অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ প্রায় মৃতপ্রায় নরনারীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] প্লীহা সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ বড় বোতল ১৷৵০ আনা মাত্র। পাইকারী দর স্বতন্ত্র —১১নং ই জিভি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতার অনাবশ্যক নাগরিকগণ

যাহারা কোনও অপরিহার্য্য কায—সরবরাহকরণ প্রভৃতি, অসামরিক রক্ষাব্যবস্থা অথবা কলিকাতা অঞ্চলের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য আবশ্যক কোনও বৃত্তিতে নিযুক্ত নহে, তাহাদিগকে যথাসম্ভব সত্বর সুবিধামত কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে পুনরায় উপদেশ দিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট হইতে একখানা প্রেস নোট প্রচারিত হইয়াছে।

এই প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় কলিকাতার লোকসংখ্যা হ্রাস করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই উপদেশ দিতেছেন এমন নহে। এই উপদেশ দেওয়ার কারণ এই যে, যদি বিমান আক্রমণ হয়, তবে আক্রমণের পর নিশ্চয়ই খুব বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে—সেই অবস্থায় যাহাদের জন্য চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে কলিকাতার পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে, এমন লোকের সংখ্যা যত কম হয়, ততই মঙ্গল।

এই সম্পর্কে প্রেস নোটে আরও বলা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ সম্প্রতি আইনসভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কলিকাতা অঞ্চলের যে সকল লোকের এখানে থাকা অপরিহার্য্য নহে এবং যাহারা অন্যত্র স্থান সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাদের কলিকাতা অঞ্চল পরিত্যাগ করা উচিত।

চট্টগ্রাম জেলার বাহিরে চাউল রপ্তানি নিষিদ্ধ

অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতরক্ষা বিধানানুসারে চট্টগ্রাম জেলার বাহিরে চাউল রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া জেলা বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী যাহাতে কোন অপকৌশলে কেহ এই নিষেধ অমান্য করিতে না পারে তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ডাক ও তার বিভাগের আয় বৃদ্ধি

ডাক ও তার বিভাগের ১৯৪০-৪১ সালের বাৎসরিক রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৎসর এই বিভাগকে মোট ১২১ কোটি ৫০ লক্ষটি বিভিন্ন প্রকার চিঠিপত্র ও পার্শ্বেল এবং টেলিগ্রাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এ বৎসরে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে, ৩২৩টি নূতন পোষ্ট অফিসও খোলা হইয়াছে।

১৯৪০-৪১ সালে ডাক ও তার বিভাগের মোট ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। ১৯২৫-২৬ সালে ব্যবসায় ভিত্তিতে গঠনের পর ডাক ও তার বিভাগের কোনও বৎসরই আর এত লাভ হয় নাই। যুদ্ধের দরুণ টেলিগ্রাম ও টেলিফোন ব্যবহার এবং ডাক মাশুল প্রভৃতি বৃদ্ধির ফলেই এই পরিমাণ উদ্বৃত্ত সম্ভব হইয়াছে।

এই বৎসর বিভাগ পরিচালনায় খরচ ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পায়। কর্ম্মচারীদের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি এবং ষ্ট্যাম্প ও পোষ্টকার্ডের উৎপাদন খরচ, কাগজ, কালি কলম প্রভৃতির দাম ও বিভাগীয় সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণের ব্যয় বৃদ্ধির ফলেই এই বৎসর বিভাগ পরিচালনায় খরচ বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য বৎসরে গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, আহমেদাবাদ এবং করাচীর ব্যবসায়ী টেলিফোন কোম্পানীগুলির নিকট হইতে টেলিফোন ব্যবস্থা ক্রয় করার সিদ্ধান্ত করেন। রাত্রি ১২টা হইতে ভোর ৬টার মধ্যে ট্রাঙ্ক কল করিলে সংবাদিকদের পক্ষে সুবিধাজনক মাশুলের ব্যবস্থাও আলোচ্য বর্ষের ১লা এপ্রিল হইতে প্রবর্ত্তন করা হয়।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্যার্থ সরকারের ব্যবস্থা করিবার জন্য আলোচ্য বৎসর দেশরক্ষা পোষ্টাল ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেটের প্রবর্ত্তন করা হয়। যাহাদের পক্ষে একবারে বেশী টাকার সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করা সম্ভব নহে, তাহাদের জন্য ৪ আনা, ৮ আনা এবং ১ টাকা মূল্যের ডিফেন্স সেভিংস ষ্ট্যাম্প বিক্রয়েরও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। উপযুক্ত মূল্যের ষ্ট্যাম্প সংগৃহীত হইলে একটি দশ টাকার ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট লওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে মোট ৩১৬৮৪।০ টাকার ডিফেন্স সেভিংস ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হয়।

আলোচ্য বৎসরে ডাক ও তার বিভাগের যুদ্ধ-ভাণ্ডারও খোলা হয়। এই ভাণ্ডারে ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সংগৃহীত অর্থের মোট পরিমাণ ছিল ১লক্ষ ৫ হাজার ১১৩৲ টাকা ১০ আনা ৬ পাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সজ্জন শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "অভিধান"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-মাত্রেরই প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২৯ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৮ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১লা এপ্রিল, ইং ১৯৪২, বুধবার ১৫শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ বিষ্ণু, হাদু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫

শ্রীমার্কণ্ডেয়-মুনি

শ্রীমার্কণ্ডেয়-মুনি পিতার নিকট হইতে উপনয়ন-সংস্কার লাভ করিয়া প্রত্যহ অগ্নি, সূর্য্য, গুরু, বিপ্র ও আত্ম-মধ্যে শ্রীহরির অর্চ্চন করিতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষার অন্নকে প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি হইলে মৌনভাবে একবার মাত্র ভোজন করিতেন, অথবা উপবাস করিতেন। এইভাবে তিনি অযুত-অযুত বর্ষ-পর্য্যন্ত শ্রীহৃষীকেশের আরাধনায় দুর্জ্জয় মৃত্যুকেও জয় করিয়াছিলেন। শ্রীহরির প্রতি চিত্ত সংযোগ করিয়া শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির ছয়-মন্বন্তর-পরিমিত কাল অতীত হইল। সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্ব-পদচ্যুতির আশঙ্কায় শ্রীমার্কণ্ডেয়-ঋষির তপস্যায় বিঘ্ন-উৎপাদনে উদ্যত হইলেন। ইন্দ্রের আদেশে গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, অপ্সরা-যূথপতি কামদেব, বসন্ত, মলয়ানিল, লোভ ও মদ—ইঁহারা সকলে হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বস্থ মার্কণ্ডেয়াশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মোহিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাঁহার তপঃপ্রভাবে তাহারা পরাভূত হইল। ইন্দ্র সাহচর কামদেবের পরাজয় ও শ্রীমার্কণ্ডেয়ের প্রভাব-শ্রবণে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনন্তর নর-নারায়ণরূপী ভগবান্ শ্রীহরি শ্রীমার্কণ্ডেয়-মুনির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীমার্কণ্ডেয় দণ্ডবৎপ্রণাম, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য ইত্যাদির দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া নানাভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীহরির সেই নর-নারায়ণরূপী বিগ্রহযুগলের মধ্যে একটী শুক্ল এবং অপরটী কৃষ্ণবর্ণ।

শ্রীমার্কণ্ডেয়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে অচ্যুত! আপনি যে কৃপাপূর্ব্বক আমাকে দর্শন দিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট বর হইয়াছে। যদিও আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, তথাপি আপনার যে মায়াবলে লোকপালগণের সহিত সমগ্র লোক সদসৎ-ভেদ-দর্শন করিতেছেন, আমি আপনার তাদৃশী মায়া দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। নর-নারায়ণরূপী ভগবান্ শ্রীহরি 'তথাস্তু' বলিয়া বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। একদিন শ্রীমার্কণ্ডেয়-মুনি পুষ্পভদ্রাতীরে সন্ধ্যা-বন্দনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রলয়ের জলে ত্রিভুবন প্লাবিত হইল। শ্রীমার্কণ্ডেয় একাকী জলমধ্যে ভ্রমণ করিতে থাকিলে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। জলমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীমার্কণ্ডেয় পৃথিবীর কোন উচ্চ প্রদেশে ফল-পল্লব-শোভিত এক কোমল বটবৃক্ষের শাখা-মধ্যে পত্রপুটে শয়ান কমনীয় কান্তি-বিশিষ্ট এক শিশুকে দেখিতে পাইয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইয়া শিশুর শ্বাসবায়ুর আকর্ষণে মশকের ন্যায় তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তথায় প্রলয়ের পূর্ব্বকালের ন্যায় নিখিল বিশ্বকে বিন্যস্ত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় শিশুর প্রশ্বাস-বায়ুর বেগে বহির্দ্দেশে আসিয়া প্রলয়-সাগরে পতিত হইলেন। অতঃপর শ্রীমার্কণ্ডেয় সেই বটবৃক্ষের পত্রপুটে শায়িত শিশুকে সাক্ষাৎ অধোক্ষজ শ্রীহরিরূপে দর্শন করিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে শ্রীভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়-জলরাশিও অদৃশ্য হইল। শ্রীমার্কণ্ডেয় তখন নিজেকে পূর্ব্বের ন্যায় নিজাশ্রমে দেখিতে পাইলেন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় শ্রীনারায়ণ-রচিত যোগমায়ার বৈভব অনুভব করিয়া শ্রীনারায়ণে শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ হইতে বিভিন্না মায়া ভগবদাশ্রিত যোগমায়ার বহিরঙ্গ ছায়া মাত্র। যোগমায়া জীবকে সেবোন্মুখী বৃত্তি প্রদান করেন; মহামায়া বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী শক্তিদ্বারা জীবকে মোহিত করে। যোগমায়ার বহিরঙ্গ ছায়া মহামায়া যে কালে জীব-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকে, তৎকালাবধি ভগবৎ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই; কেন না, মায়াদেবী আচ্ছাদিকা ক্রিয়াদ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে এবং ভগবৎ-সেবার প্রথম সোপান শরণাগতির ব্যাঘাত করায়—ইহাই প্রকৃতপক্ষে।

শ্রীশঙ্কর সগণ-পার্ব্বতীর সহিত বৃষভারোহণে আকাশ মার্গে বিচরণ করিতে করিতে সমাধিমগ্ন শ্রীমার্কণ্ডেয়কে দেখিতে পাইলেন। শ্রীপার্ব্বতী মুনিকে দর্শন করিয়া শ্রীশঙ্করকে বলিলেন,—"হে ভগবন্! এই বিপ্রকে দর্শন করুন। ইনি নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতেছেন। আপনি স্বয়ং সিদ্ধিদাতা, সুতরাং ইঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে সিদ্ধি প্রদান করুন।" তদুত্তরে শ্রীশঙ্কর বলিলেন,—"হে দেবি! এই ব্রহ্মর্ষি ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি পরম-ভক্তি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং স্বর্গাদি লোক অথবা মোক্ষ কিছুই ইনি কামনা করেন না। তথাপি আমি ইঁহার সহিত আলাপ করিব; যেহেতু এতাদৃশ সাধুসমাগম জীবগণের পরম লাভজনক হইয়া থাকে।" এই বলিয়া শ্রীশঙ্কর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তি শ্রীমার্কণ্ডেয় উমা-মহেশ্বরের আগমনের কথা জানিতে পারিলেন না। শ্রীশঙ্কর তাঁহার তাদৃশ ভাব জানিতে পারিয়া বায়ু যেরূপ রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ যোগমায়াবলে তদীয় হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সহসা হৃদয়দেশে মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া শ্রীমার্কণ্ডেয়-মুনির সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া সপত্নীক মহেশ্বরকে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বতোভাবে আসন-পাদ্যাদির দ্বারা পূজা করিলেন। মুনির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশঙ্কর সাধুগণের প্রশংসা করিয়া সানন্দে তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে বহু উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় শিব-বাক্য শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, গুণধারী বিচারে ত্রিতাপের বাধা অতিক্রম করিতে হয়। শ্রীগুরুবাক্য শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হইতেই অনর্থনিবৃত্তি সিদ্ধ হয়। শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া আশ্রিতজন শ্রীগুরুমুখ-নিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিলে ভজন আরম্ভ হয় এবং ভজনফলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রীরুদ্রদেব ভগবানের আশ্রয়-জাতীয় এক মূর্ত্তি। তাঁহার আদি চেষ্টা কেবলাই চেষ্টা ভগবদ্ধন। তিনি জগতে শিক্ষাদী স্থানীয় ব্যক্তির নিকট তাঁহাদের ন্যায় গুণাশ্রয় বলিয়া প্রতীত হন, কিন্তু কেবলা ভক্তি তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত থাকায় ভগবদ্ভক্তভাবে তাঁহাকে নমস্কার বিহিত। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শিক্ষার্থীর সৎ-প্রার্থনা—নিত্য-সেবা-প্রবৃত্তি।

শ্রীশঙ্করের কথা শুনিয়া শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন,—"যাঁহার দর্শনমাত্রেই জীব পূর্ণকাম ও সত্যকাম হইয়া থাকে, হে ব্রহ্মন্! সেই আপনার নিকট কি বর প্রার্থনা করিব? তথাপি আমি সর্ব্বকাম প্রদ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীহরি, ভগবদ্ভক্ত ও আপনার প্রতি অবিচলিতা ভক্তিরূপ একমাত্র বর প্রার্থনা করিতেছি।"

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে, গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

[illegible] হ মহর্ষে, আপনি [illegible] দেবের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া [illegible] আপনার যাবতীয় আ[illegible] এবং প্রলয়কাল-পর্য্যন্ত আয়ু [illegible] হউন্। ব্রহ্মতেজো-যুক্ত [illegible] ত্রৈকালিক জ্ঞান, বৈরাগ্য, [illegible] ও পুরাণাচার্য্যত্ব লাভ হউক।” এই বলিয়া [illegible] মুনিকে বর প্রদান করিয়া ভার্গবীর সহিত স্ব-স্থানে গমন করিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয়-ঋষি ভক্তিযোগ-মাহাত্ম্য অবগত হওয়াতে ঐকান্তিক ভক্তিবিশিষ্ট হইয়া এখনও জগতে বিচরণ করিতেছেন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় যদিও শিবের উপাসক, কিন্তু তিনি ভগবদ্ভক্ত—শুদ্ধভক্ত। অধিকাংশ শিবভক্তই জগতের অপকার করিয়াছে। এমন কি তাহারা অনেক সময় শিবকেও বিপদে ফেলিয়াছে। কিন্তু শ্রীমার্কণ্ডেয় শিবের অকপট কৃপা পাইয়াছেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় শিবের বড় প্রিয়—পরমভক্ত-শিরোমণি।

গৌরজন শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত “নবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য”-গ্রন্থে শ্রীমার্কণ্ডেয় সম্বন্ধে কথা এইরূপ দেখিতে পাই। যথা—

গোদ্রুমদ্বীপ ত’ হইল নাম।
হেথায় সুরভি [illegible] ধাম॥
হেথায় কুটীর বাঁধিয়া ভজে।
অনায়াসে গৌরাঙ্গ-চরণে মজে॥
এই দ্বীপে কভু শুকও সূত।
[illegible] আইল, কথা অদ্ভুত॥
[illegible] কল্প আয়ুঃ পাইল মুনি।
প্রলয়ে বড়ই বিপদ্ গণি’॥
জলময় হইল সকল স্থান।
কোথা বা রহিবে করে সন্ধান॥
ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়।
কেন হেন বর লইনু হায়॥
কোন ক্রোশ মাত্র নদীয়া-ধাম।
লাগিয়া ভক্তের দেয় বিশ্রাম॥
জলের তরঙ্গে ভাসিয়া মুনি।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে অমনি॥
মহাকৃপা করি’ সুরভি তায়।
তুলে মুনিবরে দেখা উঠায়॥
সাধব লভিয়া মুকণ্ডসুত।
দেখল গোদ্রুমদ্বীপ অদ্ভুত॥
শতকোটি ক্রোশ-বিস্তার স্থান।
নব দ্বীপ-শোভা প্রকাশমান॥
[illegible] নভো ক [illegible] গোদ্রুম তথা।
[illegible] গায় শ্রীগৌরগাথা॥
[illegible]-বিহার স্বপথ দেখে।
মূর্ত্তিভেদ তথ দর্শন করে॥
কৃপায় আকুল মুনি তখন।
সুরভির প্রতি বলেন বচন॥
তুমি ভগবতী রাখহ প্রাণ।
ভক্তি দিয়া মোরে করহ ত্রাণ॥
মুনি’ [illegible] তখন সদয় হ’য়ে।
পিয়াইল দুগ্ধ মুনিরে লয়ে॥
সবল হইয়া মৃকণ্ডসুত।
মূর্ত্তি প্রাপ্ত কয়ে পুন॥
তুমি ভগবতী জননী মোর।
তোমার মায়ায় জগৎ ভোর॥
না বুঝিয়া আমি লয়েছি বর।
সপ্ত কল্প আব হবে অমর॥
প্রলয় সময় বড়ই দুঃখ।
নানাবিধ ক্লেশ, নাহিক সুখ॥
কি করি, জননি, বল গো মোরে।
কিসে বা যাইবে এ দুঃখ ত’রে॥
সুরভি তখন বলিল বাণী।
ভজহ গৌরপদ দুঃখ [illegible]॥
এই নবদ্বীপ প্রকৃতির পার।
কভু নাশ নাহি হয় ইহার॥
চতুর্দ্দিকে ইহা ষোড়শ ক্রোশ।
পরম বৈকুণ্ঠ সদা নির্দ্দোষ॥
অপ্রাকৃত দেশ, কাল এখানে।
জড়মায়া কে বা, কেহ না জানে॥
তুমি মার্কণ্ডেয় গৌরাঙ্গপদ।
আশ্রয় করহ জানি’ সম্পদ॥
অকৈতব ধর্ম্ম আশ্রয় কর।
ত্যজি মুক্তি-বাঞ্ছা সুদূরে ধর॥
গৌরাঙ্গ-ভজন আশ্রয়-বলে।
মধুর প্রেম ত’ লভিবে ফলে॥
শ্রীগৌর বলিয়া ডাকিবে যবে।
সমস্ত করম বিনাশ হ’বে॥
কিছু নাহি রবে বিপাক আর।
ঘুচিবে তোমার ভব-সংসার॥
কর্ম্ম ছেড়ে এবে, জ্ঞানের ফল।
ঘুচিবে সমূলে হবে বিকল॥
তুমি ত’ মজিবে গৌরাঙ্গ-রসে।
ভজিবে তাঁহারে এ দ্বীপে ব’সে।
মার্কণ্ডেয় শুনি’ আনন্দে ভাসে।
গৌর বলি’ কাঁদে, কখন হাসে॥

যৎকিঞ্চিৎ

——:০:(০):০:——

ভগবান্ বৈকুণ্ঠবস্তু। তিনি জড়জগতের কোন সীমাবিশিষ্ট বস্তু নহেন। যাবতীয় সীমাবিশিষ্ট বস্তু সেই বৈকুণ্ঠবস্তু হইতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। জীব কৃষ্ণবিমুখ হইলে নিষ্কপট সেবা-বিমুখ নিজপরিমাণগত-দ্বারা কুণ্ঠের বস্তুর উপলব্ধি করে। কৃষ্ণবিমুখ হইলেই জীব মায়ার বশ্য হইয়া যায়; আবার ভগবানের সেবা করিতে গিয়া প্রপন্ন হইলে মায়ার হাত ছাড়িয়া যায়। শ্রীযামুনাচার্য্য বলিয়াছেন,—“হে বৈকুণ্ঠলোকনাথ, যাহাতে আপনার ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্য হইতে পারি, এইরূপ আমাকে স্মরণ করুন।” “ভবদ্ভৃত্য-ভৃত্যপরিচারকভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ।” জীবের নিত্য-বৃত্তিই দাস; নিত্য ভগবানের দাস্যবর্জ্জিত হইয়া জীব মায়ার প্রভু হইতে অভিলাষ করে উহাই তাহার মায়াদাস্য। মায়ার দাস হইলেই কৃষ্ণ ভুলিয়া অন্যাভিলাষিতা প্রবল হয়; তখন আর কৃষ্ণভক্তি থাকিতে পারে না। মায়াভিনিবিষ্ট বদ্ধজীবের কৃষ্ণস্মৃতি থাকে না।

“কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা’রে দেয় সংসার-দুঃখ॥”

আবার কৃষ্ণস্মৃতি উদিত হইলে জীবের অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ আত্মবৃত্তি উদিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১২।৫৫ শ্লোক)—

“অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্ম-ভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥”

—কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিলে জীবের যাবতীয় অমঙ্গল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্ব শুভ উদিত হয়। গুণরহিত অমিশ্র সাত্ত্বিকভাব প্রবল হয়। পরমাত্মভক্তি উদিত হয়। ভগবদ্-জ্ঞান, বিজ্ঞান, স্বরূপানুভূতি এবং কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর ভোগপ্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়। শ্রীগীতায়,—

“দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥”

—জীব নিজ নিপুণতা দ্বারা মায়া অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইলে সেই দুষ্পারা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

বদ্ধজীবের বর্ত্তমান অনুভূতি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে লব্ধ হয়। স্থূল শরীরে যে ইন্দ্রিয়-সমূহ অবস্থিত আছে, তদ্দ্বারাই দৃশ্য জগতের ভোগযোগ্য বস্তুসমূহের ধারণা হয়। বস্ত্বাভিমানে জগতের প্রভু হইবার অভিলাষ কৃষ্ণসেবা-বাসনা হইতে বিপরীত। জীবের দুর্ভাগ্য বিগত হইলে আত্মভাব বিকশিত হইয়া সেবাপ্রবৃত্তি উদিত হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিচালনা করিয়া মাপিয়া লইবার বৃত্তি প্রবল হইলে বৈকুণ্ঠপ্রতীতি হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া জড়ের সেবাপ্রবৃত্তি আবৃত হয়। সে সময় ভগবদ্রূপ, ভগবন্নাম, ভগবদ্‌বোধ স্বতঃ ও ভগবানের সুশীতল চরণ, ভগবদ্-অনাবৃত আবাহন-সেবা ভগবচ্চিন্তা বিপর্য্যস্ত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি ভোগতাৎপর্য্যে নিযুক্ত হইলেই অজ্ঞানতায় আসিয়া জীবকে ভগবদ্বৃত্তি হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া সেবাবৃত্তি-রহিত করে। সেইকালে জীবের বাহ্যেন্দ্রিয়গুলো ও কপট পরিচয় প্রবল হয়—তাঁহার দর্পণের আশা করিয়া রূপ, রস, গন্ধাদির পূর্ণ সমস্তই মাত্র লক্ষ্য হয়। নিষ্কপট ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তির অভাবেই কৈতব আসিয়া আমাদিগের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদির চেষ্টা কেবল পুরুষার্থরূপে প্রতিপন্ন করে, জন্মজন্মান্তরে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিতে নিজত্ব স্থাপন করিয়া সুখের পরিবর্তে দুঃখ-সাগরে আমরা নিমগ্ন হই। এই সময় মহা-বদান্য ভগবান্ বদ্ধজীবের চেষ্টা দর্শনে দুঃখিত হইয়া কৃপাবশতঃ গুরুদেবের বেশপূর্ব্বক জীবের জীব প্রকাশে আকর্ষণ করেন। কিন্তু আমাদের অভ্যস্ত ইন্দ্রিয় অপব্যবহার করিয়া আমরা বিষ্ণু-মায়া কর্ত্তৃক বৈমুখ্য-কর্দ্দমে আবাহন করিয়া কৃপাবরণ ছাড়াইয়া সঙ্কীর্ণ সংসারকূপে ডুবিয়া যাই এবং নিজত্ব হারাইতে বসি। আমাদিগের এই বিপত্তি দেখিয়া অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহারাই কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক ভবার্ণব হইতে সংরক্ষণ করিয়া ব্রজধামে আকর্ষণ করিলে আমাদের একবার মঙ্গল ঘটে, নতুবা প্রাণ-নাশ অবশ্যম্ভাবী। সেবাদ্যের বিপর্য্যয়ে ভোগধর্ম্ম আসিয়া আমাদিগকে আপাতমধুর পরিণাম-বিরস কর্ম্মফলভোগ-বাদে ডুবাইয়া দেয়। তখন আর আমরা আমাদের নিজত্বের উপলব্ধি করিতে পারি না। মায়ার এই প্রবলা বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-বৃত্তিদ্বয়ের ক্রিয়া আমাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করিলে ভগবৎকৃপাশ্রয় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন জন্মজন্মান্তরে ভগবদ্বিস্মৃতি-ক্রমে স্থূলদেহ ও মন সেবাবঞ্চিত হইয়া ক্লেশসাগরে ডুবিয়া যায়।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

ভগবান্ যেরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দময়, শ্রীদেবকী দেবীও তাহাই। শ্রীভগবান্ প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান। শ্রীদেবকী সচ্চিদানন্দময়ী। তাঁহার গর্ভ-সিন্ধুতেই শ্রীভগবানের আবির্ভাব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের মূর্ত্তি স্থল মথুরা-বৈকুণ্ঠে এবং জীবের অন্তঃকরণে নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করেন। বিশুদ্ধসত্ত্বই বসুদেব সত্ত্ব-শব্দে অন্তঃকরণ বা তত্ত্বগুণ। চিৎশক্তি-বৃত্তিময় অপ্রাকৃত অন্তঃকরণই বিশুদ্ধসত্ত্ব। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম বসুদেব। দেবতাকে অর্থাৎ পরমদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে বাস করান অর্থাৎ হৃদয়ে ধারণ করেন, এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে ‘বসুদেব’ শব্দের উৎপত্তি; অথবা ইঁহাতে বাস করেন বলিয়া ‘বসু’ শব্দ ও দ্যোতন হইতে ‘দেব’-শব্দ নিষ্পন্ন; সুতরাং যেখানে বাস করেন বা যথায় দীপ্তিপ্রাপ্ত হ’ন, তাহাকে ‘বসুদেব’ বলা হয়। অথবা ‘বসু’-শব্দের অর্থ—ভগবদ্ভাব-লক্ষণা সুকৃতি; সেইরূপ সুকৃতিযুক্ত পুরুষই বসুদেব। চিচ্ছক্তি-বৃত্তিময় অপ্রাকৃত সত্ত্বই ভগবানের জনক বসুদেব-নামে কথিত। বিশুদ্ধসত্ত্বে অর্থাৎ বিশুদ্ধান্তঃকরণে যাঁহার প্রতীতি হয়—যিনি আবির্ভূত হন, তিনিই বাসুদেব। তিনি অধোক্ষজ—যাঁহার দ্বারা অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞান আচ্ছাদিত বা পরাভূত হইয়াছে; যিনি অধোভূত অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়গ্রামে প্রকাশিত হ’ন; প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অতীন্দ্রিয়, জ্ঞানময়, যিনি অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয়গ্রামে আবর্ত্তিত হন; যিনি সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় ব্যতীত, অপর ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কেবলমাত্র পবিত্র চিত্তের দ্বারা গ্রহণীয়। বিভিন্ন মহাজনগণ অধোক্ষজ শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

মন হইতে অনর্থসমূহ উৎপত্তি লাভ করে; উহাই সংসার। আত্মচেষ্টার দ্বারা নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠবস্তুতে ভক্তিক্রমে সংসার ক্ষয় হয়। অনন্তের বস্তু শ্রীবাসুদেবের সেবা-ক্রমে সকল অনর্থ নিবৃত্ত হয়। নিত্যবস্তুর সেবাপ্রবৃত্তির অভাব হইলে জীব অনর্থময়ী ভোগচেষ্টার দ্বারা আক্রান্ত হয়। জীব নিত্য ভগবদ্দাস, ভগবৎসেবাই তাহার একমাত্র কৃত্য, সেবা-চেষ্টারাহিত্যই জীব-প্রবৃত্তিতে সংসার-ভোগ। ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের সেবা সর্বতোভাবে করিলে জীব নিবৃত্তানর্থ হইয়া স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পায়। তৎকালে তাহার ভোগপ্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণোন্মুখতাই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রসূতি।

একমাত্র শ্রীগুরুপাদাশ্রয়েই দিব্যজ্ঞান-লাভ ঘটে। চৈত্যগুরু জীবকে আত্মভাবিত করিয়া সাধুর সঙ্গবৎ লাভ করাইয়া দেন। সেই সাধুসঙ্গবলে জীবের সংসার-বাসনা ক্ষীণ হয়। সেইকালে জীব ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা করেন এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্বক অসৎ সঙ্গদোষ ছাড়িয়া দেন। সেইকালে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া জীব ধর্মাধর্ম-কর্মের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া অধোক্ষজ-সেবায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত হন। যাহার দ্বারা হরিতোষণ হয়, তাহাই জীবের একমাত্র কর্তব্য এবং যাহার দ্বারা শ্রীহরির প্রতি মতি হয়, তাহাই বিদ্যা।

মহাভাগবত সর্বদাই ভগবানের অনুগত ও সেবোন্মুখ হইয়া অবস্থান করেন। তজ্জন্য স্থূল-সূক্ষ্ম সকল বস্তুর ব্যবহারে নিরপেক্ষ হইয়া সর্বদা পরতত্ত্বের সেবায় নিযুক্ত। ভগবদ্ভক্ত প্রত্যেক আধারেই ভগবৎ-সম্বন্ধ আলোচনা করেন। যাহারা ভগবদ্ভক্তি-রহিত, তাহারাই অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া অপরকে অসম্মান করিয়া থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ জগতের প্রত্যেককেই অধিক সম্মান দিয়া থাকেন; যেহেতু ভগবৎ-সম্বন্ধ ব্যতীত তাঁহাদের অন্য দর্শন নাই। তাঁহারা সর্বক্ষণ হরিসেবা করেন বলিয়া ভোগপ্রবৃত্তে আপনাদিগকে কখনই অন্যের পূজ্য মনে করেন না।

মহাভাগবতের সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গলাভের উপায় নাই। শাস্ত্র বলেন,—মহতের সেবাই জীবের বিমুক্তির দ্বার এবং যোষিৎসঙ্গী বা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গই তমোদ্বার। মহাভাগবতের চরণরজে অভিষেক ব্যতীত চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনরূপ তপস্যা, বৈদিক কর্মানুষ্ঠান, সন্ন্যাস, বেদাধ্যয়ন, জল অগ্নি ও সূর্য প্রভৃতির আরাধনা প্রভৃতি দ্বারা ভগবজ্জ্ঞান লাভ করা যায় না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:০:(*):০:——

আত্মবস্তুজ্ঞানে— স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই পরতত্ত্ব-বস্তু। শ্রীনারায়ণ তাঁ'র বৈভব-বিগ্রহ এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বৈভব-প্রকাশ। পরতত্ত্ব কিছু নারায়ণ হ'তে হয় নাই। কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা নিত্য। শ্রীনারায়ণে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের সমগ্র ঐশ্বর্য পরিস্ফুট এবং শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণের ঐশ্বর্যের মাধুর্য্য বিকশিত। আমরা এ'সব না জেনে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হ'য়ে বৈষ্ণবের চেষ্টা ও পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে ভুল করি—তখন সংসারে মিত্রতা, শত্রুতা প্রভৃতিতে ব্যস্ত হই এবং অসতে 'সৎ' ভ্রম হয়।

দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ সম্পূর্ণ চেতনময়। অচিৎ-পর বস্তু—অচেতন, ভগবদ্বস্তু—সৎ। ভ্রান্ত হ'য়ে আমরা নিজকে স্বয়ং ব্রহ্ম মনে করি। তখন সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত প্রভৃতি কুতর্ক হৃদেশ অধিকার করে, তখন চেতনের বৃত্তি বিলুপ্ত হয়। আত্মা কখনও ভোগের জন্য ব্যস্ত হয় না। বদ্ধ জনই মনে করে যে, কৃষ্ণপাদপদ্মে কিছু ভোগের বস্তু আছে। ভগবানের পাদপদ্ম চিন্ময়—আমাদের ভোগের উপকরণ নয়। চেতনতার ব্যাঘাত হ'লে চেতনের অস্মিতায় অচেতনকে চেতন ব'লে ভ্রম হয়।

কৃষ্ণই আনন্দ। তাঁহাতে পূর্ণানন্দ আছে। তিনি পূর্ণানন্দময়-বিগ্রহ। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে আনন্দের পূর্ণতা নেই। এখানে সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে পরিচালিত হ'য়ে মনে করি—অহংগ্রহ-উপাসনায় বা পতঞ্জলির কৈবল্যলাভে অখণ্ড আনন্দ আছে। আনন্দ-প্রয়াস আত্মার ধর্ম। মনে যখন আনন্দের প্রয়াস হয়, তখনই আমরা ভোগময় ব্যাপারে উপস্থিত হই। একমাত্র কৃষ্ণদর্শনেই কৃষ্ণসেবা নিত্য ও প্রয়োজনীয় ব'লে ধারণা হয়।

যতদিন পর্যন্ত আমরা নানা বিচারে আবদ্ধ থেকে ভোগবাঞ্ছা করি, ততদিন মনে করি যে, অক্ষেন্দ্রিয়-দ্বারা প্রপঞ্চ ভোগ করা যাক্। কিন্তু প্রপঞ্চ আমাদের ভোগ্য বস্তু নহে। যে-দিন চিদানন্দ নিত্যাত্মায় নিরন্তর তৈলধারার ন্যায় উপস্থিত হ'বে, সে দিন কৃষ্ণপাদপদ্মে সম্যক্ বরণ হ'বে।

বর্তমান কাল কলি—বিবাদের যুগ। তাই পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কুতর্কাদি, বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি কোটি কোটি কণ্টকে আবদ্ধ। এমন অবস্থায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা ব্যতীত তত্ত্ব-তাত্ত্বিক বিচার জানা অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র স্বয়ং কৃষ্ণ—ভগবদ্বস্তু। ভগবদ্বস্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না। ভগবদ্বস্তুর নিত্য অধিষ্ঠান—আনন্দময় অধিষ্ঠান উপলব্ধি না হ'লে সেই বস্তু পাই না। মায়াবাদী নানাপ্রকারে ভগবদ্বস্তু না জেনে অন্য বস্তুকে পূজ্য মনে করে। ইন্দ্রিয়দর্শনে ভোক্তাভোগ্য-ভোগের বিচার না জেনে মনে করে—এইটাই ভোগের বস্তু। মনের দ্বারা ভোগ হয়। কৃষ্ণের সেবা হাড়-মাংসে হয় না—চেতনে হয়। পরমাণু-বাদে ভগবানের সেবা হ'তে পারে না।

সবিশেষ-বিচারে পরতত্ত্ব বস্তু নারায়ণে ও স্বয়ং বস্তুতে পার্থক্য আছে। সাড়-প্রাপ্ত স্বয়ংরূপ কৃষ্ণে অনন্ত নারায়ণ আছে। কৃষ্ণ-চন্দ্রই পরতত্ত্ব বস্তু। বলদেব বৈভবপ্রকাশ পরমাশ্রয়। চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত হ'লে বুঝবো—কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু, আনন্দময় বস্তু। সেখানে মর্যাদার অভাব নেই। মর্যাদার পূজ্য-পূজক-বিচারে সম্যক্ সেবা হয় না। কিন্তু কৃষ্ণ সর্বতোভাবে সেবকের নিত্য সেব্যবস্তু। কৃষ্ণ নশ্বর নহেন। আত্মার নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁ'র সেবা ক'র্‌তে হ'বে, মনের কল্পনা-প্রভাবে কৃষ্ণসেবা হ'বে না। সম্বন্ধ বা দিব্যজ্ঞান চাই। কৃষ্ণই আরাধ্য ব'লে যাঁ'দের বিচার, তাঁ'রা ব্যতীত আমার অন্য কেহ নাই। "কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য"—এইরূপ প্রতিষ্ঠাই বৈষ্ণবের। ইহাই প্রয়োজন। ভোগ-বাঞ্ছাময়ী জড়-প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় নয়।

ভগবদ্ভক্ত সর্বত্রই ভগবানের করুণা লক্ষ্য ক'রে থাকেন। রোগাদিতে আক্রান্ত হ'লেও তাঁহারা ভগবানের করুণা ব্যতীত আর কিছু দেখেন না। ঐ অবস্থায়ও তাঁ'দের রোগনির্মুক্তির জন্য প্রার্থনা নাই, ঐ অবস্থায়ও তাঁ'রা সেবাই প্রার্থনা ক'রে থাকেন; কোন অবস্থায়ও তাঁ'রা সেবা-ব্যতীত থা'কতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণ চেতনাভাস মনকে মাত্র আকর্ষণ করেন না; তিনি অনাবিল আত্মাকে আকর্ষণ করেন—তিনি সৌন্দর্য্যবান্‌কে আকর্ষণ করেন—সৌন্দর্য্যবতীগণকে আকর্ষণ করেন। আমরা যেখানে অত্যন্ত ভীত, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত পূজা ক'র্‌তে যাই, সেখানে আমরা কৃষ্ণকে পাই না—কৃষ্ণের অবতারগণকে পাই। সকল কারণের কারণ অনুসন্ধান ক'র্‌তে গেলে কৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। কার্য্য-কারণবাদের মূল চরম বস্তু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সেই অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণই আবিষ্কৃত হন; সেইকথা না থা'কলে—যোগ্যতা না থা'কলে তিনি আকর্ষণ করেন না। দয়া নিষ্ঠ হ'লে দয়ালু-চিত্ত বৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষা ক'র্‌তে হ'বে। বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়ে যদি বিষ্ণুর সেবার জন্য চেষ্টা হয়, তা' হ'লে দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়। মানবগণ কাম-ক্রোধের বশবর্তী হ'য়ে দাম্ভিক হয়। দাম্ভিক হ'লে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় আর প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয় না; তা'তে তা'দের মঙ্গলের ফাঁসি গলায় আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়। সরলান্তঃকরণে ভক্তগণের নিকট শ্রবণ ক'র্‌লে এবং শ্রবণ ও কীর্তনই ভগবৎ-সেবা—ইহা জানিলে ভগবৎপ্রীতি জন্মে। দৈদীপ্যমান থেকে আমাদিগকে নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত রা'খ্‌বে।

যিনি যেখানে আছেন, সেখান থেকেই কাণ দিয়ে শুন্‌তে পারেন। নমস্কার ক'র্‌বার তিনটী অবলম্বন—কায়, মন, বাক্য। আনুগত্য-ধর্ম শু'ন্‌বার কাণ দিয়ে নিরহঙ্কার হ'য়ে শু'ন্‌তে হ'বে। জগতে বিভিন্ন কথা আছে, সেইসব কথা হ'তে ভিন্ন তত্ত্বসম্বন্ধীয় কথা শুন্‌তে হ'বে। নিত্যকাল স্থায়ী কথা শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে—যাহা একমাত্র সাধু বলেন। সাধু নিত্যকথা অবলম্বন ক'রে বাস করেন—যে কথা অপরিবর্তনশীল। আমরা যে পার্থিব জ্ঞান লাভ করি পরে উহার অসম্পূর্ণতার সমাধান করি। উত্তরোত্তর বেশী অভিজ্ঞান লাভ ক'র্‌বো—সর্বাগ্রই মনে করি, কিন্তু সকল সময়েই মনে করি যে, পরেও যা' জান্‌ব, তাও অসম্পূর্ণ হ'বে—পরে আবার তা' ওলট্‌পালট্ ক'র্‌লে—তদ্দ্বারা আশা পূর্ণ হ'বে না—অভিজ্ঞানের পরিবর্তন হ'লেও কিন্তু কখনই পূর্ণতা সাধিত হ'বে না।

যে সমুদয় কথাতে মানবজাতি উন্নত হবেন আশা ক'র্‌ছেন, সেগুলো পূর্ণতার দিকে যা'চ্ছে না—অভাবের দিকেই যা'চ্ছে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞান অবলম্বনে সত্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার বুদ্ধি অবলম্বন করে অন্ধ্যা'ক্রান্ত অবস্থা থেকে অব্যাহতিও পা'বে না। ইন্দ্রিয়ানুশীলন চেষ্টাদ্বারা যে জ্ঞানের উদয় হয়, তা' ফুটো হাঁড়িতে জল রাখার মতন। অমর বস্তুর কথা—যা' সাধুগণ বলেন, তা' সেরূপ নয়। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞানের কথা গ্রহণের চেষ্টা-দ্বারা সুবিধা হয় না। এইরূপ যে জ্ঞান—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি শব্দ সাহায্যে যে জ্ঞানের উদয় হয়, সেইরূপ জ্ঞান সম্বন্ধে যে যে রকম মূর্খই থাকি না কেন, যদি সাধুগণের সহিত একমাত্র সত্যের কথা শু'ন্‌বা'র সুযোগ হয়, তা'হলে আরোহ-চেষ্টা পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারি—রাবণের সিঁড়ি বাঁধার চেষ্টা ছাড়্‌তে পারি।

'হে ভগবান্, তোমাকে জয় করা যায় না—সম্বন্ধজ্ঞান আমাদের লাভ হয় না; আরোহ চেষ্টাদ্বারা আমরা আংশিক জ্ঞান লাভ করি। তোমাকেও জয় ক'রে অবরজ্ঞান তাঁ'র করায়ত্ত হয়—যে ব্যক্তি সাধুগণের মুখে মনোযোগের সহিত তোমার সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করেন।' এই পদ্যার দ্বারা আমরা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞানের সম্বন্ধ অসম্পূর্ণতা অনুভব ক'র্‌তে পারি। ব্রহ্মা এই কথা ব'লেছিলেন।

যখন আমরা 'অপরাধের মূলীভূত' ও তজ্জন্য নাম সহিষ্ণু হ'য়ে সত্য কথা ব'ল্‌লে কেহ শুনে না যে, সেই পাপিগণের নিকট হ'তে যেন আমরা শিক্ষা না পাই। যারা কিছুতেই সত্য কথা নিবে না, সেরূপ পাপিগণের কি সাধ্য আছে যে, তারা কৃষ্ণকে নৈবেদ্য অর্পণ ক'র্‌তে পারে? আর আমরাই বা তাদের প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট না হ'লেও তা' গ্রহণ ক'র্‌তে যা'ব কেন?

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	.০	।✓০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
ইঞ্চি	২৲	।১০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৩৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা
(অগ্রিমদেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲
প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্রা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ায়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত আসামী পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আখ্যায়িকাটি প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে বরিবেন, তাহা নহে, পরন্ত প্রত্যেক আস্তিকজনই এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগরূপ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।✓০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।✓০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় জ্বরনাশে ইহার কার্য্যকারিতা অতীব অধিক। নিভায়, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।✓০ দশ আনা, বড় বোতল ১✓০ আঠার আনা। পাইকারী
—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নূতন নির্দ্দেশ

নিরাপত্তামূলক বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট সাইকেলগুলি রেজিষ্টারী করিবার জন্য মালিকগণের প্রতি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্ধারিত তারিখ ও সময়ে সাইকেলগুলিকে নিকটবর্ত্তী থানায় লইয়া যাইতে হইবে। নির্দ্ধারিত তারিখের পর রেজিষ্টারী নম্বরযুক্ত প্লেট ছাড়া কোন সাইকেলকে কোন প্রকাশ্য রাস্তায় চলাফেরা করিতে দেওয়া হইবে না।

সিংহলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন

সিংহল রাষ্ট্রীয় পরিষদে শ্রীযুত এ পি জয়সূর্য্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা গৃহীত হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবে যুদ্ধের পরে সিংহলের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট দুইটি অনুরোধ করা হইয়াছে:—(১) অন্যান্য বৃটিশ অধিকৃত দেশ সম্বন্ধে যেরূপ করা হইয়াছে, সেইরূপভাবে সিংহল সম্বন্ধেও উক্ত দাবীর ভিত্তিতে এক ঘোষণা করা হউক এবং (২) স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে গণনেতাদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য এখানে প্রেরণ করা হউক। প্রস্তাবটির প্রথম অংশ ২৩-৩ ভোটে এবং দ্বিতীয় অংশ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সিদ্ধান্ত

সহর পরিত্যক্ত হওয়ায় যে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি কর্ম্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড হইতে তাঁহাদিগকে দুই মাসের মাহিনা বেতন কর্জ্জ হিসাবে দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

জাপানের জাতীয় বাজেট

জাপ মন্ত্রিসভায় জাপানের জাতীয় বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে; তাহাতে পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য যুদ্ধ বরাদ্দও আছে; উহার পরিমাণ ২৫৩৩ কোটি ইয়েন। ১৯৪১-এর ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সে বৎসর বাজেটের পরিমাণ ছিল ৪৮০,-৫৫,৪৪,০০০ ইয়েন; তদুপরি চীন যুদ্ধ বাবদ ৫০০ কোটি ইয়েন বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

আফ্রিকা দেশের উদ্দেশে তার ও চিঠিপত্র বন্ধ

পোষ্টাল বিভাগ হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত আফ্রিকার উদ্দেশে কোন প্রকার তার ও চিঠিপত্রাদি গৃহীত হইবে না।

কোথায় কত জাপ সৈন্য

চুংকিং রেডিওতে প্রকাশ, চীনের মুখপাত্র বলেন, যে নিম্নভাবে জাপ সৈন্য মোতায়েন আছে:—সিয়াং পাথিক—এক ডিভিসন; ক্যাণ্টন রাস্তা—এক ডিভিসন, যৌথ—সিয়ার্ট এক ডিভিসন এবং আর এক ডিভিসন আছে ক্যাণ্টাই স্থানে; এই ডিভিসনের অতিরিক্ত সৈন্য আছে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর কৃত্রিম রবার

নিউজার্সীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী জার্ম্মানীর অপেক্ষা কম খরচে জার্ম্মানীর অপেক্ষা ভাল ও জার্ম্মানীর অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কৃত্রিম রবার তৈয়ার করিয়াছিল। আমেরিকা যুদ্ধে যোগদানের পূর্ব্বে কোম্পানী উহার বিস্তৃত বিবরণ জার্ম্মাণ কার্টেল ইণ্ডাষ্ট্রিকে' (রং প্রস্তুতকারক কোম্পানী) জানাইয়া দেয়। উহার উদ্দেশ্য ছিল জগতে কৃত্রিম রবারের একচেটিয়া ব্যবসা চালান। কোম্পানী বৃটিশ ও আমেরিকান ব্যবসায়ীদিগকে কৃত্রিম রবারের নমুনা পর্য্যন্ত দেখিতে দিত না। ১৯৩৩ সালে জার্ম্মাণ কোম্পানীর সহিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর এক চুক্তি হয়। জার্ম্মাণ কোম্পানীর নির্দ্দেশ অনুসারে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী আমেরিকার অন্য কাহাকেও কৃত্রিম রবার প্রস্তুতের জন্য লাইসেন্স দিতে অসম্মত হয়। যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায়ও এই ব্যবস্থা চালাইয়া আসিয়াছেন।

যাহা হউক, পরে কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদ পান এবং এই সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীর তিনজন কর্ম্মচারীর পাঁচ হাজার ডলার করিয়া জরিমানা হয়। অতঃপর কোম্পানী অন্যকে কৃত্রিম রবার উৎপাদনের লাইসেন্স দিতে সম্মত হইয়াছে এবং এই মর্ম্মে [illegible] চুক্তি সম্পাদন করা হইয়াছে। এখন যতদিন যুদ্ধ চলিবে, ততদিন পর্য্যন্ত অপরেও ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর পেটেণ্ট অনুযায়ী কৃত্রিম রবার উৎপাদন করিতে পারিবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅজিতগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "ভক্তিলেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সাধুগণের প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৯শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২রা এপ্রিল, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } ১৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ মধুসূদন বৃহস্পতিবার, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীদেবকী ও শ্রীকৃষ্ণ

সর্ব্বদেবতাময়ী প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীদেবকী-দেবীর গর্ভে প্রতিবৎসর এক একটী করিয়া আটটী পুত্র ও সুভদ্রা-নাম্নী একটী কন্যা হয়। তাঁহার প্রথম পুত্রের নাম কীর্ত্তিমান্। তাঁহার প্রথম ছয়টী পুত্র ষড়্গর্ভ-অসুর নামে খ্যাত। শ্রীদেবকীর সপ্তম গর্ভে শ্রীবলদেব এবং অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি মরীচির ভার্য্যা ঊর্ণাদেবীর গর্ভে স্মর, উদ্গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ ও ঘৃণী নামে এই ছয়জন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে গিয়া ব্রহ্মাকে নিজ কন্যার প্রতি কামশরে মোহিত হইতে দেখিয়া উপহাস করায় সেই অপরাধে তৎক্ষণাৎ দেবদেহ ছাড়িয়া হিরণ্যকশিপুর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

সে-সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ।
তা' সবার এত দুঃখ শুন যে কারণ॥
প্রজাপতি মরীচি—যে ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্ব্বে তাঁ'র পুত্র ছিল এই ছয়জন॥
দৈবে ব্রহ্মা কামশরে হ'লা মোহিত।
কন্যা ছাড়ি' কন্যা প্রতি করেন চিত্ত॥
তাহা দেখি' হাসিলেন এই ছয়জন।
সেই দোষে অধঃপাত হইল সেইক্ষণ॥
মহান্তের কর্ম্মেতে করিল উপহাস।
অসুর-যোনিতে পাইলেন গর্ভবাস॥
হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেবদেহ ছাড়ি' জন্মিলেন তা'র ঘরে॥
তথায় উত্রের প্রভাবেতে ছয়জন।
নানা দুঃখ-যাতনায় পাইল মরণ॥
তবে যোগমায়া ধরি' আনি' আর বার।
দেবকীর গর্ভে রক্ষা করিলেন সবার॥

হরিবংশ-পাঠে জানা যায়,—হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দ্দন ও ক্রোধহন্তা নামে বিখ্যাত ষড়্গর্ভ-নামক দানবগণ কালনেমির পুত্র; ইহারা সুরগণের ন্যায় পরাক্রমশালী ও সমরবিশারদ। পুরাকালে এই ষড়্গর্ভ নামক অসুরগণ পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে পরিত্যাগ করিয়া তীব্র তপস্যা-দ্বারা লোক-পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করিলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহারা বলিল,—"হে ব্রহ্মন্, যদি আপনি আমাদিগকে বর প্রদান করিতে চান, তবে যাহাতে আমরা দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, মানব ও তপস্যানিরত মহর্ষিগণেরও অবধ্য হইতে পারি, এইরূপ বর প্রদান করুন।" ব্রহ্মা তাহাদের অভিপ্রায়মত তাহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। হিরণ্যকশিপু তাহাদের এইরূপ বর-প্রাপ্তি-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-সহকারে তাহাদিগকে বলিল,—"তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিয়াছ; অতএব তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ নাই। তোমাদের পিতাই তোমাদিগকে বধ করিবে। তোমরা ছয়জনই দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে এবং তোমাদের পিতা কালনেমি কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাদিগকে হত্যা করিবে।" তোষণী-টীকা-পাঠে জানা যায়, কীর্ত্তিমান্ নামক দেবকীপুত্রের তৃতীয় জন্ম। প্রথম জন্মে তিনি মরীচি-পুত্র 'স্মর'-নামে অভিহিত ছিলেন। এই স্মর দ্বিতীয় জন্মে কালনেমির পুত্র ছিলেন।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা শ্রীদেবকীর গর্ভে ষড়্গর্ভ-নামক অসুরের প্রবেশ কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"সমষ্টি ও ব্যষ্টি জগৎ যেমন বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট, শ্রীদেবকীতে ষড়্গর্ভ-নামক অসুরের প্রবেশ-সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিতে হইবে। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—'অব্যক্ত মূর্ত্তিস্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। চৈতন্যস্বরূপ আমাতে সমস্ত ভূত অবস্থিত, কিন্তু আমি সেইসকল ভূতে অবস্থিত নই।' ভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন,—'আমাতেই সকল ভূত অবস্থিত'—এই বাক্যে আমার স্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত, এইরূপ নহে; জীববুদ্ধির দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য হয় না, ইহাই ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। এইসকল ভক্তি-পারিপাট্য-প্রদর্শনার্থ ভগবানের লীলা; সুতরাং ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে,—শুদ্ধ-ভক্তের শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা শুদ্ধভক্তির অবস্থান, সেই শুদ্ধভক্তির মধ্যে শব্দাদি-বিষয়-ভোগ আনুষঙ্গিকরূপে বর্ত্তমান থাকে, তখন ভক্তের 'হায়! আমি এইসকল বিষয় ভোগ করিয়া সংসারাকূপে নিমজ্জিত হইব।'—এইরূপ ভয়ের উদয় হয়। এইরূপ ভয়ের উদয়ে ভোগবাসনা ক্রমশঃ কালকবলে বিনষ্ট হয় এবং ভগবদ্গুণ-শ্রবণ কীর্ত্তন-পরিচর্য্যাদি-ময়ী ভক্তি-রতি বর্দ্ধিতা হইতে থাকে। ভক্তি বৃদ্ধি হইতে হইতে রূপ গুণ-লীলাদির ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হন। শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপা ভক্তিতে ভগবান্ স্বতঃ প্রকাশিত হ'ন; 'ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি'-শ্রুতি-প্রতিপাদ্যই তাহার প্রমাণ। 'মন হইতে মরীচির আবির্ভাব'—এই শাস্ত্রবাক্যে জানা যায়, মরীচি মনের অবতার; মরীচির ছয়টী পুত্রই শব্দ-স্পর্শাদি মনোভোগ্য ছয়টী বিষয়। শ্রীদেবকীতে ভগবানের আবির্ভাব দেখা যায় বলিয়া তিনি ভক্তিস্বরূপিণী। 'তম হইতে কংস' এই শাস্ত্রবাক্যে কংসকে তমের অবতার বলা যায়। তমই যেমন স্মরাদি-ষড়্বিধ বিষয়-নিবৃত্তির মূল, কংসই সেইরূপ দেবকীগর্ভজাত ষড়্গর্ভ-নামক অসুরের হন্তা। বিষয় নিবৃত্ত হইলে অনন্ত ভক্তিগর্ভে ভগবদ্গুণ-শ্রবণাদিময়ী প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, শ্রীদেবকীতেও সেইরূপ ষড়্গর্ভ-নামক অসুর বিনষ্ট হওয়ার পর সপ্তম-গর্ভে বিলাস, শয্যা, আসনাদি-রূপ অনন্তদেবের আবির্ভাব জানিতে হইবে। প্রেমভক্তির উদয় হইলেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। শ্রীদেবকীর অষ্টমগর্ভে ভগবদাবির্ভাবের তাৎপর্য্য এইপ্রকার।"

মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। এই মথুরা-ধাম নিত্য। এখানে শ্রীহরি নিত্যকাল অবস্থান করিতেছেন। ভগবান্ কালক্ষেপ অন্য স্থানের ন্যায় অন্তর্হিত হন না। এই মথুরাতে শ্রীদেবকীর গর্ভে আটটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মথুরার শ্রীহরির নিত্যাবস্থিতি-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—'নিত্যং সন্নিহিতঃ' অর্থাৎ 'ভগবান্ মাথুর মণ্ডলে নিত্যই অবস্থান করিতেছেন'—এই বাক্যের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ধামে নিত্য থাকিয়াই প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইয়াছেন; বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এইরূপ নহে।"

আবির্ভাব সময়ে বৈকুণ্ঠ ও শ্বেতদ্বীপ হইতে অংশাবতারগণ আসিয়া তাঁহাতেই মিলিত হন, পরে তাঁহারা নিজ-নিজ ধামে গমন করিয়া থাকেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণত হইলে শ্রীবসুদেব প্রীতির সহিত পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ, হে সঙ্কর্ষণ, আমি এই বিশ্বের সাক্ষাৎ-কারণরূপ যে প্রকৃতি ও পুরুষ, আপনাদিগকে তাঁহাদেরও কারণস্বরূপ পরমেশ্বর বলিয়া অবগত হইয়াছি। হে অজ! আপনি এই বিশ্বে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছেন। বায়ুর শক্তিদ্বারা যেমন তৃণাদির গমনক্রিয়া এবং পুরুষের শক্তিদ্বারা যেমন বাণের বেগ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের শক্তিদ্বারাই প্রাণ-বুদ্ধি-কর্মজ্ঞানেন্দ্রিয়ের চেষ্টা দেখা যায়; পরন্তু উহাদের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই। শ্রীভগবানই ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তির নিয়ামক। মৃত্তিকা-সুবর্ণাদির বিকারজাত দ্রব্যসমূহের মূল মৃত্তিকা-সুবর্ণাদির ন্যায় পরমেশ্বর আপনিই জগতের বিনাশশীল পদার্থসমূহের মধ্যে অবিনশ্বর মূলস্বরূপে বর্তমান আছেন। হে ঈশ্বর, ইহলোকে কোনরূপে পাপ্যক্রমে পটুতর ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত এই দুর্লভ নরদেহ লাভ করিয়াও আপনার মায়াপ্রভাবে স্বার্থবিষয়ে অসাবধানতাবশতঃ আমার আয়ুঃ বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে। হে ভগবন্, আপনার মায়াধারা জীব দেহে অহংবুদ্ধি এবং পুত্রাদি-বিষয়ে মমত্ব-বুদ্ধিরূপ স্নেহপাশ দ্বারা আবদ্ধ হইতেছে। আপনারা দুইজন পরমেশ্বর হইয়াও ভূভার-হরণার্থ মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে শরণগ্রহণ ব্যতীত কেহ মায়া জয় করিতে পারে না। হে দীনবন্ধো! আজ আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম।" শ্রীবসুদেব এইভাবে স্তুতি করিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেবকে ভগবৎ-তত্ত্ব উপদেশ করিলেন।

অনন্তর শ্রীদেবকীদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক যমালয় হইতে গুরু সান্দীপনি-মুনির মৃত পুত্র পুনঃ আনয়নের বার্তা-শ্রবণে বিস্মিতা হইয়া কংস নিহত নিজ পুত্রগণকে স্মরণপূর্বক সাশ্রু-পূর্ণনেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন,—"হে রামকৃষ্ণ, আমি আপনাদিগকে সকলের নিয়ন্তা সনাতন পুরুষ বলিয়া অবগত হইয়াছি। হে কৃষ্ণ, আপনি সকলের আশ্রয়; সেইজন্য আমিও আজ আপনাকে আশ্রয় করিতেছি। আপনাদের নিকট আমার একটি প্রার্থনা,—আপনারা কংস-কর্তৃক নিহত মদীয় পুত্রগণকে পুনরায় আনয়ন করিয়া আমাকে দর্শন করান।" জননী-কর্তৃক এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যোগমায়া অবলম্বনপূর্বক সুতলপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় দৈত্যরাজ বলি সর্বারাধ্য শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সানন্দে সপরিবারে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে উত্তম সিংহাসন আনয়ন করিলে তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীবলি উভয়ের পাদ-প্রক্ষালনপূর্বক সপরিবারে জগৎ-পবিত্রকারী সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"হে দৈত্যরাজ, মহর্ষি মরীচির ছয় পুত্র ব্রহ্মাকে উপহাস করিয়া অসুরজন্ম লাভ করেন। তথা হইতে তাঁহারা যোগমায়া-কর্তৃক নীত হইয়া দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে কংস-কর্তৃক নিহত হন। দেবকী তাঁহাদিগকে নিজপুত্রজ্ঞানে তাঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা সম্প্রতি তোমার নিকট বর্তমান আছে। আমরা জননীর শোক দূর করিবার জন্য তাঁহাদিগকে এখান হইতে তাঁহার নিকট লইয়া যাইব। তাঁহারা আমার অনুগ্রহে পুনরায় সদগতি লাভ করিবে।" শ্রীরামকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণপূর্বক বলিকর্তৃক পূজিত হইয়া পুনরায় দ্বারকায় আগমন করত মাতৃসমীপে পুত্রগণকে অর্পণ করিলেন। পুত্রগণকে দর্শন করিয়া শ্রীদেবকী দেবীর পুত্রস্নেহ-বশতঃ স্তন্য ক্ষরিত হইতে থাকিলে তিনি তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও ক্রোড়ে ধারণপূর্বক নিরন্তর মস্তক ঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। যোগমায়া-বিমোহিতা শ্রীদেবকী সানন্দে তাঁহাদিগকে স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট ঐ স্তনামৃত পান ও 'ভগবৎ-স্পর্শহেতু স্বীয় দেবস্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবসুদেব-দেবকীকে প্রণাম-পূর্বক সকলের সমক্ষে দেবলোকে গমন করিলেন।

স্বাস্থ্য

পরমার্থ-পথের পথিক হইয়াও আমরা অনেক সময় মনে করি,—সর্বাগ্রে দেহমনের পরিচর্যা করাই কর্তব্য; বহির্মুখ মনের যেদিকে রুচি অর্থাৎ যাহা রোচক, বহির্মুখ দেহের যে দিকে গতি বা আকর্ষণ, তদনুকূলে না চলিলে কিছুতেই চিত্তে স্থৈর্য লাভ হইবে না। সুতরাং বহির্মুখ মনের রুচির তোষামদ করিয়া—বহির্মুখ দেহের আকৃতির তুষ্টিসাধন করিয়া আমরা আত্মার পথে অগ্রসর হইব। এখানেও কিন্তু দেহ মন মানব আত্মার স্বার্থে ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়া তাহাদের পৃথক্ স্বার্থ সাধনের জন্য ঐরূপ ফাঁকি দিয়া থাকে।

পরমার্থ-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় আমাদের মন বিমর্ষ, চঞ্চলতাগ্রস্ত, উৎসাহহীন, অবসাদপূর্ণ এবং দেহ ইতর বিষয়ে ধাবিত কিংবা অসুস্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক সময়েই আমরা এই দেহ-মনের অস্বাস্থ্যের প্রকৃত নিদান অনুসন্ধান না করিয়া উহাদের বাহ্য কারণকেই 'মূল কারণ' বলিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করি। কিন্তু যখন বৈষ্ণব-বৈদ্যরাজ—আমাদের অন্তর্দর্শী চিকিৎসকরূপে আমাদের অন্তর্মনের নাড়ীর বাবচ্ছেদ করিয়া ঐরূপ প্রতীয়মান অস্বাস্থ্যের নিদানটী আমাদের নিকট বলিয়া দেন, তখন আমরা দেখিতে পাই,—দেহ-মন আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য ঐরূপ অস্বাস্থ্যের ছদ্ম গ্রহণ করিয়াছে,—আত্মার উদ্যম ও উৎসাহে জাড্য আনিবার অভিসন্ধিমূলে ঐরূপ অস্বাস্থ্যের অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়াছে। ঐ অস্বাস্থ্যের উপসর্গগুলি কেবল অনর্থের পতাকামাত্র। উহা প্রকৃত প্রস্তাবে দৈহিক অস্বাস্থ্য নহে, অনর্থময় জাড্য মাত্র। মন আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য ঐরূপ জাড্যের প্রসাধন আনিয়া আপনাকে ও তদনুগত দেহকে বহুরূপী সাজাইয়াছে।

পরমার্থ-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় আমরা আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য দেহ ও মনের স্বাস্থ্যেই আত্মার স্বাস্থ্য—এইরূপ প্রবচন বা মনগড়া শাস্ত্র কল্পনা ও তৎসহ 'মনুকূল' পরিভাষার অবতারণা করিয়া অসুস্থ মনের রুচিকর পথ্যকেই উত্তম পথ্য বলিয়া প্রচার করি। পাছে বৈষ্ণব-বৈদ্য-রাজের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে তিনি আমার গুপ্ত নাড়ীটী ধরিয়া ফেলেন কিংবা আপাত-অপ্রীতিকর তিক্ত ঔষধ ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদান করেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট গা-ঢাকা দিবার অভিপ্রায়ে দেহের অস্বাস্থ্যের ছলনা করি। অধিকাংশ সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ দেহের অস্বাস্থ্যের ছলনার মধ্যে আমাদের মনের অস্বাস্থ্য এবং মনের অস্বাস্থ্যের মধ্যে প্রকৃত স্বার্থ যে ভগবৎ-সেবা, তাহার পথ রুদ্ধ করিবার অন্তর্নিহিত প্রবল চেষ্টা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

আত্মা যাঁহার সুস্থ অর্থাৎ সেবোন্মুখ, দেহ-মনের সাময়িক অস্বাস্থ্য কখনই তাঁহাকে তাঁহার শরণাগতি-ব্রত হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। সুস্থ আত্মা অর্থাৎ সেবোন্মুখ আত্মা সর্বদাই শরণাগত দেহমনের সাময়িক প্রতীয়মান অস্বাস্থ্যের মধ্যেও অন্তরে স্বীয় নিত্যসত্যের ভগবদ্ভজনে অভিনিবিষ্ট এবং সাধারণ লোককে দেহমনের নশ্বরতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনমুখে আদর্শ বৈরাগ্য-শিক্ষা দেন। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥"

আত্মাকে বঞ্চনা করিবার প্রবৃত্তি বহির্মুখ দেহমনের একটী নিসর্গ। যে কোন ছলে, যে কোন উপায়ে যে কোন দৃষ্টান্তে, যে কোন আদর্শে আত্মাকে বঞ্চনা করাই যেন বহির্মুখ দেহমনের কার্য হইয়া পড়িয়াছে। কখনও দৈহিক অস্বাস্থ্যের ছল করিয়া, কখনও অধিক অজ্ঞতাবাদির ছলনা দেখাইয়া কখনও বা মানসিক অশান্তির কারণ প্রদর্শন করিয়া, কখনও আবার অবস্থা-বৈগুণ্যের অকাট্য ব্যাখ্যা-বিবৃতি করিয়া আত্মার প্রকৃত স্বার্থে প্রতিবন্ধক আনাই দেহমনের নিসর্গ। এই নিসর্গ আবার বহির্মুখ সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগণের সঙ্গ ও পরামর্শে উত্তরোত্তর পুষ্ট হইয়া থাকে। তখন ঐরূপ আপাত রুচির প্রতিবন্ধকরূপে প্রতীয়মান সৎসঙ্গকে দূরে রাখিবার জন্য প্রবল চেষ্টা উদিত হয় এবং ঐ চেষ্টাকে আবরণ করিবার জন্য অস্বাস্থ্যের মুখোস পরিধান করিতে দেখা যায়।

যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মমঙ্গল চাহেন—প্রকৃত প্রস্তাবে চিরস্বাস্থ্য লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা ঐরূপ সাময়িক অনর্থময় জাড্য সদ্বৈদ্যের কৃপায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া ব্যবস্থাপিত ঔষধ ও পথ্য গ্রহণের সহিত সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থাপিত স্বাস্থ্য-নিবাস অর্থাৎ সৎসঙ্গাগারে বাস করিবেন। স্বাস্থ্যনিবাস পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র অবস্থান করিয়া সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থামত ঔষধ পথ্য ব্যবহার করিবার একটা প্রবৃত্তি অনেক সময় বহির্মুখ দেহমনের বঞ্চনাময়ী চেষ্টা ও রুচিতে লক্ষিত হয়। প্রকৃত স্বাস্থ্যকামী সেই সময়ে সাবধান থাকিবেন। স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করিয়া নিরন্তর স্বাস্থ্যময় ভগবান্ সেবন না করিলে সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ-পথ্যের প্রয়োগের মধ্যে কৃত্রিমতা বা অলসতা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে,—আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহমনের স্বাস্থ্য। যাঁহার আত্মা সেবোন্মুখ, তাঁহার মনও শান্ত। এ জন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ ভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলই অশান্ত॥

যাঁহারা আত্মার স্বাস্থ্যান্বেষণ—আত্মার স্বরূপে অবস্থান—আত্মার বৃত্তির অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া "কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি" বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের শান্তি অন্বেষণ আলেয়ার মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাদ্ধাবন-চেষ্টার ন্যায় অধিকতর বাধাজনক মাত্র। আত্মা যাঁহার সুস্থ অর্থাৎ হরি-সেবাময়, তাঁহার মন—প্রসাদময়—উৎসাহময়, উৎসবময়—পরা শান্তিময়। তাঁহার দেহ স্নিগ্ধ—পূত—সৌম্য ও সুস্থ। তাঁহার মন আত্মার বিদ্রোহাচরণ করে না, দেহ আত্মাকে বঞ্চনা করে না। তাঁহার মন আত্মার প্রকৃত স্বার্থ অনুসন্ধান করে, দেহ তাঁহার আনুকূল্য করে, বাহ্য দৃষ্টিতে প্রবল বিপৎপাতেও—দুর্বিষহ ঝঞ্ঝাপাতেও দেহ ও মন আত্মার স্বার্থেরই আনুকূল্য করিয়া থাকে। এইরূপে দেহমনের প্রাকৃত অচিরেই দূরীকৃত হইয়া যায়; তখন চিদানন্দময় দ্রবীভূত, সর্বচিত্তাকর্ষক সেবা স্বাস্থ্যে বিরাজিত থাকিয়া জীব জীবন্মুক্ত পদবীতে আরূঢ় হন। এরূপ দেহধারণেই জীবের সার্থকতা, নতুবা কতকগুলি রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা-পুরীষাদির বোঝা বহন করিয়া জন্মজন্মান্তর জিতাপে তপ্ত হইবার পিপাসায়

কোনই যুক্তিবত্তার পরিচয় নাই। সুতরাং সন্দেহের পর্যবেক্ষিত স্বাস্থ্যনিবাসে তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমাদের চেষ্টাই আমাদের একমাত্র মনোযোগের বিষয় হওয়া আবশ্যক।

যৎকিঞ্চিৎ

——:০:(০):০:——

কৃষ্ণের লীলা নিত্যপ্রকট। কৃষ্ণের লীলা ও লীলাময় কৃষ্ণ একটাই জিনিষ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কালে কালে ক্রমে ক্রমে নিত্য-লীলা প্রকটিত হয়। এক ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ-জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৫ বর্ষকাল মৌষলান্ত-লীলা পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট হয়। কৃষ্ণের লীলার প্রথমকাল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া প্রথমকালের দ্বিতীয়ক্ষণ আরম্ভ হইলে প্রথম-ক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইরূপ অসংখ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলা প্রকট হইয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে লীলার সেইক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলার উদয় হয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের অসংখ্য লীলা ক্রমে ক্রমে উদিত হইয়া অপ্রকটিত হইতেছেন। অথচ তাহাতে সেই অনন্ত লীলার উপলব্ধির ব্যাঘাত নাই। গঙ্গার ধারা যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন, আবার অগ্নিজ্বালা যেরূপ নিরন্তর ও ব্যাপক, কৃষ্ণলীলাও তাদৃশ। নিরবচ্ছিন্ন প্রাকট্য নিত্য নিত্য ব্রহ্মাণ্ডে উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরাদি লীলা নিরন্তরই সংঘটিত হইতেছে। কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত জীবের কৃষ্ণলীলার নিত্য-প্রাকট্যানুভূতি না হইলেও তাহার লীলার নিত্যতা আছে। সকল লীলার এককালে নিত্য প্রাকট্যের নামই নিত্যলীলা; কিন্তু প্রপঞ্চে অনুক্রমে লীলার প্রাকট্য ঘটে। তৎকালে অন্যান্য লীলা অপর ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে বলিয়া কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে এককালে নিত্যের উপলব্ধ হয় না। বস্তুতঃ লীলা—নিত্য; চৌদ্দ মন্বন্তর অর্থাৎ কল্পের নির্দ্দিষ্ট কালে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণ-লীলাচক্র পুনরাবর্ত্তিত হয়; অতএব লীলা অনিত্য নহে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

"পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তা'র নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥
'নিত্যলীলা' কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে, লীলা কেমনে 'নিত্য' হয়॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে।
কৃষ্ণলীলা—নিত্য জ্যোতিশ্চক্র—প্রমাণে॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি' ফিরে ক্রমে ক্রমে॥
রাত্রি-দিনে হয় ষষ্টি দণ্ড-পরিমাণ।
তিন সহস্র ছয় শত 'পল' তা'র মান॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল-ক্রমোদয়।
সেই এক দণ্ড, অষ্ট দণ্ডে প্রহর হয়॥
এক-দুই-তিন-চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি' ক্রমে ক্রমে ফিরে॥
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট-প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস॥
অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলা-চক্র ফিরে।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তা'তে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম-পুরাণ॥
গোলোক, গোকুল-ধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥
অতএব গোলোকস্থানে নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণের ক্রমে প্রকট তাহার॥

শ্রীবলদেব কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ। তিনি আদি চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই প্রাভব-বিলাস-চতুষ্টয়রূপে তাঁহা হইতে প্রকাশিত। অনন্ত চতুর্ব্যূহের গণ আদি-চতুর্ব্যূহের তুল্য নহে। আদি চতুর্ব্যূহ—প্রাভব-বিলাস। অন্য চারি ব্যূহগণ—বৈভব-বিলাস। মথুরা ও দ্বারকাপুরীতে কৃষ্ণের প্রাভব-বিলাস নিত্য অবস্থিত। গোকুলে বৈভবপ্রকাশ শ্রীবলদেব নিত্য বিরাজমান।

বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান॥
বৈভব-প্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ।
দ্বিভুজস্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ॥
যে কালে দ্বিভুজ, নাম—বৈভবপ্রকাশ।
চতুর্ভুজ হইলে, নাম—প্রাভববিলাস॥

শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি-প্রধান। তাঁহার ইচ্ছাতেই সমস্ত ব্যাপার হইয়া থাকে। তিনি মদনমোহন। শ্রীবাসুদেব জ্ঞানশক্তি-প্রধান, আর শ্রীসঙ্কর্ষণ ক্রিয়াশক্তি-প্রধান। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা বা আনন্দ-শক্তি ও হ্লাদিনী-শক্তির প্রভু; শ্রীবাসুদেবরূপে তিনিই সম্বিচ্ছক্তির প্রভু এবং তিনিই বলরাম বা সঙ্কর্ষণরূপে সন্ধিনী-শক্তির প্রভু।

সত্যযুগে শুক্লাদি-বেশী শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ ভগবান্, ত্রেতায় রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ ভগবান, দ্বাপরে শ্যামবর্ণ দ্বিভুজ ভগবান্ এবং কলিতে পীতবর্ণ দ্বিভুজ ভগবান্ অবতীর্ণ হন। সকল দ্বাপরেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতার হয় না; শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্বাপর-যুগে ভগবান শুকপত্রবর্ণ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণাদি গ্রহণ করিয়া অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, জানা যায়। সাক্ষাৎ কলিতে কৃষ্ণবর্ণ এবং নিত্যলীলায় পীতবর্ণ ভগবান্ আবির্ভূত হন। শাস্ত্র বলেন,—

সত্যযুগে ধর্ম্মধ্যান করায় 'শুক্ল'মূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহ কৃপা করি॥
কৃষ্ণ ধ্যান করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।
ত্রেতায় ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় 'রক্ত'বর্ণ ধরি॥
কৃষ্ণ-পদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন-কর্ম্ম॥
পীতবর্ণ ধরি' তবে কৈলা প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা তবে সকল ভক্তগণ॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:০:(০):০:——

এই পৃথিবীতে জ্ঞান-সংগ্রহ করার স্পৃহা থাকাকাল পর্য্যন্ত সেই পূর্ণবস্তু—"যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমেব বিজ্ঞাতং ভবতি" তাঁ'কে পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞান যোগ্যতার কিসের জন্য? এসব জ্ঞানের অন্ত পথ থা'কবেই। একমাত্র সত্যকে প্রত্যাখ্যান ক'রবার আবশ্যক হয় না। উঁহাকে নড়াইতে পারা যায় না। যাঁ'কে স্থানচ্যুত করা যায়, তা' একমাত্র সত্য নয়। অন্যটা তর্কপথ। যে পন্থায় আমরা বিরুদ্ধ যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের অসত্যতা উদ্ঘাটন ক'রবার অধিকার পোষণ করি, তা'তে সেই শব্দগুলির বোধ নির্দ্ধারিত হউক, এইরূপ অবসরের সুবিধা নেই। একমাত্র সত্য—এরূপ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা-জাত সত্য নয়। ইন্দ্রিয়জ চেষ্টারূপ পর্ব্বত-আরোহণ-কার্য্যদ্বারা কোথায় পৌঁছাব, তা' কেহ জানে না। উহা পণ্ডিতের বিচারের অসীমের বিচারের মতন ধ'রে নেওয়া থাকব। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বিজ্ঞানের আধিক্যকার ভিত্তি আমরা বহির্জগৎ থেকে আরম্ভ ক'রে—যা'র সম্বন্ধে কিছু জানি না, সে দিকে এই অভিজ্ঞান দিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা ক'রে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করি। এরূপ জ্ঞান-সংগ্রহকারী অবরজ্ঞানের পথে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা ক'রলে সুবিধা হ'বে না।

বৈদিক-পন্থায় শ্রবণ করতে হবে; তজ্জন্য আনুগত্য স্বভাবের আবশ্যক। সে জ্ঞানটা সেদিক থেকে আসবে।

যেটার নিকটবর্ত্তী হ'তে পাচ্ছি না, সেটার নিকটবর্ত্তী হ'তে হ'বে, তাঁ'র অনুগত হ'য়ে। যদি অহঙ্কারী হই, তা' হ'লে নিত্য-মঙ্গলের কথা শুনতে অবকাশ পা'ব না। যিনি জানেন, তাঁ'র কাছ থেকে জানতে হ'বে। যদি আমি জানি—এইরূপ অভিমান হয়, তা' হ'লে জানতে পারব না। যেকালে সন্দেহ হ'বে, ব'লতে হ'বে এবং জবাবটা ধৈর্য্যের সহিত শুনতে হ'বে, অমনোযোগী হ'লে শুনা হবে না। পরিপ্রশ্ন করে, কিন্তু প্রশ্নটা ক'রে জবাবটা শুনবো না—এরূপ অধৈর্য্য হয়ে প'ড়তে হবে না—প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যুত্তর পা'বার চিত্তবৃত্তি থাকার দরকার। অন্য বিষয়ের চিন্তা ক'রলে—পুরাণো কথা মনে হ'লে প্রশ্নের উত্তরের সময় অমনোযোগী থাকবো। জবাবটাকে কার্য্যে পরিণত ক'রলো। নইলে প্রশ্ন ক'র কেন? ঘড়িতে দম দিয়ে আসল সময়টা ভুলে দেবো না। ঘড়ির সময় দেখবার পর একটা কাজ থাকা উচিত। যদি কেবল ঘড়ি দেখতে থাকি, তা' হ'লে কাজ হ'বে না, পরে একটা কাজ আছে,—তা'র নাম অভিধেয়।

জ্ঞানটা পা'বার পরে সেই কার্য্য করি। জ্ঞানটা পাবার পরে সেবা। সেবার কথাটা জা'নতে হবে—মনোযোগ দিয়ে। নিজের না হওয়া পর্য্যন্ত শেষ ক'রবো। মনোযোগের সহিত কথা শুনে সেবায় লাগিয়ে দেবো। তর্কের পথ বা জ্ঞানের পথ বিভিন্ন। শুনার পথে শব্দ ব'লে একটা জিনিষ আছে—যা' দূরধিগত বস্তুর অভিজ্ঞান প্রদান করে। আমরা চতুর্থ মাসের তৃতীয় সংবাদ জানি না। সেটা এসে উপস্থিত হ'চ্ছে। তৃতীয়মাসের পথ বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গম্য। বেণীমাসের—পঞ্চমমাসের কথা—'মধুর-মুরলী পঞ্চম সুরে'—মনুনাথ মাসের পঞ্চমমাসের কথা তৃতীয়মাসের ভিতর থাকাকালে শুনতে পাওয়া যায় না। তৃতীয় মাসে চারটে বৃক্ষচতুর্থাংশ সম্পূর্ণরূপে দেখতে পাওয়া যায়। একটা বৃক্ষ-চতুর্থাংশ দেখে এখন সংবাদ পা'চ্ছ। চারটে দেখলে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিকৃষ্ট এই জগৎ তিনটে বিষয়—দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনে আবদ্ধ ক'রেছে। গোলোক বস্তুর—সমস্ত বস্তুটার পূর্ণতা দর্শন হ'চ্ছে না।

অষ্টাংশ আমাদের দর্শনীয় হয়। ১৮০ ডিগ্রি দেখি আমাদের চোখের দ্বারা। আর দুটো অপরাংশ দে'খতে পাই না। বৈকুণ্ঠ দর্শনে এরূপভাবে অষ্টাংশ দেখতে পাচ্ছি। কেবল নীচে থেকেই দেখবো বিচারটা ছেড়ে দিয়ে যদি আবদ্ধ বিষয়ের সাহচর্য্যে অগ্রসর হই, তা' হ'লে দে'খতে পা'ব যে, সে বস্তুটা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এখানে যে রকম সম্বন্ধ পাই, তা'তে নির্বিশেষ অবস্থা চরম লক্ষ্য হয়। পঞ্চম মাসের পূর্ণতা লাভ ক'রতে হ'লে কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণভক্ত বিচার প্রবল হয়। কৃষ্ণোপাধিসম্বন্ধ সাধারণ সাহিত্যে নাই—চতুর্থ মাসে নাই—সাধারণ দর্শনে নাই। সম্বন্ধক আর আকাঙ্ক্ষা-প্রকার রস বাদ দেওয়া হয়। কৃষ্ণ-গোবিন্দ-সম্বন্ধ চতুর্থ মাসের বুঝতে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব একথাটা ব'লে দিয়েছেন। চতুর্থ আর পঞ্চম মাসের কথা এদেশে এসেছে। অল্প সময়ের মত এদেশে এলেও তা' ধ'রে নিতে পারা যায়। যাঁ'রা ভাগ্যবান্, তাঁ'রা ধ'রে নিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু, তা' জা'নবার ইচ্ছা হ'লে যাঁ'রা তাঁ'র সর্বস্ব কার্য্য হ'চ্ছে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ। শ্রীপ্রবোধানন্দ ঠাকুর যেমন ব'লেছেন—"[illegible] জনে জানি পর।" দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সাধুর সঙ্গ ক'রতে হ'বে। সাধুর সঙ্গ না ক'রলে সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ হ'তে পারে না। অনেক ভজন প্রয়াসিগণ মুখে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রেছেন ব'লে থাকেন, কিন্তু সাধুর সঙ্গ না করায় মনে মনে তাঁ'দের দুঃসঙ্গই হ'তে থাকে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	এক কলম	৩৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—[illegible] একমাত্র পারমার্থিক [illegible] পত্র। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মা।।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আদর্শগ্রন্থ প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুবর্য্য প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসাহচর্য্যে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আদর্শসন্ধানী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপতরঙ্গায়িত [illegible] ভব এই ভবার্ণবের অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে [illegible] বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্বপ্রকার [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন বাড়িয়া চলিল। [illegible] প্রভৃতি কাহারও এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। প্রাপ্তিস্থান

—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী আগামী ১লা এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে নূতন বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উপস্থিত করিবেন, তাহা শনিবার কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাক্তন মন্ত্রীমণ্ডলী বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। উহা এক সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছিল। তৎপরে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সম্বলিত সেই মাধ্যমিক শিক্ষা বিল গত পূজার বন্ধের পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপিত হইবার পর ঐ সম্বন্ধে পরিষদে কিছু আলোচনাও হইয়াছিল। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা জাতীয় ও জাতীয় শিক্ষার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা বিলে আর আলোচনা চালান নাই। তাঁহারা উহার পরিবর্ত্তে নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা বিল রচনা করিয়াছেন।

১৯৪১ সালের উৎপন্ন পাটের হিসাব

প্রদেশ ও আবাদী জমির উৎপাদন সম্বন্ধে

দেশীয় রাজ্য	পরিমাণের হিসাব (একর)	সংশোধিত হিসাব
বাঙ্গলা	১৫৩২৮৫৫	৪২৫১১৪৫
কুচবিহার	৩৮০০০	৪২৫৬০
ত্রিপুরা	১৭০০০	৩৪০০০
বিহার (নেপালসহ)	২৪২৫০০	৪২৮৮০০
উড়িষ্যা	২৫০৫৫	৫৮৮১০
আসাম	২৭৬১০০	৬০৭০০০
মোট	২১৩২১৯০	৫৪২২৫১৫

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস্‌চ্যান্সেলার

গত শনিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার লেঃ কর্ণেল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের এক সভা অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সভায় সেনেটের সদস্যগণ ডাঃ রায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

বোম্বাই গভর্ণমেন্টের বাজেট

বোম্বাই গভর্ণমেন্টের বাজেট সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে ১৫ কোটি ১৮ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা আয় ও ১৫ কোটি ১৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ব্যয় হইবে ধার্য্য করা হইয়াছে. সুতরাং আনুমানিক ৯৮ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে:

আগামী বৎসর শিক্ষা বাবদ ২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা, চিকিৎসা বাবদ ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, স্বাস্থ্য বাবদ ৫৩ লক্ষ টাকা, আকস্মিক অবস্থা বাবদ ৫০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের পর আর্থিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাহার প্রতিকারকল্পে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা একটি ফণ্ডে জমা রাখা হইয়াছে এবং পোষ্টওয়ার ডেভলপমেণ্ট ফণ্ডে আরও এক কোটি টাকা জমা রাখা হইয়াছে।

বিভিন্ন দলের নেতার সহিত স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের সাক্ষাৎকার

গত ২৮শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত সি রাজা-গোপালাচারী স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট-কাল উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলে। তার পর কেন্দ্রীয় সদস্য ও শ্রীযুক্ত এন আর সরকার একত্রে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এক ঘণ্টার অধিক-কাল আলোচনা হয়। প্রাতে ১১টার সময় আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। মিঃ জিন্না ও স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের মধ্যে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার হয়। প্রায় এক ঘণ্টাকাল আলোচনা চলে। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ঐদিন অপরাহ্ণে হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিগণ স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদিগের মধ্যে বীর সাভারকর, ডাঃ বি এস মুঞ্জে, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, স্যার জ্বালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এবং শ্রীযুক্ত গণপৎ রায় ছিলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও মিঃ আসফ আলী দুই ঘণ্টা দশ মিনিট ধরিয়া স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্-এর সহিত আলোচনা করেন। সাংবাদিকগণের বৈঠকে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ বলেন যে, কংগ্রেস-নেতৃবর্গের সহিত তাঁহার চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইয়াছে, তবে তাঁহাদের কাহারও সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিবেন কি না, তাহা বলিতে পারেন না।

দুইশত পোলিশ শিশু

রাশিয়ার পোলিশ বাহিনীর প্রধান সেনা-পতি জেনারেল এণ্ডার্সকে মিঃ ট্যাণ্ডন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, আরও ২০০ পোলিশ শিশুকে ভারতে আসিতে দেওয়া হইবে। আলোচনার পূর্ব্বে পোল যুদ্ধ চলিতে থাকাকালে ভারতে এই সমস্ত বালক বালিকাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। উহারা শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হইতেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible]

ভজন-শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "[illegible]"-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী[illegible]শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিবৃতি'-টীকা ও 'অনুবাদ'-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৩ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৮শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ : ৪ঠা এপ্রিল, ইং ১৯৪২, শনিবার } ১৭-১৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ মধুসূদন অধর শ্রীমায়াপুরী, গৌরাব্দ ৪৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—::(০)::—

ভৃত্য হইয়া প্রভুর সেবা করার নাম ভক্তি। ভক্ত প্রভু, ভগবান্—মহাপ্রভু। নিজেকে প্রভুর দাস বলিয়া উপলব্ধি হইলে প্রভুর প্রভুত্ব উপলব্ধি হয়। দাসই প্রভুর প্রভুত্ব, নিজেই প্রভুর প্রভুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। নিজের ভজন অপ্রাকৃত ব্যক্তিতে বিশ্বাস আছে। নিজেই প্রভুর দর্শন পায়, প্রভুও নিজকেই দর্শন দেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া মাদৃশ পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য স্বেচ্ছায় এজগতে অবতীর্ণ হন,—এ বিশ্বাস নিজের স্বতঃই আছে। শ্রীভগবান্ কোন কাল্পনিক বস্তু নহেন। তিনি নররূপধারী একজন অপ্রাকৃত ব্যক্তি; তিনি নিরাকার বা নির্ব্বিশেষ নহেন। তাঁহার চিন্ময় আকার ও বিশেষ আছে। তাঁহার পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন—সবই আছে। সেই ভগবত্তত্ত্বই হরিনাম। ভগবানের অনেক ভক্ত আছে—প্রভুর অনেক ভৃত্য আছে। ভৃত্যকে লইয়াই প্রভুর প্রভুত্ব এবং প্রভুকে লইয়াই ভৃত্যের ভৃত্যত্ব। শ্রীভগবান্ যেমন একজন অপ্রাকৃত ব্যক্তি-বিশেষ, তাঁহার ভৃত্যগণও সেইরূপ এক-একজন অপ্রাকৃত ব্যক্তি। ভগবৎ-সেবাও নিত্যবস্তু। ভক্তই ভগবৎ-সেবাবিগ্রহ।

শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত, ভগবদ্দাস জীবও স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত—চিন্ময়। অপ্রাকৃতই অপ্রাকৃতের সেবা করিতে পারে। অপ্রাকৃতের সহিতই অপ্রাকৃতের নিত্য সম্বন্ধ। তবে একজন প্রভু, আর একজন দাস—ইহাই বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য। অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারাই অপ্রাকৃত ভগবানের সেবা সম্ভব। ভগবৎ-সেবা, ভগবান্ ও ভক্ত অপ্রাকৃত বস্তু। সেবাই সেব্যের সহিত সেবকের যোগসূত্র। উভয়েই উভয়ের প্রীতির বন্ধনে বা আকর্ষণে আবদ্ধ বা আকৃষ্ট। দাস প্রভু না হইলেও—জীব ব্রহ্ম না হইলেও উভয়েই একজাতীয়—ব্রহ্মজাতীয়। উভয়েই পরস্পর আত্মীয়। ভগবানের কৃপা হইলে ভক্তের অপ্রাকৃত স্বরূপ—ভজনময় ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি হয়। ভগবৎ-কৃপা ভক্তরূপে আমাদের নিকট আসেন। যখন ভগবৎ-কৃপাগ্রহণে বিমুখতা আসে বা আমরা ভগবৎ-কৃপাকে বরণ করিতে ইচ্ছা না করি, তখনই ভগবৎ-কৃপারূপী ভক্তগণকে এ জগতের বস্তু কল্পনা করি এবং তাঁহাদের প্রতি সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারি না। ভক্তের সেবাই যে ভগবানের সেবা, তাহা তখন আমরা বুঝিতে পারি না, ভগবৎ-কৃপাই যে ভক্তবেশে ভগবান্‌কে হৃদয়ে লইয়া প্রত্যেকের দ্বারে-দ্বারে স্বরূপী ভগবান্‌কে বিলাইবার জন্য আসিয়াছেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।

ভক্তের হৃত্যাই ভগবানের হৃত্যা; ভক্তের সেবাই ভগবানের সেবা,—এ বিশ্বাস যাঁহাদের নাই, তাঁহারা একমাত্র উপায়ের প্রতি বিশ্বাসের অভাববশতঃ নিরুপায় হন—ভগবৎ-কৃপাবরণে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হ'ন। ভক্তের সেবার ফল কারণে বস্তু ফিরিবে না; ভক্তের সম্পূর্ণ আনুগত্য আমরা সেবা করিতে হইবে। তাহা হইলে অনায়াসে শ্রীভগবানের সন্ধান মিলিবে। ভক্তের সম্পূর্ণ আনুগত্যের দ্বারাই ভগবানের প্রকৃত সেবা হয়। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তকে ভগবানের ন্যায় সেবা করেন না, তাঁহারা ভগবৎ-সেবা হইতে চিরবঞ্চিত হন।

যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে অপ্রাকৃত ব্যক্তি জানিয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য তাঁহার দর্শনার্থী হন, তাঁহারা ভগবৎ-সঙ্গ-লাভের একমাত্র উপায় ভক্তসঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তসঙ্গ-লাভেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। কারণ, তাঁহারা জানেন, সম্পূর্ণ আনুগত্যের সহিত ভক্তের সেবা ব্যতীত ভগবৎ-সেবা বা ভগবদ্দর্শন-লাভের আর অন্য উপায় নাই। সেইজন্য তাঁহারা যাবতীয় ঐহিক বাসনা বা নিজসুখ-বাঞ্ছা সর্ব্বতোভাবে পরিহারপূর্ব্বক ভক্তের সঙ্গ ও সেবা-লাভের জন্য এত অধিক ব্যাকুল হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের পক্ষে সেবা-বিমুখ জীবনযাপন সম্পূর্ণ অসহনীয় হয়। এইরূপ অবস্থার নাম—ভগবদ্দাসের স্বেচ্ছায় ভগবানের পাদপদ্মে অহৈতুক ভক্তিলাভের প্রকৃত ইচ্ছা অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তি-লাভেচ্ছা। ইহাতে কপটতা বা অন্যাভিলাষিতার লেশমাত্রও নাই।

শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম। তিনি সকলের একমাত্র ভোক্তা, সকলের নিত্যসেব্য—ইহাই তাঁহার স্বরূপ। ভগবান্ সেব্য, আমরা সেবক—এই সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ একমাত্র ভক্তের আনুগত্য-দ্বারাই লাভ হয়। ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে কিয়ৎপরিমাণে অনর্থনিবৃত্তি হইলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধোদয়ের সম্ভাবনা হয়। সশ্রদ্ধ হইয়া ভক্তের নিকট হরিকথা শুনিতে শুনিতে অবশেষে ভক্তের চরণে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের বাসনা তাঁর কৃপায় হৃদয়ে উদিত হয়। নিবেদিতাত্মা ব্যক্তি অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইলে তিনি ক্রমশঃ ভক্তের অহৈতুকী কৃপায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন এবং নিত্যকাল ভক্তগণের আনুগত্যে চিন্ময়ে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হ'ন।

অপ্রাকৃত-ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট সাধুই আমাদের একমাত্র উপায়, সহায় ও সম্বল। যেখানে ইহার অভাব, সেখানে অমঙ্গল অনিবার্য্য। যেখানে সাধুসঙ্গ নাই, সেখানেই সংসার। সাধু আমাদের শাসক, রক্ষক ও পালক। পরমার্থ-জগতে সাধুগণ অন্তর ধাত্রী, অবলম্বন বা আশ্রয়-স্বরূপ ভক্তের দাস বা সাধু-গণের অধীনতা স্বীকার না করিলে ভগবৎকৃপা লাভ হইতে পারে না। ভক্তসঙ্গে ভক্তানুগত ব্যক্তির বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে তিনি বিধাতা ভগবানের আমাদিগকে তাঁহার ভক্তগণের সেবায় নিযুক্ত রাখিবার পরমমঙ্গলময় বিধানের চমৎকারিতা ও অপার কৃপার কথা বুঝিতে পারেন।

ভক্ত সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবানের সেবা করেন। ভক্ত যাবতীয় পদার্থকে ভগবৎ-সেবার উপকরণরূপে দর্শন করেন। ভগবৎ-সেবা চিন্ময় বস্তু; সুতরাং তাঁহার সেবার উপকরণগুলিও চিন্ময়। চিন্ময় উপকরণের দ্বারা কিরূপে ভগবানের সেবা করিতে হয়, উপকরণগুলিই তাহা উপাসককে জানাইয়া দেন, সুতরাং তাঁহারা উপাসকের নিকট শ্রদ্ধার্হণীয়।

ভক্ত কাহাকেও ভোগবুদ্ধি করেন না। তিনি সকলকেই ভগবানের সেব্য বা ভক্তরূপেই দর্শন করেন। নিজসুখ-বাঞ্ছা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের [illegible] বাসনা না থাকায় [illegible] ভগবৎ-সেবার [illegible] বা ভ্রান্তি থাকে না। [illegible] স্বাভাবিক হইলে [illegible] ভক্ত প্রাপ্তি [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

আসক্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। বিচারের দ্বারা বস্তুসকলের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হয় না; বিচারের দ্বারা অপ্রাকৃতের প্রতি আকর্ষণ বা প্রীতি উৎপন্ন হয় না। পরমাত্মার প্রতি আত্মার আকর্ষণ স্বাভাবিক। যুক্তিদ্বারা প্রীতি-উৎপাদন বুঝিতে কিংবা বুঝাইতে পারা যায় না। আত্মা যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সেবা কিংবা ভক্তি স্বীকার করেন না। আত্মার ইচ্ছা স্বাধীন, যুক্তির অধীন নহে। সুতরাং আত্মার বহির্ম্মুখতার জন্য যুক্তিকে দায়ী করা যায় না অথবা আত্মার সেবোন্মুখতা যুক্তির দ্বারাও সম্ভব হয় না। আত্মা বহির্ম্মুখ হইলে যুক্তি স্বভাবতঃই বহির্ম্মুখতা সমর্থন করে; কারণ, যুক্তি আত্মার অধীন, প্রভু নহে।

চিজ্জগতে শ্রীভগবান্ সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সেবকগণের পূর্ণসেবা গ্রহণ করেন। চিজ্জগতের প্রত্যেক বস্তু শুদ্ধচেতনকে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করায়। এখানকারও প্রত্যেক বস্তু প্রকৃত সেবককে তাঁহার সেবার সন্ধান দেয়। যে-কোন বস্তু হয় স্বরূপে আমাদিগকে কৃষ্ণের সন্ধান দিবে, না হয় ভোগ্যরূপে আমাদিগকে ভগবদ্বিস্মৃত করাইবে। আমরা অকপট বা নিষ্কপট হইলে তাঁহারা আমাদিগকে তাঁহার কৃপাময় রূপ দেখাইবেন, আর বঞ্চিত হইতে চাহিলে বঞ্চনা করিবেন। ভগবৎ-সেবকের সঙ্গ-প্রভাবে সেবাভিমান যত প্রবল হইবে, ততই সেবা-দর্শন প্রবল হওয়া জীবকে সেবা-সমুদ্রে নিমজ্জিত করাইবে।

পৃথু ও বেণ

শ্রীপৃথুরাজ শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম॥
বৈকুণ্ঠে শেষ, ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত॥
সনকাদ্যে 'জ্ঞান'-শক্তি,
নারদে শক্তি 'ভক্তি'।
ব্রহ্মায় 'সৃষ্টি'-শক্তি,
অনন্তে 'ভূ-ধারণ'-শক্তি॥
শেষে 'স্ব সেবন'-শক্তি, পৃথুতে 'পালন'।
পরশুরামে দুষ্টনাশ, বীর্য্য-সঞ্চারণ॥"

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥"

—জ্ঞানশক্ত্যাদি-কলাদ্বারা যেসকল জনার্দ্দন-আবিষ্ট, সেই মহত্তম জীবসকল 'আবেশ-অবতার' নামে কথিত হন।

শ্রীধ্রুবের বংশে শ্রীপৃথুরাজের আবির্ভাব হয়। শ্রীধ্রুবের পুত্র উৎকল। পিতা বনগমনে উদ্যত হইলে জ্যেষ্ঠ উৎকল রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি জন্মাবধি জ্ঞানী ও সমদর্শী ছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মার ব্যাপ্তি এবং পরমাত্মায় সর্ব্বভূত দর্শন করিতেন। রাজ্যের প্রতি উদাসীনতা দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৎসর রাজপদ গ্রহণ করিলেন। বৎসরের ছয়টি পুত্র হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পুষ্পার্ণের প্রথমা পত্নী প্রভার গর্ভে প্রাতঃ, মধ্যন্দিন ও সায়ং—এই তিনটী পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নী দোষার গর্ভে প্রদোষ, নিশীথ ও ব্যুষ্ট-নামক তিনটী পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। ব্যুষ্টের পুত্রের নাম সর্ব্বতেজা; ইঁহার অপর নাম চক্ষু। ইঁহার পুত্রের নাম মনু। এই মনুর দ্বাদশটি পুত্র; তন্মধ্যে উল্মুকের অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয়-নামে ছয়টি পুত্র। অঙ্গের পত্নী সুনীথা বেণ-নামক এক ভয়ঙ্কর পুত্র প্রসব করে। এই রাজপুত্র বেণ বাল্যকাল হইতেই অধর্ম্মাংশোদ্ভূত মাতামহ মৃত্যুর অনুগামী হওয়ায় অত্যন্ত অধার্ম্মিক হইয়া উঠিয়াছিল। সেই দুষ্ট বালক বেণ নৃশংস হইয়া মৃগসমূহকে বিনাশ করিত। পুরবাসিগণ তাহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই "ঐ বেণ আসিতেছে" বলিয়া ভয়ে চীৎকার করিত। অতি নির্দ্দয়চিত্ত বেণ সমবয়স্ক বালকগণের সহিত খেলা করিতে করিতে তাহাদিগকে পশুর ন্যায় মারিয়া ফেলিত। রাজা অঙ্গ বহুভাবে শাসন করিয়াও বেণের চিত্ত পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলেন।

বহু অপুত্রক গৃহব্রত ব্যক্তি পুত্রার্থী হইয়া শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু হায়! কুপুত্র হইতে যে কি অসহ্য দুঃখ পাইতে হয়, তাহা তাঁহারা বোধ হয় ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতিতে বলিয়াছেন —"জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি হইতে বঞ্চিত হইলে পিতার পুত্রগণ পিতাকে হরিবিমুখ করাইয়া নিজসেবায় নিযুক্ত করে। যাহাতে জীবের নিত্য চরম কল্যাণরূপ হরিসেবার বিঘ্ন হয়, তাদৃশ পুত্র কামনা করা কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভাল বলিয়া মনে করেন না। যদি পুত্র ভক্তিবিমুখ হইয়া কদাচারী ও নীতিপরায়ণ হয়, তবে তাদৃশ পুত্রাপেক্ষা যে সকল অনর্থ দুষ্টভাবক্রমে পিতার বিরাগভাজন হয়, সেই পুত্রের আসক্তি হইতে পিতা পরিত্রাণ পাইয়া ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। সুতরাং সৎপুত্র অপেক্ষা অসৎ পুত্রই হরিভজনে বিশেষ উপযোগী। যিনি গৌণভাবে পুত্র-সৌখ্যে পিতাকে বঞ্চিত করেন, তিনিই পিতার উপকারী পুত্র। তাই বলিয়া অসৎপুত্রের প্রতি হরিবিমুখ পিতার যে আত্মাভিনিবেশ, তাহাও নীতিবিগর্হিত।"

বেণের দৌরাত্ম্যে রাজা অঙ্গ নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া সহসা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর বেণ রাজা হইয়া রাজ্যে ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। সে প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বতোভাবে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মুনিগণ বেণরাজকে অসদাচরণ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—"লোকপালগণের সহিত সর্ব্বলোক যাঁহার আরাধনা করেন, সেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইলে জীবের আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে না;—যাঁহারা যজ্ঞদ্বারা ভগবানের পূজা করেন, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা অনুচিত।" এই কথা শুনিয়া বেণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"হে মুনিগণ, তোমরা আমার ভজন পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুসেবাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছ। অতএব তোমরা নিশ্চয়ই অজ্ঞ। আমি-ই একমাত্র সর্ব্বপূজ্য ও সর্ব্বভোক্তা; আমার দেহে বিষ্ণু হইতে সর্ব্ব দেবের অধিষ্ঠান। নৃপরূপী ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের কখনও মঙ্গল হইবে না; ইহা কুলটা কামিনীর ন্যায় ব্যভিচার।"

বেণ অভক্ত ভগবদ্বিদ্বেষী, আর তৎপুত্র শ্রীপৃথু ভগবদ্ভক্ত। কংস শিশুপালাদির কৃষ্ণদ্বেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভয়বশতঃ বা অভিনিবেশ ছিল, কিন্তু দুষ্ট বেণের ভগবানের প্রতি অভিনিবেশ ছিল না। সে অভিনিবেশহীন হইয়া মাৎসর্য্য-সহকারে শ্রীভগবানের নিন্দা করিত। বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ লোকই এই বেণের ন্যায় বলিয়া মনে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ জগতের অধিকাংশ লোক বেণের পদাঙ্কানুসরণে নাস্তিক ও বিষ্ণুনিন্দক। ভগবদ্ধাম বা ভগবদ্ভক্তির অনুমোদন নাই। দহন করা যেরূপ অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহাতে কোন বিধির অপেক্ষা নাই, সেইরূপ ভক্তিরও নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ-প্রেমজননে কোনরূপ বিধির অপেক্ষা নাই; কারণ, ভগবদ্বিষয়ক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির স্বরূপতঃই তাদৃশী শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব ভক্তি শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে না। হেলা বা শ্রদ্ধায়—যে কোন অবস্থায় ভক্তি হইতে পারে। কোন কোন স্থলে মুক্ত ব্যক্তিরও বিপরীত কথা শুনা যায়। হেলা যদিও অপরাধ-স্বরূপ, তথাপি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত হইলে এবং পুরুষের দৌরাত্ম্য না থাকিলে তাহাতে ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয় না; কিন্তু হেলা যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মৎসর করিয়া করা হয়, তবে তাহা দৌরাত্ম্য হওয়ায় তদ্দ্বারা ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; ভক্তি বা নাম সেখানে নিজশক্তি প্রকাশ করেন না; আর্দ্রকাষ্ঠাদিতে বহ্নি-শক্তি যেরূপ বাধা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। ভগবান্ ও ভক্তবিদ্বেষী বেণ মাৎসর্য্য-সহকারে বিদ্বেষমূলে ভগবানের নামোচ্চারণ করিলেও বেণের অভিনিবেশহীন মাৎসর্য্য দৌরাত্ম্য হওয়ায় তাহার মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই হইয়াছে।

মুনিগণ এইরূপ বিষ্ণু-নিন্দা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার হুঙ্কার-শব্দে তাহাকে নিহত করিলেন। বেণকে হত্যা করিয়া ঋষিগণ স্ব-স্ব আশ্রমে গমন করিলে বেণজননী সুনীথা শোক করিতে করিতে পুত্রের মৃত দেহকে মন্ত্রদ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মুনিগণ পুনরায় ঐ পৃথ্বীপতি বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করিতে থাকিলে তাহা হইতে একপুরুষ ও একটী স্ত্রী উদ্ভূত হইলেন। তদ্দর্শনে ঋষিগণ বলিলেন,—"এই পুরুষ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর ভুবনপালক অংশ, আর এই স্ত্রীটিও শ্রীভগবানের অনপায়িনী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা। এই পুরুষই মহারাজ শ্রীপৃথু এবং স্ত্রীটি তৎপত্নী শ্রীঅর্চ্চিদেবী। ইঁহারা উভয়েই ভগবদ্ভক্ত।

মহারাজ শ্রীপৃথু স্বীয় পত্নী শ্রীঅর্চ্চিদেবীর সহিত রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সুষ্ঠুভাবে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। সকলেই শ্রীপৃথুরাজকে যথাযোগ্য উপহার প্রদান করিলেন। বন্দিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন,—"পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের লীলা বর্ত্তমান থাকিতে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তির স্তুতিবাদে বৃথা বাক্য-ব্যয় কর্ত্তব্য নহে। স্তব ও স্তুতিদ্বারা ক্ষুদ্র ব্যক্তি মুগ্ধ হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তাহাতে লজ্জা বোধ করেন।"

শ্রীপৃথু রাজা হইয়া প্রজাগণকে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইতে দেখিলেন। প্রজাগণ তাঁহার নিকট তাহাদের দুঃখের কথা জানাইলে মহারাজ পৃথু পৃথিবী ওষধিবীজ গ্রাস করায় পৃথিবীর উদ্দেশ্যে শরসন্ধান করিলেন। পৃথিবী ভীতা হইয়া পলায়ন করিতে থাকিলে পৃথু মহারাজ তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অনন্তর পৃথিবী নিরুপায় হইয়া পৃথুর শরণাগত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভীতা পৃথিবী পৃথু মহারাজকে বলিতে লাগিলেন,—"হে মহারাজ, গোরূপী আমার অনুরূপ বৎস, আমার দোহন-পাত্র ও দোগ্ধা স্থির করিয়া আমাকে এরূপভাবে সমতল করুন যেন আমার দুগ্ধ সর্ব্বত্র সমভাবে দৃষ্ট হয়।" এই বাক্যে পৃথু সন্তুষ্ট হইয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎসরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় হস্তরূপ পাত্রে সমস্ত ওষধি দোহন করিলেন। ঋষিগণও বৃহস্পতিকে বৎস করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রে পৃথিবী হইতে পবিত্র বেদরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। দেব, দৈত্য, দানব, মানব—সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট বস্তু পৃথিবী হইতে দোহন করিতে লাগিলেন। পৃথিবীও বিবিধ শস্য উৎপাদন করিয়া পৃথুর সুখ বিধান করিলেন। অনন্তর মহারাজ পৃথু পৃথিবীকে কন্যারূপে বরণ করিলেন। ইনি পৃথিবীকে প্রায় সমতল করিয়া প্রজাগণের বাসস্থানের জন্য বিবিধ গ্রাম-নগরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তখন প্রজাগণ স্ব-স্ব স্থানে নির্ভয়ে ও পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

মহারাজ পৃথু ভগবৎ-প্রীত্যর্থে শত অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। কপট ধার্মিকের বেশ ধারণপূর্বক ইন্দ্র অশ্ব লইয়া আকাশপথে পলায়ন করিতে থাকিলে অত্রিমুনি পৃথুতনয় মহারথকে তাঁহার ইঙ্গিত প্রদান করিলে মহারথ ইন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাঁহার ভয়ে ইন্দ্র নিজ কপট বেশ ও অপহৃত অশ্বটী পরিত্যাগপূর্বক অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া পুনরায় অশ্বটিকে অপহরণ করিলে পৃথুনন্দন আকাশ-পথে পলায়মান ইন্দ্রের প্রতি শরনিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া অশ্ব পরিত্যাগপূর্বক পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর পৃথু ইন্দ্রের কপটতা বুঝিতে পারিয়া বজ্রাহুতি-দ্বারা ইন্দ্রবধে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইয়া ইন্দ্রবধ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। ভগবদিচ্ছায় যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া পৃথুর পূজা গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"এই ইন্দ্র তোমার একশত অশ্বমেধ-যজ্ঞে বিঘ্ন করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে ইনি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব ইঁহাকে ক্ষমা করা তোমার কর্ত্তব্য।" অনন্তর ভগবান্ শ্রীপৃথুকে বহু তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়া অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলে মহারাজ পৃথু ইন্দ্রের সহিত মৈত্রীভাব সংস্থাপন করিলেন এবং স্বর্গসুখ ও মুক্তিকে তুচ্ছ জানিয়া ভগবদ্গুণানুবাদ-শ্রবণার্থ অযুত কর্ণ প্রার্থনা করিলেন। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পশু ব্যতীত কাহারও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা হয় না। দীনবৎসল ভগবানের সেবাসম্বন্ধ ব্যতীত জীবের দেহধারণের কোন সার্থকতা নাই। মায়ামুগ্ধ হইয়াই জীব পুত্রৈষণাদি নানাবিধ কামনা করিয়া থাকে। শ্রীপৃথু মহারাজের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু স্বগণের সহিত রাজর্ষি পৃথুর মনোহরণপূর্বক স্বধামে গমন করিলেন।

পৃথু মহারাজ কখনও ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের প্রতি কোন দণ্ডবিধান করেন নাই। তিনি প্রজাগণকে পরমপুরুষ ভগবানের ভজন ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। পৃথু মহারাজ পৃথিবীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে ভগবদ্ভজনের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবপুত্র প্রহ্লাদের প্রভাবে বিষ্ণুবৈরী হিরণ্যকশিপু যেমন পরিত্রাণ লভিয়াছিল, বৈষ্ণবপুত্র পৃথুর প্রভাবে বেণেরও অক্ষয় নরক হইতে নিস্তার লাভ ঘটিল।

ভগবদাদেশে সনৎকুমারাদি ঋষিগণ একদিন পৃথুরাজপুরীতে আগমন করিলে মহারাজ পৃথু তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করিয়া জীবের শ্রেয়োলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন,—"সাধুদিগের সঙ্গ সকলেরই অভিলষিত। তাঁহাদের সহিত আলাপ ও পরিপ্রশ্ন সকলেরই মঙ্গলবিধায়ক। শ্রীভগবানে নিশ্চলা রতি হইতে জীবের হৃদয়মল নষ্ট হয়। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক সাধুসঙ্গে নিরন্তর ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবের মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি বা রতি উদিত হইলে আর দেহাত্মবুদ্ধি আদৌ থাকে না। তৎকালে জীব সর্বত্র ভগবদ্দর্শন ব্যতীত আর ইতর বস্তু দর্শন করে না। অসজ্জনদ্বারা জীবের সর্বনাশ সাধিত হয়। যেখানে সাধুর শ্রীমুখে হরিকথামৃত পান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নির্জনবাসও স্পৃহণীয় নহে; কারণ, উহাতেও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণই হয়, কৃষ্ণতোষণ হয় না।"

মহারাজ পৃথু তাঁহাদের নিকট আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া নানাভাবে তাঁহাদের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পৃথুকর্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতে করিতে সর্বসমক্ষে আকাশমার্গে উত্থিত হইলেন। মহারাজ পৃথু প্রজাবৎসল, সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও সুমেরুর ন্যায় অটল ছিলেন। তিনি বাৎসল্যে মনু, প্রভুত্বে ব্রহ্মা, ব্রহ্মতত্ত্ব-বিচারে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি এবং স্বয়ং ভগবানের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি গো, গুরু ও বৈষ্ণবে ভক্তিমান্ এবং পরোপকারী ছিলেন।

মহারাজ পৃথু তপোবনে গমন করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমোচিত উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণারাধনা-কামনায় তৎপ্রতিকূল বিষয় বর্জন এবং অনুকূল বিষয় স্বীকারপূর্বক ভাগবতধর্মোক্ত তপস্যার অনুষ্ঠানদ্বারা শুচিচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরেই তাঁহার ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি হইল। পৃথুপত্নী শ্রীঅর্চ্চিদেবীও সর্বতোভাবে স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। শ্রীপৃথু মহারাজ ভক্তিযোগ-সমাধির দ্বারা স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলে শ্রীঅর্চ্চিদেবী পর্বতের সানুদেশে এক চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি সেই কলেবর স্থাপন করিলেন এবং তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিয়া চিতানলে প্রবেশ করিলেন।

অদূরে নবধা ভক্তির মন্দির। শ্রীপৃথু মহারাজ অর্চ্চনের দ্বারা শ্রীভগবান্কে লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে,—সত্যযুগে প্রজাবৎসলতায় মহারাজ পৃথু পৃথ্বীর উচ্চনীচ ভূমিখণ্ড সমতল করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যখন নবদ্বীপমণ্ডলস্থ শ্রীমায়াপুরে মহারাজের কর্মচারিবৃন্দ ভূমি-সমতল-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন চতুর্দিক হইতে এক মহাজ্যোতিঃ রেখা উত্থিত হওয়ায় কর্মচারিবৃন্দ সেই কথা পৃথু মহারাজকে জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ স্বয়ং এই স্থানে উপনীত হইয়া আশ্চর্য্য জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রত্যক্ষ করিলেন। মহারাজ পৃথু ধ্যান-যোগে জানিতে পারিলেন যে, এই ভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত সেই স্থান—যেখানে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন। মহারাজ পৃথু এই স্থানের গুপ্ত মাহাত্ম্য গুপ্ত করিবার জন্য তথায় এক মনোহর সুবিস্তৃত কুণ্ড নির্মাণ করিলেন। এই কুণ্ড নবদ্বীপ-মণ্ডলের পৃথু-কুণ্ড নামে অভিহিত হইল। গ্রামবাসিগণ এই কুণ্ডের জল পান করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী কালে বাংলার নৃপতি লক্ষ্মণ সেন স্বীয় পিতৃপুরুষের উদ্ধার-কল্পে এই স্থানে এক সুবিস্তৃত দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। এই দীর্ঘিকাই তাঁহার পূর্বপুরুষের নামানুসারে বল্লালদীঘি-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখনও শ্রীমায়াপুরে এই বল্লালদীঘি বিরাজিত থাকিয়া গৌড়পুরের অতীত স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে।

সাধনক্রিয়া ও সাধনভক্তি

(প্রাপ্ত)

ভক্তি আত্মার সহজ-বৃত্তি। প্রাকৃত দেহমনের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে কখনই ভক্তির অনুশীলন হয় না। ভক্তিই জীবাত্মার সত্তা। ভক্তি কষ্টকল্পনা বা অভ্যাসের চেষ্টা-সম্ভূত কোন ব্যাপার নহে। শ্রীগুরু-কৃষ্ণপাদপদ্মে রতি বা প্রীতিই উত্তমা ভক্তি। এই প্রীতি সহজ, সরল বা স্বাভাবিক। সাধন করিয়া বা চেষ্টা করিয়া কাহারও প্রতি প্রীতি করা যায় না। জড়জগতেও দেখা যায়, পিতামাতার সন্তানের প্রতি যে মমতা, তাহা চেষ্টা-সম্ভূত নহে; পরন্তু সহজ। শুদ্ধসত্ত্বের গুরুবৈষ্ণবগণের প্রতি যে মমতাময়ী চিত্তবৃত্তি বা সেবাপ্রবৃত্তি, তাহাও স্বাভাবিক। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ভগবানের প্রতি আপনজ্ঞান বা ভালবাসাই ভক্তি। চেষ্টা করিয়া বা আড়ম্বর আয়োজনাদি করিয়া ভালবাসা বা আপন জ্ঞান হয় না। এই ভালবাসা বা আপন জ্ঞান সম্পূর্ণ অহৈতুকী। তাহা কোন কারণ হইতে জাত হয় না বা কোন কারণ-দ্বারা চালিত হয় না। তাঁহাদের সুখানুসন্ধানার্থ প্রাণের টান ভক্তদের প্রতি যে গতি, তাহাই ভক্তি। এই গতি কখনও কোন কারণের দ্বারা প্রতিহত হয় না। [illegible]

বহির্মুখ বদ্ধজীবের পক্ষে সাধনের একান্ত আবশ্যকতা [illegible]। শাস্ত্র ও মহাজন বাক্যেও সাধনের অনন্ত [illegible] সম্বন্ধে শুনা যায়। ইহা [illegible] অনেক সময় ভক্তিপিপাসু জীব [illegible] মহাজন-বাক্য-সম্বন্ধে [illegible] একটী ধারণা পোষণ করিয়া [illegible] চালাইবার জন্য সাধারণ প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন। শাস্ত্র বা মহাজন-বাক্য হইতে তাঁহারা সাধন-সম্বন্ধে যে [illegible] পোষণ করেন, তাহার বাস্তবতা বা যাথার্থ্য [illegible] যুক্তি-যুক্ত, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা খুব কমই চিন্তা করিয়া থাকেন। ঐরূপ অবস্থায় নিষ্কপট সাধন-পথে মন্ত্রাদিদের ন্যায় কিছুকাল অগ্রসর হইয়া যখন নিজ স্থূল-ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন ফল অনুভব করিতে পারেন না, তখন শাস্ত্র বা মহাজন-বাক্যের প্রতি সংশয়যুক্ত হইয়া পড়েন এবং ক্রমশঃ হতাশার নিকট আত্মবিক্রয় করেন। সাধককে এরূপ হানি অনর্থ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম আবির্ভূত হন। কিন্তু আনুগত্যহীন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে কেবল বিধিবাধ্য বা মন্ত্রাদিত হইয়া কোটি-জন্ম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেও কোন ফল হইবে না। শ্রদ্ধা বা রুচির সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর এক কণার আংশিক আস্বাদও লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই শ্রবণ-কীর্ত্তনে স্বাভাবিকভাবে উৎসাহযুক্ত রুচিপরায়ণ বা লোভযুক্ত হন। তবে মহাভাগ্যবান ব্যক্তিই শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐরূপ অযাচিত কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। ইহা দুর্লভ হইলেও শ্রীগুরুদেবের দয়ার তুলনা নাই, ইহাই ভরসা। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আপন বলিয়া জানেন, যাঁহারা নিজ স্বতন্ত্রতাকে তাঁহার মনোভীষ্টের সহিত adjust করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাঁহার মুক্তপ্রগ্রহ স্বেচ্ছাচারিতা (full fledged freedom) নিরপেক্ষভাবে অবাধগতিতে নিজের উপর বিস্তার করিবার যোগ্য অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই [illegible] সৌভাগ্যবান্ এবং তাঁহারাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর বিন্দু আস্বাদন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। আপনাকে কি কোন ব্যক্তি [illegible] না দিয়া পারেন? [illegible]

আমাদিগকে সেই সৌভাগ্য প্রদান করিবেন।

গুরু-কৃষ্ণ পরিপূর্ণ বস্তু, চিৎ, বিভুপদ। অনিত্য দেহমনের সঙ্গে তাঁহাদের কোন পরিচয় নাই। জীবের সুকৃতিফলে বা প্রকৃতির ফলে যখন সে ভগবানের কৃপা-প্রার্থী হন, তখন কৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়া থাকেন; জীবের আত্মায় গুরু-কৃষ্ণের প্রসাদ নিহিত হয়। জীব তখন জড়াভিমান হইতে মুক্ত হইতে না পারিলেও স্বরূপে আত্মার আনুগত্য করে। জড়াভিমান হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত না হইয়াও স্বরূপে যে ভক্তির অনুশীলন, তাহাই সাধন-ক্রিয়া। গুরু-কৃষ্ণের কৃপা যাঁ'র হয় তবেই সাধন, তাহা কিছু বড় নহে, জড় কেবলমাত্র আমাদের অনিত্য অভিমান। জড়াভিমানই আমাদিগের নিকট গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদকে সাধন-ক্রিয়ারূপে প্রতিভাত করে। বস্তুতঃ সাধন-ক্রিয়ার অনুশীলন জড় নহে। জড় চেষ্টা-দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় না, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদ বা ভক্তিদেবীই চিত্ত শুদ্ধ করান। শয্যায় শায়িত ক্ষুদ্র অজ্ঞ শিশু তাহার ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারিত করিয়া মাতার মস্তক ধরিতে গেলে মাতা স্বয়ং মস্তক নমিত করিয়া তাহাকে ধরা দেন। ইহা দেখিয়া অপর এক অজ্ঞ শিশু মনে করিতে পারে যে, শিশুটী বুঝি নিজ চেষ্টা-দ্বারা মাতার মস্তক স্পর্শ করিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তদ্রূপ অসমর্থ অবস্থায়ও নিষ্কপট শরণ হইয়া গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদ লাভ করিবার যত্ন করিলে যদিও সেই চেষ্টা—যেখানে কৃপাদেবী আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ভূমিকায় পৌঁছায় না, তবুও ভক্তিদেবী কৃপা করিয়া তাহার সেই ক্ষুদ্র চেষ্টাকে সার্থক না করাইয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাহার ইন্দ্রিয়সমূহকে সেবোন্মুখ করিয়া তাহার হৃদয়-সিংহাসনে নিজ আসন রচনা করেন।

নিষ্কপট হইয়া ভক্ত্যঙ্গানুশীলনের চেষ্টা দেখিলে ভক্তিদেবী প্রসন্ন হন। জীব সাধু-গুরুর আনুগত্যে জড়-ইন্দ্রিয়দ্বারা ভক্ত্যঙ্গানুশীলনে যত্ন করিলে ভক্তিদেবীর কৃপায় তাহার জড়াভিমান ক্রমশঃ দূর হয়। তখন ঐসকল চেষ্টা অন্তর মনের উপর শুভ প্রভাব বিস্তার করে এবং ক্রমে তাহাকে জড়াভিমান হইতে মুক্ত করে। চিদাভাস মন সর্ব্বদা জড়-বর্গের অনুশীলনে ব্যস্ত থাকিয়া চিদনুশীলনে বাধা প্রদান করে, কিন্তু যখন মনের উপর হইতে জড়বর্গের প্রাবল্য চলিয়া যায়, তখনই মনে চিদ্ বা আত্মধর্ম প্রকাশিত হয়। মনই ইন্দ্রিয়াধিপতি। মন জড়ের আনুগত্য ছাড়িয়া আত্মার অনুগত হইলে সকল ইন্দ্রিয়ও তাহার অনুসরণ করে। এই আত্মানুগত্য মনের দ্বারা যে ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলন হয়, তাহাই আত্মবৃত্তি ভক্তির অনুশীলন। জড়াভিমানের থাকাকালে জড়-দেহমনের দ্বারা জীব যে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাহাই সাধনক্রিয়া। আত্মবৃত্তি-দ্বারা চালিত মন ও ইন্দ্রিয় যে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাহার দ্বারাই আত্মগত নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকটন হয়, তাহাই সাধন-ভক্তি। ধূলি-দ্বারা আবৃত দর্পণে মুখ দেখা যায় না, তবে তাহাতে দর্পণের প্রতিবিম্বিত করিবার শক্তি নাই মনে করিতে হইবে, তাহা নহে। ধূলি ঝাড়িয়া ফেলিলেই তাহার দর্প প্রকাশ পাইবে। এই ধূলি ঝাড়াই সাধনক্রিয়া। সম্পূর্ণ কাচ-পাত্রের উপর কাদা লাগিয়া থাকিলে মধুকে পরিষ্কার করিতে হয় না। পাত্রকে পরিষ্কার করিতে হয়। এইরূপ কার্য্যই সাধনক্রিয়া। চিদাভাস মনকে চিৎ 'আমি' মনে করা-রূপ বিবর্ত্ত-জ্ঞানই মলিনতা। এই মলিনতা মনের উপর থাকে, আত্মাকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না। এই মলিনতা দূর করিতে হইলে মনের উপরই কার্য্য ক'রতে হইবে, আত্মার উপর নহে। তবে মলিনতা দূর করিতে হইলে আত্মধর্ম্মের অনুগত হইয়া করিতে হইবে। তাহা না হইলে আত্মধর্ম্মের প্রতিফলন কখনই চিদাভাস মনে হইবে না। কিন্তু সাধন-ভক্তি ঐ জাতীয় নহে। তাহা আত্ম-স্বরূপে নিত্য আছে। যেমন কোন ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে তাহার সমস্ত শক্তিই সঞ্চিত আছে, কিন্তু শক্তির প্রকাশ না দেখিয়া তাহাকে শক্তিহীন মনে করা ভুল সিদ্ধান্ত; কারণ, তৎকালে তাহার শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। তদ্রূপ জীবাত্মস্বরূপে নিত্যসেবা-বৃত্তি সক্রিয় না থাকিলেও তাহা বিরাজমান আছে, অবস্থাপন্নে কৃষ্ণসেবাবৃত্তি স্বতঃই প্রকাশিত হয়। সাধনক্রিয়া আত্মার উপর কার্য্যকরী নহে, কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবতী। সাধন-ভক্তির পরিপক্বাবস্থায় ক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ।

সারকথা

কৃষ্ণ ভজিলে সে, বাপ! সব সত্য হয়।
কৃষ্ণ না ভজিলে রূপ-বিদ্যা কিছু নয়॥
কৃষ্ণ সে জগৎপিতা, কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি' ভজ, বাপ, কৃষ্ণের চরণ॥

(চৈঃ ভাঃ)

তোমরা সে পার কৃষ্ণ ভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
ভক্তের করয়ে সেবা—ভক্তের স্বভাব।
ভক্তদাগি কৃষ্ণের সকল অবতার॥
কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।
তা'র সাক্ষী সত্যভামা দানকালিদাসে॥
কৃষ্ণ ভজিবার যা'র আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের সকল প্রিয় দাস॥

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:০:(০):০:——

যত dear and near one—সকলকেই ছেড়ে দিতে হ'বে, যদি তাঁ'রা চৈতন্যবিমুখ হন। চৈতন্য-বিমুখ কিনা, তা' জা'নবার উপায়—প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি তাঁ'দের কা'র কতটুকু আছে, তাই দেখে। প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসর ব্যক্তি চৈতন্যবিমুখ, আর চৈতন্য-ভক্তের মনোহভীষ্টপূরণে আনুকূল্যকারী ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের সেবোন্মুখ। প্রাকৃত সহজিয়াগণ, চৈতন্যভক্তের বিদ্বেষ ক'রে নিজদিগকে চৈতন্যের প্রতি উন্মুখ মনে ক'রে থাকেন। এরূপ লোক যতই আত্মীয় ব'লে পরিচিত থাকুক না কেন, তা'দের সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে।

যাঁ'রা নিত্য কৃষ্ণকথা নিয়ে দিন কাটান, তাঁ'রাই সৎ বা সাধু, আর যাঁ'রা জগৎ-ভোগের অনিত্য কথা নিয়ে বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিলাসের কথা বাদ দিয়ে নির্ব্বিশেষ-বিচারের কথা নিয়ে দিন কাটান, তাঁ'রাই হ'লেন অসৎ বা অসাধু। আমাদের কেবল কার্য্য হ'চ্ছে অসৎসঙ্গটা ছেড়ে দেওয়া ও অকৃত্রিম সাধুতে পরিনিষ্ঠিত হওয়া।

জীব আত্মবিস্মৃত হ'য়ে নিজেই কর্ত্তা সে'জে পড়েন, তখন ভুক্তোদেশ প্রদান অথবা ব্রহ্মবিদ্যের স্নেহক বৈষ্ণবগণের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার ক'রবার ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণদাস জীবকে উপদেশপ্রদান ক'রলে কৃষ্ণসেবা হয় না। ভগবানের সেবকগণ তাঁ'র সেবকের সেবা করেন। হরিসেবা-বিমুখগণ কৃষ্ণদাস ন'ন। এই মায়িক জগতে—এই বিবাদের যুগে ইতর কথার প্রাবল্যই অধিক। সুতরাং আমাদের পক্ষে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই বিবদমান জগতে ভগবান্ অনন্তের কথা প্রচার ক'রে যাওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীগুরু-দেবের কৃপা হ'লে এবং কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তি নিষ্কপট হ'লে সেই জীব মায়ামুক্ত হ'য়ে তাঁ'কে লাভ করেন।

ভগবানের নিকট হ'তে সেবা গ্রহণ ক'রতে হ'বে না, তাঁ'কে সেবা নিবেদন ক'রতে হ'বে। লোক নাস্তিক হ'য়ে ভগবান্, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বস্তুরূপে ভগবানের সেবা গ্রহণ ক'রছে। ইতর জন্তুগণও ভগবানের সেবার জন্য সৃষ্ট হ'য়েছে; পশুগণকে আমাদের সেবায় নিযুক্ত ক'রলে ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়।

জীব কখনও কৃষ্ণমায়াকে জয় ক'রতে পারে না। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গফলে সাধুগুরু-কৃপায় জীব মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে; আর গুরুসেবা ক'রলেই সমস্ত বৈষ্ণবের ও শ্রীহরির সেবা হ'য়ে যায়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রই মায়ামুক্ত শুদ্ধ-উপায়-স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা নিষ্কপটে ক'রলে তাঁ'দের-আর কোন ভয় থাকে না; তাঁ'রা অনায়াসে কৃষ্ণসেবা-লাভে সমর্থ হন। নিজের ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য জীবসমূহের যে চেষ্টা, সেটাই হ'চ্ছে যত অনর্থের মূল। সেটাকে প্রথমেই ছা'ড়তে হ'বে। আমরা যা' সাধন-ভক্তির অভ্যাস ক'চ্ছি, সবগুলিই মনকে নিগ্রহ ক'রবার উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরূপায় মন-নিগ্রহ হ'লে আমরা সেবা-যোগ্যতা-লাভে সমর্থ হ'তে পারবো। অতএব আমাদের প্রত্যেকের নিত্যমঙ্গলের জন্য চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন।

হরিকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ সৌভাগ্য না থা'কলে ভোগ-বিচার আমাদিগকে গ্রাস ক'রবে। আমরা গৃহমেধি হ'য়ে থাকবার বিচার ছাড়া'ব, প্রাকৃত ক'রে হ'বে, নানা অসুবিধায় প'ড়ব। হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনই সাধন ও সাধ্য। কত ভাগ্যবলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়; কত ভাগ্যবলে গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে শ্রীধামে আ'সবার সৌভাগ্য হয়। প্রজল্পেই সময় কাটা'লে এই সৌভাগ্যকে অবজ্ঞা করা হ'ল। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা ও হরিসংকীর্ত্তনের বিষয়ের অনুশীলন কর্ত্তব্য। ভগবৎ-প্রসঙ্গের অনুশীলনেই শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয়।

প্রাকৃত কর্ম্ম ও বাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির হ'তে পারে না। আরোহ বাদিগণ কৃত্রিম যোগতপস্যা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের যে স্থৈর্য্যবিধানের চেষ্টা করেন, তা'তে চিত্তের আত্যন্তিক স্থৈর্য্য লাভ হয় না। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে ও হরিলীলা-আলোচনার দ্বারা যে স্বাভাবিক স্থৈর্য্যের উদয় হয়, তদ্দ্বারাই আমাদের চিত্ত বশীভূত হ'তে পারে। হাজার হোক্ না কেন চিত্ত স্বভাবে অস্থির, যদি হরিপাদপদ্মসেবার জন্য চিত্তের সেই গতি থাকে, তা' হ'লে চিত্ত কোথায় যা'বে? হরিসেবার জন্য সহজ কামনা—অহৈতুকী হরিসেবার জন্য লোল্যই চিত্তের প্রকৃত স্থৈর্য্য।

দিল্লীতে প্রচার

গত ২৭শে মার্চ্চ, শুক্রবার দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ সুন্দর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু সভায় পর দিল্লীর 'মাধবী-ভবনে' হিন্দীভাষায় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষার কথা বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন। সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক, বহু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনাদিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত,
শ্রীমৎকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ
গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও রক্ষিত হইয়া "প্রতিবেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকল্যাণকল্পতরু শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকাও আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান-
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ৫ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৩শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৬ই এপ্রিল, ইং ১৯৪২, সোমবার | ১৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ মধুসূদন শর্ম্ম সংস্করণ, গৌরাব্দ ৪৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

প্রণত না হইলে মঙ্গল হয় না। সেইজন্য প্রথমেই সাধুর শ্রীচরণে প্রণাম বা নমস্কার করিতে হয়। অহঙ্কার বা দম্ভ থাকিলে নমস্কার হয় না। অকপটভাবে যাঁহারা সতত প্রণত, তাঁহারাই প্রণামের পাত্র। নতি জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। জীব সতত নত। 'আমি দ্রষ্টা, আমি ভোক্তা'—এই অভিমান পরিত্যাগ করার নাম নমস্কার। নমস্কার-অর্থে কাপটা পাতা-নিস হওয়া। 'আমি কর্ত্তা'—এই অভিমান সাধুগুরু-কৃপায় দূর হয়। গুরু-সেবাই যে আমার একমাত্র কৃত্য, ইহা গুরুকৃপার দ্বারাই বুঝা যায়। গুরুপাদপদ্ম দর্শন হইলে গুরুসেবা ছাড়া আর অন্য কোন কৃত্য থাকে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীনন্দনন্দনের অত্যন্ত প্রিয় এবং সেবক, শ্রেষ্ঠ নিজজন। শ্রীনন্দনন্দনের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত জীবের স্বরূপের অন্য কোন কৃত্য নাই—জীবের অন্য কোন মঙ্গল নাই। কৃষ্ণের মঙ্গলই জীবের একমাত্র সাধন ও সাধ্য,—এ কথা শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে জানান। যাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তি সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা কায়, মন বা বাক্য—কোনপ্রকার উপকরণ-দ্বারাই করিতে পারে না, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম যদি কৃপা করিয়া আমাতে শক্তি সঞ্চার করেন, আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন এবং আমি যদি তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার অহৈতুকী দয়ার দ্বারা তাঁহার সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ হয়।

দম্ভ থাকিলে শ্রীগুরু যে এত বড়, তাহা মনে করিতে পারি না, সব চেয়ে বড় কৃষ্ণও যে তাঁহার বশীভূত -ইহা আমাদের ধারণায় আসে না। শ্রীগুরুদেব একান্তভাবে ভগবৎ-সেবক, তাঁহার প্রত্যেক ক্রিয়া ভগবানের সেবার সর্ব্বোত্তম আদর্শ—এই উপলব্ধি যত দিন আমাদের না হয়, ততদিন আমরা অন্ধ। তাঁহার দয়া না পাইলে, দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা বুঝা যায় না। অশেষ কৃপাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম দয়া করিয়া আমাদের হৃদয়ে উদিত না হইলে আমরা কিছুতেই কৃষ্ণদর্শন করিতে পারিব না, অসদ্দর্শন আমাদিগকে হরিভজনে বাধা দিবে, কৃষ্ণবংশীধ্বনি আমাদের শ্রুতিগোচর হইবে না। যে স্বরূপ কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ নিখে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। জানি না, দয়াল ঠাকুর শ্রীগুরুদেব কৃপাকটাক্ষপূর্ব্বক কবে আমাকে তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র করিবেন।

——

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীনন্দনন্দনের সেবা করিতেছেন। শ্রীগুরুদেবের এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন না করা পর্য্যন্ত আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে পারি না। শ্রীনন্দনন্দনের সেবা ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্য কোন কার্য্য নাই, ইহা লক্ষ্য না করিলে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করি না। শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণী-শক্তিদ্বারা সেবকগণকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়া রাখেন যে, তাঁহাদের অন্য কোনরকম বাসনা হয় না। এইরূপ সেবাই আত্মার ধর্ম। শ্রীগুরুদেবই শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণীশক্তি।

সাধু সঙ্গত সম্বুদ্ধি হইলে নানা দুর্ব্বুদ্ধি আসে। অসতে আত্মীয়-জ্ঞান হইলে সতে অনাত্মীয়-জ্ঞান হইবেই। যাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করে, তাহাদিগকেই আমরা আত্মীয় জ্ঞান করি। ইহা দুর্ভাগ্যের পরিচয় মাত্র। মহাবিপজ্জনক ইন্দ্রিয়তর্পণের হাত হইতে রক্ষা করিয়া যাঁহারা আমাদিগকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বন্ধু। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ, আমরা আশ্রয়-বিগ্রহ নহি—আশ্রয়-জাতীয় সেবক বা আশ্রয়-বিগ্রহের পদধূলি। ইহাই আমাদের স্বরূপ-সত্তা। এইরূপ উপলব্ধি যেখানে, সেখানেই সেবা। আমাদের শ্রীগুরুদেব নিত্য, আমরা জন্ম জন্ম তাঁহার সেবা করিব—তৎসুখবিধানসুখে কৃষ্ণসুখ-বিধানে প্রয়াস পাইব। এই জন্মে বা পরজন্মে সর্ব্বাবস্থায় প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা গুরু-সেবাই করিব। গুরুসেবার ফলে যদি আমাদের কোনদিন মুক্ত জীবন হয়, তখনও আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অত্যন্ত বিশ্রম্ভ পাত্র হইয়া শ্রীনন্দনন্দনের সেবা করিব। আশ্রয়-বিগ্রহের না হইতে পারিলে জীবন ধারণ করিয়া কি লাভ? শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥

আশ্রয়জাতীয় ভগবানের আশ্রিত না হইলে প্রাণ বায় এবং কৃষ্ণ-প্রাপ্তিতেও আমার কি লাভ? কৃষ্ণপ্রিয়জনের দর্শন-সৌভাগ্য যদি আমার না হয়, তাহা হইলে অচিরেই দূরে প্রাণ ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি, তাহা হইলে এই জড় শরীর ধারণ করিয়াই কি লাভ? আমার অন্য এমন কি কার্য্য পড়িয়াছে যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়িয়া সেই কার্য্যে থাকিতে হইবে? উহার কথা শ্রবণ হইলেই সংসার-স্মৃতি হয়। শ্রীগুরুদেব ছাড়া শ্রীনন্দনন্দনের সেবা ত' আমাকে আর কেহই দিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্যও যেন না রহি, মুহূর্ত্তের জন্যও যেন গুরুপাদপদ্মের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন না হই, অন্য কোন কিছুতে আকৃষ্ট হইয়া দৈবাৎও যেন গুরুপাদপদ্ম ছাড়িয়া না দিই, অন্য বাজে লোকের পরামর্শ শুনিয়া যেন গুরুপাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত না হই—এইরূপ সুদৃঢ়ানন্দাত্মক সহজ-সরল স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস ও অকপট বিলাপ আমার হৃদয়কে অধিকার করুক, ইহাই প্রভুচরণে প্রার্থনা।

——

শিষ্যের গুরু ছাড়া আর কেহ নাই। ভৃত্যের প্রভুই সম্বল। ভৃত্য প্রভুকে ছাড়িতে পারে না, প্রভুও ভৃত্যকে ছাড়িতে পারেন না। প্রভুকে ছাড়িতে না পারাই ভৃত্যের ভৃত্যত্ব বা লক্ষণ। শ্রীগুরুদেব প্রভু, স্বতন্ত্র। তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতা সর্ব্বাপেক্ষা অসমুদ্ধ হইবে। তাহাতেই ভৃত্যের সুখ। তিনি যাদৃশ অযোগ্যের সেবা গ্রহণ করুন বা না করুন, আমি কিন্তু নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ঐকান্তিকী সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা থাকি। কারণ, তিনি ছাড়া ত' আমার আর কেহ নাই। আমার ঐকান্তিকতা দেখিলে তিনি নিশ্চয়ই একদিন না একদিন তাঁহার সেবা দিবেন।

আমাকে গ্রহণ করিবেনই। তিনি যেমন ত্যাগও করিতে পারেন, আবার পদাঘাতও করিতে পারেন—ইহা তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার সত্যের আদর আমার মঙ্গলের জন্য,—সমস্ত অপ্রার্থিতক-সুখে কৃপা। তিনি যদি তিরস্কার বা পদাঘাত করেন, তাহা হইলে জানিব—ইহা আমারই অযোগ্যতা; কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম—সত্য। তাঁহার কোন ভ্রান্তি বা অবিচার নাই। কৃপাময়ের সবই কৃপা। আবরণ ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে কোন বস্তুও কোন অধিকের জন্যও আমাকে বিমুখ করিতে না পারে, সাধুগণের পদযুগল সদন করিতে আমি সর্বক্ষণ এরূপ দৃঢ়চিত্ত থাকিব এবং তাঁহাদের গৌরবে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিব। শ্রীগুরুদেব আমার অযোগ্যের সেবা গ্রহণ করুন, আমার যেন কোন চাঞ্চল্য না হয়, আমি যেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে কোন দিকে বিচ্যুত না হই, ইহাই আমার প্রার্থনা। তাঁহার কৃপা লাভ করা বিষয়ে নিজের যোগ্যতার দিক্ হইতে কিছুই পাই না; কিন্তু তাই বলিয়া হতাশও হই নাই এবং হতাশ হইবারও কিছু নাই। আমি যোগ্য না হইলেও, আমার বহু দোষ থাকিলেও, অযোগ্যকে তিনি অধিক দয়া করিয়া থাকেন, ইহাই আমার একমাত্র ভরসা। আমি তাঁহার অপরিসীম কৃপার এককণা লাভের জন্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিয়োগ করিয়া সর্বক্ষণ গুরুসেবায় জীবন যাপনপূর্বক সম্পূর্ণ নির্ভর হইব, তাঁহার কৃপার প্রতীক্ষা করিব; এতদ্ব্যতীত অন্য কোন পথ দেখি না। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিবার জন্য সর্বক্ষণ ব্যস্ত। এত তাঁর দয়া! কিন্তু আমি এমন মন্দভাগ্য সেবা সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়ে করিতে পারিতেছি না, ইহাই দুঃখ।

ভক্তগণ ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাঁহারা ভগবান্ ও সাধুশাস্ত্রকে অবিশ্বাস করেন না এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে তর্ক করিবার চেষ্টাও তাঁহাদের নাই। তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কেই বাস্তবসত্য বলিয়া জানেন। শ্রীগুরুদেব বলেন—যাহা সত্য, তাহা সর্বদাই সত্য। সত্যের নিজের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। সত্য স্বপ্রকাশ, তাহা অন্যের সাহায্যে প্রমাণিত কিংবা অপ্রমাণিত হইবার অপেক্ষা করেন না। সত্যবস্তু নিজেই নিজকে আমাদের নিকট প্রকাশ করেন। সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে প্রাকৃত জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যের আবশ্যক নাই। অথচ আমরা কখনও নিত্য-সত্যের সন্ধান দিতে পারি না। বাস্তবসত্য কাহারও নিকট স্বেচ্ছায় প্রকাশিত হইলে তাহার আর কোন প্রশ্ন বা সংশয় থাকে না। সত্যান্বেষীগণের সত্যের প্রতি যে অটল বিশ্বাস, তাহা দোষ নহে, পরন্তু ইহা তাঁহাদের একটী বিশেষ গুণ। তিনি সত্যকে যেরূপ বিশ্বাস করেন, অসত্যকেও সেইরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন। অভক্তের কিন্তু অন্যরূপ দোষের চরিত্র। যাহারা জড়েন্দ্রিয়ের প্রতি নির্ভর করে, অসত্যে তাহাদের শ্রদ্ধা স্বাভাবিক, সত্যে তাহাদের রুচি হয় না। সেইজন্য ভক্তগণ জড়েন্দ্রিয়ের প্রতি নির্ভর না করিয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য ও ভগবৎকৃপার প্রতি নির্ভর করেন। ভক্তের সাধুগুরুর প্রতি এই যে নির্ভরতা বা বিশ্বাস, ইহা অবশ্যই তাঁহাদের সেবাই। গুরুকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আগ্রহান্বিত, তাঁহারাই তাঁহাদের দর্শন পাইবেন। যাঁহারা সত্যকে বরণ করেন, তাঁহারা অসত্যকে তাঁহাদের হৃদয়-গৃহে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন না। যাঁহারা কৃপা চান, তাঁহারাই কৃপাকে চিনিতে পারেন এবং তাঁহাকে কখনও প্রত্যাখ্যান করেন না। যিনি ভগবৎ-কৃপার সাধুজনকে চিনিতে পারিয়াও তাঁহাদের প্রতি সন্দেহ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সৎকে চান না। কৃপাভিখারীগণ সর্বক্ষণ কৃপার—সেব্যের আগমন প্রতীক্ষা করেন এবং অহরহ প্রভুর সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। সেবা করিবার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত না থাকিলে সেব্যের সন্ধান পাইয়াও তাঁহার কৃপা, সঙ্গ ও সেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

জীবের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। জীব স্বেচ্ছাক্রমে পৃথগ্‌ভাবে যে নিজসুখ-বাঞ্ছা করেন, তাহাই অপস্বার্থপরতা। জীব স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইতে পারে। জীব যদি প্রকৃতই অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ চায়, তাহা হইলে তাহাকে তৎপূর্বে স্বেচ্ছায় নিজের ইন্দ্রিয়গণের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে হইবে। নিজের সুখান্বেষণ জীবের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। ভগবান্ জীবের নিত্যপ্রভু, ভগবৎ-সেবাই জীবের একমাত্র নিত্যকর্তব্য। জীব যে পর্যন্ত এই কর্তব্য-পালনে স্বেচ্ছায় নিযুক্ত না হয়, সে পর্যন্ত সে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিতে পারে না। অশেষ ক্লেশভোগ করিতে করিতে যখন আবার অনুশোচনা আসে, তখন যদি জীব স্বেচ্ছায় বিষয় হইতে বীতস্পৃহ হইয়া ভগবৎ-সেবা-লাভেচ্ছু হয়, তাহা হইলে তন্মুহূর্তে তাহার নিত্যপ্রভু কৃষ্ণ তাহার নিকট কৃপাপূর্বক আত্মপ্রকাশ করেন। ভগবৎ-সেবাভিলাষী অনুতপ্ত জীব ভগবৎ-কৃপায় ভগবানের নিত্যদাসরূপ তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইলে ধন্য হয়।

ভগবদ্দর্শন একমাত্র অহৈতুক ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ। কেহ স্বীকার করুক বা না করুক, ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত জীবের ভগবদ্দর্শন-লাভের অন্য উপায় নাই। অনুতপ্ত বদ্ধজীবের নিকটেই গুরুরূপী সেব্য প্রভুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। জাগতিক দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রভুর দর্শন লাভ হয় না।

ভগবদ্‌জ্ঞান ও ভগবৎসেবা-লাভ ভগবৎকৃপাই ভগবদ্‌-জ্ঞান-লাভের একমাত্র কারণ। ভগবান্‌ই ভগবদ্‌জ্ঞান দিতে পারেন। ভগবদ্‌-জ্ঞান বা চেতনতা দান ভগবান্ শ্রীগুরুরূপেই করিয়া থাকেন। ভগবৎ-কৃপা ভিখারীবেশে আমাদের দ্বারে উপস্থিত। তিনি কেবল আমাদের নিকট হইতে Submission চান। ভগবান্ সর্বশক্তিমান্ হইয়াও আমাদের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় আমাদের নিকট উপস্থিত হন এবং ভগবৎ-সেবার দ্বারা আমাদের চিত্তবৃত্তির বিশুদ্ধতা-সম্পাদনার্থ আমাদের নিকট প্রার্থনাই করেন। ইহাই ভগবৎ-কৃপার স্বরূপ। স্বেচ্ছায় সমাগত ভগবানের এই কৃপা বা প্রার্থনাকে উপেক্ষা করিলে সর্বনাশ হয়।

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী

—:০:(০):০:—

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু বীরভূম-জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব-গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। এই কেন্দুবিল্ব অজয়-নদীর তীরে অবস্থিত। সাধারণের নিকট এই স্থান জয়দেব-কেন্দুলী বলিয়াও পরিচিত। শ্রীজয়দেবের পিতার নাম—শ্রীভোজদেব এবং জননীর নাম—শ্রীরামাদেবী। শ্রীজয়দেব সম্ভবতঃ নবদ্বীপাধিপতি লক্ষ্মণসেনের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্বে শ্রীজয়দেবের আবির্ভাব কাল।

শুনা যায়, স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথ দেবের কৃপাদেশে শ্রীল জয়দেব প্রভু পরমা ভক্তিমতী শ্রীপদ্মাবতীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। স্বপ্নে তিনি শ্রীরাধামাধবের সেবাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদিন শ্রীল জয়দেব প্রভু স্বরচিত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থটী লিখিতে লিখিতে "স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" এই শ্লোকটী কিঞ্চিৎ লিখিয়া ইহা কিভাবে পূরণ করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে করিতে তাহা অসম্পূর্ণভাবে রাখিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করেন। ভক্ত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ শ্রীজয়দেবের বেশে তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইয়া স্বহস্তে "দেহি পদ-পল্লবমুদারম্" এই পংক্তিটী লিখিয়া শ্লোকটী পূরণ করিয়া দেন। গঙ্গাস্নানের পরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীপদ্মাবতী-দেবীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ ও গ্রন্থের অসম্পূর্ণ শ্লোকটী পূরণ হইতে দেখিয়া শ্রীজয়দেব বিস্মিত ও পরমানন্দিত হন। আরও শুনা যায়, কেন্দুবিল্ব হইতে প্রত্যহ ১৮ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া শ্রীজয়দেব নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন। একদিন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া গঙ্গায় অবতরণ করা মাত্র তিনি আকাশবাণীতে গঙ্গাদেবীর কৃপাদেশ শুনিতে পান—'তোমার প্রত্যহ এতদূর হাঁটিয়া গঙ্গা স্নানে আসার দরকার নাই। কল্য হইতে আমি তোমার জন্য অজয়ে গিয়া যখন উজান বহিব, তখন তুমি স্নান করিবে।'

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে অনেক-কাল অতিবাহিত করেন। শ্রীজয়দেবের স্মরণার্থ এখনও প্রতিবৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে কেন্দুলীতে বিরাট মেলা হইয়া থাকে। এই মহাপুরুষ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে 'মহাজন' বলিয়া নিত্যপূজিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নীলাচলে শ্রীস্বরূপ-রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণসহ শ্রীজয়দেবের শ্রীগীত-গোবিন্দ আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে —

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে পরম-আনন্দে॥

(মধ্য ২।৭৭)

বিদ্যাপতি-জয়দেব-চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ সহিত॥

(আদি ১৩।৪২)

যেই যেই শ্লোক জয়দেব, ভাগবতে।
রায়ের নাটকে, যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠনে।
সেই সেই ভাবাবেশে করেন আস্বাদনে॥

(অন্ত্য ২০।৬৭-৬৮)

গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীজয়দেব গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"শ্রীজয়দেব একজন অপূর্ব কবি। বীরভূমের অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব-গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুসঙ্গে অপ্রাকৃত রসতত্ত্বে তাঁহার বিশেষ রুচি হয়। গৃহত্যাগপূর্বক তিনি প্রথমে নবদ্বীপ সম্রাট্ লক্ষ্মণসেনের সভায় প্রধান কবিরূপে পূজিত হইয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীজয়দেব 'চন্দ্রালোক' বলিয়া একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অধিক ছিল—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। শ্রীনবদ্বীপ-সম্রাটের সভা পরিত্যাগ-পূর্বক সমস্ত তীর্থভ্রমণপূর্বক অবশেষে তিনি শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাকে পদ্মাবতী-দেবীর পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি শ্রীগীতগোবিন্দ রচনাপূর্বক শুদ্ধভক্তগণের কণ্ঠদেশে অর্পণ করিয়াছিলেন।"

শ্রীগীতগোবিন্দ কৃষ্ণলীলা-প্রতিপাদক অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসময় কাব্যগ্রন্থ। জগতে এইরূপ কাব্যগ্রন্থ আর নাই। এই গ্রন্থ-গোপনীয় পাঠে অনধিকারী পাঠকের অধিকার নাই। তবে শ্রীজয়দেব-কৃত শ্রীদশাবতার-স্তোত্র—যাহা শ্রীগীতগোবিন্দের প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের পাঠ্য ও কীর্তনীয়। ভারতের এবং বিদেশের বহু-ভাষায় শ্রীগীতগোবিন্দ অনূদিত হইয়াছে। বহু পণ্ডিত শ্রীগীতগোবিন্দের টীকা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠের

সন্নিকটবর্ত্তী শ্রীনাথপুরে অবস্থান করিয়া শ্রীরাধামাধবের সেবা করিতেন। শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে তিনি শ্রীরাধামাধবের রাধঃকেলির যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় তিনি বৈভবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীরাধা-মাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া শ্রীগীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণে তাঁহার আগমনী-গীতি গান করাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,— "যদিও শ্রীমদ্গৌরাঙ্গদেবের বাহ্যপ্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি শ্রীজয়দেব, শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রভৃতি ভক্তগণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর আবির্ভাব ছিল।"

কথিত আছে, শ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবিবর শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে নবদ্বীপস্থ চম্পকহট্টে শ্রীপদ্মাবতীদেবীর সহিত অবস্থান করিয়া রাগমার্গে শ্রীরাধামাধবের ভাবসেবা করিতে করিতে পুরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

আমরা যেন শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপায় নিষ্কপট ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া কখনও শ্রীজয়দেব-সরস্বতীর পাদারবিন্দের সেবায় অকৃত্রিম লোভ লাভ করিতে পারি, তাঁহার কৃপায় যেন আমাদের শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গে অহৈতুকী ভক্তি ও প্রীতি হয়, শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীল প্রভুর শ্রীগীতগোবিন্দ-গানামৃতপ্রবাহে [illegible] সৌভাগ্য যেন আমরা কোন দিন পাই, তাঁহার অহৈতুকী হাস্যলাস্য অলৌকিক [illegible] যেন আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-পাদপদ্মে আকৃষ্ট করে—ইহাই অপরাধিজনের শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আমাদের আন্তরিক নিবেদন ও কাতর প্রার্থনা।

বিলাস ও বিরাগ

ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় যে ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহাকে 'বিলাস' বলে। ইন্দ্রিয়-পরিচালনা-রহিত নিষ্ক্রিয়ভাবই 'বিরাগ' নামে কথিত। সাহিত্যের ভাষায় যাহা 'বিলাস' ও 'বিরাগ', তাহাই দার্শনিকের ভাষায় 'সবিশেষ' ও 'নির্ব্বিশেষ'।

জগৎ দ্বিবিধ—নিত্য ও নশ্বর। নিত্য ও নশ্বর জগতে দুইপ্রকার বস্তু অবস্থিত। এই দ্বিবিধ বস্তুসমূহ [illegible] হইলেও 'বিলাস' ও 'বিরাগে'র বিভিন্নতায় অবস্থিত। নিত্য-জগতে বিলাস ও 'বিভিন্নতা'র বিভাগ, আর নশ্বর জগতে উভয়ই পরিবর্ত্তনশীল। বিলাস ও বিরাগ পরস্পর বিরুদ্ধভাবে পরিলক্ষিত হয়। নশ্বর জগতের ভোক্তৃসম্প্রদায় স্ব স্ব রুচিভেদে পরিচালিত হইয়া ইন্দ্রিয় চালনায় এরূপ বিচার করেন যে, নিত্য-জগতে বিরাগের অবস্থান এবং নশ্বর জগতে বিলাসের অবস্থিতি। যাঁহারা এইরূপ মীমাংসা করেন, তাঁহাদের নিত্যজগতে অধিকার না থাকায় অনিত্য-বিলাসে প্রমত্ত বলিয়া নিত্য-বিলাসের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে নিত্য-বিলাস-বৈচিত্র্যে যাঁহাদের অবস্থিতি, তাঁহারা নশ্বর-বিলাসের কর্দ্দম অবগত হইয়া নশ্বর-বিলাস হইতে দূরে অবস্থান করেন। নশ্বর-বিলাস চিরস্থায়ী নহে বলিয়া, বিলাসের অভাবে অজ্ঞান-বিবর্জ্জন অনুপাদেয়তা পরিলক্ষিত হয় বলিয়া এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-সন্তানের অনবস্থান-হেতু বিলাসের ভ্রান্ত-প্রতীতি ভোগি-সম্প্রদায়কে নিরুৎসাহিত করে। বৈকুণ্ঠ সেবাপর সবিশেষবাদী যথার্থ [illegible] না করিয়া নিত্য-বিলাস-বৈচিত্র্যে অহৈতুক অবস্থান করেন; তজ্জন্য তাঁহার নশ্বর জগতের বিলাস-বৈচিত্র্যের তুচ্ছতা হৃদয়ে উচ্চ স্থান লাভ করে। তিনি জড়বিলাস-ভোগ-রহিত স্বাভাবিক বিরাগের পক্ষপাতী। নির্ব্বিশেষবাদীর বিরাগের স্বরূপগত ধারণা স্বসুখতাৎপর্য্যপর, সুতরাং অসম্পূর্ণ। বৈকুণ্ঠ সেবকগণের সবিশেষ বিচারে নিজ-সুখ-উদ্দেশ নাই বলিয়া উহা সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ বস্তুর বিলাসে সচ্চিদানন্দ প্রোজ্জ্বল, আর নশ্বর-জগতে বিলাসের প্রতিচ্ছবি ও ব্যবধান-যোগ্যতা বিকৃতচিত্তের সন্ধান রাহিত্যক্রমে সত্ত্বরজস্তমোগুণের অভিব্যক্তি। নির্ব্বিশেষবাদী নশ্বর জগৎ-রহিত ভাবকেই আদর করিয়া তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের অসীমতায় বিচার করেন। উহাই সবিশেষবাদীর আদি-ভূমিকা। বিলাস ও বিরাগ নিত্য ও অনিত্য উভয় জগতেই অবস্থিত—একদেশদর্শী বিলাস-পরায়ণ বা কৃত্রিম বৈরাগ্যপরায়ণজন বুঝিতে পারেন না। সবিশেষ-বিচারপর ভক্তগণ বৈকুণ্ঠ-বিলাসে সর্ব্বদা উন্মুখ। বৈকুণ্ঠ-বিলাস-রহিত হইয়া যে নির্ব্বিশেষ-প্রতীতি, উহা জড়রাজ্যে আত্মগত-জ্ঞানে সম্ভূত না হইলেও ভাবুক বৈরাগ্য চিন্তাপ্রবাহে অবস্থিত।

আত্মবিলাসবাদী যে অচিৎ বিলাস করিয়া নির্ব্বিশেষ বা বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহা নশ্বর জগতের সাহিত্য সাপেক্ষরূপে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠ-জগতে বিলাস ও বিরাগের মধ্যে যে নিরপেক্ষতা ও অবিরোধ বর্ত্তমান, ইহা মায়াবাদিগণের বোধের বিষয় হয় না। অপূর্ণচেতন ভক্তগণের অনুপলব্ধি—কখনো জড়ক্রিয়াসমূহ নশ্বর ভোগ তৎপর। এই [illegible] আকাশ ও স্বর্গ আকাশ পর্য্যন্ত হইতে পৃথক্ প্রযুক্ত। একপক্ষ যাঁহার কৃপায় [illegible] বিলাসকে ভোগপূর্ণ জানিয়া বৈরাগ্যের আবাহন করেন। অপর পক্ষ [illegible] জড়বিলাসে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া চিদ্বিলাস সমাশ্রয় করেন। ভক্ত ও অভক্ত জ্ঞানী—উভয়েই জড়-বিলাস কর্দ্দমের [illegible] পরিদৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান অবস্থান করে। অভক্ত নির্ব্বিশেষবাদিগণ জড়বিলাসের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া জড়বিরাগকেই প্রাপ্য জানেন, আর ভক্তগণ জড়ানুরাগ বা নির্ব্বিশেষ বিচার ছাড়িয়া দিয়া নশ্বর ভোগবাসনায় অপ্রমত্ত, পরন্তু ভগবদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের সেবায় সমুৎসুক ও সর্ব্বোৎসাহ-সম্পন্ন। বিলাস ও বৈরাগ্য ভক্তদিগের বিচারে প্রাকৃত জগতে প্রযুক্ত বলিয়া উভয়েই অপ্রয়োজনীয়; আবার চিদ্বিলাস জড়বৈরাগ্যের প্রতিকূল-ধর্ম্মে অবস্থিত, তজ্জন্য চিন্মাত্রবাদ হইতে চিদ্বিলাস-বিচারের শ্রেষ্ঠতা আছে।

বি—লস্-ধাতু+ঘঞ্ ও বি—রন্জ্-ধাতু+ঘঞ্ হইতে 'বিলাস' ও 'বিরাগ'-শব্দদ্বয় নিষ্পন্ন। 'লস্'-ধাতু শোভা, উল্লাস, স্ফূর্ত্তি, ক্রীড়া, চেষ্টা, ভোগ প্রভৃতি অর্থ বাচক আর 'রন্জ্' ধাতু রতি, আসক্তি, সন্তোষ, ইচ্ছা, উৎসাহ, প্রভৃতির বাচক। বি-উপসর্গটী কোথাও বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষরূপে যুক্ত, কোথাও বা বিগত অর্থাৎ বিযুক্ত-অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

প্রাকৃত জগৎ অপ্রাকৃত ধামের হেয় প্রতিফলন। সুতরাং বিকৃত প্রতিফলনে যাহা অত্যন্ত হেয় ও অনুপাদেয়, অবিকৃত সত্যে বা স্বরূপে তাহা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়। প্রাকৃত অবিদ্যার যে অনুশীলন বা বিবেকানুসন্ধান, তাহাতে বিলাস নিরসন-পূর্ব্বক বিরাগের দিকে অভিযানই আদরের বিষয়, আর অপ্রাকৃত রাজ্যের 'বিরাগ' বা নিরপেক্ষতা অপেক্ষা বিলাসের দিকে গতিই উত্তরোত্তর উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হয়। চতুঃসন বা শুকদেবাদি মুনিগণ বিরাগ বা নিরপেক্ষতায় অবস্থান করিলেও চিদ্বিলাসের সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহারা শান্তরস হইতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মধুররসে বিলাসের পরিপূর্ণতা। [illegible] সেই বিলাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়-বিষয় থাকিয়া বিলাস-বৈদগ্ধ্য-বৈচিত্র্যের উৎস [illegible] করিয়াছেন। নিখিল আশ্রয়জন সেই চিদ্বিলাস সঙ্গীতে [illegible] করিয়াছেন। প্রাকৃত-জগতে 'বিলাস' ও 'বিরাগ'—এই দুইটী শব্দ পরস্পর প্রতিযোগী হইলেও অপ্রাকৃত-রাজ্যে 'বিলাস' ও 'বিরাগ' শব্দ সহযোগী। অপ্রাকৃত জগতে বিলাস [illegible]—যেখানে বিষয়াশ্রয়-যুক্ত [illegible] ক্রীড়াপর, সেহেতু 'বি' উপসর্গের বিযুক্ত বা বিশেষরূপে যুক্ত—যে অর্থই গ্রহণ না কেন, বিলাসের [illegible] সর্ব্বোত্তমাবস্থার নামও 'বিরাগ'।

"নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥
লোক-ধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥"

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।"

—প্রভৃতি বাক্যে বিরাগের চূড়ান্ত আদর্শ লক্ষিত পাওয়া যায়। 'সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে'—ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর বিরাগের আদর্শ কোথায় আছে? এখানে 'বি' উপসর্গের অর্থ বিযুক্তই হউক, বা বিশেষরূপে যুক্তই হউক—উভয় অর্থই পরস্পর অবিরোধ ও একতাৎপর্য্যপর। বিলাসে 'বিরাগ' সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট। [illegible] পরিত্যাগ [illegible] জনগণের এই বিরাগ প্রাকৃত বিলাস বা প্রাকৃত বিরাগের ন্যায় মনে করিয়া বঞ্চিত হইলেও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য এইরূপ—

"এবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈনু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁ'র ধন, তাঁ'র এই সম্ভোগ-কারণ॥
এ দেহ দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥"

অতএব কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যময়ী [illegible] আনুকূল্য অনুশীলনে "বিলাস" ও "বিরাগ" একতাৎপর্য্যপর।

দিল্লীতে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীর শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস [illegible] প্রত্যহ সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

তিনি গত ২১'৩৪২ হইতে ২৮'৩৪১ তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে [illegible] সাক্ষাৎ করিয়া [illegible] প্রচার [illegible] করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

[illegible] (মিঃ) [illegible] এম-পি (বোম্বে) [illegible] (নাগপুর) [illegible] এম-পি [illegible] (ইউ পি), [illegible] এম, পি, [illegible] প্রভৃতি।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
	১ম ৩ দিবস	৪র্থ, পরবর্তী দিবসে ও		
প্রতি লাইনে প্রতি লাইনে	৮০	৷৵০	প্রত্যহ প্রতি ইঞ্চি	৯
" " ইঞ্চি	২	১৷০	" সিকি কলম	১৫
" " সিকি কলম	৫	৪	" অর্দ্ধ কলম	২৮
অর্দ্ধ কলম	[illegible]	৯	" এক কলম	৬০
এক কলম	১২	১০		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত —হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। প্রয়াগ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৩। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২, টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় —পণ্ডিত শ্রীযুক্ত .... বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মসংশোধক গ্রন্থ শ্রী। ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-শতবার্ষিকীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সতুকৃত প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসহচররূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগভীষণ সংসারের অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীমদ্ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বেহালা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্বপ্রকার .... অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় .... প্লীহা, যকৃৎ .... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং .... রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণে বিধ্বস্ত গৃহাদির সম্পত্তি

বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক প্রচারিত একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, বিমান আক্রমণের ফলে যে সকল বাটি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, সেই সকল বাটির দ্রব্যাদি অপসারণ ও সংরক্ষণের নিমিত্ত বঙ্গীয় সরকার একটী সম্পত্তি উদ্ধার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতা ও হাওড়ার মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে মেসার্স ম্যাকেন এণ্ড ক্লার্ক লিমিটেডকে সম্পত্তি উদ্ধারকারী কন্ট্রাক্টর নিযুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত কোম্পানী মালিকতলা মেন রোডস্থ (ভুবনপুরে) তাঁহাদিগের গুদামে স্থানান্তরিত দ্রব্যাদি রক্ষা করিবেন।

একণে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, বিমান আক্রমণের পরে পনের দিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ভবনসমূহের স্থানান্তরিত দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করা হইবে এবং এই সময়ের মধ্যে উক্ত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে দাবী অনুমোদন এবং প্রকৃত মালিককে উহা প্রত্যর্পণ করা হইবে। ১৫ দিন পরে যে সকল সম্পত্তি সম্বন্ধে কেহ কোন দাবী উত্থাপন করিবেন না, সেইগুলি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা হইবে এবং প্রাপ্ত মূল্য জমা রাখা হইবে। প্রকৃত মালিক পরে দরখাস্ত করিলে তাঁহার সম্পত্তির মূল্য তাঁহাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মিঃ এস কে .... চীফ .... অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার নির্দেশে এই কার্য্য পরিচালিত হইবে।

বিমান আক্রমণের পরে মেসার্স ম্যাকেন এণ্ড ক্লার্কের মালিকতলা মেন রোডস্থ ভবনে দ্রব্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে হইবে। উক্ত ভবনের টেলিফোন নম্বর—বড়বাজার ৮৪০।

অন্যান্য অঞ্চলে মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ জেলা অফিসারের নির্দেশ অনুযায়ী দ্রব্যাদি উদ্ধার সম্পর্কিত কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

নোটিশ

—::(:o:)::—

কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইনের ২৩(২) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

নদীয়া জেলাস্থ ইন্দিরাদেবী এস্টেটের (যাহার মালিক শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী) অধীন পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, জোতদার, রায়ত, কোর্ফা রায়ত প্রভৃতি সকল প্রকার প্রজা ও ভূমি দখলকারগণের প্রতি -

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে ইন্দিরাদেবী এস্টেট মহামান্য বোর্ড অব রেভিনিউর ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ্চ তারিখের ৪১৩১ ডবলিউ নং হুকুমের দ্বারা ১৯৪২ সালের ১২ই এপ্রিল হইতে কোর্ট-অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধান-মুক্ত হইয়া মালেকের উপর ন্যস্ত হইবার আদেশ হইয়াছে এবং নদীয়ার কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বঙ্গীয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের আইনের ২৩ (২) ধারা অনুযায়ী উপরোক্ত ইন্দিরাদেবী এস্টেটের সমুদয় সম্পত্তি উক্ত মুক্তি পাওয়ার সময় হইতে একমাত্র কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইনের ২৩ (২) ধারার লিখিত সরকারী রাজস্ব, সেস, ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক দাবী আদায়ের জন্য ক্রোকাবদ্ধ করিতেছেন।

অতএব এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, নদীয়ার কালেক্টার সাহেব বাহাদুরের অপর আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্ত এস্টেটের প্রাপ্য খাজনা অথবা অন্য কোনপ্রকার দেয় টাকা কালেক্টার সাহেব বাহাদুর অথবা তাঁহার অনুমোদিত এজেন্ট ব্যতীত কাহারও নিকট দিতে নিষেধ করা যাইতেছে এবং জানান যাইতেছে যে, কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বা তাঁহার নিযুক্ত এজেন্ট ব্যতীত অন্য কাহাকেও এস্টেটের প্রাপ্য খাজনা বা অন্য কোন প্রকারের দেয় টাকা দিলে তাহা গ্রাহ্য বা মঞ্জুর হইবে না এবং কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বা তাঁহার নিযুক্ত এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারও দেওয়া রসিদ আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না।

স্বাঃ—এস .... ।
কালেক্টার, নদীয়া।

বোর্ড অব রেভিনিউ, বেঙ্গল

"এ" গ্রুপ।
ওয়ার্ডস ব্রাঞ্চ।
অর্ডার নং ৪১৩১ ডবলিউ
কলিকাতা ২৩শে মার্চ ১৯৪২ সাল।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ বঙ্গীয় কাউন্সিলের ১৮৭৯ সালের ৯ আইনের ৩৫ ধারা .... আদেশ করিতেছেন যে নদীয়া জেলার শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সম্পত্তি (যাহা ইন্দিরা দেবী ওয়ার্ডস্ এস্টেট নামে অভিহিত) উপর কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যকারিতা ইংরাজী ১২।৪।৪২ তারিখ হইতে রহিত হইবে এবং উপরোক্ত সম্পত্তি (কোর্ট কর্তৃক এস্টেটের সংরক্ষণ ও .... সাপেক্ষ) মালিকের নিকট অর্পণ করা হইবে।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্, বেঙ্গলের আদেশানুসারে,
স্বাঃ—ডি এন সেন।
সেক্রেটারী।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীঅনন্তবিনোদ অধিকারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতিসংগ্রহ
—০—
এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "গীতিমালা"-তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা
—০—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা আস্বাদন'-তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সমিতির প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান-
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৬ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৩শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৭ই এপ্রিল, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার } ২০শ সংখ্যা

• "মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোন অংশে কম মনে ক'র্‌বে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মধুসূদন, শিব প্রহর, গৌরাব্দ ৪৫

কৃপা চাই কি?

——:০:(০):০:——

আমি বঞ্চিত হইয়া মনে করি,—আমি সাধুজনের কৃপার প্রার্থী; সাধুজনের কাছে কপটতা করিয়া বলিয়া থাকি,—"আমাকে কৃপা করুন", কিন্তু আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই, শাশ্বতী শান্তি চাই?

আমি মনে করি,—আমি সত্য সত্যই কৃপা চাই, আমার দিকে ষোল আনা ঠিক আছি; কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপা-বিতরণের শক্তির অভাব! আমি 'আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি কি,—গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ কৃপা দিলে আমি কি সত্য সত্য গ্রহণ করিব?

সাধুগণের কাছে কৃপাভিক্ষার অভিনয় করিয়া কৃপা বাঞ্ছা করি, কোন সময় বৈষ্ণবগণকে বলিয়া থাকি,—'আপনাদের কৃপা হইলেই সব হয়, আপনারা কৃপা করুন।' প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য গুরুদেবের কাণে পৌঁছায়—এরূপ কৌশলে বলিয়া থাকি,—"গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্", সাধুজনের নিকট উপস্থিত হইয়া কখনও বলি,—'কই আমার উপর ত' আপনাদের কৃপা হইতেছে না', কিন্তু সত্য সত্যই কি আমি কৃপা লইতে প্রস্তুত? সত্য সত্যই কি আমি কৃপা চাই, রক্ষা চাই, নিত্যানন্দ চাই?

বঞ্চক মন একথার উত্তর দিতে পারে না। অমুক ব্যক্তিগণের সঙ্গে যতদিন থাকি, ততদিন একথার উত্তর পাই না, কোন কালেও পাইতে পারিব না। মনে করি,—আমি কৃপা চাই, মনে করি—আমি ভক্ত হইতে চাই; কিন্তু চাই আর কিছু। ভগবান্ সেই কপটতা ধরাইয়া দেন, আমার কাছে বিপদ্-আপদ্ আনিয়া প্রমাণিত করিয়া দেন—সত্য সত্যই আমি তাঁহাকে চাই কি না, গুরুবৈষ্ণবের সেবা-কৃপা চাই কি না? বিপদ্-আপদ্‌গুলি সব ভগবানের কৃপা—ইহা বিপদ্-আপদে পতিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুখে বলি, কিন্তু কার্য্যকালে পরম কৃপা হইতে দূরে সরিয়া আপাত দৃষ্টিতে সম্পদ্ পরিণামে মহাবিপদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই।

মুক্তগণের সঙ্গে আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি যে, গুরুদেবের কৃপা-কাদম্বিনী অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষিত হইবার জন্য আমার মস্তকোপরি অনুকূল বায়ুর সহিত সমাসীন রহিয়াছে - যাহাকে আমি প্রতিকূল বায়ু মনে করিতেছি, তাহাও বস্তুতঃ পরম অনুকূলরূপেই ঐ গুরুকৃপা-কাদম্বিনীকে আমার উপর বর্ষিত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমি কি ঐ সঞ্জীবনী-ধারা চাই? না, ঐ কৃপাধারা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অহঙ্কার, বিষয় প্রভৃতির আশ্রয়গ্রহণ ও নানাপ্রকার উদ্ভব চেষ্টার water proof গায়ে জড়াইয়া থাকি? আমি নিত্যানন্দ-পদছত্রের আশ্রয় আদৌ চাই না। যখন কিছুও সেবোন্মুখ থাকি, তখন কিছু প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারি—নিয়ত অনুভব করিতে পারি, আমার উপর গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা, গুরুবৈষ্ণবের প্রসাদ-বৃষ্টি এত প্রচুর, এত তীব্র যে, উহার এক কণা গ্রহণ করিতে পারিলেও আমি এত বড় হইতে পারি যে, দুনিয়ার সমস্ত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কাম্য পদার্থগুলিও তখন আমাকে লোভ দেখাইতে পারে না।

আমি কৃপা সুধা-সঞ্জীবনী-ধারা হইতে পলাইয়া তীব্র আধি-ব্যাধির অন্ধকূপে—আবদ্ধ লৌহ-পিঞ্জরে লুকাইয়া থাকিতে চাহিলে সেখানেও আধি-নির্ব্বাপণকারী গুরু-কৃপাপ্রস্রবণ দ্রুতগতিতে দমকলের ন্যায় উপস্থিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিতে চান; কিন্তু আমি কি তখনও ঐ আমার অধি-পিঞ্জরের দুয়ারটী খুলিয়া দিতে চাই? না তালার উপর তালা প্রদান করিয়া নিজের ইচ্ছায় নিজে আগুনে পুড়িয়া মরিতে চাই? সাধুগুরু ঐ তালা ভাঙ্গিয়া কৃপাপ্রসাদ দিতে উদ্যত হইলেও আমি শতমুখে তাহাতে বাধা দিয়া থাকি। এমন এক গোলোকের দূত—এমন এক সখাপ্রাণ—এমন এক কৃপাঘন—এমন এক জগদ্‌গুরুর বাণী শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে বলিলেও যেন অনেক পরিমাণ কালের কথা বলা হইয়া যায়, শত শত মহাজন—যাহা যুগযুগান্তর ব্যাপী কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাদি দেবতাও পান নাই, অধিক কি, গৌরহরিও সঙ্গে তাহা প্রদান করিলেও অনেকে তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই অমূর্ত্ত নিধি অমায়ায় দিতে প্রস্তুত; যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে এত বড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিতে পারেন—অনন্ত জীবনের জন্য এত বড় সম্পত্তি হাতে হাতে দিতে প্রস্তুত, অসংখ্য ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জন্মের মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব যাহার কোটাংশের এক অংশও কোন দিন দিতে পারেন না, পারিবেন না, পারিতেছেন না—পারিতে পারেন না; যিনি আমাকে এক মুহূর্ত্তে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সম্পদের নিত্য অধিকারী করিতে প্রস্তুত—যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে মহাভাগবত করিতে প্রস্তুত, আমি কি সত্য সত্যই সেই ধনের অধিকারী হইতে চাই? সেই পরশমণি চাই? মহাভাগবত হইতে চাই?

মুখে বলি—আমি চাই, সব করিয়া কখনও চাই; কিন্তু আমার কৃপা চাওয়া সেই উপকথার বুড়ীর মত। এক বুড়ী রোজ বনে কাঠ আহরণ করিতে যাইত। সংসারের জ্বালায় সে অতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে দেখিবার আর কেহ ছিল না, নিজে নিজেই অত্যন্ত কষ্ট-সৃষ্টে ইন্ধনাদির ইন্ধন সংগ্রহ করিত। এইরূপ কষ্টে কাতর হইয়া প্রত্যহই বলিত,—'যম সকলকে কৃপা করে, আর আমাকে দেখিতে পায় না!' বুড়ী একদিন বনের মধ্যে অনেক কাঠ সংগ্রহ ক'রে মাথায় উঠাইতেছে এমন সময় যম-দেবতা আসিয়া উপস্থিত; যম বুড়ীকে ডাকিয়া বলিলেন,—'তুমি রোজ আমাকে ডাক, আমার কৃপা চাও, আমার দৃষ্টি তোমার প্রতি নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া থাক, আজ তোমাকে আমি লইতে আসিয়াছি।' যম সত্য সত্যই আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ত' বুড়ী অবাক! থমকে দেখিয়া বুড়ী বলিতে লাগিল,—"যম তুমি

সত্য সত্যই আসিয়া পড়িবে, আর সত্য সত্যই কৃপা দিবে জানিলে আমি কিছুতেই তোমাকে ডাকিতাম না—তোমার কৃপা চাহিতাম না। জগতের জ্বালা-পোড়া সহ্য করিতে না পারিয়া একটা মুখের কথা বলিতে হয় বলিয়াছি, এইরূপ ত' সকলেই বলিয়া থাকে। তুমি ফিরিয়া যাও, আমি আরও বাঁচিয়া থাকিতে চাই।' তখন যম বলিলেন,—'তুমি যখন আমার কৃপা চাহিয়াছ, তখন আর তোমাকে ছাড়া-ছাড়ি নাই, আমাকে ডাকিলে কেন?' তখন বুড়ী বেগতিক দেখিয়া বলিল,—'আচ্ছা, আমি আগে আমার হাতের কাজটুকু সারিয়া লই, আমার বড়ো-ঘরে এই কুড়ানো কাঠগুলি রাখিয়া আসি, মরিতে হয়, না হয় তার পরে মরিব।'

আমাদের কৃপা চাওয়াও ঐ বুড়ীরই মত। সংসারের তাপে জলিয়া-পুড়িয়া সময় সময় মুখে বলিয়া থাকি, 'আমি কৃপা চাই, কৃপা চাই', কিন্তু কৃপা-বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিলে নিকটে আটচালা না থাকে, ছাতা না থাকে, অন্ততঃ পশু-পক্ষীর বিবরে যাইয়াও কৃপাবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতেও পশ্চাৎপদ হই না। কৃপা যখন আসিলে তখন ঐ বুড়ীরই মত কৃপাকে এড়াইবার চেষ্টা করি; কৃপা নাছোড়বান্দা হইলে ঐ বুড়ীরই মত বলিয়া থাকি,—অন্ততঃ ভোগের ইন্ধনের আরও বোঝাটি ভাঙা-কুটিরে রাখিয়া আসি।

আমরা কি স্বেচ্ছায় কখনও সত্য-সত্য কৃপা চাই?—কখনই না। পেয়াদার গলা ধাক্কা না পাওয়া পর্য্যন্ত মুখেও কৃপাটুকু চাই না, সর্ব্বদা পাশ কাটাইয়া চলি, পাছে পেয়াদার সঙ্গে দেখা হয়—গলাধাক্কার চোটে কৃপা চাহিতে হয়। সংসারে আমাদের জীবনে যে-সকল বিপদ আসে, সেইগুলি পেয়াদার গলা ধাক্কা। সেইগুলি আমাদিগকে কৃপা প্রার্থনা শিক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে, কারণ পশুনীতি ছাড়া আমার ন্যায় অন্যায় ব্যক্তিকে কিছুতেই কৃপার প্রার্থী করান যায় না। পেয়াদার গলাধাক্কারূপ সাংসারিক অভাব-অসুবিধার বিপদে-আপদে জর্জ্জরিত না হইলে—দুর্ভিক্ষ, বন্যা, বেকার-সমস্যা, ব্যবসায়ে অর্থনাশ প্রভৃতি জগতের অন্যান্য প্রকারের ত্রিতাপরূপ পেয়াদার গলাধাক্কাগুলি না থাকিলে আমার মত অধম ভগবানের কোন দিনই অনুগত হইত না—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ছাড়িত না—'বড়'র শরণাগত হইবার মূল্য বুঝিত না। কিন্তু এই পেয়াদার গলাধাক্কাগুলিকে কি আমরা কৃপা মনে করি? না আমাদের উপর অত্যাচার মনে করি? যদি প্রকৃত কৃপা চাহিতাম, তবে ত' ঐগুলিকে ভগবানের পরম অনুকম্পা জানিয়া ভগবানেরই শরণাগত হইতাম। তাই বলিতেছিলাম—'আমি কি কৃপা চাই?'

আমার কৃপা চাওয়া কপটতা। আমার গুরুদেব আমাকে অনেকবার জানাইয়াছেন, তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—একবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নিকট বঙ্গদেশের কোন এক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী অত্যন্ত কাতরভাবে পুনঃ-পুনঃ তাঁহার কৃপা বাঞ্ছা করায় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু সেই মহারাজকে তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি গোমস্তাগণের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহার (শ্রীগৌরকিশোরের) সমীপে নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে একটি পৃথক্ ছৈএর ভিতর বাস করিতে বলিয়াছিলেন এবং আরও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের কোন চিন্তা করিতে হইবে না, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুই ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিয়া দিবেন। তিনি কেবল নিশ্চিন্ত মনে হরিভজন করিবেন। বৈষ্ণব ঠাকুর তাঁহাকে (ভূম্যধিকারীকে) সত্য সত্য কৃপা দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু যমের সাক্ষাৎ কৃপা করিতে আসিলে বুড়ীর যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, উক্ত কৃপাপ্রার্থীরও সেই অবস্থা হইল। তখন তাঁহার কৃপা চাওয়া ঘুচিয়া গেল। ঐরূপ কৃপার হস্ত হইতে কোনপ্রকারে এড়াইয়া বিষয়-বিষয়ে এবং কেবল ভক্ত-নামধারী বঞ্চক ব্যক্তি কৃপার নামে বঞ্চনায় প্রবীণ, আর তাহাদের ন্যায় অপরকেও অবিদ্যামায় লৌহ-পিঞ্জরে চাবি দিয়া আবদ্ধ করিবার পরামর্শ দিতে পটু, সেইসকল ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নিকটও কোন এক ব্যক্তি কৃপার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করায় বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে এক-খণ্ড ছিন্ন কৌপীন দেখাইয়া বলিলেন,—'এই নাও কৃপা'। তখন কৃপাপ্রার্থী বেগতিক দেখিয়া নিজের চশমা ফেলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে নৌকায় উঠিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিলেন—সাক্ষাৎ কৃপালাভ পরিত্যাগ করিয়া আমারই ন্যায় উত্তাল-তরঙ্গাধিত ভবসাগরে সমূহ বিপদের নৌকায় নবীন যাত্রী হইলেন।

আমার কৃপা চাওয়ার অর্থ—আমি যেরূপ আছি, আমার মনোধর্ম্ম আমার কাণে যে মন্ত্র দিয়াছে, সাধু দ্বারা তাহার সমর্থন করাইয়া লইয়া নিজে সন্তুষ্ট থাকা—যেমন কুপথ্যের প্রতি আমার রুচি, সেই কুপথ্যগুলিকে চিকিৎসকের দ্বারা সুপথ্য বলিয়া অনুমোদন করাইয়া লওয়া—আমি যে ডিগ্রিতে আছি, সেই ডিগ্রিতে থাকিবার বা তাহা হইতেও অধিকতর ডিগ্রিতে প্রবিষ্ট হইবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পত্র পাইবার বাসনা। কিন্তু সদ্বৈদ্য ত' আমার রুচি-অনুসারে কুপথ্য অনুমোদন করিয়া আমার হিংসা করিবেন না। তিনি যে সর্ব্বদা আমাকে কৃপা করিবার জন্য ব্যস্ত—তাঁহার প্রাণ যে আমার দুঃখে ব্যাকুল—আমার দুঃখে যে তাঁহার নিত্য অশ্রুধারা বিগলিত হয়।

কৃপাবতার প্রভু আমার অসংখ্যবার বলিয়াছেন,—'আমি ত' এত নিষ্ঠুর হইতে পারিব না যে, আমার কৃষ্ণের ভোগের বস্তুসমূহকে আমি আমার কৃষ্ণসেবা-বিমুখ বুদ্ধির অজ্ঞানে রাখিব। কারণ, কৃষ্ণ-বৈমুখ্য লোকের বুদ্ধিতে পতিত হইলে তাহা আর কৃষ্ণের ভোগে লাগিবে না।' গুরুদেব যাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, কৃপা করেন, তাঁ'কেই ত' সাম্‌নে রাখেন, চোখের আড়ালে যাইতে দেখিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া যায়। কিন্তু উল্টো বুঝার লোক আমি আমার প্রতি অযাচিত কৃপাকে—স্নেহ-প্রাচুর্য্যকে কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা মনে করি। তাই বলিতেছিলাম, আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই?

গুরুদেব বহুবার জানাইয়াছেন যে, মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া একজনকে কৃষ্ণের ভোগের বস্তু তৈয়ারী করিতে হইলে দুইশত গ্যালন চিৎরক্ত ব্যয় করিতে হয়। এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও গুরুদেব কৃপা করিতে চান, তথাপি আমার মঙ্গল হউক্। আমার মঙ্গলের জন্য তাঁহার প্রয়াস, তাঁহার অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ; আর আমি এত বড় কৃতঘ্ন যে, সেই কৃপাকে—সেই অজস্রধারে অনুক্ষণ বর্ষিত কৃপাবারিকে পা' দিয়া ঠেলিয়া দিবার পারগতা ও দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করি। অকৃতজ্ঞ চামার আমি, আত্মবঞ্চক আমি, আত্মঘাতী আমি কৃপাকে কৃপা বুঝি না—বুঝিয়াও বুঝিতে চাই না।

গুরুদেব আমাকে বলিয়াছেন, মানুষের কাপড়ে যদি হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়, তখন বুদ্ধিমান্ লোক কি করে? তখন তিনি লোকলজ্জা করেন না, হাতে যে কাজ করিতেছিলেন, সেই কাজগুলি করিতেও ব্যস্ত হন না; সব ফেলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কাজ পড়িয়া যায়—আগুন হইতে নিস্তার পাওয়া। আমার কাপড়ে আগুন লাগিয়াছে, গুরুদেব কৃপাবারি লইয়া সমুপস্থিত, কিন্তু আমি কি করিতেছি? বলিতেছি,—কাপড়ের আগুন পরে নিবাইব, প্রথমে অন্যান্য কার্য্যগুলি শেষ করিয়া লই; কিন্তু আগুন কি তাহা মানিবে? আমাকে পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিবে। আমার প্রতি হিংসকগণ, দস্যুগণ, আমি পুড়িয়া মরি বা বাঁচিয়াই থাকি না কেন, তাহা তাহারা দেখে না; কিন্তু আমার দুঃখে প্রকৃত দুঃখী যাঁহারা, সেই অহৈতুকবান্ধব বন্ধুগণ আমাকে আগের কাজটা আগে করিতে বলেন; আমি কিন্তু সেই কৃপা চাই না। তাই বলিতেছিলাম, আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই।

পৌণ্ড্রক ও সুদক্ষিণ

——:(*):——

করূষাধিপতি পৌণ্ড্রক কৃষ্ণবিদ্বেষী ছিল। এই পৌণ্ড্রক 'আমি স্বয়ং বাসুদেব'—এইরূপ ঘোষণা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্বারকায় একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিল। অজ্ঞ চাটুকারগণ তাহাকে সাক্ষাৎ বাসুদেব বলিয়া প্রশংসা করায় সে নিজেকে ভগবান্ বলিয়া মনে করিয়াছিল। দূত দ্বারকায় আসিয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে পৌণ্ড্রকের বার্ত্তা জানাইল,—"হে কৃষ্ণ, জীবগণের জন্য একমাত্র আমিই বাসুদেব-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি, অপর কেহ বাসুদেব নহে। অতএব তুমি মিথ্যাকৃত বাসুদেব-নাম ত্যাগ কর। তুমি মূর্খতা-বশতঃ যে-সমস্ত ভগবৎ-চিহ্ন ধারণ করিতেছ, সেইসমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শরণাগত হও; নতুবা আমাকে যুদ্ধ দান কর।" দূতের মুখে এই কথা শুনিয়া উগ্রসেন প্রভৃতি সভ্যগণ সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"মূঢ়, সুদর্শন প্রভৃতি কৃত্রিম চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক তুমি এইরূপ আস্ফালন করিতেছ, তোমার সেই সমস্ত চিহ্ন আমি পরিত্যাগ করাইব। তুমি অচিরেই নিহত হইবে।" দূত এইসকল কথা পৌণ্ড্রককে জানাইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও রথে আরোহণপূর্ব্বক কাশীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। এই কথা শুনিয়া পৌণ্ড্রক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। পৌণ্ড্রকের মিত্র কাশীরাজ তাহার সাহায্যার্থ অনুগমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ-নামক ধনু এবং শ্রীবৎসাদি চিহ্ন-যুক্ত পৌণ্ড্রককে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রকের আত্মতুল্য কৃত্রিম বেষ দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ সবলে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ চক্র ও বাণের দ্বারা রথ, অশ্ব ও সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বলিতে লাগিলেন,—"হে পৌণ্ড্রক, তুমি দূতমুখে আমাকে যাহা বলিয়াছিলে, আমি সেই-সমস্ত অস্ত্র তোমার উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করিতেছি। হে মূর্খ, তুমি যে মদীয় বাসুদেব-নাম মিথ্যা ধারণ করিতেছ, অদ্য তাহা পরিত্যাগ করাইব।" এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা পৌণ্ড্রকের রথ বিনষ্ট করত সুদর্শন-চক্রদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। কাশীরাজ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহারও মস্তক ছেদন করিয়া কাশীপুরীর মধ্যে তাহা নিক্ষেপ করেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে কাশীরাজের সহিত বিদ্বেষী পৌণ্ড্রককে নিহত করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন।

সর্ব্বদা শ্রীহরির অনুরূপ বেশ-ধারণ এবং শ্রীহরির চিহ্নাদিবৎ সমস্ত কল্পধারণ বিনষ্ট

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

হইয়াছে স্মৃতি-পর পৌত্তুলের মাকস-মূর্তি লাভ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের অর্চন বিভেদে ভক্তে যখন এইরূপ বৈকুণ্ঠ-গতি লাভ হয়, তখন প্রীতির সহিত কৃষ্ণসেবার অবর্ণনীয় কীর্তন কথা যে সহজেই অনুমেয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

কাশী-রাজের পুত্রের নাম সুদক্ষিণ। পিতার নিধনে ব্যথিত হইয়া সুদক্ষিণ প্রতিশোধ লইবার জন্য মহাদেবের কঠোর আরাধনা করিয়াছিল। ভোলানাথ প্রীত হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিতে সম্মত হইলে সুদক্ষিণ পিতৃঘাতীকে বধ করিবার জন্য বর প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তখন যজ্ঞ করিতে বলিলে সুদক্ষিণ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া অভিচার-বিধানানুসারে দক্ষিণাগ্নির পরিচর্যা করিল। তখনে অত্যুগ্রবর্ণ শিখা-শ্মশ্রুবিশিষ্ট, তাম্রলোচন, বিকট দন্ত-বিশিষ্ট, অতি ভয়ঙ্কর মহামূর্তি অগ্নি ত্রিশূল-হস্তে অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া ভূতগণ-পরিবৃত হইয়া তালবৃক্ষ-পরিমাণ চরণদ্বয় দ্বারা ভূতল কম্পিত করিয়া দিগন্ত দাহ করিতে করিতে দ্বারকাভিমুখে ধাবিত হইল। তদর্শনে দ্বারকাবাসিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া দ্যূত ক্রীড়ায় রত শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শরণাগত-পালক শ্রীকৃষ্ণ পুরবাসিগণের 'অভয় দান' বচন শ্রবণ ও আত্মীয়গণের ভীতি দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন,— "আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব, তোমরা ভীত হইও না।" শ্রীকৃষ্ণই অগ্নিকে মাহেশ্বরী কৃত্যা জানিতে পারিয়া তাহার বিনাশের জন্য তাঁহার পার্শ্বস্থিত সুদর্শন-চক্রকে আদেশ করিলেন। সুদর্শনের অমিত তেজে ভীত হইয়া কৃত্যাগ্নি বারাণসী-ক্ষেত্রে প্রত্যাগমন-পূর্বক পুরোহিতগণের সহিত সুদক্ষিণকে দগ্ধ করিল। অনন্তর সুদর্শন-চক্রও পুরীতে প্রবেশ করিয়া সমগ্র বারাণসী দগ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে প্রত্যাবর্তন করিল।

সারকথা

যে আমার দাসের সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত, সব মোর দাস।
এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ॥
সন্ন্যাসীও যদি অবৈষ্ণব নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায়, সর্বধর্ম ঘুচে তারে॥
বাহু তুলি' জগতেরে বলে গৌররায়।
নিন্দক এই সবে বল কৃষ্ণনাম॥
নিন্দক হইঁ যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য মুই তারে উদ্ধারিব হেলে॥

কর্ম-যোগ, ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ-বল।
সব এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ ক্রন্দন॥
সব বলি কাঁদনে কৃষ্ণনাম নিলে।
সে ধনে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে॥

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:•:(•):•:——

যাঁ'রা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকে ত্যাগ ক'রে যত দুর্নীতি বা নির্নীতি নীতি জগতে প্রকাশিত হয়, সেগুলি তাঁ'দের ভিতরে নাই। নিখিল সৎনীতি, পবিত্রতা, সংযম, সদাচার, তিতিক্ষা, অমানিমানদত্ব, সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠগুণ তাঁ'দের সেবা ক'র্বার জন্য উদ্গ্রীব। ভগবদ্ভক্ত কখনও দুর্নীতিপরায়ণ হন না। আগে নীতি, পরে ভগবদ্ভক্তি—এরূপ ক্রম নয়। আগে ভগবদ্ভক্তি, তা'তেই আনুষঙ্গিকভাবে সব আছে।

মূলটা ঠিক ক'রে রাখ'লে সবই ঠিক থা'কবে। সকল নীতি ও অখিল সদ্গুণের আশ্রয়কে ত্যাগ ঠিক না রাখ'লে বিপথে চ'লে যে'তেই হ'বে।

ভগবদ্বিস্মৃতি হওয়ায় বদ্ধজীবের ঐরূপ অবস্থা, ভগবান্ কি জিনিষ তা'র অনুশীলনের অভাবেই নানা-প্রকার চিন্তাস্রোত, এমন কি, অখিল সদ্গুণের আকরের অস্তিত্বের অস্বীকার পর্যন্ত দে'খ্‌তে পাওয়া যায়।

নিয়ামকহীন নীতি অর্থাৎ নির্নীতক-নীতির কোনও মূল্য নাই। পৃথক্ পৃথক্ নীতি-পালনের জন্য পৃথক্‌ভাবে চেষ্টান্বিত না হ'লেও যদি ভগবৎসেবায় ঐকান্তিক হওয়া যায়, তা' হ'লে সমস্ত সৎনীতি ও সদ্গুণ আনুষঙ্গিকভাবে লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তি-আলোচনাই মূল। সৎনীতি ত' তা'রই অন্তর্গত।

ভগবান্ বিষ্ণুতে যাঁ'র নিষ্কাম সেবা-প্রবৃত্তি বর্তমান, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁ'তে সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি অত্যাভিলাষ-কর্মজ্ঞানরত বা গৃহাদিতে আসক্ত, সুতরাং তাহাতে তা'র কোনও ভক্তি নাই। মনোরথের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত; তা'তে মহদ্গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?

বাদ আলাদা ক'রে দুগ্ধ, পান, স্ত্রী, সুরা প্রভৃতি পরিত্যাগ ক'র্বার চেষ্টা হয়, তা' হ'লে সুবিধা হ'বে না। All Pervading (বিষ্ণু) রূপ বাদক' ভুল হ'য়ে গেলে বড় অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

যাঁ'রা বেহুঁশে আছেন, তাঁ'দেরই তাঁ'দের মঙ্গল হ'বে—যদি তাঁ'রা সাধুগণের শ্রীমুখে হরিকথা শু'ন্‌বার জন্য ব্যাকুল থাকেন।

যাঁ'রা সত্য-সত্য হরিসেবক, আমরা হরিসেবক, তাঁ'দিগের প্রতি অসূয়া না ক'রে তাঁ'দের আনুগত্য ক'র্‌লেই আমরা ভগবানের প্রসাদ লাভ ক'র্‌তে পা'র্‌ব। হরিজনের প্রসাদেই হরিপ্রসাদ লাভ হয়; হরিজনের অপ্রসাদে জীবের কোনপ্রকারেই মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না।

অনর্থনিবৃত্তি ক'র্‌তে ক'র্‌তেই যেন আমাদের দিন ফুরিয়ে না যায়। অর্থে প্রবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত অনর্থ-নিবৃত্তির প্রয়োজন। অর্থপ্রবৃত্তি হ'লে অনর্থনিবৃত্তি গৌণ হ'য়ে পড়ে—অর্থপ্রবৃত্তিই মুখ্য হয়। কেবল পরোপদেশে পণ্ডিত হ'লেই হ'বে না, নিজেও অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। নিজে অকপট ভজনে অগ্রসর হ'বার মুখ কতটা চ'লেছেন, তা'ও দেখ্‌তে হ'বে।

শ্রীকৃষ্ণের চলাধার ক'র্‌তে হ'লে গৌরসুন্দরের চলাধার ক'র্‌তে হ'বে, গৌরসুন্দরের চলাধার ক'র্‌তে হ'লে নিত্যানন্দ-প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় ক'র্‌তে হ'বে, হয় গোস্বামীর পদাশ্রয় ক'র্‌লে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভাল ক'রে বুঝা যা'বে।

ভগবান্ প্রভুর দয়ায় ব'লে আমাদিগকে ভগবৎ-কথা শ্রবণ ও কীর্তনের সুযোগ দি'য়েছেন। জীবনে-মরণে কৃষ্ণের কথা কীর্তন-ব্যতীত আমাদের অন্য কোন গতি বা কৃত্য নাই। যিনি কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন করেন, তাঁ'র সকল আত্মা সেবারসে স্নাত হয়।

কৃষ্ণ দয়াময়, তিনি পূর্ণবস্তু, তাঁহার দয়াও পূর্ণতা-প্রদানরূপ দয়া। পূর্ণবস্তু প্রকট হ'য়ে যান—অপূর্ণের নিকট, তা'তে অপূর্ণ অনায়াসে পূর্ণকে পেতে পারেন। পূর্ণের নিকট না গেলে পূর্ণ মঙ্গল লাভ ঘটে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সকলকে দয়া ক'রে সর্বদা হরিকথা কীর্তন ক'র্‌তে ব'লেছেন। যাঁ'রা তাঁ'র এই কথা শ্রবণ ক'রেছেন তাঁ'রাও 'হরিনাম সদা কীর্তনীয়'—এই উপদেশই পে'য়েছেন। কোন সময় হরিনাম ক'র্‌তে হ'বে না, এইরূপ নয়—হরি সদা কীর্তনীয়। শ্রীমহাপ্রভু ব'লেছেন—শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন। কীর্তন শ্রবণ ক'র্‌লে কীর্তন আরম্ভ হয়, কীর্তন ক'র্‌লে স্মরণ হয়, কীর্তনকারী যখন হরিকথা কীর্তন করেন, তখন হরিকথা স্মরণে আসে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীরামনবমী-উৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ২৮শে মার্চ, বৃহস্পতিবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যপাদপদ্মের কৃপাশীর্বাদে শ্রীরামনবমীর অহোপবাস হরি-সংকীর্তন ও হরিকথা আলোচনামুখে উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে উষঃকালে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, দশাবতার-স্তব ও মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত' পাঠ হয়। তৎপর মধ্যাহ্নে আরাত্রিক ও অষ্টোত্তর কীর্তনের পর 'হরয়ে নমঃ' কীর্তনমুখে শ্রীতুলসী-পরিক্রমা হয়। মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠীতে হরিকথা আলোচনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্তিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিক কীর্তন ও মহাজনপদাবলী কীর্তনান্তে উপদেশক শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু হিন্দিভাষায় এইকথা যাবৎ শ্রীরামাবতার-তত্ত্ব ও শ্রীরামচন্দ্রের মহিমার বিষয় কীর্তন করেন। অতঃপর অধিক রাত্রি পর্যন্ত বিবিধ মহাজনপদাবলী কীর্তন করিয়া সেবকবৃন্দ নিরম্বু উপবাসমুখে তিথি পালন করেন।

লক্ষ্ণৌতে প্রচার

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ প্রত্যহ উষঃকালে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠীতে 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' পাঠ ও আনুষঙ্গিক হরিকথা আলোচনা এবং অপরাহ্নে সন্ধ্যারাত্রিক কীর্তন ও মহাজনপদাবলী কীর্তনান্তে 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত সেবকগণ প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে সহরের বিশিষ্ট সজ্জন ভদ্রমহোদয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হরিকথা-প্রচার করিতেছেন।

গত ২৫শে মার্চ, বুধবার স্থানীয় কেশর-বাগস্থিত পরলোকগত রায়বাহাদুর জিতেন্দ্রনাথ রায়, রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট জজ মহোদয়ের ভবনে তদীয় জ্যেষ্ঠ-পুত্রকর্তৃক আহূত হইয়া লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীহরিকথা-কীর্তনের জন্য গমন করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্তনান্তে উপদেশক শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিভূষণ প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীরায়-রামানন্দসংবাদ পাঠ-প্রসঙ্গে মনুষ্যজীবনের কর্তব্য এবং ভগবদ্ভক্তি লাভের উপায়-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্তন করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্তন হয়। বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র উদারতার প্রসিদ্ধ যুবাপুরুষ। তাঁহার হরিকথা শ্রবণে আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

গত ২৯শে মার্চ, রবিবার স্থানীয় রেল-কোয়ার্টারস্থিত অল্-ইণ্ডিয়া রেডিওর ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত নারদরঞ্জন ভট্টাচার্য মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ হরিকথা কীর্তনের জন্য গমন করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্তনান্তে ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা' পাঠ-প্রসঙ্গে হরিকথা কীর্তন করেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহোদয় সপরিবারে অতি আগ্রহের সহিত প্রায় রাত্রি ১০॥০ ঘটিকা পর্যন্ত হরিকথা শ্রবণ করেন। তৎপর মহাজন পদাবলী ও 'হরয়ে নমঃ' আদি কীর্তন হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
	১ম ও দিনের	অন্য,পরবর্ত্তী দিনের দর		
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে		।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৭৲
" " ইঞ্চি	৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম ৫৲		৪৲	" অৰ্দ্ধ কলম	২৫৲
অৰ্দ্ধ কলম		৭৲	এক কলম	৩৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপতরঙ্গায়িত কলিযুগটিকাছন্ন এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি ক্রমশঃ বাড়িতেছে। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

সিলেক্ট কমিটীতে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

গত বৃহস্পতিবার প্রায় সাড়ে একটার সময় বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন হার্বার্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যদের নিকট এক ভাষণ দিবার পর পরিষদের বর্ত্তমান বাজেট অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়। গবর্ণর যখন বক্তৃতা করেন, তখন এড্. হক কংগ্রেস দল পরিষদে অনুপস্থিত থাকেন।

প্রারম্ভে বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল (১৯৪২) একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করার জন্য পূর্ব্ব দিন শিক্ষাসচিব যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন পরিষদে তাহা গৃহীত হয়। এড্. হক কংগ্রেসী দলের পক্ষ হইতে বিলটি জনমত সংগ্রহার্থ প্রচার করার জন্য যে সংশোধন প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহা বিনা ভোট গণনায় ধ্বনিতে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। শিক্ষা বিলের সিলেক্ট কমিটিকে আগামী ৩১শে জুলাই (১৯৪২) তারিখের মধ্যে তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। সিলেক্ট কমিটিতে পরিষদের সর্ব্ব দলেরই প্রতিনিধি আছেন।

প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ

১৯৪২ সালের স্পেশ্যাল ফৌজদারী কোর্ট অর্ডিন্যান্সের ১ম ধারা বলে কলিকাতা গেজেটে এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলার গবর্ণর চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর এবং খুলনা জেলার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে পূর্ব্বোক্ত অর্ডিন্যান্সের বিধানানুসারে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। যাঁহারা অন্ততঃপক্ষে দুই বৎসরকাল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য্য করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহাদিগকেই স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

নোটীশ

——::(:০:)::——

কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইনের ২৩(২) ধারা অনুযায়ী নোটিশ

নদীয়া জেলাস্থিত ইন্দিরাদেবী এস্টেটের (যাহার মালিক শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী) অধীন পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, জোতদার, রায়ত, অধীনস্থ রায়ত প্রভৃতি সকল প্রকার প্রজা ও ভূমির দখলকারগণের প্রতি—

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে ইন্দিরাদেবী এস্টেট মহামান্য বোর্ড অব রেভিনিউর ১৯৪২ সালের ২০শে মার্চ্চ তারিখের ৪১৩১ জমিদারী নং হুকুমের দ্বারা ১৯৪২ সালের ১২ই এপ্রিল হইতে কোর্ট-অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধান-মুক্ত হইয়া মালেকের উপর ন্যস্ত হওয়ার আদেশ হইয়াছে এবং নদীয়ার কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বঙ্গীয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের আইনের ২৩(২) ধারা অনুযায়ী উপরোক্ত ইন্দিরাদেবী এস্টেটের সমুদয় সম্পত্তি উক্ত মুক্তি পাওয়ার সময় হইতে একমাসে কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইনের ২৩(২) ধারার লিখিত সরকারী রাজস্ব, সেস ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক দাবী আদায়ের জন্য ক্রোকাবদ্ধ করিয়াছেন।

অতএব এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, নদীয়ার কালেক্টার সাহেব বাহাদুরের অপর আদেশ না হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত এস্টেটের প্রাপ্য খাজনা অথবা অন্য কোনপ্রকার দেয় টাকা কালেক্টার সাহেব বাহাদুর অথবা তাঁহার অনুমোদিত এজেন্ট ব্যতীত কাহারও নিকট দিতে নিষেধ করা যাইতেছে এবং জানান যাইতেছে যে, কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বা তাঁহার নিযুক্ত এজেন্ট ব্যতীত অন্য কাহাকেও এস্টেটের প্রাপ্য খাজনা বা অন্য কোন প্রকারের দেয় টাকা দিলে তাহা বাতিল বা নামঞ্জুর হইবে এবং কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বা তাঁহার নিযুক্ত এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারও দেওয়া রসিদ আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না।

স্বাঃ—এম ইসলাম।
কালেক্টার, নদীয়া।

বোর্ড অব রেভিনিউ, বেঙ্গল।

"এ" গ্রুপ।
ওয়ার্ডস ব্রাঞ্চ।
অর্ডার নং ৪১৩১ জমিদারী
কলিকাতা ২০শে মার্চ্চ ১৯৪২ সাল।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ বঙ্গীয় কাউন্সিলের ১৮৭৯ সালের ৯ আইনের ৬৫ ধারা মতে আদেশ করিতেছেন যে নদীয়া জেলার শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সম্পত্তি (যাহা ইন্দিরা দেবী ওয়ার্ডস্ এস্টেট নামে অভিহিত) উপর কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যকারিতা ইংরাজী ১২।৪।৪২ তারিখ হইতে রহিত হইবে এবং উপরোক্ত সম্পত্তি (কোর্ট কর্ত্তৃক এস্টেটের সংরক্ষণ ও কার্য্য জন্য চুক্তি সাপেক্ষ) মালিকের নিকট ন্যস্ত করা হইবে।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্, বেঙ্গল,
আদেশানুসারে,
স্বাঃ—ডি এন সেন।
সেক্রেটারী।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনাদিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মহাজন শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতিরত্ন

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "প্রতিলেখ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী[illegible]শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৮ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৬শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৯ই এপ্রিল, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার — ২১-২২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ মধুসূদন, তৃতীয় কামদোদশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

---::(:o:)::---

কৃষ্ণের সেবোপকরণের নাম সাধু। সাধু-দর্শন হইলে আর বহির্দর্শন থাকে না। যাহার শ্রদ্ধা হইতেছে না, তাহার ভাগ্য খারাপ। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে বন্ধন খুলিয়া যায়। সাধু accept করিলে কৃষ্ণ আমাদিগকে গ্রহণ করেন। প্রীতি না হইলে সঙ্গ হয় না। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধরূপে বন্ধন হওয়া দরকার। পুরুষাভিমানই মায়িক বন্ধন। আর কৃষ্ণ-ভোগ্যাভিমানই সম্বন্ধ বন্ধন বা সম্বন্ধ।

শ্রীনন্দাদি ভক্তবর্গ স্বাংশশক্তি—স্বরূপ-শক্তি। ইঁহারা ঠিক মুক্ত জীব নহেন। ইঁহারা চিচ্ছক্তির বিলাস। জীব বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশ জীব কারণার্ণবশায়ী হইতে প্রকটিত। ইঁহারা তটস্থ। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রকটিত জীব নিত্যসিদ্ধ শ্রীবলদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ কারণার্ণব শায়ি-প্রকটিত জীবের সহিত ঠিক সমান নহেন, তাঁহারা থেকে শ্রেষ্ঠ। তবু জীবতত্ত্ব ন'ন। তবু বিষ্ণুতত্ত্ব। শ্রীবলদেব Enjoyer Absolute ন'ন, তিনি Enjoyed Absolute.

যাহার পুরুষাভিমান আছে, সে বিবর্ত্তী। যেখানে পুরুষাভিমান, সেখানে আকার বা বিষয়-দর্শন। যতক্ষণ আকার-দর্শন আছে, ততক্ষণই ভয়। যেখানে স্বাংশ-দর্শন নাই, সেখানে ভয়ও নাই। ভোগ্য-দর্শনই স্বাংশ-দর্শন বা শুদ্ধদর্শন। সেব্য-দর্শনই চেতনদর্শন। সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন হওয়া দরকার; ইহাই সেবার ভূমিকা। সেব্যের সহিত সমচিত্ত না হইলে সেবা হয় না। সমচিত্ত ও সম্পূর্ণ শরণাগত হইবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হওয়া দরকার। উন্নতি বা প্রগতির দিকে সর্ব্বক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সাধুর কৃপায় আকার-দর্শন গেলে বিষয় বা বোধি-দর্শন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। সাধুজনের সেবক হইবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে যত জাগিবে, ততই তাঁহাদের কৃপায় আকার-দর্শন দূর হইবে।

হরিকথা ব্যতীত বাজে কথা বলা অত্যন্ত খারাপ। যে বাজে জিনিষ লইয়া থাকিতে চায়, তাহার বাজে কথাই ভাল লাগে। আর হরিকথা ও হরিনামে যাহার টান আছে, তিনি হরিকথা শুনিতেই ভালবাসেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"নামের এমন শক্তি আছে, যাহার কীর্ত্তন অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলিকে ছাপাইয়া যায়। মন অনেক সময় নানাপ্রকার মনমাতানো করে, প্রলোভন দেখায়, বঞ্চনা করে, হতাশ হইয়া পড়ে, কি করিব—কিছুই ঠিক করিয়া পায় না। সেই সময় জীবকল্যাণ শ্রীগুরুবর্গের নাম প্রাণের আর্ত্তির সহিত চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে যদি স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা পথ দেখাইবেন, সমস্ত সমস্যার সমাধান বা মীমাংসা তাঁহারা করিয়া দিবেন। তখন আলোর আলোকিত রাজপথ দেখা যাইবে। তাঁহারা দয়া করেন। তাঁহাদের এমন কিছু স্বার্থ নাই যে দয়া করিবেন না। অকিঞ্চন বা কাঙ্গাল হইলে তাঁহারা অবশ্যই দয়া করিবেন; কিছু রাখিয়া দিলে হইবে না। 'গুরুবর্গ আমার, আমি তাঁহাদের'—এই সম্বন্ধটী দৃঢ় হইলেই কল্যাণ হইবে।"

ভগবানের সেবা ব্যতীত জীবাত্মার আর অন্য কৃত্য নাই। জীব ভগবানের সেবায় উদাসীন হইলেই তাহার বহির্ম্মুখতা—সংসার অবশ্যম্ভাবী। শ্রীভগবানের উপর নির্ভরতাই সকল মঙ্গলের মূল। যেখানে কৃপার প্রতি নির্ভরতা, সেইখানেই সেবোৎসাহ।

জীব যখন জানিতে পারেন যে, মায়িক সংসার আমার কারাগৃহ, সুতরাং দেহ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মে লইয়া যাইতে পারে না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু, তাহা দূরভাবে বর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক—ইহা বিশ্বাস করত কৃষ্ণেচ্ছায় অনুগত ও অকিঞ্চনভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হন। বিশুদ্ধ-শ্রদ্ধার ইহাই লক্ষণ।

শুদ্ধভক্তিতে কর্ত্তব্য বা কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধি নাই। তাহাতে আমার স্বাভাবিক অনুরাগ আছে। আমাকে পাপ হইতে উদ্ধার কর, আমাকে শান্তি দাও,—ভক্ত কখনও এরূপ বলেন না। তোমার ইচ্ছায় আমার কষ্ট হয়, হউক, অশান্তি হয়, হউক, কোটি কোটি নরক যন্ত্রণা ভোগ হয় হউক, কোটি কোটি জন্ম হয় হউক, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু তোমার সেবায় যেন আমার উত্তরোত্তর রতি, প্রীতি বা টান হয়, ইহাই শুদ্ধভক্তের কথা।

ভক্তিতে আদি, মধ্য ও অন্ত্য - সর্ব্বত্রই কৃপার কথা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনও কৃপা-সাপেক্ষ। যেখানে কৃপালাভের জন্য আর্ত্তি, সেইখানেই শরণাগতি বা শ্রদ্ধা। যেখানে শ্রদ্ধা, সেইখানেই আশ্রয়। প্রধানতঃ আশ্রিত অকপটে কায়-মনো-বাক্যে আনুগত্যই শ্রদ্ধা এবং নিজেকে শিষ্যরূপে উপলব্ধি করাই সম্বন্ধ।

যেখানে নিজসুখপরায়ণতা, সেখানেই দেহাত্মবোধ। যেখানে দেহাত্মবোধ, সেখানেই সংসার। গুরুদেবতাত্ম-বুদ্ধিতে সংসার নাই। গুরুদেবতাত্মই কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশাধিকার পান। শুদ্ধভক্তের অযাচিত কৃপা না হইলে হরিভজন হয় না, প্রভুত্ব-আকাঙ্ক্ষা বা দেহাত্মবোধ যায় না—দাস হইবার পিপাসা হৃদয়ে জাগে না। প্রভু হইবার আকাঙ্ক্ষা ভক্তি নহে, সেবক-অভিমানে সেবাই ভক্তি। যাঁহার প্রভু আছেন, তিনি নিজেকে প্রভু মনে করেন না। প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে নিজেকে প্রভু মনে হয়। যাঁহার প্রভু আছে বা প্রভুর সহিত যাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তিনিই প্রভুদাস—ভক্তদাস। কৃপাভিখারীর কৃপা ছাড়া অন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সেইজন্য কৃপা-ভিখারীই অকিঞ্চন, অকিঞ্চনই কৃপাভিখারী। কৃপাভিক্ষাই সেবা-ভিক্ষা। যাঁহার সেবা ছাড়া অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনি নিশ্চয়ই সেবা পাইবেন। অকিঞ্চনই সেবা পান। যে সেবা চায় না, সে দাম্ভিক। তাহার অহঙ্কার আছে। এই অহঙ্কারী দাম্ভিকের সহিত সাধুজনের দেখা হয় না। সাধুজনের দর্শন পাইয়াও তাহারা দর্শন হইতে বঞ্চিত হয়।

অষ্টমহিষী

——::(•)::——

শ্রীরুক্মিণী, শ্রীসত্যভামা, শ্রীজাম্ববতী, শ্রীকালিন্দী, শ্রীভদ্রা, শ্রীসত্যা বা শ্রীনাগ্নজিতী, শ্রীমিত্রবিন্দা ও শ্রীলক্ষ্মণা বা শ্রীমাদ্রী—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই অষ্টমহিষী। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের আরও সহস্র সহস্র মহিষী ছিলেন। তবে অষ্টমহিষীই প্রধানা বলিয়া কথিত। কৃষ্ণ-মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সদা নিজগৃহে পাইয়া নিজকে পতিব্রতা জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের শত শত দাসী থাকিলেও তাঁহারা প্রত্যেকে স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষীর প্রত্যেকে দশজন করিয়া পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু ও চারু—শ্রীরুক্মিণীদেবীর এই দশপুত্র। ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান্, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু, প্রতিভানু শ্রীসত্যভামার এই দশপুত্র। সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান্, দ্রাবিড় ও ক্রতু—শ্রীজাম্ববতীর এই দশপুত্র। বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান্, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু ও কুন্তি—এই দশজন শ্রীনাগ্নজিতীর পুত্র। শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস, সোমক—এই দশজন শ্রীকালিন্দীর পুত্র। প্রঘোষ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্দ্ধগ, মহাশক্তি, সহ, ওজ ও অপরাজিত—এই দশজন শ্রীলক্ষ্মণা বা শ্রীমাদ্রীর পুত্র। বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বর্দ্ধন, অন্নাদ, মহাংস, পাবন, বহ্নি ও ক্ষুধি—এই দশ জন শ্রীমিত্রবিন্দার পুত্র। সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, বাম, আয়ুঃ ও সত্যক—এই দশ জন শ্রীভদ্রার পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্রগণের বহু সহস্র কোটী পুত্র-পৌত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপুত্রগণের ষোড়শ সহস্রের অধিক জননী বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকাতে আমরা যে ষোল সহস্র অষ্টোত্তর মহিষীর কথা জানিতে পাই

প্রদ্যুম্ন নিজ মাতুল রুক্মীর কন্যা [illegible]কে বিবাহ করেন। শ্রীরুক্মিণীদেবীর পুত্র [illegible]

শ্রীঅনিরুদ্ধ শ্রীপ্রদ্যুম্নের পুত্র।

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা। তাঁহার ভ্রাতার নাম রুক্মী। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] শিশুপালকে [illegible] পরাজিত করিয়াছিলেন। [illegible] রাজা সত্রাজিৎ [illegible] কন্যা [illegible] স্যমন্তক [illegible] হইয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। রাজা [illegible] অপবাদ করিয়া পশ্চাৎ তৎক্ষালনার্থ উদ্যোগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তকমণির সহিত নিজকন্যা শ্রীসত্যভামাকে সম্প্রদান করেন। শ্রীজাম্ববতীর পিতা—জাম্ববান্। ইনি রাম-ভক্ত। ইনি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে রামচন্দ্র বলিয়া জানিতে না পারিয়া ইঁহার সহিত অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করেন; অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জানিতে পারিয়া তাঁহার পাদযুগল ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় কন্যা জাম্ববতীকে প্রদান করেন

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পর তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি প্রভৃতি যদুগণসহ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলে পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও ভীমকে প্রণাম এবং অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলে নকুল ও সহদেব তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া কয়েক-মাস ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস করেন।

একদা কৃষ্ণার্জ্জুন বনবিহারকালে যমুনায় স্নানপূর্ব্বক তথায় এক মনোরমা কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর কৃষ্ণাদেশে অর্জ্জুন সেই রমণীর নিকট গমন করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন,—'আমার নাম কালিন্দী। আমি সূর্য্যদেবের কন্যা। বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য আমি তপস্যা করিতেছি। বিষ্ণু ব্যতীত আমি আর অন্য-পতি প্রার্থনা করি না। শ্রীহরিদর্শন কাল পর্য্যন্ত আমি যমুনা-জলমধ্যে নির্ম্মিত আমার পিত্রালয়ে অবস্থান করিব।' অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইসকল বৃত্তান্ত বলিলে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীহরি কালিন্দীকে রথে আরোহণ করাইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। কিছুদিন পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক তথায় কালিন্দীকে বিবাহ করিলেন।

দুর্য্যোধনের অনুগত বিন্দ ও অনুবিন্দ-নামক অবন্তীরাজদ্বয় স্বয়ম্বর-ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তা মিত্রবিন্দা নাম্নী নিজভগ্নীকে শ্রীকৃষ্ণবরণে নিষেধ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] রাজাধিদেবীর কন্যা মিত্রবিন্দাকে স্বয়ংবর সভা হইতে রাজগণের সমক্ষে বলপূর্ব্বক হরণ করেন।

অযোধ্যায় নগ্নজিৎ নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার সত্যা-নাম্নী পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিল। পিতার নামানুসারে উহাঁর কন্যা নাগ্নজিতী-নামে কথিতা হন। ঐ কন্যার বিবাহার্থে রাজা এক নিয়ম করিলেন যে, তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গবিশিষ্ট, অতি দুর্দ্ধর্ষ, দুর্ব্বৃত্ত ভীষণাকার সপ্ত বৃষকে পরাজিত করিতে না পারিলে কেহই এ কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত কন্যার কথা শ্রবণ করিয়া সসৈন্যে অযোধ্যায় গমন করিলেন। কোশলরাজ নগ্নজিৎ প্রীতির সহিত বিবিধোপচারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন। নাগ্নজিতী শ্রীকৃষ্ণকে বররূপে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে পতিরূপে কামনা করিলেন। নগ্নজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার মনোভীষ্ট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নগ্নজিতের কন্যার সহিত নিজ-পরিণয়াভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তখন নগ্নজিৎ অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার কন্যার উপযুক্ত বর; তবে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে সপ্ত বৃষকে পরাজিত করিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণ তৎকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। বহু রাজপুত্র ইহাদের শৃঙ্গাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া সপ্ত মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া সপ্ত বৃষকে অনায়াসে পরাজিত করেন। নগ্নজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে কন্যা দান করিয়া প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণ নাগ্নজিতীকে লইয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় সপ্ত বৃষকর্ত্তৃক হতবীর্য্য রাজগণ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। অর্জ্জুন তাহাদিগকে অনায়াসে বিতাড়িত করিলে শ্রীকৃষ্ণ নাগ্নজিতীকে লইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বর্দ্দন-কর্ত্তৃক প্রদত্তা, পিতৃষ্বসা শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা কেকয়দেশজাতা শ্রীভদ্রাকে স্বয়ম্বর-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রতিপক্ষ রাজগণকে এবং ভদ্রার প্রতিকূল ভ্রাতৃগণকে পরাজিত করিয়া দ্বারকায় আনিয়া বিবাহ করেন।

শ্রীলক্ষ্মণার পিতা মদ্ররাজ বৃহৎসেন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ন্যায় লক্ষ্যভেদের জন্য এক মৎস্য নির্ম্মাণ করেন। নানাদেশ হইতে অস্ত্র-শস্ত্রবিশারদ নৃপতিগণ রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে মদ্ররাজ সকলকে যথাযথ সম্মান প্রদান করেন। নৃপতিগণ লক্ষ্মণাকে লাভ করিবার জন্য মৎস্যভেদার্থ স্বয়ম্বর-সভায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন, কতিপয় নৃপতি ধনুঃ গ্রহণ করিয়া জ্যা-সংযোগ করিতে অসমর্থ হইয়াই তাহা পরিত্যাগ করিলেন। কেহ কেহ জ্যা আকর্ষণ করিয়াই ধনুর দ্বারা আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। অনেকে মৎস্যের অবস্থানই অবগত হইতে পারিলেন না। মানী রাজগণ এইরূপে হতদর্প হইয়া পরাঙ্মুখ হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধনুঃ ধারণপূর্ব্বক অনায়াসে জ্যা-সংযোগ ও শর সন্ধান করিয়া বাণদ্বারা মৎস্য ছেদনপূর্ব্বক ভূপাতিত করিলেন। লক্ষ্মণা স্বয়ম্বর-সভায় শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করিলে প্রতিপক্ষ ক্রোধান্ধ রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'ন। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে পরাজিত করিয়া শ্রীলক্ষ্মণাকে লইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া তাহার গৃহে আবদ্ধ ষোড়শ-সহস্র রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

মহান্ত-গুরুতত্ত্ব

——::(•)::——

শ্রীচৈতন্যদেবের অবিসংবাদিত শিক্ষায় যাঁহারা পারঙ্গত হইয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষকতার পরিভাষায় আমরা 'চৈত্তগুরু' ও 'মহান্তগুরু'-শব্দদ্বয় দেখিতে পাই। ভগবান্ প্রত্যেক জীবহৃদয়ে চৈত্তগুরুরূপে অবস্থান-পূর্ব্বক জীবের সদসৎপ্রবৃত্তিকে নিয়মিত করেন। তাদৃশ প্রযোজক-কর্ত্তৃত্বে চৈত্ত-গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। চৈত্তগুরু মহান্তগুরু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মহান্ত-গুরু সেবকসম্প্রদায় বর্ত্ম প্রদর্শক-গুরুর কার্য্য করেন।

শাস্ত্রকীর্ত্তনকারী, শাস্ত্রব্যাখ্যাকারী, শাস্ত্রীয়-শাসনানুমোদিত অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি অনর্থ-যুক্ত, অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ বালিশের চঞ্চল চিত্তের সুষ্ঠুগতি বিধান করিয়া থাকেন। তাদৃশ শিক্ষাগুরু দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুপ্রাপ্তির পূর্ব্বে সাহায্য করেন বলিয়া তাঁহাকে বর্ত্মপ্রদর্শক-গুরু-নামে অভিহিত করা হয়।

শাস্ত্রশ্রবণ, সাধুমুখে ভগবৎকথা কীর্ত্তনে অনুগমন প্রভৃতিতে রুচি উৎপন্ন হইলে জীব আপনাকে দিব্যজ্ঞানের সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এখানেও চৈত্তগুরু জীবকে তারতম্য-নির্দ্দেশে শ্রোতৃগণের উপকারিতা প্রদর্শন করেন। চৈত্তগুরুর কৃপাব্যতীত বর্ত্মপ্রদর্শক, মহান্ত দীক্ষাগুরু এবং মহান্ত শিক্ষাগুরুগণের পাদপদ্মসেবা লাভ করিবার কোনপ্রকারেই যোগ্যতা হয় না। কৃষ্ণপ্রসাদজ সুকৃতি উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ চৈত্তগুরুর নিষ্কপট কৃপা লাভ করিতে পারেন না। যে কালে জীবের হৃদয়ে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ কৈতবচতুষ্টয় প্রবল থাকে, তৎকালে চৈত্তগুরু জীবকে দুর্ভোগের দিকে পরিচালিত করান, কিন্তু ভক্তি-বিবেকের মহিমা লাভের যোগ্যতা হইলে চৈত্তগুরু কৃপা করিয়া অমায়ায় বৈষ্ণব মহান্ত দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুগণের প্রতি বিশ্বাস লাভ করিবার প্রসাদ প্রদান করেন।

মহান্তগুরু আদি-শিক্ষাগুরুরূপে জীবের ত্রিগুণতাড়িত অহঙ্কার শোধনকার্য্যে ব্রত করিয়া থাকেন এবং সেই ব্রতের ফলে জীব মহান্তদীক্ষাগুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন। বলা বাহুল্য, শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠলীলাময় হইয়াও ইহজগতে অবতরণ করেন। তাদৃশ অবতরণের অবলম্বন-সম্বন্ধ—ভগবদ্ভক্তি। তিনি নিমজ্জমান প্রাণিগণকে উদ্ধার করিতে গিয়া কোনদিনই ভগবানের সেবা পরিহার-পূর্ব্বক অপ্রবর্ত্তিদাতে প্রবৃত্ত হন না; কিন্তু তাদৃশ অভিনয় দেখাইতে গিয়া আপনাকে যে এতদ্বুদ্ধিতে বিপন্ন করিবার লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে ভগবৎ-কৃপাবতার না জানিয়া নিজ দুর্ব্বুদ্ধির অপরাধ-ক্রমে আমাদের স্বীয় জীবনশেষ কল্পনাপূর্ব্বক অহঙ্কার ও অজ্ঞানে শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা-বিমুখ হইয়া পড়ি।*

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

শ্রৌতপথেই গুরুগ্রহণ-প্রথা বর্ত্তমান। অশ্রৌত বা তর্কপথে গুরুগ্রহণানুষ্ঠান আদৃত হয় না। যাঁহারা সেই আদর করিবার বুদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহারা চৈত্ত্যগুরুর দ্বারা বিমুখ হইয়া তর্কপন্থা অবলম্বন করেন। অশ্রৌত তর্কপন্থাবলম্বী অহঙ্কারবশে স্বয়ং গুরু হইবার চেষ্টাপ্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হন না। তার্কিক কখনই গুরু হইতে পারেন না, শ্রৌত-পন্থীই গুরু হইতে পারেন। কাপট্য-জনকের পুত্ররূপে তর্কপন্থার উদ্ভব হয়। আরোহ-অবরোহপন্থা সেরূপ নহে, তাহার মূল আছে। তর্কপন্থা অপ্রাখিত্যমূল স্থানদান শৈবালের ন্যায় সম্বর্দ্ধিত হইয়া সাময়িকভাবে চেতনস্রোত রুদ্ধ করিতে পারে।

চৈত্ত্যগুরুর কৃপায় মহান্তগুরু নির্দ্দিষ্ট হন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা—দ্বিবিধ। সেই দুই প্রকার কৃপাবলে কেহ বা আধ্যক্ষিক, কেহ বা অধোক্ষজসেবক। যাঁহারা জড়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণই জীবের একমাত্র আরাধ্য চরমসিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের নামই 'অন্যাভিলাষী'। তাঁহাদের তাঁহা-দিগের মধ্যে প্রয়োজক-কর্ত্তার নিয়ন্ত্রণপ্রভাবে সৎকর্ম্মপ্রবৃত্তির আদর দেখা যায়। সেইকালে তিনি কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করেন—"আমি কর্ত্তা"—এই অভিমানে প্রকৃতির ত্রিবিধ গুণে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকে ধারণ করিবার বাসনায় অহঙ্কার-বিমূঢ়তাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া ধারণা-পূর্ব্বক প্রেয়ঃপথের পথিক হন; আবার শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির বিভিন্ন তারতম্য-বিচারে কতক-গুলি শাস্ত্রীয় শ্রেয়োবিচারকেই শ্রেয়োরূপে প্রদর্শন করে। উহাই চৈত্ত্যগুরুর মায়া-বিস্তারিণী কপট কৃপা। যাঁহারা গুরুকৃপালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—প্রত্যাখ্যা-কর্ত্তা প্রয়োজক কর্ত্তৃত্বাধীনে অবস্থান করিলে তাঁহার শ্রেয়োলাভ ঘটে, আর প্রয়োজক-কর্ত্তার প্রতি সেবাবিমুখ হইলেই জীব প্রত্যক্ষকর্ত্তৃত্বে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রয়োজক-কর্ত্তার প্রতি উদাসীন হন এবং তাদৃশ ঔদাসীন্য তাঁহাকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত করে।

দিব্যজ্ঞানদাতা মহান্তগুরু অনেক নহেন; যেহেতু তিনি অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রচারক নেন। অধ্যাত্মজ্ঞানের লোকদৃষ্টে তাঁহার বেদিসম্বন্ধ বিচার একত্র না থাকায় তিনিও অসমোর্দ্ধ—তিনি বিষয়ান্তরীয় অসমর্থ না হইলেও আত্মজাতীয় অসমোর্দ্ধের লীলা-প্রদর্শনকারী।

শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর বাণীর অনুগত শরণাগত শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার অনুকূল শিক্ষা দিব্যজ্ঞানের প্রয়োগ-বিজ্ঞানকে নিয়মিত করে। কেবল শিক্ষা-গুরু বহুল থাকিলেও অধ্যাত্মদাতা দীক্ষা-গুরুর সহিত তাঁহাদের মতভেদ নাই, পরন্তু তাঁহারা দীক্ষাদাতার সঙ্গিন থাকেন।

দিব্যজ্ঞান লাভে জীবের স্বরূপ-উদ্বোধন হয়। উদ্বোধিতস্বরূপে অনাবৃত হইয়া ইহ জগতে ও পর-জগতে যে-প্রকার হরিসেবা করিতে হয়, তাহার উপদেশকগণের নামই শিক্ষাগুরুবর্গ। এই সেনা-বাহিনীর অগ্রগামী (Precusor) বর্ত্মপ্রদর্শক-গুরু শিক্ষাগুরুই প্রাপ্য তাব। মধ্যে দীক্ষাদাতা মহান্তগুরু অবস্থান করেন।

ভগবানের জীবে দয়া-দাক্ষিণ্য প্রকাশ-নিজজনকারিরূপে শ্রীগুরুতত্ত্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন। যাঁহারা জ্ঞানের বিকারে বিকৃত-কল্পনাগানে আবদ্ধ, যথেচ্ছাচারিতার স্রোতে প্রবহমান, সেইসকল ব্যক্তির সদ্বুদ্ধি প্রদান ও জীবমাত্রকেই কৃষ্ণসেবা তৎপর করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের ইহ জগতে আগমন। তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় অনাসক্তভাবে সংসারের বিষয়সকল গ্রহণ করিয়াও সকল বিষয়ের বাহ্য ভোগধারণা অপসারণপূর্ব্বক জীবকুলকে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করেন। তাহাতে তাঁহাকে বিষয়া-সক্ত জড়াভিনিবিষ্ট প্রবৃত্ত জনগণ বিষয়-বিরক্ত বলিয়া ঘৃণা করেন; আবার তদপেক্ষা মুক্ত মৎসর জনগণ হিংসা-প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া ভগবদ্ভক্তের নির্ব্বিবাদী চেষ্টাকে তাহাদেরই ন্যায় বিষয়-চেষ্টার অন্তর্গত জানে তাঁহার সেবাবিমুখ হন। এখানে চৈত্ত্যগুরু তাঁহাদিগকে তাঁহাদের শ্রেয়ঃপন্থার অনুমোদন করিয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ বিষয়-চতুষ্টয়ে 'প্রয়োজন' বোধ করান। সেকালে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন এবং নিত্যবৃত্তি ভজন ও ভজনীয় বস্তুসম্বন্ধে উদাসীন্য প্রকাশ করেন। ভগবান্ চৈত্ত্য-গুরুরূপে যাঁহার অকপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তকে মহান্তগুরুরূপে নির্দ্দেশ করিবার সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার ন্যায় বিষ্ণু পরবিদ্যাপারঙ্গত, মহত্তম সজ্জন কৃপাপাত্র অন্য কেহই নাই। ভগবদনুগ্রহক্রমে জীব মহান্ত মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-নখ-শোভা সন্দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হন।

একজন্মবাদিগণ একমাত্র বেদিতনয়কেই স্বপদে প্রতিষ্ঠা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার দাস্যে অকৃত্রিম সুহৃদ্‌গণকে 'মহান্তগুরু' বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না। তাঁহারা বলেন,—"মহান্তগুরু মাত্রেরই দোষ-যুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকায় পুত্র বা তাঁহার অপর কাহারও কর্ম্ম নাম্না থাকার কথা নাই না। পুত্রের সঙ্গে অনুগামী যাদৃশজন শিষ্য অথবা কালে কালে উদিত তাঁহাদেরও শিষ্য অনুগত জনগণ 'কুলগুরু' হইতে পারেন না।" তাঁহাদের এরূপ অপবাদের বিচার অথবা একজন্মবাদের বিচার পাপে প্রবিষ্ট হইবার আশঙ্কায় রহিত হইয়াছে মাত্র। স্বাভাবিক শিষ্য-পরম্পরা জনগণ গুরুর পরিচয় [illegible] [illegible] একজন্ম-বাদ উদ্দেশ্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া লৌকিক পা। [illegible] তাঁহাদের অনুগত ভক্তগণের [illegible] শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন। কাজেই তাঁহারা মহান্তগুরুর পারমার্থিকতা ও প্রপঞ্চাতীতত্ব-বিষয়ে সন্দেহ-যুক্ত হন। এই অপরাধফলে তাঁহাদের বিচারে "জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি" পদ্ধতি পারমার্থিক মন্ততা উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহারা মহান্তগুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা ভাবেন, চৈত্ত্যগুরু কোন কোন স্থল সহজাতি করিয়া থাকেন। এস্থলে ভগবান্ অপেক্ষা সন্তানের অধিক সামর্থ্য কল্পনারূপ অপরাধ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে। এক জগদ্গুরুবাদে কখনই এরূপ সঙ্কীর্ণ শিক্ষা প্রদত্ত হয় না। সিমাইট-গণের মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই আপাততঃ একগুরুবাদ, একজন্মবাদ প্রভৃতি মতবাদের যেসকল শেয়াব পরমার্থের বাধা দিয়াছে, তাহা অপসারিত হওয়া আবশ্যক। সিমাইট-গণের বিচার বলিতে অনুসরণ, ইনিওপিয়নস, ব্যাবিলিয়নস, হিব্রু, ফিনিসিয়নস, ইত্যাদি প্রাচ্য জাতিসমূহের পুরাশ্রিত বিচার।

সেমেটিক চিন্তাস্রোত জড়সাকারবাদ নিরসনপূর্ব্বক চিৎসাকারবাদ সংস্থাপন না করায় জড়নিরাকারবাদ তাঁহাদের মেধাবী-বৃত্তিকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। জড়নিরাকার-বাদী জড়সাকারবাদীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যে তুমুল সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, বিষ্ণুভক্ত মহান্ত গুরুবর্গদ্বারা সেই বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। পৌত্তলিকবাদ ও অবতারবাদের অকর্ম্মণ্যতার বিচার তাঁহাদিগের আনুষ্ঠানিক সেবাপদ্ধতিতে স্বতন্ত্রভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও শিক্ষাগুরুর অভাবে অনেক স্থলে মহান্তগুরুগণের অধিষ্ঠানও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে।

যৎকিঞ্চিৎ

প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ হইতে ভজন-ক্রিয়া, ভজনক্রিয়া হইতে অনর্থ নিবৃত্তি অনর্থ নিবৃত্তি [illegible] ক্রমে রুচি, আসক্তি ও [illegible] [illegible] ভাব হইতে প্রেম। প্রেমবৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব [illegible] উদিত হয়। [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষা ও [illegible] [illegible] শেষের পাক্রিয়া [illegible]।

শ্রদ্ধাক্রমে গুরু [illegible] [illegible] ভজন শিক্ষা। [illegible] [illegible] নিষ্ঠা। [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন। [illegible] [illegible] না করিলে অনর্থনিবৃত্তি হয় না।

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" ইহার [illegible] [illegible], এই যে, শিষ্যের যখন কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধা উদয় হয়, তখন তিনি সদ্গুরুর নিকট গমন করেন। শিষ্য সদ্গুরুর চরণে আশ্রয় পূর্ব্বেই কিয়ৎপরিমাণে তাপ সহিত অনুতাপ বোধ করিয়া থাকে [illegible] [illegible] [illegible] সাধু-সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাইয়াছি, কে জী[illegible] [illegible] [illegible] কৃপা করিয়া তোমার সাধনের দুর্লভধন করিয়া গ্রহণ [illegible] আর কেহই নাই",—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরুচরণে পতিত হন। এরূপ অনুতপ্ত ব্যতীত আর কেহ দীক্ষাদানের অধিকারী নহে। [illegible] [illegible] [illegible] গুরুদেব শিষ্যকে তত্ত্বজিজ্ঞাসা দ্বারা পরীক্ষা করে। পরে কার্য্যক্ষেত্র কিছু দিন উপদেশাদি-বিষয় শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রিতা শিষ্যকে শক্তি প্রদান আজ্ঞা দিবেন। অনন্তর অধিকারী জানিয়া [illegible] [illegible] করিয়া হরিভক্তির তিলক প্রদান করিতে হয়। অতঃপর তাঁহার প্রচুর-আনন্দ অনুরাগকে স্থায়ী করা আবশ্যক। স্থায়ী অনুরাগ দেখিলে সাধন তিলকাদি দান করা [illegible]। এই সময় শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হইল, সুতরাং তাঁহাকে একটী পারমার্থিক নাম দেওয়া উচিত। নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপাদি করাই প্রয়োজন। স্বরূপাদির সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টদেবের সম্বন্ধসূচক মন্ত্র দিতে হইবে। অতঃপর গুরুদেব ভগবান্‌ দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধিত করিবেন। সংসার-সম্বন্ধযুক্ত [illegible] তাঁহাকে কৃষ্ণসম্বন্ধ পরিণত করিবার জন্য পাঞ্চরাত্র-বিধানের সেবাক্রম দিয়াই শ্রেষ্ঠ [illegible] [illegible] পঞ্চম সংস্কার বিধি—প্রাথমিক হওয়া। তেজ-প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে অনুষ্ঠানেই পর্য্যাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উপদেশ দিয়াছেন,—'[illegible] না করিলে, [illegible] না করিবে। [illegible] না পাইলে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

হয়। কিন্তু বিশেষ যত্নে সাবধানরূপ অবগত হইবেন। নতুবা প্রথম অনর্থ দূর হইবে না। প্রথম অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসত্তৃষ্ণারূপ দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ততপরিমাণে দূর হইবে। জড়দেহের বিষয়পিপাসাই অসত্তৃষ্ণা। স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, ধনজনসুখ—সকলই অসত্তৃষ্ণা। জীব স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ পরিহারের বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নাম-অপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতিশীঘ্রই লাভ হয়। আলস্য, ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদি-দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনাশ্রয় কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি-ধন-বিদ্যা-জন-রূপ-বলের অভিমানে দৈন্য-স্বভাব অস্বীকার, অসৎ-প্রবৃত্তি বা উপদেশদ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অলস, ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য্য, অসহিষ্ণুতা-জনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্যদ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক-কামিনী ও ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এইপ্রকার কাম্যসকলই হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। দণ্ডধরকে শিক্ষাগুরু বলিয়া যিনি হেলা করিবেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনই সুষ্ঠু হইবে না।

এই ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য বদ্ধজীবগণ কৃষ্ণসেবা-বহির্ম্মুখ হইয়া চৌরাশীলক্ষ জীবান্ত যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। জীবের দেহ ও মনঃ—এই দুইটী উপাধি। এই উপাধিদ্বয় লইয়াই জীবের সংসার-কারাগারে ভ্রমণ। এই উপাধিদ্বয়ের অতীত জীবের একটী শুদ্ধস্বরূপ আছে। তাহা অতীব সূক্ষ্ম। এই অণুচৈতন্য স্বরূপ জীবের ধর্ম্ম—বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের নিত্য-সেবা। আর তাঁহার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা সম্বন্ধহীনতা হইতে নিজ-নিজ-ভোগেচ্ছারূপ স্বতন্ত্রতাক্রমে বিচ্যুত হইয়া নানা যোনিতে ভ্রমণ করে। সেই জীবের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গমরূপ বিভিন্নভেদ; জঙ্গম আবার ত্রিবিধ—জলচর, স্থলচর ও খেচর। এই ত্রিবিধ শ্রেণীর মধ্যে স্থলচরই শ্রেষ্ঠ। স্থলচর প্রাণিগণের মধ্যে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মানবের সংখ্যা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অল্প। সেই মানুষের মধ্যে আবার ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর প্রভৃতি শ্রৌতপন্থা-বিমুখ জাতি। আবার যাঁহারা বেদনিষ্ঠ বলিয়া বলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক ব্যক্তি মুখে মাত্র বেদ মানেন। বেদনিষ্ঠগণ দুইপ্রকার—ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী। ধর্ম্মাচারিগণের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ। কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কোটি জ্ঞানিগণের মধ্যে বস্তুতঃ একজন জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত। সেইরূপ কোটী জড়বুদ্ধিমুক্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন অপ্রাকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণভক্ত পাওয়া দুর্ল্লভ। কৃষ্ণভক্তের কোন কামনা নাই। পূর্ব্বোক্ত মুক্ত পর্য্যন্ত সকলেই কামনা-যুক্ত। ধর্ম্মাচারী ও কর্ম্মনিষ্ঠ ভুক্তিকামী, এবং মুক্ত পর্য্যন্ত জ্ঞানী—মুক্তিকামী; তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার যোগবলের সিদ্ধিকামী। যত দিন তাঁহাদের হৃদয়ে এই তিন প্রকার কামনা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে ঐসকল কামনা শান্তি দান করে না, এ কারণে তাঁহারা সকলেই অশান্ত; সুতরাং একমাত্র নিষ্কপট কৃষ্ণভক্তই শান্তি-প্রাপ্ত।

এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডে নানা-যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোনপ্রকারে ভক্তিপদা কৃষ্ণকৃপারূপা সুকৃতি লাভ হয়, তাহা হইলেই সদ্গুরুর দর্শন হয় এবং সদ্গুরুর কৃপায় ভক্তিলতার বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে আরোপিত হয়। সাধক-জীব তখন মালীর ন্যায় সেই ভক্তিলতার বীজে নিষ্কপট সাধু-শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেচন করিতে থাকেন। এইরূপ জল-সেচন-ফলে লতার অঙ্কুর উদগম হয় এবং লতা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া দেবীধাম মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া রুদ্রধামাদি-গুণ-নিরস্ত সাম্যপ্রধান বিরজায় উপনীত হন। বিরজা হইতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকের দিকে অভিযান করেন। একান্ত কৃষ্ণৈকশরণ সাধুগণের শ্রীমুখ-বিগলিত কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল নিরন্তর সতর্ক হইয়া সেচন না করিলে কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা-স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকের জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসাইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে; তাহা হইলে ভক্তিলতা একেবারে নিরস্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সাধকমালী সাবধানে অপ্রাকৃত সবিশেষবিগ্রহ পরাৎপর পুরুষের সেবালতায় গুরু-বৈষ্ণব-কৃপারূপ জল-সেচন করিতে করিতে ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমে ভক্তিলতাকে বিবর্দ্ধিত করেন। কৃষ্ণভক্তের কৃপায় পরব্যোমে নারায়ণের ঐশ্বর্য্যও কৃষ্ণ-সেবালতার বর্দ্ধনশীলতা রোধ করিতে পারে না। গুরু-কৃষ্ণ-কৃপারূপ জল-সেচন করিতে করিতে মালী গোলোক-বৃন্দাবনে ভক্তিলতাকে কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষ আরোহণ করান। লতা কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হইলেও মালী শ্রবণ-কীর্ত্তন পরিত্যাগ করেন না। এখানে পরম অনুরাগের সহিত স্বাভাবিক-ভাবেই নিত্য-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল-সেচন করিতে থাকেন।

যদি সাধক মালী গুরু ও বৈষ্ণবে মর্ত্ত্য-বুদ্ধি করিয়া তাঁহাদের প্রতি কোনপ্রকার মৎসরতা বা দ্বেষ পোষণ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধরূপ এক ভীষণ মত্ত হস্তী আসিয়া ঐ বর্দ্ধমানা লতাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে এবং লতার পত্রাদিও শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব সে সময়ে মালী গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় সতত সতর্ক থাকিয়া তাঁহাদের প্রসাদরূপ একটী সুদৃঢ় আবরণ দ্বারা এরূপভাবে লতাকে বেষ্টন করিয়া রাখেন, যাহাতে অপরাধহস্তীর কোনপ্রকারে অত্যাচার না হইতে পারে। এ সময় আর একটী উৎপাতের আশঙ্কা আছে। যে সময় ভক্তিলতা উঠিতে থাকে, সে সময় যদি ভুক্তিবাঞ্ছা, মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীবহিংসাপ্রবৃত্তি, লাভেচ্ছা, নিজের জড়ীয় সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা প্রভৃতি উপশাখা-গুলির উদ্গম হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সলিল করিয়াও অর্থাৎ সেক-জল পাইয়াও মূল লতার প্রতিকূলে উপশাখা-গুলি অত্যন্ত বাড়িতে থাকে। তাহাতে মূলশাখা স্তব্ধ হইয়া পড়ে, আর বাড়িতে পারে না। অতএব মালী এই উপশাখারূপ অনর্থগুলিকে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল-সেচনসময়ে প্রথম হইতেই ছেদন করিবেন; তাহা হইলে মূলশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে উপনীত হইতে পারিবে; তখন মালী সুপক্ব প্রেম-ফল আস্বাদন করিতে পারিবেন। এই প্রেমাই জীবের পরম পুরুষার্থ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—যাহা সাধারণের নিকট পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা এই কৃষ্ণপ্রেমার নিকট অর্দ্ধ-কপর্দ্দক-তুল্য অতি তুচ্ছ, হেয়।

শুদ্ধভক্তি হইতেই কৃষ্ণপ্রেমা উদিত হয়; ভক্ত্যাভাস বা মিশ্রাভক্তির দ্বারা প্রকৃত প্রেম লাভ হয় না। আর কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার অভিলাষ, কৃষ্ণ-পূজা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার পূজা, ব্রত, কর্ম্ম, নির্ভেদ-জ্ঞান, অষ্টাঙ্গ যোগ, তপস্যা প্রভৃতি বিনির্ম্মুক্তা, অহৈতুকী অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি বা ভক্তিই প্রেমলাভের উপায় ও উপেয়। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা আনুকূল্যে কৃষ্ণের অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ, ইহারই নাম শুদ্ধভক্তি। পঞ্চরাত্রে ও ভাগবতে ভক্তির এই লক্ষণই কীর্ত্তন করিয়াছেন। কোনপ্রকার ভোগ বা মোক্ষবাঞ্ছারূপ কপটতা বা অপরাধ থাকিলে সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন হয় না, ভুক্তি ও মুক্তি-পিশাচীদ্বয় ভক্তির লোপ-সাধন করে।

ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্বকথিত অনর্থ-সকল যতই হ্রাস পাইতে থাকে, ততই আত্মবৃত্তি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া নিষ্ঠা, রুচি আসক্তি, ভাব বা রতি-নামে পরিচিত হয়। সাধনভক্তি হইতেই ভাবভক্তি বা রতির উদয়। রতি পক্ব হইলে প্রেমভক্তি, প্রেম আবার যত গাঢ়তর হইতে থাকে, ততই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। ভক্তভেদে পঞ্চবিধা রতি—শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুররতি। এই পঞ্চমুখ্য ভক্তি-রস স্থায়ীভাবে ভক্তহৃদয়ে অবস্থিত থাকে। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়—এই সপ্তবিধ গৌণরস কারণ উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুকভাবে উদিত হইয়া মুখ্যরসের পুষ্টিবিধানপূর্ব্বক নিবৃত্ত হয়। শুদ্ধরতি দুই প্রকার—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা এবং কেবলা। বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা ও মথুরায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা রতি। এইজন্য তথায় প্রেম সঙ্কুচিত; কিন্তু গোকুলে ঐশ্বর্য্যহীন কেবলা রতিতে পরম কৃষ্ণপ্রীতিপরাকাষ্ঠাহেতু আধারে বহু। কৃষ্ণভক্ত স্বর্গ ও মোক্ষকে নরক বলিয়া জানেন। সর্ব্বপ্রকার রস হইতে মধুররসের শ্রেষ্ঠতা। মধুররসে সর্ব্বরসের সমাবেশ আছে, তদতিরিক্ত নিজাঙ্গদ্বারা সেবারূপ প্রীতিপরাকাষ্ঠা একমাত্র মধুর রসেই দেদীপ্যমান।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীধামে হরিকথা

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম-মায়াপুরে কৃপাপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া অধিকাংশ সময়ই সেবকগণকে মঙ্গলময় অমূল্য উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিপাদপ্রবর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজও শ্রীচৈতন্যমঠে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রে হরিকথা আলোচনা হইতেছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে সংকীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনেও প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচিত হইতেছে।

---

২৪ পরগণায় প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় মঠসেবকসহ গত ১৮ই মার্চ্চ, ৪ঠা চৈত্র, বুধবার দিবস লক্ষীকান্তপুরের নিকটবর্ত্তী হরবেচা-গ্রামে গমন করেন। পরদিবস তথাকার ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সরকার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে প্রচারকগণ তাঁহার বাটীতে দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল-উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৬ই চৈত্র শুক্রবার দিবস দেউলা গ্রামের ডাক্তার শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র মাইতি মহাশয়ের বাটীতে ৩ দিন যাবৎ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তথায় প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৯ই চৈত্র, সোমবার দিবস মাহারা-গ্রামনিবাসী শ্রীযুত হরিচরণ মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া ভক্তিশাস্ত্রী দুইদিন যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া [illegible] মুখপত্র

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতিসংগ্রহ

প্রকাশ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও গ্রথিত হইয়া "প্রতিভাস"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]

[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সর্ব্বাঙ্গ-সাধক প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১০ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ২৮শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ; ১০ই এপ্রিল, ইং ১৯৪২, শনিবার } [illegible] সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ মধুসূদন, [illegible] ত্রয়োদশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীভগবৎপদে দীনের ন্যায় উপবেশন করিতে হয়। উপাস্য বস্তুর নিকট নিষ্কপট দীনতার সহিত অবস্থান করিয়া উপাস্যের সেবাই জীবের ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণ পাওয়া যায় না—শ্রীরাধাপাদপদ্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণ মিলে না। মন অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু আত্মা অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য। ভোগ বা নির্ভোগ মনের কার্য্য, আর আত্মার কার্য্য—সেবা। অসৎ-চিন্তায় ব্যস্ত থাকিলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সত্যানুসন্ধান খুব কঠিন বলিয়া ভীত বা হতাশ হইলে চলিবে না। সত্যবস্তু জানিতে হইলে হৃদয়ে বল ও সাহস চাই। সাঁতার শিখিতে গিয়া জল খাইয়া ভীত হইলে সাঁতার শেখা যায় না। ভগবানের নিজ-জনের নিকট ভগবানের কথা শুনিলেই হৃদয়ে সাহস ও বল পাওয়া যায়। ভগবানের বীর্য্যবতী কথা শুনিতে শুনিতে হৃদয়-দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থজাল কাটিয়া যায়—হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সাহস আসে; তখন শরণাগতি বা আত্মার স্বধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে উদিত হয়। শরণাগত জনেই স্বপ্রকাশ সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হন। এই শরণাগতি-ব্যাপারটী কঠিন নয়, ইহা আত্মার পক্ষে অতি স্বাভাবিক, সহজ ও সুখকর, অপরপক্ষে অস্বাভাবিক ও ক্লেশকর।

অনর্থনিবৃত্তি বা ভোগ নিরাময়ই শেষ কথা নয়, অর্থপ্রবৃত্তিই দরকার। শুদ্ধ হইয়া আত্মীয়স্বজনের সহিত আদান-প্রদান, আলাপ, সঙ্গ, সেবা বা খেলা-মেলা দরকার। ভোগত্যাগই অনর্থ। অর্থ বা সেবা না আসিলে অনর্থ না [illegible] নিবৃত্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না, তাহাতে অনর্থের সম্ভাবনাই হইবে। অর্থ ও অর্থী—ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের আলোচনা না হইলে অনর্থ বা মায়ার প্রতি লোভ বা স্পৃহা যাইতে পারে না। যে হৃদয়ে সাধু প্রভুত্ব না করেন বা দয়া করিয়া আসন না পাতেন, সেই হৃদয়ে ভোগ-ত্যাগাদি কিছুতেই নিষ্কাশিত হইতে পারে না। সাধুসঙ্গক্রমে আশ্রিত জীবের হৃদয়ে প্রজ্বলিত অহঙ্কারাদি অনর্থাদিকে ধ্বংস করিয়া তাহাকে সেবোন্মুখ করিলে সেবাফলে জীব শুদ্ধচিত্ত হইয়া বাস্তব কৃষ্ণানুশীলনের সন্ধান পায় এবং তত্ত্বকেই একমাত্র বাস্তব জানিবার সৌভাগ্য পাইয়া তাঁহার দিকে তীব্রবেগে ধাবিত হইবার একটা প্রেরণাও সে দিক্ হইতে স্বতঃই পাইয়া থাকে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"[illegible] বা অনুকূলগ্রহণেই আবদ্ধ থাকিলে আমরা হরিভজনের কথায় অগ্রসর হইতে পারিব না। সহজিয়া-সম্প্রদায় বলিতেছে—'আমরা নামাপরাধ ছাড়িব না'; আমাদের লোকেরা বলিতেছেন,—'আমরা তোমাদের ন্যায় নামাপরাধ করিব না।' ইহাতে অনুকূল ক্রিয়ামাত্র হইতেছে, কিন্তু হরিভজন হইতেছে না। অনুকূল-গ্রহণমাত্র হইলেই হইবে না; কৃষ্ণানুশীলন হওয়া চাই। অনুকূল ক্রিয়াতে জন্মজন্মান্তরে সুবিধা হইবে, কিন্তু এই জীবনেই বিদেহ-মুক্তি, সিদ্ধান্ত বা প্রকৃত হরিভজন হইবে না। কৃষ্ণের রূপ-গুণে মুগ্ধ না হইলে কৃষ্ণ হইতে অনেক দূরে থাকিতে হইবে। শ্রীরূপের আনুগত্যই যাঁহাদের সকল আশা-ভরসা—শ্রীরূপমঞ্জরীর পদপল্লবই যাঁহাদের ভজন-পূজন—শ্রীরূপ-পাদপদ্মসেবায় সিদ্ধিই যাঁহাদের একমাত্র সাধ্য, সেইরূপ সৌন্দর্য্য-পিপাসু ব্যক্তিগণই হরিভজনের কথা বুঝিতে পারেন। [illegible] 'হয়' বলাও আবশ্যক। [illegible] কেবল [illegible] নহে। অতিক্রমণ করিয়া কেবল 'তৎ'-এর সন্ধান করিলেও হইবে না, 'সৎ'-এর Absolute Personality-র (বাস্তব বস্তুর—পরম [illegible] বস্তুর) নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলায় প্রবেশ করিতে হইবে। যাঁহারা এই জগৎকে মিথ্যা করিয়া [illegible] করিতে থাকেন, তাঁহারা 'তৎ' পর্য্যন্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারেন, 'তৎ'—'সৎ'—সেই [illegible], এই পর্য্যন্ত বলেন; কিন্তু যাঁহারা [illegible] মূল [illegible] বিগ্রহরূপ নিত্যধাম হইতে দর্শন করেন, তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞানবস্তুকে 'সৎ' অর্থাৎ নাম-গুণ-রূপ-পরিকর-লীলাময় সবিশেষ তত্ত্বরূপে দর্শন করেন—তাঁহাকে 'রসো বৈ সঃ'-রূপে দর্শন করেন।

"আমরা শ্রীরূপের উপদেশামৃত অনুসরণ করিব—প্রতিকূল ত্যাগ করিয়া অনুকূল গ্রহণ করিব। অনুকূল মাত্র গ্রহণ করিয়াই আমরা [illegible] করিব না—আমরা [illegible] হইব না—[illegible] ন্যায় [illegible] মুগ্ধ হইব না—[illegible] থাকিব না, আমরা পরমোৎসাহের [illegible] অনুশীলন করিব—মথুরা ও [illegible] করিব—শ্রীরূপের আনুগত্য করিতে করিতে কৃষ্ণানুশীলন করিব, [illegible]—আমরা [illegible] [illegible] থাকিয়া [illegible] নিরন্তর [illegible] অনুকূলীয় সেবায় [illegible] আমাদের সকল [illegible] [illegible] ইহা [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] করিব। আমরা [illegible] উপাসনা [illegible], জ্ঞানী হইয়া আমরা কৃষ্ণের [illegible] উপাসনা করিব, আত্মজাতীয় কৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবের উপাসনা করিব—অপ্রাকৃত-[illegible] শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিব—শ্রীগৌর-কৃষ্ণের উপাসনা করিব—শ্রীরূপানুগের উপাসনা করিব—শ্রীগৌরকৃষ্ণের উপাসনা করিব—আমরা কৃষ্ণকে [illegible] উপাসনা করিব এবং শ্রীরূপানুগ হইয়া [illegible] পরিপূর্ণ তাঁহার মধুর-রসে কৃষ্ণোপাসনা করিব। আমরা [illegible] ত্যাগ [illegible] করিয়া [illegible] হইব না—অনুকূল গ্রহণ [illegible] করিয়া [illegible] করিব না, আমরা কৃষ্ণানুশীলন করিব।"

[illegible] কথা আমাদের খুব ভাল লাগে। [illegible] মহাভাগবত সাধু [illegible] এবং আমাদের হরিকথা [illegible] [illegible] [illegible] অভাব। [illegible] ও সাধু [illegible], সেখানেই হরিকীর্ত্তন হয় [illegible] না হইলে কৃষ্ণকথা [illegible] করা যায় না। কৃষ্ণবিমুখ [illegible] কৃষ্ণকথা কি করিয়া [illegible] করিবে? [illegible] [illegible] কথা [illegible] করিতে পারে। [illegible] কথা [illegible] মধ্যেও অনেক সময়েই [illegible] দেখা যায়। অনেকে মনে করেন,—এই জগতের সকলেই প্রতারক,

প্রকৃত সাধু কোথাও নাই।' এমন কি পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হওয়ার দরুণ তাঁহাদের নিকট ভগবৎ-প্রেরিত বৈকুণ্ঠগত প্রকৃত সাধু উপস্থিত হইলেও তাঁহারা ঐ সাধুকে অসাধু বলিয়াই সন্দেহ করেন। কিন্তু যিনি সত্য সত্যই নিজের সুবিধা চান, তিনি নিশ্চয়ই সত্য সত্য সাধুর দেখা পান এবং সেই সাধুর কৃপায় সাধুর স্বরূপও বুঝিতে পারেন। যিনি ভগবানের কথা শুনিতে ভালবাসেন, আর যিনি ভগবানের কথা ছাড়া হরিকথার আর কিছুই ভালবাসেন না, এইরূপ লোকের পরস্পর মিলনেই হরিকথা হয়

রতি ও কামদেব

— ::(০)::——

কামদেবের পত্নীর নাম রতি। কাম প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-ভেদে দ্বিবিধ। প্রাকৃত কাম অপ্রাকৃত কামের প্রতিবিম্ব। ইন্দ্রিয়-প্রাকৃত কামই রতির ভর্তা। যিনি সকল বস্তুতে আছেন বা যাঁহাতে সকল বস্তু অবস্থিত, সেই শ্রীভগবানকে হৃদয়স্থিত অনুভব করিতে পারিলে কামের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এই কাম বা মদনকে একমাত্র মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণই মোহিত বা পরাজিত করিতে পারেন। এই মদনমোহনই একমাত্র পুরুষ, আর সকলেই তাঁহার ভোগ্য বা কথা নাই, কামকে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করার উপদেশই আছে।

ইন্দ্রাদেশে কামদেব নিজভার্যা রতি-সহ শিবের তপোভঙ্গ করিতে যাইয়া তৎকালানলে ভস্মীভূত হন। পতিকে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া সতী রতি উদ্দেশে পুনঃ পুন শিবের আরাধনা করেন। অপরা-স্তুতি তপস্যার দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করে। শিব বর দিতে চাহিলে পরে রতিকে প্রার্থনা করে। অনন্তর শিব যোগস্থানা রতিকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, ইহার সঙ্গেই তাহার বসবাসিত হইবে। শঙ্করাদেশে রতি শম্বরাসুরকে মায়ার দ্বারা মোহিত করিয়া তৎপরাশ্রিত হইয়া তাহার গৃহে মায়াবতী-নাম ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করেন।

শিব মদনকে ধ্বংস করিয়াছিলেন বলিয়া শিবের একটী নাম মদনারি বা কামারি। শিব মদনকে ভস্মীভূত করিয়াছেন বটে, কিন্তু মদন ভস্মীভূত হইয়াও পুনর্জীবিত হইয়াছে, তিনি বা বিজিত হয় নাই। কারণ, প্রাকৃত মদন অপ্রাকৃত মদনেরই বিকৃত ছায়া বা প্রতিবিম্ব। বিষ্ণুপদ মধুর-রসের আশ্রয়-বস্তুর আকার প্রতিবিম্ব স্বরূপও সত্যতা আছে; জগৎ মিথ্যা নহে, তবে নশ্বর। যেখানে মদনকে ভস্মীভূত করিবার কথা, তথায় নির্ব্বিশেষবাদের উদয়। সেইজন্য শঙ্করগণ কামারি রুদ্রের উপাসনা না করিয়া মদনমোহনের গোপালমী-শক্তি শ্রীগোপেশ্বর-সদাশিবের কৃপা-ভিখারী।

কামদেব হরকোপানলে দগ্ধ হইয়া শরীর-ধারণের জন্য পুনরায় শ্রীবাসুদেবকে আশ্রয় করেন। তিনি রুক্মকাম শ্রীরুক্মিণীর গর্ভে আবির্ভূত হন। এই রুক্মিণীনন্দনের নাম প্রদ্যুম্ন। ইচ্ছাস্বরূপ শরীরধারী শম্বরাসুর প্রদ্যুম্নের হস্তে তাহার মৃত্যু হইবে, ইহা কোনরূপে জানিতে পারিয়া প্রদ্যুম্ন জন্মিলে পর ষষ্ঠ দিনে সূতিকাগার হইতে তাঁহাকে হরণপূর্ব্বক লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কোন এক বৃহৎ মৎস্য সেই বালককে গ্রাস করে। মৎস্যজীবিগণ একদিন অন্যান্য মৎস্যের সহিত সেই মৎস্যটী ধরিয়া শম্বরাসুরকে ঐ মৎস্য উপহার প্রদান করে। মায়াবতী-নাম্নী এক রমণী সেই শম্বরাসুরের গৃহে অবস্থান করিতেন, কিন্তু তিনি বাস্তবিক তাহার পত্নী ছিলেন না। সেই মায়াবতী শম্বরগৃহে সকল পাচকের উপর আধিপত্য করিতেন। ধীবরগণ-কর্ত্তৃক আনিত সেই মৎস্যকে অস্ত্রদ্বারা ছেদন করা হইলে পাচকগণ তৎকালে মৎস্যের উদরে ঐ বালককে দেখিতে পাইয়া তাহাকে মায়াবতীর নিকট অর্পণ করে। ঐ বালকদর্শনে মায়াবতী ভীতা হইলে মহর্ষি নারদ তাঁহার নিকট বালকের পরিচয়, উৎপত্তি ও মৎস্যের উদরে প্রবেশের কারণ প্রভৃতি যাবতীয় পতিব্রতা পত্নী রতিদেবী। তিনি পতির পুনর্ব্বার শরীরধারণ-প্রতীক্ষায় শম্বরগৃহে সংগোপনে অবস্থান করিতেছিলেন। সম্প্রতি শ্রীনারদের বাক্যানুসারে এই শিশুকে কামদেব জানিয়া তিনি তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কামদেব অনতি-বিলম্বে যৌবনদশায় উপনীত হইলেন। কোন একদিন শ্রীরতিদেবী আজানুলম্বিতভুজ ভুবন-মনোহর নিজপতিকে সলজ্জহাস্যসহকারে সুরতভাবে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। কামদেব তৎকালে তাঁহাকে বলিলেন,—"হে মাতঃ, সম্প্রতি তোমার মাতৃ অন্যপ্রকার দেখিতেছি। যেহেতু তুমি মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া কামিনীর ন্যায় আচরণ করিতেছ।" তদুত্তরে রতি বলিলেন,—"হে প্রভো, আপনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, শম্বরাসুর আপনাকে অতি শিশুকালে সূতিকাগার হইতে হরণ করিয়াছিল। আমি আপনার অবলা পত্নী রতি এবং আপনি স্বয়ং কামদেব। শম্বরাসুর আপনাকে জন্মের কয়েক দিন পরেই গোপনে হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে তথায় কোনও এক মৎস্য আপনাকে গ্রাস করে। অনন্তর আমরা এখানে সেই মৎস্যের উদর হইতে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি সম্প্রতি আমাদের পরম শত্রু এই শম্বরাসুরকে বিনাশ করুন।" এই কথা বলিয়া মায়াবতী শ্রীপ্রদ্যুম্নকে মহামায়া-নাম্নী বিদ্যা প্রদান করিলেন। অনন্তর কামদেব শম্বরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা শম্বরের মস্তক ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ সানন্দে পুষ্প-বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে আকাশ-চারিণী ভার্য্যা শ্রীরতিদেবী শ্রীপ্রদ্যুম্নকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় রূপ ও বেষভূষাদি দর্শনে কামিনীগণ তাঁহাকে কৃষ্ণ মনে করিয়া ইতস্ততঃ লুক্কায়িতা হইলেন, পরে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণভিন্ন জানিয়া তাঁহার নিকট সমাগত হইলেন।

শ্রীপ্রদ্যুম্নের দর্শনে পুত্রস্নেহবশতঃ শ্রীরুক্মিণী দেবীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল। তাঁহাকে কৃষ্ণতুল্য দেখিয়া তিনি প্রদ্যুম্নের পরিচয় জানিতে উৎসুক হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, তাহার এক পুত্র সূতিকাগৃহ হইতে অপহৃত হইয়াছেন। তিনি এ পর্য্যন্ত থাকিলে কামদেবের ন্যায় বয়স ও রূপযুক্ত হইতেন। শ্রীরুক্মিণীদেবী এইরূপ আলোচনা করিতে থাকিলে শ্রীদেবকী ও শ্রীবসুদেব সহ ভগবান্ শ্রীবাসুদেব তথায় শুভাগমন করিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াও মৌনভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া শম্বরকর্ত্তৃক বালকের অপহরণ হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। এই বিচিত্র সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলে পরমানন্দে শ্রীপ্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রীপ্রদ্যুম্ন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বিষ্ণুতত্ত্ব—ইনি তুরীয় ব্যূহ। ইনি কাম-নামক কেবল জীববিশেষ নহেন। শ্রীনারদাদিতে শ্রীযোগমায়ার অধিষ্ঠানের ন্যায় কামদেব শ্রীপ্রদ্যুম্নের ইচ্ছায় তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(০)::——

যেহেতু অপ্রবৃদ্ধিকারী বিবর্ত্তগ্রস্ত মনোধর্ম্মী জীব আমরা এই মনোধর্ম্মের হাত হইতে উদ্ধার না পাইলে অধোক্ষজ শ্রীভগবানের সেবা লাভ হইবে না, অনাদের দুঃখ-কষ্টাদিও যাইবে না। মনের সঙ্কল্প-বিকল্প, ভাঙ্গা-গড়ার হাত হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়—অধোক্ষজ-ভগবদ্গুণাদি কীর্ত্তন শ্রবণ। নিজ চেষ্টা বা পরের সাহায্য এখন হইতে উদ্ধারের অন্য কোন পন্থা নাই। আমরা অধোক্ষজ-সেবোন্মুখ হইলেই নিত্য ভগবৎকথা আমাদের উৎকর্ণ চিত্তপথে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের যাবতীয় অনর্থরাশিকে ভস্মীভূত করে। শ্রৌতপথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে ভগবানের যেরূপ কথা প্রবিষ্ট হয়, সেই শব্দের এমনই অলৌকিক শক্তি যে, তাহা আমাদের আবৃত চেতনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়। সেই শব্দ, বাণী বা ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণই জীবকে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া—বিরজা ও ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোম বৈকুণ্ঠ-ধামে লইয়া যায় এবং তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন-ধামে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেয়। যে বাণী ব্রহ্মলোক-বিরজা ভেদ করিয়া চতুর্দ্দশ-ভুবনে অবতীর্ণ হন, সেই বাণীই আমাদের নিত্য শ্রবণীয়। আর প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিমুখে সেই অপ্রাকৃত বাণীশ্রবণের দ্বারাই এই বহির্মুখ জগতের বৃত্তিসকল তত্তীকৃত হইয়া যায়। অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকারের অন্য কোনও উপায় নাই—একমাত্র শ্রবণ ব্যতীত।

কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে—একমাত্র কৃষ্ণের নিজ-জনের নিকট,—যিনি এজগতের কেহ নহেন, যিনি পরজগৎ হইতে—গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতে জীবের উদ্ধারের জন্য এই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন—সেই কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্মের নিকট। সর্ব্বক্ষণ হরি-কথানিরত ব্যক্তির নামই সাধু। সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত যিনি, তিনিই সাধু। নিত্যকাল সকল চেষ্টার মধ্যেই যিনি কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যস্ত থাকেন, সকল চেষ্টাই যাঁহার ভগবানের সেবার জন্য, সেই সাধুর নিকটই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিমুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণ করা উচিত। শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম হইতে শ্রবণ ব্যতীত চক্ষুরাদি-দ্বারা তীর্থাদি-দর্শন, শ্রীবিগ্রহ-দর্শন, ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণ প্রভৃতি কিছুই প্রকৃত প্রস্তাবে হইতে পারে না। শ্রবণ বাদ দিয়া কীর্ত্তন, স্মরণ ও সেবনাদির অভিনয়ে যাহা কিছু করা হয়, তাহা সকলই মনোধর্ম্মযুক্ত। শ্রবণ ব্যতীত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনের ক্রিয়া কিছুতেই নিয়মিত ও সুপথে চালিত হইতে পারে না। যাঁহারা শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয় প্রকৃত দর্শনের অধিকার পাইয়াছে। তাঁহারাই বাস্তব স্বরূপ-দর্শন করেন। শ্রবণহীন দর্শনে বস্তুর স্বরূপ দর্শন হয় না; কিন্তু শ্রবণপ্রভাবেই বস্তুদর্শন সম্ভব। শ্রবণপ্রভাবেই সদসদ্ বস্তু চেনা যায়।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা আমাদের চিত্তকে শান্ত করা যায় না। নিশার অন্ধকারকে বৈদ্যুতিক আলোকদ্বারা সম্পূর্ণ দূরীভূত করা যায় না, কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলেই জগতের সমস্ত অন্ধকার চলিয়া যায়। সেইরূপ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা হৃদয়ের অনর্থরাশি সাময়িকভাবে প্রশমিত হইলেও পরে তাহারা ইন্ধন পাইলে পুনরায় দ্বিগুণিতভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। কিন্তু ভগবান্ শব্দরূপে জীবহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন।

সাধু ব্যতীত অন্যত্র এই হরি-কথাশ্রবণের অভিনয় করিলে মঙ্গল হয় না। আমরা যদি সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের বাণী শ্রদ্ধাসহিত শ্রবণ করি, তাহা

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

হইলেই হরিকথা-শ্রবণ বা হরিকীর্ত্তন সম্ভবপর।"

সেবোন্মুখতার অভাব হইলে সাধুর নিকট হরিকথাশ্রবণের অভিনয় করিয়াও আমাদের সুবিধা হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে সদ্ভক্ত ছিল, কিন্তু পরে সে অসৎসঙ্গবশতঃ আক্রান্ত হইয়া অধঃপতিত হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মকীর্ত্তিত [illegible] হরিকথাশ্রবণে মন না দেওয়া বা তাহা [illegible] ভুল করিয়া অন্যমনস্ক হওয়াই ইহার কারণ। একমাত্র কাণ ছাড়া বা শ্রবণ ছাড়া প্রকৃত মঙ্গলপ্রাপ্তির অন্য কোনও উপায় নাই। কিন্তু হতভাগ্য আমরা সেই শ্রবণবিষয়েই উদাসীন, সুতরাং আমাদের মঙ্গল হইবে কি করিয়া? ভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া তাহা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরিত রাখাই একমাত্র কর্ত্তব্য; ইহাতে ধন-জন-পাণ্ডিত্যাদি থাকুক, আর নাই থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ভজনীয় বস্তুর সেবা করিবার জন্য যদি আমরা প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হই, তাহা হইলে হরিকথা শুনিবার মত কাণ আমাদের হইবে। যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রকৃত সাধুর নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণে বিরত হইব, সেই মুহূর্ত্তেই মায়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। অতএব আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য—কোথায় হরিকথা হইতেছে—সত্য সত্য চেতন হইতে চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হইতেছে, সেদিকে মনোযোগ রাখিয়া কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট হওয়া—কৃষ্ণবিত্তপ্রকাশী আচার্য্যের নিকট হরিকথা শ্রবণ করা। এইরূপ শ্রবণের নামই হরিকথাশ্রবণ এবং তদ্দ্বারাই ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা, নতুবা সত্যবস্তু ভগবানের উপলব্ধি বা সেবা লাভ কখনই হইবে না।

শান্তি চাই

---:(০):---

ধর্ম্ম-জগতের প্রবেশের মুখে আমাদের প্রায় সকলেরই প্রথম জিজ্ঞাসা,—"মনে শান্তি পাই কিরূপে? এই অশান্তিটুকু বোধ না থাকিলে জগতে অধিকাংশ লোকেরই যেন ধর্ম্ম-জগতের অস্তিত্ব [illegible] প্রয়োজনীয়তা স্বীকারেরও আবশ্যকতা-বোধ পর্য্যন্ত থাকিত না; কিন্তু আমাদের অভিলষণীয় এই শান্তির প্রাপক কে? আমরা বলিব আমাদের 'মন'—প্রাপক, আমাদের "অহং" প্রাপক বা আর একটু অগ্রসর হইয়া না হয় বলিব, আমাদের 'আত্মা' প্রাপক। তাহা হইলে—দাঁড়াইল, শান্তির ভোক্তা আমি, শান্তি আমার জন্য, উহাতে স্বার্থ আমার। এখানে পরমেশ্বরের কোন স্বার্থের কথা নহি, পরমেশ্বরের খাতায় 'শান্তি' জমা হউক, পরমেশ্বর শান্তির ভোক্তা হউন,—এইরূপ কোন অভিলাষ লইয়া আমি শান্তির অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত নহি; এই শান্তিজিজ্ঞাসা—আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের জিজ্ঞাসা,—ক্ষুদ্র স্বার্থের জিজ্ঞাসা, স্বার্থগতি বিষ্ণুর জিজ্ঞাসা নহে।

আমাদের অন্যাভিলাষ-ব্যাধি অনেক-প্রকার। আমরা যতই কেন না শান্তির অনুসন্ধান করি, আমাদের শান্তি খোঁজা ও শান্তি পাওয়া আষাঢ়ের দিবা-স্বপ্নের মত। অন্যাভিলাষই অশান্তি, আর অন্যাভিলাষ-নির্ম্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধানই শান্তি,—একথা ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত আর কেহ বলিয়া দিতে পারেন না।

'পরমে'র সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথগ্‌ভাবে 'ক্ষুদ্রে'র শান্তি হইতে পারে না। সর্ব্বস্বার্থ-গতি পরমেশ্বরের স্বার্থানুসন্ধান হইতে পৃথক্ থাকিয়া বা কপটতা করিয়া ক্ষুদ্র আমাদের শান্তিরূপ স্বার্থানুসন্ধান আমাদিগকে শাশ্বতী শান্তির বাস্তব-রাজ্যে আনয়ন করিতে পারে না।

আমরা শান্তির অনুসন্ধিৎসু হইয়া অনেক সময় যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে অগত্যা ঈশ্বরের সম্পর্ক স্বীকার করিতে বাধ্য হই। এইরূপ 'অগত্যায় ঈশ্বর স্বীকার' পতঞ্জলির 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা' অর্থাৎ বিকল্পে ঈশ্বর-স্বীকারের যৌক্তিকতার ন্যায় আমাদের কাপট্যনাট্য মাত্র। পরমেশ্বরের সঙ্গে আমাদের ততটা দরকার নাই, যতটা শান্তির সঙ্গে দরকার; আর সেই শান্তির প্রাপক আমরা—শান্তির একমাত্র ভোগদখলকারী 'আমি'।

অনুকূলভাবে কৃষ্ণ-বিষয়ের অনুশীলনই—উত্তমা ভক্তি; তাহাতে ভক্তিতে কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান বা অষ্টাঙ্গযোগাদিদ্বারা আবৃত নহে।

শান্তি চাই—অন্যাভিলাষ; আর সেই অন্যাভিলাষপ্রাপ্তি হইতে আমার বহির্ম্মুখ-তায় যে একটুকু তৃপ্তি বোধ হয়, তাহাকেই শান্তি বলিয়া মনে করি। জগতের শতকরা শতজন লোকই এইরূপ অন্যাভিলাষের তৃপ্তি-তাৎপর্য্যময়ী শান্তির পিপাসু। কালে ভদ্রে যদি কোন পরা শান্তির বার্ত্তার দূত অন্যাভিলাষিতা-শূন্যা, জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতা, আনুকূল্য-কৃষ্ণানুশীলনময়ী শান্তির পসরা লইয়া এই জগতের হাটে প্রদর্শনী খুলিতে চাহেন, তাহা হইলে সেই শান্তির ক্রেতা মোটেই পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব নিষ্কিঞ্চন,—এই অন্যাভিলাষরহিত ধর্ম্ম প্রত্যেক জীবের পরম শান্তির একমাত্র নিদান হইলেও শ্রীচৈতন্যচরণময়ী বাস্তব শান্তির গ্রাহক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপাত কৃত্রিম শান্তি বা অন্যাভিলাষের অসংখ্য অনন্তকোটী জীবের মধ্যে কালে ভদ্রে একটিও পাওয়া যাইবে কিনা, সে বিষয়ও সন্দেহ আছে:—

'কোটিমুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত'

খাঁটি নিত্যশান্তি সুদুর্ল্লভ বলিয়া সুলভ মেকী-শান্তি গ্রহণ করিব, এরূপ সঙ্কীর্ণবুদ্ধি কখনই প্রশংসনীয়া নহে। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি কোন দুর্ল্লভ বস্তুর প্রাপক হইতে পারেন, তিনিই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা ও সুখশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। সাধারণ বস্তুর প্রাপক কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয় হন না বা নিজেও প্রচুর আনন্দিত হইতে পারেন না।

শান্তি চায় না কে? মানবেতর পশুগুলির গায়ে কণ্ডূয়ন করিয়া দিলে ঐ পশুও উহাতে শান্তি পায়। মানুষ কণ্ডূরসা-রোগে পীড়িত হইলে আপাত কণ্ডূয়ন-সুখকে শান্তি মনে করে. রোগ বিষম ব্যাধির মধ্যেও একটুক ঘোঁকাটিয়া শান্তি বোধ করে, আবার বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণ-পরিনির্ব্বাণকে 'শান্তি' মনে করেন, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আত্মহত্যার দ্বারা অবসানপূর্ব্বক শান্তি-পিপাসু ব্যক্তির ন্যায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ ত্রিপুটী-বিনাশরূপ আত্মহত্যাকেই শান্তি মনে করেন কিন্তু এইসকল শান্তির প্রস্তাব বা কল্পিত শান্তি কখনই শাশ্বতী শান্তি প্রদান করিতে পারে না। এসকল শান্তির প্রস্তাব ছলনাময়, দুঃখময়, পরিণামে অশান্তিময়।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, এইরূপ হিংসা-ময়ী ছলনাময়ী শান্তির আপাত উত্তেজনা যাঁহারা এই বঞ্চনাকামী জগতে প্রদান করিতে না দোকান খুলিয়া সাজাইয়া রাখিতে পারিবেন, তাঁহার কথা, তাঁহার দোকান এই জগতের হাটে বেশীদিন চলিবে না। তাঁহাকে অবৈতনিক ন্যায় 'হাটে না বিকায় চাউল' বলিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই তল্পিতল্পা গুটাইতে হইবে।

যখন কেহ শান্তির জিজ্ঞাসা লইয়া উপস্থিত হন, তখন এই হবের হাটের অসংখ্য মনোহারী বিপণির দালাল সেই ব্যক্তিকে তাহাদের নিজ-নিজ মণিক দালালী প্রাপ্তির দোকানে টানিয়া লইয়া যায় এবং মানুষের বহির্ম্মুখ বোধের রুচি যাহা যাহা চায়, সেইসকল [illegible] মনোহারী জিনিষগুলি দেখাইয়া শান্তির বোকা গ্রাহকগণের রুচি ও প্রকৃত [illegible] চায় [illegible] গোপন করিয়া দেয় এবং [illegible] রুচিকর অথবা ছলনাময় রুচিকর [illegible] গ্রহণ করাইয়া তাহাদিগকে শান্তির ছলনায় শান্ত করে। সেইসকল [illegible] ছলনাময় [illegible] কিনিয়া একটা [illegible] লাভ করে এবং ঐরূপ অন্যাভিলাষ মধ্যে [illegible] 'শান্তি' মনে করিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] শান্তি-চেতনার সঞ্চার করেন. [illegible] কাঙ্গালের আচার্য্য [illegible] আচৈতন্য [illegible] সর্ব্বজনকারী অবাধ্যেক না হইয়া [illegible]

যেরূপ অনর্পিতচরী শান্তির একমাত্র অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠা, তিনি বলেন,

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলে—অশান্ত।"

ভোগকামী, মোক্ষকামী, সিদ্ধিকামী, নির্ব্বাণ-পরিনির্ব্বাণকামী, [illegible] কামী, [illegible] কামী, [illegible] কামী, [illegible] কামী, [illegible] কামী, [illegible] কামী,—সকলেই ন্যূনাধিক অশান্তিময়, সুতরাং তাঁহাদের শাশ্বতী শান্তি নাই. তাঁহাদের সকলেরই বাঞ্ছা [illegible] খোলা আছে তাঁহাদের সকলেরই বাঞ্ছিত কিছু চাই, তাঁহারা কাজেই কিছু দান না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীরূপানুগগণের [illegible] শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ [illegible] পূর্ণতা [illegible] শান্তি কিছুতেই পাওয়া যাইবে না।

ভুক্তিকামী, মুক্তিকামী, সিদ্ধিকামী, সালোক্য-সারূপ্যকামী [illegible] জগতের সর্ব্ববিধ শান্তিকামী সম্প্রদায় কৃষ্ণের সুখ-তাৎপর্য্যময়ী শান্তি কামনা করেন না। কৃষ্ণের সুখের অন্বেষায়, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ মহামহোৎসব ইহাদের কাহারও কাম্য নহে, তাই তাঁহারা শান্তি পান না। পরন্তু কৃষ্ণভক্ত কখনও নিজের শান্তি চাহেন না, তাঁহারা [illegible] কৃষ্ণ [illegible] কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের সুখ, কৃষ্ণের শান্তির জন্য কোটি কোটি অশান্তি সহ্যই তাঁহাদের কাম্য [illegible] তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ শান্তিসম্পদের অধিকারী করেন।

যাঁহারা শান্তির কাঙ্গাল হইয়া জগতের [illegible] শান্তি পান না, তাঁহারা [illegible] শান্তি [illegible] সিদ্ধিকামী হইয়া পড়েন. [illegible] শান্তি লাভ করিবার [illegible] [illegible] শান্তি কাহা [illegible] [illegible]

যেসকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইয়া সেই অদ্বয় জ্ঞানকে সেবা করেন, তাঁহারাই নিত্যশান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

শান্তি-জিজ্ঞাসার সহিত অশান্তিরূপ একটী হেতু বিজড়িত। ঐরূপ হেতুমূলেই শান্তির অনুসন্ধিৎসা উপস্থিত হয়। অশান্ত ব্যক্তিই শান্তি চাহেন। শান্ত ব্যক্তির সেইরূপ কোন অভাবের প্রয়োজন নাই। ঐরূপ হেতুময়ী জিজ্ঞাসা সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাব হইতেই উদ্ভূত হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির ঐরূপ জিজ্ঞাসার অবকাশ নাই।

সুতরাং—অশান্তিপূর্ণ, দুঃখ পরিণাম—অশান্তির কারণ, সুতরাং দূর ছাই' ঐ সকলকে ত্যাগ করিয়া আমি শান্তির অনুসন্ধান করিব।'—এরূপ হেতুমূলে যেসকল 'ত্যাগ-বৈরাগ্যের অভিনয়', সে সকলই অন্যাভিলাষ। এরূপ অভাবে সমস্ত পারমার্থিক পন্থায় আমরা কৃষ্ণের শান্তি চাহি না, আত্মসুখ চাই।

অশান্তি কিরূপে বিদূরিত হইতে পারে অর্থাৎ কিরূপে আত্মপ্রসাদ লাভ হইতে পারে, উহার নানাবিধ উপায় কল্পনা করিতে গিয়া কেহ বিচার করেন—যখন বিষয়েই অশান্তির কারণ, তখন নির্বিষয়তার বিরোধী হইলেই শান্তি পাইতে পারিব। শান্তি করিয়া চিদ্বিলাসের বিরোধী অর্থাৎ কৃষ্ণের শান্তি ভঙ্গ করিবার জন্য রাবণ, কুম্ভকর্ণ, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্রাদি অসুরের পদাঙ্ক-অনুসরণে উঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য সংস্করণস্বরূপ তপস্বী, যোগী, জ্ঞানী হইয়া পড়েন। এরূপ হেতুমূলে শান্তির অনুসন্ধান করিতে যাইয়া কেহ বিচার করেন, যখন আসক্তিই অশান্তির জননী, তখন জড়াসক্তির বিচার চিত্ত হইতে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণাসক্তির বিরোধী হইলেই শান্তি পাওয়া যাইবে; ঐরূপ বিচারে তাঁহারা কৃষ্ণের সেবা-শান্তির বিরোধ করিয়া কখনও নির্বিশেষবাদী কখনও বা শূন্যবাদী হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং ঐরূপ হেতুমূলা শান্তি-জিজ্ঞাসা বা 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' হইতেই নানাপ্রকার মনোধর্ম্মমূলক সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। কৃষ্ণের—পরমের—বৃহত্তের—পূর্ণের সেবাপ্রাপ্তি জিজ্ঞাসাই—'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' বা বেদান্তের ধর্ম্ম, তাহাই অহৈতুকী সেবা বা ভাগবত ধর্ম্ম।

কৃষ্ণসেবাবঞ্চিত হইয়া শান্তি-জিজ্ঞাসা অস্বাভাবিকতাই প্রকাশ করে। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রায় সর্ব্বত্রই এই নাস্তিকতাই আস্তিকতা বলিয়া প্রচারিত।

যাঁহারা কৃষ্ণের সেবা কামনা করেন, তাঁহারা জ্ঞানী, যোগী, তপস্বিগণের পরমদুর্লভ আত্মারামতারূপ শান্তি পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করেন না, উহাকে নরকের ন্যায় গর্হণ করেন। কৃষ্ণভক্ত অশেষ অশান্তির নিকেতন নরক পর্য্যন্ত বাস করেন, তথাপি কর্ম্মিগণের কাম্য স্বর্গাদিকেতন সুরপুরী কিংবা আত্মারামতারূপ শান্তির কামনা ভুলক্রমেও করেন না,—

"নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়"

অতএব কৃষ্ণের সুখশান্তির অনুসন্ধান পরপ্রেমের লক্ষণ—তৃপ্তির অভাবই পরপ্রেমের লক্ষণ। আত্মারামের সমাগত হইলে পরিপূর্ণ তৃপ্তি উপস্থিত হয়; ঐ তৃপ্ত পরপ্রেম অর্থাৎ কৃষ্ণের নিরন্তর সুখশান্তি-অনুসন্ধানের বিরোধী পরপ্রেমে তৃপ্তি নাই। উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ভক্তের অশান্তির ফলসমূহের মধ্যে আত্মারামতাই সর্ব্বাপেক্ষা হেয়। তাই শুকদেব, নীলবর্ণেশ্বর, শ্রীশৌনকাদি মুনি আত্মারামস্বরূপ শান্তি লাভ করিয়াও সেই শান্তিকে দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক ভগবৎসেবা-লৌল্যে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

জগতে অহৈতুক পরশান্তিসম্পদ্বিতরণকারী আচার্য্যের শিরোভূষণকারী কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর জীবকুলকে কৃষ্ণসেবার অহৈতুক পরশান্তিরূপা অহৈতুকী শান্তি জিজ্ঞাসার শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শান্তির বার্ত্তা জানাইয়াছেন তাহাকে, [illegible], শুদ্ধস্বরূপত্বে তিনি যেন সেই কৃষ্ণসুখানুসন্ধানের অতৃপ্ত লালসার পূর্ণতম মূর্ত্তবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ। বিপ্রলম্ভ—শান্তির পরাকাষ্ঠা—'কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ, ব্রজেন্দ্রনন্দন'—এই ভাবই শান্তি-পিপাসা-পরাকাষ্ঠা। আত্মারামগণের হৈতুক শান্তভাবের পরিবর্ত্তে মহাপ্রভুর আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"উদ্বেগে দিবস না যায়,
ক্ষণ হৈল 'যুগ' সম!
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে—যেন না যায় জীবন॥
হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয়।
এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যশান্তি-জিজ্ঞাসারূপা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাকে সর্ব্বতোভাবে ধিক্কার করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার পরাকাষ্ঠাকেই পরমা শান্তির চরম-কাষ্ঠা বলিয়া জানাইয়াছেন,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

শান্তির আশ্রয় একমাত্র কোটী চন্দ্র-সুশীতল নিত্যানন্দপাদপদ্ম-ছায়া,—

"নিতাইপদকমল কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।"

জগতের অখিল লোক যতদিন পর্য্যন্ত ঐ নিত্যানন্দের কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মদ্বয়ের আশ্রয়ে না আসিবে, ততদিন শান্তির আশা—মরীচিকায় পিপাসা-শান্তির লালসার ন্যায়। বিশ্ব-শান্তির আকর—ঐ নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম। বর্ত্তমান জগৎ বিশ্ব-শান্তির যতই প্রস্তাব, যতই উপায় স্থির করুন না কেন, তদ্দ্বারা কোনকালে শান্তি লাভ ত' হইবেই না, অধিকন্তু বিশ্বকে দিন দিন আরও অশান্তির পথে অগ্রসর করাইয়া চির অশান্তির রাজ্যে পর্য্যবসান করাইবে। বিশ্ব-শান্তির অমোঘ উপায় ঠাকুর মহাশয় তাঁহার গীতিতে গাহিয়াছেন:—

নিতাইপদকমল কোটিচন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—:০:(০):০:—

বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি ও সমস্তই আমাদিগকে মায়িক রাজ্যে আকর্ষণ করিতেছে। ভগবৎ-প্রসঙ্গবিমুখ হইলে সেই ছিদ্র পাইয়া মায়াদেবী আমাদিগকে হরিকথা হইতে চ্যুত [illegible]।

পরম শ্রদ্ধা-সহকারে গুরুসেবা করিলে মঙ্গল লাভ হয়। লৌকিক বিচারে যে জগৎ-দর্শন, তাহাতে অমঙ্গলতা। দুঃখপূর্ণ জগতে কেবল কষ্ট পাইবার জন্যই মানুষের যাবতীয় চেষ্টা। ভগবৎসেবা-বিমুখের জন্যই মায়ার এই বিধান। যাঁহারা জগৎসৌখ্যে ব্যস্ত হন, তাঁহারা অমঙ্গল বরণ করেন। মনুষ্যের সেবাবিমুখতাক্রমে এই বিচার আসে। তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত হইতে সচ্চিদানন্দবস্তু-বিবেকের অভাব হইলে—কৃষ্ণচৈতন্য-সেবা-বঞ্চিত হইলেই জীবের এই দুর্দ্দশা। ভোগ-ভূমিকায় প্রভুত্বে ভোগ করার বুদ্ধি প্রবল। তাহাতে সেব্যের অমল পাদপদ্মের শোভা-সন্দর্শনের বিচার হয় না।

আমি কর্ত্তা—এই অভিমান প্রবল হইয়াছে। এই বিচার হইতে কিরূপে নিস্তার পাইব? "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়"—এই বিধিকে অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্য বস্তুকে যে ভোগ বা ত্যাগ করিবার বিচার আসিয়াছে, তাহা গর্হণ করা কর্ত্তব্য। আমরা বিপথগ্রস্ত হইয়া বিশ্বদর্শনে ব্যস্ত হইয়াছি। ইহা হইতে উদ্ধারের উপায় গুরুপাদপদ্মসেবা। তাঁহার কাজ বাহ্য সর্ব্বকাল কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা করা। যিনি বিশ্বদর্শন করেন, তিনি ভোক্তা। যিনি ভোগ করিয়া নির্ব্বিশেষ-বিচারপর হইয়া নিজের স্থাপন করেন, তাঁহার আত্মশান্তি হয় নাই। আমরা বর্ত্তমানে সেবা-বিমুখ হইয়া এজগতে আসিয়াছি। সকলে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ করুক—এই বিচার আমাদের প্রবল। কেহ ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যাঘাত করিলে সে বড় খারাপ লোক; এ দুর্নীতির হাত হইতে উদ্ধারের উপায়—শ্রীগুরুপাদাশ্রয়।

হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক—যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাহাদের অন্য কোন সাধনপ্রণালী আর কিছুই নাই; সাধন—একমাত্র কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই একমাত্র কার্য্য। তাহার দ্বারা সাতপ্রকার মঙ্গল লাভ হয়। চিত্ত-দর্পণ মলিন থাকিলে,—কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশ হইলে যাঁহারা প্রত্যেক ক্রিয়ায় হরিভজন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলেই চিত্ত মার্জ্জিত হয়, এই পুরুষের বিষয়-ভোগে বা ত্যাগে যে অবিচার আসে, তাহার হাত হইতে ত্রাণ হয়। সর্ব্বতোভাবে শতকরা শত অংশ সেবা না করিলে তাঁহার বিচার গ্রহণ করিতে পারিব না।

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরাধাগোবিন্দ, তাঁর সংকীর্ত্তন—"বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনম্ তদেব সংকীর্ত্তনম্" [illegible] আমাদের অভাব পূরণ করিয়া দেন, এজন্যই একেরে কীর্ত্তন। অর্চ্চন নিজে নিজে করা হয়—অপরে দেখে না, কিন্তু কীর্ত্তন অপরের কাণে নিনাদিত হয়। কীর্ত্তন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অনুগত জনগণ আমাদের ত্রুটী সংশোধন করিয়া দেন—কীর্ত্তনের মধ্যে বিষয় সংযোগ আসিলে ভোগ্য বা ত্যাজ্য কথার সঙ্গে মিশ্রিত হইলে গুরুবৈষ্ণবগণ সেই অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন।

যাঁহারা অতি দুস্তর সংসারসিন্ধুতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহাদের এক-মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি নাই। ভগবানের লীলাকথা নিরন্তর কর্ণপুটে পান করা ব্যতীত দুস্তর-সংসার-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য পথ নাই। ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখ হইলে জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।

আমরা কৃষ্ণ কি জিনিষ, তাহা জানি না, তাই কৃষ্ণ নিজসর্ব্বশক্তি কৃষ্ণনামে অর্পণ করিয়া শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ। গৌণনামে শব্দ ও শব্দীর মধ্যে কিছু ভেদ আছে, কিন্তু মুখ্যনামে শব্দ ও শব্দীতে অভেদ। নাম-গ্রহণে যোগ্যতার বিচার নাই, কিন্তু ঠাকুরের পূজায় যোগ্যতার বিচার আছে, যেমন দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, স্নান করিতে হইবে, ইত্যাদি।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-আলোকে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "প্রভিদর্শ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৩ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১লা বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৪ই এপ্রিল, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার ২৫৭ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ মধুসূদন, শিব ত্রয়োদশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীগৌর-ধাম

——::(*)::——

শ্রীগৌরধাম সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীগৌরসুন্দর লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থান করিয়াও এখনও শ্রীধামরূপে প্রকটিত থাকিয়া আমাদের ন্যায় পতিত পামর, অযোগ্য ব্যক্তিগণকে অযাচিত কৃপা করিতেছেন। শ্রীধামরূপী শ্রীগৌরসুন্দরের দয়ার তুলনা নাই। যিনি অকপটে অকিঞ্চন হইয়া কায়-মনো-বাক্যে শ্রীধামের সেবা করিবেন, তিনি শ্রীরাধা-মাধব-মিলিত-তনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ সেবা নিশ্চয়ই পাইবেন। আমাদের নিত্যারাধ্য গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী প্রভু শ্রীধামের মাহাত্ম্য অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়া আমাদের প্রতি কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেরই সেই শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকগ্রন্থ নিত্য হইয়া—কাঙ্গাল হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মুখের বহু অমৃতধারার আলোচনা করা দরকার। তাহা হইলে আমাদের পাষাণহৃদয় বিগলিত হইবে। "গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিলে গলয়ে শিলা"—একথা মহাজনগণ বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলা পুনঃ পুনঃ শ্রবণাভিনয় করিয়াও ত' আমার হৃদয় গলিল না, আমার পুলকাশ্রু আসিল না, দীনতা আসিল না, হৃদয়ে দাসবুদ্ধি আসিল না! সুতরাং আমার হৃদয় যে পাষাণ হইতেও কঠিন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অপরাধের দ্বারাই হৃদয় এইরূপ কঠিন হইয়াছে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে গুর্ব্বপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ, নামাপরাধ, ধামাপরাধের ইহাই ফল। দেহাত্মবুদ্ধিই সকল অনর্থ-অপরাধের মূল। নিরন্তর হরিনাম ও হরিভজন না করিলে এ বিপদ্ কাটিবে না। অপরাধ থাকাকালে নিজেকে দাসবুদ্ধি, সাধুতে আপনবুদ্ধি, সাধুতে সাধুবুদ্ধি বা প্রভুবুদ্ধি হয় না। দাসবুদ্ধি হইতেই সাধুসঙ্গ হয়। যদি হৃদয়ে দাসবুদ্ধি না থাকে, তবে সাধুর নিকটে থাকিয়াও সাধুর সঙ্গ হয় না এবং সাধুসঙ্গ হয় না বলিয়া কামাদি অনর্থও যায় না।

শ্রীগৌরধাম শ্রীগৌরাঙ্গের নিজগৃহ। শ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীধামের ঈশ্বর বা মালিক। আমরা সেই শ্রীধামের নগণ্য ধূলি হইতে পারিলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে। এই শ্রীধাম-নবদ্বীপেই শ্রীশচীসুত শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব। শ্রীধাম নিত্য। ইহা স্বয়ংরূপের নিত্য-লীলা-বিলাসস্থলী। শ্রীধাম-মায়াপুরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান। হরিদ্বারে মায়াপুর, আবার গৌরদ্বারে মায়াপুর, হরি মায়াপুরে, গৌরহরি মায়াপুরে। শ্রীশ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের পরমপ্রিয় নিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অযাচিত অপরিসীম কৃপায় আজ বিশ্ববাসী পরমকরুণাময় শ্রীগৌরধামের পরিচয়, সঙ্গ ও সেবানন্দের সৌভাগ্য পাইয়াছেন। আমরা এখন তাঁহাদের কৃপাবরণ করিতে প্রস্তুত হইলে মঙ্গল অবশ্যই হইবে, কিন্তু তাহা না করিয়া গৌরধামের সেবার প্রতি উদাসীন হইয়া হরিভজনের অভিনয় করিলে কোন মঙ্গল হইবে না।

শ্রীগৌরধামে অকৃত্রিম সহজপ্রীতি না হইলে, গৌরধামকে নিজের জীবাতু—নিজের ভজন-পূজন—নিজের স্বরূপ—নিজের একান্ত সম্পত্তি—নিজের অভীষ্টদেবতা—নিজের বাঞ্ছানিধি—নিজের সাধ্য সাধন এবং নিজ আশ্রয় ও যথাসর্ব্বস্ব করিতে না পারিলে কৃষ্ণভজনের আশা নাই। গৌরের কৃপা না হইলে কৃষ্ণ-কৃপা হয় না, গৌরধামের কৃপা না হইলে ব্রজধাম কৃপা করেন না। শ্রীগৌরধামবাসীর কৃপা হইলেই শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীবৃন্দাবনের বৈশিষ্ট্য ও অপার কৃপার কথা উপলব্ধ হইবে। শ্রীগৌরধামের কৃপা ছাড়া জীবের মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া শ্রীগুরুবর্গ গাহিয়াছেন,—

শ্রী গর্ব্বচী-সঙ্গ-রঙ্গে আর কিবা কাজ।
বিত্ত-পুত্র-বিত্ত-বলে শিরে পড়ুক বাজ॥
আর দুঃখ কেন বহু সাধনের কষ্ট।
অন্তর্দ্বীপাশ্রমে এবে হও, ভাই, হৃষ্ট॥
বৃক্ষলতা-ফলফুলে অদ্ভুত দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন॥
শুনিয়াছি নবদ্বীপ-গুণ-গণ যত।
জিহ্বা, তুমি সেই সব গাও অবিরত॥
ব্রহ্মা-শিব যাহার মাধুর্য্য নাহি জানে।
কবে বা বসিব সেই নবদ্বীপ-স্থানে॥
যদিও শরীর মোর খণ্ড খণ্ড হয়।
বিষম বিপত্তি জাল মস্তকে পড়য়॥
তথাপি গৌরাঙ্গ ছাড়ি' অন্য তীর্থপথে।
না হউ আমার আশা সম্পদে বিপদে॥
গৌরাঙ্গকানন হয় অদ্ভুত এ ভবে।
সেই বন মম গতি কত দিনে হ'বে॥
সকল সাধনহীন হইয়াও মম।
কবে যদি নবদ্বীপ-বন-মাঝে বাস॥
যাদের বিচিত্র শক্তি হঠাৎ তাহারে।
রাধাকান্ত-রাসোৎসবে রতি দিতে পারে॥
আমার স্বজনগণ ছাড়ুক আমারে।
দেহবুদ্ধি অচল হউক একেবারে॥
তথাপিও চিদানন্দ নবদ্বীপ হ'তে।
চরণ আমার নাই যাউ অন্য পথে॥
শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহাবন।
তাহাতে বসিতে বাধা করেন যে জন॥
মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, মিত্র, গুরু আর।
কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাহার॥
দুঃখেতে উদ্ধারণে না পারিনু, নাথ।
তথাপি নাহি মোর সর্ব্বদোষোৎপাত॥
কোথা যা'ব, কি ক'রব, গতিহীন আমি।
নবদ্বীপে স্থান দিয়া কৃপা কর, স্বামি॥
জাতি-প্রাণ-ধন-দারা-সকল আমার।
ক্ষয় হউ, সকলে করুন তিরস্কার॥
ব্যাধি-জীর্ণ কলেবর পাতক ভূষিত।
নবদ্বীপ তথাপি ছাড়িতে নহ রত॥
যাহা যদি থাকে প্রেম-সমুদ্র বিহারে।
মায়াপুরে কর বাস জাহ্নবীর তীরে॥

অনর্থযুক্ত জীবমাত্রেরই কায়-মনো-বাক্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীধাম আশ্রয় করার আবশ্যকতা আছে। অকপটে শ্রীধাম আশ্রয় করিলে আমাদের যত অসুবিধাই থাকুক, তাহা শ্রীধামের কৃপায় ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইবে। শ্রীধামের বৃক্ষ-লতা-পশু-পক্ষী সবই শ্রীধামেশ্বরের সেবা করিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই সেবোন্মুখ সাধকের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ ও ভক্তের সেবার উদ্দীপনা জাগাইতেছেন। শ্রীধামে বাস না করিলে হরিভজন হইবে না। শরীরদ্বারা শ্রীধাম-বাসের সুযোগ না হইলে মানসে শ্রীধামে বাস করিতে হইবে। ভগবান্ ও ভক্ত সর্ব্বক্ষণ শ্রীধামেই থাকেন। আমরা শ্রীধামবাসী না হইলে কি করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা পাইব?

যাহা নিত্য চিন্ময়, যাহা নিত্য আনন্দময়, তাহাই শ্রীধাম। শ্রীধাম-সেবাদ্বারাই জীবের সর্ব্বমঙ্গল লাভ হয়। শ্রীধাম-সেবা হইলে শ্রীনাম-সেবা হইবে, শ্রীনাম-সেবা হইলে শ্রীকৃষ্ণ-কামসেবা হইবে। শ্রীধামের সহিত

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে প্রাথমিক আভাসেই বিদূরিত হয়। শ্রীধামে সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে শ্রীনাম-সেবারূপ অভিধেয় অত্যল্পকাল মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ করায়। বৈকুণ্ঠনাম নিজগণে কৃপা করিয়া এজগতে শুভাগমন করিয়াছেন। এই শ্রীনাম যাঁহার উপর আশ্রিত, তিনি শ্রীধাম। শ্রীধামের সেবাদ্বারাই শ্রীনাম-সেবা হইবে। শ্রীধামের সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্রীনামসেবার ছলনা করিলে কখনও শ্রীনামের কৃপা হইবে না। শ্রীধামে অবস্থিত না হইলে শ্রীনামের সেবা হইতে পারে না।

শ্রীধাম সেব্যবস্তু, তাহা ভোগ্য নহে। ভোগোন্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া সেবোন্মুখ না হইলে শ্রীধামবাস বা শ্রীধাম-সেবা হইতে পারে না। শ্রীধামের সেবক না হইলে শ্রীধামের সঙ্গ ও সেবা কি করিয়া হইবে? সেবকের নিকটেই ত' সেব্য প্রকাশিত হইবেন। যেখানে সেবোন্মুখতা, সেইখানেই গৌরধামের কৃপা। শরণাগত ব্যক্তিরাই শ্রীধামবাসের অধিকার পান। সেবোন্মুখতাতেই শ্রীধাম প্রকাশিত হন। ইন্দ্রিয়তর্পণের মধ্যে—প্রাকৃতের মধ্যে—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের মধ্যে শ্রীধাম নাই—নাই—নাই। ভোগী ও ত্যাগী শ্রীধামে বাস করিতে পারে না। শ্রীধামের কৃপাভিখারী সেবোন্মুখ জনই শ্রীধামের কৃপা ও সেবা পাইয়া ধন্য হন। শ্রীধাম সত্য; অসৎ সেখানে যাইতে পারে না। সৎ ও সৎসঙ্গলিপ্সু শ্রীধামের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হন; শ্রীধামই জীবের একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু শ্রীধামকে যে আশ্রয় করিল না, সেই নিরাশ্রয় ব্যক্তি হরিভজন কি করিয়া করিবে? শ্রীধাম সেবার ভূমিকা—ভোগময়ী ভূমিকা নহে। শ্রীধামবাসের ছলনা করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ শ্রীধাম-সেবা নহে। শ্রীধাম-সেবার জন্য সর্ব্বস্ব নিয়োগ না করিলে মঙ্গলের আশা নাই। শ্রীধামবাসীর সঙ্গ না হইলে শ্রীধামবাসের ইচ্ছা হৃদয়ে জাগে না। শ্রীধামবাসীর পদধূলি হইতে পারিলে শ্রীধামবাস হয়। শ্রীধামের সেবার কথায় সর্ব্বক্ষণ তন্ময় থাকা দরকার; তবেই শীঘ্র মঙ্গল হইবে। শ্রীধাম বিভুবস্তু, শক্তিমদ্বস্তু। তিনি initiative লইতে পারেন। আমাদের আর্ত্তি, অকপটতা, দৈন্য ও সেবোন্মুখতা দেখিলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে কৃপা করিবেন। গৌরধাম—গৌরাভিন্ন, গৌরধাম গৌরের ন্যায় মহাবদান্য। এই শ্রীধামের সাক্ষাৎ কৃপা-কটাক্ষ লাভ করা দরকার; তবেই মঙ্গল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে গত ১২ই এপ্রিল, সোমবার প্রেস বন্ধ থাকায় ঐদিন শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(০)::——

শ্রীগুরুপাদপদ্মই এই ভব-সমুদ্রের একমাত্র কর্ণধার। শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগতি-দ্বারাই ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রকেই ভোগত্যাগ-চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুকৃষ্ণ-সেবায় সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমাদের অনন্ত-কোটি জন্মের দুঃখের কথা জানাইতে হইবে, দীন-পতিত আমাদিগকে পতিত-পাবন শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি হইতে হইবে। "এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই। কৃপা করি' নিজ-পদতলে দেহ ঠাঁই॥" "আমা সম পাপী নাহি জগৎ ভিতরে। মম সম অপরাধী নাহিক সংসারে॥" বলিয়া তাঁহার চরণ-তরী দৃঢ় করিয়া ধরিতে হইবে—তাঁহার অহৈতুকী করুণালাভের জন্য চাতকের ন্যায় কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে। তোমার "করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর॥" বলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণিপাত করিতে হইবে। সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে স'পিয়া, তাঁহার ঘরে থাকিয়া তাঁহার কৃপাকণালাভের জন্য যত্ন করিতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম পতিত-পাবন। কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত ভবরোগগ্রস্ত পতিত আমাদের উদ্ধারের জন্যই তাঁহার এ জগতে কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ। ভগবৎ-কৃপামূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আচার্য্যপাদপদ্মে আর্ত্তি না হইলে মঙ্গলোপায় নাই। তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। [illegible] আমরা, আমাদিগকে ভজন সেই অহৈতুকী অযাচিত কৃপার জন্য নিষ্কপট ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। 'অনেক দিন মঠবাস করিলাম—অনেক দিন গুরুসেবা করিলাম, তথাপি কেন গুরুপাদপদ্মের কৃপা হইতেছে না, অনর্থ যাইতেছে না' বলিয়া অধীর হইলে কৃপালাভের সম্ভাবনা নাই। "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং"—শ্লোকাবলম্বনে অন্য উপায় নাই জানিয়া তাঁহার চরণতলেই জীবনের দিনগুলি তাঁহার কৃপা-প্রার্থনা করিতে করিতে কাটাইয়া দিতে হইবে। "মারবি, রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥"—বিচার অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহাকে ইহ-পরকালের একমাত্র রক্ষক, জীবনে, মরণে, সম্পদে, বিপদে, শয়নে, স্বপনে প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন করিয়া রাখিতে হইবে, তবেই এ জগৎ হইতে উদ্ধার পাইয়া জগদীশের পাদপদ্মে পৌঁছিতে পারা যাইবে।

সদ্গুরুপাদপদ্ম বা ভগবানের কৃপা-রজ্জু সর্ব্বদাই সংসার কূপে পতিত আমাদের উপর লম্বমান রহিয়াছে। যিনি সেই কৃপা-রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবেন, তাঁহাকেই শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আকর্ষণ করিয়া নিজ পাদপদ্মে উঠাইবেন। সেবোন্মুখতাই এই কৃপালাভের একমাত্র উপায়। আমরা যে পরিমাণে সেবোন্মুখ হইব, সেই পরিমাণে গুরুকৃপা গ্রহণ করিতে পারিব। যে পরিমাণে নিষ্কপট কৃপা-প্রার্থী হইব—সেই পরিমাণেই সেবা বা কৃপা পাইব। সেবা ও কৃপা দুইটী একই জিনিষ। জীবের হরিজনবৈষ্ণবের নিকট কৃপা-প্রার্থনা এবং তাঁহাদের কৃপা-প্রদান দুইটী যুগপৎ হইলেই জীব এ সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারে। জীব ভগবৎকৃপা-প্রার্থনারহিত আরোহ-চেষ্টামূলে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না, কিছুদূর উঠিয়া আবার পতিত হয়।

আবার সাধন-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল কপটতা করিয়া মুখে কৃপা-প্রার্থনা করিয়াও উদ্ধার লাভ করা যায় না। সাধন ও কৃপা দুইটীরই প্রয়োজন। একটীর অভাবে ফলোদয় হয় না। যে ব্যক্তি এই সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করিতে চাহেন, তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা ও কায়-মনো-বাক্যে ভগবৎ-সেবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা প্রয়োজন—কৃপা-প্রার্থনামূলক সাধনই আবশ্যক।

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত সৌভাগ্যের ফলে এইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণতলে আসিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। কিন্তু হায়, এরূপ গুরুপাদপদ্ম পাইয়াও আমার সংসারনিবৃত্তি হইতেছে না কেন? আমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছি না কেন? আমার মনের চঞ্চলতা যাইতেছে না কেন? প্রতিনিয়তই যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছি—ইহার কারণ কি? কারণ আর অন্য কিছুই নহে, যে প্রণালীতে সিদ্ধিলাভ হয়, যে উপায়ে সংসারের হাত হইতে ছুটী পাওয়া যায়, সেই পথ অবলম্বন আমি করি নাই, তজ্জন্যই আমার এই চঞ্চলতা যাইতেছে না—ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তির কোন আশা-ভরসাই পাইতেছি না। সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন,—

"আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবু নিজ রক্ষা-বিধান॥
তুয়া ধন জানি' তুহু রাখবি নাথ।
পাল্য গোধন জানি' করি' তুয়া সাথ॥"

সাধকের শ্রীগুরুপাদপদ্মে এইরূপ শরণাগতি বা আত্মনিবেদনই প্রয়োজন। সংসার ক্ষয় হইতেছে না বলিয়া অসহিষ্ণু হইলে শ্রীগুরু-কৃপা পাওয়া যাইবে না। আমি ঠিকই আছি, গুরুকৃপা লাভের জন্য আমার সাধনের যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা সমস্ত ঠিক-ঠিকভাবেই করিতেছি, তথাপি আমার সংসারনিবৃত্তি হইতেছে না কেন, বলিয়া বিচার করিবার পূর্ব্বে আমি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছি কি, আমি কি সত্য সত্যই সকল অভিলাষ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছি? কর্ম্ম-জ্ঞান-পিপাসা কি আমার নাই? লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, কনক-কামিনী-ভোগস্পৃহাকে কি আমার মঙ্গলের অন্তরায়জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়াছি? আমি কি সংসারের পিতা-মাতা-আত্মীয়-স্বজনাদির সম্বন্ধকল্পনাকে অন্তরের অন্তস্তল হইতে বিতাড়িত করিতে পারিয়াছি। দুঃসঙ্গকে সর্ব্বতোভাবে কায়-মনো-বাক্যে পরিহার করিয়া সৎসঙ্গলাভের জন্য কায়-মনো-বাক্যে চেষ্টা করিয়াছি? আমি নিজসুখে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার জন্য ব্যাকুল হইতেছি কি? যে চায় সে পায়, কিন্তু আমি চাহি না কেন? আমি পরমার্থালোচনা ছাড়িয়া দিয়া নিজ ভোগানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছি কি—নিজ চরিত্র সংশোধনেই ব্যস্ত হইয়াছি কি?

ভগবদ্ভজন

——:০:(০):০:——

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। তিনি চেতনাচেতন সকলের একমাত্র কারণ। তিনিই সকলের অংশী, তিনি সর্ব্বগুণাকর। তিনিই মূল বা আদি। সুতরাং শ্রীভগবানেরই শাখা-প্রশাখাস্বরূপ—সমস্ত দেবতাবৃন্দ। এক শ্রীভগবান্ই প্রভু, আর সকলেই তাঁহার দাস। এক ভগবানের সুখেই সকলের সুখ হয়—ভগবানের সেবাতেই সকলের সেবা হয়। মূল পরিত্যাগ করিয়া শাখা-প্রশাখার সেবায় বিশেষ ফলোদয় হয় না। 'সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ'। শ্রীভগবানের সেবা করিলেই সমস্ত কৃত্য শেষ হইয়া যায়। মূল ঠিক থাকিলেই সব ঠিক হইবে। সকল নীতি ও অখিল সদ্গুণের আকরস্থানে কেন্দ্র ঠিক না রাখিলে বিপথে চলিয়া যাইতেই হইবে। লক্ষ্য স্থির থাকিলে মধ্যপথের ক্রিয়াদি সব ঠিক থাকে। কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অন্যান্য উপায়ে বহু উপাস্যতা আছে, সর্ব্বাপেক্ষা চরম উপাস্যতা কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় বর্ত্তমান। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র সেব্য—আমরা সেবক; আমাদের কর্ত্তব্য কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য আমাদের নাই। কৃষ্ণই একমাত্র অনুশীলনের বিষয়, কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্যধর্ম—এই বিচার না আসিলে ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা জগৎ ভোগ করিবার প্রবৃত্তি আসে। ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবৎ-সেবায় না লাগাইলেই মন ভোগী সাজিয়া স্ব-ভোগ্যানুসন্ধান করিবে, আবার কখন ত্যাগের বিচার আসিয়া ভোগপ্রবৃত্তিকে সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা হইবে। জগৎ জীবের ভোগেরও বস্তু নহে, ত্যাগেরও নহে। জগৎ জগদীশের ভোগ্য,—এই দর্শনে জগতের যে সত্ত্ব, তাহাই বাস্তব স্থিতি।

কৃষ্ণানুশীলনদ্বারাই কৃষ্ণপ্রীতি অনুসন্ধেয়। কৃষ্ণানুশীলনের নামই ভক্তি। আমার 'সম্বন্ধ'-বিচারে কৃষ্ণ—সেব্য, কৃষ্ণভক্তই—'অভিধেয়' ও কৃষ্ণপ্রীতিই—একমাত্র

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

'প্রয়োজন'। কৃষ্ণ যাহাতে প্রীত হন, তাহাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। কৃষ্ণ আমাদের নিকট কি চান? কৃষ্ণের নিত্যসেবক আমরা তাঁহার হইয়া তাঁহার সেবা করি—ইহাই তিনি চান। 'গোপীনাথ! আমি ত' তোমার জন',—ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান। এই সম্বন্ধজ্ঞানের পরে অভিধেয়-ভক্তিযাজনের কথা। 'আমি তোমার'—এই জ্ঞান সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিলে তবে ভক্তিযাজন করা যায়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শরণাগতিতে এই কথাই বলিয়াছেন,—

"তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজবলচেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥"

শাস্ত্র বলেন,—

"তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥"

শ্রীভগবদাশ্রিত ভক্তগণ কায়মনোবাক্যে শরণাগত। তাঁহারা শরীরদ্বারা ভগবল্লীলাস্থান আশ্রয়পূর্ব্বক 'হে ভগবন্, আমি তোমার' ইহা মুখে বলিয়া আনন্দলাভ করেন। ইহা শরণাগত সেবকের লক্ষণ। ভক্ত মুখেও বলেন—আমি ভগবানের দাস এবং মনেও সর্ব্বক্ষণ এই কথাই চিন্তা করেন এবং শরীরের দ্বারাও ভগবানের সেবা করেন। যাঁহারা অনর্থযুক্ত সাধক, তাঁহাদের পক্ষে গৌড়মণ্ডলই একমাত্র আশ্রয়ণীয়। অনর্থযুক্ত সাধকেরা শ্রীগৌরধাম আশ্রয় করিয়া ভজন করিলে শীঘ্রই ভজনে উন্নত হইবে। শ্রীগৌরধাম শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় উদার। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিতে ইচ্ছুক হইলে পাপী তাপী সকলেরই মঙ্গল হইয়া যায়। শ্রীগৌরধামে থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দর, গৌরভক্ত ও গুরুবর্গের নিকট সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটে নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করা ছাড়া কলিহত দুর্গত জীবের আর অন্য উপায় নাই। শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পরিকরগণ শ্রীধামে নিত্যকাল লীলা করিতেছেন।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-সঙ্কীর্ত্তনরাস হইতেছে। অদ্যাপি সৌভাগ্যবান্ জনগণ গৌরপরিকরগণের সেই সঙ্কীর্ত্তনরাস দর্শন করিতেছেন।

কৃষ্ণভক্তি কিপ্রকারে করিতে হয়, তাহা স্বয়ং কৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দররূপে শিক্ষা দিয়াছেন ও শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিতগণ এখনও সেই শিক্ষাই জগতে বিতরণ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন—কৃষ্ণকীর্ত্তনই কৃষ্ণপ্রেমলাভের একমাত্র উপায়। ইহা শুধু উপায় নহে—হরিকীর্ত্তন স্বয়ংই সেই বস্তু। ভক্তরা ভালবাসার পাত্রের কথাই কেবল বলিতে, শুনিতে ও চিন্তা করিতে ভাল বাসে। ভালবাসার পাত্র দূরে থাকিলে তাঁহার কথা বলা ও শুনাই তখন একমাত্র কৃত্য হইয়া দাঁড়ায়। বিগ্রহে আমরা বর্ত্তমানে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু যখন কোন প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত আমাদিগকে জাগাইয়া আমাদের নিকট আমাদের নিত্য প্রভুর কথা কীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ে তাঁহার বিরহ জাগাইয়া দেন, তখনই তাঁহাকে আবেগের সহিত ডাকিতে ইচ্ছা হয়। এই ডাকাই কীর্ত্তন—বিরহ। ইহাই জীবের একমাত্র কৃত্য—ইহাই ভক্তি। মূল আকর বস্তুর প্রতি প্রীতির অভাব থাকিলেই বিপথে যাইতে হইবে। 'কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।'—এই মূল কথায় প্রতি বিশ্বাসের অভাব হইলে ব্যভিচারী হইয়া পড়িতে হয়। তখন হাজার লোকের হাজার প্রস্তাবের প্রতি বেশী আদর হয়। কৃষ্ণের প্রীতির অনুসন্ধানের নামই ভক্তি, বদ্ধজীবের প্রীতি আকর্ষণ করাটা ভক্তি নহে। সুন্দরের প্রীতিসাধনই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইলে, তখন আর অসংখ্য জীবের অসংখ্য কামনার পরিতৃপ্তিকে ভক্তি বলিয়া মনে হয় না। ভগবৎপ্রীতিসাধনই ভগবদ্ভক্তি। তটস্থ জীবের খামখেয়াল চরিতার্থ করার নাম ভক্তি নহে। বহির্ম্মুখ বহু লোকের সঙ্গের কোন প্রয়োজন নাই,—তাহাদের সহিত প্রীতি হইলে সংসারবন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে। যতটা পারা যায়, তাহাদের নিকট হইতে তফাৎ থাকিয়া ভক্তভক্তের সঙ্গ করাই মঙ্গল। তবেই কৃষ্ণের কৃপা হইবে, বহির্ম্মুখ জনগণ তবেই আমাদের সঙ্গ বর্জ্জন করিবে। তাহাদের সহিত প্রীতি বা আসক্তিই বন্ধন; ইহা যতই শিথিল হয়, ততই পরমমঙ্গল। অসৎসঙ্গ ছাড়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু অসৎই যদি আমাদিগকে অসৎ বলিয়া ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে? তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"আমার এমন ভাগ্য কতদিনে হ'বে।
আমারে আপন বলি' জানিবে বৈষ্ণবে॥
শ্রীগুরুচরণামৃত-মাধ্বিকসেবনে।
মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণগুণ গাব বৃন্দাবনে॥
কর্ম্মী, জ্ঞানী, কৃষ্ণদ্বেষী, বহির্ম্মুখজন।
ঘৃণা করি' অকিঞ্চনে করিবে বর্জ্জন॥
কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত।
আচারবিহীন এই নিতান্ত অশান্ত॥
বাতুল বলিয়া মোরে পণ্ডিতাভিমানী।
ত্যজিবে আমায় সব মায়াবাদী জ্ঞানী॥
কুসঙ্গরহিত দেখি' বৈষ্ণব সুজন।
কৃপা করি' আমারে দিবেন আলিঙ্গন॥"

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনামকীর্ত্তনই ভক্তি। শ্রীনাম ও শ্রীনামী অভিন্ন। শ্রীনামভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। কলিযুগের জীবের অসংখ্য দোষ থাকিলেও শ্রীনামকীর্ত্তনই এই যুগে প্রধানতম আশ্রয় ও সর্ব্বদোষ-বিনাশী। যাঁহারা ভক্তভাবে হরিনাম করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণভজন করেন। হরিনাম না করিলে ভোগী অথবা ত্যাগী হইয়া যাইতে হইবে। শাস্ত্র বলেন,—যদি ভগবানে চিত্ত আসক্ত না হয়, তাহা হইলে পুরুষ নির্ভয়, জিতাত্মা, একাকী, নিরপেক্ষ, যথার্থমার্গদর্শী, মিতাহারী, প্রশান্ত ও নির্দ্দম্ভ হইয়া দিবারাত্র তদ্বিষয়ে রুচিজনক নামসমূহের পাঠ করিবে। উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান এবং ভাবিগমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুৎক্ষুত-প্রস্খলনাদি যে-কোন অবস্থায় সর্ব্বদা 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিবে। মানব সর্ব্বপ্রকার অপরাধ করিয়াও শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। নামোচ্চারণকারী পুরুষের সম্বন্ধে 'এই ব্যক্তি আমার সম্বন্ধীয় এবং সর্ব্বতোভাবে আমার রক্ষণীয়'—(ভগবানের) এইরূপ মতি হইয়া থাকে। ঘোর সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া অসহায় অবস্থাতেও জীব যাঁহার শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে বিমুক্ত হন, যাঁহার নামে সাক্ষাৎ মহাকালও ভীত হন, আত্মশোধনার্থী কে-ই বা সেই ভগবানের নামকীর্ত্তন করিবে না? নৃশংস, দুরাচার, সর্ব্বদা পাপাচারে রত ব্যক্তিও শ্রীভগবানের শ্রীনামকীর্ত্তন করিলে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন।

দুই একটী কথা

——:০:(০):০:——

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-শক্তি অপৃথক্। অগ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তি যেরূপ অবিচ্ছিন্ন, তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণের সেই শক্তির নাম স্বরূপ শক্তি। তাঁহা হইতে চিৎ শক্তি বা অন্তরঙ্গা-শক্তি, জীবশক্তি বা তটস্থা-শক্তি, জড়শক্তি বা মায়া-শক্তি এই তিনপ্রকার ক্রিয়া-শক্তি দেখা যায়।

সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনন্তশক্তির মধ্যে—স্বরূপশক্তির সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী এই বৃত্তিত্রয় প্রধান। সন্ধিনীশক্তির কার্য্য সত্তা প্রকাশ ও ধারণ করা। ইঁহার আশ্রয়ে ভগবান্ নিজকে ধারণ ও প্রকট করেন ও করান।

গোলোক ও বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময় ধামসমূহ, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী প্রভৃতি কান্তাসমূহ, শ্রীনন্দ-যশোদাদি মাতাপিতা, সুদাম-শ্রীদামাদি সখাগণ, রক্তক, পত্রক ও চিত্রকাদি দাসগণ বেণু, বৎস, ধেনু, বিষাণ ও কদম্বাদি শান্তরসের সেবকগণ—সমস্তই চিন্ময়। এ সবই ভগবানের সন্ধিনীশক্তি হইতে প্রকটিত।

স্বরূপশক্তির সম্বিদ্বৃত্তি ব্রজের সমস্ত সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। হ্লাদিনীর প্রণয়-বিকারে কৃষ্ণ সর্ব্বদা অনুরক্ত এবং সম্বিৎ-শক্তি প্রকটিত অনুরাগ-ভাবসমূহ দ্বারা সর্ব্বদা রসিকস্বভাব।

শ্রীভগবানের তটস্থা জীবশক্তি হইতে অনন্ত জীবনিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। তটস্থা-শক্তির অপর নাম জীবশক্তি। জীবশক্তি স্বরূপশক্তির অণু। স্বরূপশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী এই প্রভাবত্রয়ের অণুপরিমাণ তাহাতে আছে। তটস্থা বা জীবশক্তির সন্ধিনীপ্রভাব হইতে নিখিল জৈব-সত্তা। তটস্থাশক্তির সম্বিদ্-বৃত্তি হইতে জীবের ব্রহ্মজ্ঞান এবং তটস্থাশক্তির হ্লাদিনী-বৃত্তি হইতে জীবের ব্রহ্মানন্দ প্রকাশিত।

আবার স্বরূপশক্তির ছায়া মায়া জড়-শক্তিতেও স্বরূপ-শক্তির ত্রিগুণবৃত্তি বিকৃতভাবে বর্ত্তমান। মায়াশক্তির সন্ধিনী-বৃত্তি হইতে চতুর্দ্দশ লোকময় ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের জড়-শরীরাদি, সম্বিদ্ বৃত্তি হইতে জড়-বিজ্ঞান এবং হ্লাদিনী-বৃত্তি হইতে মায়াশক্তিতে জড়ানন্দ বর্ত্তমান।

হাওড়া জেলায় প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী বর্দ্ধমান-জেলার মেমারীর প্রচারকার্য্যাদি শেষ করিয়া হাওড়া-জেলার গৌরীগ্রামে ১লা এপ্রিল উপস্থিত হন। তথায় শ্রীপাদ কৃষ্ণপাদপদ্ম মাসাধিকারী মহাশয়ের আগ্রহে ভক্তিশাস্ত্রীজী ৬।৫ দিন অবস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন।

গত ২রা এপ্রিল শ্রীযুত বিনোদবিহারী পাল মহাশয়ের সাদর আহ্বানে ভক্তিশাস্ত্রীজী তাঁহার বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের দৈত্যবালকদিগের প্রতি উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পাঠে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত কালীদাস পাল মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে ভক্তিশাস্ত্রীজী স্থানীয় ক্লাব মেমোরিয়াল হলে গত ৩রা এপ্রিল সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ সময়ে "সনাতন ধর্ম"-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-শ্রবণে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন।

তৎপর দিবসও তথায় "মানবজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ছাত্রগণ যোগদান করেন।

গত [illegible] এপ্রিল ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীযুত কালীদাস পাল মহাশয়ের বিশেষ [illegible] তদীয় বাস-ভবনে হরিকথা আলোচনা করেন, [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রসঙ্গ করেন। [illegible] সভার আদি ও অন্তে [illegible] মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

অসাধুসঙ্গ সর্ব্বনাশের মূল। অনন্যের সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-মূল্যতালিকা-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের	৪র্থ, ১৫শ দিনের	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲		" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲		" এক কলম	৩৮৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক ৩৲
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভারতবর্ষের একমাত্র পাক্ষিক প্রসিদ্ধ পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যপাঠ্যরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এর আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিকুক্ষিকাল্পত এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও উহার অতি রিক্ত বলা হয় না। জ্বর, প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। প্রাপ্তিস্থান—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

চীনা ও জাপানীতে পার্থক্য

চীনা ও জাপানীদের মধ্যে অনেক বিষয়ে খুব সাদৃশ্য দেখা যায়। এজন্য অধিকাংশ বিদেশীই বহুদিনের আলাপ পরিচয়সত্ত্বেও চীনা, কি জাপানী, তাহা ঠিক করিতে বিশেষ বেগ পায়। অধিকাংশ জাপানীরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। তাহারা দেখিতে খুব বেঁটে এবং বাহু দুইটি খুব লম্বা, কিন্তু পা খুব ছোট এবং প্রায়ই ধনুকের মত কিছুটা বাঁকা। প্রায় সকলেরই চোখে চশমা। অপর পক্ষে সমস্ত চীনার শরীর সুগঠন। চীনাদের জাতিগত আকৃতিই এইরূপ। ইহাদের দেহও লম্বা এবং চেহারা ছিপছিপে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই নিতম্ব সোজা।

জাপানীরা "ল" উচ্চারণ করিতে পারে না, "ল"কে উহারা উচ্চারণ করে অবশ্য "র" চারজন ব্যতীত। চীনাদের উচ্চারণে ইহার একেবারে বিপরীত। উহারা "র" উচ্চারণ করিতে পারে না। "র"কে উচ্চারণ করে "ল"।

জাপানীদের একটা বিশেষত্ব যে, তাহারা হাঁটিবার সময় সামনের দিকে ঝুঁকিয়া হাঁটে। কোমর হইতে দেহের উপরিভাগ বেশ বাঁকিয়া যায়। কিন্তু চীনাদের মধ্যে কদাচ এরূপ দেখা যায়। কোন বন্ধুর সাক্ষাৎ দেখা হইলে জাপানীরা "হিস হিস" শব্দ করে এবং সামনের দিকে ঝুঁকিয়া অভিবাদন জানায়। চীনাদের মধ্যে সম্ভাষণের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই।

কোন স্থানে গেলে জাপানীরা পা গুটাইয়া আসন করিয়া বসিয়া পড়ে, বসিবার ব্যবস্থা থাকিলেও পা ঝুলাইয়া বড় একটা বসে না। চীনাদের অভ্যাস চেয়ারে বসার তায় পা ঝুলাইয়া বসা।

ভূমি রাজস্ব মকুব

আসাম গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪২-৪৩ সালে নিম্নলিখিত অঞ্চল সমূহে নিম্নলিখিত হারে ভূমিরাজস্ব মকুব করা হইয়াছে: (ক) প্রদেশের সমতল জেলাগুলিতে (গারো পাহাড়ের সমতল মৌজাসহ, কিন্তু শ্রীহট্ট ও কাছাড় ছাড়া) যে সকল বিঘায় জোতের রাজস্ব ১৩৲ টাকা বা তাহার কম, তাহার রাজস্ব শতকরা ২৫৲ টাকা হারে মকুব। (খ) শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে ১২৲ টাকা বা তাহার রাজস্ব ধার্য্য আছে, এইরূপ বিঘাত জোতের শতকরা ২৫৲ টাকা হারে রাজস্ব মকুব। (গ) শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে যে সকল বিঘাত জোতের রাজস্ব ১২৲ টাকার অধিক এবং গারো পাহাড়ের সমতল মৌজাসহ অন্যান্য সমতল জেলায় যে সকল বিঘায় জোতের রাজস্ব ১৩৲ টাকার অধিক, সেই সকল ক্ষেত্রে রাজস্ব ১২।০ টাকা হারে মকুব করা হইবে।

যুক্ত প্রদেশে খাদ্যশস্য সম্পর্কে ব্যবস্থা

যুক্ত প্রদেশের এক জেলা হইতে অন্য জেলায় খাদ্যশস্য চালান সম্বন্ধে সমস্ত বাধা-নিষেধ তুলিয়া প্রত্যাহার করা হইয়াছে। তবে যুক্তপ্রদেশের বাহিরে অন্য কোন প্রদেশে বা দেশীয় রাজ্যে খাদ্যশস্য চালান দিতে হইলে যে জেলা হইতে চালান দেওয়া হইবে, সেই জেলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে অনুমতি লইতে হইবে।

হাউস প্রোটেকসন পার্টি

বাঙলা সরকারের এ আর পি পাবলিসিটি সাব কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ ডি আর ট্যাসম, সি-আই ই এক "প্রেস নোটে" প্রকাশ করেন যে, কলিকাতার জন্য যে "স্ট্রিট ফায়ার পার্টি সার্ভিস" প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, উহার বর্ত্তমান নাম হইবে "হাউস প্রোটেকসন ফায়ার পার্টি" অর্থাৎ অগ্নি-কাণ্ড হইতে গৃহরক্ষাকারী দল। ইহাকে এখন হইতে আর এ আর পি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হইবে না; সুতরাং ইহার সভ্যবৃন্দকে এ আর পি সংক্রান্ত যে বিশেষ আইন (অর্ডিন্যান্স) রহিয়াছে, তাহার অধীনে আসিতে হইবে না।

বর্ত্তমানে পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থানুযায়ী সরকার স্থির করিয়াছেন যে, কলিকাতার অধিবাসীগণের প্রত্যেক ১২৫ জনের জন্য ধন-সর্ঞ্জামপূর্ণ একটি করিয়া 'ষ্টিরাপ পাম্প' ও তাহার সরঞ্জামাদি দেওয়া হইবে। এই পাম্প গ্রহণ করিতে হইলে প্রত্যেক ১২৫ জনের মধ্যে হইতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৬ জন ও ন্যূন ৩ জনের দ্বারা একটি ফায়ার পার্টি গঠন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি সর্ত্ত পালন করিতে হইবে।

রবারের সার্সি

একটু বা' লাগলো ত জানালার সার্সি-খানি ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো, কাঁচের সার্সি থাকলেই এ আশঙ্কা থাকবে। কিন্তু কাঁচের বদলে অন্য কোন পদার্থ সার্সিতেই বা ব্যবহার করা যায়, আর কতবারই বা নূতন কাঁচ লাগিয়ে পারা যায়? আমেরিকার ডাচাম্যান কিংক্যান কোম্পানীর বৈজ্ঞানিকগণ এ সমস্যার সমাধান করেছেন চমৎকার। তাঁরা নিজেদের পরীক্ষাগারে বসে এমন এক ধরণের স্বচ্ছ পাতলা অথচ মজবুত রবার তৈরী করেছেন, যা' দিয়ে জানালার সার্সি তৈরী হ'তে পারে। আলমারীতেও কাঁচের বদলে এই রবার ব্যবহার করা যেতে পারে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সপ্তম শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ
মূল্য ৷৷

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "ভক্তিবোধ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

শ্রীশ্রীকল্যাণকল্পতরু
মূল্য ৮০
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সাধুগণের প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৫ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৩রা বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৬ই এপ্রিল, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } ৩৬২৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ মধুসূদন, তৃতীয়া বাসরোদয়াৎ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:০:)::——

ভগবানের জীব আমাদের প্রত্যেকের ভগবদনুসন্ধান করাই একমাত্র কর্তব্য। ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভরতার অভাব হইলে ভগবদনুসন্ধান-স্পৃহা হৃদয়ে জাগে না। শ্রীগুরু-কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলে তখন তাঁহাদের সেবা করিবার কর্তব্যও যুগপৎ আসিয়া যায়। সেব্য কৃপা করিয়া জীবের নিকট শুভাগমন করিলে জড়াসক্ত মন তাঁহার সেবা করিতে চাহে না। ভগবৎসেবাই জীবের স্বভাব। ভগবৎসেবাই চেতনতা, ভগবদ্বিমুখতাই জড়তা। অতএব ভগবদনুসন্ধান করিতে হইলে যিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধানে রত, সেই ভগবদ্বিরহ-কাতর সাধুর অনুসন্ধান ও অনুসরণ এবং তাঁহার প্রতি আবেশ হওয়া চাই। বিরহীর সঙ্গ না হইলে বিরহ জাগে না, চেতনের সঙ্গ না হইলে চেতনতা প্রকাশ পায় না। যেখানে ভক্তের প্রতি অভিনিবেশ, সেইখানেই ভক্তিযোগ, সেইখানেই কৃষ্ণ-নাম-শ্রবণ-কীর্তনের কথা। গুরু হৃদয়ে স্থান না পাইলে জীবহৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপিত হইতে পারে না। তাঁহারাই ত' গুরু। কৃষ্ণ ত' তাঁহারই প্রাণবন্ধু ও নিত্যসঙ্গী। অতএব গুরু-চরণাশ্রয়েই— বসুদেবের হৃদয়েই ত' বাসুদেবের আবির্ভাব। সুতরাং গুরুজনই কৃষ্ণসেবার অধিকারী, অপরে নহে।

কেবল শুষ্ক কর্তব্যজ্ঞানের দ্বারা ভগবৎ-সেবা করিয়া কেহ তৃপ্ত হইতে পারে না। ভক্তি নীরস নহে— সরস। ভক্তিতে নিরানন্দ নাই, তাহা আনন্দময়; ভক্তিতে দুঃখ নাই, তাহা সুখময়। ভক্তিতে প্রীতি আছে। ভক্ত প্রীতিপূর্ব্বক প্রাণের টানে স্বেচ্ছায় গুরুকৃপায় প্রভুসেবা লাভ করিয়া ধন্য হন এবং চিরে পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। চেতন সর্ব্বক্ষণ চেতনের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহার অন্যদিকে নজর থাকে না। প্রকৃত চেতনের ক্রিয়ায় কোনরূপ হেয়তা নাই। প্রকৃত চেতনের জড়ের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। জড়দর্শনই অজ্ঞানতা। উহা দেহমনের ধর্ম— আত্মার ধর্ম নহে। চেতন—নিত্য ও অজ্ঞের।

বৃথা গল্প-গুজব, তর্ক-বিতর্ক, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, গ্রাম্যকথা—এ সবই ইহা অত্যন্ত ভক্তিবাধক। সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনই ভক্তিসাধক। সেইজন্য ভক্তিসাধক বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা ভক্তসঙ্গে হরিকথা আলোচনা ও হরিনামাদি স্মরণ করেন। যাঁহারা এই শমনরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে চান, তাঁহারা সংকীর্তন-ব্রতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া যেন ভগবদনুশীলন করেন। কোন কার্য্যের দ্বারা যাহাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, এইজন্য কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ ভক্তিযোগদ্বারা ভগবচ্চরণে শরণাগতি স্বীকার করেন; যেখানে বৃথাগল্পে দিন কাটে, সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই উপদেশ পালিত না হওয়ায় জীবের অধোগতি হইয়া থাকে। যাঁহারা বৃথা তর্ক করেন, তাঁহাদের বৃথা সময় নষ্ট ও মনশ্চাঞ্চল্য-বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। যিনি হরিভজন করিতে চান, তিনি যেন দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমি এ জীবনে কখনও সেবোন্মুখ, সেবাব্রত বা সেবাভিলাষী কোন সাধুর নিন্দা করিব না। নিজের ও অন্য সকলের যাহাতে মঙ্গল হয়, সেই সকল কথাই আলোচনা করিব।

অনুসন্ধিৎসা চেতনের বৃত্তি। চেতন অনুসন্ধান না করিয়া থাকিতে পারেন না। যেখানে সেবোন্মুখতা, সেখানেই ভগবদনুসন্ধান; আর যেখানে বহির্ম্মুখতা ভোগোন্মুখতা বা মায়ার বাধা, সেখানেই ছিদ্রানুসন্ধান। সেবোন্মুখতা ভগবৎপাদপদ্ম স্পর্শ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। সেইজন্য সেবোন্মুখ এত ব্যগ্র-ব্যাকুল। যেখানে ছিদ্র, সেখানেই বাধা। কৃষ্ণবৈমুখ্যই ছিদ্র। কৃষ্ণবিমুখই ছিদ্রানুসন্ধান করে। ছিদ্রকে আশ্রয় করিয়াই বাধা বিশ্রাম করে। সেইজন্য মায়াবদ্ধের ছিদ্রান্বেষণ ব্যতীত থাকিতে পারে না। যাহারা ছিদ্রান্বেষণ করে, তাহারা মৃত্যু পথের পথিক। ভগবদনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই অমৃত-পথের যাত্রী। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি ভোগের পিপাসা হইতে ছিদ্রানুসন্ধান-স্পৃহা জন্মগ্রহণ করে।

———

আদর্শ ছাড়া সৎ বা অসৎ কেহই তাহাদের গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে পারে না। আদর্শ পাইলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে—সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে পারে। যিনি হরিভজন করিবেন, তাঁহার আদর্শ অভ্রান্ত, অপরিবর্তনীয় ও সর্ব্বোত্তম হওয়া চাই। ভোগোন্মুখতা থাকিলে আদর্শানুসন্ধান-স্পৃহা নিরোধিনী হয়। ভোগীর আদর্শ—ভোগী, ত্যাগীর আদর্শ—ত্যাগী এবং সেবকের আদর্শ সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরু। যেখানে সেবোন্মুখতা, সেখানে সেব্যানুসন্ধান থাকিবেই। সেখানে পরচর্চ্চা বা পরছিদ্রানুসন্ধান থাকিতেই পারে না। ভোগোন্মুখের ছিদ্রানুসন্ধিৎসু বা দোষদর্শী, আর সেবোন্মুখ গুণগ্রাহী বা অদোষদর্শী। সেবোন্মুখ প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যে সেবার অনুসন্ধান করে। আর ভোগোন্মুখ প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে কেবল ছিদ্র বা ভোগই দেখিয়া থাকে। অন্তর্জ্জনকারী ভোগোন্মুখ অনন্ত-অর্চ্চনকারী সেবোন্মুখের অনন্ত-অর্চ্চন লক্ষ্য করিতে পারে না। যেখানে নিজের দোষ বা ছিদ্র দর্শন করিয়া তাহা সংশোধনের চেষ্টা, সেখানে পরদোষ-দর্শন সম্ভব হয় না। যে অপরাধী-মূঢ় কেবল পরের দোষ দেখে, সে নিশ্চয়ই নিজে দোষী। দোষীই দোষ দেখে এবং গুণী লোকের গুণই দেখিয়া থাকে। পরদুঃখ দুঃখী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যে সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও কোন দোষ দেখিলে তাহা সংশোধন করিয়া দেন, তাহা ছিদ্রদর্শন নহে, পরন্তু কৃপা। অতএব ভোগোন্মুখ হইলে যেমন নির্দোষ ব্যক্তির মধ্যেও দোষানুসন্ধানের ইচ্ছা হয়, অন্যত্র সেবোন্মুখ হইলেও সেরূপ বৈরিগণ-নিন্দকের মধ্যেও সত্যানুসন্ধান করিবার শিক্ষা পাওয়া যায়। জগতের প্রত্যেক বস্তু তখন আমাদের সত্যানুসন্ধানের আদর্শ হয়, তখন ছোট হরিদাস, রামচন্দ্রপুরী, কালাকৃষ্ণদাস প্রভৃতির দৃষ্টান্ত সেবোন্মুখের নিকট ভোগোন্মুখের আদর্শ না হইয়া সত্যানুসন্ধানের আদর্শ হয়। সেবোন্মুখ [illegible] সর্ব্বত্রই অথবা [illegible] কৃপার অনুসন্ধানই করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে · গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

সৎ সাহস ও ছিদ্রানুসন্ধান এক নহে। সেবাবিমুখ দুঃসাহসকে সৎসাহস বলা যায় না। নিষ্কপট আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট সেবোন্মুখ সৎসাহসিকতা আছে। পরচর্চ্চকের সৎসাহস নাই। জন-প্রতিষ্ঠা, তোষামোদ, মাৎসর্য্য ও কপটতা হৃদয়ে স্থান পাইলে পরচর্চ্চা বা ছিদ্রানুসন্ধান-স্পৃহা আসিয়া জীবকে গ্রাস করে। যাঁর সেবাবল বা গুরুবল থাকিলে সত্যানুসন্ধানে ও স্বদোষ-দর্শনে হৃদয়ে অবসর থাকে। ছিদ্রানুসন্ধিৎসুগণ দুর্ব্বল, কপটী ও তোষামোদ মৎসর বলিয়া পরচর্চ্চা ছাড়া থাকিতে পারে না। যাহারা পরনিন্দক বা পরচর্চ্চক, তাহারা বৈষ্ণবের সম্মুখে আসিতে বা কথা বলিতে সাহস করে না। কিন্তু সেবোন্মুখের এরূপ দুর্দ্দশা নাই। আপনজন কখনও কাহারও দোষানুসন্ধান করেন না। যাহারা নিজ-সুখ বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ চায়, তাহারাই ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা পাইলে ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়। দোষদর্শী পরচর্চ্চক কখনও শান্তি পায় না। সে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অপরাধেরই আবাহন করিয়া থাকে। যিনি সত্যের সন্ধান করেন, তিনি সর্ব্বদাই সেবোন্মুখ। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সেবা প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধু খুঁজিয়া লন। প্রকৃত সৎসাধুগণও অবশ্যই তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করেন। তিনি কাহাকেও ভজন-পথ হইতে পতিত হইতে দেখিলে তাঁহার নিন্দা না করিয়া তাহা হইতে আরও অধিকতর সাবধান হন এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠতম আদর্শকে আরও অধিকতর দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কাহারও দোষানুসন্ধান না করিয়া সকলের নিকট শিক্ষা লাভ করিবেন, নতুবা মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্র বলেন,—

[illegible] দোষাঃ
[illegible] গুণাঃ।
[illegible] গুণং ন দোষং
তে সাধবঃ পরমহংসপদং লভন্তে॥

যাঁহারা মহৎসঙ্গক্রমে হৃতবুদ্ধি, তাঁহারা অপরের দোষ দেখিয়া থাকেন এবং তদ্বিষয় সর্ব্বদাই গণনা করেন। যাঁহারা দোষ না দেখিয়া কেবল গুণ আলোচনা করেন, তাঁহারাই পরম সাধু।

—————

সুখবাঞ্ছাই স্বতন্ত্রতা। যাঁহার নিজসুখবাঞ্ছা নাই, তিনিই প্রকৃত অস্বতন্ত্র—শরণাগত। অস্বতন্ত্র সেবোন্মুখ—কখনও ভোগোন্মুখ নহে। অস্বতন্ত্রের স্বতন্ত্রতা বা ভোগোন্মুখতা নাই। স্বতন্ত্রই ভোগোন্মুখ এবং ভোগোন্মুখই সেবাবিমুখ। স্বতন্ত্র অস্বতন্ত্র একত্র নহে। স্বতন্ত্রতা থাকিতে অস্বতন্ত্র হইতে পারে না। অস্বতন্ত্রের সুখের জন্য কোন কিছু করা নয়। যেখানে স্বতন্ত্রতা থাকিতে পারে ভগবৎসুখানুসন্ধানের প্রতিকূল স্বতন্ত্রতা-রহিত। কেবল বাহ্যে গুরুবর্গের আদেশ পালন করা গেলেই যে অস্বতন্ত্র হওয়া গেল এরূপ নয়। যাহার যে পরিমাণে ভোগোন্মুখতা বা নিজেন্দ্রিয়তর্পণের ইচ্ছা আছে, তাহার সেই পরিমাণে আনুগত্যের অভাব অর্থাৎ সে সেই পরিমাণে স্বতন্ত্র।

যেখানে স্বতন্ত্রতা সেখানেই অমঙ্গল। নিজের সুখের জন্যই জীব স্বতন্ত্র হয়। ভক্তের নিজসুখবাঞ্ছা না থাকায় তাঁহারা নিত্য সেবোন্মুখ ও শরণাগত। স্বতন্ত্র বা ভোগোন্মুখই দুঃখী এবং শরণাগত বা সেবোন্মুখই সুখী।

————

উপাসনা-বৈশিষ্ট্য

——::(০)::——

স্বয়ংরূপ পার্ষদ 'আরূঢ়'গণ-সহ যে নিত্যলীলা ব্রজে প্রকটন করেন, তাহা জীবের মন্দভাগ্য-নিরসনের জন্য; সুতরাং কৃষ্ণভজন ব্যতীত ইতর সেবাস্পৃহ করিতে যাওয়া আচারহীনতা মাত্র। অতএব কৃষ্ণ-সম্বন্ধ জ্ঞানে আপনাকে 'আরূঢ়' জানিয়া সকলের আশ্রয় নিত্যরূপে উদ্বোধিত করা কর্ত্তব্য। জীবের স্বরূপোপলব্ধি হইলে প্রাপঞ্চিক সেবানুমুখিনী আচারহীনতা আর থাকিতে পারে না। সেইকালে কৃষ্ণভজনের প্রবৃত্তি প্রবলা হয়।

নিরপেক্ষ কৃষ্ণের ওটস্থাশক্তি জীবস্বরূপাবস্থায় কিঞ্চিন্মাত্র সৌভাগ্যবিশিষ্ট হইলে শ্রীরামচন্দ্রের ভজন করিয়া থাকে। শ্রীরাম-ভজনে কৃষ্ণের প্রকাশ্য অতীত মাধুর্য্যাংশের সম্পূর্ণ প্রকাশের অবকাশ নাই। শ্রীরামচন্দ্রের আকর স্বরূপ শ্রীবলদেব-প্রকাশতত্ত্বে যে অপ্রাকৃত রাসলীলা বর্ণিত আছে, তাহা রঘুনন্দন রামে সেরূপভাবে নাই। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের চেষ্টা হইতেও দাশরথীর রাসলীলার অনুপযোগিতা নিরূপিত হইয়াছে। স্বয়ংরূপ-শ্রীকৃষ্ণবিলাস এবং শ্রীবলদেব স্বয়ংপ্রকাশের বৈচিত্র্য গোলোকবৃন্দাবনে প্রকটিত আছে। সেই লীলাসৌভাগ্য-প্রদানের জন্য স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরলীলার অবতারণ করিয়াছেন। এই অবতরণ-কার্য্যের মুখ্য হেতু শ্রীরাধা-ভাবের আনুগত্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতারণা। যে-সকল ব্যক্তি পাপ-পুণ্যাশ্রিত হইয়া প্রাপঞ্চিক ভূমিকায় আবদ্ধ, তাহাদিগের জন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌর দেব নিত্যকালের অবতারণা।

শ্রীবিগ্রহ রূপে এসকলে ভজনকারী কৃষ্ণ আশ্রয়-বিগ্রহ সমূহ-সম্মিলিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চে প্রাপঞ্চিক বিচারকে অস্বীকার ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজনের সুযোগ-প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণভজনের পারতম্য শ্রীলীলাবতারের কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদান-লীলায় অভিব্যক্ত হইয়াছে যেসকল সৌভাগ্যবন্ত জন শ্রীরাম-সীতা, শ্রীরাম-বৈকুণ্ঠজী, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীবিষ্বক্সেন-গরুড়-নারায়ণ এবং শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়ের সেবায় নিরত থাকিবার নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যের পূর্ণতমত্বে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবাই সর্ব্বোত্তমা। এই ঔদার্য্য-প্রচারকারী কৃষ্ণতত্ত্ব জগদ্গুরুরূপে পরম নির্ম্মল জীবাত্মগণকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবদুপাসনায় তারতম্য-বিচারকারী তটস্থাশক্তি জীবের জন্যই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও জগদ্গুরু ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জগদ্গুরুগণ প্রকাশবিশেষ হইয়া জগৎকে কৃষ্ণের ঔদার্য্য-ময় কথা জানাইয়াছেন। ঔদার্য্যময়কৃষ্ণ মহা-মহোপদেশকরূপে সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম বিচিত্র বিলাস-সম্পন্ন পঞ্চরসাশ্রিত স্বয়ংরূপ বস্তুর এই উপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন,—"তোমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই সচ্চিদানন্দ বস্তুর সঙ্গ লাভ কর এবং আপনাদিগকে তাঁহার পঞ্চরসের সেবোপকরণের অন্যতম জানিয়া সর্ব্বকাল তাঁহার ভজন কর।"

রসের পূর্ণতা দাম্পত্যে অবস্থিত, তদ্ন্যূন বাৎসল্যে, তদ্ন্যূন সখ্যে, তদ্ন্যূন দাস্যে ও তদ্ন্যূন শান্তে অবস্থিত। আর পরিত্যজনীয় প্রাপঞ্চিক বিপরীত অনুকৃতি অনাচার-মধ্যে গণ্য। কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহের বিলাস-সমূহ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও যাদশ প্রধান-মূর্ত্তি কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, স্বয়ংরূপ স্বয়ংপরিকরবৈশিষ্ট্য ও স্বয়ংলীলাময়। তাঁহারই প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব—প্রকাশরূপ, প্রকাশগুণ, প্রকাশ পরিকরবৈশিষ্ট্য, প্রকাশ-লীলাময়। সুতরাং তাঁহাদের ভজনে কৃষ্ণ-ভজনই হয়। তবে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" বিচারে "তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের উক্তি বিচার্য্য। কাহারও বিচারে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহাত্মক কৃষ্ণ, কাহারও বিচারে সীতারামাদি কৃষ্ণ, কাহারও বিচারে রেবতী-রমণাদি কৃষ্ণের ভজন পর্য্যায়ের। শ্রীগৌর কৃষ্ণভজন হইলেও 'আমিই কৃষ্ণ, আমাকেই ভজন কর'—এই কথার তাৎপর্য্য যাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তাঁহারাই শ্রীব্রজচন্দ্রের ঔদার্য্যমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনে যোগ্যতা লাভ করেন।

কৃষ্ণ—রসময়: সুতরাং সকল রসের একমাত্র আশ্রয়-বিগ্রহ বা সকল আশ্রিতের একমাত্র বিষয়বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু, রূপরহিত আংশিক পরমাত্মপ্রকাশ-মাত্র নহেন, রূপরহিত বৃহদ্বোধক পদার্থমাত্র নহেন। তিনি ব্রহ্মপরমাত্মাদি সর্ব্বকারণ-কারণ। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের পূর্ণতমতাও—ষোলকলা—পূর্ণ। অংশই কলাবিশেষী ভগবান, কলা—প্রত্যেকাংশী ভগবান, বিকলা—জীবাত্মকণ শ্রী ভগবান্। সকলই সেই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের বিষয়বিগ্রহ, আশ্রিত—বিষয়বিগ্রহের প্রকাশবিশেষ। সুতরাং কৃষ্ণ ও 'আরূঢ়' কৃষ্ণভক্তগণ প্রাপঞ্চিক-দর্শনে খণ্ডিত ভাবযুক্ত বস্তুবিশেষ নহেন। সর্ব্বসাকল্যে কৃষ্ণই পূর্ণপুরুষ। সেই পূর্ণের আংশিক প্রকাশ প্রাপঞ্চিক ব্যাপকতার আকর, যাঁহার অংশে অবস্থিত কলা-বিকলা। সেই কৃষ্ণভজন ব্যতীত আরূঢ় আত্মার আর অন্য কোন বৃত্তি নাই।

আরূঢ় আত্মা যে সময় বিক্ষিপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে মায়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখনই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় এবং তটস্থা-শক্তিপরিণতিক্রমে জৈবধর্ম্মে জড়ভোগ আসিয়া তাহাকে কৃষ্ণবিমুখ করায়। কৃষ্ণ-বৈমুখ্য হইতেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি আংশিক ধারণাসমূহ জীবকে উন্নত করাইয়া ব্রহ্মপরমাত্মার আংশিকবিচারে জড়ভাবে আবরণ করিয়া বসে। কৃষ্ণই সকল রসের আশ্রয় বলিয়া মূলপ্রকাশবিগ্রহ বলদেবেও সর্ব্বরসাশ্রয়ত্ব বিদ্যমান। সেই বলদেব প্রভু কৃষ্ণেরই ভজন করিয়া থাকেন। "যথা ভরোর্মূলনিষেচনেন" বিচার গ্রহণে করিলেই কৃষ্ণভজনের পারতম্য-বিষয়ে কোনপ্রকার অনাচার করিতে হয় না। তখন বলদেবে শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়া কেহ বা মধুর-রতির আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সুষ্ঠুভাবে অবস্থিত হন, কেহ বা বাৎসল্যরতির আশ্রয়-বিগ্রহগণের আনুগত্যে স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন করেন। সার্দ্ধদ্বয়রসের আরূঢ় রসিকগণ গোলোক-বৃন্দাবনীয় পূর্ণাধার হইতে গোলোকাধার বৈকুণ্ঠসেবায় নিরত হন, তখনই তাঁহাদের ঔদার্য্য ন্যূনতা লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্য-মাত্রে মর্য্যাদাবর্দ্ধিত হন।

রসজ্ঞের পক্ষে মহাবৈকুণ্ঠের শক্তি অপেক্ষা রামবৈকুণ্ঠের শক্তি অধিক বরণীয়। সেজন্য সীতারাম বা হনুমদ্রামোপাসকগণ যে রসের রসিক, সেই রস মহাবৈকুণ্ঠে বিষ্বক্সেন-নারায়ণ ও লক্ষ্মী-নারায়ণ হইতে নিরপেক্ষ বিচারে বৈশিষ্ট্য-স্থাপন করে। শাক্তবাহিত শাক্যাদের সবিশেষবিচারে যে বাসুদেবাদি ব্যূহের উপাসনা, তাদৃশ উপাস্যতত্ত্ব ক্লীববন্ধের জ্ঞানমাত্র হইতে শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করে। জড়ের অনন্ততা-আরোপ সেখানে সম্ভবপর নহে। উপাস্যবস্তু মায়ার অধীন নহেন। তিনি স্বতন্ত্র এবং অপারশক্তি-বিশিষ্ট। সুতরাং কৃষ্ণভজন করিতে হইলে বাসুদেব-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-গোবিন্দ-কৃষ্ণ, সীতা-রাম-কৃষ্ণের উপাসনা উত্তরোত্তর সেবনোৎকর্ষক্রমে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার সর্ব্বোত্তমত্ব সেই রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু ঔদার্য্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রদর্শন করিয়াছেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

যৎকিঞ্চিৎ

——::(০)::——

একমাত্র শরণাগত জনকেই ভগবান রক্ষা করেন, মায়ার হাত হইতে উদ্ধার করেন। ভগবান্ শরণাগতপালক। তাঁহার শ্রীচরণে শরণগ্রহণ করিলেই তিনি জীবকে উদ্ধার করেন। জীবের উদ্ধারের জন্যই তাঁহার এ জগতে অবতার। কিন্তু জীব ভগবানের চরণাশ্রয় করিবে কি করিয়া? ভগবান্‌কে ত' এই চক্ষু দিয়া দেখা যায় না, হাত দিয়া স্পর্শ করা যায় না, এই মন দিয়া চিন্তা করা যায় না; তবে উপায় কি? কি করিয়া জীবের হরিভজন হইবে? শাস্ত্র বলেন,—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবৎসেবোন্মুখ জীবকে উদ্ধারের জন্য বা শ্রীচরণাশ্রয় প্রদানের জন্য ভগবান্‌ই গুরুরূপে এজগতে অবতীর্ণ হ'ন। তিনি আচার্য্য; কি করিয়া ভগবানের সেবা করিতে হয়, তিনি তাহাই শিক্ষা দেন। সেই গুরুরূপী, আচার্য্যরূপী ভগবানের—সেবক ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে জীব সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় লইলেই সে এজগৎ হইতে অনায়াসেই উদ্ধার পাইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবান্ হইতে কোন অংশেই কম নহেন।

যাঁহারা এই ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমস্ত সমর্পণ করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণ-প্রেম-লাভের অধিকারী। শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের কৃপালেশ যাঁহারা পাইয়াছেন শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের চরণরজে যাঁহাদের আত্মবোধ হইয়াছে, তাঁহারা যে অনায়াসে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি গুরুপাদপদ্মের হইয়াছেন, তাঁহার পদধূলিতে নিজের সত্তাকে মিশাইয়া দিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন,—

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

ইহলোক ও পরলোক-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কামনা, অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, তপ, ধ্যান, বাসনা প্রভৃতি ভগবৎসেবেতর পন্থা ছাড়িয়া দিয়া এই আচার্য্যপাদপদ্মে শরণগ্রহণই ভগবদ্ভজন।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তি গুরুপাদপদ্মেই নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। এই নবাবিধ ভজনের মূলে আত্মনিবেদন বা শরণাগতি। শরণাগতির অভাব থাকিলে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। মূলকে ছেদন করিয়া হরিভজনের চেষ্টা করা কেবল ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। হরি-গুরুবৈষ্ণবের নিত্য আনুগত্যই সেবা বা ধর্ম। জীব যখন সাধু-গুরুপার্শ্বে কৃষ্ণোন্মুখ হয়, জীবের যখন সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই জীব ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদনরূপা শরণাগত হইয়া বলিতে থাকেন,—

"আমি তব নিত্য দাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে॥"

ভগবান্‌কে এইরূপ রক্ষকত্বে, পালকত্বে বা গোপ্তৃত্বে বরণ করিয়া জীব যখন গুরু বৈষ্ণবানুগত্যে কৃষ্ণভজন আরম্ভ করেন তখনই জীবের মঙ্গলোদয় হয়। এই আত্মনিবেদন যেন কর্ম্মী-জ্ঞানীর ন্যায় সাময়িক না হয়, তজ্জন্য ভক্ত প্রার্থনা করিয়া বলেন,—

"আত্মনিবেদন তাব চরণে দৃঢ় হয়।
হৃদয়ের সব যেন ক্ষণিক না হয়॥"

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণের যে আত্মনিবেদনভাব দেখা যায়, তাহা কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু ভক্তের এই আত্মনিবেদন বা শরণাগতি নিত্য। তাঁহারা বলেন,—

"তুমি নিত্য স্বামী, আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার॥"

হরিভজনপরায়ণ ভক্ত জানেন নিত্যদাস। ভক্ত নিত্যকাল গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে হরিভজন করিয়া থাকেন। যেখানে গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের ছলনা তাহা হরিভজন নহে—মায়ার ভজন বা হরিবিদ্বেষ। সেইরূপ কপটী ভক্তকে কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করেন না, পরন্তু অশ্ব, বক, পুতনার ন্যায় ধ্বংসই করিয়া থাকেন। গুরুবৈষ্ণবের অনুগত জনই ভক্ত। আনুগত্যই ভক্তি। এই আনুগত্য যে কেবল সাধকাবস্থায়—সিদ্ধাবস্থায় নহে এরূপ নহে। এই আনুগত্য নিত্য। ইহা বদ্ধাবস্থায়, মুক্তাবস্থায়, সাধকাবস্থায়, সিদ্ধাবস্থায়—সর্ব্বাবস্থাতেই আছে। বদ্ধাবস্থায় ত' শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনে প্রবেশাধিকার হইতেই পারে না; সিদ্ধাবস্থাতেও যে হরিভজন, তাহাতেও শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য নিত্য-বর্ত্তমান। আশ্রয় ছাড়িলেই নিরাশ্রয় হইতে হইবে—পতিত হইতে হইবে।

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।"

বদ্ধজীব হরিভজনের রহস্য জানে না। তজ্জন্য করুণাময় ভগবান্ জীবমঙ্গলের জন্য নিজেই গুরু বা আচার্য্যমূর্ত্তিতে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুদেব বা আচার্য্যদেব মানব নহেন, কপটমানব। তিনি দেবতা, কিন্তু ইতর দেবতা নহেন; তিনি দেবতারও দেবতা—পরমদেবতা। ভগবানের যোগ্য সেবার কথা তিনিই জানেন ও তিনিই সেই সেবা করেন। ভগবান্ তাঁহারই নিকট চিরঋণী। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত ভগবান্ কাহারও নিকট সেবা গ্রহণ করেন না। গুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক জীবকে কৃষ্ণসেবায় লাগাইলে জীব কৃষ্ণসেবা করিতে পারে এবং কৃষ্ণও জীবের সেবা গ্রহণ করেন। গুরুপাদপদ্মভজনই কৃষ্ণপাদপদ্ম-ভজন, গুরুপাদপদ্মপূজনই কৃষ্ণপাদপদ্ম-পূজন; গুরুপাদপদ্মের সুখেই কৃষ্ণের সুখ। শ্রীগুরুদেব যেখানে নাই, সেখানে কৃষ্ণও নাই। গুরুছাড়া বা লক্ষ্মীছাড়া কৃষ্ণভজন করিয়া সুবিধা হইবে না। সেইজন্যই সকল শাস্ত্র ও মহাজনগণ বলিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপূজা"। যিনি গুরুর আনুগত্যে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিরূপে সেবোদ্দেশে যাবতীয় চিন্তাভাবনা করিয়া থাকেন—তিনিই চক্ষুদ্বারা হরিভজন করিতেছেন, কর্ণদ্বারা হরিভজন করিতেছেন, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন—সকলের দ্বারাই হরিভজন করিতেছেন।

ভ্রমে পতিত নয় কে?

(শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী [illegible])

এক সময় কোন এক ব্যক্তির পিতা-মাতা, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি তাঁহাকে বিবাহাদি করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিয়াছিলেন, "আমি ভ্রমে পতিত হইব না।" তৎপরে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর ঐ ব্যক্তি একদিন হঠাৎ গৃহ হইতে বাহির হইয়া কোন এক পর্ব্বতের সান্নিকটে জন-মানব-শূন্য স্থানে একটী বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করত উপবেশন করিলেন। ঐ ব্যক্তি বাল্যকাল হইতেই সংসার-ধর্ম্মে উদাসীন—বিরক্তভাবযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সময় না হওয়ায় তখনও তিনি নিজ-ভ্রম সংশোধন করিতে পারেন নাই। ঐ ব্যক্তি 'ভগবদ্দর্শন করিতেই হইবে'—এইরূপ সংকল্প করিয়াই গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন। সূর্য্য অস্তমিত হইবার উপক্রম হইতেছে, সমস্ত দিন অনাহারে অবস্থান করায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়াছে, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিতে সমর্থ হইতেছেন না। কি করিব কোথায় যাইব? কোথায় ভগবদ্দর্শন আর কোথায় ক্ষুধার জ্বালা! এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিতে থাকিলেন। চলিতে চলিতে এক গ্রামে প্রবেশ করিলেন। তথায় বাহিরে ভিক্ষা করিয়া উদরানল নির্ব্বাপিত করিয়া একটু সুস্থ হইলেন। সুস্থ হইবার পর চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি করিয়া আমার ভগবদ্দর্শন হইবে। রাত্রি [illegible] হইয়া আসিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে এক ধ্বনি আসিয়া কর্ণে প্রবিষ্ট হইল—"সাধু কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়।" এই কথা শুনিবার তিনি উঠিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। [illegible] বিচার করিলেন, নিশ্চয় ইহা [illegible]। সুতরাং আর সময় নষ্ট করিব না। আমার যে প্রতিজ্ঞা 'আমি ভ্রমে পতিত হইব না', তাহা পূর্ণ না হয় আমি নিজে নিজে ভগবদ্দর্শনের চেষ্টা করিতেছিলাম বলিয়া ভগবান্ আমাকে বলিয়া দিয়া গেলেন "সাধু কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়।" এই বলিয়া ঐ ব্যক্তি সাধু-অন্বেষণে বাহির হইলেন। কিছুদূর যাইয়াই এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্রই তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন,—'আমাকে পথ দেখান'। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন—'আপনি কে, কি চান?' তদুত্তরে ঐ সত্যান্বেষী [illegible] বলিলেন,—'আমি ভগবদ্দর্শনের কাঙ্গাল, আমাকে উপদেশ করুন। সাধুকৃপা ব্যতীত উপায় নাই, তাহা আমি বুঝিয়াছি।' সন্ন্যাসী বলিলেন,—'আমার সঙ্গে আসুন, ঐ যে আমাদের আশ্রম'। আশ্রমের কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার আনন্দ সমুদয় হইল। আশ্রমে যাইয়া বলিলেন,—'আমার কি কর্ত্তব্য কৃপাপূর্ব্বক বলুন।' তখন সন্ন্যাসী বলিলেন,—ভগবান্ ভগবান্ করিয়া অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া কি লাভ? ভগবান্ কি জঙ্গলে? ভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন। সকলেই ভগবান্। চতুর্দ্দিকে যে প্রাণী দেখিতেছেন, সম্মুখে যে আমাকে দেখিতেছেন এবং আপনি স্বয়ং ও ভগবান্। সকলই বুঝিতে পারিবেন। এখন দোকানে শ্রবণ ও [illegible], জীব [illegible] জীবের সেবা আরম্ভ করুন। ঐ ব্যক্তি এক প্রকারে সন্ন্যাসী-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আশ্রমে বাস ও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি করিতে থাকিলেন। একদিন তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন

আমার উপাস্য কে, কাহার পূজা করিব? সন্ন্যাসী উত্তরে বলিলেন,—'আপনার যাহার পূজার অভিলাষ হয়, তাহারই উপাসনা করিতে থাকুন [illegible] পূজা করিবেন [illegible] করিয়া [illegible]? কারণ, [illegible] না থাকিলে [illegible] হইবে না। [illegible] না হইলে [illegible] হইবে না। [illegible] না হইলে কিছুই হইবে না।' [illegible] পাইয়া [illegible] করিতে পারিলেন না। [illegible] করিতে লাগিলেন—[illegible] ভজন করিতে পারিলে [illegible] আমি [illegible] হইবে [illegible] উপদেশ [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible]
[illegible]
[illegible]

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

সেই অতি দুর্লভ এবং ভগবৎকৃপা ভগবৎপ্রিয় সাধুর দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ এবং আমার জীবন কঠিনতা,—'ঐপ্রকার সাধুর অতি আকুল অন্বেষণে সৌভাগ্য হইলেও দর্শন-সিদ্ধি ভাগ্যসাপেক্ষ বটে। তাহা হইলে নিশ্চয় আমার প্রকৃত মঙ্গলের পথ হয় নাই।' তৎপরে সেই সত্যপিপাসু ব্যক্তি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে সেই আশ্রম ত্যাগ করিয়া পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বহু দেশ, পর্ব্বত, নদী, নগর, অরণ্য প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক কাননে জটা-বল্কল প্রভৃতি সুশোভিত ভস্মাবৃত-শরীর কোন যোগী পুরুষ বাসনা ত্যাগময় আছেন দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক নিকটে উপবেশন করিলেন। উক্ত যোগপুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হইলে সন্নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া আগমন ও প্রয়োজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, ভ্রমণকারী বলিলেন—'আমি একজন মঙ্গলপ্রার্থী অতি পরিশ্রান্ত ব্যক্তি। কৃপাপূর্ব্বক আশ্রয় প্রদান করিয়া শিক্ষাপ্রদান করত, ভগবদ্দর্শনে যোগ্যতা প্রদান করুন। তাহা শ্রবণ করিয়া ঐ যোগী তাঁহাকে মন ও ইন্দ্রিয়সকলকে নিগ্রহ-করণার্থ নানা উপদেশ ও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বহুকাল এইপ্রকারে ঐ যোগীর আশ্রমে কঠোর বৈরাগ্যের সহিত যম-নিয়মাদি সাধন করিলেও উক্ত ভ্রমণকারীর চিত্ত প্রসন্ন হইল না। তাহার হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইতে লাগিল এবং দিবারাত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'আমার জীবন বৃথা অতিবাহিত হইতেছে। ভগবদ্দর্শন হইল না, অথচ পতিত হইব না—এই প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হইল।' তখন তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কৃপাপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার ভজনোন্মুখী সুকৃতির উদয় হইলে ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের কৃপা সাধুর মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। একদিন ঐ ব্যক্তি যোগীর আশ্রমে শান্তনালে শ্রবণ করিলেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥
(ভাঃ ১।৬।৩৬)

প্রেমভক্তি প্রদাতা মুকুন্দ—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ যেরূপ কামক্রোধাদি রিপু হইতে রক্ষা করিয়া, সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ের কবল হইতে বিমুক্ত করিয়া মনকে বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রসন্ন করিতে পারে, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি মার্গ তদ্রূপ সমর্থ নহে।

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২২)

এই সকল মধুরতরী কথা শ্রবণ করিয়া ঐ মুক্তাভিলাষী ভ্রমণকারী যোগীর আশ্রম হইতে বাহির হইয়া [illegible] ন্যায় পূর্ব্বদিকে ছুটিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত ঔদার্য্য-লীলাক্ষেত্র শ্রীযোগপীঠ-মায়াপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রেষ্ঠ জনপ্রকাশ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আচার্য্যবর্য্য মহোদয় শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তালোকে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া শ্রীভক্তিকথামৃত পান করাইয়া সকল ভাগ্যবান্ জনগণকেই সঞ্জীবিত করিতেছেন। তিনি শ্রবণ করিলেন—

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ॥
(ভাঃ ২।২।৩৩)

সংসারকূপে পতিতস্য ...
ন বৈ বেদ... বিন্দতে পদম্॥
(ভাঃ ১১।১১।২৫)

"কামক্রোধের দাস হঞা তা'র লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥"

ঐ মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি তখন বুঝিতে পারিলেন যে, ভগবানই তাঁহাকে তাঁহার নিজ ধামে নিজ-জনের নিকট আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন। 'ভগবৎ-কৃপা না হইলে কেহই নিজে নিজে এই হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষচতুষ্টয় হইতে নির্ম্মুক্ত। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত সকলে ন্যূনাধিক ভ্রমে পতিত। অন্যাভিলাষী—সর্ব্বদাই প্রমত্ত। ভক্তিপথাবলম্বী ব্যতীত কেহই নিজের ও অপরের আত্ম-কল্যাণ করিতে পারেন না। অকৃতী ব্যক্তি সুকৃতিমান্ নিষ্কপট কৃষ্ণ-সেবা-প্রার্থী কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির দুঃসঙ্গে পতিত হইলেও কৃষ্ণকৃপাতেই ঐসকল দুঃসঙ্গের কবল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া ভক্ত মহতের কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

ঐ সুকৃতিমান্ সজ্জন তখন জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদাচার্য্যবর্য্যের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সমস্ত অহং-অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই জীবের সাধ্য ও সাধন উপলব্ধি করিলেন। নিষ্কপট দৈন্যে ভূষিত হইয়া শ্রীশ্রীমদাচার্য্যপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীমায়াপুরবাসী বৈষ্ণবগণের সঙ্গে শ্রীধাম-প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিম্নলিখিত গীতিটী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন :—

কি জানি, কি বলে তোমার ধামেতে,
হইনু শরণাগত।
তুমি দয়াময়, পতিতপাবন,
পতিত-তারণে রত॥
ভরসা আমার এইমাত্র, নাথ,
তুমি ত' করুণাময়।
তব দয়াপাত্র নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয়॥
আমারে তারিতে কাহারো শকতি
অবনী ভিতরে নাহি।
দয়াল ঠাকুর, ঘোষণা তোমার,
অধম পামরে ত্রাহি॥
সকল ছাড়িয়া আসিয়াছি আমি
তোমার চরণে, নাথ।
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা জগন্নাথ॥
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি।
তোমার চরণ করিনু বরণ,
আমার নহি ত' আমি॥
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া শরণ
ল'য়েছে তোমার পায়।
ক্ষমি' অপরাধ নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায়॥

———

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—:::(০):::—

যাঁহারা শুষ্ক যুক্তি ও তর্কের মোহে আচ্ছন্ন, তাঁহারা বাস্তব-সত্যের সন্ধান পান না। তাঁহারা অক্ষজজ্ঞানলব্ধ শব্দের আলোচনা করিয়া পুনঃ-পুনঃ চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমণ করেন।

আমি পাকা বৈষ্ণব, আমি বৈষ্ণবকে চিনিতে পারি, এইপ্রকার অহঙ্কার যখন হয়, তখন ভজন হইতে বিচ্যুতি ঘটে। লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাদি ভজনের অন্তরায়। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ। লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষ কথা—শ্রীহরি-নাম-সঙ্কীর্ত্তন। পরবিদ্যাশ্রিত পণ্ডিত না হইলে হরিনাম-কীর্ত্তন হয় না। যাঁহারা বড়-জগতে 'বড়' হইতে অভিলাষী, কর্ম্মসুখ লাভ করিবার প্রয়াসী, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা পণ্ডিত নহেন।

জড় জিহ্বা শ্রীনাম গ্রহণ করিতে পারে না। চিত্তকালে অন্যপ্রকারে জিহ্বার ভজন হয়, অন্য বাক্যোচ্চারণে জড় হয় কিন্তু স্বরূপসিদ্ধ-ভক্তের জিহ্বা প্রাকৃত নহে, তাহা চেতনময়ী, তাহা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করে—বিশ্বাধার আনুগত্যে। প্রাকৃত সহজিয়ারা বিচার করে, -কণ্ঠীমালা ধারণ করিলে বৃন্দাবনে যাওয়া যায়; এ বিচার ঠিক নহে। ভজন সার্ব্বকালিক। কৃষ্ণের নাম প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে শরীরকে 'আমি' বুঝায়। এতদবস্থায় আবদ্ধ থাকিলে হরিনাম হয় না। বিদ্যা পণ্ডিত হইলেও অচেতন জগতের জিনিষই হয়। সেবোন্মুখ হইলে স্বতঃই হরিনাম হইবে। বাধারহিত হইয়া কীর্ত্তন করা দরকার। কীর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ সাধন। মহাভাগবতের নিরন্তর বৃত্তিতে সদা কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কৃত্য নাই। যেমন অর্চ্চ্য পদার্থে ভগবৎস্ফূর্ত্তি আর অন্য বস্তুতে তাহা নাই, এরূপ বিচার মহা-ভাগবতের নাই। জীবমাত্রই বৈষ্ণব, কিন্তু বর্ত্তমানে কৃষ্ণসেবা কম হওয়ায় সংশোধন আলোচনা করা দরকার।

বাসনাকে শ্রীহরিকথাদি শ্রবণ করিতে হইবে, তাহা হইলে লোক জানিবে যে, হরি নিষ্কপট আশ্রয় করিয়াছেন। আমি অবৈষ্ণব এই বিচার হইলে লোকে নিপুণতার সহিত অথবা দম্ভাদিশেষ অবসান করিয়া যাবে।

শ্রীমূর্ত্তি লাভ হইলে পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দীক্ষিত ব্যক্তি মন্ত্র না পাইলে অর্চ্চনাধিকার হয় না। সর্ব্বক্ষণ হরিনামদ্বারা যে পূজা, তাহা উচ্চাধিকারের। শত শত জন্ম অর্চ্চন করিলে হরিনাম আসে। নাম গ্রহণ করিলে 'বিরক্তি-নির্ব্বর্ত্তকাদিপুষ্ট-স্বরূপ' বিচার আসে।

ভগবানের কথা শুনিতে হইবে—ভগবানের একান্তের নিকট হইতে। যখন সেইকথা শুনিব, তখন জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা, কুতর্ক প্রভৃতিকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ভগবানের পরাক্রম-পূর্ণ বীর্য্যবতী কথা শুনিতে শুনিতে হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলি কাটিয়া যাইবে—হৃদয়ে অকুতোভয় সাহস থাকিবে, তখন শরণাগতি বা আত্মার সহজধর্ম্ম সম্পূর্ণ-ভাবে উদিত হইবে। সেই শরণাগত-হৃদয়ে অতীন্দ্রিয়বস্তুর স্বপ্রকাশ সত্তা স্বতঃ প্রকাশিত হইবে। এই উপায়ে সত্য জানা যায়, অন্য কোন পন্থায় সত্য জানিবার উপায় নাই। ভগবৎ-কথা ও জগতের কথায় পার্থক্য আছে। একটী জগতের পরিবর্ত্তনশীল বস্তু নির্দ্দেশ করে এবং ভগবান্‌কে বিস্মৃত করাইয়া দেয়; আর একটী নিত্যবস্তু নির্দ্দেশ করে এবং ভগবানের অনুরাগের উপলব্ধি ও উদ্দীপনা করায়।

ভক্তি আশ্রয় করিয়া যদি দাম্ভিক হই, শুধু ভগবানের পূজা করিয়া ভক্তের পূজায় অনাদর প্রদর্শন করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা হইবে—ভক্তিতে বিরক্ত হইয়া সমূহ অমঙ্গল বরণ করিতে হইবে।

মনুষ্যজীবন যে অবশ্য সমস্যায় নহে, পরমমঙ্গলের জন্যই ইহা ভুলিয়া যাই কেন? আমি যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অণু, ইহা ভুল হয় কেন? আমার প্রয়োজনে প্রভু হইয়া ভোগী হইবার—বড় হইবার বিচার নিতান্ত তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয়। যদি জগতে বড় হইবার প্রবৃত্তি কমাইবার দরকার থাকে, একান্ত ভাগবতের আকার থাকে তাহা হইলে বৈষ্ণবের বিচারই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ম্মাধিপ শ্রীঅনন্তকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সজ্জন শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ
—:০:—
এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিভিন্ন গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া 'প্রভিলেখ'-তাৎপর্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভজনরহস্যশিক্ষা
—:০:—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-তাৎপর্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৬ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৪ঠা বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৭ই এপ্রিল, ইং ১৯৪২, শুক্রবার } ২৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ মধুসূদন, তিথি সর্ব্বোদশমী, গৌরাব্দ ৪৫৬

প্রচেতা

—:০:(০):০:—

ভগবদ্ভক্ত শ্রীপৃথু বৈকুণ্ঠে গমন করিলে তাঁহার পুত্র বিজিতাশ্ব পৃথিবীর সম্রাট্ হন। তিনি তাঁহার চারি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম—এই চারিটী দিক্ প্রদান করেন। তাঁহার পত্নীর নাম শিখণ্ডিনী। তাঁহার তিনটী পুত্র—পাবক, পবমান ও শুচি। তাঁহারা তিন জন অগ্নি ছিলেন; বশিষ্ঠ-ঋষির শাপে ইঁহারা বিজিতাশ্বের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং যোগবলে পুনরায় অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হন। এই বিজিতাশ্বের অপর মহিষী নভস্বতীর গর্ভে হবির্দ্ধান নামে এক পুত্র হয়। বিজিতাশ্ব ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্দ্ধান-বিদ্যা প্রাপ্ত হন। তিনি দীর্ঘকাল-ব্যাপী এক যজ্ঞ করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমের অর্চ্চন করত ভগবল্লোক প্রাপ্ত হন। হবির্দ্ধানের মহিষী হবির্দ্ধানী বর্হিষৎ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত নামক ছয়টী পুত্র প্রসব করেন। বর্হিষদেরই নাম প্রাচীনবর্হিঃ। মহাত্মা প্রাচীনবর্হিঃ ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করেন। এই শতদ্রুতির গর্ভে প্রাচীনবর্হির দশটী পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই সদাচারী, ধার্ম্মিক ও আচারবান্ ছিলেন। প্রাচীনবর্হির এই দশটী পুত্রই প্রচেতা নামে খ্যাত।

প্রচেতাগণ পিতার আদেশে প্রজাসৃষ্টি কামনায় তপস্যার জন্য সমুদ্রে প্রবেশ করেন এবং দশসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনে প্রবৃত্ত হন। পথিমধ্যে শিবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। শম্ভু তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে যে উপদেশ প্রদান করেন, প্রচেতাগণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া কেবল তাঁহারই ধ্যান, তাঁহারই জপ ও তাঁহারই পূজা করিতে থাকেন।

শিব পরমবৈষ্ণব। এই শিবের দুইটী রূপ আছে। বৈষ্ণবদর্শনে তিনি জগদ্গুরু, তিনি মহাজন। সেখানে তিনি মায়াতীত, মায়াপতী নহেন। তাঁহার অন্য রূপ মহাকাল রুদ্র বা সংহারমূর্ত্তি। ইঁহারই সঙ্গিনী মায়া বা মহাকালী। বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে বিরজা। বিরজা চিন্ময় সলিলে পূর্ণ। বিরজার এক কণায় গঙ্গার উৎপত্তি। গঙ্গা বা বিরজাকে ব্রহ্মদ্রব বলা হয়। বিরজার সংলগ্ন বা সংস্পর্শযুক্ত জ্যোতিদের ব্রহ্মলোক বা মহেশধাম। ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের বিচার। ব্রহ্মলোক বা মহেশধামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের বিচার নিরস্ত হইয়া অপরোক্ষ বা কেবলচিৎ (চিন্মাত্র) নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের বিচার। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানে যদিও চিৎসবিশেষের উদ্দেশ নাই, তথাপি তাহা জ্ঞান। সে স্থানে মায়া বা অজ্ঞানের কথা সাক্ষাৎ বা স্পষ্টভাবে নাই। বিরজা চিন্ময় সলিলরূপা এবং ব্রহ্মলোক চিন্ময় তেজঃস্বরূপ। বৈষ্ণবরাজ শম্ভু বিষ্ণুর প্রিয়তম বা অভিন্ন। যেখানে মায়ার কোন গন্ধ নাই, সেখানে হর-পার্ব্বতী বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী, পরস্পর হরিভজনের সহায় এবং পরস্পরের মধ্যে বৈষ্ণববুদ্ধি।

শম্ভুর যে দুইটী স্বরূপ, তন্মধ্যে একটী স্বরূপগত, অপরটী অধিকারগত। নিজ স্বরূপে তিনি অপ্রাকৃত সেবক—বৈষ্ণব-রাজ। অধিকার-রূপে তিনি প্রাকৃত জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। সেই স্বরূপে তিনি জ্ঞানকাণ্ডের উপদেষ্টা।

প্রচেতাগণ পথিমধ্যে সহসা শম্ভুকে এক সরোবর হইতে উত্থিত হইতে দেখিয়া প্রণাম করিলে শম্ভু তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"ভগবান্ বাসুদেবের চরণে যিনি শরণাপন্ন হন, তিনিই আমার প্রিয়। মানব স্বধর্ম আচরণ করিয়া শত জন্ম পরে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, তাহার পর আমাকে লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যিনি ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, তিনি দেহান্তে প্রপঞ্চাতীত বিষ্ণুপদ লাভ করেন। আমি ও অন্যান্য দেবতাগণ সকলেই বিষ্ণুর সেবক। সুতরাং আমরাও দেহান্তে সেই প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদই লাভ করিব। তোমরা ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত; সুতরাং ভগবান্ যেরূপ আমার প্রিয়, তোমরাও তদ্রূপ আমার প্রিয়। আর ভগবদ্ভক্তগণের আমা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আর কেহ নাই।" এই বলিয়া শম্ভু তাঁহাদিগকে হরিকথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারাও কৃতাঞ্জলিপুটে শিব-বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শ্রীশিব ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে ভগবন্! আপনি আনন্দ-স্বরূপ। আপনি নিয়ত আনন্দে অবস্থিত আছেন। আপনি সকলের আত্মা ও সর্ব্বময়; আপনাকে নমস্কার। আপনি অব্যক্ত, অনন্ত ও সর্ব্বজ্ঞ। আপনি স্বর্গ ও মুক্তির দ্বারস্বরূপ। আপনি নিত্যকাল প্রত্যেকের অন্তঃকরণমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। আপনি সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা ও পুরাণপুরুষ। আপনিই ধর্ম্ম। আপনি জীবের একমাত্র পথপ্রদর্শক শ্রীগুরুদেব। আপনি সকলের একমাত্র রক্ষক ও পালক।

আপনি অপরের নিকট দুর্জ্ঞেয় হইলেও ভক্তের নিকট সুলভ। ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারাই আপনাকে লাভ করা যায়। যাঁহারা আপনার শ্রীচরণ-সমাশ্রিত, কাল তাঁহাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। [illegible] সেই [illegible] হন, তাহা হয় [illegible] ভক্তসঙ্গের [illegible] দুঃখ [illegible] ভক্তি [illegible] আপনি [illegible] এবং [illegible] আপনার ভক্তগণের সঙ্গ [illegible]। আপনার প্রতি অনন্য [illegible] প্রকাশ করিলে তাহার বিনাশ করিয়াছে।" এই বলিয়া শম্ভু প্রচেতাগণকে বলিলেন,—"তোমরা বিশুদ্ধচিত্তে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবদ্ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে থাক, ইহা দ্বারাই তোমাদের মঙ্গল হইবে। তোমরা আত্মস্থ হইয়া যে অন্তর্যামী হরি নিখিল ভূতের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, নিরন্তর তাঁহার গুণকীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া তাঁহার আরাধনা কর। [illegible] আছে। উক্ত [illegible] ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ [illegible]। যিনি এই [illegible] করেন, [illegible] হন।" শিবের উপদেশ প্রচেতাগণ শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। প্রচেতাগণ [illegible] নামক স্তোত্রের দ্বারা [illegible] করিলে শ্রীবিষ্ণু [illegible] তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—"হে রাজপুত্রগণ! আমি তোমাদের [illegible] সন্তুষ্ট হইয়াছি। [illegible] নাম্নী [illegible] সহযোগে এক কন্যা [illegible]

মধ্যে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করে। বৃক্ষগণ ঐ কন্যাটিকে গ্রহণ করে। ঐ বালিকা ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে চন্দ্র সদয় হইয়া উঁহার মুখে অমৃতবর্ষিণী তর্জ্জনী প্রদানপূর্ব্বক ঐ কন্যাকে প্রতিপালন করেন। তোমরা সকলে মারিষা-নাম্নী সেই কন্যার পাণিগ্রহণ কর। তোমরা আমার অনুগ্রহে দিব্য সহস্র বৎসরকাল নির্ব্বিঘ্নে পার্থিব ও দিব্য ভোগসমূহ ভোগ করিতে পারিবে। অনন্তর আমার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি-প্রভাবে তোমাদের চিত্তের কামাদি মল নষ্ট হইবে। তখন এই স্বর্গ মর্ত্ত্যলোক-ভোগরূপ নরক হইতে বিরত হইয়া আমার নিত্যধামে গমন করিবে। আমি যে নিখিল জগতের একমাত্র কর্ত্তা—ইহা জানিয়া যাঁহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করেন এবং যাঁহারা আমার কথা প্রসঙ্গে দিনাতিপাত করেন, তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেও গৃহ তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হয় না। যাঁহারা আমার কথামৃত শ্রবণ করেন, সর্ব্বজ্ঞ আমি সেইসকল পুরুষের হৃদয়ে প্রতিক্ষণ নব-নবায়মানরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকি।" এই কথা শুনিয়া প্রচেতোগণ কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবদ্দর্শনের প্রভাবে পূর্ব্বেই ঐ প্রচেতোগণের সকল পাপ ক্ষয় হইয়াছিল।

প্রচেতোগণ কহিলেন, "হে ভগবন্, আপনি নিখিল ক্লেশের একমাত্র বিনাশক। আপনার নাম-গুণাদি পরমমঙ্গলদায়ক। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনাকে জানা যায় না। আপনাতে নিষ্ঠা হইলে আর ভোগসুখ ভাল লাগে না। আপনাকে জানিতে পারিলে জীবের সংসার নষ্ট হয়। আপনি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। আপনা হইতেই [illegible] উদ্ভূত হইয়াছেন। আপনি যে আমাদিগকে স্বরূপে দর্শন দিয়াছেন, ইহাই আমাদের প্রতি আপনার অপার করুণা। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার [illegible] দান করিবেন—ইহাই প্রার্থনা। আপনার [illegible] যাবৎ আমরা সংসারে ভ্রমণ করিব, তাবৎ যেন আমাদের জন্মে জন্মে আপনার ভক্তগণের সঙ্গ লাভ হয়—আমরা এই বর প্রার্থনা করিতেছি। কারণ, ভগবৎসঙ্গী সাধুগণের ক্ষণকালমাত্র সঙ্গের দ্বারা জীবের যে কল্যাণ সাধন হয়, তাহার সহিত স্বর্গ, এমন কি, মোক্ষেরও তুলনা করিতে পারি না। অতএব এ জগতে রাজ্যাদি সুখের কথা আর কি বলিব? আপনার ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ আপনার কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেইসকল কথা শ্রবণ করিলে লোকের তৃষ্ণা ত্যাগ ও শান্তি হয়। আপনার সেইসকল নিষ্কিঞ্চন ভক্ত একমাত্র পাবন করিবার জন্য তীর্থসকল ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অতএব সাধুসঙ্গ কোন ব্যক্তি সেই সাধুর সমাগমে আসক্তি প্রকাশ না করিবেন? হে ভগবন্! আমরা ভবদীয় প্রিয়তম সখা রুদ্রের ক্ষণকালমাত্র সঙ্গ-প্রভাবে দুশ্চিকিৎস্য সংসার ও জন্মমৃত্যুরূপ রোগের সদ্বৈদ্যস্বরূপ আপনাকে অদ্য আমাদের পরমাশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি।" প্রচেতোগণ এইভাবে স্তব করিলে শ্রীভগবান্ 'তথাস্তু' বলিয়া স্বধামে গমন করিলেন।

অনন্তর প্রচেতোগণ ক্রোধাগ্নির দ্বারা বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করিতে থাকিলে ব্রহ্মা তথায় আগমন করিলেন। বৃক্ষগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার উপদেশে সেই কন্যাটিকে প্রচেতোগণকে সমর্পণ করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে প্রচেতোগণ বৃক্ষদত্তা মারিষা নাম্নী সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ব্রহ্মপুত্র দক্ষ শিবাপরাধ-জন্য মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ প্রচেতসত্ব প্রাপ্ত হন।

অনন্তর দিব্য সহস্র বৎসরান্তে প্রচেতোগণের দিব্যজ্ঞান উদিত হইলে তাঁহারা অধোক্ষজ ভগবানের বাক্য স্মরণ করিয়া ভার্য্যাকে পুত্রহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক শীঘ্রই গৃহ হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রতটে জাজলি-নামক ঋষির সিদ্ধিস্থানে গমনপূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিয়া তপশ্চর্য্যা করিতে থাকিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "যে জন্ম, কর্ম্ম, আয়ুঃ ও বাক্যাদির দ্বারা শ্রীহরির সেবা না হয়, তাহা বৃথা। শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য জন্ম, বেদত্রয়োক্ত কর্ম্ম কিংবা দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ুঃ, বেদশাস্ত্রাদি-শ্রবণ, তপস্যা, শাস্ত্রব্যাখ্যাদি বাক্যবিস্তার, অবধারণ সামর্থ্য, নিপুণবুদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয়পটুতা, অষ্টাঙ্গযোগ, আত্মজ্ঞান, সন্ন্যাস, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, বৈরাগ্য ও যাবতীয় শ্রেয়ঃসাধন—এই সকলই শ্রীহরির সেবা ব্যতীত নিষ্ফল, শ্রীহরিই একমাত্র ভজনীয়। বৃক্ষের মূলদেশে জল-সেচন ও প্রাণে আহার প্রদান করিলে যেরূপ সম্পূর্ণ বৃক্ষ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সন্তুষ্ট থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণসেবা-দ্বারাই নিখিল দেবতা ও পিতৃগণের পূজা হইয়া থাকে; উঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ আরাধনার আবশ্যকতা নাই। ভগবান্ই সর্ব্বকারণ-কারণ। শ্রীহরি—ভক্তবৎসল; তিনি অসৎ ব্যক্তিগণের পূজা গ্রহণ করেন না। যেসকল অকিঞ্চন ব্যক্তির শ্রীহরি একমাত্র ধন, শ্রীহরি তাঁহাদিগকেই ভালবাসেন। যেসকল ব্যক্তি অকিঞ্চন সাধুগণকে তিরস্কার করেন, সেইসকল দুর্ব্বুদ্ধির পূজা তিনি স্বীকার করেন না। সাধুগণ কখনও ভক্তবৎসল শ্রীহরিকে ঐশ্বর্য্যভাবে পরিত্যাগ করেন না।" প্রচেতোগণ নারদ-উপদিষ্ট এইসকল হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীহরির চিন্তা করিতে করিতে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—:•:(•):•:—

শ্রীহরি এবং সাধুমুখবিগলিত শ্রীহরিকথা অভিন্ন। শ্রীহরিই কথারূপে আমাদের রক্ষণ ও নিয়মনাদি করিয়া থাকেন। এই শব্দরূপী হরিই ভক্তের প্রাণ। ভক্তের চেতন-জিহ্বায় হরি শব্দাকারে সতত নৃত্যপরায়ণ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তিত প্রত্যেকটী শব্দই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। তাঁহার কীর্ত্তিত প্রত্যেকটী শব্দই আমাদিগকে রূপ দেখাইতে পারেন। একান্ত শরণাগতজনকে শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তিত হরিকথাই সকল বাধাবিপত্তিতে, আপদে-বিপদে রক্ষা করেন।

যিনি শরণাগত ও সেবোন্মুখ হইয়া সুদৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তিত হরিকথা শ্রবণ করেন এবং সতত তাহা পালনে যত্ন করেন, তিনি হৃদয়ে প্রচুর বল লাভ করেন, আশা-ভরসা পাইয়া থাকেন। কিন্তু যদি আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত না হই, তাঁহার বাণীতে বিশ্বাসযুক্ত না হই, সে কথা স্বতন্ত্র। অশরণাগত নাস্তিককে ভগবান্ কৃপা করেন না। সে হরিকথা শুনিয়া আশা-ভরসা ও হৃদয়ে সেবোৎসাহ বা বল পাইবে না। তাহার নিকট হরিকথা অন্যান্য সাধারণ কথারই মত মনে হইবে।

সাধুর শ্রীমুখ-কীর্ত্তিত হরিকথাই মৃতসঞ্জীবনী। সেবোন্মুখ কর্ণে সেই মৃতসঞ্জীবনী পান করিলে মৃত জড়প্রায় আমরা চেতনতা লাভ করিতে পারি। কৃষ্ণসেবাবিমুখ আমাদিগকে সাধুর কীর্ত্তিত হরিকথাই হরিভজনের জন্য প্রেরণা দান করেন—হরিকথাই জীবের মনোবৃত্তিকে আকৃষ্ট করেন—হরিকথাই স্বরূপ বিস্মৃত আমাদিগকে নিত্যস্বরূপে উদ্বুদ্ধ করেন—হরিকথাই অন্ধ আমাদের চক্ষু দান করেন। বৈষ্ণবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলেই আমরা জানিতে পারি যে, আমি এজগতের কোন বস্তু নহি, এজগৎ আমার কেহ নহে। এজগতে একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ ব্যতীত আমার আর কেহ নাই। আমি প্রভুর সেবা না করিয়া ভক্তদের অপরাধী হওয়ায় আমাকে এই দুঃখময় ভব-সংসারে আসিতে হইয়াছে। হরিকথা শ্রবণ করিলে জানিতে পারি যে, ভোগ করা আমার ধর্ম্ম নহে, সেবাই আমার নিত্যধর্ম্ম; [illegible] আমার সেবা ভগবানের [illegible] কিন্তু সেই [illegible] ছাড়িয়া যখন প্রভুর আসন আমি অধিকার করিতে চাহিয়াছিলাম—ভোগ করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলাম, তখন অতুলনীয় দণ্ডদানকারী মায়াদেবী আমার দণ্ডের জন্য এই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিতাপযুক্ত সংসার-কারাগারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার এই হরিকথাই জানাইয়া দেন যে, আমাদের বর্ত্তমান বিপদাবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার একমাত্র উপায়—স্বরূপের দেশ হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন—যাঁহারা সেই স্বরূপের দেশের আত্মীয়-স্বজন, স্বরূপের মুক্তির কথা জানাইতেছেন, সেই পতিতপাবনগণের চরণাশ্রয় করা। তাঁহাদের পাদপদ্মসংলগ্ন ধূলি হইতে পারিলে অর্থাৎ একান্ত আশ্রিত শরণাগত কৃপাভিখারী হইলে তাঁহারাই কৃপা করিয়া উদ্ধার করিবেন। কাঙ্গাল হইয়া কাতরভাবে তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থনা করিলে কৃপা নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, ইহা হরিকথা শ্রবণ করিলে জানিতে পারা যায়। একমাত্র হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের আশ্রয়ছাড়া হইলে মায়া জড়াইয়া ধরিবে—ভোগ-ত্যাগে লিপ্ত হইতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হরিকথা শ্রবণ না করিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইবেই। হরিকথা না শুনিলে সেবায় উৎসাহ হইতেই পারে না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কীর্ত্তিত হরিকথা অকৈতব। তাহা শ্রবণে আমাদের [illegible] কৈতবরাশি সমূলে ধ্বংস হয়,—অনর্থের পর্ব্বতসমূহ পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়।

শ্রীবৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, যে মুহূর্ত্তে আমরা হরিকথা শ্রবণ হইতে বিরত হইব, সেই মুহূর্ত্তেই মায়ার কোন-না-কোনপ্রকার ছলনা আমরা আমাদের পতন ঘটাইবেই ঘটাইবে। ইহা অতি প্রত্যক্ষ সত্য। সত্যানুসন্ধিৎসু একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলেই এই কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। ধ্যানী, যোগী বা নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানিগণ হরিকথা-শ্রবণাভাবে নিজের মঙ্গলামঙ্গলের কথা ধরিতে পারে না; অধিকন্তু নিজেন্দ্রিয়তর্পণের পথেই অধিকতর চলিতে চলিতে শেষে আত্মহত্যা করে। কিন্তু যিনি হরিকথা শ্রবণ করেন এবং তদনুসারে চলেন, তাঁহার ঐসকল বিপদাপদ্ নাই। শ্রবণকারীর রক্ষাকর্ত্তা হরি এবং হরিজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম সতত সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। তাঁহারা কখনও সাক্ষাদ্ভাবে, আবার কখনও হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া সত্য-অসত্য, ভাল-মন্দ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কথা জানাইয়া সুপথে চালিত করেন। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী কখনও কখনও সাময়িক অন্যমনস্ক হইলেও হরিকথার শ্রবণ কীর্ত্তন-প্রভাবেই আবার হরিকথায় মনোযোগ হয় এবং নিজেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা ছাড়িয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের পথে চলিতে বল লাভ করেন। হরিকথা সাক্ষাৎ বলদেবরূপে তাঁহাকে বল দান করেন। কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপুর উত্তেজনায় উত্তেজিত মনের নিকট প্রাকৃত মহাবলশালী পুরুষও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু হরিকথাকীর্ত্তন-শ্রবণ হৃদয়ে অবস্থিত থাকিলে সামান্য দুর্ব্বল ব্যক্তিও পৃথিবীর সমস্ত [illegible] বস্তুর [illegible] চেষ্টাকে [illegible] পরিত্যাগ করিয়া হরি-

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

সেবায় অটুট বাহ্যে বাস্তববান্ ও অপ্রতিহত উৎসাহী থাকিতে পারেন।

হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে আমরা আমাদের প্রত্যেক কার্য্যকে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি—আমরা যাহা করিতেছি, তাহা হরির প্রীতিজনক হইতেছে, কি নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিই হইয়া যাইতেছে। হরিভজনে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছি কি না; না পারিলে কোথায় আটকাইয়া যাইতেছে, ইহা একমাত্র শ্রবণফলে জানিতে ও ধরিতে পারা যায়। হরিকথা আমাদের শ্রেয়োলাভের পথে আলোকস্তম্ভস্বরূপ। সেই আলোকে আলোকিত হইতে হইবে। হরিকথারূপী সার্চ লাইটের আলোতেই আমাদের হৃদয়গুহায় লুক্কায়িত বিন্দুমাত্র দোষ ও ত্রুটীগুলিও ধরা পড়ে। হরিকথাহীন জীবন আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাময়। হরিকথাই সাক্ষাৎ হরি। হরিকথাহীন—হরির সন্তত কৃপাকিরণহীন কার্য্যে হরির সুখ হয় না। হরিকথা ছাড়িয়া যাহারা কর্ম্মকে বহুমানন করে, তাহারা প্রচ্ছন্ন ভোগী—ভগবানের সেবার প্রতি বিমুখ। হরিকথা ছাড়িয়া ইতরকার্য্যে প্রমত্ত হইয়া তিনি যতই কর্ম্মবাহুল্য প্রদর্শন করুন না কেন, সেগুলি বেশীদিন স্থায়ী হইবে না এবং পরিণামে দুঃখদায়কই হইবে। কর্ম্মের পূর্ণতা নাই; তাহা নির্দ্দোষ নহে; তাহাতে নানাপ্রকার দোষ—ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবাদি আছে, কিন্তু হরিকথায় তাহা নাই। হরিকথা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, নির্ভুল, নিশ্ছিদ্র ও পরিপূর্ণ বস্তু। হরিকথাই আমাদের সকল অসম্পূর্ণতা, হেয়তাকে অপসারিত করিয়া আমাদিগকে নিশ্ছিদ্র ও হরিসেবায় উন্মুখ করিয়া থাকেন। হরির সহিত সাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায়ই হরিকথা। অন্য উপায়ে হরির সাক্ষাৎকার লাভ হয় না।

একমাত্র হরিকথা ব্যতীত অন্য কিছুতেই পূর্ণফল নাই বলিয়াই শুদ্ধবৈষ্ণবগণ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রতি আমাদিগকে পুনঃ জোর দিতে বলেন। হরিকথাশ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারে ভগবানে অভিনিবিষ্ট হওয়া যায় না। অর্চ্চনেও পূর্ণ অভিনিবেশ নাই। তাই কীর্ত্তনমুখে অর্চ্চনের বিধি। কীর্ত্তন ব্যতীত অর্চ্চন হয় না। কীর্ত্তনকারীই ভগবানের সুষ্ঠু অর্চ্চন করেন। শ্রবণ-কীর্ত্তনেই ভগবানের পূর্ণ আত্মসমর্পণ হয়। এইজন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—'যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।' কৃষ্ণ-উপদেশ বলিতে—যাহা আত্মমঙ্গল ও আত্মসংশোধনের উপদেশ, যাহা কৃষ্ণলীলায় প্রবেশের অধিকার প্রদান করে। সেই কৃষ্ণ-উপদেশের কথাপ্রসঙ্গ-কীর্ত্তনে আমাদের বিষয়-বন্ধন হইতে নিবৃত্তি ও সঙ্গে সঙ্গে গৌরকৃষ্ণের সম্প্রাপ্তি হয়।

হরিকথার প্রতি উদাসীনতা মহাবিপজ্জনক লক্ষণ। হরিকথায় রুচি হৈলেই [illegible] ব্যক্তিগণ হরিকে চাহেন না। তাঁহারা মঙ্গলের একমাত্র পথকে বন্ধ করিয়া দিয়া অন্য পথের অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহাদের ভাগ্যে মঙ্গলের আকারে অমঙ্গলের পথই লাভ হইবে, সেবার আকারে ইন্দ্রিয়তর্পণই সার হইবে, শত্রুকে মিত্র, মিত্রকে শত্রু বলিয়া ভ্রান্তি আসিয়া মঙ্গলপথে চিরতরে বঞ্চিত করিবে। সেইজন্যই মঙ্গলদাতা গুরুবর্গ বলিয়াছেন,—"হরিকথায় রুচি যা'র, সেই ভাগ্যবান্।"

পূজা ও সেবা

——::(*)::——

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে—বিভুজ্ঞানে—প্রভুবুদ্ধিতে সম্ভ্রমের সহিত বিবিধ উপকরণদ্বারা সেব্যের সেবার প্রণালী শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ শ্রীনারায়ণের যে সেবা, তাহাকে পূজা বা অর্চ্চন বলা হয়। সেব্যের সেবায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান যেখানে খুব প্রবল—সম্ভ্রমজ্ঞান যেখানে অত্যধিক—প্রভুকে বিভু, সম্রাট্-বুদ্ধি ও তৎসেবকের নিজের প্রতি অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রাবল্য যেখানে অধিক, সেখানে শ্রীনারায়ণের পূজা বা অর্চ্চন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীনারায়ণের যে সেবা, তাহাতেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবল। পূজা বা অর্চ্চনে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি প্রবল। বৈধ অর্চ্চনমার্গের যাবতীয় কার্য্যই পূজা। পূজায় পূজ্য বড় এবং পূজক নিজেকে চিরকাল ছোট জ্ঞান করেন। পূজায় পূজ্যকে প্রভুজ্ঞান এবং পূজক নিজেকে দীন উপলব্ধি করেন। পূজায় পূজক পূজ্যের নিকট থাকিয়াও সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া সুখী হন। পূজায় পূজক সর্ব্বদাই পূজ্যের মর্য্যাদা অতিক্রম করাকে বড়ই অপরাধের কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন। পূজা বা অর্চ্চন শ্রীনারায়ণেই বিহিত। শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয় না, তাঁহার প্রতি সেবাই প্রযোজ্য। শ্রীবিগ্রহসেবকগণ যে 'শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা করিতেছি' বলিয়া অর্চ্চন করেন, তাহা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শ্রীনারায়ণেরই পূজা হইয়া থাকে। স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনারায়ণও আছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহসেবা করিলেও তাহা শ্রীনারায়ণ পর্য্যন্তই পৌঁছিয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয় না।

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার।"

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বা পূজায় কৃষ্ণসেবার ন্যায় প্রকৃত আকর্ষণ বা টান নাই। কেবল বিভুশক্তির বৈভবদর্শনে অভিভূত হওয়ায় পূজক বিভুবস্তুর নিকট প্রণত হইয়া থাকে। পূজ্যের ঐশ্বর্য্যই পূজকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কিন্তু সেবায় সেবকের গাঢ় প্রীতিতে সেব্য আকৃষ্ট ও বশীভূত হন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবল থাকিলে কেবলা সেবার মাধুর্য্য বুঝা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লেশ-মাত্রও নাই। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রীতিই—তাঁহার সুখসাধন-চেষ্টাই প্রবল। কৃষ্ণের সেবকগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্ভ্রমজ্ঞান নাই। সম্ভ্রমজ্ঞানই সেবককে সেব্য হইতে দূরে রাখে।

"*　*　সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউ কিবা নরকে গমন॥"

—ইহাই সেবকের বিচার। শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণ তাঁহার সেবার জন্য সব করিতে পারেন। তাঁহাদের নিজসুখস্পৃহা আদৌ নাই। তাই তাঁহারা সেব্যের সুখের জন্য অনন্ত নরকবরণ করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। সেখানে প্রীতির পাত্রের প্রতি সম্ভ্রমজ্ঞানের আদর নাই।

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তা'র প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তা'রে সে সে ভাবে ভজি,—
এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনারে বড় মানে, আমারে সম হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন জ্ঞানে করে লালন-পালন॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক, তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ—আদি, ৪।১৭-২৬)

কৃষ্ণভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের মধুর মাধুর্য্যেই আকৃষ্ট। ঐশ্বর্য্যের প্রতি তাঁহাদের আদর নাই। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের মমতাভাব, আপনজ্ঞান খুব প্রবল। 'কৃষ্ণ ছাড়া আমার আর কেহ নাই'—এ জ্ঞানের প্রাবল্যবশতঃই তাঁহারা কৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন। তাঁহারা আপনজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ব্যবহার করেন, তাহাতে কৃষ্ণের অত্যন্ত সুখ হয়। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের এত প্রীতি ও মমতাভাব যে, তিনি ঈশ্বর, তাঁহার যে কত ঐশ্বর্য্য আছে, তিনিই সকলের কর্ত্তা-ধর্ত্তা বিধাতা—এ চিন্তা করিবার অবসরই তাঁহাদের নাই। শ্রীনারায়ণের মাতা পিতা নাই—তিনি [illegible] কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও [illegible] হইতে সেবা গ্রহণ করিবার জন্য [illegible] পরিগ্রহ করেন। শ্রীকৃষ্ণের মাতা-পিতা [illegible] প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন [illegible] পিতা মাতা তাঁহাকে স্নেহ করেন, পালন করেন, তাড়ন ভর্ৎসন করেন [illegible] প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি করেন না [illegible] দেখিলেও 'আমার [illegible] দায় [illegible] তাঁহারা [illegible] পালা, আমি না [illegible] তাহা [illegible] খাওয়াইবে, আমি না শিক্ষা দিলে সে কি করিয়া শিখিবে'—এই বিচার করেন। সখাগণ তাঁহাকে নিজেদের সমান মনে করেন, কখন বা ছোটও মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট খাওয়ান, কাঁধে চড়েন, কাঁধে চড়ান, ক্রীড়া করেন।

"শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে প্রেয়সী করেন বন্ধন॥
'মোর সখা', 'মোর পুত্র'—এই 'শুদ্ধ' মন।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন॥
ঐশ্বর্য্য দেখিলেহ 'শুদ্ধে'র ঐশ্বর্য্য নহে জ্ঞান।
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে 'কেবল'-ভাব প্রধান॥
'শুদ্ধপ্রেম' ব্রজদেবীর—কামগন্ধহীন।
'কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য'—এই তাঁ'র চিহ্ন॥
'সর্ব্বোত্তম ভজন' এই সর্ব্বভক্তি 'জিনি'।
অতএব কৃষ্ণ কহে,—'আমি তোমার ঋণী'॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ—মধ্য, ৮ম পঃ)

সেবায় সেব্য ও সেবক—পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ আছে। সেবকের সেব্য ছাড়া চলে না, আর সেব্যেরও সেবক ছাড়া চলে না। উভয়েই প্রীতিসম্বদ্ধ থাকেন। ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণের প্রতি যে সেবা বা প্রীতি, তাহা এই জগতে, ব্রহ্মলোকে, এমন কি, বৈকুণ্ঠেও নাই। ইহা একমাত্র ব্রজের ধন। ব্রজবাসীরই কৃষ্ণ। ব্রজে বাস করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবাই চেতনের পরম পরাকাষ্ঠা লাভ।

—————

শ্রীধামে নিয়মোৎসব

গত ১০ই কার্ত্তিক, [illegible] দিবস শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা-নির্দ্দেশে [illegible] শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে [illegible] ও [illegible] পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে ভোগ-রাগের পর শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণকে মহা-প্রসাদ দেওয়া হয়। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে বৈষ্ণবকৃপা-প্রার্থনা ও শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের পাদপদ্ম-মাহাত্ম্য-সূচক [illegible] কীর্ত্তন হয়।

—————

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল

([illegible])

[illegible] বিভাগ

(১) [illegible]
(২) [illegible]
(৩) [illegible]
(৪) [illegible]
(৫) [illegible]
(৬) [illegible]
(৭) [illegible]
(৮) [illegible]
(৯) [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
	১ম ও দিনের	৪র্থ, ৭ম দিনের ও		
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
" ইঞ্চি		১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
" সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম		৭৲	" এক কলম	৩৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

যাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত 'হিন্দী'ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব সাধনগ্রন্থ শ্রীমৎ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসাথিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক সাধকগণকাম এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিকুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্রে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ভাস্কর লবণ

সর্ববিধ অজীর্ণের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ দুর্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাদশাহ উদরে কাটাইতে না পারে অজীর্ণে ঔষধ, প্লীহা সংযুক্ত ব্যাধির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট কৌটা ।৵০ দশ আনা, বড় কৌটা ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বিদেশীর উপর মুণ্ডকর

প্রকাশ যে, গত রবিবার বাটাভিয়ায় জাপ শাসন কর্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে এক নূতন আদেশ জারি করিয়াছেন যে, জাপ অধিকৃত অঞ্চলের পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান অধিবাসী প্রত্যেক পুরুষকে ১৫০ গিল্ডার এবং প্রত্যেক নারীকে ৮০ গিল্ডার ফি দিয়া নাম রেজিষ্টারী করাইতে হইবে। চীনা, আরব, ভারতীয় প্রভৃতি এশিয়াবাসী প্রত্যেক পুরুষকে ১০০ গিল্ডার এবং প্রত্যেক নারীকে ৫০ গিল্ডার দিতে হইবে। উক্ত আদেশে বলা হইয়াছে, "যে সমস্ত বিদেশী নাম রেজেষ্টারী করাইবে না এবং আইন মান্য করিবার শপথ গ্রহণ করিবে না তাহাদিগকে শত্রুভাবাপন্ন বলিয়া গণ্য করা হইবে; সুতরাং তাহাদিগকে জাপানী আশ্রয় দেওয়া হইবে না।"

মাদ্রাজ সহরের লোকাপসারণ

মাদ্রাজ সহর হইতে অব্যাহতভাবে লোকাপসারণ চলিতেছে। মাদ্রাজের আশঙ্কা বর্ত্তমানে সম্যক বৃদ্ধি পাওয়ায় অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিদিগকে মাদ্রাজ সহর পরিত্যাগ করিবার জন্য সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর এবং গ্রীষ্মাবকাশের জন্য পূর্ব্বাহ্নেই হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালত বন্ধ হওয়ায় যাত্রীদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সাধারণ-ট্রেন ও প্যাসেঞ্জার ট্রেণগুলি ব্যতীত ১২ই এপ্রিল এগমোর হইতে ৪খানি, সেন্ট্রাল ষ্টেশন হইতে ছয়খানি স্পেশ্যাল ট্রেণ ছাড়িয়াছে।

কর্তৃপক্ষ মাদ্রাজ জন সংশোধনাগার হইতে বন্দিগণকে একখানি স্পেশাল ট্রেণযোগে বেলারীতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। সেখান হইতে তাহাদিগকে আলীপুরম্ জেলে লইয়া যাওয়া হইবে।

ঢাকায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক আদেশ জারী করিয়া নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকার মধ্যে বাস চলাচল এবং সহরের ট্যাক্সী ও লরী চলাচল স্থগিত রাখিয়াছেন। গত ১০ই এপ্রিল ঢোল সহরতে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের এই আদেশ প্রচার করা হয়।

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক আদেশ জারী করিয়া কয়েকশ্রেণীর জলযান অবিলম্বে অন্যত্র সরাইয়া লইতে আদেশ দিয়াছেন। এই আদেশ অনুসারে সমস্ত সাম্পান এবং অন্যান্য মালবাহী নৌকাগুলি কর্ণফুলির মধ্য করিয়া তাহাদের গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাত্রা করিবে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া নৌকা মালিকগণকে এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। নৌকাগুলি চাল ও লবণ লইয়া যাইতে পারিবে। এতদ্বিষয়ে প্রত্যেক ট্রিপ বহরের জন্য ৮০ করিয়া ভাড়া দাবি দিবে? আদেশ অমান্য করা হইলে সাম্পানগুলি অধিকার করা চলিবে ও প্রয়োজন হইলে ঐগুলি ধ্বংস করা হইবে।

ব্রহ্ম হইতে ১ লক্ষ ১০ হাজার আশ্রয়প্রার্থী

গোয়ালন্দ হইয়া স্পেশ্যাল ট্রেণ সমেত অন্যান্য ট্রেণযোগে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন জাতীয় প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার আশ্রয়প্রার্থী এপর্যন্ত কলিকাতায় আসিয়াছে। রোজ বহু শত বহু লোক আসিতেছে। অধিকাংশ আশ্রয়-প্রার্থী এখানে আসিয়া পৌঁছানর পর স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে চলিয়া গিয়াছে।

কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আশ্রয়প্রার্থীদিগকে ডকে, ষ্টেশনে, ষ্টীমার ঘাটে ও রেল ষ্টেশনে সাহায্য করে।

কলিকাতার মারোয়াড়ী সাহায্য সমিতি এপর্যন্ত আহার ১,৫৩,২৩০ জন আশ্রয়-প্রার্থীকে আহার্য্য দান করিয়াছেন। আশ্রয়-প্রার্থীদিগকে সাহায্য দান করিতে এপর্যন্ত সমিতির ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশ ও বোম্বাইয়ে তার করিতে অসুবিধা

তার বিভাগের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, তারযোগে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় কলিকাতা হইতে ব্রহ্মদেশ ও বোম্বাইয়ে তার পৌঁছিতে খুব দেরী হইতে পারে।

ডেড্ লেটার

১৯৪০-৪১ সালে ডেড্ লেটার অফিসে সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশী ঠিকানাবিহীন অথবা ভুল ঠিকানা লিখা চিঠি, পার্শেল প্রভৃতি জমিয়াছিল। অন্যান্য দেশের ডেড্ লেটার অফিসে এত জঞ্জাল জমে কিনা জানি না। কিন্তু এদেশের হাওয়াতেই বোধ হয় এমন একটা মাদকতা আছে যে, স্কুল কলেজ স্কুলের অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত বালক-বালিকা কিংবা তরুণ-তরুণীরাই শুধু নয়, বুনো ব্যবসায়ী এবং সুপণ্ডিত হিসাব-রক্ষকও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পান না। ডেড্-লেটারের জঞ্জাল-স্তূপে চেক, নোট, টাকা-কড়ি, বিল অফ এক্সচেঞ্জ সবই মিলে কিছু জমায়।

এপাধ-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত, শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভাষ্ট শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও প্রকাশিত হইয়া "প্রদীপ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যদীপিকা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আস্বাদ'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সমিতির প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১৭ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৫ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৮ই এপ্রিল, ইং ১৯৪২, শনিবার ২৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ মধুসূদন, অব্যয় শ্রীগৌরপাদাব্দী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:(০০:)——

শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের এত প্রিয় আর কেহ নাই। এই শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের পূত চরিতকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাহার পরম সদয় হন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের স্মরণই সকল মঙ্গলের আকর। এক শ্রীগুরুদেবের স্মরণে গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনের স্মরণ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এত মহত্ত্ব! গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—একই বস্তু—তিনে এক, একে তিন; পরস্পর অচিন্ত্যভেদাভেদ-লীলা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মরণ অনুক্ষণ হইলে আমাদের যাবতীয় বিঘ্ননাশ ও অভীষ্টপূরণ নিশ্চয়ই হইবে। অপবর্গরূপ মহাবিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে তিনিই একমাত্র সমর্থ। যেই শ্রীগুরুদেবের স্বরূপতী মূর্ত্তি অনুক্ষণ হৃদয়ে বিরাজিত না থাকিলে নিরন্তর কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-চিন্তা হইতে পারে না। যে হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ নাই, তথায় নিশ্চয়ই অভাভিলাষ আছে। এই শ্রীগুরুপাদপদ্মে যদি আমাদের মর্ত্ত্যবুদ্ধি হয়, তাঁহাকে যদি আমরা আমাদের একমাত্র রক্ষক, পালক ও নিয়ামক মনে না করিতে পারি, তাহা হইলে কোটি জন্মেও আমাদের বিঘ্ননাশ বা অভীষ্টপূরণ হইবে না; পরন্তু বহু বিঘ্ন আসিয়া আমাদিগকে বন্দী করিয়া ভুলিবে—ভোগোন্মুখ করাইবে। নিজেকে গুরুদাস বলিয়া উপলব্ধি হইলেই গুরুসঙ্গ ও গুরুসেবা হয়। যিনি সত্য সত্য গুরুচরণাশ্রয় করিয়াছেন, সেই ভক্তিপথের পথিককে কোন বাধাই বিচলিত করিতে পারে না; পরন্তু ভক্তিপথে ঐ সকল বাধা-বিঘ্ন ভক্তির দৃঢ়তাই সম্পাদন করিয়া থাকে। অভক্তের পক্ষে যাহা বিঘ্ন, ভক্তের পক্ষে তাহাই ভক্তিবৃদ্ধিকর বা ভক্তির পরিপোষক। শরণাগত ভক্তকে সর্ব্বত্র প্রাণবন্ত বলিয়া জানিতে পারেন। বিরহই ভজন। নিরন্তর গুরু-কৃষ্ণানুশীলনই জীবের স্বধর্ম, ইহা শরণাগত ব্যতীত অপরের উপলব্ধির বিষয় হয় না। গুরু অথবা বিরহ বা কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতাই প্রকৃত ভজন। অতএব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অনুক্ষণ স্মৃতি আছে।

———

ভগবান্‌কে সর্ব্বক্ষণ ডাকা ছাড়া জীবের আর অন্য কোন কৃত্য নাই। এই কীর্ত্তন-কেন্দ্রের মধ্যেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। গুরু-কৃষ্ণের কৃপালাভের জন্য যেখানে হৃদয় বিগলিত হয় না, যে চিত্তে দ্বৈত এখনও আসে নাই, যে হৃদয়ে অনুক্ষণ গুরুপাদপদ্মের স্মৃতি নাই, সে হৃদয়ে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি কি করিয়া হইবে? ভজনে যদি তীব্রতা থাকে—হৃদ্বিষয়তঃ যদি নিরন্তর কৃষ্ণ-ভজন হয়, তাহা হইলে দুর্ব্বলতা-বশতঃ সাধকের যতই কামনা-বাসনা থাকুক, তাহা অচিরেই বিদূরিত হইয়া তাহাকে কৃষ্ণ-সেবায় সিদ্ধি লাভ করাইবে। সৎসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ ও ব্রজে বাস—এই পঞ্চাঙ্গের যে কোন একটীর সাধনও সম্পূর্ণ হইলে কৃষ্ণপ্রেমোদয় হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তর-হীন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ॥
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে রতি-বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি' কৃষ্ণভক্তি শুদ্ধ হয়ে পায়॥
বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণপায়।
সেই বুদ্ধি দেন তাঁরে, যাতে কৃষ্ণ পায়॥
সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস,—এই পঞ্চ-সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চ মধ্যে এক 'স্বল্প' যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥
উদার মহতী যাঁর সর্ব্বোত্তম বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে, তবু পায় ত ভক্তিসিদ্ধি॥
ভক্তির প্রভাব—সেই কাম ছাড়াঞা।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া॥

কৃষ্ণোন্মুখ হইলে কৃষ্ণই যে একমাত্র পতি এবং কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠগণের কৈঙ্কর্য্যই যে একমাত্র পতি-সেবা, তাহা বুঝা যায়। যাঁহার যাহা আছে, তিনি যখন তাঁহার সমস্ত ভগবানে অর্পণ করিয়া ভগবানের হইয়া যান, নিজের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব রাখেন না, তাঁহাকেই মুক্ত বলা হয়। যেখানে নিজ সুখের প্রতি লোভ বা ভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণে কুণ্ঠা, সেইখানেই বদ্ধতা বা হরিবিমুখতা। ভক্ত পতিতে পতিবুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণববুদ্ধি করেন, তাঁহাকে দিয়া হরিভজন করান। জীবে জীবে যে প্রীতি, তাহা বন্ধন বা সংসার। বিষ্ণুর সহিত অণুর যে স্নেহ-প্রীতির বন্ধন, তাহাই প্রকৃত সম্বন্ধ এবং ইহাই প্রয়োজন। প্রাকৃত বস্তুতে আসক্তি বা প্রীতি হইলে সর্ব্বনাশ হয়। সেইজন্যই চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে [illegible]লেন,—"তুমি যদি আমার মত এইরূপ আসক্ত না হইয়া ভগবানের প্রতি ঐরূপ আসক্ত হও, প্রাকৃত বস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐ চেষ্টা অপ্রাকৃত কামদেবে নিযুক্ত কর, তাহা হইলে তোমার কতই না মঙ্গল হয়।" বিল্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণির এই উপদেশের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই পুরুষ বা ভোক্তা এবং স্ত্রী বা প্রাকৃত যোষা-অভিমান ত্যাগ করা উচিত। প্রাকৃত বস্তুতে আসক্তি—যোষাবুদ্ধি বা ভোগবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যখন সেবাবুদ্ধির উদয় হয়, তখনই সেব্য ভগবান্ সেবক জীবের হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া তাঁহার নিকট স্বেচ্ছায় সেবাগ্রহণ করিয়া থাকেন।

———

ঐকান্তিক ভক্তগণ সর্ব্বদা প্রীতির সহিত প্রভুর কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অনুষ্ঠান নাই। কীর্ত্তনস্মরণাদি দ্বারাই তাঁহাদের সেবা সাধিত হয়। চিন্ময়বুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত মনোময়ী অর্চ্চার মানসপূজা সম্ভব নহে। বৈষ্ণবপ্রায় প্রাকৃত ভক্তের অর্চ্চাপূজা স্থূল, সঙ্কুচিতার্থ পুরুষের মনোময়ী অর্চ্চার মানসপূজা হয় এবং নিরূঢ়ার্থ বা মহাভাগবত ঐকান্তিকের ভাবসেবা হৃদয়ে। শরণাগত ঐকান্তিক ভক্তের সর্ব্বত্র উপাস্য-দর্শন। তিনি কখনও ভোক্তৃ-অভিমানে কোন বস্তু গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের গ্রহণীয় বস্তুই সেব্য বা প্রভু—ভোগ্য নহে। শরণাগত ভক্ত ব্যতীত বহুধকামী অন্য ব্যক্তিমাত্রেই ভগবদ্যোগ্য সেব্য জগৎকে ভোগ্য দর্শন করেন, কিন্তু ভক্ত জগতের প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট বস্তুজ্ঞানে সেবা করিয়া থাকেন। ভক্ত যাহা কিছু দর্শন করেন, তাহাতে তাঁহারা নিরন্তর ভোগোন্মুখ ব্যক্তির ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা বা ভোগবুদ্ধি না রাখিয়া ঐ সকল বস্তু কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতেছে দেখিয়া উল্লসিত হন। স্বসুখ-কামনাই দুঃখাভিধান। অকিঞ্চনের এ সব বালাই নাই। ভক্ত ভগবান্‌কে ভোক্তা এবং নিজেকে তদ্ভোগ্য বলিয়া জানেন।

প্রভু যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

নিজে রূপবান্ না হইলে ভগবানের রূপ দর্শন হয় না। শ্রীরূপের হওয়াই রূপবান্ হওয়া। সেবাই রূপ, সেবোন্মুখই রূপবান্। সেবোন্মুখের নিকটেই সেব্য আসেন। সেবকই সেব্যকে দেখেন এবং সেব্যও সেবককে দেখিয়া থাকেন। ভগবানের সর্ব্বত্র ভোগদর্শন, আর ভক্তের সর্ব্বত্র সেব্য দর্শন। ভক্ত দৃষ্ট বা ভোগ্যাভিমানে দ্রষ্টা ভগবান্‌কে দর্শন করেন, আর দ্রষ্টা ভগবান্ ভোক্তৃ-অভিমানে ভক্তগণকে দর্শন করিয়া থাকেন। ভক্তের দর্শন -সেবা, আর ভগবানের দর্শন—ভোগ। দ্রষ্টার দৃষ্ট হওয়াই জীবনের সাফল্য। ভগবানের সুখের জন্য ভক্ত ভগবান্‌কে দর্শন করেন। ভক্তের দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা ভগবান্ পান, ইহাই ভক্তের দর্শনস্পর্শনাদির বৈশিষ্ট্য।

শ্রীরূপের কৃপা হইলে স্বরূপ ও স্বরূপার কৃপা পাওয়া যায়। ভক্তিচক্ষে বা প্রীতির চক্ষেই ভগবান্ ও ভক্তদর্শন হইয়া থাকে। দাসের চক্ষু নিরন্তর প্রভুকেই দেখে। প্রভু ভক্তের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে পারেন না, প্রভু-ভক্তে এত টান ও বাধ্যবাধিকতা! ভক্তকে স্বকিঙ্কর বলিয়া উপলব্ধিই নিজের স্বরূপ-সত্তা। যেখানে স্বরূপ, সেখানেই শ্রীরূপ; যেখানে বিরূপ সেখানেই কুরূপ। স্বরূপে কুরূপ নাই। আবৃত স্বরূপই কুরূপ। পুরুষাভিমান বা বস্তুই স্বরূপের বিপরীত কুরূপ। স্বরূপ ও শ্রীরূপের সেবা করিতে করিতে স্বরূপের রূপ প্রকাশ পায়। পুরুষাভিমানী দাম্ভিক ব্যক্তি শ্রীরূপকে দেখিতে পায় না। সেবার পথেই সেব্যকে পাওয়া যায়। পুরুষাভিমান একমাত্র কৃষ্ণেরই সাজে, অপরের পক্ষে ইহা মৃত্যুস্বরূপ। পুরুষাভিমান বা ভোগের রাস্তা মৃত্যুর রাস্তা। সেবা-পথই অমৃতের পথ। ভক্তিপথে মৃত্যু নাই। ভক্তি মৃতসঞ্জীবনী-সুধা, ভক্তি অমৃত, তাহা মৃতকে সঞ্জীবিত করে, দুঃখীকে সুখী করে।

স্বতন্ত্রতাই দাম্ভিকতা। স্বতন্ত্রই দাম্ভিক। দাম্ভিক স্বতন্ত্রকামী। যে নিজ সুখ চায়, সেই দাম্ভিক বা স্বতন্ত্রের হরিভজন কি করিয়া হইবে? দম্ভ বা স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া কাঙ্গাল বা অনুগত হইতে হইবে। স্বতন্ত্রতা বা নিজসুখবিধানচেষ্টা করে। মন ও বাক্য কায় মন ও বাক্য দ্বারা হইতে পারে। এদিকে দৃষ্টি ও সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ সাধুজনের আনুগত্য করিলেই মঙ্গল হইবে।

লক্ষ্মণা ও সাম্ব

——::(*)::——

কৃষ্ণ-ভার্য্যা শ্রীজাম্ববতীর পুত্রের নাম সাম্ব। ইনি স্বয়ম্বর-সভায় দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করেন। বলপূর্ব্বক লক্ষ্মণাকে হরণ করিতে দেখিয়া কর্ণ, শল্য, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে একত্রিত হইয়া সাম্বকে আক্রমণ করিলে কৃষ্ণনন্দন সাম্ব অবিচলিতভাবে কর্ণাদি বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন। সাম্ব এককালে ছয়টী বাণদ্বারা পৃথক্ ভাবে কর্ণ প্রভৃতি ছয় রথীকে বিদ্ধ করিয়া পরে চারি চারিটী বাণদ্বারা প্রত্যেক যোদ্ধার চারি অশ্বকে, এক একটী বাণদ্বারা সারথিকে ও রথিগণকে আক্রমণ করেন। কৌরবগণ শ্রীসাম্বের বীরত্বের প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। বীরগণ সাম্বের নিকট প্রথমে পরাজিত হইয়া সকলে সমবেত তাঁহাকে আক্রমণ করত অতিকষ্টে সাম্বকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। দেবর্ষি শ্রীনারদের শ্রীমুখে কৌরবগণের এতাদৃশ আচরণ শ্রবণ করিয়া যাদবগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে শ্রীবলদেব তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ও কুলবৃদ্ধগণসহ হস্তিনা-পুরে গমন করিলেন। হস্তিনার উপবনপ্রান্তে শ্রীবলদেব নগরের বহির্দেশে থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন। উদ্ধব কুরু-সভায় আগমনপূর্ব্বক সকল কথা নিবেদন করিলে কৌরবগণ শ্রীবলদেবের আগমনশ্রবণে হৃষ্টচিত্তে উদ্ধবকে পূজা করিয়া উপহারাদিসহ শ্রীবলদেবের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা শ্রীবলদেবকে প্রণামাদি করিয়া পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবলদেব বলিলেন,—"শ্রীউগ্রসেন আপনাদিগকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, আপনারা তাহা শ্রবণ করিয়া পালন করুন। আপনারা বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়া অন্যায়যুদ্ধে অসহায় এক ধার্ম্মিককে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা রাজা সবগত হইয়াও বন্ধুগণের মধ্যে পরস্পর ঐক্যকামনায় তাদৃশ অন্যায় আচরণ সহ্য করিতেছি। অতএব তাঁহাকে আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করুন।" শ্রীবলদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌরবগণ কুপিত হইয়া বলিলেন,—"যাদবগণের পক্ষে কৌরবগণের প্রতি তাদৃশ আদেশ আশ্চর্য্যজনক। ইহা যেন সর্পশাবকের শিরোদেশে আরোহণের নিমিত্ত আগ্রহ-প্রকাশের ন্যায়। যাদবগণ কুন্তীর বিবাহে কৌরবদিগের আত্মীয়রূপে গণ্য হইয়া তাঁহাদিগের নিকট রাজসিংহাসন লাভ করত নিজদিগকে কৌরবগণের তুল্য বলিয়া অভিমান করিতেছেন। অতএব তাঁহাদিগকে রাজচিহ্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য নয়।" এই বলিয়া কৌরবগণ পুরীতে প্রবেশ করিলে শ্রীবলদেব তাঁহাদের দুর্ব্বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"যাহারা ঐশ্বর্য্যাদির গর্ব্বে গর্ব্বিত, সেই সব দুর্জ্জনগণ কখনও শান্তভাব ইচ্ছা করে না; পশুগণের পক্ষে লগুড়ের ন্যায় এই অসাধুগণের পক্ষে দণ্ডই শান্তভাব আনয়ন করে। কি আশ্চর্য্য! আমি যুদ্ধোদ্যত যাদবগণকে শান্ত করিয়া শান্তির অভিলাষে এখানে আসিলাম, কিন্তু গর্ব্বিত কৌরবগণ আমাকে অবজ্ঞা করিল। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী, তাদৃশ উগ্রসেন কুরুদিগকে আদেশপ্রদানে সমর্থ নহেন! শ্রীলক্ষ্মীদেবী যাঁহার দাসী, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ যাঁহার পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করেন, আমি ও ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ যাঁহার অংশাংশ, এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের রাজসিংহাসনে অধিকার নাই! যাদবগণ পাদুকা-সদৃশ আর কৌরবগণ মস্তক-সদৃশ? এরূপ দুর্ব্বাক্য কখনও সহ্য করা যায় না।" এই বলিয়া শ্রীবলদেব লাঙ্গল গ্রহণ-পূর্ব্বক পৃথিবী কৌরবশূন্য ও হস্তিনাপুরকে গঙ্গায় নিমজ্জিত করিবার অভিপ্রায়ে হলাগ্র-ভাগদ্বারা হস্তিনাপুরের দক্ষিণদিকে প্রাচীরমূলে আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার হলাগ্রভাগে আকৃষ্ট এবং গঙ্গাবক্ষে পতনোন্মুখ হস্তিনা-নগরীকে জলযানতুল্য সর্ব্বত্র ঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া ভীত কৌরবগণ জীবনরক্ষার্থ লক্ষ্মণা ও সাম্বকে লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীবলদেবের শরণাপন্ন হইল। অনন্তর কৌরবগণ শ্রীবলদেবকে নানাভাবে স্তবস্তুতি করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিলে শ্রীবলদেব প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন। অতঃপর দুর্য্যোধন জামাতা সাম্বকে নানা উপহার প্রদান করিলে শ্রীবলদেব সেই সমস্ত উপহার গ্রহণপূর্ব্বক বান্ধবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুত্র এবং বধূসহ দ্বারকায় গমন করিলেন।

অনাদি-বহির্ম্মুখতা

——::(*)::——

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তাঁ'রে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তিপরিণত জীব ভেদাভেদ-প্রকাশ। জীব ভগবান্ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। জীব মায়াবশ, কিন্তু ভগবান্ মায়ার নিয়ন্তা—প্রভু। কৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব জীবের ধর্ম্ম। কিন্তু নিত্য কৃষ্ণদাস জীব দুর্দ্দৈববশতঃ প্রভুসেবাবিমুখ হইয়া প্রভু সাজিতে যাওয়ায় তৎকারাকর্ত্রী মায়াদ্বারা সত্ত্ব রজস্তমোগুণময় শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন হইতেই জীব ভগবদ্-বহির্ম্মুখ। মায়িক জগতে আগমনের সময় হইতেই যখন বহির্ম্মুখতা লক্ষিত হয়, তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস নাই। এইজন্যই জীবকে 'অনাদি-বহির্ম্মুখ' বলা হয়। জীবের মায়িক জগতে আগমনের সময় হইতে কাল গণনা হয়, কিন্তু তাহার বহির্ম্মুখতা এই কালগণনার পূর্ব্বেই হওয়ায় তাহাকে 'অনাদি' বলা হয়।

অনাদিবহির্ম্মুখ জীব তাহাদের নিত্যপ্রভু পরমানন্দময় শ্রীভগবানের সেবা ছাড়িয়া জগতে নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। তাহারা কখনও সুখে, কখনও দুঃখে, কখনও মানব, কখনও পশুপক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি যোনিতে চতুর্দ্দশলোকের ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে অনবরত ভ্রমণ করিতেছে। অনাদিকাল জীবের শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া যাওয়ায় এই প্রকার অবস্থা লাভ হইয়াছে। জীব যতকাল শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকিবে, ততকাল এই প্রকার অবস্থার মধ্যে থাকিতেই হইবে। এই যে অনাদিবহির্ম্মুখ জীব, তাহার উদ্ধারের উপায় কি? সাধুগণ বলিয়াছেন যে, সাম্মুখ্যই বৈমুখ্যের হাত হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায়। ভগবৎ-সাম্মুখ্য হইলেই ভগবদ্বৈমুখ্য থাকিবে না। এই সাম্মুখ্য—পরতত্ত্ব বস্তু ভগবানের প্রতি, উন্মুখ হইবার আবার তিনপ্রকার উপায় আছে—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। তন্মধ্যে কর্ম্ম ও জ্ঞান ভগবৎসাম্মুখ্যলাভের প্রকৃত উপায় নহে, ইহা গৌণ উপায় মাত্র। ইহা উন্মুখতার সোপান। কর্ম্ম ও জ্ঞান জীবের উন্মুখতার সাহায্য করিতে পারে। কর্ম্ম ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কোন ফল দিতে পারে না। সুতরাং ভক্তিই মুখ্যসাম্মুখ্য। ভক্তি-ব্যতীত সাক্ষাৎ চিন্ময়ীফল আর কিছুতেই হইতে পারে না। ভগবান্ ভক্তিবশ। ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়—ভক্তিই ভগবদ্দর্শন করায়—ভক্তিই ভগবান্‌কে সন্তোষ করায়।

এই ভক্তির মূল কি?—"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" সৎসঙ্গই ভক্তির মূল। ভক্তিদেবী সাধুকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকেন। ভক্ত ছাড়া ভক্তিদেবীর পৃথক্ অবস্থানক্ষেত্র নাই। ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির একত্র-ই অবস্থিতি। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"
ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৫)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—'হে উদ্ধব, ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি - আমার তত প্রিয় নহি, যেরূপ আমার ভক্ত তুমি আমার প্রিয়

কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।'
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি' মানে।
ইহাতে বহুত শাস্ত্রবচনপ্রমাণে॥
কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ॥

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

ভক্তগণ যেখানে ভক্তিসহকারে ভগবান্‌কে আহ্বান—ভগবন্মাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, 'ভগবান্' সেইখানেই অবস্থান করেন। ভগবান্ এই ভক্তগণের প্রেমে বশীভূত। তাঁহারা প্রীতিদ্বারা ভগবান্‌কে বশ করিয়া রেন। এই ভক্তের কৃপাদৃষ্টির মধ্যে পড়িলে অনায়াসেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। তাঁহারা যাহার প্রতি একটু অনুভূতি করেন, 'এই জীবের মঙ্গল হউক', যাহার প্রতি এইরূপ কৃপাশীর্ব্বাদ করেন, সেইই এই জগৎ হইতে মুক্ত হইয়া হরিভজন করিতে পারে। সাধুর কৃপা ও তত্তেজ ছাড়া কাহারও হরিভজন হয় না। তাঁহারা কাহাকেও আপন মনে করিলে সেই জীব কৃষ্ণের হইয়া যান—কৃষ্ণও তাঁহাকে আপনজ্ঞান করেন। এই সাধুর দর্শন জীব কখন পায়?—অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের সংসার-দুঃখভোগ করিতে করিতে যখন সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই তাহার সাধুর সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

"কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥"

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

হে অচ্যুত! সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভবমোচনকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জীবের সৎসঙ্গ লাভ হয় এবং তখনই সদ্গতি ও পরাবরেশ্বর তোমাতে মতি জন্মিয়া থাকে।

সংসারক্লেশের অবসান-কালের উপস্থিতিতে সাধুর সাক্ষাৎকার ও তৎসঙ্গফলে নিরন্তর ও স্থাবর-জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতের হৃদয়াধিষ্ঠিত হৃদয়দেবতার প্রতি মতি হয়। সাধুর সঙ্গ ব্যতীত অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। সাধুর সান্নিধ্যে কৃপাদৃষ্টির মধ্যে আসিলেই মঙ্গল। এইরূপ দর্শনদানেই তাঁহারা সকলকে পবিত্র করেন। সাধুর সহজ কৃপাদৃষ্টি সাধন হইতে অধিক বলবতী। নিরপরাধ জীবের প্রতিই সাধুর কৃপাদৃষ্টি হইয়া থাকে। তাঁহাদের তত্তেজ হইলে অপরাধীরও মঙ্গল হয়।

"গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি॥
গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি' আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই॥"

—এইরূপ দৈন্যাত্মিকা চেষ্টা-দর্শনে ভগবানের কৃপা সাধুকে অবলম্বন করিয়া দিয়া আসেন—অবতরণ করেন, কৃষ্ণ সাধুরূপে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পাঠাইয়া দেন। ইহার ফলস্বরূপেই সাধুর কৃপা হয়। ভগবানের উপাসনা করে—ভজনের ফলে, তাই সাধুর কৃপা হয়—এরূপ নহে। সাধুর কৃপা উপাসনাকে অপেক্ষা করে না, তাহা অহৈতুকী। সাধুগণ দীনবৎসল। 'তিনিই আমার একমাত্র শরণ', 'তাঁর ছাড়া আমার আর উপায় নাই' যখনই এইরূপ দৈন্য কাহারও চিত্তে উদিত হয়, তখনই তাহার প্রতি কৃপা হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥"

(ভাঃ ৩।৫।৩)

দৈববশতঃ অধর্ম্মশীল, কৃষ্ণবিমুখ, অত্যন্ত দুঃখিত জনগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ জনার্দ্দনের প্রিয়বল্লভ সাধুগণ এ জগতে নিশ্চিতই বিচরণ করেন।

শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—"ভগবৎ-কৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্য বিষয়ে প্রাথমিক কারণস্বরূপ; পরন্তু তাহা গৌণ। যেহেতু ভগবদ্বিমুখ-জনগণ সাংসারিক অনন্ত-দুঃখ-সন্তাপতপ্ত হইলেও তাহাদের প্রতি ঐ ভগবৎকৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হয় না, কারণ তাহা অসম্ভব। যেহেতু পরের দুঃখ স্বকীয়চিত্তে আরূঢ় হইলেই কৃপারূপ চিত্তবিকার জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বদাই পরমানন্দ-স্বরূপ ও নিষ্পাপ বলিয়া শ্রুতিতে জীব অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব তেজোরাশি-বিশিষ্ট সূর্য্যের যেরূপ অন্ধকারসংযোগ সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ ভগবানের চিত্তে তমোময় দুঃখের সংস্পর্শ সম্ভব হইতে পারে না বা তজ্জন্য ভগবানের চিত্তে কখনও কৃপার উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব তিনি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান, অননুষ্ঠান কিংবা বিপরীত অনুষ্ঠানে সর্ব্বরূপে বিদ্যমান থাকিলেও বহির্ম্মুখ পুরুষের কখনও তাঁহা হইতে সংসারসন্তাপের শান্তি হয় না অতএব অবশেষে সৎপুরুষগণের কৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্য বিষয়ে মূল কারণরূপে উপলব্ধ হইতেছে। যদ্যপি সজ্জনগণও তৎকালে সংসারদুঃখ-কর্ত্তৃক স্পর্শের অযোগ্য, তথাপি জাগ্রদবস্থাপন্ন পুরুষ যেরূপ স্বপ্নকালকৃত দুঃখের স্মরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাধুগণও তাঁহাদের পূর্ব্বকালীন সংসার-দুঃখ স্মরণ করিয়াই সাংসারিকগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। এইরূপে সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের দ্বাররূপে উক্ত হইল।"

নরজন্মের সৌভাগ্যের ফলে যাদৃশ হউক॥ অনাদিবহির্ম্মুখ জীবেরও—ভগবৎ-প্রেষ্ঠ কৃপাপারাবার মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার পাইবার—তৎপাদপদ্মান্তিকে অবস্থান করিয়া নিরুদ্বেগে, নিরুপদ্রবে, ঐকান্তিকভাবে, তৎকৃপাশ্রিত হইয়া হরিভজনের—হৃদয়-দেবতার সেবা করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ হইয়াছে। এত দুর্লভ সৌভাগ্য হইয়াছে, তথাপি যদি তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে না পারি—সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া তাঁহাকে ষোল আনা দিতে না পারি,—'আমি তাঁহার, তিনি আমার' একথা যদি হৃদয়ে সত্য সত্যই উপলব্ধির বিষয় না হয়—প্রাণ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য যদি হৃদয় বাস্তবিকই ব্যাকুল না হয়, তাহা হইলে পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে আসিতেই হইবে, তখন আর এইরূপ সুযোগ সৌভাগ্য পাওয়া যাইবে কিনা স্থিরতা নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিকট হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে—আর সময় নাই, সুদিন চলিয়া যাইতেছে, ক্রমশঃ ভীষণ দুর্দ্দিন আসিতেছে। একমাত্র শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণাশ্রয় ছাড়া—নামপরায়ণ সাধুর সঙ্গ ছাড়া আর বাঁচিবার উপায় নাই। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব, এত শুনিয়াও এত সুযোগ পাইয়াও পাথরের মত জড় অচল অবস্থায় নিশ্চল, নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম. তাঁহাদের এত কথা, এত উপদেশ বিন্দুমাত্রও হৃদয়ে রেখাপাত করিতেছে না, চেতনের কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যগুলি কখনও সুষ্ঠুরূপে কখনও বা বিশৃঙ্খলভাবে চলিয়া যাইতেছে। কেবল একটানা জীবন চলিতেছে। জীবনের গতি পরিবর্ত্তন হইল কই? চেতনের নিত্য নূতন আকৃতি—নিত্যনূতন উপলব্ধি হইল কই? সে রাজ্যের সবই ত' নূতন! ভক্তি-অনুশীলনের পথে নিত্য নবনবায়মান স্ফূর্ত্তি—মাধুর্য্যোপলব্ধি হইল কই? যদি জীবনের গতিই পরিবর্ত্তন না হইল, অন্ততঃ গতি পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে, এরূপ তত্তেজ যদি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়কে উদ্বেলিত না করিল, তাহা হইলে আর এত সুযোগ সুবিধালাভের সার্থকতা কি হইল? শুদ্ধবৈষ্ণব ভগবানে আপন জ্ঞান হইল কই? তাঁহাদের সহিত ত' আপনজ্ঞান হইল না? আপনজ্ঞান হইল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, শোক, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, সুনাম, শাঠ্য, আরাম, দেহ, দ্রবিণ, জনতা ও পাষণ্ডের প্রতি—যাহার প্রতি! জলাধারের সহিত মুখের সংযোগ না করিয়াই জলপান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইবার চেষ্টা হইতেছে, তাই এরূপ দশা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন, - "কৃপা পাইবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা জানান দরকার। যদি প্রাণ না কাঁদে, তবে আলোবোধ হইতেছে না কেন, এই বলিয়া আর্ত্তি জানাইতে হইবে। তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারিলে তাঁহারা পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন, কোথায় কাঁটা আছে, গর্ত্ত আছে দেখাইয়া সাবধান করিয়া দিবেন। তখন হিংস্রজন্তুর ভয় অথবা পথ হারাইবার ভয় থাকিবে না। হরিভজনের জন্য দৃঢ় উৎকণ্ঠা বা আবেগ আকুলতা ও আশা থাকা দরকার। আর এই জন্মেই যাহাতে পাই, তাহার জন্য তীব্র আশা আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত। যদি এই জন্মে না পাই তাহা হইলে আর কি হইল? এই জন্মেই যাহাতে পাইতে পারি, এজন্য একটা ব্যথা-বেদনার আগুন যেন হৃদয়ে সব সময় জ্বলিতে থাকে, যেন কখনও না নিবে। মেলায় হারাইয়া গেলে মা ও ছেলের পরস্পরের যে দশা হয়, সেরূপ দশা হওয়া দরকার। বাহিরের জিনিষ লইয়া থাকিলে হইবে না। যে যাহা করে করুক, যে যাহা বলে বলুক, তাহাতে উদাসীন থাকিয়া শ্রীচরণ পাইবার জন্য আমার নাম উঠুক—এই প্রার্থনা জানাইতে হইবে। এই বিশ্বের লোকের সুনাম বা দুর্নাম, যাহাই উঠুক, তাহাতে আমার কি? ইহাতে ত' আর কিছু লাভ নাই! যাহাতে সেবকের খাতায় নাম উঠে, তজ্জন্য কেবল ক্রন্দন করিতে হইবে, নতুবা উপায় নাই।"

শ্রীমোদদ্রুমছত্রে বিরহোৎসব

পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় এবং গৌড়ীয়মিশনের উদ্যোগে গত ২৭শে চৈত্র, ১০ই এপ্রিল, শুক্রবার শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীশ্রীব্যাসাবতার শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে তাঁহার অপ্রকট-মহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বিরহ-উৎসবের অধিবাস-দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের বন্দনা ও বৈষ্ণবমাহাত্ম্যসূচক বিভিন্ন মহাজনপদ গীত হইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ লিখিত "শ্রীগ্রন্থকারের জীবনী"-পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পুনরায় মহাজন-পদ ও হরিনাম-কীর্ত্তন হয়। ঐ দিবস মধ্যাহ্ন হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ হয় এবং পরদিবস অর্থাৎ বিরহ-উৎসববাসরে দ্বিপ্রহর শ্রীগ্রন্থের পাঠ ও পারায়ণ হয়।

শুক্রবার দিবস ঊষঃকাল হইতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের বন্দনা, বিভিন্ন মহাজন-পদও গীত হয়। মধ্যাহ্নে বিবিধ উপকরণে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগ হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর উপস্থিত প্রভুগণ বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

সপ্ত সমুদ্র

লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল—এই সপ্ত সমুদ্র।

অ, মহাপ্রভু

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-সংবাদ-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের	৪র্থ, ৫মবা দিনের ঐ	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	৷৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	" এক কলম	৩৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নয়নাথ বিদ্যাসাগর ভাগবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আচারগ্রন্থখানি প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগের এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে রোমে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ প্রায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। প্লীহা, যকৃৎ, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আমাদের কথা সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বৃটিশ গ্রীষ্মকালীন সময়

গত ৫ই এপ্রিল রবিবার গ্রীণউইচের সময় রাত্র একটা হইতে বৃটেনের সর্ব্বত্র ঘড়ীই আরও এক ঘণ্টা আগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বৃটিশ গ্রীষ্মকালীন সময় এক্ষণে গ্রীণউইচের সময় হইতে দুই ঘণ্টা অগ্রবর্তী হইবে। ৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

বিষাক্ত গ্যাস

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে গ্যাসের ব্যবহারের কথা দুই এক ক্ষেত্রে শুনা গিয়াছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে গ্যাসের ব্যবহার এখনো যুদ্ধমান জাতিসমূহ অবলম্বন করে নাই।

সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর গ্যাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে- ফসজিন গ্যাস (Phosgene) ও মাষ্টার্ড গ্যাস (Mustard)।

ফসজিন গ্যাস বোমায় ভরিয়া ফেলা যায়। এই গ্যাসবোমা মাটিতে পড়িয়া ফাটিয়া যাইবার পর কুণ্ডলী কুণ্ডলী গ্যাস ছড়াইতে থাকে। এই গ্যাস অতীব বিষাক্ত। এই গ্যাস ঘরের ভিতরেও ঢুকিতে পারে, কিন্তু তাহা ঘটিতে অনেক বিলম্ব হয়। বাতাসের সহিত অতি সামান্য পরিমাণও ফসজিন গ্যাসের সংমিশ্রণ হইলে তাহা নিঃশ্বাসের সহিত প্রবেশ করিয়া সত্বর মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। যতবার বাতাস নিঃশ্বাসের সহিত দেহে প্রবেশ করে, তাহার তিন হাজার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ফসজিন গ্যাস মিশিয়া থাকিলে, পাঁচ মিনিটে প্রাণনাশ করিতে তাহাই যথেষ্ট। একটি এক টন ওজনের ফসজিন গ্যাসের বোমা অর্দ্ধ বর্গ-মাইল স্থানের বাতাস বিষাক্ত করিয়া থাকে। বায়ুপ্রবাহ সামান্য থাকিলেও দশ মাইল দূর স্থানের বাতাস বিষাক্ত হইতে পারে।

মাষ্টার্ড গ্যাস একটি তৈলের মত তরল পদার্থের বাষ্প। এই গ্যাস বোমায় ভরিয়া ফেলা হয় না। বিমানের ডানার সঙ্গে সংযুক্ত ছড়াইবার যন্ত্র হইতে তরল মাষ্টার্ড গুঁড়া-বৃষ্টির ধারার মত নীচে পড়িতে থাকে। এই কার্য্যে নিযুক্ত আক্রমণকারী বিমানগুলি ভূতল হইতে তিনশত ফুট উর্দ্ধের মধ্যে বায়ুস্তরে উড়িতে থাকে।

মাষ্টার্ড গ্যাসের স্পর্শে ফুসফুস ও চক্ষু বিকৃত হয় এবং ত্বকের উপর ফোস্কা পড়ে। মাষ্টার্ড গ্যাসের আক্রমণের মধ্যে অসতর্কভাবে পড়িলে চক্ষু নষ্ট হইয়া দৃষ্টিশক্তি হারাইতে হয়। তরল মাষ্টার্ড গায়ের চামড়ায় লাগিলে দুই মিনিটের মধ্যে তাহা অবশ্য পেট্রোল দিয়া মুছিয়া ফেলা উচিত। সাধারণ সাবান জল দিয়া ঘষিয়া ধুইয়া ফেলা যায়, তবে স্পর্শ করিতে তখন মাষ্টার্ডের প্রায় পাঁচ মিনিট সময় লাগে। জুতার চামড়া ভেদ করিতে লাগে আট ঘণ্টা। মাটিতে ছড়াইয়া পড়িবার পর তরল মাষ্টার্ড ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হইতে থাকে।

গ্যাসের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় গ্যাসমুখোস পরিধান করা অথবা গ্যাস-প্রুফ কক্ষে অবস্থান করা। এই ব্যবস্থা বিশেষ ক্ষেত্রে সম্ভব, কিন্তু যুদ্ধের জনসাধারণের পক্ষে গ্যাস-আক্রমণের সময় দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া ভিতরে অবস্থান করাই নিরাপদ।

শিল্পপ্রধান অঞ্চল হইতে মোটর ইত্যাদি অপসারণ

গত ১১ই এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রকাশিত এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১১ই এপ্রিলের এক আদেশে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণার শিল্পাঞ্চলগুলি হইতে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন প্রকার মোটর ইত্যাদি যান অন্যত্র অপসারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

যান বলিতে যাত্রী বা মালবাহী গাড়ী (মোটর, লরী বা বাষ্পীয় যান) বা কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্র না বুঝাইবে।

১১ই এপ্রিল তারিখে পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত আদেশ প্রচার করা হইয়াছে:—

ভারতরক্ষা বিধানের ৮১ ধারার ২ উপধারা অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে গবর্ণর আদেশ দিয়েছেন যে, নিম্নলিখিত তালিকায় বর্ণিত অঞ্চল হইতে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কেহ কোথাও যান সরাইতে পারিবে না:—(ক) কলিকাতার ক্ষেত্রে, এই অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সামরিক কর্ম্মচারী বা পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে। (খ) অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে।

(১) 'কলিকাতা' বলিতে ১৮৬৬ সালের ক্যালকাটা পুলিশ এক্টের সংজ্ঞানুসারে কলিকাতা ১৮৬৬ সালের ক্যালকাটা সুবার্বান পুলিশ এক্টের ১ ধারা অনুসারে শহরতলী এবং ১৯০৮ সালের ইণ্ডিয়ানপোর্টস এক্টের ৫ ধারায় বর্ণিত কলিকাতা বন্দর বুঝিতে হইবে। (২) যান (ট্রান্সপোর্ট ভেহিকল) বলিতে ১৯৩৯ সালের মোটর ভেহিকল এক্টে বর্ণিত যান বুঝাইবে, কিন্তু সৈন্য বিভাগের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কোনও যান বুঝাইবে না।

তালিকা—(১) কলিকাতা। (২) চব্বিশ পরগণা জেলার সদর ব্যারাকপুর মহকুমা, টালিগঞ্জ, বেহালা, মেটিয়াবুরুজ, বজবজ ও মহেশতলা থানা। (৩) হুগলী জেলার সদর, চুঁচড়া, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়া থানা (৪) হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া, বাউড়িয়া শ্যামপুর, হাওড়া, গোলাবাড়ী, শিবপুর, বালী, মালীপাঁচঘড়া, জগাছা ও ব্যাঁটরা থানা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ম্মাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-আলোকে সংশোধিত ও প্রকাশিত হইয়া "ভক্তিলেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সমিতির প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৯ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৮৬; ৭ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৭৯; ২০শে এপ্রিল, ইং ১৯৭২, সোমবার } ৬০৮ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ মধুসূদন, সর্ব্ব সংস্করণ, গৌরাব্দ ৪৮৬

প্রণাম

——:•:(•):•:——

প্রণাম বা নমস্কার বন্দনের অন্তর্গত। প্রণাম—চতুর্ব্বিধ; যথা (১) অভিবাদন, (২) অষ্টাঙ্গ, (৩) পঞ্চাঙ্গ ও (৪) করশিরঃসংযোগপূর্ব্বক প্রণাম। ভক্তিতে প্রথমেই প্রণাম বা নমস্কার আবশ্যক। শ্রীগুরু বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণে কায়-মনো-বাক্যে প্রণাম না করিলে মঙ্গল হয় না। দীন কাঙ্গালের প্রণতি স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া থাকে। শ্রীনরসিংহপুরাণ বলেন,—"এই নমস্কাররূপ যজ্ঞ সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়া কথিত। একমাত্র সাষ্টাঙ্গ নমস্কারের দ্বারাই শ্রীহরিকে লাভ করিতে পারা যায়।"

'হে ভগবন্! আমাকে নিজগুণে কৃপা করুন'—এই বলিয়া সজ্জনগণ প্রণাম করিয়া থাকেন। বাহুযুগল, পদযুগল, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি, মন ও বাক্য—এই আটপ্রকার অবয়বের দ্বারা যে প্রণাম করা হয়, তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে। দৃষ্টিদ্বারা প্রণাম বলিতে চক্ষু ঈষৎ নিমীলনপূর্ব্বক প্রণাম, মনো দ্বারা প্রণাম বলিতে মনে মনে শিরোদেশ শ্রীভগবানের শ্রীচরণযুগলে স্থাপনপূর্ব্বক প্রণাম ও বাক্যের দ্বারা প্রণাম বলিতে 'হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন, কৃপা করুন'—এইরূপ বাক্য বলিতে বলিতে প্রণাম বুঝায়।

দুই জানু, দুই বাহু, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি—এই পঞ্চ অবয়বের দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে। এই পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ প্রণামই পূজাকালে প্রশস্ত। শ্রীভগবানের অতি নিকটে প্রণাম করা অনুচিত। শ্রীযমরাজ নিজ দূতগণকে বলিয়াছেন,—"যাহাদের জিহ্বা শ্রীভগবানের নাম-গুণ কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রণত হয় না, সেই সকল হরিবিমুখ ব্যক্তিগণকে আমার নিকট ধরিয়া লইয়া আসিবে।" শ্রীবলি মহারাজও বলিয়াছেন,—"হে ভগবন্, আপনার প্রতি প্রণামের কি আশ্চর্য্য মহিমা! শরণাগত ভক্তের ন্যায় প্রণাম করিতে আমি যত্নমাত্র করিয়াছি, বাস্তবিক প্রণাম করি নাই, তথাপি অসুর ও দেবগণ যে অনুগ্রহ পায় নাই, আপনি দয়া করিয়া এই অসুরাধমকে সেই অনুগ্রহ করিয়াছেন।"

'নমঃ' শব্দের 'ম'-কারের অর্থ—অহঙ্কার, 'ন'-কারের অর্থ—তন্নিবৃত্তি অর্থাৎ মমতানিবৃত্তি-ফলে জীবের অপ্রাকৃত-অনুভূতি-লাভই প্রকৃত নমস্কার। কর্ত্তৃ-অভিমান বা অহঙ্কার পরিত্যাগের নামই নমস্কার বা প্রণতি। যেখানে ভোক্তৃ-অভিমান, সেখানে নমস্কার নাই। যিনি প্রণত, তাঁহার নিজেকে কৃষ্ণদাস বলিয়া উপলব্ধি হয়। নমস্কার না করিলে সাধুজন সম্মান দিলে না। নমস্কার করিতে করিতেই কায়-মনো-বাক্যে সর্ব্বতোভাবে নমস্কার করিবার সৌভাগ্য হয়। স্বতন্ত্রতা বা ভোগোন্মুখতা রাখিয়া প্রকৃতপক্ষে নমস্কার হয় না। অনুগত বা সেবোন্মুখই প্রকৃত প্রণত। এই নমস্কারের পন্থাই স্বীকার্য্য অর্থাৎ কাণ্টা পাতাই কর্ত্তব্য। নিষ্কপট প্রণত। যেখানে নমস্কার, সেখানেই মঙ্গল। প্রণতই শ্রৌতপন্থী। প্রণত হরিগুরুবৈষ্ণবকে মাপেন না।

স্থানাস্থান বিচার না করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবা মাত্রই প্রণাম করিবে। মানব একমাত্র প্রণামদ্বারাই পবিত্র হইয়া শ্রীহরিকে লাভ করিতে পারেন। স্কন্দপুরাণ বলেন,—"যিনি ধরাতলে দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইয়া শ্রীভগবান্কে প্রণাম করেন, তাঁহাতে যত ধূলিকণা শরীরে সংলগ্ন হয়, তিনি তত শত মন্বন্তরকাল স্বর্গে অবস্থান করেন। প্রণামের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, শত শত যজ্ঞের দ্বারা সে ফল পাওয়া যায় না। জানুযুগল ভূমিতে নিপাতিত করিয়া ভূমিতে মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক যে শ্রীভগবান্কে প্রণাম করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায়। ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে প্রণাম করিলে যে পুণ্য হয়, সহস্রকোটি তীর্থে তাহার ষোড়শাংশের একাংশও পুণ্য হয় না। শঠতা করিয়া শ্রীভগবান্কে লোক-দেখান নমস্কার করিলেও শতজন্মের সঞ্চিত পাতক তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। প্রণাম-সময়ে দেহে যতগুলি ধূলিকণা লাগে, প্রণামকারী ব্যক্তি তত সহস্র বৎসর বিষ্ণুলোকে অবস্থান করেন।"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের পাঠ—"শ্রীজগন্নাথকে যিনি প্রণাম করেন, তিনি ধন্য। এই প্রণামই তাঁহার সমস্ত পাতক নষ্ট করিয়া দেয়। পণ্ডিত ব্যক্তি জানুযুগল, ভুজযুগল ও মস্তকদ্বারা ভগবান্কে প্রণাম করিলে সমস্ত কামনা লাভ করিতে পারেন।" বিষ্ণুপুরাণ বলেন,—"জন্ম মৃত্যু-রহিত দৈত্য-দানব-বিদারণকারী শ্রীভগবান্কে যাঁহারা প্রণাম করেন, তাঁহারা যমরাজকে দেখিতে পান না। যেসকল ব্যক্তি জগৎপতি শ্রীনারায়ণকে প্রতিদিন নমস্কার করেন, তাঁহারা বিষ্ণুলোক হইতে অন্য লোকে যান না।" নারদপুরাণ বলেন,—"কৃষ্ণকে একবার মাত্র প্রণাম করিলে যে ফল হয়, দশটি অশ্বমেধের অবভৃথস্নানেও তদ্রূপ ফল হয় না। যেহেতু দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ যিনি করিবেন, তিনি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিবেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।"

পদ্মপুরাণ বলেন, "দীর্ঘকাল মানব অরণ্যে বাস করতঃ কঠোর তপস্যা করিয়া যে ফল লাভ করিতে পারে, শ্রীভগবান্কে প্রণাম করিলেই সেই ফল লাভ হয়। সর্ব্বপ্রকার পাপ করিয়াও শ্রীহরিকে প্রণাম করিলে মানুষ আর নরকে যায় না। মানব দুরাচার ও পাতকী হইয়াও যদি শ্রীহরিকে প্রণাম করে, তবে পেচক যেরূপ দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারে না, তদ্রূপ যমদূতগণও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না।" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ বলেন,—"শরণাগতের প্রতিপালক শ্রীহরিকে যেসকল ব্যক্তি প্রণাম করেন, তাঁহারা কখনও সংসার-সমুদ্রে নিপতিত হন না। যদি বা কখনও তাঁহারা সংসার-সাগরে পতিত হন, তখন শ্রীহরিই তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন।" শ্রীনারদীয় পুরাণে বর্ণিত আছে—"যে মানবগণের মস্তক দেবদেব চক্রপাণির শ্রীচরণ সম্মুখে নমিত হয়, অহো! তাঁহাদের কি ভাগ্য! কি ভাগ্য!! কি ভাগ্য!!!" বৃহন্নারদীয়-পুরাণ বলেন,—"মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর প্রতি যে ব্যক্তি একবারমাত্রও প্রণাম না করে, তাহাকে শবতুল্য অস্পৃশ্য মনে জানিবে। তাহার সঙ্গে কদাচ আলাপ করিবে না।" পদ্মপুরাণ বলেন,—"যাহারা প্রণাম ও দর্শনাদি না করিয়া কেবলমাত্র দেবমন্দির দর্শন করিয়া প্রস্থান করে, তাহাদের নরক-লাভ হয়।" বিষ্ণুপুরাণে আছে—"নরগণ একবারও জগন্নাথকে প্রণাম করিলে তাহার জন্মার্জ্জিত সঞ্চিত সকল পাপ নষ্ট হয়।" দেবীপুরাণে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"যদি কোন মানব দেহকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন

করিয়া আমাকে প্রণাম করে, তাহার বহুজন্মেও ধর্ম্ম প্রাপ্তি হয়।" অন্যত্র উক্ত হইয়াছে— "শ্রীকেশবের বাটীর শ্রীভগবানের সম্মুখে, পশ্চাদ্ভাবে, বামভাগে বা অতি নিকটে ও গর্ভমন্দিরে জপ, হোম ও নমস্কার করিবে না।"

যাঁহারা অনন্যশরণ শ্রীভগবানের অন্য কোনপ্রকার উপাসনা করিতে পারেন না, কেবলমাত্র 'আমার কোন বিষয়ে যোগ্যতা নাই, আমি অত্যন্ত অপরাধী, মূর্খ, নির্গুণ, আপনার কৃপার প্রতীক্ষা করিয়া একমাত্র আপনার নমস্কার বিধান করিতে করিতে আত্মনিবেদন করিব'—এই প্রকার সঙ্কল্প সহিত [illegible] অভিনয় করিয়া জীবন যাপন করেন, একমাত্র নমস্কাররূপ [illegible] দ্বারাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন। একবার নমস্কার মাত্রেই মুক্তি নিকটবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—"অপার দুর্গম সংসার-সমুদ্রে [illegible] করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে একবার-মাত্র অর্চ্চিত শ্রীকৃষ্ণের নমস্কারই মুক্তিপ্রাপক হইয়া থাকে। শ্রীযমরাজও বলিয়াছেন,— "হরিভক্তিবিমুখ ব্যক্তিগণকে আমি প্রকৃষ্টরূপে শাসন করিয়া থাকি এবং [illegible] রত বৈষ্ণবগণকে আমি নমস্কার করি।"

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও কণ্ঠে তুলসী-মালা-ধারণকারী ব্যক্তিমাত্রকেই দেখিলে তাঁহাকে যথাবিহিত সম্মান করা উচিত। যদি সেই ব্যক্তি [illegible]-সম্প্রদায়ভুক্ত না হন অথবা শুদ্ধবৈষ্ণব না হন, তথাপি তাঁহার ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি চিহ্নের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ যথাবিধি দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিবে। অবৈষ্ণব হইলে তাঁহাকে উপেক্ষিত হইয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে হইবে। [illegible] চিহ্নধারী বিদ্বৈষ্ণব হইলে বৈষ্ণবচিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ মস্তক অবনত করিয়া সম্মান করিতে হইবে। কোন বৈষ্ণবকে দূর হইতে দেখিতে পাইলে সেই বৈষ্ণবের নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করা উচিত। বৈষ্ণবের ন্যায় ব্রাহ্মণকেও মর্য্যাদাবিধি দ্বারা সম্মান করিতে হইবে।

[illegible] অন্য বৈষ্ণবকে শ্রীভগবানের সম্মুখে পূজা করা অপরাধ। শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে বাম দিকে রাখিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে নাই। [illegible] হস্তে লইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করা অপরাধ। হস্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ [illegible] দণ্ডবৎ-প্রণামপূর্ব্বক [illegible] কীর্ত্তনকালে দণ্ডবৎ প্রণাম করা নিষেধ। [illegible] বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা অপরাধ। [illegible] বা উচ্ছিষ্ট [illegible] দণ্ডবৎ-প্রণাম, [illegible] হস্তে বা মুখে কোন দ্রব্যাদি লইয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করা অপরাধ।

স্কন্দ পুরাণ বলেন,—"যে ব্যক্তি দূর হইতে ভক্তকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট অভিগমন না করে, ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার যুগব্যাপিনী পূজাও গ্রহণ করেন না। যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে নমস্কার দ্বারা পূজা করেন না, ভগবান্ শ্রীহরি সেই দুর্ব্বোধারীর পাপ কখনও ক্ষমা করেন না।"

অর্চ্চনমার্গীয় দণ্ডবৎ-প্রণামে ব্যায়াম-প্রক্রিয়ার [illegible] হয়, তদ্দ্বারা অঙ্গসঞ্চালন হয়। চেতনের বৃত্তিতে যে নতিপ্রবৃত্তি, তাহা একটি পৃথক্ ব্যাপার; তাহাই পূর্ণ আত্মনিবেদন।

গোপাল-চাপাল

——:০:(০):০:——

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীধাম-মায়াপুর-মহাযোগপীঠে শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন নবদ্বীপবাসী প্রায় সকলেই বিত্ত-বল-কুলমদে মত্ত হইয়া, স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্ত হইয়া হরিসেবাবিমুখ ছিল। তখন তাহাদের ভগবৎসেবার প্রতি—ভগবানের নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রতি রুচি একেবারেই ছিল না। তাহারা সকলেই কৃষ্ণেতর কথা—উদর-ভরণের কথা লইয়াই কেবল দিনপাত করিত, কেহ কখনও হরিনাম মুখে উচ্চারণ করিত না। কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা হরিনাম, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহাদের প্রতিও তাহারা নানা প্রকার নিন্দা-তিরস্কারাদি করিত। শুদ্ধভক্তগণের উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণসুখপর কীর্ত্তনকালে ইন্দ্রিয়তর্পণপ্রিয় পাষণ্ডগণের নিদ্রাদি সুখভোগের ব্যাঘাত হওয়ায় তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভক্তগণকে নানাপ্রকার কটূক্তি নিন্দা তিরস্কার ও তাঁহাদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিত। তখন নবদ্বীপবাসী লোক এত বহির্ম্মুখ ছিল যে, শুদ্ধভক্তগণকে 'নিন্দা, বিদ্রূপ, পরিহাস করা তাহাদের [illegible] হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, যাহারা [illegible]-[illegible] অধ্যাপক বলিয়া পরিচিত, তাহাদেরও ভগবৎ কৃষ্ণভক্তিশূন্য ছিল। জীবের এই [illegible] দেখিয়া [illegible] লক্ষ্য করিয়া [illegible] দুঃখ অনুভব করিতেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত—[illegible] আচার্য্য। তাঁহার গৃহে [illegible] কৃষ্ণকীর্ত্তন হইত। তাঁহার গৃহেতেই, এমন কি, তুচ্ছ বস্তুদেরও কৃষ্ণকীর্ত্তন হইত—তাহাতেও মহাপ্রভু [illegible]। শ্রীবাস-অঙ্গন—সংকীর্ত্তনস্থলী। সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া থাকে। [illegible] বিদিত হইয়া তাহার গৃহে [illegible] কীর্ত্তন করিতেন। [illegible] অত্যাচারিগণের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় শ্রীশ্রীবাস ঠাকুর ও তাঁহার ভিন্ন ভ্রাতার প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিত ও বৈষ্ণবগণকে নানা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথমিশ্র-ভবন হইতে আসিয়া প্রাত্যহিক শ্রীবাস-অঙ্গনে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেন। মহাপ্রভুর সেই কীর্ত্তন-ধ্বনি শুনিয়া তথায় কি হইতেছে, দেখিবার জন্য লোকসকল ছুটিয়া আসিত, কিন্তু দ্বার বন্ধ থাকায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া দ্বারে বসিয়া অজস্রভাবে গালি বর্ষণ করিত। ভক্তগণ সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত থাকায় সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করিতেন না। একদিন নিশায় গোপাল-চাপাল নামে এক অত্যন্ত বহির্ম্মুখ পাষণ্ডী বৈষ্ণববিদ্বেষী ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ কালী-পূজার সজ্জা কলাপাত, জবাফুল ও রক্ত-চন্দন প্রভৃতি মদ্যভাণ্ডের সহিত কবাটের বাহিরে রাখিয়া চলিয়া যায়। পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীবাস ঠাকুর তাহা দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলেন না। পাষণ্ডগণ ভক্ত ও ভগবানের প্রতি চিরকালই এইপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে, ইহা তিনি জানিতেন; তাই তাহাতে কোনপ্রকার ক্রুদ্ধ বা মনঃক্ষুণ্ণ না হইয়া পরিহাস করিতে করিতে সকলকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেখ, আমি কিরূপ শাক্ত। আমি প্রত্যহ নিশাকালে ভবানী-পূজা করিয়া থাকি। আর তাহা সকলে প্রত্যক্ষ করিয়া যাও।" যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহারা এই সকল দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং হাড়ি ডাকাইয়া আনিয়া সেই-সকল দ্রব্য অস্পৃশ্য দূর করিয়া জল ও গো-ময়ধারা সেই স্থান পরিষ্কার করাইয়া দিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"এক দিন শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর॥
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে, না পায় প্রবেশে॥
কীর্ত্তন শুনি' বাহিরে তা'রা
জ্বলি' পুড়ি' মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে॥
একদিন বিপ্র, নাম—'গোপাল চাপাল'।
পাষণ্ডিপ্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল॥
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লঞা।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাঞা॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল।
হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন, তণ্ডুল॥
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি' নিজ ঘরে গেল।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহা ত' দেখিল॥
বড় বড় লোকেরে আনিল বোলাঞা।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া॥
'নিত্যরাত্রে করি আমি ভবানীপূজন।
আমার মহিমা দেখ, ব্রাহ্মণসজ্জন॥'
তবে সব শিষ্টলোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন্ দুরাচার॥
হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল।
জল-গোময় দিয়া স্থান লেপাইল॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।৩৪-৪০)

ভক্তগণ তৃণাদপি সুনীচ, সহিষ্ণু এবং অমানি-মানদ। তাঁহারা বহির্ম্মুখ লোকের নিন্দাপবাদ-তিরস্কার-অত্যাচারাদি গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা যা' কিছু ব্যাপার সংঘটিত হয়, সকলই ভগবানের ইচ্ছাতেই হইতেছে—এই বিচার করেন। তাঁহারা সুখ-দুঃখ উভয়ই ভগবানের কৃপা—এই বিচারে অম্লান-বদনে উভয়কেই বরণ করেন। তাঁহারা সুখেও সুখবান্ হন না এবং দুঃখেও বিহ্বল হন না। তাঁহাদের বিচার—

"তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে, 'করি আমি', সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে।
আশাপাশে জীব ফিরে, তব ইচ্ছা হলে॥
• • •
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধিনিপাত, দুঃখ-সুখ-সংঘটন॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তব ইচ্ছামতে যত [illegible] অবিরত
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ, শোক, মৃতি, ভয় তব ইচ্ছামতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান্॥"

শ্রীশ্রীবাস ঠাকুর এই বিচারেই পাষণ্ডিগণের ঐরূপ ব্যবহার দর্শনেও অবিচলিত ছিলেন। বৈষ্ণব-অবমাননা বা বিদ্বেষের যে কি ভয়াবহ ফল, তাহা অপরাধী গোপাল-চাপাল জানিত না। তাই সে বৈষ্ণবের প্রতি অবমাননা করিয়া খুব উল্লসিত হইয়াছিল। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ নিজেকে বড়, বিদ্যা-বুদ্ধি-আভিজাত্যশালী মনে করে। তাহারা বিদ্যা-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব চিনিতে পারে না। তাহারা বৈষ্ণবের স্বভাবসিদ্ধ দীন-হীনতা, অকিঞ্চনতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে ঐরূপই মনে করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিয়া থাকে। দাম্ভিক অপরাধিগণ বৈষ্ণবকে হীন-জ্ঞানে তাঁহাদের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিয়া—তাঁহাদিগকে অপমানিত করিয়া বহির্ম্মুখ বিদ্বেষিগণের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা-সম্মানাদি পাইয়া থাকে। এইরূপ গোপাল চাপালও শ্রীবাস ঠাকুরকে বহির্ম্মুখ লোকের নিকট শাক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার দ্বারদেশে ভবানীপূজার সামগ্রীসমূহ রাখিয়া এবার বাহাদুরি [illegible] আনিয়া আপনাকে আপ্যায়িত করিয়াছিল। কিন্তু এত আনন্দ আর কতক্ষণের জন্য। অপরাধীর শাস্তি ভগবান্ দেন। বৈষ্ণব নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে যান না। তাঁহার রক্ষার ভার ভগবানের উপর। তাঁহাদের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে তাঁহারা [illegible]

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

পাপ করেন না। কিন্তু ভগবান্ তাহাকে ক্ষমা করিবার পাত্র নহেন। বৈষ্ণববিদ্বেষী পাষণ্ডীকে সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে। তাই—

"তিন দিন রহি' সেই গোপাল-চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, বহে রক্তধার॥
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িল কীটে, কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা, দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর॥"

(চৈঃ চঃ - আদি, ১৭।৪৫-৪৬)

বৈষ্ণবাপরাধের ফল হাতে হাতেই ফলিল। তিনদিন পরেই গোপাল-চাপালের সর্ব্বদেহে গলৎকুষ্ঠ-রোগ দেখা দিল। সর্ব্বাঙ্গে কীট দংশন করিতে লাগিল, দেহ হইতে রক্তধারা বাহির হইতে লাগিল, মাংস পচিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। তখন সে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে দিনপাত করিতে লাগিল। এইরূপে সর্ব্বক্ষণ বেদনায় কাতর হইয়া গৃহ ছাড়িয়া সে গঙ্গাতীরে বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে লাগিল। দৈবাৎ একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন পাইয়া সেই পাপী কাতরভাবে বলিতে লাগিল,—

"একদিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া॥
গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা, মুই কুষ্ঠব্যাধিতে হঞাছি ব্যাকুল।
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার॥"

(চৈঃ চঃ - আদি ১৭।৪৭-৪৯)

শ্রীভগবান্ সকলের সকল দোষ ক্ষমা করেন, কিন্তু ভক্তদ্বেষীর প্রতি তাঁহার কোন সহানুভূতি নাই। করুণাময় ভগবান্ও তাহাদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। কারণ ভক্তই ভগবানের সম্পত্তি—প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। তাঁহাদের প্রতি যাহার একটু বিদ্বেষভাব আছে, তাহাকে ভগবান্ অসংখ্য প্রকার কষ্টের মধ্যে ফেলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীশ্রীবাসচরণে অপরাধী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সেই বিপ্রাধমের ঐরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন,—

"আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি,
তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটি জন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানীপূজন।
কোটিজন্ম হ'বে তোর রৌরবে পতন॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি' ভক্তি করিমু প্রচার॥
এত বলি' গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ॥"

(চৈঃ চঃ - আদি ১৭।৫১-৫২)

এত বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন, তাহার প্রতি আর ফিরিয়াও তাকাইলেন না। উদারের মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তদ্বেষীর প্রতি কিরূপ নির্ম্মম! সকলের মঙ্গল হইবে—পাপী-তাপী, দীনহীন সকলের প্রতি যাঁহার করুণা হইবে, কেবল ভক্তচরণে অপরাধীর প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করিবেন না।

পাপ ও অপরাধ দুইটী পৃথক্ বস্তু। পাপের ফল ভোগ করিলে ক্ষয় হয়। পাপের ফল দেহে পরিস্ফুট হয় এবং মন তাহা ভোগ করে। যাঁহার চরণে অপরাধ, তিনি ক্ষমা না করিলে অপরাধীর নিস্তার নাই। পাপের ফলে দেহের ও মনের কষ্ট ভোগ করিতে হয়, কিন্তু অপরাধফলে আত্মা হরিভজন হইতে চিরতরে বঞ্চিত হয়। যাঁহার চরণে অপরাধ, তিনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে আর নিস্তার নাই। ভক্তের চরণে অপরাধী পাপীকে স্বয়ং ভগবান্ও ক্ষমা করিতে পারেন না।

"শূলপাণিসম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ পায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে সুজননিন্দা করে।
জন্ম জন্ম সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে॥
যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥"

গোপালচাপাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপেক্ষিত হইয়া সেই বিপ্রাধম দারুণ কুষ্ঠব্যাধির যাতনায় ও কীটের দংশনে বহুকষ্টে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। প্রাণান্তকর যাতনায় পড়িয়া এক ক্ষণকালও তাহার নিকট যুগের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হইতে করুণা পাওয়ার কোন আশা না দেখিয়া সে আরও অধিক দুঃখের মধ্যে পতিত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তর যখন নীলাচল হইতে নবদ্বীপে আগমন করেন, তখন সেই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বিপ্রাধম চাপাল-গোপাল মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া কৃপাপ্রাপ্তির আশায় পুনরায় তাঁহার শরণাপন্ন হইল এবং কাকুতি-মিনতি করিয়া তাঁহার নিস্তারের উপায়

তখন শ্রীগৌরসুন্দর তাহাকে বলিলেন,—"হে বিপ্র! তোমার বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীবাসের চরণে অপরাধ হইয়াছে। বৈষ্ণব-অপরাধ খণ্ডাইবার সাধ্য আমার নাই। যে বৈষ্ণবচরণে অপরাধ হয়, তিনি ক্ষমা না করিলে আর নিস্তার নাই। সুতরাং আমি তোমাকে কেবলমাত্র উপদেশ দিতে পারি, অন্য কিছু করিবার সাধ্য আমার নাই। যদি তুমি শ্রীশ্রীবাস চরণে পতিত হইয়া যে-কোন-প্রকারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্ষমালাভ করিতে পার এবং যদি পুনরায় ঐরূপ গর্হিত কার্য্য এই জীবনে কখনও আচরণ না কর, তবেই তোমার উদ্ধার হইবে, নতুবা অন্য উপায় নাই।"

"শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ।
তথা যাহ, তিঁহো যদি করেন প্রসাদ॥
তবে তোমার হ'বে এই পাপ-বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে না কর আচরণ॥"

(চৈঃ চঃ - আদি, ১৭।৬১-৬২)

মহাপ্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বিপ্র শ্রীশ্রীবাস ঠাকুরের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করে। তখন পতিতপাবন শ্রীশ্রীবাস ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি হওয়ায় সেই বিপ্রাধম মহাবিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিল

"তবে বিপ্র লইল শ্রীবাসের শরণ।
তাঁহার কৃপায় হৈল পাপবিমোচন॥"

(চৈঃ চঃ - আদি, ১৭।৫৯)

যৎকিঞ্চিৎ

——::(০)::——

সাধন ও কৃপা যুগপৎ হয়। নিষ্কপট সাধনাগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে কৃপার অনুভূতি হয়। ভগবানের কৃপা হইলে দম্ভ থাকিবে না—অহঙ্কার থাকিবে না—বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকিবে না। ভগবানই বিষয় হইলে চারিদিকে ভগবানের আশ্রিত দর্শন করিতে পারিলে জড় বিষয়াসক্তি চলিয়া যায়। সাধুগণের ধন কৃষ্ণে প্রীতি ও বিষয়ে অনাসক্তি। যাহারা নিজের জন্য কিছু গ্রহণ করে, তাহারা ভোগী বা বিষয়ী। যাহারা নিজের সুখের জন্য চক্ষুদ্বারা রূপদর্শন করে, কর্ণদ্বারা সঙ্গীত শ্রবণ করে, নাসিকাদ্বারা সুগন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে ও ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করে, তাহাদের কোন মঙ্গল হইবে না। কৃষ্ণাসক্তি ও ইতর বিষয়ে অনাসক্তি ভজনের ফল। যদি [illegible] প্রতি আসক্তি না [illegible] না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মহতের প্রতি অপরাধ আছে। [illegible] না হয় দোষ আছে বলিয়া অন্তরে শান্তি [illegible] না। সাধুর সহিত সঙ্গে—নিরন্তর যুক্ত সঙ্গ করিলে বিষয়াভিনিবেশ, অন্যাভিলাষ [illegible] করিয়া যাইবে।

নিজেকে কোন বর্ণের ও আশ্রমের অন্তর্গত মনে করা ঠিক নহে। জীব স্বরূপতঃ কোন দেশ, কাল, পাত্র, বর্ণ ও আশ্রমের অন্তর্গত নহে। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জনই নিজেকে কোন দেশের, কোন বর্ণের বা আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে [illegible] অভিমানই বন্ধন। আমি [illegible], শুদ্ধ-বৈষ্ণবের কিঙ্কর—এই [illegible] অভিমান। [illegible] জীবের স্বরূপ। [illegible] আশ্রয় [illegible] [illegible] আশ্রয়। [illegible] করিতে হইবে [illegible] [illegible] নাই। [illegible], আবশ্যক, আবশ্যক [illegible]।

বস্তু ও কৃষ্ণ [illegible] বস্তু—অহঙ্কার, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] থাকিবে না। [illegible] করিলে এগুলি চলিয়া যাইবে। [illegible]

দর্শনে পবিত্র করেন। সাধুর কৃপাদৃষ্টির মধ্যে আসিলে এতসকল থাকে না—তাহার জন্য [illegible] দীন আকিঞ্চন হওয়া চাই। শ্রীগুরুদেব সাধুশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণকে দিতে পারেন বলিয়া তিনি গুরু। [illegible] তিনি কৃষ্ণকে [illegible] হরিনাম প্রদান করেন। [illegible] সাধুর [illegible]। [illegible] সাধুর নিকট [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণ [illegible]। [illegible] সাধুর [illegible] [illegible] কৃষ্ণের [illegible] চাই। সাধু [illegible] সঙ্গ করিলে [illegible] [illegible]—[illegible] আদর্শ অনুসরণ করিলে, [illegible] কাজে [illegible] হয়। কৃষ্ণের [illegible] [illegible] বা [illegible] নাই। [illegible] যদি [illegible] করা হয়, তাহা হইলে আর [illegible] হইবে না। [illegible] না হইলে কৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যাইবে না। [illegible] অভিনিবেশ। [illegible]—[illegible] প্রাপ্তি, [illegible]। সাধু [illegible]—মহাপ্রভুর [illegible]: তাঁহার সঙ্গ [illegible] কৃষ্ণের [illegible] যায়। [illegible], [illegible] নয়। এই [illegible] অনুশীলন হইলে—[illegible] [illegible] হইলে [illegible] চলিয়া যায়। [illegible] [illegible] [illegible] হওয়া যায়। [illegible] [illegible] [illegible] করেন, [illegible] [illegible]। [illegible] আবশ্যক [illegible]। [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]।

তিনি [illegible], তাঁহার সঙ্গ ছাড়া [illegible] করিবেন না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উৎসাহ ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] হইলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ১ দিনের	২য়,৩য়,৪র্থ দিনের দর	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।/০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চ	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	এক কলম	৫০৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা [illegible], বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—[illegible] শ্রীমদ্ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—[illegible] মাসিক পত্র। শ্রীধাম [illegible] হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। সজ্জনতোষণী—[illegible] সম্পাদিত ইংরাজী পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা ১ টাকা ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মোপদেশক গ্রন্থ শ্রী [illegible] গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক [illegible] সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে [illegible] পত্রিকা [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা যখন যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই [illegible] নহে, তাহা নহে, [illegible] আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে [illegible] এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে [illegible] অবস্থানকালে [illegible] ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাই একত্র সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মেহারির পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] জীর্ণ [illegible] পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] সহিত [illegible] এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার [illegible] ভিন্ন [illegible] বড় বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ।৵০ আটার আনা। পাইকারী

—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ব্রিটেনের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট

গত ১৪ই এপ্রিল অর্থসচিব স্যার কিংস্লী উড ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট পেশ করিয়া বলেন যে, আরও রাজস্ব আদায় হইবে এবং জনসাধারণের বিলাসিতা সঙ্কোচ করিতে হইবে। মদ তামাক, সিগারেট এবং থিয়েটার ও সিনেমা আমোদ-প্রমোদের ট্যাক্স বাড়ান হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সিনেমা ও থিয়েটারের ট্যাক্স দ্বিগুণ করা হইয়াছে। স্যার কিংস্লী উড আশা করেন যে, আলোচ্য বৎসরে রাজস্বের পরিমাণ ৯৫০ কোটি পাউণ্ডের আয় হইবে এবং ৪৫০ কোটি পাউণ্ড ব্যয় হইবে। আয়কর বৃদ্ধি করিবার [illegible] সম্বন্ধে একটুও উল্লেখ হইবে; অন্যান্য সকল ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ২৫০ কোটি পাউণ্ড অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করিতে হইবে। প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের মূল্য প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পাইয়াছে। বাড়ী ভাড়া যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে প্রায় সমভাবেই আছে। মদের মূল্য বর্ত্তমানে প্রতিবোতল ১৭ শিঃ ৬ পেঃ—বোতল পিছু ৪ শিঃ ৮ পেঃ মূল্য বৃদ্ধি করিবে। তামাকের মূল্য বৃদ্ধি করে ১০টি সিগারেটে মূল্য ৯ পেন্সের স্থলে ১ শিলিং হইবে। গত বৎসর তামাকের জন্য বৃটেনে ৩৪ কোটি পাউণ্ড এবং বিয়ারের জন্য ৬০ কোটি পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। সিনেমা বাবত আয় বার্ষিক ১৪০ কোটি পাউণ্ড হইয়া থাকে। ৭ পেন্সের অধিক মূল্যের আসনের মূল্য দ্বিগুণ করা হইবে। তাহা ছাড়া রেশমের দ্রব্য ও সূতা, ফারকোট, কেশ প্রসাধনের সরঞ্জাম, বাসনপত্রাদির উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইবে। কেন না এই সকল দ্রব্য অত্যাবশ্যক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ

একটী প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, চিনির পরবর্ত্তী মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত গবর্ণমেন্ট কিছুদিন যাবৎ চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছিলেন। সমস্ত মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এই বিষয় আলোচনার পর অবশেষে তাঁহারা চিনির মূল্য বাঁধিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এতদুদ্দেশ্যে মিঃ এস সি বেটা আই-সি-এসকে ভারতে চিনির কণ্ট্রোলার নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাকে কারখানা হইতে চালান দিবার জন্য চিনির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার, ব্যবসায়ীদিগের সাথে কেনাবেচা এবং প্রয়োজন মত নির্দ্দিষ্ট কারখানা হইতে নির্দ্দিষ্ট বাজারে চিনি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কারখানা হইতে একই প্রকারের যে চিনি চালান দেওয়া হইবে তাহাদের সকল স্থানে মূল্য একই প্রকার হইবে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, সি ২৮ কোয়ালিটি [illegible] প্রতিমণ চিনির কারখানার দর ১১৲ টাকা ৸০ আনা হইবে। অন্যান্য কোয়ালিটির চিনির দামই কারখানার দরের একটি তালিকা ও আদেশের সহিত দিয়া দেওয়া হইয়াছে। চিনির যে দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল যে অঞ্চলে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের চিনির কারখানা ও প্রতিমণ উহার ৷৵০ আনা দর দিতে পারিবে। যদি ঐ প্রদেশগুলির কোন স্থানে সুবিধা দরে ইক্ষু ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই সব অঞ্চলের কারখানাগুলি ইক্ষু চাষীদিগকে অতিরিক্ত বোনাস দিতে পারিবে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের ছুটী বাতিল

ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় উদ্ভব হইয়াছে তাহার কথা বিবেচনা করিয়া সমস্ত সরকারী অফিসার এবং কেরাণীকে রবিবার এবং অন্যান্য ছুটীর দিনও বেলা ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে অফিসে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে অগ্রিম বেতন দান

ডাক বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীগণ যাহাতে তাঁহাদের পরিবারবর্গকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিতে পারেন তজ্জন্য ডাক ও তার বিভাগ তাঁহাদিগকে অগ্রিম বেতন দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত এলাকার কর্ম্মচারীদের পরিবারবর্গকে অন্যত্র প্রেরণের জন্য অগ্রিম বেতন দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ডাক বিভাগও সেই সমস্ত এলাকার কর্ম্মচারীদিগকে অগ্রিম বেতন দিবেন। কর্ম্মচারীদিগকে যে টাকা অগ্রিম দেওয়া হইবে তজ্জন্য কোনও সুদ লওয়া হইবে না। এই টাকা ১০ মাসে কিস্তিবন্দীক্রমে শোধ করিতে হইবে।

পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের মূল হার ১লা মে হইতে কোয়ার্টারে এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হইবে। ফলে যখন পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হয় তখন একমাসে যে পরিমাণ পাওয়া যাইত উক্ত এক কোয়ার্টারে তাহাই পাওয়া যাইবে

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকারী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও রক্ষিত হইয়া 'ভক্তিদেশ'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'প্রকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২০ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ৮ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ২১শে এপ্রিল, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার } ৬১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ মধুসূদন, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

তিলক

——::(※):: ——

বিষ্ণুদীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাভির ঊর্দ্ধদেশে ললাট, উদর, বক্ষ, কণ্ঠকূপ, দক্ষিণ পার্শ্ব, দক্ষিণ বাহু, দক্ষিণ কন্ধর, বাম পার্শ্ব, বাম বাহু, বাম কন্ধর, পৃষ্ঠ ও কটি—শরীরের এই দ্বাদশ স্থানে হরিমন্দির অঙ্কন বা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনাকে তিলকধারণ বলা হয়। এই দ্বাদশস্থানের অগ্রতম কপাল। প্রথমতঃ ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকধারণ করিবার বিধি। বিষ্ণুভক্তগণ সকলেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বা তিলক ধারণ করেন; আর বিষ্ণুভক্তিবিরোধী শৈবগণ ত্রিপুণ্ড্রধারণ করেন। যে শরীরে কিছু তিলক ধারণ করেন না, তাঁহাকে রাজা গর্দ্দভপৃষ্ঠে বিপরীত দিকে চড়াইয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন—ইহাই শাস্ত্রবিধি। অতএব বিষ্ণুদীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বদা তিলকধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। এইজন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন,—

"চণ্ডীগৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে।
তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে॥
দৈবযোগে কদাচিৎ কেহ কোন দিনে।
কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে॥
ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্বধর্ম্ম।
লোকরক্ষা লাগি' প্রভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম॥
হেন লজ্জা তাহারে দেয়েন সেই ক্ষণে।
সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করি' বিনে॥
প্রভু বলে,—কেনে, ভাই, কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার?
'তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান সদৃশ'—বেদে বলে॥
বুঝিলাম—আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি, ভাই, তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥
চল, সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি' তবে সে আসিহ পড়িবার॥"

ব্রাহ্মণ যেরূপ পবিত্র যজ্ঞসূত্র সংরক্ষণ করিতে বাধ্য, বিষ্ণুদীক্ষা-প্রাপ্ত বৈষ্ণবও তদ্রূপ নিশ্চয়ই শিখা, সূত্র, তিলক ও মালিকা ধারণ করিতে বাধ্য। গৌরনিজ-জন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অন্য নাম—ঊর্দ্ধগতি। ভক্ত হইয়া জীব সংসারে উচিত বৈরাগ্য স্বীকার করেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র গ্রহণ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁদের ফল হয় না। এত ক্লেশ, এত বৈরাগ্য, এত অসৎসঙ্গত্যাগ, এত রিপু-নির্য্যাতন, এ সমুদয় কেবল পণ্ডশ্রম হয়,—যদি তাহার পর কোন উচ্চগতি না স্বীকার করা যায়। হরিমন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরিপাদপদ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আশ্রয়গ্রহণ করার নামই জীবের ঊর্দ্ধগতি। তাহা আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হয়। সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অনুরক্ত হওয়ার নামই ত্যাগ ও পুণ্ড্র। বদ্ধজীবের এই আকার দুইটী অত্যন্ত আবশ্যক। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রহীন শরীর—শবতুল্য; উহা দৃষ্ট হইলে অনুতাপদ্বারা শান্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য মন কেবল-মাত্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিচরণ করে, ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্ত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনা করে। হে ভক্ত জীব! বিলম্ব না করিয়া শরীরে, মনে ও আত্মাতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করত পরমবৈকুণ্ঠধামের অভিমুখী হও; ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য আত্মার স্বরূপ বিলুপ্ত হইয়া থাকে; অতএব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ কর।"

পদ্মপুরাণে শ্রীহরি বলিয়াছেন,—"হে চতুরানন! আমার ভক্ত বিপ্রাচ্চে দ্বার ও প্রাতঃকালে আমার পূজা ও হোমকালে সংশ্রীত্যাদানের জন্য অথবা কল্যাণের জন্য ভয়বিনাশক ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নিত্য ধারণ করিবে।" শুনাঃস্বরও বলিয়াছেন,—"ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বেদ-পাঠ, পিতৃতর্পণ—যাহা করা যায়, সমস্তই বৃথা হয়।" পদ্মপুরাণ বলেন,—"ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ব্যতিরেকে সন্ধ্যাদি কার্য্য করিলে তাহা রাক্ষসের জন্য হয় এবং নরকে গমন করিতে হয়। পুণ্ড্র-স্বরূপ হরিমন্দিরকে যে ভঙ্গ করে, সে নিশ্চয়ই নরকগামী হয়। যে মনুষ্যের দেহ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-শূন্য, তাহাকে দেখিবে না, তাহা শ্মশানসদৃশ। গুরুবর্ণ মৃত্তিকাদ্বারা বৈদিক ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি নির্ম্মাণ করিবে। বিপদ্ উপস্থিত হইলেও জ্ঞানী ব্যক্তি কদাচ বক্রপুণ্ড্র করিবে না। যে বিপ্রের ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের পরিবর্ত্তে ত্রিপুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, তাহাকে স্পর্শ বা দর্শন করিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে। বৈষ্ণবগণ কখনও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন না। ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া কার্য্য করিলে সেই কার্য্য শ্রীহরির প্রীতিজনক হয় না। অশ্বত্থপত্রসদৃশ, বংশ-পত্রের আকার, পদ্মকর্ণিকার আকার—এই ত্রিবিধপ্রকার তিলক বৈষ্ণবের পক্ষে, ইহা মোহনস্বরূপ।

স্কন্দপুরাণ বলেন,—যাঁহার ললাটে মৃত্তিকাদ্বারা বিরচিত তিলক দৃষ্ট হয়, তিনি চণ্ডালকুলোদ্ভূত হইলেও পূজনীয় হন। পদ্মপুরাণ বলেন,—তাঁহার আত্মা পবিত্র এবং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীহরি অবস্থান করেন। এইজন্য যাঁহার দেহে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, তাঁহার দেহ শ্রীনারায়ণের পবিত্র মন্দির-স্বরূপ। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি [illegible] পূত হন এবং [illegible] আরোহণ করিয়া বিষ্ণুর পবিত্র ধামে গমন করেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী বিপ্রকে দর্শন করিলে পাতক দূরীভূত হয় এবং [illegible] তাঁহার নাম স্মরণ করিলে সমস্ত [illegible] ফল লাভ হয়। [illegible] ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী বিষ্ণুর প্রীতিজনক কার্য্য করেন, তাঁহার পিতৃগণ কোটি কল্পকাল পর্য্যন্ত তৃপ্ত হন। [illegible] ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, [illegible] বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিতে অধিকারী হন। ব্রহ্মপুরাণ বলেন,—অপবিত্র বা আচার-বর্জ্জিত ব্যক্তি মনের দ্বারা পাপাচরণ করিলেও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণদ্বারাই সর্ব্বদা পবিত্র হইতে পারেন।" ভগবান্ বলিয়াছেন,—"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যে কোন স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হউক না কেন, সে চণ্ডাল হইলেও বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক আমার ধামে যাইয়া পূজিত হন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যাঁহার গৃহে অন্নভোজন করেন, আমি তাঁহার বিংশতি পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করি।

ব্রহ্মপুরাণে পাই,—যে ব্যক্তি দর্পণে বা জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া যত্নের সহিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে। দশ অঙ্গুলি পরিমাণে যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, তাহা উত্তম হইতেও উত্তম বলিয়া কথিত। নব অঙ্গুলি পরিমাণ যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, তাহা মধ্যম, অষ্টাঙ্গুলি পরিমাণে কনিষ্ঠ। এই ত্রিপ্রকার তিলক লেপন করিবে; অঙ্গুষ্ঠ নখের দ্বারা স্পর্শ করিবে না।

জ্ঞানিগণ বলেন,—শ্বেতবর্ণ তিলক শান্তি-প্রদ, রক্তবর্ণতিলক বশীকারক, পীতবর্ণ তিলক সম্পত্তিপ্রদ, কৃষ্ণবর্ণ তিলক [illegible] মুক্তিপ্রদ।

কৃষ্ণ যাঁরে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

নিম্নলিখিত তিলকগুলি নিষ্ফলজনক,—

বর্ত্তুলাকার তির্য্যক্, ছিদ্রশূন্য, খর্ব্ব, অত্যন্ত দীর্ঘ, কৃশ, বক্র, বিরূপ, অগ্রভাগে সংলগ্ন, মূলভাগে বিচ্ছিন্ন এবং অপর বস্তুদ্বারা যাহা চিহ্নিত। নাসিকার মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে। নাসিকার তৃতীয় অংশকে নাসিকার মূল বলা হয়। ভ্রূদ্বয়ের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যে ছিদ্র নির্ম্মাণ করিবে।

পদ্মপুরাণ বলেন,—যে বিপ্রাধম মধ্যে ছিদ্র না রাখিয়া তিলক রচনা করে, সে নিশ্চয় শ্রীহরি ও লক্ষ্মীদেবীকে দূর করিয়া দেয়। যেসকল বিপ্রাধম মধ্যে ছিদ্র না রাখিয়া তিলক রচনা করে, তাহাদের ললাটে সর্ব্বদা কুক্কুরের পদ অবস্থান করে। অতএব ছিদ্রবিশিষ্ট সুন্দর তিলক ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই ধারণ করিবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণে সদাশিব ও মধ্যভাগে বিষ্ণু অবস্থান করেন। নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশপর্য্যন্ত বিস্তৃত অতীব-মনোহর এবং মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, তাহাকেই হরিমন্দির বলিয়া জানিবে।

তিলক নির্ম্মাণবিষয়ে মৃত্তিকা-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—অনামিকা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে, মধ্যমা পরমায়ু বৃদ্ধি করে, অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টি সাধন করে এবং তর্জ্জনী মুক্তি প্রদান করিতে পারে। পদ্মপুরাণ বলেন,—পর্ব্বতের শিখরদেশ, নদীর তীর বিশেষতঃ, জলাশয়, সমুদ্রের তীর, বল্মীক, বিশেষ হরিক্ষেত্র এবং যেস্থানে গঙ্গার বিষ্ণুর পাদজল পতিত হয়, সেই সমস্ত স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক তিলক রচনা করিবে। শ্রীরঙ্গ, বেঙ্কট, শ্রীকূর্ম্ম, দ্বারকা, প্রয়াগ, বরাহক্ষেত্র, নৃসিংহক্ষেত্র ও বৃন্দাবন হইতে ভক্তিযুক্ত হইয়া মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। যাহা উৎকৃষ্ট হরিক্ষেত্র, সেই স্থান হইতে মৃত্তিকা আনয়ন করিবে। ব্রহ্মহত্যাকারীই হউক বা গোহত্যাকারীই হউক, কৃতঘ্নই হউক বা মহাপাতকীই হউক, গোপীচন্দন-স্পর্শ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়। যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে একখণ্ড-মাত্র গোপীচন্দন দান করে, সে একশত এক কুল উদ্ধার করিয়া থাকে। গোপীচন্দননির্ম্মিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মাহাত্ম্য গরুড়পুরাণে শ্রীনারায়ণ বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি দ্বারকাসম্ভূত মৃত্তিকা হস্তে গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন, তিনি যে ক্রিয়া করিবেন, সর্ব্বদা তাহা কোটীগুণ ফল প্রদান করিবে। মৃত্যুসময়ে যাহার দুই বাহু, ললাট, হৃদয় ও মস্তকে গোপীচন্দন থাকে, তিনি লোহিতা, বালহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকিলেও শ্রীহরির ধামে গমন করেন। যাঁহার ললাট তুলসীমৃত্তিকার দ্বারা নির্ম্মিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দ্বারা ভূষিত সে পাপ করিলেও পাপ তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না।"

যৎকিঞ্চিৎ

——::(০)::——

বহেন্দুনন্দনাভিন্ন জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর জীবকুলকে সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া হরিনাম করিবার উপদেশ দিয়াছেন—নির্ব্বন্ধসহকারে নিরপরাধে হরিনাম করিবার উপদেশ দিয়াছেন। নির্ব্বন্ধসহকারে নিরপরাধে হরিনাম করিলে জীবের ভজনোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। নির্ব্বন্ধ-অর্থে—একাগ্রতা, কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চয় করিয়া সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম করার নামই নির্ব্বন্ধসহকারে হরিনামাশ্রয়।

আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, প্রত্যহ একলক্ষ নাম না করিলে 'পতিত'-নাম যায় না বা তাঁহার হস্তে ভগবান্ কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না। অতএব সাধুগুরুপদে প্রত্যহ লক্ষ নাম করা যে শ্রৌতপথাবলম্বী কল্যাণকামীমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এই বিধি পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা বৈষ্ণবজনের প্রয়োজনীয় ব্যাপার। তবে যে পরিমাণ নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়া আপনার ভজন নির্ব্বাহ হইতে পারে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেইরূপ নিয়ম স্বীকার করিবেন। কারণ নিয়মের আধিক্য বা ন্যূনতা হইলে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়।

শ্রীহরিনাম নিবিষ্টচিত্তে সর্ব্বক্ষণই কীর্ত্তন করাই বিধি, কিন্তু তাহা পালন না করিয়া যদি আমরা অলস ও শ্রদ্ধাহীন হইয়া আমাদের সংখ্যানাম-সমাপ্তির জন্য ব্যস্ত হই ও পুনঃ পুনঃ সূত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করি, তাহা হইলে অনবধানরূপ অপরাধের কবলে আমরা পতিত হইয়া নামাপরাধ সংগ্রহ করিব মাত্র। তাহাতে আমাদের শ্রেয়োলাভের আশা নাই।

আমরা যদি অনুরাগবশতঃ এরূপ সঙ্কল্প করি যে, আমরা প্রত্যহ লক্ষনাম জপ করিব, কিন্তু প্রত্যহ ঐরূপ নিয়ম রক্ষা করিবার সামর্থ্য যদি আমাদের না থাকে, তাহা হইলে অচিরে পতনাবস্থা উপস্থিত হইবে। দুই চারি দিবস এরূপ নিয়ম পালন করিতে করিতে অকস্মাৎ কোন বাধা উপস্থিত হইলে আমাদের নিয়ম রক্ষা হয় না; তখন আমরা মনোমধ্যে নিশ্চয় করি যে, "অদ্য নিয়ম রক্ষা করি, কল্যকার নিয়মের সহিত অবশিষ্ট নিয়ম রক্ষা করিব।" কিন্তু পরদিনও ঐরূপ ব্যাপার ঘটাতে কোন নিয়মই রক্ষা হইল না। ক্রমশঃ এরূপ আচরণ দ্বারা ভক্তির প্রতি অনাদর উপস্থিত হয়; অতএব প্রত্যহ অবাধে যাহা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, সেইমাত্র নিয়ম পরিগ্রহ করাই উচিত, অধিক বা ন্যূন করিলে ভক্তির পুষ্টি হইবে না, পরন্তু উহা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

সম্বন্ধ ও প্রবন্ধ

——::(০)::——

কীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম উচ্চারণই কীর্ত্তন। শব্দোচ্চারণই চেতনের পরিচয়। জড়—মৃত। মৃত কথা বলিতে বা শুনিতে পারে না। মৃতের লক্ষণ—বাগ্‌রোধ; জীবাত্মার লক্ষণ—বাক্যোচ্চারণ। কথা বলিতে পারে বলিয়াই জীবিত, নতুবা মৃত। নিখিল চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম পরমচেতন, বিভুচেতন, পরমেশ্বর শ্রীভগবানের সেবা। কিন্তু এজগতে শ্রীভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন মিলে না। শ্রীনামকীর্ত্তনের মধ্যেই তাঁহার সঙ্গ ও সেবা নিত্য পাওয়া যায়। শ্রীনামের সেবা হয়—শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে। তন্মধ্যে কীর্ত্তনই মুখ্য। কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ ও শ্রবণ—উভয়ই হয়। কীর্ত্তনেই শ্রীনামরূপী শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ সেবা হয়। কীর্ত্তনের দ্বারা সপরিকর ভগবানের সেবা হয়। সংকীর্ত্তন যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা, ধ্যান, ধারণা, দান, ব্রতাদি হইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। শ্রীনামকীর্ত্তনেই জীবের সমস্ত অনর্থের বিনাশ ও পরমমঙ্গলোদয় হয়—কৃষ্ণে প্রীতি হয়। শ্রীনামসংকীর্ত্তন দ্বারাই জীবের সংসারবন্ধন ছেদন, চিত্তশুদ্ধি, সমস্ত সদ্ভক্তিসাধন, কৃষ্ণপ্রাপ্তি, কৃষ্ণপ্রেমামৃত আস্বাদন ও কৃষ্ণসেবাসমুদ্রে নিমজ্জন লাভ হয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় নিত্যপার্ষদ শ্রীল রায়রামানন্দ প্রভুর নিকট একমাত্র সাধ্য-সাধন বা উপেয়-উপায় বর্ণন-প্রসঙ্গে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরম অভিধেয় বা পারিকাবতার শ্রীনামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন,—

"হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নামসঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদগম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদগম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥"

(চৈঃ চঃ অ ২০শ)

এই কীর্ত্তনই অভিধেয় বা ভক্তি। ইহা নিত্যকাল চলে। সিদ্ধাবস্থায় পরও ইহা চলিবে। তখন স্বাভাবিক রুচিক্রমেই ইহা হইতে থাকিবে। অনর্থনিবৃত্তির পর্য্যন্ত ইহা উপায় এবং অনর্থনিবৃত্তির পর ইহাই উপেয়।

কীর্ত্তন—গান, কথা, রচনা, প্রবন্ধ-আকারে আছে। সুমধুর-কণ্ঠতান-লয়-সুর-তাল-মানযোগে যেমন কীর্ত্তন হয়—বক্তৃতা প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট শ্রীভগবন্মাহাত্ম্য-বর্ণনে যেমন কীর্ত্তন হয়, সেই প্রকার প্রবন্ধ-রচনাতেও কীর্ত্তন হইয়া থাকে। প্রবন্ধরচনাকালে শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য নিজের শ্রবণ হইয়া থাকে এবং তৎফলে স্মরণও হইয়া থাকে। শ্রবণ—সম্বন্ধ, প্রবন্ধ বা কীর্ত্তন—অভিধেয় আর প্রীতি বা প্রেমই—প্রয়োজন। সম্বন্ধের পরিপূর্ণতা সাধন হয়—প্রবন্ধে। প্রবন্ধই সম্বন্ধকে দৃঢ় হইতে উত্তরোত্তর দৃঢ়তর করিয়া থাকে। সম্বন্ধের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—প্রবন্ধে। যাঁহার কীর্ত্তন নাই—প্রবন্ধ নাই—আচার নাই, তাঁহার সম্বন্ধও নাই। সম্বন্ধ থাকিলেই প্রবন্ধ থাকিবে, আবার প্রবন্ধ থাকিলেই সম্বন্ধ থাকিবে। প্রবন্ধই প্রকৃষ্ট বন্ধন বা ভক্তি। কীর্ত্তনহীনকে শ্রবণকারী বলা যায় না। শ্রবণ করিলে কীর্ত্তন হইবেই—সম্বন্ধ হইলে প্রবন্ধ হইবেই। কীর্ত্তনেই শ্রবণের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। আচারই-কীর্ত্তন। আচরণই শ্রবণের পূর্ণতা। শ্রবণ বা সম্বন্ধই কীর্ত্তন বা প্রবন্ধের প্রাণ। যাঁহার এই প্রাণ নাই, তিনি কীর্ত্তনকারী নহেন—ভক্ত নহেন। ভক্তই কীর্ত্তনকারী। সম্বন্ধযুক্তই ভক্ত। সম্বন্ধই প্রাণ। যাঁহার এই প্রাণ নাই, তিনি ভক্ত নহেন—বহির্ম্মুখ। সম্বন্ধ—প্রাণ—চেতন, আর প্রবন্ধ সেই চেতনের ক্রিয়া। প্রাণ থাকিলেই ক্রিয়া হইবে—চেতন থাকিলেই স্পন্দন হইবে। আমি ভগবানের ভৃত্য—এই সম্বন্ধই কীর্ত্তনে বা প্রবন্ধরচনায় যোগ্যতা—বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য নহে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"তস্মাদ্ কীর্ত্তনে নিজদৈন্যনিজাভীষ্টবিজ্ঞপ্তিস্তবপাঠাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যা।"—নিজদৈন্য, নিজাভীষ্ট-বিজ্ঞপ্তি এবং স্তবপাঠ প্রভৃতিও এই কীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রবণবিষয়েও বলিয়াছেন,—"শ্রীভগবন্নামাদেঃ শ্রবণং তাবৎ পরমং শ্রেয়ঃ; তত্রাপি মহাবিভাবিত-প্রবন্ধাদেঃ; তত্র মহৎকীর্ত্তমানস্য; ততোঽপি শ্রীভাগবতস্য। তত্রাপি চ মহৎকীর্ত্তমানস্যেতি জ্ঞেয়"—শ্রীভগবানের নামাদি-শ্রবণই প্রথমতঃ পরমশ্রেয়ঃস্বরূপ, তন্মধ্যেও মহাজনকর্ত্তৃক আবির্ভাবিত প্রবন্ধাদির শ্রবণ আবশ্যক, তন্মধ্যেও মহাজনকর্ত্তৃক কীর্ত্তমান হইলে ততোধিক এবং তন্মধ্যেও শ্রীভাগবতশ্রবণ তদপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। ঐ ভাগবত যদি পুনরায় মহাজনকর্ত্তৃক কীর্ত্তমান হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকরূপেই ফলপ্রদ জানিতে হইবে।

শ্রবণ দুইপ্রকার—মহদাবির্ভাবিত ও মহৎকীর্ত্তিত। মহাপুরুষগণ অপ্রকটরাজ্যের কথা—গোলোক-বৃন্দাবনের ব্যাপারসমূহ প্রবন্ধাকারে এজগতে প্রকটিত করিয়াছেন। যাহা কখনও জানা যায় না বা কেহ কোনদিন যাহা জানিতে বা শুনিতে পারে না, অপ্রাকৃত জগতের সেইসকল ব্যাপারসমূহ মহাপুরুষগণ অপার কৃপাপরবশ হইয়া প্রবন্ধাকারে—গ্রন্থাকারে লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীশুকদেব-

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

আবির্ভাবিত প্রবন্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবান্‌কে জানাইয়াছেন। তাই তাঁহার শ্রবণের মাহাত্ম্য এত অধিক। ভাগবতের গ্রন্থাবলী—মহদাবির্ভাবিত প্রবন্ধ। ঐসকল গ্রন্থাবলীগণে কৃষ্ণস্ফূর্তি জাগরিত হয়। মহাভাগবতের আবির্ভাবিত প্রবন্ধ পাঠই চরমসাধ্যসার। তাহা শ্রীভগবদ্বার্তাদি শ্রবণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা অকৃত্য হইয়া—উৎকর্ণ হইয়া একাগ্রচিত্তে ঐসকল কথা শ্রবণ করেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শোক-মোহ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। মহাভাগবতের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতাদির ব্যাখ্যা উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ কালে ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি আক্রমণ করিতে পারে না। তখন আর ঐসকল আছে বলিয়া বোধই হয় না। যেমন শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণকালে বলিয়াছিলেন,—"দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ।"—সেই ব্রহ্মণ্য প্রেরিত তক্ষক আমাকে দংশন করে করুক, আপনারা বিষ্ণুগাথা কীর্তন করুন। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণকারীর কোন ভয় থাকে না বা অন্যকথা শ্রবণে রুচি হয় না। মহদাবির্ভাবিত প্রবন্ধাদি যদি আবার মহদ্গণ ব্যাখ্যাদি করেন, তবে তাহার শ্রবণের মাহাত্ম্য আরও বেশী। হরিকথাশ্রবণে যাহার রুচি নাই, সে ব্যাধগ্রস্ত—তাহার স্বভাব দৈত্যের ন্যায়। তাহার জীবিত থাকিয়াও সুখ নাই, মরিয়াও সুখ নাই। মহতের শ্রীমুখোচ্চারিত হরিকথা শ্রবণকালে যিনি ঘুমান না—প্রবল উৎকণ্ঠার সহিত যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার সমস্ত অপরাধাদি দূরীভূত হইয়া কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। শ্রীহরিকথাশ্রবণকালে আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রাদি প্রশ্রয়দানকারীর ন্যায় হতভাগ্য আর কেহ নাই।

কীর্তনকারী বা বক্তা দুইপ্রকার—সরাগ ও নীরাগ—সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ও সম্বন্ধজ্ঞানহীন। যাহারা পরোপদেশে পণ্ডিত, বিষয়ের প্রতি যাহার টান আছে, যাহারা লোভী, যাহাদের বাসনা আছে এবং ঐশ্বর্য পূরণ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ আছে—তাহারা সরাগ বক্তা; তাহাদের কথা জলের উপর রেখাপাত করার ন্যায়, হৃদয় স্পর্শ করে না—দাগ বসায় না। সম্বন্ধজ্ঞানহীন বিষয়ী বক্তার নিজের উপদেশগুলির প্রতি সরাগ [illegible] বিশ্বাস নাই, তাই তাহার উপদেশ অন্যের হৃদয় স্পর্শ করে না। তাহাদের নিজের আচরণের অভাব। তাহারা অপরকে যেরূপ উপদেশ করেন, সেরূপ নিজজীবনে আচরণ করেন না, তাই তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া অপরের মঙ্গল হয় না। এই সকল বাচালদিগের উপদেশ শ্রবণদ্বারা কাহারও প্রকৃত মঙ্গল হয় না। ঐরূপ কীর্তনকারীর কোন কথা শুনা উচিত নহে। তাহাদের উপদেশ শ্রবণে মঙ্গল ত' হয়ই না, বরং আরও দুর্বুদ্ধি বাড়িয়াই যায়। তাহারা বঞ্চিত ও বঞ্চক। যাহাদের [illegible] সম্বন্ধ হইল না, তাহাদের কীর্তন করিবার অধিকার কোথায়? জীবনে মরণে, ইহজন্মে হরিভজনই করিতে হইবে—এইরূপ দৃঢ়তা এবং তদনুসারে নিজজীবন যাপনের প্রতি যাহাদের লক্ষ্য নাই, তাহাদের অপরকে উপদেশ প্রদান করিবার কোনও অধিকার নাই। 'আমি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর'—এই অনুভূতি যাহাদের সর্বক্ষণ নাই, তাহারা সম্বন্ধযুক্ত নহে—তাহাদের আচরণ সেবাময় নহে। এইরূপ ব্যক্তির কথা বা উপদেশ কাহারও প্রকৃত মঙ্গলবিধান করিতে পারে না। আচারবানের কথাই অপরকে আচারে প্রতিষ্ঠিত করাইতে পারে—মুক্তের উপদেশই অপরকে মুক্ত করাইতে পারে।

নীরাগবক্তা বা সম্বন্ধজ্ঞানযুক্তের [illegible] নাই। যাঁহারা কৃষ্ণসেবানন্দের আস্বাদন পাইয়াছেন—যাঁহাদের হরিসেবায় রুচি হইয়াছে, তাঁহাদের কথা—তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণকারীর হৃদয়ে দাগ কাটিয়া বসে। সমস্ত জীবনীশক্তি যাঁহারা হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, যাঁহাদের ইহ-পরকালের কর্তব্য নির্ধারণ হইয়া গিয়াছে—যাঁহারা ওতঃপ্রোতভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত আছেন বা হইয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিলে ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া যাইবে। তাঁহাদের কথা পাথরের উপর দাগ কাটার ন্যায় হৃদয়ে চিরজীবনের মত সুদৃঢ় রেখাপাত করে, তাহা আর কোন কালেই মুছিয়া যায় না। তাঁহারা [illegible]—তাঁহাদের কথায় প্রাণ আছে। তাঁহাদের উপদেশ মাদৃশ নিদ্রিত ব্যক্তিকেও জাগ্রত করে। তাঁহারা আচারবান্ প্রচারক। তাঁহাদের কথাশ্রবণকারীর হরিসেবায় একান্ত মতি হয়। তাঁহারা যাহা আচরণ করেন, তাহাই অপরকে উপদেশ করেন। তাঁহারা যেরূপ কথা-শ্রবণে, কীর্তনে বা আচরণে প্রাণ পাইয়াছেন, সেই কথাকেই অপরের নিকট কীর্তন করেন। তাঁহারা তদ্বিনিময়ে কাহারও নিকট হইতে কোন কিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। যাঁহারা হরির কথায় মজিয়া গিয়াছেন—শ্রীহরির চরণকমলকেই যাঁহারা সার করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট যাইতে হইবে। কাম-ক্রোধাদি রিপুগণও যাঁহাদের কথায় আসিয়া উদ্ধার পায়, উন্মাদিত হয়—সমস্ত চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া হরিসেবা করিবার জন্য প্রেরণা পায়, ইঁহারাই বাস্তব [illegible]। ইঁহাদের কথা, উপদেশ, সঙ্গ আমাদিগকে বাস্তবসত্যবস্তু শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করাইয়া দেয়।

আমি 'গুরুকৃষ্ণের অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্য, আমি তাঁহাদের এবং তাঁহারা আমার'—এই উপলব্ধির সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধজ্ঞানযুক্তের কথা অপরের মঙ্গলবিধান করে। কীর্তনকারী শ্রীগুরুদেব, আর আমরা শ্রবণকারী—শিষ্য। ভগবদ্বাক্যের বার্তা শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া আমাদের নিকট কীর্তন করেন, কৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগ করাইয়া দেন। কীর্তনে গুরুরই অধিকার। শিষ্যের যে কীর্তন, তাহা শ্রবণই। শিষ্য হইয়া—আশ্রিত হইয়া গুরুর আদেশে যাহা করা যায়, তাহা সকলই 'শ্রবণে'র অন্তর্গত। শ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন,—"গুরুদেব যখন বলেন—কীর্তন কর, তখন যে কীর্তন বা পাঠ করা হয়, তাহা শ্রবণেরই নামান্তর। ভক্তিশাস্ত্রপাঠ—শ্রবণ, শিষ্য হ'য়ে পড়া। যদিও পাঠটা বাহিরে দেখ্‌তে কীর্তন, তথাপি ব্যাখ্যাটা শিষ্য হ'য়ে ব্যাখ্যা। শ্রবণমুখে উচ্চারণ করা হ'চ্ছে, নিজ হৃদয়ের সঙ্গে মিল ক'রে ব্যাখ্যা করা যা'চ্ছে সেই ব্যাখ্যাদি সব করা যা'চ্ছে—শিষ্য হ'য়ে এবং গ্রন্থকার বেদব্যাসরূপী যে আমার গুরু বা বৈষ্ণব ঠাকুর, তাঁ'র হৃদ্‌গতভাব উপলব্ধি ক'রে। উপলব্ধি ক'রে যে পাঠ, সেখানেও শ্রবণ। শ্রবণকারী যখন কীর্তন করে, সেই কীর্তনও শ্রবণ। তাহা শ্রবণ কীর্তিত কথারই পুনরুক্তি।"

—

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:•:(•):•:——

একমাত্র কৃষ্ণকীর্তনেই আমাদের সমস্ত সুবিধা হ'বে। আমাদের চিত্তদর্পণে অনেক বাহ্যবিষয়রূপ ধূলি আসিয়া পড়িয়াছে। সেই ভোগোন্মুখ চিত্তে সত্যবস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে পারিতেছে না। কৃষ্ণকীর্তনেই একমাত্র চরমশ্রেয়ঃ লাভ হয়। কৃষ্ণকীর্তন বিদ্যাবধূ-জীবনস্বরূপ। লেখা পড়া-পাণ্ডিত্যের শেষ-কথা শ্রীহরিনাম।

শ্রীকৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। আভিধানিক অক্ষরকে যদি আমরা শ্রীনাম মনে করি, তাহা হইলে আমরা বঞ্চিত হইব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিবদমান ব্যক্তিরও প্রকৃত মুক্তি লাভ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্বারা গাছের মুক্তি, পাথরের মুক্তি, পশুপক্ষী-ব্যাঘ্রের মুক্তি, স্ত্রী-পুরুষ সর্বজীবের প্রকৃত মুক্তি হইতে পারে। কেবল কৃষ্ণকীর্তন হইতেছে না বলিয়াই জীবের প্রকৃত মুক্তি হইতেছে না।

কাজের দ্বারাই যেমন কারণ অনুমিত হওয়া যায়—কেহ হরিনাম গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, তাহার ফল দেখিয়াই বুঝা যায়। হরিনাম করিতে করিতে যদি কাহারও সংসারের প্রবৃত্তি বা সংসার-বুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার কখনও হরিনাম হয় নাই, নিশ্চয় জানিতে হইবে।

যিনি নিজে হরিভজন করেন ও অপরকে ভজন করিতে উপদেশ দেন, তিনিই জগতের আচার্য। বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার উপদেশ নিত্যকাল শ্রবণ করা দরকার। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ না করিয়া কর্ম করিলে অমঙ্গল [illegible] ডাকা হইবে। বৈষ্ণবের অনুকরণ করা বা অসৎসঙ্গ করা উচিত নয়। তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে। ভগবান্ যাঁহাদের হৃদয়ে বাস করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন—ভক্ত কি করেন। বৈষ্ণব কি করেন, হরিভজন কিরূপ? ইহা ভাবিবার জন্য চেষ্টা করাই জীবের মঙ্গলের রাস্তায় যাওয়া। বৈষ্ণবের জীবনপ্রণালীটা বিচারপূর্বক অনুসরণ করিলে যে, আমি অমনি ঐরূপ [illegible] হইয়া দীনভাবে [illegible] দর্শন করিলে, তবে প্রকৃত মঙ্গল হইবে। লোকের লাভের চিন্তা লইয়া হরিনাম করিলে ভজন বা হরিনাম হয় না। কোনরূপ কপটতা-সম্বলিত হইয়া হরিনাম করিলে হরিনাম হইবে না। হরিভজনই [illegible] এইরূপ [illegible] হইয়া নামাপরাধের আক্রমণ নাশ করিলে তবে হরিভজন হয়। হরিভজনকারীর [illegible] মহাসাগরের তীরে বিসর্জন করিতে হইবে [illegible] খুব দৃঢ়চিত্ত হইয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। [illegible] চিনিতে পারেন।

হরিভজন না করিলে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? [illegible] হরিভজন না করিলে আমরা সংসারে খাব, দাব, থাকব ও শেষকালে নরকে চ'লে যা'ব।

ভগবানের চরণে অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশ্বাসই প্রয়োজন। ভগবানের চরণে যাহাদের অকপট দৃঢ়-বিশ্বাস হইয়াছে, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। আমরা কোন্ দিন মরিয়া যাইব, তাহার ঠিকানা নাই, অতএব আমাদের [illegible] নষ্ট করিবার সময় নাই। যখন মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন ছোট অহঙ্কারী লোকদের সেবা করিব না, গৃহব্রত হইব না, [illegible] ভারবাহী হইব না, অতএব সারগ্রাহী হইব।

শব্দ ব্রহ্মের নিত্যসাধনাই কর্তব্য। সেই শব্দ কর্ণকে রসযুক্ত করে। অপ্রাকৃত শব্দ বা নিজে-নিজে কিন্তু অনুমান ক'লে কর্ণ রসযুক্ত হয় না। শ্রবণ-কীর্তন-ক্রমে সেবোন্মুখ-কর্ণে সাধুর [illegible] কর্ণ রসযুক্ত হয়। পুরুষোত্তমের লীলা-কথা শ্রবণ করিলে আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়।

যিনি হরিসেবা করেন, তিনি নিজেকে সর্বাপেক্ষা হীন জ্ঞান করেন। সর্বাপেক্ষা হীন অভিমান হইলেও সর্বশ্রেষ্ঠ হরিকীর্তন কথা বলা যায়।

আমি ভাল হইব, মঙ্গল [illegible] বিচারে [illegible] হইব, জগতের লোককে ভাল [illegible] এই বাসনা [illegible] পুণ্যাত্মাকে বাধ্য [illegible] উচিত নহে।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের জন্য	৪র্থ দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	অর্দ্ধ কলম	২৬৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬	এক কলম	৩৮৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—বিভিন্ন ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মজ্ঞানবর্দ্ধক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিকুক্ষিগহ্বর এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীমদ্ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লোয়ে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

দেহলাবণ্য

সর্ব্ববিধ স্নায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া ও নানাবিধ রোগে জীর্ণ শীর্ণ ব্যক্তির পক্ষে ইহা শক্তিবর্দ্ধক ও একমাত্র উপায় ... ।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বাধ্যতামূলক লোকাপসারণে স্থানত্যাগকারীদের জন্য ব্যবস্থা

গত ১৫ই এপ্রিল বঙ্গীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সিভিল ডিফেন্স নিম্নোক্তরূপ প্রেসনোট প্রচার করিয়াছেন:—

সম্প্রতি অল্প সময়ের নোটিশ দিয়া কোন কোন বৃহৎ এলাকা হইতে বাধ্যতামূলকভাবে লোক অপসারণ করা হইয়াছে; যুদ্ধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী মাত্রায় এইরূপ কার্য্য করার প্রয়োজন হইতে পারে।

লোকাপসারণ সম্পর্কে জনসাধারণের দুর্গতি লাঘবের নিমিত্ত বে-সামরিক গবর্ণমেন্ট নিম্নোক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন:-(১) যে সকল ব্যক্তি স্থানত্যাগ করিবেন, তাঁহাদিগকে সাময়িক সাহায্য দিবার নিমিত্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেন্টের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন। (২) যে ক্ষেত্রে (বে-সামরিক) গবর্ণমেন্ট পূর্ব্ব হইতে এইরূপ লোকাপসারণের নোটিশ পাইবেন, সেরূপ অবস্থায় স্থানত্যাগকারীদিগের জন্য সাময়িক আশ্রয় নির্ম্মাণ করা হইবে। এইরূপ আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারা নিজেদের দ্বারা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত সময় পাইবেন। (৩) যেস্থলে অল্প সময়ের নোটিশে লোকাপসারণ করা হইবে, সেই ক্ষেত্রে স্থানত্যাগকারীদিগের সাহায্যার্থ গবর্ণমেন্ট এককালীন খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন। (৪) যে এলাকায় খাস মহলের জমি আছে, তথায় স্থানত্যাগকারীদিগকে উহা দেওয়া হইবে। যেখানে খাস মহলের জমি পাওয়া যাইবে না, তথায় জমিদারগণ যাহাতে তাঁহাদের খাসের জমি স্থানত্যাগকারীদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রদান করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হইবে। যে অঞ্চলে উপরোক্তভাবে জমির ব্যবস্থা হইবে না, সেখানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে স্থানত্যাগকারীদিগের বসবাসের নিমিত্ত জমি সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে।

নিম্নোক্তভাবে স্থানত্যাগকারীদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে:-(১) স্থানান্তরে গমনের ব্যয়, (২) নূতন গৃহে নির্ম্মাণের ব্যয়, (৩) ফসলের জমির জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিয়া যদি উহা গ্রহণ করা না হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উক্ত জমির শস্যের নীট মূল্য অর্থাৎ মোট উৎপন্ন ফসলের মূল্যের অর্দ্ধেক মালিককে দেওয়া হইবে। যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত ক্ষতিপূরণ দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। জন সাধারণ বিভাগের ...ঁইতে থাকার সময় উহার খাজনা গবর্ণমেন্ট দিবেন।

দিল্লী হইতে লোকাপসারণের ব্যবস্থা

দিল্লীতে শত্রুবিমানের আক্রমণ উপস্থিত হইলে এবং উহা শহরে বোমাক্ষেপ করিবার পাল্লার মধ্যে পড়িলে লোকাপসারণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে দিল্লীর চীফ কমিশনার দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটির প্রেসিডেন্টের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি আক্রমণ সম্ভাবনা ও আক্রমণের পরে নগরত্যাগকারীদের নিম্নলিখিত শ্রেণীভেদে বিভিন্ন রাস্তায় বিশ্রাম শিবির স্থাপন, গৃহহারাদের আশ্রয়-শিবির নির্ম্মাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন

(১) আক্রমণ আশঙ্কা সম্পর্কে সরকারী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শতকরা বিশজন নাগরিক শহর ত্যাগ করিবে। এই শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য দশ হাজার লোকের বিশ্রাম উপযোগী দশটি শিবির দিল্লী হইতে বাহির হইবার সড়ক সমূহে নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। (২) বোমা বর্ষণ শুরু হইলে বিভিন্ন রাস্তা ধরিয়া দলে দলে লোক ছুটিবে। এই শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য চার হাজার লোকের বিশ্রাম উপযোগী পাঁচটি শিবির স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। (৩) বাড়ী বোমা বর্ষণে গৃহহারা হইবে, এই শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য দিল্লীর সন্নিকটে পঁচিশ হাজার লোকের আশ্রয় উপযোগী শিবির স্থাপিত হইবে। চীফ কমিশনার তাঁহার চিঠিতে খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা, দূরের সংবাদ, অগ্নিনির্ব্বাপণ, আবর্জ্জনা অপসারণ প্রভৃতি ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন।

কলিকাতায় গম আমদানী

সংরোপকরণ উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য যাহাতে প্রয়োজন হইলে গম মজুদ করা যায়, তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা অঞ্চলে আমদানী সমস্ত গমের উপর দৃষ্টি রাখিতে মনস্থ করিয়াছেন।

একথা বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার নর্দার্ণ বেঙ্গল, বেঙ্গল নাগপুর এবং বি এন ডব্লিউ রেলওয়ে ও কলিকাতা পোর্টের কমিশনারগণকে, হাওড়া ও শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশনে অথবা খিদিরপুর ডকে আমদানী সমস্ত গম ও গমজাত দ্রব্য সম্পর্কে প্রতিদিন কলিকাতার প্রধান রসদমূল্য নির্দ্ধারণ অফিসারের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবতাচার্য্য-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সজ্জন শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ
—•—
এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদির পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও মুদ্রিত হইয়া "প্রতিপেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা
—•—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২১ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৯ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২২শে এপ্রিল, ইং ১৯৪২, বুধবার ; ৬২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ মধুসূদন, বার অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

কৃষ্ণভক্তির স্বরূপলক্ষণ এই যে, উহা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। ভক্তি আনন্দদায়িনী। ভক্তি আনন্দকে—কৃষ্ণকে দান করে। আনন্দের ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ। কৃষ্ণ যে আনন্দ ভোগ করেন, সেই আনন্দের উদ্দেশ্যে জীবের যে চেষ্টা বা ক্রিয়া, তাহাই ভক্তি। ইহাতে জীবেরও আনন্দ; একের আনন্দে অন্যের আনন্দের ব্যাঘাত হয় না। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান নাই। ভক্তি হ্লাদিনীর সারবৃত্তিবিশেষ।

সেবক সেব্যের আনন্দ হইতেছে বলিয়া জানিতে পারে। সেইজন্য সেবানন্দে কৃষ্ণানুভূতিও যুগপৎ হয়। কৃষ্ণানুভূতি বা পরেশানুভবই সম্বন্ধ। টানই এই সম্বন্ধের মূল।

ভক্তিতে সেব্যদর্শন ব্যতীত অন্য দর্শন নাই। যাঁহার ভক্তি আছে, তিনিই ভক্ত। ভক্তের পুরুষাভিমান নাই। আনুগত্যই ভক্তি, স্বতন্ত্রতা ভক্তি নহে। স্বতন্ত্রতা জিনিষটাই পুরুষাভিমান। স্বতন্ত্র একমাত্র কৃষ্ণ, আর সকলেই তাঁহার অধীন। স্বাধীনই পুরুষ বা ভোক্তা, অধীনই যোষিৎ বা ভোগ্য। ভোগ ও ত্যাগ—দুইটাই পুরুষাভিমান। ভোগ বা ত্যাগ স্বতন্ত্রই করিতে পারেন, অপরের ইহাতে অধিকার নাই। কারণ, কর্তা একমাত্র কৃষ্ণ। সেবক সেবা ছাড়া কিছুই করিতে পারে না, ইহাই সেবকের সেবকত্ব। আনুগত্য ভগবান্‌কে লাভ করিবার যেমন একমাত্র উপায়, স্বতন্ত্রতাও সেইরূপ ভগবৎকৃপা না পাইবার একমাত্র কারণ। ভক্তিতে স্বতন্ত্রতা বা পুরুষাভিমানের লেশমাত্রও নাই। আনুগত্য যেমন কায়িক, মানসিক ও বাচিক ভেদে ত্রিবিধ, স্বতন্ত্রতাও তদ্রূপ ত্রিবিধ। কায়মনোবাক্যের দ্বারা ভগবৎ-সুখবিধানের জন্য যাহা করা হয়, তাহাই আনুগত্য বা ভক্তি। আর কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা নিজসুখের জন্য যাহা করা হয়, তাহাই স্বতন্ত্রতা বা অভক্তি। যিনি কায়, মন ও বাক্য—এই তিনটির যে-কোন একটির দ্বারা নিজসুখের জন্য বিন্দুমাত্রও কিছু করেন, তিনিও স্বতন্ত্র। ভক্ত স্বতন্ত্র নহে; স্বতন্ত্র ভক্ত নহে।

অনন্য কৃষ্ণরতিই ভক্তি। রুচি বা আসক্তি হইতেই শুদ্ধ ভক্তি আরম্ভ হয়। তখন হইতেই ক্রমশঃ কৃষ্ণ আকৃষ্ট হইতে থাকেন। সাধুসঙ্গই ভক্তির মূল। যখনই জীব সাধুসঙ্গ করে, তখনই কৃষ্ণ তাহাকে আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, জানিতে হইবে। আসক্তি পর্যন্ত শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তি এই পর্যন্ত শ্রদ্ধামূলা। ভাবভক্তি—রতিমূলা এবং প্রেম—ভক্তিমূলা। শ্রদ্ধা ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর কোমলাবস্থা, ভাবাবস্থায় তরঙ্গ এবং প্রেমেই প্লাবন।

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। ভক্তি অপ্রাকৃত। অনু অর্থাৎ মুহুর্মুহুঃ, যাহার বিরতি নাই অর্থাৎ নবনবায়মান; ইহাই অনুশীলনের স্বরূপলক্ষণ। এই অনুশীলনই একমাত্র গুরুতত্ত্ব ও কৃষ্ণকৃপার দ্বারাই লভ্য। ইহা স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপ, অতএব অপ্রাকৃত হইয়াও কায়িক, বাচিক ও মানসবৃত্তির অপ্রাকৃতত্বে আবিষ্কৃত। মুহুর্মুহুঃ যে অনুশীলন, তাহাই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। ভক্তি বিরতি নহে, প্রবৃত্তিই ভক্তি। ভক্তিতে ভোগ বা ত্যাগবাঞ্ছারূপ ভব বা সংসার নাই।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্মই ভক্তি। ইহা নির্মৎসর সাধুর সহজ স্বভাব বা বৃত্তি। ভক্তি রহস্যময়। সর্বত্র ও সর্বদা ভক্তের অনুষ্ঠানের কথা শুনা যায়। কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। ভগবৎ-সেবা বা ভগবদ্দাস্যই ভক্তির স্বরূপ। ভক্তি অকিঞ্চনা অর্থাৎ মোক্ষপর্যন্ত-কামনা-রহিতা। ভক্তিতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং
ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥
(ভাঃ ৬।৩।২২)

ভগবানের শুদ্ধনাম-গ্রহণাদির দ্বারা তাঁহাতে যে ভক্তিযোগ, এজগতে জীবের পরমধর্ম তৎপর্যন্তই বিহিত। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে উপরি-উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় জানাইয়াছেন,—পুরুষ অর্থাৎ জীবমাত্রেরই পরম বা সার্বভৌম ধর্ম এতদূর পর্যন্ত বিহিত, ইহা অপেক্ষা অধিক বা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। 'এতদূর' কথার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন,—তন্নামগ্রহণাদিভিঃ যে ভক্তিযোগ অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তি, তদবধি ধর্মের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট। 'এব' শব্দে অন্য সাধন যে নিষিদ্ধ, তাহা স্পষ্টই বলিতেছেন। আবার এই নামগ্রহণাদি যদি ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছার জন্য পৃথক হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ধর্মের কিছুই শ্রেষ্ঠত্ব নাই, কেন না, ভগবৎ প্রীতি ব্যতীত অন্য কোন তুচ্ছ ফলান্তরের জন্য প্রযুক্ত হওয়ায় তাদৃশ নামগ্রহণচেষ্টা নামাপরাধ মাত্র।

———

শ্রবণকীর্তনাদিরূপা ভক্তি অপক্কদশায় সাধনভক্তি ও পক্কাবস্থায় প্রেমভক্তি বলিয়া কথিত হয়। যে ধর্ম হইতে অধোক্ষজে ভক্তি হয় অর্থাৎ ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্তনাদিতে রুচি হয়, তাহাই পরধর্ম। সুষ্ঠুভাবে স্বধর্ম অনুষ্ঠিত হইলেও অধোক্ষজে শ্রবণ-কীর্তনাত্মিকা ভক্তি ব্যতীত মঙ্গলমাত্র ঘটে না। হরিতোষণই ভক্তি। ভক্তিই পরমধর্ম এবং তাহাই সর্বশাস্ত্রসার। ভক্তি স্বতঃই সুখরূপা বলিয়া তাহা হরিতোষণ ব্যতীত অপর ফলানুসন্ধান-রহিত। ভক্তি অপ্রতিহতা—তাহা কিছুতেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ভক্তি অহৈতুকী—তর্কাদির অগোচর। ভক্তি সুখদা; ক্লেশকর নহে, ভক্তি ক্লেশঘ্নী।

ভক্তি সর্বত্রই অর্থাৎ কি পাত্র, কি কর্তা, কি দেশ, কি ইন্দ্রিয়, কি দ্রব্য, কি ক্রিয়া, কি কথা, কি ফল—সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই আপতিত। সর্বশাস্ত্রের মধ্যে ভক্তির অবস্থান। যথা ব্রহ্মপুরাণে,—"এই অসমুদ্র-সমাকুল, তমস্তর সংসারে শ্রীবাসুদেবের পূজাই শাস্ত্রবিচারকগণ কর্তৃক একমাত্র পরিত্রাণের উপায় বলিয়া কথিত। ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে তিনবার সমগ্র বেদ বিচার করিবার পর যাহা হইতে ভগবানে রতি হয়, সেই সাধনভক্তি বুদ্ধির দ্বারা স্থির করিলেন। স্কন্দ পুরাণ, পদ্মপুরাণ ও লিঙ্গ-পুরাণে দেখা যায়—সর্বশাস্ত্র আলোড়ন ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া একমাত্র নারায়ণই যে সর্বদা [illegible] তাহা নির্ণীত হইয়াছে। . . : অনন্ত-

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে ॥

ভাবে ভক্তির অবস্থানের কথা। ব্যতিরেক-ভাবেও গরুড়পুরাণ বলিয়াছেন,—যেমনগৃহে পাষণ্ড ও পরিবারবিহীন হইলেও যে ব্যক্তি সংসার বিমুখ ভক্ত নহে, তাঁহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।

সর্ব্ব কালেই সর্ব্ব ও ভক্তি দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"নরের ত' কথাই নাই, এমন কি, স্ত্রী, শূদ্র, হূন ও শবরাদি পাপজীবগণ এবং পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত যদি ভগবদ্ভক্তের পদ চরণ আশ্রয় করে, তবে তাহারাও মায়াকে জানিয়া তাঁহার কৃপায় হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। গরুড়পুরাণ বলেন,—জাতীর ত' কথাই নাই, শ্রীহরির পাদে সম্যগ্‌ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে পশু-পক্ষী-কীটেরও ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়। আচারবান্ ও দুরাচার, জ্ঞানী ও অজ্ঞান, বিরক্ত ও আসক্ত, মুমুক্ষু ও মুক্ত, সাধক ও সিদ্ধ—সকলের মধ্যেই সাধারণভাবে ভক্তির অবস্থান দেখা যায়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"যাহারা অত্যন্ত দুরাচার থাকিলেও আমার অনন্য ভজনকারীকে সাধু বলিয়া জানিবে।" এখানে দুরাচারেরও যখন ভক্তির ব্যাঘাত হয় না, তখন সদাচারের ত' কথাই নাই। শাস্ত্র বলেন,—ভগবৎস্বরূপ জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক, যাঁহারা অনন্যভাবে ভগবানকে ভজনা করেন, তাঁহারাই ভক্তশ্রেষ্ঠ। আর যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংস্পৃষ্ট হইবামাত্রই একেবারে দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণও হরিকে স্মরণ করিলে তিনি তাঁহাদের সমুদয় পাপ হরণ করেন। এই আখ্যায়িকা হইতে জ্ঞানী ও অজ্ঞান উভয়ের মধ্যেই ভক্তি থাকার কথা শুনা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৮)

উত্তম ভক্তের ত' কথাই নাই, যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিতে অসমর্থ, এইরূপ প্রাকৃত-ভক্ত বিষয়কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেও ভক্তিপ্রভাবে তিনিও বিষয়কর্ত্তৃক অভিভূত হন না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যাঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই বলিয়া হরিভজন-পরিক্রমায় নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমার ভক্তিপর পুরুষ বিষয়সমূহে সর্ব্বক্ষণ বদ্ধ থাকিলেও তিনি যদি ভগবানের সেবানন্দকামী হন অর্থাৎ সাধন-ভক্তি ও তৎপর ভাবভক্তির কথায় অনুরাগ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কখনও ভোগ্য-বিষয় তাঁহাকে বিপদগামী করিতে পারে না। আবার যখন বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকে, তখন আমাদের ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি নিপীড়িত হইয়া গ্রন্থ অবস্থান করে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেবাপ্রবৃত্তি সবল হয়, তখনই প্রদীপ্ত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ সেবা-প্রভাবে আমাদের সর্ব্বরাশি দূরীভূত হয়।" এখানে বিষয়াসক্তেরও ভক্তিলাভের কথা শুনা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত মুমুক্ষু ও মুক্ত এবং সাধক ও সিদ্ধের মধ্যে ভক্তির অবস্থানের কথা প্রায় সকলেই জানেন।

সকল বর্ণে, সকল আশ্রমে, সকল সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের বাহিরে সর্ব্বত্র এবং সকল-সময়েতেই ভক্তগণ ভগবানের উপাসনা করিতেছেন, ইহা শাস্ত্রে শুনা যায়। এই ত' গেল সর্ব্বদেশে ভক্তির অবস্থানের কথা। কায়-মনো-বাক্য—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভক্তির অনুষ্ঠানও শুনা যায়। ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত পত্র, পুষ্প, ফল ও জলাদি দ্রব্যের দ্বারা ভগবানের সন্তোষ-বিধান করা যায়। ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, আদর ও অনুমোদন প্রভৃতি করিলে দেবদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী সকলেই পাবন হয়। এখানে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের মধ্যে ভক্তির অনুষ্ঠান দেখা যাইতেছে। ভক্তি ত' দূরের কথা, ভক্ত্যাভাস, এমন কি, অপরাধগ্রাসিত ভক্ত্যাভাসের দ্বারা অজামিল ও মৃগব্যাধের উদ্ধারের কথা শুনা যায়।

সকালের ত' কথাই নাই, যে কোন-কালীও ভাবে—দৃঢ়ভাবে ভজন করিলে মঙ্গললাভ করে। কেবলা ভক্তিতে বিধাভাবই স্বাভাবিক। তীব্র ভক্তিকে কেহ বাধা দিতে পারে না। যেখানে সাধনে তীব্রতা ও দৃঢ়তা নাই, সেখানে অনেকস্থানেই আচ্ছন্ন হইলে ভক্তি স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করেন না। অন্যকামনা থাকিলেও সুবুদ্ধি ব্যক্তি ভক্তিযোগে কৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন। সুতরাং সকাম ও নিষ্কাম উভয়ের মধ্যেই ভক্তির অনুষ্ঠান দেখা যায়। এই ত' গেল সর্ব্বত্র ভক্তির অবস্থানের কথা।

ভক্তি সর্ব্বদাই থাকেন। কি সৃষ্টির সময়ে, কি সৃষ্টির মধ্যে, কি প্রলয়ে, সকল সময়েই ভক্তির অবস্থানের কথা শুনা যায়। সত্যাবস্থাতে—গর্ভে অবস্থানকালে শ্রীপ্রহ্লাদের, বাল্যকালে শ্রীধ্রুবাদির, যৌবনকালে শ্রীঅম্বরীষাদির, বার্দ্ধক্যে শ্রীধৃতরাষ্ট্রাদির, মৃত্যুকালে শ্রীঅজামিলাদির এবং স্বর্গবাসকালে শ্রীইন্দ্র-চন্দ্রাদির মধ্যে ভক্তির অবস্থান দেখা যায়। এমন কি, নরক বা তদবস্থাতেও ভক্তির অনুষ্ঠান শুনা যায়। নৃসিংহপুরাণ বলেন,—নারকিগণও যে যে ভাবে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সেই ভাবে হরিভক্তি বর্ণন করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বজনে—শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করা যায়। উহাই ভক্তির পরাকাষ্ঠা।

জগদীশসেবা ও জগৎ

——::(০)::——

এই জগতের এক নাম দেবীধাম বা মহামায়ার রাজ্য। যাহারা হরিবিমুখ, তাহারাই এই রাজ্যের অধিবাসী। এ জগতের কেহ হরিভজন করিতে চায় না, সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে ও ভোগ করিতে চায়। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর জগতের দুরবস্থার কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

কৃষ্ণ রাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
* * * *
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
ব্যর্থকাল যায় যার বা হার-রসে।
* * * *
কৃষ্ণকথা শুনিবেক নাহি হেন জন।
* * * *
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥
* * * *
এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
* * * *
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি, করেন ক্রন্দন॥
নিরবধি নৃত্য, গীত, বাদ্য, কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল ঠাকুর বলিয়াছেন,—জগতে সত্যকথা শুনিবার লোক নাই—কৃষ্ণকথা শুনিবার লোক নাই। জগতের লোক বাহিরে ধর্ম্মের আবরণটা ঠিকই রাখিয়াছে, গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র আলোচনা করে, ঠাকুরসেবার ঠাটবাটও কতকটা রক্ষা করিয়া থাকে। তাহারা মুখে বলিয়া থাকে—'আমরা সত্য চাই—বাস্তব তত্ত্বজ্ঞান চাই।' কিন্তু তাহাদের অন্তর খুঁজিলে দেখিতে পাওয়া যায়—বঞ্চনা, অভিলাষ, কুটিনাটি, শঠতা। জগতের লোক দম্ভ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান যাহা কিছু করে, সকলেরই মূলে আত্মতর্পণেচ্ছা। যে ধর্ম্মে বা যে কর্ম্মে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের কিছু নাই, তাহাতে জগতের লোকের আদর নাই। তাহারা মুখে কিছু না চাহিলেও অন্তরে অনেক কিছু কামনা করে। তাহাদের ইচ্ছারাশির কেবল ধর্ম্ম লোকের নিকট হইতে সাধুক, সাধু, বৈষ্ণব ভোজন সুনাম, মানসিক শান্তি লাভের জন্য, প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের সুখের জন্য নহে।

বড়-বড় লোকে সবে এক মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে॥

'বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্মকর্ম্ম করে॥
এসকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
(চৈঃ ভাঃ)

যেখানে নিজসুখের কোন কথা নাই, সেখানে জগজ্জীবের আদর নাই। তাই সাধুগণের কথা জগৎছাড়া বা সৃষ্টিছাড়া বলিয়া থাকে। সাধুর কথা বাস্তবিকই জগৎছাড়া। জগতের কথা জাগতিক সুখ-সুবিধা বা ক্ষণিক আনন্দলাভের সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু বাস্তবমঙ্গল বিধান করিতে পারে না। এজগতের যে কোন সাধ্য-সাধন, বুদ্ধি-কৌশলের দ্বারা বাস্তবসত্তা করায়ত্ত হন না—মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। সাধু এ জগতের লোক নহেন, তিনি কৃষ্ণের জন; তাঁহার কথা—কৃষ্ণকথা। জগতের লোকের দেহ ও মনোধর্ম্মের কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই সাধন বা উপায় ও দেহ-মনের সুখলাভই সিদ্ধি বা কাম্য।

জগৎ কৃষ্ণবহির্মুখ জীবেই পরিপূর্ণ। কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃই জীবের এই জগতে আগমন। কৃষ্ণকে না ভুলিলে কোন জীব এখানে আসে না। এখানে কেহ কৃষ্ণের সন্ধান জানে না ও করে না। সমস্ত জগৎ কেবল ভোগসুখে মত্ত হইয়া অনন্ত নরকের পথে ছুটিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এরূপ বিপৎসঙ্কুল স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানকার কেহই আমাদিগকে হরিভজনে সাহায্য করিবে না—প্রতি পদে পদে কৃষ্ণবিস্মৃত করিয়া নরকগমনে সাহায্য করিবে। সমস্ত জগৎ আমাদের হরিভজনের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে। এরূপ অবস্থায় শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অমন্দ অহৈতুকী কৃপার কণা ব্যতীত আর রক্ষা নাই। দৃঢ় করিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্ম ধরিতে না পারিলে আত্মরক্ষা করা যাইবে না। তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়া একমুহূর্ত্ত থাকিলেই শত্রুর হাতে পড়িয়া নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হইবে। যদি শ্রীগুরুবর্গের সর্ব্বক্ষণ সঙ্গ না হয়—যদি তাঁহাদের চরণের অনুসরণ না হয়—যদি তাঁহাদের উপদেশবাণী অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনস্মরণীয় বিষয় না হয়, তাহা হইলে আর কি করিয়া রক্ষা হইবে? এই জগতে থাকিয়া হরিভজন করিতে হইলে আদর্শবৈষ্ণব নির্ভীকভক্ত, শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ, নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আচরণ ও শিক্ষা সর্ব্বক্ষণ মনে থাকা দরকার। তাঁহাদের ন্যায় সংসার প্রতি নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, সদাপ্রকার অনাব-শুভাচারেও বাস্তব সত্যবস্তুর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা, ভগবানের বাক্যের প্রতি, অন্যাভিলাষীদের প্রতি সম্পূর্ণ বিরক্ত হইবার জন্য আগ্রহ ও যত্ন ব্যতীত এ যুগে, এই জগতে থাকিয়া হরিভজন করা জীবের পক্ষে অসাধ্য।

এ জগতের কেহ আমাদিগকে হরিভজনে সাহায্য করিতে পারিবে না—এই

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

বান্ধবই মূল। যিনি হরিভজন করেন, তিনিই সাহায্য করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। দুষ্টের নিকট জল চাহিলে জল পাওয়া ত' যায়ই না, বরং দৌর্জ্জন্যই বাড়ে। কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিবেন—আমার অসুবিধা-গুলি ধরাইয়া দিয়া সংশোধনের সদুপদেশ প্রদান করিবেন, এরূপ অকৃত্রিম বান্ধব এজগতে খুব কমই পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গ ব্যতীত হরিভজনে অগ্রসর হইবারও আশা নাই। এরূপ বান্ধবের [illegible] বন্ধুত্ব করিতে হয়। তাঁহার সহিত [illegible] গুরু-ভক্তের সহিত সম্বন্ধেরই কারণ [illegible]। তদ্ব্যতীত অন্য লোকের সহিত [illegible] অক্ত-বন্ধনেরই কারণ হয়। এরূপ [illegible] বন্ধু ছাড়া বাঁচিবার আর উপায় নাই। [illegible] বন্ধু নাই, তাহার কেহই নাই—সে অসহায়। অসহায় দেখিলেই মায়াপিশাচী [illegible]। বন্ধুহীনের বিপদ্ পদে-পদে। [illegible] পড়িলে তাহাকে সাহায্য করিবার কেহই নাই।

[illegible] বিশ্বাসের পাত্র—শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবান্। [illegible] জগতের কোন লোক বিশ্বাসযোগ্য নহে। [illegible] দিগকে বিশ্বাস করিলেই ঠকিতে হয়। [illegible] তাহারা খুব স্বার্থপর। স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তাহারা সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের [illegible] স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যাঘাত হইলে তাহারা ব্যাঘাত-কারীকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিয়া থাকে। [illegible]-পূজা-প্রতিষ্ঠাই তাহাদের স্বার্থ। তাহা-[illegible] এই তিনটী প্রধান কারণে তাহারা [illegible] কাহারও উপর উপদ্রব করে না। তাই [illegible]মান্ ব্যক্তিগণ অমানিমানদ, দীন হীন [illegible] হইয়া সকলকে যথাযোগ্য সম্মান [illegible] করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজ [illegible] আরাধ্যদেবতার সেবা করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত এ জগতে থাকিয়া নিষ্কপট লাভ [illegible] অতীব [illegible]

যৎকিঞ্চিৎ

——::(০)::——

জীবের জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্রজন্ম, সাবিত্র-[illegible] ও দৈক্ষজন্ম। বিশুদ্ধ মাতা-পিতা [illegible] হইতে যে জন্ম, তাহাই শৌক্রজন্ম, উপনয়ন-[illegible] দ্বারা যে দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়, তাহার নাম সাবিত্রজন্ম এবং দীক্ষা-গ্রহণ-[illegible] গুরুগৃহে যে তৃতীয় জন্ম লাভ হয়, তাহাই দৈক্ষজন্ম। সাধুশাস্ত্র বলেন,—"যে [illegible] শ্রীহরি সেবিত হন, সেই জন্মই জন্ম, [illegible] দ্বারা শ্রীহরির সেবা [illegible] হয়, সেই [illegible] একমাত্র কৃত্য, যে আয়ুর দ্বারা [illegible] সেবা হয়, তাহাই পরমায়ুঃ [illegible] ও যে বাক্যের দ্বারা শ্রীহরির সংকীর্ত্তন [illegible] সেই মনই শুদ্ধ মন ও সেই বাক্য [illegible] বাক্য। হরিভজন ব্যতীত জন্মসমূহ

কি ফল? হরিসেবা ব্যতীত বেদপ্রতিপাদ্য কুল ও দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ুতেই বা কি লাভ?

ব্রহ্মজ্ঞের নাম ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকের নাম বৈষ্ণব। পূর্ণাবির্ভাব-তত্ত্ব ভগবান্ এবং অসম্যক্-আবির্ভাব-তত্ত্বই ব্রহ্ম। সুতরাং সদ্বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ ভজন করিলে ভাগবত হইতে পারেন। জীবের স্বরূপে ব্রহ্মত্ব-ধর্ম নিত্যকালই বর্ত্তমান। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও পাদদেশ হইতে শূদ্র—এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের সৃষ্টি হয়। শাস্ত্রে দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল—এই দশবিধ ব্রাহ্মণের কথা শুনা যায়। যিনি সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, নিত্য দেবপূজা ও অতিথি-সৎকার করেন, তিনি দেবব্রাহ্মণ। যিনি শাক-পত্র-ফল-মূল ভোজন করিয়া সর্ব্বদা বনে বাস করেন এবং সর্ব্বদা শ্রাদ্ধাদিতে নিযুক্ত থাকেন, তিনি মুনিব্রাহ্মণ। যিনি সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা বেদান্ত পাঠ করেন এবং সাংখ্যযোগ বিচারে কালযাপন করেন, তিনি দ্বিজ-বিপ্র। যিনি সংগ্রামে সর্ব্বসমুখে ধনুর্দ্ধারগণকে অস্ত্রদ্বারা আহত ও পরাজিত করেন, তিনি ক্ষত্রিয়-বিপ্র। যিনি কৃষিকর্ম্মাদিরত, গবাদি পশুর পালনরত এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়াদি বৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি বৈশ্য-বিপ্র। যিনি লাক্ষা, লবণ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করেন, তিনি [illegible] বিপ্র। যিনি চোর, তস্কর, [illegible] ও সর্ব্বদা [illegible] মাংস-আহারে লোলুপ, তিনি নিষাদ-ব্রাহ্মণ। যিনি [illegible] না জানিয়া ব্রাহ্মণ-সংস্কারের গর্ব্ব প্রকাশ করেন, সেই [illegible] তাঁহার নাম পশু-বিপ্র। যিনি [illegible] বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি খনকে ব্যবহার করিতে বাধা দেন, তিনি ম্লেচ্ছ বিপ্র। ক্রিয়া-হীন, মূর্খ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত ও সর্ব্বভূতে নির্দ্দয়—এইপ্রকার ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ বলা হয়।

যেমন কাষ্ঠের হস্তী, খড়ের মৃগ [illegible], [illegible] [illegible] নাই, [illegible] ব্রাহ্মণও [illegible]; এই তিনটী কেবল নাম-মাত্র—এই কথা মনু বলিয়াছেন। সত্য, দান, অদ্রোহ, আনৃশংস্য, লজ্জা, ঘৃণা ও তপস্যা যে মানবে দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ। শূদ্রে যদি [illegible] বিপ্রলক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে [illegible] শূদ্রলক্ষণ উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে শূদ্র শূদ্রবাচ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। [illegible]—হে রাজন! শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও যাঁর সদ্গুণসমূহ তাঁহাতে বিরাজমান থাকে, তাহা হইলে বৈশ্যত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয় এবং সরলতা-গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়।

বৈষ্ণবতা সর্ব্বা [illegible] বৈষ্ণবদাসই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের গুরু বৈষ্ণব।

বৈষ্ণবতাই জীবজনের একমাত্র সম্পত্তি অহঙ্কার, প্রভুত্ব প্রভৃতির বশে অবৈষ্ণবগণ প্রকাশ করেন, তাহাতে বৈষ্ণবের লোক নাই। বৈষ্ণবের সম্পত্তি হরি। কৃষ্ণদাস্য তাঁহার স্বভাব। এই কৃষ্ণদাস্য কল্পনা [illegible] নহে। ইহাতে কপট-ব্যবহার বা নিষ্কপট-বাঞ্ছা নাই। ভক্ত ভগবান্কে লাভ করা ব্যতীত—ভগবৎসেবা ব্যতীত আর কিছু চান না, ইহাই তাঁহার স্বরূপ। কৃষ্ণদাস্য-প্রবৃত্তিই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবতা হইলেই জীব শুদ্ধ ও মুক্ত হন। যাঁহার ভগবদ্ভক্তি আছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। ভগবদ্ভক্ত শূদ্র নহেন, তিনি ব্রাহ্মণেরও গুরু।

সাধারণতঃ সংস্কার-বিশিষ্ট পিতার ঔরসে শৌক্রজন্ম লাভ করিলে জাতি-বেদাধ্যয়নের উপযোগী মৌঞ্জীবন্ধন-সংস্কার আর্য্যাবর্ত্তে বিহিত—ইহা প্রস্তাবনা মাত্র। যদি দ্বিজাতি [illegible] লাভ করিয়া কেহ বেদজ্ঞ না হন, তাহা হইলে 'সাবিত্র-সংস্কারে'র ফল লাভ ঘটে না। বিপ্রগৃহে 'শৌক্রজন্ম' হইলেই যে 'ব্রাহ্মণ'-শব্দে অভিহিত হইবে—এরূপ নহে। ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া অসংখ্য ব্যক্তি বৈশ্য, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ বা 'অব্রাহ্মণ' হইয়াছেন। আবার অনেকে ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য, অন্ত্যজ, সঙ্কর ও যবনের গৃহে শৌক্রজন্ম লাভ করিয়া অন্তর্দ্দর্শী আচার্য্যের নিকট দ্বিজোচিত-সংস্কার লাভ করিয়া 'ব্রাহ্মণ' হইয়াছেন। পরিণত হইবার পূর্ব্বে 'ভাব্য'-শব্দের ব্যবহারের ন্যায় যিনি ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণ হইবেন, তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মণ বলা হয়। শৌক্র বা দৈক্ষ-ব্রাহ্মণই যে কেবল 'ব্রাহ্মণতা', তাহা বেদ, উপনিষৎ, মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্র স্বীকার করেন না।

বিশুদ্ধ মাতাপিতার অভাবে শৌক্রজন্মের সার্থকতা নাই। নিরবচ্ছিন্ন দশসংস্কার-বিশিষ্ট পিতৃপুরুষ পর্য্যন্ত এক্ষণে সকল সময়ে সকল স্থলে পাওয়া দুর্ঘট।

শুক্র ও বৃত্তগত বিচারে এবং পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারেও যে সাবিত্র-জন্ম [illegible] দৈক্ষজন্ম [illegible], তদ্দ্বারা [illegible] কোনও [illegible] হইতে পারে না।

সত্য মহাযুগে [illegible] প্রভৃতি [illegible] এরূপ [illegible] একই বর্ণ। জীব [illegible] আত্মনা [illegible] হয়, [illegible] [illegible] জীবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহিমা প্রকাশিত হয় না।

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

পরমারাধ্য [illegible] শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় গত [illegible] [illegible], [illegible] দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] [illegible] পূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়।

উক্ত দিবস [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রী[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়।

[illegible] শ্রীমদ্ভাগবত ও [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুনরায় [illegible] [illegible] প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

[illegible] [illegible] সহরের [illegible] [illegible] পথের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে-প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] [illegible] [illegible] গ্রামের প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া [illegible] নিকট স্থানীয় গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের বাড়ীতে [illegible] উপস্থিত হন। তথায় সেই দিবস [illegible] শ্রীকৃষ্ণলীলা ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। সভায় গ্রামের বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তথা হইতে [illegible] নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তথায় দিবসত্রয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়। তথা হইতে প্রচারকগণ [illegible] নিবাসী গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত [illegible] দাস [illegible] মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তথায় ১১ই, ১২ই ও ১৩ই [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] পাঠ ও ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়। তথা হইতে [illegible] ১৪ই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নামকীর্ত্তন উপস্থিত হন। সেই দিবস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের	পরবর্ত্তী দিনের	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৮০	।৵০	প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲		" অর্দ্ধ কলম	৩৫৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲	" এক কলম	৬০৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক প্রাদিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। সজ্জনতোষণী—শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়-সম্পাদিত ইংরাজী পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতরত্ন বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আদর্শমূলক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসম্বলরূপে পাইবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপজর্জ্জরিত কলিকবলিত এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

T◦E TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAI TANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

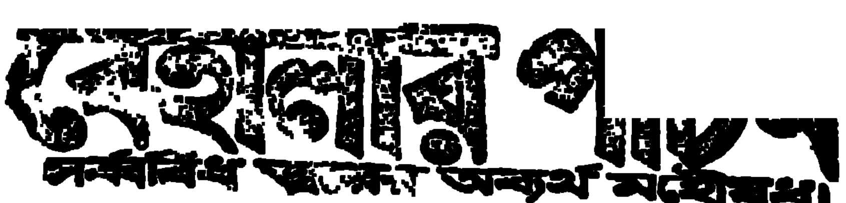

[illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি [illegible]। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরাদি এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। বড় বোতল ১৷০ টাকা, ছোট বোতল ৷৵০ আনা। পাইকারী
—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

পারস্যের সহিত রেলপথে ভারতের সংযোগ

পারস্যের সহিত এখন ভারতের রেলপথে সংযোগ স্থাপন হইল। এই রেলপথ নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। যুদ্ধ হইতে জাহেদান পর্য্যন্ত ব্যাপক এই রেলপথ গিয়াছে। ট্রেন চলাচলের জন্য শীঘ্রই এই রেলপথটি খোলা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

দুপুরবেলা মজুর খাটানো সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

এক সরকারী নোটে প্রকাশ যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে বেলা ১১টা হইতে ৩টা মধ্যে মজুরকে খাটানো নিষিদ্ধ ছিল. কিন্তু এই বৎসর ঐ আদেশ কার্য্যকরী হইবে না। তবে গ্রীষ্মকালীন উত্তাপের জন্য যে সব মজুরের অসুস্থ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইবে, উপরোক্ত সময়ে সেইসব মজুরকে কাজে খাটানো চলিবে না।

আহত পশ্বাদি বিনষ্ট করা সম্পর্কে নূতন অর্ডিন্যান্স

গত ১৭ই এপ্রিল এক নূতন অর্ডিন্যান্স বিধান প্রকাশ করিয়া শত্রুপক্ষের কার্য্যের ফলে গুরুতরভাবে আহত পশুগুলিকে অথবা বিপজ্জনক, স্বেচ্ছাবিচরণশীল বা অনাথা পশ্বাদি বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

মোটর চালকদের কার্য্যে তলব

গত ১৭ই এপ্রিলের গেজেটে প্রকাশিত বিধানানুযায়ী মধ্যপ্রদেশিক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন হইলে ১৮ হইতে ৪৫ বৎসরের বয়সের সমস্ত মোটরচালককেই কাজ করার জন্য তলব করিতে পারিবেন। ১৯৩৯ সালের মোটরযান অর্ডিন্যান্সের ৮নং বিধানানুসারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এই ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। চালকদের তলব করা হইলে তাঁহাদিগকে প্রত্যহ ২৲ টাকা হিসাবে মজুরী দেওয়া হইবে।

৪০ হাজার ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়

একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন বন্দর হইতে ৪০ হাজার ভারতীয়কে লইয়া আসা হইয়াছে। গত ৪ সপ্তাহ ধরিয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মদেশ হইতে নিরাপদে ভারতবর্ষে লইয়া আসা হয়।

জন উপযুক্ত যোগাযোগাদির অভাবে ভারতীয় সৈন্যরে অস্ত্রশস্ত্রাদিকে ভারতবর্ষে লইয়া আসার ব্যবস্থা করা হয়। ভারত হইতে যখন ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে লইয়া আসা হয়, তখন তাহাদের সৌভাগ্যের অবস্থাদি তাহাদের অযোগ্যতার অনুরূপ ছিল। সকলেরই ভারত যোগাযোগ বাবদ কর্ত্তৃত্বাধীন আকাশ হইতে আক্রমণ থাকা সত্ত্বেও এই জাহাজগুলি ভারতীয়দিগকে স্বদেশে লইয়া আসায় ব্যাপারে সাফল্য লাভ করে। ব্রহ্মদেশ হইতে লোকাপসারণের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নৌবহরের লোকজন উপযুক্ত খাদ্য এবং নিদ্রা ব্যতিরেকেই অকুণ্ঠিতে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। চিকিৎসকদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে কলেরা এবং অন্যান্য রোগ বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই।

ইরাণকর্ত্তৃক জাপানের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ

ইরাণ জাপানের সহিত সম্পর্ক ছেদন করিয়াছে এবং তেহরানস্থিত জাপদূতকে সাত দিনের মধ্যে তেহরান পরিত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে।

ইরাণের মন্ত্রিসভা অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছেন যে, জাপ দূতাবাস হইতে এক্সিস্ পক্ষের চরদিগকে টাকা পয়সা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জাপ দূতাবাসকে কেন্দ্র করিয়া মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালান হইয়াছে। এইজন্যই ইরাণের মন্ত্রিসভা জাপানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে, এক্সিসপক্ষীয় চরদের ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপের অবসান ঘটাইবার জন্য ইরাণ গবর্ণমেণ্ট যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তদনুযায়ীই জাপানের সহিত সম্পর্ক ছেদন করা হইয়াছে। বৃটিশ পক্ষ হইতে এই সম্পর্ক ছেদনের জন্য কোনও প্রস্তাব করা হয় নাই। জাপানের সহিত ইরাণের সম্পর্ক ছেদনের সময় যে সমস্ত আলাপ আলোচনা হয়, তাহা বৃটিশ এবং মার্কিন দূতদ্বয়কে জানান হইয়াছে।

প্রায় ৫২ লক্ষ সৈন্য বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে মজুত

পশ্চিম রণাঙ্গনে অভিযানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে 'নিউ ইয়র্ক পোষ্ট' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছে, "বৃটেনে ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য রহিয়াছে; তাহা ছাড়া, কুড়ি লক্ষ হোমগার্ড আছে, সুতরাং বৃটেনকে জার্ম্মানীর সহিত তুলনা করা যায়।"

'পোষ্ট' এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে, "রুশরা যদি পূর্ব্বদিক হইতে এবং ইংরাজ ও আমেরিকানরা যদি পশ্চিম দিক হইতে চাপিয়া ধরে, তাহা হইলে হিটলারই এবার দুইদিকে পড়িয়া যাইবেন।"

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীব্রজগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক—
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

নবতার শ্রীভক্তিবিনোদ-
শ্রীতমগ্রেব
এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-
সমূহ তাঁহার হস্তলিখিত
আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে
সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া
"ভক্তিদেশ"-ভাষ্যসহ প্রকা-
শিত হইয়াছে।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা
'ভাবার্থ'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন
সজ্জনগণের প্রত্যেক ব্যক্তির
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ২২ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ১০ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৯১ : ২৩শে এপ্রিল, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার | ৬৩শ সংখ্যা

"মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ব'লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'রবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'রবে, কোন অংশে কম মনে ক'রবে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ মধুসূদন, বুধবার কামদা একাদশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীতুলসী

——::(০)::——

শ্রীতুলসী বার্ষভানবী অবতার। ইনি বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন বলিয়া বৃক্ষ নহেন। ইনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ—পতিতপাবন-অবতার। ইনি কৃষ্ণকে দান করিতে পারেন। ইঁহার সেবার দ্বারা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। শ্রীতুলসী কৃষ্ণের বড় প্রিয়। ইনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা। যাঁহাকে দর্শন করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, যাঁহাকে জলধারা অভিষেচন করিলে যমভয় দূর হয়, যাঁহাকে রোপণ করিলে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয়, যাঁহাকে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করিলে প্রেমভক্তি লাভ করা যায়, সেই কৃপাময়ী শ্রীতুলসীদেবী আমাদের সকলেরই বন্দ্যা ও নিত্যসেব্যা। আমলকী ভক্ষণ করিলে, একাদশী শ্রীজয়ন্তীতে উপবাস করিলে যে ফল হয়, শ্রীতুলসীপূজা করিলেও সেই ফল হইয়া থাকে। স্ত্রী বা পুরুষ যিনিই শ্রীতুলসী-পূজা করেন, শ্রীতুলসীদেবী তাঁহাকেই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। শ্রীতুলসীকে রোপণ, সেবন, দর্শন ও স্পর্শ করিলে চিত্ত শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, যত্নপূর্ব্বক আরাধনা করিলে সমস্ত কামনা সিদ্ধি হয়। শ্রীতুলসীর সঙ্গ ও সেবার দ্বারা শুদ্ধানুভূতি হয়। সেইজন্য ভক্তগণ শ্রীতুলসীর নিকট তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা করিতে করিতে হরিনাম করেন।

শ্রীতুলসীকে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। যিনি প্রত্যহ শ্রীতুলসীর স্তব করেন, তাঁহার প্রতি শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হন। শ্রীভগবান্ তুলসীকানন ব্যতীত আর কোথায়ও প্রীতিলাভ করেন না। কেশব সমস্ত স্থান পরিত্যাগ করিলেও কলিকালে তুলসীকাননেই অবস্থান করেন। যাঁহারা তুলসীকানন দর্শন বা বিধিপূর্ব্বক রোপণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরমপদ লাভ করেন। যেখানে আমলকী-বৃক্ষ, শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ, তুলসী ও বৈষ্ণব না থাকেন, সে স্থান শ্মশানতুল্য। যিনি যত্ন-সহকারে শ্রীতুলসী রোপণ করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন। যাঁহারা তুলসীতে জল সেচন করিলে সেই জলধারা ভুবনময় পবিত্র হয়। প্রতিদিন তুলসী দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্ত্তন, নমস্কার, শ্রবণ, রোপণ ও সেবা—এই সবই মহামঙ্গলজনক। যাঁহারা প্রতিদিন তুলসীসেবা করেন, সহস্র কোটিযুগ তাঁহারা হরিলোকে বাস করেন। তুলসীপত্র ভক্ষণ ও তুলসীমালা কেশধারণ করিলে তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। শ্রীযমরাজ দূতগণকে বলিয়াছেন,—যাঁহারা তুলসীমালা অলঙ্কৃত, যাঁহারা তুলসী-নাম জপ করেন ও তুলসীকাননের সেবা করেন, হে দূতগণ, তোমরা তাঁহাদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।

যাঁহার গৃহে শ্রীতুলসী প্রতিদিন পূজিতা হন; যমদূতগণ তাঁহার গৃহের সমীপে কখনও গমন করেন না। যে স্থানে তুলসী-কানন বর্ত্তমান, তাহাই তীর্থস্বরূপ। নর্ম্মদা-দর্শন, গঙ্গাস্নান ও তুলসী পত্র স্পর্শ—এ তিনটী তুল্য ফলদায়ক। শ্রীতুলসী দারিদ্র্য, দুঃখ ও পাতকাদি বিনাশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সতত শ্রীতুলসীর পরিচর্য্যা করেন, তাঁহারা শ্রীহরিকেই পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীতুলসীকে বৃক্ষ মনে করিয়া কখনও অবজ্ঞা করিবে না। উহা ভীষণ অপরাধ। জীব-কল্যাণের জন্য শ্রীশালগ্রাম যেরূপ শিলারূপে অবতীর্ণ, শ্রীতুলসীও সেইরূপ বৃক্ষরূপে আবির্ভূত হইয়া জীবমঙ্গল বিধান করিতেছেন। শ্রীসীতাদেবী যেরূপ শ্রীরামচন্দ্রের প্রেয়সী, পতিতপাবনী শ্রীতুলসীও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী। গঙ্গার চারিদিকে যেমন একক্রোশ স্থান পবিত্র, তদ্রূপ তুলসীবনের চারিদিকেও একক্রোশ স্থান পবিত্র। যাঁহারা তুলসীর নিকটে প্রাণ-ত্যাগ করেন, তাঁহাদের নরক-যন্ত্রণা হয় না; পরন্তু তাঁহারা পরমপদ লাভ করেন। যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্যবস্তু দর্শন না করিয়া শ্রীতুলসী দর্শন করেন, তাঁহার আর কোন পাপ থাকে না। তুলসীকাননে যিনি মুহূর্ত্তকালও বিশ্রাম করেন, তিনি কোটি জন্মকৃত পাতক হইতে মুক্তি পান। যেমন গঙ্গার নাম করিলে সংসার-পাতক নষ্ট হয়, তদ্রূপ তুলসীর নাম কীর্ত্তন ও হরিনামকীর্ত্তন-কারীর প্রতি ভক্তি করিলেও পাপ নষ্ট হয়। যিনি গণ্ডূষমাত্র জল তুলসীতে সেচন করেন, তিনি যতদিন চন্দ্রতারা বর্ত্তমান থাকেন, ততদিন শ্রীভগবানের সহিত বাস করেন। যিনি তুলসীর চারিদিকে প্রাচীর রচনা করিয়া দেন, তিনি বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করেন। সংসারসমুদ্রে পতিত ব্যক্তিগণের পক্ষে তুলসীসেবা দুর্ল্লভ, সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ, এবং হরিভক্তিও দুর্ল্লভ। যিনি 'তুলসী' এই শব্দটী নিষ্কপটে উচ্চারণ করেন, তিনি সহস্র গোদানের ফল লাভ করেন।

তুলসী-কানন দর্শন করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং সে ব্রহ্মঘাতী হইলেও পবিত্র হইয়া থাকে। যে গৃহে তুলসী মূল-মৃত্তিকা, তুলসীকাষ্ঠ ও তুলসীপত্র থাকে, সেই গৃহ নিশ্চয়ই বিষ্ণুর স্থান। তুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, কাষ্ঠ, শাখা, পল্লব, অঙ্কুর, মূল ও ত্বক্‌কাদি সমস্তই পবিত্র। যেব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ-দ্বারা জপমালা ও কণ্ঠের মালা নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই অক্ষয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তুলসী হস্তে করিয়া গমন করেন, শ্রীহরি তাঁহাকে রক্ষা করেন ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন।

ভিক্ষা তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে অনায়াসে চিত্তশুদ্ধি হয়। মহাপাতকী ব্যক্তি তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে সদগতি লাভ করে। তুলসী স্মরণ, দর্শন ও তন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাতক নষ্ট হয়। কোন ব্যাধ তুলসীপত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করত ভগবদ্ধাম লাভ করিয়াছে, শুনা যায়। স্বয়ং ভগবান্‌ও যে তুলসীর মহিমার কথা বলিয়া শেষ করিতে পারেন না, তাঁহার অপার মহিমার কথা মাদৃশ ক্ষুদ্রজীব কি করিয়া কীর্ত্তন করিবে? শ্রীতুলসীদেবী নিজগুণে আমাদের ত্রুটী ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে অমায়ায় কৃপা করুন—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

দৃঢ়তা

——:০.(০):০:——

ভজন প্রয়াসী ব্যক্তিগণের দৃঢ়তার নিতান্ত আবশ্যক। দৃঢ়তা না থাকিলে কোনপ্রকারেই ভজনে উন্নতি লাভ করা যায় না। যোগীদিগের আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এবং জ্ঞানীদিগের বৈরাগ্য, তপস্যা প্রভৃতি বহু বাহ্যাচার আছে, কিন্তু ভক্তের তাহা কিছুই নাই। দৃঢ়তাই তাঁহার একমাত্র সহায়। ভজনসাধক বিষয়গুলি সর্ব্বপ্রকারে অঙ্গীকার ও ভজন-বাধক বিষয়গুলি সর্ব্বপ্রকারে অস্বীকার করাই দৃঢ়তার লক্ষণ। এইরূপ দৃঢ়তার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহাদের শ্রমমাত্র ফল হয়, প্রয়োজনরূপ প্রেমফল লাভ হয় না। পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে অন্যান্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃজন করিয়াছেন। তাহারা ইচ্ছা করিলে বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে। যে সমস্ত মহৎলোক জগতের অনেক মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবন আলোচনা করিলে জানা যায়, দৃঢ়তাই তাঁহাদের সর্ব্বকর্ম্মের সহায়। অতএব যাঁহারা মহাজনের পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা একান্তভাবে দৃঢ়তাকে হৃদয়ে স্থান দান করুন, অচিরেই স্বীয় অভীষ্ট প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভক্ত মহাজনগণের দৃঢ়তার লক্ষণ এই যে, তাঁহারা যাহা কৃষ্ণভজনের অনুকূল জানিয়া একবার অঙ্গীকার করেন, তাহা কোন কারণবশতঃই পরিত্যাগ করেন না এবং কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল জানিয়া যাহা পরিত্যাগ করেন, তাহা পুনরায় অঙ্গীকার করেন না। এ সংসারে জীবের প্রলোভনের বিষয় অনেক আছে, তাহাতে মোহিত হইয়া সত্যপথ হইতে বিচলিত হইলে কিরূপ অভীষ্ট লাভ হইবে?

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণ জীবের নিত্যপ্রভু। অনাদি কাল হইতে এই সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ সেই সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া আমরা কৃষ্ণের ইচ্ছায় মায়া-বন্ধনে পতিত হইয়াছি এবং মায়িক অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া নিত্যপ্রভুর সেবা হইতে ক্রমশঃই বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছি। সৌভাগ্যক্রমে এবং সাধুর কৃপাবলে যাঁহাদিগের এই বাক্যে বিশ্বাস হয়, তাঁহারা ভগবৎপ্রাপ্তি লাভ করিবার আশায় সকল স্বকর্ম্ম অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়রূপে স্বীয় প্রভুর ভজনা করেন। এই সংসারে যত বিঘ্ন উপস্থিত হউক, তিনি কোনমতেই বিচলিত হন না। তাঁহার দৃঢ়তার আভাস নিম্নলিখিত বাক্যে কিছু বুঝা যাইবে। ভক্তরূপী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিতেন,—

তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণ।
মুখে কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে, বাপ, সব সত্য হয়।
কৃষ্ণ না ভজিলে রূপ-বিদ্যা—কিছু নয়॥
কৃষ্ণ সে জগৎপিতা, কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি' ভজ, বাপ, কৃষ্ণের চরণ॥

(চৈঃ ভাঃ)

কৃষ্ণকে জীবনসর্ব্বস্ব জানিয়া মুখে কৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তন, কর্ণে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ, হৃদয়ে কৃষ্ণরূপ-চিন্তা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এইরূপে ভজন করিতে হইবে। কৃষ্ণের সংসারে বাস করত সমুদয় অনাচার পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্তের সহিত দৃঢ়সৌহার্দ্দসহকারে কৃষ্ণানন্দ-উৎসবে দিন যাপন করিতে হইবে। সম্পদে-বিপদে সর্ব্বদা দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিতে হইবে, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া বৃথা-কর্ম্মে মত্ত হইলে চলিবে না।

যাঁহার হৃদয়ে ভক্তিরসের সঞ্চার হইয়াছে, তিনি এই সংসারে শত শত বিঘ্নপ্রাপ্ত হইলেও কৃষ্ণকে ভুলিতে পারেন না। সমস্ত ব্যবহারিক কার্য্য যথোচিত সম্পন্ন করিয়াও তাঁহার মন কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বিচলিত হয় না। তিনি যাহাই করুন, তাঁহার সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য স্বীয় নিত্যপ্রভুর তুষ্টিবিধান। দৃঢ়তাসহকারে এই বাসনা হৃদয়ে স্থান দান করিয়া তিনি শীঘ্রই অভীষ্ট লাভে সমর্থ হন।

বৈষ্ণব মহাজনগণের দৃঢ়তা অত্যদ্ভুত। এ জগতে তাহার তুলনা নাই। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ের বাদশাহকর্ত্তৃক বহু সম্মানিত হইয়াও যে সমস্ত রাজ্য-সম্পদ্ তুচ্ছ জ্ঞান করত হৃদয়ের দৃঢ়তার বলে রাজার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উদাসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দৃঢ় ভজনে জগৎ চমৎকৃত হইয়াছিল।

রাজার পুত্র রঘুনাথ অতুল ঐশ্বর্য্যকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া ভগবানের কৃপায় লোকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দৃঢ়তাবলে শ্রীচৈতন্যচরণ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের দৃঢ় নিয়মে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

এই বিষয়টী আমাদিগকে আরও প্রকৃষ্টভাবে জানাইবার জন্য ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম লিখিয়াছেন,—

নিতাই-পদ-কমল কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনা ভাই,
রাধা-কৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইএর পায়॥

নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের জীবনীতেও আমরা পাই,

খণ্ড খণ্ড হয় দেহ, যায় যদি প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

——

যৎকিঞ্চিৎ

——::(০)::——

পূর্ণচেতন ও অণুচেতনে নিত্য সম্বন্ধগত যে নিত্যব্যবহার, তাহাই নিত্যধর্ম্ম। পূর্ণচেতন নিখিল অণুচেতনকে নিরন্তর অপ্রতিহতভাবে আকর্ষণ করেন। সেই আকর্ষণ নিত্যভাবে প্রবৃত্ত থাকাই জীবের স্বাস্থ্য, স্বভাব বা নিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকা। সেই স্বাভাবিক আকৃষ্টিই অনুরাগ বা ভক্তি। সেই নিত্য স্বভাব বা নিত্যধর্ম্মকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলা হয়। বৈষ্ণব-শব্দ সবিশেষ পরমেশ্বরের সম্বন্ধগত বস্তুকে লক্ষ্য করে। বৈষ্ণবধর্ম্মই শুদ্ধচেতনের ধর্ম্ম।

বৈষ্ণবগণের শিব, দুর্গা প্রভৃতি নিত্যকাল অপ্রাকৃত বিষ্ণুর পীঠাবরণ-দেবতারূপে গোলোক-বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান। শিব বৈষ্ণবোত্তম, দুর্গাদেবী মহাবৈষ্ণবী। এই শিব ও দুর্গাদেবীর প্রসাদে বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়াছেন। তবে বৈষ্ণবগণের পূজিত পীঠাবরণ দেবতাগণ বা কৃষ্ণপ্রিয়তম শিব বা দুর্গা জগতের অভাভিলাষি-সম্প্রদায়কর্ত্তৃক পূজিত ছায়া শিব বা ছায়াশক্তি নহেন।

গায়ত্রী বিষ্ণুরই মহিমগানকারীর ত্রাণকারিণী। পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্র বলেন, গায়ত্রী বিষ্ণুরই মহিমগানকারীদের ত্রাণকারী। শাস্ত্র বলেন,—অনাদি গায়ত্রী প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রীরূপে প্রকট ছিলেন, পরে অন্যান্য উপনিষদ্গণের সৌভাগ্য আলোচনাপূর্ব্বক সাধনবলে গোপালোপনিষদের সহিত ব্রজে প্রকটিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ করেন। কামগায়ত্রীরূপে নিত্য হইয়াও তিনি বেদমাতা গায়ত্রীরূপে নিত্য পৃথক্ অবস্থান করেন।

প্রণবের অর্থ—সৃষ্টিশক্তি, পালনীশক্তি ও নাশিনীশক্তিত্রয়ের শক্তিমান্ অর্থাৎ যে শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, পালিত হইতেছে ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তাহাই প্রণবার্থ পরমেশ্বর। শ্রীনামের অপ্রাকৃত্রিমভাবই প্রণব। ভগবান্ বিষ্ণুই জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিনটী ব্যাহৃতিকে 'ব্যাহৃতি' বলে। আবার প্রণব, পুরুষ ও কাল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র মূর্ত্তিতে পরিচিত। জগতের সাহায্যে সবিতার প্রকাশ নহে; তিনি স্বপ্রকাশবস্তু, স্বয়ংই উৎকৃষ্ট বরেণ্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর বরণীয় বাণ্যা গোলকধাম স্বর্য্যাদিবিহীন নিত্য, শুদ্ধ ও জাগ্রত। সবিতৃদেবের বরেণ্য বস্তু—তুরীয় ব্রহ্ম। সেই পরমেশ্বর বস্তুকে সূর্য্যমণ্ডলে ধ্যানযোগ্য ধ্যেয়ঃ ধ্যানকারী জীব ও সাধক জনের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা জ্যোতির্বিশিষ্ট; তাহাতে কর্ম্মফলাদির পাপসমূহ নাই। তিনি অনাদিকালবদ্ধ জীব নহেন অথবা জগন্মধ্যস্থ দেবতাও নহেন, তিনি আনন্দ মূর্ত্তিবিশিষ্ট বোধ বস্তু। সেই 'ভর্গ'শব্দ প্রণবার্থ এবং বিষ্ণু ভগবত্তত্ত্বে অভিন্ন বর্ণিত হওয়ায় ভর্গদেব-শব্দ ভগবৎ-প্রতিপাদক। তিনি পরম জ্যোতির্ম্ময়। তিন জগতের জন্মাদির তিনিই কারণ। তিনি বিষ্ণু। বিষ্ণুর বরণীয় পদই সেবারত মনের দ্বারা ধ্যেয়। তাঁহার কৃপায় সেই পরম সত্যবস্তু আমাদের ধীর্ত্তির বিষয় হওয়ায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণা সাধিত হয়।

যেসকল নর্ম্মপ্রদায়ীত পরমহংসগণ ঐকান্তিকতাবে একমাত্র হরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তনপরকে সার করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্ধ্যা-বন্দনাদি বা বর্ণাশ্রমের কৃত্য গায়ত্রীজপাদির অপেক্ষা নাই। কারণ শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রে ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামগায়ত্রী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদের মুখে শুদ্ধ হরিনাম প্রকাশিত হইতেছে না, যাঁহারা বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া হরিভজন করেন, তাঁহারা শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলেও পৃথক্ভাবে ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করেন।

সেবানীতি

——::(০০)::——

জাগতিক নীতি ও ভক্তের নীতি এক নহে। জড়জগতের যে নীতি, তাহা ভোগমূলক, তাহাতে স্ব-পর-ইন্দ্রিয়তর্পণপিপাসাই প্রবল। কিন্তু ভক্তের নীতি পৃথক্। ভক্তের নিজেন্দ্রিয়তর্পণাকাঙ্ক্ষা নাই। তাঁহার যাহা কিছু নীতি বা নিয়ম—কৃষ্ণসেবানুকূলকে কেন্দ্র করিয়া। ভক্তের কৃষ্ণই সব। ভক্তের নীতি—সেবানীতি। জাগতিক নীতি জড়জগতের লোকের একটা গতানুগতিক নিয়ম। নীতিপালনের উদ্দেশ্য কি, তাহা তাহারা বুঝে না। কিন্তু ভক্ত জানেন,—নীতি বা নিয়মপালনের দ্বারা ভগবানের সেবা করা। যে নীতি বা নিয়ম ভগবানের সেবায় ব্যাঘাতকারক, তাহা তাঁহারা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন। ভক্তের গতানুগতিক বা কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। ভগবানের সুখবিধায়ক সময়োপযোগী নীতিই তাঁহাদের গ্রহণীয়। সেবার অনুকূল গ্রহণ ও প্রাতিকূল্য বর্জ্জনই ভক্তের মূল নীতি।

ভক্ত ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণকারী। তাঁহার নিজের রক্ষার বা পালনের চিন্তা নাই। প্রভুই তাঁহার রক্ষক ও পালক। শরণাগত ভৃত্যের কার্য্য—প্রভুর সন্তোষবিধান করা। শরণাগত ভক্তগণ নিজের জন্য কোন চিন্তা না করিয়া ভগবানের সেবার জন্যই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া থাকেন। ভগবানের সেবা করিতে গিয়া 'পাপ হইবে—অপরাধ হইবে,' এই চিন্তা করিয়া ভক্ত নীতিহীন না, যদি তাহাতে ভগবানের সুখ হয়। ভগবানের সেবার জন্য তাঁহারা অনন্তকালের জন্য নরকবাস করিতেও প্রস্তুত; কিন্তু নিজসুখের জন্য ভগবান্ক ক্লেশদান করা দূরের কথা।

অপরাধের আশঙ্কাও ভক্ত জীবন ত্যাগ করেন। ভক্তের এই সেবানীতির কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজভৃত্য শ্রীগোবিন্দ এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন,—

গোবিন্দ কহে,—"আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি॥"
(চৈঃ চঃ অ ১২৫-২৬)

ভগবানও এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তের কোন দোষ বা অপরাধাদি গ্রহণ করেন না। ভগবানের সুখোদ্দেশে যাহা করা যায়, তাহাই একমাত্র সুনীতি, আর অন্যান্য সমস্তই দুর্নীতি। ভগবান্‌কে বাদ দিয়া যে নীতি, তাহা সমস্তই লোকচক্ষুর অন্তরালে পাপকে আশ্রয় করিয়াই আছে। ভক্তই সৎ; তাঁহার ভগবৎসেবার উদ্দেশে যে নীতি, তাহাই একমাত্র সুনীতি। ভগবান্ ভক্তের ত্রুটী দেখেন না। ভক্ত নির্দোষ। ভগবান্ ভক্তের সেবাচেষ্টা দেখিয়াই সুখী হন।

ভৃত্য-স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে, আত্মপর্যন্ত প্রসাদ॥
(চৈঃ চ অঃ ১।১০৭)

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্॥

এই ভগবান্ পুরুষোত্তম—নির্ম্মলমতি; তিনি ভৃত্যের বড় বড় অপরাধ দৃষ্টি করেন না, অতি অল্প সেবাকে বহুমানন করেন এবং আত্মনিন্দাকারী খলের প্রতিও অসূয়া আবিষ্কার (প্রকাশ) করেন না।

বাস্তবিক শুদ্ধভক্তিসদাচারবিহিত হইয়া ভগবানের সুখোদ্দেশে যাহা করা যায়, তাহা আপাতদৃষ্টিতে পাপের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও তাহা পাপ নহে। তাহাই একমাত্র ধর্ম। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং
স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥

ভগবানের জন্য যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ন্যায়, আর তদ্ব্যতীত সমস্তই পাপনামে কথিত হয়। বস্তুতঃ ভগবানের সেবার জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ, ন্যায়-অন্যায় সমস্ত পরিত্যাগই বিধেয়—ইহাই প্রকৃত সুনীতি। ভগবান্ ঐরূপ শরণাগতের সমস্ত পাপ মোচন করিয়া থাকেন, তাঁহার কোন অমঙ্গল হয় না।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥

—গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবানের এই শ্রীমুখবাণীই ইহার প্রমাণ।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"সকল নীতি ও অখিল সদ্গুণের আকর স্থানে কেন্দ্র ঠিক না বাঁধলে বিপথে চ'লে যেতেই হ'বে। মূল পদার্থ ঠিক থা'কলে শাখাগণের সকল আলোচনা ঠিক হ'বে। মূল কেন্দ্র ঠিক হ'লে কেবল যে কোন শ্রেণীবিশেষেরও উপকার হ'বে, তা' নয়, স্বামী-স্ত্রী, শিক্ষক-ছাত্র, অধ্যাপক-অধ্যাপিত, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ভারতীয় ও ভারতের বহির্ভূত সকল শ্রেণীর জীবেরই পূর্ণমঙ্গল লাভ হ'বে।

মূলবস্তু পরিত্যাগ ক'রে ডালপালার সেবা বৃথা। মূলকে কেটে যদি ডালপালায় খুব জলসেচন করা যায়, তা'হ'লে তা'তে কোন সুফল লাভ করা যায় না। আর ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ নীতিপালনের জন্য পৃথগ্‌ভাবে চেষ্টান্বিত না হ'য়েও যদি ভগবৎসেবায় ঐকান্তিক হওয়া যায়, তা'হ'লে সমস্ত সন্নীতি ও সদ্গুণ আনুষঙ্গিকভাবেই লাভ হয়।

আগে নীতি, পরে ভগবদ্ভক্তি—একথা ঠিক নয়। আগে ভগবদ্ভক্তি, তা'তেই আনুষঙ্গিকভাবে সব আছে। ভগবদ্ভক্তি পরমা নীতি। ভগবদ্ভক্ত কখনও দুর্নীতিপরায়ণ হন না। জগতের লোক কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত বিচার ক'রে রেখেছে। তা'রা পরমেশ্বরের সেবাকে সকলের শেষে—হ'লে হ'লো, না হ'লে না হ'লো, আর হ'লেও গৌণভাবে হউক—এরূপ ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে। অনেকে নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মুখে ভগবান্‌কে স্বীকার করেন, ভগবান যেন তা'দের সুব্যবস্থাপকমাত্র নীতির সহায়কারী থানাদার! নীতির জন্য ভগবান্, ভগবানের সেবার জন্য ভগবান্ নহেন! নীতির জন্য ভগবান্ জিনিষটা আমার কিছু সম্প্রদায়। আমি স্বৈরাচারিক হ'য়ে জগতে নীতি ভোগ ক'রতে পা'রব, আর সংযমী ব'লে প্রতিষ্ঠা নিতে পা'রব বা ঐ পরিমাণে ভোগ ক'রতে পা'রব, এজন্যই আমার মানসে সার্ব্বক ও লৌকিক ভগবান্ আকার; চামে কিন্তু আমি তাঁ'কে নিরাকার-নিঃশেষ ক'রে রেখেছি! আর ভগবদ্ভক্তের ভগবান্—নিত্য অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্—ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই ভগবান্। যাঁরা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, তাঁ'দের মধ্যে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকে কেন্দ্র ক'রে যতপ্রকার দুর্নীতি বা নিম্নাধর নীতি জগতে প্রকাশিত হয়, সেগুলি তাঁ'দের মধ্যে নাই; নিখিল সন্নীতি, পবিত্রতা, সংযম, সদাচার, তিতিক্ষা, অমানি-মানদত্ব ও সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ গুণ তাঁ'দের সেবা করবার জন্য উদ্গ্রীব। একটী দিক্ নয়, অসংখ্য দিক্ থেকে প্রমাণ দেওয়া যা'তে পা'রে, 'ঈশ্বর-নীতি' বা নীতির অধীন ঈশ্বরকল্পনা নাস্তিকতামাত্র।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(০)::——

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই পাঁচ আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়। এই পাঁচের অল্প সঙ্গ হইতেই কৃষ্ণভক্তির অঙ্কুর অনুশীলন করিতে পারি। পাঁচের অল্প সঙ্গপ্রভাবে ভগবদ্বস্তুর সান্নিধ্য লাভ ঘটে। পাঁচের অসম্যক্ কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়। ভাগবতকথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যের অকৃত্রিম দাসগণের ভাগবতের কথা ব্যতীত অন্য কথা নাই। ভাগবতের কথাই শ্রীচৈতন্যদেবের কথা। ভাগবত থেকে শ্রীচৈতন্যের কথায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা যাঁ'রা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদি-চেষ্টা হ'তে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত, ভাগবত তাঁ'দেরই আরাধ্য; তাঁ'রাই ভাগবতের আরাধনা জানেন।

ভাগবতের নিকট ভাগবত আলোচনা ক'রতে হবে, ভাগবত-বিরোধীর নিকট নয়। চব্বিশ ঘণ্টা যাঁ'রা ভাগবতসেবা করেন, প্রত্যেক কার্য্যই যাঁ'দের ভগবৎসেবা, যাঁরা চেতনধর্ম্মে জেগে লেখা ধর্ম্মকে নিরস্ত ক'রেছেন, অচিৎশক্তির দর্শনে আবদ্ধ ন'ন, এমন চেতনবিগ্রহ বৈষ্ণবগণ—পূর্ণপ্রজ্ঞের প্রধানগণ ভাগবত। অচেতনের বশিষ্যতা হ'তে যাঁ'রা জ্ঞান সংগ্রহ করেন না, তাঁ'রাই ভাগবত সুষ্ঠুভাবে উপদেশ ক'রতে পারেন।

হরিভজনের কথা শুনিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোগ চালাইব ইহা পাষণ্ড ভোগীদিগের বিচার; কিন্তু কোমলশ্রদ্ধ প্রবর্ত্ত বা সাধকের পক্ষে প্রথম প্রথম কিছু অনর্থ দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা যে আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণ সেই কার্য্যকেই নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন, বাস্তবিক তাহা নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—"আমার কথায় যাহাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহাদের ঐ ইতর চেষ্টারূপ দুষ্টপাপাদির সমষ্টি নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া যাইবে।" যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ বাস করেন, তাঁহার অন্য সকল কামনা নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নাম, ধাম ও কামের সেবা করাই কর্ত্তব্য। যাহারা অবৈষ্ণবসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগের দ্বারা প্রপঞ্চকারী হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা অধোক্ষজের সেবা করে না।

ভগবানের চরণে অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশ্বাসই প্রয়োজন। ভগবানের চরণে যাঁহাদের অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধাবিশ্বাস হইয়াছে, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। আমরা কোন দিন বলিয়া রাখিব, তাহার মূল্য নাই, 'অতএব আমাদের [illegible] নষ্ট [illegible] সেবা করিবার সময় নাই। ভক্তের পাদপদ্মে আন্তরিক হইতে না পারিলে অর্থাৎ যাঁহাদের ঐকান্তিক ভৃত্য হইতে না পারিলে কখনও জীবের নিস্তার নাই।

শ্রীকৃষ্ণের মন্দির—শ্রীগুরুদেবের অন্তঃকরণ। শ্রীগুরু স্বয়ংই ভগবানের মন্দির। ভগবানের ধাম ও মন্দিরাদি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তুর সেবাকাশ। এই স্বয়ংপ্রকাশ হইলেন—নারায়ণের অংশ। যাহারা শ্রীমন্দিরকে কিছু মনে করেন, তাঁহারাই নাস্তিক। মানব বস্তু হইতে আত্মা হইলে তাহা আর সম্ভব নহে। মন্দিরকে কেহ ভাঙ্গিতে পারে না, তাহা ভোগের বস্তু। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহকে যাহারা প্রাকৃত মনে করে, তাহারা অন্ধ। দিব্যজ্ঞান লাভ না হইলে শ্রীবিগ্রহদর্শন ও শ্রীমন্দিরদর্শনাদি—কিছুই হয় না।

কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ

আমরা গুরুমুখে শুনিতে পাই যে, আমাদের নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করা দরকার। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন না করিলে মঙ্গলের আশা নাই। এই আদেশ শ্রবণ করিয়া অনেকেই মনে করেন, সকলকেই হরিকথা বলিতে গেলে গুরু-অভিমানরূপ প্রতিষ্ঠা আসিয়া জীবকে পাতিত করিয়া বিষয়ে লিপ্ত করাইতে পারে। কিন্তু কথা তা' নয়। ভক্ত হইয়া নিষ্কপটে হরিকথা কীর্ত্তন করিলে কোনও দিন বিষয়-স্পৃহা বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। সেবকাভিমানই বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা; উহাই স্বরূপের পরিচয়। গুরুমুখে শ্রুতবাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হয়—বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা লাভ হয়—সেবকাভিমান জাগে। কীর্ত্তন হরিকথাকথনের আদেশে গুরু-কৃষ্ণের সুখের উদ্দেশে হওয়া চাই; নতুবা আনুগত্যহীন বা আদেশহীন কীর্ত্তনের কোন মূল্য নাই। 'আমি কৃষ্ণ-ভক্তগণের দাসানুদাস'—এই বুদ্ধিতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন জীবকে কৃষ্ণভজনের নিরন্তর প্রবৃত্তি দান করিয়া থাকে। গুরু-বৈষ্ণবগণ অনুক্ষণ হরিকথা প্রচার করিতে। এই আদেশ যেখানে নাই, সেখানে কীর্ত্তন কি করিয়া হইবে? কীর্ত্তনকারী ত' একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার শ্রীমুখে কীর্ত্তনশ্রবণের সৌভাগ্য হইলে 'হরিকথা' তাঁহার কথামৃত অর্থে বলা যাইতে পারে। সুতরাং আমাদের যে কীর্ত্তন তাহা দেখিতে কীর্ত্তন হইলেও এক নামাপরাধ। আমাদের কীর্ত্তন নিত্য শ্রবণানুকীর্ত্তন। এই নিত্য বা অনাদিগত দিন। তাই মহাপ্রভু আদেশ ক'রলেন,—

"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥"

'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের জন্য, ৪র্থ দিনের পর		এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।/০	প্রত্যহ প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	এক কলম	৩৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

[illegible] (অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। [illegible]—[illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর [illegible] সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই [illegible] শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক [illegible] ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌড়-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই ইহাদের [illegible] তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক [illegible] এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে [illegible] কলিযুগের এই [illegible] উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে [illegible]-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন সভায় ইংরাজী ভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible]-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ [illegible] উপায় [illegible] করিবার নিমিত্ত [illegible] এবং নূতন [illegible] সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ১৵০ দশ আনা, বড় বোতল ২৵০ আড়াই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

পার্লিয়ামেণ্টে ব্রিটিশ বাজেট

গত ১৪ই এপ্রিল কমন্স সভায় বাজেট বক্তৃতা প্রসঙ্গে অর্থসচিব স্যার কিংসলি উড ঘোষণা করেন যে, ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ঋণ ও ইজারা-দান আইনে যে সাহায্য পাইয়াছে, তাহার পরিমাণ মাসিক ১০ কোটি পাউণ্ড। কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই [illegible] ৩০ কোটি পাউণ্ড [illegible]। ১৯৪০-৪১ সালের আর্থিক বৎসরে মোট রাজস্বের পরিমাণ ২৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ অথবা পূর্ব অনুমান অপেক্ষা ২৮ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী [illegible] বলা হয়, মোট ব্যয় হইবে ৪৫০ কোটি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হয় ৪৭৭ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। তিনি অনুমান করেন, ১৯৪১-৪২ সালের আর্থিক বৎসরে ৫৩৮ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মোট ব্যয় হইবে। ১৯৪১-৪২ সালের প্রকৃত ব্যয় অপেক্ষা ইহা ৬১ কোটি পাউণ্ড বেশী। আগামী আর্থিক বৎসরে সমস্ত বিভাগ হইতে মোট আয় ৭৫০ কোটি পাউণ্ডের বেশী হইবে। [illegible] হইতে যে ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ হইবে ৪৫০ কোটি পাউণ্ড। কাজেই আরও ২৫০ কোটি পাউণ্ড আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা [illegible] হইবে।

বে-সামরিক রক্ষী দল গঠন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিবার জন্য বাঙ্গলার সর্ব্বত্র রক্ষীদল গঠন করা হইবে। এতদুদ্দেশ্যে বাঙ্গলা দেশকে ৬ ভাগে বিভক্ত করা হইবে। প্রত্যেকটি বিভাগ একজন দায়িত্বসম্পন্ন হিন্দু মহাসভা সদস্যের অধীন থাকিবে। ইঁহাদের প্রত্যেককে বহুসংখ্যক সদস্যের [illegible] নিযুক্ত কর্ম্মী সাহায্য করিবে। এতদুদ্দেশ্যে কর্ম্মী সংগ্রহের সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। আর একটি প্রস্তাবে কলিকাতা এবং অন্যান্য বিপজ্জনক এলাকা হইতে বাধ্যতামূলকভাবে (সামরিক ও রাজনৈতিক) বিভাগ সমূহে [illegible] গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

রুশ রণাঙ্গনে জার্ম্মানের ক্ষতি

[illegible] 'রেড ষ্টার' পত্রিকায় লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে, রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের প্রথম নবমাসে জার্ম্মানেরা ৯০০০ দৈনিক [illegible]। ১৯৪১ এর জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১২০০ জার্ম্মান বিমান ধ্বংস হইয়াছে এবং ঐ বৎসরের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আরও ৫৫০০ হইতে ৫৭০০ বিমান ধ্বংস হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরেও তাহাদের ক্ষতি পরিমাণ বেশী বৃদ্ধি পাইতেছে।

আগুনে বোমা

অতি বিস্ফোরক (High Explosive) বোমা, আগুনে (Incendiary) বোমা ও গ্যাস-বোমা—এই তিন শ্রেণীর বোমাই বহু বিমান আক্রমণে ব্যবহৃত হয়।

আগুনে বোমা সাধারণতঃ ২।০ পাউণ্ডের ওজনের হইয়া থাকে। বৃহদাকার বোমা ৫০।৬০ পাউণ্ড হইয়া থাকে। আগুনে বোমায় 'বিস্ফোরণ' হয় না অর্থাৎ ইহা হঠাৎ ফাটিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে না। অনেক ক্ষেত্রে "মিশ্র" বোমা তৈয়ারী হইয়া থাকে অর্থাৎ কিছু পরিমাণ অতি-বিস্ফোরক পদার্থ বা গ্যাসের সহিত মিশ্রিত থাকে। ২২ পাউণ্ড ওজনের আগুনে বোমা পাঁচ ইঞ্চি পুরু কংক্রীটের পাটাতনও ভেদ করিতে পারে। একটি বোমারু বিমানে একসঙ্গে [illegible] হইতে দুই হাজার পর্য্যন্ত ছোট বোমা বহন করা হয়, ২।০ পাউণ্ডের বোমাগুলি ২ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া হইয়া থাকে। বোমাগুলির আবরণ [illegible] ইলেক্ট্রন ম্যাগনেসিয়াম দ্বারা প্রস্তুত।

মাটিতে পড়িবার পর আগুনে বোমার ভিতরের উপাদানগুলি অগ্নিসংযুক্ত হইয়া উঠে। এক মিনিটকাল পর্য্যন্ত উহা জ্বলে। এই সময়ের তাপ ৬৫৮০ ডিগ্রী ফারেনহিট। এই তাপের প্রকোপে বোমার বহিরাবরণটি গলিয়া [illegible] থাকে। তারপর প্রায় [illegible] ১০।১৫ মিনিটকাল ধরিয়া ২০০০ ডিগ্রী "ফারেনহিট" তাপে জ্বলিতে থাকে। ইহার পর আগুন বোমার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। কোথাও [illegible] আগুনে বোমার শিখা ও স্ফুলিঙ্গ ছিটকাইয়া পড়ে এবং বোমার গলিত দ্রব্য হইতে প্রচণ্ডভাবে তাপ নির্গত হইতে থাকে।

[illegible] আগুনে বোমা নিকট [illegible] বালুকা [illegible]। ইহা উপর জল নিক্ষেপ করা উচিত নহে। উহাতে আগুন ব্যাপক ও প্রবল করা হয় [illegible]। [illegible] "বোমা" উপাদানের মধ্যে মিশাইয়া বিষাক্ত গ্যাস "(Phosgene)" [illegible] হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সচিত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-
সমূহ তাঁহার [illegible]
[illegible] পাণ্ডুলিপি-অনুসারে
[illegible] ও [illegible] হইয়া
"[illegible]"-ভাষ্যসহ প্রকা-
শিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-[illegible],
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী[illegible]

[illegible] এই গ্রন্থ '[illegible]' টীকা
'[illegible]'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
[illegible]। [illegible]
[illegible]
[illegible]।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ [illegible],
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২৪ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১২ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৭৯ . ২৫শে এপ্রিল, ইং ১৯৭২, মঙ্গলবার } ৫৪ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ মধুসূদন, [illegible] ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

এ বৎসর শ্রীভগবানের অযাচিত কৃপায় জগতের পরমপ্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম-মাস নিখিল জীবকে সেবাসুযোগ প্রদান করিবার জন্য সমাগত হইতেছেন। এই শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে শ্রীহরিভক্তিবিষয়ের সেবা করিলে যে কি পরমফল লাভ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই শ্রীপুরুষোত্তম-মাস আগামী ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৬ই মে, মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ হইয়া ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩ই জুন মঙ্গলবার পর্যন্ত থাকিবেন। এই শ্রীপুরুষোত্তম মাস-সম্বন্ধে [illegible] শ্রীপুরুষোত্তমের নিজ-জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃপাপূর্ব্বক যাহা আমাদিগকে ইতঃপূর্ব্বে জানাইয়াছেন, তাহা আমরা শ্রীভক্তবৈষ্ণবগণকে যথাযথ প্রকাশ করিয়া শ্রীহরিভক্তবৈষ্ণবের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতেছি।—

স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে বৈদিক আর্য্যগণ দুইভাগে বিভক্ত। তাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী, তাঁহারা স্বভাবতঃ পরমার্থ-শাস্ত্রে রুচিপ্রাপ্ত হন না। নিজ-নিজ রুচি-অনুসারে মানবের বিচার, সিদ্ধান্ত, ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্ত্তগণ নিজ-নিজ রুচি-সম্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন। [illegible] তাঁহাদের [illegible] না থাকায় [illegible] করেন না। [illegible] বিভাগের কর্ত্ত—বিভাগ স্বতন্ত্র হইলেও অসংলগ্ন তার একটী গূঢ় [illegible] আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যত দূর [illegible] পারিয়াছি, যে উদ্দেশ্য [illegible] অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলে [illegible] অমোঘ হয়। অধিকার চ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় স্বীয় অধিকারানুসারে কার্য্য [illegible] ও [illegible] বিবিধ [illegible] লাভ করিয়া থাকেন। যে-পর্য্যন্ত মানবের কর্ম্মাধিকার থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার স্মার্ত্ত পথই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মাধিকার অতিক্রমপূর্ব্বক যখন তিনি ভক্ত্যধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক-পথে স্বভাবতঃ রুচি হয়। [illegible] বিধাতা স্মার্ত্ত পরম্পরা [illegible] বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র মানবগণকে সর্ব্বদা কর্ম্মাধিকারে নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেক প্রকার বিধিবিধান করিয়াছেন। এমন কি, ঐ-সকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেক স্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট দ্বিবিধ রূপপ্রকার ভাব। অধিকারনিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র স্মার্ত্ত-পরমার্থভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রতীত।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র বৎসরকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বাদশমাসে সর্ব্ব সৎকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। কর্ম্মবিধানত সমস্ত কর্ম্মই যখন দ্বাদশমাসে বিভক্ত হইল, তখন 'অধিমাস' কর্ম্মহীন মাস হইয়া গেল। অধিমাসে কোন সৎকর্ম্ম নাই। চান্দ্রমান ও সৌরমানের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী অধিক মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসটীর নাম 'অধি-মাস'। [illegible] 'মলমাস' বলিয়া [illegible] করিয়াছেন। '[illegible]', 'মলিম্লুচ' [illegible] নাম দিয়া [illegible] বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

[illegible] পরমার্থ-শাস্ত্র অধি-মাসকে [illegible] করেন। [illegible] [illegible] হইয়া [illegible]।

[illegible] ভগবান [illegible]—

[illegible] দিলেন। অধিমাস [illegible] ও [illegible] বলিলেন, তখন [illegible] উহাদের জন্য পরমার্থ [illegible] এবং [illegible] নিরূপিত করিলেন। পরমার্থশাস্ত্র বলেন, হে প্রাণ! কেন অধি-মাসে হতাদরে অবস্থান কর? এই মাস শ্রীপুরুষোত্তম-কর্ত্তৃক সম্মানার্হ স্থাপিত হইয়াছে। এমন কি, [illegible] কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহা-পুণ্যমাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ! এই মাসে বিশেষ [illegible] শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অর্চ্চন কর, সমস্ত লাভ হইবে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একোনত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। অধি-মাসের অতিশয় ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অভিমান [illegible] বৈকুণ্ঠে [illegible] নিকটস্থ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন [illegible] বৈকুণ্ঠপতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] পূর্ব্বক যথার্থ হইয়া বলিলেন,—

"[illegible] গোলোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়ং [illegible] লোকেষু প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

[illegible]
[illegible]

[illegible]।

[illegible] হয়।

[illegible]।

[illegible]

[illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] তাহা [illegible]।

[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]

[illegible]।

[illegible] [illegible]

[illegible]।

[illegible] মুক্তা [illegible]

[illegible]।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে রমাপতে! আমি যেরূপ এই জগতে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও [illegible] 'পুরুষোত্তম' বলিয়া বিখ্যাত হইবে। [illegible] আছে, সেই [illegible] এই মাসে [illegible] হইল। আবার [illegible] হইয়া এই [illegible] সকল মাসের [illegible] হইল। এই মাস [illegible] ও [illegible]। [illegible] মাস [illegible] [illegible] [illegible] করিবেন। [illegible] হয়। [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] সকল [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে   গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

বর্জিত ও সংকর্ষ-বাদাদি-রহিত থাকে এবং দেব, জীব ও বিষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেইসকল ক্ষুদ্র হতভাগ্য পরভাগ্যোপজীবী কখনও স্বপ্নেও কিছুমাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক অর্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি-লাভে সুখ ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে অনেকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। দ্রৌপদী পূর্বজন্মে মেধাঋষির কন্যা ছিলেন। পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও তিনি ঐ মাসকে অবহেলা করেন; তাহাতে তিনি সেই জন্মে কষ্ট পাইয়া দ্রৌপদী-জন্মে পঞ্চপাণ্ডব অধীন হন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত পুরুষোত্তম মাস ব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত বনবাস-দুঃখের পার প্রাপ্ত হন। যথা,—

"এবং সর্বেষু তীর্থেষু ভ্রমতঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
পুরুষোত্তমমাসাস্ত প্রতং চেরুর্বিধানতঃ॥
ততস্তে রাজ্যমতুলমবাপুর্হতকণ্টকম্।
পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া মুনে॥"

দৃঢ়ধন্বা-রাজার বৃত্তান্ত ও পূর্বজন্মবৃত্তান্তে পুরুষোত্তম-মাসমাহাত্ম্য বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। বাল্মীকি মুনি দৃঢ়ধন্বার প্রশ্নমতে যে প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীনারদ শ্রীনারায়ণ-ঋষির নিকট বদরিকাশ্রমে শ্রবণ করেন। কর্মশাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণের আহ্নিক-বিধি নিরূপিত আছে, তদ্রূপ সাত্বত-শাস্ত্র হরিভক্তিবিলাসেও পুরুষোত্তম-সেবকের কর্তব্য বিধান করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নানবিধানে বলিয়াছেন যে,—

'সমুদ্রগা নদীস্নানমুত্তমং পরিকীর্তিতম্।
বাপী-কূপ-তড়াগেষু মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ॥
গৃহে স্নানং তু সামান্যং গৃহস্থস্য প্রকীর্তিতম্॥'

শ্রীপুরুষোত্তমব্রতী স্নান করিয়া,—

"সন্ধ্যোপাসনং ততঃ কৃত্বা স্বাচারার্চনক্রিয়াম্।
স্ন্যস্য তিলকং কুর্যাদ্গোপীচন্দনমুদ্রয়া॥
শ্রীকৃষ্ণপূজনং কুর্যাৎ সৌম্যং হ্যতন্দ্রিতঃ প্রযত্নতঃ।
সমাচরেদ্যথা গোপীচন্দনমুদ্রয়া॥"

দৃঢ়ধন্বা শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে কর্তব্য:—

"পুরুষোত্তম-মাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্॥"

বাল্মীকি কহিলেন,—হে দৃঢ়ধন্বা! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম-মাসের অধিদেবতা। অতএব সেই মাসে প্রতিদিন শ্রদ্ধাপূর্বক পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে; যথা,—

"ষোড়শৈরুপচারৈশ্চ
পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্॥"

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের মূলোপাসনাই কর্তব্য যথা—

"যাবজ্জীবং দেবদেবেশ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।
ব্রতং ত্বদীয়ং প্রবক্ষ্যে পুরাণ পুরুষং মম॥"

শ্রীপুরুষোত্তম মাসে যে-সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বাল্মীকি-কর্তৃক এইরূপ কীর্তিত হইয়াছে,—

"হবিষ্যান্নং চ ভুঞ্জীত ব্রতস্থঃ পুরুষোত্তমে।
গোধূমাঃ শালয়ঃ সর্বাঃ সিতা
মুদ্গা যবাস্তিলাঃ॥
কলায়-কঙ্গুনীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকা।
আর্দ্রকং কালশাকং মূলং কন্দং কর্কটীম্॥
রম্ভা সৈন্ধবসামুদ্রে লবণে দধিসর্পিষী।
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী॥
পিপ্পলী-জীরকঞ্চৈব নাগরং চৈব তিন্তিড়ী॥
ক্রমুকং লবলী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্।
অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যং প্রবদন্তি চ।
হবিষ্যভোজনং নৃণামুপবাস-সমং বিদুঃ॥
সর্বামিষাণি মাংসঞ্চ ক্ষৌদ্রং
সৌবীরকং তথা॥
রাজমাষাদিকং চৈব রাজিকা মাদকং তথা।
দ্বিদলং তিল-তৈলঞ্চ তথান্নং ভাবদূষিতম্।
ভাবদুষ্টং ক্রিয়াদুষ্টং শব্দদুষ্টঞ্চ বর্জয়েৎ॥
পরান্নঞ্চ পরদ্রোহং পরদারগমং তথা।
তীর্থং বিনা প্রবাসঞ্চ সন্ত্যজেৎ পারবাচকেৎ।
দেব বেদ-দ্বিজানাঞ্চ গুরু-গো-
ব্রতিনাং তথা।
স্ত্রীরাজ-মহতাং নিন্দাং
বর্জয়েৎ পুরুষোত্তমে॥
প্রাণ্যঙ্গমামিষং চূর্ণং ফলে জম্বীরমামিষম্,
ধান্যে মসূরিকা প্রোক্তা
অন্নং পর্যুষিতং তথা॥
অজা-গো-মহিষী-দুগ্ধাদন্যদ্দুগ্ধাদি চামিষম্॥
দ্বিজক্রীতা রসাঃ সর্বে
লবণং ভূমিজং তথা।
তাম্র-পাত্রস্থিতং গব্যং
জলং চর্মণি সংস্থিতম্।
আত্মার্থং পাচিতং চান্নমামিষং
তদ্বুধৈঃ স্মৃতম্।
ব্রহ্মচর্যমধঃশয্যাং পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্।
চতুর্থকালে ভুঞ্জীত প্রযত্নাৎ পুরুষোত্তমে॥
রজস্বলাং ত্যজেন্মে চ-
... ... সহ।
দ্বিজ-বিট্-শূদ্র-বহিষ্কৃতাং ন বদেৎ পুরুষোত্তমে।
প্রাতঃ সুপ্তঃ চ কাকৈশ্চ
দৃষ্টকানাং চ বর্জয়েৎ।
দ্বি পাচিতং চ দগ্ধান্নং
নৈবাশ্নীৎ পুরুষোত্তমে॥
পলাণ্ডুং লশুনং মুস্তাং ছত্রাকং গৃঞ্জনং তথা।
নালিকং মূলকং শিগ্রুং বর্জয়েৎ পুরুষোত্তমে॥
কুর্বীত ... কিঞ্চিৎ পুরুষোত্তম তুষ্টয়ে।
তৎপুনর্ব্রাহ্মণে দদ্যাদ্ভক্ষয়েৎ সর্বদৈব হি।
কুর্যাদেতাংশ্চ নিয়মান্ ব্রতী
কার্তিক মাঘয়োঃ।
পুণ্যেঽহনি প্রাতরুত্থায় কৃত্বা
পৌর্বাহ্ণিকীঃ ক্রিয়াঃ॥
গৃহীয়াদিদং ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণং হৃদি স্মরন্।
উপবাসস্য নক্তস্য চৈকভক্তস্য কৃতে।
এতেষু নিশ্চয়ং কৃত্বা তদ্ব্রতেষু সমাচরেৎ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শ্রোতব্যং পুরুষোত্তমে।
তৎপুণ্যং বক্তুং বক্তুং বিধাতা
হি ন শক্নুয়াৎ॥
শালগ্রামার্চনং কার্যং মাসে শ্রীপুরুষোত্তমে
এতস্মাদয়ুতং যাবৎ শ্রেষ্ঠং ফলং তদপি॥
ক্রতুং কৃত্বাপ্নুয়াৎ স্বর্গং
গোলোকং পুরুষোত্তমে।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি
ক্ষেত্রাণি সর্বদেবতাঃ॥
তদ্দেহে তানি তিষ্ঠন্তি যঃ
কুর্যাৎ পুরুষোত্তমম্।
কর্তব্যং দীপদানঞ্চ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে॥
তিলতৈলেন কর্তব্যং সর্পিষা বৈভবে সতি।
তদভাবো ন কিঞ্চিত্তে
কানকে বনতৈলকে॥
ইঙ্গুদীতৈলেন দীপঃ কার্যো স্বমানবঃ।
যোগো জ্ঞানং তথা সাংখ্যং
কর্মাণি সকলান্যপি
পুরুষোত্তমদীপস্য কলাং
নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

পুরুষোত্তম-ব্রতী হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। গোধূম, শালিতণ্ডুল, মুগ, যব, তিল, মটর, কাঙ্গনী তণ্ডুল, উড়ীধান্য, বাস্তুকশাক, হিলমোচিকাশাক, আর্দ্রক, কালশাক, মূলক, কন্দমূল, কাঁকুড়, রম্ভা, সৈন্ধব ও সামুদ্র লবণ, দধি, ঘৃত, অনুদ্ধৃত-দুগ্ধসার, পনস, আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, শুঁঠ, তেঁতুল, ক্রমুক, আতা, আমলকী-ফল, ইক্ষুজাত চিনি, মিশ্রি, অতৈলপক্ব বা যা না মিশ্র না,—এইসমস্ত হবিষ্যান্ন। উপবাস ও হবিষ্যান্নে একই প্রকার ফল। সর্বপ্রকার মৎস্য ও আমিষ, মাংস, মধু, কুলকণ্ঠীফল, রাই-সর্ষপ এবং সমস্ত মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। দ্বিদল অর্থাৎ চনকাদি ডাল, তিল, তৈল, কাকদুষ্ট অন্ন, ভাবদুষ্ট, ক্রিয়াদুষ্ট ও শব্দদুষ্ট দ্রব্যসকল বর্জন করিবে। পরান্ন ভোজন, পরদ্রোহ, পরদারগমন পরিত্যাগ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে দেবতা, বেদ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা ও মহজ্জনের নিন্দা পরিত্যাগ করিবে। মসুর অপক্বদ্রব্য চূর্ণ, জম্বীর ও কলার মধ্যে জম্বীর অর্থাৎ গোড়ালেবু—আমিষ। ধান্যের মধ্যে মসুরিকা ও পর্যুষিত অন্ন—আমিষ। ছাগ, গো ও মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধ আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্বপ্রকার লবণ ও ভূমিজাত লবণ, তাম্রপাত্রস্থিত গব্য, চর্মস্থিত জল ও নিজের জন্য রন্ধনকৃত অন্ন—আমিষ মধ্যে গণ্য। ব্রহ্মচর্য, অধঃশয়ন, পত্রাবলীতে ভোজন, চতুর্থকালে ভোজন পুরুষোত্তম মাসে প্রশস্ত। রজস্বলা, ম্লেচ্ছ, পতিত,সাত্তা-বাকি, দ্বিজদ্বেষী, বেদবাহ্য—এইসকলের সহিত আলাপ করিবে না। এইসকল ব্যক্তির দৃষ্ট এবং কাকদৃষ্ট অন্ন, সূতকান্ন, দ্বিপাচিত অন্ন ও দগ্ধান্ন খাইবে না। পলাণ্ডু, লশুন, মুস্তা, ছত্রাক, গাজর, নালিতা, কেবুক-নামক মূলক, শজিনা এইসমস্ত বর্জন করিবে। পুরুষোত্তম-মাস বিগত হইলে ঐ বর্জিত দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণকে দিয়া ভক্ষণ করিবে। কার্তিক এবং মাঘেও এইসকল নিয়মে ব্রত করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া পৌর্বাহ্ণিকী-ক্রিয়া সমাপনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্বক হৃদয়ে স্মরণ করিয়া পূর্বোক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করিবে। ব্রত তিনপ্রকার অর্থাৎ উপবাস, নক্তহবিষ্যান্ন গ্রহণ ও একভোজন—ব্রতীর পক্ষে যেটি কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে ভক্তিপূর্বক শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ শ্রবণ করিবে। ভাগবত-শ্রবণের পুণ্য বিধাতাও বলিতে পারেন না। ভক্তগণ শ্রীশালগ্রাম-শিলার অর্চন করিবেন। এই মাসে ব্রত শতক্রতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেন না, ক্রতু করিয়া স্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু যিনি পুরুষোত্তম-ব্রত করেন, তাঁহার দেহে সকল তীর্থক্ষেত্র ও দেবতাগণ থাকেন। পুরুষোত্তম-তুষ্টির জন্য দীপদান করা কর্তব্য। বৈভব থাকিলে ঘৃত-প্রদীপ, নতুবা তিল-তৈল-প্রদীপ দেওয়া বিধেয়। হে দৃঢ়ধন্বা! তোমার বনবাসে ঘৃত ও তিলতৈল পাওয়া যাইবে না। তুমি ইঙ্গুদি-তৈলে দীপদান কর। অষ্টাঙ্গযোগ, ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্যজ্ঞান এবং সমস্ত তান্ত্রিক ক্রিয়া পুরুষোত্তম-মাসে দীপদানের ষোড়শী কলারও তুল্য হয় না।

"এই ব্রত উদ্যাপন-সম্বন্ধে বাল্মীকি বলিলেন,—হে মহারাজ! কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী, নবমী অথবা অষ্টমী তিথিতে পুরুষোত্তম-মাসে এই ব্রতের উদ্যাপন করিতে হয়। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাহিত মনে উদ্যাপন ক্রিয়া করিবে। পঞ্চরত্নের দ্বারা অতি সুন্দর সর্বতোভদ্র রচনা করিবে। চারিটি কলস যথাস্থানে স্থাপনপূর্বক চতুর্ব্যূহপ্রীতি-কামনায় শ্রীকৃষ্ণপাদ অর্পণ করিবে। বস্ত্র-বেষ্টিত পাত্র-দ্বারা চতুর্ব্যূহ স্থাপন করিবে। শ্রীরাধা-মাধবকে কলসের সহিত স্থাপন করিবে। বেদ-বেদান্তপারগ বৈষ্ণবাচার্যকে বরণ করিবে। চতুর্ব্যূহ জপ করিয়া চতুর্দিকে চারিটি দীপ প্রদান করিবে। পরে প্রদক্ষিণের সহিত সপত্নীক নারিকেলাদি অর্ঘ্য দান করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র,—

"দেব দেব নমস্তভ্যং পুরাণ পুরুষোত্তম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিত হরে॥"

এই মন্ত্র বলিয়া নমস্কার করিবে,—

"বন্দে নবঘন শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্॥"

তদনন্তর তিল হোম করিয়া নীরাজন করিবে। নীরাজন মন্ত্র এই,—

"নীরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর-দলচ্ছবিম্।
রাধিকারমণং প্রেম্ণা কোটিকন্দর্পসুন্দরম্॥"

অথ ধ্যান-মন্ত্র,—

"জলদাভং স্ফটিক-রত্নচিত্রে সিংহাসনে
সংস্থিতম্।
বংশীনাদ-বিমোহিত-ব্রজবধূ-বৃন্দ-মধ্যে
স্থিতম্॥

ধ্যায়েৎ রাধিকয়া সকৌস্তুভমণি-প্রদ্যোতি-
তোরস্থলম্।
রাজদ্রত্ন-কিরীট-কুণ্ডলধরং প্রত্যগ্র-
পীতাম্বরম্॥"

ধ্যান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে ও এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে।

"নৌমি নবঘনশ্যামং পীতবাসসমচ্যুতম্।
শ্রীবৎস-ভাসিতোরস্কং রাধিকা সহিতং
হরিম্॥"

পরে ভক্ত-ব্রাহ্মণে পূর্ণপাত্র দান করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে দান করিবে। এই সময়ে উপযুক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভাগবত দান করিবার বিধি রহিয়াছে। ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংপূপিত কাংস্যপাত্র দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত-পায়স ভোজন করাইবে। পরে সকলকে অন্নবিভাগ করিয়া দিয়া স্বজনের সহিত ভোজন করিবে। উদ্যাপন করিয়া ব্রত-নিয়ম পরিত্যাগ করিবে।

এই শাস্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যেসকল বিধি-নিয়ম লিখিত হইয়াছে, সেসকল সর্ব্ব বর্ণাশ্রম পরায়ণ ধার্ম্মিক লোকের পালনীয়। প্রবন্ধের শেষে নৈমিষক্ষেত্রে শ্রীসূত গোস্বামী ঋষিগণকে এই বলিয়াছেন,—

"যাবচ্চ ভগবানাস্তে পুরুষোত্তমমুত্তমম্।
ন সংশয়ো ন পূজ্যঃ গৃহীতব্যা নরাধমাঃ॥
গতাগতং ভবত্যেব দুর্লভা ভবভূমিঃ।
পুনঃ পুনঃ কলত্রাপ্ত-বিয়োগাদ্‌দুঃখভাগিনঃ॥
অন্যদেশে বিজয়েত্তো নানাতীর্থাটনাদয়ঃ।
ন যুক্তং পর-সন্ত্যাগং বাসনাং চ বিবর্জ্জয়েৎ
কুর্য্যাৎ॥
পরাপবাদান্ন ত্যজ্য কদাচিৎ কদাচন।
পরোক্ষে ন কুর্ব্বীত ন কুর্ব্বীত পরক্রিয়াম্॥
বিপ্রশাঠ্যমকুর্ব্বাণো দানং দদ্যাদ্বিজাতয়ে।
বিত্তশাঠ্যে কৃতে শাঠ্যং কুর্ব্বাণো রৌরবং
ব্রজেৎ।
দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রায় দদ্যা ভোজনমুত্তমম্।
দিনস্যাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ॥
হরিশ্চন্দ্রঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাশ্বো ভগীরথঃ॥
পুরুষোত্তমমারাধ্য প্রভুসান্নিধ্যমাপ্তবান্॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সংসেব্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বসাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থফলদায়কঃ॥
গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিণম্।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকা-
প্রিয়ম্॥
কৌণ্ডিন্যেন পুরাপ্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ।
জপন্মাসং নয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ॥
ধ্যায়েন্নবঘনশ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
লসৎপীতপটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমম্॥
ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্মাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমম্।
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স বাঞ্ছিতং
সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ॥"

ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়া যে মূঢ়জন ধর্ম্মকর্ম্মগণ শ্রীপুরুষোত্তম-মহিমা শ্রবণ এবং ব্রত পালন করে না, সে পুত্রকলত্র সমন্বিত হইয়াও পুত্র, মিত্র, কলত্র ও নিষ্কণ্টকে সৌভাগ্যবিত দুঃখভাগী হয়। হে বিপ্রবর্গণ! এই পুরুষোত্তম-মাসে বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎশাস্ত্র আলোচনা করিবে না, পরদ্রব্যের গ্রহণ এবং অনিত্য বিষয়ালাপ করিবে না; পরনিন্দাবাক্য আলাপ করিবে না; পরান্ন-ভোজন ও পরকথা করিবে না, বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে শাঠ্য করা রৌরবগমনের কারণ হয়। প্রাতর্দিনে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টম ভাগে ভোজন করিবে। হরিশ্চন্দ্র, যৌবনাশ্ব ও ভগীরথ-প্রমুখ পুরুষোত্তমকে আরাধনা করিয়া ভগবৎসামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তমের সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তম সেবা সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক। 'গোবর্দ্ধন-ধরং' প্রভৃতি মন্ত্রটী পূর্ব্বে কৌণ্ডিন্য মুনি পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে এই মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক জপ করিয়া পুরুষোত্তমদেবকে প্রাপ্ত হইবে। নবঘনদ্যুতি মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিরত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম-মাস যাপিত করিবে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ করেন, তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করেন।

ধর্ম্মার্থী তিনপ্রকার অর্থাৎ বর্ণিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল বর্ণিষ্ঠ ধর্ম্মার্থীর পক্ষেই বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণই স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট কার্ত্তিক-ব্রত-পালনের নিয়মানুসারে পুরুষোত্তম-ব্রত পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তিদ্বারা হৃদয়ে সেবন, নিয়মের সহিত অবস্থান-সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে চতুর্ম্মাস্যপ্রসঙ্গে বিষ্ণুরহস্যবাক্য,—

"ইহ স্বার্থৈকনিষ্ঠানাং সদৈব বিমলা মতিঃ।
পবিত্রাবসতে বিষ্ণুং যোগবাসো
জিতাত্মনঃ॥"

যাঁহাদের মতি ভক্তিপূত হইয়া হরিনামে আসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা; সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা, সর্ব্বসময়েই বাক্য দ্বারা ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না। অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী একান্তীগণের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া স্বয়ং সমর্থন করিয়াছেন,—

"একান্তিনাম্ভ প্রায়ঃ কীর্ত্তনং
স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠ
শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
স্যাদিচ্ছৈষাং স্বমন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং
লিখিতং চিরম্॥"

একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। কৃষ্ণস্মরণ আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া হয় না। ঐকান্তিক ভক্তগণ ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। পরমপ্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয় পালনে তাঁহারা এরূপ আগ্রহান্বিত যে, অন্য কৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি উৎপন্ন করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্ঘ্রিসেবা কোন বিশেষভাবের সহিত করিতে করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রবলা হয়, সুতরাং নিজ স্বমন্ত্রের সহিত এবং রসের অনুকূলভাবে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-সেবাই তাঁহাদের বিধি হয়। ঋষিগণ যেসকল বিধি বিধান করিয়াছেন, তাহাতে ঐকান্তিক ভক্তদিগের বিধিবাধ্যতা নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তভাবেই স্বভাবতঃ বর্ত্তমান হয়। ইহাই একান্ত ভক্তদের মাহাত্ম্য।

ভক্তগণ বর্ণিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও একান্ত-ভাব-ভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তম মাস পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান্ গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং 'অধিমাস' ভক্তমাত্রেরই প্রিয় মাস; যেহেতু ঘটনাক্রমে ঐ মাসে কোন কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তের ব্যাঘাত করিবে না।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:(০):——

ভগবদর্পিত কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট সকল কর্ম্মই সগুণ। কিন্তু ভক্তি নির্গুণ। আত্মবিষয়ক জ্ঞান সাত্ত্বিক, দেহাদি-বিষয়ক জ্ঞান রাজস, বালক ও মূক প্রভৃতি জনগণের সদৃশ প্রাকৃত জ্ঞান তামস এবং ভগবজ্জ্ঞানই নির্গুণ। বালক আত্মতত্ত্ব বোধে না, সে অজ্ঞান; তাহার নিকট বিষ্ঠা চন্দন সমান। অনেকে বালকের এই অজ্ঞানকেই শুদ্ধজ্ঞান মনে করে; কিন্তু ইহা ভুল। বালকের নির্বুদ্ধিতাকে শুদ্ধজ্ঞান বলা যায় না।

কেবলমাত্র 'ত্বং'পদার্থ-জ্ঞান বা জীব-জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না; যেহেতু তাহাতে তৎ-পদার্থ-জ্ঞান অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞানের অপেক্ষা ও প্রয়োজন আছে। যতই জ্ঞান বা কর্ম্ম অবলম্বন করা যাউক, ভক্তিযোগে কৃষ্ণকৃপা লাভ না করিতে পারিলে মুক্ত হয় না। সাত্ত্বিক হৃদয়ে শুদ্ধ সত্ত্ব অনুভব-চৈতন্য প্রকাশ পায়। 'আমি চেতন'—এই অনুভূতি শেষ কথা নহে, আমি ভগবৎ-দাসানুদাস, ইহাই পরম সত্যপ্রাপ্তি। ধামসুখেতে প্রত্যুত্থান বা প্রার্থক। সত্ত্বসম্পন্ন হইলেই যে তিনি ভক্ত হইবেন, এরূপ নয়; সত্ত্বসম্পন্ন দেবতাগণের এবং অসংখ্য ঋষিগণের প্রায় শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মে না। কোটি কোটি তত্ত্বজ্ঞানী মুক্ত ও ব্রহ্মচারী সিদ্ধ যোগিগণের মধ্যে ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত অতীব দুর্ল্লভ। সত্ত্বগুণ বিদ্যমান না থাকিলেও ভগবজ্জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিতে পারে; আবার সত্ত্বাদি গুণ বিদ্যমান থাকিলেও ভগবজ্জ্ঞানের অভাব হইতে পারে, দেখা যায়। পাণ্ডব-যুধিষ্ঠিরের ভগবদ্ভক্তি থাকার কথা সকলেই জানেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সত্ত্বগুণ ভগবজ্জ্ঞানের কারণ নহে। তবে কি পাপ বা আসুরিক ভাবই ভগবজ্জ্ঞানের কারণ? তাহাও নহে। যদি তাহা না হয়, তবে বৃত্রাসুরের 'কৃষ্ণে ভক্তির কারণ কি? বৃত্রাসুর পূর্ব্বজন্মে অর্থাৎ চিত্রকেতু-জন্মে শ্রীনারদাদি সাধুগণের সঙ্গফলে ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সাধুসঙ্গই ভগবজ্জ্ঞানের কারণ, অন্য কিছুই নয়।

ভক্তি নির্গুণ। আবার এই নির্গুণা ভক্তি সাধুসঙ্গ হইতে লাভ হয়। সুতরাং সৎসঙ্গ যে পরমনির্গুণ, তাহা বলাই বাহুল্য। ভগবান্ নির্গুণ—গুণাতীত—মায়াতীত; সুতরাং ভগবজ্জ্ঞান, ভগবদ্ভক্ত, ভগবদ্ধাম, ভগবানের রূপ-গুণ-পরিকরাদি সমস্ত নির্গুণ। সেবা যেমন নির্গুণ, সেবা সুখও তেমন নির্গুণ। জ্ঞানবাদিসম্প্রদায়ে ব্রহ্মজ্ঞান যখন ভগবৎ-সম্বন্ধ-জ্ঞান বলিয়া জানা যায়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান সগুণ হয় কি করিয়া? তত্ত্বজ্ঞ বলিয়াছেন, দ্বিবিধ সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান হয়,—ভগবদুপাসকগণের আনুষঙ্গিকরূপে এবং ব্রহ্মোপাসকগণের স্বতন্ত্ররূপে ঐ ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়। তথাপি ভগবদুপাসকগণ ভগবৎস্বরূপ-শক্তিরূপা ভক্তি-প্রভাবে ঐ ব্রহ্মজ্ঞানকে কিঞ্চিৎ চিত্ত-দ্বারা সহন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞান ভগবজ্জ্ঞানের অংশ। শ্রীমদ্ভাগবত-অনুসারে এই ব্রহ্মজ্ঞান ভগবদ্ভক্তের পক্ষে, জানা যায়—কিন্তু ব্রহ্মোপাসকগণ অনিত্যভাবে ব্রহ্মজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভাগবত পরমহংসগণ কেবলাদ্বৈতবাদীর ঐ শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানের আদর করেন না। ভক্তগণ তাদৃশ মুক্তি ও নরককে তুল্যরূপেই দর্শন করেন। মোক্ষ ভক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া তাদৃশ মোক্ষ স্বরূপতঃ গ্রাহ্য বা অঙ্গীকার নহে, পরন্তু পদাঘাত করেন; যদি কেহ মোক্ষকে মনোনীতরূপ ভগবৎ প্রসাদ বলিয়া মনে করে, তাহা অবশেষে তাহা যুক্তি-কল্পিত ভক্তের সম্মত হইলেও ভক্তের অভিলাষ, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের গন্ধ হয় যেখানে অস্পষ্ট, সেখানেই ভক্ত।

যদি কেহ বলেন, জীবের ত্রিগুণাদি ত' সবই সগুণ, তবে এই শুদ্ধাভক্তি জ্ঞান ও ক্রিয়া নির্গুণ হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলি যে,—জ্ঞানময় ও ক্রিয়াময় ভক্তির নাশ হইতে পারে না। আবার দেবতাদির পরম পুরুষের প্রতি অনুরাগ জীবের উদ্ভব হয় না। কারণ, ঈশ্বরের অধীন থাকিয়া জীবের স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা নাই; সুতরাং জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক যে বিবৃতিসকল, তাহাতে অন্য সকলেই কি—

[illegible] বলেন যে, 'ভগবানের সেবা ব্যতীত কিছুই করা যায় না।' [illegible]

[illegible]

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

যিনি চাহিয়াও না করেন, তিনি কোথা [illegible] হইতে [illegible] পাইবেন। হরিনাম না করিলে [illegible] থাকিবে। এক [illegible] না করিলে [illegible] না পারিলে আমাদের মঙ্গল হইবে। কৃষ্ণভক্তের বিশেষ [illegible] হইতে না পারিলে মায়া আমাদিগকে [illegible] ফেলিয়া দিবে।

[illegible]

[illegible]

[illegible] ভগবানের কথা [illegible] আর তিনি ভগবানের কথা, তাহা [illegible] আর [illegible] হয়।

ভগবান্ অনন্ত বল তাঁহাদের [illegible] করেন, যাঁহারা [illegible] হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাগত হন। তাহা হইলে তুচ্ছ অলৌকিক মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। শরণাগত ভক্তের [illegible] 'আমি ও আমার' অভিমান থাকে না। [illegible] বাক্য উপর ভগবানের দয়া [illegible] পরিমাণে আসিয়া যায়।

জগতে বহু লোক আছে, তাহাদের বহু কথা, সমস্তই ভোগের কথা। তাহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণকথার কিছুই পাওয়া যাইবে না। সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীনামের কৃপা অনুভূত হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাধুর্য্য অনুভূত হয়। শ্রীনাম-সেবা ও কৃষ্ণ-সেবা একই বস্তু। মুক্তকুলই শ্রীনাম গ্রহণ করেন।

ভ্রমসংশোধন -গত [illegible] সংখ্যা শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রথম পৃষ্ঠার ৩য় স্তম্ভে ২য় পংক্তিতে 'পদ্মকর্ণিকার' স্থলে 'পদ্মকলিকা' হইবে।

বৈষ্ণব-সেবা

ভক্তি আত্মার নিত্যধর্ম। ভগবান বা ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ ভিন্ন ভক্তির অন্য উপায় নাই। এই কৃপালেশই জীবের [illegible] একমাত্র [illegible] করিয়া জীব [illegible] কৃতকৃতার্থ হন। বৈষ্ণবসেবা বা কৃপা [illegible] ভগবদ্দেবা লাভ করা যায় না। বিষ্ণু-সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য অধিক। বৈষ্ণবের সেবাদ্বারাই বিষ্ণু সেবা হয়। [illegible] সেবা [illegible] বৈষ্ণবের সেবা না [illegible] উপায় নাই। [illegible] ছিল [illegible] বলিয়াছেন,— [illegible] তাঁহার [illegible] থাকে [illegible] তাহাতে ভগবানের [illegible]"

[illegible] বৈষ্ণব [illegible] কোনটি [illegible] সেবা [illegible] উচিত। বৈষ্ণবের সেবা [illegible] সাধুসঙ্গ [illegible] তাহার [illegible] সাধুর [illegible] না হইলে, সাধু-সঙ্গের [illegible] না, আবার সাধুসঙ্গের [illegible] সাধুর সঙ্গ লাভও [illegible] কবলে [illegible] সাধুসঙ্গ লাভ হইবে বিষয়ী [illegible] ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবকে পাইবার [illegible] আসিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা উচিত। তাঁহার সহিত [illegible] ব্যবহার করিলে [illegible], সেবা বা কৃপালাভ হয় না। শ্রীগুরুদেবের তাঁহার সহিত হরিকথা আলোচনাই তাঁহার সঙ্গ এবং তাহাতেই আমাদের মঙ্গল। সাধুর কথা আমাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখ করাইবে, আর অন্যের কথা আমাদিগকে বিষয়মুখী করিয়া তুলিবে। হৃদয়ে বাসনা বেশী থাকিলে সাধুর নিকট হরিকথা শুনিয়া প্রথমমুখে জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলেও আমরা ক্রমশঃ কৃষ্ণোন্মুখ হইতে থাকি। সেই কৃষ্ণোন্মুখকারিণী কথা আমাদের বিষয়-স্পৃহাকে ক্রমশঃই খর্ব্ব করিতে থাকে। সাধুর কাছে থাকিয়াও আমরা অনেক সময় সাধুকে চিনিতে পারি না এবং সেজন্য আমাদের মঙ্গলও হয় না, [illegible] কথা, অবশ্য কাটে না। এই বৈষ্ণব কিরূপে চেনা যায়, তৎসম্বন্ধে আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর [illegible] বলিয়াছেন,—"বৈষ্ণবগণ যখন [illegible] আত্মপ্রকাশ করেন, তখন [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] শরণাগতির ফলে বৈষ্ণবের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। [illegible] বৈষ্ণবের সেবা ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হন না, নতুবা বৈষ্ণব আত্মগোপন করিবার জন্য নানাপ্রকার বঞ্চনা বিস্তার করেন। বৈষ্ণব চিনিবার জন্য অকপট গৌরনিত্যানন্দের চরণে অকপট আর্ত্ত প্রার্থনা থাকিলে এবং [illegible] কৃপায় হৃদয় [illegible] দৈন্যপূর্ণ হইলে নিত্যানন্দ সেই হৃদয়ে বৈষ্ণবের স্বরূপ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব নিত্যানন্দকে জানাইয়া দেন, আবার নিত্যানন্দই বৈষ্ণবকে চিনাইয়া দেন।"

বৈষ্ণব গুরুদেবগণ এবং [illegible] [illegible], তাহাই তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] বর্জ্জন করিয়া [illegible] সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ [illegible] —হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা। যাঁহারা [illegible] না করিয়া হরিনাম গ্রহণ [illegible] করেন, তাঁহারা [illegible] বৈষ্ণব নহেন। [illegible] সম্ভব। অনেকে বুদ্ধিমান্ হইয়াও [illegible] পারেন না, দেখা যায়। [illegible] অভাবেই তাঁহাদের [illegible] আসিতে হইবে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ জীব অতি সতর্কতার সহিত [illegible] বৈষ্ণব নির্ণয় করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিবেন। নতুবা মঙ্গলের আশা নাই।

রংপুরে প্রচার

নিখিল-ভারত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তিপ্রচুর কথা প্রচার করিতেছেন।

গত ১লা চৈত্র রংপুর জেলার অন্তর্গত [illegible]-গ্রামে, ১০ই চৈত্র হইতে ১৫ই চৈত্র পর্য্যন্ত [illegible] গ্রামে পাঠ ও বক্তৃতামুখে হরিকথা আলোচিত হইয়াছে। [illegible] গ্রামের [illegible], [illegible] নিবাসী [illegible] গৃহে ও [illegible] যথাক্রমে '[illegible]' ও 'জীবের কর্ত্তব্য'-বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। গত ২০শে চৈত্র [illegible] গ্রামে হরিসভাতেও পর পর [illegible] বক্তৃতা হইয়াছে এবং স্থানীয় [illegible] গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীব্রজগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-র দ্বারা প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সতাত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার বহুতাপবিত্ত সংগ্রহ পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "প্রতিপেদ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সর্ব্বাঙ্গ-সম্বিতস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ ২৬ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৪ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২৭শে এপ্রিল, ইং ১৯৪২, সোমবার { ৬৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ মধুসূদন, শক্র নবর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—:০:(০):০:—

ভক্তি পরমধর্ম। ভক্তি সর্ব্বকামপ্রদ। যজ্ঞ, তপস্যা, হোম ও তীর্থভ্রমণাদির দ্বারা যে ফল লাভ হয়, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিলে তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই যে সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করা কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,— যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র অশ্বমেধ-যাগ করেন, আমার ভক্তগণ যে ফল লাভ করেন, তিনি কখনও সেই ফল প্রাপ্ত হন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—ভগবদ্ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ। ইহাতে অমঙ্গল, ভয় বা হতাশার কিছু নাই। ইহা অশোক, অভয় ও অমৃত। সেইজন্য সাধুগণ এই ভক্তিপথেই বিচরণ করেন। হরিভজনই সেই অভ্রান্ত পথ—শ্রীহরির নিকট অনায়াসে পৌঁছিবার পাকা রাস্তা।

ভক্তি অভয়দ অর্থাৎ অমঙ্গলনাশক। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ 'ভাবার্থদীপিকা'-টীকায় লিখিয়াছেন,—এই ভক্তিমার্গে জ্ঞানমার্গের ন্যায় অসহায়তা-নিবন্ধ ভয় অথবা কর্ম্মমার্গের ন্যায় বৎসরাদিযুক্ত ব্যক্তি হইতে ভয় নাই। স্কন্দ-পুরাণে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—আমার ভক্তের ইহলোকে কিংবা পরলোকে কোন অশুভ ত' থাকেই না, পরন্তু তাঁহারা তাঁহাদের কোটিকুলকেও দিব্যলোকে লইয়া যান।

ভক্তি-সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশক। ভক্তগণ ভক্তিমার্গ হইতে কোন কালেই ভ্রষ্ট হন না। ভগবৎ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া তাঁহারা নির্ভয়ে বিঘ্নকারী দলপতিগণের মস্তকোপরি বিচরণ অর্থাৎ অনায়াসে বিঘ্নসমূহ জয় করিয়া থাকেন। ভক্তিহীন মুক্তাভিমানী জনগণ পরমপদে আরূঢ় হইয়াও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হন। কিন্তু ভক্তের পরমপদারূঢ়াবস্থা হইতে পতন দূরে থাকুক, সাধনাবস্থা হইতেও সেইরূপ বিচ্যুতি ঘটে না; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীভরতাদি ভক্তগণের উৎকৃষ্ট জন্ম হইতে বিচ্যুত ঘটিলেও তাঁহাদের ভক্তিবাসনার অনুসরণ পরজন্মেও দেখা গিয়াছে। ভক্তগণকে স্বর্গাদি অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতে দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ ভক্তের ভক্তিময় জীবন-পথে বহু বিঘ্ন আনয়ন করিলেও ভগবান্ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত ভক্ত সেইসব বিঘ্নের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া তাহা অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারেন। ভক্তি-পথে চলিতে চলিতে—হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে যদি কোন ব্যক্তি অপক্ক-দশায় স্খলিত বা মৃতও হয়, তথাপি তাহার অমঙ্গল ঘটে না। প্রাপঞ্চিক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মবৃত্তি ভক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি প্রপঞ্চে থাকাকালে দুর্ভাগ্যক্রমে ভজন-পরিপাকের পূর্ব্বেই ভজন হইতে কোনপ্রকারে ভ্রষ্ট বা মৃত্যুগ্রস্ত হন, তথাপি আংশিক স্বরূপোদ্বোধন জন্য অধিকৃতিদের ন্যায় সেবাবাঞ্ছা থাকায় তাঁহার কোন অমঙ্গল হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—ভক্তিপথাবলম্বী মানব সর্ব্বপ্রকার অযোগ্যতাসত্ত্বেও কখনও বিঘ্নকর্ত্তৃক বাধিত কিংবা বেদবিদ্বেষণ-পূর্ব্বক বাধিত হইলেও অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে কোন কর্ম্ম করিলেও স্খলিত বা পতিত হন না। ঐকান্তিক ভক্তের ভগবৎ-পূজা কখনও নিষ্ফল হয় না। ভক্তিপথাবলম্বী প্রাকৃত-ভক্তকেও বিঘ্ন অভিভূত করিতে পারে না। দুর্ব্বলতাবশতঃ ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-পরিত্যাগে অসমর্থ প্রাকৃত-ভক্তের চিত্তে যে বিষয়-সংস্পর্শ দেখা যায়, সেস্থলেও ভগবানের প্রতি স্বীয় দেহাদি নিবেদনদ্বারা ভক্তিবলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, জানিতে হইবে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—বদ্ধ বা শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষেরও প্রারব্ধ কর্ম্মাদিবশতঃ বিষয় সম্বন্ধের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ আচরণ) হয়, তথাপি বিষয়-সম্বন্ধকালেও তাহাকে বাধা-প্রদান করিয়া দৈন্যরূপা ভক্তিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। গরুড়-পুরাণ বলেন,—ভগবদাশ্রিত পুরুষের পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তিই হয় না, যদিই বা দৈবাৎ কোনরূপে কোন বিরুদ্ধ কর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও ভগবানের অনুক্ষণ স্মরণে আনুষঙ্গিকভাবে তাহার প্রায়শ্চিত্তও সিদ্ধ হইয়া থাকে। কর্ম্মত্যাগী পুরুষের ভক্তি বিঘ্নদ্বারা সাময়িকভাবে স্খলিত হইলেও কর্ম্মত্যাগহেতু অনুতাপ করিতে হইবে না; কারণ, যদি কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিভজন আরম্ভ করিয়া অপক্কদশাতেই ভ্রষ্ট বা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তথাপি তাঁহার স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগহেতু অমঙ্গল বা নীচ-জন্মাদি হয় না।

ভক্তি দুষ্ট জীবাদি হইতে ভয়নাশক। শ্রীপ্রহ্লাদই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিরণ্যকশিপু বহু উপায় অবলম্বন করিয়াও শ্রীপ্রহ্লাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভক্তিতে কোন ভয় নাই। ভক্ত নির্ভীক। সুদর্শন যাঁহার রক্ষক, সেই ভক্তের কেহ কিছু করিতে পারে না। শাস্ত্র বলেন,—যেখানে বিষ্ণুভক্ত থাকেন, সেখানে কোন বিঘ্নই পীড়ন করে না, কি, রাজা, কি তস্কর, কি ব্যাধি—কাহারও উপদ্রব সে স্থানে থাকে না। প্রেত, পিশাচ, গ্রহ, উপগ্রহ, ডাকিনী, রাক্ষস প্রভৃতি কেহই ভক্তকে পীড়ন করিতে পারে না। ভক্তির আশ্রয়েই সমস্ত ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন অর্থাৎ শারীরিক, শোকাদি মানসিক, অনাবৃষ্টি ও শীতোষ্ণাদি আধিদৈবিক, পশু বা হিংস্র জীবকৃত আধিভৌতিক ক্লেশসমূহ হরিজনকে কিরূপে ক্লেশ দিতে পারে? গরুড়পুরাণে বলিয়াছেন,—যাঁহার হৃদয়ে শ্রীমধুসূদনের স্মৃতি বিরাজিত, সেই পুরুষকে চণ্ডাল ঋষির ভীষণ শাপ বা ইন্দ্রের তীক্ষ্ণ বজ্রও বিনাশ করিতে সমর্থ নহে।

ভক্তি পাপঘ্ন। ভক্তি পাতক ও অপরাধ সমস্ত পাপই বিনাশ করেন। শাস্ত্র বলিতেছেন—সুপ্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ করে, ভগবদ্ভক্তিও সেরূপ পাপসমূহকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অবশেও 'হরি' এই নামটী উচ্চারণ করেন, তিনি কোনপ্রকার যাতনা ভোগ করেন না।

সূর্য্য যেরূপ কেবলমাত্র স্বীয় রশ্মিদ্বারা হিমরাশি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করেন, কিন্তু হিমরাশি-বিনাশের জন্য অন্যের কোন প্রয়োজন আবশ্যক হয় না, সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত কেবলা ভক্তির দ্বারাই নিখিল পাপরাশি বিনষ্ট করেন, সুতরাং তাঁহার অন্য কোন সাধনের প্রয়োজন হয় না। পাপী ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তের সেবার দ্বারা যেরূপ শুদ্ধ হইতে পারে, তপস্যার দ্বারা সেরূপ পবিত্রতা লাভ করিতে পারে না। শাস্ত্রে শুনা যায়,

কৃষ্ণ যাঁরে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

হরিদাসের-প্রসঙ্গে ঐশ্ব পরমভাগবত গুরুদেব ভগবান্নাম উচ্চৈঃ মুক্ত করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলেন, হরিদাস প্রসঙ্গে যে যে প্রশ্ন সুরক্ষিয়াছিলেন তাহা নষ্ট হইয়া থাকে, তবে ঐশ্ব পুনরায় গুরুতর অপরাধের কর্দিলেন কেন? ঈশ্বর এই কার্য্য সাধারণ লোকে উচিত নামাভাসী-নিগ্রহাদের অতর্ক আনিতে হইবে। যদি বলা যায়—মুক্তাবলে অমুকের অপরাধ-যোগ থাকিলে হওয়ায় ঐশ্বর উদ্দেশ্যে তার বৈষ্ণবাপরাধ ভগবদারাধনা প্রভাবে কিরূপে দূর হইতে পারে? কেন না, মহতের প্রতি অপরাধ একমাত্র তোমাদের অথবা তাঁহার অনুগ্রহেই বিনষ্ট হয়, ইহাই ত' শাস্ত্রের মত? উত্তরে বলিতেছেন, মহতের প্রতি অপরাধ হইলেও ভগবৎ-প্রসাদের দ্বারা পুনরাগমন প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া তাহাকে পুনঃ দোষ স্পর্শ নাই; সুতরাং ভগবদারাধনাই সেস্থলে তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া বিহিত হইয়াছে এবং শ্রীভগবানের যে কৃপাপূর্ব্বক এরূপ অনুগ্রহে নিবারণের জন্য লোকের এরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহার মর্য্যাদা অর্থাৎ অতীব সুসঙ্গতই হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর কৃপায় আমরা এই সুসিদ্ধান্ত-উপদেশ লাভ করিয়া থাকি।

ভক্তি সাধক পাপও নাশ করেন। লোকের পাপের ফলে নীচকুলে জন্ম ও ব্যাধি প্রভৃতি হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—সাধুর প্রতি নিষ্ঠাময়ী ভক্তি চণ্ডালকেও তাহার জাতিদোষ হইতে শোধন করেন। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন,—শ্রীহরির স্মরণ ও কীর্ত্তন-প্রভাবে আধি অর্থাৎ মনঃপীড়া বা বিপদ্ এবং ব্যাধি অর্থাৎ রোগসমূহ সংক্রমণে নষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে ভগবানের ইচ্ছাবশেও ভক্তি তাঁহার সাধককে পাপ নিবারণ করেন, একথাও শুনা যায়।

ভক্তি পাপবাসনাও নষ্ট করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—তপঃ, দান প্রভৃতির দ্বারা পাপীর পাপসমূহ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা অন্তঃকরণের নিবৃত্তি হয় না। পাপবাসনার মূল নষ্ট হয় না। ভগবানের হরিসেবাপর চেষ্টা পাপবাসনা নষ্ট হইয়া থাকে।

ভক্তি কর্ম্ম দুঃখরূপা অবিদ্যাকে নষ্ট করেন। সেবা করিতে করিতে সাধক ভগবান শ্যামসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তির দর্শন পান না পারিলেও তদীয় ভজনে অবিদ্যা দূর হয়। পরিশ্রমেতে ভগবান্ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে স্বপ্নদৃষ্ট দুঃখ দূর হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ ভজনাত করিয়া পুরে প্রত্যাবর্তন করিলে পরে শঙ্খধ্বনি বিধাতা সর্ব্বত্র স্বয়ং এবং অবিদ্যা নামক অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গ স্পর্শে, অবিদ্যাপ্রিয় সখা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দূর করিয়া থাকে। তদ্ দ্বারা অবিদ্যারহিত হইলেও যদি কখনও তিনি তুচ্ছ স্বর্গাদি ভোগ, ব্রহ্মানন্দাদি মোক্ষসুখ অথবা বৈকুণ্ঠাদি ধামপ্রাপ্তি প্রভৃতি কোনপ্রকার সুখলাভ করেন, তাহা হইলেও তিনি ভক্তি-প্রভাবে সেইসকল লাভ করিতে পারেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি পরম সুখ প্রদান করেন বলিয়া কর্ম্মজ্ঞানাদি তাঁহার নিকট হেয় ও তুচ্ছ।

ভক্তির পরমসুখস্বরূপত্ব (পরমানন্দ-স্বরূপ)ও দেখা যায়। তথাপি ভক্তির সাধনদশায়—"এই কারণে পণ্ডিতগণ পরম-শ্রীসত্ত্ব সহিত ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে সর্ব্বক্ষণ মনঃপ্রসাদনী সেবা করিয়া থাকেন," ইত্যাদি শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূতের উক্তিতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব ভক্তির সাধনদশাতেই যখন পরমসুখস্বরূপত্ব দৃষ্ট হয়, তখন উহার সিদ্ধ দশাতে ত' আর কথাই নাই।

চিত্ত স্থির হয় কিরূপে?

——:(•):——

প্রাণায়ামাদির দ্বারা সাময়িকভাবে কৃত্রিম উপায়ে যে চিত্ত স্থির হয়, তাহাতে নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। প্রাণায়ামনিগ্রহাদির দ্বারা যেরূপ কুম্ভ সমস্ত জল উপরিভাগে নির্ম্মল দেখা গেলেও ব্যবস্থীয় মল কুম্ভমধ্যেই সলিলের নিম্নভাগে অবস্থিত থাকে এবং কোন কারণে জল স্থির বিচলিত হইয়ামাত্রই পুনরায় সমস্ত মল কুম্ভস্থ সমস্ত জলের সহিত মিশিয়া যায়, কিন্তু শরৎকালীন নদীতড়াগাদির জল যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে অর্থাৎ স্বভাবতঃই নির্ম্মল হয়, তখন পুনঃ বর্ষণাদি জল উদ্বেলিত হইলেও মলিনতা লাভ করে না, সেইরূপ প্রাণায়ামাদির দ্বারা ক্ষণকালে চিত্ত স্থির (?) হইলেও উহা উদ্বেগ অত্যন্ত সাময়িক। কোন কারণে চিত্ত চঞ্চল হইলে পুনরায় সমস্ত পূর্ব্ব দোষের উদয় হয়। কিন্তু হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারা হৃদয়স্থিত মলিনতার অংশসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায় নির্ম্মলস্বরূপে নিত্যমঙ্গলতা লাভ করে,—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্॥

(ভাঃ ১।২।১৭)

শ্রীনারদ প্রাচীন প্রাচীনবর্হি শ্রীমহারাজকে বলিয়াছিলেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

মুকুন্দসেবার দ্বারা চিত্তের যাদৃশ শান্তি যোগাদি নিগ্রহে শান্তি লাভ হয় না যেরূপ সাক্ষাৎ নিবৃত্তি হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বনে তাহা তেমন নিশ্চয় লাভ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—প্রাণায়ামাদির দ্বারা কখনও চিত্ত আত্যন্তিকভাবে নিগৃহীত হয় না,—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥

(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি-দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু হে রাজন্! তদ্দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিষয়বাসনাশূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া থাকে।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ॥

(ভাঃ ১১।২৯।২)

হে পুণ্ডরীকাক্ষ, প্রায়ই দেখা যায় যে, যেসকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হওয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ বৃথা কালক্ষেপণের হেতু ব্যতীত আর কিছুই নহে,—

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষেপণহেতবঃ॥

(ভাঃ ১১।১৫।৩৩)

এই নিমিত্ত যাঁহারা উত্তমযোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা এইসকল চেষ্টাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐসকল সাধন বৃথা কালক্ষেপণের হেতুমাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কালক্ষেপ করেন না। শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন
সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

(ভাঃ ১১।১৪।২০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,—হে উদ্ধব, প্রবলা ভক্তি যেরূপ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস প্রভৃতি কোন সাধন সেরূপ করিতে পারে না।

. যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥

(ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাস—উহাদের গতি কর্ম্মগতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, ঐ সকল মার্গে যোগিগণ মহর্লোক, জনোলোক ও সত্যলোক লাভ করেন, কিন্তু ভক্তিযোগে ভক্তগণ আমার চিন্ময় নিত্য বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(:•:)::——

ভক্তিপথিক এ জগতের মূল চতুর্দ্দশ স্তরকে অতিক্রমপূর্ব্বক তাহার ঊর্দ্ধভাগে বিরজা নামক জগতের সীমারূপ স্তর পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইবেন। বিরজা-রূপ বিশুদ্ধসত্ত্বময় ছয়টি স্তর ভেদ করিলে তবে গোলোক-বৃন্দাবনের সীমা পাওয়া যাইবে। ব্রহ্মধাম ও বৈকুণ্ঠই ঐ ছয় স্তর। গোলোকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর আস্বাদনের এই পঞ্চস্তর আছে। মধুর-স্তরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তর। হরিভজন যাহাতে হয়, তজ্জন্য ভক্ত সাধুসঙ্গে যত্ন করিবেন। নামারূঢ় ব্যক্তি রসজ্ঞ হইলে অনায়াসে মহাভাব-পর্য্যন্ত প্রেমধন অর্জ্জন করত কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবেন।

ভগবৎ-প্রীতিই ভক্তি। চুম্বক উপযুক্ত স্থানে আসিলে লৌহ যেমন তাহার প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সাম্মুখ্যাবস্থায় যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখায়, তাহাই শুদ্ধ-প্রীতির স্বরূপলক্ষণ। বদ্ধজীবের লিঙ্গদেহ ভঙ্গ না হইলে স্বাভাবিক শুদ্ধভাব উদিত হয় না। লিঙ্গভঙ্গের পর যে ভাব দেখা যায়, তাহাই নিত্যপ্রীতি। তৎপূর্ব্বে জড়ীয়-স্বরূপ-তিরস্কার ও চিৎস্বরূপ-পুরস্কাররূপ আত্মনিক্ষেপপ্রক্রিয়া দ্বারা যে ভক্তি হয়, তাহা প্রীতিময়ী হইতে পারে, প্রীত্যাত্মিকা হইতে পারে না। এতৎসম্বন্ধে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিতেছেন,—

রাগাত্মিকা ভক্তি - 'মুখ্যা' ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তি 'রাগানুগা' নামে॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য, অন্তর — ইহার দুই ত' সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥

চেতনের বৃত্তি একটী। সেই প্রবৃত্তি যখন শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তখন তাহার নাম কৃষ্ণপ্রীতি। আর যখন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ থাকে, তখন তাহার নাম জড়প্রীতি বা বিষয়াসক্তি। স্বরূপলক্ষণ-বিচারে রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত দেখা যায়। মহাভাব অধিরূঢ় যোগ-সময়ে নিমেষ সহ্য হয় না, এক কল্পও ক্ষণকালের ন্যায় বিগত হয় এবং বিয়োগসময়ে ক্ষণকালকে কল্প মনে হয়। তদবধি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত রস উদ্গত। তদবধির নীচ দাস্যেতে ঐ রস অদ্ভুত মোহ পর্য্যন্ত বিকৃত হয়। কেবল যুক্তিদ্বারা রসতত্ত্ব অনুভূত হয় না। চিন্ময় ত' দূরের কথা, জড়রসও যুক্তিদ্বারা বিচারিত হইতে পারে

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

না। জীব ও ভগবান্ উভয়েই রসের আস্বাদক। যখন জীব আস্বাদক, তখন ভগবান্ আস্বাদ্য; আর যখন ভগবান্ আস্বাদক হন, তখন জীব আস্বাদ্য।

অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জীব কৃষ্ণের অনুগত সত্তা-বিশেষ। চিজ্জগৎ ও জড়জগতের মধ্যস্থলে বিরজা। তটস্থজীব সন্নিধানে থাকিয়া জড়-বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব—উভয় স্থানই দেখিতে পান। উভয় [illegible] দেখিতে ভোগেচ্ছার উদয় হইলেই জীব কৃষ্ণ হইতে বহির্মুখ হয় এবং নিকটস্থ মায়াধারা ভোগায়তন দেহ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কৃষ্ণ ভুলিয়াই জীব অনাদিবহির্মুখ হইয়াছে। স্বতন্ত্রতার অপ-ব্যবহারবশতঃই তাহার এইরূপ দুর্দশা। এই দুর্দশার জন্য কৃষ্ণকে দায়ী করা যায় না; কারণ, কৃষ্ণ কাহারও স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করেন না। জীব যখনই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই তাঁহার মঙ্গল হয়।

সাধন

——::(∘)::——

ভোগবাঞ্ছাবশতঃ জীবকুল ভগবানকে বিস্মৃত হইয়া জড়সুখের আশায় এই মায়া-ময় দুঃখময় সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে। যতদিন জীবের সংসারসুখ ভোগ করিবার দুরাশা ক্ষীণ না হয়, ততদিন কোনক্রমেই ভগবানের সেবা করিবার প্রবৃত্তি উদিত হয় না। পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতি নিবন্ধনে কৃষ্ণকৃপাক্রমে সংসারবাসনা ক্ষীণ হইয়া পড়িলে সাধুসঙ্গ করিবার স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে আগ্রহের সহিত হরিকথা আলোচনা করিতে করিতে জীবের শ্রদ্ধা বাড়িতে থাকে। তখন জীব সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্বক তদানুগত্যে ভজন করিতে করিতে তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ হয়।

ভগবানের কৃপা লাভ করিবার জন্য মায়াবদ্ধ জীবগণকে সাধন করিতে হয়। কোন শ্রদ্ধা লাভ করিয়া জীব যদি সাধন-কার্যে আলস্য প্রদর্শনপূর্বক ভগবৎকৃপা-লাভের আশায় বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মটী বৃথাই চলিয়া যায়, কোন ফল হয় না।

পরমকরুণাময় কৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, আবার কলিযুগে এ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ বুঝাইয়া দিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণ-সেবায় প্রলুব্ধ করিবার জন্য অজস্র চেষ্টা করিয়াছেন। ভগবানের এত অযাচিত কৃপা সত্ত্বেও বদ্ধ জীবগণ তাঁহার অনুকম্পা গ্রহণ করিতে চাহে না বলিয়া জীবের এত দুর্গতি—এত অমঙ্গল।

স্বতন্ত্র-পুরুষ ভগবান্ ইচ্ছা করিলেই জীবকে দর্শন দিতে পারেন। কিন্তু জীবের যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তির তৃষ্ণা বলবতী না থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরদর্শন ঘটিলেও আর তাহাকে লইয়া সুখী হইতে পারে না, এমন নিত্যা-নন্দময় বস্তুকে ত্যাগ করিয়া আবার তুচ্ছ সংসারসুখের আশায় ফিরিয়া আসে। প্রকৃত প্রবলা তৃষ্ণার অভাবই ইহার মূল কারণ। কলিকালে এত অল্প একটু সাধন করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার আগ্রহ যদি জীবের না আসে, তাহা হইলে তাহার ঈশ্বরলাভের জন্য যে তৃষ্ণা, তাহা প্রকৃত তৃষ্ণা নহে; তাহাকে তৃষ্ণাভাস বলিতে হইবে।

সাধন বলিয়া যে একটী কাযের কথা আমরা শুনিতে পাই, সেটী আর কিছুই নহে—কেবল ভগবৎবিষয়ক তৃষ্ণাবৃদ্ধির কৌশল মাত্র। যত্ন ও আগ্রহের সহিত সাধন করিতে করিতে যাঁহার যতদূর তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, তিনি সেইরূপ কৃষ্ণকৃপা লাভ করিয়া থাকেন। তৃষ্ণা পূর্ণমাত্রায় বর্দ্ধিত হইলেই কৃষ্ণ প্রকাশিত হইয়া পড়েন, কিছুতেই থাকিতে পারেন না। এই সাধনকার্যটী বদ্ধজীবের ত্যাগ করিলে চলিবে না, যত্নসহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। আদরপূর্বক যে পরিমাণে জীব সাধন গ্রহণ করিবেন, নিশ্চিত সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হইবে।

কেহ স্বীকার করুক, আর নাই করুক জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ ভগবানের নিত্য দাস। ভগবৎ প্রীতিই ([illegible]) জীবের নিত্যধর্ম। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় সেই ভাব প্রবিলুপ্ত হইয়া বিষয়প্রীতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমানে বহুতাপযুক্ত আমাদের প্রেম জড়বিষয়ের প্রতি আসক্ত থাকায় আমরা আমাদের নিত্য সেব্য ভগবানের সেবার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

যে উপায়ে সেই প্রীতিটী জড় বিষয় হইতে উদ্ধার করিয়া ক্রমে প্রকট করতঃ ভগবানের শ্রীচরণে স্থাপন করা যায়, তাহার নামই সাধন। শাস্ত্রে নানাপ্রকার সাধনের বিষয় নির্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে হরিনামই সকল সাধনের সার। এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের আর অন্য গতি নাই। হরিনামই একমাত্র সাধন।

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত, তাঁহারা অকপটে একান্তভাবে হরিনামাশ্রয় করেন। হরিনাম সাধন করিতে করিতে সিদ্ধ হইলে তাঁহারা নামেরই সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন, যেহেতু নামই সাধ্য এবং সাধন। নাম ও নামী অভেদ। এ সাধনপ্রণালী সাধুসঙ্গেই হইয়া থাকে, অন্য উপায়ে হইতে পারে না।

প্রভুপদেশ

——::(∘)::——

আমাদের নিত্যারাধ্যবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-মুখে নববিধা ভক্তিযাজন শুদ্ধ-ভক্তিসদাচারের একমাত্র উদ্দেশ্য, উপায়, প্রণালী, সাধন ও সাধ্য। শ্রীগৌরসুন্দর-নামপ্রভুর সংকীর্ত্তনের দ্বারা সামাজিক অনুশীলন শুদ্ধভক্তিসদাচারের মুখ্য লক্ষ্য থাকিবে। তাহা যিনি যতটুকু নিষ্কপটে নিরন্তর সর্বতোভাবে অনুশীলন করিবেন, তিনি ততটা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিভাজন হইবেন। সেই উদ্দেশ্যকে পুরোভাগে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে—সর্বদিকে রাখিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাতে যেন বহির্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টা থাকিবে না। কেবল মুখে বলিলে হইবে না, আচরণে প্রদর্শন করিতে হইবে। পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিলে যোগ ও ক্ষেম—উভয়ের প্রতি নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ বা শ্রীভাগবতগণের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হইবে না, তৎ-সম্বন্ধীয় বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে হইবে না, কিন্তু নিজের যোগ ও ক্ষেম অর্থাৎ আহারাদি আহরণ ও সংরক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথা "নিজের পোষণ কভু না ভাবিব, রহিব তোমার ভরে। ভক্তিবিনোদ তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে॥" এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য-[illegible] ভোগ ও ত্যাগ করিবার অবকাশ নাই। [illegible] সর্বতোভাবে [illegible] জন্য যে বৈষয়িক লোকের ক্রিয়া-কলাপের মত [illegible] অনুসরণ করিতে হয়, তাহা বস্তুতঃ নিজভোগ বা বিষয়ভোগ নহে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট সাধনে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে কোনও দিন বিষয় স্পর্শ করিতে পারে না। যদি অহৈতুকী সেবার জন্য [illegible] যুক্ত ক্রিয়া-কলাপ হয়, তাহা হইলে সেইগুলি [illegible] পোষণ করে বলিয়া ভক্তির প্রতিকূল হইবে না। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট-প্রতি-পূরণার্থ কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত থাকা দরকার। [illegible] প্রতি অভিনিবেশে [illegible] হওয়া [illegible]। [illegible] কেবল লোক দেখাইবার [illegible] মঙ্গল হইবে না। আচরণের দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট-প্রচারের জন্য যেন চিত্ত সর্বদা প্রস্তুত থাকে। [illegible] ভগবানের কৃপার প্রথম নিদর্শন—[illegible]। [illegible] হইলে [illegible] প্রতি [illegible] মূল [illegible] অভিনিবেশ ও [illegible] করিয়া [illegible]— প্রমাদ, অহঙ্কার প্রভৃতি কামনা থাকিবে। উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। মূল উদ্দেশ্যে ভুল বা সন্দেহের স্থান নাই। আমাদের মূল উদ্দেশ্য সংকীর্ত্তন-[illegible] অগ্রসর হইবেন। [illegible] সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিতে হইবে। সর্বদা সকলে এক হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতে পারি—সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের কার্য মনোবাক্যে [illegible] দিবার জন্য উন্মুখ থাকিতে পারি, [illegible] থাকিতে পারিলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্ম নিশ্চয়ই আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন। ভোগময় ও ত্যাগময় [illegible] যেন আমাদের চিত্তকে আবৃত না করে। অন্যাভিলাষিতা ও [illegible] না থাকে, ঐকান্তিকী বৃত্তি থাকা দরকার। [illegible] মঙ্গলের মূল। [illegible] কৃষ্ণ-সেবার প্রতিকূলতা ঘটে। [illegible] সেবা-[illegible] আবশ্যক। সেবাপ্রবৃত্তির মধ্যে থাকিলে সেবা [illegible] প্রদান করিবেন। [illegible] না করিয়া [illegible] শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। [illegible] অর্থাৎ দেহের প্রতি অভিনিবেশ প্রয়োজনীয় নয়। পোষাক [illegible] জীর্ণ হলে, বদলে দিবে। [illegible] উদ্দেশ্য-[illegible] সকল [illegible] পূর্ণ সঙ্কল্পবিশিষ্ট হইয়া সেবায় অগ্রসর হইতে হইবে। [illegible] বা [illegible] যেন সেবার অন্তরায় না হয়। ফলভোগের মালিক —শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ। তাঁহারা যেভাবে চালিত করেন, সেইভাবেই চালিত হইতে হইবে। তাঁহাদের সেবাপ্রসঙ্গে যেন দ্বি-ধাবোধ বা অনুশীলনে কোনরূপ শৈথিল্য না থাকে। এইরূপ পথে চলিলেই আমরা [illegible] পথে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে [illegible]

শ্রীযোগপীঠে হরিকথা

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] প্রকাশ ও [illegible] হইতেছে। [illegible] ও [illegible] করিতেছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
	১ম ও বিনের জন্য, ৫ম বা বিনের জন্য			
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	।০	।৶০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৩৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৩, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আদর্শপুস্তক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে বরিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগের এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থলে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ প্রায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিত্তাধিক্য, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী —১১নং উপেন্দ্রমিত্র রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

নদীয়া জেলার
চাষী বন্ধুগণের প্রতি আবেদন

বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন, আমাদের বাংলায় যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়, তাহা সমগ্র বাংলার চাহিদা মিটাইতে পারে না। বাহির হইতে, বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আনিয়া বাংলার জনসাধারণের খাদ্য সংস্থান করিতে হয়। গত দশ বৎসরের হিসাব হইতে দেখা গিয়াছে যে, বাংলায় প্রতিবৎসর যত ধান উৎপন্ন হয়, এই প্রদেশের প্রয়োজন অপেক্ষা তাহা ২৭ কোটি মণ কম। ব্রহ্ম ও অন্যান্য দেশের চাউল দ্বারা এই চাহিদা মিটান হইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী এ বৎসর সম্ভব নয়, কারণ ব্রহ্ম এখন যুদ্ধে বিব্রত। আপনাদের বাংলায়, আপনাদের নদীয়ার খাদ্য সংস্থান এতকাল আপনারাই করিয়া আসিয়াছেন। দেশের এ দুর্দ্দিনের এই জীবন-মরণ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন কেবল আপনারা। আপনারা যদি পাট চাষ কমাইয়া দিয়া আপনাদের সমস্ত জমিতে ধান উৎপন্ন করেন, তাহা হইলে আপনাদের নদীয়ায় দুর্ভিক্ষ হইতে না হউক, বিষম অন্নকষ্ট হইতে উদ্ধার নিশ্চয়ই করিতে পারেন। আপনাদের পাটের জমিতে ধান বুনুন আপনাদের পতিত জমি পরিষ্কার করিয়া লইয়া ধানের চাষ বাড়ান—আপনাদের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভাই-ভগিনীদের অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া তাহাদের বাঁচতে দিন। পাট যে গত যুদ্ধের ন্যায় এ যুদ্ধে অপরিহার্য্য নয়, তাহা গতবৎসরের দর হইতে আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন। এবারেও পাটের পরিবর্ত্তে ধান উৎপন্ন করুন, অন্নকষ্টের হাত হইতে উদ্ধার পাইবেন, অর্থের দিক্ দিয়াও লাভবান হইবেন।

আপনাদের নিজের জন্য, আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্য, আপনার দেশবাসীর জন্য আমরা আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি যে, ধান ও অন্যান্য খাদ্য শস্যের চাষ বৃদ্ধি করুন, নতুবা সমগ্র বাংলাকে যে দারুণ অন্নকষ্টের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট, নিজের বিবেকের নিকট দায়ী হইবেন আপনি।

বীজের অভাব হইলে আপনারা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে, যে কোন কৃষি অথবা পাট বিভাগ কর্মচারীকে অথবা সার্কেল অফিসারকে জানাইবেন। তাঁহারা আপনাকে যথোচিত সাহায্য করিবেন। দেশবাসীর জন্য খাদ্য সমস্যার সমাধানে আমরা আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি। ইতি—

এম, ইসলাম
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

—:০:৫০:০:—

অতি-বিস্ফোরক বোমা

অতি-বিস্ফোরক বোমা মাটিতে পড়া মাত্র চতুর্দ্দিকে ইহার খণ্ডাংশ ও চূর্ণগুলি ছিটকাইয়া পড়ে। শায়িত অবস্থায় থাকিলে অথবা কোন গর্ত্তে আশ্রয় লইলে বোমার বিক্ষিপ্ত খণ্ডাংশগুলি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ বিক্ষিপ্ত খণ্ডাংশগুলি ভূতল হইতে ঊর্দ্ধে ছুটিয়া যায়। দৈবাৎ এক আধটি খণ্ডাংশ ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে পড়নের সময় কদাচিৎ কাহাকেও আঘাত করে।

অতি বিস্ফোরক বোমা হইতে সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ হইল—ইহার বিস্ফোরণজনিত ধাক্কাটা (Blast)। এই ধাক্কাটার বেগ এত প্রবল যে, ইহার গতিমুখে কংক্রীট বা অন্য কোন কঠিন উপাদানের তৈয়ারী মজবুত ইমারত ছাড়া যে কোন অপেক্ষাকৃত কাঁচা বা দুর্ব্বল ঘরবাড়ী উড়াইয়া এবং উপড়াইয়া ফেলে। প্রকৃত বোমার বিক্ষিপ্ত টুকরার আঘাত হইতে ধাক্কাটার ফলে আরও অনেক বেশী ক্ষতি ও মৃত্যু হইয়া থাকে। ধাক্কাটার মুখে পড়িলে লোকের ফুসফুস ফাটিয়া যায়।

ধাক্কাটা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় মাটিতে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়া এই অবস্থায় হাত দিয়া কাণ দুইটি ঢাকিয়া রাখা উচিত এবং কনুইয়ের উপর ভর দিয়া মাটি হইতে আলগাভাবে রাখা বাঞ্ছনীয়। পথে বা বাসগৃহে যেখানেই অবস্থান করা হউক না কেন, উল্লিখিত নিয়মগুলি নিষ্ঠার সহিত পালন করা কর্ত্তব্য। গৃহাভ্যন্তরে টেবিলের তলায় আশ্রয় লইলে আরও ভাল হয়। দেখা গিয়াছে যে, একেবারে ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িলেও টেবিলের নীচে আশ্রিত ব্যক্তির অঙ্গ বা প্রাণহানি হয় নাই। ঘরের জানালার কাঁচ বিপজ্জনক। ইহা পূর্ব্বে সরাইয়া ফেলা উচিত।

অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে বিমান-আক্রমণের সময় অযথা চীৎকার করিয়া আতঙ্কগ্রস্ত করা উচিত নহে। পূর্ব্বেই ইহাদিগকে সকল নিয়মাবলী শিখাইয়া রাখা উচিত।

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স

ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্যার ষ্টাফোর্ড কমন্স সভায় প্রবেশ কালে তাঁহাকে সদস্যে আনন্দধ্বনি সহকারে অভ্যর্থনা করেন। স্যার ষ্টাফোর্ড পুনরায় কমন্স সভার নেতারূপে কার্য্য করিবেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যায় শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত সংস্করণ পাণ্ডুলিপি-অনুসারে শোধিত ও সঙ্কলিত হইয়া 'প্রতিলেখ'-ভাষ্যসহ প্রকা-শিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকল্পমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানু-সন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২৭ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৫ই বৈশাখ, সনাব্দ ১৩৪৯ : ২৮শে এপ্রিল, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার } ৫৭ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ মধুসূদন, শিব প্রজায়, গৌরাব্দ ৪৫৬

মন্দির

শ্রীভগবন্নিকেতন বা শ্রীভগবদ্ধামই শ্রীমন্দির। শ্রীমন্দির বিভুতত্ত্ব। শ্রীমন্দিরের আবাস বা শ্রীমন্দিররূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। এই সেবকের ঈশ্বরকোটি বা বিষ্ণু-তত্ত্ব। কিন্তু পূজারী সেবা পরাধিষ্ঠিত জীব-কোটির অন্তর্গত। সেবক সেবা করিবার জন্য শ্রীমন্দিরে উঠিবেন। অপরের শ্রীমন্দিরে উঠা বা বসাও অপরাধ। শ্রীমন্দির নির্গুণ—মায়াতীত বস্তু। শ্রীমন্দিরে বাস বা সাধুসঙ্গে বাসও নির্গুণ। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণে পরিণত হয়, তদ্রূপ ভগবৎ-সম্বন্ধ মাহাত্ম্য-নিবন্ধন ভগবন্নিকেতনও বস্তুতঃ নির্গুণ অর্থাৎ ভগবৎ-সেবাধিষ্ঠান শুদ্ধসত্ত্বময়-বৈকুণ্ঠাভিন্ন। বৈকুণ্ঠবাসিগণ যেমন তত্রস্থ সকলকেই চতুর্ভুজ-রূপে দর্শন করেন, তদ্রূপ ভগবন্নিকেতনের নির্গুণত্ব ভক্তিচক্ষুর দ্বারাই উপলব্ধি হয়। শ্রীল ব্যাসপাদ বলিয়াছেন,—ভগবন্নিকেতনটী সাক্ষাৎ ভগবদাবির্ভাবহেতু নির্গুণস্থান।

শ্রীমন্দির শুদ্ধসত্ত্বময়। যেখানে শ্রীভগবান্ থাকেন, তাহাই শ্রীমন্দির। সেইজন্য জীব-হৃদয়কেও শ্রীমন্দির বলা হয়। ভক্ত সাক্ষাৎ ভগবন্মন্দির। ভক্তহৃদয়েই ভগবানের নিত্যবাস। 'ভক্ত [illegible]'। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে উক্ত [illegible]—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর পূর্ণপাত্র।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে তাঁহারে করে ভক্তি॥
বক্রেশ্বরহৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ-ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন, নাচিতে বক্রেশ্বর।
যে-যে স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রধানতঃ তিনটী শক্তি—স্বরূপশক্তি, তটস্থশক্তি ও মায়াশক্তি। এক স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তিই আবার তিনরূপে তাঁহার সেবারতা। প্রথমা—হ্লাদিনী, দ্বিতীয়া—সন্ধিনী, তৃতীয়া—সম্বিৎ। স্বরূপ-হ্লাদিনীই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাধিকারিরূপা শ্রীরাধিকা; তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করান। সন্ধিনীসার-অংশ—শুদ্ধসত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং তাঁহার নিজ জনসমূহ ও শয্যা-আসন-ভবন-কাননাদি সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বময়।

ভক্তই কৃষ্ণের ঘর। ভগবদ্ভক্তে একাধারে ভগবদ্ধাম, স্বয়ং ভগবান্, ভগবানের পরিকর ও ভগবল্লীলার সমাবেশ। ভগবদ্ভক্ত ভগবানের শ্রীমন্দির বা শ্রীধাম। শ্রীমন্দির বা শ্রীধামে ভগবান্ আছেন, ভগবানের সহিত তৎসেবক ভক্ত আছেন এবং লীলা-পুরুষোত্তমের সহিত নিত্যলীলা সংঘটিত হইতেছে। এই ভক্ত-দর্শনই চরম মঙ্গল। ভক্তদর্শন হইলেই ভগবদ্দর্শন হয়, ভক্তসেবা দ্বারাই ভগবানের সেবা হয়। ভক্ত-সেবা ব্যতীত মঙ্গল-লাভের দ্বিতীয় রাস্তা নাই। ভক্তই চিদ্বিলাসকে প্রকট করেন; ভক্তের হৃদয়-মন্দিরেই ভগবান্ বাঁধা আছেন। যাঁহারা নির্জ্জন ভগবদুপাসনা করেন, সেই ভক্তগণের আশ্রয়ে—তাঁহাদের শ্রীহস্তদ্বারা উন্মীলিত-চক্ষেই ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়।

শ্রীমন্দির মার্জ্জন করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া ভগবদ্ভক্ত হয়। শ্রীমন্দির-পরিক্রমার দ্বারাও তাহা হইয়া থাকে। যিনি কখনও হরিমন্দির লেপন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। মহাপাপী হইয়াও বিষ্ণু-মন্দিরে ধ্বজ ও দণ্ড আরোপণ করিলে সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হয়। যাঁহারা হরিমন্দিরে আরোপিত ধ্বজ ও দণ্ড দর্শন করিয়া আনন্দিত হন, তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি উপপাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি পতাকাদ্বারা বিষ্ণুমন্দির ভূষিত করেন, তিনি সর্ব্বদাই হরিধামে বাস করেন।

বঙ্গে অনেক শ্রীমন্দির দেখা [illegible] গৌরনগর বা গৌড়মণ্ডল স্বধাম মায়াপুরের ন্যায় এমন অদ্ভুতপূর্ব্ব শ্রীমন্দির আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরের একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহা দর্শনমাত্রে সুদার্শনিক সিদ্ধান্তের স্ফূর্ত্তি হয়। এই শ্রীমন্দির দর্শন করিলে বৈষ্ণবদর্শন ও সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এই শ্রীমন্দির শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্তের পূর্ণ চমৎকারিতার কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিতেছে। শ্রীমন্দিরের উর্দ্ধ একটী চূড়ায় প্রণব ও পতাকা শোভা পাইতেছেন। মধ্যমন্দিরের ললাট পটে বিস্তৃত গৌড়ীয় তিলক। শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে ভুবনমোহন শ্রীগিরিধারী ও ভুবনমোহন-মনোমোহিনী শ্রীগান্ধর্ব্বিকা সুরম্য-সিংহাসনে বিরাজিত আছেন। মূলমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণস্থ মন্দিরে শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বমুনি এবং আর একটী পৃথক্ আসনে তত্রত্য সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আদিকবি ব্রহ্মা আছেন। ঐ মন্দিরের পাঁচটী চূড়ার মধ্য-চূড়ায় সুন্দর কলস, প্রণব ও পতাকা শোভা পাইতেছে এবং অন্যান্য চূড়াগুলিতে প্রণব দীপ্তি পাইতেছে। শ্রীমন্দিরের ললাটপটে [illegible]

[illegible] পাঁচটী চূড়া [illegible] শোভমান। মধ্য-চূড়ায় সুন্দর কলস, পতাকা ও প্রণব। ললাটপটে [illegible] তিলক [illegible] মধ্যদেশে এক [illegible] বিরাজিত। [illegible] সম্প্রদায় [illegible] দেবী এবং [illegible] শ্রীবিগ্রহ [illegible]। মূলমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণস্থ শ্রীমন্দিরের পাঁচটী চূড়ায় প্রণব শোভা পাইতেছে এবং মধ্য চূড়ায় কলস, প্রণব ও [illegible]-পতাকা বিরাজমান। মন্দিরের ললাটে [illegible]-সম্প্রদায়ের তিলক। শ্রীমন্দিরের মধ্যদেশে [illegible]বাদাচার্য্য শ্রী[illegible] এবং অন্য আসনে তত্রত্য শ্রী[illegible]। মূলমন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণস্থ শ্রীমন্দিরের পাঁচটী চূড়া পূর্ব্ববৎ শোভিত থাকিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। শ্রীমন্দিরের ললাটপটে দ্বৈতাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল তিলক। শ্রীমন্দিরের মধ্যদেশে দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য, তত্রত্য [illegible] চতুঃসন [illegible] শ্রীরাধাগোবিন্দ বিরাজ করিতেছেন। মূল মন্দিরের চতুষ্কোণে চারিজন আচার্য্য [illegible] দর্শন দিতেছেন, আর মধ্যদেশে শ্রীরাধামাধবকে নিত্যসেবনরত শ্রীগৌরসুন্দর ও [illegible] উচ্চ মন্দির-বেদীর উপর [illegible] রহিয়াছেন। [illegible] বাম বা সুন্দরের এক একটী [illegible] করিতেছেন, আর মধ্যস্থলে [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর চতুর্দ্দিকস্থ [illegible] প্রধান এক সংস্কারের [illegible]

[illegible] কৃপা করেন তোর ভাগ্যবানে। ভক্ত-অন্তর্য্যামী।

পূর্ণতা লাভ করিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের অমোঘ সৌন্দর্য্য প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে শ্রীরূপের অর্থ ও সনাতনের ... শ্রীজীবগোস্বামীর ... অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত"—ইহা লিখিত আছে। ... আচার্য্যগণের নাম ও তাঁহাদের প্রচারিত সিদ্ধান্তের কথা লিখিত হইয়াছে।

চিন্তামণিপ্রভু শ্রীজীবই বৈষ্ণব, ভক্তের বিশেষণও তাহাই জীবের স্বাভাবিক লক্ষণ, শ্রীগোপালগুরুর প্রেমই সাধ্যবস্তুর শীর্ষ, তদ্দ্বারা শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমই সাধ্য-শিরোমণি তত্ত্ব—গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দর্শনের এই বিশুদ্ধ শ্রীচৈতন্যমতবাদ বা শ্রীমদ্ভাগবত সকলের নিকট সমুজ্জ্বল হইয়া কীর্ত্তিত হইতেছেন। শুদ্ধভক্তের অন্তরের উৎস-স্বরূপ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপার কৃপা ও অমোঘ মহিমার কথা এই মাসিক সর্ব্বদাই প্রকাশ করিতেছেন। এই মন্দিরে আসিলেই সমস্তজ্ঞান সংগ্রহ ... আত্মবিগ্রহগণের সহিত বিনা বিরোধে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। আশ্রয়বিগ্রহের সেবা ব্যতীত বিষয়বিগ্রহের সেবা হইতেই পারে না, শ্রীগুরুপদাশ্রয় ব্যতীত কেহ ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন না, তাহা এখানকার অমোঘ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। আচার্য্যসেবার দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়; অনর্থনিবৃত্তি হইলেই স্বাভাবিক ভগবানে শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হয়, শ্রীনামে রুচি হয়। আচার্য্যসেবা ব্যতীত মঙ্গলের অন্য কোন রাস্তা নাই—একথা যেন শ্রীমন্দিরটী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন, মনে হয়।

শ্রীমন্দিরটি যেন আরও বলিয়া দিতেছেন,—শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদীর সাম্প্রদায়িক নহে। উহাই একমাত্র বেদান্তের ধর্ম্ম। জগতে বৈদান্তিক বলিয়া প্রচলিত ... মতবাদ মাত্র; ... বিমুখমোহনের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। আচার্য্যদেবের ... বেদান্তের প্রাকৃত ভাষ্য ... শ্রীগৌরসুন্দর এই সুবর্ণ সংবাদ জগতে বিতরণ করিয়া জীবের প্রতি অপার দয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের শ্রীকবিরাজ ... উত্তরকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ... শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হইয়াছে। ... শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের চারি আচার্য্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-... বিগ্রহ বিরাজিত হইয়াছেন। এই শ্রীমন্দির শ্রীল প্রভুপাদের ... শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস ...

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীগৌরধামে প্রকটিত হইয়া বিশ্ববাসীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের কথা জানাইতেছেন। গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় লিখিয়াছেন—নিম্বার্কমতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতমত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবগণ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্বমতে যে 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ' স্বীকার আছে, তাহা এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। এই চারিজন আচার্য্যের মধ্যে পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভগবান্ নিত্য, ভগবানের নিত্যত্ব, জীবের নিত্যদাস্য ও চরমে সেবাপ্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সকলে মূলতঃ বৈষ্ণব। পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক ভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা-বলে সেই সমস্ত মতের অভাব দূর করতঃ মধ্বের "সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ," রামানুজের 'শক্তি-সিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত', 'তদীয়-সর্ব্বস্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের নিত্য দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তকে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে রতিই ভক্তি

——:(•)::——

অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের ভগবৎসাম্মুখ্য ব্যতীত উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। ভগবদ্বিমুখতারূপ ব্যাধিরূপ মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায়। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পথ একটী; তাহা—ভক্তি-পথ। ভগবদুন্মুখ ব্যক্তিমাত্রেই এই এক পথের পথিক। কেহ আগে, কেহ পশ্চাতে, কেহ ধীরভাবে, কেহ তীব্রগতিতে—সকলেই এই একই পথের পথিক হইয়া এক অদ্বয়জ্ঞান পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছেন। যাঁহাদের শ্রীগুরুদেবে সাক্ষাৎ শ্রদ্ধা ... হইয়াছে এবং যাঁহারা কৃষ্ণভজনকারী সাধুগুরুর অকপট আনুগত্য করিবার জন্য ঐকান্তিক কাঙ্গাল হইয়াছেন, তাঁহারা ক্রমশঃ এই পথে অগ্রসর হইতেছেন। আর যাঁহারা প্রভাবে ও পদার্থবিচারে ... তাঁহারা সকলেই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত, অনুগত ও সেবক। ইঁহারা সকলেই আশ্রয়বিগ্রহের আশ্রিত থাকিয়া আশ্রয়ের সুখেই নিজের সুখ জানিয়া সতত তাঁহার সুখবিধানের জন্য ব্যস্ত। এই বিধানের ব্যতিক্রম যেখানে, সেখানে শুদ্ধভক্তিপথাশ্রয়ের কোন কথা নাই। কেন্দ্র ঠিক হইলে পরে যেমন বৃত্ত অঙ্কিত হয়, সেইপ্রকার লক্ষ্য বা পথ ঠিক হইলেই গতি ঠিক হইবে এবং গতি ঠিক হইলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছান যাইবে। ভক্তিপথের পথিকের লক্ষ্য কি? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে, ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তমা গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব-আশা॥

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু পঞ্চরাত্র-পুরাণাদি-বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—

"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥"

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥
প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা
নিষ্ফলং ভবেৎ॥
বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো
বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্।
পূজয়েদ্ বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স
শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং
বিতনোতি যঃ॥"

শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম রক্ষক হইয়া থাকেন, পরন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না; অতএব সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুকেই প্রসন্ন করিবে। পূর্ব্বে প্রথমতঃ শ্রীগুরুপূজা করিয়া অনন্তর আমার (শ্রীভগবানের) পূজা করিলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যথা এই নিয়মের ব্যতিক্রমে পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে। যিনি জ্ঞানোপদেষ্টা বৈষ্ণবগুরুকে বিষ্ণুর ন্যায় জ্ঞান এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করেন, তিনিই বৈষ্ণব ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া থাকেন। যিনি এক শ্লোকের চতুর্থাংশও উপদেশ করেন, তিনিও সর্ব্বদা পূজনীয় হইয়া থাকেন; সুতরাং যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রদান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? যিনি মন্ত্র, তিনিই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ এবং যিনি গুরু, তিনিই সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ; সুতরাং গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, হরিও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

গুরুসেবা ব্যতীত অন্য ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—

"নাহমিজ্যা-প্রজাতিভ্যাং
তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥"
(ভাঃ ১০।৮০।৩৪)

সর্ব্বভূতাত্মা আমি (ভগবান্) গুরুশুশ্রূষা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, ইজ্যা, প্রজাতি, তপঃ বা উপশমদ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না।

শাস্ত্র বলেন,—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি
সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥"

শ্রীঅচ্যুতের সেবাফলে জীবের সিদ্ধি হইতেও পারে, না হইতেও পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের পরিচর্য্যাফলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্যরূপে হইবেই।

যে-সমস্ত অনর্থ কখনও ছাড়া যায় না অর্থাৎ অতীব কঠিন, তাহা ছাড়িবার একমাত্র উপায়—শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরিচর্য্যা। মহাভাগবতের সেবা দুই প্রকার—পরিচর্য্যারূপা ও প্রসঙ্গরূপা। পরিচর্য্যা—শ্রীঅঙ্গের যাবতীয় সেবা-শুশ্রূষা; প্রসঙ্গরূপা—শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য ও লীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ। সাধুর সেবাফলে হৃদ্দৌর্ব্বল্য, তত্ত্বভ্রম, অসৎ-তৃষ্ণা ও অপরাধাদি দূর হয়; কেবল তাহাই নহে—তৎফলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তিও হইয়া থাকে। শ্রীগুরুসেবা-দ্বারা শ্রীভগবান্ যেমন বশীভূত হন, অন্য কোনরকম ভগবৎসেবা বা ব্রতাদিপালন-দ্বারা ভগবান্ তেমন বশীভূত হন না। ভগবানের পরিচর্য্যা অপেক্ষাও ভক্তের—সাধুগুরুর পরিচর্য্যার মাহাত্ম্য অধিক। কায়িক, বাচিক ও মানসিক আনুগত্যই সেবা। সঙ্গ চায় চিন্তায়—আবেশে—প্রীতিতে—বিরহে—কৃপাপ্রার্থনায় মাহাত্ম্যশ্রবণ-কীর্ত্তনে। তাঁহাদের সঙ্গ তাঁহাদের নাম-গুণ-লীলা-শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদির মধ্যেও হয়। তাঁহার কৃপা—সেবা লাভের জন্য লোভ—আবেশ হইলেই অবিরত সঙ্গ লাভ হইবে। চিত্ত যত নির্ম্মল হইবে—জড়জগতের প্রতি আসক্তি—অভিনিবেশ যত কমিতে থাকিবে—পুরুষাভিমান কমিয়া যত দীনতা—অকিঞ্চনতা—কৃপালাভের জন্য যত লোভ হইতে থাকিবে, ততই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইবে। নিকটে অথবা দূরে—যে-কোন স্থানেই অবস্থান হউক না কেন, তাঁহার প্রকৃষ্ট সঙ্গ-অপ্রাপ্তির জন্য যে দুঃখ, অনুশোচনা, অনুতাপ, আত্মধিক্কার—তাহাই তাঁহার সান্নিধ্য-লাভের প্রকৃষ্ট পথ। তাঁহার প্রতি প্রীতি, ভালবাসা বা আপনজ্ঞানই তাঁহাকে পাইবার উপায়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় ও আনুগত্য ব্যতীত উপায় নাই। পরতত্ত্ববস্তু-বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইবে না, যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রিত না হয়। যাঁহারা অভিলোলুপ, যাঁহাদের বুদ্ধি নিঃস্বার্থ হয় নাই, যাঁহারা

নিবারক, 'তাঁহারা যদি কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া দান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা বা অভ্যাস-যোগাদির দ্বারা তাঁহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শত শত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া কেবল সংসারভ্রমণই করিতে হবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ উত্তালতরঙ্গায়িত সমুদ্রে কর্ণধার-হীন নৌকার ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়া তদনুসরণক্রমে কায়মনোবাক্যে ভাগবত-ধর্ম্মানুশীলন করিলে ভগবানের সন্তোষ হয়। শ্রীগুরুদেবের দয়া লাভ করিলে বা কৃপা-সঙ্গ লাভী হইলে আর বিপথগামী হইতে হয় না। তাঁহার কৃপায় পরমার্থপথের সমুদয় বিঘ্ন অপসারিত হয়—মন শান্ত ও ইন্দ্রিয় নিগৃহীত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা হইলে ভক্তিপথে চলিতে পারা যায়। নিষ্ঠা অর্থাৎ ঐকান্তিকতা—[illegible] সুদৃঢ় বিশ্বাস। নিষ্ঠা না থাকিলে সেবা শুদ্ধ হয় না। অনর্থযুক্তের শুদ্ধভজন হয় না। নিষ্ঠা হইতেই প্রকৃত ভজন আরম্ভ হয়। যে-কোন অবস্থা আসুক, তাঁহাকে ছাড়িবার অসামর্থ্যই নিষ্ঠা। নিষ্ঠা হইলেই [illegible] মধ্যে পড়িয়া গেল ও পড়ে আরম্ভ হইল এবং রুচি হইলেই [illegible] স্রোতে পড়িয়া তীব্রবেগে কৃষ্ণপাদপদ্মাভিমুখী হইতে থাকিল। যাঁহারা বাস্তবিক [illegible] বিপদের সন্ধান পাইয়া একান্ত [illegible] হইয়াছেন—যাঁহারা তাঁহাদের পাদপদ্মে নিতান্ত [illegible] হইয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণসেবা কোনপ্রকার বাধা থাকে না—বাহ্য কোনপ্রকার প্রলোভন তাঁহাদিগকে বাস্তব সত্যপথ হইতে একচুলও বিচলিত করিতে পারে না। তখন বাধাবিপদাদি তাঁহার অন্তর্হিত হইয়া থাকে—তাঁহাকে দ্বিগুণবেগে [illegible] কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইবারই সহায়তা করে—সদ্গুরুপাদপদ্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া [illegible] তখন তাঁহারা বলেন—'কৃপা করি' তোমার মোরে লহ', 'পতিত কিঙ্করে ধরি' পাদপদ্মধূলি করি' দেহ বিনোদেরে দেহ আশ্রয়।', 'যে যে ধূলা তোমার [illegible] আমাকে [illegible]', 'আমি তো তোমার জন।' 'আমাকে দণ্ড দিও, ভর্ৎসন-তিরস্কার করিবে, কর, কিন্তু ছাড়িও না।'

শ্রীগুরুপাদপদ্মে 'আমি যে তোমার হই, জান সর্বথায়'—এই বিচারে প্রয়োজন। তাঁহার সেবা করিবার যদি ইচ্ছা [illegible] প্রাণেতেই সেবকের অন্তরে এই বিচার স্থান পায়। এইরূপ বিচারের অভাব না [illegible] সেবকের [illegible] বিচার হয়। এইরূপ অবস্থায় অকপট নিষ্ঠ সেবকের অপরাধাদি শ্রীগুরু গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের সেবাপ্রয়াস দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন।

ঈশ্বর-স্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে আত্মপর্যন্ত প্রসাদ॥
(চৈঃ চঃ অ ১।১০৭)

[illegible]
সেবাং কৃতামপি মনাগ্‌বহুধা প্রতীতি।
[illegible]
[illegible] পুরুষোত্তমোঽয়ম্॥

শ্রীগুরুদেব—[illegible], ঈশ্বর-বস্তু। শ্রীগুরুদেব ভগবানের সাক্ষাৎ অংশ—সেবক-ভগবান। শ্রীগুরুদেব শরণাগত সেবকের কোন অপরাধ গ্রহণ করেন না, অল্প হইলেও নিষ্কপট সেবাচেষ্টা দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহাকে প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—যিনি ভগবানকে বেশী সুখ দেন, তিনিই আমাদের গুরুদেব। কোন্ বিষয়ে লোক হয়—স্বরূপে অবস্থান হয়, তাহা জানাবার জন্য ভগবানের সেবাস্বরূপে—স্বরূপে, শ্রীবিগ্রহ-রূপে—নিজ-জন ভক্তরূপে অবতরণ করণা জীবগণকে মুক্ত ক'রবার জন্য। তাঁ'রা অহৈতুকী কৃপা ক'রে নেমে আসেন। আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সুবিধা বেশী। নিত্যানন্দের আশ্রয়ে, তাঁ'র মুখে কৃষ্ণভজনের সুযোগ বেশী। নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্য বা কৃপা ছাড়া গতি নাই। যাঁ'র প্রতি বৈষ্ণবের দয়া হ'চ্ছে, পৃথিবীর কোন জিনিষ তাঁ'কে টলা'তে পারে না। [illegible] নাই—পদ্মপত্রের মত জলে থাকে, জলের সঙ্গে মিশে না। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] যে কৃষ্ণকে ও কার্ষ্ণকে আপনজ্ঞান করে না, তাঁ'কে আপনজ্ঞান করা'বার জন্য যে চেষ্টা, তা' কাপট্য হ'লেও কৃষ্ণ কৃপা ক'র্‌বেন। এ বিষয়ে একটু সামান্য চেষ্টাই একমাত্র [illegible]—তাহাই আনন্দপদ—তাঁ'তে আনন্দের সাগরের সীমা ছাড়িয়ে যায়। শ্রীরূপের কৃপায় শ্রীগুরুর কৃপায়—শ্রীনামপ্রভুর সাধুর কৃপায় ইহা লাভ হয়। নামের 'প্রথম [illegible] যে ভাবে ডাকেন, আমার প্রভু যে-ভাবে ডাকেন, সে নামেই আমার ডাকা উচিত; তবেই কৃপা লাভ হ'বে। Gurudeva is the giver of Bhakti. গুরু ভক্তকে সৃষ্টি করেন। গুরুদেবকে ছেড়ে ভক্ত থাকে না। গুরুর line-এর মধ্যে থা'কলে [illegible] থাকে না। [illegible] হইবেই [illegible]।"

আমরা যাহাতে কৃপা [illegible] শ্রীগুরুপাদ [illegible] তাঁহার অহৈতুকী [illegible] সাধন করিতে পারি, ইহাই [illegible] শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

হরিকথাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তন হয়, আবার কীর্ত্তন হইলে শ্রবণ হয়। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে কীর্ত্তন ও শ্রবণ হয়। যখন আমরা হরিকীর্ত্তন করি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হরিস্মৃতি আসে। কারণ, অতএব হরিকীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন গতি বা কৃত্য নাই। যিনি কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন করেন তাঁহার সকল বাধা সেবাবশে নাশ হয়। যেমন দর্পণের উপর ধূলা পড়িলে আত্মদর্শনের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কথার দ্বারা আমাদের চিত্তদর্পণ নানা আবরণযুক্ত থাকে। আমরা কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন করিলে তাঁহার অনুগ্রহে আমরা অতি সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কীর্ত্তন শ্রবণ ক'রে তাঁ'র শতকরা শতপরিমাণে অনুগত সেবাধর্ম্ম যদি সুষ্ঠুভাবে দে'খবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তা' হ'লে আমরাও সেবা ক'র্‌তে পারি। গুরুপাদপদ্ম ও তাঁ'র অনুগণ বঞ্চকগণের বস্তু নন। আমি মূর্খ, যে ভাষায় ব'ললে আমার মূর্খতা যায়, তাঁ'রা সেই ভাষায় ব'লে আমার মূর্খতা অপনোদনের যত্ন করেন।

সাধুগণের দুই battery র action এর মত তাঁহা অসদ্বস্তুকে repel ও সদ্বস্তুকে attract করে। সাধুগণের বুদ্ধি-দ্বারা সদ্বুদ্ধি লাভ হয়। অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সৎসঙ্গ গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য পরামর্শ প্রদান করেন না। যাঁ'রা অন্য [illegible] তাঁ'রা [illegible] অন্যরূপ পরামর্শ প্রদান করেন অন্যরূপ কথাবার্ত্তা বলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর অতীন্দ্রিয় বস্তু। জাগতিক কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবস্তু তিনি নন। সেই অতীন্দ্রিয় বস্তু unchallengeable but not unapproachable, সেবোন্মুখতা দ্বারা তাঁ'র কাছে আমরা [illegible] পা'রি। তিনি স্বতন্ত্র, কিন্তু সেবোন্মুখের [illegible]। [illegible] আমাদিগকে অনুগ্রহ ক'রবার জন্য অপ্রাকৃত নররূপে অবতীর্ণ।

শ্রীগৌরসুন্দরের পদনখ অমূল্য বস্তু। তাঁ'র কথা সমগ্র পৃথিবীতে অন্য সব কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথাই [illegible] কারণ।

[illegible] হ'লেন, তখন ব্রাহ্মণ, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি-

সকলেই তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। ভক্তগণের হৃদয়ে তিনি পূর্ণ পূর্ণ অবতারে যেরূপ ভাব উদয় করাইয়াছিলেন, কেবল মাত্র তাহা দান ক'রতে এ যুগে [illegible] নাই; তিনি এই যুগে এক অনর্পিতচর বস্তু দান ক'রেছেন। তিনি আচার্য্যের সেবার প্রকার জানাইয়াছেন। তিনি [illegible] লোককে নিস্তার করিবার জন্য [illegible]। যাহা [illegible] জানিয়াছি বা জানিতে পারি, এমন কোনও কথা বলিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর আসেন নাই। যাহা বিশ্বের [illegible] অবতারে কখনও প্রচারিত হয় নাই, তাহাই জগতে প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌরহরি আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন মানবমাত্রের একমাত্র কৃত্য। একটী তাঁহার মহাবদান্য [illegible] এমন কি, [illegible] সর্ব্বাবস্থায় [illegible] সংকীর্ত্তন হইতেই জীব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

বৈষ্ণবনিন্দককে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ ক'রতে হবে। [illegible] কিন্তু যদি কেহ [illegible] আমাকে [illegible] ক'রে থাকেন, তখন আমি জানি—সেরূপ লোক [illegible] ভগবান্ তাঁ'দের দ্বারা আমার মঙ্গল বিধান ক'রে দিচ্ছেন। ভগবান্ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন অসংখ্য মুখে অসংখ্যপ্রকার কটু কথা বলিয়ে আমাকে সহ্যগুণ শিক্ষা দেন। [illegible]

শ্রীধামে সংকীর্ত্তনোৎসব

[illegible] ১৩ই বৈশাখ, [illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-সংবাদ-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
১ম ও ২য় দিনের পর, ৩য় দিনের				
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷০		৷৵৹	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
" " ইঞ্চি	২৲		সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲		অর্দ্ধ কলম	২৮৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲		এক কলম	৫০৲
এক কলম	১২৲			

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রাপ্ত সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—ত্রিদণ্ডিগোস্বামী পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -ত্রিপিকাস্থার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... বিদ্যাভূষণ ভারতী বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকট-পৌর্ণমাসীতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী-যুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসাথীরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিকুক্ষিকাজন এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পোঃ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মহেশ্বর পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-পালাজ্বর জীর্ণ শীর্ণ প্রায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... হাতে হাতে ফল ... বিক্রয়, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার মারাত্মক কিনা ... বড় বোতল ১৷০ আট আনা। পাইকারী

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ব্রিটেনের অধিবাসীদের নানা অধিকার সঙ্কোচ

ব্রিটেনের প্রত্যেক অধিবাসী এবং তাহাদের টাকাপয়সা ও সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন হইয়াছে। যে কাহাকেও যে কোনও স্থানে যাইতে বা যে কোন কিছু করিতে আদেশ দেওয়া যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং কোনও ব্যক্তি বা কোম্পানী ... কত টাকা উঠাইতে পারিবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। যে কোনও সম্পত্তি বা কার্য্য গবর্ণমেণ্ট যে কোন উদ্দেশ্যের জন্য লইতে পারে। এমন কি প্রয়োজন হইলে ধ্বংস পর্য্যন্ত করিতে পারে।

অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মজুরগণ শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের অনুমতি ছাড়া কাজ ছাড়িতে পারে না এবং তাহাদের কাজ হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া যায় না। ধর্মঘট বা শ্রমিক নিষ্কাশন (লক আউট) বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত করা যাইতে পারে। যে সব মজুর কাজে লাগান না যায় তাহারা কাজে কামাই দেয়, তাহাদের জরিমানা করা বা জেলে দেওয়া যাইতে পারে। শিল্পানুষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক ... নিয়ন্ত্রণের যে কর্তৃত্বাধীন করা প্রয়োজন তাহা করা হইয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ... সোনা বাজার ও সাধারণের নিকট হইতে কিনিয়া লইয়া গবর্ণমেণ্ট নিজে জমা রাখিয়াছে। লাইসেন্স না থাকিলে বৃটেন হইতে কেহ বাহিরে টাকা পয়সা রপ্তানী করিতে পারে না। অনেক দ্রব্যও বাহিরে রপ্তানী করা চলে না। নিষ্প্রদীপ করা প্রত্যেকের পক্ষেই বাধ্যতামূলক এবং প্রয়োজন হইলে যে কাহারও দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া আলো বন্ধ করিয়া দেওয়া চলে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক খাবার জমাইয়া রাখিলেও বাড়ী খানাতল্লাসী করা চলে।

ট্রেনের বিভিন্নপ্রকার সস্তা ভাড়ার টিকেট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮'র রেগুলেশন অনুসারে যে কোন লোককে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করা চলে।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ

আফগান, নেপালী অথবা চীনা ছাড়া কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি ব্যতীত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিতে, থাকিতে অথবা উহার ভিতর দিয়া যাইতে পারিবে না। এখানে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার ... অনুযায়ী সরকার ঐ মর্ম্মে এক আদেশ জারি করিয়াছেন।

দরিদ্র জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র উৎপাদন

গত অক্টোবর মাসে মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে দরিদ্র জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদনের জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তদনুযায়ী ঐ প্রকার বস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছে।

সাংবাদিকগণকে এই বস্ত্রের নমুনা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি টেক্সটাইল এডভাইসারী কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী এই বস্ত্র উৎপাদন করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্য এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বস্ত্র প্রেরণ করা হইতেছে।

ইন্দোর রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত

ইন্দোরের হোলকার তাঁহার রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ তুলিয়া দিয়াছেন এবং তার বর্ত্তমান কর্ণেল দীনানাথকে অবসর গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। হোলকার স্বয়ং মন্ত্রিসভার সভাপতির পদ এবং সমস্ত রাজ্যের ... পদ গ্রহণ করিয়াছেন। হোলকারের মন্ত্রীগণ তাঁহার নিকট সরাসরি কাগজপত্র দাখিল করিবেন। তাঁহার নিকট হইতেই আদেশ গ্রহণ করিবেন।

দক্ষিণ মুনানে প্রবল ভূমিকম্প

পর পর কয়েকবার ভূমিকম্পের ফলে দক্ষিণ য়ুনান প্রদেশের অন্তর্গত একটা সমৃদ্ধ নগরী সেখানে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে পর্ব্বত টলিয়া গিয়াছে, মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে এবং ঘর বাড়ী সব পড়িয়া গিয়াছে।

গমের মূল্য

বাঙ্গলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান অফিসার জানাইতেছেন যে, বিগত ১৯৪১ সনের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা সহর ও সহরতলীতে গমের মূল্য প্রতি মণ ৫৷০ পৌনে ছয় টাকা ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বাঙ্গলার গভর্ণর মূল্য নিয়ন্ত্রণের নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিয়াছে—

ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলের ৮০ ধারা: (২) অনুসারে (খ) প্রকরণে প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী এবং ১৯৪১ সনের ৯ই ডিসেম্বর তারিখের আদেশ আংশিকভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের গমের সর্ব্বোচ্চ বাজার মূল্য কলিকাতা ও সহরতলীর জন্য প্রতিমণ ৬৷০ সাড়ে ছয় টাকা ধার্য্য করা গেল।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে ... শ্রীমায়াপুর ... ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সত্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত কপির পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া 'প্রভাপ্রদীপ'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীভজনরহস্যদীপিকা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সম্প্রদায়-নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২৮ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ১৬ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২৯শে এপ্রিল, ইং ১৯৪২, বুধবার ৬৮৭ সংখ্যা

"মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ক'রে কোন দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোন অংশে কম মনে ক'র্‌বে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ মধুসূদন, হাপ্ বনিবার, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীচরণামৃত

——:০:(০):০:——

শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত সর্ব্বদা সমস্ত তীর্থ অপেক্ষা অধিক পবিত্র। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণামৃত প্রথমতঃ বৈষ্ণবদিগকে দিয়া তৎপর প্রণাম-পূর্ব্বক পান করিয়া মস্তকে ধারণ করাই বিধি। মানব শ্রীচরণোদক-পানে পবিত্র হইয়া পাতক হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণুর চরণামৃত পান করিলে কোটী ব্রহ্মহত্যার পাতক নষ্ট হয়; আবার এই চরণামৃত ভূতলে পতিত হইলে অষ্টগুণ পাতক সমুৎপন্ন হয়। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন,—হে অনঘ! হরির চরণামৃত যাঁহার উদরে অবস্থিত থাকে, তুমি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ কর।

শ্রীশালগ্রাম-শিলার জল প্রতিদিন পান করিলে সহস্র কোটী তীর্থে অবগাহন করিবার প্রয়োজন কি? যিনি শ্রীশালগ্রাম চরণামৃত পান করেন, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। শ্রীচরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণ করিলে সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন। কলিকালে শ্রীহরির চরণামৃত সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। শ্রীগঙ্গা—শ্রীহরিচরণোদক। সরস্বতীর জল তিন দিনে, নর্ম্মদার জল সাতদিনে, গঙ্গাজল তৎক্ষণাৎ এবং যমুনাজল দর্শনমাত্রেই পবিত্র করে। ইঁহাদিগকে দর্শন, স্নান ও কীর্ত্তন করিলে ইঁহারা পবিত্র করিয়া থাকেন। কলিযুগে শ্রীহরিচরণামৃত দর্শনমাত্রই পবিত্র করিয়া থাকেন। প্রতিদিন কোটী শিবলিঙ্গার্চ্চন করিলে যে ফল হয়, শ্রীচরণামৃত পান করিলে তদপেক্ষা শতসহস্রগুণ অধিক ফল হইয়া থাকে। অপবিত্রই হউক, দুরাচারই হউক অথবা মহাপাতকীই হউক, বিষ্ণুচরণামৃত স্পর্শ করিবামাত্রই সে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইতে পারে। কোটীপাতকযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুকালে মস্তকে, মুখে ও দেহে যদি বিষ্ণুচরণামৃত স্পর্শ হয়, তাহা হইলে সে যমালয়ে গমন করে না। যাহারা কখনও দান, হোম, বেদপাঠ বা দেবপূজাদি করে নাই, তাহারাও বিষ্ণুর চরণামৃত পান করিয়া উত্তমগতি লাভ করিতে পারে। যিনি প্রত্যহ শ্রীহরিচরণামৃত পান করিতেছেন, তিনি প্রত্যহই যমুনা-স্নান করিতেছেন। যিনি শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার প্রতি ব্রহ্মা, শিব, কেশব—সকলেই প্রসন্ন হন। যিনি শ্রীচরণামৃতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তিনি ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন। চিরদিন আচার-বর্জ্জিত ব্যক্তিকেও অন্তকালে চরণামৃত পান করাইলে সেও পরমগতি লাভ করিতে পারে। শ্রীচরণামৃত পান করিবামাত্র মহাপাপীও সকলের পূজনীয় হয়। প্রত্যহ শ্রীচরণামৃত পান করিলে অপমৃত্যু ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। শ্রীচরণামৃত অমঙ্গলহরণ ও দুঃখ-নাশক। ইহা সকল ব্যাধি বিনাশ করে। শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ করিলে সকল উৎপাতের শান্তি হয়। বৈষ্ণবগণ শম্ভু এই শ্রীচরণামৃতের মাহাত্ম্য জানেন। কারণ, তিনি বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। মহাপাপী ও শত শত রোগ-আক্রান্ত ব্যক্তিও চরণামৃতপানে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করে।

শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণামৃত পান করাই পরম ধর্ম, ইহাই পরম তপস্যা। যিনি চরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণ করেন, তিনি সকল তীর্থে স্নান করেন ও বিষ্ণুর অতি প্রিয় হইতে পারেন। শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত অকালমৃত্যু, সকল ব্যাধি ও সর্ব্বদুঃখ বিনাশ করে। শ্রীচরণামৃত পানের দ্বারা কি না হয়। লুব্ধকনামক ব্যাধ শ্রীহরির চরণামৃত স্পর্শ করিবামাত্র নিষ্পাপ হইয়া উত্তম বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক মুনিকে বলিতে লাগিলেন,—হে মুনে! আপনি যে আমার উপর চরণামৃত নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই আমি বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

সপ্তসমুদ্রের জলও যে তাপাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারে না, কিন্তু অল্পমাত্র শ্রীচরণামৃত-দ্বারা সেই সংসারাগ্নি সহজেই নির্ব্বাপিত হয়। এই চরণামৃত অমূল্য, ইহার সহিত অন্য কিছুরই তুলনা হয় না। সমুদ্রের তরঙ্গ গণনা করিতে পারিলেও শ্রীচরণামৃতের অনন্তমহিমা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের পবিত্র শ্রীচরণামৃত-পানের দ্বারা জীব নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারে। শ্রীচরণামৃতের কথা বিভিন্ন শাস্ত্র প্রচুর কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা তন্মধ্যে দুই একটী সংগ্রহ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-ভগবানের কৃপালাভের অভিলাষ ব্যক্ত করিলাম।

শরণাপত্তি

শরণাপত্তি ছয়প্রকার। শরণাপত্তি বিনা জীব বা দেবতা কৃষ্ণ পায় না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সর্ব্বাঙ্গ করিল, এই স্থলে প্রথা। শরণাগত পাওয়া ভক্তির আর কোন বিষয় হইতে পারে না। শরণাগত — যাহারা দীনভাবে নাম শরণাপত্তির সহিত শরণাগত ব্যক্তি বাক্যদ্বারা—'হে ভগবন্! আমি আপনারই শরণাগত হইলাম', এই শব্দ উচ্চারণ, মনের দ্বারা সেই প্রকার চিন্তা এবং শরীরদ্বারা তদীয় ক্ষেত্র শ্রীধামে আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বদা অবস্থান করেন। যাঁহারা কায়, মন ও বাক্যদ্বারা ভগবানের শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অনুকম্পার অবধি নাই। নারসিংহপুরাণে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥"

—হে ভগবন্! আমি তোমারই অনন্যসেবী, আপনার শরণাগত হইয়াছি—এইরূপ যিনি আমার শরণাগত হন, আমি তাঁহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। শ্রীযমরাজও বলিয়াছেন,—

"জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥"

শ্রীযমরাজ বলিয়াছেন—যাহাদের জিহ্বা ভগবদ্গুণনাম কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নত হয় না, সেই পাপিষ্ঠগণকে আমার নিকট লইয়া আসিবে, তাহারাই আমার দণ্ড্য।

শরণাপত্তি যাঁহার যে পরিমাণে হইবে, সেই পরিমাণেই তাঁহার ভগবানের দিকে গতি হইবে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শরণাগত ভিন্ন ভগবানের দিকে গতি হয় না। 'আমার আর কেউ নাই'—এইরূপ চিত্তবৃত্তিদ্বারা ভগবানের প্রতি যে বিচার অবলম্বন করা হয়, তাহাই শরণাগতি। শরণাগতি অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জ্জন রূপা। শরণাগত ব্যক্তির কর্ত্তব্য—তিনি যাঁহার আশ্রিত বা শরণাগত, তাঁহার সেবার অনুকূল গ্রহণ করা ও তৎসেবার প্রতিকূল বর্জ্জন করা। মধুর শরণাগতের সেবাপুষ্টে বরণই মর্ম্ম। অন্য পাঁচটী অঙ্গ। গোপ্তৃত্বে বরণ—'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার'—এই ভাবটুকু। ভগবদ্ভক্ত বা ভক্তির যাহা অনুকূল, তাহা গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন করাই শরণাগতের স্বভাব।

তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যা'তে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয়॥
যাহা কিছু 'ভক্তিপ্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা, এ নিশ্চয় বাণী॥
* * *
তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয়॥"

শরণাগতির একটী লক্ষণ দীনতা। দীনতা বা কার্পণ্য না থাকিলে ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। শরণাগত ব্যক্তি ভগবানের হইয়া সুখী হন। শরণাগতি যাঁহার পূর্ণভাবে হয়, তাঁহার শীঘ্রই ফল লাভ হয়। যাঁহার যে প্রকার শরণাগতি, তাঁহার সেইপ্রকার ভক্তিতে উন্নতি হয়।

শরণাগতি ছাড়া উন্নতিলাভের অন্য উপায় নাই। শরণাগতির প্রধান লক্ষণ—শ্রীভগবানের সমস্ত বিধান অবনতমস্তকে গ্রহণ করা। তাঁহার অকপট দৈন্য, আত্ম-নিবেদন ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবে আপনজ্ঞান প্রবল। তাহাতে অকাম্য তৃণাদপি সুনীচতা, অমানী মানদত্ব, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণবর্গগণে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, স্বাভাবিকী প্রীতি, [illegible], জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবাপ্রবৃত্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। তিনি নিজের ভরণপোষণের চিন্তা করেন না। শ্রীভগবানের নিকট আত্মরক্ষণ প্রার্থনার জন্য শরণাগত ব্যক্তি এইভাবে বলেন,—'হে ভগবন্! আমার কিসে ভাল হয়, তাহা আমি জানি না। আমি যাহাকে ভাল মনে করি। [illegible]। যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, তাহা [illegible]। তোমার যে কোনও বিধান আমার অনুকূল বলিয়া বরণ করিবার [illegible] ও বল দাও, তোমাতে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদনের শক্তি দাও। আমি [illegible], আমাকে শরণাগতি শিক্ষা দিয়া উদ্ধার করিয়া লও।'

শরণাগতের সংশয় নাই। আমার মঙ্গল হইবে কিনা, আমাকে রক্ষা করিবেন কিনা—এই প্রকার সংশয় বা সন্দেহ শরণাগতের থাকে না। সেবোর প্রতি সংশয় থাকিলে শরণাগত হওয়া যায় না। সর্প, কি রজ্জু—এই সংশয় থাকিলে তাহাকে স্পর্শ করা যায় না। শরণাগতের গুরুকৃষ্ণের প্রতি সংশয়, অবিশ্বাস নাই। কৃষ্ণের কৃপা সাধুর আকারে এই জগতে আসিয়াছেন, ইহা শরণাগত জানেন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না, এ কথা শরণাগত জন খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেন; তাই তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম সকল কল্যাণের মূল জানিয়া তচ্চরণের নিত্য শরণাগত হন। তিনি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যে নিজের মনকে সর্ব্বক্ষণ উপদেশ দেন,—

শ্রীমুকুন্দ-পদাম্বুজ [illegible] আর, মন,
তোমা লাগি' পতিতপাবন।
জগতে প্রকট, ভাই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
যদি চাহ আপন-কুশল।
তাঁহার চরণে যা'ও, [illegible]
এ অধমেরে দেহ বল॥

যৎকিঞ্চিৎ

——::(*)::——

ভগবানের নিজ-জনই সাধু। ভগবৎ-সেবাই সাধুতা। ভগবৎসেবকই সাধু। জগতের লোক যেমন আত্মীয়স্বজনের জন্য—স্ত্রীপুত্র পরিবারের জন্য সব করিতে পারে, ভগবানের পরমাত্মীয় সাধুগণও ভগবানের সুখের জন্য সমস্তই করিতে পারেন। নিজ-সুখের জন্য বদ্ধজীব যখন পাপ-পুণ্য সমস্তই শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় করিতে পারে, তখন ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সুখের জন্য যে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? [illegible] সুখের জন্য জীব যাবন দিতে পশ্চাৎপদ হয় না, তখন নিত্যসুখের জন্য—প্রিয়ের প্রীতিবিধানের জন্য ভক্তের অকরণীয় আর কি থাকিতে পারে? ভগবানের জন্য যাহা করা হয়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। ভগবৎসেবার জন্য [illegible] পাপও ধর্ম্ম বলিয়া [illegible], আর ভগবানকে অনাদর করিয়া—ভগবদ্বিমুখ হইয়া পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠানও পাপময় পাপিষ্ঠ, ইহাই শাস্ত্রবাণী।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভক্তের আচার-ব্যবহার বুঝিতে পারে না, [illegible] ভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া বসে। ভক্তের প্রত্যেক কার্য্যই ভগবানের সুখের জন্য, ইহা বুঝিতে না পারিয়া অনেকে মনে করেন, হনুমান্ ভক্ত হইয়া কি করিয়া লঙ্কা দহন করিয়া [illegible] নাশ করিলেন? শ্রীহনুমানজী কি জন্য এরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা না জানার দরুণ আমাদের এইরূপ [illegible]। কিন্তু আমাদের কাছে [illegible] একটি [illegible]; তাঁহার সকল কার্য্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সুখের জন্য; তাঁহার পৃথক নিজসুখ-বাঞ্ছা নাই। শ্রীরামচন্দ্রের সুখেই তাঁহার সুখ। তিনি রাম-সেবার জন্য লঙ্কাদহন করিয়াছিলেন। শ্রীহনুমানজী শ্রীরামচন্দ্রের সেবাদাস। দাসের প্রত্যেক কার্য্যই প্রভুর সুখের জন্য।

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আজ্ঞাক্রমে যদি কোন ভৃত্য কাহারও মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য করেন, তাহা হইলে সেই কার্য্য—দয়ার কার্য্য। সেইজন্য সাধুর দণ্ডকেও শাস্ত্র কৃপা বলিয়াছেন। আমরা বড় হরিদাসের বংশ। বড় হরিদাস—মহাপ্রভুর বংশ। বড় হরিদাসের কপটতা ছিল না। এক কপটী চণ্ড বিপ্র ঠাকুর হরিদাসকে ভক্তের নৃত্যগীতে সাত্ত্বিক-ভাবাদির দেখাদেখি কপটপূর্ব্বক বড় হরিদাসের বৈষ্ণবতা অনুকরণ করিতে বা হরিদাস ঠাকুরকে [illegible] গিয়াছিল। সেইরূপ কপটীকে ভক্ত বেত্রাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভক্ত যে এইরূপ চণ্ডবিপ্রকে মারিয়াছিলেন, তাহাতে কি তাঁহার ব্রাহ্মণ-গায়ে বেত্রাঘাত করার দরুণ অপরাধ বা তৃণাদপি সুনীচতার অভাব হইয়াছিল? সীতাহরণ-প্রয়াসী রাবণকে শাস্তি প্রদান বা ঠাকুর হরিদাসের লাঞ্ছনকারী চণ্ডবিপ্রকে বেত্রাঘাতে বিতাড়ন তৃণাদপি সুনীচতার [illegible] নহে।

[বহুব্রাহ্মণ রাবণ—ব্রাহ্মণের পুত্র আর শ্রীহনুমানজী পশুকুলে অবতীর্ণ। রাবণ—কপটী, শ্রীহনুমানজী—নিখিল ব্রাহ্মণ-পূজক বৈষ্ণবোত্তম। ভক্ত যেরূপ চণ্ড বিপ্রকে নিঘাত প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন, শ্রীহনুমানজীও সেইরূপে রাবণ-বিনাশে সহায়তা করিয়া রাবণ [illegible] প্রতি মহা-কৃপা করিয়াছিলেন। তবে আপাত প্রেমের উপলব্ধি [illegible] ও বৈষ্ণবের কৃপা সহজে বুঝিতে পারে না, সেবোন্মুখ না হইলে উপযুক্ত সময়ে প্রেমের মূল্য এবং গুরুবৈষ্ণবের কৃপার মধু উপলব্ধি করিতে পারে।

সোনার লঙ্কা ভোগের স্থান। বৈষ্ণব ভোগ সাজাইয়া দেন। এ কার্য্য একমাত্র ভক্তদেরও যথার্থ বৈষ্ণবগণই করিতে পারেন। যথার্থ শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত কোনও [illegible] সাজাইতে আর কেহ পারে না। [illegible] আমাদের গুরুদেব, তাই তিনি [illegible] পূর্ব্বস্থান [illegible]। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যস্যাহমনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥

হে রাজন্! আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি, [illegible] আমার যে [illegible] দুঃখ হইতেও কোনক্রমে নিষ্কৃতি [illegible] সমূহে কখনও লিপ্ত হয়না [illegible], তাহার প্রতি ঐ বিষয় [illegible] করিয়া থাকে। [illegible] স্বজনগণ তাদৃশ পুনঃ পুনঃ দুঃখিতের ন্যায় প্রতীয়মান পূর্ব্বোক্ত নির্ধন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

সাধুর দণ্ডই কৃপা

——:০:(*):০:——

মহতের দণ্ড কি দয়া নহে? দুর্জ্জন নিজ দুষ্কর্ম্মের দ্বারা জীবজগতে যে ঘোর অশান্তি উৎপাদন করে, যাহা হইতে সে আপনিও আপনার অনন্ত দুঃখের কারণ হয়, তাহা শোধ করিবার জন্য যদি কোন জনহিতকারী মহাত্মা ঐ দুর্জ্জনকে তাহার উপযুক্ত কোনও দণ্ডপ্রদান বা তাহার বিধান করেন, তবে তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত 'জীবে দয়া'-রূপ স্বরূপধর্ম্মই কি প্রকাশ হয় না? তাহা কি প্রতিহিংসা-পর পাষণ্ডীর অথবা স্বভাব-ক্রূর দুর্জ্জনের পরপীড়ন-স্পৃহ পাপাচার? ব্যাধিগ্রস্তের অঙ্গে বিজ্ঞ ভিষকের যে আবশ্যক অস্ত্রোপচার কিংবা পাঠকার্য্যে পাঠনীয় বালক-শিক্ষার্থীর উপর গুরুর শিক্ষার যে আঘাত, তাহা কি আততায়ীর অস্ত্রাঘাত অথবা ধ্বংসকারী দস্যুর দণ্ডাঘাত হইতে অভিন্ন? তাহা কখনই নহে। প্রকৃতিস্থ জন কখনও ঐরূপ দর্শন করেন না। বাহ্য-দর্শনে মোহাচ্ছন্ন নয়নে ঐ উভয়বিধ ব্যাপার একই প্রকার দেখাইলেও পরিণামদর্শী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উহাদের লক্ষ্য করিয়া ঐ দ্বিবিধ বিষয়ে স্বর্গ-নরক-প্রভেদ প্রত্যক্ষ করেন।

অভিন্ন বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ণ-কৃপাপ্রাপ্ত ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তদীয় আম্নায়বৈভব বৈষ্ণব-গ্রন্থরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে চিরোজ্জ্বল জীবন্তভাষায় বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দাকারী মহা-অপরাধী পাষণ্ডের প্রতি সমগ্র জীবজগতের পরম-হিতার্থ যে-সকল অনন্যসম্ভব, অপূর্ব্ব উক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতেও মায়া-বঞ্চিত দুর্জ্জন তাঁহার অবৈষ্ণবোচিত দয়াদি দোষদর্শন করিয়া অনন্ত কুম্ভীপাকের পথ প্রশস্ত করে। তাঁহার সেই অব্যাহত মহা-বাক্যের প্রতিবর্ণে যে কি পরম-মঙ্গল মহামৃত অজস্রধারে অবিরত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা গুরু কৃষ্ণকৃপা-প্রাপ্ত ভাগবত-মহাত্মা ব্যতীত অন্য আর কে প্রত্যক্ষ করিবে,—প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া কৃতার্থ হইবে?

ঐ শুন,—ঐ শুন, সুধী পাঠক, সেই বেদব্যাস-মহাজনীর সুগম্ভীর শব্দ অনন্তসিন্ধুতে অনুক্ষণে নিত্য প্রবাহিত হইতেছে,—দুষ্কৃতগণের দুষ্কৃতের মোহ-পঞ্জরে প্রচণ্ড বজ্রাঘাতের ন্যায় প্রবেশ করিতেছে,—

"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮, অন্ত ৬)

একবার নহে, বারবার এই উক্তি আছে। এমন কেটী নহে [illegible] প্রাক। আমরা এই

মুদ্রাকর [illegible] দাস। উপাধি [illegible] প্রকাশক।

বিষয়টী লইয়া আর একটু আলোচনা করিব। সেদিন,—জগন্নাথ মহাপ্রভুর জীব-চিত্তকে এইরূপ হরিবিধি হওয়াইবার প্রতি কি অহৈতুকী কৃপায় পড়িয়াছেন। আর যে বৈষ্ণবের পাদপদ্মের কণামাত্র পাইবার জন্য ভুবন-বন্দিত দেবতারাও, আত্মার যাঁর অঙ্গস্পর্শ পাইবার জন্য পতিতপাবনী জাহ্নবীও ব্যগ্রবতী, সেই সর্বজনসেব্য বৈষ্ণবের কৃপা-হস্ত, শ্রীকরপ্রহার বা শ্রীপাদপ্রহার, অবিদ্যা ব্যাধিগ্রস্ত জীব ভাবিবে যে কি দুর্ভাগ্য ও অযোগ্য-সংযোগ, তাহাও মহাজন-চরিত্রে আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিব।

পাঠক, মনে হয় কি,—নীলাচলে, সেই রথযাত্রার দিনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব নৃত্য দর্শনে আত্মহারা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান অমাত্য—তাঁহারই পার্ষদ সেই হরি-চন্দনের প্রতি গৌর-গত-জীবন শ্রীবাসের সেই প্রচণ্ড চপেটাঘাত? স্মরণ কর,—

"হরি চন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট-মন।
রাজার আগে রহি' দেখে প্রভুর নর্তন॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখে শ্রীনিবাস।
হস্তে তাঁরে স্পর্শি কহে—হও একপাশ॥
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বার বার ঠেলে তেঁহো, ক্রোধ হৈল মনে॥
চাপড় মারিয়া তাঁরে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈলা হরিচন্দন॥
ক্রুদ্ধ হঞা তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে॥
ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৩শ পঃ)

হায় উচ্চপদের অহঙ্কারে মত্ত হরিচন্দন তখনও শ্রীবাসের মহিমা কি জানিবে? সে কোথায় রাজাকেই বড় বলিয়া জানে; তাহার রাজোচিত ঐশ্বর্যই তাহার বুদ্ধিতে একমাত্র বরণীয় ও বাঞ্ছনীয় বস্তু। তাই, আজ সে সেই রাজার সম্মুখে—তাঁহার রূপদর্শন-পথে ঐ কাঙ্গাল বৈষ্ণবকে প্রতিবন্ধকরূপে দর্শন করিয়া সেই অবরোধ অপসারিত করিতে বল প্রয়োগ করিল। সে জানিত না, কোন্ অপরাজিতা মহাশক্তির প্রতিকূলে কত ক্ষুদ্র কি শক্তি লইয়া সে বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে। তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল; অধিকন্তু, সে একজন বিদেশী ভিক্ষুক দ্বারা সেই লক্ষ লক্ষ লোকসমক্ষে প্রহৃত হইয়া ক্ষোভে ও ক্রোধে জগৎ অন্ধকার দেখিল। তাহার উচ্চ সম্মানে সেই আঘাতটা তাহার মনে-মনে প্রতিহিংসার প্রচণ্ড বহ্নি জ্বলিয়া দিল। প্রহারের প্রতিদানে তৎক্ষণাৎ সেও একটা কিছু কাণ্ড ঘটাইতে উদ্যত হইয়া উঠিল। তাহার মূর্খতা লক্ষ্য করিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র কিন্তু শিহরিয়া উঠিলেন। বৈষ্ণব ব্যতীত বৈষ্ণব-মহিমা আর কে বুঝিবে? তিনি অবিলম্বে তাঁহার সেই মোহান্ধ অমাত্যকে নিবারণ করিয়া অতি দীনভাবে কহিলেন,—

"ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাই, তুমি কৃতার্থ হইলা॥"

শ্রীবাসের এই শ্রীকরপ্রসাদ হইতেই হরিচন্দনের চৈতন্যোদয় হইয়াছিল। তখন তিনিও বুঝিয়াছিলেন, সেই কাঙ্গাল গৌরজন তাঁহাকে প্রহার করিয়াও কি উপহার দিয়াছিলেন,—কত দয়া করিয়াছিলেন!

এইরূপ আর একটী কথা কীর্তন করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

রাজগড়ে বৈদ্যনাথ ভঞ্জ-নামে এক মহা-দুর্দান্ত রাজা ছিলেন। পরমসৌভাগ্যক্রমে একদা শ্রীল শ্যামানন্দ-শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ ঠাকুর সশিষ্য তথায় উপনীত হইয়া তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে ঐ দুর্দান্ত রাজাকে পরম বৈষ্ণব করেন। পরে একদিন রাজা শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে ভাগবতামৃত পান করিতেছিলেন; এমন সময়, তাঁহার এক কর্মচারী কোন রাজকার্য লইয়া তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলে, তিনি ভাগবতে অমনোযোগী হইয়া সেইদিকে লক্ষ্য করিলেন। অমনি প্রভু রসিকানন্দের প্রিয়শিষ্য দিব্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণ সভামধ্যে উঠিয়া রাজাকে কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার গণ্ডে এমন এক চপেটাঘাত করিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সর্বনাশ! চক্ষের পলকে ঝন্ ঝন্ শব্দে সশস্ত্র প্রহরীগণ চতুর্দিক হইতে আসি সেই অসমসাহসী বিপ্রের শিরোদেশে উদ্যত হইয়া উঠিল! মার্—মার্ শব্দে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল! ঘোর কোলাহলে মহারাজের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল; তিনি অবস্থা বুঝিয়া মুহূর্তমধ্যে উত্থিত হইয়া উর্দ্ধ বাহু তুলিয়া তীব্রভাবে সকলকে নিবারণ করিলেন এবং সাশ্রুনয়নে গদ্গদকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—

"সর্বশাস্ত্রে কহে সত্য কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ বিনা আর যত সকল-বন্ধন॥
কৃষ্ণকথা সময়ে যে অন্য কথা শুনে।
সেই বড় মহাপাপী পড়ে ঘোরতমে॥
খান্ শূকর হেন বুদ্ধি জানিহ তাহার।
গঙ্গাজল আর ছাড়ি' সুরা খাইবার॥
অমৃত ছাড়িয়া কৈল গরল ভোজন।
কৃষ্ণকথা ছাড়ি' অন্য দিকে কৈল মন॥
উচিত এ দণ্ড অপরাধ-অনুসার।
আজ দেখ, তাই, করুণা উঁহার॥
অতি বড় পাপ মোর, ভাগ্য অপার।
চৌরাশী হইতে মোরে ক'রল উদ্ধার॥"

(রসিকমঙ্গল দঃ বিঃ ১৩শ লহরী)

পরম ভাগ্যবান্ দিব্বর তখন মহারাজকে পাদ স্পর্শনে এক প্রণাম করিয়া সবল হৃদয়-বাবে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন; তাহাতে নরবিগলিত প্রেমধারাতে দিব্বর সিক্ত হইলেন। অবশেষে দণ্ডবতে অবশেষ স্মরণ করিয়া মহারাজ তাঁহার সতীর্থ বিজ-বরের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"আহা, আমার এই কঠিন অঙ্গে আঘাত ক'রে এই কোমল করে কত না ব্যথা হইয়াছে।" আ-মরি মরি, এমন না হইলে, হরিজনকে এত প্রীতি না করিলে, কেহ কি হরিভক্তি লাভ করিতে পারে?

হায় রে মোহান্ধ হৃদয়,—তোমাকে আর কি বলিব? তোমার আর এত অধঃপাত হইয়াছে, অবিদ্যা-দুষ্টে তুমি আজ এত মূঢ়—এত অন্ধ হইয়াছ যে, এমন পরম সুহৃৎ সর্বহিতৈষী বৈষ্ণব-চরিত্রেও তুমি অযথা দোষ দর্শন করিয়া সর্বনাশ হইতে বসিয়াছ! এই সকল জীবন্ত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও তুমি বুঝিবে কি?—মহতের প্রতি মহত্তের দণ্ডও তাঁহার কত দয়া, কত মহত্ত্বের পরিচয় স্থল; তাহার অভাবে কত অশান্তি, কত অনর্থ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(•)::——

হরিভজন ব্যতীত জীবের কোন কর্তব্য নাই, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাঁ'দের আর অন্য সাধনপ্রণালী কিছুই নাই। সাধন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্তনং তদেব সংকীর্তনম্'—বহুলোক একত্র হইয়া যে কীর্তন, তা'র নাম সঙ্কীর্তন। যাঁ'রা শ্রৌতপথ আশ্রয় ক'রেছেন, তাঁ'দের সহিত যদি কীর্তন করি, তবেই হরিকীর্তন হ'বে। লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য যে কীর্তনের অভিনয়, তা' হরিকীর্তন নয়—উহা মায়ার কীর্তন।

আমরা যদি হরির সত্যি সাচ্চা সেবক বা কীর্তনকারীর সঙ্গে যোগ দেই, তবে আমাদের সংকীর্তন হ'বে। সংশ্রবণ হ'লে সংকীর্তন হ'বে। সম্যগ্‌রূপে কীর্তন করাই আমাদের আবশ্যক। ভক্তের সম্যক্ কীর্তনকারীর সহিত যে কাল পর্যন্ত কীর্তন না ক'রি, সে কাল পর্যন্ত মায়া আমাকে নানাভাবে বঞ্চনা ক'রে থাকে।

খাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই, পান করার কোন আবশ্যকতা নাই, যদি কৃষ্ণভজন না করি। মনুষ্যজন্মলাভের যে যোগ্যতা হ'য়েছে, সেটীও না হওয়াই ভাল ছিল যদি হরিভজন না হয়। যদি পশুর ন্যায় খাওয়া-দাওয়া, বিষয় প্রভৃতিতে মানুষের জীবন কেটে যায়, তা' হ'লে যে যোগ্যতা লাভ হ'য়েছিল, সেটী ত' হারাণ হ'লই, তা' ছাড়া জন্মজন্মান্তরের অজ্ঞান অবিদ্যার মধ্যে পড়তে হ'লো। 'ভক্ত ভজিবার তরে সংসারে থাকে'। পশুরা মানুষ হয়—হরিভজন ক'রবার জন্য।

সমস্ত মানব-জীবনের প্রধান হরিভজনের বৃত্তি। অবৈষ্ণব-সমস্ত্রে জীবের সংসারে উন্নতি হয়, আর সাধুসঙ্গ-প্রভাবে আত্মা উৎরোত্তর হরিসেবায় প্রবৃত্ত হয়। মানব-জীবনে উহা একটী সর্বপ্রধান অবলম্বন। সুতরাং তাহাতে বিমুখ হওয়া উচিত নয়। যেখানে হরিকথা নাই, সেখানে যতই আত্মীয়-স্বজন বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাক্যের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেইসকল স্থান বা বাঞ্ছা সর্বদা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বদাই হরিকথা ও সকলেই হরিসেবায় প্রবৃত্ত। তাঁহাদের সঙ্গ আমাদের সর্বতোভাবে বরণীয়। ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্তন শ্রবণ করিতে হয়।

শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই। শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবান্। কেবল সাংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। সকল সতর্কিত হইয়া সর্বদা নিরপরাধে সম্বন্ধপূর্বক সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ'লে সুবিধা হয়। গুরুমুখে—সাধুগণের নিকট হ'তে শ্রবণ হয়। তাঁ'দের নির্দেশমত পাঠাদি-কার্যও শ্রবণের অন্তর্গত। নতুবা বিপথগামী হ'য়ে কখনও সংকল্পের দাস হ'য়ে যাই, প্রচুর পরিমাণে নীতিবাদী হ'বার যত্ন করি, আবার কখন বাঁচিয়ে চলি, আবার কখনও নির্বিশেষভাব গ্রহণ ক'রে অসমতা সাধন করি। শ্রবণ-কীর্তনের অভাব হ'লেই এই দুর্গতি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে একমুহূর্তের জন্য বিচ্যুত হ'লে এরূপ অসুবিধা অনিবার্য। নিষ্কপটের সহিত সর্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য।

——

শ্রীধামমায়াপুরে সংকীর্তন

গত ১০ই আশ্বিন শুক্রবার সন্ধ্যা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অবতার, শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে পাঠ, কীর্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি উৎসব যাজনের দ্বারা পালিত হয়।

গত ১১ই আশ্বিন শনিবার শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বিনোদ পল্লী মঠের সেবকবৃন্দ ও পাটনা মঠের কতিপয় সেবক একত্রে মিলিত হইয়া বেলা ৩॥০ টার সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্বাদ স্মরণ করিয়া তাঁহাদের মঠ প্রাঙ্গণ হইতে মৃদঙ্গ, কাঁসর, ঘণ্টা, করতাল প্রভৃতি সহ পঞ্চতত্ত্ব কীর্তন করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শ্রীধামের পরিক্রমা করেন।

——

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের জন্য	১৫দিনের বা দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৬৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে বরিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগাটবীর এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেরী না করিয়া সত্বর আনাইয়া এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী —১১নং উপীজিদ রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

খাদ্য শস্য উৎপাদন প্রচেষ্টা

বাঙলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি ও শিল্প বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে :—

যুদ্ধের জন্য রেঙ্গুন হইতে চাল আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং এ বৎসর বাঙলাদেশে যদি প্রচুর পরিমাণে ধানের চাষ না হয়, তাহা হইলে বাঙলাদেশের লোককে না খাইয়া মরিতে হইবে; সেইজন্য এবৎসর প্রত্যেক কৃষকের ধানের চাষ খুব বাড়ানো দরকার; বর্ত্তমান কৃষিবিভাগের উন্নত শ্রেণীর ধানের চাষ করিলে ধানের ফসল খুব বেশী পাওয়া যায়; সুতরাং সকলেরই উপযুক্ত জমি অনুযায়ী কৃষিবিভাগের উন্নত শ্রেণীর ধান উৎপাদন করা উচিত; প্রত্যেক জেলার কৃষি কর্মচারী বা জেলার কৃষি পরিদর্শককে জানাইলেই তিনি উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন; প্রত্যেক কৃষকের সারা বৎসরের খোরাক অনুযায়ী ধান উৎপাদন করা উচিত, যেন তাঁহাকে ধান বা চাউল কিনিয়া খাইতে না হয়; যদি কাহারও অনাবাদী অথচ চাষের উপযুক্ত পতিত জমি থাকে, তাহা ভাঙ্গিয়া ধানের চাষ করা উচিত; ইহা ছাড়া বর্ষাকালের উপযুক্ত অন্যান্য খাদ্যশস্য, শাক-সব্জী, ভুট্টা ইত্যাদি যত বেশী পরিমাণ চাষ করা যাইবে, ততই খাদ্যশস্যের অভাব কম হইবে। এখানে গরুর খোরাকের কথাও মনে রাখিতে হইবে; গত সালের পাঁচ আনার স্থলে এ বৎসর আট আনা জমিতে পাট চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাপেক্ষাও কম জমিতে পাট চাষ করাই যুক্তিযুক্ত; কারণ যুদ্ধের জন্য কাঁচা পাটের এবং পাটজাত জিনিষের রপ্তানী অনেক কমিয়া যাইবার খুবই আশঙ্কা আছে; এবং তাহা হইলে পাটের দামও খুব কমিয়া যাইবে।

শেষ কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে বেশী টাকার লোভে পাট বা অন্যান্য ফসল উৎপাদন না করিয়া পেটের ভাতের সংস্থান আগে করা দরকার।

বিমান-আক্রমণ সম্পর্কিত আজ্ঞা

বিমান-আক্রমণের সঙ্কেত ধ্বনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে এবং বিপদ কাটিয়া যাওয়ার "সঙ্কেত ধ্বনি না করা পর্য্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে। যাঁহারা সিভিল ডিফেন্স কিম্বা এ, আর, পি সংক্রান্ত কাজের কোন দায়িত্ব নাই এবং যিনি খোলা জায়গায় আছেন তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। পুলিশ অফিসার, সিভিক গার্ড, হোমগার্ড কনষ্টেবল কিম্বা এ, আর, পি ওয়ার্ডেন দাবী করিলে যে কোন ভবনের মালিক কিম্বা অধিবাসী সকল আক্রমণকালে আশ্রয়প্রার্থী যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত ভবনে আশ্রয় লাভে বাধ্য থাকিবেন। যে ব্যক্তির সিভিল ডিফেন্স কিম্বা এ, আর, পি সংক্রান্ত কাজের কোন দায়িত্ব নাই এবং যিনি পাকা দালানে বাস করিতেছেন তাঁহাকে যদি যথাযোগ্য পরিকল্পনা অনুসারে উক্ত গৃহ ছাড়িয়া দিতে বলা না হয়, তবে তিনি উক্ত ভবনেই অবস্থান করিবেন। যে সকল লোক পাকা দালানে বাস করে না, তাহারা "স্লিট ট্রেঞ্চ" কিম্বা অন্যান্য জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

যে ব্যক্তি এই আদেশ অমান্য করিবে, তাহার কারাদণ্ড কিম্বা জরিমানা হইবে কিম্বা সে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

গ্রীসের জন্য কানাডার গম

বৃটেন, আমেরিকা ও কানাডার গবর্ণমেণ্ট গ্রীসের অনশনক্লিষ্ট অধিবাসীদের জন্য কানাডা হইতে প্রতিমাসে ১৫ হাজার টন গম কিম্বা ময়দা পাঠাইবার অনুমতি দিয়াছেন। ঐ গম বহনের জন্য সুইডেন গবর্ণমেণ্ট জাহাজ দিতে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা জার্ম্মাণ ও ইতালীয়ান গবর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খাদ্যদ্রব্য ক্রয়

বাঙলা গবর্ণমেণ্ট পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ মণ চাউল, ডাল ও অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া মজুদ রাখিবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ২৫ কোটি টাকারও অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইতোমধ্যেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য কিছু-সংখ্যক এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বরিশাল ও খুলনা হইতে এইরূপ খাদ্য দ্রব্যাদি চালান দিবার বিধি-ব্যবস্থা করিবার জন্য একজন স্পেশাল অফিসারও নিযুক্ত করা হইয়াছে।

খাদ্য ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনের শেষের দিকে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে গবর্ণর এই বিষয়ে যে ঘোষণা করেন, তদনুসারেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। প্রকাশ, যেসকল জেলায় খাদ্য দ্রব্যাদি উদ্বৃত্ত হয়, তথা হইতে ক্রয় করিয়া যেসকল জেলায় উহার অভাব আছে, তথায় সরবরাহের জন্যই এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ বিমান ক্ষতির পরিমাণ

মস্কো রেডিওতে প্রকাশ, জার্ম্মাণদের বিমান ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। মার্চ মাসে ১০০০ খানি জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস হয় এবং এপ্রিল মাসের প্রথম পনের দিনে পাঁচশত জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদ্রাধাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

সভাষ্য শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত মূল পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইয়া [illegible]-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'অনুবাদ'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সর্ব্বাঙ্গ সাধকগণের পক্ষে নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২১ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৭ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৩০শে এপ্রিল, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } ৫৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ মধুসূদন, তৃতীয়া [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

যাঁহার নিজসুখ-বাঞ্ছা নাই, তিনি অকিঞ্চন। অকিঞ্চনই অনুগত। আনুগত্য ব্যতীত অকিঞ্চনতা সংরক্ষিত হইতে পারে না। যাঁহার নিজসুখকামনা আছে, তিনি স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র বা দাম্ভিক সাকিঞ্চন। পুরুষই স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রতা একমাত্র পুরুষেরই আছে। যোষিৎ পুরুষাধীন। পুরুষাধীনতাই তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা। শ্রীনামই পুরুষোত্তম। অনুগত সর্ব্বক্ষণ পরমপুরুষ শ্রীনামের সঙ্গ ও সেবা করেন। অকিঞ্চনের নিজভোগ্য বলিয়া কিছু নাই। তিনি নিজেকে এবং সকল বস্তুকে কৃষ্ণভোগ্য বলিয়া জানেন। স্বতন্ত্র জগৎকে ভোগ বা ত্যাগ করিতে চায়, অনুগত ব্যক্তির এরূপ দুর্ব্বাসনা নাই। তিনি সতত সেবা-রত।

যিনি হরিনাম করেন, তিনি শরণাগত। শরণাগতের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃ-অভিমান নাই। শরণাগতের দেহগেহাদি এবং যাবতীয় কার্য্যই কৃষ্ণভক্তির অনুকূল। নামভজনপরায়ণ ব্যক্তি ভগবৎ-প্রসাদ ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ইতর বস্তুর দ্বারা দেহ রক্ষা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন না। তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া একমাত্র হরিভজনার্থই দেহরক্ষা করেন। তাঁহার পানাহারাদি-সমস্তই শ্রীহরির সুখের জন্য। ভক্তের শয়ন, ভোজন, শয়ন, বিশ্রাম, কথোপকথন—সমস্ত ভগবৎ সুখ-বিধায়ক। তাঁহার মানস-কেশাগ্র সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সুখবিধান করিতেছে। বাঁচিয়া থাকা যদি হরিভজনের প্রতিকূল হইল, তবে ঐরূপ বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি?—ইহাই সেবোন্মুখের বিচার। তাই তাঁহারা সদাচার পালনপূর্ব্বক শ্রীনাম ভক্তবিদ্ গুরুর কৃপালাভের জন্য শ্রীনামের শরণাগত হন।

শ্রীনামসেবী শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুষ্ঠু আনুগত্য হৃদয়ে না থাকিলে হরিনাম হইতে পারে না। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনটী হৃদয়ের দেবতা। এই তিনটী স্বরূপ—অপ্রাকৃতত্ত্ব—সেব্যবস্তু। বিশ্ব ইঁহাদের সেবোপকরণ। সুতরাং ভগবৎ-সেবোপকরণ বিশ্বও শ্রদ্ধনীয়—জীবভোগ্য নহে। ভোগ্য-দর্শনই প্রাকৃত দর্শন, সেব্য-দর্শনই অপ্রাকৃত দর্শন। সেবার ভূমিকায় অপ্রাকৃত দর্শন, আর ভোগের ভূমিকায় ভোগ্যদর্শন, জড়দর্শন বা প্রাকৃতদর্শন হইয়া থাকে। প্রাকৃত-অভিমানে প্রাকৃতদর্শন, আর অপ্রাকৃত-অভিমানে অপ্রাকৃতদর্শন হয়। যেখানে জড়দর্শন বা কুদর্শন, সেখানেই দম্ভ। যেখানে দম্ভ, সেখানেই প্রভুত্ব-কামনা। অনুগত সেবকের সর্ব্বত্র সুদর্শন—সেব্যদর্শন বা গুরুদর্শন। প্রভু সেবকের গুরু অভিমান বা প্রভুত্ব-কামনা থাকিতে পারে না।

অনুগত হওয়া আবশ্যক—নমস্কার করা দরকার। 'আমি দ্রষ্টা, আমি ভোক্তা'—এই অভিমান পরিত্যাগ করার নাম নমস্কার। অহঙ্কার রাখিয়া গুরুর শিষ্য হওয়া যায় না। আমি যে গুরুসেবক, তাহা সাধুসঙ্গে জানা যায়। গুরুদর্শন হইলে আর গুরু সেবা ছাড়া অন্য কোন কথা থাকে না। 'আমি ভগবানের'—এই কথাটী ভুলিয়া গেলেই ভগবৎ-সেবায় বাধা আসে। বৈষ্ণবগণ পদে পদে বাধা দূর করিয়া আমাদিগকে [illegible] তাঁহাদের দয়া যদি গ্রহণ না করি [illegible] না। আমি না, বৈষ্ণবগণের চরণ [illegible] করিয়া [illegible] আমি সেই ধন লাভ করব।

———

আমাদের প্রাকৃতেন্দ্রিয় [illegible] বা প্রাকৃত দর্শন পরিত্যাগ করা দরকার। [illegible] বা প্রাকৃতদর্শনের ফলে সেবোন্মুখতার [illegible] বাধক অন্যাভিলাষ। অন্যাভিলাষী সম্বন্ধ। ভোগত্যাগের বাধক অপরাধ। সেবার জন্য বাধক অপরাধ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নিজ জনগণের শরণাগত না হইলে সংসারে বাস বা প্রপঞ্চে বাস [illegible]। যেখানে ঐকান্তিকতার অভাব, সেইখানেই ব্যভিচার। আমাদের ঐকান্তিকতা নাই, অধিকন্তু ব্যভিচার। নিজসুখবাঞ্ছাই অনর্থ বা ব্যভিচারের লক্ষণ। 'পুরুষ আমি'র [illegible] হয়। আর 'পুরুষের আমি'ই পুরুষোত্তমের সংসারে প্রবেশাধিকার পায়।

জীবের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। জীব তাহার স্বাধীন ইচ্ছাক্রমে পৃথগ্‌ভাবে নিজ-সুখ-বাঞ্ছা করে; ইহাই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বা অনর্থপরতা। জীব তাহার স্বাধীন ইচ্ছার সদ্ব্যবহার করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হওত [illegible]

[illegible]

———

[illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

ভগবান্ স্বাধীন, আমরা পরাধীন। অধীন না হইলে—স্বতন্ত্রতা না ছাড়িলে স্বাধীনের সন্ধান বা সঙ্গ পাওয়া যায় না। অধীনকেই স্বাধীন কৃপা করেন। সেইজন্যই ভক্তরাজ শ্রীল ঠাকুরবিনোদ আমাদিগকে "থাক তুমি কৃষ্ণাধীন"—এই উপদেশ দিয়াছেন। যেখানে স্বতন্ত্রতা, সেখানে কর্তৃত্ব পরিহারপূর্ব্বক অনুশোচনা, নিত্য ভগবৎ-দাসোচিত দৈন্য ও ভগবানে নির্ভরতার সম্পূর্ণ অভাব এবং সেখানে বহির্মুখতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেবোন্মুখ হইবার বাসনা বা আত্মসংশোধনের ইচ্ছা আদৌ নাই। কেবল কৃপার কাঙ্গাল হইলেই কৃপাময়ের দেখা পাওয়া যায়। অনুগত শরণাগত জীবের নিকটে ভগবান্ সেব্য রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ভগবদ্দর্শন অহৈতুক এবং একমাত্র ভগবৎ-কৃপা-সাপেক্ষ। ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত জীবের ভগবৎ-সেবা-লাভের উপায় নাই। সেইজন্য ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ কৃপার প্রতি নির্ভর করিয়া কৃপার প্রতীক্ষায় দৈন্য ও আর্ত্তির সহিত সেবাময় জীবন যাপন করেন।

ভক্ত-চরিত

——:০:(০):০:——

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা দর্শন-লীলা প্রকট করিয়া ঝারিখণ্ড-পথে ব্যাঘ্র-ভল্লুক-হস্তী প্রভৃতি বন্য হিংস্র পশুসমূহকে কৃষ্ণনামে নৃত্য করাইয়া বারাণসীতে বিশ্বনাথ শ্রীচন্দ্রশেখরের সেবা স্বীকারপূর্ব্বক প্রয়াগপথে মথুরায় ও বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু অক্রূরতীর্থে আসিয়া ভিক্ষা করেন এবং "তেঁতুলতলা"র একান্ত স্থানে বসিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সংখ্যানাম কীর্ত্তন করেন। এই তেঁতুলতলার তেঁতুল বৃক্ষরাজটী দ্বাপর-যুগের কৃষ্ণলীলার সময়ের পুরাতন বৃক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিকটেই কলিন্দ-নন্দিনী যমুনা প্রবাহিতা। বৃন্দাবনের স্নিগ্ধ-হিল্লোল, সৈকত, বনশোভা—সকলই ভক্তগণের প্রাণে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দীপন করিয়া দেয়।

একদিন মহাপ্রভু "আম্‌লিতলায়" উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় যমুনার পরপারস্থ গ্রামের অধিবাসী "কৃষ্ণদাস"-নামক একজন রাজপুত বংশোদ্ভূত কেশীঘাটে স্নান করিয়া কালিদহে যাইবার সময় "আম্‌লিতলায়" অকস্মাৎ মহাপ্রভুর জ্যোতির্ময়চ্ছবি-সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি ও অপূর্ব্ব অদ্ভুত প্রেমোন্মাদ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সমীপে আগমনপূর্ব্বক কৌতুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? কাহা তোমার ঘর?" কৃষ্ণদাস—"আমি গৃহস্থ পামর, জাতিতে রাজপুত, ওপারে আমার গৃহ; আমার ইচ্ছা বৈষ্ণবের কিঙ্কর হই। আমি আজ এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। সেই স্বপ্নের প্রভাবে সাক্ষাৎ আপনার দর্শন লাভ করিলাম।"

মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে কৃপাপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণদাস প্রেমে বিহ্বল হইয়া হরিনাম উচ্চারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূরতীর্থে আগমন করিলেন এবং তথায় মহাপ্রভুর অবশেষপাত্র প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি কৃষ্ণদাস প্রভুর জলপাত্রবাহক নিত্য-কিঙ্কর ও নিত্যসঙ্গী হইয়াছেন,—

"গ্রামে প্রভুসঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।
প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া॥"

বৃন্দাবনে রোল উঠিল, তথায় পুনরায় কৃষ্ণ প্রকটিত হইয়াছেন; রাস্তায়, ঘাটে লোক গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। একদিন প্রাতঃকালে বহুলোক কোলাহল করিতে করিতে বৃন্দাবনে অক্রূরতীর্থে আসিয়া উপনীত হইল। মহাপ্রভু এইরূপ লোকসঙ্ঘট্ট দেখিয়া তাহাদের আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকগুলি বলিতে লাগিল যে, কালিয়দহের জলে দ্বাপরযুগের ন্যায় পুনরায় কৃষ্ণ প্রকটিত হইয়া কালিয়নাগের মস্তকে নৃত্য করিতেছেন; নাগের শিরে ফণিরত্ন জ্বলিতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। লোকেরা স্বচক্ষে ইহা দর্শন করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

মহাপ্রভু মূঢ় লোকসঙ্ঘের এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা যাহা বলিতেছ, ইহা সকলই বস্তুতঃ সত্য।" সেইরূপ তিনদিন যাবৎ লোকসঙ্ঘ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া জানাইতে লাগিলেন যে, তাহারা কৃষ্ণ দর্শন পাইয়াছে।

সরস্বতী লোকসঙ্ঘের মুখে সত্যবাক্যই বলাইয়াছিলেন; কারণ, অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন মহাপ্রভুর শ্রীধামবৃন্দাবনে প্রকটই পুনরায় শ্রীধামে কৃষ্ণের প্রকটবিহার, সন্দেহ নাই। মহাপ্রভুর দর্শনেই লোকের কৃষ্ণদর্শন লাভ হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ সত্য; তবে ঐসকল দর্শন ও উক্তি বিবর্ত্তাশ্রিত ছিল—তাহাদের অসত্যে সত্যভ্রম ছিল।

পল্লবগ্রাহিকার এইরূপ বিবর্ত্তাশ্রিত অবাস্তব কৃষ্ণদর্শনের (?) কথা শুনিয়া সরলবুদ্ধি বলভদ্র ভট্টাচার্য্যেরও সাক্ষাৎ বাস্তব কৃষ্ণের সেবা ছাড়িয়া বিবর্ত্তাশ্রিত অবাস্তব কৃষ্ণদর্শনের (?) কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"প্রভো, আপনি অনুমতি করুন, একবার কৃষ্ণদর্শন করিয়া আসি।" মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যকে চাপড় মারিয়া বলিলেন,—

"মূর্খের বাক্যে 'মূর্খ' হৈলা পণ্ডিত হঞা!"

স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও মহাপ্রভু বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট আত্মগোপন করিলেন, অথচ সরলবুদ্ধি ভট্টাচার্য্যকে পল্লবগ্রাহিকার বিবর্ত্তকবল হইতে উদ্ধার করিলেন।

পরদিন প্রাতে জনৈক শিষ্ট লোক মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণদর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটী মহাপ্রভুর নিকট প্রকৃত তথ্য বর্ণন করিয়া বলিলেন,—রাত্রিতে কালিয়দহে ধীবর নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক প্রদীপ জ্বালিয়া মৎস্য শিকার করে, দূর হইতে ইহা দেখিয়া মূঢ়লোকের ভ্রম উৎপন্ন হয়। উহারা নৌকাকে—নাগ, প্রজ্বলিত প্রদীপকে—'ফণিরত্ন' এবং ধীবরকে—'কৃষ্ণ' মনে করিয়াছে।

শিষ্টলোকটী আরও বলিলেন,—যদিও ঐ ঘটনা ও জনরব অসত্য, তথাপি লোকের কৃষ্ণদর্শন ও জনরব অন্যাকারে বস্তুতঃ সত্য। বৃন্দাবনে আপনি কৃষ্ণাবতার হইয়াছেন, আপনার দর্শনে সর্ব্বলোকের নিস্তার হইতেছে।

পাঠক! পল্লবগ্রাহিকার বিবর্ত্তাশ্রিত কৃষ্ণ (?) এবং শিষ্ট লোকের কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-দর্শনের পার্থক্য লক্ষ্য করুন। মূঢ় লোক একবাক্যে ঠিক দেখিয়াছে যে অবাস্তব বস্তুকে—বিবর্ত্তজ্ঞানকে কৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম করে এবং সেই পল্লবগ্রাহিকার কথায় পড়িয়া নিত্য-বাস্তব স্বরূপতঃ কৃষ্ণসেবকের পক্ষেও বাস্তব কৃষ্ণসেবা, স্বয়ংভগবান কৃষ্ণের দর্শন পরিত্যাগ করিয়া অবাস্তব ও বিবর্ত্তাশ্রিত মায়ার দর্শনের যে কৌতূহল উৎপত্তির যোগ্যতা হয়, তৎপ্রতিকূলে একটী মাত্র শিষ্টলোকের কথাই অধিক প্রামাণিকরূপে মহাপ্রভুর দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল। পল্লবগ্রাহী মূঢ়কে, বিবর্ত্তকে, মায়াকে ঈশ্বর বলে বলিয়া আর সেই বিবর্ত্তে স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণসেবকের পতনযোগ্যতা আছে বলিয়া পল্লবগ্রাহির বিবর্ত্তই বাস্তবসত্য বা কৃষ্ণ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে, ইহা মহাপ্রভু স্বীকার করেন নাই। মহাপ্রভু তাঁহার নিজ সরলবুদ্ধি দাসকে ঐরূপ পল্লবের বিবর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিলেন; তিনি একমাত্র শিষ্ট-লোকের উক্তিতে বহু বহু মনোধর্ম্মিলোকের প্রত্যক্ষ বল উক্তির বিরুদ্ধে 'সত্য'—একান্ত সত্যকে যথাযোগ্য-সত্যরূপে স্থাপনের আদর্শ প্রচার করিলেন, কখনই শিষ্ট ও অশিষ্ট-লোকের উক্তির চিজ্জড়সমন্বয় করেন নাই।

মহাপ্রভু যখন নিজভক্তের দ্বারা শ্রীধাম-বৃন্দাবনে এইরূপ লীলা বিস্তার করিতেছিলেন, তখন আর একদিন অক্রূর-তীর্থের ঘাটে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই ঘাটেই ঐশ্বর্য্যোপাসক অক্রূর যার অধিকারে বৈকুণ্ঠদর্শন, আর মাধুর্য্যসেবক ব্রজবাসিগণ স্ব-স্ব ভাবানুগ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা বিচার করিতে করিতেই মহাপ্রভু ব্রজবাসীর ভাবে জলে ঝম্প-প্রদান-পূর্ব্বক জলাভ্যন্তরে নিমজ্জিত হইলেন। কৃষ্ণদাস রাজপুত ইহা দেখিয়া ক্রন্দন চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ আসিয়া জল হইতে মহাপ্রভুকে উত্তোলন করিলেন।

একদিকে অগণন জনতা, অন্যদিকে লোকের জিজ্ঞাসাবাদের দৌরাত্ম্য, তাহাতে আবার প্রভুর সর্ব্বদা প্রেমাবেশ দর্শনে ভীত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন হইতে স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছায় মাঘমাসের ছলে গঙ্গাতট-পথে মহাপ্রভুকে প্রয়াগে আনিবার যুক্তি করিলেন।

মহাপ্রভুর সহিত পঞ্চম রাজপুত কৃষ্ণদাস, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সানোড়িয়া বিপ্র, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য এবং তৎসঙ্গী ব্রাহ্মণ চলিলেন; তাঁহারা ক্রমশঃ সোরোক্ষেত্র হইয়া গঙ্গাতীরের পথ ধরিলেন। যাইতে যাইতে মহাপ্রভু সকলের পথশ্রান্তি দেখিয়া সকলকে লইয়া বিশ্রামার্থ এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। বৃক্ষের নিকটেই অনেকগুলি গাভী বিচরণ করিতেছিল। তাহা দেখিয়া মহাপ্রভুর ব্রজলীলার স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইল। এমন সময় হঠাৎ জনৈক গোপ বংশী-ধ্বনি করায় মহাপ্রভুর ঐ ধ্বনি-শ্রবণমাত্রেই প্রেম-মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। মুখে ফেনোদ্গম ও নাসা রুদ্ধ হইল।

মহাপ্রভু যখন পথিমধ্যে সেই বৃক্ষতলে তাঁহার চারিজন সঙ্গী-বেষ্টিত হইয়া অচেতনাবস্থায় নিমগ্ন আছেন, তখন সেই পথ দিয়া দশজন অশ্বারোহী পাঠান যাইতেছিল। পাঠানগণ পথে একজন সন্ন্যাসীকে মূর্চ্ছিত ও তাঁহার সন্নিকটে চারিজন ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখিয়া বিচার করিল,—নিশ্চয়ই এই চারিজন দস্যু, এই সন্ন্যাসীকে ধুতুরা খাওয়াইয়া সন্ন্যাসীর প্রাণ লইয়াছে এবং সন্ন্যাসীর যে-সকল স্বর্ণাদি মূল্যবান বস্তু ছিল, তাহা হরণ করিয়াছে।

ইহা মনে মনে স্থির করিয়া পাঠানগণ মহাপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস রাজপুত, সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী বিপ্রকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তাঁহাদিগকে কাটিয়া ফেলিবে, এইরূপ ভয় দেখাইতে লাগিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী বিপ্র—এই দুইজন ছিলেন গৌড়দেশের অধিবাসী। তাঁহারা সহজেই ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস রাজপুত ও সানোড়িয়া মাথুর-ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে উক্ত পাঠানগণকে আত্ম-পরিচয়াদি প্রদান করিতে লাগিলেন। তথাপি পাঠানগণ তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া গোঁসাইগণকে 'দস্যু' ও 'ঠগ্' বলিতে লাগিল। রাজপুত কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবগণের প্রতি আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার শৌর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন,—"পাঠানগণ, সাবধান! তোমরা গোঁসাইজীকে এরূপ অত্যাচারভাবে আক্রমণ করিতে পার না। এই গ্রামেই আমার গৃহ। আমার হাতে দুইশত তুর্কী সৈন্য ও একশত কামান আছে; এখনই হুকুম করিলে তাহারা এখানে আসিয়া পড়িবে এবং তোমাদিগকে হত্যা করিয়া তোমাদের "ঘোড়া-পিড়া" সমস্ত লুটিয়া

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

যাইবে। 'গৌড়ীয়া'—"বাটপাড়" নহে; তোমরাই বাটপাড়; তোমরাই তীর্থবাসী-দিগের ধন লুণ্ঠন কর, আর তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে চাও!"

কৃষ্ণদাস রাজপুতের এইরূপ তীব্র-বাক্য শুনিয়া পাঠানগণের মনে 'সঙ্কোচ' হইল। এমন সময় মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশা লাভ করিলেন; হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া হরি হরি শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমাবেশে উর্দ্ধবাহু হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়া পাঠানগণ ভয়ে তৎক্ষণাৎ প্রভুর ভক্ত চারিজনকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল। মহাপ্রভু বিজগণের বন্ধন দেখিতে পাইলেন না।

মহাপ্রভু সম্পূর্ণ বাহ্যদশা লাভ করিলে পাঠানগণ মহাপ্রভুর প্রভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণত হইল এবং ঐ চারিজন ব্যক্তি প্রভুকে ধুতুরা খাওয়াইয়া তাঁহার ধনরত্নাদি হরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন—ইহা মহাপ্রভুকে জানাইল। মহাপ্রভু পাঠানদিগকে বলিলেন, "ঐ চারিজন দস্যু নহেন; তাঁহার সঙ্গী। তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, তাঁহার কোন ধন-রত্ন নাই। তিনি সময় সময় মূর্চ্ছা-ব্যাধিতে রাস্তা-ঘাটে অচেতন হইয়া পড়েন বলিয়া এই চারিজন সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। পাঠানগণের মধ্যে একজন মৌলানা ছিলেন। মৌলানা মহাপ্রভুর সহিত কিছু ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপনের চেষ্টা করিলেন, পরে মহাপ্রভু যখন কোরাণ শাস্ত্রের বাক্য হইতে দেখাইলেন যে, উক্ত শাস্ত্র সর্ব্বশেষে সবিশেষ ব্রহ্মই সংস্থাপন করিয়াছেন, তখন পূর্ব্বাপর-বিরোধে পর-বিধি-বলবান্ বিচারে মৌলানা মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং প্রভুর দর্শনে মৌলানার জিহ্বায় স্বতঃই কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি ও তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইল। মৌলানা পুনরায় মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণনামাভাসেই মৌলানার যাবতীয় পূর্ব্বকৃত পাপরাশি ভস্মীভূত হইবে, মহাপ্রভু ইহা জানাইলেন। প্রভু মৌলানাকে "কৃষ্ণনাম" উপদেশ করিয়া 'রামদাস' নাম-সংস্কার প্রদান করিলেন। প্রভুর নিকট সকল পাঠানই কৃষ্ণনাম-দীক্ষা গ্রহণ করিল।

ঐ সকল পাঠানের দলপতির নাম ছিল—"বিজলীখাঁ"। ইনি রাজকুমার এবং অল্পবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গী পাঠানগণ সকলেই তাঁহার ভৃত্য ছিল। সেই বিজলীখাঁ কৃষ্ণনামোচ্চারণ-পূর্ব্বক মহাপ্রভুর পদদেশে বিলুণ্ঠিত হইলেন; মহাবদান্যলীলাবতারী মহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক বিজলীখাঁর মস্তকে শ্রীচরণপদ্ম স্থাপন করিলেন। বিজলী খাঁ মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-কৃপায় মহাভাগবত হইলেন। তাঁহার সঙ্গী পাঠানগণও বৈরাগ্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি প্রচার করিতে লাগিলেন। সর্ব্বতীর্থে মহাভাগবত বিজলী খাঁর মহত্ত্ব বিস্তৃত হইল। তাঁহারা সকলেই 'পাঠান-বৈষ্ণব' নামে খ্যাত হইলেন।

সোরোক্ষেত্রে আসিয়া মহাপ্রভু গঙ্গাস্নান করিলেন এবং গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময় মহাপ্রভু সানোড়িয়া বিপ্র ও কৃষ্ণদাস রাজপুতকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহারা করযোড়ে প্রয়াগ পর্য্যন্ত প্রভুর অনুগমনার্থ প্রার্থনা জানাইলেন।

মহাপ্রভু প্রয়াগে আগমন করিয়া শ্রীবল্লভভট্টের ভিক্ষা গ্রহণার্থ যেকালে প্রয়াগের পরপারে আড়াইল-গ্রামে গমন করেন, তখন শ্রীরূপপ্রভু ও রাজপুত কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সমীপে তথায় গমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীল রূপ ও রাজপুত কৃষ্ণদাস উভয়েই তথায় মহাপ্রভুর অবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীযুত পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত মহাপ্রভুর যে বাৎসল্য রসতত্ত্ব প্রসঙ্গ হইয়াছিল, কৃষ্ণদাস তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস রাজপুতের শৌর্য্য-বীর্য্যের অবধি ছিল না—দুইশত তুর্কী সৈন্য, একশত কামানের অধিকারী যিনি, তাঁহার ধন-সম্মান-বৈভব কম নহে; কৃষ্ণদাসের স্ত্রী-পুত্র ছিল—তিনি আঢ্য ও প্রতিপত্তিশালী গৃহস্থ ছিলেন; কিন্তু শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় দেখিতে পাই—কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর কৃপানুগ্রাহক ভৃত্য হইবার জন্য—

"প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া।"

ইহাই কৃষ্ণদাসের প্রকৃত পরিচয়। কৃষ্ণদাস কৃষ্ণের দাস; কৃষ্ণদাস রাজপুত আরও সুন্দরতর ভাষায় "বৈষ্ণবকিঙ্কর"। কৃষ্ণদাস—গৃহের দাস, স্ত্রী-পুত্রের দাস নহেন। কিম্বা দুইশত সৈন্য বা এক শত কামান অথবা জাগতিক প্রতিষ্ঠা, আভিজাত্য, জাতি-কুল-ধন-রত্নের বা অন্যের দাস নহেন। তাঁহার এ সকল বস্তুর প্রভু হইবারও আকাঙ্ক্ষা-লেশ নাই। ঐ সকল বস্তুর প্রভুত্ব অর্জ্জন বা দাসের অভিনয় অনেকেই করিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণদাসের পরিচয় অদ্বিতীয়—অসমোর্দ্ধ—অপ্রাকৃত—অহৈতুক—অপ্রতিহত—অনাবিল।

কৃষ্ণদাস—"কর্ম্মবৈরাগী" নহেন, তিনি মর্কটের ন্যায় আত্মতোষ পিপাসায় গৃহ স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া বনগমন করেন নাই; তিনি প্রভুর সঙ্গের জন্য—প্রভুর সেবার জন্য গৃহস্থ হইয়াও গৃহ স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়াছিলেন। তাঁহার হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রীতি অতুলনীয়। প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা কৃষ্ণকার্য্যে অকিঞ্চনতা ও যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ তাঁহাতেই পূর্ণভাবে শোভা পায়। উপরি-উক্ত ঘটনা-বলীর মধ্যে তাহা সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীগুরুকৃপা কে পায়?

—:•:(•):•:—

গুরুকৃপায় শ্রদ্ধা উদিত হইবার পর শ্রবণকীর্ত্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গের যাজন হইলে ক্রমপথে ভক্তির অনুশীলন হইতে থাকে। যাঁহার শ্রদ্ধা উদয় হয় নাই, তিনি ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বারেও উপস্থিত হন নাই। শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ। এই বীজ লাভ না হইলে ভক্তিলাভের উপায় নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাঁহার অচলা ভক্তি বা বিশ্বাস আছে, তিনিই ভক্ত। একান্তভাবে গুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবক হইতে না পারিলে হরিভজনের পথও পাওয়া যায় না। স্বরূপের ধর্ম্ম—শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলিতে সিক্তগাত্র করিতে না পারিলে—তাঁহার নিত্য-পূজ্য লাভ করিতে না পারিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের হৃদয়বিহারী শ্রীহরিনাম স্ফূর্ত্তি লাভ করেন না। প্রভু আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের কথা জানান, তাঁহার সেবায় আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন—নিজস্বরূপের বৃত্তি আমাতে অর্পণ করেন। তাঁহার অপার করুণায় তৎপাদপদ্ম দর্শন ও আশ্রয়ের সুযোগ সাদৃশ্য ল্যাভেরও হইয়াছে। এখন যদি দৃঢ়ভাবে তাঁহার শ্রীচরণ ধারণ না করি—আশ্রয় না লই—"আমায় কৃপা করুন" বলিয়া তাঁহার একান্ত শরণাগত না হই, তাহা হইলে পুনরায় মায়া-ঘূর্ণিতে আসিতে হইবে—কর্ম্মবন্ধনমালা গলায় পরিতে হইবে। আমরা শক্তিহীন, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনন্তশক্তি আছে. আমি পাপময়, কুরূপ আর তিনি শ্রীরূপ। তাঁহার রূপে ভগবান্ মুগ্ধ। সেই শ্রীরূপ-গুরুদেবের নিত্যসেবার অপ্রাকৃত পদধূলি হওয়াই সকলের সকল ভাগ্যের শেষসীমা বা চরমফল। যিনি গুরু, তিনি ভগবচ্ছক্তিবিশিষ্ট এবং যিনি প্রকৃত শিষ্য, তিনিও শ্রীগুরুদেবের বলে বলীয়ান্। তিনি জীবে দয়াবিশিষ্ট হইয়া নিজের সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সকলকে হরিভজনে নিয়োগ করিতে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গতি নাই। হরিভজনের পথে অসংখ্য বাধা। হরিভজনের পথে বাধা অতিক্রম করিতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও ভক্তিগণের কৃপা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া হরিকথা ও হরিনাম করিয়া আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাই কৃপাময় বৈষ্ণব ঠাকুর বলিয়াছেন,—"দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।", "সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস। সবার চরণে মোর এই আশ্বাস।"

শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপায় সর্ব্বপ্রকার দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করিতে পারিলেই সংসার-ভোগবাসনা নিবৃত্ত হইবে। নতুবা অন্য উপায়ে হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় জীবের সংসারবাসনা নিবৃত্ত ও হরিসেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। তাঁহার মত এমন দাতা আর ত্রিভুবনে কেহ নাই। প্রভুর আমার সব ভাল—এই বিচারেই শিষ্যত্ব লাভ হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভিলাষ পূর্ণ করেন—আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগৌরসুন্দরের মূর্ত্তবাহ্য মূর্ত্তি ধরিয়াছেন—শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনপ্রকাশক গোলোকনাথের পরমপ্রিয়। তাঁহার কোন কার্য্যের সমালোচক হওয়া শিষ্যের—কৃপা-প্রার্থীর কর্ত্তব্য নহে। কেবল অবিচারে তাঁহার ব্যবস্থা গ্রহণই শিষ্য হওয়া বা কৃপা-ভিখারী হওয়ার লক্ষণ। যিনি মনে করিতে পারেন—আমার গুরুদেবের সব ভাল, তাঁহার সকলই আমার মঙ্গলের জন্য কেবলমাত্র তিনিই শিষ্য হওবার যোগ্য। তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান্, নিশ্চয়ই তাঁহার সুবিধা হইবে।

যে রূপ দেখিয়া শ্রীভগবান্ আনন্দ পানন্দিত হন, সেইরূপে রূপবান্ হইয়া তাঁহার নিকট যাইতে হইবে। তিনি চান—অকিঞ্চন জীবকে দীনভাবে, কাঙ্গালভাবে। তিনি পতিতপাবন; তাই তিনি দীনহীন পতিতাভিমানীকে ধন ঐশ্বর্য্য-প্রভু-শ্রীর মদ হইতে উদ্ধার করেন। অবৈধৈশ্বর্য্যশ্রীর মদ স্বরূপের বাধা; তাহা জীবের স্বরূপের রূপের উন্মেষণা নষ্ট করে। তাই অবৈধৈশ্বর্য্য-প্রভু-শ্রীর অভিমানে মত্ত না হইয়া অকিঞ্চন হওয়াই একমাত্র মঙ্গলের কারণ। ভগবান্ দীনকে অধিক দয়া করেন। অকিঞ্চনের প্রতিই শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা হয়। পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ-বিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"অকিঞ্চনতাই স্বরূপের রূপ অকিঞ্চনতা বা শরণাগতিই রূপ-শোভা অকিঞ্চনতা আত্মার নিত্যস্বরূপ, জীবের সেবাময় স্বরূপের রূপ। উহা জীবের বা গুরুপাদপদ্মের রূপ। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অকিঞ্চনতা উদিত হলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের — শ্রীরূপের অনাবিল সেবা-সৌন্দর্য্য আমাদের অনুশীলনীয় বস্তু হয়। তখনই আমরা তাঁহার সেবাসৌন্দর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইতে পারি। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতি না থাকিলে গুরুপাদপদ্মের সেবাবৈভব আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা পাইতে হইলে চাতকের মেঘের নিকট জল চাওয়ার ন্যায় অনন্য কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত হইতে পারিলে—"আমি ত' তোমার জন।", "তুমি আমার নিত্যপ্রভু, আমি তব অনুদাস।" এই অভিমান সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগিলে যে-কোনও স্থানে অবস্থান করা যাইতে পারে; তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি হয় না। এইরূপ সেবকের সেবায় বাধা দিতে পারে, এমন কোনও বস্তু ত্রিভুবনে আর না থাকিতে পারে না। এমন কি, স্বয়ং ভগবান্ও তাহাকে ঠকাইতে পারেন না। তখন স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপে তাঁহাকে চালিত করেন; সুতরাং তখন আর তাহার চিন্তার কোন কারণ থাকে না।

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—প্রচার—

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে হার	
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	।৶০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চ	২৲	১॥০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	এক কলম	৩৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত পত্রিকা—একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র পত্রী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত ... কর্ত্তৃক সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমানাথ বিদ্যানাথ কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটি শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় গ্রন্থপ্রচারিণী সভার মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যাস্মরণে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু ... আত্মমঙ্গলকাম এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তরোত্তর কলিকল্মষ হইতে ও অবসাদের অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA —শ্রীমদ্ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে যোগ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। জ্বর, প্লীহা সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং উণ্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

যুদ্ধের সময় জরুরী ব্যবস্থা

অসামরিক দেশরক্ষার সংরক্ষণমূলক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু গত ১৯শে এপ্রিল কাঁথিতে একটি জনসভায় বক্তৃতা করেন। কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ এম এল এ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন :—

যুদ্ধের সময় শত্রুর পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে সাময়িক প্রয়োজনে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এই জাতীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে জনসাধারণকে দুঃখকষ্ট এবং অসুবিধা ভোগ করিতে হইতে পারে। কিন্তু শত্রুপক্ষের কার্য্যের ফলে আরও অধিক পরিমাণে যে দুঃখ কষ্ট এবং দুর্দ্দশার সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা নিবারণের উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসামরিক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার পরিমাণ যাহাতে যথাসম্ভব কম হইতে পারে তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আয়ত্তাধীন সাধ্যমত এই সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। এখন জনসাধারণের অগ্রসর হইয়া আসিয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য।

বিমান হানার পর কলম্বো

কলম্বোর বিমান আক্রমণের দুই সপ্তাহ পর কলম্বোর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে এবং যাহারা স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই আবার ফিরিয়া আসিতেছেন। তবে বহুসংখ্যক ছোটখাট ব্যবসায়ী দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থায় লোকেই কার্য্যে হাজির হইতেছে।

ভারত হইতে বিলাতে প্রেরিত বিমান ডাক

১৯৪২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যে সব বিমান ডাক ভারত হইতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা গ্রেট ব্রিটেনে বিলি করা হইয়াছে।

সম্ভাব্য সঙ্কট ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য

ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইলে দেশের অভ্যন্তরে যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে, তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য জনসাধারণের পক্ষে কি করিতে হইবে কি প্রকার ব্যাপক কার্য্যক্রম অবলম্বন করা সম্ভব, তাহা বঙ্গীয় প্রদেশ সরকার তাহার এক খসড়া তৈরী করিয়াছেন। উহাতে ১১টি বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উহাদিগের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য জমান একটি প্রধান প্রস্তাব। গ্রাম হইতে চাউল প্রভৃতি বহু পরিমাণ এবং দুর্ভিক্ষের এক স্থান হইতে অপর স্থানে চাউল কিংবা অন্যবিধ শস্য চালান করিবার পথে যে অসুবিধা উপস্থিত দেখা যাইতেছে, তাহার ফলে বিভিন্ন স্থানে যে অভাব হইতে পারে, তাহা পূরণ করিবার একমাত্র পন্থা হিসাবেই এইরূপ কার্য্যের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কৃষি উপযোগী জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা, যে কোন জমিতেই পাট অথবা এই জাতীয় ব্যবসায়ের উপযোগী শস্যাদির পরিবর্ত্তে ধান ও অন্যবিধ খাদ্যশস্য বপন করারও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

অদূর ভবিষ্যতেই কেরোসিনের অভাব হইবে। সুতরাং বিবিধ তৈল শুধু খাদ্যরূপেই ব্যবহৃত না হইয়া আলো জ্বালাইবার উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হইবে। সরিষা ও তিল প্রভৃতি তৈলবীজ বহুল পরিমাণে উৎপন্ন করিবার প্রয়োজনও কার্য্যক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কৃষকদিগকে বলা হইয়াছে যে, তাহারা যেন তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যশস্য মজুত রাখিয়া উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রয় করে। তাহা হইলে যাহারা খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে, না তাহারাও প্রয়োজনীয় খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট হইবে না।

কার্য্যক্রমে 'সেবাদল' সংগঠন করিবার প্রয়োজনেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদিগের কাজ হইবে, রাত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে পাহারা দেওয়া। যে কোন স্থানে সজ্জনির বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যদি এইভাবে সমবেত হন, তাহা হইলে স্থানীয় চোর, ডাকাত প্রভৃতি দুর্বৃত্তদের পক্ষে কোন প্রকার গুণ্ডামী করাই সম্ভব হইবে না। প্রত্যেক যুবকের সেবাদলভুক্ত হওয়া উচিত।

কাপড়ের মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিছুদিন পরে হয়ত বা খুব অনায়াসেই কাপড় নাও পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং সকলেরই চরকায় সূতা কাটা আরম্ভ করা উচিত। গৃহস্থের নিজ নিজ বাড়ীতে তুলা জন্মাইবার চেষ্টাও করিতে হইবে।

ব্যবসায়িগণ ও দোকানদারগণ যেন ভবিষ্যতে অতিমাত্রায় লাভ করিবার আশায় দ্রব্যাদি মজুত করিয়া রাখিবার জন্য বিক্রয় বন্ধ না করেন। কেন না, এইরূপ হইলে বহু লোককেই অনাহারে কষ্ট পাইতে হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভাষ্য শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "ভক্তিপ্রদীপ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকল্পদ্রুমশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আধার'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। উহা সজ্জন-পরিবৃত প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১২শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ২রা মে, ইং ১৯৪২, শনিবার } ৪০-৪১শ সংখ্যা

শ্রীরূপ ও স্বয়ংরূপ

——:০:(০):০:——

শ্রীরূপ আশ্রয়বিগ্রহ এবং স্বয়ংরূপ বিষয়-বিগ্রহ। শ্রীরূপ স্বয়ংরূপের অভিন্ন-মূর্ত্তি। শ্রীরূপ ও স্বয়ংরূপ—উভয়েই কৃষ্ণ; তবে একজন আশ্রয়-কৃষ্ণ, আর একজন বিষয়-কৃষ্ণ—একজন সেবক-কৃষ্ণ, আর একজন সেব্য-কৃষ্ণ। শ্রীরূপ—প্রভু, স্বয়ংরূপ—মহাপ্রভু। স্বয়ংরূপ শ্রীরূপের প্রাণ বান্ধব। শ্রীরূপ ছাড়া স্বয়ংরূপ এবং স্বয়ংরূপ ছাড়া শ্রীরূপ থাকিতে পারেন না। শ্রীরূপের আশ্রয় ছাড়া কখনও হরিভজন হয় না। ত্রিতাপক্লিষ্ট বদ্ধ জীব আছে, শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত কাহারও অন্য গতি নাই—শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপদ্ম পাইবার আর অন্য উপায় নাই। শ্রীরূপ গৌরশক্তি—শ্রীগৌরাঙ্গের [illegible]। তিনি রসিকের বা ভক্তিরসের আচার্য্য—ভক্তিরসামৃতের মূল মহাজন তাঁহার ন্যায় শ্রীরাধাগোবিন্দের এত ঘনিষ্ঠ সেবক আর কেহই নাই। তাঁহা সেবামাধুর্য্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের বদন-মন মুগ্ধ ও আকৃষ্ট। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"জন্মে জন্মে শ্রীরূপপ্রভুর পাদপদ্মের ধূলি আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব শ্রীরূপানুগ-গণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের [illegible] বিষয়। ভগবানের শক্তি হইলেও তাঁহার শক্তি সেবার ব্যাপারে ভগবান্ হইতেও বেশী; কেন না, তাহা না হইলে তিনি ভগবান্‌কে সেবা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। ভগবান্ সর্ব্বস্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তের সেবা-প্রীতির নিকট পরতন্ত্রের ন্যায় হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ পক্ষে সেব্যের মনস্তুষ্ট হইতে না পারিলে সেবা হয় না। উৎকৃষ্ট সেবক সেব্যের আদেশ প্রতীক্ষায় থাকেন না, সেব্যের অন্তরের ভাব বুঝিয়া সেবা করেন। ভগবান্ যেমন ভক্তের অন্তরবিহারী, ভক্তও তেমন ভগবানের অন্তরবিহারী। ভক্ত অন্তর্যামীরও অন্তর্যামী।"

স্বয়ংরূপই নাম। কিন্তু স্বয়ংরূপের পালক। শ্রীরূপ স্বয়ংরূপের নিত্যপ্রয়োজন। শ্রীশ্রীজীব রঘুনাথ শ্রীরূপের স্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ব্যতীত বিষয়-বাসনা বিদূরিত হয় না; বিষয়-বাসনা বিদূরিত না হইলে শ্রীরূপের কৃপা লাভ হয় না। শ্রীরূপের কৃপাতেই জীব রূপানুগ হইতে পারে—স্বয়ংরূপ প্রতিষ্ঠিত বা সেবা সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইতে পারে। সেইজন্যই মহাজনগণ গাহিয়াছেন,—

> আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
> শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥
> শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে
> সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্

শ্রীরূপের পদধূলিই জীবের জীবাতু বা স্বরূপ। শ্রীরূপ কালোর আলো। শ্রীরূপের পদধূলিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও মূল্যবান্। শ্রীরূপের পদধূলিই গোবিন্দ। শ্রীরূপের পদধূলিই শ্রীমাধবদয়িতার কৃপা কটাক্ষে পতিত হইতে পারেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপের পদধূলি কৃপাতেই দর্শন-পথের পথিক হন। শ্রীরূপের পদধূলির কণামাত্র কণ হইতে না পারিলে আর আমাদিগকে আবরণ করিবেই করিবে। শ্রীরূপের হইতে পারিলেই স্বয়ংরূপের হওয়া যাইবে। শ্রীরূপের প্রিয়জনই স্বয়ংরূপের প্রিয়। শ্রীরূপ আমাদের গুরুদেব। কুরূপ লইয়া শ্রীরূপের নিকট যাওয়া যায় না। দম্ভ, আত্ম বা পুরুষাভিমানই কুরূপ। শ্রীরূপ পুরুষাভিমানী জীবকে পরমপুরুষ শ্রীরাধার সংসারে প্রবেশাধিকার দেন না। শ্রীরূপের অযাচিত কৃপায় পুরুষাভিমান নষ্ট হইলে জীব কৃষ্ণভজনে অধিকার পায়। এই শ্রীরূপের পাদপদ্মই আমাদের ভজন-পূজন, সাধ্য-সাধন, জীবনের জীবন ও ধ্রুবতারা হউক, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীরূপ স্বরূপ-শক্তি, আর স্বয়ংরূপ স্বয়ং শক্তিমান্। আমরা আশ্রয়-বিগ্রহের বিষয়-বিগ্রহের সেবকানুসেবক হইতে পারিলেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে। পদ্মযোনি ব্রহ্মা দশাশ্বমেধ ঘাটে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি প্রয়াগে যেমন ব্রহ্মাকে বেদবাণী উপদেশ করিয়াছিলেন, স্বয়ংরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেইরূপ শ্রীরূপপ্রভুকে বেদগুহ্য শুদ্ধ ভক্তির কথা বলিয়া গোলোকের—ভগবানের সেবা-বিমুখ জগতে ভক্তিরসসমুদ্র প্রবাহিত করিয়াছেন। গোমুখীর ধারে গঙ্গা যেমন প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বদেশ পবিত্র করিতেছেন, শ্রীরূপ প্রভুর দ্বারে সেইরূপ প্রেমভক্তি-গঙ্গা বিশ্বজগতে প্রবাহিত হইয়া অধম জগতে পরমামৃতের সন্ধান দিতেছেন।

> প্রভু কহে,—শুন, রূপ, ভক্তি রসের লক্ষণ।
> সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥
> পারাপারশূন্য গভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
> তোমায় চাখাইতে 'তা'র কহি একবিন্দু ॥
> (চৈঃ চঃ

এই ভক্তি-রসসিন্ধু-স্নানে প্রমত্ত হইয়া শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচনা করিয়াছেন। সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর একবিন্দু পান করিলে জীব কৃতার্থ হইতে পারে। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মনোহভীষ্ট প্রচারকারী শ্রীরূপই শ্রীরূপমঞ্জরী। তিনিই ব্রজবিলাসের সুবর্ণ মঞ্জরী, পরম সখ্যাদিকা সেবাপরা এবং উদাহবিগ্রহ স্বয়ংরূপের বৃন্দাবনলীলার অধিকার-প্রদায়ী। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই রস। অপ্রাকৃত রস বলিয়া তিনি স্বয়ংই বিষয়বিগ্রহ, স্বয়ংই আশ্রয়বিগ্রহ এবং স্বয়ংই রস। তিনি যুগপৎ বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহরূপে নিজেই নিজের আস্বাদ বিধান করিতেছেন; তাহা না হইলে বিলাস হয় না। শ্রীরূপ সেই আশ্রয়বিগ্রহরূপী কৃষ্ণ।

শ্রীরূপের সহিত স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরের প্রথম মিলন হয় শ্রীরামকেলীতে। শ্রীরামকেলিই শ্রীরূপসনাতনের লীলাভূমি। এই স্থান বিশেষ মর্য্যাদার বস্তু। স্বয়ংরূপের সহিত শ্রীরূপের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় প্রয়াগে। প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুকে দশদিন ধরিয়া কৃষ্ণকথা বলেন। সে সকল কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

> ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
> গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
> মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
> শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
> উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
> বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায় ॥
> তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
> কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥

কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলবিধান কৃষ্ণপদ—পূর্ণব্রহ্ম, পরিপূর্ণরস-পারাবার কল্পবৃক্ষ। কৃষ্ণ অংশী হইলেও তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণ-কৃষ্ণ; সমস্ত চিদ্বৃত্তি তাঁহার সকল অঙ্গেই আছে। সুতরাং তিনি অখণ্ড পূর্ণ

চিন্ময়। ব্রহ্মার সৃষ্ট বস্তুই ব্রহ্মাণ্ড, অণ্ড-জগৎও ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশটি স্তর আছে। দেহও ব্রহ্মাণ্ড। দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগই ব্রহ্মাণ্ডভেদ। ব্রহ্মাণ্ডভেদ না করিলে মঙ্গলের আশা নাই। যিনি প্রাকৃত দর্শন বা ভোগদর্শনরহিত হইয়া অপ্রাকৃত দর্শন বা সেবাদর্শন লাভ করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডে থাকাকালে হরিভজন হয় না। যিনি ব্রহ্মাণ্ডে থাকিতে চান, তিনি শ্রীহরিকে চান না; সুতরাং তরিতে পাইবেন কি করিয়া? শ্রীহরিই এই ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তিনি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর বা জগদীশ্বর।

কৃষ্ণবিমুখ জীব এই অবিদ্যা জগতে— চতুর্দশ ভুবনে যাতায়াত করিতেছে। চতুর্দশ-ভুবন হরিবিমুখ লোক। ভূলোকে দুঃখ অপার। অতএবই ভুবলোক। পুণ্যফলে জীব স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকে এবং পাপফলে অতলাদি নিম্নলোকে গমন করে। ঊর্দ্ধলোকে উঠিলেই আবার নামিতে হয়। পুণ্য করিলেই পাপ করিবার প্রবৃত্তি হয়, পাপ করিলে পুনরায় পুণ্য করিবার প্রবৃত্তি আসে। এ জগতে সুখের পরই দুঃখ আসিতেছে, জানিতে হইবে। বৈকুণ্ঠে কেবল সুখ। বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডাতীত বা মায়াতীত বস্তু। ভোগ ও ত্যাগ-বাসনামূলে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ হইয়া থাকে। ভক্তিতে কৃষ্ণের দিকে গতি। ভক্ত ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণ করেন না। ব্রহ্মাণ্ডগামীই ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণ করে। ভক্তগণ বৃন্দাবনবাসী; ব্রহ্মাণ্ড বা মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। দুর্ভাগা জীবই ব্রহ্মাণ্ডে থাকিতে— ব্রহ্মাণ্ড ভোগ করিতে চায়। ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণের বাসনা শেষ হইলে জীব ভাগ্যবান্ হয়। গুরুর কৃপায় আকর্ষণ প্রকাশিত হইলে মহা-ভাগ্যবান্ জীবই ভক্তিবীজ পায়। গুরু-কৃপা ও কৃষ্ণের কৃপা আলাদা নয়। কৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণকে সেবা করার নাম ভক্তি। ভক্তির বীজ বা সেবালতার বীজ মহাভাগ্যবান্ জনগণই সাধুগুরুর কৃপায় লাভ করিতে পারেন। শ্রদ্ধাই সেই ভক্তিলতার বীজ। শাস্ত্র প্রতি—শাস্ত্রের প্রতি যে বিশ্বাস, শাস্ত্র রূপ ধরিয়াছে যে গুরুবৈষ্ণবরূপে, তাঁহাদের প্রতি যে বিশ্বাস, তাহার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা হইতে ভক্তির আরম্ভ। প্রথমে ভক্তিলতাবীজ শ্রদ্ধা, তার পরে অঙ্কুরিত অবস্থা। অপ্রস্ফুটিত বিকাশ বা অস্ফুট প্রকাশই বীজ। বৃক্ষের প্রথম আরম্ভ— বীজ, তারপর অঙ্কুরিত অবস্থা, তারপর উদ্গত, পল্লবিত অবস্থা প্রভৃতি।

জ্ঞানকল্পবৃক্ষের বীজ ও ভক্তিলতার বীজ এক নহে। কর্মের ভোগপ্রবৃত্তি ও জ্ঞানের ত্যাগপ্রবৃত্তিতে বিলক্ষণ-শাখা আছে, কিন্তু সেবাবৃত্তি নাই। কর্মজ্ঞান বিষ-স্বরূপ। ভক্তিই অমৃত, কর্মজ্ঞানরূপ বিষ-বৃক্ষের বীজপ্রাপ্ত হইলে মৃত্যু, ভয় ও শোক ও [illegible] লাভ অনিবার্য। আর যিনি ভক্তিবীজ লাভ করেন, তিনি অশোক, অভয় ও অমৃত-লোকে গমন করেন।

বহিরঙ্গ জগৎকে আশ্রয় করে এই-জগৎ শোক, ভয় ও মৃত্যুর রাজ্য বলিয়া সর্বক্ষণ তাহারা শোকাদিতে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পায়। জগৎ অনিত্য; তাহা চিরকাল থাকে না। যে যে বস্তুকে আশ্রয় করে, তাহার প্রতি তাহার আসক্তি হইয়া যায়। অনিত্যের প্রতি আসক্তিই বন্ধন বা কষ্টের কারণ। এই বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবানের শরণাগত হইতে হইবে —ভগবানের দাসগণকে আশ্রয় করিতে হইবে। অনিত্য বস্তুর আশ্রয় ছাড়িয়া নিত্য-বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ সর্বাগ্রে করিতে হইবে। ইহাই বস্তুতত্ত্বের সদ্ব্যবহার। ভক্তিলাভের প্রথমেই সদ্গুরুচরণাশ্রয় বা নবদ্বীপ-বাসের আশ্রয়। এই আশ্রয়ের অপর নাম দীক্ষা, শরণাগতি বা আত্মনিবেদন। আশ্রিত হইয়া —আত্মনিবেদন করিয়া শ্রবণ-কীর্তন-জল-সেচন-সেবা করিতে হইবে। মালী হইয়া সাধুগুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে আরোপণ করিতে হইবে। "আমি সেবক, আমার সেব্যবস্তু"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মালী হওয়া। নিজেকে শিশু বলিয়া উপলব্ধিই সম্বন্ধ। শ্রীনামের আশ্রয় লইতেই হইবে। একমাত্র শ্রীনামের আশ্রয়েই সব হইবে। ভগবৎসেবা করিতে গিয়া অনেকপ্রকার দুঃখ-কষ্ট, বিঘ্ন-বিপদ্ আসিতে পারে, কিন্তু তাহাতে হতাশ বা অধীর হইলে চলিবে না। কৃষ্ণ যদি আমাকে এই অবস্থায় রাখিয়া সুখী হন, তাহা হইলে ইহাই ভাল, ইহাতেই আমার সুখ, এই মনে করিয়া সব দুঃখকেই মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। হৃদয়ে এই দৃঢ় সঙ্কল্প সর্বক্ষণ থাকিবে—যত দুঃখই হউক না কেন, আমি কিছুতেই হরিনামকে—ভগবান্ ও ভগবদ্-ভক্তকে ছাড়িব না।

আমাদিগকে শরণাগত হইতে হইবে— মালী হইতে হইবে—আশ্রিত হইতে হইবে। মালী যেমন বৃক্ষের সেবা করে—বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া গাছ বড় হওয়া পর্যন্ত, তার পরেও ফলবিতরণ, ফলাস্বাদন মালীর কার্য, তদ্রূপ যিনি সেবাধর্মের মালী হন, তিনি বৃক্ষের বীজ লাভ করার সময় হইতে শ্রবণ-কীর্তন-জলসেচন করিতে থাকেন, সযত্নে অঙ্কুরকে রক্ষা করেন, বৃক্ষ বড় হইলেও জলসেচন কার্য পরিত্যাগ করেন না— সেবনধর্ম পরিত্যাগ করেন না—ফলাস্বাদন, ফলবিতরণরূপ সেবনকার্য করিতে থাকেন —নিত্য শ্রবণ-কীর্তন করেন। আমরা যদি নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি, তবেই ভক্তিলতার বীজ লাভ হয়—তখন আদর্শ সেবকের সেবা দেখিবার সৌভাগ্যলাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে তখন বিশ্রম্ভ সেবা বৃত্তির উদয় হয়।

গুরুপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ ও সাধ্বা-ভিনিবেশ হইতে হৃদয়ে সেবাবৃত্তির উদয় হয়। শ্রীগুরুদেব নিজে সেবা করিয়া জীবকে ভগবৎসেবা শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেব যদি জীবকে আশ্রয় না দেন, শিষ্যের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ না করেন, তবে শিষ্য কখনও সেবা লাভ করিতে পারে না। ভগবানের কৃপাতেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি-বিশেষই ভগবৎপ্রেষ্ঠের সন্ধান ও সেবাধিকার পায়। গুরুর সেবা ছাড়া কেহ কখনও মঙ্গল লাভ করিতে পারে না—গুরুসেবা ছাড়িয়া কেহ নিস্তার পায় না। ভগবানের সেবার উপকরণ যখন ভগবদিচ্ছায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই উপকরণের সেবা, উপকরণের দ্বারা সেবা সম্ভব হয়। যিনি সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, সেই গুরুকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিলে আমিও সেবকশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারি। তখন আমার গুরুদেব ও তাঁহার বন্ধুগণ আমার সেব্য—এই বিচার উপস্থিত হয়।

শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার বন্ধুগণ এ জগতের বস্তু নন। তাঁহারা শ্রীধামবাসী। আমরা অকপট হইলে তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদের অন্তরে সাধু-বৃত্তির সঞ্চার করেন। সাধু-সঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়, হৃদয়ে দৈন্য আসে, অপ্রাকৃত নামাভিধান প্রবল হয়, অসৎসঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। সাধুদিগের সঙ্গ-দ্বারা সাধুবৃত্তি লাভ হয়। সাধুগণ অসত্য ত্যাগ ও সত্য গ্রহণের পরামর্শ দেন। সাধু যখন দুর্জন-ত্যাগ ও সুজনসঙ্গের কথা বলেন, তখন তাঁহার তাৎপর্য অনুসন্ধান করিতে হইবে। পৃথিবীতে সাধুগুরু সবসময়েই আছেন। সেবাপথে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। তৎপূর্বে অসৎ-সঙ্গ হওয়া যাওয়ায় ভজনে অনেক বাধা আসে। ভোগ ও ত্যাগ—এ দুইটিই ভজনের বাধা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হইলে সুবিধা হয়।

শ্রবণকীর্তনের অভাব হইতেই আমাদের চিত্তক্ষেপ আসে। সাধুসঙ্গই সুযোগ। যেখানে সাধুসঙ্গ নাই, সেখানে সুযোগ না অসৎসঙ্গ আসিবেই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে একটুও বিচ্যুত হইলে এরূপ অসুবিধা হইবে। শ্রবণ-কীর্তন—জল; সেচন-কারী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও ভক্ত। বিশ্রম্ভের সহিত সর্বদা গুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য। যাঁহারা আমাকে শ্রীগুরুদেবের সেবায় সাহায্য করেন, তাঁহারাই আমার অকৃত্রিম বান্ধব। ভক্তিলতাকে যত্নে পালন করা দরকার। অনুক্ষণ সাধুজনসঙ্গ করাই কর্তব্য। গুরুকৃপাগত ভক্তি-লতাকে নিত্য জল সেচন করাই শিষ্যের কৃত্য। জলসেচন না করিলে বীজ অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া যাইবে।

হরিভজন করিতে হইলে সম্বন্ধজ্ঞান দরকার। কৃষ্ণ ব্যতীত বিশ্বের—ত্রিজগতের কোন বস্তুর সহিত আমার বন্ধন নাই—সম্বন্ধ নাই, পরন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধে অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক-ভাবে নিখিলবস্তুর সহিত আমার সম্বন্ধ— ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান। জড়ে জড়ে সম্বন্ধ হয় না। জড়ে জড়ে বন্ধন হয়। অনিত্য বন্ধনকে সম্যক্‌বন্ধন বা সম্বন্ধ বলা যায় না। সম্বন্ধহীনতার ন্যায় দুর্দশা আর কিছুই নাই। আশ্রয়হীনতাই সম্বন্ধহীনতা। নিরাশ্রয়ের পতন অনিবার্য। সেখানে আনন্দ থাকিতে পারে না। যেখানে সম্বন্ধ, সেই-খানেই আনন্দ; আর যেখানে বন্ধন, সেখানেই দুঃখ। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত প্রীতির বন্ধনই সম্বন্ধ। সম্বন্ধযুক্ত আশ্রিত ব্যক্তিই হরিভজন করিতে পারেন।

যখন ভক্তিলতা বাড়ে, তখন লতা একটা আশ্রয় চায়। কৃষ্ণপাদপদ্মই সেই আশ্রয়। গুরুকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি বা আশ্রয় গ্রহণ করিলেই লতা পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ভক্তিলতা এজগতের কোথাও আশ্রয় না পাইয়া কৃষ্ণের দিকে ছুটিতে থাকে। ভক্তি-লতা এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা, তারপর ব্রহ্মলোক। ভক্তিলতা এই দুইটিকেও ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠে যায়। ভক্তিলতা বা কৃষ্ণানুরাগ তথা হইতে গোলোক-বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে যুক্ত হয়।

শ্রবণ-কীর্তন অনুক্ষণ না হইলে কৃষ্ণভক্তি কি করিয়া হইবে? আশ্রয় আমাকেই করিতে হইবে; তাহাতে উদাসীন হইলে চলিবে না। আমি আশ্রয় না করিলে মঙ্গল কি করিয়া হইবে? ভগবানের ইচ্ছা-ক্রমে সদ্গুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া হইলেই সব হইবে। তাঁহার দয়া না হইলে আমাদের শত চেষ্টা দ্বারাও কিছুই হইবে না। তাঁহার দয়াই মূল জিনিষ। যদি হৃদয়ের মধ্যে নিষ্কপট আর্তি থাকে, যদি তাঁহাকে সত্য সত্যই চাই, তাহা হইলে তাঁহার দয়া নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। অতএব শরণাগত হইয়া গুরুপাদপদ্মের জন্য যে অকপট যত্ন, তাহাই সাধন। এই সাধন সকলকেই করিতে হইবে। কৃপা না চাহিলে কৃপা পাওয়া যাইবে না। সাধন বিনা কি সিদ্ধি হয়? যদি আর সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ না করে, তাহা হইলে বিষয়ভোগ ছাড়া আর কি করিবে?

মহান্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বয়ংরূপাভিন্ন শ্রীরূপের আশ্রয়বিগ্রহ। তিনি শ্রীরূপের অনুগ-অভিমান করিয়াও শ্রীরূপের আশ্রয়-বিগ্রহরূপে মাধুর্য জীবের নিত্যাশ্রয়। তাঁহার পদনখচন্দ্রিকায় শ্রীরূপের কৃপা-পীযূষ-পোষণের যোগ্যতা হইলে জীব সৌভাগ্য-পতাকা লাভ করিতে পারে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

শ্রীগৌরধাম

(শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ)

শ্রীগৌরসুন্দর উদার, শ্রীগৌরধামও উদার। শ্রীগৌরসুন্দর আমার স্থায় আমাদের ভাগ্যে অপ্রকট, কিন্তু শ্রীগৌরধাম কৃপাপূর্বক প্রকট আছেন। শ্রীগৌরধাম শ্রীগৌরসুন্দরকে বিতরণ করিবার জন্য ব্যাকুল। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় জীবকে অধিকার দিবার জন্য তাঁহার দয়ার অন্ত নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের উদারতায় পাছে হতভাগ্য জীব বঞ্চিত থাকে, এজন্য শ্রীধাম পরদুঃখ-কাতর হইয়া কৃপাপূর্বক আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এমন উদার ঠাকুরকে জীব ভুলিতে বসিয়াছে—ইহা শ্রীধাম প্রভুর সহ্য হইল না। তিনি উদার ঠাকুরের উদার শক্তি। তাই তাঁহার স্মৃতি, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম, তাঁহার সেবা জীবকে প্রদান করিবার জন্য তিনি প্রকটিত হইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তি, শ্রীগৌরগুণগ্রাম, শ্রীগৌরলীলা, শ্রীগৌরমহামহোৎসব হতভাগ্য জীবের হৃদয়কে স্পর্শ করুক—ইহাই শ্রীধাম-প্রভুর ইচ্ছা। গৌরকৃপাবঞ্চিত জীব শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাবিষয়ে সচেতন হইয়া উঠুক, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হউক—ইহাই তাঁহার অভিলাষ। শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া যে কিরূপ, শ্রীগৌরসুন্দর যে কি বস্তু, ইহা জীবের উপলব্ধির বিষয় হইল না—এই দুঃখে কাতর হইয়াই শ্রীধামপ্রভু আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাই শ্রীগৌরমহিমা বিস্তার করিবার জন্য, শ্রীগৌরসেবা অর্পণ করিবার জন্য তাঁহার এত উৎকণ্ঠা। তিনি নানারূপে নানা কৌশলে জীবকে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবার জন্য ব্যগ্র।

শ্রীধাম চিন্তামণিভূমিরূপে প্রকটিত আছেন। শ্রীধামের প্রত্যেকটী ধূলিকণা শ্রীগৌরপাদপদ্মস্পর্শ লাভ করিয়া পূর্ণচেতন। শ্রীধামের ধূলি শ্রীধামেরই অঙ্গ। তাহা মস্তকে ধারণ করিলে, তাহাতে অভিষিক্ত হইয়া গড়াগড়ি দিলে শ্রীধামপ্রভুর কৃপায় শ্রীগৌর-সুন্দরের স্মৃতিপুলক উদিত হয়। শ্রীধাম ও ই শ্রীধামেশ্বরকে দিবার জন্য এই রূপ ধারণ করিয়া বিস্তৃত হইয়া আছেন। শ্রীধামে আগন্তুক কেহই যাহাতে তাঁহার কৃপাবঞ্চিত না হন, এইজন্য শ্রীধামপ্রভুর এই লীলাকৌশল। শ্রীধামের প্রত্যেকটী ধূলিকণা শ্রীগৌরসুন্দরের এক একটী লীলা-বৈচিত্র্যের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন। তাই তাঁহারা এত পবিত্র, এত মধুময়,—এত আনন্দময়! তাঁহাদের স্পর্শে মস্তক অবনত করিলে শ্রীগৌর-সুন্দরের লীলার স্পর্শলাভ হয়। তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের স্মৃতির উদ্দীপক—শুভ অবলম্বন। তাঁহারা কৃপা করিয়া জানাইতেছেন—শ্রীগৌরসুন্দর কোথায় কোন্ লীলা গৌরশক্তি বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহারা আজও শ্রীগৌরলীলাস্মৃতিতে ভরপুর—শ্রীগৌরগুণগানে মুখর। তাঁহাদের নিঃশ্বাস, তাঁহাদের বিরহবেদনা শ্রীগৌরসুন্দরকে সর্বক্ষণ শ্রীধামে সাক্ষাৎ বিদ্যমান রাখিয়াছে।

শ্রীধামের আকাশ-বাতাস, শ্রীধামের বৃক্ষলতা, শ্রীধামের শাকসব্জী, শ্রীধামের কীট-পতঙ্গ, শ্রীধামের পশুপক্ষী, সকলেই শ্রীধামবাসী—শ্রীধামের বৈভব। তাঁহারা সকলেই শ্রীধামেশ্বরের কোন না কোন সেবায় নিযুক্ত আছেন। কেহ তাঁহার নয়নোৎসব, কেহ শ্রবণোৎসব, কেহ বা আস্বাদ্য দিয়া তাঁহার রসনোৎসব বিধান করিতেছেন। শ্রীধামপ্রভু ইঁহাদের সকলকে লইয়া সর্বক্ষণ শ্রীগৌরসুন্দরের আনন্দ ও তৃপ্তিবিধান করেন। শ্রীধামপ্রভুর এই সেবা-মহোৎসব জীবের উপর প্রভূত বিস্তার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে তাহাকে আকৃষ্ট করেন। শ্রীধাম সর্বক্ষণ শ্রীগৌরসেবায় মুখর। শ্রীধামপ্রভুর এই সেবোৎসবের প্রভাব আছে—শক্তি আছে, তাহা জীবের বিমুখতাকে দূর করিয়া শ্রীগৌর-পাদপদ্মের প্রতি তাহাকে উন্মুখ করিতে পারেন। উহাই শ্রীধামের কৃপা।

শ্রীধাম শ্রীশচীদেবীর আঙ্গিনাকে অতি আদরের সহিত বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্যাবধি মাননীয় এই শচীর অঙ্গনেই শ্রীগৌরসুন্দর প্রথম নয়ন-উন্মীলন করিয়াছেন। এই অঙ্গনেই তিনি শৈশবে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেন, এইখানেই শ্রীশচীদেবী ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নিমাইর বাল্যচাপল্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন, তাঁহার স্নেহের অত্যাচার সস্নেহ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন। এই আঙ্গিনায় শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরবিরহ কাতরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। এইখানেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া দীর্ঘ-কালব্যাপী কালাতিপাত করিয়াছেন, আর ঈশান ঠাকুর তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীধাম এ-সব অতিমধুর লীলা মধুরসহকারে দর্শন করিয়া নিজ বক্ষে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি তাঁহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাকেই তিনি এইসব লীলার উদ্দীপন করিয়া সমর্পণ করেন। তাঁহার এত দয়া।

শ্রীবাসপণ্ডিতের অঙ্গন—শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তনবিলাস, তাঁহার ঐশ্বর্যপ্রকাশ-লীলা, শ্রীমালিনীদেবীর শ্রীনিত্যানন্দসেবা, ভাগবতী দুঃখী ঠাকুরাণীর ও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জননী শ্রীনারায়ণীদেবীর স্মৃতিকে জাগ্রত রাখিবার জন্য শ্রীধামে প্রকটিত আছেন। শ্রীধামপ্রভুর কৃপায় এইসব শ্রীগৌরলীলা শ্রীধামাশ্রিত জনগণকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর সভাগৃহ হইতে শ্রীবিশ্বরূপকে আনিবার জন্য মাতৃআজ্ঞায় শ্রীগৌরসুন্দর দুন্দুভিরত অঙ্গে সেথা তথায় উপস্থিত হইলেন—আর সকলে সেই শিশুর অপূর্ব রূপমাধুরী দর্শনে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন সেই লীলাকে বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীধামপ্রভুর বৈভব বিস্তার করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের ত্রিভুবনমোহন নাট্যাভিনয়, তাঁহার কাজী-উদ্ধারলীলা, তাঁহার অপূর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ নগরসংকীর্তন বিলাস, নাগরিকগণের গৃহে গৃহে অপূর্ব স্নেহচাপল্য প্রকাশ—এই সকল লীলাই শ্রীধাম যথাস্থানে সন্নিবেশিত রাখিয়াছেন। শ্রীধরের অঙ্গনে গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ফুটাপাত্র হইতে জলপান করিলেন, তাঁহার বাগানের থোড়-মোচা কাড়িয়া লইলেন, তাঁহার সঙ্গে স্নেহ-কোন্দল করিলেন। অকিঞ্চন দীন শ্রীধরের এই ভাগ্য ত্রিভুবনপতির ঐশ্বর্যকেও কিরূপ ধিক্কার দেয়, শ্রীধামপ্রভু তাহা কৃপা-পূর্বক জানাইয়াছেন। কালিন্দী-ভাগ্যাপহারী গঙ্গার বক্ষে শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব জলকেলি, গঙ্গাঘাটে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের বিদ্যাবিলাস, শ্রীমুরারিবেশ্মে ইত্যাদি প্রচার প্রভৃতি সকল লীলাই শ্রীধামপ্রভু কৃপাপূর্বক উদ্দীপিত করিতেছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পতিতপাবন-লীলা, শ্রীহরিদাসঠাকুরের সহিত নামপ্রেম প্রচার, জগাইমাধাই উদ্ধার, তাঁহার অতি মধুর চঞ্চল চপল লীলা, অদ্বৈতপ্রভুর সহিত প্রেম-কোন্দল—সকলই এই শ্রীধামে সংঘটিত হইয়াছে। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভজন শ্রীধামই বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীধামপ্রভু এই সকল লীলা-ঐশ্বর্য অকাতরে আশ্রিত জনগণকে প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাভাণ্ডারের চাবিকাঠি তাঁহারই নিকট সংরক্ষিত আছে। তিনি সেই ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া সকলকে প্রদান করিবার জন্য সর্বদা উন্মুখ। তাঁহার বদান্যতার তুলনা নাই।

শ্রীধামপ্রভুর কৃপাকটাক্ষ লাভ হইলে জীবের শ্রীগৌরসেবায় অধিকার লাভ হয়—শ্রীগৌরলীলার পরিকরগণের দাস্যে অধিকার জন্মে। শ্রীধাম সেই অধিকার বিতরণ করিবার জন্য প্রকটিত আছেন। শ্রীধামসেবক শ্রীধাম-নিবাসীদের কৃপাবলে শ্রীধামাশ্রিত বৈষ্ণবগণ শ্রীধামপ্রভুর সেবা করিবার জন্য সর্বক্ষণ নিয়োজিত আছেন। তাঁহারা শ্রীধামের বৈভব। তাঁহাদের কৃপাতেও শ্রীধামপ্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে। তাঁহারা কৃপা করিয়া শ্রীধামসেবার যোগ্যতা ও অধিকার অর্পণ করিলে শ্রীধামপ্রভুর সেবার জন্য শ্রীধামে অবস্থান লাভ হয়। শ্রীগৌরধাম শ্রীগৌরসুন্দরের লীলানিকেতন—তাঁহার নিত্যপরিকরগণের ও তাঁহাদের অনুগতগণের সেবাস্থল। শ্রীধাম সাক্ষাৎ শ্রীগৌরস্বরূপ—অপ্রাকৃত ধন শ্রীগৌরসুন্দরের স্মৃতিতে ভরপুর। এই অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামের সেবার অধিকার না হইলে জীবন বৃথা। শ্রীধামপ্রভু ও তাঁহার নিজজনগণের কৃপালাভ না হইলে তাহাই জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্ভাগ্য

শ্রীগুরুর আনুগত্য অবলম্বনে কর। ভগবান সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়

শ্রীচৈতন্যচরিতে শিক্ষা

শ্রীচৈতন্যচরিত অমৃতস্বরূপ ও পরমশিক্ষা-পূর্ণ। শ্রীচৈতন্যচরিতালোচনায় চেতনতা জাগে—কৃষ্ণে মতি হয়। অনেকেই শ্রীচৈতন্য-চরিত পাঠ করেন—আলোচনা করেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতের মধ্যে যে ঔদার্য-তাৎপর্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শ্রীচৈতন্য-নিজজনের শ্রীমুখ হইতে সাক্ষাৎ শ্রবণের অভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি হইতে জানা যায় যে, গৃহাসক্ত ব্যক্তি যেমন স্বতঃপরতঃ পরস্পর কৃষ্ণবিষয়ের আলোচনায় ও ব্রতাদি প্রদর্শন করিয়াও নিষ্কিঞ্চন মহাজনের আনুগত্যের অভাবে কৃষ্ণে মতি লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৃষ্ণের ঔদার্যলীলাময় শ্রীচৈতন্যচরিত পাঠ করিয়াও শ্রীচৈতন্যজনের নিকট আত্মসমর্পণ না করায় অনেকে শ্রীচৈতন্যচরিতের প্রকৃত উদ্দেশ্য, এমন কি, ঔদার্যময় মহাবাণী পর্যন্ত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ত্রিবিধ শ্রেণীর শ্রীচৈতন্যচরিত-পাঠকের কথা নির্দেশ করিয়াছেন। এক শ্রেণীর পাঠক কেবল কৌতূহলরূপ কণ্ডূয়ন-পরায়ণতা চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন, আর একশ্রেণী ছিদ্রান্বেষণের অভিসন্ধিযুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য-চরিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন; আর তৃতীয় শ্রেণী নিজের প্রকৃত মঙ্গল লাভের জন্য মনোযোগী পাঠক হন। কিন্তু এখানে মনোযোগ বলিতে কেবল সাধারণভাবে অক্ষরাঙ্কের বিক্ষেপমাত্র পরিত্যাগ—এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে হইবে না। শ্রীচৈতন্য-জনের নিকট সাক্ষাৎ শ্রবণ, শ্রবণে একনিষ্ঠ সংযোগ ব্যতীত আমরা শ্রীচৈতন্যচরিত পাঠে 'মনোযোগী' হইতে পারি না—শ্রীচৈতন্য-চরিতের নিগূঢ় ঔদার্যময় তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারি না—আস্বাদনও করিতে পারি না।

স্বয়ংরূপ পূর্ণতম স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে সাধক জীবের জন্য তাঁহার সাধন যোগ্যতার কোন আদর্শ নাই, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতে সাধন ও সাধ্য উভয়-যোগ্যতারই আদর্শ রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের 'মহাবদান্যাবতার', 'ঔদার্যবিগ্রহ' প্রভৃতি তাঁহার চরিত্র পাঠ হইতে অন্য পথে শ্রীচৈতন্যদেবের ক্ষিতিমূর্তি-গানের মধ্য দিয়া আনুগত্যময়ুক্ত ব্যক্তির নিকট পরিস্ফুট—ইহার সচ্চিদানন্দের রহস্য। যাহারা এই রহস্য উদ্ঘাটনের একমাত্র উপায় ও উদ্দেশ্য শ্রীচৈতন্যানুজনের সংকীর্তনাশ্রবণের পর উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য মনীষা, বিচার, তর্ক, কল্পনা ও সূক্ষ্ম বা অন্য কোনও বাস্তবিক কৌশলদ্বারা সেই

অন্যরূপ উপদেশের চেষ্টা করে, তাহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত।

সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁহারই ঔদার্য্যময়ী শিক্ষার আর একটী সরল, প্রকৃত মূর্ত্তি। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিজ-চরিতস্বরূপ, নিজজন শ্রীল রূপগোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া জগতে শিক্ষা দিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

কৃষ্ণসেবাভিলাষ ব্যতীত অন্য অভিলাষ-শূন্যা, জ্ঞানযোগের কর্ম্ম, নির্ভেদজ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগাদির দ্বারা অনাবৃত আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি।

শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এই শিক্ষাটী রূপায়ণ করিয়া রহিয়াছে। শ্রীরূপশিক্ষার নিজ আচরণ-চরিত্র-প্রদর্শনলীলাই শ্রীচৈতন্যদেবের ঔদার্য্য বা শুদ্ধরূপের স্বকীয় মহাবদান্যতা; আর সেই রূপানুগশিক্ষা জগতে বিতরণই শ্রীচৈতন্যের অনর্পিতচর মহাদান।

শ্রীমহাপ্রভুর আদিলীলার মধ্যে গঙ্গার ঘাটে কুমারীসম্ভাষণ, দিগ্বিজয়িজয়, অধ্যাপনা-লীলা, অর্থার্জ্জনের জন্য বঙ্গদেশে গমনাদি অন্যাভিলাষের বাহ্য আকার প্রদর্শন করে। কিন্তু আবার কুমারী-সম্ভাষণ মধ্যে "কন্যাগণে কহে, আমা পূজ, আমি দিব বর। গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর॥", "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যাঁরে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥" প্রভৃতি বাক্য, দিগ্বিজয়ি-জয়লীলার মধ্যে—"দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে। ঈশ্বর ভজিলে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥ সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। শ্রীকৃষ্ণপদে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥"—প্রভৃতি শিক্ষা, অধ্যাপনা-লীলার মধ্যে শব্দের বিষ্ণুশক্তি প্রকাশ, বঙ্গদেশে তপনমিশ্রের নিকট সাধ্যসাধনতত্ত্ব উপদেশ-লীলাপ্রকাশ – অন্যাভিলাষিতাশূন্য কৃষ্ণানুশীলনলীলা ও লোকশিক্ষাময় চরিত্রের উজ্জ্বল প্রদর্শনী।

শ্রীগৌরসুন্দরের গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধাদি-লীলা প্রদর্শন বাহ্য প্রতীতিতে কর্ম্মাশ্রিততার আদর্শ প্রদর্শন করে। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্ম দর্শনের পূর্ব্বে লোকের বৈদিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ, মাতৃপিতৃগণপরিতোষের বাঞ্ছা প্রভৃতি উদিত হয়; তাহা হইতে কর্ম্মকাণ্ডীগণ শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করেন। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" কৃষ্ণকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে যে-কাল-পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা উপস্থিত না হয়, সে-কাল-পর্য্যন্তই লোকের কর্ম্মমার্গে শ্রদ্ধা থাকে। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের পর আর লোক কর্ম্মমার্গে বৃথা শ্রম করে না - ইহা জানাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের লোকানুকরণে শ্রাদ্ধাদি লীলা এবং শ্রীল ঈশ্বর পুরীর দর্শন প্রাপ্তির পর অর্থাৎ গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়লীলাভিনয়ের পর কর্ম্মবাদ নিরাস-পূর্ব্বক কর্ম্মানাবৃত কৃষ্ণানুশীলনময় চরিত্র প্রকাশ করিলেন।

শ্রীমহাপ্রভুর শৈশব, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়াদি প্রত্যেক লীলাই অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, ও যোগাদিশূন্যা ভক্তির আদর্শ প্রকট করিয়াছে। শৈশবলীলায় কড়িপরীক্ষা মধ্যেও ইহা সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। নামকরণ-সময়ে বালকের কড়ি-পরীক্ষা করিবার প্রণালী-অনুসারে যখন জগন্নাথ মিশ্র নিমাইর সম্মুখে ধান্য, খই, স্বর্ণ, রজত ও শ্রীমদ্ভাগবত উপস্থাপিত করিলেন, নিমাই তখন বৈরাগ্যোচিত স্বভাবের অনুরূপ ধান্য, খই, স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ধারণপূর্ব্বক প্রাকৃতোচিত বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিলেন। ইহা দ্বারা একদিকে যেরূপ বুদ্ধিবিচার প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অপরদিকে শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন ব্যতীত ইতর স্বর্গ লোভকর অন্যাভিলাষ নিরাস করিলেন এবং 'বিদ্যা ভাগবতাবধি', ভাগবতই ভক্তির উপাদান ও প্রমাণস্বরূপ ইহাও জানাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর লীলায় বৈশ্যকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ঔদার্য্যময়ী গৌর-লীলায় ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ লীলায় আচার্য্যলীলা প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু শ্রীগৌরলীলায় আচার্য্যলীলা প্রকাশিত। আচার্য্য লীলা প্রকাশ করিতে হইলে ব্রাহ্মণকুলে প্রকাশ আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ব্রহ্মমোহন-লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, আর আচার্য্যলীলায় আধিকারিক ব্রহ্মার আচার্য্যত্ব নাই ভগবদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুই আচার্য্য, ইহা জানাইয়া চতুর্মুখী ভাগবত-কীর্ত্তনকারী ব্রহ্মার অবতারের লীলা প্রকাশার্থ দ্বিজবর-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন।

কালাধীনে, স্থানাধীনে, পাত্রাধীনে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় নবদ্বীপ-লীলা প্রকাশ করিলেও তিনি যে কালাধীন, স্থানাধীন, পাত্রাধীন নহেন, তিনি যে পরাৎপর স্বরাট্ পুরুষ, তাহা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য সংগোপনলীলা, জন্মভূমি হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রভৃতি তাঁহার কালাধীনত্ব স্থানাধীনত্বকে নিরাস করিয়াছে। মাতাপিতা প্রভৃতি পাত্রের আনুগত্য দেখাইবার জন্য যেরূপ তিনি একদিকে পিতামাতার উপদেশাদি পালন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, আবার অপরদিকে তেমনই মাতাপিতার বাক্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া বিদ্যাভ্যাস বর্জ্জন, মাতাকে একাদশীতে অন্ন-ভক্ষণে নিষেধ মাতাকে উপদেশাদি প্রদান, মাতার অবাধ্য হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা এবং অদ্বৈতপ্রভুর নিকট অপরাধানুষ্ঠান-লীলাভিনয়কারিণী মাতার অপরাধ ক্ষমাপন প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একদিকে তিনি লোক-শিক্ষার্থ শ্রীঈশ্বরপুরীকে দীক্ষাগুরু এবং কেশবভারতীকে সন্ন্যাসগুরুরূপে স্বীকারলীলা প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু অপরদিকে তাঁহাদিগের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে শিষ্য করিয়া পরে 'গুরু'-রূপে বরণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। এই সকল লীলার তাৎপর্য্য এই যে, যেন অর্বাচীন লোক মহাপ্রভুকে সাধারণ আচার্য্য বা গুরু মাত্র জ্ঞান না করেন, তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার এইসকল চরিত্রে ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন,—

অজ্ঞ-অভক্ত কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥

ভক্তগণ ধরিয়া ফেলিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেমের সর্ব্বোচ্চ অসমোর্দ্ধ কথা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কে বলিতে পারেন? যাঁহার নিজস্ব বস্তু যা, তিনি স্বয়ং না বলিলে অপরে কি করিয়া বলিতে পারিবেন? যখন ইনি কৃষ্ণের সকল নিজস্ব গুপ্তসম্পদ যাহা একমাত্র কৃষ্ণ-স্বরূপের নিকট লুক্কায়িত থাকে, তাহা ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, তখন ইনি নিশ্চয়ই প্রেমরূপী কৃষ্ণ, আর কৃষ্ণ হইতেও উদার। কৃষ্ণ যাহা নিজস্ব বলিয়া গোপনে রাখিয়া দিয়াছিলেন, ইনি তাহা বিতরণ করিয়া দিলেন—অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া সেই গুপ্ত ভাণ্ডার বিলাইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীশচীদেবীর আটটী কন্যা পরলোকগতা হইলেন, নবম সন্তান-বিশ্বরূপ, তিনিও সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন; শচী-মাতার নিকট রহিলেন একমাত্র 'নিমাই'। শ্রীগৌরসুন্দর এই লীলার দ্বারা তাঁহার একসেব্যত্ব প্রকাশ করিলেন। আশ্রয়ের বহু বিষয় নাই, কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য—তিনিই একসেব্য বস্তু। ইহা জীবজগৎকে শিক্ষা দিলেন আবার সেই একসেব্যবস্তু সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশিত করিয়া একসেব্য বিষয়ের বিরহের দ্বারা শ্রীভক্তের অধিকতর স্বীকৃত অবস্থা ও অধিকতর সংযোগ সম্পাদিত করিলেন। বিষয়ের ও আশ্রয়ের স্বাভাবিক বিচ্ছেদভাবই আশ্রয়জাতীয় নিত্যভজন ও তাহা চমৎকারিতাময়—ইহা প্রকাশ করিলেন।

একদিকে মাতাকে একাদশীতে অন্নগ্রহণার্থ নিষেধ, আবার স্বয়ং একাদশীতে হিরণ্য-জগদীশের গৃহ হইতে বিষ্ণুনৈবেদ্য আনয়নপূর্ব্বক ভোজন-লীলা প্রদর্শন করিয়া তিনি ভক্তগণের নিকট ধরা পড়িয়া গেলেন। বিষ্ণুতত্ত্ব ভগবানের একাদশীতে ভোজনাদি বর্জ্জন নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা অপরদিকে জীবেশ্বরৈক্যবাদ বা তথাকথিত সমন্বয়বাদ নিরাস করিলেন।

সর্পারোহণ-লীলায় দ্বারা মহাপ্রভু পরিদৃশ্যমান জগৎ বা জড়বৈচিত্র্যের দিক হইতে যাহা অসীম, সেখান হইতেই চিৎসবিশেষ বা অপ্রাকৃত মধুরাকারের বিচিত্রতা আরম্ভ, ইহা জানাইলেন। 'শেষ' বা 'পরিদৃশ্যমান জগতের অসীমকে যাহারা শেষসীমা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে ধরিয়া বালক নিমাই খেলা করিতে লাগিলেন। অধঃপতনের শেষের পরই প্রকৃত প্রস্তাবে চিন্ময় আরম্ভ হয়। সাধারণ লোক ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যায়; তাহারা মনে করে—শেষ বুঝি অপ্রাকৃত আকারকে গ্রাস করিবে; কিন্তু চিৎ-সবিশেষ পরাৎপরবস্তু শেষের উপরেই শয়ন করেন। মাধুর্য্যময়ী লীলায় শেষের মস্তকের উপর নৃত্য করিয়াছিলেন, আর ঔদার্য্যময়ী লীলায় শেষের উপরে শয়ন করিয়া অনন্তের পর অপ্রাকৃত মধুরাকার পারিবর্ত্তিক শায়িভাবের অচিন্ত্য চমৎকারিতা প্রদর্শন করিলেন।

মৃদ্ভক্ষণ-লীলার দ্বারা বালক গৌরাঙ্গ মাটিয়া ভোগ ও ত্যাগবুদ্ধিকে ধ্বংস করিবার শিক্ষা দিলেন। 'তস্কর'-লীলা ধ্বংসের সূচক; বর্জ্য হাঁড়ীর উপর উপবেশনলীলা প্রকাশ করিয়া তিনি কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-বিচার ও মায়াবাদীর বিবর্ত্তবাদ, শুদ্ধাশুদ্ধবাদ প্রভৃতি নিরাস করিলেন।

অন্যাভিলাষিতার আদর্শময় অর্থাদি সঞ্চয়, বাগ্বিতণ্ডা, দিগ্বিজয় প্রভৃতি লীলা, কর্ম্মের আদর্শময় গয়াশ্রাদ্ধাদি লীলা ও জ্ঞানের আদর্শময় সন্ন্যাসলীলায় যথাক্রমে শব্দের বিষ্ণুত্ব প্রচার, ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ, সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলা প্রভৃতির দ্বারা নিরাস অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত করিয়া পরমার্থসম্বন্ধের কথা শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিলেন। অন্যাভিলাষ, জ্ঞানযোগের কর্ম্ম, নির্ভেদ জ্ঞানাদির সহিত সন্ন্যাস করিবার পরই সাধকের পুরুষোত্তমে শুদ্ধভক্তি আরম্ভ হয়। জীবকুলকে ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসের পর শ্রীপুরুষোত্তমেই অবস্থানের লীলা প্রদর্শন করিলেন। যদিও সন্ন্যাসলীলার পর প্রথম ছয় বৎসর মহাপ্রভু সমগ্র ভারতে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তথাপি পুরুষোত্তমকেই কেন্দ্র করিয়াছিলেন অর্থাৎ পুরুষোত্তম-ভক্তিভূমিকার উপর অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত আনুকূল্যের মন্দির স্থাপিত হইবে, জীবকুলকে ইহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ছয় বৎসর মহাপ্রভু ভক্তগণসহ পুরীতে আচার্য্য-লীলা প্রকট করেন এবং শেষ বার বৎসর কৃষ্ণবিরহ-লীলায় প্রমত্ত থাকিবার লীলা প্রকাশ করেন। এই সময় মহাপ্রভুর বাহিরের অপর লোকের সহিত সম্বন্ধ নাই। এ সময় শুদ্ধ কৃষ্ণ এবং তাঁহার নিজজন লইয়া ব্যবহার। এখানে শুদ্ধ 'আমি' এবং সেই 'আমি'র যে কয়জন চিহ্নিত সেবক আছেন, সেই কয়জনকে লইয়াই ব্যবহার।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া "প্রতিশব্দ"-তাৎপর্য্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়-মঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যদীপিকা

[illegible] 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-তাৎপর্য্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] বিশুদ্ধ প্রামাণিক [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয়-মঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৪ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫৬; ২১শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৪ঠা মে, ইং ১৯৪২. [illegible] { [illegible] সংখ্যা।

"মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ব'ল্লে কোন দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোন অংশে কম মনে ক'র্‌বে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ ত্রিবিক্রম, শর্ব্ব সর্ব্বদ, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীনামমহিমা

——::(०)::——

শ্রীকৃষ্ণই নাম, শ্রীনামই মহাপ্রভু। শ্রীনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ধ্যানাদি সাধন দুর্ব্বল; তদ্দ্বারা অপ্রাকৃতসম্পত্তি লাভ হয় না। কৃষ্ণনাম-শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে অপ্রাকৃতসিদ্ধি হয়। কলিতে যেসকল বর্ণাধর্ম্ম, সবই তমোময়। নামধর্ম্ম বিনা জীবের সংসারক্ষয় ও ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না। যিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণমুখে নিজদুঃখকাহিনী জানাইতে জানাইতে কৃষ্ণনাম করেন, অতি শীঘ্রই তাঁহার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। এক কৃষ্ণনামে পাপীর যত পাপ ক্ষয় হয়, বহুজন্মেও সেই পাপী তত পাপ করিতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীনামের প্রতি বিশ্বাস না থাকায় অনেকে কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্তাদি করে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা চিত্তমালিন্য নষ্ট হয় না। একমাত্র ভক্তিদ্বারাই বাসনার মূল অবিদ্যা নষ্ট হয়। এ জগতে নাম বিনা জীববন্ধু আর কেহ নাই। শ্রীনামের কৃপায় নামাপরাধ ক্ষয় হয়। কৃষ্ণনাম দয়াময়। তিনি স্থাবর-জঙ্গম সকলকেই মুক্তিদান করিয়া থাকেন। নাম ও নামী একতত্ত্ব। নিষ্কপটে দিন ও সাধুগুরু-কৃপাবলের দ্বারা শ্রীনামতত্ত্ব জীবের হৃদয়ঙ্গম হয়। নিরন্তর নাম করিতে করিতে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। শ্রীনামই সাধন, শ্রীনামই সাধ্য। ভগবন্নাম সর্ব্বজীবসুখাবহ ও সর্ব্বজীববন্ধু। তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ হইলে মরণ হয়। যিনি মঙ্গললাভ করিতে চান, তিনি সর্ব্বতঃ নামাপরাধ বর্জ্জন করিবেন। সাধুগুরুর নিকট হইতে দৈন্যপূর্ব্বক এই দশনামাপরাধ-তত্ত্ব জানিয়া লওয়া উচিত। নিরপরাধে হরিনাম করিলে শীঘ্রই শ্রীহরিনামে প্রেম হইবে। যিনি শ্রীহরিনাম পাইয়া অপরাধ বর্জ্জন না করেন, সহসা তিনি দশাপরাধকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। যে অপরাধ বর্জ্জন করিয়া হরিনাম না করে, সেই জন নিরন্তর দুঃখ পায়। নিরপরাধে সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম কীর্ত্তন করা দরকার। যে মুহূর্ত্তে জীব শ্রীনামের প্রতি শরণাগত হয়, তখনই নামাপরাধের সত্ত্ব ক্ষয় হইয়া থাকে। তাহাতেও যদি প্রমাদ-বশতঃ অপরাধ ঘটে, তাহা হইলে অনুক্ষণ নামসঙ্কীর্ত্তন করিবে। নামেতে শরণাগত দৃঢ় করিয়া অনুক্ষণ নাম করিতে করিতে নামবলে অপরাধ যাইবে। শ্রীনামই নামাপরাধ নাশ করিতে পারেন। অপরাধ ধ্বংস করিবার ক্ষমতা অপরের নাই।

সাধুসঙ্গযুক্ত হইয়া হরিনাম করিলে শীঘ্রই সুফল হয়। অসৎসঙ্গে নাম হয় না। শরণাগতই সৎ। শ্রীনামাশ্রিত সাধুর সঙ্গে থাকিয়াই শ্রীনাম করিতে হয়। অপরাধযুক্ত হওয়া কৃষ্ণনাম করিলে প্রেম নাম বিদ্রাব করে। [illegible] শ্রীনাম করিবেন, [illegible] করিবেন।

কৃষ্ণনামের এত অপার মহিমা যে, কৃষ্ণ নিজেই সেই নামমাহাত্ম্য [illegible] পারেন না। নাম [illegible] সর্ব্বশাস্ত্রাদিসম্মত [illegible] অপারের পার, [illegible] না। [illegible] সর্ব্বদা সেবা। শ্রীনাম [illegible] নামাভাসেই সমস্ত [illegible] লাভ হইয়া থাকে। [illegible] কৃষ্ণনাম [illegible] বর্ত্তমান পাপ, [illegible] ভবিষ্যতে যেসকল পাপ হইবে [illegible] কৃষ্ণনামেই নষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীনাম [illegible] তাঁহার কৃপায় [illegible] হয়।

শ্রীনামের সুখের জন্যই শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। [illegible] শ্রীনাম [illegible] সাধনে হরিনাম করেন, [illegible] হরিকীর্ত্তন করিলে জীব [illegible] ধামে যায়। শ্রীনাম [illegible] শয়নে স্বপনে, [illegible] নাম করেন, তিনি সকলেরই পূজ্য। [illegible] গ্রহণে দেশকালের নিয়ম নাই। [illegible] করেন, তখন তাঁহাকে [illegible]

কৃষ্ণ বলে—[illegible]
ব্রহ্মার হেলায় জীব যদি নাম লয়
সেই নাম মম [illegible]
নাম সম ব্রত নাই, নাম সম জ্ঞান

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীমধুসূদন

—::(•)::——

মন্দারপর্ব্বতে একটী শ্রীমন্দিরে শ্রীমধুসূদন-দেব বিরাজিত আছেন। এই মন্দার পর্ব্বতের কথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে দেখা যায়। মহাভারতে বর্ণিত আছে, মন্দার পর্ব্বত একাদশ সহস্র যোজন উচ্চ ছিল। দেবতাগণ একত্রিত হইয়া এই পর্ব্বতকে উত্তোলন করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দেবগণের প্রার্থনাক্রমে ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর নিকট নিবেদন করিলে বিষ্ণুর আজ্ঞাক্রমে দেবতা ও অসুরগণ মন্দারকে মন্থন-দণ্ড করিয়া সমুদ্র মন্থন করেন। [illegible] সমুদ্র হইতে উত্তোলন এবং অনন্ত-নাগের আশ্রয় সংস্পর্শকারী বাসুকীকে মন্থন-রজ্জু করিয়া দেবাসুরগণ মন্দারপর্ব্বতের সাহায্যে সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন।

শ্রীমধুসূদন-পাঠে জানা যায়, দেব ও দানবগণ নাগরাজ বাসুকীকে রজ্জুরূপে পরিণত করিয়া মন্দার-পর্ব্বত বেষ্টনপূর্ব্বক ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল মন্থন করিতে করিতে আধারবিহীন মন্দার পর্ব্বত দেবাসুরগণসহ ডুবিতে [illegible] সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইল। তখন ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্ম-রূপ প্রকাশ করিয়া পর্ব্বতকে পৃষ্ঠদেশে স্থাপনপূর্ব্বক মন্থনে সহায় হইলেন। অতঃপর ভগবান্ হরি [illegible] পৃষ্ঠদেশে মন্দার ধারণ করিলেন। দেবাসুরগণের [illegible] পর্ব্বত পৃষ্ঠে ধারণপূর্ব্বক কচ্ছপরূপী শ্রীহরি সেই আবর্ত্তন [illegible] বোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীহরি এইভাবে সাহায্য করিবার জন্য অসুরাকারে অসুরগণের মধ্যে, উৎসাহদানার্থ দেবাকারে দেবগণের মধ্যে [illegible] নিদ্রারূপে বাসুকীতে প্রবিষ্ট হইলেন। [illegible] অপর পর্ব্বতাদির ন্যায় [illegible] সহস্র বাহু ধারণপূর্ব্বক একহস্তে মন্দার-পর্ব্বত আক্রমণ করিয়া বসিয়া রহিলেন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণের দ্বারা স্তুত এবং পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা পূজিত হইয়া অবস্থিত হইলেন। যখন দেবাসুরগণকর্ত্তৃক মথিত সমুদ্র হইতে অমৃত উৎপন্ন হইল না, তখন ভগবান্ স্বয়ং [illegible] বাসুকীকে গ্রহণপূর্ব্বক মন্দার-পর্ব্বতের সাহায্যে সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। [illegible] প্রথমে 'হলাহল' নামক মহাবিষ উৎপন্ন হইল। [illegible] পান করেন। ক্রমে সুরভী, উচ্চৈঃশ্রবাঃ, অশ্ব, ঐরাবতাদি অষ্টদিগ্গজ, অপ্সর অপ্সরোগণ, কৌস্তুভ, পারিজাত, লক্ষ্মী [illegible] ধন্বন্তরী উত্থিত হইলেন। [illegible] বারুণী-নাম্নী সুরাধিষ্ঠাত্রী উত্থিত হইলে অসুরেরা উঁহাকে গ্রহণ করিল। অতঃপর বিষ্ণুর অংশসম্ভূত 'ধন্বন্তরী'-নামক এক পুরুষ অমৃতকলস-হস্তে উত্থিত হইলেন।

বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু নামক এক দৈত্য উৎপন্ন হয়। এই দৈত্য অহঙ্কারে বিষ্ণু এবং তাঁহার সৃষ্টা ব্রহ্মা ও শিবকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু মধুদৈত্যকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করেন। লীলাময় ভগবান্ পাষণ্ডীকুলের বলবীর্য্যের আপাত মহিমা প্রকাশ করিয়া নিজ মহিমার অসমোর্দ্ধত্ব প্রকাশার্থ মধুদৈত্যের সহিত দশসহস্র বৎসর যুদ্ধলীলা স্বীকারপূর্ব্বক দৈত্যের মস্তকচ্ছেদন করেন। মস্তকবিহীন দৈত্যদেহকে পুনরায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ দেখিয়া ভগবান্ মন্দার-গিরির উপর ঐ মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক শীঘ্র আহবে যাহা ঐ দেহ বিখণ্ডিত করিলেন। এই স্থানে মধুদৈত্যের বিজয় করিয়া ভগবান্ 'মধুসূদন'-নামে খ্যাত হন। এ স্থানে বামানন্দি-সম্প্রদায়ের নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি এবং আকাশ গঙ্গা রহিয়াছেন; চক্রকটাক্ষ পর্ব্বতগাত্রে মধুদৈত্যের সুবৃহৎ মস্তক খোদিত আছে। মন্দার-পর্ব্বতের গাত্রে ও চতুর্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া একটী সর্পের মূর্ত্তিও খোদিত আছে।

মন্দারে পাপহারিণী নামে একটী হ্রদ আছে। কিংবদন্তী এই যে,— জনৈক রাজা এই স্থানে মৃগয়ার্থে উপস্থিত হন এবং তিনি অত্যন্ত পিপাসা-কাতর হইয়া পড়েন। উক্ত রাজা তাঁহার একটী ভৃত্যকে পানীয় জল আনিবার জন্য আজ্ঞা করেন। তৎকালে নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন দীর্ঘিকা প্রভৃতি না থাকায় ভৃত্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে; কারণ, যদি সে আবশ্যে পিপাসাতুর রাজার প্রার্থিত পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া দিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার জীবন-সংশয় হইবে। অবশেষে [illegible] হইয়া [illegible] জল অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পায় যে, কোন একটী স্থানে একটী পুরুষ উহার পাদদেশের মুত্তিকা খনন করিয়া [illegible] হইতে জল নির্গত করিয়া ফেলিয়াছে। পুরুষটীর গাত্রের যে যে স্থানে জল স্পর্শ করিয়াছিল সেই সেই স্থান ক্রমে ক্রমে [illegible] ধারণ করিয়াছিল। ইহা দেখিতে পাইয়া উক্ত বাক্তি [illegible] সেই স্থান হইতে কিছু জল সংগ্রহপূর্ব্বক রাজার সমীপে আনয়ন করে। [illegible] পূর্ব্ব হইতে কুষ্ঠব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন। [illegible] তাঁহার ভৃত্য-আনীত ঐ জল পানীয় জল পান মাত্রে তাঁহার ব্যাধি [illegible] হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ তাঁহার ভৃত্যের আনীত জল [illegible] দেখিয়া রাজা খুব [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে কোথা [illegible] ঐ জল আনয়ন করিয়াছে। আশ্চর্য্য [illegible] ঐ স্থানটী দেখিয়া [illegible] রাজার নিকট আগ্রহপূর্ব্বক [illegible] বিবরণ বলিল। রাজা ঐ স্থানে একটী হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। রাজার পাপজনিত ব্যাধি বিদূরিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ হ্রদের নাম পাপহারিণী হইয়াছে।

যেমন ব্রহ্মাণ্ডে নীলাচলে পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তিরূপে বিরাজিত থাকিয়া জীবকুলের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, সেইরূপ মন্দারেও শ্রীমধুসূদন-দেব শ্রীঅর্চ্চা-মূর্ত্তিরূপে ধামসহ অবতীর্ণ রহিয়াছেন। এই স্থান—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। ব্রহ্মাণ্ডে পাঞ্চরাত্রিক সেবানুশীলনের ২০টী স্থানের অন্যতম এই স্থান। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ নীলাচলে শ্রীচরণ-চিহ্ন প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ মন্দারেও তাঁহার শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত শ্রীচরণ অর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রাভববিলাস-চতুষ্টয় হইতে প্রত্যেকের চারিভেদে অনুক্রমে চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তিরূপে বৈভববিলাসসমূহ প্রকাশিত। প্রাভববিলাস আদিচতুর্ব্যূহই সমস্ত চতুর্ব্যূহ-রূপী বৈভববিলাসগণের কারণ। এই প্রাভব-বিলাস-চতুষ্টয় মথুরা ও দ্বারকা-ধামের অধীশ্বর। পূর্ব্ব হইতে আদি চতুর্ব্যূহের সহিত কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয়চতুর্ব্যূহসহ নারায়ণরূপে বিলাসবিগ্রহ। এই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের প্রত্যেকের তিন মূর্ত্তি করিয়া ($3 \times 4 = 12$) বার মূর্ত্তি প্রকাশবিগ্রহ। ইঁহারাই দ্বাদশ মাসের ও দ্বাদশটী তিলকের দ্বাদশ দেবতা। বাসুদেবের প্রকাশমূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ ও মাধব; সঙ্কর্ষণের প্রকাশ মূর্ত্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু ও মধুসূদন (এই গোবিন্দ ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ংরূপ গোবিন্দ নহেন); প্রদ্যুম্নের প্রকাশমূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম, বামন ও শ্রীধর এবং অনিরুদ্ধের প্রকাশমূর্ত্তি—হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর। এই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের আবার প্রত্যেকেরই দুই মূর্ত্তি করিয়া ($4 \times 2 = 8$) ৮টী বৈভব-বিলাসবিগ্রহ। বাসুদেবের বিলাসের নাম—অধোক্ষজ ও পুরুষোত্তম, সঙ্কর্ষণের বিলাসের নাম—উপেন্দ্র ও অচ্যুত, প্রদ্যুম্নের বিলাসের নাম নৃসিংহ ও জনার্দ্দন এবং অনিরুদ্ধের বিলাসের নাম—হরি ও কৃষ্ণ (এই কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ নহেন)। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের প্রাভববিলাস—বাসুদেবাদি দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ বাতীত অবশিষ্ট ২০ মূর্ত্তি অর্থাৎ দ্বাদশ মাস ও দ্বাদশ তিলকের দ্বাদশ দেবতা, যথা—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর; আর দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের ক্রম মূর্ত্তি করিয়া আটটী বিলাসবিগ্রহ, যথা পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ ও উপেন্দ্র—এই ২০টী মূর্ত্তিই বৈভববিলাস প্রকাশ; এই ২০টী বৈভববিলাস ও দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—($20 + 4 = 24$) এই ২৪টী মূর্ত্তি অষ্ট দলের প্রত্যেক দিকে নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজমান। ইঁহারা এজগতে অর্চ্চামূর্ত্তিরূপে স্থানে স্থানে উদিত আছেন। যথা মথুরায় কেশব, নীলাচলে পুরুষোত্তম-জগন্নাথ, প্রয়াগে বিন্দুমাধব, কেরলদেশে, কাঞ্চীপুরী ও অনন্তশয়নে—বাসুদেব, পদ্মনাভ ও জনার্দ্দন, বিষ্ণুকাঞ্চিতে—বরদরাজ বিষ্ণু, মায়াপুরে (হরিদ্বারে ও শ্রীধামমায়াপুর-নবদ্বীপে)—হরি, মন্দারে মধুসূদন এবং অন্যান্য স্থানে নানামূর্ত্তিতে বিরাজমান আছেন। মন্দারের শ্রীমধুসূদনদেব দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহান্তর্গত দ্বিতীয়ব্যূহ শ্রীসঙ্কর্ষণের অন্যতম প্রকাশবিগ্রহ। সঙ্কর্ষণ নিখিল জীবশক্তির আশ্রয়। পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণই একাংশে কারণার্ণবশায়ী বা প্রথম পুরুষাবতার, যিনি মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা। কাল ও স্বভাব, কার্য্যকারণরূপে প্রকৃতি, মনঃ-আদি মহত্তত্ত্ব। মহাভূতাদি, অহঙ্কার, সত্ত্বাদি, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট্, স্বরাট্, স্থাবর ও জঙ্গম—সকলই তাঁহার বিভূতিস্বরূপ। মহাদেবের অন্তর্যামী এবং অভীষ্টদেবতাও এই শ্রীমৎ সঙ্কর্ষণদেব। এইজন্য শ্রীমধুসূদনের পাদপদ্মের সান্নিধ্যে মহাদেবের অধিষ্ঠান হইয়া থাকিবে কিন্তু পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় এই ভাগবত-সিদ্ধান্ত না জানিয়া মধুসূদনের মন্দিরকে পরবর্ত্তীকালে "শিবজীর মন্দিরে" পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর গয়া হইতে ১৪২১ শকাব্দে বা ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে মন্দারে আগমন করেন এবং এই পর্ব্বতের নিম্নে জরাজীর্ণ মন্দিরে শ্রীমধুসূদন দর্শনলীলা প্রদর্শন-পূর্ব্বক সমস্ত পর্ব্বত পরিভ্রমণ করেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু মন্দারে শ্রীচরণার্পণ করায় তদীয়জন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এখানে শ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবার জন্য বিহিত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রবণই পরম মঙ্গল

——::(:•:)::——

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় শব্দসমূহের কর্ণেন্দ্রিয়স্পর্শের নামই শ্রবণ। ভগবানের নামাদি শ্রবণের জন্য ভক্তগণের শুশ্রূষাদি শ্রবণও শ্রবণান্তর্গত। মহাজনগণ কীর্ত্তন করিলে তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ হয়, আর শ্রবণ হয়—মহাজন-কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত বা রচিত গ্রন্থ পাঠাদি-দ্বারা। শ্রবণই জীবের পরম সাধ্য-সাধনস্বরূপ। এই শ্রবণ সাধু গুরুর। তবে আত্মসমর্পণ না করিলে, আশ্রিত না হইলে শ্রবণ হয় না। সুতরাং প্রথমে আশ্রিত হইতে হইবে, সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করিতে হইবে, তার পরে শ্রবণ হইবে। শ্রবণকারীই শিষ্য। দাস না হইলে শ্রবণ হয় না। যে বিদ্যালয়ের ছাত্রই হইল না, সে তাঁহার শিক্ষকের কথা শ্রবণ করিবে কি করিয়া? তাহার শ্রবণে অধিকার নাই। শিষ্যেরই শ্রবণাধিকার।

শ্রবণ পূর্ব্বক কীর্ত্তনাদির বিষয়-জ্ঞান হয় না। [illegible] শ্রবণকে সাধারণ অপেক্ষা

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

পূর্ব্বকর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে হইবে। শিষ্যের আর কোন কর্ত্তব্য নাই—শ্রবণ ব্যতীত। এই শ্রবণ পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে—অনুক্ষণ করিতে হইবে। সিদ্ধির পরেও শ্রবণ চলিবে। শুশ্রূষু হইয়া শ্রবণ করিতে হইবে। অমনস্ক থাকিয়া শ্রবণের অভিনয় করিতে হইবে না। লোক দেখাইবার জন্য অর্থাৎ লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার আশায় শ্রবণের অভিনয় শ্রবণ নহে। শ্রবণ করিবার পর তাহা অনুশীলন অর্থাৎ তত্ত্বকার্য্য ও তত্ত্বপদেশ নিজজীবনে পালন করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। উহাই সংশ্রবণ, বাঁশী শ্রবণ বা সুষ্ঠুশ্রবণ। শ্রবণই আচার, আর কীর্ত্তনই—প্রচার। যেখানে শ্রবণেচ্ছা বা শ্রবণলালসা আছে, সেখানেই শ্রবণ হয়; আর তাহার অভাব যেখানে, সেখানে কীর্ত্তন আরম্ভ হইবামাত্রই নিদ্রায় আক্রান্ত হ'তেই হয়। ইহা অপরাধ। প্রভু কোন কথা বলিলে প্রকৃত ভৃত্য কি সেই সময় ঘুমাইতে পারে? কখনই না। ভৃত্য বা শিষ্য সর্ব্বক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকে। কখন কি আদেশ আসে, তজ্জন্য সে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে। স্বতন্ত্র বিচার বা স্বতন্ত্র স্পৃহা সে হৃদয়ে স্থান পায় না।

বদ্ধজীব আমাদের শ্রবণে অনেক বাধা আছে। শ্রবণের সেই বাধা শুশ্রূষু হইয়া শ্রবণ করিতে করিতেই অপসারিত হইবে। আগ্রহ হইয়া শ্রবণ করিতে করিতে বিদ্যুতে আত্মসমর্পণ-বুদ্ধি উদিত হয়। তখনই শ্রুত-বিষয়ের অনুকীর্ত্তন ও অনুকীর্ত্তিত বিষয়ের স্মরণ হয়। শ্রবণমুখেই অর্চ্চন, শরণমুখেই বন্দনাদি হইয়া থাকে; সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই শ্রবণশাসিত জীবন যাপন করিতে হইবে। শ্রবণকে প্রভু করিতে হইবে, তাহা হইলে শ্রবণ আমাদিগকে আত্মসাৎ করিবে, শ্রবণ আমাদিগকে দিব্যচক্ষু দান করিবে, শ্রবণ আমাদের অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়মিত করিবে। শ্রবণ প্রতিমুহূর্ত্তে না হইলে আমরা অসুবিধায় পড়িব; কারণ, শ্রবণের পথই আত্মার পথ—শ্রীগুরুদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথ। সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারে শব্দরূপে প্রবেশ করিয়াই ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে আসন রচনা করত আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন। শ্রবণ-পথের বৈকল্য কারণেও মরণ। এতদ্ব্যতীত যত পথ আছে, সবই অসুবিধার পথ।

শ্রীগুরুদেব নিত্যকাল কীর্ত্তনকারী, আর আমরা নিত্যকাল শ্রবণকারী অর্থাৎ শিষ্য। ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রে অনধিকারীকে প্রবেশ করিতে হইলে নিয়মিত শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। গুরুপাদাশ্রয় করিয়া প্রভু-নিষ্ঠ ও বাণী অকপট ও অনন্যভাবে নিরন্তর শ্রবণ করিতে হইবে। মুক্তকুলোপাস্য শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে দুর্দ্দৈবের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীব যখন সেবোন্মুখ হয়, তখন ভগবত্তত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশিত হয়। শ্রবণই দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রবণের পূর্ব্বে যে দর্শন, তাহা প্রাকৃত দর্শন। তাহা শুদ্ধ দর্শন নহে। শ্রবণের পরে যে দর্শন অর্থাৎ শ্রবণানুগ্রহে দর্শনই শুদ্ধ দর্শন। শ্রবণ পরম্পরাগত প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—শ্রবণকারীই দর্শন করিতে পারেন—সেবোন্মুখ শ্রোতাই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব-দর্শনের যোগ্য। সেখানে শ্রোত্রের সহিত নেত্রের আর ব্যবধান থাকে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শ্রবণ না হইলেও কীর্ত্তন হয়; শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই—

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥

এখানে দেখিতেছি, দর্শনমাত্রেই কীর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং শাস্ত্রের সামঞ্জস্য কোথায়? উত্তর এই যে, অনেকে মহাভাগবত বৈষ্ণবকে দেখিলেই হরিনাম হয় না। শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়াও বৌদ্ধাচার্য্য ও বৌদ্ধগণের মুখে কৃষ্ণনাম বহির্গত হয় নাই। কিন্তু ঠাকুর হরিদাসের দর্শনে বেতাল বনলোভায় বা হরিনাম স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। মহাভাগবত যদি কৃপা করিয়া নিজস্বরূপ দর্শন করান, তবেই তাঁহার দর্শনে জীবের মুখে হরিনামের উদয় হয়। মহাভাগবতকে শ্রবণসেবোন্মুখতার দ্বারা যে দর্শন হয়, তখনেই জীবের জিহ্বায় প্রকৃত কৃষ্ণনাম প্রকাশিত হইয়া থাকে। নতুবা কীর্ত্তন অসম্ভব। আমরা দ্রষ্টা হিসাবে যে হরিগুরুবৈষ্ণবকে দর্শন করিতে যাই, তাহা দর্শন নহে, পরন্তু দর্শনবাদ। কৃষ্ণভক্তদের নিকট শ্রবণদ্বারেই প্রকৃত দর্শন হয়।

সাধু কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী। তিনি যদি কৃপা করিয়া কীর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে আমাদের শ্রবণসুযোগ বা মঙ্গললাভের উপায় নাই। সেইজন্যই আমাদের প্রতি তাঁহাদের এত কৃপা। বিশেষ সর্ব্বত্রই হরিকথা প্রচারের জন্য তাঁহাদের এত ব্যস্ততা। সাধুর কার্য্যই হইতেছে—আমাদের হৃদয়গ্রন্থিভেদিকা উক্তিসমূহ নিরন্তর আমাদিগকে শ্রবণ করান। যে সাধু অনুক্ষণ গৌরবাণী কীর্ত্তন ক'রে আমাদিগকে শ্রবণ না করান, তিনি হয় আমাদিগকে অত্যন্ত পাষণ্ডী বোধে আত্মগোপন করিতেছেন, না হয় তিনি নিজেই বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চনাই করিতেছেন। সাধু কীর্ত্তনকারী। কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী বলিয়াই তিনি মহাবদান্য। তবে ইহা জানিতে যে, সাধু নিষ্কপট শুশ্রূষু ব্যক্তির নিকট আত্মগোপন করেন না।

যত প্রকার ভজন আছে, সব যদি শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীন না হয়, তাহা হইলে শ্রীনামভজন-অপরাধের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে না।

শ্রীচৈতন্যমঠ একগাছের কোন বস্তু নহেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিলাসভূমিই শ্রীচৈতন্যমঠ। ভক্তজনই সেই বস্তু। শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক জীবকে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে—হরিশ্রবণাদ্ভুত ভক্তপীঠ হইতে বলিয়াছেন—হৃদয়মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেব ও ভক্তিজননকে বসাইতে বলিয়াছেন। অনুক্ষণ নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রীচৈতন্য বাণীশ্রবণকারী সজ্জনই শ্রীচৈতন্যমঠ। এই শ্রীচৈতন্যমঠ বা ভক্তভগবানের সঙ্গে বাস বা শ্রীচৈতন্যভৃত্য হওয়াই জীবনের সার্থকতা। শ্রবণফলে স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি হয়—শ্রবণ এত বড় জিনিষ।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:o:(o):o:——

হরিকথা শ্রবণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে যদি কোন ব্যক্তি অপক্কদশায় পতিত বা মৃত্যু হন, তথাপি তাঁ'র অমঙ্গল ঘটে না। আর হরিকথা পরিত্যাগ ক'রে যম-নিয়মাদি চেষ্টায় সমাধি প্রত্যাহার প্রাপ্ত হ'লেও তাঁ'র প্রকৃত মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে আত্মবৃত্তি ভজনে প্রবিষ্ট হ'য়েও যদি কোন ব্যক্তি প্রপঞ্চে থাকাকালে দুর্ভাগ্যক্রমে ভজনপথ পাকের পূর্ব্বেই ভজন হ'তে কোনপ্রকারে এই বা মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তথাপি আত্মিক স্বরূপোদ্বোধন জন্য আপাতদৃশ্যের ন্যায় সেবা বাহ্য থাকায় তাঁ'র কোন অমঙ্গল হয় না।

ভগবান্‌কে কেন্দ্র ক'রে আমাদের সকল কাজ ক'র্‌তে হ'বে। আমরা ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সকল চেষ্টা ক'র্‌ব—আকাশ-পাতাল আলোড়ন ক'র্‌ব—প্রবল উৎসাহের সহিত ভগবানের সেবা-যত্ন ক'র্‌ব। ভগবানের অবশেষ ব্যতীত,—ভগবানের ভক্তের অবশেষ ব্যতীত যা' কিছু গ্রহণ করি, তা' স্থূল পদার্থ হ'লে বিষ্ঠা এবং তরল-পদার্থ হ'লে মূত্রস্থানীয় হয়। প্রসাদ-গ্রহণ ব্যতীত অন্য বস্তু গ্রহণে অসুবিধা আনয়ন করে।

সাধুদিগের শ্রীমুখকথিত বাণী যদি কাণ পেতে শ্রবণ করেন, তাঁ'র মঙ্গল হয়। যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা'হলে সেই সুযোগ ক'রে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি হাত দিয়ে তিনি বরাভয়ের ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁ'দের কপালের জোর আছে, তাঁ'রা এই সুবিধাটা পান। যিনি যেরূপ শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হন।

ভগবান্ যেরূপ সেব্য, তদপেক্ষাও অধিকতর সেব্য ভগবানের সেবকসম্প্রদায়। যাঁ'রা কায়-মনো-বাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'রা বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহের যুগপৎ সেবাই ক'রে থাকেন। কাষ্ঠসেবার সহিত আশ্রয়বিগ্রহের সর্ব্বতোভাবে সংযোগ আছে।

যাঁ'দের তা' নাই, তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মসেবা বুঝ্‌তে পারেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা ক'র্‌বার পূর্ব্বে গুরুসেবা; সেই গুরুসেবা সর্ব্বার্থক গুরুসেবা। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত। সেই ভক্তের অগ্রণী—গুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁ'র পূজা ক'রে থাকেন, সেই ভক্তের পূজা নিশ্চিত সব চেয়ে বড়। কারণ তাদৃশ ভগবানের পূজা ক'র্‌তে ইচ্ছা সর্ব্বদা দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। স্বয়ং ভগবৎ সেই গুরুপাদপদ্মের পাদপদ্মে অবস্থিত। প্রত্যেক বেদ-শাস্ত্রমতে গুরুর সঙ্গ ক'রতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লে আমরা নিশ্চিন্ত, নির্ভয় ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আর্ত্তিযুক্ত শরণাগত হই, তা' হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের সর্ব্বস্ব প্রদান করেন।

বিষ ভক্ষণ করে বাঁচা ভাল, তথাপি ভক্তের বিরোধী ও বিষয়ীর সঙ্গ করা উচিত নয়। হরিভজন আরম্ভ ক'রে যে ব্যক্তি বিষয়ীর সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে তাঁ'র সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল।

সাধুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য—জীবের যে সকল সঞ্চিত দুর্বৃদ্ধি আছে, ছেদন ক'রে দেওয়া সাধুগণের অহৈতুকী বাঞ্ছা।

যাঁ'রা সরল, অমল, তাঁ'দেরই সঙ্গ ক'র্‌ব; অপরের সঙ্গ ক'র্‌ব না। তাঁদিগকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন ক'র্‌তে হ'বে।

মফঃস্বলে প্রচার

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কাঁচড়াপাড়া মঠসেবকগণ সহ ২৫এ মার্চ্চ, ১১ই চৈত্র, বৃন্দাবন বসন্তের নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবনাথ নন্দী মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। তথায় ১১ই চৈত্র হইতে ১৪ই চৈত্র পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে দশমস্কন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পরদিবস মঙ্গলপুর-গ্রামে ৮ দাস অধিকারী কালীনাথের বাড়ীতে মৃত্যুঞ্জয় ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে হরিকথা আলোচিত হয়। গত ১৬ই চৈত্র ও ১৭ই চৈত্র দিবসদ্বয় নিমন্ত্রণে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে প্রচারকগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ শ্রীমদ্ভাগবত উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৮ই চৈত্র, বৃন্দাবন বসন্তের অধিবাসী বাবু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বোস মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় প্রায় ৭০০।৮০০ লোক উপস্থিত হইয়া স্থানীয় [illegible] উত্তরোত্তর আরও শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
১ম ও দ্বিতীয় পৃঃ, শেষ পৃষ্ঠা ও			
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷০	।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি		" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম ৫৲		" অর্দ্ধ কলম	২৭৲
অর্দ্ধ কলম ৮৲		" এক কলম	৪৬৲
এক কলম ১২৲			

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষান্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় — মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭, ষান্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত — ইংরাজী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী — ওড়িয়া ভাষায় সম্পাদক-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় — পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... 'বিদ্যাবাগীশ' ... সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মপ্রকাশক গ্রন্থ শ্রীল প্রভুপাদ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক ... সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবতের ... প্রচারকগণের পাঠ্য শ্রী মঠ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ... প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থগণের ... নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী ... সাধনপথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক ... গ্রন্থখানি ... প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ প্রবর্ত্তক, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল গোস্বামী মহারাজ ১৩৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ... অবস্থানকালে ... বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ প্রবর্ত্তক, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

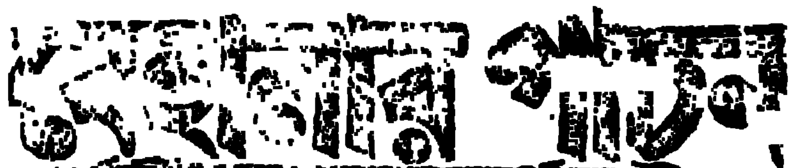

ম্যালেরিয়া-পরীক্ষিত ... পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... এবং নূতন ... আপনার অবস্থায় সাধ্য কি কিনা ... ৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আটার আনা। পাইকারী —১১নং ... রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচন

গত বুধবার অপরাহ্নে কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম অধিবেশনে অস্থায়ী শ্রীযুক্ত ... ১৯৪৩-৪৪ সালের নিমিত্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিদায়ী মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় মেয়র নির্ব্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীযুক্ত ... কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। হিন্দু মহাসভা দলের নেতা শ্রীযুক্ত এন সি চাটার্জ্জি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের নির্বাচিত পৌরিষদে শ্রীযুক্ত ... সমর্থন করেন। মহেশ পাল ও শ্রীযুক্ত মোহম্মদ ... প্রস্তাব করা হয়।

শ্রীযুক্ত ... ৪৪ ভোট পাইয়া মেয়র নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত চাটার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত ... যথাক্রমে ৩৬ ও ২ ভোট পান।

মুসলিম লীগের প্রার্থী ... আহম্মদ ... ৪২ ভোট পাইয়া কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হন। ... মুসলিম মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের মনোনীত প্রার্থী মিঃ ... উসমানের প্রার্থিতা ... করেন। তিনি ৩৬ ভোট

অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয় ও মজুত

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টার এক প্রেস নোটে জানাইয়াছেন যে, সম্প্রতি সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, আবশ্যক হইলে খাদ্যদ্রব্যাদি মজুত এবং অভাবগ্রস্ত জেলাগুলিতে উহা বণ্টনের জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা দেশে আনুমানিক ২৫ কোটি টাকার চাউল, ডাল প্রভৃতি অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

এই সংবাদ অননুমোদিত এবং সাধারণভাবে কলিকাতা ও বাঙ্গলা দেশে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে ইহা অতিমাত্রায় অতিরঞ্জিত বলিয়াই অনুমিত হয়।

অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা দেশের কতকগুলি জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনাতিরিক্ত ধান চাউল আছে। গবর্ণমেণ্ট এই অতিরিক্ত ধান ও চাউল অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক অঞ্চলে অপসারিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই অতিরিক্ত খাদ্যশস্যাদি ক্রয় এবং মজুত করিবার জন্য একজন এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রয়োজনমত মধ্যে মধ্যে এই মজুত খাদ্যশস্যাদি সরবরাহ করা হইবে।

এক বৎসরকালের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে খাদ্যশস্যাদি মজুত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। পরবর্ত্তী ফসলের সময় পর্য্যন্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে। মোট কথা, অতিরিক্ত যে খাদ্যদ্রব্য অপসারিত করা হইবে তাহার পরিমাণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে যেরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, তদনুরূপ নহে। এজন্য মোট যে ব্যয় হইবে, তাহা দেড় কোটি টাকার অধিক হইবে না বলিয়াই আশা করা যায়।

অধিক খাদ্য উৎপাদনের আন্দোলন

গত ২৭শে এপ্রিল অপরাহ্নে ডালহৌসি ইন্‌ষ্টিটিউটে বাঙ্গলা সরকারের উদ্যোগে আহূত সাংবাদিক বৈঠকে "অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনের" সূচনা করা হয়।

বাঙ্গলার খাদ্য পরিস্থিতি বর্ত্তমান অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া কৃষি ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ... বলেন যে, বাঙ্গলার উপকণ্ঠে যুদ্ধ যেরূপ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে তাহাতে খাদ্য শস্যের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ ... হইতে আমদানী বন্ধ হওয়াতে এবং সামরিক প্রয়োজনে যানবাহনের উপর চাপ পড়াতে খাদ্য সংরক্ষণের আবশ্যকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় যতদূর সম্ভব বাঙ্গলার প্রত্যেক অঞ্চলের স্বাবলম্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যদিও উদ্বৃত্ত বাঙ্গলা বাঙ্গলায় ব্যাপ্ত আছে, কিন্তু প্রধান প্রধান খাদ্য শস্য সম্বন্ধে তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। দেশে যে পরিমাণ চাউলের প্রয়োজন, তাহার সঙ্গে উৎপাদনের তুলনা করিলে দেখা যায় গড়ে অন্যূন ৩ কোটি মণ চাউল ঘাটতি হইয়া থাকে, বলা চলে। ডাল সরিষার তেল সম্বন্ধে প্রচুর ঘাটতি ও গম সম্বন্ধে কিছু কম ঘাটতি হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্ট

মহাজনী ব্যাঙ্কের চীফ ম্যানেজার শ্রীযুত নলিনীকান্ত দাস এবং ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ী শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী চৌধুরী চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী সমিতি কর্ত্তৃক আগামী দুই বৎসর কালের জন্য চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্টের কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুত দাস চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্টের একজন কমিশনার ছিলেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসনাতনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "প্রবিবেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীউপদেশামৃত

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'পীযূষবর্ষিণী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভক্ত মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য ও নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৫ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ২২শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৫ই মে, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার ৪৩শ সংখ্যা

"মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ব'লে কোন দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার ক'রবে, [illegible] কোন অংশে কম মনে ক'রবে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ ত্রিবিক্রম, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:•:(•):•:——

.... পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অন্য উপায় নাই। নানা উপায়ে কামক্রোধাদি রিপুগণকে সাময়িকভাবে বশীভূত করা গেলেও কিছুকাল পরে তাহারা আবার অধিকতর প্রবলবেগে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করে। কৃত্রিম উপায়-দ্বারা কামক্রোধাদিকে উচ্ছেদ করা যায় না। সংসারভোগ বা সংসারত্যাগের চেষ্টাদ্বারা সংসারসাগর পার হওয়া অসম্ভব। কাম-ক্রোধাদি জীবের চেতনতার সহিত নিত্য অনুস্যূত আছে, কাজেই উহাদের উচ্ছেদ সাধন অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। কাম-ক্রোধাদিকে যদি কোনও যথাযোগ্য বিষয়ে চালিত করা যায়, তবেই কাম-ক্রোধাদির বিষক্রিয়া নষ্ট হইতে পারে—কাম-ক্রোধাদি শত্রুর কার্য্য না করিয়া বন্ধুর কার্য্য করিতে পারে—প্রতিবন্ধক না হইয়া তাহারা অনুকূল-সাধক হইতে পারে। মনুষ্যদেহ সুদুর্লভ নৌকাস্বরূপ। এই মনুষ্যদেহটীই সকল মঙ্গলের মূল, অতএব আদ্য। এই মনুষ্যজন্ম সৌভাগ্য-ক্রমে লাভ হইয়াছে বলিয়া যেরূপ সুলভ, [illegible] হয় বলিয়াও তদ্রূপ সুদুর্লভ। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সেইরূপ নৌকার কর্ণধার বা নাবিক, সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগতিদ্বারা এই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য সকলের যত্নবান্ হওয়া উচিত। ভোগ বা ত্যাগচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুকৃষ্ণসেবায় আত্মসমর্পণই একমাত্র মঙ্গল-পথ। যিনি ভবসমুদ্রের একমাত্র কর্ণধার শ্রীগুরুদেবকে প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা না করেন কিংবা যিনি কর্ণধার প্রাপ্ত হইয়াও কর্ণধারের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না করেন, সেই ব্যক্তি আত্মঘাতী।

——

আমরা ভগবানের শরণাগত—ভক্তের শরণাগত। ভগবান্‌কে বদ্ধাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং ভগবানের দাসগণের মুক্তাবস্থায় হইতে পারিলেই কৃষ্ণানুভব আত্মপ্রতীতি লাভ হয়। যাঁহার জীবন আছে, তিনিই জীব। জীব সৃষ্ট পদার্থ নহে। জীব—অজ, নিত্যকাল বর্ত্তমান। জীব—সেবক, আর জীব-সেব্য—কৃষ্ণ। জীব—বাস্তব বস্তু, তাহা আকাশকুসুমের ন্যায় কল্পিত কোন জিনিষ নয়। জীব নিত্যকাল বর্ত্তমান, নিত্য আনন্দ-প্রার্থী। ভগবানের সেবা ব্যতীত শান্তি হয় না। মায়াক্রান্ত হইলে জীব আনন্দের সন্ধান ভুলিয়া যায়।

——

মায়ামুক্ত হইলে জীবের কর্ত্তৃত্বের অভিমান নষ্ট হইয়া গিয়া 'আমি দাস' এই বিচার প্রবল হয়। ইহাই প্রকৃত স্বাস্থ্য। অস্বাস্থ্য—স্বরূপ ভুলিয়া যা কামই ভবরোগ। সংসারে [illegible] অনুশীলনের ফলে এই রোগ নষ্ট হয়। জীব ভোগ বা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছে, ইহাই ব্যারাম। ভোগ ও ত্যাগ উভয়েই রোগ। তাহাদের মুখটা কৃষ্ণের দিকে ফিরাইয়া দেওয়ার নাম চিকিৎসা [illegible] অন্ধকারের দিক্ হইতে মুখটিকে আলোর দিকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

——

'বড় আমি' বা 'কর্ত্তা আমি' হওয়া হইবার। তুমিই দাস। তুমিই হবে—'ভাগ'র ও সেবাই দাস হওয়া। অশক্ত বা কৃষ্ণাধীনই দাস। স্বতন্ত্র দাস নহে। ভগবান্ আমাদের নিকট হইতে Submission চান। স্বতন্ত্রতাই অনর্থ। স্বতন্ত্রতা পাইবার বা স্বতন্ত্রতা-নিযুক্তি অনর্থ-প্রবৃত্তি। আত্মস্বতন্ত্র অর্থপ্রবৃত্তি। অর্থের দিকে গতি বা কৃষ্ণোন্মুখ গমনই সদ্গতি বা আশ্রয়। অর্থপ্রবৃত্ত নিবৃত্তানর্থ। প্রবৃত্ত চেতনের ধর্ম। যেখানে অর্থপ্রবৃত্তি, সেখানে অনর্থপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। যেখানে অনর্থপ্রবৃত্তি, সেখানে অর্থপ্রবৃত্তি কি ক'রয়া থাকিবে? একটা চেতনের গতি ত' আর দুই দিকে হইতে পারে না।

——

সাধন করিলেই সিদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু অভক্তক হইয়া সাধন করিলে মঙ্গলের আশা কম। সাধনে লক্ষ্য স্থির থাকিবে ও সদনুষ্ঠা থাকিবে। সাধক সর্ব্বক্ষণ সজাগ থাকিবেন—যেন কোন সময় কোন বস্তু তাঁহাকে গুরু-কৃষ্ণ পাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত না করে। অভিনিবেশ-হীন সাধনে মঙ্গলের আশা কোথায়? সাধনাভিনিবেশ বা সাধনের প্রতি অভিনিবেশ হইতে ভক্তিলাভ হয়। অভিনিবেশ না হইলে আসল মঙ্গল হয় না। [illegible] অভিনিবেশ না থাকিলে সফল অভিনিবেশই প্রকৃত অভিনিবেশ [illegible] প্রাপ্ত [illegible] অভিনিবেশ না [illegible] কি করিয়া হইবে? [illegible] অভিনিবেশ অর্থপ্রবৃত্তি। অর্থপ্রবৃত্তি [illegible] হইবে। [illegible] এই [illegible] উদ্বুদ্ধ কর্ত্তব্য। এই অভিনিবেশ [illegible] সদ্গুরু [illegible] প্রয়োজন [illegible]। অভিনিবেশ অত্যন্ত আবশ্যক। একমাত্র সৎসঙ্গ গুরুবর্গের [illegible] সাধুসঙ্গ [illegible] শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুস্মরণ [illegible] অভিনিবেশ উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। [illegible] অভিনিবেশ [illegible] হয়। [illegible] নিষ্ঠ [illegible] হইলে অভিনিবেশ হইতে পারে না। অভিনিবেশের [illegible] না হইলে কি অভিনিবেশ হয়? [illegible] অভিনিবেশের [illegible] দান। [illegible] দাস, [illegible] দাস। শ্রীবাস, [illegible], [illegible] ও [illegible] প্রভৃতির সঙ্গে [illegible] অভিনিবেশের সহায়ক। [illegible] একটা সাধুর প্রতি অভিনিবেশ না হইলে কৃষ্ণ-ভজন করা যায় না। সুতরাং [illegible] আমাদের সাধুর প্রতি [illegible] একান্ত কাতর ক্রন্দন করা দরকার। যদি আমাদের অকপটতা ও সেবোন্মুখতা থাকে, তাহা হইলে সাধুর কৃপা আমাদের সাধুসঙ্গ লাভ করাইবে, তখন আমরা তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে [illegible] [illegible] হইবার সৌভাগ্য পাইব। সরল ও সেবোন্মুখকে [illegible] দান করেন।

অভিনিবেশ চেতনের বৃত্তি। চেতন-মাত্রেরই অভিনিবেশ একটা থাকিবেই—তবু

দ্বিতীয়ের প্রতি অভিনিবেশ, না হয় অদ্বিতীয়ের প্রতি অভিনিবেশ। দ্বিতীয় মায়া বা ভেদ। দ্বিতীয় সম্বন্ধ নিবৃত্ত হইলে বিজাতীয়াভিনিবেশ [illegible] আসিবে। যেখানে অন্যের প্রতি অভিনিবেশ, অন্তর্যামী সেখানে [illegible] পারে না। অন্যাশ্রয়ত্ব হয়। যাহার [illegible] আছে, তাহার ভয় আছেই। অন্যের নিকট আমার কিছুই নাই; সুতরাং ভয়ও নাই। [illegible] পালক, রক্ষক [illegible] প্রভু রক্ষক, পালক রক্ষক। রক্ষকের আবার ভয় কোথায়? যেখানে দ্বৈত বোধ, সেখানে অভিনিবেশ দেখা যায়। অন্যের দ্বারা অভিনিবেশ হয়। দ্বৈত না থাকিলে সম্ভব হয় না এবং [illegible] অভিনিবেশও হয় না। যেখানে সম্বন্ধ অভিনিবেশ, সেখানে আসন বা ভয়ের প্রয়োজন নাই। যাহার প্রতি যাহার অভিনিবেশ হয়, সে তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। অভিনিবেশ সুখময়। যেখানে আনন্দ স্বরূপ প্রতি অভিনিবেশ, সেখানে আনন্দ দুঃখ বা দুঃখ আর সেখানে নিত্য নশ্বর প্রতি অভিনিবেশ সেখানে নিত্যসুখ বা নিত্যানন্দ। এ জগতে সুখের পরই দুঃখ আসে, সেইজন্য এখানকার সুখকে চঞ্চল অস্থায়ী বা স্বল্প-সুখ বলা হয়। বৈকুণ্ঠে কেবল সুখ। [illegible] সুখের প্লাবন। অপ্রাকৃত দুঃখময় কিন্তু ভক্তিরসাপ্লুত পরম সুখময় বা আনন্দের আকর।

লালসা আত্মনিবেদনের জননী। সাধুকৃপা ও সৎসঙ্গে তাহা লাভ হয়। [illegible] আমাদের দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ হইয়াছে; এখন অদ্বিতীয় বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা [illegible] হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায় নাই। [illegible] অভিনিবেশ না হইলে কি মায়াভিনিবেশ যায়? বিরহে আত্মনিবেদন, বিরহে [illegible] সম্বন্ধ ও স্থায়ী। [illegible] আত্মনিবেদন [illegible] থাকে। [illegible] কাহার [illegible] আবার [illegible] যাহার [illegible] হয়, [illegible] [illegible] করিবে [illegible] [illegible] আমরা যদি [illegible] [illegible] তাহা [illegible] আমাদের অন্তরে [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] আমার [illegible]।

শ্রীচৈতন্যলীলা

——::(•)::——

একদিন শ্রীমহাপ্রভু খেলা করিতে করিতে বালকাটীর নিকট বনে গমন করিলেন, সঙ্গে শ্রীগদাধর ও শ্রীজগদানন্দ আছেন। বনমধ্যে উপবিষ্ট শুকপক্ষীকে ধরিয়া শ্রীগৌরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরে শুক, তুমি ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বলিয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন কর। শুক তাহা না বলিয়া পুনঃপুনঃ 'গৌরহরি' বলিতে থাকিলে শ্রীমহাপ্রভু ক্রোধের ছল করিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেও গৌরাঙ্গবাসী শুক 'গৌর', 'গৌর' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন—ওরে শুক, ইহা যে বৃন্দাবন, এখানে রাধাকৃষ্ণ বল। তখন শুক বলিল,—

শুক বলে,—"বৃন্দাবন নবদ্বীপ হইল।
রাধাকৃষ্ণ গৌরহরি রূপে দেখা দিল॥
আমি শুক এই বনে গৌর নাম গাই।
তুমি মোর কৃষ্ণ, রাধা এই যে গদাই॥
গদাই-গৌরাঙ্গ মোর প্রাণের ঈশ্বর।
আন কিছু মুখে না আইসে অতঃপর॥"

তখন "আমি রাধাকৃষ্ণ উপাসক, অন্য নাম শুনিলে আমার কষ্ট হয়।"—এই কথা বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু গদাধরের হাত ধরিয়া শুককে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীমায়াপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীমায়াপুরেই [illegible]। আগে শ্রীমায়াপুর, না আগে [illegible] এই [illegible] [illegible] করিবার [illegible] [illegible] কৃষ্ণলীলা—[illegible] স্মরণে নিত্যকাল বর্তমান। মধুর-রস-গ্রাহকগণকে শ্রীগৌর সুন্দর কৃপা করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লেখা।

[illegible] একদিন [illegible] [illegible] গোপ-পল্লীতে উপস্থিত [illegible] পাইলেন,—"[illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] করিয়া [illegible] বিহার করিব।" এমন সময় বহু গোপ [illegible], [illegible] তথায় আসিয়া [illegible] দিল। [illegible] তাহা গ্রহণ করিয়া [illegible] হইলেন। [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] হইলেন। [illegible] [illegible] মহোৎসবে [illegible] [illegible] করিতে লাগিলেন। [illegible] করিয়া [illegible] তথায় উপস্থিত হইল [illegible] এক গোপ

গোপ তথায় আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিল,—আমার জননী শ্যামা-গোয়ালিনী শ্রীমায়াপুরের সন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গানগরের সাধু গোয়ালার কন্যা। তিনি শচীদেবীকে মা বলিয়া সর্বদা সেবা করেন। সেই সম্পর্কে তুমি আমার মামা। অতএব হে মামা, তুমি আমার ঘরে তোমার ভক্তগণকে লইয়া চল এবং আনন্দে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন কর। মা দধিদুগ্ধ [illegible] আছেন, তাহা তোমাদিগকে সব খাওয়াইব এবং তোমার পা টিপিয়া দিব।

সকলে অত্যন্ত বিনয় করিয়া [illegible] গোয়ালার গোপপল্লীতে গমন করিলেন। শ্যামা-গোয়ালিনী দুগ্ধ দিয়া সকলকে সাদরে খাওয়াইয়া বলিতে লাগিল,—

শ্যামা বলে, "প্রভু হরি কেমন আছেন মা।"
"ভাল ভাল" বলি গোরা নাচাইল পা॥
কলা-পাতা পাতি শ্যামা দেয় দধি-ক্ষীর।
ভক্তগণ সঙ্গে নিমাই ভোজনে বসে বীর॥

ভোজন সমাপ্ত করিয়া শ্রীগৌরহরি ভক্তগণকে লইয়া [illegible] বাহিরে সমবেতপূর্বক ধীরে ধীরে হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। এমন সময় রামদাস গোপ তথায় আসিয়া বলিল,—

এই দহের মনে এক অজগর [illegible]
ইহার জল পান করে

এই কথা শুনিয়া গোরাচাঁদ ভক্তগণসহ উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করিতে থাকিলে [illegible] [illegible] গোয়ালগণ প্রণাম করেন; শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম-স্পর্শে ঐ [illegible] তাপ [illegible] দেব-[illegible] পাইয়া হইল এবং আনন্দসুখে স্তব করিতে করিতে নিজ দুঃখকথা বলিতে লাগিল,—

দেবনিত্য বলে—"প্রভু দুর্বাসার শাপে
[illegible] এ বন খায়, মনস্তাপে কাঁপে॥
কামনা [illegible] জাপা আছিল।
চরণ পরশে [illegible] কাটি দিল॥
[illegible] মুক্ত করে,— তুমি [illegible] নরকরূপ।
[illegible]॥
[illegible] আমি [illegible]।
দয়া করি [illegible] তারিলা॥
[illegible] [illegible]।
[illegible]॥
[illegible] [illegible]।
[illegible]।

[illegible] [illegible] শ্রীমহাপ্রভুকে [illegible] বলিতে লাগিল—"প্রভু পাতকী [illegible], [illegible] হইল। তুমি দীনহীন [illegible]। আমার মত মহাপাপীকে উদ্ধার করার [illegible] [illegible] তোমার গুণ ও লীলা গান করিবে। এই নবদ্বীপধাম [illegible]। তুমি [illegible] [illegible] হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিবার জন্য তুমি এই নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে মহাপ্রভো! আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। আমি চারিযুগ নরকরূপ ধারণ করিয়া আছি। হে পতিত-পাবন হরি, তুমি আজ নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করিলে। তোমার শ্রীমুখে পরমমধুর হরিনাম শ্রবণ করিয়া স্থাবর-জঙ্গম সকলেই উদ্ধার লাভ করিতেছে।" এই বলিয়া দেবনিত্য [illegible] শ্রীমহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক যথাস্থানে গমন করিল। অনন্তর দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণসহ শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন হইতে সেই দহ কালীয়দহের ন্যায় গোয়ালদহ নামে বিখ্যাত হইল। যাহারা শ্রীমহাপ্রভুর এই লীলা শ্রবণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হন। এই দহ-দর্শন ও স্পর্শনে সমস্ত পাপক্ষয় হয় এবং কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

তদীয় বস্তু প্রাকৃত নহে

——::(•)::——

শ্রীভগবানের শ্রীনাম, শ্রীধাম, তদীয় পরিকর প্রভৃতি এ জগতের কোন বস্তু নহেন। অপ্রাকৃতবস্তু এজগতের বস্তুর ন্যায় দৃষ্ট হইলেও প্রাপঞ্চিক নহে। তাঁহারা অপ্রাকৃত জগৎ হইতে স্বেচ্ছায় এ জগতে অবতরণ করিয়া [illegible] তাঁহাদিগকে এজগতের দেশ-কাল-পাত্রের অন্তর্গত করা যায় না, করিতে গেলে তাঁহাদের বিরুদ্ধদর্শন—ছায়াদর্শন করিতে হয় এবং স্বয়ং অপরাধী হইয়া নরকগমন করিতে হয়। তাঁহারা অপ্রাকৃত জগৎ হইতে কৃপাপূর্ব্বক [illegible] আগমন করিয়াও তাদৃশ সঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকেন। যাহারা শ্রদ্ধাহীন পাপী, তাহারাই তাঁহাদিগকে এই নশ্বর জগতের অন্তর্গত বস্তু জ্ঞানে তাচ্ছল্যে অপরাধ করিয়া থাকে। তাঁহারা এজগতে আসিয়া জগদন্তর্গত কোন বস্তুর ন্যায় অবস্থান করিলেও সেবোন্মুখ হইলে ঐ অবস্থাতেও তাঁহাদের মধ্যে অলৌকিকত্ব লক্ষিত হয়। শ্রীবিগ্রহগণ এই অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করাইয়াছেন এবং অদ্যাপি করাইতেছেন।

শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণ এজগতে জীবমঙ্গলের জন্যই আগমন করেন। নতুবা তাঁহাদের এজগতে প্রকটিত হইবার কোন কারণ নাই। অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ-লোক বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহারা কখনই এই জগতে আসিতেন না; জীবমঙ্গলের জন্যই তাঁহারা নিত্য দেশে, নিত্য কালে ও নিত্য পাত্রে আসিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ মৎস্য, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহরূপে, শ্রীনারায়ণ শালগ্রাম শিলারূপে, শ্রীজগন্নাথ [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ [illegible] শ্রীগঙ্গা-যমুনা নদীরূপে,

যত আদি আমার ছয় চৈতন্যের দাস। ভক্তাদি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীতুলসী বৃক্ষরূপে, শ্রীমন্মাধবী কপিবৃন্দে, গরুড়, জটায়ু পক্ষিকুলে, বিভীষণ রাক্ষসকুলে, প্রহ্লাদ, বলি মহারাজ দৈত্যকুলে উদাহরণ। ভগবান্ ও ভক্তগণ জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতিকুলকে অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁহারা সেই সেই জাতিকুলে আবদ্ধ নহেন। পূর্বদিক্ যেমন সূর্য্যের জননী নহে, সেইরূপ কোনও জাতি, কুল বা ব্যক্তিবিশেষ বৈষ্ণবের জনক বা তাঁহার সেই স্থান ও কালের অন্তর্গত নহেন। তাঁহাদের জনক-জননী নাই, জন্মমৃত্যু নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

'ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥'
'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ ॥'
অতএব বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই ॥
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম-জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে।
যে-সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
শোচ্যদেশে, শোচ্যকুলে, আপন-সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণবেরে সবারে করে ত্রাণ ॥
যে দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে ॥
যেস্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্য তীর্থময় ॥
আইসেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপিহ সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
উত্তমকুলেতে জন্ম, শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তা'র কি করিবে, নরকেতে মজে ॥
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধমকুলেতে ॥

'শ্রীল ঠাকুর হরিদাস চতুর্ম্মুখের বহির্মুখ যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবানের ইচ্ছাতেই তিনি অহিন্দু যবনকুলে আসিয়া [illegible]। কিন্তু তিনি যবন নহেন। তিনি — ভক্তপাবন-শিরোমণি - নামাচার্য্য। তাঁহার [illegible] হইলে অতি পাপাত্মাও প্রাণময় [illegible] হন। তাঁহার স্পর্শ ত' দূরের কথা, তাঁহার দর্শনেও জীবের অশেষ পাপ [illegible] হয়।

[illegible] স্পর্শবাঞ্ছা করে দেবগণ।

* * * *

[illegible]র কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
[illegible] সর্ব্বজীবের অনাদি-কর্ম্মপাশ ॥
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন।
তাঁ'রে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন ॥
[illegible] যে বলিবেক 'হরিদাস' নাম।
[illegible] সত্য সে যাইবেক কৃষ্ণধাম ॥

জীববিশেষের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি বা [illegible] [illegible] ধারণ করণ হয় না। তাঁহাতে [illegible] বা প্রাকৃতজ্ঞান ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার প্রধান সোপানই ভগবান্ এবং ভক্তবৃন্দকে অপ্রাকৃত জ্ঞান। অপ্রাকৃত 'যদি বাহা, তাঁহার সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা পোষণ করিলে তাঁহার নিকট হইতে বাস্তব কিছু লাভ করা যায় না। বাস্তব সত্যবস্তুর প্রতি বিকৃত ধারণা থাকিলে সত্যপথ গ্রহণ করা হয় না। যে বস্তু যাহা, তাহাকে [illegible] জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহারই প্রকৃত দর্শন। ভক্তীয় বস্তুর প্রতি অপ্রাকৃত বুদ্ধি হইলে ভক্তীয়ের আরাধ্য ভগবানের প্রতি মতি হয়। ভক্তীয়ের কৃপাতেই 'আমি ভক্তীয়' এই উপলব্ধি হয়। এই উপলব্ধিই মঙ্গলের স্বরূপ। এইজন্যই শ্রীভগবান্ ভক্তীয়গণকে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন পাত্রের মধ্যে অবতীর্ণ করাইয়া থাকেন। তাঁহারা অতি পবিত্রচরিত্র। তাঁহাদের দর্শনেই জীবের মঙ্গল হইয়া থাকে।

যে সব দেশের মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হন নাই, যে দেশে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তিত হন না, যে দেশে পাণ্ডবগণ গমন করেন নাই, সেই সব শোচ্যদেশের জাবের প্রতি ভগবান্ কৃপা করিয়া ভক্তীয়গণকে অবতীর্ণ করান। যে কুলে বৈষ্ণব আবির্ভূত হন, সেই কুল পবিত্র হয় এবং যে স্থানে অবতীর্ণ হন সেই স্থান ও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহকে পবিত্র করিয়া থাকেন। সেইস্থান পুণ্যতীর্থময় হয়।

যে যে দেশ গঙ্গা-হরিনাম-বর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিৎ ॥
সেসব জীবের কৃষ্ণ বৎসল হঞা।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া।

ভক্তীয় বস্তু এ জগতের বস্তুর ন্যায় দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা প্রাকৃত নহেন। প্রাকৃত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহিত প্রতিবিম্বের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। সৌসাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান। প্রতিবিম্বকে বিম্ব অথবা বিম্বকে প্রতিবিম্ব মনে করিলে ভ্রান্ত দর্শন ত' হইবেই, উপরন্তু অপরাধগ্রস্ত হইয়া অনর্থনরকের যাত্রী হইতে হয়। ভক্তীয়ের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিলেই সর্ব্বনাশ। তদনুপক্ষে ভক্তীয়ের কৃপাই একমাত্র সহায়, সম্পদ্ এবং সম্বল।

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ —এই তিন সাধনের বল ॥
এই তিনসেবা হৈতে কৃষ্ণ-প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥

'ভগবান্ ও ভগবৎসেবকে [illegible]। ভগবৎসেবকে বস্তু সেবাই 'ভগবৎসেবা'। ভক্তীয়ে প্রীতিই ভগবৎপ্রীতি। ভগবৎসেবী বশ্য ভগবানের [illegible] প্রাপক [illegible] তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া ভগবৎসেবা প্রদান করেন। সুতরাং ভক্তীয়ের সেবাই ভগবৎ-সেবা পাইবার একমাত্র উপায়।

মহাজনোপদেশ

——::(০)::——

কেবল যে একান্ত ভক্তই পরমপুরুষ ভগবানকে ভজনা করেন, তাহা নহে। সকাম এবং নিষ্কাম ব্যক্তিও ভগবান্‌কে ভজনা করিয়া থাকেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন, "ভজনীয় পরমপুরুষ ভগবানের প্রীতিমাত্রই নিজসুখ—এরূপ ভক্তসুখ তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট অকাম এবং যাহারা যাবতীয় ভোগ-কামনা করেন, তাহারা সর্ব্বকাম। 'সর্ব্বকাম' এই শব্দের দ্বারাই সকাম—সামান্য মোক্ষ-কামী ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু মোক্ষকামী ব্যক্তি যদি মনে করেন যে তাঁহারা সকাম ব্যক্তিগণের অন্তর্গত নহেন, তাঁহারা নিষ্কাম, তবে তাঁহাদের সেই অভিমান খণ্ডনের জন্য 'মোক্ষকাম'-শব্দের উল্লেখ। অথবা সকাম ব্যক্তিগণ হইতেও মোক্ষকাম পুরুষগণের সকামত্ব অত্যন্ত অধিক—ইহা জ্ঞাপনের জন্যই 'মোক্ষকাম'-শব্দের পৃথক্ অবতারণা। নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির ইচ্ছা এবং সুখপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে কাম কহে। সেই সেই কাম তাৎকালিক [illegible] দুঃখ খণ্ডনের জন্য অথবা নশ্বর স্বর্গসুখাদি লাভের জন্য। কর্ম্মিগণ সেইসকল কাম-পূরণার্থে দেবতান্তরের উপাসনা করেন। জ্ঞানাভিলাষী যার সংসার-দুঃখ খণ্ডন এবং ব্রহ্মসুখানুভব অভিলাষ করেন। সুতরাং তাঁহারা উক্ত কর্ম্মিগণ হইতেও অধিকতর সকাম। কর্ম্মিগণের কামেচ্ছা বা আশার মাত্রা স্বল্প, জ্ঞানিগণের কামেচ্ছা অপরিসীম। কিন্তু ভক্তগণের ভজনীয় পরমেশ্বরের প্রীতি উৎপাদন বা সেবালাভের জন্যই ভজনে প্রবৃত্ত, অতএব তাঁহারা নিষ্কাম।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"সর্ব্বকাম-শব্দে বহুপ্রকার কামনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ অন্যাভিলাষী। 'সর্ব্ব'-শব্দের অর্থ ভগবান্ বিষ্ণু। যেখানে বিষ্ণু বিষ্ণুর ধারণা নাই, সেখানে খণ্ডিত বস্তুর প্রার্থনা এবং অখণ্ড ব্যাপক বিষ্ণুর বিভিন্ন অংশ-[illegible] করিয়া প্রতিযোগি ধারণাবশে খণ্ড বস্তু বা ভোগাজ্ঞান। কামনাবশেই জীব ভোগপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হন। যে-কালে [illegible] খণ্ডজ্ঞানের বশীভূত, সেই অবস্থায় অসংখ্য খণ্ড কামনার পরিতৃপ্তি-বাসনায় বহেচ্ছাচারী হন। যে-কালে সর্ব্ব-শব্দের উদ্দিষ্ট বিষ্ণু কামের বিষয় হন, সেইকালে ইতর-বাসনা [illegible]। সেইকালেই তিনি নিষ্কাম বা একান্ত [illegible]। বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অপর বুদ্ধি হইতে অবসর গ্রহণ করার নাম মোক্ষ। [illegible] জীব নিজ সর্ব্বতোভাবে আপনাকে বহেচ্ছাচারী বা স্বপক্ষত্যাগী মনে [illegible] করেন। তখন তাঁহার অন্যের বুদ্ধি সবল। যখন তিনি বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু ধর্ম্ম [illegible] করেন, তখনই তিনি অকাম বা একান্ত ভক্ত।

তাদৃশ একান্ত ভক্ত সকলপ্রকার বিবর্জ্জিত হইয়া পরমপুরুষের সেবা করিয়া থাকেন: যিনি অকাম ভক্ত, তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি [illegible] অমুদারতা নাই, তাঁহাকে যাঁহারা [illegible] [illegible] না, তাঁহারা স্বাভাবিক বিমুখবুদ্ধি [illegible]। যেখানে বৃহদ্বা বা [illegible] [illegible], তথায় নিজের ভোগ্য [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সাধনে ভক্তি ভাল [illegible] [illegible] হইলে তাঁর বিক্রম প্রকাশ করেন না। [illegible] ক্রমে [illegible] কম বা জ্ঞান না থাকিলেই দুষ্ট [illegible] দূর হয়।

"[illegible] জীব [illegible] [illegible] হইলে সর্ব্বাগ্রে চতুর্বর্গ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয় যাহারা, শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করে না, [illegible] [illegible] কোনও কালে [illegible] হয় না। আশ্রয়-গ্রহণ [illegible] দান, যাগ, সদাচার, প্রাণায়াম প্রভৃতি [illegible] [illegible] কীর্ত্তন প্রভৃতি [illegible] [illegible] প্রসন্ন করিতে পারে না। [illegible] বা শরণাগত না হইয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি [illegible] ভুক্তি-প্রাপক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। ভগবদ্-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপেক্ষা করে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রদ্ধায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাকেই [illegible] [illegible] [illegible] করেন। [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদের [illegible] ও [illegible] [illegible] ঘটে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুতরাং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাপাচরণ [illegible] [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] [illegible] না। আশ্রয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] প্রদান করেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible]। যেকাল পর্যন্ত শ্রীকৃপায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অযোগ্য জ্ঞান করেন, [illegible] [illegible] যোগ্যতা পালন করেন: [illegible] [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনের পাত্র [illegible] [illegible] করেন এবং [illegible] হন।"

আত্মদর্শন মাত্রেই সর্ব্বশাস্ত্রের কথা: ভক্তসঙ্গে সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও ৪র্থ	২য়, ৩য় ও ৪র্থ	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
ঐ ঐ ইঞ্চ	২৲	১।০	ঐ সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	ঐ অর্দ্ধ কলম	২৬৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	ঐ এক কলম	৩৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ১০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। সজ্জনতোষণী —হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীধাম শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় —পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই সচিত্র আত্মবঞ্চনাবিরোধী গ্রন্থ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌড়-প্রকাশ বিভাগ হইতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী যুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যধর্মপালনে পারিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মবঞ্চনাকারী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপত্রয়বারিত কলিকুম্ভীরসঙ্কুল এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া ধামধামনামের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA —শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে রোম-ইউনিভার্সিটিতে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-পালাজ্বর জীর্ণ পালাজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের একমাত্র উপায় রাজার চেয়ে বাড়িয়ে গুণে অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। প্রাপ্তিস্থান—১১নং ক্লাইভ রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ

পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের ফলে যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট বেশীর ভাগ সরকারী মোটর যানগুলি অবিলম্বে উৎপাদনী গ্যাস যন্ত্র সহযোগে চালাইবার উদ্যোগ করিয়েছেন। এখন পর্য্যন্ত এই যন্ত্রগুলি অধিক সংখ্যায় পাওয়া যাইতেছে না। এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে কারখানা খোলা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, এই বৎসরের জুন মাসের শেষভাগে বহু গ্যাস উৎপাদনী যন্ত্র তৈয়ার হইবে। অতএব এই মর্ম্মে কর্তৃপক্ষ একটি আদেশ জারী করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন যে, আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে মোটরযানগুলিতে উক্ত যন্ত্র লাগানো হইবে না, তাহাদিগকে ঐ তারিখের পর আর পেট্রোল দেওয়া হইবে না। উক্ত তারিখের মোটর যান-গুলি যাহাতে ঐ তারিখের পর নিয়মিত স্বল্প মাত্রায় পেট্রোল পায়, তজ্জন্য প্রাদেশিক পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ কমিটি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। সাধারণভাবে একখানা মোটর গাড়ী চালাইতে যে পরিমাণ পেট্রোল দরকার হয়, কোন মোটরযানে গ্যাস উৎপাদনী যন্ত্র লাগানো থাকিলে তাহাকে মাত্র তাহার দশভাগের এক ভাগ হইতে পাঁচ ভাগের এক ভাগ পেট্রোল দেওয়া হইবে। খুব সম্ভব হয়ে প্রচুর কাঠ কয়লা গবর্ণমেণ্ট সরবরাহ করার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এই যন্ত্রবিশিষ্ট মোটর যানগুলির দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য বিবেচিত হইবে।

দুই পয়সা ও ছয় পয়সার নূতন ডাকটিকিট

সংবাদপত্রে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দুই পয়সার ও ছয় পয়সার নূতন ডাকটিকিট মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। দুই পয়সার ডাকটিকিট ফিকে বেগুনী এবং ছয় পয়সার ডাকটিকিট গাঢ় লাল রঙের হইবে। বর্ত্তমানে দুই পয়সার যে সার্ভিস ষ্ট্যাম্প আছে তাহার রঙ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভবিষ্যতে ফিকে বেগুনী রঙের হইবে।

জাভার জাপ কর্তৃপক্ষের আদেশ

জাপান রেডিওতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে জাপ সম্রাটের জন্মদিন ২৯শে এপ্রিল হইতে জাভার অধিবাসীদের দৈনিক চাউলের বরাদ্দ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত তাহারা দিনপ্রতি যে পরিমাণ পাইত এখন আর তাহা দেওয়া হইবে না।

সরকারী অফিসে কর্ম্মচারীদের গ্রীষ্মকালীন পরিচ্ছদ

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সমস্ত সরকারী অফিসের কর্ম্মচারিগণকে গ্রীষ্মকালে কোট বা গলাবন্ধ ব্যতীত অফিসে কাজ করিতে অনুমতি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কর্ম্মচারীরা ইচ্ছা করিলে হাফ প্যাণ্ট ব্যবহার করিতে পারিবেন।

ইতালীতে খাদ্যাভাব

ইতালীতে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। ইতালিয়ান নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ যে, সিনর মুসোলিনী ক্যাপা উত্তেজক রাজপুরুষদের এক বৈঠকে ইতালীর মুদ্রাদিকা ও রপ্তানী দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করেন। এই সময় তিনি যুদ্ধের পরিস্থিতিরও আলোচনা করেন। তদুপরি তিনি ইহাও বলেন যে, সর্ব্বপ্রকার শিল্পের বাধা সমস্যা উৎপাদনকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দেওয়া হইবে।

অধিকৃত অঞ্চলে জার্ম্মাণ অত্যাচার

সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ রুশিয়ার সহিত যে সব দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে সেই সব দেশের রাষ্ট্রদূতদিগের নিকট জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে সম্পত্তি অপহরণ ও আরও নিপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করিয়া এক ইস্তাহার প্রেরণ করিয়াছেন। হস্তগত জার্ম্মাণ হেড কোয়ার্টারের কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে, জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের লুণ্ঠন ও অত্যাচার জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনানুসারে এবং জার্ম্মাণ হাই কম্যাণ্ডের পরিচালনাতেই হইয়াছে। তাঁহাদের আদেশ-পত্রে আছে:—(১) অধিকৃত সহর ও গ্রামের সমস্ত লুণ্ঠন এবং সোভিয়েট নাগরিকদের সম্পত্তি জার্ম্মাণীর উদ্দেশে প্রেরণ; (২) যেসব গ্রামের লোকেরা সশস্ত্র প্রতিরোধ করিয়াছে, অধিবাসীসহ সেই গ্রাম সম্পূর্ণ ধ্বংস করা; (৩) ঐ জমি জার্ম্মাণ অধিবাসীদের হাতে প্রত্যর্পণ, জার্ম্মাণ অফিসারদের দ্বারা তাহা বন্দোবস্ত করা; (৪) জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যবাদীদের অধিকারে শ্রমিক ও কৃষক-দিগকে দাস-মজুর ও দাস-চাষাতে পরিণত করা; (৫) সোভিয়েট বেসামরিক জনসাধারণকে জার্ম্মাণীতে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে 'যুদ্ধ বন্দী'রূপে গণ্য করা; (৬) দশ জনকে নিশ্চিহ্ন করা; (৭) যেসব সোভিয়েট পরিবার যুদ্ধরত হইয়াছে, তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিয়া নিঃশেষ করা এবং দলে দলে সোভিয়েট নাগরিকদিগকে হত্যা করা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনাদিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ৬ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৩শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৬ই মে, ইং ১৯৪২, বুধবার { ৪৪শ সংখ্যা

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদির পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও সংকলিত হইয়া "প্রতিদর্শ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ ত্রিবিক্রম, বুধ বাসর, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:•:(•):•:——

শরণাগতই সেবোন্মুখ। ভগবানের শরণাগত হওয়াই সেবোন্মুখতা। যেখানে সেবোন্মুখতা নাই, সেখানে শরণাগতিও নাই। বদ্ধ—ভোগোন্মুখ, সেবোন্মুখ নহে। সেবা করাই সেবকের ধর্ম। সেবক সেবাই করিবে, আর সেব্য তাহা যেচ্ছাক্রমে গ্রহণ করিবেন। সেব্যকে সেবাগ্রহণে বাধা করা যায় না; কারণ, তিনি স্বতন্ত্র। তবে বিশুদ্ধ সেবকের অকপট সেবা তিনি গ্রহণ করেনই। ভগবান্ সেব্যবস্তু। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, সেই সেবকগণও ভগবানের ন্যায়ই পূজ্য। পূজা দুই রকম—ভগবানের পূজা ও ভক্তের পূজা। ভক্তসেবার দ্বারা যে ভগবানের সেবা হয়, সেই সেবা অব্যর্থ; তাহা ভগবানের নিকট নিশ্চয়ই পৌঁছিবে। ভক্ত ভগবৎপরতন্ত্র এবং কৃষ্ণ ভক্তপরতন্ত্র। ভগবান্ এক, কিন্তু ভক্ত অসংখ্য। 'আমি ভগবৎসেবক'—এই কথা ভুলিয়া গেলেই জগৎ ভোগ্যরূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। যেখানে অপরের নিকট হইতে সেবা বা নিমন্ত্রণ চাওয়া, সেইখানেই ভক্তি।

মুক্তপুরুষগণ নিত্যবাস্তব বস্তু দর্শন করেন। তাঁহাদের দর্শনে অপূর্ণতা নাই। পরজগতে যাঁহার প্রতিনিধি আছে, একমাত্র তাঁহার নিকট হইতেই শ্রৌতপন্থায় পরজগতের কথা শুনিতে হইবে। ভগবানের অনুগ্রহপ্রার্থী হইলে কিপ্রকারে ভগবানের কৃপাশিক্ত হন, তাহা জানা যাইবে। মাদৃশ হতভাগ্য জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবৎ-পরিকর বৈশিষ্ট্য অবতীর্ণ হন। এই ভগবৎ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অবতার শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব কালের পূর্ব্বেও আছেন এবং পরেও থাকিবেন। পরিকর-বৈশিষ্ট্য শ্রীগুরুদেবের সেবায় উদাসীন হইলে মঙ্গলোদয় হইবে না। অন্তরে-বাহিরে, নিদ্রায়-জাগরণে, প্রবাসে-প্রবাসে যদি সর্ব্বক্ষণ [illegible] শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আর কোনও অমঙ্গল আসিতে পারে না।

ভগবান্ পরমদয়াল। তাঁহার প্রত্যেক বিধান আমাদের মঙ্গলের জন্য—আমাদের শোধনের জন্য। এ জগতে যে দুঃখ দেখা যায়, তাহাও ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বা কৃপার নিদর্শন। দুঃখের মধ্যে এমন এক ব্যাপার আছে যে, যাহার দ্বারা আমাদের পরম মঙ্গল হইতে পারে। যদি আমরা ভগবানের প্রত্যেক বিধানকে তাঁহার অনুগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করি এবং আমাদের অনুষ্ঠিত দুর্ভাগ্যাদির আলোচনা করি, 'তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক' ইহা মনে মুখে এক করিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখ-দুঃখাদি মস্তকে ধারণ করি, তাহা হইলে আমরা জীবন্মুক্ত হইয়া ইহ জগতে সর্ব্বদা হরিসেবাপর থাকিতে পারিব। মহাজনগণ বলেন,—ভগবদানুগত্য ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের পথ নাই। ভগবদ্বিমুখতা নষ্ট করিবার জন্য দুঃখ ও ভগবদ্বিমুখতা বৃদ্ধি করিবার জন্য ইন্দ্রিয় সুখ সৃষ্ট হইয়াছে। যখন আমরা সুখ ও দুঃখ উভয়কে ভগবানের কৃপা বলিয়া বরণ করিতে শিখি, তখন হইতে আমাদের মঙ্গলের সূচনা হয়।

———

আত্মা—চেতন। আত্মার জড়াসক্তি সহজে নষ্ট হয় না। অবশ্য কোন কারণবশতঃ ভগবদিচ্ছাক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে। শুদ্ধ জীব চিদানন্দস্বরূপ; আনন্দই তাঁহার ধর্ম্ম। বদ্ধাবস্থায় আনন্দাভাব বিচার করিয়া এই অবস্থাকে চেতনের পক্ষে দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে হয়। যেকোন পর্য্যন্ত আনন্দ-ধর্ম্ম জীবে প্রস্ফুটিত না হয়, ততদিনই বদ্ধজীবাভিমান থাকে। জীবের বন্ধন কি স্বেচ্ছার হইয়াছে?—এই প্রশ্নের উত্তরে, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন— "It is not the offence of the Legislator that some persons violate laws. বন্ধন স্বেচ্ছার হয় সত্য, কিন্তু স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে ত' আর কৃষ্ণের দোষ নাই। মন্দের মধ্যে ভাল কি করিয়া হ'লে? জীব কেন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিলেন, ইহার কথা নাই। কোন্ বিধিতে মোক্ষ হয়—স্বরূপে অবস্থান হয়, তা' জানা'বার জন্য ভগবানের বেদাস্ত্ররূপে—শব্দরূপে—শ্রীবিগ্রহরূপে—নিজজন ভক্তরূপে অবতরণ। এই করুণা জীবগণকে মুক্ত করিবার জন্য। Violation আছে বলিয়াই mercy আছে। যাঁহারা normal condition-এ থাকে, তাঁ'দের পক্ষে law is not enforced."

———

বস্তুমাত্রেরই দুইটী পরিচয় আছে—একটী স্বরূপ-পরিচয়, অপরটী ক্রিয়া-পরিচয়। চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞানই জীবের স্বরূপ-পরিচয়, আর আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। শুদ্ধ জীবের সত্তা কেবল চিদানন্দ। পঞ্চ অহঙ্কার, বুদ্ধি-চিত্ত, পঞ্চ মন, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়গণ এই চৈতন্য হইতে স্ব-স্বরূপে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে। জীব-অনুচৈতন্য। ভগবৎসেবাই তাঁহার ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য। জীব—চেতন, জড় নহে। জড়ের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। বর্ত্তমানে যে কিছু সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহা অপসারিত হয়। এই বন্ধন ভগবৎকৃপায় দূর হয়।

———

ভগবানের সহিত জীবের যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহার নাম প্রীতি। এই প্রীতিই পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। স্বার্থ জীবের সাধ্য নয়, প্রীতিই জীবের সাধ্য। চুম্বকের প্রতি লৌহ যেরূপ স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অণুচৈতন্য জীবেরও বিভুচৈতন্য ভগবানের প্রতি একটী স্বাভাবিকী প্রীতি আছে [illegible]।

যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন—ভগবানকেই যাঁহারা স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, ভগবান্ও তাঁহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা বিচার শুনিয়া কেহ ভগবৎ-কৃপা লাভ করিতে পারে না। স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলেই ভক্তি লাভ হয়। অন্তর্মুখের ভজন ও বহির্মুখের ভজন এক নহে। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অনর্থ যতই নিবৃত্ত হয়, ভজন ততই শুদ্ধ হয়। আত্মতত্ত্বের অনুপাতে উত্তরোত্তর হইয়া থাকে।

গুরুর কৃপায় গৌরকে পাইব। গুরুদেবের কৃপায় আমাদের জন্য চৈতন্যচন্দ্র অর্থাৎ চেতন ভগবদাকারে পরিণত হইলে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হইবে। তখন

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

চেতনতার অধিষ্ঠানে শ্রীগুরুদেব উদিত হইয়া থাকেন। যে হৃদয়ে চেতনতা নাই, সেই অচৈতন্য হৃদয় ভোগ ও ত্যাগের আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। যেখানে গৌরকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ চেতনতার পূর্ণবিকাশ, সেই-স্থানেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব। যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব, সেখানেই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব। জানি না, কবে আমরা হৃদয়কে অনর্থের আবাস না করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ অর্থাৎ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মন্দির করিতে পারিব।

শ্রীদত্তাত্রেয়

——::(:●:)::——

শ্রীদত্তাত্রেয় পঞ্চবিংশতি লীলাবতারের অন্যতম অংশাবতার। শ্রীমদ্ভাগবতের কপিল, ঋষভ, দত্তাত্রেয় ও ব্যাসাদির ন্যায় অবতার। আত্রেয়ী অনসূয়া-দ্বারা প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার ষষ্ঠ অবতারে মহর্ষি অত্রি হইতে 'দত্ত'-নামক পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়া অলর্কবিপ্রকে এবং প্রহ্লাদ, যদু ও কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি রাজন্যগণকে আন্বীক্ষিকী ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, —অপত্যকামী মহর্ষি অত্রির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—আমা-কর্তৃক আমি দত্ত হইলাম অর্থাৎ আমি আমাকে তোমায় দিলাম। সেইজন্য তিনি দত্ত-নামে প্রকটিত হইলেন। তাঁহার পাদপদ্ম-রেণুদ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়া যদু ও কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি রাজন্য ঐহিক ও পারলৌকিক অথবা ভুক্তি-মুক্তিরূপ যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ বলেন,—অত্রিপত্নী অনসূয়া-দ্বারা প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু অত্রির পুত্র স্বীকার করেন। স্বেচ্ছাক্রমে নরপুত্রাদি ... ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু অনসূয়াকে বর দান করিয়া তাঁহার গর্ভে আত্মপুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীদত্তাত্রেয়-নামে বিখ্যাত ... বলিয়েছে বিষ্ণুতত্ত্ব। মার্কণ্ডেয়-পুরাণ বলেন, কৌশিকবংশীয় কোন কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ পূর্ব্বকালে প্রতিষ্ঠানপুরে বাস করিতেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নী প্রাণপণে পতিসেবা করিতেন। ... সেই কুষ্ঠীবিপ্র একদিন কোন সুন্দরী বেশ্যার নিকট আগমন করিতে ইচ্ছা করিলে সেই পতিব্রতা পতিকে বেশ্যার নিকট লইয়া যান। সাধ্বী বিপত্নী ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে শূলবিদ্ধ মাণ্ডব্য ঋষির শূলে ধাক্কা দিলে ... তাঁহার পতির পদ সংলগ্ন হয়। ... অন্ধকারে সেই ঋষির গাত্রে কুষ্ঠীর পদ লাগিয়া যায়। মাণ্ডব্য ঋষি তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন—"যে নরাধম পদদ্বারা আমাকে ঠেলিয়া দেয়, সূর্য্যোদয়মাত্রে সে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।" সতী বিপত্নী পতির প্রতি ঋষির অভিশাপ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন—"সূর্য্যের আর উদয় হবে না।" সতীর এই কথায় সূর্য্যের আর উদয় হইল না। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ মহর্ষি অত্রির মহাসাধ্বী সহধর্ম্মিণী অনসূয়া দেবীর সাহায্যে ঐ পতিব্রতাকে আশ্বাস দিয়া সূর্য্যোদয়ের আদেশ লইয়া প্রতীক্ষা করেন। বরগ্রহণার্থ যাচিত হইয়া দেবী 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যেন আমার গর্ভে আবির্ভূত হন' এই বর চাহেন। ব্রহ্মাদি দেবত্রয় সেইরূপ বর প্রদান করিলে যথাকালে অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মা 'সোম'-রূপে, বিষ্ণু 'দত্তাত্রেয়'-রূপে ও শিব 'দুর্ব্বাসা' রূপে জন্মগ্রহণ করেন। দৈত্যপতি অত্রির অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ দত্তাত্রেয় সপ্তম দিবসে মাতৃকুক্ষি হইতে নির্গত হন। ইনি অনেক দৈত্যের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছিলেন। এক সময়ে ইনি জম্ভাসুরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত দেবগণকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগকে জয়ী করেন। তিনি মহাযোগী। ইঁহার পুত্রের নাম নিমি। ইনি বিদেহরাজ নিমি হইতে পৃথক্।

ভগবদবতার ঋষভদেবের দোহাই দিয়া যেরূপ নানাবিধ পাষণ্ডমত জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তদ্রূপ ভগবদবতার দত্তাত্রেয়ের দোহাই দিয়াও নানাবিধ অবৈধ পাষণ্ডমত জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। দত্তাত্রেয়ের নাম করিয়া একশ্রেণীর নির্ব্বিশেষবাদী যোগী ও নির্ভেদজ্ঞান-সম্প্রদায় জগতে বিষ্ণুবিরোধী মতবাদ প্রচার করিয়াছে। বৈষ্ণবগণের নিকটও শ্রীদত্তাত্রেয় পূজিত হইয়া থাকেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি রাজগণ ভগবদবতার দত্তাত্রেয় হইতে যোগ-তাৎপর্য্যে যোগ-সম্পত্তি লাভ করিয়া বঞ্চিত হইয়াছিলেন; কারণ, মহর্ষি বশিষ্ঠ, যমদগ্নি প্রভৃতি ঋষিগণের ভগবানের বিঘ্ন করা হেতু মহতের চরণে অপরাধ হওয়ায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পরশুরাম-কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীদত্তাত্রেয় হৈহয়াদি রাজগণকে যে আন্বীক্ষিকী তত্ত্ববিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য স্কন্দপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা দ্বিবিধা,—একটী সুদুর্লভা অধ্যাত্ম বিদ্যা আর একটী পরবিদ্যা। ভগবান্ দত্তাত্রেয় অধিকারী ব্যক্তিগণকে সুদুর্লভা অধ্যাত্ম বিদ্যা এবং মোহিত ও দৈত্যপ্রকৃতির ব্যক্তিগণকে পর-বিদ্যাদ্বারা মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ পরাবিদ্যাপ্রভাবে; তাঁহারা দত্তাত্রেয়ের অদ্বৈত-মোহনবিদ্যা গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে পাষণ্ডদলনকারী ভগবদবতার রূপে বরণ করেন।

——

গোস্বামী

——::(০)::——

'গো' অর্থে ইন্দ্রিয়, পৃথিবী, বিদ্যা প্রভৃতি। 'গোস্বামী' অর্থে জিতেন্দ্রিয়, পৃথ্বীপতি, শাস্ত্রজ্ঞ ও পরব্রহ্ম-বিজ্ঞাত মহাপুরুষ। যাঁহারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা গোস্বামী। 'হৃষীক'-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। হৃষীকেশ - ভগবান্। ইন্দ্রিয়ের অধিপতি গোবিন্দ বা হৃষীকেশ। যাঁহারা হৃষীক বা ইন্দ্রিয়সমূহকে নিজের ভোগে না লাগাইয়া তদ্দ্বারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই গোস্বামী। অতএব গোস্বামী, জিতেন্দ্রিয়। তাঁহারা শান্ত, দান্ত। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন, —

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

যিনি বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ সহ্য বা ধারণ করিতে পারেন, তিনিই পৃথিবী শাসন করিতে পারেন, তিনিই গোস্বামী গুরু।

শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, —

"কৃষ্ণেতর কথা—বাগবেগ তার নাম।
কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম॥
সুস্বাদু ভোজনলোভ জিহ্বাবেগ-ধাম।
অত্যাহারে ভোক্তা যেই, উদরেতে কাম॥
যোষিত্তে কুত্র চেষ্টা—কামের ধর্ম্ম।
উপস্থবেগের বশে কন্দর্প-ধর্ম্ম॥
এই ছয় বেগ যাঁর বশে সদা রয়।
সেইজন 'গোস্বামী' করে পৃথিবী বিজয়॥"

বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ—এই ষড়্বেগ 'অক্ষজ প্রাকৃত'। যাঁহারা এই ছয়টি বেগ সহিষ্ণুতার সহিত ধারণ করেন। তৃণাদপি সুনীচ ও তরু-অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া যিনি হরিকীর্ত্তন করেন, তিনি এই প্রাকৃত ষড়্বেগের অধীন নহেন, তিনি গোস্বামী, তিনিই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন।

এই ষড়্বেগ কায়িক, মানসিক ও বাচিক-ভেদে ত্রিবিধ। বাক্যবেগ দ্বিবিধ—বাচ্য বাক্যবেগ ও অবাচ্য বাক্যবেগ। যে বাক্য হরিকথাময় —অদ্বিতীয়-বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যসূচক নহে, সে বাক্য কেবল গোসম্বন্ধী— ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক, তাহার প্রয়োগই বাচ্য-বাক্যবেগ। যে বাক্যদ্বারা অন্যের সেবা হয় না, তাহাই বাক্য বাক্যবেগ না প্রকাশ। আর যিনি হরিকথাও বলেন না এবং অন্য কোন কথাও বলেন না—চুপ করিয়া থাকেন, তিনি অবাচ্য বাক্যবেগধারী। মৌন হইয়া বসিয়া থাকাই অবাচ্য বাক্যবেগ। কোন কথা না বলিয়া—মৌন থাকিয়া বাক্যবেগ দমনের চেষ্টা বৃথা। জিহ্বার কার্য্যই শব্দোচ্চারণ করা। জিহ্বা-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকথা ও শ্রীকার্ষ্ণকথা কীর্ত্তন করাই বাক্যবেগ দমন করা। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' বাক্যের অনুশীলনই বাক্যবেগ দমন।

মনের বেগ দ্বিবিধ—প্রীতি-বেগ ও বিরোধ-বেগ। কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি ভালবাসা, স্নেহ-মমতা করা, আদর করা, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষীর মতের প্রতি বিশ্বাস, প্রীতি ও আদর-যত্ন করা মনের প্রীতিবেগ। তাহাদের প্রতি বিরোধ-বশতঃ যে মনের ক্ষোভ, তাহা বিরোধ-বেগ। নিরন্তর অদ্বৈতবৈষ্ণব-সুখকামনাযুক্ত থাকিলে—সর্ব্বক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি অভিনিবিষ্ট থাকিলে মানসবেগ-দমনের ক্ষমতা লাভ হয়।

কায়িক বেগ ত্রিবিধ—জিহ্বাবেগ, উদর-বেগ ও উপস্থবেগ। জিহ্বাবেগ আবার দুই-প্রকার—শব্দোচ্চারণ-স্পৃহা ও আস্বাদন-স্পৃহা। শব্দোচ্চারণ-স্পৃহা বাক্যবেগের অন্তর্গত ও আস্বাদন-স্পৃহা কায়িকবেগের অন্তর্ভুক্ত। ভাল ভাল খাইব—ইহা জিহ্বার আস্বাদন-স্পৃহারূপ জিহ্বাবেগ, আর প্রজল্প, হরিকথা ভিন্ন অন্য কথা বলা শব্দোচ্চারণরূপ জিহ্বাবেগ—বাক্যবেগ। বেশী খাইবার আকাঙ্ক্ষা উদরবেগ। উপস্থবেগ—স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা।

শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"জিহ্বা-বেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ—কায়িকবেগ। মনের বেগ ও ক্রোধের বেগ—মানসিক বেগ এবং বাক্যবেগই বাচিক বেগ। জিহ্বাদ্বারা শব্দ উচ্চারণ এবং আস্বাদন, এই দুইটি ক্রিয়া হয়। জিহ্বার শব্দোচ্চারণ-স্পৃহা বাক্যবেগের এবং আস্বাদন-স্পৃহা কায়িক বেগের অন্তর্গত। বাক্যবেগ—শব্দোচ্চারণকারীর ভগবদ্বিমুখ বিষয়ে প্রজল্প। কৃষ্ণই 'সৎ' এবং তদিতর বস্তুই 'অসৎ'। 'বার্ত্তা'-শব্দের অর্থ—সংবাদ। অসৎ বিষয়ের সংবাদ-সরবরাহকারী বাক্যই অসদ্বার্ত্তা—বাক্যবেগ। কৃষ্ণাবলম্বনের সকলপ্রকার উপকরণকে সেবা-জ্ঞানে তাঁহাদের মহিমা আদরের সহিত কীর্ত্তন করিলেই জিহ্বাবেগ প্রশমিত হয়।

"মন সর্ব্বদা রূপ-রসাদির আধার, যাহার প্রলোভনে সে বিষয়ের অনুধাবনে ব্যস্ত—সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ বা ভোগের অনুসন্ধানে চঞ্চল। সেই মন হইতে অর্থাৎ ঐ প্রকার মনন বা চিন্তাধারা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নিষ্কপট অনুরাগের সহিত কৃষ্ণভজনসহ মনের আত্মগত করিতে হইবে। হরিনাম-মহামন্ত্র বা মন্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে পাইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, বসুদেব হয়, বাসুদেবস্বরূপ হয়—তাহাই জীবের স্বরূপ। তখনই শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় বাক্যবেগের সেবায় জীব নিযুক্ত হইতে পারে।

সর্ব্বাগ্রে আমার গুরু চৈতন্যের নাম। ... তাঁহার প্রকাশ॥

"বাধাবন্ধ ছুইপ্রকার—কৃষ্ণকথাশ্রবণ-শ্রবণের আধাবন্ধ এবং হরিসেবা বস্তু অনন্ত-শ্রবণী মহাপ্রসাদের আধাবন্ধ। বদ্ধজীবের ঐসকল ভোগের স্পৃহা থাকিলেও তাহা ছাড়িবার চেষ্টা বা অন্ততঃ ছাড়িবার লালসা থাকা দরকার। যিনি ছাড়িয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব। এই ষড়্বেগ যাঁহার বশ হইয়াছে, তিনিই ধীর বা বৈরাগ্যশীল। ধীর—কবি, পণ্ডিত, জ্ঞানী, ভক্ত, সাধু। তিনি সমস্ত পৃথিবীকে শিষ্য করিতে পারেন, তাঁহার সে ক্ষমতা আছে।"

গোস্বামিগণ কায়, মন ও বাক্যের বেগকে সর্বতোভাবে দমন করিয়া সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। যাঁহাদের এই তিনটী দাস অর্থাৎ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইয়াছে, তাঁহারাই—ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী। তত্ত্বমতেই ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী। ত্রিদণ্ডী না হইলে—গোস্বামী না হইলে কেহ হরিভজন করিতে পারে না। যিনি কায়ের দ্বারা শ্রীনবদ্বীপ মহাধামের আনুগত্যে ভগবানের সেবা করেন না, যিনি "চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস। চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁ'র দাসের দাস"—এই কথা সর্বক্ষণ চিন্তা করেন না এবং যিনি বাক্যের দ্বারা ভক্ত ও ভগবন্মাহাত্ম্য কীর্তন করেন না, তিনি প্রকৃত ভক্ত বা সাধু নহেন। কৃষ্ণসুখকে কেন্দ্র করিয়া যাঁহার সমস্ত কার্য্য-কলাপ, তিনিই গোস্বামী।

গোস্বামী—পৃথিবীপতি। গো-অর্থে পৃথিবী বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয় অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। এইসকল যাঁহাকে লুব্ধ করিতে বা আকর্ষণ করিতে পারে না, যিনি এইসকলকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন, তিনি গোস্বামী। গোস্বামী কায় কৃষ্ণার্পিত, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ কীর্তনে, মোহ ইষ্ট-লাভ বিনা ও মদ কৃষ্ণগুণগানে নিযুক্ত করেন।

গোস্বামী—কীর্তনকারী। তিনি শব্দ-ব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত। তিনি বহু-যোজনীয় পণ্ডিত। তিনি পরব্রহ্মের কীর্তনকারী। গোস্বামী নিষ্কপট, দৃঢ়চিত্ত, ধীর-যুক্ত পুরুষ, সর্বক্ষণে কৃষ্ণানুশীলনতৎপর, সুরক্ষক, নিষ্কপট, অমানি-মানদ, জীবের মঙ্গলসাধক, পরদুঃখদুঃখী, পতিতপাবন, সমস্ত বস্তুকেই ভগবৎ-দর্শনকারী, সকলকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থযুক্ত, নিঃসঙ্গ, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগী, বহুবিধ সদ্গুণবিভূষিত, সর্বজীবহিতে ব্রতী, নিরন্তর শ্রীনামানুশীলনকারী।

যাঁহার দেহের প্রতি অভিনিবেশ আছে, তিনি গোস্বামী নহেন। তিনিই সংসারী। দেহাভিনিবিষ্ট জীব সংসারী। সংসারাসক্তি যাঁহার নাই, যিনি দেহাভিনিবিষ্ট, তিনিই গোস্বামী। গোস্বামীর সঙ্গ ও কৃপাপ্রভাবে এই সংসারাসক্ত জীবেরও মুক্তি হয়। গোস্বামীই সারগ্রাহী। তিনি সারাসার-বিবেকযুক্ত। গোস্বামী এজগতে থাকেন, কিন্তু অভিনিবেশ নাই। তিনি এ জগতে—বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও বিষয় গ্রহণ করেন না। এই ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীর আশ্রয়-আনুগত্যই জীবের এজগতে থাকিয়া হরি-ভজনের উপায়। নতুবা ষড়্বেগ ধারণ, ষড়্দোষ শোধন করিয়া ছয়গুণ ও ছয়সংসঙ্গ গ্রহণপূর্বক জীব মঙ্গললাভ করিতে পারে না।

নাম ও মন্ত্র

---::(০)::---

শ্রীনাম শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন। এই শ্রীনামই জীবের সর্বার্থলাভ অর্থাৎ কৃষ্ণপাদ-পদ্ম লাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়। তবে শ্রীনাম বদ্ধজীবোপাস্য নহেন। ইনি মুক্তকুলের নিত্য উপাস্য বস্তু। কৃষ্ণমন্ত্র-প্রভাবে নামাভিমান বা অহঙ্কাররূপ রোগনিবৃত্তি না হইলে নাম-সেবা বা কৃষ্ণসেবালাভের যোগ্যতা জীবের আসে না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ-মন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"

ভগবন্মন্ত্রসমূহ—ভগবন্নামাত্মক অর্থাৎ ভগবন্নামসমূহে ভগবান অবস্থিত, তবে মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত নমঃ-শব্দাদি-ভূষিত অর্থাৎ নামাশ্রয়তা বা আত্ম-নিবেদনাত্মক ভাবযুক্ত। মন্ত্রসমূহে ভগবদিচ্ছা-ক্রমে মহাভাগবত শ্রীনারদ প্রভৃতি ঋষিগণ-কর্তৃক বিশেষ শক্তি নিহিত রহিয়াছে। মন্ত্রসমূহ ভগবানের সহিত মন্ত্রগ্রহণকারীর নিজের নিত্যসম্বন্ধ-বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত করে অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহণফলে জীব ভোগের বা ত্যাগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীবের নিত্যবৃত্তি যে কৃষ্ণদাস্য ও প্রকৃত সম্বন্ধ যে "জীব নিত্যদাস", ইহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।

মন্ত্রের ন্যায় নমঃ-শব্দ প্রভৃতির সংযোগ ব্যতিরেক অর্থাৎ নমঃশব্দাদি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া একমাত্র ভগবন্নামই পরমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ; সুতরাং ইহা বলা যায় যে, নামেই যখন অধিক সামর্থ্য দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ শ্রীনামই অধিক-সামর্থ্যবিশিষ্ট বলিয়া শ্রীনাম হইতেই যখন প্রেমা পর্য্যন্ত লাভ ঘটে, তখন অধিক সামর্থ্য-বিশিষ্ট শ্রীনাম থাকিতে অল্পসামর্থ্যবিশিষ্ট মন্ত্র-সমূহে দীক্ষাগ্রহণাদির প্রয়োজন কি?

উত্তর এই যে,—যদিও নামদ্বারা প্রেমা-পর্য্যন্ত লাভ ঘটে বলিয়া স্বরূপতঃ অর্থাৎ বস্তুতঃ মন্ত্রাদি দীক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই, তথাপি স্বভাবতঃ ভোগপর দেহাদির সংসর্গ-বশতঃ কদর্যশীল ও বিক্ষিপ্তচিত্ত বদ্ধজীব-গণের সেই সেই কুস্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য সঙ্কোচ করিবার জন্যই শ্রীনারদ প্রভৃতি মহাজনগণ অর্চনমার্গে কোন কোন স্থানে বিশেষ মর্য্যাদা (বিধি ও নিয়ম) স্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং উহা উল্লঙ্ঘিত হইলে তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র তাহার প্রায়শ্চিত্ত-বিধিও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বদ্ধজীবের অহঙ্কারাদি রোগ-নিবৃত্তির জন্য মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যকতা। মন্ত্রগ্রহণকালে জীবহৃদয়ে বৈরূপ্য বা উত্তম চিন্তা উপস্থিত হইলে রোগাদি দূর হইতেছে না, জানা যায়—সাধক জীবমাত্রেরই এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। নমঃ শব্দের 'ম'-কারের অর্থ অহঙ্কার, 'ন'-কারের অর্থ তন্নিবৃত্তি অর্থাৎ নমঃশব্দযুক্ত মন্ত্রসিদ্ধি হলেই জীবের অপ্রাকৃত অহঙ্কার বা নাম-সেবা-যোগ্যতা লাভ হয়। অতএব বন্ধুবর শ্রীনামদীক্ষা ও মন্ত্রদীক্ষা উভয় আচারই সমত এবং জীব-মাত্রেরই অবলম্বনীয়।

সাধক-জীবন

---::(০)::---

স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-বশতঃ কৃষ্ণ-বিস্মৃতিক্রমে অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব আমরা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাধী হইয়া সাধনা দ্বারা—গুরুবৈষ্ণবের সেবাদ্বারা আমাদের নিত্যসেব্য, সকল আত্মার আত্মা ও অত্যন্ত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের জন্য যত্ন করিতেছি। সাধক জীব অতিশয় দুর্বল; বলদেবের চিৎবলের অভাবেই জীবের দুর্বলতা—সেবার চিন্তাবিস্মৃতি বা কৃষ্ণেতর বিষয়স্পৃহারূপ নানাবিধ অনর্থাগমে জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা। মনের বশীভূত আমরা—বিষয়বিষ্ঠাগর্তে পতিত আমরা প্রাণপণ চেষ্টাসত্ত্বেও নিজ বলের দ্বারা এই চঞ্চল মনকে বশে আনয়ন করিতে বা বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত হইতে উঠাইতে পারিব না। আরোহবাদাবলম্বনে আমরা সেবানন্দ-লাভের জন্য যতই প্রয়াস করি না কেন, আমাদের সমস্ত পরিশ্রম, সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

সাধক জীব আমরা চিত্তের চঞ্চলতা-হেতু প্রত্যেক মুহূর্তে অস্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নানারূপ মনগড়া পথে ধাবিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি—অভ্যাসবশে আত্ম-স্থাপনের প্রবৃত্তি দিন দিন বাড়াইয়া ফেলি। আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্তনের দ্বারাই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল হয়—এসব মঙ্গলময়ী বাণীর আলোচনা বা শ্রবণ-কীর্তনাভাবেই আমাদের এত অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় 'উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ' শ্লোকাবলম্বনে মহাজনোপদেশাদি কায়-মনো-বাক্যে গ্রহণপূর্বক সর্বদা শুদ্ধভাবে অবিচল-চেষ্টাদিসহ অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবসেবা-তৎপর হওয়া শ্রবণ-কীর্তন, মহাজনগ্রন্থ, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাদি পাঠ করা, উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন ও সর্বদা শ্রীনামকে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকা সাধকজীবনের একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে অনর্থ ও জাড্য দূরে চলিয়া যাইতে নিশ্চয়ই হয়।

সাধকাবস্থায় জীবের প্রথমমুখে শারীর সাধুসঙ্গই প্রয়োজন ও ভজনপথে একমাত্র সাহায্যকারী। পরে ভজন'শক্তির জন্য সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্র।

কলিকোলাহলময় জগতে প্রায়শঃকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে। সাধকজীব সে বিষয় অনবরত থাকিয়া নিজভজনানন্দ লাভের জন্য যত্নবান্ হইবেন। জগতের লোক আত্মীয়স্বজন, যেমন 'কাম' প্রভৃতি রিপুগণ, এমন কি, দেবতারা পর্য্যন্ত আমাদের ভজনে বাধা প্রদান করে এবং সুখের বা অসুখের, সুখ বা দুঃখ, অনুকূল বা প্রতিকূল সবই ভক্তেচ্ছায় আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় বুদ্ধিমান্ জীব 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকানুসারে প্রতিকূল বিষয়গুলিকে অনুকূলের পূর্বাবস্থা জানিয়া সর্বান্তরের সহিত মনে মনে উপলব্ধি করিবার যোগ্যতালাভার্থ সাধুগুরুর আনুগত্যে নিজের কর্তব্যপথে অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণব-সেবায় অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিলে কোন বাধাবিপত্তি তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না—ইহাই মহাজনবাণী।

গুরুকৃপায় আমরা যে যেরূপ ও সাধু-সঙ্গলাভ বা শ্রীধামে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, সেই শ্রীধামবাসী নিষ্কিঞ্চন ও গৌরগতপ্রাণ সাধুগণের সহিত পরস্পর হরিকথা আলাপ ও 'দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি'-শ্লোকানুসারে যদি তাঁহাদের সঙ্গ সঙ্গ করি, তাহা হইলে আমরা সাধুসঙ্গের ফল-স্বরূপ ভজনের উন্নতির সহিত নিজ দৈন্য ও হীনতা উপলব্ধি করিতে পারিব এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা" শ্লোক নিজজীবনে পালন করিলে—জীবগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া গুরুমুখলব্ধবাণী তাহাদের নিকট কীর্তন করিলেই আমাদের ভজনবৃদ্ধি হইবে।

কি সাধক, কি সিদ্ধ সকলের কৃষ্ণকীর্তনই নিত্য-কৃত্য—এই কথাই শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং গৌর-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবও নিজে আচরণ করিয়া এই গৌরবাণীই আমাদের নিকট পুনঃপুনঃ কীর্তন করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে-প্রচার

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী মেদিনীপুর-জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন।

তাঁহারা উক্ত জেলার তমলুক, হলদী-বাড়ীহাট, পাঁচটগড়, নাচিন্দা, বলাইচণ্ডী প্রভৃতি গ্রামে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্তনমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য		
প্রত্যেক লাইনের	।০	।৴০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৩৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৪৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲	এক কলম	৩৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত —হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় —পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মবঞ্চনাবারক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকট-পৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গীরূপে রাখেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিকবলিত এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৩৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৴০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ বঙ্গবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এতাধিক বর্দ্ধিত। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং ডি গুপ্ত লেন রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

সওদাগরী অফিসের কর্ম্মচারীদের পোষাক

যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে সহরের কতকগুলি সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ম্মচারীদের পোষাকপরিচ্ছদ সম্পর্কে মামুলী রীতি কথঞ্চিৎ শিথিল করিবার আদেশ দিয়াছেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা গ্রীষ্মকালে খাকী বা অন্য কোনও কাপড়ে প্রস্তুত হাফ প্যান্ট, টাই এবং গলা-খোলা সার্ট পরিয়া অফিসে আসিতে পারিবেন। তবে যাঁহারা স্পেশাল কনেষ্টবল, তাঁহারা বরাবর ইউনিফর্ম পরিতে পারেন। অবশ্য কর্ম্মচারীদের অনেকেই যাহাতে অল্প সময়ের নোটিশে এ আর পি'তে যোগ দিতে পারেন তজ্জন্য ইউনিফর্ম পরিবেন।

গম আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকার গম নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারী করিয়াছেন।

এই আদেশ অনুসারে ভারতের গম নিয়ন্ত্রণ কমিশনার কর্ত্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র ব্যতীত, বৃটিশ ভারতের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে, অথবা বৃটিশ ভারত হইতে দেশীয় রাজ্যে কিংবা দেশীয় রাজ্য হইতে বৃটিশ ভারতে গম আমদানী রপ্তানী করিতে পারিবে না। রেলে বা সমুদ্রপথে গম আমদানী রপ্তানী করিতে হইলে, যে মাসে উহা করিতে হইবে, তাহার পূর্ব মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে ভারতের গম-নিয়ন্ত্রণ কমিশনারের নিকট অনুমতি পত্রের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। অন্য উপায়ে আমদানী রপ্তানী ক্ষেত্রে প্রাদেশিক মূল্যনিয়ন্ত্রণ কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিলে চলিবে। ১৩৪২ সালের যে মাসে যে আমদানী রপ্তানী হইবে, তাহার ছাড়পত্রের জন্য, ১৩৪২ সালের ২০শে তারিখের পূর্ব্বে যে কোনও সময়ে দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে।

রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির প্রশ্ন

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তদনুসারে বাঙ্গলা সরকার রাজনৈতিক নিরাপত্তা বন্দীদের বিষয় পর্য্যালোচনার জন্য বিচারপতি মিঃ প্যাংক্রিজ, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যার শরৎকুমার ঘোষ এবং অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এস এম বাসিকে লইয়া একটি ট্রাইবুনাল গঠন করিয়াছেন। এই সব বন্দীদের নিকট এই মর্ম্মে নোটিশ জারী করিয়া দেওয়া হইবে যে, তাঁহারা যদি উচিত হয় মনে না করেন, তৎসম্পর্কে কোন যুক্তি প্রদর্শন করিতে চাহিলে তাঁহারা তাহা দাখিল করিতে পারেন।

চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে কলিকাতার বাজারে চিনির খুচরা মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে জেলার মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের স্ব স্ব জেলা এলাকার মধ্যে মূল্য বাঁধিয়া দিতে বলা হইয়াছে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত চিনি নিয়ন্ত্রণকারী কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশক্রমে একমাত্র অনুমোদিত ব্যবসায়ীর মারফতে প্রদেশসমূহে চিনি সরবরাহ হইতে পারিবে। কেবলমাত্র ঐ ব্যবসায়ীই নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কারখানা হইতে চিনি খরিদ করিতে পারিবেন। তাহা সরকার ইতিপূর্ব্বে অনুমোদিত ব্যবসায়ীর একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। চিনি ব্যবসায়ী সমিতি যে দ্বিতীয় তালিকাটি দাখিল করিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করা হইতেছে। ব্যবসায়িগণের মধ্যে যাঁহারা সরকারী অনুমোদন পাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। ১৩৪১ সালে ও বর্ত্তমানে সহিত সমাসের তাঁহাদের কিরূপ কাজ কারবার হইয়াছিল, দরখাস্তে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশ

ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, ঢাকা জেলার মধ্যে কেরোসিন তৈল, আটা, ময়দা, গম, বিদেশী ঔষধ, কাগজ এবং ষ্টেক ব্যবসায়ীদিগকে যথারীতি চেকমুড়ি ও ডুপ্লিকেট ক্যাসমেমো রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক ক্রেতাকে ক্যাসমেমো দিতে হইবে। কোন দ্রব্য কি হারে কত মূল্যে বিক্রয় করা হইল, ঐ ক্যাসমেমোতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ থাকিবে। এই আদেশ অনুসারে প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে ঐ চেকমুড়ি, ক্যাসমেমো, ও হিসাব বহি প্রভৃতি যে কোনও সময়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে। এই আদেশ অমান্য করিলে অপরাধীকে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। প্রকাশ, অতিরিক্ত লাভ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সত্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও মুদ্রিত হইয়া "প্রতিশেষ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা প্রত্যেক সজ্জনের প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৭ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৪শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৭ই মে, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার ৮৫শ সংখ্যা

"মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ব'লে কোন দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোন অংশে কম মনে ক'র্‌বে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ ত্রিবিক্রম, বৃহস্পতি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীভগবান্ সকল জগতে ব্যাপ্ত—অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত। একদিকে তিনি ভূমা, ব্যাপক, আবার অন্যদিকে প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর নিজ অসীম বৈকুণ্ঠরাজ্য ধারণ করিতে সমর্থ। বৈষ্ণবই ভগবানের একমাত্র সেবক। তাঁহার সহিত ভগবানের নিত্য সম্বন্ধ। বৈষ্ণব—ভগবানের অভিন্ন-কলেবর। বৈষ্ণব বাঞ্ছাকল্পতরু। বৈষ্ণব-ঠাকুরের নিকট যে প্রার্থনা করা যায়, তিনি তাহা পূর্ণ করেন। বৈষ্ণবঠাকুর অবশ্য পরমধন বা নিত্য প্রয়োজন দান করেন। তিনি কৃপার সমুদ্র। তিনি অযাচিতভাবে সম্পূর্ণ দয়া করেন। তাঁহার ভাণ্ডারে কোন অভাব নাই। বৈষ্ণবের কৃপা-ভাণ্ডার অফুরন্ত। সেই ভাণ্ডারের ধন অপরকে দিলে তাঁহার ক্ষতি হয় না। ভগবৎ-সেবা ও জীবে দয়া ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্য কোন কৃত্য নাই। সেই বৈষ্ণবের আশ্রয় ছাড়া জীবের অন্য কোন গতি বা কর্ত্তব্য নাই। আমি পতিত, আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য অবতীর্ণ বলিয়া তিনি পতিতপাবন। চক্ষু আমার পরম শত্রু। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি আমাকে সর্ব্বক্ষণ বিপদে ফেলিবার জন্য ব্যস্ত। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার বা মাদৃশ পতিতকে পাবন করিবার ক্ষমতা বৈষ্ণব ছাড়া আর কাহারও নাই।

———

বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই। কর্ম্মফলবাধ্য জীবেরই জন্ম ও মৃত্যু হয়। হরিভক্ত কখনও মাতৃগর্ভতে প্রশ্রয় গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবের কথা দূরে থাকুক, যাঁহার বৈষ্ণবের অলৌকিক অতুল্য পাদপদ্ম-দর্শনের সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারও পুনর্জন্ম নাই। বৈষ্ণব অন্য জীবের মত নহেন। তিনি চৈতন্যাশ্রিত—কৃষ্ণসেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত। প্রত্যেক কার্য্যে, জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে ভগবৎ-সেবা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কার্য্য নাই। নিজের চশমায় বৈষ্ণবকে দেখিতে গেলে ঠিকভাবে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না; একমাত্র তাঁহার কৃপালোকেই তাঁহাকে দেখা যায়। সমস্ত বাজে কথা ছাড়িয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেবলমাত্র হরিভজন করাই দরকার। জগতে সকলেই আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত। এই বান্ধবহীন দেশে আত্মীয়নামধারী সকলেই ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল। আশ্রয়রূপে একমাত্র বৈষ্ণবের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া আর মঙ্গলের উপায় নাই। কোন লোকেরই অন্য কোন কাজ করা দরকার নাই, সকলে মিলিয়া কেবলমাত্র ভগবানের সেবকগণের সেবা করুন, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে। দেরী হইলে অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

———

দৈন্য ছাড়া হরিভজন হয় না। দৈন্য বাহিরের ব্যাপার নহে, ইহা অন্তরের জিনিষ। যাঁহারা দৈন্য বা সহিষ্ণুতাকে বাহিরের কপটতা মনে করেন, তাঁহাদের ধারণা ভুল। দৈন্য সর্ব্বক্ষণ থাকা চাই। সাধন প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে দৈন্যাশ্রয় না হইলে কখনই গুরুকৃপা—ভগবৎকৃপা পাওয়া যাইবে না। দীনই নিজের স্বরূপ, গুরুর স্বরূপ ও বৈষ্ণবের মহত্ত্ব বুঝিতে পারে। দীনের ভোক্তৃ-অভিমান হয় না—দীনকে ভোগী বা ত্যাগী সাজিতে হয় না। দীনের হৃদয় স্বচ্ছ, সরল, সেবাময় ও সুখময়। সাধকের পক্ষে নিষ্কপট দৈন্য অপেক্ষা আর বড় সাধন কিছুই নাই। মনে হয়, ইহাই সব সাধনা ও সিদ্ধির মূল। দৈন্যই সমস্ত বাধা সরাইয়া দেয়। দৈন্য মনোধর্ম্ম নহে, তাহা চেতনের ধর্ম্ম। চেতনময় দৈন্য জীবকে ভগবানের সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। দীন নিঃশক্তিক বা দুর্ব্বল নহে। দৈন্যের ভিতর এত বড় অমানুষী শক্তি আছে, যাহার কোটী অংশের এক অংশও পাশবিক পৌরুষে নাই।

দৈন্যই যথার্থ বল। দৈন্যহীন দাম্ভিক কখনও মায়া জয় করিতে পারে না। দৈন্য অজেয় ভগবান্‌কেও জয় করিতে পারে। দৈন্য চিন্ময়ী দিব্যধামের মহাদান। এই দৈন্যকে অবলম্বন না করিলে আত্মরক্ষার আর উপায় নাই।

———

অনর্থের ঢেউ উঠিয়া আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ বিব্রত করিতেছে। যদি কেহ এই অনর্থের তীব্র আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে চান, তবে তিনি দৃঢ়চিত্ত ও সহিষ্ণু হউন। যাহার সহিষ্ণুতা নাই, সে হরিকীর্ত্তন করিতে পারে না। যদি কেহ অনর্থ-সাগরের পাপ-পঙ্ক হইতে রক্ষা পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি বৈষ্ণবের শ্রীচরণ পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করুন এবং সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বক্ষণ সম্মুখস্থ ভগবৎ-কথা শ্রবণকীর্ত্তন করুন। সহিষ্ণুতার মধ্যে অভিমান নাই। যেখানে সহজ, সরল, স্বাভাবিক, অকপট সেবাসুখ বা, সেইখানেই প্রকৃত সহিষ্ণুতা। যেখানে দৈন্য, সেখানেই সহিষ্ণুতা। যাঁহারা শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সহিষ্ণুতার কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারা মায়ার বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া ভজন-পথ হইতে বিচ্যুত হন না। মায়া দেহ-গেহ, বিষয়-বৈভব, পুত্র-কলত্র, স্বাস্থ্য-সম্পদরূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেও আমরা যেন তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়া না পড়ি। সহিষ্ণুতার দ্বারাই এই বল লাভ হইতে পারে। সাধক যদি সিদ্ধিলাভ করিতে চান, তবে তাঁহাকে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সহিষ্ণুতা ও আদর্শকে জীবনের ধ্রুব-তারা করিতে হইবে। 'বড়' বা 'গুরু'-হরিদাসের আদর্শে সহিষ্ণুতা আছে বলিয়াই তাহা যুক্ত-বৈরাগ্য, আর 'ছোট' বা 'লঘু'-হরিদাসের আদর্শে অসহিষ্ণুতা আছে বলিয়াই তাহা মর্কট-বৈরাগ্য। জীবমাত্রেই হরিদাস। অসহিষ্ণু হইলে বস্তুতঃ হরিদাস জীবও ছোট বা লঘু হইয়া পড়ে, আর সহিষ্ণু হইয়া কীর্ত্তন-সাধনা করিলে হরিদাস জীব সিদ্ধ, বড় বা গুরু হইতে পারেন। দৈন্য যেমন কৃপা পাইবার উপায়, সহিষ্ণুতাও সেইরূপ কৃপা রক্ষা করিবার ও কৃপায় সিদ্ধ হইবার মূল সাধন। অন্যাভিলাষ থাকিলে অসহিষ্ণু বা চঞ্চল হইতে বাধ্য হ'তে হয়। যাঁহারা নিত্য শুদ্ধ বাস্তবসত্যের অকপট সেবক, তাঁহাদিগের অযথা চঞ্চল হইবার আবশ্যকতা থাকে না।

কৃষ্ণ যারে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীধামের কত দয়া!

———::(০)::———

গৌরধাম গৌরাঙ্গময়। গৌরধাম গৌরের ন্যায় মহাবদান্য। গৌরধামের ন্যায় এত দয়ালু আর দেখা যায় না। শ্রীধামের সাক্ষাৎ কৃপা কটাক্ষ লাভ করা দুষ্কর। ভক্তগণ গৌরধামেই কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণধামেই গৌরধাম দর্শন করেন। গৌরধামে সর্ব্বক্ষণ গৌরলীলা চলিতেছে। ভাগ্যবান্ জনগণ সেই লীলা দর্শনের সৌভাগ্য পান। ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণ নিত্য এখানে বিরাজমান আছেন। ভক্তের নিকট তাঁর নিত্যপ্রকট।

শ্রীধাম চিন্ময়। শ্রীধাম জগৎ নহেন, তিনি জগদীশ, ভোগ্য নহেন—সেব্য। যে সৌভাগ্যবান্ জীবের উপর শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা বর্ষিত হয়, তিনি শ্রীধামে বাস করিবার সৌভাগ্য পান। বিমুখের বহু থাকিলেও শ্রীধাম-দর্শন বা শ্রীধাম-বাস হয় না। পুরুষ বা স্ত্রী এই সমস্ত থাকিবার থাকিলে ভাবৈকরসের আশ্রয়, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ বা শ্রীধামবাস হয় না। বিবেকে অপ্রাকৃত বিভূতিৎ শ্রীধামের বৃক্ষ, গোষ্ঠ বা জন-স্থানে শ্রীধামবাস হয়—শ্রীধামের কৃপা লাভ হয়। শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বক্ষণ শ্রীধাম-বাসিগণের সেবায় ব্যস্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীধামে থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীধাম অভিন্ন বস্তু। অপ্রাকৃত চক্ষে দর্শন হইলেই তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ দেখান। শ্রীধামের তৃণ, জল, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ সকলই বিপ্রলম্ভ-রসানন্দময়—শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভময়ী লীলার পুষ্টি-কারক। শ্রীগৌরসুন্দর যোগপীঠে—শ্রীচৈতন্যমঠে সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান আছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সেবায় ব্যস্ত শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমায়াপুর হইতে একপদও কোথাও যান না। বহির্মুখ অবস্থায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা দেখিতে পাইতেছি না বলিয়া তাঁহারা শ্রীধামে বিরাজমান নাই, এইরূপ মনে করিতে পারি না। নিষ্কপট দৈন্য, আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা সহ সবাচৈতন্যের সর্ব্বক্ষণ চাতকের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা প্রার্থনা করিতে থাকিলে অকিঞ্চন অনুগত জীব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের উপস্থিত, কৃপাশীর্ব্বাদ ও নব-নব সেবার প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসিগণের দয়ার তুলনা নাই। কিন্তু আমাদের সেই অপার দয়ার বিন্দুমাত্রও আর যার সমাচিত্তে অনুভূত হইতেছে না, ইহাই দুঃখ।

শ্রীধাম অশোক, অভয় ও অমৃতস্বরূপ। তাই শ্রীধামবাসীর ভয় নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই। ভগবদ্-ভক্ত-সুখবাঞ্ছা, বা ভোগবুদ্ধি হইতেই শোক-মোহ-ভয় প্রভৃতি দোষসকল হৃদয়ের উদয় হয়। সেখানে নিত্য অমৃত এবং কিসের ভয় বা প্রাকৃতই থাকে। যাঁহার যত অসুবিধাই থাকুক, তিনি যদি অকৃত্রিম-হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ শ্রীধামের কৃপা প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই শ্রীধামের কৃপা লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-বিলাসস্থলী। ভক্তগণ এই শ্রীধামে অবস্থান-পূর্ব্বক অনন্যচিত্তে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি নবধা ভক্তিদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীধামে বাস না করিলে শ্রীধামেশ্বর শ্রীনাথপ্রভু—শ্রীমহাপ্রভুর সেবা লাভ হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়ই শ্রীধাম-আশ্রয়। প্রকৃত গুরুচরণাশ্রয়ই শ্রীধামাশ্রয় বা শ্রীধামবাস। শ্রীধামের সহিত মায়ার কোন সংস্পর্শ নাই, এখানকার সমস্ত বস্তুই সৎ, সেব্য বা প্রভু। এখানকার সমস্ত বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। শ্রীধাম ভোগের ভূমিকা—জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণের স্থান নহে, তাহা সেবার ভূমিকা—শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের স্থান। শ্রীধামই জীবের আশ্রয়, এই শ্রীধাম-নবদ্বীপকে কোন শাস্ত্র পরব্যোমপুর, কোন শাস্ত্র বিষ্ণুসদন বৈকুণ্ঠ, আবার কেহ শ্বেতদ্বীপ এবং কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে ব্রজবন বলেন। চিৎ-শক্তি-প্রকটিত শ্রীধাম পরমস্বরূপ। এখানে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সেই নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিবার সৌভাগ্য কি আমাদের কখনও হইবে না?

শ্রীগৌরধামের অত্যদ্ভুত মহিমার কথা অনন্তদেবও অনন্তমুখে অনন্তকাল ধরিয়া কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। যে শাস্ত্রে শ্রীগৌরধামের মহিমা নাই, সেই অসচ্ছাস্ত্র শ্রবণের দুর্ম্মতি যেন আমাদের স্বপ্নেও কখনও না হয়। যাঁহারা গৌরধাম শ্রীমায়াপুরের নাম-মহিমা শুনিয়া উল্লসিত না হন, তাঁহারা যেন আমার কখনও দর্শন বা সম্ভাষণের বিষয় না হন।

কৃপাপারাবার শ্রীধাম জীবের ভাগ্যে নিরন্তর উদিত হইয়া আছে। সুতরাং এখন ভুক্তি-মুক্তি, ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মোক্ষ-লাভে কি প্রয়োজন? প্রাকৃত ধন-জন স্ত্রী-পুত্র, পাণ্ডিত্য ও লোক-প্রতিষ্ঠাদিরই বা কি আবশ্যক? অতএব হেয়া সাধকগণের কোন আবশ্যকতা দেখি না। সকলে নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরকে আশ্রয় করিয়া জীবন সার্থক করুন, গৌরগণ শ্রীমায়াপুরকে জীবন-স্বরূপ বলিয়া জানুন, তাহা হইলে আর কোন অসুবিধা থাকিবে না।

জন্ম জন্ম শ্রীধামের কৃপাপাত্রগণের বাস করিবার সৌভাগ্য আমাদের হউক। কেহ জানুন বা নাই জানুন, কোনভাবে শ্রীধামকে আশ্রয় করিলে শ্রীধামের কৃপায় তিনি নিশ্চয়ই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন। দেহ খণ্ড খণ্ড হউক, মহাবিপদ্ আসুক, রোগে, শোকে শরীর জীর্ণশীর্ণ ও ভগ্ন হউক, তথাপি আমি কিছুতেই গৌরধাম ছাড়িব না—এইরূপ নিষ্ঠা বা দৃঢ়তা যেখানে, সেখানে শ্রীধাম-কৃপা নিশ্চয়ই হইবে। সর্ব্বসাধনহীন হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি শ্রীধামকে অনন্য-ভাবে আশ্রয় করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি শ্রীরাধাপ্রিয় রাসোৎসবে যোগদানের সৌভাগ্য পাইবেন। আমার স্বজনগণ আমাকে পরিত্যাগ করে করুক, আমার মাতা-পিতা, বন্ধু বান্ধব, পতি বা পত্নী আমার শ্রীধামবাসের ইচ্ছা দেখিয়া আমার উপর নির্দ্দয় হন হউন, আমার দেহস্মৃতি ভগ্ন হয় হউক, তথাপি নবদ্বীপ ধাম হইতে একপদও অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা যেন আমার স্বপ্নেও না হয়, এইরূপ সুবুদ্ধি আমাদের হৃদয়ে উদিত হউক, ইহাই শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসিগণের নিকট আমাদের সকাতর প্রার্থনা। যিনি আমার একমাত্র আশ্রয়, আমার প্রাণসর্ব্বস্ব বা জীবনস্বরূপ শ্রীধামবাসে বাধা দেন, সেই পিতাকে পিতা, মাতাকে মাতা, বন্ধুকে বন্ধু, পতিকে পতি বা স্ত্রীকে স্ত্রী কি করিয়া বলিব? যে আমাকে শ্রীধামবাস হইতে বঞ্চিত করিতে চায়, নিশ্চয়ই সে হরিবিমুখ শত্রু; সে নিশ্চয় আমাকে তাহার ভোগরূপে চায়। সে ত' পুরুষোত্তম নয়। সেইরূপ মাতা-পিতা, বন্ধুবান্ধব বা পতি বা পত্নীর সমবায় আমার কি মঙ্গল হইবে? তাহারা ত' অসৎ। তাহাদের সঙ্গ করিলে আমার ত' কোনরূপই মঙ্গল হইবে না; আমি পাপের প্রতিমূর্ত্তি; সুতরাং আমার এমন ভাগ্য কি হইবে যে, আমি আজীবন শ্রীনবদ্বীপ-ধামে বাস করিতে পারিব?

শ্রীধামের স্থাবর জঙ্গম সবই আনন্দময়—সেবাময়। ইঁহাদের চরণে অপরাধ হইলে আর নিস্তার নাই। আমি যেন দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া অপ্রাকৃত-বুদ্ধিতে তাঁহাদের সেবা করিতে পারি; পরধন, পরদার, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, লোভ, হিংসা, কপটতাবশ, পর-দ্রোহ বা বৃথা আলাপাদি পরিত্যাগ করিয়া ইঁহাদের সেবা করিতে পারি। নবদ্বীপ-বাসের জন্য যদি অর্থাদিও করিতে হয়, পিতামাতা, পতি প্রভৃতি অনেককেও পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে তাহাও পরম ধর্ম্ম ও প্রকৃত কর্ত্তব্য, পরন্তু নবদ্বীপবাসের বাধা যাহা, তাহাই অধর্ম্ম, তাহাই পাপ।

শ্রীগৌরধাম অসীম করুণা-পূর্ণ। যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভাবেই তথায় অবস্থান করুন না কেন, সেইখানে তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবেন। যে গৌরধামে অনর্গল মহাপ্রেমামৃতাম্বু প্রবাহিত হয়, সেই গৌরধামে যেন আমার কোনরূপে রতি হয়। চঞ্চলচিত্ত, খাট বুদ্ধিমান, পাপাচারী, খল, ভগবৎ-সম্বন্ধ-সম্বন্ধহীন ব্যক্তিও কায়মনো-বাক্যেও যে শ্রীনবদ্বীপে বাস করিয়া সংসারবন্ধ নাশ করিতে পারে, সেই পরানন্দময় শ্রীমায়াপুর ব্যতীত আমি কাহাকে আশ্রয় করিব? কেহ বহু দেবতার অর্চ্চনা করুন, অথবা অন্য ব্রতে অবস্থিত থাকুন কিংবা পরম তার একমাত্র বিষয় ভোগেই রত হউন, তাঁহাদের সকলকে শ্রীনবদ্বীপধাম অচিন্ত্য শক্তি-বলে বিশুদ্ধ প্রেমরসে নিশ্চয়ই মোহিত করিয়া থাকেন। শ্রীধামের এত দয়া!

আমার চিত্তে যে কত দুর্বাসনা আছে তাহার অন্ত নাই। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও ইন্দ্রিয়গণকে কিছুমাত্র বশে আনিতে পারিলাম না, আমার একটী সাধন-ভজন নাই অথচ অনভিজ্ঞতারূপ দোষসমূহ সর্ব্বদা আমাতে প্রবেশ করিতেছে, এখন কোথায় যাই! কি করি! এমতাবস্থায় শ্রীগৌরধামের কৃপা ব্যতীত মাদৃশ অপরাধীর আর অন্য কোন গতি দেখি না। আমার প্রাণ, মন, আদি সব নাশ হউক, দুঃখাদি নষ্ট হইয়া দুঃখাদি হউক, সকলে আমাকে তিরস্কার করুক, চণ্ডাল-কুকুর ও গর্দ্দভের ন্যায় মনে করিয়া আমাকে সকলে ঘৃণা করুক, প্রাকৃত প্রকৃতিবশতঃ দৈহিক ও মানসিক বহু দুঃখ হয় হউক, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ নাই—যদি আমার শ্রীধাম-নবদ্বীপে বাসের সৌভাগ্য হয়। 'হা গৌরাঙ্গ! তুমি কি মাদৃশ পতিতকে কৃপা করিবে'—এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কবে আমি শ্রীধামের পথে পথে ভ্রমণ করিব? প্রাকৃত প্রকৃতিবশতঃ শরীর, বাক্য, মন, যেরূপ আচরণ করুক না কেন, সমস্ত দুর্বাসনা ত্যাগ করিয়া গৌরধাম আশ্রয় করিলে আর কোন চিন্তা নাই। এই গৌর-ধাম সকল বৈভবের সার, সকল ধর্ম্মের সার, সকল ভজনের সার, সকল সিদ্ধির সার, সকল মহত্ত্বের সার, সকল মাধুর্য্যের সার। এই গৌরধাম অমন্দোদয়দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ—মহা মহাবদান্য। শ্রীধামবাসে যাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, তাঁহার নশ্বর সুখঃপ্রদ স্ত্রী-পতি-পুত্র-কন্যাদির প্রয়োজন হয় না, তিনি কখনও পরম-পতির সেবা ছাড়িয়া নশ্বর অর্থ-লাভাকাঙ্ক্ষা করেন না, বৈকুণ্ঠের সম্পদ্‌ও তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। তাই তিনি অন্য কথা না বলিয়া, অন্য চিন্তা না করিয়া, অন্য কোথাও না গিয়া, অন্য কাহাকেও আশ্রয় না করিয়া কায়-মনো-বাক্যে সর্ব্বক্ষণ শ্রীধামের চিন্তাই করিয়া থাকেন, শ্রীধামের কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা তিনি স্বপ্নেও আলোচনা করেন না।

যদিও শ্রীনবদ্বীপধামের অযোগ্য মাহাত্ম্যে আমার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই, যদিও আমার শ্রীধামবাস করিবার ইচ্ছা আদৌ নাই, তথাপি আমার কায়-মনো-বাক্য সর্ব্বক্ষণ সেই অপার করুণাময় শ্রীধামের সেবায় নিযুক্ত থাকুক। এই শ্রীনবদ্বীপে যিনি সেবোন্মুখ হইয়া বাস করেন, যমরাজ তাঁহার কিঙ্কর হন। যদি কেহ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ নিরন্তর সংকীর্ত্তনামৃতরস পান করিতে চান, তবে তিনি শ্রীমায়াপুর-নগরে বাস করুন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম পালন, শতশত তীর্থ ভ্রমণ এবং বেদশাস্ত্রাদি পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া গৌরপ্রিয় শ্রীধাম-নবদ্বীপে বাস ব্যতীত কেহই বেদাদি-দুর্ল্লভ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা লাভ করিতে পারে না। তৃণাপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত অভিমানশূন্যতা, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণুতা, অমানি-মানদত্ব ও হরিপ্রেমে বিহ্বলতা একমাত্র শ্রীগৌরধাম সেবা ফলেই লাভ হইয়া থাকে। নিরাশ্রয় বদ্ধজীবের পক্ষে শ্রীগৌরধামের কৃপাব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নাই। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেই শ্রীগৌর-ধাম আশ্রয় করিয়া ধন্য হউন, ইহাই প্রার্থনা।

ভক্তিযোগ

——::(০)::——

চিত্তই জীবের বন্ধন ও মোচনের হেতু। চিত্ত বিষয়ে রত হইলেই জীব বদ্ধ হয়—তাঁহার গতিপথ রুদ্ধ হইয়া যায়; আর সেই চিত্তই শ্রীভগবানে রত হইলে জীব মোহমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ভগবতী প্রকৃতিই জীবকে নানাভাবে নাচাইয়া বিষয়ে আবিষ্ট-চিত্ত করায়। ভক্তিযোগে সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিক্রমে শ্রীহরিসেবা হইতেই জীবের সকল অভ্যুদয় হয়—প্রবলা প্রকৃতিও হীনবল হয়। শ্রীভগবানে অনন্য ভক্তিযোগ ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই।

শ্রীহরিপরায়ণ সাধুগণের মহিমা অসীম—অনন্ত অপার। সাধু ব্যতীত অন্যের সহিত সঙ্গ বন্ধন স্বরূপ, আর সাধুর সহিত সঙ্গ ভগবদ্ভক্তি-লাভের—পরমেশ্বরকে পাইবার সহজতম পথ। হরিজনগণ হরি সুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া সকল কার্য্য করেন। ভগবানের সেবার প্রতিকূল হইলে তাঁহারা স্বীয় আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবগণের সঙ্গ সত্বরে পরিত্যাগ করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহারা কেবল হরিকথা-প্রসঙ্গ লইয়াই কালাতিপাত করেন। হরিকথা-প্রসঙ্গ ব্যতীত সাধুর অন্যত্র অবস্থান নাই। যাঁহারা কৃষ্ণকথা লইয়াই কাল কাটান, তাঁহারাই সাধু। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা লইয়াই তাঁহারা পরমানন্দে থাকেন। ত্রিতাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। এইরূপ সাধুসঙ্গই সাধুজনের যাবতীয় হৃদয়-দোষ নষ্ট করাইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি লাভ করাইতে সমর্থ। সাধুসঙ্গে সতত শ্রীহরির কথা কীর্ত্তিত হয়। এইরূপ সাধুর সঙ্গ আবদ্ধ জনের বহির্ম্মুখ চিত্ত অন্তর্ম্মুখিক হইয়া ধন্য হয়। তখনই অপ্রাকৃত আত্মবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবলা হইয়া কৃষ্ণচরণ স্পর্শ করে।

ভক্তি দুই প্রকার—সগুণ ও নির্গুণ। কামীদিগের ভক্তি সগুণ, আর সকলের হৃদ্গুহাশয় ভগবানেই যাঁহাদের মন সাগর-গামিনী গঙ্গাপ্রবাহ-ধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্না হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীহরিপাদপদ্মেই ধাবিতা হয়, তাঁহাদের সেই অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, নিরবচ্ছিন্না ও নির্ম্মলা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তিই নির্গুণা ভক্তি। নির্গুণ ভক্তগণ মুক্তিকে পিশাচী বলিয়া আখ্যাত করেন ও মুক্তিসহ প্রকারভেদে জ্ঞান কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা নিরন্তর শ্রীভগবানের সেবা ভিন্ন আর কিছুই চাহেন না। ইহাকেই শুদ্ধ-ভক্তিযোগ বলে।

এই শুদ্ধভক্তিযোগই আত্মধর্ম্ম বা প্রেম-ধর্ম্ম। এই আত্মধর্ম্মের বন্ধন হইতে বিচ্যুত হইলেই আর পরস্পরের প্রতি ভোগবুদ্ধি করিতে থাকে। জগতের প্রত্যেক জীবই ভগবৎসেবক ইহা জানিতে পারিলে পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ বা ভোগবুদ্ধি থাকিতে পারে না।

ভক্তই জীবকে কৃষ্ণের সহিত নিত্য যোগ-যুক্ত করায়। ভক্তিযোগী নিত্য শ্রীবিগ্রহার্চ্চন ও শ্রীনামভজনরূপ যোগ সাধন করেন। ভগবানের সহিত জীবকে প্রীতি বা ভক্তিই যুক্ত করায়। ভগবানই আদরের বা প্রীতির একমাত্র পাত্র। প্রীতি থাকিলে ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ও সেবা হয়। ভক্তিসহকারে—আদরের সহিত ভগবানকে যাহা দেওয়া যায়, তিনি তাহাই গ্রহণ করেন। ভক্তিযোগী সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন পান। ভক্তিযোগ না হইলে স্বরূপ ভগবানকে কেহ পাইতে পারেন না। ভক্তিযোগী প্রথমে শ্রীভগবানকে শ্রীগুরুমুখে সর্ব্বক্ষণ দর্শন এবং অবশেষে সাক্ষাদ্ভাবেও দর্শন করিয়া থাকেন। ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের নিত্য-প্রাকট্য বর্ত্তমান আছে। ভক্তিযোগী ভগবানকে বিক্রয় করিতে পারেন। এই ভক্তিযোগ কিপ্রকার, তৎসম্বন্ধে মহাজনগণ বলেন,—

ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণনাম-স্মরণ-ক্রন্দন॥
কৃষ্ণ বলি' কান্দিলে সে কৃষ্ণনাম মিলে।
ধনে, কুলে কিছু নহে 'কৃষ্ণ' না ভজিলে॥
দেহ-গেহাপেক্ষা যার শ্রীকৃষ্ণপদে।
যেইজন হেন করে স্বতন্ত্র আচার॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটিগুণ স্নেহ-আচরণে।
পরমানন্দ হয় যাঁ'র নামশ্রবণে॥
কৃষ্ণপদে যদি ভক্ত যাঁ'র মন যায়।
শতমুখে গঙ্গা যেন তাহারে মিলায়॥
নির্গুণ ভক্ত ও তাঁ'রে বলে মহাশয়।

আগন্তুক বৈষ্ণবপ্রদিগের সম্প্রদায়ের সমন্বয়ভাবে তথাকথিত যোগসমূহের সহিত অপ্রাকৃত ভক্তিযোগের একাকার সাধন করিয়া যে তত্ত্ব মতান্য প্রকাশ করে, তাহা সম্যগ্ভাবে অশুদ্ধ-বিদ্ধ, সন্দেহ নাই। তাহারা ভক্তিযোগপথকে কাম্য ভাবে সম্পর্ণযুক্ত হইয়া যে অজ্ঞতা পোষণ করে, অচিরা তাহাদের ভক্তিপথের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন সমাচীন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(:০:)::——

বিষ্ণুর কথা শ্রবণ করিতে হইবে, বিষ্ণু কি জিনিষ জানিতে হইবে। শ্রুতবিষয় কীর্ত্তন করিতে হইবে। কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে। নিরন্তর বিষ্ণুর অনুশীলন করিতে হইবে।

শতকথা শতভাগ দিলে ভগবান উদ্ধার করেন। ভগবানের কথাতে আমাদের কর্ণ পরিপূর্ণ থাকুক। শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগমনই আমাদের চেতনতা সম্পাদন করুন। যাঁহারা মঠসেবক, তাঁহারা এক সেকেণ্ডও অবকাশে নিযুক্ত নাই। সর্ব্বক্ষণ চৈতন্যকথাতে আমাদের চিত্তবৃত্তি যেন বাধিত হয়। জগতের সকল ব্যক্তিই যে হরির সেবক, তাহা জানিতে চেষ্টা করুন।

যদি হরিভজন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক জিনিষের দ্বারা তাঁহার ভজন করিতে হইবে। তাঁহার সেবায় যে বস্তুটী বাদ পড়িবে, তাহার দ্বারাই জীবের ভোগ হইয়া যাইবে। আমাদের যেরূপ বহুদিনের বহির্ম্মুখতা ও চিত্তের মলিনতা, তাহাতে প্রকৃত নারায়ণপর সাধুর শ্রীমুখ হইতে সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধ নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করা দরকার। আমরা এমন অপদার্থের সন্তান হইয়াছি যে, ভোগ ব্যতীত আর কোন কথা আমাদের বিচারের সামনেই আসিতেছে না। নিজের ভোগত্যাগ-চালনাই যায়। সেবা-কণর পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণ করাই ভজন বা আরাধনা। বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে আমাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হওয়া আবশ্যক এবং মুক্তের বাসনাও ধ্বংস করা আবশ্যক।

সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচিত হউক। সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তনে মুখরিত হউক। যে সে স্থানে বা যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নামগ্রহণ করিতে হইবে। এই মনুষ্যজন্ম হারাইলে পুনরায় কে মনুষ্যজন্ম পাইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইলে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব নিজে শিষ্যের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না। তিনি শিষ্যকে দিয়া কৃষ্ণের সেবা করাইয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে অভিন্ন। শ্রীগুরুদেবের 'মত্তবস্থিতই গোলোক-বৃন্দাবন।' ভক্তগণকে তিনি বিশ্রম্ভ বিচারে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীগুরুদেবকে বিপদ মধ্যস্থ মনে করিলে কোন সুবিধা হইবে না, কেবল অমঙ্গল হইবে। শ্রীগুরুদেব পরম মঙ্গলের বস্তু। তাঁহাকে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে হিংসা বা অবজ্ঞা করিতে নাই।

যিনি সর্ব্বদা হরিসেবা-তৎপর, তাঁহার সঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু করিব না। হরিভজনই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা এবং কালবিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই হরিভজন আরম্ভ করিব, এইরূপ দৃঢ় উৎসাহনিশ্চয়তা লইয়া আমাদিগকে মনুষ্যজীবনের সর্ব্বকল্যাণসাধনে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। আমরা যদি কালবিলম্ব করি, তবে অন্য লোক আমাদের নিকট আসিয়া দুষ্ট পরামর্শ দিবার সুযোগ ও সময় পাইবে।

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপার কথা যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় যুক্ত হইয়াছেন, যিনি পূর্ণভাবে সেই চেতনবিগ্রহের কথা শুনিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে যোগ্য করাইয়া তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজেকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না জীব দেহ-গেহ-পুত্র কলত্র, কায়মনোবাক্য সর্ব্বস্ব-দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় উন্মুক্ত হইয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার যোগ্য কানে শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই।

যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিবে, প্রত্যেক নিশ্বাসে, প্রত্যেক প্রশ্বাসে, প্রত্যেক মুহূর্ত্ত-সময়ে, প্রত্যেক কথায় যেন কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করিতে পারি। অনুশীলনটা সেব্য-পুরুষের সেবায় ব্যয় করিতেছি, না নিজের দেহ-মনের খানিকটা ভাগ সেখানে বসাইবার চেষ্টা করিতেছি,—এ বিষয়ে সাবহিত হওয়া আবশ্যক। সাধুর প্রসঙ্গ হইতে একমুহূর্ত্ত অন্য বিষয়ে থাকিতে হইলে অনুশীলন হইবে না।

শ্রীধামে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী

গত ১১ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীশ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির ও শ্রীধামের অন্যান্য মঠসমূহে শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীব্রত বিরাট হরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটি নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হন। তথায় সমস্ত দিবস পাঠ, কীর্ত্তন ও শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপার কথা আলোচিত হয়।

তৎপর দিবস শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যারাত্রিক পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

Regd. No. C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের জন্য	৪র্থ, ৭ম দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	৷০	।৶০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
ইঞ্চি	২৲	১৷৹	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲		" এক কলম	৫০৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -উড়িয়াভাষায় একমাত্র পাক্ষিক পারমার্থিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরনাথ বিদ্যাসাগর ভারতী বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মকথনাত্মক গ্রন্থটি শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-পার্ষদ-পৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণেরই হৃদয়ের বিকাশ স্বরূপে গ্রথিত, তাহা নহে, পরন্তু পাঠক আত্মকথনকারীর এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তরোত্তর কলিযুগোচিত এই সংসারের অন্তরালে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAI TANYA—শ্রীমদ্ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পো:-ব-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার জ্বর আরোগ্য হয় কিনা। ছোট বোতল ।৶০ বড় বোতল ১৷০ মাশুল স্বতন্ত্র। পাইকারী—১১৫ নং ৪ চিৎপুর রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ভারতে লবণ সমস্যা

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ হইতে ভারত সরকারের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। উহাতে সাধারণের ব্যবহারের জন্য অবিলম্বে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ বাজারে আমদানী করিবার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বজনক ভাবে ভারতের পশ্চিমাংশ হইতে রেলযোগে লবণ চালান করিবার ব্যবস্থা করা, লবণ প্রস্তুত করিবার উপযোগী অঞ্চলসমূহে লবণ উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া এবং লবণের উপর ধার্য্য করের হার কমাইয়া দেওয়ার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্ম-প্রত্যাগত সরকারী কর্ম্মচারী

ব্রহ্ম সরকার, ব্রহ্ম সিভিল সার্ভিসের কর্ণেল আর আর টউইংকে ভারতে তাঁহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মের সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল কর্ম্মচারী ছুটি লইয়া ভারতে আসিয়াছেন এবং যাঁহাদিগকে ভারতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তাঁহাদের বেতন, ছুটির বেতন, পেন্সন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং অন্যান্য প্রাপ্য সম্বন্ধে তিনি যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ঐ সকল সরকারী কর্ম্মচারী কলিকাতায় বাঙ্গলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের মারফতে লেঃ কর্ণেল টউইং-এর নিকট দরখাস্ত করিবেন। যাঁহারা কলিকাতার বাহিরে আছেন এবং বেতন ও পেন্সন প্রভৃতির দাবী-সম্বলিত মূল দলিলাদি হাতছাড়া করিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে কোনও গেজেটেড অফিসার বা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এফিডেভিট করিয়া উক্ত দলিলের নকল সহ আবশ্যকীয় দাবীনামা দাখিল করিতে হইবে। নকল লেঃ কর্ণেল টউইং-এর নিকট পাঠাইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় সেপ্টেম্বর হইতে আগত অনেক বাঙ্গালী ছাত্রকে বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করিয়া ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ন্তগত স্থানে এম এ পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হয়। আশ্রয়প্রার্থী ছাত্রকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষা দিবার বিশেষ সুবিধা দেওয়ার দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম।

সেনেট এই সভায় কয়েকটি কলেজকে ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম হইতে বিজ্ঞান

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হইতে শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারীর পদত্যাগ

শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। মাদ্রাজ গৌহাটী আবুল কালাম আজাদ দুঃখের সহিত তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

হল্যাণ্ডের বাণিজ্য জাহাজ

হল্যাণ্ডে জার্ম্মাণ অভিযানের পর হল্যাণ্ড মিত্রপক্ষকে যে ২৬,১০,০০০ টন বাণিজ্য জাহাজ দিয়াছিল, তন্মধ্যে ৪,১৯,১৫৮ টন জাহাজ ১৯৪১ সালের শেষ পর্য্যন্ত খোয়া যায়। লণ্ডনে স্বাধীন ডাচ সংবাদপত্র 'ভ্রী নেদারল্যাণ্ড'-এ এই প্রথম ডাচ জাহাজের হিসাব দেওয়া হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ ও বি, এস-সি পরীক্ষা

গত শুক্রবার হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ ও বি এস সি পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এ বৎসর ৫৭২০ জন বি, এ এবং ১৩৬৫ জন বি, এস-সি তে পরীক্ষা দিতেছে। বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবার কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-কেন্দ্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কলিকাতায় তিনটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কলিকাতায় ১২৭১ জন ছাত্র এবং ২১৯ ছাত্রী বি এ ও বি, এস সি পরীক্ষা দিতেছে।

বৃটেনে এক বৎসরে মাত্র ২০৮ জন হত

কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে, ১৯৪১ ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বৃটেনের বিমান বোমার বিমান হানার ফলে ২০৮ জন অসামরিক অধিবাসী হত হইয়াছে।

ইরাক ও ইরাণ রক্ষার ব্যবস্থা

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, "মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষার" পক্ষে ইরাক ও ইরাণের রক্ষাব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ঐ সব রাষ্ট্রে ইজারা ও ধারদান আইন অনুযায়ী সাহায্য করার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হইবে।

মার্কিণ নৌবাহিনী

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগ হইতে যে বিজ্ঞপ্তি হইয়াছে যে, ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর মোট ৫৩০০ জন হতাহত হয়। তন্মধ্যে ২৯৯১ হত, ২৪৯৯ নিরুদ্দিষ্ট এবং ২০৭ আহত হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনরোত্তমদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সচিত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও পরিষ্কৃত হইয়া "প্রতিশব্দ"-ভাষাসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সম্প্রদায়-সাধক প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ ৯ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৬শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৯ই মে, ইং ১৯৪২, শনিবার } ৬৪-৬৫শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ ত্রিবিক্রম, অপরা একাদশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

নীলাচলপথে শ্রীমহাপ্রভু

—:০:(০):০:—

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু কাটোয়ায় শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলাভিনয় করিয়া বিভিন্ন স্থানে বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ঠাকুর হরিদাসের লীলাস্থলী ফুলিয়া-নগরে শুভাগমনপূর্ব্বক তথা হইতে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ভবনে শুভপদার্পণ করিলেন। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ গৌরপদতলে লুণ্ঠিত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে কোলে লইলেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীঅচ্যুতানন্দকে বলিলেন,—"হে অচ্যুত, আচার্য্য তোমার পিতা; সে সম্বন্ধে আমি ও তুমি দুই ভাই।" তখন শিশু অচ্যুতানন্দ মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"তুমি জীবমাত্রেরই সখা। শ্রুতিশাস্ত্রে তোমাকেই সখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

অচ্যুত বলেন,—"তুমি দৈবে জীবসখা।
সবাকার বাপ তুমি এই বেদে লেখা॥"

অচ্যুতানন্দের কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু হাস্য করিতে লাগিলেন এবং ভক্তগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে ভক্তগণের সহিত কয়েকদিন বিলাস করিয়া একদিন শান্তিপুরে ভক্তগণের নিকট নীলাচলে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভক্তগণ প্রভুকে পথে নানা বিপদের আশঙ্কার কথা জানাইলেন। স্বতন্ত্র ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"যত বিপদই আসুক আমি নিশ্চয়ই নীলাচলে যাইব।" প্রভুর দৃঢ় সঙ্কল্প জানিয়া অদ্বৈতাচার্য্য যোড়হস্তে বলিলেন,—"তোমার পথ রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। যাঁহার স্মরণে সমস্ত বিঘ্ন নাশ হয়, তাঁহার কি কেহ কখনও বিঘ্ন করিতে পারে?" এই কথা শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং 'হরি' বলিতে বলিতে নীলাচলাভিমুখে শুভবিজয় করিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচলাভিমুখে যাত্রাকালে বিরহ-কাতর ভক্তগণ ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়া এরূপ সান্ত্বনা প্রদান করিলেন,-

"চিত্তে কেহ কোন কিছু না ভাবিহ বাধা।
তোমা সবা আমি নাহি ছাড়িব সর্ব্বথা॥
কৃষ্ণনাম লহ সবে বসি' গিয়া ঘরে।
আমিহ আসিব দিন-কতক ভিতরে॥"

কৃষ্ণ মথুরাভিমুখে গমনকালে ব্রজবাসিগণের যেরূপ বিরহ-দুঃখ হইয়াছিল, অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দরের ভক্তগণেরও তদ্রূপ দুঃখ উপস্থিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীব্রহ্মানন্দ চলিলেন। পথে ভক্তগণের নিষ্কিঞ্চনতা পরীক্ষা করিবার জন্য মহাপ্রভু কাহারও কাছে কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় কেহই কিছু আছে নাই বলিলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভক্তগণকে ভগবানের প্রতি নির্ভরতা, আত্ম-নিবেদন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন,—"প্রভূত পরিমাণ খাদ্য অনায়াস-লভ্য হইলেও কৃষ্ণের ইচ্ছা না থাকিলে খাদ্যের সাক্ষাৎ উপবাস ঘটে। যাঁহারা ভগবান নির্ভর করেন, সেই নির্ভরকারীর দুষ্প্রাপ্য বস্তুও অরণ্যে আসিয়া অযাচিতভাবে জুটে। প্রচুর খাদ্য সম্মুখে থাকিলেও যদি আস্বাদন সে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। আমরা যাহার সমস্ত ভগবদিচ্ছায় আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়—অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা এ সকল কথা বুঝিতে পারে না।

অনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু আঠিসারা গ্রামে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় অতিথি-লীলা স্বীকার করিলেন। অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে সমস্তরাত্রি কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গাতীর ধরিয়া প্রাতঃকালে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে জাহ্নবীর কূলে কূলে ছত্রভোগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় ছত্রভোগে গঙ্গাদেবী শতমুখী হইয়া প্রবাহিতা ছিলেন। সেস্থানে একটী জলময় শিবলিঙ্গ বিরাজমান ছিলেন। সেই শিবলিঙ্গের নামানুসারে লোকে ঐ স্থানকে অম্বুলিঙ্গঘাট বলিত। এই অম্বুলিঙ্গ শিবের সম্বন্ধে একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা আছে। পুরাকালে ভগীরথ যখন গঙ্গার আরাধনা করিয়া বংশ উদ্ধারের জন্য গঙ্গাকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তখন শিব গঙ্গার বিরহে ব্যাকুল হইয়া গঙ্গার স্মরণ করিতে করিতে পর্য্যটন করিতে থাকেন এবং ছত্রভোগে গঙ্গাদেবীকে শতমুখী হইয়া প্রবাহিতা হইতে দেখিয়া অনুরাগ-বিহ্বলচিত্তে গঙ্গায় ঝম্পপ্রদান করেন। ঝম্পপ্রদানমাত্রই শিব জাহ্নবীর সহিত জলরূপে মিলিত হ'ন। জগন্মাতা জাহ্নবীও শঙ্করকে অশেষ ভক্তিভরে পূজা করেন। শঙ্কর সেইস্থানে জলরূপী হইয়া নিত্য বাস করিতে থাকেন। গঙ্গা এবং শিবের প্রভাবে ছত্রভোগ গ্রাম পরমধন্য, মহাতীর্থরূপে পরিগণিত হইল। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের পাদস্পর্শ হইয়া ছত্রভোগ মহা-মহা তীর্থেরও বৈষ্ণবসমাজে খ্যাতি লাভ করিল।

মহাপ্রভু এই অম্বুলিঙ্গঘাটে উপস্থিত হইয়া শতমুখে স্বরধুনী গঙ্গা দর্শন করিলেন। গঙ্গাদর্শনমাত্রে প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে অলৌকিক লীলার উদ্দীপনা হইল। প্রভু মহানন্দে বিভাবিত হইলেন। এই ছত্রভোগে তদানীন্তন অধিকারী রামচন্দ্র খান ঘটনাক্রমে সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র খান বিষয়ী হইলেও মহাভাগ্যবান্; কারণ মহাভাগ্যবান্ না হইলে সর্ব্বাধিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন, সেবা ও সম্ভাষণ ঘটে না। রামচন্দ্র খান মহাপ্রভুর অলৌকিক তেজঃপুঞ্জে বিস্মিত হইয়া একেবারে দণ্ডবৎ ভূমে পতিত হইলেন। প্রভুর সহিত রামচন্দ্র খানের পরিচয় হইল। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি যখন এই দেশের অধিকারী, তখন আমাদিগকে নীলাচলে যাইবার পথ বলিয়া দাও।" 'নীলাচলচন্দ্র' শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। প্রভুর আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া রামচন্দ্রখান তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু রামচন্দ্র খানের বিশেষ প্রার্থনায় তৎপ্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সেই রাত্রে ছত্রভোগের কোন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণের গৃহ সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত হইল। ছত্রভোগে মহাপ্রভু ভক্তগণসহ কীর্ত্তনলীলার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর রামচন্দ্র খান মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন, -"প্রভো! গঙ্গার ঘাটে নৌকা প্রস্তুত আছে।" মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া ছত্রভোগবাসিগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া নৌকারোহণে বিষ্ণুপুর নীলাচলের দিকে

চলিতে লাগিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে থাকিলে অবোধ নাবিক ভীত হইয়া পড়িল। নাবিকের ভয় দেখিয়া সকলকে একটু সঙ্কুচিত হইতে দেখিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"ভয় কিসের? সুদর্শন চক্র সর্ব্বক্ষণই ভক্তগণকে রক্ষা করেন। বৈষ্ণব-রক্ষক সুদর্শন সর্ব্বত্রই বিরাজমান। বৈষ্ণব-হিংসা করিলে সুদর্শনের আঘাতে পাপিষ্ঠ জনগণ পুড়িয়া মরিবে। বিষ্ণুচক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে ভক্তগণকে দমন করিবার শক্তি কাহার আছে?"

নৌকা উৎকল দেশে প্রয়াগ-ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল; মহাপ্রভু উৎকলদেশে আসিলেন। প্রভু সেইস্থানে গঙ্গাঘাটে স্নান করিয়া তথায় যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহেশকে প্রণাম করিলেন এবং সন্ন্যাসীরূপী ভগবান্ গৌরহরি একাকী প্রতি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবের প্রতি কৃপা করিলেন। প্রভুর ভিক্ষা দ্রব্য দেখিয়া ভক্তগণ হাসিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, তুমি আমাদিগকে পোষণ করিতে পারিবে।" সন্তোষে শ্রীজগদানন্দ তাহা রন্ধন করিলে সকলেই প্রীতির সহিত ভোজন করিলেন। সর্ব্বরাত্রি সেই গ্রামে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া উষঃকালে মহাপ্রভু অগ্রে গমন করিলেন। পথে দুরাচার দানী মহাপ্রভুর কয়জন লোক আছে জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন,—

* * জগতে আমার কেহ নয়।
আমিহ কাহার নহি—কহিনু নিশ্চয়॥
এক আমি, দুই নহি সকল আমার।

প্রভুর কথা শুনিয়া দানী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। দানী প্রথমে ভক্তগণকে ছাড়িয়া দেয় নাই, পরে মহাপ্রভুর প্রেম দেখিয়া দানী মহাপ্রভুর নিকট কৃপা ভিক্ষা করিলে মহাপ্রভু তাহার প্রতি শুভদৃষ্টি করিয়া নীলাচলাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। প্রেমানন্দে মত্ত প্রভু পথক্লেশ বুঝিতে পারেন নাই। প্রভু সুবর্ণরেখাতে আসিয়া ভক্তগণ-সহ সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করিলেন। মহাপ্রভু একে অগ্রসর হইতে থাকিলে শ্রীনিত্যানন্দাদি শ্রীমহাপ্রভুর বহু পশ্চাতে পড়িলেন। শ্রীজগদানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর দণ্ড বহন করিয়া চলিয়াছিলেন। শ্রীজগদানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট ঐ দণ্ড রাখিয়া ভিক্ষাবেশে গমন করিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু করে দণ্ড লইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, যে প্রভুকে তিনি হৃদয়ে নিত্য বহন করেন, সেই প্রভু দণ্ড বহন করিবেন, ইহা কখনও সমীচীন হইতে পারে না। ইহা ভাবিয়া শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর দণ্ডটীকে তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের এই অদ্ভুত-লীলা সাধারণ জীববুদ্ধির অগম্য। একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দই ইহার মর্ম্ম জানেন। পরে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট পণ্ডিত জগদানন্দ ভগ্ন দণ্ডগুলি লইয়া গেলে তাহা দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য দণ্ড ভাঙ্গিলে বল দেখি?" নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—"শুধু বাঁশখান মাত্র ভাঙ্গিয়াছি, তাহাও যদি ক্ষমা করিতে না পার, তবে তাহার উচিত শাস্তি দাও।" প্রভু বলিলেন, "যাহাতে সর্ব্বদেবের অধিষ্ঠান, সে দণ্ড কি তোমার মতে বাঁশ হইল?" শ্রীগৌরসুন্দরের আচরণ লীলা তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত ব্যতীত অপরে বুঝিতে পারে না। তিনি মনে একরূপ করেন, মুখে অন্যরূপ বলেন; সুতরাং তাঁহার অন্তর না জানিলে কে তাহা বুঝিবে? তিনি যাহাকে মারেন, তাঁহার প্রতি কতই প্রীতি দেখান, আবার যাহাকে সদা সদাই ভালবাসেন, তাহার প্রতি কতই রাগ বা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি ভক্তপক্ষপাতী বা ভক্তবাধ্য হইয়াও অনেক সময় প্রাণসদৃশ ভক্তগণের প্রতিও নিরপেক্ষ হন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ শ্রীগৌরহরির প্রাণসদৃশ। তিনি ভক্তগণকে ছাড়িয়া একমুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। তিনি ভক্তগণের প্রেমাধীন। ভক্তের সুখেই তাঁহার সুখ। ভক্তই তাঁহার জীবন, তথাপি তিনি স্বীয় নিরপেক্ষতা মধ্যে মধ্যে জানাইবার জন্য ভক্তগণের বাধ্য নহেন—ইহা দেখাইয়া থাকেন; নতুবা মৎসর মানবজাতি ভগবান্‌কে তোষামোদপ্রিয় বলিয়া মনে করিবে। ঐরূপ নির্ব্বোধজনগণের মঙ্গলের জন্য শ্রীচৈতন্য দেব ভক্ত ও অভক্ত উভয়ের প্রতি সমভাব দেখাইয়া নিরপেক্ষতার ছলনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুগত ব্যতীত তাঁহার কার্য্যকলাপ বুঝিবার সাধ্য অপরের নাই।

আপনি [illegible] করিয়া দণ্ড ভাঙ্গিয়া নিত্যানন্দের প্রতি বাহ্যতঃ ক্রোধের লীলা প্রকাশ করিলেন এবং সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী জলেশ্বর শিবের স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিব স্থানে আনন্দ নৃত্যলীলা প্রকাশ করিলেন; কিছুক্ষণ পরে ভক্তগণও মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু ভক্তকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া বলিতে লাগিলেন,—

সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
নিত্যানন্দপ্রতি সবে হও সাবধান॥
মোর দেহ হইতে নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দঢ়॥
নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি তার প্রেমভক্তি বাধ॥
নিত্যানন্দ প্রতি যার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥

জলেশ্বরে একরাত্রি থাকিয়া প্রভাতে ভক্তগণকে লইয়া চলিতে চলিতে বাঁশদহ পথে এক শাক্ত সন্ন্যাসীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। তথা হইতে গৌরাঙ্গ-সুন্দর রেমুণা গ্রামে শুভাগমন করিলেন। রেমুণায় নিজ-প্রিয় গোপীনাথ দর্শন করিয়া মহাপ্রভু তৎসম্মুখে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তথা হইতে মহাপ্রভু আদি বরাহের স্থান যাজপুরে আসিলেন। তথায় মহাতীর্থ বৈতরণী নদী আছে। কোন ভক্ত এই নদী পার হইলে দেবগণ তাহাকে চতুর্ভুজ দর্শন করেন। যাজপুরে অসংখ্য দেবালয় আছে। ভক্তগণসহ প্রথমে দশাশ্বমেধ-ঘাটে স্নান করিয়া মহাপ্রভু আদি-বরাহমন্দিরে গমনপূর্ব্বক নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। তথায় হঠাৎ তিনি সকলকে ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে, প্রভুকে না দেখিয়া সকলে বিকল হইয়া পড়িলেন। পরদিন মহাপ্রভু সমস্ত দেবমন্দির দর্শন করিয়া ভক্তগণের নিকট আসিয়া মিলিত হইলেন। প্রভু দর্শনে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রহিল না। অনন্তর শ্রীগৌরসুন্দর কটক-নগরে গমন করিলেন। কটকে ভাগবতী মহানদীর জলে স্নান করিয়া মহাপ্রভু সাক্ষি-গোপালের স্থানে আসিলেন। সাক্ষিগোপালের স্থানে গমনপূর্ব্বক নমস্কার ও স্তব করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও লোকশিক্ষার্থ নিরন্তর ভক্ত-লীলা করিয়াছেন। তথা হইতে ভুবনেশ্বরে আসিয়া ভুবনেশ্বর শিবের নিকট মহানৃত্য করিতে লাগিলেন। তথায় যত দেবালয় আছে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহা সমস্তই দর্শন করিলেন। তথা হইতে ক্রমে কমলপুরে আসিয়া শ্রীমন্দিরের চূড়া-দর্শনে মহাপ্রভুর ভাবাবেশ হইল। প্রাসাদের দিকে চাহিয়া শ্লোক পড়িতে পড়িতে মহাপ্রভু চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন,—

প্রভু বলে,—"দেখ প্রাসাদের অগ্রভূলে।
হাসেন আমারে মোর শ্রীবালগোপালে॥"

এই বলিতে বলিতে মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ বিবশ হইয়া আছাড় খাইতে লাগিলেন। ভক্তগণও চরণ প্রান্ত রক্ষা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে নীলাচলাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। প্রেমোন্মত্ত হইয়া চলিতে চলিতে প্রভু আঠারনালায় উপস্থিত হইয়া ভাব সম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

তোমরা ত' আমার করিলা বড় কাম।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহাধাম॥
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি না যাইব আগে তাহা বল মোরে॥
মুকুন্দ বলেন, তবে তুমি আগে যাও।
ভাল বলি' চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রাও॥

অনন্তর শ্রীমহাপ্রভু সত্বর পুরীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অন্য দ্বারে সার্ব্বভৌম জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীগৌরসুন্দরও জগন্নাথ দর্শন করিলেন। প্রভু জগন্নাথকে কোলে করিবার ইচ্ছা হইলে বিশেষ আনন্দে বিবশ হইলেন। প্রভুদের ভক্তে সকল স্থান কাঁপিয়া গেল, মহাপ্রভু প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। অন্ন পাণ্ডাগণ তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলে সার্ব্বভৌম তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। সার্ব্বভৌম বহু লোকজন লইয়া মহাপ্রভুকে নিজ-মন্দিরে লইয়া গেলেন। ইত্যবসরে ভক্তগণ সিংহ-দ্বারে আসিয়া তথায় প্রভুর কথা শুনিয়া সিংহ-দ্বারে নমস্কারপূর্ব্বক সানন্দে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। ভক্তগণকে দেখিয়া সার্ব্বভৌম পরমানন্দিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর নিকটেই বসিয়া রহিলেন। ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিন-প্রহরেও প্রভুর বাহ্য হইল না। বহুক্ষণ পরে শ্রীগৌরহরি বাহ্যপ্রকাশ করিলে, সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন, "জগন্নাথ দর্শন করিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া বক্ষমধ্যে পূরিবার ইচ্ছা হইবামাত্র আমি জগন্নাথকে ধরিতে গেলাম। তারপরে কি হইল তাহা আমার মনে নাই। সুতরাং আজ হইতে আমি বলিতেছি যে, আমি আর কখনও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব না। গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া জগন্নাথ দর্শন করিব।" এই কথা বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু সানন্দে ভক্তগণের সহিত স্নান করিলেন। ইত্যবসরে সার্ব্বভৌম-মন্দিরে বিচিত্র মহাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীমহাপ্রভু মহাপ্রসাদকে নমস্কার করিয়া ভক্তগণকে লইয়া প্রসাদ সেবা করিতে লাগিলেন।

মৈত্রেয়ীর প্রতি উপদেশ

——::(০)::——

বহু প্রাচীনকালে যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক শ্রেষ্ঠ ঋষি ছিলেন। মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন। একদিন মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য জানাইলেন যে, তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অতএব তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! এই ধনধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা যদি আমার হয়, তাহা হইলে আমি কি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"না, ইহার দ্বারা তুমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে না। তবে ধনসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবন যেরূপ লৌকিক সুখ-ভোগে যাপিত হয়, তোমার জীবনও সেইরূপ সুখভোগে অতিবাহিত করিতে পারিবে; কিন্তু বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের কোন আশা নাই।"

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যে ধন বা ধনসাধ্য কর্ম্মের দ্বারা আমি অমৃত লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? অতএব হে ভগবন্, আপনি যাহা অমৃতের সাধন বলিয়া জানেন তাহাই আমাকে বলুন।"

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

যাজ্ঞবল্ক্য আনন্দের সহিত মৈত্রেয়ীকে বলিলেন,—"মৈত্রেয়ি! তুমি আমার প্রিয় ছিলে, বর্ত্তমানেও তুমি আমার চিত্তের অনুকূল প্রিয়বাক্যই বলিতেছ। তুমি আমার নিকট উপবেশন কর। আমি তোমার নিকট আত্মতত্ত্বের কথা কীর্ত্তন করিতেছি; খুব মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া আমার কথাগুলি শুনিও। মৈত্রেয়ি! পতির প্রয়োজনের জন্য কোন পত্নী পতির প্রিয়া হন না, কিন্তু নিজের সুখের জন্য পতির প্রিয়া হইয়া থাকেন। এইরূপ পত্নীর প্রয়োজনের জন্য পতি কখনও পত্নীর প্রিয় হন না। কিন্তু নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই পতি পত্নীর প্রিয় হইয়া থাকেন। পিতা যে পুত্রকে ভালবাসেন, তাহা পুত্রের সুখের জন্য নহে, আত্মসুখের জন্যই তাহাকে ভাল বাসিয়া থাকেন। এইরূপ ধনের প্রয়োজন সিদ্ধি হউক বা ধনের সুখ হউক, এজন্য লোকে ধনকে ভালবাসে না, কিন্তু নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই ধন লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সুখের জন্য লোক ব্রাহ্মণকে ভক্তি করেন না, নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রাজার প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত রাজা প্রজার প্রিয় হন না, কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজা প্রজার প্রিয় হইয়া থাকেন। স্বর্গের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য লোক স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করে না, কিন্তু নিজের সুখভোগের জন্যই স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। দেবগণের প্রীতির জন্যই লোকে দেবতাগণকে ভক্তি করেন না, কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই দেবতাগণকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। প্রাণিগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রাণিগণ লোকের প্রিয় হয় না, কিন্তু স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্যই প্রাণিগণ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ভক্তলোকের জন্য গাভীকে যত্ন করিলে গাভীর প্রতি প্রীতি প্রদর্শিত হয় না, উহা নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রযোজিত হইয়া থাকে। মাতা স্নেহভরে সন্তানকে বদন চুম্বন করে, তখন সন্তান ক্রন্দন করিলেও সে তাহাতে বিরত হয় না, কেন না মাতা নিজের সুখের জন্যই ঐরূপ করিয়া থাকে, সন্তানের সুখের জন্য নহে। হে মৈত্রেয়ি! অধিক কি বলিব? লোকে স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব পতি, পুত্র বা ধনাদির প্রতি যে প্রীতি তাহা কেবল কপটতা। সেই কপটতা পরিত্যাগ করিয়া যিনি সকলের নিত্য প্রিয়তম, একমাত্র তাঁহার প্রীতির জন্য তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহাকেই দর্শন কর, তাঁহারই কথা শ্রবণ কর, তাঁহারই কথা মনন কর, তাঁহাকেই ধ্যান কর। তাঁহাকে জানিলে সমস্ত জানা হইবে, তাঁহাকে ভালবাসিলে সকলকেই ভাল বাসা হইবে।

শিববিষ্ণু

——::(०)::——

মায়ার সহিত কৃষ্ণের সঙ্গ সাক্ষাদ্ভাবে হয় না, গৌণভাবে হয়। কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতাররূপে মায়াকে ঈক্ষণ করেন। সৃষ্টিকল্প-কালেও মায়ার সহিত ভগবানের সঙ্গ নাই, কেন না, চিচ্ছক্তি রমাদেবী তৎকালে স্বরূপবাহিনী অনপায়িনী শক্তিরূপে সেই ঈক্ষণ-কার্য্য বহন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বহিরঙ্গা মায়াশক্তিতে রমণ করেন না। তথাপি ভগবানের সহিত মায়ার সম্যক্‌ভাবে বিয়োগ বা বিচ্ছেদ নাই। বহিরঙ্গা মায়া সেই রমাদেবীর দাসীরূপে রমার সহিত রমণাথ ভগবানের সেবা করে। চিচ্ছক্তিরূপা রমাদেবী নিত্যস্বরূপা ভগবৎ-প্রিয়া। সৃষ্টিকালে প্রপঞ্চোন্মুখ কৃষ্ণাংশের যে স্বাংশজ্যোতিঃ উদিত হয়, তাহাই ভগবান্‌ শম্ভুরূপ ভগবল্লিঙ্গ অর্থাৎ প্রকটিত চিদ্‌বিশেষ; তাহাই সনাতন জ্যোতির আভাস। সেই লিঙ্গ—নিয়তির বশীভূত প্রপঞ্চোৎপাদকাংশ নিরাশ্রয় হইতে যে সর্বাধিনী শক্তির উদয় হয়, তাহাই অপরাশক্তি যোনিরূপা মায়ার স্বরূপ। সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে গোলোকাধিপতি কৃষ্ণাংশ কারণবারিতে মহাবিষ্ণুর পুরুষরূপে শয়ন করত মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই ঈক্ষণই সৃষ্টির নিমিত্তকারণ প্রতিফলিত জ্যোতির আভাসরূপই শম্ভু। তাহাই রমা-শক্তির ছায়ারূপা মায়ার প্রসবশক্তি সংযুক্ত হয়। তখন মহত্তত্ত্বের। কামবীজের আভাস আসিয়া সৃষ্টিকার্য্য মহাবিষ্ণু-সৃষ্ট কামের প্রথম উদ্দেশ বিকারযুক্ত হয়; তাহাই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেকানেক তত্ত্ব। ইহাতে খুব বিচার এই যে, নিমিত্ত উপাদান লইয়া পুরুষেচ্ছাই সৃষ্টি করে নিমিত্তই—মায়া অর্থাৎ যোনি এবং উপাদানই শম্ভু অর্থাৎ লিঙ্গ। মহাবিষ্ণু—পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছার কর্ত্তা। এবাম্ব প্রধানরূপতত্ত্বই—উপাদান এবং আধারস্য প্রকৃতি তত্ত্ব—মায়া। তদুভয় সংযোগকালে ইচ্ছাময় তত্ত্বই প্রপঞ্চপ্রকটনকারী মহাবিষ্ণুরূপ পুরুষ।

কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু চিচ্ছক্তির একাংশে সৃষ্টিকালে চিজ্জগৎ ও মায়িকজগতের মধ্যসীমায় বিরজায় নিত্য শয়ন করিয়া দূরস্থিত ছায়ারূপ মায়াশক্তির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তৎকালে সেই নিমিত্ত-স্বরূপা ছায়ারূপ স্বরূপা দুর্গাদেবীরূপা প্রধানশক্তি শম্ভু, নিমিত্তাংশ ... কিন্তু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিৎস্বরূপ মহাবিষ্ণুর প্রভাব ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না; সুতরাং নিমিত্তরূপা মায়া ও উপাদান উভয়ের ক্রিয়াতেই সর্ব্ব মহত্তত্ত্বের অংশ মহাবিষ্ণু আধারভাবে স্বরূপে ... হইলে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(०)::——

যাঁহাদের সেবার জন্য স্বয়ং ভগবান্‌ও ব্যস্ত সেই বৈষ্ণবের সেবা করিবার জন্য যত্ন, প্রাকৃত লোকের বুদ্ধি হয় না। তাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে—বৈষ্ণবের সেবা। অনেক প্রচারক ভগবানের সেবার কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তের সেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার কথা বলিয়াছেন। যেখানে মুক্ত ভগবদ্বিগ্রহ—যেখান হইতে মুক্ত ভগবদ্বিগ্রহের শৌর্য্য কথা প্রকাশিত হয়—সেখানে গমন করিয়া উত্তর

মহাবিষ্ণুর আনুকূল্যে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, তন্মাত্র ও জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়সকল সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণকণরূপ অসংখ্য জীব হইতে উৎপন্ন।

মায়িকজগতে যে বিকৃত অভিমানরূপ লিঙ্গের অর্থাৎ চিজ্জড় সত্তার উদয় হয়, তাহা শম্ভুতত্ত্বই মায়িক প্রতিফলন। চিৎকণ অনন্তজীবসমূহ আপনাদিগকে 'ভগবদ্দাস' অভিমান করিলে মায়িক-জগতের সহিত তাঁহাদের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না, তাঁহারা বৈকুণ্ঠগত হন। সেই অভিমান ভুলিয়া তাঁহারা যখন মায়ার ভোক্তা হইতে চান, তখনই শম্ভুর অহঙ্কার তত্ত্ব তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভোক্তাভিমানী করিয়া তুলে।

বৃন্দাবনীয় অপ্রাকৃত নবীন মদনের সকল বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর অংশ সদাশিব গোপেশ্বর মহাদেবরূপে সেবা করেন। তিনি অপ্রাকৃত কামের মহামহোৎসবস্বরূপ শ্রীরাস গোপালনী-শক্তিরূপে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবায় রতি প্রদান করেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবনে সেই গোপেশ্বর মহাদেব মায়িক কামের শঙ্কা নহেন। যে কামবীজ ও কাম গায়ত্রীতে অপ্রাকৃত নবীন-মদনের সেবা হয়! সেই কামবীজ ও কামগায়ত্রীর মূর্ত্ত আদর্শরূপ সেই মহাদেব—গোপালনী শম্ভু। গোপীগণের কামই প্রেম। গোলোকে যে কামবীজ, তাহা নিত্য চিন্ময় এবং প্রপঞ্চে যে কামবীজ, তাহা মায়াশক্তিগত কামাভিমানের কামনাই। প্রপঞ্চের কামবীজ মায়ার আদর্শ হইলেও সম্পূর্ণ দূরবর্ত্তী এবং বিপর্য্যস্ত কামনার—মায়িক প্রতিফলন।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এসকল কথা বর্ণিত আছে। ...

...

পাওয়া যায়, সেবা কাহাকে বলে জানিতে পারা যায়, সেই ভগবদ্ভক্তের কথা ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অর্চ্চামূর্ত্তির সেবাও ভগবদ্ভক্তের বাণী-শ্রবণ ব্যতীত শুদ্ধ হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তের পূজায়ই ভগবানের পূজার পূর্ণতা সাধিত হয়।

ভগবানের চরণে শরণাগতি ব্যতীত স্বাধীনতা লাভের আর অন্য উপায় নাই।

স্বাধীনতা। মনোযোগ দিয়া হরিকথা শ্রবণ দ্বারাই প্রকৃত সম্পূর্ণ হয়। সাধুদের সঙ্গ হইলে ভগবানের লীলা ও ধামের বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা বুঝিতে পারি। আমরা এখন মানবদেহে ... কৃষ্ণসেবায় প্রকৃত বিশ্বাস, আসক্তি ও প্রীতি লাভ করিতে পারি। কৃষ্ণসেবার প্রীতির জন্য ভাবের প্রয়োজন।

সাধুসঙ্গে হরিকথা আলোচনায়ই জীবের মঙ্গল হয়। ... ত্যাগ করিয়া যাহা ... কর, তাই সর্ব্ব সুখ। মানুষ যখন মনে করে, আমি ভগবানের বাস্তবদাস, আমার হরিকথা শুনিবার অবকাশ কোথা—তাহা হইলে সে ভোগ হইতে পরিত্রাণ পায় না। ... লোক ... নিজেদের ভোগের ... প্রতিষ্ঠিত হয় ... বা কপট-বৈরাগীদিগের সুবিধা হয় না। ভোগ বা ত্যাগ উভয়ই ... জীবের অমঙ্গল।

ভগবান্‌ যাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁহার অমঙ্গল হয় না। দেখিতে ... জীবের সর্ব্বনাশ হয়। ... কখনও কপটতা করেন না। তিনি জীবকে ভোগ বা ত্যাগের পথে লইয়া যান না। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অনাদর মায়ার সহিত কৃপা পৃথক। মায়ার সহিত কৃপাতে আমাদের জড়জগতে ধন-জন-পাণ্ডিত্য লাভ হইয়া থাকে। ভগবানের যথার্থ কৃপা লাভ হইলে জীবের সংসার বন্ধন থাকে না।

সাধুকে সেবানন্দ জানিতে হইবে। সাধুর উপর গুরুগিরি করিতে হইবে না। ... উদয় হয়। গুরুবৈষ্ণবের নিকট unconditional surrender করিতে হইবে। সাধুকে সেবা করিতে না পারিলে কাহারও মঙ্গল হইবে না।

আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের দূরে থাকিয়া মনে করি, অথচ তাঁহাকে ... মনে করি, তাহা হইলে আমাদেরই মঙ্গল হইবে। একমাত্র ... নিকট আমার ... করে। ... শ্রীগুরুর ... বাণী ... গৌরাঙ্গের সহিত নিত্য শ্রবণ করিতে

হইবে। শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলেই সর্বার্থ-সিদ্ধি হইবে। শ্রীগুরুকৃপাই ভগবানের কৃপা। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই। যিনি ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহার সেবা করিলেই সব সুসিদ্ধ হইয়া যাইবে। এ সকল কথা না বুঝিয়া কথা বলিলে চলিবে না, অপরের সহিত ... হইবে। কপটতা ব্যতীত ভাবের আর কোন কারণ নাই। শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপা ব্যতীত নিজের নিঃশ্রেয়সে কোনও সাধ্যের সম্ভাবনা করা যায় না। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল হউক।

যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীগোবর্দ্ধন—গোকুল নামক ... বনের বিশ্রামস্থান, গোবর্দ্ধন—আনন্দ জীবের আশ্রয়। ইনি কোটি সখা হইতে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের ও ... শ্রীনাথ কৃষ্ণকে বহন করিয়া হরিদাস ... শ্রীকৃষ্ণের ... 'প্রিয় ও বৎসল' হইয়াছেন। এই গিরিরাজ ... স্বরূপ। এখানে ... শ্রীরাধিকার সহিত রাসক্রীড়া করেন। ইহার নিভৃতগুহায় শ্রীরাধিকার সহিত মধুর কন্দর্প-কেলি করেন। ইনি শ্রীরাধাগোবিন্দের দানক্রীড়ার সাক্ষিস্বরূপ। গোবর্দ্ধনের শ্রীঅঙ্গের ... ছায়া লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিজজনগণের নিত্য আশ্রয়স্থান।

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ-সনাতনাদি এই গিরিরাজকে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ বা হরিদাসবর্য ভাগবতস্বরূপ বিচারে কেহই গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ করেন নাই। ভগবান্ ও ভক্তের এই লীলা বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অনেকেই কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু সেবোন্মুখহৃদয়ে ইহার সামঞ্জস্য স্বতঃই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজনগণকে আসনের উচ্চে ও মস্তকে রাখেন। সেই ভক্তগণের অন্তর্ভুক্ত শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ। তাঁহার এই আদর্শপ্রকাশের গূঢ় উদ্দেশ্য তাঁহার কৃপা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব। বিশ্রম্ভ সেবা করিবার জন্য সেবক সেব্যের মাথায় চড়িতে পারেন। অপরাপর সেবকের কোনও প্রকার স্বাতন্ত্র্য চাঞ্চল্যের চেষ্টা না থাকায় তাঁহার সকল চেষ্টা কৃষ্ণোদ্দেশ্যেই পর্যবসিত। শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজ—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, আর রাধাকুণ্ড—শ্রীরাধিকারাণী। রাগমার্গীয় সখী ও মঞ্জরীগণ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের উপরে আরোহণ করিয়াও তাঁহার অভীষ্টপূর্ণকারী সেবা করেন। কিন্তু মর্যাদামার্গীয় শ্রীসত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে উচ্চাসন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। ঐশ্বর্যলীলার ... প্রবল।

ভক্তস্বরূপে ভজনকারীর অভিমান আর আচার্য্যাভিমান বা আচার্য্যদাসাভিমানের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে। ভজনকারীর অভিমানে 'আমি দয়ার প্রার্থী' এইরূপ বিচার; আর আচার্য্যাভিমানে 'আমি জীবকে দয়া করিয়া ভগবানের প্রীতিবিধান করিব'—এই বিচার প্রবল। যদিও উভয় বিচারই ভক্তি-প্রতিপাদক, তথাপি একটী মাধুর্য্য ও অপরটী ঐশ্বর্য্যভাব প্রধান। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপসনাতনাদি নিজবিগ্রহ ও আশ্রয়বর্গ ... অনুধ্যান করিয়া গোবর্দ্ধনে আরোহণ করেন নাই, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীগোপালদেবের আদেশে তাঁহার সেবার জন্য গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিয়াছিলেন—এই বিচার।

শাস্ত্রশাসন ... তাহাই বৈধী ভক্তি। যেখানে জীব লোভের বশবর্তী হইয়া ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই রাগভক্তি। একজন ভজনের অকরণে পাপভয়ে বা কর্তব্যবুদ্ধিতে ভজন করেন, আর একজন কৃষ্ণমাধুর্যশ্রবণে লুব্ধ হইয়া তৎপ্রাপ্তির লোভে ভজন করেন। লোভ ভগবৎকৃপা ও ভক্তকৃপা হইতে উদিত হয়। ভক্তকৃপাজাত লোভ প্রাক্তন ও আধুনিক ভেদে দ্বিবিধ। ধর্মান্তরীণ ভজনসাধক লোককে প্রাক্তন-লোভ আর অতর্কিত ভক্তকৃপায় যে লোভ, তাহাকে আধুনিক লোভ বলা হয়। যাঁহার লোভ প্রাক্তন, তিনি লোভোদয়ের পর সদ্গুরুচরণাশ্রয় করেন। আর যাঁহার প্রাক্তন লোভ নাই, শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয়ের পর তাঁহার লোভোৎপত্তি হয়।

রাগ অভিনিবেশময়। ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে যে নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত সহজ ভাব, তাহা শ্রবণ করিয়া যিনি অন্তরঙ্গভাবে সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন, তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। যে ব্যক্তিতে ঐরূপ সহজ সেবোন্মুখ অপাধিব রাগ উদিত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রবিধিই পালনীয়। শাসন, ভয়, শ্রদ্ধা, আশা ও কর্তব্যবুদ্ধি বৈধী ভক্তিতে ক্রিয়া করে। কৃষ্ণলীলায় লোভই রাগময়ী ভক্তিতে ক্রিয়া করিয়া থাকে।

সৌন্দর্য্যাদি দর্শনে চক্ষু যেরূপ অধীর হইয়া পড়ে, তদ্রূপ ভগবানের প্রতি ভক্তের যে স্বাভাবিক প্রীতি, তাহাই রাগ। ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণাই রাগের স্বরূপলক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা রাগের তটস্থলক্ষণ। বৈধী ভক্তির দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে যদি হরিজনবৈষ্ণব-কৃপাবলে কোন সৌভাগ্যবানের রাগময় লোভ স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া পড়ে, তবেই সেই বিশিষ্ট সৌভাগ্যবান্ পুরুষের রাগানুগা-ভক্তিতে অধিকার হয়। গায়ের জোরে রাগানুগ-ভক্ত হওয়া যায় না। অনর্থ সঙ্কুচিত হইলে নির্মল আত্মা বা শুদ্ধ জীব-স্বরূপে যে স্বতঃসিদ্ধ রাগময় সেবা-ভাব প্রকাশিত হয়, তাহাতে স্ব-স্ব শুদ্ধ স্বরূপের মনোজ্ঞ রাগাত্মক ব্রজবাসিগণের নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রতি রাগানুগা নিষ্ঠা প্রকটিত হয়, তখন ভক্তকৃপাবলে নিজস্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ হয়। ইহাতে কল্পনা বা কামমতার লেশমাত্রও নাই।

পরমেশ্বরে অনুরাগই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। লৌহখণ্ড যেমন চুম্বকের প্রবৃত্ত, ভস্মীকরণ যেমন উত্তাপের গুণ, বহন করা যেমন বায়ুর শক্তি, ঊর্দ্ধ্ব-দিকস্থ যেমন অগ্নির ধর্ম্ম, সেইরূপ আত্মার পরমেশ্বরে অনুরাগই স্বাভাবিক বৃত্তি। মুক্তাবস্থায় জীবের ঐ বৃত্তি নির্মল ও পূর্ণরূপে প্রকাশ থাকে, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তাহার বিকৃতি হয়। জীবের বিষয়াসক্তিরূপ অবিদ্যারোগের বিকার। এ বৃত্তি নিকৃষ্ট বিষয় হইতে পরাঙ্মুখ হয়। অনুরাগ একই বৃত্তি, উপাধিভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হয়। অর্থে অনুরাগ হইলে লোভ বলা হয়, স্ত্রী-সৌন্দর্য্যে অনুরাগ হইলে লাম্পট্য বলা যায়, দুঃখী লোকের প্রতি প্রকাশিত হইলে দয়া বলা হয়, মাতা-পিতার প্রতি প্রযুক্ত হইলে স্নেহ বলা হয়, উপকারী পুরুষের প্রতি নিযুক্ত হইলে কৃতজ্ঞতা হয়, আনুকূল্যরূপ উপাধিযুক্ত হইলে প্রীতি হয়, প্রাতিকূল্যরূপ উপাধিযুক্ত হইলে দ্বেষ হয়। আবার ভগবানের প্রতি অনুরাগ হইলে তাহাকেই ভক্তি বলা হয়। ব্রজবাসীদিগের সেবাপ্রকরণে রুচিই রাগানুগা ভক্তির মূল।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গীতমালায় গাহিয়াছেন,—

শ্রদ্ধাদেবী নাম যাঁ'র, দুইটী প্রকার তাঁ'র,
বিধিমূল রুচিমূল-ভেদে।
শাস্ত্রের শাসনে ধরে, শ্রদ্ধার উদয় হবে,
বৈধী শ্রদ্ধা যা'রে বলে বেদে॥
ব্রজবাসী সেবে কৃষ্ণে, সেই শুদ্ধ সেবা দৃষ্টে,
যবে হয় শ্রদ্ধার উদয়।
লোভময়ী শ্রদ্ধা-সতী, রাগানুগা শুদ্ধা গতি,
বহুভাগ্যে সাধক লভয়॥
বৈধী ভক্তি ধীর গতি, রাগানুগা তীব্র অতি,
আশু শীঘ্র ফলোদয় পায়।
রাগবর্ত্ম-প্রসাধনে, রুচি হয় যা'র মনে,
কৃপাবলে ইহাতে সেই যায়॥

হরিকীর্তন সর্বকালই করিতে হইবে। উচ্চৈঃস্বরে যে আবৃত্তি, তাহাই কীর্তন। শ্রীনামকীর্তনপ্রভাবেই সহজ স্মরণ হইবে। কীর্তন ও স্মরণ উভয়ই যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তবে সেখানে কোন গোলমাল হইতে পারে না। এই কীর্তন ও স্মরণ সহজ ব্যাপার। যেখানে কৃত্রিমতা, তাহা স্মরণও নহে, কীর্তনও নহে। কীর্তন ব্যতীত স্মরণ হয় না। রাগানুগা ভক্তিতে স্মরণই মুখ্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"যদ্যপি রাগানুগায়াং স্মরণস্য মুখ্যত্বং তদাপি তৎস্মরণস্য কীর্তনাধীনত্বমবশ্যং বক্তব্যমেব কীর্তনস্যৈব এতদ্যুগে বক্তব্যাৎ সর্বভক্তিমার্গেষু সর্বশাস্ত্রৈরেব সর্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনাচ্চ।" অর্থাৎ এই রাগানুগা ভক্তিতে মুখ্য যে স্মরণ, তাহারও কীর্তনাধীনত্ব অবশ্য বক্তব্য হইতেছে; কারণ এই কলিযুগে কীর্তনেরই অধিকার এবং সমস্ত ভক্তিমার্গে সর্বশাস্ত্রদ্বারা একমাত্র কীর্তনেরই সর্বোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও লিখিয়াছেন,—

পরং শ্রীমৎপদাম্ভোজসদাসঙ্গত্যপেক্ষয়া।
নামসংকীর্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর॥
(বৃঃ ভাঃ)

তুমি যদি (হে মন ভাই) শ্রীমৎপাদপদ্মের সদা সঙ্গ লাভ অপেক্ষা কর, তবে প্রায় নামসংকীর্তনরূপা বিশুদ্ধা ভক্তির আচরণ কর।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

শ্রীহরি-নাম, কীর্তনেতে যাঁ'র,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব॥

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশী

গত ১৭ই বৈশাখ, ৩০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী-শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব তিথিপূজা-মহোৎসব উপবাস ও সংকীর্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যা শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত, গৌড়ীয় ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ও ভক্তবিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ হইতে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর ভুবনমঙ্গল চরিত্র আলোচিত হয়।

পরদিবস দ্বিপ্রহরে বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "প্রতিলেপ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কল্যাণকল্পতরু শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। উহা প্রত্যেক ভক্তিসিদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ ১১ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৮শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১১ই মে, ইং ১৯৪২, সোমবার ৬৮শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ ত্রিবিক্রম, শর্ব্ব সর্ব্বদ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

অপ্রাকৃত রাজ্যে বিভিন্ন রসে এক একজন মুখ্য সেবক আছেন। অন্যান্য সেবকগণ সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়জাতীয় সেবকের কেহ অংশ, কেহ বা অংশাংশ। প্রত্যেক রসে মূল আশ্রয়ের আনুগত্যে কায়ব্যূহ ও অসংখ্য সেবক আছেন। স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া আনুগত্য না করিলে ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দেন না। ভক্তি-উদয়ের পূর্ব্বে সম্বন্ধজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাই ভক্তির মূল। সাধনভক্তিতে কেবল শ্রদ্ধার কথা। শ্রদ্ধাবতী ভক্তিই সাধনভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে হইলে সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। আনুগত্যময় সাধনের দ্বারাই অনর্থনিবৃত্তি করিতে হইবে, ইহাই ক্রম পথ। ভগবানের আনুগত্যবিচার না থাকিলে জীব পতন লাভ করে। সুতরাং স্বতন্ত্রতাই যে পতনের লক্ষণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভক্তির প্রথমেই শ্রদ্ধা। গুরুবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান্ শ্রৌতপন্থী। তিনি মনোধর্ম্মী কাহাকেও বিশ্বাস করেন না। জগতের সকল কথা পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীগুরুদেবের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তিনি সাধুসঙ্গী। সাধুগুরুর সঙ্গ করিলে পাপ-পুণ্য উভয়ই দূর হইয়া যায়—শুদ্ধভক্তি লাভ হয়। শ্রীরাধামাধবাশা-লাভই প্রকাশাস্ত করা। যখন শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে এই শ্রদ্ধা বা ভক্তিবীজ লাভ হয়, তখনই সংশয় দূর হয়। তখন আর ভয় থাকে না। এই আশা না পাওয়া পর্য্যন্ত নাস্তিকতারূপ সংশয় আসিয়া জীবকে আক্রমণ করে। ভক্তিপথের পথিক হইয়াও যদি এই আশা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে জীব ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-লাভের জন্য যত্নবান হইতে পারেন না। চিত্তবৃত্তির আশ্রয় দৃঢ়ভাবে না হইলে ভয় অবস্থিতই থাকিবেই। যতক্ষণ এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ নাস্তিকতার প্রভাব জীবের উপর অবস্থিত থাকিবেই। বস্তু-প্রাপ্তির পূর্ব্বে বস্তুপ্রাপ্তির আশাই লাভ হয়। যেখানে বীজ, সেইখানেই আশা। অন্ততঃ কিছু না পাইলে আশা হইতে পারে না। এই আশা মনের কল্পনা নহে, পরন্তু চেতনের ধর্ম্ম। হতাশা—মনের ধর্ম্ম। যেখানে আশা, সেখানে চাঞ্চল্য নাই। আশান্বিত ব্যক্তি ধীর ও সেবোৎসাহী। এই আশা সাধু-গুরুর নিকট হইতে পাওয়া যায়। যত বাধা আসে, তত ততই আশাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকেন। ভক্তের যে সহজ সুদৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মূলে ভগবানের সাড়া আছে। ভগবান্ সাড়া দেন। সাড়া না পাইলে ভক্ত বাধা সহ্য করিয়া দৃঢ় আশাবন্ধ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন না। ভক্তের এই আশাবন্ধ বা দৃঢ়তা দর্শনের সৌভাগ্য পাইলে আমরাও সংশয়নির্মুক্ত হইয়া দৃঢ়চিত্ত হইতে পারিব। ভক্ত নিজের বা অন্যের বল-ভরসা ছাড়িয়া যখন একমাত্র শ্রীরাধা-মাধবাশাকেই সম্বল করেন, তখনই তিনি শরণাগত। যেখানে আধিভৌতিক বা লৌকিক আশা-ভরসা, সেখানে অলৌকিক আশা-ভরসা বা শ্রীরাধামাধবাশা নাই—শ্রীগুরু-কৃষ্ণ-কৃপার প্রতি নির্ভরতা নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

হরি হে!

নিজ কর্ম্ম-দোষ-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
হাবুডুবু খাই কতকাল।
সাঁতারি সাঁতারি যাই, সিন্ধু অন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল॥
নিমগ্ন হইয়া যবে, ডাকিনু কাতর রবে,
কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেই কালে আইলে তুমি,
তোমা জানি' কূলভূমি,
আশা-বীজ হইল আমার॥

——

আশার ভূমিকা বা সেবার ভূমিকায় সাধুগুরুর সঙ্গ হয়। শ্রদ্ধা বা প্রীতি না থাকিলে সঙ্গ হয় না। প্রভু-বুদ্ধিতে দাসের সঙ্গ এবং দাস-বুদ্ধিতে প্রভুর সঙ্গ হয়। ভোক্তৃ-অভিমান না থাকিলে যেমন ভোগ্যসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ হয় না, সেবকাভিমান না থাকিলেও সেইরূপ সেব্যসঙ্গ বা সৎসঙ্গ হইতে পারে না। সতের সঙ্গ না হইলে সৎকার্য্য বা সেবাকার্য্যও আসিতে পারে না।

——

সাধুসঙ্গে হৃদয়ের আশা বা সংশয় দূর হয়। সাধুসঙ্গ না করিলে কেহ বিবর্ত্তরূপ সংশয়ের হাত হইতে নিস্তার পায় না। যে সাধু আমার পরমমঙ্গল কামনা করেন, সেইরূপ সাধুর সহিত আমার বন্ধুত্ব করা উচিত। সাধুসঙ্গে যে মহা-উপকার হয়, তাহা লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে অভিমান, ভোগ-সংস্পর্শ বা স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যদি ভাগ্যক্রমে আমরা প্রকৃত সাধুর সঙ্গ পাই, তাহা হইলে আমরা রক্ষা পাইতে পারি—আমাদের ... পৌঁছাইতে পারি। সাধু সর্ব্বক্ষণ আমার নিকট শ্রদ্ধার কথা, সেবার কথা, ভগবৎ-জ্ঞানের কথা বলিয়া দুর্দ্দিনে আমাকে সবল করেন—বিমুখ আমাকে উন্মুখ করেন।

——

সাধুগুরু ভগবানের নিকট যাইবার উপায় ও একমাত্র নিত্যবন্ধু। সাধু সকল প্রকার অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া ভগবদ্ভজন করিতে বলেন। ভগবৎ-সেবার কথা ব্যতীত তিনি আর অন্য কথা বলেন না। অনর্থযুক্ত কনিষ্ঠাধিকারী আমাদিগকে চারিদণ্ড হরি-সেবার জন্য কঠোর শ্রমসাধ্য সেবাকার্য্য করিতে হইবে, নতুবা মঙ্গলের আশা নাই। কায়ক্লেশ বা আলস্য থাকিলে হরিভজন হইবে না, কায়িক সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত না করিলে সে ভক্ত কার্য্যে ব্যস্ত হইবেই।

——

অসৎসঙ্গ না করিয়া সজ্জন-সঙ্গই করিতে হইবে। কৃষ্ণ কার্য্যের সহিতই সম্বন্ধ থাকিবে, অন্যের সহিত যে সম্বন্ধ তাহাও একই হইবে। হরিকীর্ত্তন বা অপ্রাকৃত শব্দের মধ্য দিয়া মানবের সহিত মানবের সঙ্গ বা সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোনরূপ জড়সঙ্গ বা সম্বন্ধ হইলে সংসার ও নানাপ্রকার অমঙ্গলের উদয় হইবে।

——

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে যে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান আছে,

দর্শকই যিনি যে অনুর্ব্বাধিকারে বিরাজিত আছেন, তদনুগণ বিগ্রহকে তাঁহা সর্বকাল দর্শন করিয়া থাকেন। আনুগত্যহীন স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাঁহা দর্শন করিতে পারে না; এমন কি, তাহারা ভক্তের এই প্রত্যক্ষ দর্শনকে বিশ্বাসও করিতে চাহে না। তাই শ্রীনৃসিংহদেব স্ফটিক-স্তম্ভ মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের সর্বত্রই ভগবদ্দর্শনের সত্যতা প্রমাণিত করিলেন।

———

কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা এসবই ভগবানের ভোগের জিনিষ। এ তিনটিই বোর্ডিং। এই বোর্ডিং-এর মালিক বা ভোক্তা একমাত্র পুরুষোত্তম ভগবান্। এই বোর্ডিংএর ভোগ্যগণ যাঁহার অধীনে আছে, তিনি বোর্ডিংস্বামী—জগৎস্বামী। পুরুষাভিমানীই বোর্ডিংসন্ধ করে। সব মধ্যে প্রভু। পুরুষাভিমানী বোর্ডিংএরই ভৃত্য। ভগবদ্ভক্ত বোর্ডিংসন্ধ করেন না। ভগবদ্দাস—বোর্ডিংদাস নহেন। ভক্তগণ এই বোর্ডিংএর দ্বারা ভগবৎ-সেবাই করিয়া থাকেন। প্রবৃত্তিকে নিজের বা কোন সেবানিবৃত্তের ভোগচেষ্টায় নিযুক্ত না করিয়া শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তের সুখচেষ্টায় নিযুক্ত করিলে চিদ্বৃত্তি প্রকাশিত হয়, সেবা হয়, ভক্ত হওয়া যায়; নতুবা অভক্ত হইতে হয়। বিষয়টা খারাপ নয়, বিষয়ের প্রতি আসক্তিটাই খারাপ।

———

ভোগ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। ত্যাগী ও ভোগী উভয়ই ভোগময়। নিজে ভোগী ও ত্যাগী হইতে হইবে না এবং ভোগ ও ত্যাগের সঙ্গও করিতে হইবে না। নিরয়গণের বঙ্গ প্রধানই ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণ আর কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ প্রধানই ব্রহ্মাণ্ড-অতিক্রম। যিনি মঙ্গল চান, তিনি অবশ্যই প্রত্যহ সাধুসঙ্গ গ্রহণ করিবেন। সাধুসঙ্গক্রমে যখন হরিকথার শ্রবণের সহিত মিলিত হয়, তখনই কৃতার্থ হয়। সাধুর নিকট সম্বন্ধিক ভাবগত লাভ ব্যতীত অন্যের প্রয়োজনতার হয় না। সাধুসঙ্গে অনর্থনিবৃত্তিক্রমে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও রুচির উদয় হয়। শ্রদ্ধা—সাধন, রতি—ভাব ও ভক্তি—প্রেম।

———

শ্রবণ—সম্বন্ধ, কীর্ত্তন—অভিধেয় ও স্মরণ—প্রয়োজন। শ্রবণ ব্যতীত সম্বন্ধের উদয় হয় না; সম্বন্ধ স্থির না হইলে অভিধেয় ও প্রয়োজন স্থির না হইলে প্রয়োজন-বিচার সিদ্ধ হয় না। সম্প্রদায়ের হরিকথা মনোযোগ শ্রবণ করিয়া তাহা অপরের নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে, এই কীর্ত্তনই অভিধেয়। কীর্ত্তনে নিজের শ্রবণও হইয়া থাকে, আবার কীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ হয়।

———

মাপাকাঠিই স্বতন্ত্রতা। স্বতন্ত্র কেবল মাপিতে চায়। মাপা অর্থে ভোগ করা।

যেখানে মাপা ছাড়িয়া সেবা, সেইখানেই আনুগত্য। যেখানে আনুগত্য, সেখানেই শ্রবণ। স্বতন্ত্র হরিকথা শুনে না। যেদিন হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ না হয়, সেই দিনই দুর্দ্দিন। যাহার হরিকথায় রুচি নাই, সে দুর্ভাগা। হরিকথা কীর্ত্তন করা যেরূপ সেবা, হরিকথা শ্রবণ করাও সেরূপ সেবা। কথারূপী হরিকে যিনি শ্রৌতপথে হৃদয়ে ধারণ করিতে চান না, শ্রীহরিকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইবার ইচ্ছা যাহার নাই, তিনি ‘ও’ শ্রীহরির প্রতিবন্দী। অতি সৌভাগ্যবান না হইলে শুদ্ধ হরিকথায় রুচি হয় না।

———

চেতন মাংসপিণ্ড নহে। মাংস—অচেতন—জড়। মাংসদর্শনই জড়দর্শন বা বিশ্বদর্শন। মাংস বা মাটিই বিশ্ব। বিশ্ববাসী আমরা কেবল মাংস লইয়াই ব্যস্ত। আমরা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও দর্শনমুখে কেবল মাংসই আহার করিয়া থাকি। মাংসই আমাদের সম্বন্ধ, মাংসই আমাদের অভিধেয়, মাংসই আমাদের প্রয়োজন। ভোগ্য বস্তুই মাংস। বাহ্যদর্শনই মাংস-দর্শন আর অন্তর্দর্শনই চেতন-দর্শন। চেতনাভাবে মাংস-দর্শন বা আকার-দর্শন নাই। ভোক্তৃ-অভিমানেই মাংস-দর্শন বা জড়-দর্শন হয়, আর কৃষ্ণভোগ্যাভিমানেই চিন্ময়-দর্শন হইয়া থাকে। জড় চক্ষু বা চর্ম্মচক্ষুই মাংসদর্শন করে। মাটিরদর্শনই মাংসদর্শন, আত্মা-দর্শনই চেতন-দর্শন। মাংস দর্শন—প্রাকৃত দর্শন। নিজেকে মাংসপিণ্ড বলিয়া অভিমান হইলে মাংস-দর্শন হইবে। মাংসই মাটির সংসার। এই মাংস-দর্শনের স্পৃহা-পরিত্যাগই সংসার হইতে প্রকৃত মুক্তি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মার সহিত শরণ গ্রহণ ব্যতীত মাংসদর্শনরূপ সংসার হইতে নিস্তার নাই। ভক্তিবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মবিক্রয়ই মাংস-দর্শনের মূলচ্ছেদনের অব্যর্থ মহৌষধ। মাংসাভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। যেখানে মাংস-দর্শন সেখানেই ভয়। শ্রৌত দর্শন না হইলে মাংস-দর্শন যাইবে না। শ্রৌতপন্থীর মাংস-দর্শন নাই।

———

শুদ্ধ নর-নারী ভোগ করেন না; পরন্তু প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়কে ভগবৎ-সিংহাসন জানিয়া তাঁহাদিগকে গুরু ও পূজ্য-জ্ঞানে সম্মান দিয়া থাকেন। কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান জানিয়া প্রত্যেককে সম্মান বা পূজা করিলে পুরুষ দেহসম্বন্ধিনী কোন দুর্বুদ্ধি থাকে না। তখন নিজেকে ও সমস্ত নর-নারীকে কৃষ্ণযোষিদ্রূপে উপলব্ধি হয়। তখন আর পুরুষ বা ভোক্তার অভিমান না থাকায় সর্ব্বত্রই কৃষ্ণসেবোপকরণ-বুদ্ধির উদয় হয়। তখন জীব বিশ্বকে ভগবৎ-সেবক দর্শনই দর্শন করে। আমাদের সর্ব্বক্ষণ

মনে রাখা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণাহ্লাদিনী পরব্যোম-স্থিতা নারায়ণী, রেবতী প্রমুখা লক্ষ্মীবর্গ, শচী, রতি, পার্ব্বতী, মায়া, তুষ্টি, শ্রী, ইলা এবং যাবতীয় ব্রাহ্মী, কবিরা, বৈগ্রা, দুর্গা, অম্বালা ও চতুর্দশ-ভুবনাশ্রিতা সকলেই আকরবস্তু—অংশিনী অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূতা ও প্রকাশিতা। ইঁহাদের যথাবিহিত সেবা না করিয়া শাক্তধর্ম্মের অবগতি শান্তিলাভ সম্ভবপর নহে।

শিক্ষাষ্টক

——::(০)::——

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

পরমতত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়। সেই তত্ত্ব সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন। সেই অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ঐ তত্ত্ব যুগপৎ সবিশেষ ও নির্বিশেষভাবে প্রতীত হয়। সবিশেষতা ও নির্বিশেষতা যুগপৎ সিদ্ধ হইলেও সবিশেষ-প্রতীতিই বলবতী। নির্বিশেষ প্রতীতি উপলব্ধ হয় না, কেবল স্বীকার্য্য হয় এই মাত্র।

সেই সবিশেষ-প্রতীতিময় পরমতত্ত্ব স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সর্ব্বদা স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিরূপে অবস্থিত। সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত তেজঃ, মণ্ডল, মণ্ডল-বহির্গত তেজোরশ্মি এবং তেজঃপ্রতিচ্ছবি যেরূপ এক সূর্য্যতত্ত্বে সর্ব্বদা চতুর্দ্ধা অবস্থিত, তদ্রূপ পরমতত্ত্বের চারিপ্রকার রূপ নিত্যসিদ্ধ। শক্তিমানতত্ত্ব স্বরূপতঃ এক হইলেও চারিপ্রকার ভেদময়, অতএব ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসত্যাত্মক। পরমতত্ত্বের অচিন্ত্য-শক্তি বিচিত্রবিক্রমবতী। তাহার অনন্ত প্রভাবের মধ্যে তিনটী প্রভাব আমরা জানিতে পারি। সেই তিন প্রভাবের এক একটী প্রভাবযুক্ত হইয়া তত্ত্বের পরা শক্তি স্বভাবতঃ অন্তরঙ্গা বা চিচ্ছক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তিরূপে নিত্যসেবোপাসনা। অন্তরঙ্গা শক্তিসহকারে অনন্তসংখ্যক রশ্মিপরমাণুস্থানীয় সেই তত্ত্বের জীবস্বরূপ নিত্যসিদ্ধ। বাহ্যরূপা শক্তিসহকারে সেই তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিগত বর্ণপাবনস্থানীয় মায়াবৈভব; নিত্যসিদ্ধ স্বরূপাদির বাস্তব্য এই। স্বরূপ অনন্ত হইলেও বিশেষ পরিচিত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য এই তিন নিত্যভাবেতে ভগবৎস্বরূপ ত্রিবিধ অর্থাৎ নারায়ণ-স্বরূপ, কৃষ্ণ-স্বরূপ ও কৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ। স্বরূপবৈভব অনন্ত হইলেও পরব্যোম, গোলোকবৃন্দাবন ও নবদ্বীপ এই তিন ধামবাসিই বৈকুণ্ঠগণ বিশ্বগৎ এবং ঐ ঐ স্বরূপের যথাযোগ্য তত্রস্থিত সমস্ত লীলোপকরণই স্বরূপবৈভব। ভগবৎসূর্য্যের রশ্মির চিৎপরমাণুরূপ জীবের সংখ্যা অনন্ত। জীব স্বভাবতঃ স্বরূপ ও বাহ্যতত্ত্ব এই দুই বৈভবের মধ্যবর্তী, তটস্থশক্তি-

জাত উভয়। বৈভবের যোগ্যতাবিশিষ্ট; অনাদি স্বরূপ-বৈমুখ্যবশতঃ মায়াবৈভব-ব্যবহিত মায়ায়ূঢ়িরূপ অবিদ্যাবন্ধন-নিবন্ধন স্ব-স্বরূপ্ববিস্মৃত অহঙ্কারাস্বাদ্য জড়-দর্শনরূপ কর্ম্মমার্গে ভ্রমণশীল। অতএব তিনি সর্ব্বদা সংসারক্লেশাতুর। অনন্ত জড়াত্মক ব্রহ্মাণ্ডনিচয় তথা বদ্ধজীবগণের স্থূল-লিঙ্গ-শরীরদ্বয়বিশিষ্ট মায়াবৈভবই পরমতত্ত্বের প্রতিচ্ছবিগত বর্ণবৈচিত্র্যরূপ তত্ত্বভূতির অতি হেয় চতুর্থপাদমাত্র।

ঐশ্বর্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ বৈকুণ্ঠের পরব্যোমে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে চারজনাশ্রিত নিত্যসিদ্ধজীবগণ-কর্ত্তৃক পরিসেবিত।

মাধুর্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজ-মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নিত্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে অনন্ত লীলায় বিলাসক। সেই অন্তঃপুরের দুইটী প্রকোষ্ঠ। এক প্রকোষ্ঠে গোলোক, যেখানে মধুররস নিত্য স্বকীয়-ভাবাত্মক। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ বৃন্দাবন, যেখানে মধুর রস নিত্য পারকীয়-ভাবাত্মক।

ঔদার্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজ, কদাচ ষড়্ভুজ মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠমধ্যে নবদ্বীপ-প্রকোষ্ঠে ভক্তভাবাত্মক ঔদার্য্যরসবিলাসে স্বীয় রসযোগ্য পরিকরসহিত লীলাচার্য্য-স্বরূপে নিত্য বিরাজমান।

১৪০৭ শকাব্দার ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যার পর ঔদার্য্যপ্রচুর ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে প্রকাশগত স্বীয় ধাম নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথমিশ্র-পত্নী শ্রীশচীগর্ভে অবতীর্ণ হ'ন। শিশুকালে বয়োচিত বাল্যচাপল্য, পৌগণ্ড বয়সে বিদ্যাভ্যাসাদি, কৈশোর বয়সে বিবাহ, মাধ্বসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও কীর্ত্তন-প্রচারদ্বারা সমস্ত গৌড়ভূমির আনন্দ বিধান করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া প্রথম ছয় বৎসরে পাশ্চাত্য গৌড়, দক্ষিণ, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে পবিত্র হরিভক্তি প্রচার ও শুদ্ধ হরি-ভক্তিবিরুদ্ধ সমস্ত মত খণ্ডন করেন। শেষ অষ্টাদশ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে স্বীয় পার্ষদগণ সহিত অবস্থিত হইয়া শ্রীরূপ প্রভৃতি প্রচারকদ্বারা বহুদেশে স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদ মত প্রচার করেন এবং নিজকৃত শিক্ষাষ্টকের পরমরস আস্বাদন করত জীবের কর্ত্তব্যতা বিধান করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা বিংশতি পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন :—

পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি' লোক শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোক আপনে আস্বাদিল॥
প্রভুর শিক্ষাষ্টশ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥

প্রভু যে অষ্টশ্লোক প্রচার করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছি,—"যে

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন দ্বারা জীবের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, শ্রেয়োরূপ কুমুদবিকাশক জ্যোৎস্না বিতরিত হয় এবং যাহা বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ আনন্দসমুদ্র বর্দ্ধনকারক, পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদনদায়ক এবং সর্ব্বজীবের সমস্ত স্বরূপ স্নিগ্ধকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-সংকীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

এই শ্লোকদ্বারা পরমৌদার্য্যবিগ্রহ নিখিল জীবাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত তত্ত্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক জীবগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অন্তর্গত ভক্ত্যঙ্গ-প্রবৃত্ত জীবের সম্বন্ধজ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্ত 'চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্' এই চরণের উক্তি হইয়াছে। জীব স্বভাবতঃ তটস্থ অর্থাৎ স্বরূপানন্দরূপ বৈকুণ্ঠ ও নিরানন্দরূপ মায়াবৈভব উভয় অবস্থার যোগ্য। কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ তাহার মায়াপ্রবেশ ও বিশুদ্ধ চিৎকণস্বরূপ বিশুদ্ধ অহঙ্কার বিকৃত হইয়া জড়াভিমানরূপ বিকারদ্বারা শুদ্ধ চিত্তের অজ্ঞানকর্তৃক আচ্ছন্নতা হয়। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনদ্বারা চিত্তের অবিদ্যামল দূরীভূত হইলে চিদ্দর্পণে স্বরূপতত্ত্বের বিম্বদর্শন হয়। ইহারই নাম স্বরূপসিদ্ধি। সেই সিদ্ধির অব্যবহিত ফলস্বরূপ সংসারক্ষয় লাভ হয়। জীব তাহাতে মায়ানন্দরূপ বৈবর্ত্ত্য পরিত্যাগ ও স্বরূপানন্দ আশ্রয় লাভ করেন। ভগবৎস্বরূপ, জীবস্বরূপ, মায়াস্বরূপ ও মায়াতীত তদভাবাত্মক কাল ও কর্ম্মস্বরূপ জ্ঞানের নাম সম্বন্ধজ্ঞান। 'শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণম্' এই অংশদ্বারা অভিধেয়তত্ত্বরূপ সাধনভক্তির উল্লেখ। কর্ম্মজ্ঞানাদির দ্বারা জীবের মঙ্গলরূপ সাধিত হইতে পারে না, কেবল হরিকীর্ত্তনদ্বারাই সাধিত হয়,—এরূপ শাস্ত্রসিদ্ধান্তরূপ শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ হইতে উদিত হইলে জীব সাধুসঙ্গপরিচালনপূর্ব্বক শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এইপ্রকার নববিধভক্তি অবলম্বন করত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। সেই কীর্ত্তন হইতে পরবিদ্যার পরমজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া জীবের শ্রেয়ঃ সাধন করে। সাধনের পূর্ণতা ও ভগবদানুকূল্য শীল যখন পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করত ভাবদশাতে পরিণত হয়, তখন স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত কৃষ্ণনিত্যরূপ উপাধিক দেহমধ্যে আত্মাভিমানশূন্য হইয়া স্বকীয় পূর্ব্বসিদ্ধ চিৎস্বরূপ এবং রসবিচার-বশেষে রসযোগ্য চিদ্দেহ লাভ করেন। মধুররসাবিষ্ট জীবগণ স্বীয় রসযোগ্য গোপীদেহ লাভ করত মাধুর্য্যময় শ্রীবৃন্দাবনধামে কৃষ্ণ-লীলার উপকরণ হইয়া থাকেন। এস্থলে স্বরূপশক্তির বিদ্যাপ্রভাবে জীবের গোপীভাবপ্রাপ্তি স্বরূপতঃ বিদ্যাবধূস্বরূপ। তখন জীব বিদ্যাবধূ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে জীবনস্বরূপ বরণ করেন। তাদৃশী ক্রমশঃ চিদ্রসের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি-রূপ চিৎসামগ্রীদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া চিন্ময়-রসতা লাভ করে। তৎকালে জীবের আনন্দাম্বুধি স্বভাবতঃ পরিবর্দ্ধিত হয়। চিদ্রসের নিত্যতা-বশতঃ তখন ভূত-ভবিষ্যৎরূপ খণ্ডপ্রতীত কাল থাকে না। সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান ও নূতন। অতএব অবস্থাপন্ন জীবের পদে পদে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন তখন পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ হয়। অবস্থার গুণগণিত্যোতাভবনিত বিশুদ্ধ চিন্ময় তদাত্মক জীব বিশুদ্ধ অহঙ্কার, চিত্ত, মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট অপ্রাকৃতস্বরূপে অবস্থিত। এবম্ভূত অবস্থায় যে কৃষ্ণকীর্ত্তন তাহা সর্ব্বাত্মস্নপনরূপ অবস্থা অর্থাৎ স্বরূপসাক্ষাৎকার-সময়ে প্রকাশ্য বা স্বীয় সম্ভোগসুখরহিত সচ্চিদানন্দ-যুগল-সেবাই জীবের নিত্যসত্তার অভিন্ন সহচর। ইহাই প্রয়োজনতত্ত্ব। এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞান-প্রাপ্তি ও শুদ্ধভক্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সর্ব্বত্র প্রয়োজন। এস্থলে শ্লোকের চতুর্থপাদে 'পরং' শব্দদ্বারা ভুক্তি ও মুক্তিদায়ক ছায়ানামাভাসান্তর্গত হরিকীর্ত্তন অনাদৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন চারিপ্রকার নাম-সংকীর্ত্তন, রূপ-সংকীর্ত্তন, গুণ-সংকীর্ত্তন ও লীলা সংকীর্ত্তন। পরমার্থরূপ বস্তুর নামই তত্ত্বভবের মূল। নাম পূর্ণরূপে উদিত হইলে রূপের উদয় হয়, রূপ পূর্ণরূপে উদিত হইলে গুণসমূহের উদয় হয়। গুণ সম্পূর্ণরূপে উদিত হইলে লীলা বোধ হয়। অতএব নামই সর্ব্বমূল এবং সমস্ত সিদ্ধির একমাত্র কারণ। নামই ক্রমশঃ রূপ-গুণ-লীলারূপে পরিণত হয়। অতএব নাম ব্যতীত বদ্ধ ও মুক্ত উভয়প্রকার জীবের গত্যন্তর নাই। প্রভুর উপদেশ সমস্তই নামকে লক্ষ্য করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—"হে ভগবন্! তুমি জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া অনেক নাম প্রকাশ করিয়াছ। কৃষ্ণ, গোবিন্দ, অচ্যুত প্রভৃতি মুখ্য নামসমূহে যাহাদের অধিকার হয় নাই, তাহাদের পক্ষে পরমাত্মা, পাতা, নিয়ন্তা, ব্রহ্ম প্রভৃতি অনেক গৌণ নামও প্রকাশ করিয়াছ। সেই সমস্ত নামের মধ্যে মুখ্যনামে সমস্ত শক্তি এবং গৌণনামসমূহে বহুবিধ পাপনাশক ও শুভপ্রদ শক্তি অর্পণ করিয়াছ। জীবের অযোগ্যতা দৃষ্টিপূর্ব্বক স্বীয় নামগ্রহণে দেশকালাদির কোন নিয়ম কর নাই। এ সমস্তই তোমার কৃপা। কিন্তু আমার দুর্দ্দৈবের কথা কি বলিব? তোমার সুখোপাস্য নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না।" নামের সমস্ত শক্তি আছে বটে, কিন্তু দশবিধ নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব দূর না হইলে জীবের নামে রুচি হয় না। সাধুনিন্দা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিভূতি শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র জ্ঞান, শ্রীগুরু অবজ্ঞা, বেদ ও তদনুগত শাস্ত্র-নিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ, নামবলে অসৎপ্রবৃত্তি, অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত হরিনামকে সমানজ্ঞান, বহির্ম্মুখ ও অনধিকারীকে নামোপদেশ, নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও তাহাতে প্রীতির অভাব এই দশটী অপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক নামগ্রহণ করিলে নামের স্বরূপ উদিত হয়। অতএব ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীগুরু হইতে নামতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধে তাহার অনুশীলন করিবেন। নামগৃহীতার পক্ষে কর্ম্মার্জ্জিত পাপক্ষয়-চেষ্টা বা পুণ্যসঞ্চয়-চেষ্টার প্রয়োজন নাই, যেহেতু শ্রদ্ধা উদিত হইবার সময়েই কর্ম্মাধিকার দূর হইয়া থাকে। তদনুসারিণী শ্রদ্ধার উদয়কালেই ভক্তিপ্রতিকূলা অশ্রদ্ধা সহজেই উদিত হয়। তাহা হইলে পাপ-পুণ্য-গতি আর থাকে না। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ স্বভাবতঃ যাহা করিয়া থাকেন এবং যে বিরক্তি প্রদর্শন করেন, সেই সমুদয় বিধিনিষেধই পুণ্য অপেক্ষা সার্থক ও নির্ম্মল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নামাপরাধ থাকিলে শ্রদ্ধা ক্রমশঃ নিষ্ঠা দূরে থাকুক অবনত হইয়া পড়ে। চিরজীবন সাধন করিয়াও নামাভাস অবস্থা উন্নতি লাভ করে না। অতএব শাস্ত্রে (পদ্মপুরাণে) এরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তি প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

নামাপরাধ পাকভাগের জন্য ব্যাকুলচিত্তে কিছুদিন অনবরত নাম করিলে ঐ ঐ নামাপরাধের অবসানভাবে শুদ্ধনাম শুদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন নামবলে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত অবস্থা অনায়াসে উদিত হয়।

নিরপরাধে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি যখন পুনঃপুনঃ আলোচনা করেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ চারিটী লক্ষণ অনুভূত হয়। অতএব শ্রীমহাপ্রভু কহিলেন,—"হে জীবসকল! যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া জানেন, যিনি তরু অপেক্ষা সহিষ্ণুতাকে অবলম্বন করেন, স্বয়ং অমানী হইয়াও সমস্ত লোককে যথাযোগ্য সম্মান করেন, তিনিই হরিকীর্ত্তনের অধিকারী। এই জড়জগতে তৃণ অত্যন্ত তুচ্ছ বস্তু হইলেও তাহারও এই বিশ্বের একটী বস্তু বলিয়া আত্মাভিমান অপগত হয় না, কিন্তু চিৎপরমাণুরূপ জীবের এই জড়জগতে কিছুমাত্র অভিমান করা উচিত নয়, যেহেতু তাঁহার চিদভিমানই তাহার, জড়াভিমান নিতান্ত অনর্থজনক ও মিথ্যা। যেহেতু বৃক্ষ ছিন্ন হইলেও বৃক্ষ সকলকে ছায়া ও ফলদানে পরাঙ্মুখ নয়। কিন্তু অন্যের হৃদয়ে প্রেমস্পর্শবিশিষ্ট জীবের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ উভয়ের প্রতি সর্ব্বদা জাগরূক থাকা স্বাভাবিক। যেহেতু জীবে প্রভুই জীবের স্বরূপ ভক্তির অন্তর্গত থাকিবেন।

শ্রীধামে বিরহোৎসব

গত ৫ই মে মঙ্গলবার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে গৌরকিশোর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ঐ দিবস প্রাতে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া একটী নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করেন। প্রাতে ও অপরাহ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা আলোচিত হয়। রাত্রে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে প্রাণস্পর্শী ভাষায় শ্রীল রায় রামানন্দ সংবাদ পাঠ করেন।

ঐ দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরহোৎসব

গত ৫ই মে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল রামানন্দ প্রভুর বিরহোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ভক্তগণ প্রাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করেন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-মননে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর কীর্ত্তন হইয়াছিল।

পাটনায় প্রচার

গত ৩রা মে, সোমবার স্থানীয় শ্রীযুক্ত প্রভুনাথ সহায়, হেড্ ক্লার্ক একাউণ্ট বিভাগ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার ভবনে শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিয়মিতভাবে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অপরাহ্নে শ্রীনবদ্বীপ-প্রকাশ-গৌড়ীয় এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। গত ৫ই মে মঙ্গলবার শ্রীল রায় রামানন্দ গোস্বামি-প্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব উপলক্ষে মঠে বিরহ-সূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও ভক্তিগ্রন্থ আলোচনা হয়। সন্ধ্যারাত্রিক, শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল রায়রামানন্দ প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয় এবং সমাগত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
১ম ও দিনের জন্ত, ২য় ও ৩য় দিনের জন্ত				
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৯৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲		" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
অর্দ্ধ কলম			এক কলম	৬৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲, ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত [illegible] একমাত্র সাপ্তাহিক [illegible] পত্র। পত্র শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

চৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব গ্রন্থখানায় প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌড়-প্রকটপীঠবাসীকে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসাধনরূপে ধারণ না করিবেন, পরন্তু প্রত্যেক গ্রন্থসেবকগণ এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত কলিযুগপাবনাবতারের এই অবদানের অনুসারে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল ভাগবত গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ প্রাণভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাঙ্গালার উহার চাহিদা অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বর নাশক এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সর্ব্বক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী —১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগরে মন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দীন আমেদের বক্তৃতা

চাপড়ায় এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাকালে বাঙ্গলা সরকারের শ্রমবাণিজ্য-সচিব অনারেবল মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সম্মিলিতভাবে শত্রুকে বাধা দিবার জন্ত অনুরোধ করেন। স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র দেওয়া হয়।

মিঃ আমেদ জনসাধারণকে 'হোম গার্ড' ও গ্রামরক্ষী দল গঠন করিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি এবং সম্প্রীতি স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। তিনি প্রত্যেক ক্ষেত্রে জনসাধারণ ব্যবহার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত সকলকে সহযোগিতা করিবার জন্ত অনুরোধ করেন।

মিঃ আমেদ কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী নাকাশিপাড়া পরিদর্শন করেন। সেখানে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের উপর বিশেষ জোর দেন।

লাটপত্নী লেডী হার্বার্টের আবেদন

যুদ্ধভাণ্ডারে আরও অর্থ সাহায্যের জন্ত বাঙ্গলার লাটপত্নী লেডী মেরী হার্বার্ট এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। বাঙ্গলার মহিলাদের যুদ্ধভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহের জন্ত যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন এবং যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া তিনি আরও বেশী অর্থ সাহায্য করার জন্ত সকলকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—বাঙ্গলায় বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদলের জন্ত হাসপাতাল, হোষ্টেল প্রভৃতির ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং আরও সাহায্য প্রয়োজন। তিনি সকলকে এই ভাণ্ডারে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা

এই বৎসরের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থিনীদের সঙ্গীতে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা নিম্নলিখিত স্থান ও তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে। (১) কলিকাতা কেন্দ্র—২০শে মে, (২) ঢাকা কেন্দ্র ২৩শে মে ও (৩) ভাগলপুর কেন্দ্র—২৭শে মে।

এই বৎসরের এল-টি ও বি-টি পরীক্ষার্থিগণ তাঁহাদের পরীক্ষাকেন্দ্র শিলং ও বহরমপুরে স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন।

তাঁহাদের কেন্দ্র পরিবর্তনের জন্ত কোন ফিস লাগিবে না। কেন্দ্র পরিবর্তনের দরখাস্ত ১২ই মে তারিখের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে পৌঁছিতে হইবে। ঐ তারিখের পর আর কোন দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না।

১২০মে তারিখের মধ্যে যদি উপযুক্ত সংখ্যক প্রার্থীর নিকট হইতে দরখাস্ত পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই বৎসর বি কম পরীক্ষার জন্ত বহরমপুরে একটী পরীক্ষাকেন্দ্র খোলা হইবে।

কাগজ আমদানী হ্রাস সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা

জাহাজে স্থানাভাববশতঃ ১৯৪২ সালের জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত সংবাদপত্র ছাপিবার জন্ত যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাগজ আমদানীর অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল আমদানী নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কর্মচারী তাহার শতকরা ২৫ ভাগ কমাইয়া দিয়াছেন। আমদানী নিয়ন্ত্রণকারিগণ গত ১৫ই এপ্রিল অথবা ঐ তারিখের পর আমদানীর যে অনুমতিপত্র দিয়া থাকেন, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ মাত্র আমদানী করিতে দেওয়া হইবে। সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আমদানী সম্পর্কে যে সব অনুমতিপত্র দেওয়া আছে তৎসম্পর্কে নিউ ইয়র্কের ক্রয় মিশনকে জানানো হইয়াছে যে, অনুমতিপত্রে যে পরিমাণ কাগজের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে তাহাদিগকে শতকরা ৭৫ ভাগ আমদানী করিতে দেওয়া হইবে।

সূতা রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের আদেশ

ভারতগবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি সূতা সম্পর্কে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের যে আদেশ জারী করিয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত বাণিজ্য-বিভাগীয় সেক্রেটারী মিঃ এম আর পিল্লাই আই সি এস ও বোম্বাইয়ের মিল মালিক সমিতির মধ্যে তদ্বিষয়ে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এরূপ জানা গিয়াছে যে, মিল মালিকগণ সুদূর প্রাচ্যের বাজারে তাহাদের ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইবার ফলে যে অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট মুখপাত্রকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

যুদ্ধের ঝুঁকি সম্পর্কিত বীমা ও গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কেও তাঁহাদের মধ্যে সাধারণভাবে আলোচনা হয়। বর্তমান জরুরী অবস্থার ফলে যেসব অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে মিঃ পিল্লাই তাহা বুঝাইয়া দেন। তবে তিনি এইরূপ আশ্বাস দেন যে, গবর্ণমেণ্ট উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সপ্তম শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও শোধিত হইয়া "গীতিলেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জনগণ-সমিতিস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১২ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৯শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১২ই মে, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ৪৯শ সংখ্যা

"মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ব'লে কোন দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'রবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'রবে, কোন অংশে কম মনে ক'রবে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ ত্রিবিক্রম, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীজগন্নাথদেব

——::(:*:)::——

শ্রীজগন্নাথদেবই শ্রীপুরুষোত্তম। শ্রীভগবান্ দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া বিশ্ববাসীকে কৃপা করিতেছেন। পূর্ণতম ভগবান্ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ৬৪টী গুণ, পূর্ণতর ভগবান্ স্বয়ং-প্রকাশের ৬২টী গুণ এবং পূর্ণতম মহাবিষ্ণু বা নারায়ণের ৬০টী গুণ। বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের প্রত্যেকের দুই মূর্ত্তি করিয়া যে ৮টী বিলাসবিগ্রহ আছে, সেই অষ্ট বৈভববিলাসবিগ্রহের মধ্যে শ্রীবাসুদেবের বিলাসের নাম—অধোক্ষজ ও পুরুষোত্তম। নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তম-জগন্নাথ অর্চ্চামূর্ত্তিতে নিত্য বাসসহ অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীজগন্নাথ চতুর্ব্যূহান্তর্গত বাসুদেবতত্ত্ব।' শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাই,—

মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম নীলা-পুরুষোত্তম। তাঁহাকে শাস্ত্র স্বয়ং ভগবান্ ও স্বয়ংরূপ বলিয়া থাকেন। গোলোক-বৃন্দাবনই তাঁহার নিত্যলীলাস্থলী। তিনি ব্রজবাসিগণের জীবনধন ও প্রেমসাধ্য। দ্বারকা-মথুরাপুরে আদি চতুর্ব্যূহগণ সহ শ্রীদেবকীনন্দন এবং গোকুলে শ্রীযশোদানন্দন অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণই ইচ্ছা বা আনন্দশক্তির, শ্রীবাসুদেব সন্ধিচ্ছক্তির এবং শ্রীবলদেব সঙ্কর্ষণ'রূপ প্রভু।

ইচ্ছাশক্তি-প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা॥
ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥
স্বয়ং ভগবান্ আর লীলাপুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

শ্রীজগন্নাথদেব—পুরুষোত্তম-বস্তু। স্বয়ং-রূপ সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমানন্দঘূর্ণিত ভক্তিচক্ষে তাঁহার এই স্বরূপ প্রকাশিত হন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভু আশ্রয়বিগ্রহের ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীজগন্নাথকে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শনের আদর্শ প্রকট করিয়াছি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রধাবিত হইয়াছিলেন। প্রাকৃত দর্শন ও অপ্রাকৃত দর্শনে আকাশপাতাল ভেদ আছে। প্রাকৃত দর্শনে শ্রীজগন্নাথকে হস্তপদহীন কল্পনা করিয়া আধ্যাত্মিকগণ জগন্নাথের আবাহন করিয়া থাকেন। বিষ্ণুকলেবরকে প্রাকৃত মনে করার চেয়ে বিষ্ণুনিন্দা আর নাই। ভক্তের নিকট শ্রীজগন্নাথদেব হস্তপদবিহীন নহেন; তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং শ্রীবলরাম—স্বয়ংরূপের স্বয়ংপ্রকাশ। শ্রীজগন্নাথ দ্রষ্টা, আমরা দৃশ্য। আমরা তাঁহার দ্রষ্টা নহি। শ্রীজগন্নাথ কাহারও দৃশ্য নহেন। তিনি সকলেরই দ্রষ্টা। শ্রীজগন্নাথ স্বয়ং। তিনি পূর্ণচেতন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্যামসুন্দর বংশীবদন দর্শন করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আহ্বান করিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। তিনি আকর্ষণ করিতেছেন, তাই আকৃষ্ট হইতেছেন। কিন্তু সাধারণ হতভাগ্য ব্যক্তি দেখিতেছে—দারুমূর্ত্তি। তাঁহার নিত্য বা ব্যাপক স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। আমাদের ভোগ্য দর্শনই তাঁহার পূর্ণদর্শনে বাধা দিতেছে। আমাদের অবস্থা উন্নত হইলে আর তাঁহাকে কাঠদর্শন হইবে না। তখন আমরাও মহাপ্রভু যেমন শ্যামসুন্দর মুরলী-বদন দর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ দর্শন করিতে পারিব। যিনি যেপ্রকার দেখিতে চান, শ্রীজগন্নাথ তাঁহাকে সেই প্রকারেই দেখা দেন। অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে অপ্রাকৃত বস্তু দর্শন হয়। প্রাকৃত দর্শন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে দিব্যজ্ঞান লাভ করা দরকার। দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে হইলে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। দিব্যজ্ঞানের উদয় না হইলে আমাদের যেরূপ প্রাকৃত চক্ষু, সেইরূপ প্রাকৃত দর্শনই হইবে। প্রভু-অভিমানে শ্রীজগন্নাথদর্শন হয় না। ভোক্তৃ-অভিমানে সকলের একমাত্র ভোক্তা শ্রীজগন্নাথদেবকেও ভোগ্যরূপে দর্শন হয়। ভোগোন্মুখ হইয়া বা ভোগচক্ষু লইয়া ভগবদ্দর্শন হয় না। সেবোন্মুখ দর্শনেই প্রকৃত দর্শন হয়। তিনি প্রভু—ভোক্তা, আমি দাস ও তাঁহার ভোগ্য—ইহাই ভক্ত-দর্শনের বিচার। আমি নিজের চেষ্টায় গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্‌কে জানিয়া লইব, দেখিয়া লইব—এই দুর্ব্বুদ্ধি দিব্যজ্ঞানের উদয়ে অপসারিত হয়।

ভগবানের যখন চৈতন্যাবতার হইয়াছিল, তখন যাঁহারা আমি জন্মগ্রহণ করিতে পারি নাই, তাঁহাদের সঙ্গ এবং সেবার আশার ভাগ্যোদয় নাই; তথাপি কৃপাময় ভগবান আমাকে কৃপা করিবার জন্য অর্চ্চাবিগ্রহরূপে আমার নিকট প্রকাশিত, সঙ্গতে আর সাক্ষাৎ ভগবানের সেবা করিতে পারি। অর্চ্চা সাক্ষাৎ ভগবান্। কায় মনো বাক্যে তাঁহার সেবা করা দরকার। তিনি নিরন্তর ভগবৎস্বরূপ। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই তাঁহার উদ্দেশ্য তাঁহার সকল কার্য্যের ফলটী ভগবান্ পান। কিন্তু প্রাকৃত দর্শনের অতীত কিছু চিন্তা করিতে না পারায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান্‌কে ভোগ করিবার বিচারের পরিবর্ত্তে তাঁহার (অর্চ্চার) সেবায় নিত্যস্বরূপটী ভগবানের দৃশ্যার্থ হউক, ভগবান্‌কে দেখিয়া সন্তুষ্ট হওয়ার বিচারের পরিবর্ত্তে ভগবান্ তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হউন, আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহার প্রীতি-বিধানে নিযুক্ত হউক, ইহাই ভক্তের বিচার। 'আমি সর্ব্বদাই ভগবদ্ভোগ্য'—এই বিচার বিস্মৃত হইয়া ভোক্তা বা দ্রষ্টার আসন গ্রহণ করিতে গেলেই জীবের সর্ব্বনাশ।

অভক্তের ভগবদ্দর্শন ও ভক্তের ভগবদ্দর্শন এক নহে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জগন্নাথের প্রথম দর্শন, দ্বিতীয় দর্শন ও তৃতীয় দর্শনের কথা এইরূপভাবে বলিয়াছেন:—

শ্রীজগন্নাথের প্রথম দর্শন

"নিরাকারবাদী বলেন—জগন্নাথদেব কাষ্ঠমাত্র। তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া চেতনাতুল্যভাবে বিশ্বাস করি। প্রকৃত কথা তাহা নহে। কেন না, তবে জগন্নাথদেবের দর্শন হইতে শ্রীবলদেব পর্য্যন্ত দর্শন হইত।

লৌকিক দৃষ্টিতে পদ্মে পাষাণ দর্শন হয়। নিরাকারের অন্ধ দর্শন হইলে

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

পৌত্তলিকতা নহে। জগন্নাথের দর্শন পৌত্তলিকতা নহে। যাহার দর্শনের প্রথমে পাপ ও দুঃখ দূর হইয়া যায় কোথায় তাঁহার পৌত্তলিকতা লক্ষ্য করিতে পারি না। আমরা দেখিতে পাই প্রভু তাঁহার দর্শন দিতেছেন না। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সোনার দর্শন হইলে অনবসরদর্শনে বিরক্তি আসিবে; এইজন্যই তিনি দর্শন দেন না। বৈষ্ণবের বিষ্ণু তাঁহাকে মুরলীধর ও তাঁহার পদ্মাসন শোভা দর্শন করেন। আবার শ্রীল দাস গোস্বামী মন্দিরের ভিতরে অবস্থিত শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখিতে যাইয়া গুঞ্জার পুঁটিমালার দর্শনের স্থান দেখে। শ্রীগৌর সুন্দর কিন্তু সাক্ষাৎ মুরলীধর দেখিলেন—প্রস্তরমূর্তি দেখিলেন না। জগতের ব্যাপারের অতদ্রূপে শ্রীজগন্নাথকে দেখিতে গেলে খণ্ডিত দর্শন হইবে—অন্য কিছু দেখিবে।

শ্রীজগন্নাথদেব মানবের মঙ্গলের জন্য দারুব্রহ্ম—অর্চাবিগ্রহে আসিয়াছেন। তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন—কাষ্ঠময় নহেন। যাহারা তাঁহাকে কাঠ দেখিবে, তাহারা সংসারকূপে জলহীন মীনের ন্যায় থাকিবে। ভক্তজনের সহিত শ্রীজগন্নাথকে দেখা উচিত। বিশিষ্টজ্ঞানের—বিজ্ঞানময় চক্ষুর দ্বারা সেবা-বুদ্ধিতে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করা উচিত।

শ্রীজগন্নাথের দ্বিতীয় দর্শন

দর্শন অর্থ সেবার অধিকার। অভিষেকের দ্বিতীয় দর্শন বিচারে পূজাচার্যগণ চৈতন্যবৃত্তিতে সেবাবুদ্ধে সেবা করেন। এই দর্শন শিখাইবার জন্য অভিষেক ভক্তিতে অর্জন বা উপার্জন বলা হয়। জীব শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভজন করিবেন! অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভজনের ভাবে অনুকরণ করে মহাজনের অনুসরণ করিতে পারে না, কেন না, মূলে তাহাদের শুদ্ধভাবের সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব।

শ্রীজগন্নাথের তৃতীয় দর্শন

প্রয়োজন তত্ত্বের দর্শন। লোকের নিকট ঠেলিয়া জগন্নাথ দর্শন করা অপেক্ষা দূর হইতে গরুড়স্তম্ভের নিকট জগন্নাথ-দর্শন করা ভাল; ভক্তের নিত্যকালীন সেবা করিবার সুযোগ। নিকটে যাইয়া সেবার অর্জনে অধিকার। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজনে—অভিধেয়াধিকার, আর সেবোন্মুখী হইয়া সর্বত্র জগন্নাথদর্শন করিয়া ভজনে—উত্তমাধিকার বা মহাভাগবতাধিকার।”

শ্রীজগন্নাথ—প্রাকৃত-তত্ত্ব এবং শ্রীবলরাম—বৈষ্ণব-তত্ত্ব। প্রাকৃত ও বৈষ্ণব-তত্ত্বের মধ্যে ভুবনমঙ্গলী স্বরূপশক্তি সাত্ত্বী সুভদ্রা। সুভদ্রা চিচ্ছক্তিরূপে প্রাকৃত ও বৈষ্ণব তত্ত্বের সন্ধান প্রদান করিয়া তত্ত্ব অর্থাৎ সকল বিচার করিতেছেন। যাঁহারা শ্রীজগন্নাথ-বিষ্ণু এবং শ্রীবলদেব-বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বজগৎ-... ও সর্বজগৎ-বিষ্ণু-তত্ত্বের অসম্প্রসারিত হস্ত পদ লক্ষ্য করিয়া কেবল “অপাণিপাদঃ”—নিরাকার নির্বিশেষ কল্পনা পূর্বক নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ অবরোধ সন্ধানে ধাবিত হন, ভুবনমঙ্গলী চিচ্ছক্তি স্বরূপা সুভদ্রা প্রভু ও বিষ্ণুতত্ত্বের মধ্যবর্তী স্থানে থাকিয়া তাঁহাদিগকে “ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে। ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে, পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ।” শ্রুতির তাৎপর্য অর্থাৎ শক্তিমান্ সর্বশেষ পুরুষোত্তমের সন্ধান দিতেছেন। এখানে ‘ভদ্রী’ বিচার বা অন্য কোনও প্রাকৃত-জন-সুলভ বিচারে সুভদ্রার অধিষ্ঠান কল্পিত হয় নাই। যাঁহারা ‘একলবাসুদেবে’র বিচার করেন, তাঁহাদের অপরিপক্ব বিচারও নিরাস করিয়া চিচ্ছক্তি-রূপিণী সুভদ্রা শক্তি-সমন্বিত ভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানের সন্ধান প্রদান করিতেছেন। চতুর্বিধ নাস্তিকতার সীমারূপ নির্বিশেষ বিচার এবং চতুর্বিধ নাস্তিকতার প্রথম স্তররূপ একলবাসুদেবের বিচার যেখানে মিলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেখানে চিচ্ছক্তি ভুবনমঙ্গলী সুভদ্রা উভয় বিচারকে পৃথক্ করিয়া শক্তিসমন্বিত শ্রীপুরুষোত্তম তত্ত্বের সন্ধান দিতেছেন। বস্তুতঃ শক্তিমান্ পুরুষোত্তমের নিত্য অধিষ্ঠান থাকায় বাচাও কোনও কল্পনাই প্রকৃত আস্তিকতা বলিয়া নিরূপিত হইতে পারে না। ইহা জানাইবার জন্যই সুভদ্রা প্রভু ও বিষ্ণু তত্ত্বের মধ্যবর্তীস্থলে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। বাহ্য দর্শনে শ্রীজগন্নাথ বা শ্রীবলদেবের তত্ত্বের সহিত এতাদৃশকে আবরিত না দেখিয়া এবং শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেবের অসম্প্রসারিত হস্ত-পদ দেখিয়া শ্রীপুরুষোত্তম-তত্ত্বকে কেহ যেন বিচারে বা নিরাকারের কল্পনে কলঙ্কিত না করেন। এইজন্য সুভদ্রা বহুলতর চিচ্ছক্তির বিচার প্রকটিত করিয়া উভয় তত্ত্বের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ কখনই নিরাকার বা শক্তিহীন একল নহেন। তিনি শক্তিমান্—শ্রীমতী রাধিকার প্রেমগ্রন্থিত আর শ্রীবলদেব-সর্বাংশ—শক্তির বিষ্ণুতার পরমেশ্বর—বিজ্ঞানী শক্তির উপর স্থিত।

এই শ্রীপুরুষোত্তমধাম শ্রীল আরাধ্যদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবভূমি। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-জগন্নাথ স্বয়ং প্রভু এখানে বহু বৎসর যাবৎ ভক্তগণসহ লীলাবিলাস করিয়াছেন। নিত্যবিগ্রহ কমলনয়ন ও দারুবিগ্রহ কমলনয়নের লীলাবিলাসস্থলী এই শ্রীপুরুষোত্তমধাম। গৌরভক্তগণ গৌরস্মৃতিতে উদ্দীপিত হইয়া বিরহব্যাধিতচিত্তে এখানে ভ্রমণ করেন। শ্রীপুরুষোত্তম দর্শনে ও শ্রীপুরুষোত্তমধাম-বাসে জীব শ্রীপুরুষোত্তমের সেবা লাভ করিয়া ধন্য হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমদেবে শ্রীজগন্নাথদেব নিত্যকাল বাস করিতেছেন। এই শ্রীপুরুষোত্তমধাম কলি বা প্রলয়ে আক্রান্ত হন না। এই পুরীধামের কথা শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন,—

সিন্ধু-তীরে বট-মূলে ‘নীলাচল’-নাম।
ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম—অতি রম্য স্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব-কাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।
‘ভুবনমঙ্গল’ করি’ কহয়ে যে স্থানে॥
নিদ্রাতেও যে-স্থানে সমাধি-ফল হয়।
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথামাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজনামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে, সে আমার সম॥
সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড-অধিকার।
আমি করি তা'সভার বিচার সবার॥

(চৈঃ ভাঃ)

পদ্মপুরাণেও শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখা আছে,—

লবণাম্ভোধিতীরে পুরুষোত্তম-সংজ্ঞকম্।
পুরং হ্যুত্তমমস্তীহ যত্রাধাপ সুদুর্লভম্॥
যস্মিন্ পুরে জগন্নাথঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
পুরুষোত্তমাদিত্যুক্তং ওম্বারভাবমকোবিদৈঃ॥
ক্ষেত্রং তদ্ধ্রুবং বিপ্র মনঃচাপল্যনাশনং।
তত্রাহো দেবদেবেশং চ চতুর্ভুজঃ॥
.... পুরুষঃ।
তস্মাদ্বিচারণা তত্র ন কর্তব্যা বিচক্ষণৈঃ॥
চণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং তত্রান্নমগ্রজৈঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণুস্তত্র চণ্ডালোপি দ্বিজোত্তমঃ॥
তত্রান্নাচিতা পশ্যঃ অথ চৌর্যা অনাশনঃ।
তস্মাদন্নং বিশেষৈর্দেবৈঃ গ্রাহ্য ......॥
হাসহস্তাপ্যধং তৎ পাবকং ......।
অথ যে ভুঞ্জতে মহাপ্রসাদং ......॥
এতাস্মাত্মবদনাঃ সর্বে ......।
ভুক্তে নিত্যাহতো মহাপ্রসাদ ......॥
ন অত্র যজ্ঞ ....।
.... মহাদ্যুতে॥
পাপং ক্ষুৎ ...... যথা ......।
তথা পাবনং সর্বত্র তদ্বং পাপনাশনম্॥
তথাং কোমলং, তথাং ......।
তথাপি ...... পাপপরিত্যাগঃ॥
পূজাবিজ্ঞান পাপান্ কথং
যান্তি তত্র বৈ।
তাং প্রবর্ততে তথিরে তত্র ......॥
বহু ......ং পুরং তত্র ......।
তথিয়ে ...... তত্র তাং প্রবর্ততে॥

শিক্ষাষ্টক

(২)

নামগ্রহীতা যদি অন্যাভিলাষরহিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, সন্ন্যাসাদি আশ্রম, ধন, রূপ, বল, বীর্য, অধিকারপদ ইত্যাদি সম্বন্ধে নিরর্থক-অভিমানশূন্য হইয়া তদ্বৈষ্ণবগণের প্রতি পরমাদররূপ মানদান করিবেন; ভগবৎ-কৃপায় যে সকল আধিকারিক সজ্জন ব্রহ্মা-শিবাদি পদলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। এই কয়েকটি লক্ষণ না দেখিলে পূর্বোক্ত অপরাধ এখনও দূর হয় নাই, এরূপ মনে করিতে হইবে।

উক্ত লক্ষণচতুষ্টয়যুক্ত নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলে অহৈতুকী, উত্তমা, কেবলা, শুদ্ধা, অমিশ্রা, অকিঞ্চনা, নির্গুণা ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত ভক্তির অবান্তর লক্ষণ হয়। কিন্তু জীবের বদ্ধাবস্থায় দুইটী ব্যতিরেক লক্ষণ আছে। সেই লক্ষণশূন্য হইলে ভক্তি শুদ্ধা হয়। অন্যাভিলাষ শূন্যতা ও জ্ঞান-কর্মাদ্য-নাবৃতত্বই ভক্তির ব্যতিরেক লক্ষণ। সেই তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে শিখাইবার জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—“হে জগদীশ, আমি ধন, জন, বা সুন্দরী কবিতা প্রার্থনা করি না, কিন্তু জন্মে জন্মে যেন প্রাণেশ্বররূপ তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। বর্ণাশ্রমধর্ম-প্রদত্ত ধর্ম, অর্থ, কাম-লক্ষণ—ধন, তাহা আমি চাই না। দেহ ও দেহানুগত স্ত্রী, পুত্র, কলত্র, প্রজাদিরূপ জনও আমি চাই না। কৃষ্ণভক্তিপোষিকা বিদ্যা ব্যতীত সামান্য ব্যাকরণ ও অলঙ্কারপ্রতিষ্ঠিত কাব্য-নাটকাদি—রচনাশক্তি (উপলক্ষে কোন বহির্মুখ বিদ্যা) আমি চাই না। কেবল জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তিই আমার প্রার্থনা। সংসার-দুঃখনাশ এবং চিৎস্বরূপ-সাক্ষাৎরূপ মোক্ষ ভক্তের পক্ষে অনায়াসলভ্য অবান্তর ফল। তজ্জন্য প্রয়াস বা প্রার্থনাদ্বারা ভক্তির স্বরূপকে দূষিত করা উচিত নয়। যে সময়ে জীবের বন্ধমোচনের যোগ্যতা উপস্থিত হইবে, তখন কৃষ্ণকৃপাক্রমে তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব ভক্তগণ ‘জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করি’—এইমাত্র বাসনা করিবেন, অন্য বাসনা করিবেন না।

সংসার-দুঃখবিষয়ক আলোচনা কি নিতান্ত অকর্তব্য? না। তাহা ভাবকে বিশুদ্ধরূপে রাখিয়া যতদূর সংসারমোচন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে, সাধক ততদূর তাহার আলোচনা করিতে পারেন। সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট সংসারদুঃখ-মোচন প্রার্থনা কদাচ করিবেন না, কেবল এই প্রকার প্রার্থনা করিলে কোন দোষ হইতে পারে না,—“হে নন্দনন্দন শ্রীনন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য দাস। তোমাকে বিস্মৃত হইয়া মায়াদেবীর প্রেরণাপূর্বক দুঃখময় বিষম-ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি,

এই অবস্থায় আমি যতই চেষ্টা করি, ততই তোমার চরণাম্বুজ বহির্মুখী হইয়া পড়ে। তুমি কৃপা না করিলে আর তোমার অকৃত্রিম দাস্যরূপ আমার স্বরূপ আমার পক্ষে সুলভ হয় না। হে করুণাময়! আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ করিয়া রাখ। তাহা হইলে আমি আর তোমার বহির্মুখতারূপ মায়াভিনিবেশে আবদ্ধ হইব না। এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে সেই করুণাময় যখন আমাদিগকে তাঁহার চরণাশ্রয় দান করেন, তখন আর জীবের ক্লেশ থাকে না।

পূর্ব্ব পদ্যদ্বয়ে সংক্ষেপে কৃষ্ণানুশীলন-কারীর শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধুসঙ্গচরণাশ্রয়, তৎপরে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ ভজন, তাহা হইতে স্বরূপোপলব্ধিজনিত অভিজ্ঞারূপ অনর্থনাশ, অনন্তর নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি, তাহা হইতে আসক্তি এবং আসক্তির পরিপাকে ভাব বা রতি হ্লাদিনীসারবৃত্তিকে আশ্রয় করত উদিত হয়; এই ক্রমটী প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাবদশায় ভক্তির অষ্টম একস্বরূপ সিদ্ধ হয়। নামকীর্ত্তন তখন অত্যন্ত প্রবল হয়। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি ও কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি রতির লক্ষণ-স্বরূপ হইয়া পড়ে। ভাব ও রতি তদস্য-রশ্মিস্বরূপ প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণপরমাণু অর্থাৎ প্রেমের প্রথমাবস্থা। তদনন্তর নৃত্য, গড়াগড়ি, গীত, চীৎকার, শরীর-মোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভ, প্রচুরশ্বাস, লোকাপেক্ষাশূন্যতা, লালা-স্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা এই সকল অনুভাব এবং স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়রূপ অষ্টসাত্ত্বিক বিকার কিঞ্চিৎ পরিমাণে লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে নৃত্য, গীত, অশ্রু, পুলক, স্বরভঙ্গ এই কয়টী স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। অতএব তখন প্রার্থনাস্থলে সাধক এইরূপ বাসনা করিয়া থাকেন,—"হে গোপীজনবল্লভ! তোমার মধুময় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কবে আমার নয়নদ্বয়ে অশ্রুধারা বিগলিত হবে, আমার বদন গদগদভাবে স্বরভঙ্গ প্রাপ্ত হইবে এবং আমার সমস্ত বপু পুলকিত হইতে থাকিবে? হে নাথ! আমি ভোগমোক্ষ প্রার্থনা করি না, সেই সর্ব্বানন্দ-দায়িনী ভাবদশা প্রার্থনা করি।

রাগরূপা ভাবাত্মিকা ভক্তি প্রেমদশায় ভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিরূপ চতুষ্টয়ের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত অনুভাব ও সাত্ত্বিক বিকারসকল সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়। মমতাতিশয্যযুক্ত ভক্তের কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ ও বশীকৃতভাবময় স্থায়ী প্রেমের পঞ্চবিধ প্রকার হয়। তখন ভক্তি-রস-আশ্রয় যে ভক্ত এবং বিষয় যে কৃষ্ণ তদুভয়ের মুখ্য-সম্বন্ধ-বৃত্তিভেদে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চপ্রকার মুখ্যরস এবং তদুভয়ের গৌণ সম্বন্ধভেদে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এইপ্রকার সপ্ত গৌণরস বেদ্যমান হয়। যে জীবের যে রসে রুচি তাহার পক্ষে সেই রসই আস্বাদনীয়, কিন্তু মধুররসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহাতে প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত। শান্তরসে উন্মাদকারী প্রীতি রতি অবস্থায় লক্ষিত। তদবস্থায় ভক্তির ব্যতিরিক্ত অন্যত্র তুচ্ছ বুদ্ধি। রতি মমতাতিশয্যযুক্তা হইলে প্রেমরূপে দাস্যরসে লক্ষিত হয়। সে অবস্থায় প্রীতিভঙ্গকারী হেতু সকল বাধা করিতে পারে না। বিস্রম্ভ বিশ্বাসময় প্রেম প্রণয়রূপে সখ্যে লক্ষিত হয়। সে অবস্থায় বিস্রম্ভের সম্ভ্রমযোগ্যতা থাকিলেও সম্ভ্রম থাকে না। প্রিয়ের আতিশয্যপ্রযুক্ত কৌটিল্যাভাসময় ভাববৈচিত্র্যের নাম মান। তদবস্থায় ভগবানও প্রেমময় ভক্তকে স্বীকার করেন। চিত্তের আর্দ্রতা প্রদর্শনময় প্রেমকে স্নেহ বলি। তদবস্থায় মহাবাষ্পাদি বিকার-দর্শনে অতৃপ্তি, বিষয়ে ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও অনিষ্টাশঙ্কা থাকে। মান ও স্নেহ বাৎসল্য হইতে লক্ষিত, অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্যে লক্ষিত হয় না। অভিলাষাত্মক স্নেহের নাম রাগ। তদবস্থায় ক্ষণিক বিরহও অসহ্য। সংযোগ-পর দুঃখও সুখ। সেই রাগ অনুক্ষণ নিজ বিষয়ীভূত জনকে নূতন নূতনরূপে অনুভব করাইয়া স্বয়ং নবনবভাবে অনুভূত হইয়া অনুরাগ বাচ্য পরিচিত হয়। সেই অবস্থায় আশ্রয় ও বিষয়ের পরস্পর অত্যন্ত বশভাব। বিরহ-সময়ে অপ্রাণীতেও জন্মগ্রহণে লালসা হয়। বিপ্রলম্ভে অত্যন্ত বিস্ফূর্ত্তি হয়। অনুরাগ চমৎকার উন্মত্ততাময় অনুরাগকেই মহাভাব বলে। তদবস্থায় সংযোগ-সময়ে নিমেষের অসহ্যতা ও কল্পের ক্ষণত্ব উপলব্ধ হয়। বিয়োগে ক্ষণকে কল্পপ্রায় হয়, যোগে ও বিয়োগে উদ্দীপ্ত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি উদিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণের দিগ্দর্শন মাত্র শ্রীমহাপ্রভুবাক্যে দৃষ্ট হয়। "অহো! গোবিন্দ-বিরহে আমার নিমেষকে যুগপরিমাণ বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষাকালের ধারা নির্গত হইতেছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্যবৎ বোধ হইতেছে।" অতএব জীবের পক্ষে পূর্ব্বাপরময় শিক্ষাষ্টক অত্যন্ত উপযোগী, ইহাই কাম্য হউন।

প্রেমদশাপ্রাপ্ত জীবের এইরূপ ভাব—আমি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত আর কিছুই জানি না। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করুন বা পদতলে আমাকে দলন করিয়া সুখী হউন অথবা অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত করুন। তিনি লম্পট। আমাকে যেরূপ বিধান করিয়া তিনি সুখলাভ করেন, আমার সেই অবস্থাই স্বীকার, যেহেতু তিনি আমার প্রাণনাথ বই অপর কেহ ন'ন।

প্রেমদশায় ভক্তগণ কৃষ্ণৈকজীবন হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত ও কৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে আকর্ষণরূপ একটী উভয়সম্বন্ধনিষ্ঠ পরমধর্ম্ম দীপ্ত হয়। আকর্ষ ও লৌহ যেমত পরস্পর যথাবিহিত অবস্থিত হইলে লৌহ আকর্ষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রতি মাধুর্য্যে চিত্ত বিদ্ধ হইয়া থাকেন। ইহাই জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে পূর্ণমিলনধর্ম্ম। জীবের বৈমুখ্য-বশতঃ ঐ ধর্ম্ম সুপ্তপ্রায় বিষয় ও আবরে অবস্থিত হয়। সাম্মুখ্য উদিত হইলেই সেই ধর্ম্মের ক্রিয়া-শক্তির লক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্মসাধনকার্য্যে জীবের ঐ ধর্ম্মের উদয় ব্যতীত অন্য বল নাই। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছেন। যথা:—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

(ভাঃ ১০।৩২।২২)

এই শিক্ষাষ্টকে শ্রীমহাপ্রভু সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-স্বরূপ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে সাধনভাবপ্রেম-অনুসন্ধানরূপ পরমতত্ত্ব আলোচনার উপদেশ করিয়াছেন,—হে জীব! যদি তোমার ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে, তবে সমস্ত কর্ম্মচেষ্টা, জ্ঞানচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি বিশেষ যত্নসহকারে এই শিক্ষাষ্টক অনুভব কর।

সারকথা

——:০:(০):০:——

জন্ম মাত্র, ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হৈতে শক্তি নাহিক কাহার॥
সংযোগ-বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কা'ত॥
দম্ভ ক্ষম, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না ভাবিহ আর॥
যদি আমাপ্রতি স্নেহ থাকে সভাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাহিবে আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥

(চৈঃ ভাঃ)

ভক্ত-স্বভাব অজ্ঞদোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণস্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম থাকিলেও তবে হয় ক্ষয়॥
যেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ জন্ম জীবন-মরণ॥
বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণবেরে নিন্দয়ে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠজন॥
যে দুষ্ট যবন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে নিরবধি সেই দুঃখে মরে॥

শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাশ যায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সেই পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সেই পাপী পুড়ি' মরে॥
নিষ্কৃষ্ট সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে ভক্তজন লঙ্ঘিতে॥
জীবন-মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত খাইলেও কিছু নয়॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে॥

(চৈঃ ভাঃ)

কোনখানে অদৃষ্টে থাকে যে দিন বিপদ।
অকস্মাৎ আসি' মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যারে যে দিবস না দিবে আহার।
রাজপুত্র হউক তবু উপবাস তার॥
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে।
অকস্মাৎ কলহ করয়ে কারো সনে॥
ক্রোধ করি' বলে—খাঞা না খাইব ভাত।
দিব্য করি' রহে নিজ শিরে দিয়া হাত॥
অথবা সকল দ্রব্য হইলে বিদ্যমান।
আচম্বিতে দেহে জ্বর হৈল অধিষ্ঠান॥
অবরেধনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন আহার।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিবে সকল॥
আপনে ঈশ্বর স্বভক্তেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যা'র সেই সুখ পায়॥
যে যে মতে কেন কোটি যত্ন না করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হৈলে সে ফল ধরে॥

(চৈঃ ভাঃ)

যার যত সু-বুদ্ধি কর্ম্ম-বুদ্ধি সর্ব্বদা।
সব ধর্ম্ম সঙ্গ তথা সবার বান্ধবা॥
তোমার অধীন প্রভু সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হৈতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
পবনে চালায় যেন শুষ্ক তৃণগণ।
এই মত সংসারের সকল ভুবন॥
যে করাও প্রভু, তুমি সেই সে করে সব।
কেন কেবা আছে তোমার মায়া তরে॥

(চৈঃ ভাঃ)

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর, চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যচরণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে সে জানিবে সিদ্ধান্তসমুদ্র তরঙ্গ॥
শ্রীধরস্বামি-প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি' মানি॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি' কর হরিসংকীর্ত্তন॥

(চৈঃ ভাঃ)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও ২য় দিনের	৩য়, পরবর্ত্তী দিনের প্র	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৩০৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বার্ষিক ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

৬ ষ মা ৩৷, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত পত্রিকার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতরত্ন বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই পবিত্র আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থ ১। পাঞ্চরাত্র তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত এবং শ্রীগৌর-প্রকট-সন্নিধানে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পর্কে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গরূপে পালন, চিন্তন, পঠন প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এর আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে ঈশ্বরানুগত্যাদির কলিযুগোচিত এই গ্রন্থের অনায়াসে চতুর্ব্বর্গ হইয়া বানপ্রস্থেরও সব প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রী গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পোঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাধিক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ প্রাণভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধ জীর্ণ শীর্ণ জ্বর, পালাজ্বরের প্রতিকারের একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি সর্বত্র। নিজের, বাড়ী সংযুক্ত ও পাড়ার এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ।৴০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং ৪ টাউন রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

পণ্ডিত নেহরুর নিকট তার

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁহার হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার পাইয়াছেন:—এই সঙ্কট সময়ে ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে নাটাল ভারতীয় সংহতি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিতেছে প্রার্থনা করি, স্বাধীন ভারতবর্ষ কেবল প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য নহে—সমস্ত জাতির জন্যই স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হউক।"

চুংকিং (চীন) হইতে সম্মিলিত কোরিয়ান সেনাপ্রতিষ্ঠানের আর একটি তারে তাঁহাকে জানাইয়াছেন—পীড়িত কোরিয়াগণ আন্তরিকভাবে ভারতবাসীর নিকট এই আবেদন করিতেছে যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের স্বাধীনতার নিমিত্ত অবিরত কূট-কৌশলী নিপ্পন আক্রমণকারীদের দ্বারা প্রতারিত না হন এবং তাঁহারা যেন আমাদের সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টে যোগ দিয়া আক্রমণকারী এসিয়ন শত্রুদিগকে চূর্ণ করেন।

সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

কোন কোন সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া এলাহাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা অনুযায়ী এই আদেশ জারী করিয়াছেন যে, ৭ই মে হইতে ২ মাস যাবৎ লাঠি, বর্শা, তলোয়ার এবং আরও কোন কোন অস্ত্র হাতে করিয়া বাহির হওয়া বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে। আদেশ দ্বারা এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বিনা অনুমতিতে কোন প্রকার শোভাযাত্রা বাহির করিতেও নিষেধ করা হইয়াছে। সাধারণের শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আদেশ জারী করা হইল

অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন

জানা গিয়াছে যে, অধিক শস্য উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য ভারত সরকার তুলা তহবিল হইতে এক কোটি টাকা খরচের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই টাকা হইতে ইতিপূর্বেই ২৫,০০,০০০৲ টাকা মধ্যপ্রদেশের জন্য রাখা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে তাঁহাদের পরামর্শ ও পরিকল্পনা জানাইতে বলা হইয়াছে। আরও জানিতে পারা গিয়াছে যে, এই "অধিক শস্য উৎপাদন" আন্দোলনে অর্থ শস্য উৎপাদনের পরিবর্তে যদি কোন প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব হ্রাস পায় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার উহা পরিপূরণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

শত্রুকে বাধা দিবার জন্য আহ্বান

৭ই মে অল ইণ্ডিয়া রেডিও হইতে বড়লাট বাহাদুর এক বেতার বক্তৃতা দেন,—

"নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা আক্রমণের সহিত শত্রুপক্ষের দ্বারা যুদ্ধ জয় করা যায় না। আক্রমণের মনোভাব লইয়া আমাদিগকে সজ্জবদ্ধ এবং কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, আমাদের ফ্রণ্টে আক্রমণাত্মক করিতে হইবে এবং আমাদিগকে সর্ব্বদা আক্রমণাত্মক মনোভাব বজায় রাখিতে হইবে।"

বড়লাট বলেন,—গত মার্চের প্রথমভাগে রেঙ্গুনের পতন হয়। এখন যুদ্ধ ভারতের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। এক্ষণে আমাদের কেবল দেখিয়া থাকিলে চলিবে না—বিপক্ষ শত্রুকে আমাদিগকে যোদ্ধার পথ গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং আমি জনসাধারণকে একটি জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্ট গঠন করিয়া আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অনুরোধ করিতেছি। সিংহল আক্রান্ত হইয়াছে, জাপানী নৌবহর বঙ্গোপসাগরে আমাদের জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। যদিও ঐ সকল রণতরী সাময়িকভাবে আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু উহারা পুনরায় আসিবে। জাপানীরা ব্রহ্মে শক্তিশালী ও আসামের দিকে আছে। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা কিছু সময়ের জন্য অবসর পাইয়াছি।

এই সামান্য অবকাশ সময়ের বিশেষ সদ্ব্যবহার করা হইতেছে, এক পক্ষ পূর্ব্বে জেনারেল ওয়াভেল আপনাদিগকে তাহা বলিয়াছেন। ভারতের সেনা ও বিমানবাহিনী প্রতিদিনই বৃদ্ধি করা হইতেছে। আমরা যাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি এমন একজন মুখ্য সেনাপতির পরিচালনাধীনে আমাদের সমগ্র বাহিনী শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে।

কিন্তু দেশের অস্ত্রহীন জনসাধারণের অবস্থা কি? আমরা যদি কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সাধারণ স্বার্থে একযোগে কাজ না করি, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে যোদ্ধাদের পশ্চাতে দেওয়া সম্ভব হইবে না।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও মুদ্রিত হইয়া "৫ ভিক্ষা"-মূল্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-গৌড়ীয়মঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে একান্ত নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয়মঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১৩ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ৩০শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ১৩ই মে, ইং ১৯৪২ | বুধবার | ৫৩শ সংখ্যা

"মহন্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ব'লে কোন দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'রবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'রবে, কোন অংশে কম মনে ক'রবে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ ত্রিবিক্রম, বুধ, অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীশ্রুতদেব ও শ্রীবহুলাশ্ব

——::(০)::——

শ্রীশ্রুতদেব নামক এক কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ মিথিলায় বাস করিতেন। তিনি কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ, শান্ত ও বিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন। প্রতিদিন দৈবক্রমে তাঁহার দেহযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী যাহা উপস্থিত হইত, তিনি তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়া কায় মনো-বাক্যে সর্ব্বক্ষণ প্রভুর সেবায় নিরত থাকিতেন। এই শ্রীশ্রুতদেবের ন্যায় নিরহঙ্কার শ্রীবহুলাশ্ব নামক জনকবংশজাত জনৈক রাজা বিদেহ-রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ইঁহারা দুইজনই কৃষ্ণভক্ত। ইঁহাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ একদিন রথে আরোহণপূর্ব্বক মুনিগণের সহিত মিথিলা অভিমুখে যাত্রা করেন। নারদ, বামদেব, অত্রি, ব্যাসদেব, ভার্গব, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয়, চ্যবন ও শুকদেব প্রভৃতি তাঁহার অনুগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমনে মিথিলাবাসী লোকসকল আনন্দিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের অপার দয়ার কথা চিন্তা করিয়া [illegible] হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া উভয়ের গৃহেই এক সময়ে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবহুলাশ্ব সগণ শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই লোকপাবন পাদজল সপরিবারে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নানা ভাবে তাঁহাদের পূজা করিলেন। তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইলে বহুলাশ্ব হৃষ্টচিত্তে ভগবানের পাদযুগল ধারণ করিয়া মধুর বাক্যে অশ্রুপুলকসম্পাদন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"হে বিভো! আপনি সমস্ত প্রাণিগণের চেতনকর্তা, প্রকাশক ও স্বপ্রকাশস্বরূপ। একান্ত ভক্তগণ আপনার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। আপনি দয়াময়। তাই আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া এস্থানে শুভাগমন করিয়াছেন। আপনি নিষ্কিঞ্চন সাধু মুনিগণকে আত্ম-পদানে অনুগৃহীত করিয়া থাকেন। আপনার দয়ার তুলনা নাই। সুতরাং কোন্ পুরুষ আপনার এই পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে পারে? হে ভগবন্! আপনি এই মুনিগণের সহিত কতিপয় দিবস আমাদের গৃহে কৃপাপূর্ব্বক বাস করিয়া এই জনকরাজবংশকে পদধূলি দ্বারা পবিত্র করুন। রাজা বহুলাশ্বের এইরূপ সাদর প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ মিথিলায় কিছুকাল অবস্থান করিলেন।

বহুলাশ্বের ন্যায় শ্রীশ্রুতদেবও নিজগৃহে সমাগত শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া তিনি সস্ত্রীক হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের [illegible] পুষ্প [illegible] সেই [illegible] পাদোদক সপরিবারে শিরে ধারণ করিয়া কায়-মনো-বাক্যে তাঁহাদের সেবা করিলেন এবং মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন,—"এই মুনিগণ ও [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] স্বরূপ এবং [illegible] আমার ন্যায় [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কেমনে [illegible] না।" [illegible] বিধান করিয়া [illegible] বলিতে লাগিলেন—"[illegible] [illegible] হইয়াছেন, সেই [illegible] আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা কেবল অদ্য আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। হে ভগবন্! আপনার বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, বন্দন, ও পাদসেবা [illegible] নিরন্তর সাধুগণের [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

[illegible] বিক্ষিপ্ত [illegible] পুরুষের [illegible] দূরে অবস্থান করেন, [illegible] [illegible] [illegible] নিকটে অবস্থান থাকেন। আপনি নিরাকৃতি [illegible] এবং সচ্চিদানন্দময়ী অপ্রাকৃত— [illegible]। আপনার মায়ার দ্বারা আপনি [illegible] [illegible] দৃষ্টিকে [illegible] রাখিয়াছেন। [illegible] প্রতি আপনার [illegible] হইলেও তাহাদের সংসার কষ্ট দূর হইয়া থাকে। হে দেব! আপনার ভৃত্য আমরা আপনার প্রীতির জন্য কোন কার্য্য করিব, কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহা শিক্ষা প্রদান করুন।" শ্রীশ্রুতদেবের কথা শ্রবণ করিয়া [illegible] ভগবান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিলেন,—"[illegible] শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি আমার উপাসনা করেন, তবে তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? আমার এই চতুর্ভুজরূপও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় নহে। [illegible] ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববেদময় [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] আমার স্বরূপ নির্ণয় হইয়া থাকে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না পারিয়া আমার ভক্ত ও [illegible] [illegible] [illegible] অবজ্ঞা করিয়া থাকে। [illegible] [illegible] সুতরাং আপনি আমাকে [illegible] [illegible] পূজা করেন, সেইরূপ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তাহা হইলে আমার [illegible] [illegible], নচেৎ আমার পূজা সিদ্ধ হইবে না।"

[illegible] তাঁহাদিগকে সম্মানের [illegible] [illegible] করিয়া পুনরায় দ্বারকায় [illegible] করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[illegible]

মহাজনগণ যে বৈষ্ণব [illegible] [illegible] যুক্ত [illegible] দ্বারা [illegible] হয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিচার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] বিচার ও মহাজনের বৈষ্ণবধর্ম [illegible] [illegible] অনুসারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপদেশ [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের বিচারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবপ্রকাশরূপ বিচারে স্থাপন করেন। শ্রীরাধাভাবের [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণলীলায় রূপ-সম্প্রদায়ের [illegible] তাহারও অধিকার নাই। [illegible] [illegible] বৈষ্ণব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দর্শনে অধিকার নাই।

[illegible] [illegible] স্বকীয় বিচারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বকীয় বৈষ্ণব [illegible] বৈষ্ণব

ভক্তসমাজবহির্ভূত বা উপধর্মাবলম্বি-গণ যে সকল অপসম্প্রদায়ে স্বকীয় বিচারের প্রচার করেন, তাহা তাঁহাদের অপ্রাকৃত-রাজ্যে প্রবেশাধিকারের অভাবমাত্র। তাঁহারা বলেন যে, স্বকীয় বিচারে লক্ষ্মী বা লক্ষ্মী [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপধর্মের [illegible] [illegible] [illegible]। সুতরাং যে [illegible] স্বকীয় বিচারই উপধর্ম। '[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকিতে হয় না।

মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিলে সে বন্ধুত্ব [illegible] [illegible] বিনাশ হয়। মানুষ যে সকল [illegible] [illegible] [illegible], তাহা বিনাশ করিতে হইলে [illegible] বা আমাদের [illegible] বা [illegible] স্বীকার করা দরকার। যাঁহারা মানুষের হরিকথা শুনেন না, তাঁহারা [illegible] [illegible] ও পুতুল দেখিবেন বা [illegible], আর [illegible] [illegible] আচরণ করিবেন ছাড়া আর কি করিবেন?

যদি আমরা [illegible] বৈষ্ণবসম্প্রদায়-[illegible] হইতে বিচ্ছিন্ন হই, তাহা হইলে আমরা ভবঘুরে পথ হইয়া পড়ি। গুরু-[illegible] অনুকরণ করিতে নাই। সর্বদাই অনুসরণ করা দরকার। শ্রীগুরুদেবের সেবার [illegible] [illegible] করিতে হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মত [illegible] [illegible] [illegible] করিলে চিরতরে নরকে যাইতে হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] চরণের [illegible] হইতে পারে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাদপদ্মে নিত্যসংলগ্ন হইয়া থাকা [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] ভগবানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন এবং যাঁহার [illegible] - [illegible] [illegible] হন।

[illegible] [illegible] ভগবানের সেবা করা [illegible] [illegible] যেন কেহ মনে না করেন। [illegible] [illegible] [illegible] ইন্দ্রিয় বা মন [illegible] [illegible] [illegible] হয় না। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আরোহণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] আরোহবাদী [illegible] [illegible] [illegible] পায় না। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। তখন আর [illegible] বাহ্যদুঃখ থাকে না।

তাঁহার সেবোন্মুখতায় উদ্ভাসিত হইয়া [illegible] অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার লাভ করে।

কোনরূপ জড়বাসনা লইয়া হরিনাম করিলে হরিনাম হইবে না। হরিভজনই করিব — এরূপ বিচারযুক্ত হইয়া নাম জপ-[illegible] [illegible] হরিনাম করিলে তবে ভজন হয়। [illegible] [illegible] [illegible] দৃঢ়চিত্ত হইয়া [illegible] [illegible] করিতে হইবে। [illegible] [illegible]-[illegible] ভগবান্ ও ভক্তজনকে চিনিতে পারেন।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর উপদেশ

——::(*)::——

[illegible] [illegible] [illegible] নয়। উহা শ্রীভগবানের প্রকৃত কৃপা। তিনি যত কষ্ট দেবেন, ততই আমাদের তাঁহার প্রতি ভালবাসা অধিক হওয়া উচিত। কারণ, কষ্ট না পাইলে আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে পারি। যাহারা এই জগতে খুব সুখী, তাহারা ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকাই 'সুখ' মনে করে। এই জগতে সকলেই ভগবান্‌কে ভুলিয়া আছে। ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকাই একমাত্র দুঃখ।

শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে সকলের সেবা হয়। ভালবাসা ও সেবা এক। শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিলে সকলকে প্রকৃত ভালবাসা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে ভাল না বাসিলে কপট ভালবাসা অর্থাৎ নিজের সুখের চেষ্টা হয়। কপটই একমাত্র দুঃখ। ভোগবুদ্ধি হইলেই লোক কপটী হইতে বাধ্য হয়। সেবাবুদ্ধি হইলে আর কপটের আবশ্যক হয় না। সর্বদা সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপালাভ করিতে পারিবে। [illegible] কৃপা না করিলে ভোগবুদ্ধি দূর হইবে [illegible], কপট থাকিলে বৈষ্ণব চিনিতে পারিবে না, [illegible] [illegible] না। সেবা করিলেই এসব বুঝিতে — অনুভব করিতে পারিবে। এখন সেবা করবার দোষ হইলেও উহাই প্রকৃত সুখ। সেবাবুদ্ধি বৈষ্ণবের সঙ্গে নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে। সেবা না করিলে বৈষ্ণবের সান্নিধ্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয় — [illegible] [illegible] বাহিরে হইবে। যাহাতে এইরূপ [illegible] [illegible] না হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিবে। তিনিই দয়া করিয়া তোমাকে তাঁহার সেবায় [illegible] দিবেন। [illegible] [illegible] — [illegible]। [illegible] [illegible] হইতে দূরে থাকিবে। সেবার চিন্তা, গুরুবর্গের সঙ্গ ও হরিকথা শ্রবণ কীর্তন করিবে।

ভক্তির দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর প্রকৃত স্বরূপ জানা যাইবে। ভক্তির প্রধান অঙ্গ—শ্রদ্ধা। 'শ্রদ্ধা' অর্থে বিশ্বাস; শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে সমুদয় কর্তব্য পালন করা হয়, এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট সেবা — শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ। শ্রীকৃষ্ণের সেবা-লাভের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ করা প্রধান এবং সর্বপ্রথম সেবা। শ্রবণ হয় না, যদি শরণাগতি না হয়। সেবালাভের জন্য সদ্গুরুর শ্রীচরণে সর্বতোভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাঁহার কৃপায় তাঁহার বাণীর প্রকৃত অর্থ জানিতে পারা যায় এবং সেইরূপভাবে সেবা করিবার যোগ্যতা হয়। মিশনের প্রত্যেক সেবকেরই হৃদ্গত একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মীয়তা জন্মে।

দীনভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত শ্রীগুরুদেবের বাণী একাগ্র হইয়া শ্রবণ করিতে হয়। 'একাগ্র হওয়া'র অর্থ এই যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তরের কথা জানিবার উদ্দেশ্যে শ্রবণ করিতে হয়। তাহা হইলে তাঁহার অন্তরের সহিত তোমার অন্তরের মিল এবং তাঁহার উদ্দেশ্যই তোমার উদ্দেশ্য হয়। উদ্দেশ্য এক হইলে প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্য সেবা হয়। 'ভক্তি'র অর্থও 'ভালবাসা'। শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিলে ভক্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভালবাসার বস্তু। কৃষ্ণেতর বস্তুকে ভালবাসার নাম— ভাল না বাসা, হিংসা করা। ইহা অনর্থ-যুক্ত অবস্থায় বুঝিতে পারা যায় না। তখন হিংসা করাকেই 'ভালবাসা' বলিয়া জ্ঞান হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্য অনুসারে সর্বদা সেবায় নিযুক্ত থাকিলে ক্রমে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। তিনিই দয়া করিয়া তোমার হৃদয়ে ক্রমশঃ তাঁহার উদ্দেশ্য জানাইয়া দিবেন। তখন প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইবে। অনেক কথা বলিলেই কীর্তন হয় না। একটী কথা কাণে প্রবেশ করিলে কীর্তনের যোগ্যতা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী সর্বদা স্মরণ করিবে, তাহা হইলেই তাঁহার মনোভীষ্ট সেবা হইবে। সুখের অবস্থা অপেক্ষা কষ্টের মধ্যেই এই সব কথায় অধিক মনোযোগ দিতে পারা যায়।

বৈষ্ণব আমাদের সেবা গ্রহণ করেন না; তিনি উহা শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। তাঁহার কৃপায় শ্রীগুরুদেবে আমাদের ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়। শ্রীগুরুদেবে যে পরিমাণে শ্রদ্ধা উদিত হয়, শ্রীকৃষ্ণে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-নামেও সেই পরিমাণে সেবাবুদ্ধি হয়। এই সম্বন্ধজ্ঞানদ্বারা নিজের পারমার্থিক অবস্থা নির্ণয় করা আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবই বৈষ্ণবের সেবা আমাদিগকে প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার বিধান অনুসারে সর্বদা নিষ্কপটে উদ্যম সঙ্গত। তাঁহার অভিষ্ট সেবাকার্যে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিলে শ্রীভগবান্ কৃপা করেন। গুরুকৃ

আপনাদের অপ্রাকৃত-তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় এবং তাহার ফলে শ্রীহরিনামের শুদ্ধ-সেবা লাভ ও ভোগবাসনা নিবৃত্ত হয়।

যাহাদের মুখে এক কথা ও কাজে অন্য-রকম, তাহারাই প্রকৃত অবৈষ্ণব। ঐরূপ বেশধারী থাক, সেই সব ব্যক্তির সঙ্গ হইতে অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকিবা। যে পরিমাণে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবা, সেই পরিমাণে প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান তোমার নিশ্চয়ই হইবে। সেবায় নিযুক্ত থাকিলে তোমার হৃদয়ে শ্রীল আচার্যদেবের সম্বন্ধ উদিত হইবে। তখন বুঝিবে যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়, ইহা বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে পারিনা। তাঁহার যেরূপ ব্যবস্থা, **উহাই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র উপায়**—ইহা বিশ্বাস হইবে। সেবা হয় না, শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য না হইলে। আনুগত্য হয় না, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ এক না হইলে। উদ্দেশ্য এক হয় না, অপ্রাকৃত-জ্ঞান না হইলে। অপ্রাকৃত-জ্ঞানই দিব্য-জ্ঞান, উহাই সম্বন্ধজ্ঞান, উহাই প্রকৃতজ্ঞান। যাহাকে ভালবাস, তাহার সহিত প্রকৃত পরিচয় না হইলে তাহাকে প্রকৃত ভালবাসাই যায় না। প্রকৃত ভালবাসা না হইলে ভালবাসার 'ভান'মাত্র, কপটমাত্র হয়।

এ সুখদুঃখের কোন মূল্য নাই। যে দুঃখের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে থাকে—শ্রীকৃষ্ণের সেবায় বাধা হয় না, তাহা প্রকৃত সুখের কারণ। যে কষ্টের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে থাকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় বাধা হয় না, তাহাও প্রকৃত সুখের কারণ। যে সুখ-দুঃখের সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবার সম্বন্ধ নাই, তাহাই সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে কষ্টও সর্বাপেক্ষা অধিক সুখের কারণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করিলে সেরূপ সুখ সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের কারণ হবে।

কষ্টের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার মত সুখ আর নাই। সুখের মধ্যে কৃষ্ণের সেবা করা কঠিন। কৃষ্ণের সেবায় বাধা হইলে সেরূপ সুখ সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টকর: উহাই ভোগ। ভোগীর সঙ্গ করিবা না। যাহারা সেবা করে না, সেবা কি তাহা জানে না, বুঝিতে চেষ্টাও করে না, কেবল বাক্য-বাগীশ, মুখে এক—কার্যে বিপরীত, নিজ সুখের জন্য যাহার সকল চিন্তা, সেরূপ ব্যক্তির সঙ্গ অত্যন্ত দুঃসঙ্গ। সেরূপ ব্যক্তি হইতে অন্তরে দূরে থাকিবা। তাহার সহিত সেবার জন্য বাহিরের সদ্ব্যবহার করিয়া, অধিক মিশিবা না।

শ্রীল আচার্যদেবের 'কথা' ও তাঁহার আদর্শচরিত্র সর্বদা স্মরণ রাখিবা এবং সর্বদা তাঁহার একান্ত আশ্রয় ও কৃপা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিবা। তাঁহার কথা স্মরণ হইলেই মঙ্গলপ্রাপ্ত হইবে।

— —

শ্রীএকাদশী

-::(০)::——

একদিন গৌরহরি, শ্রীগুণ্ডিচা পরিহরি,
'জগন্নাথবল্লভে' বসিলা।
তথা একাদশী দিনে, কৃষ্ণনাম সুকীর্তনে,
নিশি জাগরণ, কাটাইলা॥
সঙ্গে স্বরূপ-দামোদর, রামানন্দ, বক্রেশ্বর,
আর যত [illegible]।
প্রভু বলে—"এক মনে, কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে,
নিদ্রাহার করহে বর্জন॥
কেহ কর সংখ্যা-নাম, কেহ দণ্ডপরণাম,
কেহ বল রামকৃষ্ণ কথা।"
যথা তথা পড়ি সবে,
'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' রবে,
মহাপ্রেমে প্রেমের সর্বথা
হেনকালে গোপীনাথ,
পড়িছা সার্বভৌম সাথ,
গুণ্ডিচা-প্রসাদ লঞা আইল।
অন্নব্যঞ্জন, পিঠা, পানা, পরমান্ন, দধি, ছানা,
মহাপ্রভু অগ্রেতে রাখিল॥
প্রভুর আজ্ঞায় সবে, দণ্ডবৎ পড়ি তবে,
মহাপ্রসাদ বন্দিয়া বন্দিয়া
নিরাহারে রজনী সবে, মহাপ্রেমে মত্তভাবে,
অকৈতবে নামে কাটাইয়া
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি, প্রাতঃস্নান সবে করি,
মহাপ্রসাদ-সেবায় পারণ।
করি' ভক্তিচিহ্ন সবে, প্রভুর চরণে তবে,
করযোড়ে করে নিবেদন॥

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীএকাদশী

"সর্বব্রত-শিরোমণি, শ্রীভাগবতে জানি,
নিরাহারে করি' আচরণ।
জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, ক্ষেত্রে সর্বকালে মান্য,
পাইলেও করিবে বর্জন॥
এ সংকটে কেবা পশে, মনে হয় বড় ত্রাসে,
সেই আজ্ঞা করিবে প্রার্থনা।
সর্বদেব আজ্ঞা তব, যাহা মানে ব্রহ্মা শিব,
তাহা বিনা দুঃখও যাতনা॥"

শ্রীমহাপ্রভুর বিচার

প্রভু বলে—"ভক্ত অঙ্গ, একাদশী-মান-ভঙ্গে,
সর্বনাশ উপস্থিত হয়।
প্রসাদ পূজন করি, পরদিনে পাইলে তরি,
তাহে পরাভব নাহি হয়॥
শ্রীহরিবাসর-দিনে, কৃষ্ণনামরস-পানে,
তৃপ্ত হয় বৈষ্ণব সুজন।
অন্য রস নাহি লয়, অন্য কথা নাহি কয়,
সর্বভোগ করয়ে বর্জন॥
প্রসাদ লঙ্ঘন নিত্য, [illegible],
অপরাধ না করে স্বজন।
তথা একাদশী দিনে, নিরাহার থাকে তবে,
পারণেতে প্রসাদ-সেবন
[illegible], [illegible],
বৈষ্ণবেরে জানিহ নিশ্চয়।
[illegible],
তোষে হয় নিরানন্দ [illegible]।
পাপপুরুষের সঙ্গে, আহার করে রঙ্গে,
নাহি মানে হরিবাসরব্রত॥
ভক্তি-অঙ্গ সদাচার, শাস্ত্রের সম্মান কর,
হরিদেবী-কৃপালাভ হবে
অবৈষ্ণবসঙ্গ ছাড়, একাদশীব্রত ধর,
নামব্রত একাদশী তবে॥
গোবিন্দসেবন আর নিত্যব্রতাচারে।
বিরোধ না করে কভু বুঝহ অন্তরে॥
এক অঙ্গ মানে আর অঙ্গ অঙ্গে দেয়।
যে করে বিরোধ সেই অনর্থ নির্ণয়॥
যে অঙ্গের যেই দেশ-কাল বিধিবত।
তাহাতে একাগ্রতায় হয় [illegible]॥
সর্ব অঙ্গের অধিপ ও ব্রজেন্দ্রনন্দন।
যাতে তেঁহ তুষ্ট তাহা করহ পালন॥
একাদশী দিনে নিরাহার নির্বন্ধন।
অন্য দিনে প্রসাদ নির্মাল্য সুসেবন॥
শুনিয়া বৈষ্ণব সব, আনন্দে গোবিন্দরব,
দণ্ডবৎ পড়িলেন তবে।
স্বরূপাদি-রামানন্দ, পাইলেন মহানন্দ,
'উড়িয়া' 'গৌড়ীয়া' ভক্ত সবে॥
ওহে ভাই, গৌরাঙ্গ আমার প্রাণধন।
অকৈতবে ভজ তাঁরে, যাবে তবে ভবপারে,
শীতল হইবে জীবন

শ্রীনামভজন ও একাদশী এক

শ্রীনামভজন আর একাদশীব্রত।
একতত্ত্ব নিত্য জানি হও তাতে রত

(সেবাব্রত)

দুই একটী কথা

——::(০)::——

যিনি সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন এই বিচারে ব্যক্তিকে কৃষ্ণার্থে যাজন করেন, তিনি [illegible]। বৈষ্ণব কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য আলোচনা না হওয়ায় এবং তাদৃশ আচরণের প্রকৃত বৈষ্ণবের দর্শনলাভে সৌভাগ্য না থাকায়, বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে সাধারণ বহির্মুখ লোকের এক ভ্রান্তধারণা রহিয়াছে। মস্তকে শিখা, গলদেশে তুলসীমালা, হাতে হরিনামের মালিকা, ললাটে উর্দ্ধ্ব তিলক দেখিলেই লোকে যেন একটু ঠাট্টা তামাসা বা বিদ্রূপের সন্ধান পাইয়া থাকে। অবশ্য এই রহস্যের মূলীভূত কারণ অনুসন্ধান করিলে তাহা-দিগকেও সম্পূর্ণরূপে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। যেহেতু তিলক মালা [illegible] ধারণ করিয়া বা তদুপযোগী ভক্ত করিবার ন্যায় দেখাইয়া বঞ্চকের দ্বারা প্রবঞ্চনার পক্ষে সাধারণ কি প্রকারে লাভ করা সম্ভব হইবে। [illegible] বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করিয়া বৈষ্ণব ধারণকারী নিজের বাহ্য আচরণ সংশোধন করিয়া লন, তাহা হইলে যে বৈষ্ণব বেশের প্রতি বিরূপ ভাব হয় তাহা অপর বহির্মুখ অজ্ঞ বা অন্যের [illegible] অপেক্ষাও অত্যন্ত গুরুতর, সন্দেহ নাই।

প্রাকৃতসাহজিক সম্প্রদায় বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করিয়া অর্থলাভার্থ যে দুষ্ট আচরণ প্রদর্শন করে, তাহা অপেক্ষা বৈষ্ণবদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর কোন বহির্মুখ লোকের হ বা সম্ভব নহে।

বৈষ্ণবচিহ্নের অনধিকারী ব্যক্তির দ্বারা বৈষ্ণবচিহ্নের প্রতি বিদ্বেষ [illegible] লাভ করে না। বৈষ্ণবচিহ্নের [illegible] বৈষ্ণব কথার [illegible] থাকার [illegible] নহে। সাধুর বেশ গ্রহণ করিয়া চোর যদি চৌর্য অপরাধ [illegible] সেজন্য অনাদরণীয় বা [illegible], তাহা নহে, [illegible]। অনেক সময় অনেককে এক সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তোষ হইয়া বৈষ্ণবচিহ্নের প্রতি অবজ্ঞা করিতে দেখা যায়। তাহা সর্বতোভাবে অন্যায়। বৈষ্ণবচিহ্নধারীর অপরাধের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন না করিয়া বৈষ্ণবচিহ্নের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রদর্শিত হইলে তাহা অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া গণ্য।

অনেক সময় অনেককে বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণে সঙ্কুচিত হইতে দেখা যায়। বৈষ্ণব সম্বন্ধে [illegible] বা কটাক্ষের পাত্র হইবার ভয়ে উহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করেন। তাঁহারা নানা বিচার ও যুক্তি [illegible] প্রদান করেন। [illegible] প্রতি [illegible] অভাব হইলে বৈষ্ণব দাসাভিমান [illegible] বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণে [illegible] দৃঢ় হয়। [illegible] অন্যথা কোন প্রকারের মঙ্গল হয় না।

———

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

গত [illegible] বৈশাখ ([illegible]) [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্তর্গত শাখা ঢাকার শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনু-গত্যে ও [illegible] শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব [illegible] সম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা, [illegible] পূজার, [illegible] হইয়াছে। [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। [illegible] পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে শ্রীনৃসিংহদেবের [illegible] মহারাজের [illegible] আলোচিত হয়।

———

অসাধুসঙ্গ সর্বনাশের কারণ। একমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
১ম ও [illegible] পৃষ্ঠা, [illegible]			
[illegible] পাঁচ লাইনে ৷০	৷৵০	প্রতি মাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	১৲	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	" এক কলম	৫০৲
" " এক কলম	১২৲		

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ও সাপ্তাহিক ১০ টাকা মাত্র।

২। [illegible] ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীমায়াপুর [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—[illegible] মহোপদেশক-সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত [illegible]। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই গ্রন্থ [illegible] গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক [illegible] শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূর্ণ [illegible] পণ্ডিত [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত [illegible] এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে [illegible] এই ভবসাগর [illegible] উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

T[illegible]E TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল [illegible] গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের [illegible] মাসে [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] ইংরাজী ভাষায় যে [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ [illegible] কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible] অব্যর্থ [illegible]

[illegible] পরীক্ষিত [illegible] প্রাপ্ত [illegible] একমাত্র উপায় [illegible]। [illegible] এবং [illegible] কেমন [illegible] যে, আপনার [illegible] কিনা [illegible] মাত্র। [illegible] পাইকারী

—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

স্যার রবার্ট রীডের নূতন পদ

আসামের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার রবার্ট রীড শিলং হইতে কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। তিনি [illegible] অফিসাররূপে তাঁহার নূতন পদের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

উল্টাডিঙ্গী ডাকাতির জের

উল্টাডিঙ্গী ডাকাতি সম্পর্কে গোলা সিং [illegible] সিং এবং [illegible] সিং নামক তিনজন পাঞ্জাবীকে [illegible] হইতে গ্রেপ্তার করিয়া [illegible] সহ সোমবার ব্যারাকপুরের এক ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। [illegible] আসামীদিগকে [illegible] রাখার আদেশ দিয়াছেন। একদল পাঞ্জাবী দস্যু কর্ত্তৃক উল্টাডাঙ্গীর এক চটকলের ২১ হাজার টাকা অপহৃত হয়। পুলিশ [illegible] দ্বারা আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করে।

[illegible] পুলিশ [illegible] গোলা সিং ও [illegible] সিংএর বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া ১০,৭৪৪৲ টাকা পাইয়া যায়। পুলিশ উহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। গোলা সিংএর [illegible] খানাতল্লাসী সময় [illegible] সিং উপস্থিত ছিল। তথায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্মরণ থাকিতে পারে, গত ১৩ই ডিসেম্বর [illegible] মিলের কয়েকজন দারোয়ান একখানা মোটর লরী করিয়া কলিকাতা হইতে ঐ টাকা মিলে লইয়া যাইতেছিল। উল্টাডাঙ্গী ষ্টেশনের নিকট একদল সশস্ত্র পাঞ্জাবী ঐ টাকা লুঠ করে। কয়েকজন দারোয়ান গুরুতর জখম হয়।

কোয়েম্বাটুরের নিকটে দুঃসাহসিক রাহাজানি

কোয়েম্বাটুর হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী একটি গ্রামে একটি দুঃসাহসিক রাহাজানি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একদল দস্যু একখানি মোটরকারের জন্য ওৎ পাতিয়াছিল। তাহারা মোটরের আরোহী-দের নিকট হইতে ১০ হাজার টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। প্রকাশ, দস্যুগণ একটি পুলের উপর দিয়া একটি দড়ি বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। ইহার ফলে তাহারা একখানি চলন্ত গাড়ীকে ঐস্থানে থামাইয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। অতঃপর প্রায় ২০ জন মুখোসধারী লোক আরোহীদের লইয়া মোটরকারে চলিয়া যায়।

ট্রেন ভ্রমণ গাড়ীর টাকার বাক্স কাড়িয়া লোক এবং ড্রাইভার ও গাড়ীর আরও দুইজনকে প্রহার করে। তাহারা ১০ হাজার টাকার কারেন্সী নোট লইয়া পলায়ন করে।

পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। গাড়ীর আরোহীদিগকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় তাহারা আরোগ্যলাভ করিয়াছে। এই সম্পর্কে এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

আশ্রয়প্রার্থীদিগকে সাহায্য

নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রীয় সমিতির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত [illegible] এম এ, [illegible] ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—

[illegible] দিবস [illegible] আমি [illegible] অধিকৃত রাজ্য হইতে আগত, বিশেষ করিয়া ব্রহ্ম ও মালয় প্রত্যাগত ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আরও সাহায্য দানের জন্য বিশেষ কিছু করিতে সমর্থ না হওয়ায় [illegible] সরকারের কর্ম্মচারীরা আমার [illegible] উক্ত [illegible] সহিত দিয়াছিলেন বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রীয় সমিতি [illegible] সভাপতি [illegible] সেক্রেটারী মিঃ [illegible] আমার কার্য্যে সাহায্য করার জন্য [illegible] ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মার্কিন সমর-বিভাগের জন্য সাড়ে তিন কোটি ডলার

সমরবিভাগের জন্য আরও তিন কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মঞ্জুর জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট শীঘ্রই কংগ্রেসকে অনুরোধ করিবেন।

এই অর্থের দ্বারা আরও ২৪ হাজার সামরিক বিমান, [illegible] ট্যাঙ্ক, বিমানধ্বংসী কামান এবং কামান প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইবে এবং চল্লিশ লক্ষাধিক লোক নিয়োগ করা হইবে।

আসামের গবর্ণররূপে স্যার এণ্ড্রু ক্লো

শিলং লাটপ্রাসাদের দরবার হলে স্যার এণ্ড্রু ক্লো আসামের গবর্ণররূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ [illegible] তাঁহাকে রাজানুগত্যের শপথ গ্রহণ করান। ঐ অনুষ্ঠানে কতিপয় সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রেস্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "প্রতিদর্শ"-ভাষসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

শ্রীল ঠা[illegible] রচিত এই গ্রন্থ [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইল। [illegible] [illegible] [illegible] সাধারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিতরণীয়।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৪ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫৩; ৩১শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬; ১৪ই মে, ইং ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার } ৩১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ ত্রিবিক্রম, তৃতীয়া কামদোদশী, গৌরাব্দ ৪৫৩

কাণ দিয়া দেখিতে হইবে

——::(•)::——

জীব চিদানন্দময়। আনন্দই তাঁহার ধর্ম। যেকাল পর্য্যন্ত আনন্দ-ধর্ম জীবে প্রস্ফুটিত না হয়, ততদিনই তাহার বদ্ধজীবাভিমান থাকে। অসৎ-সঙ্গবশতঃ জীব নিত্যানন্দের সন্ধান পায় না। সাধুর সঙ্গক্রমে ভগবানের কথা শ্রবণ করিবার যখন সুযোগ হয়, তখনই জীব বুঝিতে পারে যে, তাহাতেও আনন্দ-ধর্ম আছে। যখনই জীব অপ্রাকৃত আনন্দের অনুসন্ধানে বিরত হয়, তখনই নিরানন্দ আসিয়া তাহাকে বিব্রত করে।

স্ব-সুখবাঞ্ছাই ভোগোন্মুখতা, কৃষ্ণ-সুখবাঞ্ছাই সেবোন্মুখতা। সেবোন্মুখই সেবা পায়, ভক্তিন্মুখই ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে যাহা চায়, সে তাহা পায়। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' অনেকে বলেন, সাধন করিয়াও আমার মঙ্গল হইতেছে না কেন? নিষ্ঠ হইয়া সাধন করা হয় নাই বলিয়াই মঙ্গল হইতেছে না। ভোগোন্মুখ থাকিয়া সাধনের অভিনয় করিলে মঙ্গল কি করিয়া হইবে? তবে প্রভুর স্থবিধান করিয়, এই চিত্তবৃত্তি থাকিলে—সেবোন্মুখ যোগ্যতা ত' সেত আসিবেন। যদি আমরা প্রত্যেক সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাস্তব বস্তুর অনুশীলন করি—চব্বিশ ঘণ্টা অনুশীলন করি, তবে ত' বাস্তব বস্তু আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন? সেবোন্মুখতাই ত' মঙ্গললাভের একমাত্র যোগ্যতা। যদি তাহা না থাকে, সেবোন্মুখতার পরিবর্ত্তে যদি ভোগোন্মুখতা হৃদয়কে অধিকার করে, তাহা হইলে ত' সেবাদর্শনের পরিবর্ত্তে ভোগদর্শন আমাদিগকে গ্রাস করিবেই। আশ্রিতই সেবোন্মুখ। যাহার সেবোন্মুখতা নাই, তাহার আশ্রয়গ্রহণও হয় নাই; সুতরাং সে রক্ষিত হইবে কি করিয়া?

সেবোন্মুখতাই চেতনতা। সেবোন্মুখই চেতন। সেবোন্মুখের দর্শনই চেতনদর্শন। সেবোন্মুখই সেব্যকে দর্শন করে। চেতনের বৃত্তিদ্বারা—চেতনের চক্ষুদ্বারা চেতনের দর্শন হয়। শ্রবণোন্মুখই সেবোন্মুখ। শ্রবণকারীই শিষ্য। শিষ্যই শ্রবণানুগ্রহে প্রকৃত দর্শন লাভ করিতে পারে। শ্রবণ জিনিষটা কৃপা কীর্ত্তনকারীর কৃপা ব্যতীত শ্রবণ হয় না এই শ্রবণ-সুযোগ বা কৃপালাভ অনুগত ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটে। শ্রবণোন্মুখই কৃপোন্মুখ। যাহার হরিকথা-শ্রবণে ইচ্ছা নাই, সে ত' কৃপা চায় না, সে ত' স্বতন্ত্র থাকিতে চায়। শ্রবণপথ বা শ্রৌতপথই আবশ্যকীয়। শ্রৌতপথ বা কর্ণের পথই শরণাগতির পথ বা প্রপত্তির পথ। কর্ণের পথই একমাত্র অমৃতের পথ, আর চক্ষুরাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পথ—মৃত্যুর পথ। কর্ণের পথ ছাড়িয়া অন্য পথে যাওয়াই মৃত্যু-পথে যাওয়া—কৃষ্ণবিস্মৃতির অতল-জলধিতে পতিত হওয়া। কৃষ্ণস্মৃতিই জীবের জীবন, কৃষ্ণবিস্মৃতিই মৃত্যু। কর্ণপথ বা শ্রৌতপথের পথিকই ভক্তিপথের পথিক। যে শ্রৌতপথ আশ্রয় করিল না—শ্রবণ করিল না—শিষ্য হইল না, তাহার বাঁচিবার আর অন্য কোন রাস্তা নাই। সেই জন্যই সাধু-শাস্ত্র বলেন,—কর্ণদ্বারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন কর, গুরু দর্শন কর, বৈষ্ণব দর্শন কর, শ্রীধাম দর্শন কর, গঙ্গা দর্শন কর, তুলসী দর্শন কর। 'কাণ দিয়া দেখ'—ইহাই শাস্ত্রের কথা, বেদের কথা। কাণ দিয়া শুধু দেখা নহে, আস্বাদন করা, আঘ্রাণ করা, স্পর্শ করা—সমস্ত কার্য্য কাণ দিয়া হউক—অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কৃত্য সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা নিয়মিত হউক। তাহা হইলে আমাদের হৃদয় আসন-ঘর হইবে এবং তথায় শ্রীনাম কীর্ত্তনকারিগণ আসিবেন, আমরা অনুক্ষণ গুরুবর্গের পূজা করিবার সৌভাগ্য পাইব।

অভক্তি-পথে চক্ষুর ক্রিয়ার আদর খুব বেশী, কিন্তু আমাদের গুরুবর্গ প্রথম কর্ণের ব্যবহারের কথাই বিশেষরূপে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—"সাধু, বৈষ্ণব, গুরু শ্রীবিগ্রহ—ইঁহাদিগকে কর্ণের দ্বারা দেখ, চক্ষুর দ্বারা দেখা আপাততঃ বন্ধ রাখ।" অবশ্য তাই বলিয়া তাঁহারা কৃত্রিম উপায়েও ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করিবার কথা বলেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন—সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা যত শ্রৌতবাণী অর্থাৎ হরিকথাই তোমাকে পরিচালন করুন, তোমাকে নিয়মন করুন।

অচেতন চক্ষু কখনও অপ্রাকৃত বস্তুকে দেখিতে পায় না। চর্ম্ম-চক্ষে শ্রীধামাদি প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতিভাত হয়। গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ ও শ্রীধাম ভোগোন্মুখ চক্ষু বা চর্ম্মচক্ষের অগোচর বা অদৃশ্য। সুতরাং আমরা যেন কেহ এই চক্ষু দিয়া সাধুদর্শনাদি করিতে না যাই এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যেন সর্ব্বক্ষণ কাণ দিয়াই দর্শনাদি কার্য্য করিতে তৎপর হই। স্বতন্ত্র হইয়া যে দর্শন, তাহা ভ্রান্ত দর্শন। ভক্তির অনুগত হইয়া যে দর্শন, সেবোন্মুখ প্রপন্ন কর্ণের দ্বারা যে দর্শন, তাহাই শুদ্ধ দর্শন। সেইজন্য শ্রৌতপথ আশ্রয় করিয়া বাণী শ্রবণের জন্য সাধুগণের নিকট অবস্থান করিয়া থাকেন। আগে কর্ণে দর্শন নহে, আগে নাম-শ্রবণ। আগে শরীর সাধ্য নয়, আগে শ্রবণ। বিষয়ের প্রথম দর্শনের নিয়ম—অগ্রে শ্রবণ। প্রথম দর্শনের দ্বারা নহি; কর্ণদ্বারা তত্ত্বের দর্শন হয়। সেখানেই বস্তুবিজ্ঞ হয় পরিচালনা নাই। [illegible] [illegible] [illegible], হরিকথাই তাহাদের দেখাইবেন, অতএব সজীব সকাম [illegible], শ্রীনাম শ্রীবিগ্রহরূপ প্রকটিত হইবেন। হরিকথাই সাক্ষাৎ হরি, সেই শ্রীহরিকে প্রথমে কর্ণদ্বারাই দর্শন করা যায়, কর্ণদ্বারা তিনি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন, কর্ণদ্বারাই তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। সুতরাং শ্রৌতপথাশ্রয় কর, যে আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য।

মাংস-চক্ষু কখনও অপ্রাকৃত বস্তুকে দেখিতে পায় না, নিজ চেষ্টায় কখনও অধোক্ষজ বস্তুকে জানা যায় না। নিজের চেষ্টায় দেখিতে গেলে শ্রীল গৌরসুন্দরকে সাধু [illegible] [illegible] আকৃতিবিশিষ্ট, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজকে আশ্রয়দর্শন—একরূপই দেখা যায়। বস্তুতঃ তাঁহারা সেরূপ নহেন। তাঁহাদের দর্শন হইলে সাধুসঙ্গ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সাধুসঙ্গ ব্যতীত শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ কিছু [illegible] কিছুই হয় না। সাধুর অন্তরে প্রবেশ করাই সাধুসঙ্গ। সেইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি প্রত্যেকেরই নিষ্কপটে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করা দরকার, নতুবা মঙ্গলের আশা নাই।

গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—সকলেই বিগ্রহবান। ইঁহারা অধোক্ষজ—চেতন। বিজাতীয় চক্ষুর দ্বারা ইঁহাদের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন হয় না। এই মাংসচক্ষু লইয়া এক দেখিতে আর এক

দেখিয়া ফেলিতে হয়। নীল চশমা পরিলে যেমন সমস্তই নীলবর্ণ হয়, বা ন্যাবা রোগে সকলই হলুদবর্ণ হইয়া থাকে। চক্ষুর দোষ বা অসৎসঙ্গ, আর পরিশুদ্ধ ভগবানের দর্শন। সেইজন্য শাস্ত্রে কাম-দিগ্ বৈষ্ণবের দর্শন এবং বস্তুদর্শন করাইবার অস্তিত্বে বাণীকে আশ্রয় করিতে বলেন। চর্মচক্ষুর দর্শন করিতে গিয়া মাংসচক্ষু দিয়া সাধুর দুর্দশা অর্থাৎ অসাধুর দর্শন হইয়া থাকে। কারণ, যে পর্যন্ত আমরা শ্রবণে সাধুর বাণী গ্রহণ না করি সে পর্যন্ত এই চক্ষুর দ্বারা কখনও সাধুদর্শন বা ভগবদ্দর্শন হবে না! কৃষ্ণের দেহ মন ও সোনা, কিন্তু কৃষ্ণের বপু অজির। কৃষ্ণের বপুর ন্যায় সাধু গুরুর বপুও সাক্ষাৎ অর্থাৎ তাঁহারা সরলভাবে জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। সেইজন্য আগে শ্রবণের কথা। আমাদের যাহার যতই অযোগ্যতা থাকুক, হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে হরিকথাই আমাদের সমস্ত অসুবিধা দূর করিবে। কিন্তু শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে করিতে মাংসচক্ষুর আবরণ নষ্ট হবে না। কারণ, মাংসচক্ষু বিদ্যাহীন চক্ষু, অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ কোন দিনই তাহার নিকট অবতীর্ণ হন না—তাহার গোচরীভূত হন না। কিন্তু হরিকথা স্বয়ংই জীবকে নিঃসংশয় করিয়া তাহার নির্মলতা সাধন করে এবং সেইজন্যই যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে। বপু যাহা ব্যক্তির নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, আর বাণী বা মন্ত্র অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া নিজের স্বরূপ দেখান। বস্তুতঃ অপ্রাকৃত রাজ্যে নাম ও বিগ্রহ, শব্দ ও শব্দী, বাণী ও বপু ভিন্ন নহেন; বাণীই জীবকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া তাঁহার বিগ্রহমূর্তি প্রদর্শন করেন, নামই কৃপা করিয়া জীবকে নিজের রূপ দেখান। অযোগ্যাবস্থায় যে বিগ্রহমূর্তির বিচ্যুতি দর্শন হয় না। এইজন্য শাস্ত্র ভগবৎস্বরূপ হইতেও ভগবন্নামকে অধিকতর করুণাময় বলিয়াছেন।

সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত অন্য উপায়ে জীবের মঙ্গল হইতেই পারে না। একমাত্র হরিকথাই অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে অনর্থমুক্ত, পুরুষাভিমানীকে সেবকাভিমানী ও ... দূর করিতে পারেন। একমাত্র শ্রবণের দ্বারাই মাংস চক্ষুর ভুল দর্শন ও ভোগদর্শন অপসারিত হয়। হরিকথাই জীবকে সকল বিষয় ... দর্শনে যোগ্যতা দেন। হরিকথাই পাপ ও তাপ জীবকে হরিভক্ত করেন। ... শ্রীমুখে শুনিতে পাই, নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সকলা, তাঁহাদের শ্রবণ না করিয়া যে আচার্যের বপু দর্শন করিতে যাইতে না হয়। তাহাতে হয় ত' বাহ্যদৃষ্টির জন্য অনেক বঞ্চনা-কৌশলও থাকিতে পারে। সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও হরিদাসঠাকুর কীর্তনকারী বলিয়াছেন—সর্বক্ষণ হরিকীর্তন করিবার— পরমার্থসাধনের আদেশ ও উপদেশ দিয়াছেন— ঈশ্বরের বাহ্য আচরণ দেখিতে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক নবদ্বীপবাসী জনৈক বিপ্র অজ্ঞতাবশতঃ এক চক্ষে দেখিতে গিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অলৌকিক ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া সরলভাবে সহিত সে-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

শুন বিপ্র, মহা-অধিকারী যেবা হয়।
তবে তার দোষ-গুণ কিছু না জন্ময়॥
পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এইমত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র সর্বদা বিহরে॥
অধিকারী নহি করে তাঁহার আচার।
দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে তার॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্বথায় মরে, সর্বপুরাণ-প্রমাণ॥
এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তাঁর কর্ম।
নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্হিত করয়ে যদি মহা অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি॥
ঈশ্বরের শাস্ত্র কথা—ঈশ্বর সমান।
মন্দ কর্ম করিলেও মন্দ নহে তাঁর॥
নিত্যানন্দস্বরূপ পরম-অধিকারী।
অল্পভাগ্যে তাহারে জানিতে নাহি পারি॥
অলৌকিক চেষ্টা যে বা কিছু দেখ তাঁর।
তাহাতেও আদর করিলে পাই পার॥

শ্রবণাঙ্গযুক্ত দর্শনই সেবাদর্শন—চেতন-দর্শন, আর দুই পর্কতভাবে চক্ষুকে যে দর্শন, তাহা ভোগদর্শন বা মায়া-দর্শন। উপাস্য-বস্তু শ্রবণপথ ব্যতীত অন্য পথে আসিবেন না। উপাস্যবস্তু প্রথমে শ্রবণপথের পথিক হন; পরে হৃদয়ে কীর্তিত হন। কীর্তনের পর সাক্ষাৎ দর্শন; তাহার পর হৃদয়ে তাঁহাকে ধারণ করা যায়। শ্রবণ করিলে না দিয়া হইলেই আমাদের থামিয়া যায়—নাস্তিকতা দূর হয়। শ্রবণ অর্থাৎ সত্যপর্যুক্ত ব্যতীত অলোকিক বস্তুর দর্শন কোনদিনই হইতে পারে না। পৌত্তলিকতাই শ্রবণাধিকার নাশ হয়—ঔর্ধ্বদৈহিক দ্বারাই শ্রবণের অধিকার হইয়া থাকে। শ্রবণের দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি বা শুদ্ধসত্ত্ব হয়, শুদ্ধভক্তি হইলেই ভগবদ্দর্শন বা ভগবৎসেবা হইয়া থাকে। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই সর্বক্ষণ শ্রবণপথে অবস্থান করা দরকার—নিজেকে শ্রীভগবৎপদের ধূলি বলিয়া অভিমান থাকা আবশ্যক। এই শ্রবণ বা শিষ্যের লিপিই পরেও চালিবে। শ্রবণই আমাদের একমাত্র রক্ষা কবচ। শ্রবণই আমাদিগকে রক্ষা করিবে, মাংস-চক্ষের দর্শন কখনও আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং শ্রবণই আমাদের সাধন ও সাধ্য হউক, কাণ দিয়া দর্শনাদি করিবার জন্য আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হউক

শ্রী-অভিধানে যে দর্শন, তাহা অহংকার-ময়—অবদর্শন; ইহা দর্শনাভাস, অহংকার বা মায়াদর্শন। আর সাধুজনের নিকট শ্রবণফলে যে দর্শন হয়, তাহাই চেতন-দর্শন বা সুদর্শন। অনর্থযুক্তের দর্শনে বাধা আছে, ঐ বাধা বাধাময় দর্শনের দ্বারা অপসারিত হয় না; কিন্তু শ্রবণের বাধা সাক্ষাৎ শ্রবণের দ্বারাই সাক্ষাৎভাবে দূর হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রবণফলে অজ্ঞ দর্শন বা মাংস-দর্শনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বহির্মুখ নয়ন কমলনয়নকে দেখিতে পায় না। কমলনয়ন সেবোন্মুখ নয়নের দর্শনের বিষয় হন। এই সেবোন্মুখতা শ্রবণের দ্বারাই লাভ হয়। শ্রবণ শাস্ত্রীয় চক্ষে শুদ্ধদর্শন হইয়া থাকে। শ্রবণ না করিয়া যাহারা দর্শন করিতে চায় তাহারা কখনও ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে পারে না। শ্রবণ না করিয়া যেখানে দর্শনের জন্য ব্যস্ততা, সেখানে ইন্দ্রিয়তর্পণ-স্পৃহা বা স্বতন্ত্রতাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া হইয়াছে। শ্রবণ এমনই ব্যাপার যে, তজ্জন্য পৃথক্‌ভাবে দর্শনের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। শ্রবণই দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া দর্শককে দিব্য চক্ষু দান করিয়া থাকেন। কর্ণকে বাদ দিয়া যে দর্শন, শক্তিকে বাদ দিয়া যে অদ্বৈত দর্শন বা স্বতন্ত্র দর্শন, তাহা কুদর্শন বা দর্শনাভাস। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্বক নিত্য শ্রবণ ও অনুকীর্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অচিরেই সেই শ্রবণ-কীর্তনকারীর হৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হ'ন। তদ্বিষয়ে শ্রবণ-কীর্তনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা বা কৃত্রিমভাবে রূপাদি দর্শনের প্রয়োজন হয় না। ভগবান্ নিজে স্বতন্ত্রভাবে অন্তর্যামী রূপে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া থাকেন। একমাত্র শ্রবণকারীই ভগবান্‌কে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া নিত্যকাল দর্শন করিতে পারেন।

যেখানে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ, সেখানেই শ্রবণ-বিমুখতা দেখা যায়। শ্রবণ-বিমুখ দর্শনে অনধিকারী। একমাত্র শ্রবণকারী পুরুষই শ্রীভগবানের পাদপদ্মের সাক্ষাৎকার পান। কাণ দিয়া—শিষ্য হইয়া দর্শন করিতে হয়; স্বতন্ত্রভাবে দর্শন করিতে গেলে বাধিত হইতে হইবে। অতএব দর্শন ও অন্ত ক্রম দর্শন এক নহে। শুক দেখার পথ, কর্ণের পথ, শ্রোতপথ গ্রহণ করিয়াছেন। আর অতএব মাণিক্য নবীন জন্য হইয়াছেন। অতএব পরমুখাপেক্ষী, আর এক দাসাভিমানী। শিষ্য বা সেবক হইয়া দর্শনই কর্ণ দিয়া দর্শন। শ্রবণই ভক্তকে নিয়োজিত বা চালিত করে; সেখানে কর্তৃ-অভিমান নাই। শুক শ্রবণফলে পারিতে পারেন—বেদব্যাসকে দর্শন করা যায় না, যতক্ষণ না বেদব্যাস তাঁহাকে দর্শন না দেন। যাহারা শ্রবণ না করিয়া দর্শনের পক্ষপাতী, তাঁহারা আধ্যক্ষিক। কিন্তু ভক্তের সেবোন্মুখ শ্রোত্র ও নেত্র একতাৎপর্যপর। সেখানে কোন ব্যবধান নাই। কাণ দিয়া দেখিতে হইবে—শ্রবণ-সেবোন্মুখতাদ্বারা দর্শন করিতে হইবে, তাহা হইলেই প্রকৃত দর্শন হইবে।

—

শ্রীঅর্জ্জুন ও শ্রীসুভদ্রা

——:॥(•)॥:——

শ্রীসুভদ্রা শ্রীবাসুদেবের ভগ্নী। শ্রীঅর্জ্জুন ইঁহাকে বিবাহ করেন। অর্জ্জুন তীর্থ-যাত্রা-প্রসঙ্গে পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে প্রভাসে আসিয়া শুনিতে পান যে, তাঁহার মাতুল কন্যা সুভদ্রাকে শ্রীবলদেব দুর্যোধনের হস্তে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রভৃতি কাহারও তদ্বিষয়ে সম্মতি নাই। তখন তিনি ঐ কন্যা-গ্রহণে অভিলাষী হইয়া ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীর বেশে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। পুরবাসিগণ ও শ্রীবলদেব চিনিতে না পারিয়া ত্রিদণ্ডিজ্ঞানে তাঁহাকে যথাযোগ্য স্থান প্রদান করিলেন। তিনিও তথায় কয়েকমাস বাস করিলেন। একদিন অর্জ্জুন তথায় শ্রীসুভদ্রাকে দেখিতে পান। সুভদ্রাও অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া সলজ্জ কটাক্ষে তাঁহার সঙ্গ কামনা করেন। একদিন সুভদ্রা কোন দেবোৎসবোপলক্ষে রথারোহণে দুর্গ হইতে বহির্গতা হইলে মহারথ অর্জ্জুন দেবকী, বসুদেব ও কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে হরণ করিলেন। তিনি সিংহ-বিক্রমে উচ্চ আর্তনাদকারী কন্যা-সখী-গণকে উপেক্ষা করিয়া রথে আরোহণ ও ধনুর্ধারণপূর্বক যদু চতুর্দিকে অবরোধকারী যাদবগণ ও পদাতিকগণকে পরাজিত করিয়া কন্যাকে হরণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীবলদেব অত্যন্ত ক্রোধিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য বান্ধবগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীবলদেব সানন্দে অর্জ্জুনকে হস্তী, রথ, অশ্ব, পদাতিক এবং দাসীসকল প্রদান করেন।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ। তিনি নিত্যপার্ষদবাসী। ভগবদিচ্ছায় ইনি পঞ্চ-পাণ্ডবের অন্যতমরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁনি কৃষ্ণসখা। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের বড় প্রিয়। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাদের জন্য কি না করিয়াছেন! অর্জ্জুন কৃষ্ণের পূর্ণকৃপাপাত্র। তাঁহার সমস্ত কার্যই শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য। তাঁহার পুরুষোত্তমাভিমান বা ভোক্তৃ-অভিমান নাই। অর্জ্জুন আশ্রয়-বিগ্রহ। তাঁহাতে ভোগবুদ্ধির লেশমাত্রও নাই। অন্য জগতে এক স্ত্রী যেমন আর এক পতিকে ভোগ বা গ্রহণ করে না, অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তগণের মধ্যেও সেইরূপ পরস্পর ভোগবুদ্ধি নাই, উভয়েই বিষয়-স্বরূপ। উভয়ের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সেবাবৃত্তিতে অপূর্ব। আমরা যেন কৃষ্ণভক্তগণকে শ্রী-

পুরুষ ভেদবুদ্ধিতে দর্শন করিয়া অপরাধগ্রস্ত না হই। অর্জুন-কৃষ্ণ উভয়ে পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভাববিশিষ্ট নহেন, উভয়েই কৃষ্ণভক্ত—কৃষ্ণসেবায় মত্ত ব্যগ্র।

ভক্তির স্বরূপ-বিবেক

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

মুগপ্রোক্তে যাবান্ ভেদাভেদবিচিত্রতা।
বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং পরতত্ত্বাধিকং স্বতঃ॥
প্রণম্য গৌরচন্দ্রস্য সেবকান্ তত্ত্বকোবিদান্।
ভক্তিতত্ত্ববিবেকাখ্যং শাস্ত্রং সঙ্কলয়াম্যহং॥
বিশুদ্ধবৈষ্ণবধর্মস্য সুপ্রভাতকরস্য যে।
এতদ্বিশ্লেষণে রেখাং কুরু ভাগবতী কথা॥

হে এতদ্রত বৈষ্ণবমহোদয়গণ!

বিশুদ্ধ-হরিভক্তি আস্বাদন ও বিশুদ্ধ-হরিভক্তি প্রচারই আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য। অতএব বিশুদ্ধ-হরিভক্তি যে কি, তাহা আমাদের সর্বাগ্রেই আলোচনা করা কর্তব্য। এই পবিত্র আলোচনায় দ্বারা আমাদের দুইটী ফললাভ হইবে। প্রথমতঃ বিশুদ্ধহরিভক্তি বুঝিতে পারিলে আর আমাদের কিছুই অজ্ঞাত থাকিবে না; আমরা অকিঞ্চনভাবে তাহা আস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইব। দ্বিতীয়তঃ জীবের দুর্ভাগ্যক্রমে নানাপ্রকার মিশ্র মত আসিয়া আমাদের বুদ্ধিকে এত দূষিত করে যে, পবিত্র হরিভক্তি হইতে চ্যুত হইয়া আমরা মিশ্র মতকেই আদর করিতে থাকি। শুদ্ধা ভক্তি জানিলে সেইরূপ মিশ্র মত হইতে রক্ষা পাইব। মিশ্র মত অপেক্ষা আমাদের শত্রু আর নাই। যাঁহারা বলেন যে, ভক্তি কিছু নয়, ঈশ্বর একটা কল্পনা, কল্পনাশক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া আমরাই ঐরূপ একটী চিত্তবৃত্তিকে বরণ করিয়াছি, তাঁহারা আমাদের প্রতিপক্ষ হইলেও ততদূর অনিষ্ট করিতে সক্ষম হ'ন না, যেহেতু আমরা সহজে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি এবং আমাদের সহজ রুচিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারি। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, ঈশভক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম, অথচ শুদ্ধভক্তির বিপরীত সিদ্ধান্ত ও আচারকে শিক্ষা দেন, তাঁহারা আমাদের অধিকতর অনিষ্ট করেন। ভক্তিছলে বিপরীত তত্ত্বে নীত করিয়া আমাদিগকে অবশেষে ঈশভক্তি হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন। এইজন্য আমাদের পূর্বাচার্যগণ অনেক যত্নসহকারে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করত আমাদিগকে মিশ্র মত হইতে পুনঃপুনঃ সতর্ক করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উপদেশগুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিতে থাকিব। শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা স্থানে স্থানে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থখানি অত্যন্ত উপাদেয়। উক্ত গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী শুদ্ধভক্তির সাধারণ লক্ষণে এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আনুকূল্যময় অনুশীলনকে উত্তমা ভক্তি বলি। এই শ্লোকটীর এক একটী শব্দের বিশেষ আলোচনা না করিলে ভক্তির লক্ষণ বুঝা যাইবে না। এই শ্লোকে যে উত্তমা ভক্তি বলা হইয়াছে তাহার অর্থ কি? উত্তমা ভক্তি এই শব্দের দ্বারা কি আর একটী অধমা ভক্তি আছে তাহা বুঝিতে হইবে, কি আর কিছু? উত্তমা ভক্তির অর্থ এই যে, শুদ্ধা বা অমিশ্রা অবস্থায় যখন ভক্তিলক্ষিতা হন তখন তাঁহাকে উত্তমা ভক্তি বলি। উত্তম জল বলিলে যেরূপ নির্মল জলকে বুঝিতে হয় অর্থাৎ জলে কোন প্রকার অন্য দ্রব্য, ঘ্রাণ বা বর্ণ মিশ্রিত নাই, এরূপ বুঝিতে হয়; সেইরূপ উত্তমা ভক্তি-শব্দে নির্মলা, নির্গুণা, অমিশ্রা, কেবলা ও অকিঞ্চনা ভক্তি বুঝিতে হইবে। এই সকল বিশেষণ দ্বারা ভক্তির অন্যথা বুঝিতে হইবে না, বরং ভক্তির অন্যথাভাব বর্জিত হইলে শুদ্ধভাবই লক্ষিত হইবে। কেবল ভক্তি শব্দটী ব্যবহার করিলে যে অর্থ হয়, ঐ সমস্ত বিশেষণদ্বারা সেই অর্থই হইবে। তবে কি ভক্তমহাচার্য শ্রীরূপগোস্বামী অকারণ উত্তমা বিশেষণটী ব্যবহার করিয়াছেন? উত্তর—না। যেরূপ অনেক স্থলে সমল জল দেখিতে পাওয়ায় জলপানকর্তা স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, এই পানীয় জল কি নির্মল (filtered)? সেইরূপ অনেক স্থলে মিশ্রা ভক্তি লক্ষিত হওয়ায় উত্তমা ভক্তির লক্ষণ করা আচার্যের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। পরন্তু মহাচার্য মহাশয় কেবল ভক্তিরই লক্ষণ করিয়াছেন। ছল-ভক্তি, প্রাতিবিম্ব-ভক্তি, ছায়া-ভক্তি, কর্মমিশ্রা-ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি প্রভৃতি ভাবসকল যে ভক্তি নয় তাহা ক্রমশঃ বিচারিত হইবে।

ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইল যে, আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। এই শ্লোকে অনুশীলন শব্দটীর অর্থবিচারে 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন যে, অনুশীলন শব্দের অর্থ দ্বিবিধ। প্রথমে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-স্বরূপ কায়বাক্যমানসচেষ্টারূপ। দ্বিতীয়তঃ প্রীতিবিষাদাত্মক মনের ভাবরূপ। দ্বিবিধ হইলেও ভাবরূপ অনুশীলন চেষ্টারূপ অনুশীলনের অন্তর্গত। অতএব চেষ্টা ও ভাব উভয়ই পরস্পর উপমর্দ্দনকারী চেষ্টাই একমাত্র অনুশীলনের লক্ষণরূপে পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণসম্বন্ধে কায়বাক্যমানসীয় চেষ্টা আনুকূল্যাত্মিকা হইলেই ভক্তি-নাম লাভ করে। কৃষ্ণের প্রতি কংস-শিশুপালাদির ন্যায় অবশ্যঃ প্রতিকূল চেষ্টা থাকিলেও সে চেষ্টা ভক্তি-নাম প্রাপ্ত হয় না। অনুকূল চেষ্টাই ভক্তি। ভজ্ ধাতু হইতে ভক্তি-শব্দ সাধিত হয়। অতএব গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ
সেবায়াং পরিকীর্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা
ভক্তিসাধনভূয়সী॥

এই শ্লোকানুসারে কৃষ্ণসেবাকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। সেবাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। জীব ও কৃষ্ণের সেবক সেব্যভাবই নিত্য।

মূলে এক কৃষ্ণানুশীলন-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল ভক্তগণের একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই চরম বিশ্রাম। শ্রীকৃষ্ণরূপ ও শ্রীরামের নারায়ণাদি অন্যান্য রূপেও ভক্তির ক্রিয়া হয়। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তির বহুল পূর্ণ ক্রিয়া হয়, অন্যান্যরূপে তদপেক্ষা ন্যূনতা লক্ষিত হয় এবং রসমীমাংসাদি বিচারে পরে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইবে। সম্প্রতি এই পর্য্যন্ত জ্ঞাতব্য যে, ভগবৎ ব্যতীত ভক্তির বিষয় নাই। তত্ত্ব ত্রিবিধ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব। স্বরূপতঃ তত্ত্ব এক ও অখণ্ড হইলেও জীবের তত্ত্বালোচনার অধিকার-তারতম্যক্রমে ঐ তত্ত্ব ত্রিবিধাকারে লক্ষিত হয়। কেবল জ্ঞানমার্গে যাঁহারা তত্ত্ব দর্শন করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা ব্রহ্ম বই আর চরমে কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা এই মায়িক জগতের গুণগণকে নিষেধভাবে চিন্তা করিতে করিতে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার যে আধ্যাত্মিক চেষ্টা করেন, তদ্দ্বারা সমস্ত মায়ার বিপরীত গুণগণকে সমাহৃত করত একটী অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নিরবয়ব, নিরাকার, নির্বিকার প্রভৃতে অবস্থিত হইয়া তত্ত্ব দর্শন করিয়াছি এইরূপ মনে করেন। বস্তুতঃ মায়িক গুণগণের অভাব হইলেই যে বস্তু লাভ হয় ইহার প্রমাণ কি? আধ্যাত্মিক ভক্তগণ নির্গুণ শ্রুতিগণকে প্রমাণ বলিয়া উক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহার চক্ষু নাই, তিনি অবাঙ্-মনসোগোচর; তাঁহার শ্রোত্র নাই, তাঁহার অবয়ব নাই, এইরূপ নির্বিশেষ শ্রুতিবাক্য অনেক আছে বটে; কিন্তু শ্রীজীবপ্রভুকৃত শ্রীচৈতন্যচরণানুগত শ্রীষট্ প্রভুপাদ-বাক্য দৃষ্টি করিলে ঐ তর্কের সম্পূর্ণ নিরসন হয়।

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা
সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

যে যে শ্রুতিবাক্য নির্বিশেষ-তত্ত্বের জল্পনা করে, সেই সেই শ্রুতিবাক্যেই সবিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ আছে। তাদৃশে শ্রুতিসমূহের সমন্বয় করিতে পারিলে সবিশেষ-তত্ত্বই বলবান্ হইয়া পড়ে। যথা,—কোনস্থলে শ্রুতি বলিলেন যে, তাঁহার কর, চরণ, শ্রোত্র নাই, কিন্তু তাহাতেই দৃষ্ট হইবে যে, তিনি সকলই করেন, সর্বত্র গমন করেন এবং সমস্ত বিষয় শ্রবণ করেন। ইহার তত্ত্ব মীমাংসা এই যে, বদ্ধজীবগণের ন্যায় তাঁহার প্রাকৃত করচরণাদি নাই, তাঁহার যে নিত্য বিগ্রহ আছে, তাহা বিশুদ্ধ চিন্ময়, প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত।

ফলতঃ কেবল জ্ঞানমার্গে আলোচনা করিতে গেলে নিরাকার ব্রহ্মকেই চরম বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার মধ্যে দোষ এই যে, কেবল জ্ঞান প্রাকৃত বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ হইতে আমরা যে বোধ লাভ করি, তাহাতে যে সিদ্ধান্ত করা যাইবে তাহা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে অর্থাৎ হয় প্রকৃতির সিদ্ধান্ত হইবে নতুবা ব্যতিরেক সিদ্ধান্তদ্বারা জড়ের একটী বিপরীত তত্ত্ব গঠিত হইবে; চিন্ময় পরমতত্ত্ব তাহাতে ভ্রান্ত। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে আধ্যাত্মিক জ্ঞানবাদীদিগের প্রাপ্য তত্ত্ব এইরূপে নিরূপণ করিয়াছেন,—

"প্রথমতঃ শ্রোতৃণাং বিবেকজ্ঞানাদেব বাবত্তা কশ্চিত্তাবৎ চিন্মাত্রং বস্তু পরিস্ফুরতি। তত্রাস্য চাপোপ বর্জিতে যে বিশেষাঃ স্বরূপভূতা শক্তয়ঃ ভগবত্তারূপা বর্তন্তে তাংস্তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে। যথা রজনী ধাতুনাং জ্যোতির্মাত্রপ্রয়োগে যে মণ্ডলান্তর্বর্তিন দিব্যবিমান দ্বি-পরস্পর পৃথগ্-ভূতরশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষা তাংস্তত্তৎস্বরূপং। পূর্ববচ্চ তাং স্বতঃ রূপাদিবিশেষণ দিব্যদৃষ্টিঃ তবতি তথা বিশেষোপলব্ধিস্তদেব ন চ নির্বিশেষচিন্মাত্র-ব্রহ্মানুভবেন প্রাপ্ত ইত্যেব বক্তব্যোহয়ং পূর্বাক্ত উক্তানেন শ্রীভগবৎস্বরূপ্ বস্তু তত্ত্ব আত্মনো ভাবো ভাবনা আত্মনাবিষ্কৃতা বর্তমানবাং মধ্য পরবেশোচ্চতে ইত্যর্থঃ।"

শ্রীজীব গোস্বামীর বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, অচিরপ্রবৃত্তিদ্বারা যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়, তখন প্রাকৃতিক চিন্মাত্র বস্তুর দিগ্দর্শন হয় মাত্র, কিন্তু তদ্গত যে চিদ্বিশেষ আছে তাহা দর্শন হয় না। ওইকালে যদি সবিশেষতত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবগুরু লাভ হয় তবেই ব্রহ্মগ্রহরূপ অনর্থ হইতে রক্ষা হয়।

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

গত ২২শে বৈশাখ (১৩৪১) তারিখে শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের সেবকাধিক শ্রীমদ্-রামানন্দ গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পাঠ, ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদপ্রভুর পদাবলী সঙ্কীর্তন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ হইতে গোদাবরীতটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীল রামানন্দ প্রভুর সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে কথোপকথন-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। স্থানীয় কতিপয় শ্রদ্ধালু শ্রোতা পাঠ-কীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃঃ০ঃঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
১ম ও	দিনের অর্ধ,	২য় দিনের ও		
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	১০	।৶০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৯৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
অর্দ্ধ কলম			" এক কলম	৬০৲
এক কলম	১২,			

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত একনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মবঞ্চনাত্মক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সহকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে রাখেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগকবলিত এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে রোমে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। প্রাপ্তিস্থান

—১১নং ডাক্তার রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বাঙ্গলায় লবণের অভাব নিবারণের আলোচনা

গত শুক্রবার অপরাহ্নকালে কলিকাতায় মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বেসরকারী বৈঠকে বাঙ্গলার লবণ প্রস্তুতকারকগণের সহিত লবণের অভাব ও তাহা দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিঃ সামসুদ্দিন আহমেদ, খাঁ বাহাদুর আব্দুল করিম—এই কয়জন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তুতকারকগণ তাঁহাদের অসুবিধার বর্ণনা করেন; তন্মধ্যে মাল চালান দিবার জন্য গাড়ীর অভাব ও কয়লার অভাবই প্রধান। অপরাহ্নে বিদেশী লবণ ও পশ্চিম ভারতের লবণ আমদানীকারকগণের সহিত আর একটি বৈঠক হয়। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের প্রধান অসুবিধা হইল গাড়ীর অভাব, অতিরিক্ত ভাড়া ও কলিকাতার জন্য লবণের নির্দিষ্ট মূল্যের স্বল্পতা। তাঁহারা এই সকল বিষয় পূর্ব্বেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে এই সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা চালাইতে অনুরোধ করেন।

নির্দিষ্ট অঞ্চলসমূহে আরও অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ লবণ উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা হয়।

বৈঠকে কতিপয় পদস্থ সরকারী কর্মচারীও উপস্থিত ছিলেন।

নিম্নোক্ত লবণপ্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন :—

বেঙ্গল সল্ট কোং লিমিটেড, মেদিনীপুর সল্ট ওয়ার্কস্, চট্টগ্রাম সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এণ্ড ট্রেডিং ইউনিয়ন, সাইবেরিয়া সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, ত্রিবেণীর সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, চাপড়াল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, মেসার্স ড-কাট ব্রাদার্স, ভগা সল্ট ওয়ার্কস, কাসিম এণ্ড ইসমাইল ও ইসমাইল এণ্ড কোম্পানী।

কর্পোরেশনের সাধারণ নির্ব্বাচন

আগামী ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে কলিকাতা কর্পোরেশনের যে পরবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচন হইবার কথা আছে, তৎসম্পর্কে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কার্য্যটা কলিকাতা কর্পোরেশন গবর্ণমেণ্টের আদেশে বর্ত্তমানে আপাততঃ তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্ত্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতির জন্য কর্পোরেশনের বহু ভাবী ভোটার কলিকাতা হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় এখনে যদি ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়, তবে অনেক ভোটার উক্ত তালিকা হইতে বাদ পড়িয়া যাইতে পারেন। ইহা বিবেচনা করিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বিমান-আক্রমণ-সাহায্য

বিমান আক্রমণে সাহায্য সংক্রান্ত সকল বিভাগের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চারিজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা শীঘ্রই লণ্ডন হইতে ভারতে আসিবেন। তাঁহারা এদেশের এ আর পি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থায় সাহায্য করিবেন।

ব্রেণ্ড্স্ সার্ভিস কাউন্সিলের এবং লণ্ডন ইউনিটের ব্যবস্থাক্রমে উক্ত পুরুষ ও মহিলাগণ ভারতে প্রেরিত হইতেছেন। ইংলণ্ডে ও আয়ার্লণ্ডে ইহাই গোসাইটি অব ফ্রেণ্ড্সের প্রধান প্রতিষ্ঠান।

সর্ব্বদলীয় ভারতীয় কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ হোরেস জি আলেকজাণ্ডার ও অস্থায়ী কমিটির সেক্রেটারী মিঃ সি জানস্টন মাউকে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়া এক টেলিগ্রামে জানাইয়াছেন যে উক্ত দলের সভ্যগণকে প্রেরণ করায় সর্ব্বপ্রথম সুযোগ গ্রহণের জন্য বড়লাট ভাইসরয়কে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, চীন হইতে এখনে আরও দলের জন্যে ঐ উদ্দেশ্যে ভারতে আসার সম্ভাবনা আছে।

মিঃ মাউ এখনে এদেশের যোগ্য ব্যক্তিগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন।

মার্কিণ নৌবাহিনী

সংবাদিকদের এক বৈঠকে কর্ণেল নক্স বলেন যে, বর্ত্তমানে মার্কিণ নৌবাহিনীতে পাঁচ লক্ষের অধিক লোক আছে এবং নৌবাহিনীর লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ১৯৪৩ সালের ১লা জুলাই তারিখের আগেই মার্কিণ নৌবাহিনীর লোকসংখ্যা দশ লক্ষের বেশী হইবে।

NOTICE.

Applications are invited from the Scheduled Caste Community for the post of a Sub-grade clerk on a scale of pay of Rs. 35-2/2-55 under the Nadia Collectorate. Preference will be given to graduates who know shorthand typewriting. Applications must reach the Collector on or before 25. 5. 42.

Sd : A. N. Bhattacharjee,
For Collector of Nadia.

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রিমাভ্রী-কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীনবকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ
গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "ভক্তিলেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৫৬; ২রা জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৬ই মে, ইং ১৯৪২, শনিবার ৫২ ৫৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ পুরুষোত্তম, অন্যব্দ কীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

কূর্ম্মবিপ্র ও বাসুদেববিপ্র

-:০:(*):০:—-

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-লীলাভিনয় করিয়া নীলাচলে গমনপূর্ব্বক কিছুদিন পর আলালনাথ হইয়া দক্ষিণদেশে শুভবিজয় করেন। তিনি শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে আগমন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমন্দিরে শ্রীকূর্ম্মদেবকে দর্শন করেন। মহাপ্রভুর দর্শনমাত্রে তত্রস্থ লোকসকল প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে থাকেন। সেই সকল লোকের মুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া আবার অন্যান্য গ্রামের বহু লোক কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হন। এইরূপে পরম্পরায় সমস্ত দেশ বৈষ্ণবতা লাভ করিতে থাকে। মহাপ্রভুর কৃপায় সমগ্র দেশ কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় প্লাবিত হয়। শ্রীকূর্ম্মদেবের সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্তব ও প্রেমাদ-লীলা প্রদর্শন করেন। কূর্ম্মদেবের সেবক মহাপ্রভুকে পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বহু সম্মান প্রদর্শন করেন।

কূর্ম্মক্ষেত্রে কূর্ম্মনামক এক বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি মহাপ্রভুর দর্শনমাত্রেই তৎপাদপদ্মে বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত মহাপ্রভুকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করেন। কূর্ম্মবিপ্র মহাপ্রভুকে শ্রীভক্তরে নিজগৃহে আনয়নপূর্ব্বক মহাপ্রভুর পাদপ্রক্ষালন-সেবা করেন এবং সবংশে মহাপ্রভুর শ্রীচরণামৃত পান করিয়া ধন্য হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে ভোজনাদি করিলে তিনি সবংশে অবশিষ্ট গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মা-শিবাদিরও দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন। সেই কূর্ম্ম মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া প্রভুকে স্তবাদির দ্বারা বন্দনা করেন এবং প্রভুর বিরহে তিনি কিছুতেই গৃহে বাস করিতে পারিবেন না, জানাইয়া প্রভুর অনুগমন করিবার আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। মহাপ্রভু সেই কূর্ম্মবিপ্রের গৃহবাস হরিসেবার প্রতিকূল নহে জানিয়া এবং তাঁহাকে অকৃত্রিম স্বাভাবিক বৈষ্ণব দেখিতে পাইয়া গৃহে থাকিয়াই কৃষ্ণনাম গ্রহণের উপদেশ এবং আচার্য্যরূপে সকলের নিকট হরিকথা প্রচার করিবার আদেশ করেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া কূর্ম্ম বলিলেন,—"সকলকে হরিকথার উপদেশ প্রদান করিলে গুরু-অভিমানরূপ প্রতিষ্ঠা আসিয়া তাঁহাকে ভজন হইতে পাতিত করিয়া বিষয়-তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু কূর্ম্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"নিষ্কপট হরিকথা-কীর্ত্তনকারীকে কোনদিনই বিষয়তরঙ্গ আক্রমণ করিতে পারে না। আচার্য্যাভিমানই—বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা,—ইহাই স্বরূপের পরিচয়। 'আমি কৃষ্ণ-প্রিয়তম গুরুদেবের দাসানুদাস, এই বুদ্ধিতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের মত গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট কৃষ্ণকথা-প্রচার জীবকে কৃষ্ণ ও গুরুদেবের নিকটতর প্রকৃষ্ট সন্দই প্রদান করিয়া থাকে। আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া সকল লোককে কৃষ্ণকথা উপদেশ কর।"

বাসুদেব নামক এক কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণ পূর্ব্বদিবস রাত্রিকালে মহাপ্রভুর আগমনের কথা শুনিতে পাইয়া প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই কূর্ম্মগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গে গলিত-কুষ্ঠ, তাহাতে অসংখ্য কৃমি স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে। ব্রাহ্মণের কুষ্ঠযুক্ত অঙ্গ হইতে এক একটী কৃমি নির্গত হইয়া ভূতলে পতিত হইবামাত্র ব্রাহ্মণ আবার সেই কৃমিকে উঠাইয়া স্বস্থানে স্থাপন করিতেছিলেন। শ্রীবাসুদেব যখন কূর্ম্মের মুখে শুনিতে পাইলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু অচিরেই সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবেন, তখন বাসুদেব অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু বাসুদেবের মহা আর্ত্তিময় বিলাপ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর স্পর্শমাত্র বাসুদেবের যাবতীয় দুঃখ ও কুষ্ঠরোগ বিদূরিত হইল। মহাপ্রভুর কৃপাদর্শনে বিস্মিত হইয়া শ্রীবাসুদেববিপ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! আমি এতদিন আমার কর্ম্মফলের দণ্ডস্বরূপ কুষ্ঠ-ব্যাধিতে ভুগিতেছিলাম; তাহা বরং ভালই ছিল এবং তাহাতে অভিমান বৃদ্ধির অবসর ছিল না। এখন সুন্দর দেহ লাভ হওয়ায় আমার হৃদয়ে আভিজাত্য ও সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার প্রবল হইয়া উঠিবে।" এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"বাসুদেব, তুমি তোমার আভিজাত্য ও সৌন্দর্য্যকে হরিকীর্ত্তন-সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে ঐ সকল তোমার অহঙ্কারের কারণ না হইয়া তোমার ভগবৎ-সেবারই বিশেষ আনুকূল্য করিবে। তুমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ এবং সকল জীবের নিকট কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে থাক, তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে কোনও অহঙ্কার আসিতে পারিবে না। স্বামী কৃষ্ণ তোমাকে অচিরেই অঙ্গীকার করিবেন।"

মহাপ্রভু বাসুদেবকে গলৎকুষ্ঠ-রোগমুক্ত করত তাঁহাকে আচার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্তর্দ্ধান চলিয়া গেলেন। কূর্ম্মও মহাপ্রভুর অনুগমন করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। মহাপ্রভু বিরহ-ব্যথিত কূর্ম্মকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে পাঠাইলেন। পশ্চাৎ গুণযুক্ত কূর্ম্ম ও বাসুদেব বিপ্রদ্বয় প্রভুর বিরহে উভয়ে উভয়ের গলদেশ ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

শ্রীপরমানন্দপুরীর কূপ

——:'(*)::——

একদিন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে "শ্রীল পরমানন্দ পুরীর মঠে" শ্রীপুরী গোস্বামীর সমীপে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মত তত্ত্বকথা আলোচনা করিতেছেন। শ্রীল পরমানন্দ পুরী "প্রেমামরতরু"র 'মধ্যমূল', 'কৃষ্ণ-প্রেমপুর,' 'ভক্তিকল্পতরুর' প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য, শ্রীমৎ ঈশ্বর-পুরীর সতীর্থ। শ্রীল পরমানন্দ পুরীপাদের পূর্ব্বাশ্রম—ত্রিহুতদেশে। সন্ন্যাসীর মধ্যে শ্রীল স্বরূপ ও শ্রীল পরমানন্দ পুরীর প্রায় আর মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র নাই,—

সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।
আর নাহি এক পুরী গোসাঞি সে মাত্র॥
দামোদর স্বরূপ, পরমানন্দ পুরী।
সন্ন্যাস-পার্ষদে এই দুই অধিকারী॥
নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ॥
যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরী গোসাঞিরে।
দামোদর স্বরূপেরে ততো প্রীতি করে॥

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অন্ত্য ১০ম অঃ)

শ্রীল পরমানন্দ-পুরী শ্রীপুরীধামে শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে একটী মঠ স্থাপনপূর্ব্বক বাস করিতেন। মঠের সংলগ্ন একটী কূপ ছিল। কিন্তু কূপের জল অত্যন্ত কদর্য্য ও রাস্তা সহ্যব্যয়সাধ্য হইয়াছিল। অন্তর্যামী

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

শ্রীগৌরসুন্দর ইহা জানিতেন ; তথাপি শ্রীল পুরীপাদের কূপ-মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে অকস্মাৎ প্রশ্নচ্ছলে তাঁহার উক্ত কূপের জল কিরূপ, তাহা পুরীপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীল পুরীপাদ বলিলেন,—"এ হতভাগ্য কূপের কথা আর কি বলিব। ইহার জল অত্যন্ত কর্দ্দমময়।" ইহা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর 'হায়! হায়!' করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন,—"জগন্নাথ নিশ্চয়ই কৃপণ হইয়াছেন, নতুবা তাঁহার প্রকোষ্ঠস্থ পুরীপাদের কূপের জল এরূপ মন্দ হইল কেন? অথবা শ্রীল পুরীপাদের কূপের জল যাহাতে সাধারণে স্পর্শ করিতে না পারে, সেইজন্য জগন্নাথের মায়ায় কূপের জল এইরূপ অব্যবহার্য্য হইয়াছে। কারণ পুরীপাদের কূপ-জল-স্পর্শমাত্রই জীবের তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তি ঘটিবে। অব্যবহার্য্য-জল-জ্ঞানে লোকে এই সর্ব্বপাপহারক জল স্পর্শ করিতে বিরত হইলে তাহাদের পাপনির্মুক্তি হইবে না।

শ্রীগৌরসুন্দর ইহা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং উর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"জগন্নাথের নিকট আমার এই প্রার্থনা—গঙ্গাদেবী এই কূপের ভিতর প্রবিষ্ট হউন। জগন্নাথের আজ্ঞাবলে পাতালগঙ্গা ভোগবতী গঙ্গা এই কূপে এখনই প্রবিষ্ট হউন।" ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখ-বাণী শ্রবণ করিয়া উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গাদেবীকে এইরূপ আদেশ প্রদানপূর্ব্বক কিছুকাল পরে "শ্রীল পরমানন্দ-পুরীর মঠ" হইতে নিজ বাসায় গমন করিলেন। ভক্তগণও সে রাত্রির মত নিজ-নিজ স্থানে বিশ্রামার্থ চলিয়া গেলেন। প্রভাত হইবামাত্র ভক্তগণ আবার শ্রীল পরমানন্দ পুরীপাদের মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আসিয়া দেখেন,—মঠের কূপে আর কর্দ্দমাক্ত জল নাই—কূপ পরম নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ মহাচমৎকৃত হইলেন এবং 'হরি' 'হরি' ধ্বনিতে গগন বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। শ্রীল পুরী গোস্বামীর আনন্দে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল—তিনি অচেতন হইয়া ধরায় বিলুণ্ঠিত হইলেন। সকলেই বুঝিতে পারিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরে মঠের কূপে "গঙ্গার বিজয়" হইয়াছে; সুতরাং সকলেই কীর্ত্তন করিতে করিতে কূপ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে এই আনন্দ-সংবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রেরিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সংবাদ শ্রবণমাত্রেই শ্রীল পুরীপাদের মঠে চলিয়া আসিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপুরী গোস্বামীর কূপমধ্যে সুন্দর স্বচ্ছ জল দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং ভক্তগণকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"যিনি এই কূপে স্নান করিবেন, 'সত্য' 'সত্য' তিনি গঙ্গাস্নানের পরিপূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবেন—তাঁহার নির্ম্মলা কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে।" ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী শুনিয়া পুনরায় উচ্চ হরিধ্বনি করিতে করিতে আনন্দোল্লাস জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আচরণ করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ-বাণীর সত্যতা স্থাপন করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং পুরী গোস্বামীর দিব্য কূপজলে মহা আনন্দসহকারে স্নান এবং এই বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়ক জলপান-লীলা প্রদর্শন করিলেন, তদবধি পুরী গোস্বামীর কূপ জগতে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

অদ্যাপি শ্রীপরমানন্দ গোস্বামীর কূপের জলের মাহাত্ম্য জগতে সুপ্রচারিত রহিয়াছে। এই কূপজলে শ্রীক্ষেত্রের সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীবিগ্রহের অভিষেকাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেই নির্ম্মলা কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য ঐ কূপের জল মস্তকে ধারণ ও পান করেন।

ভক্তির স্বরূপ বিবেক

(২)

কেবল যোগমার্গে যাঁহারা তত্ত্বানুশীলন করেন তাঁহারা অবশেষে বিশ্বব্যাপী পরমাত্ম-তত্ত্বে বিরাম লাভ করেন, ভগবত্তত্ত্ব লাভ করিতে পারেন না। পরমাত্মা, ঈশ্বর, সগুণ বিষ্ণু প্রভৃতি যে সকল বাক্য ব্যক্ত হওয়া যায়, সেই সমুদয়ই যোগমার্গের অনুসন্ধেয়। এই মার্গে কিছু কিছু ভক্তির লক্ষণ আছে, কিন্তু শুদ্ধভক্তি নাই। ভাগবতধর্ম্মের অঙ্গসমূহ যত দূর জগতে আছে সেই সমুদয়ই এই পরমাত্মানুসন্ধানরূপ যোগাবশেষ। চরমফল যে ইহারা সকলেই ভগবত্তত্ত্বে বিশ্রাম করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না, কেন না, যোগমার্গের যে-সকল সোপান আছে তাহাতে অনেক ব্যাঘাত ও অবশেষে অহংগ্রহোপাসনাবাদ কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানগর্ত্তের মধ্যে পতনের অত্যন্ত সম্ভাবনা। এই মার্গে পরমেশ্বরের নিত্যবিগ্রহ দর্শন ও চিন্তনের বিশেষ যত্নের লাভ নাই। উপাসনাকালে যে বিগ্রহ কল্পনা করা যায়, তাহা হয় বিরাট্মূর্ত্তি অথবা হৃদয়াভ্যন্তরী বিষ্ণুমূর্ত্তি। বস্তুতঃ ঐ ঐ মূর্ত্তির নিত্যতা নাই। ইহাকেই পরমাত্ম-দর্শন বলে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান অপেক্ষা এই মার্গ শ্রেষ্ঠ হইলেও ইহা সম্যক্ নিরাপদ নয়। অষ্টাঙ্গযোগ, হঠযোগ, কর্ম্ম-যোগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যোগই ইহার অন্তর্গত। রাজযোগ বা অধ্যাত্মযোগ কতকটা এই মার্গ হইতে ভিন্ন হইলেও অনেক স্থলে জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত। সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্ম-দর্শনকে শুদ্ধভক্তি বলা যায় না। এই বিষয়ে ভক্তিসন্দর্ভে কথিত হইয়াছে,—"অন্তর্যামিত্বময়-মায়াশক্তি-প্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্টং পরমাত্মেতি।" অন্তর্যামিত্বময় মায়াশক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট তত্ত্বের নাম পরমাত্মা। জগৎ সৃষ্ট হইলে পর ভগবানের যে অংশ মায়াশক্তির অধীশরূপে জগতে প্রবেশ করত এই জগতের নিয়ামক-রূপে অধিষ্ঠিত তিনিই জগদীশ্বর বা বিশ্বব্যাপী পুরুষ বিষ্ণু। অতএব পরব্রহ্ম ভগবত্তত্ত্ব হইতে এই তত্ত্বের ন্যূনতা স্বতঃসিদ্ধ।

কেবল ভক্তিমার্গে যে তত্ত্ব লক্ষিত হয় তাহার নাম ভগবান্। ভক্তিসন্দর্ভে ভগবৎ-তত্ত্বের এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—

"পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি।"

ভগবান্ সম্পূর্ণ চিন্ময় সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট। তিনি জগৎ সৃষ্ট হইলে পরমাত্মরূপ অংশ-বিশেষক্রমে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত বিরাড়্ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপে এবং জীবের অন্তর্য্যামী হইয়া কর্ম্মফলদাতা ও পর্য্যবেক্ষকরূপে বিরাজমান। পুনশ্চ সমস্ত মায়িক জগতের ব্যতিরেক তত্ত্বরূপ নিরাকার আবির্ভাবে ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশিত হন। অতএব ভগবান্ই মূলতত্ত্ব ও পরিপূর্ণতত্ত্ব-বিশেষ। তাঁহার স্বরূপবিগ্রহ চিন্ময়। সমস্ত আনন্দই তাঁহাতে আশ্রয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য, কখনই কোন জীব-জ্ঞান-গোচরের বশীভূত নয়। সেই অচিন্ত্য শক্তির বিবিধ প্রভাবক্রমে সমস্ত বিশ্বের ও বিশ্বস্থ জীবসমূহের বিধান হইয়াছে। জীব-শক্তিনিঃসৃত জীবসমূহ তাঁহার একান্ত আনুগত্য-ধর্ম্ম ভজন করিয়া চরিতার্থ হয়। সেই আনুগত্য-ধর্ম্মের নাম ভক্তি। ভক্তি কেবল জীব চিন্ময় চক্ষে তাঁহার অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য দর্শন করে। জ্ঞান বা যোগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞানকে আনিয়া যদি ভগবত্তত্ত্বে যোজনা করা যায়, তবে ঐ তত্ত্ব বর্ণহীনপ্রায় ব্রহ্মের অভাবস্বরূপ হইয়া পড়িবে। যোগকে যদি তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত করা যায়, তবে ঐ অপারসীম পরমতত্ত্ব অতি সত্বর জড়জগতে লুক্কায়িত পরমাত্মস্বরূপে অন্তর্দ্ধান করিবে। ভক্তি অতি পবিত্র বস্তু, ভক্তি কখনই ভগবানের ভগবত্তার হানি দেখিতে পারে না; যদিও কোনস্থানে দেখে তাহা সহ্য করিতে পারে না।

পরমতত্ত্বের এবম্ভূত ত্রিবিধাবির্ভাবের মধ্যে ভগবৎস্বরূপ আবির্ভাবই ভক্তির বিষয়। কিন্তু ভগবদাবির্ভাবেও একটী তাত্ত্বিক ভেদ আছে। স্বরূপশক্তির পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রকাশস্থলে সর্ব্বাধিপতি পরব্যোমনাথ দেবদেব নারায়ণস্বরূপে ভাসমান হন। স্বরূপশক্তির পূর্ণমাধুর্য্য-প্রকাশস্থলে ভগবদাবির্ভাবটী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে ভাসমান হন। ঐশ্বর্য্য সর্ব্বত্র বলবান্ হইলে মাধুর্য্যের প্রভাবে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। জড়জগতে এই কথাটির তুলনা নাই, উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। জড়জগতে মাধুর্য্য অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য বলবান্। কিন্তু চিজ্জগতে ইহার বিপরীত। চিজ্জগতে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্য উচ্চ ও শক্তিমান্। হে অনন্য ভক্তগণ! আপনারা একবার ঐশ্বর্য্য ধ্যান করত মাধুর্য্যতত্ত্বকে হৃদয়ে প্রেমের সহিত আনিয়া দেখুন, তাহা হইলেই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। জড়ে যেরূপ সূর্য্যালোকে চন্দ্রালোক লীন হয়, মাধুর্য্যাস্বাদ হৃদয়ে উদিত হইলে ঐশ্বর্য্যের আস্বাদ আর সুখকর বোধ হইবে না। এই কারণেই শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

নারায়ণ ও কৃষ্ণ-স্বরূপ সিদ্ধান্তক্রমে অভেদ হইলেও রসবিচারক্রমে কৃষ্ণরূপটী উৎকৃষ্ট হয়। যেহেতু রসতত্ত্বের এইরূপ অবস্থান। এই সকল তত্ত্ব ক্রমশঃ অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পড়িবে। এইস্থলে এইমাত্র জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আনুকূল্যময় অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। যাহা মূলে কথিত হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হইল।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যতা জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃততা এই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। "বিষ্ণু-ভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে" এই শ্লোকার্দ্ধের দ্বারা "ভক্তিসন্দর্ভে" ভক্তির তটস্থ লক্ষণ বিচারিত হইয়াছে। শ্লোকার্দ্ধের অর্থ এই যে, আমি যে বিষ্ণুভক্তির কথা বলিতেছি, সেই ভক্তিদ্বারা জীব সকলই প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তির যে আশা, তাহারই নাম অভিলাষিতা। অন্যাভিলাষিতাশূন্যের এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভক্তির দ্বারা উন্নতি ও উৎকর্ষ প্রাপ্তির যে অভিলাষ তাহা পরিত্যাজ্য। সাধনভক্তি ভাবস্বরূপতা লাভ করিবার যে অভিলাষ করে, তাহা উত্তম, কিন্তু তদিতর সমস্ত অভিলাষই পরিত্যাজ্য। অন্য অভিলাষ দুইপ্রকার অর্থাৎ ভুক্তি ও মুক্তি প্রাপ্তির অভিলাষ। এই স্থলে শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ
পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

যে পর্য্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তি-বাঞ্ছারূপ দুইটী পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, সে পর্য্যন্ত স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির যে পবিত্র সুখ তাহার কিছুমাত্র উদয় হয় না। কায়িক ও মানসিক ভোগমাত্রই ভুক্তি-শব্দবাচ্য। ইন্দ্রিয়ের আরোগ্য, সুখাস্বাদ-প্রাপ্তি, বল-বীর্য্যাদি-লাভ, ধন-লাভ, গৃহ লাভ, স্ত্রী-লাভ, জন-লাভ, সন্তানপ্রাপ্তি, যশ ও প্রতিষ্ঠালাভ, উচ্চপদ-লাভ ইত্যাদি যতপ্রকার সুখভোগ আছে সকলই ভুক্তির অন্তর্গত। মরণান্তে ব্রাহ্মণজন্ম, রাজকুলে জন্ম, স্বর্গলাভ, ব্রহ্ম-লোকাদি-লাভ প্রভৃতি যতপ্রকার পারলৌকিক সুখ আছে, সে সমুদয়ই ভুক্তি। অষ্টাঙ্গ যোগাদির দ্বারা যে অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি ও অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায়, সে সমুদয়ও ভুক্তি। ভুক্তিপিপাসাতে বদ্ধ

চালিত হইলেই কামবশ হইয়া কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌বর্গের বশীভূত। বাৎসর্য্য সহজেই হৃদয়কে অধিকার করিয়া লয়। অতএব শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে হইলে কুটিনাটী একেবারেই দূর করা উচিত। কুটিনাটী দূর করিতে হইলেই যে বহির্জীবের বিষয় ছাড়িয়া বনে যাইতে হয়, এরূপ নয়। বনে গেলে বা সন্ন্যাসী হইলেই বা কুটিনাটী কিরূপে ছাড়ে? বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া বিষয়গ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিসঙ্গে আগ্রহ করিলেই কুটিনাটী দূর হয়। অতএব শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—

রুচিমুদ্বহতস্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ।
বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু
কথ্যতে॥

যে সময় কৃষ্ণভজনে জীবের রুচি হয়, তখন জীবের রাগ বিষয়ে গরিষ্ঠরূপে থাকিলেও তাহা ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। তখন অনাসক্তভাবে বিষয়সকল আবশ্যকমতে স্বীকার করত ঐ সকল বিষয়কে কৃষ্ণ-সম্বন্ধী করিয়া যে আচরণ করেন, তাহাকে যুক্ত-বৈরাগ্য বলে। ঐ অবস্থায় হরি-সম্বন্ধী বস্তুসকলকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিয়া মুক্তিকামীরা যাঁহারা ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বৈরাগ্য ফল্গু বা তুচ্ছ। শরীরী জীবের পক্ষে বিষয়ত্যাগ সম্ভব নয় কিন্তু বিষয়ে যে বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি তাহা দূর করত বিষয়কে ভগবদ্ভাবকে মিশ্রিত করিয়া স্বীকার করিলে আর বৈষয়িক হইতে হয় না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী বিষয়। সংসারকে এরূপ ব্যবস্থাপিত করা উচিত যে, সমস্ত রূপেই কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখা যায় অর্থাৎ হয় শ্রীবিগ্রহ, নয় ভাগবতরূপ ভক্তের উদ্যান-বাটিকা, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি দেখা যায়, সমস্ত রসে কৃষ্ণপ্রসাদ পাওয়া যায়, সমস্ত গন্ধে প্রসাদী-গন্ধ উপলব্ধ হয়, সমস্ত স্পর্শেই যেন কৃষ্ণ-সম্বন্ধী দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান হয় এবং হরিকথা বা কৃষ্ণভক্তদিগের কথা শ্রবণ করা যায়, এরূপ ব্যবস্থা করিলে হৃদয়ে আর ভগবদ্বহির্ম্মুখতা থাকে না। বিষয়ের যে সুখ তাহা আত্মসাৎ করিলেই তাহা সহজেই হৃদয়কে আক্রমণ করে। কৃষ্ণার্থ সমস্ত বিষয়গ্রহণরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে কুটিনাটী দূর হয় এবং শুদ্ধা ভক্তির অভ্যুদয় হয়। যেমত ভুক্তি-বাঞ্ছা দূর করা কর্ত্তব্য তদ্রূপ মুক্তিবাঞ্ছাও দূর করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। মুক্তি-সম্বন্ধে অনেক বিচার আছে। শাস্ত্রে পঞ্চবিধ মুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

কপিলদেব কহিলেন,—"হে মাতঃ! যাঁহারা আমার নিষ্কাম অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত তাঁহা-দিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও একত্বরূপ পঞ্চবিধমুক্তি প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না, কেবল সেবাকে গ্রহণ করেন। সালোক্য-মুক্তিতে ভগবল্লোক-প্রাপ্তি। ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির নাম সার্ষ্টি। ভগবৎসমীপতা লাভের নাম সামীপ্য। চতুর্ভুজাকার-প্রাপ্তির নাম সারূপ্য। সাযুজ্য-লাভের নাম একত্ব। সাযুজ্য দুইপ্রকার—ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য। ব্রহ্মজ্ঞান চরমে জীবকে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রদান করে। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রানুসারে আচরণ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য হয়। পাতঞ্জলীয় যোগাঙ্গানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পারিলে কৈবল্যরূপ ঈশ্বর সাযুজ্য লাভ হয়। ভক্তের পক্ষে উভয় সাযুজ্যই অত্যন্ত গর্হিত। যাহাদের চরমে সাযুজ্যলাভের আশা থাকে, তাহারা যে ভক্তির আচরণ করে, তাহা সকৈতব অর্থাৎ অনিত্য ও ধূর্ত্ততাপরিপূর্ণ। তাহারা ভক্তিকে নিত্যধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে সক্ষম হয় না। ভক্তি তাহাদের নিকট কেবল ব্রহ্মলয়ের উপায়স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয়। অতএব আধ্যাত্মিক চেষ্টাবান্ পুরুষদিগের নিকট ভক্তির নিতান্ত দুর্দ্দশা। সাযুজ্যমুক্তিকে যাঁহারা শেষফল বলিয়া জানেন, তাঁহাদের হৃদয়ে কখনই শুদ্ধভক্তি উদিত হইতে পারে না। অন্যপ্রকার মুক্তি-সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন, যথা—

অত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ

পঞ্চবিধাপি চেৎ
সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা

বিরুধ্যতে॥

সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি।
সালোক্যাদির্দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥
কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যভুজ একান্তিনো হরৌ।
নৈবাঙ্গীকুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ মুক্তিই ভক্তের পরিত্যাজ্য বলিয়া উক্ত হইলেও সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টি এই চারিপ্রকার মুক্তি ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী নয়। উক্ত চারিপ্রকার মুক্তি পাত্রবিশেষে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং প্রেমসেবোত্তরারূপ দুই প্রকার আকার ধারণ করে। যাহারা অহংগ্রহোপাসনা প্রভৃতি উপায়দ্বারা বৈকুণ্ঠ-লাভ করেন, তাঁহারা ঐ মুক্তিক্রমে সুখ ও ঐশ্বর্য্যরূপ ফল প্রাপ্ত হন। সেবকগণ ঐপ্রকার মুক্তি কোনক্রমেই স্বীকার করেন না। কিন্তু একান্তী প্রেমমাধুর্য্যভুক্ ভক্তগণ উক্ত পঞ্চ প্রকার মুক্তির কোনটীকেই অঙ্গীকার করেন না। অতএব শুদ্ধভক্ত-দিগের মুক্তিবাঞ্ছা কদাপি থাকে না। এই প্রকার বিচার দ্বারা ভক্তির অন্যাভিলাষিতা-শূন্যতা সিদ্ধ হয়। তাহাই ভক্তির একটী তটস্থ লক্ষণ।

জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত থাকা ভক্তির আর একটী তটস্থ লক্ষণ আছে। জ্ঞান-কর্ম্মাদি পদে যে 'আদি' পদ আছে, তাহাদ্বারা অষ্টাঙ্গযোগ, বৈরাগ্য, সাংখ্য-জ্ঞান, শুষ্ক বেদের ব্রত অনুষ্ঠানাদির আশ্রয় ইত্যাদি উপাধিক ধর্ম্মসকলকে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভক্তি জীবের আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলন। জীব চিন্ময়, কৃষ্ণও চিন্ময় এবং ভক্তিদ্বারা স্বয়ং জীব কৃষ্ণের সহিত নিত্যসম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহাও বিশুদ্ধ চিন্ময়ী। জীব স্বাবস্থায় থাকিলে ভক্তিবৃত্তির স্বরূপ-লক্ষণই একা কার্য্য করে। তখন তটস্থলক্ষণের অবসর থাকে না। জীব বদ্ধ হইলে জড়জগতে অবস্থিত হইয়া ভক্তির স্বরূপপরিচয়ের সহিত দুইটী তটস্থ পরিচয় সুতরাং উপস্থিত হয়। জড়জগতে জীবের অন্য অভিলাষ আছে বলিয়া শুদ্ধভক্তি-পরিচয় স্থলে সুতরাং অন্যাভিলাষিতাশূন্যতার পরিচয় দিতে হয়। চিজ্জগতে সে পরিচয়ের আবশ্যক থাকে না। সংসারকূপে পতিত হইয়া নানাপ্রকার বহির্ম্মুখ কার্য্যে জীবের অত্যন্ত কৃষ্ণ-বিস্মরণ একটী রোগ তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। সেই রোগের বিষদাহে প্রপীড়িত হইয়া যে সময় কূপ হইতে উদ্ধার হইবার বাসনা জন্মে, তখনই জীব চিন্তা করিতে থাকেন,—"অহো! আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা! আমি এই দুস্তর ভবসাগরে পতিত হইয়া অপার বাসনারূপ ঊর্ম্মিদ্বারা ইতস্ততঃ নীত হইতেছি, সময় সময় কাম-ক্রোধাদিরূপ নক্রগণদ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রাণ যায়, প্রাণ যায় করিতেছি। আমার ত' আশা-তৃষ্ণা আর আমাকে ছেড়ে দেয় না। আমি কি করি? আমার কি কেহ বন্ধু নাই! আমার কি আর রক্ষার উপায় নাই। আমি কি করিলে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার হই, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না! হায়! আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা!" এইরূপ বলিতে বলিতে জীব নিরস্ত হইয়া পড়েন। তখন পরমকারুণিক কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক তাহার হৃদয়ে পঞ্চম ভক্তিলতার বীজস্বরূপ এক বাধক একটী অনপূর্ণভাব নিক্ষেপ করেন। সেই বীজ সাধনসঙ্গের অনুশীলনদ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। অবশেষে জীবের সৌভাগ্যোদয় হইলে ভক্তিলতায় প্রেমরূপ ফলের উৎপত্তি করে। প্রভাবী-ভক্ত পুরীস্থ আমি ক্রমশঃ দেখাইতে থাকিব। কিন্তু এখন ঐ পর্য্যন্ত বলা উচিত যে, যেদিন ঐ প্রভাবীদের লাভ হয়, সেইদিন হইতে জীব হৃদয়ে ভক্তি দেবীর উদয়। ভক্তিরূপা ভক্তি একটী সুকুমারী বালিকা। যাঁহার হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব হইল সেই জন হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহাকে নীরোগ অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য। যেমত সুকুমার বালককে যুক্ত যত্নে রৌদ্র, শীত, দুষ্ট কীট, ক্ষুধা, পিপাসা হইতে সর্ব্বদা

রক্ষা করেন, জীবও তদ্রূপ নবপ্রসূতা ভক্তি-দেবীকে সমস্ত অমঙ্গল হইতে অনাবৃতা রাখিবেন, নতুবা, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, শুষ্ক শাস্ত্র, শুষ্কবৈরাগ্যাদির অনিষ্টকর সংসর্গ-বশতঃ বালা ভক্তি উক্ত ভক্তিরূপে পরিস্ফুট হইতে পারে না। অনর্থমিশ্র হইয়া ক্রমশঃ অন্যাকার ধারণ করিতে থাকেন, ক্রমশঃ ঐ ভক্তিদেবী ভক্তিরূপা না হইয়া অনর্থরূপা হইয়া পড়েন। এ পর্য্যন্ত প্রকৃত সাধুসঙ্গরূপ বারিধারা সেচিত হইয়া এবং তদনুরূপ উৎস পরমাদিক্রম অনর্থশূন্য হইয়া ভক্তিদেবী নিষ্ঠারূপে উদিতা না হন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার আশঙ্কা দূর হয় না। নিষ্ঠা হইলে আর কোন অনর্থ তাঁহাকে সহজে পরাভব করিতে পারে না। ভক্তিদেবীকে যত্নে পুষ্ট না করিলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিক-বিচার, সাংখ্যাদি সকলই প্রভৃতি কাট, মশক ও দংশ-মক্ষিকা দ্বারা নিপীড়িতা হইয়া পড়েন। বদ্ধাবস্থায় জীবের জ্ঞান, বৈরাগ্য, তত্ত্ববিচার অনিবার্য্য। কিন্তু ঐ সকল জ্ঞানাদিভাব যদি বিকৃত হয়, তবে তাহারা ভক্তিকে নষ্ট করে। অতএব শ্রীজীব গোস্বামী এস্থলে জ্ঞানশব্দে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকে বলেন। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিতান্ত দূরীকরণীয়। তত্ত্বনির্ণয়ানুসন্ধানরূপ ভগবৎজ্ঞান ভক্তি-চেষ্টার সহায়। এই স্থলে বিবেচ্য এই যে, যখন জ্ঞান স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভক্তিকে উৎপন্ন করিতে প্রস্তাবনা করে, তখন সেই জ্ঞান দুষ্ট, কিন্তু লক্ষ্য অনুশীলন করিতে করিতে জীব, মায়া ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধনিরূপক যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহা ভক্তির সহকারী, তাহার নাম অহৈতুক জ্ঞান। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূত মহাশয় বলিয়াছেন,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া দেখুন যে, জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা আবৃত না হইয়া ঐ সকল পদার্থকে স্বীয় পরিচারকরূপে রাখিয়া অন্যাভিলাষিতাশূন্যতা সহকারে আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধা ভক্তি। ভক্তিই জীবের স্বভাব জ্ঞানময়ী প্রবৃত্তি; আর সমস্ত প্রবৃত্তিই বহির্ম্মুখ। এ কথা সাধারণ পাইলে কর্ম্ম কখনও কখনও আরোপসিদ্ধা ভক্তিরূপে পরিগণিত হন। ভক্তির সাহায্য পাইলে জ্ঞান কখন কখন সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিরূপে পরিগণিত হন কিন্তু কোন সময়েই উহারা স্বরূপসিদ্ধা হইতে পারে না। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি কৈবল্যরূপা আত্মপ্রাণস্বরূপা; আরোপসিদ্ধা ভক্তি সকৈতবা, মিশ্রভাবপ্রকাশিনী। যে অবস্থা কৈবল্যপদ পর্য্যন্ত স্বভাবতঃ স্বরূপসিদ্ধ ভক্তিতেই রুচি হয়, আরোপসিদ্ধা বা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিতে রুচি হয় না। যেহেতু উহারা স্বরূপতঃ ভক্তি নয়। ভক্তি নাম্নী স্বরূপোক্ত

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

যাহা অনন্তভাবে অর্পিত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে ভক্ত বলা যায় না, ভক্তাভাস বলা যায়। যাঁহা সৌভাগ্যক্রমে ভক্তাভাস যাহা ভক্তির স্বরূপের প্রতি শ্রদ্ধা হয় তবেই উহারা ক্রমে ভক্তরূপে পরিণত হয়। কিন্তু তাহা সহজ নয়। তাহাতে পাইতে অত্যধিক হইতে জীবের চাতি এবং বঞ্চিত স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির লাভ করিবার জন্য ভূরি ভূরি উপদেশ।

হে বরণীয় সজ্জনগণ! আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অন্য পঞ্চ ভক্তির স্বরূপ বর্ণন করিলাম পূর্বাচার্য মহোদয়গণের সুকোমল বাক্যসমূহ অনুশীলনপূর্বক তাঁহাদের মনোভাব যথাযথে লিপিবদ্ধ করিবার আগ্রহে আমি এই নিরালম্ব প্রবন্ধটী রচনা করিলাম।--

পূর্ণচিদ্রূপ কৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দঃ।
উপাস্যরাধিকা শ্রেষ্ঠা তাঁর:
স্বাভাবিকী মতা।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য, সর্বদা পূর্ণবস্তুরূপে সম্বন্ধীয় ঐশ্বর্য্যগণ, জীব তাঁহার নিত্য দাসীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বরূপ তত্ত্বের। পূর্ণচৈতন্যের সহিত অণুচৈতন্যের স্বাভাবিকী উপাস্যতা যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই ভক্তি। অস্বাভাবিক ও জ্ঞান-কর্মাদির পথ আগ্রহ ইত্যাদি উপাধি। স্বাভাবিকী প্রেম নির্মল আনুকূল্যময় অনুশীলনকেই বুঝিতে হইবে।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত। অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্ত একত্র প্রদান করিলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটী বালুকণার মূল্যের সমান হয় না। শ্রীধাম শ্রীনবদ্বীপের ঈশ্বর। অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে শ্রীধামে বাস করিতে হয়, নইলে প্রাকৃত বুদ্ধি হইলে শ্রীধামবাস হওয়া দূরে থাকুক, তাহাতে অপরাধই হইবে। প্রকৃত শ্রীধামবাসী কখনও শ্রীধামকে ভোগ করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করেন না। একমাত্র তাঁহাদের সেবা ব্যতীত—ভগবৎ-সুখবিধান ব্যতীত অন্য কোন বুদ্ধি যাহার নাই, তিনিই নিত্যবাসের অধিকারী। কর্মী ও জ্ঞানী—ভোগী ও ত্যাগী কেহই চিন্ময় নবদ্বীপে বাস করিতে পারে না। ভোক্তাভিমানী বা পুরুষাভিমানী ব্যক্তির শ্রীনবদ্বীপধামে প্রবেশাধিকার নাই। সাধুসঙ্গের কৃপা হইলে তাঁহারা শ্রীধামবাস করিতে পারেন।

শ্রীধাম সত্য। যাহা নিত্যকাল থাকে, তাহাই সৎ। ধাম ও ধামেশ একটাই জিনিষ। শ্রীধাম কৃপাপূর্বক প্রপঞ্চে আসিয়াছেন বলিয়া মাটি বা মায়িক নহেন। শ্রীধাম অবাঙ্মনসগোচর—অমায়িক। প্রপঞ্চে থাকিয়াও প্রপঞ্চের সহিত শ্রীধামের কোন সংস্পর্শ নাই। শ্রীধাম প্রপঞ্চাতীত। শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌর অভেদ, পৃথক্ নহেন। দুর্ভাগ্য আমাদের নিকট শ্রীধাম প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও প্রাপঞ্চিক নহেন। শ্রীধাম অচেতন নহেন—চেতন। শ্রীধাম ভক্তের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর নিজে প্রভুত্ব করিয়া স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করিতে পারেন।

শ্রীগৌরধামের ভূ-জল লতা সবই আমাদের নিত্যাস্বাদ্য—প্রভু; তাঁহারা গৌরলীলার উপকরণ। শ্রীধাম বিশুদ্ধ, চিৎ ও মায়াতীত বস্তু। এখানকার দেশ-কাল, গৃহ-দ্বার, নদ-নদী, কানন-চত্বর সবই চিন্ময়। অপ্রাকৃতের মধ্যে জড় কোন অবস্থিতি নাই। সাধুসঙ্গে ধামে সেবা উন্মুখ হইলে জীব নবদ্বীপে বাস করিয়া শ্রীগৌরধামের সেবাধিকার পান। শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপা ছাড়া শ্রীধামে বাস করা যায় না। তাই শ্রীধামবাসিগণের শ্রীচরণে সাধু ঠাকুরের কাতর প্রার্থনা,—

বৈষ্ণবচরণে মোর এই সে প্রার্থনা।
শ্রীগৌর সম্বন্ধ মোর হউক যোজনা॥
সুন্দর সম্বন্ধে হবে নবদ্বীপ-বাস।
হইবে আমার এবে ধামেতে আবাস॥
বিষয় সম্বন্ধ কীট অতি দুরাচার।
কামিনী, কাঞ্চন, ক্রোধ লোভ আর
এ কেন ভুঞ্জন আমি মায়ার কিঙ্কর।
শ্রীগৌর-সম্বন্ধ কিসে পাই অতঃপর॥
নবদ্বীপ ধাম মোরে অনুগ্রহ করি'।
ইঁহার কৃপায় ভবে আমি তরি॥
নবদ্বীপবাসী যত গৌর ভক্তগণ।
এ পামর-শিরে সবে ধরহ চরণ॥
এই ত' প্রার্থনা মোর শুন সর্বজন।
অচিরাতে পাই যেন চৈতন্যচরণ॥

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। কিন্তু বদ্ধজীব আমরা মায়াকার হওয়া তাঁহাদিগকে পিতা মাতা স্ত্রী-পুত্ররূপে দর্শন করিয়া থাকি। উহা স্থূল দর্শন বা মায়িক দর্শন। ভক্তির চক্ষু না হইলে কেহ কৃষ্ণের নিত্যদাসের স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি বদ্ধজীবের সর্বদাই ভোগবুদ্ধি থাকে। যিনি প্রকৃত বৈষ্ণব, তাঁহার পত্নীর প্রতি কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি থাকে না। তিনি তাঁহাকে কৃষ্ণদাসী ও গুরু দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিষ্কপটে হরিভজন করিতে চান অথচ দুর্দৈববশতঃ থাকায় স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি সম্পূর্ণভাবে ভোগবুদ্ধি যাঁহাদের যায় নাই, তাঁহারাও যদি সাধুজনের নিরন্তর সঙ্গ ও সেবা করেন, এবং অমায়ায় হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন করিতে করিতে জীবন-যাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি ভোগবুদ্ধি শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে পারেন

যিনি হরিভজন করিতে চান, তিনি যেন অসৎসঙ্গ না করেন। অসৎসঙ্গ করিব, আবার সৎসঙ্গের অভিনয়ও করিব—এইরূপ বুদ্ধি থাকিলে অনর্থ যাইবে না। বহু কষ্ট সহ্য করিয়া—নিরন্তর সৎসঙ্গে থাকিয়া শ্রবণ-কীর্তন করিলে তবে প্রভুর সেবা করিতে পারা যাইবে। আমাদের সর্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, অকৃত্রিম সাধুর শ্রীচরণে চিরতরে অহৈতুক ভাবে আত্মসমর্পণ না করিলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয় না। প্রকৃত সাধুর শ্রীপাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণপূর্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-প্রবৃত্তির সহিত অনুক্ষণ সাধুর আদেশের অনুসরণই সাধুসঙ্গ। সাধুর সুখানুসন্ধান বা দাস্যই প্রকৃত সাধুসঙ্গ। সাধু-দাসই সাধুসঙ্গ—ও সেবার অধিকারী। অতি সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই বৈষ্ণবের সেবা ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হন না; নতুবা বৈষ্ণব আত্মগোপন করিবার জন্য নানা প্রকার বঞ্চনা-জাল বিস্তার করেন। বৈষ্ণব চিনিবার জন্য অনুক্ষণ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীচরণে অকপটে কাতর প্রার্থনা জানাইলে তাঁহাদের কৃপায় দীন ব্যক্তিও বৈষ্ণবের সন্ধান পান। সাধু শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে জানাইয়া দেন, আবার শ্রীগৌর-নিত্যানন্দও সাধুকে চিনাইয়া দেন

সর্বক্ষণ কৃষ্ণ-স্মৃতি থাকা দরকার। যেখানে উন্নতি নাই, সেখানে কৃষ্ণ স্মৃতি নাই, জানিতে হইবে। সাধনে যত্নাগ্রহ বিশেষ আবশ্যক। যত্নাগ্রহ ব্যতীত উন্নতি হয় না। দুর্ভাগ্যবশতঃই আমি চিজ্জগতের কোন সাড়া বা কৃপার অনুভূতি পাই না। কৃপার অনুভূতি পাইতেছি না বলিয়া সর্বক্ষণ ক্রন্দন করা দরকার। আমাদের যত্নাগ্রহ দেখিলে সাধুজনের দয়া হইবে। এই যত্নাগ্রহই শ্রদ্ধার পথ। শ্রদ্ধার পথ ছাড়া আরও একটী পথ আছে, তাহা লোভের পথ। 'লোভ' মানে চাওয়া। বদ্ধজীব কৃষ্ণকে চাহিতে পারে না। লোভ ছাড়া কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। সাধু-গুরুর বিশেষ কৃপা-পাত্র হইতে পারিলে তাহা সহজলভ্য হয়। লোভের পথ অত্যন্ত বিরল। সাধারণতঃ শ্রদ্ধার পথই ভাল। শ্রদ্ধার পথ—শ্রীগুরুদেবের কৃপার পথ। শ্রদ্ধার পথে, ক্রম পথে জীব ভক্তি-রাজ্যে অগ্রসর হন।

অসচ্চিন্তার মূল—কৃষ্ণচিন্তা না করা। চিন্তা চেতনের ধর্ম। সচ্চিন্তা না করিলে অসচ্চিন্তা আসিবেই। একান্তাভিনিবেশ না থাকিলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়াভিনিবেশ যত কমিতে থাকে, ততই সাক্ষাৎ অনুভূতি হইবে। যতই সেবানন্দের অনুভূতি হয়, ততই অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িতে থাকে। অন্তর-বাহিরে সরল হইতে হইবে। সুবুদ্ধি সরল। সৌভাগ্য না থাকিলে হরিভজন হয় না। অকপটতাই সৌভাগ্য।

ভগবানে full confidence অর্থাৎ হরিভজনে Firm determination থাকা দরকার। I must receive His Grace, I must not go astray—এইরূপ দৃঢ়তা থাকা চাই। আমরা অকপট হইলে শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই আমাদিগকে কৃপা—সাহায্য করিবেন।

জীব অনিত্য নয়। জীব অপূর্ণ। জীব খণ্ড, কিন্তু পরমেশ্বর পূর্ণচেতন—অখণ্ড। জীব অণু, ক্ষুদ্র। জীব চিদানন্দময়। জীব অনিত্যও নয় আবার নিত্য সত্যও নয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তত্ত্বসূত্রে বলিয়াছেন—"জীবের স্বরূপ চিদানন্দ; জীব সত্য কিন্তু নিত্যরূপে সত্য নহে। পরমেশ্বর নিত্য-সত্য। পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীনে জীবের সত্তা; অতএব জীব সত্য হইলেও নিত্য-সত্য নহেন এবং নিত্য হইলেও নিত্য নিত্য নহেন। ঈশ্বরেচ্ছা সর্বাপেক্ষা বলবান্; অতএব যদি কখনও জীবকে লয় করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে লয় অবশ্যই হইতে পারিবে·

ভক্তি—অপ্রাকৃত। ভক্তির দেহটীও অপ্রাকৃত। আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিবিরোধী ভাব-যুক্ত দেহটীর উপর ভক্তির দেহটী আসে। এখানে জড় চিৎ হইতেছে না। কারণ জড় কখনও চিৎ হয় না। ডাল-ভাত কখনও প্রসাদ হয় না। প্রসাদ কৃপাপূর্বক অবতরণ করেন। তোমা সেব্য হইল, তোমাকে সেব্যরূপে কল্পনা করা হইল, জড় চিৎ হইল—এইরূপ বিচার নয়। সেবাময় দেহটী বাহিরে প্রকাশ হইল। ভগবৎ-কৃপায় ভক্তিবিরোধীভাবরূপ জড়ত্ব ধ্বংস হইয়া গেল স্বরূপের দেহই ভগবৎ সেবা করে, ভোগময় জড়দেহ সেবা হয় না। সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের পর যদি ভোগবুদ্ধি থাকে, তবে দেহ চিদানন্দ হয় নাই। সেবোন্মুখ হইলে স্বরূপ-ধর্ম বাহিরের ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ হয়।

———

স্থান-পরিবর্তন

দার্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠ এম্ পাথার বিল্ডিং হইতে 'কৃষ্ণকান্তা' (দার্জিলিং) নামক স্থানে পরিবর্তিত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনাদিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতিসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া "-বিবেক"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সমিতিস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৪ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৫ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৯শে মে, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার ৩য় ৫৫শ সংখ্যা

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ব'ল্লে কোন দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোন অংশে কম মনে ক'র্‌বে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ পুরুষোত্তম, শিব চতুর্দ্দশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

সেবকের কৃত্য

——::(•)::——

সেবক সর্ব্বদা সেবাই করিবেন, ভুলক্রমেও ভোগ বা ত্যাগের মধ্যে যাইবেন না। সেবক প্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবেন; তিনি যাহা শ্রবণ করিবেন, তাহা নিজ জীবনে পালন করিবেন। হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সেবোৎসাহ বর্দ্ধিত হয় এবং সেবা করিতে করিতে আরও শ্রবণাকাঙ্ক্ষা জাগে। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি তাঁহার যেরূপ মমতা, তাঁহাদের সেবোপকরণের প্রতিও সেবকের সেইরূপ মমতা হইবে। সেবকের প্রভুত্ব-কামনা নাই। যিনি বিষ্ণুসেবা করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্; আর যাহারা প্রভুত্বকামী, তাহারা মূর্খ। যে মায়ার উপর প্রভুত্ব করিতে চায়, সে মর্কট বা চেতন।

সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মতলে—যাঁহাদের বাস করেন। তিনি অন্য কোথাও যাইতে চাহেন না বা অন্য কাহাকেও আশ্রয় করেন না। শিষ্যই সেবক বা দাস। শিষ্য বা সেবক সাধুগুরুর পরিচর্য্যা ও তাঁহাদের প্রিয় ও হিতকর কার্য্য করিবে। সাধুগুরুর নিকটে পাদপ্রসারণ, অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন, আস্ফালন, উচ্চবাক্য, প্রতিবাদ বা মতামত প্রকাশ উচিত নয়, যে সাধুগুরুর কথার উপর কথা বলে, সে ত' স্বতন্ত্র—অশ্রদ্ধালু। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির স্নেহ-কৃপাময় শাসন বা কথা যাহার ভাল লাগে না, যে তাহা অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারে না, এইরূপ অসহিষ্ণু ব্যক্তি হরিভজন কি করিয়া করিবে? বিশ্বের যাবতীয় তিরস্কার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সব সহ্য করিতে না পারিলে কি কেহ হরিভজনে অগ্রসর হইতে পারে? সেবক বা সেবাভিলাষু শরণাগত। তাঁহার দম্ভ বা অহঙ্কার নাই। তিনি কাহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না। তিনি নিজেকে লঘু বলিয়াই জানেন। সেবাভিলাষু ব্যক্তিমাত্রেরই দীন, কাঙ্গাল ও সহিষ্ণু হওয়া দরকার। শরণাগতি বা শ্রদ্ধা না থাকিলে সহিষ্ণুতা থাকে না। হৃদয়ে অন্যাভিলাষ থাকিলে কেহ সদ্‌গুণসম্পন্ন হইতে পারে না।

সেবক সর্ব্বত্রই গুরুদর্শন করিয়া সকলকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করেন। জগতের সকল লোকই জড়-দর্শন বা মাংস-দর্শন করে; কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণব, তাঁহার মাংস দর্শন নাই। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবৎ-সম্বন্ধি দর্শন করেন—কৃষ্ণের সম্বন্ধে যাবতীয় বস্তু দর্শন করেন। যেরূপ দুইটী পৃথক্ স্থানীয় পুরুষ ও স্ত্রী পতি-পত্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে সতী স্বামীর সম্বন্ধে তাঁহার সকল সম্বন্ধ ঠিক করেন তদ্রূপ। চেতন দর্শনে সেই response হয়; যেমন স্তম্ভের সহিত প্রহ্লাদের response হয়াছিল, প্রহ্লাদ জড় দর্শন করেন নাই, চিৎ দর্শন বা সেব্য দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তের সর্ব্বত্র গুরুদর্শন, কোথাও ভোগ্য-দর্শন নাই, সর্ব্বত্র প্রেমদর্শন—স্বানন্দময় দর্শন। ইহাই পরমহংস দর্শন, আত্মদর্শন বা চিদ্দর্শন। ভক্তের সহিত ভগবানের নিরন্তর প্রেম-সেবা হইতেছে। অভক্ত লোক চর্ম্মচক্ষু দিয়া ভোগ্য দর্শন করেন, আর ভক্তগণ সেবোন্মুখ কর্ণ দিয়া সেব্য ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া থাকেন।"

সেবক প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান করিবেন। সাধু-গুরুর তাড়না ও ভর্ৎসনায় তাঁহাদিগকে অবহেলা ও অপ্রিয় বাক্য বলিবেন না। তাঁহাদের গমন, বচন ও ক্রিয়ার অনুকরণ করিবেন না। আমি যাহা, সাধু-গুরুও তাহা—এরূপ অহংভাব দেখাইবেন না। সাধুগুরুর আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিবে না। সাধুগুরুর আগমনে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইবে। কায়-মনো-বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে। সেব্য ভগবান্ কৃষ্ণ গুরুরূপে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত জানিবে। গুরুবৈষ্ণব নিন্দকের সহিত বাক্যালাপ ও সঙ্গ করিবে না। হরিবাসরে উপবাস করিবে। উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারণ, শ্রীচরণামৃত পান, শ্রীতুলসীসেবা, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা, আরাত্রিক দর্শন ও অর্চ্চনাদি করিবে। পূজার সময় ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস করিবে। প্রত্যহ হরিকথা শ্রবণ ও তদনুসারে জীবন-যাপন করিবে। শ্রীএকাদশী, অষ্টমহাদ্বাদশী ও জন্মাষ্টম্যাদি তিথি পালন করিবে। গুরুতে ঈশবুদ্ধি করিবে। সর্ব্বদাকে প্রত্যহ স্নান করিবে। উচ্চ উপর পদ প্রসারপূর্ব্বক সাধু-গুরুর নিকট বসিবে না। মন্ত্রহীন তিলক ও আসন ক'রবে না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সহিত বন্ধুত্ব করিবে না। উচ্চ শয্যায় শয়ন ক'রবে না। তুচ্ছ সুখাসক্তি পরিত্যাগ ক'রবে। কখনও শোকের অধীন হইবে না। সর্ব্বক্ষণে একান্তে অনুকরণ করিবে না। ব্যর্থালাপ, নিদ্রালস্য, দুর্নীতিচয়ন ও বিষ্ণুস্থানে নিষেধ। চিত্তচাঞ্চল্য অর্জ্জন করিবে না। একাহারে গ্রাম ও একবার মাত্র প্রসাদ নিষিদ্ধ।

গুরু ও শিষ্য উভয়েই নিত্য। সেব্যও নিত্য, সেবকও নিত্য। সাধুগুরুকে এক্ষণের ব্যক্তিবিশেষ মনে করিলে সেবক হওয়া যায় না। গুরু-শিষ্যসম্বন্ধ নিত্য। দ্বিতীয়াভিনিবেশ দূর হইলে নিজেকে শুদ্ধ কৃষ্ণদাস বলিয়া উপলব্ধি হয়। সেবক সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে মনে রাখিবেন। গুরুপাত থাকিলেই কৃষ্ণস্মৃতি থাকিবে। সর্ব্বক্ষণ হারনাম করিবার যত্ন করিলে হরিচিন্তা হৃদয়ে থাকিলে কোন বাধাই সেবকের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। সেবক সর্ব্বক্ষণ সেবার চিন্তা করিবেন; তিনি আলস্য অবস্থান বা কদাহারাদি পরিত্যাগ করিবেন। সেবক সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ করিবেন। সাধুসঙ্গ না করিলে হরিভজন হইবে না।

গুরুভক্তমহান্তেষু সকলেরই সর্ব্বপ্রথম অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য—সর্ব্বদা বা নানাবিধ [illegible] ভক্তির অকপট অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সেবক উচ্চাধিকারী অর্থাৎ নিজের প্রভু অকপট কৃপাভিলাষী সাধুর সঙ্গ করিবে, তাঁহার কৃপা অথবা তাঁহার উপর শ্রবণ এবং এই সাধুর সঙ্গে অর্থাৎ তদ্বিষয়ে পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক তদনুকূল কর্ত্তব্য পালন করা।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

শ্রীবাসশিশু ও শ্রীশচীসুত

———:::(•):::———

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর রাত্রে শ্রীবাস মন্দিরে ভক্তগণকে লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় দৈবে ব্যাধিযোগে শ্রীবাসনন্দন পরলোক গমন করিলে শ্রীবাসগৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। পাছে শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তনানন্দের ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে শ্রীবাসপণ্ডিত স্বয়ং গৃহে গমনপূর্ব্বক নারীগণকে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক শান্ত করিলেন। শ্রীবাস বলিতে লাগিলেন,— মৃত্যুকালে যাঁহার নাম একবার মাত্র শুনিলে মহাপাতকীও কৃষ্ণধামে গমন করে, সেই প্রভু সাক্ষাৎ এখানে নৃত্য কীর্ত্তন করিতেছেন। এই সময় যাহার পরলোক হইল, তাহার জন্য কি শোক করা উচিত? আমি যদি শিশুর মত এইরূপ ভাগ্য পাই, তাহা হইলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। কৃষ্ণাবেশে কাহারও দুঃখ থাকে না। কৃষ্ণ যাঁহার নিত্যসুহৃৎ, তাঁহার কখনও শোক নাই। অনিত্য-বস্তুতে আসক্তিই সর্ব্বনাশের মূল। কৃষ্ণভজন করিবার জন্য আমরা এ সংসারে আসিয়াছি; সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই নিত্য শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির সন্ধান করা আবশ্যক। যতদিন এ দেহে আমরা আছি, ততদিন কৃষ্ণকে যখন প্রাণ জানিয়া তাঁহাতে প্রীত হই এবং এ দেহের অনুগত 'ভাই বন্ধু পতি পুত্র' প্রভৃতির সহিত অনিত্য সম্বন্ধ জানি। তাহাতে আসক্তি পরিত্যাগ কর। এ জগতে কে কার পতি, কে কার পুত্র? এখানকার সম্বন্ধ অনিত্য বলিয়া ইচ্ছা করিলেও কেহ কাহাকেও রাখিতে পারে না। কর্ম্মফলে কেহ পুত্র হইয়া কোলে বসে বটে, কিন্তু সময় হইলে আর থাকিতে পারে না। এই সংযোগ-বিয়োগে যাহাদের সুখ-দুঃখ হয়, তাহারা কৃষ্ণকে ভুলিয়া অশেষ তাপ পাত করে। অতএব তোমরা শোক সম্বরণ করিয়া নামানন্দে মত্ত হও এবং ধন-জন-গেহ কৃষ্ণে সমর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণভজন কর। কৃষ্ণ নিজ জনকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সুখ হইয়াছে; তবে তোমরা 'আমার পুত্র' বলিয়া দুঃখ করিতেছ কেন? শুন, শাস্ত্র কি বলিতেছেন,—

কৃষ্ণ ইচ্ছামতে সব স্বতন্ত্র ঘটনা।
তাহে সুখ-দুঃখ জ্ঞান অবিদ্যা কল্পনা॥
যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ, তাহে জান ভাল।
ছাড়িয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল॥
দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে॥
কৃষ্ণেচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা।
তার ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা॥
ত্যজিয়া সকল শোক শুন কৃষ্ণনাম।
অন্ত আনন্দ পাবে, পূর্ণ হবে কাম॥

শ্রীবাসের মধুর বচনে সকলে স্থির হইলেন ও শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে যোগদানপূর্ব্বক পরমানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ শ্রীবাসপণ্ডিতের পুত্রের বৈকুণ্ঠগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু প্রভুর নৃত্য-সুখভঙ্গভয়ে কেহ কিছু বলিলেন না।

কীর্ত্তন ভঙ্গ হইলে সর্ব্বজ্ঞচূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর বলিতে লাগিলেন,—আজ মনে বড় দুঃখ পাইতেছি; বোধ হয় শ্রীবাসের গৃহে কিছু অমঙ্গল ঘটিয়াছে। তখন ভক্তগণ শ্রীবাস-শিশুর কথা প্রভুর চরণে নিবেদন করিলে শ্রীগৌরহরি দুঃখ করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসকে এ সংবাদ জ্ঞাপন না করার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীবাস ভূমিতে পতিত হইয়া বলিলেন,—হে নাথ, তোমার সুখের ব্যাঘাত আমি সহ্য করিতে পারি না। আমার একটী পুত্র মরিয়াছে, তাহাতে দুঃখ কিসের? আমার সবংশ যদি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও তোমার শ্রীচন্দ্রবদন দর্শন করিয়া আমি সুখ পাইব। কিন্তু তোমার নৃত্যসুখ-ভঙ্গ হইলে আমি জীবনধারণ করিতে পারিব না। এই-জন্যই তোমাকে এই কু-সংবাদ জানাই নাই। এই কথা শুনিয়া ভক্তবৎসল শ্রীগৌরচাঁদ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

গোরাচাঁদের কৃপাদেশে গৃহবাসিগণ মৃতশিশুকে অঙ্গনে আনয়ন করিলে শ্রীমহাপ্রভু মৃত-শিশুকে 'শ্রীবাসের ঘর ছাড়িয়া তুমি কিকারণ চলিয়া যাইতেছ' জিজ্ঞাসা করিলে মৃত শ্রীবাস-শিশু বলিতে লাগিল,—

শিশু বলে, প্রভু যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
মৃত-শিশু উত্তর করয়ে প্রভু-সনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব্ব ভক্তগণে॥
শিশু বলে, এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল, ভুঞ্জিলাঙ সেই রস॥
নির্ব্বন্ধ ঘুচিল, আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাঙ অন্য নির্ব্বন্ধিত পুরী॥
এ দেহের নির্ব্বন্ধ যেন রহিতে না পারি।
হেন কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি॥
কে কাহার বাপ, প্রভু, কে কা'র নন্দন।
সবে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন॥

দেব, দানব, মানব, পশু,
পতঙ্গ, কীট হ'য়ে।
স্বর্গে, নরকে, ভূতলে ফিরি,
অনিত্য আশা ল'য়ে॥
না জানি কিবা, সুকৃতিবলে
শ্রীবাসসুত হইনু।
নদীয়া-মাঝে চরণ তব
শরণ-পরশ কৈনু॥
সকল বারে মরণ-কালে
অনেক দুঃখ পাই।
তুয়া-প্রসঙ্গে পরম সুখে
এবার চ'লে যাই॥

যতদিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাঙ, এবে চলিলাঙ অন্য পুরে।
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ বিদায় আমার॥

মৃত শিশুর মুখে এই অপূর্ব্ব তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত কাঁদিয়া কাঁদিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে শ্রীমহাপ্রভুকে বলিতে লাগিলেন,—

ওহে প্রাণেশ্বর, এ হেন বিপদ্
প্রতিদিন যেন হয়।
যাহাতে তোমার চরণযুগলে
আসক্তি বাড়িতে রয়।
বিপদ-সম্পদে সেই দিন ভাল,
যেদিন তোমারে স্মরি।
তোমার স্মরণ- রহিত যে দিন,
সেদিন বিপদ্, হরি॥

———

ভক্ত্যাভাস-বিবেক

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

ভক্ত্যাভাসসমেতোহপি দদাতি ফলমুত্তমম্।
জ্ঞানানন্দনিধিং কৃষ্ণচৈতন্যং সমুপাস্মহে॥

হে অনুগত ভক্তগণ!

পূর্ব্ব প্রবন্ধে শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ বিচার করিয়াছি; এই প্রবন্ধে ভক্ত্যাভাস-বিষয়ের বিচার করিব। ভক্তির তটস্থ-লক্ষণে ভক্ত্যাভাসের কথঞ্চিৎ বিচার হইয়াছে। ভক্ত্যাভাস ভক্তির তটস্থ-লক্ষণের অন্তর্গত তত্ত্ব। কিন্তু যাহাতে ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণদ্বয় নিরূপিত হয়, তাহাতে ভক্ত্যাভাসের বিশেষ বিচার হয় না; এইজন্য ভক্ত্যাভাস-বিষয়ে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রস্তুত করিলাম। বোধ করি, এই প্রবন্ধদ্বারা পূর্ব্ব প্রবন্ধের বিষয়টী আরও পরিষ্কার হইয়া থাকিবে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, অণুচৈতন্য জীবের পূর্ণচৈতন্য কৃষ্ণে উপাধি-রহিতা স্বাভাবিকী চেষ্টার নাম ভক্তি। জীবের দুইটী অবস্থা—মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। মুক্তাবস্থায় জীব সমস্ত জড়সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্বরূপ অর্থাৎ শুদ্ধ চিৎস্বরূপে অবস্থিত। তখন উপাধি নাই; অতএব সে অবস্থায় ভক্তির তটস্থ লক্ষণের প্রয়োজন নাই। বদ্ধাবস্থায় জীব নিজ চিৎস্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন—জড়দেহ ও লিঙ্গদেহে আত্ম-অভিমান করত একটী নূতন বিকৃত স্বরূপকে বরণ করিয়াছেন। এই অবস্থাতেই জীবের উপাধি। স্বচ্ছ কাচ মলশূন্য থাকিলে তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত বস্তু দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহা মলসংযুক্ত হইলে তাহার আর স্বচ্ছতা থাকে না। তাহার স্বাভাবিক গুণ ধূলিতে আবৃত হইয়া থাকে। তখন ঐ কাচের একটী উপাধি ঘটিয়াছে, বলিতে হইবে। যখন অন্য কোন বস্তু আসিয়া এক বস্তুর স্বভাবকে আচ্ছাদন করে, তখন সেই আচ্ছাদনকেই ঐ বস্তুর উপাধি বলি। জড়বস্তু আসিয়া জীবের বিশুদ্ধ চিৎস্বভাবকে আচ্ছাদন করে। সেই আচ্ছাদনই জীবের উপাধি; অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭) কথিত হইয়াছে,—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে জীবের ভক্তিবৃত্তি-কৃত স্বাভাবিক অভিনিবেশই জীবের নিত্যধর্ম্ম। কিন্তু জীব সেই ঈশতত্ত্ব হইতে বহির্ম্মুখ হওয়ায় তাঁহার ভয় ও বিপর্য্যয়াস্মৃতি ঘটিয়াছে। ভগবানের যে একটী মায়া-শক্তি বলিয়া অপরা শক্তি আছে, সেই শক্তি হইতে নিঃসৃত এই জড় জগৎকে ভগবান্ হইতে একটী স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া দুর্ভাগ্যক্রমে জীবের সংসার ঘটিয়াছে। পণ্ডিতগণ শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করত সেই ঈশরূপ পরমদেবতাকে অনন্যভক্তিদ্বারা ভজন করেন। এই শ্লোকদ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, মায়াভিনিবেশ অর্থাৎ জড়াসক্তিই জীবের উপাধি। উপাধিযুক্ত অবস্থায় জীবের ভক্তি সহজেই বিকৃত হইয়া ভক্ত্যাভাসরূপে পরিণত হয়। যাঁহারা শুদ্ধভক্তির জন্য একান্ত লালায়িত, তাঁহারা সম্যগ্‌রূপে ভক্ত্যাভাসকে অতিক্রম করত কেবলা ভক্তির আশ্রয় লইবেন। এই কারণেই ভক্ত্যাভাস-বর্ণনে আমাদের উপস্থিত প্রবৃত্তি। ভক্ত্যাভাস-বর্ণনকার্য্যটী অত্যন্ত গুরু; কেবল শুদ্ধ ভক্তদিগের এই প্রবন্ধটী শুনিতে অধিকার আছে। যেহেতু যাঁহারা ভক্ত্যাভাসকে ভক্তি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে যদি ভাগ্যোদয় না হইয়া থাকে, তবে কখনই সুখী হইবেন না। অতএব শুদ্ধভক্তদের নিকট এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত সুখ লাভ করিতেছি।

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে ভক্ত্যাভাস-বিচারসম্বন্ধে কোন পৃথক্ আলোচনা করেন নাই। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"ইতি শ্লোকের পূর্ব্বাংশে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে নিহিতভাবে ভক্ত্যাভাসের সমস্ত বিচার আছে। তিনি রতিতত্ত্বের আলোচনায় রত্যাভাস-বর্ণনস্থলে ভক্ত্যাভাস বিচারটী স্ফুটরূপে বলিয়াছেন। আমি উক্ত রসাচার্য্য মহোদয়ের ঐ বিচার অবলম্বন করিয়া ভক্ত্যাভাসবিবেক-সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটী রচনা করিলাম। একটু উচ্চ অবস্থায় ভক্তিই রতিরূপে লক্ষিতা হন। তৎকালে যে ভক্ত্যাভাস, তাহাই ভক্তির প্রাগবস্থায় আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া রত্যাভাসো
দ্বিধা মতঃ।"

অতএব, ভক্ত্যাভাস দুইপ্রকার—প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস ও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব ও ছায়ার শাব্দিক ভেদ এই যে, প্রতিবিম্ব বস্তু হইতে অনেক পৃথক্ হইয়া বস্তুতে

কারিত হইয়া যায়। ছায়া বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তন্নিকটে তাহার স্বরূপকে কথঞ্চিৎ প্রকাশ করে। একটী বৃক্ষ জলে প্রতিফলিত হইলে সেই প্রতিফলিতকে প্রতিবিম্ব বলে। তাহা ঐ বস্তুতে সংলগ্ন থাকে না। বস্তুর সত্তার উপরে সত্তা হইলেও তাহা বস্তুর বলিয়া প্রতীত হয়। ঐ বৃক্ষের জল সংলগ্নে ছায়ার প্রতিবিম্বের অবস্থিতি, অতএব ছায়া-বস্তু নিতান্ত আশ্রয়রূপে পরিচয় দেয়। শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে, "তস্মাজ্জিজ্ঞাস্যত্বেন রত্যেঃ স্বরূপস্য সোপাধিকত্বাভাসত্বং ভক্তে গৌণ্যা বৃত্ত্যা প্রবর্ত্তমানত্বাদিতি।" অর্থাৎ নিরুপাধিকত্বই তাহার মুখ্য স্বরূপ এবং উপাধিযুক্তত্বই তাহার আভাসত্ব। এই আভাসত্ব গৌণী বৃত্তির দ্বারাই প্রবর্ত্তমান। সাক্ষাৎ বৃত্তিকে মুখ্যা বৃত্তি ও ব্যবধানযুক্তা বৃত্তিকে গৌণী বৃত্তি বলে। প্রতিবিম্ব ও ছায়া—উভয়ই গৌণী বৃত্তিদ্বারা বর্ত্তমান। ভক্তি যখন মুখ্যাবৃত্তিদ্বারা পরিচিত হন, তখন আর প্রতিবিম্ব বা ছায়া কিছুই থাকে না। তখন বস্তু স্বয়ং প্রকাশ হয়। প্রথমে প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসের বিচার করা যাউক। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস তিন প্রকার; যথা—

১। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাস।
২। বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবৃত ভক্ত্যাভাস।
৩। বিপরীত স্বত্ব তর্কবুদ্ধিজনিত ভক্ত্যাভাস।

নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাসে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানাবরণই ভক্তির গৌণীবৃত্তিক্রমে ব্যবধান-রূপে লক্ষিত হয়। যিনি ভক্তিকে আস্বাদন করিবেন,—তাঁহার ও স্বরূপশক্তিরূপা ভক্তির মধ্যে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানরূপ একটী ব্যবধান পড়িলে সেখানে আর সাক্ষাৎ বা মুখ্যাবৃত্তিদ্বারা ভক্তিদর্শন সম্ভব হয় না। চিত্তের বিশেষ নাই, কেবল অন্তরে বিশেষ আছে। জীব ব্রহ্মযুক্ত হইলে এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম লাভ হয়,—এইরূপ জ্ঞানকে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বলে; যেখানে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান সেখানে শুদ্ধা ভক্তির অভাব। কৃষ্ণানুশীলনই যখন শুদ্ধভক্তি বলিয়া জানা গিয়াছে, তখন শুদ্ধা ভক্তির ক্রিয়া নির্ব্বিশেষ অবস্থায় অসম্ভব। নির্ব্বিশেষ অবস্থা যদি সিদ্ধ হয়, তবে সেব্য, সেবক ও সেবনের ভেদাভাবে কৃষ্ণই বা কোথায়, কৃষ্ণদাস জীবই বা কোথায় এবং ভক্তিরূপা চেষ্টাই বা কোথায়? যদি বল, চরমে ভক্তি না থাকুক, কিন্তু এখন কৃষ্ণানুশীলনরূপ ভক্তি আমি আচরণ করি, তবে তোমার যে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি, তাহা কখনই সরল ও নিত্য হয় না। তোমার মনে মনে আছে যে, তুমি কৃষ্ণকে সন্তোষ করিয়া অবশেষে তাঁহার সত্তা লোপ করিবে। তোমার যে ভক্তি, তাহা যুক্তবৈরাগ্য পরিপূর্ণ ও সরলা নহিল। অতএব নিত্যসিদ্ধা ভক্তি কি বস্তু, তাহা তুমি জান না। এইজন্য শ্রীরূপ গোস্বামী (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে) তোমার ভক্তির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন; যথা—

অন্যা যা গৌণনির্ব্বাহী রত্যাভাসলক্ষিতঃ।
ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশব্যঞ্জকঃ প্রতিবিম্বকঃ॥

সম্প্রতি তোমার পুলকাশ্রু প্রভৃতি যে একটী লক্ষণ যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, তোমার রত্যাভাস হইয়াছে।

কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ
প্রকীর্ত্তিতঃ॥

তোমার যে রতি হইয়াছে, তাহা কেবল চিহ্নদর্শনে নির্ব্বোধ লোকেরাই প্রশংসা করে; কিন্তু অভিজ্ঞ লোকগণ তাহাকে রত্যাভাসই বলেন। তোমার যে পুলকাশ্রু, তাহা দুই কারণে হয়। তাহার এক কারণ এই যে, নির্ব্বিশেষ-সন্ধিরূপ অপবর্গ ভাবনায়। সেই অপবর্গের একমাত্র দাতৃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তোমার আহ্লাদ হইতেছে, তাহা হইলেই তোমার পুলকাশ্রু, স্বাভাবিকী কৃষ্ণরতি ত হইতে নয়। তোমার ভক্তি কেবল অপবর্গের সৌখ্যাংশ-প্রকাশক প্রতিবিম্বস্বরূপ। যাহা হউক, এইরূপ রত্যাভাসে তোমার বিনাশ্রমে অভীষ্ট নির্ব্বাহ হইবে,—এই চিন্তাতেই তোমার সুখোদয় হইতেছে। ইহাই তোমার রতিলক্ষণের দ্বিতীয় কারণ; যথা,—

বারাণসীনিবাসী কশ্চিদয়ং
ব্যাহরন্ হরেশ্চরিতম্।
যতিগোষ্ঠ্যামুৎপুলকঃ সিঞ্চতি গণ্ডদ্বয়ীমস্রৈঃ॥

এই দেখ, একটী বারাণসী-নিবাসী নির্ব্বিশেষবাদী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীদিগের গোষ্ঠী মধ্যে বসিয়া হরিচরিত্র বর্ণন করিতে করিতে পুলকিত হইতেছে এবং নিজ গণ্ডদ্বয় অশ্রুধারা সিক্ত করিতেছে। হরিচরিত্র-বর্ণন-সময়ে সন্ন্যাসী ইহাই মনে করিতেছে যে, অহো! কত সহজ উপায়ে আমি নির্ব্বিশেষ-মুক্তি ভোগ করিতেছি।

এরূপ অবস্থার কারণ শ্রীরূপগোস্বামী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; যথা,—

দৈবাৎ সদ্ভক্তসঙ্গেন কীর্ত্তনাদ্যনুসারিণাম্।
প্রায়ঃ প্রসন্নমনসাং
ভোগমোক্ষাদিরাগিণাম্॥
কেষাঞ্চিদ্ধৃদি ভাবেন্দোঃ
প্রতিবিম্ব উদঞ্চতি।
তদ্ভক্তহৃন্নভস্থস্য তৎসংসর্গপ্রভাবতঃ॥

এরূপ পুলকাশ্রু হওয়াও নির্ব্বিশেষবাদীর পক্ষে সহজ নয়, যেহেতু জ্ঞান ও বৈরাগ্য উভয়ই চিত্তকে কঠিন করে এবং সুকুমার-স্বভাবা ভক্তির সমস্ত লক্ষণকে দূর করে। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদীদিগের শ্রবণ কীর্ত্তনাদিকার্য্যে ভোগ-মোক্ষাদি-রাগরূপ ব্যাধি থাকিলেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-বলক্রমে চিত্ত কিছু প্রসন্ন হয়। তৎকালে দৈবাৎ সদ্ভক্তের সঙ্গক্রমে তাঁহাদের হৃদাকাশে উদিত ভাবচন্দ্রের প্রতিবিম্বস্বরূপ নির্ব্বিশেষভাব-দূষিত অন্তরেও একটা লক্ষণ হয়, যাহা হইতে কিছু কিছু পুলকাশ্রু হইতে থাকে। যখন সদ্ভক্তির অভাব হয়, তখন আবার নিজ শিষ্যগণের পুলকাশ্রুকে ভাবকেলি বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। অতএব নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানাবৃত চিত্তে কখনই ভক্তির উদয় হয় না, কিন্তু কখন কখন ভক্ত্যাভাস উদয় হয়। বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবৃত ভক্ত্যাভাসে বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবরণই ভক্তির গৌণী বৃত্তিদ্বারা ব্যবধানরূপে স্থাপিত হয়। আস্বাদক ও আস্বাদন—এতদুভয়ের মধ্যে বহির্ম্মুখ কর্ম্মরূপ একটী আবরণ আসিয়া পড়ে এবং ভক্তির মুখ্যস্বরূপকে দূরে নিক্ষেপ করে। বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি কর্ম্ম। কর্ম্ম নিত্য ও নৈমিত্তিকরূপে দ্বিবিধ। সমস্ত পুণ্যজনক কর্ম্মই কর্ম্ম। কর্ম্মকে বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে পুস্তক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়ে। অতএব যাঁহাদের কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে ইচ্ছা আছে, তাঁহারা সৎক্রিয়াসারদীপিকার প্রথমাংশের কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিলে সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন। স্মার্ত্তগণের সমস্ত শাস্ত্র কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সেই সমস্ত কর্ম্মই বহির্ম্মুখ। কর্ম্মাঙ্গে যে নিত্য কর্ম্মরূপ বর্ণাশ্রমোচিত সন্ধ্যা-বন্দনাদির ব্যবস্থা আছে, তাহাই কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি বলিয়া স্মার্ত্তেরা মনে করেন। স্পষ্টরূপে বিবেচনা করিলে সে কর্ম্মও বহির্ম্মুখ কর্ম্ম। তাহাতে যে ভক্তি-লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাও প্রতিবিম্বস্বরূপ ভক্ত্যাভাস মাত্র। যেহেতু ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফল হয় অপবর্গ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ মুক্তি, নয় ভোগ অর্থাৎ ঐহলৌকিক বা পারলৌকিক সুখ লাভ। অনেকে মনে করেন যে, কর্ম্মকাণ্ডে যে শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গসকল ব্যবস্থাপিত আছে, সে-সকলও কর্ম্ম এবং কর্ম্মাঙ্গ যে শ্রবণকীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা, সে-সকলও ভক্তি। তত্ত্বের অনভিজ্ঞতাই এরূপ অস্বাভাবিক সিদ্ধান্তের একমাত্র জননী। কর্ম্ম ও সাধনভক্তিতে বাহ্য বিষয়ে অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও মূলে একটী প্রকাণ্ড ভেদ আছে। তাহাকেই কর্ম্ম বলে, যাহা কৃত হইলে মানুষের ঐহিক ও পারত্রিকের কোনপ্রকার সুখ লাভ হইবে। সেই লাভ হয় ভোগরূপে লক্ষিত হইবে, না হয় নির্ব্বিশেষ মোক্ষরূপে লক্ষিত হইবে। তাহাকেই ভক্তি বলি, যাহা কৃত হইলে কিছুমাত্র লাভ হইবে না, কেবল স্বাভাবিকী কৃষ্ণরতি স্ফুট হইবে। অবান্তর ফল লভ্য হইলেও তাহা তুচ্ছ ফল বলিয়া বিদিত হয় [illegible] ভক্তি, যেহেতু [illegible] জ্ঞান বা কর্ম্ম কখনই [illegible] সক্ষম হয় না। [illegible] কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণকে [illegible] দেখাইয়া আপনারা কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন না। কর্ম্মীদিগের যখন পুত্র পুত্রশোকে ও সন্তাপ [illegible] ও জ্ঞানযোগ দূরীভূত হয়, তখনই [illegible] প্রাগ্‌ভাবরূপ ভক্তিবীজরূপা শ্রদ্ধা উদিত হয়। সে শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই কর্ম্ম ও ভক্তির প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন না। যাঁহার হৃদয়ে এরূপ বিশ্বাস আছে যে, ভক্তিও কর্ম্মরূপা, তিনি শুদ্ধভক্তির চিন্ময়ভাব কখনও হৃদয়ে আস্বাদন করেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। তিক্ত ও মিষ্টের প্রভেদ কেবল আস্বাদনদ্বারাই জানা যায়, বিচার দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু আস্বাদনান্তে বিচার করিলে তাহা অতি উত্তমরূপে জানা যায়। কর্ম্মীদিগের যে হরিনামাদি কীর্ত্তন নৃত্য করেন, সে সমুদায়ই পূর্ব্বোক্ত "দৈবাৎ সদ্ভক্তসঙ্গেন" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা যে প্রতিবিম্ব-ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই মাত্র, শুদ্ধভক্তি নয়। তাহাদের পুলকাশ্রু কেবল "ভোগসৌখ্যাংশব্যঞ্জক" প্রতিবিম্বমাত্র। তৎকালে তাহারা ভব স্বর্গাদি সুখের চিন্তা, নয় মোক্ষাভিলাষ করিয়া থাকেন। ইহা প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস।

বিপরীত স্বত্ব তর্কবুদ্ধিজনিত ভক্ত্যাভাস আমরা সহজে আজকাল প্রচলিত পঞ্চ-উপাসনা ও বেদশাস্ত্রের উপর লক্ষ্য করি। আজকাল যাহাকে পঞ্চোপাসনা বলে, তাহাতে পাঁচটী উপাসনা-সম্প্রদায় কল্পিত হইয়াছে। পাঁচটীই নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের অনুগত। ঐ পাঁচটী উপাসনার নাম—শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব। এই পঞ্চোপাসনার মধ্যে যে একটী বৈষ্ণবশ্রেণী আছে, তাহা শুদ্ধভক্তির বৈষ্ণব সম্প্রদায় নয়। শাস্ত্রসম্মত যে চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে, তাহা পঞ্চোপাসকদিগের অন্তর্গত নয়। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক—এই চারিজন চারিটী শুদ্ধভক্তি সম্প্রদায়ের আচার্য্য। তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য, যথা,—

"শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকাখ্যাঃ সম্প্রদায়িনঃ॥"

এই সম্প্রদায়চতুষ্টয়কে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥"

পঞ্চোপাসনান্তর্গত বৈষ্ণবগণ বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষবাদী। তাঁহারা [illegible] পাঁচটী উপাস্য [illegible] তাহা পঞ্চোপাসকগণ সকলের আকার কল্পনা। তাঁহাদের মতে উপাসনা [illegible]

থাকে, গৌড়ীয়গণেরও বিশ্রান্ত্ বা হিরণ্যগর্ভ-রূপ করিয়া বুদ্ধি অসদবলম্বনপূর্ব্বক সেইরূপ প্রতিফলিত হয়; সে সমুদায়ই প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস উদয় হইলে যে কখনও শুদ্ধভক্তিস্বরূপ লাভ করিবে, তাহা মনে করা যাইতে পারে না; যেহেতু তাহাতে যে কর্ম্মজড়তা ও নির্ব্বিশেষ-চিন্তা থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিলে ঐ স্বরূপ সত্তালোপ হয়। নূতন করিয়া চিত্তের সম্পূর্ণ সংস্কার না করিলে আর তাহাদের মঙ্গল নাই। সনক-সনাতন প্রভৃতি নির্ব্বিশেষবাদিগণ এবং পরব্রহ্মচারী শুকদেব যখন পূর্ব্ব ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করত ভক্তি-মার্গে প্রবেশ করিলেন, তখনই তাঁহাদের নূতন জীবন উপস্থিত হইল। সেই নবজীবন-বলে তাঁহারা আমাদের আচার্য্যপদ লাভ করিয়াছেন। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

বিমুক্তাভিমানিদৈব্যা মুক্তিকামি নিমুদ্যতে।
যা ভুক্তিমুক্তিপ্রদাপাতা ভক্ত্যাভাসোহপি
ন হীয়তে॥
সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাং।
হৃদয়ে সম্ভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ॥

অর্থাৎ ভুক্তিমুক্তি বুভুক্ষুমুমুক্ষুগণ যাহা আরোপ করেন এবং [illegible] প্রবল আগ্রহ সহ ব্যক্তিগণকেও যাহা সহজে দেন না, সেই ভাগবতী রতি ভুক্তি ও মুক্তিকামী, শুদ্ধ ভক্তি যাঁহারা আচরণ করেন না, তাঁহাদের হৃদয়ে কিরূপে সম্ভব হয়? এ স্থলে উপলক্ষণে ইহাও লক্ষিত হয় যে, যোগিগণ ও বাদিকগণেরও যখন যে উপাধিক সুখ লাভ হয়, তাহাকে ভাগবতী রতি বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহারা ভ্রম-গ্রস্ত হইয়াছে ও অপরকে ভ্রষ্ট করিতেছে।

এখন ছায়া-ভক্ত্যাভাস বিচার করা যাউক। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসের ন্যায় ছায়া ভক্ত্যাভাস কুটিল ও দুরাশাপূর্ণ নয়, ইহাতে সরলতা ও সদাগ্রহ সর্ব্বদাই থাকে। ছায়া ভক্ত্যাভাসের স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক এইরূপে লক্ষিত হইয়াছে,—

ক্ষুদ্রকৌতুহলময়ী চঞ্চলা দুঃখহারিণী।
রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিৎ
তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী॥
হরিপ্রিয়-ক্রিয়া-কাল দেশ-পাত্রাদিসঙ্গমাৎ।
অপ্যানুষঙ্গিকাদেষা কচিদজ্ঞেষ্বপীক্ষ্যতে॥
কিন্তু ভাগ্যং বিনা নাসৌ
ভাবচ্ছায়াপ্যুদঞ্চতি।
যদভ্যুদয়তঃ ক্ষেমং তত্র স্যাদুত্তরোত্তরম্॥
হরিপ্রিয়জনস্যৈব প্রসাদভরলাভতঃ।
ভাবাভাসোঽপি সহসা ভাবত্বমুপগচ্ছতি॥
তস্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাভাসোঽপ্যনুত্তমঃ।
ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি খস্থঃ পূর্ণশশী যথা॥

ছায়া-ভক্ত্যাভাস শুদ্ধভক্তির সহিত কিয়দংশে সৌসাদৃশ্য প্রকাশ করে। কিন্তু ছায়া-ভক্ত্যাভাস স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র কৌতুহলময়, চঞ্চল ও দুঃখহারী। হরির প্রিয়কার্য্য, প্রিয়কাল, প্রিয়দেশ, প্রিয়পাত্র-সঙ্গক্রমে কোন স্থলে হরিসম্বন্ধীয় অনবধান-পূর্ব্বক স্বরূপতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও তাহা লক্ষিত হয়। সাম্প্রদায়িকেরা হউক, অথবা দুর্ব্বলস্বভাব পঞ্চোপাসকেরা হউক, ভাবচ্ছায়া কখনই প্রচুর ভাগ্যোদয় ব্যতীত উদিত হয় না। যেহেতু যত ক্ষুদ্র পরিমাণের হউক ভাবচ্ছায়া একবার উদিত হইলে উত্তরোত্তর মঙ্গলই করে। শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রসাদ-ভর লাভ করিতে পারিলে ভাবাভাসও সহসা ভাবরূপে উদিত হয়। পুনশ্চ শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ হইলে ভাবাভাস যে ক্রমশঃ যেরূপ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ উত্তমভাবাভাসেরও ক্ষয়প্রাপ্তি হয়। ছায়া ভক্ত্যাভাস দুই প্রকার,—

১। স্বরূপ জ্ঞানাভাবজনিত ভক্ত্যাভাস।
২। ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তু পরিকল্পিত
ভক্ত্যাভাস।

সাধক, সাধন ও সাধ্য—এতৎসম্বন্ধে যে স্বরূপজ্ঞান, তাহা শুদ্ধভক্তির স্বরূপ হইতে অভিন্ন। যেই স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয় নাই, অথচ সংসারসমুদ্র পার হইবার বাসনা আর অন্তরে [illegible] পরিলক্ষণ দেখা যায়, তাহা স্বরূপজ্ঞানাভাবজনিত ভক্ত্যাভাস; স্বরূপজ্ঞান হইলেই ঐ ভক্ত্যাভাস শুদ্ধ ভক্তি হইয়া পড়ে। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণও যে পর্য্যন্ত চৈতন্যের কৃত স্বরূপজ্ঞান লাভ না করেন, ততদিন তাঁহাদের দীক্ষা-গুরু সাধও বস্তু প্রভৃতি উদিত হয় না। সুতরাং স্বরূপজ্ঞানাভাবে স্বরূপসম্বন্ধ ভক্তি আচ্ছন্নভাবে থাকায় ভক্ত্যাভাসই লক্ষিত হয়। যে-সকল পঞ্চোপাসক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান শিক্ষা করেন নাই এবং নিরাকার ইষ্টমূর্ত্তিকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ তত্ত্বপুরুষত্ব জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের ভক্তিও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। তথাপি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবের মধ্যে অনেকটা ভেদ থাকে। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের সবিশেষ সন্নিষ্ঠা পঞ্চোপাসক অপেক্ষাও অধিক। ভক্ত্যাভাসের সহিত সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের যতটা শুদ্ধবৈষ্ণবতার আশা থাকে, বীর ভক্ত-শিক্ষার সহিত পঞ্চোপাসকের তত আশা নাই। বিশেষতঃ পঞ্চোপাসকের সাধুসঙ্গ বড় কঠিন, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের তত নয়। তবে যদি ভাগ্যক্রমে পঞ্চোপাসকের সাধুসঙ্গ হয়, ও নির্ব্বিশেষ সঙ্গ না ঘটে, তবে তিনি সাম্প্রদায়িক মতে পুনরায় সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধ-ভক্তি অন্বেষণ করিতে পারেন। "ভক্তিসন্দর্ভ"-ধৃত দুইটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের ছায়া ভক্ত্যাভাসেও উচ্চ ফলপ্রাপ্তিবর্ণনে স্কন্দ-পুরাণে শ্রীমহাদেব-বাক্য; যথা,—

দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তে বৈ।
কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥

পঞ্চোপাসকদিগের মধ্যে যাঁহাদের প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস নাই, কিন্তু ছায়া-ভক্ত্যাভাস উদিত হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে আদি-বারাহ-পুরাণে কথিত হইয়াছে,—

জন্মান্তর-সহস্রেষু সমারাধ্য বৃষধ্বজম্।
বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ে সতি॥

শাস্ত্রশিক্ষায় এই যে, শাক্তগণ ক্রমশঃ সৌর হ, সৌরগণ ক্রমশঃ গাণপত্য ও গণপতি-উপাসকগণ ক্রমশঃ শৈবত্ব, শৈবগণ ক্রমশঃ পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবত্ব ও পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবত্ব ও সকলে ক্রমশঃ শাস্ত্রত্ব বা নির্গুণ ভক্তত্ব লাভ করেন। শাস্ত্রবাক্যসমূহদ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, ছায়া-ভক্ত্যাভাস ক্রমশঃ ন্যূনতা হইতে পূর্ণতা লাভ করত সৎসঙ্গক্রমে অবশেষে শুদ্ধ ভক্তিরূপে প্রস্ফুটিত হয়।

ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তু-কল্পিত ভক্ত্যাভাস শাস্ত্রে সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট। তুলসী, মহাপ্রসাদ, বৈষ্ণব-পদরেণু, বৈষ্ণব-প্রসাদ, একাদশী, শ্রীমূর্ত্তি, ক্ষেত্র, গঙ্গা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অনেক ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তু আছে। অজ্ঞান বশতঃ ঐ-সমস্ত বস্তু-সংযোগেও জীবের দুর্ব্বাসনার মঙ্গল হয়। এমন কি, অপরাধ-রূপে তদ্রূপ যোগ ঘটিলেও তদ্রূপ ফল হয় তদ্রূপ সংযোগও ভক্ত্যাভাস। কোন ব্যাধ বিড়ালকে তপস্বীদ্বারা করত শিখাইয়াছিলেন। কোন ব্রাহ্মণ ঐ ব্যাধকে আহার করিবার জন্ম স্পর্শ করায় তৎক্ষণাৎ তাহার ভক্তি উদ্দীপিত হয়। কোন মূষিক তুলসী-সমীপে গমন পরীক্ষার বহি অপহরণ-মানসে ঐ বহি ধরিলে প্রদীপটী প্রজ্বলিত হইল। মূষক তাহা দেখিয়া পলায়ন করে। মূষিক মৃত হইলে বিষ্ণুদূতগণ তাহাকে যমদূতের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। তুলসী ক্ষেত্রে প্রদীপ-দানের ফল এইরূপ। কোন পরি-চারিকা অন্ধ-দাসীবৎ করিয়াছিল। ঐ দাসীর প্রভু সেই দাসীর সঙ্গ করায়, বৈষ্ণবগণের আজ্ঞাসক্রম কার্য্যে তাহার ভক্ত্যাভাসজনিত ফলপ্রাপ্তি হয়। অজাতসারে অপরাধ-নিম-মাধব-কারেও তদ্রূপ ফল লাভ হইয়াছে। অজামিলের কথা ত' প্রসিদ্ধই আছে। ভগবদ্ভক্ত্যাভাসের আভাসরূপ বৈনাহ শিব-চতুর্দ্দশীপালনকারী ব্যাধেরও সদ্গতি শ্রুত হওয়া যায়। এইসমস্ত ইতিহাস, মহাভারত ও পুরাণাদিতে বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত আছে। শ্লোক উদ্ধার করিতে গেলে প্রবন্ধ বৃহৎ হইয়া পড়ে। ভক্ত্যাভাসের এবম্বিধ বিচিত্র ফল দৃষ্টি করিয়া ভক্তগণ কখনই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। এইসমস্ত ফল শুদ্ধ ভক্তির অঙ্কুর প্রভাব হইতেই জন্মে। জ্ঞান না থাক পবিত্ররূপে কৃত না হইলে এবং একটু ভক্ত্যাভাসের সাহায্য না পাইলে কিছুমাত্র ফল দেয় না। কিন্তু ভক্তিদেবী সর্ব্বদা স্বতন্ত্রা। তাঁহার প্রতি যে কেহ যেরূপেই হউক যে-কোন চেষ্টা করে, তিনি তাহাকে অনায়াসে ফল দেন। ভক্ত্যাভাসে এইসকল ফল দেখা যায় বলিয়া ভক্ত্যাভাস-আদর কর্ত্তব্যরূপে বিনীত হয় নাই। শুদ্ধ ভক্তিই আচরণীয়। যাঁহাদের সম্পূর্ণ মঙ্গল লাভ করিবার ইচ্ছা, তাঁহারা যেন কোনক্রমে প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাসকে চিত্তে স্থান দান না করেন এবং ছায়া-ভক্ত্যাভাসকে সদ্গুরু আশ্রয়পূর্ব্বক শুদ্ধবলে অতিক্রম করত শুদ্ধ ভক্তিদেবীর পাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ করেন। অতএব বিশ্ববৈষ্ণবদাসের এইমাত্র মিনতি আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন,—

প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া ভেদাদ্বিবিধো মতঃ।
ভক্ত্যাভাসো দ্বিধা সোঽপি বর্জনীয়ো
রসাবিদৈঃ॥

যাঁহারা ভক্তিরস আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উভয়প্রকার ভক্ত্যাভাস দূরত হইতে বর্জন করিবেন। তত্ত্ববিচার-দ্বারা এইমাত্র স্থির হইল যে, ভক্ত্যাভাস দুই প্রকার অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস ও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস জীবের অপরাধ। ছায়া ভক্ত্যাভাস জীবের সৌভাগ্য। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তিই জীবের আচরণীয়।

———

শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে বিরহোৎসব

গত ৫ই মে তারিখে গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালকবর্গের উদ্যোগে ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে এবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভাগবতজনানন্দ প্রভুর বিরহোৎসব তাঁহার পূজা-অর্চ্চা-কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। বিরহতিথির পূর্ব্বদিবস শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। বিরহতিথি-দিবস উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করিতে থাকেন। মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত সকলকে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গৃহস্থ-ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণে 'গৌড়ীয়' ৩য় বর্ষ, ২১শ বর্ষ সংখ্যা হইতে "গুরু কৃত্য"-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

———

শ্রীধামে হরিকথা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবীণ প্রচারক ত্রিদণ্ডি-পাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীধামে অবস্থান করিয়া শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ ও শ্রীধাম-দর্শনার্থ আগত সজ্জনগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনাদিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীকুঞ্জকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সচিত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-
সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত
আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে
সংশোধিত ও অর্থিত হইয়া
"প্রতিলেখ"-ভাষ্যসহ প্রকা-
শিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীভজনামৃতশিক্ষা (?)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও
'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সর্ব্বসাধা-
রণের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য ও
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৫ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৬ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২০শে মে, ইং ১৯৪২, বুধবার { ৩৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পুরুষোত্তম, হাপু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

— —:০:(০):০:——

শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ ও ভক্তিজনগণ ব্যতীত জীবের বান্ধব আর কেহ নাই। তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত জীবের অজ্ঞানতা যায় না। হৃদয়ে নিষ্কপট দৈন্য উদিত না হইলে কৃপা কার্য্যকরী হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর গুরু-নিত্যানন্দেরই প্রেমবাধ্য। ভোগ-ত্যাগ ও ত্যাগ-ভোগের নাম সেবা বা ভক্তি। সাধুগুরুর নিকট চিরন্তন ভিক্ষা করা দরকার। ভগবানের নিকট কৃপা না চাহিলে দুর্ব্বলতা থাকিবেই। মায়ার উপর প্রভুত্ব করার ইচ্ছা দুর্ব্বলতা। শ্রীগুরুদেবের কৃপারূপ মৃতসঞ্জীবনী গ্রহণ করিতে পারিলে দুর্ব্বলতা যাইবে। এই দুর্ব্বলতাই অসুস্থতা। আর সবলতা বা চিদ্বিলাসে অবস্থানই সুস্থতা।

কায়, মন ও বাক্য—এই তিনটী দিয়াই ভগবানের সেবা করিতে হইবে। ইহাদের যে-টী ভগবানের সেবায় লাগিবে না, তাহাই ইন্দ্রিয়তর্পণে লাগিয়া আমার বন্ধনের কারণ হইবে। স্বরূপাবস্থানেই সেবাপ্রবৃত্তি, আর বিরূপ বা কু-রূপের অভিমানেই ভোগপ্রবৃত্তি। ভক্তি আকর্ষণী। যে ক্রিয়া কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে, তাহাই ভক্তি। জীব অণু, কিন্তু শ্রীগুরুদেব বিভুবস্তু। অভিমান-অভিমানই বৈকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠা। শরণাগত থাকাই জীবের স্বভাব। শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণ বড় আদর করেন। গুরু-ভক্তী—কৃষ্ণ; তবে তিনি ভোক্তা ন'ন। গুরুকে ছাড়িয়া কৃষ্ণ থাকিতে পারেন না। গুরুকে সব দেওয়াই শিষ্যের কাজ। আমি শ্রীগুরুদেবকে যাহা দিই, তিনি তাহা কি ভাবে ভগবান্‌কে দেন, তিনি তাহা লইয়া কি করেন, এসব লইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। সেবক কেবল সেবাই করিয়া যাইবেন এবং শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার সেবাগ্রহণ করিতেছেন, জানিয়া কৃতার্থ হইবেন। গুরুকে দিলেই তাহা কৃষ্ণের কাছে পৌঁছিয়া গেল। ইহাতে সংশয়ের কিছু নাই।

———

যে কোন অবস্থাই আসুক না কেন, জীবনে মরণে, শয়নে-স্বপনে, সুখ-দুঃখ কোন অবস্থাতেই হরিনাম ছাড়িতে হইবে না। বিপদ্-আপদ্ অনেক আসিবে; তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া ধীর-স্থির-ভাবে শ্রীনামকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে। দেহের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। ভগবৎসেবোপ-যোগী দেহটিকে প্রয়োজনমত রক্ষা করিতে হইবে বটে, কিন্তু অভিনিবেশ সেদিকে থাকিবে না; লক্ষ্য থাকিবে শ্রীনামের প্রতি।

———

জীব নিজের ইচ্ছায় কিছু করিতে পারে না। মালিক একজন আছেন, তিনিই চালান। আমাদের স্বতন্ত্রভাবে কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। সাধু-গুরুর শ্রীমুখে শুনিতে পাই,—হাতা মনে করিতে পারে, সে-ই রান্না করিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সম্ভব হয় না; পাচক বা চেতন বস্তুর দরকার। কেবল রন্ধনসামগ্রী বা হাতা, কড়াই প্রভৃতি থাকিলেই রন্ধন হয় না। সেইরূপ পূর্ণ চেতনবস্তু যে কৃষ্ণ, তিনি সকলের মূলে আছেন—এটী যদি ঠিক উপলব্ধি হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল; আর যদি অভিমান আসে যে, আমি করিতেছি বা করিতে পারি, তাহা হইলেই অসুবিধা। শরণাগত ভক্ত সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করেন যে, কৃষ্ণই তাঁহাকে চালাইতেছেন। এইটী অনুভব করিতে পারিলেই মঙ্গল; আর যদি কৃষ্ণই প্রভু—ইহা না বুঝিয়া নিজেকে স্বতন্ত্র কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলেই বিপদ্।

———

একমাত্র শ্রীনামের আশ্রয়েই সব হইবে। অনেকপ্রকার দুঃখ-কষ্ট, বিপদ্-আপদ্ আসিতে পারে, কিন্তু তাহাতে হতাশ বা অধীর হইলে চলিবে না। কৃষ্ণ যদি আমাকে এই অবস্থায় রাখিয়া সুখী হ'ন, তাহা হইলে ইহাই ভাল, ইহাতেই আমার সুখ, এই মনে করিয়া সব দুঃখ-কষ্ট মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। কিন্তু হৃদয়ে একটী দৃঢ় সঙ্কল্প থাকিবে—যত দুঃখই হউক না কেন, আমি কিছুতেই হরিনামকে ছাড়িব না। এইরূপ দৃঢ়তা আমাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে থাকা দরকার।

———

আপন-জ্ঞান থাকিলে সাধুগুরুর দেওয়া দুঃখকেও সুখ বলিয়া মনে হয়। সতীর প্রতি পতির যে স্নেহের অত্যাচার, তাহা প্রেম চাপল্য ব্যতীত আর কিছু নয়। স্বামী তাঁহাকে দুঃখে রাখিলেও সে দুঃখিতা হয় না। ভক্তেরও বিচার এরূপ যে, আমাকে যদি বিপদ্ বা কষ্টের মধ্যে রাখিয়াও কৃষ্ণ সুখী হন, তাহাতেই আমার সুখ।

———

সন্ধ্যাও অতিক্রম করিতে হইবে। জগদ্দর্শন, দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা ভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাওয়াই সন্ধ্যাও অতিক্রম। এগুলি থাকিলে হরিনাম হয় না। নিরন্তর হরিনাম করিতে করিতে ও সন্ধ্যাও অতিক্রম করা [illegible]; অন্তরে পূর্ণ দৈন্য থাকা চাই। শ্রীনামের [illegible] কৃপা করেন। 'আমি তোমাদের জন, আমি তোমাদের কৃপাপ্রার্থী, কিন্তু তোমাদের কৃপা পাইলাম না'—এই প্রকার দৈন্যভরে শ্রীকৃষ্ণের নাম করিলে সকলের কৃপা দরকার; তাহা হইলে তাঁহাদের কৃপা পাওয়া যাইবে। কৃপা ছাড়া গতি নাই। 'কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিলেই কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। অনর্থযুক্ত অবস্থায় হউক, কিংবা যে-কোন-প্রকারেই হউক, নাম উচ্চারণ করিলে নামৈকশরণ হইয়া নিরন্তর নাম-সঙ্কীর্ত্তনই করিতে হইবে। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামই পাপ নাশ করিয়া থাকেন এবং অপরাধ নাশ করিলে শ্রীনাম পরে ভজন-সাধকও হইয়া থাকেন অর্থাৎ নামাপরাধ-মুক্ত হইয়া নিরন্তর শ্রীনাম-গ্রহণফলে নামের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে।

ভগবানের নাম-স্মরণ না করিলে জীবের অন্য কোনপ্রকারেই মঙ্গল হয় না। শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্। সাধারণ লোকে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ মনে করিলেও মুক্ত-পুরুষগণ শ্রীনামকেই ভগবান্ জানেন। সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে না ডাকিলে [illegible] হইতে হইবে। এ জগতে যতদিন থাকিতে হইবে, ততদিন উদাসীন থাকিয়া হরিনাম করাই বুদ্ধিমানের বিচার। ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা থাকিলে কোন বাধা-বিপত্তি আমাদের কিছু করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম শ্রীনাম করিতে গেলে অত্যন্ত [illegible] আসে, নিরন্তর নামসঙ্কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিতে হইবে না; শ্রীনাম করিতে করিতে [illegible] ঐ সব বাধা [illegible] আপনা হইতেই [illegible] যাইবে। সুতরাং ভজনে [illegible] হওয়া উচিত নয়। আগেই কেহ ফল পায়

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

সা। [illegible] করিলেই [illegible] [illegible] হইলে আর [illegible] [illegible] [illegible] কিছু [illegible] দেখা ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে না।"

[illegible] করিয়া [illegible] হয় না। [illegible] মানুষকে [illegible] করিতে [illegible] হয়। [illegible] লোভাকাল [illegible] বা [illegible] [illegible] বিষয় [illegible] ও [illegible] [illegible] হয়। সুতরাং পালক [illegible] ও নিয়ামক জানিয়া তাঁহার উপদেশ [illegible] ধারণ করত তদনুসারে জীবন [illegible] করিতে পারে। [illegible] সদ [illegible] হয় না। [illegible] যাঁহার [illegible] ও নিয়ামক, তাঁহার চিন্তায় নিশ্চয়ই হবে।

খাঁটি সদাচার। স্বভাবতই সদাচার [illegible] আচারবান্। সাধুসঙ্গ ব্যতীত সদাচার রক্ষিত হয় না। [illegible] [illegible] [illegible] বা অভুদর্শন করিবেই। সাধুর অদর্শন নাই, তাঁহার সকলই শুভদর্শন। তাঁহার সঙ্গফলে কু-দর্শন বা কদাচার অপসারিত হইবে। [illegible] সাধুসঙ্গের [illegible]। নিজের প্রতি অকপট কৃপা-অভিলাষ [illegible] প্রকৃত সঙ্গ হইলে চিত্ত হয় শুদ্ধ, না [illegible]—এই দুইটীর যে কোন একটী উচিত [illegible]। যিনি সাধুসঙ্গ করিবেন, তিনি [illegible] [illegible] [illegible]। অকপট শ্রদ্ধা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সাধুতে সাধুর [illegible] সাধুসঙ্গ [illegible] [illegible] আর [illegible] থাকে না। [illegible] নিকপটে প্রবণ করিলে [illegible] [illegible] হইবে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible]। [illegible] তাঁহাকে রক্ষা করেন, তিনিই রক্ষা পান

শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্য-লীলা

(প্রাপ্ত)

এই কলিযুগে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীজগন্নাথ [illegible] গৃহে [illegible] গোপাল [illegible] [illegible] হইয়াছিলেন। তাঁহার [illegible] [illegible] পর তাঁহার বাল্য লীলা-দর্শন প্রসঙ্গ আমরা শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'-নামক গ্রন্থরাজে দেখিতে পাই। শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মলীলা [illegible] করিয়া মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যলীলা প্রকট করিয়াছিলেন এবং বাল্যকালেই বহু চিত্তাকর্ষণ লীলা করিয়াছিলেন। [illegible] শ্রীনন্দ-[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র [illegible] পুত্ররূপে পাইয়া বাৎসল্যরসে এরূপ আপ্লুত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাতে ভক্তের ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। [illegible] শ্রীমায়াপুরেও শ্রীজগন্নাথ শ্রীগৌরসুন্দরকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া বাৎসল্যরসের আধিক্যবশতঃ ভয় যাঁহাকে দেখিয়া ভয় পায়, সেই ভগবান্ শ্রীগৌরহরির মঙ্গল নিমিত্ত নানারূপ মন্ত্র-তন্ত্র, ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতি আবাহন করিয়াছিলেন। তাই শ্রীগৌরসুন্দরের নামকরণে আমরা দেখিতে পাই,—

ডাকিনী-শাখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'॥

বিশ্বকে ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া তাঁহার অপর এক নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছে। পরে তাঁহার মধ্য ও অন্ত্যলীলায় আরও বহু নাম হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের ঔদার্য্য লীলার জাগতিক কোন দান বা দয়ার নিদর্শন নাই। স্বয়ং নামই নামরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলিহত জীবকে নাম দান করিলেন। [illegible] শিশুকালে যখন শায়িত অবস্থায় ছিলেন, তখন হইতেই যখনই পুরবাসী নারীগণকে হরিনাম-কীর্ত্তন করিতে [illegible] করিতেন, তখনই তিনি [illegible] ক্রন্দনের ছল করিতেন। শিশুর ক্রন্দন [illegible] নারীগণ শিশুকে নানা প্রকারে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু 'হরি' 'হরি' না বলা [illegible] শিশুর ক্রন্দন [illegible] থামিত না। দেখিয়া সকলে 'হরি' 'হরি' বলিতেন, অমনি নিমাইর ক্রন্দন থামিয়া যাইত, তখন [illegible] হাস্য করিতেন।

[illegible] [illegible] আপন কীর্ত্তন।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] পুনঃ পুনঃ 'হরি' করয়ে ক্রন্দন॥
'হরি' 'হরি' বলি' [illegible] ডাকে সর্ব্ব জনে।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥

(চৈঃ ভাঃ)

শিশুর [illegible] [illegible] পুরবাসী নারীগণ [illegible] [illegible] [illegible] তখনই হরি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। শিশুর [illegible] সময় উপস্থিত হইলে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ধান, পুঁথি, খৈ, স্বর্ণ-রজতাদি পুত্রের নিকটে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু অন্য কোন দ্রব্যই শিশু স্পর্শ না করিয়া শ্রীভাগবত ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। ইহা দেখিয়া পতিব্রতা নারীগণ চারিদিক হইতে জয় দিতে লাগিলেন—সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, শিশু খুব পণ্ডিত হইবে। কেহ বলিতে লাগিলেন, শিশু খুব বড় বৈষ্ণব হইবে। ক্রমে শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখিলেন। হামাগুড়ি দিতে শিখিয়া নিমাই শচীর আঙ্গিনায় বিহার করিতে লাগিলেন। শিশুর ভয়ভীতি কিছুই ছিল না। সম্মুখে আগুন, সাপ—যাহা দেখিতেন, তাহাই হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিতেন। একদিন এক সাপ ধরিয়া শিশু সেই সর্পের উপরে শুইয়া রহিলেন। তবে সকলে 'গরুড়' 'গরুড়' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, শচীজগন্নাথ ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রন্দন শুনিয়া সাপ চলিয়া গেলেন। এই সাপ সাধারণ সাপ নয়। ইনি স্বয়ং শ্রীঅনন্তদেব, প্রভুর সেবাভিলাষে সর্পরূপে শচীর আঙ্গিনায় বিহার করিতেছিলেন। সাপ চলিয়া গেলে শিশু নিমাই পুনরায় তাঁহাকে ধরিতে গেলেন, কিন্তু নারীগণ তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া কোলে করিলেন, যাইতে দিলেন না। তাঁহারা নানারূপ রক্ষা-বন্ধন, স্বস্তিবাণী পাঠ করিতে লাগিলেন, কেহ বা বিষ্ণু-পাদোদক আনিয়া শিশুর অঙ্গে ছিটাইতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন—জাতি-সর্প ছাড়িয়া গেল, বালকের পুনর্জন্ম হইল। এসব শুনিয়া ও দেখিয়া শিশু কেবল হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে শিশু আরও বড় হইতে লাগিল, হাঁটিতে শিখিল। হাঁটিতে শিখিয়া বালক নিমাই শচীর অঙ্গনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শিশুর অসামান্য রূপ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। এমন কি, আকাশের চন্দ্রেরও সেই অপরূপ রূপশোভা দেখিবার জন্য সাধ হইত। বালকের রূপ দেখিয়া শ্রীশচী-জগন্নাথ বিস্মিত হইতেন। তাঁহারা নিজেরা বলাবলি করিতেন যে, নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ তাঁহাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নতুবা শিশুর এমন [illegible] [illegible] কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই। শিশু [illegible] সময়েই ক্রন্দন [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] হইলেই নারীগণ বালককে বেড়িয়া হরিকীর্ত্তন করে, [illegible] [illegible] হাতে তালি দেয়, আর সেই হরি-কীর্ত্তনের মধ্যে বালক নৃত্য করে। এরূপ [illegible] অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া শিশু নৃত্য করে যে, সকলেই তাহা দেখিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ হয়। [illegible]! বালক সকলকে [illegible] হরি-[illegible] করান, তাহা কেহই বুঝিতে পারেন না।

বালক বাড়ীর বাহিরে গিয়া যাহার নিকট যাহা দেখিত, খৈ, কলা, সন্দেশ প্রভৃতি তাহার নিকট হইতে চাহিয়া লইত। বালকের অপরূপ রূপ দর্শনে অজানা, অচেনা লোকও দ্রব্য দিতে কুণ্ঠিত হইত না। সেই সকল দ্রব্য লইয়া বালক বাড়ীতে আসিয়া যেসকল নারীগণ হরিনাম-গান করিতেন, তাঁহাদিগকে প্রদান করিতেন। সকলেই হাসিয়া বালকের বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন এবং আরও অধিকভাবে হরিসংকীর্ত্তন করিতেন।

ক্রমে বালক বাড়ীর বাহির হইতে লাগিলেন এবং পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে গিয়া কাহারও ঘরে দুগ্ধ পান করিতেন, কাহারও ঘরে ভাত খাইতেন; আবার যাহার ঘরে কিছু খাদ্যদ্রব্য পাইতেন না, তাহার সব ভাঙ্গিয়া দিতেন। কোন প্রতিবেশীর ঘরে ছোট শিশু থাকিলে তাহাকে কাঁদাইতেন, আবার কাহাকেও দেখিলেই ভয়ে পলাইয়া যাইতেন। দৈবযোগে যদি কোনদিন ধরা পড়িতেন, তাহাতেও কেহ তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়া কিছু বলিতে পারিত না। সকলেই বালককে প্রীত করিত। এমন কি, পাড়া-প্রতিবেশী নিঃসন্তান হইলেও তাঁহাকে অধিক স্নেহ করিত।

বালক এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিত না। ক্রমে নানাস্থানে বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। এক দিন বালক দুই চোরের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই চোরদ্বয় বালকের শ্রীঅঙ্গে নানাবিধ মূল্যবান্ অলঙ্কার দেখিয়া তাহা অপহরণ করিবার মানসে যুক্তি করিতে লাগিল। কিন্তু কাহার পুত্র, কোথায় বাড়ী, কিছুই ধারণা করিতে পারিল না। যাহা হউক, তাহারা বালককে খুব আদর করিতে লাগিল এবং কোলে তুলিয়া লইল। বলিল—চল বাবা, তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছাইয়া দিই। চোরের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, বালককে অন্যত্র লইয়া গিয়া অলঙ্কারাদি অপহরণ করিবে। বালকও হাসিয়া উহাদের কোলে উঠিয়া বলিলেন—চল, বাড়ী চল। বালককে কোলে লইয়া দুই চোর রাস্তা দিয়া চলিতেছে, রাস্তার লোক মনে করিতেছে—উহাদের শিশু, উহারা লইয়া যাইতেছে! রাস্তায় লক্ষ লক্ষ লোক, কেই বা কাহাকে চেনে! চোর দুই জন অলঙ্কারপ্রাপ্তি-বিষয়ে চিন্তা করিয়া মনে মনে খুব খুসী হইতেছে এবং 'কে কোন্ গহনা ভাগ করিয়া লইবে', এইরূপ মনকলা খাইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দুই চোর চলিতেছে এবং মনে করিতেছে যে, তাহারা বালককে লইয়া তাহাদের গন্তব্য স্থানে যাইতেছে, কিন্তু অন্তর্যামী নিমাই স্কন্ধের উপর চড়িয়া হাসিতেছেন। পথমধ্যে এক চোর কিছু সন্দেশ কিনিয়া বালকের হাতে দিল, আর এক চোর [illegible] দিয়া বলিতে লাগিল যে আর দেরী নাই, ঘরে

যদ্যপি [illegible] [illegible] চৈতন্যের দাস। তথাপি [illegible] [illegible] তাঁহার প্রকাশ।

আসিয়া পড়িয়াছি। এদিকে নিমাইয়ের কি'হতে বিলম্ব হওয়ায় আত্মীয়স্বজন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কেহ 'বিশ্বম্ভর' 'বিশ্বম্ভর' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে 'নিমাই' 'নিমাই' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বাড়ীর সকলেই মহা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে গোবিন্দের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবান্ গৌরসুন্দরও বাড়ীর নিকটে আসিয়া পড়িলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-ভবনের কাছাকাছি আসিয়া চোর মনে করিল যে, তাহারা তাহাদের বাড়ীতেই আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবী মায়ার দিক্ ভুল করিয়া আপনভবন জ্ঞান করিয়া চোরদ্বয় বালককে লইয়া শ্রীযোগপীঠে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভুর মায়ায় শ্রীযোগপীঠে মিশ্রভবনে আসিয়াও চোরদ্বয় মনে করিতেছিল যে, তাহারা তাহাদের বাড়ীতেই আসিয়াছে। তখন তাহারা অলঙ্কার অপহরণ করিবার মানসে বালককে বলিল,—আমরা ঘরে আসিয়াছি, এখন কাঁধ হইতে নাম। বালকও বলিল—হাঁ, ঘরেই আসিয়াছি, শীঘ্র নামাও।

যে স্থানে শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও অন্যান্য সকলে প্রভুর বিরহে বিষাদগ্রস্ত হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন, মায়ামুগ্ধ চোরদ্বয় ঠিক সেইস্থানে আসিয়া বালককে কাঁধ হইতে নামায়। বালক চোরের কাঁধ হইতে নামিয়াই পিতৃকোলে আরোহণ করিল। সকলেই মহা হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সকলেরই দেহে প্রাণ আসিল। এই সব দেখিয়া তখন দুই চোর বুঝিতে পারিল যে তাহারা নিজের বাড়ী আসে নাই, অন্য কোথাও আসিয়াছে। তাহারা কিছুই বুঝিতে বা চিনিতে পারিল না। এদিকে গণ্ডগোলে কেহই কিছু স্থির করিতে পারিল না। চোর তবে সেই অবসরে পলায়ন করিল। এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত দেখিয়া চোরদ্বয় বিস্মিত হইল। তাহারা তখন প্রাণ লইয়া পলাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং চণ্ডীর কৃপা স্মরণ করিতে লাগিল। চোর হইলেও স্বয়ং ভগবান্ যাহাদের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন, তাহারা মহাভাগ্যবান্, সন্দেহ নাই।

পরমার্থে দুই চোর মহাভাগ্যবান্।
নারায়ণ যাঁ'র স্কন্ধে করিলা উত্থান॥
(চৈঃ ভাঃ)

সকলেই নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—কে তোমাকে, এখানে লইয়া আসিল? উত্তরে বালক বলিল,—আমি গঙ্গাতীরে গিয়াছিলাম। রাস্তা ভুলিয়া পথে পথে বেড়াইতেছিলাম। তাহা দেখিয়া দুই জন লোক কোলে করিয়া আমাকে এখানে রাখিয়া গেল। সকলেই বালকের কথা বিশ্বাস করিলেন। প্রকৃত ব্যাপার কেহই জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন, শিশু দৈবকর্তৃকই এখানে আনীত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

———::(*):: ———

ভগবৎ-সেবার অনুকূল-ক্ষেত্রে বাস করা কর্ত্তব্য। অধোক্ষজ-সেবাবঞ্চিত হ'য়ে যা'তে আধ্যক্ষিক না হ'য়ে পড়ি, তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করা উচিত। শুধু খেটে দেওয়া কর্ম্মমার্গীয় বিচার; তা' অভক্ত মনোধর্ম্মাবলম্বীরাও ক'রে থাকে। হরিভজনের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; কারণ অনেক জন্ম কেটে গেছে অন্যান্য কার্য্যে। এ জন্মেই যা'তে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন লাভ হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক থা'ক্তে হ'বে। কেবল কর্ম্মকাণ্ড না হ'য়ে যায়। অন্ততঃ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি হওয়া আবশ্যক। কিমন্য এ-সকল কার্য্য হ'চ্ছে, তজ্জন্য হরিকথা শ্রবণ করা আবশ্যক।

গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হ'লে কৃষ্ণসেবা হয় না। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, আর যদি গুরুসেবা করেন, তা'হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হ'বে—কৃষ্ণবিষয়ে দিব্যজ্ঞান—দীক্ষা লাভ হ'বে। মানুষ যখন নিজেকে গুরুর পুত্র জ্ঞান করে, তখন এ-সকল পিতাপুত্রের সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না, তখন মঠবাস হয়।

বদ্ধাবস্থার বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান্ হয়। গুরু অনুগ্রহ-সূর্য্য প্রকাশিত হ'লে অবিদ্যার তমিস্রা নষ্ট হয়। গুরুর কৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা নয়। প্রসাদ—যাহা প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভূত হ'য়ে প্রসন্ন হয়, সেই অনুগ্রহ। যে অনুগ্রহ লোকে করে, সে-ই অনুগ্রহ পায়? সুতরাং হ'য়ে প্রভুকে সেবা করা—ভক্তি। পরে সেবাকার্য্যে মতিগতি হ'বে, তা'র বীজ—ভক্তি বা সেবালতার বীজ। 'আমি সেবক, আমার সেবনধর্ম্ম'—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যাদী হবো। ভক্তিলতার বীজলাভ—অর্থাৎ আচার্য্যদেবের সেবা পেলবার সৌভাগ্য লাভ আমার হয়—যদি নিষ্কপটে আমি গুরুপাদাশ্রয় করি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে সকলের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ'লে সুবিধা হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত হ'লে অসুবিধা অনিবার্য্য।

মহাপ্রভু সাধকজীবন থেকে নিজের জীবন কি ক'রে হয়, তা' দেখিয়েছেন। মহাপ্রভু ব'লেছেন,—'বিষয় ভোগ ক'র্তে যাই ও হ'য়ো না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ কর।' যথাযোগ্য বিষয়গ্রহণ না করা একটা transgression. যা'র যে অধিকার হয় নাই, তা'কে যদি সেই অধিকারে enforce করা হয়, তা'হলে তা'র কিছু সুবিধা হ'বে না।

যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি সে অবস্থা থে'কেই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার অনুসরণে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা লাভ ক'র্তে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'স্থানে স্থিতা' শ্লোকের practical use শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাতেই পাওয়া যায়। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী স্ব-স্ব আশ্রমে থে'কেই সুবিধা ক'রে নিতে পারেন। যদি লোকে ইহা বু'ঝতে পারে যে, কৃষ্ণভজনই একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু, তা'হলে অন্যান্য সব প্রয়োজন পরিত্যাগ ক'রে তা'রা সেইরূপ সঙ্গই খুঁজে নেবেন। রুচিটিকে নিয়মিত করাই সবচেয়ে কাজ পড়ে গেছে। "আমার যা' ভাল লাগে, তাই করব"—ইহা সকলের বিচার। 'আমার ভাল লাগা' জিনিষ, আমার 'বন্ধনজনক' না-ও হ'তে পারে। ভগবৎ-সেবায় রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তি ভগবৎ-সেবার দিকে টানেন, আর মায়ায় রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তি মায়ার দিকে টানেন। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির রুচি ও অনর্থমুক্ত ব্যক্তির রুচি পৃথক্। যা'র ভগবানে রুচি নাই, তা'র রুচিকে পরিবর্ত্তিত এবং যা'র স্বল্প রুচি আছে, তা'কে পরিবর্দ্ধিত করবার জন্যই সাধন।

দুরাশার বশবর্ত্তী হ'য়ে এরূপ একটা বুদ্ধি হ'য়েছে যে, এ [illegible]টার সঙ্গে আমাদের ভারী কাজ প'ড়ে গে'ছে। Original Fountain Head হ'তে দূরে স'রে প'ড়ে এইরূপ অসদ্বুদ্ধি হ'য়েছে। চোরাবালির উপর পা দিলে যেমন পা বসে যায়, সেইরূপ treacherous soilএর phenomenaর উপর নির্ভর ক'রে আমরা ডুবে যাচ্ছি।

বহুজন্মের নিশ্চয়তার পর মানবজীবন লাভ হয়। তাড়াতাড়ি নিজের পূর্ণ মঙ্গলের জন্য যত্ন ক'র্তে হ'বে। কবে মরণ আ'স্বে, তা'র ত' স্থিরতা নাই। মানবজীবন ছাড়া ত' আর পরমার্থ পা'বার উপায় নাই। [illegible] হারানটা কখনও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আবার লক্ষ লক্ষ [illegible] যা'তে ঐ পাক [illegible] তা'র যত্ন না ক'র্লে, মানুষকে বুদ্ধি[illegible] কে?

সর্ব্বদা নিষ্কপটে কীর্ত্তন [illegible] মায়ার কীর্ত্তন করতে হ'বে না। [illegible] বাজে নাম করতে হ'বে [illegible] [illegible] হ'লেও আমাদের মায়া [illegible] [illegible] ক'রবার [illegible] [illegible] করতে হ'বে। [illegible] [illegible] লাভ হ'তে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হওয়া দরকার না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

শ্রীধামে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত

———::(*)::———

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-নবদ্বীপান্তর্গত অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে এবং শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের অন্যত্র শাখামঠসমূহে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান [illegible] পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গত ১৬ই মে, ২রা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত সঙ্কীর্ত্তনমুখে আরম্ভ হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রে নিয়মিতভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা আলোচিত হইতেছেন। ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ প্রত্যহ [illegible] স্থানপূর্ব্বক ভক্তগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'রতেছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল মহারাজ মধ্যে মধ্যে শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীযোগপীঠে ও শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ১৫ই মে শ্রীল মহারাজ রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত [illegible] হরিকীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে অন্যান্য ভক্তগণও বিভিন্ন স্থানে উচ্চকীর্ত্তনমুখে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরে ও শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার নিয়মিতভাবে হরিকথা আলোচিত হইতেছেন। শ্রীমায়াপুরবাসী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও [illegible] প্রভৃতি গ্রন্থ নিয়মিতভাবে আলোচনা করিতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] পালিত হইতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হরিকথায় মুখরিত হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকল শাখামঠেই শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত সঙ্কীর্ত্তনমুখে পালিত হইতেছেন। স্বয়ং ভগবান্ [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-নিয়মাবলী-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১মটি দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে হার	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৬০৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। আমস্ত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় -পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব পারমার্থিক গ্রন্থ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-পঞ্চতীর্থবাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সঙ্গে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিকুক্কুটিকাচ্ছন্ন এই ভবার্ণবে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৩৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ববিধ জ্বরে অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গ পল্লীর দুরবস্থা, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। নিরাশ, প্রাণ সংশয় রোগীকে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী

—১১নং উ তিবির্জার রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন

জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকার অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলনে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। এই সম্পর্কে প্রচার কার্য্য বাপদেশে প্রায় ৩১,০০০ টাকা ব্যয়িত হইবে।

ব্রিটেনের যুদ্ধ ব্যয়ের পরিমাণ

চলতি আর্থিক বৎসরের প্রথম ৩২ দিনে বৃটেনে যুদ্ধ ব্যয় বাবদ মোট ৫৮ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। এই হিসাবে দৈনিক খরচ হইয়াছে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড।

বৃটেনের তামার মুদ্রা, যথা এক পেনী, আধ পেনী ও সিকি পেনীতে (ফার্দিং) টিনের ভাগ এক হইতে খুব কমাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ১৯২২ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত এই সমস্ত তামার মুদ্রায় শতকরা ৩ ভাগ টিন মিশান থাকিত। এখন হইতে ঐ টিনের পরিমাণ কমাইয়া উহা শতকরা আধ ভাগ করা হইবে। টিনের বদলে তামা ও দস্তার ভাগ বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। যুদ্ধের প্রয়োজনে টিন মজুত রাখার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্থলবাহিনী

প্রতিনিধি সভার সামরিক কমিটির সমক্ষে সহকারী সমর সচিব মিঃ প্যাটারসন বলেন যে, মার্কিণ স্থলবাহিনী ৩০ লক্ষ সৈন্য লইয়া গঠিত হইতেছে।

সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে বৃত্তি

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর জানাইয়াছেন, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট দেরাদুনের সামরিক কলেজের বাঙ্গালী অথবা বাঙ্গলার স্থায়ী বাসিন্দা ছাত্রদের মধ্যে তিনজনকে তিনটি বৃত্তি দিবেন। এই বৃত্তি ৩ বৎসর ধরিয়া চলিবে এবং ইহার পরিমাণ বাৎসরিক হাজার টাকা। জেলা অফিসারের মারফৎ বৃত্তির জন্য আবেদন করিতে হইবে। প্রার্থীর অবস্থা দৃষ্টে যদি মনে হয় যে, পুরাপুরি টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, তবে সে ক্ষেত্রে বৃত্তির পরিমাণ হ্রাস করা যাইবে।

ম্যালেরিয়া প্রশমনকল্পে প্রচারকার্য্য

বাঙ্গলা সরকার সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ এণ্টি ম্যালেরিয়াল সোসাইটিকে ২,০০০৲ দান করিয়াছেন। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব প্রশমনকল্পে ১৯৪১-৪২ সালের জন্য প্রচার কার্য্য চালাইবার খরচ বাবদ এই দান করা হইয়াছে।

দুই বৎসরে সাম্রাজ্য বাহিনীর ক্ষতির পরিমাণ

মিঃ এটলী কমন্স সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সর্বশ্রেণীর মোট ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৫০ জন সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ১৯৪১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাহিনীর ইহাই মোট ক্ষতির পরিমাণ। ইহার মধ্যে ৪৮৩১৩ জন সৈন্য নিহত, ৪৬০৮৩ জন আহত, ৫৮৪৫৮ জন বন্দী এবং ২২১৫৬ জন নিখোঁজ হইয়াছে।

পাইকারী জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা

এক নূতন অর্ডিন্যান্স প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত অর্ডিন্যান্সে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনার পরিপন্থী কোন শ্রেণীর অপরাধের জন্য যে কোনও অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে পাইকারীভাবে জরিমানা করার ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে দেওয়া হইয়াছে।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যদি বুঝিতে পারেন যে, কোনও অঞ্চলের অধিবাসীগণ এমন অপরাধমূলক কার্য্যে লিপ্ত আছে অথবা সাহায্য করিতেছে, যাহা বৃটিশ ভারতরক্ষার অথবা সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনার পরিপন্থী অথবা ঐরূপ অপরাধমূলক কার্য্যকারী ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিতেছেন অথবা অপরাধী খুঁজিয়া বাহির করার অথবা গ্রেপ্তার করার পক্ষে আবশ্যকীয় সাহায্য করিতে বিরত আছেন অথবা ঐরূপ অপরাধ সংঘটনের প্রয়োজনীয় প্রমাণ গোপন করিতেছেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ঐ অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীর উপর পাইকারীভাবে জরিমানা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

সংবাদপত্রের মূল্য বৃদ্ধি

জানা গিয়াছে যে সংবাদপত্রে যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হয়, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ হইতে হ্রাস করিয়া মাত্র ৫০ ভাগ দেওয়া হইবে। ইহার ফলে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের যুদ্ধোদ্ভূত সমস্যার কিছু সমাধান হইবে।

এই সম্পর্কে আরও জানা গিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের প্রতি পৃষ্ঠার জন্য এক পয়সা হিসাবে মূল্য ধার্য্য করিবার এবং কোন সংবাদপত্রের সর্বাধিক পৃষ্ঠাসংখ্যা আটের অধিক হইতে না দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সচিত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া "সজ্জনতোষণী"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জনানুসঙ্গিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ৬ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৭ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২১শে মে, ইং ১৯৪২ বৃহস্পতিবার | ৫৭শ সংখ্যা

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ব'লে কোন দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোন অংশে কম মনে ক'র্‌বে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ পুরুষোত্তম, বার অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীমহাপ্রভু ও দেবানন্দ

——:০:(*):০:——

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত বহুগুণে গুণান্বিত ও শান্তস্বভাব ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রতধারণপূর্ব্বক আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতেন। সেইজন্য সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত নিরন্তর পাঠ করিতেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি না থাকায়, তিনি ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। একদিন দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন, এমন সময় শ্রীভাগবতশ্রবণেচ্ছু হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্ত মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত তথায় গমন করিলেন। প্রেমভক্তিময় শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রবণ করিয়া প্রেমিক ভক্ত শ্রীশ্রীবাসের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। শ্রীবাস প্রেমবিহ্বলচিত্তে ক্রন্দন করিতে থাকিলে অধ্যাপক দেবানন্দের অনুগত ছাত্রগণ শ্রীবাসের শুদ্ধভক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া অধ্যাত্মিকজ্ঞানবশতঃ তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া বসিল। তাহারা সেই বিরহকাতর শ্রীবাসকে অশ্রদ্ধাবশতঃ তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। অজ্ঞ ছাত্রগণের এই কার্য্যে বাধা না দেওয়ায় দেবানন্দেরও অপরাধ-স্পর্শ ঘটিল। শিষ্যগণ যেমন ভক্তিহীন বা অজ্ঞ, গুরুও সেরূপ অজ্ঞ ও অভক্ত। সেইজন্য গুরু-শিষ্য উভয়েই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় করিয়াও ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না, উপরন্তু অবমাননা করিয়া বসিল। শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদনে সুযোগ না পাইয়া দুঃখভরে নিজগৃহে গমন করিলেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবনিন্দক ব্যতীত মহাপাপী, মদ্যপকেও কৃপা করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অন্তর্যামিরূপে দেবানন্দের এই অপরাধের কথা জানিতেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নগর ভ্রমণ করিতে করিতে পণ্ডিত-দেবানন্দকে দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক অত্যন্ত তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভক্তের প্রতি নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—ওহে দেবানন্দ, তুমি মহা অপরাধী। শ্রীলক্ষ্মীদেবীও যাঁহার শ্রীচরণদর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই পরমবৈষ্ণব শ্রীবাস তোমার নিকট শ্রীভাগবত শুনিতে গিয়া কৃষ্ণপ্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিলে তুমি ও তোমার শিষ্যগণ তাঁহার অবমাননা করিয়াছ। এজন্যই বলিতেছি যে, তুমি ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝ না। দেবানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইলেন। প্রভুর বাক্যদণ্ড লাভ করিয়া দেবানন্দের পূর্ব্বতর উদয় হইল। ভগবান্ বিষ্ণু যাঁহাদিগকে সংহার করেন, তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন। সুতরাং দেবানন্দের প্রতি ভগবানের এই বাক্যদণ্ড উত্তরকালে তাঁহার সৌভাগ্যোদয়েরই জনক হইল।

দেবানন্দ পণ্ডিতের টোলবাড়ী তৎকালে কুলিয়ায় ছিল। তিনি ভাগবতের মহা-অধ্যাপক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম-পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে শুভাগমন করিলেন। সেখানেই দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস ছিল। এই পরম সুশান্ত বিপ্র দেবানন্দ জ্ঞানী, তপস্বী ও আজন্ম উদাসীন ছিলেন। তিনি মুমুক্ষু হইয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াও তিনি ভক্তিহীন ছিলেন। ভক্তিহীন-দোষে তিনি ভাগবতের মর্ম্মার্থ জানিতে পারেন নাই। একদিন ভক্তসঙ্গে সেই পথে যাইতে যাইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে পাইলেন। ভগবান্ শ্রীগৌরহরি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকল কথাই অবগত আছেন। ব্যাখ্যায় ভক্তিযোগের মহত্ত্ব না শুনিয়া ক্রোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

> ক্রোধে বলে প্রভু—বেটা কি
> অর্থ বাখানে ?
> ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে।
> এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার ?
> গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার।
>
> সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
> 'প্রেমরূপ ভাগবত'—চারিবেদে কয়।
>
> চারিবেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
> মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত।
>
> মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
> ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব-অভিমত।
> মুই, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে।
> যাঁ'র ভেদ আছে, তা'র নাশ ভালমতে।
> ভক্তি কিছু নাহি জানে সে আর বাখানে।
> প্রভু বলে—সে অধম কিছুই না জানে।
> নিরন্তর ভক্তিহীন সে বেটা বাখানে।
> আজি পুঁথি চিরিব তাহার বিদ্যমানে।
>
> (চৈঃ ভাঃ)

যে ভাগবত ভক্তির কথা পাঠকের হৃদয়ে উদ্দীপনা করায়, সেই বক্তার ভাবযুক্ত ভাগবতের কোন আবশ্যকতা নাই। সুতরাং সেই ভাগবত-গ্রন্থকে ভগবদ্বিগ্রহ না জানিয়া উহা পার্থিব পদার্থ-বিশেষ-জ্ঞানে কথক বিনাশ-যোগ্য জানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদের সেরূপ দর্শন মায়াবদ্ধ জীবের উদরের অনুবৃত্তি করায়। সুতরাং বিষয়ীর ভোগ্যবোধে ভাগবত-পাঠ হইতে বিরত করানই ভগবানের উদ্দেশ্য। জড়জগতের ভোগ ও ত্যাগবুদ্ধি থাকাকালে শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্ব বিচার কেহই বুঝিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত অচিন্ত্য বস্তু। বিদ্যা, বুদ্ধি, তপস্যা বা প্রতিষ্ঠাশাদ্বারা চালিত হইয়া কেহ শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে আপনাদের ভোগশাস্ত্র বলিয়া জানিয়া ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছেন বলিয়াই মনে করেন, তাঁহারা ভাগবতের কোন অংশই বুঝিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত যাহা প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, সেই প্রমেয় বস্তু কখনই অজ্ঞতাজনিত আবরণের বস্তু হইতে পারেন না। যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ জানেন, ভাগবত-গ্রন্থকে প্রাকৃত জ্ঞান করেন না এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের দ্বারা হৃদয়কে সংশোধিত ও নির্ম্মল করেন, তিনিই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য হরিজনের কথা বুঝিতে পারেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে · গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে ॥

[illegible] বৈষ্ণব [illegible] [illegible] করিবেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্বাস [illegible] না, [illegible] [illegible]

[illegible] বৈষ্ণব [illegible] পরম উপায়।
[illegible]-সেবা হইতে সর্বার্থ রক্ষা পায়॥

[illegible] শ্রীমহাপ্রভু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছেন, [illegible] শ্রীমহাপ্রভুকে [illegible] [illegible] [illegible] দিকে [illegible] হইয়া রহিলেন। [illegible] তাঁহাকে [illegible] করিয়া [illegible] এবং তাঁহাকে [illegible] তাঁহার [illegible] অপরাধ ক্ষমা [illegible] তাঁহাকে কৃপা করিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় [illegible] [illegible] অপরাধ খণ্ডন হইল। [illegible] [illegible] বলিতে লাগিলেন,—

প্রভু বলে,—[illegible] যে সেবিলা [illegible]।
[illegible] হইলা তুমি [illegible] [illegible]॥
[illegible] পাইও—প্রভুর পূর্ণাংশ।
[illegible] পাই, যে তাঁহারে করে ভক্তি॥
[illegible] [illegible] ॥
[illegible] করেন নাহি [illegible]॥
[illegible] স্থানে যদি [illegible] হয়।
[illegible] সর্বতীর্থ—[illegible]॥

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible]। [illegible] নাই। [illegible] [illegible] ভক্তি-পূর্বক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

নাই। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] বর্ণন করেন [illegible] তাঁহার সমান কোন পাত্র জগতে নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে না [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ করিয়া [illegible] [illegible] করিলেন।

[illegible] [illegible] পাই,—
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] পূজা হয়।
[illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible]॥

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলেন। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

———

স্থিতি-সংরক্ষণ

(প্রাপ্ত)

নিত্যসত্য শ্রীভগবানের অণু অংশ বা বিভিন্নাংশ হইলেও জীব অণুত্বপ্রযুক্ত বা [illegible] বলিয়া মায়াবশ-যোগ্য। [illegible] অর্থাৎ জীবের ভোগবাঞ্ছা [illegible] জীব তাঁহার স্বস্থান বা স্থিতি-স্থান হইতে [illegible]। কৃষ্ণ-বিস্মৃতি [illegible] জীবের সংসারবন্ধন। স্বরূপতঃ [illegible] নিজ সত্তার [illegible] অনভিজ্ঞ থাকিলেও তাহার বাস্তবিক [illegible] বিলোপ [illegible] তাহার নিত্য স্থিতিস্থান বিলুপ্ত হয় নাই। [illegible] ও সাধু গুরুপাদপদ্ম হইতে আমরা জানিতে পারি যে, জীবের [illegible] [illegible] ও জীব [illegible] [illegible]। স্বরূপ-[illegible] [illegible] তাহার সত্তা যে [illegible] [illegible] ও তাহার নিত্য স্থিতিস্থান যে [illegible] বৈকুণ্ঠধাম, তাহা সে বুঝিতে পারে না। সাধুগুরুপাদপদ্ম শরণ করিয়া তাহাতে [illegible] [illegible] অর্থাৎ তাঁহাদের [illegible] বাস্তবতায় বিশ্বাস করিতে পারিলে আমাদের এই অজ্ঞত, [illegible] [illegible] আমরা স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারি। [illegible] হইলে আমরা [illegible] হইতে পারি—আমাদের স্থিতিসংরক্ষণ সুষ্ঠু হইতে পারে। সাধুগুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া [illegible] আমরা জানিয়া বুঝাই অর্থাৎ জানিয়াও জানিতে না পারি, বুঝিয়াও বুঝিতে না চাই, তবে আমরা সাধুগুরুপাদের চরণে তো অপরাধীই, পরন্তু নিজের নিকটেও নিজে অপরাধী হইয়া থাকি।

আমরা সকলেই এই জগতে সত্তার স্থিতিকে স্থায়ী বা চিরস্থায়ী করিতে চাই; [illegible] আমাদের জানা নাই যে, এই জগৎটা অনিত্য ও অচিরস্থায়ী এবং আমাদের এই দেহটাও অনিত্য ক্ষণস্থায়ী। স্ব স্বরূপ [illegible] স্বরূপ, জগতের সহিত আমাদের [illegible], জগতের সহিত আমাদের কিভাবে ব্যবহার করিতে হইবে।—এসব কথা আমরা [illegible] [illegible] চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করি না—তাহাও আমাদের [illegible] [illegible] আছে, তাহা আমরা [illegible] [illegible]। [illegible] জগতে আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], উদ্যানে, উদ্যান বা [illegible] নিয়োজিত হইতেছে এবং তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible], তাই দেখিয়াই আমরা [illegible] হইয়া যাই, [illegible] এই জগৎ আমাদের স্থিরস্থান এবং [illegible] [illegible] আনন্দের [illegible] [illegible] স্থিতি না হইলেও স্থিতির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নৈরাশ্য, নিরুৎসাহ, নিরানন্দতা আসিয়া আমাদের আনন্দবোধকে শিথিল করিয়া দেয়।

বাসবদেহে যত বলবীর্য, শক্তিসামর্থ্য আছে, তৎসমুদয়ই তাহার স্থিতি-সংরক্ষণের জন্যই নিয়োজিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা শতচেষ্টা করিয়াও আমাদের স্থিতিকে সংরক্ষণ করিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমরা আমাদের রক্তমাংস-মেদমজ্জাগঠিত দেহকেই 'আমি' বলিয়া ধারণা করিয়া বসিয়া আছি, আর এই জড়-জগৎটাই আমার স্থিতিস্থান বা বাসস্থান বলিয়া বুঝিয়াছি। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, কি ধনী, কি নির্ধন, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত—কেহই এই জগতে চিরদিন থাকিতে পারে নাই বা পারিবে না। অথচ এই জগতে স্থিতি-সংরক্ষণের জন্যই আমাদের সকলের আপ্রাণ চেষ্টা। এই জগৎ অর্থাৎ জড়-জগতের স্বরূপবর্ণনে শাস্ত্র বলিয়াছেন;—

তথাপি নিত্যাপেক্ষমসৎস্বরূপং
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible]
[illegible] উৎপত্তি [illegible] [illegible]

—এই নিখিল জগৎ অনিত্যস্বরূপ, স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, অবিদ্যার দ্বারা দুঃখভার ও [illegible] দুঃখপূর্ণ। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইলেও ইহা সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

এই অনিত্য জগতে আমরা কেহই চিরদিন থাকিতে পারিব না, পরন্তু যতক্ষণ এখানে আছি, ততক্ষণও আমাদিগকে অত্যন্ত [illegible] বা [illegible] সহিত দিন যাপন করিতে হইতেছে। এই জগতই যদি আমাদের প্রকৃত বাসস্থান বা স্থিতিস্থান হয়, তবে এখানে থাকাকালে আমাদের এত [illegible] [illegible] কেন হয় এবং নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এ জগৎ ছাড়িয়াই বা যাই কেন? আমাদিগকে চলিয়া যাইতে হয়, এ বিষয় কি আমরা একটু চিন্তা করিয়া দেখিব না? কেন আমরা শত চেষ্টা করিয়াও আমাদের স্থিতিকে সংরক্ষণ করিতে পারিতেছি না, কেনই বা [illegible] হইতে কি কারণে আমাদের [illegible], [illegible] আসিতেছে, তাহার কারণ আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখি না বা [illegible] [illegible] চেষ্টাও হয় না। আরও যাহাতে [illegible] [illegible] [illegible] হয়, তাহার জন্যও সচেষ্ট থাকি। [illegible] [illegible] বা সত্তার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না থাকিলেও আমরা কেন [illegible] [illegible] [illegible] পাইতেছি, তাহার প্রকৃত কারণ কি, তাহা শাস্ত্র [illegible] [illegible] স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন। [illegible] [illegible] কারণ নির্ণয় ও [illegible] প্রতিকারোপায় শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

অহং বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োহস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

—ভগবদ্বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি; তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বস্তুতে আত্মবিষ্ট হইলেই দেহাদি ও মুক্তদর্শনের নিমিত্ত ভয় হয়; অতএব চতুর ব্যক্তি গুরুকে ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবান হইতে অভিন্ন জানিয়া এবং পরম শ্রেষ্ঠ জানিয়া ঐকান্তিকী ভক্তি-সহকারে ভজনা করিবেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি ভক্তি বা প্রীতি না হইলে, তাঁহাকে ভগবান হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিতে না পারিলে কেহই তাঁহার আনুগত্যে থাকিতে পারে না। গুরুপাদাশ্রয়তো না থাকিলে কেহই ভোগ বা ত্যাগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারে না। ভোগ করিতে গেলেও ভয় বা দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়, আর ত্যাগ করিতে গেলেও মুমুক্ষু হইতে হয়। সুতরাং গুরু-সেবাত্মা ভোগ ও ত্যাগ কোনটীই করিতে যান না। কৃষ্ণভোগ্য বস্তুকে নিজের ভোগ করিতে যাওয়া বা ভোগে অসমর্থ হইয়া ত্যাগ করিতে যাওয়া উভয়ই অপরাধমূলক ক্রিয়া। একমাত্র শ্রীগুরুদেবই আমাদিগকে সম্বন্ধজ্ঞান দান করিয়া আত্মবোধাশ্রয়ের পথপ্রদর্শন করাইতে—আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সংরক্ষিত করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত কোন দেব মনুষ্যের তৎকার্য্যে সাধ্য নাই।

আমাদের সর্ব্বাগ্রে ইহাই বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন যে, 'আমি' বস্তুটী নিত্য, আমার উপাস্য বস্তুটী নিত্য এবং স্থিতিস্থানও নিত্য। সুতরাং আমার স্থিতসংরক্ষণবিষয়ে যে উৎসাহ-উদ্যমাদি দেখা যায়, সেই প্রচেষ্টা-গুলিও স্বাভাবিক। কিন্তু বর্ত্তমানে আমি যে ভূমিকা হইতে সেখানে আমার স্থিতকে সংরক্ষণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছি, সেই অবস্থাটী আমার অস্বাভাবিক। কারণ, আমার পরিচয় অজ, নিত্য, শাশ্বত। তাহার বাসস্থান নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ। আমি যে মিথ্যার অবস্থিত আছি, সেই ভূমিকা হইতে 'আমাকে' যে বস্তু বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছি, সেই বস্তু প্রকৃত 'আমি' হইতে ভিন্ন এবং যেখানে আমার স্থিতি এখন নির্দ্দিষ্ট সেই স্থানও এই জগৎ হইতে পৃথক্। সুতরাং আমাদের স্থিতকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইলে অন্য বস্তু [illegible] কোনও প্রয়োজন আমাদের পড়ে। [illegible] বোধ হইলেই ব্রজবাস সম্ভব হইয়া থাকে। বদ্ধ জীবের নিত্য স্থিতিস্থান অপ্রাকৃত ধাম ও ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পদকে অবজ্ঞা করিলেও যা দিক্ জীব আমরা আমাদের স্বরূপ ও নিত্যবস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মকে চিনিতে পারি না। চিনিতে পারি না বলিয়াই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিতে পারি না। আবার চিনিতে পারিয়াও স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিতে যাই বলিয়া প্রয়োজন লাভ করিতে পারি না। শাস্ত্রকারও 'অবিষয় ভবেৎ শুভাং' ও মহাজন-কবিও 'মানব এই দেহ তে কিছু বোধ, ভক্তিপূর্ণ কুল পদে, এক করোর' এই বাক্যে অনুসরণ করিতে না পারা পর্য্যন্ত আমাদের দেহাত্মাভিমান বা স্বতন্ত্রবুদ্ধি অপগত হইবে না। স্বরূপোপলব্ধি অপগত হইলেই আমাদের গোলোকে স্থিতি সম্ভবপর হইবে। অতএব যে উপায়ের দ্বারা আমরা আমাদের সত্তাকে স্ব-স্থানে সংরক্ষণ করিতে পারি তাহার জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদপদ্মের পাদপদ্মে প্রার্থনার উদয় হউক।

মহাজনোপদেশ

——::(০)::——

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নামাবলী-কীর্ত্তন করিতে করিতে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইবে। যখন বৈষ্ণবগণ ভগবান বা ভগবদ্ভক্তের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহাদের যথাশক্তি পূজা করিবে। বিনা-কারণে হঠাৎ সেইস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবে না। ঐ-প্রকার চলিয়া যাওয়া মহা-অপরাধ।

বৈষ্ণবের অধীন থাকিয়া বৈষ্ণবসেবাধার জীবন ধারণ করিয়া যাহারা বৈষ্ণবের কোন সেবা করে না, ঐরূপ ব্যক্তির সেবা, তাহাদের গৃহে গমনাগমন, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাহাদের অর্থ গ্রহণ এইরূপ কার্য্য অহিতকরই জীবকে পতিত করে। বৈষ্ণব, যখন হরিকথা বৈষ্ণবসঙ্গ ও মহিমা কীর্ত্তন করেন, সেইকালে তাঁহাদের কাছে বাদ দেওয়া অথবা তাঁহাদের সহিত তর্কাদিক করা মহা-অপরাধ। বৈষ্ণবের ছায়া কখনও অতিক্রম করিবে না। তোমার ছায়া যেন কোন ক্রমে তাঁহাদের উপর পতিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। যদি কোন নিম্ন বিচারী বৈষ্ণব তোমাকে প্রণাম করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিবে না। কারণ তাহা বড় অন্যায়।

যদি বৈষ্ণবের নিন্দুক, আলস্য ও বৈষ্ণবের অনাচার প্রভৃতি দেখিতে বা শুনিতে পাও, তাহা হইলে তাহা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। উদ্দেশ্যে পরলোকের সুখের কারণ তাহা [illegible] না। [illegible] নিজের [illegible] মনে করিবে না। [illegible] কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে [illegible] করিবে। এ জীব [illegible] গৃহে পূর্ব্বে অন্নাদির চর্ব্ব চুষ্য গ্রহণ করিবে না। [illegible] সকল অনর্থ দূর হয়। বৈষ্ণবের নিকট কখনও আত্মপ্রশংসা করিবে না। সাধুগুরুর নিকট কাহারও অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করিতে নাই।

বৈষ্ণবনিন্দক ও অপবাদ রটনাকারী ব্যক্তিগণের সহিত বাক্যালাপ করিবে না। শরণাগত ভক্তের সঙ্গ লাভ করিবে। কেহ কোন অন্যায় করিলেও তাহার প্রতিশোধ লইবে না বা তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিবে না। বিষয়ী ব্যক্তি দেখিবার জন্য [illegible] কিছু তাহা গ্রহণ করিবে না। শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার ভবিষ্যতের জন্য কিছুই ভাবিবেন না, কারণ উহা সকলই ভগবানের হাতে। যদি কেহ শরণাগত হইয়া পাইয়া দিয়া বিষয়াদির এইরূপ ভবিষ্যতের ভাবনা করে, তাহা হইলে তাহার শরণাগতি অলীক ও প্রহসন মাত্র। ভগবদ্-ভক্তের সেবাকে তোমার জীবাতু বলিয়া [illegible] যাহাতে সেবার পরিপূর্ণতা লাভ হইবে। কোনপ্রকারে তাহাকে অস্বীকার করিবে না।

যিনি তোমাকে স্নেহ বা সম্মান করেন, এমন কোন শুদ্ধবৈষ্ণবের সন্ধান কর এবং দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে থাক। ইহাই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সুখের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিবে। আর যেন কোনপ্রকার লাভের আশা বিষয়ী অনর্থ প্রতি স্পৃহা প্রদর্শন করিতে যেন তোমাকে প্রলোভিত না করে। কারণ তাহার নিকট হইতে তুমি যাহা লাভ করিবে, তাহা অত্যন্ত দুরাচার-বৈষ্ণবের সঙ্গের তোমার বিরোধ আনয়ন করিবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

উত্তরবঙ্গে প্রচার

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কয়েকজন ব্রহ্মচারীসহ কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর প্রভৃতি জেলায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিয়াছেন।

গত [illegible] বৈশাখ [illegible] সরকার-পুর-গ্রামে প্রচারক [illegible] বাটীর প্রাঙ্গনে "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। গত ৯ই বৈশাখ [illegible] জয়মণি-গ্রামে শ্রীযুক্তেন্দ্রনাথ [illegible] একটী সভায় "[illegible]" বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

[illegible] কলিকাতা [illegible] মহাশয়ের [illegible] গত ৭ই ও ৮ই বৈশাখ [illegible] শ্রীচৈতন্য-ভাগবত [illegible] করেন। প্রত্যেক সভায় বহু সম্ভ্রান্ত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

গত ১১ই বৈশাখ তারিখে প্রচারক মহোদয় রংপুর-জেলায় ডিমলা-নামক স্থানে প্রচারার্থ গমন করেন। স্থানীয় রাজ-কাছারীতে অবস্থান করিয়া ১১ই, ১৩ই ও ১৪ই বৈশাখ তথায় যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগজেন্দ্র-উপাখ্যান, শ্রীকপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং নামের পরম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। [illegible] স্থানীয় [illegible] একটী সভায় "[illegible]" [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন। কাছারীর নায়েব শ্রীযুক্ত [illegible] তাঁহার শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] নায়েব [illegible] মহাশয় [illegible] করেন। [illegible]

গত ১৭ই বৈশাখ [illegible] রংপুর-জেলার [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের আগ্রহে [illegible] সম্মুখস্থ [illegible] করেন। ১৫ই হইতে ১৭ই [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত হইতে [illegible] [illegible] পাঠ ও [illegible] ব্যাখ্যা হয়।

[illegible] ১৮ই ও ২০শে বৈশাখ [illegible] [illegible] উপস্থিত ছিলেন। [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

—

বোম্বে প্রচার

[illegible] পরি-ব্রাজকাচার্য্যবর্য্য [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর [illegible] [illegible] কীর্ত্তন [illegible]

[illegible] বোম্বে [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের	৪র্থ, ৫ম দিনের	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	১০	৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৫৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা ৵০।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত ... একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। ... শ্রী... হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত ... মহোপদেশক-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ ... সম্পাদিত সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মবঞ্চনাবারক গ্রন্থটি শ্রী... গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপীঠ মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গরূপে রাখেন, তাহা নহে, প্রত্যেক গৃহস্থ আত্মমঙ্গলকামী এই গ্রন্থ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপজর্জরিত কলিকালের এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল ... গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের ... মাসে ... শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাধিক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ অজীর্ণের অব্যর্থ মহৌষধ

... সর্ব্বপ্রকার ... পরীক্ষণীয় ... একমাত্র উপায় ... অতএব ... সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ১৷০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং ... রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

পশ্চিম-বঙ্গে সেচ-ব্যবস্থা

খাদ্য-শস্য উৎপাদনের আন্দোলন সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পশ্চিম-বঙ্গে জল সেচের জন্য পুষ্করিণী পুনঃখনন কার্য্য তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। ১৯৪০-৪১ সনে দুর্ভিক্ষের সাহায্য স্বরূপ বীরভূম, বাঁকুড়া মেদিনীপুর ও বাগদহে কতকগুলি পুষ্করিণী ১৯২০ সনের বঙ্গীয় পুষ্করিণী উৎকর্ষ আইন অনুসারে খনন করা হইয়াছিল এবং তাহার ফল খুবই আশাপ্রদ হইয়াছে।

চলতি বৎসরে গভর্ণমেণ্ট এই খনন কার্য্য চালাইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং সেই জন্য ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই টাকা সেচ বোর্ড ... বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মার্শাল চিয়াং কাইসেককে বৃটেন কর্ত্তৃক উপাধি প্রদান

মহামান্য সম্রাটের পক্ষ হইতে চীনের প্রধান সেনাপতি মার্শাল চিয়াং কাইসেককে নাইটের শ্রেষ্ঠ সামরিক উপাধি ... প্রদান করা হইয়াছে। চীনের বৃটিশ রাজদূত স্যার হোরেস সিমুর এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

জাপানীদিগের চীন যেরূপ বীরত্বের সহিত প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছে, এই ব্যাপারে মার্শালের যোগ্য পরিচালনা এবং সামরিক শক্তিসমূহের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তাঁহার বিশেষ অবদানের বিষয় বিবেচনা করিয়াই এই সম্মান-চিহ্ন প্রদান করা হইয়াছে। উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে মার্শাল চিয়াংকাইশেক বৈদেশিক দূতগণ ও চরম বিজয় সম্বন্ধে নিজের আস্থার কথা জ্ঞাপন করেন।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

গত ২৮শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বাঙলাদেশে মোট ১,৭৬১ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ৩০১ জন, ঢাকায় ৩১৭ জন, ফরিদপুরে ৩৩৫ জন এবং বাখরগঞ্জে ৩১৮ জন উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। ঐ সময় মোট ৮৯৩ জন লোক কলেরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ১৭০ জন, ঢাকায় ১৮৩ জন ফরিদপুরে ১৮৩ জন এবং বাখরগঞ্জে ১৪৭ জন মারা যায়। এতদ্ব্যতীত ঢাকায় ১২৪ জন লোক বসন্তে এবং দার্জ্জিলিংএ ৫২ জন ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়।

কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে; প্লেগ রোগে আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বেঙ্গল টাইমের বিদায়

গত ১৫ মে হইতে বাঙ্গলায় "বেঙ্গল টাইম"র পরিবর্তে ভারতীয় "ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম" প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সামরিক কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসারেই উহা হইয়াছে। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, ভারতের সর্ব্বত্র একই সময় অনুসৃত না হইলে, সময়ের তারতম্যে অসুবিধা হইতে পারে। বাঙ্গলায় "বেঙ্গল টাইম" প্রবর্ত্তনের গোড়ায় উহার বহু প্রতিবাদ হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপ সময়ে প্রবর্ত্তন অসুবিধাজনক মনে হয়। যাহা হউক এখন যে ভারতের সর্ব্বত্র একইরূপ সময়ের প্রবর্ত্তন দ্বারা অসুবিধা দূর হইল, তাহা ভালই হইয়াছে মনে হয় এবং কর্তৃপক্ষও তাহার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছেন দেখা যায়।

কলিকাতায় ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্ম্মাণ

বিমান আক্রমণের ফলে অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে আগুন নিভাইবার উদ্দেশ্যে জল সরবরাহের জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনকে প্রায় ২৫টি ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সব জলাধারের প্রত্যেকটিতে প্রায় ৫০ হাজার গ্যালন করিয়া জল থাকিবে। জলাধারগুলি নির্ম্মাণ করিতে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ইতিমধ্যেই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই ২৫টি জলাধার ব্যতীত সহরে আরও ১০৬টি ভূগর্ভস্থ জলাধার ইতিপূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছে।

ঢাকায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

ঢোল পিটাইয়া ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই আদেশ প্রচার করাইয়াছেন যে, প্রত্যহ রাত্রে ১০টার পূর্ব্বে সমস্ত চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁ ও খাবার দোকান বন্ধ করিতে হইবে জানা যায় যে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থাস্বরূপই এই আদেশজারী করা হইয়াছে

বিমানবলে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব

সমরসম্ভার নির্ম্মাণ বোর্ডের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, আমেরিকায় এই বৎসর প্রতিদিন প্রত্যেক পাঁচ আট মিনিটে একখানি করিয়া পূর্ণাঙ্গ সামরিক বিমান নির্ম্মিত হইতে পারে। এই রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বোত্তম ক্ষমতার সহিত বিমান বলে আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে শীঘ্রই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে.

প্রধান-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

নবাব শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও প্রকাশিত হইয়া "—"-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্য-শিক্ষা।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জনসমিতির প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৮ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১২ জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২৭শে মে, ইং ১৯৪২, শনিবার ৫৮-৫৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ পুরুষোত্তম, অবার শ্রীযোদশাদী, গৌরাব্দ ৪৫৬

দ্বারকায় শ্রীনারদ

---::(•)::---

শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বিনাশ করিয়া এককালে পৃথগ্‌ভাবে ষোড়শ সহস্র মন্দিরে ষোড়শ সহস্র রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীনারদ বিস্মিত ও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তদ্দর্শনার্থ একদিন দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। দেবর্ষি নারদ দ্বারকার ঐশ্বর্য্যদর্শন করিতে করিতে কৃষ্ণ-মহিষীগণের ষোড়শ সহস্র সমৃদ্ধিযুক্ত গৃহসমূহের একটিতে প্রবেশ করিলেন। উক্ত গৃহে মণিময় স্তম্ভ, ইন্দ্রনীলমণিময় ভিত্তি এবং অপ্রতিহত প্রভাযুক্ত ভূমিভাগ বিরাজিত ছিল। বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত মুক্তামালাখচিত চন্দ্রাতপ এবং উত্তম মণিনির্ম্মিত হস্তিদন্তময় আসন ও পর্য্যঙ্কসমূহ উহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। সুন্দর বসন ও কণ্ঠে পদকশোভিত দাসীগণ এবং সুবসন ও মণিময় কুণ্ডলধারী পুরুষগণ তথায় অবস্থান করিতেছিল। রত্ন প্রদীপাবলীর প্রভায় সে স্থান আলোকিত ছিল। শ্রীনারদ উক্ত গৃহমধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তৎকালে তদীয় মহিষী আত্ম-তুল্য রূপ, গুণ, বয়স ও সুবেশযুক্ত ষোড়শ সহস্র দাসী-পরিবৃত হইয়াও স্বয়ং" স্বর্ণ-দণ্ডযুক্ত চামর-ব্যজন-দ্বারা ভগবানের পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। নিখিল ধার্ম্মিক-শিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুনিবরকে দর্শন করিয়া সহসা শ্রীরুক্মিণীদেবীর পর্য্যঙ্ক হইতে উত্থিত হইলেন এবং মুকুট-শোভিত মস্তক অবনত করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নিজ আসনে উপবেশন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিখিল জগতের পূজ্যতম হইয়াও উক্ত মুনিবরের পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক সেই পাদোদক নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারদের পূজা করিয়া তাঁহাকে মধুরস্বরে বলিলেন,—প্রভো! আমরা আপনার কোন্ অভীষ্টকার্য্য সম্পাদন করিব, আদেশ করুন। শ্রীনারদ বলিলেন,—আমি আজ আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগল-দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি যাহাতে নিরন্তর উহা স্মৃতিপথে জাগরূক থাকে, সেইরূপ অনুগ্রহ করুন; তাহা হইলে আমি সর্ব্বদা উহার ধ্যান করিয়াই জগতে বিচরণ করিব।

অনন্তর শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া উপলব্ধি করিবার জন্য উক্ত মন্দির হইতে ভগবানের অপর এক মহিষীর গৃহে গমন করিলেন। সেখানে নারদ দেখিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মহিষী ও উদ্ধবের সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষিকে দর্শন করিয়া প্রত্যুত্থানাদির দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব! আপনি কখন দ্বারকায় আসিলেন? আপনি স্বয়ং পূর্ণকাম, কিন্তু আমরা অপূর্ণকাম বলিয়া আপনার কোন কার্য্যসম্পাদনই আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তথাপি আপনি যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যের আদেশ প্রদান করিয়া আমাদের জন্ম সার্থক করুন। তখন শ্রীনারদ বিস্মিত হইয়া মৌনভাবে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্য গৃহে গমন করিলেন। সেই গৃহে নারদ দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শিশু পুত্রগণের লালন-পালনে রত আছেন। তথা হইতে গৃহান্তরে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, তথায় শ্রীকৃষ্ণ স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন। অনন্তর দেবর্ষি দেখিলেন,—কোথাও শ্রীকৃষ্ণ হোম করিতেছেন, কোথাও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতেছেন, কোথাও বা তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতেছেন, কোন গৃহে তিনি মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার রত, কোন মন্দিরে তিনি গায়ত্রী জপ করিতেছেন, কোন মন্দিরে পর্য্যঙ্কে শায়িত আছেন, কোথাও রথারোহণে বিচরণ করিতেছেন, কোথাও মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন, কোথাও রমণীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন, কোথাও ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেছেন, কোথাও শাস্ত্র-পাঠ শ্রবণ করিতেছেন, কোথাও প্রিয়া সহ হাস্য-পরিহাস, কোথাও পরমাত্মার ধ্যান, কোথাও লোকের সহিত কলহ, কোথাও গুরুজনের শুশ্রূষা, কোথাও পুত্র-কন্যাগণের বিবাহকার্য্য সম্পাদন, কোথাও কূপ ও সরোবর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, কোথাও যদুগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া মৃগয়া এবং কোন স্থানে পুরবাসিগণের অভিপ্রায় জানিবার জন্য ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছেন।

অনন্তর দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশী লীলা দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে দেব! আমি আপনার ত্রিলোকপাবনী লীলা ও যশোরাশি উচ্চৈঃস্বরে অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া ত্রিভুবন পর্য্যটন করিব, এইরূপ আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি ধর্ম্মসমূহের বক্তা, কর্ত্তা ও অনুমোদক হইয়া নিজ আচরণদ্বারা লোকমধ্যে উহা প্রচারার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি; অতএব তুমি মদীয় ঐশ্বর্য্যদর্শনে বিস্মিত হইও না। অনন্তর শ্রীনারদ দেখিতে পাইলেন যে, গৃহস্থগণের পুণ্যজনক আচরণসমূহ অনুষ্ঠান করিয়া এক শ্রীকৃষ্ণই ষোড়শ সহস্র গৃহে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। শ্রীনারদ অনন্ত বীর্য্যশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ যোগমায়া সমৃদ্ধি পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া বিস্মিত ও কৌতূহলযুক্ত হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষির যথাবিধি পূজা করিলে শ্রীনারদ সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ড

---::(•)::---

শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ড শ্রীগোবর্দ্ধনের নিকট অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রের পূজা ছাড়িয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা আরম্ভ করায় ইন্দ্র আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করিয়া ব্রজবাসিগণকে নির্য্যাতিত করিবার জন্য ক্রমাগত সপ্তাহকাল মুষলধারে প্রলয়কালীন শিলাবৃষ্টি ও নানাবিধ শাস্তি প্রয়োগ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। পরে তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ছত্রাকারে গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিতেছেন, তখন ইন্দ্রের মোহ দূরীভূত হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব ও নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণে কৃতাপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি সুরভির উপদেশমত শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হইয়া নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা-ভিক্ষা করিলেন এবং ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে নানাতীর্থের জলে অভিষেক করিয়া "গোবিন্দ"-আখ্যা প্রদান করিলেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে,—

এই 'শ্রীগোবিন্দকুণ্ড'—মহিমা অনেক।
এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক॥

এই শ্লো[illegible] জল বয়।
পুরাণে [illegible] ?
[illegible]
[illegible]

শ্রীল [illegible] দাস গোস্বামী প্রভু [illegible] শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর মহিমা এরূপ কীর্তন করিয়াছেন, —

এই গোবর্ধন পর্বতের এক প্রদেশে উচ্চ বৃক্ষ [illegible] অধিষ্ঠিত হইয়া সাধকে প্রীতি দ্বারা যে [illegible] আপনাকে গোবিন্দের মূর্তি অভিষেক-উৎসব সাক্ষাদ্ভাবে সম্পাদন করিয়াছেন সেই অভিষেক-স্থল হইতে যে দুগ্ধের আবির্ভাব সেই গোবিন্দকুণ্ড আমার নয়নে সতত স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হউন।

শ্রীগোবর্ধন-পর্বতের পূর্বদিকে শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের সন্নিকটে, দক্ষিণ দিকে শ্রীগোপালজীর মন্দির ও শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী পাদের উপবেশনস্থলী। এখানে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীগোবর্ধন পরিক্রমা করিবার পর গোবিন্দ কুণ্ডে স্নান করিয়া সন্ধ্যাকালে যখন বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন এক গোপবালক দুগ্ধভাণ্ড হস্তে লইয়া পুরীপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া সহাস্যবদনে ঐ দুগ্ধ পান করিতে বলিলেন এবং জানাইলেন, তিনি ঐ গ্রামবাসী গোয়ালা, তাঁহার গ্রামে কেহই অভুক্ত থাকিতে পারেন না। স্ত্রীগণ কুণ্ডে জল লইতে আসিয়া শ্রীল পুরীপাদকে অনাহারী অবস্থায় দেখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারাই গোপালকে এই দুগ্ধ দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া ঐ বালক অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীল পুরী গোস্বামী প্রভু দুগ্ধ পান করিয়া দুগ্ধভাণ্ড ধুইয়া রাখিয়া দিলেন, কিন্তু সেই বালক পুনরায় আর আসিল না। এদিকে শ্রীল পুরীপাদ বসিয়া বসিয়া শ্রীহরিনাম করিতেছিলেন, তাঁহার নিদ্রা ছিল না; শেষরাত্রে একটুকু তন্দ্রার মত আসিলে, তাঁহার বাহ্যদশা বিলুপ্ত হইল। তিনি স্বপ্নে বাস্তব স্বরূপতায় দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সেই পূর্বপরিচিত দুগ্ধপ্রদানকারী গোপবালক সম্মুখে আসিয়া শ্রীল পুরীপাদকে হাতে ধরিয়া এক কুঞ্জে লইয়া গেলেন এবং কুঞ্জ দেখাইয়া বলিলেন যে, তিনি সেই কুঞ্জে অবস্থান করেন। তিনি শীত-বৃষ্টি-বাতাগ্নিতে বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন; সুতরাং তাঁহাকে শ্রীপুরীপাদ গ্রামের লোকের সাহায্যে আনয়নপূর্বক কুঞ্জ হইতে গোবর্ধন পর্বতের উপর লইয়া উত্তমরূপে স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করুন। ঐ গাঁর নাম শ্রীগোবর্ধনধারী শ্রীগোপাল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র-কর্তৃক স্থাপিত হয়েন। তাঁহাকে কোন সেবক ম্লেচ্ছভয়ে শৈল হইতে কুঞ্জে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই বলিয়া সেই বালক অন্তর্হিত হইলে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ গোপালকে উদ্ধার করিয়া পঞ্চগব্যাদি স্নাপনপূর্বক তাঁহার অভিষেক ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব করেন।

ভক্তির স্বভাব-বিবেক

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

[illegible]
[illegible]

শুদ্ধভক্তির ছয়টী স্বভাব: ভক্তি স্বভাবতঃ ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ, সুদুর্লভা, সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। সাধনাবস্থায় ভক্তির কেবল প্রথম দুইটী গুণ লক্ষিত হয়, ভাবাবস্থায় প্রথম চারিটি গুণ লক্ষিত হয় এবং প্রেমাবস্থায় উক্ত ছয়টী গুণই লক্ষিত হয়। ভক্তির স্বভাবতঃ ছয়টী গুণ আমরা আনুপূর্বিক বিচার করিতেছি।

(১) ভক্তি—ক্লেশঘ্নী। যিনি শুদ্ধভক্তিকে আশ্রয় করেন, ভক্তি স্বভাব-প্রভাবে তাঁহার সমস্ত ক্লেশ নাশ করেন। ক্লেশ ত্রিবিধ; যথা শাস্ত্রবাক্য,

'ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তে ত্রিধা'

পাপ, পাপবীজ অর্থাৎ বাসনা ও অবিদ্যা—এই ত্রিবিধ প্রকার জীবের ক্লেশ। জীব জন্মজন্মান্তরে যে সমস্ত পাপ করিয়াছেন ও করিবেন, সে-সমুদয় পাপদ্বারা জীবের কষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের দ্বিতীয় বৃষ্টি, পঞ্চম ধারায় প্রধান প্রধান পাপসকল নির্ণীত হইয়াছে। ঐসমস্ত জীবকৃত পাপ দুইভাগে বিভক্ত হয় অর্থাৎ অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ। শাস্ত্রবাক্য,—

অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধং
চেতি তদ্দ্বিধা।

কোন একটী জন্ম লাভ করিয়া সেই জন্মে জীব যে পাপফল ভোগ করিতে বাধ্য হন, সেইগুলি প্রারব্ধ পাপ। অন্যান্য জন্মের ভোগের জন্য যে-সকল পাপ অবশিষ্ট থাকে, সে-সকল পাপকে অপ্রারব্ধ বলে। জন্ম জন্ম জীব যে-সকল পাপাচরণ করেন সে সমস্ত পুঞ্জীভূত অপ্রারব্ধ পাপের মধ্যে পরিপক্ব হইয়া তাহা কর্মক্রমে প্রারব্ধ হইয়া পড়ে। এইপ্রকার অনাদি অবিদ্যাগ্রস্ত জীব জন্মে জন্মে নিজকৃত পাপফল অবশ্য ভোগ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণজন্ম, ধনী লোকের গৃহে জন্ম, অল্পকালীন রোগাদি ইত্যাদি সমস্তই প্রারব্ধ কর্মফল। তদ্রূপ যবনজন্ম ইত্যাদি প্রারব্ধ পাপ। ভক্তি প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ উভয়বিধ পাপকে ধ্বংস করেন। জ্ঞান সুষ্ঠুরূপে কৃত হইলে কেবল অপ্রারব্ধ কর্মনাশ করে। প্রারব্ধ কর্ম জ্ঞানীদিগের পক্ষেও অবশ্য ভোক্তব্য। ভক্তির প্রারব্ধহর ধর্ম ভাগবতে কথিত হইয়াছে,—

যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥

হে ভগবন্, তোমার নাম শ্রবণকীর্তন, তোমার নমস্কার ও তোমার স্মরণ করিলে চণ্ডালেও সদ্য অর্থাৎ জন্মান্তর অপেক্ষা না করিয়া সবন-যাগকরণ-যোগ্যতা লাভ হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণাধিকার প্রাপ্ত হয়; তখন তোমার দর্শনে যে কি লাভ হয়, তাহা বলা যায় না। এস্থলে দুর্জাতিরূপ প্রারব্ধনাশ ভক্তির স্বভাব বলিয়া উক্ত হইল। ভক্তির অপ্রারব্ধহর ধর্ম পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥

যাঁহাদের বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরাগ আছে, তাঁহাদের অপ্রারব্ধ পাপ, কূট অর্থাৎ বীজফলোন্মুখ অর্থাৎ যে-সকল সঞ্চিত পাপ কেবল বীজত্ব অর্থাৎ বাসনাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, বীজ অর্থাৎ বাসনাময় পাপ ও ফলোন্মুখ অর্থাৎ প্রারব্ধ পাপ—সেই সমস্ত ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হয়। অতএব ভক্তি পাপের সর্বাবস্থাতেই নাশক, ইহা লক্ষিত হইবে। ভক্তদিগের পাপনাশের জন্য কর্ম বা জ্ঞানময় প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা নাই।

জীবের হৃদয়ে যে পাপবাসনা, তাহাকেই পাপবীজ বলে। সেই পাপবীজ কেবল ভক্তিদ্বারাই নষ্ট হয়; যথা ভাগবতে,—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥

শাস্ত্রে সাধারণ কর্মমার্গে যে কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত এবং জ্ঞানমার্গে তপঃ ও দানাদি যে পাপনাশের ব্যবস্থা আছে, সে-সকল প্রায়শ্চিত্তদ্বারা সেই সেই পাপমাত্রই ক্ষয় হয়, কিন্তু পাপ-সকলের বীজ যে অবিদ্যাজাত পাপবাসনা, তাহা ঐসকল প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ক্ষয় বা শোধিত হয় না। তাহা কেবল কৃষ্ণপাদ-সেবাদ্বারাই হইয়া থাকে অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত আর কেহই পাপবীজরূপ দুর্বাসনা দূর করিতে পারে না। ভক্তিদেবী হৃদয়ে আসীন হইলে পাপবাসনা পুণ্যবাসনার সহিত সমূলে উৎকৃত হয়। ভক্তির এ-বিষয়ক সামর্থ্য পদ্মপুরাণে ও ভাগবতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে বিচারিত হইয়াছে,—

কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা।
অবিদ্যাং নির্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্॥

হরিভক্তি যখন হৃদয়ে আসেন, তখন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিদ্যাও আসিয়া দাবানলের সর্পিণীর ন্যায় হৃদয়গত অবিদ্যাকে সহসা দগ্ধ করিয়া ফেলেন।

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥

জীবহৃদয়ে অহঙ্কাররূপ গ্রন্থিকে নির্বিষয়মতি যতিগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিরুদ্ধ করিয়াও সেরূপ উন্মোচন করিতে পারেন না, যেরূপ সজ্জনগণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পলাশ-বিলাস-ভক্তিদ্বারা সহজে করিয়া থাকেন। অতএব সেই আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন কর।

জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা কথঞ্চিৎ অবিদ্যা নাশ হইলেও ভক্তি ব্যতীত নির্বাপিত সাধকের অবশ্য পতন হয়। যথা ভাগবতে দশমে,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে অরবিন্দাক্ষ! যাঁহারা জ্ঞানমার্গে 'ইহা নয়', 'ইহা নয়' করিয়া কষ্টাভিনিবিষ্ট অবস্থা লাভ করত আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ভক্তিহীন বুদ্ধি অবিশুদ্ধ, অতএব অনেক ক্লেশে অবিদ্যা অতিক্রম করত ব্রহ্মরূপ পরমপদ লাভ করিয়া তোমার পাদপদ্মের নিত্য আশ্রয়-অভাবে পুনরায় অধঃপতন লাভ করেন।

হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ! অবিদ্যার নাম শ্রবণ করিবামাত্র আপনাদের অবিদ্যার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা জন্মিয়া থাকিবে। তজ্জন্য আমি অবিদ্যা-সম্বন্ধে আর দুই-একটী কথা বলিব। শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তি; তন্মধ্যে চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই তিনটী আমাদের নিকট প্রধানরূপে পরিচিতা। চিচ্ছক্তি হইতে ভগবদ্ধাম, ভগবল্লীলা ও ভগবল্লীলোপকরণ-সমূহ প্রকাশিত হয়। চিচ্ছক্তির অন্যতম নাম স্বরূপশক্তি। জীবশক্তি হইতে অনন্ত জীবের উদয়। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ চিদ্বস্তু, কিন্তু ক্ষুদ্রতা-স্বভাবে মায়াপ্রবণ, মায়ামুক্ত নন; ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণবহির্মুখতা-ক্রমে মায়ার বশতাপন্ন লাভ করেন, ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণোন্মুখতা-সহকারে মায়া হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকেন। ইহাই বদ্ধ ও মুক্ত জীবের পার্থক্য। বদ্ধাবস্থায় জীব মায়ার বশতাপন্ন হইয়া মায়ার দুইটী প্রভাব অর্থাৎ বিদ্যাপ্রভাব ও অবিদ্যাপ্রভাব, ঐ দুইয়ের মধ্যে অবিদ্যাপ্রভাবদ্বারা স্বরূপ-আবৃত হইয়া চিৎস্বরূপ শুদ্ধবিদ্যাগত অহঙ্কারকে পরিত্যাগপূর্বক অবিদ্যাপ্রসূত জড়দেহে আত্মাভিমানরূপ বিকৃতাহঙ্কারকে স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই অবিদ্যা-বন্ধনই জীবের বদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি। অবিদ্যামুক্ত হইলে জীব নিরুপাধিক হইয়া মুক্তাবস্থা লাভ করেন। অতএব অবিদ্যা আর কিছুই নয়, কেবল জীবের স্বরূপবিস্মরণ-কারিণী মায়া-প্রবৃত্তিবিশেষ। অবিদ্যা হইতেই জীবের কর্মবাসনা, জীবের কর্মবাসনা হইতেই পাপ-পুণ্য-ক্রিয়া। এই অবিদ্যাই জীবের সমস্ত ক্লেশের আকর। একমাত্র ভক্তিই অবিদ্যা নাশ করিতে সমর্থ। কর্ম পাপমাত্র নাশ করিতে পারে। জ্ঞান পাপ-পুণ্য উভয়ের মূল বাসনাকে নাশ করিতে পারে। কিন্তু ভক্তি পাপকে, পাপ-পুণ্যের বীজ বাসনাকে এবং বাসনার জননী অবিদ্যাকে সমূলে নাশ করিতে পারেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

(২) ভক্তি স্বভাবতঃ শুভদা। তত্র শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্য,—

শুভানি প্রীণনং সর্ব্বজগতামনুরক্ততা।
সদ্গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্ -
যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ॥

সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতি ও সমস্ত জগতের অনুরাগ-লাভ, মানবের বহুপ্রকার সদ্গুণ আছে এবং সুখ, প্রভৃতি কয়েকটী শুভদায় প্রাপ্তিকে পণ্ডিতগণ শুভ বলিয়া থাকেন।

পদ্মপুরাণে কথিত আছে; যথা,—

যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি॥

যিনি শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তিনি সমস্ত জগৎকে তৃপ্তি দান করিয়াছেন। স্থাবর-জঙ্গম, সমস্ত জীবগণই তাঁহার প্রতি অনুরাগ করিয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, হরিভজন-শীল ব্যক্তি সর্ব্বদা সকলের প্রতি বিদ্বেষশূন্য থাকিয়া অনুরাগ করেন। সকলেই সুতরাং তাঁহার প্রতি অনুরাগ করিয়া থাকে। ভক্তলোকের সকল সদ্গুণই স্বভাবতঃ উদয় হয়। ভক্তগণের জীবনী আলোচনা করিলেই সহজে ইহা দৃষ্ট হয়। ভাগবতে তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, যথা,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত সদ্গুণের সহিত সমস্ত দেবতাগণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাতে অবস্থিতি করেন। অসৎ মনোরথক্রমে বহির্ধাবমান্ অভক্ত পুরুষের মহদ্গুণ কিরূপে সম্ভব হয়? দয়া, সত্য, মমতা, দৈন্য, বৈরাগ্য, জ্ঞান প্রভৃতি যে সকল মহদ্গুণ আছে, তাহা ভক্তিপূত হৃদয়েই উদিত হইতে পারে। ইতরজনের হৃদয়ে ঐসকল গুণ বহু চেষ্টা করিলেও উদিত হইতে পারে না। সুখদাও তন্মধ্যে নিহিত হইলেও পৃথক্ বিষয়রূপে বিচারিত হইতেছে।

ভক্তি স্বভাবতঃ সুখদা। শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি তত্ত্রিধা।

বদ্ধজীবের সুখ তিনপ্রকার। মুক্তজীবের বাধক সুখ নাই। তিনপ্রকার সুখ এই,— বৈষয়িক সুখ, ব্রাহ্মসুখ ও ঐশ্বরসুখ। জগতে বহুপ্রকার জড়া শ্রিত সুখ আছে সমুদায়ই বৈষয়িক সুখ। যোগীদিগের বিভূতিসিদ্ধি, কর্ম্মীদিগের স্বর্গাদিলোক-সুখ ও নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের ঐহিক সমস্তই বৈষয়িক সুখ। জড়কে অতিরেক করিয়া দূর করত বিকারহীন ব্রহ্মের সহিত আত্মাকে ঐক্যরূপে চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানীদিগের সুখ হয়, তাহাকে ব্রাহ্মসুখ। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের নিত্য আশ্রয় জনিত যে সুখ হয়, তাহাকে ঐশ্বরসুখ বলি। হরিভক্তি স্বভাবতঃ সমস্ত সুখই দিতে পারেন। নিষ্কপট হৃদয়ে উদিত হইলে ঐশ্বর-সুখ দেন। অবস্থা-বিশেষে এবং চিত্তের বাসনানুসারে যাঁহাদের চাতুর্ব্বর্গিক সুখকে সুখ বলিয়া বোধ হয়, তাঁহাদিগকে তত্তৎ সুখ দান করেন। যথা তন্ত্রে,—

সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তিমুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্গোবিন্দভক্তিতঃ॥

অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশিতা, বশিত্ব, প্রাকাম্য এবং কামাবশায়িতা—এই আটটী যোগসিদ্ধি, ভুক্তি অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের সুখ, মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মসুখ এবং নিত্য পরমানন্দ এ সমস্তই গোবিন্দভক্তি হইতে উৎপন্ন হয়।

'হরিভক্তি-সুধোদয়'-গ্রন্থে লিখিত আছে,—

ভূয়োপি যাচে দেবেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে।
যা মোক্ষান্তচতুর্ব্বর্গফলদা সুখদা লতা॥

হে দেবেশ! আমি পুনরায় তোমাতে দৃঢ়া ভক্তি বাঞ্ছা করি, যে ভক্তিপ্রভাবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল ও প্রেমসুখ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারিগণ লাভ করিয়া থাকেন। ফল কথা এই যে, ভক্তি সমস্ত ফল দিতে সক্ষম। তত্ত্বফলে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভক্ত লোক কেবল প্রেমফলকে অন্বেষণ করেন। জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তিকে আশ্রয় না করিলে নিজ নিজ প্রতিশ্রুত ফল দান করিতে পারে না; অতএব ভক্তিব্যতীত জীবের কোন অবস্থায় বা কোন অধিকারে সুখোদয় হয় না।

(৩) ভক্তি স্বভাবতঃ মোক্ষলঘুতাকৃৎ। ভক্তি কিঞ্চিন্মাত্র উদিত হইলেই মোক্ষ পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছ হইয়া পড়ে। যথা নারদপঞ্চরাত্রে,—

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥

মুক্তাদি সমস্ত সিদ্ধি এবং অদ্ভুত ভুক্তিসমূহ হরিভক্তিমহাদেবীর চেটিকা অর্থাৎ পরিচারিকারূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, অতএব আত্ম সুখবশরূপে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥

অতএব যখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই বর্গচতুষ্টয়কে স্বভাবতঃ তুচ্ছ বোধ হইবে তখনই শুদ্ধভক্তির উদয় স্বীকার করা যাইবে।

(৪) হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা, অতএব শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন, যথা —

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥

হরিভক্তি এই দুইপ্রকারে দুর্ল্লভা,— প্রথমতঃ অনেককাল আসঙ্গশূন্য হইয়া পুনঃ পুনঃ সাধন করিলেও তাহা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ আসঙ্গযুক্ত সাধনে প্রবৃত্ত হইলেও শ্রীহরি উহা সহজে দেন না। আসঙ্গ শব্দে ভজন-নৈপুণ্যকে বুঝিতে হইবে। ভজন-নৈপুণ্যবিহীন যে কোন সাধনই হউক, তাহাতে হরিভক্তি লাভ হয় না। ভজন-নৈপুণ্যের সহিত বহুদিন ভজন করিলে নামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ দূরীকৃত হয়। তাহা হইলে ভগবৎকৃপাক্রমে স্বরূপজ্ঞানময়ী পরা ভক্তি উদিতা হন। এস্থলে তন্ত্রে এরূপ উক্ত হইয়াছে,—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি-
পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥

জ্ঞান হইতে মুক্তি সহজে লাভ করা যায় এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা ভুক্তি অনায়াসে পাওয়া যায়, কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনেও হরিভক্তি সহজে পাওয়া যায় না।

ভগবান্ যে সহজে ভক্তি দেন না, তাহা ভাগবতে কথিত হইয়াছে, যথা,—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥

হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের ও যদুবংশীয়দিগের পতি, গুরু, কুলনায়ক, দেবতা, প্রিয় এবং কখন কখন আজ্ঞানুবর্ত্তী। ইহা সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয় নয়; কেন না, ভজনকারীদিগকে তিনি যত শীঘ্র মুক্তি দান করেন, তত শীঘ্র পরম ধন ভক্তিযোগ দান করেন না। এস্থলে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন,—"ভজতামপি ভক্তৌ সাধনভূতে সাধ্যভক্তিযোগে সক্তি যাবৎ ফলভূত ভক্তিযোগে গাঢ়াসক্তির্ন জায়তে, তাবন্ন দদাতীত্যর্থঃ।" তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা নববিধ সাধনাঙ্গ অবলম্বন করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যে-পর্য্যন্ত তত্তৎফল জানিয়া ফলভক্তিরূপ প্রীতিতে গাঢ় আসক্তি না করেন, সে পর্য্যন্ত ভগবান্ তাঁহাদিগকে শুদ্ধা ভক্তি দেন না, তাঁহাদের ভজনাদি সমস্তই ছায়া-ভক্ত্যাভাসরূপে থাকে।

(৫) ভক্তি স্বভাবতঃ সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ পূর্ণ চিদানন্দস্বরূপ এবং জীব তাঁহার কিরণ-কণস্থানীয়, অণুচিদানন্দস্বরূপ। অতএব জীবেতেও চিৎ ও তত্ত্বরূপ আনন্দ কিরণপরিমাণে আছে। আনন্দ বলিলে সহজে লোকে জড়সুখকে মনে করেন, কিন্তু সমস্ত জড়সুখ সমষ্টি করিলেও আনন্দের নিকট স্বভাবতঃ ন্যূন। জড়জগতে আনন্দ অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণিক। চিন্ময় আনন্দ সান্দ্র অর্থাৎ নিবিড় বা ঘনীভূত তত্ত্ববিশেষ। ভক্তি সেই সান্দ্রানন্দস্বরূপ। ভক্তি ব্যতীত আর জীবের আনন্দ নাই। ইহা নিত্য সহজানন্দ। ব্রহ্মসুখও ইহার নিকট নগণ্য, যেহেতু জড়সুখকে অতিক্রম করত অতিরেক চিন্তাতে যে নির্ব্বিশেষ সুখকে কল্পনা করা যায়, তাহার নাম ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ জীবের নিত্যানন্দ নয়, তদ্দ্বারা বিপরীত চিন্তাসুখ মাত্র। অতএব শ্রীরূপ কহিয়াছেন,—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥

যাহাকে কেবল-অদ্বৈতবাদিগণ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মানন্দ বলেন, সেই আনন্দকে যদি পরার্দ্ধগুণীকৃত করা যায়, তাহাও ভক্তিসুখসমুদ্রের পরমাণুর তুল্য হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মানন্দকে যত আগ্রহদ্বারা বর্দ্ধিত করা যায় না কেন, তাহা কখনই জীবের স্বরূপগত আনন্দের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য লাভ করিবে না। জীবের স্বরূপগত আনন্দ সহজ বস্তু, অতএব স্বাভাবিক। ব্রহ্মানন্দ জীবের বিরূপগত চেষ্টাজনিত সুখ-বোধের কল্পনা, তাহা অস্বাভাবিক, অতএব অস্থায়ী।

অতএব হরিভক্তিসুধোদয়,—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥

হে ভগবন্! তোমাকে সাক্ষাৎকরণদ্বারা বিশুদ্ধ আনন্দ সমুদ্রে আমি স্থিত হইয়াছি। জড়সুখের ত' কথাই নাই, ব্রহ্মসুখ পর্য্যন্তও আমার নিকট এখন গোষ্পদতুল্য বোধ হইতেছে। শাস্ত্রে অনেকস্থলে এরূপ বাক্য আছে। গ্রন্থনাশভয়ে অধিক শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিলাম না।

(৬) ভক্তি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী; যথা শ্রীরূপবাক্য,—

কৃত্বা হরিং প্রেমভাজং প্রিয়বর্গসমন্বিতম্।
ভক্তির্বশীকরোতীতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী মতা॥

সাধনসাধ্যে ভক্তি সমস্ত প্রিয়বর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমদ্বারা বশীভূত করিয়া থাকেন, তাহাতে ভক্তিদেবীর শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণীত্ব। তাৎপর্য্য এই যে, জীবহৃদয়ে যে-পর্য্যন্ত শুদ্ধা ভক্তি উদিত না হ'ন, সে-পর্য্যন্ত [illegible] কার্য্য করে। সেই অবস্থায় ভক্তির চমৎকারিতা। কিন্তু সাধনদশা সত্ত্বেও যখন শুদ্ধা ভক্তি উদিতা হ'ন, তখন ভক্তির সেই কয়েকটী সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। জীবের নিজস্বরূপাশ্রিত ও [illegible] ভক্তির স্বরূপানুগত ঐ সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রবীণ হয় [illegible] আমরা কিরূপ একটী সংক্ষেপে [illegible] উপস্থিত হইলে শুদ্ধা সাধনভক্তি আশ্রয় বা সাধনে [illegible] রূপ লোকসকলে [illegible] শ্রীবর্গের [illegible] আশ্রয় মাত্র করেন, কিন্তু [illegible] শ্রীকৃষ্ণলীলার [illegible] কথা [illegible] পরিষ্কৃত হইবে। [illegible] বিষয়ে [illegible] লিখিয়াছেন,—

[illegible] শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সা ভক্তিভাবরূপেণ সার্বজ্ঞাত চেষ্টিনি ॥ ২ ॥
মোক্ষপদ বশা ভাকন্তঃ স্বরূপশক্তিতা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী
চ সা ॥ ৩ ॥
মুক্তাবাপ্তে ন যস্মাৎ স্বরূপানন্দরূপিণী।
সাধনৌঘৈ নিঃসঙ্গৈ রলভ্যা শ্রী-
কৃষ্ণয়োঃ ॥ ৪ ॥
ভক্তাভাবেন যা লভ্যা মুক্তিবিধিংনিরুদ্ধী।
সা কথং ভগবৎকেঃ সাধ্যঃ কাঙ্ক্ষিত
চেষ্টিকা ॥ ৫ ॥

শুদ্ধাভক্তির ত্রিবিধা দশা—সাধনদশা, ভাবদশা ও প্রেমদশা। সাধনদশা-প্রাপ্ত ভক্তির দুইটী স্বভাব,—ক্লেশঘ্ন ও শুভদ। ভাবদশায় ভক্তির চারিটী স্বভাব লক্ষিত হয়, —ক্লেশঘ্ন, শুভদ, মোক্ষলঘুতাকারিত্ব ও সুদুর্লভত্ব। প্রেমাবস্থায় ভক্তি ঐ চারিটী স্বভাব প্রকাশ করেন এবং অধিক সান্দ্রানন্দবিশেষত্ব ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকত্ব আর দুইটী স্বভাব প্রকাশ করেন। ভাব যতদিন বদ্ধাবস্থায় থাকেন, ততদিন ভক্তির স্বরূপগত স্বভাব তিনটী অর্থাৎ সান্দ্রানন্দত্ব, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকত্ব ও সুদুর্লভত্ব স্বভাবের সহিত তিনটী তটস্থ স্বভাব অর্থাৎ ক্লেশঘ্নত্ব, শুভদত্ব ও মোক্ষলঘুতাকারিত্ব স্বভাব অবস্থিত থাকে। মুক্তাবস্থা লাভ হইলে জীবের শুদ্ধ জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধগত সেবা স্বরূপানন্দরূপিণী হইয়া বিরাজমান হন। তখন আবরণ-নাশিনীরূপা মুক্তি ভক্তাধীনেই লভ্য হইয়া থাকে। সেই মুক্তি ভগবদ্ভক্তদেবীর বহু পরিচারিকার মধ্যে একটী সামান্য পরিচারিকা মাত্র। সে কিরূপে ভক্তিদেবীর স্থান হইতে বাসনা করিতে পারে?

যৎকিঞ্চিৎ

——:(০):: ——

নিজের জীব কল্যাণ করিবার নিষ্কপট প্রবৃত্তির উন্মোচনক্রমে অপরকে হরিভজনে প্রকৃত সাহায্য করিবার অকপট ইচ্ছা উদিত হয়। হরিভজন করিবার আন্তরিকী তাদৃশ চেষ্টাই অপরকে সাহায্য করিতে প্রেরণা দেয়। যাঁহারা অপরের প্রতি হরিভজনে সাহায্য করা প্রভৃতি ব্যাপারকে নিজের হরিভজনে ব্যাঘাতকর মনে করেন, তাঁহারা প্রকৃত হরিভজন আদৌ বুঝেন নাই, অজ্ঞতাবে হাতড়ান ব্যাপার লইয়া স্ব-স্ব কাল্পনিক হরিভজনে ব্যস্ত আছেন, বলিতে হইবে। যাঁহার অপরকে হরিভজনে নিষ্কপটে বাস্তবিক সাহায্য করিবার চেষ্টা উদিত হইয়াছে, তাঁহারই অকপট হরিভজনে প্রকৃত কোন অধিকার হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যাইবে। নচেৎ অপর সকল চেষ্টাই অভক্তিলাভ মধ্যে পরিগণিত হইবে।

নিজের প্রকৃত হরিভজনের অভিব্যক্তিই অপরকে তাদৃশ ব্যাপারে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তির দ্বারা ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। যদি আমার অপরকে সাহায্য করিবার নিষ্কপট প্রবৃত্তির অভাব লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ব্যাপারে আমার বিশেষ সতর্ক হইয়া নিজের ভজনাভাব জ্ঞাত করিবার অকপট চেষ্টার মূলাধেষণ প্রয়োজন। যখন নিজের প্রকৃত হরিসেবা প্রবৃত্তি জাড্য, আলস্য প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে থাকে, তখনই নিজের হরিভজনে কপট ব্যস্ততার ভাণে অপরের প্রতি সহায়তা করিবার প্রবৃত্তিকে ভজন-বাধাজনক বলিয়া মনে হয়। তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে নিজের হরিভজন ভাগ্যহীনতার শোচনীয় পরিচয় যায়।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের প্রতি করুণাঘন বিগ্রহরূপে জগতে অবতরণ করেন। তাঁহার তাদৃশ জীবে দয়া-প্রবৃত্তিপ্রভাব কিরণকণায় নিজের জীবন কিছুমাত্রও উদ্ভাসিত না হইলে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণাশ্রিত বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে, কিপ্রকারে স্বীকার করা যাইবে? শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণরূপে কিছুমাত্র আনুগত্য জাগ্রত হইলে তাঁহার হরিভজনের অতুল্য পদ্ধতির অবশ্যই অন্ততঃ কিছুমাত্র নিজহৃদয়ে প্রতিফলিত দেখিবার সৌভাগ্য হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বোত্তম সেবকরূপে আমাদের সম্মুখে যে হরিভজনের অনবদ্য আদর্শ প্রকট করিয়াছেন, তাহাই ত' জীবের হরিভজনের সর্বোত্তম আদর্শ। তবে কেন আমি অপরকে হরিভজনে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তিহীনতারূপ হরিভজনহীনতাকে বিচার না দিয়া নিজের নির্লজ্জ ভজনবিজ্ঞতার অভিমানে মসগুল হইয়া থাকি? হরিভজনের কি বাস্তবিক কোন প্রয়োজনীয়তা আমার স্বীকৃত হইবে না? নিজেকে হরিভজনে অবশ্যই যখন অগ্রসর হইতে হইবে, তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিত্তবৃত্তির সাহিত্য লাভে প্রকৃত তৎপর হইয়া তৎসদাসৌভাগ্য অকপটে বরণ করিতে শৈথিল্য কেন করি?

কে অপরকে হরিভজনে সহায়তা করিতে পারে? যিনি নিজে প্রকৃত হরিভজনের অধিকার পাইয়াছেন, একমাত্র তিনিই অপরকে হরিভজনে প্রকৃত সহায়তা করিতে পারেন। আমি যদি নিজে প্রকৃত হরিভজনের সৌভাগ্য লাভ না করিয়া থাকি, তাহা হইলে প্রকৃত হরিভজন কি, তৎসম্বন্ধে আমার মানসিক কল্পনার কাল্পনিকতা আশ্রয় করিয়া নিজের তাদৃশ ভজনবিজ্ঞতার (?) অপরকেও কি তাদৃশ ব্যাপারে সহায়তা করিতে যাইব? তাহা নিছক কপটতা বা ভজনবিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব নিজের হরিভজন প্রয়োজন, তবেই অপরকে প্রকৃত সহায়তা করা সম্ভব হইবে। নচেৎ নিজের ভজনহীনতার দ্বারা অপরকে সহায়তা করিবার নামে অপরের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিই করা হইবে

অপরকে হরিভজনে সহায়তা করিবার চেষ্টা ছাড়া শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা লভ্য নহে। আবার শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত নিজের হরিভজন ও তদ্দ্বারা অপরকে প্রকৃত সহায়তা করাও সম্ভব নহে। তাহা হইলে কি আমি আমার বর্তমান সেবা-হীনতাবারা নিজের দুর্ভাগ্যের আঘাত পাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চলিব? ইহা ত' হরিভজন কোনপ্রকারে না করিবার কপট মতলব বলিয়া নিতান্ত অজ্ঞ বালকেও বুঝাইয়া দিতে ছাড়িবে না তবে কি করিব? ইহারই সুমীমাংসা করিয়া পরমদয়াল শ্রীগুরুনিত্যানন্দ পারমার্থিক সম্বন্ধ জ্ঞানসূচনা করিয়াছেন। আমি আমার বর্তমান সমস্ত resources এর দ্বারা তাঁহার কৃপাপালিত সজ্জনের সেবায় অকপটে আত্মনিয়োগদ্বারা আমার বর্তমান পরিস্থিতির সুমীমাংসা অবশ্যই পাইতে পারিব। সঙ্গে এখনই জানিব যে, তাহাতে প্রকৃত মঙ্গলার্থী ব্যক্তি তাঁহার বর্তমান সকল যোগ্যতার সদ্ব্যবহারদ্বারা পারমার্থিক মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন—যদি তাঁহার সর্বস্ব অকপট সেবাপ্রবৃত্তির দ্বারা পারমার্থীকৃত হয়

কলিযুগে কেন, সকল যুগেই হরিনামই একমাত্র সাধন ও সাধ্য, সন্দেহ নাই এবং তাহা প্রত্যেক নিষ্কপট ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত, ইহাও সত্য। একমাত্র হরিনামই ত' করিতে হইবে; কিন্তু নামাচার্যকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী-স্বার্থযুক্ত বিবেচনা করিয়া তৎকৃপাবরণ-কার্যকে হরিনামসেবার ব্যাঘাতকর বুঝিবার বিক্রম হরিনামের উপর চাপাইয়া দিয়া কি হরিনামের সেবা লভ্য হইবে? সজ্জন-সেবা হরিনামের ব্যাঘাতকর নহে, ব্যাঘাতকর আমাদেরই সেবাহীন দুর্বুদ্ধি হরিনামসেবাহীনের দ্বারা সজ্জনসেবা সম্ভব নয় এবং সজ্জনসেবাহীনেরও হরিনাম করা সম্ভব নয়। আমরা কোনটীই বুঝিতে পারি না বলিয়া কোনটাই করিতে পারিতেছি না।

আমি সেবাসৌভাগ্যহীন ক্ষুদ্র জীব, অপরকে কিই বা সাহায্য করিতে পারিব ইহা যে সত্য, তাহাতেও সন্দেহ নাই। আমরা আমাদের হরিভজনোন্নতিক্রমে তাদৃশ বিচারাবশিষ্ট হইয়া শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সাহায্য নিজের মধ্যে ক্রমশঃ প্রকাশিত দেখিতে পারব, তাহাতেও সন্দেহলেশ নাই। কিন্তু আমরা যদি আমাদের বর্তমান যোগ্যতার উপর ঐপ্রকার বিচার আরোপ করিবার মৌখিকতার ছলনা প্রদর্শন করি, তাহা হইলে তাহা অন্যায় ও কপটতা হইয়া পড়িবে। আমরা কিই বা করিতে পারি? আমার যে বর্তমান এই সেবা-প্রবৃত্তিটুকু হইয়াছে বলিয়া সৌভাগ্য প্রত্যাশন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, ইহার মূলেও ত' শ্রীগুরুপাদপদ্মের দৈবী কৃপা। তবে কেন আমরা আমাদের বর্তমান যোগ্যতার এ-প্রকার অপব্যবহারে দৈন্যের আবরণে দাম্ভিকতা পোষণ করিতে যাই?

আমি নানাভাবে অত্যন্ত অযোগ্য, সজ্জনসেবার সাক্ষাদ্ভাবে যোগদান না করিয়া অজ্ঞভাবে ত' সজ্জনের প্রচুর সেবা করিয়া দিতে পারি, তাহাতে সঙ্গ অনেক লাভবান্ হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই বিচারও কি ঠিক? শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বজন-বিতরণ-লীলায় আমার মত ক্ষুদ্র জীবের সহযোগিতার টান পড়িয়া যায় নাই। তথাপি তিনি আমার সর্বথা মঙ্গলের জন্য আমার জন্য যে সাপেক্ষতা দেখাইতেছেন, তাহাতে কেন আমাকে দুর্বুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হইবে? শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার সর্বাত্মাকে তাঁহার কৃপাস্তিমিক দেখিতে চান, তাঁহাকে লাভবান্ করিয়া দিবার স্বর্বুদ্ধক(?) দেখিতে চান না এবং তাহাতেই আমার সাক্ষাৎ সহযোগিতাই চাই। আমারই সর্বপ্রকার মঙ্গলের জন্য তাঁহার নিঃস্বার্থ পরমার্থের চেষ্টা। শুধু আমি যদি তাহা বুঝিতে না চাই, তাহা হইলে কেবলই চরম দুর্ভাগ্য বরণ করিলাম।

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীল তীর্থ মহারাজ

গৌড়ীয়মিশনের প্রবীণ প্রচারক ত্রিদণ্ডি-পাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রাতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপাদেশে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে রওনা হইয়া কলিকাতা হইয়া যাত্রায় রেলযোগে শ্রীপুরুষোত্তম অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীল মহারাজ এযাবৎ শ্রীধামে অবস্থান করিয়া শ্রীধামবাসী সেবকগণের নিকট এবং শ্রীধামদর্শনার্থ সমাগত প্রবাসী সজ্জনগণের অনুক্ষণ শ্রীগুরুবর্গের মহিমা ও কৃপার কথা কীর্তন করিয়াছেন। তিনি গত ২রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীপুরুষোত্তমমাসের প্রথম দিবস হইতে প্রত্যহ শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাটে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও সর্বক্ষণ বৈষ্ণবী হরিকথা কীর্তন করিয়া সেবকগণকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় উৎসাহিত করিয়াছেন

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-
সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত
আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে
সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া
"-[illegible]"-ভাষ্যসহ প্রকা-
শিত হইয়াছে।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীকল্যাণকল্পতরু-শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও
'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-
মণ্ডলীর প্রত্যেক ব্যক্তিরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১০ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ১১ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২৫শে মে, ইং ১৯৪২, [illegible]বার ৬০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পুরুষোত্তম, পঞ্চ সর্ব্বাণ, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভু

— ::(०)::——

শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভু ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার নাম—শ্রীরঘুনাথ পণ্ডিত। ইনি কলিকাতার সন্নিকটে প্রায় ৩ মাইল উত্তরে বরাহনগরে বাস করিতেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সৎসঙ্গ-ক্রমে শৈশবকাল হইতেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-ব্যাকরণাদি পাঠ করিয়া তিনি "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" এই উপদেশক্রমে কৃষ্ণভক্তি-শাস্ত্রের চর্চ্চা করেন। বহু ভাগ্যক্রমে জীবের শ্রীমদ্ভাগবতে রুচি হয়। জগতে যত ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, শ্রীমদ্ভাগবতই সকলের চূড়ামণি-স্বরূপ। এই শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি শ্রীনারায়ণ-কৃত। শ্রীমদ্ভাগবত থাকিলে আর অন্য কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা যাঁহারা অকপটে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ অবিলম্বে অবরুদ্ধ হইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ। এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভু তদ্ভক্তগণের নিকট পাঠ করিতেন।

শ্রীগৌরসুন্দর পানিহাটি গ্রামে শ্রীরঘুনাথকে কৃপা করিয়া পানিহাটিতে কয়েকদিন অবস্থানপূর্ব্বক কুমারহট্ট ও পানিহাটি হইতে বরাহনগরে শ্রীল রঘুনাথ পণ্ডিতের গৃহে শুভবিজয় করেন। শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রভু বরাহনগরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কোন প্রকার পাদ্য-অর্ঘ্য না দিয়া প্রথমেই শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রেমানন্দে নৃত্য ও শ্রীরঘুনাথের গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে "ভাগবতাচার্য্য" উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। এই কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে,—

তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥
শুনিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
'বল বল' বলে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে বিস্তর॥
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মত্ত হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া॥
ভক্তির মহিমা শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় ত্রাস॥
এই মত রাত্রি তিন প্রহর-অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি॥
বাহ্য পাই' বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে বিপ্রেরে করিলেন আলিঙ্গন॥
প্রভু বলে,—'ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥

এতেক তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥'
(অন্ত্য ৫ম)

শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভু বঙ্গভাষায় 'কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীভাগবতাচার্য্যের [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] [illegible] অবস্থিত [illegible] [illegible] ঠাকুর [illegible] [illegible] ভাগবতাচার্য্যের [illegible] তাঁহাদের [illegible] লোকসকলকে দর্শন করিতে দিয়াছেন। উঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত [illegible] দর্শন করিবার কথা বলিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যে শ্রীধাম-মণ্ডলের কুঞ্জ অন্বেষণ করিয়া নামকীর্ত্তন, হরি-[illegible], ভাগবতপাঠ প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা [illegible] কারয়া শ্রীগৌর-সুন্দর [illegible] ও সমস্ত [illegible] করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—'কলিকাতা-মহানগরীর কিছু উত্তরে [illegible] [illegible] স্থান রহে। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুর সেবাভূমি ও সমাধি শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কপূত [illegible] বরাহনগর এই কলিকাতা-মহানগরীর [illegible]। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-রচয়িতা শ্রীগৌরাঙ্গদাস শ্রীভাগবতাচার্য্য। বরাহনগর শ্রীগৌড়মণ্ডলের সেই স্থান, যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীগৌরাঙ্গের গোপীনাথের সেবা হয়। যাঁহাদের মায়িক প্রতীতি বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারা ভোগ[illegible] নিকট ভোগভূমিরূপে প্রতীত কলিকাতা মহানগরীতে বাস করিয়াও বহু বিপ্রলম্ভ সেবাপর সজ্জনের সহিত শ্রীগুরুপাদ-

[illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ভক্তিগ্রন্থ 'ভক্তিরত্নাকর' [illegible]।"

[illegible] তাঁহাকে 'শ্রীভাগবতাচার্য্য'-নাম প্রদান করেন, তাহার পাণ্ডিত্যের কথা অতুল [illegible] [illegible] বিদ্বদ্বর্গের [illegible] পণ্ডিত [illegible] [illegible] পণ্ডিত [illegible] ভাগবতের [illegible] ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন, [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] [illegible] ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিয়া [illegible] [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর শ্রীরঘুনাথকে 'শ্রীভাগবতাচার্য্য'-উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে শ্রীরঘুনাথ পণ্ডিত বৈষ্ণবসমাজে 'ভাগবতাচার্য্য' নামে সুপরিচিত হন। শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভু 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' নামক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] পদ্যানুবাদ-গ্রন্থ। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা-গ্রন্থে লিখিত আছে,—

নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
[illegible] ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ॥

শ্রীদেবকীনন্দন দাস লিখিয়াছেন,—

বন্দে ভাগবতাচার্য্য [illegible] [illegible]।
[illegible] মহাপ্রভু [illegible] [illegible]॥

শ্রীনরহরি [illegible] ঠাকুর [illegible] শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুকে মহাত্মের [illegible] বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন —

ভাগবতাচার্য্য, বাণীনাথ ব্রহ্মচারী।
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ-অধিকারী

(ক্রমশঃ)

শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভু গৌড়ীয়-
ভক্তিসাগরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গে শ্রীভাগবতা-
চার্য্য প্রভুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন,—

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোসাঞি মহাশয়।
যাঁ'র পাদপদ্ম কিছু করিয়ে আশ্রয়॥
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য, ও প্রধান ব্রহ্মচারী॥

শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভু যে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য, তাহা তিনি নিজগ্রন্থেই উল্লেখ করিয়াছেন,—

পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীগদাধর নামে।
যাঁহার মহিমা ঘোষে ত্রিভুবনে॥
কলিকালে কৃপায় করিলা অবতার।
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার॥
চৈতন্যনায়ক কৃষ্ণচৈতন্যমূর্ত্তি।
তাঁহার আশ্রয়ে মহাশক্তি।
মোর উদ্ধার হেতু সে দুই চরণ।
দেহ-মন বাক্য আর সেই সে জীবন॥
(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী)

গৌরগণ ও বৈষ্ণবের শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল 'ভাগবতাচার্য্যপাদ' ও তাঁহার শ্রীপাট সম্বন্ধে শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণগণ ও গৌরগণ বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, শ্রীরাধিকার শ্যামমঞ্জরী নাম্নী সখী গৌরাবতারে ভাগবতাচার্য্য। কৃষ্ণলীলায় শ্যামমঞ্জরী শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কৃষ্ণনাম অর্থাৎ শ্যামলীলা শ্রবণ করান। সেইরূপ গৌরলীলায় ভাগবতাচার্য্য হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়া নিজ সেবা সম্পন্ন করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলায় শ্রীরাধা তাঁহাকে ঐ সেবা দান করেন। গৌরলীলায় শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহাকে নিজ শাখায় লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের যথাযোগ্য সেবাধান করিয়াছিলেন। সেবার লক্ষণ এই যে, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সপার্ষদে বরাহনগরে তাঁহার কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন, তখন সাধারণ ধূপদীপ দান সেবা অবলম্বন না করিয়া ভাগবতাচার্য্য নিজ সেবা যে ভাগবত পাঠ তাহাই করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গের শ্রীভাগবত সেবার কথা, ইহার এই লীলায় প্রমাণিত হয়।

"হে কলিকাতা-মহানগরী-নিবাসী ভাই সকল! তোমরা ধন্য। তোমরা যেখানে বাস করিতেছ, সেই কলিকাতার একাংশে বলিলেও হয়, বরাহনগর-শ্রীপাটে গৌরলীলা, সেখানে সাক্ষাৎ প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্যের পরম অনুরক্ত ভাগবতাচার্য্যের সেবাকুঞ্জ পরম আদরের স্থান।

"হে কলিকাতাবাসী ভক্তগণ! কবে আমরা এবংবিধ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিৎ-স্বরূপ কুঞ্জটীকে দর্শন করিব? আমরা তাঁহাদের পদ ভাবিয়া [illegible] সেবা [illegible], ইহাই আমাদের সৌভাগ্য।"

তালবনে শ্রীরামকৃষ্ণ

——::(০)::——

শ্রীগোবর্দ্ধনের অনতিদূরে তালবন-নামক একটী বন আছে। এই তালবন ধেনুকাসুর-কর্ত্তৃক রক্ষিত ছিল। সেই তালবন কোনরূপ বাধা ছিল। তালবন মথুরার পশ্চিমদিকে অবস্থিত। গোষ্ঠকালে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ আরম্ভ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়জনগণের সুখের নিমিত্ত যে-সব লীলা করেন, তন্মধ্যে তালবন-লীলা অন্যতম। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সখাগণের সহিত বৃন্দাবনের বিভিন্ন বনে গোচারণাদি ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় শ্রীদাম, সুবলাদি সখাগণ বলিলেন,—"হে রামকৃষ্ণ, এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের অতি নিকটে এক ফলপূর্ণ একটী বৃহৎ তালবন আছে। ঐ তালবনে পাকা অনেক তালফল পড়িয়া থাকে এবং এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর ঐ ফলগুলি রক্ষা করে বলিয়া কোন প্রাণীই তাহা খাইতে পারে না। মহাবলী ধেনুকাসুর গর্দ্দভের রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদাই ঐ তালবনে অবস্থান করে। উহার সহিত তাহার বহু আত্মীয়-স্বজনও তথায় অবস্থান করিয়া থাকে। ঐ অসুর নরমাংস ভোজন করে। সেইজন্য মনুষ্য, পশু, এমন কি, পক্ষী পর্য্যন্তও ঐ অসুরের ভয়ে ঐ বনে প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ দেখ, সুপক্ক তালের গন্ধে চতুর্দ্দিক কিরূপ আমোদিত হইয়াছে। ঐ ফলের গন্ধ আমাদের বড়ই লোভ জন্মাইয়াছে। আমাদিগকে ঐ ফল প্রদান কর।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে গোপবালকগণের সহিত তালবনে প্রবেশ করিলেন। তালবনে প্রবিষ্ট হইয়াই বলরাম দুই হাত দ্বারা বৃক্ষগুলিকে কম্পিত করিয়া তালসমূহ পাতিত করিলেন। শ্রীবলদেবের প্রতি অসুরগণ ধাবমান হইল। একটী বৃক্ষ অপর বৃক্ষের উপর পড়িয়া বৃক্ষগুলিও কম্পিত হইল এবং উহাদের সুপক্ক ফল মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন সেই গর্দ্দভাসুর দৌড়াইয়া আসিল এবং পশ্চাৎ পদ দ্বারা শ্রীবলরামের বক্ষে আঘাত করিয়া বিকট শব্দ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। গর্দ্দভ পুনরায় শ্রীবলদেবকে আঘাত করিবার জন্য পদ প্রসারণ করিল। তখন শ্রীবলদেব অসুরের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক আকাশে ঘুরাইতে লাগিলেন। সেই ঘূর্ণনে অসুরের প্রাণ বিনষ্ট হইল। তখন বলদেব তালবৃক্ষের উপর অসুরের মৃতদেহ নিক্ষেপ করিলেন। অদ্ভুত [illegible] দেহের আঘাতে কাঁপিতে কাঁপিতে পার্শ্বস্থ বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া ভগ্ন হইল। সেই কম্পিত বৃক্ষ আবার অপর অপর বৃক্ষকে কাঁপাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এইরূপে এক-একটী বৃক্ষ পার্শ্বস্থিত বৃক্ষকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল।

ধেনুকাসুর নিহত হইলে উহার জ্ঞাতি-বর্গ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল। অসুরগণ নিকটে আসিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ অসুরদিগের পশ্চাদ্ভাগ ধারণ করিয়া অনায়াসে উহাদিগকে তালবৃক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত লীলা দেখিয়া আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ গান এবং মহর্ষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

---::(:০:)::——

বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য—সব জিনিষ ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় লাগান। ভক্ত ভোগ করেন না, ভগবানের ভোগ দেন; কিন্তু বোকা লোক তা' বুঝে না। যে মুহূর্ত্তে আমি ভোগ ক'র্বো বুদ্ধি হয়, তখনই তাকে দেখে শাস্ত্র হ'তে বা ভক্তাবরণ অসৎ হ'তে যেতে হয়। লোভের দ্রব্য যার পথে যেতে নেবার বুদ্ধি হ'লে সর্ব্বনাশ।

এই সংসার অনিত্য, এখানে কেহ চিরদিন বাস করিতে আসে নাই। ভগবান্ যাঁহাকে যখন যেখানে রাখেন, তিনি তখন অম্লানবদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। ভগবানের সাংসারিক পুরস্কারকে আমরা আদর করি, আর তাঁহার তিরস্কারকে আমরা নানাপ্রকার গঞ্জনা দেই। যাঁহারা এই সব ভগবানের কৃপাপ্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিহিত হয় বলিয়া তাহারও অনাদর করেন না, তাহা অম্লানবদনে সাক্ষাৎ ভগবৎকৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ [illegible] দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করিতে [illegible] লাভ করেন।

ভগবানের সেবা দরকার, সেইরূপ লোককে [illegible] হ'বে [illegible] আমাকে [illegible] তাহা হয়, আমার চিত্ত শুদ্ধ হ'লে সেই নিত্যরূপ প্রকাশ ক'রে তাঁ'র কাছে যেতে হ'বে। চিত্ত বহুবার জন্ম হ'বে, সত্য বটে তখন হ'বে যাকে অপ্রাকৃত মদনমোহনের রূপের সেবা প্রকৃত হ'বে।

মহৎ যিনি, তিনি ত' খুব উচুঁ; ক্ষুদ্র, নির্ব্বাকৃতি জীব আমরা তাঁ'র নাগাল পাই না, তাঁর মস্তক স্পর্শ ক'র্তে পারি না। মহতের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন প্রদেশ তাঁ'র পাদপদ্ম, আবার সেই পাদপদ্মের যে ধূলি, যা' তিনি ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন, তাঁ'র দ্বারা যদি আমরা অভিষিক্ত হ'তে পারি—সেই ধূলি-দ্বারা যদি আমাদের মাথার মুকুট প্রস্তুত ক'রে আমরা মহতের সেবানুকূল্যে আন্তরিক হ'তে পারি, তা' হ'লে আমাদের পরম মঙ্গল লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত মঙ্গল-লাভের আর উপায় নাই।

সকলের একমাত্র প্রভু, একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণ এবং আমি সকলের সেবক ও দাস,—এই কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। যাঁহার যেরূপ ভক্তি, তাঁহার প্রতি তদনুরূপ সেবা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনজ্ঞানে [illegible] অপর বৈষ্ণবের সেবা করিবেন। ভক্তগণ আমার সেবা করুক—এই দুর্ব্বুদ্ধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে আমাদের মঙ্গল নাই।

যিনি বাস্তবিক কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহারা সেবা ব্যতীত কখনও মঙ্গল হইবে না। যাঁহারা প্রত্যেক পদে কৃষ্ণ দর্শন, প্রত্যেক উচ্চারণে সাক্ষাৎ গৌরসুন্দরের দর্শন না করেন, তাঁহাদের সঙ্গ আমরা করিব না। যদি ভগবানের সেবা প্রকৃতই করিব—এই চিত্তবৃত্তি হয়, তবে ভগবানের সেবার উপকরণরূপে সমগ্র জগৎকে দর্শন করিব।

হরিস্মৃতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তন হয়, আবার কীর্ত্তন হইলে স্মরণ হয়। যখন যখনই আমরা হরিকীর্ত্তন করি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হরিস্মৃতি আসে। স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হওয়ার নাম আত্মসমর্পণ। আমাদের এখানে আর কোন কাজ নাই—কেবল হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়া।

কৃষ্ণ দয়াময়। তিনি পূর্ণতত্ত্ব। তাঁহার দয়াও পূর্ণতা-প্রদানরূপ দয়া। পূর্ণবস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় অপূর্ণের নিকট। তাহাতে অপূর্ণ পূর্ণকে অনায়াসে পাইতে পারেন। পূর্ণের নিকট না গেলে পূর্ণ মঙ্গল লাভ ঘটে না। আকর্ষণের কথা কীর্ত্তন করলে তদনুপ্রবেশে আমরা অতি সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। [illegible] সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম করেন। তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নহেন।

কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরেই বিধেয়। মহাপ্রভুর উপদেশ—সর্ব্বদা কীর্ত্তন কর। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কীর্ত্তন অবলম্বনে [illegible] কখন উচিত নয়। কায়মনোবাক্যে হরি-কীর্ত্তন বিধেয়। কায়িক কীর্ত্তন, মানসিক কীর্ত্তন ও বাচিক কীর্ত্তন যুগপৎ করিতে হইবে।

আত্মা পরমাত্মার দর্শন পায়, তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারে [illegible]

হতাশ আমার ভজ চৈতন্যচান; তথাপি রাখিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

প্রাকৃত অভিমান-রহিত হইলে জীবের গোলোক-প্রাপ্তি হয়। জীব নিষ্কপট সেবা-বলে মুক্তপুরুষ, এমন কি, নিত্যমুক্তদের সঙ্গ-অধিকারী হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না।

হরিসেবকগণ মঠে বাস করেন। অবনত-মস্তকে শাসন স্বীকার না করিলে তাহাকে শিষ্য বলা যাইবে না। ভগবৎ-সেবাবিমুখ হইলে জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণব-সেবা করিতে হইবে, গুরুসেবা করিতে হইবে ও কৃষ্ণের অর্চ্চন করিতে হইবে।

আমরা দুর্ব্বল—সামান্য শক্তিশালীর জন্য আমরা কত যত্ন করি। গৌরসুন্দর ব'লেছেন—তৃণাদপি সুনীচ হও, তরুর ন্যায় সহনশীল হও, নিজের চেষ্টায় বলবান্ হ'বার দুর্ব্বুদ্ধি না ক'রে যিনি বলদাতা, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ কর। যাঁ'র বল, তিনি বলদেব প্রভু। কৃষ্ণচন্দ্র বলদেবের অনুগতজনকর্ত্তৃক সেবিত হ'তে ইচ্ছা করেন বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত কৃষ্ণসেবা পাবার উপায় নাই। যাঁ'রা বলদেব প্রভুর সেবক হ'তে পারেন, তাঁ'রাই প্রকৃতপক্ষে বলবান্ হ'ন। আমরা যদি অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে যাই, তা' হ'লে বলদেব প্রভুর সেবা করবার পরিবর্ত্তে আমরা নিজেদের সেবাপ্রার্থী হ'য়ে যাই।

ভগবান্ বলেন,—এত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ্-আপদ্ সাজিয়ে রেখেছি তোমাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য নহে, পরন্তু দুঃখ যে অপ্রয়োজনীয়—তাহা শিক্ষা দিবার জন্য, নিত্য প্রার্থনীয় সুখ, নিত্য বরণীয় আনন্দ অনুসন্ধানের জন্য।

যৎকিঞ্চিৎ

——:-(•):——

অপরকে পারমার্থিক সাহায্যকল্পে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী অনুকীর্ত্তনকালে উপদেষ্টার উপর উপদেশগুলি প্রকৃত কার্য্যকরী হইতেছে কিনা, তাহা কীর্ত্তনকারীর [illegible] লক্ষিতব্য বিষয়। উপদিষ্টের উপর কার্য্যকরীভাবেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-প্রচারে বাণীর প্রকৃত মর্য্যাদা সংরক্ষিত হইতে পারে। যেখানে কেবল "তুমি কেমন ক'রে গান কর হে গুণী, আমি কেবল শুনি, কেবল শুনি" নীতি অবলম্বিত হইয়া কপট শ্রবণের ভাণে শ্রোতার প্রতি [illegible] বিমুখতাই প্রদর্শন করা হইবে, সেখানে কি প্রকারে প্রকৃত বাণীর মর্য্যাদা সংরক্ষিত হল, বলা যাইবে? যদি ভাগবতী বাণী শ্রবণের পরও শ্রবণের পূর্ব্বাবস্থা হইতে কোন প্রকৃত অবস্থা-বিপর্য্যয় লক্ষিত না হয়, তাহা হইলেও কি শ্রবণকার্য্য হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? চেতনবাণীর নিষ্কপট শ্রীকীর্ত্তন ও অনুশ্রবণদ্বারা সদ্যই পারমার্থিক জীবনে পরিবর্ত্তন অবশ্যই সংঘটিত হইবে।

অনুশ্রবণের প্রতি মৌনিতা অবলম্বন করিয়া ভাগবতী বাণীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়। যাহারা কিছুতেই বাচালতা পরিহার ক'রবে না, স্ব-স্ব হৈতুক জিগীষারূপ চরিতার্থতা করিয়াই চলিবে, এক কথায় ভগবানের কোন কথাতেই কোনপ্রকার সম্মান প্রদর্শন করিতে আদৌ প্রস্তুত নহে, তাদৃশ স্বেচ্ছায় ভগবদ্বিরোধকারী ব্যক্তিগণকে অশ্রদ্ধালুজ্ঞানে তাহাদের সহিত পারমার্থিক আলোচনা নিষিদ্ধ। কিন্তু যাহারা বাণীর প্রতি কপটতাপূর্ব্বক বাহ্যতঃ প্রচুর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াও বাণীকে নিজের উপর কোনপ্রকারেই প্রকৃত কার্য্যকরী হইতে দিবে না, তাহারা কি আরও মারাত্মক কপট অশ্রদ্ধালু নহে? কপট আদর-প্রদর্শনদ্বারা বাণীর প্রতি যে প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করা হয়, তাহা কোন বাহ্যিক অশ্রদ্ধালুর দ্বারাও অনুষ্ঠিত হইবার নহে বা হইতে পারে, ভাগবতী বাণীর সাক্ষাদ্ভাবে বিরোধিতা-দ্বারা যেপ্রকারে লোকবঞ্চনা সৃষ্টি করা হয়, বাণীর প্রতি কপট আদরদ্বারা বস্তুতঃ তাহা ত' হইবার নহে। কপটতা নিজের অসুবিধা বরণ করিলেও অপরের তাহাতে কাতর কারণ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ কপট-ভক্তিপ্রদর্শনকারীর দ্বারা অলক্ষ্যে লোকের চিত্তরাজ্যে যে গোপন পারমার্থিক মহাব্যাধির সৃষ্টি করা হইবে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা অপেক্ষাও অত্যন্ত ভয়াবহই। কপটতার ন্যায় পরমার্থের শত্রু আর কিছুই নাই। কপটতার দ্বারা অপরের কোনপ্রকার সুবিধা করিয়া দিবার গোপনস্পৃহাও আছে, যাহাদ্বারা প্রকৃত পারমার্থিক সুবিধা-অসুবিধার সহিত জাগতিক সুবিধা-অসুবিধার একাকার করা হইয়া যায়। স্ত্রীলোকের বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়াই সাম্প্রদায়িকতার পরমপুরুষ হ'তে লোকমোহজ্ঞাপক ভক্তি-উৎপাদনকারী বাণীর ধারাকে অবাহত।

———

কপট শ্রবণাভিনয়কগণ নিজেদের পারমার্থিক কোনপ্রকার মঙ্গল না হইবার ভাণে বা অজ্ঞাত দুর্ব্বুদ্ধির বেগের প্রেরণা রাখিয়া সকল শ্রবণকারীর কাণে যে পবিত্রশ্রবণের লৌকিকতা রক্ষা করিবার অস্বাভাবিকতা প্রদর্শন ক'র, তৎপ্রতি তীব্র মৌনমুখরতা অবলম্বন-দ্বারা বাণীর প্রকৃত মর্য্যাদা সংরক্ষণে যত্নশীল না হইলে তাদৃশ কপট কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি অচিরেই বাণীর নিকট অপরাধ করিয়া প্রতিষ্ঠাশূন্য হইতে বাধ্য হইবেন। প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর পবিত্রশ্রবণের সাধারণ সদুত্তর প্রদান না করিলে যেপ্রকার বাণীর নিকট অপরাধী হইতে হয়, কপট অশ্রদ্ধালু ব্যক্তির 'নকল' ভাগবতী বাণীর কীর্ত্তন-দ্বারা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী অপরাধীই হইতে হয়। বাণীর মর্য্যাদা-সংরক্ষণে অযত্নপর কীর্ত্তনকারী ব্যক্তিকে কীর্ত্তনবিরোধী কপট জানিয়া অশ্রদ্ধালু শ্রবণকারীও তাদৃশ কীর্ত্তনাশ্রয় হইতে নিজেকে সাবধান রাখিবেন। তাদৃশ কপট শ্রবণকীর্ত্তনে যোগদান না করাই প্রকৃত বাণী-সেবকের শ্রদ্ধালুতার পরিচয়।

যাঁহার প্রকৃত শ্রবণকারী ও কপট শ্রবণকারীর মধ্যে বস্তুবিশেষ ধারণার ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ যিনি প্রকৃত শ্রবণকীর্ত্তন ও কপট শ্রবণকীর্ত্তনবিরোধ-সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাঁহার কীর্ত্তনে আদৌ অধিকার নাই। এতাদৃশ ব্যক্তি যদি নিজের কর্ত্তব্যের অসঙ্গতি-সম্বন্ধে সাবধান না হইয়া উত্তরোত্তর কীর্ত্তনবিরোধই করিতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি অচিরেই অনধিকারের হস্তে পড়িয়া যাইবেন। শ্রবণকীর্ত্তনের লৌকিকতা রক্ষার জন্য এতাদৃশ ব্যবহার সর্ব্বাগ্রেই বাধার প্রয়োজন। শ্রীগুরুবর্গ কোথাও শ্রবণকীর্ত্তনের লৌকিকতা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আদৌ দেন নাই। বাণীর প্রকৃত মর্য্যাদা সংরক্ষণ-দ্বারা আত্মমঙ্গল বরণ করাইবার জন্যই তাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টা ও ব্যবহার ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

———

আমি শ্রবণকীর্ত্তনে এরূপ সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম যদি আমাকে উক্ত কার্য্যেই নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে কি আমি তাঁহার মর্য্যাদা পরিহার করিয়া বাণীর মর্য্যাদা-সংরক্ষণের বুদ্ধিমত্তা দেখাইব? তাহাও নিছক কপটতা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বাণী পৃথক্ বস্তু নহেন। সেরূপ ক্ষেত্রে নিজের অযোগ্যতা ও তজ্জন্য নিজের স্বেচ্ছাকৃত দুর্ভাগ্যকেই ধিক্কার দিতে হইবে, গর্হণ করিতে হইবে; বাণীকে বা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অমর্য্যাদা করিতে হইবে না। যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে কীর্ত্তন করিতে বলিতেছেন, সেখানে আমার কোন দায়িত্ব নাই, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি যদি আমার ব্যক্তিগত অযোগ্যতার জন্য কোন কীর্ত্তনবিরোধ আহ্বান করি, তাহা হইলে কি গুরুপাদপদ্মকে তজ্জন্য দায়ী বলিয়া নিজে সাধু থাকিব? শ্রীগুরুপাদপদ্ম যদি আমার অজ্ঞাতে কোন অশ্রদ্ধালু ব্যক্তির নিকটেই হরিকীর্ত্তন করিতে আমাকে আদেশ দেন, তাহা হইলে আমি কেন তথাপি কীর্ত্তন-প্রতিকূলতাই সংরক্ষণ করিয়া কীর্ত্তনবাধের আহ্বান করিব? শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা কি আমাকে সহিষ্ণুতা-বলের সৌভাগ্য দিবেন না? শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় পূর্ণ সহিষ্ণুতা লাভের সৌভাগ্য না হইলে প্রকৃত শ্রদ্ধালু ব্যবহারকারীর যোগ্যতা বাস্তবিক লাভ হয় না। তৎপূর্ব্বপর্য্যন্ত আমি ভুল বা দুর্ভাগ্যে কীর্ত্তনবাধ আহ্বান করিতে বাধ্য হইব কিন্তু তজ্জন্য যদি নিজের দুর্ভাগ্যের গর্হণ না করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার দোষ দর্শন হয়, তাহা হইলে শোচনীয়ভাবে অত্যন্ত কীর্ত্তনবিরোধ হইয়া যাইবে।

———

শ্রীগুরুপাদপদ্ম কীর্ত্তনবিগ্রহ। তাঁহার পরিপূর্ণ কীর্ত্তন উচ্ছ্বাসের বিন্দুকণা নিজ আনত মস্তকে গ্রহণ করিবার আন্তরিকতা-দ্বারা উৎসেবকাধিকার রক্ষিত হয়। সুতরাং আমি তাঁহার সেবকানুসেবকসূত্রে এই সেবায় নিজের অযোগ্যতাকে অপরাধী না করিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় উৎসেবাধিকারের বহু কামনা, আমার দ্বারা কীর্ত্তনবাধ কিরূপে সম্ভব হ'বে? আমি নিজের 'প্রভুত্বতায়' মত্ত হ'য়ে [illegible] তৎপ্রভাবে নিজের সেবাযোগ্যতার আহ্বান ক'রি, তাই আমার পদে পদে কীর্ত্তনবাধ আসিয়া যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিতের কখনও কীর্ত্তনবাধ সম্ভবে না।

সাময়িক প্রসঙ্গ

——:•:(•):•: —

শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ও শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভুর বিরহ মহোৎসব

আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে গত ৩০শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব মহামহোৎসব শ্রীহরিকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে উষঃকালে শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণব বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠান্তে 'হরয়ে নমঃ' কীর্ত্তন-সংযোগে শ্রীতুলসী-পরিক্রমা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীগোষ্ঠীতে 'শ্রীনবদ্বীপ-প্রকাশ' পাঠ ও হরিকথা আলোচনা হয়। অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত 'শ্রীমদ্ভাগবত' হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ ও শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবের কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ৫ই মে মঙ্গলবার শ্রীল রায়-রামানন্দ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে সমস্ত দিবস নির্দ্দিষ্ট পাঠ-কীর্ত্তনমুখে ও হরিকথা-আলোচনা-প্রসঙ্গে অতিবাহিত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীগুরু-বন্দনা, গঙ্গা-স্তব, 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' ইত্যাদি বৈষ্ণব-আনুগত্যমূলক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে 'রায়-রামানন্দ-সংবাদ' প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। বৈষ্ণব কৃপা-প্রার্থনামূলক গীত কীর্ত্তনান্তে পাঠ সমাপ্ত হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর
১ম ৩ দিনের দর, পরবর্ত্তী দিনের দর		
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে ॥০	।৶০	প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲
	১॥০	" সিকি কলম ১৫৲
" সিকি কলম ৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম ২৮৲
" অর্দ্ধ কলম ৮৲	৬৲	" এক কলম ৫০৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত-পত্রিকা—একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীধাম শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলপ্রদ গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণেরই তাঁহাদের নিত্যসাথিরূপে থাকেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগকালের এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

সেহশোষ পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরের এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। প্রাপ্তিস্থান

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের মুদ্রা

এক প্রেস-নোটে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের ৩১শে মের পর সপ্তম এডওয়ার্ডের টাকা ও আধুলি আর বাজারে চলিবে না। মুদ্রা প্রস্তুত করার জন্য আবশ্যক রৌপ্য ব্যবহার হ্রাস করার এবং মুদ্রা জাল বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ অর্দ্ধের মাঝামাঝি নূতন ধরণের রৌপ্যমুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ নূতন মুদ্রাগুলি শক্ত ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত হইতেছে এবং মুদ্রা জাল বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মুদ্রাগুলির ধারে অন্য রকম করা হইয়াছে।

সপ্তম এডওয়ার্ডের মুদ্রা ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সরকারী ট্রেজারী, পোষ্ট অফিস এবং রেল স্টেশনসমূহে গ্রহণ করা হবে। তারপর পুনর্বিবেচিত পর্য্যন্ত কেবল মাত্র বোম্বাই, কলিকাতা এবং মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু ডিপার্টমেণ্টে গৃহীত হইবে।

ফেডারেল কোর্টের ছুটী

আগামী ১লা জুন হইতে ৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ফেডারেল কোর্ট বন্ধ থাকবে। ৬ই অক্টোবর হইতে আদালতের কাজ পুনরায় হইবে। ছুটির সময় ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত আদালতের আফিস খোলা থাকিবে। তবে শনিবার বা ছুটির দিন খোলা থাকিবে না। প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার জরুরী বিষয়গুলি শুনিবার জন্য থাকবেন।

ইডেন গার্ডেন পার্কের নাম পরিবর্ত্তন

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত বুধবারের সাধারণ অধিবেশনের সভায় ভোটাধিক্যে পার্ক সার্কাসের হইর্ণ পার্কের নাম 'ন্যাশন্যাল কংগ্রেস পার্ক' রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৩৮—২৫ ভোটে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। একজন সদস্য কোন পক্ষে ভোট দেন নাই।

প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপিত হইলে মিঃ মহম্মদ রফিক এই মর্ম্মে একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হউক। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নামে কোন রাস্তা বা পার্কের নামকরণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। মিঃ রফিকের সংশোধন প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়।

নদীয়ার গ্রামে ব্যাঘ্র শিকার

কৃষ্ণনগর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বোয়ালিয়া গ্রামে বাঘের উপদ্রবের সংবাদ পাইয়া গত ২রা মে মুর্শিদ (বড়গাছীর) ইন্দুভূষণ প্রামাণিক বাঘটি এক গুলিতে মারেন। এইটি তাঁহার প্রথম ব্যাঘ্র শিকার। বাঘটি লম্বায় ৭ ফিট ৬ ইঞ্চি।

সরকার কর্ত্তৃক ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে ক্ষমতা প্রদান

কলিকাতার সদর এবং সহরতলীর যে কোন জমিতে যে কোন কাজ করিবার জন্য কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক ভারতরক্ষা আইন অনুসারে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।

চট্টগ্রামে বিমান হানায় হতাহতদের জন্য ভাতা ও পেন্সন

চট্টগ্রাম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি বি কেম্পস ৬ই মে তারিখে শত্রু বিমান আক্রমণের ফলে যে সমস্ত লোক আহত হইয়াছে তাহাদিগকে "১৯৪০ সালের" ও "কাজের সময় হওয়ার দরুণ" পেন্সনের দরখাস্ত করিবার জন্য এক বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়াছেন। যে সমস্ত ব্যক্তি নিহত হইয়াছে তাহাদের স্ত্রী-পরিবারবর্গকেও পাওনা এক পেন্সন ও শিশুদের ভাতার দরখাস্ত করিতে নির্দ্দেশ দিয়া এক বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়াছেন। উক্ত প্রকারের দরখাস্তের ফরম স্থানীয় রেশন্‌ অফিসারের নিকট পাওয়া যাইবে। এবং ৬ই মে তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ঐ দরখাস্ত করিতে হইবে।

স্পেনে নূতন এক বিধান

জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্ত্তৃক সামরিক এক নূতন আইনে এই বিধান প্রকাশিত হইয়াছে যে, কোনও "বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হলে" স্পেনের স্থল সেনা, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনী একই সেনা-দলের অন্তর্গত হইবে। উক্ত আইনে বলা হইয়াছে,—"স্থল সেনা, নৌ-বাহিনী এবং বিমান বাহিনীর কর্ম্মোৎকর্ষের জন্য এক সেনাপত্যের অধীনে আনয়ন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

টোকিওর সোভিয়েট দূত পরিবর্ত্তন

টোকিওর সোভিয়েট দূতের পরিবর্ত্তন হওয়ায় কূটনৈতিক মহলে কিছুটা জল্পনাকল্পনা হইয়াছে। মঃ স্মেতানিনকে ফিরাইয়া আনা সম্পর্কে সরকারী সোভিয়েট মহলে কোনরূপ মন্তব্য করা হয় নাই। কিন্তু বিশেষ জোরের সহিত বলা হইতেছে যে, অসুস্থ তাঁহাকে প্রত্যাহার হইয়াছে। ৩৭ বৎসর বয়স্ক নূতন দূত মঃ জেকব মালিক ইতিমধ্যেই কার্য্যস্থলে পৌঁছিয়াছেন। ইনি ১৯৩৯ সাল টোকিওতে অনেক পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও সজ্জিত হইয়া "সজ্জনতোষণী"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সম্প্রদায়-নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১১ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৯৩; ১২ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৮৬; ২৬শে মে, ইং ১৯৭৯, মঙ্গলবার ৬১৩ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ পুরুষোত্তম, শিব প্রহর, গৌরাব্দ ৪৯৩

ধামোৎপন্ন দ্রব্য

——::(০)::——

শ্রীধাম আনন্দময়। এই শ্রীগৌরধামের ভূমি সুকোমল এবং বিবিধ উদ্ভিদ দ্বারে দীপ্তিময়ী। শ্রীধামের অতুলনীয় শোভার কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। এখানে পরস্পরের মধ্যে কোন অমিল বা দ্বন্দ্ব নাই। এখানে পশু-পক্ষিগণও পরস্পর আশ্চর্য্য প্রীতিতে আবদ্ধ হইয়া শ্রীধামের সেবা করিতেছে। এখানকার জলস্থল সবই চিন্ময়—ভগবৎ-সেবোপকরণ। এখানকার সকলই মাধুর্য্যময় ও নিত্যানন্দ-স্বরূপ। শ্রীধাম ভোগ্য নহেন—সেব্য বস্তু। শ্রীধামের যা' কিছু, সবই ভগবৎ-সেবোপকরণ—আমাদের সেব্য বস্তু। এখানকার সকল বস্তুই আমাকে কৃপা করিতে পারেন। এখানকার সকলেই শ্রীগৌরধামের সেবা করিতেছেন। যদি কেহ শ্রীধামে বাস করিতে চান, তাহা হইলে তিনি অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবেন। অসৎসঙ্গ-ত্যাগই শ্রীধামবাসীর আচার। জড়জগতে ভোক্তৃ-বুদ্ধিতে প্রাকৃত-দর্শন বা ভোগ্যদর্শনই স্ত্রীসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গ দর্শন। এইরূপ প্রাকৃত-দর্শন পরিত্যাগের নামই অসৎসঙ্গ-ত্যাগ বা সন্ন্যাসগ্রহণ। শ্রীধামবাসেচ্ছু সজ্জনমাত্রেই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গে শ্রীধামে বাস করিয়া হরিভজন করিবেন। কনক-চেষ্টা, কামিনী-চেষ্টা ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—এই তিনটিই হরিবিমুখতা। এই ত্রিমুখ-চেষ্টা ছাড়িয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীধামের সেবায় নিযুক্ত করা দরকার। তাহা হইলে ভোক্তৃ-অভিমান বিদূরিত হইবে—কৃষ্ণই যে একমাত্র ভোক্তা এবং আমরা সকলে ও জগতের যাবতীয় বস্তু যে একমাত্র তাঁহারই ভোগ্য, ইহা উপলব্ধি হইবে। এইরূপ বিচার উপস্থিত হইলে আমাদের যোষিৎ-সঙ্গ ত্যাগ হইবে। অকিঞ্চন হইলেই শ্রীধাম কৃপা করিবেন। অকিঞ্চনের যোষিৎসঙ্গলিপ্সা নাই, তিনি ভগবৎসেবানন্দী।

যিনি শ্রীধামে বাস করিতে ইচ্ছুক, তিনি শ্রীধামবাসিগণকে প্রণতি করিয়া তাঁহাদের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিবেন। শ্রীধাম অপ্রাকৃত বস্তু। শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যও অপ্রাকৃত। সুতরাং শ্রীধাম ও শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি প্রাকৃত-বুদ্ধি করিতে হইবে না। অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃতবুদ্ধি করা অপরাধ। শ্রীধাম শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার সেবকগণের সেবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক যে উপকরণ পাঠাইয়া দেন, তাহা সানন্দে শিরে ধারণ করিতে হইবে—শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যদ্বারা জীবন-যাপন করিতে হইবে। যাঁহারা অকিঞ্চন হইয়া শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য-দ্বারা সেবাময় জীবন-যাপন করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীগৌরধামের কৃপা লাভ করিবেন। মাধুকরী ভিক্ষা অপেক্ষাও শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য শ্রেষ্ঠ। মাধুকরী দ্রব্য নির্গুণ বস্তু, আর শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য চিন্ময় অপ্রাকৃত বস্তু। মাধুকরী হইতেও শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য স্বতঃসিদ্ধ ভগবৎ-প্রসাদ-বিচারে গ্রহণ ভজনের অনুকূল। শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য ভগবদিচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হন। নির্গুণ বস্তু হইতেও যেরূপ চিন্ময়ী ভগবৎ-ভক্তের শ্রেষ্ঠতা, তদ্রূপ মাধুকরী হইতেও পরং অবতীর্ণ চিন্ময় শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যের শ্রেষ্ঠতা। সেইজন্য ভগবদ্ভক্তগণ চিন্ময় শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যেই জীবন-ধারণ করেন। শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যে কোন বিচার নাই। গৌরপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার 'স্বনিয়মদশকে' লিখিয়াছেন,—

ব্রজোৎপন্ন-ক্ষীরাশন-বসন-
পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু
জীবাদি পুরতঃ॥

আমি নিরহঙ্কার হইয়া শ্রীব্রজ-ধামোৎপন্ন দুগ্ধাদি ভোজনীয় দ্রব্য এবং পরিধেয় বস্ত্র ও পাত্রাদির দ্বারা আহার-ব্যবহারাদি নির্ব্বাহ করিয়া নিয়মপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের সন্নিহিত শ্রীরাধাকুণ্ডতটে বাস ও মৃত্যুকালে শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু প্রমুখের সম্মুখে প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরেই যেন প্রাণ ত্যাগ করি।

ভূরি ভিক্ষা হইতে মাধুকরী শ্রেষ্ঠ এবং মাধুকরী হইতে শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি ভক্তের এত আদর। আমাদের পরম গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুও শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য, শ্রীধামের বৃক্ষের পত্র ও শ্রীধামবাসিগণের গৃহের দ্রব্য ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করিতেন না। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরও শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যে অদ্ভুত প্রীতি ছিল। শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য-দর্শনে তাঁহার অপ্রাকৃত পুলকোদ্গম হইত। পতিত-পাবন-শিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যকে চিন্ময় ভগবৎ-প্রেরিত অবতীর্ণ বস্তু জানিয়া তদ্ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যে জীবননির্ব্বাহকারী বৃন্দকেও পরম পুরুষোত্তমশালী বলিয়া স্মরণ করেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎ প্রেম না করিতে পারেন। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমা-গীতি অতুলনীয়। তাঁহার [illegible] অন্তর থাকেন না। তিনি কখনও [illegible] ধামে, কখনও [illegible] [illegible] দেশের সেবা করেন। পরদুঃখদুঃখী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ধামের অপার করুণার কথা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করেন এবং সেই কৃপা [illegible] আমরা যেন [illegible] হইতে পারি, এজন্য আমাদের সকলকে শ্রীধামে বাস করিতে ও শ্রীধামে আসিতে বলেন। আমরা যাহাতে হরিসম্বন্ধী স্থান, কাল ও পাত্রের সান্নিধ্য লাভ ও সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি, এজন্য তিনি সকলকেই উপদেশ প্রদান করেন। মাদৃশ হতভাগ্যের শ্রীধামে বাস করিবার অধিকার ও যোগ্যতা নাই। কিন্তু শ্রীধামবাসী শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব মাদৃশ দুর্ভাগা পতিত পামরকে অযাচিত কৃপা করিয়া শ্রীধামবাসের যোগ্যতা প্রদান করুন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা।

শ্রীধামের প্রত্যেক দ্রব্যই শ্রীধামেশ্বরের স্মৃতি উদ্দীপন করায়। তাঁহাদের এত দয়া! কিন্তু মাদৃশ হতভাগা তাঁহাদের সেই কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না, ইহাই দুঃখ। তবে শ্রীগৌরধাম ব্যতীত মাদৃশ পথভ্রষ্ট, অভক্ত, নিরাশ্রয়, পাতকীদের আর কেহ নাই, শ্রীধামের দয়ার তুলনা নাই—ইহাই একমাত্র ভরসা।

শ্রীধামের বাগানের কাজ, শ্রীধামের গৃহনির্মাণ প্রভৃতি কার্য্যাদি কর্মকাণ্ড নহে; ইহা শ্রীধামের সেবা। তাহাতে জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীধামের

সেবা ব্যতীত মানব বিক্ষিপ্তচিত্ত জীবের মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীগৌর-সুন্দর যাঁহার প্রেমধারা সেই গৌড়মণ্ডল ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধামের উন্নতিকল্পের জন্য —নাম-ভজন স্থান-নির্মাণ ও অন্নমহোৎসবের প্রবর্তনদ্বারা বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ উৎসাহবর্ধক ছিলেন। তিনি বলিতেন,—"প্রত্যহোৎসবের দ্বারা শ্রীধামের অবাধ্য সকলের ও অন্যোন্য-পরিবেষ্টিত Fully saturated—ঐ সকল ধর্ম সেবা করিলে তাহাদের সেবা-প্রবৃত্তির রাগ পাওয়া যায়।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একদিন বলিয়াছিলেন, "শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিতেন, রাজধানীর কাজ অগ্রসর হইতে থাকিলে তাঁহার ভক্তসেবা প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়। মায়াবিরুদ্ধ কার্য করিতে থাকিলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরমোৎসাহে পালকা-রূপে বিরাগিগণের কার্য পরিদর্শন করিতেন। তাঁহার স্থাপিত-কার্য সংরক্ষণের প্রতি একরূপ উৎসাহ দেখিয়া অনেক বিচারপর কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া বলিতেন,—হরি বিচারবিভাগে থাকিতে না হইয়া পুস্তবিভাগে থাকিলেই ভাল হইত। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেন, ভগবদ্ভক্তগণের ভজন-স্থান-নির্মাণে নিজের তখন স্পৃহা বৃদ্ধি হয়, ভক্তবৎসল ভক্তগণের বাসস্থান অন্য চিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠে। ইট, চুণ, তক্তা প্রভৃতি কৃষ্ণসেবার অনুকূল ব্যক্তিগণের কাছে জড় ও নিরর্থক বলিয়া বিচারিত হইলেও যাঁহারা সমস্ত কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত করিয়াছেন, সেই সকল অনুকূল ব্যক্তিগণের নিকট সেগুলি ভগবৎ-সেবার উদ্দীপন-আলম্বন-স্বরূপ। ইট, চুণ, তক্তা প্রভৃতি তাঁহাদের বিষ্ণু-বৈষ্ণব দর্শনের আবরণরূপ হইতে পারে না এবং তাহারা আরও অধিক-তরভাবে বিষ্ণুভক্তির উদ্দীপনা করিয়া দেয়।"

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আরও জানাইয়াছেন,—"ভক্তসেবা করিবার জন্য শ্রীধামে বাস করিতে হইবে। সুতরাং গুরু ও ভগবানের সেবা ব্যতীত তাঁহাদের নিকট আর কিছু সাহায্য চাহিলে এবং তাঁহাদের কাহারও অসন্তোষ প্রকাশ করিলে প্রত্যাশেবার পরিবর্তে শ্রীধাম-ভোগ নামক অপরাধ হইয়া পড়ে। শ্রীধাম ভোগ করা অপেক্ষা ভোগ্য-ভূমিকায় বাস করিয়া দূর হইতে শ্রীধামের ভক্তগণের সেবা করা আবশ্যক ভাবিয়া শ্রীধামে বাস করিলে আমাদের মঙ্গলোদয় হয়।"

শ্রীধামবাসী শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ দ্বারা শ্রীধামের সেবাসৌভাগ্য লাভ হয়। নচেৎ শ্রীধামের সেবা-অনাদরে স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে শ্রীধামভোগেরই অনুষ্ঠান হইয়া যায়।

মৌষল-লীলা

বিচারের অবয়ব পঞ্চপ্রকার, যথা—(১) বিষয়, (২) সংশয়, (৩) সঙ্গতি, (৪) পূর্বপক্ষ ও (৫) মীমাংসা। সম্প্রতি আমাদের বিচারের বিষয় 'মৌষল-লীলা'। 'মৌষল-লীলা' মহাভারতের মৌষলপর্বে, বিষ্ণু-পুরাণ ৫।৩৭শ অধ্যায়ে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৩০শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া মৌষললীলাচ্ছলে নিজ-পার্ষদগণকে স্বধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাই মৌষললীলার তাৎপর্য। তথাপি এবিষয়ে অজ্ঞজনের মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, তাহার সুমীমাংসা এস্থানে বিবৃত হইতেছে। মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণায়ক ও বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইয়াছে—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎসারথি দারুককে কহিলেন,—

ত্বন্তু মদ্ধর্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।
মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥
(ভাঃ ১১।৩০।৪৯)

হে দারুক, তুমি আমার ধর্ম অবলম্বনপূর্বক আমার লীলাতত্ত্বজ্ঞ হইয়া যাও এবং দুরিতান্ত লোক-ব্যাপারাদিতে উপেক্ষমাণ হও এবং সম্প্রতি প্রকাশিত মৌষলাদি লীলাকে আমার মায়ার ইন্দ্রজালের ন্যায় রচিত জানিয়া চিত্তক্ষোভ হইতে নিবৃত্ত হও। 'তু'-শব্দের দ্বারা অন্য প্রাকৃত ব্যক্তি মোহ-প্রাপ্ত হউক, কিন্তু তোমার পক্ষে সেই মোহ নিশ্চয়ই উপযুক্ত নহে, ইহাই সূচিত হইতেছে।

অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে—

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়া-বিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে
সংহৃত্য চাত্মমহিম্নোপরতঃ স আস্তে॥
(ভাঃ ১১।৩১।১১)

অর্থাৎ মৌষল-লীলায় হরির নির্যাণ শ্রবণ করিয়া ঐকান্তিক ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত খিন্ন হইলে ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁহাকে লীলাতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-দ্বারা সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক বলিতেছেন,—'হে রাজন্, পরমকারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পার্ষদ-যাদবগণের যে সাধারণ জীবের ন্যায় দেহ-পরিগ্রহ ও ত্যাগাদি-চেষ্টা, তাহা কেবল মায়াকৃত অনুকরণমাত্র, বস্তুতঃ ঐরূপ কোন ব্যাপার নাই। যেমন কোনও ঐন্দ্রজালিক নিজের ও পরের মিথ্যা জন্ম ও মৃত্যু দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবান্ও স্বয়ং এই বিশ্বপ্রপঞ্চ-নিবন্ধন মহোৎপাত-কলহাদিরূপ বৈষম্য সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া মর্ত্যগণের সহিত কিছুকাল খেলা করিয়া অন্তে সংহারপূর্বক নিজ মহিমাপ্রভাবে বিরত হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। এই শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকদ্বয় এবং আচার্যগণের ব্যাখ্যা তৎসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

পূর্বোক্ত শ্লোকের টীকায় শুদ্ধাদ্বৈত-বাদাচার্য শ্রীবল্লভাচার্যপাদ লিখিয়াছেন,—

"আবির্ভাবতিরোভাবরূপাশ্চেষ্টাঃ মায়য়া অনুকরণমাত্রমবেহি, নটো যথা অবিকৃত এব নানারূপৈর্যাদীন্ বিড়ম্বয়তি তদ্বৎ॥"

অর্থাৎ (ভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদবর্গের) আবির্ভাব-তিরোভাবরূপা চেষ্টা প্রপঞ্চের অনুকরণ মাত্র। উহা সত্য নহে। নট যেরূপ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই লোকচক্ষে নানারূপে জন্ম-মৃত্যুর অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে, সর্বাবধি ভগবান্ও তদ্রূপ।

শুদ্ধবৈষ্ণব আচার্যপ্রবর শ্রীমধ্বমুনি ভাগবত-তাৎপর্যে (৩।৪।২৯) স্কন্দপুরাণ-বচন উদ্ধারপূর্বক এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, যথা—

পৃথিবীলোকসংত্যাগো দেহত্যাগো হরেঃ স্মৃতঃ।
নিত্যানন্দ-স্বরূপত্বান্নৈবোপপদ্যতে॥
দর্শয়েজ্জনমোহায় সদৃশীং মৃতকাকৃতিম্।
নটবদ্ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরমানাকৃতিঃ স্বয়ম্॥

তাৎপর্য এই যে, হরির দেহত্যাগ বলিতে প্রপঞ্চ-লীলার সংগোপন বুঝিতে হইবে। কেন না, ভগবান্ নিত্যানন্দস্বরূপ। তাঁহার দেহত্যাগ বলিতে প্রপঞ্চ পরিত্যাগ ব্যতীত অন্য অর্থ গৃহীত হইতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণু প্রকৃতির অতীত পরম জ্ঞানময়-বিগ্রহ। তিনি বিমুখজন-মোহনার্থ ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় দেহ-ত্যাগাদির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমধ্বাচার্যচরণ মহাভারত-তাৎপর্য-গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

দেহত্যাগাদিকারেণ হরিণা তদিহাচ্যুতঃ।
মোহয়িত্বা মনুষ্যানন্যং তমঃ প্রাপয়িতুং
প্রভুঃ॥
চিদানন্দৈকদেহোঽপি তাদৃশং দেহমিবাপরম্।
সৃষ্ট্বা স্বদেহোপমিতং পাবকে ত্ববপাদয়ৎ॥
(মহাভারত-তাৎপর্য ৩২ অধ্যায় ৩৩-৩৪)

তাৎপর্য এই যে—শ্রীহরি যে দেহত্যাগাদি প্রপঞ্চলীলার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহার কারণ, মায়াধীশ প্রভু অচ্যুত অসুরগণকে মোহিত করিয়া অন্ধতমোলোকে প্রেরিত করিবেন। সুতরাং তাঁহার দেহ কেবল চিদানন্দ-ময় হইলেও তিনি নিজদেহোপম অপরদেহের ন্যায় একটী দেহ সৃষ্টিপূর্বক সেই দেহকে পৃথিবীপৃষ্ঠে অন্যদেহের ন্যায় শায়িত করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

অন্যত্র মহাভারত-তাৎপর্য (২।৮৩)—

মুহূর্তে শরপাতেন ভিন্নবপুর্বিরবঃ।
অজানন্ পৃচ্ছতি পার্থাংশকং ত্যক্ত্বা
বিবদ্ধঃ॥
ইচ্ছাতস্তন্মোহায় দর্শয়ামাস নাটিবৎ।
অবিজ্ঞানমেবেষাং মৃতবৎ তাদৃশং হরেঃ॥

এই শ্লোকেরও তাৎপর্য এই যে, শস্ত্রপাতদ্বারা স্বয়ং ভিন্ন হইয়া রুধির-পতন, দেহত্যাগ প্রভৃতি প্রাকৃত ব্যাপার ভগবান্ অসুরমোহনার্থ ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিদ্যুদ্বিদগণ ভগবানের অন্তর্ধানলীলাকে মৃতকের ন্যায় মিথ্যা জানিয়া থাকেন।

তত্ত্ববাদ-শাখার শ্রীমধ্বমুনির অষ্টাদশ-তম শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থপাদ শ্রীভাগবতের ১১শ স্কন্ধ ৩১শ অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকের 'পদরত্নাবলী'-টীকায় পুরাণ বচন উদ্ধারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

জগতাং মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
দর্শিন্ মানুষীং চেষ্টাং তথা মৃতকবদ্বিভুঃ॥
একাশনেদেহোঽপি মোহায় চ দুরাত্মনাম্।
মায়য়া মৃতবৎ দেবতাস্থাঃ প্রদর্শয়েৎ॥
মৃতো হি মৃতবৎ তত্র মৃত্যুভাবাৎ পরাত্মনঃ?

তাৎপর্য এই—পুরুষোত্তম অপরিচ্ছিন্ন ভগবান্ যে মর্ত্য, পরিচ্ছিন্ন, মায়িক মনুষ্যের ন্যায় নির্যাণাদিলীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা জগতের মোহোৎপাদনের নিমিত্তই। অহো, ভগবান্ দুরাত্মা-দিগের মোহোৎপাদনার্থ মায়ার দ্বারা মৃত-শরীর সৃষ্টি করিয়া এই মৌষল-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার মৃতদেহ (!) কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু তিনি পরাৎপর পরমাত্মা, তাঁহার দেহত্যাগ বা মৃত্যু নাই।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য শিষ্টপ্রবর শ্রীরামানুজের শিষ্য-পরম্পরাগত শ্রীবীর-রাঘবাচার্যপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩১।১১ শ্লোকে 'শ্রীভাগবত-চন্দ্র-চন্দ্রিকা'-টীকায় বলিয়াছেন—

"হে রাজন্! পরস্য পরমপুরুষস্য তনু-ভৃজ্জননাপ্যয়েহাঃ তনুভৃতাং যাদবানাম্ জননাপ্যয়েহাঃ। উৎপত্তিপ্রলয়রূপাশ্চেষ্টা মায়াবিড়ম্বনমনুকরণমাত্রমিত্যবেহি যথা, ইন্দ্রজালস্য জননাপ্যয়েহা অজনো গর্ভসম্ভবপ্রদর্শিতমপ্যয়ং দেহত্যাগরূপং প্রদর্শ-বিত্যাৎবিধাচেষ্টা মায়াবিড়ম্বনং মোহক-মাত্রমিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ হে রাজন্, পরমপুরুষ ভগবানের যাদবগণের মধ্যে উৎপত্তিপ্রলয়রূপা চেষ্টা মায়া-বিড়ম্বন অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-লীলার অনুকরণ-মাত্র জানিবে। ইন্দ্রজালবিৎ-মনুষ্যগণের ন্যায় গর্ভসম্ভব ও দেহত্যাগ প্রভৃতি একাদৃশী চেষ্টা অসুর-বিমোহন মাত্র। তাৎপর্য এই যে, ভগবান্ অসুরগণের সমক্ষে যে তাহাদেরই ন্যায় জন্মমরণাদি-লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে তাহারা ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মর্ত্যজীব-জ্ঞানে রাবণ, কংস, শিশু-পালাদির ন্যায় তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব

পোষণ করে। কখনও বা তাঁহার অপ্রাকৃত দেহকে প্রাকৃত পঞ্চভূতের বিকারমাত্র ধারণা করিয়া পরতত্ত্বকে নিরাকার-নির্বিশেষরূপে স্থাপন করে। ঐরূপ সিদ্ধান্তকারিগণ যে ভগবন্মায়ায় বিমোহিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ তাহাতে বিচলিত হন না। পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, "ভগবানের এইরূপ বিমোহন-লীলার তাৎপর্য্য কি? জীবের মঙ্গলের নিমিত্তই ভগবানের অবতার; ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে যদি জীবগণ তাহাতে বিমোহিত হইলেন, তাহা হইলে ভগবানের অবতার কিরূপে মঙ্গলময় হইল?" এতদুত্তরে বেদ বলিয়াছেন,—

"এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।" (কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৮)

অর্থাৎ যাঁহারা ভক্ত ও ভগবানে বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না, অথচ যাঁহাদের পুণ্যাভাসবশতঃ ভোগবাসনাও সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত হয় নাই—এরূপ ব্যক্তিগণকেও প্রযোজক-কর্ত্তা ভগবান্ এরূপ সাধুকর্ম্মে মতি প্রদান করেন, যাহাতে তাঁহারা অধোলোক হইতে ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতে পারেন। আর যাহারা ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষী হইয়া সর্ব্বভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তি-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ভগবানের প্রতি ... ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহাদিগকে অধোলোক অর্থাৎ আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করিবার বাসনায় অসাধু বা অপরাধ-জনক কর্ম্মেই মতি প্রদান করিয়া থাকেন। তাহাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্" ও "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।" শ্লোকদ্বয়ী আলোচ্য। ভগবানের ঐরূপ অসুর-মোহন-লীলায় কোনপ্রকার পক্ষপাতিত্ব-দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ" (২।১।৩৪) অর্থাৎ ভগবানে বৈষম্যাদি দোষ স্পর্শ করিতে পারে না যেহেতু কর্ম্মফলদাতা ভগবান্ কর্ম্মফলানুসারে জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রযোজক-কর্ত্তা ভগবানে দোষারোপ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বৃহদারণ্যকও বলেন,—

সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি ইত্যাদি। (বৃহদাঃ ৪।৪।৫)। ...পুরাণ ১।৪।৫১-৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধ-তত্ত্বাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী কৃষ্ণসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"এবামু-... মৌষলাদৌ যাদবগণের অন্যথা ভাব তথা অর্থাৎ দৈত্যের ন্যায় পান করিয়া যাদব-বৃষ্ণিগণ যেমন তাহারা পরস্পর ... করিয়া মুক্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; ভগবৎ-পার্ষদদিগের এইপ্রকার প্রাকৃত লোকের ন্যায় আচরণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন,—এইসকল পার্ষদ-বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম প্রকৃত নহে, উহা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মায়াকল্পিত। তবে শ্রীমদ্ভাগবতে কেন ঐসকল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণের বাক্য কখনও বিফল হয় না, ইহা জানাইবার জন্যই গো-ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ ভগবান্ ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেবল এই স্থলে নহে, অন্যত্রও এইপ্রকার মায়াবিস্তার দেখা যায়। বৃহৎ অগ্নিপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাবণ-কর্তৃক অপহৃতা সীতা মায়াকল্পিতা। সীতাহরণ-লীলা যেমন মায়িকী, মৌষল (ও মহিষী-হরণাদি)-লীলাও তদ্রূপ। মৌষললীলার মায়িকত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৩০।৪৯ শ্লোকে ভগবদ্বচন হইতেই জানা যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বলিতেছেন—হে দারুক, তুমি জ্ঞান-নিষ্ঠ অর্থাৎ মদীয় লীলা-তত্ত্বজ্ঞ, 'মদ্ধর্ম' অর্থে আমার স্বভক্ত-প্রতিপালনকারিতা ও নিজতুল্য পরিকর-সহিত-রূপ স্বভাব, 'আস্থ' বলিতে বিধান অর্থাৎ অধুনা প্রকাশিতা মৌষলাদি লীলাকে ইন্দ্রজালের মত আমার মায়ারচিতা জানিয়া উপেক্ষক অর্থাৎ বহির্দৃষ্টিজাত এই শোকে উপেক্ষাপূর্ব্বক উপশম অর্থাৎ চিত্তক্ষোভ হইতে নিবৃত্তি লাভ কর।

যাদবগণের দেহত্যাগই যখন ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়িক, তখন সর্ব্বশাস্ত্রে অন্তরগণের অন্যথা প্রভৃতি সংবাদের অনিত্যতার উদাহরণ-স্বরূপ ও তাহাদের দেহত্যাগাদির কথা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও মায়িক লীলা-বর্ণনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩১।৬ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে যে যোগিগণ আগ্নেয়ী যোগধারণায় নিজদেহ দগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ লোকাভিরাম ধারণা-ধ্যানের মঙ্গলস্বরূপ নিজতনু দগ্ধ না করিয়া স্বীয়ধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকায় শ্রীধরস্বামিপাদ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—যোগিনো হি স্বকলেবরমাগ্নেয্যা ধারণয়া দগ্ধ্বা লোকান্তরং প্রবিশন্তি ভগবাংস্তু ন তথা কিন্তু অদগ্ধ্বৈব স্বতনুসহিত এব স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠাখ্যমাবিশৎ। তত্র হেতুঃ লোকাভিরামাং লোকানামভিরা-মোহস্তি যস্যাং ... ধারণাধ্যানমঙ্গলং ... কিঞ্চ ধারণায়াং ধ্যানস্য চ মঙ্গলং শোভনং বিষয়ং ইত্যর্থঃ তনোর্নির্বিষয়ত্বং স্যাৎ। মৃতৌ চাপি ভক্তানাং তথৈব তদ্রূপঃ সাক্ষাৎকারঃ ফলপ্রাপ্তিশ্চেতি ভাবঃ। ইহ শরীরপ্রতিপাদনে বা যথা প্রত্যয়েনাপি তু লোকাভিরামাদিত্যাদিনাং বিশেষণা-নামানর্থক্য-প্রসঙ্গাৎ ... তিরোভাব নির্দিষ্টস্তেন সাম্যম্।"

অর্থাৎ যোগিগণের মৃত্যু তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। তাঁহারা যোগ-ধারণানলে নিজতনুকে দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু ভগবান্ সেরূপ করেন না। তিনি নিজ তনুকে দগ্ধ না করিয়া স্বকীয়ধাম বৈকুণ্ঠে প্রবিষ্ট হন। তাহার কারণ, তিনি লোকাভিরাম অর্থাৎ তাঁহাতে লোক সকলের সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি, সুতরাং তাঁহার তনু জগতের আশ্রয়স্বরূপ। সেই তনু দগ্ধ হইলে জগদ্দাহ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণরূপই ধারণা ও ধ্যানের মঙ্গল অর্থাৎ সুন্দর বিষয়। এই রূপের অনিত্যত্ব সিদ্ধান্ত করিলে ধারণা ও ধ্যান উভয়েরই নির্বিষয়তা উপস্থিত হয়। অদ্যাপি দেখা যায়, উপাসক-গণ শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করেন এবং দর্শনের যে ফল তাহাও প্রাপ্ত হন।

অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে, অপ্রাকৃত-দেহ যাদবগণের দেহত্যাগাদি অসম্ভব। যাদবদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক প্রতিপালিত, তাঁহাদেরও পর্য্যন্ত দেহ-নাশ সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং যাদবগণের নিধনাদি তাত্ত্বিক লীলাগত নহে, মায়িক। তাঁহাদের স্বশরীরে নিজলোকে গমন অতীব সঙ্গত।

কৃপাসিন্ধু ঠাকুর শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন,—"ভগবান্ বাৎসল্যরসের সাগরস্বরূপ। তিনি পূর্ব্বে পুত্রপৌত্রাদির প্রতি অতিশয় স্নেহযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে পালন করিয়াছেন,—আর এখন সেই প্রদ্যুম্নাদি নিজ পরিকরগণের বিনাশ কিরূপে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'মায়য়া'। এখানে 'মায়া'-শব্দের দ্বারা ভগবানের স্বরূপ-ভূতা হ্লাদিনী স্বরূপা মায়া কহেন, কারণ সেই স্বরূপভূতা মায়া ভগবান্কেও মোহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু মায়াধীশ ভগবান্কে তাঁহার আশ্রিত মায়া বিমোহিত করিতে পারে না বলিয়া ভগবান্ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার নিজকৃত লীলাপরিকর প্রদ্যুম্নাদি যাদবগণ দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করিতেছেন এবং প্রদ্যুম্নাদিতে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট দেবতাগণ যাদবগণের অঙ্গসমূহ হইতে সেইক্ষণে প্রভাসতীর্থে আগমনপূর্ব্বক ভোজন, পান এবং কলহ আত্মানুসারে স্বর্গে গমন করিলেন। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ভগবানের ব্যূহ। অতএব সেই যাদবগণ সকলেই আমার গণ সর্ব্বদা আমারই প্রিয়পাত্র এবং আমার ন্যায় সদ্গুণযুক্ত। যেরূপ লক্ষণ ও ভরত নিজ নিজ অপ্রাকৃত ধাম হইতে স্বেচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে প্রকটিত হন, সে রূপ যাদবগণও জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পদ্মপুরাণের এই উক্তি হইতে এবং দেবগণের হিতার্থে আমরাও ... লাভ করিয়াছি— হরিবংশে অক্রূরের এই উক্তি হইতেও যাদবগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণবশতই যাদব প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট কার্ত্তিক প্রভৃতি দেববর্গের অধিকার-মধ্যে বিনাশে অযোগ্যহেতু এই মৌষললীলা মায়িকী, কিন্তু মায়িকী হইলেও ইহা সর্ব্ববিধ মায়িক স্ফূর্ত্তির ন্যায় নহে। যেহেতু ইহা শ্রীকৃষ্ণলীলার অন্তর্গত ব্যাপার এবং অচিন্ত্য যোগমায়ার অনুমোদিত কার্য্য। অতএব ইহাকে 'সত্য' বলিয়াই জানিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে—পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলায় এই ব্যাপারটী অসুরমোহনার্থ সাধিত হয়, গোলোকে অপ্রকট লীলার মধ্যে এরূপ কোন হিংসা বা সঙ্ঘর্ষণরূপ ব্যাপার নাই, প্রকট লীলার ... বলিয়া ইহা মিথ্যা। ইহাদ্বারা কৃষ্ণবহির্মুখ পাষণ্ডীগণ মোহিত হয় বলিয়া এই লীলাও মায়িকী।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন,—

মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষীহরণ আদি সব মায়াময়॥

(চৈঃ চঃ ম ২৩।১১২)

———

লক্ষ্ণৌতে প্রচার

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌরাঙ্গমঠের সেবকবৃন্দ গত ১০ই মে রবিবার দিবস লক্ষ্ণৌ-সহরস্থিত মুরলীনগর পল্লীতে 'দি কুইন গার্লস স্কুলে'র শিক্ষক শ্রীযুক্ত স...কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সেবকগণ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১৫ই মে শুক্রবার উপদেশক শ্রীপাদ অ... দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন

———

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, অপরাহ্ণে শ্রীনবদ্বীপ-প্রকাশ ও গৌড়ীয় এবং সন্ধ্যারতির পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। শ্রীভক্তিবিনোদ-ভবনে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীউপদেশামৃত ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত সেবকগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে শ্রীধামবাসী ভক্ত ও প্রজাবৃন্দ সজ্জনবৃন্দের নিকট পল্লীতে প্রচারমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য, ১৫দশী দিনের জ			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲		" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
অর্দ্ধ কলম			" এক কলম	৫৬৲
এক কলম	১২৲			

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবগোপাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আদর্শগ্রন্থখানি প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসাধনরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আদর্শগৃহস্থ এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগরূপ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

জ্বরের পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত শীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। শিকড়, মূল সংযুক্ত কাথাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফাণ্ড

গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ডে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার এক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের জেলাসমূহ যুদ্ধতহবিলে ও ইষ্টইণ্ডিয়া ফাণ্ডে যথাক্রমে ১৫,৫২,৫৩৮৲ ও ৭,৯৭,৮৫২৲, বাঙ্গলার বাহিরে জেলাসমূহ ৫,৭৮৩৲ ও ১,৮০,২৬৫, বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ-তহবিলে ১১,৩৪,৬৮০৲, ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন ৭৯,৯২১৲, ত্রিপুরা ষ্টেট ১৪,০০০৲ বি এন এ রেলওয়ে যুদ্ধতহবিলে ও ইষ্টইণ্ডিয়া ফাণ্ডে ১,৮২৯ ও ১,০২,৮৮৮৲ বি, এন, রেলওয়ে ১২৫৲ ও ১,০৭,০৭৭৲, ই, আই, আর ৩০৩৲ ও ২,০৩,৮৭৫৲ মোট ৩৮,১ ,৮৭৪ ও ১৯০২,৩৩৭ দিয়াছে। কলিকাতার যুদ্ধতহবিলে ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ডে ২৩,৫৯,৭১৮৲ ও ৫৫,০৩,-৫২৭৲ সংগৃহীত হইয়াছে। সর্বসমেত যুদ্ধতহবিলে ও ইষ্টইণ্ডিয়া ফাণ্ডে মোট ৫১,৭৮,৫৯২৲ ও ৭১,৫০,৭৭৪৲ সংগৃহীত হইয়াছে।

১৯৪০ সনের জন্মমৃত্যুর হার

বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ১৯৪০ সনের যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষে মোট ১,৬৮১,৮৫৬টি জন্ম রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে; ইহার পূর্ব্ব বৎসরে জন্মসংখ্যা ছিল ১,৫৩৭,৬৫১; অতএব ৮৪,২০টি জন্ম অধিক পরিলক্ষিত হইয়াছে। জন্মের হার প্রতি হাজারে ৩৩'৭ জন; ইহা ১৯৩৯ সনের জন্ম হার অপেক্ষা শতকরা ৫'৩ বেশী। ১৯৪০ সনে রেজেষ্ট্রীকৃত মৃত্যুর সংখ্যা ১,১১১,-০৮২; ইহার পূর্ব্ব বৎসরে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১,০৯০ ৫৩০; এই উভয় বৎসরের সংখ্যা তুলনা করিলে আলোচ্য বর্ষে ২০,৫৫২ জন বেশী মরিয়াছে এবং মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২২'৩ জন; ইহা পূর্ব্ব বৎসরের মৃত্যু হার অপেক্ষা শতকরা ১'৮ অধিক। মৃত্যুর চেয়ে জন্মের সংখ্যা ৫৭০,৭৩৪ অধিক; ১৯৩৯ সনে মৃত্যুর চেয়ে জন্মের সংখ্যা ৫০৭,১২১ বেশী ছিল। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শুধু মাত্র কলিকাতা জেলায় জন্মের চেয়ে মৃত্যুর সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। বাঙ্গলাদেশে জন্মের হার বিহার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও সিন্ধু ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে কম; মৃত্যুর হারও যুক্ত প্রদেশ ও উড়িষ্যা প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের দেশের চেয়ে কম।

১৯৪০ সনের শিশু ও প্রসূতির মৃত্যুহার

১৯৪০ সনে বাঙ্গলা দেশে মোট শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ২৬৭,৮৯৭; ইহার পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ২৩৪,৩০১। শিশুর মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রতি হাজারে ১৫৯'৩ জন; ১৯৩৯ সনে প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার ছিল ১৫৩'৬।

১৯৪০ সনে তিনটি নূতন শিশু ও প্রসূতি-মঙ্গল সমিতি খোলা হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্য সামগ্রিতে যথাযোগ্য সাহায্য দিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এই প্রকারের ১৮টি কেন্দ্রে কাজ চলিয়াছিল। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত প্রসূতি ও শিশু-কল্যাণ বিভাগের মহিলা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রসূতি ও শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা ঠিক করিতে ও ঔষধ খোলায় উৎসাহ প্রদানে এই প্রদেশের সমগ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সিন্ধুতে গবর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রসবের পূর্বে ও প্রসবের সময় ধাত্রীর যত্ন ও সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশীয় ধাত্রীদিগকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল।

রাশিয়ায় হিটলারের সৈন্য সংগ্রহ

সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী বলিয়াছেন যে, হিটলার দিবারাত্র তাঁহার আক্রমণ বাহিনীর জন্য রাশিয়ানদিগকে সংগ্রহ করিতেছেন। বাহারা সৈন্য হইতে অস্বীকৃত হবে তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কয়েকজন রাশিয়ান বালক গৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল। প্রকাশ, তাহাদিগকে গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। জার্মান অধিকৃত লেনিনগ্রাড এলাকায় এইভাবে জোর করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করা হইতেছে। পুস্কভ, অষ্ট্রভ ও অন্যান্য স্থানের জনসাধারণ বলিতেছে যে, জার্মানরা ১৭ হইতে ৫৮ বৎসর বয়স্ক সমস্ত পুরুষকে জার্মানীতে পাঠাইতেছে। সংগৃহীত জন সৈন্যদিগকে ট্রেনিং দিয়া জার্মানীতে দেওয়া হয় এবং সেখান হইতে তাহাদের আক্রমণে পাঠান হয়। যে সমস্ত রাশিয়ান বালক গৃহ হইতে পলাইতে পারিয়াছে তাহারা গরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকারী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible]তায় শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "ভক্তিলেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। [illegible] প্রত্যেক পাঠকের নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১২ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২৭শে মে, ইং ১৯৪২, বুধবার } ৬২তম সংখ্যা

"মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ব'লে কোন দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'রবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'রবে, কোন অংশে কম মনে ক'রবে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ পুরুষোত্তম, বুধ, অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

জীবের স্বতন্ত্রতা আছে কি না?

——:০:(*):০:——

চেতন-মাত্রেরই স্বতন্ত্রতা আছে। স্বতন্ত্রতা চেতনের বৃত্তি। জড়ের স্বতন্ত্রতা নাই। জীব চেতন, জড় নহে; সুতরাং তাহার স্বতন্ত্রতা আছে কি না, এসম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ নাই। স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। গোলোক-বৃন্দাবনস্থ বলদেব-প্রকটিত এবং পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত নিত্যপার্ষদ জীব অসংখ্য আছেন। তাঁহারা সকলেই রসিক ও নিত্য উন্মুখ। জীবশক্তিতে চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা বলবান্। মায়া-শক্তির সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা মায়াতীত বস্তু। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবানন্দে মগ্ন থাকেন। তাঁহারা নিত্যমুক্ত। প্রেমই তাঁহাদের জীবন। শোক, মৃত্যু ও ভয় যে কি বস্তু, তাহা তাঁহারা জানেন না। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু হইতে প্রকটিত জীবও অনন্ত। তাঁহারা তটস্থ। তাঁহারা অণুচৈতন্য-প্রযুক্ত সর্ব্বদা তটস্থভাবে চিজ্জগতের দিকে এবং মায়াজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ নিত্যবদ্ধ, আবার কেহ নিত্যমুক্ত। তটস্থ জীব খুব দুর্ব্বল, সেবা বস্তুর কৃপা না পাওয়ায় চিদ্বল লাভ করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে যে-সকল জীব মায়া-ভোগ চান, তাঁহারা মায়াবদ্ধ হন; আর যাঁহারা ভগবৎসুখ চান, তাঁহারা ভগবৎ-কৃপায় চিদ্বল লাভ করিয়া চিদ্ধামে গমনপূর্ব্বক ভগবৎসেবা-সুখে মগ্ন হ'ন। জীব স্বরূপতঃ অণু হইলেও তাহার সংখ্যা অনন্ত। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল [illegible]দেব বলিয়াছেন,—"বৈষ্ণবের মধ্যে দুইরকম—বিভিন্নাংশ জীব ও আশ্রয়-বিগ্রহগণ। মুক্ত জীবই বৈষ্ণব। মধুর রসে—বার্ষভানবী, বাৎসল্যরসে—নন্দযশোদা; ইঁহারা স্বাংশ—স্বরূপশক্তি। স্বরূপশক্তি বা পরিকরগণ ঠিক মুক্ত জীব নহেন। তাঁহারা চিচ্ছক্তির বিলাস। বিভিন্নাংশ জীব কারণার্ণবশায়ী হইতে প্রকটিত। তাঁহারা তটস্থ। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রকটিত জীব নিত্যসিদ্ধ। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ কারণার্ণবশায়ী হইতে প্রকটিত জীবের সহিত ঠিক সমান নহেন, তাঁহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তটস্থাবস্থায় কেহ থাকিতে পারেন না। উহা নির্বিশেষ অবস্থা। হয় মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবে, না হয় জড়ে আবদ্ধ হইতে হইবে। সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত জীব নিত্যসিদ্ধ, তাঁহারা কখনও বদ্ধ হন না। কারণার্ণবশায়ী-প্রকটিত জীবের মধ্যে কতকগুলি মুক্ত ও কতকগুলি বদ্ধ হন। তাঁহাদের মায়াবশযোগ্যতা আছে। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে জীব বলা যাইবে না। কারণার্ণবশায়ী-প্রকটিত জীব মুক্ত হইয়াও অপূর্ণ থাকে। বৈকুণ্ঠেই নারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। সন্ধিনী-শক্তি-প্রকটিত শ্রীধাম শ্রীবৃন্দাবনের সহিত সমান। তিনি বহুরূপে গৌরসেবা করিতেছেন।"

চেতনের ধর্ম্ম স্বতন্ত্রতা জীবের মধ্যে আছে ও থাকিবে। কৃষ্ণবহির্মুখতাই এই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। যেখানে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার, সেখানেই মায়ার [illegible]। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারের নামই [illegible] ভক্তি, আর উহার অসদ্ব্যবহারের নাম মায়াবদ্ধতামূলক ভোগ বা ত্যাগ। জীবের এই স্বতন্ত্রতা বা চেতনের লোপ করা [illegible] নয়। স্বতন্ত্রতা-সম্পত্তির সদ্ব্যবহারই বুদ্ধিমত্তা, আর অসদ্ব্যবহারই মূর্খতা। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারে জীবের যে স্বতন্ত্রতার প্রকাশ, উহা পূর্ণ শরণাগতির নামান্তর। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"অনর্থমুক্ত জীব যখন নিজের কৃষ্ণদাসরূপ নিত্যস্বরূপ বুঝিতে পারেন, তখন তিনি ভগবদ্দাসরূপ নিত্যধর্ম্মে নিত্যাসক্ত হইয়া অভিমুক্তগণের সেবাধর্ম্ম লাভ করেন। ইহাই চরমস্বাধীনতা। কৃষ্ণের সহিত যে বন্ধন, তাহা ইন্দ্রিয়তর্পণের দাস্য নয়। স্বরাট্ পুরুষের দাস্যে পূর্ণতম স্বাধীনতা, পূর্ণতম স্বেচ্ছা-চেতন। এই বন্ধন পরমমুক্তগণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিত্যবন্ধনই—প্রেমবন্ধনই স্বাধীনতার চরম সীমা।"

আত্মা—দাস, পরমাত্মা—প্রভু। পরমাত্মাই জীবের নিয়ন্তা, পাতা, রক্ষাকর্ত্তা ও ঈশ্বর। জীব কৃষ্ণের, অন্য কাহারও সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণের জীব [illegible] আজ কৃষ্ণকে ভুলিয়াছে। জীবের 'আমার' বলিতে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ ব্যতীত আর কেহ নাই। জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। ঈশ্বর [illegible] করেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] তাঁহাকে [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] —মায়াময় ও [illegible]। [illegible] উন্মুখ [illegible]। জীব [illegible] স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার [illegible] অবলম্বন করে না [illegible] জীবকে উন্মুখ [illegible] করিয়া থাকেন। ভগবান্ জীবের [illegible] হইলেও তিনি জীবের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করেন না। জীব—প্রয়োজন-কর্ত্তা আর ঈশ্বর—প্রয়োজক-কর্ত্তা। ঈশ্বর—[illegible] জীব [illegible]। ভগবান্ প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে বাস করেন এবং সাক্ষিস্বরূপে তাদের মানসিক ক্রিয়াকলাপ সর্ব্বক্ষণ প্রত্যক্ষ বা দর্শন করিয়া থাকেন। জীব জড় বা অচেতন নহে। যদি জীবের স্বতন্ত্রতা না থাকিত, [illegible] ভগবান্ তাহাকে নানাভাবে [illegible] উপদেশ দিতেন না। তবে একটা কথা এই,—জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও জীব [illegible] পূর্ণস্বতন্ত্র অর্থাৎ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র নহে। জীব [illegible] অণু, তাহার স্বতন্ত্রতাও [illegible] পাঁচ হাত পরিমাণ [illegible] পাঁচ হাতের মধ্যে বিচরণ [illegible] স্বাধীনতা আছে সত্য, কিন্তু দশহাতের বিচরণ করিবার [illegible] বিচরণ করিবার স্বাধীনতা তাহার নাই। জীবের স্বতন্ত্রতা

[illegible] তার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার [illegible]। [illegible] মায়ার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া [illegible] বহির্মুখ [illegible] আলোচনা করিয়াছি।

প্রঃ—[illegible] হইতে [illegible] জীব কেন মায়া দ্বারা [illegible] হইল? [illegible] রাখিয়াছেন?

উঃ—ভগবৎসেবাপরায়ণতাই জীব-স্বরূপের ধর্ম; [illegible] অণুচৈতন্য সে স্বতন্ত্রতা, তাহা জীবের স্বরূপসিদ্ধ। সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিলে কৃষ্ণোন্মুখতা বজায় থাকে; তাহার অপব্যবহার করিলেই কৃষ্ণবৈমুখ্য হয় এবং সেই বৈমুখ্যক্রমে মায়াকে ভোগ করিতে চায়; 'আমি কর্তা-ভোক্তা' এই রূপ অভিমান আসিয়া তখন স্থান পায়; অবিদ্যা, অস্মিতা, প্রভৃতি পঞ্চপর্বা অবিদ্যার দল আসিয়া জীবের স্বরূপকে আবরণ করে। স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার ও অপব্যবহারই আমাদের দুঃখ ভোগের ও বদ্ধ হওয়ার একমাত্র হেতু।

প্রঃ—কৃষ্ণ পরম করুণাময়, তিনি জীবকে এরূপ দুর্বল করিয়া কেন সৃজন করিয়াছেন, যে দুর্বলতাক্রমে জীব মায়াভিনিবেশে পতিত হয়?

উঃ—কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত নানারূপে লীলা হইবে—এই ইচ্ছায় তিনি জীবকে আদি তটস্থ অবস্থা হইতে পরমোচ্চ মহাভাবাবধি স্থাপিয়া অনন্ত উন্নত পদের উপযোগী করিয়াছেন এবং উন্নতিযোগ্যতার সুবিধা ও দৃঢ়তার জন্য অতি নিম্নে মায়িক জড়ের সহিত অহেতু—'অহঙ্কার' পর্যন্ত পরমানন্দলাভের অনন্ত বাধাস্বরূপ মায়িক অধোমার্গ সৃষ্টি করিয়াছেন। অধোমার্গগত জীবসকল স্বরূপভ্রষ্ট, নিকৃষ্টপদস্থ ও কৃষ্ণবহির্মুখ; এই অবস্থায় জীব যত অধোগমন করিতে থাকে, পরমকারুণিক কৃষ্ণ স্বশক্তি ও ভক্তগণের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া উচ্চগতির সুবিধা প্রদান করেন। যাঁহারা সেই সুবিধা গ্রহণপূর্বক উচ্চগতি স্বীকার করেন, তাঁহার ক্রমশঃ চিন্ময় ধাম ও নিত্যপার্ষদগণের অবস্থান লাভ হয়।

প্রঃ—ঈশ্বরের লীলার জন্য জীবসকল কেন কষ্ট পায়?

উঃ—স্বতন্ত্রবাসনা মাত্র জীবের পক্ষে [illegible] কেন না, স্বতন্ত্রবাসনাতেই প্রকৃত [illegible]। জীব সেই স্বতন্ত্রবাসনা লাভ করিয়া জড়জগতের প্রভুতা লাভ করিয়াছে। 'দুঃখ' ও 'সুখ' উভয়ই মাত্র, যাহাকে আমরা 'দুঃখ' বলি, ভোগাসক্ত ব্যক্তি তাহাকে 'সুখ' বলে। সমস্ত বিষয়ের উৎকর্ষ অর্থাৎ [illegible] 'দুঃখ' [illegible] বিষয়াসক্ত পুরুষ দুঃখ পায়; সেই দুঃখ অতিশয় হইলেই অধিকতর সুখের বাসনা জন্মায়। সেই বাসনা হইতে বিবেক, বিবেক হইতে জিজ্ঞাসা; জিজ্ঞাসার দ্বারা সাধুসঙ্গ ও শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধোদয় হইতে উত্তরোত্তর উন্নতি হয়; অতএব ক্লেশটী চরমে শুভপ্রদ। মলযুক্ত কাঞ্চনকে অগ্নি জ্বালাইলে ও পেষণ করিলে স্বর্ণ নির্মল হয়; জীবও সেইরূপ মায়াভোগ ও কৃষ্ণবহির্মুখতারূপ মলযুক্ত হইলে মায়িক-ক্লেশরূপ পীড়ার উপর তাহাকে নিপীড়িত করিয়া শুদ্ধ করা হয়। অতএব বদ্ধজীবের যে ক্লেশ, তাহা শুভপ্রদ এবং করুণার ব্যাপার; এই প্রকার কৃষ্ণলীলার ফলের যে ক্লেশ, তাহা দূরদর্শীর নিকট মঙ্গলময়, অদূরদর্শীর নিকট ক্লেশমাত্র।

প্রঃ—জীবের বদ্ধাবস্থার ক্লেশ যখন চরমে শুভদ, তখন বর্তমান অবস্থায় বিশেষ কষ্ট; এই কষ্টপ্রদ পথ না করিয়া সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ কি অন্য কোন পথ করিতে পারিতেন না?

উঃ—কৃষ্ণলীলা অদ্ভুত ও বিচিত্র; ইহাও একপ্রকার বিচিত্র লীলা। স্বেচ্ছাময় পুরুষ যখন সর্বপ্রকার লীলা করিতেছেন, তখন এ প্রকার লীলাটী বা কেন না হইবে? সর্বপ্রকার বিচিত্রতা বজায় রাখিতে হইলে কোনপ্রকার লীলা পরিত্যাগ হইতে পারে না, আবার অন্যপ্রকার লীলা করিলেও লীলার উপকরণদিগের কোন-না কোনপ্রকার কষ্ট স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে। কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্তা। উপকরণ সকল পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্তার পুরুষের করণরূপ বিষয়। কর্তার ইচ্ছার অধীন হইতে গেলেই কিছু-না কিছু কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক; সেই কষ্ট যদি চরমে সুখ দেয়, তবে সে কষ্ট কষ্ট নয়; তাহাকে তুমি কষ্ট কেন বল? কৃষ্ণলীলা-পোষণের জন্য জীবের ক্লেশও সুখময়। কৃষ্ণলীলায় যে ক্লেশ, তাহা পরিহার করিয়া স্বতন্ত্রতাদি দ্বারা মায়াভিনিবেশবশতঃ ক্লেশ স্বীকার করিলে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা জীবের দোষ, কৃষ্ণের কোন দোষ নাই।

প্রঃ জীবকে স্বতন্ত্রবাসনা না দিলে কি ক্ষতি হইত? কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ, অতএব তিনি জানিতেন যে, জীবকে স্বতন্ত্রতা দিলে সে কষ্ট পাইবে; অতএব জীবের কষ্টের জন্য কৃষ্ণ দায়ী হন কি না?

উঃ—স্বতন্ত্রতা একটী রত্ন বিশেষ; জড়জগতে অনেক বস্তু আছে, যেগুলিকে এ রত্ন দেন নাই, এইজন্য তাহারা তুচ্ছ ও হেয়। জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড়বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত। জীব চিৎকণ, চিদ্বস্তুতে যে অণু স্বতন্ত্রতা, তাহা জীব স্বভাবতঃ লাভ করিবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতারূপ একটী ধর্ম নিহিত আছে। নিত্যধর্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না; অতএব জীব যে-পরিমাণ অণু, তাহার স্বতন্ত্রতাও সেই পরিমাণ অণু থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতাধর্মযুক্ত জীব জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়জগতের প্রভু হইয়াছে। অতএব স্বতন্ত্রতা-ধর্মবিশিষ্ট জীব কৃষ্ণের প্রিয়সেবক। সেই জীব যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়াতে অভিনিবেশ করে, তখন করুণাময় কৃষ্ণ জীবের অমঙ্গল দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্ধার করিতে যান—জীব কৃষ্ণের অপ্রকট লীলা জড়জগতে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণ দয়া করিয়া স্বীয় অপ্রাকৃত লীলা জগতে উদয় করেন, আবার জীব সেই লীলাতত্ত্ব এ অবস্থায় বুঝিতে পারে না দেখিয়া গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া পরম উপায়স্বরূপ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা গুরুরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং নিজভক্তচরিত্র-দ্বারা শিক্ষা দেন। এমন দয়াময় কৃষ্ণকে কি কোনপ্রকার দোষারোপ করিতে পার? তাঁহার করুণা অপার, কিন্তু তোমার দুর্দৈব অতিশয় শোচনীয়।

প্রঃ—তবে কি মায়াশক্তিই আমাদের দুর্দৈব ও শত্রু? সর্বশক্তিময় সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ মায়াকে দূর করিলে জীবের ত' কষ্ট হইত না?

উঃ—মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া, অতএব শুদ্ধা। এ বিকার, মলযুক্ত জীবকে সংস্কার করিবার স্থাপন অর্থাৎ উপযুক্ত করিবার উপায়। মায়া কৃষ্ণদাসী কৃষ্ণবিমুখজনকে দণ্ড দিয়া চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করেন। 'কৃষ্ণের নিত্যদাস আমি'—এই কথাটী ভুলিয়া যাওয়া চিৎকণস্বরূপ জীবের পক্ষে অপরাধ ও দোষ; সেই দোষে দুষ্ট হইলে জীব মায়া-পিশাচীর দণ্ড্য হইয়া পড়েন। মায়িক জগৎটী দণ্ড্য জীবের কারাগার। রাজা যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপন করেন, কৃষ্ণও এরূপ জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করত জড়জগৎরূপ কারাগার এবং জড়মায়ারূপ কারারক্ষীকে স্থাপন করিয়াছেন।

প্রঃ—চিৎকণস্বরূপ জীবকে মায়া-নিগড় কি প্রকারে বাঁধিতে পারে?

উঃ—মায়িক বস্তু চিদ্বস্তুকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। তবে 'আমি মায়াভোক্তা'—এই অভিমান করিবামাত্র জীবের ভোক্তৃত্বরূপ লিঙ্গশরীর হইয়া পড়ে; সেই লিঙ্গশরীরে স্থূলদেহরূপ মায়িক নিগড় যুক্ত হয়। [illegible] যে সকল উচ্চলোকবাসী দেবতা, তাঁহাদের পদদ্বয়ে সোনা বা স্বর্ণনিগড় যুক্ত হয়; ব্রাহ্মণ জীবসকল দেবতা ও মনুষ্যজীবগণ, তাঁহাদের পদে রৌপ্য বা তাম্র-নিগড়; শূদ্র-জীবসকল পশ্বাচারীর জড় ন্যায় হয়, তাঁহাদের পদে তাম্রময় বা লৌহ-নিগড় যুক্ত আছে। সেই নিগড়বদ্ধ জীবসকল কারাগৃহের বাহিরে যাইতে পারে না—বহুপ্রকার ক্লেশনিকরদ্বারা আবদ্ধ থাকে।

গুরুদর্শন কথন হয়?

——::(০):——

অপ্রাকৃত বস্তু জীবের প্রতি অসীম করুণা প্রকাশ করিয়া এজগতে উদিত হন। পদ্ম যেমন জলস্পর্শ করিয়া আছে, কিন্তু জলের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই—সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে, তদ্রূপ অপ্রাকৃত বস্তুও বদ্ধজীবের নিকট এজগতের কোন ব্যক্তি ও বস্তু-বিশেষরূপে দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা তাহা নহেন। চেতনাবৃত আমাদের নিকট অপ্রাকৃত-বস্তু অনাবৃতরূপে প্রকাশিত হন না। যে পরিমাণে চেতনের বৃত্তি উন্মুক্ত হইবে অর্থাৎ শরণাগতি হইবে, সেই পরিমাণেই তাঁহাদের স্বরূপানুভূত হইবে। মায়া আমাদের উপর অজ্ঞান বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, আমরা সেই জালে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। যে সৌভাগ্যবান্ জীবের উপর শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা বর্ষিত হয়, তাহার আর ঐ জাল, আবরণ বা বাধা থাকে না। এই সুদর্শন লাভ হয় একমাত্র শ্রীগুরুদেব বা শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায়। তখন আর ঐ সকল বস্তু যোগপ্রভ করিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা বা প্রতারণা করেন না। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অযাচিত কৃপা হইলে তবেই সমস্ত বস্তু তাঁহাদের স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করিবে।

শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরধাম অভিন্ন বস্তু। অপ্রাকৃত ধামের অনুগত হইলেই তিনি কৃপাপূর্বক তাঁহার স্বরূপ দেখাইবেন। শ্রীধামের তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, ধূলি—শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাময়—বিপ্রলম্ভলীলার পরিকারক। নিষ্কপট জীব যে কালে এই শ্রীগৌরধাম আশ্রয় করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পাদপদ্মকেই সর্বস্ব ও নিজেকে সর্বাপেক্ষা দীন-হীন, নীচ পতিতভাবে সজলনেত্রে উচ্চৈঃস্বরে অকৃত্রিম দৈন্য-আর্তি-উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে সম্বোধনপূর্বক শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপাপ্রার্থনা করেন, তখনই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার প্রতি পতিত হয় এবং তখনই তাঁহার সংসারবাসনা তুচ্ছ হয় ও চিত্তশুদ্ধি হয়।

চিত্তের পাত্র বিশুদ্ধি হয় শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায়। যুক্তবৈরাগ্যশিক্ষক শ্রীরূপের কৃপায় যুক্তবৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় জীবের বিরূপের দম্ভ, অসহিষ্ণুতা, মান-গ্রহণে স্পৃহা, অন্তে মানদানে অনিচ্ছা বিনষ্ট হয়। জড় অহঙ্কার বা দম্ভ কৃপালাভের পথে বাধা বা অন্তরায়। দম্ভের লেশমাত্র থাকিলেও বস্তুর স্বরূপদর্শন হয় না। ভাবের অভাবে বা অভাবে মনুষ্যের লেশমাত্রও নাই। তথায় জীবহৃদয়ে 'আমি গুরুদেবের দাস'—এই চিন্তকার বা তৃণাদপি সুনীচতা-ধর্ম বর্তমান। হরিকথাপূর্বক চেষ্টা যেখানে বাহ্য স্থী, তথায় করুণা, বন্দনা বা মায়ার দ্বারে

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

ভোগবুদ্ধি হইতেই শোক, মোহ, ভয় প্রভৃতি শোচনীয় অবস্থার উদয় হয়। সেই অবস্থায় বস্তুর স্বরূপদর্শন হয় না।

নিষ্কপট দৈন্য, আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা ও সেবাচেষ্টা-যুক্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ চাতকের ন্যায় শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপাপ্রার্থনা করিতে থাকিলেই অনুগত, দীনহীন, অকিঞ্চন, প্রপন্ন জীব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছা, ইঙ্গিত, কৃপাশীর্ব্বাদ নবনব সেবার প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারেন। গুরুপাদপদ্মের কৃপায় চক্ষু নির্ম্মল হইলে জল, মাটি, কাদা দর্শন থাকে না। তখন সর্ব্বত্রই কৃষ্ণদর্শন, কৃষ্ণানুশীলন হয়। তখন প্রত্যেকে কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত দর্শন, গুরুদর্শন, সেবাদর্শন হয়।

শ্রীভগবানের সেবা অপেক্ষাও শ্রীআচার্য্যের সেবায় মহত্ত্ব অধিক। কারণ সেব্য ভগবান্ই তাঁহার সেবা শিক্ষা দিবার জন্য সেবক-ভগবান্ আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ যেখানে আশ্রয়ের বশীভূত, সেই অপ্রাকৃত ধাম গোলোক-বৃন্দাবনের আশ্রিত অধিবাসীর পদধূলিরূপে নিজেকে দর্শনই আত্মদর্শন—স্বরূপদর্শন। যেখানে নিজের প্রতি সেইরূপ দর্শন বা সেইপ্রকার চিন্তাস্রোত নাই, সেখানে অমানি মানদধর্ম্ম থাকিতে পারে না, সেখানে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-অপরোক্ষ-বিচার আসিয়া আমাদিগকে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা করিয়া তুলে। 'শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পদধূলিই আমাদের স্বরূপসত্তা'—এই জ্ঞান হইলে পূজ্য বা আরাধ্য-দর্শন হইতে থাকে। তখনই 'জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান'—এই বিচারে প্রত্যেক জীবকে ভগবানের মন্দির, বৈষ্ণব বা গুরুজ্ঞান হয়। ইহারই নাম—বৈষ্ণবদর্শন, গুরুদর্শন বা বিষ্ণু-দর্শন।

শ্রীগুরুনিত্যানন্দপাদপদ্মই সমস্ত প্রতিষ্ঠার মালিক। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিজের সমস্ত কর্তৃত্ব, বাহাদুরী অর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষক-পালক ও নিয়ামকরূপে বরণ করিয়া তৎকৃপা-অঞ্জনশলাকাদ্বারা উন্মীলিত চক্ষে যে স্বরূপ-দর্শন, তাহাই প্রকৃত স্বরূপদর্শন, তত্ত্ব-দর্শন।

যেদিন আমরা আমাদিগকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের পরিপূর্ণ কৃপায় সর্ব্বতোভাবে অর্পিত করিতে পারিব, সেইদিন আমাদের দর্শন শুদ্ধ হইবে—অহংদর্শন, ভোগ্যদর্শন, মাংসদর্শন, অস্থিদর্শন, তুচ্ছদর্শন ঘুচিয়া যাইবে। আমরা তখন এই ভূলোকেও গোলোকের অপ্রাকৃত শোভা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিব। আমরা সকলে যদি শ্রীগুরুনিত্যানন্দের অহৈতুকী করুণার অবারিত ধারা নিজের উপর [illegible] কামনা করিতে পারি তাহা হইলে আমরা তাদৃশ সৌভাগ্য দিতে পারি।

যৎকিঞ্চিৎ

——:o:——

অন্যাভিলাষের অপরাধগ্রস্ত আত্মা যাহাদের হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ হরিসেবার কথা শুনিয়াও কোন আদর সাড়া দিতে পারে না। তাহারা ভোগপ্রধান হইয়া স্ব-স্ব ভুক্তের বোকামি-দর্শন ভোগ করিতেও পারে, আবার জাগতিক দেনা-পাওনার বিচারে খুব দক্ষও হইতে পারে; কিন্তু তাহারা হরিকথার সেবায় 'হংসমধ্যে বকো যথা' হইবার দুর্ভাগ্য দেখায়। ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ জাগতিক বাণিজ্য-বুদ্ধিতে নিপুণ ব্যক্তিগণ কপটভক্তি প্রদর্শন করিয়া স্ব স্ব দুর্ভাগ্যের মাত্রা চড়াইয়া হরিসেবার প্রতি active opposition প্রদর্শন করে এবং বোকামিকসংস্কারাগণ তাদৃশ সক্রিয় প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া অজ্ঞাতসারে ভক্তির প্রতি passive opposition প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই উভয়বিধ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রকৃত হরি-সেবকের হরিসেবার মর্য্যাদা সংরক্ষণ অপরিহার্য্য অবশ্যকৃত্য। উভয়েই তুল্যভাবে হরিবিরোধী।

———

ইহাদের মধ্যে কপট হরিভক্তি-প্রদর্শন-কারী দলগণের বিক্রম একটু অধিকরূপেই অনুভূত হয়। তাহারা কপটতার জাল বুনিয়া হরিভক্তকে আটকাইয়া ফেলিতে চায়। তাহারা ভাবে, তাহারা খুব দিগ্গজ ভীষণ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের ভক্তির মাহাত্ম্যে সকলেরই সম্ভ্রম হওয়া উচিত। এতাদৃশ প্রাকৃত সহজিয়াগণ ভক্তির অনুকরণে এত হাস্যাস্পদ অস্বাভাবিকতা প্রদর্শন করে যে, তাহা তাহাদের বিচারে ভক্তি বলিয়া সাংঘাতিকভাবে বিবেচিত হওয়া অবশ্যই উচিত বিবেচিত হইলেও শুদ্ধভক্তগণের অতি শিশুর নিকট নিতান্ত উপহাসাস্পদ ব্যাপার হইয়া পড়ে। তাহারা জানিয়া শুনিয়া ভক্তি গ্রহণ না করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্পযুক্ত—ভক্তকেই ফাঁকি দিবার জন্য ব্যগ্র। এতাদৃশ ব্যক্তিগণের দৌরাত্ম্য হইতে আশ্রয়-শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভক্তিদেবীর মর্য্যাদা কি সংরক্ষণীয় নহে? যাহারা জানিয়া শুনিয়া সজ্ঞানে কপটতা ভক্তির প্রতি দৌরাত্ম্য করে এবং যাহারা অপরাধ-অজ্ঞতার জন্য না জানিয়া ভক্তির প্রতি দ্রোহ নিষ্কপটভাবে অনেক করিতে বাধ্য থাকে, এই উভয়বিধ ব্যক্তির নিকট হইতে নিজে নিষ্কপটে ভক্তিগ্রহণ-বিচার-বিশিষ্ট হইয়া ভক্তির মর্য্যাদা-রক্ষণে যথাযথ চেষ্টার অভাবদ্বারা ভক্তের প্রতি নিজেরও দ্রোহ সংঘটিত হইয়া যায়।

নিজের সকল সাধনভক্তিদ্বারা নিষ্কপট ভক্তি [illegible]-গ্রহণ করিবার ঐকান্তিকতা-যাহা কপটভক্তির প্রতি যে বৈরাগ্যের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়, তাদৃশ নিষ্কপট পদ্ধতিই শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীগোস্বামী-ধারায় সেবকানুসেবকগণ কর্তৃক বাহিত হইয়াছে। শ্রীগুরুবর্গের এতাদৃশ শৌর্য্যসম্পন্ন অমন্দোদয়-দয়াবিগ্রহ-পদাঙ্ক-দ্বারা নিজের মধ্যে এবং সমাজে ভক্তির স্বপ্রকাশ মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অকপট সেবাভিলাষিগণ যদি কপটতার প্রতি প্রতিযোগিতা প্রদর্শন দ্বারা ভক্ত-বিরোধী বিচার অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাহা তাঁহারই সমূহ অসুবিধারই কারণ হইবে।

———

নিজের ভক্তিবিষয়ক নিষ্কপট আচরণ-দ্বারাই নিজের অন্তরে সংগোপনে আসন-লাভী কপটতা ও তাহারই বাহ্যিক অভিব্যক্তি ব্যক্তিগত অনাচার দোষ হইতে বাধা হয়। ব্যক্তিগতভাবে নিজের অপেক্ষা নিজের নিষ্কপট মৌন [illegible] কপটতা নিরসনবিষয়ে কি অধিক কার্য্যকরী নহে? পারমার্থিক অসহযোগিতা-দ্বারা কপটতার প্রতি যে [illegible] শাসন অবলম্বিত হয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে নিজের কপটতার প্রতি আদর্শ শাসনের পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাঁহারা যে নিজেরাও অল্পবিস্তর কপটতাকে সূক্ষ্ম বা স্থূলভাবে সমর্থন করেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

পারমার্থিকবান্ধব শ্রীগুরুনিত্যানন্দের স্নেহ-কৃপার সাহায্যে ভক্তির প্রতি অবৈধ বিরুদ্ধাচরণ নিজের ও অপরের আন্তর ও বাহ্যিক কপট আচরণ সম্বন্ধে বিদূরিত হওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের এমনই লক্ষণ যে, এতাদৃশ সকল দুর্ভাগ্যের সমাধানকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতিই তাহাদের প্রাথমিক কপট ব্যবহার আবাহনেরই সহিত প্রযুক্ত হয় এবং তাহারই নিষ্কাশনে তাহারা কপটতা-দ্বারা নিজদিগকে কর্ত্তিত করিয়া রাখে। যিনি জীবের সকল অভিলাষ অহৈতুক, অযাচিত, পরমদয়াল একমাত্র চিকিৎসক, তাঁহার প্রতিও চাতুর্য্যের কায়কারি-দ্বারা প্রকৃতই দুর্ভাগ্যের সার্থকতা পূর্ণ হয়। এতাদৃশ [illegible] স্থলে আসিয়াও জীব নিজের দুর্ভাগ্যকে লোভায় দেয়—ইহা দুর্ভাগ্যের প্রকৃত আদর্শের নিদর্শন বটে।

যাহারা নিজের নির্মাণ [illegible] অজ্ঞতাদের অপরাধ [illegible] অনুকরণ করিতে [illegible] কোন সাড়া দেয় না এবং যাহারা বোকামির জন্য ভক্তির প্রতি কোন কপটতার অনুশীলন [illegible] অথবা সংকল্প হইতেও পালন করিতে পারে না, তাদৃশ দুর্ভাগাগণের প্রতিও [illegible] প্রয়োজন। যে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম[illegible] প্রতি অপরাধসমূহ বর্জনানে তাদৃশ দুর্দশা লাভ করিয়াছে, এইস্থানে আমার তাহার প্রতি কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে? যখন সে তাহার দুর্দশার জন্য [illegible] হইবে, তখনই আমার প্রতি তাহার প্রয়োজন থাকিতে পারিবে। [illegible] তাহার তাদৃশ দুর্দশার প্রতি উদাসীন থাকিয়া নিজের পারমার্থিক সতর্কতা রক্ষা প্রয়োজন। আমি যদি তাহার অপরাধ গোচর হইবার সৌভাগ্যের উপযুক্ত পাত্র থাকি, তবে তাহাকে সহায়তা করিতে পারি, [illegible] কপট সেবককে [illegible] নিজের [illegible] হইবে। অপরকে সেবায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, ইত্যাকার দাম্ভিকতা নিজের সেবাহীনতা বাড়াইয়া থাকে?

কপটের [illegible] কৃপা [illegible] কপটতা [illegible] করিয়া তাহার মর্য্যাদা [illegible] কোন [illegible] কোনরূপ [illegible] তাহা হইলে [illegible] কপটতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া যায়। [illegible] কপটতাকে [illegible] করিয়া কোনপ্রকার [illegible] কখনই আমার সেবাসৌভাগ্যের সম্ভব হবে না। [illegible] নিজের [illegible] আপন করা হয়। কপটের [illegible] কপট আশ্রয় করিয়া [illegible] কৃপা-[illegible] না, কিন্তু [illegible] তাদৃশ [illegible] না করিতে [illegible] প্রতি নিষ্কপট অসহযোগিতাদ্বারাই শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা পাইতে সমর্থ হইব।

[illegible] ভক্তের নিষ্কপট আচরণ [illegible] অসহযোগিতা [illegible] প্রয়োজন হয় না। [illegible] কপট [illegible] হয়। [illegible] শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের [illegible] পাইব, সেদিন আমার ভক্তি [illegible] নিষ্কপট [illegible] সৌভাগ্য [illegible] কাঙ্গাল হইয়া [illegible]।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের দর	৪র্থ দিনের দর	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৪৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৵০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র

২। ভাগবত পত্রিকা একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। ... —শ্রীযুক্ত ... সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্র... ৪। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌড়মণ্ডলে বিখ্যাত মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণেরই হিতাবেশ বিন্যাসস্বরূপে তাহা নহে, পরন্তু সংসারক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উহাদের পরিকল্পিত অচিরে এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজী ভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বাবিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-পীড়িত জীর্ণ শীর্ণ মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। ... প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১৪২ ... রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকবল

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে যাহাদের ২০ বৎসর বয়স হইয়াছে অথচ, যাহাদের নাম পূর্ব্বে রেজেষ্টারী করা হয় নাই, এরূপ লোকদের এবং ১৮ ও ১৯ বৎসর বয়স্ক লোকদের নাম ৩০শে জুনের মধ্যে রেজেষ্টারী করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আদেশ দিয়াছেন।

এই পঞ্চমবার নাম রেজেষ্টারী করার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। ইহার ফলে ১৮ হইতে ৬৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লোকের নাম রেজেষ্টারী করিবার ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হইল। এইরূপ অনুমান করা যাইতেছে যে, ১৮ ও ১৯ বৎসর বয়স্ক লোকদের সংখ্যা ২০ হইতে ৩০ লক্ষ হইবে। বর্ত্তমান আইন অনুসারে ২০ বৎসর বয়স না হওয়া কাহাকেও সামরিক কাজের জন্য তলব দেওয়া যায় না। ইতঃপূর্ব্বে ২০ হইতে ৬৪ বৎসর বৎসর বয়স্ক প্রায় ৪ কোটি লোকের নাম রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। যাহাদের বয়স ২০ হইতে ৪৪ বৎসরের মধ্যে শুধু তাহাদিগকে এখন সেনা বিভাগে যোগদানের জন্য তলব দেওয়া যায়।

টেকনিক্যাল মিশনের সদস্যদের আমেরিকা যাত্রা

ভারতে আমেরিকার টেকনিক্যাল মিশনের ডাঃ হেনরী গ্রেডী ও অপর সদস্যগণ আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন

লবণের দর আরও বর্দ্ধিত

একখানি সরকারী ইস্তাহার প্রচার করিয়া ১৯শে মে তারিখ হইতে কলিকাতা সহর ও সহরতলীর জন্য লবণের মূল্য নিম্নলিখিতভাবে বাঁধা করা হইয়াছে:—কলিকাতা বা হাওড়া রেল ষ্টেশন হইতে লইলে প্রতি একশত মণের মূল্য (বস্তার দাম বাদে) দুই শত পঞ্চাশ টাকা, রেল ষ্টেশন হইতে লইলে পাইকারী হিসাবে (বস্তার দাম বাদে) প্রতি মণ ৪৲ টাকা। দুই আনা, পাইকারী বাজার দর ৪।০ আনা মণ (বস্তার দাম বাদে); খুচরা দর দুই আনা সের।

নির্দ্দিষ্ট তারিখে মাদ্রাজ সহরের বিদ্যালয়সমূহ খুলিবার সঙ্কল্প

ছুটির পর মাদ্রাজ সহরের বিদ্যালয়গুলি নির্দ্দিষ্ট দিনে পুনরায় খোলা হউক এবং যে সব পিতামাতা তাঁহাদের সন্তানদিগকে সহরের বাহিরে কোথাও পাঠাইতে অসমর্থ তাহাদের শিক্ষার ব্যাঘাতে কোন ক্ষতি না হয়, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের ইহাই ইচ্ছা। ইহাতে কেহ যেন না মনে করেন যে, সহরে শত্রুর আক্রমণের আর কোন আশঙ্কা নাই। সেরূপ বিপদের সম্ভাবনা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

যে সব ছাত্র সহরের যে সব ছাত্র মফঃস্বলে থাকিবে, ইচ্ছা করিলে তাহারা যাহাতে ঐ সকল স্কুলকলেজে ভর্ত্তি হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই অবলম্বন করা হইয়াছে। সহরের আর মফঃস্বলের বিদ্যালয়গুলিও খোলা হইবে।

উড়িষ্যায় কয়েদীদের দণ্ড মকুব

জানা গিয়াছে যে, উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট জেলসমূহে কয়েদীর ভিড় হ্রাসের জন্য কোন কোন শ্রেণীর কয়েদীদের দণ্ড মকুবের আদেশ দিয়াছেন।

নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য বিক্রয়ে অস্বীকৃতি দণ্ডনীয়

একখানি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গম, আটা, ময়দা, লবণ, কয়লা, চিনি, কেরোসিন তৈল, ম্যাচ, সরিষার তৈল, ডাল ও নারিকেল তৈল কোন খরিদ্দারকে তাঁহার স্বাভাবিক ও আশু প্রয়োজনের পরিমাণে বিক্রয় করিতে কোন খুচরা বিক্রয়কারী দোকানদার অস্বীকার করিতে পারিবে না। ক্যাসমেমো বা রসিদ দেওয়ার প্রথা থাকিলে তাহাও দিতে অস্বীকার করা চলিবে না। এই আদেশ অমান্য করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত হারে কেহ কোন নিয়ন্ত্রিত পণ্য বিক্রয় করিলে তাহাকে বিচারার্থ আদালতে উপস্থিত করা হইবে এবং তিনি ভারতরক্ষা আইনের ৮১ (৪) ধারা অনুসারে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই দণ্ডিত হইবেন।

সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের যুদ্ধ বন্দিগণ

জাপ রাষ্ট্রদূত আর্জেণ্টাইন পররাষ্ট্র সচিবকে জানাইয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সোসাইটির মারফৎ হংকংয়ের বৃটিশ ও কানাডিয়ান বন্দীদিগকে সাহায্য প্রেরণ করিতে দিবার জন্য আর্জেণ্টাইন গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন, জাপান গবর্ণমেণ্ট তাহা মানিয়া লইতে রাজী আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে জলপথ নিরাপদ নহে বলিয়া জাপ সরকার রেড ক্রস-জাহাজ হংকং এবং সিঙ্গাপুরে যাইতে দিবেন না।

টোকিওস্থ আর্জেণ্টাইন রাষ্ট্রদূত জানাইয়াছেন যে, সামরিক ও বেসামরিক যুদ্ধ বন্দীদের জন্য দুইটি বিধানভাগ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

গীতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-
সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত
আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে
সংশোধিত ও রক্ষিত হইয়া
"প্রকাশ"-ভাষ্যসহ প্রকা-
শিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকল্পবৃক্ষশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও
'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সভ্যাঙ্গ-
সমিতস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১৩ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২৮শে মে, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার | ৬০তম সংখ্যা

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ব'ল্লে কোন দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোন অংশে কম মনে ক'র্‌বে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ পুরুষোত্তম, বৃহস্পতিবার, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবী-ভাগবত

——::(•)::——

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আধুনিক নয়, ইহা বেদের ন্যায় নিত্য ও প্রাচীন। শ্রীকৃষ্ণই কৃপাপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ভগবানের শাব্দিক অবতার। প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে অখিল বেদ, অখিল বেদ হইতে ব্রহ্মসূত্র এবং ব্রহ্মসূত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত উদিত হইয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবত অপৌরুষেয় বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত 'গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী' বা 'শাস্ত্রসম্রাট্'। পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতকে পারমহংসী সংহিতা বা সাত্বত-সংহিতা বলা হইত। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীব্যাসদেবের নিকট হইতে শম্যাপ্রাস-আশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, সেই সময় হইতে 'ভাগবত' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধিবেশন হয়—শ্রীব্যাসের শম্যাপ্রাস আশ্রমে। সেখানে শ্রোতা—শ্রীশুকদেব এবং বক্তা—শ্রীব্যাসদেব। এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রীভগবান্ সর্ব্বপ্রথম শ্রীব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। শ্রীব্রহ্মা আবার শ্রীনারদকে বলেন; শ্রীনারদ আবার শ্রীব্যাসকে বলেন। শ্রীব্যাস শ্রীশুককে বলেন। শ্রীশুকদেব এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেন। মজঃফরপুর-জেলার অন্তর্গত শুকরতলে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন। এই শুকরতলে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন হয়—গোমতী-তটস্থ নৈমিষারণ্যে। দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীশুকদেব হস্তিনাপুরে গঙ্গাতটে বহু মহর্ষিগণের সভায় মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎকে যখন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন, তখন সেই সভায় মহর্ষিগণমধ্যে রোমহর্ষণপুত্র শ্রীসূতগোস্বামী প্রভু উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীসূত গোস্বামী প্রভুই নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ষষ্টি-সহস্র ঋষিগণের সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমরা বর্ত্তমানে শ্রীমদ্ভাগবত যে প্রকারে দেখিতে পাই, তাহা শ্রীনৈমিষারণ্যে ভাগবত-কীর্ত্তনের তৃতীয় অধিবেশনের পর প্রথিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত এক অত্যদ্ভুত গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় গ্রন্থ আর জগতে নাই। ইহা কথার কথা নহে—অতিরঞ্জিত, মনঃকল্পনা বা গল্পের কথা নহে; মানুষ যদি সত্যাসত্য নিরপেক্ষ বিচারক হইয়া ইহার অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের মত গ্রন্থ জগতে হয় নাই ও হইবে না। সংশয়-নাস্তিক্য-নির্গুণ - ক্লীব - পুরুষ-মিথুন-স্বকীয়-পারকীয়-বিলাসের উত্তরোত্তর উৎকর্ষের কথা এই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বেও অনেকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়া ভাগবত পাঠ করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রদর্শিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য—শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট বিষয় হৃদয়ঙ্গম ক'রিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবত নিগমকল্পতরুর গলিত ফল। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে কোনপ্রকার হেয়তা নাই—ইহা সুনির্ম্মল, সুপক্ব, কেবল রসস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ অখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণ। মুক্তকুলই শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত একান্ত পক্ষিত একমাত্র গ্রন্থ। একায়নপদ্ধতিরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র বেদ। শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ-পুরাণের অন্যতম—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের বিরচিত। শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র সার্ব্বজনীন গ্রন্থ। ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"আমরা বলিতে পারি যে, যদি সমস্ত হিন্দু-শাস্ত্রীয় পুস্তক সমুদ্রে নিক্ষেপ করা যায় এবং একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত রাখা যায়, তাহা হইলে আর্য্যপুরুষদিগের (জীব-সাধারণের) কোনও ক্ষতি হয় না।"

শ্রীমদ্ভাগবত অচিন্ত্য বস্তু। যাবতীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-পুস্তকজ্ঞানের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত জানা যায় না। ইহা একমাত্র ভক্তির দ্বারাই গ্রাহ্য। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"The Bhagabat does not allow Its followers to ask anything from God except eternal Love towards Him. The true follower of the Bhagabat is a spiritual man who has already cut his temporal connection with phenomenal nature and has made himself the inhabitant of that Region where God eternally exists and loves. This mighty work is founded upon inspiration and its superstructure is upon reflection. To the common reader it has no charms and is full of difficulty. We are, therefore, obliged to study it deeply through the assistance of such great commentators as Sreedhar Swami and the Divine Chaitanya and His contemporary followers."

শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ সাক্ষাৎ ভগবান্। শ্রীমদ্ভাগবত জ্ঞানপ্রদীপ। হরি পুরাণার্ক। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থাদি ভগবৎকথাময়। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অমল প্রমাণ শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কালে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধজীবের শোক-মোহ-ভয়নাশিনী সেবাপ্রবৃত্তি উদিতা হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ প্রথমে মহামুনি শ্রীনারায়ণ-কর্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে নির্ম্মৎসর সাধুগণের জন্য পরমার্থ-কাম-মোক্ষ-পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য পরধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুজ্ঞানপ্রদ। এই শ্রীমদ্ভাগবতে কেবলা ভক্তির কথাই আছে। ইঁহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে

[illegible] । অতএব শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] পরাক্রম কি? [illegible]

[illegible]

[illegible] পাপ্যতম [illegible] একটী [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] প্রমাণগণের [illegible] অনুকরণে এই পুঁথিটী রচিত হইয়াছে। [illegible] কিছু পূর্বে কোন অপদার্থের মস্তিষ্ক [illegible] অনেকে তাহা রচিত 'দেবী ভাগবত' নামক পুঁথিটীকে আটাদশপুরাণের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু [illegible] তাহা কাল্পনিক পুঁথিকে পুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। [illegible] পুরাণের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন — আটাদশপুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ, গরুড় পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহপুরাণ এই ছয়টী পুরাণকে সাত্ত্বিকপুরাণ বলিয়া থাকেন ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ — এই ছয়টী রাজসিক এবং মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ — এই ছয়টী তামসিকপুরাণ বলিয়া কথিত হয়।

কেহ কেহ মৎসরতামূলে শ্রীমদ্ভাগবতকে বোপদেবের রচিত বলিয়াও কল্পনা করেন। ইহা ভুল ধারণা। শ্রীমদ্ভাগবত যে [illegible] রচিত, তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ অপৌরুষেয় অবতার। [illegible] বাসুদেবভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা প্রচার করিবার জন্য [illegible] কালে কালে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। বোপদেব কেবল [illegible] পুত্র ও ধনেশ্বর পণ্ডিতের ছাত্র। [illegible] সভার [illegible] [illegible] বোপদেব [illegible] [illegible] [illegible] বোপদেবের [illegible] [illegible] টীকা [illegible] । [illegible] টীকা [illegible] সাধারণ [illegible] টীকা করেন নাই। তিনি [illegible] পুরাণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [illegible] টীকা [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিতে পারেন নাই।

'ভাগবত' বলিতে শ্রীমদ্ভাগবতই [illegible] [illegible] । ভগবান্ বলিতে যেরূপ [illegible] প্রসিদ্ধ, ব্রহ্ম শিব [illegible] [illegible] নহেন, ভাগবত [illegible] [illegible] । [illegible] কেহ

শ্রীমদ্ভাগবত ছাড়া আর কোন গ্রন্থ মনে করিতে পারেন না। [illegible] দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রথম হইতে ১২শ স্কন্ধের ৫ম অধ্যায় পর্য্যন্ত মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবের উক্তি। আর দেবী ভাগবতের [illegible] মাত্র [illegible] নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থে প্রমাণ পাওয়া যায়। উহার দ্বিতীয় স্কন্ধ হইতে বাসনাকী সমগ্রপুস্তক [illegible] [illegible] নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] [illegible] নিকট বলিয়াছেন; [illegible] দেবী-ভাগবত [illegible] [illegible] নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়া [illegible] হইয়াছে। [illegible] দেবী-ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] একপুস্তক ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] পদে-পদে দেবী-ভাগবতের অপকর্ষ [illegible] পড়িয়াছে। " ভাগবত [illegible] 'ভাষ্য, সর্ববেদসার, সর্ব[illegible] [illegible] সম্রাট্; আর দেবী ভাগবত [illegible] আধুনিক গ্রন্থ।

দেবী-ভাগবতে মঙ্গ, মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর পূজার কথা আছে। ভাগবতের কোথাও বা কোনও মহাপুরাণে ঐরূপ দৈব উপাসনার উল্লেখ নাই। সুতরাং দেবীভাগবত কখনও বেদব্যাস রচিত হইতে পারে না। [illegible] পাওত ও সভা[illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের আদর দেখা যায়। [illegible] ভারতীয় [illegible] এবং [illegible] [illegible] বহুভাষী [illegible] অনূদিত ও প্রচারিত আছে। [illegible] দেবীভাগবত কিছুকাল পূর্বে বঙ্গদেশে প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। দেবীভাগবত যে একটী জাল পুঁথি, ইহা পদে পদে প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] [illegible] কোন ভাগবতনামধেয়ী অপদার্থের আবির্ভাবকে [illegible] [illegible] হইতে পারে, [illegible] [illegible] তাহা দর্শন করিয়া পদ্মপুরাণে ভাগবত-[illegible] সকলকে সতর্ক করিয়াছেন—

"অম্বরীষ গুরু-প্রোক্তং নিত্যং

ভাগবতং শৃণু।"

শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] [illegible] টীকায় সুস্পষ্টভাবে [illegible] — "অতএব ভাগবতং [illegible] [illegible]" — অর্থাৎ পদ্মপুরাণ বচনে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের প্রতি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর প্রোক্ত ভাগবত উল্লিখিত হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থকে "ভাগবত" বলিয়া কখনও আশঙ্কা করিতে হইবে না।

———

বাস্তব আশা পাই না কেন?

———::(০)::———

যদি সৌভাগ্যক্রমে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের [illegible] শ্রবণ করিয়া হরিভজন করিব বলিয়া মঠে আগমন করিয়াছি। সাধ্যমত তাঁহাদের উপদেশানুসারে চলিতেও চেষ্টা করিয়া থাকি। ভক্তির অঙ্গসমূহ — পাঠকীর্ত্তনশ্রবণ, শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ-প্রণাম, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও [illegible] সেবাকার্য্য যথাসাধ্য করিয়া থাকি। [illegible] করিয়া থাকি, — আমিও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না, পূর্ব-উদ্যমের সহিত শ্রীগুরু[illegible] আদেশপালনে যত্ন করিতেছি; সুতরাং আমি তাঁহাদের কৃপা পাইব। মাদৃশ নবীন সাধক প্রথমতঃ এইরূপ একটা আশার [illegible] করিয়া ভক্তিপথে চলিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু কিছুদিন এইরূপভাবে অতি[illegible] হইবার পর যখন শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের বাণীরূপ আলোকের দ্বারা নিজদেহের তন্ন তন্ন করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে [illegible] [illegible] করিতে যায়, তখন [illegible] [illegible] পাইতে পায়। বুকে হাত দিয়া গভীরভাবে চিন্তা করিয়া নিষ্কপটে বলিতে গেলে 'হতাশা' ছাড়া 'আশা পাইতেছি' বলিতে পারে না।

ইহার কারণ কি? ভক্তিতে ত' হতাশার কোন কথা নাই। যেখানে হতাশা, সেখানে ভক্তি বা ভক্ত্যাকাঙ্ক্ষীগণের ত' কোন কথা নাই। যেখানে নিত্য অপ্রাকৃত [illegible] সহিত সম্পর্ক ও প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভূতির সহিত তাঁহার সেবানুষ্ঠান, সেখানে [illegible] হতাশা, নিরুৎসাহ, সেবাশৈথিল্য ও চরমে সেবা পরিত্যাগরূপ ছর্দ্দৈব উপস্থিত হইতে পারে না। এইরূপ অবস্থার কারণ কি? শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বীর্য্যবতী বাণীশ্রবণে [illegible] মানসিক উত্তেজনাবশে এমনকি [illegible] কারণেক মনে হ'ত, এইরূপ একটা প্রকৃত বিশ্বাসহীন আশার আশান্বিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার ঐ আশা যে [illegible] — আমার দৃষ্টি যে কেবল কার্য্যকালে, বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কাজের [illegible] দিকে ত' আমি লক্ষ্য করি না। কার্য্যের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য-হীনকে অন্ধ ছাড়া আর কি বলা যাইবে? আমার ঐরূপ কার্য্যে আশাকে অন্ধ আশা বা অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কি বলা যাইবে? ভক্তির ফল—সেবার ফল হাতে-হাতে পাওয়া যায়। 'ভাবকল্প নাই. হেরি, পরি চিন্তাহীন'-কল সেবকের নহে। যেখানে প্রত্যেক কার্য্যে সেব্যের তুষ্টির অনুভূতি আছে—প্রভু আমার নিকট কি চাহিতেছেন, তদ্বিষয়ে পূর্ণ-জ্ঞান আছে এবং জীবনপণ করিয়া অনুষ্ঠানের প্রবল চেষ্টা আছে, সেখানেই সেবকের জীবন প্রতিমুহূর্ত্তে আশার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। চিন্তাহীন বা অভিনিবেশহীন হইয়া ভক্ত সেবা হয় না। সেবকের তুষ্টির অতীব প্রবল। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় তাঁহার চিন্তা অতীব প্রবল থাকিবে। যিনি সেবাচিন্তা হৃদয়কে অহর্নিশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাঁহারই প্রত্যেক কার্য্যে সেবা হয়—তিনি উত্তরোত্তর নব নব আশায় আশান্বিত হন। যিনি সেবক, তিনি সেব্য ব্যতিরেকে অন্য আশাহীন। যাহার অন্য আশা নাই—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার আশা যাহার প্রবল, তিনি একমুহূর্ত্ত তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন না। যেখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গই একমাত্র রক্ষক, পালক, [illegible], আশ্রয়, সেখানে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া সেবকের কি করিয়া চলিবে? [illegible] উদাসীন অসেবক; তাই এতদিন সেবাভিনয় করিয়াও নিজেকে ভাল করিয়া বাচাই করিয়া দেখিতে গেলে কেবল হতাশা, নিরাশা দেখিতেছি।

আমার ভাগ্যের সীমা নাই। [illegible] দুর্লভ শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মদর্শন ও তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্য আমার লাভ হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণভজন করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। মাদৃশ জীবের পক্ষে তাঁহার দেবদুর্লভ শ্রীপাদপদ্মও তাঁহার কৃপায় সুলভ হইয়াছে। এত সুযোগসৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, তথাপি কেন অনাচার, দুরাচার কাটিতেছে না—এত সদাভিনয় করা হইতেছে, তথাপি হৃদয়ে কেন কোন বাস্তব কৃপালাভাশা পাওয়া যাইতেছে না? শ্রীগুরুবর্গের বাণীতে জানিতে পারি যে, আমার প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুপাদাশ্রয় হয় নাই; কেবল একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া তদানুগত্যে শ্রীহরিনাম, কীর্ত্তন, হরিকথা আলোচনা ও হরিসেবা করিলে—তৎপ্রসাদ ঔষধ, সুপথ্য ও যাবতীয় ব্যবস্থা নিষ্কপটে, একান্তভাবে গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই ভবরোগ নিবৃত্তি হইবে—তাঁহাদের প্রতি শ্রীতিভক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে—আশার আলোকে আলোকিত রাজপথ দেখা যাইবে। কিন্তু এতসব করিয়াও যখন বাস্তব কোন আশা পাওয়া যাইতেছে না, তখন সত্যসত্যই নিষ্কপটভাবে—প্রাণপ্রদ্ধানে শ্রীগুরুপাদাশ্রয় হয় নাই, কেবল অন্ধবিশ্বাসের সহিত আনুষ্ঠানিক গুরুপদাশ্রয় হইয়াছে। উত্তম পথের কথা কেবল শুনা হইয়াছে মাত্র, তাহাতে ঠিক ঠিকভাবে চলিবার চেষ্টা হয় নাই, তাই বাস্তব আশা পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ বলেন,—"প্রতি পদবিক্ষেপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য হওয়া চাই, mechanical আনুগত্য নহে, routineবদ্ধ আনুগত্য নহে। আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় শ্রীআচার্য্যের [illegible]

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

দ্বারা নিয়মিত হইবে। প্রতিপদবিক্ষেপ করিবার পূর্বে শ্রীগুরুদেবের বাণীর সহিত নিজের আচরণকে মিলাইতে হইবে। যাহা আমরা শ্রবণ করি, কীর্ত্তন করি, দর্শন করি, আস্বাদন করি, ঘ্রাণ করি অথবা স্পর্শ করি, তদ্দ্বারা কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীনামের সেবা হইতেছে অথবা ঐগুলি আত্মপ্রতর্পণের পথে চলিয়াছে, ইহা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী বৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও তৎসঙ্গে তাঁহার কীর্ত্তিত বাণীর কষ্টিপাথরে নিজের আচার-বিচার পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। যখনই ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীনামের সম্প্রীতি-তর্পণ বিধান না করে, দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। অসীম করুণার সাগর শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিকট সরল ও অবিরাম ক্রন্দন করিয়া তাঁহাদিগকে দুঃখের কাহিনী জানাইতে হইবে। তাঁহারা পরম করুণ; জীবের ঐরূপ নিষ্কপট আর্ত্তি-ক্রন্দনে তাঁহাদিগের করুণার উদ্রেক হইবে এবং তাঁহারা অযাচিত করুণা বর্ষণ করিবেন।” কিন্তু বাস্তবিক আমি এইভাবে চলি কি? আমার প্রত্যেকটী কার্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুখকর হইতেছে কি না, সেদিকে কার্য্যকালে লক্ষ্য করিতেছি কি? প্রত্যেক কার্য্যকালেই তাঁহার প্রেরণা ও শুভেচ্ছা পাওয়া দরকার। আমি তাহা পাইতেছি কি? প্রত্যেকটী কার্য্য ত' তাঁহারই জন্য; সুতরাং প্রত্যেক কার্য্যের দ্বারা ত' প্রভুরই সন্ধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহার কথা ভুলিয়া যাই কেন? গুরুপাদপদ্ম-স্মৃতি-রহিত হইয়া কি গুরুসেবা হয়? উদ্দেশ্যই ভুল হইয়া যাইতেছে। যাঁহার সেবা করিতেছি, তাঁহার কথাই মনে থাকিতেছে না, অন্ধকারে হাতড়ান হইতেছে; সুতরাং বস্তু পাইবার আশাই বা করি কেন? পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, সে কথা ত' চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একমুহূর্ত্তও আমার স্মরণ হয় না! অতিক্রান্তচিত্তে তাঁহাদের নিকট না যাইতে পারিলে—সুদৃঢ়তার সহিত তাঁহাদের শ্রীচরণ ধরিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই—একথা ত' সর্ব্বক্ষণ আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছে না, তাঁহাদের নিকট বারবার আর্ত্ত অনুক্ষণ বিলাপক্রন্দনে বুক ভাসিতেছে না। প্রতিমুহূর্ত্তে সুদিন চলিয়া যাইতেছে, ক্রমশঃ ভয়ানক দিন আসিতেছে। কিন্তু এখনও প্রভুকৃপা আমি পাইলাম না—এই বাসনা কখনও অন্তরে অনিবার জাগাইলাম! শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট এই কথাই পৌঁছান উচিত—এই কথা কেবল মুখেই বলিলাম, বাস্তব চেষ্টা করিলাম না। কেবল মুখেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবক-অভিমান করিতেছি, তাঁহার সেবানুশীলন কতটা হইতেছে, কতটুকু কতটা উজ্জ্বল, না অন্ধকার, আশা আছে, না নাই,—তাহা সর্ব্বক্ষণ ত' দেখিতেছি না। উজ্জ্বল আশার আলোক পাওয়া দরকার। হলেই ত' সেবায় উৎসাহ, রুচি, প্রীতি হইবে। তবেই ত' অনুক্ষণ সেবা চলিতে থাকিবে। বাস্তব আশাহীন সেবাপ্রবৃত্তি আর কতক্ষণ থাকিবে? দেহ মনের শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গেই সেইরূপ সেবাপ্রবৃত্তিও হ্রাস হইতে থাকিবে এবং অবশেষে হয়ত চিরতরে মুছিয়া যাইবে।

এই আশা কিরূপভাবে পাওয়া যায় তাহা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একটি গীতে জানাইয়াছেন,—

হায় হে!

নিজকর্ম্মদোষফলে পড়ি' ভবার্ণবজলে
হাবুডুবু খাই কতকাল।
সাঁতারি' সাঁতারি' যাই, সিন্ধু অন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল॥
নিমগ্ন হইনু যবে, ডাকিনু কাতর রবে,
কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেইকালে আইলে তুমি, তোমা জানি' কূলভূমি,
আশাবীজ হইল আমার॥
তুমি হরি দয়াময়, পাইলে মোরে সুনিশ্চয়,
সর্ব্বোত্তম দয়ার বিষয়।
তোমাকে না ছাড়' আর, এ ভক্তিবিনোদ ছার
দয়াপাত্র পাইলে দয়াময়॥

যেখানে এইরূপ নিজেকে অসহায়-ভাবে একমাত্র আশ্রয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে অনুক্ষণ বিলাপক্রন্দন, সেখানেই হৃদয়ে আশাবীজের সঞ্চার হয়। অনুক্ষণ আবেদন-নিবেদন ব্যতীত বাস্তব আশা কিছু পাওয়া যায় না। হৃদয় যতটা দৈন্য-দীন হয়, কাতরতায় পরিপ্লুত হয়—যতটা আর্ত্তি আবেদন নিবেদন-যুক্ত হয়, ততটাই বাস্তব আশা পাওয়া যায়। যখন হৃদয় দুঃখে, দৈন্যে, বিরহে সর্ব্বক্ষণ ব্যথিত হইবে—অনুক্ষণ অনুতাপে দগ্ধীভূত হইতে থাকিবে এবং তজ্জন্য কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের আবার করুণাধারার প্রার্থনা করিবে, তখনই হৃদয় কৃপাবারির আশায় ভরপুর হইবে। অনুক্ষণ কৃপাপ্রার্থনাই একমাত্র কাজ। কৃপাপ্রার্থনা ব্যতীত কৃপাময়কে পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপালাভের জন্য অবিরাম আর্ত্তি ও আত্ম-নিবেদন, তাঁহাতে শরণাপত্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন-ভজন। এই কৃপাপ্রার্থনায় আর্ত্তি যাঁহার যত প্রবল ও ব্যবধানরহিত, তিনিই তত ভগবৎসেবার প্রতি উন্মুখ।

যিনি বাস্তব আশা প্রাপ্ত এবং যাঁহার সেই আশা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, তিনি সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই কৃপা অনুভব করিতে পারেন। সুখ-দুঃখ, প্রত্যেক কার্য্য এবং ভাল-মন্দ সমস্ত ঘটনার মধ্যে কৃষ্ণের দয়ানুভব হয়। যিনি দর্শন করেন, তিনিই আশা প্রাপ্ত—তিনিই কৃপা পাইবেন। আশাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই আশা দর্শন করেন। সুখ দুঃখ কোন অবস্থা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। তিনি কোনপ্রকার আকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট হ'ন না। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মাধুর্য্যে তিনি সতত আকৃষ্ট। আশাপ্রাপ্ত জন ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতে পারেন। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাস্রোতে অনুক্ষণ ভাসমান হইয়া অচিরেই করুণাধারাময় শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মসান্নিধ্যে উপনীত হইতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:০:(০):০:——

শ্রীহরিকথাই একমাত্র শ্রোতব্য। আমার গুরুবর্গ আমাকে যেভাবে থাকিবার দরকার মনে করেন, আমাকে তাহা মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতে হয়। এজন্য যে অসুবিধা হয়, তাহার ফল আমি লইতে প্রস্তুত নহি।

আমি যতই না কেন অযোগ্য হই, অযোগ্য—অনভিজ্ঞ—অমঙ্গল-বর্দ্ধিত আমার মঙ্গলের জন্য বহু ভক্ত কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন। আমার দুর্দ্দমনীয় দাম্ভিকতা দমনার্থ বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই আমাকে ভগবদ্ভজন শিক্ষা দিতেছেন। উপদেষ্টাদের নিকট যাবৎ সম্মান পাইব এইপ্রকার চতুর্দ্দিকে যে দিন প্রত্যেক প্রভুগণকে নারায়ণজ্ঞান করিতে পারিব, অন্যের নিকট সম্মানের সুবিধা পাইতে চাহিব না, যেদিন উহার লাভ করিব, সেই দিনই আমাদের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ হইবে, আমরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইব।

ভক্তি আশ্রয় করিয়া যদি দাম্ভিক হই,—শুধু ভগবানের পূজা করিয়া ভক্তের পূজায় অনাদর প্রদর্শন করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা হইবে ও ভক্তে বিতৃষ্ণা আসিয়া সমূহ অমঙ্গল বরণ করিতে হইবে।

মনুষ্যজীবন যে অনন্ত সময়ের জন্য নহে, পরম মঙ্গল লাভের জন্য, ইহা ভুলিয়া যাই কেন? যাহার প্রয়োজনে প্রভুত্ব [illegible] ভোগী হইবার - বড় হইবার বিচার নিতান্ত তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয়। যদি বা বড় হইবার প্রবৃত্তি কমাইবার দরকার থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণবের বিচার গ্রহণ করুন।

যোগ্য ব্যক্তি যাঁহারা তাঁহাদের সেবা দরকার। তাঁহারা ভগবান। আমি এত আশা করি নাই—যে সবে পূজ্য তাঁহা বৈষ্ণবের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইব, বৈষ্ণবতাকে দোষ দিব, কোনপ্রকার সেবা [illegible] তাহা অগ্রাহ্য করিয়া অধঃপতনে অগ্রসর হইব। উহাতে সর্ব্বজীবনের যে কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, তাহা বর্ণনার নহে। আমাদের ভক্তগণের অন্যের সঙ্গে সংস্রব নাই। তাদৃশ সংসর্গে নিজ নিজ হাস্য-চাপল্য আসিয়াই থাকিতে পারে।

যিনি হরিসেবা করেন, তিনি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন জ্ঞান করেন। সর্ব্বাপেক্ষা হীন অভিমান হইলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইতে পারেন। সর্ব্ব জীব হইতে হইলে নিজের অযোগ্যতা পরীক্ষা করা দরকার। নিজের পরীক্ষা হইতেছে না অথচ পরছিদ্র অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইতেছ কেন? এই কি বৈষ্ণবের কার্য্য?

আমরা কৃষ্ণ কি জিনিষ তাহা জানি না। তাই কৃষ্ণ নিজস্বরূপ ও রূপনাম অর্পণ করিয়া শ্রীনামরূপে জগতে অবতীর্ণ। গৌণ নামে পাপ ও পাপের মধ্যে কিছু ভেদ আছে, কিন্তু মুখ্য নামে পাপ ও পাপী ধ্বংস। নাম গ্রহণে সময়ের বিচার নাই। কিন্তু ঠাকুর পূজায় দেশকালের বিচার আছে—যেমন দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে, স্নান করিতে হইবে ইত্যাদি। দেশকাল বিচার, কালাকাল বিচার ও পাত্রাপাত্র বিচার হরিকীর্ত্তন সম্বন্ধে নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে দয়া করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। কোন সময় হরিনাম করিতে ভুলিও না। তাই বলা—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে উন্মুখ হউন। কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, কীর্ত্তন করিলে স্মরণ হয়। কীর্ত্তনকারী যখন কীর্ত্তন করেন, তখন গুরু কথা স্মরণপথে আসে।

কৃষ্ণ প্রেমময় বস্তু। তিনি সকলকেই প্রীতি করেন, আপন করেন। তিনি আমাদের সেবা পাইলে আনন্দিত হন। অন্যান্য বস্তুর নিজস্ব সুখৈষণার জন্য নয়। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখৈষণা ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন কাজই নাই। কৃষ্ণের নামভজনে রূপ, গুণ, পরিকরগণের ও লীলার সেবা পাওয়া যায়। শ্রীনাম ভজনেই সমস্ত সম্পন্ন হয়। নাম ভজন ব্যতীত নামীর ভজন হয় না। এইজন্যই নানাপ্রকার পথ আবিষ্কার হইতেছে, তাই অনন্যভাবে কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে।

ভগবান্ প্রভুর দয়ার নিদর্শন আমাদিগকে [illegible] কথা [illegible] বলিয়াছেন। জীবনে সর্ব্বদা কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের [illegible] নাই। দিন কৃষ্ণের জন্য। কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সকল [illegible] সুযোগ [illegible] পরমার্থ [illegible]।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-নিয়মাবলী-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে হার	
১ম ৩ দিনের জন্য, পরবর্তী দিনের জন্য				
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
ইঞ্চি	২৲		" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲		" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম			" এক কলম	৩৫৲
এক কলম	১২৲			

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই পবিত্র আত্মকল্যাণপ্রদ গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকট-পৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গীরূপে বরিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মকল্যাণকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিমহাসিন্ধুর এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। নিরাশ, রোগী সত্বর আনাইয়া এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী —১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

চীনে নূতন কয়লাখনির সন্ধান

চুংকিংয়ে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, চীনের সেচুয়ান প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে ভূগর্ভে কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি জরীপের ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে, ঐ স্থানে যে পরিমাণ কয়লা আছে তাহা দ্বারা সমগ্র চীনে ১৬ বৎসর কয়লার চাহিদা মিটান যাইতে পারে।

বৃটেনের জনশক্তি

বর্ত্তমানে সশস্ত্র বাহিনীতে, অসামরিক এবং শিল্প কার্য্যে ১৪ বৎসর হইতে ৬৫ বৎসর বয়স্ক প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে; কমন্স সভায় প্রধানমন্ত্রী মিঃ অ্যাটলি বেভিন এই তথ্য প্রকাশ করেন। ঐ সময় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ আসবাবের মধ্য হইতে উহা শক্তে সংগ্রহ করা হইয়াছে, মিঃ বেভিন এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যুদ্ধের সময় আমরা যত অধিক সংখ্যক লোক নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি জগতের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত কোনও জাতি সেরূপ করিতে পারে নাই।

সুদূর প্রাচ্যে অন্তরীণ মার্কিণ ও বৃটিশ প্রজা

সুদূর প্রাচ্যে অন্তরীণ বৃটিশ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাদের প্রতি জাপানীদের ব্যবহার সম্পর্কে রেডক্রস প্রতিষ্ঠান আশাপ্রদ সংবাদ পাইয়াছেন। ম্যানিলায় অন্তরীণ ১৫০০ আমেরিকান এবং বহু বৃটিশ (ইহাদের সংখ্যা জানা যায় নাই) চাউল, বেগুন এবং শাকসব্জী খাইয়া জীবনধারণ করেন। ফিলিপাইনস্ কয়েকজন বৃটিশকে অন্তরীণ করা হয় নাই। তাঁহাদিগকে স্ব স্ব বাটীতে আটক রাখা হইয়াছে। সাংহাইয়ে জাপানীদের দুর্ব্যবহারের কোন খবর পাওয়া যায় নাই। তিয়েনৎসিনের বিদেশী কারখানাগুলিতে কাজ হইতেছে। অন্ততঃপক্ষে দুইটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সহিত ভাল ব্যবহার করা হইতেছে। গত ৩১শে মার্চ হইতে ফিলিপিনা হোটেলে ক্যাপ্টেন্স বৃটিশ প্রজাদের আটক রাখা হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তিদের ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে দেওয়া হয়।

নবতম মারাত্মক অস্ত্রের নির্ম্মাণ

গত ২৩শে মে মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে,—সোভিয়েট সমরসচিব বিভাগের ডেপুটি কমিশনার কর্ণেল পিওনিয়র এক সাক্ষাৎকার কালে বলিয়াছেন, "আমরা বর্ত্তমানে এমন সব আধুনিক মারাত্মক অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছি— যেগুলির সমকক্ষ নাই।" কর্ণেল পিওনিয়র আরও বলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় এক্ষণে যুদ্ধের পূর্ব্বকার সময় অপেক্ষা কয়েক গুণ বেশী সমরোপকরণ নির্ম্মিত হইতেছে, কিন্তু এখনও উহা সর্ব্বোচ্চ সীমায় আসিয়া পৌঁছায় নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী ভাইস-চ্যান্সেলার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ আর সি মজুমদার এবং কোষাধ্যক্ষ মিঃ এ এফ রহমান সাহেবের কার্য্যকাল শীঘ্রই শেষ হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার খাঁ বাহাদুর ক্যাপ্টেন ডাঃ মাহমুদ ৫ বৎসরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী ভাইস-চ্যান্সেলার এবং রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ ব্রহ্মকে এক বৎসরের জন্য কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন।

বিভিন্ন স্থানের তাপের পরিমাণ

২৭শে মে শনিবার সকাল ৮টা (লোক্যাল টাইম) হইতে ২৮শে মে রবিবার সকাল ৮টা পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন স্থানের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন তাপের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	সর্ব্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন
কলিকাতা (আলিপুর)	৯৮	৭৭
দার্জ্জিলিং	৬৭	৫৫
শিলং	৭৮	৫৮
পাটনা	৭৮	৫৮
রাঁচী	১০৯	৭৫
কটক	১১২	৮৪
লক্ষ্ণৌ	১০৯	৭৪
এলাহাবাদ	১০৬	৮০
নাগপুর	১১০	৮৮
পাঁচমারী	৯৭	৮০
ভিজাগাপট্টম	৯২	৯০
মাদ্রাজ	১০৫	৮৪

বিমানপোত হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ

সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, ... হইতে যে সব বেসামরিক আশ্রয়প্রার্থী ভারতের দিকে আসিতেছে, গত দুই-তিন সপ্তাহ যাবৎ বৃটিশ বিমানবহর হইতে তাহাদিগের জন্য খাদ্যদ্রব্য ও চিকিৎসার দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করা হইতেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনরহরিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত জীর্ণ পাণ্ডুলিপি-আলোকে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "পরিশেষ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকল্পবৃক্ষশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৫ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৮৯; ৩০শে মে, ইং ১৯৮২, শনিবার { ৬৪-৬৫তম সংখ্যা

"মহান্তগুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ব'লে কোন দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোন অংশে কম মনে ক'র্‌বে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ পুরুষোত্তম, শর্ব্ব সর্ব্বর্ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীনবযোগেন্দ্র ও

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, তৎপুত্র আগ্নীধ্র, তৎপুত্র নাভি এবং নাভির পুত্র ভগবান্ শ্রীঋষভদেব। এই শ্রীঋষভদেবের একশত পুত্র ছিলেন। সেই শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীভরত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই দেশের নাম ছিল অজনাভ। শ্রীভরত রাজ্যসুখাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনা-প্রভাবে তিন জন্মে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে রাজর্ষি-জন্ম, দ্বিতীয়বার মৃগজন্ম এবং তৃতীয়বার জড়ভরত-নামে ব্রাহ্মণজন্ম বা পরমহংস-জন্ম লাভ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুজগণের মধ্যে নবতিসংখ্যক ভ্রাতা (?) মহাজন এই ভারতবর্ষমধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি নবটী খণ্ডের অধিপতি ছিলেন এবং ৮১ জন কর্ম্মমার্গ-প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ ছিলেন। অপর নবজন মহাপুণ্যশীল দিগম্বর আত্মবিদ্যাবিশারদ একান্তনিষ্ঠ পরমার্থী ছিলেন। কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন—এই সেই নবজন পরমহংস। ইঁহারা নবযোগেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্বয়ম্ভূ, নারদ, শম্ভু, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকি শ্রীশুকদেব ও যম—এই দ্বাদশ মহাজন। ইঁহাদের মধ্যে জনকই বিদেহরাজ শ্রীনিমি। মিথিলাধিপতি শ্রীনিমিরাজই দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম জনক। দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম জনক শ্রীসীতার পিতা জনক নহেন। সেই জনক সাধুশ্রেষ্ঠ নিমিরাজার বংশে আবির্ভূত হন; তাঁহার পিতার নাম হ্রস্বরোমা। সীতার পিতা জনকের অপর নাম সীরধ্বজ। তাঁহার একটী সহোদর ছিলেন, তাঁহার নাম কুশধ্বজ। শঙ্কর সম্প্রদায়ে যেরূপ সকল আচার্য্যমাত্রকেই শঙ্করাচার্য্য বলা হয়, মিথিলার রাজামাত্রেই সেরূপ জনক বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিদেহরাজ শ্রীনিমি মহাভাগবত-শিরোমণি।

এই নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদ শ্রীনারদ শ্রীবসুদেবকে বলিয়াছেন। পরস্পরের মধ্যে হরিকথা-আলাপই মঙ্গলাভের একমাত্র উপায় এবং ইহাই জীবনের একমাত্র কৃত্য। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা বা শ্রীবিষ্ণুচরণোদক যেরূপ ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীবাসুদেবের চরিত্র-বিষয়ক প্রশ্ন বক্তা, প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতা—এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই পবিত্র করিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ কহিব তোমারে।
জিজ্ঞাসা করিলে যার সর্ব্বপাপ হরে॥
যেবা পুছে যেবা কহে, যে করে শ্রবণ।
বিশেষে পবিত্র হয় এই তিনজন॥
ত্রিভুবন তরে যেনো তাঁ'র পদজলে।
কৃষ্ণকথা পুছিলেই সর্ব্বপাপ হরে॥

কোন সময় মহাত্মা নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে নবযোগেন্দ্র একদিন শ্রীনিমিরাজের যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমিরাজ তাঁহাদিগকে ভগবদ্ভক্ত জানিয়া প্রীতির সহিত আসনে উপবেশন করাইয়া যথাবিধানে তাঁহাদের পূজা করিলেন। তাঁহাদের দর্শনে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া মহারাজ নিমি বিনয়-নম্র-বচনে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিগণ! আমি আপনাদিগকে ভগবান্ শ্রীহরির সাক্ষাৎ পার্ষদ বলিয়া মনে করিতেছি। শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দময়। তাঁহার পার্ষদ আপনারাও সচ্চিদানন্দ-বপু। লোকমঙ্গলের জন্য আপনারা সকলজীবকে ভগবৎ-সেবোন্মুখ করাইতে নানা স্থানে বিচরণ করেন। ভক্তগণ কর্ম্মফলবাধ্য মানবমাত্র নহেন। তাঁহারা ভগবানের ন্যায় দয়ালু। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে সমাদর না করিলেও তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বদ্ধজীবের নিত্য অভাব মোচন করেন। জীবগণের পক্ষে এই ক্ষণস্থায়ী মানবদেহ দুর্লভ, তন্মধ্যে আবার ভগবৎ-প্রিয় ভক্তগণের সমাগম বা ভক্ত-দর্শন আরও দুর্লভ। বহুভাগ্যফলে আজ আপনাদের দেব-দুর্লভ শ্রীচরণদর্শন পাইয়া ধন্য হইলাম। এই সংসারে যদি ক্ষণার্দ্ধকালও সৎসঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে নিত্যমঙ্গল—নিত্যানন্দ লাভ হইয়া থাকে। অকপটে সাধুর পরিচর্য্যা ও সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণদ্বারা সাধুসঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত মঙ্গলের অন্য উপায় নাই। তাই হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু হইয়া আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া শরণাগত জনকে নিজস্বরূপ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন, তাদৃশ ভাগবত-ধর্ম্ম যদি আমাদের শ্রবণযোগ্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে দয়া করিয়া তাহা বর্ণন করুন।

তৎপরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবি শ্রীনিমিরাজকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—

কবি বলে আমি যাহা এই মনে বুঝি।
বেদ-বেদান্ত-সার কৃষ্ণ-পদাম্বুজ পূজি॥
সবে ঐ পাদপদ্ম সত্য কল্যাণ।
মহাভয়-নিবারণ, দুঃখ-পরিত্রাণ॥

শ্রীঅচ্যুত-পাদপদ্মই অভয়। শ্রীভগবৎ-সেবনে কোনপ্রকার ভীতির কারণ নাই। দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি অসদ্বস্তু। এই সব চিন্তা করিলে হৃদয়ে কামাদি উদ্দীপিত হইয়া জীবকে বদ্ধ করে এবং অন্ত চিত্তে পুনঃ উদ্বেগ হয়। কৃষ্ণানুশীলন করিলে সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দ্বিতীয়বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ হইলেই জীবের ভয় হয়। সেইজন্য ভক্তগণ দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের অভয়-পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যাহার আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম। ভগবদ্-ভক্তিই ভাগবত ধর্ম্ম। যাঁহারা ঐকান্তিক-ভাবে ভাগবত-ধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তাঁহাদের কোন অসুবিধা হয় না। অনভিজ্ঞ কখনই স্খলিতপদ হইয়া পতিত হন না; তিনি যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিয়া অনন্যভক্তি-প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণভূমিতে বাস করেন। ভাগবত ধর্ম্মের এইরূপ অদ্ভুত প্রভাব। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥

(ভাঃ ১১।২।৩৫)

হে রাজন্! ঐ ভক্তি-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মানব কখনও বিঘ্নকর্ত্তৃক বাধিত

কিংবা চক্ষু নিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেও অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে কোন কর্ম করিলেও স্খলিত অর্থাৎ প্রত্যবায়গ্রস্ত বা পতিত হন না।

কায়-মনো-বাক্য-কৃত সকল কার্য্যই ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে করিতে হইবে। ভগবদ্ভজন ছাড়া জীবের আর কোন কৃত্য নাই। কৃষ্ণভজন না করিলে কেহ সংসার হইতে উদ্ধার পায় না বা যথার্থ মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। ঈশ্বরবিমুখ হইলেই জীব মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়। ঈশ্বরবিমুখেরই দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হইয়া পরস্পর দেহবৃত্তি ও শত্রু মিত্র জ্ঞান হয়। তৎকালে শোক, দুঃখ ও ভয় প্রভৃতি আসিয়া থাকে। 'আমি ভগবৎ-সেবক' ইহা ভুলিয়া 'আমি দেহ' এই বুদ্ধি বিপর্য্যয় হওয়ায় জীব নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। ভগবানের প্রতি বিমুখ হইলে জীবের মহাদুঃখ হয় বলিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ গুরুদেবাশ্রিত হইয়া গুরুর আনুগত্যে অনন্যভক্তি সহকারে কৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে ঈশ্বর—সেবক-ভগবান্ বলিয়া জানেন। ঐ গুরুদেব কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণভজনশিক্ষাদাতা। গুরুসেবাপরই আত্মধর্ম। গুরু বস্তুবৎ। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির তাঁহার কোন ভয় নাই। মনোধর্ম্ম বা আত্মেতর অভিমান হইতেই ভয় হয়। মনোধর্ম্মে কেবল ভয়ের কথা, আর আত্মধর্ম্মে কেবল অভয়ের সন্ধান। গুরুসেবা করিতে করিতে মনোধর্ম্মের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলে ভয় নষ্ট হয়। অতএব আত্মধর্ম্ম বা ভক্তির ফল। চঞ্চল মনের নিগ্রহ একমাত্র ভগবৎসেবাদ্বারাই সম্ভব। যাঁহারা মঙ্গল চান, তাঁহারা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে শ্রীহরির মঙ্গলময় চরিতকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন, শ্রীহরির নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবেন। তিনি বিশ্বকে বিশ্বনাথের সেবার উপকরণ বলিয়া জানিবেন। এ জগতের কোন কিছুই আমার ভোগ্য নহে—সবই ভগবদ্ভোগ্য বা আমার সেব্য। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা শ্রীভগবানকে ভজন করিতে থাকুন; ভগবদ্ভজন করিতে করিতেই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান, পরেশানুভব ও বিষয়-বৈরাগ্য যুগপৎ আপনা হইতেই উদিত হইবে। ভোজনকারীর যেমন গ্রাসে গ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা নাশ হয়, তদ্রূপ ভজন করিতে করিতে ভক্ত, পরেশানুভূতি ও বিরক্তি যুগপৎ উদিত হইয়া থাকে। ভক্তি আশ্রয় করিলেই জীবের আত্যন্তিক ক্ষেম লাভ হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনপথে পরা শান্তি বা আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয় না।

শ্রীনিমিরাজ মহাভাগবত কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন—এই নবজন পরমহংসকে পর পর (১) আত্যন্তিক ক্ষেম কি? (২) ভাগবত-ধর্ম ও ভক্তের স্বভাব, আচার ও লক্ষণ কি? (৩) বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়া কাহাকে বলে? (৪) ঐ মায়া হইতে কিরূপে নিস্তার লাভ ঘটে? (৫) ব্রহ্মের স্বরূপ কি? (৬) কর্ম্মযোগমূলক কর্ম, ভগবদর্পিত কর্ম ও নৈষ্কর্ম্য কাহাকে বলে? (৭) ভগবদবতারাবলীর লীলা-চেষ্টাসমূহ কি কি? (৮) ভগবদ্বিমুখ ভক্তিহীন অজ্ঞজনগণের গতি কি? (৯) চারিযুগের যুগাবতার-চতুষ্টয়ের কিরূপ বর্ণ, কিরূপ আকার, কি কি নাম এবং কিরূপ পূজাদিবিধি?—এই নয়টী প্রশ্ন করেন। শ্রীকবি প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ভক্তের লক্ষণ-সম্বন্ধে শ্রীহবিঃ ত্রিবিধ ভক্তের লক্ষণ ও আচার-ব্যবহারাদির কথা কীর্ত্তন করিলেন। অবশেও যাঁহার নাম গ্রহণ করিলে লোকের সমস্ত অমঙ্গল ও পাপাদি বিনষ্ট হয়, সেই শ্রীহরি যাঁহার হৃদয়ে প্রেমবদ্ধ হওয়া সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করেন, তাদৃশ ভক্তই মহাভাগবত। প্রেমনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণই মহাভাগবত। যিনি বিষ্ণু প্রতিমাতে শ্রদ্ধার সহিত পূজাবিধান করেন অথচ বৈষ্ণব বা অন্য কাহারও পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভগবদ্ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞে কৃপা ও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম। যিনি সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব এবং ভগবানে সর্ব্বভূত দর্শন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম। উত্তমভাগবত শ্রীভগবান্‌কে নিজ হৃদয়ে প্রণয়রজ্জুদ্বারা সর্ব্বক্ষণ বন্ধন করিয়া রাখেন এবং ভগবান্ শ্রীহরিও তাঁহার হৃদয় কখনও পরিত্যাগ করেন না।

শ্রীনিমিরাজ শ্রীহরির মায়ার কথা জানিতে চাহিলে শ্রীঅন্তরীক্ষ বলিতে লাগিলেন,—আদিপুরুষ ভগবান্ যে শক্তিবলে দেবাদি-শরীর সৃষ্টি করেন, সেই শক্তিই ভগবানের মায়া। এই দেবাদি-দেহ পঞ্চমহাভূত-রচিত। পরমাত্মা প্রত্যেক দেহে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থান করেন। অন্তর্যামিদ্বারে পরমাত্মা ব্যষ্টি ও সমষ্টি-প্রতীতির অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের মায়িক বন্ধন মোচন ও বৈকুণ্ঠ-সেবাপ্রবৃত্তির উদয় করান। চিদনাদিবৈচিত্র্যে প্রেম সমৃদ্ধ হয়। অচিদনাদিবৈচিত্র্যে বহির্জীব প্রেমরহিত হওয়া আপনাকে সেব্য বা ভোক্তা মনে করিয়া থাকে। এই বদ্ধজীব অন্তর্যামী পুরুষের চৈতন্যবলে অনুপ্রাণিত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয়ভোগ করিয়া এই সৃষ্ট অনিত্য দেহকে আত্মা মনে করিয়া ইহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে এবং সুখ-দুঃখাত্মক কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে সংসারে ভ্রমণ করে। জীব দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া নানা কর্ম্মে লিপ্ত হয় এবং কর্ম্মফলবশে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নানাবিধ দুঃখময়ী পুনর্ব্বপাত লাভ করিয়া থাকে। প্রলয়কালে পৃথিবীতে শতবর্ষব্যাপিনী দুঃসহা অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে এবং কালবশতঃ সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে ঐ সূর্য্য ত্রিলোককে উত্তপ্ত করিবে। সঙ্কর্ষণ-মুখজাত ঊর্দ্ধশিখ অগ্নি বায়ু-কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া পাতালতল হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিবে। প্রলয়কারী মেঘগণ হস্তিশুণ্ডপ্রমাণ স্থূল ধারায় শতবৎসর পর্য্যন্ত বারিবর্ষণ করিবে এবং তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড জলে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। বিষ্ণুর মায়া ত্রিবর্ণ অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণযুক্তা ও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী। প্রলয়ে সমস্ত জীব অপ্রকাশিতভাবে কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে।

অনন্তর মায়া দুস্তরা বিষ্ণুমায়াকে কিরূপে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, প্রশ্ন করিলে শ্রীপ্রবুদ্ধ বলিতে লাগিলেন,—এ জগতে মানবগণ দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির জন্য একত্র হইয়া কার্য্য করিলেও বিপরীত ফলমাত্রই লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ সুখলাভের পরিবর্ত্তে তাহাদের পুনঃ পুনঃ দুঃখই লাভ হয়। স্ত্রী, পুত্র, স্বজন বা বিত্তাদিদ্বারা বাস্তব সুখ লাভ হয় না। ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তাহারা যে কিছু কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা সমস্তই দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়। প্রভু ও দাস, পিতা ও পুত্র, পতি ও পত্নী প্রভৃতি পরস্পর সহায়তা গ্রহণ করিয়া যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ করে, তদ্দ্বারা জীবের নিত্য চরম কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। সাংসারিক সুখ ও দুঃখ কর্ম্মফলানুসারে আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। সুতরাং তজ্জন্য ব্যস্ত না হইয়া হরিভজন করাই মঙ্গলের উপায়। সাধুগুরু-কৃপা ব্যতীত মায়াকে জয় করা যায় না। যাঁহারা ভগবানের শরণাগত হন, তাঁহারাই অনায়াসে মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব কৃষ্ণলীলার সদ্গুরুর চরণে প্রপন্ন হইবে এবং গুরুদেবতাত্ম হইয়া অকপট আনুগত্যে তাঁহার নিকট হরিসেবা শিক্ষা করিবে; শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া সাধুর সেবা ও সঙ্গ এবং তাঁহাদের শ্রীমুখে হরির অদ্ভুত চরিতকথা শ্রবণ করিবে। তাহা হইলে মায়াকে অতিক্রম করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে পৌঁছিতে পারিবে।

শ্রীপিপ্পলায়ন বলিলেন,—যিনি স্বয়ং কারণশূন্য অথচ সর্ব্বকারণকারণ, যিনি অবাঙ্মনসগোচর, যিনি কার্য্যকারণের অতীত একমাত্র তত্ত্ব, যিনি সর্ব্ববিধ জীবের সকল কার্য্যের সাক্ষিরূপে অন্তর্যামী, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন যাঁহার বলে সঞ্জীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যিনি মায়াতীত, সেই নারায়ণই ব্রহ্মতত্ত্ব। এই ব্রহ্মবস্তুর জন্ম ও বৃদ্ধি, হ্রাস বা বিনাশ নাই। ভক্তিদ্বারা চিত্তমল বিধৌত হইলে বিমল-বিশুদ্ধচিত্তে আত্মবস্তু উপলব্ধ হন।

শ্রীআবির্হোত্র বলিলেন,—অপৌরুষেয় কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের তাৎপর্য্য-বিচারে পণ্ডিতগণেরও মোহ ঘটিয়া থাকে। বেদ পরোক্ষবাদপূর্ণ; সুতরাং ঔষধলোভার্থ বালককে লোভ-প্রদর্শনের ন্যায় কর্মনিবৃত্তির জন্যই কর্ম্মফলের বিধান করিয়াছেন। বেদতাৎপর্য্যানভিজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বেদবিধানের অনুষ্ঠান না করিলে বিহিত কর্ম্মের অকরণরূপ অধর্ম্মের দ্বারা তাহার অশুভবিপাক হয়। পক্ষান্তরে ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্মফল সমর্পণপূর্ব্বক অনাসক্তভাবে বেদোক্ত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানদ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। বেদোক্ত ফলশ্রুতি কেবল কর্ম্মে রুচি-উৎপাদনের জন্যই বলা হইয়াছে। বৈদিক কর্ম্মাচরণ অপেক্ষা শ্রীহরির অর্চ্চন দ্বারা জীবের বন্ধনমোচন শীঘ্রই হইয়া থাকে। অতএব সদ্গুরুর নিকট কৃপালাভপূর্ব্বক তাঁহার প্রদর্শিত অর্চ্চনবিধিতে নিজাভীষ্ট শ্রীহরির অর্চ্চন করিলে অচিরেই অপবর্গ লাভ হইবে।

বিদেহরাজ ভগবদবতারাবলীর লীলা-চেষ্টার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীদ্রুমিল বলিলেন,—পৃথিবীর ধূলিরাশি গণনা করা কোন কালে সম্ভবপর হইলেও শ্রীহরির অসংখ্য অবতার ও গুণাবলীর কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া 'পুরুষাবতার'-নাম ধারণ করেন। তিনি রজোগুণে ব্রহ্মার মূর্ত্তিতে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পালন এবং তমোগুণে রুদ্রমূর্ত্তিতে সংহার করিয়া থাকেন। দক্ষকন্যা ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তির গর্ভে ঋষিপ্রবর নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য-ধর্ম্মের আচার-প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনরনারায়ণ-ঋষি বদরিকাশ্রমে থাকিতেন। তাঁহার তপস্যাদর্শনে ভীত ও মৎসর ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত কন্দর্প সগণে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলে ঋষিপ্রবর তাঁহাদিগের আতিথ্য করিলেন এবং তাঁহারাও আশ্চর্য্য হইয়া নারায়ণ ঋষির স্তব করিলেন। ঋষির আজ্ঞাক্রমে তথা হইতে উর্ব্বশীকে লইয়া কন্দর্প ইন্দ্রের নিকট প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু জগতের মঙ্গলের জন্য অংশতঃ অবতীর্ণ হইয়া হংস, দত্তাত্রেয়, কুমার ও ঋষভরূপে আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন। তিনি হয়গ্রীবরূপে মধু-কৈটভকে বধ করিয়া বেদসকলের উদ্ধার করেন, মৎস্যাবতারে পৃথিবী ও সত্যব্রত-মুনিকে রক্ষা করেন, বরাহ-অবতারে পৃথিবীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষের সংহার, কূর্ম্মাবতারে পৃষ্ঠদেশে মন্দার ধারণ, শ্রীহরিরূপে গজেন্দ্রের মোচন, ব্রহ্ম-হত্যা হইতে ইন্দ্রকে ও অসুর-গৃহ হইতে দেবরমণীগণকে উদ্ধার করেন। নৃসিংহ-অবতারে হিরণ্যকশিপু সংহার, বামনরূপে বলিকে ছলনা, পরশুরামরূপে পৃথিবীকে একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয় এবং শ্রীরামরূপে সমুদ্র-বন্ধন ও রাবণ বধ করেন। আবার তিনি যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াও নানা লীলা করিয়াছেন। কলিযুগের অবসানে শ্রীভগবান্ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া শূদ্ররাজগণকে বধ করিবেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে তাঁর প্রকাশ।

এইসকল কথা শুনিয়া শ্রীনিমিরাজ হরিবিমুখ অজ্ঞজনের গতি কি? জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীচমস বলিলেন,—"ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীমুখ হইতে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে সত্ত্ব ও রজোগুণে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে রজঃ ও তমোগুণে বৈশ্য এবং পদ হইতে তমোগুণে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়ও তাঁহাদের সহিতই উদ্ভূত হইয়াছে নিজের উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ শ্রীহরির ভজন না করিলে ও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলে চারিবর্ণাশ্রমীর অধঃপতন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধীনস্থ শূদ্রবর্গ ও তদধীন স্ত্রীগণ হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করে না। সুতরাং স্ত্রী-শূদ্রগণ সর্ব্বদাই বহুলোকের দয়ার পাত্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ উপনয়নরূপ দ্বিজত্ব-বিধান শ্রীহরির পাদপদ্মলাভের যোগ্য হইয়াও বেদবর্ণিত অর্থবাদে মোহিত হইয়া ভগবদুপাসনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্মাদি কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া থাকে। তাই তাহারা দাম্ভিক হইয়া ভগবদ্ভক্তগণকে উপহাস করে। তাহারা কামিনী-সেবায় রত হইয়া মৈথুনসুখকে গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর গৃহবার্ত্তায় বৃথা জীবন অতিবাহিত করে এবং জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রীর গর্ব্বে শ্রীহরি ও তদ্ভক্তকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইলেও তাহারা তাহা শ্রবণ করিতে পারে না। হরিকথায় তাহাদের রুচি নাই; সেইজন্য তাহারা বিষয়কথা লইয়া কাল কাটায়। জগতে স্ত্রী সঙ্গ, আমিষ-ভক্ষণ, ও সুরা-পান প্রভৃতিতে বদ্ধজীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। এসকল কার্য্য যদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিবাহদ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষ-ভক্ষণ, ও যজ্ঞে সুরাপানের নিয়মবিধান করা হইয়াছে; সুতরাং এই সমস্ত বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিতে হইবে। শাস্ত্রে মদ্যের ঘ্রাণরূপ ভক্ষণ বিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় নাই; সেইরূপ যজ্ঞে পশুহিংসা করার পরিবর্ত্তে যজ্ঞে পশুবধ এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র সন্তান-উৎপাদনের জন্যই মৈথুন বিহিত হইয়াছে। কিন্তু হরিবিমুখ মনোধর্ম্মিগণ শাস্ত্রের এই তাৎপর্য্য জানিতে না পারিয়া ব্যভিচারই করিয়া থাকে। তাহাদের জানা উচিত যে, যেসকল দুর্জ্জন বৃথা পশুহিংসা করে, সেই পশুগণ পরলোকে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। নিজ সুখের জন্য জীবহিংসা করিলে জীব-দেহস্থিত পরমাত্মা শ্রীহরির প্রতিই দ্রোহ বা বিদ্বেষ করা হয়। হরিবিমুখ জনগণ ভগবৎ-সেবাচ্যুত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ভক্তি না থাকায় তাহারা শান্তি লাভ করিতে পারে না। ভগবদ্বিমুখ মানবগণ নিজের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অন্তিমকালে ভগবন্মায়া-রচিত গৃহ, পুত্র, বান্ধব ও স্ত্রীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নরকে প্রবেশ করিয়া থাকে। হরিভজন না করিলে জীবের এইরূপ দুর্গতিই হইয়া থাকে।

শ্রীনিমিরাজ চারিযুগের যুগাবতারের কথা শুনিতে চাহিলে শ্রীকরভাজন বলিলেন,—সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ ব্রহ্মচারি-বেশী, হংসাদি নামবিশিষ্ট এবং ধ্যানযোগে সেব্য। ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, যজ্ঞাদি-নামে অভিহিত এবং বৈদিক যজ্ঞের দ্বারা আরাধিত হন। দ্বাপরে তিনি শ্যামবর্ণ পীতবাস, বাসুদেবাদি নামযুক্ত ও বৈদিকাদি বিধিতে অর্চ্চিত হন। কলিতে তিনি গৌরবর্ণ এবং অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন-পর। বুদ্ধিমান্ জনগণ তাঁহাকে সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তনদ্বারাই পরমপুরুষার্থ লাভ হয় বলিয়া গুণ-গ্রাহিগণ কলিযুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই সংসারে ভ্রমণশীল জীবের নাম-সঙ্কীর্ত্তন অপেক্ষা পরমলাভজনক আর কিছুই নাই, যেহেতু নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে পরমা শান্তি লাভ এবং সংসার-দুঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য সত্যযুগের প্রজাগণেরও কলিযুগে জন্মগ্রহণের ইচ্ছা হয়। শাস্ত্র বলেন,—

ধন্য কলিযুগ যাতে কেবল কীর্ত্তনে।
সর্ব্বধর্ম্মফলপ্রাপ্তি হয় সর্ব্বজনে॥
এই সে পরম সত্য জানিব সংসারে।
যেন-তেন-মতে হরিসংকীর্ত্তন করে॥
যাহা হৈতে শান্তি হয়, খণ্ডয়ে সংসার।
হরিসংকীর্ত্তন বিনে গতি নাহি আর॥

হে রাজন্! যিনি সমস্ত অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরির শরণাগত হন, তিনি সাধারণ মানবের ন্যায় দেবতা, ঋষি বা পিতৃলোকের নিকট ঋণী থাকেন না। ভাগবতধর্ম্ম-আশ্রয়কারী যদি সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্ব্বেই মৃত বা খলিত হন, তাহা হইলেও তাঁহার অন্য ধর্ম্ম বা কর্ম্মত্যাগ-জনিত প্রত্যবায় বা অসুবিধা হয় না বা তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না। যিনি অনন্যভাবে ভগবানের সেবা করেন, তাদৃশ অনন্যভক্তের হৃদয়ে কোনরূপ বিকর্ম্ম প্রবৃত্তির উদয় হইলেও তদীয় হৃদয়স্থিত ভগবান্ শ্রীহরি তৎসমুদয় বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

মিথিলাধিপতি শ্রীনিমি শ্রীনবযোগেন্দ্রের শ্রীমুখে ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদের পূজা করিলেন। অনন্তর কবি প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষগণ সর্ব্বলোকের সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। রাজা নিমিও উক্ত ধর্ম্মসকলের আচরণসহকারে পরমগতি লাভ করিলেন।

অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য

——:০:(০):০:——

নবধা ভক্তির মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনই প্রধান। শ্রবণ-কীর্ত্তনকে কেন্দ্র করিয়া নবধা ভক্তির অন্যান্য অঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইলেই সেগুলি সেবা হয়। হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীভগবানের সঙ্গ ও সেবা লাভ হয়। কারণ, শ্রীহরিই 'হরিকথা'-রূপে অবতীর্ণ। সেই 'হরিকথা' রূপী হরির সাক্ষাদ্ভাবে সেবা হয়—শ্রবণ কীর্ত্তনে। বর্ত্তমান যুগে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন ব্যতীত—শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত কেহই হরি-ভজন করিতে পারেন না। যখন সেই শ্রীহরিকথারূপী শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন হয়, তখনই শ্রীহরির সাক্ষাৎকার ও সর্ব্বতোমুখী সেবা হয়। কর্ণদ্বারা অর্থাৎ শ্রবণদ্বারা শব্দরূপী শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, আর জিহ্বাদ্বারা অর্থাৎ কীর্ত্তনদ্বারা তাঁহার সর্ব্বতোমুখী সেবা হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তন শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিবার উপায়মাত্র নহে; পরন্তু তাহা স্বয়ংই উপেয়।

সাধুগণের মুখবিগলিত বীর্য্যবতী শ্রীহরি-কথা শ্রদ্ধাবান্ জীবের সেবোন্মুখ কর্ণের ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত করিয়া কৃষ্ণের সুনির্ম্মল বসিবার আসন করিয়া থাকে। বদ্ধজীবের হৃদয় অন্যাভিলাষাদি নানাপ্রকার আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। তাহা কৃষ্ণের অবস্থান-যোগ্য নহে। তজ্জন্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ হরিকথা দ্বারা হৃদয়ের মলসমূহ মার্জ্জন করিয়া শ্রীভগবানের বসিবার উপযুক্ত আসন রচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

—সাধুগণের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যেসকল হৃৎ ও কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তি উদিত হইবে।

সাধুগণের শ্রীমুখোক্ত হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফল যে কেবলমাত্র অনর্থনিবৃত্তি, তাহা নহে। ইহার দ্বারা অনর্থনিবৃত্তিও লাভ হয় এবং তাহা স্বয়ংই অর্থপ্রবৃত্তি। সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির সকল অবস্থাতেই সাধুমুখবিগলিত শ্রীহরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন হইয়া থাকে। এই শ্রবণ-কীর্ত্তন কেবল বদ্ধাবস্থায় বা সাধকাবস্থায় নহে, মুক্তাবস্থায় বা সিদ্ধাবস্থায়ও ইহা একমাত্র অপরিহার্য্য কৃত্য। বদ্ধাবস্থায় ও সাধকাবস্থায় ইহা সাধন বা উপায় এবং মুক্তাবস্থায় বা সিদ্ধাবস্থায় ইহাই সাধ্য বা উপেয়। এই-জন্য যে-সকল মহাজন এই জগতে শুদ্ধ-হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা মহা-মহাবদান্য ও ভূরিদ,—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

(ভাঃ ১০।৩১।৯)

হে কৃষ্ণ, সংসারে যাঁহারা তাপতপ্ত ব্যক্তিদিগের জীবনপ্রদ, কোবিদগণের আরাধিত, সর্ব্বপাপনাশক, শ্রবণমাত্রই মঙ্গলপ্রদ, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ও সর্ব্বব্যাপক তোমার কথামৃত বিতরণ করেন অর্থাৎ কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য।

এই সাধুগণের শ্রীমুখনির্গত শ্রীহরি-কথা শ্রবণে যাঁহার রুচি আছে, তিনিই ভাগ্যবান্। হরিকথা-শ্রবণে রুচিই ভাগ্য। দুর্ভাগা ব্যক্তি হরিভজন করিতে পারে না। দৈবচক্রে সদ্গুরুর সন্নিধানে আসিয়া পড়িলেও ভাগ্যহীন মায়া তাহাকে পুনরায় সংসারেই ভ্রমণ করিতে হয়। ভাগ্য না থাকিলে হরিভজন হয় না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণকথায় রুচি যার, সেই ভাগ্যবান।" শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে যাঁহার রুচি আছে, যিনি হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন ব্যতীত থাকিতে পারেন না, তাঁহারই হরিভজন হইবে। হরিকথার প্রতি প্রীতি বা ভালবাসাই শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতি বা ভালবাসা। শ্রীহরিকথার সেবাই শ্রীভগবানের সেবা। শ্রীহরিকথার সেবা হয় শ্রবণ কীর্ত্তন-দ্বারে। একরূপ শ্রীহরির প্রতি—হরিকথার প্রতি আসক্তি না হইলে পারিলে কাহারও সংসারাসক্তি যাইতে পারে না। যদি শ্রীহরি ও হরিকথার প্রতি আসক্তি না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—আমাদের দেহ-গেহাসক্তি ছিন্ন হয় নাই।

যে-স্থানে হরিকথামুখরিত নহে—সে-স্থানের প্রত্যেকটী কথা আমাদিগকে হরি-ভজনের প্রেরণা দেয় না, ভক্তকের লাভ আকৃষ্ট করে না, সেরূপ স্থানে—তদ্রূপ সংসর্গের মধ্যে হরিভজনেচ্ছু কাহারও অবস্থান করা উচিত নহে। সেরূপ স্থান যতই সুখ-সুবিধা ও আহার-স্বাচ্ছন্দ্য থাকিবার পারিবেষ্টিত হউক না কেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যে-স্থানে, যে কালে ও যে-পাত্রে শুদ্ধহরিকথার বাহুল্য ও প্রাচুর্য্য আছে, সেই স্থান, সেই কাল ও সেই পাত্রেরই সেবা করিতে হইবে।

হরিকথার অনুশীলন হয়—সাধুসঙ্গে, গ্রন্থ-পাঠে, শ্রীভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনে, গ্রন্থ-লেখনে, ব্যাখ্যা-শ্রবণে, প্রশ্নোত্তর-শ্রবণে। এইরূপ হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন যত্নই নিরন্তরভাবে হইবে, ততই হরিতে রুচি, আসক্তি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনর্থনিবৃত্তি ও অপরাধের ক্ষয় হইবে। তখনই হৃদয় দৈন্য ও আর্ত্তিতে ভরপুর হইবে।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা ভক্তিবৃদ্ধি হয়। শ্রবণ ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না। কার্য্য করিতে হইলেই প্রথমে তাদ্বিষয়ে শ্রবণ করিতে হইবে। প্রতিমুহূর্ত্তে—সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ না হইলে কোনরূপে কেহ অগ্রসর হইতে পারেন না—সেবা হয় না। সর্ব্বক্ষণই নিষ্কপটতা শ্রেষ্ঠ—যাঁহার কথা-শ্রবণে হরিভজনে লোভ হয়—উত্তরোত্তর সেবা-প্রেরণা পাওয়া যায়, তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করা উচিত। হরিকথা-শ্রবণ হইলেই সেবার স্বরূপ কি, সেবকের স্বরূপ কি, কি করিলে শুদ্ধ সেবা হয়, তাহা জানা যায়; সুতরাং হরিভজন করিতে হইলে যদি শ্রবণের সুযোগ না হয়, তাহা হইলে হরিভজন হওয়া সম্ভবপর নহে। শ্রবণকীর্ত্তনহীন যে সেবা, তাহা কখনও নিশ্ছিদ্র হইতে পারে না। শ্রবণের দ্বারাই নিশ্ছিদ্র, নিখুঁতভাবে সেবা সাধন সম্ভবপর হইতে পারে। ভগবানের উদ্দেশ্যে যাহা করা যায়, তাহা সেবা হইলেও সেই সেবাকার্য্য কিরূপভাবে করা উচিত, তাহা সর্ব্বপ্রথমে প্রকৃত সেবকের নিকট হইতে শ্রবণ করা প্রয়োজন।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকটে সর্ব্বক্ষণ না থাকিলে শ্রবণ সুযোগ হয় না। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ হইতে দূরস্থিত ব্যক্তিগণের পক্ষে শুদ্ধভক্ত সাধুর নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণের কোনও আবশ্যকতা আছে। সাধুর সান্নিধ্য হইতে দূরস্থিত ব্যক্তির প্রত্যেক বাণীর সঙ্গ ছাড়া মঙ্গললাভ হইতে পারে না। সাধুর সান্নিধ্য হইতে দূরস্থিত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে—শুদ্ধভক্ত সাধুকেই একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র বন্ধু, একমাত্র পথপ্রদর্শক-রূপে বরণ ব্যতীত আর উপায় কি আছে?

সেবা অপ্রাকৃত। কিন্তু কায়িক-পরিশ্রম করিয়া যে সেবা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা শরীরের অসুস্থতা বা ইন্দ্রিয়ের অকর্ম্মণ্যতার জন্য কালে ঐরূপ সেবা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণরূপা যে ভক্তি, তাহা কোন দিন থামিবে না। তাহা সুস্থ-অসুস্থ, সবল-দুর্ব্বল, সুখ-দুঃখ, দিবা-নিশা, যৌবন বৃদ্ধদশা, শয্যাশায়ী-অবস্থায়, এমন কি মৃত্যুকালেও সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকালে অপ্রতিহত-গতিতে চলিতে থাকিবে। সুতরাং যে সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইলে কোনদিন বাধাপ্রাপ্ত হইতে হয় না - চিরদিন অপ্রতিহত-গতিতে অবিরাম চলিতে পারা যায়, তাহাই মুখ্যভাবে সকলের পক্ষে গ্রহণীয়।

অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব আমাদের চিত্ত অতীব চঞ্চল। চঞ্চল চিত্তের দ্বারা সেবা হয় না। সেবার প্রতি একাগ্রনিবেশ ব্যতীত সেবা হয় না। এই জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের দ্বারা বদ্ধজীব আমাদের চিত্ত সর্ব্বক্ষণ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ তাহাদের প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইয়া অন্যমনস্কভাবে আত্ম-নিবেশহীন সেবাকার্য্যের দ্বারা সেব্যের প্রকৃত সুখবিধান হয় না। চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলে আপনভাবে—প্রীতির সহিত ঐকান্তিকভাবে সেবা হইতে পারে না। আমাদের এইরূপ চঞ্চল চিত্ত নিয়মিত করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনের একান্ত আবশ্যক। এইরূপ বিক্ষিপ্ত-চিত্তকে গায়ের জোরে কখনও নিয়মিত করা যায় না। সেরূপ ক্ষেত্রে 'শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন' যদি প্রভুরূপে, নিয়ামকরূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হন, তবেই রক্ষা; নতুবা গড়ের নানাপ্রকার পিচ্ছিলপথ হইতে রক্ষা পাইবার অন্য উপায় নাই। যখন আমাদের মন খারাপ হইয়া যায়, সেবাকার্য্যে উৎসাহ থাকে না, কিছুই ভাল লাগে না, মনে কোন একটা সোয়াস্তি পাই না, কি করিব ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই কূল-কিনারা পাই না, তখন শ্রবণই আমাদিগকে প্রভুরূপে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত পথ দেখায়—সদ্গুরুরূপে হাত ধরিয়া প্রভুর নিকট লইয়া যায়। যে মনকে আমি নিজে নিজে শত শত উপদেশের দ্বারা প্রসন্ন করিতে পারি না, সেই মনই প্রকৃত সাধুর নিকট এক মুহূর্ত্ত শ্রবণ করিলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কোটী-গুণ উৎসাহে প্রভুসেবায় নিমগ্ন হয়। সুতরাং শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ বন্ধুর অনুক্ষণ সঙ্গ করা ছাড়া আমাদের আর কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে? এক মুহূর্ত্ত এই বন্ধুর সঙ্গত্যাগ হইলেই সেবাবিমুখতারূপ অনর্থ পেত পিশাচ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। কীর্ত্তনকথারূপী হরি যদি প্রতি-মুহূর্ত্তে আমাদের কর্ণাকর্ষণ করিয়া না রাখেন, তাহা হইলে আর বাঁচিবার অন্য উপায় দেখি না। তাই আমার করুণাময় বন্ধুগণ শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা,—তাঁহারা নিত্যকাল এই অনাশ্রিত অকিঞ্চন, দীন হীন, তাঁহাদের কৃপা-কাঙ্গালকে তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ প্রদান করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের অনুক্ষণ প্রভুসেবায় নিযুক্ত করুন। তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের উপস্থিত বাণী সর্ব্বক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে প্রভুসেবায় যোগ্যতা লাভ আমার হউক—ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, ও সেবাবৃত্তি-সহকারে অধোক্ষজ ভগবানের শোক-মোহ-ভয়াপহা বাণী শ্রোতব্য। নিজের সকল-প্রকার জাগতিক অভিজ্ঞতাজাত অজ্ঞান-অহমিকাকে থামাইয়া দিয়া ভাগবতী বাণীর নিকট দীনভাবে অকপট আত্মসমর্পণদ্বারা শুশ্রূষা সম্ভব। বাণীর অকপট সেবাফলে শুদ্ধভক্ত যে স্বাভাবিক ও সরল প্রশ্নের উদয় হয়, তাহা তর্কস্পৃহার সহিত এক নহে। আমি শ্রবণ করিয়া ভাগবতী বাণীকে নিজ-জীবনে কার্য্যকরী হইতে দিব—এইপ্রকার প্রবৃত্তি না থাকিলে প্রকৃত শ্রবণ হইবে না। সুতরাং শ্রবণপিপাসার সহিত নিজের শ্রবণে অকপট আন্তরিকতার বিচারও অনুধাবনীয়।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(•)::——

আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়-অনুভূতির তারতম্যানুসারে নিজের পারমার্থিক উন্নতি-অবনতি বিচার্য্য। যিনি যে পরিমাণে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়-অনুভূতি লাভ করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে পারমার্থিক অধিকারে অধিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকৃত হইবেন। তদ্ব্যতীত কেহ সাময়িকভাবে পরমার্থবিষয়ে অন্য নানাপ্রকার অধিকার দেখাইলেও, তাদৃশ হৈতুক ব্যবহার প্রকৃত পারমার্থিকগণের বিচারে অধিক সমাদর লাভ করিবে না।

সাময়িকভাবে নিজ অনর্থসমূহের অবকাশ বা ভক্তিবিষয়ে তথাকথিত নিজবিচার-সিদ্ধ রুচি প্রভৃতিদ্বারা পারমার্থিক অধিকার বিচারিত হইলে কদাচ পরমার্থ-সম্বন্ধে পরমার্থের স্বপ্রকাশ-বিচারে অমনোযোগিতা আপতিত হয়। পরমার্থ-সম্বন্ধে নিজের নিপুণ বা প্রভূত্বনাশক সমস্ত চেষ্টা কার্য্যকরী করিয়াও নিষ্কপট পরমার্থের স্বাভাবিক অনুভূতি ব্যতীত কখনই পারমার্থিক অধিকার সিদ্ধ হয় না। অন্য বা অপারমার্থিক সম্বন্ধ-যোজনা করিয়া যে পারমার্থিক অনুশীলন ও সুবিধা অর্জ্জিত হইবে, তাহা কিপ্রকারে বিশুদ্ধ পারমার্থিকতার সহিত এক হইবে?

———

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত নিজের নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধের ক্রমিক স্বাভাবিক অনুভূতিই স্বীয় পরমার্থজীবনের সম্ভাবনা। জীবের নিত্য-সিদ্ধ সমস্ত অপ্রাকৃত সম্বন্ধের কেন্দ্রদেশে অবস্থিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে আশ্রয়-গ্রহণদ্বারাই স্বরূপের অবস্থাতে অন্য সকল পারমার্থিক সম্বন্ধেরই সূচনা হয়। কেহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত তাদৃশ সম্বন্ধবিষয়ে উদাসীন হইয়া অন্যভাবে পারমার্থিক বিষয়ে রুচি প্রদর্শন করিলে তাহা স্বতঃই ব্যর্থ বা কপটতা বলিয়া কালে কালেই জানিতে হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি উপলব্ধ রুচি ব্যতীত জীবের অন্য পারমার্থিক রুচি-প্রকাশের কোনই অবকাশ নাই। তজ্জন্য পরমার্থবিচারে আদৌ গুরুপদাশ্রয় এবং আন্তরিকতার সহিত সুদৃঢ়ভাবে নিঃসংশয়ে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণাশ্রয়-অনুভূতি ব্যতীত কখনও কেহ স্বীয় পারমার্থিক ব্যবহারে প্রকৃত নিঃসংশয়ও হইতে পারে না। শ্রীগুরুচরণাশ্রয়কে অভিজ্ঞ-শ্রেণীতে গণ্য করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী নিজের আচরণ গঠিত করিলে তদ্দ্বারা যে লৌকিক পারমার্থিকতার অধিকার প্রদর্শন করা হয়, তাহা পরমার্থ-বিষয়ে কখনই উন্নত-অধিকারসূচক হয় না যেদিন শ্রীগুরুপাদপদ্মের গাম্ভীর লৌকিকতা অতিক্রান্ত হইয়া নিষ্কপটে তৎসহ নিত্যসিদ্ধ-সম্বন্ধের সম্বন্ধে উপস্থিত হইবে, সেই দিনই নিজের প্রকৃত পারমার্থিক অধিকারও অসংশয়ে সূচিত হইবে। কপট পরমার্থ-বাসনাভিমানিগণ নিজেদের তথাকথিত পরমার্থব্যবহারের যে গাম্ভীর্য্য দুষ্কতার আস্ফালন করে, তাহাদের তাদৃশ অনুমোদন-শূন্য লৌকিকতার পশ্চাতে পারমার্থিক অনুভূতির বিরাট দৈন্যদশার আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। প্রকৃত শাস্ত্রতাৎপর্য্যও মহাভ-শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশ্রয় ব্যতীত কখনই উপলব্ধ হয় না।

যাঁহারা নিজেদের পরমার্থ-দারিদ্র্য সংগোপন করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়-অনুভূতির প্রতি লৌকিক মর্য্যাদা করিয়া অন্য তথাকথিত পরমার্থব্যবহারে নিজেদের দক্ষতা প্রকাশিত করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের তাদৃশ হৈতুক আচরণ তাঁহাদের প্রকৃত পরমার্থহীনতাই ঘোষণা করিবে। পরমার্থবিষয়ে এতাদৃশ আত্মঘাতী ব্যবহার অবলম্বন অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয়, সন্দেহ নাই। প্রকৃত পরমার্থাকাঙ্ক্ষিগণ তাঁহাদের তাদৃশ দুর্ভাগ্যকর ব্যবহারে প্রভাবিত হন না। নিজেদের নিষ্কপট পরমার্থ-আকাঙ্ক্ষা-দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাভিখারীগণ গুরু-কৃপায় সতত সংরক্ষিত হন।

কেহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়-অনুভূতির অভাবে অসহিষ্ণু না হইয়া যদি তৎসমাধানে প্রকৃত উন্মুখ না হন অর্থাৎ তাদৃশ আশ্রয়-অনুভূতির অভাব যদি হৃদয়ে পোষিত হয়, তাহা হইলে ঐ কপটী ব্যক্তির যাবতীয় ভক্তি-আচরণই তাহাকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা-লোলুপ অন্যাভিলাষী করিয়া তুলিবে। নিজের পরমার্থপ্রতিষ্ঠার সৌষ্ঠব একমাত্র শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের আশ্রয়-অনুভূতির দ্বারাই সম্ভব হয়। অপরে স্বীয় আশ্রয়হীন প্রতিষ্ঠার অন্যাভি-লাষী হইতে বাধ্য। অকপট গুরুদাসই পরমার্থ সেবক; অপরে ত' বঞ্চক।

———

যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়লাভ না করিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃত পারমার্থিক জীবন করা যায় না। আবার শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের আশ্রয়-অনুষ্ঠান করিয়াও যদি তাহা অনুভূতির বিষয় না হয়, তাহা হইলে প্রকৃত আশ্রয়লাভের তাৎপর্য্য ব্যাহত হয়। শিশুক্রোড়স্থ শিশু পিতার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ না হইলেও তৎহৃদয়ে যে পিতার পুত্র-অনুভূতির বীজ রহিয়াছে, তাহা অবশ্যই তাহাকে অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা পিতার সম্বন্ধে অধিক সচেতন করায়। প্রকৃত আশ্রয় লাভ হইলে নিজের অনাশ্রিত জীবনের ক্লেশকর অনুভূতি অবশ্যই অবসান ঘটে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনঙ্গগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ১৭ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১লা জুন, ইং ১৯৪২, সোমবার ৬৬তম সংখ্যা

নূতন শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "প্রতিলেখ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা, 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ পুরুষোত্তম, শর্ব্ব সর্ব্বগ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে প্রীতিই শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফল। যেখানে হরিকথা-শ্রবণে উল্লাস নাই, সেখানে বহির্ম্মুখতা আছে, জানিতে হইবে। অপরাধ থাকিলে সহজ রুচি ও উল্লাস হয় না, হরিকথা শ্রবণ করিয়াও চিত্ত কোমল বা দ্রব হয় না। এরূপ হইলে সর্ব্বক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর্ত্তির সহিত গুরুভক্তকে ডাকা দরকার; নতুবা অপরাধ যাইবে না। শ্রবণীয় বিষয় পুনরায় আলোচনা না করিলে শ্রবণের সম্যক্ ফল লাভ হইবে না। শ্রবণ হইলেই কীর্ত্তন হইবে। যদি সাধুর বাণী-শ্রবণে হৃদয়ে রেখাপাত হয়, তবে কেহ না বলিয়া থাকিতে পারে না।

আশাই শ্রদ্ধা, হতাশাই অশ্রদ্ধা। হতাশ হওয়া শোচনীয় অবস্থা। হতাশা জীবের সর্ব্বনাশ করে। সুতরাং হতাশ না হইয়া শ্রীগুরু নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন জানিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রেয়ের দিকে সেবা-মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রীভগবানের সুখের জন্যই শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে—তাহা যেন কেবল নিজ অনর্থাদির নিবৃত্তি বা প্রশংসার জন্য না হয়। ভগবদ্ভক্তিতে কৃষ্ণসুখ ছাড়া আর অন্য কিছু থাকিবে না। সম্পূর্ণ অনর্থমুক্ত হওয়া তখন কঠিন, এইরূপ আশা করা যায় না। অনর্থনিবৃত্তি ও অর্থপ্রাপ্তি যুগপৎ হয়। একের সম্পূর্ণ অভাব হইলে অপরটীর উদয় হইবে, এইরূপ নহে। অর্থের দিকে যত গতি হইবে, অনর্থ ততই নিবৃত্ত হইবে। তজ্জন্য আর আলাদা ভাবে চেষ্টা করিতে হয় না। অন্ধকার চলিয়া গেলে সূর্য্যের উদয় হইবে, এইরূপ নহে। সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার থাকে না। কৃষ্ণ আসিলে আর মায়া থাকে না। রোগ থাকাকালেই ঔষধ খাইতে হয়, রোগ সারিলে ঔষধ খাইতে হইবে, এইরূপ বিচার নহে।

পরের দোষ দেখিলে আমার রাগ হয়, কিন্তু নিজের দোষের বেলায় ত' চিত্ত একটুও বিচলিত হয় না। কেহ হরিভজন করুন আর না করুন, তাহাতে আমি হরিভজন ছাড়িব কেন? নিজে হরিভজন না করিলে অপরের দোষ দেখিবার ইচ্ছা হয়। অদোষদর্শনই ভজন। নিজের ভজন কম পড়িলেই অপরের সমালোচনার প্রবৃত্তি হয়। সাধুগুরু-কৃপায় যাহার গৃহব্রত-বুদ্ধি বা দেহাত্মবুদ্ধি অপসারিত হইয়াছে, তিনি দেখেন,—সকলেই হরিভজন করিতেছেন। তখন বৃক্ষ হরিভজন করিতেছে, তৃণ হরিভজন করিতেছে, পশু পক্ষী, নর নারী সকলেই হরিভজন করিতেছে, আমিই কেবল হরিভজন করিতে পারিলাম না,—এই চিন্তা প্রবল হয়, হরির জন্য বিরহ-ব্যাকুলতা জীবের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলে। যিনি হরিভজন করেন, তিনি বাধা-বিপত্তি দেখিয়া পশ্চাৎপদ হন না, তাঁহার হতাশা আসে না। পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীরূপানুগগণের পদধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলে এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণ উদ্দেশে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দুই দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবননির্ব্বাহ করিয়া চলিবেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরি-ভজন ছাড়িবেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করিতেছেন না দেখিয়া নিরুৎসাহিত হইবেন না; নিজভজন, নিজসম্পদ, কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়িবেন না। তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিবেন।"

হরিকথা বলাই জীবের প্রতি শ্রেষ্ঠ দয়া। যে হরিকথা বলে না, সে জীবের প্রতি হিংসা করে। হরিভজনকারী সুখ-দুঃখে অভিভূত হন না। কৃষ্ণকীর্ত্তন কারণেই কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। সাধুগুরুর নিকট সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা শুনিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণস্মরণ হইবে। আমরা নিরন্তর কৃষ্ণকথা আলোচনা বা কৃষ্ণনাম করি না বলিয়া নিজের ভোগের কথা আমাদের মনে পড়ে। কৃষ্ণস্মৃতি না হইলে নিজেন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা কি করিয়া যাইবে? কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণ হয় না। কীর্ত্তন চেতনের বৃত্তি। কৃষ্ণকীর্ত্তন না করিলে মায়ার কীর্ত্তন বা প্রজল্প হইবে। কীর্ত্তন করিব না—এইরূপ বিচার হইলে অসৎ হইতে হইবে এবং অবশেষে সর্ব্বনাশ হইবে। কৃষ্ণ-কথায় কাণ না দিলে তাহা ইতর কথায় প্রবৃত্ত হইবেই। কায়-মনো-বাক্যের প্রত্যেকটী দিয়াই হরিভজন করিতে হইবে। ভক্ত প্রত্যেক জিনিষ দিয়াই ভগবদ্ভজন করেন। ভগবৎসেবায় যে বস্তুটী বাদ পড়িবে, তাহার দ্বারা জীবের ভোগ অর্থাৎ সর্ব্বনাশ হইবে। ভোগ-ত্যাগ-স্পৃহাই বহির্ম্মুখতা। নিজের ভোগ বা ত্যাগ চালানই মায়া। বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে আমাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হওয়া আবশ্যক এবং কৃষ্ণের বান্ধব হওয়া প্রয়োজন। নিজেকে সাধু-বৈষ্ণব বলিয়া জাহির করার নাম হরিভজন নহে।

সাধন-ভজনে সর্ব্বক্ষণ উৎসাহ থাকা দরকার। কিছুতে নিরুৎসাহ নাই। নিরুৎসাহ মনের ধর্ম্ম। সেবায় বাধা দেখিলে লোকের নিরুৎসাহ আসে বা ভক্তির উপর সন্দেহ আসে, সেখানে ভক্তি অগ্রসর হয় না। কাহারও নিরুৎসাহ আসিলে তাহা মায়ার পরীক্ষা জানিয়া সাধুগুরু-কৃপায় তাহা উত্তীর্ণ হইতে হইবে। উৎসাহ না থাকিলে ভক্তি বৃদ্ধি হয় না। আবার কৃত্রিম চেষ্টায় উৎসাহ প্রকট করাও যায় না। হরিগুরু-বৈষ্ণবের নিকট কৃপাপ্রার্থনার দ্বারা ইহা স্বাভাবিক-ভাবে উদিত হয়। কৃপাপ্রার্থনায় যত দৈন্য আসিবে, ততই উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে। সাধুগুরুর নিকট কৃপাপ্রার্থনা না করিলে উৎসাহ থাকে না। গুরুবর্গের নিকট সর্ব্বক্ষণ কাতর ক্রন্দন করা দরকার। অকপটে ক্রন্দন করিতে পারিলে তাঁহারা সমস্ত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন। উৎসাহকে বাড়াইবার জন্যই বিঘ্ন আসে। সেগুলি ভগবৎ কৃপার নিদর্শন। বাধা সেবোৎসাহকে কোটিগুণে বাড়াইয়া দেয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাধা পাইয়া নিরুৎসাহ আসিলেও যদি দীনভাবে কাতর-প্রার্থনা থাকে, তবে পুনরায় উৎসাহ আসিবে।

কৃপা অবশ্যই পাইব—এরূপ দৃঢ় আশা থাকা দরকার। ইহা গোঁড়ামি নহে। গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত এই আশাই ভক্তির বীজ বা মঙ্গলের নিদান। সর্ব্বাবস্থায় সম্পদে ও আপদে কৃষ্ণ, থাকিলে আর

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে, গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে।

কোন মত বা চলিবে না। প্রভু হৃদয়েই আছেন, ইহা সর্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। শুধু মনে মনে 'নন্দন' থাকিলেই চলিবে না, ধৈর্য্যও ধারণ করিতে হইবে। ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে জন্মজন্মান্তরও লাগিতে পারে, আবার সদ্যসদ্যই তাহা হইতে পারে। শীঘ্র হউক বা দেরীই হউক, তজ্জন্য চিন্তিত হইতে হইবে না। তবে প্রভুর কৃপায় যথাসময় দর্শন নিশ্চয় পাওয়া যাইবে - এই আশা-ভরসা যেন হৃদয়ে সর্বক্ষণ থাকে। শ্রীভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে, তাঁহাকে মনপ্রাণ দিতে হইবে; নিজের জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না। আমি দুর্বল ও অযোগ্য হইলেও "আমি ও তোমারই" - এই কথা সর্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে; তাঁহার উদ্ধার উপর নির্ভর করিতে হইবে। তাঁহার দয়া ছাড়া কিছু হইবে না,—ইহা মর্মে মর্মে জানিয়া কাতরভাবে কৃপাপ্রার্থনাপূর্বক সময়ের অপেক্ষা করিতে হইবে। আবার কৃপাপ্রার্থনার ভাণে অলস হইয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে না, পরন্তু সর্বক্ষণই সেবা করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা করিতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া গুরুপ্রিয়-সেবনে সহায়তা করাই কৃষ্ণসেবা।

অসৎসঙ্গ বা নিন্দাস্পৃহা ত্যাগ করিতে হইবে। ভোগ বা ত্যাগ—উভয়েই অসাধু। নিজে অসাধু হইতেও হইবে না এবং অসাধুর সঙ্গও করিতে হইবে না। কৃষ্ণের সংসার করিতে হইলে ভোগের সংসার ছাড়িতে হইবে। জীবের প্রতি দয়া করা দরকার। শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন না করিলে জীবে দয়া হয় না। জীবে দয়া না করিলে কৃষ্ণনাম হয় না। আবার কৃষ্ণনামে রুচি না হইলে জীবে দয়া করিবার প্রবৃত্তিও জাগে না। অন্তরের শুদ্ধ হওয়া দরকার, তাহা হইলে নিষ্ঠা হইবে। প্রথম হরিভজনের অন্তরায় [illegible]। পরনিন্দা, পরচর্চা খুব খারাপ। পরচর্চকের হরিভজন হইবে না। প্রতিষ্ঠাশা যেন হৃদয়কে অধিকার না করে। প্রতিষ্ঠালালসা না হইলে [illegible] বাড়ে [illegible] সাধু আমাকে স্নেহ করেন বলিয়া [illegible] স্নেহের সুযোগ লইয়া আমি যদি অসৎ বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া যাই, তবে [illegible] হইতে হইবে। সাধুর স্নেহের অপব্যবহার করিলে সর্বনাশ অনিবার্য। সাধু কাহাকেও বঞ্চনা করেন না। আমার অন্তরের [illegible] আমাকে বঞ্চিত করে। [illegible] বঞ্চনা না করে। [illegible] সাধুগুরুকেও বঞ্চনা করিতে [illegible] করে—অথবা সাধুগণের কৃপায় সেই [illegible] নিকট [illegible] উপস্থিত হয়।

শ্রীহরি ও শ্রীভৃগু

——::(০)::——

শ্রীভৃগুদেব ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি বিষ্ণুর আবেশাবতার। তাঁহার পুত্রের নাম শুক্রাচার্য্য। ভগবান্ বাৎসল্য-বিচারে ভৃগুর পদচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন; তাই শুক্রাচার্য্যকে তিনি ভালবাসিতেন। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ভৃগু ও শুক্রাচার্য্য—উভয়েই ভগবদ্ভক্ত। বলির প্রতি শুক্রাচার্য্যের বঞ্চনাময় উপদেশের কথা শুনিয়া যেন কেহ শুক্রাচার্য্যকে অবৈষ্ণব মনে না করেন। কারণ শুক্রাচার্য্যের উদ্দেশ্য—যাহাকে ভগবান্ আদর করিলেন, তাহা এই যে, সমস্ত কামনা যাঁহার পাদপদ্মে আশ্রিত, সেই কামদেব বস্তুটির সন্ধান কম বলী ব্যক্তি যেন না লয়। অন্য লোককে ধোঁকা দিয়া যদি ছুটি পাওয়া যায়, তবে আর নিজ সর্ব্বস্ব বস্তু তাঁহাকে দেওয়া কি প্রয়োজন? শাস্ত্র বলেন,—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেম না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥

পুরাকালে সরস্বতী-তীরে ঋষিগণ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। তৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হইলে তাঁহারা এই বিষয়টী জানিবার মানসে ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুমুনিকে যথার্থ তত্ত্ব অনুসন্ধানার্থ প্রেরণ করিলেন। অনন্তর শ্রীভৃগু প্রথমে ব্রহ্মার সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পরীক্ষার জন্য তিনি ব্রহ্মার স্তব, তাঁহাকে প্রণাম বা তাঁহার পাদ-সম্বাহনাদি কিছুই করিলেন না। ব্রহ্মাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ভৃগু ঐরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করিলে ব্রহ্মা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃগুকে অভিশাপ করিতে গেলেন। সভাসদ্গণ ব্রহ্মার পায়ে ধরিয়া বুঝাইলে। ব্রহ্মা পুত্রস্নেহে নিজ ক্রোধ সম্বরণ করিলেন।

ভৃগু ব্রহ্মার নিকট হইতে ঐরূপ ব্যবহার পাইয়া তৎক্ষণাৎ রুদ্রসাক্ষাতে কৈলাসধামে গমন করিলেন। রুদ্র ভৃগুকে দেখিয়া মহেশ্বর আসন হইতে উত্থিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে প্রেমাবেগে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীভৃগুর শ্রীমুখে কখনও শিবনিন্দা হইতে পারে না, তথাপি কৌতুকে শিবকে পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীভৃগু বলিলেন,—'হে মহেশ, তুমি ভূত, প্রেত, পিশাচ লইয়া থাক; চিতাভস্ম ধারণ কর। সেইজন্য তোমাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়।' ভৃগুর এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূলহস্তে ভৃগুকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পার্ব্বতী তাঁহার পদযুগলে পতিত হইয়া বিনয়বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

অনন্তর শ্রীভৃগু ক্ষীরসাগরে গিয়া লক্ষ্মী-সেবিতচরণ শ্রীবিষ্ণুর দর্শন পাওয়া-মাত্রই ভগবান্ শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলে সাধুজনশরণ ভগবান্ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ব্রহ্মা ও রুদ্রের ন্যায় ক্রুদ্ধ ত' হইলেন-ই না বরং তৎপরিবর্ত্তে অবনত-মস্তকে মুনিকে প্রণাম-পূর্ব্বক তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিয়া বলিলেন,—"হে মুনিবর, আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত'? হে ব্রহ্মন্, এই আসনে ক্ষণকাল উপবেশন করুন। হে প্রভো! আপনার আগমন জানিতে না পারায় আমাদের যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা আপনি নিজগুণে ক্ষমা করুন। আপনার পাদোদক প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহকেও বিশুদ্ধ করে। আপনি তাদৃশ পাদোদক দ্বারা আমাকে, এই বৈকুণ্ঠলোককে এবং আমার আশ্রিত লোকপালগণকে পবিত্র করুন।" শ্রীভগবানের এইরূপ বাক্য ও ব্যবহারে পরমানন্দিত হইয়া শ্রীভৃগু অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। শ্রীভৃগু নিজের ইষ্ট-দেবতার বক্ষে যে পদাঘাত করিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি কৃষ্ণপ্রেরণাতেই এইরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীহরির ব্যবহার দেখিয়া শ্রীভৃগু ভক্তিপ্লুত-চিত্তে "সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ, সবার জীবন"—এই বলিয়া সানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল এবং ভগবৎপ্রেমে বাক্রোধ হইয়া আসিল। অতঃপর তিনি সর্ব্বভাবে ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া পুনরায় মুনিগণের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভৃগুকে দেখিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভৃগু আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ - শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এক বলিনু বচন॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সবার।
ব্রহ্মা-শিব করেন যাঁহার অধিকার॥
হর্ত্তা, কর্ত্তা, রক্ষিতা সবার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥
ধর্ম্ম, জ্ঞান, পুণ্য, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, বিরক্তি।
আত্ম-শ্রেষ্ঠ-আদি যাঁহার বহু শক্তি॥
সকল কৃষ্ণের, ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও, ভজ কৃষ্ণের বিজয়॥

ভৃগুর বচন শুনিয়া শ্রীহরিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে সকলেই নিঃসংশয় হইলেন। ঋষিগণ সাদরে কৃষ্ণকে পূজা করিলেন এবং দৃঢ়মনে কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা-শিবকে ভক্ত-রূপে পূজা বা সম্মান করিতে লাগিলেন।

শ্রীহরিই পরমেশ্বর। ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতা-গণ সকলেই তাঁহার দাস বা সেবক। ভগবৎ-সেবক-বুদ্ধিতে তাঁহাদের সম্মান করাই শাস্ত্র-বিধি। ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণকে এক একটী পৃথক্ ঈশ্বর মনে করিলে শ্রীবিষ্ণুর চরণে অপরাধ হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যা'রে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥

সিদ্ধ বৈষ্ণবের ব্যবহার বুঝা খুবই কঠিন। তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অজ্ঞ ও আধ্যক্ষিকগণ তাঁহাদের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তগণের ভক্তি-আচার অভক্তিবৃত্তির দ্বারা কখনই বিচার্য্য নহে। সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীভৃগুর আচরণ সাধারণ জীবের গোচর নহে। ভগবদ্ভক্ত ভৃগু কখনও শ্রীভগবানের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে পারেন না। ভক্তির মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ই ভৃগু-শরীরে প্রবেশ করিয়া ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভক্তের জয় বিঘোষিত করিবার জন্যই ভগবানের এই লীলা। যদি কেহ বলেন, ব্রহ্মাশিব ত' ভগবানের ভক্ত, তবে তাঁহারা নিজের অপমানে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন কেন? তদুত্তর এই যে, ব্রহ্মা ও শিব নিজপ্রভু শ্রীহরির শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার জন্যই এইরূপ ক্রোধের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সিদ্ধ বৈষ্ণবের ব্যবহারের কথা বলিতে গিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—

সিদ্ধবৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যবহার।
কহিলাঙ, ইহা বুঝিবারে শক্তি কা'র॥
পরীক্ষিতে কর্ম্ম কিবা ছিল কিছু আর।
তা'র লাগি করিলেন চরণ-প্রহার॥
সৃষ্টিকর্ত্তা ভৃগুদেব যাঁ'র অনুগ্রহে।
কি সাহসে চরণ দিলেন সে হৃদয়ে॥
অবোধ, অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।
ইহা বৈ সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥
যাহা করিলেন, সে 'যাহান কর্ম্ম নয়।
আবেশের কর্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
মূল কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে।
করাইলা ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥
জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারী ভক্ত-জয়॥
বিরিঞ্চি-শঙ্কর বাড়াইতে কৃষ্ণজয়।
ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয়॥
ভক্ত সব যেন গায় নিত্য কৃষ্ণজয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন ভক্ত-জয় আপনায়।
অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার॥
অধম জনের যে আচার, যেন ধর্ম্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণকৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এসব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে॥
সবে ইথে বোধ এক মহা প্রতিকার।
সবার করিব অতি বিনয় ব্যবহার॥
অন্ত হই লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহাজন-বচন॥
তবে কৃষ্ণ তারে যেন দেন দিব্যমতি।
সকল নিস্তার পায় না ঠেকয়ে কতি॥

([illegible])

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে তাঁহার প্রকাশ

বৈষ্ণব যমদণ্ড্য নহেন

——::(•)::——

যিনি পরমপুরুষ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন, সেই ভগবদ্ভক্ত সাধু বিধি-নিষেধের অতীত; তাঁহাতে পাপ-পুণ্যাদির সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যের আশ্রয় লইলে যেরূপ শীত, অন্ধকার ও তজ্জনিত ভীতি বিদূরিত হয়, সেইরূপ সাধুগণের সঙ্গ ও সেবা করিলে সমস্ত পাপ-তাপ দূরীভূত হইয়া নির্ব্বাণ তত্ত্ব-স্থিতি লাভ হয়—বজ্রাশ্রিত হওয়ায় কোন ভয়-ভীতি থাকে না। জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে নৌকা যেমন একমাত্র আশ্রয়, সেইরূপ ঘোর সংসার-সমুদ্রনিমগ্ন জনের পক্ষে শান্ত, ভগবন্নিষ্ঠ মহাপুরুষগণই একমাত্র গতি। বায়ু যেরূপ প্রাণিগণের প্রাণ, ভগবান্ যেরূপ আর্ত্তগণের একমাত্র রক্ষক, ধর্ম্ম যেরূপ মানবের পারলৌকিক ধন, সেইরূপ ভবভীতগণের পক্ষে সাধুগণই একমাত্র সর্ব্বস্ব। মহাপাপীরও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ হইলে নিখিল পাপ হইতে মুক্তিলাভ এবং পরমকল্যাণ লাভ হয়। সৎসঙ্গরূপ জাহ্নবীতে স্নাত হইলে কি দান, কি তপ, কি তীর্থসেবা, কি যজ্ঞানুষ্ঠান—কিছুরই আবশ্যক হয় না। ভগবান্ এবং ভক্ত প্রীত হইলে শত্রু মিত্র হয়, বিষ পথ্য হয়, বাধা দূর হয় ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিণত হয় এবং তাঁহারা বিপরীত হইলে মিত্র শত্রু হয়, পথ্য বিষ হয়, ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। সৎসঙ্গ লাভ হইলে চিত্ত ও কর্ণরসায়ন হরিকথা-শ্রবণসুযোগ হয় এবং তৎপ্রভাবে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির বিকাশ হয়।

যিনি সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত, অতনিরপেক্ষ, তিনিই সাধু; সেইরূপ সাধুর সঙ্গফলে নিদোষ বিদ্বানও হইয়া তাকে রতি হয়। এই পক্ষিগণও যাঁহার মন হরির প্রতি অনুরাগী থাকে, যিনি হরিভক্তি হইতে বিচ্যুত হন, তাঁহাকেই নিঃসন্দেহে ভগবদ্ভক্ত বলা যায়। বিপদাপন্ন হইলেও ভগবানে তাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাঁহার একমাত্র ব্যতীত অন্য কোনও দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি আসক্তি নাই। যাঁহাদের চিত্ত ভগবানের প্রতি সতত আসক্ত, তাঁহারা সাধু। ভগবানের প্রতি প্রীতির গাঢ়তায় যাঁহারা প্রীতিতে বশীভূত হইয়াছেন, ঐরূপ হরিভক্তের হিংসা করিতে কেহ সক্ষম হয় না, গ্রহসকল তাঁহাদিগকে কষ্ট প্রদান করিতে পারে না, রাক্ষসগণ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। ব্রহ্মাদি দেবগণ হরিভক্তগণের মহিমা সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারেন না। সাধুগণ যে যমরাজের কিরূপ পূজ্য, তাহা তিনি তদীয় দূতগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

"দূতগণ! তোমরা সকলে আমার অনুশাসন শ্রবণ করিয়া উহা মনে মনে ধারণ কর। যে সকল সৌভাগ্যবান্ জীব ভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, সুর-সিদ্ধগণেরাও যাঁহাদের পবিত্রকীর্ত্তি কীর্ত্তন করেন, তোমরা কখনও সেইসকল সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুর নিকট গমন করিও না। সুদর্শন চক্রধারী শ্রীভগবানের গদা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন; তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার সাধ্য আমার নাই—কালেরও সে সামর্থ্য নাই। যাঁহারা অপ্রমত্ত, অমানী, মানদ, নির্ম্মৎসর, ভগবানের প্রতি আসক্ত চিত্ত, সেইসকল বৈষ্ণবের নিকট হইতে তোমরা দূরবর্ত্তী থাকিবে। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহে, ভগবানই একমাত্র পরমেশ্বর, তিনিই পরমপুরুষ, তিনিই একমাত্র শরণ্য—এইরূপ বিজ্ঞান লাভ যাঁহার হইয়াছে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করিবে। যে সকল ব্যক্তি 'হে পুণ্ডরীকলোচন!, হে বাসুদেব! হে বিষ্ণো, হে চক্রপাণি, তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়'—এইরূপ কীর্ত্তন করেন, তোমরা সেইসকল অকল্মষজনের সন্নিধানে গমন না করিয়া দূরবর্ত্তী থাকিবে। সর্ব্বদেববন্দ্য পরমেশ্বর হরি সর্ব্বলোক-হিতার্থ ও অহিতার্থ (স্বর্গ ও নরক-প্রদানার্থ) আমাকে যমরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সুতরাং আমি হরিপাদপদ্মবিমুখজনকে দণ্ড প্রদান করি এবং হরিপরায়ণ জনকে নমস্কার করি। তোমরা বৈষ্ণবগণকে বিসর্জ্জন কর, তাঁহারা মদীয় অধিকারে আসিবার যোগ্য নহেন। দুরাচারবান্, দুষ্ক্রিয়াপরায়ণ, নির্দ্দয় পাপাচারী হইলেও শিশুপালনকারী ব্যক্তি 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিগণিত; তোমরা তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিও। বৈষ্ণবগণ যেসকল ব্যক্তির গৃহে আহার করেন, যেসকল ব্যক্তির সহিত অবস্থান করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবের সঙ্গলাভে নিষ্কলুষ হন; সুতরাং তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। হে দূতগণ! যদি আমার হিতকামনা কর, তবে শত শত পাতকে পাতকী হইলেও যাঁহারা একাদশীতে উপবাস করেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিও। কোটি কোটি পাপে পাতকী হইলেও যদি কেহ মরণ সময়ে জগন্নাথ জনার্দ্দনকে স্মরণ করে, তবে আমার আদেশে সেই-সকল ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিও। বৈষ্ণবের নিগ্রহসাধনে ব্রহ্মা, হর, বহ্নি, দেবেন্দ্র, আমি ও অপরাপর সুরগণ কেহই সক্ষম নহি। আমি বৈষ্ণবসকাশে সর্ব্বদাই ভীত; সুতরাং তোমরা বৈষ্ণবগণকে পরিত্যাগ করিবে। বৈষ্ণবগণ আমার মাননীয়। যাহারা বৈষ্ণবের অবমাননা করে, তাহারা বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবগণকে স্মরণ করিলে নিঃসন্দেহে শতলক্ষ পাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, ঋষি, কেহই বৈষ্ণব-অবমাননাকারীকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। তাঁহারা বিষ্ণুচক্রদ্বারা সর্ব্বদা রক্ষিত। আমি সুদর্শনচক্রের ভয়েই বাক্যদ্বারা ও মনদ্বারা বৈষ্ণবের অপ্রিয়-অনুষ্ঠানে সমর্থ নহি। যাঁহাদিগের বুদ্ধি শ্রীহরিতে সমর্পিত, যে-সকল ব্যক্তি হরিভক্তের ভক্ত, ভক্তিপথে অনুরাগী, গুরুসেবাপরায়ণ, হরিনামসেবানিরত, তাঁহাদিগকে বিসর্জ্জন করিও। যাঁহারা অবৈষ্ণবগণের সঙ্গ ত্যাগী, হরিভজনে পরিতৃপ্ত, সৎসঙ্গে লালসান্বিত, বৈষ্ণবচিহ্নধারী এবং ভগবদ্বিষয়ক উপদেশদ্বারা লোকের উপকারক, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। যাঁহারা নিত্য হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন পরায়ণ, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিও। যাঁহারা নিত্যকাল নারায়ণ! জগন্নাথ! বাসুদেব! জনার্দ্দন! এই বলিয়া ভগবন্নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র আমার ও সকলের বন্দ্য। যাঁহারা গমনকালে, ভোজনে, অবস্থানকালে, শয়নে, কথোপকথনকালে, কার্য্যকালে, সর্ব্বাবস্থায় হরিনাম উচ্চারণ ও স্মরণ করেন, তাঁহাদিগকে সতত নমস্কার করিও। তাঁহারা আমার দণ্ড্য নহেন। যাঁহার জিহ্বাগ্রে 'হরি' 'হরি' এই নাম সর্ব্বক্ষণ উচ্চারিত হইতেছেন, তিনি আমার বন্দ্য। যাঁহারা শত শত পাপে লিপ্ত হইয়াও অবশেষে কাতরভাবে ভগবন্নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবৎশরণাপন্ন হন, তাঁহারাও আমার দণ্ড্য নহেন।"

যাঁহার যত ভগবৎপ্রীতি বেশী, তাঁহার সাধুত্বও তত বেশী। সাধুগণ যমদণ্ড্য নহেন, তাঁহারা যমবন্দ্য। যমরাজ—বৈষ্ণব; সুতরাং অন্য বৈষ্ণবকে তিনি সম্মানই প্রদর্শন করেন। হরিভক্তগণ স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল—সকলেরই দেবতা, মানব ও যক্ষ-রক্ষগণদ্বারা বন্দনীয় হন। ভক্তের স্মরণ করিলে অভক্তি—পাপসমূহ ভস্মীভূত হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—ভক্তগণ যথায় গমন করেন, আমিও তথায় গমন করি। মুক্তিগণ সর্ব্বগণ সহ ভক্তের অনুগমন করিয়া থাকেন। যাহারা ভক্তিমান্ হইয়া ভগবানের জন্য আত্মীয়-স্বজনগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটেই শ্রীভগবান্ ক্রীত হইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী প্রীতি ব্যতীত কেহ তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে না।

যাহারা অবৈষ্ণব, তাহারাই যমদণ্ড্য। যমদণ্ড্য নারকীগণই বৈষ্ণবতাবিমুখ। যাহারা বিষ্ণুবৈষ্ণবের কোনও কৃত্য করিবে না, তাহাদিগকেই যমালয়ে যাইতে হইবে। যাহাদের জিহ্বা একবারও ভগবানের নামাগুণ কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও ভগবানের অভয় চরণারবিন্দ স্মরণ করে না, এমন কি, যাহাদের শির একবারও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হয় না, তাদৃশ অকৃতি-দুষ্কৃতগণকেই যমসদনে আনিবার জন্য শ্রীযমরাজ তাঁহার দূতগণকে আদেশ করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

২৪ পরগণায়

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ ডায়মণ্ডহারবার সাব্‌ডিভিসনে বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া গত ১৮ই চৈত্র বুধবার দিবস মগরাহাট নিবাসী শ্রীযুত প্রমথনাথ পায়েন মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। তথায় ২ দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া কড়াকলাস গ্রামের মণ্ডল অধিবাসীগণের আগ্রহাতিশয্যে তথায় গিয়া যথাক্রমে ৩ দিবস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ২২শে চৈত্র রবিবার দিবস মগরাহাটের মুরলোরী মার্কেট শ্রীযুত বাবু বিভূপদ হালদার মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তথায় দুর্দ্দিন যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীমধ্যাহ্ন-উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরদিবস শ্রীযুত হরিপদ ব্যানার্জ্জি মহাশয়ের আগ্রহে স্থানীয় টাউনহলে বৈষ্ণব সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রী একটী সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত সভাতে প্রায় ৫।৭ শত ভদ্রলোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

মেদিনীপুরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীভাগবত-জনানন্দের উৎসাহে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। ভক্তিশাস্ত্রী গত ১লা মে শংকরা-দায়ক গ্রামে শ্রীযুত কালাচাঁদ পাত্র মহাশয়ের বাড়ীতে দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন করেন।

তৎপর দিবস ভক্তিশাস্ত্রী উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুত পীতাম্বর পাত্র, মহাশয়ের বাড়ীতে যথাক্রমে ৪ দিবস ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী বিপুল উৎসাহে প্রচার করেন। তাহার পর শ্রীযুত কালাচাঁদ পাত্রের অনুরোধে ভক্তিশাস্ত্রী তাঁহার বাড়ীতে গমন করিয়া সেই দিবস রাত্রে তাঁহার বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ব্যাখ্যা করেন। ভক্তিশাস্ত্রী অতঃপর শংকরাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত কিশোরীমোহন গিরি মহাশয়ের বাড়ীতে ও লোদানিবাসী শ্রীযুত ধনঞ্জয় পাল মহাশয়ের বাড়ীতে ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের জন্য	১৫শ দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
ইঞ্চি	২৲		" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম		৮৲	" এক কলম	৬০৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—চিদ্বিলাসের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রী শ্রীগৌড়মণ্ডল হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মবঞ্চনাহারক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গীরূপে বরিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপত্রয়ব্যাপিত কলিযুগাতিকাল এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মেহাশ্মার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি এত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাবস্থায় এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

জাপানের নৌ-বিভাগীয় ক্ষতি

প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে গত ২০শে মে পর্যন্ত জাপানের যত যুদ্ধজাহাজ নিমজ্জিত ও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় হইয়াছে, গত ২৬শে মে ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টার হইতে তাহার এক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে:—

নিমজ্জিত:—ছোট একখানি বিমানবাহী জাহাজ, একখানি সামুদ্রিক বিমানবাহী জাহাজ, ছয়খানি ডেষ্ট্রয়ার, একখানি স্পেশ্যাল শ্রেণীর জাহাজ, ছয়খানি সাবমেরিন, পাঁচখানি স্পেশ্যাল শ্রেণীর সাবমেরিন, একখানি মাইন পাতিবার জাহাজ, ছয়খানি মাইন ধ্বংসকারী জাহাজ, দুইখানি ছোট যুদ্ধ জাহাজ এবং দুইখানি গানবোটে রূপান্তরিত জাহাজ।

ক্ষতিগ্রস্ত অংশ:—একখানি মাইন ধ্বংসকারী জাহাজ, চারিখানি গানবোটে রূপান্তরিত জাহাজ, একখানি ছোট ক্রুজার, তিনখানি ডেষ্ট্রয়ার ও একখানি স্পেশ্যাল শ্রেণীর জাহাজ।

এতদ্ব্যতীত নৌবিভাগের আরও ১৭ খানি জাহাজ (৬২০০০ টন) নিমজ্জিত হইয়াছে।

পরীক্ষা পাশের ন্যূনতম সংখ্যা

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের ন্যূনতম সংখ্যা যাহাতে একরূপ হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ ও পাশের জন্য আবশ্যক সংখ্যার হিসাবে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়।

জাপানের সৈন্য ক্ষয়

জাপান প্রধান মন্ত্রী তোজো এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানান যে, বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ৯ হাজার জাপ সৈন্য ও অফিসার মারা গিয়াছে ও ২০ হাজার আহত হইয়াছে।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ

মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আদেশ ও বিধি নিয়মগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিবার জন্য ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে-এস নিউজেন্ট, আই-সি-এস, সমস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট, সার্কেল অফিসার, ঋণ-সালিসী বোর্ডের স্পেশ্যাল অফিসার কন্ট্রোলারদের উর্দ্ধতন সমস্ত পুলিশ অফিসার এবং ইউনিয়ন বোর্ড-এর ঋণ-সালিসী বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সভ্যদেরকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

মূল্য-নিয়ন্ত্রণের আদেশ অমান্য সম্পর্কে কোনও সংবাদ পাইবার পর এতৎসংশ্লিষ্ট অফিসারগণ প্রাথমিক তদন্ত করিবেন এবং এইরূপ তদন্তের পর যদি তিনি অভিযোগ সত্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে নিকটবর্ত্তী থানায় এজেহার দিবেন। এইরূপ বাঙ্গলার সমস্ত ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট বহাল করিবেন।

ব্রহ্মদেশ হইতে আগত ছাত্রগণ

ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগত ছাত্রগণের (ভারতীয় এবং অন্যান্য) অসুবিধা লাঘবকল্পে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট ১৯৪২ সালের জুলাই মাসের শেষভাগে ভারতবর্ষের কোন এক উপযুক্ত কেন্দ্রে ব্রহ্ম হাইস্কুল ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরীক্ষার্থিগণকে ২০শে জুনের মধ্যে নয়াদিল্লীতে বহির্ব্বঙ্গীয় বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করিতে হইবে। আবেদন-পত্রে পরীক্ষার্থী ব্রহ্মদেশে যে স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছে তাহার নাম এবং যে যে বিষয়ে সে হাইস্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিতে চাহে তাহাও জানাইতে হইবে।

রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐরূপ সময়ে ভারতবর্ষের কোনও এক উপযুক্ত কেন্দ্রে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট, বি-এ ও বি-এস-সি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। পরীক্ষার্থীদিগকে তাঁহাদের নাম-ধাম, ভাবী ঠিকানা প্রভৃতি বিষয় জ্ঞাপক পূর্ণ বিবরণসহ ২০শে জুনের মধ্যে ভারত-সরকারের বহির্ব্বঙ্গীয় বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করিতে হইবে। পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্রের নাম পরীক্ষার্থীদিগকে যথাসময়ে জানানো হইবে।

বোম্বাইয়ের গবর্ণর

একখানি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ সম্রাট বোম্বাইয়ের গবর্ণর স্যার রোজার লামলীর কার্য্যকাল আরও দুই মাস বৃদ্ধি মঞ্জুর করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সদ্যঃ শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতিসংগ্রহ

—•—

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "প্রভিজোৎ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

—•—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সংক্ষিপ্ত সম্বিৎস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।'

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৮ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৯৬; ১৮শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৮৯ : ২রা জুন, ইং ১৯৮২, বুধবার } ৬৫তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ পুরুষোত্তম, শিব প্রহ্লাদ, গৌরাব্দ ৪৯৬

শ্রীধাম

——:০:(*):০:——

শ্রীধাম নিত্য ভগবানের চিন্ময় বস্তু। সেবোন্মুখ নেত্রে এই শ্রীধামের সৌভাগ্যদর্শন হয়। যে সৌভাগ্যবান্ জীব শ্রীগৌরধামের কৃপা লাভ করিতে পারেন, তাঁহার আর কিছুই অলভ্য থাকে না। গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—"তিনিই সমস্ত ভাগবতজনের আচরণ করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক অপূর্ব্ব বস্তু করতলগত করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারই অনর্পিতচর প্রেম-সম্পত্তি লাভ হইয়াছে, তিনিই সকলের নির্ব্বিবাদ অধিকার করিয়াছেন, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁহারই নিকট অবনত হন, যিনি গৌরধাম শ্রীনবদ্বীপে বাস-বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন।"

চিন্তামণিময় হয় গৌড়মণ্ডল।
চিদানন্দময় ধাম, চিন্ময় সকল॥
জল-ভূমি-বৃক্ষ আদি সকলি চিন্ময়।
সদা বিরাজিত তথা কৃষ্ণশক্তিময়॥
স্বরূপশক্তির যেই সন্ধিনী-প্রভাব।
তাঁ'র পরিণতি এই ধামের স্বভাব॥
প্রভু-লীলা-পীঠরূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয়॥
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজীবে তাহা হয় অবিদ্যা-বিভ্রম॥
নিত্যানন্দ কৃপা যাঁ'র প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দ-ধাম সর্ব্বত্র চিন্ময়॥

শ্রীগৌরধাম শ্রীধাম-শিরোমণি বা সর্ব্বধাম। এই শ্রীধামে যুগপৎ সর্ব্বধামের সমাবেশ। শ্রীধাম ভোগোন্মুখ জড়চক্ষু বা জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর। কারণ শ্রীধাম শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গবৈভব অর্থাৎ শ্রীভগবানের রূপ-বিস্তার। শ্রীধাম খণ্ড বা মায়িকবস্তু নহেন। সাধুজন শ্রীচরণে সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হইয়া বা আত্মনিবেদন করিয়া সেবোন্মুখ নেত্রবিশিষ্ট হইলে শ্রীধামের তত্ত্ব অনুভব হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের তিনটী ঈশ্বরী—শ্রী, ভূ, ও লীলা; শ্রীশক্তি শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দক্ষিণদিকে, ভূশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বামভাগে এবং লীলারূপে শ্রীধাম শ্রীগৌরসুন্দরের পাদদেশে বিরাজিত। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম নবধা ভক্তির প্রপক্ষে প্রকটিত সাক্ষাৎ অর্চ্চাবিগ্রহ। অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর নবধা ভক্তির অন্তম আত্মনিবেদনক্ষেত্র। এই আত্মনিবেদনের ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথমে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিবেন।

আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলিয়াছিলেন,—"কপটী কখনও চিন্ময় নবদ্বীপে বাস করিতে পারে না। শ্রীমহাপ্রভু একমাত্র হরিনাম করিবার অকপট বুদ্ধি ব্যতীত অন্যান্য বুদ্ধিকে দুর্ব্বুদ্ধি বলিয়াছেন। যাঁহারা বাস্তবিক হরিভজন করেন, একমাত্র তাঁহাদের হরিভজনের আনুকূল্য ব্যতীত অন্য যে কোনপ্রকার সেবা-ধর্ম সমস্তই ঘোর বন্ধনের কারণ হয়। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম অপ্রাকৃত। বিনিময়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রত্নাদি প্রদান করিলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটী বালুকণার মূল্যের তুল্যও হয় না। শ্রীধামের বৃক্ষলতা আমাদের নিত্য বন্ধু-বান্ধব; তাঁহারা গৌরলীলার উপকরণ।"

শ্রীশচীদেবী ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীগৌরহরি তাঁহাদের সেবায় আকৃষ্ট ও প্রেমবাধ্য হইয়া নিত্যকাল শ্রীযোগপীঠে—শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করেন। তিনি শ্রীধাম মায়াপুর হইতে এক পদও অন্য কোথাও যান না। শ্রীগৌরধাম সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দরই। এই শ্রীধামের অণুপরমাণু হইতে পরিষেক তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ দেখাইবেন। এখানকার তৃণ, গুল্ম, লতা, কীট, পতঙ্গ, ধূলি—সমস্তই বিপ্রলম্ভ-রসানন্দময়। বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে এখানকার তৃণ, বৃক্ষ ও ধূলিতে জড়বুদ্ধি হইবে না, ইঁহাদের অপ্রাকৃতত্ব বা সেবায় হৃদয়ে সহজভাবে প্রকাশিত হইবে। শিব, বিরিঞ্চি ও উদ্ধবাদি ভক্তগণের বন্দ্য এই শ্রীধাম-মায়াপুরের তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষ ও ধূলির নিকট প্রণত ও প্রপন্ন হইয়া কৃপাভিক্ষা করিলে আমরা নিজেকে এই অপ্রাকৃত বিচিত্র ধামের বৃক্ষ, লতা বা দাস জানিবার সৌভাগ্য পাইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় উত্তরোত্তর উন্মুখ হইতে পারিব। নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় জীবের এই সৌভাগ্য হইতে পারে। শ্রীগৌরধাম বিশ্ববান্ধব, তাঁহার করুণা অতুলনীয় ও অসমোর্দ্ধ। যে-কোন উপায়েই হউক, এই শ্রীধামের সাক্ষাৎ কৃপাকটাক্ষ লাভ করা দরকার। শ্রীগৌরধাম মানুষ পড়িতে পারেন অর্থাৎ উদ্ধারকর্ত্তা, অগতির গতি, অসহায়ের সহায়, অনাথের নাথ ও অহৈতুকবন্ধু। আবার ভগবত্তত্ত্বও শ্রীধাম। ভগবত্তত্ত্বে একাধারে ভগবদ্ধাম, স্বয়ং ভগবান্, ভগবানের পরিকর ও ভগবল্লীলার সমাবেশ। ভগবত্তত্ত্ব ভগবানের শ্রীমন্দির বা শ্রীধাম। ভক্তের হৃদয়-শ্রীমন্দিরে বা হৃদ্ধামে সর্ব্বক্ষণ ভগবান্ আছেন। ভক্তগণের শ্রীধামবাস, ভক্তদর্শন বা ভক্তদর্শনই শ্রীধামদর্শন। ভক্তদর্শন শ্রীধামদর্শন নহে। শ্রীধাম—চিন্ময়বস্তু—অপ্রাকৃত অমায়িক বা অলৌকিক বস্তু শ্রীধাম অশোক, অভয় ও অমৃত: শ্রীধামবাসীর ভয় নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই। দ্বিতীয়াভিনিবেশ, ভয়ার্ত্ততা, মোহবুদ্ধি বা জড়দর্শনেই ভয়। শ্রীধাম পরমানন্দময় বলিয়া সেখানে চতুর্ম্মুখ লোকের সেখানেও নাই। সেখানে কুণ্ঠাবশতঃ মৃত্যুরও অবকাশ নাই। শ্রীধাম অদ্বিতীয় বস্তু সেখানে দ্বিতীয় বা অন্যের অবস্থিতি না থাকায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা ভয়ও নাই। জানি না,—শ্রীধামবাসিগণের পদধূলি কবে হইতে পারিব? এই শ্রীধামকে যাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের আনুগত্য করে এই পাপমলিন চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের নিত্য অবস্থান-পীঠ করিবে।

যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম-ধনকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই ভাগ্যবান। তাঁহার শ্রীচরণে আমার মতি হউক। তাঁহার প্রীতিবিধান করিলেই আমার গুরুসেবা লাভ হইবে। শ্রীগৌর সম্বন্ধীয় আমার জীবনে-মরণে, শয়নে স্বপনে, জন্মে-জন্মে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হউক, সকল বাঞ্ছা পরিহার করিয়া শ্রীগুরুসেবা করিয়া একান্তভাবে গুরুপাদপদ্মে থাকিবার সৌভাগ্য আমাদের হউক। যিনি শ্রীগুরু মুখের কথা গুরুসেবা করেন, তিনি সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন; অন্তঃকরণ শ্রীধাম তাঁহার হৃদয়েই স্ফূর্ত্তি লাভ হন, সাধুজনের কৃপায় তাঁহার শুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীধামরূপে প্রকাশ পায়। চর্ম্মচক্ষে শ্রীধামদর্শন হয়

কৃষ্ণ যাঁরে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

না। সাধু গুরু-কৃপায় উদ্দীপিত ভক্তি-চক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। যে ব্যক্তি বৈষ্ণবসেবা না করে, সে শ্রীধামের দর্শন পায় না। শ্রীমায়াপুর নিত্যধাম। শ্রীগৌরসুন্দর নিজজন সঙ্গে এখানে নিত্যকাল বিহার-লীলা করেন। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে তৎকৃপায় চক্ষু ফুটিলে সাধকগণ চক্ষুতে তাহা দর্শন হয়। জগদ্বাসীকে শ্রীধাম-মায়াপুরকে চর্মচক্ষে প্রাকৃত স্থান বলে মনে হইলেও এখানে আসিলেই যেন চিত্ত দ্রবীভূত হয়, শ্রীধামের এত কৃপা! এখানকার বৃক্ষ-লতা সকলই সদ্গুরুস্বরূপ। এখানে সমর তুলসীকানন নিত্য বিরাজিত থাকিয়া সর্বক্ষণ তাঁহার প্রভুর সেবা করিতেছেন এবং সকলকে প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য প্রেরণা দিতেছেন। এখানকার বৃক্ষরাজি-দর্শনে মন পবিত্র হয়। তুলসীকানন দর্শনে মানুষ অতি বিমুখ জীবের হৃদয়েও কৃষ্ণস্মৃতি আসে। শ্রীধাম-মায়াপুরের পত্র-পুষ্প জীবকে ভক্তি বিতরণ করে—সকলকে সম্যক্‌ভাবে সেবায় সহায়তা করে। এখানকার পত্র-পুষ্পাদি শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধান দেয়। বৎসর থাকিও গৌরধামের সন্ধান পায় না। কৃপা প্রার্থীকেই তিনি কৃপা করেন।

"দুঃখী"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-ভক্ত শ্রীশ্রীবাসের দাসী 'দুঃখী'র কথা অনেকেই জানেন। দুঃখী কায়-মনো-বাক্যে আদরের সহিত সানন্দে সর্বক্ষণ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের সেবা করিতেন। তিনি প্রত্যহ গঙ্গা হইতে জল আনিতেন। যখন ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সপার্ষদে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে নৃত্য করিতেন, তখন শ্রীবাসের দাসী 'দুঃখী' কখনও অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করেন, আবার কখনও তাঁহার নির্দিষ্ট সেবায় নিযুক্ত হন। বৈষ্ণবে তাঁহার খুব প্রীতি, আপন-জ্ঞান; তাই বৈষ্ণবসেবায় তাঁহার ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, দুঃখ নাই। তিনি নিরন্তর সেবানন্দে বিভোর থাকিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখবিধানে ব্যস্ত। তিনি পুনঃ পুনঃ গঙ্গাজল বহন করিয়া আনিয়া জলের কুম্ভ সারি দিয়া রাখেন। দুঃখীর এই অকপট সেবা দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
প্রতিদিন গঙ্গাজল কোন্ জনে আনে?
শ্রীবাস বলয়ে—প্রভু 'দুঃখী' বহি' আনে।
প্রভু বলে—'সুখী' করি' বল সর্বজনে॥
এজনের 'দুঃখী'-নাম কভু যোগ্য নয়।
সর্বকাল 'সুখী' হেন মোর চিত্তে লয়॥

'দুঃখী'—দীনহীন কাঙ্গাল, 'দুঃখী'—অকিঞ্চন। তাই তিনি সেবার দ্বারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সাধুগণ অকিঞ্চনকেই সঙ্গ দেন, অকিঞ্চনই তাঁহাদের কৃপা সহজে পায়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু দুঃখীর সেবায় আনন্দিত হইয়া তাঁহার 'দুঃখী'-নাম ঘুচাইয়া 'সুখী'-নাম দিলেন। তখন হইতে ভক্তগণ সকলেই তাঁহাকে প্রভুর আজ্ঞায় 'সুখী' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

ভক্তিই সুখ। ভক্তই সুখী। অভক্ত কখনও সুখী হইতে পারে না। ভক্তের দুঃখ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই। ভগবৎ-কৃপায় ভক্ত অশোক, অভয় ও অমৃত। ভক্ত বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণের চক্ষে দুঃখী বলিয়া প্রতিভাত হইলেও তিনি প্রকৃত দুঃখী নহেন, পরন্তু মহাসুখী—একথা স্বয়ং ভগবান্‌ই বিশ্ববাসীকে কৃপা করিয়া জানাইলেন। দুঃখী স্ত্রীদেহধারী হইলেও পরম বৈষ্ণব। তাঁহার পদধূলি পাইলে আমাদের ন্যায় পতিত জীবগণ পুরুষাভিমানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া গুরুসেবায় অধিকার পাইবে। দুঃখী প্রাকৃত পুরুষ বা স্ত্রী নহেন, তিনি ভগবদ্ভক্ত। তাঁহার বৈষ্ণব-সেবাদর্শ আমাদের চিত্তে স্থান পাইলে আমাদের মঙ্গল নিশ্চয় হইবে। দুঃখী নিজেকে বৈষ্ণবদাসী-বুদ্ধিতে বৈষ্ণবসেবা করিতেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহাকে দাসী-বুদ্ধি করিতেন না। বৈষ্ণবসেবা করিয়া দুঃখী আজ সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা পাইলেন। বৈষ্ণব-সেবার কি অচিন্ত্য প্রভাব বা অপূর্ব ফল। যাঁহারা ভক্তসেবা করেন, তাঁহারা ভগবৎসেবা পান ই। ভক্তসেবার ইহাই ফল। ভাগ্যবতী দুঃখীই তাহার আদর্শ। নিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

প্রেমযোগে সেবা কৈলে কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যমও না এড়াই॥
কুলে, ধনে, জ্ঞানে বা বিদ্যায় কিছু নয়।
প্রেমযোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়॥
দাসী হই' যে প্রসাদ 'দুঃখী'রে হৈল।
বৃথা-অভিমানী সব তাহা না দেখিল॥
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যাঁ'র দাস দাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা॥
চারিবেদে যাঁ'রে দেখিবার অভিলাষ।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী-দাস॥
অন্তরে যাঁ'রে ধ্যা'ন করে বেদ মুখে।
শ্রীবাসের দাস-দাসী তাঁ'রে দেখে সুখে॥
এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
অবশ্য মিলয় কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায়॥
যে চরণ পূজিবারে সবার ভাবনা।
অজ, রমা, শিব করে যে লাগি' কামনা॥
বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে তাহা পূজে।
এই মত ফল হয়, বৈষ্ণবে যে ভজে॥

যিনি বৈষ্ণবের সেবা করেন, তিনি বিষ্ণুসেবা নিশ্চয়ই পাইবেন। ভক্তের ভক্তই ভগবানের বেশী প্রিয়। শ্রীশ্রীবাসের কৃপায় তাঁহার দাস-দাসী সকলেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করিলেন। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই ভক্তের শ্রীচরণে রতি-মতি হউক—ইহাই প্রার্থনা।

বৈষ্ণব-সেবা ছাড়া বিষ্ণুসেবা হয় না। যাঁহারা ভক্তের পূজা না করিয়া ভগবানের পূজা করিবার ধৃষ্টতা করে, তাহারা দাম্ভিক। শুদ্ধবৈষ্ণবে প্রীতি না হইলে কৃষ্ণে মতি হইতেই পারে না। বৈষ্ণব অধমের সম্পদ্, বিপদের বান্ধব। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া হরিভজন করিতে হইবে। বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত সাধকগণের অভিমত পণ্ডশ্রম যায়। ভক্ত-পদধূলি, ভক্ত-পদ-জল ও ভক্তের উচ্ছিষ্ট—এই তিনটিই দুর্বল সাধককে বল দান করে। ইঁহারা প্রেম-ভক্তি দিতে পারেন। এই তিনটী সাধকমাত্রেরই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। সেই জন্য বুদ্ধিমান্ সেবক প্রত্যহ অনুসন্ধান করিয়া বৈষ্ণবপাদোদক গ্রহণের জন্য যত্ন করেন, বৈষ্ণবচরণরেণুকে তিনি মস্তকের ভূষণ করেন, ভক্তের উচ্ছিষ্ট পাইবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত থাকেন এবং শয়নে-স্বপনে সর্বক্ষণ প্রভুর চিন্তা করেন। তাই তাঁহারা মহাজনাচার্যগণ বলেন,—

তব নিজ-জন প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন পরম আনন্দে
প্রতিদিন হ'বে তাহা॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ
সতত চিন্তিব আমি॥
নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি॥

শ্রীগোবিন্দের নিত্যসঙ্গী শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর আমাদের মঙ্গলের জন্য দৈন্যভরে জানাইয়াছেন,—

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হইনু দিবা-নিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষদরশি প্রভো, পতিত-উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

দুঃখীর অর্থ নাই, বিদ্যা নাই, আভিজাত্য নাই। বাহ্যদৃষ্টিতে দুঃখপূর্ণ জীবন দেখিয়া লোকে তাঁহাকে দুঃখী নাম দিয়াছে। জগতের লোক তাঁহাকে দুঃখী বলিলেও প্রকৃত সুখীর আদর্শ একমাত্র তাঁহাতেই বিদ্যমান। বহির্মুখ জগৎ ধনী, পণ্ডিত, বিলাসী, অভিজাত, অগ্রগামী ও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীকে সুখী মনে করে; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—শ্রীবাসের দাসীই প্রকৃত সুখী। হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত অন্য সুখ নাই। দুঃখীর পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, ধন, সন্ন্যাস প্রভৃতি প্রাকৃত গৌরবের কিছু না থাকিলেও তাঁহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গৌরবের যে সম্পদ আছে, তাহা দেবলোকে ও ব্রহ্মলোকেও সম্ভব নহে। সেই গৌরবের জন্য ব্রহ্মা-শিব পর্যন্ত পাগল। তাঁহার গৌরব এই যে, তিনি শ্রীবাসের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত ভক্তের গৃহের পরিচারিকা—বৈষ্ণবের ঘরের দাসী। বৈষ্ণবের ঘরের কুকুর হইবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পর্যন্ত প্রার্থনা করেন। বৈষ্ণব-দাস এত বড় জিনিষ! অন্য লোক ত' দূরের কথা, ভগবান্ও তাঁহার ভক্তের সেবা করিবার জন্য ব্যস্ততা দেখান। বৈষ্ণবদাস হওয়ার ন্যায় দুর্লভ পদবী আর নাই। দাসী হইয়াও 'সুখী'তে সেই ব্রহ্মার দুষ্প্রাপ্য পদবীটী অতি স্বাভাবিকভাবে ও অনায়াসরূপে বিরাজিত ছিল।

দুঃখীর বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা বা মৎসরতা ছিল না, উপরন্তু প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। তাঁহার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা বা লোক-দেখান ভাব ছিল না। সেবাবৃত্তির পরিবর্তে নিজেকে জাহির করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার মধ্যে দেখা যায় নাই। তিনি কাঙ্গাল হইয়া সর্বক্ষণ অকপটে সেবা করিয়াছেন। তাই আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেবদুর্লভ কৃপাপ্রসাদ অনায়াসে প্রাপ্ত হইলেন। ভগবানের ভক্তের সেবা করিলে ভগবৎ-সেবার অধিকার হয়। যিনি বৈষ্ণবের সেবা করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু সেইরূপ সেবকের সেবাই গ্রহণ করেন। 'সুখী' কেবলমাত্র সেবার একনিষ্ঠ-সাধনবলে প্রেমানন্দরূপে সুখী হইতে পারিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সেবক শ্রীবাসের সেবাবলে দুঃখী মহাপ্রভুর স্নানজল, মহাপ্রভুর পদধৌত করিবার জল-আনয়নসেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তের সেবায় ঐকান্তিক ছিলেন।

বস্তুতঃ আমরা সকলেই অবিদ্যায় দুঃখী। ভক্তের সঙ্গ না হইলে আমাদের এ দুঃখ যাইবে না। সুখীর সঙ্গ ব্যতীত কি কেহ সুখ পায়? আমরা যদি মহাপ্রভুর কোন অকপট ও অকৃত্রিম ভক্তের গৃহের ঐকান্তিক ও অকপট ভৃত্য হইতে পারি, তাহা হইলে আমরাও সুখী হইতে পারিব। এতদ্ব্যতীত সুখী হইবার—ভগবৎ-সেবা লাভ করিবার—দর্শন লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। তাই শাস্ত্র বলেন,—

কৃষ্ণ ভজিবার যা'র আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের সকল প্রিয়-দাস॥

কৃষ্ণ—ধন, আর ভক্ত সেই কৃষ্ণধনে ধনী। কৃষ্ণ যাঁহার ধন, সেই ভক্তের হইতে পারিলে পরমার্থধন অনায়াসে করতলগত হয়। ধনীকে বাদ দিয়া কেহ ধন লাভ করিতে পারে না। ধনীর সন্তান বা অনুগত ব্যক্তিই ধনকে লাভ করিতে পারেন। সুতরাং ভক্ত-আশীর্বাদ ছাড়া আমাদের মঙ্গলের আশা

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে তাঁহার প্রকাশ॥

নাই। গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

গুরু-আশীর্বাদ প্রভু শিরে করি' লয়।
গুরু-আশীর্বাদে সে প্রেমেতে ভক্তি হয়।
স্নেহ করি' মোরে সবেই জানিবা।
এই বর—মোরে কভু না পরিহরিবা॥
সবার চরণধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
আশীর্বাদ সবেই করেন বহুতর॥

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::(০)::—

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে। সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। ইহা অনিত্য, কিন্তু পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি যে-পর্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, সে-পর্যন্ত ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয়স বা চরম কল্যাণলাভের জন্য যত্ন করিবেন। আহার-নিদ্রাদি সকল জন্মেই পাওয়া যায়, কিন্তু পরমার্থ সব জন্মে লভ্য নহে। আমাদের যে কোন জন্মই হউক না কেন, বিষয় লাভ হইবেই। অনুসন্ধান না করিলেও উহা পাওয়া যাইবে।

মনুষ্যজন্মে শ্রেয়ের অনুসন্ধানই কর্তব্য। শ্রেয়ের অনুসন্ধান পশুতে করে। মনুষ্য-জাতির বিশেষ—আমরা কাণ দিয়া শুনিতে পাই এবং মুখ দিয়া বিষয়ের আলোচনা করিতে পারি। পশুদের পরস্পর আলোচনার ক্ষমতা নাই। যাহাতে আবশ্যক হয়, তৎসম্বন্ধে চিন্তা না করিলে সাধারণ নিঃশ্রেয়সের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের বিবেক আছে। বেবকুফ হইলেও চোখে উঁচু হইয়া পড়িবে—সদসদ্বিচার চাপা পড়িবে।

মহাপ্রভু স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ। মহাবদান্য-রূপে তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলিয়া মহাপ্রভু মহাবদান্য। অন্যান্য শিক্ষকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু মহাপ্রভু শিক্ষকগণেরও শিক্ষক বলিয়া মহাবদান্য। কৃষ্ণ সেবার বস্তু হন, এ কথাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন। কৃষ্ণের সেবা বাদ দিলে সর্বপ্রকার অসুবিধা। গৌরসুন্দরের বিমুখ, মহাপ্রভুর কৃপা দূরে আনাইয়াছেন নিত্যানন্দ প্রভু; ভগবৎ কৃপাতেই সংসারবাসনা তুচ্ছ এবং ধীরাজ বালকের ন্যায় পুনারুদ্ধ হয়। ধর্ম, মাত্র জ্ঞান এবং মানুষকে উন্নত করিবার চেষ্টা—উহাই নাস্তিক্য বিচার; ভগবান্ নহে, তাহাকে কর্মবান্ … এবং ভগবৎকে ভগবান্ নয় বলা—ই।

যৎকিঞ্চিৎ

—::(০)::—

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন জিনিষ নাই, যাহা শুদ্ধসেবককে কোন পাকে অন্যাভিলাষী করিয়া তুলিতে পারে। অন্যাভিলাষীই অন্যাভিলাষের হস্তে অবিকৃত পতিত হয়। শুদ্ধসেবক কখনও অন্যাভিলাষের কবলে কবলিত হন না। তাঁহারা নিত্যকালই সেবাভিলাষে সুপ্রতিষ্ঠিত।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ সেবাভিলাষের উদ্বোধন করিয়াছেন, জগতের তাঁহাদের উপর করিবার আর কিছু নাই। জগৎ তাঁহাদেরই উপর প্রভুত্ব করে, যাঁহারা এখনও শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যাঁহাদিগকে অহৈতুকভাবে স্বীয় অমন্দ-কৃপার অধীন করিয়াছেন, তাঁহাদের তৎপূর্বেই ব্যতিরেক-রূপাশ্রয়ত্বের তিরোভাব অবশ্যই সাধিত হইয়াছে। যিনি আলোর সীমানায় চলে আসিয়া গিয়াছেন, ছায়ার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কিপ্রকারে থাকিতে পারে? গুরুসেবকের সহিত গুরুপাদপদ্মের অপাশ্রিত ছায়া মায়ার কোনও সম্পর্ক নাই।

—

প্রকৃতই যদি আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্য আমার অন্যাভিলাষের জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কি আছে? শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার শক্তি-সামর্থ্য কিছু মায়া অপেক্ষা কম নহে। মায়ার যে অকিঞ্চিৎকর শক্তি আমার ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রতাটুকুর অপব্যবহারের প্রেরণা দেয়, তাহা কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আমার স্বতন্ত্রতার শোধন সদ্ব্যবহারের প্রতি প্রেরণা ও সামর্থ্যদান-শক্তি হইতেও বড়? শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা একটুও খর্ব নহে, তিনিও কিছু এত কৃপাহীন অসমর্থ নন।

আমি ত' শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ও সামর্থ্যের প্রতি সন্দেহ করিয়া বিশ্বাস করি না এবং তজ্জন্যই ত' একরূপ দুর্বলাবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে দেখিয়া পতিত করি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাসামর্থ্যের প্রতি দোষ করিয়া অবিশ্বাস করিবার কি হেতু আছে? তিনি কি একদিন একপ্রকারে আমাকে রক্ষা করিলেন না? যদি তাহাই না হইত, তাহা হইলে ত' কবে পূর্বেই আমার বর্তমান চেতনাটুকুর কণ্ঠরোধ সংঘটিত হইয়া যাইত। তিনিই ত' সব করিতেছেন। তবে আমি কেন তাঁহার তাদৃশ অহৈতুক কৃপাদানের অবমাননা করিয়া নিজের ক্ষুদ্র কল্পনার বাহাদুরিতে অন্যাভিলাষী নহি, বিচলিত হইতে চাই? নিজের উপর শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার কার্যকারিতা উপলব্ধি না করিয়া অন্য চেষ্টা ত' অন্যাভিলাষ। আমি এই অন্যাভিলাষকেই যদি পোষণ করি, তাহা হইলে জগৎ আমাকে পাকা অন্যাভিলাষী বলিয়া তুলিতেই অবসর পাইবে না কি?

—

নিজের শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশক্তি অবহেলা অনুশীলনাভাবে অন্যাভিলাষের আবেষ্টনী গঠিত হইতে থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবাতাসের বিরুদ্ধে অন্যাভিলাষের অবসর কোথায়? শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপামাহাত্ম্যের কথা মনে-প্রাণে ঘোষণা করিতে না পারিলেও সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অন্যাভিলাষের অবকাশ উপস্থিত হইবেই। আমি তখন অন্যাভিলাষের সম্বন্ধে বহু বিচারবাগীশতা প্রদর্শন করিয়াই সেইভাবে কার্যতঃ অন্যাভিলাষেরই দাসত্ব করিব না কি? শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার দাসত্ব গৃহীত না হইলেও অন্যাভিলাষের জন্য … হইয়া যাইবে। অন্যাভিলাষের দাসত্বে অবসর নাই, অবসরেও অন্যাভিলাষের অধিকার নাই।

—

আমি কেন আমার বর্তমান বিরুদ্ধই দুর্দশার সমর্থন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবরণে বিমুখ হইব? দুর্দশার পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ করিলে সৌভাগ্যের প্রতি নিজের অনাদরই বিজ্ঞাপিত হয়। দুর্দশাকে অবশ্য পৌরুষহীন না করিয়া সেবাসৌভাগ্য আদৃত হউক, তাহা হইলেই নিজের বিশুদ্ধতার সমাধান হইয়া যাইবে। সেবাবিষয়ে নিজের বর্তমান অবস্থার স্বতন্ত্র-বিচার আবরণ করিলে কখনও সেবালাভ সম্ভব হইবে না। তাহাতে অন্যাভিলাষিতার জন্য বৈদিক রীতি প্রভৃতি আড়ম্বরিকতার সত্তাকেই জ্ঞাপন করিবে।

কেহ প্রকৃত শুদ্ধসেবক হইবার সৌভাগ্য না পাইয়াও অন্যাভিলাষের বিচারবিমুখ থাকিতে পারে, ইহা অন্যাভিলাষিতাপূর্ণ বিচার। যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় কেহ সেবার সৌভাগ্যযুক্ত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সেবাবিরোধিতা বা অন্যাভিলাষ বাস্তব কপট কি কখন শুদ্ধ চেষ্টায় সাধিত হইতে পারে? যেহেতু উপর সেবক সেবার কাহবে এবং অন্যাভিলাষী দুঃখ-সুখভাবে অন্যাভিলাষেরই অনুশীলন করিবে। সেবাসৌভাগ্যহীনতাই অন্যাভিলাষিতা এবং তাহারও জন্য বা অনধিকার।

—

আমি বর্তমানে অন্যাভিলাষগ্রস্ত, কি সেবা পাইবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত, তাহা আমার নিজের আলস্য চেষ্টার অভাব। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় যদি লাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়াশ্রিতে অন্যাভিলাষের অবসর নাই। আর যদি আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়-বিষয়েই দৈন্য পোষণ করি, তাহা হইলে তাদৃশ অহংকারিতার প্রতি কাহারও কোনই সহানুভূতি আকৃষ্ট হইবে না। যাঁহারা নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃত আশ্রিত বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত, তাঁহাদের স্বীকৃত অসমর্থতা স্পর্ধাপূর্ণ … এবং তাঁহাদের কপট সেবা-কামনা তাঁহাদের ব্যক্ত অন্যাভিলাষেরই পরিচায়ক চিহ্ন। শুদ্ধসেবক না হওয়া ও সেবাভিলাষ পোষণ প্রভৃতি—ইহা কম কপটতা নহে। তাদৃশ কপটতার প্রতি বিন্দুমাত্র সমর্থনও নিজেরও তাদৃশ আশ্রয়হীনতারূপ দুর্ভাগ্য বা অন্যাভিলাষের পরিচয়।

—

আমার বর্তমান অবস্থার চতুর্দিকে যে সব অসুবিধা আসিয়া যাইতেছে, সেগুলি কিছু সমর্থনীয় নহে! নিজের প্রকৃত সেবাহীনতা ভক্তিপোষক বিচারে গৃহীত হইলে তদ্দ্বারা কপটতাই বৃদ্ধি পাইবে! প্রকৃত অকিঞ্চনতাই ভক্তিপোষক। অভক্তি বা সেবাহীনতা কখনও ভক্তিপোষক হইতে পারে না। নিজের ভক্তিহীনতাকে ভক্তিপোষক বলিয়া কপটতার চোখ বন্ধ করিয়া স্বীকার করিলে নানারূপে পাপবুদ্ধি-অপরাধের আবাহন হইবে। প্রকৃত সেবাসৌভাগ্যহীন অন্যাভিলাষীই তাদৃশ দৈন্যগ্রস্ত হয়।

—

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শুদ্ধসেবককে যে অন্যাভিলাষাভাসগুলির সম্মুখে দেখেন, তাহা তাঁহারই অনুকম্পা বিস্তারের জন্য। তাহাতে শুদ্ধসেবকের অন্যাভিলাষী হওয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবরণেরই ব্যবস্থা হইয়াছে। আর শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা অনুকূলতার বিরোধী বলিয়া নিজের সেবাহীনতার দ্বারা প্রত্যেক ব্যাপারকেই মাপিয়া ফেলিতে যাও।

—

যিনি সেবাভিলাষে অধিকারী, তাদৃশ সেবক যদি অজ্ঞাতসারে অন্যাভিলাষের প্রার্থনাও করেন, তাহা হইলেও ভগবান্ তাঁহাকে অন্যাভিলাষী হইতে দেন না, তাঁহাকে স্বপদাশ্রয় দেন। আর অন্যাভিলাষিগণ সেবা-প্রার্থনার কৌশলচাতুর্য জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে … অন্যাভিলাষের … উপভুক্ত। অন্যাভিলাষ-পরিপুষ্ট … একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

—

যাহারা অন্যাভিলাষ ও সেবাভিলাষের সম্বন্ধে একরূপ বিচার গ্রহণ করিয়া হটাৎ … থাকে বা সংগ্রহ করে, তাহারা ত' অন্যাভিলাষী। সুতরাং তাহাদের নিষ্কপটতার কোন অবসর নাই, প্রকৃত সেবাই নিত্য। আমাদের যদিও বিচারে কিন্তু শুদ্ধ সেবকগণের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করা অন্যাভিলাষেরই পুষ্টি হইয়া যায়। … অহৈতুক সেবক। আমাদের বিচারে তাহা আর প্রকাশ নহে।

—

মানুষ মানুষের মর্যাদায় সম। কেবল গুরুগণে মর্যাদা দিই ইহা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের	৪র্থ, ৭ম বা ৭ দিনের ঐ	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৬০৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৻, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত বসুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নয়নাভ বিদ্যাসাগর ভাবাতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক কথিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-পঞ্চতত্ত্বপীঠে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ গ্রন্থকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গরূপে পাঠ করিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপতমসাবৃত কলিযুগের এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে যোগ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পিপাসা, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী —১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

খাদ্যশস্যের বীজ বিলির ব্যবস্থা

বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন সম্পর্কে বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা বিবৃত করিতে গিয়া বলেন যে, খাদ্যশস্যের বীজ ক্রয় করিয়া উহা কৃষকদের মধ্যে বিলি করার জন্য প্রায় সাড়ে ষোল লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। ঐ পরিমাণ বীজের দ্বারা প্রায় ৫ লক্ষ একর জমিতে শস্য বপন করা যাইবে। তারপর গভর্ণমেন্ট রবিশস্যের বীজ বিলি করার জন্যও প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন।

সাইকেল সম্বন্ধে নূতন আদেশ

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ জি ই এস কেয়ারবোর্ণ এক প্রেস নোটে সাইকেল রাখা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ দিয়াছেন:—

অত্যাবশ্যক কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মী ব্যতীত সাইকেল সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সের কবল হইতে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। যাঁহাকে সাইকেল সরকারে জমা দেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সাইকেল লইয়া যাইবার সময় তাঁহাকে সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিতে হইবে যে,—

(১) তিনি কোনও এ আর পি বা অসামরিক জনরক্ষা বাহিনীর একজন কর্ম্মচারী অথবা তিনি এমন কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী, যাহা মূল্যোপযোগী দ্রব্য ও সরবরাহ কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

(২) এই সকল অত্যাবশ্যক কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ঐ সাইকেল তাঁহার নিকট রাখা নিতান্ত প্রয়োজন।

স্মরণ রাখা উচিত যে, পূর্ব্বে যেসকল সাইকেল গৃহীত হইয়াছে, ঐসকল সাইকেল এখন আর ফেরৎ দেওয়া হইবে না। একবার বাজেয়াপ্ত হইয়া গেলে, তাহার সম্বন্ধে আপীল করা যাইতে পারে না।

ব্রহ্ম হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী দলের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা

চট্টগ্রামের মধ্য দিয়া আগত বার্ম্মার আশ্রয়প্রার্থীর মোট সংখ্যা ২০০,০০০এর ঊর্দ্ধে। তাহাদের টিকেট ভাড়া, খোরাকী প্রভৃতি বাবদ সরকারী খরচ দাঁড়াইয়াছে মোট ২৫ লক্ষ টাকা।

আশ্রয়প্রার্থীরা সাধারণ আকাশ ও স্থলপথে পথ অতিক্রম করিয়াছে। মার্চ্চ মাসে সর্ব্বাধিক প্রতিদিন প্রায় ১৫,০০০ হাজারের বেশী লোক পৌঁছিতে থাকে।

অধিক ভীড়ের আশঙ্কা করিয়া চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উত্তরদিকে ৫০ মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত রাস্তায় প্রতি দশ বার মাইল অন্তর আশ্রয়প্রার্থী শিবির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রতি শিবিরে সরবরাহ খাদ্য ও বাসস্থান সরবরাহ করা হইয়াছিল। প্রতি শিবিরেই একজন সাব-ডেপুটি কালেক্টার আর স্বাস্থ্য বিভাগের কতিপয় ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল।

চট্টগ্রামের এক আশ্রয়-শিবিরে ৭,০০০ লোকের স্থান সঙ্কুলান করা হইয়াছিল; আর সরকারী খরচে খোরাকী সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যেসকল তালিকায় রেজিষ্টারীকৃত (ইভাকুই) আশ্রয়প্রার্থীদিগকে তাহাদের গন্তব্য স্থানের জন্য বিনা পয়সায় টিকেট দেওয়া হইয়াছিল ও দূরত্ব অনুসারে ১৲ টাকা হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত খোরাকী দেওয়া হইয়াছিল। মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট চট্টগ্রামে ৩০ বেগ দুগ্ধ ও গাড়ী পাঠাইয়াছেন। এগুলি দুগ্ধ আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে।

পাঞ্জাব সরকারের উদার নীতি

পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট পাঞ্জাবের আট জন কিষাণ কর্ম্মীকে বিনাসর্ত্তে মুক্তির আদেশ প্রদান করিয়াছেন। কারণ এখন তাঁহাদের মুক্ত থাকা পরিস্থিতির ব্যাপারে ক্ষতিজনক নহে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইঁহাদের মুক্তি ঘোষণাকালে পাঞ্জাব সরকার এই আশা পোষণ করেন যে, তাঁহাদের উপস্থিতি প্রদেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করিবে।

ঢাকায় কেরোসিন তৈল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনসাধারণকে কেরোসিন তৈলের ব্যবহার স্ব স্ব স্বাভাবিক প্রয়োজন তুলনায় অর্দ্ধেক পরিমাণ হ্রাস করিতে বলিয়া এক মুদ্রিত ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। ইস্তাহারে তিনি জানাইয়াছেন যে, অয়েল কোম্পানীর স্থানীয় এজেন্টগণ তাঁহাদের অভাবে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৈল মজুদ থাকা সত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত তৈল বিক্রয় করিতে অসমর্থ। যাহাতে প্রত্যেকে পাইতে পারে তজ্জন্য তিনি সকলকে কেবলমাত্র বোতলে করিয়া কেরোসিন তৈল ক্রয় করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জনসাধারণকে রেড়ীর চাষ করিতে ও কেরোসিন তৈলের পরিবর্ত্তে রেড়ীর তৈল ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ১৯ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৯৬ ; ২০শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৮৯ ; ৩রা জুন, ইং ১৯৮২, বুধবার } ৬৮তম সংখ্যা

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলী

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মুদ্রিত বিবিধ গ্রন্থসমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও গ্রথিত হইয়া "প্রতিবেদ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকল্পতরুশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ পুরুষোত্তম, ... গৌরাব্দ ৪৯৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

সকল সময়ে,- সকল দেশে, সকলেরই হরি-কীর্ত্তন করিতে হইবে। ইহাই [illegible] একমাত্র নিত্যকৃত্য। কেহ কীর্ত্তন [illegible] করিলে শ্রবণ হয় না। শ্রুত ও দৃষ্ট বা অনুভূত বিষয়ই কীর্ত্তিত হয়। যাঁহার যে [illegible] অভিনিবেশ আছে, তিনি তাহা না [illegible] থাকিতে পারেন না। বিষয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তি বিষয়ের কথা এবং কৃষ্ণাভিনিবিষ্ট ভক্ত কৃষ্ণের কথা বলেন। 'আমি' 'আমার' [illegible] কথাই কীর্ত্তন করে। যেখানে আমার [illegible]—কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ, সেইখানেই শ্রীগুরু [illegible] সকল কীর্ত্তন প্রকাশিত। অচেতনই চেতনের কথা বলিতে পারে, চেতন অচেতনের কথা লইয়াই থাকে। অচেতনই চেতনকে দর্শন করে, অচেতন চেতনকে দর্শন বা গ্রহণ করিতে পারে না। কীর্ত্তনের মধ্যে প্রাণ থাকা চাই। কৃষ্ণই [illegible] প্রাণ। যে কীর্ত্তন কৃষ্ণ-সম্বন্ধ করায়, তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তন নহে। কোন প্রকৃত [illegible] করিয়া তাঁহার অনুরূপ কথা কীর্ত্তন না [illegible] অপরাধভাগী হয় না। অকপট [illegible] বা অনুকম্পা দেখিলেই হরিকথা-কথী হরি কৃপাই সেবা গ্রহণ করিবার জন্য সাধুর মর্ত্তে নিত্যরূপে অবতীর্ণ হন। এই শ্রবণাকাঙ্ক্ষাই সেবাকাঙ্ক্ষা; শ্রবণই সেবা, শ্রবণোন্মুখই সেবোন্মুখ। যেখানে শ্রবণোন্মুখতা—সেবোন্মুখতা, সেইখানেই সেব্যের অভ্যাগমন হয়। শ্রবণাকাঙ্ক্ষার মধ্যে শ্রদ্ধা, লোভ বা প্রীতি না থাকিলে শ্রবণানুযোগ হয় না। আসল বস্তু—কৃষ্ণ। এই অনন্ত বস্তুকে হৃদয়ে ধারণ করিবার ইচ্ছা লইয়া শ্রবণ করিতে হইবে। অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা লইয়া শ্রবণ করিতে গেলে অনন্তবস্তু আসিবে না, অন্য বস্তুই হৃদয় অধিকার করিবে।

অনন্তের সুখের জন্যই—অনন্তের সেবার জন্যই—অনন্তকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইবার জন্য অনন্যভাবে অনন্যভক্তের নিকটে অনন্তবস্তুর কথা শ্রবণ করিতে হইবে। অনন্তবস্তু না আসিলে অন্য বস্তু হৃদয়ে প্রবেশ করিবেই। সেইজন্য শ্রবণের সময় অনন্যবস্তু যাহাতে দয়া করিয়া আসেন, তজ্জন্য দীনহীন কাতর হইয়া কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রবণ করিতে হইবে। ইহাই শ্রবণ। যিনি হরিকথা শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করেন না, তাঁহার হরিকথা-শ্রবণ বা হরিনাম হয় না। ভক্তই হরিকীর্ত্তনকারী। সেই ভক্তে ভক্তজ্ঞান বা আপনজ্ঞান থাকা চাই। যে ভক্তকে আপন জ্ঞান করে, কৃষ্ণ শব্দরূপে বা হরিকথারূপে তাহারই কাছে আসেন এবং তাহাকেই শ্রবণ-সেবা-সুযোগ দেন।

শ্রবণ কীর্ত্তনকারী ভক্তের কৃপাসাপেক্ষ। কৃপাভিক্ষাই শ্রবণেচ্ছা এবং শ্রবণসৌভাগ্যলাভই কৃপালাভ। যেখানে কৃপা, সেখানেই সেবা—যেখানে শ্রবণ, সেখানেই কীর্ত্তন। যেখানে সেবা, সেখানেই প্রীতি এবং যেখানে কীর্ত্তন, সেখানেই তৃপ্তি। এই কীর্ত্তনের শ্রোতা কে? ভক্তের যে কীর্ত্তন, সেখানে শ্রোতা স্বয়ং বিশ্ববিগ্রহ কৃষ্ণ ও আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণসেবক-সম্প্রদায়। কীর্ত্তনের বিষয়জাতীয় বস্তু কৃষ্ণই শ্রবণ করিয়া থাকেন, আবার কীর্ত্তনীয় বস্তু কীর্ত্তন অপরেও শ্রবণ করেন। কীর্ত্তনকালে এই চিন্তা যাঁহার নাই, তাঁহার কীর্ত্তনে অধিকারও নাই। সেইজন্যই বলিতেছি, কীর্ত্তনে শ্রোতা দ্বিবিধ অর্থাৎ আশ্রয়-সংবিধিত-বিষয়বিগ্রহ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ এবং তৎসেবকগণ। এই সেবকগণের মধ্যে শ্রোতা আবার দ্বিবিধ—যাঁহাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ 'আমরা কৃষ্ণের নিত্য-সেবক, কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণই আমাদের নিত্য-ধর্ম্ম'—যাঁহাদের এইরূপ উপলব্ধি হইয়াছে; আর যাঁহারা স্বরূপে কৃষ্ণসেবক হইলেও হরি-কীর্ত্তন-শ্রবণই যে তাঁহাদের নিত্যধর্ম্ম, এই স্বরূপজ্ঞান যাঁহাদের এখনও হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তির সাধুগুরুকৃপায় শ্রবণে রুচি হইয়াছে—শ্রবণাগ্রহ হইয়াছে, শ্রবণকে একমাত্র সর্ব্বস্ব বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে। তিনি হরিকথাকেই একমাত্র স্বার্থ বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। হরিকথাই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র পথ, ইহাই আমাকে নিত্য-কাল শ্রবণ করিতে হইবে, হরিকথা-শ্রবণ ছাড়া মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই,—এইপ্রকার সুদৃঢ় নিশ্চয়তা তাঁহার আসিয়াছে—হরিকথায় তাঁহার আপনবুদ্ধি হইয়াছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তির হরি-কথায় স্বাভাবিক রুচি হয় নাই, তাই তিনি বিষয়ের প্রতি অভিনিবেশকেই—অনিত্য-বস্তু চিন্তাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় মনে করিয়া হরিকথা-শ্রবণের প্রতি উদাসীনতা দেখাইতেছেন। এইরূপ জন সকলকে ক্রমে ক্রমে শ্রবণে রুচিবিশিষ্ট করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে।

যিনি কীর্ত্তন করিবেন, তিনি অমানী ও মানদ হইবেন। নিজ সম্মানের বা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে হরিকীর্ত্তন হইবে না, হরি আসিবেন না। যেখানে আমি যাহা চাই, সেই লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা কিছু আসিতে পারে। শুধু অমানী মাত্র হইলে, নিজে কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা লাভ করিবেন সত্য, কিন্তু কীর্ত্তনকারী নিজজনের সঙ্গে সঙ্গে নিখিল জীবের মঙ্গলকারী বলিয়া কীর্ত্তনকারীকে মানদ হইতে হইবে। মানদ না হইলে বাস্তব জীব কখনও শ্রোতার পদবী বা আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবে না।

যিনি কীর্ত্তন করিবেন, তিনি তৃণাদপি সুনীচ হইবেন—শিষ্য হইবেন—শ্রবণ করিবেন। কৃষ্ণের হওয়াই—নিজেকে কৃষ্ণের দাসানুদাস বলিয়া জানাই তৃণাদপি সুনীচতা। সেখানে জাগতিক অভিমান নাই, 'কৃষ্ণের আমি' অভিমান সেখানে প্রবল হইয়াছে। এই 'কৃষ্ণের আমি' কৃষ্ণের কথা বলিতে পারে। 'জগতের আমি' কখনও জগদীশের কথা বলিতে পারে না। কেহ তাদৃশ দম্ভ করিয়া হরিকথা (?) বলিতে গেলেও তাহা হৃদয় স্পর্শ করিবে না—জীবচিত্তকে কৃষ্ণের দিকে লইয়া যাইবে না। যাঁহার চিত্ত কৃষ্ণে নিবিষ্ট বা যুক্ত, তাঁহার কথাই অপরকে কৃষ্ণের সহিত যুক্ত করিবে—কৃষ্ণের দিকে লইয়া যাইবে—কৃষ্ণের দিকে যাইবার জন্য একটা প্রেরণা দিবে—কৃষ্ণকথা-শ্রবণে আগ্রহ বা লোভ জন্মাইবে। ভক্তের কথাটিই কৃষ্ণ। তাই সাধুমুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথার এত শক্তি, এত প্রভাব। কৃষ্ণ না আসিলে কিছুই হইবে না। সাধুর শ্রীমুখ দিয়াই কৃষ্ণ আসিবেন এবং সেই কথারূপী কৃষ্ণকে সেবোন্মুখ হইয়া কর্ণপুটে গ্রহণ করত হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

ভক্ত্যধিকার-বিবেক

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

কর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যাদি-চেষ্টাং হিত্বা সমস্ততঃ।
অধিকারাং ভক্তে যৎ বং প্রভৈক্যনামং
বন্দে॥

প্রথম প্রবন্ধে শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ, দ্বিতীয় প্রবন্ধে ভক্তির ন্যায় প্রকাশ পায়, কিন্তু স্বরূপতঃ ভক্তি নয় যে ভক্ত্যাভাস, তৎস্বরূপ, তৃতীয় প্রবন্ধে শুদ্ধা ভক্তির স্বভাববিচার করিয়াছি। সম্প্রতি এই প্রবন্ধে শুদ্ধা ভক্তির অধিকার বিচার করিতেছি। অধিকার ব্যতীত কাহারও কিছু লাভ হয় না। পূর্ব্বযোগ্যতা-বিচারই সকল কার্য্যের সাফল্যের মূল। এই বিচারটী বুঝিতে পারিলে আর প্রাপ্তি-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা বহুকাল হইতে গুরুপাদাশ্রয় করত ভগবন্নাম করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতেছি, কিন্তু আমাদের কেন সন্তোষ হয় না? এরূপ মনে করিতে করিতে ক্রমশঃ সমস্ত ভজনে অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্য হইয়া পড়ে। অতএব অধিকার-বিচারটী বুঝিলে এসমস্ত সন্দেহ হইতে নিস্তার লাভ করা যায়। সকল লোকের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ও তদ্বিহিত অনুষ্ঠানকার্য্য ভক্তি নয়। অতএব শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয় লাভ করিবার জন্য অধিকার নির্ণয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কর্ম্মাধিকারী বা জ্ঞানাধিকারীর হরিভজন প্রায়ই কর্ম্ম বা জ্ঞানাঙ্গ হইয়া পড়ে; এজন্যই তাহাদের ভজনের ফল সহজে হয় না।

এখন শুদ্ধা ভক্তিতে অধিকার লাভ করিতে পারিলে হারাধনটী শুদ্ধা ভক্তিরূপে অচিরাৎ ভাবনাকে উদয় করে। অতএব অধিকার নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্র হইতে এই বচনটী সংগ্রহ করিয়া থাকেন :—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

হে অর্জ্জুন! বহুপুণ্যফলে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী বা জ্ঞানী হইয়া আমাকে ভজনা করে। এই চতুর্ব্বিধ সুকৃত পুরুষেরাই আমার ভজনের অধিকারী। যিনি দুঃখনাশ কামনায় বস্তু যাহার ইচ্ছা করে, সে আর্ত্ত। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা যাহার হৃদয়ে উদয় হয়, সে জিজ্ঞাসু; সুখসাধন বস্তু যাহার কাম্য, সে অর্থার্থী; অপাবৃত্ত বুদ্ধিসহকারে যিনি ব্রহ্ম দর্শন করেন, তিনি জ্ঞানী। আর্ত্তই হউন বা জিজ্ঞাসুই হউন অর্থার্থীই হউন বা জ্ঞানীই হউন, সুকৃতি না থাকিলে ভজনে প্রবৃত্তি হয় না। এ স্থলে শ্রীজীব গোস্বামী সুকৃতি-শব্দের অর্থ—'ভক্তিবাসনা-হেতু মহৎ-সঙ্গাদিজনিত কার্য্য' এরূপ লিখিয়াছেন। এস্থলে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই তিন জনের সুকৃতি থাকা না থাকায় সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী সুকৃতিসম্পন্ন আত্মজ্ঞান হইয়া ভজনা করেন। এস্থলে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

তত্র গীতাদিযুক্তানাং চতুর্ণামধিকারিণাম্।
মধ্যে যস্মিন্ ভগবতঃ কৃপা স্যাৎ তৎপ্রিয়স্য বা॥
স ক্ষীণতত্তদ্ভাবঃ স্যাচ্ছুদ্ধভক্ত্যধিকারবান্।
যথেভঃ শৌনকাদিশ্চ ধ্রুবঃ স চ চতুঃসনঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৪)

গীতাদি শাস্ত্রে যে চারিটী ভক্ত্যধিকারীর নির্দেশ আছে, তন্মধ্যে যাঁহার যাঁহার প্রতি ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের কৃপা হয়, সেই সেই ব্যক্তির আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ ভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া গেলে শুদ্ধ-ভক্ত্যধিকার লাভ হয়। উদাহরণস্থলে গজেন্দ্র, শৌনকাদি ঋষিগণ, ধ্রুব ও সনক-সনাতনাদির চরিত্র উল্লিখিত হয়। গজেন্দ্র কুম্ভীরের আক্রান্ত হইয়া সহজে আর্ত্ত হইয়াছিলেন। কুম্ভীরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করিলে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। তৎকালে ভগবৎকৃপাবলে তাঁহার আর্ত্তভাব দূর হইলে সে শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইল। শৌনকাদি ঋষিগণ কলির আগমনে ভীত হইয়া কর্ম্মের দ্বারা কিছু হইতে পারে না—এরূপ নিশ্চয় করত মহানুভব সূত গোস্বামীকে জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা করায় শুদ্ধ ভক্তের উপদেশ লাভ করত সূত-কৃপাবলে শুদ্ধা ভক্তি লাভ করেন। ধ্রুব মহাশয় প্রথমে অর্থার্থী হইয়া ভগবানকে উপাসনা করে, কিন্তু যখন ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রকটিত হইলেন, তাঁহার কৃপাবলে ধ্রুবের অর্থবাঞ্ছা দূর হইল এবং শুদ্ধভক্ত্যধিকার উপস্থিত হইল। সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার—এই চারিজনকে চতুঃসন বলে। তাঁহারা প্রথমে নির্ব্বিশেষজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু যখন ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের কৃপা লাভ করিলেন, তখন ঐ নির্ব্বিশেষবুদ্ধি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা ভক্তির অধিকার লাভ করিলেন। মূলকথা এই যে, যে-পর্য্যন্ত আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ ভাব তাঁহাদের চিত্তে ছিল, সে-পর্য্যন্ত তাঁহাদের শুদ্ধা ভক্তির অধিকার জন্মে নাই। অতএব শুদ্ধা ভক্তির অধিকার-বিচারে শ্রীরূপ এইমাত্র কহিয়াছেন :—

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্য্যসৌ॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৭)

সংসারে নিতান্ত আসক্ত না হইয়া এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্যলাভ না করিয়া অবস্থিত ব্যক্তির যখন অতিভাগ্যক্রমে কৃষ্ণসেবায় শ্রদ্ধা জন্মে, তখন তিনি শুদ্ধ ভক্তির অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হন। তাৎপর্য্য এই যে, সংসারী পুরুষ নানাপ্রকারে আর্ত্ত, প্রপীড়িত এবং প্রয়োজনীয় পদার্থাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া সংসারের অবস্থা বুঝিয়া তাহাতে অনাসক্ত-ভাবে বর্ত্তমান থাকেন এবং চরম জিজ্ঞাসা-দ্বারা ভগবান্ ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই—এই কথাটিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন। তখন সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয় যে কৃষ্ণভক্তি, তদবলম্বনে শ্রদ্ধা উদিতা হয়। এই শ্রদ্ধাই শুদ্ধভক্ত্যধিকারিত্বের একমাত্র হেতু। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বাক্য,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্য-
নীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ
গর্হয়ন্॥

উক্ত শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যাস্থলে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন যে,—"অনেনানন্যভক্ত্যধিকারে হেতুঃ শ্রদ্ধামাত্র-মুক্তা ন যথা অভেত্ত তথা নির্ব্বদতি" অর্থাৎ এই শ্লোকদ্বয়ে অনন্যভক্তির অধিকার-হেতু একমাত্র শ্রদ্ধা, ইহাই বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ যেরূপ ভজনা করেন, তাহা কহিতেছেন। 'আমার কথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্মফলে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করত স্ত্রী-পুত্রাদির কামসকলকে জীবের দুঃখদায়ক বলিয়া জানিতে থাকেন, অথচ দেহযাত্রার নিমিত্ত এবং পূর্ব্ববাসনারূপ অনর্থের কিয়ৎ পরিমাণ বশীভূত হইয়া সেইসকল কর্ম্মজাল হইতে উদ্ধার হইবার জন্য শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সেই-সমস্ত কামকে নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করিতে থাকেন এবং আমাকে ভজনা করিতে থাকেন।'

পুনরায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন,—"শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদভজনে ভয়ং তদ্ভজনতাঞ্চাভয়ং বক্তি। অতো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াঃ শরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিতি।" শ্রদ্ধার নাম শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। শাস্ত্র এই বলেন যে,—যিনি ভগবানের শরণ লন নাই, তাঁহার ভয় আছে, যিনি তাঁহার শরণ লইয়াছেন, তাঁহার ভয় নাই। অতএব শরণাপত্তিলক্ষণ দেখিলেই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, স্বীকার করা যায়।

শরণাপত্তি কাহাকে বলি? শ্রীজীব কহিয়াছেন—"জাতায়াং শ্রদ্ধায়াং সদা তদনুকূলচেষ্টৈব স্যাৎ"। ও "কর্ম্ম-পরিত্যাগো বিধীয়তে" অর্থাৎ শ্রদ্ধা জন্মিলে কৃষ্ণানুকূল-চেষ্টা সর্ব্বদা লক্ষিত হয় ও কর্ম্ম স্বতঃ পরিত্যক্ত হয়। ইহাই শরণাপত্তি। তদ্-গীতা-শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া অন্তে গুহ্যতম উপদেশদ্বারা ভগবান্ শরণাপত্তি শিক্ষা দিয়াছেন; যথা,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সর্ব্বধর্ম্ম-শব্দে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ড ও দেবতান্তরপূজা ইত্যাদি শরণাপত্তির বাধক ধর্ম্মসকলকে বুঝিতে হইবে। সেইসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি আমার শরণাপন্ন অর্থাৎ তদেকশরণতা স্বীকার কর। সে স্থলে কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাগপ্রযুক্ত কদাচিৎ কৃত পাপের যে প্রায়শ্চিত্তাদির অভাব হইবে, তাহাতে ভয় করিবে না। আমি সে-সকল পাপ অবশ্যই মোচন করিব।

এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, শ্রদ্ধা-শব্দে আদর। কর্ম্ম ও জ্ঞানাদিতে আদরেরও প্রয়োজন আছে। অতএব শ্রদ্ধা একা ভক্তির হেতু নয়, কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানেরও হেতু। এস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রদ্ধা-শব্দে শাস্ত্রার্থবিশ্বাসরূপ ভাবকে বুঝায়, কিন্তু তদন্তর্গত আর একটী ভাব অবশ্যই থাকে, তাহার নাম রুচি। বিশ্বাস থাকিলেও কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু রুচির প্রয়োজন। কর্ম্ম ও জ্ঞানে যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে রুচিগত ভক্তিসামান্য আছে। সেই ভক্তির সংস্রব-মাত্রেই কর্ম্ম ও জ্ঞান নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাত ফলদানে সক্ষম হয়। তদ্রূপ ভক্তি-সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা উদয় হয়, তাহাতেও ভক্তির প্রতি রুচিরূপ একটী ধর্ম্ম নিহিত আছে। সেই রুচিযুক্ত শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজস্বরূপ জীব-হৃদয়ে রোপিত হয়। কর্ম্মিদিগের ও জ্ঞানীদিগের কর্ম্মরুচি ও জ্ঞানরুচি থাকে, তাহাতে সেই সেই শ্রদ্ধা বিভিন্নাকার প্রাপ্ত। ভক্তি-রুচিবিশিষ্ট শ্রদ্ধার লক্ষণ ভক্তিতেই পর্য্যবসান হয়। ইহাই শরণাপত্তি। ভক্তিরুচিই সাধুসঙ্গ, ভজন ও অনর্থনিবৃত্তি অবস্থা লাভ করিলে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া তদ্রুচি-নাম লাভ করে। অতএব রুচি হইতে শ্রদ্ধা একটী পৃথক্ তত্ত্ব। শ্রীজীব ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে,—

"তস্মাচ্ছ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গং কিন্তু কর্ম্মণ্যসামর্থ্য-বিবেকবদনন্যভক্তাবধিকারি-বিশেষণমেব।"

অতএব শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়, কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডে অসামর্থ্য-বুদ্ধিরূপ অনন্যভক্তিতে অধিকারের বিশেষণমাত্র; অতএব ভাগবতে,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন
নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যে-পর্য্যন্ত কর্ম্মে নির্ব্বেদ না হয় অথবা আমার কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-পর্য্যন্ত কর্ম্মসকল কর। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র কর্ম্ম-ত্যাগের অধিকার জন্মিল—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

সংশয় দূরীকরণার্থ ইহাও এস্থলে কথিত হইতেছে যে, যখন ভক্তির অধিকার-হেতুরূপ শ্রদ্ধাই ভক্তির অঙ্গ হইল না, তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য যদিও শ্রদ্ধাজননের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া কোন কোন স্থলে প্রকাশ পায়, তথাপি তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। শ্রীরূপবাক্য, যথা—

জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১২০)

ভক্তদিগের জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রথমে কিঞ্চিৎ ভক্তিদ্বারে প্রবেশের উপযোগিতা করে, তথাপি তাহাদের ভক্ত্যঙ্গত্ব কখনই স্বীকার করা যায় না।

অতএব মহদাপত্তি-সঙ্গ একমাত্র শ্রদ্ধাই শুদ্ধভক্তির অধিকারের হেতু, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। তবে যে কেহ কেহ বলেন যে, কাহারও সৎসঙ্গে কর্মাচরণ করিতে করিতে, কাহারও জ্ঞানালোচনা করিতে করিতে কাহারও বা সমস্ত বিষয়-বৈরাগ্য হইতে কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা হয়, সে কেবল ভ্রমমাত্র। এমত হইতে পারে, শ্রদ্ধাজন্মের অব্যবহিত পূর্বে ঐ ঐ বিষয়ের আলোচনা ছিল। কিন্তু তাদৃশে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ঐ আলোচনা ও শ্রদ্ধার উদয় —এই দুইটী ঘটনার মধ্যে অবশ্যই সৎসঙ্গ ক্রীড়া থাকিবে। অতএব শ্রীভাগবতে যথা :—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

হে অচ্যুত! জীব তোমার প্রতি বহির্মুখ হইয়া কর্মমার্গে কখনও সংসার ও জ্ঞানমার্গে কখনও বা অপবর্গ লাভ করিতেছে। এইরূপ চক্রাকারে ভ্রমণ তাহার পক্ষে অনিবার্য। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কখনও সাধুসমাগম হয়, তবে সেই সাধুসঙ্গ-অবধি পরাবরেশ ও সদ্গতিস্বরূপ তোমাতে তাহার রতি জন্মে। অতএব কর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি কখনই শ্রদ্ধাকে উৎপন্ন করিতে পারে না; কেবল সাধুসঙ্গই তাহা করিতে পারে। এইজন্যই শ্রীরূপ নিজ শ্লোকে বলিয়াছেন যে,—"যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে" ইত্যাদি।

এবম্ভূত শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিই শুদ্ধ ভক্তির একমাত্র অধিকারী। এস্থলে আর একটী বিচার আছে, সাধনভক্তি দ্বিবিধা অর্থাৎ বৈধী ও রাগানুগা। শ্রীরূপবাক্য :—

বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।

বৈধী ও রাগানুগা সাধনভক্তির পার্থক্য এই প্রবন্ধে বিচারিত না হইলেও চলিত, কিন্তু ভক্ত্যধিকার-বিবেকে উক্ত ভক্তির পার্থক্যের বিচার না করিলে অনেক সন্দেহ থাকিবে; এই জন্যই সংক্ষেপে এই স্থলেই বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির ভেদ বিচার করিতে বাধ্য হইলাম। বৈধী-সম্বন্ধে শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥
(ভঃ রঃ সি ১।২।৫)

জীবের ভক্তিবৃত্তি স্বাভাবিক, তাহার চিৎস্বরূপের অভিন্ন ধর্মবিশেষ। জীব বদ্ধ হইয়া চিদ্বহির্মুখতা লাভ করায় সেই স্বরূপগত ভক্তির বৃত্তিও মায়াপ্রহত অবস্থায় সমস্ত ঔদ্ধত্য বিস্মরণ হইয়া পড়ে। সাং রাগবিষয়ে আবিষ্ট হইলে ভক্ত্যাহঙ্কার সুপ্তপ্রায় থাকে। যে কোন ভাগ্যেই হউক জীবের চিৎস্বরূপগত রাগ উদিত হইলেই জীব কৃতার্থ হয়। প্রেমোদয়-সময়ে ঐ রাগোদয় স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়াবিষ্ট জীবের যখন রাগ বিকৃত হইয়া তুচ্ছ বিষয়ে কার্য্য করিতে থাকে, তখন ভক্ত্যঙ্গে রাগের অনবাপ্তি বা অভাব। তখন শাস্ত্রের উপদেশ পাইয়া জীব পুনরায় ভক্ত্যনুষ্ঠান লাভ করিতে থাকে। বেদ ও বেদোক্ত উপদেশপূর্ণ শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রের শাসনক্রমে যে ভক্তিপ্রবৃত্তি উদিত হয়, তাহার নাম বৈধী ভক্তি।

এখন রাগানুগা ভক্তি সংক্ষেপে আলোচিত হউক। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

"তত্র বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়-সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্য্যাদৌ; তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি রাগ ইত্যুচ্যতে।"

বিষয়ী জীবের স্বাভাবিক বিষয়সংসর্গের ইচ্ছা প্রবল প্রেমরূপে ধাবমানা হয়। তাহার নাম রাগ। যেমন সৌন্দর্য্যাদি বিষয়ে চক্ষুরাদির স্বাভাবিক চেষ্টা। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তের যে প্রবৃত্তি, তাহাকে রাগ বলা যায়। সেই রাগ যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাঁহাদের অনুগত হইতে যে ভক্তি জন্মে, তাহাই রাগানুগা ভক্তি। ঐ বিষয় এস্থলে এই পর্য্যন্ত, পরে অন্যত্র বিশেষ বিচারিত হইবে।

এবম্বিধ রাগানুগা ভক্তিতে কাহার অধিকার আছে, তন্নির্ণয়ে শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো
ভবেদত্রাধিকারবান্॥
তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ
তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫৭-১৫৮)

ব্রজবাসী জনাদির কেবল রাগাত্মিকা নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। তাঁহাদের তত্তদ্ভাবলুব্ধ ব্যক্তিরাই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। সেই সেই ভাবাদি-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়াও লোভ ব্যতীত তাহাতে প্রবেশ হয় না। অতএব লোভ রাগানুগা সাধনভক্তির অধিকারহেতু। শাস্ত্র ও যুক্তি ইহাতে অধিকার-হেতু হয় না।

আমরা এখন দেখিতেছি যে, বৈধী ভক্ত্যধিকারে শ্রদ্ধাই কেবল একমাত্র হেতু বলিয়া উক্ত হইল, রাগানুগা ভক্ত্যধিকারে লোভই তদ্রূপ একমাত্র হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। এস্থলে বিতর্ক এই যে, প্রথমে যে শ্রদ্ধাকে শুদ্ধ ভক্ত্যধিকার-হেতু বলিয়া নির্দেশ করা গিয়াছে, তাহা কি অসম্পূর্ণ? যখন শ্রদ্ধা কেবল একপ্রকার ভক্ত্যধিকারের হেতু, তখন সমস্ত ভক্ত্যধিকারের হেতু বলিয়া কিরূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল? এস্থলে মীমাংসা এই যে শ্রদ্ধাই কেবল শুদ্ধ-ভক্ত্যধিকারের হেতু, আর কেহই নয়। বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্রবিশ্বাসময়ী শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু। রাগানুগা ভক্তিতে ভাব-মাধুর্য্য-লোভময়ী শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু। বিশ্বাসময়ীই হউক অথবা লোভময়ীই হউক, একমাত্র শ্রদ্ধাই উভয়বিধ শুদ্ধভক্তির অধিকার-প্রদানে সক্ষম।

বৈধী ভক্ত্যধিকারী ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ। শ্রীরূপবাক্য :—

"উত্তমো মধ্যমশ্চ স্যাৎ কনিষ্ঠশ্চেতি স ত্রিধা।" উত্তমাধিকারীর লক্ষণ যথা :—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥

বৈধী ভক্তিতে তিনিই উত্তম ও প্রৌঢ়শ্রদ্ধ, যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে নিপুণ এবং সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়; মধ্যমের লক্ষণ যথা :-

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।

মধ্যম শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি শাস্ত্রাদিতে নিপুণ-প্রায় অর্থাৎ যখন বলবান্ কুতর্ক উপস্থিত হয়, তাহা সমাধান করিতে সক্ষম হন না। তথাপি মনে দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত শ্রদ্ধাবান্ থাকেন।

কনিষ্ঠের লক্ষণ :—

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে।

কনিষ্ঠ ভক্ত শাস্ত্রাদিতে অকিঞ্চিৎকর। তাঁহার শ্রদ্ধা কোমল। শাস্ত্রযুক্তিবাদী অন্যে তাঁহার শ্রদ্ধাকে ভেদ করিতে পারে। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, তিনপ্রকার শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরই শাস্ত্রবিশ্বাস ও তদনুগ যুক্তি-মিশ্র শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়। রাগানুগা ভক্তির অধিকারীদিগের লোভের তারতম্যানুসারে তাঁহাদিগকে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ—এই তিন বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ভক্তি-বিষয়ে সকলেরই অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ; গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—সকলেই শাস্ত্রবাক্যে, সাধুগুরু-বাক্যে শ্রদ্ধা হইলে ভক্তিতে অধিকার লাভ করে। বিদ্যা লাভ করিয়া শাস্ত্র-অধ্যয়নপূর্বকই হউক অথবা অজ্ঞানাবস্থায় সাধুমুখে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণপূর্বকই হউক, শাস্ত্রনির্দিষ্ট ভক্তির সর্বোত্তমত্ব বোধ হইলেই শ্রদ্ধা জন্মিল, বলিতে হইবে অথবা ভগবল্লীলা শ্রবণ করত শুদ্ধ রাগময় ব্রজবাসীদিগের অনুগত হইতে যখন লোভময়ী শ্রদ্ধা হয়, তখনও শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মিল বলিতে হইবে। জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, কর্মচর্চ্চা, শমদমাদি নিষ্কামত্ব, যোগাভ্যাস ইত্যাদি প্রবল থাকিলেও শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মে না। অসাধারণ বিদ্যা লাভ করিয়াও যে-পর্য্যন্ত উত্তমাধিকারী না হওয়া যায়, সে-পর্য্যন্ত উত্তম ভক্তির উদয় না, কেবল ভক্ত্যাভাস থাকে। উত্তমাধিকার লাভ করিবার বহু কাল বিচার—প্রয়োজন। তাহা কেবল উত্তমভক্ত-সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারাই লভ্য হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনে অত্যন্ত আগ্রহ ও তত্তৎসময়ে অশ্রুপুলক নৃত্যভাব-প্রদর্শনাদি হইলেই যে উত্তমাধিকার হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; যেহেতু তদ্রূপ ভক্ত্যাভাসেও উদয় হয়। শুদ্ধভক্তির প্রারম্ভে যে যৎকিঞ্চিৎ স্বল্পসাত্ত্বিকতা ও আর্দ্রতা দেখা যায়, তাহা ভক্ত্যাভাসগত হয় … সাত্ত্বিকস্বরূপ মূর্চ্ছাদি সংখ্যাও উদয় হয়। অতএব আমরা বিশেষ সতর্কতার সহিত শুদ্ধভক্তি লাভ করিবার যত্ন করিব, উত্তমের অধিকারপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিব; নতুবা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। বিশ্ববৈষ্ণব-দাস নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি প্রচার করিয়াছেন,—

অথ লোভাত্মিকা বা সা
বিশ্বাসরূপিণী মতা।
তাদৃশীর তথা ভক্তৌ
মুখ্যাধিকারিতা ॥ ১ ॥
ন সাংখ্যং ন চ বৈরাগ্যং ন যোগো
ন বহুজ্ঞতা।
কেবলং সাধুসঙ্গোত্থং হেতুং প্রাহুর্মনীষিণঃ
প্রথম্ ॥ ২ ॥
প্রণতি-বিধানেন সাধুসঙ্গেন চ।
অনর্থাপগমে পশ্চাৎ শ্রদ্ধা
নিষ্ঠাখ্যা ভবেৎ ॥ ৩ ॥
নিষ্ঠাপি রুচিতাং প্রাপ্তা
শুদ্ধভক্ত্যধিকারিতাম্।
দদাতি সাধকে নিত্যং
প্রথমা সর্বশ্রেষ্ঠা ॥ ৪ ॥
অনর্থধ্বংসিনী ভক্তিরভাবপ্রাপ্তির কুতে দ্রুতি।
অথাপি বিনষ্টং …
তাদৃশভক্তা ॥ ৫ ॥
অতঃ শ্রদ্ধাসংজ্ঞা …
অতএব ন ভক্তেঃ শ্রদ্ধা
লোভশালিতা ॥ ৬ ॥

লোভময়ী বা শাস্ত্রবিশ্বাসরূপিণী শ্রদ্ধা যখন উদয় হয়, তখনই মানবমাত্রেই শুদ্ধভক্তির অধিকার জন্মে। সাংখ্য, বৈরাগ্য, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা পাণ্ডিত্য ভক্ত্যধিকারের হেতু নয়; কিন্তু শুদ্ধভক্তের সাধুপ্রসঙ্গ-সাহচর্য্যই একমাত্র হেতু। প্রণামাদি দ্বারা ভক্তিতে অধিকারিতার জন্ম। যখন প্রণামাদি সাধনভক্তির অনুশীলন ও সাধুসঙ্গে অনর্থরহিত হওয়া শ্রদ্ধা নিষ্ঠাখ্যা হয়, তখন শুদ্ধভক্তিতে সম্যগধিকার জন্মে; সুতরাং প্রণামাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে এবং সাধক হইতে শ্রেষ্ঠ অধিকারীর সঙ্গে নিষ্ঠা রুচিত্ব লাভ করিলে তবেই সর্বপ্রকারে সাধক উত্তমাধিকারী হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। ইহাই শুদ্ধভক্তি-লাভের সর্বোত্তম পথ। কিন্তু যদি একরূপ অনর্থযুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ বিষয়াসক্ত বা নির্বিশেষ-চিন্তাসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ হয় অথবা তাঁহাদের প্রতি অনুরাগ জন্মে, তবে কোমল শ্রদ্ধা ও মধ্যম শ্রদ্ধা—উভয়ই নষ্টপ্রায় হয়। তখন সাধকের আর শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না; তিনি ভক্ত্যাভাসে, না হয় … বহির্মুখ প্রতীয়মান ভক্ত্যাভাসে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। অতএব যে-পর্য্যন্ত উত্তমাধিকার লাভ না হয়, সে-পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের অনর্থপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত, নতুবা কোমলশ্রদ্ধা … নষ্ট হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের অধিক, ১৫ দিনের অধিক দিনের জন্য		এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি			" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম ৫৲		৩৲	" অৰ্দ্ধ কলম	২৮৲
" " অৰ্দ্ধ কলম		৬৲	" এক কলম	৩৮৲
" " এক কলম ১২৲		১০৲		

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৴, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—চিকিৎসার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। সজ্জনতোষণী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতরত্ন বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আদর্শগ্রন্থখানি প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা বিনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসাথীরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপতাপিত কলিহতজীবগণ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ প্রায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ম্যালেরিয়ার ও কালাজ্বরের অব্যর্থ ঔষধ। প্লীহা, লিভার সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ১৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। প্রাপ্তিস্থান

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

মার্কিন বিমান উৎপাদন

এক বক্তৃতায় সহকারী সমর সচিব রবার্ট প্যাটারসন বলেন যে, ১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৫০ হাজার বিমান প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার বেশীও হইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, সামরিক দেশগুলির অস্ত্রাগাররূপে আমেরিকা সাফল্য অর্জন করিয়াছে এবং কয়েক মাসের মধ্যেই আমেরিকার উৎপাদন সর্বতোভাবে জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিবে।

মোটর চালানর জন্য কেরোসিন তৈলের ব্যবহার

নয়াদিল্লী হইতে গত ২৯শে মে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক প্রেস নোট প্রকাশিত হইয়াছে:—

"আজ ১৯৪২ সালের মোটর কেরোসিন আদেশ জারি করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট মোটরের তৈলরূপে কেরোসিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট গত মার্চ মাসে এক প্রেসনোট প্রকাশ করিয়া মোটরের তৈলরূপে কেরোসিন ব্যবহার করা সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত প্রেস নোটে বলা হইয়াছিল যে, মোটর গাড়ীতে কেরোসিন তৈলের ব্যবহার, মোটর তৈল নিয়ন্ত্রণ আদেশ এবং আবগারী বিধানের বিরোধী।

মোটর চালনার জন্য কেরোসিন তৈল ব্যবহৃত হইলে রাজস্বের কিছুটা ক্ষতি হওয়া ব্যতীত জনসাধারণের স্বার্থেরও ক্ষতি হয়। বিচার বিবেচনা না করিয়া এই তৈল মোটর গাড়ী চালানর জন্য ব্যবহৃত হইলে রান্না, আলো জ্বালা প্রভৃতি অত্যন্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় ও আইনসঙ্গত কার্য্যের জন্য এই তৈলের অভাব ঘটিবে এবং ফলে কেরোসিন তৈলের মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে।

সুতরাং গবর্ণমেণ্ট মোটর চালানর জন্য কেরোসিন তৈলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছেন।"

আমেরিকায় পাটের থলের অভাব

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির বুলেটিনের যে সংবাদ বলা হইয়াছে যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট বারলাপ (তুলার থলে) সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের আদেশ দিয়াছেন। ঐ আদেশ অনুযায়ী কৃষিজাত ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির জন্য বারলাপ সরবরাহ করা হইবে; কিন্তু উহার পরিমাণ অনেক কম হইবে। অন্যান্য জিনিষের জন্য বারলাপ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করা হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট বহু পরিমাণ তুলার থলে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আর্জেণ্টাইন সাধারণতন্ত্রে পাটের থলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। পাটের থলের অভাব এরূপ তীব্র যে, ইহার প্রতিকারের জন্য এক কোটি পেসোস ব্যয়ে তুলার থলে তৈয়ারীর কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। উহাতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩ কোটি তুলার থলে প্রস্তুত হইবে।

অসামরিক সরবরাহ বিভাগ

ভারত গবর্ণমেণ্ট অসামরিক সরবরাহ বিভাগ খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মাদ্রাজের মিঃ ডি এন্‌ ষ্ট্রাথি আই সি এস ঐ বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হইবেন। তাঁহার কাজ হইবে গম ও চাল ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং দেশের বিভিন্ন অংশে চালান দিবার ব্যবস্থা করা। মিঃ এইচ্‌ জনসন নামক অপর একজন আই সি এস ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হইবেন।

কলেরার টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা সহরে ব্যাপকভাবে কলেরার টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে বর্তমানে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, কারমাইকেল কলেজ এবং ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে তিনটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর ডাঃ শাহ উদ্দিন টীকা প্রদান কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত থাকিবেন। জনগণকে টীকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগ এবং প্রচার বিভাগ প্রচারকার্য্য চালাইবেন।

কেরোসিন তৈলের মূল্য বৃদ্ধি

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের প্রধান দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অধিকর্তা ভারতরক্ষা বিধানের ৮১ ধারার ২ উপধারাবলে এক আদেশ জারি করিয়া ১৯৪২ সালের ২৫শে মে তারিখ হইতে কলিকাতা এবং সহরতলীতে কেরোসিনের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া নিম্নোক্তরূপ হইবে বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন:—

উৎকৃষ্ট কেরোসিন প্রতি ৪ গ্যালন—৪।৵৩ পাই, ৪ গ্যালন তৈলের প্রতি টিন—৫৴৯ পাই, প্রতি ২৬ আউন্স বোতল ৵১২ পাই। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কেরোসিন প্রতি ৪ গ্যালন—৩৸৵৩ পাই ৪ গ্যালন তৈলের প্রতি টিন—৪।৵০ প্রতি ২৬ আউন্স বোতল—৵১০২ পাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "[illegible]"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভক্ত সজ্জন-মণ্ডলীর প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২০ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ২১শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৪ঠা জুন, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ৬৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ পুরুষোত্তম, বৃহস্পতিবার, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

ভগবদিচ্ছায় এ জগতে দুইটী নদী অবতীর্ণ হইয়াছেন,—একটী ভগবানের অমৃত-কথারূপী নদী এবং অপরটী গঙ্গা-নদী। গঙ্গা-নদী শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন, আর ভগবৎ-শ্রেষ্ঠ সাধুর শ্রীমুখ হইতে বাণী-নদীর আবির্ভাব হইয়াছে। ভাগ্যবান্ জনগণ অমৃত-কথারূপী এই বাণী-গঙ্গা-বারি শ্রুতিপুটে পান করিয়া এবং গঙ্গায় স্নান ও গঙ্গাজল পান করিয়া পাবন ও কৃষ্ণোন্মুখ বা অমর হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। জীবজগতের জন্য হরিকথা বা শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন এখনও বিশ্ববাসীর ভাগ্যে প্রকটিত আছেন। যাঁহার যতই অযোগ্যতা থাকুক, তিনি যদি দৈন্যভরে এই দুইটী অপ্রাকৃত নদীকে আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে পারিবেন।

———

বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব চেনা দরকার। বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে অবৈষ্ণবের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদাশ্রিত ব্যক্তিগণের সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশিত হন। তাহা একমাত্র অকৃত্রিম বৈষ্ণবগণেরই সম্পত্তি। বৈষ্ণব—সৎ। সত্যের আশ্রয় ব্যতীত সত্যের—শ্রীহরির সেবা হয় না। সদাশ্রিতই সৎকে লাভ করিবে—সত্যের সন্ধান পাইবে। সৎ সত্যের সহিতই কথা বলেন। সত্যের সহিতই সত্যের বন্ধুত্ব হয়। সৎ ও অসতে মিল হয় না। ভক্তি ও অভক্তিতে কখনও compromise হইতে পারে না। যেখানে সমদর্শন বা কৃষ্ণদর্শন, সেখানেই মিলন সম্ভব। উন্মুখতা বা সেবার ভূমিকাতে সাধুগণের দর্শন পাওয়া যায় এবং পরস্পর মিল হয়। বিষম-দর্শনে কখনও মিলন হইতে পারে না। ঐকান্তিক ও ব্যভিচারী—এই দুইয়ের মধ্যে কখনই মিল হইতে পারে না। কাম ও প্রেমে মিল হইতে পারে না—আলোর সহিত অন্ধকারের বন্ধুত্ব হয় না। শরণাগতের সহিতই শরণাগতের মিল হয়, অকিঞ্চনই অকিঞ্চনের বন্ধু হয়। হরিকে বাদ দিয়া জগতে পরস্পর মিলনের যে চেষ্টা চলিতেছে, তদ্দ্বারা কখনই মিলনের সম্ভাবনা নাই। সকলেই কৃষ্ণমুখী হইলে মিলন অনায়াসে হইয়া থাকে। যেখানে ঐকান্তিকতা বা ভগবৎ-সেবা-তাৎপর্য্য, সেইখানেই মিলন সম্ভব। কৃষ্ণোন্মুখতাবশতঃই বর্ত্তমান জগতে এত অমিল, এত বিবাদ-বিসম্বাদ ও কলহের সৃষ্টি। ভক্তিতে কলি বা দ্বন্দ্ব নাই। যেখানে কলি, সেখানে ভক্তি নাই।

যাহা পরিত্রাণ করে, তাহাই তারক। যাঁহার যেরূপ বিপদের অনুভূতি, তিনি তদ্রূপ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণের অভিলাষী। যাঁহারা সাংসারিক অভাব-অসুবিধা, ত্রিতাপকে বিপদ্ মনে করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্য ধর্ম্মার্থ-কামকামী বা মোক্ষকামী হইয়া পড়িয়াছেন। ভোগী ও ত্যাগী—উভয়েই নিজ-নিজ অনর্থ-সমূহ অভাবকে বিপদ্ মনে করেন; আর ভগবান্ ও কৃষ্ণসেবার অভাব অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে যাহাতে যাহাতে বাধা উপস্থিত হয়, তাহাকে বিপদ্ জ্ঞান করেন। ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষ-চেষ্টায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বাধা উপস্থিত হয় বলিয়া তাঁহারা সেইসকল বিপদ্ হইতে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন অর্থাৎ ভগবৎ-সেবক ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা—এই উভয় ব্যাপার হইতে পরিত্রাণ চাহেন।

—

হরে, কৃষ্ণ, রাম এই তিনটী পদ তারক-ব্রহ্ম-নামে দৃষ্ট হয়। লোকের সেবাবুদ্ধির তারতম্যানুসারে উক্ত ত্রিবিধ পদের তাৎপর্য্যও ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। কেহ 'হরি'-শব্দের সম্বোধনে 'হরে' বিচার করেন। যাঁহারা বিষয়-ভক্ত অপেক্ষা অধিকতর আশ্রয়-ভজননিষ্ঠ অর্থাৎ যাঁহাদের সেবাপ্রবৃত্তি অধিকতর প্রকাশিত, তাঁহারা 'হরা'-শব্দের সম্বোধনে 'হরে' পদ বুঝিয়া থাকেন।

———

একমাত্র ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত সবই অনাচার। ভক্তিবিগ্রহ শ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীচরণাশ্রয় না করিলে ভক্তিসদাচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। হরি কেবল হরণ করেন। হরণ বা চুরি করাই তাঁহার কার্য্য। এ হরণ জিনিসটা ভোগ। তবে হরি অচেতন বস্তুকে হরণ করেন না। তিনি চেতনকে হরণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ চেতনকে আকর্ষণ করেন, চেতনই তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়। ভগবানের উপর নির্ভর করাই ভক্তিকে আশ্রয় করা। ভক্তিতে নিজের কোন দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব নাই। ভক্ত আশ্রয় করিলেই—ভগবানের উপর নির্ভর করিলেই সমস্ত দায়িত্ব কাটিয়া যায়। ভগবান্ সুখ, দুঃখ—যাহা প্রদান করেন, তাহাতেই তিনি ভগবৎ-সেবা করেন।

প্রকৃত সত্যকথা শুনিবার লোক খুবই কম। এই হরিবিমুখ-জগতে সত্য সত্য চক্ষে চায়, এমন লোক অতি বিরল। সাধু কৃষ্ণের দূত। কৃষ্ণের কথা বলাই তাঁহাদের কাজ। কিন্তু আমরা তাঁহাদের কথা শুনি কই? কৃষ্ণকে শুনিলে, কৃষ্ণকে কীর্ত্তন করিলে এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিলে কৃষ্ণসেবা হয়। কৃষ্ণের নিজ-জনের সঙ্গ হইলেই কৃষ্ণ-স্মৃতি হইয়া থাকে। হরিকথা বলাই সাধুর কাজ। কেহ হরিকথা না শুনিলেও সাধু হরিগুণের জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। কৃষ্ণকথা যিনি ছাড়িতে পারেন না, তিনিই ত' সাধু! আমাদের যেরূপ হরিতে অরুচি, সাধুর সেইরূপ হরিতে কোটিগুণ রুচি। সেইজন্য জগতের লোকের হরিতে অরুচি দেখিয়া তিনি নিরুৎসাহিত হন না, পরন্তু তিনি পরদুঃখে দুঃখী হইয়া ভগবৎ-প্রেরণায় তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন। একদা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একদিন বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালা দেশে প্রায় ৩ কোটী লোকের বাস, তন্মধ্যে ১১ জন লোক প্রকৃত সত্য-কথা বুঝিতেই বসেছে।"

———

ত্রিদণ্ডী হওয়াই মনুষ্যজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। ত্রিদণ্ডগ্রহণ ব্রাহ্মণ-জীবনের এক-প্রধান কর্ত্তব্য। ত্রিদণ্ডী কায়-মনো-বাক্যে ভগবৎ-সেবাপর। ত্রিদণ্ডী-মধ্যে অমানী, মানদ ও সহিষ্ণু হরিকীর্ত্তনকারী। বৈষ্ণব দেবতা, কিন্তু তিনি নিজে দেবতাভিমান করেন না। এই দেবতাই দেবতার সম্মান দেন। বৈষ্ণব—জগতের গুরু। বৈষ্ণব নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট মনে করেন। যে নিজেকে বৈষ্ণব বলে, সে ত' অবৈষ্ণব। বৈষ্ণবের কোন দোষ নাই, তিনি নির্দ্দোষ। ব্রাহ্মণ এককথায় অঙ্গ দান করেন। তিনি বেদবেত্তা

...স্বতন্ত্র নহে—তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বালক বেদ পড়িতে পারেন। একজন বৈষ্ণবের পাদপদ্মে বসিয়া হওয়া দরকার। গুরুসেবা না হইলে বিষ্ণু সেবা হয় না। ব্রাহ্মণ হইয়া পূর্ব্বে না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। অতএব আমার ব্রাহ্মণ হওয়া দরকার। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব আরাধনার মধ্যে কোন ভেদ নাই। অন্য দেবতার পূজা করিলে ব্রাহ্মণ ছোট হইয়া যান। অনেকে মনে করেন, ব্রাহ্মণ সকল দেবতার পূজা করিতে পারেন। কিন্তু বেদ বলেন ব্রাহ্মণ একমাত্র বিষ্ণুরই পূজা করেন।

নমস্কারই শরণাগতি। সম্পত্তি বা সম্বন্ধ পাঁচপ্রকারের—পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র, সখা-সখা, প্রভু-ভৃত্য ও নিরপেক্ষ। এই পাঁচ প্রকারের কোনপ্রকারের সম্বন্ধ বিশিষ্ট না হইয়া যদি আমরা কৃষ্ণভজনের অভিনয় করি, তাহা হইলে কৃষ্ণ আমাদিগকে ঠকাইয়া দিবেন। কৃষ্ণই কর্ত্তা—এই জ্ঞান যাঁহার আছে তাঁহারই মঙ্গল হয়। যে ব্যক্তি 'আমি কর্ত্তা' এরূপ মনে করে, তাহার কখনও মঙ্গল হয় না। প্রকৃতি বা জীব সবই পরতন্ত্র। যেখানে কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণসেবা নাই, সেখানেই যোষিৎসঙ্গ। যে কৃষ্ণসেবা করে না, সে নিশ্চয়ই যোষিৎসঙ্গ করে। ভোগবুদ্ধিতে বিষয়গ্রহণই যোষিৎসঙ্গ। হরিসেবার্থ বিষয়ীর সম্পদের জন্য তাহাদের নিকট হইতে মাধুকরী গ্রহণ বিষয়সঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গ নয়। তাহাদের সেবা না করিয়া বিষয়ী ও যোষিৎসঙ্গকে ঘৃণা করিলে প্রচ্ছন্নভাবে বিষয়ী ও যোষিতের সঙ্গই হইয়া যায়। ভক্ত কাহাকেও ঘৃণা করেন না। তিনি সকল বস্তুকে কৃষ্ণসম্বন্ধে দর্শন করিয়া থাকেন। সৎসঙ্গ না হইলে অসৎসঙ্গ হইবেই। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই সত্য সত্য অকৃত্রিম সাধুর অনুসন্ধান করা দরকার। আমরা অনেক সময় সাধুকে মাপিয়া লইতে চাই বা পরীক্ষা করিয়া লইতে চাই বলিয়া সাধুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হই। চেতন অমায়াগ্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। চেতনকে মায়ার পরিণাম পরিত্যাগ করিয়া চলিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব শরণাগতির কথা বলিয়াছেন। জীব অসৎ মায়াকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের উদ্ধার নাই।

* ভগবানের করুণা এই যে, যখন জীব যখন তাঁহার চেতনবৃত্তির অনুশীলন করিয়া ভগবদ্ভক্তকে সম্পূর্ণরূপে বরণ করেন—গুরুদেবতাত্মা হন, তখনই সেই সেবোন্মুখ চেতনের নিকট—গুরুদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ আত্মপ্রকাশ করেন। সেবোন্মুখ না হইয়া ভোগোন্মুখ থাকিয়া শ্রীহরিকে ডাকিবার বহু অভিনয় করা যাউক না কেন, কোন ডাকই তাঁহার নিকট পৌঁছিবে না।

অকিঞ্চনই তৃণাদপি সুনীচ। তিনি আপনাকে ছোট, খাট বা দীন দর্শন করেন না। কৃষ্ণাধীন জীবকে নিজাধীন মনে করা বা নিজাধীন করিবার চেষ্টা করা মহা-অপরাধ। কৃষ্ণাধীনের এইরূপ অভিমান-দর্শন বা আধিক্যদর্শন নাই। এই কৃষ্ণাধীনই তৃণাদপি সুনীচ, কৃষ্ণাধীনই কৃষ্ণকীর্ত্তনের অধিকারী। যিনি প্রকৃত কীর্ত্তন করেন, তিনি সকলকে প্রভুর সম্বন্ধে দর্শন করিয়া থাকেন। অমানী অমানের কীর্ত্তন করিতে পারে। মানদ মানদের কথা কি করিয়া বলিবে? মানদের কাছে অমান আসিবে না। ভক্ত ও ভগবান্ অমান। কৃপাভিক্ষামুখে তাঁহাদের সঙ্গ করিলে তাঁহাদের কৃপায় আমরাও অমান হইতে পারি। অমানের একমাত্র অমান হওয়া।

কৃষ্ণ-বিতরণই কৃষ্ণকীর্ত্তন। কৃষ্ণকীর্ত্তনই কৃষ্ণের সেবা। কৃষ্ণকীর্ত্তনই কৃষ্ণের সঙ্গ, কৃষ্ণকীর্ত্তনই কৃষ্ণদর্শন। গুরুই কীর্ত্তন করেন। গুরুর কীর্ত্তনে কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত হন। কীর্ত্তনকারীর আসন—গুরুর আসন—উচ্চাসন আর শ্রবণকারী শিষ্য বা ছাত্র। ভগবৎ-সেবক উপদেশকের আসন গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সকলের মঙ্গল হইবে। নিজে সেবক বা সেবোন্মুখ না হইয়া উপদেশকের আসন গ্রহণ করিলে ফল বিপরীত হইবে, উভয়ই—উচ্চৈঃ কীর্ত্তনকারী হইতে বঞ্চিত হইবে। গুরুকীর্ত্তন হইলে শ্রবণে ও মনে কৃষ্ণ আসিবেনই। কীর্ত্তনকারীর শ্রবণ-স্মরণ আপনিই হইয়া থাকে। অতএব আর স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন বা অন্যান্য নিরপেক্ষ থাকে না। ... শুদ্ধ কীর্ত্তন ... হইয়া জীব নিজ অধিকারে ... নিরন্তর ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন।

হরিকীর্ত্তন সর্ব্বক্ষণ করিতে হইবে। সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন হইলে—প্রকৃত সঙ্গ হইলে যোষিৎসঙ্গ, মায়ার সঙ্গ, প্রাকৃত বা অসৎসঙ্গ আপনা হইতে থামিয়া যাইবে। সর্ব্বক্ষণ ভগবানের কথা মুখে না থাকিলে অন্তর নিরন্তর ভোগ বা স্বার্থপরতা আসিবেই। ভগবানের সহিত সম্বন্ধ হইলেই প্রত্যেক বস্তুর সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ, তাহা জানা যাইবে এবং তখনই জীব সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইবে।

ক্রোধের প্রকৃত ব্যবহার

স্বার্থের হানি বা কামনায় ব্যাঘাত হইলে ক্রোধের উদয় হয়। ইহা মানবের একটী পরম শত্রু। ক্রোধ ষড় রিপুর অন্যতম। ক্রোধের স্থূল কোন আকার নাই। ক্রোধ একটী বেগ। ইহা ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে দ্বিপ্রকার। দুইপ্রকার ক্রোধই আমাদের পরম অনিষ্টসাধক। ক্রোধকে সমূলে উচ্ছেদ করা যায় না, কারণ চেতনের সহিত ইহার নিত্যসংযোগ আছে। ক্রোধ মনেরই একটি বেগ। এই বেগ ধারণ করাই মানবের কর্ত্তব্য। এই বেগধারণ অর্থে ইহাকে চেতনাহ্লাদিনীর প্রতি নিযুক্ত করা। ইহাই ক্রোধ-বেগসংবরণের অর্থ।

আমাদের স্বার্থসিদ্ধিকালে কোন বাধা উপস্থিত হইলে বাধাপ্রদানকারীর প্রতি ক্রোধ হয়। এই ক্রোধ কখনও অব্যক্তভাবে চাপা থাকে, আবার কখনও বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আমার অত্যন্ত রাগ হইয়াছে, কিন্তু আমি সর্ব্বসমক্ষে তাহা প্রকাশ করিতেছি না, অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতেছি—ইহা অব্যক্ত ক্রোধ। আর চোখ রাঙ্গাইয়া বা গালি দিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিশোধগ্রহণের যে চেষ্টা, তাহা ব্যক্ত ক্রোধ।

আমাদের প্রধান শত্রু ষড় রিপুর অন্যতম এই ক্রোধকে জয় করিবার চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। ক্রোধ হিতাহিতজ্ঞানের প্রবল অন্তরায়। ক্রোধী কখনও হিতাহিত বিচার করিতে পারে না। ক্রোধ উপস্থিত হইলে চিত্ত অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তখন হরিকথার প্রতি মনোনিবেশ করা যায় না এবং মনোনিবেশের অভাবে সেবাও হয় না। আমাদের স্বার্থসিদ্ধির পথে বাধা হইলেই যদি ক্রোধ প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমরা আমাদের কৃষ্ণসেবার সময় ক্রোধের দাস হইব। সেজন্য শাস্ত্র ও মহাজনগণ ক্রোধদমনের কথা বলিয়াছেন এবং তাহার উপায়ও বলিয়াছেন,—

ক্রোধ বা না করে কিবা,
ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ-মোহ এছে ত' কথন।
* * *
'কাম' কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষিজনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা।

শ্রীভগবান্ ও ভক্তদ্বেষিগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করাই ক্রোধের সদ্ব্যবহার, তাহা না করাই অসদ্ব্যবহার। নিজ-বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ দেখান উচিত নহে। নিজবিদ্বেষীকে শত্রু মনে করা উচিত নহে বা তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করাও কর্ত্তব্য নহে। 'জীব স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহে, কৃষ্ণেচ্ছাক্রমেই জীব সমস্ত কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, সুতরাং একটী জীবের আমার প্রতি যে শত্রুতাচরণ, তাহা কৃষ্ণেরই স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশে আমার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ইন্দ্রিয়বেগধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবায় তৎপরতা প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য ব্যক্তিভাবে উপস্থিত হইয়াছে,—এই বিচারে তাহাতে সহিষ্ণুতা প্রকাশপূর্ব্বক তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের যত্ন না করাই কর্ত্তব্য। সমস্তই কৃষ্ণের ইচ্ছা এবং পরীক্ষা—এই বিচারে ইন্দ্রিয়বেগ ধারণ করাই সাধকের কৃত্য। কিন্তু ভক্তদ্বেষীর প্রতি সমস্ত শক্তিনিয়োগ দিয়াও ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত। সমর্থপক্ষে ভক্ত ও ভগবন্নিন্দাকারীর জিহ্বাচ্ছেদন করা উচিত, আর অসমর্থপক্ষে সেই স্থান পরিত্যাগই বিধেয়। তবে ক্রোধযুক্ত বাক্যাস্ত্রের দ্বারাই তাহার জিহ্বাচ্ছেদন অর্থাৎ যুক্তিতর্ক করাইয়া পাপে তীক্ষ্ণ সত্যের ও ভক্তের মাহাত্ম্য করানই সমীচীন।

শ্রীভগবান ও ভক্তদ্বেষী কে? সর্ব্বপ্রথমে ইহার বিচার হওয়া প্রয়োজন। পরম-আত্মীয়, সর্ব্বাশ্রয়ী, পরমকরুণাময় শ্রীভগবানের সেবা যাহারা করে না, তাহারা নিজের মঙ্গল ত' করেই না, পরন্তু কৃষ্ণকার্য্য-বিরোধরূপ নিজের অমঙ্গলকে আহ্বান করে। এমন যেসকল ব্যক্তি, তাহারাই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তদ্বেষী। তাহারা নিজের মঙ্গল ত' করিতেই পারে না, উপরন্তু পরকেও নিত্য-মঙ্গলপথে বাধা দিবারই চেষ্টা করে। এই সকল ব্যক্তির প্রতি কোনপ্রকার দয়া বা সহানুভূতি থাকা উচিত নহে। সেইজন্য মহাজনগণের প্রতি উপেক্ষা, ঔদাসীন্য বা ক্রোধপ্রদর্শন করাই মঙ্গলকামীর একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু এই ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষী কে? সেই বিদ্বেষী আমারই 'মন' কিনা, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে বিচার্য্য। আমি (জীব) বর্ত্তমানে মনের দ্বারা চালিত; সুতরাং মনের বাধ্যই বর্ত্তমান সময়ে আমার বাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের এই যে আমি, সেই আমি কি কৃষ্ণসেবা করিতেছি—অন্যসেবা করিতেছি? আমার লক্ষ্য, আমার গতি, আমার একান্ত বস্তুটা কোন্ দিকে? আমি ভক্তকৃষ্ণসেবা করিতেছি, না সেবার ভাণ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে ভক্তকৃষ্ণের সেবাবিরোধ করিতেছি, তাহা ধীরস্থিরভাবে বুকে হাত দিয়া দেখা দরকার। ভক্তকৃষ্ণের প্রতি আমার কতটা প্রীতি, ভালবাসা, আপনজ্ঞান আছে, কতটা তাঁহাদের সেবায় এই জীবনটাকে নিয়োগ করিতে পারিতেছি, আমার সর্ব্বোত্তম ভালবাসার বস্তুগুলিকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিতেছি কিনা—পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার।

কিন্তু দেখিতেছি, আমি এক জন কৃষ্ণকার্য্যবিদ্বেষী। আমার দেহ ও মন

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

সর্ব্বক্ষণ অপরের বিরোধাচরণ করিতেছি। আর সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুকৃপাবঞ্চিত-চিন্তা ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা না করিয়া বিষয়সুখ, নিজ-চিন্তা, পরচর্চ্চা ও পরনিন্দায় কাল কাটাইতেছি, অহর্নিশি—আত্মদর্শন না করিয়া কেবল পরদর্শন ও ছিদ্রদর্শন করিতেছি। নিজেকে বড় সেবক, বড় ভক্ত, বড় পাঠক-শ্রোতা-বক্তা, বড় লেখক, বড় অর্চ্চক মনে হইতেছে; তাই কেবল পরের দোষ, ছিদ্র-দর্শন করিতেছি। কিন্তু আমি নিজেই যে শতসহস্র দোষে দোষী, শত শত অপরাধে অপরাধী, সেদিকে আদৌ দৃষ্টি যাইতেছে না। আমি নিজের দিকে একেবারেই তাকাইতেছি না। কিন্তু বাস্তবিক আমার মনটা এতদূর অবৈষ্ণববিদ্বেষী যে, তাহার প্রতি ক্রোধপ্রদর্শনই আমার সর্ব্বপ্রথম কৃত্য। সর্ব্বপ্রথমেই আমার মনের প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক তীব্রভর্ৎসন মার্জ্জনীয়। অহর্নিশ হরিনাম দ্বারা প্রাতঃ হইতে নিদ্রাকাল পর্য্যন্ত এবং নিদ্রাকালেও আমার মনকে শাসন করা উচিত। হরিকথা দ্বারা মনকে সর্ব্বক্ষণ শাসন না করিলে একটু অবসর পাইলেই সে অপচিন্তারূপ অবৈষ্ণববিদ্বেষ করিবে। এইভাবে সর্ব্বক্ষণ মনের প্রতি ক্রোধ দেখাইতে হইবে। তৎপরে নিজের ভুক্তি প্রভৃতি, ইন্দ্রিয়তর্পণসম্বন্ধ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-কপটতা প্রভৃতির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে হইবে। তৎপরে আমার দেহসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন, যাঁহারা হরি-ভজন করিতেছেন না, তাঁহাদের সহিত চির অসহযোগিতারূপ ক্রোধ দেখাইতে হইবে।

নিজের প্রতি যথার্থরূপে কৃপার সহিত এইরূপ ব্যবহারই ক্রোধবেগ সহনের প্রকৃত তাৎপর্য্য। এইরূপে সর্ব্বক্ষণ নিজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'সকলেই অপর এবং ব্যক্তিগতভাবে হরিভজন করিতেছেন, কিন্তু আমার হরিভজন হয় না, এই মুহূর্ত্তেই মরিয়া যাইতে পারি',—এইরূপ বিচারশীল হইয়া সর্ব্বক্ষণ অবৈষ্ণবসেবা করিলে নিশ্চয়ই মঙ্গললাভ করিতে পারেন, ক্রোধবেগ দমিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন

——::(•)::——

ভক্তবৎসল। ভক্তের জন্য তিনি সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন ও করেন। ভক্তকে রক্ষা করাই তাঁহার কার্য্য। ভক্ত তাঁহার জীবন। তিনি ভক্তের একান্ত রক্ষক বলিয়া কেহই ভক্তের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিয়া নানাভাবে ভক্তগণকে রক্ষা করিতেছেন। ভগবান্ যেমন ভক্তবৎসল ভক্তগণও সেইরূপ ভগবদ্বৎসল। শ্রীঅর্জ্জুন তৃতীয় পাণ্ডব। তিনি নিত্য [illegible]। তিনি কৃষ্ণের সখা ও পরম প্রিয়। পাণ্ডবগণের কৃষ্ণ-প্রীতি ও কৃষ্ণের পাণ্ডবপ্রীতি অতুলনীয়।

কোন সময় দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণ-পত্নীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সেই ব্রাহ্মণ মৃতপুত্রটিকে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া কাতরচিত্তে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—লোভী, বিষয়াসক্ত রাজার পাপকর্ম্মবশতঃই আমার এই শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। এ বিষয়ে আমার কোন দোষ ঘটে নাই। হিংসাপরায়ণ দুষ্ট রাজার আশ্রয়ে প্রজাগণ দরিদ্র ও ক্লিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ এইরূপে ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মৃতপুত্র নিক্ষেপ করিয়া এইরূপ ভাবে রাজনিন্দা করিয়াছিলেন। কদাচিৎ তাঁহার নবম বালকের মৃত্যু হইলে অর্জ্জুন কৃষ্ণের নিকট থাকিয়া পুনঃপুনঃ আক্ষেপবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—হে দ্বিজবর! আপনি আর বৃথা ক্রন্দন করিবেন না। আমি এখানে দুঃখগ্রস্ত আপনাদের সন্তানকে যে-কোন উপায়ে হউক রক্ষা করিব। যদি এই প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিতে না পারি, তাহা হইলে অগ্নিতে প্রবেশ করিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন কেহই আমার পুত্রকে রক্ষা করিতে পারে নাই, সুতরাং তুমি সেখানে কিরূপে সমর্থ হইবে? তখন অর্জ্জুন বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আমার বীর্য্য মহাদেবেরও সন্তোষবিধানকারী। সুতরাং আপনি আমাকে অবজ্ঞা করিবেন না। আমি সাক্ষাৎ কৃতান্তকেও পরাজিত করিয়া আপনার পুত্রগণকে আনয়ন করিব।

অর্জ্জুনের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ সানন্দে নিজগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রসবকাল আসন্ন হইলে বিপ্রবর কাতরচিত্তে অর্জ্জুনকে বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! মৃত্যু হইতে আমার সন্তানকে রক্ষা করুন। তখন অর্জ্জুন আচমন করিয়া মহাদেবের নাম ও দিব্যাস্ত্রসকলের স্মরণপূর্ব্বক জ্যা সংযুক্ত গাণ্ডীব ধারণ করিলেন এবং নানাবিধ বাণের দ্বারা সূতিকাগারকে আবদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধ্ব, অধঃ ও পার্শ্বভাগে শরসমূহ সংস্থাপনপূর্ব্বক শরপিঞ্জর নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণপত্নীর কুমার জন্মমাত্রই রোদন করিতে করিতে সশরীরে আকাশপথে অদৃশ্য হইল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে নানাভাবে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন বিদ্যাবলে যমের সংযমনীপুরীতে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। অর্জ্জুন সেখানেও ব্রাহ্মণের পুত্রকে না দেখিয়া ক্রমে ইন্দ্রলোক, অগ্নিলোক, চন্দ্রলোক, বায়ুলোক, বরুণলোক, রসাতল ও স্বর্গে গমন করিলেন। কিন্তু কোথাও ব্রাহ্মণ-পুত্রের সন্ধান না পাইয়া নিজ প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থ অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণপূর্ব্বক বলিলেন,—হে সখে, আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে দেখাইব। তুমি স্বয়ং নিজেকে অবজ্ঞা করিও না; যাহারা এখন আমাদের নিন্দা করিতেছে, তাহারাই পরে আমাদের বিমল কীর্ত্তি স্থাপন করিবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া অর্জ্জুনের সহিত দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক পশ্চিমদিকে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি সপ্তপর্ব্বত ও সপ্তসমুদ্রযুক্ত সপ্তদ্বীপ এবং লোকালোকপর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করিলেন। সেই গাঢ় অন্ধকারে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বচতুষ্টয় পথভ্রষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন-চক্রদ্বারা সেই স্থানকে আলোকিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তথা হইতে জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় দীপ্তিময় বাসুকিসহ সহস্র শীর্ষ [illegible] উত্তম দ্যুতিবিশিষ্ট বিচিত্র মহাকালপুরুষ দর্শন করিলেন। অনন্তর ঐ পুরুষের সহস্র-বক্ত্রোপরি বিরাজিত রত্নসমূহের অবস্থিত মাধবাদির প্রভায় বিমল-নয়নযুক্ত, নীলবর্ণ ও পিঙ্গল-কিরীট বিশালদেহ অদ্ভুত শ্রীঅনন্তদেবকে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর কৃষ্ণার্জ্জুন তথা হইতে ব্রাহ্মণপুত্রগণকে লইয়া সানন্দে দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের নিকট পুত্রগণকে যথাযথ অর্পণ করিলেন। অর্জ্জুন কৃষ্ণপ্রভাব-দর্শনে অতীব বিস্মিত হইলেন এবং জীবগণের যাবতীয় পৌরুষকেই শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পাজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

শরণাগতি

(প্রাপ্ত)

শুদ্ধভক্তিধারার আচার্য্যগণ সকলে-শরণাগতির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যাস নারদ, আলবন্দারু ঋষি, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই শরণাগতির শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বেও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ নবধা ভক্তির মূল সর্ব্বাগ্রে আত্মনিবেদন বা শরণাগতির কথা হিরণ্যকশিপুর নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। বলি মহারাজের আদর্শে সেই শরণাগতি বা আত্মনিবেদন মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] পূর্ব্ব মহাজন ও বিষ্ণুপ্রিয়গণের অনুসরণে জগতে শরণাগতির শিক্ষা সুষ্ঠু সঙ্গতভাবে প্রকাশ করিয়া জীবের প্রতি অশেষ [illegible] করিয়াছেন। [illegible] প্রাণ্ডপ্ত শরণাগতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু নবীন প্রাকৃত [illegible] পূর্ব্ব [illegible] মহাজনগণের [illegible] শিক্ষা [illegible]। যে শরণাগতি বা সর্ব্বস্ব-নিবেদনের [illegible] শিক্ষাছিল, তাহাতে শরণাগত পুনর্ব্বার [illegible] বা পরস্পর [illegible] প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে প্রপত্তির কথা আছে, তাহাতে সেবক ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে শরণাগত হইয়া উপাস্যের সেবা করেন; ইহাতে সম্ভ্রমরূপ একটী ব্যবধান আছে। মধুর-রসের পরাকাষ্ঠার অনুগামীর সাথে সম্বন্ধের দ্বারা শরণাগত হইয়া যে প্রেমসেবা, তাহার তুলনা ত্রিভুবনে দূরের কথা, বৈকুণ্ঠেও পাওয়া যায় না। [illegible]। এখানে শরণাগত শরণ্যকে তাঁহা অপেক্ষা বড় বা ঐশ্বর্য্যশালী মনে করিয়া [illegible] গৌরববুদ্ধিতে শরণাগত হন নাই, [illegible] বা পালা অথবা একান্ত আপনজন জ্ঞানে স্বভাবসিদ্ধ প্রেমবশে পূর্ণ শরণ লইয়াছিলেন। [illegible] শরণাগত লোকের নিকট চিরদিনের স্মরণীয় করিয়া চিরপূজ্য হইয়াছেন।

বলি মহারাজ পরিপূর্ণরূপে [illegible] বামনদেবের নিকট সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীবামনদেবও [illegible] তাঁহার সমীপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। [illegible]

[illegible]

[illegible] সর্ব্বস্ব [illegible] শরণাগত [illegible] শিক্ষা [illegible]

আত্মনিবেদনের [illegible] শ্রীগুরু-[illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছে।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
১ম ও দিনের জন্য, দ্বিতীয় দিনের ও				
ভিতরের পাতা পাইলে ১০			প্রতি মাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৮০	সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৮৲	অর্দ্ধ কলম	২৮৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮০	৬৲	" এক কলম	৬০৲
" " এক কলম	১	১০৲		

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উৎকলায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত .... মহাশয়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত .... বিদ্যানায়ক কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মজনপাঠক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকট-পীঠবাসীতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা বনোদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা যখন যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসাধনরূপে গ্রহণ না করিয়াছে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে শ্রীভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্তির সুযোগে এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন দেশে ইংরাজী ভাষায় যে প্রবন্ধগুলি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ প্রাণভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেডিওলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বর নাশক অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ দেহে পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় রোগীর .... ব্যবহার করুন। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ বড় বোতল ১৵০ আট আনা। প্রাপ্তিস্থান
—১১নং ও টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বড়লাটের শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ

জানা গিয়াছে যে, বড়লাটের শাসন পরিষদের আরও সম্প্রসারণ সম্পর্কে ঘোষণা শীঘ্রই প্রচারিত হইবে। বেসরকারী মহলের ধারণা, শাসন পরিষদ নিম্নলিখিত-ভাবে পুনর্গঠিত হইবে :—ডাঃ আম্বেদকর—শ্রমিক, মিঃ .... —সংবাদ প্রচার, স্যার যোগীন্দ্র সিংহ—খাদ্য, স্যার রামস্বামী মুদালিয়র—উৎপাদন, স্যার .... —রেলওয়ে, ডাঃ .... —বেতার ও প্রচার। যদি স্যার .... এসম্পর্কে পরামর্শ না করা হয়, তাহা হইলে মিঃ এন আর সরকারকে অধিবেশনের .... হইতে পারে এবং মিঃ .... বড়লাটের অতিরিক্ত .... নিযুক্ত হইতে পারেন।

বিশেষ সূত্রে জানা গিয়াছে, সর্বসম্মতিক্রমে .... সিদ্ধান্ত করার ফলে বড়লাটের শাসন পরিষদে একটি আসন এবং পাঞ্জাব মন্ত্রিসভায় একটি আসন পাইয়াছে। পাঞ্জাবের বর্ত্তমান শিখ মন্ত্রী শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন। শিখ সমাজের .... প্রেসিডেন্ট মিঃ বলদেব সিংহ বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার নিজের ব্যবসায় বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকায় অত উচ্চপদ গ্রহণ করিলেও পাঞ্জাব মন্ত্রিমণ্ডলে যোগ দিবেন।

নারায়ণগঞ্জের পল্লীতে সাহায্যের ব্যবস্থা

নারায়ণগঞ্জের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের সাহায্যার্থ বাঙ্গলা সরকার প্রথম দফায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার মনস্থ করিয়াছেন।

পল্লীর জনসাধারণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া এবং বর্ত্তমান বৎসরে বর্ষাকালের পূর্ব্বে গৃহনির্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে এই সাহায্য দেওয়া হবে।

জিব্রাল্টারের নূতন গভর্ণর

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ভাইকাউন্ট গর্ট-এর স্থলে মেজর জেনারেল এফ এন ম্যাসন ম্যাকফারলেন জিব্রাল্টারের গভর্ণর ও প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। জেনারেল ম্যাকফারলেন ব্রিটিশ সামরিক মিশনের নেতারূপে মস্কো গিয়াছিলেন। কিছুদিন হইল তিনি মস্কো ত্যাগ করেন।

সিন্ধু গবর্ণমেণ্টের হস্তে বিশেষ ক্ষমতা

হুরদের উপদ্রব দমন করিবার জন্য বিশেষ আইন ও অর্ডিন্যান্স অনুসারে গবর্ণমেণ্টের হস্তে যে সব ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করা হইতেছে। ঐ সব অর্ডিন্যান্সের দ্বারা আইনানুসারে গবর্ণমেণ্ট যে ক্ষমতা প্রাপ্ত .... ভারতরক্ষা আইন অনুসারে সেন্ট্রাল .... যাতায়াত নিষিদ্ধ হইলে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হইতে পারিবে। সক্কর জেলার .... জারী করিয়া ১৪৪ ধারা অনুসারে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মেয়াদ ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নবাবশাহ জেলা হইতে আরও একটি প্রতিনিধিদল যথাক্রমে .... জন .... গোলাম-হোসেন হেদায়েতুল্লা ও অন্যান্য মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গ্রামবাসীদের রক্ষার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তৎসম্পর্কে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করেন।

ডিগবয় ও তিনসুকিয়া ত্যাগ নিষিদ্ধ

আসাম ন্যাশনাল সার্ভিস লেবার ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান এই মর্ম্মে এক আদেশ জারি করিয়াছেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে অথবা ঠিকাদার হিসাবে কিম্বা ঠিকাদারের কর্মচারী হিসাবে পেট্রোল উৎপাদন, পরিশোধন অথবা সরবরাহের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন অথবা যে সমস্ত ব্যক্তি ইহার আনুষঙ্গিক কোন কার্য্যে কিম্বা এতৎসংশ্লিষ্ট আফিসে, গুদামে, কারখানায়, হাসপাতালে ও ডিসপেন্সারীতে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা লখিমপুর জেলার অন্তর্গত ডিগবয় ও তিনসুকিয়া থানার এলাকা ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না।

কোনও মালিক অথবা তাঁহার কর্মচারী বা কোনও এজেন্ট যদি কোনও কর্মচারীকে ছুটি দেন, তবে এই আদেশ তৎসম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না।

উক্ত আদেশে আরও বলা হইয়াছে যে, এই আদেশ অমান্য করা হইলে অপরাধীর এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

মেক্সিকোকে সাহায্যদান

সেনেট পররাষ্ট্র কমিটির চেয়ারম্যান সেনেটর টম কোনালী সাংবাদিকদিগকে বলেন যে, মেক্সিকোকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করা হইবে।

এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন,—আমরা সাধ্যানুসারে মেক্সিকোকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আমরা মেক্সিকোকে বিমানপোত ও ছোট জাহাজ দিব।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ
গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "-[illegible]"-তাৎপর্য্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-তাৎপর্য্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। [illegible] পরিবর্দ্ধিত [illegible] [illegible] মিত্রাপাইয়া।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ [illegible] নদীয়া

১৭শ বর্ষ ২২ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৩ ; ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৬ই জুন, ইং ১৯৪২, শনিবার { ৭০ ৭১ ৭২ সংখ্যা।

"শ্রীধামবাস নিজে প্রভুত্ব'পর জন্য নহে। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণে প্রেম-ভক্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ক'র্তে ক'র্তে কৃষ্ণবসতিস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২পুরুষোত্তম, অধরা শ্রীবোধণাখী, গৌরাব্দ ৪৫৩

ধাম মায়াপুর

——::(০)::——

শ্রীধাম চিন্ময়। শ্রীধাম করুণাময়। শ্রীব্রজধাম অপেক্ষাও শ্রীগৌরধামের কৃপা বেশী। গোলোক, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপ—এই তিনটী পরব্যোমের অন্তঃপুর। গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়-লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয়-লীলা; শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট। গোলোক-বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপে তত্ত্বভেদ নাই। শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবনের অভিন্ন—ইহাই গৌরজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশ।

শ্রীগৌরধাম শ্রীগৌরের ধাম মহা মহা-মহা-বদান্য। গৌর-নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপায় জীবের সৌভাগ্যাকাশে পরমকরুণাময় শ্রীগৌরধাম আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। একদিন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কার্য্যোপলক্ষে তারকেশ্বরে যান। তথায় রাত্রে শয়ন করিলেন। নিদ্রাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বলেন,—"তুমি বৃন্দাবন যাইবে? তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপধামের যে কার্য্য আছে, তাহার কি করিলে?" শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে এই কৃপাদেশ পাইয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান নিরূপণ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বলিখিত জীবনীতে লিখিয়াছেন,—"আমি প্রতি শনিবারে নবদ্বীপ যাইয়া প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ করিয়াও কিছুই পাই না। তাহাতে বড়ই দুঃখ হয়। এখানকার নবদ্বীপের লোকেরা কেবল নিজ নিজ পেট ঠাণ্ডার বুঝিয়া থাকে, প্রভুর লীলাস্থান-সম্বন্ধে কিছুই যত্ন করেন না। এক দিন সন্ধ্যার পর আমি ও কমল এবং এক জন কেরাণী ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। গঙ্গাপার উত্তর দিকে একটী আলোকময় অট্টালিকা দেখিলাম। * * প্রাতে সেই রাণীর বাটীর ছাদ হইতে সেই স্থানটী ভাল করিয়া দেখিলে, দেখিলাম যে, তথায় একটী তালগাছ আছে। অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল—'ঐ স্থান বল্লালদীঘি; তথায় লক্ষ্মণসেনের দুর্গচিহ্ন ইত্যাদি আছে।' সে সোমবারে কৃষ্ণনগর গিয়া পর শনিবারে বল্লালদীঘি গেলাম। তথায় রাত্রে আবার ঐপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরদিন পদব্রজে ঐসকল স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্রস্থ পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ স্থানকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া জানিলাম।"

শ্রীধাম-মায়াপুরই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান। এই শ্রীমায়াপুরই অন্তর্দ্বীপ। শ্রীমায়াপুর আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র। যেমনই হউক না নবদ্বীপই হউক, [illegible] উভয়ই প্রপঞ্চের [illegible] [illegible] হয়। তাহা ক্রমে যাহাদের চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাঁহারাই ধামের দর্শন করিতে পারেন। এই [illegible] শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল [illegible] ও অন্যান্য মহাজনগণের জীবনস্বরূপ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গৌরধামের যে গীত, তাহা অনন্তদেবও অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরধাম-প্রচারের জন্যই [illegible] হইতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এ জগতে শুভাগমন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যখন শ্রীধাম-মায়াপুরে থাকিতেন, তখন শ্রীধামের বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা ও প্রত্যেক রেণু-পরমাণু দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-পুলকের সঞ্চার হইত। শ্রীল ঠাকুর শ্রীগৌরধামে শ্রীব্রজধাম দর্শন করিতেন। নবদ্বীপ-মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও গোলোক—এক অখণ্ড তত্ত্ব। এই শ্রীনবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম-সার। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় গৌরধামকে প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং গৌরধামের কৃপা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা লাভ করিতে হইবে। গৌরধামে নিত্য-বসতিলাভের সৌভাগ্য লাভ করিতে হইলে শ্রীল ভক্তিবিনোদের শ্রীপাদপদ্ম-সংলগ্ন রেণু হইতে হইবে। দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিতে—আত্মদর্শন থাকিতে ধামদর্শন বা ধামদর্শন হইবে না। নামকৃষ্ণ শ্রীধামের স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—সকল আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র গৌরধামে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীগৌরহরির ভজনই নিষ্কপটে হইতে মুক্তিলাভের এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপায়। [illegible] লাভ হয়।

শ্রীগৌরধামের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ সরস্বতী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতক' গ্রন্থে শ্রীগৌরধামের অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কয়েকটী উপদেশ ও শিক্ষা এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—এই [illegible] [illegible] সম্বন্ধে আর প্রয়োজন কি? প্রাকৃত সম্পদ, সম্মান, বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের আর আবশ্যকতা কি? আর নানাবিধ পাকাদি নানাধাম-জনিত ক্লেশেরই বা প্রয়োজন কি? আমার শ্রীগৌরধাম আশ্রয় করিবার দৃঢ় হউক।

যদি আমার এ দেহ শত শতখণ্ডে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় কিংবা নানা প্রকার বিপদ আমার উপর পতিত হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, কিন্তু হায়! কখনও যেন জীবনে গৌরধাম ছাড়িয়া অন্য [illegible] কখনও আমার গমন না হয়।

(সখে) কোথায় আছ, শুদ্ধ সাধু, সাধ্যাপেক্ষা অধম হইয়াও তৃণ'ত [illegible] [illegible] কবে উদয় [illegible] [illegible] গৌরাটবী আশ্রয় করিয়া পূর্ণকাম হইব?

বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল ও অনবদ্যময় প্রেমরস-সুধাস্বরূপ শ্রীরাধাপদরজ কোন অনির্ব্বচনীয়

কৃষ্ণ যাঁরে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে।

শ্রীরাধারমণের অপূর্ব সার শ্রীগৌরাঙ্গ-কাননই আমার একমাত্র গতি (হউক)।

সম্প্রদায়নিষ্ঠ হইলেও যে কোনও ব্যক্তি যদি শ্রীধাম নবদ্বীপকেই একান্তভাবে (বাক্যপরায়ণ হইয়া) আশ্রয় করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি শ্রীরাধার ভাবনীয় প্রিয় রসোৎসব প্রাপ্ত হন।

আমার স্বজনগণ আমাকে পরিত্যাগ করুক অথবা আমার দেহবুদ্ধিই খণ্ড হউক, তথাপি নবদ্বীপসীমা হইতে আমার পদ যেন কুত্রাপি গমন না করে।

আমার সেই পিতা পিতা নহে, সেই মাতা মাতা নহে, সেই বন্ধু বন্ধু নহে, সেই সখা (হিতৈষী) সখা নহে, সেই মিত্র উপকারক মিত্র নহে, সেই গুরু গুরু নহে, যে আমার রাধাবন শ্রীনবদ্বীপ-বাসের প্রতিকূল।

যাহারা সর্বজ্ঞানাধিক শ্রীধাম-নবদ্বীপের আনন্দময়-স্বরূপ স্থাবর জঙ্গমের প্রতি দোষারোপ করে, সেই অপরাধী ব্যক্তিগণ কিরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিবে ?

যাহারা গৌরমণ্ডলবাসিজনগণের নিন্দায় রত থাকে অথবা যাহারা মায়াপুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে কিংবা যে-সকল কুবুদ্ধিজন গোক্রমের সহিত অন্য স্থানের তুলনা করে এবং গোক্রমকে এই প্রপঞ্চে প্রকটিত নিত্য-চিৎস্বরূপ মনে না করে, সেইসকল পাপিষ্ঠ নরাধমের সহিত স্বপ্নেও যেন আমার সঙ্গ না ঘটে।

পরধন, পরদার, দ্বেষ, পরনিন্দা, লোভ, মিথ্যা ও কর্কশভাষণ, পরদ্রোহ এবং দোষ বা বৃথালাপাদি পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীনবদ্বীপ-বাসের ভজনা করেন, তাঁহার বৃন্দাবন লাভের আশা কখনও বন্ধ্যা (বিফলা) হয় না।

নবদ্বীপ-বাসের অনুরোধে অশেষ অধর্মেরও (অর্থাৎ লৌকিক বা শাস্ত্রাচারে যাহা অধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট) অনুষ্ঠান কর, কিংবা সকল ধর্ম (বর্ণাশ্রমাদি), এমন কি, গুরুজনকেও (পিতামাতা প্রভৃতি লৌকিক গুরু) যদি ত্যাগ কর, তবে তাহা তোমার পরম ধর্ম বলিয়া গণ্য এবং তাহাই গুরুজনের প্রতি ভক্তি বলিয়া গ্রাহ্য, পরন্তু নবদ্বীপ-বাসের যাহা অন্তরায়, তাহাই পাপরাশি বলিয়া পরিগণিত।

যাহা নবদ্বীপ-ধাম বলিয়া আখ্যাত, সেই অসীম ও অপার-করুণাপূর্ণ গৌরাঙ্গলোকে যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন ভাবেই (ধাম-পরায়ণ হইয়া) অবস্থান করুন না কেন, সেখানে তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

ওহে ক্ষুদ্র জীবগণ ! তোমরা বৈদিক ও লৌকিক-ক্ষেত্রে বিবিধমার্গসমূহ আশ্রয় করিয়া (বৃথা) ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছ। বলপূর্বক (অর্থাৎ বল-কৌশলে পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে বশী করিয়া সকল পরিত্যাগ করিয়া গৌড়দেশে শ্রীগোক্রম-বনীতে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া অবস্থান কর।

নানামার্গরত অর্থাৎ মতোপম্বাদ্যহেতু চঞ্চলমতি, অতিক্রুরমতি, সদাচার-বিরত, স্বেচ্ছাচারী, ভগবৎসম্বন্ধহীন হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তিগণও কালবশে যে নবদ্বীপে বাস করিয়া সর্বোত্তম প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ সর্বদোষ-বিনির্মুক্ত হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ-ভাগ্যবান হয়), সেই পরমশ্রেষ্ঠ রসানন্দময় শ্রীমায়াপুরকে আমি স্তব করি।

কেহ অন্য দেবতার ভজনাই করুন, অথবা অন্য ক্ষেত্রেই অবস্থিত থাকুন কিংবা পশুর ন্যায় একমাত্র বিষয়-ভোগেই রত হউন, তাঁহাকে নবদ্বীপান্তর্গত (গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্তী) কোলাটবী নিজ অচিন্ত্যশক্তি-ক্রমে স্বগত রাধামাধবের নিগূঢ় প্রেমরসে নিশ্চয়ই মোহিত করিয়া থাকেন।

আমার ইন্দ্রিয়গণকে আমি কিছুমাত্র বশে আনয়ন করিতে পারিতেছি না। আমাতে একটী মাত্র গুণও বিদ্যমান নাই, (অথচ) দোষসমূহ সর্বদা আমাতে প্রবেশ করিতেছে ! আমি কোথায় যাইব ! কি করিব ! হায় ! হায় ! (হায় ! হায় !) ভগবানেও আমার প্রতি নির্দয় অহো অনন্যগতি আমি, হে নবদ্বীপচন্দ্র, আমাকে শ্রীধাম-নবদ্বীপে বসতি বিতরণ কর।

আমার জাতি, প্রাণ ও ধনসমূহ নষ্ট হউক, সুখসৌভাগ্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হউক, আমার আচরিত সৎকর্মসমূহ বিলয়-প্রাপ্ত হউক, সকলে আমাকে নিরন্তর তিরস্কার করুক এবং শত শত মানসিক ও শারীরিক পীড়ার আক্রমণভাবে আমার দেহ জীর্ণ হউক, তথাপি গৌরাঙ্গপুর অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপ ত্যাগ করিতে যেন একবারও আমার মতি না হয়।

পূর্বানুরাগ-প্রেমরসের অখণ্ড-মূর্তিস্বরূপ শ্রীরাধা যে স্থানে প্রাণনাথসহ বিরাজ করেন, সেই গৌরবন যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদেরই পরম নিগূঢ় ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

লোকসকল চণ্ডাল, কুক্কুর ও গর্দভাদির ন্যায় জ্ঞান করিয়া আমাকে ক্রমশঃ তিরস্কার করিলেও তাহাতে আমার অণুমাত্রও দুঃখ নাই, যদি আমার এই শ্রীনবদ্বীপ-বাসে অবস্থিতি হয়,—যথায় শ্রীকৃষ্ণের একপাদ আস্বাদনের পদ্মাও নবীন ভক্ত ও রাগানুগা ভক্তি বিশেষ-রূপে প্রযুক্ত হইতেছেন। প্রাক্তন-বাসনা-বশতঃ তোমার শরীর, বাক্য ও মন যেরূপই আচরণ করুক না কেন,—হে ভ্রাতঃ (তুমি) সমস্ত সাধন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরবনই আশ্রয় কর।

আমি কবে ভিক্ষাপাত্র বহন করিয়া বহু এই ধন্য নবদ্বীপধামে চণ্ডালাদির ঘরে ঘরেও প্রত্যহ ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিব, তথাপি পূর্বোক্ত পরমসুকৃতিলব্ধ এই (দুর্লভ মানব) দেহকে কোনও ভাবে অন্য কোথাও লইয়া যাইব না।

গৌরবনবাসী জীবকুলকে যে-পর্যন্ত সান্দ্রসচ্চিদানন্দস্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ তাঁহাদের প্রতি অপ্রাকৃত বুদ্ধি না হইবে, ততক্ষণ তথায় প্রবিষ্ট হইয়াও সেই গৌরবনবাসীর প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি-জনিত অপরাধে কেহ সর্বোত্তম ভক্তিপদবী লাভ করিতে পারিবে না।

এই নবদ্বীপস্থ স্থাবর-জঙ্গম বস্তুতে পুরুষের যখন অকপটভাবে সচ্চিদানন্দবুদ্ধি উদিত হয়, তখনই তাঁহার শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবোপযোগী রূপ স্ফূর্তি পাইয়া থাকে।

এই নবখণ্ড নবদ্বীপে বিচরণ সকল বিভবের সার, সর্বধর্মের একমাত্র সার, সকল ভজনের সার, সকল সিদ্ধির একমাত্র সার, সকল মহত্ত্বের সার এবং সকল মাধুর্য-সমূহের সার।

কবে আমি লোকভয়, লৌকিক ধর্ম, গৃহ, দেহ-নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ—কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া হর্ষবিষাদাদিভাব-সমাবেও প্রেমরসপানে উন্মত্ত হইয়া গ্রহগ্রস্তের ন্যায় এই গৌরপল্লীতে অবস্থান করিব ?

বিনশ্বর দুঃখপ্রদ যুবতী স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদির প্রয়োজন কি ? বিমুক্তির কথাই বা কাজ কি ? (ঐশ্বর্যময়) বৈকুণ্ঠগত সম্পদের প্রতিও আমার নমস্কার। কিন্তু রাধিকার কান্তস্বরূপ হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন যে বনে বিলাস করেন, জন্মে জন্মে যেন সেই বনে আমার অনুরাগ থাকে।

মস্তকদ্বারা আমি সেই শ্রীগোক্রমকেই নমস্কার করি, বাক্যদ্বারাও শ্রীগোক্রমের কীর্তন করি এবং মনোদ্বারা শ্রীগোক্রমকেই স্মরণ করি। শ্রীগোক্রম ব্যতীত আমি আর অন্য কিছু জানি না।

রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব গৌরবনই যাঁহাদের আরাধ্য, তাঁহাদের পাদপদ্মপরাগে অভিষেকই আমার প্রার্থনীয়।

আমার মন সত্যলোকে ব্রহ্মার পদবী-লাভ করিতে ইচ্ছা করে না, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পার্ষদ-ত্বও (অর্থাৎ সালোক্য-সামীপ্যাদি মুক্তিও) অন্বেষণ করে না, কিন্তু যাঁহারা মধুর প্রেমরসের ভাবে আবিষ্ট, সেইসকল বহু পুরুষের নিবাসভূমি শুদ্ধ নবদ্বীপধামে কীটজন্মকেও আভরণ বহুমানন করে।

অহো ! নবদ্বীপে কোনপ্রকারেও আমার সংসর্গ ঘটিতে পারে কিংবা দূর হইতেও ঐ ধামদর্শনপূর্বক ধরাতে পতিত হইয়া প্রণাম পুরঃসর তাহাকে পুনঃপুনঃ বহু মনে করিব, এমন পরম শুভদিন কি আমার উপস্থিত হইবে ?

হায় ! যদিও শ্রীনবদ্বীপধামের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্যে আমার অনুরাগও বিধান নাই, যদিও সে-স্থলে আমার বাসের ইচ্ছামাত্রও নাই, তথাপি আমার বাণী তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুক।

যদি তুমি নবদ্বীপ অর্থাৎ নবদ্বীপের আরাধনা করিয়া থাক, তবে তুমি ব্রজকানন অর্থাৎ বৃন্দাবনেরও আরাধনা করিয়াছ ; আর যদি নবদ্বীপের আরাধনা না করিয়া থাক, তবে ব্রজধাম তোমার নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থিত ; যদি তুমি স্বর্ণাঙ্গ গৌরের আরাধনা করিয়া থাক, তাহা হইলে ব্রজ-নাগর শ্রীকৃষ্ণেরও আরাধনা করিয়াছ ; আর যদি মিশ্রনন্দনের আরাধনা না করিয়া থাক, তাহা হইলে এ জগতে তোমার গোপেন্দ্র-নন্দনের আরাধনাও হয় নাই।

এই নবদ্বীপে যিনি (অপ্রাকৃত-বুদ্ধিতে সেবোন্মুখ হইয়া) বাস করেন, ব্রজধাম তাঁহার করতলগত (অর্থাৎ অত্যন্ত সুলভ) ; কিন্তু যাঁহারা অন্যত্র বৃন্দাবন অন্বেষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে বৃন্দাবন-প্রাপ্তি মরীচিকার ন্যায় নিশ্চয়ই দূরে অবস্থিত।

যদি তোমার সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে, যদি সঙ্কীর্তনামৃত-রস-মাধুর্যাস্বাদনের ইচ্ছা হয়, যদি প্রেমসমুদ্রে বিহারার্থ চিত্তবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে শ্রীমায়াপুর-নামক নগরে গিয়া বসতি কর।

যিনি দর্শন, স্পর্শন, কীর্তন, সম্যগ্রূপে স্মরণ অথবা দূরাহূত ব্যক্তিগণের নমস্কার অথবা আদরের বিষয়ীকৃত হইয়াও প্রেমকাম (বিপ্রলম্ভ)- প্রদানে একমাত্র সমর্থ, সেই চিৎস্বরূপ শ্রীগৌরধামকে আমি নমস্কার করি।

বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম পরিপালন, রাম, নারায়ণ, নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্ব দেবগণের প্রকৃষ্টরূপে অর্চন, শত-শত তীর্থ-পরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র বিচার প্রভৃতি করিয়াও শ্রীগৌর-প্রিয় শ্রীধাম-নবদ্বীপে বসতি (সেবা) ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্লভপদ (শ্রীরাধা-গোবিন্দের চিদ্বিলাস-ক্ষেত্র) শ্রীধামবৃন্দাবনের সন্ধান জানিতে পারেন না।

তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত অভিমানশূন্যতা, স্বাভাবিকী চিত্ত-কমনীয় বৃত্তি, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-সম্বন্ধরহিত বিষয়কে তুচ্ছকারিতা, হরিপ্রেমে বিবশ হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্যতা —এইসকল সদ্গুণ জগতে একমাত্র শ্রীগৌরধাম-সমাশ্রয়েই লাভ হইয়া থাকে।

(গৌরধামপদ-অনাশ্রিত) কোটী সংখ্যক-শ্রেষ্ঠজন আমার গ্রহণই করুক অথবা আগম-নিগমাদি কোটি কোটি শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করুক, (তাহাতে নিগূঢ় প্রেম-লাভের সম্ভাবনা নাই) ; কিন্তু গৌরধাম-সেবোৎসুক ব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই সদ্য (সেই) নিগূঢ় প্রেমপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

কাল কলি ; ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুসকল অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্ম-জ্ঞানাদি কোটিকণ্টকজালে অবরুদ্ধ। অতএব হে চৈতন্যপীঠ শ্রীনবদ্বীপ, তুমি যদি আর আমাকে কৃপা না কর, তাহা হইলে হায় !

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

এই অবস্থায় বিহ্বল আমি কি করি, কোথায় যাই?

আমি কোটি-কোটি দুষ্কর্ম্মে একান্ত আসক্ত, দুর্জ্জয় দারুণ-দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলে সুদৃঢ় আবদ্ধ, ঈর্ষাজাড্যাদি-প্রমাদজনিত ক্লেশে ক্লান্তচিত্ত এবং কোটি-কোটি কুবুদ্ধি কর্ত্তৃক বিপরীত পথে পরিচালিত হইয়া অভিভূত: (এতাদৃশ অবস্থায়) (শ্রীগৌর-প্রকটস্থলী) শ্রীগৌড় (নবদ্বীপ) ব্যতীত আর কে আজ এই সংসারে আমার (মত বিপন্নের) বন্ধু অর্থাৎ আশ্রয়দাতা হইবেন?

হায়! হায়! আমার এই অত্যন্ত ঊষর হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমভক্তি-কল্পলতিকার অঙ্কুর অর্থাৎ রত্যাভাস বা রতি কিপ্রকারে হইবে? আশা হয় না। তবে, একমাত্র পরম ভরসা এই যে, শ্রীগৌড়ধামে বাস করিলে কাহারও কখনও কোনও শোকের বিষয় থাকে না।

আমি সংসার-দুঃখার্ণবে পতিত, দুর্ব্বাসনারূপ শৃঙ্খলে আমার হস্ত-পদাদি বদ্ধ, আমি অবলম্বনহীন; কামক্রোধাদি নক্রমকর-সমূহ আমাকে গ্রাস করিয়াছে; (আমার এমন সঙ্কটে) হে গৌড়ধাম, আমাকে কৃপা-পূর্ব্বক আশ্রয়প্রদান করিয়া আমাকে রক্ষা কর।

যদি আমার শ্রীগৌড়মণ্ডল-প্রমুখ শ্রীনবদ্বীপ-ধামে বাস হয়, তাহা হইলে আমি কাশী-বাসীদিগকেও গণনা করি না, গয়াধাম-অন্বেষণই বা কি জন্য করিব? যদি মুক্তিই আমার নিকট ভক্তিতুল্য প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মার্থকাম—এই ত্রিবর্গের কথা আর কি? আর মহারৌরবেও যদি লেশমাত্র ভয় উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে স্ত্রী-পুত্রাদি বিষয়েই বা প্রীতি কোথায়?

ওরে মূঢ়গণ, মুনিগণ সুদুস্তপারাও পূর্ব্বে যাহার পরিচয় লাভ করিতে পারেন নাই, সেই নিগূঢ় হরিভক্তি-পদবী অনুসন্ধান কর। যদি চিত্তে বিশ্বাস না হয়, আর যদি উহা দুর্ল্লভ বলিয়াই মনে হয়, সেইসকল (মনোধর্ম্ম) সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌড়মণ্ডল শ্রীনবদ্বীপ-ধামের শরণ গ্রহণ কর।

অহো! বৃন্দাবনে 'হরি', 'হরি', 'হ'র',—এই নাম যাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে (অর্থাৎ অপরাধনির্ম্মুক্ত হইয়া) জপ করেন, তাঁহাদের অপরাধ অপগত হইলে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের (চরণ-সেবা) প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু অহো! এই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের করুণ-রাশি অপশোধন করিয়া সাক্ষাৎ পরমরসময় ব্রজের আনন্দ সর্ব্বদা বিস্তার করিতেছেন।

ঐকান্তিকভাবে শ্রীধামকে আশ্রয় না করিলে দারুণ পতিত-পামর জীবের মঙ্গলের অন্য উপায় দেখি না। আমরা অকপট ও অনন্য হইলে শ্রীধাম নিজগুণে আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে শ্রীচরণে স্থান দিবেন। প্রকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় হইলেই আমাদের অনায়াসে শ্রীধাম-বাসের লাভের সৌভাগ্য হইবে। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যে প্রার্থনা,—

গুরুদেব,

বড় কৃপা করি' গৌড়বন-মাঝে
গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান।
আজ্ঞা দিলা মোরে, এই ব্রজে বসি'
হরিনাম কর গান॥
কিন্তু কবে, প্রভো, যোগ্যতা অর্পিবে
এ দাসেরে দয়া করি'।
চিত্ত স্থির হ'বে, সকল সহিব,
একান্তে ভজিব হরি॥
শৈশব-যৌবনে জড়সুখসঙ্গে
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজ কর্ম্মদোষে এ দেহ হইল
ভজনের প্রতিবন্ধ॥
বার্দ্ধক্যে এখন পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে
পড়িয়াছি সুবিহ্বল॥

প্রকৃত ভাল কি?

আমরা সকলেই ভাল হইতে চাই—উন্নত হইতে চাই। ইহা আমাদের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি। কিন্তু ভাল কি করিয়া হইতে হয়, উন্নতি কাহাকে বলে, এ বিষয় 'নানা মুনির নানা মত' প্রচলিত থাকায় আমরা কোন্‌টী ঠিক, তাহা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমরা কেহ দেহোন্নতি, কেহ মানসিক উন্নতি, কেহ স্বদেশের উন্নতি ও জাগতিক নিত্য নূতন ধরণের উন্নতির জন্য মাথা ঘামাইতেছি, কিন্তু আত্মোন্নতির দিকে কাহারও নজর দেখা যায় না, ইহাই দুঃখ।

আমরা মানুষ—পশু নহি। মানুষ ভগবানের সন্ধান করিতে পারে, কিন্তু পশু তাহা পারে না। এইখানেই মানুষ ও পশুতে পার্থক্য। পশুর স্বভাব আহার, নিদ্রা, অপর পশু হইতে আত্মরক্ষা, ইন্দ্রিয়তর্পণ—এইসব। কিন্তু আমরা মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া যদি এইসকল কার্য্যেই ব্যস্ত থাকি, তাহা হইলে এমন দুর্ল্লভ জন্ম পাইয়াও আমাদের কি লাভ হইল? আমরা ত' শাস্ত্রে শুনিয়াছি, ভগবদুপাসনা ছাড়া আমাদের অন্য কৃত্য নাই। এই হরিসেবা-ধর্ম্মই ত' আমাদের মুখ্য ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্ম ত' ইতর প্রাণিবর্গের সহিত সমান। নরতনু হরিভজনের মূল। সাধুসঙ্গেই হরিভজন সম্ভব। কারণ, সাধুই ভাল, আর অন্য সকলেই অসাধু লোকই। সুতরাং বুদ্ধিমান্ জীব সাধুর সঙ্গে হরিভজন করিবেন।

জগতের লোক ভগবদ্বিমুখ। এই বিমুখতাই পতন। বিমুখ আমরা সতত নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য ব্যস্ত। এই ইন্দ্রিয়-প্রীতি দুইরকম—একটী নিজের জন্য, অপরটী আমার সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধ আছে, তাহাদের সুখের জন্য। স্ব-সুখবাসনা প্রবল হওয়ার দরুণই আমাদের এই দুরবস্থা। তাই ভগবদারাধনার দিকে আমাদের আদৌ লক্ষ্য নাই। আমাদের লক্ষ্য পড়িয়াছে—দেশের বা দশের উপকারের দিকে—তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণবিধানের দিকে। জগতের শতকরা প্রায় শতজনেরই এইরূপ বিচার। প্রকৃত সাধুর বিচার কিন্তু জগতের বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন,—জীব কৃষ্ণের নিত্য-দাস। ভগবানের নিত্যসেবা ছাড়া জীবের আর কোন কর্ত্তব্য নাই—থাকিতে পারে না, কোনদিন হইতে পারে না। যাহা কিছু আপাত-কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের বোধ হয়, তাহা বহির্ম্মুখ অবস্থার ভ্রান্তবিচার মাত্র। দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইলেই জীবের নিত্য কর্ত্তব্য ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য আসে—অনিত্য কর্ত্তব্যকে নিত্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। যে উপাসনায় একমাত্র ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নাই, তাহা ভগবদুপাসনা নহে, তাহা কপটতা বা কাম। অন্যের কা-কথা, জগতের নিকট যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত, সেই বৈদিকাদি ঋষিগণও দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া ভগবৎ-সেবার কথা বুঝিতে পারেন নাই। কপাল খুব ভাল না হইলে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্যজন্ম পায়, আবার হাজার হাজার মানুষের ভিতর কেহ মঙ্গল লাভের জন্য যত্নপর হয়, আবার হাজার হাজার সত্যানুসন্ধিৎসুর ভিতর কেহ ঠিক ভগবান্‌কে জানিতে পারেন অর্থাৎ তাঁহার শুদ্ধসেবা-লাভের সৌভাগ্য পান। ভগবানের মায়া অলৌকিকী ও দুরতিক্রমণীয়া। ভগবানের এই সত্ত্বরজস্তমোময়ী মায়ার হাত হইতে সহজে কেহ উদ্ধার পাইতে পারে না। কেবলমাত্র যাঁহারা ভগবানের সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হন, সেই ভজনৈকপ্রাণ ভাগ্যবান্ জনগণই মায়ার হাত হইতে নিস্তার পান।

আমরা সকলেই অভাবগ্রস্ত। কিন্তু এই অভাবের মূলে যে কি আছে, তাহা কেহ চিন্তা করি না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে আর অভাব থাকে না। সেই স্বভাব আর কিছুই নহে, তাহা ভগবদুন্মুখতা। ভগবদ্বিমুখতাই অভাবের মূল। এই হরি-বিমুখতা থাকাকালে আমাদের অভাব যাইবে না। আবার সৎসঙ্গ ব্যতীত এই বিমুখতা যাইবারও অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যদি কায়মনো-বাক্যে সাধুসঙ্গ করি, তবেই আমরা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব—ভগবানের নিত্যদাস্য আমাদের লাভ হইবে। জীবের স্বভাবে এই ভগবদ্দাস্য নিত্যকালই আছে। এই ভগবৎসেবা ছাড়িয়া জীব অন্যের প্রভু সাজিতে গেলেও প্রভু হইতে পারে না। প্রভু হইতে গিয়া দাস হইয়া পড়ে। আমরা স্ত্রীর প্রভু, পুত্রের প্রভু, অর্থের প্রভু, সম্মানের প্রভু, এবং আরও কত কিছুর প্রভু হইতে ইচ্ছা করি; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে হইয়া পড়ি—তাহাদের দাস, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হই—তাহাদের সেবার জন্য। কিন্তু যে দিন আমাদের এই বিকৃত দাস্যবুদ্ধি একমাত্র নিত্যপ্রভু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইবে, সেই দিনই আমরা অভাব-নির্ম্মুক্ত হইয়া স্ব-স্বভাব ফিরিয়া পাইব। তখনই বুঝিতে পারিব যে, ভগবানের সেবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবের একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম এবং ইহাই জীবের চরম ও পরমোন্নতি—তাহাই আত্মোন্নতি, প্রকৃত ভাল হওয়া।

মহাজনোপদেশ

——::(০)::——

যাহারা বৈকুণ্ঠ বস্তুকে প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে গ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য, তাহারা ই 'নাম' ও 'নামী'—এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ। নাম এবং নামী বৈকুণ্ঠ-ব্যাপারে অভিন্ন, কিন্তু প্রপঞ্চে নামের সহিত নামীর ভেদ আছে। এজন্যই অচিজ্জগৎকে 'ভেদজগৎ' এবং চিজ্জগৎকে 'অভেদজগৎ' বলা হয়। চিন্ময় পরব্যোম জগতে যে বিচিত্রতা আছে, তাহাতে ভেদের হেয়ত্ব সংশ্লিষ্ট হইতে পারা যায় না। তথায় নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া চিন্ময় নামের সহিত চিন্ময় রূপের ভেদ নাই, চিন্ময় গুণের ভেদ নাই, চিন্ময় পারিকর-বৈশিষ্ট্যের ভেদ নাই, চিন্ময় লীলার ভেদ নাই। প্রাকৃত-জগতের পরস্পর ভেদ ও হেয়তা বর্ত্তমান। যেহেতু বৈকুণ্ঠে নামীর অপূর্ব্ব বিচিত্রতা-সত্ত্বেও অভেদের অহেয়তা ও ভেদের হেয়তা অথবা অতীত অভেদের হেয়তা ও চিন্ময়-ভেদের অহেয়তা অবস্থিত। তাহাতে বৈকুণ্ঠনাম ভোগ্য জগতের বস্তু-নির্দ্দেশক সংজ্ঞার সহিত 'এক' হইতে পারে না। ভগবন্নাম নিত্যশুদ্ধ, পূর্ণ ও মুক্ত চৈতন্যের সাক্ষাৎ চিন্তামণি বস্তু বৈকুণ্ঠ-নাম। জীবের বৈকুণ্ঠনামীতে অভাব-দর্শনে পরমকরুণাবশে জগতে বৈকুণ্ঠ-নাম অবতীর্ণ হন এবং উপাধিমল-বিনির্ম্মুক্ত চিন্ময় জীবই সেই বৈকুণ্ঠনামের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইতে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য। দুঃখের আশ্রিতগণ প্রভু জীবের হরি-বিমুখতা বা ভগবৎসেবাবৈমুখ্য উপাধিকেও 'সহজ' বলিয়া নিবদ্ধবুদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অনাত্মসম্বন্ধীয় সব হইতে বিচ্ছিন্ন শুদ্ধ জীবাত্মা আত্ম-বিদের সম্প্রদায়ের স্বীয় স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারেন। বৈকুণ্ঠ-নাম ও প্রাকৃত নামের মধ্যে ভেদ ক'রে একটী জাতীয়-

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

ভাব আছে। বৈকুণ্ঠ-নামের আভাস মধ্যবর্ত্তীস্থানে অবস্থিত। একদিকে অপরাধ, অপরদিকে মুক্ত নিরপরাধ। মধ্যবর্ত্তী স্থানে অপরাধ নির্মুক্ত-রূপ নামাভাস অর্থাৎ একদিকে নাম, অপরদিকে নামাপরাধ, মধ্যে নামাভাস। নামের সেবা করিতে গিয়া প্রসঙ্গে বা উপপ্রয়োগে নামাপরাধ, উহার ও পর্য্যায়ের মধ্যস্থানে নামাভাস এবং বৈকুণ্ঠ নাম অবস্থিত। নামাপরাধ নামসেবা নহে, নামাভাস নামসেবা নহে। নামের সেবায় অপরাধ বা অবস্থিত আভাস-মাত্র নহে। পাপ অপরাধযুক্ত জীবগণ অপরাধকেই নামসেবা বলিয়া লাভ হয়। নামাপরাধের অভাব হইলে নামাভাস হয়, কিন্তু নামাভাসের সংসারে পর্য্যবসানে নামসেবা লাভ হয়। তাহা হইতে আমরা নামসাধন করিতে গিয়া এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। 'নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন'—এই সৌভাগ্যবতী কথার কার্য্য যে, অনর্থযুক্ত অবস্থায় নামাভাস বা নামের অবস্থিতি নাই। অপরাধযুক্ত অবস্থায় এবং নামগ্রহণে যোগ্যতার বিচারে নামাভাস ... তাহাই নামাভাস-পদে উদিত হয়। নামাপরাধফলে বৈদিক-ফল প্রাপ্ত ও ফল অপাপ্য তুচ্ছ ফল লাভ করা যায়। পারমার্থিক ভাবে যোগ্যতর অবস্থায় অসংখ্য নামগ্রহণ যোগ্যতা হয় না; নামাভাস করিবার যোগ্যতার অপরাধ হয় না। এইজন্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন, বৈকুণ্ঠনাম সম্যক্ উচ্চারিত হইয়া মাত্রই সকল বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়। তাহার পর নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়। নামোদয়ের পূর্ব্বে নামাভাস হয় অর্থাৎ নামাভাসের পরে নামোদয়। তবে যে নামাভাস হইবার পর আধিভৌতিক-দর্শনে মুক্তপুরুষের চরিত্রে বহুভাব প্রাপঞ্চিক নয়নে দৃষ্ট হয়, তাহা বাস্তব নয়। তাহা ভক্তির পরিপোষক। উহা মুক্তপুরুষের চরিত্রে যখন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তখন তাহাকে 'অপরাধের ফল' বলিয়া লক্ষণ করিতে হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া যাবতীয় নামাপরাধী যাহাদের প্রথম উচ্চারিত নামকেই নামাভাসস্থানে আপনাদিগকে মুক্ত বৈষ্ণব মনে করিয়া স্ব স্ব অপরাধকেই ভক্তির পরিপোষক জ্ঞান করিবেন না; কারণে নামবলে পাপপ্রবৃত্তি-হেতু নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হইবেন। নামাভাস অধিকারে দুরাচারের যোগ্যতা নাই। যদি কেহ জীব অনর্থযুক্ত অবস্থায় নিজেকে ভক্তক বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(•)::——

কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সেবা বিধেয়, কিন্তু ভগবৎসেবায় আমার কায়মনোবাক্যের কোনপ্রকার যোগ্যতা আছে, বিচারদ্বারা ভগবৎসেবা-বিরোধ করা হয়। ভগবৎসেবায় আমার কায়মনোবাক্যের কোনপ্রকার আবশ্যক স্বীকার করিয়াও কায়-মনোবাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সেবা-বিচার কিরূপে সম্ভব, তাহা আধ্যক্ষিক বিচারে দুর্বিগম্য সন্দেহ নাই, কিন্তু একমাত্র তাদৃশ বিচারই পরমার্থসেবকগণকর্ত্তৃক ... স্বীকৃত হওয়া ভগবৎসেবা-সৌভাগ্য যুক্ত হয়। সেবাবিরোধী সেবা-অনভিজ্ঞগণ উদাস বিচারের আড়ম্বরতায় অমনোযোগী হইলেও প্রকৃত সেবা হইতে তাহারা অনেক দূরেই অবস্থান করে।

——

অধোক্ষজ ভগবানের সেবা আমার জড় বুদ্ধি সম্বন্ধে সম্ভব হইল—এতাদৃশ বিচার ... অবস্থায় পর্য্যবসান। প্রকৃত সেবোন্মুখ হইলে নিজের প্রাকৃত ... অহঙ্কারই আত্ম-প্রকাশ করিতে থাকে। একমাত্র অধোক্ষজ-সেবায় আমার জড়ীয় সকলপ্রকার ধারণা ও চেষ্টাকে দোষযুক্ত করিতে সক্ষম বলিয়া তাদৃশ সেবা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার আধ্যক্ষিক বিচারের ... দূরীভূত হয় না এবং আমার বর্ত্তমান তাদৃশ দায় ধারণায় জগতের সকল বিষয়েই সমস্যার সাড়া দেয়। একমাত্র প্রকৃত সেবার প্রবৃত্তি অধোক্ষজের বিক্রম অনুভূত হওয়া সম্ভব।

কর্ত্তৃত্বাভিমানে অনুষ্ঠিত ব্যাপার 'কর্ম্ম' বলিয়া পরিচিত। কর্ম্মের চেষ্টায় নিজের কায়মনোবাক্যের কার্য্যকারিতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে সমভাবাপন্ন একই অনুষ্ঠানেও কর্ম্মী ও ভক্তের আন্তরিক বিচারভেদ কর্ম্ম ও সেবাসম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে, এমন কি, ভক্তিযাজনে যখন একমাত্র ভগবানের জন্যও নিজের কর্ম্মফল ইন্দ্রিয়-গণের কার্য্যকারিতা আহূত হয়, তখন পর্য্যন্তও কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই অনুষ্ঠিত হয়। যখন সর্ব্বত্রই অধোক্ষজের অবহিত যথেচ্ছাচারিতা আমার বাহ্যেন্দ্রিয়েও বাধ্য হয়, তখনই নিজের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের তিরোধানে প্রকৃত শুদ্ধসেবার ভূমিকা আমার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়। তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার তাদৃশ অবস্থা লাভ করিবার জন্য অধোক্ষজের কৃপার প্রতি নিষ্কপটে কাতরকরী অপেক্ষা-কারী আমার অধিকারোচিত সেবাযোগ্যতায় আমাকে সংশোধনই করিতে থাকে।

অধোক্ষজ সেবাবিলাসী শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরিপূর্ণ কর্ত্তৃত্বের প্রেরণায় তাঁহার কৃপাপুষ্ট মাদৃশ জনগণের দ্বারা যে গুরুসেবাকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, তদ্দ্বারাই সেবার দিগ্‌নির্ণয় কর্ত্তব্য। সেবা-বিষয়ে কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কর্ত্তৃত্বের অব্যাহত পরিপূর্ণ স্বীকৃতিদ্বারা আমার কায়মনোবাক্যের সেবা-যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্ন স্বতঃই মীমাংসিত। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের এতাদৃশ কর্ত্তৃত্ব-স্বীকৃতির নিকট পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন-দ্বারা সেবাবিষয়ে নিজের জড়-অহঙ্কারের অবকাশ নিবারিত হয়। কিন্তু নিজের জড় কায়মনোবাক্যের বিন্দুমাত্র আস্ফালন-দ্বারা সেবার কোনও অংশ সম্পাদিত হইল বিচার-দ্বারা তাদৃশ সেবা-যোগ্যতার ব্যাঘাত আনয়ন করা হয়

শ্রীভগবান্ একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত অপর কাহারও কোন সেবা-গ্রহণ করেন না। তিনি তাঁহার সর্ব্বতো-মুখী পূর্ণ সেবাযোগ্যতার বিস্তার-দ্বারা অপরের মধ্যে যে পরিমাণে সেবা-যোগ্যতা প্রকাশিত করেন, তিনি সেই পরিমাণেই মাত্র গুরুসেবা-সৌভাগ্যশালী। অপরের শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাদৃষ্ট সেবাধিকার-গ্রহণযোগ্যতা বিষয়েও শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই বৈরী কর্ত্তৃত্ব পারমার্থিকগণ কর্ত্তৃক বিচারিত হয়। অপরের সেবাগ্রহণ-বিষয়ে বিমুখতা শ্রীগুরুকৃপা লাভে অসমর্থতারূপ দুর্ভাগ্যেরই জ্ঞাপক মাত্র। ভগবৎসেবায় জীবের কোনপ্রকার স্বতন্ত্র চেষ্টার যুক্ততা স্বীকারদ্বারা সেবাবিরোধমাত্র সংঘটিত হয়। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ-শ্রীগুরুপাদপদ্মের বল অনুচিত জীবের মধ্যে সঞ্চারিত হইলেই জীব সেবাবিষয়ে নিজের জড়ের নিকট পরাভূততারূপ দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে সমর্থ হয়।

আমরা যতদিন শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাবল লাভে অসমর্থ আছি, ততদিনই আমাদের জাগতিক যোগ্যতা আমাদের সেবাসৌভাগ্যে সৌভাগ্য প্রকাশ করিতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যদি তাদৃশ সৌভাগ্যকে সমর্থন করিয়া চলি, তাহা হইলে আমরা প্রকৃত সেবাপ্রার্থী কিপ্রকারে স্বীকার করা যায়? অজ্ঞ হইলেও অজ্ঞতাকে পোষণ করিলে সেই অবস্থায় প্রতি আমার আদৌ আস্থা নাই—ইহাই প্রমাণিত হয় না কি? সেবা-বিষয়ে নিজের যোগ্যতার অভিমানের ব্যর্থ সৌভাগ্য সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়।

আমার জাগতিক যোগ্যতাদৃষ্টে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম যদি আমাকে তাহার পারমার্থিক সার্থকতা-সম্পাদন জন্য তাদৃশ কোন সেবায় নিয়োগ করেন, তাহা হইলেই আমাকে তজ্জন্য দুর্ম্মতিগ্রস্ত হইতে হইবে কেন? শ্রীগুরু-পাদপদ্ম যদি অকিঞ্চনকেই সেবা করান, তাহা হইলে যে সেবক জাগতিক তাদৃশ যোগ্যতাহীন, তাঁহাকে দিয়া তদ্রূপ কোন সেবা করান;—ইত্যাদি আধ্যক্ষিকতামূলক দুর্ভাগ্যজনক বিচার অত্যন্ত সেবাবিরোধী—সন্দেহ নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার অধোক্ষজ দয়া বিস্তার করিয়া যে জীবমঙ্গল-ময়ী লীলা বিস্তার করিয়াছেন, তাহা আধ্যক্ষিকগণের আদৌ বোধেরই বিষয় নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কি ভাবে সেবা সম্পাদন করিতেছেন, তাহা আধ্যক্ষিকগণের সকল বিচার-সীমা অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। একমাত্র তাঁহাতে নিজের সর্ব্বপ্রকার resourceএর সহিত অকপট আত্মনিবেদন-দ্বারা তাহা সেবোন্মুখ-চিত্তে উপলব্ধ হয়।

আমি যে পরিমাণে সেবাবিষয়ে নিজের জাগতিক সামর্থ্যের কার্য্যকারিতা স্বীকার করিব, আমি সেই পরিমাণে গুরুসেবাবঞ্চিত। সেবায় নিজের বা অপরের জাগতিক যোগ্যতা বা অযোগ্যতার কার্য্যকারিতা বিচারিত হইলে সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও গুরুসেবক-গণের শ্রীচরণে অপরাধ অর্জ্জিত হয়। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও সেবাবিষয়ে নিজের জাগতিক অযোগ্যতা বা যোগ্যতার আখ্যান গ্রহণ নিজের সর্ব্বনাশ ভয় অভাব নিদর্শক। কোন সেবাবিষয়ে নিজের অসামর্থ্যের কারণ নিজের জাগতিক অযোগ্যতা নহে, পরন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে নিজের শরণাগতির অভাবই একমাত্র কারণ। অপরের সেবাবিষয়েও তাদৃশ বিচারই অকপটে স্বীকর্ত্তব্য। সব সময় মনে রাখিতে হইবে,—সেবার পশ্চাতে তদ্ভাবা কর্ম্ম সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। নিজের সেবাশিথিলতা হইলে সেবার ছায়ায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে হইবে। কর্ম্ম ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতিরেকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে না থাকিলে আর কখন জীব সত্তা সংরক্ষণ করিতে পারিবে না—কপটতা আসিয়া সেবাবিরোধী কার্য্য দিবে

নির্ব্বাণ

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা ...চুঁচুড়া-শ্রীভাগবত-জনানন্দমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী প্রভু গত ৩রা পৌষ, বারবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নাম স্মরণ করিতে করিতে বেলা ৩টার সময় তথায় অপ্রকট হইয়াছেন। তিনি বিভিন্ন মঠে অবস্থান করিয়া এবং প্রচারক-গণের সঙ্গে থাকিয়া শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকটে আমরা সকলেই দুঃখিত।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনাদিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অর্থিত হইয়া "প্রতিদর্শ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদ'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২৫ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৮ই জুন, ইং ১৯৪২, সোমবার { ৭২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ পুরুষোত্তম, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদাঙ্কানুসরণে অভীষ্টসেবাই কৃষ্ণভজন। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের পাছে না থাকিলে কৃষ্ণভজন হয় না। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ যাঁহাকে চালিত করেন না, তিনি বিপথগামী হইবেনই। সাধুজন শরণাগতকেই চালিত করেন—সুবুদ্ধি দেন। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন করেন। অহৈতুক অব্যাহত হরিকীর্ত্তনই সাধুজনের একমাত্র কৃত্য। কীর্ত্তন ব্যতীত ভজন হয় না। সুতরাং সতত কৃষ্ণ-চিন্তাপরায়ণ সাধুগণ যে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অনুগতি বা আনুগত্যই ভক্তি। শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তনপ্রভাবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিরন্তর অনুগমনই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-প্রচার। প্রচার-সেবা—নিজের সেবাই কৃষ্ণাশ্রিতজনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন। এই অনুগতি বা সেবার মধ্যে [illegible] আছে। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

নিতাই-এর কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর কৃষ্ণ ভজে অর্জ্জনা হইয়া॥

(চৈঃ চঃ)

নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করাই আচার্য্যের কার্য্য। হরিকীর্ত্তন বা হরিভজন করিতে হইলে—নিজের নিকট সত্যকথা প্রচার করিতে গেলে অনেক হাঙ্গামা ভোগ করিতে হইবে। হাঙ্গামার ভয়ে এ বিষয়ে উদাসীন হইলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা মিলিবে না। সত্য কথা না বলার মত জীবহিংসা আর নাই। হরিকথাকীর্ত্তনকারী নিজের সুখ-সুবিধা, শান্তি-অশান্তি, বা নিজ নিন্দাস্তুতির অপেক্ষা করেন না। প্রভুর সুখই তাঁহার লক্ষ্যের বিষয়। সেইজন্য তিনি ভক্তির সমস্ত বাধা অকাতরে সহ্য করিয়া নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে সাধুজনের কৃপায় তাহা হইতে উত্তীর্ণ হন। যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে হরিকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা কীর্ত্তন মুখে সর্ব্বত্র হরিদর্শন করেন—সেখানে অন্যাভিদর্শন, বিষয়দর্শন বা ভোগিদর্শন নাই। হরিকথা-কীর্ত্তন বন্ধ ক'রে যত উপায়ে আমরা বড়ই মঙ্গলের সন্ধান করি না কেন, তাহাতে মঙ্গলের আশা নাই। হরিকীর্ত্তনে নিজের ও পরের মঙ্গল হইয়া থাকে। সেইজন্য মহাজনগণ বলেন,—"অপরের মঙ্গল-চেষ্টার সহিত জীবের ব্যক্তিগত মঙ্গল বিজড়িত। অপরের নিকট শ্রৌতবিষয় অনুকীর্ত্তন বা প্রচার করিলে নিজের সেই-সকল কথা ভাল করিয়া শোনা হয় এবং তাহা হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত ও আচরণে সমারোপিত হইয়া পড়ে। অনর্থ-যুক্ত ব্যক্তির নির্জ্জনভজনে প্রকৃত কীর্ত্তন না হওয়ায় শ্রবণ হয় না; শ্রবণ না হওয়ায় মনোধর্ম্ম বিদূরিত এবং হৃদয়ে প্রভু বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। কাজেই তাহাতে নানা-প্রকার অনর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

——

শ্রীধাম-নবদ্বীপে ও শ্রীধাম-বৃন্দাবনে অভিরুচি উদিত হইলেই শ্রীধামের স্বরূপ-দর্শন হয়। শ্রীধাম-প্রকাশক শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই শ্রীধাম-দর্শনের উপযোগী দিব্যচক্ষু লাভ হইয়া থাকে। যিনি দিব্যচক্ষু দান করেন, তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ হইলে, আমাদের অন্ধতা বাড়িয়া চলিবে। অন্ধ কখনও শ্রীধামদর্শন করিতে পারে না। শ্রীধামে নিত্যসিদ্ধভাবে সমস্ত বৈষ্ণবই পূর্ণ-মাত্রায় আছেন। শ্রীধামের বৈভবপ্রকাশসেবা ও শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনরাস—একই ব্যাপার। শ্রীগৌরবন হইতে শ্রীব্রজবনের কোন তফাৎ নাই; কেবল শ্রীগৌরবন অধিকতর কৃপাময়। মহানুভব পুরুষগণের নিকটই ব্রজবন আত্ম-প্রকাশ করেন, কিন্তু গৌরবন অত্যন্ত করুণাময় হইয়া অনর্থযুক্ত-গণেরও অনর্থমুক্তি করাইয়া ব্রজবনের শোভা প্রকাশ করেন। গৌরবন ও ব্রজবন অভিন্ন-বস্তু। গৌরধাম প্রবর্ত্তকের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়; আর ব্রজধাম কেবল সিদ্ধের প্রতি আত্মপ্রকাশক। এখানে ধামের ছোট-বড়-বিচার নাই, কেবল অধিকারীর যোগ্যতার তারতম্যের প্রকাশভেদের বিচার আছে মাত্র।

——

সেবোন্মুখেই শ্রীধামের দর্শন পায়। শ্রীধাম স্বপ্রকাশবস্তু সূর্য্য নিজে প্রকাশিত না হইলে তাহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। সূর্য্যকে দেখিবার মত সমর্থ চক্ষু-বৃত্তি না থাকিলে, চক্ষু থাকিতেও সূর্য্য দেখা যায় না। অন্ধের নিকট—উলূকের নিকট সূর্য্য অদৃষ্ট ও অসহ্য। রূপ দেখিবার সাধ আমাদের হৃদয়ে প্রথমে উদিত হয়। কিন্তু আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, মাংসচক্ষু বা চর্ম্মচক্ষুদ্বারা শ্রীধাম বা শ্রীগুরুকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ দেখা যায় না। সেই রূপ দেখিতে হইলে কাণের সহিত আমাদের চক্ষুর যে একটা ব্যবধান আছে, সেখানে ঐকতান সাধন করিতে হয়। কাণের সহিত চক্ষুর সুর সমানভাবে সাধিতে না পারিলে অপ্রাকৃত রূপ দেখা যায় না।

——

শ্রীকৃষ্ণ-গৌরনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গের রূপ, গুণ ও লীলা দর্শন হয়। কৃষ্ণ ও গৌরনাম—উভয়েই নামীর সহিত অভিন্ন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনামের উদারতা কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও একান্ত আশ্রিত জনগণের উপর; আর শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-নামের কৃপায় অনর্থযুক্ত, অপরাধী জীবও ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করে। তাই শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-নাম ঔদার্য্য এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মাধুর্য্য ও অনর্থযুক্ত জীবকে যোগ্যতা প্রদানে কৃপাময়। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-নামের নিকট সিদ্ধ অভিমানের ছলনা না রাখিয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও যদি আমরা উপস্থিত হই, তাহা হইলে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম আমাদিগকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদের স্বরূপ ও স্বপ্রকাশের উপলব্ধি করান। তাহাতে জীবের স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয়। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তা'র হয় প্রেমোদয়,
তাঁ'রে মুই যাউ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে,
নিত্যলীলা তা'রে স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
গৌড়মণ্ডল-ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে,
'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ॥

কৃষ্ণ যাঁরে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

নিষ্কপটে গৌরধাম কীর্তন করিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার রূপ-নাম-লীলা পরিকরাদি লইয়া ভাবের নির্মল চক্ষে প্রতিভাত হন। নিরন্তর নিষ্কপট কীর্তন করিলে তৎপ্রভাবে আমাদের জড়দর্শন বা মায়াদর্শন থাকিবে না। তখন সর্বদাই ধামদর্শন বা সেবা-দর্শনের সৌভাগ্য হইবে। যখন আমরা গৌরধামকে চিন্তামণিরূপে দর্শন করি, তখনই আমাদের গৌরধাম দর্শন হয় এবং গৌরধামই ব্রজধাম ও ব্রজধামই গৌরধাম—এই অনুভূতি প্রকাশিত হয়। এইভাবে শ্রীধামদর্শনেই শ্রীব্রজভূমে বাস। ঔদার্যধামের মধ্যে মাধুর্যধাম এবং মাধুর্যধামের মধ্যে ঔদার্যধামের দর্শন হইলে প্রকৃত গৌরধাম দর্শন হয়। তখন ভোগময় গৃহবুদ্ধি ও ত্যাগময় বনবুদ্ধি আর থাকে না। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীগৌরধামের সেবায় নিযুক্ত না হইলে জীবের জড়াভিনিবেশ কিছুতেই যাইবে না। শ্রীরাধাগোবিন্দের নামকীর্তন ব্যতীত প্রতিষ্ঠাশা যাইবে না। যিনি গুরু হইলেন, মায়া তাঁহাকেই ছাড়িবে। সেই জন্যই সাধুগণ গুরু হইয়া থাকিতে বলেন, গুরু সঙ্গ, গুরু সেবা ও গুরুদর্শন করিতে বলেন। সর্বক্ষণ গুরুকে সঙ্গে রাখিতে হইবে; নতুবা কৃষ্ণবিস্মৃতি আসিবেই। গুরুর মূর্তি যাঁহার হৃদয়ে আছে, সেই সাধুর সঙ্গ অকপটে করিলেই আমাদের এই সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে। দম্ভ থাকিলে গুরুবর্গের সহিত সর্বক্ষণ যুক্ত থাকা যাইবে না। প্রাকৃত অভিমানই দম্ভ। 'গুরুর আমি'-অভিমানই জীবকে গুরুসেবার সুযোগ দান করে। ইহাই অপ্রাকৃত অভিমান। অপ্রাকৃত অভিমান জাগিলেই অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গ ও তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ হইবে।

আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্তনদ্বারা মঙ্গল হইবে। সর্বদা কৃষ্ণকার্যে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট হইলে মায়ার কোন প্রলোভন জীবকে বিব্রত করিতে পারিবে না। শ্রবণ-কীর্তন সর্বদা করিতে হইবে। সাধকমাত্রেরই সাধুর সহিত প্রত্যহ সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রালোচনা, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ পাঠ করা উচিত। ভক্তগণের সঙ্গে পরস্পর হরিকথা আলাপ করা দরকার। সাধুসঙ্গ হইলে তৃণাদপি-ভাব ও নিজ দৈন্য ও দীনতা উপলব্ধি হইবে। তখন সকলেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগিবে। জীবে দয়া হৃদয়ে জাগিলেই আমাদের ভজন বৃদ্ধি হইবে। সাধক কৃষ্ণ-সেবা, গুরুবৈষ্ণব-সেবা ও নাম-কীর্তনকে এক-তাৎপর্যপর জানিবেন এবং প্রতিকূল বিষয়গুলিকে অনুকূলের পুষ্টিবর্ধক জানিয়া ভজনে বা ভজনাভাবে কৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি করিবেন। সাধুসঙ্গে দিব্যজ্ঞানের উদয় হইলে জগৎকে গুরুরূপে দেখিতে পাইলেই প্রতিষ্ঠার বিষময় ফল জীবকে আর গ্রাস করিতে পারিবে না। আমাদের অনর্থ আছে বলিয়া হতাশ হইতে হইবে না। শ্রবণ কীর্তন প্রবল করিলে বর্তমান অনর্থ আর প্রবল হইবে না। সাধনে যেন শৈথিল্য না আসে, সেদিকে সাধক তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন। সুস্থতা, অসুস্থতা—সবই কৃষ্ণের কৃপা। কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত হইলে জগতের লোক আমাদিগকে আক্রমণ করিবেই। কিন্তু সেবক কিছুতেই সেবা ছাড়িবেন না। কৃষ্ণেতর বিষয় প্রবল হইলেই জগতের লোকের সঙ্গে ঝগড়া হইবে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"প্রাক্তন কর্মবিপাকে আমি কখনও সুস্থ, কখনও অসুস্থ হইয়া পড়ি। যখন সুস্থ আছি মনে করি, তখনই আমি কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়ি এবং তৎকালে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে নিকৃষ্ট মনে করি। সেইজন্য কৃষ্ণ আমার অবস্থা বিচার করিয়া আমাকে নানাপ্রকার দুঃখে, কষ্টে, অস্বাস্থ্যে ও অসুবিধায় রাখেন। তখন আমি 'তত্তেহনুকম্পাং'-শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করি।"

ভক্ত ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলিয়া ভগবান্ ভক্তের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলিয়া জানেন—ভক্তের জন্য তিনি সর্বক্ষণ চিন্তা করেন; তজ্জন্য ভক্তের হৃদয় কোন অবস্থাতেই ক্ষুব্ধ হয় না। 'কৃষ্ণ মঙ্গলময়, তিনি সর্বক্ষণই আমার মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। মঙ্গলময়ের কোন বিচারই অবিচার নহে, তিনি স্বেচ্ছাময়, স্বরাট্ ও সর্বশক্তিমান্। প্রীতির সহিত তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্তনই আমার কর্তব্য।'—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকায় ভক্ত সর্বক্ষণ আনন্দে বাস করেন; জগতের কোন ভোগী বা ত্যাগীর বিচার বা সঙ্গ তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে না—ত্রিতাপ তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সুখ দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব ভক্তে নাই। তিনি সতত সেবানন্দে মগ্ন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ যাঁহার প্রাণ, আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছার লেশমাত্র যাঁহার নাই, জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে, সর্বাবস্থায় সেইরূপ ভক্তের শ্রীপাদপদ্ম আমাদের শরণ্য ও বরেণ্য হউক; তাহা হইলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে এবং তখন সেবাপর হইয়া একমাত্র সবই আশীর্বাদ—ইহা উপলব্ধি করিতে পারিব।

সুখ-দুঃখের বিচার-ভার নিজে লইতে গেলেই "অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"—এই বিচার উল্লঙ্ঘন করায় 'ভগবৎ-কৃপা-লাভ হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হবে। ভক্ত দুঃখকেও ভগবৎ-কৃপা বলিয়া সমাদরে বরণ করেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হইতে পারে না—ইহা তিনি সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। সকল কার্যের মধ্যে তিনি কৃষ্ণের কর্তৃত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি অনন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখে বিভোর থাকেন, বিধাতার সকল বিধানই মঙ্গলকর জানিয়া তাহা সানন্দে শিরে ধারণ করেন। যাহাতে কৃষ্ণচিন্তা বর্ধিত হয়, তাহাই তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন। আর যে সম্পদের মধ্যে কৃষ্ণচিন্তা নাই, সেইরূপ সম্পদ্‌কেও বিপদ্ বা সুখকেও দুঃখ মনে করেন। কৃষ্ণ সর্বতোভাবে আমাদের মঙ্গলবিধাতা, সবই কৃষ্ণের অনুগ্রহ—এই উপলব্ধির সৌভাগ্য আমাদের হউক; তাহা হইলে আমরা সর্বত্র ও সর্বদা হরিসেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব। শ্রীভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করাই সকল বিপদের মীমাংসা—ইহাই শরণাগতের বিচার।

বিপদ্‌বান্ধব শ্রীগুরুদেব

——::(:o:)::——

বদ্ধজীব আমাদের হৃদয়ে নানাপ্রকার সংশয় আছে। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবাদি অসংখ্যপ্রকার দোষ ও ত্রুটী আমাদিগকে সর্বক্ষণ ইতস্ততঃ বিনাশ করিতেছে। বর্তমানে মন আমাদের চালক; আত্মা এখন সুপ্তভাবে রহিয়াছে। সুতরাং মনের পরামর্শমত চালিত হইতে যাওয়ায় অধিকাংশ সময়েই আমরা পুনঃপুনঃ ঠকিতেছি। অনেক সময় 'আর তাহার কথা শুনিব না বা তাহার পরামর্শমত চলিব না'—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াও ঐকান্তিকভাবে প্রকৃত সাধুর সঙ্গ ও সেবা না হওয়ায় পুনরায় ঐ দুষ্ট মনের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া প্রকৃত সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিপথে চলিয়া যাই। আমাদের বহির্মুখ মনটা ভয়ানক শত্রু। সে কখনও প্রকাশ্যভাবে এবং কখনও প্রচ্ছন্নভাবে বন্ধুর আকার ধারণ করিয়া আমাদের সর্বনাশ সাধন করে। এরূপ সঙ্কটকালে যদি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে হৃদয়ের বন্ধু জানিয়া তাঁহাদের চরণাশ্রয় করি এবং তাঁহাদের উপদেশ-বাণীকে একমাত্র রক্ষক বলিয়া জানিতে পারি, তবেই এই প্রবল পরাক্রান্ত পরম-মায়াবী মনের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; নতুবা নিস্তার নাই। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বীর্যবতী বাণীকে এই শত্রু-দমন স্থানে আত্মরক্ষার একমাত্র অমোঘ অস্ত্র বলিয়া বরণ করিলে আর কেহ কিছু করিতে পারে না। শত্রু কখন কিভাবে আক্রমণ করে, জানা যায় না। কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুবর্গের এই উপদেশরূপী অস্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকিলে সকলের সর্বপ্রকার আক্রমণই ব্যর্থ হইয়া যায়।

'হরিভজন না করিলে আমাদের কোনপ্রকারেই মঙ্গল হইতে পারে না। আবার হরিভজন করিতে হইলেও সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় করিয়া শ্রীনাম ও মন্ত্র-গ্রহণ ব্যতীত মঙ্গলের আশা নাই।'—শাস্ত্র ও সাধুগুরুমুখে এই কথা শুনিয়া আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি এবং মঙ্গললাভের উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণাশ্রয়ও করি। শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিয়া 'শ্রীনাম' ও 'মন্ত্রদীক্ষা' লাভের পর কিছুদিন ভালভাবে চলিবার পর মনে হয়—'শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে ত' হরিভজনের যোগ্যতা লাভ করিয়াছি—শ্রীনাম-মন্ত্র পাইয়াছি; এখন আর তাঁহার প্রয়োজন কি? এখন ত' শাস্ত্র আলোচনা করিলেও ভজনের সমস্ত বিষয় জানিতে পারিব।' যখন এইরূপ কুবিচারের দ্বারা চালিত হইয়া বিপথগামী হইতে যাই, তখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন,—"মন্ত্রের উপদেশমাত্র দীক্ষা নয়; যাহাতে দিব্যজ্ঞান হয়, তাহার নামই দীক্ষা। জীব নিজে শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গলসাধন করিতে পারে না। পদার্থ-জ্ঞানকে যথার্থজ্ঞান সাহায্য করেন। সদ্‌গুরুর নিকট শিষ্যের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা-প্রাপ্তিতে সাধু-জগতে সে পরিভাষা—যাহা অক্ষজপ্রবৃত্তিময়ী, তাহা তাঁহার চিত্তে স্থান না পাইয়া সেখানে যথার্থ বা বিষয়নিবৃত্তি অধিকার স্থাপন করেন।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বীর্যবতী বাণীতে আমাদের ঐ বিপদ্ কাটিয়া গেলেও আমরা পূর্বে যে-সকল অন্যায়, অকর্ম, কুকর্ম করিয়াছি, সেইসকল অনর্থের কথা চিত্তপটে উদিত হইয়া হৃদয়ে সেবা-শিথিলতার ভাব আনিয়া দেয়, দুর্বলতা আসে। তখন করুণাময় শ্রীগুরুদেব বলেন,—"আমাদিগের যাবতীয় অনর্থ কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হইলে উহাই অর্থ বা প্রয়োজনরূপে স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের পূর্বচরিত্র, সার্বভৌমের ও প্রকাশানন্দের কুতর্করূপ যাবতীয় অনর্থ পরিশেষে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছিল। সুতরাং বিগত অনর্থের জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। বর্তমান অনর্থ শ্রবণ-কীর্তন প্রবল করিলেই তাহারা প্রবল হইবে না। সংখ্যা নির্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিলে অনর্থনিবৃত্তি হয়, আলস্য প্রভৃতি পলায়ন করে। এমন কি, হরিবিমুখ বহির্মুখগণ আর তখন বিদ্রূপ করিতে পারে না।

যখন আমাদের মন অনেক দিন সেবা করিবার পরও কোন কিছু ফল বা ভগবদ্দর্শনের আশা না পাইয়া সেবায় ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসে, তখন শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্বক বলেন,—"ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্বদা কৃষ্ণনাম করুন। শ্রীহরিনামগ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই জানিবেন। শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্। কেবল সাংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়।"

কিন্তু অনর্থগ্রস্ত আমাদের হৃদয় এত পাষাণ যে, সেই ভগবদভিন্ন শ্রীনাম নির্বন্ধ-সহকারে গ্রহণে রুচি হয় না। কোন কোন সময় বিধিবাধ্য হইয়া ভয়ে ভয়ে নামগ্রহণের অভিনয় করিলেও প্রকৃত প্রীতির অভাব-বশতঃ নামগ্রহণকালে জাড্য, আলস্য, নিদ্রালুতা ও নানাপ্রকার জড়চিন্তা আসিয়া চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত করে। যখন শ্রীনামগ্রহণ-কালে এইপ্রকার নিদ্রালুতা, জড়চিন্তা ও চিত্তবিক্ষেপ আসিয়া নির্বন্ধসহকারে শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা আনয়ন করে, তখন পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব পতিত আমাদের কর্ণে এই উপদেশ প্রদান করেন,—"শ্রীনামগ্রহণ-কালীন জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনামগ্রহণের অব্যর্থ ফলস্বরূপে ক্রমশঃ ঐপ্রকার বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে; তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অগ্রেই ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণ-নামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোপ করিয়া দিবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে?"

কিন্তু হতভাগ্য আমরা এতই দুর্ভাগা যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের এইসকল মর্মস্পর্শী উপদেশ শ্রবণ করিয়াও তাহা পালনে সমর্থ হই না, তাহা প্রকৃতভাবে পালনের জন্য হৃদয়ে কোন প্রেরণা বা বল পাই না। আমাদের এরূপ অবস্থা দেখিয়া করুণাময় প্রভু বলেন,—"শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। সেই শ্রীরূপ প্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে বহু প্রকৃষ্ট সকাতর কৃপাশক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ শ্রীহরিনাম-প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থনা করিবেন। শ্রীনামপ্রভু শ্রীনামপ্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।"

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীগুরুবর্গ ও শ্রীনামের নিকট কৃপা প্রার্থনা করি। অকপটে অন্তরে উপলব্ধির সহিত না হউক, অন্ততঃ বিধিবাধ্য হইয়া কর্তব্য-পালনের জন্যও শ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণে, শ্রীনামপ্রভুর শ্রীচরণে শক্তি ও বল প্রার্থনা করি। কিন্তু পরমুহূর্তেই মায়ার প্রবল আক্রমণ সমস্ত ওলট্ পালট্ করিয়া দেয়—লক্ষ্য ভ্রষ্ট করাইয়া সমস্ত সাধনাধ্যবসায় হইতে বিরত করাইয়া দেয় এবং আমরা ক্রমশঃ অনর্থ-সাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকি। তখন ভবসমুদ্রের কর্ণধার শ্রীগুরুদেব বলেন,—"আশ্রয়, সদুৎকণ্ঠা এবং কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্তন-দ্বারা মঙ্গল হয়। সর্বদা কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট হইলে মায়ার নানা প্রলোভন আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। সর্বদা শ্রবণ-কীর্তন করিবেন, মহাজন-গ্রন্থ ও গৌড়ীয় পাঠ করিবেন, তাহা হইলে নিত্যসম্বন্ধ-বিষয়ে আর আশঙ্কা থাকিবে না। যে-সকল ভক্তের সঙ্গে আছেন, তাঁহাদের সহিত পরস্পর শ্রীহরিকথালাপ করিবেন। ভক্তদের উন্নতির সহিত নিজ দৈন্য এবং হীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া মন শান্তভাব ধারণ করিলেও তখন আর একপ্রকার বিপদ্ উপস্থিত হয়—মনে হয়, শ্রীনামকীর্তন ও হরিকথা-শ্রবণ করিলেই যখন কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, তখন আর অন্য কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। যখন আমাদের এইরূপ চিত্তের অবস্থা হয়, তখন শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্বক বলেন,—"কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্তন—তিনটী পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই একতাৎপর্যপর। নাম-সঙ্কীর্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়। বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণ-সেবা হয়। কৃষ্ণসেবা করিলেই নামসঙ্কীর্তন ও বৈষ্ণবসেবা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নামসঙ্কীর্তন হয়। সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠেও উহাই লভ্য হয়। অর্চনেও ঐ তিনটী কার্য হইতে থাকে। নামভজনেও তাহাই পূর্ণভাবে হয়।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের এইরূপ উপদেশের দ্বারা চালিত হইতে হইতে অনেক সময় আমাদের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। তখন মনে হয়—শরীরই ভজনের মূল; সুতরাং এই দেহই যদি অসুস্থ হইয়া পড়ে, তখন আর সেবা কি করিয়া হইবে? অতএব সমস্ত ছাড়িয়া সর্বপ্রথমে দেহ সুস্থ রাখিবার জন্য যত্ন-চেষ্টা করাই প্রধান কর্তব্য। আমাদের এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শ্রীগুরুদেব বলেন,—"শরীরের আবশ্যক পোষণ-বৃদ্ধি হইলেই ভগবানের সেবাপ্রবৃত্তি কমিয়া যায়; তজ্জন্য শ্রীভগবান্ যাহাদিগকে দয়া করেন, তাহাদিগের সকলপ্রকার সুবিধার পথে কণ্টক আরোপিত হয়। প্রাক্তন কর্মফলে যে শারীরিক বা মানসিক তাপ দেখা যায়, উহাকে 'ভগবদনুকম্পা' জ্ঞান করিয়া সর্বক্ষণ অবনতমতি হইয়া শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ করিবেন। আপনারা কেহ দৈবদুর্বিপাক বা ব্যাধির জন্য ভীত হইবেন না। উহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া যথাকালে বিদায় দিবেন। আমাদের শরীরে কষ্টকর ব্যাধিসকল আসলে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যাইবে। বাবুগণের ও বিলাসি-গণের শরীরে তাহারা আদর পাইয়া অনেক দিন অবস্থান করে।"

আমাদের এই প্রকার নানাবিধ বিপদ্ দেখিয়া শ্রীগুরুদেব বলেন, "শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আশ্রয়স্থানে সকল শক্তির আরোপ করেন। আমরাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরূপ, শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশেই সকল কার্য করি। ভক্তিপথ ছাড়িয়া দিলে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা আমাদিগকে গ্রাস করে।"

তিনি আরও বলেন—"সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন-নির্বাহ ক'রে চ'লবেন। শত বিপদ্, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ ক'রছে না দেখে নিরুৎসাহিত হ'বেন না, নিরভিমান, নিত্য সর্বক্ষণ কৃষ্ণকথা-শ্রবণ কীর্তন ছা'ড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্বক্ষণ হরিকীর্তন ক'রবেন। সংসারে থাকাকালে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেইসকল অসুবিধায় মুহ্যমান্ হওয়া বা অসুবিধা দূর ক'রবার চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। এইসকল অসুবিধা বিদূরিত হ'বার পর আমরা কি বস্তু লাভ ক'রব, আমাদের নিত্যজীবন কি হ'বে, এখানে থাকাকালেই তা'র পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। এজগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বু'ঝতে পারা যায়।"

এইরূপে শ্রীগুরুদেব সর্বক্ষণ বিপৎকালে আমাদের বান্ধবরূপে উপদেশাদিদ্বারা আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে লইয়া চলেন। বিপদাপন্ন অবস্থায় শ্রীগুরুদেবের বাণী আমাদের নিকট বন্ধুরূপে উপস্থিত হইয়া আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত বল-শক্তির সঞ্চার করে। এরূপ করুণাময় বিপদ্বান্ধব শ্রীগুরুদেবের অনুক্ষণ সঙ্গ ও সেবা ব্যতীত আমাদের আর দ্বিতীয় কি কার্য থা'কতে পারে?

যৎকিঞ্চিৎ

——::(০)::——

হরিভজন করিতে আসিয়া যাঁহারা 'ভাল মানুষ' হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন, তাঁহাদের হরিভজনের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার অভাবই সূচিত হইবে। খুব সন্তর্পণে পা ফেলিয়া চলিলাম, যেন কোনপ্রকারে ভালমানুষীর বাধাও না হয় মুখর পরছিদ্রান্বেষী দোষসন্ধানী লৌকিক জগতের মৌন বা বাক্ সৌষ্ঠবতার প্রতি আন্তরিক লক্ষ্য রক্ষা করিয়া যদি তদ্দ্বারা নিজের আচরণ প্রভাবিত করা হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা নিজের ভক্তিস্বাধীনতায় অকপট আচরণেও সঙ্কোচ আনয়ন হইয়া যাইতে পারে। প্রকৃত 'ভাল আমি' হওয়া ও 'ভালমানুষ সাজা' হওয়া কখনই এক জিনিস নহে। প্রকৃত ভাল হইলে জগতের নিকট ভাল মানুষ হইয়া উঠিবার জন্য অনপেক্ষা বা অপেক্ষা থাকে না। অথবা ভালমানুষীদ্বারা কৈতব ব্যবহারিক জগতের নিকট লোকপ্রিয় হ'বার বাধা নাই। কিন্তু প্রকৃত ভাল হওয়ার চেষ্টা জগতের নিকট আদৃত না হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

যাঁহারা ভক্তিবিষয়ে কিছুই না বুঝিয়া অপরের দ্বারা নিজের ভক্তির পরিমাপ করাই-বার মত তরল অবস্থাযুক্ত, তাঁহারাই ভাল মানুষী করিতে ব্যস্ত থাকিয়া নিজের তথা-কথিত ভক্তির ব্যবহারিকতার বা লৌকিকতার রক্ষায় যত্নপর হন। কেহ কোনপ্রকারে offended না হন—এতাদৃশ হৈতুক চেষ্টা-ময় আচরণদ্বারা কখনও তাদৃশ উদ্দেশ্যও প্রকৃত সিদ্ধ হয় না। একমাত্র বৈষ্ণবতার তত্ত্বোপলব্ধি পরিস্ফুট থাকে এবং তদ্দ্বারাই কাহাকেও কার্যতঃ উদ্বেগ দেওয়া সম্ভব নয়।

খুব ভালমানুষ, অতি নির্দোষ, অপরের কোনপ্রকার অসৎসমালোচনার অযোগ্য হইলাম, কিন্তু তদ্দ্বারা কি আমার ভক্তির কোনপ্রকার সার্থকতা হ'য়া যাইবে? বরং ঐপ্রকার ভালমানুষ বিবেচিত হইবার পাল্লায় পড়িয়া নিজের ভক্তি-আচরণের বাধাই হইবার সম্ভাবনাই থাকে। যাহার ভক্তি নাই, তাহার কোন গুণই নাই। ভক্তিহীন আমি তবে কেন নিজের আচরণের অন্য জন উপেক্ষা করিব না? প্রকৃত ভক্তির আচরণ ত' অপরের দ্বারা পরিমাপিত হইবার নয়। যদি নিজের বাস্তবিক ভক্তি-আচরণ না থাকে, তাহা হইলে কি অপরের মৌখিক ভদ্র ব্যবহারিকতার দ্বারা নিজের ভবিষ্যতে কোন লাভের সম্ভাবনা আছে? অন্ততঃ জগতের নিকট ভাল না হইলেও ভক্তের আবশ্যক হইয়াও যায় না।

নিজের নিষ্কপট ভক্তি আচরণ দ্বারা যদি কোনও ভালমানুষীর বাধাও হইয়া যায়, তাহা হইলেও তজ্জন্য নিজের নিষ্কপট ব্যবহারকে বর্জন করিয়া আন্তরিকতার পরিবর্তিত করিবার আত্মপ্রসাদ মনোকল্পনা রাখিয়া প্রয়োজন নাই। আমি যদি প্রকৃতই আমার আচরণে নিষ্কপট থাকি, তাহা হইলেও আমাকে কেন অনিষ্কপটতার ভয়ে সদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হইবে? কাহারও আচরণ খুব ভালমানুষীপূর্ণ হইলেই তাহাই কিছু নিষ্কপটতা হইয়া যায় না। আমরা ত' নিরপেক্ষ নহি, পরন্তু খোলাখুলিভাবেই সত্যের পক্ষপাতী। বহু কথাতেও গর্বিত হওয়া অনাবশ্যক নহে।

প্রকৃত ভাল হইবার চেষ্টায় জগতের নিকট ভাল বা মন্দ কোনটাই হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি কাহারও আচরণে ভক্তির দৌর্বল্য বা অন্যায়ও পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলেও তাদৃশ আচরণের নিষ্কপটতার পথ থাকে। সেখানে কপট ভক্তের ন্যায় নিন্দার ভক্তিহীনতার কার্যকারিতাও অসম্ভব নহে। প্রকৃত ভালমানুষী, মন্দমানুষী—দুইটাই সমভাবে প্রকৃত ভাল হইবার পক্ষে বাধা। প্রকৃত ভাল হইলে মন্দমানুষেরও প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত ভাল না হইলেই ভাল হওয়ার জন্য মন্দমানুষীর প্রয়োজন আছে ব'লিয়া কপট-ভাবে বিবেচিত হয়। প্রকৃত ভাল হওয়ার আন্তরিক চেষ্টার অভাবেই প্রাকৃত ভালমানুষ বা মন্দমানুষ হইবার প্রয়োজন থাকে।

——

অহঙ্কার মানুষের সর্বনাশ করে। নম্রতা মানুষকে সর্বসিদ্ধি দেয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-সংবাদ-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের	পরবর্ত্তী দিনের	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারের প্রতি লাইনে ।০	।/০	প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
" " ইঞ্চি ২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম ৫৲		অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম ৮		এক কলম	৩৬৲
এক কলম ১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে প্রকাশিত ... পত্র। ... শ্রী... হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... বিদ্যাসাগর ... বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আচারবনথ্যাবক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী ... সুন্দরানন্দ বিদ্যা বনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসাধনে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আচারবানকার এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগাঁকাজ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ প্রায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... বলিয়া বর্ণিত। ... সংযুক্ত ... এবং ... পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

আই-এ, আই এস-সি ও প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবৎসরের আই এ এবং আই এস সি পরীক্ষার ফলাফল বর্ত্তমান মাসের (জুন) তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পূর্ব্বাপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ঐ পরীক্ষা দুইটির ফলাফল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

এবৎসরের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল জুলাই মাসের প্রথম দিকে বাহির হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ব্রহ্মদেশ হইতে যে সব আশ্রয়প্রার্থী ছাত্র-ছাত্রী আসিয়াছে, তাহাদের জন্য আগামী জুলাই মাসের দিকে একটা আতিরিক্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তৎসম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন। এই বিষয়ে বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট পেশ করার জন্য সিণ্ডিকেট বিচারপতি ডাঃ ... ভাইস্ চ্যান্সেলার, শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার, কলেজসমূহের ও বিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টার ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি মহাশয়কে লইয়া গঠিত একটি কমিটির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

বাঙ্গলার আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ব্যবস্থা

জানা গিয়াছে যে, যদি প্রয়োজন হয় তবে বাঙ্গলা ও আসাম প্রান্তের ৬০ হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে (উহাদের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু) আশ্রয় দিবার জন্য যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এক পরিকল্পনা করিতেছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে গবর্ণমেণ্ট ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুইটি 'ছোট সহর' নির্ম্মাণ করিবেন। ঐ স্থানে পুলিশ ব্যারাক, চিকিৎসা কেন্দ্র, আহারাদির ব্যবস্থাদের প্রভৃতি থাকিবে।

আরো জানা গিয়াছে যে, যদি টাকায় না কুলায় তবে গবর্ণমেণ্ট কেবল পুলিশ-পোষ্ট মেডিক্যাল ও স্যানিটারী কেন্দ্র নির্ম্মাণ করিবেন এবং আশ্রয়প্রার্থীদের বাস জন্য জমি দিবেন—তাঁহারা তথায় নিজ ব্যয়ে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া লইবেন। দরিদ্র আশ্রয়প্রার্থীদের বাসস্থান নির্ম্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্ট টাকা ধার দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

আমেরিকার নিকট চীনের সাহায্য প্রার্থনা

নিউ ইয়র্কের এক সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল চিয়াং কাইশেক জোরের সহিত আমেরিকাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, আমেরিকা যে সমরোপকরণ প্রেরণ করে, তাহার শতকরা ১০ ভাগ চীনকে দিলে চীনা বাহিনী পুরাপুরি একশত ভাগই ফেরৎ দিবে। যুদ্ধে জয় লাভ করিতে হইলে, একদিকে যেমন সৈন্যগণের নৈতিক অবস্থা রক্ষা করা আবশ্যক, তেমনি বাস্তব সাহায্যও প্রয়োজন।

জেনারেল কাইশেক আরও বলেন,—যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। চীন শত্রুর পথ আগলাইয়া প্রাণপণে লড়িতে প্রস্তুত। ভবিষ্যতের আশার আলোকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, আমি আমার শ্রোতাদিগকে এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ করিতে বলি যে, আটলান্টিক সনদে যে নীতি ঘোষিত হইয়াছে, তাহা শুধুমাত্র মুখের বুলি নহে।

বৎসরে ২৪হাজার বৈমানিক

মার্কিন বিমান বাহিনীর অধিনায়ক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, আমেরিকা বৎসরে ২৪ হাজার করিয়া বৈমানিক তৈয়ার করিতেছিল; এক্ষণে এই সংখ্যা আরও বাড়ান হইয়াছে। মার্কিন বৈমানিকগণ বৃটিশ বৈমানিকদের পাশাপাশি থাকিয়া যুদ্ধ চালাইবে।

ভারতীয় অর্ডার-অব-মেরিট

বর্ত্তমান যুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় অর্ডার-অব-মেরিট (প্রথম শ্রেণীর) পদক সর্ব্বপ্রথম প্রদান করার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

৬ষ্ঠ রাজপুতানা রাইফেলসের সুবেদার নিয়াজ আলী খাঁ এই পুরস্কার পাইয়াছেন। তিনি ১৯৪০ সনে সিদিবারানীতে অসম সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় অর্ডার-অব-মেরিট পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছেন। সুবেদার নিয়াজ একদলের নায়ক ছিলেন, তিনি কয়েকটি শত্রু ধ্বংস করেন, একটি রেলওয়ে সেতু উড়াইয়া দেন এবং একটি সম্পূর্ণ ব্যাটারিকে আক্রমণ প্রতিহত করেন। যখন বহু ট্যাঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা দুর্গের মধ্যে থাকিয়া চারিদিকে তাহা বেড়া দিয়া ঐ স্থানটিকে ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করেন।

সুবেদার নিয়াজ পুনঃ চৈত্রের অভিযান ও বর্ত্তমানে আফিসারের ট্রেনিং পাইতেছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৭শ বর্ষ } ২৫ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৯ই জুন, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার } ৭৩তম সংখ্যা।

সচ্চিদানন্দ শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও প্রকাশিত হইয়া "প্রতিভোগ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকল্পবৃক্ষশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সমিতির প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ পুরুষোত্তম, শিব প্রহ্লাদ, গৌরাব্দ ৪৫৬

গুরুপাদপদ্ম

ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক এজগতে আসিয়া নিজের সেবা নিজেই জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি সেবা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীগুরুদেব ভগবান্ হইতে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশবিগ্রহ; সুতরাং তিনি ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ নহেন। জগজ্জীবগণের উদ্ধারার্থ যিনি বৈকুণ্ঠ হইতে এই মর্ত্ত্যলোকে অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে আবির্ভূত হইয়া আচার্য্যলীলা করেন। সেই সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হইতে কোন অংশেই কম নহেন। সেইজন্য সাধুগণ—পণ্ডিতগণ—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসকলের কর্ত্তব্য ভগবানের ন্যায় তাঁহাকে জানা—পূজা করা—সেবা করা কিন্তু যদি কেহ সংকীর্ণচিত্ততা বা দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবদবতার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আমার শ্রীগুরুদেবকে ভগবান্ মনে না করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই শিক্ষাদান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবিদ্যা-নদীকে গলায় দড়ি বা বেলায় দাবী করিতে বাধ্য হইবেনই হইবেন। সংসার-দুঃখ তাহার নিকট অতি মনোরম বলিয়া বোধ হইবেই হইবে।

বৈকুণ্ঠবস্তু, ভক্তি বা গৌর বস্তু। শ্রীগুরুদেবকে মনুষ্যাদির মধ্যে কেবল আত্মবিনাশক ও অমঙ্গল ব্যাপার, সন্দেহ নাই। তাই ভক্তিভক্তির মূল শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিশ্বাসস্থাপনে ঔদাসীন্যরূপ গোড়ায় গলদ-ই যে স্বরূপোপলব্ধি-লাভের প্রধান অন্তরায়, তাহা শ্রুতি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীগদাধর না বলিলে বা তাঁহাকে এই-ভাবে জানিবার সৌভাগ্য না হইলে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হইবে না, স্বরূপের স্মৃতি কোনও দিন জাগিবে না, ভক্তিতে অধিকার কোনও কালেই হইবে না, শ্রুতির মর্ম্ম কোনও দিন জানা যাইবে না, মনের প্রবল বিক্রম কোনও দিন স্তম্ভীভূত হইবে না, জড়শক্তি হৃদয় হইতে যাইবে না, পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা নিঃশেষ কিছুতেই হইবে না বা হইতে পারে না। শ্রুতি বলেন,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভগবদ্বুদ্ধি সমস্ত মঙ্গলের নিদান। সুতরাং গুরুদেবকে মুখে ভগবান্ বলিয়া অন্তরে ভগবৎসেবা-লাভের জন্য অমূলক চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবকে ভগবান্ জানিয়া তৎসেবায় সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ ভগবান্ নহেন, তাঁহাতে ভগবদ্বুদ্ধি আরোপ করিতে হইবে—এরূপ নহে; পরন্তু তাঁহার ন্যায় ভগবানের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় আর কেহ নাই, তিনি ভগবানের দ্বিতীয়দেহ; সুতরাং জগদ্গুরু ভগবানের সেবা পাইবার জন্যই সাধন করিতে হইবে। তাঁহাকে আমাদের নিত্যপালক পিতা বলিয়া জানিবার জন্যই মহাজনপথানুগামী হইয়া এই মনুষ্য-জীবনকে চালিত করিতে হইবে। প্রকৃত পিতাকে পিতা বলিয়া জানিবার জন্যই এই মনুষ্যজন্ম কৃষ্ণকৃপায় পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং তদুপলব্ধির জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে। পরম দয়াল নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার নিজ, সরল, কৃপাসিন্ধু পুত্রগণকে তাঁহার অসমোর্দ্ধ, জগদ্গুরুত্ব, অখিললোক-জনকত্ব, সর্ব্বজনপালকত্ব, রক্ষকত্ব বা তাঁহার অশেষ গুণমহিমা ও মহাবদান্যতা একদিন না একদিন কৃপা করিয়া জানাইবেনই জানাইবেন সংশয়মাত্র হইবার নাই।

সেব্যকে সেব্য বা গুরুকে গুরু বলিয়া স্বীকারে অসামর্থ্যই জীবের অমঙ্গলের নিদান। এই ভীষণ মারাত্মক অমঙ্গলের হস্ত হইতে প্রথমেই নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার; নতুবা অবৈধ গুর্ব্বাদিগ্রহণের ন্যায় সবই পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আমাদের দুষ্ট মন কোনও দিন এই পরম-মঙ্গলময়ী বাণীর সমর্থন করিবে না; উপরন্তু সর্ব্বক্ষণ হরি, গুরু এবং গুরুশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধাচরণ স্পৃহায় বা নিজ অস্তিত্ব-ধ্বংসের নিমিত্তকাল পূর্ণপর্য্যন্ত করিবে। এমতাবস্থায় ভাগ্যহীন অপরাধী আমরা মনের কথা শুনিয়া গুরুপাদপদ্মে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না? দুর্গাক্রান্ত বালকের ভূমি-অবলম্বনে উত্থানের ন্যায় সেই গুরুপাদপদ্মকেই অবলম্বন করিয়া বা তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া, তাঁহার কথাই শুনিতে হইবে; নিজ লাভালাভের দিকে লক্ষ্য না করিয়া অন্য সব অধমর্ণ পরিত্যাগ, এমন কি নরকে যাইবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জীব যখন নিজের মঙ্গল নিজে করিতে পারে না, তখন সমস্ত সন্দেহের মস্তকে পদাঘাত করিয়া শ্রীগুরুদেবেরই গোলামী করিতে হইবে। কৃপাময় ভগবান্ যখন তাঁহার সেবৈক সহিত সত্যাশ্রয়িত্বহৃদ্ জীবের সাক্ষাৎ-কার করাইয়া দেন, তখন সেই কৃষ্ণের কার্য্যের উপরে আর কটাক্ষপাত করা উচিত নয়, সন্দিগ্ধ হওয়া উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে আমার গুরুরূপে জানাইয়াছেন বা যাঁহার পদতলে আমাকে রাখিয়াছেন, সেই তাঁহারই সেবায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। তাহাতে নিজের তথাকথিত মঙ্গল হউক, আর অমঙ্গল হউক, সেদিকে দৃক্পাত করিতে হইবে না। 'গুরুদেব, আমাকে কৃপা করিয়া নিজেকে নিজে জানান, আমার সন্দেহাদি নিরাশিত করুন, আপনাকে প্রভু বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য দিন, আর যেন তাবিয়া কোনরূপ রাখিবেন না'—এইরূপ কাতর নিষ্কপটে জানাইতে হইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আমি গুরুর আজ্ঞা ছাড়া কাহারও কথা শুনিব না, গুরু-বৈষ্ণববিরোধী মনের কথায় আর সায় দিব না, হিংসাপরায়ণ অপরাধীর কথায় কাণ দিব না; পরন্তু জগতের অন্যান্য সকল লোকের চিত্ত-ক্ষোভ বা দুঃখকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বলে দূরীভূত করিব—এরূপ সতী ধারণা হৃদয়ে সতত পোষণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবেরই নিষ্কপট ভৃত্য হইতে হইবে। তাঁহার নিকট হইতে কৃপাশক্তি লাভ করিতে হইবে; তাহা হইলে আর আমাদের ভয় থাকিবে না। দাস গুরুদাস হইয়া এইভাবে জীবন-যাপনের সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে মনের, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বা ভগবান্ ব্যতীত অন্য কাহারও দাস্য করিতে হইবে না এবং তখনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুপূজার কথা উপলব্ধির বিষয় হইবে ও গুরু-সেবা-আশা হৃদয়ে স্থান পাইয়া আমাকে শুদ্ধ করিবে। তখনই 'হরেকৃষ্ণ'-নাম করিবার শুভ ক্ষণ হইবে—লোককে বা গুরুকে ফাঁকি দিয়া কৃষ্ণনাম করিবার ধৃষ্টতা আর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না। হরি বা গুরুহীন

কৃষ্ণদাস-প্রভৃতি গ্রন্থকার চিরতরে বাধ্যবাধ্য হইবে।

কিন্তু আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণচ্ছায়া হইতে ভ্রংশ করিবার জন্য কোটিকণ্ঠে কোটি প্রকার বিচার করিলেও। আমি যে মুহূর্তে জগতের কোন কথার কোনপ্রকারে বিন্দুমাত্র কর্ণ প্রদান করিতে যাইব, সেই মুহূর্তেই তাহারা আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা—যাঁহার আশ্রয় আমি জগতের, চতুর্দশ ভুবনের দেবমানবগণের কাহাকে বিচার দিয়া লাভ করিতে পারিয়াছি, জগতের সকল পণ্ডিতকে পুরস্কার করিবার বিচারে যাঁহার শ্রীচরণতলে আকর্ষিত হইয়াছি, সেই আমার নিত্য আশ্রয়ের কথা ভুলাইয়া দিবে, জগতের সকল প্রাণী, এমন কি, দেবগণও আমার তাহাকে হিংসা করিয়া আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণ-চ্যুত করাইতে চেষ্টা পাইবে। শাস্ত্র বলেন,—দেবতাগণও শ্রীগুরুসেবকের শ্রীগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাকে নানাভাবে শিথিল করিতে চেষ্টা করে; কারণ, তাহারা জানে, শ্রীগুরুসেবক গুরুসেবা-প্রভাবে দেবতাগণকেও অতিক্রম করিয়া উচ্চাধিকার লাভ করিবে। অতএব আমরা জগতের কাহারও কোন কথাই শুনিব না। যাঁহারা অকপট গুরু-সেবক, তাঁহাদের কৃপাফলেই আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রতি অসমোর্দ্ধ্ব শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হইব।

শ্রীনারায়ণী

——:০:(*):০:——

শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু খবর রাখেন, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যের চরিত-লেখক ও শ্রীনিত্যানন্দের সর্ব্বশেষ শিষ্য শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিয়াছেন, আর শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের নামের প্রায় অনুরূপ শ্রীবাস পণ্ডিতের নামও জানিয়াছেন। যেরূপ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা লিখিয়াছেন, তদ্রূপ গৌড়বৈষ্ণবের আদিকবি ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যদেবের আদ্যলীলা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে সুমধুর পদ্যছন্দে গ্রথিত করিয়া ব্যাস-নামে খ্যাত হইয়াছেন।

এই শ্রীচৈতন্য-ব্যাস ঠাকুরকে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সেই অপ্রাকৃতচরিতা শ্রীবৈষ্ণবজননী পরমপূজনীয়া প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীনারায়ণী দেবী।

চতুর্ভ্রাতা শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা—শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। ইহারা বৈষ্ণব গৃহস্থের আদর্শ দেন এবং একটী বৃত্ত ধারণ করিয়া এই চারি ভ্রাতারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের আবির্ভাবস্থান শ্রীহট্ট-প্রদেশ। শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত শ্রীহট্ট হইতে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন; পরে শ্রীপতি ও শ্রীনিধি গঙ্গাবাসের জন্য আসিয়া শ্রীবাস ও শ্রীরামের সহিত যোগদান করেন। শ্রীনারায়ণী শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা বলিয়াই প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি শ্রীবাসের কোন্ ভ্রাতার কন্যা, তাহার উল্লেখ কোন প্রামাণিক-গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

নারায়ণী বাল্যকাল হইতেই শ্রীবাসের নবদ্বীপের বাটীতে বাস করিতে থাকেন এবং অতি শিশুকালেই শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য দর্শন ও শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। যে ভগবানের উচ্ছিষ্ট-প্রসাদ এখনও দেবতারাও বহু তপস্যা করিয়া পাইতে পারেন না, শিশু শ্রীবাস-ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণী তাহা সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমহাপ্রভু গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে গমনপূর্ব্বক শ্রীবাসের নিকট চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর, তদ্বিষয়ে শ্রীবাসের সংশয় দূর করিবার জন্য মহাপ্রভু একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইলেন। নিকটেই চারি-বৎসরের শিশু বালিকা নারায়ণী অবস্থান করিতেছিলেন। বালিকাকে ডাকিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—"নারায়ণি! তুমি একবার কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ দেখি।" এই কথা বলিবামাত্র চারিবৎসরের শিশু 'হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া এরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার চোখের জলে সমস্ত পৃথ্বী ভাসিয়া গেল—বালিকা বাহ্য-জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন।

ইহার পর আর একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসের ঘরে সাতপ্রহরিয়া ভাব প্রকাশ করিয়া যখন সমস্ত ভক্তগণকে বিভিন্নভাবে কৃপা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভোজনের যৎকিঞ্চিৎ অবশেষ ছিল, সকলই মহাপ্রভু স্বহস্তে শিশুবালিকা 'পরমপুণ্যবতী' নারায়ণীকে প্রদান করেন। নারায়ণীর সৌভাগ্য দেখিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিলেন। চৈতন্যভাগবতে বলিলেন—বালিকা হইয়াও ইহার জ্ঞান ধন্য, শৈশবাবস্থায়ই নারায়ণীকে সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। নারায়ণী মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলে প্রভু নারায়ণীকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"* * * নারায়ণি!

কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি।"

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নারায়ণী 'বালিকা-স্বভাবে' কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নারায়ণী বৈষ্ণবগণের নিকট 'অবশেষ-পাত্রী' বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

তাই শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ কবিকর্ণপূর গোস্বামী জানাইয়াছেন,—নারায়ণী সামান্যা নারী ছিলেন না, তিনি ভগবানের পার্ষদগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্যা। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলায় যিনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন, তাঁহার নাম ছিল কিলিম্বা; ইনি অম্বিকাদেবীর ভগ্নী। ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীনারায়ণী।

শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ মুরারীগুপ্ত তাঁহার কড়চায় অষ্টাবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর গৃহস্থ-লীলা ও নীলাচল-লীলা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইনি স্বয়ং নিজচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা অতি মধুরলাবণ্যবতী ভাগ্যবতী নারায়ণী। ইনি মাতাপিতার একমাত্র কন্যা ছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রসাদ সেবা করিয়া প্রেমে ক্রন্দন করিতেন।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়,—শ্রীমহাপ্রভু গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিবার সময় কানাইর নাটশালায় আসেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া তথাকার বিবরণ ভক্তগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। এই সময়ই তিনি শ্রীবাসের গৃহে বালিকা নারায়ণীকে কৃষ্ণনামে ক্রন্দন করান ও তাঁহার অবশেষ-পাত্র প্রদান করেন। কানাইর নাটশালায় শ্রীল প্রভুপাদ যে পাদপীঠ ও স্মৃতিফলক স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে তথায় শ্রীমহাপ্রভু আগমনের তারিখ—১৪২৬ শকাব্দা দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে এই সময় মহাপ্রভু প্রায় ১৯ বৎসর বয়স প্রকাশ করিয়াছেন। নারায়ণীর বয়স তখন প্রায় চারি বৎসর। শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদও এইরূপই স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন,—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের পর প্রভু নারায়ণীকে যখন স্বীয় প্রসাদ দান করেন, তখন নারায়ণী চারি বৎসরের বালিকা। সুতরাং তাঁহার (মহাপ্রভুর) অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় নারায়ণী কেবল চারিবৎসরের বালিকামাত্র। তাঁহার ছয়বৎসর পর প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন নারায়ণী দশ-বৎসর মাত্র বয়স প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে-সকল লোকেরা তাঁহাকে শিশুকালে বিধবা থাকা বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা যে, কোন প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সেরূপ কথা বলেন, তাহা আমরা জানি না। এ বিষয়ে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুকে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচার করা উচিত। যদি ঐসকল প্রবাদ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন-না-কোন মহাজনের গ্রন্থে অবশ্য উল্লিখিত হইত। কোন সময়ে কোন কোন ছদ্মভাগবতী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-সমাজের অমঙ্গল-চেষ্টায় ঐসকল প্রবাদ সৃষ্টি করে। যখন কোন মহাজনই ঐসকল প্রবাদের উল্লেখ করেন না, তখন আমরা সহজেই ঐ-সকল প্রবাদকে অনাদর করিতে পারি।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর নারায়ণীর বিবাহ হয়। মামগাছিতে শ্রীনারায়ণীর সেবা-পাট এখনও প্রত্যক্ষ। শিশুপুত্র বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁর পবিত্র জননীর সঙ্গে মামগাছির ঠাকুর বাড়ীতে বাস করিতেন। সংস্কৃতশিক্ষা তাঁহার সেই গ্রামেই অধীত হয়। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করায় তিন-চারি বৎসর পরে ঠাকুরের জন্ম হয় এবং প্রভুর অপ্রকটকালে তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক হয় নাই। এই সময় মহা-প্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে প্রেম-প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। শেষকালে কবিবর বৃন্দাবন দাস মহোদয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গ পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনীদেবীর মামগাছি-গ্রামে পিত্রালয় ছিল। শ্রীনারায়ণী দেবীর সেই গ্রামেই বিবাহ হয়। মালিনী শেষ বয়সে স্বীয় পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করেন। ঐ বংশেরই কাহারও সহিত নারায়ণী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। ঠাকুরের শিশুকালেই ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবানিরত হইবার পূর্ব্বেই ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের পিতা দেহত্যাগ করায় তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ উল্লেখ প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে নাই। ইহাই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে চিরন্তন-রীতি যে, অচ্যুতগোত্র বলিয়া তাঁহারা স্বকীয় পরিচয়েই আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন অথবা মাতা-পিতা ভগবদ্ভক্তি-আশ্রয় করিলেই তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত কৃপাপাত্রী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পরিচয়েই ঠাকুর বৃন্দাবনের পরিচয় সকল প্রামাণিক মহাজন প্রদান করিয়াছেন। ঠাকুরের পিতা হরিসেবায় নিরপেক্ষ ছিলেন বলিয়া স্বয়ং ঠাকুর বৃন্দাবন ও বৈষ্ণবমহাজন-গণ সকলেই তাঁহার নামোল্লেখে নীরব আছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যখনই ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন, তখনই তৎসঙ্গে নারায়ণীর সম্মান করিয়াছেন,—

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন।
তাঁ'র গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
(চৈঃ চঃ আ ৮।৪১)

বিশেষতঃ যখন ঠাকুর বৃন্দাবনের কোন দাম্পত্যজীবনের কথা জানিতে পাওয়া যায় না এবং তিনি বিরক্ত বৈষ্ণবগণেরই মধ্যে পরিগণিত হন, তখন অবৈষ্ণব পিতার নামোল্লেখে তাঁহার পরিচয় না হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত ভক্ত নারায়ণী ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পরিচয়েই ঠাকুরের যথার্থ পরিচয় হইয়াছে।

অনেকে বলেন,—ঠাকুর বৃন্দাবন ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ হইয়াও বরাহপুরাণ হইতে "ব্রাহ্মণাঃ কলিমাশ্রিতাঃ" প্রভৃতি শ্লোক তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে উদ্ধার করায় এবং ঠাকুর হরিদাসপ্রমুখ মহাপ্রভুর ভক্তগণকে বিশেষ সম্মান ও বৈষ্ণবের 'জাতিবুদ্ধের নিরর্থকতা' তাঁহার গ্রন্থ-মধ্যে প্রতিপাদন কর

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

তিনি একশ্রেণীর "পাষণ্ডী হিন্দু"র অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তাহারাই শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ ব্যাসাবতার নারায়ণী-নন্দনকে হেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

বৃন্দাবন-দাসপদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি' তিঁহো তারিল সংসার॥
বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিঁহো করিল রচন॥

মঙ্গললাভের উপায়

——::(০)::——

আমাদের জীবনযাত্রা কিভাবে নির্ব্বাহ করিতে হইবে এবং কিপ্রকারে চলিলে বাস্তব মঙ্গল লাভ করিতে পারিব, তাহা শ্রীগুরুবর্গই নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের সেই নির্দ্দেশিত পথে চলিলেই আমরা বাস্তব মঙ্গলালোক দেখিতে পাইব। তাঁহাদের বাণী আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে, আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ হরিনাম-কীর্ত্তনে, মহাজনগণের লিখিত গ্রন্থাদির পাঠে ও শ্রবণে, প্রকৃত আচরণশীল সাধুর মুখে হরিকথা-শ্রবণে এবং গুরুবৈষ্ণব-সেবায় ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। সংসার হইতে যতটা উদাসীন হইয়া হরিনামের ও গুরুবৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত থাকা যায়, ততটাই মঙ্গল। তাঁহাদের কৃপায় আপনজ্ঞান হইলে এই জগতের জড়াসক্তি ছাড়িয়া যায়। সংসারাসক্তি কমাইবার একমাত্র উপায়—যতটা অধিক সময় পাওয়া যায় গুরুবৈষ্ণবগণের পরিচর্য্যা করা। তাহাতে যদি সাংসারিক কার্য্যের ক্ষতিও হয়, তাহা হইলেও তাহাই করিতে হইবে। দেহারামতাকেও এইভাবেই দূর করিতে হইবে। যাহার যে বিষয়ে আসক্তি আছে, সেই আসক্তি যদি অপ্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে প্রত্যেককেই এই উপায়েই তাহা কমাইতে হইবে।

এই দেহ অনিত্য। ইহা অতি অবশ্যই কোন-না-কোনদিন ছাড়িতে হইবে। সুতরাং মৃত্যুকালে যদি গুরুগৌরাঙ্গের স্মরণ হয়, তবেই মঙ্গল। মৃত্যুকালে শুদ্ধভাবেই হউক বা অশুদ্ধভাবেই হউক, যদি ভগবৎস্মৃতি হয়, তাহা হইলে মঙ্গল হইবেই। অন্তিমকালে ভগবন্নামস্মরণকারীর সৌভাগ্যের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। মরণের সময় যে যেমন চিন্তা করে, তাহার সেইপ্রকার গতিলাভ হয়। দেহত্যাগকালের মুহূর্ত্তে কোনপ্রকারে যদি ভগবানের কিছু অনুশীলন হয়—শুদ্ধভাবেই হউক বা অশুদ্ধভাবেই হউক, যদি কেহ ভগবানের নাম-উচ্চারণ করে, অন্ততঃ যদি মনে মনে, দণ্ডবৎপরিক্রমা, গুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টপ্রাপ্তির চিন্তা, নিজেকে দাস অভিমান, 'আমার দ্বারা গুরুগৌরাঙ্গের সেবা হইল না, এই জীবনটা কেবল বৃথাই কাটাইলাম'—এইভাবে যদি নির্ব্বেদ, আত্মধিক্কার, দৈন্য আসে, তাহা হইলেও মঙ্গল হয়। কিন্তু জগতে সাধারণতঃ মৃত্যুকালে মনে হরিস্মৃতি ও মুখে হরিনাম আসে না। সমস্ত জীবনে যাহা করা হয়, দেহত্যাগকালে তাহারই চিন্তা আসে। বিষয়ী মৃত্যুকালে বিষয়েরই চিন্তা করে। এই ভগবন্নামস্মরণ ও কীর্ত্তনের ভাগ্যলাভ অতি সৌভাগ্যবান্ ছাড়া অপরের হয় না। যাঁহার অপরাধাদি নাই—যিনি ভগবানের ভজন করিতেছেন এবং সেই ভজনবলের দ্বারা অন্তিমকালে যিনি ভগবানের দর্শন পাইবেন, তাঁহার পক্ষেই দেহত্যাগকালে ভগবন্নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ হয়।

আমাদের কৃষ্ণস্মরণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। কৃষ্ণ-চিন্তার অভাবের জন্যই আমাদের ভজনে উন্নতি হইতেছে না, আমরা কৃষ্ণকৃপার উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। তাই সেজন্য প্রার্থনা ও দৈন্য-বিজ্ঞপ্তি-জ্ঞাপন এবং নিজের দোষ বা ত্রুটি কোথায়, অনুসন্ধান করিয়া তাহা বর্জ্জন করিবার জন্য একটা তীব্র চিন্তা ও বিচার আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। সাধনপথায় অনুকূলগ্রহণ ও প্রাতিকূল্যবর্জ্জনের তীব্র যত্নাগ্রহ থাকিবে। যত্নাগ্রহ ব্যতীত উন্নতি হয় না। যদি কৃপালাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ একটা চিন্তা না থাকে, তাহা হইলে নিজের দোষত্রুটির দিকে নজর যায় না; তখন সহজেই মনে হয়—'আমি ঠিকই আছি। কৃপার অনুভূতি পাইতেছি না—এজন্য দায়ী আমি নহি, কৃপা বা কৃপাকারীই দায়ী।' যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা এই অবস্থা দূর করা দরকার।

যত্নাগ্রহের নামই শ্রদ্ধা বা বিধি। পথ দুইটি—শ্রদ্ধা ও লোভ। 'লোভ' মানে পাইতে চাওয়া। কৃষ্ণকে যাঁহারা সুখী করেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য ও ক্রিয়া-কলাপ অর্থাৎ সেবাচেষ্টা দেখিয়া ঐরূপ ভাগ্য বা সেবাধিকার পাইতে চাওয়াই লোভ। লোভ ছাড়া কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। কিন্তু বদ্ধজীব কৃষ্ণকে চাহিতে পারে না। তাহারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, না হয়, শ্রীনারায়ণের ঐশ্বর্য্যাদি পর্য্যন্ত চাহিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণকে চাহিতে পারে না। কারণ, বদ্ধজীবের মন এতটা বিক্ষিপ্ত বা বিপর্য্যস্ত থাকে যে, সে কিছুতেই পূর্ণতম বস্তুর সেবার ধারণা করিতে পারে না। লোভের পথ অত্যন্ত বিরল।

সাধারণতঃ শ্রদ্ধার পথ। শ্রদ্ধার পথ—বলদেব-নিত্যানন্দের কৃপার পথ। এঁরা বনের যে-সকল অসুর বিনাশ করিয়াছেন, ঐসকল [illegible] প্রতীক অসুর-[illegible] বলদেবের কৃপায় ও নিজের চেষ্টাদ্বারাই দূর করিতে হয়। যত্নাগ্রহ-অর্থে—অনুকূল-ভাব ও কার্য্যসমূহের বর্দ্ধনের যত্ন বা চেষ্টা। আমরা যখন নিত্যানন্দের কৃপা এখনও লাভ করি নাই, তখন বদ্ধ-অবস্থায় আমা দ্বারা সাধনের একান্ত আবশ্যকতা আছে। নববিধা ভক্তিই সাধন। নিরন্তর ভগবৎস্মৃতি হৃদয়ে নিত্যকাল উদয় করাইবার জন্যই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা সাধনভক্তির আবশ্যকতা আছে। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে হেলা করা উচিত নহে। আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র করিয়াই নবধা ভক্তি যাজন করিতে হয়। হৃদয় যখন আত্মনিবেদনের বিচারে ভরপুর হইবে, তখন নশ্বরাবাসস্থ শরীর ভোগের দিকে আর যাইবে না; তখনই আমাদের বাস্তব সুবিধা হইবে।

সম্বন্ধ ঠিক রাখিয়া যদি গুরুবর্গের ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া থাকা যায়, তাহা হইলে সবই মঙ্গল। সম্বন্ধ ঠিক থাকিলে আগুন জল হইয়া যায়, বিষ নির্ব্বিষ হয়। সম্বন্ধ ঠিক না থাকিলে কিছু হয় না। বাসনা-সঙ্গ থাকিলে হরিভজন হয় না। সর্ব্বক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ভগবান্ ও ভক্তে সর্ব্বদা আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের অনুকূল সেবাবিশিষ্ট হওয়াই মঙ্গল লাভ করা।

শ্রীল রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন,—"জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞান ও ভক্তিগুণে বিভূষিত, এমন একজন বৈষ্ণবের সন্ধান লও, যিনি তোমাকে তাঁহার প্রিয় ও আপন বলিয়া জানেন এবং সর্ব্বপ্রকার অভিমান-বর্জ্জিত হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে থাক। ইহাই মঙ্গললাভের সর্ব্বশেষ ও একমাত্র উপায়। ইহা ব্যতীত আমি আর অন্য কোন উপায় জানি না। এইপ্রকার মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তি মিত্র, শত্রু ও উদাসীন—এই ত্রিবিধ লোকের বিচার করিয়া চলিবেন। বৈষ্ণবগণই তাঁহার মিত্র, ভগবদ্বিদ্বেষী জনগণই তাঁহার শত্রু এবং সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণই উদাসীন। সর্ব্বদা বৈষ্ণবসঙ্গে থাক, তাহা হইলেই তোমার হৃদয় পরমজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইবে এবং তুমি চরমমঙ্গল লাভ করিতে পারিবে।"

দুই একটী কথা

——::(০)::——

দেহের দ্বারা গুরুবৈষ্ণবের সেবা, মনের দ্বারা সেবাচিন্তা এবং বাক্যের দ্বারা প্রাণের সহিত কীর্ত্তন করিতে হইবে। ইহাই কায়মনোবাক্যে সেবা। [illegible] কোন কিছু গ্রহণ করাই ভোগ, [illegible] কাহারও নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিব না। [illegible] কাম, কপট ভক্তি। আবার নিজের [illegible] যাহা পাই, তাহা সমস্তই গুরুকৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিবে। [illegible] দেওয়া নিজের আমার [illegible] দেওয়া নহে—আত্মার অর্পণ নহে। সেবকের নিজের কোন পৃথক্ সত্তা নাই। তাঁহার নিজের বলিয়া যাহা কিছু, তাহা সবই গুরুকৃষ্ণের—ইহা যেন আমাদের সর্ব্বক্ষণ মনে থাকে। যেখানে নিজের পৃথক্ কোন কিছু আছে—এইরূপ বিচার, সেখানে শরণাগতি হয় নাই, জানিতে হইবে। যেখানে নিজের বস্তু গুরুকৃষ্ণের সেবায় অর্পণ করার বিচার, সেখানে [illegible] কিছু গ্রহণ করারূপ বণিগ্‌বৃত্তি থাকে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চাওয়া ত' বণিগ্‌বৃত্তি [illegible] আকাঙ্ক্ষাও বণিগ্‌বৃত্তি। কিন্তু যেখানে ঐরূপ [illegible] কোন কথা নাই, যেখানে তাঁহাদের নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করার কোন কথাও নাই। শুদ্ধভক্ত সেবক কেবল সেবাই করেন। গুরুকৃষ্ণের সেবা করিয়াই সেবকের সুখ। সেবক জানেন—কোন কিছু গ্রহণ করা দূরে থাকুক, গ্রহণের ইচ্ছাটাও পাপ। গ্রহণ করিবেন—ভোগ করিবেন [illegible] শ্রীকৃষ্ণ, আর কেহ নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম গ্রহণ করেন। কারণ সমস্ত গ্রহণ করিবার একচেটিয়া অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে। তবে তিনি নিজের জন্য গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণ জীবের সর্ব্বস্ব ভোগ করেন, আর শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণের ভোগের জন্য জীবের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন।

— — —

[illegible]—সঙ্কোচ আসে। সেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি আপনবোধ [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] সেখানে ভয় বা সঙ্কোচ নাই। [illegible] নিষ্কপট সেবকের [illegible] ভয় নাই। যেমন মাতার কোলে যখন পুত্র বসিয়া থাকে, তখন সে যতই [illegible] করুক না কেন, তাহার কি [illegible] ভয় থাকে? সে নিশ্চিন্তে [illegible] করিতে থাকে। গুরুসেবক অকুতোভয়, অশোক। [illegible] লোকের উৎপত্তি হয়। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভর [illegible]। তাঁহার মৃত্যু নাই, তিনি অমৃত।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায় — এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর

১ম ও দ্বিতীয় দিনের পর, পরবর্তী দিনের দর

প্রতিবারে প্রতি লাইনে		।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি		৬৲
". "	ইঞ্চি	১৷০	"	সিকি কলম	১৫৲
	সিকি কলম ৫৲	৪৲	"	অর্দ্ধ কলম	২৮৲
	অর্দ্ধ কলম ৮৲	৬৲	"	এক কলম	৩৩৲
	এক কলম ১২৲	১০৲			

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক ডাকমাশুলসহ
ষাণ্মাসিক

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত —'কলিকাতার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ১৲ টাকা।

৩। সজ্জনতোষণী — শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় -পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কাশ্মীর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই ৯ উৎস আত্মনিবেদনাত্মক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা বিনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গকল্পে পাঠ করিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উক্তগ্রন্থাশ্রিত কলিযুগপাবনাবতার এই ভবার্ণব অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA —শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কোলম্বো-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

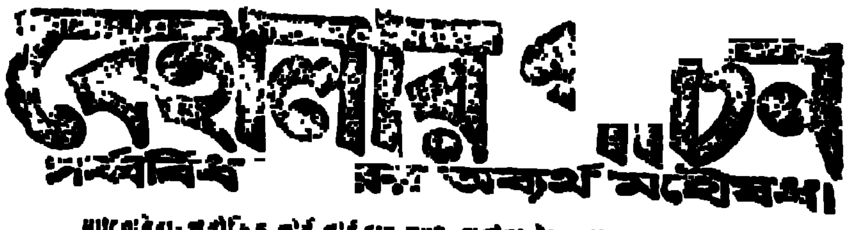

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ প্রায় মৃত্যু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাংলার ঘরে ঘরে চাই। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। বড় বোতল ২৷০ বড় আনা, ছোট বোতল ১৷০ আট আনা। পাইকারী

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস

গত জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে গৃহীত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সম্বন্ধে ১৯৪১ সনের ১লা ডিসেম্বরের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, ন্যূনপক্ষে ৩ জন প্রার্থীকে সাধারণ প্রতিযোগিতায় নিয়োগ করা হইবে এবং যদি উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায় তাহা হইলে ২টি পদ মুসলমানদের জন্য এবং ১টি পদ তপশীল-ভুক্ত জাতীর জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। একজন মুসলমান প্রার্থী ৪র্থ স্থান অধিকার করায়, ভারত সচিব স্থির করিয়াছেন যে, ৪ জন প্রার্থীকে সাধারণ প্রতিযোগিতায় আর একজন প্রার্থীকে মনোনয়নের দ্বারা নিয়োগ করা হই। সফলকাম প্রার্থীদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল:— ১। কে শিবরাম নায়ার। ২। ললিত চন্দ্র আর দালাল। ৩। রণবীর রায় কোহলী। ৪। কমরুল ইসলাম।

সাময়িকভাবে উপযুক্ত প্রমাণিত হইলে এই সব প্রার্থিকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশনার হিসাবে নিয়োগ করা হইবে।

ভারত হইতে প্রেরিত এয়ারগ্রাফ্

বিগত ৪ঠা মে হইতে ১৪ই মে পর্য্যন্ত যে-সকল এয়ারগ্রাফ্ ভারত হইতে প্রেরিত হইয়াছিল, উহা ইংলণ্ডে বিলি করা হইয়াছে বলিয়া এক প্রেস কমিউনিকে ঘোষণা করা হইয়াছে।

জার্ম্মানগণ কর্ত্তৃক ৬ লক্ষ লোক নিহত

মস্কো রেডিও কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংবাদসমূহ হইতে দেখা যায় যে, ইউরোপে জার্ম্মান 'বিরোধী কার্য্যকলাপের প্রতিশোধ হিসাবে জার্ম্মানগণ কর্ত্তৃক প্রায় ৬ লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে।

আন্দামানের বন্দিগণের পোষ্যগণের জন্য সাহায্য

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জাপানীদের হাতে পতিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল বন্দীকে ঐ স্থান হইতে সরাইয়া লওয়া হয় নাই, তাহাদিগের উপর নির্ভরশীল পরিবারবর্গকে মাথাপিছু সরকার ঊর্দ্ধ ৭৲ করিয়া মাসোহারা দিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

এই সম্পর্কে একটি প্রেস কমিউনিকে বলা হইয়াছে যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বহু বন্দী বিশেষতঃ শ্রমিকের কার্য্যে নিযুক্ত বন্দিগণ ভারতে তাহাদিগের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য নিয়মিত টাকাকড়ি পাঠাইত। শত্রুকর্ত্তৃক এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকৃত হওয়ায় এখন এই জাতীয় টাকাকড়ি পাঠান বন্ধ হইয়া গেল। ইহা অসম্ভব নয় যে ঐসকল পরিবারবর্গ ইহার ফলে বড়ই কষ্টভোগ করিতে বাধ্য হইয়েছে। সুতরাং স্থির করা হইয়াছে যে, যে সকল বন্দীকে শত্রুকর্ত্তৃক আন্দামান অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে সরাইয়া আনা সম্ভব হয় নাই তাহাদিগের পোষ্যগণকে সরকার মাসিক ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৭৲ করিয়া সাহায্য করিবেন। অবশ্য যে সকল পরিবারকে এইরূপ সাহায্য করা হইবে, তাহাদিগের সম্পর্কে সরকারের এই বিশ্বাস হওয়া দরকার যে বন্দীগণের কাছ হইতে অর্থ প্রেরণ বন্ধ হওয়ার ফলে উহাদিগকে প্রকৃতই কষ্টে পড়িতে হইয়াছে।

এই ব্যাপার সম্পর্কে সমস্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কমিশনারের নিকট মাদ্রাজ সরকার যথোচিতভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

১৩৬৬টি জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস

সোভিয়েট বৈশ ইস্তাহারে বলা হয়, "৩রা জুন রণাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটে নাই। রণাঙ্গনের কোন কোন অংশে স্থানীয় লড়াই হয়।"

এক বিশেষ ইস্তাহারে বলা হয় যে, মে মাসে জার্ম্মাণগণ সোভিয়েট বিমান শক্তির নিকট হইতে আক্রমণোদ্যম কাড়িয়া লইতে গিয়া ১৩৬৬টি বিমান হারাইয়াছে। রুশগণ ৪১৭টি বিমান খোয়াইয়াছে। মে মাসের শেষ দুইদিনে জার্ম্মাণদের ৩২টি বিমান ধ্বংস হয়; রুশদের ১৩৬টি বিমান বিনষ্ট হয়।

স্থান ত্যাগের জন্য ক্ষতিপূরণে প্রশ্ন

স্থান ত্যাগের জন্য ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ রাজস্বসচিব মিঃ পি এন ব্যানার্জির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজস্ব বিভাগের অতিরিক্ত ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ এ বি গাঙ্গুলীর সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

মিঃ গাঙ্গুলী তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া সম্ভবযোগ্য প্রতিকারের বিষয় আলোচনা করেন।

শুল্করহিত লবণ চালানের জের

সমুদ্র উপকূলে নির্দ্দিষ্ট এলাকার মধ্যে শুল্করহিত লবণ প্রস্তুত করিয়া উহা বেচিবার বিক্রয়ার্থ চালান দিবার অপরাধে মেদিনীপুরের মতিলালবিহারী মণ্ডল ও দুলাল মণ্ডলকে ভারতীয় লবণ আইন অনুযায়ী বিচারার্থ চালান দেওয়া হয় ও তাহাদের সাত মণ লবণ আটক করা হয়। লবণের বর্ত্তমান দুষ্প্রাপ্যতা বিবেচনা করিয়া কাপড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হাটলী আসামীদের বিরুদ্ধে লবণ আইনের মামলা প্রত্যাহার করিয়া তাহাদিগকে আটক লবণ বিলাইয়া দিবার নির্দেশ দি

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতসংগ্রহ
এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-
সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত
আদির পাণ্ডুলিপি-অনুসারে
সংশোধিত ও প্রকাশিত হইয়া
"ভক্তিবেদান্ত"-ভাষ্যসহ প্রকা-
শিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রী[illegible]
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও
'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সত্যানু-
সন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ২৭ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১১ই জুন, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } ৭৪-৭৫তম সংখ্যা

"শ্রীধামবাস নিজেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নহে। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কৃষ্ণবসতিস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ পুরুষোত্তম, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬,

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

হরিভজনের মূলে আশ্রয়—আগে সদ্গুরু-চরণাশ্রয়। আগে শরণাগতি, তাহার পর সেবা। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রকেই প্রথমে শরণাগতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—শরণাগত মুক্তকুল সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। চোখের সামনে সর্ব্বক্ষণ জলন্ত আদর্শ না থাকিলে কেহই দাঁড়াইতে পারিবেন না। বর্ত্তমান বিশ্বে পতিত জীবের একমাত্র আশ্রয়—কৃষ্ণেচ্ছায় অবতীর্ণ প্রকট-আচার্য্য। প্রত্যেকেরই শ্রীশ্রীআচার্য্যচরণাশ্রয়ের বা গুরুপদে সম্পূর্ণ নির্ভরতার একান্ত আবশ্যকতা আছে। এই নির্ভরতা বা শরণাগতির অপর নাম আচার্য্যকে প্রভু বলিয়া বরণ করা, তাঁহাকে রক্ষক ও পালক বলিয়া জানা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বড় প্রিয় বিশ্বাসের আকর্ষণ—শ্রীচৈতন্যজন শ্রীশ্রীআচার্য্য। এই মূলে যাহার শরণ অর্থাৎ আশ্রয়ের প্রতি যিনি উদাসীন, তাঁহার মঙ্গলের আবার আশা কোথায়? বাস্তবিক আমি যদি শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মকে প্রভু বলিয়া বরণ করিতাম, তাহা হইলে আমার অসুবিধা নিশ্চয়ই কাটিয়া যাইত; কিন্তু আমি ত' তা' করি নাই। আমি যে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম পরিহার করিয়া আমরা সাজিতে গিয়া কামক্রোধাদি রিপুবর্গকেই আমার প্রভু বলিয়া বরণ করিয়াছি, আচার্য্যের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আমি জগবাসীর কথা ও মনের কথা শুনিতে গিয়া নিজেই প্রভু সাজিয়াছি। তাই আমার এই দুর্দ্দশা! আমার কপটতা আর গেল না। আমি আশ্রয় পাইলাম না। অসহায় অবস্থায় আমার জীবনটা কাটিল। আমার লোক-দেখান গোঁসাইপনা লোকঠকান্ ভজপূজা, দুর্নীতিতে পা দেওয়ার প্রবৃত্তি গেল না। দুঃসঙ্গে আমার আসুরীবৃত্তি এবং সৎসঙ্গ আমার পরবৃত্তি হইল; এখন আমার দুর্দৈব! জানি না, কবে আমার দুঃসঙ্গে অনাদর, গৌরবিরোধী নিজজনে পর্য্যন্ত সম্মুখে এবং সদ্গুরু ও বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি ও তাঁহাদের প্রতি স্বাভাবিক টান হইবে। যদি এই সৌভাগ্য কখনও হয়, তাহা হইলে বুঝিব, আমার হরিভজন আরম্ভ হইয়াছে। তাই প্রার্থনা,—

বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হোক চরণে তোমার॥

কপটের হরিভজন হইবে না। নিষ্কপট শান্তি পাইবে না। অসহায়ের ভয় করিবে না। দুর্ব্বল পাপীর হরিভজনে আশা আছে, সে যদি অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুর সঙ্গ করে, আর অন্যায় কার্য্য না করে। তাই শ্রীল প্রভুপাদ ব'লেছেন,—"কপটতা একটা আলাদা জিনিষ, আর দুর্ব্বলতা স্বতন্ত্র জিনিষ। কপটতা-রহিত ব্যক্তির মঙ্গল হয়। আচার্য্যকে ঠকাব—ঠাকুরের চক্ষে ধুলি দিব—আমার অসৎপ্রবৃত্তি-কালসাপকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে দুধকলা দিয়ে পুষবো, লোকের কাছে সাধুবলে প্রতিষ্ঠা নেব—এসকল বুদ্ধি দুর্ব্বলতা মাত্র নহে, ভীষণ কপটতা; এদের কোনকালেই মঙ্গল হয় না। সাধুদের প্রকৃত সঙ্গ হ'তে—নিষ্কপট হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ে বিনীতভাবে সাধুদের শ্রীমুখবিগলিত কথা শুনতে শুনতে ক্রমশঃ মঙ্গল হয়। লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে, তা'তে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি, তা'হলে অসুবিধা-সর্পীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে ফেল্‌লাম। পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, কিন্তু তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটের প্রতি কখনও গৌরসুন্দরের কৃপা হয় না।"

———

এই জগতে কপট ও অকপট, অসারগ্রাহী ও সারগ্রাহী, বদ্ধ ও মুক্ত, অসুর ও সুর, অভক্ত ও ভক্ত—দুইরকমের লোক দেখা যায়। তন্মধ্যে ভক্তগণ জগদীশের অনুগত—আশ্রিত, আর সকলেই জগদীশ-বিমুখ। অভক্তগণ অসত্যে ও অনিত্যের মধ্য দিয়া অনিত্যের সাহায্যে সত্য বস্তুতে পৌঁছিতে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হয়। আর ভক্তগণ সত্যের মধ্য দিয়া বা সত্যের সাহায্যে অর্থাৎ শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া—ভগবৎপ্রিয়জন আচার্য্যের আশ্রিত থাকিয়া সত্যের সন্ধান করেন এবং সত্যে পৌঁছান। অভক্তগণ মনোধর্ম্মী ও ভক্তগণ আত্মধর্ম্মী। দেহ-মনো-ধর্ম্মী নিজেকে দ্রষ্টা এবং প্রাপ্য বস্তুকে দৃশ্য মনে করে; আর আত্মধর্ম্মী উপাস্য বস্তুকে দ্রষ্টা এবং নিজেকে দৃশ্য বলিয়া অভিমান করেন। ভগবদ্দাসাভিমান ব্যতীত অন্য কোনও অভিমান তাঁহাদের হৃদয়ে নাই। জড় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এবং তদ্দ্বারা লব্ধ জাগতিক অভিজ্ঞতাই অভক্তগণের সম্বল; আর ভক্তগণের সম্বল—শ্রদ্ধা, আনুগত্য বা শরণাগতিবিশিষ্ট মন, চিত্ত বা আত্মা। ভগবানই তাঁহাদের সর্ব্বস্বধন, ভগবানকে লইয়াই তাঁহাদের যা' কিছু। তাঁহাদের উক্তি,—

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।

অভক্তগণ দৃশ্য হ'তে অদৃশ্যে আরোহণ করেন, অন্ধবিশ্বাস করেন, অন্ধকারে হাতড়ান; আর ভক্তগণ দ্রষ্টার কৃপায় তাঁহার অবতার এবং সাক্ষাৎকার অবাধে অনুভব করেন। তাঁহারা দর্শনহীন অন্ধের অর্থাৎ অনুভবহীন সেবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা অভক্তের ন্যায় সন্দিগ্ধচিত্ত নহেন; তাঁহারা দৃঢ়ব্রত। তাই তাঁহাদের বিবাদ ও সন্দেহের অবকাশ নাই। অভক্তের অশুদ্ধ-চিত্তে ভগবচ্ছক্তি স্থান পায় না। আর আত্ম-সমর্পণ-হেতু বৈষ্ণবের হৃদয় শুদ্ধ ও নির্ম্মল হওয়ায় সেই শুদ্ধ ও নির্ম্মল হৃদয়ে শুদ্ধ ও অবিনশ্বর বস্তু প্রতিফলিত হন। এই অভক্তগণের যাবতীয় চেষ্টার মূলে আছে কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; তাহাতে তাহারা অন্যকেও বঞ্চিত করে এবং নিজেও বঞ্চিত হয়। কিন্তু ভক্তগণ আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহারা নিজেও কৃতার্থ ও শান্ত এবং যাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গ করেন তাঁহারাও কৃতার্থ হন। হরিবিমুখ জগবাসী নিরাশ্রয়ক। তাহারা নিজেও হরিভজন করিবে না এবং অপরকেও হরিভজন করিতে দিবে না। সুতরাং সেই অসদ্গণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সতের সঙ্গই আমাদের বরণীয় হউক

শ্রীগুরুদর্শন ও সঙ্গ

——:(:০:):——

বিধাতা বা চালক একমাত্র কৃষ্ণ; তিনিই সকলের মূল—একথা কখনই ভুলিয়া যাই, তখনই নানাপ্রকার অসুবিধা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে—শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের প্রাপক এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভের জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় ও অনুক্ষণ তাঁহার কৃপাদিক হওয়া একান্ত অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়—একথা যখনই আমাদের স্মরণপথে থাকে না, তখনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমদর্শনে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে অজ্ঞানে অপরাধগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ অধঃপথে হইতে পতিত হইয়া পড়ি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? তাহাই ভক্তভাবাঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরসুন্দর গয়াধামে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় বলিয়াছেন,—

সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
'কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি'—এই চাহি দান॥

সংসারসমুদ্র—কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-বিস্মৃতি-বশে যাহা লাভ হইয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পানে অধিকার প্রদান করুন—ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট প্রকৃত প্রপন্ন শিষ্যের অনুক্ষণ প্রার্থনীয় বিষয়। অনুক্ষণ এই প্রার্থনার দ্বারাই প্রকৃত শিষ্য সংরক্ষিত হয়, নতুবা শিষ্যত্ব হইতে চ্যুত হইতে হয়। কায়মনোবাক্যে অকপট-ভাবে কৃষ্ণকে না চাহিলে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করা যায় না। বাহিরে সর্ব্বস্ব দানের অভিনয় করিয়াও অনুক্ষণ সেবাভিনয় করিয়াও যদি অন্তরে সর্ব্বক্ষণ গুরুপাদপদ্মে অভিনিবেশ ও কৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা না জাগে, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মে দেহ, মন ও বাক্যের কিছুই দেওয়া হয় নাই—আত্মনিবেদন হয় নাই, কেবল লৌকিকতা মাত্র রক্ষিত হইয়াছে, বলিতে হইবে।

শ্রীগুরুদেব সর্ব্বক্ষণ বিপ্রলম্ভবিভাবিত-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান-তৎপর। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নবিগ্রহ। শ্রীগৌর-সুন্দর যেরূপ আপন বিপ্রলম্ভ-লীলাপ্রকাশে "কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন"—এইরূপ ভাবে আবিষ্ট হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধান-নিরত, সেইরূপ শ্রীগুরুবর্গও প্রতিমুহূর্ত্তে বিরহ-বিভাবিতচিত্তে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণানুসন্ধান-তৎপর। শ্রীগৌরাঙ্গের চিত্তবৃত্তি শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রতিফলিত ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিত্তবৃত্তি প্রকৃত শিষ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃত শিষ্যের চিত্তবৃত্তি, হাব-ভাব, ক্রিয়া-কলাপ শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই ন্যায়। সম-চিত্তবৃত্তি না হইলে—সম ভূমিকায় অবস্থিত না হইলে—সম-আদর্শবিশিষ্ট না হইলে সঙ্গ হয় না এবং সঙ্গ না হইলে প্রকৃত শিষ্যত্বও লাভ করা যায় না। গুরুদেবের চিত্তবৃত্তি ও শিষ্যের চিত্তবৃত্তিতে ভেদ নাই। শ্রীগুরুদেব যেপ্রকার সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের অনুসন্ধান করেন, সেইপ্রকার শ্রীশিষ্যদেবও শ্রীশ্রীগুরুগৌরের সহিত মিলিত হইবার জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত। যেখানে অবাধগতিতে স্বাভাবিকভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সঙ্গলালসা-যুক্ত চিত্তবৃত্তি, সেখানেই কৃষ্ণভক্তিপ্রদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐরূপ সেবোন্মুখ শিষ্যের নিকট আত্মপ্রকাশ। ঐরূপ সেবাভূমিকায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়—সঙ্গলাভ হয়—প্রকৃত শিষ্যত্ব লাভ হয়। এই সেবাশিক্ষা দিবার জন্যই কৃপাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পুনঃ পুনঃ ব্রজের পথে গমন করেন। তাঁহার প্রত্যেকটী লীলাই অত্যন্ত মর্ম্মবিদারক।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হইয়া যদি চিত্তের গতি ঐপথে ধাবিত না হইল, তাহা হইলে তাঁহার আশ্রিত হইয়াছি, বলিতে পারি কি? সমস্ত অনুষ্ঠান সেখানে বৃথা হইয়া যায়। শ্রীগুরুদেব নিত্য ব্রজবাসী। ব্রজের পথে গমন তাঁহার সহজ স্বভাব। তিনি ব্রজবাসী হইলেও ব্রজে গমন কালেও ভজনপরেচ্ছু শিষ্যবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া যান না। ব্রজের প্রতি তাঁহার সহজ-স্বাভাবিক প্রীতি। তাই যাহাতে আমাদেরও নিত্য ব্রজবাসোপযোগী অবস্থা লাভ হয়, এবং শিক্ষা-প্রদানের জন্যই ব্রজবাসী গুরুদেব ব্রজের পথে চলিয়া যান। তিনি ব্রজ ছাড়া—শ্রীধাম ব্যতীত অন্য কোথাও অবস্থান করেন না। ব্রজধামে ও শ্রীধামবাসিগণে তাঁহার সহজপ্রীতি। শ্রীধাম ভজনাকাঙ্ক্ষী জনের প্রতি নিত্য সহজ অনুকূল। তাই তিনি সেবালিপ্সু সাধককে শ্রীগৌরধাম, শ্রীপুরীধাম অথবা শ্রীব্রজধামে অবস্থান করিয়া আমাদের প্রীতিময়ী সেবা করিতে উপদেশ দেন। যদি তাঁহার প্রিয় শ্রীধামবাসে স্পৃহাযুক্ত শ্রীধামসেবায় যুক্ত ও শ্রীধামবাসী জনের সহিত আত্মীয়তাবন্ধনে যুক্ত হইতে না পারি—তাঁহার সেবাসৌষ্ঠবদর্শনে লোলুপ হইয়া তাঁহার অনুসরণস্পৃহা যদি অন্তরে না জাগে, তাহা হইলে ত' শ্রীগুরুদেবের সহিত যুক্ত হইতে পারিলাম না—শিষ্য হইলাম না। রাগাধিক শ্রীগুরুপাদপদ্মে আসিয়াও যদি কেবল বিধি দ্বারা চালিতই থাকি, অন্তরে সহজ স্বাভাবিক প্রীতি-প্রবৃত্তির উদয় না হয়, তবে তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে পারি না। সেব্য বস্তুর প্রতি যেখানে স্বাভাবিক রুচি, প্রীতি, সেখানেই তাঁহার সহিত নিত্য সংযোগ। ব্রজের সহজ স্বাভাবিক প্রীতিময় সেবাসম্পন্ন ভূমিকায় তাঁহার অভিন্ন দর্শন ও অভিন্নের সঙ্গ লাভ হয়।

কিরূপ চিত্তবৃত্তি হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃত চরণাশ্রয়, তাঁহার ও তদীয় বৈষ্ণবগণের কৃপাপ্রাপ্তি এবং শ্রীচৈতন্যচরণপ্রাপ্তি হয়, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুদর্শন ও কৃপা-প্রার্থনালীলায় দেখিতে পাই,—

অধম, পামর মুই, হীন জীবাধম!
মোর ইচ্ছা হয়—পাঙ চৈতন্যচরণ॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ 'চৈতন্য' না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁ'রে অধমেহ পায়॥
অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে 'চৈতন্য' দেহ', গোসাঞি,

হঞা সদয়॥

মোর মাথে পদ ধরি' করহ প্রসাদ।
'নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাঞ' করহ আশীর্ব্বাদ॥

হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ এই ভাবধারা ধারণ করিয়া অন্তরে তৎসুখের জন্য যে কিঞ্চিৎ সেবাপ্রয়াস, তাহাই তাঁহাকে আকৃষ্ট করে। ঐরূপ লালসাযুক্ত সেবকের নিকটই গুরু-রূপ—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ প্রকাশিত হন। তিনি সতত গুরু-আনুগত্য-তৎপর, তিনি তাঁহারই গোচরীভূত হন। যেখানে গুরুর চিত্তবৃত্তি ও শাস্ত্রধারার সহিত নিজ চিত্তবৃত্তি সংযুক্ত করিয়া অনুশীলনের সামঞ্জস্যতায়, সেখানেই সঙ্গ। চিত্তবৃত্তি মিলিত হওয়ার পরিমাণানু-সারেই সঙ্গ, সেবা ও শিষ্যত্বের পরিমাণ এবং গুরুগণের কৃপা প্রাপ্তির মাত্রা করা যায়।

তৈর্থিক বিপ্র ও নিমাই

(প্রাপ্ত)

পরম শুদ্ধচিত্ত এক ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ তীর্থ-পর্য্যটন করিতে করিতে দৈবাৎ একদিন শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গোপালমন্ত্রের উপাসক এবং গোপালের নৈবেদ্য ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। সেই বিপ্রের কণ্ঠে শ্রীবাল-গোপাল ও শ্রীশালগ্রাম ভূষণরূপে বিরাজিত আছেন। ব্রাহ্মণের শরীরে ব্রহ্মতেজ পরিস্ফুট হইতেছে এবং তিনি মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতেছেন। ব্রাহ্মণকে দেখিবা মাত্র শ্রীজগন্নাথ মিশ্র উঠিয়া প্রণিপাত করিলেন এবং অতিথি-সৎকারের যেরূপ করিতে হয়, তাহা করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুস্থ হইয়া বসিলে পর শ্রীজগন্নাথ মিশ্র তাঁহার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপ্র বলিলেন,—আমি উদাসীন এবং দেশান্তরী, চিত্তের বিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মিশ্র বলিলেন,—জগতের ভাগ্যেই সাধু-সজ্জন পর্য্যটন করিয়া থাকেন। এই বলিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বিপ্রের রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। বিপ্রও সন্তুষ্ট হইয়া রন্ধনকার্য্য সমাধা, গোপাল ও শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করিতে বসিলেন;—এদিকে সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী শ্রীশচী-নন্দন ব্রাহ্মণের আবাহন-বাক্যেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর, দিগম্বর, হাসিয়া বিপ্রের অন্ন হাতে করিয়া তিনি একগ্রাস ভক্ষণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দেখিয়া হায়, হায় করিয়া উঠিলেন ও ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন—চঞ্চল বালক অন্ন চুরি করিয়া খাইল। মিশ্র আসিয়া দেখিলেন—নিমাই ভাত খাইতেছে, আর হাসিতেছে। ক্রোধে মিশ্র শিশুকে মারিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বিপ্র মিশ্রের হাত ধরিয়া ফেলিলেন ও বলিতে লাগিলেন,—বালকের কি জ্ঞান আছে, যে তাহাকে মারিতে যাইতেছ? আমার শপথ, উহাকে মারিতে পারিবে না। লজ্জায়, দুঃখে মিশ্র শিরে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বিপ্র বলিলেন—মিশ্র, তুমি দুঃখ করিও না; ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হইয়া থাকে। তোমার ঘরে যদি অন্নমূল কিছু থাকে, তাহাই আমাকে দাও, আমি তাহাই আহার করিব। মিশ্র বলিলেন,—তাহা হইতে পারে না, ঘরে রন্ধনের সমস্ত দ্রব্যই আছে, পুনরায় যদি তুমি রন্ধন কর, তবে আমি সন্তুষ্ট হইব। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু-বান্ধবগণ সকলেই ব্রাহ্মণকে রন্ধনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অগত্যা ব্রাহ্মণ পুনরায় রন্ধনে স্বীকৃত হইলেন। সকলেই আনন্দিত হইয়া রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন; বিপ্রও রন্ধন করিতে বসিলেন। তখন সকলেই বলিতে লাগিলেন,—নিমাই অত্যন্ত চঞ্চল, ব্রাহ্মণ যতক্ষণ রন্ধন এবং ভোজন সমাপ্ত না করেন, ততক্ষণ শিশুকে অন্যত্র লইয়া রাখিতে হইবে। তাহা শুনিয়া শ্রীশচীদেবী নিমাইকে কোলে করিয়া অন্য বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সব নারীগণ নিমাইকে বলিতে লাগিলেন,—এমন করিয়া কি ব্রাহ্মণের অন্ন খাইতে হয়? প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—আমার দোষ কি? বিপ্র আমাকে খাইবার জন্য ডাকিল, তাই আমি গিয়া অন্ন খাইলাম। সকলে পুনরায় বলিলেন,—বালক! এখন তুমি কি করিবে? তোমার যে জাতি-কুল, সব গেল। কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন্ কুল, কেহ জানে না; তা'র ভাত খাইয়া জাতি রাখিবে কিরূপে? প্রভু হাসিয়া নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—আমি ত' গোয়ালা, ব্রাহ্মণের অন্ন আমি সর্ব্বকালেই খাইয়া থাকি। ব্রাহ্মণের অন্ন খাইলে কি' গোপের জাতি যায়? শিশুর কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন, কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

এদিকে ব্রাহ্মণ পুনরায় রন্ধন সমাপ্ত করিয়া ধ্যানে শ্রীবাল-গোপালকে নিবেদন করিতেছেন, এমন সময় অন্তর্য্যামী শ্রীগৌর-গোপাল মায়ার প্রভাবে সকল লোককে মোহিত' করিয়া হাসিতে হাসিতে ব্রাহ্মণের নিকট

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের অন্নের বালক একমুষ্টি অন্ন তুলিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণ দেখিয়া হায়, হায় করিয়া উঠিলেন। জগন্নাথ মিশ্র ক্রোধে বালকের পিছু ধাওয়া করিলেন। বালক ভয়ে এক ঘরের ভিতরে পলাইয়া রহিলেন। মিশ্র ক্রোধে তর্জন-গর্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—এরূপ মহাচোর শিশু কা'র ঘরে আছে, পুনঃ পুনঃ অতিথি বিপ্রের অন্ন নষ্ট করিতেছে। উহাকে আজ নিশ্চয়ই মারিব। পুনরায় ব্রাহ্মণ আসিয়া মিশ্রকে নিবারণ করিলেন এবং বলিলেন,—মিশ্র, বালকের কোনই দোষ নাই। আমাকে ভগবান্ আজ অন্ন দিবেন নাই, তাই এরূপ হইতেছে। মিশ্র মনদুঃখে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রীবিশ্বরূপ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীবিশ্বরূপের অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ইঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সকলে বলিলেন,—ইনিও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। শুনিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীবিশ্বরূপও ব্রাহ্মণকে প্রণতি করিয়া বসিলেন ও ব্রাহ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—আপনাকে দেখিয়া আমি খুব আনন্দিত হইলাম এবং আপনার ন্যায় অতিথি পাওয়াও মহাভাগ্যের বিষয়। কিন্তু এইসব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। বিপ্র বলিলেন,—তুমি মনে কোনই দুঃখ করিও না, আমি কিছু ফল-মূল ভোজন করিয়া থাকিব। বনবাসী আমি, প্রত্যহ অন্ন কোথায় পাই? বনে ফল-মূল খাইয়াই থাকি। কদাচিৎ কোন দিন অন্ন খাই। তোমার দর্শনে আমি যে আনন্দ পাইলাম, তাহাতেই কোটি কোটিবার ভোজন করিলাম। শ্রীবিশ্বরূপ বলিলেন,—তোমাকে বলিতে ভয় করি, যদি তুমি পুনরায় কৃষ্ণের নৈবেদ্য রন্ধন কর, তবে আমার গোষ্ঠীর সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া পরানন্দ-সুখ হয়। তদুত্তরে বিপ্র বলিলেন,—দুই দুইবার রন্ধন করিলাম, কৃষ্ণ খাইতে দিলেন না; তাহাতেই বুঝিলাম, অদ্য আমার অদৃষ্টে অন্ন লেখা নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন,—

কোটি অন্ন যদি থাকে নিজ ঘরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে॥
যে দিনে কৃষ্ণের যা'তে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করুক, তথাপি সিদ্ধ নয়॥

বিপ্র বলিলেন,—অত আর পাক করিবার যত্ন করিও না, আমি ফলমূলই কিছু আহার করিব। কিন্তু বিশ্বরূপ অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া রন্ধনের জন্য ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীবিশ্বরূপের রূপ-গুণে বিপ্র এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—আচ্ছা, আমি রন্ধন করিব। তখন সকলে পুনরায় রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ রন্ধন করিতে চলিলেন। এবার চঞ্চল শিশুকে সকলে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। যে ঘরে নিমাই পলাইয়াছিলেন, যাহাতে সেই ঘর হইতে বাহিরে আসিতে না পারেন, তজ্জন্য মিশ্র সেই ঘরের দুয়ারে বসিয়া রহিলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন,—ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দাও, যাহাতে শিশু বাহিরে আসিতে না পারে। মিশ্রও বলিলেন,—এই যুক্তি ভাল। ঘরের ভিতর হইতে স্ত্রীগণ আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিলেন যে,—আর চিন্তার কারণ নাই, শিশু এইবার ঘুমাইয়া পড়িল, আর কিছুই জানিতে পারিবে না, ব্রাহ্মণ স্বচ্ছন্দে আহার করিতে পারিবেন। এ দিকে বিপ্র রন্ধন শেষ করিয়া ধ্যানে কৃষ্ণকে নিবেদন করিতেছেন, অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন জানিতে পারিলেন। এইবার ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রকে দর্শন দান করিবেন। তাঁহার ইচ্ছায় সকলেই সেই সময় তাঁহার মায়াভিভূত হইয়া নিদ্রায় অচেষ্ট হইয়া পড়িলেন। বালকও যে স্থানে ব্রাহ্মণ অন্ন নিবেদন করিতেছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালককে দেখিয়াই বিপ্র হায়, হায় করিয়া উঠিলেন, কিন্তু সকলে নিদ্রাভিভূত, কেহই কিছু শুনিতে পাইলেন না। এইবার নিমাই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—হে বিপ্র, তুমি আমার মন্ত্র জপ করিয়া আমাকে আহ্বান কর, আমি থাকিতে না পারিয়া তোমার কাছে আসি, আমার কি দোষ বল? আমাকে দর্শন করিবার জন্য তুমি সর্বদাই চিন্তাবিশিষ্ট; অতএব তোমাকে আমি দর্শন দিলাম, স্বরূপ দর্শন কর।

সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-চতুর্ভুজ রূপ॥
এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥
শ্রীবৎসকৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার॥
নব গুঞ্জাবেড়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে॥
হাসিয়া দোলায় দুই নয়নকমল।
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে মকরকুণ্ডল॥
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন নূপুর।
নখমণিকিরণে তিমির গেল দূর॥
অপূর্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেইখানে।
বৃন্দাবন দেখে, নাদ করে পক্ষিগণে॥
গোপ-গোপী-গাভীগণ চতুর্দিকে দেখে।
যত ধ্যান করে, তত দেখে পরতেকে॥
অপূর্ব ঐশ্বর্য দেখি' সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন॥
করুণাসমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তান অঙ্গের উপর॥
শ্রীহস্ত-পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হইল জড়, না স্ফুরে বচন॥
পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে, পুনঃ পড়ে মহা কুতূহলে॥
কম্প-স্বেদ-পুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জল যেন গঙ্গা-নদী বহে॥
ক্ষণেকে ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ করিয়া ক্রন্দন॥
দেখিয়া বিপ্রের আর্তি শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিলা উত্তর॥
প্রভু বলে,—শুন শুন অহে বিপ্রবর।
অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর॥
নিরবধি ভাব তুমি দেখিতে আমারে।
অতএব দেখা আমি দিলাম তোমারে॥
আর জন্মে এইরূপে নন্দগৃহে আমি।
দেখা দিল তোমারে, না স্মর তাহা তুমি॥
যবে আমি অবতীর্ণ হইলাম গোকুলে।
সেই জন্মে তুমি তীর্থ কর কুতূহলে॥
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দঘরে।
এই মতে তুমি অন্ন নিবেদ আমারে॥
তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক।
খাই' তোর অন্ন দেখাইনু এইরূপ॥
এতেক আমার তুমি জন্ম জন্ম দাস।
দাস বিনু অন্য মোর না দেখে প্রকাশ॥

এইরূপে বিপ্রকে দর্শন দান করিয়া ও নিষেধ অবগত করাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর ঘরে আসিয়া পূর্ববৎ শিশুভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন। যোগনিদ্রাপ্রভাবে কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব প্রকাশ দেখিয়া সেই বিপ্রবর আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং সেই প্রসাদান্ন সর্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন ও প্রসাদ ভোজন করিতে লাগিলেন। আনন্দের আতিশয্যে বিপ্র নাচিতে ও হাসিতে লাগিলেন এবং জয় বাল-গোপাল বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। বিপ্রের হুঙ্কারে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাহা দেখিয়া বিপ্র আত্ম-সংবরণ করিলেন। এবার নির্বিঘ্নে বিপ্রের ভোজন দেখিয়া সকলেই খুব সুখী হইলেন। কিন্তু প্রভুর মায়ায় এসব রহস্য কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দরও এই রহস্য তাঁহার অবতার থাকাকাল পর্যন্ত কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; তাই বিপ্রও কাহাকেও কিছু বলিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের এই লীলা হইতে আমাদের শিক্ষার বিষয় এই যে, স্বয়ং শ্রীভগবান্ই হউন, বা শ্রীভগবদ্ভক্তই হউন, তাঁহারা যদি সাক্ষাৎভাবে আমাদের সম্মুখে বিচরণ করেন, তবুও তাঁহারা যদি কৃপাপূর্বক তাঁহাদের স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত না করেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে দেখিয়াও দেখিতে বা জানিয়াও জানিতে পারি না। অতি সৌভাগ্য ও সেবোন্মুখ চিত্তবৃত্তির দ্বারা ভগবৎকৃপার একান্ত সম্বল হইলেই শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নতুবা আমাদের ন্যায় বা আপনা সদৃশ রূপে অবস্থিত থাকাকালে অলৌকিক ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করেন না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

---:০:(০):০:---

জগতে যে-সকল বিষয় আমরা জানি না। তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হই, কিন্তু পরম প্রয়োজনীয় যে কৃষ্ণতত্ত্ব তৎসম্বন্ধে আমরা উদাসীন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় আমরা এই পরম ও চরম প্রয়োজনীয় তত্ত্ব পাই। নিতাইর পাদপদ্মই আশ্রয় করিতে হইবে। নিতাইর পাদপদ্মেরই সেবা করিতে হইবে।

কৃষ্ণ যখন তিনি সকলকে শ্রীনিজ সহিত আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের সেবা পাইলে আনন্দিত হ'ন। অযোগ্য কৃষ্ণের নিরন্তর সুখসেবার নামই সেবা। সর্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখসেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কার্য নাই। কৃষ্ণের নামের ভজনে ক্রমে রূপের, গুণের, পরিকরের ও লীলার সেবা পাওয়া যাইবে। শ্রীনাম-ভজনই সর্বসিদ্ধি। শ্রীনামভজন ব্যতীত নামীর ভজন হয় না। ইহজগতে নানাপ্রকার শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহা অপসারিত করিয়া কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে।

জীব কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া মায়া-রাজ্যে পতিত হইয়াছে। পাপ ও পুণ্য—উভয়বিধ কর্মই বন্ধন। জীব কর্মফলে ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি জাগতিক হিসাবে লোভনীয় পদ প্রাপ্ত হয়। এইসকল কৃষ্ণবহির্মুখ জীবের দণ্ড। কৃষ্ণভক্তের নিকট ব্রহ্মার পদ আও তুচ্ছ। পতিত জীব এখনে নিবদ্ধ হইয়াছে। মায়ার ভোক্তা বা কর্তা হইতে হইতে গিয়া অনেক জীব ব্রহ্মার পদ হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃত ভক্তির পথ প্রাপ্ত হইলেন।

জীব দেহ নহে, জীব আত্মা। জীব জড় নহে, জীব চেতন। আত্মা পরমাত্মার দর্শন পায়। উহার সহিত কথা বলিতে পারে। আত্মাই আত্মাকে দর্শন করে। জীব যথার্থ সজ্জন আশ্রয়ে আত্মসঙ্গে আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারে। হরিসেবা-ফলে প্রাকৃত আত্মাভিমানরহিত হইলে জীবের গোলোকপ্রাপ্তি হয়। জীব নিষ্কপট সেবাফলে মুক্তগণের, এমন কি, নিত্যমুক্তগণের সমসাম্যযুক্ত হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না।

কর্মকাণ্ডগণ মুখে বলেন,—"এসকল কৃষ্ণকেই অর্পণ করিলাম।" কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণে অর্পণ করা হয় না। তাঁহারা মনে করেন,—"আমাদের প্রচুর অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, ও ভক্তি আছে। আমরা কৃষ্ণের জন্য কত কষ্টই না করিলাম, আমাদের বৈষ্ণবতা নিখাঁত হইয়া গিয়াছে।" তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন। নিজেকে বৈষ্ণব-বুদ্ধি করিয়া লোক নরকগামী হয়।

যাহারা ঠাকুরসেবার ছলনায় বিত্তাদি অর্থ গ্রহণ করে, তাহাদের ভজন নষ্ট [illegible]

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

যায়। ঠাকুরের প্রসাদের নামে বিপরীত প্রকৃতি উভয় উভয় দ্রব্য ভোগ করিলে জিহ্বা ও উদর-লাম্পট্য উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণের কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে আমরা কৃষ্ণের অনুসন্ধান করি। মায়িক জগতে কৃষ্ণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা শুনিয়াছি কৃষ্ণ—নামময়, কৃষ্ণ—রূপময়, কৃষ্ণ—গুণময়, কৃষ্ণ—পরিকরময় ও কৃষ্ণ—লীলাময়। কিন্তু কৃষ্ণনামকে সাধারণ শব্দের সহিত সমান জ্ঞান করিতে হইবে না।

ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীশালগ্রামের সহিত সাধারণ শিলার তুলনা, গণ্ডকী শিলাকে পথের শিলার ন্যায় দেখা ভীষণ অপরাধ। ভগবদ্বিগ্রহকে প্রস্তর জ্ঞান, আবার প্রস্তরকে ভগবন্মূর্ত্তি উভয়ই পাষণ্ডতা। মহাভাগবত দেহকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিলে নরকে যাইতে হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দেহকে চিন্ময় বলিতে পারিলে আমাদের চিন্ময় দেহ হইবে।

অপ্রাকৃত দাস হইতে পারিলে আমাদের মঙ্গল হয়। প্রাকৃত দাস হইলে—প্রকৃতির সেবা করিলে মঙ্গলের হস্ত হইতে নিস্তার নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(•)::——

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণায় আশাবদ্ধ হইয়া স্ব-স্ব সাধনপথে চলিলে কাহারও কোন কিছু অসুবিধার কারণ থাকে না। সুবিধার পথ ভুল করিয়া অসুবিধার জন্য ব্যর্থ মৌখিক শোচনা কিছু সুবিধার জনক নহে। যাঁহারা প্রকৃতই সুবিধা না পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে অনাত্মজ্ঞতা-জন্য সুবিধা লাভ করিবার ভুল চেষ্টা-স্বরূপতা বা কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিধা-লব্ধ বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার অজ্ঞাত চেষ্টা মারাত্মক রোগ হইয়া উঠে। প্রকৃত সুবিধা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সুবিধা-সম্বন্ধে কোন ধারণা আদৌ নির্ভুল নহে। সুবিধা লাভ করিবার পথ লাভ করিলে অসুবিধার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন হয় না। যাহারা অসুবিধাই স্বেচ্ছায় পোষণ করে, তাহারাই প্রকৃত সুবিধাকে অবহেলা করিয়া অসুবিধার প্রতি কপট বিকার-প্রদানে মুখর থাকে।

প্রকৃত সুবিধা কি? শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণায় অহৈতুক আশাবদ্ধ গ্রহণই ত' সুবিধা। তদ্ব্যতীত আর সকলই অসুবিধা। অসুবিধাকে সুবিধা বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিলে তজ্জন্য যদি উদ্যম নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কিছু সুবিধার কোন ব্যবস্থা করা হয় না। আমাদের সুবিধাসম্বন্ধে যে আধ্যাত্মিক মনো উপদেশক্রমে কাল, তাহা কি অসুবিধারই প্রকারভেদ নহে? এতাদৃশ অসুবিধাকে প্রশ্রয় দিয়া সুবিধার জন্য মৌখিক ব্যগ্রতা মারাত্মক কপট ব্যতীত আর কিছুই নহে।

———

আমাদের অসুবিধার কি কারণ থাকিতে পারে? সর্ব্বসুবিধা-বারিধি করুণাধারার আশ্রয় লইয়াও আমরা যে আমাদিগকে অসুবিধাপীড়িত দেখি, ইহাই ত' আমাদের কপট ব্যবহার। পরমসুবিধা ও নিজের মধ্যে অসুবিধার ব্যবধান খাড়া করিয়া নিজের দৃষ্টিকে ব্যাহত করিব—সুবিধা হইতে নিজেকে তফাৎ রাখিব, সুতরাং অসুবিধা ব্যতীত আর কি দেখিব? সুবিধাকে দূরস্থিত না হয় দেখিলাম কিন্তু তজ্জন্য অসুবিধার অবাধ পাহাড়কে নিজের দৃষ্টিপথে খাড়া করিয়া রাখিতে হইবে কেন? সুবিধার রাজ্যে আসিয়াও আমাদের এতাদৃশ ব্যবহার আমাদের অসুবিধা-দুর্ভাগ্যকেই পুষ্ট করিতেছে মাত্র।

সুবিধাকে সাদরে বরণ করিতে যখনই আমরা কুণ্ঠিত হই, তখনই ত' অসুবিধা আমাদিগকে বেষ্টিত করিয়া ফেলে। তখন ত' আর নিঃশ্বাস ফেলিবার পথও আমরা খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু অসহায়ও কিসের দ্বারা আমাদের অস্তিত্ব সংরক্ষিত হয়, তাহা কি আমাদের পৌনঃপুনিক তিক্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট নয়? আমরা সুবিধা গ্রহণ করিবার মৌখিকতার লক্ষণ প্রদর্শনে আস্থা, কিন্তু প্রকৃত সুবিধাকে স্বেচ্ছায় অন্বেষণ করিতে আদৌ ত' পরাঙ্মুখ নাই। আমরা অসুবিধাকে স্বেচ্ছায় পোষণ করি, তাই সুবিধারও কোনই সন্ধান পাই না।

অসুবিধার নিকট আত্মসমর্পণদ্বারা কখনও সুবিধা সম্ভব নয়। অসুবিধা আমাকে ঘেরিয়া ফেলিলেও তজ্জন্য অসুবিধার পক্ষেই যোগদান করিতে হইবে কেন? আমি নিজেকে যখনই সুবিধার আকরের আশ্রিত বিচার করিব, তখনই ত' অসুবিধা-বাহিনীর গতি স্তব্ধ হইয়া যাইবে। অসুবিধা আমাকে কবলিত করিলেও আমি সুবিধার প্রতি স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া 'ঘ্যাগা দিন নাহি রহেগা' শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত হইয়া বলিতে পারি না কি? আর যদি আমি প্রকৃতই 'গর্দ্দভ' করিবার বিচার গ্রহণ না করিয়া বেমালুম অসুবিধাগুলিকে হজম করিয়া ফেলি, তাহা হইলে ত' আমার সুবিধা লাভের বড় পরিষ্কার কপটতা মাত্র। সুতরাং সে অবস্থায় গুরুপাদাশ্রয়ই বা কি, আর সুবিধা-অসুবিধার বিচারই বা কি?

প্রকৃত সুবিধা-সম্বন্ধে যতক্ষণ না আমাদের সমগ্র মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পরিমাণে অসুবিধার প্রতি মনোযোগী থাকিয়া আমরা অসুবিধাই ভোগ করি। আমাদের নিত্যসিদ্ধ প্রকৃত সুবিধা-অর্জ্জনপথ কিছু জাগতিক কর্ম্মিগণের আরোহবাদে শঠতাপূর্ণ কার্য্যনীতির ছাঁচে ঢালা নয়। আমাদের এতাদৃশ আত্মিক বিচারই আমাদিগকে প্রকৃত সত্যে বদ্ধ করিয়া রাখে। প্রকৃত সুবিধা লাভ করিবার পথে বেগে না ছুটিলে অসুবিধার বিচারজাল আমাদিগকে আদৌ ছাড়িবে না। ক্রমপথেই মঙ্গলতত্ত্ব, কিন্তু তাদৃশ ক্রমপথও কিছু আমার আত্মিক বিচারপ্রসূত বা তৎসমর্থক নহে, আমার অসুবিধার সাক্ষ্য নহে—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাই আমার ক্রমমঙ্গলের বিবরণ। গায়ের জোরে সুবিধা লাভ হয় না। সুবিধা বরণ করিলেই সুবিধা লাভ হয়। আর সুবিধাবরণকার্য্যে অসুবিধার অপেক্ষাও প্রয়োজন হয় না।

আমাদের অসুবিধার প্রতি যে মোহ এবং তজ্জন্য সুবিধার প্রতি আমরা যে ভীতি পোষণ করি, তাহাই আমাদিগকে সুবিধা গ্রহণ করিতে সাহসহীন, দুর্ব্বল, সঙ্কুচিত করিয়া তুলে—আমরা সুবিধাগ্রহণচেষ্টায় বিহ্বল হইয়া পড়ি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহা-মহাবদান্যতা দেখিবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমরা তখন নিজেদের অসুবিধার সংসার লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে আমার ভার গ্রহণ করেন, তিনি যে মহা-মহা-মহা-বদান্য, আমার জন্য তাঁহার করুণাসমুদ্রের যে শুষ্কতা আদৌ কোনপ্রকারে সম্ভব নহে, তাহা আমি নিঃশেষে ভুলিয়া গিয়া সুবিধার প্রতি আমার নৈসর্গিক বিতৃষ্ণাকে সংগোপনে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কেবল পুষ্টই করি। তখন সুবিধাকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অসম্ভব বলিতেও ছাড়ি না। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত, তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় আশাবদ্ধে সমৃদ্ধ সেবকের সুবিধালাভের অভাব নাই। তাঁহার সুবিধাগ্রহণে আদৌ সঙ্কোচ নাই, অসুবিধার দিকে তাকাইয়া সুবিধাগ্রহণে পশ্চাৎপদতাও নাই।

আমাদের ইহাই ত' অসুবিধা যে, আমরা জানিয়া বা না জানিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার প্রতি অবিশ্বস্ত বা অশ্রদ্ধালু। তাঁহার অমূল্য কৃপাবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করি না বলিয়াই আমরা তাঁহার কৃপার মাহাত্ম্যে উজ্জীবিতজীবন হইতেছি না। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত জীবনের ইহাই ত' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিড়ম্বনা। আশ্রয় লাভ করিয়াও নিজদিগকে একরূপ অনাশ্রিত করিয়াই রাখি, সুতরাং তথাকথিত সুবিধার অভাবে পশ্চাৎপদ আমাদের উদ্যম-উৎসাহের সমাধিই ঘটিয়া যাইতে থাকে।

অন্য অসুবিধা ত' অসুবিধা নয়। আমি যদি সুবিধার খনির সন্ধান পাইয়া থাকি, যদি তাহাতে আমার লক্ষ্য স্থিরনিবদ্ধ করি, তাহা হইলে ত' তথাকথিত অসুবিধাগুলি আমাকে কেবল সুবিধার দিকেই ঠেলিতে থাকিবে; তাদৃশ ব্যবস্থা করিয়াই ত' অসুবিধার প্রদর্শনী বিস্তারিত রহিয়াছে। আমি যদি তাহাতে বিমুখতা দেখাই, অসুবিধাগুলির প্রতি কপট করিয়া রাখিয়া খুসি হই, তাহা হইলে কিছু আমার সুবিধা-পিপাসা প্রবর্দ্ধিত হয় না। তাহাতে বরং সুবিধার প্রতি আমার বিতৃষ্ণাই প্রকারান্তরে ঘোষিত হয়। সুবিধার সংস্পর্শে আসিয়াও আমার এতাদৃশ ব্যবহার সুবিধার আশাকাঙ্ক্ষাকে ক্রমশঃ খোরাকই করিয়া তুলিতেছে না কি?

আমার সুবিধা লাভ করিবার অধিকার তখনই প্রদর্শিত হয়—যখনই আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আশাবদ্ধ গ্রহণ করিয়া অহৈতুকভাবে নিজ জীবন গঠিত করি। প্রকৃত সুবিধা ইহাই এবং এতদ্ব্যতীত অন্য যে-কোনচেষ্টা অসুবিধার প্রসূতি মাত্র। আমাদের ইহা আদৌ মনে স্থান দেওয়া উচিত না যে, আমরা আমাদের ঘটাসম্পন্ন চেষ্টাদ্বারা সুবিধা লাভ করিব এবং তৎফলে আমাদের অভিজ্ঞতাদির অসুবিধার প্রতি বিবেকাধীন করিতে পারিব অথবা আমরা চেষ্টাচরিত্র করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা লাভ করিয়া ফেলিব। সুবিধা প্রকৃতই লাভ হইলে অসুবিধাকে বিবেক করিতে হয় না এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাও কিছু চেষ্টা-চরিত্র করিয়া লাভ হয় না। তাঁহার কৃপাতেই তাঁহার কৃপা লাভ হয়। তাঁহার কৃপায় আশাবদ্ধে নিজের পারমার্থিক জীবন গঠিত হইলে তবেই ত' কোন চেষ্টাচরিত্র সম্ভব, নতুবা কোন কার্য্য করা সম্ভব নয়।

———

আমাদের সেবাহীনতাই অসুবিধা, সন্দেহ নাই। কিন্তু তজ্জন্য নিজের কার্য্যকলাপে প্রাণহীনতার ব্যর্থতা আনয়ন করিতে হইবে কেন? বর্ত্তমানে সেবাহীন হইলেও চিরকালই সেবাহীনতাই থাকিয়া যাইবে—ইত্যাকার আশঙ্কা ত' নিজের পারমার্থিক অনাশ্রিত অবস্থার পরিচয় মাত্র। সুতরাং সে অবস্থায় সুবিধার জন্য কোন চেষ্টা চলিতেছে, কিরূপে বলা যায়? তবে তখন অসুবিধার সহিত নিজের কল্পনার সুর চালান অসম্ভব নয়। প্রকৃত সুবিধাপ্রার্থী তথাকথিত অসুবিধার নিমজ্জিত থাকিলেও সুবিধার প্রতি অপলক দৃষ্টিযুক্ত—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় আশাবদ্ধে সুবিধাযুক্ত।

শ্রীধাম-মায়াপুর মহারাজপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "গৌড়ীয়"-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভক্ত সজ্জনমাত্রেরই প্রত্যেক রাখিবার নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২৯ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৩ই জুন, ইং ১৯৪২, শনিবার { ১৬-১৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ পুরুষোত্তম, অদ্য [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

কৃষ্ণকে সুখী করাই সেবার তাৎপর্য্য। অনুকূল সেবাতেই প্রভুর সুখ হয়। সেবক নিজের সুখ সন্ধান করে না। যাহা প্রভুর সুখ বিধান করে না, তাহা সেবা নহে। সেবা ছাড়া ভক্তের অন্য কোন প্রার্থনা নাই। নিষ্কাম ও নির্ভীক ভগবদ্ভক্ত স্বর্গও কামনা করেন না, আবার নরককেও ভয় করেন না। কৃষ্ণসেবা যদি হয়, তাহা হইলে বহির্ম্মুখ লোকের চক্ষে প্রতীয়মান নরকেও তাঁহার বাস্তব বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়। কৃষ্ণকে সুখী করাই ভক্তের কাজ। এ ছাড়া এক মুহূর্ত্তও তাঁহার অন্য কোন কাজ নাই। সেইজন্য ভক্ত ভগবানের সুখের জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না।

———

কিসে কৃষ্ণের সুখ হয়, আমরা জানি না। সে কথা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবই সব চেয়ে ভাল জানেন। কৃষ্ণের অন্তর বা ইচ্ছা তিনি অবগত আছেন। যে সেবায় কৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তুষ্ট হন, গুরুদেব সেই সেবাই করেন। স্বরূপশক্তিকে লইয়াই কৃষ্ণের বিলাস। এই স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির আনুগত্যদ্বারাই কৃষ্ণসেবা লাভ হয়। চিচ্ছক্তি—শ্রীগুরুদেব। আমরা যখন চিচ্ছক্তির অধীনতা ছাড়িয়া অন্যের উপর প্রভুত্ব করিতে যাই, তখনই আমরা মায়াবশ হইয়া পড়ি। প্রভুত্ব ভক্তি নহে, কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দাস্যই ভক্তি বা সেবা।

———

সম্বন্ধহীনতার ন্যায় দুরবস্থা আর কিছুই নাই। সম্বন্ধহীনতা কিনা আশ্রয়হীনতা। সম্বন্ধহীন বা আশ্রয়হীনের পতন অবশ্যম্ভাবী। আশ্রয়হীনের অবস্থান নাই, সত্তা নাই, আনন্দ নাই। অনিত্য বন্ধন, আংশিক বন্ধন, অসম্যগ্ বন্ধন, সাময়িক বন্ধন, ছিদ্রতা-প্রবণ বন্ধন—সম্যগ্ বন্ধন বা সম্বন্ধ নহে। জড়ে জড়ে যে বন্ধন, তাহা অনিত্য বন্ধন, সাময়িক বন্ধন। এই অনিত্য-বন্ধন ছিন্ন হওয়া যায়। কিন্তু অজ্ঞ আমরা এই অনিত্য বন্ধনকেই সম্বন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। একমাত্র অবিচ্ছিন্ন চেতনে চেতনে সম্বন্ধ হইতে পারে। জড়ে জড়ে বা জড়ে চেতনে সম্বন্ধ হয় না। ভগবদ্ভজন করিতে হইলে সম্বন্ধজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই জন্য সাধুগণ সর্ব্বাগ্রে, সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে বলিয়াছেন। কৃষ্ণ ব্যতীত বিশ্বের—বিশ্বগতের অন্য কোন বস্তুর সহিত আমার বন্ধন নাই—সম্বন্ধ নাই, একথা সাধুগুরু-কৃপায় বুঝিতে পারা যায়।

———

যেখানে চৈতন্য নাই—মহাপ্রভুর স্মৃতি নাই, সেখানে জড়ত্ব। চৈতন্যবিস্মৃত জীব জীবন্মৃত। যিনি আমাদিগকে চেতনতার কথা জানাইয়াছেন, আমাকে চেতনে উদ্বুদ্ধ করেন, তিনি গুরুদেব—তিনি সচ্চেতনরূপী ভগবান্। 'চেতনতাই' আমাদের জীবন। চৈতন্যই দেহমনের মালিক। সেই চৈতন্যকে বাদ দিয়া দেহ ও মনের অনুশীলন নিরর্থক। ব্রহ্ম বা ভগবান্ই চেতনের কারণ এবং আত্মাই চেতন। কয়লা যেমন অনল অগ্নির সংস্পর্শে আবার জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ বদ্ধজীব—স্বরূপভ্রান্ত জীব—অচৈতন্যপ্রাপ্ত জীব নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ পূর্ণচেতন শ্রীগুরুদেবের সংস্পর্শে আসিয়া নিজ স্বভাব ফিরিয়া পায়। গুরুদেব সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অগ্নি সংযোগ করিয়া দেন। তখনই বদ্ধজীব অচেতনের সংসর্গ ছাড়িয়া—জাড্য ছাড়িয়া চেতনময় উপদেশ-বাতাসের সহায়তায় পুনরায় ভগবৎ-সেবাচেষ্টায় জ্বলিয়া উঠে। গুরুর সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র উদ্বোধক—চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র নিয়ামক বা চালক। সুতরাং অন্তর্যামী সদ্গুরু শ্রীচরণাশ্রয়ের অত্যাবশ্যকতা আছে।

———

গুরুবৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিতেছি না, বরং অপরাধ করিতেছি, অতএব বাড়ী যাওয়াই ভাল; কারণ, সেখানে অসৎসঙ্গে থাকিলেও অপরাধ ত' হইবে না—এ-সকল কথা ভবরোগীর—বিকারী রোগীর প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নহে। অন্তর যতই দুর্ব্বল হউক, রোগ যতই প্রবল হউক না কেন, অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে গুরুসেবা ছাড়া উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। যখন সদ্গুরুর আশ্রয় পাইয়াছি, সাধুসঙ্গের সুযোগ পাইয়াছি, তখন আমরা যে ভাগ্যবান্, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, অসৎসঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি—এই ছয়টী গুণের আশ্রয় লইতে হইবে। তাহা হইলেই কপাল খুলিয়া যাইবে। সাধুসঙ্গে উদাসীন থাকিয়া আমার কপাল খারাপ বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; নিজের নিষ্কপট আর্ত্তি, অকপট দৈন্য ও 'কৃপা পাইলাম না' বলিয়া নিরন্তর ক্রন্দনও দরকার।

———

শব্দই আমাদের সম্বল—শব্দই আমাদের প্রভু—শব্দই আমাদের নিয়ামক। আমরা শব্দের সাহায্যে শব্দসেবকগণের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ভক্তগণের সেবা করিব। শব্দই আমাদের নিত্যসঙ্গী, শব্দসঙ্গই ভগবৎসঙ্গ, শব্দ কীর্ত্তন বা হরিকীর্ত্তনই ভক্তি। ভক্তগণ শব্দের উপাসক। সেইজন্য সাধুদর্শন বা সাধুসঙ্গ কাণ দিয়াই করিতে হয়। সাধুর শ্রীমুখবিগলিত বাণী সেবোন্মুখ কর্ণপুটে পান করিয়া শ্রবণ-বিরামের চক্ষে সাধুদর্শন হয়। নচেৎ আমার বিভ্রান্তিকর জড়দর্শনে প্রবঞ্চনায় বিড়ম্বিত হইতে হয়

আমরা শুদ্ধদাস। আমাদের গুরুর আদর্শ অসৎসঙ্গ-ত্যাগ। সুতরাং আমরা কোন দিন অসৎসঙ্গ করিব না—ইন্দ্রিয়-তর্পণের যজ্ঞে যোগদান করিব না। আমরা উচ্চৈঃস্বরে সকলের নিকট বলিব যে, ইন্দ্রিয়তর্পণ ধর্ম্ম নহে—ব্যভিচার ধর্ম্ম নহে—বণিগ্বৃত্তি ধর্ম্ম নহে—লোকের মনোরঞ্জন করা ধর্ম্ম নহে—মানুষকে বঞ্চনা করা ধর্ম্ম নহে—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা ধর্ম্ম নহে—অঘাসুর-বকাসুরের আনুগত্য কৃষ্ণসেবা নহে। এগুলি কলির ধর্ম্ম। যাহারা এই জগতে থাকিতে চায়, তাহারা লোকবঞ্চনা করে। সেরূপ লোকের সঙ্গ আমাদের দরকার নাই। আমরা অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিব এবং সকলকে সে কথা বলিব। আমাদের জানিয়া রাখা উচিত, দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে সৎসঙ্গ হয় না। আবার সৎসঙ্গ না হইলেও দুঃসঙ্গবর্জ্জনের স্পৃহা জাগে না

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

আশার আলোক

শ্রীভগবানের কৃপা সাধুর আকারে এ জগতে বিচরণ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সেই শ্রীভগবৎ-কৃপার মূর্ত্ত-বিগ্রহ। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হেতুকারুণ্যবশতঃ জীবদুঃখে বিগলিত-চিত্ত হইয়া এজগতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন। যদি একটি সুনির্ম্মল জীবকেও শুদ্ধকৃষ্ণভক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারেন—এই শুভভাবনাবশতঃই তিনি সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন।

কারুণ্য-মূর্ত্তি বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব জীবকে কৃপা করিবার জন্যই আগমন করিয়াছেন। তাঁহার করুণাধারা শরণাগত পাপী, তাপী, অপরাধী, অযোগ্য, বোকা, মূর্খ—সকলের প্রতিই সমভাবে বর্ষিত হয়! শ্রীশ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-কৃপাশ্রয়েই শরণাগত জীব এই ভব-সংসার অতিক্রম করিয়া নিত্যা-নন্দময় পরমধামে যাইতে পারেন। তিনিই পাপী-তাপী সকলের আশ্রয়। যাঁহার এজগতে কেহ নাই—যিনি নিরাশ্রয়, তাঁহারও আশ্রয় শ্রীগুরু নিত্যানন্দ; যাঁহাকে পাপী-তাপী-জ্ঞানে জগতের সকলেই ঘৃণা করেন, তাঁহারও আশ্রয়—একমাত্র শ্রীগুরুদেব। কৃপা-বিগলিত শ্রীনিত্যানন্দ 'যে আগে পড়য়ে, তা'রে করয়ে নিস্তার'। উচ্চ-নীচ সকলজীব তাঁহার শরণ লইলেই তিনি উদ্ধার করেন। শ্রীগুরুদেব অগতির গতি, দীনের বন্ধু, অসহায়ের সহায়।

দয়াকারবারী শ্রীগুরু-ভগবান্ এজগতে বিচরণ করিলেও সকলেই তাঁহার দর্শন ও শ্রীচরণাশ্রয়ে সৌভাগ্য পায় না। নিষ্কপট ভগবৎ-কৃপার্থী ছাড়া অন্য কেহ তাঁহার নিকটে অবস্থান করিলেও তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারে না ও শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ের সৌভাগ্য পায় না। জীব যখন এ জগৎকে অসার বোধ করেন এবং সেই তাপে দগ্ধীভূত হইয়া দুঃখে, দৈন্যে বিগলিত-চিত্ত হইয়া অনুক্ষণ শ্রীভগবৎ-কৃপা প্রার্থনা করেন, তখনই তাঁহার নিকট শ্রীভগবৎ-কৃপামূর্ত্তি শ্রীগুরুদেব আত্মপ্রকাশ করেন; তখনই জীবের ঈশ্বর-জ্ঞানে—একমাত্র আশ্রয়জ্ঞানে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের সৌভাগ্য হয় এবং তখন হইতেই তিনি জীবনে আশার আলোক দেখিতে পান। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকৃতকে নিজচেষ্টাকৃত না জানিয়া তাঁহারই অহৈতুক কৃপাবর্ষণ বলিয়া যাঁহারা উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার দর্শন ও শ্রীচরণাশ্রয় করিতে পারেন এবং তখন হইতেই তাঁহার কৃপালাভের আশা তাঁহাদিগকে অনুক্ষণ সঞ্জীবিত রাখে। এইরূপ আশাপ্রাপ্তির কথাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার গ্রন্থ 'শরণাগতি'-এ বলিয়াছেন,—

হরি হে!
নিজ কর্ম্মদোষফলে পড়ি' ভবার্ণবজলে
হাবুডুবু খাই কত কাল।
সাঁতারি' সাঁতারি' যাই, সিন্ধু-অন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল॥
নিমগ্ন হইয়ু যবে, ডাকিনু কাতর-রবে,
কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেইকালে আইলে তুমি, তোমা জানি'
কূলভূমি,
আশাবীজ হইল আমার॥

এইরূপ অবস্থা জীবের ভক্তিজীবনের সোপান বা প্রাথমিক হইলেও কৃপাপ্রাপ্তির আশা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ থাকে। সেই অবস্থা বিষয়মুক্ত না হইলেও বিষয় ছাড়িয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সেবা পাইবার জন্য হৃদয় অনুক্ষণ ব্যাকুল হইয়া থাকে। সেইকথাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥
* * * *
প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি'॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইয়ের করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বে
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাইপদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ

শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণাশ্রয়কারী আমাদের সকলেরই এইরূপ আশা ও আকাঙ্ক্ষা থাকা দরকার। আশা না থাকিলে ভজনে উন্নতি হয় না—অগ্রসর হওয়া যায় না। ভক্তিতে আশাই মূল। হৃদয়ে যিনি যে-প্রকার আশা পোষণ করেন, তিনি ভক্তিতে সেইপ্রকার উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। আশাই নিরুৎসাহীকে উৎসাহী করে—নির্জীবকে সজীব করে—অচলকে সচল করে—পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনে উৎসাহিত করে। হৃদয়ে কৃপা-লাভের আশা না থাকিলে সেবায় প্রকৃত উৎসাহ আসে না—কৃপাপ্রাপ্তির জন্য বহুকাল ধৈর্য্যধারণ করা যায় না—সাধনে তীব্র বল চেষ্টা হয় না—প্রতিকূল-বর্জনে দৃঢ়তা রক্ষা করা যায় না। আশাই ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহিত ও সর্ব্বতোমুখী চেষ্টায় অনুক্ষণ সাহায্য করে। যাঁহার যে প্রকার আশা, তাঁহার সাধনেও সেইপ্রকার তীব্রতা। আশা না থাকিলে সাধনভজনমার্গে বিশেষ অগ্রসর হয় না। আশা না থাকিলে ভক্তিতে একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না

"কৃষ্ণকৃপা করিবেন, দৃঢ় করি জানে

এই বাক্যে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি সেই পরিমাণে অগ্রসর হইতে পারেন। 'কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন'—এইরূপ যাঁহার বিশ্বাস ও আশা আছে, তিনিই কৃপা পাইবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মালিক; সুতরাং তিনি কৃষ্ণ দিতে পারেন এবং আমি তাঁহার শরণাগত, আশ্রিত, অতএব আমি কৃপা পাইবই—এইরূপ আশা ও দৃঢ়বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনিই কৃপা লাভ করিতে পারেন। আশা যাঁহার নাই, তিনি কোনপ্রকারেই উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু এই আশাও পাওয়া যায় না, তাঁহাকে আপনজ্ঞান না হইলে। 'সে আমার প্রভু, আমি জন্ম-জন্ম দাস'—এই জ্ঞান যদি না হয়, 'তাঁহার কৃপা না হইলে আমি কখনই আমার সত্তা রক্ষা করিতে পারিব না'—এই উপলব্ধির যদি অভাব হয়, তাহা হইলে তাঁহার কৃপা পাইবার আশা করিতে পারি না।

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব ছাড়া প্রকৃত-পক্ষে আমাদের আর কেহ নাই। আমাদের নিজের বা আপন বলিতে ত' একমাত্র তাঁহারাই। সেই শ্রীশ্রীগুরুবর্গকেই সংসারেই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে—কোটিজন্ম পরে হইলেও সেই সংসারেই আমাদের লাভ করিতে হইবে। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"শ্রীগৌরসুন্দরকে, শ্রীকৃষ্ণকে আমি চাই-ই, শতজন্ম পরেও যদি হয়, তথাপি তাঁ'কে চাই ই; কারণ, তিনি ছাড়া আমার আর উপায় নাই—গতি নাই, এরূপ আকুলতা থাকা দরকার।" এইরূপ আশা এবং আকাঙ্ক্ষা থাকিলে ক্রমগতিতে, না হয় ধীর হইলেও ক্রমশঃ সেইদিকে অগ্রসর হইতে পারিব।

ভক্তিপথে হতাশা নাই। ভক্তিতে নিত্য নবনবায়মান আশা পাওয়া যায়। ভক্তি-পথাশ্রিত যাঁহারা, তাঁহারা হতাশ নহেন; অভক্তপথাশ্রিতই হতাশ। আশ্রিতের হতাশা বা কৃপাপ্রাপ্তিতে আশঙ্কা নাই। অনাশ্রিতেরই যত ভয়-ভীতি, আশঙ্কা বা অনাশ্রিত, অনাথেরই যত ভয়। কিন্তু সনাথের—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিতের কৃপাপ্রাপ্তিতে আশঙ্কা বা হতাশা থাকিবে কেন? 'আমি কৃপা পাইব না, তিনি কৃপা করিবেন না'—এইরূপ বৃথা সন্দেহ পোষণ করিয়া আমরা কেবল হতাশ হই। তিনি কি আমাদের পর? আমরা কি তাঁহার কেহ নাই? আমরা না চাহিলেও যিনি আমাদিগকে চাহেন—আমরা বিমুখ হইয়া থাকিলেও যিনি আমাদের প্রতি বিমুখ না হইয়া নানাপ্রকার উপদেশ বা তাড়ন-ভর্ৎসনারূপ কৃপা-কণাপাতের দ্বারা সতত কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য—সত্য সত্য নিত্য পরমধন প্রদান করিবার জন্য অনুক্ষণ চেষ্টাশীল, সেই কারুণ্যঘনবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যখন আমরা পর মনে করি, তখনই হতাশা আসিয়া আমাদের গ্রাস করে। যিনি আমাদের নানাপ্রকার অযোগ্যতা, দুর্ব্বলতা, অপরাধিতা দেখিয়াও আমাদের নিত্যমঙ্গল বিধানের জন্য নিজস্বরূপে, নিজ-পাদপদ্ম-সন্নিধানে স্থান দিয়াছেন—প্রতিমুহূর্ত্তে সংসার, নাস্তিক্যাদি শত শত অনর্থ দেখিয়াও যিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, বরং নানাপ্রকার আশা ও উৎসাহের দ্বারা উৎসাহিত করেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা পাইব না, এইরূপ চিন্তা করাটা কত বড় দুর্ভাগ্যের পরিচয়! যিনি আমাদিগের পরমমঙ্গলবিধান করিতে আকর্ষণ করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিলেন, সেই কারুণ্যঘনবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে কৃপা করিবেন না,—কপাল অভাবে পুড়িয়া গেলেই এইরূপ দুশ্চিন্তা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায়।

অনেক সময় অযোগ্যতা, অসমর্থতা, দুর্ব্বলতার কথা চিন্তা করিয়া আমরা হতাশ হইয়া পড়ি। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মকৃত অপরাধফলে বর্ত্তমানে নানা প্রকার অযোগ্যতা অসমর্থতা লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু ঐরূপ অযোগ্যতা বা অসমর্থতাকে চিরদিনই পোষণ করিব, কখনই ছাড়িতে হইবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ত' আসি নাই এবং অযোগ্যতা যে বরণ করিতেছি না, তাহাও ত' নহে। অন্তর্যামী প্রভু ত' সবই জানেন; সুতরাং আমরা হতাশ হইব কেন? গুরুপাদপদ্ম ত' অদোষদর্শী, পতিত-পাবন! এইরূপ প্রভু পাইয়াও আমাদের হতাশ হইবার কি কথা আছে? —তাঁহার কৃপা পাইব না, একথারই বা কি মূল্য আছে? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিলেন,—

অত দীনা নাহি যা'র, তব পাদপদ্ম তা'র
ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়;
তব পদাশ্রয়ে, নাথ, করে যেই দিন পাত,
তব পদে তাহার অভয়॥

তাঁহারা কি অযোগ্য, পতিতকে কৃপা করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন? অযোগ্যকে—পতিতকে—দীনকে—কাঙ্গালকে কৃপা করিবার জন্য—অনাদি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীব আমাদের উদ্ধারের জন্যই ত' তাঁহাদের এ জগতে আগমন। যদি পতিতই না থাকিবে—যদি দীনই না থাকিবে, তবে তাঁহাদের পতিতপাবন, দীনবন্ধু, দয়াময়, করুণাময় নাম কেন? পতিতপাবন কি পতিতকে কৃপা করেন না—দীন-হীনকে দয়া করেন না? তবে তাঁহাদের ঐসকল নামের সার্থকতা কোথায়? শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মগণ ত' জগতের পাপী, তাপী, পাষণ্ড, পামর জীবাধমগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই এজগতে আসিলেন! কিন্তু আমরা কি জগৎছাড়া? জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পতিত, পাতকীদ্, পামরগণের জন্যই ত' তাঁহার দয়াময় অবতার! তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মাদৃশ পতিতপ্রাণী পতিতগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

শ্রীকৃষ্ণ-নির্ভর জগদেক নাম, বল,
তোমা পাপি' পতিতপাবন॥
জগতে কাকট, তাই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
যাঁ'র চাহ আপন কুশল।
তাঁহার চরণে যাই' অভাগেশ দয়া যাই',
এ ভক্তিবিনোদের সেই বল॥

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

শ্রীগুরুপ্রিয়জন শ্রী গু রু পা দ প দ্ম— শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম, যিনি কৃপা বিতরণ করিবার জন্যই বর্ত্তমানে জগতে প্রকটিত, তাঁহার শ্রীচরণপ্রাপ্তি বিনা গতি নাই—উপায় নাই. সেই পরমকরুণাময় অবতার শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মকে পাইয়াও আমরা হতাশা দেখিব কেন? আমাদের কোন গুণ নাই, আমরা সর্ব্ববিষয়ে অসমর্থ ও অযোগ্য; সুতরাং এই বিপৎসঙ্কুল স্থানে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত অন্যভাবে অবস্থান করিতেও অযোগ্য, অসমর্থ। কারণ, আমাদের আর অন্য কোনপ্রকার সাধনের বল-ভরসা ও যোগ্যতা নাই। সুতরাং তাঁহার কৃপা আমাদের প্রতি নিশ্চয়ই হইবে।

যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন — অন্ততঃ আত্মসমর্পণ করিবার জন্যও তৎপাদপদ্মে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কখনও ছাড়েন না। শ্রীগুরুচরণাশ্রিত সেই সেবকও নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিরপেক্ষ কৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বুক কত জোর! বাহিরে তাঁহাদের নানাপ্রকার অযোগ্যতা-অসমর্থতা দেখা গেলেও হৃদয় সর্ব্বক্ষণ কৃপালাভাশায় ভরপুর। ইঁহারাই প্রকৃত বলবান্। এইরূপ বলবানের অনুসরণ সদা করাই কর্ত্তব্য। তাঁহাদের কায়িক দৌর্ব্বল্য থাকিলেও হৃদয়-দৌর্ব্বল্য নাই। জাগতিক নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্নে তাঁহাদের আশা কমে না। বাধা পাইয়া তাঁহারা আরও অধিকতর দৃঢ়তা ও ব্যগ্র-ব্যাকুলতার সহিত ভজন আশ্রয় করিয়া থাকেন - সদা সদা অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ গুরুগৌরাঙ্গের কৃপা প্রার্থনা করেন, তাঁহারাই নিরত আশার আলোক দেখিতে পান। 'তাঁহারা কৃপা নাও করিতে পারেন'—এরূপ চিন্তাধারা সরল নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থীর হৃদয়ে স্থান পায় না। কৃপাময় যিনি—কৃপা করিবার জন্যই যিনি এজগতে আসিলেন, তিনি কৃপা করেন না, কৃপাপ্রার্থীকে উপেক্ষা করেন বঞ্চনা করেন, ইহা হইতে পারে না। বঞ্চনা করা বা কৃপা না করা তাঁহার স্বভাবেই নাই। অকৃপা বা বঞ্চনারূপ ভয়ঃ কৃপাময়কে স্পর্শ করিতে পারে না। কেবল আমরাই তাঁহার প্রতি সন্দেহ পোষণ করিয়া বঞ্চিত ও উপেক্ষিত হই। আমরা তাঁহাকে না ছাড়িলে একদিন না একদিন তাঁহার কৃপা নিশ্চয়ই হইবে। তিনি নিজে নানাবিধ বিপদ্জালের মধ্যে অবস্থান করিয়াও আমাদিগকে কৃষ্ণের দিকে লইয়া যাইতে প্রস্তুত, সেই বিপদ্জালের প্রভাবে ছাড়িলেই আমরা আশাহীন হইয়া পড়ি। যতক্ষণ আমরা তাঁহাকে ছাড়ি না—যতক্ষণ তাঁহাকে নিজ নিত্যপ্রভু বলিয়া বরণ করিয়া থাকি, ততক্ষণ আমাদের হৃদয়ে হতাশা আসে না, আমরা আশার আলোক পাই।

দীন, পতিত আমাদের প্রতি পতিতপাবন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা নিশ্চয়ই হইবে—এইরূপ আশা-ভরসা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। 'কৃপা নিশ্চয়ই পাইব'—শ্রীগুরুপাদপদ্মে এইরূপ আশাই বড়। আশাহীন জীবন যাপন করিয়া কোন দিন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছান যায় না। বস্তুপ্রাপ্তির পূর্ব্বে আশা পাওয়া যায়। সুতরাং যেখানে আশাই নাই, সেখানে বস্তুপ্রাপ্তি কি করিয়া হইবে? তাই যদি আমরা সর্ব্বক্ষণ কৃপালাভের আশাবদ্ধ হৃদয়ে লইয়া অনুক্ষণ আবেদন-নিবেদন, দুঃখদৈন্যজ্ঞাপন করিতে করিতে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টাশীল হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বস্তুলোক দেখিতে পাইব। অযোগ্য পাত্রের প্রতি তাঁহাদের কৃপা বেশী হয়, যদি নিজেকে অযোগ্যজ্ঞানে দীনতার সহিত কাতরভাবে আর্ত্তি-আবেদন জ্ঞাপন ও দৃঢ়তার সহিত তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিত্য সংলগ্ন থাকা যায়। কিন্তু হতভাগ্য আমরা দুর্দ্দৈববশতঃ অনেক সময় হতাশ হইয়া পড়ি, আশার আলোক দেখিতে পাই না—মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে, তখন আর কিছুই করিতে ভাল লাগে না; এমন কি, সেবা-পরিত্যাগের দুর্ব্বুদ্ধি পর্য্যন্ত হৃদয়ে উদিত হয়। কিন্তু তখনও যদি আমরা অন্য উপায় না দেখিয়া অত্যন্ত কাতরভাবে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শরণাগত হই—ব্যাকুল চিত্তে চোখের জলে প্রাণের ভাষায় তাঁহাদের শ্রীচরণে করুণার প্রার্থী হই, তখন তাঁহাদের অহৈতুকী করুণার প্রভাবে আশার আলোক দেখিতে পাওয়া যায়—মনের চাঞ্চল্য কমিয়া গিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় প্রেরণা ও কৃপালাভের ভরসা পাওয়া যায়। হৃদয়ে আশা না থাকিলেও যদি আমরা অনুক্ষণ অতীব দুঃখের সহিত প্রভুপাদপদ্মে হৃদয়ের সমস্ত বেদনা জানাইয়া অকপটে কৃপা ভিখারী হই, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় সহসাই বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায় আশার আলোক দেখা দেয়। কিরূপে তাঁহাদের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে হয়, কিরূপ প্রার্থনা প্রভুপাদপদ্মে পৌঁছায়, তাহা করুণাময় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তম তাঁহাদের কৃত ভক্তিগীতি-গ্রন্থসমূহে শিক্ষা দিয়াছেন।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি কৃপা পাইবেনই, যদি তাঁহাকে কেহ না ছাড়েন। তিনি কৃপা করিবেন না, এইরূপ দুশ্চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন,—এইরূপ বলবতী চিন্তার দ্বারা হৃদয়কে সর্ব্বক্ষণ ভরপুর রাখাই কর্ত্তব্য। অনর্থের প্রাবল্য-বশতঃ ফললাভে দেরী হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে হতাশ না হইয়া যাহাতে সেই সুদিন অতিশীঘ্র লাভ হয়, তজ্জন্য যত্নশীল হওয়াই কৃপাকাঙ্ক্ষী সাধকের একমাত্র নিত্য কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের নানাপ্রকার সেবাহীনতারূপ দুরবস্থাতেও কিরূপ আশা প্রয়োজন, তাহাই বলিতেছেন।

প্রভু হে! তুয়া পদে এ মিনতি মোর।
তুয়া পদপল্লব, ত্যজত মরু-মন,
বিষম বিষয়ে ভোল ভোর ॥
উঠয়িতে তাকত, পুন নাহি মিলই,
অনুদিন করহুঁ হুতাশ।
দীনজননাথ, তুহুঁ কহায়সি,
তোমারি চরণ মম আশ ॥

* * * *

ভরসা আমার, এই মাত্র, নাথ,
তুমি ত' করুণাময়।
তব দয়াপাত্র, নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয় ॥
আমারে তারিতে, কাহারো শকতি,
অবনী ভিতরে নাহি।
দয়াল ঠাকুর, ঘোষণা তোমার,
অধম পামরে ত্রাহি ॥

* * * *

বিচারিতে আবহি, গুণ নাহি পাওবি,
কৃপা কর ছোড়ত বিচার।
তব পদপঙ্কজ, সিধু পিবাওত,
ভকতিবিনোদে কর পার ॥

পরীক্ষা কিসের জন্য ?

——::(•)::——

যেখানে শিক্ষার কথা, সেইখানেই পরীক্ষা। আমরা কোন্ বিষয়ে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি, তাহা জানিবার জন্যই পরীক্ষার ব্যবস্থা। সেইজন্য উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকেন। পরীক্ষার নাম শুনিয়া পলাইয়া যান না বা ভীত হন না। শিক্ষার্থিমহলেও এই পরীক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমরা সেবাশিক্ষার্থী হইয়া সাধু-গুরুর শ্রীপাদপদ্মে আগমন করিয়া থাকি। তাই আমাদিগকে নানাভাবে পরীক্ষাদি দিতে হয়। এই পরীক্ষা ব্যাপারটী খারাপ নয়। ইহা উন্নতিলাভের সোপান বা প্রাগবস্থা। সেইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সেবোৎসাহের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সফলকাম হন। এই পরীক্ষায় যত ভয়, যত চিন্তা অমনঃপ্রাণ ব্যক্তিগণের—অমনস্ক ফাঁকিবাজগণের। শিক্ষকের নিকট মনোযোগসহকারে শ্রবণকারী ব্যক্তির ভয়ের বালাই নাই। অবহেলাপর যত্নহীন আমার অবস্থা বিদ্যালয়ের খারাপ ছাত্রের মত হইয়াছে। তাই আমি ভক্তিপথে উন্নতি করিতে পারিতেছি না। পরীক্ষায় পাশ করিতে হইলে যেরূপ শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা, শিক্ষকের আজ্ঞা পালন ও তদুপদেশ-অনুসারে পাঠে মনোনিবেশ করা বিশেষ প্রয়োজন, ভক্তিপথে উন্নতি করিতে—মায়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলেও সেইরূপ সাধুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। তাহা হইলে অনায়াসে মায়ার যে কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ভক্তিপথের আলোক দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। সুতরাং এ জগতে থাকাকালে আমাদিগকে নিত্য নূতন পরীক্ষা দিতেই হইবে। এই পরীক্ষার প্রয়োজন যথাযথরূপে জানেন একমাত্র ভগবদ্ভক্তগণ। সুতরাং সেবাশিক্ষার্থী আমাদের পক্ষে তাঁহাদের সঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গ বহুমানের স্থান। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হওয়ার সহায়। এই গুণগুলি না থাকিলে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সেবা করা সম্ভবপর হয় না। এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥'

জাগতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষ লাভ করিতে হইলেও আমাদিগকে কত কি পরীক্ষা দিতে হয়। জীবের চরম প্রাপ্য বস্তু—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম। ইহা অপেক্ষা বড় জিনিষ এজগতে বা পরজগতে নাই। সুতরাং ভগবচ্চরণ লাভ করিবার বাসনা হৃদয়ে জাগিলে যে নানাভাবে পরীক্ষা দিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীকৃষ্ণ বড় চতুর। নিষ্কপট কৃষ্ণসেবাপ্রার্থী ব্যতীত অপর কাহাকেও তিনি শ্রীচরণসেবা প্রদান করেন না। অপরকে তিনি ভুক্তি-মুক্তি দিয়াই বঞ্চনা করেন। যখন ভগবৎ চরণ-সেবা আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয় হয়, তখন সময় সময় দৈহিক ও মানসিক বিতাপ, আবার কখনও বা নানাপ্রকার প্রলোভন আসিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করে। আমরা ভগবানের সেবক, আর জগতের সবই ভগবানের সেবার উপকরণ; সুতরাং সুখে-দুঃখে বিচলিত না হইয়া নিজে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করা এবং সকল বস্তু বা ব্যক্তিকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। এই বিচার যাঁহারা দৃঢ়ভাবে বরণ করিয়াছেন, তাঁহারা সেবা-দুঃখ আবর্জ্জনাদিকে আনিয়া তাহাকে পরম সুখ বলিয়া মনে করেন এবং সুখদুঃখাদি সকলই ভগবানের কৃপা জানিয়া আনন্দিত-চিত্তে উৎসাহের সহিত সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবায় করেন,—ভগবৎসেবার কোন বস্তু নিকটে আসিলে সাদরে তাহাকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীগুরুদেব সকল বিষয়কে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে দক্ষ। তাঁহার আদর্শে যাঁহারা

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

সৌভাগ্য হইলেই 'কখনও ভোগের কখনও ত্যাগের ছলনায় মন নাচে',—এই বিপদে আর পড়িতে হয় না।

সেবায় যে পরীক্ষা দেখা যায়, তাহা অন্য কিছুই নয়—আমরা কপটতা করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতেছি, না সত্য সত্যই অন্তর হইতে ডাকিতেছি, ইহা দেখিবার জন্যই শ্রীভগবানের মায়া বহু আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা যদি বাস্তবিকই ভগবান্‌কে চাই, তাহা হইলে আমরা যাহা চাই না, এইরূপ কোন জিনিষ পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদের নিকট যতই আসুক না কেন, তাহাতে আমাদের কি করিতে পারিবে?

ভগবান্ পরম দয়াল। তিনি কি কাহারও ক্ষতি করিবার জন্য কাহাকেও পরীক্ষা করেন? পরীক্ষা ত' ক্ষতির জন্য নয়, কষ্ট দিবার জন্য নয়। ইহা ত' উন্নতির পথে লইবার জন্য অসীম কৃপা। একথা আমরা প্রথমমুখে বুঝিতে পারি না, তাই ভয় হয়। কিন্তু অনুগত ভক্ত ছাত্রের নিকট ইহা পরমানন্দময়। তাই বলিতেছি—যখন আমরা সাহায্য হইয়া না নিজের অসুবিধাটী নিজে ধরিতে পারি না, অপরাধযুক্ত থাকাকালে নিজেকে অপরাধযুক্ত মনে করি, সেই দুঃসময়েই ভগবান্ করুণা করিয়া পরীক্ষার ছলে আমাদের দুর্বলতাটি দেখাইয়া দয়া আমাদিগকে সাবধান করেন মাত্র। করুণাময়ের করুণার কথা কি কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে? অহৈতুক-ভাবে কৃপা করাই তাঁহার কাজ।

কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবদ্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করেন পার॥

যাঁরা যে আমাদের পরীক্ষা করেন এবং সাধুগুরু আশ্রয়েই যে এই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়,—একথা আমাদের পূর্বগুরু শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের লীলাভিনয়ের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং যে কোন পরীক্ষার দিনে ঠাকুরের বাণীই আমাদের একমাত্র আদর্শ হউক।

খণ্ড খণ্ড হই, যদি যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

আমরা পতিত জীব, আমাদের কোন যোগ্যতা নাই। পরম দয়াল ভক্তশিক্ষক গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের একমাত্র সহায়, সম্বল ও ভরসা। আমরা যেন শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের চরণ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি এবং নিরন্তর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণসেবা করিতে পারি,—ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(০)::——

নিজের আচরিত কার্য্যকলাপে প্রকৃত পারমার্থিকজীবনের অভিব্যক্তির অনুসন্ধান না করিলে তাদৃশ কার্য্যকলাপগুলির পরিণামে বস্তুতঃ পারমার্থিক জড়তা আহূত হয় মাত্র। পরমার্থসাধনে নিজে দৈহিক ও মানসিক চেষ্টায় চেতনতার সন্ধান প্রতীত না হইলে তদ্দ্বারা প্রকৃত পরমার্থসাধনে তাচ্ছিল্য প্রদর্শিত হইয়া যায়। পারমার্থিক জীবনের সুযোগ গ্রহণ করিয়াও নিজের কর্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির মূল অধিকার অবিচলিত রাখিব—ইত্যাকার ইচ্ছা কখনও প্রকৃত সততাও রক্ষা করিতে পারে না,—তখন ক্রমশঃ দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তির অভ্যুদয়ে স্বীয় পারমার্থিক আত্মচাতুরীর শূন্যতা অপসারিত হইতে থাকে। কেহ পারমার্থিক চেষ্টার উচ্চাধিকার লাভাকাঙ্ক্ষায় ঔদাসীন্য পোষণ করিয়াও স্বীয় পারমার্থিক অধিকার রক্ষা করিতে পারে—এতাদৃশ বিচার কপটতা মাত্র; আমি জানিয়া বা না জানিয়া সঙ্গভাবে বা বিরুদ্ধভাবে যে কার্য্য করিয়া যাইতেছি, তাহার ফল যখন মূলতঃ ভগবান্‌ই পাইতেছেন, তখন আমার পারমার্থিক অধিকার ত' বাড়িয়াই চলিয়াছে—ইত্যাকার বিচারও প্রকৃত নিষ্কপটতার অভাবজ্ঞাপক। নিজ আচরণে পারমার্থিক প্রাণময়তার প্রকাশই ত' আমার পারমার্থিক অধিকার-জ্ঞাপক। তাহাতেও উদাসীনতা রক্ষা করিয়াও পারমার্থিক জীবন সমৃদ্ধ হইতেছে, কি প্রকারে বলা চলে? নিজের দৈহিক ও মানসিক উদ্যমের ফলগুলি ভগবান্‌কে দিব, কিন্তু চেতনকে বঞ্চিত রাখিব—ইত্যাকার চেষ্টা কখনই প্রকৃত ভগবৎসেবাপ্রাণতার ফল নহে। ভক্তির আচরণ অত্যন্ত উচ্চপর্ব বলিয়া তদাচরণে উচ্চাধিকার-লাভের আন্তরিকতা না থাকিলে কখনই নিষ্কপটতা রক্ষিত হইতে পারে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত নিজের সংযোগ-সূত্র হইতে পারমার্থিক জীবনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। আমার যে আচরণে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সহিত তাদৃশ সংযোগসূত্র পরিপুষ্ট না হয়, সুতরাং তাদৃশ আচরণ স্বতঃই পরমার্থবিরোধ বলিয়া গণ্য। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সহিত নিজের একমাত্র পারমার্থিক সংযোগ-বন্ধনের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে প্রকৃত পরমার্থ-অধিকারে উন্নতি হইতেছে, বলা চলে এবং তাদৃশ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পরিত্যক্ত হইয়া কোন আচরণই সফলতা বলিয়া স্বীকৃত হয় না। আমার সকল কার্য্যেই অপরিচ্ছিন্ন-রূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আন্তর ঘনিষ্ঠতা অনুসন্ধেয়। আমার যে কার্য্যে প্রকৃত তাদৃশ তত্ত্বজন অনুসন্ধান সম্ভব নয়, তাহা যে অত্যন্ত পরমার্থবিরোধ এবং তাদৃশ আচরণও কোনপ্রকারে পারমার্থিক রাখিয়া গণনা করা যে অতিশয় কপটতা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমার কৃত সকল অনুষ্ঠানের ফলানুসন্ধান তখনই বিদূরিত হয়, যখন সেইসকল অনুষ্ঠানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত প্রকৃতই আন্তর ঘনিষ্ঠতার অনুসন্ধান চলিতে থাকে। কোন অনুষ্ঠানের অপর ফলানুসন্ধান কখন নিবৃত্ত হয়? যখন সেই অনুষ্ঠান নিজেই নিজে অহৈতুকভাবে সুখাবহ বলিয়া অনুভূত হয়। ইহা একমাত্র শুদ্ধভক্তিতে সম্ভব—এবং সেই শুদ্ধভক্তির প্রারম্ভিকতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত নিজের পারমার্থিক আন্তর ঘনিষ্ঠতার আবাহন। সাধনক্লেশ বা সাধনশ্রম অস্বীকার্য্য নহে, কিন্তু তদ্দ্বারা নিজের পারমার্থিক উন্নতির বাধা হওয়া সম্ভব নয়। নিজের পারমার্থিক সুখদ অবস্থার প্রতি অবজ্ঞাদ্বারা নিজের পরমার্থ জীবনে যে জড়তা অবলম্বিত হয়, তাহা কখনই সমর্থনীয় নহে। প্রকৃত পারমার্থিক উন্নতি আদর্শও উল্লাসের পর্য্যায়ে নিহিত।

আমার সমূহ কার্য্যকলাপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আন্তর পারমার্থিক ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ অনুসন্ধেয় হইলে আমার ভক্তি-আচরণের অন্তরায় যাবতীয় প্রতিবন্ধক শুভ বা অশুভ ফলকামনা নিরস্ত হইতে বাধ্য এবং তৎফলে আমার জাগতিক ধর্মের সাপেক্ষিকতায় যে পারমার্থিকতা আচরিত হইতেছে, তাহাও বিশুদ্ধি লাভ করিতে যোগ্য হয়। আমার জাগতিক বদ্ধ অবস্থার অপেক্ষাযুক্ত তাটস্থ্য-গত পরমার্থ-আচরণে যে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, তাহা একমাত্র আমার তাদৃশ স্বরূপসম্বন্ধগত অভিলাষ ও চেষ্টাদ্বারা বিদূরিত হয়—নিজের জড় বদ্ধাবস্থা ও তদভিমান-জাত জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভুক্তিমুক্তির চেষ্টা নিবারিত হয়।

আমার যে আচরণে তাদৃশ ফল অনুসন্ধান না করা হইতেছে, তাহা কর্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা অর্থাৎ জাগতিক অভিমানের সাপেক্ষতায় কৃত ভক্ত্যাচরণ হইলেও তদ্দ্বারা প্রকৃত পরমার্থজীবনের অবমাননা করা হইতেছে। পরমার্থজীবনে ইহাই জ্ঞাতব্য যে, আমাকে আমার স্বরূপগত সম্বন্ধজ্ঞানে উজ্জীবিত হইতে হইবে এবং সেই সম্বন্ধসূত্রের অতি প্রারম্ভিক সূচনা হইতে সর্বশেষ অবস্থায় ব্যবস্থা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকটিত। শ্রীগুরুপাদপদ্মের তাদৃশ করুণাপ্রদানের সুযোগ গ্রহণে শৈথিল্য-দ্বারা শিষ্যব্রুব অনুষ্ঠানমাত্রে সমাপ্তি লাভ করে।

আমার সমূহ কার্য্যেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-হস্তক্ষেপের বৈজ্ঞানিক অনুভূতিদ্বারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সহিত নিজের পারমার্থিক ঘনিষ্ঠতা সম্ভব হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের তাদৃশ কারুণ্য-মূর্ত্তি দর্শনের সৌভাগ্য না হইলে শিষ্যত্ব মৌখিকতা মাত্র। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিভুত্ব স্বীকার না করিয়া মৌখিকভাবে 'গুরু' বলা বিড়ম্বনা এবং তাহাতে শিষ্যত্ব প্রকৃতই ছলনামাত্র। প্রকৃত শিষ্যের ত' অনাস্থার কোন অবকাশ নাই। আত্মম্ভরিকগণই করুণা ক'রা অসত্যকে সত্য এবং সত্যকে অসত্যরূপে মানিয়া লইয়া অহর্নিশ নানা নামাকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সান্ত্বনা দেয়। আত্মম্ভরিকতা তিরোহিত হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কারুণ্য-মূর্ত্তি বিভুত্ব ও নিজের উপর প্রভূত তৎকরুণা-উজ্জীবিত সত্তা দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয়। শিষ্য আমার উপর তাঁহার তাদৃশ করুণার অভাব নাই। আমি আত্মম্ভরিকতায় তাঁহার করুণার অভাব কল্পনা করিয়া নিজেকে অনাথ রাখিব—ইহা শিষ্যত্ব পরিহার করিয়া চলিবার বিচারমাত্র। হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও আত্মম্ভরিকতা বা অভিনয় থাকিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আন্তর ঘনিষ্ঠতা আদৌ সম্ভব নয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত শিষ্যের ঘনিষ্ঠতা-বর্দ্ধনে কোন কিছুই আদৌ বাধা দিতে পারে না—যদি সেই ব্যক্তি মতলব করিয়া নিজে নিজেকে অনাথ না রাখে। জড় দেশ, কাল, পাত্র আমার তাদৃশ সৌভাগ্যে বাধা দিতে পারে ইত্যাকার বিচার মূঢ় বা অমূঢ় কপটীর। একমাত্র আমার মতলব-আঁটা যোগ্যতাই আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আন্তর ঘনিষ্ঠতা হইতে বঞ্চিত করে। যাহারা মূল জড়তায় নিজদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারে, তাহাদের প্রতিও শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপরবশ হইয়া আত্ম বিচারগ্রহণে সুযোগ প্রদান করেন মাত্র। প্রকৃত শিষ্য কোনও পারি-পার্শ্বিক ঘটনা বা অবস্থা বিপর্য্যয়ে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সহিত পারমার্থিক ঘনিষ্ঠতাবর্দ্ধনে অসমর্থ হন না। অশিষ্যগণই বৃথা সমস্যা-জালে স্ব-পরবঞ্চনায় রত থাকে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অকপট সেবকগণের কৃপাসাহায্য গ্রহণদ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত নিজের ঈপ্সিত পারমার্থিক ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত তাদৃশ ঘনিষ্ঠতার অনুসন্ধান-রহিত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিবার ছলনা করিলে তাঁহাদের শ্রীগুরুসেবকত্বের প্রতি অত্যন্ত অমর্য্যাদা করা হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি পারমার্থিক ঘনিষ্ঠতা অনুসন্ধেয় না হইলে শ্রীগুরুসেবকগণের সহিত প্রকৃতই আলাপ করিবার অকপট ইচ্ছা অসম্ভব। শ্রীগুরুসেবক-গণের কৃপাসহায়তা গ্রহণে নিষ্কপট হইয়া নিজের মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত নিষ্কপট পারমার্থিক ঘনিষ্ঠতা অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আন্তর পারমার্থিক ঘনিষ্ঠতার অন্বেষণ করিতে করিতে নিজ আচরণসমূহকে প্রাণবন্ত করিবার চেষ্টা-দ্বারা নিজের প্রকৃত পারমার্থিক জীবন আরম্ভ না করিয়া যথা-অবস্থায় জড় হইয়া থাকিলে নিজের পরমার্থজীবনকে স্বেচ্ছায় অস্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আন্তরিক সংযোগস্থাপনদ্বারা আমার আচরণ-গুলি প্রকৃতই প্রাণবন্ত হইতে পারে। তদ্ব্যতীত আমার পারমার্থিক-জীবনের অভিব্যক্তির পথান্তরই নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণাকে নিজজীবনের পথপ্রদর্শক করিলে সকল সমস্যাই আমাদিগকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিবেই।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসখীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "ভক্তিলেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সমস্ত সাধকের প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৭ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৫ই জুন, ইং ১৯৪২, সোমবার ৭৮তম সংখ্যা

"শ্রীধামবাস নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কৃষ্ণবসতিস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ ত্রিবিক্রম, পর্ব্ব সর্ব্বণ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:০:)::——

নিরন্তর শ্রীধামেই বাস করিতে হইবে। যেখানে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয়, যাহা চিদ্বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের বিলাসক্ষেত্র, তাহাই শ্রীধাম বা মঠ। শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীধাম। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিতে বাসই শ্রীধামবাস। যেখানে ভোগবুদ্ধি, সেখানে ধামবাস নাই। ভজনে বাসই—কৃষ্ণের সুখের জন্য বাসই শ্রীধামবাস। শ্রীধাম সেব্যবস্তু, সম্রাট্‌, বস্তু, স্বতন্ত্র বা বিভুবস্তু, ভগবদভিন্ন ও সর্ব্বব্যাপী। শ্রীধাম ইচ্ছাময়: তিনি অনুগ্রহ-নিগ্রহ করিতে সমর্থ। তাঁহার কৃপাতে ভগবৎ-পাদপদ্ম দর্শন হয়। শ্রীধামের দ্রষ্টা না সাজিয়া শ্রীধামের দৃশ্য হইতে হইবে। শ্রীধামসেবকই শ্রীধামবাসী। ভোগবুদ্ধি লইয়া শ্রীধামবাসের অভিনয় দাঁবাগ্নির মধ্যে বাস হয় না। সেবোন্মুখ না হইলে শ্রীধামে বাস হয় না। সেবাবিমুখ প্রাকৃত বিষয়ী কি সেবাভূমিকা শ্রীধামে বাস করিতে পারে? তাহার শ্রীধামবাসের অভিনয় রাবণের মায়াসীতা-দর্শনের ন্যায়। সেই পাপমলিন চিত্তে শ্রীধামের অনুভূতি নাই, শ্রীধামে সেব্যবুদ্ধি নাই। তাহার আধ্যক্ষিক চোখে শ্রীধাম প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতিভাত হয়। শ্রীধামের কৃপা হইলে স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়—স্থূলপাতিমান বা সূক্ষ্মাভিমান অপসারিত হয়, কাঙ্গাল হওয়া যায়। শ্রীধামের প্রতি অণুপরমাণু ভগবানের সেবক, অতএব আমাদের সেব্য ও গুরু। শ্রীধামের প্রত্যেকটী ধূলিকণাই আমাদিগকে বাস্তব-বস্তুর সন্ধান দিতে পারেন। তাঁহাদের কৃপা হইলেই আমরা শ্রীধামে বাস করিতে পারিব। যেখানে শ্রীধামবাসী গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য নাই, সেখানে শ্রীধামে সেব্যদর্শন বা অপ্রাকৃতবুদ্ধি নিশ্চয়ই নাই; সেখানে শ্রীধামের প্রতি বিশ্বাসও নাই। সুতরাং যদি আমরা ভোগ-সুখে মত্ত না হইয়া শ্রীধামে বাস করি, শ্রীধামের নিকট আত্মসমর্পণ করি, নিজেকে শ্রীধামের নগণ্য সেবক জানিয়া ভজনাভিমানে শ্রীধামে বাস করিয়া নিরন্তর মহামন্ত্র-কীর্ত্তনমুখে ভগবান্‌কে ডাকি —হরিভজন করি—গুরুবৈষ্ণবের সেবা করি, তাহা হইলে অচিরেই শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরধামের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। শ্রীধামবাসিগণ যদি শ্রীধামের অনুগত হইয়া শ্রীধামের কৃপাব্যতীত অন্য কাহারও কিছু প্রার্থনা না করেন, শ্রীধামের কৃপাকেই একমাত্র প্রয়োজন মনে করিয়া ভৎকৃপা বা সেবা প্রার্থনা করেন, শ্রীধামের কৃপাকেই একমাত্র প্রয়োজন মনে করিয়া তৎকৃপা বা সেবা-প্রার্থনা ব্যতীত অন্য প্রার্থনাকে ভক্তির প্রতিকূল বলিয়া জানেন, সত্ত্বের সঙ্গ ও সত্ত্বের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীধামে বাস করা যায় না—ইহা অনুভব করেন, অন্য কোন জিনিষ গ্রহণ না করিয়া প্রসাদোপকরণের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং আদর্শ জীবনযাপন করিয়া গৌর ও গৌরভক্তের সেবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন, নিরন্তর ভূলোকে ভগবৎস্বরূপ বিধানকেই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবন ক্রমশঃ ভক্তি অনুকূল-চেষ্টাবিশিষ্ট হইবে এবং তাঁহারা ক্রমশঃ শ্রীধামের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন।

———

শ্রীধামের সেবাই করিতে হইবে। শ্রীধামের সেবার জন্য আবশ্যক হইলে অন্যত্র যাইতে হইবে। অকিঞ্চন হইয়া কৃপাদাতাগণের শ্রীধামের পথে গড়াগড়ি দিতে হইবে। ভক্তগণ শ্রীধাম ছাড়া অন্যত্র থাকেন না। তাঁহারা যে স্থানে থাকেন, তাহাই শ্রীধাম; কারণ তাঁহাদের হৃদয় কৃষ্ণবসতিস্থান—শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-ক্ষেত্র। তাঁহারা সকল স্থানকেই শ্রীধাম বা শ্রীপাট বলিয়া জানেন। তাঁহারা ভূলোকে গোলোক দর্শন করেন। তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ-দর্শন ব্যতীত অধিক খণ্ডদর্শন নাই। তাঁহাদের ভক্ত মন সাক্ষাৎ বৃন্দাবন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীধামের প্রভা, কিরণ, প্রতিফলন—শ্রীধামই। মহাবিষ্ণুর অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—প্রত্যেক জীব-হৃদয়, প্রত্যেক পরমাণু; সুতরাং সকলই শ্রীধাম। সেই অপ্রাকৃত শ্রীধামের কেন্দ্রস্থল—শ্রীমায়াপুর।"

———

হয় গৌড়বাস, না হয় ব্রজবাস, না হয় পুরুষোত্তমবাস—এই তিন ধামের যে কোন স্থানে বাস করিতে হইবে। মাধুর্য্য সকল জীবের প্রতি গৌরধামের অপার করুণা। শ্রীধাম নিত্যানন্দ কৃপাবতার। অকপটে শ্রীগৌরধাম আশ্রয় করিলে গৌরকৃপা অবশ্যই হইবে। সেই জন্যই নিত্যানন্দ এক্ষণাসী, শ্রীধামবাসী পরমারাধ্যতম পতিত-পাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রকেই বৎসরে অন্ততঃ একবার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

———

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামও সকলেরই আদরণীয় ও পরমপূজ্য স্থান। শুধু ভক্ত কেন, এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী—সকলেই সম্মান করিয়া থাকেন। অতএব বেদবাদের তৃপ্তির জন্য এখানে আসেন এবং তদনুরূপ তাঁহাকে আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্যাভিলাষ-শূন্য কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণে অনাবৃত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের নিকট শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র নিত্য সেবনীয় শুদ্ধচৈতন্য বা প্রপঞ্চে প্রকাশিত শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র—শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র। শাস্ত্র বলেন,—

সর্ব্বেষাং চৈব ক্ষেত্রাণাং রাজা
শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বেষাং চৈব দেবানাং রাজা
শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নিখিল দেবগণের একচ্ছত্র সম্রাট্‌, তাঁহার ধাম পুরুষোত্তম তদ্রূপ তাঁহারই ঐশ্বর্য্যলীলাস্থান শ্রীক্ষেত্র। সকল তীর্থের রাজা বলিয়া সেই স্থানের নাম পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। সমস্ত ক্ষেত্র বা তীর্থস্থানের মধ্যে এই ক্ষেত্র 'শ্রী' বা নিরতিশয় অপ্রাকৃত শোভাযুক্ত বলিয়া এই স্থানকে লক্ষ্মীক্ষেত্র বা শ্রীক্ষেত্র বলে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

এই পুরুষোত্তম-ধামে শচীর অঙ্গীকৃত গৌরধন শ্রীচৈতন্য প্রভুপাদ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এখানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর অবস্থানপূর্ব্বক অসংখ্য লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র শ্রীগৌড়ীয়গণেরও পরমপূজ্য স্থান। ইহা স্বয়ং কৃষ্ণের স্বেচ্ছাবিলাসক্ষেত্র। ইহা জগন্নাথ, বিপ্রলম্ভরসোদ্দীপক কৃষ্ণান্বেষণকারীর ভজনস্থান। এখানে নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস হরিনাম প্রচার করিয়াছেন। আচার্য্যগণ প্রায় সকলেই এখানে শুভাগমন করিয়াছেন। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গৌড়ীয়ের ঈশ্বর শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু শ্রীরঘুনাথের কণ্ঠে গৌরগুণামৃত রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথানুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর কৃপায় আজ সমগ্র জগৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পান করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীধাম, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীযমুনা প্রভৃতি বড় দয়াময়। তাঁহাদের প্রাকট্যের কোন ইতিহাস নাই, তাঁহারা কৃষ্ণেচ্ছায় প্রকটিত হন—অবতীর্ণ হন। তাঁহারা স্বপ্ন ও বাক্যাদির প্রাকট্যে অবস্থানপূর্ব্বক সাধকগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। তাঁহারা চেতন, কৃপাময়। অকপটে কৃপাভিক্ষা করিলে তাঁহারা কৃপা করিবেনই—ইহাই মাদৃশ পতিত জীবের একমাত্র ভরসা। তবে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে—শ্রীধামভোগ শ্রীধামসেবা নহে। শ্রী পুরুষার্থ পালনের সুবিধার জন্য অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্য লইয়া শ্রীধামবাসের অভিনয় শ্রীধামবাস নহে, ইহা ধামাপরাধ। শ্রীধামকে নিজ ভোগ্য-সম্পত্তিজ্ঞান থাকিলে শ্রীধামবাস হইবে না। শ্রীধামের একমাত্র মালিক—ধামেশ্বর শ্রীগৌরহরি। শ্রীধামের প্রতি অণু-পরমাণু, প্রতি বৃক্ষ-লতা, প্রত্যেক আলয় গৌর ও গৌরভক্তের সেবার জন্য। শ্রীধাম সেবার স্থল—শুদ্ধ-বৈষ্ণবভগবানের সুখবিধানের স্থান। ইহা ভোগের স্থান বা আমাদের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছাপূর্ত্তির স্থান নহে। শ্রীনামগ্রহণ করিতে গেলেই নামাপরাধ হয় বলিয়া শ্রীনামের আশ্রয়গ্রহণ না করা যেরূপ আত্মবঞ্চনা, তদ্রূপ শ্রীধামে বাস করিলে ধামাপরাধ হইবে মনে করিয়া শ্রীধামের আশ্রয় পরিত্যাগ করাও আত্মবিনাশক। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—স্বশরীরে শ্রীধামবাস করিতে না পারিলে মানসে অর্থাৎ শ্রীধামের স্মৃতিতে সর্ব্বদা বাস করিবেন। এই শ্রীধামবাসের মাহাত্ম্য সকল শাস্ত্রই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীধামে যাহাতে আমাদের অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় হয়, তজ্জন্য আমরা যদি শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর নিকট সকাতর কৃপা প্রার্থনা করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

ভাল খাওয়া ও ভাল পরা

——::(০)::——

শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইয়া হরিভজনেচ্ছু বদ্ধজীবের শিক্ষার জন্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হরিভজনকারীর কর্ত্তব্য-বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে,
গ্রাম্যকথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানি-মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥"

গ্রাম্যকথা বলা ও শুনা, ভাল খাওয়া ও ভাল পরা ভক্তির প্রতিকূল, সুতরাং পরিত্যাজ্য এবং অমানি-মানদ হইয়া শ্রীকৃষ্ণনামগ্রহণ ও মানসে ব্রজবাস করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণসেবা করাই কর্ত্তব্য।

গ্রাম্যকথা বলা বা গ্রাম্যকথা শোনা হরিভজনেচ্ছুগণের পক্ষে নিষেধ। যে-সমস্ত কথার সহিত হরিভজনের কোন সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ যে-সকল কথা ভগবান্, ভক্ত ও সেবা-সম্বন্ধীয় নহে, তাহাই গ্রাম্যকথা। উহা হরিভজনেচ্ছু সাধকের আদৌ শ্রবণীয় নহে। উহা শ্রবণ করিলে ও আলোচনা করিতে গেলে ভক্তিপথের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বাজে কথা বলাটা অত্যন্ত খারাপ। ইতর-কথা বলিতে গেলে বা শ্রবণ করিলে নানা-প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য আসে। চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলে কৃষ্ণের স্মরণ হয় না। তাই ধীর ভজনকারী সাধকের পক্ষে গ্রাম্যবার্ত্তা বলা ও শোনা একেবারেই নিষেধ।

গৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুও তাঁহার 'প্রেমবিবর্ত্ত'-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

বৈরাগী, ভাই, গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে।
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে, যবে মিলিবে আনে॥
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে।

বাজে কথা বলাটা বাক্যবেগের অন্তর্গত। বাক্যবেগ ভজনের প্রতিকূল। কৃষ্ণেতর কথাই বাক্যবেগ। প্রজল্পই কৃষ্ণেতর কথা, বাক্যবেগ বা গ্রাম্যকথা। প্রজল্প, কাল-হরণকারী অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা, বৃথা গল্প-গুজব, তর্ক-বিতর্ক, গ্রাম্যবার্ত্তাবহ পাঠ—সমস্তই গ্রাম্যকথার অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্য শ্রীউপদেশামৃতে সর্ব্বাগ্রে বাক্যবেগের কথা উক্ত হইয়াছে। ষড়্‌বেগের মধ্যে বাক্যবেগই মূল। বাক্য যাঁহার নিয়মিত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি প্রজল্পী নহেন, যাঁহার বাক্য ভগবান্‌কে কেন্দ্র করিয়া, তিনিই ষড়্‌বেগ জয় করিয়া ভগবানের সেবা করিতে পারেন। সর্ব্বাগ্রে বাক্য নিয়মিত হওয়া দরকার। প্রজল্পী না হইয়া ভগবন্নাম-মহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী হওয়াই প্রয়োজন। ভোগী জগতের গ্রাম্য-কোলাহলের মধ্যে থাকিলে শব্দরূপী বা নামরূপী কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার, সঙ্গ ও সেবা করা যায় না। প্রজল্পী—গ্রাম্যকথা-শ্রবণ ও কথনে রুচিপরায়ণ ব্যক্তি কৃষ্ণের বিরোধী। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা বলা ও শোনা দরকার, তবেই গ্রাম্যকথার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। ভগবানের সেবোপযোগী যে বাক্য-প্রবৃত্তি, তাহা বাক্যবেগ নহে। গ্রাম্যবার্ত্তা শুনিলে ও বলিলে ভাল খাওয়া ও ভাল পরার চেয়েও নিজের ও পরের অধিক ক্ষতি করা হয়। কৃষ্ণলীলাচিন্তা ও কীর্ত্তনই 'গ্রাম্যকথা বলা ও শোনা'-রূপ ভক্তিবাধা অপসারণের উপায়।

গ্রাম্যকথা বলা ও শোনা—প্রজল্প হইতে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। ইহা ক্রমশঃ শুদ্ধবৈষ্ণবের দোষদর্শন, সমালোচনা ও নিন্দাদিতে পর্য্যবসিত হয়। ইতরকথা বলা ও শোনা—দুই-ই ভজনবাধক। বৃথা গল্প, বিতর্ক, পরচর্চ্চা, বাদানুবাদ, বৃথা জল্পনা-কল্পনা, এক কথায় যে কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আলোচনা করিলে আমাদের চিত্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট ও অভিনিবিষ্ট না হয়, তাহাই গ্রাম্যকথা। গ্রাম্যকথা শুনিলে ও বলিলে চিত্ত বিষয়ভোগের প্রতি রুচিবিশিষ্ট হয়, হরিকথা আর ভাল লাগে না—নীরস, শুষ্ক মনে হয়।

জীবন অনিত্য ও সময়ের মূল্য না জানিলেই বাজে কথা বলার স্পৃহা হয়। ক্ষণভঙ্গুর জীবনের নিত্যতা নাই। কখন এ দেহ ছাড়িতে হইবে, তাহার ঠিক নাই। এই মুহূর্ত্তেই মরিয়া যাইতে পারি, সুতরাং একমুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করা উচিত নহে—এই নিষ্ঠা ও লক্ষ্য না থাকিলেই আমাদের ইতরকথায় বৃথা সময় নষ্ট হয়। বদ্ধজীব আমাদের গ্রাম্যকথা বলা ও শোনায় মাদকতা খুব বেশী। কারণ, তাহা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিদায়ক।

শ্রবণ-কীর্ত্তন হইলে তৎপ্রতি অভিনিবেশ আসে। গ্রাম্যকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনে গ্রামের প্রতি রুচি ও অভিনিবেশ আসে। তাই শ্রীউপদেশামৃতে সর্ব্বপ্রথমেই বাক্যবেগ দমন করিতে বলিয়াছেন অর্থাৎ ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 'শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় বলিয়াছেন,—

আন কথা, আন ব্যথা,
নাহি যেন যাই তথা,
তোমার চরণস্মৃতি মাঝে।
অবিরত অবিকল,
তুয়া গুণ কল কল,
গাই যেন সতের সমাজে॥

গ্রাম্যকথা বলা ও শোনার ন্যায় ভাল পরা ও ভাল খাওয়াটাও খারাপ। ভাল ভাল খাইব ও ভাল ভাল পরিব—ইহা ষড়্‌বেগের অন্যতম জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। জিহ্বাবেগই আবার উপস্থবেগের জনক। ভাল খাওয়া ও ভাল পরার প্রবৃত্তিই ক্রমশঃ যোষিৎসঙ্গে রুচি উৎপন্ন করে।

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ, কৃষ্ণ নাহি পায়॥

জিহ্বাবেগ হইতেই ভাল ভাল খাইবার প্রবৃত্তি হয়। ভগবানের ভোগ্য উত্তম সুস্বাদু দ্রব্যসমূহ নিজ জড় ভোগবাসনার উদ্দেশ্যে গ্রহণই জিহ্বাবেগ। ভাল ভাল খাইবার লোভ—জিহ্বাবেগ, আর বেশী খাইবার স্পৃহা উদরবেগ। জিহ্বাবেগ ও উদরবেগ ভজনের প্রবল অন্তরায়। ভাল খাওয়াতে নিজেরই বেশী ক্ষতি হয়, তাহাতে অপরের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ভাল পরাটা বেশী খারাপ। তাহাতে নিজের ও অপরের—উভয়েরই ক্ষতি করা হয়। ভাল পরা হয় নিজের মনের তুষ্টি ও অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। অপরের চক্ষুরিন্দ্রিয় ও মনকে কৃষ্ণসেবা হইতে চ্যুত করাইয়া নিজের প্রতি আকর্ষণই ভাল পরার উদ্দেশ্য।

ভাল খাওয়া ও ভাল পরার প্রবৃত্তি অত্যন্ত ভজনবিঘ্নকারক। সকলেই 'যুক্ত' হওয়া প্রয়োজন। ভালরও প্রয়োজন নাই ও বেশীরও প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণেচ্ছায় উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহা পাওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করাই ভক্তিসাধকের কর্ত্তব্য। ইহা না হইলে চলিবে না, এত না হইলে চলিবে না,—ইহা হরিভজনেচ্ছুর চিত্তবৃত্তি নহে। কৃষ্ণেচ্ছায় যে দিন যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকাই উচিত। অত্যাহার হরিভক্তির ক্ষতিকারক। অতি-ভোজী উপস্থবেগের দাস। জিহ্বাবেগ বৃদ্ধি হইলে নানাপ্রকার অসৎ-চেষ্টা ও অসৎসঙ্গ ঘটে। অতিভোজনের ফলে দেহে রোগের সঞ্চার হয়। দেহ অসুস্থ হইলে সাধকের সাধনাধ্যবসায়কালে বিঘ্ন উপস্থিত করে। ভাল ভাল খাইতে গেলে ভোগবিলাসিতা বাড়ে। ভোগ-বিলাসস্পৃহা বাড়িলে আর হরিভজনে মনঃসংযোগ করা যায় না। তাই সাধুশাস্ত্র সকলেই গ্রাম্যকথা বলা ও শোনা, ভাল খাওয়া ও ভাল পরা পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ ও একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তিথিপালনে জিহ্বাবেগ ও উদরবেগ দমিত হয়। একমাত্র শ্রীভগবৎপ্রসাদ-সেবনে এবং শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনেই জিহ্বাবেগের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, ঠাকুর মহাজন গাহিয়াছেন,—

কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণগুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই॥

নাম-ভজন

——:•:(•):•:——

১। শ্রীনাম-কীর্ত্তনই সুধর্ম্ম। শ্রীনামই সাধন, শ্রীনামই সাধ্য। এই নাম ও নামীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। এই নাম নামীরই ন্যায় পূর্ণচেতন ও সর্ব্বশক্তিমান্। অনেকের ধারণা নাম-সঙ্কীর্ত্তন উপায়মাত্র। কিন্তু এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। নির্ব্বিশেষবাদিগণেরই এইরূপ অপরাধময়ী যুক্তি। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণনামই একমাত্র উপাস্য বস্তু। শ্রীনাম সাধ্য ও সাধন—উভয়ই। এই শ্রীনাম যখন বদ্ধ-জীবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধ্য হয়, তখন তাহাকে সাধন বলা হয়। "সিদ্ধ লক্ষণং যৎ স্যাৎ সাধনং সাধকস্য তদিতি",—এই ন্যায়ানুসারে সিদ্ধের যাহা কার্য্য, তাহাই সাধনাবস্থায় 'rehearsal' দেওয়া হয় মাত্র। যেমন কোন ব্যক্তিকে যাত্রায় অর্জ্জুনের পাঠ দেওয়া হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি অভিনয়ের পূর্ব্বে অর্জ্জুনের পাঠসমূহ পুনঃপুনঃ আবৃত্তি বা অভ্যাস করেন; ইহাকে সাধন বলা যাইতে পারে। এই ব্যক্তির যে সাধন, তাহা তাঁহার সাধ্য হইতে প্রকারে পৃথক্ নহে। কেবল মাত্র সাধ্যকে পূর্ণভাবে প্রকাশ ও নির্দ্দোষ করিবার জন্যই তাঁহার এইরূপ চেষ্টা অর্থাৎ অর্জ্জুনের যে পাঠ সাধন করিতেছেন, তাহা পরিত্যাগ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু সেই অর্জ্জুনের অভিনয়ে দক্ষতা লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাঁহার সাধ্য। যেমন হাঁসবাচ্চাই পদদ্বারা বিচরণ করিয়া থাকেন, শিশু যখন ঐরূপ বিচরণ করিবার জন্য চেষ্টা করে, তখন তাহার ঐরূপ চেষ্টাকে সাধন বলা যাইতে পারে। শিশু সর্ব্বত্র চলনের জন্য সাধন করিতেছে, কিন্তু তাহার ঐ সাধনচেষ্টাও বিচরণই, অন্য কিছু নহে। শিশু তাহার সাধনে সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ হাঁটিতে শিখিলে বিচরণরূপ কার্য্যকে সাধনমাত্র জ্ঞানে পরিত্যাগ করে না। তাহার পূর্ব্ব সাধন-চেষ্টাই সিদ্ধাবস্থার পর নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ হইয়া সাধ্যরূপে প্রকাশ পায়। শ্রীনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র সাধন ও সাধ্য। শ্রীনাম-কীর্ত্তনই শ্রীনামকীর্ত্তনের ফল। সাধনাবস্থায় যতটুকু সেবোন্মুখতা থাকে, সাধন ততটুকুই নির্দ্দোষ হয়। সেবোন্মুখতার একান্ত অভাব থাকিলে তাহা নামাপরাধ, সেবোন্মুখতা অল্প বিকশিত হইলে তাহা নামাভাস, আর সেবোন্মুখতা পূর্ণবিকশিত হইয়া যখন ইন্দ্রিয়দ্বারা নাম কীর্ত্তিত হইতে থাকেন, তখনই তাহা শুদ্ধ-নাম এবং তাহাই সাধ্য-স্বরূপ।

এই নাম কীর্ত্তনই বিপ্রলম্ভ-ভজন। যাঁহারা যেন বিনা চাতকবৃন্দের আর্ত্তনাদের ন্যায় করুণস্বরে বিরহ-ব্যথায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া প্রেমভরে নিরন্তর নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বিরহই ভক্তজনের শ্রীমুখ-ভাবে কীর্ত্তনাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা শুদ্ধ চেতনের সহজ স্বাভাবিকী বৃত্তি। কোনও বালক কোন অপরিচিত স্থানে থাকিয়া তাহার পিতাকে না দেখিতে পাইয়া অনন্য ব্যাকুলভাবে পিতার নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকিলে পিতা বালকের ব্যাকুল ডাক শ্রবণ করিয়া পুত্রকে দর্শন দান করেন এবং স্বগৃহে লইয়া যান। পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদের পরস্পর বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া যায় না, এবং পুত্র তখন তাহার পিতাকে আরও অধিকতর উল্লাসভরে আহ্বান করেন, তাঁহার সহিত কতই না প্রাণের কথা বলেন এবং তাঁহার নানাবিধ পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার সুখবিধান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণবিস্মৃত জীব সাধুগণের উপদেশে কৃষ্ণনাম-সাধনের দ্বারা কৃষ্ণকে আহ্বান করেন। সেই আহ্বান যখন নিষ্কপট ও ব্যাকুলতাময় হয়, তখনই সেই ডাক কৃষ্ণের কর্ণে পৌঁছায়। কৃষ্ণ তখন সাধক-জীবকে আকর্ষণ করিয়া কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপ দর্শন করান। জীব মুক্ত হইয়া আরও ব্যাকুলতা ও উল্লাসভরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণের সেবা করিতে থাকেন, কৃষ্ণের বিবিধ পরিচর্য্যার জন্য কৃষ্ণকে আহ্বান করেন—কৃষ্ণকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়াও আরও গাঢ়ভাবে পাইবার জন্য কৃষ্ণকেই ডাকিতে থাকেন।

মুক্ত হইবার পরই অপ্রতিহতভাবে অনুক্ষণ ভগবানের শুদ্ধ নাম কীর্ত্তন করা যায়। মুক্ত হইবার পূর্ব্বে যে ভগবানের নাম গ্রহণের অভিনয়, তাহা অনেক সময়ই নামাপরাধ, কখনও কখনও বহু ভাগ্যফলে নামাভাস। মুক্ত হইবার পরে প্রকৃত শুদ্ধনাম জিহ্বায় উদিত হন। সেই জন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

শ্রীনামের সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ দ্বারাই জীবের চরম মঙ্গল করতলগত হয়। কৃষ্ণনাম-গ্রহণদ্বারা জীবের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, জীবের ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, চরমশ্রেয়ঃ লাভ হয়, বিশুদ্ধ ভগবজ্জ্ঞান লাভ হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভাবে জীব আনন্দাম্বুধিতে নিমজ্জিত হন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে জীব প্রতি পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদ লাভ করেন এবং অপ্রাকৃত রসে সর্ব্বাত্মস্নপিত হন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ নিত্য সমাধান হয়। অপ্রাকৃত সকল বস্তুই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিশুদ্ধতা লাভ করে এবং প্রাকৃত বাক্য দেহ, মন ও তদতিরিক্ত আত্মা তৎপ্রভাবে কেবল যে বিশুদ্ধতা লাভ করে, তাহা নহে, পরন্তু অপরেরও বিশুদ্ধতা অনুকারী।

দর্শন

(প্রাপ্ত)

জগৎ জগদীশের সেবোপকরণ। জগদীশের সহিত সম্বন্ধ-গন্ধ-বিহীন হইয়া যে দর্শন, তাহাই জগদ্দর্শন—ভোগ্যদর্শন বা কুদর্শন; আর নিজে জগদীশের সেবকরূপে উন্মুখ হইয়া—জগদীশের সহিত সেব্য-সেবক-সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অর্থাৎ জগদীশের হইয়া যে দর্শন, তাহাই সেব্যদর্শন বা সুদর্শন। যেখানে আমার জগৎকে জগদীশের সেবোপকরণরূপে দর্শন হইতেছে না, জগতের যাবতীয় বস্তু আমার নিকট তাহার কৃষ্ণসেবকস্বরূপ প্রকাশিত করিতেছে না, সেইখানেই জগৎ আমার নিকট হরিভজনের বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক জগৎ হরিভজনের বাধা নহে। জগদীশের বস্তু কখনও জগদীশের সেবার বাধা হইতে পারে না। বাধা কেবল আমার কুদর্শন বা ভোগ্যদর্শন। ভোগী বা কুৎসিতের নিকট জগৎ বা জগতের যাবতীয় বস্তু তাহার কৃষ্ণসেবকস্বরূপ ত' প্রকাশ করেই না, এমন কি গোলোক হইতে অবতীর্ণ শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব—যাঁহারা স্বয়ংই ভগবদ্বস্তু, তাঁহারাও আত্মপ্রকাশ করেন না।

মিশনের সেবায় সর্ব্বাত্মনিবেদনকারী অকপট প্রত্যেক শুদ্ধসেবককে মিশনের সেবার জন্য বিভিন্ন কালে বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন পাত্রের সংস্পর্শে আসিতে হয় সত্য, কিন্তু সেই সেই অবস্থাকে হরিভজনের প্রতিকূল বা বাধা মনে করা প্রকৃতই শ্রীগুরুপাদপদ্মে নির্ভরতার অভাব বা তাঁহার কৃপাশক্তির প্রতি আস্থাহীনতা। ভোগ্যদর্শন বা কুদর্শনই বাধা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রাকৃত স্বরূপশক্তি। মায়া তাঁহার ছায়া ও সর্ব্বদা তাঁহার পশ্চাতে অপাশ্রিতভাবে বর্ত্তমানা। সুদর্শনের নিকট—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে কুদর্শন বা ভোগ্যদর্শনরূপ মায়া আসিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অমিত প্রভাবের নিকট মায়া সর্ব্বক্ষণ ক্ষীণশক্তি হইয়া পলায়নপরা। সুদর্শনের নিকট কুদর্শন বা মায়ার কোন কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করা দূরে থাকুক, তাহার আদৌ অবস্থিতিই সম্ভব হয় না। কিন্তু এই-সব কথা ভুলিয়া গিয়া নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় অনাশ্রিত বিচার প্রবল থাকিলে সুদর্শনের অভাবে কুদর্শন বা ভোগ্যদর্শন আসিয়া বিভিন্ন স্থান, কাল ও পাত্রকে হরিভজনের প্রতিকূল প্রতীয়মান করায়। ভোগ্যদর্শন বা মায়া অন্ধকার। কিন্তু সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালোকে উদ্ভাসিত হইয়া থাকিলে ভোগ্যদর্শনরূপ অন্ধকার আপনিই পলায়ন করিবে।

ভোগ্যদর্শনই অনর্থ। এই অনর্থের নিত্য বাস্তবতা নাই। সুদর্শন বা অর্থের অভাবই অনর্থ। অর্থই একমাত্র বস্তু, অর্থই সত্যবান্। অনর্থের নিত্য সত্তা নাই, তাহা অনিত্য; যেমন অন্ধকার ও আলো। কেবল আলোর অবর্ত্তমান অবস্থাই যেরূপ অন্ধকাররূপে প্রতীয়মান হয় এবং অন্ধকারে হিংস্রজন্তু, চোর, তস্করাদির উপদ্রব হয়, তদ্রূপ অর্থের অবর্ত্তমান অবস্থাই অনর্থরূপে পরিণত হয় এবং সেই অবস্থায় কাম-ক্রোধাদি রিপু ও ভোগোন্মুখ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য বা উৎপাত দৃষ্ট হয়। আলোর উদয়ে যেরূপ অন্ধকারের অবসান তা আনুষঙ্গিকরূপে সিদ্ধ হয় এবং দস্যু-তস্করাদির উৎপাতেরও স্বতঃই অবসান হয়, তদ্রূপ অর্থ বা সুদর্শনের অনুশীলনে কুদর্শন, ভোগ্যদর্শন বা অনর্থের অভাব আপনা হইতেই সিদ্ধ হয় এবং অনর্থের অভাবে ষড়্‌রিপু ও ভোগোন্মুখ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপদ্রবেরও অবসান হয়। অতএব অর্থের অনুশীলনই সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় সুদর্শন লাভ হইলে কুদর্শন ঘুচিয়া যাইবে। তখন সর্ব্বত্র বিভু বিভু শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈভব দর্শন হইবে। জগৎ বা জগতের যাবতীয় বস্তু আর বাধা না হইয়া তাহার কৃষ্ণসেবোপকরণ-স্বরূপ আমার নিকট প্রকাশ করিবে, সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন বা প্রভুদর্শন হইবে। তখন বিশ্ব 'বিশ্বনাথের' দর্শন হইবে এবং পূর্ণ-সুখময় হইবে। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমাদের প্রত্যেকেরই এই সুদর্শন লাভ সম্ভব।

সুদর্শন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালোকে উদ্ভাসিত না হইলে সুদর্শন হইবে না—বৈষ্ণবের সঙ্গ বা কৃপা লাভ হইবে না। যেখানে সাধুকে সাধু বলিয়া দর্শন, সেইখানেই সাধুর কৃপা বা সঙ্গলাভ সম্ভব। সাধুর সঙ্গবোধ না হইলে কৃপা লাভ হইবে না। যেখানে সাধু দর্শন নাই, সেখানে বাস্তবিক সঙ্গবোধ নাই, তজ্জন্য সেখানে সাধুর কৃপোপলব্ধিরও অভাব। যিনি যাহা, তাঁহাকে সেইরূপে দর্শনই বস্তুদর্শন বা সুদর্শন। তবে এই দর্শনের মধ্যে নিজের গুরু-অভিমান নাই। নিজেকে গুরু-অভিমানে দর্শন করিলে গুরু স্বয়ং তাঁহার নিত্য প্রভুত্ব ও ভোক্তৃত্ব-স্বরূপ কৃপাপ্রার্থীর ভক্তিপূর্ণ নেত্রে—প্রেমনেত্রে প্রকট করান। কেবলমাত্র ভক্তদর্শনেই অপ্রাকৃত বস্তু অবতরণ করেন। এই প্রেমনেত্রে দর্শনের কথাই শ্রীব্রহ্মসংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের		এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
১ম ও দিনের	ও,১৫০মী দিনের ও		
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে ॥০	।৶০	মাসিকে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	১॥০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম ৫৲	৪৲	" অৰ্দ্ধ কলম	২৬৲
অৰ্দ্ধ কলম	৬৲	এক কলম	৩৬৲
এক কলম ১২৲			

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত পত্রিকা—বাংলার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। ... হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মবচনাত্মক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে বরিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিকুম্ভীরাকীর্ণ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

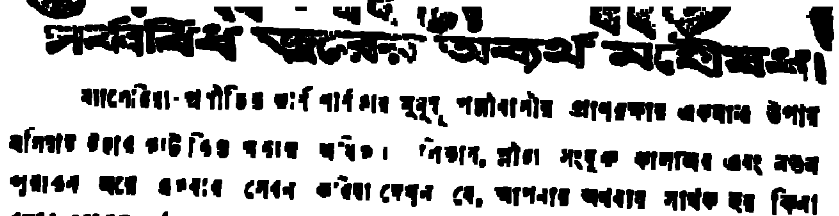

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণশীর্ণ মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। পিলার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। বড় বোতল ১৷০ পাঁচ আনা, ছোট বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয়

নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে :—

যুদ্ধের প্রয়োজনে জিনিষপত্রের সরবরাহ হ্রাস পাইয়াছে। ব্রহ্মদেশ শত্রুকবলিত হওয়ায় কতকগুলি জিনিষের আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া অনেক পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় বন্ধ হইয়া বাজারে আরও সঙ্কট দেখা দিয়াছে। ফলে জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিকরূপে চড়িয়া গিয়াছে এবং কড়াকড়ি সত্ত্বেও এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী চুটাইয়া লাভ খাইতেছে। এজন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট খাদ্যসামগ্রী এবং আরও কতকগুলি অত্যাবশ্যক পণ্য খুচরা বিক্রয়ের জন্য সম্প্রতি যে দুইটি দোকান খুলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট কিংবা তদপেক্ষা কম মূল্যে এই সকল দোকানে বিক্রয় হইবে। শীঘ্রই মধ্য এবং দক্ষিণ কলিকাতায় আরও দোকান খুলিবার বিষয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

২০নং গালিফ ষ্ট্রীটে এবং ২৩৭, আপার চীৎপুর রোডে উক্ত দোকান দুইটি অবস্থিত।

কেন্দ্রীয় আইন সভার আয়ুষ্কাল

এক্‌স্‌ট্রা গেজেটে প্রকাশ, বড়লাট ১৯৪২ সালের ১লা অক্টোবর হইতে আরও এক বৎসরের জন্য বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আয়ুষ্কাল বাড়াইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের ১০ই জুলাই তারিখে তিনি এই দুই পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির জন্য যে আদেশ দিয়াছিলেন, আগামী ১লা অক্টোবর সেই আদেশের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবে।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের শরৎকালীন অধিবেশন কোন্ তারিখে আহূত হইবে, বড়লাট তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। তাঁহার সহকারীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, পূজার ছুটি শেষ হইলে অক্টোবর মাসের শেষ দিকে এই দুই পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হইবে।

লবণ শিল্প

মেদিনীপুর জেলার লবণ উৎপাদক বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যসচিব মিঃ ব্যানার্জ্জি বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর কারখানা পরিদর্শন করেন। উক্ত কারখানায় কি পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইতে পারে এবং এই জেলায় যে পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হয়, তাহাতে সমগ্র প্রদেশের লবণ সরবরাহ সমস্যার কিরূপ সমাধান হইতে পারে প্রভৃতি তাহা পর্য্যালোচনা করাই উক্ত কারখানা পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল। সারা বাঙ্গলায় বৎসরে ৮০ লক্ষ মণ লবণ প্রয়োজন হয়। কিন্তু মেদিনীপুর জেলায় মাত্র ২০ লক্ষ মণ লবণ উৎপাদন সম্ভবপর বলিয়া মন্ত্রী মহোদয় অনুমান করেন।

পাঁচ বছরে হাজারবার বিমানপথ ব্যবহার

সরকারী তথ্যবিভাগ চুংকিং হইতে এই মর্ম্মে এক বিবৃতি উদ্ধৃত করেন যে, গত পাঁচ বছরে জাপানীরা চীনদেশে কমপক্ষে এক হাজারবার বিমানপথে আক্রমণ চালাইয়াছে। এরূপ অমানুষিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে রক্ষা পাইবার তেমন কোন ব্যবস্থা না থাকায় চীনাদের বিশেষ দুর্ভোগ হইয়াছে।

এয়ারগ্রাফ্ যোগে চিঠি প্রেরণ

ভারত হইতে গ্রেট বৃটেনে চিঠিপত্রাদি প্রেরণ সম্পর্কে গত ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে এয়ার গ্রাফ্ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং গত ১লা মার্চ্চ হইতে সাধারণের জন্য এই সম্পর্কে মাশুলের হার কমাইয়া ১৩ আনা হইতে আট আনা করা হইয়াছে। সম্প্রতি এই সম্পর্কে প্রাপ্ত বিবরণাদি হইতে জানা যায়, এয়ার গ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর আজ পর্য্যন্ত গড়ে প্রতিদিন ৪৫০০ এয়ার গ্রাফ যুক্তরাজ্যে প্রেরিত হইয়াছে। প্রথমবারে দৈনিক গড়ে ১৫০০ হইয়াছিল এবং সর্ব্বশেষ বারে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮০০০ হইয়াছে।

এয়ারগ্রাফ ব্যবস্থায় ওজনের দিক হইতে খুব সুবিধা হয়। ৩০০০ চিঠির ফিল্ম তোলা হইলে, উহার ওজন মাত্র ১২ আউন্স হয়, কিন্তু সাধারণ ৩০০০ চিঠির মোট ওজন হয় প্রায় ১০০ পাউণ্ড।

চিঠিগুলির ছবি তোলা হইলে যাহাতে ঠিকানা পড়িতে কোন অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য চিঠিতে ব্যবহৃত টিকিটের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কম হওয়া উচিত। চিঠিখানি টাইপ করা হউক বা উহা পেন্সিল অথবা কালি দিয়া লেখা হউক সমগ্র চিঠিখানি একই উপায়ে লেখা উচিত। চিঠির ঠিকানা সর্ব্বদাই বড় হাতের অক্ষরে ইংরাজীতে লিখিতে হইবে। খামখানিও যতদূর সম্ভব বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনরূপ সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত চিঠি এয়ারগ্রাফে প্রেরণ করা যায় না। অতঃপর চিঠির ন্যায় এয়ারগ্রাফে প্রেরিত চিঠির জন্যও যথারীতি চার্জ্জ দিয়া সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং পাওয়া যাইতে পারে। ফটোগুলি পুনরায় বড় করার জন্য ভারতেও একটি যন্ত্র স্থাপনের প্রশ্ন বিবেচিত হইতেছে। এখানে এই যন্ত্র স্থাপিত হইলে যুক্তরাজ্য হইতে ভারতেও এয়ারগ্রাফ ব্যবস্থায় চিঠিপত্র পাঠান চলিবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সচিত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতসংগ্রহ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-
সমূহ তাঁহার হস্তলিখিত
প্রাচীন পাণ্ডুলিপি-অনুসারে
সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া
"প্রতিলেখ"-তাৎসহ প্রকা-
শিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও
আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সম্প্রা-
দায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৯ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২রা আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৭ই জুন, ইং ১৯৪২, বুধবার { ৭৯ ৮০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ ত্রিবিক্রম, বুধবার, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

সঙ্গ-দ্বারাই মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র গঠিত হয়। সেইজন্য অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে জীবন-যাপন করাই কর্ত্তব্য। কৃষ্ণবিমুখ জীবের কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাবে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা প্রভৃতি হৃদয়ে স্থান পায়। মহৎকে উল্লঙ্ঘন করিলে জীবের মঙ্গল হয় না। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের সহিত নিজেকে সমবুদ্ধি বা তাঁহাদের অপেক্ষাও বড় মনে করিয়া অনেকে অনেকপ্রকার চাপল্য ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। ঐসকল চাপল্যের প্রশ্রয় দেওয়া বৈষ্ণবঅভ্যাসগণের কর্ত্তব্য না হইলেও নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণ বলেন,—যদি কোন ব্যক্তি কাহারও প্রতি তাহার অসংযত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সুখী হইতে চান, তবে তাঁহার সেই সুখে বাধা দিবার আবশ্যকতা কি? পর্ব্বত যেরূপ প্রবল বেগবতী নদীস্রোতের আঘাত নির্ব্বেগে সহ্য করে, কখনই উহার অবিকৃতি লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ অপরে মহতের প্রতি যতই বিগর্হিত বাক্য প্রয়োগ করুক, সাধুগণ তাহাতে অভিভূত হইয়া সেই-সকলে বাধা-প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন না। ইহার দ্বারা পর্ব্বতের যেমন সামর্থ্যাভাব প্রমাণিত হয় না, তদ্রূপ সাধুগণ ব্যক্তিগত আক্রমণের কোন প্রতিবাদ করেন না বলিয়া সেই নির্দ্দোষ সাধুগণ দোষী বা অসমর্থ নহেন। কৃষ্ণ-প্রিয় সাধুগণ যদি একটু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে খলগণের সমস্ত দুর্নাটা বিধ্বংসিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা এতই উদার যে, জগতের সুখী ব্যক্তির ক্ষণিক সুখে বাধা দিতে ইচ্ছা করেন না; পরন্তু তাঁহারা সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। আমরা শাস্ত্র পাঠে আরও জানিতে পারি যে, ব্রাহ্মণগণ ঐহিক সম্মানকে বিষের ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং অসম্মাননাকে সর্ব্বদা অমৃতবৎ আকাঙ্ক্ষা করিবেন। যেহেতু অপমান সহ্য করিতে শিখিলে লোকের অন্তরে সুখে নিদ্রা হয়, সুখে জাগরণ হয় ও সুখে বিচরণ করা যায়। পাপবশতঃ অপমানকারীর ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখই বিনষ্ট হয়। আধ্যাত্মিক বিচারে দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈষ্ণববিদ্বেষরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়াও কাহারও যে,যী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাহার ফলে উত্তরোত্তর হিংসা ও মৎসরতা-প্রণোদিত হইয়া নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিতে প্রয়াসী হওয়া সঙ্গত নহে। বৈষ্ণববিদ্বেষ করিতে হইলে বৈষ্ণব-বিদ্বেষীদলের আশ্রয়গ্রহণ করা সমীচীন মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহার কোন সুফল উৎপন্ন হয় না। কামাদি রিপুবশবর্ত্তিতা হইতেই হরিবৈমুখ্য ও বৈষ্ণববিদ্বেষ আসিয়া থাকে। বদ্ধজীবের পক্ষে উহা আপাত মধুর হইলেও উহা চরমে অমঙ্গল ও অহিতকর।

— - —

যেখানে শ্রীচৈতন্যদেব, সেইখানেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। যেখানে জড়ানন্দ অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ কিংবা যেখানে জড়ব্যতিরেক নির্ব্বিশেষের আলোচনা কথা, সেখানে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ নাই। শ্রীচৈতন্যের উপাসকগণ শ্রীনিত্যানন্দের আশ্রিত। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ, অন্যমনোযোগ্যতা বা ভয় নাই। সেখানে কীর্ত্তন—অনুক্ষণ সংকীর্ত্তনরূপ চেতনের ধর্ম্ম প্রকাশিত। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা অনিত্যসুখের আশ্রিতগণ শ্রীচৈতন্যের উপাসক নহেন, তাহারা অচৈতন্যের উপাসক। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে অচৈতন্যধর্ম্ম অর্থাৎ দেহ-মনো-ধর্ম্ম নাই। সেখানে আছে কেবল নিত্যানন্দের সম্পূর্ণ আনুগত্য। যেখানে শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্যের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছারূপ অনিত্যানন্দের বা কামের আনুগত্য, সেখানে চেতনের ধর্ম্ম প্রকাশিত হয় নাই, জানিতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণাশ্রিতজনগণ কৃষ্ণসেবা-সুখতাৎপর্য্য ব্যতীত কোন ইতর বিষয়কে নিত্যানন্দ বলিয়া স্বীকার করেন না। যেখানে শ্রীচৈতন্যের ইন্দ্রিয়তর্পণের পরিবর্ত্তে পৃথগ্‌ভাবে অচৈতন্যের ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা, সেখানে নিত্যানন্দ নাই। নিত্যানন্দের আশ্রিত হইতে না পারিলে—নিজেকে নিত্যানন্দের ভৃত্যের ভৃত্য বলিয়া না জানিলে নিত্যানন্দ কি করিয়া পাওয়া যাইবে? আমরা যদি নিত্যানন্দপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগকে অচৈতন্য ও অনিত্যানন্দের ধর্ম্মে থাকিতেই হইবে।

———

যিনি কায়-মনো-বাক্যে নিখিল অবস্থায় হরির দাস্যে সতত চেষ্টাবিশিষ্ট, তিনিই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্ত পুরুষগণ কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্ট। অতএব বিরাগিগণ কৃষ্ণেতর বিষয়ের বিরাগী, আর ভগবদ্ভক্তগণ একমাত্র পরম বিষয়—নিখিল আশ্রয়ের অদ্বিতীয় বিষয় কৃষ্ণবিষয়ের বিষয়ী অর্থাৎ কৃষ্ণাশ্রিত। ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিকামী ভুক্তিবিরাগিগণ অশান্ত। কৃষ্ণবিষয়ের বিরাগিগণ—ভক্তগণ নিষ্কাম, অতএব শান্ত। কৃষ্ণে নিষ্ঠা ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে তৃষ্ণাত্যাগই শান্তের লক্ষণ। 'শান্ত' বলিতে কৃষ্ণসেবার জড় ভোলা অর্থাৎ লোভ বা চপলতার অভাব বুঝায় না, পরন্তু কৃষ্ণভক্ত নবনবায়মান-ভাবে কৃষ্ণসেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল, উৎসুক ও উৎসাহান্বিত। উহা প্রাকৃত চপলতা নহে, পরন্তু সেবালোল্য। ভগবদ্বিমুখ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সকলেই অশান্ত; সুতরাং তাহারা কেহই 'গোস্বামী'-পদবাচ্য নহে। যাঁহারা ইন্দ্রিয়কে বশে আনিয়াছেন, তাঁহারাই গোস্বামী। একমাত্র কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত আর কেহই জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। কৃষ্ণ-ভক্ত ব্যতীত সকলেই অশান্ত। কৃষ্ণের ভক্তই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন। কৃষ্ণ-ভক্ত ব্যতীত অপরে লোকের নিকট নিজেকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জাহির করিলেও তাঁহাদের সেই যোগ্যতা নাই। যে ব্যক্তি নিষ্কপটে ভগবানে শরণাগত হয় নাই, সে কখনও জিতেন্দ্রিয় বা গোস্বামী-পদবাচ্য হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদাশ্রিত, সুতরাং তাঁহাদের ভগবচ্চরণবিমুখ আরোহ-বাদিগণের ন্যায় পতন নাই। আশ্রয়হীন ব্যক্তির পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আশ্রিত বা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কখনও পদস্খলন হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্ত সবই কৃষ্ণসুখের জন্যই করেন। তাঁহার আত্মসুখস্থানের ছলনাধূলেও গোবিন্দসুখতাৎপর্য্য বর্ত্তমান। আর অভক্ত সকলগণ নিজসুখের জন্য ব্যস্ত, তাহার হরি-ভজনের ছলনাও আত্মসুখের জন্য। ভক্তের আত্মসুখ-বিসর্জ্জনরূপ কষ্টত্যাগের মূলেও ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামরূপ আত্মেন্দ্রিয়-সুখতাৎপর্য্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। যিনি যাহার গোলাম, তিনি তাহার ভক্ত দাস না হইয়া থাকিতে পারেন না। কৃষ্ণের দাসগণ কৃষ্ণসুখতৎপর, আর ইন্দ্রিয়ের দাসগণ ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য লালায়িত।

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত

আমাদের বাহ্য, বিদ্ধ ও বিমুখ বা বদ্ধ ইন্দ্রিয়ের নিকট যাহা আত্মসমর্পণ করে, তাহাই প্রত্যক্ষ। চার্ব্বাকাদি ভারতীয় দার্শনিক, হিউম, এপিকিউরাস প্রভৃতি অন্যান্য দেশীয় দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য প্রমাণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কেহ কেহ নিজ প্রত্যক্ষ ব্যতীত সমজাতীয় পূর্ব্বপুরুষগণের প্রত্যক্ষকে স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন আকবর বাদশাহকে আমি বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ না করিলেও এক বা বহু অপর ব্যক্তির প্রত্যক্ষের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করি। ইহাকে 'পরোক্ষ-জ্ঞান' বলে। পরের বা অপরের অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপনের নাম 'পরোক্ষ-জ্ঞান'। 'প্যারাডাইস্', 'বিহিস্ত', 'ইন্দ্রপুর', 'স্বর্গ' প্রভৃতি যে-সকল বস্তুর অস্তিত্ব বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে স্বীকৃত হয়, তাহা সকলই পরোক্ষের অন্তর্গত।

যাহা প্রত্যক্ষ নহে, পরোক্ষও নহে, তাহাই 'অপরোক্ষ'। 'প্রত্যক্ষ' ও 'পরোক্ষে'র অতীত বস্তুই 'অপরোক্ষ'। যে বস্তু আমি স্বয়ং বা আমার ন্যায় অপর এক বা বহু ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা জীবেন্দ্রিয়ের অধীন বস্তু। এরূপ ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু 'অপরোক্ষ'-নামে কথিত হইয়া থাকে। 'অপরোক্ষ'-শব্দের অর্থ কেহ কেহ 'প্রত্যক্ষ' (ন+পরোক্ষ='প্রত্যক্ষ') বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তু-বিচারে যে 'অপরোক্ষ'-শব্দের প্রয়োগ, তাহাতে যাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতীত, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াতীত সত্তাকেই বুঝায়। কিন্তু সত্তার কেবল ইন্দ্রিয়াতীতত্ব হইলেও তাহার সম্পূর্ণ পরিচয়, বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় না। যাহা আমি বা অপরে প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহার স্বরূপ কি? তাহার বিশেষত্ব কি? তাহার পরিচয়ই বা দিবেন কে? ঐরূপ সত্তার অস্তিত্ব মাত্র থাকায় অন্যান্য সম্যক্ পরিচয়ের অভাবে নিরর্থক হইয়া যায়। এইজন্য 'অপরোক্ষানুভূতি' প্রভৃতি শব্দ নির্ব্বিশেষ-মতবাদে পর্য্যবসিত হয়।

'অপরোক্ষ'-শব্দের প্রতিশব্দ-প্রায় 'অতীন্দ্রিয়' প্রভৃতি শব্দ বস্তু বা তত্ত্বের স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম প্রকাশ না করিতেও পারে; কিন্তু 'অধোক্ষজ'-শব্দের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে তাহা কেবলমাত্র যে জীবের অক্ষজাত (ইন্দ্রিয়জ) জ্ঞানকে তিরস্কৃত করেন, তাহা নহে; তাঁহার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মের দ্বারা জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া থাকেন। জীব নিজে নিজে তাহার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে তিরস্কৃত করিতে গেলে হয়, ত' তদ্রূপার দ্বিতীয়প্রকার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের স্বপ্ন ও কপট-আবরণ তাহার অজ্ঞাতসারে আনিয়া ফেলিতে পারে বা জানিয়া ফেলিতেই বাধ্য হয়—মুখে 'অতীন্দ্রিয়' বা 'অপরোক্ষ' বলিয়া কার্য্যতঃ তত্ত্ববস্তুকে ইন্দ্রিয়াধীন বা অক্ষজ করিয়া ফেলে। ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষকে প্রয়োজন বোধ করিয়া বদ্ধজীব যে-সকল মুমুক্ষু বা কপটতার আহ্বান করে ও তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তাহাই আবরণ।

যাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মহীন করিয়া তাঁহাকে 'অতীন্দ্রিয়' বা 'অপরোক্ষ' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তুর উপর তাঁহাদেরই ইন্দ্রিয়ের প্রভুত্বের প্রয়াস করিয়া থাকেন। 'অপরোক্ষ'-শব্দের কেবল অতীন্দ্রিয়বাদ নিরাস করিবার জন্য তত্ত্বপর স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম-বাচক 'অধোক্ষজ'-শব্দ শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে। অতীন্দ্রিয় বস্তু নির্ব্বিশেষ হইতে পারে; কিন্তু অধোক্ষজ বস্তু ইন্দ্রিয়ভোগ্য না হইয়াও চিৎ-সবিশেষ।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু দশমস্কন্ধের টীকায় 'অধোক্ষজ'-শব্দের এরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"অনিয়মাদেব অধঃকৃতম্ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যং যেন সঃ" (ভাঃ ১০।১৪।১২) অর্থাৎ যে লীলা পুরুষোত্তম স্বয়ং স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে তিরস্কৃত করিয়াছেন, তিনিই বস্তুতঃ অধোক্ষজ হৃষীকেশ। তিনি হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অধীন বা ইন্দ্রিয়ের অতীত মাত্র নহেন, তিনি ইন্দ্রিয়ের উপর নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রভুত্ব বিস্তারকারী পরমেশ্বর। হৃষীক-শূন্য সত্তার প্রতি 'ভক্তি'-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। পূর্ণচেতন হৃষীকেশ আপনাকে সেবোন্মুখ হৃষীকের দ্বারা সেবাই ভক্তি। 'অধোক্ষজ'-শব্দে স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম ব্যতীত ব্যক্তিত্বও পরিস্ফুট। অধোক্ষজ বস্তু পুরুষোত্তম, কেবল অচিদ্ভাব বা চিন্মাত্র নহেন; তিনি মূর্ত্তিবিগ্রহ—যে বিগ্রহ অচেতন নহেন কিংবা অচেতন-প্রায় নহেন বা নির্ব্বিশেষ-মাত্র নহেন, কিন্তু পূর্ণচেতনের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম বিস্তার করিয়া জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে নিরস্ত ও তাহার উপর প্রভুত্ব ও পূর্ণনিয়ামকত্ব বিস্তার করেন, এইরূপ সবিশেষ বস্তু।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।১২) শ্লোকের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় হরিবংশের বাসুদেব-মাহাত্ম্যের নারদ-বাক্য উদ্ধার করিয়া 'অধোক্ষজ'-শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন,—

'অধোহনেন শয়ানেন শকটান্তরচারিণা।
রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রা শকুনীবেশধারিণী॥
পূতনা নাম ঘোরা সা মহাকায়া মহাবলা।
বিষদিগ্ধং স্তনং ক্ষুদ্রা প্রযচ্ছন্তী জনার্দ্দনে॥
দদৃশুর্নিহতাং তত্র রাক্ষসীং বনগোচরাঃ।
পুনর্জাতোঽয়মিত্যাহুরুক্তস্তস্মাদধোক্ষজঃ॥'

—ইতি ব্যাখ্যাতঞ্চ তদীয়টীকাকারৈঃ অধঃ শকটস্যাক্ষে পুনর্জ্জাত ইবেত্যধোক্ষজঃ।

শকটাসুররূপ ইন্দ্রিয়ভারবাহিতা বালকৃষ্ণকে তাহার অধোভাগে স্থিত মনে করিয়াছিল। শকট বা শকটের ধুর 'অক্ষ' বলিয়া কথিত। শকট ভারবাহিতার প্রতীক। ইন্দ্রিয়জ্ঞানরূপ ভারবাহিতা যখন বালকৃষ্ণকে নিজের আশ্রিত বা অধীন বস্তু মনে করে, যখন তাঁহাকে চাপিয়া মারিতে চাহে, তখন বালকৃষ্ণ নিজ স্বরূপকে আবৃত রাখেন। কিন্তু যখন কৃষ্ণ স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া সেই শকটের ধুর ভাঙ্গিয়া দেন অর্থাৎ বদ্ধজীবের অক্ষজজ্ঞানকে নিরস্ত করেন, তখনই অধোক্ষজ-তত্ত্ব আত্ম-প্রকাশিত হন। এজন্যই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিলেন,—'অধঃ শকটস্যাক্ষে পুনর্জ্জাত ইবেত্যধোক্ষজঃ॥'

শ্রীব্যাসদেব যখন ভক্তিযুক্ত মন সম্পূর্ণভাবে সমাহিত করিয়া পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, তখনই তিনি অধোক্ষজে ভক্তিযোগের কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। 'প্রত্যক্ষ', 'পরোক্ষ'—এমন কি 'অপরোক্ষে' অভক্তিযোগের যোজনা হইতে পারে, কিন্তু অধোক্ষজে ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন যোগ সম্ভব নহে; কেন না অধোক্ষজ কাহারও ইন্দ্রিয়ের প্রভুত্ব স্বীকার করেন না। তিনি হৃষীক (ইন্দ্রিয়)-বশ নহেন। অধোক্ষজের অপর নাম বিষ্ণু। দুর্গা, গণেশ, শক্তি, রুদ্র প্রভৃতি দেবতা জীবের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য অর্থাৎ অক্ষজ ধর্ম্ম, অক্ষজ অর্থ, অক্ষজ কামরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের বিষয় এবং অক্ষজ-ব্যতিরেক-তাৎপর্য্য অপরোক্ষ-মোক্ষের সন্ধান প্রদান করেন; মোক্ষ-কামনা পর্য্যন্ত জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের শেষসীমা। বিষ্ণু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা জীবের ভোগ্য বা ত্যাজ্য বিষয় সরবরাহ করিবার ভৃত্য নহেন বলিয়া বিষ্ণুর নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষকামনার অন্য কোনপ্রকার অভিযোগ উপস্থিত হইতে পারে না। বিষ্ণু বিশ্বরূপ 'কার্য্য' নহেন, তিনি বিশ্বের কারণের কারণ।

'অধোক্ষজ' ও 'বিষ্ণু' একই পর্য্যায়-যুক্ত তত্ত্ব। অহৈতুকী ভক্তিরই অপর ভাষায় 'অধোক্ষজ-ভক্তি'। এই ভক্তিতে ভক্তের বিজ্ঞান স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট বিষ্ণুদ্বারা নিয়মিত। পুরুষোত্তমের যাহা ইন্দ্রিয়তর্পণকর তাহাই 'অধোক্ষজ-ভক্তি'; আর পুরুষের যাহা তৃপ্তিকর, তাহাই 'অক্ষজ-ভক্তি' বা অ-ভক্তি। প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায় যাহাকে তাহাদের 'স্বাভাবিকী' ভক্তি বলিয়া মনে করে, তাহা অক্ষজভক্তি বা 'অভক্তি'। আর 'স্ব'-অর্থে যেখানে বিষ্ণু বা 'অধোক্ষজ' পুরুষোত্তম, সেখানে সেই স্বতঃ-কর্ত্তৃত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট পুরুষোত্তম বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারিণী যে ভক্তি, তাহাই 'অধোক্ষজ'-ভক্তি।

'অধোক্ষজ'-শব্দের সহিত 'অপ্রাকৃত'-শব্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, 'অপ্রাকৃত'-শব্দে 'অধোক্ষজে'র ন্যায় স্বতঃকর্ত্তৃত্বের পরিচালনা পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত না থাকিলেও 'অধোক্ষজ'-তত্ত্বে উপনীত হইলেই অপ্রাকৃতের বিচার লাভ হয়। অপ্রাকৃত-শব্দদ্বারা কেবল যে প্রাকৃতাতীত বা প্রাকৃতের ব্যতিরেক সূচনা করে, তাহা নহে; তদ্দ্বারা 'অপ্রাকৃতা প্রকৃতি' অর্থাৎ পরা প্রকৃতি বা চিচ্ছক্তি-বিলাসের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পায়—'অপ্রাকৃত'-শব্দের দ্বারা প্রাকৃত বৈচিত্র্য, প্রাকৃত বিশেষ, প্রাকৃত ধর্ম্মসমূহ যে অপ্রাকৃতেরই হেয়, খণ্ড, বিকৃত, অস্ফুট প্রতিফলন, তাহা নির্দ্দেশিত হয়। সুতরাং অপ্রাকৃতের দ্বারা চিদ্বিলাসের পূর্ণতা বা বিচিত্রতার সমগ্রতা অধিক প্রকাশিত হয়। অধোক্ষজ হইতে অপ্রাকৃত-শব্দের বৃত্তি অধিকতর প্রসারশালিনী ও উন্নতা। 'অধোক্ষজ'-শব্দের দ্বারা সাধারণ শুদ্ধভক্তি বুঝাইলে 'অপ্রাকৃত'-শব্দদ্বারা অসাধারণ পরমোজ্জ্বলা প্রেম-ভক্তি বুঝাইয়া থাকে।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥

—এই বাক্য লইয়া বিচার করিলে 'প্রত্যক্ষ' ও 'পরোক্ষ' বিষ্ণুকলেবরকে প্রাকৃত-বিচিত্রতা-যুক্ত ও 'অপরোক্ষ' 'বিচিত্রতাহীন' কল্পনা করিয়া বিষ্ণুকলেবর(?)কে বস্তুতঃ 'প্রাকৃত' বলিয়াই স্বীকার করে, বুঝা যায়। কিন্তু জীবের এই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে নিরাস করিয়া যখন ভগবান তাঁহার পূর্ণ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান পরিচালনা করেন, তখনই 'অধোক্ষজ-তত্ত্ব'রূপ সম্বন্ধ ও অধোক্ষজ-ভক্তিরূপ অভিধেয় প্রকাশিত হয়। এই অধোক্ষজ-বিজ্ঞান যখন অধিকতর চিদ্বিলাসরূপ জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তখনই অপ্রাকৃত জ্ঞানের আবিষ্কার হয়। 'অধোক্ষজ' বিষ্ণু-তত্ত্ব হইতে 'অপ্রাকৃত' শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের অধিকতর চমৎকারিতা মনোযুক্ত হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়। সেই উপলব্ধি অপ্রাকৃত বিচিত্রতাময়ী ও অপ্রাকৃত রসময়ী। অপ্রাকৃত শব্দ চেতন বা অধোক্ষজ সেবাবৃত্তির প্রত্যক্ষকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষ প্রাকৃত নহে, ইহা জানাইবার জন্যই 'অপ্রাকৃত'-শব্দের আবিষ্কার। অধোক্ষজ-শব্দে ঐশ্বর্য্যভাব আছে, কিন্তু অপ্রাকৃত শব্দ মাধুর্য্য-প্রচুর। প্রত্যক্ষের অতীত পরোক্ষ, পরোক্ষের অতীত অপরোক্ষ, অপরোক্ষের অতীত অধোক্ষজ, অধোক্ষজ হইতে অধিকতর চমৎকারিতাময় অপ্রাকৃত। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অধোক্ষজের অন্তর্গত ও তদ্দ্বারা নিয়মিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষের অন্তর্গত অধোক্ষজ নহেন। অধোক্ষজ অপ্রাকৃতের অন্তর্ভুক্ত।

"আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন চারি ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
(চৈঃ চঃ ম ১৯।২৩২)

—বিচারের ন্যায় অপ্রাকৃতে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ নির্দ্দোষভাবে বিরাজিত এবং অধোক্ষজতত্ত্বও অন্তর্গত।

শ্রবণ

——::(০)::——

শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁহারই অকৈতব কৃষ্ণকথাশ্রবণে রুচি বা লোভ হয়। হরিকথা-শ্রবণে এই রুচি বা লোভই হরিভজনের মূল। "কৃষ্ণকথায় রুচি যা'র সে-ই ভাগ্যবান্।" শ্রীচৈতন্যকথাশ্রবণে রুচি না হইলে অচৈতন্যকথা-শ্রবণ বা আলোচনায় বাধকতা থাকিবে না। প্রজল্প করা উচিত নয়। "আমি আজ হইতে আর প্রজল্প করিব না"—এইটুকু সংকল্প-দ্বারা প্রজল্পের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। কৃষ্ণকথায় রুচি হইলেই মায়ার কথা আর ভাল লাগিবে না; নতুবা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রজল্প বা গ্রাম্যকথায় লোভ থাকিবেই। শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণকীর্ত্তন ব্যতীত আর বাঁচিবার অন্য পথ নাই। শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণ ও শ্রীকৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনই যে আমাদের একমাত্র কৃত্য, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের লীলা-প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন।

কৃষ্ণকথা-শ্রবণের আগে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হইতে হইবে, তবে হইতে হইবে,—এ কথা আমাদের যেন সর্ব্বক্ষণ মনে থাকে। এই শ্রবণ কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাসাপেক্ষ। তিনি কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন বলিয়াই আমার তাহা শ্রবণের সুযোগ হয়। আবার শ্রবণের পর যে শ্রবণীয় বিষয় উপলব্ধি, তাহার মূলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অমায়ার কৃপা। হৃদয়-সিংহাসনে হরিকথারূপী হরির আবির্ভাবই শ্রবণ-কীর্ত্তনে সিদ্ধি। হৃদয়ে হরিকথারূপী হরির আবির্ভাব হয় কখন?—যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তবিক তাঁহার কৃপাহলকে আমার হৃদয়-ক্ষেত্র কর্ষণ ও শোধন করিয়া সেখানে কৃষ্ণের অবস্থানোপযোগী আসন রচনা করেন, একমাত্র তখনই হৃদয়বিহারী হরি আমার হৃদয়-সিংহাসনে আবির্ভূত হন, তৎপূর্ব্বে নহে। মোটকথা আমার যা' কিছু চেষ্টা বা প্রয়াস—সবটার মূলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের দৈবী কৃপা।

যেখানে নিজের মঙ্গলামঙ্গল-কামনামূলে শ্রবণের অভিনয়, সেখানে বাস্তবিক শ্রবণ-বিষয়ে বিচার-ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে, জানিতে হইবে। সেখানে শ্রবণকে প্রভু বলিয়া বিচার হয় নাই—চিত্তবৃত্তি শ্রবণ-শরণাগত হয় নাই। তজ্জন্য শ্রবণীয় বস্তু আমার হৃদয়সিংহাসনে আসেন না বা শ্রবণীয় বিষয় উপলব্ধি হয় না। হরিকথা শ্রবণে শ্রবণীয় বস্তুরই সুখ হয়, ইহাই শ্রবণবিষয়ে মুখ্য বিচার। যেখানে এই বিচারের ব্যতিক্রম, যেখানে শ্রবণের ফল যে হৃদয়ে শ্রবণীয় বস্তুর আবির্ভাব, তদ্বিষয়েও ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রবণে বাধা অর্থাৎ বিক্ষেপ, অন্যমনস্কতা, তন্দ্রা ইত্যাদি আসিয়া শ্রবণে বিমুখতা আনয়ন করে।

হরিকথাকে একমাত্র স্বার্থ বলিয়া যেখানে জানা যায় নাই, হরিকথাই আমার মঙ্গলের একমাত্র পথ, ইহাই আমাকে নিত্যকাল শ্রবণ করিতে হইবে, এই হরিকথা-শ্রবণ ছাড়া মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই—এই প্রকার সুদৃঢ় নিশ্চয়তা যেখানে হয় নাই, সেখানেই শ্রবণীয় বিষয় বিস্মরণ হয়। হরিকথায় আমাদের আপনবুদ্ধি নাই, সেইজন্য হরিকথা শুনিলেও হৃদয়ে দাগ বসে না, দাগ বসা দূরে থাকুক, মনেই থাকে না। হরিকথা-শ্রবণ করিলে শ্রীগুরুদেবের সুখ হইবে এবং তাহাই আমার একমাত্র লাভ—এই জ্ঞান যখন হইবে, তখনই হরিকথার প্রতি বাস্তবিক রুচি বা টান হইবে, আপনবুদ্ধি বা আসক্তি হইবে। একের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া—একের হইয়া নামপরায়ণ সাধুর বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণ করিলে অনবধান বা চিত্তবিক্ষেপ অবশ্যই দূরীভূত হইবে। সাধুর শ্রীমুখকীর্ত্তিত হরিকথা জলন্ত আগুনের মত, তাহা জীব-হৃদয়ে আলা ধরাইয়া দেয়। সেই হরিকথার অত্যন্ত তেজ। সেই জ্বলন্ত বাণী অন্তরের সমস্ত ইতরাভিলাষ, অনবধানতা প্রভৃতিকে একেবারে পোড়াইয়া ছাই করিয়া দেয়—হৃদয়কে নির্ম্মল করিয়া কৃষ্ণের আসন প্রস্তুত করে।

হরিকথা-শ্রবণে এই রুচি বা টান জোর করিয়া করান যায় না। ইহা আত্মার সহজ স্বাভাবিক বৃত্তি: বিধিবাধ্য করিয়া বা দণ্ড দিয়া আইনকানুনের মধ্যে হরিকথায় রুচি বা টান আনয়ন করা যায় না। একমাত্র হরিকথা-কীর্ত্তনকারী সাধুর অমায়ায় কৃপা-প্রভাবে—সাধুর সঙ্গে জীবের হরিকথা-শ্রবণে রুচি, টান বা আসক্তি উদিত হয়। মোটকথা আকর্ষণের মধ্যে না পড়িলে টান হয় না—আসক্তি হয় না। যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকর্ষণ জীব উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখনই তাঁহার কথার প্রতি টান হইবে। সৌভাগ্য থাকিলে এই আকর্ষণের মধ্যে পড়া যায়। তজ্জন্য গুরুবর্গ বলেন,—কেবল ভাগ্য দরকার, ভাগ্য না থাকিলে কিছুই হইবে না। তবে ভাগ্য নাই বলিয়া হতাশও হইতে হইবে না। ভাগ্যে না থাকিলেও শ্রবণের পথ—কৃপার পথ ছাড়া ত' অন্য গতি নাই। সুতরাং একদিন সেই কৃপা লাভ হইবেই। ভাগ্যহীন হইলেও আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই ত'। তাঁহার এক কণা কৃপা প্রভাবে মহাদুর্ভাগা ব্যক্তিও পরম সৌভাগ্যবান্ হয়। সেইজন্য কেবল দুর্ভাগ্যের চিন্তায় সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে কৃপালাভের চিন্তায় অধিক তৎপর হয়, তাঁহার কৃপাকণ-লাভের জন্য অকপট আর্ত্তি ও উৎকণ্ঠা জাগে, তজ্জন্য তচ্চরণে কাতর বিজ্ঞপ্তি জানাইতে হইবে। ইহাই আমাদের একমাত্র কৃত্য হউক।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(০০)::——

কৃষ্ণকে বাঁধিতে গেলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। তিনি আমার প্রাকৃত জ্ঞানের অধীন নহেন যে, তাঁহাকে বাঁধিয়া লইব। He is unapproachable by our present senses. এই অধোক্ষজ কৃষ্ণেরই সেবা করিতে হইবে।

কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে, কৃষ্ণ কি জিনিষ, জানিতে হইবে। কৃষ্ণ বিষয় কীর্ত্তন করিতে হইবে। কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে। নিরন্তর কৃষ্ণের অনুশীলন করিতে হইবে।

আমরা যদি শ্রীধামে অবস্থিত হইয়া, শ্রীধামের ভজন করি, শ্রীধামোৎপন্ন বস্তুর দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করি, তাহাতে আমাদের জীবন তদনুকূল চেষ্টাবিশিষ্ট হয়। বিলাসবৈভবে মত্ত না হইয়া যদি শ্রীধামে বাস করি, নিরন্তর শ্রীনাম মুখে উচ্চারণ করি, হরিভজন করি, তাহা হইলে অচিরেই শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরভক্তের কৃপালাভ করিতে পারিব। যেখানে ভক্তগণ শ্রীধামের কথা নিরন্তর কীর্ত্তন করেন, সেইসকল স্থানকে আমি ধাম ছাড়া আর অন্য কিছু বোধ করিতে পারি না। সেইসকল স্থান গৌড়মণ্ডলেরই অন্তর্গত, শ্রীধাম নবদ্বীপেরই চিদ্বিলাসক্ষেত্র। শ্রীনামের কিরণ প্রতিফলিত, উদ্ভাসিত কণস্থানে আমি অন্তত্র বাস করি। শ্রীধামের প্রভা, কিরণ, প্রতিফলন—শ্রীধামই। মহাবিষ্ণুরূপের অধিষ্ঠানক্ষেত্র—প্রত্যেক জীবহৃদয়, প্রত্যেক পরমাণু; সুতরাং সর্ব্বত্রই শ্রীধাম। এই ধামের কেন্দ্রস্থল শ্রীমায়াপুর ব্রহ্মার হৃদয়; ব্রহ্মা এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের পত্নী—শ্রী, ভূ ও নীলা বা লীলা। শ্রী-ই লক্ষ্মী, গৌর-নারায়ণের দক্ষিণে বিরাজিতা। প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বামদেশে শোভিতা। নীলা বা দুর্গাশক্তি ধাম-স্বষ্টি হইয়া সর্ব্বস্থান [illegible] লীলাপুরুষোত্তমের পাদপদ্মাশ্রিতা। শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি শ্রীধামের স্ফূর্ত্তির সহিত সংঘটিত হয়।

সর্ব্বত্রই সত্যবিষয়ের দ্বিবিধ প্রচারক—অনুকূল ও প্রতিকূল। ভগবদনুগৃহীত পঞ্চরসের রসিক ব্রজবাসিগণ ভগবানের অনুকূল সেবক—প্রচারক; অঘ, বক, পূতনা, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রতিকূল প্রচারক। অঘ-বক-পূতনাগণ কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই। তাহারা ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছে। তদ্রূপ ধামবিদ্বেষিগণ নিত্যচিন্ময় ধামের কখনও বিনাশ করিতে পারিবে না। পরন্তু তাহারা ব্যতিরেকভাবে শ্রীধামপ্রচারে সহায়তাই করিবে। উহা বিনাশযোগ্য বস্তু নহে। বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুরগণ নির্ব্বিশিষ্ট গতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধামবিদ্বেষিগণের কথাও নির্ব্বিশিষ্ট গতি লাভ করিবে; তাহাদের কোনও কথা থাকিবে না। দুরাচারী শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্বকথা ও শুদ্ধ-বৈষ্ণব শ্রীধামের বিরুদ্ধে প্রচারকারী অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

সৎ অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে গমন করেন যিনি, তাঁহাকেই সতী বলে। যাঁহারা অনুক্ষণ সৎ করিলেন না, তাঁহাদিগকে সতী বলা যায় না। সতী অর্থে পাবন।

যিনি সর্ব্বদা হরিসেবা-তৎপর, তাঁহার সঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু করিব না, হরিভজনই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতে হরিভজন করিতে থাকিব,—এইরূপ দৃঢ় উৎসাহ ও নিশ্চয়তা লইয়া আমাদের মনুষ্যজীবনের চরমকল্যাণসাধনে রত হওয়া আবশ্যক। আমরা যদি কালবিলম্ব করি, তবে অন্য লোক আমার নিকট আসিয়া দুষ্ট পরামর্শ দিবার সুযোগ ও সময় পাইবে।

যদি শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করা হয়, তাঁহার নিকট শ্রীনামগ্রহণ করিয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে অপকৃতি বিদূরিত হয় এবং নিরন্তর কৃষ্ণের স্মৃতি হইয়া থাকে। কীর্ত্তনপ্রভাবেই স্মরণ হয়। সর্ব্বক্ষণ নিরন্তর সংকীর্ত্তন করিতে হইবে। আমার বাস্তবদেহ আছে—এই স্মৃতি যদি না জাগে, তাহা হইলে অপস্মৃত থাকিয়াই গেল।

শ্রবণ—সম্বন্ধ, কীর্ত্তন—অভিধেয় ও স্মরণ—প্রয়োজন। শ্রবণ ব্যতীত সম্বন্ধের উদয় হয় না। সম্বন্ধ স্থির না হইলে অভিধেয় ও অভিধেয় স্থির না হইলে প্রয়োজন-সিদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না। সদ্গুরুমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী অনুক্ষণ শ্রবণ করিয়া তাহা অপরের নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে। এই কীর্ত্তনই অভিধেয়। কীর্ত্তনে নিজের শ্রবণ হইয়া থাকে আবার কীর্ত্তন প্রভাবেই স্মরণ হয়। হরিকীর্ত্তনের দ্বারা অধোক্ষজের সর্ব্বক্ষণ নিশ্চিন্ত সেবা সম্ভব। শত শত জন্ম অর্জ্জন করিলে প্রাকৃত-বুদ্ধির অবসান হয় এবং শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায়। শ্রীহরিকীর্ত্তনকারীর অন্য সাধন নাই। সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। কীর্ত্তন যদি হয়, তাহা হইলে তৎপ্রভাবে স্মরণ হইবে। সর্ব্বতোভাবে সেবা বস্তুর সহিত আমাদের সংস্পর্শ আছে। কানের দ্বারা যে অনুভূতি আসে, তাহা গৌণ। যাহা শ্রবণ করি নাই, তদ্বিষয়ে মনগড়া যে কীর্ত্তন, তাহা প্রাকৃত। যাহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, তাহা অনুকীর্ত্তন করিলেই অপ্রাকৃত স্মরণ আসিবে।

মনুষ্য-জন্মের সার্থকতাই গৌরভক্তের ভৃত্য হওয়া। মনুষ্য-জন্মের একমাত্র প্রয়োজনই গৌরাঙ্গদত্ত কৃষ্ণসেবা। যাহারা বহু

বুঝিতে পারে না, তাহারাই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া নিজ মঙ্গল আনয়ন করে।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে যাঁহার সেবাবিদ্ধা, তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-চরণে প্রীতিরহিত ব্যক্তির কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ করা সম্ভব নহে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকে জানিতে পারেন। অন্য জনগণ উঁহাদিগকে জানিতে পারে না; যেহেতু উহারা কিছু হরি-গুরুবৈষ্ণব নহে। গুরুকৃপা না হইলে গুরু-চরিত্রের আপাত-দর্শনে কাহারও সর্বনাশ হয়, আবার কেহ বা অপরাধ না করিয়া অপরাধ হইতে দূরে থাকেন। অর্থ অনধিকারী ব্যক্তি বৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণবের সমবুদ্ধি-দর্শনে নরকে গমন করে। তাহারা বৈষ্ণবের মধ্যে অসৎভাব প্রচার লক্ষ্য করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব এইরূপ ক্রিয়াশীল নহেন। যাহারা সাবধানে ভক্তি-সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করে না ও গুরুগণের অলৌকিক চরিত্র বুঝিতে পারে না, তাহাদের অমঙ্গল ঘটে। কিন্তু প্রকৃত শরণাগতকে ভগবান্ দিব্যবুদ্ধি প্রদান করেন বলিয়া বিপৎপ্রতিম ব্যাপার-সমূহ উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের অমঙ্গল লাভ ঘটে না।

সাধুকে সেবা দ্বারা জানিতে হইবে। সাধুর প্রকৃত সঙ্গ হইলে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়। গুরুবৈষ্ণবের নিকট unconditional surrender করিতে হইবে। সাধুকে সেবা করিতে না পারিলে কাহারও সুবিধা হইবে না। শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বিনিঃসৃত বাণী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধির সহিত নিরন্তর শ্রবণ করিতে হইবে। গুরুদেবের কৃপা হইলে সর্বার্থ সিদ্ধ হইবে। শ্রীগুরুকৃপাই ভগবানের কৃপা। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই।

আমরা যদি ভক্তের চরিত্র সেবোন্মুখ হইয়া দেখিবার সুযোগ পাই, তাহা হইলে কুকেন্দ্র বিষয়ে আর বাসনা থাকে না। অজ্ঞানে মাথা কাটা জীবের অসুবিধা ঘটায়।

হরিজনের কথা শুনিয়াও ইচ্ছাপূর্বক ভোগ চালাইব—ইহা পাষণ্ডী ভোগীদিগের বিচার। কিন্তু ভোগপ্রবৃত্ত প্রবর্তক বা সাধকের পক্ষে প্রথম প্রথম কিছু অনর্থ দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা যে আপাত ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্যকেই নিত্যকর্ম বলিয়া গ্রহণ করেন, বাস্তবিক তাহা নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—'আমার কথায় যাহাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহাদের ঐ ইন্দ্রিয়চেষ্টারূপ দুর্বাসনাদি সমস্তই নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া যাইবে।' যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ বাস করেন, তাহার অন্য সকল কামনা নষ্ট হইয়া যায়।

যৎকিঞ্চিৎ

—::(•)::—

ভগবৎসেবাপ্রাপ্তি প্রয়োজন-বিচারে ভাগবতজনগণবিশেষকর্তৃক অভিলষিত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে তাদৃশ ভগবৎ-সেবাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের পারমার্থিক জীবনের শুভসূচনা করিয়াছেন। তিনি আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার-অনুযায়ী আমাদিগকে বিচিত্র সেবাসম্ভারে বিচিত্রভাবে নিয়োজিত করিয়া তাঁহার কৃপা-বৈশেষ্যে আমাদের নিত্য সেবাসৌভাগ্য প্রকটিত করেন। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার তাদৃশ কৃপা বরণ করিয়া নিজদিগকে সেবাপথে পরিচালিত দেখিতে প্রকৃতই চাহিলে তাঁহার পরমোদার কৃপার মহীয়ান্ মাহাত্ম্য অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহার কৃপাসমৃদ্ধ আমাদের পারমার্থিক সেবকজীবন তখন প্রকৃতই সেবানুকূলতায় সৌন্দর্যমণ্ডিত হইতে পারে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকৃতই আমাকে ভগবৎ-সেবাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তৎসেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন—ইত্যাকার অনুভূতি লাভ না হইলে নিজের পারমার্থিক অনাবিল জীবনের স্ফূর্তি ও কর্ম ও জ্ঞানাদিকারের সুখদুঃখময় ক্লেশকর ব্যবহারের পর্যবসান হয় না। আমি প্রকৃতই সেবাসৌভাগ্যশালী—এই জ্ঞান প্রকৃতই আমাদিগকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপামণ্ডিত সেবাধিকারে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ রাখে—আমার অসেবক-অনুভূতি উৎকৃষ্ট হইতে বাধা হয়। আমার কায়-মনোবাক্যের দুর্ব্যবহার তখন আমাকে অসহায়রূপে না পাইয়া অবশ্যই নিবৃত্ত হয়। বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাসমৃদ্ধ আমার চির-বাঞ্ছনীয় সৌভাগ্যের আদর না হইলে আমি আমার অনুষ্ঠিত আচরণসমূহের পারমার্থিক সার্থকতা আদৌ বুঝিতে পারি না। তখন সেবার কর্ম ও জ্ঞানের তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে—এইপ্রকার অতি ভ্রান্ত ধারণা মনের অগোচরেও হৃদয়ে স্থান পায়—মনে হয়, সেবার মধ্যেই শরীরের বা মস্তকের অনুশীলন হইয়াছে, সুতরাং তজ্জন্য অন্য চেষ্টারও প্রয়োজন আছে। নিজের সেবাসৌভাগ্যের ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক অপব্যবহার।

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাভিষিক্ত সেবক—এই অনুভূতির আত্মমর্যাদা-জ্ঞান না থাকিলে কখনও সেবা সম্ভব নয়। যাঁহারা নিজেদের সেবা-সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত নহেন, তাঁহারা কিপ্রকারে সেবার গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন? সেবা যে কর্মজ্ঞান নহে বা তাদৃশ কোন কিছু ব্যবস্থা-বিশেষ নহে, তাহা যে সম্পূর্ণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-সমৃদ্ধ সৌভাগ্যের অভিব্যক্তি, ইহা কায়মনঃ অন্তরের সহিত উপলব্ধি দ্বারা নিজের সেবা-আচরণ সম্ভব। সেবা আমার কর্ম-জ্ঞান-চেষ্টার সম্পাদিত হউক—ইত্যাকার অসেবক-বিচারবিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারাও সেবা সম্ভব—ইহা সম্পূর্ণরূপে সেবাহীনতার বিচার। আমি নিজেই যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবরণে নিজের আচরণকে সেবা বলিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমার তাদৃশ স্বেচ্ছাকৃত আচরণ আমাকে সেবার প্রতি অবহেলার জন্য অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবরণে বৈমুখ্যজন্য আমাকে সেবা-হীনতারূপ দুর্ভাগ্যে পতিত করিবে না কি? আমি তখন কর্মীর বা জ্ঞানীর বিচার আহ্বান করিয়া সেবার নামে বস্তুতঃ সেবাবিরোধিতার উৎসাহী অথবা সহৎসাহী হইতে বাধ্য হইব। নিজের গুরুকৃত্যের অকপটতার নিজ আচরণে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপানুকূলপুষ্ট সেবাময়তায় সৌভাগ্য-পোষণ হয় নহে। ইহাই প্রকৃত কার্যতঃ দৈন্য। প্রকৃত সেবাদৈন্য তখনই সম্ভব—যখন নিজের মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহা মহা-বদান্যতাবারিধির উচ্ছ্বসিত প্লাবন সেবা-সৌভাগ্যে আমাকে সমাপ্লাবিত করে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণার আস্বাদনই ত' প্রকৃত দৈন্য। অপর মুখর দৈন্য কপটতা বা অসৎসঙ্গ মাত্র। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য নিজেদের যথার্থ বিচার্য।

সেবার দায়িত্বজ্ঞান না থাকিলে সেবা সম্ভব নয় এবং আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাভিষিক্ত সেবক ও আমার আচরণ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় সেবাই—এই আত্মমর্যাদা-জ্ঞানেই পারমার্থিক দায়িত্ব ন্যস্ত। আমি কর্মজ্ঞানের আচরণের ন্যায় সেবার আচরণকে সম্পন্ন করিতে পারিব না—কর্মজ্ঞানচেষ্টা বা মানসিক উচ্ছ্বাসকে অগ্রবর্তী হইতে দিব না,—পরন্তু আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণার আবাহনে আমার উপর অনুগৃহীত সেবা সৌভাগ্য বরণ করিতে হইবে—ইত্যাকার দায়িত্বজ্ঞান প্রকৃত সেবাদিগের প্রয়োজন। বিমুখ অভিমানে নিজের কর্মজ্ঞানের দাসত্ব না করিয়া প্রকৃতই গুরুকৃপার দাসত্ব বরণ করিবার অকপট বিচারযুক্ত সেবকই গুরুসেবাধিকারে অবস্থিত। পারমার্থিক দায়িত্বজ্ঞান লাভ না হইলে সেবা-সম্পাদনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাগ্রহণে শৈথিল্য অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাভিষিক্ত ও কৃপোল্লাসিত অকপট সেবকগণ সেবাসম্পাদনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী মহাবদান্য কৃপার আশা পোষণ করিয়া প্রকৃতই সেবাসম্পাদনের দায়িত্ববিশিষ্ট হইতে পারেন—অর্থাৎ নিজের কর্মজ্ঞানচেষ্টার সৌন্দর্য নিবারিত করিয়া সেবাকে নিজের মধ্যে স্বপ্রকাশিত দেখিবার সৌভাগ্য পোষণ করেন। এতাদৃশ সেবা-দায়িত্বশালী অকপট গুরুসেবাধিত সেবকগণকেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবাসম্পদ্ প্রদান করেন। অপরে স্ব-স্ব পারমার্থিক আত্মমর্যাদা ও দায়িত্বজ্ঞানানুযায়ী শ্রীগুরুপাদপদ্মকর্তৃক যথোচিত সেবাসম্পাদনে অধিকার প্রাপ্ত হন। প্রকৃত সেবকই সেবা পান, কর্মী-জ্ঞানী কখনও সেবা পাইতে পারে না।

সেবাবিষয়ে আমার কর্মজ্ঞানচেষ্টার যে সৌভাগ্য প্রকাশিত হইতেছে—তাহা প্রকৃতই সেবার বাধা, ইহা নিষ্কপটে বুঝিয়া সেবার জন্য নিজের প্রকৃত পারমার্থিক সৌভাগ্যের অন্বেষণ প্রয়োজন। কর্ম ও জ্ঞানচেষ্টা বর্তমানে আমার সেবাধিকারে যে বিড়ম্বনা আনয়ন করিতেছে, তাহাতে প্রকৃতই উদ্বিগ্ন হইয়া আমি যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাভিক্ষা প্রার্থনা করি, তাহা হইলে আমার সেবা-লাভের বাস্তবিকই কোনই অসুবিধা থাকিতে পারে না। আমি সেবার প্রকৃত মর্যাদারক্ষণে বহু প্রদর্শন করিলে আমার দ্বারা কিপ্রকারে সেবার মর্যাদা রক্ষিত হইবে? শ্রীগুরুদেব অবশ্যই ভক্তসেবককে পারমার্থিক সেবাধিকারে মেহেরবান্ হইয়া ভূষিত করেন। কিন্তু । নিজের কর্ম ও জ্ঞান-চেষ্টাবলের দ্বারা পারমার্থিক দায়িত্ব-জ্ঞানহীন হইয়া সেবের সেবার তাদৃশ অধিকারানুযায়ী সহায়তা দান করিবার বিচার হইতে বিচলিত হইতে নারাজ হই, তাহা হইলে প্রকৃতই সেবাসৌভাগ্য গ্রহণে অমনোযোগ প্রদান করা হইল। প্রকৃতই সেবাকাঙ্ক্ষী না হইলে সেবা পাওয়া কোনপ্রকারেই সম্ভব নয়।

নিজের খামখেয়ালিও কখনও সেবাকাঙ্ক্ষা নহে। সেবালাভ-বিষয়ে নিজের কর্তৃত্ব-মূলক কোন চেষ্টা আদৌ কার্যকরী নহে: কর্তৃত্বাভিমানে কখনই প্রকৃত সেবাপ্রার্থনা সম্ভব নয় এবং সৌভাগ্যশালী ভগবৎসেবক কখনই কর্তৃত্বাভিমানের কার্যকারিতায় সেবাধিকার লাভ করেন না। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের নিজের প্রতি কৃপা প্রকৃতই অহৈতুক অর্থাৎ কোন হেতু-অনুসন্ধানদ্বারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপা লভ্য নহে। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের কৃপার অহৈতুকতার নিকট সর্বে [illegible] আত্মসমর্পণ-দ্বারা তাহা লাভ হয়। সেবক আদৌ অধিকারী নহেন। সেবক প্রকৃত সেবক—সর্বাবস্থায়ই সেবক, কখনই কোন প্রকারে প্রভু নহেন।

আমার অসেবক-অনুভূতিকে [illegible] প্রশ্রয় দিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিয়া 'আমি অসেবক'—ইত্যাকার বিচার করিব আমার কি অধিকার আছে? শ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রিত-বিচারে দৈন্য উদ্দীপন কর্তা বা দম্ভ মাত্র। সেবা একাধিবার সৌভাগ্য-মূলক চেষ্টা ব্যতীত কেহই নিজের সেবকত্ব অস্বীকার করিয়া চলিবে না। আমি প্রকৃত আশ্রিত-বিচারে সেবা-সম্পাদনে কায়মনঃ তৎপর হইলে সেবা-লাভে কোন বাধা থাকে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরি[illegible] সেবকত্বের অপমান করিবার আন্তরিকতার জন্য নীচতাপরিপূরণ-চেষ্টায় নিজের সেবক-অনুভূতি অবশ্যই লজ্জা। তাঁহার অনু[illegible] ভগবৎসেবাধিকার আমাদের দর্শনের [illegible] হউক, তবেই ত' আমাদের অসেবকানুভূতি প্রাবল্য কায়মনঃ বিদূরিত হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভারদ্বাজ-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

নবভাব শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "প্রতিলেখ"-তাত্পর্য 'প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্য-শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-তাত্পর্য প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান:—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ২০ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৩রা আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৮ই জুন, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার | ৮১৩ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ ত্রিবিক্রম, বৃহস্পতি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

ভগবান্ ভক্ত হইতে পৃথক নহেন এবং ভক্তও ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহেন। তাঁহারা পরস্পর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। ভগবানের ন্যায় ভক্তেও সর্ব্বসদ্‌গুণ ও বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ আছে। ভগবান্ যেমন বঞ্চক ও বদান্য উভয়ই, বৈষ্ণবগণও তদ্রূপই। তবে বঞ্চনাকারীই বঞ্চিত হয়। নিষ্কপট সেবাভিলাষী কখনও বঞ্চিত হয় না। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকামী সেবাবিমুখ কপট ব্যক্তিগণকেই ভগবান্ ও ভক্তগণ জাগতিক বস্তু দিয়া বঞ্চনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ নিষ্কপট সজ্জনের প্রতি পরম কৃপালু। নিষ্কপট সেবাভিলাষী জনকে বৈষ্ণব সর্ব্বক্ষণ কাছে রাখিয়া সেবাসুযোগ প্রদান করেন, কিন্তু যাহারা কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা চায়, সেই সকল অসৎসঙ্গী জনকে কৌশলে দূরে রাখিয়া থাকেন। পাছে তাহারা ভজনে বিঘ্ন ঘটায় এইজন্য এই কৌশলটীর কথা তাহাদিগকে জানিতে দেন না। নিষ্কপট আশ্রিত না হইয়া বাহ্যদৃষ্টিতে কাহাকেও বৈষ্ণবের অতি সন্নিকটে বাস বা তাহার সহিত বহু বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সঙ্গ করিতে দেখিলেও সেই কপটী ও বৈষ্ণবের মধ্যে বিরজা ব্যবধান থাকে। একজন দেবীধামে—সংসার-কারাগারে, আর একজন বিরজা-ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। বঞ্চিত বা বঞ্চিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির নিকট বৈষ্ণব কখনও নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন না। পরন্তু তাহাদিগকে জাগতিক সম্মানাদি দিয়া ভুলাইতে থাকেন। হরিবিমুখ আমরা বৈষ্ণবের কৃপা ও বঞ্চনা, প্রতিষ্ঠা ও উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি বুঝিতে না পারিয়া সেবোৎসাহিত হইবার পরিবর্ত্তে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি, ভাল হইবার পরিবর্ত্তে বড় হওয়ার দিকেই আমাদের নজর পড়ে। তাই গুরু সকলে প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জনের কথা আমাদের আর মনে থাকে না।

মহাভাগবতের সর্ব্বত্রই বাসুদেব দর্শন। দ্রষ্টা-অভিমানটা বড় খারাপ। নিজেকে দৃশ্য-অভিমানই স্বরূপের অভিমান। এই জগতের প্রত্যেক বস্তু যদি আমাদিগকে রূপ দেখায়, স্বরূপ-রূপ যদি আমাদের প্রতি কৃপা করেন, তাহা হইলে বিরূপের কুরূপ অপসারিত হইয়া স্বরূপের রূপ বা চেতনের সেবারূপ দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হয়। সুতরাং শ্রীরূপের আনুগত্যই আমাদের একমাত্র কুরূপদর্শনের হাত হইতে উদ্ধারের উপায়। যাহারা শ্রীরূপের অনুগমন করিতে পশ্চাৎপদ, তাহারা নিশ্চয়ই অভক্তিমার্গে আদরবিশিষ্ট। শ্রীমন্মহাপ্রভুই স্বরূপে স্বরূপরূপ। যাহারা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্য করিতে কোন অংশে কুণ্ঠিত, তাহারা কোনরূপেই ভক্তিমার্গে অবস্থিত নহে। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সকলেই স্বরূপরূপানুগ। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ও অন্যান্য আচার্য্যগণ সকলেই গৌড়ীয়। আমরা গৌড়ীয় নহি, গৌড়ীয়ের পদরেণুকণ—তাঁহাদের দাসানুদাস-দাসাভিলাষী। স্বরূপ, রূপ—ইঁহারা অভিন্নবিগ্রহ। স্বরূপের মিত্র—শ্রীরূপ, আবার শ্রীরূপের মিত্র—শ্রীরঘুনাথাদি। ইঁহারা সকলেই মধুরসের সেবক—মধুর রসাশ্রিত। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দাস্য, দাস্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দাস্য, সখ্যাদি রস। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভক্তগণ মহাপ্রভুর অনুগত। তন্মধ্যে স্বরূপ-রূপেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। মধুর রসের একমাত্র শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীমতী রাধিকার কনিষ্ঠা ভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার এই নিত্যানন্দ প্রভুই সাম্বর্ণীর্ত্তের শাক্ত-স্বরূপ—সংস্থাপক শ্রীবলরাম। বলদেব-স্বরূপে তিনি কৃষ্ণলীলায় সহায়ক এবং অনঙ্গমঞ্জরী-রূপে তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সহায়ী। শ্রীবলদেবের বাৎসল্য-মিশ্রিত সখ্য বা শুদ্ধ শৃঙ্গার-রসগত কোন চেষ্টা নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের গৌরবের ভাই। তিনি সখা হইলেও সুহৃৎসখ্য অর্থাৎ কৃষ্ণাপেক্ষা বয়োধিক এবং বাৎসল্যমিশ্রবিশিষ্ট।

সৃষ্টবস্তুমাত্রই নশ্বর বা ধ্বংসশীল। সুতরাং এজগতে যত কিছু মতবাদ, অথবা পন্থা বা বাহাদুরী—সবই কালক্রমে ধ্বংস হইবে। কিন্তু সদানন্দ-সিদ্ধান্ত জগতে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত আছে ও থাকিবে। রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির বীরত্ব ও বাহাদুরীর কথা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু তাহাদের বংশে বাতি দিবারও লোক নাই। কালের এমনই কুটিলা গতি। জাগতিক কোন জিনিষেরই অস্তিত্ব থাকে না বা থাকবে না কিন্তু বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্ত ও বিষ্ণুর বাণী অক্ষর, অব্যয়, নিত্য ও সনাতন। তাঁহারা নিত্য-প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তেরই নিত্যপ্রতিষ্ঠা, এই শ্রৌত সিদ্ধান্ত চিরকালই আছে ও থাকিবে। অভক্তি ও অভক্তের প্রতিষ্ঠা কোনকালেই নাই ও থাকিবে না। সর্ব্বভাগবত—নিশ্চিত। তিনি সাধু বলিয়া তাঁহার অপরাধ না হয় নাই। তিনি দুঃসঙ্গ বর্জ্জিত তাঁহার কোন ভয় নাই।

——

ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, আস্তিক-নাস্তিক এবং ভক্ত-অভক্তে সাম্যদৃষ্টি হইতে পারে না। ভক্তগণ বৃথা সময় নষ্ট করেন না, তাঁহাদের অবসরকালও নাই। অভক্তের সহিত আলাপ করিবার সময়ও তাঁহাদের নাই। তাই তাঁহারা তাহা হইতে দূরে থাকিবার জন্য মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। আবার কখনও পরমকরুণ ভক্ত অযাচিত কৃপাবর্ষণ করতঃ অযাচিত নিরপেক্ষ-পূর্ব্বক জগতকে নিত্যসত্যালোকের সন্ধান প্রদান করেন। জীবসকলের জন্য এই সত্য-কথা প্রচার করিতে গিয়া তাঁহারা নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতেও কুণ্ঠিত হন না। জীবদুঃখে দুঃখী তাঁহাদের জীবের প্রতি এত করুণা! বৈষ্ণবের এই অমন্দোদয়দয়ার কথা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য আমাদের হউক।

——

বৈষ্ণবগণ পরম করুণ। ভগবানের সুখেই তাঁহাদের সুখ। যাহাতে কৃষ্ণের সুখ হয়, তজ্জন্যই তাঁহারা সর্ব্বচেষ্টা-বিশিষ্ট। কৃষ্ণের সুখোদয় ব্যতীত নিজের স্বতন্ত্র সুখ তাঁহাদের সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখদায়ক। ভক্তকে দুঃখ দিয়া কৃষ্ণ যদি সুখী হন, ভক্ত সেইরূপ দুঃখকেও সুখ হইতে অধিকতর সুখ মনে করেন। তাঁহাদের উদারতা অবর্ণনীয়। কেহ যদি তাঁহাদের প্রতি হিংসা করে, কিন্তু তাঁহাদের প্রভুর সুখাবেশে যত্ন করে, তাহা হইলে তাঁহারা সেই অপরিস্ফুট প্রভুসুখ-বিধানকারী ব্যক্তিকেও আদর করিয়া থাকেন, এমন কি, সেই প্রভুসুখবিধানকারীর সেবা করিয়াও আনন্দ অনুভব করেন। সেবিই তাঁহাদের ঐকান্তিকী কৃষ্ণে সুদৃঢ় প্রীতিবাঞ্ছা।

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

গবৎস্মৃতি

——:০:(*):০:——

আমরা কৃষ্ণভোলা জীব, কৃষ্ণকে ভুলিয়াই আমাদের এত দুর্দশা, এত দুঃখ। কৃষ্ণকে যাঁহারা ভুলেন নাই, তাঁহারা সর্বক্ষণ কৃষ্ণের চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। কৃষ্ণ পরমানন্দ স্বরূপ বস্তু, তাই কৃষ্ণচিন্তারত কৃষ্ণাধীন সেবকসম্প্রদায়ের হৃদয়ে দুঃখের লেশমাত্রও স্থান পায় না। তাঁহারা সতত পরমানন্দে মগ্ন থাকেন। উঁহাদের একমাত্র অনুসরণ বা আনুগত্যই বদ্ধ জিবোদ্ধারের পথ। কৃষ্ণকে মনে রাখার লক্ষণ সেই বস্তু তাঁহাদের স্বরূপ হইয়াছে। উঁহারা স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে, কৃষ্ণকে সতত মনে রাখিতে পারিলে সব সংসার কাটিয়া যায়, যত আপদ, যত বিপদ, যত চিন্তা—সব চুলোয় যায়। একবার প্রাণধনকে প্রাণের মধ্যে আনিতে পারিলে নিরানন্দ থাকে না; প্রাণনাথের কথা একবার চিত্তে স্থান পাইলে চিত্তগ্লানি থাকে না, অনর্থ থাকে না, সংসার থাকে না, জ্বালা যন্ত্রণার মুখে চিরকালের মত ছাই পড়িয়া যায়। অতএব আমাদের কৃষ্ণকে সতত মনে রাখিতে হইবে, কৃষ্ণকে প্রিয় করিতে হইবে, তাঁহার কথা লইয়াই দিন কাটাইতে হইবে, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই সব করিতে হইবে, তাঁহাকে আদৌ ভুলিতে হইবে না। তাহা হইলে কৃষ্ণ ভোলা বিপদ্গ্রস্ত জীব আমাদের চতুষ্পার্শে আসার সম্ভব হইবে। অন্যান্য আপদ জিনিষগুলি আমাদের কষ্ট দিতে পারিবে না।

আমরা শাস্ত্র পাঠে জানিতে পারি যে, বিষ্ণুস্মৃতি, বিষ্ণুকে মনে রাখাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য ও ইহাই একমাত্র মূল বিধি। শাস্ত্রের যেসকল বিধি এই মূল বিধির অনুগত, তাহাই বিধি বলিয়া পালনীয়; নতুবা ইহার বিরুদ্ধ হইলে উহা অবিধি ছাড়া আর কিছুই নহে। এই যে ভগবৎস্মৃতির পথ ভগবান্‌কে মনে রাখার রাস্তা, এরই নাম ভক্তির পথ; আর বাদবাকী সবই অভক্তি বা অবিধি। এই ভক্তিপথে দশবিশটা কাজ নাই; কাজ মাত্র একটা। সেটা আর অন্য কিছু নয়—ভগবান্‌কে মনে রাখা, ভগবান্‌কে মনে করা। এই জন্যই এই ভক্তির পথ একায়ন পথ, একান্তিক পথ; ইহা বহুবর্ত্ম বা বিভিন্নতার পথ নহে।

আমাদের মনে হইতে পারে—ভক্তির অঙ্গ অসংখ্য প্রকার, শ্রবণ, কীর্তনাদি একটা কেন বলিতেছেন? ইহা কেন? কেন না হইবে? কথা তা' নয়: উদ্দেশ্য লইয়া কথা হইতেছে। কি শ্রবণ, কি কীর্তন, কি বন্দন, কি অর্চনবন্দনাদি, কি দাস্য, কি সখ্য, এসকল উদ্দেশ্য সাধন করিতে যদি আমাদের কৃষ্ণকেই মনে না পড়ে, কৃষ্ণ চিন্তার মধ্যে না আসেন, কৃষ্ণচিন্তার পরিবর্তে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-কামনা, বাসনা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এরূপ করিয়া আমাদের বিশেষ কি লাভ হইবে? প্রকৃত লাভই, ও' জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; কৃষ্ণপ্রিয়-ভজনবিধান বা কৃষ্ণকে সতত স্মরণ রাখাই ত' আমাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং ভক্তিপথে কৃষ্ণকে মনে রাখা ছাড়া আর কি কার্য থাকিতে পারে? আমরা যে-কোন কার্য করি না কেন, প্রত্যেক কার্যের মধ্যে যেন কৃষ্ণকে ভুলিয়া না যাই, কৃষ্ণকে যেন মনে রাখিতে পারি—অনুসন্ধান, সেবানুসন্ধান বা কৃষ্ণানুসন্ধান যেন আমাদের প্রবল থাকে।

সাধুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে আপনা হইতেই হৃদয়ে ভগবৎস্মৃতি উদিত হয়। শ্রবণকীর্তন ফলে যখন স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণস্মৃতি জীবহৃদয়ে উদিত হয়, তখন আর ঐকান্তিকতার অভাব থাকে না—তখন কৃষ্ণচিন্তা করিতে গিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব চিন্তা, শুদ্ধবৈষ্ণব চিন্তা করিতে গিয়া কৃষ্ণচিন্তা বাধ পড়ে না। এক অদ্বয়জ্ঞান বস্তুর ঐকতান সেখানে পরিস্ফুট হয়।

ভক্তিপথে মাত্র একটা কার্য, এই জন্যই একমাত্র ভক্তিপথেই ঐকান্তিকতা দেখা যায়। আমরা যদি চরণ ধরি ভগবান্‌কে মনে রাখারূপ মূল বিধিটি সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিতে পারি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব এবং গুরুর আদেশ সুষ্ঠুরূপে পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে; নতুবা বিধি বিপরীত অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা গুরুজন, তাঁহারা মনঃকল্পিত ভক্তিপথের কল্পনা পরিত্যাগপূর্বক সাধুসঙ্গে সতত কৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যস্ত হইবেন। কি সুখে, কি দুঃখে, কি সম্পদে, কি বিপদে, কি সুস্থতায় কি অসুস্থতায়, কি জীবনে কি মরণে—সদা স্মরণ মনে রাখিতে হইবে—সর্বতোভাবে শ্রীহরিকে—শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে এবং তদনুগত যা' কিছু তাহা করিতে হইবে। ইহাতে বাধা পড়ে, এমন কোন কার্যে মন দিতে হইবে না। ইহারই নাম অনুকূল গ্রহণ ও প্রাতিকূল্য-বর্জনের চেষ্টা এবং ইহা বিশেষ সম্বন্ধের ও সাধনের প্রেরণা।

যদি সতত সম্পদ স্মৃতিপটে থাকেন, তাহা হইলে অপরাধ বা সংসারপ্রাপ্তি কিরূপে বা কি হইবে? সুতরাং উদ্দেশ্যহীন হইলে চলিবে না, কোন উপায়ে দিনটা কাটাইলে চলিবে না। সাবধান হইয়া, ধীর হইয়া যাহাতে কৃষ্ণ মনে থাকেন, এরূপ কার্য করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। যেন কোথায় ফাঁদ না থাকে, যেন সংসার প্রাণ কাড়িয়া লইতে না পারে, সাধুসঙ্গ ফুরাইয়া গেলে কিছু হইল না বলিয়া হা-হুতাশ ছাড়িতে না হয়। তদবধি হরিভজন-কামিনীর গতি যেন আমাকে লাভ করিতে না হয়। এই-সকল বিপদের হাত হইতে বাঁচিতেই হইবে। সর্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে—প্রাণনাথকে— প্রাণ-জীবন-ভূষণ-স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ও তদীয় নিজজনগণকে। কৃষ্ণকে কিছুতেই ভুলিতে হইবে না। সমস্ত জিনিষ ভুলিয়া গেলেও ক্ষতি নাই, একমাত্র কৃষ্ণ যদি মনে থাকেন।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

অপ্রাকৃত শব্দ

——::(*)::——

আমরা জানি, যাহার শক্তি আছে, তিনিই শক্তিমান; সুতরাং যে শব্দ শক্তিসমন্বিত তিনিও স্বতঃই শক্তিমান্। জাগতিক শব্দশক্তি সসীম। জড়শব্দের স্বতন্ত্র শক্তি নাই; কারণ তাহা অচেতন। কিন্তু পরজগতের শব্দের শক্তি অচিন্ত্য। সে জগতের শব্দ মায়াব্যবধান-রহিত বলিয়া শব্দী-অভিন্ন এবং অপূর্ব শক্তিমত্তা-বশতঃ অসাধ্য-সাধনে সমর্থ। শাস্ত্র বলেন,—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ॥"
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

"নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হইতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শব্দব্রহ্মরূপে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। এই শব্দব্রহ্ম তাঁহার নির্গুণবস্তু বলিয়া গুণজাত জগতের মানুষ আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিতেছি না বা তাঁহার অসীম শক্তি বা মাধুর্য আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না। আমাদের জড় ইন্দ্রিয়গুলি গুণজাত বলিয়া গুণজাত বস্তুর রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি অনুভব করিতে যোগ্যতাবিশিষ্ট। গুণজাতের গুণাতীত বস্তুর নিকট পৌঁছিতে পারে না; একমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের মধ্যে গুণজাত বস্তুরই সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। আমরা জড় ইন্দ্রিয়দ্বারা যদি জড় বিষয়ে ব্যস্ত থাকি, তাহা হইলে আমাদের চেতনতা লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং গুণজাত বস্তুর সীমান অতিক্রম করিয়া নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার বস্তুপর হওয়া—নিজ স্বরূপ ও নিজ আত্মীয় হরিগুরুবৈষ্ণবের বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া উচিত কি না, আমরা বিচার করিব না কি? চেতনের বিকাশ যদি না হইল, তাহা হইলে মনুষ্যজন্ম পাইয়া লাভ হইল কি?

নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের একটী বই আর রাস্তা নাই; সেই রাস্তা একমাত্র কাণ। জীবন্ত ও জাগ্রত সাধুর শ্রীমুখবিগলিত চেতনময়ী বীর্যবতী হরিকথা বা বৈকুণ্ঠ শব্দ যখন আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য আগমন করেন, তখন যদি আমরা সেই শব্দরূপী ভগবানকে কর্ণদ্বারে সম্বর্ধনা করি, তাহা হইলে সেই শব্দরূপী ব্রহ্ম কর্ণদ্বার দিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রবেশপূর্বক হৃদয়-কালিমা ধ্বংস করত আমাদের হৃদয়ে স্বীয় বিশ্রম্ভাসন রচনা করিবেনই করিবেন।

নির্গুণ বস্তু বা শব্দ স্বেচ্ছায় গুণজাত জগতে আসিতে পারেন; তিনি ভুবনমঙ্গলার্থ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। এই বৈকুণ্ঠ শব্দ শ্রৌতপথাবলম্বনে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের বা বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখপদ্মাদিতে জগতে আবির্ভাবলীলা প্রকাশ করেন। সেইজন্য সাধুর সতী চিন্ময়ী কীর্তনরতা জিহ্বাকে শ্রীনাম-জননী বলা হয়। অনেকের ধারণা—এই নির্গুণ বস্তু যখন পরজগৎ হইতে এজগতে আসেন, তখন তাঁহাকে গুণজাত বস্তুর রূপ গ্রহণ করিয়া এই জগতে আসিতে হয়। কিন্তু তাহাদের এই মনঃকল্পিত অসতী ধারণা যে অতর্কিতপ্রসূত ও অশাস্ত্রীয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। কারণ, পরম ভগবান্ সর্বশক্তিমান্ মায়াধীশ বস্তুকে মায়ার অধীনে আনিবার জন্য চেষ্টা বা ভগবানের অসীম শক্তিমত্তা-বিষয়ে বৃথা সন্দিগ্ধতা মূর্খতারই জ্ঞাপক। স্বেচ্ছাময় শব্দের - নির্গুণ বস্তুর ইহাতে নির্গুণত্বের কোন অপলাপ হয় না। সাধুমুখ বিগলিত বাণী বা শব্দ চেতনময় ও অসীম শক্তিশালী; কিন্তু আমাদের ন্যায় গুণজাত জড়পিণ্ড যেসকল কথা বলে, সেগুলি গুণজাত। এইসকল শব্দ জড়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়া জড়াকাশে থাকিয়া জড়াকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই শব্দ আমাদিগকে নরকে লইয়া যায়। এইসকল শব্দ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য এজগতে প্রকাশিত হইয়াছে—ভূতাকাশে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। খাওয়া-দাওয়া-থাকা, মৈথুনধর্মে রত হওয়া এবং মরিয়া যাওয়াই জগতের বিষয়। কিন্তু শ্রৌতপথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে যে-সকল কথা প্রবেশ করে, সে-সকল কথার এমন অলৌকিকী চিত্তাকর্ষিণী শক্তি আছে যে, সেই শব্দ কর্ণপথে একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে মানবের চেতনকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। এই শব্দ বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া চতুর্দশভুবনে আসিয়া জীবগণকে মায়ামুক্ত ও সেবোন্মুখ করিয়া পুনরায় বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদ করত বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়—ইহারই নাম শব্দ-শক্তি। এই শব্দ জীবমাত্রেরই একমাত্র উপাস্য ও অবলম্বনীয়। শব্দ ব্রহ্মের শরণাগত হওয়া ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন উপায় নাই। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"
প্রভু কহে,—"কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল, ইথে বিধি নাহি আর ॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত, কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥
কৃষ্ণময় হইতে হ'বে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ ॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হইতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাতে পা'বে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥"

এই শব্দের প্রতি উদাসীন হইয়া উক্ত-যোগের পথ লইয়া বাহাদুরী করিতে গেলে অসুবিধা হইবে। ভাগ্য ভাল না হইলে এই শব্দ-মহিমা বুঝা যাইবে না। যাহারা ভাগ্য-হীন, তাহারা হরিকথা শুনিতেছে মনে করিলেও কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শুনিতেছে না; তাই বঞ্চিত হইতেছে। আমরা আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদি ভজনীয় বস্তুর সেবা করিবার জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তাহা হইলে এমন কথা আমাদের কাণে যাইবে—আমরা শুনিতে পারিব—বলিতে বা বুঝিতে পারিব সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য—সত্য সত্য চেতন হইতে কোথায় চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হইতেছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা—মনোযোগ দেওয়া। কারণ, জগতে অহঙ্কার-বিমর্দ লইয়া মাথা ও জিহ্বার কসরৎ করার লক্ষ লক্ষ দল আছে। পরব্যোম হইতে আবির্ভূত চেতনময় শব্দের তাৎপর্য্য তাহাদের উপলব্ধি হয় না। তাই তাহারা হরিকথা বলিতে পারে না, এমন কি হরিকথা বলার অভিনয় করিয়াও তাহারা দিন দিন বিষয়েই ডুবিয়া যায়। সুতরাং অসাধুসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শাস্ত্র আলোচনাই আবশ্যক। তাই শাস্ত্র বলেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥

আমাদিগকে চেতনবাণী শ্রবণে অনুমনস্ক করিবার জন্য বিশ্বজনের বিশ্ব-কোলাহল বিশ্বের আকাশ-বাতাসকে বিষাক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা বিশ্বনাথের নিখবিজয়ী বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমাদিগকে বিশ্বের তাদৃশ বিশ্বাসঘাতকতা হইতে রক্ষা করিব—বিশ্বনাথের বিরাট্ বিশ্বরূপ দর্শনস্পৃহা ত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথ-জনের বিশ্ববিজয়ী চেতনবাণীর অকপট শ্রবণই হউক।

গুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা

(প্রাপ্ত)

যখন শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বিগ্রহ অভিন্ন-বলদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নানাপ্রকার লীলাবিলাস প্রকট করিয়া জগতের জীবগণকে প্রেমভক্তিপ্রদানপূর্ব্বক নানাবিধ অলঙ্কার, বিবিধ বেশভূষা এবং তাম্বূল, কর্পূর ও চন্দনমাল্যাদি বিলাসদ্রব্য গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী নবদ্বীপস্থ জনৈক-দ্বিজের শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ঐরূপ অলৌকিক আচরণ ও বিলাসাদি দর্শনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। উক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সুদৃঢ় ভক্তিযুক্ত হইয়াও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর লাগতিক ও পারমার্থিক বিধিনিষেধাতীত আচরণ দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি সন্দেহযুক্ত হইলেন। তবে তিনি তাঁহার ঐরূপ সন্দেহ-যুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত আত্মর সহানুভূতিযুক্ত না হইয়া বরং ঐরূপ অবস্থাকে নিজের চরম দুর্ভাগ্য বিচার করিয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে নীলাচলে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিভৃতে শ্রীনিত্যানন্দ-চরিত্রে নিজ সন্দেহের কথা সরল হৃদয়ে ব্যক্ত করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার এই সরলতা-গুণ দেখিয়া অসহিষ্ণু না হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তাঁহার সন্দেহ মোচন করিলেন এবং তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন,—

"শুন বিপ্র, মহা-অধিকারী যেবা হয়।
তবে তাঁ'র দোষ-গুণ কিছু না জন্ময় ॥
পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এই মত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্ম্মল ॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্ব্বদা বিহরে ॥
গর্হিত করয়ে যদি মহা অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁ'রে হাসিলেই মরি ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ পরম অধিকারী।
অল্পভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি ॥
অলৌকিক চেষ্টা যে বা কিছু দেখ তান।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁ'র অবতার।
যাঁ'হা হৈতে সর্ব্বজীব হইবে উদ্ধার ॥
তাঁহার আচার বিধি-নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার?
যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে
সত্য সত্য সত্য বিপ্র, কহিল তোমারে ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে এই কৃপোপদেশ লাভ করিয়া সেই বিপ্র শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আচরণ-সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ-নির্মুক্ত হইলেন এবং তাঁহার কৃপাদেশে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিজ অপরাধের কথা অকপটে নিবেদন করিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় চরণামৃত প্রদান করিয়া কৃপা করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি সর্ব্ব-তন্ত্রস্বতন্ত্র। সমস্ত বিধি-নিষেধের শিরোদেশে তাঁহার স্বতঃস্বতন্ত্র-ধর্ম্ম নিত্য বিরাজিত। অবাধগতিতে স্বীয় স্বতন্ত্র ইচ্ছা চালনাই জীবের প্রতি তাঁহার অকপট কৃপা। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের এই স্বতন্ত্রতা সর্ব্বৈকস্বতার মূল। তিনি সকলের প্রভু; সুতরাং প্রভুত্ব করাই তাঁহার কার্য। তাঁহার প্রভুত্বে কাহার সুখ হয়; আর সুখ হয় কাহার?—তাঁহার অকপট নিত্য সেবকের। সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রভুত্বই ভালবাসেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রভুত্বে সেবকের উল্লাস হয়, সেবক সর্ব্বক্ষণ প্রভুর প্রভুত্বই কামনা করেন। বিধিনিষেধাতীত আচরণ তাঁহার প্রভুত্ব। এই অপ্রাকৃত প্রভুত্ব তিনি যতটা যাঁহার উপর বিস্তার করেন এবং যিনি যতটা তাঁহার প্রভুত্বে উল্লসিত হইয়া তাঁহাকে অবাধগতিতে নিজের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে দেন, তিনিই ততটা সৌভাগ্যবান্। প্রভুর প্রভুত্ব বরণ করাই সৌভাগ্য। কিন্তু যে হৃদয় প্রভুর প্রভুত্বে উল্লসিত হয় না, যে হৃদয় প্রভুর প্রভুত্ব দেখিলে সংশয়াবিষ্ট হয়, সেই হৃদয়ের সৌভাগ্যরবি চির অস্তমিত, দুর্ভাগ্যের ঘনমেঘে সে চির-আবৃত। সেই হৃদয়ে নিজের প্রভুত্বকামনা প্রবল হইয়াছে। যেখানে প্রভুকে বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে দেখিবার পিপাসা, যেখানে প্রভুকে বিধিনিষেধের মধ্যে না দেখিলে তাঁহার প্রভুত্বে সংশয় উপস্থিত হয়, সেখানে প্রভুকে প্রভু বলিয়া বরণ করা হয় নাই—প্রভুর সঙ্গে সম্বন্ধই হয় নাই। প্রভুর স্বেচ্ছাচারিতা, স্বতন্ত্রতা বা প্রভুত্ব দেখিলে সেবকের প্রভুপ্রীতি আরও কোটীগুণ বর্দ্ধিত হয়—এই আদর্শই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবক শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার চরিত্রে দেখাইয়াছেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের শাস্ত্রাতীত আচরণ দেখিয়া তাঁহার সংশয় উপস্থিত হয় নাই—প্রশ্ন জাগে নাই। তিনি পরিষ্কারে তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি জগদাসীর ব্যবহার কারণ আধ্যাত্মিক বাক্যের মস্তক সজোরে পদাঘাত করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠার অলন্ত আদর্শ দর্শাইবার একরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—

কেহ বলে, "নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥"
কেহ বলে,—"মহাতেজী অংশ-অধিকারী।"
কেহ বলে,—"কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥"
কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্তজ্ঞানী।
যা'র যেন মত ইচ্ছা, না বলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তান পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে॥
'সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।
সবার চরণে মোর এই অভিলাষ॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা আমি ধরি নিরন্তর॥
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও দিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর গৌরহরি।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি॥
যথা যথা তুমি দুই কর অবতার।
তথা তথা লাগে মোর হউ অধিকার॥"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(॥০॥)::——

সর্ব্বদা বৈষ্ণবজন পরিবৃত হইয়া বাসই—নির্জ্জনবাস। সর্ব্বদা হরিকথা শুনিবার সুযোগ করিয়া লওয়া আবশ্যক। এরূপই তীর্থে বাস। আশ্রমান্তর গ্রহণ করিলে যে মঙ্গল হইবে, তাহা নহে। যিনি যেখানে আছেন, সেখানে থাকিয়াই যদি তিনি হরি-ভজন করেন, তবেই মঙ্গল হইবে।

আমরা এজগতে বেশী দিন থাকিব না. warning bell পড়িয়া গিয়াছে, এই মুহূর্ত্তেই এই পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইতে পারে: সুতরাং সকলেরই দ্বিজত্বগ্রহণ করিয়া মুকুন্দের ভজন করা উচিত।

হরিসেবার কথা কথা ব'লতে ব'লতে হরিনাম ক'রতে কিছু আপত্তি নাই, কারণ হরিনাম ও হরিসেবার কথা একই বস্তু। কিন্তু হরিকথার ছলনায় বিষয় কথা হ'লে অসুবিধা হ'বে। যদি আমরা মনে করি,—তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সত্যকথা ব'ললে কেহ ভিক্ষা দেবে না, সেজন্য [illegible] হ'তে যেন আমরা ভিক্ষা না চাই, যাহারা কিছুতেই সত্যকথা দেবে না, সেইরূপ পাষণ্ডীগণের কি সাধ্য আছে যে, তাহারা কৃষ্ণকে নৈবেদ্য প্রদান ক'রতে পারে? আর আমরাও কৃষ্ণের প্রকৃত নৈবেদ্য না হ'লে তা' গ্রহণ ক'রতে যা'ব কেন?

যিনি ভগবদ্‌-অনুশীলন করেন, তিনি জগতের কোন খবর রাখেন না। তিনি বিষয়ী, ধনী, নাস্তিক লোক—কাহারও [illegible] হ'বেন না, কেবল [illegible] আদর করেন।

[illegible] নামক একজন [illegible] নামক আর একজন [illegible] [illegible] আছে। [illegible] হ'বে। কৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible] কথা নয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও বিদের	৩য়, পরবর্ত্তী দিনের ও	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	।০	।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲		" এক কলম	৩৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উৎকলবাসীর একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ..... বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গীরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাল তরঙ্গায়িত কালস্রোতোকাজ্জ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সোহাগার পাচন

সর্ব্বরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণশীর্ণ মৃত্যুপথযাত্রীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই হয় তাই দিয়ে ... । জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ কামলার এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং ইণ্টালি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

আমেরিকায় রবারের অভাব

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এক বেতার বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমেরিকাবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, আমেরিকায় রবারের তীব্র অভাব হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের এখন যে পরিমাণ রবার আছে, তাহা আমাদের বিরাট সৈন্য বাহিনী, নৌ বাহিনী এবং অসামরিক প্রয়োজন মিটাইতে যথেষ্ট হইবে না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেন যে, আমেরিকার শতকরা ৯০ ভাগ রবার আমদানী জাপানীরা বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং সৈন্যরাও খুব কম পরিমাণ রবার ব্যবহার করিতেছে। ইহা রাষ্ট্রের সঙ্কটের গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এখন গবর্ণমেণ্টের বিচারশক্তি ও আমেরিকার অধিবাসীদিগের উদ্ভাবনশক্তির উপরেই সব কিছু নির্ভর করিতেছে। আমরা, আমেরিকাবাসী এই সমস্যাটির সমাধানের জন্য ব্যস্ত আছি। এর একটা সমাধান আমাদিগকে করিতেই হবে।

সর্ব্বত্র একরূপ ওজন সংক্রান্ত আইন

সর্ব্বত্র একরূপ ওজন প্রবর্ত্তন সংক্রান্ত আইন আগামী ১লা জুলাই হইতে কার্য্যকরী হইবে।

নোয়াখালিতে দেশী নৌকা সম্পর্কে ব্যবস্থা

নোয়াখালী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে দ্বীপ অঞ্চল হইতে দেশী নৌকাগুলি সংগ্রহ করিয়া অজ্ঞাত গন্তব্যস্থানে প্রেরণ করা হইতেছে। দ্বীপ অঞ্চল হইতে মূল ভূখণ্ডে মালপত্র, বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্য চালান দেওয়ার সরকারী কর্মচারীদিগকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, দ্বীপ ত্যাগের পূর্ব্বে নৌকাগুলিতে যেন মালপত্র বোঝাই দেওয়া হয়। অজ্ঞাত গন্তব্যস্থানে যাইবার পথে যে কোনও স্থানে ঐ সকল জিনিষ নামাইয়া দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা দ্বীপ অঞ্চল হইতে মালপত্র আমদানী করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে নৌকার মালিকের সহিত বন্দোবস্ত করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

আসাম সরকারের সতর্কতা

এরূপ জানা গিয়াছে যে, আসামের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর শিলংয়ের সমস্ত কলেজ ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট একখানি সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন উহাতে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্ব স্ব হোষ্টেলের ছাত্রদিগের পিতা মাতা এবং অভিভাবকদিগকে ইহা লিখিয়া জানাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, যখন পূর্ব্ব নোটিশে হোষ্টেলগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে। সেক্ষেত্রে যানবাহনের অসুবিধার জন্য হোষ্টেলের ছাত্রদিগের পক্ষে বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া দুঃসাধ্য হইবে। সুতরাং সময় থাকিতে তাঁহারা তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইতে অথবা তাহাদিগকে কোনও নিরাপদ স্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

আগামী ২৫শে জুন হইতে আসামে ১৯৪২ সালের খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ হইবে। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি খাদ্যশস্য পর্য্যায়ভুক্ত হইবে এবং এই সকল দ্রব্য সম্পর্কেই নিয়ন্ত্রণের আদেশ প্রযোজ্য হইবে বলিয়া আসাম গবর্ণর এক আদেশ জারী করিয়াছেন:—(১) গম এবং গম হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি (আটা, ময়দা, সুজি এবং ভুষি), (২) ধান, (৩) চাউল, (৪) জুয়ারী এবং (৫) যে কোন প্রকারের ছোলা।

আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির কথা

একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে জাপ অধিকারের বিষয় বেতারে ঘোষণা করিয়া, অক্ষশক্তিবর্গ এই দাবী করিয়াছে যে, তাহারা আন্দামান হইতে বহুসংখ্যক ভারতীয় ও বর্ম্মী রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্ত করিয়াছে। মুক্তিলাভের পর এই সকল দেশহিতৈষী ব্যক্তি সানন্দে নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছে।

আন্দামান একটি বন্দী নিবাস। গুরুতর অপরাধে অপরাধী যাহারা অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহাদিগকেই এখানে পাঠান হইয়া থাকে। তবে যাহারা স্বেচ্ছায় সেখানে যাইতে চাহে, তাহাদিগকেই পাঠান হয়। জাপানীরা যখন আন্দামান দখল করে, তখন সেখানে এমন কোনও কয়েদী ছিল না, যাহাদিগকে রাজনৈতিক বন্দীবলা যাইতে পারে।

আরও জাপানী অধিকার আরম্ভের প্রাক্কালে আন্দামানে ৫৮৫ জন অপরাধী ছিল। তাহাদের মধ্যে মাত্র ১৫০ জন জেল খাটিতেছিল। প্রচলিত নিয়ম এই যে, সদ্ভাবে চলিবার পক্ষে নিশ্চয়তা লাভের জন্য আসামীদিগকে সামান্য সময়ের জন্য জেলে রাখতে রাখা হয়। তারপর তাহাদিগকে মুক্ত দেওয়া হইয়া থাকে। ঐ ১৫০ জন বাদের অবশিষ্ট সকলকে মুক্ত দেওয়া হয় এবং তাহারা আন্দামানে বসবাসের সুবিধা পায়। তাহাদের অনেককে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যও করেন মুক্ত ব্যক্তিগণের অনেকে ভারত হইতে তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদিও আনাইয়াছিল। সুতরাং জাপানীরা তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছে বলিয়া যে দাবী করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "রত্নভান্ড"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

।[illegible]।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিভাবিনী'-টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২২ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৫ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২০শে জুন, ইং ১৯৪২, শনিবার } ৮২৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ ত্রিবিক্রম, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

সাধুকৃপা

——::(০)::——

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা যাঁহার আদৌ নাই, জড় কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যাঁহার নিকট অস্পৃশ্য বা বিষ্ঠাতুল্য, ভগবানের সেবা ব্যতীত যাঁহার অন্য কোন কৃত্য নাই, তিনিই প্রকৃত সাধু। কৃষ্ণৈক-শরণতা বা কৃষ্ণে সম্পূর্ণ নির্ভরতাই সাধুর প্রধান লক্ষণ। বাহ্য চেহারা দেখিয়া সাধু চেনা যায় না। তাঁহার আচারময় প্রচার—আচারময়ী বাণীদ্বারেই তিনি স্বতঃ প্রকাশিত। সুতরাং সাধুর বাণীকে বাদ দিয়া বপুর অনুগত হইতে গেলে বঞ্চিতই হইতে হয়। তাহাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করে। সাধুতে সাধুবুদ্ধি বা সেব্যবুদ্ধি না হইলে সঙ্গ হয় না। অনিত্য নশ্বর বস্তুতে ভোগবুদ্ধিই যেমন অসৎসঙ্গ, অপ্রাকৃত নিত্য-বস্তুতে সেব্যবুদ্ধিও সেরূপ সৎসঙ্গের উপায়। যেখানে গুরুতে গুরুবুদ্ধি—সেব্যবুদ্ধি বা ভগবদ্বুদ্ধি নাই, সেখানে গুরুসেবা, গুরুসঙ্গ বা গুরুকৃপা লাভ সম্ভব নয়। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হওয়া—তাঁহাকে নিত্য পালক ও রক্ষকরূপে জানা প্রথমেই আবশ্যক। নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির বা জাগতিক কোন লোকের উপর নির্ভরতা বা বিশ্বাস যত দিন থাকে, তত দিন শ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগত হওয়া যায় না। অসৎসঙ্গ থাকাকালে সৎসঙ্গ হয় না। এই অসৎসঙ্গ মহাবিপজ্জনক। এই অসৎসঙ্গ করা অপেক্ষা মৃত্যু বরং শ্রেয়ঃ, তাহাতে আত্মার রক্ষা হয়। যিনি হরিভজন করিতে চান, তিনি যদি বিপরীত সঙ্গ করেন, বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। অভক্তের সহিত যে সংস্রব, তাহাই দুঃসঙ্গ। দেহধর্ম্মের দ্বারাও এই দুঃসঙ্গ হইয়া থাকে। হরিভজনের বাধক যেমনে শ্রীতিই ইহার মূল কারণ। এই দুঃসঙ্গ বা মায়ার আকর্ষণ না ছাড়িলে কৃষ্ণের আকর্ষণের মধ্যে পড়া যায় না। ভারতবর্ষের রাজা ভরতের জীবনী আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি পূর্ব্বে অনেক সাধনার দ্বারা হরিভজনের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে একটু কৃষ্ণেতর বিষয়ের অভিলাষ স্থান পাওয়ায়—জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে জীব-সেবা (?) করিবার একটু সামান্য স্পৃহা উদিত হওয়ায় তাঁহাকে হরিণশিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-চিন্তা ছাড়িয়া—তাহাদের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা না করিয়া কৃষ্ণবিমুখ কাহারও চিন্তায় ব্যস্ত হওয়ায় ইহাই পরিণাম। তাই আমাদের গুরুপাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে উপদেশ করেন যে, সমস্ত ছাড়িয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা করাই আমাদের একমাত্র কার্য্য।

আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে যেখানে আছি, সেখানে থাকিয়াই আমাদের ভগবদ্ভজন করা দরকার। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কথা নিরন্তর আলোচনা করা ব্যতীত এই কৃষ্ণানুসন্ধান-স্পৃহা জাগিতে পারে না। অন্যের সন্ধান-স্পৃহা হৃদয়ে থাকিলে কৃষ্ণানুসন্ধান-স্পৃহা কিরূপে জাগিবে? সেইজন্য ভগবদ্ভক্তগণের একমাত্র কার্য্য—কৃষ্ণে যাহাতে মতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, ভগবৎকার্য্য করিবার কৌশল ও চাতুরী নিত্য নবনবায়মানরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেবা-লালসা যাহাতে উত্তরোত্তর হৃদয়ে স্থান পায়, তজ্জন্য চেষ্টা বিশিষ্ট হওয়া। তাই তাঁহারা পরম চতুর সেবোন্মুখ সাধুর সঙ্গ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কপটের সঙ্গ না করিয়া যাঁহারা সরল, তাঁহাদের সঙ্গ করেন; অপর কাহারও সঙ্গ করেন না। তাঁহারা জানেন, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি বদ্ধজীবের চেষ্টা—দেহমনোধর্ম্ম, আর ভক্তি আত্মার ধর্ম্ম। উহা পরম মুক্তের স্বাভাবিকী বৃত্তি বা চেষ্টা। মুক্তমুক্তোপাস্য কৃষ্ণই একমাত্র এই অধোক্ষজ ভক্তির বিষয়। ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু; পরমাত্মা—সান্নিধ্যের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেব্যবস্তু।

আমরা যে সাধুসঙ্গের কথা বলি, সেই সাধু তোষামুদে নন, তিনি জীবের নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। জীবের হৃদয়ে যে-সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে, সেইগুলিকে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা ছেদন করিয়া তাহাকে ভগবদুন্মুখী করাই তাঁহার একমাত্র আন্তরিক অভিলাষ বা কার্য্য। সাধু নির্ভীক প্রচারক। সাধু সর্ব্বক্ষণ খড়্গহস্তে দাঁড়াইয়া থাকেন; সেই খড়্গ অন্য কিছু নয়—তাহা নির্ভুল বাস্তব সত্যকথা—মঙ্গলময়ী বাণীরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র। তাঁহার সেই কঠোর বাণী বা শাসন যাঁহারা অবনত-মস্তকে শিরে ধারণ করেন, তাঁহারাই সাধুর সঙ্গ বা কৃপা পান। সাধু কাহারও অসদ্বৃত্তির প্রশ্রয় দেন না, কাহারও তোষামুদি করেন না। পরন্তু পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া মহাপ্রভুর আপাত বিপ্লবী অথচ মঙ্গলপ্রদ কথাগুলি—শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যমঙ্গলবিধায়ক অপ্রাকৃত-পূর্ণ উপদেশাবলী জগতের নিকট প্রচার করিয়া, তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও অমানি-মানদ হইয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যিনি আমার তোষামুদি করেন, আমার অন্তর্নিহিত দোষের কথা আমাকে জানাইয়া না দিয়া আমার অসৎ-চরণের প্রশ্রয় দেন, তিনি ত' আমার অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—শত্রু। নিষ্কপট ও নির্ম্মল সাধুর হৃদয়ে এরূপ অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। কিন্তু তথাপি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে যে সময় সময় কাহারও কাহারও তোষামুদির অভিনয়াদি করিতে বা তোষা দিতে দেখা যায়, তাহা যথার্থ স্বার্থ-কামকামী কপট ব্যক্তির প্রতি বঞ্চনা মাত্র। যাহারা কিছুতেই নিজের মঙ্গল বরণ করিবে না, তাঁহার কথায় কাণ দিবে না, ইহা তাহাদিগকে তোষা দিয়া নিজে সর্ব্বক্ষণ হরিভজনের কৌশল বা জীবের প্রতি ব্যতিরেক কৃপামাত্র। যাঁহারা কৃপা চান, সেই নিষ্কপট ব্যক্তিগণকে তিনি কখনও বঞ্চনা করেন না। পরন্তু একটু অসুবিধা দেখিলেই শাসন করিয়া অযাচিত কৃপা করিয়া থাকেন। এমন কি, যে-সকল কথা আমরা সাধুকে জানিতে দিতে চাই না, যে-সকল কথা অন্তরের অন্তস্তম স্থানে অতি সংগোপনে রাখিয়া দিতে চাই, প্রকৃত সাধু সেইসকল কথাও আমাদের অন্তর হইতে বাহির করিয়া তাহার প্রতি অস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন, সেই দুরারোগ্য রোগ হইতেও আমাদিগকে নিষ্কপট কৃপা করিয়া রক্ষা করেন। অপ্রিয় সত্যকথা বলিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রীতিবিধানই তাঁহার আত্ম উদ্দেশ্য হওয়ায় তিনি লোক-মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকেন না। সাধুর এত দয়া! তিনি এত উদার!! এত বদান্য!!

সুনীতি ও দুর্নীতি

সংসারে যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার অনুষ্ঠান মঙ্গলজনক বলিয়া উহাকে 'সুনীতি' বলে। সুনীতিপ্রভাবে সাংসারিক অমঙ্গলের কথা থাকে না। কিন্তু যাহাতে নিজের অপকার ও পরের অপকার হয়, তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে; উহা অন্যায় ও অবৈধ বলিয়া 'দুর্নীতি'-নামে কথিত হয়। যে নীতি বা নীতিবর্হিত ক্রিয়া সংসারের অমঙ্গল সাধন করে, তাহা সর্বতোভাবে বর্জনীয়—সমাজহিতৈষী সকলেই এই কথা সমস্বরে ব্যক্ত করেন। মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া লোককে বিপদে পাতিত করা সামাজিকের চক্ষে ন্যায়সঙ্গত নহে, সুতরাং উহা দুর্নীতি। পরদ্রব্য অপহরণ, পরদার অপহরণ বা ঐরূপ অপকার্যের সহায়তা করা, উৎকোচের আদান প্রদানের দ্বারা নিজেকে বা অপরকে লাভবান্ করা—সকলই দুর্নীতি-পর্যায়ে গণিত। নীতিবিরোধী ক্রিয়াগুলি অপরাধের মধ্যে গণ্য হওয়াতে অপরাধীকে পাপী ও দণ্ডযোগ্য বলিয়া বিচার করা হয়। পরহিংসা, পরদ্রোহ দুরভিসন্ধি প্রভৃতি নানাপ্রকার পাপ আনয়ন করে। লৌকিক স্মার্তগণ এইসকল পাপের হস্ত হইতে মুক্ত করাইবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। মানুষ দণ্ড চায় না, সুতরাং অপর মানুষের বিবেচনায় তাহাকে ক্লেশের অন্তর্ভুক্ত করাইলে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শিক্ষা লাভ ঘটিবে।

ন্যায়পরায়ণ জনগণকে লোকে আদর করে এবং পুণ্যবান্ বলে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপের সংসর্গে আত্মনিয়োগ করেন না। পাপী ও পুণ্যবানের কথা জগতে বহু অনাদর ও আদর লাভ করিয়াছে। ইহা কর্মীদিগের গুণের অন্তর্গত হওয়ায় একজন সুকর্মী, অপর জন দুষ্কর্মী-নামে আখ্যাত হন। পাপের ফল অনুসরণে জীবের দুর্গতি ও সমাজের অমঙ্গল ঘটে। পুণ্য-প্রভাবে মঙ্গল সাধিত হয় ও জগৎ পুণ্যবানের ক্রিয়ায় উপকৃত হয়। সুতরাং প্রথমে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও পুণ্যের সুখাপ্তি-বাঞ্ছা মানবের চিত্তক্ষেত্র অধিকার করে। এইগুলি কর্মীর নীতিমাত্র। নৈয়ায়িকগণ কর্মীর নীতি হইতে আরও একপ্রকার তর্কহেতু-দর্শনে সৎকর্মের পক্ষপাতী হন ও অজ্ঞগণের প্রতিকূলে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। জীব যখন আপনাকে সংসারের, সমাজের ও পরিবারের মনে করেন, তখন নীতিগত কর্তব্যবুদ্ধি উপকার-কারীর সহিত সহযোগ ও অপকার-কারীর সহিত অসহযোগ নীতি অবলম্বন করে।

জ্ঞানিগণ জাগতিক কোন বস্তুর সহিত প্রীতি স্থাপন করার বা সৌহার্দ্যাদিভাবে আবদ্ধ হইবার বিচার করেন না, তাঁহারা বস্তুগুলির অনিত্য বিষয়ের জন্য অগ্রসর হন। এইপ্রকার কর্মাশ্রয়ীর বিচারে সংসারে যোগপদ্ধতির আহ্বান লক্ষিত হয়। নিবৃত্ত-জীবনই পাপপুণ্য হইতে জীবকে রক্ষা করিয়া শান্তি দিবে,—এইরূপ ধারণা প্রবল হওয়ায়, তখন তিনি পূর্বের পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিষ্কর্মবাদ ও জাগতিক কার্যে নিরুৎসাহিতা প্রদর্শন করেন। তাঁহার এতাদৃশ কার্য সমর্থনের জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি পর্যন্ত আলোচ্য হইয়া পড়ে। কর্মবীরসমূহ জাগতিক বিচারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বর্তমানের সুখ-দুঃখ বিষয় হইতে স্বীয় চিত্তকে নিবৃত্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হন, কখনও বা বিচারাশ্রয়ে লৌকিক ব্যবহারসমূহে সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্বিশেষ বা কৈবল্য বিচারকে আদর করিতে থাকেন। বুভুক্ষুসম্প্রদায় যেরূপ ভোগ-তাড়নায় আপনাকে ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে নিযুক্ত করে, নিবৃত্তিপরা রুচি সেরূপভাবে জীবকে কর্মবীর সাজাইবার পরিবর্তে ফলভোগ-বাসনারহিত জ্ঞানবীর সাজাইবার উৎকণ্ঠা-মূলা রুচি প্রদান করে। ইহাও কর্মচেষ্টার রূপান্তর মাত্র। ওজন্য ইহা জ্ঞানচেষ্টা-বিচারে নৈষ্কর্ম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া জাগতিক কার্যই আরাধ্য বলিয়া প্রতিপাদন করে। নিষ্কর্মবাদের যে চির নিবৃত্তজীবনে কর্মীর মনে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা প্রবৃত্ত কর্মিসম্প্রদায় কেহ বা ভালচক্ষে কেহ বা মন্দচক্ষে দেখিয়া থাকেন।

আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া যাঁহারা সঙ্গত বিবেচনা করেন না, তাঁহারা ভিক্ষা-জীবিগণকে আদর করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন যে, তাদৃশ নিশ্চেষ্ট জীবন জীবকে দুর্গতি লইয়া যাইবে, সুতরাং কর্মফল প্রকৃত জীবনই জীবের পক্ষে বরণীয়-বিচারে নিষ্কর্মবাদের হেয়তা প্রতিপাদন করিতে রুচি পোষণ করেন। তাঁহারা জ্ঞানিগণকে নির্বিশিষ্ট ও কর্মজগৎ হইতে নিবৃত্ত মনে করিয়া তাঁহাদের পক্ষের আদর করেন না, আবার বহির্জগতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-ক্লান্ত হইয়া "ছাড় নারে বাপ" বলিয়া ক্ষুব্ধ হন। তাঁহাদের রুচিও মুমুক্ষুগণের নির্বিশিষ্ট বিচার অনুমোদন করে। কর্মফল-ভোগপর বিচার আত্মজ্ঞানরাহিত্যে প্রকৃতিতে লীন হইবার বড় দেখায়। আর কতিপয় ব্যক্তি মুক্ত অবস্থায় নির্বিশেষপর বিচারে নিমগ্ন হইয়া কেবল চেতন-নাশক চিন্তাস্রোতের প্রাধান্য দিয়া থাকেন। তাঁহারা নিরপেক্ষবিচারে অচিন্ত্যবাদ ও চিন্ত্যবাদ-নাশক দুইটি বিচারই নাস্তিকতা বলিয়া মনে করেন; সেই-জন্য তাঁহারা পরস্পরের বৈষম্য নিরাকরণ-পূর্বক সমন্বয়বাদী হইয়া চেতনের নিত্যাস্তিত্বে নাস্তিক্য ও আস্তিক্যের মধ্যে ভেদ অপসারণ করেন। এই অচিন্ত্যবাদী ও চিন্ত্যবাদী, উভয়ের অবস্থার বৈষম্য কর্মবাদের অজ্ঞানে দুষ্ট হইলেও উভয়েই যে নাস্তিক্য ও আস্তিক্যবাদ স্থাপন করেন, তন্মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য স্থাপনের আবশ্যকতা থাকে না বলিয়া চিদ্বিলাসপরায়ণসম্প্রদায় এই বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুসম্প্রদায়কে আদর করিতে পারেন না। মানবের জাগতিক চিন্তাপ্রাচুর্যে অচিন্ত্য ও চিন্ত্যবাদে তাঁহাদের অপূর্ণতা পূর্ণতা লাভ করে; যেহেতু চিদ্বিলাসবাদের অবিমিশ্র অস্তিত্ব তাঁহাদের জড়-সিংহাসনাসিক্ত হয় না। চিদ্বিলাসবাদ চিন্ত্যবাদের সহিত একপর্যায়ে গণিত হইবার বিচারে অচিন্ত্যবাদী কর্মচেষ্টাপর জনগণের চক্ষে দুষ্ট হয়। কিন্তু উহাদের পরস্পরের বৈষম্য নিরূপণ করিতে প্রপঞ্চোত্তীর্ণ বুভুক্ষু জীবকুল সমর্থ হয় না। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা এবং এতদুভয়ের ন্যায় ও অন্যায়, বৈধ ও অবৈধ-বিচার চিদ্‌বিলাসভূমিকায় যাইতে অসমর্থ। মুমুক্ষুর জ্ঞানচর্চার অনুকূলে যেসকল ন্যায় বর্তমান, তাহার সহিত অচিন্ত্যবাদী কর্মীর বিচার-প্রণালীর সঙ্গতি নাই। বন্ধের মোচনচেষ্টা মুক্তের সেবন-চেষ্টা হইতে পৃথক্, কিন্তু বুভুক্ষু তাহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া চিদ্বিলাস-বাদকে অচিন্ত্যচিদ্বিলাসবাদে পর্যবসিত করিবার জন্য ব্যগ্র হন। আমরা এইপ্রকার ন্যায়ের অনুকূলে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে পারি না। জাগতিক ভূমিকায় জাগতিক দৃষ্টিকোণে যে সুনীতি ও দুর্নীতির বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়, সেই বিভাগ চিদ্বিলাস-ময় পরব্যোমে লইয়া যাওয়া জীববুদ্ধির শক্তির বাহ্য। চেতনের বিলাসে কুণ্ঠা নাই এবং জাগতিক কুণ্ঠার প্রতীতির অভাব।

জীব যখন বুভুক্ষা-নীতি পরিহার করিয়া মুমুক্ষানীতির ছত্র-বাহক থাকেন, তখন তিনি অচিন্ত্যবাদ পরিত্যাগ করিয়া চিন্ত্যবাদের সন্ধান করিতে করিতে যে আত্মবিনাশ করেন, তাহাতে চিদ্বিলাস-বিচারের উপযোগিতা নাই। মুমুক্ষুর নীতি ও দুর্নীতি-বিচারপর্যায় বুভুক্ষুর পক্ষে সঙ্গত হয় না; আবার বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর নীতির বুভুক্ষা-মুমুক্ষা-চাঞ্চল্যরহিত জনগণের পক্ষে উপযোগিতা নাই। চিদ্বিলাসবাদের নীতি মুমুক্ষুর চিন্ত্যবাদের নীতির সহিত প্রচুরভাবে ভেদ ভাব জ্ঞাপন করে। মুমুক্ষু যে কালে মায়াবাদী সাজিয়া ব্রহ্মবাদ ও শক্তিবাদের বৈষম্য অপসারিত করিয়া অদ্বয়তা প্রতিষ্ঠিত করেন, তৎকালে চিদ্বিলাসের বিচিত্রতা তাঁহার পক্ষে দুর্বোধ হইয়া পড়ে। আধ্যাত্মিক তত্ত্বদর্শন ও আধ্যাত্মিক-জ্ঞানসমন্ত চিন্তাপ্রদর্শন তাঁহাকে প্রপঞ্চের ধূলিতে লুটাইয়া দেয়। সুতরাং পরব্যোমের বিচিত্রতা তাঁহার দর্শনের অতীত ব্যাপার হইয়া পড়ে। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা—এই বাসনা-পিশাচীদ্বয় তাঁহার আত্মতার জননী বা ধাত্রী বিচারে পরিদৃষ্ট না হইলে তিনি ভক্তিসুখ-সমুদ্রের সন্ধান লাভ করেন; কিন্তু ভুক্তি ও মুক্তি-পিশাচীদ্বয়ে তাহার জননী-বোধ থাকিলে শক্তির নিরুপাধিক ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের মঙ্গলময়তার অবস্থান তাঁহার পক্ষে স্ফূর্ত হইয়া পড়ে।

জ্ঞানীর নীতিতে কর্মপথ বা উপাসনা-পথের আদর নাই। তিনি চিদ্বিলাসী উপাসনাকেও জড়ের বিলাসের সহিত সমস্তরে স্থাপন করায় তাঁহার ন্যায় নৈয়ায়িক চিদ্‌বিলাসের নিত্যা বৃত্তি ভক্তিকেও কপটত্ব কাম-ক্রোধাদির পর্যায়ে গণনা করেন। সুতরাং নির্বিশিষ্ট জ্ঞানীর অস্মি-প্রতিষ্ঠিত বোধের মধ্যে অন্যাশ্রয় ভুক্ত থাকায় সমানভাবে ভক্তি-সুনীতিকে দুর্নীতিপর্যায়ে গণনা করিবার ধৃষ্টতা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। জড়েন্দ্রিয়ের অসতী উত্তেজনা তাঁহার ধৈর্য বিলুপ্ত করিয়া চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের প্রতিকূলে শক্তিবিচারে দুর্নীতিপুষ্ট জড়নির্বিশিষ্ট জ্ঞানানলসী আগামী-বাদে পরিণত করে; সুতরাং নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানীর দুর্বলতা ও কপটতা—ভগবদ্ভক্তি-নীতিপরায়ণের দুর্নীতি মাত্র। ভক্তিপক্ষের সুনীতি কেবল ভগবৎসেবাময়ী; তাঁহার কেবলা ভক্তিতে অবস্থান বিষ্ণুমায়ার সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া বিষ্ণুমায়ারচিত নির্বিশিষ্ট ভাববাদের প্রতি সমাদর-দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে না। তিনি কর্মীর সুনীতি, জ্ঞানীর সুনীতি, কর্মীর দুর্নীতি, ও জ্ঞানীর দুর্নীতিকে সমপর্যায়ে দেখিবার নিরপেক্ষতা লাভ করায় তাঁহার সুনীতির পরমোচ্চ আসন দর্শনে অযোগ্য উন্নতিকামী জড়ভোগপর কর্মী বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু প্রকৃতিবাদী প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী নাস্তিক জ্ঞানী চিদ্বিলাসবাদের সুনীতি ও দুর্নীতির ভিন্নস্রোত দর্শন করিতে অসমর্থ।

নাম-সেবা

——::(•)::——

নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম—এই তিনটীই ভিন্ন বস্তু। নামাপরাধ নাম নহে, আর নামাভাসও নামাপরাধ নহে। নামাপরাধ করিতে করিতে কখনই নামোদয় হয় না। নামাপরাধ নিশার অন্ধকারস্থানীয়, নামাভাস অরুণোদয়স্থানীয়, আর শুদ্ধনাম নির্মল সূর্যসদৃশ। নামাপরাধ কারণে জাগতিক ধন-জন-পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য, বিত্তাবৃদ্ধি লাভ হয়, কিন্তু নামোদয় না হওয়া পর্যন্ত ভগবৎপ্রেম কিছুতেই লাভ হইতে পারে না।

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
হেন কৃষ্ণ-নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥

(চৈঃ চঃ)

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

বাহিরে কৃত্রিম পুলকাদি বিকারই কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং" শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যৎ হৃদয়ং ন বিক্রিয়েত, তদশ্মসারমিতি। কনিষ্ঠাধিকারিণামেব অশ্রু-পুলকাদিমত্ত্বেহপ্যশ্মসারহৃদয়তয়া নিন্দৈষা।" অর্থাৎ অশ্রু-পুলক দেখা গেলেও যাহার হৃদয় শ্রীভগবানের সেবা বা প্রীতির জন্য ব্যাকুল না হয়, তাহা পাষাণবৎ কঠিন। সেটী বাস্তবিক ভক্তি বা প্রেমের লক্ষণ নহে। কনিষ্ঠাধিকারিগণের অর্থাৎ যাঁহাদের অধোক্ষজ শ্রীভগবানে ও অধোক্ষজ ভক্তে প্রাকৃতবুদ্ধি অপগত হয় নাই, তাঁহাদের অশ্রুপুলকাদি হইলেও তাহাদের অধোক্ষজ-সেবাবৃত্তি না বলিয়া ঐরূপ অশ্রুপুলকাদিও নিন্দনীয়।

নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ ২।৩।৫১)

অর্থাৎ জীবের নিসর্গবশতঃ পিচ্ছিল এবং কৃত্রিম অভ্যাসপরায়ণ নিজ অন্তঃকরণে যে-সকল অশ্রুপুলকাদি-চেষ্টা, তাহা সত্ত্বাভাস ব্যতীতও কেবল রজস্তমোগুণাশ্রিত হইতে পারে। তাহা বাস্তবিকভাবে শুদ্ধের শুদ্ধসত্ত্ববিকার-লক্ষণ নহে, পরন্তু প্রাকৃত নশ্বর কামচেষ্টাময় ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক ক্রিয়া বা ভাবাভাস মাত্র।

নামাভাসে অক্রমুক্তি হয়। নামাভাস নামোদয়ের পূর্ব্বাবস্থা, যেরূপ অরুণোদয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব-অবস্থা। নামাভাসে কোনও অপরাধ নাই। কিন্তু শুদ্ধনাম বা নামীর সহিত তখনও কোন সম্বন্ধ হয় নাই। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত নিরপরাধ হইলে নামে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। তাহাই প্রকৃত শুদ্ধনাম। নামাভাসে মুক্তি হইলে জীব জড়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হন এবং সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া স্বরূপের কার্য্য ভগবদ্দাস্যরূপ অভিধেয় ভক্তি বা সেবা যাজন করিতে থাকেন। এই সেবোন্মুখ-বৃত্তির উদয়েই প্রকৃত নামের উদয় হয়। তখনই নামের চিন্ময় স্বরূপদর্শন হয় ও নাম লইলে প্রেম হয়। অধোক্ষজ-সেবোন্মুখতার অভাবে শ্রীভগবানের নাম হয় না। যাহা হয়, তাহা অক্ষজবাদিগণের বিমুখচেষ্টা বা নামাপরাধ।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ ও লীলা একই বস্তুর বিভিন্ন স্ফূর্ত্তি। এই কৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। কিন্তু জীব যখন সেবোন্মুখ হন, তখনই তাঁহার আত্মার উদিত নামাদি স্বতঃই জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তি পাইয়া বাহ্য জগতে প্রকটিত হন।

অন্য হইতে বলে, জিহ্বায় অপ্রাকৃত সদে,
স্বরূপে নাচে অনুক্ষণ। •

সেইজন্যই অধোক্ষজ সেবাপরায়ণ সাধুগণের মুখনিঃসৃত শ্রীনাম শ্রবণ করিলেই প্রকৃত নামের উদয় হইয়া থাকে। অক্ষজজ্ঞানরত সাধুনামধারী অসাধু ব্যক্তিগণের মুখে জাত নামাক্ষর নাম নহে। কারণ, তাহারা হয় ভক্তাভিলাষী, না হয় ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী। তাহারা অধোক্ষজ-সেবা-বিমুখ বলিয়া নাম তাহাদের ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধির উপায়স্বরূপ, কিন্তু অধোক্ষজসেবালাভের উপায় ও উপেয় নহে।

শুদ্ধনাম-পরায়ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব নামাপরাধিগণ কখনও শুদ্ধবৈষ্ণব নহে তাহাদের মুখে শ্রীনামাদি-কীর্ত্তন শ্রবণীয় নহে।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্
গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা নরকগামী হইতে হয়। পুনরায় বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণব গুরু হইতে শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে হয়।

হরিকথা প্রকৃত পক্ষে অমৃতস্বরূপ হইলেও অবৈষ্ণবের মুখ-নিঃসৃত হইলে তাহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে। যেমন দুগ্ধ সুস্বাদু হইলেও সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। অতএব শুদ্ধনাম-পরায়ণ বৈষ্ণবের পাদপদ্মই নিত্যসেব্য

যৎকিঞ্চিৎ

——::(০)::——

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সকল সেবকগণের প্রতিই নিষ্কপট সেবাবুদ্ধি প্রবৃত্ত না হইলে নিজের গুরুসেবকত্বের প্রকৃতই ব্যাঘাত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের যে-কোনপ্রকার যে-কোন সেবককে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে দর্শনের অভাব হইলে অন্যায়ী নিজেকে শ্রীগুরু-সেবকাভিমান হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। অপরের ভিতর যতটুকু যাহাই কিছু পারমার্থিকতা দেখা যাইবে, তাহা ত' শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই কৃপাশক্তি। তাহার যথোচিত আদর করিবার প্রবৃত্তির অভাব হইলে নিজেকে কিরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার প্রকৃত অধিকারী সেবক বলিয়া বুঝা যাইতে পারে? বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আমি প্রকৃত সেবক কি না, তাহা আমার তাঁহার সেবকগণের প্রতি আমার বিহিত প্রবৃত্তিদ্বারা নির্ণেয়। কেহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকগণের প্রতি যথোচিতভাবে সেবাবিচারে অমনোযোগ থাকিয়া কখনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবক বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকারী নহেন। প্রকৃত গুরুসেবকই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকগণের সেবাপ্রবৃত্তিতেই থাকে।

————

নিজের মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় কত অনন্যাপেক্ষী কায়মনোবাক্য হ' শক্তির দ্বারা অপর শ্রীগুরুসেবকগণের প্রতিও তাদৃশ বুদ্ধির নিত্যই উপলব্ধি হয়।

নিজের প্রকৃতই তাদৃশ পারমার্থিক সৌভাগ্যে অপরের মধ্যেও অনুরূপ বিচার অনুসন্ধান করিবার বুদ্ধিতে অধিকার আছে। নিজে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় তাদৃশ নৈষ্ঠিক অনুভূতি লাভ করিয়াও অপরের মধ্যে তদ্রূপ বিচার অস্বীকার করিলে তৎকালস্বরূপে নিজেরই শ্রীগুরুপাদপদ্মের উক্তপ্রকার কৃপানুভূতি হইতে বঞ্চনা লাভ হয়। নিজে গুরুসেবক হইয়া অপরের গুরুসেবকস্বরূপের প্রতি অমর্য্যাদা করিবার কি অধিকার আছে? শ্রীগুরুসেবক প্রকৃতই গুরুসেবক। আধ্যাত্মিকতা প্রবল করিয়া তাঁহাদের তাদৃশ স্বরূপের প্রতি অমর্য্যাদা করিবার প্রবৃত্তিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই সেবকগণের শ্রীচরণে তথা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে অপরাধ আহূত হয় মাত্র। নিজে প্রকৃতই পারমার্থিক হইতে না পারিলে অপারমার্থিকতায় আধ্যাত্মিকতায় যে পরমার্থ ও অপরমার্থে বিচারবিভ্রান্তি ও সমন্বয়ের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে পারমার্থিক বিচারের কোন দোষ নাই—নিজের অনর্থ কারণও দুর্ভাগ্যেরই দোষ। প্রকৃত পারমার্থিক হইলে তবেই পরমার্থের বিচার বুঝা যায়। নচেৎ পরমার্থবিচারে আধ্যাত্মিকতা প্রবল করিয়া পরমার্থবিচারকে অত্যন্ত কপট বুদ্ধিতে বাধ্যই হইতে হয়। পারমার্থিক বিচারের সুসঙ্গতি পরমার্থ অধিকারের আধ্যাত্মিকতার অবস্থানে বুঝা যায়। তদ্ব্যতীত তাহা কেবল অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া নিজের আধ্যাত্মিক প্রান্ত ধারণায় বিচারিত হইতে থাকে।

নিজে প্রকৃতই পারমার্থিক বিচার লাভ করিলে অপরের প্রতি অপারমার্থিক বিচারের অবকাশ খুঁজিতে হয় না। নিজের পারমার্থিক বিচারের অভাব থাকিলে অপরের প্রতি অপারমার্থিক বিচার আহ্বান না করিয়াও কেহ পারে না। অপারমার্থিক অধিকারে অপরের প্রতি পারমার্থিকতার ছলনা প্রদর্শন করিতে গেলে তদ্দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরমার্থবিরোধ সৃষ্টি হয়। নিজে প্রকৃতই পারমার্থিক অধিকার লাভ করিলে তবেই অপরের প্রতি পারমার্থিক বিচারের সুমীমাংসা উপলব্ধি হয়। নচেৎ কপটতার আহ্বানে অপরের প্রতি পারমার্থিক বা অপারমার্থিক ব্যবহারের ছলনা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্বিচার কার্য্যতঃ অবলম্বিত হইতে থাকে। অপরের প্রকৃত গুরুসেবকস্বরূপের উপলব্ধি নিজের তাদৃশ সৌভাগ্যের সম্ভাবনা-গত। যিনি নিজের গুরুসেবকস্বরূপের প্রতি প্রকৃত সেবাবৃত্তি-বিশিষ্ট, তিনিই অপরের তাদৃশ অবস্থার সম্যক উপলব্ধিকর্ম হইতে প্রোত প্রকৃত সেবাবৃত্তিযুক্ত হইতে পারেন এতদ্ব্যতীত অপরের তাহাতে কোন অধিকার নাই।

— —

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকসম্প্রদায় বিভিন্ন অধিকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিভিন্ন কৃপাশাসনে অবস্থিত থাকিয়া স্ব-স্ব পারমার্থিক মর্য্যাদায় অবস্থিত। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাসম্বন্ধের যথাযথ আনুগত্যের সম্যক সম্ভাবনাই নিজের পারমার্থিক অধিকারের যথাযোগ্য ব্যবহার। অপরের শ্রীগুরুসেবকস্বরূপের প্রতি প্রকৃত সেবাবৃত্তি তাহাতে বৈচিত্র্যময় হইলেও তাহাতে নিজের সেবাবৃত্তির কোন বিরোধ বা বাধা নাই, একই অকপট আনুগত্য সেবাপ্রবৃত্তি বিভিন্নভাবে যথাযথ প্রকাশিত মাত্র। যাহারা সমূহ শ্রীগুরুসেবকগণের প্রতিই প্রয়োজ্য ব্যবহারে একাকার প্রদর্শন করিয়া নিজেদের উচ্চাধিকার প্রদর্শনের ছলনা করিবেন, তাঁহাদের তাদৃশ ব্যবহার প্রকৃতই কপটতা বলিয়া প্রকৃত ... বিচার করেন। ইহাতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি লাভ করিয়া অপরের প্রকৃত গুরুসেবকস্বরূপ দর্শনের কার্য্যতঃ অভাব ঘটিয়াছে, বলিতে হইবে। ইহাই গুরুসেবকগণের সেবায় প্রকৃত অবহেলা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় বস্তুতঃ বিরোধ। গুরুপাদপদ্মের সেবকসম্প্রদায়ের সেবাপ্রবৃত্তিদ্বারাই নিজের সর্ব্বোত্তম সেবাধিকার লাভ করিতে হইবে—অন্যভাবে নহে। প্রকৃত উচ্চ সেবাধিকার ইহাই। মহাভাগবতগণ ত' কোনও বিচারের আদৌ অধীন নহেন; তাঁহাদের অলৌকিক সেবাবৃত্তি জীববুদ্ধির প্রকৃতই অগম্য।

শ্রীগুরুসেবকগণের যথাযথ সম্ভাবনা-কার্য্যে কোন কোন ক্ষেত্রে অপারমার্থিক বিচারও আহ্বান করিবার প্রয়োজন হয়, এই বিচার প্রকৃত সেবাবুদ্ধির পরিচয় নহে। অপরের কোন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমার তাঁহার প্রতি অপারমার্থিক দুর্ব্যবহারের কি অধিকার আছে? আমি কেন অবস্থায়ও নিজের সেবকাভিমান বিস্মৃত হইব? অপরের প্রতি আমার সেবা করিবারই অধিকার আছে, কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার নাই। কপটভাবে অন্যের সেবাহীনতাকে সেবা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা স্ব পরবঞ্চনা বা আত্মবিনাশ মাত্র। প্রকৃত সেবাধিকারে অবস্থিত হইলে কখনও অসেবক হইতে হয় না। অসেবকও কোন প্রকারে সেবা করিয়া কোনও প্রকারে পারে না।

যাহারা প্রকৃতই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধীয় হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি পারমার্থিক সেবাবুদ্ধির ছলনা অপরাধ কপটতা মাত্র। তাহা কখনই সেবাবুদ্ধি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সেবক প্রতি বিহিত ... সেবা। অসেবক প্রতি কপট ব্যবহার ... কেহ তাদৃশ ব্যবহার করেন ...

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

———:০:(০):০:———

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ
চটক-পর্ব্বত, পুরী
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

বিহিত-সম্মান-পুরঃসর নিবেদন-

আগামী ১৩ই আষাঢ় (১৩৪১), ২৮শে জুন (১৯৩৪), রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে ৩রা শ্রাবণ, ১৯শে জুলাই, রবিবার শ্রীহেরাপঞ্চমী-দিবস পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে ও গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, সোমবার দিবস শুদ্ধভক্তি-সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরাগ্রণী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অষ্টাবিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব। এতদুপলক্ষে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বর্ষীয়ান্ প্রিয় শিষ্যবর, পাশ্চাত্য দেশে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রচারের অগ্রদূত, গৌড়ীয়-মিশনের প্রবীণতম সভ্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবতধর্ম্ম বিষয়িণী বক্তৃতা ও শ্রীইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মান্য মহোদয়গণ উক্ত শ্রীভাগবত-সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীভক্ত ও শ্রীভগবানের সেবা গ্রহণ করুন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দ-দাস বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, গৌড়ীয়-মিশন গভর্ণিংবডি।

উৎসব পঞ্জী

১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন, রবিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা; শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিতের বিরহ উৎসব।

১৪ই আষাঢ়, ২৯ জুন, সোমবার—শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব, শ্রীআলালনাথ-শ্রীব্রহ্ম গৌড়ীয়মঠে মহোৎসবারম্ভ।

১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই, শুক্রবার—শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাব।

২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই, বুধবার—শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব।

২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই, বৃহস্পতিবার—শ্রীযোগিনী একাদশীর উপবাস।

২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, সোমবার—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব।

২৯শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনোৎসব।

৩০শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই, বুধবার—শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

৩রা শ্রাবণ, ১৯শে জুলাই, রবিবার—শ্রীহেরাপঞ্চমী, শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের মহোৎসবের পূর্ণাহুতি।

আবশ্যক সহায়তাদানের সমর্থক মাত্র হইবে এবং তৎকালে নিজের গুরুসেবাহীনতারূপ দুর্ভাগ্য স্বেচ্ছায় বরণ করিতে হইবে। নিজের সেবকস্বরূপের প্রতি বিন্দুমাত্রও মমতা থাকিলে তাদৃশ দুর্ভাগ্য বরণ সম্ভব নহে।

—

কে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধবিচ্যুত, তাহা নিজের সেবাবৃত্তির নিকট জিজ্ঞাস্য। নিজের প্রকৃত সেবাবৃত্তি থাকিলে কে তাদৃশ দুর্ভাগাগ্রস্ত, তাহা খুঁজিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হয় না। নিজের প্রকৃত সেবাবৃত্তি না থাকিলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা পরিহার করিবার জন্য উক্ত কথা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকগণের সেবাসাধনতাদ্বারা স্বল্পেই নিজের তাদৃশ দুর্ভাগ্যের মোচন করুন। নিজের প্রকৃত সেবাবৃত্তি প্রবুদ্ধ থাকিলেই অন্য কিছুর দ্বারা সেবার কোন বাধা হওয়া আদৌ সম্ভবপর নহে; অসেবকগণ কখনই কাহারও সেবাবৃত্তিকে নিষ্ফল করিতে পারে না। দুর্ভাগাগণই স্বেচ্ছায় সেবাসৌভাগ্যকে পরিহার করিয়া চলিতে চায়।

—

আমি অপরের গুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধহীনতা দেখিয়া ফেলিয়াছি—ইহা একার বিচার ভ্রমাত্মক। তাহা নিজের সেবাবৃত্তিহীনতারূপ আধ্যাত্মিকতা মাত্র। আধ্যাত্মিকতাবাদ আধ্যাত্মিক বিচার গম্য হইলেও অপরের শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধের বিচার আধ্যাত্মিকতার অধীন নহে। নিজের প্রকৃত সেবাবৃত্তি থাকিলে অপরকে বৃথা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ততায় সন্দিগ্ধ বলিয়াও কল্পনা করিতে হয় না। সেবাবৃত্তির অভাব থাকিলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধযুক্ততা ও সম্বন্ধহীনতার প্রশ্নে অস্বাভাবিকভাবে বিব্রত হইতে হয়। প্রকৃত সেবাবৃত্তি থাকিলে উভয় ব্যাপারই সুমীমাংসা লাভ করে।

—

অপারমার্থিকগণের প্রতি অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধহীনগণের প্রতি অপারমার্থিক ব্যবহারও কখনও সেবাবৃত্তির পরিচয় নহে। অপারমার্থিকগণই অপারমার্থিক ব্যবহার আহ্বান করে। সেবক কখনও তাদৃশ ব্যাপার আহ্বান করেন না। আদালতের শমন ও শাসনের বিচার সেবাবৃত্তিতে আদৌ প্রয়োজন হয় না। তাহার জন্য জগতে অন্য ব্যবস্থা রহিয়াছে। অপারমার্থিকের নিকট সেবকের সেবাবৃত্তির ব্যবহার অপারমার্থিকতারূপে প্রকাশিত হইলেও তাহা সেবকের সেবাবৃত্তির অভাব নহে। অপারমার্থিকগণই নিজেদের ঈপ্সিত অপারমার্থিক ব্যবহার অপরের নিকট হইতে দাবী ও সংগ্রহ করিয়া থাকেন বলিয়া তজ্জন্য পারমার্থিকগণের দোষের কোন ব্যবস্থা নাই।

—

গুরুসেবক কাহার প্রতি কিরূপ সেবাবৃত্তি প্রযোজ্য, তাহা নিজের গুরুসেবানৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। বাহ্যতঃ শ্রীগুরুসেবকগণের গুরুসেবক-গৌরবের প্রতি যে গুরুমর্য্যাদা গুরুসেবক আমাকে গুরুসেবাপরায়ণ করিয়া প্রত্যক্ষভাবেই তুলে, তাদৃশ আচরণই আমার গুরুসেবকত্বের পরিচয় হইবে। গুরুসেবক কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার্য্য, তাহার কোন দুষ্প নাইন টানিয়া আইন বাঁধিয়া দেওয়া আদৌ সঙ্গত নয়। তাদৃশ চেষ্টা বস্তুতঃ ভক্তিবিরোধ। প্রকৃত সেবাবৃত্তিতে অনধিকারই তাদৃশ কার্য্যের জনক। নিজের নিষ্কপট সেবাপ্রাণতায় যাহা উদিত হয়, তাহা আপাত দৃষ্টিতে অসমাক্ বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাই গুরুসেবকের প্রতি নিজের সেবাবৃত্তির পরিচয়। একই গুরুসেবকের প্রতি নিজের সেবাবৃত্তির বিভিন্ন প্রকাশ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বিপরীত বলিয়া মনে হইলেও তাহাতে আন্তরিক কোনই অসামঞ্জস্য আদৌ নাই। প্রকৃত সেবাধিকারে না পৌঁছান পর্য্যন্ত কিছুতেই সেবার বিচার সঠিক বুঝা সম্ভব নয়। অভ্যাসগত মুখস্থ কথা সেবার ছলনা সেবাবিরোধ মাত্র। নিজের কোন জাগতিক স্বার্থ স্বভাবের দ্বারা সেবকগণের প্রতি ভাল ব্যবহার হইলে তাহাও কিন্তু সেবকগণের প্রতি নিজের সেবাবৃত্তির পরিচয় নয়। শ্রীগুরুসেবাপ্রাণতায় শ্রীগুরুসেবকগণের প্রতি আধ্যাত্মিকতার অপগমে যে বৃত্তি কার্য্যকরী হয়, তাহাই প্রকৃত গুরুসেবকগণের সেবা। তাহার অভাবে, অহঙ্কারদ্বারা গুরুসেবকগণের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্যবহারও সম্ভব হয়।

—

যাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত নিজের ও শ্রীগুরুসেবকগণের সম্বন্ধ নিবিড়তা প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহাই প্রকৃত সেবাবৃত্তি। অপরের গুরুদেবের সহিত সম্বন্ধ প্রকৃতই জানিয়া তৎসম্মাননা করিলে কিরূপে অপরের প্রতি বা নিজের প্রতি কোনপ্রকার অবিচার করা সম্ভব? অপরের গুরুসেবকত্ব ও নিজের গুরুসেবকত্ব বিস্মৃত হইলেই অপরের উপর কর্তৃত্ব করিবার বা অপরকে কর্তৃত্ব করিতে দিবার ব্যবস্থা কার্য্যতঃ অবলম্বিত হয়। তদ্দ্বারা ব্যবহারক ও ব্যবহারিত উভয়েই চরম দুর্ভাগ্যে পতিত হয়। গুরুসেবকের গুরুযুক্ততা নিজের গুরুসেবকত্বদ্বারা দৃষ্ট হইলে তবেই নিজের গুরুসেবকগণের প্রতি ব্যবহার সেবাবৃত্তি বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। নচেৎ গুরুসেবকগণকে নিজের অধীন বা নিজের উপর কর্তৃত্বকারী অগুরুসেবকরূপে দর্শন করিয়া প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে অপরাধফলে নিজের সেবকত্ব হইতে চ্যুতি লাভ হয়।

—

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকগণের প্রতি যথাযথ সেবাবৃত্তি প্রদর্শনদ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আমাদের সংযোগবন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টা না করিলে আমরা অন্য কোনপ্রকারেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃত সেবকাভিরুচির পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারিব না এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত নিজের সম্বন্ধ সম্যগ লাভ না হইলে তাঁহার সেবকমণ্ডলীর প্রতি প্রকৃত আসক্তি বা সেবাপ্রবৃত্তি যথাযথ প্রদর্শন অসম্ভব। নিজের প্রকৃত অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তাহার সমাধান করিবার জন্য প্রকৃতই ব্যাকুল হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুক কৃপায় সমস্ত বিষয়ের সমাধান পাওয়া যায়। তজ্জন্য আমাদের প্রকৃত আন্তরিকতা ও নিষ্কপট আকাঙ্ক্ষা মাত্র প্রয়োজন

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীল ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও গ্রথিত হইয়া "প্রতিপদ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২৪ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৭ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২২শে জুন, ইং ১৯৪২, সোমবার ৮৪৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ ত্রিবিক্রম, শর্ব্ব সর্বাণ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

ভগবানের অযাচিত কৃপায় আমরা অসৎসঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিবার ও সাধুসঙ্গে মঠবাস করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। এ মঠ কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর মঠ নয়; ইহা শুদ্ধভক্তগণের সেবাস্থলী। মঠ গৃহ নহে। গৃহ হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্। কারণ, গৃহ ভোগের আগার, আর মঠ হরিসেবাগার। গৃহের সকলেই ভোগে ব্যস্ত থাকায়—নিজসুখ-সন্ধানে ব্যাপৃত থাকায় সকলে নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তারে তৎপর। সেখানে সকলেই প্রভু সাজিতে চায়। ভোগের অসুবিধা হইবে বলিয়া গৃহের একজন কর্ত্তা থাকিলেও কেহই অন্তরের সহিত তাঁহাকে মানে না। বাহ্যভাবে তাঁহার আনুগত্য করিয়া—তাঁহার অধীনে বা অনুশাসনে থাকিয়া নিজ নিজ ভোগ সংগ্রহ করিয়া থাকে মাত্র। মঠে কিন্তু এইরূপ ভাবের কোন কথা নাই। পূর্ণ আনুগত্যই এই মঠের প্রাণ। মঠের সকলেই নবরূপে অকাতরে প্রাণ দিয়া ভগবদ্ভক্ত-জনের আনুগত্যে ভগবৎসেবায় তৎপর। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও কামনা-বাসনা তাঁহাদের নাই। এই মঠ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণাগার বলিয়া বড়ই গৌরব। কিন্তু এসকল কথা আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়া আমাদের হিতে বিপরীত হয়।

আনুগত্য কথাই ভক্তির মেরুদণ্ড বা ভক্তির আধার। সেইজন্য কৃপাপ্রার্থী ভক্তিকামী সজ্জনগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রীআচার্য্যানুগত্য করিয়া থাকেন। গৃহে যেমন গৃহকর্ত্তার প্রতি কৃত্রিম আনুগত্য দেখা যায়, সেইরূপ কৃত্রিম আনুগত্য শ্রীআচার্য্যের প্রতি প্রদর্শিত হইলে মঠবাস হইবে না। শ্রীআচার্য্যসেবা আন্তরিকতার সহিত হওয়া চাই নচেৎ মঙ্গলের আশা কোথায়? আচার্য্যের প্রতি আনুগত্য-পথ যদি কৃত্রিম আনুগত্য বা আনুগত্যের বিকৃত ছায়া হয়, তাহা হইলে মঠবাসের অভিনয় করিয়াও আমরা মঠবাসী হইবার পরিবর্ত্তে গৃহবাসী বা প্রচ্ছন্ন ভোগী হইয়া পড়িব, স্ব-স্ব প্রাধান্য-স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হইব। দুর্ব্বল জীব আমরা সর্ব্বতোভাবে আচার্য্যানুগত হইবার জন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে কৃপাপ্রার্থী হওয়া বা তজ্জন্য যত্ন করা আমাদের উচিত নহে কি? আচার্য্যানুগত না হইলে কি করিয়া আমাদের মঙ্গল হইবে? এসকল কথা কি আমরা একবারও চিন্তা করিব না?

আচার্য্য-সেবাই আমাদের নিত্যকৃত্য। ইহার অভাব যেখানে, সেইখানেই বহু অশান্তি, উদ্বেগ। এই আচার্য্য-সেবা না হইলে মঠবাস, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস সমস্তই বৃথা। আমরা যদি নিজেকে নিজে ফাঁকি না দিই, নিষ্কপট হই, তাহা হইলে সমস্তই ভগবৎ-কৃপায় বুঝিতে পারিব। ফলের দ্বারা যেমন কার্য্য অনুমিত হয়, তদ্রূপ আমরা কে কি পরিমাণে মঠবাসী বা সেবাভিলাষী, তাহা আচার্য্যসেবা বা আচার্য্যনিষ্ঠার অকপটতার কষ্টিপাথরে ধরা পড়ে। এগুলি নিজে নিজে বিচার করা দরকার। লোক ঠকাইয়া ত' আর লাভ নাই। তাহাতে কেবল নিজেকেই ঠকিতে হইবে। লোকের চোখে ধূলা দেওয়া যায়, ধাপ্পা দিয়া লোকের মুখও বন্ধ করা যায়, নানা চাল চালিয়া সেবার ঠাটবাটও ঠিক রাখা যায়, কিন্তু অন্তর্যামী হরি-গুরু বৈষ্ণবকে ফাঁকি দিব কি করিয়া?

গুরু বৈষ্ণব-ভগবান সম্মুখে থাকিলে আমরা অনাচার করিতে পারি না। কিন্তু আমরা নিজেদের দুর্ব্বলতা-বশতঃ তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে অনেক সময় অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়া বসি। কিন্তু শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ কি সকল সময় সর্ব্বত্র নাই? তাঁহারা কি মর্ত্ত্য, খণ্ডিত বস্তু? যখন তাঁহারা সকল সময় সর্ব্বত্রই আছেন, তবে কেন আমি তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিতে চাই? জানিনা, শ্রীগুরুকৃপায় কবে আমাদের এই নাস্তিকতা ঘুচিবে। আমরা সকলেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; সুতরাং আমরা যাহাতে বিধি বা অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া আচার্য্য-সেবা করিতে করিতে নিজ মঙ্গল লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য সকলের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব-মাত্রেই [illegible] সেবাভিলাষী। এই কৃপা বা সেবা লাভ করিতে হইলে সুদৃঢ় বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে চলিবে না। মঠে বহু অধিকারের বহু ব্যক্তি বাস করেন, তাই বলিয়া তাঁহারা সকলেই সমান অধিকারী—এইরূপ কল্পনা অনুচিত। তন্মধ্যে কেহ কনিষ্ঠাধিকারী, কেহ মধ্যমাধিকারী, কেহ উত্তমাধিকারী। কনিষ্ঠাধিকারে কে কি রকম বৈষ্ণব, তাহা চিনিতে পারা যায় না। তাই অনেক সময় আমরা কল্পনার তুলিতে বদ্ধকে মুক্ত, মুক্তকে বদ্ধ মনে করি। এইরূপ কল্পনায় কোন লাভ হয় না। উপরন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক সময় শ্রেষ্ঠব্যক্তিকেও নিজাপেক্ষা হীন বলিয়া মনে হয়। এরূপ অবস্থায় সন্দিগ্ধ আমাদের নিষ্কপটে সকল গুরুজনকে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা করিতে করিতে আমাদের অবস্থা উন্নত হইলে আমরা তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

হরিকীর্ত্তন মঠের জীবন। ইহা শুদ্ধভক্তের আদর্শ। ইহা অপ্রতিহত। এই কীর্ত্তন বন্ধ বা প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। এই বৈকুণ্ঠ-বাজার—হরিকীর্ত্তনের বিরাম নাই, অবসান নাই। যিনি প্রভুপাদের কৃপায় একবার কীর্ত্তনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি চারিপ্রহর বা ছয়প্রহর কীর্ত্তন করিয়া বিরত হন না, পরন্তু নিত্যকালই অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর অন্য কোন রাস্তা নাই। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করিবার জন্য "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই মহাবাক্যের ঘোষণা করিয়াছেন। জগতের লোক আমাদিগকে পদদলিত করুক, আমাদিগকে নানাভাবে কষ্ট প্রদান করুক, তথাপি আমরা স্বধর্ম্ম-সম্পন্ন হইয়া বৈকুণ্ঠ-কথা-কীর্ত্তনে বিরত হইব না। জগতের কোন প্রবল-শক্তি বিদ্বেষীর কোন অত্যাচার, শাসকের কোন শাসন যেন কখনও আমাদিগকে হরিকীর্ত্তন হইতে বিরত না করে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ কি আমরা মস্তকে বরণ করিতে পারিব না? সব ছাড়িয়া আমরা কি "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিব না? আত্মরক্ষা বা পাষণ্ড-দলনের এমন সুন্দর

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড হয় নাই, হইবে না। দেবতা বড় অভ্যাগত হউক, মানুষ হউক, কেহই এই মহাজনদের নিকট অবনত না হইয়া পারিবে না। সুতরাং [illegible] যৌবনাদির নিদান, [illegible] আমাদের চিন্তা কি? [illegible] মুসলমান শাসনকর্তৃগণ [illegible] ও [illegible] (?) মনে করিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তন বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন [illegible] নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে তাঁহারা তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন—চৈতন্যের উন্মুখ হইয়াছিলেন। জগাই মাধাই এবং কাজিদের ন্যায় তাঁহারা কীর্ত্তন রোধ করিতে ত' পারেনই নাই, পরন্তু কীর্ত্তন রোধ করিতে গিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কীর্ত্তনকারীর কীর্ত্তন, অসুরগণের অত্যাচার কেহ কখনও বন্ধ করিতে পারে না। চৈতন্যের উহাই বৈশিষ্ট্য। সমস্ত বিশ্ব যদি কীর্ত্তনের বিরোধী হয়, পৃথিবীতে যদি মহাপ্রলয়ও উপস্থিত হয়, তথাপি বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন কখনই থামিবে না; কীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তনোৎসাহ বিন্দুমাত্রও কমিবে না, পরন্তু বর্দ্ধিত বাধা প্রাপ্ত হইলে, তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনে সমস্ত মুখরিত করিবে।

শরণাগতির অভাবেই আমরা বাধা দেখিলেই ভয় পাই। সত্যের প্রতি দৃঢ়-নিষ্ঠার অভাবেই আমাদের এইরূপ মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এ সকল কথা সুষ্ঠুভাবে জানিতে হইলে ভীত হইলে চলিবে না। এ জগতের প্রতি নির্ভরতা ছাড়িয়া জগতের লোকের দুর্দ্দিনের বাহাদুরীর চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া আমাদিগকে পরমপদ হইতে অবতীর্ণ শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এই শরণাগতি কঠিন ব্যাপার নয়, চেতনের অতি সহজবৃত্তি। এই সাহস বা বল অর্জ্জন করিতে হইলে ভগবানের কথা ভগবদ্ভক্ত-জনের মুখে শুনিতে হইবে। ভগবানের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিতে করিতেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থ চলিয়া যাইবে, হৃদয়ে অকুতোভয় বল ও সাহস আসিবে। তখনই শরণাগতি সম্পূর্ণভাবে উদিত হইবে এবং শরণাগত-জনগণ নির্ভীকচিত্তে অসুরগণের বাণী খণ্ডন করিতে পারিবেন। [illegible] থাকিবেই [illegible]।

[illegible] সেই অবধি [illegible] আশ্রিত [illegible] হইবে না। [illegible] সুতরাং তাঁহাদের [illegible] তাঁহাদের পাদপদ্ম সহিত নিজের সম্বন্ধ [illegible] শরণাগত [illegible] হয়।

শ্রীপদ্ম-পুরাণোক্ত শ্রীতুলসী-স্তব

——::(*)::——

মুনয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ পাতালে নাগরাট্ স্বয়ম্।
প্রভাবং তব দেবেশি গায়ন্তি সুরসত্তমাঃ॥
ন তে প্রভাবং জানন্তি
দেবতাঃ কেশবাদৃতে।
গুণানাং পরিমাণন্তু কল্পকোটিশতৈরপি॥
কৃষ্ণানন্দাৎ সমুদ্ভূতা ক্ষীরোদমথনোদ্যমে।
উত্তমাঙ্গে পুরা যেন তুলসী বিষ্ণুনা ধৃতা॥
প্রাপ্যৈতানি ত্বয়া দেবি
বিষ্ণোরঙ্গানি সর্ব্বশঃ।
পবিত্রতা ত্বয়া প্রাপ্তা
তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরুষ্ব মেঽবিঘ্নং
যতো যামি পরাং গতিম্॥
রোপিতা গোমতীতীরে
স্বয়ং কৃষ্ণেন পালিতা।
জগদ্ধিতায় তুলসী গোপীনাং হিতহেতবে॥
বৃন্দাবনে বিচরতা সেবিতা বিষ্ণুনা স্বয়ম্।
গোকুলস্য বিবৃদ্ধ্যর্থং কংসস্য নিধনায় চ॥
বশিষ্ঠবচনাৎ পূর্ব্বং রামেণ সরযূতটে।
রাক্ষসানাং বধার্থায়
রোপিতা ত্বং জগৎপ্রিয়ে।
রোপিতা তপসো বৃদ্ধ্যৈ
তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্॥
বিয়োগে রাঘবেন্দ্রস্য
ধ্যাত্বা ত্বাং জনকাত্মজা।
অশোকবনমধ্যে তু প্রিয়েণ সহ সঙ্গতা॥
শঙ্করার্থং পুরা দেবি পার্ব্বত্যা ত্বং হিমালয়ে।
রোপিতা সেবিতা সিদ্ধ্যৈ
তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্॥
ধর্ম্মারণ্যে গয়ায়াঞ্চ সেবিতা পিতৃভিঃ স্বয়ম্।
সেবিতা তুলসী পুণ্যা
আত্মনো হিতমিচ্ছতা॥
রোপিতা রামচন্দ্রেণ সেবিতা লক্ষ্মণেন চ।
সীতয়া পালিতা ভক্ত্যা তুলসী দণ্ডকে বনে॥
ত্রৈলোক্যব্যাপিনী গঙ্গা
যথা শাস্ত্রেষু গীয়তে।
তথৈব তুলসী দেবী দৃশ্যতে সচরাচরে॥
ঋষ্যমূকে চ বসতা কপিরাজেন সেবিতা।
তুলসী বালিনাশায় তারাসঙ্গমহেতবে॥
প্রণম্য তুলসীদেবীং সাগরোৎক্রমণং কৃতম্।
কৃতকার্য্যঃ প্রহৃষ্টশ্চ হনূমান্ পুনরাগতঃ॥
তুলসীগ্রহণং কৃত্বা
বিমুক্তো যাতি পাতকৈঃ।
অথবা মুনিশার্দ্দূল ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥
তুলসীপত্রগলিতং যস্তোয়ং শিরসা বহেৎ।
গঙ্গাস্নানমবাপ্নোতি দশধেনুফলপ্রদম্॥
প্রসীদ দেবি দেবেশি প্রসীদ হরিবল্লভে।
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতে তুলসি ত্বাং নমাম্যহম্॥
দ্বাদশ্যাং জাগরে রাত্রৌ যঃ পঠেৎ তুলসীস্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥

(শ্রীপদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড)

হে সুরেশ্বরি! মুনিগণ, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ, পাতালস্থিত স্বয়ং নাগরাজ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবগণ আপনার মাহাত্ম্যকথা গান করেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেবতাগণ আপনার প্রভাব অবগত নহেন এবং তাঁহারা শতকোটিকল্পেও আপনার গুণের পরিমাণ করিতে সমর্থ নহেন। ক্ষীরসমুদ্র মন্থনকালে পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ হইতে আপনি সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীবিষ্ণু আপনাকে শিরোদেশে ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বাঙ্গে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া আপনি পরমপাবনী হইয়াছেন। অতএব হে তুলসীদেবি! আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। যাহাতে আপনার অঙ্গোদ্ভূত পত্রসমূহদ্বারা আমি নিত্য শ্রীহরির পূজা করিতে পারি এবং নির্ব্বিঘ্নে পরমা গতি লাভ করিতে পারি, তাহা বিধান করুন। শ্রীগোপীবৃন্দের হিতকামনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোমতী-তীরে আপনাকে রোপণ করিয়া পালন করিয়াছিলেন। শ্রীগোকুলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং কংসের নিধনের জন্য স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ আপনার সেবা করিয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রীবশিষ্ঠবচনানুসারে রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র সরযূনদীর তীরে আপনাকে রোপণ করিয়াছিলেন। হে জগৎপ্রিয়ে শ্রীতুলসীদেবি! তপোবৃদ্ধির জন্য আমি আপনাকে নমস্কার করি। জনকাত্মজা শ্রীসীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের বিয়োগে আপনাকে ধ্যান করিয়া নিজ প্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পুরাকালে শঙ্করের নিমিত্ত পার্ব্বতী হিমালয়ে তপস্যা সিদ্ধিমানসে শ্রীতুলসী রোপণ করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। অতএব হে দেবি! আপনাকে আমি প্রণাম করি। ধর্ম্মারণ্য ও গয়াতে পিতৃপুরুষগণ স্বয়ং নিজ নিজ মঙ্গল কামনা করিয়া পতিতপাবনী শ্রীতুলসীর সেবা করেন। দণ্ডকবনে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীতুলসীকে রোপণ করিয়াছিলেন, শ্রীসীতাদেবী শ্রীতুলসীকে পালন করিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যব্যাপিনী শ্রীগঙ্গার মহিমা যেরূপ শাস্ত্রে গীত হইয়াছে, সেইরূপ শ্রীতুলসীদেবীও স্থাবর জঙ্গমাত্মক পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হন। ঋষ্যমূক পর্ব্বতে অবস্থানকালে কপিরাজ শ্রীসুগ্রীব বালির নাশের নিমিত্ত ও তারার সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীতুলসীদেবীর সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীহনুমান্ শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণাম করিয়া সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্য হইয়া পরম আনন্দে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া পুনরায় (শ্রীরামচন্দ্র-সমীপে) আসিয়াছিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শ্রীতুলসীচয়ন করিয়া জীবগণ সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয় অথবা ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতেও পরিত্রাণ পায়। যিনি শ্রীতুলসীপত্রগলিত জল শিরে গ্রহণ করেন, তিনি দশটী ধেনুদানের অথবা শ্রীগঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হন। হে শ্রীহরির বল্লভে! হে সুরেশ্বরি! হে ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতা শ্রীতুলসী দেবি! আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। দ্বাদশীর রাত্রিতে জাগরণ করিয়া যিনি শ্রীতুলসীর স্তব পাঠ করেন, শ্রীকেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎপ্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(*)::——

সাধুসঙ্গে সর্ব্বদাই বাস করিতে হইবে; তাঁহার নিকট ভগবৎ-কথা শুনিতে হইবে। হরিকথা কীর্ত্তন করিলে অপরেও শুনিতে পারে। সুতরাং কীর্ত্তনেই আত্মমঙ্গল ও শ্রবণকারীর মঙ্গল—নিজের উপকার ও পরের উপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। কীর্ত্তনে দ্বিবিধ সেবা হইয়া থাকে—কীর্ত্তনই হরিসেবা, নিজের শ্রবণে হরিসেবা, অপরকে শ্রবণের সুযোগ দান হরিসেবা, অত্যধিক কীর্ত্তনপ্রভাবেই স্মরণ হইয়া থাকে; সুতরাং স্মরণে হরিসেবাও ঐ সঙ্গে হয়।

সব সময়ই কীর্ত্তন চাই। অন্যান্য ভজনাঙ্গ যাজন করিতে হইলে, কীর্ত্তন সহযোগেই করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে হইবে এবং শুদ্ধভক্ত শুশ্রূষুর নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে, অপরের নিকট নহে। অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। আমি পাকা বৈষ্ণব, আমি বৈষ্ণবকে চিনিতে পারি, এইপ্রকার অহঙ্কার যখন হয়, তখন ভজন হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্য করেন না। ভক্তের উদ্দেশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের ইন্দ্রিয়তোষণ, তাঁহার সকলকার্য্যের ফলই ভোগ করিবেন ভগবান্। ভগবান্ প্রাকৃত-দর্শনের অতীত, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়বিশিষ্ট। মায়াবাদী ও গৃহব্রত উভয়েই দুঃসঙ্গ। নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সাধুসঙ্গফলে প্রেয়োবিচার শ্রেয়ের সহিত মিলিত হয়, তখনই কৃষ্ণভক্তি হয়। সাধুর নিকট মৌখিক আচার লাভ ব্যতীত জীবের দেহোপচার যায় না। সাধুসঙ্গে অনর্থনিবৃত্তিক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয়। শ্রদ্ধা সাধন, রতি-ভাব ও ভক্তি-প্রেমভক্তি।

বিষয়-পিপাসা বা পাপপ্রবৃত্তিকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে না। পাপাচরণ দূরের কথা, নৈতিক পুণ্যময় আচরণকেও গর্হণ করিতে করিতে শরণাগত হইয়া হরিভজন করিলে মঙ্গল করতলগত হইবে। জগাই ও মাধাই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করার পর আর কোন পাপ করেন নাই।

প্রভু বলে,—"তোরা আর না করিস্ পাপ।"
জগাই মাধাই বলে,—"আর নারে বাপ॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।২২৫)

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

হরিভজনই পরম প্রয়োজন — এইরূপ বিচারকারী ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দুর্গতি বুঝিতে পারেন। হরিভজন করিলে নিত্য-জীবন লাভ হয়। যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা মরেন না। তাঁহাদের কাম-ক্রোধাদি রিপু থাকে না। বহির্মুখগণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ ইত্যাদির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। হরিভজনের প্রবৃত্তি থাকিলে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়কে জোর করিয়া দমন করিবার চেষ্টার দরকার নাই, যেহেতু অকপট হরিভজন আরম্ভ হইলে ভগবৎকৃপায় ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভিনিবেশ সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। যাহাদের আত্মন্তরিকতা বিষয়েতে মোহ আছে। হরিভজনকারীর নিকট "বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে",—তিনি জগৎকে দুঃখপূর্ণ দেখেন না।

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্তগুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আবার অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত আত্ম-প্রসাদ-লাভ অসম্ভব। অক্ষজ বস্তুর সেবায় মনেন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না।

শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শন-চক্রের অনুগ্রহে যাঁহারা বাস করেন, সুদর্শন তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। বৈষ্ণবের দাস না হইয়া অবৈষ্ণবকে শুদ্ধবৈষ্ণবরূপে গ্রহণ করিলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইবার পরিবর্তে হৃষীকের সেবা হয়, তাহা প্রাকৃত হন।

চৈতন্যচন্দ্রের রূপা-কথা যে পুণ্যবানে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পাদপদ্মে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোলকলাবিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু, সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজেকে দান করিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত না জীব দেহ গেহ, পুত্র-কলত্র, কায়মনোবাক্য—যথাসর্বস্ব দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত হইয়াছেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার ষোল আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ হয় নাই জানিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরম পরিপূর্ণ চেতনময়। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজনা না করেন, তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট না হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিরন্তর চৈতন্যচরণকমল-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ মুহূর্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না।

যৎকিঞ্চিৎ

---::(•)::---

প্রকৃত আশ্রয়লাভই পারমার্থিকতা। উপরোক্ত বাস্তব-বস্তুর আশ্রয় লাভ করিয়াই পারমার্থিকগণ নিজ নিজ পরমার্থবিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝেন। আমি পরমার্থের প্রকৃতই আশ্রিত—এই বিচারে ক্রমশঃ সুদৃঢ় হইয়া চলিতে থাকিলে তবেই প্রকৃত পারমার্থিকতার উচ্চ মর্য্যাদা সংরক্ষিত হয়। প্রকৃত পারমার্থিকগণ নিজেদের আশ্রয় বিচারে যে গৌরব-গরিমা পোষণ করেন, তাহাই ত' তাঁহাদের প্রকৃত পারমার্থিকতার অভিব্যক্তি। অপারমার্থিকগণ নিজের অনাশ্রয় বিচারে বিভ্রান্ত হইয়া নিজদিগকে নিজেরাই বা অপরের আশ্রয় বলিয়া যে দম্ভ পোষণ করে, তাহা প্রকৃত পরমার্থাশ্রিতগণের আশ্রয়-সৌষ্ঠবের নিকট সূর্য্যোদয়ে উলূকের ন্যায় আত্ম-আবরণে ব্যস্ত হইতে বাধ্য। প্রকৃত পারমার্থিকের আশ্রয়-গৌরব কোটি কোটি বিশ্বের মুক্তাদির বিপথান্ত মাতব্বরি বিচারে থুৎকার নিক্ষেপ করিয়া সসৌন্দর্যে আশ্রিতের জন্য কোটিজ্যোতিঃ-আলোকিত করিয়াই রহিয়াছে। জগতের প্রকৃতই আশ্রয়হীন ব্যক্তিগণ নিজের অনাশ্রিত জীবনের দুর্দশার গভীরতায় তাহা আদৌ কিছুতেই বুঝিতে পারে না।

পরমার্থ-মধীশ্বর শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত পারমার্থিকদিগের ইহাই সৌষ্ঠবযুক্ত পারমার্থিকতা যে—তাঁহারা প্রকৃতই নিজদিগকে পরমার্থের আশ্রয়বিচারে নিজদিগকে অত্যন্ত অসহায় জ্ঞান করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকৃতই আশ্রয়বিগ্রহ এবং তাঁহার আশ্রয়-গ্রহণদ্বারা জীব সর্বদা-সর্বত্র নিজের আশ্রিত-জীবনের অনন্তগুণ মর্য্যাদা লাভ করেন। আমি নিত্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যসিদ্ধ আশ্রিত—ইত্যাকার উপাদেয় বিচার সৌন্দর্য্য পরমার্থ-আশ্রয়ীকে জগতের অনাশ্রিত ব্যর্থ ভঙ্গুর জীবনের কবল্য শিহরণ জাগাইয়া দেয়। পারমার্থিক লাভ অপারমার্থিকগণের মতানুযায়ী চাপল্য অনাবিল নহে, কিন্তু তাহাই প্রত্যেক চেতনের নিত্য আকাঙ্ক্ষার বিষয় যে প্রত্যেক জীবাত্মার সম্পদের আবশ্যকতা করিতেছে। অনাশ্রিতগণ গড্ডলিকাপ্রবাহের কথা বুঝিতে পারে না।

অনাশ্রিত জীবনের বিফল দম্ভের পীড়নে জীব অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও মোহপ্রাপ্ত হইলেই নিজের প্রকৃত অবস্থাটুকুও বুঝিতে পারে না। নিজের জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার সদিচ্ছাটুকুও নষ্ট হয়। অনাশ্রিত জীবনের বিপথগামী দুর্বলদের দলে মিশিয়া যায়। তখন চেতনের উপর জড়ের—জড় বস্তুর আবরণ পড়িয়া, পরে ক্রমে চেতনের উপর জড়ের নির্মম দুর্বহ দুঃখময় বিভ্রান্ত-বিচারে পরম উপাদেয় বলিয়া নির্লজ্জভাবে গৃহীত হয়—চেতনের এতাদৃশ অসহায় অবস্থাকেই যখন মানবে জড়ের দ্বারা সহায়-যুক্ত বলিয়া মূঢ়তাসহকারে স্বীকার করা হয়। এতাদৃশ অবস্থায় কিপ্রকারে কোন প্রকৃত আশ্রিত জীবনের সৌন্দর্য্যবোধ সম্ভব? জন্ম-মৃত্যু ও জীবনের পশ্চাৎ অন্বেষণে অনাশ্রিত জীবনের দুরূহদয়ে চেতনতার যে মর্মবেদনায় হাহাকার-ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠে, তাহা ত' একটু চিন্তাযুক্ত, একটু কম প্রায় মোহগ্রস্ত জীবেরও কল্পনার বিষয় নহে। তাদৃশ চেতনের ক্লেশের উপর জড়ের ব্যর্থ সান্ত্বনার চেষ্টায় বিমোহ জীবের অনাশ্রিত অবস্থা চরম বলিয়াই সম্ভব। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম যাঁহাদিগকে স্বীয় আশ্রয়ে আশ্রিত করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারাই প্রকৃত অনাশ্রিত জীবন ও আশ্রিত জীবনের প্রকার বুঝিতে ক্ষম। অনাশ্রিত জীবগণ নিজেদের মাতব্বরিতে যে নিজদিগকে খুব সমর্থবান বলিয়া বাগাড়ম্বর প্রকাশ করে, তাদৃশ প্রকৃত ক্লেশের অবসান শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়-সৌভাগ্যে নিত্য লব্ধ রহিয়াছে। পরমার্থ আশ্রয় করিলেই জীবের অনাশ্রিত বিচারের দুর্মোহ কাটিয়া যায় এবং নিজের প্রকৃত উপাদেয় অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়।

পরমার্থ আশ্রয় ব্যতীত জীবের কখনই কোন প্রকারে স্বীয় অনাশ্রিত অসহায় অবস্থার অবসান হয় না। জগতের কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি সম্প্রদায় নিজেদের অসহায় অনন্বিত আত্মশ্লাঘার যে স্পর্দ্ধা করে, তাহা ত' তাহাদেরই অনাশ্রিত জীবনের স্পষ্ট দ্যোতনা। আমি যাহা করি, তাহার পশ্চাতে আমি ব্যতীত আর কেহ নাই ইত্যাকার বিচার চেতনের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতের যথার্থ অনুরূপ নহে। তাহা নিজের অনাশ্রিত অবস্থার নির্মম ব্যবহার। আমার অসহায় অনাশ্রিত অবস্থার কুফলের ফলস্বরূপে আমি সুফল বা কুফল যাহা পাবে, তাহার জন্য নিজে অসহায় অবস্থায় আরও অসহায়তা বরণ করিয়াও আমি দায়ী হবে না কি? আমার স্বতন্ত্রের সুফল কোনও তখন আমার অহঙ্কারের উপর অবস্থানবাঞ্ছা—তাহা মূর্খতাসহকারে—বাধ্যতার নির্মম কষাঘাত জানিতে পারিবে। জ্ঞানিগণও স্ব-স্ব আত্মবঞ্চনা সিদ্ধান্তে নীত হইতে বাধ্য। কিন্তু পরম পারমার্থিকগণ স্ব স্ব আশ্রয়ের পশ্চাতে আশ্রয় মহাপ্রভুর সৌষ্ঠব পোষণ করেন, যাহাতে তাঁহাদের কোন আশঙ্কা নাই বা কখনও এরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে না। তাঁহাদের প্রত্যেক আচরণ পরিপূর্ণতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়। তাঁহারা নিজ জন

আশ্রিত জীবনের পরিপূর্ণ সম্ভ্রম মর্য্যাদা সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে অশোক, অভয় ও অমৃত।

প্রকৃত পরমার্থ আশ্রিতের সৌভাগ্যের পরিচয় ইহাই যে, তাঁহাদের পরমার্থ-আশ্রয়-বিচ্যুতির কল্পনাটুকুতেও নিরাশ্রিত জীবনের কোটি গর্দ্দভের বালুকারাশি নিজের অন্তরে কোটিগুণে কোটি কণ্টকের বিলাপ করিয়া উঠে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদপদ্ম আশ্রিত অবস্থানের কথা স্ব-স্ব দাসানুদাস ভক্ত আকাঙ্ক্ষায় নিহিত এবং ইহার দ্বারাই নিজের পরমার্থ-আশ্রয়-সৌভাগ্যের পরিচয় বিহিত। পরমার্থ-জীবনে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ। আনুষঙ্গিকভাবে ইহাতে নিজের অনাশ্রিত জীবনের ক্লেশাবসানেরও অবসান ঘটে।

নিজের আশ্রিত অবস্থার উপলব্ধি-দ্বারা প্রকৃতই নিজের অপস্বরূপেরও অবসান ঘটে অর্থাৎ অন্যের উপর বৃথা কর্তৃত্ব করিয়া ফিরিবার প্রবৃত্তি থাকে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত তখন নিজের স্বরূপের সম্বন্ধ সৌষ্ঠবযুক্ত হইয়া নিজের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার, লোভনীয় সেবাপ্রবৃত্তির উদয় হয়। নিজের আশ্রিত-জীবনের সেবা-খাঁটিতার যুক্তপদদ্বয়ের অনন্ত সৌন্দর্য্য প্রকৃত পারমার্থিকতারূপে তখন প্রকাশিত হয় এবং নিজের এই আশ্রয়-সৌন্দর্য্যের পাত্রতা অবশ্যই নিজের পারমার্থিকতা প্রকাশিত হয়।

[illegible] নিজের আশ্রিত-জীবনের সৌন্দর্য্য বুঝিতে না পারিয়া নিজেরাই স্বতন্ত্র জীবনের অসহায়তার সুখ বোধ করে। ইহা চেতনের পক্ষে অতীব ক্লেশকর অবস্থা, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাদৃশ অবস্থার দুর্দশা সার সুযোগ সম্মুখে থাকিলেও তৎপ্রতি কিছুতেই দুর্ভাগাগণের কৃপা আকৃষ্ট হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা আরও বেশী বিস্ময়ের কথা এই [illegible] চেতনের পক্ষে পরম উপাদেয় প্রকৃত [illegible] [illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও বিশেষ অঙ্ক, ২য়ের দিনের পত্র		এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে ॥০	।/০		প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	১॥০		সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম ৫৲	৪৲		" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম	৬৲		" এক কলম	৬৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲			

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগদাধর মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। উহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে ত্রিতাপজ্বালাবিদ্ধ কলিযুগের এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAI TANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শ্যামভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহান্তক পাচন

সর্ব্ববিধ মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

গণোরিয়া-প্রমেহাদি জীর্ণ শীর্ণ রোগ দূর, পরীক্ষায় প্রমাণ্য একমাত্র উপায় জানিয়া ইহার কাটতি খুব বাড়িয়াছে। বিকার, জ্বালা সংযুক্ত প্রমেহ এবং নূতন পুরাতন মেহে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ১।০ দশ আনা, বড় বোতল ১।০ আটার আনা। পাইকারী

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

প্রাদেশিক সরকারের উপর অর্পিত ক্ষমতাবলী

১৯৩৯ সালের ভারতরক্ষা আইনের ২ ধারার ৫ উপধারা-প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাঙ্গলার গবর্ণর বাহাদুর ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতরক্ষা আইনের ৫১ই ধারা যেরূপ পর্যন্ত যে সংশোধিত আকারে দাঁড়াইয়াছে, তদনুযায়ী উহার বিধানে প্রাদেশিক সরকারসমূহ যে ক্ষমতাবলী প্রাপ্ত হইয়াছে, বাঙ্গলায় উহাদিগের প্রয়োগের দায়িত্ব বাঙ্গলা সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত স্থানসমূহের জন্য নিম্নলিখিত সরকারী কর্মচারিগণের উপর ন্যস্ত হইল :—

(১) কলিকাতা ও সহরতলী—কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ও ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, (২) কলিকাতার সহরতলী বাদে বাঙ্গলার প্রত্যেক বিভাগ—বিভাগীয় কমিশনার, (৩) কলিকাতার সহরতলী বাদে বাঙ্গলার প্রত্যেক জেলা—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, (৪) বাঙ্গলার প্রত্যেক মহকুমা—মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট।

আরও একশত কোটি পাউণ্ড

গত ১১ই জুন লণ্ডনে কমন্স সভায় মাত্র কয়েক মিনিটকাল আলোচনার পর যুদ্ধের জন্য আরও একশত কোটি পাউণ্ড মঞ্জুর হইয়াছে। অর্থসচিব স্যার কিংস্লি উড বিল উত্থাপন করিয়া বলেন যে, 'ব্রিটেনের এখন সপ্তাহে যুদ্ধের জন্য খরচ হয় প্রায় আট কোটি চল্লিশ লক্ষ আড়াই হাজার পাউণ্ড।

বৃটেনের মিত্রপক্ষীয় জাতির লোকসমূহ

মিত্রপক্ষীয় যে সমস্ত জাতির গবর্ণমেন্ট বৃটেনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সমস্ত জাতির লোকদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক কার্যে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া কমন্স সভায় একটি বিল পেশ করা হইয়াছে। বেলজিয়ান, চেক, ওলন্দাজ, গ্রীক, নরউইজিয়ান, পোল এবং যুগোশ্লাভগণ এই আইনের আওতায় পড়িবে। যাহারা তাহাদের জাতীয় সৈন্যদলে যোগ দেয় নাই, তাহাদিগকে এই বিলের ব্যবস্থানুসারে বৃটিশ সৈন্যদলে যোগদানের জন্য তলব দেওয়া যাইবে।

বিভিন্ন ক্যাটাগরীর চিনির দর

বাঙ্গলা সরকার ১৫ই জুন তারিখ হইতে নিম্নলিখিতভাবে চিনির দর নির্দ্ধিষ্ট করিয়া দিয়াছেন :—

কাঁকুড়গাছি (১) পলাশী ট্রেডমার্ক Sup. L. পাইকারী দর ১৩৮৭ পাই খুচরা ১৪৲ খুচরা প্রতি সের ।/১৫. ট্রেডমার্ক—এম, পাইকারী—১৩৷, খুচরা—১৪৲. প্রতি সের ।/১৫, সুগার, গোয়ালন্দ—পাইকারী ১৩৷১০, খুচরা—১৩৷১০, খুচরা—।/১৫, ৪ জবলিউ—১৩৵০, খুচরা—১৩৷৵১৫, প্রতি সের—।/১৫। (২) বর্দ্ধনা—ট্রেডমার্ক 'এ'—পাইকারী দর ১৩৵১৫, খুচরা—১৩৷৵১৫, প্রতি সের—।/১৫। (৩) সেনডাঙ্গা 'এ'—পাইকারী ১৩৵১৫, খুচরা—১৩৷৵১৫, প্রতি সের—।/১৫। (৪) সেতাবগঞ্জ—পাইকারী ১৩৷/০ খুচরা—১৪/০, প্রতি সের—।/১৫। ৫) গোপালপুর—ট্রেডমার্ক—Sup. A.A.—পাইকারী দর—১৩৷৵০, খুচরা দর—১৪৵০, প্রতি সের—।/১৫।

উপরোক্ত পাইকারী বাজার দর অপেক্ষা কাঁটাপুকুরের দর ।০ আনা কম।

শিলচরে ৩৫ হাজার আশ্রয়প্রার্থী

গত ৪ঠা মে হইতে এ পর্যন্ত ৩০ হাজার আশ্রয়প্রার্থী শিলচরে আসে। তাহাদেরকে স্ব-স্ব গন্তব্যস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

স্পেশ্যাল রেভিনিউ অফিসার মিঃ এন এন চক্রবর্ত্তী রামকৃষ্ণ মিশন ও মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটির সহযোগিতায় সন্তোষজনকভাবে সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিতেছেন। কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশন পীড়িত আশ্রয়প্রার্থীদের সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন।

টায়ার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

ভারত গবর্ণমেন্ট টায়ার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আদেশ করিয়াছেন। এখন হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তৃপক্ষের পূর্ব্ব অনুমতি ভিন্ন কোন ব্যক্তি নূতন টায়ার বা টিউব ক্রয় করিতে পারিবে না। বর্ত্তমানে যাহারা পেট্রোলের কুপন দিয়া থাকেন প্রায় ক্ষেত্রে তাঁহারাই এখানে কর্ত্তৃপক্ষের কাজ করিবেন।

এখন হইতে যে সমস্ত মোটরযানগুলি জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা বা যুদ্ধের উৎপাদন ব্যবস্থা অটুট রাখিবার জন্য অত্যাবশ্যক মনে হইবে, একমাত্র সেই সমস্ত মোটরযানগুলিকেই এই সুবিধা দেওয়া হইবে।

ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত মোটরযানের বড় বড় টায়ার বাদে অন্য সমস্ত মোটরযানের সারাই করা টায়ার ক্রয় অথবা টায়ার সারাই করিতে হইলে পূর্ব্ব অনুমতি লইতে হইবে। পুরাতন জীর্ণ টায়ার হইতেই প্রধানতঃ রবার সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। অতএব সমস্ত পুরাতন টায়ার জমা না দেওয়া পর্য্যন্ত কোন নূতন বা মেরামত করা টায়ার কাহাকেও দেওয়া হইবে না। অব্যবহার্য্য পুরাতন টায়ার বা টিউব কেহ দশদিনের বেশী রাখিতে পারিবেন না; তাঁহাকে সেগুলিকে কোন সরবরাহকারী অথবা পুরাতন টায়ারের ব্যবসায়ীর নিকট জমা দিতে হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নূতন শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "ভক্তিদেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২৫ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৮ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২৩শে জুন, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার } ৮০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ ত্রিবিক্রম, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত সুকৃতিফলে জীবের কৃষ্ণসেবার সুযোগ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সৌভাগ্যবান্ জীবের কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য হয়। ভগবানের কৃপাতেই এই সদ্গুরুপাদপদ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বা তাঁহার চরণাশ্রয় করিবার অপূর্ব সুযোগ লাভ হয়। এই সৌভাগ্য পাইয়াও আবার হারাইতে হয়, যদি গুরুসেবায় সর্ব্বস্ব—কায়মনোবাক্য নিযুক্ত না হয়। আত্মবৃত্তি জাগ্রত না হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াও আবার বিতাড়িত হইতে হয়। দেহ-মনোবৃত্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাওয়া পর্য্যন্ত গুরুপাদাশ্রয় হয় না, গুরু-দর্শন হয় না, গুরুসেবা হয় না। গুরুদেব—আত্মবস্তু—ভগবস্তু। জীব আমরাও আত্মবস্তু। কিন্তু আমাদের আ[illegible] সেবাবৃত্তি বর্ত্তমানে অনাত্মবৃত্তিদ্বারা আবৃত। এই অনাত্মবৃত্তি—দেহ-মনোবৃত্তি নিবৃত্ত না হইলে অ[illegible]বৃত্তি প্রকাশিত হইবে না। অবিদ্যা-অন্ধকারাবৃত চক্ষু গুরুকৃষ্ণ-কৃপালোকে উদ্ভাসিত না হইলে আত্ম-দর্শন, ভগবদ্দর্শন বা সেব্য-দর্শন লাভ হয় না। সেবা-ভূমিকায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ হয়। নিজেকে সেবক উপলব্ধি না হইলে ভগবান্‌কে সেব্য-দর্শন হয় না। গুরু-পাদাশ্রয় করিয়াও যদি নিজের স্বরূপ দর্শন না হয়—'আমি গুরুর অযোগ্য কিঙ্করানু-কিঙ্কর, সর্ব্বক্ষণ গুরুপাদপদ্ম-সেবাই আমার স্বরূপের সত্তা'—এই বুদ্ধি যদি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরিত না থাকে, তাহা হইলে নিজ স্বরূপ-বিস্মৃতির জন্য এশ্বর্য্যমায়াদিগ্রস্ত হইব এবং গুরুর স্বরূপ বুঝিতে না পারায় তাঁহাতে সেবাবৃত্তি শিথিল হইয়া যাইবে এবং এই অবসরে দৈবী মায়া আমাকে বলাৎকার করিয়া সেবা-ভূমিকা হইতে ভোগ-ভূমিকায় টানিয়া লইয়া যাইবে। আত্মনিবেদনই ভক্তিরাজ্যের প্রথম সোপান। আত্মনিবেদন না করিলে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। 'আমি গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট-ভোজী কিঙ্কর'—এই বিচার হইতে তফাৎ থাকিলেই অসুবিধায় পতিত হইতে হয়। 'আমি যোগ্যভাবে গুরুদেবের ভৃত্য হইতে পারিতেছি না'—এ বিচার আলাদা; ইহা দুর্ব্বলের বিচার ইহাতে কোনও কপটতা নাই। এইরূপ নিষ্কপট দুর্ব্বল ব্যক্তিকে ভগবান্ কৃপা করেন, কপটকে কৃপা করেন না। দুর্ব্বলের বল—কৃষ্ণদেব—গুরুদেব—আচার্য্যদেব। গুরুদেব নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—কৃপাপ্রার্থীকে কৃপা-প্রদানকারী। এরূপ করুণাময় গুরুপাদ-পদ্মে আসিয়াও—মঠবাস, গুরুগৃহবাস করিয়াও আমরা অনেক সময় নিরুৎসাহ, হতাশ হইয়া যাই কেন? তাঁহাতে শরণাগত না হইলেই এইপ্রকার অবশ্যম্ভাবী হতাশা আসে। যিনি কৃপা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দিলেন, তিনি আবার পরিত্যাগ করিবেন কেন? সেবোন্মুখেই সেবা পায়। সেবোন্মুখ হইলেই সেব্য কৃপা করিয়া সেবার কথা জানান। দুর্ব্বল হইলেও—মহানর্থ-গ্রস্ত হইলেও নিষ্কপটে শরণাগত হইয়া বৈষ্ণবগণের, গুরুদেবের ও শ্রীভগবানের কৃপাপ্রার্থনা করিলেই মঙ্গললাভ হয়। গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়—অকপট হৃদয়ে তাঁহাদের নিকট কৃপাভিক্ষা করা। সত্য সত্য কৃপা চাহিলে তাঁহারা সমস্ত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন—কৃপা করেন।

'কৃষ্ণ তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করেন পার॥

মায়াবদ্ধ, দুর্ব্বল, অনর্থগ্রস্ত, ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসু আমাদের গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত ভগবৎসেবা-লাভের আর উপায় কি আছে? দুর্ব্বল আমাদের বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিবার শক্তি কোথায়? এমতাবস্থায় গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত মায়াকে জয় করিবার শক্তি কি করিয়া পাইব? যদি তিনি কৃপা করিয়া মায়া অতিক্রম করিবার শক্তি প্রদান করেন তবেই ত' রক্ষা! নতুবা আর উপায় কি? আত্মনিবেদন করিলেই ত' তিনি আত্মসাৎ করিবেন। নিজেকে না দিয়াই যদি তাঁহাকে পাইতে চাই, তাহা হইলে বঞ্চিত হইব না কি? নিজেকে কতটা সমর্পণ করিয়াছি, আমার কতটা দোষ আছে, এইসকল বিচার করিলে আমি দেখিতে পাইব—'লোক-দেখান গোবাঙ্গা তিলকমাত্র ধরি'—ইহাই আমার স্বরূপ। একবার বুকে হাত দিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, আমি নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই সব রাখিয়া 'দিয়াছি, আত্মনিবেদন না করিয়াও করিয়াছি' বলিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনায় প্রশ্রয় দিতেছি। ভগবদ্ভক্তিপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াও যদি নোঙ্গর তোলাই না হইল—আত্মনিবেদনই না হইল, তাহা হইলে ভক্তিরাজ্যে উন্নতি লাভ হ'বে কি করিয়া? নিজের অহমিকাকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া ভক্তিরাজ্যে যতই অগ্রসর হইবার চেষ্টা হউক না কেন, তাহা সবই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

ভক্তিমার্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তদনুগত্যে হরিসেবা করিতে হয়। আবার গুরুসেবা করিতে হয়—গুরুপ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আনুগত্যে। যিনি সর্ব্বক্ষণ গুরু-সেবা করেন, গুরুকে যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া জানেন, যিনি সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবা করিয়াও গুরুসেবা হইল না মনে করিয়া কি করিলে গুরুদেবের সর্ব্বতোমুখী সেবা সাধিত হইবে—এই চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল, সেইরূপ আদর্শ-চরিত্র বৈষ্ণব দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইলে ইতর চিন্তা নিবৃত্ত হইয়া গুরুসেবায় নিযুক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়। বৈষ্ণবগণ কি করিয়া তাঁহাদের আরাধ্য গুরুপাদপদ্মের সেবা করেন, ইহা দেখিবার সৌভাগ্য হইলেই জীব মঙ্গলের পথে চলিতে পারেন। বৈষ্ণবের আদর্শ-চরিত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়া তদনুসারে চলিবার বিচার গ্রহণ না করিলে সঙ্গ পাইয়াও বঞ্চিত হইতে হয়। বৈষ্ণবের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হইবার চেষ্টাই সাধন। যাহাতে ভক্তি লাভ হয়, তাহা করাই মঙ্গলের রাস্তায় যাওয়া। ভাগবতের বা ভক্তের সঙ্গ না হইলে ভক্তিলাভের আশা দুরাশামাত্র। প্রকৃত গুরুসেবকের সন্ধান না পাইলে বা তদনুসরণে চলিতে না পারিলে গুরুসেবা লাভ হইবে না, গুরুপাদাশ্রয় করিয়াও বঞ্চিতই হইতে হইবে। গুরুসেবকই গুরুমনোভীষ্ট জানেন। কিসে গুরুদেব সন্তুষ্ট হন, তাহা তিনিই বলিয়া দিতে পারেন, সুতরাং এইরূপ গুরুসেবকের সঙ্গ যদি না হয়—তাঁহার আদর্শ-জীবনের অনুসরণে আমাদের জীবনযাপনের ইচ্ছা যদি প্রবল না হয়, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গললাভ হইবে কি করিয়া? গুরুসেবক বৈষ্ণব কিরূপে গুরুসেবা করেন, প্রত্যেকটী বস্তুকে তিনি কিভাবে গুরুসেবায় নিয়োজিত করেন, তাহা সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্য করা দরকার। তাঁহার প্রত্যেকটী কার্য্য গুরুদেবকে কেন্দ্র

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

...হইয়াছে। এরূপ সুসম্মেলনের দৃশ্য না হইলে মঙ্গল কোন কালেও হইবে না। পুনঃ পুনঃ এইরূপ সুসম্মেলনের অনুষ্ঠানে প্রচুর মঙ্গল লাভ হইবে। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িয়া চরণে
হৃদয়ে ধরিব তা'য়।
বৈষ্ণব ঠাকুর প্রভুর কীর্ত্তন
দেখাইবে মোরে তা'য়॥"

———

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

(নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু-কর্তৃক ভাগবত-পত্রে প্রদত্ত একটী ইংরাজী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ)

সুন্দরানন্দ হইতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। গত ত্রিশ বৎসর কালের মধ্যে গৌড়ীয় মঠের অনেকে [illegible] করিয়াছেন, তাহা সত্য। বহু আধ্যাত্মিক [illegible] বিরুদ্ধে অপসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা জগতে প্রচার করিয়াছেন। অনেক ভবিষ্যৎকালে অনেকের শক্তিশালী মনীষা দ্বারা আরও অনেক [illegible] উজ্জ্বল ব্যাখ্যা অনুসন্ধানপূর্ব্বক [illegible] ব্যক্তি অর্জ্জন করিবেন, সন্দেহ নাই। [illegible] বাঙ্গালা প্রকাশ করিবার জন্য [illegible] শ্রীভগবান্ [illegible] আবির্ভাব হইয়াছে ও হইবে। সুন্দরানন্দের যথার্থ পাণ্ডিত্য হয়ত অনেকে অর্জ্জন করিয়াছেন ও করিবেন। অন্যান্য বিষয়ে অনেকে লাভ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় অধিকার অনেকের লাভ হইয়াছে এবং পরবর্ত্তিকালেও হইবে।

কিন্তু [illegible] হইতে গৌড়ীয়গগনে একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। তিনি একাধারে সুপণ্ডিত, সুবক্তা এবং আধ্যাত্মিক-সাধনার ও বৈষ্ণবদের তুলনামূলক [illegible] অদ্ভুত আদর্শ স্বীয় জীবনে সমাবেশপূর্ব্বক আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার মধ্যে অভিনব উচ্চ স্তরের পাণ্ডিত্য এবং [illegible] ও বৈষ্ণবের [illegible] সেবার অদ্ভুত কৌশল বিদ্যমান। [illegible] একটী [illegible], সন্দেহ নাই।

সমসাময়িক [illegible] সুধীগণ [illegible] বৈষ্ণবজগৎ বাঙ্গালী [illegible] হইয়াছে কি? [illegible] হইয়া থাকে, [illegible] ইহা তাঁহাদের উপলব্ধ [illegible] হইয়াছে যে, [illegible] আত্মনিবেদনের [illegible] একটী অভিব্যক্তির [illegible] অবস্থা প্রকাশিত আছে।

আধুনিক যুগে কেহই না অদ্ভুত মিশ্র বিচার প্রণালী ভক্তিসাহিত্যের নামে বিনা বাধায় চলিয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে দুর্নীতি আত্মঘাতক উৎকট প্রলাপ ও তাহার তাণ্ডবের বিপুলতার অভাব নাই। লোকদের নামে নিকৃষ্টতম অপসিদ্ধান্ত সমাজে ঢুকিয়া অপরাধের দুর্নীতি-কেন্দ্রেও কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করিতেছে না।

এরূপ অসৎসঙ্গ আশ্রয়ের প্রভাবকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র আলোকস্তম্ভ গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার ভক্তিকটী লিখনী-প্রসূত নিষ্কপট সত্যানুসন্ধানপূর্ব্বক অনবরত আনন্দ বহন করিতেছেন পাঠকবর্গ তাহা বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন?

কলিকাতা [illegible] হইতে গত আট বৎসর যাবৎ প্রকাশিত 'গৌড়ীয়'-নামক পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার পাঠকগণ [illegible] অদ্বিতীয় লেখাপ্রণালী [illegible] নিশ্চয় [illegible] আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন।

এতৎ-প্রসঙ্গে একটী বিষয়ে আমাদের পাঠকবর্গের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি যে, যে ব্যক্তি যথার্থ মূল্যবান্ বিচারে সংস্রবে পতিত হইবার যোগ্য, তাহার দৃষ্টি কোনও বেতনভোগী [illegible] না হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। পার্থিব প্রয়োজনে আকৃষ্ট হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তির পক্ষে যথার্থ নিরপেক্ষ হওয়া অসম্ভব। [illegible] স্বীয় [illegible] করিবার জন্য বাধ্য কোন ব্যক্তি নিরপেক্ষ সত্যসেবী হইতে পারেন না। [illegible] স্বপক্ষে বদ্ধপরিকর হইয়া অথবা [illegible] পরিচালিত হইয়া যদি কেহ অবলোকন [illegible] উৎকট [illegible] কীর্ত্তন করিতে [illegible], তবে তিনি কখনই নির্ভীকতার সহিত সত্যবাণী কীর্ত্তন করিতে পারিবেন না; সত্যবাণী-কীর্ত্তনকারীর পক্ষে অনুদারতা অতিশয় প্রয়োজনীয়। [illegible] ভীষণ কবল হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত রাখিয়া এবং [illegible] সত্যের [illegible] আদর্শ স্বীয় জীবনে [illegible] গ্রহণপূর্ব্বক 'গৌড়ীয়'-পত্রিকার [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের পাঠকসমাজকে নিত্য আধ্যাত্মিকে নিযুক্ত থাকিবার যে অভূতপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, বাস্তবিকই তাহার তুলনা নাই।

শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত শ্রীগঙ্গা-স্তব

——::(০)::——

গঙ্গে সমস্তজগতাং চলদম্বুবেগ-
হল্লোলচারুচলদম্বুকপুষ্পমালে।
কংসারিচারুচরণাম্বুজরেণুচর্চ্চি-
তাঙ্গাং নমামি চারুতর্কবিনাশিনী ত্বাম্॥
মাতঃ সমস্তভুবনে প্রবরে নদীনাং
ব্রহ্মাদিভিঃ প্রণিগীতগুণে গুণাঢ্যে।
সংসারতরণ-মহার্ণবনৌকে
বন্দে ভবাব্ধি [illegible] দুরিতাপহারি॥
[illegible] কংসারিপদপদ্ম-
সৌদাসনামনৃপতিবিকুণ্ঠিতা ত্বা।
[illegible] নমাম্যমরারাধিতাং
[illegible] ত্বাং নমামি শিরসা নয়নে প্রসীদ॥
নারায়ণাচ্যুত জনার্দন কৃষ্ণ রাম-
গঙ্গাধরার বদতো মম দেবি মাতঃ।
সংসারপাপকনাশিনি দেহপাত-
[illegible]॥
কিং বা তপোভির্বপিণরপি কিং জপৈর্বা
দানৈশ্চ কিং ক্রতুভিরশ্বমেধৈর্বা।
[illegible] পাপা হরৈবনত্যাং
[illegible] পুণ্যং পাপিনোঽপি॥
স্বাহা স্বধে সকলদেবপিতৃপ্রিয়ে ত্বং
[illegible]।
সত্ত্বরজস্তম ইতি ত্রিগুণস্বরূপা
সৃষ্টি স্থিতিলয়কারিণি নৌমি তাং ত্বাম্॥
[illegible] ললাটফলকে তব সৈকতং যঃ
পুণ্ড্রং দেবি তব নীরমৃদা দধাতি।
[illegible]
[illegible] মূর্ত্তি॥
[illegible] বিদ্যমানসংসার-বিরাম
[illegible] পাপকনাশকারী।
[illegible] তব তীরবাস দুষ্ট।
সংসারবন্ধহরে মম মাতৃ দধ্য॥
[illegible]
[illegible] নরা।
[illegible]
[illegible]॥
[illegible]
[illegible] মুক্তিদা ব।
[illegible]
[illegible]॥
[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥
[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥
[illegible]
[illegible]।
[illegible] বদাম।
পরব্রহ্মস্বরূপাং ত্বাং মঙ্গলোদৈকবাহ্যম্।
নমোমি বিমলং তোয়ং
[illegible] মোক্ষদে॥

(শ্রীপদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার,
চতুর্দ্দশাধ্যায়)

অনুবাদ

হে চঞ্চল তরঙ্গশালিনী শ্রীগঙ্গে! আপনি নিখিল জগতের জননী, আপনি জলরাশি রাশিগণের শিরোদেশস্থ সুচারু পুষ্পমালা-স্বরূপা, আপনি কংসনিসূদন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগলের রেণুহরণকারিণী এবং আপনি অশেষপাপনাশিনী; আমি ভক্তির সহিত আপনাকে নমস্কার করি। হে মাতঃ! আপনি সকলভুবনবাসিনী এবং সমস্ত নদীর মধ্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার গুণ কীর্ত্তন করেন। আপনি সর্ব্বগুণ-সমন্বিতা এবং সংসাররূপ তরঙ্গপূর্ণ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নৌকা-স্বরূপা। পাপক্ষয়কারী আপনার শ্রীচরণ-যুগলকে আমি বন্দনা করি। কোটিসংখ্যক ব্রাহ্মণবধকারী 'সৌদাস'-নামক নৃপতি যে আপনার বারি বিন্দুমাত্র প্রাপ্ত হইয়া দেব-গণেরও অলভ্য মুক্তিপদ লাভ করিয়াছিলেন, হে বরদে জহ্নুসুতে! সেই আপনাকে আমি অবনতমস্তকে প্রণাম করিতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে মাতঃ শ্রীগঙ্গাদেবি! আপনার অনুগ্রহে 'নারায়ণ', 'অচ্যুত', 'জনার্দ্দন', 'কৃষ্ণ', 'রাম' ও 'গঙ্গা'দি নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সংসার-পাপনাশক আপনার সলিলমধ্যেই আমার দেহপাত হউক। হে অখিলজগতের ঈশ্বরি! বহু তপস্যা, জপ, দান ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ফল কি? অত্যন্ত পাপী মানবগণও আপনার বারিবিন্দু পান করিয়া দেবতাগণেরও দুষ্প্রাপ্য মুক্তিপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের পরম তৃপ্তিবিধানের হেতু সত্ত্ব-রজস্তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী যে 'স্বাহা' ও 'স্বধা'—সে-সমস্তই আপনি। হে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারিণি শ্রীগঙ্গে! সেই আপনাকে আমি প্রণাম করি। যে ব্যক্তি সতত ললাটদেশে আপনার মৃত্তিকাদ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন এবং সেই সেই 'নারায়ণা'দি সর্ব্ব-জগন্নিবাস শ্রীনাম প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তন করেন, তাঁহার শ্রীচরণের সমস্ত রেণু আমার মস্তকে থাকুক। হে সংসার-বন্ধহারিণি, ত্রিপথ-গামিনি শ্রীগঙ্গে! আপনার তীরদেশে বাস ও সর্ব্বপাপনাশক জল পান করিতে করিতে এবং আপনার শ্রীনামস্মরণ ও তরঙ্গসমূহ দর্শন করিতে করিতে আমার জীবন যাউক। হে অমৃতবাহিনি, মঙ্গলময়ি মাতঃ শ্রীগঙ্গে! মানবগণ যে স্বর্গকে অতিশয় দুর্লভ ও উচ্চস্থান মনে করিয়া তৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে লোলুপ হয়, তাহা সম্পূর্ণ বৃথা; যেহেতু আপনার জলই সেই স্বর্গলোকগমনের সোপানস্বরূপ। হে অখিলেশ্বরি, মুক্তি-প্রদায়িনি ত্রিপথগামিনি শ্রীগঙ্গে! আপনি নদীসমূহের...

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। জীবসকল যে-কাল পর্য্যন্ত না আপনার নির্ম্মলজলে স্নান করে, সে-কাল পর্য্যন্তই তাহাদের দেহ-পাপরাশি ও রোগসমূহ বর্ত্তমান থাকে। হে পরমগুহ্য-ব্রহ্মপদ-প্রদায়িনি জননি! শ্রীবিষ্ণু, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিব ও দেবতাগণও যে আপনার মহিমার অন্ত পান না, সেই আপনাকে কোন কোন ব্যক্তি মোহবশতঃই সামান্যা নদীমাত্র বলিয়া থাকে। হে জগদীশ্বরি, সমস্ত সুখবর্দ্ধিনি জননি! পশুপতি ভগবান্ শ্রীশিব আপনার মহত্ত্বের কিঞ্চিৎ অবগত আছেন; যেহেতু, তিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনাকে শিরোপরি ধারণ করিয়াছেন। হে জগজ্জননি, পরমেশ্বরি, দেবি জননি! আমি আপনার কিঙ্কর, বারম্বার পুনঃ পুনঃ আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে পরিত্রাণ করুন, রক্ষা করুন। হে মোক্ষপ্রদায়িনি জননি! আপনি পরব্রহ্মস্বরূপিণী এবং সর্ব্বলোকের একমাত্র জননী, অল্পমতি আমি, এরূপ আপনার কি বা স্তব করিতে পারি?

ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে

——::(০)::——

একমাত্র ভক্তিপথই শুদ্ধজীবের অবিচলিত মার্গ, ভক্তিপথ হইতে কোনও কালে কাহারও অধঃপতন হইবে না,—এরূপ স্থিরবিশ্বাস বা নিষ্ঠাভক্তি-লাভে বিলম্ব দেখিয়া সাধনাতে শৈথিল্য না করার নামই ধৈর্য্য। আমরা উপদেশামৃতের 'উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ'-শ্লোকে ভক্তির অনুকূল এই ধৈর্য্য-শব্দটী দেখিতে পাই। আদরের সহিত সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই উৎসাহ এবং ভগবদ্ভক্তি জীবের একমাত্র পরমার্থ, আমি যত পাতকই হই না কেন, করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের নামই নিশ্চয়তা। সাধুসঙ্গে যাঁহার উৎসাহ নাই, সাধুর প্রতি যাঁহার সম্পূর্ণ নির্ভরতার অভাব, তিনি কখনও ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারেন না। সেবোৎসাহী, দৃঢ়নিশ্চয়, নিরন্তর কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারী ধীর সাধুর সঙ্গ ব্যতীত আমাদের হৃদয়ে ভক্তির অনুকূল বিচার স্থান পায় না, নিত্যকালের আশা ভরসা আমাদের প্রাণে জাগে না। এতদ্ব্যতীত আমাদের অবসন্নতা বা মানসিক-অস্থিরতাও যায় না। সুতরাং চিত্ত স্থির করিতে হইলে, হরিকথনে মনোনিবেশ করিতে হইলে ধৈর্য্যের যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

ধৈর্য্য অবলম্বন সেবোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে বলের প্রয়োজন। ধৈর্য্য না থাকিলে, হৃষ্যাদি ভোগ করিতে করিতে পরমমঙ্গল সাধুসঙ্গ কৃপা-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতে না পারিলে জীবের চঞ্চল হইয়া উঠিবেই উঠিবে। যাহারা ধৈর্য্যহীন বা অস্থির, তাহারা কোন কার্য্যেই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু সাধুগুরু-পাদপদ্মে নির্ভরশীল বুদ্ধিমান্ সাধক ধীর সাধুগণের সঙ্গে থাকিয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সেবা কার্য্যে করিতে মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন।

আমরা হরিভক্তির প্রতিকূল কায়মনোবাক্যেরাদির কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাই, এই বাক্যেই যত অনর্থের মূল। ইহা জীবকে অস্থির করিয়া তুলে। সদ্‌গুরু-কৃপায় বাক্যাদের দমিত হইলে অর্থাৎ নিরন্তর সাধুসঙ্গে হরিকথা কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য উদিত হইলে জীবের আর কোন অস্থিরতা থাকে না। নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনপ্রভাবে কৃষ্ণ সম্বন্ধ স্মৃতিপথে উদিত থাকায় কায়মনোবাক্যাদি আপনা হইতেই নিয়মিত হইয়া যায়। তখন মন কৃষ্ণনিষ্ঠা লাভে, কৃষ্ণসেবা ছাড়া আর কিছু করিতে পারে না। তখন চিত্তের চাঞ্চল্য দূরীভূত হওয়ায় চিত্ত ধীর ও স্থির হয়। তখন আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণেতর-কামনাবাসনার আশ্রয় আর থাকে না। সুতরাং জড়ীয়ভাবে চিত্ত স্থির করিতে গিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। মন বেশ বাহিরে থাকিতে পারে না। তাহাকে অপ্রাকৃত বস্তু-বিষয়ে ব্যাপৃত রাখিতে পারিলে সে আর কুবিষয়ে ধাবিত হইবে না। মনকে একটু উচ্চতর দিয়া ভুলাইয়া তুচ্ছ প্রাকৃত রূপ হইতে নিয়মিত করিতে হইবে—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। অনন্যযোগ সহকারে সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ, সাধুর আনুগত্যে [illegible] নিকট কপটতা পরিহার করিয়া কীর্ত্তন করা ব্যতীত—শ্রবণ কীর্ত্তন প্রবল করা ব্যতীত মনোনিগ্রহের অন্য কোন উপায় নাই। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

মহাজনও গাহিয়াছেন,—

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

যখন কেহ ধীর হইতে না পারেন, সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইতে না পারেন, ভগবানের জন্য সকল কষ্ট-কষ্ট, বাধাবিপত্তি অকাতরে সহ্য করিতে প্রস্তুত না হন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য কোনকালেই যাইবে না। ফলের জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না। 'ক্রমে ক্রমে পায় জীব সর্ব্বসিদ্ধফল', 'সবুরে মেওয়া ফলে'—এইসকল কথা সতত মনে রাখিতে হইবে। কোন কার্য্য করিতে হইলে অন্ততঃ তার ফল পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে অধিকাংশ স্থলেই বিফলমনোরথ হইতে হয়। আমরা অনাদি-বহির্ম্মুখ। অনাদিকাল হইতে আমরা হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া আসিতেছি। আবার কখনও বা নিরপেক্ষ থাকিয়া দুঃখ বা ভোগে দিন কাটাইতেছি আমরা অজ্ঞ। এত অপরাধী, এত পাপী আমরা যে, আমাদের পাপ বা অন্যায় কার্য্যের ইয়ত্তা নাই। সুতরাং সেবাসাধন-সময়ে অপরাধী আমাদের বাধা হইবে কেন? যাঁহারা এই সেবার স্থান দিয়াছেন তাঁহারা ত' নিশ্চয়ই একদিন সেবা দিবেন। যাঁহার হৃদয় মন না [illegible] কি কখন কাহারও [illegible] অপরকে [illegible] বা ধৈর্য্যহীন হইয়া কি কখনও [illegible] নিষ্কপট আশা-ভরসা কাহারও হৃদয়ে জাগাইতে পারে? যদি কাহারও ভাগ্যক্রমে এরূপ পিপাসা জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে ত' তিনি নিশ্চয়ই শ্রীগুরুপাদপদ্মে নীত সাধুগুরুর সঙ্গ পাইয়াছেন। তবে তাঁহার চঞ্চল হইবার আর কি আছে? অনন্ত জীবন ত' অনন্তকাল বৃথায় কাটিয়া গেল। তাঁহার জন্য এখনও ত' কোন চিন্তা হয় কি? এখন শাস্ত্রে না উঠিতেই এক কার্য্য-সিদ্ধির প্রবল কামনা চলিবে কেন? এসব কথা বুঝিতে না পারিয়া, গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া সাধনসময়ে অভীষ্টলাভের কাল বিলম্ব দেখিয়া ধৈর্য্য হারাইয়া অনেকেই পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন, নাস্তিক হইয়া যান, আর অনেকে [illegible] আমার যে সাধক সেবামুখে কৃপার লোভ করেন, তিনি শুদ্ধসেবাফল-টিকে তত্ত্বতঃ হন। সুতরাং গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোনজন্মে আমার অযোগ্য পতিত আমাকে কৃপা করিবেন। আমি অনর্থযুক্ত থাকি বা অনর্থমুক্ত হই, সর্ব্বাবস্থাতেই হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া নিষ্কপটে তাঁহাদের সেবা করিব, তাঁহাদের সেবার জন্য—দুঃখ বিপদের জন্য যদি আমাকে অনন্তকাল নরকভোগও করিতে হয়, তথাপি আর তাঁহাদের পাদপদ্ম ছাড়িব না—এরূপ ধৈর্য্য সাধকমাত্রেরই বরণীয় ও বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে আর কোন বাধাবিপত্তি আমাদের বিচ্যুত করিতে পারিবে না। এইরূপ দৃঢ়তা থাকিলে আমাদের [illegible]। শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] অমীয় শক্তি ও অপার করুণার কথা আমাদের উপলব্ধি হইবে। জানি না, কবে আমরা পূর্ব্বতন মহাজনগণের অনুসরণে গাহিতে পারিব—

শত শত জন্ম যায় যাক্ দেহ-প্রাণ।
তবু আমি ধরিব না ছাড়ি হরিনাম॥

ইহারই নাম ধৈর্য্য। [illegible] সেবা। হরিসেবার জন্য [illegible]—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার জন্য [illegible] উৎকণ্ঠা বা ব্যাকুলতা চিত্তের প্রকৃত ধৈর্য্য।

——

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(০)::——

হরিকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে বৈষ্ণবতা না থাকিলে কোন বিচার আন[illegible] দিগকে গ্রাস করে। আমরা পরম মঙ্গল [illegible] হইতে বাস্তবাসের বিচার [illegible], প্রাধান [illegible] নানা [illegible]। [illegible] শ্রবণ [illegible] সাধন ও মান। [illegible] গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে [illegible] আমাদের সৌভাগ্য হয়। [illegible] কাটিলে এই সৌভাগ্যকে অবজ্ঞা করা হয়। সুতরাং সাধকের [illegible]-আলোচনা ও হরিকথায় [illegible] করা। উপদেশ-প্রসঙ্গের অনুসরণে [illegible] অপার [illegible]।

[illegible] একটা [illegible] বিবেক [illegible] বিবেক [illegible]। [illegible] বিবেক [illegible] শাস্ত্র [illegible] উৎপত্তি হইয়াছে, তা [illegible] গুরু-বিবেক।

প্রাকৃত [illegible] পর্য্যন্ত স্থির হইতে পারে না। [illegible] চিত্তের বৈষম্য [illegible] চিত্তের আত্মিক [illegible] না। [illegible] আলোচনা দ্বারা যে আত্মিক [illegible] হয়, [illegible] পারে। [illegible] হরিসেবার [illegible] হরিসেবার জন্য [illegible] হরিসেবার [illegible] হইতে পারে। [illegible]

সাধুর [illegible] Absolute touch [illegible] subscriber [illegible]

[illegible] subscriber [illegible]

[illegible]

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুন মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও ২য় দিনের জন্য, পরবর্ত্তী দিনের জন্য		এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	।০	।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৯৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲		" অর্দ্ধ কলম	২৯৲
অর্দ্ধ কলম		৮৲	" এক কলম	৩৯৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দী ভাষায় একমাত্র পাক্ষিক পত্র মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতরত্ন বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মবঞ্চনাহারক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগভীতিকাতর এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে রোমে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

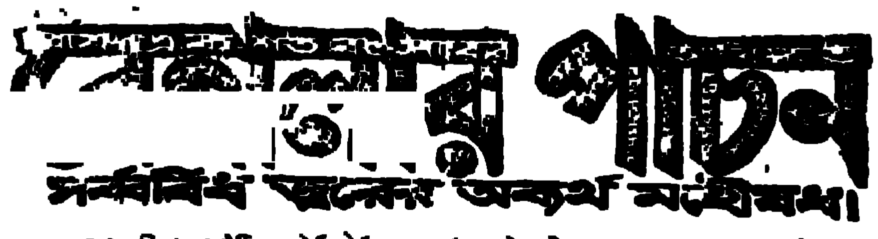

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ।৵০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী
—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত চাউলের মূল্য প্রচারিত হইয়াছে:—

মোটা ও মাঝারি চাউলের সর্ব্বোচ্চ পাইকারী মূল্য যথাক্রমে ৫৸০ আনা ও ৬০ আনা এবং খুচরা মূল্য ৬৷০ আনা ও ৬৸০ ধার্য্য করা স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাঙ্গলার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চীফ কন্ট্রোলার ১৯৪২ সালের ১লা জুলাই হইতে এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া আদেশ জারী করিয়াছেন।

বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের সহিত পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

অতিরিক্ত পেট্রোল গ্রহণের আবেদন

কলিকাতার পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে, জুলাই মাসের জন্য অতিরিক্ত পেট্রোল লওয়ার জন্য ২৬শে জুন হইতে ৩০ জুনের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। উক্ত তারিখের পর কোন আবেদনপত্র সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে না। আবেদনপত্রের সহিত ডাকটিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দিতে হইবে।

বাস এবং ট্যাক্সিগুলিকে জুলাই মাসের পেট্রোলের জন্য নিম্নলিখিত তারিখসমূহে আবেদন করিতে হইবে:—ট্যাক্সি ২২শে, ২৩শে ও ২৫শে জুন; বাস—২৬শে ও ২৭শে জুন। পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অফিস বর্ত্তমানে ২৮।২ বেলতলা রোডে অবস্থিত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধের নির্দ্দেশ

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে:—

সরকার পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন যে, যাহাদের উপস্থিতির প্রয়োজন নাই, তাহাদিগকে বিপজ্জনক এলাকা ত্যাগ করিয়া যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। এই নীতির অনুসরণে এখন স্থির হইয়াছে যে, কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী শিল্প এলাকা এবং চট্টগ্রাম সহরের সরকারী বিদ্যালয়গুলি এবং নারীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত খুলিবে না। যত শীঘ্র সম্ভব, ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অন্যরূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

এই সব এলাকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও অনুরূপ নীতি অনুসরণ করিতে পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে। নিরাপদ এলাকায় ব্যবস্থা করার জন্য যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাময়িক স্থানান্তর প্রয়োজন, সরকার যথাসম্ভব সেই সব স্থানান্তর করিতে প্রস্তুত আছেন এবং যে সময়ে এই ব্যবস্থা করা হইবে, সেই সময়ের জন্য আর্থিক সাহায্য দিতেও প্রস্তুত আছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা

প্রতিনিধি সভার নৌ কমিটি ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমেরিকার ১৯৪৩ সাল হইতে নির্ম্মিত ১০,০১,২১৫ টন রণতরী কর্ম্মনিযুক্ত আছে এবং আরও ২৬,৪০,-৬০৬ টন রণতরী নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

সম্প্রতি নৌবাহিনী বৃদ্ধির জন্য যে ৮৫০ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা-দ্বারা আরও ৫ লক্ষ টন বিমানবাহী জাহাজ, ৫ লক্ষ টন হালকা ও ভারি ক্রুজার ১ লক্ষ টন ডেষ্ট্রয়ার ও সাবমেরিন জাহাজ এবং ৪০০ টর্পেডো-বোট ও ২০০ টহলদার পোত নির্ম্মিত হইবে।

নৌবিভাগের ধারণা, এই বরাদ্দ অনুসারে যে সকল জাহাজ নির্ম্মিত হইবে, তাহাদের সর্ব্বশেষটির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবে ১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। সর্ব্বশেষ রণতরী জলে ভাসান হইবে ১৯৪৬ সালের শেষ ভাগে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণের ব্যবস্থা

ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ, মরক্কো, জাপান ও সুদূর প্রাচ্যের অন্যান্য স্থান হইতে ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করা হইত, এখন তাহা বৃটিশ উপনিবেশসমূহ হইতে আমেরিকায় সরবরাহ করা হইবে। সম্মিলিত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ বোর্ড এই সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। বোর্ডটি গত সপ্তাহে গঠিত হইয়াছে।

এয়ারগ্রাফের চিঠিপত্রে জাহাজের নামোল্লেখ

এসোসিয়েটেড প্রেসের ১৭ই জুন তারিখের একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, এয়ারগ্রাফের চিঠিতে জাহাজের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারিবে; তবে জাহাজের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করা যাইবে না।

এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, এয়ারগ্রাফের সাহায্যে নিরাপদে জাহাজের নাম জানাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং গ্রেট বৃটেনে জাহাজ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই এয়ারগ্রাফের চিঠিপত্র বিলি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "প্রতিদর্শ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যদীপিকা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সমিতিস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২৭ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ১০ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ২৫শে জুন, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } ৮৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ ত্রিবিক্রম, কৃষ্ণাদি কাষগোস্বামী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, বাস, শ্রীরূপ-সনাতন, ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেব—সকলেই আচার্য্য—সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন-বিগ্রহ—স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরই। তবে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত আচার্য্যগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্য হইয়াও আচার্য্যগণের প্রভু। আচার্য্যগণ প্রভু, আর প্রভুর প্রভু—আমাদের মহাপ্রভু। গৌর শক্তিমান্, আর আচার্য্যগণ গৌরশক্তি—গৌরসেবার সৌষ্ঠব-পরিপূরক। কিন্তু আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শক্তিতত্ত্ব নহেন, তাঁহারা শক্তিমত্তত্ত্ব। তবে তাঁহারা শক্তিমত্তত্ত্ব হইলেও তাঁহাদের দাসাভিমানই প্রবল। তাঁহারাও নিরন্তর গৌরসেবানিরত। গৌরকৃষ্ণশক্তি আচার্য্যগণ গৌরকৃষ্ণ-সেবা-প্রদানে সমর্থ। গুরু বা আচার্য্য ব্যতীত কৃষ্ণ বা কৃষ্ণনাম-বিতরণের সামর্থ্য অপরের নাই। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তি পরস্পর অভেদ। কৃষ্ণকে কর্ষণই কৃষ্ণশক্তির কৃষ্ণশক্তিত্ব বা আচার্য্যের আচার্য্যত্ব, আবার গুরুকে লইয়া কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব। দুইটীর কোনটীকেই বাদ দিলে চলিবে না। দুইটী পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। কৃষ্ণেরই বিষয় ও আশ্রয় দুইটী রূপ। বিষয় ও আশ্রয় একই স্বরূপ। একই কৃষ্ণ লীলা আস্বাদন করিবার জন্য দুইটী রূপ ধারণ করিয়াছেন। বিষয় ও আশ্রয় দুইজন পরস্পর পরস্পরকে আস্বাদন করিবার জন্য পৃথগ্‌রূপে প্রকাশিত। আশ্রয়বিগ্রহের সহিত বিষয়বিগ্রহের যে মিলন, তাহাই বিলাস। এই বিলাসে জড়কামের গন্ধমাত্রও নাই। উহাতে কেবল কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস—কৃষ্ণের কামবর্দ্ধনে আশ্রয়বিগ্রহগণের নিত্য নবনবায়মান চেষ্টা।

——

স্বধর্ম বা আশ্রমধর্ম যাজন করিতে গিয়া লোকাপেক্ষা করিতে হইবে না। লোকাপেক্ষা করিতে গেলে—লোকের মনস্তুষ্টি বা মনঃরক্ষা করিতে গিয়া ভগবদ্ভজন-অপেক্ষা লোক-রঞ্জনকে বহুমানন করিলে ভগবদ্ভজন হইবে না। সেইজন্যই সাধুশাস্ত্রে অন্য-লোকের সহিত হরিকথা আলোচনা ব্যতীত অন্যপ্রকারের সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—
তোমাসম 'নিরপেক্ষ' নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম না যায় রক্ষণে॥

কৃষ্ণ-সম্বন্ধ ছাড়িয়া কাহারও সহিত চক্ষুলজ্জার খাতিরে আটকাইয়া গিয়া নিরপেক্ষতাকে জলাঞ্জলি দিলে জীবের ধর্ম বা নিত্যস্বভাব ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎসুখবিধান প্রকৃষ্টরূপে সাধিত হইবে না। অনেককে লোকাপেক্ষা করিতে গিয়া কৃষ্ণকার্য্য-সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইতে দেখা যায়। ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা।

——

এ জগতে সাধারণতঃ দুইটী পক্ষ দেখা যায়। একটী কৃষ্ণ পক্ষ, আর একটী মায়ার পক্ষ। ভক্তগণ কৃষ্ণপক্ষাবলম্বী। তাঁহাদের কোন পক্ষান্তর নাই। তাঁহারা জানেন, সবই কৃষ্ণের। কৃষ্ণই একমাত্র মালিক ও প্রভু। সুতরাং পক্ষ মাত্র একটী—তাহা কৃষ্ণপক্ষ বা জগদীশ পক্ষ। জগৎ বা মায়া জগদীশেরই অধীন। সুতরাং দুইটী পক্ষের অবকাশ কোথায়? কিন্তু কৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞানহীন হরি-বিমুখ আমরা সকলের একমাত্র আশ্রয় কৃষ্ণের সর্ব্বাশ্রয়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া কৃষ্ণপক্ষ ছাড়িয়া মায়ার একটী পক্ষ আছে বলিয়া মনে করি, "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।"—এই কথা বুঝিতে না পারিয়া জগতে দুইটী পক্ষ দেখিতে পাই। তাই নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনগণ জগদীশের আশ্রয় বা পক্ষ অবলম্বন করেন এবং হতভাগ্য জনগণ অসৎ, অভক্তগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজ দুর্ভাগ্যের পরিচয় দেয়।

——

নিরাশ্রয় অবস্থায় কেহ থাকিতে পারে না। জীব হয় সত্যের আশ্রিত থাকিবে, না হয় অসৎকে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতসারে আশ্রয় করিবেই করিবে। ভক্তিপথে আসিয়া আমরা অনেককে ভক্ত বা ভগবৎপদাবলম্বনে দৃঢ়চিত্ত দেখিতে পাই। আবার কাহাকেও বাহিরে নিরপেক্ষতার ভাণ করিতেও দেখি। বদ্ধজীবের এই নিরপেক্ষতার অভিমান অসৎ-সঙ্গাসক্তি, ভক্তের প্রতি অপ্রীতির লক্ষণ এবং নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী বা অভক্তপক্ষী। তাহাদের স্বরূপ অন্তর্যামী ভগবান্ই প্রকাশ করিয়া দেন। প্রকৃত নিরপেক্ষতা-ব্যাপারটী ভক্ত ও ভক্তির প্রতি-উদাসীনতা নহে; নিরপেক্ষতা-অর্থে ভোগ ও ত্যাগে নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বসুখ-বাসনা ছাড়িয়া যুক্তবৈরাগ্যের সমাশ্রয় বা গ্রহণ। নিরপেক্ষ না হইলে—অন্যসঙ্গ ছাড়িয়া ভক্তসঙ্গাভিলাষী না হইলে ধর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না। দুঃখের কথা, ধর্ম্মশিক্ষাও করা যায় না। নিজে সেবা না করিলে অপরকে কি করিয়া সেবা শিক্ষা দেওয়া যাইবে? সেইজন্য শাস্ত্র আচারময় প্রচারের কথা বলিয়াছেন। সাধুর কথা শ্রবণ করিয়া পালনই আচার এবং যাহা আচার করা যায়, তাহা অপরে নামই কীর্ত্তন বা প্রচার। শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন হয় না; যেখানে আচার নাই, সেরূপ প্রচার প্রাণহীন, তাহা প্রকৃত প্রচার নহে। এরূপ আচারহীন প্রচারে সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব থাকায় তাহাতে গুরুকৃষ্ণের সুখবিধান হয় না। সেরূপ চীৎকারের কোন মূল্য নাই। কেহ কেহ শুনেন, আর বলেন—আচার না করিয়া প্রচার করেন। তাঁহারা বলিয়াই খালাস। তাঁহাদের আর কোন কৃত্য নাই। তাঁহারা অন্যাভিলাষী। কেহ কেহ গুরুমুখে শ্রুত বিষয় গুর্ব্বাজ্ঞায় যাহা বলেন, তাহা পালন করিবার জন্য যত্ন করেন। ইঁহারা নিষ্কপট কোমলশ্রদ্ধ ও মঙ্গলকামী। কেহ কেহ যাহা করেন, তাহা বলেন; ইঁহারা আচারবান্ প্রচারক। আর কৃষ্ণপ্রিয় ভক্তের আচারই প্রচার, প্রচারই আচার—সবই কৃষ্ণপ্রেম-তর্পণময়। তাঁহাদের বাক্যই বেদ বা শাস্ত্র।

——

হরিভজন করিতে হইলে হরিভক্তিপথে শ্রীগুরুপাদপদ্মই সব। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইলেও ভজন হইলে সব গেল। ছাদের একচুল ওধারে আসিলে যেমন নীচে পড়িলাম, সেইরূপ ভক্তি'গ্রহ শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় হইতে চ্যুত হইলে—তাঁহাকে নিজ আশ্রয় বলিয়া জানিবার সৌভাগ্যোদয় না হইলে অজ্ঞানের করাল কবলে আসিয়া পতিত হইলাম। এখন আমাদের গুরুদেব। তিনি গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত। যোগ্য অধিকারী ব্যক্তির হরিকথা-অভিমান ও গৌরহরি-

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

হুজ্জাদি ব্যাপার আমাদের উপাস্য নহে। ভক্তির বিচার খুব সূক্ষ্ম। একটু ভুল হইলেই সর্ব্বনাশ। সেইজন্য ভক্তি-প্রেমবিগ্রহ নির্গুণ সাধুর সঙ্গ বা নিরন্তর বিশেষ আবশ্যক।

অসাধু সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে?
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে?

কেবল করুণা—করুণা—করুণা। আদি, মধ্য, অন্ত—সর্ব্বত্রই করুণা। কেবল কৃপার কাঙ্গাল হওয়া। কাহার কৃপা? শ্রীনিত্যানন্দের ও তাঁহার অনুরূপ তাঁহার প্রিয় নিষ্কপট সেবক গুরুদেবতাত্মা বৈষ্ণবের কৃপা। কৃপা অহৈতুকী হইলেও শ্রদ্ধাবান্ ও কৃপাভিখারীই সাধারণতঃ কৃপা পায়। শ্রদ্ধাহীন কপট ব্যক্তি কৃপা লাভ করিতে পারে না। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ শ্রদ্ধাবান্কে কৃপা করেন বা উপদেশ দেন। শ্রদ্ধা জীবাত্মার সংকাত সুকৃতি হইতে উৎপন্ন। শ্রদ্ধাহীন কৃপা পাইলেও উপলব্ধি করিতে পারে না। অন্তরে শ্রদ্ধা থাকিলে সাধুসঙ্গে সহসা শ্রদ্ধা কম না, বেশী হয়। শ্রদ্ধা না থাকায় সাধুর নিকট থাকিয়াও সাধুসঙ্গ হয় না এবং তজ্জন্য সেবাও লাভ হয় না। নিজের দোষেই যে আমাদের সেবা-সৌভাগ্য হইতেছে না তাহা বুঝিতে না পারিয়া সেবানিন্দাকারী আমরা অনেক সময় সেবাকে কাল্পনিক ও অন্ধকারে হাতড়ান ব্যাপার মনে করি। কিন্তু ভজন দর্শনময়। তাহা চিৎপ্রত্যক্ষ বা উপলব্ধির বিষয়, তাহা অন্ধকারে হাতড়ান কাল্পনিক ব্যাপার নহে। Best-known বিষয়—একমাত্র ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্ভজন। ইহা শ্রবণীয়—দর্শনীয়—স্পর্শনীয়—আস্বাদনীয়। ইহা অন্ধকার নহে, আলো। আলোর অবতার গৌর-কৃপাশক্তি শ্রীগুরুদেবের কৃপালোকেই ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। এই আলো কালোর অবতার, এই আলোই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব Transparent Medium; এই আলোর কৃপায় কালোকে দেখা যায়। আলোই কালোকে দেখায়। আলোর অবতার শ্রীগুরুদেব বিশুদ্ধার্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্তি অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দঘন-শ্রীমূর্ত্তি। তাঁহার দেহ জীবের ন্যায় প্রাকৃত নহে। তিনি আচার্য্য ভগবান্। কালোরই আলো, কালোই আলোরূপে নিজেকে ধরা দিবার জন্য অবতীর্ণ। আলোকে ছাড়িয়া কালোকে দেখা যায় না। সেইজন্য সাধুগণ বলিয়াছেন,—'গুরু কৃপা হি কেবলম্।' আলো কালো-বিলাস-তত্ত্ব আলোবরণ কালোর বিবিধবরণ আলোকমালাই শ্রীগুরুপরম্পরারূপে জগতে অবতীর্ণ।

সাধুসঙ্গ

———:০:(০):০:———

তিনিই সাধু যাঁহার ভগবানের সেবা ছাড়া অন্য কোন কার্য্য নাই। সাধুগণ ভগবানের লোক; ভগবানের সহিতই তাঁহারা নিত্যপ্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ। এই সাধুগণের সন্ধান না পাওয়া গেলে এবং তাঁহাদের সঙ্গ না হইলে জীবের ভগবানে রতি বা প্রীতির উদয় হয় না। 'কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ'—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। সুতরাং সাধুকে বাদ দিয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অসৎ বা অসাধুগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া সাধুসঙ্গের জন্য লালায়িত হন; নিষ্কপট-প্রার্থনার ফলে ভগবৎ কৃপায় সাধুর সন্ধানও পান এবং তাঁহার সঙ্গ বা সেবা করিতে করিতে ক্রমশঃ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু অনেকসময় দেখা যায়, নিরন্তর সাধুর নিকট থাকিয়াও আমাদের ভগবানের জন্য আর্ত্তি জাগে না। সেইজন্যই আজ সাধুর নিকট থাকিয়াও আমাদের সাধুসঙ্গ হয় না কেন, ইহার কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

সাধুসঙ্গ কিরূপে করিতে হয়, সাধু কাহাকে বলে, সাধুর সঙ্গের অর্থ কি—এই সকল বিচার সূক্ষ্মভাবে জানা আবশ্যক। নতুবা সাধুসঙ্গের পরিবর্ত্তে সাধুর কৃপা-লাভের পরিবর্ত্তে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

সাধুসঙ্গ করিলে জীবের গতি উত্তরোত্তর ভগবদুন্মুখী হইবেই। কিন্তু সাধুর নিকট থাকিয়াও যদি ইহার প্রতিকূল দেখা গেলে অর্থাৎ সেবালালসা-বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে অন্যাভিলাষ বা কর্ম্মজ্ঞানাদিরূপ দুর্বাসনা হৃদয়ে স্থান পাইলে সাধুসঙ্গ নিশ্চয়ই হইতেছে না জানিতে হইবে।

সম্যক্ সঙ্গের নাম সঙ্গ। সুতরাং সাধুকে অনুসরণ না করিয়া তাঁহার আচরণ গ্রহণ, তাঁহার ন্যায় [illegible] হওয়া এবং তৎপ্রদর্শিত পথে চলা, তাঁহার ন্যায় সেবাময় জীবনযাপন করা, বিরুদ্ধ রুচির ইন্দ্রিয়তর্পণ-পথে দ্রুতগতিতে গমনশীল মনকে অনুসরণ না করার নামই সাধুসঙ্গ। তাঁহার নিরন্তর [illegible] কথা হরিবিমুখ আমরা প্রথমমুখে বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও তাঁহার কৃপাময়ী বাণী আমাদিগকে ভগবৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট করে এবং তদনুসরণ করিবার বা তদানুগত্য-স্বীকারে একটী অভাবনীয় প্রেরণা দেয়। তাঁহার বাণী আমাদের গতিকে ভগবানের দিকে লইয়া যায় এবং তাঁহার কৃপাতেই আমরা তাঁহার আচারময়-সেবাময় জীবন কিছুদিন পরে দেখিবার সৌভাগ্য পাই। আনুগত্যই সঙ্গ বা সেবা। যেখানে আনুগত্য নাই, সেখানে সঙ্গের কোন কথা নাই। আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, কোন অপরিচিত বস্তুর সঙ্গ করা কঠিন। সুতরাং সাধুকে না চিনিলে সাধুকে সাধু বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য না হইলে, সাধু বা গুরুকে সাধুবুদ্ধি বা গুরুবুদ্ধি না হইলে সাধুসঙ্গ কি করিয়া হইবে? সেইজন্য সাধুজনের সন্ধানার্থ সাধুজনের নিকটেই কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে, যাঁহারা সাধুর সেবা করেন, তাঁহাদের নিকট নিষ্কপটে প্রাণের কথা জানাইতে হইবে, সাধুর কথা তাঁহাদের নিকট শুনিতে হইবে। নতুবা অন্য কোন উপায় নাই।

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ হইলেই জীবের পরমমঙ্গল লাভ হয়। সুতরাং সাধুসঙ্গ কি করিয়া হইতে পারে—এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, সাধুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধির সহিত হরিকথা-শ্রবণমুখেই সাধুর সঙ্গ হয়। অনেকে মনে করেন যে, সাধুর পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত-সেবন, তাঁহার প্রসাদ-সেবন ও তাঁহাকে কিছু অর্থদান করিলেই বুঝি সাধুসঙ্গ হয়। এই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধুর সম্মাননা হয়। তাহাতে যে কোনপ্রকার লাভ হয় না, একথা আমরা বলিতে চাহি না, তবে তাহাই যে প্রকৃত সাধুসঙ্গ—ইহাও বলা যায় না। আমরা যদি সাধুর কাছে থাকি, কিন্তু তাঁহার বাণী বা উপদেশ নিজজীবনে পালন করিতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে তাঁহার কাছে থাকিয়াও আমাদের বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে না, পরন্তু তাঁহার আচরণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে প্রাকৃত-বুদ্ধি করত তচ্চরণে অপরাধের ফলে পতনের আশঙ্কাই বেশী। সেইজন্যই বালকবৎ, সাধুর বাণীকে অবহেলা না করিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল একদিন না একদিন হইবেই। সাধুর কথা সর্ব্বানর্থনাশক। সাধুর বাহ্য আচরণে অনেক সময় বঞ্চনা থাকিতে পারে, কিন্তু সাধুর মঙ্গলময়ী বাণীতে বঞ্চনা বলিয়া কোন কথা নাই। তাঁহার বাণী বা সিদ্ধান্তে তাঁহার অবঞ্চক স্বরূপটী প্রকাশিত বা জীবের প্রতি নিষ্কপট অমায়ার কৃপা বর্ষিত।

সাধুসঙ্গ যেরূপে করিতে হয় সে কথা শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুতক্রম। তাঁহার শুদ্ধভক্তগণ অদ্ভুতক্রমপরায়ণ। সেই ভক্তগণের শীল অর্থাৎ স্বভাব ও সচ্চরিত্র যিনি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবানের মায়াকে জয় করিতে পারেন। স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর, অন্য পাপজীব ও পশুপক্ষী—যে কেহ কৃষ্ণভক্তের স্বভাব শিক্ষা করিতে পারিলে অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে; সুতরাং সাধুর বাণী শ্রবণ করিয়া তাহা নিজজীবনে পালন করিতে সমর্থ বিবেকযুক্ত ব্যক্তিগণ যে অনায়াসে ভবসাগর পার হইতে পারিবেন; তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বহু শাস্ত্র-জ্ঞান, উচ্চ আভিজাত্য, শুষ্ক-বৈরাগ্য-অবলম্বন, প্রচুর ধন ও সৌন্দর্য্যের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না। কেবল মাত্র শুদ্ধ সাধুগণের স্বভাব বহু যত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুসরণ করিতে পারিলেই মঙ্গললাভ অনিবার্য্য। কিন্তু কপটতা করিলে হইবে না। জীবনে আমাদের ভাগ্যে অনেক সাধুর সাক্ষাৎ লাভ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের কপট ব্যবহারের জন্য আমরা সাধুগণের কোন ফলই লাভ করিতে পারি না। সাধুতে শ্রদ্ধার অভাবে তাঁহার শরণাগত বা তচ্চরণে বিক্রীত হইতে না পারায় দরুণ আমরা তাঁহার উপদেশকে বেদবাক্যের ন্যায় মনে করিতে পারি না। তাই আমাদের সুবিধাও হয় না। সুতরাং সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সাধুসঙ্গ করিবার জন্য প্রযত্ন করিব, তাহা হইলে আমাদের আত্মোন্নতি হইবে।

সাধুসঙ্গ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ রাখিয়া সাধুসঙ্গ হয় না। যত্নের সহিত মনোযোগ-সহকারে সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতেই আমাদের অনর্থ-প্রশমন হইয়া গেলে আমরা এইসকল কথা শুদ্ধভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব। হরিকথা সাক্ষাৎ হরি। সাধুগণ সর্ব্বদা আমাদিগকে হরিই দান করেন। সাধু এত দয়াল! কিন্তু তাঁহার এতবড় দানের কথা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সাধুদর্শন না হইলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয় না এবং তজ্জন্য আমাদের বাধাও কাটে না। সাধুর কৃপাব্যতীত নিষ্কপট হইবার উপায় নাই। সুতরাং অনুগত হইয়া থাকা ছাড়া আমাদের আর কোন কৃত্য নাই।

দুই একটি কথা

———::(০)::———

সদ্গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি সযত্নে শ্রীমূর্ত্তিপূজা করিবেন। গৃহস্থ ও কাম্যাধিকারীর শ্রীমূর্ত্তিপূজা অর্থাৎ অর্চ্চন একান্ত আবশ্যক। তবে সাধুসঙ্গ, গুরুসেবা, হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদি অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তের শ্রবণ ব্যতীত উত্তমাধিকার অর্থাৎ প্রাকৃতত্ব হইতে অপ্রাকৃতত্ব লাভ বা শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয় না। কাম্যাধিকারী অর্চ্চক বা অনর্থযুক্ত অর্চ্চকের চিত্ত পরিশুদ্ধ নহে, তিনি অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীরূপ কিরূপে ধ্যান করিবেন? শ্রীল রূপগোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।"

অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আবদ্ধ ব্যক্তির নিকট প্রাকৃতই অর্থাৎ অনর্থযুক্তাবস্থায় তাহারা বিষয় হয় না। শ্রীল জীবপাদও শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ও ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপস্মরণের ক্রম এইভাবে লিখিয়াছেন,—"তত্র প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপস্ফুরণম্। স্ফুরিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণম্। স্ফুরিতেষু চ গুণেষু পরিকরবৈশিষ্ট্যেন সম্পদ্যতে। তত এব লীলায়াং প্রবেশঃ" ইত্যাদি।

অর্চনাদিতে যে ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, তাহা ভূতশুদ্ধি-শিক্ষা ও সাধারণ ধ্যানমাত্র। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় চিত্তৈকাগ্রতা বা স্বাভাবিক ধ্যান অনর্থযুক্তাবস্থায় সম্ভব নহে। ঐরূপ সাধারণ ধ্যানও আবার শ্রবণ অর্থাৎ কীর্ত্তনের সহিত সংযুক্ত। অনর্থযুক্তাবস্থায় ধ্যান—কল্পনা বা জড়ভাবময়; ঐ জড়ভাব বিদূরিত করিবার জন্য মন্ত্রের উচ্চারণ। কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চকের পূজা বা অর্চনচেষ্টা রাগবন্ধন ব্যাপার মাত্র। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের অপ্রাকৃত পাদপদ্মে আমাদের পূজা স্পর্শ করে না। শ্রবণ-কীর্ত্তন-পাঠের অনুষ্ঠানকারী অবশ্য অর্চ্চন করিবেন। এ সকল কথা অধিকার উন্নত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞান করিয়া বুঝা যায় না, আর কনিষ্ঠাধিকারীকে সেইসকল কথা বুঝাইতে গেলেও তাহার শ্রবণকার্য্যের পথে শৈথিল্য, এমন কি অনাদর কিংবা বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডার উদয় হয়। উন্নতাধিকারে স্বতঃই বুঝিতে পারা যায় যে, কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চকের ধ্যানচেষ্টা বিশুদ্ধচেতনের ধ্যান বা স্বাভাবিক ধ্যান-স্ফুরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। কনিষ্ঠাধিকারীর চেষ্টা—জড়ভাবনা হইতে অপ্রাকৃতে অভিনিবেশ ও সকল চেষ্টার মোড় ফিরাইবার জন্য প্রাথমিক পাঠ মাত্র। উহা সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন ও গুরুবৈষ্ণবের সেবা প্রভাবেই নিপুণত্ব লাভ করিতে পারে। অনর্থযুক্তাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ ধ্যানের বিষয় হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চনকারী ও অনর্থযুক্ত ধ্যানকারীর অধিগম্য বস্তু নহেন। তিনি মুক্তপুরুষগণের অপ্রাকৃত সহজ প্রীতির বিষয়। অর্চনকারীর পূজা বিষ্ণুতত্ত্বের পাদ উদ্দিষ্ট হয় মাত্র; কিন্তু উন্নতাধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তন-ফলে চিত্তবিশুদ্ধতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে নিপুণতা লাভ করিলে সেই পূজা অপ্রাকৃত বিষ্ণুপাদপদ্ম স্পর্শ করে। অনর্থযুক্তাবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে ধ্যানাদি-চেষ্টা দ্বারা অবিশুদ্ধচিত্তে যে চিত্র বা কল্পনা অঙ্কিত হইবে, তাহা অপ্রাকৃত ভগবন্মূর্ত্তি নহে। ঐরূপ কল্পনার রুচি থাকিলে প্রাকৃত সহজিয়াবাদ এবং পরিণামে নির্ব্বিশেষবাদের গ্রাহক হইয়া পড়িতে হইবে। সুতরাং সদ্‌গুরু-নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তাঁহার নিকট শিক্ষায় শ্রবণ করিতে করিতে কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চক শ্রীমূর্ত্তি-অর্চ্চন অবশ্য করিবেন এবং চেতনময় মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিবেন; ক্রমে অর্চ্চন পর্ব্বের সাধনা ধ্যানাদির তাৎপর্য্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাস্তব Practical কথাগুলি অনেক সময় বাক্যদ্বারা অপরের গোচরীভূত করা যায় না, এইজন্য সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ও তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণের সহিত সেবা আবশ্যক।

শ্রীশ্রীযমুনাষ্টকম্

[শ্রীশ্রীল-রূপগোস্বামিপ্রভু-কৃতম্]

ভ্রাতুরন্তকস্য পত্তনেঽভিপত্তিহারিণী
প্রেক্ষয়াতিপাপিনোঽপি পাপসিন্ধুতারিণী।
নীর-মাধুরীভিরপ্যশেষচিত্তবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ১ ॥

হারিবারিধারয়াভিমণ্ডিতোরুখাণ্ডবা
পুণ্ডরীকমণ্ডলোদ্যদণ্ডজালিতাণ্ডবা।
স্নানকামপামরোগ্রপাপসম্পদন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ২ ॥

শীকরাভিমৃষ্টজন্তুদুর্বিপাকমর্দ্দিনী
নন্দনন্দনান্তরঙ্গভক্তিপূরবর্দ্ধিনী।
তীর-সঙ্গমাভিলাষিমঙ্গলানুবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৩ ॥

দ্বীপচক্রবালজুষ্টসপ্তসিন্ধুভেদিনী
শ্রীমুকুন্দনির্ম্মিতোরুদিব্যকেলিবেদিনী।
কান্তিকন্দলীভিরিন্দ্রনীলবৃন্দনিন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৪ ॥

মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুণাভিমণ্ডিতা
প্রেমনদ্ধবৈষ্ণবাধ্ববর্দ্ধনায় পণ্ডিতা।
ঊর্ম্মিদোর্বিলাসপদ্মনাভপাদবন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৫ ॥

রম্যতীররম্ভমাণগোকদম্বভূষিতা
দিব্যগন্ধভাক্কদম্বপুষ্পরাজিরূষিতা।
নন্দসূনুভক্তসঙ্ঘসঙ্গমাভিনন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৬ ॥

ফুল্লপক্ষমল্লিকাক্ষহংসলক্ষকূজিতা
ভক্তিবিদ্ধদেবসিদ্ধকিন্নরালিপূজিতা।
তীরগন্ধবাহগন্ধজন্মবন্ধরন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৭ ॥

চিদ্বিলাসবারিপূরভূর্ভুবঃস্বরাপিনী
কীর্ত্তিতাপি দুর্ম্মদোরুপাপমর্ম্মতাপিনী।
বল্লবেন্দ্রনন্দনাঙ্গরাগভঙ্গগন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥ ৮ ॥

তুষ্টবুদ্ধিরষ্টকেন নির্ম্মলোর্ম্মিচেষ্টিতাং
ত্বামনেন ভানুপুত্রি সর্ব্বদেববেষ্টিতাম্।
যঃ স্তবীতি বর্দ্ধয়স্ব সর্ব্বপাপমোচনে
ভক্তিপূরমস্য দেবি পুণ্ডরীকলোচনে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

যিনি নিজ ভ্রাতা যমরাজের নগরে (জীবগণের) গমন নিবারণ করেন, যিনি দর্শনমাত্রেই পাপীদিগকে পাপসিন্ধু হইতে উদ্ধার করেন এবং স্বকীয় সলিল-মাধুর্য্যদ্বারা অশেষ-জনের চিত্ত হরণ করেন, সেই তপনতনয়া শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ১ ॥

মনোহারিণী বারিধারাদ্বারা যিনি বৃহৎ খাণ্ডববন সম্যক্‌ মণ্ডিত করিয়াছেন, যাঁহার শ্বেতকমলরাজিতে খঞ্জনাদি পক্ষিগণ পরমসুখে নৃত্য করিতেছে এবং যিনি স্নানাভিলাষী পাপিগণের উগ্রপাপরাশিকে ক্ষীণ করেন, সেই সূর্য্যকন্যা শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ২ ॥

যিনি স্বীয় অম্বুকণস্পৃষ্ট প্রাণীদিগের দুষ্কর্ম্ম-ফল বিনাশ করেন, যিনি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তিপ্রবাহকে বর্দ্ধিত করেন এবং তীরসঙ্গাভিলাষী জনগণের যিনি মঙ্গল বিধান করেন, সেই রবিনন্দিনী শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৩ ॥

যিনি সপ্তদ্বীপবেষ্টিত সাগরে সঙ্গতা হইয়াছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের রচিত প্রচুর দিব্য-কেলিসমূহ অবগত আছেন এবং যিনি স্বীয় কান্তিরাশি-দ্বারা ইন্দ্রনীলমণির কান্তিকে তিরস্কৃত করিয়াছেন, সেই রবিকন্যা শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৪ ॥

মনোহর মথুরামণ্ডলের দ্বারা যিনি মণ্ডিতা ও প্রেম-পরায়ণ বৈষ্ণবগণের রাগমার্গের সমৃদ্ধিকারিণী এবং যিনি স্বীয় তরঙ্গবাহুরূপ হস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণবন্দন করেন, সেই তপনসুতা শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৫ ॥

রমণীয় উভয় তীরস্থিত 'হাম্বা' রবকারী গো-বৎসগণদ্বারা যাঁহার শোভা বৃদ্ধি [illegible] যিনি সাতিশয় আমোদিত হইয়াছেন এবং যিনি গোপনন্দন-ভক্তগণের সম্মেলনে উল্লসিত হইয়া থাকেন, সেই সূর্য্যকন্যা শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৬ ॥

অসংখ্য আনন্দ মল্লিকাক্ষ-হংসের মনোহর কলরবে যিনি প্রতিধ্বনিতা হইয়াছেন, দেব-সিদ্ধ কিন্নরগণও শ্রীহরিভক্তিতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া যাঁহার পূজা করেন এবং স্বকীয় তীরের সমীরণদ্বারা যিনি জীবসমূহের ভববন্ধন বিমোচন করেন, সেই ভানুনন্দিনী শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৭ ॥

যিনি চিদ্বিলাসরূপ বারিপ্রবাহ দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বরাখ্য লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়াছেন কেবল কীর্ত্তিতা হইয়াও যিনি দুর্মদ ব্যক্তির মহা পাপরাশি খণ্ডন করেন এবং (জল-ক্রীড়াবশতঃ) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গলিপ্ত কুঙ্কুমাদি অনুলেপন-দ্বারা যিনি সৌরভান্বিতা হইয়াছেন, সেই প্রভাকরদুহিতা শ্রীযমুনাদেবী আমাকে সর্ব্বদা পবিত্র করুন ॥ ৮ ॥

হে ভানুপুত্রি! হে সর্ব্বপাপমোচনকারিণি! যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে এই অষ্টকপাঠ-দ্বারা বিমলতরঙ্গসঙ্কুলা ও সর্ব্বদেববেষ্টিতা আপনার স্তব করে, আপনি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণে তাহার ভক্তিপ্রবাহ বর্দ্ধন করুন ॥ ৯ ॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::(০)::—

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ। লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষকথা—'শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন'। পরবিদ্যাপ্রাপ্ত পণ্ডিত না হইলে হরিনাম কীর্ত্তন হয় না। যাহারা জড়জগতে বড় হইতে অভিলাষী, স্বর্গসুখ লাভ করিবার প্রয়াসী, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা পণ্ডিত নহেন।

কৃষ্ণকীর্ত্তনফলে কৃষ্ণসেবানন্দ অনুক্ষণ বৃদ্ধি এবং পদে পদে কৃষ্ণপ্রেমামৃতের আস্বাদ লাভ হইতে থাকে। কৃষ্ণকীর্ত্তনফলেই সর্ব্বাত্মার স্নান লাভ হয়। কার্য্যের দ্বারা যেমন কারণ অবগত হওয়া যায়, তদ্রূপ কেহ হরিনাম গ্রহণ করিতেছেন কিনা, তাহা তাঁহার ফল দেখিয়াই বুঝা যায়। হরিনাম কীর্ত্তন করিতে যদি আবার কাহারও সংসারের প্রবৃত্তি বা সংসারসুখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার কীর্ত্তিত বিষয় নিশ্চয় হরিনাম নহে, জানিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণরূপ, শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীকৃষ্ণকাম—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং, তদেব সংকীর্ত্তনম্" অর্থাৎ বহুলোকের একত্র মিলিয়া যে কীর্ত্তন তাহারই নাম সংকীর্ত্তন। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই মানবজাতির একমাত্র পরম ধর্ম্ম;—এইটীই তাঁহার মহাবদান্যতা। দেবদেবীর পূজা, নানাবিধ অনুষ্ঠান এমন কি, শ্রেষ্ঠ উৎসবাদির দুঃসাধ্য দুর্লভ ব্যাপার দ্বারা যে পাপের শেষ হয় না, এই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন হইতে তীব্র পাপ ক্ষয় পাইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত হরিনাম হয় না। নামাপরাধ ও নামাভাসের পার্থক্য-জ্ঞানাভাবে অনেকে নামাপরাধকে নামরূপে গ্রহণ করে। সুতরাং ভজনীয় বস্তুর জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার। কেন ভজন করি, কি ভজন করি, সেইসমস্ত কথা জানার নামই শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ। দীক্ষাকাণ্ডটাই সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদানলীলা।

একমাত্র হরিকথা-শ্রবণেই সমস্ত ব্যাধির নিদান অর্থাৎ ত্রিতাপের উপশম হইয়া থাকে। ভাগবতের নিকটেই ভাগবত শ্রবণ করা আবশ্যক। যাঁহার মুখে ভাগবতের বাণী-মূর্ত্তি, তাঁহারই নিকট ভাগবত শ্রবণ করিলে শ্রবণদশার পর কীর্ত্তনদশা এবং কীর্ত্তনদশার পর স্মরণদশা উদিত হয়। শ্রবণ শুদ্ধ না হইলে কীর্ত্তন হয় না, কীর্ত্তন না হইলে বিস্মরণ ঘটিয়া থাকে। তখনই বিষ্ণুবিস্মৃতি ও দেহস্মৃতি অর্থাৎ শারীরিক ক্লেশাদি স্মরণের বিষয় হয় এবং বিষয়াভিনিবেশ হইতে নানাপ্রকার ভয়ের উদ্ভব হইয়া থাকে। অনেকেই কৃত্রিমভাবে স্মরণ করেন অর্থাৎ কীর্ত্তন বাদ দিয়া স্মরণ করিতে চাহেন; তদ্দ্বারা বিষয়েরই স্মরণ হইয়া থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য শ্যামাপূজা-উপলক্ষে মঙ্গলবার প্রেস বন্ধ থাকায় গতকল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায় — এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর

১ম ও ২য় দিনের জন্য, ৩য় দিনের জন্য

প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	।০	৷৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৬০৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক ডাকমাশুলসহ) ষাণ্মাসিক — ৬৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত —উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীসারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় —পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

চৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যপাঠ্যরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিকুম্ভীরাকীর্ণ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্বজ্বরে অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত শীর্ণ পাংশুবর্ণ মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

আসামে মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ

জানা গিয়াছে যে, স্যার মহম্মদ সাদুল্লার নেতৃত্বে আসামে শীঘ্রই মন্ত্রিসভা গঠিত হইতেছে। শ্রীযুত রোহিণীকুমার চৌধুরী পুনরায় স্যার সাদুল্লার দলে ভিড়িয়া পড়িয়াছেন। মিঃ নিকলস রায়ও স্যার সাদুল্লার দলে যোগ দিয়াছেন। প্রকাশ, শ্রীযুত কামিনীকুমার সেন ও শ্রীযুত অক্ষয়কুমার দাস (ইঁহারা কংগ্রেস কোয়ালিশনে ছিলেন) স্যার সাদুল্লার দলে যোগ দিয়াছেন। শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মুখার্জি ইতস্ততঃ করিতেছেন। তাঁহাকে যদি মন্ত্রিসভায় একটি আসন দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনিও সম্ভবতঃ নূতন কোয়ালিশনে যোগদান করিবেন। যে মন্ত্রিসভা গঠিত হইতেছে, তাহাতে এই দশজন থাকিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে:—(১) স্যার মহম্মদ সাদুল্লা, (২) মিঃ মৈনুল হক, (৩) খান বাহাদুর হোসেন, (৪) মিঃ মুনোয়ার আলি, (৫) মিঃ রোহিণীকুমার চৌধুরী, (৬) মিঃ নবকুমার দত্ত, (৭) মিঃ কামিনীকুমার সেন, (৮) মিঃ নিকলস রায়, (৯) মিঃ অক্ষয়কুমার দাস ও (১০) মিঃ রূপনাথ ব্রহ্ম।

আশ্রয়প্রার্থীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা

এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আশ্রয়প্রার্থীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যাহাতে কার্য্যপদ্ধতির সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়, তজ্জন্য বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গলা এবং আসামের প্রতিনিধি এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক বৈঠক হয়। আলোচ্য সমস্যাগুলি সমাধানের উপায় সম্পর্কে প্রতিনিধিবর্গ সাধারণভাবে একমত হন।

চীনাবাহিনীকে আহার্য্য সরবরাহ

মার্কিণ রেডিও কর্ত্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, যে সব চীনাসৈন্য এখনও ব্রহ্মে যুদ্ধরত আছে, মার্কিণ বিমান-বাহিনী তাহাদিগকে ভারতের কোন একটি গোপন বিমানঘাঁটি হইতে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতেছে।

সেকেন্দার-বলদেব সিং বিরোধ মিটমাট

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট ইউনাইটেড পাঞ্জাব পার্টির নেতা সর্দার বলদেব সিং বলেন,—পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁর সহিত সম্প্রতি আমার আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। বিষয়টি চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিবেন। আমি সেই বিবৃতি দেখিয়াছি এবং তাহাতে আমার সম্মতি আছে।

কোনও প্রাণীর হত্যা ও তাহার মাংস ভক্ষণ কোন সম্প্রদায়ের আপত্তিজনক হইলে গবর্ণমেণ্ট তৎসম্পর্কিত বর্ত্তমান প্রথায় কোনও পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চাহেন না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গুরুমুখী ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যত সত্বর সম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

বাংলায় ডিউক অব গ্লষ্টার

ডিউক অব গ্লষ্টার, বোম্বাই ও নাগরিক রক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ ও স্থানসমূহ পরিদর্শন উপলক্ষে বাঙ্গলায় কয়েকদিন অতিবাহিত করেন।

মিউনিশন উৎপাদনের ডিরেক্টার জেনারেল স্যার গথরী রাসেল সমভিব্যাহারে ডিউক বাঙ্গলার কতকগুলি কারখানা পরিদর্শন করেন। ডিউক বহু ভারতীয় ও বৃটিশ সৈন্য পরিদর্শন উপলক্ষে ভারতের পাঞ্জাবী, মারাঠা মুসলমান, শিখ, রাজপুত, মাদ্রাজী ও পাঠান সৈন্যের শিক্ষাকৌশল দর্শন করেন।

ডিউক ও বাঙ্গলার গবর্ণর উভয়ে কলিকাতার এ আর পি ডিপো পরিদর্শন করেন। ভারতীয় নৌবাহিনীর অফিসার ও নৌ-সৈন্যগণ ডিউককে সম্বর্দ্ধনা করেন। ডিউক সৈন্যদের ব্যারাকে বেসামরিকভাবে গমন করিয়া তাহাদের খাদ্যপ্রস্তুত প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করেন।

ডিউক আর্ত্ত ভারতে বিমান ঘাঁটি পরিদর্শনের সময় করিয়াছেন।

৮৫৫ কোটী ডলার মঞ্জুর

যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি পরিষদ ৮৫৫ কোটি ডলার ব্যয় অনুমোদন করিয়াছেন। জাহাজ নির্ম্মাণের ইহা এক অভূতপূর্ব্ব পরিকল্পনা।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অফিস হইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকে সার্কুলার জারী করিয়া জানান হইয়াছে যে, এই জুলাই এবং পরবর্ত্তী আগষ্টে ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশন হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৯শ বর্ষ } ২৮ ত্রিবিক্রম, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১২ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২৭শে জুন, ইং ১৯৪২, শনিবার } ৮৭-৮৮তম সংখ্যা

সদ্যঃ শ্রীভক্তিবিনোদ
গীতাংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও ভক্তিত হইয়া "সজ্জনতোষণী"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিবাদিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ ত্রিবিক্রম, অবাস শ্রীগোদাধারী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীধর ঠাকুর

——::(०)::——

ধন নাহি, জন নাহি, পাণ্ডিত্য নাহি।
কে চিনিবে এ-সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।২৩০)

ভগবদ্ভক্ত কৃপাপূর্ব্বক যে কোন অবস্থা বা যে কোন কুলকে আশ্রয় করিয়া এ জগতে স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হইতে পারেন। তাহাতে তাঁহার মহত্ত্বের কোন হানি হয় না। পরন্তু সেই অবস্থা ও সেই কুলই তাঁহার কৃপায় ধন্য হইয়া যায়। ইহা জাগতিক লোক মোটেই ধারণা করিতে পারে না। সেই জন্য উপরি-উক্ত মহাজন-বাণী-দ্বারা আমরা এই শিক্ষাই প্রাপ্ত হই যে, আমরা বৈষ্ণবের বাহিক আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ বা অবস্থা দেখিয়া যেন বৈষ্ণব চিনিতে না যাই। কারণ বৈষ্ণবতা বাহিরের জিনিষ নয়, তাহা হৃদয়ের জিনিষ। আর আমরা যে মহাপুরুষের অতিমর্ত্ত চরিত্র বর্ণন করিতে প্রয়াস পাইতেছি, তাঁহারও জাগতিক অবস্থা সাধারণের চক্ষে আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। অতএব মহাজনোক্তি পূর্ব্বে অবতারিত হওয়ায় বৈষ্ণব-দর্শনই একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার উপায়।

নবদ্বীপের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-পুষ্করিণী গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী পশ্চিম-পল্লীর দক্ষিণে শ্রীধর ঠাকুরের বসতবাটী ছিল। তিনি ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই তাঁহার গৃহিণী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি স্বহস্তে বহন করিয়া ভগবানের ভোগ দিতেন এবং তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামপ্রভুর সেবায় সমস্ত কাল অতিবাহিত করিতেন।

তিনি মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'কুসুমাসব'-গোপাল। তাঁহাকে সকলেই খোলাবেচা শ্রীধর বলিত। ইনি ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পরিকর।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা পাঠে জানা যায়,—

খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ
শ্রীধরো দ্বিজঃ।
আসীদ্ ব্রজে হাস্যকারী যো নাম্না কুসুমাসবঃ॥

শ্রীধর ব্রহ্মচারী—যিনি চন্দ্রলতিকা, তিনি নিত্যানন্দশাখা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীধর নহেন। শ্রীধর ভগবানের পরম প্রিয়তম ভক্ত। এই শ্রীধরের সঙ্গে মহাপ্রভু নিত্যকাল লীলা-বিলাস করিয়া থাকেন। শ্রীধর যেরূপ মহাপ্রভুকে ভাল বাসিতেন, মহাপ্রভুও সেইরূপ শ্রীধরকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জানিতেন। ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতি এরূপই প্রগাঢ়। ভক্ত ভগবানের সেবা-সুখে আত্মহারা, আর ভগবান্ও ভক্তের জন্য পাগল। ভক্ত জানেন, ভগবান্ তাঁহারই; আর ভগবান্ও দেখেন, তিনি ভক্তের হৃদয়ে চিরকাল বাঁধা। ভক্তবৎসল ভগবান্ শরণাগত ভক্তের সমস্ত ভার নিজেই বহন করেন। ভক্তে তাঁহার এত প্রীতি।

শ্রীল শ্রীধর ঠাকুর সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও বিনয়ী ছিলেন। বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি খুব দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু খাঁটিকথা বলিতে গেলে তিনিই প্রকৃত ধনী ছিলেন। সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক—শ্রীকৃষ্ণ; সেই কৃষ্ণ-ধনে তিনি ধনী ছিলেন। ভগবানের ভক্তগণের বাহ্যদৃষ্টিতে যে দারিদ্র্যের লীলাভিনয়, তাহা মাদৃশ বদ্ধ জীবের শিক্ষার জন্যই। ইহার দ্বারা তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ইহাই শিক্ষা দেন যে, ধন-ঐশ্বর্য্য ও পার্থিব উন্নতি কেবল দেহের উপাধি মাত্র। ইহার সহিত হরিভক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাতে ভক্তের নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রেম-লাভে কোন বাধা হয় না। কৃষ্ণসেবা-বৃত্তি আত্মার নিত্যধর্ম্ম। যাঁহার এই সেবাবৃত্তি আছে, তাঁহার আর প্রাকৃত ধন-জনাদির কোন দরকার হয় না। কারণ, এ-সকল কৃষ্ণভজনের বাধামাত্র। ভক্তের সেবা ভগবানের সেবার চেয়েও বড়। আমরা যদি কোনও জন্মে এই শ্রীধর ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইতে পারি, তাহা হইলে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করিতে পারিব।

এই শ্রীধরের অঙ্গনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় গত ১৩৪৫ সালের ২২শে ফাল্গুন নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীগৌর-পাদপীঠ প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-মঠবাসী ভক্তবৃন্দ সেখানে অবস্থান করিয়া শ্রীধর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন।

শ্রীধর ঠাকুরের যৌবন-সমাগমকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথগৃহে অবতীর্ণ হন। তদবধি শ্রীধর দিবানিশি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন। তিনি রাত্রে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন বলিয়া পাড়ার লোক বিরক্ত হইয়া তাঁহার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিত ও কুবাক্য প্রয়োগ করিত। তাহা ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

ষতেক পাষণ্ডী বলে,—"শ্রীধরের ডাকে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে॥
মহা চাষা বেটা, ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া রাত্রি জাগি' মরে॥"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।১৪৭-১৪৮)

পাষণ্ডিগণ নামকীর্ত্তনের তাৎপর্য্য অবগত না হওয়ায় বলিত,—দরিদ্র শ্রীধর অর্থ-উপার্জ্জনে অক্ষম হওয়ায় কোনপ্রকারে খাদ্য গ্রাসাচ্ছাদনাদি নির্ব্বাহে অসমর্থ। সুতরাং সে অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় সমস্ত রাত্রি ভগবান্‌কে বিরক্ত করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া সাধারণের শান্তি ভঙ্গ করে। আধ্যক্ষিক দৃষ্টিসম্পন্ন বহির্মুখ জগৎ ভগবদ্ভক্তের বাহিক দারিদ্র্য ও সামর্থ্য-হীনতাকেই লক্ষ্য করে, কিন্তু তিনি যে প্রকৃত কৃষ্ণধনে ধনী, এ বিষয় তাহাদের আদৌ ধারণারই বিষয় হয় না। তাহারা "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" শ্রেণীর লোক। কারণ তাহারা কেবল বিষয় লইয়াই ব্যস্ত, তাই তাহারা ভগবদ্ভক্তকে তাহাদের মতই দেখে। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণ জগতের সেদিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করেন না। তিনি সর্ব্বদা নামপ্রেমে বিভোর থাকেন। শ্রীধর ঠাকুরও প্রতিদিন উচ্চনামকীর্ত্তন করিয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন।

ভগবদ্ভক্তের প্রত্যেক কার্য্যই তাঁহার প্রভুর সুখের জন্যই কৃত হয়। যাহাতে তাঁহার প্রভুর সুখ নাই, সেই কার্য্য অত্যন্ত লাভজনক হইলেও আদৌ তাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। রাত্রিতে উচ্চৈঃস্বরে নাম করিলেও যদি প্রভুর সুখ হয়, তাহা হইলে জাগতিক লোকের কাণাকাণিতে কি আসে যায়? ভক্তগণ সব সময়ই সাংসারিক লোককে

ভক্ত কৃষ্ণনাম লন শাস্ত্রের প্রমাণে। অকপটে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

শোভা বর্দ্ধন করেন। তাঁহারা শাস্ত্রের এবং শ্লোকের অনুসরণে নিজের জীবনকে নিয়মিত করেন —"যা নিশা সর্ব-ভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥" (২।৬৯) অর্থাৎ যে লোক যখন বিষয়ভোগে অন্ধ-কোলাহলে মত্ত থাকে, তখন সাধুরা নীরব থাকেন, আর বিষয়ী লোক যখন রাত্রে নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে নিদ্রাভিভূত হয়, তখন সাধুরা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে থাকেন। যাঁহারা সাধু প্রকৃত সংযমী। যাঁহার চিত্ত ভগবানের চরণে একাগ্র নিয়োজিত হইয়াছে, —তিনি সংসারের মায়ামোহের কবল হইতে নিজ চিত্তকে মুক্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সংযমী ও সাধু।

শ্রীধর ঠাকুর অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনাতিপাত করিতেন। তাঁহার পরিধানে একখানি শত-গ্রন্থিযুক্ত ছেঁড়া কাপড়, তাঁহার ঘরের চালে খড় ছিল না। তিনি দরিদ্র হইলেও নির্লোভ, নিষ্কপট ও ভক্তির প্রায় সদাচারী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ নবদ্বীপের বাজারে থোড়, মোচা, কলা ও পাতা বিক্রয় করিতেন। তাহাতে যাহা পাইতেন, তাহার অর্দ্ধেক ভগবানের সেবায়, অবশেষের সেবা ও গঙ্গার সেবা করিতেন। তিনি যখন বাজারে পসার লইয়া বসিতেন, শ্রীমহাপ্রভুও তখন খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁহার দোকানেই গিয়া উপস্থিত হইতেন। শ্রীধর জিনিষের যাহা দাম বলিতেন, মহাপ্রভু তা'র অর্দ্ধেক দাম দিয়া তাঁহার ঝুড়ি হইতে জোর করিয়া জিনিষ উঠাইতেন। শ্রীধরও অর্দ্ধেক দামে দিবেন না, আর মহাপ্রভুও কিছুতেই ছাড়িবেন না, এইরূপে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রেম-কোন্দল চলিত। পরে শ্রীধর না পারিয়া দীনভাবে প্রার্থনা জানাইতেন। তখন সেই দীনতা দেখিয়া মহাপ্রভুর আনন্দ ধরিত না। শ্রীধর নানাভাবে কাকুতি-মিনতি করিলেও মহাপ্রভু তাহা না শুনিয়া তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতেন। মহাপ্রভু ও শ্রীধরের কোন্দলের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেতে গিয়া।
থোড়, কলা, মূলা, খোলা আনেন কিনিয়া॥
প্রতিদিন চারি দণ্ড কন্দল করিয়া।
তবে সে কিনেন দ্রব্য অর্দ্ধমূল্য দিয়া॥
সত্যবাদী শ্রীধর যথার্থ মূল্য বলে।
অর্দ্ধমূল্য দিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে॥
উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি।
এইমত শ্রীধর-ঠাকুরের হুড়াহুড়ি॥
(শ্রীচৈ. ভাঃ মধ্য ৯।১৮২-১৮৫)

এইরূপ নবদ্বীপের বাজারে শ্রীধর ও মহাপ্রভুর মধ্যে কোন্দল হইত। মহাপ্রভু বলিতেন,—"শ্রীধর তুমি প্রত্যেক দিন ভগবানের প্রসাদ বিনামূল্যে পাও। তুলসী ছাড়া অন্যান্য দেবতাদিগকে দাও। আমি তাঁহাদের স্বামী। তবে আমাকে বিনামূল্যে দাওনা কেন? তোমার জিনিষ না হইলে আমার ভোজনে তৃপ্তি হয় না। তখন শ্রীধর নির্বাক্। প্রভুকে আর কি বলিবেন! স্বয়ং ভগবান্ যখন বলিতেছেন,—"হে শ্রীধর! তোমার জিনিষ ছাড়া আমার তৃপ্তি হয় না।" এই কথা শুনিয়া শ্রীধরের আনন্দের আর সীমা নাই। সেইদিন হইতে শ্রীধর মহাপ্রভুকে দৈনিক বিনামূল্যে একখানা খোলা ও একখণ্ড থোড় দিবার জন্য স্বীকৃত হইলেন। মহাপ্রভুও ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেন।

শ্রীধরের ভাগ্যের সীমা নাই। যাঁহার জিনিষ ভগবান্ স্বহস্তে কাড়িয়া খান, তাঁহার ভাগ্যের কথা কে কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে? ভগবান্ নিত্যকালই ভক্তের অধীনে বাঁধা। ভক্ত প্রেমের দ্বারা ভগবান্ মহাপ্রভুকে প্রীতে তাঁ'র হৃদয়ে বাঁধিয়াছেন। সুতরাং মহাপ্রভু কি সেখানে না গিয়া থাকিতে পারেন? তাই তিনি প্রত্যহই একবার বাজারে গিয়া শ্রীধরের দোকানে দাঁড়ান। ভগবান্ অভক্তের ষোড়শোপচারের নিবেদ্য গ্রহণ করেন না, আবার বিদুরের ঘরে গিয়া খুদ কাড়িয়া লইয়া খান, এতই তাঁহার ভক্তবাৎসল্য। আমরা কি সেই ভক্তের ভগবানের কখনও সাক্ষাৎকার পাইব না? ভক্তগণ কি কৃপা করিয়া তাঁহাদের প্রভুর সেবার অধিকার আমাদিগকে দিবেন না? জানি না, কবে আমি 'ভক্তপদধূলিই আমার সত্তা', ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব?

একদিন সর্বজন-প্রাণপ্রিয় শ্রীবাস-অঙ্গনে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া মহাপ্রকাশকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু সকল ও সকলে ভক্তগণকে কৃপা করেন। অন্যান্য ভক্তগণকে কৃপা করার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরকে তাঁহার পর্ণকুটীর হইতে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন,—"শ্রীধর তুমি আমার রূপ দেখ এবং বর প্রার্থনা কর। আমি আজ তোমাকে অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিব।" শ্রীধর প্রভুর ভুবনমোহন অপরূপ রূপ দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে "উঠ উঠ শ্রীধর" বলিয়া আজ্ঞা করিলেন। প্রভুর বাক্যে শ্রীধর চেতনা পাইয়া উঠিলেন। প্রভু বলিলেন,—"তুমি আমার স্তব কর।" শ্রীধর বলিলেন,—"প্রভু আমি অতি মূর্খ, কি করিয়া আপনার সেই ত্রিভুবনবন্দ্য রাতুল চরণসরোজের স্তুতি করিব?"

মহাপ্রভু বলিলেন,—"তোমার বাক্যই আমার স্তব হইবে।" এই কথা বলামাত্র শ্রীধরের জিহ্বায় সরস্বতী আবির্ভূতা হইলেন ও শ্রীধর অশেষ প্রকারে প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্রীধরের স্তবে মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও বৈষ্ণবগণ শ্রীধরের স্তব শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও পরমানন্দিত হইলেন।

মহাপ্রভু আবার বলিলেন,—"শ্রীধর! আমার দর্শন বৃথা হইবে না, তুমি বর প্রার্থনা কর"। এই কথা শুনিয়া শ্রীধর বলিলেন, —"যদি একান্তই বর দিবেন, তবে আর আমাকে বঞ্চনা করিবেন না, আমাকে কৃপা-পূর্ব্বক এই বর প্রদান করুন,—

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি' নিল মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্ম-জন্ম নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তা'র চরণযুগল॥"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।২২২-২২৫)

শ্রীধর বলয়ে—"মুঞি কিছু না চাঙ।
হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাঙ॥"

শ্রীধরের বর প্রার্থনা শুনিয়া মহাপ্রভু সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন,—

প্রভু বলে, "শ্রীধর আমার তুমি দাস।
এতেকে দেখিলা তুমি আমার প্রকাশ॥
এতেকে তোমার মতি ভেদ না হইল।
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।২২৯-২৩০)

মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলে জয়ধ্বনি উঠিল ও সকলে বলিতে লাগিলেন,— "শ্রীধর দেবদুর্লভাদিরও অপ্রাপ্য শ্রীভগবানের চরণযুগলের সেবা প্রাপ্ত হইলেন।" আর শ্রীধরের ভাগ্যের সীমা নাই, শ্রীধরও প্রভুর বরে তাঁহার চিরবাঞ্ছিত প্রভুর অভয়পাদপদ্ম লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

"যেই ভজে কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর"

ভগবানের ভক্ত অকিঞ্চন। তিনি ভক্তি বিনা প্রভুপদে আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। কারণ তিনি ভালরূপে জানেন যে, ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তিই একমাত্র নিত্য জিনিষ; আর বাদবাকী সবই অনিত্য, নশ্বর ও কালকোত্য। শ্রীধর বাহ্যিক দৃষ্টিতে দারিদ্র্যের লীলা অভিনয় করিলেও তিনি কৃষ্ণধনে ধনী ছিলেন। আমাদের মত মূঢ় লোক ইহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। বিষ্ণু-বৈষ্ণব যদি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের লীলার কথা জীবকে না জানান, জীবের কি সাধ্য আছে যে তাঁহাদের লীলা বুঝিতে পারে?

এই লীলা পাইয়া শ্রীধর বেচে খোলা।
কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা?
বিনা প্রভু না জানাইলে কেহ নাহি জানে।
সেই কথা প্রভু করাইলা সভারে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।১৮৭-১৮৮)

কদর্য্য বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটীকল্পে কোটীশ্বর না দেখিবে তাহা॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।২৩৫)

বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি?
আছয়ে সকল সিদ্ধ, দেখায় দুর্গতি॥
খোলা বেচা শ্রীধর, তাহার এই সাক্ষী।
তাঁ'কণার বিনা আর নিয়মে উপেক্ষা॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।২৩৮-২

আর একদিন মহাপ্রভু নগরে করিতে করিতে শ্রীধর-অঙ্গনে হইলেন। অঙ্গনের বাহিরে অবস্থি ছিদ্রযুক্ত লৌহপাত্রে কিছু অপরিষ্কা ছিল। প্রভু ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণার্থে সে পান করিলেন এবং প্রেমে নৃত্য লাগিলেন। শ্রীধর ইহা দেখিয়া মরিলুঁ" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগি তখন মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—

আজি মোর ভক্তি হইল কৃষ্ণের চরণে
শ্রীধরের জলপান করিলুঁ যখনে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩

বৈষ্ণবের জল-পানে বিষ্ণুভক্তি হয়।
সবারে বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদয়॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩

দেখ সব ভাই, এই ভক্তের মহিমা।
ভক্ত-বাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা॥
লৌহপাত্রে, তা'তে বাহিরের জল।
পরম আদরে পান করেন সকল॥
পরমার্থে পান-ইচ্ছা হইল যখনে।
সুধামৃত অভিমান হইল তখনে॥
'ভক্তি' বুঝাইতে সে এমত পারে জল
পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্মল॥
দাম্ভিকের রত্নপাত্র, দিব্যজলাসনে।
আছুক পিবার কার্য্য, না দেখে নয়নে
যে-সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্বভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি বিধিরও অপেক্ষা নাহি চায়
অন্য দ্রব্য দাসেও না দিলে খায়।
তা'র সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ বাছকায়॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৪৫৩-৪

ভক্তের মাহাত্ম্য প্রকাশেতে শ্রীল বৃ দাস ঠাকুর এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

ধন না করিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস-ভাবে কর কৃষ্ণে অনুরাগ॥
অন্য হেন না মানহ 'কৃষ্ণদাস'-নাম।
অন্য ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।৩৬৭-৩

'দাস'-নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সবার।
ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস-অধিকার॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।৩

শ্রীধর ঠাকুর ছিলেন—অকিঞ্চন ভাগবত। তাঁহার সহজ দৈন্য, সেবা-এ লীনতা, শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্র শরণাগতি ও অনুরাগ, সাধুসঙ্গ আ আদর্শস্থানীয় হইলে আমরা নিশ্চয়ই কৃপালাভ করিতে পারিব। শ্রীধরের কথা আমরা বেশী আ বলব? তাঁহার শ্রীচরণে কৃপা আমাদের একমাত্র সম্বল। আচার্যদেব বলিয়াছেন,—"শ্রীধর নিজ সখা বাসী-গোপালের অন্যতম। বাহ্য তিনি অর্থহীন, কিন্তু পরমার্থ-ধনে মহ

যেরোক্তগণাবৃন্দিরূপ পাণ্ডিত্যের সেবনীয়া যাঁহার শ্রীপাদপদ্মনখাগ্রে অবস্থিত, সেই "প্রুফরীডার-প্রাথোঘালা" পূর্ণবিধুধূপ, যেহেতু মহাপ্রভু যেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়া যোড়-কলা-মৃণালপে শ্রীধরের কৃষ্ণটী কাড়িয়া লইয়াছেন। শ্রীগৌরকৃষ্ণের নিষ্কপট ইচ্ছার সহিত শ্রীধরের কলা খাপে খাপে মিশিয়া গিয়াছে ; তাই নন্দদুলাল যেরূপ সখাগণের সহিত নর্ম পরিহাস করেন, শ্রীগৌরকৃষ্ণও সেইরূপ শ্রীধরের সহিত নর্ম পরিহাস করিতেন।

শ্রীএকাদশী

———::(:০:)::———

শ্রীএকাদশী মাধবী তিথি। এই একাদশী পালন ভক্তদের অঙ্গস্বরূপ। এই একাদশীর মাহাত্ম্য ও তাহা পালনের অত্যাবশ্যকতা শ্রীমদ্ভাগবত, অন্যান্য পুরাণ, হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বহুগ্রন্থে কীর্তিত হইয়াছে। এই একাদশী নিত্যব্রত। এই তিথি বিষ্ণুর পরম প্রিয়তমা। এইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য একাদশী ব্রত পালন করিয়া থাকেন। একাদশীতে ভোজন করিতে নাই—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। এই দিনে মহাপ্রসাদ গ্রহণও নিষিদ্ধ। আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তনাদিমুখে কৃষ্ণের প্রীতিবিধানই এই দিনের কৃত্য। ব্রহ্মহত্যাতুল্য যাবতীয় পাতক এই হরিবাসর দিনে অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। সুতরাং যে ব্যক্তি একাদশীতে ভোজন করে, সে পৃথিবীর যাবতীয় পাতকই ভোজন করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণ বলেন, যে একাদশীতে ভোজন করে, সে মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, গুরুহত্যার পাতকী হয় এবং যমকিঙ্করগণ অগ্নিতে প্রজ্বলিত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ লৌহার তাহার মুখে নিক্ষেপ করে। মোহবশতঃ বা ভ্রমেও যদি কেহ ভোজন করে, তাহা হইলে সে পাতক হইতে মুক্ত হয় না।

একাদশীতে ভোজন করা ত' দূরের কথা, কাহাকেও ভোজন করিতে বলিলেও পাপ হয়। পাতকী ব্যক্তি একাকী নরকে গমন করে, কিন্তু একাদশীতে যে অন্ন ভোজন করে, সে পিতৃগণের সহিত নরকে যায়। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানব প্রাপুর আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত শ্রীএকাদশীতে উপবাসাদি করিবেন।

অশৌচাদিতেও একাদশী ত্যাগ করিতে হইবে না। একাদশীতে শ্রাদ্ধ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ—সকলেই এই একাদশীতে উপবাস করিবেন। কি সৌর, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি গাণপত্য—সকলেই এই ব্রত আচরণ করিবেন। শাস্ত্র বলেন, যে হরিবাসরে ভোজন করে, সে সৌর নয়, সে শৈব নয়, সে বৈষ্ণবী নয়, সে তীর্থসেবী নয়, সে চণ্ডাল হইতেও অধম। মহাদেব বলিতেছেন,—হে গৌরি ! যে দুষ্ট পাতকী আমাকে আশ্রয় করিয়া হরিবাসরে ভোজন করে, সে আমার অতিশয় কষ্টজনক কার্য্য করায় অধঃপতিত হয়। শিবরহস্যপুরাণ পাঠে জানিতে পারা যায়, যেহেতু অসমর্থ অবস্থায় ব্রত উপস্থিত হইলে ধর্মপত্নী বা বিবাহিত পুত্র কিংবা ভগ্নী বা ভ্রাতাকে উপবাস করাইলে তাহার ব্রত নষ্ট হয় না। সমর্থপক্ষে নিরম্বু উপবাসই বিধি। অসমর্থ পক্ষে কিঞ্চিৎ অনুকল্পের ব্যবস্থা। বালক, বৃদ্ধ, আতুর, রোগগ্রস্ত, যাহার পিত্তাধিক্য আছে—এইরূপ ব্যক্তি রাত্রিতে একবার মাত্র দুগ্ধ ফল মূলাদি ভোজন করিতে পারেন। জল, ফল, মূল, দুগ্ধ ও গুরুবাক্য পালনেও ব্রত নষ্ট হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—আমার শয়নে, আমার উত্থানে ও আমার পার্শ্বপরিবর্তনে যে ব্যক্তি অন্ন বা কন্দমূল ভক্ষণ করে, সে আমার বক্ষে শেলবিদ্ধ করে, সে মহা অপরাধী। তাহার অপরাধ আমি কখনও ক্ষমা করি না। মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তাহাকে আমি নরকে নিক্ষেপ করি।

যে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া অন্যব্রত পালন করে, সে করস্থিত মহারত্ন পরিত্যাগ করিয়া লোষ্ট্র বাঞ্ছা করে। একবার মাত্র একাদশীতে উপবাস করিয়া জনার্দ্দনকে জল-দ্বারা অর্চ্চন করিলেও সংসার হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। প্রসঙ্গাধীন হইয়া বা দম্ভহেতু অথবা লোভবশতঃ একাদশী করিলেও সকল দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ হয়। ইন্দ্রিয়-দ্বারা যে সকল পাপ করা যায়, একাদশীর উপবাস-দ্বারা তৎক্ষণাৎই বিনষ্ট হয়। একাদশীর তুল্য পাপ-প্রণাশকারিণী বা ভক্তি-দায়িনী আর কিছুই নাই। এই একাদশী ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, স্বর্গ, রাজ্য, পুত্র, যোগানুভূতি প্রভৃতি সকল ফলই দান করিয়া থাকে। গঙ্গা, গয়া, কাশী, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, যমুনা প্রভৃতি তীর্থ কেহই হরিবাসরের তুল্য হয় না। ছলপূর্ব্বক একাদশী পালন করিলেও অনায়াসে পাপনাশ ও বিষ্ণুলোক লাভ হয়। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ, শত শত রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞাদি একাদশীর উপবাসের ষোড়শ কলার এক কলার তুল্যও হইতে পারে না। এই একাদশী সকল পাপ ও সংসার-নিস্তারের উপায়স্বরূপ।

যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভগবানের প্রিয় এই একাদশী তিথি পালন করেন, এমন কি, যিনি এই একাদশী ব্রতের কথা শ্রবণ করেন এবং এই ব্রত পালনের জন্য অনুমতি প্রদান করেন, এবং যিনি এই ব্রত করিবার জন্য অন্য লোকের প্রবোধ প্রদান করেন, তিনিও সকল পাপমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্ত হন। কাহারও সঙ্গবশতঃ অথবা ক্রমক্রমেও যদি কেহ একাদশী পালন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও যমালয়ে যাইতে হয় না।

যিনি একাদশী ব্রত করেন, তিনি শত পুরুষকে উদ্ধার করেন। একাদশীতে উপবাসকারী চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, আর একাদশীতে ভোজনকারী চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও কিছু নয়। ভক্তিপূর্ব্বক একাদশী পালন করিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই একাদশী-তিথি পরম পুণ্যস্বরূপা, পরমেশ্বর বিষ্ণুর আত্মার তুষ্টিদায়িনী। তাহাতে অমৃত অপরাধ মূর্তিমান্‌রূপে অবস্থিত। এই একাদশী পাপনাশিনী ও সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী। বিষ্ণুশক্তি যে অনন্ত শক্তি, যাঁর সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনিই একাদশী-তিথিরূপে বর্তমান।

একাদশী দুইপ্রকার,—সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা। দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করা উচিত নয়। দশমীযুক্ত একাদশী করিলে সন্তান নষ্ট হয় ও মৃত্যুর পরে নরক লাভ হয় এবং তাহার শতবৎসরের পুণ্য নষ্ট হয়। যদি মুহূর্ত্তকাল মাত্রও দশমীর সহিত একাদশী যুক্ত হয় এবং মানব যদি মোহবশতঃ বা ভুল ক্রমে তাহাতে উপবাস করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত সুখ ও ধর্ম নষ্ট হয়। ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্রগণের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে মৈত্রেয় মুনি বলিলেন—'হে রাজন্ ! তোমার পুত্রবিয়োগের কারণ এই যে, তুমি তাহার সহিত দশমী বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলে।" ত্রিলোকে যত পাতক আছে, দশমীবিদ্ধা একাদশীতিথিতে সকলই অবস্থান করে। দশমীযুক্ত একাদশী দিনে উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বালক-হত্যার পাপে পাতকী হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে দশমীযুক্ত একাদশীর পালনে অসংখ্য কুফল লিখিত আছে। এমন কি, একাদশী-দিবসে যদি অরুণস্পর্শ হয়, তাহা হইলে সেই একাদশী পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশীতে উপবাস করিবে এবং ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। দশমীযুক্ত একাদশী-পালনে এত কুফল ! কিন্তু দুঃখের বিষয় স্মার্ত্তগণ বা শাক্তগণ ঐ দিনই একাদশী করিয়া থাকেন। ভক্তগণ কখনও দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করেন না। সেই জন্য কোন কোন সময় পঞ্জিকাতে বৈষ্ণবমতে পরাহে অর্থাৎ বৈষ্ণবমতে পরদিনে একাদশীর কথা লিখিত থাকে। একাদশী দশমীবিদ্ধা হইলে দ্বাদশীতে উপবাসই বিধি। আমরা যাহা উল্লেখ করিলাম, এতদ্ব্যতীত একাদশীর অসংখ্য মাহাত্ম্য শাস্ত্রে লিখিত আছে। আমরা যেন এই সকল কথাকে অতিস্তুতি মনে করিয়া অপরাধী না হই, আবার একাদশীর বলে পাপ করিবার বুদ্ধি না আসে ; তাহা হইলে আমাদের কোন সুবিধাই হইবে না।

সকলেরই একাদশীতিথি নিষ্ঠার সহিত পালন করা উচিত। শ্রীরুক্মিণীদেবী একাদশী ব্রত পালন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দ-যশোদাও পূর্ব্বজন্মে একাদশী ব্রত পালন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকেও পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও শ্রীশচীমাতাকে একাদশী ব্রত পালনের আবশ্যকতা জানাইয়াছিলেন।

এই একাদশী তিথি ভক্তিজননী। শুদ্ধভক্তগণ সাধুসঙ্গে শ্রবণ কীর্তন করিয়া সগৌরে এই তিথির পূজা করিয়া থাকেন। তাই ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

মাধব-তিথি   ভক্তিজননী

যতনে পালন করি।

কৃষ্ণবসতি   বসতি বলি'

পরম আদরে বরি॥

যৎকিঞ্চিৎ

———::(০)::———

অপর শ্রীগুরুসেবকের প্রতি যথোচিত শ্রীগুরুসেবক-মর্য্যাদা অর্পিত না হইলে তাঁহার নিকট হইতে সেবার সহায়তা লাভ করা সম্ভব নহে। প্রকৃতই সেবার সহায়তা লাভ তখনই সম্ভব, যখন সেই সেবাসহায়তা বস্তুতঃ শ্রীগুরুসেবকের নিকট হইতে পাইতেছি—এই বিচার নিষ্কপটে অনুভূত হয়। অসেবক-দ্বারা সেবার অক্ষয়-সহায়তা লাভ সম্ভব নয়। যদি অপরের গুরুসেবকত্বের অনুকূলতা দর্শন করিতে না পারিলে কিপ্রকারে তাঁহার দ্বারা আমি সত্য সত্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার আনুকূল্য দেখিতে পাইব ? বস্তুতঃ অপরের গুরুসেবকত্ব বাস্তবিকপক্ষে নিষ্কপটে উপলব্ধি করিতে না পারিলে অপরের আমার প্রতি আচরিত সেবানুকূলতাকে সেবারূপে উপলব্ধি না করিয়া অপরিহার্য কর্ম্ম বা জ্ঞানচেষ্টা বলিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়া লোকতঃ আমি বাধা। ইহাই প্রকৃত নিজের সেবাসৌন্দর্য্য-দর্শনহীনতার অন্ধ বহতা। প্রকৃত সেবাধিকারে অসেবা দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না, অসেবকও সেবার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবক ব্যতীত অপর কেহই আমাকে প্রকৃত শ্রীগুরুসেবায় কিছুতেই সহায়তা করে না, পরন্তু সূক্ষ্ম বা স্থূলভাবে, আমার সেবায় অমঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা বিরোধিতাই করে। কারণ জগৎ প্রকৃতই সেবাবিমুখ॥ আমি এতাদৃশ সেবাবিমুখ জগতে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবকগণকে আমার একমাত্র বান্ধবরূপে লাভ করিয়াও তাঁহাদিগকে কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ অবান্ধবরূপে আমি ভ্রমবশতঃ মনে করিয়া থাকি—যদি আমি আমার প্রতি তাঁহাদের পরম অনুকূলতাকে বাধা প্রদান করি। তাই নিজের বর্তমান পারিপার্শ্বিক শুভ ব্যবস্থায় যে সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, তাহার প্রতি প্রকৃত বিরোধ ; শ্রীগুরু—

সেবকগণের প্রতি জাত বা অজাতসারে স্বতঃ হিংসাপরায়ণ হইয়া নিজের কখনই গুরুসেবকত্ব বজায় রাখা যায় না এবং নিজের প্রকৃত সেবাধিকারে অপরের প্রযোজ্য হিংসাও কার্য্যকরী হয় না।

অপরে শ্রীগুরুদেবের সেবায় কার্য্যতঃ এখনও যোগ্যতা লাভ করে নাই—ইহা বিচার করিবার পূর্ব্বে নিজেই শ্রীগুরুদেবের সেবায় কতটা কৃপাহ্যন্য বলা করিতেছি—ইহাই ত' বিচার করিতে হয়। অপরের সেবকত্ব ত' শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার প্রকাশ। সুতরাং আমি কি প্রকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের তাদৃশ কৃপায় বাধক না হইয়া অপরের ছিদ্রান্বেষণে নিযুক্ত হইয়াও নিজেকে নিজের নিকটও সেবক বলিয়া জাহির করিতে উদ্যত হই? শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিজের আন্তরিকতা চালাইলে কখনই সেবকত্ব লাভ হইবে না, পরন্তু তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবাবিরোধ হইয়া যাইবে। প্রকৃত সেবকত্ব সার্ব্বদেশিক, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনীন শিষ্যত্বই জন্ম। প্রকৃত শিষ্য হইলেই তাহা অবশ্যই বুঝা যায়। অশিষ্যের দ্বারা শিষ্যের আন্তরিকতা আদৌ বোধ্য নহে।

নিজের কায়মনোবাক্যের সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ নিয়োগ-দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা আবশ্যক। ইহাদের কোনও একটিতে সেবাগ্রহণে কোনভাবেও শৈথিল্য পোষণ করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্যক্ কৃপালাভ হয় না। নিজে প্রকৃতই সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাকাঙ্ক্ষী হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের তাদৃশ কৃপার প্রতি বিশ্বাস-কার্য্যে দুর্ব্বলতা পোষণ করিয়া কখনও তাঁহার সেবাসৌভাগ্য লাভ সম্ভব নয়। নিজেকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার কৃপাপ্রার্থী করিলে তবেই তাঁহার অহৈতুকী কৃপা লাভ করা যাইবে।

কর্ম্মজ্ঞানচেষ্টায় সেবাহ্যন্য হয়—ইহা ত' সেবাবিরোধী বিচার। আমি কাহারও নিকট হইতে যদি প্রকৃতই সেবায় সহায়তা লাভ করিতে থাকি, তাহা হইলে তাঁহার চেষ্টাকে কিপ্রকারে অসেবা অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞান-চেষ্টা বলা যাইতে পারে? আর যদি তাহা নাই হয়, তাহা হইলেই তদ্দ্বারা আমার সেবায় বিরোধিতা হইতেছে—বলিতে হয়। বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় একাদৃশ চিত্তবৈকল্য পোষণ করিয়া কখনও সেবা লাভ করা যায় না। সেবাকে এইভাবে খণ্ডিত মনে করিলে নিজের অসেবকাবৃত্তিই প্রাধান্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অসেবক ত্যাগ দূর্ব্বে 'ত্যাগ তত্ত বিসর্জ্জন' নহে; পরন্তু প্রকৃত সেবাহ্যন্য হয়। তদ্দ্বারা-পরায়ণগণের কখনও সেবাধিকার নাই।

আমি প্রকৃতই অপরের নিকট হইতে সেবাসহায়তা লাভ করিলাম কি না, ইহা নিজের সেবাবৃত্তিকেই জিজ্ঞাস্য। যে বস্তুতঃ আমার সেবায় বিরোধিতা করিতেছে, ইহা শ্রীগুরুপাদপদ্ম জানেন এবং তজ্জন্য আমারও অযথা পোষণ করিবার প্রয়োজন হয় না। যে প্রকৃতই সেবাবিরোধী, সে অবশ্যই উপেক্ষিত, কিন্তু আমাকে তজ্জন্য উপেক্ষার বাসনা বাড়াইতে হইবে কেন? শ্রীগুরুপাদপদ্ম ত' সকল ব্যবস্থা করেন। নিজের সেবাবৃত্তিই কেবল প্রয়োজন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় প্রকৃত আন্তরিকতার উদয়ের অন্তরায় ভয়ে বাধ-অবস্থাধী। দুর্ব্বলতাবশ তজ্জন্য বাধ্য হইবার প্রয়োজন হয় না। সেবায় আমার আন্তরিকতার কম হইলেই তদনুযায়ী প্রকৃত সেবকত্বও কম হইবেই। আমি ইহাকে উদার কারণ জেনিতেছি—ইত্যাকার ধারণা স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেই আমি উহাকে উপেক্ষা করিয়া ফেলিতেছি—এতাদৃশ ধারণা সম্ভব। তাহা ভীষণ কপটতা। প্রকৃত গুরুসেবায়ার কারণে এসবের অবকাশ থাকে না—নচেৎ নিজের উদ্ভোগ সেবা করিতেই হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকগণ প্রকৃতই গুরুসেবক। তাঁহারা কপাগ্যানের সেবক—ইহা কে আমাকে বলিল? শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবক অথচ কপাগ্যানের সেবক—ইহা সম্ভব নয়। কিন্তু নিজের হিংসাবৃত্তি অপরকে ত' গুরুসেবকরূপে দেখিতে চায় না। কোন গুরুসেবকের কোন অবস্থায় সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজের তাদৃশ হিংসাবৃত্তিকে কার্য্যকরী হইতে দিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা কিরূপে লাভ হইবে? তাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকমণ্ডলীর প্রতি তথা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি অপরাধী হইতে হইবে এবং নিজের হিংসাবৃত্তি চালাইবার দরকার হইলে আধ্যক্ষিকতারও সুতরাং প্রয়োজন হইবেই।

কিন্তু ইহাতে কপটতার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। কল্পনা করিয়া নিজের দুর্ব্বলতা ভক্তিকেও বাড়াইতে হইবে না। আমাদের প্রকৃত অবস্থায় সমস্ত আবশ্যক হউক। নিজের প্রকৃত অবস্থানকে সর্ব্বতোভাবে সমাপ্ত হইয়া তাহার প্রকৃত মীমাংসা ও সমাধান নিজের মধ্যে দেখিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আমাদের প্রকৃত আবেদন উঠুক। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার চিরাশ্রিত তাঁহার নিজ কৃপার কাঙ্গালগণকে ত' কৃপা করিবার জন্যই বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু তবুও যদি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া স্বকৃত কপটতাই অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে নিজের প্রকৃত সৌভাগ্যকে অগ্রাহ্য করা হইল।

বিবিধ সংবাদ

ভারতরক্ষা আইনের নববিধান

একটি প্রেস নোটে বিজ্ঞপ্তি করা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের মতে যে সকল প্রতিষ্ঠান দেশের ভিতর যুদ্ধ ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বিঘ্ন উৎপাদন করে অথবা জনসাধারণের মধ্যে শান্তিরক্ষার প্রতিবন্ধক জন্মায়, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গবর্ণমেণ্টকে পূর্ব্বেই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইলে, ইহার যাবতীয় কার্য্য-কলাপ বে-আইনী বলিয়া গণ্য হয় এবং ইহার অর্থাদি ও অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে।

সেইজন্য ভারতরক্ষা বিধানে নূতন ২১এ ধারা সংযোজিত এবং তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রেট বৃটেনে অনুরূপ রেগুলেশনে যে সকল ধারা সন্নিবিষ্ট আছে, এই নূতন ধারার বিধানাদি তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যসম্পন্ন। সংশোধিত ফৌজদারী আইন বলে বে-আইনী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এই নূতন ধারার বিধানেও তদনুরূপ কতকগুলি ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ফরোয়ার্ড ব্লক বে-আইনী ঘোষিত

ভারত সরকার ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক নামে অভিহিত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার সন্দেহাতীতরূপে অবগত হইয়াছেন যে, যাঁহারা ঐ প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক, সম্রাটের সহিত যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহের গবর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ সংস্থাব রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বৃটিশ ভারত ও জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষায়, দেশের শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনায় পরিপন্থী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তজ্জন্য তাহা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতের ব্যবস্থা

একটি সরকারী প্রেসনোটে প্রকাশ, জাহাজ মেরামত ও জাহাজ নির্ম্মাণ সম্পর্কিত ব্যবস্থাদির জন্য সরবরাহ বিভাগের অধীনে একটি নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই নূতন বিভাগটি সরাসরি সরবরাহ বিভাগের সহিত কারবার চালাইবে। জাহাজ মেরামত ও নির্ম্মাণ সম্পর্কিত সমস্ত কাজের জন্য এই বিভাগকে ভারত সরকার এবং কোন কোন বিষয়ে ভারত সরকারের মারফতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী থাকিতে হইবে। তবে গোলাবারুদ উৎপাদন বিভাগের ডেপুটেশনের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। ইতঃপূর্ব্বে ভারতীয় নৌ-বিভাগের তত্ত্বাবধানেই মেরামতের কাজ এবং নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ ও গোলাবারুদ উৎপাদন বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের তত্ত্বাবধানে হইত।

আমেরিকার মহিলাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

আমেরিকার মহিলাগণ যুদ্ধোপকরণের অতি দ্রুত কাজ গ্রহণ করিতেছেন। তিন মাস পূর্ব্বে এই সব কারখানায় কদাচিৎ মহিলাগণকে কাজ করিতে দেখা গিয়াছে এবং এপ্রিল মাসেও দশজন পুরুষের মধ্যে মাত্র একজন মহিলাকে কাজ করিতে দেখা গিয়াছে।

উত্তর আমেরিকার বিমান কর্পোরেশন ১,১০০ এক হাজার একশত জন মহিলাকে কাজে নিয়োগ করিয়াছে। জাহাজ কার্য্যে অনেকদিন পর্য্যন্ত মহিলা অধিক নিয়োগ করার কথা আদৌই আসে নাই, কিন্তু এখন যথাসম্ভব দ্রুত মেয়ে শ্রমিক ভর্ত্তি করিতেছে এবং আশা করিতেছে যে, এই বৎসরের শেষ ভাগে বেতনভোগী মহিলা শ্রমিক সংখ্যা ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার হইবে। হেনরী ফোর্ড ৪০ বৎসর যাবত ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছেন; ইহার মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথম মহিলাদিগকে বিভিন্ন অংশে সংযোজন বিভাগে কাজ করিতে দেওয়া হইতেছে। ইহার ফল নবপ্রতিষ্ঠিত উইলো রোভার কারখানায় এত সন্তোষজনক হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে যে ৪০০ চারিশত মহিলা কাজ করিতেছে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া অল্প সময়েই ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার হইবে।

চট্টগ্রামের দোকানদারদের প্রতি নির্দ্দেশ

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি বি ফেকিন আই সি এস ভারতরক্ষা বিধানের প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারি করিয়াছেন যে, প্রত্যেক দোকানদারকেই বিক্রয়ার্থ আনীত সর্ব্বপ্রকার জিনিষের একটি মূল্য তালিকা তাহার দোকানের প্রকাশ্য স্থানে এমনভাবে লটকাইয়া রাখিতে হইবে যে, ইহা যেন সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত আদেশ অমান্য করিলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস বা জরিমানা বা উভয়বিধ শাস্তি ভোগ করিতে হইতে পারে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসীতাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ
গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিভিন্ন গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-আদর্শে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "প্রতিভাস"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জনসম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৩শ বর্ষ } ১ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৫ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২৯শে জুন, ইং ১৯৪২, সোমবার — ৮৬তম সংখ্যা

"শ্রীধামবাস নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কৃষ্ণবসতিস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ বামন, শনি সর্বণ, গৌরাব্দ ৪৫৩

হরিকথা-প্রসঙ্গ

আমাদের অন্তরের খবর এ জগতের কেউ জানে না বলিয়া জগতের লোকের সহিত কপটতা করিতে—অন্তরে বাহিরে পৃথক্ থাকিতে অসুবিধা নাই। এ জগতের প্রায় সকলেই এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত। মুখে একরূপ বলা আর মনে অন্য চিন্তার নাম কপটতা। চেতনের বৃত্তি জাগ্রত না হইলে—নিরন্তর ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তির উন্মেষ না থাকিলে এই কপটতা বা দ্বিভাবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না,—একনিষ্ঠতা বা ঐকান্তিকতা আসে না। সেই জন্য হরিভজনই নিষ্কপট; সেবা বা সেবোন্মুখতাই নিষ্কপটতা,আর সেবাবাঞ্ছা ব্যতীত অন্যাভিলাষ—ধর্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা প্রভৃতি সবই কপটতা। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণকীর্ত্তনই এই বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার অব্যর্থ মহৌষধ।

নির্ব্বোধ জগতের সঙ্গফলে আমরা নিজেরাও নির্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছি এবং 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ'—এই ন্যায়-অনুসারে পরম বিদ্বান্ ভগবদ্ভক্তগণকেও আমারই ন্যায় নির্ব্বোধ মনে করিতেছি। তাঁহাদের দুর্ল্লভ সঙ্গসৌভাগ্য পাইয়াও অপরাধবশতঃ তাঁহাদের প্রতি আদর হইতেছে না। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপায় এই অপরাধ বিনষ্ট হইলে সাধু, শাস্ত্র ও শ্রীনামে আমাদের আদর হইবে। সুতরাং অপরাধী আমাদের পক্ষে নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদের কৃপা-প্রতীক্ষায় অনুগত হইয়া আদেশ-পালনে রত থাকাই উচিত। নতুবা মঙ্গল সুদূর পরাহত। আমরা মনে করি, বাহিরের ঠাট-বাট ঠিক রাখিয়া আমরা গোপনে যতই অন্যায় কার্য্য করি না কেন, তাহা কেহই জানিতে পারিবে না। কিন্তু আমরা গোপনে যে অন্যায় কার্য্য করি, তাহা সমস্তই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ জানেন। শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনটীই অন্তর্যামী। সুতরাং তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র। তাহাতে আমাদের ইস্পাত ফাঁকি দেওয়ার অবস্থা হয়। তাঁহারা আমাদের অন্তরের কথা জানেন, তবে আমাদের মঙ্গলের জন্যই সকল সময় সব কথা স্পষ্টভাবে বলেন না, আকার-ইঙ্গিতে আমাদিগকে নানাভাবে সাবধান করিয়া থাকেন। সপার্ষদ ভগবান্ প্রাপঞ্চিক জগতে অবতীর্ণ হইয়া আছেন, আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সপার্ষদে অবস্থান করিয়া আমার সকল কার্য্যই লক্ষ্য করিতেছেন, কিন্তু হতভাগ্য নাস্তিক আমি ইহা শুনিয়াও শুনিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না এবং তজ্জন্য আমার ভগবৎ-সেবাপ্রবৃত্তিও জাগিতেছে না, ইতর কামনা-বাসনা যাইতেছে না; কি দুর্দ্দৈব!

সবই বন্ধন ও মুক্তির কারণ। অসৎ-সঙ্গে সংসার-বন্ধন, আর সৎসঙ্গে সংসার-নির্ম্মুক্তি বা ভগবৎসান্মুখ্য লাভ হয়। সেইজন্য মহাপ্রভু 'অসৎসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণব-আচার' এই কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী এবং কৃষ্ণাভক্তগণই অসৎ। এই অসৎসঙ্গ রাখিয়া সৎসঙ্গ করা যায় না। স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে জীবের যেরূপ বন্ধন ও মোহ উপস্থিত হয়, অন্য কোনবস্তুর সংস্পর্শ-দ্বারা সেরূপ হয় না। তাই ভগবদ্-ভজনকামী কেহই স্ত্রী সঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ করেন না। তাঁহারা এই অসৎ-সঙ্গকে নরকের দ্বারস্বরূপ এবং ব্যাধের সঙ্গীত মৃগের পক্ষে যেরূপ মৃত্যুর কারণ, তদ্রূপ পাত্র, পুত্র, গৃহ ও প্রজারূপিণী মায়া আপাততঃ অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহা দৈব-প্রেরিত মৃত্যুস্বরূপ জানেন।

শ্রীগুরুদেবের সহিত যাহার সম্বন্ধ হয় নাই, আত্মদর্শন বা নিজেকে সেবকদর্শন সাধুকৃপায় যাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, সেরূপ মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া অসৎসঙ্গ করিতে যাওয়া যে কিরূপ অমঙ্গল-জনক, তাহা কৃষ্ণভোগীরাই অন্ত-বিত্তর বুঝিতে পারেন।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
যাহারে করিয়া জব ছাড়ান না যায়।
সাধু-কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥

ভগবৎ-কৃপাই ভগবৎ-সান্মুখ্য বা ভগবদ্-ভক্তি-লাভের প্রাথমিক কারণ। কিন্তু ইহাও গৌণ। মহতের কৃপাই এবিষয়ে মূল কারণ। শ্রীভগবান্ সমগ্রশক্তিমান্ হইয়াও সজ্জনগণ-দ্বারাই তিনি অপরকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। এই সজ্জনগণই ভগবানের মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহ সাধুর আকার ধারণ করিয়াই প্রাপঞ্চিক জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন, অন্যরূপে নহে। এই সৎসঙ্গ ব্যতীত ভক্তি ত' দূরের কথা শ্রদ্ধাও জাগিতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

সুতরাং এই সাধুর কৃপা, সেবা বা সঙ্গই ভগবৎ-কৃপা, ভগবৎ-সঙ্গ বা ভগবৎ-সেবা লাভের একমাত্র উপায়। যাঁহারা কায়-মনো-বাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারা সপরিকর ভগবানের সেবা—বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের যুগপৎ সেবা সর্ব্বতোভাবে করিয়া থাকেন। গুরুসেবা বাদ দিয়া শ্রীগুরুদেব ও ভগবানের সেবা হয় না। যেখানে গুরু-ভক্তের সেবায় প্রতি উদাসীন, সেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হয় না। মহাপ্রভুর সেবা করিবার পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে হয়। কিন্তু এই গুরুসেবা একক গুরুসেবা নহে, তাহা সপার্ষদ শ্রীগুরুদেবের সেবা।

গুরুদেবের আরাধনা যেমন আবশ্যক, তদীয় গুরু-গুরুদেবের আরাধনাও সেইরূপই আবশ্যক। নতুবা গুরুতর দোষ উৎপন্ন হয়। যেখানে হরির আরাধনা হয়, কিন্তু ভক্তের আরাধনা হয় না, সেখানে গুরুতর অপরাধ আছে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং
দাম্ভিকাঃ স্মৃতাঃ॥
(শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়)

অর্থাৎ যাঁহারা গোবিন্দকে আরাধনা করিয়া তাঁহার ভক্তকে আরাধনা করেন না, তাঁহারা কখনও বিষ্ণুর অনুগ্রহের পাত্র হইবেন না, তাঁহাদিগকে দাম্ভিক বলিয়া জানিতে হইবে।

মম ভক্তা হি যে পার্থ ন
মে ভক্তাস্তু তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে
মে ভক্ততমা মতাঃ॥

হে অর্জুন! যে-সকল ব্যক্তি আমার ভক্ত, তাঁহারা কখনও আমার ভক্ত হইতে পারে না; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত। মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, পরাশর ভীষ্ম ও নারদাদি ভক্তগণের মধ্যে প্রহ্লাদ সর্বশ্রেষ্ঠ। পাণ্ডবগণ এই প্রহ্লাদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। শ্রীনারদ-কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রদত্ত উপদেশে জানা যায়,—"হে রাজন্, প্রহ্লাদ মহাভাগবান্, আর তোমরা মন্দভাগ্য বলিয়া বিষাদ করিও না। মনুষ্যলোকে তোমরা অতিশয় ভাগ্যবন্ত, যেহেতু যে-সকল মুনি ভুবন পবিত্র করেন, তাঁহারা তোমাদের ভবনে সর্বদা আগমন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! তোমাদের গৃহে মুনিগণের আগমনের কারণ এই যে, তথায় শ্রীকৃষ্ণাখ্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম নরাকারে গূঢ় হইয়া বাস করেন।"

শ্রীধর স্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—ওহে যুধিষ্ঠির! প্রহ্লাদের গৃহে পরব্রহ্ম বাস করেন না। তাঁহার দর্শনার্থে মুনিগণ প্রহ্লাদের গৃহে গমন করেন না। তথায় শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদের মাতুল-পুত্র-রূপে অবস্থিত হন না এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন নাই। অতএব তোমরা সেই প্রহ্লাদাদি এবং আমা-সকল হইতেও ভূরি ভাগ্যবান্।

সর্বদা অতিশয় সান্নিধ্য এবং মমতাধিক্য-বশতঃ পাণ্ডবগণ অপেক্ষা কোন কোন যাদব অতিশ্রেষ্ঠ। সমুদয় যাদবগণ হইতে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ—এই উদ্ধব হইতে ব্রজদেবীগণ প্রধান। যেহেতু এই উদ্ধব আগ্রহসহকারে ব্রজদেবীগণের প্রেম-মাধুর্য্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এই ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের পরম-প্রিয়। এই গোপীগণের মধ্যে আবার সর্বশ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণের পরমপ্রেয়সী শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী। আমাদের শ্রীগুরুদেব ও শ্রীআচার্য্যদেব ভক্তশিরোমণিরই নিজজন। আমাদের কি সৌভাগ্য! কিন্তু বড়ই দুর্দৈব—

কর্ণ' নীরে বাস গেল না পিয়াস
আপন করম-ফেরে।

হরিনামে অর্থবাদ নামাপরাধের অন্তর্গত। যে ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীহরির নামে অর্থবাদ কল্পনা করে, মানবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে পতিত হয়। শ্রীনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তাঁহার অনন্ত মহিমা, অনন্ত গুণ। ভগবানের অপার মহিমার কথা অনন্তদেবও বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। সুতরাং নাম মাহাত্ম্যকে অতি-স্তুতি মনে করা মহাপরাধ। ভগবন্নাম-ভজনের এত মাহাত্ম্য থাকা সত্ত্বেও কোন কোন শাস্ত্রে যে প্রাচীন ব্যক্তিগণের সকাল বাণী ভক্তগণেরও অন্যথা অর্থাৎ বৈফল্য শুনা যায়, সে স্থলে শ্রীনামের কল্পমাহাত্ম্যে অর্থবাদ-কল্পনা এবং গুরুবৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রভৃতি দুরন্ত অপরাধসমূহকে ভগবদ্ভজন-ফলোদয় না হইবার কারণ জানিতে হইবে।

শ্রীনাম শুদ্ধবর্ণই হউক, আর অশুদ্ধবর্ণই হউক, ব্যবধানরহিত হইয়া যাঁহার বাক্যে বা স্মরণপথে উপস্থিত হন; তাঁহাকে নিশ্চয়ই ত্রাণ করেন; কিন্তু যদি এই নাম দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ এবং পাষণ্ডতার দ্বারা ব্যবহিত হন, তাহা হইলে তিনি কখনই শীঘ্র ফলপ্রদ হন না অর্থাৎ দেহাদিলোভের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পাষণ্ডিগণ গুর্ববজ্ঞাদি দশ-অপরাধযুক্ত, তাহাদের মধ্যে যদিও শ্রীনামোচ্চারণচেষ্টার অতিশয় দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহাদের পক্ষে নামকীর্ত্তন-ফলাপ্তি সুদূর পরাহত।

বৈষ্ণবনিন্দা ভীষণ অপরাধ। শত শত জন্মে ভগবান্ বিষ্ণু পূজিত হইলেও শ্রীবিষ্ণু-প্রিয় বৈষ্ণব ঠাকুর যদি অবমানিত হন, তাহা হইলে বিশ্বপ্রকাশী শ্রীহরি কখনও প্রসন্ন হন না। শতবহ-নামক রাজা ভগব-দারাধনাতৎপর হইলেও বেদ বৈষ্ণবনিন্দকের সহিত সম্ভাষণদোষে কুক্কুরাদি যোনি লাভ করিয়াছেন। পুণ্য তীর্থ, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিরতিশয় সেবনফল এবং মহাজনের সেবার প্রভাবে অপ্রাকৃত গুণবান্ এবং হরি ও হরি-জনকথার শুশ্রূষু ব্যক্তির ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে রুচি উদিত হয়। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই অপরাধ হইতে তফাৎ থাকিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন করা উচিত।

অপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে আর্ত্তির সহিত ভগবন্নামের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির কথা শাস্ত্রে কথিত আছে। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের ভজনাবেই অপরাধ বিনষ্ট করেন। অবিশ্রান্তভাবে নিষ্কপটে শ্রীহরিনাম করিতে করিতে নামাপরাধ দূর হয়।

গুরুদেব নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, এই কথা দৃঢ়ভাবে জানিতে হইবে। দৃঢ়তাই কার্য্যকলের মূল। দৈন্য যত বাড়িবে, ততই কৃপা আসিবে। কৃপাই কৃপাপ্রার্থীকে কৃপা-কাঙ্গাল করাইবে।

স্মৃতি

(প্রাপ্ত)

——::(*)::——

মনের কার্য্য স্মরণ করা। সে এক মুহূর্ত্তও কোনকিছু চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহাই তাহার স্বরূপ, বৃত্তি বা প্রাণ। সে কিছু না কিছু চিন্তা করিবেই করিবে। হয় তাহার চিন্তার গতি কৃষ্ণ-মুখিনী—কৃষ্ণকর্ণপবিধায়িনী, না হয় মায়া-মুখিনী বা বহুধবাদিনী। আমরা বদ্ধজীব, তাই আমাদের স্বরূপজ্ঞানের অভাব। আমরা বুঝিতে পারি না যে, আমরা ভগবানের সেবক। সেবকের সেবাচিন্তা ছাড়া আর অন্য কোন কার্য্য নাই। কিন্তু আমাদের অবস্থা বর্ত্তমানে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেব্য-অভিমানে এখন নিজ সেবকসংগ্রহ-চিন্তায় ব্যস্ত হইয়াছি। তাই কামনা-বাসনা বা আশা মিটিতেছে না, কেবল অশান্তির পর অশান্তি নিত্যই আমাদিগকে পোষণ করিতেছে। আমাদের কর্ত্তব্য—সর্বক্ষণ ভগবান্কে মনে রাখা। এত বড় কার্য্য আর কিছুই নাই। কিন্তু আমাদের এইটিতেই ভুল হইতেছে। আমরা কৃষ্ণকে বাদ দিয়া অপরাপর বহু কার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছি। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি যে, আমরা কি করিব? করিব আর কি? কৃষ্ণের সেবক কৃষ্ণের চিন্তা করিবে, কৃষ্ণকে একমুহূর্ত্তও ভুলিবে না। এ ছাড়া আর কি কার্য্য পৃথিবীতে থাকিতে পারে? কার্য্যগুলা কাজ নয়, কাজ ত' মাত্র একটা। সেইটা ছাড়িলেই কাজের ভিড়। সকল কাজের মধ্যেই আছি, সব কাজই করিতেছি, কিন্তু ঠিক ভুল হইয়া যাইতেছে—কৃষ্ণ চিন্তার মধ্যে আসিতেছেন না। যাঁহাকে ভুলিয়াই এত দুর্গতি হইয়াছে, হইতেছে, কৈ তাঁহাকে ত' মনে করিতেছি না। হা দুর্দ্দৈব! শাস্ত-লোকগণের অভিমান কবে করিতে শিখিব? সারাদিনের মধ্যে কতক্ষণ কৃষ্ণকে মনে থাকে? ভজন ত' সাধনায়, কিন্তু লাভ হইল কি? সেইজন্যই বলিতেছি—কৈ কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্য হইতেছে না ত'!

কৃষ্ণনাম-গানামনই আমাদের নিত্যো-পাস্য। এই শ্রবণ-স্মৃতিই আমাদের সাধ্য ও সাধন উভয়ই। এই তত্ত্বই সর্বতত্ত্বসার। ভক্তগণ অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় সতত কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন। তাঁহাদের সেবন মনে—সেবোন্মুখ মনে কৃষ্ণচিন্তাস্রোত সতত উচ্ছলিত হইতেছে। তাহাতে আছে—কেবল সেবার নবনবায়মান বিচিত্রতা ও চাতুর্য্যের মহা-সৌষ্ঠব। সেই চিত্তে বা মনে সতত খেলা করিতেছেন—আমাদের লীলাময় কৃষ্ণ। কৃষ্ণ-স্মৃতিই সেই মনের প্রাণ। তাহা ছাড়িয়া সে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। অনর্থ-যুক্ত জীব আমরা, হরিবিমুখ আমরা, অসৎ-চিন্তাপরায়ণ আমরা অনর্থ থাকাকালে সেই চিন্ময় মনের অবিচ্ছিন্ন কথা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তবে ভোগোন্মুখ মনের অসংখ্য প্রকার ভোগচেষ্টা ও কামনা-বাসনা দেখিয়া সেবোন্মুখ মনের চিন্তাশীলতার কথা কিছু ধারণা করি মাত্র।

ভগবান্কে স্মরণ করা চাই। তাঁহাকে স্মৃতিপথে রাখা চাই। তাঁহাকে ভুলিলে চলিবে না। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যই কৃষ্ণস্মৃতির অনুকূলে হওয়া চাই। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে তাহা বিধির নামে অবিধি। এই বিষয়টির প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখিলে, যাবতীয় বিধিকে এই কৃষ্ণস্মৃতির অনুগত করিতে না পারিলে, সেই বিধির কোন মূল্য নাই। সাধুসঙ্গে নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলে স্মরণ হয়। বদ্ধজীব আমাদের এখন অবস্থায় কৃষ্ণস্মৃতি সম্ভবপর নহে। যদি সম্ভবই হইবে, তাহা হইলে বদ্ধতা কিসের? কিন্তু তাই বলিয়া চিরকাল বদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে ভুলিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। সাধুসঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে উন্নত হইতে হইবে। কৃষ্ণবিস্মৃতি-বিকারকে হৃদয় হইতে গুরুবৈষ্ণব-কৃপায় অপসারিত করিতে হইবে। অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ না করিতে পারিলে এইরূপ সুবুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারা যাইবে না। অশুদ্ধ মনে শুদ্ধ কৃষ্ণস্মৃতি হইবে না। কেবল কৃষ্ণচিন্তা, আর কোন কাজ নাই এবং এই জন্যই নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা এবং ইহাই একমাত্র নিত্য প্রয়োজন।

যখনই আমরা কৃষ্ণকে ভুলিয়াছি, তখনই চটজেট পাপপুণ্য আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই পাপ ও পুণ্য উভয়ই পরিত্যাজ্য। যদিও পুণ্য অনিত্য সুখকর, তথাপি তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়। এসব অনিত্য-বস্তু ছাড়িয়া ভগবচ্চিন্তা-পরায়ণ হইবার জন্য যত্ন করিলেই সকল সন্তাপ যাইবে, হৃদয় নির্ম্মল ও সুখপ্রদ হইবে। জল বিনা মৎস্যের যেরূপ অবস্থা, ভক্তিবিনা জীবেরও অবস্থা তদ্রূপ। সুতরাং এই মহাবিপদের সময় আমাদের কর্ত্তব্য—চাতকের অনুসরণে ব্রজবাসীর আনুগত্যে কৃষ্ণস্মৃতিলাভের একমাত্র উপায় শ্রবণ-কীর্ত্তন-নৈরন্তর্য্যে বিভোর হওয়া।

আমরা অধম এবং ভগবান্ অধমের বন্ধু। আমরা নিষ্ঠুর, আর তিনি দয়ার সাগর। আমরা কৃষ্ণবিস্মৃত, কৃষ্ণপদচ্যুত, সুতরাং বন্ধুহীন আমাদিগকে অসহায় পাইয়া কামাদি রিপুগণ এবং আরও অন্যান্য সকলেই সর্বক্ষণ বিব্রত করিতেছে। এখন উপায় কি? সমস্ত জীবন ধরিয়া কেবল অপরাধই কামনায়, একদিনের জন্যও ভগবান্কে ডাকিলাম না, এমনি আমার দুর্দ্দৈব। তবে তিনি পতিতপাবন, পতিতের বন্ধু—ইহাই ভরসা। সতীর যেমন পতি ছাড়া কেউ নাই, সেইরূপ এ অপরাধীর ভগবান্ ছাড়া

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

আর কে আছে? হে ভগবন্! তুমি যদি উপেক্ষা কর, তুমি যদি কৃপা না কর, তাহা হইলে অধম সেবকের প্রতি আর তাকাইবে কে? হে প্রভো! আমি অপরাধী হইলেও তুমিই ত' আমার নাথ, অতএব সেবা দিয়া নিজগুণে অঙ্গীকার কর; আর পর ভাবিও না। আমার দুষ্ট মনকে দমন কর; এ ছাড়া তোমার নিকট আর কি চাহিব? তোমার পাদপদ্মে যেন আমার হৃদয়ে সতত জাগরূক থাকে, ইহাই তোমার পাদপদ্মে আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

মুখে হরিনাম ও মনে কৃষ্ণচিন্তা করিতে হইবে; মনে মুখে এক না হইলে হরিনাম হয় না, নামাভাস আসিয়া উপস্থিত হয়। সকল শাস্ত্র এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবার কথা বলিয়াছেন। সাধুসঙ্গে সর্বক্ষণ কৃষ্ণের ভজন কর, আর মুখে হরিনাম—কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণস্মরণ কর, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি,—

"অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি'।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ, বাপ মুখে বল' হরি॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মজন্ম তাপ॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ-নাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান॥
যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া ব'ল—কৃষ্ণে দেহ মন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কাতরোক্তি, আদেশ ও উপদেশ আমাদের জন্মজন্মান্তর শিরোভূষণ হউক, ইহাই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে আমাদের প্রার্থনা।

দুই একটি কথা

——:০:(০):০:——

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবান্—দীনবন্ধু। দীন-হীনের প্রতি তাঁহাদের অসীম কৃপা। যেখানে দীনতা, সেইখানেই শরণাগতি। যিনি শরণাগত, তিনিই শিশু। শিশু গুরুদেবের কৃপার পাত্র—শ্রীগুরুদেবের সম্পত্তির অধিকারী। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্পত্তি—কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম। এই কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিতে আসিয়াছেন—মহা-মহা-বদান্য শ্রীগৌরসুন্দর, তদীয় পরিকরবৈশিষ্ট্য শ্রীগুরুবৈষ্ণব, শ্রীধাম ও শ্রীতুলসী ইত্যাদি। তাঁহারা অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া কৃষ্ণপ্রেমধনের পসরা লইয়া পরজগৎ হইতে এ জগতে অর্থহীন দীন-দুঃখী পতিত কাঙ্গাল জীবের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। যিনি কৃষ্ণপ্রেমপ্রার্থী, তাঁহাকে দীন-হীন কাঙ্গাল হইতে হইবে। কাঙ্গাল না হইলে কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা পাওয়া যাইবে না। কৃপাপ্রার্থীই কৃপা পায়। শরণাগতের কাতর ক্রন্দন গুরুবৈষ্ণবের চিত্তকে দ্রবীভূত করে—তাঁহাদের আসন টলাইয়া দেয়। সেবকের দুঃখদর্শনে সেব্য স্থির থাকিতে পারেন না।

দীনের একমাত্র সম্বল ক্রন্দন, আবেদন-নিবেদন। অর্থহীন অনর্থযুক্ত দরিদ্রের অর্থানুসন্ধানই একমাত্র কাজ। অর্থ ব্যতীত দরিদ্রের দারিদ্র্য যায় না, আবার এই ধন পাওয়া যায় একমাত্র ধনী গুরুবৈষ্ণবের নিকট। কিন্তু যদি অর্থহীন অনর্থযুক্ত হইয়াও অর্থপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা না জাগে, দারিদ্র্যের উপলব্ধি যদি প্রতিমুহূর্তে হৃদয়কে উদ্বেলিত না করে, "নাহি কৃষ্ণপ্রেম-ধন, দরিদ্র মোর এ জীবন"—একথা যদি সর্বক্ষণ হৃদয়ে না বাজে, তাহা বড়ই দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আবার ধনীর সন্ধান পাইয়াও—ধনীর নিকট আসিয়াও তিনি ধন দিতে পারিবেন কিনা অথবা তিনি ধন দিতে পারিলেও আমাকে ধন দিবেন কিনা—এইরূপ সংশয় যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কপাল পোড়া বুঝিতে হইবে। এই অবস্থা হইলে আর অর্থ লাভ হইবে না, অর্থের অভাবে শেষে প্রাণনাশ হইবে। সেইজন্য কৃপা-প্রার্থনা ছাড়া গতি নাই। গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় অনর্থগ্রস্ত জীবের অর্থস্পৃহা জাগরিত হয়। গুরুপাদপদ্মের কৃপা ও আমাদের শরণাগতির পরিমাণানুসারে এই অর্থপ্রাপ্তির লালসা হৃদয়ে জাগে। যে পরিমাণে অর্থানুসন্ধান-স্পৃহা জাগে, সেই পরিমাণে হৃদয়ে দীনতা বৃদ্ধি হয়। তখন ধনীকে বাস্তবিক ধনী বলিয়া বিশ্বাস হয় এবং তিনি যে আমাকে ধন প্রদান করিবেনই—এই সুদৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার কৃপায় লাভ হয়। অকৃত্রিম শরণাগত দেখিলে, ঐকান্তিক দেখিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবককে হরিভজনের সব সুযোগ প্রদান করেন, কৃপা করিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া নেন। সরল হইলে স্বাভাবিক-ভাবে দীনতা, অকিঞ্চনতা, সেবালাভের সুদৃঢ় আশাবন্ধ হৃদয়ে জাগে। ঐকান্তিক সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ভগবৎকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। সেবকের প্রতি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণা দেখিয়া—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবক-বাৎসল্য দেখিয়া তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। আপনা হইতেই অন্তরে শরণাগত হইয়া পড়েন। তিনি "করুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা বিন্দুমাত্রও করিতে পারিলাম না"—এই দুঃখানলে সর্বক্ষণ দগ্ধীভূত হইতে থাকেন। তখন তাঁহার আর বাজে কথায়—ইতর চিন্তায় আর একমুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করিবার অবসর থাকে না। করুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণা যতই উপলব্ধ হইতে থাকে, ততই নিজের অযোগ্যতা, পতিতা-উপলব্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণা ও নিজের অযোগ্যতার কথা স্মরণপূর্বক শরণাগত শিশু অসহায় আকুল প্রাণে "কৃপা করি তোল মোরে বলে", শক্তি বুদ্ধি-হীন আমি অতি দীন কর মোরে আত্মসাথ"—এইরূপ আকার কীর্ত্তনক্রন্দনের মধ্যেই দিনাতিপাত করেন। তখন কেবল ক্রন্দন—কৃপাপ্রার্থনা—আর্তি-উৎকণ্ঠাই তাঁহার জীবাতু হয়। তখন তিনি প্রভুর কৃপার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-আলোচনা ব্যতীত মুহূর্তকেও যুগের মত মনে করেন। তখন সমস্ত কার্য্যাবলীই তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে—সেবার সঙ্গে adjust করিয়া নেন, প্রভুর সুখের জন্য—প্রভুর সেবার জন্য সমস্ত দুঃখকষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, নিন্দা, অপমান—সব সাদরে বরণ করেন। প্রভুর সেবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। তখন তিনি বিশ্ববাসীর নিকট তাঁহার প্রভুর কথা কোটি-কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে উন্মুখ হন—বিশ্ববাসীকে স্বীয় প্রভুর পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবার জন্য কাতর আহ্বান করেন। তিনি জানেন, কি করিলে প্রভুর সুখ হয়, কি ভাবে চলিলে প্রভুর সুখ হয়। তখন তিনি কাহাকে প্রভুর সেবায় একটু উন্মুখ দেখিলে নানাভাবে সেবার সাহায্য করেন, সেবার কৌশল বলিয়া দেন।

যিনি মঙ্গলের সন্ধান পাইয়াছেন—মঙ্গলের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তিনিই অমঙ্গলের কথা ভালভাবে জানেন এবং সর্বক্ষণ নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গপ্রভাবে অমঙ্গলের আক্রমণ হইতে বহু দূরে থাকেন। সেইজন্য অশেষ গুরুসেবারত, গুরুদেবতাত্ম, শ্রীগুরুদেব যাঁহাদের হৃদয়ে সর্বক্ষণ বিহার করেন, সেইরূপ গুরুসেবকের নিরন্তর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য গুরুসেবালিপ্সু প্রত্যেক জীবের বরণ করা একান্ত কর্তব্য। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম তাঁহার অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবের দ্বারাই কৃপা-সেবালিপ্সু জীবকে বিতরণ করেন। গুরুদেবতাত্ম, অকপট সেবাদিষ্ট গুরুদাস বৈষ্ণবের আনুগত্য ও কৃপা ব্যতীত গুরু-কৃপালাভ অসম্ভব। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট সম্যক্ অবগত আছেন ও নিরন্তর তাহা পরিপূরণ করিতেছেন, একমাত্র তিনিই অন্যকে গুরুসেবা দিতে পারেন। তাঁহার একান্ত আনুগত্যেই গুরুসেবালাভ সম্ভব। তিনি পদ-দ্বারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা বিতরণ করেন। সরল, সেবোন্মুখ হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভক্তিজনের সন্ধান প্রদান করেন। যদি আমরা এইরূপ গুরুদাসের আদর্শে জীবন গঠন না করি, তিনি কিভাবে প্রভুর সেবা করেন, তাহা যদি আমাদের দেখিবার সৌভাগ্য না হয়, তবে আমাদের গুরুসেবা লাভ হইবে না।

শুদ্ধ বৈষ্ণবের বাণীই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। এই রক্ষাকর্ত্তার আশ্রয় কোন অবস্থায়ই ভুলিতে হইবে না। গুরুবৈষ্ণবের চেতন বাণীতে বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। আমরা যদি সাধুজনের বাণীর প্রতি উদাসীন হই, রক্ষাকর্তাকে যদি ভুলিয়া যাই—বাণীর সঙ্গ যদি ছাড়িয়া দিই, তবে গুরুকৃপা বা সেবালাভ হইবে না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(০)::——

বৈকুণ্ঠ-শব্দ—স্বরাট্, অপরিবর্ত্তনশীল। বৈকুণ্ঠ-শব্দই—পরমেশ্বর। বৈকুণ্ঠ-শব্দ তাঁহার নিজস্বরূপ বৃত্তি প্রকাশ করিয়া জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়মিত করিয়া থাকেন অতএব তর্ক-পন্থার পরিবর্তে শ্রৌতপন্থাই আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়। তর্কপন্থায় কেবল সময় নষ্ট হয়। আমাদিগকে বৈকুণ্ঠশব্দের সম্মুখীন হইতে হইবে, বৈকুণ্ঠশব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে হইবে না। যখন স্বরাট্ শব্দ আমাদের প্রতি সদয় হন, তখনই আমরা বৈকুণ্ঠশব্দ শ্রবণ করিতে পারি।

আমি স্বতন্ত্র জীব—ভগবানের সেবা করিব না,—এইরূপ দুর্বুদ্ধি প্রত্যেক কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীবেরই আছে এবং এইজন্যই তাহারা এই বহির্মুখতার রাজ্যে এত বড় একটা field পাইয়াছে। অসত্য বস্তুকে আমরা সত্যবস্তু বলিয়া লাভ করিতে যাইতেছি। আমরা মায়ার আদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিতেছি। যদি দুষ্কৃতির পড়্‌তা পড়ে, তবেই মঙ্গল হইয়া যায়। কৃষ্ণের স্মৃতি কৃষ্ণের শ্রবণের দ্বারাই হইয়া থাকে। কৃষ্ণের শ্রবণের অভাবে কৃষ্ণের বিস্মৃতি ঘটে। কৃষ্ণ যে জিনিষ, সেই জিনিষটীর সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কৃষ্ণের সহিত আমার যে বৃত্তি আছে, তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে—কৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞান-লাভে।

কপট দুই প্রকার—ভোগী ও ত্যাগী। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই অপরের আরোপকারের প্রতি উদাসীন, ভগবান্ তাহাদিগকে দয়া করেন না। ভগবান্ বিকুণ্ঠিত জীব অনুচিৎ। অণুর অংশের মধ্যে আবার যদি কেহ চুরি করিয়া কিছু রাখিয়া দেয়, ভগবান্‌কে সবটুকু দিবে না মনে করে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার কাছে প্রকাশিত হন না।

অপরকে বঞ্চনা করার নাম কপটতা। আমার বন্ধুবান্ধব—সকলকেই বঞ্চনা করিয়া নিজের অপস্বার্থ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের জন্য ব্যস্ত হইব,—এইরূপ দুর্বুদ্ধি কপটতা। বিষ্ণুকে বঞ্চনা করিব—এইরূপ বিচারও কপটতা।

বৈষ্ণব অন্য জীবের মত নহেন। তিনি চৈতন্যাশ্রিত,—কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেক কার্য্যে, জীবনে-মরণে তিনি চৈতন্যচরণ ছাড়িয়া অন্য কোন কার্য্যে ব্যস্ত নহেন। যখন মানুষ নিজের চেষ্টায় বৈষ্ণবকে দেখিতে যায়, তখন ঠিক ভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র তাঁহার কৃপালোকেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩৩।৪০

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায় — এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর

	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্ত	পরবর্ত্তী দিনের জন্ত		
প্রতিবারে লাইন প্রতি	।০	।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৩৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলপ্রদায়ক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুবর্য্য-প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিকালের এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৩৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ সাধ মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি এত অধিক। প্লীহা, যকৃৎ, প্রভৃতি সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী —১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেতাল, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা হইতে বিদ্যালয়সমূহ অপসারণ

কলিকাতা অঞ্চল হইতে সমস্ত বালক এবং বালিকা-বিদ্যালয় অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলসমূহে স্থানান্তরিত করার যে নীতি বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কার্য্যকরী করা উপলক্ষে বিভিন্ন রকমের যে সমস্যা দেখা দিতে পারে, সেইগুলির সমাধানের পন্থা বিচার বিবেচনা করার জন্য গবর্ণমেন্ট ছোট একটি কমিটি গঠন করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত কমিটি গবর্ণমেন্ট এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইবে।

আই-এ ও আই এস-সি পরীক্ষার ফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বৎসরের আই এ ও আই এস সি পরীক্ষার ফলাফল আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রাচ্যখণ্ডে আটক ব্যক্তিদের খবরাখবর

ব্রহ্ম এবং প্রাচ্যখণ্ডের যুদ্ধে শত্রুর হাতে বন্দী বা আটক লোকজনদের খবরের জন্য আত্মীয়-স্বজনরা কাহার নিকট খোঁজ করিবেন, তাহা অনেকেই জানেন না। গত ২১শে জুন প্রকাশিত একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, সামরিক এবং বেসামরিক কর্ম্মচারীদের জন্য যথাক্রমে ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস, কেনসিন রোড, সিমলা এবং আণ্ডার সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ডিপার্টমেন্ট (বহির্ভারতীয় বিভাগ), নয়া দিল্লী এই ঠিকানায় খোঁজ করিতে হইবে।

প্রাচ্যখণ্ডের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যে সব লোক ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহাদের মধ্যে সামরিক বিভাগের অনিয়মিত সৈন্যদের (যেমন, লেখকা-কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি) খোঁজ-খবরের জন্য ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস এবং ইউরোপীয় বেসামরিক অধিবাসী ও ভারতীয় এ্যাংলোইণ্ডিয়ান এবং অপরাপর এশিয়াবাসীর খবরের জন্য যথাক্রমে আণ্ডার সেক্রেটারী হোম ডিপার্টমেন্ট, নয়া দিল্লী ও আণ্ডার সেক্রেটারী ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ডিপার্টমেন্ট নয়া দিল্লী এই ঠিকানায় খোঁজ লইতে হইবে।

শত্রুকর্তৃক অধিকৃত স্থানের ভারতীয় ও বৃটিশ প্রজাদের জন্য যথাক্রমে বৈদেশিক ভারতীয় বিভাগ ও আণ্ডার সেক্রেটারী, এক্সটার্নেল ডিপার্টমেন্টে খোঁজ করিতে হইবে। এই সমস্ত বিভাগ হইতে যদি প্রাচ্যখণ্ডে আটক লোকজনের কোন খবর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটিকে খবরের জন্য অনুরোধ করা যাইতে পারে।

ভারতে ব্রহ্মের নোট

একটি রেসোলিউশনে প্রকাশ, শত্রুর এজেন্টরা (গুপ্তচর) ব্রহ্ম হইতে গোপনে ভারতবর্ষে ব্রহ্মের নোট চালান দিতে পারে, সে জন্য ভারত সরকার জানাইতেছেন যে, আগামী ১৫ই জুলাই হইতে কেবলমাত্র প্রকৃত আশ্রয়প্রার্থীরাই আসামে ডিব্রুগড়, ডিমাপুর, শিলচর, মার্গেরিটা ও ইম্ফল এবং কলিকাতা, কানপুর ও মাদ্রাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্মের নোট ভাঙ্গাইতে পারিবে। ব্রহ্মের নোট ভাঙ্গাইবার অনুমতি পাইতে হইলে মালিককে গবর্ণমেন্টের নিকট নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে প্রকৃতই ব্রহ্ম হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী। ব্রহ্ম হইতে আগত যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীর নিকট ব্রহ্মের নোট আছে, তাহাদিগকে আগামী ১৫ই জুলাই এর পূর্ব্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকটবর্ত্তী শাখায় উহা ভাঙ্গাইয়া লইতে বলা হইয়াছে।

চাউল ও ধান ক্রয়-সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত

গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি জারী করিয়াছেন :—

ইতঃপূর্ব্বেই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বাঙ্গলার যে সমস্ত জেলা সহজেই আক্রান্ত হইতে পারে, সেই সমস্ত জেলা হইতে গবর্ণমেন্ট অতিরিক্ত চাউল ও ধান ভিন্ন জেলায় স্থানান্তরের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এতৎসম্পর্কে এজেন্ট নিয়োগের কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

গবর্ণমেন্ট বিশেষ করিয়া জানাইতেছেন যে, স্থানীয় অধিবাসীদের খাওয়াদাওয়া বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ চাউল ও ধান সংরক্ষিত করার পর গবর্ণমেন্ট কেবলমাত্র অতিরিক্ত চাউল ও ধানই স্থানান্তর করিবার কথা বলিতেছেন। মূল্য-সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন যে, উৎপাদনকারীকে ন্যায্য মূল্য দেওয়া হইবে, তবে অন্যায়ভাবে চাউল ও ধানের যেন মূল্য বৃদ্ধি করা না হয়। এজেন্টগণকেও বাজার দরে চাউল ক্রয় করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রতি মণ চাউলের দাম গবর্ণমেন্ট ৭৲ টাকা হিসাবে ধার্য্য করিয়াছেন।

গবর্ণমেন্ট আরও জানাইতেছেন যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ চাউল কেনা শেষ হইলেই গবর্ণমেন্ট চাউল ও ধান কেনা বন্ধ করিয়া দিবেন। ম্যানেজিং এজেন্টদিগকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন অতিরিক্ত চাউল ক্রয় না করেন

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৯শ বর্ষ ৩ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৬ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১লা জুলাই, ইং ১৯৪২, বুধবার { ৯০-৯১তম সংখ্যা

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "গৌড়ীয়"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিবাদিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ বামন, মধু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীমদ্ভাগবত

———::(১০:)::———

শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার বেদ-বিভাগকর্ত্তা ভগবান্ বাদরায়ণের সমাধি-লব্ধ ধন, শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় শাব্দিক-অবতার, নিখিল-বেদ-পুরাণেতিহাস-সার, ব্যাসসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, পঞ্চম বেদ মহাভারতের তাৎপর্য্য, বেদমাতা গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য 'অমল-পুরাণ', 'পারমহংসী সংহিতা', কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ, অষ্টাদশ-সহস্র শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত ভাগবতোত্তম, শিব, প্রোক্ষিত-বৈষ্ণব পরমহংস, সনাতন-ধর্মকর্ত্তা পরমানন্দরূপে অনুরা যেসকল ধর্মমত মত-প্রবাহাদি দোষযুক্ত বহু-জীব-কপোল-কল্পনা প্রসূত হইয়া প্রচার লাভ করিতেছে, লোকমার্গানুসরণকারী আমরা তাহাদের আনুগত্যকে জীবাত্মার নিত্য-ধর্মানুশীলন বা নিঃশ্রেয়ঃপথানুগমন বলিয়া স্বীকার করি না। বহুজীব তাঁহার বহুজ্ঞান-প্রাচুর্য্যে বাগাড়ম্বর করিতে গিয়া পরম-নিরপেক্ষ সর্ব্বার্থসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত বিগলিত শ্রীমদ্ভাগবত-নবতিমী বার্ত্তা শ্রীমদ্ভাগবতকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক যে প্রেম-সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা আপাত-সুখপ্রয়াসী ভাগ্যহীন ব্যক্তিদিগের বা সম্প্রদায়বিশেষের অনুমোদন লাভ করিলেও ভাগবান্ নিত্যমঙ্গল-প্রয়াসী জীবগণ তাঁহার ভাবের পরিণামদর্শনে তাহাকে সযত্নে পরিহারই করিয়া থাকেন।

জগতে যত বড় দার্শনিক বিচারই প্রতিষ্ঠিত থাকুক না কেন, যে বিচার অধোক্ষজ-দর্শন শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যকে বঞ্চিত, তাহার মূল্য অষ্টকপর্দ্দকতুল্য বলিয়াও স্বীকার্য্য নহে। ভগবান্ বেদব্যাস নিখিল-জীবের নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল-বিধানের নিমিত্ত ভগবল্লীলা-কথামৃত সাক্ষাৎ কৃষ্ণতুল্য এই শ্রীমদ্ভাগবত-নামক ভগবদ্দর্শন রচনা করিয়াছেন। পুরাকালে কলিযুগের প্রারম্ভে শৌনকাদি ঋষিগণ যখন বৈষ্ণবক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্যে লোমহর্ষণ-তনয় উগ্রশ্রবা সূত-সমীপে জীবের চরম কল্যাণ ও কৃষ্ণ-বিবর্ত্তিনী কথা জিজ্ঞাসা-প্রসঙ্গে বহু প্রশ্নমুখে "কৃষ্ণ স্বধামে গেলে ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হইলেন?" —এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন মহাভাগবত শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীল গুরু পরম-হংসকুল-চূড়ামণি ব্যাসসুত শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে প্রণামপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥"

—ধর্ম্ম-সংস্থাপক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানাদি-সহ স্বধামে গমন করিলে অধুনা এই বিষময় কলিযুগে নষ্টদৃশ অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানহীন ও বিবেক-শূন্য জীবসকলকে দিব্যজ্ঞানালোক প্রদানপূর্ব্বক অজ্ঞানতিমির হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীভগবানের মূর্ত্তিবিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণ-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে।

একমাত্র এই শ্রীমদ্ভাগবত-কথা সদ্গুরুর আনুগত্যে শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতেই জীবকুল ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া মায়াবদ্ধ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে জীবাত্মার নিত্যমঙ্গল সম্বন্ধে যেসকল বিচার লিপিবদ্ধ আছে, তাহার অনুশীলনে পরাঙ্মুখ হইয়া যাহারা আত্মিক বিচারাবলম্বনে আত্মপ্রসন্নতা-লাভের প্রয়াসী হন, তাঁহারা হরিসম্বন্ধী বস্তুকে প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিতে গ্রহণ বা ত্যাগ-চেষ্টাদ্বারা বুভুক্ষু কর্ম্মভোগবাদী কর্ম্মী বা মুমুক্ষু নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানী হইয়া চিরানর্থ-সাগরে নিমজ্জমান হন। শ্রীমদ্ভাগবত জীবের নিঃশ্রেয়ো-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যযাত্মা সম্প্রসীদতি॥"

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-নির্ব্বিশেষে স্ত্রী বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলেরই একমাত্র তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—যাহা হইতে প্রাকৃতেন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধানরহিতা অপ্রতিহতা নিরপেক্ষা ভক্তি হয়। সেই ভক্ত্যনুশীলনফলেই অনর্থরাশি বিধ্বংস হইয়া আত্মা সম্যগ্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে। এই পরধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তি-অনুশীলন ভিন্ন জীবাত্মার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কিছুই নাই। যেখানেই দ্বিতীয়-অভিনিবেশ বর্ত্তমান, সেইখানেই জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম-উপাধিগ্রস্ত হইয়া ভয়-শোক-মোহাদি বাধিক অহঙ্কারের আক্রমণফলে নিতান্ত অপ্রসন্ন হইয়া পড়ে।

শ্রীমদ্ভাগবতের বহু অনুশীলনাভাব হইতেই আজ জগতে তীব্র অশান্তির অনল প্রজ্বলিত। ভাগবতবিরোধী আরোহবাদীর দল, ইহাকে হয় ত' একটা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী বলিয়াই উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, তাঁহারা এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক অচিরাৎ শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত সত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হউন, তাঁহারাও কর্ত্তৃত্বাভিমানে কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি পন্থানুসরণে যে-সকল আপাতমধুর সুখের নেশায় এখন তন্ময় হইতেছেন তাহার পরিণাম যে কি ভীষণ, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইবেন।

জীব-দুঃখ-দুঃখী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জগজ্জীবকে ভক্তিপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া একমাত্র ভাগবত-পথ বা ভক্তিপথানুসরণে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই ৪৫৬ বৎসর পূর্ব্বে এই গৌড়পুর শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমলপ্রমাণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অনুশীলন করিতে করিতে নির্ম্মৎসর সুকৃতি-সম্পন্ন শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে পরমেশ্বর শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ হইতে (অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া) আবদ্ধই অবরুদ্ধ হন (আর বাহির হইতে পারেন না)—ইহাই ভাগবতের সারমর্ম্ম। সর্ব্বশাস্ত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতই নিত্যকাল শ্রোতব্য—অন্য কোন শাস্ত্র বা পন্থানুগমনের আদৌ প্রয়োজন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিলে জীবের যাবতীয় সংশয় সুমীমাংসিত হইয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীরই সুষ্ঠু প্রচারফলে জগজ্জীবের যাবতীয় অনর্থ দূরীভূত হইবে।

"অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থসার॥
ভাগবত যে না মানে, সে যবন-সম।
তা'র শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥"

অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একমাত্র প্রচার্য্য বিষয়। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারের জন্যই ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জগতে অবতীর্ণ। গীতাদি শাস্ত্রে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ—উভয়পক্ষের সমাবেশ থাকায় ভাগ্যহীন জীবগণ পূর্ব্বপক্ষকেই সিদ্ধান্তরূপে

ভক্ত কৃষ্ণপ্রাণ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। অতএব কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

ব্রহ্মণ্যরা নানা বিপদে পতিত হইতেছে। শাস্ত্রে অনেকস্থলে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগকে অভিধেয় বলিয়া উক্ত করিলেও সিদ্ধান্ত-সময়ে সর্ব্বত্র ভক্তিকেই যে সর্ব্বপ্রধান নিত্য অভিধেয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভক্তিকেই যে পরমপুরুষার্থ—কৃষ্ণপ্রেমলাভের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বা 'সাক্ষাৎ-অভিধেয়' বলিয়াছেন, এমন কি ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত যে কর্ম্ম ও হঠযোগের ভুক্তি এবং জ্ঞান ও রাজযোগের মুক্তি ও সিদ্ধি-দায়ক গৌণ ফলসমূহও প্রদান করিবার কোন ক্ষমতাই নাই, তাহা এই কলহপ্রিয় মানবগণ কিছুতেই বুঝিতে চাহিবে না। তাই সর্ব্ব বেদেতিহাস-পুরাণাদি শাস্ত্রের বিশুদ্ধ তাৎপর্য্যাবলম্বনে হইয়া একমাত্র উজ্জ্বল বা সিদ্ধান্ত-গ্রহণে শ্রীভগবানের মূর্ত্তবিগ্রহ 'সুহিতাবতার' শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্" (১।৫।১২) "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" (১০।১৪।৩), "শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য" (১০।১৪।৪) "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ" (১০।২।৩২) প্রভৃতি রাশি রাশি শ্লোকে স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভক্তিহীন কর্ম্ম-জ্ঞান-চেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাই আবার সনাতন-শিক্ষায় উপদেশ করিলেন,—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তি-মুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥
এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥
কেবল-জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা॥
কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
সেই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥
তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীমদ্ভাগবত যেমন ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতেরই অকৃত্রিম ভাষ্য। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদিরূপ ষড়্‌-বর্গ প্রভৃতি কঠিন রোগাক্রান্ত অথচ পরমানন্দলাভের নিমিত্ত-ব্যাকুল প্রাণক জন শ্রীমদ্ভাগবত যেমন শুকমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া সূতমুখেও উপাখ্যানরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও সেইরূপ রসবিশেষভাবনাচতুর রসিকভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ-নামক শুক-মুখ-বিগলিত হইয়া জগজ্জীবকে শ্রীমদ্ভাগবতামৃতের আস্বাদন জানাইয়া অজর-অমর করাইবার জন্যই লেখায় অবতরণে অবতীর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতা-মৃতকল্প পারাপার-বিহীনদেরে বিতরণ করিবার জন্য সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং দাতা হইয়াছিলেন এবং জগতের সকলকেই বলিয়াছিলেন,—

একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যা'ব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলা'ব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেম-ফল দেহ যা'রে তা'রে॥
খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে॥

শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের সেই আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণ মালাকার-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। শ্রীসনাতন হরিভক্তিবিলাস, বৃহদ্ভাগবতামৃত, দশম-টিপ্পনী (বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী), দশম-চরিত (দশমে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা-চরিত) প্রভৃতি; শ্রীরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বল-নীলমণি, ললিতমাধব, দানকেলি-কৌমুদী, স্তবাবলী (স্তবমালা), গোবিন্দ-বিরুদাবলী, মথুরামাহাত্ম্য, লঘুভাগবতামৃতাদি; শ্রীজীব শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ, গোপালচম্পূ প্রভৃতি, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল বা শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীল কৃষ্ণ-দাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি প্রেমফল-বিতরণ-লীলা করিলেন। সেই-সকল ফলই আবার তাঁহাদিগের নিকট হইতে শিষ্য-প্রশিষ্যাদি পরম্পরা-ক্রমে অবতরণে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরূপ-প্রবর্ত্তিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শ্রীপাদগণ সজ্জনগণ মধ্যে আপামরে বিতরণলীলা করিতেছেন। বিশ্ববাসী শ্রীচৈতন্যের বিতরিত অমৃত মধুর শ্রীমদ্ভাগবতা-মৃত-মহার্ণব নিরন্তর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পান-দ্বারা আস্বাদন করিলে মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যের বিনামূল্য বিতরিত দানের মহার্ঘতা উপলব্ধি করিবেন। শ্রীচৈতন্যের দেওয়া নিজ কৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর নিকট কল্পতরুরাজিরূপ প্রাকৃত ধন-রত্নাদির তুলনাই হয় না।

সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান্ যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র প্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবেরই পদাবলম্বনার্থ ভাগবতশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বেদব্যাস আমাদের ন্যায় একটী ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত মানবমাত্র নহেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্তে কোন ভ্রম প্রবেশ করিবে। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্তকে একমাত্র সর্ব্বশাস্ত্রনিষ্কর্ষ নিত্যমঙ্গলপ্রদ পরম সত্যরূপে স্বীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণানুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবতানুশীলনই আমাদের নিঃশ্রেয়ঃ-লাভের পরমোপায়। অতএব—

যাহ ভাগবত পড়' বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

হরিকথা-প্রসঙ্গ

হরিভজনে সরলতা, দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতার বিশেষ আবশ্যক। ভক্তমাত্রেরই এই তিনটী গুণ আছে। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা বা স্ব-সুখ-বাঞ্ছাই কপটতা; সেবা-বাঞ্ছাই সরলতা। সরলই ঈশকে চায়। সরলই ঐকান্তিক ও দৃঢ়চিত্ত হইতে পারে। সাধনভজনে শৈথিল্য থাকিলে হৃদয়ে দৃঢ়তা আসে না। যেখানে দৃঢ়তা বা আশা-ভরসা, সেইখানেই সাফল্যগ্রহ। অপরাধবশতঃই সাধনে শৈথিল্য আসে। যেখানে শৈথিল্য, সেখানে দৃঢ়তা নাই; যেখানে দৃঢ়তা, সেখানে শৈথিল্য নাই। দৃঢ়তাই সাধনের মূল; দৃঢ়তা না থাকিলে কেহ সাধনপথে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। ভক্তমাত্রেরই অসৎসঙ্গ-ত্যাগে ও সৎসঙ্গগ্রহণে দৃঢ়তা থাকিবে। এই বিষয়ে তিনি বিন্দু-মাত্রও অসতর্ক হইবেন না। নৈষ্ঠিকতা বা দৃঢ়তাই প্রীতির জীবনস্বরূপ। সুতরাং যেখানে ঐকান্তিকতা বা দৃঢ়তা নাই, সেখানে ভগবৎ-প্রীতি কি করিয়া হইবে? শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"দৃঢ়তাই সাধনের মূল। ভজনে কেবল দৃঢ়তা ও সরলতার প্রয়োজন।"

যাঁহার হৃদয়ে সাধুগুরুর কৃপারূপ দৃঢ়তা নাই, সে কখনও ভক্তির বাধাগুলি অতিক্রম করিতে পারে না। হরিভজনে দৃঢ়তা মানসিক বৃত্তি বা মনের ধর্ম্ম নহে; তাহা আত্মধর্ম্ম। সাধুগুরু-কৃপায় দৃঢ়তা চিত্তে উদিত হয়। দৃঢ়চিত্তের সঙ্গই সরলচিত্তকে দৃঢ় করে। অন্যাভিলাষী কখনও দৃঢ়তা লাভ করিতে পারে না। অন্যাভিলাষ থাকিলে শৈথিল্য আসিয়া জীবকে বিব্রত করে। অসতে প্রীতি থাকিলে দৃঢ়তা হয় না। জীবকে সহিষ্ণু ও দৃঢ় হইবার সুযোগ দিবার জন্য ভগবদিচ্ছায় ভজনপথে নানা বাধাবিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধক সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তন করিতে করিতে তাহা অনায়াসে অতিক্রম করেন। ভজনে পরীক্ষা শুভ লক্ষণ। সেইজন্য সাধনপথে বাধা দেখিয়া হতাশার কিছু নাই। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দৃঢ়তা আমাদের প্রত্যেকের আদর্শস্থানীয় হউক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ আমাদিগকে কৃপা করিবেন। যবনগণ-কর্ত্তৃক নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়াও শ্রীল ঠাকুর হরিদাস হরিনাম ছাড়েন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—

খণ্ড-খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি' হরিনাম॥

(চৈঃ ভাঃ)

যেখানে প্রীতি, সেখানে দৃঢ়তা থাকিবেই। প্রীতির অভাব হইলেই দৃঢ়তার অভাব হয়। যাঁহার যে বিষয়ে প্রীতি, তাঁহার সে বিষয়ে দৃঢ়তা আছেই। সাধু-গুরু প্রভৃতি যেখানে প্রীতি নাই, সেখানে তাঁহাদের সেবাতেও দৃঢ়তা আসে না। অতএব প্রীতির আধিক্য না হইলে দৃঢ়তা কখনও স্বাভাবিক ও স্থায়ী হইতে পারে না। ভগবৎসেবার উন্মুখ হওয়া যায়,—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সাধক-সাধারণ একটু দৃঢ়তা গ্রহণ করিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই সাধককে যেকোনরূপ সাহায্য করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অচলা নিষ্ঠা প্রদান করেন। দৃঢ়তা গ্রহণ করিতে পারিলে সমস্ত অনর্থ ও বিঘ্ন দূর করা যায়। নিষ্কপটে কাঁদিয়া শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে নিরন্তর শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই হৃদয়ে দৃঢ়তা ও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে স্বাভাবিকী প্রীতি স্বতঃই উদিত হয়।

অতএব প্রীতিই দৃঢ়তার জননী। দৃঢ়তা ও সরলতা যুগপৎ থাকিবে। যাঁহার হৃদয়ে সহজ দৃঢ়তা আছে, তাঁহার হৃদয়ে দৈন্য থাকিবেই। দীন কাঙ্গাল ব্যক্তিই ভাগবতের দৃঢ়তা লাভ করে। হরিভজনের প্রতিকূল বিষয় ত্যাগে বিন্দুমাত্রও শৈথিল্য আসিলে আর হরিভজন করা যাইবে না। এই জন্যই সাধুগুরুর কৃপা লাভ করিতে হইবে, বিলম্ব করিলে চলিবে না—এইরূপ দৃঢ়তা থাকিলে তবে হরিভজন হইবে।

অন্যাভিলাষী দৃঢ়তাকে খুব ভয় করে। কারণ দৃঢ়তা আসিলে অন্যাভিলাষ থাকিতে পারে না। যাঁহার প্রকৃত দৃঢ়তা আছে, তিনিই আচারবান্। যাহার দৃঢ়তা নাই, সে কখনও আচার করিয়া প্রচার করিতে পারে না। হরিভজনে যে দৃঢ়তা, তাহা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। সাধুগুরু-কৃপাতে সরলের চিত্তে এই দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। ভগবৎকৃপায় অপ্রাকৃত দৃঢ়তা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে জীবের আর অনিত্যে দৃঢ়তা বা অভিনিবেশ থাকে না।

দুর্জ্জনের সঙ্গ করিলে হৃদয়ে দৃঢ়তা আসিবে না। দৃঢ়চিত্ত সাধুর সঙ্গ হইলে অজ্ঞাতসারেও জীবের হৃদয়ে দৃঢ়তা আসে। সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে না থাকিলে অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা যায় না। সুতরাং অপ্রাকৃত দৃঢ়তা লাভ করিতে হইলে সাধুর আশ্রিত হইয়া অহরহঃ সাধুসঙ্গ করিয়া সাধুর উপদেশানুসারে তদানুগত্যে সেবাময় জীবন যাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিতে না পারিলে সাধুসঙ্গ সুষ্ঠুভাবে হয় না। সেইজন্য সাধক জীব নিরন্তরভাবে ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়-বর্জ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন। 'আমি ভগবানের দাস'—এই বাক্যে দৃঢ়তা থাকিলে জীবের কোন অসুবিধা হয় না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

জীব-কৃষ্ণদাস, —এ বিশ্বাস
ক'র্‌লে ত' আর দুঃখ নাই।
যায় সকল বিপদ্, ভক্তিবিনোদ
বলেন যখন ও-নাম গাই॥

ভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। তাঁহাতে কোনপ্রকার শক্তির অভাব নাই। তাঁহার নিকট অবাস্তব বলিয়া কোন কথা নাই। জীবের শক্তি পরিমিত, কিন্তু তিনি অমিত শক্তিশালী। মানুষ একই সময় দুই স্থানে থাকিতে পারে না, কিন্তু ভগবান্ একই সময় বিভিন্ন স্থানে বা সকল স্থানেই থাকিতে পারেন। তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু। বেদ মন্ত্রাদি কেহই তাঁহাকে মাপিতে পারে না। তিনি অক্ষজ্ঞানের অতীত অধোক্ষজ বস্তু। ভগবান্ হরিবিমুখের অচিন্ত্য হইলেও সেবোন্মুখের নিত্য-চিন্ত্য বস্তু। বদ্ধ জীব আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু ভক্তগণ অপ্রাকৃত চিন্ময়নেত্রে বা চিন্ময় বুদ্ধিতে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ দেখিতে পান বা তাঁহাকে মাপিতে ও জানিতে পারেন। অজিত ভগবান্ তাঁহাদের নিকট জিত হ'ন—প্রেমবশ্য হ'ন। ভক্তের সেবা ব্যবহার আর—সবই ভক্তহৃৎ-তাৎপর্য্যপর হওয়ায় সাক্ষাৎ সেবা। অতএব আমরা যদি অক্ষজজ্ঞান-বুদ্ধিতে তাঁহাকে মাপিতে যাই, তাহা হইলে আমরা বস্তু-দর্শনে বঞ্চিত হইব।

ভগবান্ নিত্যানন্দপূর্ণ। তিনি স্বতন্ত্র বস্তু; সুতরাং কাহারও নিকট হইতে তাঁহার কোন কিছু গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। তথাপি তিনি পরম দয়ালু বলিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বসুখের আকর। তাঁহাকে বাদ দিলে আর সুখশান্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিগণই শান্ত, বাদবাকী সকলেই অশান্ত—দুঃখী। অনেকে বলেন,—'ভগবানের সুখ হইলে আমাদের কি লাভ হইবে?' ভগবানের কোন অভাব নাই। তাঁহাকে কেহ সুখ দিতে বা বড় করিতে পারে না। তবে তাঁহার সম্বন্ধে দুঃখী জীবেরই সুখ লাভ হয়। একথা বুঝিতে না পারিয়াই স্ব-সুখকামিগণ ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। বৃক্ষের মূলে জল দিলেই যে শাখা প্রশাখা সকল সতেজ থাকে, এ কথাটি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়াই আমরা সকলের মূল ভগবানের সেবা ছাড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন শাখাসমূহে কার্য্যের জন্য ব্যস্ত হইয়া কষ্ট পাই। বিষ্ণুর স্বার্থ বা সুখেই যে আমাদের স্বার্থ বা সুখ—ইহা আমরা বুঝিতে পারি না, তাই অসুবিধা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত (৭।৯।১১) 'যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ'—অর্থাৎ মুখ অঙ্কিত চিত্রাদির শোভা যেমন প্রতিমুখে (দর্পণাদিপ্রতিবিম্বে) প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ মানবগণ ভগবানের উদ্দেশে যে সমস্ত কার্য্যাদি করিয়া থাকে, তাহা সমস্ত নিজের জন্যই হইয়া থাকে—কিন্তু আমাদেরই মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।

মুখকে সাজাইলে যেমন প্রতিমুখের বা প্রতিবিম্বের শোভা হয়, অন্য কোন উপায়ে প্রতিমুখের শোভা হয় না, সেইরূপ বিশ্বরূপ ভগবানের সুখ বিধান করিলে—ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবের সুখ হইয়া থাকে। ভগবানের সেবাসুখ বাদ দিয়া অন্য কোন উপায়ে শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় বিভোর থাকিয়া পরমানন্দ লাভ করেন—অন্য কোন ইতর প্রয়াস বা নিজের জন্য স্বতন্ত্রভাবে কিছু করেন না।

আমরা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই ত্রিলোকের কথা শুনিতে পাই। আমরা যেখানে বাস করি, সেই পৃথিবীই মর্ত্ত্যলোক। স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ মানুষ অপেক্ষা বেশী দিন জীবিত থাকিয়া নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ও রূপ-রসাদি বিষয় প্রচুরপরিমাণে ভোগ করিয়া থাকেন, আবার ভোগ-পরিমিত কাল শেষ হইলে মর্ত্ত্যলোকে পতিত হন। পৃথিবী অপেক্ষা স্বর্গে কিছু বেশী দিন অনেকপ্রকার ভোগ করিতে পারা যায় বলিয়া ভোগিগণ স্বর্গলাভের জন্য দান, ধ্যান, তপস্যা, যজ্ঞ ও তীর্থ-পর্য্যটনাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ কখনও স্বর্গে যাইতে চান না। স্বর্গ ও নরকে হরিভজনের সুযোগ না থাকায় তাঁহারা উভয়কেই সমান মনে করেন। দেবতারা স্বর্গে সকল সময়েই নানাবিধ সুখে মত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা সুষ্ঠুভাবে ভগবানের সেবা বা হরিভজনের অনুষ্ঠান করিয়া উঠিতে পারেন না। আর পাতালে নাগ, দৈত্য প্রভৃতি প্রাণিসকল বাস করে। তাহারা মানুষের মত বিবেকযুক্ত নহে; সুতরাং হরিভজনই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা বুঝিতে পারে না। একমাত্র মর্ত্ত্যলোকবাসী নরগণই সর্ব্বপ্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁহারা সদসৎ বিচার করিতে পারেন, সাধুগণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মানবগণের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজনের কথা জানিতে পারেন এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। এই জন্য স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের মধ্যে মর্ত্ত্য অর্থাৎ পৃথিবীই শ্রেষ্ঠ। এই পৃথিবীতে যত সুন্দর সুন্দর জিনিষ আছে, সাধুসঙ্গ হইলে মানুষ ভক্তি সহকারে তাহা ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় নিযুক্ত করিয়া ধন্য হইতে পারেন। অভক্তগণের চক্ষে এই পৃথিবী দুঃখের আগার, কিন্তু ভক্তগণের চক্ষে ইহা ভগবৎসেবার স্থান। ভক্তের চক্ষে এই পৃথিবীর ফল, ফুল, সাগর, কানন—সকলই ভগবানের সেবার উপকরণ।

ভগবানের চারি উপদেশ—কায়মনোবাক্যে সর্ব্বার্থ-কামভোগ কিছুই না চাহিয়া ভগবানের অনুসেবা করা। এই ভক্তসেবার আবশ্যকতা সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত যে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সেবার অভিনয়; তাহা সেবা নহে—কৃষ্ণে ও কৃষ্ণের ভোগসামগ্রীতে ভোগবুদ্ধি মাত্র। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত সকল চেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। গোবিন্দভজনই সর্ব্বসিদ্ধি। আবার এই গোবিন্দচরণ ভাগবতের হৃদয়ে স্থাপিত। যেখানে ভক্তসঙ্গ নাই, সেখানে আবার সিদ্ধি কোথায়?

আমরা অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব। অনর্থযুক্ত হওয়াই জীবের বিপন্নতা। অনর্থ থাকা-কালে সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া নির্জ্জনভজনের প্রয়াসী হইলে নানাপ্রকার উৎপাত ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি হৃদয়ে উদয় করিয়া থাকে। এখন অন্তত বহির্ম্মুখ ব্যাপারেই আমাদের উৎসাহ ও চেষ্টা প্রবল। উহাকে দমন করিতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবানুকূল কার্য্যে নিযুক্ত করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। একমাত্র হরিসেবা ব্যতীত জীবের চরম মঙ্গল আর কিছুতেই নাই। হরিভজন বিনির্ম্মিত অহঙ্কারে হাতড়ান নহে, ইহা সেবোন্মুখের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের স্বরূপ ভোগ-চক্ষে দেখা যায় না। ভোগপর চক্ষে তাহা প্রপঞ্চের অন্যান্য বস্তুর ন্যায়ই বোধ হয়। যিনি সেবাতে উন্মুখ হইয়াছেন, একমাত্র তিনিই সদ্গুরু ও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের অনুগত হইয়া তাঁহাদের কৃপাবলে বিগ্রহের নিজস্বরূপ ও তাঁহাদের চিন্ময়স্বরূপ দেখিতে পান।

অসৎ-সঙ্গ

——::(০)::——

সমপ্রাণে মিলন করার নামই সঙ্গ। ইহার অপর নাম আনুগত্য বা অনুশীলন। কোন কিছুতেই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না হইলে সেই বস্তুর প্রকৃত সঙ্গ করা যায় না। আবার এই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা সেই বস্তুতে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির মুখে তদ্বিষয়ক কথাশ্রবণ না করিলেও সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য প্রথম সঙ্গ ও দ্বিতীয় সঙ্গের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথম সঙ্গ শ্রদ্ধোৎপাদক। যে যে-পরিমাণে আকৃষ্ট, তাহার সঙ্গও সেইরূপ ফলদায়ক। এই সঙ্গ দ্বিবিধ—সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ। অসৎ-ব্যক্তিগণ অসৎ বা অনিত্য বস্তুর আলোচনায় ব্যস্ত; ভোগ ও ত্যাগস্পৃহা ইন্দ্রিয়তর্পণই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহারা সকলেই [illegible]। জগতে কেহ ভোগী—পাপী বা পুণ্যবান্, আবার কেহ বা ত্যাগী। ইহারা বহুপরিশ্রম দ্বারা দেহ-মনোধর্ম্মের চিন্তা ও তৎকর্ম্মবিস্তারেই ব্যস্ত। এক কথায় হরি-গুরু বৈষ্ণব এবং তৎসেবানুকূল বস্তু ব্যতীত সকলই অসৎ।

কেহই সঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারে না। হয় সে অসৎসঙ্গ করিবে, কিম্বা নিজসুখের জন্য ব্যর্থ হইতে গিয়া ভোক্তৃ-অভিমানে নানা কর্ম্মের আবাহন করিবে, না হয় সে হরি-সেবোন্মুখ হইয়া সৎ হরিজনগণের সঙ্গ করিবে, সর্ব্বক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণবের সুখের জন্য তৎপর থাকিবে। এ জগৎ অসৎ-পরিপূর্ণ। এখানে অতি অল্পসংখ্যক সাধুই ভক্তভাবে শ্রীহরির সেবা করিতেছেন। তাঁহারাই আমাদের বন্ধু ও সঙ্গী। সেই হরি-সেবাপরায়ণগণের সঙ্গই আমাদের প্রার্থনীয়। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের সঙ্গই আমাদের এই সুপ্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়। আমরা বহুকাল ধরিয়া এই অসৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিয়া আসিতেছি, তাই দুঃসংস্কারবশতঃ তাহাদের সঙ্গস্পৃহা আমাদের হৃদয় হইতে যাইতেছে না। এমন কি, তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করা কঠিন ও অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিতে হইবে। তবে ইহাও জানা দরকার যে, জোর করিয়া সম্পূর্ণভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। সৎসঙ্গ-প্রভাবেই অসৎসঙ্গ শিথিল হইয়া আসে। আমরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক ঘণ্টা সৎসঙ্গ করিতেছি, তজ্জন্যই অসৎসঙ্গ ছাড়িতেছে না। সাধুসঙ্গের মাত্রা যত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, অসৎসঙ্গ ততই হ্রাস হইবে। যখন ভক্তবৈষ্ণবের কৃপায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁহাদের সঙ্গ বা সৎসঙ্গ করিতে পারিব, তখনই আমার প্রকৃতভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ হইয়াছে, জানিতে হইবে। অতএব সর্ব্বক্ষণ নিরন্তর সাধুসঙ্গ করা—অর্থাৎ হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনেই মত্ত থাকা, প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে প্রতি পদক্ষেপে, শয়নে, ভোজনে, আসনে শ্রীনামকীর্ত্তন করা যে বিশেষ আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা অসৎ—হরিবিমুখ। সুতরাং হরিবিমুখতাবর্দ্ধক অসৎকথাই যে আমাদের ভাল লাগিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? রোগ-কাতরের কি ঔষধ ভাল লাগে? কিন্তু ঔষধ ব্যতীত এ' আর উপায় দেখি না। শ্রীনাম, শ্রীধাম ও শ্রীবৈষ্ণব—এই তিনটিই আমাদের সঙ্গী। ইঁহারা সৎ। ইঁহাদের সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ করিতে হইবে অর্থাৎ কখনও শ্রীনাম-সেবা, কখনও শ্রীবিগ্রহ-সেবা, কখনও শ্রীগুরুসেবা, কখনও শ্রীধামসেবা, কখনও ভাগবত-সেবা, কখনও হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন-সেবা এবং কখনও বৈষ্ণবসেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই সবই এক-তাৎপর্য্যপর—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর এবং ইহাই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়।

যাহারা হরিসেবা করে না, তাহারাই অসৎ, আর হরি, গুরু এবং বৈষ্ণব—এই তিনটিই সৎ এবং নিত্য। সুতরাং আমাদের জানিয়া রাখা উচিত—হরিগুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত সকল সঙ্গই অনিত্য অমঙ্গলজনক। অসৎসঙ্গ জীবের পক্ষে সর্ব্বনাশক ও মঙ্গল-

---

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

বিপজ্জনক। সেইজন্য শাস্ত্র আমাদিগকে নানাভাবে সতর্ক করিয়াছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

যাঁহারা সৎ—সৎ, আমরা তাঁহাদিগেরই সঙ্গ করিব, অপরের সঙ্গ করিব না। সেবা ব্যতীত সেব্যের সঙ্গ হয় না। সুতরাং সেবক আমরা সর্বক্ষণ সেব্যের সেবাই করিব। কাহারও নিকট হইতে প্রীতির সহিত কোন-কিছু গ্রহণ করার নাম সঙ্গ। সুতরাং শুদ্ধ-বৈষ্ণব ছাড়া কাহারও সহিত এরূপ ব্যবহার ত' করিবই না, পরন্তু দুঃসঙ্গকে সর্বতো-ভাবে তাহা পরিত্যাগ করিব। কারণ, বিষ খাইয়া মরা বরং ভাল, তথাপি কৃষ্ণেতর বিষয়ীর সঙ্গ করা কর্তব্য নয়,—ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর আদেশ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥

আসক্তিই জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ় বন্ধন-স্বরূপ; আবার সেই আসক্তিই যদি সাধু পুরুষে কৃত হয়, তাহা হইলে উহাই মোক্ষদ্বার-স্বরূপ হইয়া থাকে।

আমরা দুর্বল, ভগবানের নিকট হইতে চিদ্বল প্রার্থনা বা সংগ্রহ করা আমাদের একান্ত আবশ্যক। সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ-কীর্তনের দ্বারাই এই বল লাভ হয়। কিন্তু আমরা যদি তাহা না করিয়া শ্রবণ-কীর্তনের বদলে দুর্বল হরিবিমুখ অসৎগণের সঙ্গ করি, তাহা হইলে আমাদের দৌর্বল্য বাড়িয়াই চলিবে, আমরা সবল বা নির্ভয় হইতে পারিব না। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই অন্য বিষয়ের একজন কীর্তনীয়া। আমরা সেই বিষয়-সিদ্ধ হওয়ায় অসৎক্রিয়া বা অসৎপ্রবৃত্তি আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণচিন্তার পরিবর্তে নিরন্তর এই কৃষ্ণেতর চিন্তা বা কৃষ্ণেতর-প্রবৃত্তি-রোগে আমরা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। হরিকথা বা হরিনাম-রসই এই রোগের একমাত্র মহৌষধ। ইহা নিরন্তর পান না করিলে কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করা অসম্ভব। যখনই আমরা হরিকীর্তন ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, তখনই আমাদের অনাদ্যভ্যাসের নিরন্তর কৃষ্ণেতর-শ্রবণ-কীর্তনের ফলস্বরূপে অসৎ বিষয়গুলি আমাদের হৃদয়ে পুনরায় উদিত হইয়া আমাদের সর্বনাশ সাধন করিবে। সেইজন্য সব ছাড়িয়া আমাদের একমাত্র কৃত্য—সর্বক্ষণ সাধুসঙ্গে হরিকীর্তন করা। ইহারই নাম সাধুসঙ্গ—ইহাই ভবরোগ-ত্যাগের অদ্বিতীয় পন্থা।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—ঃ(৩)ঃ—

প্রত্যেক মানুষের ধীর হওয়া আবশ্যক—প্রাকৃত চাঞ্চল্য যাহাতে না আসে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্তব্য। শ্রেয় যাহাতে লাভ হয়, প্রাণের শেষ মুহূর্ত-পর্যন্ত জগতের সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিয়া অর্থাৎ Summarily reject করিয়া কেবলমাত্র ভগবদ্ভজন করিব। জগতের সকলেই আমার সর্বনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত। এই বান্ধবহীন দেশে 'আত্মীয় বান্ধবী' সকলেই ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল। আত্মীয়রূপে বৈষ্ণবের আশ্রয় ছাড়া আর আমাদের উপায় নাই। কোন মানুষের অন্য কোন কাজই করিবার দরকার নাই। সকলে মিলিয়া কেবল মাত্র ভগবানের সেবকগণের সেবা করুক।

বৈষ্ণবগণ পতিতপাবন। ইহ জগতে আমার পবিত্রতা-কারক আর কেহই নাই। এখানে একজনের সহিত অপরের দেখা হয়। ঈর্ষামূলে অহঙ্কার আসে। একজন অপরকে নিজাপেক্ষা নীচ, ক্ষুদ্র, দরিদ্র, মূর্খ, দুর্বল, ইত্যাদিভাবে দর্শন করে, কিন্তু বৈষ্ণব ঠাকুর সেরূপ নহেন। এ যেন জীবকে তিনি উদ্ধার করিতে ব্যস্ত। জীবে দয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য কার্য্য নাই। তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর কর্তব্য নাই—তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার গতি নাই।

বৈষ্ণব অন্য জীবের মত নহেন। তিনি চৈতন্যাশ্রিত—কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেক কার্য্যে জীবনে-মরণে তিনি চৈতন্যচরণ ছাড়িয়া অন্য কার্য্যে ব্যস্ত নহেন। যখন মানুষ নিজের চক্ষুর দ্বারা বৈষ্ণবকে দেখিতে যায়, তখন ঠিকভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র তাঁহার কৃপালোকে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

যে মুহূর্তে জীব ভগবানের সেবা ক'রবে না, সেই মুহূর্তে ভোগ এসে গ্রাস ক'রবে। কৃষ্ণ সর্বদা কৃপা ক'রবার জন্য—আমাদিগকে আকর্ষণ করবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু অন্ধকূপে পতিত আমরা তাঁ'র দেওয়া দড়িগাছা যদি অজ্ঞতাবশতঃ না ধ'রতে পারি, তাঁ'র প্রতি পেছন দিয়ে দি', তা' হ'লে পতিতই থা'কব—ভগবৎ-সেবাবিমুখ হ'য়ে অন্ধকূপে প'ড়ে রইব। এজগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকে এই অন্ধকূপ হইতে তু'লতে আসেন। যাঁ'রা তাঁ'র কৃপারজ্জুগাছা হাত দিয়ে ধরেন, তাঁ'রাই মঙ্গল লাভ ক'র্তে পারেন—পরা শান্তির ধামে যেতে পারেন।

বিবিধ সংবাদ

কোন্ পক্ষের কত সৈন্য বন্দী

এক্সিসপক্ষের দাবী অনুসারে সর্বশেষে লিবিয়া যুদ্ধে ৩৮ হাজার বৃটিশ পক্ষের সৈন্য বন্দী হইয়াছে। মার্কিনের সামরিক সংবাদদাতা বলিতেছেন, ইহা লইয়া তিন বৎসরের যুদ্ধে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার বৃটিশ সৈন্য বন্দী হইল।

তিনি আরও বলিয়াছেন, ১৯৪২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এক্সিস পক্ষের ৫ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই ইটালীয়ান ও ঔপনিবেশিক সৈন্য; কিছুসংখ্যক জার্মাণও আছে।

ইউরোপীয় রণাঙ্গনে মার্কিণ সমর পরিচালন ব্যবস্থা

ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মেজর জেনারেল ডিউইট আইজেন হোভারকে সেনাধ্যক্ষ করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ইউরোপীয় রণাঙ্গনের "যুক্তরাষ্ট্রীয় সমর পরিচালন ব্যবস্থা" গঠিত হইয়াছে।

কলিকাতায় মজুত খাদ্যদ্রব্য

জানা গিয়াছে যে, কলিকাতায় চাউল, ময়দা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের মজুত পরিমাণ নির্ধারণের নিমিত্ত এবং সময়ে সময়ে এই বিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার এক পক্ষ অন্তর খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণের হিসাব লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাতে কলিকাতায় অন্ততঃ এক মাসের প্রয়োজনের অনুরূপ খাদ্যদ্রব্য মজুত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করাই সরকারের বর্তমান উদ্দেশ্য। বাজারগুলির উপর এবং কন্ট্রোলারের সাহায্যে খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা যাহাতে পাকাপাকি হয়, তাহাতে দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যে এস এম ব্যানার্জি আই সি এস'কে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মার্কিন নৌ-সৈন্য ক্ষয়ের হিসাব

মার্কিণ নৌবিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১১ই মে হইতে ৬ই জুন পর্যন্ত মার্কিণ নৌ-সৈন্য বাহিনীর নিম্নলিখিত ক্ষতি হইয়াছে। ৩৮ জন নিহত, ৮ জন আহত এবং ২১০১ জন নিখোঁজ। ম্যানিলা উপসাগরে আত্মসমর্পণের জন্য নিখোঁজের সংখ্যা এত বেশী হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ

আগামী ২৬শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন হইবে। রাষ্ট্র পরিষদের অধিবেশন আর এক সপ্তাহ পরে হইবে।

বাংলায় লবণ সরবরাহ বৃদ্ধি

জানিতে পারা গিয়াছে যে, বাংলা সরকারের অনুরোধক্রমে ভারত সরকার এই প্রদেশের লবণ সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

লবণ সরবরাহ হ্রাস পাওয়ার ফলে এই প্রদেশে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, এই ব্যবস্থায় নিঃসন্দেহে তাহার উন্নতি ঘটিবে।

ছুটির পরিমাণ হ্রাস

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের ছুটির পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য বিহার গভর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন। গভর্ণমেন্ট এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বর্তমান যুদ্ধ প্রচেষ্টায় আরও জোর দিবার জন্য ছুটির পরিমাণ অনেক কম করা যাইতে পারে। অতঃপর গভর্ণমেন্ট কতক ছুটী বাতিল করিয়া দিয়াছেন এবং কতক ছুটীর তারিখ পরিবর্তন করিয়াছেন।

রাত ৮॥০ ঘটিকার পর দোকান পাট বন্ধ

ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী বিহার গভর্ণমেন্ট রাঁচী সহরে আট ঘটিকার পর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন। ডিজেল অয়েল কম পড়িবার জন্য ইলেকট্রিসিটির খরচা কম করিবার উদ্দেশ্যেই এই আইন করা হইয়াছে। ইলেকট্রিসিটি চল আছে, এরূপ সমস্ত অঞ্চলের দোকানপাট সম্বন্ধে এই আইন বলবৎ করা হইবে।

পাঞ্জাব মন্ত্রী সভা

পাঞ্জাবের গভর্ণর মন্ত্রী সর্দার দসৌন্ধা সিং'এর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। জানা যায় যে, ইউনাইটেড পাঞ্জাব পার্টির নেতা সর্দার বলদেব সিং সর্দার দসৌন্ধা সিং-এর স্থানে উন্নয়ন বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন। নবনিযুক্ত মন্ত্রীর উপরই শিল্প বিভাগের ভারও ন্যস্ত হইবার কথা।

পাঞ্জাব মন্ত্রিসভায় স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ ও সর্দার বলদেব সিং-এর মধ্যে সম্প্রতি যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার ফলে বর্তমান মন্ত্রিসভার রদবদলের প্রয়োজনের উদ্ভব হয়।

সর্দার বলদেব সিং মিনিষ্টার নিযুক্ত হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গীতমালা

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "গৌড়ীয়"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদ'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সমিতির প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৯শ বর্ষ } ৪ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ১৭ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ২রা জুলাই, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ১২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ বামন, তৃতীয় কামদাঋষী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

ইন্দ্রিয়-পরিচালনার নাম আধ্যাত্মিকতা। ইহার অপর নাম পুরুষাভিমান বা প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা। পুরুষাভিমানী কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না। পুরুষাভিমান ও শরণাগতি পরস্পর বিরুদ্ধ। পুরুষাভিমানে কর্তা ও ভোক্তা আমি নিজে, আর সেবকাভিমানে কর্তা ও ভোক্তা—ভগবান্। এই প্রভুত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আমরা সেবকপর হইব, আর ইন্দ্রিয় চালনা করিব না—কর্তা হইব না, ভোক্তা হইব না, দৃশ্য ও ভোগ্য হইব। কর্তা-ভোক্তা আমি হইব না, কর্তাভোক্তা ভগবানকে জানিব। প্রভু যেভাবে চালান, সেইভাবেই চলিব। ইহার নাম শরণাগতি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে প্রভুই শক্তি-সামর্থ্য দেবেন। 'প্রভুর আমি'—একথা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে, ভুলিতে হইবে না। ভুলিলেই কর্তৃত্বাভিমান আসিবে—অহঙ্কার আসিয়া সেবা হইতে চ্যুত করাইবে। তব অভিমান ছাড়া উচিত নহে। চালক, পালক, রক্ষক আমি নহি; আমি চালিত, পালিত ও রক্ষিত।

দূর হইতে সাধুর সঙ্গ হয়—যদি প্রীতি থাকে। সর্ব্বক্ষণ বাণীর আদর্শ সাধুকে রাখিতে হইবে, নতুবা মায়া ঠকাইবে। সর্ব্বক্ষণ হরিকথার মধ্যে থাকিলে দূর হইতে হরিজনগণের সঙ্গ হয়। চিত্তবৃত্তির অনুসরণই সঙ্গ। সাধুসঙ্গ অর্থাৎ সাধুর চিত্তবৃত্তির অনুসরণ—সাধু যে পথে চলিয়াছেন, সেই পথে চলা—শ্রবণ-কীর্তনে নিজেকে নিযুক্ত রাখা। শ্রবণ-কীর্তনরহিত হইলেই সাধুসঙ্গ বাদ পড়িবে। শব্দের অনুগত থাকাই সাধুর সহিত কথোপকথন। শব্দের দ্বারা চালিত হওয়াই সাধুর নির্দ্দেশিত পথে চলা। শব্দলীই সাধুসঙ্গী। সর্ব্বক্ষণ প্রভুর কথা সরল, নিষ্কপট ও সেবোন্মুখের নিকট আলোচনা করাই প্রয়োজন। হরিকথা কীর্তন করিয়া অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করিলে অন্যের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া যায় না। প্রতিকূল স্থান ত্যাগ করিয়া অনুকূল স্থলেই হরিকথা-আলোচনা বিধেয়।

আমার প্রতি গুরুবৈষ্ণবের কৃপা হইয়াছে কি না, এ কথা অন্যকে জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না। আমরা যত কৃপা প্রার্থনা করিব, ততই কৃপার কাঙ্গাল ও তৎপ্রতি নির্ভরশীল হইতে পারিব। কৃপা পাওয়া যাইবেই, আজ অথবা দুইদিন পরে—এই বিশ্বাসই আমাদিগকে সেবায় উৎসাহিত করে। এ বিশ্বাস সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র কৃপা পাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেই কৃপা পাওয়া যাইবে। মূলে বিশ্বাস বা দৃঢ়তা। দৃঢ়তাকেই আঁকড়াইয়া ধরা প্রয়োজন। নতুবা মায়ার আক্রমণে রক্ষা পাওয়া কঠিন। অপরের হরিবিমুখ লোকের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে হইবে না। হরিসেবার অনুকূলে যেটুকু দরকার, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। আমার দিক হইতে সেবাকার্য্যে কোন ত্রুটী না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আমার নিজের কোন ত্রুটী না হইলে ক্রমশঃ দৃঢ়তা আসিবে। বলদেবের কৃপায় হৃদয়ে বল পাওয়া যাইবে। আমরা কেবল কৃপার প্রার্থী হইব, তৎ-পরিবর্ত্তে আর অন্য কোন কিছুর প্রার্থী হইব না, তবেই কৃপা পাওয়া যাইবে।

ভগবানই জীবের প্রাণ। যিনি সেই ভগবানের সেবাশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই জীবন্ত। কিন্তু যেখানে আশ্রয় নাই, সেখানে সেবাহীনতা লক্ষিত হয়; তাহা জীবন্মৃতাবস্থা। হরিসেবকই বলবান্ ও প্রাণবন্ত। তাঁহাদের সঙ্গ করিলে সকলেই প্রাণবন্ত হইতে পারে—ভগবানকে অনুসন্ধান করিবার পিপাসা বলবতী হয়। নতুবা সেবাহীন, প্রাণহীন, রসহীন, বন্ধুহীন জীবন যাপন করিয়া কি লাভ? আমরা দরিদ্র—কৃষ্ণপ্রেমসেবা-লাভে বঞ্চিত জীব। অমৃতের সন্তান বা নারায়ণের সেবক হইয়া আজ আমরা নির্ধন—ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি আছে? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

> ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
> প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
> অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
> নরহরি বিলসই মোর॥
> বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি,
> তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।

এই মহাজন-বাণীতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধ ব্যতীত অর্থাৎ জগদ্গুরুর পাদপদ্ম ব্যতীত বদ্ধজীবের অন্য কোন সম্পত্তি নাই। এই নিত্যানন্দই—আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার পাদাশ্রয় করিলে, কৃষ্ণের মহাজন শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপা লাভ হইলে ধনবান্ হওয়া যায়—দারিদ্র্য অপসারিত হয়। অন্য বা অনর্থের নিবৃত্তি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাতেই হয়। হরিগুরুবৈষ্ণবের দাস্যই ধন বা সম্পত্তি। তাহাই পরমার্থ, আর বাদবাকী সবই অনর্থ বা স্বপন। বদ্ধজীব আমরা ধনের প্রতি উদাসীন থাকিয়া অনর্থরূপ স্বপ্নকেই বহুমানন করি বলিয়া ইন্দ্রিয়ের দাস্যই আমাদের ভাল লাগে এবং তজ্জন্য আমরা জন্মজন্মান্তর কেবল কষ্ট পাই। এ বিপদ্ হইতে আমাদের কেহ নিষ্কৃতি দিতে পারেন না—একমাত্র বিপত্তারণ শ্রীগুরুদেব ব্যতীত।

কাহারও বড় প্রতিষ্ঠা দেখিয়া অসহিষ্ণু হইতে হইবে না। গুরুবৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট ভোজী দাসদ্বয়ে আমাদের হৃদয়ে সেরূপ বলবতী স্পৃহা যেন বিন্দুমাত্রও স্থান না পায়। আমরা যেন সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৈঙ্কর্য্য করিতে পারি—ভক্তসেবাপর হইতে পারি। যিনি ছাড়া বিশ্বে আমাদের বন্ধু বলিতে আর কেহ নাই, সেই জগদ্বন্ধু শ্রীগুরুদেবের করুণার কথা যেন আমরা এক মুহূর্ত্তও বিস্মৃত না হই। "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে"—এই সম্বন্ধজ্ঞানে নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যেন প্রভুর সেবা করিতে পারি। তৃণাদপি সুনীচতার কদর্থ আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া যেন আমাদিগকে বিপথগামী না করে। বিষ্ণুবৈষ্ণবের নিন্দা শুনিয়াও তৃণাদপি সুনীচতার ভাণে আমরা যেন সহনশীলতা দেখাইতে গিয়া অনধনোরঞ্জন না করি। আমরা যাহাকে তৃণাদপি সুনীচতা মনে করিয়া গুরুবর্গের প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতাকে দাম্ভিকতা মনে করি, তাহা কপটতা ছাড়া কিছু নয়। গুরুদাসানুদাসাভিমানে প্রতিষ্ঠাই তৃণাদপি সুনীচতা। বৈষ্ণবদাসগণের ইহাই লক্ষণ। তাই তাঁহারা আচার্য্য, গুরু ও বৈষ্ণব-নিন্দাকারীকে প্রশ্রয় দেন না, ধর্ম্মের নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইতে দেন না—পরন্তু বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজী

দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের এ-সকল অবৈধ কার্য্যে বাধা প্রদান করিবার জন্য অগ্রসর হন, চীৎকার করিয়া লোকসমূহ জনগণকে সতর্ক করিয়া দেন। কপটগণের সকল কপটতা নিষ্কপট গুরুদাসগণের নিকট ধরা পড়িয়া যায়। তাঁহারা যখন এই-সকল অপসম্প্রদায়-কার্য্যে ব্রতী হন, তখন মনোধর্ম্মী জীবকুল তাঁহাদের বাক্ রোধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, জগৎ হইতে ভক্তি ও ভক্তকে উড়াইয়া দিতে চায়। এমন কি, শুদ্ধভক্তগণকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে বা তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। তখন তাহারা 'চোর বলে ঐ চোর'-নীতি অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চায়। কিন্তু সময় হইলে ভগবানের ইচ্ছায় তাহাদের সকল কপটতাই ধরা পড়িয়া যায়। ভক্তগণ তাহাদের এই-সকল কার্য্যকলাপ দেখিয়া চুপ করিয়া থাকেন, সেই-সকল বাজে কথায় সময় না কাটাইয়া তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করেন—গুর্ব্বৈষ্ণবভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করেন। বৈষ্ণবগণ কখনও হরিগুরু-বৈষ্ণবের মর্য্যাদালঙ্ঘন সহ্য করেন না, ভক্তবর্গের নিন্দা শুনিতে পারেন না। তাই তাঁহারা তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন।

সন্দিগ্ধচিত্তের দুর্গতি

——::(::):——

গুরুবৈষ্ণব করুণাময়। ভগবানের অনুগ্রহ জগতে সাধুরূপে বিচরণ করেন। গুরুবৈষ্ণবই সাধু। এই করুণাময়গণের কৃপাদৃষ্টির মধ্যে না পড়িলে—কৃপাকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে না পারিলে জীবের মঙ্গল হয় না। করুণাময়ের করুণা-আকর্ষণের প্রধান পরিচয়—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা—শরণাগত হওয়া। যাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় হয় নাই, তাঁহার মঙ্গলের কোন উপায়ই নাই। দুঃসঙ্গ হইতে—সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যখন জীব ভজনরাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যখন আর গুরুপাদপদ্ম ও তৎপার্ষদগণ বৈষ্ণবগণের সহিত সম্প্রযুক্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা করিতে থাকে, তখনই তাহার সর্ব্বানর্থনিবৃত্তি হয়। সংসার অনর্থ। অনর্থ-নিবৃত্তি না হইলে হরিভজন হয় না। অতএব মঠে থাকিয়া—সংসারের মধ্যে থাকিয়া কিরূপে অনর্থনিবৃত্তি বা সংসারক্ষয় হইবে? সর্ব্বপ্রভুর হৃদয়েই অনর্থনিবৃত্তি হয়। দুঃসংসার ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের সেবকগণের কৃপাশাসনে শাসিত হইতে হইলেই জীবের সংসারনিবৃত্তি হইবে। গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে চক্ষুদান হয়। 'আশ্রয় লইয়া ভজে। তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।' এই আশ্রয় দুই-দশ বৎসর বা দুইদশ জন্মের জন্য নহে। এই আশ্রয় নিত্যকালের আশ্রয়। নিত্যকাল প্রভুভৃত্য সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া থাকাই গুরুপাদাশ্রয় করা আশ্রিতেরই মঙ্গল হয়। আশ্রিতই শিষ্য। শিষ্য কখনও গুরুপাদপদ্মকে ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতে পারেন না। গুরুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নিত্য। সেখানে ছাড়াছাড়ির কোন কথা নাই। যেখানে গুরু, সেখানে শিষ্য, আবার যেখানে শিষ্য, সেখানে গুরু। যাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভিন্ন অন্য আশা, অন্য লক্ষ্য নাই, তাঁহাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কখনও ছাড়েন না। আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ছাড়িয়া দিই বলিয়াই আমাদিগকে মায়ার লাথি খাইতে হয়। কিন্তু নিষ্কপট ভক্তগণ স্বপ্নেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হন না।

আমরা অনেক সময় মনে করি—গুরুবৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপা করেন না। তাঁহারা আমাকে পর মনে করেন, সন্দেহের চক্ষে দেখেন। বাস্তবিক যখন আমরা এইপ্রকার চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তখন আমরা এক হতাশার রাজ্যে উপনীত হই, হরিভজনের কোন আশাই থাকে না। তখন মনে হয়, মঠে থাকিয়া আর কি হইবে? মঠে থাকিয়া ত' হরিভজন হইলই না, সুতরাং বাড়ী যাওয়াই ভাল। বাড়ীতে যদিও হরিভজন বা গুরুসেবা হয় না, তথাপি মঠে থাকিয়া অযথা মাত্রার অপেক্ষা বাড়ী চলিয়া গেলে মঠের বোঝা কমিবে। গুর্ব্বৈষ্ণবের প্রতি সন্দেহ হইতে এইপ্রকার বহুশাখী চিন্তার উদয় হয়। কিন্তু যদি পরক্ষণেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া মনে ভাব,—'হে গুরুদেব, আমি অতি অযোগ্য, অতি পামর, অতি বহির্ম্মুখ, আমি কোথায় যাইব? আমাকে কে আশ্রয় দিবে? আপনার কৃপাময় বাণী ভিন্ন পামর বহির্ম্মুখ আমার মঙ্গল কিপ্রকারে হইবে? মঙ্গলের পথ ত' একটি, আশ্রয়স্থল ত' একটী, সুতরাং আমি আর কোথায় যাইব? যদি আমাকে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে? জগতে আমার ত' আর কেহ নাই, যে আমাকে হরিভজনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করিবে—এইরূপে যদি গুরুপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করি, তখন দেখিব, সমস্ত এক নব আশার আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে—প্রাণে একটী নূতন প্রেরণা আসিয়াছে। আমরা নিজেরা গুর্ব্বৈষ্ণবে সন্দেহ করি বলিয়া নানাপ্রকার হতাশা-নিরাশা আসিয়া আমাদিগকে গুর্ব্বৈষ্ণবের শ্রীচরণসেবায় অনীহার উদয় করাইয়া সেবা হইতে বিচ্যুত করে। এ সময়েই আমার মায়া। মন প্রতি মুহূর্ত্তেই সেবায় বাধা দেয়—গুর্ব্বৈষ্ণবে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় করায়। যখন মন আমাদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখায়, তখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"মনটা অনেক সময় নানাপ্রকার বদ্মায়েসি করে, প্রলোভন দেখায়, বক্তা করে, হতাশ হইয়া পড়ে, কি করিব—কিছুই খুঁজিয়া পাই না। সেই সময় জীবন-সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুবর্গের নাম প্রাণের আর্ত্তির সহিত চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে যদি স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা পথ দেখাইবেন তখন আলোর আলোকিত রাজপথ দেখা যাইবে। তাঁহারা দয়া করেন। তাঁহাদের এমন কোন স্বার্থ নাই যে দয়া করিবেন না। নামের এমন শক্তি আছে, যাঁহার কীর্ত্তন অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলিকে ছাপাইয়া যায়।"

বিশ্বাসঘাতক মন আমাদের অনেক সময় নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া আমাদিগকে বিপদে ফেলে, বন্ধুকে শত্রু এবং শত্রুকে বন্ধুরূপে প্রচার করাইয়া নিত্যমঙ্গল হইতে চিরবঞ্চিত করে। একদিন যাঁহাকে নিত্য পিতা, নিত্যবন্ধু বলিয়া বরণ করিলাম, একদিন যাঁহাকে আমার নিত্যজন বলিয়া ধারণা অন্তরে সর্ব্বস্ব সমর্পণে উদ্গ্রীব হইলাম, যাঁহাকে নিত্যবান্ধব, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া জানিয়া তাঁহার সেবার জন্য ব্যস্ত থাকিলাম, পরক্ষণেই তাঁহাতে আবার নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়; তখন আর আমার বন্ধুকে বন্ধু মনে হয় না—তাঁহার কথা ভাল লাগে না। এইভাবে প্রতারক মন আমাদিগকে সর্ব্বদা প্রতারিত করিতে চেষ্টা করে। বাস্তবিক দোষ আমাদের নিজের। নির্দ্দোষ গুর্ব্বৈষ্ণবগণের কোন দোষ নাই। হরিভজনের এমন সুযোগ কেহ কখনও পায় নাই। গুর্ব্বৈষ্ণবগণের এমন করুণাময় গুরুমূর্ত্তি, কৃপাময় প্রতীক স্নেহশাসনে থাকিয়া হরিভজন করিবার—নিজেদের সংশোধন করিবার এমন সুযোগ জগতে কাহার ভাগ্যে হইয়াছে? সর্ব্বস্বত্যাগ পর জগৎ অতিক্রমণের পর যাঁহার সেবা নিত্যকাল করিতে হইবে, সেই নিত্যপ্রভু আজ বদ্ধাবস্থায় আমার শাসক, নিয়ামক, পালক হইয়াছেন। তিনি আজ কৃপাপূর্ব্বক আমার মায়াজাল ছিন্ন করিয়া তৎপাদপদ্মের সেবাপ্রদান করিতে উদ্গ্রীব হইয়াছেন। কিন্তু হায়! হতভাগ্য আমি কি করিলাম। নিত্যপ্রভুকে পাইয়া—নিত্যজনকে পাইয়া আমি তাঁহার কি করিলাম! নিত্যপ্রভুতে আমার সন্দেহ, অবিশ্বাস এখনও গেল না। তিনি চাহিয়াছেন—আমাকে সংশোধিত করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিতে, কিন্তু আমি তাঁহার নিকট হইতে ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইতেছি। আমি তাঁহার শাসনকে কৃপা বলিয়া বরণ করিতে এখনও পারিতেছি না। কৃপাময় প্রভু আমার সেবাবিমুখতা-দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আমাকে কৃপা-শাসনে সংশোধিত করিয়া সত্ত্ব-সত্ত্বই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিতে যত চেষ্টা করিতেছেন, আমি ততই তাঁহার সেই অপার শাসন-গ্রহণে অমনোযোগী হইয়া তাঁহাতে হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছি। কখনও তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে শাসন করিলে, আমি সেই শাসন গ্রহণ করিতে পারিব না মনে করিয়া (আমাকে লক্ষ্য করিয়াই) সমষ্টিগতভাবে আমার সেই দোষগুলি বাহির করিয়া অস্ত্রোপচার করেন, কখনও বা ভক্তিমতের সামান্য ত্রুটিকে অবলম্বন করিয়াই আমাকে সংশোধন করিতে তৎপর হন। হতভাগ্য আমি সেই দোষগুলি আমার নহে, অপরের মনে করিয়া কখনও বা ঐসকল দোষ কিছু কিছু আমাতে থাকিলেও অন্য লোকের আমাপেক্ষা অধিক-পরিমাণে আছে, ভাবিয়া আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই কৃপাগ্রহণে অসমর্থ হই। তাই বলিতেছি দুষ্ট মন! দুর্দিন চলিয়া যাইতেছে; এমন সুযোগ কি আর কখনও পাইবে?

দেখিতেছি, যখনই আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ছাড়িয়া দিই, যখনই তাঁহার প্রতি সন্দেহ বা অবিশ্বাস করি, যখনই তাঁহাকে পর মনে করি, তখনই আর মঠবাসের ইচ্ছা থাকে না—সংসারে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মই মঠ। তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পিতাত্মাই মঠবাসী। গুর্ব্বৈষ্ণবগণই প্রকৃত মঠবাসী। মঠবাসী বা ভক্তবাসী না হইলে মঠাচার্য্যদেবের সেবা হয় না। এইরূপ মঠবাসী হইবার একমাত্র উপায় মঠবাসিগণের শিক্ষায় আকৃষ্ট হইয়া তদনুসারে জীবন যাপন করা। তাঁহাদের শ্রীচরণে আনত হইলেই তাঁহারা উপদেশবাণীদ্বারা আমাদিগকে সংশোধিত করিয়া প্রকৃত মঠবাসের সুযোগ দিবেন। আমাদের মঠবাস তখনই হইবে—যখন আমাদের দেহাত্মবোধ থাকিবে না, যখন 'আমি ত তোমার', তুমি ত' আমার'—এই জ্ঞান হইবে। যখন শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর "শ্রীগুরুরূপ-প্রিয়জন, অন্যেরে জান মন, তোমা নাথ' পাকড়পাবন।"—এই বাণী উপলব্ধি করিতে পারিব, যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিব না, তখনই আমাদের বাস্তব মঙ্গল হইবে। আমি না শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপার বলে ভজনে উৎসাহী আকৃষ্ট হইতে পারিব।

সাধুকৃপাই সকল মঙ্গলের আকর। সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির অঙ্কুর—অভিষ্টলাভের একমাত্র উপায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাধুতেই যদি সন্দেহ থাকে, তবে অমঙ্গল অনিবার্য্য। সন্দিগ্ধচিত্তের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব সন্দিগ্ধচিত্ত না হইয়া সাধুর প্রতি নির্ভরতাই একমাত্র মঙ্গলের উপায়, সাধুর আনুগত্যে থাকিতে হইবে।

ম্নাৎসৌভাগ্যের পরিচয়। ভাগ্যহীন জনগণই ভিতরে ভিতরে সন্দেহ পোষণ করে। তাঁহাদের সঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকিয়া দূরচিত্তের সঙ্গই ভাল।

শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ

——:০:(০):০:——

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-সখা অর্জ্জুন অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু। এই অভিমন্যুর পুত্রের নামই পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিৎ যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন অর্জ্জুনের অস্ত্রশিক্ষা গুরু দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে গর্ভস্থ শিশুটীকে রক্ষা করেন। বিষ্ণুকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া বালকের নাম বিষ্ণুরাত।

পরীক্ষিৎ রাজা হইয়া একদিন মৃগয়া করিতে করিতে খুব ক্লান্ত হইলেন। নিকটে কোন জলাশয় দেখিতে না পাইয়া শমীক-মুনির আশ্রমে জলপানার্থ প্রবেশ করিলেন। মুনি ধ্যানস্থ ছিলেন। সুতরাং রাজাকে অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না। রাজা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট হইয়া আশ্রম হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় একটী মৃত সাপ দেখিতে পাইলেন। রাজা ঐ সাপটী মুনির স্কন্ধে ঝুলাইয়া দিয়া গেলেন। শমীক-মুনির পুত্র শৃঙ্গী ঐ কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া এই বলিয়া অভিশাপ দিল,—"যে আমার পিতার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহাকে আজ হইতে সপ্তম দিনে তক্ষক সর্প দংশন করিবে।" মুনির ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি এই কথা শুনিয়া পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"পরীক্ষিৎ রাজা ভাগবত, তাহার উপর আবার অভিশাপ; তাঁহাকে শাপ দেওয়া অন্যায় হইয়াছে।"

এদিকে পরীক্ষিৎ রাজধানীতে ফিরিয়া নিজের অন্যায় আচরণ স্মরণপূর্ব্বক নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এমন সময় শমীক-মুনির শিষ্য আসিয়া রাজাকে জানাইলেন যে, মুনিপুত্রের শাপে রাজার সপ্তমদিনে মৃত্যু হইবে। রাজা মৃত্যুসংবাদে একটুও দুঃখিত হইলেন না। পূর্ব্বেই তিনি সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন। যে সংসারে ভক্ত ও ভগবানের সেবা আছে, সেই সংসারেই আনন্দ বিরাজমান, নচেৎ সংসারে বাস করা বৃথা। রাজার স্বর্গের প্রতিও আস্থা ছিল না। কারণ, স্বর্গেও চিরস্থিতি নাই—স্বর্গ-সুখভোগের নির্দ্দিষ্ট কাল সমাপ্ত হইলে দেবতাদের পর্য্যন্ত স্বর্গ হইতে পতন হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের সেবা লাভ হইলে যে আনন্দের আর শেষ নাই; প্রতিদিনে আনন্দ বাড়িতে থাকে। সুতরাং রাজা এখন মৃত্যুর ও স্বর্গসুখভোগের আশা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের সেবাকাঙ্ক্ষী হইলেন এবং গঙ্গা-

তীরে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিলেন। এই কথা শুনিয়া অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, ভৃগু, পরাশর, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা, গৌতম, বেদব্যাস, নারদ প্রভৃতি বহু মুনি ঋষি শিষ্যগণসহ তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার কার্য্য অনুমোদন করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার মৃত্যুকাল খুব নিকটবর্ত্তী, অতএব আমার পক্ষে কোন কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলপ্রদ হইবে, তাহা উপদেশ করিতে আজ্ঞা হয়।" এই কথার উত্তরে এক একজন মুনি এক একপ্রকার কার্য্যের উপদেশ প্রদান করিলেন। কেহ বলিলেন যাগ-যজ্ঞ, কেহ বলিলেন অষ্টাঙ্গযোগ, কেহ তপস্যা, কেহ দান—এইরূপ যাঁহার মনে যেটী ভাল বোধ হইল, তিনি সেইটীই উপদেশ করিলেন। রাজা কাহার কথা শুনিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এমন সময় পাগলের ন্যায় উলঙ্গ একটী ষোল-বৎসরের বালক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পাছে পাছে কতকগুলি বালক ঢিল ছুড়িতেছিল ও নানা-প্রকার বিদ্রূপ করিতেছিল। মুনিগণ তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিলেন। রাজাও তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিলেন। ইহা দেখিয়া বালকগুলি পলাইয়া গেল। এই পাগল বালকই শ্রীব্যাসদেবের পুত্র শ্রীশুক-দেব গোস্বামী। ইনি সকল ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন বলিয়া ইঁহাকে গোস্বামী বলা হয়। ইঁনি সকল বর্ণ ও আশ্রমের অতীত বলিয়া পরমহংস বা অবধূত বলিয়া কথিত হন। পরীক্ষিৎ পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে জীবের পরম মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীশুকদেব বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ আপনি যে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সকলেরই জানা উচিত। গৃহাসক্ত লোকদিগের অনেক বিষয় জানিবার আছে, কিন্তু তাহারা ভবিষ্যতের কথা একবারও চিন্তা করে না। ইহারা দিনের বেলা অর্থোপার্জ্জন ও কুটুম্বভরণ এবং রাত্রি নিদ্রা ও বিলাসে কাটাইয়া দেয়। এইরূপে তাহাদের পরমায়ু চলিয়া যাইতে থাকে। ইহারা কি নির্ব্বোধ! চোখের সম্মুখে পিতা, মাতাসহ প্রভৃতির মৃত্যু দেখিয়াও বুঝিতে পারে না যে, তাহাদেরও মরিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিজের ও সর্ব্ব জীবের পরম মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বদা ভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাঁহারাও হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আনন্দ লাভ করেন। আর আপনার নিকট যে কথা বলিতেছি, ইহা ভগবানের স্বমুখের কথা—ইহাকে 'ভাগবত' বলে। আমি আমার পিতার নিকট হইতে এই কথা জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত ছিলাম, কিন্তু ভগবানের কথা আমার চিত্তকে

পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছে। আপনার সাত-দিন মাত্র পরমায়ু আছে। এই জন্য ভাবিবার কিছু নাই। খট্বাঙ্গ রাজা মুহূর্ত্তকাল মাত্র আয়ু বাকী আছে জানিয়া ভগবানের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিয়া শান্তি পাইয়াছেন। বহুলোক বোধ হয় শরণের পর কোন ভাগ্যফলে মঙ্গলপথ লাভ হয়। মানুষের মধ্যে যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারাই ভগবানের কথা শ্রবণ করেন। যাহারা নির্ব্বোধ, তাহারা ভগবানের সেবায় মন না দিয়া নানা কামনায় পরবশ হয় ও কামদাতা দেবতাগণের আরাধনা করে। যাঁহারা ভগবানের অহৈতুকী সেবা-ছাড়া আর কিছুই চান না, তাঁহারাই ঐকান্তিক ভক্তিযোগে পরম পুরুষ পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করেন। সূর্য্য এক একদিন অস্ত যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আয়ুঃ হইতে থাকে। যিনি হরিকথায় দিন অতিবাহিত করেন, তাঁহার আয়ুরই সার্থকতা। কেবল বাঁচিয়া থাকা, শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া, খাওয়া-দাওয়া শোয়া কি মহত্ত্বের কাম? বড় বড় গাছ গুলিও অনেকদিন বাঁচিয়া থাকে, কামারের জাঁতাও শ্বাস-প্রশ্বাস বহন করে, গ্রাম্য পশুগণও খায় দায়, ইন্দ্রিয়তর্পণ করে। শূকরের কাছে বিষ্ঠা যেমন উপাদেয়, মানুষের নিকট ভাল ভাল খাদ্যও তেমনই উপাদেয়। পশু-পক্ষিগণও নানাস্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য কুড়াইয়া আনিয়া নিজ নিজ শাবকদিগকে লালন-পালন করে। যাহারা ভগবদ্বিমুখ, তাহারা কুকুরের ন্যায় ঘৃণ্য জীবন যাপন করে, শূকরের ন্যায় কুখাদ্য গ্রহণ করে, মক্ষিকাজন্তুর উষ্ট্রের ন্যায় সংসারে প্রপীড়িত হইয়াও সংসারের আসক্তি ত্যাগ করিতে পারে না। তাহারা গর্দ্দভের ন্যায় অপরের জন্য পরিশ্রম করিয়া থাকে কিন্তু নিজে প্রকৃত বস্তু আস্বাদ পায় না। যাহার কাণে হরিকথা প্রবেশ করে না, তাহার কাণ দুইটী কাণা-কড়ির ছিদ্রের মত। শ্রীভগবান্‌ই আমাদের ইন্দ্রিয়পতি। সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতির সেবা করাই ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা। যে জিহ্বা হরির গুণগান করে না, সেই জিহ্বা অসতী ও ভেকজিহ্বার ন্যায় কদর্য্য করিয়া যমকে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে মাত্র। মণি-মুক্তা-খচিত মুকুটশোভিত মস্তকও যদি ভগবান্ ও ভক্তের চরণে প্রণত না হয়, তবে তাহাও মুটের বোঝার ন্যায় ভার মাত্র। যে হস্ত বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়াও ভগবানের মন্দির মার্জ্জনা করে না, তাহা শবের হাতের মত। ময়ূর পুচ্ছে চোখ থাকে, কিন্তু তাহা যেমন দেখিতে পায় না, তদ্রূপ যে চক্ষু ভগবানের দর্শন করে না, তাহাও ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়। যে পদদ্বয় হরিমন্দিরে গমন করে না, তাহাও পদদ্বয় বৃক্ষের ন্যায়। যাহার হরি-কথা-শ্রবণে অশ্রু পড়ে না, তাহার অন্তঃকরণ পাষাণবৎ কঠিন। সুতরাং মনুষ্য জীবনে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীহরির সেবাই পরম

মঙ্গলপ্রদ ও একমাত্র কৃত্য"। পরীক্ষিৎ মহারাজ এই ভাগবতবাণী শ্রবণ করিয়া পরম-মঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীমঠ-অঙ্গনে শ্রীল শ্রীধরপণ্ডিতের তিরোভাব-উৎসব

গত ১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন, রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাদিবস শ্রীগৌর পার্ষদ শ্রীল শ্রীধর ঠাকুর ও শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব শ্রীল শ্রীধর ঠাকুরের অঙ্গনে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে আকুমঠাগ্রাম শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসেবক তীর্থ মহারাজ-প্রমুখ বহু মঠসেবক তথায় গমন করিয়া শ্রীল শ্রীধর ঠাকুরের পূত চরিতকথা, তাঁহার অতুলনীয় গৌর-প্রীতি, তাঁহার আহৈতুকী অতুলনীয় গৌর-সেবা-প্রাণতা প্রভৃতি এবং শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের বিষয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে আলোচনা করেন। যথাসময়ে মঠসেবকগণকে ও সমাগত ভক্তবৃন্দ সজ্জনগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। গৌরমণ্ডলের প্রায় সমস্ত মঠ হইতেই সেবকগণ এই উৎসবে যোগদান করেন।

কাকদ্বীপে প্রচার

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ পাতঞ্জলি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ ২৪ পরগণা-জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া গত ২১শে মে, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতি-বার দিবস কাকদ্বীপ-নামক সহরে গমন করেন।

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১০ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত পুকুরবেড়-গ্রামে সনাতনধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। পরদিবস আমতলা গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ দাস মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ২০শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কাকদ্বীপে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা হয়।

গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত যথাক্রমে তাঁকলো বাজারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, বিশালাক্ষী-পুরে শ্রীযুত অক্ষয়মোহন রায়ের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা তৎপরে ভুবননগর এম. ই, স্কুলে মানবজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, পরে ডাঃ সুধাময় দাস মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীমদাদিন উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। প্রত্যহ সভায় প্রায় শত শত সম্ভ্রান্ত লোক ও ভক্ত মহিলা যোগদান করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারের প্রতি লাইনে	।০	৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
ইঞ্চি	২৲	১৷০	সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	এক কলম	৩৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আম্নায়নির্দ্দেশক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আম্নায়পরায়ণ এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগটিকাচ্ছন্ন এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে যোরো-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

দেহাশার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে,-আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বাঙ্গলায় শিক্ষার প্রসার

১৯৩৯-৪০ সালের বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বক্ষেত্রে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কোন কোন বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে। ৩২টি প্রাথমিক ট্রেণিং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দার্জিলিং, বগুড়া, পাইবান্ধা, বাঁকুড়া, হুগলী ও নদীয়া মুন্সীগঞ্জ সিউড়ি-মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। কলিকাতায় দুইটি নারী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে তপশীল শ্রেণীর হিন্দু ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এই বৎসর বাঙ্গলার একজন ফিজিক্যাল ডিরেক্টেস নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং নারীদের ব্যায়াম চর্চার জন্য একটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে।

কোরিয়ায় জাপানের নব-বিধান

কোরিয়া বর্ত্তমানে অধিকতর দরিদ্র ও বাধ্যাতাপ্রস্ত। এখন প্রজারা ও কৃষির বন্দোবস্ত গ্রহণকারিগণ অর্দ্ধ খোরাকে জীবন যাপন করিতেছে।

কোরিয়ানদের নিকট হইতে সবচেয়ে প্রাথমিক মানবতার অধিকারও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। তাহাদের নিজের বাড়ীতেও কোরিয়ান ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারে না। কোরিয়া সামরিক গভর্ণর জেনারেলের দেশ। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন-মৃত্যুর উপর তাহার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব। এই উপদ্বীপে ৪০০,০০০ চারি লক্ষের অধিক জাপানী সৈন্য ও পুলিশ রাখা হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্য হইতে জাপানীরা ২০০,০০০ দুই লক্ষ লোক নিয়োগ করিয়াছে—তাহাদের কাজ হইল নিজ দেশের লোকের উপর গোয়েন্দাগিরি করা। জাপানীরা কোরিয়াবাসীদিগকে চপেটাঘাত ও পদাঘাত করে এবং তাহার জন্য তাহাদের কোন শাস্তি হয় নাই।

আশ্রয়প্রার্থীদিগের জন্য চাকুরী সংগ্রহ

বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণ ও সমর-সভার কর্ম্মিগণ, জাপানের অধিকৃত স্থান এবং অন্যান্য দেশ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগের জন্য চাকুরী সংগ্রহের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

গভর্ণমেন্ট আশ্রয়প্রার্থীদিগকে অগ্রিম টাকা দিতেছেন। সংশোধিত পরিকল্পনা অনুসারে আশ্রয়প্রার্থীর স্থানীয় অবস্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের পদমর্য্যাদার ভিত্তিতে ঐ অগ্রিম টাকা দেওয়া হইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত উহাদের চাকুরী সংগ্রহ না হইবে, ততদিন এই টাকা দেওয়া হইবে।

গভর্ণমেন্টও আশ্রয়প্রার্থীদিগের জন্য চাকুরী সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। সমর-সভার কমিটি এই বিষয়ে ভার গ্রহণ করায় বিভাগীয় সচিবদের কোনও প্রয়োজন হইবে না; কারণ, ভারত সরকারের প্রত্যেক প্রধান বিভাগের প্রতিনিধি স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া এই কমিটি গঠিত।

মাদাগাস্কার ও ইন্দোচীন

ফ্রান্সের সমুদ্রতীরবর্ত্তী সাম্রাজ্যের উপর জাপানী ও বৃটিশের ঘাঁটীর একটা তুলনা করিলে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায়। ইন্দো-চীনের জাপানী ও ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে যে চুক্তি আছে, তাহাতে ফরাসীদিগের উপর নিম্নলিখিতরূপ সর্ত্ত আরোপ করা হইয়াছে :—(১) জাপানী সৈন্যদল ইন্দো-চীনের যে কোন অংশে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মোতায়েন করা চলিবে। (২) ইন্দো-চীনের ঘাঁটিতে কি পরিমাণ জাপানী বিমান থাকিবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। জাপানীদিগের অবাধে সংখ্যা ফরাসী বিমান সরাইয়া লওয়া যাইবে। (৩) প্রয়োজন হইলে জাপানীরা ফরাসী যুদ্ধজাহাজ ব্যবহার করিতে পারিবে। (৪) বিমান-আক্রমণের ফলে যদি কোন ক্ষতি হয়, তবে সে সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য ফরাসীদের উপর থাকিবে। (৫) ইন্দো চীনকে মানচুকো'র ন্যায় টোকিও গভর্ণমেন্টকে সমর্থন করিতে হইবে।

ইহার সহিত মাদাগাস্কারের ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বৃটিশ প্রস্তাব তুলনা করা যাইতে পারে। (১) মাদাগাস্কার ফরাসী দিগেরই থাকিবে। যুদ্ধের পর উহা ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ফিরিয়া যাইবে। (২) যাহারা সম্মিলিত জাতিসমূহের সহিত সহযোগিতা করিতে অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে (৩) সম্মিলিত জাতিসমূহ কর্ত্তৃক মাদাগাস্কারে স্বাধীন ফরাসী রাজ্যের মত সর্ব্বপ্রকার আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং দ্বীপের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রাখা উৎসাহিত করা হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকারী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের
[illegible]

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "প্রতিভা"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিবৃতি'-টীকা 'অনুবাদ'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৯শ বর্ষ { ৬ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৯শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৪ঠা জুলাই, ইং ১৯৪২, শনিবার } ১৬ ১৪৩ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ বামন, অদ্য শ্রীশয়নৈকাদশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:(০):——

হরিভক্তির মূলেই শ্রবণ। শ্রবণ হইলে কীর্তন হয়, আচরণ হইলে প্রচার ঠিক হয়। শ্রবণ আবশ্যক। যাঁহার শ্রবণ হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত শিষ্য। আত্মনিবেদন করিয়া শ্রবণ করিতে হয়। শ্রবণকারী বা শরণ্—াগত। যেখানে আত্মনিবেদন আছে, সেখানে শরণাগতি আছে। শ্রবণই কৃষ্ণকে [illegible] করে। ভগবৎসাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায় শ্রবণ। অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভগবৎসাক্ষাৎকার হয় না। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"কাণ দিয়া দেখিতে হইবে।" শ্রোত্রপথে দর্শন হয়, [illegible] না কৃষ্ণদর্শন হয়। কাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে regulate করে। শ্রীগুরুদেবের পর নাম কর্ণধার। তিনি এমন কোন [illegible] করেন না, যাহা কৃষ্ণের [illegible] নয়। যেখানে কৃষ্ণের কোন [illegible] নাই, সেখানে গুরুদেব যান না। তিনি [illegible] কৃষ্ণসেবাপর—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ।

——

শ্রবণের মধ্যে শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ আছে। শ্রবণের সঙ্গে আবার আচারও আছে। আচার যেখানে, সেখানে সাধুসঙ্গের প্রতি রুচি আসিবেই। অরুচি দূর হইবার একমাত্র উপায় শ্রবণের পর নিজজীবনে তাহা আচরণ। আমাদিগকে সতের আচরণ গ্রহণ করিতে হইবে। সৎ যাহা আচরণ করেন, তাহার নাম সদাচার। সতের নিকট যাহা শ্রবণ করিব, তাহা নিজজীবনে পালন করার নামই আচরণ। সৎ যাহা আচরণ করেন, তাহাই বলেন। ইহাই সতের সত্তা। যত আচারময় প্রচার বা কীর্তন সুষ্ঠু হইবে, ততই বক্তা শুদ্ধ হইবে। এই আচারময় কীর্তনই প্রচার। সাধুদের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও রুচি না হইলে প্রচার সুষ্ঠু হয় না। রুচির ফলে সহজভাবে কীর্তন হইবে। শ্রবণ যাঁহার হইয়াছে, তিনি শরণাগত অর্থাৎ শ্রবণ যেখানে, শরণাগতিও সেখানে। শ্রবণ যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার আর শ্রবণের আশা মিটে না। যেমন শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ সাত দিন যাবৎ সর্বক্ষণ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীব্যাসশিষ্য। তিনি পরমহংসকুলচূড়ামণি। যেমন গুরু, তেমন শিষ্য—যেমন কীর্তনকারী, তেমনই শ্রোতা। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। এরূপ না হইলে কি আর হরিভজন হয়? আমাদিগকে এইপ্রকার উপযুক্ত শিষ্য হইতে হইবে।

——

কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলে তাহার নিকট সে শরণাগত থাকিবেই—Submissive হইবেই। এটা স্বাভাবিক। শ্রদ্ধার সহিত শরণাগতি আছেই। শরণাগতিই শ্রদ্ধার লক্ষণ। সাধুর ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিলানই শরণাগতি। যেখানে সৎসঙ্গ, সেখানেই ভক্তি; আর যেখানে অসৎসঙ্গ, সেখানেই অভক্তি। সেবা-কামনাই সৎসঙ্গ; সেবা ব্যতীত ইতর-কামনা-বাসনা অসৎসঙ্গ। সেবাকামীই সাধুসঙ্গী। কৃষ্ণসুখ-বাঞ্ছাই ভক্তি। এতদ্-ব্যতীত অর্থাৎ স্ব-সুখবাসনাটাই অভক্তি। আমাদিগকে এই স্বসুখকামনা একেবারেই ছাড়িয়া দিতে হইবে ও হৃদয়ে সর্বক্ষণ কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা রাখিতে হইবে। সৎসঙ্গদ্বারা কৃষ্ণসুখকামনা জাগে। কৃষ্ণসুখ-কামনা যাঁহার হৃদয়ে চব্বিশঘণ্টা পূর্ণভাবে বর্তমান, এরূপ সাধুর সঙ্গ করিলে আমাদের সৎসঙ্গলাভের পিপাসাটা জাগিবে। সৎসঙ্গই ভক্তির মূল।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

আমরা অনর্থযুক্ত জীব। অনর্থমুক্ত হওয়ার নামই নির্জনতা। অনর্থ থাকাকালে নিজেকে অনর্থমুক্ত মনে করিয়া সাধুসঙ্গ বা সাধুর আনুগত্য ছাড়িয়া নির্জনভজনে প্রয়াসী হইলে নানা প্রকার উৎপাত ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশা হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। আমাদের যখন অত্যন্ত বহির্মুখ ব্যাপারে উৎসাহ প্রবল, তখন উহাকে দমন করিতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবানুকূল কার্যে নিযুক্ত করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

——

বর্তমান অবস্থায় আমাদের মন কৃষ্ণচিন্তা করিতে পারে না। সুতরাং মনের দ্বারা সেবা করা কঠিন। এতদবস্থায় কায়কে আদৌ বিশ্রাম না দিয়া কিছুক্ষণ নিদ্রা ব্যতীত সর্বক্ষণ গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। কায়ের দ্বারা যে-সকল সেবা হইবে, সেইসকল সেবা কি করিয়া সুষ্ঠুভাবে করা যাইবে, ভক্তিদ্বারা মনকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত সাধুগণের শ্রীমুখে শ্রুত বিষয়গুলি নিজে আচরণ করিয়া কীর্তন করত বাক্যের দ্বারা ভগবানের সেবা করিতে হইবে।

——

ভক্তিযাজনবিধি প্রাকৃত দেহ ও মনের দ্বারা সাধিত কোন ব্যাপার নহে। গুরু ও ভগবানের কৃপায় জীবের আত্মবৃত্তি জাগরিত হইলে তিনি শ্রীগুরুর অনুগত হওয়া সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি যে আনুগত্যময়ী চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহাই ভক্তি। ভক্তি আত্মবৃত্তি হইলেও জীব যেকাল-পর্যন্ত স্থূলসূক্ষ্ম দেহের সহিত সম্বন্ধ রাখেন, তৎকাল-পর্যন্ত তাঁহার আত্মার ক্রিয়া দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মা যখন ভক্তিযোগে ভগবানের উপাসনা করিতে থাকেন, তখন ঐ বাক্য ভক্তির সহযোগে স্তবরূপে ব্যক্ত হয়, মন ভগবদ্রূপের ধ্যান করিতে থাকে এবং দেহে হাস্য-পুলকাদি ভাববিকার প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়সকল তখন ব্যাকুল হইয়া নিজ নিজ বিষয়ের মধ্যে ভগবান্‌কে দর্শন করিতে থাকে। কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি ভগবৎসেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। তবে প্রীতি বা আপনজ্ঞান না হইলে এইসকল প্রাণহীন বাহ্য ক্রিয়াকে ভক্তি বলা যাইবে না। যাহারা সৎ-গুরুচরণাশ্রয়পূর্বক ভক্তির যথার্থ তাৎপর্য ও অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র বাহ্য আচরণ করিবেন, তাঁহাদের স্ব-সুখপর ক্রিয়াকলাপ কৃষ্ণসুখপর ভক্তগণের আচরণের সহিত বাহ্যদৃষ্টিতে প্রায় এক হইলেও এক নহে। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল-পার্থক্য আছে। সুতরাং গুরুকে আত্মসমর্পণ করিয়া গুরুর [illegible] হইয়া বা নিজেকে তাঁহাদের [illegible] কিঙ্করাকিঙ্কর জানিয়া শ্রবণ-কীর্তনাদি এবং ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাযুক্ত হওয়াই আত্মসমর্পণের লক্ষণ। সমর্পিতাত্মা ভগবানের প্রতি অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া যে শ্রবণ-কীর্তনাদি

ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাহা কর্ম নহে। সেবাবুদ্ধি না ভোগপর বুদ্ধি থাকিলে। নিজেকে দীন হীন কাঙ্গাল, সেবাবঞ্চিত বা হরিগুরুজনে বৈষ্ণবের পরিবর্তে প্রাকৃত বা গুরুবাভিমান থাকিলে, গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য ছাড়িয়া স্বতন্ত্র হইয়া চলিলে স্বসুখপর ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান কর্ম অর্থাৎ স্বসুখপ্রয়াসেই পর্যবসিত হইবে।

ভগবৎপ্রীতির সর্বপ্রথম সোপান—শ্রদ্ধা। হরিসেবাদ্বারাই সর্ব কর্ম কৃত হয়—এই শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, তিনি 'ভগবান্ই আমার রক্ষাকর্ত্তা'—এই নিগূঢ় সত্য কথাটি অন্তরের সহিত মনে ও মুখে এক করিয়া বিশ্বাস করেন। তাই তাঁহার কোন ভয় নাই। ভগবান্ই একমাত্র কর্ত্তা—এই বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনি আস্তিক। অন্যের প্রতি নির্ভরতারূপ নাস্তিকতা তাঁহার নাই। তিনি ভগবানের নিকট হইতে নিজের সুখপ্রদ কিছুই প্রার্থনা করেন না। আমি সম্পন্ন, আমি কুলীন, আমি পণ্ডিত, আমার তুল্য আর কে আছে—এইরূপ দুর্বিচার তাঁহার নাই। তিনি তৃণাদপি সুনীচ—'ভক্ত আমি'-অভিমানে প্রবল। তিনি সকল জীবকে গুরু-দর্শন করেন। তিনি ভোগময়ী দৃষ্টিদ্বারা জীবের স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ দর্শন করেন না। তিনি জীবের স্বরূপ দর্শন করেন। তাঁহার চাঞ্চল্য বা বাহ্যদর্শন নাই। তিনি প্রত্যেক জীবে নিত্যসেবক জীবাত্মা ও ভগবদ্বিগ্রহে নিত্যসেব্য পরমাত্মা দর্শন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মাও অতিক্রম না করিলে কৃষ্ণসেবা করা যায় না। ব্রাহ্মণের শোক নাই। যাঁহার শোক আছে, তিনি শূদ্র। বৈষ্ণবের সেবকই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মলোক—অশোক লোক, বৈকুণ্ঠলোক—অভয় লোক, আর অমৃত লোক—গোলোকবৃন্দাবন।

আনুগত্য বা শরণাগতিই বৈষ্ণবধর্মের প্রাণ। শরণাগতি না থাকিলে কখনও অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। শরণাগত হইতে হইলে প্রথমেই দৈন্য চাই। কেন না অতীব অহঙ্কার থাকাকালে জীব কখনই ভগবানের শরণাগত হইতে চায় না। যিনি সমস্ত অতীব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত আছেন, এরূপ অকিঞ্চন ভক্তের নিকটই ভগবান্ প্রকাশিত হন। যাহারা আনুগত্য স্বেচ্ছাচারের পক্ষে ত্যাজ্য, তাহারা ভগবানের সন্ধান পায় না। যিনি গুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার করেন, তিনিই মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি পান। শ্রীগুরুদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সেবাদ্বারা বা ভক্তিদ্বারা প্রকাশিত করেন। আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ব্যতীত বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে আর কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। ভজনহীন বিজ্ঞাংশ জীব শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া নিজচেষ্টায় কখনও শ্রীভগবানের সেবা লাভ করিতে পারে না। জীব যখন আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করে, তখন সে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভগবানের সেবা প্রাপ্ত হয়। তাহাতেই জীবের চরম কল্যাণ অর্থাৎ স্ব-স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই কৃষ্ণসেবাবুদ্ধির অভাব হয়। শুদ্ধভক্তের সহিত কোন রূপানুগের নিষ্ঠার অভাব থাকিতে পারে না। যেখানে রূপানুগত্যের নামে কপট দৈন্য, তথায় কাপট্যের প্রতি আঘাত লাগিলে বিমূর্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। মেকিকে আসল বলিয়া মনে করিলে পরিশেষে অপদস্থ হইয়া পড়িবে। বৈষ্ণবের স্বভাব—আচার্যানুগত্য বা রূপানুগত্য। তাহা মুখে স্বীকার করিয়া পরক্ষণে বৈষ্ণবনিন্দা ভক্তির বাধাদায়। বৈষ্ণবের ছিদ্র থাকিতে পারে—এইরূপ বিশ্বাস যিনি পোষণ করেন, তাঁহার বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা আছে, স্বীকার করা যাইতে পারে না। বৈষ্ণবকে মিঠা বাক্যে আক্রমণ করা দৈন্যের আকৃতি নহে। উহা কপটতা-নামক অবৈষ্ণবতা-বুদ্ধির পরিচালনা মাত্র। অবৈষ্ণবের বিচার—'আমার অবৈষ্ণব ভাবই প্রকৃত বৈষ্ণব। আমার গুরুদেব যখন অবৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া থাকেন, তখন আমিও তদবৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া গুরুসেবা করিব।' ভগবদ্ভক্তগণ এইরূপ গর্হিত বিচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকেন।

পণ্ডিতগণ সমদর্শী। তাঁহাদের বিষম-দর্শন নাই। 'সমা সহ বর্ত্তমানঃ—সমঃ।' মা অর্থাৎ লক্ষ্মী। 'মা' শব্দের তৃতীয়ায় 'ময়া'। সম অর্থাৎ শ্রী-যুক্ত। কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দর্শনই সমদর্শন। সেবাদর্শনই সমদর্শন, আর ভোগদর্শনই বিষমদর্শন। ভোগময়ী অনুভূতিতে বিষম-দর্শন দেখা যায়। সমদর্শনের অপর নাম আত্মদর্শন বা শুদ্ধদর্শন। তত্ত্বতঃ বা অন্যতর পক্ষে। যাঁহারা সমদর্শী, তাঁহাদের প্রাকৃত অভিনিবেশ নাই। জগতের দর্শন বিষম দর্শন। উহা মূর্খ ব্যক্তির দর্শন—উহা দেহাত্মবুদ্ধি লইয়া এক দেহের অপর দেহ-দর্শন। দেহে আত্মবুদ্ধি বা অনাত্মদর্শনই মূর্খতা। বাহিরের খোসার পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি ভেদ থাকিলেও জীবের আত্মার ঐপ্রকার ভেদ নাই। সকল আত্মাই ভগবানের নিত্যদাস। সুতরাং প্রত্যেক জীবের দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বদর্শী হওয়া কর্তব্য।

চিদ্-বল

——::(o)::——

আমরা দুর্বল জীব। বলদেবের কৃপা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। এই বল পাশবিক বল, আসুরিক বল, দৈহিক বল বা মানসিক বল নহে; ইহা আত্মার বল—বলদেবের বল—চেতনের বল। এই বল অনিত্য নহে, ইহা নিত্য। এই চিদ্বল একবার লাভ করিতে পারিলে আর কখনও দুর্বল হইতে হয় না। চেতনের বল কখনও কমে না বা হ্রাস হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। বৈকুণ্ঠনাথ বা বৈকুণ্ঠবাসিগণের নিকটই এই বল পাওয়া যায়। এজগতে সে জিনিষ মিলে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মই এই চিদ্বলের আধার। গুরুদেবের কৃপাই সেই বল। সাধুই চিদ্বলে বলীয়ান্। সেই সাধু সর্বক্ষণ হরিকথা-নিরত—শ্রীনামকীর্তনরত। আমরা যদি সেই সাধুর বল সঞ্চয় করিতে পারি—সাধুর দাস হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে—আমরা বুক ভরেই বল পাইব। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় দেওয়াই ষোল-আনা দেওয়া। যদি চব্বিশ ঘণ্টা ভগবান্কে না দিই—ভগবানের সেবায় না লাগাই, তাহা হইলে সময় বা জীবন বিষাক্তময় ইন্দ্রিয় বা চাতুরের গোলাম অন্য ব্যক্তিকর্তৃক অপহৃত হইবেই। দুর্বল আমি কখনও নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারি না। আমাকে হয় কৃষ্ণ, না হয় মায়া—কেহ না কেহ হরণ করিবেই। সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া যদি সময় সর্বস্ব ভগবান্কে দিতে পারি, তাহা হইলে কেহ ক্ষতি করিতে পারিবে না। নতুবা নিশ্চয়ই হয় মায়ার হাতে পড়িয়াছি, না হয় আজ বা কাল পড়িব, ইহা ধ্রুব সত্য।

হৃদয়ে পূর্ণ দুর্বলতা—বুকে পূর্ণ বল থাকা চাই, নতুবা মঙ্গল হইবে না। কুশল চাহিতে পারিবে না। বলদেবের হওয়াই মঙ্গল হওয়া, বল পাওয়া। যিনি নিজেকে 'বলদেবের আর' বলিয়া জানেন, সেই বলদেবভৃত্যই বলবান্—সবল। বলদেবপ্রভুর সহিত যুক্ত না হইলে কি কেহ সবল হইতে পারে? সেবাই বল। সেবাবিগ্রহ বলদেবপ্রভু বা বলদেব—শ্রীগুরুদেব। সেবা পাইলেই বলপ্রাপ্তি; সেবাপ্রবৃত্তিই বলপ্রাপ্তি। সেবকই সবল। যে জন বুকে ধরেই বল আছে। সেবার মত বল আর কিছুই নাই। সেবা এত বলশালিনী যে, তিনি সমস্ত চিদ্বলের মালিক স্বয়ং ভগবান্কেও পর্যন্ত বশীভূত করেন। জানি না, সেই সেবাসিন্ধুর একবিন্দু আমার এই পাষাণ হৃদয়কে কবে স্পর্শ করিবে ও কবে সেবাবিগ্রহ বলদেবতা শ্রীল আচার্যদেব ও শ্রীল গুরুপাদ কৃপাবিন্দু দিয়া এ পতিতকে উদ্ধার করিবেন, আপন বলিয়া গ্রহণ করিবেন, আত্মসাৎ করিবেন, শ্রীচরণ-সেবা দিবেন।

দেহ ও মন-আত্মা নহে, ইহা অনাত্মবস্তু। আত্মা অক্ষয়ে পূর্ণ, সে মর্ত্যের অন্তর্গত নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ দেহ ও মন মর্ত্যের বস্তু। আত্মা অমৃত পান করেন—তিনি নিত্যকাল ভগবদুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন। ভগবদুচ্ছিষ্টই নিত্য অমৃত আস্বাদ। আত্মা নিজে অমৃত, আত্মার পিতা অমৃত, আত্মার খাদ্য অমৃত, আত্মার আত্মীয়-স্বজন অমৃত। আত্মা বা চেতনের মৃত্যু বলিয়া কোন কথা নাই। অচেতনতা, শবত্ব বা কীর্তনহীনতাই মৃত্যু। ভগবান্কে ভুলিয়াই জীবের দুঃখ। সেই দুঃখভাবের একমাত্র অধিকারী—জীবের অনাত্মপ্রতীতি হইতে জাত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়। তাহাতেই সে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সাধন করিতে করিতে এই শরীরদ্বয়ের ভোগপ্রবৃত্তি দূর হইলে তখন আর জীবকে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। সে তখন সেবার প্রবৃত্ত হইবার সৌভাগ্য পায়। ভোক্তৃ-অভিমান থাকাকাল-পর্যন্ত জীব সেবাবঞ্চিত থাকে। যতদিন ভোক্তৃ-অভিমান, ততদিনই সে বঞ্চিত; আর যেখানে সেবকাভিমান, সেইখানেই কৃপা—ইহাই কৃপা ও বঞ্চনার স্বরূপ।

মন পরিবর্তনশীল; কিন্তু আত্মা অপরিবর্তনীয় নিত্য। মনের কার্য—ভোগ বা নির্ভোগ, আর আত্মার কার্য সেবা। মন একপাদের বস্তু বা তৃতীয়পাদের বস্তু পর্যন্ত জানিতে পারে। চতুর্থপাদের বস্তু বা বৈকুণ্ঠবস্তু জানিবার শক্তি বা অধিকার মনের নাই। কুণ্ঠের মন বৈকুণ্ঠবস্তুর সন্ধান কি করিয়া পাইবে? বৈকুণ্ঠবস্তু অন্ত আত্মাই বৈকুণ্ঠের অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে। এইসব কথা শুনিয়া আমরা অনেকে হতাশ হইয়া পড়ি যে, জড়েন্দ্রিয়ই ত' আমাদের একমাত্র সম্বল। জড়জগতের অভিজ্ঞতা ছাড়া ত' আমাদের আর কিছুই নাই, সুতরাং আমরা ভগবানের সেবা কি করিয়া করিব? ইহাতে হতাশ হইবার কোন কথা নাই; বরং আশাই আছে। আমাদের বর্তমান অবস্থায় ভগবদ্বস্তুর জানা অত্যন্ত কঠিন—ইহা যেরূপ সত্য, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠ বস্তুকে জানিবার যে উপায় আছে, তাহাও সত্য। আমরা এখানে থাকিয়া সে জগতের সন্ধান নিজে নিজে পাইতে পারি না, এ কথা ঠিক; কিন্তু আমরা সত্যানুসন্ধিৎসু হইলে—সে জগতে যাইবার অকপট ইচ্ছা করিলে, সে রাজ্যের লোক এ জগতে আসিয়া আমাদিগকে সেখানকার সংবাদ দিয়া থাকেন। যেমন, আমাদের সুদূর দেশের আত্মীয় স্বজনের সংবাদ পিয়ন আমাদের নিকট আনিয়া দেয়, তদ্রূপ। যাঁহারা সংবাদের জন্য আর্ত, তাঁহাদের নিকট পিয়ন অবশ্যই সংবাদ আনিয়া দেয়। আমরা যদি বাস্তববস্তু চাই, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই পাইব। ভগবানের নিজ-জনগণ বৈকুণ্ঠ-সন্দেশ আমাদিগকে নিশ্চয়ই দিবেন। তবে সেই চিঠিখানির পিয়নটিকে চেনা চাই। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি-

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

পারিভা বা জাগতিক অভিজ্ঞতার দ্বারা বৈকুণ্ঠের দিনকে চেনা যাইবে না। পরন্তু জগতের অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণতা জানিয়া যে রাজ্যের জ্ঞান, সেই রাজ্য হইতে অবতীর্ণ পুরুষের নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক প্রণিধানে সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সাধুগণের মত আমার চিত্ত ব্যাকুল হইলে করুণাময় ভগবান্ই তাঁহার নিজ-জনকে জানিবার, চিনিবার ও ধরিবার শক্তি-সামর্থ্য দিবেন। তবে আমার চাওয়া চাই।

সব ছাড়িয়া অকিঞ্চন হইতে হইবে—শরণাগত হইতে হইবে, নতুবা উপায় নাই। আমি চাই না, তাই শরণাগত হই না। যদি আমি বাস্তবিক মঙ্গল চাহিতাম, তাহা হইলে সকল মঙ্গলাকর সাধুর শ্রীচরণে শরণাগত না হইয়া কি থাকিতে পারিতাম? নিজসুখ বোধ-জ্ঞান ছাড়িতে হইবে, নতুবা সুবিধা হইবে না, আমার আলোক পাইব না। এ-সকল কথা শুনিয়া ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব বা কঠিন মনে করিয়া ভীত হইলে চলিবে না। সত্যবস্তু জানিতে হইলে বুকের খুব বল চাই—সাহস চাই। সাঁতার শিখতে হইলে প্রথমে জল দেখিয়াই ভীত হইলে সাঁতার শিক্ষা করা যাইবে না। শরণাগতি ব্যাপারটী কঠিন নয়। ইহা আমার পক্ষে অতি স্বাভাবিক ও সহজ। শরণাগতির বিপরীত যাহা কিছু, তাহাই অস্বাভাবিক ও ক্লেশকর। তাই ত', এখন কি প্রার্থনা করিব, আমার কি উপায় হইবে—এ-সব কথা কেবল মুখে বলিলে চলিবে না। যাহার যে বস্তু আবশ্যক, সে কি তাহা কেবল মুখে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? যেখানে চাওয়া, সেখানে পাওয়ার জন্য কত ব্যস্ততা, না পাইলে কত কষ্ট! কিন্তু কই আমার মৌখিক চাওয়ার মধ্যে তাহার কিছুমাত্র ত' দেখিতেছি না। সেই-জন্যই বলিতেছি, আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সবল ও সাহসী হইতে হইবে। ভগবানের সেবা হইল না বলিয়া পাগল হইতে হইবে। ভগবানের কথা ভগবানের Agent-এর নিকট হইতে মনোযোগ-সহকারে শুনিতে হইবে। হরিকথা শুনিবার সময় জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা, তর্ক ও কুতর্ক প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ভগবানের পরম শান্তিশালিনী অমৃতময়ী হরিকথা শুনিতে শুনিতে হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অবসাদ কাটিয়া যাইবে—হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সাহস আসিবে, বুকে প্রচুর বল পাওয়া যাইবে। তখন আত্মার সত্যধর্ম শরণাগতি সম্পূর্ণরূপে উদিত হইবে। সেই শরণাগত হৃদয়ে বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের স্বপ্রকাশ বস্তু প্রকাশিত হইবে। এই উপায়েই জানা যাইবে। অন্য কোন পন্থায় সত্য বস্তুর সম্ভাবনা নাই।

দুই একটি কথা

—::(•)::—

শ্রীগঙ্গা পতিতপাবনী ও সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীগঙ্গা-দেবীকে সৃষ্টির আদিতে গোলোকে রাসমণ্ডলে শ্রীরাসমহোৎসবে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-অঙ্গদ্রব-সম্ভূতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণে শ্রীগঙ্গা-দেবী গিরিরাজ হিমালয়ের মেনকানাম্নী পত্নীর গর্ভজাত কন্যা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। দেবগণ দেবকার্য্য-সাধনের জন্য হিমালয়ের নিকট হইতে শ্রীগঙ্গাদেবীকে ভিক্ষা করিয়া লন। পরে কপিলের শাপে সগরবংশ ধ্বংস হইলে বিনতানন্দন সুপর্ণের উপদেশানুসারে অংশুমান্ গঙ্গাকে মর্ত্ত্যলোকে আনিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াও বিফলমনোরথ হন। অবশেষে ঐ বংশে দিলীপ-পুত্র রাজর্ষি ভগীরথ গোকর্ণে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া শ্রীগঙ্গাদেবীকে ভূতলে আনয়ন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—শ্রীবিষ্ণু বলিরাজের যজ্ঞে ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দুইপদে ত্রিভুবন অধিকার করেন। তৎকালে তাঁহার বামপাদাঙ্গুষ্ঠের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের ঊর্দ্ধভাগ বিদীর্ণ হইয়া একটী ছিদ্র হয়; ঐ ছিদ্রপথে একটী জলধারা উদগত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম ধৌত করিয়া সহস্রযুগ-পরিমিতকাল স্বর্গ-শিরোদেশে প্রবাহিতা ছিলেন। ঐ ধারা ভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা বলিয়া বিষ্ণুপদী-নামে কীর্ত্তিত হইতেন। তৎকালে তাঁহার জাহ্নবী, ভাগীরথী প্রভৃতি সংজ্ঞা ছিল না। ধ্রুব ও সপ্তর্ষি-প্রমুখ ভক্তগণ সর্ব্বদা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিতেন। হরিপদপ্রসূতা গঙ্গাধারা আকাশ-পথে চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করিয়া প্রথমে সুমেরু-শিরে ব্রহ্মালয়ে পতিত হন। তথায় চারিধারায় বিভক্ত হইয়া সীতা, অলকানন্দা, বক্ষু ও ভদ্রা—এই চারি নামে সাগরে প্রবেশ করেন।

বিষ্ণু হইতে আবির্ভূতা শ্রীগঙ্গা বিষ্ণুবস্তু। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

"যোহসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপী
জনার্দ্দনঃ।
স এব দ্রবরূপেণ গঙ্গান্তো নাত্র সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপ জনার্দ্দন দ্রবরূপে গঙ্গাবারি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জানিতে পারা যায়,—

বৈকুণ্ঠ বাহিরে সেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে 'কারণার্ণব'-নাম॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত, অপার—তা'র নাহিক অবধি॥
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।
যা'র এক কণা গঙ্গা পতিতপাবন॥

ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত 'আমার' বলিতে আমাদের আর কেহ নাই। তাঁহারাই আমাদের পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন। এ জগতের প্রত্যেক বস্তুই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবক। ইহাই বস্তুর প্রকৃত সত্তা। সুতরাং এ জগতের প্রত্যেক ব্যক্তি ও বস্তুকে ভগবৎসম্বন্ধে দর্শন করাই প্রকৃত দর্শন বা সুদর্শন। সেইজন্য ভক্ত নিজেকে ও বিশ্বের লোককে ভগবদ্দাস বলিয়া জানেন এবং সেই সম্পর্কে তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা ও ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন। তাঁহারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে নিজ ভোগ্য বা দাস মনে করেন না, পরন্তু প্রভুসেবক বুদ্ধিতে তাঁহাদের সেবা করিবার যত্ন করেন। কৃষ্ণদাস ভক্ত কখনও নিজেকে অপরের প্রভু বা কর্ত্তা মনে করেন না। তিনি ভগবদিচ্ছায় নিজের ইন্দ্রিয়চালনা করিয়া থাকেন: তাঁহার শ্রবণ, দর্শন ভোজন, বাসনা প্রভৃতি সবই ভগবৎসুখের জন্যই। ভক্ত নিজ-সুখের জন্য কিছু করেন না; তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণকার্য্যসুখের জন্য তৎপর থাকে। ইহাই ভক্তের ভক্তত্ব।

নিজ চেষ্টায় কেহ কখনও ভক্তির বাধা বা বিপদ্ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন না। সাধুসঙ্গে নিষ্কপটে শ্রবণ-কীর্ত্তনে মনোযোগ দিলে জাগতিক অভাব-অসুবিধার অনুভূতি কম হইয়া যায়। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনেই শিথিলতা ও বিঘ্ন আসিলে অসুবিধা ও বিপদ্ জীবকে আরও ঘেরিয়া ধরে। কৃষ্ণসেবার জন্য যাঁহার আর্ত্তি আছে, তাঁহার জন্য কৃষ্ণই সকল সুযোগ করিয়া দেন। অকপট আর্ত্তি থাকিলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই সকলপ্রকার অবস্থার মধ্যে সুবিধা করিয়া দিবেন। কিন্তু যাহার কৃষ্ণ-সেবার জন্য প্রকৃত আর্ত্তি নাই, লোকদেখান অভিনয় মাত্র আছে, কৃষ্ণমায়া তাহাকে বঞ্চনা করিবেন। সুতরাং বঞ্চিত হওয়া না হওয়া অর্থাৎ সেবা পাওয়া না পাওয়া নিজের অকপট সেবাভিলাষের উপর নির্ভর করে। আমি প্রকৃতই অকপটে সেবাপ্রার্থী হইলে আমি কিরূপে সেবা প্রার্থনায় অপূর্ণ না হইব? নিজের প্রকৃতই অকপট সেবাকাঙ্ক্ষা থাকিলে কখনই কাহারও সেবা-বঞ্চিত হইতে হয় না। যাহারা সেবার পাত্র সকলই অকপট আকাঙ্ক্ষাহীন, তাহারা ত' এখনও হইবার অযোগ্য বাধ্য। সুতরাং তাহাদের সেবাপ্রাপ্তি সম্ভব নয় এবং তাহাদের জন্য কোন প্রশ্নও নাই। বস্তুতঃ সেবাকাঙ্ক্ষা ভগবৎকৃপারই ফল এবং আর সম্পূর্ণ কৃপা পাইয়া থাকিলে সেবাও নিশ্চয় পাইব, সন্দেহ নাই। ভগবানের কৃপা সাহায্য করাই ভক্তগণের চিরন্তন স্বভাব।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::(:•:)::—

মূল মালিকের উপর নির্ভর করিলেই সকল মঙ্গল। আমরা যে যতটা সতর্ক অশরণাগত, সে ততটা ততক্ষণ অমঙ্গলকে আলিঙ্গন ক'রে র'য়েছি। যে মুহূর্ত্তে আমরা শরণাগত, সেই মুহূর্ত্তেই মঙ্গল আমাদের হস্তামলক। গুরু আমাদিগকে জগতে ক্লেশ দিতে আসেন নাই। আমরা নিজেরা কর্তৃত্বে নিজের অমঙ্গল ও ক্লেশ বরণ ক'রেছি। তাঁ'র মঙ্গলময়ী বাণীতে শ্রদ্ধা হ'লেই আমাদের কর্তৃত্বাভিমান বিদূরিত হয়; তখন আর আমরা কসাইর সাঁ'ঝাতে বাধিত হই না. তাঁ'র বাণী শ্রবণের জন্য তাঁ'র শ্রীচরণে শরণাগত হই।

মানুষ যেকাল-পর্য্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবৎপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত না হ'বে, সে-কাল-পর্য্যন্ত মায়াদেবী তাঁ'কে গ্রাস ক'র্বে—বহুরূপিণী মায়া তাঁ'র ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পদার্থ হবেন

অনর্থ নিবৃত্ত না হ'লে কেহ ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হ'তে পারেন না। শ্রবণ-অভাবে শ্রদ্ধা হয় না, শ্রদ্ধা না হ'লে সাধুসঙ্গ হয় না। ভক্তের কথায় যাঁ'দের মনোযোগ নাই, যাঁ'রা ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত, ভোগে কি ক'রে সুবিধা হ'বে, তা'তে মনোযোগী; তাঁ'দের নিজ মঙ্গলের জন্য চেষ্টা নাই। অনর্থ থা'ক্‌লে কেবল ভোগের কথা ভাল লাগে, প্রকৃত প্রস্তাবে প্রয়োজনতত্ত্ব ভাল লাগে না। অসৎসঙ্গ প্রভাবে এই দুর্ব্বুদ্ধি হয়; আর সৎসঙ্গে কৃষ্ণ—ভোক্তা, এই জ্ঞান হয়।

অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে জোর ক'রে প্রসাদ খাওয়াতে হ'বে, যা'র আদৌ ইচ্ছা নাই তা'কে প্রসাদ দিতে হ'বে। প্রসাদ খেতে খেতে কর্ম্মাধিকার লাভ হয়। অতি কিছু-কাল পা'বে ভগবান্ এমন বন্দোবস্ত ক'রে দেন যে, অনেক জিনিষ আপনা হ'তে আসে। ভগবান্ আবশ্যক অনেক দ্রব্য পাঠিয়ে দেন। তিনি যা' দেবেন, তা'ই মাথা পেতে পাওয়া দরকার। মন যদি তাঁহার দরকার অপরিহার্য্য, তখনই প্রাণ দিয়ে সেবক জানান।

চৌর্য্য পরিত্যাগ ক'রে শ্রৌতপথ গ্রহণ ক'র্তে হ'বে—শ্রবণ ক'র্তে হ'বে। তা'হ'লেই ভোগ, দিয়ে পৌঁছাতে হবে না। তা' হ'লে ফাঁকি হ'বে পাওয়া হ'বে। নইলে মন্ত্র যে ক'র্তে ফেলে অনর্থ-পর্য্যন্ত শীঘ্র ছ'ড়তে হ'বে। শরণাগত হ'তে প্রেমসম্পত্তি লাভ আমার পথের পথও সুনিশ্চিততা আছে।

যিনি নিষ্কপটে করেন, তাঁ'রই চক্ষু ফোটে। আমার ক্ষুদ্র চক্ষু। যা' সামনে আছে, আমি তাতেই পৌঁছতে পারি—যেসব আপন কাম ক'র্ছি তা' ভুলে নিজে নিজেকে দাস ব'লে অভিমান ক'র্ছি।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

যাঁ'দের বিষয়ভোগে উদয় হয় নাই, তাঁ'রা নিজে প্রভু হ'য়ে সেবা গ্রহণ করে। যাঁ'রা ভগবদ্ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির ভজনে সাহায্য করেন, তাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'রা ধন্য। যাঁ'রা মুক্ত জীবের আত্মবৃত্তি ভক্তি আশ্রয় না ক'র্‌বেন, তাঁ'রা জন্ম জন্ম ধরে পরের জন্য অনুতাপ ক'র্‌বেন। যখন কোন ব্যক্তি কায়মনে, জ্ঞানকাণ্ডে ও অন্যাভিলাষিতায় আবদ্ধ থাকে, তখন আমরা জা'ন্‌তে পারি যে, সে ম'রে গিয়েছে।

প্রয়োজনসিদ্ধিতে কৃষ্ণ আনন্দিত হন। ভজনগত ব্যক্তিগণের আশ্রয় যদি তাঁ'র সহিত dovetailed (যথাযথ সম্বন্ধযুক্ত) হ'য়ে যায়, তা' হ'লে সেই আনন্দের অংশ অনুগত ব্যক্তিগণের লভ্য হ'বে।

ভগবানকে আশ্রয় করা এক জিনিষ, আর সেবার নামে নিজের খেয়ালে চলা আর একটা জিনিষ। যিনি প্রেমপথের কথা বলেন,—বিষ্ণুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তিনি বাস্তবিক উপদেশক। যিনি তাহা না করেন, অন্য কিছু উপদেশ দেন, তিনি দুঃসঙ্গ। যাঁ'রা নিরন্তর ভগবৎসেবা করেন এবং অপরকে ভগবৎসেবায় উদ্বুদ্ধ করেন, তাঁ'রাই প্রকৃত সাধু, তাঁহাদের সঙ্গই ক'র্‌তে হ'বে।

গুরুদেব সেবা গ্রহণ করুন, ইচ্ছা হয় না করুন, আমি কিন্তু নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁ'র ঐকান্তিকী সেবা ক'র্‌বার জন্য প্রস্তুত থা'ক্‌ব। তিনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তা' হ'লে বু'ঝ্‌ব—আমার অযোগ্যতা, কিন্তু গুরুপাদপদ্ম সত্য। শুধু বিষয় যেন আমাকে গুরুপাদপদ্মের সেবা হ'তে—বাস্তব সত্য গুরুপাদপদ্ম হ'তে ক্ষণিকের জন্যও বিমুখ ক'র্‌তে না পারে। গুরুদেব আমার সেবাগ্রহণ করুন—আমার যেন কোন দুঃসঙ্গ না হয়—আমি যেন গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত না হই। আমার পূজা করবার জন্য চেষ্টা গুরুদেব কতটা গ্রহণ ক'র্‌বেন জানি না; কিন্তু অযোগ্যকে তিনি অধিক দয়া ক'রে থাকেন এই আমার আশা। আমি তাঁ'র অহৈতুকী দয়ার আশায় দিনে গুরুপাদপদ্মের সেবার অধিকতর লোলুপ হ'ব।

যিনি দিব্যজ্ঞান দ্বারা আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে regulate ক'রে কৃষ্ণসেবায়—হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত করেন, তিনি গুরুদেব। গুরুদেব যে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তা' বিস্মৃত হ'লেই নানারূপ অনর্থ এসে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। তখন আবার সেই বৈকুণ্ঠদেবতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট সেই দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জানা'তে হ'বে। কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যলীলায় অবিস্মৃতি হ'তে আমাদের Positive মঙ্গল হ'বে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীপুরুষোত্তমে কীর্ত্তন

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আদেশে গত ২৮শে জুন, ১৩ই আষাঢ়, রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস গৌড়ীয় মিশনের প্রবীণতম প্রচারকবর পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে অগ্রণী করিয়া পুরী-শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে প্রায় ১২। ঘটিকার সময় বিচিত্রবর্ণের পতাকা, মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যের সহযোগে একটি সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীটোটাগোপীনাথের শ্রীমন্দির ও শ্রীযমেশ্বর-টোটা হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে সমবেতে উপস্থিত হন; তৎপর তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ও সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতিপূর্ব্বক সকলে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সমাধাস্থলে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। তৎপর তথায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করেন। অতঃপর তথা হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী "শ্রীভক্তিকুটী"তে আগমন করেন। তৎপর তথায় সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি-পূর্ব্বক নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অর্চ্চা-বিগ্রহ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা প্রার্থনা করিয়া অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকার সময় শ্রীপুরুষোত্তমমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে সমাগত সকলকেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার একাদশ পরিচ্ছেদ হইতে প্রতাপরুদ্রের নিমিত্ত সার্ব্বভৌমের মহাপ্রভু-কৃপা যাচ্ঞা, মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন-দানে অনিচ্ছা-প্রকাশ করিলে রাজার গভীর বিলাপ ও খেদোক্তি, স্নানযাত্রার প্রভুর হর্ষ, অনবসরকালে প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ও একাকী আলালনাথে গমন প্রভৃতি প্রসঙ্গ ঐ দিবস রাত্রিতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

ত্রিদণ্ডিপাদপ্রবর শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীমঠে উপস্থিত থাকিয়া সকলের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীমঠে তাঁহার উপস্থিতি-জন্য মঠসেবকবৃন্দ সেবোৎসাহিত হইয়াছেন এবং উৎসবের সকল কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যত্ন করিতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

বিপজ্জনক এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে :—

গত ১৮ই জুন তারিখের ইস্তাহারে উল্লিখিত এই প্রদেশের কোন কোন বিপজ্জনক এলাকায় অবস্থিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষকে শিক্ষা বিভাগ ৩০শে জুনের পূর্ব্বে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ করিতে বলিয়াছেন। যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী-সাহায্য গ্রহণ করিতে চাহেন এবং এইরূপ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় খুলিতে চাহেন না, ঐ সব সংবাদ পাওয়া গেলে সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করার সুবিধা হইবে।

কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জানাইয়াছেন যে ছুটির পর অল্প সময়ের জন্য যদি তাঁহারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলেন, তাহা হইলে সংবাদসমূহ তাড়াতাড়ি এবং সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হইবে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের উদ্দেশ্য এই যে, শিক্ষা বিভাগ পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাহেন যে, তথ্য সংগ্রহকালে এবং অনুরূপ ব্যবস্থার পরিকল্পনা তৈয়ারীর সময় এই সব শিক্ষালয় যদি খোলা হয়, তাহাতে তাঁহাদের আপত্তি থাকবে না। সরকারী নীতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানদিগের এক বৈঠক হইবে।

অব্যবহার্য্য টায়ার ও টিউব বিক্রয়

টায়ার নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধন করিয়া এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে :—

অব্যবহার্য টায়ার ও টিউব কোনও অনুমোদিত সরবরাহকারীর নিকট বিক্রয় কালে, নিয়ন্ত্রণ আদেশে যে মূল্যের হার নির্দিষ্ট হইয়াছে, বিক্রয়কারী সেই হারে নির্দ্দিষ্ট অবধি মূল্য প্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু যাঁহারা পুরাতন টায়ার ও টিউব দিয়া নূতন জিনিষ ক্রয় করেন, এরূপ অনুমোদিত প্রস্তুতকারকের নিকট ঐ সকল পুরাতন মাল, বিক্রয় কালে, বিক্রয়কারী অনুমোদিত সরবরাহকারীর নির্দ্ধারিত মূল্যের উপর শতকরা দশ টাকা হারে বেশী মূল্য পাইবেন।

আবার শাসন পরিষদের সদস্য নিয়োগের সংবাদ

শাসন পরিষদের সদস্য নিয়োগ সম্পর্কে যে সকল প্রাদেশিক সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত জল্পনা দেখা দিয়াছিল, তাহার সমাধান হইয়াছে। শীঘ্রই সরকারীভাবে ইহা প্রকাশের সম্ভাবনা আছে। স্যার সি পি রামস্বামী আয়ারকে ত্রিবাঙ্কুর হইতে দিল্লী আনিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে। রাজনৈতিক বিভাগের তত্ত্বাবধান ব্যতীতই ত্রিবাঙ্কুরে তাঁহার মন্ত্রীত্বে বহাল থাকিবার এবং ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা অবসান হইলে যদি বর্ত্তমান শাসন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তখন ত্রিবাঙ্কুরে দেওয়ানের পদ লাভের অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। স্যার সি পি রামস্বামী অনুমানাধীন হইবেন। স্যার এডোয়ার্ড বেন্থল রেলওয়ে সচিব এবং স্যার মহম্মদ ওসমান যোগাযোগ সচিব হইবেন। এতদ্ব্যতীত ডাঃ আম্বেদকর, স্যার যোগীন্দ্র সিং এবং ডাঃ খান বাহাদুর সচিব নিযুক্ত হইবেন।

স্যার রামস্বামী মুদালিয়র এবং নবনগরের জাম সাহেব প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ পরিষদের সদস্য হইবেন। তাঁহাদিগকে ভারত সরকার ও নরেন্দ্রমণ্ডলের পক্ষ হইতে সরাসরি কাজ করিবার জন্য অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ভারত সচিবের তাঁহাদের উপর কোন প্রভাব থাকিবে না।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ ব্যবহার

একটি প্রেস কমিউনিকে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশের ৫ প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী প্রত্যেক সংবাদপত্র স্বত্বাধিকারীকে প্রতি মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট ফরমে পূর্ববর্ত্তী মাসে কি পরিমাণ কাগজ মজুত ছিল, আমদানী হইয়াছিল, খরচ হইয়াছিল এবং অন্যভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার একটি সঠিক হিসাব চীফ কণ্ট্রোলার অব ইম্পোর্টসের নিকট দাখিল করিতে হইবে। সংবাদপত্র স্বত্বাধিকারীগণকে সতর্ক করা হইতেছে যে, যদি তাঁহারা নিয়মিতভাবে হিসাব দাখিল না করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ মঞ্জুর করা হইবে না; আবশ্যক হইলে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ ভঙ্গের অপরাধে তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইবে।

সারা বাংলা বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষণা

একটি অতিরিক্ত গেজেটে বাঙ্গলা সরকার সংশোধিত ফৌজদারী আইন (বিশেষ ক্ষমতা) বলে কলিকাতা সহর ও শহরতলী এবং ঢাকা জেলার বাহিরে সমগ্র বঙ্গদেশকে বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকালীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গীতমালা

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "ভক্তিজন"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীভজনরহস্য(?) শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সমিতিতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৯শ বর্ষ ৮ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২১শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৬ই জুলাই, ইং ১৯৪২, সোমবার { ১৫৬শ সংখ্যা

"শ্রীগুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ক'রে কোন দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'রবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'রবে, কোন অংশে কম মনে ক'রবে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ বামন, শর্ব্ব সর্ব্বদ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শরণাগতি বা নির্ভরতাই দরকার। নিজশক্তির প্রতি নির্ভরতাই অনর্থযুক্তাবস্থা, আর ভগবৎপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভরতাই মুক্তাবস্থা বা ভক্তি। শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার ভবিষ্যতের কথা কিছুই চিন্তা করেন না; কারণ, উহা সকলই ভগবানের হাতে। যদি কেহ শরণাগত বলিয়া পরিচয় দিয়া আবার কথা চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাহার শরণাগতি নাই, জানিতে হইবে। বর্ত্তমানে কৃষ্ণেচ্ছায় যাহা সংঘটিত হইতেছে, তাহা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কর্ম্মের কর্ম্মফলই নয়। সুতরাং তাহাতে অস্থির না হইয়া সকলই কৃষ্ণের কৃপা বলিয়া উপলব্ধি করিতে যত্ন করা উচিত। যাঁহারা অকপটে শরণাগত হইয়াছেন, ভগবান্ কৃষ্ণই যে তাঁহাদিগকে চালাইতেছেন, তাহা তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারেন। যত দুঃখকষ্টই আসুক, আমি কিছুতেই ভগবানের সেবা ছাড়িব না,—এইরূপ দৃঢ়সংকল্প আমাদের সকলের হৃদয়ে থাকা উচিত। যে কোন অবস্থাই আসুক না কেন, জীবনে মরণে হরিসেবা ছাড়িতে হইবে না। সকলের মূলে ভগবান্ আছেন, ইহা উপলব্ধি হইলেই মঙ্গল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি নিজ কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে অসুবিধা। প্রীতি বা আপনজ্ঞান থাকিলে ভগবানের দেওয়া দুঃখকেও সুখ বলিয়া মনে হইবে। বিপদ্ বা কষ্টের মধ্যে রাখিয়াই যদি কৃষ্ণের সুখ হয়, তাহাই বরণীয়—ইহাই ভক্তের বিচার।

———

অকিঞ্চন না হইলে শরণাগত হওয়া যায় না। শরণাগত সাধুগণ সকিঞ্চনকে সঙ্গে নেন না। স্ব-সুখকামনাই কিঞ্চনতা, আর কৃষ্ণসুখ-কামনাই অকিঞ্চনতা। সকিঞ্চন ইন্দ্রিয়তর্পণের পথের পথিক, আর অকিঞ্চন শরণাগত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-পথের—শ্রেয়ঃপথের পথিক। এই দুইটী রাস্তা' পরস্পর বিপরীত; সুতরাং সাধুগণ কি করিয়া আমাকে সঙ্গে নিবেন? আমি না গেলে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে না চলিলে তাঁহারা আর কি করিবেন? সেইজন্য মঙ্গল চাহিলে কিঞ্চনতা ছাড়িয়া অকিঞ্চনতা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে—নিজেকে 'অমল আমি' বলিয়া জানিতে হইবে। আমি অমল—আমি নিত্যানন্দের, ইহা বাস্তবিকতা বটে, ইহাই তৃণাদপি সুনীচতা। এই শুদ্ধ অহঙ্কারে বা চিন্ময় অভিমানে সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। ইহাই দাসাভিমান। আমি গুরুবৈষ্ণবের দাস—এই উপলব্ধি যাহার যে পরিমাণে আছে, তিনি সেই পরিমাণে মুক্ত। দাসাভিমানই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। এই চিন্ময় অভিমানেই সংসারমুক্তি হয়। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
সুখেহ যেমন বলে নিত্যানন্দদাস।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্যপ্রকাশ॥
জগতেরে প্রেমদাতা হেন নিত্যানন্দ।
তান হৈঞা যেন ভজোঁ প্রভু গৌরচন্দ্র॥
সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

সাধুর প্রসন্নতা বিধানই মঙ্গললাভের উপায়। কোনপ্রকারে তাঁহার প্রসন্নতা উৎপাদন করিলে পারমার্থিক বৃত্তি স্ফুরিত হয়। জীব কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া [illegible] অবিদ্যাজাত জড়বন্ধন। জীবের যে পরিমাণে ভগবদ্বিস্মৃতি, তাহার চেতন সেই পরিমাণে আবৃত। নীতিশূন্য অপেক্ষা নিরীশ্বর নৈতিক, নিরীশ্বর নৈতিক অপেক্ষা সেশ্বর নৈতিক অবস্থা ভাল বটে, কিন্তু তাহারা কেহই ভগবদুন্মুখ নহে। সাধনভক্তিময় জীবনে কিছু ভগবদুন্মুখতা দেখা যায়। ভাবভক্ত জীবনের পূর্ব্বাবস্থাই সাধকজীবন। শ্রদ্ধাসহকারে সাধুসঙ্গে ভজনপ্রভাবে অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি হয়, ভাবভক্তজীবনই জীব-জীবনের পূর্ণ প্রকাশ। তাহাই পূর্ব্বকথিত চেতন-অবস্থা।

———

মুক্ত অবস্থাতেই কৃষ্ণভজন হয়। অনর্থ থাকাকালে ভজন কি করিয়া হইবে? আমার উপরে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে ভজন আরম্ভ করিয়া জড়ভোগবাসনামূলক কপটতারূপ অনর্থনিবৃত্তির জন্য যত্ন করিতে হইবে। ইহাই যথাযথ ভজন। কৃপাসাপেক্ষ জন যাহাই সাধন। সাধন ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। পূর্ণ অনর্থনিবৃত্তি হইলে সাধন করিতে হইবে, তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ হইবে—'আমি কৃষ্ণের', ইহা বুঝা যাবে।

———

ভগবদ্ভজনেই জীবের চরম কল্যাণ। ভোগেচ্ছাই ভজনের অর্থাৎ সেবার বাধা। যে অবস্থায় ভোগেচ্ছারহিত হওয়া যায়, তাহাই হরিভজনের উপযোগী অবস্থা। হরিভজন আশ্রমাতীত ব্যাপার। উহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপযোগিতা নাই। হরিভক্ত প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ জ্ঞানে পুনঃপুনঃ করিয়া থাকেন, কখনই ভোগবুদ্ধি করেন না। প্রকৃত বৈষ্ণব জীবন্মুক্ত। তাঁহার অবস্থা আশ্রমাতীত, তিনি পরমহংস। তাঁহার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের অভিমান নাই। তিনি জাগতিক সমস্ত ভেদের অতীত। 'আমি বৈষ্ণবদাস'—ইহাই আমার স্বরূপ। যেখানে হরিভজন হয়, সেখানে থাকিয়াই হরিভজন করিতে হইবে। হরিভজনহীন সন্ন্যাসে কষ্টদায়ক হইয়া যাইবে। হরিভজনযুক্ত গৃহই গোলোক। সন্ন্যাসী পরিভ্রমণ করিলে তিনি যুক্ত বৈরাগ্যই করিয়া থাকেন। তিনিই আমাদের আদর্শ।

———

শরণাগত ব্যক্তির অভাব বা আপদ্‌বুদ্ধি থাকিতে পারে না। ভগবদ্ভক্ত কোন বস্তু হইতে ভীত নহেন। তিনি নির্ভীক, নিষ্কাম ও প্রশান্ত। ভগবান্ তাঁহার নিত্য রক্ষক। যক্ষ, রক্ষ, দৈত্য, দানব, মনুষ্য, দেবতা—কেহই তাঁহার কিছু করিতে পারে না। শরণাগত কখনও কাহারও নিকট প্রণত বা ভীত নিযুক্ত হন না। তিনি প্রাপঞ্চিক লোকের স্তুতিনিন্দাকে সমজ্ঞান করিয়া তৎপ্রতি পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

ভগবানের প্রতি বিরক্ত বা নির্ভরশীল না হইয়া সর্বতোভাবে ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভর করেন। শরণাগতের ভয় নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, অশান্তি নাই,—আছে কেবল সেবানন্দের জন্য উত্তরোত্তর আগ্রহ-উৎকণ্ঠা।

সর্বাগ্রে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই আবশ্যক। সম্বন্ধের পরে অভিধেয় অর্থাৎ কর্তব্য নির্ণয় ও অনুষ্ঠান। সম্বন্ধ ও অভিধেয় পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্বন্ধ ব্যতীত অভিধেয় নির্ণয় হয় না। আবার অভিধেয়-যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না। ভগবান্‌ই আমাদের নিত্যপতি। শ্রীগুরুদেব সেই নিত্যপতির সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন। শ্রীগুরুদেবই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা। এই সম্বন্ধজ্ঞানের নামই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান।

শ্রীগুরুদেব নিত্যপার্ষদ। তিনি নিত্যকাল ভগবানের আশ্রিত বিগ্রহরূপে অবস্থান করেন। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি সেই সদ্গুরুর সন্ধান পান। একমাত্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়েই যথার্থ গুরুস্বীকার করেন। তাঁহারা আধ্যক্ষিকগণের ন্যায় গুরুকে অনিত্য বস্তু মনে করেন না। তাই তাঁহারা নিত্যকাল গুরুদেবের আনুগত্যে ভজনা করেন। ভোগীদের কখনও সদ্গুরুর দর্শন লাভ করিতে পারা যায় না। গুরুকৃপাতেই নিত্যসেব্য ভগবৎপাদপদ্ম-দর্শন লাভ হয়। যিনি নিষ্কপটে সত্য-সত্যই ভগবানের শ্রীমূর্তিদর্শন করিতে যান, ভগবান্ তাঁহার নিকট মহান্ত গুরুরূপে আবির্ভূত হন। সুতরাং আমরা যদি সদ্গুরু লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে ভগবানের শ্রীচরণে ব্যাকুলভাবে কাতর প্রার্থনা জানান বিশেষ আবশ্যক। নতুবা অন্য কোন উপায় নাই।

সাধু নির্মৎসর। তিনি কাহাকেও হিংসা করেন না। কেহ তাঁহার অপকার করিলেও উপকার করিয়া তিনি তাহার প্রতিদান দেন। তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিলেও তিনি কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করিয়া সহিষ্ণু হইয়া থাকেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! কেহ কেহ অসৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। সুজনের হিংসা করাই যেন তাহাদের স্বভাব। বাহিরের চেহারা দেখিয়া, সুকণ্ঠস্বর শুনিয়া সাধু-অসাধু চেনা যায় না। কারণ, অসাধুগণও সাধুর ভাব ও কার্যাদির ভাণ করিয়া থাকে। সাধারণ লোক মনে করে যে, এসকল ব্যক্তি যখন অনুষ্ঠান বা হরিনাম (?) করিতেছে, তখন ইহারাও সাধু। এইরূপে সাধারণ জনগণ দুর্জন-সঙ্গ করিয়া অসৎ সঙ্গের প্রভাবে মত-গ্রহণ এবং তাহাদের কথাতেই বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক সত্যের পথ গ্রহণ না করিয়া অসৎকে সৎ মনে করত তাহাদের প্রতি আসক্ত হয়। মায়াও সেই ফাঁক পাইয়া তাহাদিগকে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের নিকট হইতে দূরে রাখেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণেরও গুরুকরণাদির বলাবলি কিছু কম নয়, কিন্তু তাহাদের আনুগত্য বা শরণাগতি নাই। সদ্গুরুর কৃপাপ্রার্থনা গ্রহণ বা আনুগত্যের পরিবর্তে তাহারা স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপনকারী। কে ভক্ত, কে অভক্ত—ইহা বুঝা অত্যন্ত কঠিন। তবে ভজনোন্মুখ হইলে নিষ্কপট জীব চৈত্যগুরুর কৃপায় ইহা বুঝিতে পারে। তখন সে ঐসকল ব্যক্তির কপটতাকে ভক্তি বা সুজনতা মনে করে না।

মানব নিজের দোষ আবরণ করিতে গিয়া নানা ছলনা বিস্তার করিয়া থাকে। চতুর গুরু ব্যতীত অপরে তাহা বুঝিতে পারিবে না। আমরা যদি সেই চতুর ভগবদ্ভক্তের শরণাগত হইতে পারি, তাহা হইলে জগৎ আর আমাদিগকে ঠকাইতে পারিবে না, আমরা শ্রীগুরুকৃপায় সাধু ও অসাধু চিনিবার সৌভাগ্য পাইব। সত্যকে কেউ চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। সত্য স্বপ্রকাশিত বস্তু, তাহা প্রকাশিত হইবেই। আমরা সত্যানুসন্ধিৎসু হইলেই সত্যের সন্ধান পাইব।

অনেক সময় দেখা যায়, যাহার ধন নাই, এইরূপ ব্যক্তি লোকের নিকট নিজেকে ধনী বলিয়া জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত! ধনবানের কিন্তু এইরূপ দুর্বুদ্ধি নাই। ধর্মরাজ্যেও এইরূপ চিত্তবৃত্তির অভাব নাই। আমার হৃদয়ে ভক্তি নাই, কিন্তু বাহিরে ভক্তি দেখাইবার জন্য আমি ব্যস্ত; লোকে ভক্ত না বলিলে মনে শান্তি আসে না। ভগবদ্ভক্তগণ এই বিচারের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা একমতে কাহারও নিন্দা বা স্তুতির ধার ধারেন না। কৃষ্ণ-কার্যের অনুশীলনই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। বিশ্বের লোক তাঁহাদের সেবাপথে যতই বাধা প্রদান করুক না কেন, সেদিকে কোন দৃকপাত না করিয়া তাঁহারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত সেবাপথে অগ্রসর হন।

এ জগতের সবই উল্টা। এ জগতের লোক দোষ ঢাকিয়া নিজের গুণকীর্তনে ব্যস্ত। কিন্তু ভক্তিপথের পথিকগণ কেবল নিজের দোষ অনুসন্ধান করিয়া তাহা সংশোধন করেন এবং অন্যবৈষ্ণবের মহিমা কীর্তন করেন। নিজ গুণগ্রাম বাহিরে প্রকাশ করা ত' দূরের কথা, সেবার জন্য অন্তরেও তাঁহারা ঢাক পিটান না।

———

অভিমান

—:০:(০):০:—

যাহাতে নিজ পরিচয় লাভ হয়, তাহার নাম অভিমান। অভিমান দুইপ্রকার—চিদভিমান ও জড়াভিমান। আমি ভগবদ্দাস—ইহাই চিদভিমান বা সেবকাভিমান। এতদ্ব্যতীত সবই জড়াভিমান। চিদভিমান যেখানে, সেখানে অহৈতুকী সেবাবৃত্তি প্রকাশিত। আর যেখানে জড়াভিমানের প্রাবল্য, সেখানে মানব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য, রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, সবল, দুর্বল, বালক, বৃদ্ধ, যুব, অযুব, ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, যোগী, জ্ঞানী, নৈতিক, অনৈতিক, পাপী বা পুণ্যবান্ প্রভৃতি নানা অভিমানে প্রমত্ত থাকে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের স্বরূপের পরিচয়-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি ভগবদ্দাসানুদাস—ইহাই চেতনের অভিমান—ইহাই তৃণাদপি সুনীচতা। তৃণাদপি সুনীচতা যেখানে, সেখানেই সেবকাভিমান—দাসাভিমান এবং এই দাসাভিমানীই সেবক। যাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি উদিত হইয়াছে, তিনি নিজেকে গুরু-কৃষ্ণের দাস ব্যতীত অন্য কিছু অভিমান করেন না। সেবকের একমাত্র অভিমান এই যে, তিনি অযোগ্য সেবক অথবা তিনি সেবক হইতে পারিলেন না। যিনি সেবা পাইয়াছেন, তিনি কেবল সেবার জন্য সর্বক্ষণ লোল্য-নিবিষ্ট আছেন। সেবায় তাঁহার আশা মিটিতেছে না। সেবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত থাকিয়া তাঁহাকে বিরহ-ব্যাকুল করিতেছে। তাই তিনি বিরহী—বিপ্রলম্ভ-ভাবাশ্রিত, নিরন্তর কৃষ্ণ-কীর্তনরত। তাঁহার জড়দেহের কোন অভিমান নাই। সেবাসুখে প্রমত্ত হইয়া ভগবদ্দাসাভিমানী সেবক সমস্ত জড়ীয় অভিমান ভুলিয়াছেন। একথা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইভাবে বলিয়াছেন,—

পূর্ব-ইতিহাস ভুলিনু সকল
সেবাসুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥

সেবক সেব্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। তাঁহার হৃদয়ে দাসাভিমান প্রবল। দাসাভিমান ব্যতীত অন্য কিছু তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও নাই। তাই তিনি গুরুবৈষ্ণবের নিত্য অনুগত—তাঁহাদের প্রীতিবিধানে তৎপর। তাঁহার জীবন হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাময়। সেবাছাড়া তিনি এক মুহূর্তও থাকিতে পারেন না। এ জগতের রাজ্যের ভার ভগবদ্দাসের স্পৃহা নাই। সেবাসুখের নিকট ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছীকৃত। সেবায় এত সুখ! সেবায় যে কত সুখ, তাহা সেবকই জানেন; বহির্মুখ আমরা তাহা ধারণা করিতে পারি না। সেবা আনন্দময়ী; সুতরাং গুরুকৃষ্ণসেবক বা গুরুকৃষ্ণদাস যে সর্বক্ষণ পরমানন্দময়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেবকের নিজসুখবাঞ্ছা নাই। গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সুখেই তাঁহার সুখ। গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ তাঁহার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। সুতরাং প্রিয়ের সুখ না হইলে তাঁহার সুখ হয় না। ভগবানে তাঁহার এত আন্তরিক প্রীতি।

সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবেই আমাদের জড়াভিমান প্রবল হয়। গুরুকৃষ্ণকৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে জীব নিজেকে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মানুগত দাসগণের অনুদাস বলিয়া উপলব্ধি করেন, হরিজনপদধূলিই তাঁহার সত্তা বলিয়া জানেন। তজ্জন্য সর্বক্ষণ প্রার্থনা করেন—

"[illegible] মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়ো মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥"

অর্থাৎ হে লোকনাথ ভগবন্, হে মধুকৈটভারে! আমার অন্তরের ইহাই ধন, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আপনার অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য বৈষ্ণবের দাসানুদাস, আবার সেই বৈষ্ণবের দাসানুদাস এবং বৈষ্ণবদাসানুদাসের দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন।

সেবকের দাস্যই প্রবল। গুরু বা আশ্রয়-বিগ্রহ-অভিমান সেবকের নাই। নিজেকে আশ্রয়বিগ্রহ-জ্ঞান অত্যন্ত অনুচিত। বিষয়-বিগ্রহ ভগবানের সহিত অভেদ-অভিমানে যেরূপ অহংগ্রহোপাসনারূপ অপরাধ হয়, ভগবানের নিত্য-পরিকরগণের সহিতও আপনাকে অভেদ জ্ঞান করিলে—নিজেকে গুরুবৈষ্ণবের দাস না জানিয়া তাঁহাদের সমান মনে করিলে সেইরূপ অপরাধই হইয়া থাকে। সম্বন্ধজ্ঞান বা সাধুসঙ্গের অভাব-বশতঃই জীবের এই নারকীয় বুদ্ধি প্রবল হয়। সুতরাং সাধুসঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন।

আমি গৃহস্বামী, আমি স্ত্রীর ভর্তা, আমি পুত্রের পিতা, আমি আমার পাল্যগণের পালক, আমি সমাজনেতা, আমি শিক্ষক—সবই জড়াভিমান। এমন কি, আমি লেখক, আমি সম্পাদক, আমি ম্যানেজার, আমি মঠরক্ষক—এসব অভিমান জড়াভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়, যদি সেখানে সেবকাভিমান না থাকে—গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য না থাকে। আনুগত্য না থাকিলে এইগুলি সবই অনর্থক। সেইজন্য শাস্ত্র আমাদিগকে শরণাগত হইয়া এই সমস্ত কার্য করিতে

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

বলিয়াছেন। এক কথায় কৃষ্ণভক্তগণই একমাত্র চিদভিমানী বা সেবকাভিমানী।

জড়াভিমানী ব্যক্তিগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকামী, আর চিদভিমানী ব্যক্তিগণ কৃষ্ণদাসাভিমানী। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামী ভোগী ও মোক্ষকামী ত্যাগী—উভয়েই স্বার্থকামী বলিয়া বদ্ধ, কিন্তু চিদভিমানী ভক্তগণ নিরপেক্ষ। তাঁহারা জাগতিক সকল বস্তুকে ভুক্তবোধে তৎপ্রার্থী না হওয়ায়, তাঁহাদের কাহারও প্রতি হিংসা নাই। তবে তাঁহারা জাগতিক সকল বস্তুকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত হন বলিয়া ভগবদ্বিমুখ জড়াভিমানী ভোগিকুল তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে।

জড়াভিমান বড় খারাপ জিনিষ। জড়াভিমান থাকাকালে সেবা করা ত' দূরের কথা, সেবা বুঝাও যায় না। জন্মাভিমান, রূপাভিমান, বিত্তাভিমান, ঐশ্বর্য্যাভিমান প্রভৃতি জড়াভিমানগুলি ভক্তিপথের কণ্টক। গুরুনিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া জড়াভিমান যায় না। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥

সুতরাং গুরুনিত্যানন্দের আশ্রিত থাকিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে জড়াভিমানকে নিরাস করিতে হইবে। আমাদের যখন জড়াভিমান অন্তর্নির্মুক্ত হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়বিহারী শ্রীহরির দর্শন ও চিদভিমানের বিমল নিত্যানন্দভাব বাহ্যের অঙ্কুরিত হইবে। এই চিদভিমানই প্রকৃত অভিমান এবং এই সেবকাভিমানই সর্ব্বোচ্চ পদবী। ইহাই আমাদের নিত্যকাম্য। সেইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—'বড় আমি' না হইয়া 'ভাল আমি' হইতে হইবে।

আমাদের হৃদয় জড়াভিমানাক্রান্ত হইয়া কঠিন প্রস্তরের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। এই প্রস্তরের স্তর ভেদ করিতে না পারিলে চৈতন্যের উদয় কি করিয়া হইবে? প্রস্তরের স্তর ভেদ করিতে হইলে ছেনি বা ডিনামাইট-রূপ উত্তম যন্ত্রের প্রয়োজন। আমরা যদি এই জড়াভিমানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাই, তাহা হইলে সাধুসঙ্গরূপ ছেনি ও ভগবৎসেবারূপ ডিনামাইটদ্বারা আমাদের হৃদয়ের জড়াভিমানরূপ কঠিন প্রস্তরের স্তর ভেদ করিতে হইবে। গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে করিতে আমাদের অনর্থ ও অসচ্চিন্তা বিদূরিত হইয়া আমাদের হৃদয় বিগলিত ও শুদ্ধ হইবে। তখনই আমাদের হৃদয়ে চিদভিমান বা সেবকত্ব জাগিবে। তখন গুরুদেব! 'আমি ত' তোমার জন!'—একথা বলিতে পারিব। তখন গুরুসেবা ছাড়া অন্য কোন কার্য্য আমাদের থাকিবে না।

জড়াভিমানী আমাদের পক্ষে চিদভিমানী বৈষ্ণবের সঙ্গ ও কৃপা বিশেষ আবশ্যক। এই কৃপা কিরূপে চাহিতে হইবে, তাহা ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর,
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর।
* * *
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
গুরু-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

———::(:*:)::———

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—দয়ার সাগর, তাঁ'র দয়াসিন্ধুর একবিন্দু আমাকে আনন্দ-সাগরে মগ্ন করতে পারে। যিনি ভগবৎ-পাদপদ্মের সর্ব্বক্ষণ অনুশীলন করেন—তাঁ'র আনুগত্যময়ী সেবার দ্বারা তিনি যাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যেতে পারে; অন্যভাবে পাওয়া যেতে পারে না। সমস্যার পন্থাই শ্রৌতপথ অর্থাৎ কাণটা পাতা দরকার। সাধুদিগের শ্রীমুখবিগলিত বার্ত্তা যিনি কাণ পেতে শ্রবণ করেন, তাঁ'রই মঙ্গল হয়। যে পরিমাণে হরির বিস্মৃতি হ'বে, সেই পরিমাণে এই চক্ষু দ্বারা দেখ্‌বার চেষ্টা হ'বে।

ভগবান্ প্রতিমুহূর্ত্তে কৃপা ক'রে আমার নিকট আত্মপ্রকাশ ক'রবার জন্য ব্যস্ত। আমাকে কেবল তৎপর ও নিষ্কপট হ'য়ে আত্মশুদ্ধি দ্বারা সেই কৃপা গ্রহণ ক'র্‌তে হ'বে। যিনি জগতের ভোগ বা ত্যাগের বস্তুতে লুব্ধ হ'য়ে পড়েন না, তিনিই মহৎ, অকিঞ্চন। এ পৃথিবীতে যিনি যত বড়ই হন হউন, স্বর্গের দেবতাই বা হউন কিন্তু অপ্রাকৃত হরিভজনকারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতি দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির কথা শু'ন্‌তে হ'বে না, আবার মহৎ ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ ক'র্‌তে হ'বে না।

সোনার লঙ্কা—ভোগের স্থান। বৈষ্ণব ভোগ জ্বালাইয়া দেন। এ কার্য্য একমাত্র গুরুদেব ও যথার্থ বৈষ্ণবগণ করিতে পারেন। যথার্থ গুরু-বৈষ্ণব ব্যতীত ভোগের পুরী জ্বালাইতে আর কেহ পারেন না। মহাবলী বৈষ্ণব ও আমার গুরুদেব। তাই তিনি সোনার লঙ্কা জ্বালাইয়া দিলেন, দুর্ব্বলগুলি কাড়িয়া লইলেন।

কীর্ত্তনই আমার সহজ ধর্ম্ম। তাহাকে কৃত্রিমভাবে প্রতিরোধ করা যায় না। বস্তুতঃ সাধুসঙ্গে নামভজনে আমাদের শক্তি সঞ্চার হয়। প্রাকৃত সহজিয়াদের চেষ্টা—নিজেকে হীন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা।

আমরা যখন বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকি, তখন আমাদের ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি নির্ব্বাপিত অগ্নির ন্যায় অবস্থান করে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেবাপ্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয়, তখনই প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ সেবাপ্রভাবে আমাদের ভোগবাসনা বিনষ্ট হয়। আংশিক বস্তু আমাদের ভোগ্য, কিন্তু পূর্ণবস্তু আমাদের ভজনীয়।

ভোগবৃত্তিই আসক্তি। কোন বস্তুতে ভোগলোলুপ দৃষ্টিনিক্ষেপ না ক'রে, তা' ভগবৎসেবায় নিয়োজিত ক'র্‌বার কৌশল অবগত হ'লেই ভজনরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয়। ভোগ বা ত্যাগের পথে ভগবদ্ভজনের কোন কথা নাই। অপরের সঙ্গ করা অর্থে তা' হ'তে কিছু গ্রহণ করা।

বাস্তব সাধুর সঙ্গ করা চাই। পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ক'রে সঙ্গ করা চাই। নিজের জন্য আংশিক রক্ষা ক'র্‌লে সাধুসঙ্গ হয় না।

আমি নিজে সাধুর আশ্রয় ক'র্‌ব, সাধুর কথা শু'ন্‌ব—এইরূপ দম্ভ ও বিচার থাকা দরকার। কিন্তু সাধুর সভায় উপস্থিত অসাধুর কথায় শ্রদ্ধা বা আগ্রহ যেন না হয় এবং প্রকৃত সাধুর কথায়ও যেন উদাসীন না থাকি। সাধু-অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা না করা—আলস্য বই আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রকৃত সাধুর সঙ্গলাভার্থ যত্ন অবশ্য কর্ত্তব্য। সেরূপ সাধুর সঙ্গপ্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট কাতর নিবেদন ক'র্‌তে হ'বে। অন্তরে ব্যাকুলতা ও অকপটতা থাক্‌লে, তাঁ'র কৃপায় সাধুসঙ্গের সুযোগ ঘটে। সুতরাং সমস্তই আমাদের কপালের উপর নির্ভর করে।

যে কাল পর্য্যন্ত না গুরুদেবের শাসন কায়-মনো-বাক্যে গ্রহণ করি এবং গুরুদেবের প্রদর্শিত সাধনপথ অনুসরণ করি, সেইকাল পর্য্যন্ত পরমমঙ্গল-লাভের পথে চলাই শুরু হ'ল না।

যাঁ'রা ভবিষ্যতে ভগবদ্ভক্ত হ'বেন, তাঁহাদের দোষ দর্শন ক'র্‌তে হ'বে না। তিনি বৈষ্ণব, তিনি ত' গুরু—তিনি নিন্দার অতীত।

আমরা এখানে যে কয়দিন বাস ক'র্‌ব, সে কয়দিন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা হরি-সেবা ক'র্‌বার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট থা'ক্‌ব শরীর দূরে থা'ক্‌—ভগবানের সেবার জন্য So all our works must be dove tailed and adjusted with the gratification of the Senses of Krishna.

কোথায় কৃষ্ণানুশীলনে আমাদের ত্রুটি প'ড়ে যা'চ্ছে, তা' প্রত্যেকের অনুধাবন করা দরকার; নতুবা ভজনে অগ্রসর হওয়া যা'বে না, একটা গর্ত্ত বা শৈথিল্য এ'সে হরিভজন হ'তে পাতিত ক'র্‌বে।

প্রত্যহ চব্বিশ ঘণ্টা হরিনাম গ্রহণ ক'র্‌তে হ'বে, ভগবানের নাম, রূপ, চরিত্রাদির সুকীর্ত্তন ক'র্‌তে হ'বে—সুকীর্ত্তন বা কীর্ত্তনের অভিনয় ক'র্‌লে হ'বে না।

গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই আমাদের আত্মার শরণাগতি প্রকাশিত হয়। শ্রীভগবানের কথিত "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"-শ্লোক শু'ন্‌বার পরও যদি আমরা শরণাগতি ব্যতীত অন্যান্য দেহ ও মনোধর্ম্মে আসক্ত থাকি, তা' হ'লে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ হারা'লাম, জা'ন্‌তে হ'বে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

জগপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেতন সাগর মহারাজ কতিপয় মঠসেবকসহ গত ২১ জুন জগপুরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বেবর্ত্তা মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে গমন করিয়া 'মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত ও উত্তরোত্তর শ্রবণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন

———

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ দাস ভক্তি-শাস্ত্রী পেটবিন্দি নামক গ্রামের শ্রীযুক্ত ওরিলাল দে মহাশয়ের বাড়ীতে ১২।৬।৪২ তারিখে উপস্থিত হইয়া প্রায় সহস্রাধিক সজ্জনবৃন্দের সম্মুখে "মানবজীবনের কর্ত্তব্য"-সম্বন্ধে ৭।৮ দিন প্রত্যহ ভাবে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

তৎপরে প্রচারকবৃন্দ পাইকা আসিতে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার বাড়ীতে ২ দিবস "শ্রীসনাতন ধর্ম্ম"-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। এখান হইতে শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীপাট দর্শনার্থে শ্রীগোপীবল্লভপুরে গমন করেন। তথায় শ্রীবিগ্রহ দর্শন, শ্রীগুরুবন্দনা ও মহাপ্রসাদ [illegible] করেন। [illegible] তাঁহার আগ্রহে প্রচারকবৃন্দ শ্রীমন্দিরে কীর্ত্তন করেন। তথায় শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশশীভূষণ [illegible] উপস্থিত ছিলেন। তথা হইতে প্রচারকবৃন্দ [illegible] প্রচারের জন্য যাত্রা করেন।

———

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়

১ম ৩ দিনের জন্য, পরবর্তী দিনের জন্য

প্রতিবারে লাইন প্রতি	।০	৵০
" " ইঞ্চি	১৷০	১৷০
সিকি কলম	৫৲	৪৲
অর্দ্ধ কলম	।	
এক কলম	১২৲	

এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" সিকি কলম	১৫৲
অর্দ্ধ কলম	২৮৲
এক কলম	৬০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত-উৎকলভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী পাঠবাড়ী হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবততীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মবক্তব্যাত্মক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে বরিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিকুম্ভীরাকীর্ণ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAI TANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও উহার কাটতির কথায় অত্যুক্তি হইবে না। দিবার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী —১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বৃটিশ-ভারতে মজুত চিনির পরিমাণ

এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান মাসের ২০শে জুন পর্য্যন্ত বৃটিশ অধিকৃত ভারতের বিভিন্ন চিনির কারখানায় মজুত চিনির পরিমাণ ৪,২৪০০০ টন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা মনে করা যায় যে, কারখানাগুলির মজুত চিনির সহিত বিক্রেতাগণের মজুত চিনি যোগ করিলে আগামী বৎসর বাজারে চিনি আমদানী হওয়া পর্য্যন্ত দেশে চিনির যে প্রয়োজন আছে, তাহা সম্পূর্ণ মিটিয়া যাইবে। অবশ্য ক্রেতাগণের নিকট মজুত চিনি শীঘ্র-শীঘ্রভাবে পৌঁছাইবার ভাল ব্যবস্থা থাকিলেই উহা সম্ভব।

বিহার হইতে চাউলরপ্তানি নিষিদ্ধ

ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে বিহার সরকার এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত বিহার প্রদেশের বাহিরে কোন চাউল লওয়া যাইবে না বা রপ্তানি হইতে পারিবে না।

রবীন্দ্রনাথের নামে রাস্তার নামকরণ

কৃষ্ণনগর 'মিউনিসিপ্যালিটি' কর্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাবানুসারে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণে কৃষ্ণনগরের প্রধান রাজপথ লাট ষ্ট্রীটের নাম ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড রাখা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক হিসাব

আর্থিক বৎসরের শেষে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারীর হিসাব নিকাশ শেষ হইয়াছে। আমেরিকার ইতিহাসে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল বৎসর। এই বৎসর মোট ব্যয় হইয়াছে—৩২৪০ কোটি ডলার। গত মহাযুদ্ধে মোট যাহা ব্যয় হইয়াছিল, এ বৎসরের ব্যয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

প্রাথমিক হিসাবে দেখা যায়, এটি যুদ্ধের কাজে মোট ব্যয় হইয়াছে ২৬০০ কোটি ডলার। কিন্তু তৎপূর্ববর্তী হিসাবে অর্থাৎ ১৯১৯ সালের জুন মাসে যে বৎসর শেষ হয় (গত মহাযুদ্ধের শেষ বৎসর) সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে ১৮৫২ কোটি ২৮ লক্ষ ১৫ হাজার ডলার ব্যয় হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরের এই হিসাবও আনুমানিক। নূতন আর্থিক বৎসরের বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ বর্ত্তমান বৎসরের ব্যয়ের দ্বিগুণ হইবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে কিভাবে চিঠি বিলি হয়

যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈন্যদের নামে যে সমস্ত চিঠিপত্র যায়, তাহা যথাযথভাবে বিলি করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক পিছনে এক একটি ডাক ঘর থাকে। সেখানে ডাক টিকেট বেচা হইতে মনিঅর্ডার পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থাই থাকে।

ইহা একজন ক্যাপ্টেন বা একজন মেজরের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং এই ডাক ঘরের কাজকর্ম এক একটি বেসামরিক ডাকঘরের মতই হইয়া থাকে। সেনার কর্তৃপক্ষও এখানে বসিয়াই তাঁহাদের কাজ করিয়া থাকে।

মুর্শিদাবাদে অন্ধবধিরদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ

অন্ধবধিরদের জন্য আবাসগৃহ নির্ম্মাণের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে গৃহ-নির্ম্মাণ বাবদ বাঙ্গলা সরকারের প্রায় ৯,০০,০০০৲ টাকা ব্যয় পড়িবে। ইহা ছাড়া কাপড়চোপড় বিছানাপত্র এবং বাসগৃহগুলির জন্য হাসপাতালের জিনিষপত্র ব্যয়িত হইবে অনুমান আরও ৩০,০০০৲ টাকা। ভিখারীদিগকে গ্রহণের জন্য কলিকাতায় কয়েকটি কেন্দ্র খোলার জন্য সরকার আরও ২০,০০০৲ টাকা ব্যয় বহন করিবেন। এই অনাথ আশ্রম পরিচালনায় প্রতি বৎসর ৭৫০ জন ভিখারীর প্রতি জনে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। কর্ম্মচারীদের বেতনাদি খাদ্য, কয়লা, ঔষধ প্রভৃতি ইহার মধ্যেই পড়িবে। শিশুদের আশ্রম পরিচালনার ব্যয় অপেক্ষাকৃত অধিক পড়িবে, কারণ অনাথ শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

পাতিয়ালা রাজ্যে পাঞ্জাবী ভাষা প্রচলন

আগামী বৎসর হইতে পাতিয়ালা রাজ্যের রাজস্ব বিভাগের সমুদয় কাজ পাঞ্জাবী (গুরুমুখী হরফ) ভাষায় হইবে বলিয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজস্ব মন্ত্রী তাঁহার বিভাগের সকল কর্ম্মচারীকে ছয় মাসের মধ্যে বিভাগীয় পরীক্ষা পাশ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অন্যথা পাঞ্জাবী জানা লোকদের অনুকূলে তাঁহাদিগকে চাকরী ত্যাগ করিতে হইবে।

যুদ্ধে নিয়োজিত বিভিন্ন ভারতীয় রেজিমেণ্ট

সমর সচিব স্যার জেমস্ গ্রীগ কমন্স সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, সংগ্রামে নিয়োজিত বৃটিশ রেজিমেণ্টগুলির নাম যে ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে সংগ্রামে নিয়োজিত ভারতীয় রেজিমেণ্টগুলির নামও সেইভাবে প্রকাশ করা হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৯শ বর্ষ | ১০ বামন, গৌরাব্দ ৪৭৬; ২৫শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৬৯; ৮ই জুলাই, ইং ১৯৬২, মূল্য .১২ | ৭৬ম সংখ্যা

সচিত্র শ্রীভক্তিবিনোদ গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "প্রভিলেখ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকল্পবৃক্ষশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। হরিসভা-সমূহ সংস্কৃত পাঠক ব্যক্তিবর্গ নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীধামবাস নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কৃষ্ণবসতিস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ বামন, বার অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৭৬

শ্রীবাস পণ্ডিত

——:(*):——

শ্রীবাস পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম। শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই। শ্রীমহাপ্রভু পাঁচটী রূপ ধরিয়া পঞ্চতত্ত্বরূপে লীলাবিলাস করেন। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীমহাপ্রভু ভক্তরূপ, শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তস্বরূপ, শ্রীঅদ্বৈত ভক্তাবতার শ্রীগদাধর ভক্ত-শক্তি এবং শ্রীবাস পণ্ডিত ভক্ত। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগদাধর ব্যতীত সবই শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীগৌরসুন্দর সবিগ্রহ এবং শ্রীগদাধর হ্লাদিনীশক্তি। শ্রীনিত্যানন্দ সন্ধিনীশক্তিবিগ্রহ। শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীগদাধর ব্যতীত তিনজনই সান্ধিনী, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন।

শ্রীবাস পণ্ডিত সুজন ও ভক্তশ্রেষ্ঠ। তাঁহার ভবনে, তাঁহার কীর্ত্তনে শ্রীগৌরসুন্দর নৃত্য করেন। শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী। শ্রীবাস জগদ্গুরু। তিনি ঐশ্বর্য্যমার্গে ভক্তগণের আচার্য্য। ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তগণ শ্রীবাসের আনুগত্যে ভজন করিয়া থাকেন। গৌরপার্ষদ ভক্তাগ্রণী শ্রীবাস পণ্ডিত একদিন নিজগৃহে নিবিষ্টমনে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে আসিয়া শ্রীবাসকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অবতরণের কারণ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীবাস ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন,—'শ্রীবাস-পণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদমুনিঃ।' অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বে নারদমুনি ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে শ্রীবাস পণ্ডিত। শ্রীমালিনী দেবী শ্রীবাসগৃহিণী এবং ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন-জননী শ্রীনারায়ণীদেবী শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালে শ্রীবাস শ্রীধাম-মায়াপুরে বাস ক'রতেন। শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি নবদ্বীপের বাসস্থান ছাড়িয়া কুমারহট্টে গিয়া বাস করেন।

মহাপ্রভুর গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে শ্রীবাস অন্যতম। তিনি বাহ্যে সন্ন্যাসী না হইলেও সমস্ত সন্ন্যাসিগণের গুরু—পরমহংসচূড়ামণি—মহাভাগবত-শিরোমণি। নিরন্তর গৌরকৃষ্ণের সেবাছাড়া তাঁহার আর অন্য কোন কৃত্য ছিল না। তিনি ছিলেন—কৃষ্ণের সংসারে সংসারী। আমরা যেন অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ না করি, গৃহস্থ হইয়া নিরন্তর হরিভজনের গৃহে অবস্থানের পরিবর্ত্তে গৃহব্রত হইয়া না পড়ি।

সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যকাল সংকীর্ত্তন-বিলাস করেন। সাধুসঙ্গে সংকীর্ত্তন ব্যতীত গৌরকৃষ্ণের সুপাধ্যান করা যায় না। শ্রীবাস পণ্ডিত যদি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সংকীর্ত্তনে যোগদান করিবার অধিকার দেন, তবেই আমরা সংকীর্ত্তন-সেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি। মাদৃশ অযোগ্য জীবের শ্রীবাস পণ্ডিতের কৃপাই একমাত্র সম্বল হউক। শ্রীবাস শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সর্ব্বতোভাবে সেবা করিয়াছেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রিয় শ্রীবাসের কৃপায় তাঁহার দাস-দাসী পর্য্যন্ত গৌরনিত্যানন্দের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। শ্রীবাসের মহিমার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীবাসের পূর্ণ শরণাগতি, গৌরনিত্যানন্দে তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি ও তাঁহার সেবা প্রাণতার কথা তাঁহার কৃপাতেই জীব উপলব্ধি করিয়া তৎপদে আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পায়। শ্রীবাস পণ্ডিতকে একদিন গৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন,—

প্রভু বলে,—"শুন শুন, শ্রীবাস পণ্ডিত।
তুমি ত' সকল ধন সংসারের হিত ॥
এসব সংসার-দুঃখ, তোমার কি দায়।
যেহ তোমারে দেখে, সেহ কভু নাহি পায় ॥
আমি, নিত্যানন্দ—দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর ॥"

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভগবদ্ভক্তের সংসারের কোন সম্বন্ধ কোন দিন থাকে না। অনভিজ্ঞ জনগণের দর্শনে শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহস্থ ও সংসারী। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীবাস পণ্ডিতকে ভ্রমক্রমেও সেইরূপ অজ্ঞগণের ন্যায় বলিয়া দেখেন না। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কোন সংসার-বন্ধন নাই। সকল সময়েই ভগবদ্ভাব দর্শন করিলে জীবের মুক্তি ঘটে।"

গৃহস্থলীলাভিনয়কারী শ্রীবাস পণ্ডিতের গৌরসেবাদর্শন লক্ষ্য করিতে না পারিয়া গোপাল-চাপাল ও দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি অনেকে তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করিয়াছিলেন। কিন্তু করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] তাঁহার [illegible] ও [illegible] করাইয়াছিলেন। [illegible] হইতে রক্ষা করেন।

বৈষ্ণব গোলোকের বস্তু। [illegible] দুঃখ ও সুখ উপস্থিত নাই। সেই গোলোকের বস্তু জীবকল্যাণের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা [illegible] পণ্ডিত [illegible] গৌরনিত্যানন্দের পূর্ণ আশ্রয়ের [illegible] [illegible] হন। [illegible] বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ। সেই স্বরূপ লক্ষণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যাহারা বৈষ্ণবের বাহ্য আচরণ দেখিয়া বৈষ্ণবকে হীনজ্ঞান করে তাঁহারা অপরাধী।

শ্রীবাস পণ্ডিতের অধিষ্ঠান [illegible] [illegible]। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুখের জন্যই সংসার করিয়াছিলেন। যাহা [illegible] তাঁহার প্রভুসেবাসুখের বাধা উপস্থিত হয়, সেইরূপ কার্য্যে তিনি [illegible] নাই। প্রভুর কীর্ত্তনসুখ ভঙ্গ হওয়ার ভয়ে তিনি নিজ প্রাণপ্রিয় পুত্রের বিয়োগেও [illegible] দুঃখিত হন নাই এবং বাড়ীর অন্যান্য কাহাকেও ক্রন্দন পর্য্যন্ত [illegible] দেন নাই। প্রভুর কীর্ত্তনানন্দে বাধা হওয়ায় তাঁহার শাশুড়ীকে পর্য্যন্ত তিনি কীর্ত্তনস্থলী হইতে চুলে ধরিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার প্রভুসুখের জন্য সবই করিতে পারেন। ভগবান্ যেমন ভক্তাধীন, ভক্তও সেইরূপ প্রভুসুখের জন্য পাগল। [illegible] এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা [illegible] [illegible] [illegible] করিতে না পারেন। [illegible] ঠাকুরের শরণাগতি আমাদের আদর্শ হউক।

[illegible] তাঁহার [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] —
[illegible] আমি ত' [illegible]।
[illegible] [illegible] ॥

তরু কৃষ্ণরূপ হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

আমি যাহা চাই, তাহাই পাই। ভোগের বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমি যেন সেবানন্দের সহিত সাক্ষাতের আশা না করি। আজ জীব কৃষ্ণমাধুর্য্যের কথা কৃষ্ণসেবানন্দের কথা না জানিয়া ইতর বস্তুতে আকৃষ্ট হয়। তাই পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হইয়া থাকে। স্বরূপবিস্মৃত জীব আমরা প্রায় শতকরা শতজনই কৃষ্ণকে চাই না, কৃষ্ণের সুখ চাই না। আমরা প্রচ্ছন্নভাবে চাই আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ। ক্ষণিক ইন্দ্রিয়তর্পণের লোভ দেখাইয়া বিনাশাত্মক মন যে আমাদিগকে নিয়ত বঞ্চিত করিতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মনের পাল্লায় পড়িয়া বর্ত্তমানে সেবার পরিবর্ত্তে বঞ্চনাই আমাদের কাম্য হইয়াছে। তাই আজ আমাদের এই দুরবস্থা।

জগতে কেহই হরিকথা শুনিতে চায় না। আমি অনেক সময় হরিকথা শুনিবার ভাণ করি বটে, টেবিল চাপড়াইয়া 'কৃষ্ণকে চাই',—একথা বলি বটে, কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, আমি সত্যের পরিবর্ত্তে অসত্যকে চাই। আমি চাই, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তু। আমি চাই কপটতা বা কৈতব বা ভোগের ইন্ধন। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে, আমাদের ভগবান্‌কে চাওয়ার ভিতরেও যে মৌখিকতা ও লৌকিকতা রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়।

ইন্দ্রিয়সুখকামী জগৎ ইন্দ্রিয়ের গোলাম। তাহারা বুঝে কেবল স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম ভোগ্য মনের কথা। এতদতিরিক্ত কোন বস্তুর সন্ধান তাহারা রাখে না। এ জগতের ধর্ম্মকর্ম্মাদির যে অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহারও মূলে আছে ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা। যে ধর্ম্ম বা কর্ম্মে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের কিছু নাই, জগতের লোক তাহার আদর করে না। আমরা অনেক সময় মুখে বলি, আমরা কিছু চাই না, কিন্তু অন্তরে আমাদের অন্যাভিলাষ সর্ব্বক্ষণই রহিয়াছে। এইরূপ কপটতা থাকিলে অন্তর্য্যামী ভগবান্ আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন না। আমরা যাহা চাই, তিনিও আমাদিগকে তাহাই দিবেন।

আমরা হরির সুখ চাই না, চাই নিজের সুখ। ইহাই আমাদের রোগ। হরির প্রতি প্রীতি ত' দূরের কথা, হরির সেবায় বীতস্পৃহতাই আমাদের মনোগত বৃত্তি। আমরা অসদ্বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট বলিয়াই সত্যের অনুবিধানের ইচ্ছা আমাদের নাই। কিন্তু জীবমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য নিরন্তর নিষ্কপট সত্যকথা কীর্ত্তন করিতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের মর্ম্মস্পর্শী কথা আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইলে আমরা নিশ্চয়ই সত্যের কৃপালাভে সমর্থ হইব। সাধুগণের জীবমঙ্গলকরী কথা প্রথমমুখে আমাদের রুচিকর না হইলেও তাহাই সংসারতপ্ত জীবের একমাত্র মহৌষধ। তাঁহাদের কথা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ না করিলেও আমাদের সেবাবৃত্তির উদয় করাইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের মত এত বড় বান্ধব আর বিশ্বে কে আছে?

আমরা অন্যবস্তু আকাঙ্ক্ষা করিয়া কৃষ্ণকে পাইতে চাই কেন? কৃষ্ণ ত' অন্তর্য্যামী। তাঁহাকে যে চায় তাঁহার নিকটই তিনি যান। তাঁহাকে ত' আর কেহ ফাঁকি দিতে পারে না। সুতরাং বাহিরে এক-ভাব, আর ভিতরে অন্যভাব রাখিয়া লোকবঞ্চনা করিয়া লাভ কি? তাহাতে ত' আমি নিজেই ঠকিব। সেইজন্যই আমি বলিতেছি, আমি শুধু চাই বঞ্চনা, তাই পাই শুধু বঞ্চনা।

বিশ্ব কৃষ্ণবিমুখ জীবে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণ-বিস্মৃতিবশতঃই জীবের এই মর্ত্ত্যধামে আগমন করে। কৃষ্ণবিমুখ জীবের জন্যই এই সংসার-কারাগার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এখানকার প্রায় শতকরা শতজনই যে হরিবিমুখ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই হরিবিমুখ জগতে ভগবানের করুণারও অভাব নাই। পরমকরুণাময় ভগবান্ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যুগে যুগে অবতীর্ণ হন এবং নিত্যসিদ্ধ ভক্তাবতারগণকে প্রেরণ করেন। সুতরাং ঐ-সকল ভক্ত ব্যতীত জগতের আর সমস্ত জীবই হরিবিমুখ। অতএব মাদৃশ হরিবিমুখ জীবের বৈষ্ণবগণ ব্যতীত আর কে নিত্যবান্ধব আছে? একমাত্র ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গফলেই আমরা হরিবিমুখতা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি।

বদ্ধজীব দেহ ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ ও ব্যতিরেকভাবে হরি-সেবায় বাধা জন্মাইবার জন্য প্রস্তুত। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ চিকিৎসককে বন্ধু না ভাবিয়া শত্রু জ্ঞান করে, আমরাও সেরূপ আমাদের নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুগণকে শত্রু মনে করিয়া তাঁহাদের দুর্লভসঙ্গ ও কৃপা-লাভে বঞ্চিত হই। এমনিই আমাদের অজ্ঞতা! দুর্বুদ্ধিবশতঃই আমরা আত্ম-বিনাশকে আত্মমঙ্গল মনে করি, সত্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যারই আদর করি। সুতরাং এতাদৃশ অবস্থায় সাধুছাড়া বিশ্বে বান্ধব আর কে আছে? আমরা হরিবিমুখ হইলেও পর-দুঃখদুঃখী সাধুগণ আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন। তাঁহারা জীবের সুকৃতি উৎপাদন করাইয়া জীবকে ভক্ত্যুন্মুখী বা সেবোন্মুখী করাইয়া থাকেন। সুতরাং যাঁহারা মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী হইবেন, জগতে আংশিক বা সমগ্র জগৎ যদি বিরোধী হয় বা অন্য পথে চলে তথাপি ঐরূপ বহির্মুখ জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা একমাত্র নিষ্কপট নিরপেক্ষ সাধুগণের শরণাগত হইবেন।

ভক্তি ব্যতীত অপর কোন বস্তু আমা-দিগকে ভগবানের নিকট লইয়া যাইতে পারে না। ভক্তি ব্যতীত ভগবান্‌কে বশ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। এই ভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি-লক্ষণা। ভক্তি একমুখিনী ও অব্যভিচারিণী। ভক্তিলাভের প্রথমেই আত্মনিবেদন বা সম্বন্ধজ্ঞান দরকার। তৎপরে শ্রবণের কথা। যে-পর্য্যন্ত আত্মদর্শন না হয়, সে-পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিতে হইবে। এমন কি, দর্শনের পরও শ্রবণাদি চলিবে। এই শ্রবণ নিত্য; শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির অনুশীলন অবিরাম হইবে, বিরাম লাভ করিলেই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে বলিয়াছেন। হরি-কীর্ত্তন অবিশ্রান্ত করিতে হইবে। নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিলে সর্ব্বক্ষণ হরিস্মরণ হইবে। তখন আর কৃষ্ণবিস্মৃতি বা অন্যচিন্তা থাকিবে না। তবে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে 'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থাৎ আমি কৃষ্ণের দাসানু-দাস—এই অভিমান না আসিলে হরিকীর্ত্তন করা যাইবে না। আমি গুরু-কৃষ্ণের দাসানু-দাস—এই বিজ্ঞানই স্বরূপজ্ঞান বা সম্বন্ধ-জ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে কৃষ্ণানুশীলন করা যায় না?

হরি ও হরিকীর্ত্তন উভয়ই অভিন্ন, অপ্রাকৃত ব্রহ্মস্বরূপ। এই শব্দ-ব্রহ্মের আবৃত্তি যত হইবে, ততই আমরা মঙ্গল লাভ করিতে পারিব। শব্দ হইতে অনাবৃত্তি হইবে। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।" শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি। শব্দ-কীর্ত্তনের আবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে অনাবৃত্তির আশা নাই। কর্ম্মের ফল—কাম, তৎফলে জগতে পুনঃপুনঃ আবৃত্তি বা আগমন; কিন্তু ভক্তির ফল প্রেম। কীর্ত্তনের ফল আবৃত্তি বা জন্মের হাত হইতে চির-মুক্ত হইয়া চেতনের যাহা লাভ করত সেবা-বিলাসী হওয়া। সৎসঙ্গ নামাভাসেই অনাবৃত্তি হয়। তখন জীব অনর্থমুক্ত হইয়া নিরন্তর পরম আদরের সহিত হরিকীর্ত্তন করেন। চেতন কখনও শব্দের আবৃত্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। কৃষ্ণকীর্ত্তনই তাহার স্বভাব বা নিত্যধর্ম্ম।

যদি সম্বন্ধজ্ঞানই না হয়, তাহা হইলে ভক্তি বা কীর্ত্তন হইবে না। উত্তম পুরুষ 'আমি'র সহিত আমার নিত্যপ্রভু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসম্বন্ধ। যেখানে সম্বন্ধ, সেখানেই প্রীতি বা আপনজ্ঞান; তাহাই ভক্তি। সাধুগুরুর কৃপায় জগদীশের সহিত আমার নিত্যসম্বন্ধের কথা উপলব্ধি হইলে তখন আমি এই জগৎকে কৃষ্ণ-সেবোপকরণ জানিবার সুযোগ পাইব। তখন আর কৃষ্ণভোগ্য জগৎকে নিজভোগ্য মনে হইবে না। প্রভুর প্রতি যাঁহার মমতা বা আপনজ্ঞান হয়, প্রভুর সুখকেই যিনি নিজের সুখ বলিয়া জানেন, তাঁহারই প্রভুসেবকের প্রতি আপনজ্ঞান হয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—আমার সহিত সাপত্ন্যধর্ম্মে অবস্থিত হইলেও আমার প্রভুর যদি কাহারও সেবায় সন্তোষ হয়, তাহা হইলে আমি আমার সহিত সেই সাপত্ন্য-ধর্ম্মাশ্রিতগণেরও সেবা করিব।

মুক্তের সেবাময়ী প্রবৃত্তি আর বদ্ধের ভোগময়ী প্রবৃত্তি জগৎকে অধিকার করিয়া আছে। মুক্তগণ সর্ব্বক্ষণ [illegible] সুরক্ষিত। সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে জীবের মঙ্গলের কোন আশা নাই। বদ্ধজীব বিশেষ সতর্ক ও আত্মবলে বলীয়ান্ না হইলে এই স্বাভাবিক ভোগ-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আত্মার নিজস্বভাব সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহা বর্ত্তমানে বদ্ধজীবের বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে কোন প্রেরণার আবশ্যক হয় না। সাধুসঙ্গ-ক্রমে প্রতিপদে সাবধান হইবার সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনিই এই মহাবিপজ্জনক অসৎসঙ্গ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারেন। সাধকগণকে বিবিধ ভগবৎ-সেবাকার্য্যে নিযুক্ত না রাখিলে বাহিক অভিনিবেশ কখনও তাঁহাদের চিত্ত ত্যাগ করিবে না। সেবাকার্য্যে আলস্য ভজনাভাবই নির্দ্দেশ করে।

সাধকগণে দেখা যায় কেহ কেহ সাধু-গুরুর নিকট বসিয়া হরিকথা শ্রবণে খুব আগ্রহ দেখান, কিন্তু হরিসেবা-কার্য্যে—ভজনদেহের প্রিয় কার্য্য—যাহাতে দেহকে বা দেহ ও মনোবৃত্তিকে চালনা করিতে হয়, ঐরূপ ব্যাপারে একটু উদাসীন। ইঁহারা কর্ম্মঠ পরিশ্রমী নহেন বা একটু শ্রমজনক কার্য্য করিতে তাঁহাদের উৎসাহ নাই। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা হরিকথা শ্রবণ হউক বা না হউক হরিকথা-শ্রবণের অত দৃঢ় ব্রত থাকুক বা না থাকুক, সেদিকে লক্ষ্য নাই। পরন্তু খুব কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী ও দৈহিক চেষ্টাময়ী কার্য্যে খুব উদ্যোগী। উভয়েরই বিচার ঠিক নহে। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি থাকা দরকার। আবার শ্রবণের ফলে সেবাকার্য্যেও অদম্য উৎসাহ আবশ্যক। যাঁহারা মন দিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের হরিসেবা করিতে প্রবৃত্তি হয়। আবার যাঁহারা প্রাণ দিয়া হরিসেবা করেন, তাঁহাদের হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ জন্মে। হরিকথা বা ভক্তকথা-শ্রবণের ফলে যেখানে গুরুকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ হয়, সেখানে গুরুর প্রিয়কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ না হইয়া পারে না। তখন ভগবৎসেবার প্রত্যেক কার্য্য বা প্রত্যেক দ্রব্যকে ভগবদভিন্নজ্ঞানে বিষ্ণুরূপে—আমার সেব্যরূপে—আমার পরিচালকরূপে বা

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

তেজস্বনরূপে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয়। রুচি বা আসক্তি হইতেই ক্রমশঃ কৃষ্ণাকর্ষণ হয়। তখনই শুদ্ধ ভক্তি আরম্ভ হয়।

গুরুসেবকের কৃত্য

(প্রাপ্ত)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রবণ করিয়া তাহা হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক সেই বাণী অপরের নিকট সেবোন্মুখ জিহ্বায় কীর্ত্তন করাই গুরুসেবকের সর্ব্বপ্রধান কৃত্য। কিন্তু আমরা যদি নিজেকে কীর্ত্তনকারী বলিয়া অভিমান করি অর্থাৎ গুরু-অভিমানী হই, তবে তাহা নিজের ও অপরের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই আনয়ন করিবে। শ্রীগুরুদেবের বাণীই গুরুসেবকের সম্পত্তি। কিন্তু আমি যদি নিজেকে কীর্ত্তন-কারী বলিয়া অভিমান করি তবে তাহাই প্রতিষ্ঠাসত্তায়রূপে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠা একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই প্রাপ্য। তাহা আর কাহারও আত্মসাৎ করিবার অধিকার নাই। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"কীর্ত্তনে যাহার প্রতিষ্ঠাসম্ভার, তাহার সম্পত্তি কেবল 'কৈতব'।"

শ্রীগুরুদেবের বাণী কীর্ত্তনকালে আমাদের এক কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম; আমরা ডাকহরকরার ন্যায় গুরুসেবকসূত্রে তাঁহার বাণী অন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার মাত্র অধিকারী। ইহাতে আংশিকভাবে অপরাধমল সাধিত হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীকীর্ত্তনের দ্বারা নিজেকে নিযুক্ত করা অর্থাৎ কীর্ত্তন বা প্রচার যাহা হইতেছে, তাহা নিজ জীবনে আচরিত হইতেছে কি না, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আমাদের সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা কেবল পরোপদেশে পাণ্ডিত্যপ্রকাশের ফল অচিরেই ফলিত হইয়া গুরুসেবা হইতে আমাদিগকে অবশ্যই পাতিত করিবে।

সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীদীক্ষাগুরুদেব ও অভিধেয়-প্রদাতা শ্রীশিক্ষাগুরুদেব উভয়েই শিষ্যকে তাঁহাদের অপ্রাকৃত বাণীর দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। কিন্তু এই শ্রৌত-বাণী বা সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্মকে জানিতে হইলে শ্রবণকারীর কোনরূপ প্রাকৃত অভিমান বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা থাকিলে সেই শব্দ-ব্রহ্ম শ্রবণকারীর নিকট তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করেন না। কারণ সেই বস্তু জড় বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর। সেই সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

> নিরোধপ্রকৃতিকাতচৌরূপাং ন বিন্দি তাম্।
> নিত্যসত্যস্বানন্দরূপা সা হি গুণাতীতা॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি ভক্তি শ্রোত্র, বাক্, মন ও দেহের ব্যাপার নহে। ঐ ভক্তি নিত্যা, সত্যস্বরূপা, ঘনানন্দ-রূপা, গুণাতীতা এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচরা বলিয়া জানিবে।

আমাদের যাহার যতটা সেবাবুদ্ধি বা প্রাকৃত-অভিমান প্রবল থাকিবে, সে ততটাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পদধূলিই আমার বাস্তব সত্তা, এই তত্ত্ব আত্মায় প্রবল না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের শ্রবণ শুদ্ধ হইবে না। সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল না হইলে, কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেব ও শ্রবণকারী শিষ্যের মধ্যে যে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ, তাহা আশ্রিত না হইলে, লোহার গায়ে মরলা থাকিলে তাহা যেরূপ চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ জীবেরও তত্ত্ব অহঙ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত জীব শ্রীগুরু-কৃষ্ণের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে পারে না। গুরুপরম্পরাগত শ্রৌতবাণী কর্ণে প্রবেশ করিলে এই তত্ত্ব অভিমান বা স্বভাব প্রকাশিত হইবেই। যেখানে স্বভাবের অভাব পরি-লক্ষিত হইবে, সেখানে জানিতে হইবে শ্রৌত-বাণী কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই।

শ্রীভগবৎপাদপদ্মসেবা লাভের উপায়-স্বরূপ জগতে বিভিন্ন মত ও পথ আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'ধর্ম্মং তু সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতম্' প্রভৃতি শ্লোক হইতে ইহাই জানিতে পারা যায় যে, ধর্ম্ম এক বা একটী এবং তাহা সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ-প্রণীত। মহাজনগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পন্থার অনুগমনই শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-সেবালাভের একমাত্র উপায়। মহাজনানুগত পন্থাই শ্রৌতপন্থা। এই শ্রৌতপন্থাই সেবাপথে পৌঁছিবার উজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকা বা একমাত্র প্রশস্ত সরণি। এতদ্ব্যতীত যত মত ও যত পথ—সবই বিঘ্নবহুল ও অন্ধকারে হাতড়াইবার ন্যায় চেষ্টা-বিশেষ। শ্রৌতপথের ইহাই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, তাহাতে উপায় ও উপেয় একত্র সমাহিত। এই শ্রৌতবাণী যদি আমরা শুদ্ধ কর্ণপুটে শ্রবণ করিতে পারি অর্থাৎ সেই বাণীকে যদি আমরা আমাদের প্রভু করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রৌতপথই যে শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবৎসেবা লাভের একমাত্র উপায়, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না—যতক্ষণ না আমাদের কর্ণে শ্রীগুরুদেবের বাণী শুদ্ধরূপে প্রবেশ করে। আমাদের মধ্যে বাস্তব সত্য আত্ম-প্রকাশ করে নাই বলিয়াই আমরা যে ভাবে বা যে পথে ভগবৎকৃপালাভই কাম্য, আমাদের সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন মত বা পথকে গর্হণ করা বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মঙ্গলময়ী বাণী কীর্ত্তনের দ্বারা বিপথে বা বিঘ্নবহুল পথে গমনকে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কোন অন্ধ বা অজ্ঞ ব্যক্তি যদি সুপথ ছাড়িয়া বিপথে গমন করিতে উদ্যত হন, তবে সুজন বা পরোপ-কারী ব্যক্তি অবশ্যই তাহাকে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। তাহাতে যদি উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে বাধা প্রদানকারী ব্যক্তির কটূক্তি শ্রবণ করিতে হয় বা তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়, তাহার জন্য কোন গুরুসেবক গুরুপাদপদ্মের বাণী কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া পর-হিংসা করেন না। অনেকের ধারণা এই যে, প্রেয়ঃপন্থী লোকের নিকট শ্রীগুরুদেবের বাণী কীর্ত্তন করিতে গেলে তাহাদের অপ্রিয়ভাজন হইতে হয়; অতএব চুপ করিয়া থাকাই ভাল। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করা অপরের প্রতি হিংসা-জনক কার্য্যই এবং আত্মবঞ্চনা বা আত্ম-শক্তির কণ্টক-স্বরূপ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-কীর্ত্তনে বা তাহা অপরের নিকট পরিবেশনকার্য্যে আমাদের যথেষ্ট অযোগ্যতা থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা ত' যোগ্য হইয়া তাহার পর শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হই নাই। যাহাতে যোগ্যতা লাভ করিতে পারি, তাহার জন্যই ত' শ্রীগুরুদেব তাঁহার বাণী কীর্ত্তন করিতে আদেশ দিয়াছেন। উত্তীর্ণকারী ছাত্র পাঠ গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা দিবার জন্যই ত' শিক্ষকের নিকট উপনীত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী অন্যের নিকট কীর্ত্তন করাই শিষ্যের গুরুর নিকট পরীক্ষা দেওয়া। সর্ব্বজ্ঞতাধারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম সকলের হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার নিজের কথাই শিষ্য কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে ও তাহা অপরের নিকট বিতরণ করিতেছে, তাহা দেখিতে চান। শিষ্য যদি শ্রীগুরুদেবের বাণী কীর্ত্তন না করেন, তবে দুষ্ট ছাত্রের ন্যায় তাহার পরীক্ষা না দেওয়ার অভিপ্রায়ই প্রমাণিত হয়। উত্তীর্ণকামী ব্যক্তির পরীক্ষা দিতেই হইবে; তবে প্রমোশন পাওয়া না পাওয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ও নিজের ভাগ্য-সাপেক্ষ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীকীর্ত্তনকারী শিষ্যের তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও অমানী মানদ হইতে হইবে, নচেৎ শ্রীহরি-কীর্ত্তনে অধিকার হইবে না। যাহারা শ্রীগুরুদেবের বাণীশ্রবণে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিয়া তাঁহাদের নিকট গুরুপাদপদ্মের বাণী কীর্ত্তন করিতে হইবে। কাহারও নিকট হইতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে তাহা নিজে গ্রহণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। মোট কথা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সেবোন্মুখ হইতে ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে থাকিতে হইবে। সেবোন্মুখ না হইলে শ্রৌতবাণী কর্ণে প্রবেশ করিবে না। শ্রবণ শুদ্ধ না হইলে কীর্ত্তন হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট অনুগত হইতে পারিলে সেবোন্মুখ জিহ্বায় তাঁহার বাণী স্বতঃই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে তখন শ্রীগুরুদেবের বাণী ও শিষ্য একই হইয়া যাইবে। শিষ্য নিজেকে তৃণাদপি সুনীচ অর্থাৎ জড় অহঙ্কার ও দম্ভহীন হওয়াকেই গুরুদেবের কৃপা বলিয়া জানিতে পারিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা না হইলে, তৃণাদপি সুনীচ হইতে না পারিলে যে কেহই গুরুদেবের বাণী কীর্ত্তনে অধিকারী হইতে পারে না অর্থাৎ তাঁহার কৃপা না হইলে, তিনি কীর্ত্তন না করাইলে কেহই কীর্ত্তন করিতে পারে না। তাহা সর্ব্বাভিধানদাতৃ-শিক্ষাপ্রদানকারী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

> সবার চরণকৃপা—'গুরু-উপাধ্যায়ী'।
> তা'র বাণী—শিষ্যা, তা'রে বহুত নাচাই॥
> শিষ্যার শ্রম দেখি' 'গুরু' নাচান রাখিলা।
> 'কৃপা' না নাচায়, বাণী বসিয়া রহিলা॥

আমাদের বিচারের অহংটি যত, আর মঙ্গলের তত্ত্ব অহং—শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদধূলিই আমাদের বাস্তবসত্তা বলিয়া উপলব্ধি। সুতরাং আমরা যাহাতে সত্ত্বকে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ আত্মানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-শ্রবণকীর্ত্তন-সেবায় উত্তরোত্তর উৎসাহান্বিত হইতে পারি, ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মে প্রার্থনা।

সেবকের আশা-ভরসা

— -:::(●):::- —

গুরুবৈষ্ণবগণের দয়া অসীম ও অহৈতুকী। কোন যোগ্যতা, কোন গুণ না থাকিলেও তাঁহারা সরল ও নিষ্কপট সেবককে অসীম কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিষ্কপট। শরণাগতের অনিচ্ছাকৃত দোষ, ত্রুটী বা অপরাধ গ্রহণ করেন না। নিষ্কপট সেবক কদাচিৎ কোন অপরাধ করিলেও গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ সেই অপরাধের শাস্তিরূপে তাঁহাকে কৃপা হইতে কখনও বঞ্চিত করেন না। তাঁহারা তাহাকে সেই অপরাধের দণ্ডদান করিয়া সংশোধন করত তাহাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তাহাকে পাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত করেন না। শরণাগত সেবক যদি দুর্দ্দৈববশতঃ কদাচিৎ কখনও ভুক্তি বা বিষয়সুখ চাহিয়া বসে, তথাপি গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ তাহাকে ঐ বিষয়সুখ না দিয়া তাহার ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি সংশোধনপূর্ব্বক স্বীয় কৃপামৃত প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

> কৃষ্ণ কহে, 'আমা ভজে [illegible] বিষয়সুখ।
> অমৃত ছাড়ি' [illegible] —এত বড় মূর্খ॥
> আমি—বিজ্ঞ, [illegible] কেনে দিব?
> স্বচরণামৃত [illegible] বিষয় ভুলাইব॥'

ইহাতে [illegible] সেবকের একমাত্র ভরসা।

এখানে এক [illegible] বিষয় সুখ-স্পৃহার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অনেক ক্ষেত্রে [illegible] স্পৃহা নহে, দুষ্প্রবৃত্তিবশতঃ [illegible] সাময়িকভাবে উদিত হইয়াছে। [illegible] লোক কখনও বিষয় সুখ চান না। এখানে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবকের প্রতি [illegible]

ও বাংলাদেশে আধিক্যই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে 'নবদ্বীপ-মুখনাভগুহারূপ' অপ্রাভিলাষকে নির্মূল ও প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। কিন্তু যদি কেহ এই শারীর ব্যাধির ঔষধ সুযোগ গ্রহণপূর্ব্বক সাধনে উদাসীন হয় ও অপ্রাভিলাষকে হৃদয়ে পোষণ করে, তাহা হইলে সে নামবলে পাপবুদ্ধিরূপ নামাপরাধী হইবে—সে নামের চরণে, শ্রীগুরুবৈষ্ণব ভগবানের চরণে, ধামের চরণে ও শ্রীবিগ্রহের চরণে অপরাধ করিবে—সে অপরাধ হইতে বিচ্যুত হইয়া অশেষ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ পরম দয়ালু। তাঁহারা আমাদের নিকট বারম্বার কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন, নিষ্কপট সেবকের নিকট কৃপার অপেক্ষায় থাকেন। তাঁহারা আমাদের দোষ, ত্রুটী না দেখিয়া উদাসীন্য দোষের কৃপা হইতে বঞ্চিত না করিলেও অন্তরে বড় ব্যথা পাইয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের কৃপা লাভ করার জন্য তাঁহাদের সুখবিধান করিবার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত। কিন্তু যদি আমরা সাধনে উদাসীন থাকিয়া তাঁহাদের প্রাণে ব্যথাই দিলাম, তাহা হ'লে কি করিয়া তাঁহাদের কৃপা পাইব? তাঁহাদের কৃপালাভই যদি আমাদের কাম্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা এই মুহূর্ত্ত হইতে প্রতিজ্ঞা করিব,—গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রাণে যাহাতে আঘাত লাগে, সেইরূপ কার্য্য জ্ঞাতসারে ত' করিবই না, পরন্তু যাহাতে অজ্ঞাতসারেও ঐরূপ কোন কার্য্য না করিয়া বসি, তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ আকুলপ্রাণে তাঁহাদের কৃপাকণা প্রার্থনা ক'রব—যাহাতে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের সেবা-চিন্তায় তাঁহাদের সুখবিধানের চিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকিতে পারি, তজ্জন্য যত্নশীল হইব।

গুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য আসিয়াছেন, তাঁহারা কৃপা করেন—এই কথার উপর আমাদের বিশ্বাস নাই, তাই অনর্থ, দুর্ব্বলতা, নিরুৎসাহিতা আসিয়া আমাদিগকে পাতিত্যমুখে লইয়াই যাইতেছে, সাধনে ঔদাসীন্য আনিয়া দিতেছে। আমরা নিজের দুর্ব্বলতার চিন্তায় বৃথা সময় নষ্ট করিতেছি। যে অনর্থের স্রোতে আমি ভাসিয়া যাইতেছি, আবার কি সাহসে নিজের তাদৃশ অবস্থায় সেই স্রোতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার বৃথা প্রয়াস করিতেছি? ঐ বৃথা চেষ্টায় সময় নষ্ট না করিয়া যদি দাঁড়াইবার জন্য একটা উচ্চস্থানের অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে স্রোত প্রবল হইলেও আমাদিগকে আর ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। সেই দাঁড়াইবার স্থান বা আশ্রয়স্থল একমাত্র ভবরোগাক্রান্তের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমরা সেই গুরুপাদপদ্মকেই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থলরূপে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবার জন্য গুরু-পাদপদ্মের ও শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণের কৃপাকণা ভিক্ষা করি। তাঁহাদের কৃপাই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(:০:)::——

কপটতা হ'তে উদ্ধারের জন্যই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আবির্ভাব ও অবতার। বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে যে বিপদ্ তা' হ'তে উদ্ধারের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই-সকল কথা আলোচনা করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীতে যখন শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-পরিকর বৈশিষ্ট্য ও লীলা আলোচনা হয়, তখন বাস্তবতা ও কপটতার পার্থক্য ধরা পড়ে। তখন যা'তে মেকি জিনিষ গ্রহণ না ক'রে আসল জিনিষের অনুসন্ধান হয়, তজ্জন্য ? ক'রবার চেষ্টা উদিত হয়।

বহু লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মানবজীবন লাভ হয়। তাড়াতাড়ি নিজের পূর্ণ মঙ্গলের জন্য যত্ন ক'রতে হ'বে। কবে মরণ আ'সবে, তা'র ত' স্থিরতা নাই। মানবজীবন ছাড়া ত' আর পরমার্থ পা'বার উপায় নাই। হেলায় হারাণটা কখনও বুদ্ধিমানের নয়। আবার লক্ষ লক্ষ যোনিভ্রমণ ত' আনবাধা! যা'তে ঐ পাক এড়িয়ে যেতে পারা যায়, তা'র যত্ন না ক'রলে মানুষকে বুদ্ধিমান্ ব'লবে কে?

যিনি যেখানে আছেন, সেখান থেকেই কাণ দিয়ে শুনতে পারেন। সেবার ক'রবার তিনটি medium (অবলম্বন)—কায়, মন ও বাক্য। আনুগত্য-ধর্ম্ম ক'রবার কাণ দিয়ে নিরহঙ্কার হ'য়ে শুনতে হ'বে। জগতে বিভিন্ন কথা আছে, সে সব কথা হ'তে ভিন্ন ভগবৎসম্বন্ধীয় কথা শুনতে হ'বে। নিত্যকালস্থায়ী কথা শ্রবণ ক'রতে হ'বে—যাহা একমাত্র সাধুই বলেন। সাধু নিত্যকথা অবলম্বন ক'রে বাস করেন,—যে কথা অপরিবর্ত্তনীয়। বৈদিক পন্থায় শ্রবণ ক'রতে হ'বে। তজ্জন্য Submissive temper (আনুগত্য স্বভাবের) আবশ্যক। যেটার নিকটবর্ত্তী হ'তে পা'রছি না, সেটার নিকটবর্ত্তী হ'তে হ'বে, তা'র অনুগত হ'বে। যদি অহঙ্কারী হই, তা' হ'লে নিত্যজগতের কথা শু'নতে অবকাশ পা'ব না। যিনি জানেন, তা'র কাছ থেকে জা'নতে হ'বে। যদি আমি জানি, এই অভিমান হয়, তা' হ'লে জা'নতে পা'রবো না।

আমাদের দুর্দ্দৈব অপনোদনের জন্য কোনও উপায় নাই—শ্রীনামভজন ব্যতীত। বহির্জগতের নাম হ'তে পৃথক্ বৈকুণ্ঠনাম জগৎকে অবতরণ ক'রে আমাদের কর্ণবেধ সংস্কার করান। সংস্কৃতিবশে জীব কৃষ্ণনাম শ্রবণের অধিকারী হন। বৈকুণ্ঠনাম ব্যক্ত হইলে বৈকুণ্ঠরূপের জ্ঞান, অবস্থান ও তদুচিত আনন্দ আমাদিগকে অজ্ঞানতা অর্থাৎ ভোগের চিন্তা হ'তে রক্ষা করে।

বি বি ধ স ং বা দ

বাঙ্‌লাদেশে সংক্রামক রোগের প্রকোপ

গত ২৩শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙ্গলা দেশে মোট ৩৬১ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে চট্টগ্রামে ১০৩ জন এবং বাখরগঞ্জে ৯৭ জন লোক উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। উক্ত সপ্তাহে মোট ১৩১ জন ব্যক্তি কলেরা রোগে মারা পড়ে। তন্মধ্যে চট্টগ্রামে ৭৩ জন এবং বাখরগঞ্জে ৫৫ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, কিন্তু প্লেগ রোগের আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

দুই টাকার নোট

ভারতবর্ষে শীঘ্রই দুই টাকার নোটের প্রচলন হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রস্তাব অনুসারে এই নোট প্রচলনের নীতি ভারত-সরকার অনুমোদন করিয়াছেন এবং এক্ষণে এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করার আয়োজন চলিতেছে। নোট ছাপিবার কাগজ বাহির হইতে আনিতে হয়। দু'টাকার নোট বাহির হইলে কাগজ অনেকটা বাঁচিবে। সাধারণের পক্ষেও এই নোট সুবিধাজনক হইবে। বিগত যুদ্ধের সময় ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যেই আড়াই টাকার নোট বাহির করিয়াছিলেন, তবে অল্প দিনের মধ্যেই তাহার প্রচলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সিংহলে দুই টাকার নোট বিশেষ আদৃত হইয়াছে; ভারতেও হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

গম চালানের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, ভারতের এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে অথবা কোন প্রদেশ হইতে কোন দেশীয় রাজ্যে নদী কিম্বা রাস্তা দিয়া গম চালানের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল, তাহা ভারতের জন্য নিযুক্ত গম নিয়ন্ত্রণকারী কমিশনারের এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সর্ব্বত্র দূর করা হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে যাহারা পাঞ্জাব হইতে নদী কিম্বা রাস্তা দিয়া অন্যত্র গম চালান করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে এই প্রদেশের প্রাদেশিক কন্ট্রোলারের নিকট উহার জন্য অনুমতি চাহিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু রেলযোগে গম চালান করিবার ব্যাপারে ঐ সম্পর্কে পূর্ব্বপ্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রহিল অর্থাৎ উহার জন্য গম-নিয়ন্ত্রণকারী কমিশনারের অনুমতির প্রয়োজন হইবে।

ছাত্রকর্ম্মীদের উপর নিষেধাদেশ

বর্ম্মার সরকার সম্প্রতি এক আদেশ জারী করিয়া বর্ম্মার প্রগতিশীল ইউনিয়ন ফেডারেশনের কতকগুলি কম্যুনিষ্ট সদস্যের উপর প্রদত্ত নিষেধাদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ঐ সম্পর্কে আদেশ প্রত্যাহার করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বন্দিনিবাস হইতে কম্যুনিষ্ট দলভুক্ত কতকগুলি নিরাপত্তা বন্দীকে আটক থাকিবার পর মুক্তি দিয়াছেন।

একটি প্রেসনোটে সরকারী ঘোষণা জারী করিয়া বলা হইয়াছে যে,—যাঁহাদের সম্পর্কে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে, জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টার যে উদ্দেশ্য, ঠিক সেই উদ্দেশ্য সাধনকল্পেই তাঁহারা স্বাধীনভাবে কাজ করিতে চাহিয়াছেন। যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে এবং বিনা সর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিবেন। গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন যে, মুক্তিপ্রাপ্ত যাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হইল, তাঁহারা সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। তাহা না হইলে গবর্ণমেণ্ট পুনরায় তাঁহাদের উপর নিষেধাদেশ জারী করিতে বাধ্য হইবেন।

গম আমদানী-রপ্তানী সম্পর্কে নির্দ্দেশ

একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, গম ও গম হইতে উৎপন্ন সামগ্রী সম্বন্ধে যাঁহাদের ছাড়পত্র আছে, জুন মাসে তাঁহাদিগকে যে ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহার মেয়াদ বাড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহারা দরখাস্ত করিতেছেন। কারণ, ছাড়পত্রে উল্লিখিত মাল সম্পূর্ণ পরিমাণে যথাসময়ে চালান দেওয়া যাইতে পারে নাই।

সুতরাং ব্যবসায়ে সুবিধার জন্য ভারতের হুইট কমিশনার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের মে ও জুন মাসের যে সকল ছাড়পত্রমূলে পুরা মাল চালান দেওয়া সম্ভব হয় নাই, ঐ সকল ছাড়পত্র ১৯৪২ সালের জুলাই মাসেও বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে অর্থাৎ উহাদের মেয়াদ জুলাই মাস পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইল। রেলওয়ে বোর্ড বিভিন্ন রেল-কর্তৃপক্ষকে ঐ সম্পর্কে যথাযোগ্য নির্দ্দেশ প্রদান করিবেন। সুতরাং যাঁহাদের ছাড়পত্র আছে, তাঁহাদিগকে আর ব্যক্তিগতভাবে ভারতের হুইট কমিশনারের নিকট ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিতে হইবে না।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবংশীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনবকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "নদীয়া-প্রকাশ"-যন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আবাহন'-অন্তর্গত প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৯শ বর্ষ { ১২ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৫শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১০ই জুলাই, ইং ১৯৪২, শুক্রবার } ১৯৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ বামন, [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—::(০)::—

সাধুসঙ্গই হরিভক্তির মূল। শ্রদ্ধা ও সরলতা যেখানে নাই, সেখানে হরিভক্তির আশাও নাই, সেখানে হতাশা অনিবার্য্য। মনোধর্ম্মী তার্কিক কখনও হৃদয়ে বল বা আশা-ভরসা পাইতে পারে না। অহংকার জন্যই সাধুর কৃপা লাভ করিতে বঞ্চিত হ'ন। সাধুর সঙ্গ করিতে হইলে আনুগত্য চাই—শ্রদ্ধা থাকা চাই—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধি চাই। আনুগত্যবিহীন হইয়া সঙ্গ করিবার ইচ্ছা সাধুকে মাপিয়া লইবার চেষ্টা বা দম্ভ ছাড়া আর কিছুই নয়। উহার দ্বারা কখনও ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তির সঙ্গ লাভ হয় না। হরিতোষণই যাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ও সম্বল, তিনিই ভগবৎসেবার আকাঙ্ক্ষায় সাধুর সঙ্গ করিতে পারেন ও কৃপা পান। যেখানে হরিগুরুবৈষ্ণব-মনোরঞ্জন ব্যতীত লোকরঞ্জনের প্রতি আদর, সেখানে সত্যকথা কীর্ত্তিত হইতে পারে না। কারণ, জগতের কোটি কোটি লোকের মধ্যে দুই-চারিটি মুক্তপুরুষ ব্যতীত সকল জীবই বহির্ম্মুখ; সুতরাং তাঁহাদের রুচিপ্রদ কথা কিরূপে সত্য হইবে? সাধুর কথা কিন্তু বা সর্ব্বতোভাবে রুচিকারক মনে না হইলেও উহাই ভবরোগনিবারক একমাত্র মহৌষধ। সাধু শ্রীগুরুর আনুগত্য না হইলে শ্রবণ হয় না। অশরণাগত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যভাগবতের বা শুদ্ধবর্গের অতি সরল সহজ কথাও বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং সৎসিদ্ধান্ত বা তত্ত্বকথা উপলব্ধি করিতে হইলে একমাত্র আনুগত্যই যে আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

— —

অহংকার একেবারেই ছাড়া দরকার। ইহা হরিভজনের ভীষণ বাধা। অহংকার বা বাজে কথা যেখানে, সেখানে অসচ্চিন্তা হইবেই। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন না করিলে অহংকারের হাত হইতে বাঁচা যাইবে না। শ্রদ্ধা হইলেই সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ হইবে। সাধুসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তনই ভজন। মনোযোগের সহিত শ্রবণকীর্ত্তন করিতে করিতেই ভজনে নৈরন্তর্য্য উপস্থিত হইবে। শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস—গুরুকৃপার প্রথম পরিচয়। যেখানে শ্রদ্ধা নাই, সেখানে শরণাগতি, আত্মনিবেদন, সঙ্গ ও সেবা কিছুই নাই। ভগবান্ ও ভক্তের চরণে নিজেকে বলি দিতে হইবে। তাঁহাদের ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা মিশাইতে হইবে। ইহারই নাম বলি দেওয়া। অকৃত্রিম হইয়া সঙ্গ ও সেবা করিতে হইবে। আমরা তাঁহাদের প্রতি নির্ভর করিলে তাঁহারাই আমাদের সমস্ত অসুবিধা দূর করিবেন। কেবল আমাদের কৃপালাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা থাকিবে। নিজের গলদ্ কোথায় আছে, তাহা সংশোধনের জন্য যত্ন করিতে হইবে। ভাল খাওয়া, ভাল পরা ছাড়িতে হইবে। ভাল খাওয়া ও ভাল পরার প্রতি টান থাকিলে গুরুগৌরাঙ্গের কৃপা পাওয়া যাবে না। টান থাকিবে—শুদ্ধ বৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি ও তাঁহাদের সেবার প্রতি। দিবা-নিদ্রা, বেশী নিদ্রা ত্যাগ করিতে হইবে। শ্রবণকীর্ত্তনমুখে সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবের চিন্তা করিতে হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব ভগবানের নিকট সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা জানাইতে হইবে। গুরুবর্গের চিন্তা জোর করিয়াও করিতে হইবে। জোর করিয়া অসচ্চিন্তাকে দূর করিয়া গুরুবর্গের কৃপাপ্রার্থনা ও তাঁহাদের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে হইবে। যে-কোন উপায়ে মনকে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সেবায় লাগাইতে হইবে। আমরা এবিষয়ে যত যত্নবান হইব, ততই হরিভজনে অগ্রসর হইতে পারিব।

— —

ভগবান্‌কে পাইতেই হইবে বলিয়া একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকিবে। ভগবান্‌কে পাইবার আশায় যিনি যত ভোগসুখ ত্যাগ করিতে পারিবেন, ভগবান্ ততই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন, তিনি ততই অগ্রসর হইতে পারিবেন। আমাদের নিষ্কপট সেবাকাঙ্ক্ষা দেখিলে শ্রীগুরুনিত্যানন্দ আমাদিগকে আত্মসাৎ করিবেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আত্মসাৎ করিলে মহাপ্রভু আমাদিগকে কৃপা করিতে বাধ্য হইবেন।

— —

কৃপাধীনতাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। মায়ার উপর প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছাই দুর্ব্বলতা বা রোগ। বলদেবের কৃপায় এই সংসারবাসনা, প্রভুত্ব-কামনা বা দুর্ব্বলতা কাটে। গুরুকৃপাধীন না থাকিলে মায়াধীন হইতেই হইবে। তটস্থাবস্থায় কেহ থাকিতে পারে না। যেখানে ভক্তি, সেখানে তত্ত্বজ্ঞান বা আনন্দ আছে। ভক্তি অপরাবস্থায় শ্রদ্ধা, রতি এবং পরাবস্থায় প্রেম। কার্ষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণানুশীলন। কার্ষ্ণানুশীলন না হইলে কৃষ্ণে মতি হইবে না। সংসার অরোচক না হইলে সাধুদের সুযোগ হয় না। অনুক্ষণ [illegible] আছে। ভক্তশক্তি—কৃষ্ণ। তিনি জীব নহেন। তিনি আমাদের সকলের সব গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণকে দেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলেই সমস্ত বুঝা যাইবে। তিনিই সেবা দিবার মালিক।

— —

জীবমাত্রই স্বরূপতঃ ভগবৎসেবক, সুতরাং সেবাই তাঁহাদের সহজ-ধর্ম্ম। সেবা বা ভক্তি ব্যতীত যতকিছু সবই বিরূপের ধর্ম্ম। স্বরূপের ধর্ম্ম—একমাত্র ভক্তি। কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই রাগ ও দ্বেষের দ্বারা অভিভূত। কর্ম্মিগণ জড়বস্তুর প্রতি অনুরাগী, আর জ্ঞানিগণ দ্বেষের দ্বারা আক্রান্ত। একজন ভোগে অনুরাগী, আর একজন ভোগে বিদ্বেষী। কিন্তু বস্তুতঃ উভয়েই ভোগে অনুরাগী। কারণ, ভোগ ও দ্বেষ অনুরাগেরই প্রতিক্রিয়া ও প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি।

— —

সকলের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ভগবানের অভয়পদে শরণগ্রহণ না করার জন্যই আমাদের যত অসুবিধা হইতেছে। আমরা যদি জগতের উপর বা নিজের উপর নির্ভরতা ছাড়িয়া ভক্তিকে আশ্রয় করি—ভগবানের উপর নির্ভর করি, তাহা হইলে সমস্ত দারিদ্র্য কাটিয়া যায়। তখন ভগবান্ সুখ-দুঃখ যাহা প্রদান করেন, তাহাতেই শরণাগত জীব ভগবৎসেবা করেন। জগতে সাধুর সংখ্যা খুব কম। নামের প্রথম অবস্থা—শ্রবণ, সম্প্রকাশিত অবস্থায় নাম। সাধুই পরম-পুরুষ শ্রীনামের নিজসেবক। বৈষ্ণবই দেবতা, বৈষ্ণবই সাধু। সাধু জীবের প্রতি বড় দয়ালু। তিনি জীবের হৃদয়ের গোপনীয় অবিদ্যাগ্রন্থি বাক্যরূপ খড়্গের দ্বারা ছেদন করিয়া দেন।

কলিযুগে যেখানে ভগবানের কীর্ত্তন হয়, সেইখানেই নামকীর্ত্তনরূপে ভগবান্ অবতরণ করেন। ভক্ত ব্যতীত ভগবানকে দর্শন করিতে গেলে ভগবানের দর্শন হয় না। যাহাদের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব আছে, তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ অতিক্রম করিয়া ভক্তিলাভ করিতে পারে না। যাহার সেবাপ্রবৃত্তি নাই, তাহার ভগবদ্দর্শনও দুর্লভ হয়। ভগবদ্দর্শনের জন্য কংসাসুর যদিও কোটি কোটি জন্ম তপস্যা করিয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণাবতারে কৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়াও সেবোন্মুখতার অভাববশতঃ কৃষ্ণকৃপালাভ করিতে পারে নাই। সেবোন্মুখ ব্যতীত অপরের ভগবদ্দর্শনে ভক্তিসুখোদয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। জীব নিজ অহঙ্কারবুদ্ধিবলে ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। ভগবৎকৃপাই জীবের সেবোন্মুখতার প্রধান কারণ।

কৃষ্ণভক্ত বড় চতুর। এখানে চতুর অর্থে ধূর্ত্ত নহে—সারগ্রাহী। যেখানে ধূর্ত্ততা বা কপটতা, সেখানে অসারগ্রাহিতা বা আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নাই। খুব বুদ্ধিমান্, খুব চতুর হইতে হইবে। নতুবা হরিভজন করা যাইবে না। সরল হইতে হইবে, কিন্তু নিরীহ হইলে চলিবে না। যাহার কোন ঈহা বা চেষ্টা নাই, তিনিই নিরীহ। নিজেন্দ্রিয়তর্পণমূলা ঈহা বা চেষ্টার দরকার নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যদি আমি ভগবৎসেবাচেষ্টাও ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে অসুবিধা হইল। জ্ঞানী মায়াবাদিগণ নিরীহ অর্থাৎ ইচ্ছাশূন্য। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ সেবোৎসাহী। যদি কেহ বলেন, জ্ঞানিগণ যদি নিরীহ হন, তবে বৈষ্ণবগণের মধ্যে নিরীহ-শব্দ বলা হইয়াছে কেন? সেখানে নিরীহ-শব্দ নিষ্কাম-শব্দের স্থানেই ব্যবহৃত হইয়াছে। নিষ্কাম অর্থে যেরূপ সেবাকাম, নিরীহ অর্থে সেইরূপ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট বুঝিতে হইবে।

ভগবানকে যিনি স্মরণ করেন, ভগবান্ তাঁহার স্মরণ করেন। ভগবানের দাস বা ভগবদ্ভক্তকেও যিনি স্মরণ করেন, তাঁহাকেও ভগবান্ রক্ষা করিয়া থাকেন। ভক্তের ভক্তই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। কৃষ্ণপ্রিয় সেবককে লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কৃষ্ণসেবার জন্য উদ্গ্রীব, তাহাদের চেষ্টা বিফল হয়। পুণ্য-প্রভাবেই জীবগণ দেবত্ব লাভ করে এবং পাপফলে অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পুণ্য প্রভাবে যাঁহারা দেবতা হইয়াছেন, ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাদেরও বরণীয়। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদেবদেব ভগবানেরও সম্মানের পাত্র।

ভগবদ্ভক্তের আশীর্ব্বাদের এত বেশী শক্তি যে, তাহা বারংবার জীবের সেবোন্মুখতা-ক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরাগ প্রকটিত হয়। বদ্ধজীবের প্রতি যদি শ্রীগুরুদেব কৃপাদৃষ্টি না করেন, তবে কখনও বদ্ধজীব মুক্ত হইয়া বৈষ্ণব হইতে পারে না। কৃষ্ণসেবা করিয়া অনেকে ফললাভ করেন না। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য্য।

ভগবদ্ভক্তের কৃপা হওয়াই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। কৃষ্ণভক্তগণ যখন স্বেচ্ছায় এ জগতে কৃপাপূর্ব্বক আসেন, তখন জীব তাঁহাদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়া ধন্য হইতে পারে।

যাহারা আত্মনিবেদনে কৃপণতা করে অর্থাৎ গুরুপদাশ্রয়ের জন্য খানিক ব্যস্ত থাকে এবং গুরুবাক্যের কতক অংশ পালন করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে গুরুর অবজ্ঞাকারী। তাহাদিগের হৃদয়ে ভক্তিলতার বীজ আদৌ ফলবতী হয় না। তাহারা যদি অনতিবিলম্বে নিজদোষটা পরিহারের চেষ্টা না করে, তাহা হইলে সৎসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া পুনরায় ঘোরতর বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ে।

শ্রদ্ধাই ভগবৎপ্রীতির সর্ব্বপ্রথম সোপান। ভগবানই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, ইহা শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি অন্তরের সহিত মনে ও মুখে এক করিয়া বিশ্বাস করেন। সেইজন্য তাঁহার ভয় নাই। আশ্রিত বা সর্ব্বসমর্পিতাত্মার কোন ভয় নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

——:(০)::——

বিষ্ণুসেবকের নাম বৈষ্ণব। কৃষ্ণভক্তির নামই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবের বাহ্য আচারাদি-অনুকরণের নাম বৈষ্ণবতা নহে। বৈষ্ণবতার অপর নাম ভক্তিপরায়ণতা বা গুরুসেবাপরতা। বৈষ্ণবতা আত্মার সহজ নিত্য স্বভাব। বৈষ্ণবের অপরাধ নাই; বৈষ্ণব—সরাগ। হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ বৈষ্ণবতা নহে। বহির্ম্মুখতা বা অভক্তিই অবৈষ্ণবতার স্বরূপ। বৈষ্ণব অন্তর্ম্মুখ, বৈষ্ণব সেবোন্মুখ, বৈষ্ণব সেবক। যিনি অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইয়া নিরন্তর হরিভজন করেন,—হরিগুরুর জন্য বা সেবার জন্য সেবা করেন, তিনিই বৈষ্ণব। তখন হইতেই শুদ্ধবৈষ্ণবতার আরম্ভ। আর যে হৃদয়ে কৃষ্ণের বিলাস হয়, যাঁহার হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব, সেই কৃষ্ণনামাকারগ্রাহী প্রেমিক মহাভাগবতই বৈষ্ণবতম। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগাদিস্পৃহা থাকাকালে শুদ্ধভক্তি আরম্ভ হয় না। সেইজন্য কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তগণ শুদ্ধভক্ত নহেন। তাঁহারা বৈষ্ণবপ্রায়। তাঁহারা নিরন্তর হরিনামানুশীলন করিতে পারেন না; তাঁহারা সাধন ভজনানুশীলক। নাম ও নামীতে অভিন্নবুদ্ধি যাহাদের নাই, সাধুগুরুশাস্ত্র-বাক্যে যাহাদের অনন্য শ্রদ্ধা নাই, সেই শ্রদ্ধাহীন সাম্প্রদায়িকগণ বৈষ্ণব নহে। এই অবৈষ্ণবতাকে শাস্ত্র পাষণ্ডতা বলিয়াছেন। যেখানে ভক্তিবিরোধী ব্যাপার, যেখানে ভক্তিতে আস্থা নাই, সেইখানেই নাস্তিকতা বা সংশয়। কপাল খারাপ হইলেই জীব সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হারায়, ভক্তিবিরোধিনী যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া অধোক্ষজ বস্তু শুদ্ধবৈষ্ণবকে মাপিতে গিয়া মঙ্গলের পথে কণ্টক দেয়।

কৃষ্ণভক্ত অতি বিরল। অতি বিরল হইলেও নাই, এরূপ নয়, তবে সংখ্যায় অতি অল্প। 'কোটি মুক্ত-মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত।' এই কৃষ্ণভক্ত হাটে-বাজারে পাওয়া যায় না। ভাগ্যবান্ জীবই এরূপ ভক্তের সন্ধান পান। নিজেকে সেই ভক্ত মনে করিতে হইবে না। বৈষ্ণবের দাসানুদাসাভিমানরূপ শিষ্যত্ব দরকার। দাসত্বই শিষ্যত্ব। প্রভুত্ব শিষ্যত্ব নহে। এই দাসত্ব বা শিষ্যত্বের উপলব্ধিই সম্বন্ধজ্ঞান। ইহাই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। এই বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠা দরকার। বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠাকে জড়প্রতিষ্ঠা মনে করিতে হইবে না। বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা জিনিষটা বৈষ্ণবের ভৃত্য হওয়া বা দাস্য করা। বৈষ্ণবগণ তৃণাদপি সুনীচ। তাঁহারা অকিঞ্চন। তাঁহারা মাদৃশ বদ্ধজীবের ন্যায় জড়প্রতিষ্ঠারূপ শূকরের বিষ্ঠার প্রার্থী নহেন। কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দাস্যই তাঁহাদের কাম্য। এক কথায় কৃষ্ণ-কার্ষ্ণাধীন থাকাই বৈষ্ণবতা। ইহাই মুক্তি—ভক্তি—বৈষ্ণবতা। এতদ্ব্যতীত যা' কিছু সব অবৈষ্ণবতা বা অভক্তি।

বৈষ্ণবতায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা আদৌ নাই। বৈষ্ণবতা অনিমিত্তা—অকৃত্রিম সেবাকামনা। ইহা যাঁহার যে পরিমাণে আছে, তিনি সেই পরিমাণে বৈষ্ণব। বৈষ্ণবতায় কপটতা নাই—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছাদি নাই। বৈষ্ণবতা ভগবানের নামে নিজেন্দ্রিয় তর্পণ নহে, তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা। বৈষ্ণব শরণাগত, অনুগত; তিনি স্বেচ্ছাচারী বা স্বতন্ত্র নহেন। যেখানে স্বতন্ত্রতা, সেইখানেই অবৈষ্ণবতা। 'বড় আমি' হওয়া অবৈষ্ণবতা, আর 'দাস আমি' হওয়া বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবতায় ভোগ ও ত্যাগের কোন কথা নাই, অমঙ্গলের লেশমাত্রও নাই, অন্তরে বাহিরে দুইরকম ভাব নাই। বৈষ্ণবের কুদর্শন বা লোভ-দর্শন নাই। তাঁহার সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন—সেবাদর্শন—চেতন-দর্শন—স্বরূপ-দর্শন বা ভগবৎসম্বন্ধদর্শন। কৃষ্ণকার্ষ্ণে প্রীতি থাকায় তাঁহার কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য স্বাভাবিক। বৈষ্ণব যুক্তবৈরাগ্য-বান্। বৈষ্ণব—অনুরাগী। বৈষ্ণবতায় শঠতা নাই। তাঁহাদের ভগবৎসেবা বা ভগবান্‌কে ভাল' কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য নহে, পরন্তু ভগবান্‌কে সুখ দিবার জন্য। স্বরূপতঃ অনুচিৎ হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির দুরাশা বা বাহাদুরী—এইরূপ কৃষ্ণসেবাবিলাস-বিরোধিনী অসতী চেষ্টা বা ভ্রমের আবাহন সেখানে নাই। সেখানে আছে কেবল চিদ্বিলাসের কথা। বৈষ্ণবতায় পাপপুণ্যের কোন কথা নাই, তাহা পাপপুণ্যের অতীত অতীন্দ্রিয় বস্তু। যাঁহারা ভক্তিবাদী, তাঁহারা সাধুসঙ্গে অবস্থান-পূর্ব্বক নিরন্তর হরিকথাশ্রবণকীর্ত্তনে রত, আর অবৈষ্ণবগণ ফল্গু বৈরাগ্যের আবাহন করিয়া প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের জন্য ব্যস্ত। শ্রদ্ধাহীন জনগণ সাধু গুরু-শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস করে না, জগৎকে বিশ্বাস করে না। এমন কি, নিজেকেও বিশ্বাস করে না। আর যদি কখনও কাহাকেও মৌখিকভাবে বিশ্বাস করে, তবে সে ব্যক্তি তাহাদেরই সমজাতীয় লোক—অভক্ত। এই দুঃসঙ্গ বা অবৈষ্ণবের সঙ্গে বৈষ্ণবতার মতভেদ চিরকালই আছে ও থাকিবে। বৈষ্ণবতা অবরোহপন্থা, আর অবৈষ্ণবতা আরোহপন্থা। একজনের আধ্যক্ষিকতা প্রবল, আর একজন গুরু-বৈষ্ণব ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল—তাঁহাদের কৃপা-ভিখারী।

শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণীতে আমরা পাই,—"সাধনাবস্থার অর্থাৎ আসক্তি পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তি শ্রদ্ধামূলা। ভাবোদয়ে রতির উদয়। ভাবভক্তি—রতিমূলা। প্রেম—ভক্তিমূলা" এই ভক্তি লাভ করিতে হইবে। ভক্তের আনুগত্যেই ইহা সম্ভব, নতুবা নহে। ইহারই নাম খাঁটী বৈষ্ণবতা—কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বলতা। যাঁহার ভক্তি আছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি পণ্ডিতই হউন বা মূর্খই হউন, ধনীই হউন বা দরিদ্রই হউন, সবলই হউন বা দুর্ব্বলই হউন, ব্রাহ্মণই হউন বা শূদ্রই হউন, কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবানিরত তিনিই ভক্ত—তিনিই জগৎপূজ্য—জগদ্বন্দ্য। তাঁহার পদধূলির সহিত এ জগতের কোন কিছুরই তুলনা হয় না।

কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হয় নাই। মধ্যমাধিকারীর শাস্ত্রযুক্তিতে বিশেষ নিপুণতা না থাকিলেও তিনি শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবভগবানের চরণে ও সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যে তাঁহার সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস আছে। আর উত্তমাধিকারী মহাভাগবত বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ এবং সর্ব্বথা দৃঢ়ব্রত ও দৃঢ়নিশ্চয়। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, সত্যবাদী—কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমবশীভূত। এই মহাভাগবত বৈষ্ণব ও মহাজনগণের শ্রীচরণের আনুগত্যই মধ্যম-বৈষ্ণবের জীবন।

কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব চিনিতে পারেন না বলিয়া সময় সময় বড় বিপদ্গ্রস্ত।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

অন্যাভিলাষী কর্ম্মকাণ্ডীর বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব চিনিয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করেন

বৈষ্ণব আচারবান্। তিনি গুরুমুখে যা' শুনেন, তাই করেন এবং যা' করেন, তা'ই বলেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনই তাঁহার স্বভাব। যেখানে শুদ্ধভক্তের কীর্ত্তন নাই, সেখানে শ্রবণ নাই, সেখানে শিক্ষাও নাই; সুতরাং বৈষ্ণবতার অভাবে কৃত্রিমভাবে কৃষ্ণভজনের চেষ্টা অকর্মণ্য। সাধুসঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে কীর্ত্তনপ্রভাবে সরল হইবে, তখনই ইতরচিন্তা দূর হইতে থাকিবে। যেখানে বৈষ্ণবতা, সেখানেই কৃষ্ণপাদপদ্মের অধিষ্ঠিতি বিদ্যমান্। ভক্তবৎসল না হইলে কি তাঁহাদের সুখের জন্য ব্যস্ত হওয়া যায়? সুতরাং সম্বন্ধজ্ঞান আগেই দরকার। শ্রদ্ধাবান্ ও সদ্গুরুর সঙ্গফলেই ইহা লাভ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও মত্তপ সন্ন্যাসী

(প্রাপ্ত)

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর গৃহে গমনকালে পথে গঙ্গার নিকটে ললিতপুর-নামে এক গ্রামের এক গৃহস্থ সন্ন্যাসীকে কৃপা করিবার উদ্দেশে তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অমানি-মানদধর্ম্মপালক উভয়প্রভু সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। বিশ্বম্ভরের ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে প্রাকৃত মনুষ্যজ্ঞানে বহু আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"তোমার ধন, বংশ, সুবিবাহ, বিদ্যা সমস্তই লাভ হউক।" কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সব আশীর্ব্বাদের অকিঞ্চিৎকরতা জানাইবার জন্য বলিলেন,—"গোসাঞি, এ সব তো আশীর্ব্বাদ নয়। এই আশীর্ব্বাদ কর যেন কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হয়। বিষ্ণুভক্তি-আশীর্ব্বাদই সত্য এবং অব্যয়। তুমি সন্ন্যাসী হইয়া, এরূপ আশীর্ব্বাদ করা তোমার উচিত হইল না।" এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং বলিতে লাগিল,—

"আগে যে বলিতে লোক ঠেকা লাগা যায়।
এ বিপ্রপুত্রের সেই মত ব্যবসায়॥
ধন-বর দিল আমি পরম সন্তোষে।
কোথা গেল উপকার, খায়ো আমা দোষে!"
সন্ন্যাসী বলয়ে,—"শুন ব্রাহ্মণকুমার।
কেনে তুমি আশীর্ব্বাদ নিন্দিলে আমার?
পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস।
উত্তম কামিনী যার না রহিল পাশ॥
যার ধন নাহি, তার জীবনে কি কাজ?
হেন ধন-বর দিতে, পাও তুমি লাজ॥
হইল বা বিষ্ণুভক্তি তোমার শরীরে।
ধন বিনা কি খাইবা, তাহা কহ মোরে॥"

সন্ন্যাসীর বিপরীত বাক্য শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলেন ও কপালে শ্রীহস্ত-দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসীকে বলিতে লাগিলেন যে, নিজ কর্ম্মে যাহা আছে, তাহা না চাহিলেও অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া মিলিয়া যায়। লোকে ধন, বংশাদির জন্য কামনা করে, কিন্তু ধন-বংশ থাকিলেও তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বে চলিয়া যায়। কেহ ইচ্ছা করে না যে, কাহারও শরীরে জ্বর আসে, কিন্তু সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও জ্বর আসিয়া শরীরকে পীড়িত করিয়া থাকে। তিনি বলিতে লাগিলেন, এইসব কথার মর্ম্ম সাধু-গুরু-বৈষ্ণব, মহাজন, মহাপুরুষগণই মাত্র অবগত আছেন, সাধারণ লোকে এইসব কথা বুঝিতে পারে না। বিষয়সুখে লোকের চিত্তের বড়ই সন্তোষ, সেইজন্য চিত্ত বুঝিয়া বেদ কৃপাপূর্ব্বক রোগীকে লাড্ডু দেখাইয়া ঔষধ খাওয়াইবার কৌশলের ন্যায় অজ্ঞ লোককে গঙ্গাস্নানে, হরিনামে ধনপুত্র লাভ হয় বলিয়া লোভ দেখাইয়াছেন। যে-কোন-প্রকারে গঙ্গাস্নান ও হরিনাম করিলে তাঁহার প্রভাবে তাহাদের ভক্তিলাভও হইবে, বেদের এই অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া মূর্খ লোক কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়সুখ যাচ্‌ঞা করে। এইরূপে শিক্ষাগুরু ভগবান্ সন্ন্যাসীর নিকট ভক্তিযোগ বর্ণন করিলেন। প্রভুর বচন শুনিয়া সন্ন্যাসী মনে করিতে লাগিল যে, ব্রাহ্মণের মন্ত্রের গুণে বোধ হয় এই বালক পাগল হইয়াছে অথবা সঙ্গের এই সন্ন্যাসী (শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু) কোনরূপ যুক্তি দিয়া ব্রাহ্মণ-কুমারকে কোথাও ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল,—সে দিন এই শিশুর জন্ম হইল, আর আমার চেয়ে এই শিশু বেশী জানিয়া ফেলিল? আমি সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলাম—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, বদরিকাশ্রম, গুজরাট, কাশী, গয়া, বিজয়া, সিংহল প্রভৃতি কত পুরী ভ্রমণ করিলাম, আর জানিলাম না ভালমন্দ কিসে হয়, আর আজ এই দুধের ছাওয়াল আসিল আমাকে শিখাইতে! এইসব কথা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসীকে বন্দনা করিয়া অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমি তোমার মহিমা সব অবগত আছি। নিমাই বালক, তাহার দোষ তুমি ক্ষমা কর।" প্রতিষ্ঠা পাইয়া সন্ন্যাসী আনন্দিত হইল এবং শ্রীগৌর-নিতাইকে ভিক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—"আমাদের কাজ আছে, সঙ্গে কিছু আহার্য্যবস্তু দিলে আমরা স্নান করিয়া পরে আহার করিব।" সন্ন্যাসী বলিল,—"এখানেই আহার করিয়া সুস্থ হইয়া তারপর যাইও।" পাতকী-তারক দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘরে রহিলেন। কাহ্নবীতে মজ্জন করিয়া শ্রীগৌর-নিতাই সন্ন্যাসীর গৃহে ফলাহার করিতে বসিলেন। তখন মত্তপ সন্ন্যাসী ঠারে ঠোরে নিজ স্বরূপ ব্যক্ত করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বলিতে লাগিল,—"তোমাদের মত অতিথি বা আর আমি কবে কোথায় পাইব! যদি এস তবে কিছু 'আনন্দ' আনিব।" সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সন্ন্যাসীকে মত্তপ বলিয়া জানিতে পারিলেন। সন্ন্যাসী বার বারই 'আনন্দ আনিব', 'আনন্দ আনি' এইরূপ বলিতে না বলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি আনন্দের কথা সন্ন্যাসী বলিতেছে?" শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—"বোধ হয় মদিরার কথা বলিতেছে।" এই কথা শুনিবামাত্রই মহাপ্রভু 'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করিতে লাগিলেন ও আচমন করিয়া অতি সত্বর সন্ন্যাসীর বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া চলিলেন। তাঁহারা দুইজন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ভাসিতে ভাসিতে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। পতিতপাবন, অধমতারণ শ্রীগৌর নিতাই মহাপাপী, মত্তপ, স্ত্রৈণ প্রভৃতিকে উদ্ধারক হইয়া উদ্ধার করেন, কিন্তু মহা-মহা-নৈষ্ঠিকও যদি নিন্দুক হয় তবে উদ্ধারের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে সংহার করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

স্ত্রৈণ-মত্তপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে॥
ত্যাসী হৈয়া মত্ত পিয়ে, স্ত্রীসঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
বাক্যালাপ্য কৈলা প্রভু, শিখাইল ধর্ম্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈলা ভোজনের কর্ম্ম॥
না হয় এ জন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকেরে নাহি বাসে ভাল-মর্ম্মে॥
দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥
সন্ন-বুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা-পাপ।
পাছেও কাহার চিত্তে না জন্মিল তাপ॥
আরো বলে,—আমরা সকল পূজ্যাশ্রমী
আমা সবা সন্ন্যাসীরা কিন্তু গেলা কেনী?
ভক্তিহীন হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
নিন্দকের পূজা শিব কভু নাহি লয়॥
সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যাভারক বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥
মত্তপের ঘরে কৈলা স্নান-ভোজন।
নিন্দক বেদান্তী না পাইল দরশন॥
চৈতন্যের দণ্ডে যা'র চিত্ত নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সেই জীব যমদণ্ড্য হয়॥

পাপী, মহাপাপী, মত্তপ, স্ত্রৈণ প্রভৃতি ব্যক্তি একদিন শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় নিজের পাপের বুঝিতে পারিয়া 'আর না, বাপ,' বলিয়া থাকে, কিন্তু বৈষ্ণবনিন্দুক বা পণ্ডিত যে অন্য হইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অন্যের নিন্দা করে, অথচ নিজের ছিদ্র দেখিতে পায় না, সেইরূপ ব্যক্তির কোনদিনই মঙ্গলের আশা নাই। শ্রীগৌর-নিতাই অতিপাপী, মহাপাপীর উদ্ধারের জন্য, আর বৈষ্ণবনিন্দুকের সংহারের জন্য নিত্যকালই আছেন। শ্রীরাসকুণ্ডলী প্রভৃতি ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিন্দা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজের নিন্দাকারী বা দ্রোহকারীকে সর্ব্বত্র কৃপাই করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার ভক্তনিন্দা বা ভক্তদ্রোহ কখনই সহ্য করিতে পারেন নাই বা পারেন না। সুতরাং আমরা যদি শ্রীচৈতন্যপাদাশ্রয় হওয়ার আশা পোষণ করি, তবে আমাদিগকে বৈষ্ণবনিন্দা হইতে খুব সতর্ক থাকিতে হইবে।

আমরা যত মহা-মহাপাপ, অতিপাতক করিয়া থাকি না কেন, সেই পাপ নিবৃত্তি করিবার জন্য আমাদের বিবেক ও ভগবৎকৃপার একত্র সম্মিলন কোনদিন হইবে, কিন্তু বৈষ্ণবনিন্দাকারীর বিবেক যদি যে বৈষ্ণব বা সাধুর চরণে অপরাধ হইয়াছে, সেই বৈষ্ণব বা সাধুচরণে ক্ষমা স্বীকার না করে, তবে সেই ব্যক্তির ভগবৎকর্ত্তৃক দুর্গতির ব্যবস্থা অনিবার্য্য। এইসব কথা কল্পনার কথা বা অতিরঞ্জিত কথা নয়। সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ-মুখপদ্মবাণী জানিয়া আমরা যাহাতে সর্ব্বদা থাকিতে সতর্ক হইতে পারি বা সাবধান হইতে পারি, ইহাই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——:•:(•):•:——

শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে মহোৎসব

গত ২৩শে আষাঢ়, বুধবার শ্রীমায়াপুরে সংকীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপার্ষদ সমস্ত শুদ্ধভক্তাগ্রণী শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মধ্যাহ্নকালে শ্রীচৈতন্যমঠ-বাসী ভক্তবৃন্দ পদব্রজে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে উপস্থিত হন। তথায় শুদ্ধবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্বের কৃপাপ্রার্থনাসূচক বিবিধ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীশ্রীবাস ঠাকুরের সম্বোধনপ্রসঙ্গে নিত্য, শ্রীশ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনরাসলীলা প্রভৃতির প্রসঙ্গ আলোচনামুখে শ্রীবাস ঠাকুরের কৃপা ও মহিমার কথা প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তন করেন।

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গপাদপদ্মপ্রিয় [illegible] প্রভৃতি [illegible] হয়।

এ দিবস [illegible] নিকটবর্ত্তী [illegible] প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ [illegible] করেন।

[illegible] শ্রীচৈতন্য-মঠ, [illegible] ও [illegible] কৃপায় কথা আলোচনা হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের	অন্ত,পরবর্তী দিনের জন্ত	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷০	৷৵০	প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অৰ্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৩৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত —ভিজিগাপত্তম একমাত্র পারমার্থিক প্রাদিক পত্র। গঞ্জাম গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় —পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আচারগ্রন্থখানি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসাথিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আস্তিকজনকার এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিসমুদ্রটিকে এবং ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

T IE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAI TANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ইহার দাম কাটিয়া ব্যবহার করুন। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। প্রাপ্তিস্থান —১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি

বঙ্গীয় সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টার জানাইতেছেন যে,—

গত এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে চাউল এবং আরও কয়েকটী প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, যথা—গম, আটা, ময়দা, ডাল, সরিষার তৈল, লবণ, কোক কয়লা ও দেশলাই প্রভৃতি যাহার খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের চীফ কণ্ট্রোলারের প্রদত্ত ছাড়পত্র ব্যতীত কলিকাতা ও শিয়ালদহ হইতে রপ্তানি হইতে পারিবে না বলিয়া বঙ্গীয় সরকার যে প্রদেশ কমিটিষ্ঠক ও আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তৎপ্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। ঐ সময় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কলিকাতা অঞ্চল হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ অযথা হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়, সেই জন্য রক্ষা-কবচরূপে ঐ আদেশ জারী করা হইয়াছিল। এতদুদ্দেশ্যে রেল কর্তৃপক্ষকে এবং পোর্ট কমিশনারকে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ চীফ কণ্ট্রোলারের ছাড়পত্র ব্যতীত তাঁহারা যেন ঐ সকল খাদ্য দ্রব্য প্রেরণের জন্য গ্রহণ না করেন।

চাউলের মূল্য সম্বন্ধে যে সম্প্রতি আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফলে এই অঞ্চল হইতে অতর্কিতভাবে মজুত চাউল সমস্ত সরাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে। চাউল ব্যবসায়ী ও গোলাদারদিগকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করা হইতেছে। এই আদেশ অমান্য করিলে অথবা এড়াইবার চেষ্টা করিলে, গবর্ণমেণ্ট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। সরকারী আদেশ-অমান্যকারীর তিন বৎসরের কঠোর কারাদণ্ড এবং অর্থ দণ্ড হইবে। গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, জনসাধারণ এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবেন। এই আদেশ অমান্যের কোনও কেস উপস্থিত হইলে তাঁহারা নিকটবর্ত্তী থানার মাইটার্স বিভাগে মূল্য সম্বন্ধে এসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলারের নিকট সংবাদ দিবেন।

বে-সামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থা

শত্রু আক্রমণকালে বে সামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থায় কাহার কি দায়িত্ব তাহা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া বে-সামরিক দেশরক্ষা বিভাগ হইতে একটি পুস্তিকা (এ আর পি পুস্তক প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হইয়াছে।

যে সামরিক দেশরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত সমস্ত বিভাগকে বে-সামরিক দেশরক্ষা বড়োর নির্দেশমত চলিতে হইবে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রত্যেক কাজে সমতা রক্ষা এবং উহাতে কোনরূপ গণ্ডগোল দেখা দিলে উহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বে-সামরিক দেশরক্ষা বিভাগের মধ্যে কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হয় তাহাও বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর অধীনে সমস্ত বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মহকুমা হাকিম এই সম্বন্ধে সাধারণ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী থাকিবেন।

শত্রু যে প্রদেশে আক্রমণ করিবে, সেই প্রদেশের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, কমিশনার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা হাকিমকে সর্ব্বদা নিজ নিজ এলাকার সামরিক কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে হইবে। শত্রুর আক্রমণ ঘটিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষকে বে সামরিক দেশরক্ষা বিভাগের আলোচনা-বৈঠকে ঐ এলাকার সামরিক ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকেও যোগ দিতে আহ্বান করিতে হইবে।

বিভিন্ন দ্রব্যের নমুনা পরীক্ষা

কলিকাতা আলিপুরস্থ গবর্ণমেণ্ট টেষ্ট হাউসে বয়নশিল্পজাত দ্রব্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও সাজসরঞ্জাম, সাধারণ ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, ধাতু ও মিশ্র ধাতু, খনিজ পদার্থ, তৈল, রং পালিশ, রাসায়নিক দ্রব্য, কয়লা, আলাদি তৈল প্রভৃতি নানা প্রকার জিনিষের গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করাইবার ফি বা হার ভারতে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে। এই তালিকা সরকারী বুক ডিপোতে অল্পমূল্যে বিক্রীত হয়। টেষ্ট হাউসে নমুনা পরীক্ষা করাইবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহার সুবিধা সর্বসাধারণও গ্রহণ করিতে পারে। উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট এক বৎসরের নমুনা পরীক্ষার ফি নির্দিষ্ট পরিমাণে কমাইয়া দিবেন। এই সুবিধা পাইতে হইলে গবর্ণমেণ্ট টেষ্ট হাউসের ডিরেক্টরের নিকট আলিপুরের ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি কোন বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা প্রয়োজন মনে করেন তবে তাহাদিগকে ফি দেওয়া হইতে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি দেওয়া হইবে। যাহারা নিজেদের এই শ্রেণীভুক্ত মনে করেন, তাহাদিগকে ডিরেক্টর সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং, দিল্লী—এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

।শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও প্রকাশিত হইয়া "গৌড়ীয়"-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আবাহন'-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যর সকলের প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

৭ম বর্ষ } ১৫ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৮শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৩ই জুলাই, ইং ১৯৪২, সোমবার { ১০০-১০১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-উপদেশামৃত

——:০:(০):০:——

জীবাত্মা অজড়, তাঁহার বন্ধন হয় না। মায়াতে মোহিত হইয়া মায়া হইতে প্রাপ্ত লিঙ্গ শরীরে যে আত্মাভিমান, তাহাই বন্ধন; সুতরাং জীবের বন্ধন সত্য নয়। যিনি কখনই মায়াবদ্ধ হন নাই বা কৃষ্ণকৃপায় মায়িক জগৎ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্ত জীব এবং তাঁহার দশাই মুক্তদশা। যিনি কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া অনাদি মায়ার কবলে পড়িয়া আছেন, তিনিই বদ্ধজীব এবং তাঁহারই সংসারদশা।

জীব যে-অবস্থায় যেখানে থাকেন, কৃষ্ণ তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার বাঞ্ছিত রূপ সেই অবস্থায় সেইখানেই দিয়া থাকেন। জীব ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিত্য। কৃষ্ণ বিভু-চৈতন্য, অতএব তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা তাঁহার চিৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন। জীব চৈতন্যকণ; সুতরাং শুদ্ধাবস্থায় তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম তাঁহার চৈতন্যকণস্বরূপ হইতে স্বভাবতঃ অপৃথক্। চিৎকণ জীবের যে অজড়, তাহাতে যে অজড়ময় মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার আছে, তাহা চিন্ময় এবং লিঙ্গদেহ হইতে বিলক্ষণ। এই অজড়তত্ত্বের সকলই মায়িক—জড়ময়। জীব স্বেচ্ছায়ই এখানে বদ্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণকৃপায় মুক্ত হইলে আর সেইরূপ থাকিবে না।

আমি অণুচৈতন্য—নিত্যকৃষ্ণদাস, বিভুচৈতন্য কৃষ্ণ আমার একমাত্র প্রভু, এই জড়জগৎ আমার প্রবৃত্তি-শোধক কারাগৃহ,—এই জ্ঞানকে সম্বন্ধজ্ঞান বলা যায়। যে-পর্য্যন্ত কৃষ্ণকৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান উদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার থাকে। সুতরাং সে পর্য্যন্ত যে নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা নামাভাসই হয়, শুদ্ধনাম হয় না।

বহু সুকৃতির ফলস্বরূপ ভগবৎকৃপাক্রমে জীবের সংসারবাসনা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন স্বভাবতঃই সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথার আলোচনা হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবানকে পাইবার লোভ জন্মে। তখন তত্তৎস্থিত গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করত ভজনশিক্ষা করিতে হয়। তদনন্তরই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়।

জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু আমাদের কপট ব্যবহারে আমরা সাধুজনের কোন ফললাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সদাচার সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিয়ত যত্নপূর্ব্বক অনুকরণ করিতে পারিলে সাধুগণের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, যত্নপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

এক সিদ্ধভক্ত অন্য সাধক-ভক্তে ভক্তি-সঞ্চার করেন। ভক্তি চিন্ময়ী প্রবৃত্তিবিশেষ। আত্মাকে অবলম্বন করিয়া তাহার স্থিতিগতি সিদ্ধ হয়। কোন আত্মা যখন বিরোধভাবশূন্য হইয়া ভক্তিপ্রবণ হন, তখন সিদ্ধ কৃপাময় ভক্তের আত্মা হইতে সেই আত্মায় ভক্তি সঞ্চারিত হন; ইহাই এক মহত্ত্ব।

কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নামালোচনায় লোভ জন্মিলে আর ইতর-লোভ থাকিতে পারে না। ব্রজবাসীদিগের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তাহাতে যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির লোভ হয়, তিনি সেই লোভের কৃপায় রাগভক্তিতে অধিকার লাভ করেন যে পরিমাণে রাগাত্মিকা সেবায় লোভ হয়, সেই পরিমাণে ইতর-লোভ খর্ব্ব হয়।

কৃষ্ণ—বৃহৎ চিদ্বস্তু এবং জীব—অণু চিদ্বস্তু। চিদ্ধর্মে উভয়ের ঐক্য আছে, কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতাভেদে উভয়ের স্বভাবভেদ অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ জীবের নিত্যপ্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস—ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট; কৃষ্ণ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য; কৃষ্ণ দ্রষ্টা, জীব দৃষ্ট; জীব—দীন ও ক্ষুদ্র, কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান, জীব নিঃশক্তিক, অতএব কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্যই জীবের নিত্যস্বভাব বা ধর্ম। প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম। জীব অজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তু। চৈতন্যই ইহার গঠন, প্রেমই ইহার ধর্ম। কৃষ্ণদাস্যই সেই বিমল প্রেম।

জীবের পক্ষে প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চলাভ কিছুই নাই। প্রীতিই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু। প্রেম একটী পরম শুদ্ধ চিদ্ধর্মাত্মক-বিশেষ। সাধুচিত্ত তদ্গ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ এবং অসাধুচিত্ত তাহার বিক্ষেপক। সাধুসঙ্গ না থাকিলে সেই কণক জীবহৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে না। তড়িৎসম্বন্ধে আকর্ষণ ও অনাকর্ষণের ন্যায় সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ প্রবণতার কারণ। আকর্ষ (magnet) উপযুক্ত স্থলে আসিলে লৌহ যেমত তাহার প্রতি স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ প্রবৃত্ত হয়, অণুচৈতন্য জীবও সেইরূপ পরমচৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণের প্রতি সাম্মুখ্য-অবস্থায় যে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি দেখান, তাহাই তদ্প্রীতির স্বরূপলক্ষণ। বিভুচৈতন্য ও অণুচৈতন্য—উভয়েই প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম নাই। আত্মার ছায়া যে মায়াস্পৃষ্ট জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি মাত্র আছে, শুদ্ধ স্বরূপ তথায় নাই। এই কারণেই জড়জগতে কোন লৌকিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই। প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিশীলতা তাহাতে আছে। পরস্পর প্রেমের আলোচনাই ভক্তিমার্গ; তাহাতে অনুরাগ বড় গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয়-চেষ্টা স্বভাবতঃ তাহাই খর্ব্ব হইয়া পড়ে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাতে কেবল প্রেমই সর্ব্বোচ্চ ফল। তাঁহার স্বভাবই প্রেমের লক্ষণ। বিশ্বপ্রেম অথবা মানবে মানবে প্রেম কেবল আত্মপ্রেমের বিকারমাত্র। আত্মায় ও আত্মায় যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আদর্শ। প্রেমভক্তের জীবন অত্যন্ত জড়সঙ্গরহিত ও কৃষ্ণময়। সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের ন্যায় প্রেমোদয়ে বিধি লুক্কায়িত হয়। প্রেমভক্তের সম্মুখে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়।

'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অপ্রাকৃত পাদপদ্মে আমার কায়মনোবাক্য-প্রেম দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক। তদ্বৈষ্ণবে আমার প্রীতি থাকুক, প্রভুর লীলাস্থলে আমার প্রীতি থাকুক, কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমার প্রীতি থাকুক, সাধিত জনে এবং ভজনোন্মুখ ব্যক্তিতে আমার প্রীতি থাকুক, কৃষ্ণোন্মুখ জীব আমার আদর এরূপ প্রীতি থাকুক, যাহাতে কৃষ্ণভক্তি হয়।' ইহাই প্রেমিকের প্রার্থনা।

———

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

মহাজনোপদেশ

ভগবানের কৃপা [illegible] যিনি [illegible] [illegible] উদিত হন। তিনি [illegible] জগতের জীবদের ও [illegible]; তাঁহার [illegible] আছে। এই জন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সেই [illegible] [illegible]। তিনি কিরূপ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত করিয়া দেন। [illegible] জীবের [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible]।

আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া, তাহা হইলেই [illegible] আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দর্শন করিবে। [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] ঘটে না।

[illegible] [illegible] [illegible] জীবের [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জীবের [illegible] নাই—নাই। যেখানে [illegible] ও [illegible] নাই, সেখানেই [illegible] দর্শন [illegible] [illegible]। দর্শনের পর [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] দর্শনাদির [illegible] [illegible] করেন, তাঁহাদের চেষ্টা [illegible] [illegible] যায়। দর্শন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকে। দর্শন না করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দর্শন হয় না। [illegible] দর্শন [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জীব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়

জগতের [illegible] [illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible]।

যিনি [illegible] [illegible], তথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিযুক্ত করিবার [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]। আর তিনি [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিযুক্ত করিবার জন্য [illegible], তিনিই [illegible] সুতরাং [illegible] [illegible] দিন। বৈষ্ণব এবং [illegible] [illegible] [illegible] এই যে, বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন।

[illegible] [illegible]। Gurudev is the giver of Bhakti. গুরু ভক্তিকে প্রকট করেন। Without গুরু ভক্তি থাকে না। [illegible] [illegible], 'আমি তোমার সেবক'—এই [illegible] বা 'আমি তোমার [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible]'—[illegible] [illegible] সেখানে, সেখানে সব [illegible] [illegible]। সেখানে আমি [illegible]—'আমি ও তোমার [illegible]'—[illegible] [illegible], সেখানে তাঁহাকে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারেন আর [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাওয়া [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণব হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়, কিন্তু [illegible] বৈষ্ণবে [illegible] [illegible] [illegible], সেই [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible] বৈষ্ণবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] [illegible] বা [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও বৈষ্ণব-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণব-[illegible] বলা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। বৈষ্ণবের [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নয়। [illegible] বৈষ্ণব-[illegible] [illegible], বৈষ্ণব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবসেবা [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] বা

[illegible] অভক্তের সহিত ব্যবহার করিতে যায়। তাহারা যদি সেবা করিতে আরম্ভ করে, তবে অভক্তগণ [illegible] [illegible] [illegible] অভক্ত লোকের সেবাধিকার [illegible] নষ্ট হইবে। সুতরাং তাঁহাদের অভক্ত-লোকের সমস্তই [illegible]। কিন্তু বৈষ্ণব-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নয়। [illegible] [illegible] বৈষ্ণব [illegible], দর্শন ও [illegible] [illegible] বিশেষবুদ্ধি লাভ [illegible]। তাঁহারা [illegible] বিচারে প্রবীণ—কাহার দেহে [illegible] কি পরিমাণে [illegible]—[illegible] [illegible], তাহা সকলই [illegible]। তাঁহারা বৈষ্ণবদিগের [illegible] বিশেষবুদ্ধি করেন। [illegible] না বুঝিয়া যদি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে দোষভাগী হন। [illegible] ও [illegible] বৈষ্ণব উপস্থিত হইলে আগে [illegible] পূজা করিয়া, পরে [illegible]। [illegible] [illegible] ব্যবহার [illegible]। [illegible] [illegible] হইলে [illegible] [illegible] বিপদাপন্ন হয়। [illegible] [illegible] ও [illegible] বৈষ্ণবের আগে পূজা দেখিয়া [illegible] বৈষ্ণব [illegible] [illegible], তবে [illegible], অপরাধকারী [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া পূজাকারীর [illegible] করিতে পারিবে না। এই [illegible] [illegible] [illegible] বৈষ্ণবগণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] বৈষ্ণব-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন, তবে [illegible] নষ্ট হইবেন। [illegible] বৈষ্ণবগণ [illegible] [illegible], বৈষ্ণব [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না করেন, তবে বৈষ্ণব [illegible] [illegible]? বৈষ্ণব-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে? [illegible] বৈষ্ণবকে [illegible] সেবা করিবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible], [illegible] কেহ [illegible] করিতে পারে না। তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] পূজা এবং [illegible] সেবা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তাহা হইলে বৈষ্ণব[illegible] [illegible] হইবে না।

বৈষ্ণবের নিন্দা করিব না। [illegible] বৈষ্ণবের অবহেলা করিব না। বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] হয়, তাহাতেও [illegible] নাই। [illegible] বৈষ্ণবে দোষারোপ করিব না। বৈষ্ণবের [illegible] [illegible] নিন্দা করিব না। [illegible] বৈষ্ণবে [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible], তবে সেই [illegible] নষ্ট হইয়া যায়।

[illegible] [illegible] গুরু। কেন না, [illegible] [illegible], [illegible] অন্য জীবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রশস্তি

নমি তব পাদপদ্মে শ্রীভক্তিবিনোদ।
গৌরবাণীর মূর্ত তুমি প্রচার-প্রমোদ॥
যার লাগি' এ জগতে তব আগমন।
মহান্ উদ্দেশ্য সেই হ'য়েছে পূরণ॥
প্রকাশিলে গৌরধাম-সহ [illegible]।
বিনোদিলে ভকতিরে গৌরবাণী-হারে॥
[illegible] [illegible] গৌরবাণীবর।
শ্রীভক্তিবিনোদ বিভু! তব জয় জয়॥

নমি তব শ্রীচরণে বিনোদ ঠাকুর।
জীবের লাগিয়া তব করুণা প্রচুর॥
[illegible] তাহাতে ওহে [illegible]!
এ মর্ত্ত্য-জগতে তব কৃপা-আগমন॥
বৈকুণ্ঠ আলোক প্রভু! জগতে প্রকাশি'।
[illegible] জীবের [illegible] মায়া-তমঃ নাশি'॥
[illegible] [illegible] [illegible] প্রেমভক্তিধন।
শ্রীভক্তিবিনোদ বিভু! তব জয় জয়॥

নমি নমি তব পদে, ওহে প্রভুবর!
অতুল তোমার দয়া, করুণা সাগর॥
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible], কর্ম্ম [illegible]।
[illegible], [illegible], [illegible] আর॥
অজ্ঞান-[illegible] [illegible] যখন [illegible]।
শুদ্ধভক্তি-[illegible] [illegible] আচ্ছাদিত॥
[illegible] [illegible] [illegible] তোমার উদয়।
শ্রীভক্তিবিনোদ বিভু! তব জয় জয়॥

প্রণাম তোমার পদে [illegible]।
বিশ্বজ্ঞানদাতা তুমি অজ্ঞান-নাশন॥
[illegible] [illegible] [illegible]-[illegible]।
[illegible] [illegible] করি' [illegible]॥
প্রবাহিলে প্রেম-ভক্তি [illegible]।
[illegible] [illegible] গৌরবাণী॥
[illegible] [illegible] [illegible]।
শ্রীভক্তিবিনোদ বিভু! তব জয় জয়॥

তব পদে নমি ওহে নদীয়া প্রকাশ!
শ্রীধাম [illegible] তব একান্ত উল্লাস॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-সেবা [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] গৌরনাম, গৌরকামসেবা।
প্রকাশিলে গৌরধাম [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] উদয়।
শ্রীভক্তিবিনোদ বিভু! তব জয় জয়॥

তব পাদপদ্মে [illegible] '[illegible]' [illegible] প্রণাম।
[illegible] [illegible] কৃপা, [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible]।
ভক্তিবিনোদধারা-পীযূষ-প্রবাহে॥
[illegible] [illegible] [illegible] গৌরধামে।
[illegible] [illegible] [illegible] গৌরনাম-গানে॥
বৈষ্ণবেতে [illegible] [illegible] [illegible]।
শ্রীভক্তিবিনোদ বিভু! তব জয় জয়॥

কৃপাভিক্ষু—
শ্রী[illegible] দাস

কৃষ্ণভক্তি-[illegible] [illegible] 'মাথুর'। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥

"শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিত্য-সিদ্ধ গৌরজন। তিনি বাণীরূপেই অকপট সেবোন্মুখগণের নিকট নিত্য প্রকট রহিয়াছেন। ঠাকুরের গীত-সাহিত্য ও গদ্যসাহিত্যের মধ্যে আমরা তাঁহার যুগপৎ গৌরজনত্ব ও রাধাজনত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিতে পাই।"

—শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ বামন, [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৯

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---:o:---

যিনি মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের করুণার প্রকাশমূর্ত্তি, যিনি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দপ্রকাশ, যাঁহার অযাচিত অহৈতুকী কৃপায় বিশ্ববাসী আজ শ্রীগৌরসুন্দরের অসমোর্দ্ধ-মাহাত্ম্য এবং শ্রীগৌরাঙ্গের অনুপম কৃপার কথা জানিতে পারিতেছেন, যিনি [illegible], শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সেবক, যিনি [illegible], যিনি [illegible] গৌরভক্তগণ যাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যজন ও নিজজন বলিয়া জানাইয়াছেন, যাঁহার জীবনের প্রতি অক্ষরে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণজন, যাঁহার শ্রীপাদপদ্মকে যথাযথ করিতে পারিলে অনর্থ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাধিকার নিশ্চয় হয়, তিনিই আমাদের নিত্যোপাস্য গৌর-বাণীবিগ্রহ নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। আজ সেই মহাপুরুষেরই অপ্রকট তিথি। তাঁহার কৃপাভিষিক্ত নিজজনগণ তাঁহার গৌরবিহিত সংকীর্ত্তনমুখে এই অপ্রকটতিথির আরাধনা করিতেছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-পাদপদ্ম-ভিখারী এ হতভাগ্য দীনহীন কাঙ্গাল আজ সকলের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদীয় বৈষ্ণবগণের নিকট কৃপাভিক্ষা করিয়া প্রভুসেবাকার্য্যে নিজের অধিকার প্রার্থনা করিতেছে। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপায় তাঁহাদের বিরহ-সিন্ধুর একবিন্দু যেন এই পাতকীর পাষাণসদৃশ চিত্তকে কখনও স্পর্শ করে, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে অধম অনুগতের কাতর প্রার্থনা।

বৈষ্ণব-সম্রাট শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গৌরধাম-প্রীতি, গৌরপ্রীতি ও [illegible] এবং জীবে দয়ার কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। সেই নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের পাদপদ্মে আশ্রিত হইতে না পারিলে মঙ্গলের আশা নাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদের কৃপা না পাইলে কেহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করিতে পারে না; আবার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত কৃপা না পাইলে কেহ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণের মাহাত্ম্যও উপলব্ধি করিতে পারে না। শরণাগত না হইতে পারিলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রাকৃত জগতের [illegible] অনুসরণ করিতে কেহ পারে না। শরণাগতি শিক্ষা দিবার জন্য যাঁহার এ জগতে কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ, যিনি শরণাগতির অদ্বিতীয় শিক্ষক, সুসাধক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচারপরায়ণ প্রচারক, সেই শ্রীল ঠাকুরের কৃপা হৃদয়ে ধারণ করিবার একমাত্র মন্ত্র—শরণাগতি। আবার এই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথা কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন ও জানাইতেছেন আমাদের নিত্যারাধ্য, জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব। সুতরাং এই মহাপুরুষদ্বয়ের কৃপাই আমাদিগকে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-পাদপদ্মে লইয়া যাইবে। তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে অকপটে আশ্রয় লইলে শ্রীল ঠাকুরের কৃপা অবশ্যই হইবে এবং তাঁহার দর্শনও অনায়াসে ইঁহাদের কৃপায় পাওয়া যাইবে। অতএব আজ এই বিরহবাসরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাভিক্ষাপূর্ব্বক শ্রীল ঠাকুরের কৃপা ও সেবা লাভের আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে উদিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে শ্রীগৌরকৃষ্ণ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুরের সেই বাণী ও ঠাকুর—অভিন্ন। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীই শ্রীচৈতন্যবাণী—শ্রীরূপ-রঘুনাথবাণী। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীই শ্রীগৌর-রূপ-রঘুনাথবাণী। শ্রীভক্তিবিনোদের বাণী [illegible] নিত্যভাষী, সার্ব্বভৌমী, [illegible], অপ্রাকৃত বিজ্ঞানানন্দময়ী ও [illegible]। এই বাণী অসীম [illegible]পূর্ণ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লোকলোচনে অপ্রকট হইলেও বাণীরূপে অকপট সেবোন্মুখগণের নিকট নিত্য প্রকট রহিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে যেরূপ [illegible] তাঁহাদের [illegible] নিকটে [illegible] শ্রীল ঠাকুরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুরের [illegible] বাণী, [illegible] বাণীর অনুগত পাঠকগণকে নিজগুণে কৃপা করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের সেবাবাসরে শ্রীল ঠাকুর [illegible] করিয়া প্রভুর নিকট ফিরিয়া গিয়াছেন। তাই আজ বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎরূপে না পাইয়া বিরহ অনুভব করিতেছেন। তবে যাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া হরিকথার অলৌকিক কথা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার [illegible]।

[illegible] যেখানে [illegible], সেখানেই শুদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। যেখানে শ্রীভক্তিবিনোদের অনুস্মৃতি, সেখানে মঙ্গলও [illegible]। [illegible] আজ শ্রীল ঠাকুরের কৃপাবৃষ্টিতে উদ্ভাসিত। শ্রীল ঠাকুরের [illegible] সেই [illegible] অকপট সরল মানুষ কৃপাশক্তির পক্ষে পরম মঙ্গলপ্রদ। [illegible] নাই। করুণাময়ী বিশ্ববন্ধু এই পাতকীকে যথাযথ কৃপা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

যেখানে শ্রীভক্তিবিনোদের কৃপা—[illegible] কৃপা বা দর্শন—শ্রীল ঠাকুরের [illegible] অসমোর্দ্ধের আদর্শ, সেখানে বিষমদর্শন, মনুষ্যদর্শন বা ভোগদর্শন নাই, সেখানে অনিত্য বন্ধন নাই, সেখানে আছে—শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ। সেখানে [illegible] নাই, শুদ্ধানন্দময় সেখানে [illegible] করিয়া হৃদয়কে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সিংহাসনরূপে পরিণত করিয়াছে। সেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীরাধার এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য [illegible] বাহিরে রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছে। বৈষ্ণবের প্রতি অপমান বা [illegible] হইলেই [illegible] হয়। [illegible] সকল জীবকে [illegible] করায়। আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেব—ইঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী—সকলেই গৌরপ্রিয়—সকলেই গৌরকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের পাদপদ্ম আমাদের সম্বল। নিজেকে তাঁহাদের দাস বলিয়া উপলব্ধি [illegible] আশ্রয়। ইঁহাদের [illegible]। [illegible]

[illegible] শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের [illegible]। [illegible]

[illegible] "শ্রীভক্তিবিনোদের [illegible] হইবে। Proper adjustment দরকার. Unrivalled কথা নাই—এই কথাটি শ্রীল প্রভুপাদ [illegible]। [illegible] ভক্তিবিনোদ-ধারা আশ্রয় করিতে হইবে, [illegible] ভক্তিবিনোদধারার আশ্রিত হইলে। তাঁহাদের ভক্তিবিনোদ-ধারাতেই [illegible] প্রীতির উদয় হইবে। [illegible] প্রীতির উদয় হয়, [illegible] [illegible] ভক্তিবিনোদের [illegible] আশ্রয়।

আবশ্যক। তাহা হইলেই বিপন্মাত্রে মজিত হইতে হইবে না, ভক্তিবিনোদধারা ছাড়িতে হইবে না। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষার অভিনয় করিলেই যে তিনি শ্রীগুরুদেবের বাণীর আশ্রয় লাভ করিলেন, তাহা নহে। কালাকৃষ্ণদাস ও একজন ভট্টাচার্য্য তাহার দৃষ্টান্ত।"

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-সৌভাগ্য পাইয়াছেন, পাইতেছেন ও পাইবেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীল ভক্তিবিনোদের অমন্দোদয়দয়াসিন্ধুর আশ্রয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। জীবের প্রতি শ্রীল ঠাকুরের অতুল কৃপা-বন্যাচ্ছটা-বারিবিন্দু বিন্দুকণা বিশ্বের কোটি কোটি কাম্যভক্তিযোগিগণেরও ব্যাকুলতার শেষসীমাকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ করায়। যাঁহারা শ্রীল ঠাকুরের কৃপামহাসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও কোনক্রমে নিজজীবনে বরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার কৃপায় এতাদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব চমৎকারিতা অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ছিলেন নিত্যমুক্ত আদর্শ সেবা-বিগ্রহ; তিনি ছিলেন নামাচার্য্য। তাঁহার জগতে একমাত্র উপাস্য ধন ছিল শ্রীকৃষ্ণনামপ্রীতি। শ্রীধাম ও শ্রীনামই ছিল তাঁহার জীবন। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যকৃপালব্ধ হইতে উদ্ভূত শ্রীগদাধরনোদ-কৃপানিধি(?)। তিনি ছিলেন সচ্চিদানন্দ-সেবাবতার। তিনি গৌরশক্তি—অবতার। তাঁহার সেবা-সৌন্দর্য্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন-মন মুগ্ধ ও আকৃষ্ট। তিনি ছিলেন গৌরগতপ্রাণ। শ্রীগৌরাঙ্গই তাঁহার ধ্যানজ্ঞান। শ্রীগৌরাঙ্গের অমন্দোদয়-দয়াই শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রভুরূপে অবতীর্ণ। তিনি শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগ। তাঁহার রূপের তুলনা নাই। তিনি সর্ব্ব-সুন্দর-সুন্দর কৃষ্ণসুন্দরের মনোহরস্বরূপ। তিনি স্বরূপের পরমাত্মীয়-স্বরূপ। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। সেই বিশ্ববান্ধব শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচরণ দর্শন আমরা কি আর পাইব? সেই করুণাময় প্রভুবরের সাক্ষাৎ সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমাদের কি আর হইবে? তিনি কি দয়া করিয়া পুনরায় মাদৃশ হতভাগ্যগণের নয়নপথের পথিক হইবেন না? আমাদের অযোগ্যতার যেমন শেষ নাই, শ্রীল ঠাকুরের দয়ারও তেমন তুলনা নাই। উহাই একমাত্র ভরসা। মাদৃশ বদ্ধজীবের পক্ষে কৃপাই একমাত্র আশাভরসা, আর শ্রীল ঠাকুর সেই কৃপার মূর্ত্তি। সুতরাং আমরা কৃপা চাহিলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, আমাদের নিত্য প্রভুরূপে হৃদয়ে উদিত হইবেন। তাই প্রার্থনা—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীভক্তিবিনোদপাদাব্জরেণুঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

জয়পতি।

শুদ্ধভক্তি-ভ'

——:•:(•):•:——

আজ শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনীস্রোতঃপ্রবাহ-আনয়নকারী শুদ্ধভক্তি-ভগীরথ করুণাময় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-বাসর। এই তিথিতে পুণ্যপুঞ্জ কাম্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর গোলোক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

কৃপাময় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপার ও অনন্ত দয়ার কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। তিনি আসিয়াছিলেন—বিশ্বের সমস্ত জীবকে কৃষ্ণের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার নিত্যলীলায় প্রবেশ করাইতে। জীবের জন্য এত করুণ কি আর কে হইয়াছেন? সমস্ত জীব যাহাতে স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিত্যকাল অনন্য শ্রীকৃষ্ণভজনে নিযুক্ত থাকিতে পারে—ঐকান্তিক হইয়া ভাবে ভাবে ব্রজরসে সর্ব্বক্ষণ ভজনসেবায় সেবা করিতে পারে, তজ্জন্য ঠাকুর সমগ্র জীবনে কতই না যত্ন করিয়াছেন! শ্রীগৌরধাম-আবিষ্কারের জন্য তিনি কতই না নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিয়াছেন! শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্ঘ-প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি কতই না উদ্বেগপ্রাপ্ত হইয়াছেন! এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও জীব-মঙ্গলের জন্য তিনি সমস্ত জীবনীশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাদৃশ অত্যন্ত মূঢ় জীবাধমগণ—যাহারা জন্মজন্মান্তর ধরিয়া নরকগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, সেই সকল পাপী কৃপাময় ঠাকুরের কাতর আহ্বানে সাড়া দিল না—ঠাকুরের অসমোর্দ্ধলীলার মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিতে থাকিল। বহির্মুখ জগতের এইরূপ চিত্তাবস্থা যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল—শতকরা শত-পরিমাণ শুদ্ধচেতনকথা-শ্রবণ-বিমুখ চিত্তবৃত্তি যখন পরিপুষ্ট হইতে থাকিল—যখন কর্ম্ম-প্রবৃত্তি—জ্ঞান-প্রবৃত্তি—অন্যাভিলাষ প্রবৃত্তিতে জীবের চিত্তাকাশ আবৃত হইয়া ভক্তিপ্রবৃত্তিকে স্তব্ধ করিয়া দিতে লাগিল, তখনই অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে অত্যন্ত সেবাবিমুখ অপরাধিজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া ইহ জগৎ হইতে চলিয়া গেলেন—গোলোক-বৃন্দাবনীয় নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন।

শ্রীচৈতন্য-নিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের করুণা অসীম। তিনি এ জগৎ হইতে চলিয়া গেলেও সেবোন্মুখ ভক্তগণের নিকট নিত্যপ্রকটিত থাকেন। তাঁহার স্বরূপানুগত্য অভক্তের নিকট তিনি আর এ জগতে নাই। কিন্তু তদাশ্রয়িত্বাভিমানী কৃপাকাঙ্গাল ভক্তগণের নিকট তিনি স্বরূপে নিত্যপ্রকটিত আছেন। তাই আজ তাঁহার কাঙ্গাল-ভক্তগণ তাঁহার পরিকরগণের সহিত তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তন-আনুগত্যেই তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা করিতেছেন। তাঁহার এই সেবা নিত্য এবং অপরিহার্য্য।

যদি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এ জগতে না আসিতেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরধাম, শ্রীব্রজধামের স্বরূপ প্রকাশ কে করিতেন? কৃপাময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যদি এ জগতে শুদ্ধভক্তি-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন না করিতেন, তাহা হইলে কৃষ্ণভক্ত নিঃসঙ্গ-অবস্থায় থাকিয়া কয়জনই বা হরিভজন করিতে পারিতেন? যদি তিনি না আসিতেন, তাহা হইলে শ্রীগৌর-নাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকামের কথা জগতে কে জানাইত?

মর্ত্ত্য মানব ঠাকুরের অপার করুণা ও জীবমঙ্গলের জন্য যে দান, তাহার কথা কোটিমুখে, কোটিকণ্ঠে বলিয়াও তাঁহার কৃপাসিন্ধুর একবিন্দুও স্পর্শ করিতে পারে না। ঠাকুরের অভিন্ন-বিগ্রহ তৎপ্রবর্ত্তিত শুদ্ধভক্তিধারার সংরক্ষণকারী শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদগণ 'গৌড়ীয়ে' "শ্রীভক্তিবিনোদ-দয়া করহ বিচার"-শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁহার অভিনব চরিত্র ও অসমোর্দ্ধ-মাহাত্ম্যের কথা কোটিকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শব্দমূর্ত্তিরূপে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নাম-রূপ-গুণ-লীলারূপে নিত্য প্রকটিত আছেন। সেবোন্মুখ চিত্তবৃত্তিতে তাঁহার দয়া আলোচিত হইলে তাহাতেই তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করিতে পারা যায়। কেবল অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখেই ঠাকুরের বিরহ-তিথি পালনীয়। কীর্ত্তন নিরন্তর। বিরহীর হৃদয়ে বিরহানলের অপরিহার্য্য নিত্য স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীভক্তিবিনোদবর গৌরহরি-পরিকর,
স্বানন্দসুখদকুঞ্জধাম।
অশেষ পরমার্থ, সেবা ভাগবত-অর্থ,
জগতে বসিয়া করে গান॥
* * * *
মানস-সুখদসুধা, যাঁহা শুদ্ধশ্রীনিপুণ(?),
যথা বৈসে ভক্তিবিনোদ।
সেই চিন্তামণি এবে হো'ক মোর কাম,
যা'হে ভক্তগণের প্রমোদ॥
গৌরভক্তিশাস্ত্রের সুরক্ষাশ্রেণী।
ভক্তিবিনোদ কর ভক্তাচার্য্যমণি॥
অত্যাশ্চর্য্য ব্রতপূর্ণ কপটতাহর।
বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-বীজ যে করিল দগ্ধ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত তত্ত্ববেদ্যত্ব।
সব জানি' গৌরপ্রাণ যা'তে রত॥
সেই তত্ত্বনিষ্ঠা যাঁহার কৃপায়।
প্রকাশ হইল এবে, সবে শুনে গায়॥"

শ্রীল ঠাকুরের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিত্য-ভজনস্থান, তথায় চিন্তামণিময় শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ-গৌরাঙ্গের নিত্যবিগ্রহ বাচক শব্দাত্মা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুক্ষণ আলোচন হইয়া থাকে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তথায় কীর্ত্তনমুখে নামীকে অবতরণ করাইয়া সেই শব্দব্রহ্মাবতারকে জগৎ সর্ব্বত্র বিতরণ করেন। তাঁহার অবতারের চিৎ-তত্ত্বতত্ত্বর ও নির্গুণ-বৈকুণ্ঠভাব বিরাজমান। সুতরাং তথায় মায়িক দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ কলির বা বিবাদের অভাব, শ্রীরাধাগোবিন্দই শ্রেষ্ঠ যুগলনামরূপে জগতে অবতীর্ণ। সেই নাম শ্রীরূপানুগ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদের দ্বারা প্রকট ও অপ্রকট-প্রকাশ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে সর্ব্বক্ষণ গীত হন।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—কাঙ্গালের ঠাকুর। তিনি কাঙ্গালের বন্ধু—পতিতের আশ্রয়। তাঁহার অহৈতুকী অমন্দোদয়দয়া না হইলে কেহ ভক্তিতে অধিকার পাইতে পারে না। তাঁহার কৃপাতেই শুদ্ধভক্তির কথা জগতে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কৃপা হইলে সকলেই সেই হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ সেবাদ্বারা তাঁহার সেবা করিতে পারে। কাঙ্গালের ঠাকুরকে কাঙ্গাল হইলেই পাওয়া যায়। তিনি অকিঞ্চনগম্য। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদনই সকল মঙ্গলের মূল। তাঁহার কৃপার মধ্যে পড়িতে পারিলে আর এ জগতের আকাঙ্ক্ষণীয় কোন কিছু থাকে না।

শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"এটা খুব জোর গলায় গুরু-অহঙ্কার করিয়া বলিবার জিনিষ যে, আমরা অযোগ্য হইলেও তাঁহাদের কৃপাকণা তাঁহারা নিজের ইচ্ছায়ই অবশ্য অযোগ্যজনগণের উপর বর্ষণ করিতেছেন। এই কৃপার কোন কারণ নাই, সম্পূর্ণ অহৈতুকী। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দাসানুদাসের চেয়ে গুরু-অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। এই অহঙ্কারই শুদ্ধ ও নিত্য—প্রাকৃত নহে। ঠাকুরের দাসানুদাসের উপলব্ধি যদি নাও হয়, তবুও সকল সময় হৃদয়ে তাহার আবৃত্তি বা জপ করিতে পারাও সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা"।

তাই আজ ঠাকুরের বিরহবাসরে তাঁহার নিজজনগণের নিত্য অযোগ্যতম কৃপাপ্রার্থী হইয়া শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জবাসী শ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে নিত্য পুনঃপুনঃ আর্ত্ত কাতর প্রার্থনা ও আকুল আবেদন মাদৃশ হতভাগ্যগণের জীবাতু হউক। আজ তাঁহারই স্মৃতি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে উদিত হইয়া তাঁহার বিরহে কাতর, অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে আমাদিগকে আত্মনিবেদন-যুক্ত ও আজন্মকৃপাভিখারী করুক। ইহা কেবল একদিনের জন্য নহে, যেন নিত্যকাল চলে—ইহাই ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

জয়-জয়-জয়-জয় ভক্তিবিনোদ।
ভক্ত,ভক্তি-জীবন প্রচার-প্রমোদ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্বর শ্রীভক্তিবিনোদ
'গীতমালা'
—:—
এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "রসিকরঞ্জন"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যবৃত্তি
—•—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক পাঠকের নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৮ বামন, গৌরাব্দ ৪৬৬; ৩১শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৫৯: ১৬ই জুলাই, ইং ১৯৫২, বৃহস্পতিবার { ১০২ ১০৩ তম সংখ্যা

"শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিত্য-সিদ্ধ গৌরজন। তিনি বাণীরূপেই অকপট সেবোন্মুখগণের নিকট নিত্য প্রকট রহিয়াছেন। ঠাকুরের গীতি-সাহিত্য ও গদ্যসাহিত্যের মধ্যে আমরা তাঁহার যুগপৎ গৌরজনত্ব ও রাধা-জনত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিতে পাই।"

—শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ বামন, তৃতীয় কামদোষণী, গৌরাব্দ ৪৬৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:০:)::——

হরিভক্তি দুর্ল্লভা। ভোগবুদ্ধি বা মোক্ষকামনা লইয়া শ্রীহরির অর্চ্চনাদি করিলে প্রেমভক্তি লাভ হয় না। যিনি যেভাবে ভগবানের ভজনা করেন, ভগবান্‌ও তাঁহাকে সেইভাবে কৃপা করেন অর্থাৎ যাঁহারা ভোগপর বুদ্ধি লইয়া ভগবান্‌কে কর্ম-ফলদাতাজ্ঞানে কর্ম্মফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত ভগবানের পূজা করেন, তাঁহাদের ভক্তিলাভ হয় না। তাঁহারা অভীষ্ট কর্ম্মেরই ফল প্রাপ্ত হন। আর যিনি সকল ভোগবাসনা ও মোক্ষবাসনা ত্যাগ করিয়া ভগবানে প্রপন্ন হন, তিনিই ভগবানের ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হন। নিষ্কাম ভক্তকেই প্রেমভক্তির অধিকারী। এই নিষ্কাম কথাটির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ বলেন,—ভক্তগণও ভগবানের নিকট যে 'প্রেম দাও, ভক্তি দাও' বলিয়া প্রার্থনা করেন, তাহা কি কামনা নহে? তাঁহারা 'কাম'-অর্থে সাধারণ ইচ্ছা বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি একটু স্থির-চিত্তে শাস্ত্রের কথা আলোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, কাম বাহার অন্তর্ভুক্ত হইলেও বাহাই কাম নহে। শাস্ত্র বলেন,—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তা'রে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম'-নাম॥

ইহা-দ্বারা স্পষ্টই জানা যায়, স্বসুখবাঞ্ছাই কাম। এই আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময় কাম ভক্তের নাই। তাঁহারা কৃষ্ণসুখের জন্য ব্যস্ত। সুতরাং তাঁহারা নিষ্কাম অর্থাৎ প্রেমিক।

মা যা অর্থাৎ যাহা নহে, তাহাই মায়া। আর যাহা হয়, তাহা ভগবান্। যখন আমি ভগবানের সেবক—এই জ্ঞান থাকে, তখন আমি মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হই না। যতক্ষণ ভগবৎ-সেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হই, ততক্ষণ মোহরূপে অন্যদর্শন স্বাভাবিক। তখন প্রভুত্ব-অভিমান আমার হৃদয়কে আক্রমণ করিয়া আমাকে ভগবৎসেবার কথা জানিতে দেয় না। আমার এই ভোগের প্রবৃত্তি বা দুর্ব্বুদ্ধি একমাত্র দিব্যজ্ঞানের দ্বারাই অপসারিত হইতে পারে।

আমরা জীব, চেতনতাই আমাদের জীবন। আমরা কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া মাতৃ-কুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে-কোন বর্ষ ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে আসুক, তাহার নামাদি নিশ্চয়ই আছে। আমরা যখন এ জগতে ভূমিষ্ঠ হই, তখন আমাদের নাম, ধাম ও কামের কথা অজ্ঞতাবশতঃ না জানিয়া কেহ আমার পিতা সাজে, কেহ আমার একটী কল্পিত নামকরণ ও বিষয় কর্ত্তা স্থির করিয়া দেয়। আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার প্রকৃত নাম কি, কি উদ্দেশ্যে এ জগতে আসিলাম, তাহা কেহই জানে না। কোন একটি শিশুকে পৃথিবীতে দর্শন করিবামাত্রই তাহার নাম ও আবাসাদির সন্ধান না করিয়া তাহাকে একটি কল্পিত নামে আহ্বান করা আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। আমাদের এই স্বরূপের সন্ধান বা আত্মার নাম, বাসস্থান বা কর্ত্তব্যের কথা যিনি জানাইয়া দেন, তিনিই যে আমাদের একমাত্র নিজের লোক, তিনিই যে আমাকে চেনেন ও জানেন, পরন্তু এ জগতের কেহই আমার সন্ধান বা পরিচয় রাখে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা হিন্দু বা অহিন্দু, বালক বা বৃদ্ধ যে-কোন পোষাকে থাকি না কেন, আমাদের প্রকৃত সত্তা বা চেতনের প্রকৃত সন্ধান করাই উচিত? এই চেতনের কথায় যিনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন, জড়দেহ ও মনের অনিত্যতার কথা জানাইয়া দিয়া আমাকে আমার প্রকৃত পালক বা রক্ষকের সন্ধান দেন, তিনি আর কেহই নহেন, তিনি সদ্‌গুরুরূপী ভগবান্। সুতরাং আমরা যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, আত্ম স্বরূপের সন্ধান করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকেরই সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করা এই মুহূর্ত্তেই আবশ্যক। কয়লা যেমন অনল অগ্নির সংস্পর্শে আবার জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ বদ্ধজীব—স্বরূপবিস্মৃত জীব নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীগুরুদেবের সংস্পর্শে আসিয়া নিজস্বভাব ফিরিয়া পায়। গুরুদেবই সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়া আমাদিগকে অজ্ঞান-অন্ধকার বা স্বরূপবিস্মৃতিরূপ মহাবিপদ্ হইতে রক্ষা করেন। গুরুর সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। জড় দেহ ও মনের দ্বারা জড়চেষ্টা হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ চেতনের অনুশীলন অসম্ভব।

ভগবান্ পরমদয়াল। আমরা যখন আমাদের স্বরূপের কথা বিস্মৃত হই, তখন তিনি আমাদের উদ্ধারের জন্য প্রপঞ্চে আসেন। আমরা যদি সেই ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের আনুগত্য স্বীকার করি, তাহা হইলে আমরা কৃষ্ণাবতারের বা স্বরূপ-বিস্মৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি।

ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বদাই ভগবদ্‌-বিমুখ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণকারী উন্নতচেতন জীব পর্য্যন্ত সকলেরই অন্তরে অবস্থিত আছেন। যে ব্যক্তি প্রাণিসমূহে কাষ্ঠবুদ্ধির অভাবে ভগবান্‌কেই অবজ্ঞা করিয়া প্রাকৃত-বুদ্ধিতে শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনা করে, তাহার মঙ্গলের আশা কম। ভক্তকে বাদ দিয়া ভগবানের সেবা হয় না। প্রাকৃত ভক্ত কেবল লৌকিক বিধিতে ভগবানের অর্চাপূজার চেষ্টা প্রদর্শন করেন মাত্র। কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নিকট পৌঁছায় না। প্রাকৃত ভক্ত সুখ ও দুঃখ অনিত্যতার বিচার করেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান-কর্ম্মের মিশ্রভাব থাকে। দিব্যজ্ঞানলাভের অভাবে তাহা দূরীভূত হয় না। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে অর্চন শুদ্ধ হয়, তখন ভগবদ্বিগ্রহের প্রতি প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের প্রতিও প্রীতি হইয়া থাকে। সকল সময়েই সর্ব্বতোভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠা-সহ কৃষ্ণের ভজন বৈষ্ণবেরই সম্ভব। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিপর সাময়িক ভজন সম্ভবপর হয় না। বৈষ্ণবই অষ্টকাল বা নিরন্তর কৃষ্ণভজন করিতে পারেন। এই বৈষ্ণবে আপনজ্ঞান ও তাঁহার অকপট সঙ্গ হইলে আমরাও সেবাবৈশিষ্ট্য

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

লাভ করিতে পারিব। ভক্ত ভোগও করেন না, ত্যাগও করেন না। তিনি ভগবানকে ভোগ দেন। আমি ভোগ করিব—এই বুদ্ধি যাহার আছে, সেই ব্যক্তি অসৎ বা অভক্ত। এইরূপ অসদ্বাসনাই মায়াবদ্ধ জীবগণের সাধুসঙ্গ ছাড়া গতি নাই।

দুঃসঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ভজনানুষ্ঠান করাই কর্তব্য। ভজনানন্দী হইলে আর বিষয়দর্শন থাকিবে না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কামনাই দুঃসঙ্গ। ধর্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা—এই চতুর্বিধ কামই দুঃসঙ্গ। স্বসুখবাসনাই কাম। স্বসুখবাসনা বা নিজেন্দ্রিয়প্রীতিত্যাগই দুঃসঙ্গত্যাগ। অন্যথা বা দেহমনোরঞ্জন প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে। সুখানুসন্ধানই সঙ্গ। কৃষ্ণকার্যানুসন্ধানই কৃষ্ণকার্যসঙ্গ। সাধুগুরুর মনোরঞ্জন করিতে হইবে। তাঁহাদের সুখবিধান করিতে হইবে। তাহা হইলেই ভগবানের সুখ হইবে। সত্তের সঙ্গ না করিলে সত্তের সুখানুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত না হইলে দুঃসঙ্গ বা স্বসুখবাসনা যায় না। সৎসঙ্গ বা গুরুভক্তজনসঙ্গ ব্যতীত অন্যসঙ্গই অসৎসঙ্গ।

জন-সঙ্গ ত্যাগ না করিলে হরিভজন হয় না বা অনন্যভাবে ভক্তিবৃদ্ধি হয় না। এস্থলে 'জনসঙ্গ'-অর্থে ভজন-প্রতিকূল বহির্মুখ-জন-সঙ্গ জানিতে হইবে। ভাগবত ব্যক্তির শেষচেষ্টায় যে নির্জনতা, তাহা স্বরূপগ্রা। তাহা সাধনকালীন নির্জনতা-জাতীয় নহে।

আদর্শ জীবন না হইলে গুরুসেবা হইবে না। নিষ্কপট না হইলে হরিকীর্তন হয় না। নিজসুখবাসনা যাহার আছে, তিনি হরির সুখবিধান কি করিয়া করিবেন? সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই সত্যকথা বলিতে পারেন। হরিকথায় যাহার নিজের আস্থা নাই, তিনি হরিকথা বা সত্যকথা কি করিয়া বলিবেন? সত্যকথা বলিলে ও সত্যকথা শুনিলে অনভিজ্ঞতার পরিচর্যা করা যায় না। নিজের সুখসুবিধার দিকে লক্ষ্য যেখানে, সেখানে গুরু-কৃষ্ণের সুখের দিকে মন দেওয়া সম্ভব নয়। আচারেই প্রচার। আচারহীন প্রচারের কোন মূল্য নাই।

সৎসঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণভক্তি হয়। সৎসঙ্গে অনর্থ ভোক্তাভিমান দূর হয়। যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহার কোন অভাব নাই। তিনি সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত। গুরুর নিকট সব সময়েই থাকিতে হইবে। গুরুর সর্বাপেক্ষা হইলেই সর্বনাশ। নিত্যকাল মহাভাগবতের পাদপদ্মের ধূলিকে সর্বাপেক্ষা অধিক আদর করিতে না পারিলে আমাদের মঙ্গলের আশা থাকিবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভবসমুদ্রের কর্ণধার। তাঁহাকে যদি আশ্রয় না করি, তাহা হইলে আমরা অকূল ভবসাগরে ডুবিয়া যাইব। ভক্ত ভগবানের একান্ত আপন। ভক্তের সাহায্যেই ভগবান্ লাভ হয়। ভগবান্ যেরূপ সর্বদা সকলের সঙ্গে আছেন, ভগবৎশক্তি শ্রীগুরুদেবও তদ্রূপ সর্বত্র আছেন। তাঁহার চোখে ধূলি দেওয়ার সাধ্য কাহারও নাই। শ্রীগুরুদেব ভগবানের ন্যায় সর্বজ্ঞ।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য আনুগত্যই 'সেবা' বা 'বৈষ্ণবধর্ম'—আর স্বতন্ত্রতাই কর্মমার্গ বা জ্ঞানমার্গ। জীব যখন সাধু-গুরু ও শাস্ত্রের কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হন—ভগবান্‌কে গোলোকে বরণ করিয়া জীব যখন শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণভজন করিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার মঙ্গলোদয় হইয়া থাকে। হরিভজনপরায়ণ ভক্ত গুরুর নিত্যদাস—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ভক্ত নিত্যকাল শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। যেখানে গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের প্রয়াস, সেখানে প্রকৃত হরিভজন নাই; তাহা মায়ার ভজন। কোনও ব্যক্তি যদি গুরুর আনুগত্য ব্যতীত নিজ মতানুযায়ী সদাচার, তীর্থভ্রমণ, ভগবদ্ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ যাজন, ধ্যান, শাস্ত্রাচরণ, নাম-সংকীর্তন, দান প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গানুশীলন(?) করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও তিনি একটুকুও হরিভজন করিতে পারেন না, পরন্তু নিজে প্রভু-প্রতিষ্ঠালোলুপ কাম চরিতার্থ করিয়া থাকেন।

হরিভজনের মূলই গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত হরিভজন করিবার ছলনা কপটতা বা ধৃষ্টতা মাত্র। বদ্ধাবস্থায় ত' শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনে প্রবেশলাভই করা যাইতে পারে না, সিদ্ধাবস্থাতেও যে সিদ্ধদেহে হরিভজন-প্রণালী, তাহাতেও শ্রীগুরুদেবের নিত্য আনুগত্য বর্তমান। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও ভক্তগণের আনুগত্য না থাকিলে অহংগ্রহোপাসনা-রূপ অপরাধ-মাত্র সার হয়।

শ্রীগুরুদেবের উপদেশক্রমেই অনুগ্রহ বা দীক্ষালাভ ঘটে। স্বয়ং কল্পনা করিয়া স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র এবং মন্ত্র রচনা অবৈধতার অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণবের উহা ধর্ম হইতে পারে না। উহা অশ্রৌতপন্থা বা তর্কপন্থা, উহা ভক্তির প্রতিকূল বিচার। বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া—উপবাসাদিতে বিমুখ হইয়া হরিভজনের পরিবর্তে অন্য কিছুকে কৃত্য বোধ করা উচিত নহে।

ভক্তপ্রবর জীব স্বভাবতঃ সর্বজীবে কৃপাবিশিষ্ট হন। তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না। তিনি সত্যতত্ত্বকে একমাত্র সার বলিয়া জানেন এবং সকল জীবে সমদৃষ্টি করেন। তিনি নির্দোষ, বদান্য, ধীর, পাবন ও দৈববুদ্ধি-সম্পন্ন। তিনি সকল জীবের যথাসাধ্য উপকার করিয়া থাকেন। তিনি ইন্দ্রিয়সুখ বাঞ্ছারহিত, কৃষ্ণ-প্রাপ্তিকামনাপূর্ণ এবং জীবনযাত্রা-নির্বাহাতিরিক্ত উদ্যমরহিত। তিনি নিবৃত্তি হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাকে জয় করিয়া থাকেন। তিনি ভক্তি-আলোচনার অবিরোধী ভোগমাত্র স্বীকার করেন। তিনি অত্যধিক নিদ্রা, আলস্য ও মাদক সেবনাদি-পরিত্যাগী। তিনি সর্বজীবের প্রতি মানদ এবং নিজে সর্বগুণসম্পন্ন হইয়াও অভিমানশূন্য। তিনি অসার আলোচনারহিত, অপরাধীর প্রতি দয়া-বিশিষ্ট। তিনি অপ্রাকৃত ভগবল্লীলাদি বর্ণনে কবি, সংকার্যে পটু। তিনি অকারণ বাক্য-ব্যয় করেন না।

চাতুর্মাস্য

—::(০)::—

চাতুর্মাস্য আগতপ্রায়। ইহা হরি-তোষণ ব্রত। এই ব্রত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত—সকলেই পালন করিয়া থাকেন। এই চাতুর্মাস্যের মাহাত্ম্য সকল শাস্ত্রেই কথিত আছে। লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও জীবমঙ্গলার্থ ভক্তগণের সহিত এই চাতুর্মাস্যব্রত যথাবিধি পালন করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিযাজী প্রত্যেকেরই যে এই ব্রত পালন করা একান্ত আবশ্যক এবং ইহার অকরণে যে প্রত্যবায় আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সেবাপ্রার্থী প্রত্যেক অনুষ্ঠানাশী ভক্তকে এই ভক্তিব্রত পালন ত' করিতেই হইবে, এমন কি যাঁহারা গৃহ-ধর্ম পালন করেন, তাঁহারাও বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ চারি মাসকাল কৃষ্ণপ্রীতিকামনায় ভোগ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর হরিকীর্তন ও হরির অনুশীলন করিবেন এবং ঐ চারিমাসকাল সম্পূর্ণভাবে ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ভক্তসমাবেশে বাস করিবেন। যাঁহারা নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন, কৃষ্ণ-চিন্তায় বিভোর থাকেন, সেই ব্রজবাসিগণের ব্রত পালনের আবশ্যকতা নাই; কিন্তু তথাপি তাঁহারা মাদৃশ কোমলশ্রদ্ধ সেবাকামী ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য এইসকল ব্রতাদি নিজ জীবনে পালন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আলস্যপরায়ণ হইয়া এই চাতুর্মাস্য-ব্রতের প্রতি অনাদর করি, একাদশ্যাদি হরি-তোষণ ব্রত যথাযথভাবে পালন না করি, তাহা হইলে আমাদের কোনকালেও হরিভক্তি হইবে না। ভগবানের জন্য যাঁহারা একটুকু কষ্টও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন, সেই সুখের পায়রাগণ কি কখনও কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট ভগবদ্ভক্ত-জন ও ভগবানের প্রীতিবিধান বা কৃপালাভ করিতে পারে? সাধন-ক্লেশ বাদ দিয়া ফাঁকি দিয়া গুরুকৃষ্ণের কৃপা লাভের আশা কপটতা মাত্র।

ভক্তের হরিবাসর-বাসে চাতুর্মাস্যব্রত-যাজনের উদ্দেশ্য—হরিপ্রীতি। সুতরাং ভোগ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর হরিসংকীর্তন ও গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই চাতুর্মাস্য ব্রতকালে অবশ্য কর্তব্য। এই চারিমাস কাল নিরবচ্ছিন্ন হইয়া সাধুসঙ্গে হরিসেবা করিলে নির্মলচিত্ত মনের স্বর্গে হরিসেবাবৃত্তি দেখা দিবে। সুতরাং এই ব্রতপালনে শিথিলতা করা কাহারও উচিত নয়। তবে যিনি চারিমাস কাল নিয়ম সেবা পালন করিতে অসমর্থ, তিনি কেবল ঊর্জব্রত বা কার্তিকমাস বিশেষভাবে নিয়মসেবা পালন করিবেন। ইহা অসমর্থের পক্ষে অনুকল্পবিধানমাত্র। যাহারা হরিকীর্তন করিয়া চাতুর্মাস্যব্রত পালন না করে, সেইসকল ব্যক্তি মূর্খ ও জীবন্মৃত—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

আগামী ২৭শে বামন, ৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই, শনিবার শ্রীহরিশয়নৈকাদশীর পরবর্তী দ্বাদশী হইতে চাতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইবে। কেহ কেহ আগামী ২৯শে বামন, ১১ই শ্রাবণ, ২৭শে জুলাই, সোমবার আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতেও চাতুর্মাস্যব্রত আরম্ভ করিবেন। আবার কেহ কেহ শ্রাবণ হইতে কার্তিকমাস পর্যন্ত সৌরমাস চতুষ্টয় চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করিয়া থাকেন। যাঁহারা শয়নৈকাদশীর পরবর্তী দ্বাদশী হইতে চাতুর্মাস্য-ব্রত আরম্ভ করিবেন, আগামী ২৫শে দামোদর, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৮ই নভেম্বর বুধবার উত্থানৈকাদশীতে তাঁহাদের ব্রত সমাপ্ত হইবে। চাতুর্মাস্যের প্রথম শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্তিকমাসে কলাই, ডাবুল, রক্তমূলিকা, মসুর, লোভন, প্রভৃতি আমিষ-জাতীয় খাদ্য বর্জনীয়। নখ লোমাদির ক্ষৌর-কার্যও এই হরিশয়নে চারিমাস কাল করিতে নাই। সর্বতোভাবে হরিসেবা-তৎপর হইলেই চাতুর্মাস্যপালনের চরমফল লাভ হয়। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখামঠসমূহের সেবকবৃন্দ যথারীতি চাতুর্মাস্যব্রত পালন করিবেন।

হরিশয়নে শীম, বরবটী, পটোল, লাউ, বেগুন এবং বাসী দ্রব্য গ্রহণ করিতে নাই। খাটের উপর ত্যাগ-বাস অঙ্গীকারণীয়। কম হইলে ভগবদনুস্মৃতির সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মকর্ম বা হরিসেবকর্ম প্রভৃতি করিতে হইলে কঠিন অনুকূল দেহ ও মনের যথা যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবার উৎসাহ বৃদ্ধি হয়।

হরিশয়নকালে সম্ভবপর হইলে একবার মাত্র প্রসাদ-গ্রহণ, প্রত্যহ স্নান ও ভজন করা বিধেয়। এই সময় বিলাসদ্রব্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ। ভূমিশায়ী হওয়া বিধেয়। সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু প্রভৃতি বস্তুভোগ ত্যাগ করিবেন, কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, প্রভৃতি সকল রস বর্জন করিবেন। একাদশী সর্বতোভাবে পাপ-বর্জনীয়। হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন, হরিভক্তের সঙ্গ বা হরিসেবা ব্যতীত বৃথা সময় অতিবাহিত করা উচিত নয়। যদি কেহ, বাস্তবিক

নিষ্কপট হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখের জন্য এই চাতুর্মাস্যব্রত শুদ্ধভাবে যথাসাধ্য পালন করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সফলকার্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীধামাশ্রয়

——:০:(০):০:——

চেষ্টা করিয়া শ্রীধামবাস করা যায় না। শ্রীধাম জড় দেশাংশের ন্যায় নহেন। নিজের চেষ্টায় সেখানে যাওয়া যায় না বা সেখানে অবস্থান করা যায় না। সন্ধিনীশক্তিসম্বিগ্রহ শ্রীবলদেবপ্রভুই শ্রীধামরূপে, আধাররূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীধামের সব চেতন। সেখানকার জল-লতাদি সকলই চিন্ময়। সেই চিন্ময় ধামে কেবল নিজের চেষ্টায় বাস হইতে পারে না, ভোগবুদ্ধি থাকিলে ত' কথাই নাই। তবে সমস্ত জড়চেতন জীবমাত্রেরই একমাত্র আশ্রয়স্থল—শ্রীধাম। শ্রীধাম-আশ্রয় ছাড়া হরিভজন হইতে পারে না। শ্রীধামই আশ্রয় প্রদান করিয়া জীবকে হরিভজনের সুযোগ সৌভাগ্য প্রদান করেন। শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর কৃপায় জীব শ্রীধামবাসের সৌভাগ্য লাভ করে। শ্রীধামের সেই কৃপা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হওয়া দরকার—যত্ন ও চেষ্টা করা দরকার। শ্রীধাম হইতে বিমুখ থাকিয়া কোনকালেই মঙ্গল হইতে পারে না।

শ্রীধামবাস-চেষ্টা দুইপ্রকারে হয়। একপ্রকার—শ্রীধামে [illegible] হইলে শ্রীধামবাসের জন্য স্বতঃ চেষ্টার উদয় হয়। শ্রীভক্তির প্রথমেই শ্রদ্ধা হয়। প্রথমে শ্রীধামকে একমাত্র আশ্রয় বলিয়া বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হয়, তৎপরে ক্রমশঃ শ্রীধামবাসীর সঙ্গ হয়। তৎপরে শ্রীধামবাসের চেষ্টাফলে ক্রমশঃ শ্রীধামকে একান্তভাবে কায়মনোবাক্যে আশ্রয়ে স্বতঃ শ্রীধাম উদয় হয়। অন্যপ্রকার—ত্রিতাপের জ্বালার অনুভূতি হইলে শ্রীধামবাসে প্রবৃত্তি হয়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি রৌদ্রের প্রখর তাপে উত্তপ্ত হইলে সে জলের নিকট গমন করে অথবা বৃক্ষছায়া আশ্রয় করে, সেইপ্রকার যে ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, 'আমি জগতের ত্রিতাপে, শ্রীধাম আমার একমাত্র আশ্রয়স্থান; আমি সেই শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের সেবা ভুলিয়া—শ্রীধামবাস ছাড়িয়া মায়ায় মোহিত হইয়া ভোগ্য বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া গ্রামে বাস করিতেছি', তাহারই শ্রীধামবাসে প্রবৃত্তি হইবে। ত্রিতাপের ক্লেশে দগ্ধীভূত হইবার কালে যাঁহার মনে 'আমি কি শ্রীধামে বাস করিতে পারিব'! এইরূপ দৈন্য আসে, শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকেই শ্রীগুরুরূপে তাঁহার স্বরূপ, শ্রীধামের স্বরূপ প্রভৃতি শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপায় ত্রিবিধবাসনা সম্যক্‌ভাবে দূর হইলে শ্রীধামে বাস হয়।

শ্রীধামবাসী শ্রীধামের ন্যায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ—প্রাকৃত, জড় বা জড়বৎ নহেন। শ্রীধাম ইন্দ্রিয়ভোগ্য গ্রাম নহেন। শ্রীধামে বাস অর্থে শ্রীধামবাসীর কৃপালেশ ভিক্ষা করা। শ্রীধামে থাকা বা শ্রীধামবাসীর কৃপালেশ প্রার্থনাই শ্রীভগবৎসমীপে বাস বা শ্রীভগবানের কৃপাভিখারী হওয়া। শ্রীধামবাসী শ্রীধামের বৈভব। শ্রীধামবাসিগণের কেহই আমা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা নিকৃষ্ট নহেন। শরণাগত না হইলে শ্রীধামে বাস করা যায় না। অশরণাগতকে শ্রীধাম অপসারিত করেন। শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর প্রতি মাটিয়া-বুদ্ধি থাকিলে শ্রীধাম তাহাকে স্থান দেন না। অকিঞ্চন শরণাগতকেই শ্রীধাম আশ্রয় প্রদান করেন। ভজনপ্রয়াসিগণকে অধিকারানুযায়ী আশ্রয়প্রদানের জন্যই শ্রীগৌরধাম, শ্রীক্ষেত্রধাম ও শ্রীব্রজধাম অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভক্তগণ এই শ্রীধাম-আশ্রয়েই ভজন করিয়া থাকেন।

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

শরণাগত ব্যক্তি ভগবল্লীলাস্থান শরীর দ্বারা আশ্রয়পূর্বক 'হে ভগবন্, আমি—তোমার' ইহা মুখে বলিয়া এবং মনে জানিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।

শরণাগতগণ ভগবল্লীলাস্থান শ্রীধামকে আশ্রয় করিয়া কায়মনোবাক্যে ভজন করিয়া থাকেন। শরীরের দ্বারা শ্রীধামবাসে অসমর্থ হইলে মানসেও শ্রীধামবাস করিতে হইবে। শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসিগণের স্মৃতি সর্বক্ষণ হৃদয়ে রাখিতে হইবে। শ্রীধামের অনন্যশরণাগত হইলে শ্রীধামবাসি বৈষ্ণব ও ধামেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীধামবাসের সৌভাগ্য লাভ হইবে। শ্রীধামবাসী নরদেহধারীর কথা দূরে থাকুক কীট-পতঙ্গাদি পর্যন্ত সকলেই ধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের প্রিয়। শ্রীধাম বৈভববিহীন নহেন। শ্রীধামবাসিগণ শ্রীধামের বৈভব। শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসী ভক্তবর্গের প্রতি ষোলআনা শরণাগতিবিশিষ্ট জনগণই শ্রীধামবাসী।

শ্রীধামবাসী দেহের চিন্তা করেন না শ্রীধামবাসী তাঁহাদের দেহকে শ্রীধামের সেবায় নিযুক্ত করেন। দেহের প্রতি অভিনিবেশ আসক্তি বা দেহাত্মবোধ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় দেহকে শ্রীধামের সেবায় নিযুক্ত করা। শ্রীধাম-পরিক্রমা করাও শ্রীধামের সেবা। শ্রীধামে বাস নবধা ভক্তির অন্যতম। শ্রদ্ধা বা রুচির সহিত শ্রীধামবাস করিলেই জীবের অনাদিকালের বহির্মুখতা নষ্ট হয়। দৈন্য ও আর্তিসহকারে শ্রীধামে বাস করিতে হইবে। শ্রীধামের কৃপা ও নিজের অযোগ্যতার জন্য প্রবল দৈন্য ও আর্তি রাখিতে হইবে। শ্রীধামের তৃণ-জন্মাদিরও দাসত্ব প্রার্থনা করিতে করিতে নিজেকে অযোগ্যজ্ঞানে ধিক্কার প্রদান করা উচিত। দৈন্য ও আর্তি ব্যতীত নিজেকে সর্বাপেক্ষা অধম, অযোগ্য ও সকলের কৃপার ভিখারী বলিয়া উপলব্ধি না হইলে শ্রীধামবাস হয় না। যদি শ্রীধামে কোনপ্রকার জড়বুদ্ধি না হয় অর্থাৎ গ্রাম বা সহর অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর বা অস্বাস্থ্যকর আরামপ্রদ বা কষ্টদায়ক স্থান-বিশেষ প্রভৃতি মনে না হয়, যদি শ্রীধামের প্রতি প্রভুবুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে শ্রীধামের কৃপায় আমাদের মঙ্গল হয়। শ্রীধামের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও শ্রীধামের সদাকাঙ্ক্ষা করিয়া শ্রীধামের সেবার জন্য দূরে থাকিলেও মঙ্গল হয়।

যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও ভগবৎসেবকগণের সহিত আশ্রিত নিজের পারমার্থিক সম্বন্ধের স্বরূপনির্ণয়ে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হওয়া পরমার্থপথে অপরিহার্য প্রয়োজন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত নিজের বর্তমান তাদৃশ সাময়িক ব্যক্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া কখনই কেহ পরমার্থপথে নিশ্চেষ্টার সুফল আশা করিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণার বর্তমানে যে তাঁহার সহিত নিজের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র সত্তার সাক্ষাৎ সংযোগ সাধিত হইয়াছে, তাহার সুযোগ গ্রহণ না করিয়াও কেহ নিজের পারমার্থিক সৌষ্ঠবে প্রকৃতই চেষ্টান্বিত আছেন, কিপ্রকারে স্বীকার করা যায়? নিজের প্রকৃত অবস্থার প্রতি অমনোযোগী হইয়া নিশ্চয়ই কাহারও দ্বারা নিজ ব্যবহারে অকপটতা রক্ষিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ পরমার্থপথে ইহাই সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক tragedy হইয়া যাইবে—যদি প্রকৃতই নিজের পরমার্থ-চেষ্টায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত নিজের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র পারমার্থিক সম্বন্ধবিজ্ঞানের সম্যক্ অনুসন্ধান না করা হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে বিশ্বজীবের উপর তাঁহার মহা-মহা-বদান্যলীলাবারিধি বিস্তার করিয়াছেন, তাহারই বিন্দুকণিকার স্পর্শ-জীবন হইয়া তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে আমি আকৃষ্ট হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎসহ বস্তুতঃ ইহাও সত্য যে, তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বরূপের সহিত আমার ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র (individual) সত্তার সংযোগ সম্ভাবিত হইয়াছে—বহুর অন্যতম হিসাবে তরঙ্গপাকে নীত হইলেও আমার ব্যক্তিগতভাবেই তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় পাইয়াছি। "নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে"-অর্থে ইহাই ত' যে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বতঃই আমার প্রতিও তাঁহার আমার স্বতন্ত্র সত্তার জন্য বিশিষ্ট অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করিয়া আমাকে 'স্বপদা'শ্রয়ের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যান্বিত করিয়াছেন। ইহাই ত' আমার প্রকৃত 'কোন-ভাগ্যে'র প্রকৃষ্ট পরিচয়। নিজের এতাদৃশ স্বরূপের সার্বিক সৌভাগ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনদ্বারা নিজের পরমার্থ জীবনের প্রতিই প্রকৃত অনাদরের পরিচয় প্রদান করা হয় মাত্র। বাস্তবিক নিজের পরমার্থ জীবনের ইহাই সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাপ্রকাশবিগ্রহ ভগবৎসেবকগণের অনন্য কৃপাপরায়ণতাদ্বারাই নিজের শ্রীগুরুপাদপদ্মের তাদৃশ বৈশিষ্ট্যময় আশ্রয়-সৌভাগ্য লাভ হয়, কিন্তু যখনই আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত নিজের স্বতন্ত্র-সত্তার একতাদৃশ সম্বন্ধের সম্যক্ অনুসন্ধান না করি, তখনই আমাকে কপটতা করিয়া 'অনেকে'র অন্তরালে নিজের পারমার্থিক আত্মাবলোপ সাধন করিতে বাধ্য হইতে হইবে। নিজের পরমার্থজীবনের ইহা অপেক্ষা অধিক অপরাধ আর কি হইতে পারে? প্রকৃত অকপট বৈষ্ণবসেবার প্রত্যক্ষ ফল ত' ইহাই যে, উহা দ্বারা প্রত্যেকপ্রকার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধবৈশিষ্ট্যের ঔজ্জ্বল্য উত্তরোত্তর অত্যন্ত প্রকাশিত সাধিত হইবে। কিন্তু কপট-সাধুর ইহাই লক্ষণ যে, উহারা শ্রীগুরুসেবক বৈষ্ণবকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র কল্পনা করিয়া অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃত সত্তার প্রতি উদাসীন থাকিয়া তদ্দ্বারা নিজের কপট উদ্দেশ্য সমর্থন করাইয়া লওয়া। বস্তুতঃ একমাত্র প্রকৃত বৈষ্ণবসেবার দ্বারাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্বের সহিত নিজের পারমার্থিক স্বতন্ত্র-সত্তার সংযোগ অক্ষুণ্ণ হইলেও কপটিগণ সৌষ্ঠবে দৃষ্টি না দিয়া অসমর্থ থাকে। পরন্তু প্রকৃত গুরুপাদাশ্রিতগণই অন্তরে বাহিরে সর্বক্ষণ কেবলমাত্র বৈষ্ণবসেবা দ্বারাই নিজেদের গুরুপাদাশ্রিত আশ্রয় সংরক্ষণ করেন।

নিজে ব্যক্তিগতভাবেই আমার পারমার্থিক অধিকার কতটা হইল অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আমার ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র সত্তার পারমার্থিক সম্বন্ধ সংযোগ কতটা সংঘটিত হইল, তাহা সম্যক্‌ভাবে অনুসন্ধান না হইলে কখনই নিজের প্রকৃত পারমার্থিক জীবনের সত্তা আদৌ রক্ষিত হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবক্য জন্য অন্যতম [illegible] সেবকাভিমানরূপে নিজের পারমার্থিক সৌষ্ঠব পোষিত হওয়া [illegible] সেবক-সজ্জন সর্বাপেক্ষা [illegible] নিজের অবাঞ্ছিত [illegible] অকপট [illegible] অকপট [illegible] নিজের পারমার্থিক [illegible] কৃপাপ্রার্থনায় [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] অন্তর্হিত [illegible] অক। নিজের প্রকৃত অকপট পারমার্থিকতার ইহাই পরিচয় যে, তাহাকে

প্রকৃষ্ট অবরোহপথ সর্বতোভাবে স্বীকৃত। কোনপ্রকার আরোহপন্থা অবলম্বন দ্বারা বাধ্যতঃ পারমার্থিকতার তাদৃশ বৈশিষ্ট্যের বিলোপ সাধিত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র সত্তা ইহাই যে, তিনি তাঁহার অকপট সেবকমণ্ডলীর দ্বারা সর্বতোভাবে বেষ্টিত। তাঁহার তাদৃশ বৈশিষ্ট্যময় স্বতন্ত্র-সত্তার ব্যক্তিগত আশ্রয়-লাভ দ্বারা নিজের প্রকৃত স্বতন্ত্র পারমার্থিক ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়। প্রকৃত কপটগণই নিরপেক্ষগণকে অভেদাধ ও স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করিবার জন্য পরমার্থবিচারের স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন বিরোধী হইয়া কপটতার দুর্গম হইয়া উঠে। ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্যকতা অবলম্বন করা সর্বাপেক্ষা পারমার্থিক পরমার্থ-বিরোধ। পরমার্থ-বিচার কিছু কাহারও কপটতার অধীন দলগতের গড়াপেটা জিনিষ নয়। নিজের জন্মাণি বা সিদ্ধান্তের প্রতি একমাত্র অকপট আত্মসমর্পণদ্বারা তাঁহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিজ নিকপট জীবনে প্রকাশিত হয়। অন্য প্রকারে তাহা আদৌ কিছুমাত্রও বুঝা সম্ভব নয়।

যাঁহারা পরমার্থের স্বপ্রকাশ সত্যের আদৌ ধার ধারেন না, তাঁহারাই নিজেদের কপটতাকে অক্ষুণ্ণ করিয়া মিথ্যা সমস্যাজাল সৃষ্টি করেন। অসত্য কল্পনাপ্রভাবে যাঁহারা পরস্পর বিরোধী বিচার ধরিয়া পদে পদে স্বার্থের প্রাপ্তি ও প্রতিষ্ঠার অন্বেষণ করেন, তাঁহারা ত' উভয়েই প্রকৃত পরমার্থের বিচারকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য ব্যগ্র। সত্যের বিজয় ঘোষণা সংকোচ জন্য হয় নহে—সত্যের নিত্যসিদ্ধ বিজয়ের নিজস্বরূপে স্বপ্রকাশমাত্র।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তৎসেবকগণকে সর্বদা একাকার করিবার চেষ্টা সর্বতোভাবে ভক্তিবিরোধী। তাঁহাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত সত্তার বৈশিষ্ট্যের বিলোপকামনাদ্বারা তাঁহাদের উভয়েরই শ্রীচরণে যে অপরাধ আহূত হয়, তদ্দ্বারাই নিজেদের কপট সমস্যাজাল বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। গুরুসেবক গুরুপাদপদ্ম হইতে পৃথক্ নহেন এবং গুরুপাদপদ্মও গুরুসেবক-নিরপেক্ষ নহেন। কিন্তু তাঁহারা ত' বৈশিষ্ট্য-হীন একাকারও নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই সেবক, আবার কোনপ্রকারের সেবক নহেন। তাঁহারা আবার প্রতি প্রকৃষ্ট শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই কৃপার মূর্ত্ত প্রকাশ বা বৈভব—অন্য কিছু নহেন। তাঁহাদের প্রতি তাদৃশ সেবকমর্য্যাদা প্রদান করিলে তবেই নিজেদের পারমার্থিক নিকপটতা সম্ভব।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য :—শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহতিথিপূজা উপলক্ষে গত সোম-বার প্রেস বন্ধ থাকায় গত মঙ্গলবার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীব্রজ-গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে এবং গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-বর্গের সেবোদ্যোগে গত ১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই, শুক্রবার শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাবদিবস আলালনাথ-শ্রীব্রজগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক হরিনাম-মহামহোৎসব মহাসমারোহে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডপাদাগ্রণী শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ অনন্ত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দ উৎসবের ২।৩ দিন পূর্বে তথায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা, পাঠ ও কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীমঠ মুখরিত রাখেন। উৎসব-দিবস প্রত্যূষ হইতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকাদে পাঠ-কীর্ত্তনের পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ উপস্থিত সজ্জন ব্যক্তি-গণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুও শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেলা ১১টার সময় শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকের পর উপস্থিত বহু ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও নিয়ামকত্বে উৎসবটি সর্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে বার্ষিক মহোৎসব

গত ১৩ই আষাঢ় (১৩৪৯), ২৮শে জুন, (১৯৪২), রবিবার শ্রীশ্রীল জগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা দিবস হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীশ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-বর্গের নিয়ামকত্বে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ইহার কয়েক দিবস পূর্বে শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া সর্বদা হরিকথা কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীমঠ মুখরিত করিতেছিলেন। এই উৎসব-উপলক্ষে বর্ত্তমানে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু, শ্রীপাদ অনন্ত ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস প্রভু-প্রমুখ বহু বৈষ্ণব শ্রীমঠে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন ও উপস্থিত সজ্জনগণের পরিপ্রশ্নাদি শাস্ত্রযুক্তি ও প্রমাণদ্বারা সহজ প্রভাবে মীমাংসা করিতেছেন। তাহাতে সজ্জনগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া লাভান্বিত হইতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

ধান ও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে। কোন কোন জিলা হইতে সরকার অতিরিক্ত চাউল ও ধান্য ক্রয় করায় জনসাধারণের তরফ হইতে কেহ কেহ অভিযোগ করিয়াছেন যে, সরকারের এই কার্য্যের ফলেই এইসব শস্যের দর সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণের অবগতির জন্য সরকার এই সম্পর্কিত অবস্থা পরিষ্কার করার প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন।

সরকারের এজেন্টদিগকে এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা স্থানীয় বাজার চলতি দরে ধান ও চাউল ক্রয় করিবে, তবে মণ প্রতি ৬৲ টাকার অধিক দরে চাউল ক্রয় করিতে পারিবে না। সরকার যে দর বাঁধিয়া দেন, তাহা সকলপ্রকার চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য; তবে এজেন্টগণ উহার কমেও কিনিতে পারিবেন। যতদিন চাউল ক্রয় করা হয়, ততদিন ঐ সর্ব্বোচ্চ মূল্যেই ক্রয় করা হয়, তবে সরু বালাম চাউল ক্রয়ের সময়ে সাময়িকভাবে সর্ব্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা মণ-প্রতি ।০ আনা হিসাবে বেশী ব্যয় অনুমোদন করা হয়। ধানের কোন সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই, তবে এজেন্টদিগকে যেসব জেলায় অতিরিক্ত শস্য ক্রয় করিতে হইবে, সেইসব জিলার প্রচলিত মূল্যের সমতুল্য দরে ক্রয় করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য ৬৲ টাকা বাঁধা করা হইলেও ৫।০ আনা মণ দরেই সাধারণতঃ চাউল ক্রয় করা হইয়াছে।

ঢাকা বোর্ডের আই এস-সি পরীক্ষার ফল

গত ১০ই জুলাই ঢাকা বোর্ডের আই এস-সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এবার জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী আই-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং ঐ কলেজেরই শ্রীপ্রবীর কুমার গুহ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

মার্কিণ কারখানায় শ্রমিকসংখ্যা

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহ-সেক্রেটারী বলেন যে, বর্ত্তমান বিমান, জাহাজ, কামান ও ট্যাঙ্ক সরবরাহের কাজে মার্কিণ কারখানা-গুলিতে ১ কোটি ১০ লক্ষ মজুর নিযুক্ত আছে। শীঘ্রই ঐ সংখ্যা গিয়া ২ কোটি ২০ লক্ষে দাঁড়াইবে;

কয়েকটি জেলার পাটচাষের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ হিসাব

	গতবৎসর (একর)	বর্ত্তমান বৎসর (একর)
খুলনা	২৫,০২০	৫৪,২২০
বীরভূম ও বাঁকুড়া	২৪০	৬৩০
জলপাইগুড়ি	৩২,১৮০	৬৬,৩৪৫
মালদহ	১৮,৪৫৫	৫১,২৩০
ময়মনসিংহ	৩,০০,৫০০	৬,৫৭,৮০৫
চট্টগ্রাম	২৭০	৬০০

এটনা পর্বতে অগ্ন্যুদ্গম

এটনা ইটালীর দক্ষিণ সিসিলি দ্বীপের বিখ্যাত আগ্নেয় পর্বত। গত ৩ই জুলাই এটনা পর্বত হইতে অগ্ন্যুদ্গম হইয়াছে। রোম হইতে প্রচারিত সংবাদে এই বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। গলিতধাতু এবং জ্বলন্ত পর্বতগাত্রের ক্যাটানিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রথমে প্রচণ্ড বেগে অগ্ন্যুদ্গম আরম্ভ হয়।

এম, এ ও এম, এস-সি পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ বি সি রায়ের অনুপস্থিতিতে এম, এ ও এম, এস-সি পরীক্ষার্থীদের তরফ হইতে এক প্রতিনিধি দল পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের সেক্রেটারী শ্রীযুত এস, কে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া এম, এ ও এম, এস-সি পরীক্ষা ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসের ২য় সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখার আবেদন জানান। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রতিনিধি দল জানান যে, অস্বাভাবিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দরুণ বেশীর ভাগ পরীক্ষার্থীই কলিকাতা ছাড়িয়া মফঃস্বলে যাইতে বাধ্য হন। ইহাতে তাঁহাদের বহু সময় অযথা নষ্ট হইয়াছে। পড়াশুনা করিবার ও অধ্যাপকগণের সহিত আবশ্যক আলোচনা করিবার সুযোগও তাঁহারা পান নাই।

শ্রীযুত আচার্য্য প্রতিনিধি দলের বক্তব্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং এতৎসম্পর্কে ছাত্রগণকর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি আবেদন পেশ করিতে বলেন। সিণ্ডিকেটের আগামী সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা হইবে বলিয়া তিনি ছাত্রগণকে আশ্বাস দেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকালীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীমদ্ভক্তিকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সচিত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া "গৌড়ীয়"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সর্ব্বত্র সজ্জনের প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ২০ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২রা শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৮ই জুলাই, ইং ১৯৪২, শনিবার | ১০৪-১০৫ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ বামন, অবাৎ শ্রীযোগমায়া, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:০:)::——

মহাভাগবতের ক্রিয়াকলাপ বদ্ধজীব আদৌ বুঝিতে পারে না। তাঁহার একান্ত অনুগত জনই তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার-সেবা সৌভাগ্য পান। কায়মনোবাক্যে এই মহাভাগবতের সেবাই নিত্যমঙ্গলের একমাত্র উপায়। মহাভাগবত বা মুক্তপুরুষের যাবতীয় চেষ্টাই কৃষ্ণসেবার জন্য। তিনি সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ দর্শন করেন। তিনি অবশেও ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া কোন কিছু করেন না। তিনি যাহা করেন, তাহাতেই কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন। কৃষ্ণ তাঁহার প্রেমে বশীভূত। কৃষ্ণ যাঁহার বশীভূত বা কৃষ্ণ যাঁহার সমস্ত ভার বহন করেন, সেই মহাভাগবতোত্তমের সেবা-প্রাপ্তিই জীবের চরম লাভালাভ।

মহাভাগবতগণের প্রত্যেক কার্য্যই মঙ্গলময়। জীবমঙ্গলার্থই তাঁহাদের এ জগতে আগমন ও অবস্থান। যিনি তাঁহাদের অপ্রাকৃতত্ব ও মর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তিনিই পরম ভাগ্যবান্। দেহাসক্ত জীবের উহাদের জন্য ভগবান্ ও ভক্তগণকে অনেক কিছু করিতে হয়। জীবের উহাদের জন্যই ভগবান্ পূর্ণকাম হইয়াও অর্চারূপে সাপেক্ষপ্রায়, সকল হইয়াও অচলপ্রায়, মহাদাতা হইয়াও ভূক্ষপ্রায়, সকলের রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়। কারণ, সেইরূপ প্রদর্শন না করিলে দেহাসক্ত জীবের তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ হয় না।

মহাভাগবতগণও সেইরূপ সর্ব্ববিধ অপেক্ষারহিত হইয়া ত্রিগুণের সর্ব্ববিধ বিক্রমের হস্ত হইতে পরমমুক্ত থাকিয়াও সেবোন্মুখ জীবকে সেবানুশীলনের সুযোগ-প্রদানার্থই অনুশীলনাভিনয় করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ তাঁহাদের অনুষ্ঠান বলিয়া কিছু নাই। তাঁহাদের ঐরূপ অনুশীলনাভিনয় জগতের প্রতি একপ্রকার অহৈতুকী করুণারই পরিচয়। তাঁহাদের সেবার দ্বারাই জীবের চরম ও পরমমঙ্গল হয়। তাঁহাদের সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের অন্য উপায় নাই।

———

'সম্বন্ধ'-শব্দের দ্বারা কেবল 'বন্ধ' মাত্র লক্ষ্য করে না। 'বন্ধ'-শব্দে মিলন, আলিঙ্গন, আত্মসাৎ, অঙ্গাঙ্গীভাব প্রভৃতি। কিন্তু সম্যগ্‌বন্ধন বা 'সম্বন্ধ' উপরিউক্ত শব্দসমূহের দ্বারা যাহা উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণতা, পূর্ণতা, সমগ্রতা বা সম্যগ্‌ ধারণা বুঝায়।

জড়ে জড়ে বন্ধন—অনিত্যবন্ধন, সাময়িক বন্ধন। তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। জগতে যে প্রভু-ভৃত্য, সখা-মিত্র, মাতা-পুত্র বা পিতা-পুত্র ও স্বামী স্ত্রীর বন্ধন, তাহা অনিত্যবন্ধন; এই বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। জড়সম্বন্ধ সম্বন্ধবাচ্য হইতে পারে না—জড়ে জড়ে বন্ধন জীর্ণ, ছিন্ন হইয়া যায়। চিদাত্মা মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদির সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। একমাত্র অবিমিশ্র চেতনে চেতনে সম্বন্ধ হইতে পারে। চেতন যখন পূর্ণ চেতনের সহিত সম্বন্ধ আবিষ্কার করে, তখন পারিপার্শ্বিক চেতন অবয়বে এক ঐকতানের সুরে সম্বন্ধযুক্ত হয়। এইরূপ সম্বন্ধই নিত্য। জড়বন্ধন নিত্য নহে, ক্ষণিক।

সম্বন্ধহীনতার ন্যায় দুর্দ্দশা আর নাই। সম্বন্ধহীনতা-অর্থে—আশ্রয়হীনতা। আশ্রয়হীনের পতন অনিবার্য্য। আশ্রয়হীন বা নিরাশ্রয়ের অবস্থান নাই, সত্তা নাই, চেতনতারও সার্থকতা নাই, আনন্দ নাই। সূক্ষ্মবস্তু ও বৃহদ্বস্তু অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থান বা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অশোকাভয়ামৃত শ্রীপাদপদ্মই আমাদের নিত্য-আশ্রয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম — মায়াধীশ — সেবকভগবান্— আশ্রয়বিগ্রহ। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই মঙ্গল। তিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ—নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। তিনি অন্তর্য্যামী। সকল জীবের অন্তরের কথা তিনি ত' জানেনই, পরন্তু সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণেরও অন্তরের কথা জানেন। যাঁহারা নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তর্য্যামিত্বে বিশ্বাস করেন, উল্লাস পান, কেবল তাঁহারাই তাঁহার নিকট যাইয়া আনন্দ পান। কেবলমাত্র কপটিগণই শ্রীগুরুদেব তাঁহাদের কপটভাব অবগত আছেন মনে করিয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে সঙ্কোচবোধ করে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় ও কৃপার কথা নিষ্কপটে অনুভূত হইলে জীবের অনাশ্রিতভাব বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি অবিশ্বাস-প্রবণতা ঘুচিবে। তাঁহার কৃপাশ্রয়ের কথা মনে করিলে সকল শরণাগত সেবকগণ আনন্দে উৎফুল্ল হন, তাঁহার নিকট হইতে নিত্য নব নব সেবালোক প্রাপ্ত হইয়া পরমোৎসাহের সহিত সেবায় প্রবৃত্ত হন।

———

নামাচার্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্মই নাম দান করেন। এই শ্রীনামাচার্য্যের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীনামপ্রভুর কৃপা লাভ অসম্ভব। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "শ্রীগুরু তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংসার-ভেদভেদ স্বীকৃত হইলে ছয় তত্ত্বই ভগবান, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বাংশরূপে ভেদ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়বস্তু। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতেও বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়। যদি আমরা নরোত্তম চণ্ডীদাসের কোন দিন কর্ণে শুনিতে পাই যে, আমার গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ নহেন, তাহা হইলে সেদিন আমি নিশ্চয়ই জানিব যে, শ্রীগুরুদেব আমাকে অত্যন্ত অপরাধি-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে পাষণ্ডী আমার শ্রীগুরুদেবকে নিত্যানন্দ ভিন্ন অন্য কিছু বলে, সে পাষণ্ডীর সহিত যেন আমার কোন দিন সাক্ষাৎকার না হয়।" আমরা যেন শ্রীগুরুদেবকে বিষয়বিগ্রহ মনে না করি—তিনি আশ্রয়বিগ্রহ। সেই আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে থাকিয়া হরিভজনই আমাদের নিত্য কাম্য হউক। মহাজন গাহিয়াছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥

ইহাই রূপানুগ সিদ্ধান্ত। যেখানে এই সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম, সেখানে হরিভজনের কোন কথা নাই। যাহারা আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বিগ্রহের সেবাকাঙ্ক্ষী, তাহারা নাস্তিক—রূপানুগসম্প্রদায়-বিরোধী।

আশ্রয় বা নির্ভরতাই সব। যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি নির্ভরতার অভাব, সেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় বা সঙ্গলাভের সৌভাগ্যাবধি চির-অন্তর্হিত।

আমরা বদ্ধজীব। আমাদের কোন যোগ্যতা নাই। আমাদের অযোগ্যতা দেখিয়া পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব নিজগুণে

আমাদের সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আমাদিগকে সদাই আকর্ষণ করিতেছেন। নিজে প্রকট থাকিয়া তিনি আমাদিগকে যে কতভাবে কৃপা করিয়াছেন, আমাদের প্রতি কত দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। জানি না, তাঁহার সেই অপার দয়ার একবিন্দু উপলব্ধি করিয়া কবে আমরা ধন্য হইতে পারিব।

কলির নানাপ্রকার দোষ থাকিলেও একটী মহৎগুণ আছে। সেটী অন্য কিছু নহে—তাহা নাম-কীর্ত্তন। এই কীর্ত্তন সাধু-সঙ্গে করা চাই। নতুবা দুঃসঙ্গে কীর্ত্তন ছুটিয়া যাইবে, মায়ার কীর্ত্তন হইয়া পড়িবে; তাহাতে অনর্থনিবৃত্তি বা ভজনোন্নতি হইবে না। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। নাম-কীর্ত্তনও করিব এবং তৎসঙ্গে অসৎসঙ্গও চালাইব—এরূপ মনঃকল্পিত সাধনপন্থা গ্রহণ করিলে মঙ্গল হইবে না। অসৎসঙ্গ বা অসদাচরণকে ভজনাঙ্গ মনে করা অনুচিত। অসদ্ব্যক্তিগণ দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা প্রভৃতি অস্থানসমূহে সতত ব্যস্ত। নিজের সুখাম্বেষণই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাহারা অভক্ত, ভক্তির গন্ধও তাহাদের মধ্যে নাই। নিজের সুখ যেখানে, কৃষ্ণসুখ বা ভক্তসুখ সেখানে কিরূপে সম্ভব?

কলি যেখানে অবস্থান করে, তাহা পাপের স্থান। যেখানে পাপ, সেখানে নাম-কীর্ত্তন হইতে পারে না। কীর্ত্তনের সঙ্গে পাপাচরণ, সেবার নামে ভোগ, উপদেশের নামে নিজেকে প্রচার প্রভৃতি কার্য্য নামাপরাধের অন্তর্গত। পাশা-খেলা, নেশা করা, অবৈধ যোষিৎসঙ্গ বা বৈধস্ত্রীতে অত্যাসক্তি, মৎস্য-মাংসভোজন এবং কলিপ্রবেশের জন্য অর্থ-সংগ্রহ—এই পাঁচটী কলিকবলিত পাপ। নামবলে এই পাঁচটী পাপ হজম করিবার চেষ্টাই নামবলে পাপাচরণরূপ নামাপরাধ; উহা নামকীর্ত্তন নহে।

নামে রুচি থাকিলে নাম-নামীতে ভেদ-বুদ্ধি থাকে না। কর্ত্তৃত্বাভিমানে 'আমি নাম করিতে পারি' মনে করা অহঙ্কারের পরিচয়। যেখানে ভক্তির কথা, সেখানে কর্ত্তৃত্বাভিমানে কোন কিছু করার কথা নাই। সেখানে আছে কেবল পূর্ণ আনুগত্য, গুরুবৈষ্ণবাদেশ-পালনে তৎপরতা। সেখানে যা কিছু করা হয়, সবই প্রভুর প্রীতির অনুসন্ধানের জন্য। সেখানে সেবকাভিমান, তৃণাভিমান, উচ্ছৃঙ্খলতাহীন দাসানুদাসাভিমান, আনুগত্যময় অনুশীলনই প্রধান। কৃষ্ণের পরম প্রিয় গুরুবৈষ্ণবের তাঁবেদারই সেখানে একচ্ছত্রাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। সেখানে প্রভুত্বের জন্য কোন চেষ্টা নাই, আছে কেবল শরণাগত, সকল আর্ত্তিক প্রণাম বা নমস্কার।

যাহারা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা, তাহারা এই পরমাশ্রয়ময়ী ভক্তির কথা বুঝিতে না পারিয়া প্রাচীনাগণের অনুবর্ত্তী হইয়া কত কি জল্পনা-কল্পনা করে, কখনও কর্ম্মপথের মুক্তিপিপাসা কখনও বা সিদ্ধিপথের ছলনা কখনও অন্যপ্রণালীর কল্পনা, আবার কখনও বা পাঠ্যাবলম্বনে লোক-দেখানো তাহাদের হৃদয়কে কলুষিত করে। সাধুসজ্জন তাহাদের এই খাম-খেয়ালের প্রশ্রয় দেন না বা আদর করেন না। সুতরাং মঙ্গলপ্রার্থী হইলে সাধুভক্তের নির্দ্দেশ ব্যতীত কোন কিছু করা উচিত নহে।

শ্রদ্ধা

আমরা অনেকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে এক মনে করি, কিন্তু তাহা নয়। শ্রদ্ধা জিনিষটী ভক্তি বা ভক্তির অঙ্গ নয়। ইহা ভক্তি-অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকারনিবারক বিশেষণ মাত্র। শ্রদ্ধার অপর নাম বিশ্বাস, আর ভক্তির অপর নাম কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ। কৃষ্ণ-কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদির ভক্তি। উহার দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতি বিধান হয়। ভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে যখন শ্রদ্ধা হয়, তখনই জীবের ভক্তিতে অধিকার জন্মে। সেই সময় তাহার কর্ম্মাধিকার নিবৃত্ত হয়। কর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না, ভক্তিই ভগবৎকৃপালাভের একমাত্র উপায়—এইরূপ বিশ্বাসের সহিত অনন্যভক্তির প্রতি যে চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম শ্রদ্ধা। ভক্তিবিদ্ পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তিকে এক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তি বা সেবা শ্রদ্ধা বা শরণাপত্তির পরের কথা। ভক্তি চেতনের স্বাভাবিকী বৃত্তি।

শরণাগত-বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শরণার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত না হইলে জীবের ভয়, শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমার মঙ্গল নাই, অতএব আমি সেই অভয়পদে শরণাপন্ন হইলাম—এইরূপ

বিষয়ান্ধ জীব আজ ছটফটবশতঃ সংসারের দুঃখে মগ্ন। যখন শ্রীভগবানে অকারণ নির্ম্মল বিষয়াসক্তিরূপ দুর্গন্ধ বিদূরিত হয়, তখনই জীবের জ্যোতিঃ কৃষ্ণ-ভক্ত আপন বাহির হয়। তখনই চিত্তরূপ দুই দিকে থাকিয়ে বাসনার সৌভাগ্য পায়। কিন্তু মঙ্গল-লাভের প্রথম সোপানস্বরূপ সেই শ্রদ্ধা আমাদের কোথায়? আমাদের সুকৃতি নাই, তাই আজ আমাদের এই অবস্থা।

সংসারের অশেষ ক্লেশে ব্যথিত হইয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছায় উপদেশ অভিজ্ঞ স্বীকার করিয়াই হউক, পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবশতঃই হউক অথবা সাধুসঙ্গ-ক্রমে সাধুর উপদেশ লাভ করিয়াই হউক কিংবা শাস্ত্রাদি আলোচনা করত তাহার যথার্থ অর্থ বিচার করিয়া কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, যখন জীবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়,—ঈশ্বর মহান্, সর্ব্বশক্তিমান্, আর জীব ক্ষুদ্র, শক্তিহীন; ঈশ্বর স্বাধীন, আর জীব তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির অধীন; ঈশ্বর প্রভু, আর জীব দীন-হীন দাস, তখন আনন্দময়কে পাইয়া সমস্ত বাসনা জুড়াইবার অথবা সর্ব্বাশ্রয় হরির আশ্রিত হইবার ইচ্ছা জীবের স্বভাবতঃই উদিত হয় এবং তাঁহাকে পাইবার অল্প অল্প চেষ্টা হয়। ইহাই শ্রদ্ধার প্রথম অবস্থা। সাধুসঙ্গের অভাবে বা দুঃসঙ্গে এই কোমল শ্রদ্ধা একেবারে লুকায়িত হইতে পারে। সুতরাং প্রথম হইতেই সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। সাধুসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাও বাড়িতে থাকে। তখন কি উপায়ে জীব ভগবানের চরণ পাইবে, তাহার জন্য যত্নবান্ হন। তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান, তিনি অনর্থের বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব দুষ্ট। তিনি তখন কোন বিশ্বাসার্হ আশ্রয় সাধুর আশ্রিত থাকিয়া একনিষ্ঠ হইয়া ভজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ়শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই ভক্তিলতাবীজ। এই শ্রদ্ধা জীবের বড় আদরের ধন। শ্রদ্ধাই কৃষ্ণানুশীলনক্রমে অবস্থাক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতি নাম ধারণ করে। ক্রমে যখন ভাব উদয় হয়, তখনই এই শ্রদ্ধা নির্গুণ শ্রদ্ধা, রাগ বা রতি-নাম প্রাপ্ত হয়। সেই রতি প্রেম-মন্দিরে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ।

এই শ্রদ্ধা কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম-ভেদে ত্রিবিধপ্রকার। শাস্ত্রযুক্তিতে নিপুণ হইয়া যে দৃঢ়নিশ্চয়তা, তাহাই উত্তম বা প্রৌঢ় শ্রদ্ধা। শাস্ত্রযুক্তিতে বিশেষ নিপুণ না হইয়া যে দৃঢ়শ্রদ্ধা, তাহাই মধ্যম, আর পরম্পরা-শ্রবণের দ্বারা যে শ্রদ্ধা, তাহাই কোমল শ্রদ্ধা বা কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা। সাধুসঙ্গ হইলে কনিষ্ঠ ও মধ্যম শ্রদ্ধা ক্রমশঃ উত্তমে পর্য্যবসিত হয়।

শ্রদ্ধার তিন অবস্থা-ভেদে শরণাপত্তির ত্রিবিধ অবস্থা। যেহেতু শরণাপত্তি কেবল জন্মস্থিত শ্রদ্ধার পরিচয়-চিহ্নমাত্র। আনুকূল্য-সঙ্কল্প, প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস, কৃষ্ণই আমার পালয়িতা—এই বুদ্ধি, আত্মনিবেদন এবং কার্পণ্য—এই ছয়প্রকার শরণাপত্তিও কায়িক, বাচিক ও মানসিক-ভেদে ত্রিবিধপ্রকার।

ভক্তিমান্ জীব একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের মনে অন্য বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের শ্রদ্ধা দৃঢ় বা নির্গুণ হয় নাই। সাধুসঙ্গক্রমে যত দিন তাঁহারা ঐ কামনা ত্যাগ করিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহাদের ভক্তিলাভের আশাও কম। শুদ্ধ ভক্তিই জীবের সম্পত্তি। সেই ভক্তি পাইতে হইলে—চেতনের স্বাভাবিক বৃত্তি উন্মুক্ত করিতে হইলে প্রথমতঃ শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধা ব্যতীত তাহা লাভ হয় না। শাস্ত্র বলেন,—

শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা-অনুসারী॥

কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তগণের সঙ্গ-ক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্মের প্রতি কোমল শ্রদ্ধা হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন, কিন্তু মধ্যম-অধিকারী শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্যদ্বারা ভক্তগণের কৃপা হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইতে না পারিলেও শাস্ত্রাদি ও হরিজনসঙ্গপ্রভাবে ক্রমে দৃঢ়তা লাভ করেন। অভক্তসঙ্গ কিছুতেই উত্তম অধিকারীর শ্রদ্ধার হানি করিতে পারে না। শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির অধিকারও উন্নত হয়।

শরণাপত্তিতে যে আনুকূল্যগ্রহণ ও প্রাতিকূল্যবর্জ্জনের কথা আছে, তাহা চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদি কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা করিতে হইবে। কায়, মন ও বাক্যকে অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল ত্যাগে নিযুক্ত না করিলে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ-গ্রহণে বদ্ধপরিকর না হইলে মঙ্গলের আশা নাই। শরীরের দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা, মনের দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চিন্তা এবং বাক্যের দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তন করিলেই মঙ্গল সুবিধা হয়।

কৃষ্ণ আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাসটী শরণাপত্তির তৃতীয়াঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"

হে কৌন্তেয়, তুমি আমার এই প্রতিজ্ঞা সকলকে জানাও যে, আমার ভক্তের কখনও নাশ হইবে না। কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ আপন বলবলে আপনাকে রক্ষা করিবে, কিন্তু আমার ভক্ত পথভ্রান্ত হইলেও আমি তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। শরণাগত লোক এই কথায় দৃঢ়বিশ্বাস করেন।

শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র পালয়িতা,—এইরূপ বুদ্ধি শরণাপত্তির চতুর্থ অঙ্গ। অন্য মনুষ্য আমাকে পালন করেন বা আমি অর্জ্জন করিয়া আপনাকে পালন করি, এই বুদ্ধি অতি নিকৃষ্ট। কৃষ্ণ অনুকূল না হইলে কেহই আমাকে পালন করিতে পারেন না এবং আমিও বহু অর্জ্জন করিয়া নিজেকে পালন করিতে পারি না। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত আমার কোন পালনকর্ত্তা নাই।

আত্মনিবেদনই শরণাপত্তির পঞ্চম কথা। আমি কেহই নই, আর কিছু আমার

বলিয়া বলি, সবই কৃষ্ণের। আমি কৃষ্ণের সংসারের দাসমাত্র। কৃষ্ণের ইচ্ছাই প্রবল, আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নিরর্থক। কৃষ্ণের অনুগত থাকাই আমার স্বভাব। পূর্ব্বভাববশতঃ এ পর্য্যন্ত যে-সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে 'আমি ও আমার' বলিয়া বুদ্ধি ছিল, তাহা আমি কৃষ্ণে অর্পণ করিলাম। আজ হইতে আর আমার নাই—কৃষ্ণের, এই বুদ্ধির নাম আত্মনিবেদন।

নিজ কর্মদোষে আমি সংসারে ক্লেশ পাইতেছি। কৃষ্ণকে ভুলিবার আমার কর্মচক্রে প্রবেশ ও এত ক্লেশ। কৃপাময় কৃষ্ণের দাস হইয়া আমি কৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে পারিতেছি না, সুতরাং আমার ন্যায় হতভাগ্য অপরাধী এবং দুর্গতীর আর কে আছে? আমি সর্ব্বাপেক্ষা দীনহীন ও অযোগ্য। ইহারই নাম কার্পণ্য বা দৈন্য।

এই শরণাগতির দ্বারা যাঁহার চিত্ত নির্ম্মল ও পবিত্র হয়, একমাত্র তিনিই শুদ্ধভক্তির অধিকারী।

যৎকিঞ্চিৎ

পারমার্থিক সহানুভূতিতে জাগতিক অক্ষেন্দ্রিয়-তোষণের কোনপ্রকার ব্যবহার আদৌ নাই। জীবের অক্ষেন্দ্রিয়-তোষণ সম্বন্ধে তাহার প্রতি হিংসার পরিচয় দিয়া প্রকৃত পরমার্থের উক্ত ধর্ম্ম পারমার্থিকগণের অপরের তাদৃশ অক্ষেন্দ্রিয়তোষণ-কার্য্যে কোনপ্রকার সহযোগিতা বা সমর্থন থাকিতে পারে না। জাগতিক হিংসক ও হিংসিত অপারমার্থিকগণই পরস্পরের মিত্র ও শত্রুভাবে পরস্পরের অন্বয় ও ব্যতিরেক অক্ষেন্দ্রিয়-তোষণ করিয়া স্ব স্ব স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন হিংসাবৃত্তির পরিপূরণকার্য্যে সুখবোধ করে। অপরের অক্ষেন্দ্রিয়তোষণ করা হইবে অপ্রত্যক্ষরূপে অক্ষেন্দ্রিয়তর্পণকারীর প্রতি তাহাকে যে হৈতুকতা ও অপেক্ষকতার স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে বাধ্য করা হইবে, তাহা কি তাহার প্রতি নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হিংসার কার্য্যকারিতা হইবে না? পারমার্থিক অত্যুচ্চ সুরুচিতার ইহা অবশ্যই বিচার্য্য। কাহারও অক্ষেন্দ্রিয়তোষণ কখনই তাহার প্রতি নিজের অকপটতার পরিচয় হয় না। পারমার্থিকগণের রুচিজ্ঞান সত্যই ব্যবহারিকগণের বিচারের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইয়াছে বলিয়া ব্যবহারিকগণের নিত্যবাঞ্ছিত অপরের অক্ষেন্দ্রিয়তোষণ কার্য্যকেও তাঁহারা দুর্নীতিযুক্ত বলিয়া জানেন। স্থূল বা সূক্ষ্ম কপটতায় কিপ্রকারে কোন রুচিজ্ঞানের বিকাশ থাকিতে পারে? হিংসাকারীর কোনপ্রকার মহত্ত্বের বা উচ্চহৃদয়তার বিকাশ সম্ভব নয়। ভগবানের অহৈতুক দয়াপরায়ণ পারমার্থিকগণ সত্যই দয়ালু এবং উদারহৃদয়।

জগতে পারস্পরিক অক্ষেন্দ্রিয়তোষণমূলক বস্তুতঃ হিংসার কার্য্য চলিলেও পারমার্থিকগণ সত্যই তাহার সহিত কোনই প্রয়োজন রাখেন না। ব্যবহারিকগণের তাদৃশ কার্য্যে পারমার্থিকগণ কোনপ্রকার সহায়তা বা কোনপ্রকার বিরোধ অবলম্বন না করিয়া তাঁহাদের প্রকৃত উচ্চহৃদয়তা বা সুরুচিতার পরিচয় প্রদান করেন। যাহারা অপরের অক্ষেন্দ্রিয়তোষণ-কার্য্য দেখিয়া তাহার উপযোগিতা বা অনুপযোগিতার বিচারে ব্যস্ত হন, তাঁহারা প্রকৃতই এখনও পারমার্থিক বিচারবিজ্ঞানে আনুভবিক বিজ্ঞতা লাভ করেন নাই, বলিতে হইবে। অপরের প্রতি নিজের পারমার্থিক মহত্ত্বতার ত' ইহাই পরিচয় যে, তাহার নিকট পারমার্থিক সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান উদ্ভাবিত করিয়া তাহার অপারমার্থিক রুচি ছাড়ান বা ছাড়াইতে চেষ্টা করান, পরন্তু তাহার প্রতি নিজের মহত্ত্বতার অর্থাৎ নিজের বস্তুতঃ অপারমার্থিকতার স্থূল বা সূক্ষ্ম

প্রকৃতই পারমার্থিক সুরুচিতার লোলুপ না হইলে অপরকে তাদৃশ কার্য্যে আহ্বানও কার্য্যতঃ জাগতিক উচ্চপ্রকার সুরুচিতার অভিব্যক্তি ছাড়া কি হইবে? অনুরূপে সমস্ত হিতোপদেশ পারমার্থিকতার অভাব নহে। তাহা যদিও কপট বা পরমার্থবিরোধিগণ ভুল বুঝিবার জন্য ব্যস্ত হইতে পারে। প্রকৃতই পারমার্থিকতা লাভ না হইলে পারমার্থিক বিচারের কোন কথা কপটতা করিয়া বুঝিয়া দেখা আদৌ যায় না, পরন্তু ঠিক বিপরীত বুঝিতেও কোন বাধা নাই।

পারমার্থিক মহত্ত্বতার পরিচয় প্রদান করিতে গেলে কোথায়ও কখনও অক্ষ-ইন্দ্রিয়তোষণনীতির প্রয়োজন হয়—ইহাই প্রকৃত পরমার্থবিরোধ। কোন পারমার্থিক আমার নিকট হইতে তাদৃশ বাঞ্ছা পোষণ করিয়া নিজের পারমার্থিক আত্মশ্লাঘা বিধান করিতেছেন—এইরূপ বিচারে নিজের প্রকৃত বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-বশতঃ তাঁহার চরণে অপরাধ। অক্ষেন্দ্রিয়তোষণপরতায় কাহারও কোনপ্রকার পারমার্থিক আত্মশ্লাঘা করা সম্ভব নহে। পারমার্থিক আদান-প্রদান-ব্যাপারে অক্ষেন্দ্রিয়তোষণের কোন ব্যবস্থা কোথায়ও কখনও আদৌ নাই। অপারমার্থিকগণই মাত্র পরমার্থেও অক্ষেন্দ্রিয়তোষণ-নীতির কার্য্যকারিতা কল্পনা করিয়া দাবী করে। তাদৃশ বিচারের বিন্দুমাত্র অনুমোদনও নিজের প্রকৃত পারমার্থিকতার অত্যন্ত অভাব-জ্ঞাপক, সন্দেহ নাই।

———

যাঁহারা পরমার্থকামী, তাঁহারা কখনই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তোষণ-নীতিকে আদর করিতে পারেন না। প্রকৃত অপারমার্থিকগণই তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া নিজেদের পরমার্থবিরোধ কার্য্যকরী করে। নিজের প্রকৃত পরমার্থসেবাহীনতার ইহাই উৎকৃষ্ট পরিচয়। নিজের গুরুসেবাবিরোধিতা ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে?

———

নিজে প্রকৃতই পারমার্থিক সহানুভূতি লাভ করিলে তবেই অপরের সেবা করা সম্ভব; নচেৎ স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে অবশ্যই অপরের ইন্দ্রিয়তোষণকার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হয়। তখন অনাবশ্যকভাবে অপরের কেবল ইন্দ্রিয়তোষণপরতারই অন্বয় বা ব্যতিরেকভাবে অন্বেষণ হইতে থাকে। ইহা নিজের প্রকৃত পারমার্থিক ব্যবহারের অত্যন্ত অভাব, সন্দেহ নাই। কিন্তু এতাদৃশ ব্যবহারসম্পন্নতারও যদি অপরের প্রতি সহানুভূতির ছলনা উঠে, তবে তাহাতে অপরের প্রতি হিংসা ব্যতীত আর কিই বা কার্য্য থাকে? বস্তুতঃ প্রথমে নিজের অবলম্বিত ব্যবহারের প্রকৃত পারমার্থিক সৌষ্ঠব সত্যসত্যই বিজ্ঞাপিত হউক, তবেই অপরের কার্য্যকলাপের উপর আমার পারমার্থিক সহানুভূতির কার্য্যকারিতা আহ্বান করিতে হইবে। অপরের ইন্দ্রিয়তোষণই কেবল আধিক্যতার প্রাবল্যে দৃষ্ট হইতে থাকিলে নিজেরই ত' পারমার্থিক অনধিকার সূচিত হইবে; সুতরাং অবস্থায় অপরের প্রতি পারমার্থিক সহানুভূতিসম্পন্নতারও কোন সঙ্গত অধিকার নাই। কিন্তু তাহা যদি নিষ্কপটে বিচারিত না হইয়া অপরের প্রতি শুভানুধ্যানের ভাণে বস্তুতঃ পরমার্থবিরোধী ব্যবহার অবলম্বিত হয়, তাহা কাজে কাজেই পারস্পরিক সুহৃৎ অবলম্বনেরই কারণ হয়। অপরের অক্ষেন্দ্রিয়তোষণের প্রতি কটাক্ষপাত বা সমর্থন নিজের আচরিত ব্যবহারে বিন্দুমাত্রও সূচিত হইলে নিজের পারমার্থিক অনধিকার অবশ্যই বিজ্ঞাপিত হইয়া অবশ্যই কোনপ্রকারে পারমার্থিক শুভানুধ্যানের চেষ্টার সূচনা হইতে পারে না। নিজে যখন প্রকৃতই পারমার্থিক হওয়া যাইবে, একমাত্র তখনই পরমার্থের স্বরূপের চেষ্টার সৌন্দর্য্য উপলব্ধির বিষয় হইবে।

কোন গুরুসেবক ইন্দ্রিয়তোষণ আমার নিকট হইতে কামনা করিতেছেন—এতাদৃশ ভ্রান্ত বিচার করিবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি নিজের আচরণের পারমার্থিকতা অনুসন্ধেয় হইলে নিজের ব্যবহারের প্রকৃত পারমার্থিক মর্য্যাদা তবেই রক্ষিত হইতে পারিবে। গুরুসেবক কিরূপে অভিলাষী হইবেন? নিজের একমাত্র পরমার্থ সহানুভূতিকারিতাই অর্থাৎ অপরের অন্বয় বা ব্যতিরেক ইন্দ্রিয়তোষণপ্রবৃত্তির স্থূল-সূক্ষ্ম কার্য্যকারিতাকে আমাকে পরমার্থ-ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করে। নিজে প্রকৃতই পারমার্থিক মর্য্যাদা-সম্পন্ন হইলে কাহারও ইন্দ্রিয়তোষণনীতিকে নিজের কার্য্যের অন্তরায়রূপে অযথাভাবে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন হয় না। আমার গুরুসেবক-সেবাহীনতাই গুরুসেবককে ইন্দ্রিয়তোষণপর জানিবার একমাত্র কারণ; পরন্তু অপর কিছু নহে। পারমার্থিক সুগম্ভীর বিচার খুব জ্ঞাত করিবারই বুঝা প্রয়োজন। নচেৎ পারমার্থিক বিচার বুঝিতে নিজে ভুল করিলে তজ্জন্য পরমার্থের কোন দোষ নাই, পরন্তু নিজের অনধিকারই তাহাতে একমাত্র দোষ।

অপরের ইন্দ্রিয়তোষণনীতিকে মৌখিকভাবে অস্বীকার করিবার চেষ্টায়ও নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণপিপাসার কার্য্যকারিতা মাত্র প্রমাণিত হয়। নিজেই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়লোলুপ হইয়া উঠিলে অন্যের সম্বন্ধে তাদৃশ মর্য্যাদাহানিতে কপটতা করিয়া চক্ষুবন্ধ করিবার চেষ্টা চলে। পারমার্থিকতা ও ব্যবহারিকতার প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী নহে, তাহা নিজে নিজেই প্রকৃত সত্যস্বরূপ। জাগতিক কোন সহযোগিতা বা অসহযোগিতায় তাহার আদরের জন্য প্রয়োজন নাই। ব্যবহারিক বিচারে তাহাকে কখন বিপর্য্যস্ত করিয়াও দেখা যায় না।

প্রকৃতই নিজে পারমার্থিক ব্যবহারসম্পন্ন না হইলে অক্ষেন্দ্রিয়তোষণের প্রতি এতাদৃশ বিদ্বেষ বা সমর্থন অবশ্যই করিতে হইবে। পারমার্থিকতার আন্তরিক বিচার-আলোচনা দ্বারা আমার নিষ্কপটতায় নিজের তাদৃশ অক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছার স্থূল-সূক্ষ্ম কার্য্যকারিতা নিবারিত হইতে পারে। কেহ প্রকৃতই পারমার্থিক সেবাসৌন্দর্য্য জানে রুচিযুক্ত না হইলে স্থূল-সূক্ষ্ম অক্ষ-ইন্দ্রিয়তোষণ ব্যতীত অন্য কিছু নিশ্চয়ই তাহার কার্য্যে অনুসন্ধানের বিষয়রূপে অবশিষ্ট থাকে না সত্য, কিন্তু তজ্জন্য কাহারও পারমার্থিকতায় বাধা হওয়া কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কোন সেবককে যাঁহারা ইন্দ্রিয়তোষণপর অপারমার্থিক বলিয়া বিচার করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহার তথা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে অপরাধফলে নিজের ইন্দ্রিয়তোষণপরতারই অধিকার আরম্ভ হইতে থাকে। শ্রীগুরুসেবকগণের প্রতি আধিক্যতার উৎসাহী না হওয়া এবং তাঁহাদের যথাযোগ্য সেবা করা যাইতে পারে এবং তাহাই তাঁহাদের প্রতি প্রকৃত সেবাপরতা। যাঁহারা প্রকৃত সেবাপর না হইয়া কাপট্য উৎকর্ষতার বা জাগতিক মহত্ত্বতার জন্য কোন গুরুসেবকের সেবার ভাণ করিতে যাইয়া নিজেদের তাদৃশ বৃত্তির কার্য্যকারিতা দেখিয়া নিজে হতাশ হন, তজ্জন্য গুরুসেবককে দোষারোপ করেন,

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে।

তাঁহারা এখনও কিছুতেই প্রকৃত গুরু-সেবাপরায়ণ হইতে পারেন নাই—ইহাই বিচার্য্য। প্রকৃত কেহি ভগবৎসেবকে তাদৃশ অবিজ্ঞতা বর্দ্ধনায় তাঁহার সেবাবৃত্তি পণ্ড করাও যায় না। প্রকৃত সেবাবৃত্তি কিপ্রকার, তাহাতে অনভিজ্ঞতাই নিজের তাদৃশ আচরণের ফল যায়। সেবাবৃত্তির প্রকৃষ্ট অভাব হইলে মৎসর অন্তরে কায্য-কার্য্যতায় অপরের প্রতি দোষারোপপরায়ণ নিজের সকাই পাওয়া অনভ্যাসী হয়া হইয়া পড়ে। সাধু সাবধান! নিজের সেবাহীনতাকে যেন কোন পাকে সেবাযুক্ততা বলিয়া আত্মবঞ্চনা আহূত না হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকগণের প্রতি সেবাবৃত্তিহীন হইলে তাঁহাদিগকে ইন্দ্রিয়-লোলুপ, পাপী, অপরাধী, সতাকথা শুনিতে নারাজ, অঙ্কুরিত, কপট, অলস, সয়তান প্রভৃতি রূপে দেখিয়া নিজের সেবাহীনতাকে সার্থক করিবার প্রয়োজন হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাকে অন্তরে তীব্র ভুক্তভাবে দর্শন করিবার নিশ্চয় চেষ্টা না হইলে এতাদৃশ বিচারকে কেহ কখন প্রশ্রয় দিতে পারে না। অপরের প্রকৃত আশ্রয় অস্বীকার না করিয়াও কিপ্রকারে তাঁহার প্রতি নিজের পারমার্থিক সহানুভূতির কার্য্যকারিতা আহূত হইতে পারে এবং কিপ্রকারে তাঁহার যথা-অধিকারের ক্রমপথে মঙ্গল-বিধান আহূত হইতে পারে, তাহা নিজের সেবাবৃত্তিতে অবশ্যই বিচার্য্য। প্রথমে নিজেরই পারমার্থিকতা প্রয়োজন, তবেই তদ্দ্বারা অপরের প্রকৃত উপকারের সুযোগ বরণ সম্ভব হইবে, নচেৎ নিজে প্রকৃষ্ট পারমার্থিকতা লাভ না করিলে তদ্দ্বারা অপরের উপকারের নামে অত্যন্ত ক্ষতিই করিতে বাধ্য হইতে হইবে, কোনই সন্দেহ নাই।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::(o)::—

(৩) গোদ্রুমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

গত ২৮শে আষাঢ় (১৩৪৯), ১৩ই জুলাই (১৯৪২), সোমবার গোদ্রুমদ্বীপ 'শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে' গৌরপার্ষদ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অষ্টাবিংশ বিরহমহোৎসব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপায় ও গৌড়ীয়বান্ধবের অক্লান্ত উদ্যোগে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তন-মুখে সুচারুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস গৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীল সদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহতিথিও পালিত হইয়াছে।

রবিবার শ্রীবিরহ-তিথির অধিবাসদিবসে শ্রীচৈতন্যমঠ এবং অন্যান্য মঠের সেবকগণ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে সমবেত হইলে অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বন্দনা, কীর্ত্তন, পাঠ ইত্যাদি হইয়াছিল। শ্রীমন্দিরের সান্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গল-স্তোত্র'-এর পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সোমবার শ্রীল ঠাকুরের বিরহবাসরে উষঃকাল হইতে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পাঠ ইত্যাদি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীল ঠাকুরের সমাধি-মন্দির ও শ্রীতুলসীমঞ্চ পরিক্রমা হয়। তৎপর বন্দনা, গুরুতত্ত্ব ও গুরু-বৈষ্ণবমাহাত্ম্য-সূচক গীতি কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীপাদ ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপার কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১০ম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণপ্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠের পর ৮ ঘটিকা হইতে বেলা প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। অনন্তর শ্রীল ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর সভায় শ্রীল ঠাকুরের রচিত 'শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রভজনোপদেশঃ' সংস্কৃত পদ্যটী সমস্বরে গীত হয়। বৈষ্ণবগণের আদেশে 'গৌড়ীয়'-বিরহ সংখ্যা হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ রত্নতীর্থ প্রভু এবং শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু যথাক্রমে শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভু বিরচিত 'শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্' ও 'শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-মনোহর্ষ্টীষ্ট ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ' প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীনদীয়া-প্রকাশ হইতে 'শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর' প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সমাগত প্রায় তিনশত ভক্তিশালী সজ্জন ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকা হইতে পুনরায় সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'গৌড়ীয়' হইতে 'শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু,' 'শ্রীল শ্রীবাস-পণ্ডিত' প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ হয়। সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর শ্রীনদীয়া-প্রকাশ হইতে 'শ্রীভক্তিবিনোদ-উপদেশামৃত' ও 'মহাজনো-পদেশ' পাঠ হইলে শ্রীপাদ ঔডুলোমি মহারাজ 'শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব'-গ্রন্থ হইতে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনকারী এবং শ্রীহরিনামকারীর যোগ্যতা-বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর বিরহসূচক মহাজনগীতি কীর্ত্তন হয়।

বিবিধ সংবাদ

যুদ্ধ-তহবিলে নদীয়ার সাহায্য

মহামান্য গভর্ণরের যুদ্ধ তহবিলে নদীয়া ১৪,০০০ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছে এবং ১,৫৩,০০০ টাকার উপর ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করিয়াছে। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যে ডিফেন্স সেভিংস সপ্তাহ পালিত হইয়াছে, সেই সময় এই জেলায় ৪৫,০০০ টাকার উপরে সার্টিফিকেট বিক্রী হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরে সিভিক্ গার্ডদলকে বক্-দোলের মেলায় পাঠান হইয়াছিল এবং সেখানে তাহারা যান-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।

৬ই জুলাই সোমবারে কলিকাতার বাজার দর

	মণ প্রতি
বিশিষ্ট আগমার্ক আটা	৮৸০
আগমার্ক চাকি আটা	৮।৵০
পাটনাই চাউল	৭॥০
মোটা চাউল	৭॥০
সাধারণ সরিষার তৈল	১২৲
আগমার্ক ” ”	সরবরাহ নাই
সাধারণ ঘি	৬৭ হইতে ৭৭৲
আগমার্ক ঘি	৭৫৲
১নং চিনি	১৩॥০
আলু (নৈনিতাল)	৩৸৵০
আপেল	সরবরাহ নাই
	টাকা পঁ১।
বৈশাখী আম	৫টা
কমলা (নাগপুরী)	৮টা

দুষ্প্রাপ্য চীনা গ্রন্থাবলী আমেরিকায় স্থানান্তরিত

যুদ্ধ সময়ে নিরাপদে রাখার জন্য যে ৩,০০০ চীনা গ্রন্থ ওয়াশিংটনে প্রেরিত হইয়াছে, আমেরিকায় চীনাদূত ডাঃ হু শীর অনুমতি অনুসারে আমেরিকান কংগ্রেসের লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে সেগুলির ফটো তুলিয়া রাখার ব্যবস্থা হইতেছে। এই সব গ্রন্থ পিকিং জাতীয় লাইব্রেরীর সম্পত্তি এবং যুদ্ধাবসানে পুনরায় এগুলিকে পিকিংএ ফেরৎ পাঠান হইবে। ইউরোপে মুদ্রণ-শিল্পের আবিষ্কার হওয়ার বহু পূর্ব্বে মুদ্রিত কতিপয় গ্রন্থও এর মধ্যে রহিয়াছে। প্রাচীন বিশ্বকোষ, ইতিহাস, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি এবং মিং সম্রাটদের সময়ের (১৩৬৮—১৬৪৪) সরকারী বিজ্ঞপ্তিও এই সব পুস্তকের মধ্যে রহিয়াছে। ১০৩৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত একখানা কবিতা পুস্তকও ইহার মধ্যে আছে। ইহাকে প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ক্যাশমেমো দেওয়ার নির্দ্দেশ

বাঙ্গলার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন :—

নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহের পাইকারী ব্যবসায়িগণ কোন খুচরা ব্যবসায়ী অথবা অন্য কোন ক্রেতাকে সাধারণতঃ যে পরিমাণ মাল সরবরাহ করা হইয়া থাকে, তাহা বিক্রয় বন্ধ রাখিতে পারিবেন না অথবা ক্যাশমেমো অথবা বিক্রীত দ্রব্যের রসিদ দাখিল করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন না।

কোন পাইকারী ব্যবসায়ী এই আদেশের বিধান অমান্য করিলে তাহাকে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে হইবে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়রূপ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইতে পারে।

যে সব দ্রব্য সম্পর্কে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই :—চাউল, গম, আটা, ময়দা, লবণ, জাপানী কয়লা, চিনি, দেশলাই, সরিষার তৈল, ডাল এবং নারিকেল তৈল।

ডালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

গত ২২শে জুন হইতে কলিকাতা ও সহরতলীতে ডালের দাম নিম্নোক্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে,—

(ক) মসুর (দলী) প্রতিমণ ৭৲, খুচরা দর প্রতিসের ৶০। (খ) অড়হর (২য় শ্রেণীর) প্রতিমণ ৭॥০, প্রতিসের ৶৹ পাই। (গ) কলাই (২য় শ্রেণীর) প্রতিমণ ৭॥০, প্রতিসের ৶৹ পাই। (ঘ) ছোলা (২য় শ্রেণীর) প্রতিমণ ৬॥০ প্রতিসের ৶০ (ঙ) মুগ, (ভাজা) প্রতিমণ ১৩৲ প্রতিসের ।৵৹ পাই (চ) খেসারী প্রতিমণ ৫॥০ প্রতিসের ৶৹ পাই।

বাঙ্গলায় সংক্রামক রোগের বিবরণী

গত ৩০শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙ্গলাদেশে মোট ১০৯ জন ব্যক্তি কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে বাখরগঞ্জে ৫৩ জন ও চট্টগ্রামে ৫৩ জন ব্যক্তি উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। দার্জ্জিলিংএ ৮১ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সচিত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত চিত্র "ভক্তিলোক"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের

ভজনামৃতশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-পণ্ডিতগণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২২ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৬ষ্ঠা শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২০শে জুলাই, ইং ১৯৪২, সোমবার ১০৬ তম সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ বামন, শর্ব্ব সর্ব্বশ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(০):০:——

শরণাগত বা সেবাপ্রার্থী হইলেই সেব্য-বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। কৃপা না হইলে কিছুই জানা যায় না। গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক নিজেকে প্রকাশ করিলে—সেবা করিবার সুযোগ দিলেই তাঁহাদিগকে জানা যায় বা তাঁহাদের সেবা করিতে পারা যায়। তাঁহাদের কৃপাই মূল, তাঁহাদের কৃপা না হইলে আমরা শরণাগত বা সেবোন্মুখ হইতে পারি না। অজানা বস্তু শরণাগত বা সেবাপ্রার্থী হওয়া যায় না। নাস্তিক ভগবানের সেবা লাভ করিতে পারে না, আস্তিকগণই ভগবানের সন্ধান রাখেন এবং সেবা লাভ করেন। কর্ত্তা তিনি একজন, তিনি কৃষ্ণ—এই বিশ্বাস থাকার নামই ভক্তি। ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আস্তিক। আর যাহারা ভগবানের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া মনে মনে নাস্তিকতা পোষণ করিয়া আমিও কিছু করিতে পারি, আমারও কিছু যোগ্যতা আছে, এই কথা বলে বা এইরূপ মনে মনে চিন্তা করে, তাহারা কি কখনও আস্তিক হইতে পারে? আস্তিকের বিচারে কর্ত্তা একজন, তিনি কৃষ্ণ। তিনিই বাস্তব বা পুরুষ। পুরুষাভিমান বা কর্ত্তাভিমান তাঁহারই একচেটিয়া। কৃষ্ণ ভোক্তা, ভোক্তৃ-পুরুষ। 'একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।' কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা বা পুরুষ, আর সমস্তই কৃষ্ণভোগ্য বা কৃষ্ণসেবোপকরণ। জীবের ভোগিসম্বন্ধিপিপাসা থাকিলে কৃষ্ণ-সেবা লাভ হয় না। শরণাগতি না থাকিলে ভগবানের সেবা করা যায় না। ভগবানের সহিত পাল্লাপাল্লি হইলে অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বস্বত্ব-সংরক্ষিত সর্ত্তগুলির দাবী করিলে তাঁহার সঙ্গ বা সেবা লাভের পরিবর্ত্তে তাঁহার সহিত সংঘর্ষই হইবে।

ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া সেবা প্রদান না করিলে সেবা পাওয়া যায় না। তবে কে ভগবানের সাক্ষাৎকার ও সেবা লাভ করিবেন? শাস্ত্র বলেন—"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" সেবোন্মুখ বা শরণাগত হইলেই জীবের সেই সৌভাগ্য লাভ হয়। শরণাগত হইলে ভগবান্ তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিবেন। গুরুবৈষ্ণব ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগতি ও আনুগত্য থাকিলে নিত্যমঙ্গল। সেইজন্য সমস্ত কার্য্যের প্রারম্ভেই গুরুগৌরাঙ্গের জয়গানের বিধি শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ে আছে। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"সমস্ত সেবাকার্য্যের পূর্ব্বে পঞ্চতত্ত্বের বন্দনা, তা'রপর শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে হয়, তা'হলে জীবের স্ফূর্ত্তি হয়" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—

"বিমল হইয় সবে, ডাকিহ কাতর রবে,
কেহ মোরে কর উদ্ধার
সেইকালে আইলে তুমি, তোমা জানি' স্বল্পভূমি
আশাবীজ হইল আমার।"

অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া 'শরণাগত' হইতে হইবে। প্রাকৃত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত হইলেই শ্রীনাম অবতীর্ণ হন। ছয়প্রকারে ভগবানের নিকট শরণাগত হইতে হয়। এই ষড়ঙ্গ শরণাগতিও আবার ত্রিবিধ—কায়িক শরণাগতি, মানসিক শরণাগতি ও বাচিক শরণাগতি। এই ত্রিবিধ শরণাগতি লাভ হইলে আর জীবের সংসারে পুনরাগমনের যোগ্যতা থাকে না; তাঁহার সংসারবাসনার বীজ ধ্বংস হইয়া যায়। এইরূপ শরণাগতি না থাকিলে গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ হয় না এবং অধিকাংশ কেবল আশ্রয়গ্রহণের ছলনা হয় মাত্র। অপ্রাকৃত বস্তু ব্যক্তিতে শরণাগত হইয়া সিদ্ধির পথে দীক্ষিত হওয়া চাই; এই দীক্ষালাভের মূলে শরণাগতি বা অপ্রাকৃত বস্তু ব্যক্তিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস। এই দীক্ষা লাভ না হইয়া তাহা যদি কেবল বাহ্যানুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে তাহা ঠিক নহে, কপটতা। তাহার ফলে কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি না হইয়া উত্তরোত্তর দুঃখই লাভ হইয়া থাকে।

——

শরণাগতির প্রথমে একমাত্র বাধা হইতেছে, দেহ, দ্রাবিণ, জন, লোক ও পাষণ্ড। দেহ—দেহাত্মবুদ্ধি। দেহাত্মবোধ থাকাকালে গুরুবৈষ্ণবে আপনবোধ হয় না। গুরুবৈষ্ণবে আপনবোধ না হইলে শুদ্ধ হরিনাম হয় না, নামাপরাধই হয়। দ্রবিণ—ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ পিপাসা। এই সকল অন্যাভিলাষ। অন্যাভিলাষী শরণাগত নহে। সে বহু বস্তু লাভের প্রয়াসী, সুতরাং সে এক অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের শরণাগত হইতে পারে না। জন—বহু বহির্ম্মুখ ব্যক্তির মতে মত দেওয়া—তাহাদের সঙ্গ করা, শাস্ত্রবাণী অবজ্ঞা করিয়া বহু লোকের মতকে সমর্থন করা। বহির্ম্মুখ লোকের কথা ভক্তগণ গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ়বিশ্বাসবান্, শাস্ত্রের বিরুদ্ধ যেসকল কথা, তাহাতে কৃষ্ণসেবার কোনও কথা নাই, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণময়। বহির্ম্মুখ জনসঙ্গ খারাপ, কিন্তু সজ্জনসঙ্গ উপাদেয়। অসজ্জনসঙ্গে চরিত্রের ক্ষতি ও সজ্জনসঙ্গে বৃদ্ধি হয়। যেখানে বহু লোক আসিয়া হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা লইয়া বৃথা সময় কাটায়, তাহাকে জনতা বলে। এই জনতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। লোক—অন্য বস্তুতে রুচি। অন্য বস্তুতে রুচি থাকিলে ভগবৎ-সেবা লাভের জন্য টান হয় না। কিন্তু ভগবানের প্রতি লোভই ভক্তের একমাত্র কাম্য। সেবালাভের জন্য স্বাভাবিক লোভ হওয়াই মঙ্গল। পাষণ্ড—বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ বস্তুকে ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বরকে বস্তু-জ্ঞান। চেতনকে অচেতন ও অচেতনকে চেতন জ্ঞান করাই পাষণ্ড। এইগুলি শরণাগতির পথে অন্তরায়। সাধকের এইসকল বিচারে সাবধান হইয়া—এসকল কুসঙ্গ সাহচর্য্য পরিহার করিয়া ভগবানের একান্ত শরণাগত হওয়াই মঙ্গল।

শরণাগতিই মঙ্গল বা কৃপালাভের একমাত্র উপায়। কৃপা ছাড়া গতি নাই। যিনি সেবক হইতে চান, তিনি কৃপার অন্ত—সেবালাভের জন্য সর্ব্বদা আর্ত্ত—উন্মত্ত। তাঁহার দেহস্মৃতি নাই। সেবাপ্রার্থনাই তাঁহার ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। সেবা ছাড়া তিনি কিছুই জানেন না বা বুঝেন না। সেবা লাভের জন্য সহজ আর্ত্তি তাঁহাকে সেবক করিয়া তোলে। তিনি যতই সেবা করিতে থাকেন, কৃপার জন্য তাঁহার আর্ত্তি ততই বাড়িতে থাকে। ইহার ইতি বা শেষ নাই।

শ্রীগুরুনিত্যানন্দপাদপদ্ম ব্যতীত অনর্থযুক্ত জীবের আর উপায়ান্তর নাই। পতিতোদ্ধার-ব্যাপারে আমাদের নিত্যোপাস্য শ্রীনিত্যানন্দ

প্রভু। সচ্চিদানন্দের আশ্রয় ছাড়িয়া দিয়াই জীব হ্লাদিনীশক্তি হইতে বিচ্ছিন্নাংশ হইয়াছে। তাই ভগবদ্বিমুখতা ও গুরু-বিমুখতা-দ্বারা সে আক্রান্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবসঙ্গপ্রভাবে জীবের এই বাহ্যজীবনীয় ভগবদ্বিমুখতা ও গুরুবিমুখতা অপসারিত হয়। কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তগুরু চিনিবার শক্তি লাভ না করায় প্রভুর সহিত বিবিধ উপচারে ভগবদ্বিগ্রহের অর্চন করিয়া থাকেন। অধিকার উচ্চ হইলে তিনি ভগবানে প্রেম, ভক্তের সহিত মিত্রতা, বালিশে কৃপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষার দ্বারা ভগবানের পূজা বিধান করিয়া থাকেন। সেইকালে তিনি ভগবদ্ভক্তের শ্রবণকীর্তনে ভগবদ্বিগ্রহের প্রকাশ দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। গুরুকে প্রণামের দ্বারাই ভক্তের সেব্য প্রভুর মূর্তি প্রণতি বিহিত হয়।

বিচ্ছিন্নাংশ জীব কখন নিজেকে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুনিত্যানন্দকে অতিক্রম করিয়া আপনাকে আশ্রয়জাতীয় কল্পনা করিবেন না। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অবজ্ঞা করিয়া গুরুবাক্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নাম-ভজনের পরিবর্তে নামাপরাধ হইয়া থাকে এবং তিনি অচিরেই হন অর্থাৎ হরিসেবা-বৈমুখ্য তাঁহার বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যরহিত হইলে মুখে কখনও ভগবন্নাম উচ্চারিত হইতে পারেন না। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাক্রমেই আমাদের সেবা-চেষ্টা। অন্যভাবে যে সেবার ভাণ, তাহা কপটতামাত্র। শ্রীগুরু-আনুগত্যই ভক্তির প্রথম সোপান। শ্রীগুরুপূজারহিত হইয়া যে কিছু চেষ্টা, তাহা ভোগচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। যেকালে জীব নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-জগদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেন—তখনই তাঁহার সকল বিষয়ে সুবিধা হয়। শ্রীগুরুনিত্যানন্দপাদপদ্মাবলম্বন ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন গতি নাই।

গুরুনিত্যানন্দ নিত্য। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেমন সত্য, তাঁহার সেবকও সেইরূপ নিত্য ও সত্য। বিবর্তবাদ পরিত্যাগ করিয়া শক্তি-পরিণাম বুঝিতে পারিলেই শ্রীগুরুদেব ও তদ্দাস নিত্যসেবকের অপসিদ্ধান্ত নিত্য—কালক্ষোভ্য নহে, ইহা উপলব্ধি হয়। ভক্ত, সাধু, বৈষ্ণব—একই পর্যায়ের শব্দ। ভক্তে একাধারে ভগবদাশ্রিত, স্বয়ং ভগবান্, ভগবানের পরিকর ও ভগবদ্দাসের সমাবেশ। ভক্ত ভগবানের অধিষ্ঠান বা নিবাস। যেই শ্রীঅঙ্গ বা স্থানে ভগবান্ আছেন। ভগবানের সহিত তদ্দাসক ভক্ত আছেন। ভক্ত-অবতার ভগবদভিন্নাভিমানক। ভক্তের আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও বিরাজিত, যেখানে ভক্ত সেইখানে গুরুদেব, যেখানে গুরুদেব সেখানে ভগবান্, সুতরাং গুরুদর্শন হইলে

জীবের আর ভোগদর্শন থাকে না। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে-সে গুরু নহেন। তিনি গৌরশক্তি; তিনি গৌড়ীয়। তিনি শ্রীরূপানুগবর। তাঁহার কৃপা হইলেই ক্ষুদ্র জীব ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইতে পারে। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত অপর বস্তু নহেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ, তিনিও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই। তিনি ভক্তিদাতা। তাঁহার কৃপা ও দান অশোক, অভয় ও অমৃত। সেই শ্রীআচার্য-পাদপদ্মের পদনখজ্যোতি যিনি দর্শন করিয়াছেন, জগতে এমন কোন সৌন্দর্য নাই যাহা তাঁহাকে মুহূর্তের জন্যও মুগ্ধ করিতে পারে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম যিনি স্পর্শ করিয়াছেন,—এমন কোন স্পর্শযোগ্য বস্তু নাই, যাহা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণা করেন কপটতাকে। তিনি সরলতার মূর্তবিগ্রহ—সেবার মাতৃমূর্তি। তিনি সর্বক্ষণ বলেন, যিনি পারমার্থিক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অন্তরে বাহিরে নিষ্কপট হইবেন।

এ জগতে উৎসবের ছড়াছড়ি। এমন দিন নাই যে কোথাও না কোথাও একটা না একটা উৎসব না হইতেছে। এইসকল উৎসবে আছে কেবল আনন্দের হাট বাজার, সেই জন্যই বোধ হয় লোকের উহাতে এত রুচি। কিন্তু এইসকল উৎসব বা আনন্দ কিছুক্ষণের জন্য, তৎপরেই আবার দুঃখের স্রোত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। পারমার্থিকগণের মধ্যেও উৎসবের কথা শুনা যায়। কিন্তু তাঁহাদের উৎসব এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক নহে। এ জগতের উৎসবের সমাপ্তি আছে, কিন্তু পারমার্থিক-গণের উৎসব অনন্তকালের জন্য, নবনবায়মান-ভাবে ক্রমে বর্ধনশীলের জন্য; এ উৎসবের আদি নাই, অন্ত নাই; এ উৎসবের আবাহন নাই, বিসর্জন নাই; এ উৎসবের যবনিকা-পতনও কখনও হয় না। তাহাতে আছে কেবল একটী পর্বের পর আর একটী পর্ব—নিত্য-পূর্ণতা, নবনবায়মানতা ও নিত্য-বিচিত্রতা। এই পারমার্থিক উৎসবের একটু লেশ ও বিন্দু প্রতিফলনেই জগতের লোক প্রমত্ত। যে দিন আমরা সেই নবীন অনুপানের, পরিণামে অনিত্য আনন্দোৎসব পরিত্যাগ করিয়া নিত্য আনন্দোৎসবে মত্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিব, সেইদিন আমাদের চিরমঙ্গল লাভ হইবে, সেইদিন আমাদের জীবনের সার্থকতা হইবে, সেইদিনই জগৎ শ্মশান হইয়া তাহাতে আনন্দময়ের উদয় হইবে। জগতের উৎসব হেয় সত্য, কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-উৎসব সেব্য। এইজন্যই পূর্বাচার্যগণ ভক্তগণের সহিত নিত্য-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন

এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাহাকে চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। বিবাহোৎসব, অন্নপ্রাশনোৎসব, দুর্গোৎসবাদিতে আমাদের বহির্মুখ জনসঙ্গ হয়, তাহাতে বিষয় আলোচনা হয়, অযোগ্যাদি দ্রব্য ভোজন ও তদ্রূপ রুচিবিশিষ্ট অপরকে ভোজন করান হয়; কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের উৎসবে সাধুসঙ্গ হয়, সাধুর সহিত আদান-প্রদান হয়, বৈষ্ণবের নিকট হরিকথা নিষ্কপট গোপনীয় কথা বলা ও শুনার অবসর হয়, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রসাদধারী উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হয়। সুতরাং পারমার্থিক উৎসবটী সেবাময়—ইন্দ্রিয়-তর্পণপরাকাষ্ঠা।

বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ

এ জগতে সুখ ও অসুখ ভেদে দুই প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন না, যাঁহারা আত্ম-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নহেন, মনোধর্মই যাঁহাদের সর্বস্ব, সেই ভক্তিবিরহিত পণ্ডিত, ধনী, ব্রাহ্মণ, রাজা, প্রজা সকলেই অসাধু বা অবৈষ্ণব। যাঁহার ভগবানে ভক্তি আছে, প্রাণকায়ে ভগবৎসুখই যাঁহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, স্বতন্ত্রভাবে যিনি নিজানন্দ চান না পরন্তু প্রভুসেবাতে যাঁহার আনন্দ, তিনি গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, ধনীই হউন বা নির্ধনই হউন, পণ্ডিত হউন বা মূর্খই হউন, দুর্বল হউন বা বলবান্ই হউন, তিনিই সাধু, তিনিই বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণবগণ সমস্ত জীবনকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁহারা কোনও জিনিষ নিজার্থে গ্রহণ বা ত্যাগ করেন না। ভগবানের জন্যই তাঁহাদের অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় ত্যাগের প্রয়াস। এই বৈষ্ণবকে সাধারণ মানব মনে করা উচিত নয়। বৈষ্ণব আমাদের গুরু। নিষ্কপট নির্মৎসর বৈষ্ণবে গুরুজ্ঞান না হইলে তাঁহার ছিদ্রানুসন্ধান করিবার দুষ্প্রবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইবে। এই বৈষ্ণব কখনও কপটতা করেন না। তিনি কোনও জীবকে কখনও ভোগ বা ত্যাগপথে লইয়া যান না। কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রশ্রয় দেন না। লোকের মন রক্ষা করিতে গিয়া তিনি কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া দেন না। সমস্ত কর্তা তিনি ভগবান্‌কে দেন। তিনি নিজে কর্তৃত্ব করেন না। এই সাধু সেব্যবস্তু, সুতরাং এই সেব্যবস্তুর উপর গুরুগিরি বা বাহাদুরী করিতে যাওয়া উচিত নহে। তাহা হইলে তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব। । সাধুগণের আনুগত্য ব্যতীত আমাদের আর কোন কথা নাই। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, সেই সাধু-গণের সেবা করিলেই আমাদের সব সুবিধা

হইয়া যাইবে। এই সাধুর পদানত হইয়া থাকিতে হইবে। সাধুর সেবা বাদ দিলে কাহারও সুবিধা হইবে না। আমরা যেন কোন দিন স্বপ্নেও চিন্তা না করি যে, সাধু আমার চেয়ে কম বুঝেন; তাহা হইলে আমাদের সর্বনাশ হইবে। সাধু অন্য কিছু বুঝুন আর নাই বুঝুন, বরুই অজ্ঞতার ভাণ করুন, তাঁহারা কিন্তু ভগবানের সেবা-কার্যটা বেশ ভাল বুঝেন। তাঁহারা আমার মনের সব কথাই জানেন। তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে গিয়া বাহিরে সেবা বা আনুগত্যের ভাণ দেখাইলে আমরাই ফাঁকিতে পড়িব। তাঁহাদের নিকট কোন চালাকিই চলিবে না। সোজাসুজি সরল হইতে হইবে। তাঁহারা সবই জানেন, সবই বুঝেন অথচ বলেন না—পাছে আমরা তাঁহাদের কথা এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া বিপথগামী হই, এই আশঙ্কায়।

আমরা অনেক সময় মনে করি, সাধুগণ আমাদের ন্যায় দুঃখ ভোগ করেন, কিন্তু কথা তা' নয়। তাঁহারা সর্বক্ষণই সেবানন্দে বিভোর থাকেন। তবে শরীর-যাত্রা নির্বাহ করিতে করিতে অবৈষ্ণবদিগের ন্যায় বৈষ্ণব-দেরও শারীরিক ও মানসিক দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে-সকল ব্যবহারদুঃখ, বাস্তবিক দুঃখ নয়। তাহা বৈকুণ্ঠবাসীর শাপ-দুঃখের ন্যায় অস্থায়ী এবং ভোগ দ্বারা শীঘ্রই কাটিয়া যায়। এইজন্য শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

> যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
> নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
> বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
> বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

দেহাত্মবুদ্ধিবশিষ্ট অবৈষ্ণবের এই নশ্বর দেহই সর্বস্ব। তাহারা স্ব-স্ব কর্ম-ফলানু-সারে বিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এই কষ্ট নিবারণের জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও তাহারা কষ্টের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। তাহাতে তাহাদের জীবন সমস্যার মধ্যে কোন উপায়ে অতিবাহিত হয় মাত্র। কিন্তু ভক্তগণ ঐহিক জীবনকে কেবল ক্ষণিক পান্থজীবন মনে করেন বলিয়া তত চিন্ময় সুখের প্রভাবে তাঁহাদের জীবনের ক্ষণিক ব্যবহারিক দুঃখ সকল অজ্ঞাত অনায়াসে সহিত আচ্ছাদিত হয়। সেদিকে তাঁহাদের আদৌ ভ্রূক্ষেপ থাকে না। সেবানন্দের নিকট এই ক্ষণিক দুঃখ কিছুই নয়। তাঁহারা এই দুঃখাদিকে ভগবানের কৃপা বলিয়া বরণ করেন। তাঁহারা জানেন—সেবানিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য ভগবদিচ্ছাতেই নানা আপদ্-বিপদ্, বাধাবিঘ্ন, দুঃখকষ্টাদি উপস্থিত হইতেছে। এই অনর্থ বা দুঃখাদিকে অর্থ বা সুখের সোপানরূপে জানিয়া তাঁহারা ভগবৎপদ স্মরণ করিতে করিতে সানন্দে সেগুলিকে অতিক্রম করেন। তাই ভক্তগণ মহাজনবাক্যে গাহিয়া থাকেন,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥
পূর্ব-ইতিহাস ভুলিনু সকল
সেবাসুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥

সেবায় যত দুঃখাদি বরণ প্রথমমুখে কষ্ট-প্রদ হইলেও তাহা অনন্ত দুঃখনাশক বলিয়া ভক্তের নিকট আনন্দপ্রদই হইয়া থাকে। যে দুঃখের ফল মহানন্দ, তাহা কি দুঃখ, না সুখেরই অগ্রদূত? সুতরাং ভক্তের যে ব্যবহারিক দুঃখ, তাহা দুঃখের মধ্যেই গণ্য নয় পরন্তু পরম সুখজনক, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ভক্তের ধন, জন, পাণ্ডিত্যের অভাব অনেক সময় দেখা যায়। সে-সকল দেখিয়া আমরা মনে করি যে, তাঁহারাও বুঝি আমাদের ন্যায় দুঃখ পান, তাঁহারাও বুঝি আমাদের তায় একজন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ জনগণ এরূপ বিচারের সমর্থন করেন না। বহুলোক সংগ্রহ করিতে পারিলেই যে তিনি বড় বৈষ্ণব হইবেন, এরূপ নহে। শাস্ত্রাদিতে অধিক পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে তিনি বিষ্ণুভক্ত হইবেন—এরূপ নহে। শুদ্ধভক্তের অধিক ধনের পরিচয় না থাকিতে পারে, অধিক লোকসংগ্রহের পরিচয় না থাকিতে পারে, বাহ্যিক তর্ক-বিতর্কাত্মক অকপাণ্ডিত্যের অধিকার না থাকিতে পারে, কিন্তু সেইসকল বিষয়ে তাঁহারা কেন উদাসীন, তাহা বুঝিবার অধিকার সাধারণের নাই। ভগবানের সেবাকেই তাঁহারা ধন, জন, পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বহুমানন করেন। সুতরাং সেবা-যে অনভিজ্ঞ আমরা তাঁহাদের গৌরব, মাহাত্ম্য বা শ্রেষ্ঠতা কিরূপে উপলব্ধি করিব?

ক্ষুদ্র আমরা ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হইয়া মহাভাগবতঃ বৈষ্ণব চিনিতে পারি না। তাই বৈষ্ণবের জাগতিক পাণ্ডিত্য ও জাগতিক ঐশ্বর্যের অভাব দেখিয়া আমরা অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হই না, এমনই আমাদের দুর্দৈব। প্রকৃত বন্ধুর প্রতিই আমাদের যত শত্রুতা, আর যত আত্মীয়তা—আমার সর্বনাশসাধনকারী শত্রুগণের প্রতি।

বৈষ্ণবের সকল সিদ্ধিই করতলগত, তবু তিনি সিদ্ধিগুলির প্রতি উদাসীন। সর্বদা প্রত্যাশাধারী ক্ষুদ্র আমরা তাঁহাদের মূল্য নিরূপণ করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে দীন ও ক্লিষ্ট মনে করি। ভক্তসাধারণ লোক বাহিরে ঐশ্বর্যের পরিবর্তে অভাব, স্বাস্থ্যের পরিবর্তে অস্বাস্থ্য, ধনের পরিবর্তে দারিদ্র্য, পাণ্ডিত্যের পরিবর্তে মূর্খতা দেখিয়া সংসারীর ন্যায় বৈষ্ণবও নানাবিধ অভাব-গ্রস্ত এবং ব্যবহারিক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাবিশিষ্ট মনে করিয়া যাহারা বৈষ্ণবগণকে দুঃখী মনে করে, তাহারা মতিভ্রষ্ট। ঠাকুর হরিদাস যবনকুলোদ্ভূত হওয়ায় কোন দিনই ব্যবহার-দুঃখে দুঃখিত ছিলেন না। তিনি সর্বদাই হরিসেবানন্দে ব্যস্ত থাকায় দুঃখভার-পীড়িত জনগণের ন্যায় দুঃখাভিভূত হইবার অবকাশ পান নাই। যাহা আমাদের অজ্ঞবিচারে দুঃখ বলিয়া অনুমিত হয়, তৎসম্বন্ধে ভক্তের কি অভিপ্রায় আছে, বুঝিতে পারিলে উহা পরমানন্দের কারণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। আত্মানন্দবেদনে আবার অনাত্মপ্রতীতিজনিত দুঃখ-আবাহনের সম্ভাবনা কোথায়?

সাধুর দুঃখ, শোক বা অসুস্থতার অভিনয় সম্বন্ধে গুরু-বৈষ্ণবগণ যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"ভগবানের নিজজন নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের যে অসুস্থতাদির অভিনয়, তাহা একদিকে যেমন অজ্ঞান বিমুখ ও অপরাধী ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিয়া মহাপুরুষগণের বিপ্রলম্ভময় ভজনের আদর্শ প্রকাশ করে, অপরদিকে তেমনই সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকে সেবাসুযোগ-দান এবং মায়িক ক্লেশের মধ্যে হরিসেবার উদ্দেশ্যে তীব্রতর চেষ্টা ও উৎসাহ-প্রদর্শনের প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রচার করিয়া থাকেন। মহাভাগবতগণ যে অসুস্থতাদির প্রদর্শন করেন, তাহা কর্মফলবাধ্য বদ্ধজীবগণের কর্মফলভোগ বা দেহেতে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুতি নহে। পূর্ণভাবে ভগবদনুশীলন করিয়াও তাঁহারা বিচার করেন,—'আমি ভগবৎসেবা করিতে পারিলাম না।' ভক্তের পূর্ণতম ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তাঁহাদের যে এইরূপ উৎকট ও তীব্র লালসা তাহাই ভজন-পরাকাষ্ঠা বা বিপ্রলম্ভ।"

"শ্রীমহাপ্রভুর জ্বর-রোগাভিনয়, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের কণ্ডুরসা রোগের অভিনয়, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী-প্রভুর জরাতুর হইবার অভিনয় প্রভৃতিকে যে-সকল আধ্যক্ষিক প্রত্যক্ষের বঞ্চনায় বিতাড়িত হইয়া কর্মফলবাধ্য জীবের প্রাক্তন ভোগসদৃশ মনে করে, তাহারা দুর্ভাগা ও বঞ্চিত। জীব রোগ-শোকের মধ্যে জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া যাহাতে ভগবৎ-সেবায় অধিকতর তীব্রভাবে উৎসাহিত ও প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্যই মহাপুরুষগণ এইরূপ অভিনয় করিয়া থাকেন। ভগবানের নিজজনগণ যদি নীচকুলে ও নানা বিপদ্-আপদ, ক্লেশ-সন্তাপ, রোগ-শোকের মধ্যে অবস্থিত হইবার লীলা দেখাইয়া হরিসেবার জন্য তীব্র-চেষ্টা প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে এই ত্রিতাপের কারাগারে পতিত কর্মী বিমুখ জীবসমূহ কিছুতেই নিজের মঙ্গলের পথে উন্নত হইত না। সুতরাং যাহারা মহাপুরুষগণের ক্রিয়ামুদ্রায় মর্ত্যবুদ্ধি করিবেন, তাঁহারা নিজেরাই বঞ্চিত হইবেন।"

অতএব ইন্দ্রিয়ের দৃষ্ট রোগ-শোক-জরাদি দুঃখকষ্ট প্রেমিক ভগবদ্ভক্তগণ-কর্তৃক তাঁহাদের প্রাণারাম সেব্যের সেবার সুযোগ বা প্রণয়-চাপল্যরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে। সুখ বা দুঃখ সর্বাবস্থাতেই তাঁহারা নিজ অভীষ্টদেবের বিশ্রম্ভ সেবাতেই নিমগ্ন থাকেন। তথাপি প্রপঞ্চে অবস্থানকালে তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে যে বিভিন্ন লীলাদি প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের সেই লীলার আনুকূল্যময়ী সহযোগিতাকার্যে তাঁহাদের সেবক সম্প্রদায় সতত অনুরাগ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ
কটক
২৫শে আষাঢ়, ১৩৪১

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন :—

আগামী ৭ই শ্রাবণ (১৩৪১), ২৩শে জুলাই (১৯৪২) বৃহস্পতিবার হইতে ২৩শে শ্রাবণ, ৮ই আগষ্ট শনিবার পর্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌর-বাণীশ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির নিয়মকমে কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীমদ্ভাগবত-সংকীর্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম-বিবৃতিনী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে প্রভাপাদ্ সজ্জনবৃন্দের যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদত্ত হইবে।

মহাশয়গণ উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে অনুগ্রহপূর্বক যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দ হইবে।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, গৌড়ীয়মিশন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীধামে বিরহ-মহোৎসব

গত ১৫ই জুলাই, বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রাদিবস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের কৃপায় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে সংকীর্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভক্তগণ উচ্চসংকীর্তনমুখে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা করেন। উষঃকাল হইতে শুদ্ধবৈষ্ণববন্দনা, গুরুস্তব ও মহাজনপদাবলী কীর্তনের পর শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর গুণমহিমা আলোচিত হয়। নগরসংকীর্তন প্রত্যাবর্তন কালে বহুক্ষণ যাবৎ মহাজনপদাবলী কীর্তন হয়। অতঃপর ভোগারাত্রিক কীর্তনের পর শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর কৃপার কথা আলোচনা করেন।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের বিরহমহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে গত ১০ই জুলাই সোমবার শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব সংকীর্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস নিরন্তর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মহিমা 'শ্রীগৌড়ীয়' ও ঠাকুর "শ্রীভক্তিবিনোদ"-গ্রন্থ হইতে পাঠ হয় এবং মঠসেবকগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত বৈষ্ণবমহিমাসূচক বিভিন্ন পদাবলী কীর্তন করেন। সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে পরে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

পাটনায় প্রচার

গত ৪ঠা জুলাই, শনিবার পাটনায় বেনারেস গেট অফিসের পোষ্টমাষ্টার মহোদয়কর্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া তাঁহার গৃহে গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ গোবিন্দপ্রভু ব্রহ্মচারী সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীল অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবস প্রাতে বহু সজ্জনমণ্ডলীর আবেদনে বেনারসের কর্মচারী শ্রীযুত গণনাথ সহায় মহোদয়ের বাসভবনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'শ্রীসনাতন শিক্ষা' শীর্ষক হিন্দী ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

-প্রকা-

-দাঃ০ঃদ-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲		" অৰ্দ্ধ কলম	২৫৲
" অৰ্দ্ধ কলম	৮৲		" এক কলম	৩৩৲
" এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -'উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই পবিত্র গ্রন্থখানি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগসিন্ধু এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৩৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহাগোর পাচন

সর্ব্ববিধ মেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

ব্যাধিবিষ-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। মিছরি, শ্রীখণ্ড সংযুক্ত কাথাদির এবং নূতন পুরাতন মেহে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আঠার আনা। পাইকারী

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

আই এ ও আই এস্-সি পরীক্ষার ফল

বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ এবং আই এস-সি পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ যথাক্রমে প্রথম দশটি স্থান অধিকার করিয়াছেন :—

আই এ পরীক্ষা—১ম। কল্যাণকুমার দত্ত—প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা। ২য়। ইন্দিরা দত্ত—দক্ষিণ কলিকাতা গার্লস কলেজ। ৩য়। নীলিমা মজুমদার—বেথুন কলেজ, কলিকাতা। ৪র্থ। নিরুপম দত্ত—মুরারিচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট। ৫ম। নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—মেদিনীপুর কলেজ, ৬ষ্ঠ অম্লানকুমার দত্ত—প্রেসিডেন্সী কলিকাতা। ৭ম। গোলোকচন্দ্র কুণ্ডু—গৌহাটি কটন কলেজ। ৮ম। নারায়ণচন্দ্র সাহা—বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা। ৯ম। অমিয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা ১০ম। হরিদাস মুখোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা।

আই এস-সি পরীক্ষা—১ম। বিমলেন্দু ঘোষ প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা। ২য়। সুকুমার বিশ্বাস—সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ, কলিকাতা। ৩য়। চিত্তপ্রসাদ দে—প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা। ৪র্থ। অসিতকুমার মিত্র—প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা। ৫ম। দিলীপকুমার দে—রিপণ কলেজ, কলিকাতা। ৬ষ্ঠ। রণজিৎকুমার দাস—রিপণ কলেজ, কলিকাতা। ৭ম। বিনয়কুমার তালুকদার—গৌহাটি কটন কলেজ। ৮ম। পার্ব্বতীকুমার সরকার—বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা। ৯ম। কল্যাণকুমার মিত্র—বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজ। ১০ম। অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—হুগলী কলেজ, চুঁচুড়া।

মার্কিণ গবর্ণমেন্টের দৈনিক ব্যয়

মার্কিণ যুদ্ধোৎপাদন বোর্ড জানান যে, জুন মাসে যুদ্ধের প্রয়োজনে গবর্ণমেন্টের দৈনিক খরচ গড়ে ১৫,৮৩,০০,০০০ ডলার দাঁড়াইয়াছে। মে মাসের তুলনায় শতকরা ৬০৩০/০ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতে খাদ্যাভাব

একটি সাংবাদিক সম্মেলনে অ্যাসেম্বলী মিঃ এন আর সরকার বলেন,

"প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে যে হিসাব সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ১৯৪১-৪২ সালে ২১ লক্ষ টন চাউলের এবং ৪ লক্ষ টন গমের অভাব হয়। এই ঘাটতির দরুণ ১৯৪২ সালে এবং ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগে ভারতে খাদ্য দ্রব্যের অভাব ঘটিবে।" "অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন-আন্দোলনের ফল ১৯৪৩-৪৪ সালে পাওয়া যাইবে। আন্দোলনের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। প্রাপ্ত সংবাদ হইতে বুঝা যায়, এই আন্দোলনের ফলে প্রায় ৭০ লক্ষ একর বেশী জমিতে চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ সকল জমিতে ২২ লক্ষ টন বেশী খাদ্য শস্য উৎপন্ন হইতে পারিবে।

সেনাবাহিনীর জন্য বোম্বাই গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থা

সেনাদল ও বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার জন্য বোম্বাই গবর্ণমেন্ট এক আদেশ জারী করিয়া প্রয়োজনীয় সম্পত্তি আয়ত্তাধীনে আনিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কৃষিজমি দখল করার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট বাৎসরিক উক্ত জমির মোট উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক দাম দিবেন। যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই সমস্ত জমিগুলি চিরস্থায়ীভাবে সরকারী দখলে আনা হইবে সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত জমির অর্দ্ধেক মূল্য তৎক্ষণাৎ জমির মালিককে দিয়া দিবেন। বাকী টাকাটা যথা সময়ে দেওয়া হইবে। ঘরবাড়ী দখল এবং গ্রাম হইতে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে গবর্ণমেন্ট জনসাধারণ প্রভৃতি স্থানান্তরের এবং নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের খরচ দিয়া দিবেন। এছাড়া নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার জন্য সরকারী পতিত জমিরও ব্যবস্থা করা হইবে।

পাকা বাড়ী কিম্বা সহরের মধ্যে বাড়ী যদি দখল করা হয়, সে ক্ষেত্রে একটা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইবে এবং ভারতরক্ষা আইনের ১৯ ধারা অনুযায়ী এই ক্ষতিপূরণের মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। এসম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে গবর্ণমেন্ট যদি বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক নির্দ্ধারিত ক্ষতিপূরণের টাকার অর্দ্ধেক অংশ অগ্রিম দিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। বাকী টাকাটা পরে দেওয়া হইবে।

'বিপজ্জনক এলাকা'র শিক্ষাদানের অস্থায়ী ব্যবস্থা

"বিপজ্জনক এলাকার"-স্থিত বালক ও বালিকাদের শিক্ষার জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থার জন্য যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গলা সরকারের প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি যে সব অঞ্চলের নিরাপদ এলাকায় স্থানান্তরিত করা হইবে, সেই সব এলাকায় স্থান নির্বাচন শেষ হইয়াছে। নিরাপদ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট হোষ্টেল এবং বোর্ডিং গৃহগুলি ভাড়া বাড়াইয়া অতিরিক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং এগুলি আরও বৃহৎ নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীল ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "সজ্জনতোষণী"-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির;
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনামৃতশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২৩ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৫ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২১শে জুলাই, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ১০৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ বামন, শিব ত্রয়োদশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:০:)::——

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনই শুদ্ধা ভক্তি। এই কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণের সুখ—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয়। তাই ভক্তগণ কৃষ্ণকৃপালাভের জন্য—কৃষ্ণসুখের জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কৃকৈতবপরগণের এই কীর্ত্তন মায়ার কীর্ত্তন নহে, ইহা চেতনের কীর্ত্তন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণদাসের স্বাভাবিকী বৃত্তি—স্বধর্ম। তাঁহাদের কীর্ত্তন দেহমনের ক্রিয়া নহে—চেতনের ক্রিয়া। ইহা নিত্যা ও অপ্রতিহতা। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণ কীর্ত্তনের অভিনয় করিয়া থাকে, সেরূপ জড়ের কীর্ত্তন বা মায়ার কীর্ত্তন ইঁহারা করেন না।

জড়ের কীর্ত্তনে দেহ ও মনের কিছু তর্পণ হয়, আর চেতনের কীর্ত্তনে কৃষ্ণের সুখ হয়। বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তনে ও মায়ার কীর্ত্তনে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটী অমৃতোদয় ও অপরটী মর্ত্ত্যোদয়; একটী নিত্যমঙ্গলপ্রদ ও অপরটী মহা অমঙ্গলজনক। একটী কীর্ত্তন আমাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখী করায়, আর একটী কীর্ত্তন আমাদিগকে ভোগে নিযুক্ত করায়। নিষ্কপট হইলে এই পার্থক্য অদ্বয়জ্ঞান-ভগবানের কৃপায় অন্তরে উপলব্ধির বিষয় হয়। প্রাকৃতজনেও 'কীর্ত্তন' হয়, সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণও কীর্ত্তন করে, আবার কৃকৈতব-গণ ভক্তজনের সেবোন্মুখ জিহ্বায় অবতীর্ণ নামরূপী বা হরিকথারূপী শ্রীহরির কীর্ত্তন ও সেবিত হইয়া জগজ্জীবকে নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করেন। এই দুইটীর মধ্যে একটী জড়বিলাস, অপরটী ভক্তিবিলাস বা চিদ্‌বিলাস। অজ্ঞ আমরা এই উভয়কে এক মনে করিয়া বিপথগামী হই। সুতরাং প্রকৃত সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ আবশ্যক, নতুবা মঙ্গল সুদূর-পরাহত।

শ্রীমহাপ্রভুর নিজ-জন রূপানুগ শ্রীশ্রীআচার্য্যবৃন্দ প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারী। এই আচার্য্যরূপী ভগবান্ বা কৃষ্ণশক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহ কৃষ্ণের কথা প্রচার করিতে পারেন না। তবে এই নিত্যানন্দা-ভিন্নবিগ্রহ আচার্য্যপাদগণ যাঁহাকে যেটুকু শক্তি বা অধিকার দেন, তিনি তদনুসারে বিশ্বে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন।

"কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তা'র প্রবর্ত্তন॥"

গৌরনিজ-জন গৌড়ীয়-গুরুবর্গ মহাপ্রভুর কথা—কৃষ্ণের কথা জগতে প্রচার করিয়া জীবের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদের কৃপাতে ভাগ্যবান্ জীবগণ আত্ম-ধর্ম্মের কথা—চেতনের কথা জানিবার ও শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। তবে এই চৈতন্যবাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়। তাই ভাগ্যবান্ জনগণই এইসকল কথা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

আচার্য্যগণ কাহারও শিষ্য নহেন। তাঁহারা সকলেই জগদ্‌গুরু। তথাপি জীব-মঙ্গলার্থ এক আচার্য্য অপর আচার্য্যের শিষ্য-অভিমান করেন। ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণশক্তি—কৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ—ভগবদবতার। ইঁহারা সকলেই নিত্যকালই কৃষ্ণভক্তবিগ্রহ ও কৃষ্ণসেবাপরায়ণ গোলোকাবতীর্ণ নিত্য-সিদ্ধ মহাজন। আশ্রয়-বিগ্রহগণের বিষয়বিগ্রহের সেবাই ইঁহাদের জীবনে প্রকাশিত। ইঁহারা একজন আর একজনের অনুগত-অভিমানকারী। আচার্য্যগণ সকলেই স্বরূপতঃ এক তত্ত্ব। তবে প্রত্যেকের এক একটী বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা বদ্ধজীব আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের গুরুবর্গ সকলেই শ্রীরূপানুগ; শ্রীরূপের গুরু শ্রীসনাতনপ্রভুও শ্রীরূপানুগ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই আনুগত্যের মধ্যে যে কি রহস্য আছে, তাহা অনর্থযুক্ত আমাদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব; তবে জানিয়া রাখা উচিত যে, আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ ছোট-বড় নহেন। সকলেই অভিন্নতত্ত্ব। মর্য্যাদা-মার্গে আচার্য্য—অভিন্ন-নিত্যানন্দতত্ত্ব, আর রাগমার্গে তিনি রূপাভিন্ন বা অভিন্ন-শ্রীরাধার।

শ্রীজগদ্‌গুরুর পাদপদ্ম ব্যতীত বদ্ধজীব আমাদের অন্য কোন ধন বা আশ্রয় নাই। তাঁহার শ্রীপদাশ্রয় করিলে সকল সম্পত্তি লাভ হয়—দুর্ব্বল বল পায়—নিরাশ্রয় আশ্রয় পাইয়া কৃতকৃতার্থ হয়।

———

গুরুর উপদেশক্রমে জীবের অনুগ্রহ বা দীক্ষা-লাভ ঘটে। স্বয়ং কল্পনা করিয়া স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা, শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে সাক্ষাদ্ভাবে মন্ত্রাদি গ্রহণ না করিয়া স্বপ্নে তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্রাদি পাওয়ার ছল বা আত্মপ্রবঞ্চনা গুর্ব্ববজ্ঞারই অন্তর্গত। ইহা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম নহে। দুঁইফোড় বিশৃঙ্খল অকৃষ্ণ নিজের মনোমত যাহাকে তাহাকে গুরু করিয়া যে লোকবঞ্চনার কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, তাহাতে প্রতিষ্ঠাশা ছাড়া আর কিছুই নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে তফাৎ থাকিয়া সুখে ভাগবতের ভাণ যেখানে ভক্তির পরিস্ফুট বিচার। উহা সৌভাগ্য বা ভক্তির নহে। বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া—ভগবদ্ধামাদিতে বিচরণ করিয়া এইভাবে হরিভজনের পরিবর্ত্তে অন্য কিছুকে বড় বোধ করা উচিত নহে। যখন যেই দলে থাকি, প্রতিষ্ঠার জন্য সেই দলের মনোযোগান ভক্তির লক্ষণ নহে। হরি-ভজনে এরূপ পক্ষপাত বলিয়া কোন কথা নাই, সেখানে আছে—কেবল ঐকান্তিকতা, এক বিষয়ে একনিষ্ঠতা। তাহা গোঁড়ামি বা তথাকথিত উদারতার ভাব নহে, পরন্তু সরলতার পরম ও চরম আদর্শ এবং চেতনের শুদ্ধা সতী বৃত্তি।

———

যেখানে অন্যাভিলাষ, যেখানে ভোগ-ত্যাগের প্রয়াস, সেইখানেই সংসার। আর যেখানে সেবার নিষ্কপট উদ্যম, যেখানে জীব সেবাপিপাসার্ত্ত, সেবাছাড়া যেখানে অন্য কোনও কামনা-বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা নাই, সেখানে সংসার বলিয়া অন্য কোন কথা নাই। নিজেন্দ্রিয়তর্পণে যে যত বেশী পটু, সে তত বিষয়ী বা সংসারী। কিন্তু ভক্তের এইসকল বালাই নাই। তাঁহাদের ধন, তাঁহাদের গুপ্ত সম্পত্তি, তাঁহাদের প্রাণের জিনিষ একমাত্র কৃষ্ণানুসন্ধান। এই মহাপুরুষগণের সঙ্গই সংসারনিবৃত্তির অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবিধানের যোগ্যতা-লাভের একমাত্র উপায়। সুতরাং এই বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে নিষ্কপটে প্রণত হওয়া ব্যতীত—তাঁহাদের নিত্যানুগত হওয়া ব্যতীত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমাদের আর কি আশা থাকিতে পারে?

———

পাপাচারী ও ভগবদ্ভক্তিহীনের সঙ্গবর্জ্জন-নীতি উপেক্ষা করিয়া যাহারা তাদৃশ দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনোপদেশকে বৈষ্ণবনিন্দা বলিয়া উপেক্ষা

করেন তাঁহাদের সদাচারনিষ্ঠার প্রতি সাধুগণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। ধর্ম্মের ছলনায় যে কৈতব সংসারে চলিতেছে, তাহা উপেক্ষা করাই সত্যান্বেষীর ধর্ম্ম। কিন্তু তাহা গোপন করিবার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবনিন্দা বা পরচর্চ্চা করা নীতিবিরুদ্ধ—এই ছলনা যাহারা বিস্তার করেন, তাঁহাদের কাপট্য সকলেই অনায়াসে ধরিয়া ফেলিতে পারেন। মানস নিজের দোষ আবরণ করিতে যে ছলনা করে তাহা চতুর পরমার্থী ব্যক্তি অপরে প্রবঞ্চিতে সমর্থ হয় না। পরচর্চ্চা করা পাপের অন্তর্গত, কিন্তু চিকিৎসক রোগীর রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া যে তাহার পাপের পূর্ব্ব ইতিহাস সংগ্রহ করেন বা সমাজহিতৈষী সামাজিক অস্বাস্থ্য অপনোদন করিতে গিয়া যে পাপের প্রশমনোদ্দেশে পরচর্চ্চা-প্রতিম আলোচনা করেন, তাহাকে কেহ পরচর্চ্চা বলিয়া মনে করিলে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

——::(:•:)::——

আমরা বহুপ্রকার নাস্তিকতার কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাই। হরিবিমুখতাই এই সকল নাস্তিকতার জনক; আর সেবোন্মুখতাই আস্তিকতা। এই নাস্তিক-আস্তিক, চোর-সাধু, সৎ-অসৎ বা চিৎ ও অচিতের সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে যে ধুয়া চলিতেছে, তাহা নাস্তিকতা বা চৌর্য্য আর কিছুই নহে। এই নাস্তিকগণ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত। বস্তুর সম্যগ্‌রূপে সম্বন্ধ নির্দ্দেশের নাম সমন্বয়, যুক্তি-খিচুড়ি বা আলো-আঁধারকে এক করার নাম সমন্বয় নয়। সুতরাং দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মকে এক মনে করা যে কিরূপ অনুচিত, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণই বিচার করিবেন।

আমরা শাস্ত্রে যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথা শুনিতে পাই, সেই তিনটী কখনও সমান বা এক নহে। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি দেহ-মনোধর্ম্ম—অনিত্যধর্ম্ম—নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, কিন্তু ভক্তি আত্মধর্ম্ম—চেতনের ধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম। কর্ম্মই বলুন, জ্ঞানই বলুন আর ভক্তিই বলুন, প্রত্যেকটীরই এক একটী সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন আছে। বদ্ধজীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ। অভিধেয় সেখানে দান, পরোপকার, বিদ্যালয়স্থাপনাদি সৎকর্ম্ম। আর প্রয়োজন স্বর্গাদি লাভ। জ্ঞানে মনের সহিত সম্বন্ধ। নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক, শমদমাদি সাধনসম্পৎ এবং কর্ম্মফলভোগে বিরাগ—এইসমস্ত অভিধেয়; আর ইহার প্রয়োজন—ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মোক্ষ। ভক্তি—এই কর্ম্মজ্ঞানের অতীত, শুদ্ধচেতনের বৃত্তি। সুতরাং ভক্তির সহিত একমাত্র সেব্য ভগবানেরই সম্বন্ধ। সাধন-ভক্তি অভিধেয় এবং প্রেমভক্তিই প্রয়োজন।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত—এই তিনজনের সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনে আকাশ-পাতাল-ভেদ বর্ত্তমান। যেখানে মূল বস্তু প্রয়োজনেই ভেদ, সেখানে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সকলই সমান কিরূপে হইবে? ভক্তের প্রয়োজন নিত্য, তাঁহার সমস্ত চেষ্টার মূলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি, আর কর্ম্মী ও জ্ঞানীর প্রয়োজন—মুক্তিমূলে নশ্বর স্বার্থস্পৃহ—স্বার্থ-প্রীতি, দেহমনের সুখ। কর্ম্মী দেহাত্মবাদী। জ্ঞানী দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আত্মারাম, আর ভক্ত নিরন্তর ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত। এই ভক্তগণ প্রেমিক—প্রেমের বড় আদরের বস্তু। তৃপ্তির অভাবই এই প্রেমের লক্ষণ। এই প্রেমই ভক্তির ফল; মোক্ষাদি ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। আত্মারামতায় চিদ্বিলাসবৈচিত্র্যের কোন কথা না থাকায় তাহা প্রেমের বিরোধী। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

ভুক্তি মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
(চৈঃ চঃ)

ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ
পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি-সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

ভুক্তি-স্পৃহা ও মুক্তি-স্পৃহা—এই দুইটী পিশাচী। যে পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের উদয় হইতে পারে না।

ভগবৎসেবারত ভক্তই প্রকৃত পক্ষে আস্তিক। কেন না, সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি শ্রীভগবান্‌কে নিত্যসেব্যরূপে উপলব্ধি করিয়া নিরন্তর তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানী, নিজ-নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভগবান্‌কে প্রথম অবস্থায় মুখে স্বীকার করিলেও পরিশেষে তাঁহারা ভগবানের কোনও ধার ধারেন না। ভক্তের সহিত ভগবানের নিত্য পরিচয়—নিত্যসম্বন্ধ, আর কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সহিত সাপ-ব্যাঙের ভাব যায়।

কেহ কেহ বলেন, কর্ম্ম ও জ্ঞান যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে হয়, তাহা হইলেও কি তাহা দোষাবহ? যে স্থলে কর্ম্ম ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে কৃত হয়, সে স্থলে তাহা ভক্ত্যঙ্গ। আর জ্ঞান যদি শুষ্কতা বা নির্ব্বিশেষ-ভাবাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভক্তসেবাদির দ্বারা ভগবদীয়ত্ব অর্থাৎ আমি 'শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় সচ্চিদানন্দ বস্তু' এই প্রকার সম্বন্ধের উদয় করায়, তাহা হইলে উহা ভক্তির দ্বারা পোষিত হয়। কেবল কর্ম্ম ও কেবল জ্ঞান নিরপেক্ষভাবে কোন শুভ ফল উৎপন্ন করিতে পারে না। ভক্তির অধীনতা স্বীকার করিলেই উহার শুদ্ধতা। কর্ম্মজ্ঞান যদি পরে ভক্তির আশ্রয় পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহা আবার জীবের বন্ধনস্বরূপ হয়।

শুষ্কজ্ঞান ভক্তির হানিকর সত্য, কিন্তু শুদ্ধ ভগবজ্জ্ঞান পরিত্যাজ্য নয়। ইহাই জীবের আস্বাদনীয়। আত্মবিনাশকারী নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানই সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়। কর্ম্মী ও জ্ঞানী যদি ভাগ্যবশতঃ শুদ্ধ অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞানাদিতে অনাসক্ত ভক্তের সঙ্গ-সৌভাগ্য পান, তাহা হইলে তাঁহাদেরও মঙ্গল হয়। এতদ্ব্যতীত নিত্যমঙ্গলাভের অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা-জ্ঞানে॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥
অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম্মার্থ-কামবাঞ্ছা-আদি এইসব॥
তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম্ম॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'অমৃত-প্রবাহ'-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ দুই ভাই সূর্য্যচন্দ্রস্বরূপ। তাঁহারা উদিত হইয়া জীবের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করেন। জীব চিৎস্বরূপতত্ত্ব। জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম। শুভকর্ম্ম (পুণ্য), অশুভ কর্ম্ম (পাপ) এবং মোক্ষাভিসন্ধি—সকলই জীবের স্বধর্ম্মরূপে প্রবেশ করত তাহাকে তমোধর্ম্মময় করিয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞানপ্রতিপাদক সমস্ত উপদেশই কৈতব অর্থাৎ ছল, অতএব তমোধর্ম্মের অন্তর্গত। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের উদয়ের পূর্ব্বে সেই তমোধর্ম্ম জীবের হৃদয়কে দূষিত করিতেছিল। দুই ভাই উদিত হইয়া জীবের চিত্তগুহা হইতে সেই তমোধর্ম্মকে দূরীকৃত করত বস্তু-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।"

ভক্তের অজ্ঞানতা নাই। যেখানে ভক্তি সেখানে শুদ্ধ জ্ঞান আছেই। সেইজন্যই ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। ভক্তিই চেতনের ধর্ম্ম, সুতরাং এই ভক্তি—ভগবৎ-সেবা বাদ দিয়া আমরা যাহাই করি না কেন, তাহাতে আমাদের অমঙ্গল অনিবার্য্য। শাস্ত্র বলেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

কর্ম্ম ও জ্ঞানচেষ্টা ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কখনই স্বীয় বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারে না। কর্ম্মের অবসানে জ্ঞান এবং জ্ঞানের পরিসমাপ্তিতে যদি ভক্তি আকাঙ্ক্ষণীয় না হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম ও জ্ঞানচেষ্টা নাস্তিকতায় পর্য্যবসিত হইয়া জীবের সর্ব্বনাশই সাধন করে।

প্রকৃত স্বার্থ

ভগবানের সেবাই জীবের প্রকৃত স্বার্থ। ভগবান্ বিষ্ণুই সকলের একমাত্র গতি। স্বরূপতঃ আমরা সকলেই ভগবানের সেবক—ভগবৎসেবাই আমাদের প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত অন্য কাজ আমাদের নাই। বদ্ধজীব আমরা আমাদের মূল প্রয়োজন ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ বা ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হইয়াছি। ভগবানের সেবক আমরা ভগবৎসেবা বাদ দিয়া ভগবৎ-সেবার বস্তুকে নিজের ভোগে লাগাইতেছি। জগতে বাস করিয়া আমরা আজ যাঁহার জগৎ, তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছি, বিশ্বনাথ-ভোগ্য বিশ্বকে আজ নিজের ভোগ্যবস্তু মনে করিয়া ভোক্তৃ-অভিমানে প্রকৃত ভোক্তার আসন—প্রভুর আসন অধিকার করিতে দৌড়াইতেছি। যাঁহার কৃপায় হৃষীক বা ইন্দ্রিয়গুলি পাইলাম, তিনি যে উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়গুলি দিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—সেই নিত্য নিত্য প্রভুর সেবা ছাড়িয়া আজ বহির্ম্মুখ মনের গোলাম হইয়া প্রভু-সেবা-বিমুখ হইয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা না করিয়া তাহাদিগকে নিজের সুখের জন্য নিযুক্ত করিয়াছি, সকলের একমাত্র স্বার্থগতি বিষ্ণুর সেবা ছাড়িয়া নিজের প্রকৃত স্বার্থের কথা ভুলিয়া আজ অপস্বার্থকে নিজের স্বার্থ মনে করিতেছি।

স্বার্থ-শব্দের অর্থ প্রয়োজন। নিজ প্রয়োজনের নামই স্বার্থ। জীবের এই স্বার্থ মুক্তাবস্থায় একপ্রকার এবং বদ্ধাবস্থায় আর একপ্রকার। বদ্ধাবস্থায় জীব দেহে 'আমি আমার'-বুদ্ধিবিশিষ্ট। বদ্ধজীব দেহকেই আমি বলে এবং তৎসম্বন্ধীয় বস্তুকেই আমার মনে করে। স্বেন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যক্তিই বদ্ধ, আর সেবায় ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই মুক্ত। উভয়ের চেষ্টা বিপরীতমুখী। বদ্ধজীবের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা স্ব-পর-ইন্দ্রিয়তর্পণপর। বদ্ধজীব অজ্ঞানতায় চরিতার্থতা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তিকেই নিজের স্বার্থ মনে করে। এইরূপ অপস্বার্থকে স্বার্থ মনে করায় জগতে নানাপ্রকার অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। বদ্ধজীবের প্রত্যেকের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু মুক্তপুরুষের—ভগবৎসেবোন্মুখ ভাবের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন নাই। তাঁহাদের সকলেরই স্বার্থ এক। একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের বিরোধী নহে। একের স্বার্থে অপরের স্বার্থ প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। কারণ তাঁহারা সকলেই স্বার্থগতি বিষ্ণুকেই একমাত্র পরম স্বার্থ বলিয়া জানিয়াছেন—তাঁহার সুখানুসন্ধানকেই নিজের স্বার্থ বলিয়া জানিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তগণই একমাত্র প্রকৃত স্বার্থপর। তাঁহাদের

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

স্বার্থপরতা জগতের অকল্যাণ নহে, তাহা জগতের মঙ্গলজনকী। তাঁহাদের স্বার্থপরতাই একমাত্র প্রকৃত পরার্থপরতা। এই স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা একতাৎপর্য্যপর। এই স্বার্থপরতা কখনও পরার্থপরতার বিরোধ করে না। ভগবদ্ভক্তগণ একের সুখের জন্য এবং জগতের সমস্ত জীবকে সেই একের সেবায় নিয়োগ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। ভগবদ্ভক্তগণের লক্ষ্যস্থান, গন্তব্যস্থল এক, সুতরাং তাঁহাদের উদ্দেশ্যও এক। সেই জন্যই তাঁহাদের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ নাই, মনোমালিন্য নাই।

এই জগতে আজকাল যে এত অশান্তি—এত বিরোধ, ইহার মূলে আছে স্বার্থ। প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক দেশের এক একটী স্বার্থ। তজ্জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের দ্বারা নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করাইয়া লইতে চায়। কাজেই পরস্পর সংঘর্ষ, যুদ্ধ-বিবাদ ইত্যাদি আরম্ভ হয়। এক উদ্দেশ্য না হইলে, সকলের প্রাপ্তিস্থল এক না হইলে পরস্পর বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ অশান্তির রাজ্যে যাহারা শান্তি কামনা করে—শান্তিস্থাপনের বৃথা প্রয়াস দেখায়, তাহারাও প্রকারান্তরে নিজের স্বার্থ সফল করাইয়া লইতে চায়। একমাত্র ভগবৎসেবার সকল উদ্দেশ্য—সকল স্বার্থ পর্য্যবসিত হইলে তবেই জগতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায়ে জগতে যে শান্তির প্রস্তাব, তাহাকে কেবল আসরের জল্পনা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

জগতের দুর্ভাগা মানবজাতি অপস্বার্থের পশ্চাদ্ধাবনে জগতের শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত স্বার্থবুদ্ধিহীন তাহাদের প্রাকৃত অপস্বার্থপর বুদ্ধিবিড়ম্বনায় আজ সমগ্র জগৎ প্রপীড়িত। আজ জগতের এই দুর্দ্দিনে স্বার্থগতি বিষ্ণুর সেবাস্বার্থ বিশ্ববাসী গ্রহণ করিলে তবেই স্ব স্ব অপস্বার্থের বজ্রমোহ হইতে রক্ষা পাইবে এবং বিজ্ঞানপুষ্ট যান্ত্রিক সভ্যতার উদ্ভবে পরস্পর বিজিগীষু জাতির দ্বারা সমগ্র প্রাণীজগতের অবশ্যম্ভাবী আত্মধ্বংসের যে নিদান আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, তাহা নিবৃত্ত হইতে পারিবে। 'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়'।

ভগবানের সেবাই যে একমাত্র স্বার্থ, এতদ্ব্যতীত সবই অপস্বার্থ—এ কথা পঞ্চমবর্ষীয় বালক প্রহ্লাদ নির্ভীককণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি জগতের একমাত্র স্বার্থগতি বিষ্ণুর আশ্রিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার ভয় ছিল না। তাই তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হিরণ্যকশিপুর অমিত প্রতাপকে তুচ্ছ করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে প্রকৃত স্বার্থের কথা—ভগবানের কৃপা-মহিমার কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এ স্বার্থ শুধু আমার নহে, সমগ্র বিশ্বের, সমগ্র জীবের ও একমাত্র স্বার্থ।

প্রকৃত স্বার্থপর বৈষ্ণবগণের আদর্শ অনুসরণ করিয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমাদের জীবন যাপন করা উচিত। হরিভজনে একনিষ্ঠ—একস্বার্থ না হইলে উর্দ্ধের আশা নাই। জগতে অপস্বার্থের অনুসন্ধান দেওয়ার লোক অনেক আছে, কিন্তু বাস্তব একমাত্র স্বার্থলাভে সাহায্য করার লোক খুব কম। তাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে একমাত্র স্বার্থগতি যে বিষ্ণু, সেই বিষ্ণুর নিজজন, তৎশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শরণগ্রহণই প্রকৃত স্বার্থলাভের একমাত্র উপায়।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

গত ২৮শে আষাঢ় (১৩৪৯), ১০ই জুলাই (১৯৪২), সোমবার দিবস শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীশ্রেষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব নিরন্তর শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশ-অনুসারে প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবিনোদ-রাধাকান্তজীউর শ্রীমঙ্গলারাত্রিকান্তে বেলা ৭টা পর্য্যন্ত মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। তৎপর বেলা ৮টার সময় শ্রীমঠ হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল ও পতাকাদি সহ একটি বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজকে অগ্রণী করিয়া বাহির হয়। এই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তনমুখে যথাক্রমে শ্রীটোটাগোপীনাথের শ্রীমন্দির, শ্রীযমেশ্বর মহাদেব-মন্দির, শ্রীপরমানন্দপুরী গোস্বামীর কূপ, গম্ভীরান্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলী, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহ বা শ্রীগঙ্গামাতামঠ, শ্রীকাশীনাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর গম্ভীরা, শ্রীরাধাকান্ত-মঠ, শ্রীসিদ্ধবকুল বা নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী, শ্রীভক্তিকুটী বা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধিমন্দির দর্শন, দণ্ডবৎ-প্রণাম ও পরিক্রমা করত বেলা ১১টার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবিনোদ-রাধাকান্তজীউর মধ্যাহ্নভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্ত, সজ্জনমণ্ডলী এবং স্থানীয় বহু পুরুষ ও মহিলাকে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৫টার সময় সাধুনিবাসে সমাগত সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলীর সভায় শ্রীল সাগর মহারাজ "শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব" পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আলোচনা করেন। সভার আদি ও অন্তে "যে আনিল প্রেমধন করুণা-প্রচুর" ও অন্যান্য মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতি ও কল্যাণকল্পতরু হইতে বহু কীর্ত্তন করার পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ 'শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গদাধর-শ্রীবাস-২৫ সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে "শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ' শীর্ষক প্রবন্ধটী প্রায় ১ ঘণ্টার উপর পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন অনন্তর সভা ভঙ্গ হইলে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এখানকার বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব হইতে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তন করত শ্রীমঠকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথায় মুখরিত করিতেছেন। উৎসব-দিবস সকলে মহাপ্রসাদ সেবা না করা পর্য্যন্ত শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন নাই। কয়েক দিবস হইল শ্রীল সাগর মহারাজ ও অন্যান্য প্রচারকগণ এখানকার উৎসবে যোগদান করিয়া সর্ব্বদা হরিকথা ও পাঠ-কীর্ত্তনদ্বারা উৎসবকে সর্ব্বপ্রকারে সুসম্পন্ন করিতেছেন।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন মহোৎসব

গত ২৯শে আষাঢ় (১৩৪৯), ১৪ই জুলাই (১৯৪২), মঙ্গলবার দিবস শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক, পাঠ-কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে ত্রিদণ্ড্যগ্রণী শ্রীল ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশে শ্রীল সাগর মহারাজকে অগ্রণী করিয়া একটি বিরাট নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বেলা ১০টার সময় শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে বাহির হওয়া গৌরবিহিত কীর্ত্তনমুখে শ্রীটোটা-গোপীনাথ, শ্রীযমেশ্বর মহাদেব, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলী ও শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যান দর্শন ও দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করত শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে উপস্থিত হয়। তথায় বহুক্ষণ সংকীর্ত্তনের পর শ্রীল সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলা-বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু কিছুক্ষণ শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলা-রহস্য—যাহা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'অনুভাষ্যে' বর্ণন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে সকলে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে প্রবেশ করত প্রায় আধঘণ্টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। তৎপর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সকলে শ্রীমন্দির সম্মার্জ্জন ও বিধৌত করিয়া শ্রীনৃসিংহমন্দির পরিক্রমা ও মার্জ্জন করেন। অনন্তর শ্রীসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর দর্শন ও দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিয়া গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে বেলা ৩টার সময় শ্রীপুরুষোত্তমমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করত শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজের শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির জন্য দৈন্যাদি প্রভৃতি প্রসঙ্গ পাঠব্যাখ্যামুখে সকলকে বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন হয়।

রেমুণায় প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ চব্বিশপরগণা, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কয়েকটি পল্লী-গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া গত ২রা জুলাই রেমুণা-গ্রামে শ্রীশ্রীগোপীনাথ-মন্দিরে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহনজীউ—এই তিন ঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তক্ত বৎসল শ্রীগোপীনাথ কিরূপে আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন ও কিরূপে শ্রীগোপীনাথদেব তাঁহার সেবকের দ্বারা শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে ক্ষীর-প্রসাদ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সকল কথা পাঠ ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

গত ৩রা জুলাই তথাকার স্থানীয় ভদ্রলোক শ্রীচারুচরণ দত্ত, শ্রীকালীচরণ চন্দ্র মহাপাত্র, শ্রীঅনন্ত দাস প্রভৃতি কতিপয় ভদ্রলোকের সাহায্যে একটি বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন হওয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ভজনস্থলী, শ্রীগোপীনাথজীউর মন্দির পরিক্রমা করিয়া তথাকার নাটমন্দিরে উপস্থিত হয়। তথায় ভক্তিশাস্ত্রী 'হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় প্রায় পাঁচ ছয় শত লোক উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	এক কলম	৩৮৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপত্তনের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আদর্শগ্রন্থখানি প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যপাঠ্যরূপে বরিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আস্তিকগণের এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপত্রয়াদিত কলিযুগেও এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহোশার

সর্ববিধ মেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

বাল্যদোষ-অনিয়মিত বীর্য শীর্ণতার মূলে পল্লীবাসীর প্রাণঘাতক একমাত্র উপায় বলিয়া উহার আইত্রিক বড়ায় বর্ধিত। বিজ্ঞান, মীমাংসা সংযুক্ত কারণের এবং নূতন পুরাতন মেহে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ॥৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। প্রাপ্তিস্থান

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

শিক্ষকগণকে অগ্রিম বেতন দানের ব্যবস্থা

আসাম সরকার আসামের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ যাহাতে তাঁহাদের কর্মচারিগণের পরিবারবর্গকে স্থানান্তরে প্রেরণের জন্য কর্মচারিগণকে অগ্রিম বেতন দেন তজ্জন্য তিনি (ডিরেক্টর) তাঁহাদিগকে (বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে) সম্মত করান। গবর্ণমেন্ট নিজেও তাঁহাদের কর্মচারীদিগকে এরূপ অগ্রিম বেতন দিয়েছেন।

যে সমস্ত শিক্ষক এইরূপ অগ্রিম বেতন চাহিবেন তাঁহাদিগকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হইতে এইরূপ অগ্রিম টাকা লইতে দিতে গবর্ণমেন্ট রাজী আছেন।

ভারতের দেশরক্ষা সচিব

ভারতবর্ষের নূতন দেশরক্ষা সচিবকে যে কার্যভার দেওয়া হইয়াছে, ভারত সচিব মিঃ আমেরী কমন্স সভায় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। মিঃ আমেরী বলেন যে, প্রথমতঃ ভারত সরকারের বিভিন্ন অসামরিক বিভাগ এবং দেশরক্ষা সচিবের কার্য্যের মধ্যে দেশরক্ষার সমস্ত কার্য সম্পর্কে নীতি এবং কার্য্যকলাপের সামঞ্জস্য বিধান, দ্বিতীয়তঃ ভারতরক্ষা আইন সহ যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্ত আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা, তৃতীয়তঃ সৈন্যবাহিনীকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং যুদ্ধের পরে পুনর্গঠনের ব্যবস্থা, চতুর্থতঃ লোকবলের সমস্যা, পঞ্চমতঃ সৈন্যদলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং উন্নতি বিধান, ষষ্ঠতঃ জাতীয় দেশরক্ষা, কৌন্সিলের কাজ দেশরক্ষা সচিবের দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া (৭) ক্যান্টনমেন্টের (সেনা নিবাসের) কার্য্য-পরিচালনা, (৮) দেশরক্ষার জন্য জমি সংগ্রহ এবং উহার তত্ত্বাবধান, (৯) তৈল সরবরাহের ব্যবস্থা এবং (১০) যুদ্ধ বন্দীদের সম্পর্কিত ব্যবস্থাও দেশরক্ষা-সচিবের দপ্তরের মধ্যে পড়িয়াছে। অতঃপর মিঃ আমেরী বলেন যে, এখনও জঙ্গীলাট সৈন্য সংগ্রহের জন্য দায়ী থাকিবেন।

এক্সিস আক্রান্ত দেশ হইতে আগত

লণ্ডনের সামরিক বিভাগ হইতে এই মর্মে একটি ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে যে, যে সমস্ত দেশ এক্সিস শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে সেই সমস্ত দেশ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগকে কোনও চাকুরীতে এবং ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি এবং শিল্প কার্য্যে যোগ দিতেও দিবে না। হইয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদের পিতামাতা অথবা তাঁহাদের ব্যয় নির্বাহ করিতে না পারে, তবে আশ্রয়প্রার্থীদিগকে অবশ্যই তাঁহাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছাউনীতে বাস করিতে হইবে। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ছাউনীর নির্মাণ কার্য চলিতেছে। সংশ্লিষ্ট শক্তির সহিত চুক্তি সম্পাদিত না হইলে কোন আশ্রয়প্রার্থীকেই অভ্যন্তর বিভাগে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে লোক নিয়োগ

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুত এন আর সরকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করিয়াছেন যে গত কয়েক মাস যাবৎ ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে প্রতি মাসে ৫০ জন করিয়া অফিসার গ্রহণ করা হইতেছে। এই সংখ্যা গতবারের যুদ্ধের সময় যতজন করিয়া সার্ভিসে গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার তিন গুণেরও বেশী।

ইংলণ্ড হইতেও ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে প্রতি মাসে ৫০ জন করিয়া অফিসার গ্রহণ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়; আই এম এস এবং আই এম ডির জন্য যুক্তভাবে প্রতি মাসে প্রায় ৩০০ ডাক্তার প্রয়োজন হইবে। বেসামরিক বিভাগে যে সমস্ত আই এম এস অফিসারের কার্য অপরিহার্য নহে, তাঁহাদিগকে আহ্বান করা সম্পর্কে ভারত সচিবের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে এবং উল্লিখিত অফিসারদের ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলিকে অনুরোধ করা হইয়াছে। যাঁহারা সাগর পারে যাইতে ইচ্ছুক নহেন তাঁহাদের জন্য আই এম এস-এ এক নূতন বি-শ্রেণী খোলা হইতেছে।

ইঙ্গ-তুর্কী সম্পর্ক

বৃটেনস্থ তুর্কীদূত রৌফ আরবে বার্মিংহামে এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন যে, তুরস্ক তাহার মিত্রগণ বৃটেনের সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, সে আর বোবাস্বরূপ না থাকিয়া নব্যকালের সম্পদ বলিয়াই যাহাতে গণ্য হইতে পারে, তদ্বিষয় চেষ্টা করিবে। একটি মাত্র ভুল পথ অবলম্বন করা হইলে সমস্তই নষ্ট হইতে পারে এবং যথাযথভাবে অবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থা না করা হইলে শুধু যে তুর্কীদের সর্বনাশ হইবে তাহা নহে, তাহাদের বন্ধুদেরও বিপদ সমধিক বৃদ্ধি পাইবে। এক বৎসর পূর্বেকার অপেক্ষা তুরস্ক আজ বিশেষ শক্তিশালী। বৃটেন ও তুরস্কের মধ্যে বিশ্বস্ত কটাক্ষির উদ্দেশ্যে যে সকল দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে, ঐ বিষয়ে কর্ণপাত না করিবার নিমিত্ত তুর্কী দূত বৃটেনকে অনুরোধ জানান।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সচিত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ —•— এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "প্রতিভোদ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া	**দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ** **THE DAILY NADIA PRAKASH** ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র	শ্রীশ্রীভজনরহস্যদীপিকা —•— শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সাধক-সজ্জনগণের প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ   ২৪ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৬ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২২শে জুলাই, ইং ১৯৪২, বুধবার   ১০৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ বামন, বাসু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(০):০:——

হরিভজনের মূলে আশ্রয়—সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়। আগে শরণাগতি, তা'পর সেবা; সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই প্রথমে শরণাগতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং শরণাগত, দৃঢ়ব্রত সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। চোখের সামনে সর্ব্বক্ষণ অমন্দ আদর্শ না থাকিলে কেহ দাঁড়াইতে পারিবেন না। বর্ত্তমান বিশ্বে পতিত জীবের একমাত্র আশ্রয়—কৃষ্ণেচ্ছায় অবতীর্ণ একটী আচার্য্য। প্রত্যেকেরই শ্রীশ্রীআচার্য্যচরণাশ্রয়ের বা ভজনের সম্পূর্ণ নির্ভরতার একান্ত আবশ্যকতা আছে। এই নির্ভরতা বা শরণাগতির অপর নাম আচার্য্যকে প্রভু বলিয়া বরণ করা, তাঁহাকে রক্ষক বা পালক বলিয়া জানা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃ-বিলাসের অন্যতম—শ্রীচৈতন্যাভিন্ন শ্রীআচার্য্য। এই যুগে যাঁহার প্রভু অর্থাৎ আমাদের প্রতি যিনি উদাসীন, তাঁহার মঙ্গলের আবার আশা কোথায়? সেইজন্যই বলিতেছি—আমি প্রভু চিনি না, তাই পাই না। আমি প্রভুহীন, সুতরাং আমার সেবাভিমান থাকিবে কি করিয়া? বাস্তবিক আমি যদি শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মকে—শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকে প্রভু বলিয়া বরণ করিতাম, তাহা হইলে আমার অসুবিধা নিশ্চয়ই কাটিয়া যাইত, কিন্তু আমি ত' তাঁহা করি নাই। আমি যে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বী সাজিতে গিয়া কাম-ক্রোধা'দ রিপুকেই আমার প্রভু বলিয়া বরণ করিয়াছি। আচার্য্যের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আমি অপরাধী ও মনের কথা শুনিতে গিয়া নিজেই প্রভু সাজিয়াছি, তাই আমার এই দুর্দ্দশা! আমার কপটতা আর গেল না। আমি আশ্রয় পাইলাম না। অসহায় অবস্থায় আমার জীবনটা কাটিল, আমার লোক দেখান গৌরভজন, লোকঠকান গুরুপূজা, দুর্নৌকায় পা দেওয়ার প্রবৃত্তি গেল না, দুঃসঙ্গে আমার আত্মীয়বুদ্ধি এবং সৎসঙ্গে আমার পরবুদ্ধি হইল, এমন আমার দুর্দ্দৈব! জানি না, আমার কবে দুঃসঙ্গে অনাদর, গৌরবিরোধী বিরুদ্ধে পরাত্ত পরবুদ্ধি এবং সৎগুরু, শুদ্ধ-বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি ও তাঁহাদের প্রতি স্বাভাবিক টান হইবে। যদি এই সৌভাগ্য কখনও হয়, তাহা হইলে বুঝিব—আমার হরি-ভজন আরম্ভ হইয়াছে। তাই প্রার্থনা,—

বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হোক চরণে তোমার॥

কপটের হরিভজন হ'বে না। নিরাশ্রয় কখনই শান্তি পাইবে না। অসহায়ের জয় কখনও না। দুর্ব্বল পাপীর হরিভজনের আশা আছে—সে যদি অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সরল সাধুর সঙ্গ করে এবং আর অন্যায় কার্য্য না করে। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"কপটতা একটা আলাদা জিনিষ, আর দুর্ব্বলতা স্বতন্ত্র জিনিষ। কপটতারহিত ব্যক্তির মঙ্গল হয়। আচার্য্যকে ঠকা'ব—বৈষ্ণবের চক্ষে ধূলি দেব—আমার অসৎপ্রবৃত্তি-পাপরাশিকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে ছল-কলা দিয়ে পুষ্ট ক'র্ব, লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা নেব—এরকম বুদ্ধি দুর্ব্বলতা নাম নহে, কিন্তু তীব্র কপটতা; এদের কোন কালেই মঙ্গল হয় না। সাধুদের প্রকৃত সঙ্গ হ'তে—নিষ্কপট হ'বার প্রবৃত্তি নিয়ে বিনীত-ভাবে সাধুদের শ্রীমুখবিগলিত কথা শু'ন্‌তে শু'ন্‌তে ক্রমশঃই মঙ্গল হয়। লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে, তা'তে বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি, তবে অসুবিধা-সর্পীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে ফে'ল্‌লাম। পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, কিন্তু তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নয়। কপটের প্রতি কখনও গৌরসুন্দরের কৃপা হয় না।"

এই জগতে কপট ও অকপট, অসারগ্রাহী ও সারগ্রাহী, বদ্ধ ও মুক্ত, অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ, অভক্ত ও ভক্ত—এই দুই রকমের লোক দেখা যায়। তন্মধ্যে ভক্তগণ জগদীশ্বরের অনুগত—আশ্রিত আর সকলেই জগদীশবিমুখ। অভক্তগণ অসত্য ও অনিত্যের মধ্য দিয়া বা অনিত্যের সাহায্যে সত্যবস্তুতে পৌঁছিতে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হয়। আর ভক্তগণ সত্যের মধ্য দিয়া বা সত্যের সাহায্যেই অর্থাৎ শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া—ভগবদ্বিজ্ঞান আচার্য্যের আশ্রিত থাকিয়া সত্যের সন্ধান করেন এবং সত্যে পৌঁছেন। অভক্তগণ মনোধর্ম্মী, আর ভক্তগণ আত্মধর্ম্মী। দেহ-মনোধর্ম্মী নিজেকে দ্রষ্টা এবং প্রাপ্যবস্তুকে দৃশ্য মনে করে। আর আত্মধর্ম্মী উপাস্যবস্তুকে দ্রষ্টা ও নিজেকে দৃশ্য বলিয়া অভিমান করে। ভগবদ্দাসাভিমান ব্যতীত অন্য কোন অভিমান তাঁহাদের হৃদয়ে নাই। জড় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এবং তদ্দ্বারা লব্ধ জাগতিক অভিজ্ঞানই অভক্তগণের সম্বল, আর ভক্তের সম্বল—আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও শরণাগতিবিশিষ্ট মন, চিত্ত ও আত্মা। ভগবানই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব, ভগবানকে লইয়া তাঁহাদের যাহা কিছু। তাঁহাদের উক্তি:—

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।

অভক্তগণ দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে আরোহণ করেন, অন্ধবিশ্বাস করেন, অন্ধকারে হাতড়ান; আর ভক্তগণ স্রষ্টার কৃপায় তাঁহার অবতার এবং সাক্ষাৎকার অবাধে অনুভব করেন। তাঁহারা দর্শনহীন ভজনের অর্থাৎ অস্তত্ত্বহীন সেবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা অভক্তের ন্যায় সন্দিগ্ধচিত্ত নহেন, তাঁহারা দৃঢ়ব্রত। তাই তাঁহাদের বিবাদ ও সন্দেহের অবকাশ নাই। অভক্তের অন্তশ্চিত্তে ভগবচ্চিন্তা স্থান পায় না। আর আত্মসমর্পণ হেতু বৈষ্ণবের চিত্ত শুদ্ধ ও নির্ম্মল হওয়ায় সেই শুদ্ধ ও নির্ম্মল হৃদয়ে শুদ্ধ ও অবিমিশ্র বস্তু প্রতিফলিত হয়। এই অভক্তগণের যাবতীয় চেষ্টার মূলে আছে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ, তাই সে অন্যকেও বঞ্চিত করে এবং নিজেও বঞ্চিত হয়। কিন্তু ভক্তগণ আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহারা নিজেরাও কৃতার্থ ও শান্ত এবং যাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গ করেন তাঁহারাও কৃতার্থ হন। হরিবিমুখ জনদ্রোহী বিষয়াসক্ত। তাহারা নিজেও হরিভজন করিবে না এবং অন্যকেও হরিভজন করিতে দিবে না। সুতরাং সেই অসজ্জনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সঙ্গই আমাদের বরণীয় হউক, ইহাই প্রার্থনা।

——

কৃষ্ণের জন্য যাঁহাদের রতি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু যাঁহাদের সম্যক্‌রূপে বিঘ্ন বা অনর্থনিবৃত্তি হয় নাই, যাঁহারা কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগ্য, তাঁহারাই সাধক। কৃষ্ণোর্চ্চাধিকারী যে-পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তের কৃপায় ভক্ত্যধিকারী বা শুদ্ধভক্ত না হন, সে-পর্য্যন্ত সাধক হইতে পারেন না। বিল্বমঙ্গলাদির তুল্য ব্যক্তিগণই বস্তুতঃ সাধক।

সাধক ও সিদ্ধ এক নহে। যাঁহারা সাংসারিক ক্লেশে অভিভূত না হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণাশ্রিত থাকেন এবং ভগবৎ সেবা ব্যতীত

——

ভজ কৃষ্ণনাম দশ নামের প্রমাদে। ভজনপদে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

আর অন্য কিছু [illegible] করেন না, যাঁহারা সম্পূর্ণভাবে প্রেম সৌন্দর্যের আস্বাদনপ্রার্থী, তাঁহারাই [illegible]। [illegible] [illegible] নিবৃত্তিক [illegible] [illegible]।

যাঁহাদের সম্বন্ধে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি [illegible] স্বরূপ [illegible] অনেক, [illegible] [illegible] [illegible] কৃপাসিদ্ধ [illegible] লিখিয়াছেন,—

"মুক্তকোটিষ্বপি কৃষ্ণে প্রেমানং পরমঃ দুর্লভঃ।
[illegible] [illegible] ॥"

ষড়্গোস্বামীর সাধন সকলেই নিত্যসিদ্ধ— শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-শ্রীজীব-রঘুনাথ-গোপাল ভট্ট [illegible] [illegible] সকলেই নিত্যসিদ্ধ। উঁহারা সকলেই গোলোকের নিত্যসখী, গৌর-পার্ষদ। শ্রীস্বরূপ-দামোদর নিত্যসিদ্ধ, তিনি সাধনসিদ্ধ পুরুষ নহেন। নিত্যসিদ্ধ গৌরভক্ত গোস্বামীদিগের [illegible] অনপেক্ষ।

ভাগবতমতে যাঁহাদের প্রেমোদয়ী-সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহাদের শ্রীচরণে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রভৃতি হইলেও যাঁহারা ঐশ্বর্যের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না, তুচ্ছ বোধ করেন, যাঁহাদের অন্তঃকরণ উৎকণ্ঠার সহিত সর্বদা প্রেমোন্মুখ হইয়াছে, কৃষ্ণসেবানন্দামৃতে যাঁহাদের বদনমণ্ডল সৌম্য ও অতি পুলকিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু নিত্যসিদ্ধ বলিয়াছেন।

যাঁহারা সাধন করিতে করিতে ভক্ত-কৃপায় সিদ্ধ হন, তাঁহারাই সাধনসিদ্ধ। যাঁহারা অপূর্ব বাসনাযুক্ত অন্তরে প্রেম না করিয়াও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সাধন না করিয়াও যাঁহাদের [illegible] হয় না, তাঁহারাই কৃপাসিদ্ধ। মার্কণ্ডেয় ঋষিগণ সাধনদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলিয়া কথিত হন। আর যজ্ঞপত্নীগণ, বিরোচনপুত্র বলি এবং শুকদেব প্রভৃতি কৃপাসিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত।

অতএব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে যে ভক্তের সেবার অধিকার, তাহা নির্বিশেষ [illegible] বা [illegible]। এক নায়ক উদ্দেশ্যে বা [illegible] —centric unity [illegible]। আর [illegible] কৃষ্ণের বা প্রকৃত-সম্বন্ধীয়। [illegible] নিত্যসিদ্ধ ভাবের উদয় যে [illegible] [illegible] কোন কথা নাই। [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণসেবা [illegible] সম্ভব নহে।

———

শ্রীগৌরের অন্তরঙ্গ জীবগণকে নিত্যসিদ্ধ [illegible] প্রকাশ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এই সিদ্ধ যে নারায়ণস্বরূপ, তাহা বুঝিতে না পারিয়া উঁহাকে এক শত বৎসর পরিমিত মনে করিলে অপরাধের সম্ভাবনা আছে। এই দিব্যজ্ঞান- বৈষ্ণব। উঁহারা [illegible] দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কায় মনোবাক্যে [illegible] সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই [illegible] [illegible] উহা সম্পূর্ণ [illegible] কারণ

সম্প্রদায় বা প্রকৃত বৈষ্ণবের প্রতি কোন লোক কায়মনোবাক্যে বা [illegible] তাঁহাকে নিন্দা করিলে, যদি তিনি তাহার প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে সেই নিন্দার অপরাধে বা অপরাধের [illegible] ত্রিদণ্ড গ্রহণ [illegible] তাঁহার কায়মনোবাক্য [illegible] হয় নাই, জানিতে হইবে। আবার অনেকে বাহিরে ত্রিদণ্ডীর বেশ লইয়া অন্তরে রাবণের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আচার অবৈধ। তাঁহারা ত্রিদণ্ডী নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে অধ্যায়ে ও অন্যান্য স্থানে এই ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। মনুসংহিতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা আছে। জাবাল উপনিষদের [illegible], মহাভারতের শান্তিপর্বে, হংসগীতায়, পদ্মপুরাণে, হারীত-সংহিতায়, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা লিখিত আছে। যতিধর্মনির্ণয় এবং সাত্বতসংহিতায় ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীদের ১০৮ প্রকার নাম আছে। আচার্য বিষ্ণুস্বামি-প্রবর্তিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে বহু ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীধরস্বামী সেই বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের একজন ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী। শ্রীবল্লভভট্ট ঠাকুরও পরবর্তিকালে এই বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়েই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও [illegible] বহুদিন আমরা কায়, মন ও বাক্যকে নিজসুখের জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। এই কথা হইতে দেহ, মন ও বাক্যকে ভুলাইয়া লইয়া ভগবানের সেবার কার্যে অর্থাৎ ভগবানের নাম কীর্তন কার্যে নিযুক্ত করার নামই ত্রিদণ্ড-গ্রহণ। [illegible] এই ত্রিদণ্ডগ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হরিকথা প্রচার [illegible] ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর আর কোন কার্য নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুও কেবলাদ্বৈতবাদীদের উদ্ধারের জন্য বাহিরে একদণ্ডী সন্ন্যাসী সাজিয়া অন্তরে ত্রিদণ্ডীর আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর মহাপ্রভু—'এই পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া মুকুন্দসেবার দ্বারা অনায়াসে সংসারমুক্ত হইব' এই কথা [illegible] উল্লেখপূর্বক [illegible] করিয়াছিলেন—আহা, [illegible] উত্তম কথা বলিয়াছেন, কারণ, মুকুন্দ-সেবাতেই সংসার হইতে মুক্ত হইবে, পরমার্থনিষ্ঠাতে নহে। তবে কেবল ইহাতে আরও যাহা বলা উচিত। [illegible] নির্জন উদ্দেশ্য নহে। অতএব বৃন্দাবনে গমন করিয়া মানসিকী ভগবৎসেবা করাই আমার উচিত।

ছয় গোস্বামী সকলেই এই ত্রিদণ্ডগ্রহণের অনুমোদন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণ কেহ বাহ্যে ত্রিদণ্ডবেশ প্রকাশ করিয়াছেন, আবার কেহ বা অন্তরে ত্রিদণ্ড-গ্রহণপূর্বক কায়মনোবাক্যে সেবা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ক্ষেত্রসন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, [illegible], শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীনিম্বার্কস্বামী প্রভৃতি সকলেই ত্রিদণ্ডী ছিলেন।

কৃষ্ণনাম

——::(০)::——

নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম তিনটি ভিন্ন বস্তু। নামাপরাধ নাম নহে, আর নামাভাসও নামাপরাধ নহে। নামাপরাধ করিতে করিতে কখনও নামোদয় হয় না। নামাপরাধ বিশাল অন্ধকারস্থানীয়, নামাভাস অরুণোদয়স্থানীয়, আর শুদ্ধনাম বিমল সূর্যস্বরূপ। নামাপরাধ করিলে জাগতিক ধন, জন, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য, বিদ্যা, বুদ্ধি লাভ হইতে পারে, কিন্তু নামোদয় না হওয়া পর্যন্ত ভগবৎপ্রেমা কিছুতেই লাভ হইতে পারে না। [illegible] বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণনাম বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি, তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥

বাহিরের কাজের পুলকাদি-বিকারও কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং"—শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—বাহিরে অশ্রুপুলক দেখা গেলেও যদি হৃদয় ভগবানের সেবা ও [illegible] দ্রবীভূত না হয়, তাহা পাষাণবৎ কঠিন। সেইটী বাস্তবিক ভাব বা প্রেমের লক্ষণ নহে। কামলোলুপদিগের অর্থাৎ [illegible] বাহিরের অশ্রুপুলক [illegible] দর্শন হয় নাই, তাহাদের অশ্রুপুলকাদি হইলেও তাঁহাদের অধোক্ষজ সেবাতে নাই বলিয়া ঐরূপ অশ্রুপুলকাদিও নিষ্ফল।

জীবের নির্মৎসরতঃ [illegible] এবং [illegible] নিজ অন্তঃকরণে যে সকল অশ্রুপুলকাদি চেষ্টা, তাহা সমস্তই বাহ্যতঃ কেবল [illegible] প্রকাশিত হইতে পারে। তাহা বাস্তবিক ভাবভক্তের ভক্তিবিকার লক্ষণ নহে, পরন্তু প্রাকৃত সহজিয়াদিগের কামচেষ্টামাত্র ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক ক্রিয়া বা ভাবাভাস মাত্র। নামাভাসে অল্পমুক্তি হয়। নামাভাস নামোদয়ের পূর্বাবস্থা, যেরূপ অরুণোদয় সূর্যোদয়ের পূর্বাবস্থা।

নামাভাসে কোনও অপরাধ নাই, কিন্তু শুদ্ধনাম বা নামীর সহিত কোনও সম্বন্ধ হয় নাই। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত নিরপরাধ হইলে নামে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। তাহাই প্রকৃত শুদ্ধ নাম। নামাভাসে মুক্তি হইলে জীব জড়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হন এবং সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া স্বরূপের কার্য ভগবদ্দাস্যরূপ অধোক্ষজ-সেবা করিতে থাকেন। এই সেবোন্মুখবৃত্তির উদয়েই প্রকৃত নামের উদয় হয়। তখনই নামের চিন্ময়স্বরূপ দর্শন হয় ও নাম লইলে প্রেম হয়। অধোক্ষজ-সেবোন্মুখতার অভাবে শ্রীভগবানের নাম হয় না। যাহা হয়, তাহা অজ্ঞজনদিগের বিদ্বচেষ্টা বা নামাপরাধ।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ ও লীলা একই বস্তুর বিভিন্নরূপ স্ফূর্তি। এই শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। কিন্তু জীব যখন সেবোন্মুখ হন, তখনই তাঁহার আত্মায় উদিত নামাদি স্বতঃই জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্তি পাইয়া স্বরূপতঃ প্রকটিত হন।

হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।

সেইজন্য অধোক্ষজ-সেবাপরায়ণ সাধুগণের মুখনিঃসৃত শ্রীনাম গ্রহণ করিলে প্রকৃত নামের উদয় হইয়া থাকে। নতুবা অক্ষজ জ্ঞানযুক্ত সাধুনামধারী অসাধু ব্যক্তিগণের মুখে [illegible] নাম নহে। কারণ, তাহারা হয় ভোগাভিলাষী, না হয় ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী। তাহারা অধোক্ষজসেবা-বিমুখ বলিয়া নাম তাহাদের ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধির উপায়স্বরূপ, কিন্তু অধোক্ষজসেবা-লাভের উপায় ও উদ্দেশ্য নহে। শুদ্ধ নামপরায়ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব। নামাপরাধকারিগণ কখনও শুদ্ধবৈষ্ণব নহে। তাহাদের মুখে শ্রীনামাদিকীর্তন শ্রবণীয় নহে।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্
গুরোঃ॥

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র দ্বারা নরকগামী হইতে হয়। পুনরায় বিধিপূর্বক বৈষ্ণব গুরু হইতে শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে হয়। হরিকথা প্রাকৃতপক্ষে অমৃতস্বরূপ হইলেও অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত হইলে তাহা শ্রবণ করা কর্তব্য নহে, যেমন দুগ্ধ সুস্বাদু হইলেও সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। অতএব শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবের শরণগ্রহই নিত্যশ্রেয়ঃ।

কৃষ্ণভক্তি-কল্পবৃক্ষের মূল 'আনুগত্য'। কৃষ্ণপ্রেম [illegible] [illegible] পুনঃ শুভ অর্থ॥

প্রভুপাদের হরিকথা

কপটতাশূন্য হইয়া নাম গ্রহণ করিলে হরিজনবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে। যাহাদের আমাদিগের প্রতি অকপট সেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ বড়ই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে দৈন্য না থাকিলে ভোগ-প্রবৃত্তি আমাদিগকে গ্রাস করিবে, আমরা প্রাকৃত সহজিয়া হ'য়ে বাবাজীদের বিচার হারাইব, গ্রামবাস করিয়া বসিব, নানা অসুবিধায় পড়িব। হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনই সাধন ও সাধ্য। কত ভাগ্যফলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়, কত ভাগ্যফলে গুরুকৃপাপ্রসাদে শ্রীধামে আসিবার সৌভাগ্য হয়; প্রজল্পেই যদি সময় কাটাই—এই সৌভাগ্যকে অবজ্ঞা করা হইল। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা ও হরিসম্বন্ধীয় বিষয়ের অনুশীলন কর্ত্তব্য. ভগবৎপ্রসাদের অনুশীলনেই শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হ'লে ভগবদ্-বৈমুখ্য গর্ব্বের নিবৃত্তি হয়, তৃণাদপি সুনীচ-ভাব আসে। সম্যক্ কীর্ত্তন উপাধিযুক্ত নহে। সম্যক্ কীর্ত্তনদ্বারা শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন হয়।

জীবের সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য বৈষ্ণব-সেবা। অবৈষ্ণবতা থেকে পৃথক্ থাক্তে হ'বে। যাঁ'র অবৈষ্ণবতা-বুদ্ধি এসেছে, সে একথা বুঝ্তে পা'র্বে না। হরিভক্তের সঙ্গ না ক'র্লে হরিভক্ত হ'বার সম্ভাবনা নাই। হরিভক্তের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন, হরিনাম-কীর্ত্তন সম্ভব হ'বে।

কুকুরে-শিয়ালে খেয়ে ফেলবে যে দেহটা, তা'তে যে-পর্য্যন্ত আত্মবুদ্ধি থা'ক্বে, সে-কাল-পর্য্যন্ত আত্মমঙ্গল সুদূরপরাহত। বদ্ধজীবের দু'টা দেহ,—স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহ। তা'দের স্থূলদেহ শিয়াল-কুকুরে খেয়ে ফেল্তে পারে। দম্ভবৃদ্ধি লোককে যখন অপরাধ ও পাষণ্ডতা আক্রমণ করে, তখন তা'দের সূক্ষ্ম দেহটা অসুরে খেয়ে ফেলে। সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপট ব্যক্তিগণে ভগবানের কৃপা প্রকাশ হয়। অহং মম ভাবের বর্ত্তমানে কখনই ভগবানের কৃপালাভের সম্ভাবনা নাই।

অবৈষ্ণবের সঙ্গ যদি কাহারও ইচ্ছা থাকে, তা' হ'লে সে বৈষ্ণববিদ্বেষ করুক। বর্ত্তমান কালের কথিত বৈষ্ণবগণের ঝগড়ার ফলে গৌড়ীয়বৈষ্ণব বিদ্বেষাকাঙ্ক্ষীগণকে—অতএব গৌড়ীয়বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা মহাপ্রভুর কর্ত্তব্য হ'য়ে প'ড়েছে—নিজের জন্য হ'তে দিয়েও এ কর্ত্তব্য পালন ক'র্তে হ'বে। কেউ গৌড়ীয়মঠের নিষ্কপট আশ্রয় ক'র্ছেন না, ঠাকুরের কথা শু'ন্ছেন না; কেউ বল্ছেন নিরপেক্ষ থা'ক্ব, কেউ ব'ল্ছেন স্বার্থ সংরক্ষক থা'ক্ব, কেউ ব'ল্ছেন চিত্তবৃত্তির শমদমাদিতে থা'ক্ব, তা' হ'লে বারোয়ারী উৎসবে যোগদান করা যা'বে। কেউ ব'ল্ছেন,—ঐকান্তিক ভক্তি একদেশের ব্যাপার। তা'তে ইন্দ্রের উদ্যমপ্রবৃত্তি, বৈধিবৃত্তির রক্ষা হ'তে পারে না; কেউ ব'ল্ছেন ভাগবতব্যবসায়ী থা'ক্ব—অবৈধবাদী থা'ক্ব, নিজের ভজনের নামে প্রচ্ছন্ন কনককামিনীপ্রতিষ্ঠার অষ্টকালীয় লীলার স্মরণ ক'র্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। গৃহী বাউলসম্প্রদায় জগতের যে কি ক্ষতি ক'র্ছেন, বলা যায় না। তাঁ'রা পেশাদার পাঠকের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পড়েছেন, তাই ভাগবতের তাৎপর্য্য জান্তে পা'র্ছেন না। অনেকে পূর্ব্বে যেরূপ ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছেন, গৌড়ীয়মঠের প্রচারে সেরূপ সব অগৌড়ীয় ধ্বংস হ'য়ে যা'বে।

যদি আমরা দাম্ভিক হইয়া পড়ি, তাহা হইলে সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হইবে। ভগবান্কে যে-প্রকার ডাকা উচিত, ভগবদ্ভক্তের চরণে যদি তাদৃশী ভক্তির উদয় না হয়, তাহা হইলে আমরা অপদার্থ হইয়া গেলাম—জীবন বৃথা হইয়া গেল। ভক্তি আশ্রয় করিয়া যদি দাম্ভিক হয়,—শুধু ভগবানের পূজা করিয়া ভক্তের পূজায় অনাদর প্রদর্শন করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা হইবে—উন্নতিতে বিঘ্ন আসিয়া সমস্ত অমঙ্গল বরণ করিতে হইবে। ভগবদ্ভক্তের অনুগমনই মঙ্গলের পথ; তাঁহার সকল ব্যবহার আদরের। আমাদের অমঙ্গলই হউক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের ধূলি হইয়া শ্রীরূপানুগ পদাঙ্কের অনুগমন করিতে পারি। আমি অযোগ্য—এই বিচার যদি স্বতঃ পরতঃ আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের শোভা লক্ষ্য করিতে পারিব। এখানে আমরা ভগবান্কে দেখিতে পাই না। ভগবান্কে যাঁহারা সেবা করেন, সেই ভক্তগণ কৃপা করিয়া আমাদিগকে দর্শন দান করেন।

নিজকে 'বৈষ্ণব' বুদ্ধি করিয়া লোক নরক-গামী হয়। সর্ব্বত্যাগী বিজ্ঞানীপ্রবর শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সম্প্রদায় নিয়া নিজেদিগকে খুব জাহির করিলেও সহজিয়ামাত্র। বাবাজী মহারাজের কলুষিত অনেকগুলি ভেকধারী বাবাজী মহারাজের অপকর্ম করিত। তাহারা বাবাজী মহারাজের উপদেশ না শুনিয়া, অন্যাভিলাষ-পরায়ণ হইয়া নরকের পথ অবলম্বন করিবার ফলে হরিজনবৈষ্ণবসেবারূপ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এক নাম গ্রহণের পূর্ব্বে সাধুজীবের গুরুবৈষ্ণবসেবক-লক্ষ্য থাকা দরকার। যাহারা মিথ্যাকথা ও পাপাচরণ দ্বারা রাখিতে চায়, যাহারা সেবায় পরস্পর সম্ভাষণ করে, যাহারা ঠাকুর সেবার ছলনায় বিষয়ীর বিষয়-বিষ্ঠা সংগ্রহ করে, যাহারা সামান্য ethical principle পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারে না, শ্রীচৈতন্যের কৃপায় তাহাদের জন্য চিরতরে 'মানা' হইয়া গিয়াছে। যাহারা হরিভজনেচ্ছু তাঁহাদের পক্ষে বিষয়ী এবং যোষিতের দর্শন অপেক্ষা বিষভক্ষণ করিয়া মরিয়া যাওয়া ভাল। নিষ্কিঞ্চন হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের অনুসরণ না করিলে কনিষ্ঠাধিকার পর্য্যন্তও পৌঁছান যায় না।

যা'রা বলে—ব'সে ব'সে মালা টান্বো হরিকথা কীর্ত্তন ক'র্বো না, কীর্ত্তন ক'র্তে গেলে লোকে ব'ল্বে—ম'লো লোক, সুতরাং ভগবৎকথা প্রচার না ক'রে সবাই সর্ব্বসাধারণের কথা প্রচার হ'তে দেব, তা'রা—বাহ্যবস্তুকে নিয়ে ভোগ ক'র্বো, খা'বো-দা'বো নরকে যা'ব—এই বিচারবিশিষ্ট। ভাগ্যরহিত হ'য়ে যে-সব পাপ আসে, সে-গুলি অনিবেদনের কথা। সে-সব ঢুকে প'ড়ে মঙ্গলের বুদ্ধির আঘাতে। ভক্তই একমাত্র প্রয়োজনীয়, তা'তেই উৎসাহবিশিষ্ট হওয়া দরকার।

নামের ভজন ও অর্চ্চার অর্চ্চন এক নয়, কিন্তু একতাৎপর্য্যপর। অর্চ্চনকারী অর্চ্চন ক'র্তে ক'র্তে নাম-ভজনের অধিকার লাভ ক'র্বে।

প্রাক্তন কর্ম্ম ও বাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির হ'তে পারে না। আরোহবাদিগণ কৃত্রিম যোগ, তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের যে স্থৈর্য্য-বিধানের চেষ্টা করে, তা'তে চিত্তের আত্যন্তিক স্থৈর্য্য লাভ হয় না। হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও হরিলীলা-আলোচনার দ্বারা যে স্বাভাবিক স্মরণের উদয় হয়, তদ্দ্বারাই আমাদের চিত্ত বশীভূত হ'তে পারে। আমরা কাঠের ন্যায় চিত্ত স্থির ক'র্বার পক্ষপাতী নই। হোক্ না কেন চিত্ত শতভাবে অস্থির, যদি হরিপাদপদ্ম-সেবার জন্য চিত্তের সেই গতি থাকে, তা'হলে চিত্ত কোথায় যা'বে? হরিসেবার জন্য সহস্র কামনা, অনুক্ষণ হরিসেবার জন্য লোলুপ চিত্তের প্রকৃত স্থৈর্য্য।

যিনি নির্গুণ, পরমানন্দে অবস্থান যাঁ'র, তাঁ'র হরিকথা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা, নিদ্রাকালেও হরিকথা, জাগ্রত্কালে ত হরিকথা। এমন কোন্ বন্ধু আছেন, যিনি হরিকথা পরিত্যাগ ক'রে ইতর কথায় নিযুক্ত থা'ক্বেন?

আমাদের চিত্তদর্পণে ভোগ ও ত্যাগরূপ মল জমিয়াছে, কর্ম্মজ্ঞান ও অন্যাভিলাষের দুর্বাসনা জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে সঞ্চিত র'য়েছে। বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণে সেই-সকল ধূলি বিদূরিত হ'তে পারে। কর্ম্মজ্ঞান-যোগ-প্রভৃতির চেষ্টাদ্বারা চিত্তদর্পণের ধূলি পরিমার্জ্জিত হয় না।

অধোক্ষজ ভগবান্ আমাদের অক্ষজ-জ্ঞানের গ্রাহ্য ন'ন। অক্ষজ প্রবৃত্তি হ'তে পৃথক্ হ'তে পারা যায়—একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণের দ্বারা। গুরুপাদপদ্ম ও শ্রৌত-পথ লঙ্ঘন ক'রে জগতে যেরূপ চ'ল্ছি, সেভাবে কখনও হরিনাম কীর্ত্তন হয় না। হরিনাম বহুমুখদ্বারা কীর্ত্তনীয় নহেন? গুরুদেবের বাণী শ্রবণে সেবোন্মুখতা উপস্থিত হ'লে হরিনাম জিহ্বাতে উদিত হন।

সামযিক-প্রসঙ্গ

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে রথযাত্রা উৎসব

গত ১০ই আষাঢ়, বুধবার, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাদিবস. শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, প্রাতঃকীর্ত্তন, পাঠ ও শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকগণ বেলা প্রায় ১০ ঘটিকার সময়ে ত্রিদণ্ডিপাদগণ এবং ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও বিদ্যাভূষণ শ্রীল অক্ষয়কুমার সাগর মহারাজকে অগ্রণী করিয়া পথ-প্রদর্শক, কাসর-মৃদঙ্গ-করতাল ও বিবিধ চিত্র পতাকাসহ এক সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাকারে শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে উপনীত হন। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর স্বয়ং সেচ্ছায় তাঁহাদিগকে শ্রীজগন্নাথদেবের অতি সন্নিকটে কীর্ত্তন করিতে আহ্বান করেন। রাস্তার পার্শ্বে একটি গোলযোগে ঠেকিয়া যাওয়ায় শ্রীজগন্নাথদেবের রথ প্রায় ১ঘণ্টাকাল স্থগিত থাকেন। সেই অবসরে সেবকবৃন্দ "গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন", "মানস দেহ গেহ", "গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে", "যশোমতী-নন্দন", "হরি হে দয়াল মোর", "কবে হবে বল সেদিন", "প্রভু, তব পদযুগে", "নারদমুনি বাজায় বীণা" ও "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ" ইত্যাদি বহু কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভু মৃদঙ্গবাদক হইয়া সমস্ত রাস্তায় সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত ছিলেন। "নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দর জগন্নাথ করেন দর্শন। আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন" ইত্যাদি গৌরলীলা-উদ্দীপক কীর্ত্তনাবলী ও রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায় নর্ত্তন-কীর্ত্তন-লীলা-প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ কীর্ত্তন করেন। বিকালে বেলা ৩টা হইতে আরম্ভ করিয়া সেবকগণ অপরাহ্ণ ৬। ঘটিকার সময় রথাগ্রে নর্ত্তন-কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির পর্য্যন্ত উপনীত হ'ন। অতঃপর সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাত্রে বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রভুপাদের ও শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় এবারও রথযাত্রা-উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—মায়াপুর—

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায় — এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর

১ম ও দিনের — অন্য,পরবর্তী দিনের

	১ম দিনের	পরবর্তী দিনের		
প্রতিবারে-প্রতি লাইনে	।०	।√৹	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।०	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲	" এক কলম	৩৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ষাণ্মাসিক ... ৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১।० টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজাগাপত্তন এক্সমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোপদেশক-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।० মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মবোধজনক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপতরঙ্গায়িত কলিকুম্ভীরাকুল এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।√৹ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৩৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।√৹ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ প্রাণভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন বাড়িতেছে। নিভয়, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাবস্থায় এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ।√৹ দশ আনা, বড় বোতল ১√৹ আঠার আনা। প্রাপ্তিস্থান

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ভারতসরকারের দপ্তরে রদবদল

গেজেট অব ইণ্ডিয়ার একখানি অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ২০শে জুলাই তারিখ হইতে বড়লাট ভারত সরকারের অধীন দুইটি বিভাগ পুনর্গঠন করিয়াছেন। এই দুইটি বিভাগ সমর বিভাগ ও বেসামরিক বিভাগ নামে অভিহিত হইবে। বর্ত্তমানে যে বেসামরিক বিভাগ ও বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ আছে, ঐ তারিখ হইতে সেই দুইটি বিভাগের অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে।

২০শে জুলাই হইতে নিম্নলিখিত পদে নিম্নলিখিত কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করা হইল বলিয়াও ঘোষণা করা হইয়াছে:—

মিঃ সি এম ত্রিবেদী, আই সি এস ভারত সরকারের সমরবিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। মিঃ আর এইচ হাচিন্স, আই সি এস বেসামরিক বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। স্যার সত্যেন্দ্রনাথ রায়, আই সি এস ওয়ার ট্রান্সপোর্ট বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। স্যার গুরুনাথ বেউর, আই সি এস ডাক এবং বিমান বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন।

দুই মাসের যুদ্ধের হিসাব

এক সোভিয়েট সরকারী ঘোষণায় ১৫ই মে হইতে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী ও সোভিয়েটের ক্ষতির নিম্নলিখিত হিসাব দেওয়া হইয়াছে?

	জার্ম্মাণী হতাহত ও বন্দী	সোভিয়েট হতাহত ও নিখোঁজ
সৈন্য অন্ততঃ	৯,০০,০০০	৩,৯৯,০০০
ট্যাঙ্ক	২,৯০০	৯৫০
বিমান অন্ততঃ	৩,০০০	১,০৩৫
কামান	৩,০০০	১,২০৫

ঘোষণায় বলা হইয়াছে, "১৫ই মে হইতে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত সোভিয়েট-জার্ম্মাণ রণাঙ্গনে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, তাহা হইতে ১৯৪১ সালের যুদ্ধের তুলনায় ১৯৪২ সালের যুদ্ধে এক নূতন বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার বোঝা যায়। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লালফৌজের উন্নত সংগঠন এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা জার্ম্মাণগণকে প্রথম হইতে তাহাদের প্রধান বাহিনীগুলি ও রিজার্ভ সৈন্য নিয়োজিত করিতে, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে এবং যুদ্ধ সৈন্য ও সমরোপকরণে দ্বিগুণ ও অপরিমিত ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে।"

এম, এ ও এম, এস-সি পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, এম এ ও এম এস-সি পরীক্ষা ১৯৪২ সালের ২৭শে জুলাইর পরিবর্ত্তে ১৯৪২ সালের এই আগষ্ট হইতে আরম্ভ হইবে।

পাট চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাস

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই চারি প্রদেশের এবং দুইটি দেশীয় রাজ্যের ১৯৪২ সালের পাট চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাস নিম্নে দেওয়া গেল:—

কত একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছে

	১৯৪১	১৯৪২
	প্রাথমিক পূর্ব্বাভাস	
বাঙ্গলা	১৬২৩২০০	৩১২০৪১৫
	(লাইসেন্স প্রথা)	
কুচবিহার রাজ্য	৩৮৬০০	৩৬৬৮০
ত্রিপুরা রাজ্য	১১০০০	১৫০০০
বিহার	২৩৭৪০০	৩৬৬৬০০
উড়িষ্যা	১৫৭০০	১২২৫০
আসাম	২৭০০০০	২৩৪৫০০
মোট	২২১২৬০০	৩৭২৭০৪৫

আবার নূতন সময় প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারত-বর্ষের সর্ব্বত্র ঘড়ি এক ঘণ্টা আগাইয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকট পত্র দিয়া এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মতামত জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। এইরূপ প্রস্তাবের কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, ভারতের সর্ব্বত্র সময়ে একরূপ একটা নির্দ্দিষ্টমান থাকা একান্ত আবশ্যক। অপরন্তু ইলেক্‌ট্রিক সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যের জন্য যাহাতে সাধারণ কাজকর্ম্মের সময় দিবালোক থাকে, সেরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ইংলণ্ডে মার্কিণ বিমান ঘাঁটি

ইউরোপীয় রণাঙ্গনে মার্কিণ সেনাবাহিনীর হেড কোয়াটার্স হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "উড়ন্ত কেল্লা" ও "বোমারু বিমান" সহ মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষাধীনে ইংলণ্ডে একটি মার্কিণ বিমান ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

অধিকৃত ফ্রান্সের ২০ হাজার ইহুদী

জার্ম্মাণ রেডিওতে প্রকাশ, জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে পূর্ব্ব ইউরোপে নির্ব্বাসনের জন্য অধিকৃত ফ্রান্সের ২০ হাজার ইহুদীকে ধরা হইয়াছে। তাহাদিগকে "অভিপ্রেত-হীন" বলিয়া বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; ইহারা জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড ও চেকো-শ্লোভাকিয়া হইতে গিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীঅনিরুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিভিন্ন গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "লক্ষিতার্থ"-তাৎপর্য্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জাতি-সাধক প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২৫ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৭ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২৩শে জুলাই, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ১০৯ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ বামন, তৃতীয়া কামদাপালী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(॰॰॰)::——

ভক্তি জিনিষটী কৃষ্ণের সেবা। ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে, ইহাই তাহার স্বরূপলক্ষণ। ভক্তি আনন্দময়ী, কৃষ্ণানন্দবিধায়িনী। ভক্তিতে বা সেবায় ভগবান্ ও ভক্ত—উভয়েরই আনন্দ লাভ হয়। তাহাতে এক জনের আনন্দ, আর এক জনের নিরানন্দ—এরূপ কোন কথা নাই আবার এই সেবা জিনিষটী অন্ধকারে হাৎড়ান ব্যাপার বা কল্পনা নহে। সেবা করিয়া সেব্যের আনন্দ হইতেছে কি না, সেবক তাহা জানিতে পারে। সেব্যের আনন্দ বিধান করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাকৃষ্টি প্রবল হয়। সেবায় দর্শন আছে, অনুভূতি আছে। সেব্যের সহিত সেবকের প্রাণে প্রাণে মিল আছে, টান আছে ও প্রীতি আছে। এই ভক্তি প্রত্যক্ষ বিধান, তবে তাহা চিৎপ্রত্যক্ষ—চিদিন্দ্রিয়ের অনুভূতির বিষয়। এই সেবা নিত্য। এই সম্বন্ধ অত্যন্ত প্রগাঢ় ও ঘনীভূত। তাঁহাদের পরস্পরের প্রীতি অতুলনীয়। সেব্যও পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। সেবক সর্ব্বই সেব্যকে দেখেন। তিনি প্রতিবস্তুকে বা কার্য্যকে নিজের সেবা-ভাব বা সেব্যের প্রিয় জ্ঞান করেন। তাঁহার অন্যক্ষণ ভগবৎস্মৃতিতে ব্যবধান বা সীমা না থাকায় তাঁহার সেবায় ও দর্শনে কোনও সময় নাই। তাঁহার দর্শন স্পর্শন ও সেবা তত্ত্ব।

আমরা জীব। ভগবানে রতিমতি আমাদের নাই। আমরা ভগবানকে ভুলিয়া গিয়াছি। সুতরাং যতদিন আমরা স্বরূপে অবস্থিত হইতে না পারি, ততদিন আমাদের প্রত্যেকেরই ভক্তিসাধন—বিষ্ণুর দিকে গতি বা চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা মঙ্গললাভের আশা নাই। সাধনরাজ্যে যে পর্য্যন্ত রুচি বা আসক্তি না লাভ হয়, সে পর্য্যন্ত সাধকের এই বিষ্ণুমুখী চেষ্টা থাকিবে। রুচি বা আসক্তি হইতে ক্রমশঃ কৃষ্ণ আকৃষ্ট হইতে থাকেন। তখনই শুদ্ধ ভক্তি আরম্ভ হয়। তখনই জীব শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীগৌর-কৃষ্ণপাদপদ্মে উপনীত হন, তখনই শুদ্ধ বা শুদ্ধ হরিভজনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। অনর্থ থাকাকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধভজনের কোন কথা নাই। সেইজন্য মহাজনগণ অনর্থযুক্তের ভজনক্রিয়ার কথা বলিয়াছেন। অনর্থ নিমুক্ত হইলে পরে শুদ্ধভজন আরম্ভ হয়।

[illegible]ই আমাদের ভোগবুদ্ধি এত প্রবল যে, আমরা সেব্যের নিকট আসিয়া তাঁহার সেবা করিয়াও কিছু চাই। সেবার পরিবর্ত্তে কোন কিছু না পাইলে আমাদের মন উঠে না। আমরা সাধুমুখে শুনিতে পাই, সেবার পরিবর্ত্তে যেখানে কিছু প্রার্থনা আছে, তাহা সেবা নহে, পরন্তু অভিলাষ বা কর্ম। যেখানে কলের লোভ তুচ্ছ, সেইখানে সেবা; আর যেখানে কলের লোভ আছে, সেখানে সেবার কোন কথা আদৌ নাই; তাহা কর্ম। সেবা নিরন্তর প্রভুসুখ-বিধানরতা, আর কর্ম নিজেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য আচরিত। যেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্র বর্ত্তমান, সেখানে সেবা নাই; সেখানে সম্পূর্ণভাবে মায়া অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সেবা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, সে সেবক নহে, বণিক।

——

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান্ হওয়া চাই। হরি গুরু বৈষ্ণবসেবকের অন্য কোন কাম নাই। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী সেবারূপ প্রতিষ্ঠাই তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। সেবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য কোন ইতর আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই। তিনি বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব অথবা অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব মনে করেন না। তিনি ভুলক্রমেও অবৈষ্ণবের সঙ্গ করেন না। নিরন্তর নিষ্কপট সেবায় নিযুক্ত থাকাকেই তাঁহার একমাত্র গৌরব, একমাত্র প্রতিষ্ঠা ও একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু মনে করেন। তিনি জানেন, প্রভু একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদাশ্রিত গুরুবৈষ্ণবগণ। সেখানে ভোক্তামাত্র একজন, আর সকলেই একের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত। তাদৃশ গুরুসেবকই আমার একমাত্র লক্ষ্য বা আদর্শ। সেই আদর্শ বিষ্ণুজনের জন্য আসিয়া অবহিত হয় না। নিত্যকালই আমার হৃদয়কে আনন্দিত করে, বিস্মিত করে, আমার গতি প্রভুত্ব করে, আর আমি চিরকালই তাঁহার শিষ্য থাকি। আমরা যেন সেই গুরুদেবের—আমাদের নিত্যপ্রভুর দাসানুদাসগণের উচ্ছিষ্ট-ভোজী হইতে পারি, ইহাই প্রভুচরণে প্রার্থনা।

——

আমরা অপরাধী জীব, অপরাধ থাকাকালে আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান সুষ্ঠুরূপে হয় না। অপরাধনিমুক্ত হইলে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়, আবার সম্বন্ধ হইলে অনর্থ থাকে না। অনর্থের দ্বারা অনর্থকে নষ্ট করা যায় না। তবে অনর্থ থাকাকালে অবকাশ না দিলেই পূর্ব্ব অনর্থ নিবৃত্ত হয়। শ্রীনামই সাধন, শ্রীনামই সাধ্য। যাঁহারা শ্রীনামের নিকট অপরাধী, পুনরায় স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ-অনুষ্ঠানবিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকিয়া অপ্রমত্ত অবস্থায় নিরন্তর গৃহীত নামই তাঁহাদের সকল অপরাধ ক্ষয় করিয়া থাকেন। অপরাধযুক্ত নামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে অর্থাৎ নিরন্তর নামাপরাধ করিতে করিতে অপরাধমুক্ত হওয়া যায় না, পরন্তু অপরাধবর্জ্জিত হইয়া নাম অবিশ্রান্তভাবে করিলে অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। চৈত্যান্তঃ অপরাধ থাকিলেও ভগবানের অঙ্গীকার্য্য সর্ব্বদা নিষ্কপটে আর্ত্তির সহিত ভগবানকে ডাকিলে জীবের মঙ্গল হয়।

প্রাণহীন দেহের যেমন কোনও মূল্য নাই, তদ্রূপ শ্রীগুরুর আনুগত্য ব্যতীত জীবনের কোনও সার্থকতা নাই। গুরুকৃপা ব্যতীত আত্মস্ফূর্ত্তি হয় না; সেখানে চেতনের বিকাশ নাই, সেখানে কৃষ্ণোন্মুখতা নাই, সেখানে জীব জীবন্মৃত। এই জগতের সকলেই আমাদিগকে তাঁহাদের অধীন রাখিবার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু শ্রীগুরুদেব স্বাধীন স্বতন্ত্র, কর্তৃত্বাভিমান তাঁহার আদৌ নাই। সেই-জন্য তিনি কীর্ত্তনীয়, সর্ব্বক্ষণ হরি-কীর্ত্তন করিতে পারেন। শ্রীগুরুদেবের চেতনময়ী বাণী বা কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু নহে। তাঁহার কীর্ত্তন বা বাণী নিষ্কপট ও অব্যর্থ। প্রভু নিজের কাম সেই স্থান ও ভগবানের নিয়োজিত [illegible] করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব নিজে কৃষ্ণ সাজিতে চান না। তিনি প্রত্যেক জীবকে গুরুরূপে দর্শন করেন। তাঁহার কীর্ত্তন মায়ার কীর্ত্তন নহে। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা

জীবের পরম ধর্ম বিষয় — [illegible] নাম না দিয়া [illegible] কীর্তন করিলে জীবের মঙ্গল [illegible] হইতে পারে, জীব সকলকে [illegible] করিতে পারে। [illegible] ও [illegible] বৈষ্ণবকে [illegible] অবৈষ্ণবের প্রতি [illegible] করিয়া বসে। সুতরাং আমরা যেন [illegible] ছাড়িয়া অবৈষ্ণবের প্রতি [illegible] অবলম্বন না করি, ইহাই প্রার্থনা।

ভগবদ্দাস্য

—:০০):০:—

প্রাকৃত জগতে প্রভু ও দাসের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, অপ্রাকৃত রাজ্যে দাস ও প্রভু এরূপ নহেন। এ জগতে দাসত্ব অত্যন্ত ঘৃণ্য ও হীন বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু ভগবদ্রাজ্যে তাহা অত্যন্ত শ্লাঘ্য ও সুখদ। এ জগতে প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, আর পর জগতে সকলেই সেবা-সম্পৃক্ত থাকিয়া ভগবানের সুখের জন্য ব্যস্ত।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ ও সকলের অদ্বিতীয় প্রভু, আর সকলে কি জাগতিক কি চিজ্জাগতিক — শ্রীকৃষ্ণের দাস বা দাসী, সেবক বা সেবিকা। সকলেই কৃষ্ণের স্বজন বা সেবক। এই দাসগণ ভগবানের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। প্রভু ও দাস উভয়ে উভয়ের সুখবিধানের জন্য উদ্গ্রীব। ভক্তগণ যেমন কৃষ্ণগতপ্রাণ, কৃষ্ণও সেইরূপ ভক্তপরতন্ত্র। ভগবান্ এই দাসগণকে আত্মা হইতেও প্রিয়তর দেখেন এবং নিজাপেক্ষাও অধিক সম্মানের আসন প্রদান করেন। শাস্ত্রাদিতেও পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবৎপূজা অপেক্ষা ভক্তপূজা শ্রেষ্ঠ। ভক্তপূজা বাদ দিয়া ভগবানের পূজা হয় না। ভগবানের নিজজন ভক্তগণই সকলের সকল সেবা ভগবৎপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। তাঁহারা নিজে কাহারও সেবা গ্রহণ করেন না।

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥

(ভাঃ ১১।১৯।২১)

—হে উদ্ধব, সম্যক্‌রূপে আমার পরিচর্য্যায় [illegible] অপেক্ষা যিনি আমার ভক্তের পূজা ও [illegible] করেন, সর্ব্বভূতে আমাকে [illegible] করিয়া সকলকে যথাযোগ্য সম্মানাদি প্রদান করেন, আমি তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত জ্ঞান করি।

ভগবানের ভক্তগণ সকলেই মহৎ। তাঁহারা সকলের উচ্চে অধিষ্ঠিত [illegible] সর্ব্বত্র [illegible] সকলে পূজিত হন। অন্য কাহারো ভগবানের দাস হওয়া যায় না, আচার্য্য-[illegible] আনুগত্য ব্যতীত [illegible] না। অবৈষ্ণবকৃপা ব্যতীত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার অধিকারী হওয়া যায় না। তাঁহার আনুগত্যই যে একমাত্র ধর্ম, নিরন্তর তিনটি সেবায় নিযুক্ত থাকাই যে দাসের একমাত্র প্রতিষ্ঠা, এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে অন্য বহুল জড় লালায়িত হইলে ভজন-প্রতিবন্ধক জড়প্রতিষ্ঠা আসে যে স্বাভাবিক, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। শাস্ত্র বলেন,—

অত কর্ম্মী না মানিয় দাস হেন নাম।
অন্য তাহে দাস নাহি কহে ভগবান্॥
আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

হরি ও গুরু হইতে ভক্তগণের পৃথক্ অবস্থান নাই। শ্রীভগবানের সুখেই তাঁহাদের সুখ, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাই ভক্তের প্রতিষ্ঠা। তাঁহারা পৃথগ্‌ভাবে সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাহাতে তাঁহারা সুখী হন না, পরন্তু তাহা দুঃখ বলিয়া জানেন। দাস্যে যে কি আনন্দ, তাহা তাঁহারাই জানেন। কৃষ্ণদাস-অভিমানেই তাঁহাদের গৌরববৃদ্ধি। তাহাতে কেহ খর্ব্ব বা হীন হন না। এই কৃষ্ণদাস্যই সকলের সংসারত্রাণের পথ, চরম উন্নতি ও পরম লাভ। বিশ্বসংসারে জীবের কা কথা, স্বয়ং চিদ্বৈভবাবতার বৈকুণ্ঠপতিও কৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ করিতে লালায়িত। তাঁহারা কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণভক্ত অভিমানেই কৃতার্থ। যাঁহারা সর্ব্বাদি রসের আশ্রয়ী, তাঁহারাও দাস্যভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়া ধন্য হন। সকল শক্তির মূলাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকামিনী স্বয়ংভগবতীও দাসী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণদাস্যে এত মাধুর্য্য, এত সুখ, এত আনন্দ। স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্বের আকর বলদেবপ্রভুও নিজেকে কৃষ্ণদাস ভাবনা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁ'র পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ' সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান॥
তাঁ' সবার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা॥
তেঁহো যাঁ'র দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁ'র প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥
দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী॥
আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁ'র ভাব শুদ্ধ সখ্যবাৎসল্যাদিময়॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা॥
সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধ'রি করে কৃষ্ণের সেবন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো, সর্ব্বদেব-অবতংস॥
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব—'মুঞি কৃষ্ণদাস'॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণলীলা গায়, নাচে নিরন্তর॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য, জগত-ঈশ্বর।
আর যত—সব, তাঁ'র সেবকানুচর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব—তাঁহার কিঙ্কর॥
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস।
যে না মানে, তা'র হয় সেই পাপে নাশ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ)

ভগবদ্দাস্য ব্যতীত গতি নাই। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই তাঁহা পাইতে যত্ন করা উচিত। ভগবানকে সর্ব্বক্ষণ মনে না রাখিতে পারিলে আমাদের শান্তি নাই। ভগবান্ পরম ভোক্তা, ভোগেই তাঁহার সুখ; ভোগে তাঁহার বিরক্তি, ক্লান্তি বা নির্ব্বেদ নাই। ভক্তগণ ভগবৎসেবক। তাঁহাদেরও ভগবৎসেবায় বিরক্তি, ক্লান্তি বা নির্ব্বেদ নাই। তাই তাঁহারা ভগবৎসেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এ জগৎ দুঃখময়। দুঃখ না থাকিলে আমাদের ভগবৎস্মরণ হয় না। সুতরাং এই দুঃখ ভগবানের অসীম দয়ার পরিচায়ক। এইসকল কথা উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। যতদিন আমরা সাধনরাজ্যে বর্ত্তমান থাকিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের বৈষ্ণবার্চ্চে বিশুদ্ধ আরাধনা অবশ্য কর্ত্তব্য; নতুবা শ্রেয়োলাভ অসম্ভব। শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুগত থাকিয়া অনুক্ষণ গতি সম্বন্ধে নিজের সেবা বা সেব্যের পরিজ্ঞানে অবগত হইয়া কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিলে বিশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

সাধু

—::(০):—

কৃষ্ণভক্তের নাম সাধু। সাধুর বাহ্য আচারাদি অনুকরণের নাম সাধুতা নহে। সাধুতার অপর নাম বৈষ্ণবতা, অবৈষ্ণবতা বা অসাধুতা [illegible]। সাধু বা বৈষ্ণবতা [illegible] সাধুর অপরাধ না [illegible]। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ বা নিন্দা সাধুতা নহে। বাহ্যমূর্খতা বা জাগতিক অসাধুতার স্বরূপ। সাধু অপস্বার্থ, সাধু সেবোন্মুখ, সাধু—সেবক। যিনি অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইয়া নিরন্তর হরিনাম করেন—হরিগুরুর জন্য বা সেবার জন্য সেবা করেন, তিনিই সাধু। আর যে হৃদয়ে কৃষ্ণের বিলাস হয়, যাঁহার মধ্য স্থলে, সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত প্রেমিক মহাভাগবতই সর্ব্বোত্তম সাধু।

অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগাদি-শূন্য না থাকিলে শুদ্ধভক্তি আরম্ভ হয় না। সেইজন্য কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তগণ শুদ্ধভক্ত নহেন। তাঁহারা বৈষ্ণবপ্রায়। তাঁহারা নিরন্তর হরিনামানুশীলন করিতে পারেন না, তাঁহারা সাধক নামানুশীলক। নাম ও নামীতে অভিন্নবুদ্ধি যাঁহাদের নাই, সাধুশাস্ত্রবাক্যে অবজ্ঞা যাঁহাদের নাই, সেই শ্রদ্ধাহীন আধুনিকগণ সাধু নহেন। এই অসাধুতাকে শাস্ত্র পাষণ্ড বলিয়াছেন। যেখানে ভক্তিবিরোধী ব্যাপার, যেখানে ভক্তিতে আস্থা নাই, সেইখানেই নাস্তিকতা বা অসৎপথ। কপাল খারাপ হইলে জীব সাধুশাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হারায়, ভক্তিবিরোধিনী যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া অযোগ্যজনকে শুদ্ধবৈষ্ণবকে বাধিতে গিয়া মঙ্গলের পথে কণ্টক দেয়।

কৃষ্ণভক্ত অতি বিরল। অতি বিরল হইলেও নাই—এরূপ নয়, তবে সংখ্যায় অতি অল্প। 'কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।' এই কৃষ্ণভক্ত হাটে-বাজারে পাওয়া যায় না। ভাগ্যবান্ জীবই এরূপ ভক্তের সন্ধান পান। নিজেকে সেই ভক্ত মনে করিতে হইবে না। শুদ্ধ বৈষ্ণবের দাসানুদাসত্ব-অভিমানরূপ নিষ্ঠা দরকার। দাসত্বই নিত্য। প্রভুত্ব নিত্য নহে। এই দাসত্ব বা নিত্যত্বের উপলব্ধিই সম্বন্ধজ্ঞান। ইহাই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার নিষ্ঠা দরকার। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে জড়প্রতিষ্ঠা মনে করিতে হইবে না। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা ভিন্নবস্তু। বৈষ্ণবের শূদ্র হওয়া—ভক্তের ভক্ত হওয়া বা দাস হওয়া। জড়প্রতিষ্ঠা—বাহাদুর হওয়া বা জাগতিক সম্মান লাভের চেষ্টা। বৈষ্ণবগণ তৃণাদপি সুনীচ। তাঁহারা অকিঞ্চন। তাঁহারা সাধুগণ বদ্ধজীবের ন্যায় জড়প্রতিষ্ঠারূপ শূকরের বিষ্ঠার প্রার্থী নহেন। কৃষ্ণকার্য্যই তাঁহাদের কাম্য। এক কথায় কৃষ্ণকার্য্যাধীন থাকাই সাধুতা। ইহাই মুক্তি—ভক্তি—বৈষ্ণবতা। এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু, সব অবৈষ্ণবতা—অভক্তি।

সাধুতার কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা আদৌ নাই। সাধুতা—নিরবচ্ছিন্ন অহৈতুক সেবা-কামনা। ইহা যাঁহার যে পরিমাণে আছে, তিনি সেই পরিমাণে সাধু। সাধুতার কপটতা নাই—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছাদি নাই। সাধুতা—ভগবানের নামে নিবেদিত-অর্পণ নহে, তাহা ভক্তেরিত-প্রীতিবিধান। সাধু শরণাগত—অনুগত, তিনি স্বেচ্ছাচারী বা স্বতন্ত্র নহেন। যেখানে—স্বতন্ত্রতা, সেইখানেই অসাধুতা। বড় জাতি হওয়া সাধুতা নহে। সাধুতার ভোগ ও ত্যাগের স্পৃহা নাই, অন্তরের সেবায় নাই—অন্তরে বাহিরে দুই রকম ভাব নাই। সাধুর দুর্নীতি বা গোপনীয়তা নাই। তাঁহার সর্ব্বস্ব আত্ম-অর্পণ—কৃষ্ণার্পণ—গুরু-অর্পণ—বৈষ্ণব-

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

অনর্থ-বর্জন। কৃষ্ণকার্য্যে প্রীতি থাকায় তাঁহার কৃষ্ণেতর মায়ার প্রতি বৈরাগ্য স্বাভাবিক। সাধু যুক্তবৈরাগ্যবান্, সাধু অনুরাগী। সাধুতায় শঠতা নাই। বিষয়ে অঙ্গীকৃত হইয়াও লোকদেখান বৈরাগী হওয়া বা অন্তরে অনর্থগ্রস্ত থাকিয়াও বাহিরে অনর্থমুক্তের ছদ্মবেশ লওয়ার ভাণ সাধুতায় নাই। তাঁহাদের ভগবৎসেবা বা ভগবান্কে ডাকা কনককামিনীপ্রতিষ্ঠার জন্য নহে, পরন্তু ভগবান্কে সুখ দিবার জন্য। বস্তুতঃ অমুচিৎ হইয়া প্রভব-প্রাপ্তির দুরাশা বা বাহাদুরী—এইরূপ কৃষ্ণসেবাবিলাস-বিরোধিনী অসতী চেষ্টা বা দুঃসঙ্গের আবাহন সেখানে নাই। সেখানে আছে কেবল চিদ্বিলাসের কথা। বৈষ্ণবতায় পাপপুণ্যের কোন কথা নাই, তাহা পাপ-পুণ্যের অতীত অতীন্দ্রিয়বস্তু। যাঁহারা ভক্তিবাদী, তাঁহারা সাধুসঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক নিরন্তর হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনে রত, আর অবৈষ্ণবগণ ফল্গু-বৈরাগ্যের আবাহন করিয়া প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের জন্য ব্যস্ত। সেখানে নিজের বৈষ্ণবাভিমান প্রবল হওয়ায় সাধু, গুরু বা বৈষ্ণবের বিরোধী হইয়া নির্ব্বিশেষবাদী বা গুরু-বৈষ্ণবের বিদ্বেষী হইয়া পড়াই তাহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। তখন সৎকথা বা সৎসঙ্গ তাহাদের ভাল লাগে না। প্রকারান্তরে সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করে না, ভগবৎকে বিশ্বাস করে না. এমন কি নিজেকেও বিশ্বাস করে না। আর যদি কখনও তাহাকেও মৌখিকভাবে বিশ্বাস করে, তবে সে ব্যক্তি তাহাদেরই সমজাতীয় আত্মা। এই দুঃসঙ্গ বা অসাধুর সঙ্গে সাধুগণের মতভেদ চিরকালই আছে ও থাকিবে। সাধুতা অবরোহ-পন্থা, আর অসাধুতা আরোহপন্থা। এক জনের আধ্যাত্মিকতাই সম্বল, আর একজন শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল—তাঁহাদের শরণাগতিধারী।

শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণীতে আমরা পাই, সাধনাবস্থায় অর্থাৎ আসক্তি পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তি শ্রদ্ধামূলা। ভাবোদয়ে রুচির উদয়। তখন ভক্তি রাগমূলা। প্রেম—ভক্তিমূলা। এই ভক্তি লাভ করিতে হবে। ভক্তের আনুগত্যেই ইহা সম্ভব, অন্যথা নহে। ইহারই নাম সাধুসঙ্গ—কৃষ্ণপ্রেমোদয়ের হেতু। যাঁহার ভক্তি আছে তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনি গৃহস্থই হউন আর সন্ন্যাসীই হউন, ধনীই হউন বা দরিদ্রই হউন, সবলই হউন বা দুর্ব্বলই হউন বা মূর্খই হউন. কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবা-নিরত তিনিই গুরু—তিনিই নিত্যপূজ্য—[illegible]। তাঁহার পদধূলির নিকট এ জগতের কোন কিছুরই তুলনা হয় না।

কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হয় নাই। মধ্যমাধিকারীর শাস্ত্রজ্ঞানে বিশেষ নিপুণতা না থাকিলেও তিনি শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের চরণে ও সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যে তাঁহার সুদৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত বিশ্বাস আছে। আর উত্তমাধিকারী মহাভাগবত শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ এবং সর্ব্বথা দৃঢ়শ্রদ্ধ ও দৃঢ়নিশ্চয়। তাঁহারা সমস্ত অনুরাগী—কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমবশ্য। এই মহাভাগবত বৈষ্ণব ও মহাভাগবতের শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যই অন্যান্য বৈষ্ণবের জীবন।

কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব অবৈষ্ণব চিনিতে পারেন না বলিয়া সময় সময় বড় বিপদ্গ্রস্ত হন। মধ্যমাধিকারী গুরুকৃপায় বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব চিনিয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করেন। কাহার কতটুকু বৈষ্ণবতা আছে, কাহার কতটুকু গুরুবৈষ্ণবে প্রীতি আছে তাহা বুঝা যায়, তাঁহাদের আজ্ঞাপালনে তৎপরতা দেখিয়া। সাধুতা বা বৈষ্ণবতা অন্তরের জিনিষ, লোক দেখান একটা ব্যাপার নয়। সেখানে গুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞাপালনে তৎপরতা আছে, নিজের দেখান নাই এক কথায় সাধু আচারবান্। তিনি শ্রীমুখে যাহা বলেন, তাহাই করেন এবং যাহা করেন, তাহাই বলেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনই তাঁহার স্বভাব, যেখানে শুদ্ধানুগত্যে কীর্ত্তন নাই, সেখানে শ্রবণ নাই, সেখানে স্মরণও নাই। সুতরাং সেখানে সাধুতার অভাব। ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণস্মরণের চেষ্টা থাকিলে, সাধুসঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ হইবে, ইতর চিন্তা দূরে চলিয়া যাইবে। যেখানে সাধুতা, সেখানে কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি বিরাজমান। যে হৃদয়ে অন্যাভিলাষ আছে, সেখানে আবার সাধুতা কোথায়? গুরুভক্ত না হইলে কি তাঁহাদের সুখের জন্য ব্যস্ত হওয়া যায়? সুতরাং সৎসঙ্গই আগে দরকার; শ্রদ্ধাবান্ ও সৎশ্রদ্ধকের সঙ্গেই তাহা লভ্য।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে, গুরুসেবা করিতে হইবে; কিন্তু কোন অবস্থায়ও তাঁহাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। গৃহকে মঠ করিতে হইবে, কিন্তু মঠকে গৃহে পরিণত করিতে হইবে না।

কুলীন-গ্রামবাসীর প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"যাহার মুখে একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব।" এই কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে অনেকে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজাদির নামাপরাধকে শুদ্ধভাবে নামগ্রহণের সহিত সমান মনে করেন। ইহাও একটী নামাপরাধ। মহাপ্রভু ভাগবতের বাণীই প্রচার করিয়াছেন। "[illegible]" শ্লোকটী ভাগবতের। মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তনীয়া ছোট-হরিদাসকে পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন যে, চরিত্র-হীন, লোকের মুখে কখনও শ্রীনাম উচ্চারিত হন না। বৈষ্ণবসেবা শিক্ষা প্রদানের জন্যই তাঁহার মহাপ্রভু-লীলা। নামাপরাধকে শ্রীনামকীর্ত্তনের সহিত এক করিতে হইবে না। দশটী নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া শ্রীনাম করিবার উপদেশ শ্রীমন্মহাপ্রভু দিয়াছেন। সাধুর নিন্দা প্রথম নামাপরাধ। অসাধুকে সাধুর আসনে বসাইলে সাধুর অবমাননা করা হয়, ফলে নামাপরাধ হইয়া যায়। একবার যাঁহার মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হন, তাঁহার চরিত্রহীনতা থাকিতে পারে না। নামের আভাসেই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তিনটীর কোনটী অন্তঃকরণে থাকিলে তখনও একবারও জিহ্বায় উচ্চারিত হন নাই জানিতে হইবে।

যাঁহারা বৈষ্ণব-সদাচার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রী সঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত উভয়েই অসাধু।

কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার কবল হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীনাম উচ্চারিত হন। বহু অবস্থায় নির্জ্জনবাসের ছলনায় মনে মনে যে বাঞ্ছার উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাতে শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায় না। বহুদশায় নির্জ্জনভজনের ছলনায় কৃত্রিম লীলা-স্মরণে লোক অসুবিধায় পড়ে—বাঞ্ছাচারী হইয়া যায়। কৃষ্ণভজনে কৃত্রিমতার স্থান নাই।

হরিকীর্ত্তন করা অথবা মানব জন্মের একমাত্র প্রয়োজন। মঠের সেবানিবাস পর্য্যন্ত ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি হ্রাস করা কাহারও উচিত নহে। নির্জ্জনভজনের ছলনায় সর্ব্বদা অলস জীবন যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অর্থক [illegible] আনয়ন করাও হরিকীর্ত্তনে বাধা দেওয়া, তাহা আবশ্যক নহে। [illegible]

সেই চিন্ময় বিকৃত প্রতিফলন [illegible] জগতের প্রাণী বহু সেব্য বহু সেবকরূপে বিরাজিত। এই স্থানে সেবক ও সেব্যের স্বার্থ পরস্পর ভিন্ন। এখানে সেবক নিজের সুখের বিঘ্ন হইলে সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে অর্থাৎ এক কথায় এই স্থানের সেবা ও সেবকের নিত্যত্ব নাই; এই স্থানে সব ব্যভিচার। পতি, পত্নীর সেবা করিয়া থাকে নিজের স্বার্থের জন্য। পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ এক নহে। পতি পত্নীকে ভাল বাসিয়া থাকে নিজের ভোগ ও ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য।

এখানে যতবড় সতী স্ত্রী বা যত বড় স্ত্রী-[illegible] স্বামী হউন না কেন, দেহ ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত তাহাদের চেষ্টা ব্যভিচারময়। আত্মধর্ম্ম ব্যতীত কোথাও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। এখানে পুত্রের প্রতি পিতামাতার যে স্নেহ, পুত্রের পিতামাতার প্রতি যে [illegible] বা ব্যভিচার। দেহ ও মনের রাজ্যে পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধ, শুদ্ধ সেবকসম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

যেখানে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন একটী মাত্র শক্তিমদ্বস্তু নিত্যসেব্য, সেখানে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই, সেখানে ব্যভিচার হইতে পারে না। সেখানে বিষয় এক, আশ্রয় অনন্ত।

শ্রীকৃষ্ণ অংশী, শ্রীমতী অংশিনী। অংশী [illegible] শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ অংশিনী শ্রীমতী [illegible], মহিষীগণ ও ব্রজদেবীগণকে [illegible] করেন।

গোলোকে অনন্তের শ্রীকৃষ্ণই বিষয় ও অনন্তকোটী জীবাত্মা তাঁহার আশ্রয়। আশ্রয়গণ কেহ বিষয় হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় নহেন। তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞান বিষয়েরই আশ্রয়। বস্তুতঃ এক ও শক্তিতে বহু, ইহাই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। অদ্বয়বাদিগণ এই বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ। নির্ব্বিশেষবাদিগণের নিকট বিষয় ও আশ্রয়গণের স্থান নাই। শ্রীল [illegible] বিশ্বনাথ কবিরাজ "সাহিত্যদর্পণ"-নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা এইরূপ সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারেন নাই। এমন কি, কাব্যপ্রকাশ বা [illegible] একথা বলিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের লেখনীতে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান বিষয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন। অনন্তকোটী জীবাত্মা আশ্রয়ের অবস্থিত [illegible] আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীমতী। মধুররসে [illegible]

[illegible]

[illegible]

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
১ম ও ২য়ের পর, পরবর্তী দিনের জন্য				
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	।০	।৶০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৬০৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
যাণ্মাসিক " ৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক শ্রীযুত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরনারায়ণ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

চৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলসাধক গ্রন্থ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের সঙ্কল্পক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গীরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগের এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজী ভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ প্রাণভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মস্তিষ্কের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণশীর্ণ যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারে একবার পরীক্ষা করুন ... বিবরণ, গীতা সংযুক্ত ক্যালেণ্ডার এবং নূতন পুস্তক ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১।৶০ আনা মাত্র। পাইকারী —১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

অম-অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

কলিকাতা ও নিকটবর্তী শ্রম-শিল্প অঞ্চলের কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকার যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনার জন্য গুরুবার অপরাহ্ণ ছারভাঙ্গা বিল্ডিংএ কলিকাতার অনুমোদিত কলেজের অধ্যক্ষগণের এক কনফারেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আহূত হয়। ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ বি সি রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সিণ্ডিকেটের কয়েকজন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন।

সরকারী বিবৃতির মর্ম ও পরিস্থিতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া সভাপতি মহাশয় উক্ত বিবৃতি সম্বন্ধে সদস্যগণের মতামত জানিতে চাহেন।

উপস্থিত ছাত্রছাত্রীর শতকরা হার এবং ছাত্রীগণের কলেজ ও হোষ্টেল খুলিলে যে পরিমাণ ছাত্রী উপস্থিত হইতে পারে, তাহার হিসাব দিয়া কয়েকজন অধ্যক্ষ ও দুইজন মহিলা প্রিন্সিপ্যাল বিবৃতি সম্বন্ধে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেন।

কলিকাতায় যদি বাস্তবিক কোন সঙ্কট উপস্থিত হয়, তবে তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার একটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে কনফারেন্সে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। মফঃস্বলে শাখা কলেজ স্থাপন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন আছেন কি না অধ্যক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়।

দেশরক্ষা কার্য্যে ও সঙ্কট সময়ে কলেজ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যে ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আগামী ১লা আগষ্ট দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএ এক কনফারেন্স হইবে। বাঙ্গলা ও আসামের সমস্ত কলেজের অধ্যক্ষদিগকে ঐ কনফারেন্সে উপস্থিত হইতে ও গঠনমূলক প্রস্তাব উপস্থিত করিতে আহ্বান করা হইয়াছে।

ব্রহ্মের আশ্রয়প্রার্থিগণের পরিবারবর্গ

সম্প্রতি ব্রহ্ম হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগের সাহায্যের এক সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে যাহাদের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিগণ ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট এবং আধাসরকারী ও ব্রহ্মের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কার্য্য করিতেন অথবা যাঁহাদের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই কিম্বা ভারতে আসিবার পথে যাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে, ভারতে তাঁহাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা হইয়াছে। বাঙ্গলার অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যুদ্ধের সময় ভারতে ব্রহ্মের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ব্রহ্ম হইতে আগত ৫৫জন বিশিষ্ট আশ্রয়প্রার্থীকে লইয়া একটি সংকমিটি গঠন করা হইয়াছে। সভায় অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আমেরিকার নাৎসী চরদের কার্য্যকলাপ

'জার্মাণ-আমেরিকান সঙ্ঘের' ২৬জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করার ফলে যে সকল তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমেরিকায় নাৎসীচরদের কার্য্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। ধৃত ব্যক্তিদের জনৈক এফ-বি-আই বলিয়াছে,—তাহারা জার্মাণীতে সামরিক শিক্ষা পাইয়াছেন। প্রকাশ যে, সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা দুই সহস্র। উহাদের সদস্যদের নাকি নূতন জার্মাণীর স্বার্থে গুপ্তচররূপে কার্য্য করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সদস্যগণ সামরিক কুচকাওয়াজ ও বন্দুক চালনা শিক্ষা করিত। ইহাদের গ্রেপ্তারের সময় বেতার বার্ত্তা প্রেরণ যন্ত্র, ফটো ক্যামেরা নাৎসী প্রচার কার্য্য সম্পর্কিত কতকগুলি চিত্র পুলিশ হস্তগত করিয়াছে।

অদ্ভুত কাষ্ঠখণ্ড

ধুবড়ীর সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানে ব্রহ্মপুত্র নদে ভাসমান এক কাষ্ঠখণ্ড ধরা হইয়াছে। তাহা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার বসু এবং ডাঃ বিমলাকান্ত গাঙ্গুলী এম বি মহাশয়দের জিম্মায় আছে। ঐ কাষ্ঠখণ্ড অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোক বিকিরণ করে। এই ঘটনায় বহু দর্শকের সমাবেশ হইতেছে এবং বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতেছে।

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ

শত্রুপক্ষ হইতে আক্রমণ হইলে যাহাতে অত্যাবশ্যক কাজকর্মের ব্যাঘাত না ঘটে, তজ্জন্য চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতরক্ষা বিধানের ৫৩(এক) ধারার (৩) উপধারা, অনুসারে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং একজন সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে স্পেশ্যাল অফিসাররূপে মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্ম পরিচালনার ভার দিয়াছেন। স্পেশ্যাল অফিসার চট্টগ্রাম 'মিউনিসিপ্যালিটির অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের' ১১১ জন পুরুষ ও ৮৩ জন মহিলা এবং প্রায় ৪০ জন কর্মচারীকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীঅনন্তবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও গ্রথিত হইয়া "প্রভিবোধ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। বড় সতাক্ষ সাইজে প্লোক সম্বলিত নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২৭ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৩; ৯ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬; ২৫শে জুলাই, ইং ১৯৩৯, শনিবার { ১১০-১১১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ বামন, অপর কীর্ত্তিদাশদী, গৌরাব্দ ৪৫৩

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—:•:(•):•:—

একমাত্র ভগবৎকথা লইয়া থাকিলে মঙ্গল হইবে। ভগবৎকথাই ভগবান্। ভগবান্ মঙ্গলময়; সুতরাং যেখানে মঙ্গলময় ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করেন, সেখানে অমঙ্গলের কি কথা আছে? সর্ব্বক্ষণ ভগবৎকথার মধ্যে থাকিলেই নিজের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সুবিধা হয়। ভগবৎকথাতে নিজ জীবন সার্থক করিয়া নিজের সঙ্গে সঙ্গে জগতের মঙ্গলবিধান করাই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা; কিন্তু যেখানে নিজের দিকে না তাকাইয়া সর্ব্বদা পরের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ততা, যেখানে আচারহীন প্রচার, সেখানে অন্যাভিলাষ, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা আছে। সকলেই হরিভজন করুন, সকলেরই মঙ্গলাভে আমি প্রাণ দিয়া সাহায্য করি—এই বিচারের পূর্ব্বে নিজের কথা চিন্তা করা উচিত। নিজের আদর্শ জীবন না হইলে অপরের উপকার করা যায় না। সকলেই আদর্শ চায়। সকলেই দেখিতে চান—যিনি উপদেশ করিতেছেন, তিনি সেইসকল নিজ জীবনে পালন করেন কি না। নিজে আচরণে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই আচার এবং তাহা কীর্ত্তনের নামই প্রচার। নিজের মঙ্গললাভ হইলে অপরের মঙ্গলবিধান আনুষঙ্গিকভাবেই হইয়া থাকে।

যেখানে স্বার্থ-গতি একমাত্র কৃষ্ণ না হইয়া বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, সেখানে নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয়। একায়নপন্থী না হইয়া বহ্বায়নপন্থী হইলেই অসুবিধা। স্বার্থের বিচার ঠিক না হইলেই অসুবিধা। স্ব অর্থাৎ আত্মবিচারে ভ্রান্তি থাকিলে অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন-বিচারেও ভ্রান্তি আসে। গুরু-কৃষ্ণ-প্রীতি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিলে বিবাদের সৃষ্টি হয়। বহু প্রভু হইলেই অসুবিধা। প্রভু এক এবং সেই এক প্রভুর সুখবিধানের জন্য সকলেই ব্যস্ত থাকিলে আর বিবাদ থাকে না। ভগবানের সুখের জন্য ব্যস্ত থাকিলে সকল বিপদাপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমরা অনেক সময় মনে করি, কতকগুলি বিপদাপদ হইতে উদ্ধার পাইলে আমরা সুখে থাকিব, আমাদের মঙ্গল হইবে; কিন্তু যদি আমরা বাস্তবিক ভাল থাকা কিরূপ, তাহা না বুঝি, প্রকৃত ভাল থাকিতে না শিখি, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে না। সমস্ত অসুবিধার অবসান হয় একমাত্র ভগবানের সেবায়—যদি ইহা বুঝিতে না পারি, শ্রীগুরুপাদপদ্মের হইয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকাই প্রকৃত ভাল থাকা—যদি ইহা না জানিতে পারি, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে না। এই-সকল কথা না জানিয়া, ইহাতে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া যদি জগতের অন্যান্য লোকের অসুবিধা দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হই, তাহা হইলে আমাদের নিজ মঙ্গলের অনুসন্ধান বন্ধ হইয়া পড়ে।

———

ভগবানের কথা আলোচনা করিলে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার থামিয়া যাইবে। ভগবানের সুখের জন্য চেষ্টা হইলে আর নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের স্পৃহা থাকিবে না। ভগবৎসুখপ্রদানই মানবজীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়। সেইজন্যই ভক্তগণ নিত্যমঙ্গলের পথকে কন্টক-শূন্য করিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। এ সকল চিন্তার মধ্যে না থাকিয়া অন্যান্য বৃথা চিন্তায় সময় অতিবাহিত করিলে মঙ্গললাভ হইবে না। আমাদিগকে নিত্যমঙ্গল লাভের জন্য ভগবান্ যে সুবিধা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া অন্যান্য জগতের দিকে চালিত হওয়া বুদ্ধিহীনতার পরিচয়।

———

ভক্তিপথে প্রবেশ করিতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মই মূল প্রয়োজন। শুদ্ধ হৃদয়ে ভগবানের নিত্যবাস। 'ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দবিশ্রাম'। শ্রীগুরুপাদপদ্মই শুদ্ধ—শ্রীচৈতন্যমঠের সম্পত্তি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থিত ব্যক্তিই শ্রীধামবাসী। অপরে শ্রীগুরুপদ ছাড়িয়া শ্রীধামবাসের অভিনয় করিলেও তাহারা গ্রাম্যবাসী। সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুনিত্যানন্দ। আমরা সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাস, ইহাই আমাদের সত্তা। নিজেকে গুরু মনে করা অপরাধ। বৈষ্ণবগণ কখনও নিজেকে বৈষ্ণব মনে করেন না। বৈষ্ণবগণ চিরকালই শ্রীগুরুদেবের নিত্যদাসাভিমানী। গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ ছাড়া আর আমাদের কেহ নাই। সুতরাং তাঁহাদের দাস্যই আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হউক। গুরুবৈষ্ণবকৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান বা দাসাভিমান হৃদয়ে জাগরিত হইলে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিব।

শ্রীগুরুদেব দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান দাতা। অজ্ঞান জীবের দিব্যজ্ঞান ছাড়া গতি নাই। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

অর্থাৎ জীব যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিয়া নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে, সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হয়, তখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে (ভগবান্) সর্ব্বক্ষণ সেবা করিবার কিছু সময় নিবেদন করিয়া সমর্পণ স্বীকার করেন, তখন সেই ব্যক্তিকে আর আত্মসাৎ করায় তাহার উপর আর মায়িক জগতের কোন প্রভাব থাকিতে পারে না, সে অমৃতত্ব লাভ করে।

যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্যক্ সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অন্যান্যের বশবর্ত্তী হন এবং তাহারা নিজেকে খুব বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা দীক্ষালাভের ফলস্বরূপ কিছুই লাভ করিতে বঞ্চিত হন। সেজন্য শ্রীল মহারাজ বলিয়াছেন,—

গুরুরূপহরিং ভক্ত্যা সততং ভাবয়ন্ স্ম যঃ।
স্বয়ং সাধুকৃপাবিশ্বনাথো দেবেন ৯॥

অর্থাৎ সমস্ত দম্ভ ত্যাগ করিয়া অকপটভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের সেবায় 'ভক্তের সঙ্গে কাঁদিয়া-কাটিয়া শ্রীগুরুসেবা' ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনফলে স্বরূপশক্তি লাভ করে তখন ভগবৎকৃপা লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুসেবায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি আশ্রয় হইয়া গুরুপাদপদ্ম হইতে বহুদূরে অবস্থান করে।

আমাদের পার্থিব স্বার্থ কোন বস্তুর অভাব নহে, কারণ শুদ্ধ সত্তা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া যদি আমরা সত্য সত্য শ্রীগুরুকৃপা লাভ করিতে পারি, তবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গচরণে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের কৃপার প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। সেবাবৃত্তি ভিন্ন সেবা ও কৃপাভিক্ষা ব্যতীত আর কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে?

ভগবানের ভক্তগণের কোন চিন্তা নাই। তাঁহারা নিশ্চিন্ত হরিভজন করেন। সুদর্শন নিত্য বিরাজমান থাকায় কাহারও তক্ত-জনের সামর্থ্য নাই। কৃষ্ণ ভক্তবৎসল, তিনি সর্বক্ষণই ভক্তের চিন্তা করেন। তাঁহার আজ্ঞায় সুদর্শনচক্র সর্বক্ষণই ভক্তকে রক্ষা করেন। ভক্তহিংসা করিলে সুদর্শনাগ্নিতে পাপিষ্ঠ অনলে পুড়িয়া মরে। ভক্তের প্রতি ভগবানের এত প্রীতি যে, তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সুদর্শনকে পাঠাইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। স্বয়ং স্বয়ং ভক্তের নিকট গিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। সুতরাং এমন ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে কি কেহ ছাড়িতে পারে?

রক্ষা চক্রং চ রক্ষার্থং ন বিশ্বস্তো জনার্দনঃ।
স্বয়ং ভক্তিকটং যাতি তং ভক্তং রক্ষণায় চ॥

(নারদপঞ্চরাত্র)

দুটো কাজ একসঙ্গে হয় না। হয় ভগবৎসেবা না হয় নিজের সেবা। যদি আমরা কৃষ্ণের জন্য কৃষ্ণ বলি, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কৃষ্ণ ভজন করি, ভক্তকের রসের জন্য ভক্তগৃহে বাস করি, তাঁদের ইচ্ছায় যদি ইচ্ছা মিশা'তে পারি, সাধুসঙ্গে যদি কোনদিন প্রেয়ই আমার শ্রেয়ঃ হয়, কনিক ভক্তিরানন্দ-লালসা ছাড়িয়া যদি কৃষ্ণসেবা-লালসা আমাদের প্রবল হয়, তা'হ'লে আমাদের আর অসুবিধায় প'ড়তে হয় না। দুমুখো সাপ হ'য়ে আর কি লাভ আছে? তা'তে কেবল নিজেঃ ফাঁকতে প'ড়তে হয়। সেইজন্য শাস্ত্র ঐকান্তিক বা ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট হ'তে উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় বলেছেন,—

হয় গোপ ভজ, নয় লোক ভজ, ভাই।
এক পায়ে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥
জগাই বলে—যদি একান্ত না হইবে।
দুই নায়ে নদীপারে দুর্দশা লভিবে॥

যাঁ'রা লোকরক্ষার জন্য কৃষ্ণভজনের আড়ম্বর বা ছল ক'রে থাকেন, তাঁ'রা আর কি ক'রে কৃষ্ণসেবা পাবেন? তাঁ'রা ত' আর সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করেন নাই, তাঁ'রা ত' আর শিষ্য হন নাই যে তা'দের মঙ্গল লাভ হ'বে, তাঁ'রা কৃষ্ণদর্শন পাবেন? যাঁ'রা প্রতিষ্ঠা লাভ বা অর্থাদির জন্য কৃষ্ণভজনের ছল ক'রে থাকেন, তাঁ'রা সেই রকম রকমের লোককে গুরুপদে বরণ করেন, তাই তাঁ'দের প্রতিষ্ঠাভিমান দূর হয় না। তাঁ'দের যা কিছু বর্ণাশ্রম-সংস্কার বা সমাজ-সংস্কার সকলের মূলে প্রতিষ্ঠাশা। তাঁ'রা প্রতিষ্ঠার দাস, ভগবানের দাস নহেন। উহারাই বঞ্চিত।

সাধুর আনুগত্য চাই

——::(∗)::——

সৎপথে বহু বিঘ্ন। ঐকান্তিক না হইলে, বাস্তব মঙ্গলপথে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে এই-সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গুরু-বৈষ্ণবের সেবাপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। এজগৎ অনিত্য—অসৎ। এই অসজ্জগতের জীবগণ সত্যের সন্ধান রাখে না। তাই তাহাদের নিকট হইতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। হরিভজনে বাধা দিবে, ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা কীর্তন করিয়া সত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবে—এরূপ লোকের অভাব নাই। কিন্তু অকাপট্যাবলম্বিত হইয়া যিনি নিজে সর্বক্ষণ হরিভজন করেন ও অন্যকে হরিভজন করিতে উপদেশ দেন, এরূপ আত্মীয় বা বন্ধু অতি দুর্লভ। কিন্তু অতি দুর্লভ হইলেও পাওয়া যায়। তবে সংখ্যায় অতি কম। যদি আমরা বাস্তবিকই মঙ্গল চাই, তাহা হইলে এই পরম বন্ধুর সন্ধান করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও আনুগত্যেই হরিসেবা করিব।

আনুগত্যই বৈষ্ণবধর্মের প্রাণ। যিনি যে পরিমাণে সাধুগুরুর অনুগত, তাঁহার বৈষ্ণবতাও সেই পরিমাণে। এই আনুগত্য প্রকৃত সাধুর হওয়া চাই। সাধুর নামে অসাধুর আনুগত্যে মঙ্গল হয় না। যাহাকে তাহাকে সাধু মনে করা, আবার সাধুকে অসাধু মনে করা—উভয়ই অপরাধ। জগতের লোকের ভোটের দ্বারা সাধু নির্ণীত হন না। সাধুগুরুকৃপা অথবা বৈষ্ণবের কৃপার দ্বারাই প্রকৃত সাধুকে চিনা যায়; নতুবা নহে। অজ্ঞ আমি, সাধু-অসাধু চিনিতে পারি না, ইহা বড় দুর্ভাগ্যের কথা। আমার মনঃকল্পিত সাধু-অসাধু-নির্ণয়ের কোন মূল্য নাই। কারণ আমার দর্শনের মধ্যে ভ্রম-প্রমাদাদি আছে। সুতরাং আমি সাধু চিনিব কিরূপে? সাধুগণ চিরদিনই এজগতে আছেন, কেবল চিনা যায় নাই বলিয়াই সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয়েছে। এই সাধু বা বৈষ্ণবগণকে চিনিয়া তাঁহাদের আনুগত্য করিতে পারিলেই গুরুসেবা হবে, নতুবা সব বিফলে যাইবে। এই যে শ্রেষ্ঠ সাধু বা বৈষ্ণব, তাঁহার সঙ্গ পাইব কিরূপে? তাঁহাদিগকে যখন চিনিতেই পারিলাম না, তখন তাঁহাদের আনুগত্য কিরূপে করিব? অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এই চতুর বৈষ্ণবের সেবা ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হন না, নতুবা বৈষ্ণবগণ নিজেকে জানিবার সুযোগ না দিয়া আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করেন। এই সাধু কে? যিনি গুরুর পূর্ণ অনুগত তিনিই সাধু। বৈষ্ণব নিজেকে জানিবার সুযোগ না দিতে পারেন, কিন্তু বৈষ্ণব যাঁহার অনুগত, যাঁ'র তিনি কৃপাপূর্বক শরণাগতকে সেই গুরুদাস বৈষ্ণবকে জানিবার সুযোগ দেন, তাহা হইলে আর তিনি কিপ্রকারে আত্মগোপন করিবেন? বৈষ্ণবকে জানিবার বা চিনিবার একমাত্র উপায় গুরুবৈষ্ণবেরই কৃপা। বৈষ্ণব শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা বা সুখ বিধান করেন, কখনও নিজেকে বৈষ্ণব বলেন না। তিনি নিজেকে অতি হীন সেবাবিমুখ বলিয়া জানেন। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে জানাইয়া দেন। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না, তাঁহার সম্পূর্ণ আনুগত্য বা সেবা করিতে পারি না, শিক্ষাগুরু বৈষ্ণব-গণ আমাকে হাতে ধরিয়া গুরুসেবা শিক্ষা দেন। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান ও সেবা দেন, তিনি কত বড় জিনিষ! সেই গুরুসেবক বৈষ্ণবই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁহার সঙ্গ ও কৃপা আমাদের নিত্য কাম্য। গুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগত, অনন্যভাব সাধুর কৃপাই গুরুকৃপা-লাভের একমাত্র উপায়। আমরা মহাজন-বাণীতে পাইয়াছি যে,—"যিনি নিজের যথা-সর্বস্ব তথা ত্রিভুবনের যথাসর্বস্ব সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি শ্রীগুরুদেব, আর যিনি নিজের যথাসর্বস্ব, তথা ত্রিভুবনের যথাসর্বস্ব সর্বক্ষণ শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি গুরুদাস সুতরাং কৃষ্ণের অধিক প্রিয়।"

বৈষ্ণবসম্প্রদায় বাণীর উপাসক। বাণীই তাঁহাদের একমাত্র রক্ষক, পালক যা' কিছু। যাঁহারা বাণীর সেবক, তাঁহারা জানেন—লোকের নিত্যমঙ্গল-বিধানের কর্তৃত্ব বাণীর, তাঁহার নিজের নহে। তিনি নিজকে বাণীর সেবক অভিমান করেন, সুতরাং তিনি বাণী ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। যিনি গুরুসেবক, যিনি গুরুদাস, যিনি বৈষ্ণব, তিনি সকলকেই গুরুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া দেন। তিনি সকলকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত করিতে যত্নশীল; সুতরাং তিনি সর্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য কীর্তন ব্যতীত আর কি করিবেন? একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণা ও মহিমা সর্বক্ষণ আলোচনা ছাড়া গুরুকৃপাভিখারী গুরুদাসের আর কোন কৃত্য নাই। যেখানে এক উদ্দেশ্য, তাহাতে কেহ যদি গুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সর্বক্ষণ তাঁহার কথা কীর্তন করেন, তাহাতে অন্য কোন কথা থাকে না। আমরা মহিমা কীর্তন করিব যাঁহার, সেবা করিব যাঁহার, তিনি শ্রীগুরুদেব এবং গুরুসেবা-শিক্ষাদাতা বৈষ্ণব। বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে সর্বক্ষণ গুরুমহিমা শ্রবণ-কীর্তন করিতে, শ্রীগুরু-পাদপদ্মের চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে তাঁহাকে একমাত্র রক্ষক, পালক, প্রভু বলিয়া জানিতে, আমি একমাত্র তাঁহারই অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্য—সর্বক্ষণ এই অভিমানে আশ্রিত থাকিতেই বলিয়া দিয়া ব্যস্ত করিতেছেন। বৈষ্ণব তৃণাদপি সুনীচ, তিনি সর্বোত্তম হইয়া নিজেকে লঘু জ্ঞান করেন। তিনি জানেন বিশ্বের মঙ্গলবিধান করিতে পারেন একমাত্র শ্রীগুরুদেব, সুতরাং সকলে তাঁহারই সেবক হইয়া যাও, আর কাহারও হইও না, কাহাকেও প্রভুত্বে বরণ করিও না, কেউ তোমাকে রক্ষা দিতে পারিবে না, কেউ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না, কেউ পালন করিতে পারিবে না। এরূপ গুরুদাস বৈষ্ণবের সেবা ও সঙ্গ কেবা চায়? শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় এই সকল কথা যদি কোন দিন নিজ জীবনে উপলব্ধি ও পালন করিবার সুযোগ হয়, তবেই হরিভজনের সম্ভাবনা, নতুবা সবই বিড়ম্বনা মাত্র।

সঙ্গ করিতে হইবে বৈষ্ণবের—বিষয়াসক্তের নহে কিন্তু গুরুদাসের, আবার সঙ্গে সঙ্গে কলের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 'সতাং প্রসঙ্গান্‌ মম বীর্যসংবিদো হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ'। গুরুদাসের সঙ্গের প্রভাবে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রীতির উদয় হইবে। আরও আপনজ্ঞান দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকিবে। সেই বৈষ্ণবানুগত জন কেবল কৃপার কাঙ্গাল হইয়া আরও অধিকতরভাবে বৈষ্ণবের আনুগত্য করিবে। বৈষ্ণব কেবল গুরুর পথে চলার উপরেই আছেন—শ্রীগুরুপাদপদ্মের কোটি-চন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণ-ছায়ায় বিশ্রাম লইতে। সুতরাং তিনি সকলকে সেই সুশীতল শ্রীচরণ-ছায়ায় তাপিত প্রাণ জুড়াইতে আহ্বান করেন। বৈষ্ণব কেবলই তাঁহার শ্রীচরণমহিমা কীর্তন করিয়া তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট করাইতে ব্যস্ত। এই সঙ্গের ফল সঙ্গে সঙ্গে বুঝা যায়। ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হবে। শ্রীল আচার্যদেব বলিয়া-ছেন—"ভিতরে শাঁসের প্রতি নজর রাখিতে হইবে। যদি শাঁসের প্রতি নজর না থাকে, তবে নিরাকের বা নারিকেলের খোসা ছাড়ানই সার হইবে। প্রীতির প্রকৃত পাত্রে যদি প্রীতি হয়, তাহা হইলে সবই ঠিক থাকে।" সুতরাং আমরা যদি এসব বিষয়ে উদাসীন হই, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল কিপ্রকারে হইবে? তত্ত্বজ্ঞানহীনের মঙ্গল হয় না। সিদ্ধান্তজ্ঞান না থাকিলে প্রকৃত বস্তুকে অবস্তু আর প্রকৃত অবস্তুকে বস্তু বলিয়া ভুল হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

সিদ্ধান্তজ্ঞানহীনের মঙ্গল হয় না। এই সিদ্ধান্তজ্ঞান একটা বস্তু উদ্ভাস বা মাপিয়া লওয়া ব্যাপার নহে। ইহা উপলব্ধির বিষয়। ইহা ভগবৎকৃপা। এই কৃপালাভ আমার হইয়াছে কি? কৃপালাভ হইলে আর দুর্বলতা আসিতে পারে না। যিনি সিদ্ধান্তবিৎ অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের কৃপায় সিদ্ধান্তজ্ঞান,

যাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার চিন্তা কি? তিনি উত্তরোত্তর তাঁহার কৃপারই কাঙ্গাল হইতেছেন। দিব্যজ্ঞান-প্রদানকারী—শ্রীগুরুদেব। তাঁহার কৃপায় অন্ধকার—মায়ামোহ কাটিয়া যায়—স্বরূপ চিনিবার চক্ষু লাভ হয়। হরিভজনের মূলে গুরুকৃপা। সেবাবিগ্রহের সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া সেবা হইতে পারে না। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ হইলে বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধ বা সাক্ষাৎকারও হইবে। সম্বন্ধ হইবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত। তবে সেই সম্বন্ধজ্ঞানে উত্তরোত্তর দৃঢ় হইতে দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার নিজজন বৈষ্ণবের সন্ধান প্রদান করেন—তৎকৃপাপ্রার্থী নিষ্কপট শরণাগত জনকে। সাধু বা বৈষ্ণবসঙ্গেই হরিনাম, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা হয়। অকপট শরণাগত ভক্ত নিত্যকাল গুরুর অনুগত সেবক বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিয়া থাকেন। গুরুদাসের আনুগত্য ব্যতীত গুরুসেবার যে ছলনা, তাহা গুরুসেবা নহে, তাহা নিজেন্দ্রিয়তর্পণ। প্রকৃত হরিভজনেচ্ছু যিনি, তিনি কখন স্বপ্নেও এই আনুগত্য পরিহার করেন না। তিনি গোড় কাটিয়া আগ খাইবার পক্ষপাতী নহেন তাঁহারা জানেন, আনুগত্য শুধু এই জীবনের জন্য নহে—বদ্ধাবস্থার জন্য নহে, নিত্যকালের জন্য, মুক্তাবস্থায়ও ইহা চলিবে।

হরিভজন করিতে হইলে আদর্শ চাই। আদর্শ না থাকিলে ভক্তিপথে আদৌ অগ্রসর হইতে পারা যায় না। জগতে আদর্শ না হইলে হরিভজনের আশা নাই। আমার সম্মুখে হরিভজনকারী কোন বৈষ্ণবের জ্বলন্ত আদর্শ দেখিতে না পাইলে, আমি কি প্রকারে হরিভজন করিব? আমি কি জানি,—হরিভজন কাহাকে বলে গুরুপ্রীতি কি প্রকার? টাকা বাজাইয়া লইতে হয়, নতুবা মেকিকে আসল বলিয়া বুঝিতে গেলে পরিণামে ঠকিতেই হয়। গুরুজনের প্রতি কোন কপটতার [illegible] হয় না। যেখানে কপটতার নামে কপট দৈন্য, সেইখানে সেই কপটতায় আঘাত লাগিলেই নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবের স্বভাব—আত্মাভিমানশূন্যতা অমানিতা। তাহা মুখে স্বীকার করিয়া গুরুবৈষ্ণবনিন্দা ভক্তির একমাত্র অন্তরায়। বৈষ্ণবের ছিদ্র থাকিতে পারে, এরূপ সন্দেহ যিনি উপদেশ করেন, তাঁহার বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা আছে বলা যায় না। বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট লোক বৈষ্ণবানুগত বলা যায়। যেখানে দর্শন দেওয়াই শ্রদ্ধা, আন্তরিক উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য নাই, সেখানে অপ্রাকৃত সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা আছে, জানিতে হইবে। স্নান করিতে হইবে কেবল ব্যক্তিত্বে—শ্রদ্ধা দিতে হইবে বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টতে। গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি লক্ষ্য না থাকিলেই অপরাধ আসিবে।

বহুকিঞ্চিৎ

——ঃ(০)ঃ——

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈশিষ্ট্যময় সেবাবৈচিত্র্যের অনুষ্ঠানে নিষ্কপটে অনুবৃত্ত না হইলে সেবাধিকার লাভ হয় না। সার্ব্বদেশিক, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনীন সেবাবৈভবে সর্ব্বোত্তম সেবানিপুণ সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনন্ত সেবাবৈচিত্র্যে পারম্পরিক অন্তরের কল্পনা বস্তুতঃ নিজদের অভাবই নির্দ্দেশক। নিজের মানসিক চাঞ্চল্যে সেবার অখণ্ডত্ব অস্বীকৃত হইলে তদ্দ্বারা সেবকত্বের ব্যাঘাতেরই আহুত হয়। প্রকৃত সেবাধিকারে সেবার মধ্যে কৃত্রিম ভেদ টানিয়া আনিয়া নিজের মানসিক দৌর্ব্বল্যের আরোপের প্রয়োজন হয় না। নিজের সেবকত্বের অভাবকে কপটভাবে সমর্থন করিবার প্রচ্ছন্ন চেষ্টাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে অঙ্গ-বিচ্ছেদ আহ্বান করিতে হয়। নিজের সেবাধিকারের স্বল্পতা অনুভব না করিয়া বদ্ধজীব আমি যদি আমার মানসিকতার কল্পিত সেবাবৈশিষ্ট্যের ছল উঠাইয়া পৃথক হইয়া উঠি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা নিজের প্রকৃত সেবাবিমুখতাই পুষ্ট হইবে। সেবার অভিন্নতা বৈশিষ্ট্য সেবাবাঞ্ছক আমার সেবাবিমুখতায় কিপ্রকারে উপলব্ধ হইবে? শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তিত বাণীর তাৎপর্য্য নিজের আধ্যক্ষিকতায় বুঝিবার চেষ্টায় নিজের অজ্ঞতা ও বিমুখতার আনুকূল্য হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা সেবাবিরোধ স্বীকৃত হইলে নিজের দুর্ভাগ্যেরই পুষ্টিত হইতে থাকে। সেবাবিমুখ আমি বঞ্চিতগণের দুর্ভাগ্য দেখিয়া সেবাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে উদ্যত হই, ইহাই ত' নিজের প্রকৃত বঞ্চিত অবস্থা।

সেবার অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য সেবকগণ নিজ নিজ সেবাধিকারে অনুভব করেন। কিন্তু আমি যদি সেবা-অনধিকারী হইয়া সেবাকে নিজের অনর্থ-রোগের ঔষধরূপে পরিণত করিয়া সেবার অতুল্য মর্য্যাদা অস্বীকার করিয়া চলি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সেবাবৈশিষ্ট্য কি প্রকারে উপলব্ধ হইবে? প্রকৃত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিবার অধ্যবসায়েই সেই বৈশিষ্ট্য কিপ্রকারে অনুভূত হইতে পারে? সেবার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম আপেক্ষিকতায় বিচারিত হইয়া নির্দ্ধারিত হইলে তদ্দ্বারা সেবার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বুঝিবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করা হয় মাত্র। নিজের যথাযোগ্য অধিকারের হল্লায় অধীর হইয়া তাদৃশ বিচার পোষণ করিলে নিজের প্রকৃত সেবাবিরোধিতা প্রমাণিত হইবে। নিজের যথাযোগ্য অধিকার কি নিজের সেবাবিরোধিতার বিচারিত হইবে? বস্তুতঃ আমি সেবা করিয়া কোনটোত্তি (?)—ইত্যাকার বিচারে অহঙ্কার-

বিমূঢ়তা হইলে সেবার প্রতি নিজের মানসিকতার খণ্ডত্বের আরোপের প্রয়োজন হয়। ইহাই নিজের প্রকৃত সেবাহীনতার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী আলোচনা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা এবং তাঁহার নিজজন বা সেবকসজ্জের বিভিন্ন সেবাও তাঁহার সেবা। এই উভয় সেবাবৈচিত্র্যের মধ্যে একমাত্র সেবোন্মুখগণের অকপট সেবাবৃত্তিতে আন্তরিকতার অধিষ্ঠানে উপলভ্য যে বৈশিষ্ট্য বিভ্রান্ত রহিয়াছে, তাহাও নিত্য সত্য। কিন্তু এই উভয় সেবার অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করার পথকে যদি নিজের অনর্থের অর্গলদ্বারা রুদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা নিজের সেবাসৌন্দর্য্য-বোধহীনতাকে অভিনন্দিত করিয়া প্রকৃত দুর্মেধার পরিচয় মাত্রই প্রদর্শিত হইবে। অনর্থ-পরিচর্য্যার নৈপুণ্য দেখাইয়া উভয়সেবারই যৌথিক ছলনা আহূত হইলেও তদ্দ্বারা সেবকত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। প্রকৃত সেবার স্বরূপসম্বন্ধে অজ্ঞতা অথবা বৈমুখ্যই এই উভয়প্রকার সেবার ছলনায় আত্মপ্রকাশ করিবে। সেবা—সেবাই, তাহা কাহারও স্থূল-সূক্ষ্ম সুবিধাবাদের স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন জনক নহে। সেবাসম্বন্ধে এতাদৃশ বিচারধারা সেবাবিরোধিতা আত্মহত্যার কারণ হইবে। সেবার প্রকৃত স্বরূপসম্বন্ধে স্বেচ্ছায় ঔদাসীন্য পোষণ করিয়া আধ্যক্ষিকতা অবলম্বনে বস্তুতঃ এই উভয় সেবাবৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যবিলোপ-কামনারই নিজের অনর্থের সহযোগিতায় উভয় সেবার সহিত কৃত্রিম দ্বন্দ্ব করিবার প্রবৃত্তিও নিজের প্রকৃত সেবাচ্যুতারই উৎকৃষ্ট পরিচয়। যেহেতু এই উভয়প্রকার সেবাবৈচিত্র্যের ছলনাকারী বঞ্চিতগণ অসুবিধাগ্রস্ত হইয়াছে, সুতরাং সেবাবৈশিষ্ট্যের (?) দোষই সাব্যস্ত হইবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর প্রতি আধ্যক্ষিকতা প্রদর্শনে এই উভয় সেবাই যৌথিকভাবে প্রয়োজন—ইত্যাকার গোঁজামিল দেওয়ার বিচার কখনই সেবাসৌভাগ্যের নির্দ্দেশক নহে। ইহাই সেবাহীনতার প্রকৃত বৈচিত্র্য অবলম্বন। বস্তুতঃ সাধুর মনোধর্ম্মচ্ছেদক বাণীই আমাদের সকল বিপদে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা,—যদি সেই বাণীকে নিজের অনর্থপরিচর্য্যায় নিয়োজিত না করা হয়।

প্রকৃতসেবার ভূমিকায় না পৌঁছান পর্য্যন্ত সেবাসম্বন্ধে অন্যান্যের মানসিকতা পোষিত হইতে বাধ্য। সেবার বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য বস্তুতঃ সেবাসম্বন্ধে আমার একদেশ-দর্শিতা-নিবারক। নিজের উপর সেবার তাদৃশ সত্তার প্রভুত্ব বরণ করিবার আন্তরিকতার অভাব হইলেও সেবাবিমুখতা স্বীকৃত হয়। বহুধা সেবাপ্রাপ্তা সেবার অখণ্ডত্বের বিরোধী নহে। সেবার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের সহিত নিজের মানসিক খণ্ডত্বের একাকার করিবার চেষ্টাই সেবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরোধিতা করা হয়। সেবার মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা আকাঙ্ক্ষিত হইলে সেবার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বুঝিতে বাধা থাকে না। সেবার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বুঝিবার সমীচীনতা সেবাবৈচিত্র্যের অনুষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক অকপট আসক্তি। বস্তুতঃ কোন সেবাতেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আন্তরিক সংযোগের সুযোগাভাব নাই। কপটিগণের দুর্ভাগ্য তাহাদের সেবাধরণ-জ্ঞানের প্রতি উপেক্ষার যোগ্য পুরস্কার মাত্র। তদ্দ্বারা নিজের বিচার প্রতারিত হইলে নিজের সেবকত্ব কখনই বজায় থাকিতে পারে না। সেবা কি, তাহা বুঝিবার সাহায্য হারাইয়া নিজের কর্ম্ম বা জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য নিজের অনর্থ-পীড়িত চিত্তের উপর কার্য্যকরী করা যাইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা সেবার প্রতি অবিচার কিছুতেই সমর্থনীয় নহে। নিজের অনর্থ-পীড়ায় উৎপীড়িত ব্যক্তিগণ সেবা-অনধিকারী। তাহাদের কপটতার সেবার বৈশিষ্ট্য স্বীকার আধ্যক্ষিকতা মাত্র। কেহ যাজন করিয়া অসুবিধাগ্রস্ত হইল, আর আমি বাণী আলোচনা করিয়া মুক্ত হইয়া গেলাম—ইহার নাম দুষ্ট সেবা-বিরোধী বিচার আর কিছু নাই। প্রকৃত সেবা না পাইলেই নিজের অনর্থ-উৎপাদক নিপুণ মনের কারসাজিতে এতাদৃশ বিচার হয়। ইহাই নিজের দুর্ভাগ্যের পীড়নে সেবা-বিরোধ। সেবা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাশক্তি এবং তাহা তাঁহার প্রকৃত অকপট ভৃত্যগণই লাভ করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই অনন্তসেবাবৈচিত্র্যের সর্ব্বোত্তম অখণ্ড সেবাবৈশিষ্ট্যবিজ্ঞানে বিজ্ঞতম! তাঁহার কৃপা-বাক্যানুযায়ী সেবার প্রতি অকপট আত্মসমর্পণদ্বারা সেবার প্রকৃত অখণ্ড বৈশিষ্ট্যবিজ্ঞানে অধিকার হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণপ্রধান ও অর্চ্চনপ্রধান প্রভৃতি সেবাবৈচিত্র্যের বিভিন্ন পাত্র রহিয়াছে, কিন্তু বদ্ধজীব যদি নিজের মানসিক খেয়ালে সেবকাভিমানী হইয়া পড়ে, তবে তাহা প্রকৃতপক্ষে [illegible] পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে। বদ্ধজীবের ভক্তির dictator হইবার অধিকার নাই। অসীমের তদনুযায়ী শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবাক্যের প্রতি সশ্রদ্ধভাব সহিত প্রকৃষ্ট অকপট নির্ভরতা হইলে তবেই নিজের মানসিকতার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব। তখনই নিষ্কপট হৃদয়ে সেবার অখণ্ডবৈচিত্র্য সেবোন্মুখতায় বিচারিত হইলে সুসমঞ্জস হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে।

—

প্রভুপাদের হরিকথা

——:০০):০:——

ব্রজবাসিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'চ্ছেন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি যে রসে ভগবানকে আশ্রয় করেন, সেই রসের আশ্রয়বিগ্রহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি নিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ—যাঁ'কে জগৎপ্রকাশ বলা হয়। আমাদের যদি কোনপ্রকার দম্ভ এসে উপস্থিত হয়, তা'হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্টসেবার অগ্রসর হ'তে পা'রব না, বরং অধঃপতন উপস্থিত হ'বে। মানুষের অধঃপতনের পূর্ব্বে অশ্রদ্ধা ব'লে একটা জিনিস আসে। যদি হরিকথা-কীর্ত্তনকারীর প্রতি শ্রদ্ধা হয়, তবেই মানুষের মঙ্গল হ'তে পারে।

অশ্রদ্ধানকে হরিনাম উপদেশ ক'রতে হ'বে না। অশ্রদ্ধান কে? যে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ করে। যেমন প্রতিমা দেখ্‌ছি, প্রতিমা একটা জিনিষ, আর ঠাকুর একটা জিনিষ—এরূপ ভেদ দর্শন অশ্রদ্ধা হ'তেই উপস্থিত হয়। "আমি প্রতিমা দেখ্‌ছি এরূপ বুদ্ধি ভোগবুদ্ধি। আর শ্রীবিগ্রহ আমাকে দেখ্‌ছেন, আমা'র অনাবৃত স্বরূপকে দেখ্‌ছেন,"—ইহাই হ'ল শ্রীবিগ্রহদর্শন।

শ্রদ্ধা যদি না হয়, তা'হ'লে সাধু বা ভগবদ্দর্শন হয় না, মৎসরতা বা হিংসা এসে উপস্থিত হয়। হিংসা এসে কেন? অন্য লোক আমার উপর উঠে যা'চ্ছে, এজন্য হিংসা হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের গোড়াতেই ভাগবতগণকে নির্ম্মৎসর সাধুগণের ধর্ম্ম ব'লে বলা হ'য়েছে।

আমি সেবা ক'রব, আমি সেবা নাহি—এই সুবুদ্ধি যদি উদিত হয়, তা'হ'লে যে সকল দুর্ব্বুদ্ধি মাতা-পিতা বা লৌকিক আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে পেয়েছি শিখেছি, সেগুলি কেটে যেতে পারে। তা' না হ'লে ঐ দুর্ব্বুদ্ধিগুলি আরও পুষ্ট হ'তে থাকে।

ভগবান্ যে ভোক্তা, ইহা ভুলে গেলেই সংসার। ভগবানের যে ছায়াশক্তি আমাদিগকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দেন ও বোকা বানিয়ে দেন অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-কামনায় মুগ্ধ ক'রে দেন, তিনিই হ'চ্ছেন—দুর্গাদেবী। ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই তিনি এরূপ মোহন কর্‌ছেন। সেই ছায়াশক্তির শরণ গ্রহণ ক'রলে কিছুই সুবিধা হ'বে না। সেই ছায়া বা মায়া যাঁ'র, সেই শক্তিমানের শরণ গ্রহণ ক'রতে হ'বে।

অন্যের সেবা গ্রহণ ক'রবার আমাদের কি অধিকার আছে? কিন্তু সমগ্র বিশ্ব আমার সেবা করুক, আমার বর্ত্তমান চিন্তাস্রোত। নদীর জল, গাছের ফল আমার কাজে লেগে গেছে, ভগবানের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। ভগবান্ কি জিনিষ, যদি বা'বুতে হয়, তা'হ'লে ভগবানের ভক্তের কাছে যেতে হ'বে—গোড়া ডিঙ্গিয়ে যাস খাওয়া যা'বে না।

কর্ত্তা অনর্থযুক্ত আমার সহিত কথা বলেন না, আমাকে কোন উপদেশ প্রদান করেন না; কিন্তু সাধু আমার ন্যায় অনর্থযুক্তের নিকটও হরিপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন—আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন। সাধুর নিকট হরিপ্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছুই হয় না। হরিপ্রসঙ্গ না হ'লেই ভোগ্যপ্রসঙ্গ হ'য়ে যা'বে। ভোগ্যপ্রসঙ্গে সংসার, আর সেব্য-প্রসঙ্গে ভক্তিপ্রবর্ত্তন।

ভক্তিপিপাসায় ছোট বড় নাই, সুতরাং সকলেই একই রকমের ভগবদ্ভক্ত বা যা'কে তা'কে ভগবদ্ভক্ত ব'লতে হ'বে—এরূপ হ'তে পারে না। ভগবানের পূজা ক'রবার জন্য পূজা আরম্ভ হ'তে পারে; কিন্তু সেই পূজার কিরূপে সিদ্ধি হয়, সে-বিষয়ে যা'দের প্রশ্ন জাগে নাই, তা'রা বঞ্চিত হ'য়ে যা'বে। কে কতটা পরিমাণে ভগবদ্ভক্ত, ইহা যা'দের বিচার হ'চ্ছে না, তা'দের ও' উন্নতি হ'বেই না বরং পূজার জন্য যে স্পৃহাটী উদিত হ'য়েছিল, সেটাও কমে যা'বে। তা'দের ভগবদ্ভক্তির যে এখনও কিছুভাব দেখা যা'চ্ছিল ভগবদ্ভক্ত না চিনার দরুণ সেই টুকুও চলে যাবে।

কনিষ্ঠ অধিকারীর ঠাকুর পূজা শেষ হ'য়েছে, তবে তিনি ঠাকুরের পূজার বিরোধী নন বা কনিষ্ঠাধিকারীকে ঠাকুরপূজার বাধা দেন না; আর তিনি কল্পনা ক'রেও ঠাকুর দেখেন না। তিনি ঠাকুরের ভজন করেন—নিরন্তর হরিকীর্ত্তনের দ্বারা, মধ্যম-অধিকারী তাঁ'রই সেবা ক'রতে থাকেন। তিনি জানেন,—হরিকীর্ত্তনকারীই জগতে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। হরিকীর্ত্তনকারী বলেন,—চব্বিশ ঘণ্টা কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা কর। ভক্তবীর হও একমাত্র কৃষ্ণ।

মধ্যম অধিকারের প্রচার কার্য্য বা কীর্ত্তন এই প্রচারসেবা বা কীর্ত্তন ব্যতীত কখনও আপনাদের মঙ্গল হ'বে না। প্রচারকার্য্যে অর্থাৎ কীর্ত্তনে যোগ না দিলে অধিকার উন্নত হ'বে না। সাধুদিগের সম্পূর্ণ কীর্ত্তন ক'রে প্রথমে নিজেকে সেই সকল কথা শুনা'তে থাকুন, তা'তে অপরে শু'নলে শুনবেন, না হয় না শুনবেন। যদি *missionary work* না করেন, তবে আবার খাওয়া দাওয়ায় প'ড়ে যা'বেন। *missionary work* মানে কীর্ত্তনকারী ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা সেই সঙ্গ হয়।

মূর্খ লোক,—শাস্ত্রজ্ঞানহীন ভোগী লোক লাল কাপড় পরা ত্যাগী ও নানা-প্রকার ভুজুকী-প্রদর্শনকারী ব্যক্তিগণকে সাধু, মহাজন, বৈষ্ণব ও গুরু-জ্ঞানে তা'দের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে নিজেদের জীবন অমঙ্গল বরণ ক'রছে। এরা অতি কৌশলী হ'লে মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে এ'দের বিশ্বাস নাই। সদ্গুরু-পদাশ্রিত হ'য়ে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গে থেকে কৃষ্ণভজন আরম্ভ না করা পর্য্যন্ত কখনও আমাদের মঙ্গল হ'বে না।

———

বিবিধ সংবাদ

আসামে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের প্রয়াস

স্যার মহম্মদ সাদুল্লা আবহিত হইয়া গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল আসামে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। তাহার পর তাঁহার পুরাতন মন্ত্রিমণ্ডলের সহকর্মীদের সহিত তিনি ক্রত পরামর্শ ও আলোচনা আরম্ভ করেন।

এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, আসামে আবার পার্লামেন্টারী গবর্ণমেন্ট গঠনের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। শীঘ্রই সরকারী ঘোষণা আশা করা যায়। প্রাক্তন সাদুল্লা মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই এখন শিলংএ রহিয়াছেন।

———

সিন্ধুর জেলে তিন হাজার হর বন্দী

বর্ত্তমানে তিন হাজার হর বন্দী সিন্ধুর জেলে ও সাব-জেলসমূহে আছে। সিন্ধুর কারা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল মিঃ এফ, বি, মাস্কেট এক বিবৃতিতে বলেন যে, হর বন্দীদিগকে জেলে আটক রাখার ব্যবস্থা করায় জেলের সমস্ত স্থান ভরিয়া গিয়াছে। কাজেই জেলে যে সব শিল্পদ্রব্য নির্ম্মিত হইত, তাহা এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সিন্ধু হইতে হর বন্দীদিগকে বিজাপুরে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায় ধান ফসলের ক্ষতি

বাঙলা দেশের কতকগুলি জেলায় এই বৎসর "হিস্পা আর মিজেরা" অথবা স্থানীয় ভাষায় পামরী বা পিপী পোকা নামে পরিচিত একরকম শস্যের পতঙ্গ জাতীয় মক্ষিকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ইহা "পাকনী", "পাতি" "পাৰ্ষি" "বালধা" বা "বাঁকা পোকা" বলিয়াও অভিহিত হয়। সংবাদে জানা গিয়াছে যে পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য জেলার মধ্যে ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও ঢাকা জেলাই এই মক্ষিকের ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। বাঙ্গলার কৃষিবিভাগ এই মহামারী প্রতিরোধ-প্রণালীগুলির সহিত ধান্য শস্যের উৎপাদকদের সুপরিচিত করিবার সমস্ত সম্ভাব্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

উহাদের প্রতিকারোপায় :—

১। সমস্ত ধানের ডগার ছিদ্রযুক্ত কাণ্ডগুলি তাহাদের পাতাগুলি সহ সংগ্রহ করিয়া পতঙ্গের ডিম, শূককীট ও বাচ্চা বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সেই গুলি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

২। মক্ষিক আক্রান্ত মাঠের উপর একটা প্রশস্ত খোলামুখ কাপড় বা চটের বস্তা টানিয়া ও কীটগুলিকে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। টানিবার সময় বস্তাটার মুখের পার্শ্বদেশে দুই খণ্ড বাঁশ আটকাইয়া উহাকে খোলা রাখা যাইতে পারে। এইরূপে সংগৃহীত কীটগুলিকে অল্পমাত্রাক কেরোসিন তৈলযুক্ত জলপূর্ণ বালতির মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংস করা যাইতে পারে।

৩। জলামাঠে বিঘা প্রতি দুই বোতল হারে জলের উপর কেরোসিন ছিটাইয়া তাহার পর মাঠের উপর দিয়া একটা দড়ি বা বাঁশের খুঁটি টানিয়াও কীটগুলি ধ্বংস করা যায়। এইরূপ করিলে উপরিভাগস্থ কেরোসিন তৈলের সংস্পর্শে আসিয়া কীটগুলি মরিয়া যাইবে।

৪। জল মিশ্রিত কেরোসীন তৈলে সিক্ত একটা খুব মোটা দড়ি জলের উপর টানিয়াও ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে। (কেরোসিন তৈলের পরিবর্ত্তে অশোধিত তৈল বা ১৯ ভাগ জলে ১ ভাগ কেরোসিন তৈলও ব্যবহার করা যাইতে পারে)

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

দেশীয় পাচন

সর্ব্বরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত বেশী। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারীদের জন্য—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। শ্রীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সপ্তম শ্রীভক্তিবিনোদ-
গ্রন্থাবলী

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের রচিত বিবিধ স্তব-
সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত
আদি পাণ্ডুলিপি-সহযোগে
সংশোধিত ও বর্দ্ধিত কলেবরে
"সজ্জনতোষণী"-আকারে প্রকা-
শিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীভজনরহস্য
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও
'আস্বাদন'-আকারে প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সর্ব্বতোভাবে
পড়িবার প্রত্যেক ব্যক্তিরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২৯ বামন, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১১ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২৭শে জুলাই, ইং ১৯৪২, সোমবার } ১১২ তম সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ বামন, পার্শ্ব সর্ব্বশ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—:০:(০):০:—

মূল ঠিক রাখিলেই সবই ঠিক হইবে। মূলকে বাদ দিয়া শাখাপ্রশাখা অবলম্বন করিলে অসুবিধা। হরিভজনের মূলই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুপাদপদ্মব্যতীত হরিভজনের আর অন্য কোন অবলম্বনীয় বস্তু নাই। মূলে গলদ না থাকিলে সাধনের সকল ক্রিয়াই ঠিক ঠিক হইয়া যাইবে। প্রাণহীন দেহের যেমন কোন মূল্য নাই, শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাদ দিয়া হরিভজনেরও ঠিক তদ্রূপই। গুরু-কৃপাই জীবকে হরিভজন করায়। এই জন্য শাস্ত্র ও মহাজনগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করিতে বলিয়াছেন। আমরা সকলে শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই সেবক। আমরা তাঁহারই বিক্রীত পশু। তাঁহাকে ছাড়িয়া জগতে আর কাহারও নিকট মস্তক বিক্রয় করা উচিত নহে! আমরা একাদশী, আমরা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের সেবক। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই নিজ সেবক। তবে আমরা অযোগ্য, তাঁহার সেবা করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। বৈষ্ণবগণ গুরুসেবা-শিক্ষা-প্রদাতা। তাঁহাদের কৃপা ও সঙ্গবলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমাদের দৃঢ়তা লাভ হয়। তাঁহাদের কৃপা ও সেবাবলে গুরুকৃপা ও গুরুসেবা পাওয়া যায়। কৃপার মালিক অর্থাৎ ভগবৎসেবা-প্রদানকারী শ্রীগুরুনিত্যানন্দ। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥

সুতরাং আমরা এই দয়ার মালিককে ভুলিব না। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া চলিলে আমাদিগকে আর বিপথে পতিত হইতে হইবে না। বড় বড় ঝাপ্টা আসে আসুক, বড় আপদ্-বিপদ্ আসে আসুক, কিছুতেই কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে ভুলা উচিত নহে। তাঁহাকে ভুল হওয়ার জন্যই আমাদের বড় অসুবিধা হইতেছে। মূল বস্তু পরিত্যাগ করিয়া ডাল-পালার সেবা বৃথা। মূলকে কাটিয়া যদি গাছের ডালপালায় জল দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে কোন সুফল লাভ হয় না। সেইরূপ জগতে সর্ব্বাবৃদ্ধি করিয়া—তাঁহার বাক্যে সন্দিহান হইয়া সেবার অভিনয় করিলে কিছু লাভ হয় না।

গুরুর অনুকূল—অনুকূল থাকিয়া হরিভজন হয় না। আমাদের যা' কিছু সবই গুরুসেবার অনুকূলে হওয়াই প্রয়োজন। আমাদের যাহা নিয়ম বা নীতি, তাহা ভগবৎসেবার অনুকূল হইলেই গ্রহণ করা উচিত; নতুবা তাহা পরিত্যাজ্য। আগে নীতি, পরে ভগবদ্ভক্তি—এরূপ নহে; আগে ভগবদ্ভক্তি, পরে নীতি। ভগবদ্ভক্তের যে নীতি বা ক্রিয়া, তাহাতে সকল নীতিই অন্তর্ভুক্ত আছে। ভগবদ্ভক্তের নীতি পরমা নীতি, তাঁহারা স্বপ্নেও দুর্নীতি-পরায়ণ হন না। আমরা যদি নীতি-পরায়ণ হইতে চাই, আর যদি সেই নীতি সম্পূর্ণ ভগবৎসেবার অনুকূল না হয়, তাহা হইলে ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

ভক্তির পথ—শরণাগতির পথ—কৃপার পথ। কৃপা না হইলে এই পথে একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না। এই কৃপা আসিবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলে কৃপা আসিবে না। গুরুকৃপা ছাড়া গতি নাই, সকল কার্য্যের মূলই কৃপা। কৃপা ছাড়া সবই বৃথা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকর্ষণের মধ্যে পড়িতে পারিলে আমাদের অনর্থাদি আর কিছু করিতে পারিবে না। তাঁহার শুভ-দৃষ্টির মধ্যে পড়িতে না পারিলে দৃঢ়তা আসে না। দৃঢ়তা কি? দৃঢ়তা—তিনি আমাকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, তাহাতে কেউ বাধা দিয়া কিছু করিতে পারিবে না। আমি কিছুতেই গুরুপাদপদ্ম ছাড়িব না—ইহাই সুদৃঢ়তা। তবে বিশ্বাসও হয় না, যদি আমার ভোগের কড়ি থাকে। এই কৃপা পাওয়া চাই, নতুবা আর উপায় নাই। গুরুকৃপা না হইলে সবই জগৎ আমাকে প্রত্যেক পদে পদে ঠকাইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা আমাদের প্রতি থাকিলে আর কোন অসুবিধা হইবে না। শ্রীগুরুদেবের আশ্রিত জনের ভয় বা চিন্তা নাই। তাঁহার কেহ কিছু করিতে পারে না। কেবল অকপটে তাঁহাকে ধরিয়া থাকিলে তিনিই সকল বিপদাপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন। শ্রীগুরুদেব সেবাবিগ্রহ। গুরুসেবক বৈষ্ণবগণ তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-স্বরূপ। অঙ্গ বাদ দিয়া অঙ্গীর সেবা বা অঙ্গীকে বাদ দিয়া অঙ্গের সেবা হয় না। বৈষ্ণবকে বাদ দিয়া গুরুসেবা এবং গুরুকে বাদ দিয়া বৈষ্ণবসেবা হয় না। বৈষ্ণব নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া গুরুসেবা করেন এবং সকলকে গুরুসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য যত্ন করেন। গুরুর নিষ্কপট সেবক শ্রীগুরুর এক প্রিয়। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্য, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমাদের মতিগতি হইল না। তাই প্রার্থনা—

আমি ত' দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥
শ্রীগুরুচরণে মোরে ভক্তি কর দান।
যে চরণবলে পাই তত্ত্বের সন্ধান।
ব্রাহ্মণ সকলে করি' কৃপা মোর প্রতি।
বৈষ্ণবচরণে মোর দেহ দৃঢ় মতি॥

বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব কখনও ভগবৎসেবার বল লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণ বৈষ্ণবেরই এক চেটিয়া সম্পত্তি। সুতরাং একমাত্র বৈষ্ণবই কৃষ্ণকে দান করিতে পারেন। শরণাগত ও বৈষ্ণবসেবার কাঙ্গাল হইয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া বৈষ্ণবের অনুগমন করিলেই শরণাগতিতে স্থিত বা সেবা লাভ করা যায়।

হরিকথা শ্রবণ করিলে আমরা জানিতে পারি, যে মুহূর্ত্তে আমরা হরিকথা হইতে বিরত থাকিব, সেই মুহূর্ত্তেই মায়ার কোন-না-কোনপ্রকার ছলনা আসিয়া আমাদের অনর্থ ঘটাইবেই ঘটাইবে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। জ্ঞানী বা যোগী হরিকথা কীর্ত্তনের অভাবে নিজের মঙ্গল করিতে পারে না এবং নির্ব্বিশেষ-মুক্তির পথে অধিকতর চলিতে চলিতে আত্মহত্যা করিয়া ফেলে। হরিকথা-শ্রবণকারী কখনও কখনও অসমর্থ হইলেও হরিকথা-শ্রবণপ্রভাবেই আবার হরিকথায় মনোযোগী হন এবং নির্ব্বিশেষবাদীগণের ছাড়িয়া কৃষ্ণের অনুকর্ষণের পথে চলিবার বল লাভ করেন। হরিকথাই সাক্ষাৎ স্বয়ংদেবতা-রূপে তাঁহাকে কল্যাণ করেন। অনেক সময় শারীরিক বল মানসিক বলের নিকট দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যেমন কাম-ক্রোধাদি রিপু-তাড়িত মনের উত্তেজনার নিকট অনেক

বিশ্বের সাময়িক সাফল্যশালী পুরুষকেও জীবনাবধি হইতে দেখা যায়। কিন্তু হরিকথা-শ্রুতি সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিলে আমরা নিরাপদ দুর্ব্বল ব্যক্তিও পৃথিবীর যাবতীয় তুচ্ছনীয় প্রলোভনের প্রবাহকার হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া হরিসেবায় নিত্য নিযুক্ত থাকিতে পারেন।

প্রকৃত সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিলে আমরা আমাদের প্রত্যেক কার্য্যকে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি। আমাদের কার্য্যকলাপ ঠিক ঠিক আচরিত হইতেছে কি না, তাহা সাধুর কীর্ত্তিত কথা-কষ্টিপাথরে ধরা পড়ে। হরিকথা আমাদের শ্রেয়োলাভের পথে আলোকস্তম্ভ। হরিকথাহীন হইলে কার্য্য আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিপরক কর্ম্মমাত্র। সেরূপ কর্ম্মের বীরত্ব যে কোন অসভ্য জাতি বা কীটপতঙ্গাদিতেও দেখা যায়। হরিকথা ছাড়িয়া যাহারা কর্ম্মকে বরণ করে, তাহারা প্রকৃত ভোগী—ভগবানের সেবার প্রতি দ্রোহাচরণকারী। তিনি যতই কর্ম্মবীরত্ব প্রকাশ করুন না কেন, সেগুলি কেবল পাপরাশির অনুগামী হইবে। কর্ম্ম কখনও সম্পূর্ণ ও নিষ্কাম নহে, আমরা কি ভগবানের সেবক, তাহা যদি হরিকথা-হীন হয়, তাহা হইলে তাহাও সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইতে পারে না। ইহার সাক্ষাৎ সাক্ষাৎ সংযোগের সূত্রই হরিকথা। অন্য উপায় দ্বারা ভগবানের সহিত সাক্ষাৎসংযোগ হয় না। হরিকথা বাদ দিলে হরিকে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা যায় না এবং তাঁহার সেবাও সম্ভবপর নহে। যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তিনিই মঙ্গলের পথ ধরিয়াছেন। তিনি মঙ্গলময় হরিকথার শরণাগত বলিয়া মঙ্গললাভ করিবেনই।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ভুলিয়া যাওয়া জীবের সব দুঃখের কারণ। কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাওয়ার ফলেই কৃষ্ণেতর বস্তুতে অভিনিবেশ হইয়াছে। কৃষ্ণস্মৃতিই জীবের সকল মঙ্গলের একমাত্র কারণ; আর কৃষ্ণবিস্মৃতি জীবের যত দুঃখ, অশান্তি ও অমঙ্গলাদির উদ্ভব করায়। তাই শাস্ত্র জগজ্জীবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচারে জানাইয়াছেন,—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো
ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব
কিঙ্করাঃ॥"

সমস্ত বিধির মূল বিধি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-স্মরণ, আর সকল নিষেধের মূল নিষেধ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম না ভুলা। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম জাগতিক বস্তু পরিণামশীল অনিত্য কোন বস্তুবিশেষ নহে। তিনি সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ। তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা সকলই অবিনাশী, পরমচেতন ও পরিপূর্ণ আনন্দের ঘন প্রস্রবণ। তাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ জাগতিক কোন প্রাকৃত বস্তুর মনন বা ধ্যানরূপ কোন অনিত্য কার্য্যাধীন হওয়ার নহে। শ্রীকৃষ্ণনাম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ ও লীলা হইতে অভিন্ন। প্রাকৃত বস্তুর নামরূপ-গুণাদিতে যেরূপ ভেদ আছে, অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-নামাদিতে ঐরূপ কোন ভেদের অবকাশ নাই। ভেদচিন্তা-প্রবল জগতে অপ্রাকৃত বস্তুর অভেদত্ব-বিচার কল্পনাযোগে পর্য্যবসিত হয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ, যাবতীয় বস্তু ও সমস্ত জীবনিচয় অবস্থানরত শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ; কিন্তু বিমুখজীব মায়ার নিকটে আক্রান্ত থাকায় দৃশ্য জগতে কৃষ্ণের অনুভূতি বা দৃশ্য-জগতের মধ্যে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দর্শন করিতে পারিতেছে না, তাই জগৎকে ভোগ্য বলিয়া বিচার করিতেছে।

———

বিষয়বিগ্রহ বা প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞানের অভাববশতঃ নিজেকে সমস্ত বস্তুর প্রভু বা ভোক্তা বলিয়া অভিমান হইতেছে এবং তৎফলে সমস্ত বস্তুর প্রতি প্রভুত্বস্থাপনের হেয় ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা চলিতেছে, এই প্রকার অসৎ-চেষ্টার পরিণাম কি, তাহা বিচারের বিষয় হইতেছে না। প্রভুত্ব-বাসনার ফলে জীবের চিত্ত কামক্রোধাদি রিপুর নিকটে কলুষিত হইতেছে। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর অনুসরণে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহা জানাইয়াছেন,—

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মৎসরতা সহ,
জীবের জীবনপথে বাস'।
অসচ্চেষ্টা-দস্যুক্লেশে, পথিকের সর্ব্ব নাশে,
প্রাণ লয়ে করে কষাকষি॥"

ভোগবাসনা বা প্রভুত্বকামনার ফলেই অমঙ্গলরূপ ষড়্রিপুর প্রবলতা এবং তাহাদের দাসত্বের জন্য কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীবের দুঃখ নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রবল শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যত্ন হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা রিপুদিগের বশবর্ত্তী হওয়ার পরিবর্ত্তে প্রভুর দাস্যে বা অনর্থান্তে রিপুদের জয় যত্ন করিয়া থাকেন। রিপুর দমন বা প্রভুত্ব আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-স্মৃতি বা তাঁহাদের দাস্যই জীবের প্রয়োজনীয় বিষয়। ইহাতেই শ্রেয়োলাভের নিত্যমঙ্গল নিহিত আছে। এই সদ্বিচারের অনুসরণ করা প্রয়োজন।

বিবেকবান্ বা বুদ্ধিমান্ জীবই সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্যে বিশ্বাসী। তাঁহারাই শাস্ত্র এবং গুরুর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভক্তিশাস্ত্র-মতে চলিবার জন্য যত্ন করিয়া থাকেন; তাহাতে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ের কথা অবগত হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সংসার-সমুদ্রে জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তিনিই জীবের দেহতরণীর একমাত্র কর্ণধার। শ্রীগুরুদেবই পথভ্রান্ত বিপথগামীদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। তিনিই সর্ব্বজীবের একমাত্র বাধার ব্যথী, জীবন-মরণের একমাত্র বান্ধব ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। যে সৌভাগ্যবান্ জীব শ্রীগুরুদেবকে এইরূপে বরণ করিতে পারেন, সর্ব্বস্ব তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহার হইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাঘাতে কৃতকার্য্য হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই সকলের মূল—একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি কলি-জীবের কল্যাণবিধানের জন্য তাঁহার মহা-বদান্যলীলাময় শ্রীমূর্ত্তি জগতে প্রকট করিয়াছেন। বদান্যাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় জগজ্জীব অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেমে ধন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রেমময়-মূর্ত্তি শ্রীগৌরকে বিশ্বে কে জানাইলেন? কে তাঁহার অপ্রাকৃত সম্পদ্, বেদবেদ্য-সুনীরজ্জু প্রেমধনের ভাণ্ডার জগতে উন্মুক্ত করিলেন? কে সেই প্রেমের পসরা মস্তকে লইয়া প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া, যাচিয়া যাচিয়া বিলাইলেন। তিনি স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—গৌরপ্রেমের একমাত্র ভাণ্ডারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগৌরজন—শ্রীগৌরকৃষ্ণজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই শ্রীগৌরকৃষ্ণকৃপা লাভ হয়। গৌরভক্তগণের কৃপার কাঙ্গাল হইতে হইবে। শ্রীগুরুকৃপাতেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়।

জীবের স্বতন্ত্রতা

——::(:০:)::——

জীব চেতনবস্তু। চেতনের স্বতন্ত্রতা আছেই। যাহার স্বতন্ত্রতা নাই, তাহা জড়। জীব কিছু জড় বস্তু নহে যে, তাহার স্বতন্ত্রতা থাকিবে না। তবে একটা কথা—অণুচৈতন্য জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও জীব পরমেশ্বরের ন্যায় পূর্ণ স্বতন্ত্র বা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র নহে। জীব যেরূপ অণু, তাহার স্বতন্ত্রতাও সেইরূপ সীমাবদ্ধ। জীবের স্বতন্ত্রতা সীমাবদ্ধ বলিয়াই তাহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার আছে।

জীব তটস্থ। সেইজন্য সে বিমুখতা ও উন্মুখতা—উভয় দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে। যখন সে বিমুখতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া তাহাকে সংসারে ভ্রমণ করায়। অনন্তকাল যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া নিজ স্বতন্ত্রতার জন্য নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া উন্মুখ হইবার জন্য যখন যত্নপর হয় অর্থাৎ স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে বা আনুগত্যময়ী স্বতন্ত্রতা বরণ করে, তখন পরমেশ্বরের যোগমায়া তাহাকে উন্মুখতার পথে পরিচালিত করেন।

ভগবান্ই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা। জীব-সকল যেরূপ কার্য্য করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল প্রদান করেন, সর্ব্বভূতকে চালিত করেন। ভগবান্ সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব করেন না, তিনি মায়া বা নিজ শক্তির দ্বারা তাহাদিগকে পরিচালিত করেন। জীব যখন বিমুখ হয়, তখন মহামায়া তাহাদিগকে চালিত করে; আর জীব যখন উন্মুখ হয়, তখন যোগমায়া তাহাকে সাহায্য করেন।

জীব জড় নহে, চেতন; তাহার স্বতন্ত্রতা আছে। ভগবান্ জীবের নিয়ন্তা হইলেও জীবের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ বা তাহার স্বাধীনতা ধ্বংস করেন না। জীব হেতুকর্ত্তা, আর ঈশ্বর প্রযোজককর্ত্তা। জীব নিজকর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে-সকল কার্য্য করে, সেইসকলের ফলভোগে প্রযোজককর্ত্তৃরূপে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর—ফলদাতা, আর জীব—ফলভোক্তা।

বদ্ধজীব আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি, পাপপুণ্য সবই ভগবান্ই করান, সুতরাং আমাদের দোষ কি? যাহারা নিজ নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারজনিত অসৎকর্ম্ম-গুলি ভগবানেরই প্রেরণায় ও নিয়ন্ত্রিত বলিয়া আত্মসমর্থনের যুক্তিসিদ্ধি প্রদর্শনার্থ যত্নবান্ হন, তাহাদের চেষ্টা কোনদিন শাস্ত্র-দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না। তাহাদের ন্যায় জীবের শত্রু ও আত্মঘাতক কেহ নাই। কারণ ঈশ্বর যখন তাহার হৃদয়ে বসিয়াই তাহাকে যন্ত্রের ন্যায় নিয়মিত করিয়া থাকেন, জীবকে যখন তিনি যেটুকু কোন স্বাধীনতা প্রদান করেন নাই, তাদৃশ সমস্ত কর্ম্মই যখন ভগবান্ তাহাকে করান, তখন ভগবানের জীবকে উপদেশ দেওয়ারও কোন আবশ্যকতা থাকে না। ভগবান্ যন্ত্রের ন্যায়, কলের ন্যায় জীবকে ঘুরাইয়া দিলেই ত' হয়? কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি শরণ গ্রহণ করিবার উপদেশ দেন কেন? ভগবানের উপদেশ ও শিক্ষা হইতে জানা যায় যে, জীব অস্বতন্ত্র নহে; কারণ অস্বতন্ত্র বস্তু কখনও শরণ গ্রহণ করিতে পারে না। ভগবানের শরণ গ্রহণ করা, না করা—উভয় বিচারে জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারফলে জীবের মঙ্গল হয়, অপব্যবহারফলে সে মায়াগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পায়।

শ্রীল প্রভুপাদকে জনৈক ব্যক্তি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার কি ভগবৎ-প্রেরণায়ই হয়? উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—"ভগবৎপ্রেরণায় হ'লে ত' ভগবৎ-সেবাই হ'ত—ভগবদ্বিস্মৃতি হ'ত না। ইহ জগৎ হ'তে যা'র ছুটী পা'বার বাকী আছে, তিনিই বিচার করেন—পদ্মযোনি ভগবানের উপর যদি দোষটা'ন চাপিয়ে দেওয়া যায়, তা'হ'লে নিজে বেঁচে গেলাম। কিন্তু সেবা-প্রবৃত্তির অভাব হওয়ায়, কোন দিন তিনি মুক্ত হ'তে পারেন না। চেতনময়ী সেবোন্মুখতা জন্যে যিনি সমস্ত সুবিধাগুলিকে ভগবানের অনুগ্রহ বা দয়া ব'লে বিচার ক'রে ভগবানের প্রতি আরও অধিকতর আকৃষ্ট

হন, তিনিই অনায়াসে মুক্তিপদের অধিকারী। আমরা হরিবিমুখ হওয়ায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রে কর্ম্মভোগ-ফলবাধ্যে পাপের প্রবৃত্তি বরণ ক'রেছি। ভগবান্ সর্ব্বাশ্রয়। তাঁ'র কাছে আশ্রয় পা'ব ব'লে যে আশা করা যায়, 'ভগবান্ তাঁ'র ঐকান্তিকতা পরীক্ষা ক'র্‌বার জন্য তাঁ'র আশ্রয়প্রার্থীর নিকট অনেক অসুবিধা এনে দেবেন। যেমন কবিরাজের কাছে গেলাম, তিনি পথ্যাপথ্যাদির ব্যবস্থা ক'র্‌লেন, ডাক্তার ছুরিকা দিয়ে ফোঁড়ার মুখ খুলে দিলেন।"

সাধন-নির্ণয়

শাস্ত্রে সাধন ও কৃপার যুগপৎ আবশ্যকতার কথা শুনা যায়। এই দুই-এর একটীকে বাদ দিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না—ইহাই সাধারণ নিয়ম। অহৈতুকী অযাচিত কৃপা যেখানে, সেখানে সাধনের আবশ্যকতা না থাকিতে পারে। কিন্তু কৃপা না হইলে সাধনে সিদ্ধি অসম্ভব। সুতরাং সেব্যের সেবাপ্রদানরূপ শুভেচ্ছা বা কৃপাই সেবা-প্রাপ্তিরূপ পরমমঙ্গলাভের মুখ্য উপায়। সেইজন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সেবোন্মুখ থাকিয়া সর্ব্বদা কৃপার প্রতীক্ষা করেন।

যখন আমরা সাধুর মুখে হরিকথা শুনি, তখন এই পাপময় চিত্তেও 'কি করিয়া ভগবান্‌কে পাওয়া যায়' এই প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইতে দেখা যায়। সাধুসঙ্গের এমনই প্রভাব! কিন্তু আমাদের এমন দুর্দ্দৈব যে, তাহা জলবিম্বের ন্যায় তৎক্ষণাৎ আবার অন্তর্হিত হইয়া যায়। বাস্তবিক কি উপায়ে সহজে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, ইহা মীমাংসা হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, সেই ভক্তগণের সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। ভক্ত ব্যতীত অন্যত্র সচল ভগবানের লীলা পাওয়া যায় না। শ্রীনন্দের গৃহে বা সাধুর হৃদয়গুহে ভগবানের অবস্থিতি। এই ভক্তগণ ভগবানের সেবাকেই সার করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথাকেই জীবনসর্ব্বস্ব করিয়া সর্ব্বদা সেই সকল আলোচনা করেন। সাধারণ লোক ভগবানের সম্বন্ধে যে আলোচনা করে, তাহার সঙ্গে ভক্তের আলোচনার আকাশপাতাল-ভেদ বর্ত্তমান অর্থাৎ তাহা একেবারেই বিপরীত। সাধারণ লোকে নিজসুখের জন্যই ভগবানের সেবার অভিনয় করে এবং তজ্জন্যই তাহাদের আলোচনাদি যা' কিছু। কিন্তু সেবৈকসর্ব্বস্ব, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, কৃষ্ণেচ্ছাপূর্ত্তিকারী ভক্তগণের ভাব বা উদ্দেশ্য ঠিক তাহাদের উল্টা। তাঁহারা কেহই পরলোকের স্বর্গ, সার্ষ্ট্যাদি, এমন কি, মুক্তিরও অপেক্ষা রাখেন না। এককথায় তাঁহারা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকে তুচ্ছবোধে প্রয়োজন-জ্ঞান না করিয়া কৈতব বলিয়া জানেন। তাঁহারা স্বভাবে—ভাবে ভাবে জন্ম-জন্মে সর্ব্বক্ষণ ভগবানেরই সেবা করেন। তাঁহাদের সেই সেবাপ্রবৃত্তি অহৈতুকী, অপ্রতিহতা। সেই সেবা-প্রবৃত্তি কোন বাধা মানে না, সাগরাভিমুখিনী দ্রুতগামিনী গঙ্গাধারার ন্যায় উঁচু-নীচু সকল স্থান প্লাবিত করিয়া, সম্মুখের সকল বাধা-বিপত্তি বিদূরিত করিয়া অবাধ-গতিতে এক দিকে ছুটিতে থাকে—সেই প্রাণারামের দিকে। সেই ভক্তিপ্রবাহের বাধা নাই, বিপত্তি নাই, বিরাম নাই। সে কেবল প্রাণারামের সেবার জন্য, তাঁহার নবনবোৎসব বিধানের জন্য নিত্য নব নব রূপ ধারণ করিয়া পরমানন্দে তাঁহারই কোটী-চন্দ্র সুশীতল ছায়ায় অবস্থান করে। সেই ভক্তগণ ভগবানের সেবায়, ভগবানের ভক্তের সেবায় সতত নিত্য প্রীতিযুক্ত। তাই দেহ, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী পুত্রাদিতে, গাভী পশু প্রভৃতি বা অবৈধধর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বে তাঁহাদের প্রাণ বা প্রীতি আকৃষ্ট হয় না। কারণ তাঁহারা সর্ব্বপ্রাণপ্রাণ ভগবানের প্রীতির জন্য তাঁহাতেই প্রপন্ন।

এই ভক্তগণ যে ধর্ম্মের কথা বলেন, তাহা ভাগবতধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম—চেতনধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম সার্ব্বদেশিক, সার্ব্ব-কালিক এবং সার্ব্বজনীন। সে ধর্ম্ম দেহের নয়, মনের নয় আত্মার। তাহা অনিত্য নহে—নিত্য, সনাতন, কৈতব-রহিত। তাহাতে ভুক্তি মুক্তি-স্পৃহা নাই; সেখানে অক্ষেন্দ্রিয়সুখসন্ধানরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই। সেখানে আছে কেবল কামদেবের নিত্য নবনবায়মান কামতৃষ্ণার অদম্য উৎসাহ ও অপ্রতিহত প্রচেষ্টা। এ ধর্ম্ম শুধু তাপত্রয় পরিত্রাতা নহে, ইহা ত্রিতাপ উন্মূলনকারী শিব ও নিত্যমঙ্গলপ্রদ। ইহাতে আছে কেবল পরমপুরুষের সেবা বা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। এই ধর্ম্মের আরও মহত্ত্ব এই যে, ভগবান্ যে সেবাবিগ্রহগণের সেবায় লুব্ধ, প্রেমবশ্য, সেই সেবকগণের সেবা বিধান। এই ভক্তের ভক্ত হওয়াই ভগবদ্ভক্তের পরাকাষ্ঠা বা ভগবানের সম্যক্ তুষ্টি বিধান। সেইজন্য—বলিতেছি ভক্তসঙ্গে ভগবানের সেবায় সর্ব্বস্বসমর্পণকারী ভাগবত ভক্তগণের সঙ্গে ভাগবতের আলোচনা এবং গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত এই উভয়বিধ ভাগবত-সেবার দ্বারাই ভগবান্‌কে সহজে লাভ করা যায়। যিনি ভক্ত বা ভক্তাগ্রণী শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগত, ভগবান্ তাঁহারই প্রাপ্য বা করতলগত। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবাপ্রাপ্তি শুধু কঠিন নহে, পরন্তু অসম্ভব।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(০)::——

মায়ার আকর্ষণে, ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে বা জগতের আকর্ষণে পড়িলে সর্ব্বনাশ। মায়ার টানে জীবের গলে কর্ম্মফাঁস পড়িয়া যায়, আর কৃষ্ণের আকর্ষণে জীব সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমমঙ্গল লাভ করে। কোন ভাগ্যে যদি কৃষ্ণের আকর্ষণে পড়া যায়, তবেই সুবিধা। অখণ্ড ভগবৎ-স্মৃতি অনুক্ষণ কৃষ্ণ সেবা-রসে নিমজ্জিত করায়। ভগবৎস্মৃতি হইতে জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়, আর দেহাত্মবুদ্ধিগণেরই বিষয়-ভোগস্পৃহা উদিত হয়।

Three things must be shunned কনক, কামিনী এবং প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাকামী সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিষয়ী ও অসাধু। Karma is nothing but gratifying one's own senses and the senses of others. যাঁহারা কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ-নিত্যানন্দের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরকে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করেন, তাঁহারাই সুমেধা। আর সকলেই কুমেধা বা কুবিবেকী।

শুদ্ধবৈষ্ণব পর শ্রীকান্ত ও হরগণ নহেন; তিনি গোস্বামী, তিনি গোস্বামী। বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অনন্যশ্রী অবস্থিত। অতএব গোস্বামীই কেবল পাঠ করিবেন। অন্য কথা ত্যাজ্য। চেতনের বৃত্তির দ্বারা স্বরূপের কথা আলোচনা হইয়া থাকে। ভগবানের শরণাগত ব্যক্তির কোন অমঙ্গল নাই।

এখানে ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকা জীবের আদৌ কর্ত্তব্য নহে। এই স্থান আমাদের নিজ বসতিস্থান নহে, ইহা প্রতিমুহূর্ত্তে জানাইবার জন্য ভগবান্ প্রেম-পন্থার মধ্যে এত অসুবিধা রাখিয়াছেন।

আমরা দেবতা হইতে চাই না। দেবতা অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তে দুঃখের পরিচয় পায়। দেবতারা সুখের জন্য এত বিভোর যে, তাহারা সহজে দুঃখের পরিচয় না পাওয়ায় আরও অধিককাল কর্ম্মের নাগরদোলায় দু'লবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। মনুষ্যজাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য মাঝে মাঝে দেশে এমন কতিপয় মহাপুরুষ ভগবান্‌কর্ত্তৃক প্রেরিত হন, যাঁহারা নিত্যান্ধ মানুষকে উদ্ধার করিয়া ভগবানের রাজ্যে পাঠাইয়া দেন। ভগবানের সেবক নিজ দূত—ভগবানের বার্ত্তার দূত—[illegible] তিনি, তিনিই ঐরূপ কার্য্য করিতে পারেন।

প্রত্যেক জীবের মধ্যে Absolute God's aspect and His servitors' aspect আছে। We have free wil to go back—একথা জানিলে Transcendence এর scope-এ জানা দরকার গোলোকের পরতত্ত্বে পাঁচটী step অবতরণ হয়। একপক্ষের দিক্ হইতে জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ অর্চ্চাবতার, তারপর অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্ব ক্রমশঃ উচ্চাধিকারে লাভ হয়।

যাঁ'কে লাভ ক'র্‌তে হ'লে হরিকথা আলোচনা করা খুবই দরকার। বদ্ধজীব জড় জগতে এসে সংকোচধর্ম্মে আবৃত। তা'দের যে বিচারপ্রণালী, তা'তে তাঁ'র কাম ক্রোধাদি [illegible] দ্বারা কলঙ্কিত হ'য়ে প'ড়ে আছে। তা'তে উদ্ধার চাইলে ভগবান্‌কে আশ্রয় ক'র্‌তে হ'বে।

আমরা সব সময় কৃষ্ণ ভুলে আছি, যিনি কৃপা ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ ক'র্‌তে আসেন, তাঁ'কে আহ্বান ক'রে কপটতা, প্রতারণা, কপট [illegible] দিয়ে বাঁধা থাকি। সকলেরই বিশ্বাস—আমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় পদার্থ ঠিক ক'রে ফেলেছি। আমার জ্ঞানে ভুল নাই। মূর্খ যা'রা, ভগবজ্জ্ঞান যা'দের হয় নাই, তা'দের সেবাপ্রবৃত্তি আসে না। তা'রা সেব্য-অনুসন্ধান ক'রে অর্থসংগ্রহ, কামিনীসেবা ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য চৌদ্দ ভুবন আলোড়িত ক'রছে। নিজ ভোগ-সংগ্রহই তা'দের একমাত্র লক্ষ্য। ভাগবত এদের নরপশু ব'লেছেন।

কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বন্ধ ক'রে, হৃষীকেশের সেবা বাদ দিয়ে, হৃষীকের দ্বারা আমি ভোগ ক'র্‌ব এই বুদ্ধি যা'র, সে নিজের মঙ্গল চা'চ্ছে না। কপালপোড়া পণ্ডিতি আমাদের ভাগবত শু'নবার প্রবৃত্তি নেই। তাঁ'র বিরোধ ক'রে নিজের মূর্খতা বৃদ্ধি ক'র্‌ব, এটাই আমাদের ভাগবতপাঠ। ভোগে নরকপ্রাপ্তি বা ত্রিবিধ ক্লেশের মধ্যে থাকামাত্র লাভ। সেবাপরায়ণ হওয়া চাই, সেবাচেষ্টাকে ধ্বংস ক'রে জগতের [illegible] জন্য বড় কথা কহা নয়। বাস্তব বস্তুর দর্শনাভাবেই ভোগের দুষ্প্রবৃত্তি।

যা'রা খাওয়া দাওয়া থাকাতেই ব্যস্ত, তা'রা বৈকুণ্ঠ হ'তে শত সহস্র যোজন দূরে। এদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রতিযোগিতা নাই, আমরা কৃষ্ণ-বিমুখের সঙ্গ হ'তে শত সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত। ভাগবত প্রাণাকাঙ্ক্ষী যাঁ'দের সহিত আমাদের সম্বন্ধ। সর্ব্বতোভাবে যাঁ'দের নিকট ভাগবত কীর্ত্তন ক'র্‌তে হ'বে। এখন যা'রা ভয়ে প'ড়ে আছে, তাঁ'দের উদ্ধার আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। 'কৃষ্ণ আমার নন' তা'ও ব'লব। [illegible] অনেক-ডোবা লোককে যে উদ্ধার ক'র্‌তে যা'বে, তাকেও শেষে ধরে টেনে নিয়ে উদ্ধার হ'তে চায়—তাকে ডুবিয়ে দেয়। "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥" বিদ্বেষীকে incorrigible জেনে দূরে থাকতে হ'বে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-৪।১০।৪৪-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে হার	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	১০	৵৹	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
” ” ইঞ্চি	২৲	১৷৹	” সিকি কলম	১৫৲
” ” সিকি কলম	৫৲	৪৲	” অর্দ্ধ কলম	২৫৲
” ” অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	” এক কলম	৩৫৲
” ” এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৬৲
ষাণ্মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—তিব্বিতাবাদ একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র পয়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আদর্শজনক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে বরিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আদর্শকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগসিন্ধু এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন ভিক্ষা ।৵৹ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵৹ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। বিলম্ব, প্লীহা যকৃৎ জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ৸৹ মাত্র আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ এক টাকা চারি আনা। পাইকারী দর পত্র প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদের নূতন সদস্যদের তালিকা

সম্প্রতি দিল্লীতে জাতীয় দেশরক্ষা-পরিষদের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সামন্ত রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে চান্দসরণীর মহামান্য চান্সেলার এবং মহামান্য নিজাম-গভর্ণমেন্টের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভাপতি বাহাদুর মহামান্য ছত্রারীর নবাব, মহামান্য কোটার মহারাও এবং মহীশূরের মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। বরোদা-ষ্টেটের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বাহাদুর ডাঃ ভি, টি, কৃষ্ণমাচারী, কপূর্থলা ষ্টেটের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন—প্রধান মন্ত্রী খান বাহাদুর মির্জা আব্দুল আজিজ, পালনপুর ষ্টেটের প্রতিনিধি ছিলেন মিঃ জে, আর, ধুরন্ধর, ভবনগর এবং উদয়পুর ষ্টেটের (মেবার) প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রধান মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর ডাঃ বিশ্বনাথবন্দ্যোপাধ্যায়।

অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণের সাজা

ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী বাঙ্গলা-সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন:—(১) নিম্ন তপশীলভুক্ত দ্রব্যসমূহের পাইকারী ব্যবসায়ী। কোন খুচরা ব্যবসায়ী বা অন্য কোনও প্রকার ক্রেতার নিকট স্বাভাবিক পরিমাণের কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে বা বিক্রীত জিনিষের রসিদ দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। (২) কোনও পাইকারী ব্যবসায়ীকে যদি এই আদেশের সর্ত্তাবলী লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়, তবে তাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তিই হইতে পারিবে।

উল্লিখিত তপশীল:—চাউল, গম, আটা, ময়দা, লবণ, কয়লা, চিনি, দিয়াশলাই, সরিষার তৈল, ডাল, নারিকেল তৈল।

যুদ্ধে আমেরিকার কত সৈন্য হতাহত হইয়াছে?

সমরবিভাগীয় বোর্ড ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এপর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৪ হাজার ১ শত ৪০ জন সৈন্য হতাহত বা নিখোঁজ হইয়াছে।

ইহার মধ্যে ৩৮০১ জন নিহত, ৩২১৮ জন আহত এবং ৩৩১২৫ জন নিখোঁজ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১০২৫ জন নৌ-বিভাগীয় অফিসার ও সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৩০১ জন নৌবিভাগীয় কর্ম্মচারী এবং ৭২১ জন নৌসৈন্য। নিখোঁজ সৈন্য-সৈন্যের মধ্যে ২০ জন বন্দী হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে জানান হইয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের জাতীয় নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন

একটি অর্ডিন্যান্স প্রচারিত হইয়াছে যে, কোন চাকুরীর সর্ত্ত নিয়োগের জন্য যে নিয়ম রহিয়াছে তাহার ব্যতিক্রম হইলেও যে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের অধীনে চাকুরী করা হইতেছে সেই গভর্ণমেন্টের অথবা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের সম্মতি কোন চাকুরী করিতে থাকিলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের নির্দ্দেশানুযায়ী ভারতের যে কোন স্থানে তাহাদিগকে কাজ করিতে হইবে।

সমস্ত দেশের স্বার্থের জন্য যখন এরূপ কাজ প্রয়োজন হইবে, শুধু সেই অবস্থাই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইবে। যাহারা এ, আর, পি কাজে নিযুক্ত আছে কিম্বা কোন স্থানীয় কাজের জন্য যাহারা নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের উপর এই অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করা হইবে না।

চীনে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য সংগ্রহ

চীনের বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য সংগ্রহের ডিরেক্টার জেনারেল চেং স্-কোন বলিয়াছেন যে, এখন হইতে সৈন্য সংগ্রহ সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য করা হইবে না। ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী তিন বৎসরকাল চীনে প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ করিয়া নূতন সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে। নূতন ব্যবস্থায় কুয়োমিনটাং পার্টি ও যুব বাহিনীর সদস্য এবং বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সৈন্যবাহিনীতে যোগদান ব্যাপারে আত্মত্যাগ করা সম্পর্কে সাধারণ লোকেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবেন। জেনারেল চেং আরও বলেন যে, ৬০ লক্ষ নূতন সৈন্য সংগৃহীত হইলেও চীনে এ পর্য্যন্ত শতকরা মাত্র ৪ জন লোকই সামরিক কার্য্যে যোগদান করিবেন।

পাঁচ লক্ষ ব্রহ্মস্থ ভারতীয়ের ভারতাগমন

একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের ভারতীয়দের প্রায় অর্দ্ধেক অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ লোক ভারতে আসিয়াছে। একজনও আসা বন্ধ হয় নাই। স্থলপথে বাঙ্গলায় দুই লক্ষ, আসামে দুই লক্ষ, সমুদ্র-পথে ৭০ হাজার এবং বিমানে ১২ হাজার লোক আসিয়াছে।

আশ্রয়প্রার্থীদিগকে কাজের সংবাদ করিয়া দেওয়া ও আশ্রয়প্রার্থী ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ৩৩৫ জন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন, ১১১ জন ছাত্র ইন্টারমিডিয়েট এবং ৪৪ জন ছাত্র বি, এ পরীক্ষা দিবে। ভারতীয় সব গভর্ণমেন্ট এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমণীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সপ্তম শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতিসংগ্রহ
—•—
এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "ভক্তিলেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভজনরহস্যশিক্ষা
—•—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ভজন-পিপাসু সজ্জনগণের অবশ্য পাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১২ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২৮শে জুলাই, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার } ১১৭৬ম সংখ্যা।

শ্রীধামবাস নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ক'রতে ক'রতে কৃষ্ণবসতিস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস।

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীধর, শিব প্রত্যয়, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(০):০:——

আমরা শরণাশ্রিত হইলে তবেই আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিবেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবার দ্বারাই কৃপা লাভ হয় এবং যোগ্য ও প্রস্তুত হওয়া যায়। ভগবান্ অন্তরে চৈত্তগুরুরূপে এবং বাহিরে মহান্ত গুরুরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। আমরা নিষ্কপট হইয়া সেই গুরুর নিকট যথাযথ লইয়া উপস্থিত হইব—আমাদের আবেদন নিবেদন জানাইব। তিনি মঙ্গল করার মালিক; তিনি কেন আমাদের আবেদন মঞ্জুর করিতেছেন না, এরূপ বলা চলিবে না। সহিষ্ণু হইয়া তাঁহার কৃপার অপেক্ষা করিতে হইবে, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া সেবোন্মুখ থাকিতে হইবে। তিনি আমাদের কাতর প্রার্থনা নিশ্চয়ই শুনিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; তিনি স্বতন্ত্র, আজই কৃপা করিতে পারেন, আবার দেরীও হইতে পারে। কিন্তু কৃপা হইবেই।

———

প্রত্যেকেরই ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করা দরকার। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই ভগবৎসাক্ষাৎকার। শ্রীরাধাগোবিন্দই 'হরেকৃষ্ণ'-নামরূপে অবতীর্ণ। স্বয়ংরূপই নাম। দুর্দৈবের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায়—শ্রীনামভজন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীহরিনামগ্রহণ ও ভগবৎসাক্ষাৎকার একই জানিবেন।" শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণীতেও পাই "যিনি যত নামবিলাসী, তিনি তত ঘনীভূতভাবে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতেছেন। নামস্ফূর্ত্তি ব্যতীত বা নাম-কীর্ত্তনসেবা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎসাক্ষাৎকারের চেষ্টা, মায়াতে অধিকতর আবদ্ধ হইবারই চেষ্টা।

যাঁহারা অক্ষজবস্তুর সেবা করেন, সেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষবাদিগণ ভোগী। যাঁহারা অপরোক্ষ বস্তুর সেবা করেন, তাঁহারা ত্যাগী। অধোক্ষজবস্তুর সেবকগণই ভক্ত। ভক্তগণ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা অপ্রাকৃত ভগবানের সেবা করেন। অধোক্ষজের সেবকগণ বহির্দৃষ্টিতে সাধারণ লোকের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও সাধারণ মনুষ্য নহেন। এই বৈষ্ণবগণের সেবার দ্বারাই ভগবানের সেবা হয়। বৈষ্ণবের কৃপা হইলে আমরা ভোগ ও ত্যাগরূপ মনোধর্ম্মের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। আমরা অযোগ্য থাকিলে আর হরিসেবা হইবে না। দূরে থাকিলে কি সেবা লাভ করা যায়? সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই যোগ্যতা লাভ করা দরকার। এই যোগ্যতা লাভের একমাত্র উপায় কায়-মনোবাক্যে বৈষ্ণবের সেবা। বৈষ্ণব ভগবৎ-সেবায় অবিচ্ছিন্নচেষ্টাবিশিষ্ট। তিনি বাহ্য কর্ম্মে। তখন এজগতের জিনিষ নয়, তাহা চিজ্জগতের কথা। অপ্রাকৃত জগতের লোকেরাই হরিভজনের কথা বলেন। প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া হরিভজনের কথা বুঝিতে যাওয়া কেবল বৃথা সময় নষ্ট করা মাত্র। তবে সাধুসঙ্গফলে ভজনপিপাসা হৃদয়ে জাগিলে সাধুর কৃপায় সেবোন্মুখচিত্তে সেই অচিন্ত্য বস্তু চিন্তনীয় হন। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী ও জাগতিক অন্য কোন অভিমানের বাহাদুরী যাঁহার নাই, গুরুবৈষ্ণবের কৃপাই যাঁহার একমাত্র সম্বল, সেই সেবোন্মুখ ভক্ত হইবার ইচ্ছাবিশিষ্ট সজ্জনগণই তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন।

———

ভগবদনুগত জনই মুক্ত। আর যেখানে আনুগত্য বাদ দিয়া স্বতন্ত্রতা, সেইখানে ভোগ বা ত্যাগ। আনুগত্যই ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়। এই আনুগত্য কোন দেবতা বা মনুষ্যের আনুগত্য নহে, ইহা অকিঞ্চন কৃষ্ণানুগত জনগণের দাস্য বা আনুগত্য। নিরন্তর কৃষ্ণসেবাপরায়ণ গুরু-বৈষ্ণবগণই আমার ন্যায় অজ্ঞ ও ভজনবিমুখ জীবের একমাত্র উপদেষ্টা। ইহাদের আনুগত্যে জীবন যাপন করা ব্যতীত অপ্রাকৃতানুভূতি বা শুদ্ধা ভক্তি লাভ করার কাহারও সামর্থ্য নাই। সুতরাং গুরুকে কৃষ্ণসেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াই অভীষ্ট লাভ করিতে হইবে।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

———

কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। তাঁহার আনুগত্যই তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়স্বরূপ।

কৃষ্ণভক্তগণের সঙ্গের সহায় ব্যতীত কেবল-মাত্র স্বতন্ত্রভাবে শাস্ত্র পাঠ বা শাস্ত্র পদের দ্বারা এই আনুগত্যের মর্ম্ম আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। যদি কৃষ্ণকৃপায় ভক্তসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হয়, তখনই আনুগত্যের স্বরূপ বুঝিতে পারিব বা অনুগত হইতে পারিব। তখনই বুঝিতে পারিব যে আমি আনুগত্যের নামে এতদিন যাহা ক'রেছি, তাহা আনুগত্যের ভাণে স্বতন্ত্রতা ছাড়া আর কিছু নয়, আমরা আনুগত্য না ক'রেই ফল-লাভের জন্য লাফালাফি করি, তজ্জন্য অনেক সময় উদাসীনতা আসিয়া আমাদিগকে বিপথগামী করে। তখন আমরা যাহার জন্য আসিলাম, সেই ভক্তি বা ভক্তসঙ্গের জন্য ব্যস্ত না হইয়া সাধুসঙ্গ ত্যাগের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠি। এমনই আমাদের হরিভজনের আর্ত্তি।

ভক্তের জীবন আনুগত্যময়। তাঁহার প্রত্যেক বাক্য ও কার্য্যে তাঁহার আনুগত্যময় আদর্শ প্রকাশিত থাকে। নিষ্কপটে তাঁহাদের সঙ্গ করিলে জীবন আনুগত্যপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু একটা কথা, যেটুকু আনুগত্য ক'রলে হরিভক্তি লাভ হয়, সেটুকু আনুগত্য আমরা করি কি? ইহাতে বুঝা যায় যে, আমাদের এজন্যের উদাসীনতাতেই আমাদের সুবিধা হইতেছে না। সেইজন্য সরলভাবে আমাদিগকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজ স্বতন্ত্রতাকে সম্পূর্ণভাবে বলিদান করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিব, ততদিন অকিঞ্চন হইয়া ডাকিবারও অধিকার পাইব না; সর্ব্বত্র আনুগত্যের অভাবে কীর্ত্তনাদি ভজনের অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর আমাদের দোষের প্রকাশ হেতু হয়। যেখানে

স্বতন্ত্র আনুগত্য নাই, সেখানে ভক্তি স্ফূর্ত্তিলাভিনী হইতে পারে না। আমরা শ্রীগুরুনিত্যানন্দের পদাশ্রিত হইবার জন্য নির্মিত, সুতরাং স্বতন্ত্র হইবার কোন কথা নাই। তবে আমরা স্বতন্ত্র জীব, আনুগত্যও করিতে পারি, স্বতন্ত্র থাকিতেও পারি। আমরা যতটুকু আনুগত্য করিব, ততটুকু মঙ্গল হইতে পারে। আর যদি ষোল আনা আনুগত্য করি, তাহা হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ সম্পূর্ণভাবে আমাদিগকে আত্মসাৎ করিবেন। কৃপাময় গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য ব্যস্ত। কৃপার আবশ্যকতা বোধ হইলেই হইল। কৃপা নিরন্তর অজস্র-ধারে বর্ষিত হইতেছে। আমাদের আবশ্যকতা-বোধ নাই বলিয়া আমরা পাইতেছি না।

যিনি ভগবানের নিত্যসঙ্গী, ভগবান্ যাঁহার প্রাণবন্ধু, ভগবান্ যাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, তিনিই মূল প্রচারক, তিনি কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। যাঁহারা গুরুকৃপায় ভগবানের দেখা পান, তাঁহারাও সেই মূল প্রচারকের অনুগত হইয়া প্রচার করিতে পারেন। পরমহংসগণই দেশে দেশে হরিকথা প্রচার করিয়া থাকেন। প্রাণহীন অশরণাগত ব্যক্তি প্রচার করিতে পারে না। যিনি নিজেই জাগ্রত হন নাই, তিনি আবার অপরকে জাগ্রত করিবেন কিরূপে? প্রাণ না দিলে প্রচার হয় না। যিনি প্রাণ দিতে পারেন, তিনিই প্রচার করিতে পারেন। অনুসরণকারীই প্রচারক, প্রাণহীন বা আচারহীন অনুকরণকারী প্রচারক নহেন। অনুকরণকারীর প্রাণহীন প্রচারের অভিনয় শুধু কপটতা বা অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নহে। নিষ্কপট শুদ্ধ কথা প্রচার করিতে পারেন। যিনি নিজে শ্রবণ করেন নাই, যিনি গুরুর আদেশ ও উপদেশ অবনত মস্তকে পালন করিতে পারেন নাই, তিনি আবার কি প্রচার করিবেন? প্রচার করিতে হইলে আদর্শ জীবন দরকার।

কৃষ্ণের কৃপা হইলে জীবের হৃদয় শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইবে। শুদ্ধ হৃদয়ে যে দর্শন বা অনুভূতি, তাহাই সুদর্শন বা প্রকৃত অনুভূতি। এক মায়াধীন মোহগ্রস্ত অনর্থগ্রস্ত জীবের হৃদ্বৃত্তিতে গলদ আছে। সেবা করিতে করিতে গুরুকৃপায় অনুভূতি হয়। ভগবান্ পরমাত্মারূপে জীবহৃদয়ে আছেন। তিনি জীবকে অন্তর হইতে বিপথগমন-বিষয়ে সাবধান করেন। নিষ্কপট জীবই তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করিতে পারেন।

যাহারা শ্রবণের পূর্ব্বে দর্শনের অধিক পক্ষপাতী, তাহারা অধিকাংশ সময়ে বঞ্চিত হইয়া যায়। যাহারা বাণী-শ্রবণের অপেক্ষা না করিয়া রূপ-দর্শনে ব্যস্ত হয়, কীর্ত্তন অপেক্ষা অর্চ্চনের সম্মান করে, তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভক্তিপথ হইতে ক্রমশঃ দূরে বিক্ষিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। শ্রবণের পর যে বস্তুদর্শন হয়, তাহাই শুদ্ধ দর্শন বা সুদর্শন। আর শ্রবণ না করিয়া দর্শন করিতে গেলে যে বস্তু যাহা, তাহাকে সেইভাবে দর্শন না হইয়া অধিকাংশ সময়ে অন্যরূপ দর্শন হইয়া যায়। তাই শ্রবণের পূর্ব্বে যে দর্শন, তাহা সুদর্শন নহে—বস্তুদর্শন নহে; তাহা কুদর্শন। শ্রবণই দর্শনকে নিয়মিত করে, শ্রবণই দৃষ্টিশক্তি প্রদান করে। সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে সেবা হয় না। সম্বন্ধজ্ঞান-হীন হওয়া যে সেবার অভিনয়, তাহাতে সেব্যের সুখ হয় না; তাহা বহির্দর্শনে সেবা বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেবা নহে। তদ্রূপ শ্রবণরহিত যে দর্শনাভিনয়, তাহা দর্শন বলিয়া মনে হইলেও বস্তুদর্শন নহে। সেইজন্যই আমরা শাস্ত্রে ও মহাজনবাণীতে কাণ দিয়া দেখার কথা শুনিতে পাই। শ্রবণের পূর্ব্বেই দর্শন করিতে যিনি উপদেশ দেন, তিনি বঞ্চক এবং যিনি শ্রবণের পূর্ব্বে দর্শনের অভিলাষী, তিনিও বঞ্চিত। শ্রবণ না করিয়া দর্শন করিতে গেলেই ঠকিতে হয়।

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

অপ্রাকৃত বস্তুকে জড় চক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না। বিশুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে ভগবান্ আবির্ভূত হন এবং তখনই জীব ক্রমশঃ ভগবদ্দর্শনের পথে চলিতে থাকেন। শ্রবণ-শাণিত চক্ষুর দ্বারা ভগবান্ দৃষ্ট হন। এই দর্শনে তাঁহার জড়মায়া কোন স্থূল আকার দেখা যায় না, তাঁহার অপ্রাকৃত সেবামূর্ত্তিই সেবকের দর্শনীয় হয়। ভগবান্ অচিন্ত্য, অদৃষ্ট হইলেও ভক্তের সেবোন্মুখ চিত্তে নিরন্তর চিন্তনীয়, নিত্য চিৎপ্রকাশ। শ্রবণ-ফলে ভগবানে আত্মনিবেদনের ভাব উদিত হয়, এই নিবেদিতাত্মা শরণাগত ভক্তের নিকটই ভগবান্ তাঁহার সেবনীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন, তাঁহার বিজ্ঞানানন্দময়ী রূপ প্রকটিত করেন।

দর্শন করিবেন কে? কাহাকেই বা দর্শন করিবেন? প্রকৃত দর্শনই বা কি? এই সকল বিষয় শ্রবণ না করিয়া দর্শনের জন্য ব্যস্ত হইলে প্রকৃত বস্তুদর্শন হয় না। ঐরূপ দর্শনকে দর্শনাভাসরূপেই জানিতে হইবে। জগতের শতকরা প্রায় শতজন লোকই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিমুখে অধোক্ষজ বস্তু শ্রীভগবান্‌কে জানিবার পরিবর্ত্তে শ্রবণ না করিয়া দর্শন করিতে যান বলিয়াই বঞ্চিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা ভগবান্‌কে পরম সেব্য বস্তুরূপে দর্শনের পরিবর্ত্তে জড়রূপে দর্শন করিয়া থাকেন, কেহ বা তত্ত্বদর্শন করিতে যাইয়া নাস্তিক হইয়া পড়েন।

ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত ও ভগবানের সেবোপকরণ—সকলই অধোক্ষজবস্তু। প্রত্যক্ষে অক্ষজ-দর্শন হয়; কিন্তু বিষ্ণু অধোক্ষজ, অতীন্দ্রিয়। তাঁহাকে এই চক্ষে কিরূপে দর্শন করা যাইবে? যেখানে কোনও আবরণ নাই, মায়ার কোনও কুহেলিকা যেখানে চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখে না—যেখানে নিজেকে সেবক উপলব্ধি হইয়াছে, সেইখানে বস্তুদর্শন হয়। পরমমুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণফলে অক্ষজদর্শনের হাত হইতে পরিমুক্ত হইয়া সেবোন্মুখ হইলে স্ব-প্রকাশ অধোক্ষজবস্তুর রূপ সেবোন্মুখ নয়নের গোচরীভূত হন। শ্রবণকারীই দর্শন করিতে পারেন।

ভক্তিরাজ্যে অন্তর্মুখকে প্রবেশ করিতে হইলে নিয়মিত শিক্ষার মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার দ্বারাই কৃষ্ণের সুখ জানিয়া তাঁহার নির্দ্দেশমত চলাকেই ভক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। তাঁহার কীর্ত্তিত প্রত্যেকটী শব্দই কৃষ্ণ। তাঁহাতে সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া তাঁহার বাণী শ্রবণ করিলে সেই বাণীই রূপ দেখাইবেন।

শরণাগতি

——::(০)::——

শরণাগতি ভক্তগণের জীবনস্বরূপ। গোপীগণ অদ্বিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণের পূর্ণ-শরণাগত। কৃষ্ণকে ভোগ্য যে বস্তুই, সকল শরণাগতির অঙ্গী। যাঁহারা কৃষ্ণকে একমাত্র পালয়িতা বলিয়া বরণ করেন নাই বা তদ্বিষয়ে যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনতা আছে, তাঁহারা পূর্ণ শরণাগত নহেন। এই শরণাগতিই গীতার চরম শিক্ষা।

শ্রদ্ধার একটী লক্ষণ শরণাগতি। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানেই শরণাগতি; আবার যেখানে শরণাগতি, সেইখানেই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাহীন শরণাগতি বা শরণাগতিহীন শ্রদ্ধা হইতে পারে না। যেখানে শ্রদ্ধা বা শরণাগতি, সেখানে অকিঞ্চনতা স্বাভাবিক। সেখানে সম্ভোগ বা দাম্ভিকতার স্থান নাই। শরণাগত ব্যক্তি বড় দীন-হীন; তিনি কখনও বড় হইতে চান না। তিনি গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় 'ছোট আমি' হইতে যত্ন করেন। তিনি প্রভু আমি বা 'বড় আমি' হইবার বিচার ছাড়িয়া গুরুবৈষ্ণবদাস্যে প্রতিষ্ঠিত। তিনি সর্ব্বোত্তম হইয়াও নিজেকে তৃণাদপি সুনীচ জ্ঞান করেন। আমরা শাস্ত্রে জানিতে পাই—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

—হে কৃষ্ণ! আমি তোমার—ইহা মুখে বলিয়া এবং মনে জানিয়া শরীরের দ্বারা কৃষ্ণলীলাস্থলী আশ্রয় করত শরণাগত পুরুষ আনন্দ লাভ করেন।

শরণাগতের কোন চিন্তা নাই, কোন ভয় নাই। কৃষ্ণ আমাকে নিশ্চয় রক্ষা করিবেন—এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহার আছে। শরণাগতিতে আজ হইতে আমি আমার নই, কৃষ্ণের—এই বিচার প্রবল। শ্রদ্ধা বা শরণাগতির দ্বারা যাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তিনিই একমাত্র শুদ্ধভক্তির অধিকারী। এই শরণাগতি গায়ের জোরে লাভ করা যায় না। শরণাগতির শিক্ষক পূর্ণশরণাগত ভগবদ্ভক্তের কৃপার দ্বারাই ইহা লাভ হয়।

একটু শ্রদ্ধার গন্ধ ও শ্রদ্ধা এক জিনিষ নহে। যেখানে শ্রদ্ধাভাস বা শ্রদ্ধার গন্ধ মাত্র আছে, সেখানে শরণাগতি নাই। অশ্রদ্ধা করিতে করিতে শ্রদ্ধা হয় না, সন্দেহ করিতে করিতে সন্দেহ যায় না। অশ্রদ্ধা-জুতা পরিয়া পূজা করিতে করিতে শ্রদ্ধা আসিবে—এরূপ নয়। ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধা হইলে পূজার অধিকার হয়। সাধুসঙ্গে বিশ্বাস করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের সঙ্গ করিতে করিতেই শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়। ভক্তির বীজ শ্রদ্ধাই যেখানে নাই, সেখানে ভক্তি হইবে কি করিয়া? বন্ধ্যা হইতে ত' আর বংশ হইবে না।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥

বদ্ধজীবের প্রথমমুখে কিছু কিছু সংশয় থাকিলেও, তাহা সাধুগুরুর কৃপায় চলিয়া যায়। এ অবস্থা খুব দুর্ভাগ্যেরই পরিচয়। এ বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই সেবায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ দৃঢ়চিত্ত সাধুর সঙ্গ করা দরকার। বৈষ্ণবের কৃপাবল প্রার্থনা করিতে করিতে আমরা এই দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে রক্ষা পাইব। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণবের কৃপাবলে সন্দেহ যাইবে চ'লে,
তুমি পুনঃ হইবে তোমার।

জুতা পায়ে পূজা দূরের কথা, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ বা মন্দিরের নিকট যাইবারও অধিকার নাই। সেইরূপ, শ্রদ্ধা যেখানে নাই, সেখানে সেবা ত' দূরের কথা, শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকটে যাইবারও আমাদের অধিকার নাই। ভাগ্যবলে আমাদের শ্রদ্ধা লাভ হইলে আমরা সে সুযোগ পাইতে পারিব।

অকিঞ্চন হইয়া, নিজেকে দীন-হীন কাঙ্গাল জানিয়া বৈষ্ণবের অনুগমন করিলে আমাদের শরণাগতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। শরণাগতের সঙ্গ ছাড়া শরণাগত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। যিনি শরণাগতের শরণাগত, তিনিই প্রকৃত শরণাগত।

শরণাগতির প্রধান লক্ষণ আত্ম-গ্লানি বা দৈন্য। শরণাগতির অধিকারীর দৈন্য ও নির্ব্বেদ আপনা আপনিই স্বাভাবিক। যখন আত্মগ্লানি বা অনুতাপ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই

শ্রবণ-গুরু ও দীক্ষা-গুরুর অনুসন্ধান হয়। এই জগতে পতিত অথচ নির্ব্বেদপ্রাপ্ত জীবের জন্য কৃষ্ণ নিত্য শ্রবণ-গুরু ও মহান্ত-গুরু প্রেরণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণকৃপাভিলাষী ভাগ্যবান্ জীব এই কৃষ্ণপ্রেরিত সাধুর চরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হয়।

যেখানে শরণাগতি, সেইখানে আত্ম-নিবেদন আছে। শরণাগতির পর ভজন আরম্ভ হয়। ভুক্তিমুক্তি-পিপাসা শরণাগতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। শুদ্ধভক্তের চরণরেণু-সেবাই হরিভজনের অঙ্কুর এবং শরণাগতি ও প্রেমভক্তির মূল শরণাগত জীব গাইতে থাকেন,—

তব সেবক | কাঁদিয়া শরণ

লয়েছে তোমার পায়।

করি' অপরাধ, | নামে রুচি দিয়া

পালন করহে তায়॥

সাধুগণ প্রপত্তি বা শরণাগতির কথাই বলেন। শরণাগতির পথই অভয়োহ পথ। শরণাগত ভক্তের আশঙ্কা নাই। ভক্ত কখন পরাজিত হইলেও ভগবান্ তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা—একথায় শরণাগত ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস করেন।

কৃষ্ণ-ভজন

(প্রাপ্ত)

লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজন জীব কেন করে না? ইহার একমাত্র কারণ—জীব স্বতন্ত্র। সে ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণভজন করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণভজন না করিয়া কৃষ্ণেতর প্রতীতিরূপা মায়ার গোলামী করিতে পারে। কৃষ্ণভজন করিতে হইলে তাহাকে সতীশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির শ্রীপাদপদ্ম সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া তদেকেন্দ্রিয় হইয়া, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সখ্য-সংশ্লিষ্ট দূতিরূপ হইয়া, সতী-সাধ্বী হইয়া নিত্যপতি কৃষ্ণের ভজন করিতে হয়। কৃষ্ণভজন না করিতে ইচ্ছা করিলে অবিদ্যাশক্তির নিকট অচিৎ-সম্ভোগবাদ শিক্ষা করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহরূপ বেশবাস আবৃত হইয়া স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহধারী অনন্তকোটি বদ্ধজীবের ভোগ্য হইতে হয় অর্থাৎ জীব সতীশিরোমণি স্বরূপশক্তির শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণভজন করিয়া সৎও হইতে পারে, আবার অবিদ্যার আশ্রয়ে নিজেকে ভোক্তা বা কর্ত্তা মনে করিয়া অসৎ হইতেও পারে। এই দুই বিপরীত দিকেই জীব যাইতে পারে।

জীব স্বতন্ত্র, তাহার স্বতন্ত্রতার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। সে ইচ্ছা করিয়া নিত্যপতি শ্রীকৃষ্ণের ভজন না করিয়া দুর্ব্বাভিমানে, ভোক্তৃ-অভিমানে পতন স্বীকার করিয়াছে। জীব স্বেচ্ছায় কৃষ্ণবিমুখরূপ মৃত্যুকেও বরণ করিয়াছে। কৃষ্ণস্মৃতিই জীবের জীবন। কৃষ্ণস্মৃতিরূপ নিত্যজীবন পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ নিত্যমৃত্যুকে বরণ করা যে কতদূর বোকামী, তাহা বোকা জীব বুঝিতে পারে নাই।

ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তের আরাধনার শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরহরিরূপে স্বীয় পার্ষদবৃন্দ ও ধামসহ অবতরণ করিয়াছেন। জীব যেমন স্বেচ্ছায় কৃষ্ণবিমুখতা বা কৃষ্ণবিদ্বেষের চরমতা বরণ করিয়াছে, ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরিও সেইরূপ কারুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্তকোটি বিমুখ জীবকে কৃপা করিবার জন্য কৃষ্ণস্মৃতিরূপ নিত্যজীবন বা সতীত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীগৌরনিত্যানন্দের আবির্ভাব-লীলা।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা-শক্তি। তিনি আশ্রয়বিগ্রহ। কৃষ্ণভজন করিতে হইলে এই আশ্রয়বিগ্রহের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে, সম্পূর্ণরূপে নিজ স্বতন্ত্রতা বা বৈধিনীবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছানুসারে চলিতে হইবে এবং অবিদ্যা-শক্তি বা অবিদ্যাশ্রিত ভোক্তৃ-অভিমানী ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভক্তবিদ্বেষী জীবের সহিত পরিপূর্ণ অসহযোগ করিতে হইবে, তৎপ্রতি পশ্চাৎ দিতে হইবে; 'মায়ারে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥'—বাক্যের সার্থকতা করিতে হইবে।

কৃষ্ণস্মৃতি কল্পনা নহে। কৃষ্ণ যাঁহার প্রেমবাধ্য, সেই আশ্রয়বিগ্রহের আশ্রিত হইতে পারিলেই তাঁহার কৃপায় জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হয়। অবিদ্যাশ্রিত জীব কৃষ্ণস্মরণ করিতে পারে না। আশ্রয়বিগ্রহের আশ্রয় লাভ না করিয়া অবিদ্যাশ্রিত থাকিয়াই কৃষ্ণস্মরণের চেষ্টা জীবকে অধিকতর কর্দ্দম ও দুর্দ্দম চিন্তাস্রোতে নিপাতিত করিয়া চরম দণ্ড ভোগ করাইয়া থাকে।

কৃষ্ণপ্রেম আলো ও কৃষ্ণবিদ্বেষ অন্ধকার-স্বরূপ। একই সময় কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণ-বিদ্বেষের অনুভূতি হয় না। একই সময় কৃষ্ণে প্রীতি-বিশিষ্ট অর্থাৎ সতী ও কৃষ্ণ-বিদ্বেষপরায়ণ অর্থাৎ অসতী হওয়া যায় না। কৃষ্ণে প্রীতি-বিশিষ্ট বা সৎ হইতে হইলে কৃষ্ণ-বিদ্বেষ বা অসতীত্বের প্রতি সম্পূর্ণ পশ্চাৎ দিতে হইবে—বিন্দুমাত্র কৃষ্ণবিদ্বেষ বা অসতীত্ব অন্তরে রাখিয়া—কৃষ্ণপ্রীতি বা সতীত্ব লাভ করা যাইবে না। কৃষ্ণে প্রীতি বা সতীত্ব চেতনের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণবিদ্বেষ বা অসতীত্ব জড়-দেহমনের ধর্ম্ম। কেহ যদি প্রশ্ন করেন জীবকে একবারেই সতী বা কৃষ্ণে প্রীতি-বিশিষ্ট হইতে হইবে কেন—ক্রমে ক্রমে সতী হওয়া যায় না কি? কিছু কিছু অসতীত্বও থাকুক ও কিছু কিছু সতীত্বও হউক—ইহাতে দোষ কি? ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। জীবকে একবারেই সতী হইতে হইবে—অর্থাৎ "আর কখনও অসতী হইব না এবং কৃষ্ণবিদ্বেষ বা অসতীত্বের সহিত কোনপ্রকারেই সম্বন্ধযুক্ত হইব না"—এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া সতীশিরোমণি আশ্রয়-বিগ্রহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে ও সম্পূর্ণরূপে সতীশিরোমণি আশ্রয়বিগ্রহের ইচ্ছানুসারে চলিতে হইবে। যখনই সতী-শিরোমণি আশ্রয়বিগ্রহের আশ্রয় লাভ হয়, তখনই জীবের সতীত্ব বা কৃষ্ণস্মৃতি লাভ হয়।

সতীশিরোমণি আশ্রয়বিগ্রহের আশ্রয় লাভ করিয়া—সতী হইয়া নিত্যপতি শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতে হইবে। সতীশিরোমণি আশ্রয়-বিগ্রহের আশ্রয় লাভ না করিয়া—অসতী থাকিয়া কেহ কখনও লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতে পারিবে না। কেহ যদি সতীশিরোমণি আশ্রয়বিগ্রহের আশ্রয়-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া—দাম্ভিকতার দ্বারা পরিচালিত হইয়া অবিদ্যা-শ্রিত বা অসতী থাকিবার জন্য মতলব বা উদ্দেশ্যবিশিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের অভিনয় করে—তবে সতীশিরোমণি আশ্রয়বিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধহেতু তাহার চরম দণ্ড-প্রাপ্তি হইবেই। যথা শ্রীগীতাতে শ্রীভগবদ্বাক্য—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

এখন জীবকে খুব ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে—"আমি সতীশিরোমণি আশ্রয়বিগ্রহের আশ্রয় বরণ করিয়া সতী হইয়া কৃষ্ণভজন করিব—না অবিদ্যাশ্রিত হইয়া—অসতী হইয়া জীবভোগ্য হইব।" আমি কি চাই? সতীশিরোমণি আশ্রয়-বিগ্রহের আশ্রয়ে কৃষ্ণস্মরণরূপ নিত্যজীবন চাই, না অবিদ্যার আশ্রয়ে অচিৎসম্ভোগ-বাসনারূপ মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে চাই? বোকামী করিয়া সময় নষ্ট করিলে কাহারও সুবিধা হইবে না। এক সেকেণ্ডও সতী-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ আশ্রয়বিগ্রহের অনাশ্রিত থাকার দরুণ কৃষ্ণবিস্মৃতি বা অসতীত্বরূপ জীবন মৃত্যুদণ্ডের কোটি কোটি বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা হইতেও উৎকট জ্বালা যে অনুভব করে না—সেই আত্মঘাতী চেতনাহীন। হায়! হায়! আমরা কি বোকামী করিয়া নিজের অথবা আমাদের বদ্ধজীবের কাল্পনিক-কার্য্যে মহামোহগ্রস্ত থাকিয়া মৃত্যুদণ্ডকেই চরম পুরস্কার বলিয়া বরণ করিব, আমরা কিছুতেই সতীশিরোমণি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ আশ্রয়-বিগ্রহের পদধূলিকণার কাতর অনুরোধ গ্রহণ করিব না, কিছুতেই ঐকান্তিকতা, সরলতা ও দৃঢ়তার সহিত সতীশিরোমণি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ আশ্রয়বিগ্রহের আশ্রয় বরণ করিব না—কিছুতেই সতী হইব না—কিছুতেই নিত্যপতি শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিব না!

———

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

মঠবাসিগণের প্রত্যেকেরই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবা, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। হরিকথা-প্রসঙ্গ ও হরিসেবা হইতে বিমুখ হইলেই সংসার-বাসনায় পুনরায় বন্ধনগ্রস্ত হইতে হইবে। তখন অস্মিতা-অভিমান-চাঞ্চল্য, পরচর্চ্চা, পরস্পর কলহ প্রভৃতি কার্য্যে দিন কাটিয়া যাইবে। মঠবাসিগণ বৈষ্ণব-সেবাকে সর্ব্বপ্রধান মঙ্গলের কার্য্য বলিয়া বুঝিতে না পারিলে ভজনরাজ্যে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। নিষ্কপটভাবে অকপট বৈষ্ণবগণের সেবা ও বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ কায়মনোবাক্যে অনুশীলন করিতে হইবে,—'বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এহেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়'—একথাটি সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

মঠবাসিগণের মধ্যে কাহাকেও হরিগুরু-বৈষ্ণব সেবা হইতে বিচ্যুত হইতে দেখিলে—কোন ব্যক্তি অমনোযোগী হইতেছেন বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে হরিভজনের কথা সরল-ভাবে বুঝাইয়া, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলময়ী বাণী তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তাঁহাদিগকে হরিকথা বলিয়া কৃপা করিতে হইবে, তাঁহাদের অমঙ্গলে কটাক্ষ করিয়া আনন্দবোধ করা তাঁহাদের মঙ্গলকামনা নহে। ইহাতে আমাদের নিজেদের ও অপরের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়া সত্য-সত্যই মঠবাসের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। পরস্পর হরিভজনের সাহায্য—সহায়তার জন্যই আমরা একত্র বাস করিতেছি।

কৃষ্ণ পূর্ণ আকর্ষক বস্তু। সেই পূর্ণ আকর্ষক বস্তুটি বস্তু নহেন। যদি তিনি খণ্ড বস্তু হইতেন অর্থাৎ যদি তাঁহার শক্তি অল্প হইত, তাহা হইলে অপেক্ষা বৃহত্তর বস্তু নিশ্চয়ই তাঁহাকে আকর্ষণ করিত। তাঁহার ঊর্দ্ধ্ব বা সম কেহই নাই। তিনিই আকর্ষক ও আর সকলেই আকৃষ্ট। অণুচেতনের প্রতিই পূর্ণচেতনের আকর্ষণ হয়। চেতন অচেতনকে স্পর্শ করিতে পারে না অথবা অচেতন বস্তু চেতনের আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারে না। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু উহা কাষ্ঠ-পাথরকে আকর্ষণ করে না। কৃষ্ণও চিন্ময় আমাদের মাংস-মনকে আকর্ষণ করেন না। তিনি আমাদের চেতনকে গ্রহণ করেন। এই জগৎ হইতে সংগৃহীত আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম এই জগতেই redistributed হবে। হরিবিমুখ-দেহের এই মাংসপিণ্ড শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য হবে।

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দ্বিতীয় দিনের	অন্য,পরবর্ত্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৯৲
ঐ ইঞ্চি	২৲	১।০	ঐ সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	অর্দ্ধ কলম	২৮৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	এক কলম	৫০৲
এক কলম	১২৲	১০		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত পত্রিকা—একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। সজ্জনতোষণী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোপাধ্যায়-সম্পাদিত ইংরাজী পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত এসকল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মকল্যাণপ্রদ গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-পঞ্চচত্বারিংশবার্ষিকে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যপাঠ্যরূপে পাঠ করিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মকল্যাণকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিকুক্ষটিকাচ্ছন্ন এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এরূপ অধিক। নূতন, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন সকল প্রকার জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থায় আর্থিক ভয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ মাত্র আনা, বড় বোতল ১।৶০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃবেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বিলাত হইতে এগার জন উপদেষ্টা আমদানী

ভারতবাসীদিগকে দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য বিলাত হইতে এগার জন উপদেষ্টা আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ডাঃ পি, বি, হর্সবার্গ এবং মিঃ জে, ও, পিও আছেন। ইঁহারা বর্ত্তমানে কলকাতায় আসিয়া উঠিয়াছেন এবং সেখানে ভারতীয় এ, আর, পি'র অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। শীঘ্রই তাঁহারা বেসামরিক দেশরক্ষা স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করিবেন।

এই দলের প্রত্যেকেই বিশেষতঃ ডাঃ হর্সবার্গ ও মিঃ পিও বিমান-আক্রমণ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ডাঃ হর্সবার্গ লণ্ডনে জার্ম্মানীর প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণকালে সেবাকার্য্যের জন্য "ওর্ব্বে মেডেল" পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

বিদ্যুৎ ও তৎসম্পর্কীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার

যাঁহারা নূতন বিদ্যুৎ সরবরাহ পাইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা দালানে তার লাগাইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের সহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হইতে সংবাদ লইয়া দেখিবেন যে, বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হইবে কি না।

যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের বর্ত্তমান অপ্রতুলতার জন্য বিদ্যুৎসরবরাহের নূতন সমুদয় দরখাস্ত গভর্ণমেণ্টে পরীক্ষা করিবেন এবং প্রকৃত প্রয়োজনের জরুরী না হইলে উহা অনুমোদন করা হইবে না। যাঁহারা এইরূপ বিদ্যুৎসরবরাহ নূতন চাহিবেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, প্রথমেই যেন তাঁহারা স্থির করেন যে, ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর মেইন হইতে সংযোগ লইতে তাঁহারা প্রস্তুত কি না।

কলিকাতায় আনীত গাভী ও মহিষ

গত ১১ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতায় আনীত মোট দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ছিল ৩২৫টা। তন্মধ্যে ২১১টা পাঞ্জাব হইতে ও অবশিষ্ট-গুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসে। উক্ত সময়ের মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ১৭৩টা মহিষ ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ৬১৩টা মহিষ আনীত হইয়াছে

দুগ্ধবতী গাভীগুলি ও মহিষগুলির দর যথাক্রমে ১১৯৲ হইতে ১৪৫৲ এবং ১৬০৲ হইতে ২৩০৲ পর্য্যন্ত উঠানামা করিয়াছিল।

গাভীগুলি দৈনিক ৩ হইতে ৮ সের এবং মহিষগুলি ১০ হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুধ দিতে সক্ষম।

১৩ই জুলাই তারিখের কলিকাতার বাজার দর

বাঙ্গলা সরকারের সিভিল সাপ্লাই অফিসার নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

গোল্ডেন আগমার্ক আটা (প্রতিমণ) ৮৸০, আগমার্ক চাকী আটা (প্রতিমণ) ৮।০, পাটনাই চাউল (প্রতিমণ) ৬৸০, মোটা চাউল (প্রতিমণ) ৬।০, সাধারণ সরিষার তৈল (প্রতিমণ) ১৯৲, আগমার্ক সরিষার তৈল (প্রতিমণ) (সরবরাহ নাই), সাধারণ ঘৃত (প্রতিমণ) ৬৯৲ হইতে ৭৮৲, আগমার্ক ঘৃত (প্রতিমণ) ৭৮৲, চিনি (১নং) (প্রতিমণ) ১৩৸০, লবণ (বৈনিকান) (প্রতিমণ) ১০৲, আলোর টাকায় ১০টা, আর টাকায় ৭টা হইতে ১২টা, কমলানেবু টাকায় ৮টা

পাট চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষের কয়েকটি জেলার বিবরণ

জেলার নাম।	গত সন (একর)	বর্ত্তমান সন। (একর)
খুলনা	২৫,০২০	৫৪,২২০
বীরভূম ও বাঁকুড়া	২৪০	৬৩০
জলপাইগুড়ি	৪২,৮১০	৬৬,৩৪৫
মালদহ	২৮,৪৫৫	৫৯,২৬০
ময়মনসিংহ	৩০০,৫০০	৬৫৬,৮০৫
চট্টগ্রাম	২১০	৬০০
মেদিনীপুর	৭,৫২৫	১৬,৭৪৫
হুগলী	১৯,৯৭০	৪১,৫৫৫
পাটনা	৭২,১৫৫	১৪৫,৫২৫
ফরিদপুর	১২৮,০৪০	৩০৪,৬৫৫
ত্রিপুরা	১২৭,২৯০	২৭৭,৫২৫
ত্রিপুরা ষ্টেট	১৭,০	১৫,০০০

বিমান হইতে খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধপত্র বিতরণ

ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য গত ৪০ দিনে রাজকীয় বিমান বাহিনী বিমান হইতে দুই সহস্রাধিক পাউণ্ড খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধপত্র ফেলিয়াছে। শত শত আশ্রয়প্রার্থীকে বিমানযোগে ভারতবর্ষে আনা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে বিমান চালককে অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিমান নামাইতে হইয়াছিল। একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই সকল বৈমানিক প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সপ্তম শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "প্রতিদেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীকল্পতরুশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্ত্বাকু-সন্ধিৎসু লোকের ব্যক্তিগত নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৯৬ : ১৩ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৮৯ : ২৯শে জুলাই, ইং ১৯৮২, বুধবার ১১৪ তম সংখ্যা

"শ্রীধামবাস নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ক'রতে ক'রতে কৃষ্ণবসতিস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস।

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ শ্রীধর, বাবু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৯৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০০):০:——

আমরা যাহা করি, তাহা যদি ভগবানের জন্যই না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ভজনাদিরই বা কি প্রয়োজন? আমরা ভোগী হইতেও চাই না, ত্যাগী হইতেও চাই না। আমাদের একমাত্র প্রয়োজন সেবা। যেখানে থাকিয়া বা যে অবস্থায় থাকিয়া তাহা লাভ হয়, তাহাই বরণীয়। গৃহে থাকিয়া যদি হরিসেবা হয়, তবে তাহাই ভাল, আর গৃহ ছাড়িয়া যদি হরিভজন না হয়, তাহা হইলে সেইরূপ ত্যাগেরও কোন মূল্য নাই। যে পর্য্যন্ত না আমরা কৃষ্ণসংসারে প্রবিষ্ট হইব, সে পর্য্যন্ত বাহ্যজ সংসারে প্রবেশ না করিলেও সংসার আমাদিগকে ছাড়িবে না। ছাড়া ও ধরার মধ্যে ভক্তির কোন কথা নাই। যাহা আমি ধরিতে পারি, তাহা পুনরায় ছাড়িতেও পারি; আর যাহা ছাড়িতে পারি, তাহা ধরিতেও পারি। এই দুইটী ভোগ ও ত্যাগ; কিন্তু যাহা আমাকে ছাড়ায় ও ধরায় তাহাই ভক্তি। সেখানে কর্তৃত্ব আর একজনের। এইরূপ চেতনে উদ্বুদ্ধ যাঁহারা—যাঁহারা অধোক্ষজ ভগবানের এই কর্তৃত্ব বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের কোন অসুবিধা নাই। তাঁহারা চেতনে উদ্বুদ্ধ বলিয়া অচেতনের প্রভাব তাঁহাদের উপর আর বিস্তারিত হইতে পারে না।

———

সাধন করিতেই হইবে। যতদিন আমরা সাধনরাজ্যে আছি, ততদিন ভগবানের দিকে গতি বা শ্রেয়ঃসাধন অবশ্যই আবশ্যক; নতুবা প্রেয়োলাভ অসম্ভব। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"কাচ বা আসক্তি হইতে কৃষ্ণ আকৃষ্ট হইতে থাকেন। তখনই শুদ্ধ ভক্তি আরম্ভ হয়।" কপটতা করিয়া শুধু মুখে কৃপা চাহিলে হইবে না। সাধনের প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখা দরকার, তবেই মঙ্গল হইবে।

আত্মনিবেদনই সকল সাধন-ভজনের মূল ভিত্তি। কলিকালে একমাত্র হরিনামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বমূল। আত্মনিবেদন ব্যতীত জিহ্বায় হরিনাম উদিত হইতে পারে না। বামনদেব যেমন একদিন বলির নিকট হইতে তাঁহার আত্মনিবেদনরূপ ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মও কৃষ্ণেচ্ছায় বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে আত্মনিবেদনক্ষেত্র নবদ্বীপে আহ্বান করিয়া আত্মনিবেদনের সুযোগ দিয়েছেন। এই শ্রীনবদ্বীপ বা আত্মনিবেদনক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া ভজন করিলে জীব কিঞ্চনভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্কিঞ্চন হইতে পারে। এই আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রে আত্মনিবেদন করিয়া নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রিত হইয়া ভজন করিতে করিতে জীব কৃষ্ণসেবা অধিকার লাভ করে। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় পদে আত্মনিবেদন করিলেই শ্রীগৌরধামে ব্রজবাস ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরাধাগোবিন্দদর্শন এবং শ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্ব ও সখীত্ব উপলব্ধি করিয়া জীব কৃতকৃতার্থ হয়।

———

ভক্তিপথই অভয়। এই পথে সাধুসঙ্গ একান্ত আশ্রয়ে থাকিলে কোন বাধাবিঘ্ন কাহাকেও বিপথগামী করিতে পারে না। এপথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও কেহ পদস্খলিত বা পতিত হন না অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় নিষ্ঠা করিয়া সকলে নির্ভয়ে এপথে স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারেন। তবে আশ্রয়হীন ব্যক্তির পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। আশ্রিত বা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কখনও পদস্খলন হইতে পারে না।

গুরুদেব কখনও নিজেকে শিষ্যের ভোক্তা বা শিষ্যকে ভোগ্যজ্ঞান করেন না। তিনি নিজ মহাভাগবত-লীলায় শিষ্যের সেবকাভিমান করেন এবং অধোক্ষজবিহারীর লীলাভিনয়ে শিষ্যকে বহুভাবে কৃপা করিয়া গুরুরূপে শিষ্যের হরিসেবনপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি করেন; ভক্তের প্রতি মিত্রতা, অজ্ঞের প্রতি হরিকথাকীর্ত্তনাদির দ্বারা কৃপা এবং ভগবান্ ও ভক্তবিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি জীবকে কৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইবার জন্য ব্যস্ত। বাস্তববস্তু সদ্গুরুর পদাশ্রয় না করিয়া কেহ কোনদিন হরিভজন করিতে পারে নাই বা পারিবে না। শ্রীগুরুদেব যে সে ভক্ত নহেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ জন—আশ্রয়বিগ্রহ। তিনি অবতার। শ্রীগুরুদেব ভক্তিবিগ্রহ।

যে আনন্দ কৃষ্ণ ভোগ করেন, সেই আনন্দের মূল চেষ্টাই ভক্তি। ইহাতে ভক্তেরও আনন্দ আছে। যিনি বাস্তবিক কৃষ্ণকে আনন্দ দেন, তিনি কৃষ্ণের আনন্দ হইতেছে বলিয়া বুঝিতে পারেন। ভক্তি এমনই জিনিষ। ইহাতে কল্পনা বা বাতুলতার কোন ব্যাপার নাই।

———

সম্বন্ধ-জ্ঞানটা বিশেষ দরকার। কৃষ্ণ-উপলব্ধি বা পরেশানুভবই সম্বন্ধ। উহাই সম্বন্ধের মূল। কিন্তু কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের প্রতি আমাদের আপনার বলিয়া টান কই? চেতনময় শ্রীগুরুদেবের চেতনময়ী বাণী যা কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নহেন,—একথায় আমাদের বিশ্বাস কই? প্রত্যেক কথা বা প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণের গায় কৃষ্ণাধিষ্ঠান-জ্ঞানে বিভুরূপে আমার পালক বা চেতনস্বরূপে জ্ঞান করি কই? সাধু-গুরুর কাছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে ত' কৃষ্ণ-কাষ্ণের প্রতি আপনজ্ঞান হইবেই। তা' যখন হইতেছে না, তখন যে আমার হরিকথা শ্রবণ হইতেছে না তাহাতে আর সন্দেহ কি? হরিকথা বা হরিকথা শ্রবণ করিলে কি প্রভুত্বকামনা থাকে? শ্রবণের ফল ত' দাস্য। প্রকৃত সেবকের হরিকথায় রতি বা লোভ আছে। সেবার ফলে শ্রবণ-স্পৃহা এবং শ্রবণফলে সেবাকাঙ্ক্ষা জাগবে। দুইটী যুগপৎ না হইলে সাধনে অসুবিধা হইতেছে বুঝিতে হইবে। আমার যদি হরিকথায় উন্মুখতা বা ব্যগ্রতা থাকে, তাহা হইলে হরি বা হরিজনের পরিচর্য্যা বা সেবা-কার্য্যে আমার রুচি হওয়া স্বাভাবিক। তবে গুরুবৈষ্ণব-পরিচর্য্যা বা শ্রবণাদির পূর্ব্বে শিক্ষা হওয়া দরকার। নতুবা মঙ্গল হইবে না।

আমি দ্রষ্টা নহি—দৃশ্য, ভোক্তা নহি—ভোগ্য, সেব্য নহি—সেবক, স্বাধীন নহি—অধীন, মহাপ্রভু নহি—কাঙ্গাল। এই রূপ দেখাইলে তবে আমরা দেখিতে পাইব; নতুবা এই ভোগচক্ষু দিয়া ভগবদ্দর্শন করিতে গেলে বঞ্চিতই হইতে হইবে। কর্তৃত্বাভিমানটা খারাপ। তাহা কৃষ্ণ কার্যের এক চেষ্টা; তাহা আমাদের বন্ধন। হিরণ্যকশিপু স্ফটিকস্তম্ভকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য মনে করিলেও প্রহ্লাদ মহারাজ তাহাকে স্ফটিকস্তম্ভরূপে জড়দর্শন না করিয়া তাহাকে বিষ্ণুস্থানে বাসুদেব বলিয়া নির্দেশ করেন। যেখানে শুদ্ধ চেতনময়ী সেবাবৃত্তি বা সেবোন্মুখতা, সেখানে প্রত্যেক বস্তুকেই নিজের দ্রষ্টা, নিজের চালক বা নিয়ামক জান।

শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দস্বরূপ। গৌরসুন্দরকে প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম, শ্রীচৈতন্যকে প্রদান করিয়া অন্ধ জীবকে চৈতন্যে উন্মুখ করাই তাঁহার লীলা। তিনিই জীবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ প্রদান করিতে প্রস্তুত। তাঁহার এত দয়া, তিনি এত বদান্য।

গোবিন্দই সকল কারণের কারণ। তিনি সকলের অংশী। প্রভুতা-অর্থে নিগ্রহানুগ্রহ-সামর্থ্যযুক্ততা, বিভুতা-অর্থে সর্ব্বালিঙ্গন-যোগ্যতা বিশালতা (All embracing, extending energy)। বিভু ও প্রভু পরস্পর অন্যোন্যাশ্রিত। প্রভু বাসুদেব, বিভু সঙ্কর্ষণ; বিভু ও প্রভুতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদসম্বন্ধ।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। এজগতের কোন বস্তুই একভাবে থাকে না। চক্রবৎ পরিবর্ত্তনে সুখদুঃখের গতাগতি হইতেছে। যে-কোন বস্তু বা যে-কোন অবস্থাই লাভ হউক না কেন, তাহাতে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের সন্ধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু সকল অর্থেই হরিজনের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই পরিবর্ত্ত জগতেই যত কিছু অসুবিধা। পরজগতে এইসকল বালাই নাই। সেখানে সকলেই নিজ সুখ-দুঃখে উদাসীন হইয়া এক পরম সেব্যবস্তু শ্রীভগবানের সুখের জন্য ব্যস্ত। সেখানে সকলের একমাত্র বন্ধু, একমাত্র প্রভু, একমাত্র পতি, একমাত্র সেব্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং সেখানে পরস্পর দ্বন্দ্ব বা বিরোধ বলিয়া কোন কথা নাই। তবে সেখানে কৃষ্ণকে সুখ দিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা আছে। কিন্তু আমাদের লোকে বহু সেব্য ও বহু সেবক হওয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে নিত্য সম্বন্ধ না থাকায় অনিত্য পিতা, পুত্র, পতি, বন্ধু, পত্নী, ভৃত্যের বিয়োগজনিত দুঃখ উপস্থিত হয়। পুত্রকে না পাওয়ায় দারুণ পুষ্ট বেদনা এবং ভবনে শোক, মোহ, ভয় উপস্থিত হয়। ঐ পাঁচপ্রকার সম্বন্ধ একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের সঙ্গে থাকিলে আর শোক-মোহ-ভয় অশান্তি আনিতে পারে না। একের সহিত সম্বন্ধ না করিয়া বহুর সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্যই ঐপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। একের সহিত সম্বন্ধ হইলে আর এসকল বিশৃঙ্খলা থাকে না। এখানে স্বার্থপতি একমাত্র বিষ্ণু না হওয়ায় এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বা জীবের বিভিন্নপ্রকার স্বার্থ হওয়ায় ও বিভিন্নপ্রকারের সেব্য-সেবক হওয়ায় পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ বর্ত্তমান। এজগতে মৎসরতা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আছে। জগতে বিরোধ থাকাকালে সুখের সম্ভাবনা নাই।

এজগতে থাকিয়া সুখ চাওয়াটাই আমাদের বোকামি; এজগতের বস্তু আমাদিগকে সুখ দিতে পারে না। তাহারা যে আংশিক সুখ দেয়, তাহাও প্রকারান্তরে দুঃখ। কোন বস্তুই নিত্য স্থিতিশীল নহে বলিয়া যখন সে সুখের বস্তু বা সময় চলিয়া যায়, তখন পুনরায় কেবল উত্তরোত্তর দুঃখই পাইতে হয়। এই যে সুখশান্তি বা দুঃখকষ্ট, উভয়ই প্রকৃত মঙ্গলের প্রতিবন্ধক। জাগতিক সুখে আমরা ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাই, আবার জাগতিক অশান্তিতেও তাহা নিবারণের জন্য ভগবানের নিকট শান্তি চাই। এই শান্তি ও অশান্তি—উভয়েরই ভোক্তা আমি এবং তাহাতে স্বার্থপতি বিষ্ণুর কোন লাভ নাই; সুতরাং দুইটিই ভজনের বাধা। অনর্থযুক্ত কাম-ক্রোধের গোলাম আমি হরিভজনের কথা কি জানি? এরূপ অবস্থায় তাঁহার নিকট আমি কি চাহিব? এখন আমি যাহাই চাহিব, তাহাতেই নিজের সুখের কিছু না কিছু থাকিবেই। সুতরাং এখন তাঁহার নিকট অন্য কিছু না চাহিয়া কেবল তাঁহাকেই চাহিতে হইবে। যদি তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার পরম সেব্যরূপ প্রকাশ করিয়া আমাকে আমার সেবকরূপ দেখিবার সুযোগ দিয়া তাঁহার সেবাতে আকর্ষণ করেন, তখন যে আমার তাঁহার নিকট চাওয়া, তাহাই সেবা বা ভক্তি হইবে। এই চাওয়ায় নিজের সুখসুবিধার কোন কথা থাকিবে না।

ভগবানের পূজা অপেক্ষা ভক্তের পূজা, রামচন্দ্রের পূজা অপেক্ষা হনুমানজীর পূজা বড়। ভক্তের পূজা বাদ দিয়া ভগবানের পূজা করিতে গেলে কয়েকদিন পরে পৌত্তলিক, পঞ্চোপাসক বা নাস্তিক হইয়া পড়িতে হইবে। যাহাদের নামভজনের বিষয় উপলব্ধি হয় নাই, তাহারা ভগবদ্ভক্তের পূজা করে না।

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণো-
রারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং
সমর্চ্চনম্॥"

অন্তর্দেবতা

——::(০)::——

যিনি আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ বাস করেন, অন্তরের অন্তরতম স্থানে যাঁহার অবস্থান, সেই ভগবান্‌ই আমাদের হৃদয়দেবতা। ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তি অন্তরের জিনিষ, বাহিরের লোকদেখান কোনও জিনিষ নয়। যিনি সাধুসঙ্গে অন্তর্মুখ বা সেবোন্মুখ হইয়াছেন, তিনিই হৃদ্দেশে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের অবস্থানের কথা জানিতে পারেন। বহির্মুখ হইয়া কেহ অন্তর্দেবতার সন্ধান পায় না। আবার অন্তর্মুখের সঙ্গ না পাইলেও অন্তর্মুখতা আসে না। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণ সকলেই মহাভাগবত, সকলেই অন্তর্মুখ। তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মই আমাদিগকে চেতনমুখী করে। সেই মহাভাগবতগণ সর্ব্বভূতে সকল আধারে আত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করেন এবং আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সকল ভূতকে দেখিতে পান। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে, তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁ'র ইষ্ট-দেবস্ফূর্ত্তি॥

(চৈঃ চঃ)

মহাভাগবতের সর্ব্বত্র কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দর্শন। মহাভাগবত বহিরাবরণ দর্শন করেন না। অপরের চক্ষে যাহা স্থাবর-জঙ্গম অর্থাৎ আত্মভোগ্যবস্তু, মহাভাগবত সেইরূপ বস্তুর বহিরাবরণ বা ভোগদর্শন করেন না। তাঁহার জড়দর্শন নাই, তাঁহার চেতনদর্শন। তিনি সর্ব্বত্র চিদ্বিলাস দর্শন করেন—সকল বিচিত্রতায় চিদ্বিলাস দর্শন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণবিরহকাতর গোপীগণ বনলতা, বৃক্ষ প্রভৃতি বহিরাবরণ বা অন্তর্যামী পরমাত্মার দর্শন করেন না। তাঁহারা প্রত্যেক বিচিত্রতায় কৃষ্ণের বিলাস দর্শন করিয়া থাকেন।

ভক্ত-হৃদয়েই কৃষ্ণের বসতি। ভক্তহৃদয় ভগবন্মন্দির। ভক্তহৃদয়েই ভগবানের নিত্য-বিলাস। ভক্তের হৃদয়ই বৃন্দাবন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥

কৃষ্ণৈকপ্রিয়-শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজনস্বরূপ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের উদয় হয়। আমাদের মনই বন। মনোবনের দ্বারা চালিত আমাদের হৃদয় নানা দুশ্চিন্তায় কলুষিত; কিন্তু আচার্য্যহৃদয়—বৃন্দাবন—সাক্ষাৎ ব্রজধাম। আচার্য্যের হৃদয় বা মনোঽভীষ্টের সেবাই—শ্রীরূপানুগের সেবা বা বৃন্দাবনের সেবা। বৃন্দাবনবাসী বা ব্রজবাসী আচার্য্যের সেবা বাদ দিয়া বৃন্দাবননাথের সেবা বা বৃন্দাবনবাস হয় না। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং
শৃণু মনঃ॥"

হে মন, শ্রবণ কর, যদি তুমি প্রতিজন্মে অনুরাগযুক্ত হইয়া ব্রজধামে নিবাস এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবাবিষয়ে অভিলাষ কর, তাহা হইলে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, সগণ শ্রীরূপগোস্বামী এবং তদগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে স্মরণ ও নমস্কার কর।

ভগবান্ অন্তর্যামিরূপে আমাদের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। ভগবান্ অন্তর্যামী, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণও অন্তর্যামী। ইঁহারা সকলেই আমাদের অন্তরের কথা জানেন। সর্ব্বজ্ঞতা ও অন্তর্যামিত্ব তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ লালায়িত। অন্তর্যামিত্বের মধ্যে বহির্যামিস্বরূপ আধ্যক্ষিকতার অবকাশ নাই। বহির্যামিত্ব বা বহির্মুখতা প্রবল হইলে হৃদয়দেবতার সন্ধান মিলে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

অন্তর্যামী ঈশ্বর বা অনিরুদ্ধ বিষ্ণু সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থান করেন। বহিরাবরণ বা স্থূলাবরণদর্শন যেখানে, সেখানে অন্তর্দর্শন, চেতনদর্শন বা সেব্যদর্শন নাই। স্থূল বহিরাবরণ বা সূক্ষ্ম অন্তঃকরণের অতীত প্রদেশে জীবাত্মা ও অন্তর্যামী ঈশ্বর একত্রে সেবক ও সেব্যরূপে বিরাজিত আছেন। ভগবান্ যে কেবল অন্তরেই আছেন, বাহিরে নাই—এরূপ নয়; তিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই বিরাজমান। অন্তর্দর্শী ভক্তগণ অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বত্র ভগবান্ ও ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করায় তাঁহাদের নিরানন্দ নাই।

অনেকে বলেন—ভগবান্ যখন হৃদয়েই আছেন, তখন তাঁহার সন্ধানের কি দরকার? সম্বন্ধজ্ঞান ও প্রীতির অভাব হইতেই এইরূপ বহির্মুখ বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। যদিও শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামিরূপে জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন, তথাপি তিনি সেই অবস্থায় উদাসীনভাবেই বিরাজ করেন। ভাগ্যক্রমে সংসার অরোচক হইলে জীব যখন সাধুসঙ্গের জন্য উদ্গ্রীব হন, তখন করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কৃপারূপে সেবোন্মুখ জীবের কর্ণদ্বার দিয়া তাঁহার উপদেশন-স্বরূপ জীবের হৃদয়-কন্দরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অবস্থান নিবেদিত করিয়া থাকেন। তখনই জীব হৃদয়ে কৃষ্ণের

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

নিত্যাবস্থিতির কথা উপলব্ধি করিতে পারেন। সুতরাং—সাধুমুখে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইবার অন্য উপায় নাই?

একবারও চিন্তা করি কি?

(প্রাপ্ত)

আমি কখনও মহাভাগবতের নিকট কৃষ্ণভক্তির কথা শ্রবণ করিয়াছি কি? আমি কখনও মহাভাগবতের সঙ্গ পাইয়াছি কি? এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমাকে বুকে হাত দিয়া নিষ্কপটে সরল অন্তঃকরণে দিতে হয়, তবে আমাকে বলিতে বাধ্য হইতে হইবে—আমি কখনও মহাভাগবতের সঙ্গ পাই নাই—আমি কখনও মহাভাগবতের নিকট কৃষ্ণভক্তির কথা শ্রবণ করি নাই, কেবল মহাভাগবতের সেবা করার ও তাঁহার নিকট কৃষ্ণভক্তির কথা শ্রবণ করার অভিনয় করিয়াছি মাত্র। "বঞ্চনে পতিষ্ঠায়তে।"

সর্ব্বশাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন,—

"মহতাং সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"

এতকাল যাবৎ মহাভাগবতের সঙ্গ ও সেবা করার ফলে আমার হৃদয়ে অপ্রাকৃতত্বের অনুরাগের উদয় বা স্বরূপসিদ্ধি হইয়াছে কি? সর্ব্বশাস্ত্র-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—মহাভাগবতের নিকট কৃষ্ণভক্তির কথা শ্রবণমাত্র হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয় এবং সেই প্রেম-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চিত্তে অবরুদ্ধ হইয়া যান। আমি বহুদিন মহাভাগবতের নিকট কৃষ্ণভক্তির কথা শ্রবণ করিয়াছি বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু নিষ্কপটভাবে নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিলে বলিতে বাধ্য হইব—আমার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হওয়া ত' বহু দূরের কথা—অনন্ত-কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তির লেশমাত্রও উদয় হয় নাই।

কেন ফল হয় নাই? কারণ, আমি দাম্ভিক, উদ্দেশ্য ঠিক না করিয়া—শ্রদ্ধাবিশিষ্ট না হইয়া মহাভাগবতের নিকট কৃষ্ণভক্তির কথা শ্রবণ ও তাঁহার সেবা করার অভিনয় করিয়াছি মাত্র। আমি একটী বঞ্চনাকারী বিশ্বাসঘাতক বঞ্চক জীব—বঞ্চনা করিতে আসিয়াছি, তাই বঞ্চিত হইয়াছি; কেবল বঞ্চিত হইয়াছি, তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাভাগবতের কৃপা উপেক্ষা করিয়া, অবহেলা করিয়া, অনাদর করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে জীবনাপাত ভীষণ অপরাধ করিয়াছি।

মহাভাগবতের স্বরূপসম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি—কিন্তু মহাভাগবত কে এবং কেন তিনি এজগতে অবতরণ করেন, তাহা একটু চিন্তা করিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছি কি?

শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদন মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীগোস্বামিবৈষ্ণবাচার্য্যরূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যবাণীকে স্থাপন করিবার জন্য—শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রেম প্রচার করিবার জন্য। এই মহাভাগবতশ্রেষ্ঠের সঙ্গ পাওয়া ও তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা শোনার অমূল্যতা ও দুর্ল্লভতার বিষয় একটুও চিন্তা করিয়াছি কি? কি ভীষণ বোকামি করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃপা-লাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইতেছি—তাহা একবার ভাবিয়েছি কি? এই সৌভাগ্য কি পুনরায় মিলিবে? আমি কি নিত্যকাল "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ"—বাক্যের দৃষ্টান্তকারী পর্দ্দভই হইয়া থাকিব?

স্বয়ং লীলা-পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে যাঁহার অধীন, আশ্রিত, পাল্য মনে করিতে গৌরব বোধ করেন—যাঁহার তাড়ন-ভর্ৎসন ও তীব্র শাসনবাক্য বেদের স্তবাদি অপেক্ষাও কৃষ্ণের অনন্তকোটিগুণে অধিক সুখ প্রদান করে—সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাভাগবতোত্তমের সম্পূর্ণরূপে অধীন হইতে—নিজের স্বতন্ত্রতারূপ মোহিনী মায়ার প্রতি সম্পূর্ণ পশ্চাৎ দিয়া—নিত্যপ্রভুকে নিত্যপ্রভু বলিয়া বরণ করিতে গৌরব বোধ করি কি? আমাকে সংশোধন করিবার জন্য তিনি যে তীব্র শাসনবাক্য বলেন—তাহা কৃপা বলিয়া বরণ করি কি?

আমার যদি উদ্দেশ্য ঠিক হইত—কৃষ্ণদাস্যরূপ নিত্যপ্রেমই যদি আমার একমাত্র প্রয়োজন-জ্ঞান হইত, তবে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাভাগবতোত্তমের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় পাইবার জন্য—সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ের আর্ত্তির সহিত প্রার্থনা করিতাম, বৃথা কথায় ও বৃথা চিন্তায় এক সেকেণ্ডও নষ্ট করিতাম না। শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃপা প্রদান করিবার জন্য স্বেচ্ছায় অবতরণ করিয়াছেন—আর নির্ব্বোধ আমি সেই কৃপার জন্য কাঙ্গাল না হইয়া—'সেই কৃপা পাওয়ার জন্যই অনন্তকাল ক্রন্দন করিব, অন্য কিছু চাহিব না'—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট না হইয়া পথভ্রান্ত ভাবে নিশ্চিন্তভাবে দুর্লভ সুযোগ-সৌভাগ্য বৃথা হারাইতে বসিয়াছি! হায়! হায়! লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষারূপ কর্দ্দমায় অভিনিবিষ্ট হইয়া—জড় দেহ-মনের অভিমানরূপ দস্তের গোলাম হইয়া নিজের দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠার কথা চিন্তা করিতেছি না! এখনও যদি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাভাগবতোত্তমের আশ্রয় পাইলাম না, তাঁহার সঙ্গ পাইলাম না, তাঁহার একটী কথাও আমার শ্রবণগোচর হইল না, তাঁহার অহৈতুকী কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবার বাধায় যদি একটুও দুঃখ, আশা অনুভব করিতাম, তাঁহার আশ্রয় ও কৈঙ্কর্য্য লাভের জন্য যদি অনন্যভাবে অবিশ্রান্ত সক্রন্দন প্রার্থনা করিতাম, তবে নিশ্চয়ই বাঁচিয়া যাইতাম। কারণ, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাভাগবতোত্তম বড়ই করুণাময়, কৃপা করার জন্যই—নিত্যানন্দ বা নিত্যজীবন প্রদান করিবার জন্যই তাঁহার অবতরণ বা আবির্ভাব।

প্রভুপাদের হরিকথা

আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার—এইরূপ একনিষ্ঠ না হইলে কৃষ্ণোপাসনা হয় না। 'কৃষ্ণের আমি, আমার কৃষ্ণের সব'—এরূপ অকিঞ্চনা ভক্তি যাঁহার আছে, তাঁহারই কৃষ্ণোপাসনা সম্ভব। 'আমি', 'তুমি' ও 'তিনি' এই তিনটি পুরুষের মধ্যে 'আমি'—এই প্রথম পুরুষের সহিতই 'আমার' সম্বন্ধ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের মধ্যে আমার 'আমি'র কথা যে পরিমাণে আছে, সেই পরিমাণে আমার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ, নতুবা আমার সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমি চাই—সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা, আমার স্বার্থের বিষয়—একমাত্র কৃষ্ণ এবং আমি কৃষ্ণের; তদ্ব্যতীত কৃষ্ণেতর স্বার্থে আমার কোন সহানুভূতি নাই।

যাঁহারা কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব দেন, তাঁহারাই কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব লাভ করিতে পারেন। যাঁহাদের কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য পুরুষার্থে কিছু দরকার আছে, তাঁহারা কৃষ্ণ কি বস্তু, কৃষ্ণপ্রীতি কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারে না। সেই জন্য তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা ভিন্ন নানা কার্য্য পড়িয়া যায়। দেশসেবা, মনুষ্যসেবা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির সেবা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সেবার কথা কেবল তখনই আসিয়া পড়ে। তখন আমরা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাসৌভাগ্য-বঞ্চিত হই। গুরুকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আমার আর কোন স্বার্থ নাই—এই বিচারে প্রকৃত স্বার্থপর হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা—কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার শতকরা শত অংশ সেবা আমারই; অন্য কাহাকেও তাহার অংশীদার জানিয়া আমার সেবাপ্রবৃত্তি লাঘবের চেষ্টা হইলে কৃষ্ণে কখনও আমার পূর্ণপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে না। আমি কৃষ্ণের পূর্ণ সেবাবিধানে অসমর্থ হওয়ায় অপর কেহ তৎপূর্ণতা-বিধানে সমর্থ হইলে আমি আমার আংশিক সেবার দ্বারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য করিব—কৃষ্ণকে পূর্ণসেবালাভে বঞ্চিত করিয়া আমার ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিব অর্থাৎ নিজেও সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারিব না, অন্যে করিলেও তাহা দেখিতে পারিব না, ইহা আদৌ সেব্যের প্রতি সেবকের প্রীত্যনুক সেবাধর্ম্ম নহে; উহা বৎসরতা বা সেবাধর্ম্মের বিপর্য্যয় মাত্র।

আমাদের সকলেরই হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের প্রার্থনা রহিয়াছে। 'তুমি' ও 'তিনি'কে পাইয়া সেই আনন্দের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। আনন্দ পাইতে চায়—'কৃষ্ণের আমি' ও 'আমার কৃষ্ণকে', তাহা না হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না, আশা পূরিবে না। আনন্দ চায় 'কৃষ্ণের আমি', আমাকে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবিধান করাইতে, 'তুমি'র মধ্যেও চাহে—'আমি'কে স্থাপন করিতে, 'তিনি'র মধ্যেও চাহে 'আমি'কে বসাইতে। যে 'তুমি' 'তিনি'র মধ্যে তাহার 'কৃষ্ণের আমি' নাই, সে 'তুমি' 'তিনি'র সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। যেদিন আমরা আমাদের বাহ্য জগতের সকল চেষ্টা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৎপর করিতে পারিব, যেদিন 'কৃষ্ণ আমার', 'আমি কৃষ্ণের'—ইহা ছাড়া আর উত্তর দর্শন থাকিবে না, সেইদিনই আমার সত্য সত্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সত্য সত্য কৃষ্ণকথা শ্রবণদ্বারা সত্য সত্য কর্ণবেধ-সংস্কার-লাভ হইবে, সেই দিনই আমাদের কর্ণ বাহ্যমুখতারূপ কর্দ্দম মুক্তৈকতাপ্রাপ্ত হইবে। তখন প্রাকৃতবিষয়ের কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণের প্রচুরতাক্রমে, শ্রবণদশা, বরণদশা, স্মরণদশা অতিক্রমপূর্ব্বক স্বরূপসিদ্ধি ও তৎপরে বস্তুসিদ্ধি লাভ হইবে। সুতরাং 'আমি'র বিচার ঠিক হওয়ার দরকার। আমি ঠিক—সব ঠিক, আমি বেঠিক, সব বেঠিক।

যাহারা গৌরভক্তের নাম করিয়া গোপনে অত্যাচারপরায়ণ হয়, শ্রীমায়াপুরচন্দ্র শ্রীগৌরহরি সেইসকল অপরাধীর কপটতা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে শ্রীধাম হইতে অপসারিত করেন। আমাদের শ্রীমায়াপুরচন্দ্র যে সে ঠাকুর নহেন, তাঁহার ভক্তের নাম করিয়া কপটাচরণকারীকে তিনি কখনও ক্ষমা করিতে পারেন না।

প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভৃত্য কখনও তাহার প্রভুর আসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন না। ভগবদ্ভক্তের বিচার 'তিনি প্রভু, আমি দাস'; 'তিনি খোদা, আমি বান্দা'। মায়াবাদীর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ও সুফী-সম্প্রদায়ের 'আনলহক' অর্থাৎ 'হামখোদা'—এই সকল কুবিচারে কেবলই অসুবিধার কথা; এই সকল অতিশূদ্র ও তুচ্ছ বিচার। এইরূপ বিচারে যথেচ্ছাচারিতা কেবল বাড়িয়াই চলিবে।

দাসের পক্ষে প্রভুর আসনে সজ্জিত হইবার চেষ্টা অপেক্ষা সেই নিত্য-প্রভু অর্থাৎ ভগবানের সেবক হওয়ার বিচারে থাকাই ভাল। পূর্ণের সেবা করা কর্ত্তব্য, অন্য বস্তুর সেবা করা কর্ত্তব্য নয়। প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণে ভগবান্ আছেন। সুতরাং 'জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।' আমি যদি ভগবানের সেবা করি, তাহা হইলে কোন বস্তুকে ঘৃণা করিতে পারিব না। ভগবৎসেবাতেই জীবের চেতনধর্ম্মের পুষ্টি হয়।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-সাপ্তাহিক-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
	১ম ও দিনের জন্য, পরবর্ত্তী দিনের জন্য			
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	১০	।√০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲		" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
অর্দ্ধ কলম			" এক কলম	৫০৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত —উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকট-পৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এক আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগরূপ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।√০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।√০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই ইহার কাটতি বেশী হইবে না। [illegible] প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১।√০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

বাঙ্গলার ধান ও চাউল বাহিরে রপ্তানি নিষিদ্ধ

মূল্যনিয়ন্ত্রণকারী অফিসারের অনুমতি ব্যতীত বাঙ্গলাপ্রদেশের বাহিরে কোন স্থানে চাউল ও ধান্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়া বাঙ্গলা সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, কলিকাতা এলাকায় মজুত চাল যাহাতে অন্যায়ভাবে নিঃশেষিত না হয়, তদুদ্দেশ্যে এখান হইতে চাউল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কলিকাতার বাহিরে লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করা হইয়াছিল। কিন্তু সরকার তাহার পর হইতে সংবাদ পাইতেছেন যে, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে এই প্রদেশের কোন কোন স্থান হইতে প্রদেশের বাহিরে চাউল ও ধান্য রপ্তানি হইতেছে। সরকার বর্ত্তমানে এই প্রদেশে যে চাউল ও ধান আছে, তাহার মোট হিসাব গ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং এই হিসাবের ফলাফল না জানা পর্য্যন্ত রপ্তানি নিষিদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। চাউল সম্পর্কে অবিলম্বে অন্যান্য প্রদেশের প্রয়োজন মিটাইতে প্রাদেশিক সরকার প্রস্তুত থাকিলেও ইহা বলা অনাবশ্যক যে, বাঙ্গলায় যাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এই প্রধান খাদ্যের সরবরাহ অব্যাহত থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

জাপ ও মিত্রপক্ষের প্রজা বিনিময়

সুদূর প্রাচ্য হইতে আমেরিকানদিগকে লইয়া "আসামাহারু" ও "কণ্টে ভার্দে" নামক জাহাজদ্বয় লরেঙ্কো মার্কস্ (পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব-আফ্রিকা) পৌঁছিয়াছে। আমেরিকা হইতে জাপানীদিগকে লইয়া "গ্রিপসলম" নামক জাহাজ পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছে। লরেঙ্কো মার্কসে জাপানী ও আমেরিকানদের বিনিময় হইবে।

পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেন কমন্স সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, সুদূর প্রাচ্যে ১৮ শত ইংরাজ ও মিত্র রাষ্ট্রের অধিবাসীর সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের ১৮ শত জাপানী ও তাহার দেশবাসীর বিনিময়ের জন্য জাপান গবর্ণমেণ্টের সহিত এক চুক্তি করা হইয়াছে। লরেঙ্কো মার্কসে পর্ত্তুগীজ গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় ঐ বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

— —

মিশরীয় ব্রিজ.ও সৈন্যদের সশস্ত্রীকরণ

মিশরীয় বাহিনীর যে সৈন্যদলকে মাসের প্রথম দিকে নিরস্ত্র করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে পুনরায় বিভাগীয়

নির্দ্দেশমতে অপর কোন আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত সশস্ত্র রাখা হইতেছে। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ বিভাগীয় লোকদের চুক্তি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বিমান আক্রমণকালে জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য আরও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের চাউলের মূল্যতালিকা সংশোধন

গত ২১শে জুলাই বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ধান চাউলের দর সম্পর্কে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন এবং ২২শে জুলাই তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে চাউলের দর এইরূপ দেওয়া ছিল :—

মিলের দর	মাঝারি (মণকরা)	মোটা (মণকরা)
পাইকারী (গুদাম হইতে)	৭৲	৬।০
খুচরা	৭।০	৫৸০
প্রতি সের	✓০ পাই	✓০

পূর্ব্বোক্ত মূল্য-তালিকা ভুল। কারণ উহাতে মিলের দর উল্লেখিত হয় নাই। উহা সংশোধন করিয়া ২৩শে জুলাই তারিখে গবর্ণমেণ্ট নিম্নোক্ত মূল্য-তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন :—

	মাঝারি (মণকরা)	মোটা (মণকরা)
মিলের দর	৭৲	৬।০
পাইকারী (গুদাম হইতে)	৭।০	৬৸০
খুচরা	৭৸০	৭০
প্রতি সের	✓০ পাই	✓০

কলেজের প্রিন্সিপালদিগকে নূতন ক্ষমতা দান

ছাত্রদের ভর্ত্তি, ট্রান্সফার ও বহিষ্কার সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর ২৩সংখ্যক অধ্যায়ে নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহা অনুমোদিত হইয়াছে,—

২৩সংখ্যক অধ্যায়ের ২৬ ধারার পর (১৯৪১ সালের সংস্করণের ৮৯ পৃষ্ঠা) এই নূতন ধারাটি সংযুক্ত করা হইয়াছে,—

২৬ (ক) ধারা :—প্রিন্সিপাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের জন্য আবশ্যক বিবেচনা করিলে কোন কারণ না দর্শাইয়াই যে কোন ছাত্রকে কলেজ পরিত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি বাধ্য হইয়া তিনি ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (সিণ্ডিকেটের নির্দ্ধারিত ফরমে) দিবেন। তবে কলেজের পরিচালকবর্গের অনুমোদন না লইয়া এই ধারা অনুসারে সার্টিফিকেট দেওয়া চলিবে না। এই ধারা অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে জানাইতে হইবে।

বর্ত্তমান সেসন হইতেই এই পরিবর্ত্তন আমলে আসিবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভার শ্রীভক্তিবিনোদ গীতাবলী

এই গ্রন্থ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অভিনব ছন্দে "গীতাবলী" প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনদর্পণিকা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সমাজে প্রত্যেক ভক্তের ভিক্ষাপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৩ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৪ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৩০শে জুলাই, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } ১১৫তম সংখ্যা

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(*):০:——

যিনি শিষ্যকে পরমার্থপথে চালিত করিয়া ভগবদ্দর্শন করাইতে পারেন, তিনিই গুরু। যিনি নিরন্তর ভগবদ্দর্শন করিতেছেন, ভগবৎসঙ্গ করিতেছেন, ভগবৎসেবা করিতেছেন তাই তিনি শিষ্যকে ভগবদ্দর্শনে অধিকারী করিতে পারেন। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, তিনিই গুরু। তিনি যে কোন আশ্রমে থাকিয়া অভিনয় করিতে পারেন। এইরূপ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ ভজনপর মহাপুরুষের সঙ্গ হইতে জীব অমর শক্তি বা অসৎসঙ্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। বদ্ধজীব কখনও হরিভজন যুক্ত অবগত হইতে পারে না। ভগবানের সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব জীবকে হরিভজন শিক্ষা দিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। অবৈষ্ণবে আত্মহীন অসাধু হউক, অন্যভোগময় ব্যক্তি দীক্ষাগ্রহণে উপযুক্ত নহে। যাহার সত্যানুসন্ধিৎসা নাই, তাহাকে সদ্গুরু কখনও দীক্ষা প্রদান করেন না। দীক্ষিত হইবার সময় শিষ্যকে গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। সেই শরণাগতি আসিলে গুরু তাহাকে দীক্ষা প্রদান করত আত্মসাৎ করেন। এই দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে অদীক্ষ [illegible]

জাতিবুদ্ধি বা তাঁহাকে পূর্ব পরিচয়ে পরিচিত করা অন্যায় ও অপরাধ।

———

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু একই তত্ত্ব। অধঃজ্ঞানে সেবাবিচার দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে হয়। কৃষ্ণই গুরুরূপে জীবকে কৃপা করেন। গুরু মর্ত্যবুদ্ধি—এ বিচার মহাপরাধজনক। গুরু সম্বন্ধে দুঃসঙ্গ রাখিয়া বা অসৎসঙ্গে থাকিয়া যদি গুরুপাদাশ্রয় বা সৎসঙ্গের অভিনয় দেখান হয়, তাহা হইলে তাহাতে অসৎসঙ্গেরই ক্রিয়া হইয়া থাকে, সৎসঙ্গের ফল পাওয়া যায় না।

———

ভগবদ্ভক্তগণের কৃপায় ও সঙ্গবলে আমরা অপ্রাকৃতবস্তুতে সেবোন্মুখ হইতে পারি। ভক্তগণ মাদৃশ প্রাকৃত ব্যক্তিগণকে প্রকৃতির চিন্তাস্রোত হইতে নির্মুক্ত করিয়া অপ্রাকৃত স্বরূপবিজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান প্রদান করিবার জন্য এজগতে আগমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রকৃতির মধ্যে আগমন করিয়াও প্রাকৃত ব্যক্তিগণের ন্যায় প্রকৃতিগুণে আবদ্ধ হন না, ইহাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। ভক্তগণ প্রকৃতির কবলে পতিত জীবগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের প্রতি করুণাপরবশ হন এবং তাহাদের দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনুভূতি উদ্বোধন [illegible] করেন।

ভগবৎসেবাই আমাদের নিত্যধর্ম। ভগবৎসেবকরূপে পরিচয়ই আমাদের নিত্য অভিমান। আমরা আমাদের স্ব-স্বরূপে নিত্য ভগবৎকিঙ্কর। ভগবৎকৈঙ্কর্যই আমাদের স্বধর্ম বা স্বরূপধর্ম। আমরা স্বরূপে অবস্থিত হইলে বুঝিতে পারি যে, আমরা প্রাপঞ্চিক পরিচয়ে পরিচিত কোন বস্তু নই - আমরা ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই, হিন্দু নই, মুসলমান নই; আমরা মনুষ্য, পশু বা পক্ষী নই—আমরা ভগবানের নিত্যদাস।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে নির্ভরশীল সরল শ্রৌতপথীর কোনও অসুবিধা হয় না। যত বিপদই আসুক, তিনি শ্রীগুরুদেবকে একমাত্র রক্ষক জানিয়া তৎপাদপদ্মাশ্রিত হইয়া নির্ভয়ে থাকেন। তিনি গুরুবাক্যকে বেদবাক্য বা নিগূঢ় সত্যবাক্য বলিয়া জানেন এবং গুরুদেবের কৃপার কথা অনুক্ষণ চিন্তা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের অন্তরঙ্গসেবক বৈষ্ণব ছাড়া যে এ বিশ্বে তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু আর কেহ নাই, তাহা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। পরের মন যোগাইতে গিয়া তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হন না। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী বা উপদেশকে তাঁহার পথপ্রদর্শক জানিয়া সর্বক্ষণ তদনুসারে সেবাময় জীবন যাপন করিয়া থাকেন। তিনি কপটব্যক্তির সঙ্গকে দূরসম্ভ্রমে বর্জন করেন এবং নিজেকে গুরুবৈষ্ণবের অযোগ্য কিঙ্কর বলিয়া অভিমান করেন।

———

এই বিশ্ব জীবের ভোগভূমি নহে; এই বিশ্ব ভগবানের সেবোপকরণ। জীব ভগবদ্বস্তু-জ্ঞানে তাহার সেবা ও সম্মান করিতে পারে; নাই। কৃত্রিম উপায়দ্বারা ভোগবুদ্ধি দূর করা যায় না। ভোগবুদ্ধি ত্যাগের মূলে কৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞান হওয়া দরকার। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে আর ইতরবাসনা হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না।

———

বৈষ্ণবের অনুকরণ করিতে হইবে না, বৈষ্ণবের অনুসরণ করিতে হইবে। পরমহংস গৃহেও থাকিতে পারেন, বনেও থাকিতে পারেন। কোনও পরমহংস মহাপুরুষ গৃহে ছিলেন বলিয়া আমার তাহা অনুকরণপ্রয়াস, যদি গৃহ-ব্রতধর্ম যাজন করিবার জন্য হরিভজনের প্রতিকূল হইলেও তাদৃশ গৃহেই থাকিব—এরূপ বিচার হয়, তাহা হইলে তাহা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রকৃত হরিসেবাপর হইলে গৃহ বা ছাড়িলেও হরিভজন হইতে বাধা নাই। পরমহংসগণ বিষয় হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্বতোভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন। তাঁহাদের ভোগবুদ্ধি নাই। তাঁহাদের অনুকরণ করা আমাদের উচিত নয়। যে-সকল বস্তুতে আমাদের ভগবদিতর-বুদ্ধি থাকে, সেগুলিতেই আমাদের ভোগবুদ্ধি প্রবল হয়। সেই ভোগবুদ্ধিই আমাদের বদ্ধতা। এই ভোগবুদ্ধিরহিত হইলে জীবের জড়াসক্তি যায় এবং তখন তিনি অনাসক্ত বা মুক্ত হন।

———

হরিবৈমুখ্যই অভক্তি এবং সাম্মুখ্যই ভক্তি। যেখানে ভগবৎ-সাম্মুখ্য বা ভক্তি, সেখানে অভাব, ক্লান্তি, হতাশা, সন্দেহ, জ্ঞানহীনতা, আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা বা আশ্রয়হীনতা নাই। সত্যই ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ। ধার্মিকগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। কর্মীর বিচারে ধর্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি। কর্মিগণ যথার্থ-কামকামী, কিন্তু জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের বিচারে ধর্মের ফল পর পর শমদমাদি, ধর্মনির্বাদ ও শ্রবণ-কীর্তনাদি। জ্ঞানী ও যোগীর মোক্ষই চরম কাম্য। কিন্তু ভক্তের প্রাপ্যবস্তু—প্রেমভক্তি। জ্ঞানী—নির্বিশেষবাদী, যোগী—সবিশেষবাদী হইয়াও প্রকৃত নির্বাণবাদী। জ্ঞানী ও যোগীর কাম্য মোক্ষই শেষ কথা নয়; যোগীর যোগযুক্তই কি শেষ কথা?

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

দোষমুক্তির পর স্বাস্থ্য লাভ করিয়া আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ ও সেবালাভই দরকার। মুক্তি না হলে সে ভক্তি করা যায় না। মুক্তির পর ভগবানের সহিত যে বিলাস, তাহাই ভক্তি।

বাস্তব সত্যবস্তু নিষ্কপট সেবোন্মুখেরই প্রাপ্য। অসত্যে সত্যের অবস্থান নাই। সত্য-জগৎ হইতে বাস্তব সত্য এ জগতে অবতরণ করেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি যাহাদের সম্বল, সেই আধ্যক্ষিক আরোহবাদিগণ বাস্তবসত্য নিরূপণের জন্য বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারে না। পরিশেষে তাহারা সংশয় অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া নাস্তিক হইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কপটে ভগবানের কৃপাভিখারী, করুণাময় বিষ্ণুও বৈষ্ণব রূপকে অবতীর্ণ হইয়া সেই দিব্য শিষ্যকে নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য প্রদান করেন। কপটতা থাকিলে বাস্তব সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

যেখানে কপটের সহিত সাধন করিয়াও ফললাভ হইতেছে না, সেখানে শ্রীনামের প্রতি ও শ্রীনামসেবক বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধই তাহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বুঝিতে হইবে। আমরা যতই ভগবৎসেবার ভাণ করি না কেন, বিষ্ণুপ্রিয় বৈষ্ণবের সেবাবৃত্তি যদি না থাকে, তাহা হইলে নন্দনন্দন শ্রীহরি বা শ্রীনাম কখনও প্রসন্ন হইবেন না। আমরা বিষ্ণুপুরাণ-পাঠে জানিতে পারি—ভরত-নামক রাজা ভগবদারাধনা-তৎপর হইলেও বৈষ্ণবারাধনা ত' দূরের কথা, বৈষ্ণবানুগত্যের সাহিত্য অভাবে কুরঙ্গ-যোনি লাভ করিয়াছিলেন।

অপরাধ আছে বলিয়া হতাশার কোন কথা নাই। শুদ্ধবৈষ্ণব ভগবানের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেই তাঁহারা অপরাধের হাত হইতে রক্ষা করিবেন। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির জন্যই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। অবিশ্রান্তভাবে নামকীর্ত্তন করিতে করিতেই অভীষ্টসিদ্ধিলাভ হইবে।

কুটিলের কোন কথাই শুদ্ধভক্তের কাছে পৌঁছে না। শুদ্ধভক্ত-পাদপদ্মে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস যাহার নাই, সে তাঁহাদের সঙ্গ, সেবা বা কৃপা পাইবে কি করিয়া? কুটিলতা-সংশয় থাকিলেও সঙ্গ বা আশ্রয় হয় না। এই শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ়বিশ্বাস চেতনের স্বধর্ম-সম্বোধন নহে। কোমলশ্রদ্ধ জীবও ক্রমশঃ সাধু-গুরুকৃপায় এই ভক্তিলতাবীজ প্রচারকের সৌভাগ্য পান। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধদোষে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর থাকাসত্ত্বেও, বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদি-প্রবৃত্ত, তাহা সমস্তই কুটিলতা।" মূর্খ থাকা ভাল, কিন্তু কুটিল হওয়া ভাল নয়। অকুটিল সরলচিত্ত ব্যক্তিই মঙ্গল লাভ করেন।

সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তি ত' দূরের কথা, ভক্ত্যাভাসের দ্বারাও অকুটিল ব্যক্তির সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় ও বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি ঘটে। বৃহন্নারদীয়-পুরাণে কথিত আছে যে, মদিরা-পানে উন্মত্ত হইয়া কোকিল ও মানী—স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে দৈবের অগ্রভাগে পুরাতন বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া এক জীর্ণ বিষ্ণুমন্দিরের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করায় তাহাদের ধ্বজারোপণ-ব্রতের ফল-প্রাপ্তিতে বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। এইরূপ ব্যাধকর্ত্তৃক আহত ও কুক্কুরগৃধ্র কোন পক্ষীর পলায়নচ্ছলে ভগবন্মন্দির-পরিক্রমণ-ফলের প্রাপ্তি-নিবন্ধন অবশেষে বিষ্ণুপদ-লাভের কথাও শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও ভক্ত্যাভাসে মহা-ভক্তির প্রাপ্তিও ঘটিয়া থাকে। বৃহন্নৃসিংহ-পুরাণ পাঠে জানা যায়, পরম বৈষ্ণব মহা-ভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্ব্বজন্মে বেশ্যার সহিত বিবাদকালে দৈবক্রমে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীতে উপবাস ও রাত্রি-জাগরণের ফলে পরজন্মে তাঁহার ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

যিনি ভগবানের ভক্ত, তিনিই সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার মত ধার্ম্মিক আর কেহ নাই। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত নহে, তাহার অকরণীয় কোন কার্য্য বা পাপ নাই। শাস্ত্র বলেন,—অভক্তের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও পাপ বলিয়া গণ্য হয়। অভক্ত সুষ্ঠুভাবে ধর্ম্মাচরণ করিলেও সর্ব্বদা নরকেই অবস্থান করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও পাপ হইতে বিমুক্ত হন। ভক্তি খুব বড় জিনিষ। তাহা ভগবান্‌কেও বশীভূত করে। ভক্তি পাপপুণ্যের অতীত। ভক্ত কৃষ্ণেচ্ছার দ্বারা চালিত; সুতরাং তাঁহার অন্যায় বা দোষ বলিয়া কোন কথা নাই। তিনি যাহা করেন, তাহাতেই কৃষ্ণের সুখ হয়। ভগবান্ যাঁহাদের প্রেমবশ্য, তাঁহাদের কোন পাপ-বাসনা থাকিতে পারে, এরূপ মনে চিন্তা করাও অপরাধ।

রাগানুগ ভজনই সর্ব্বোচ্চ। রাগমার্গেই কৃষ্ণভজন হয়। ভগবানের সহিত সমতা বা তাহা অপেক্ষা অধিক সামর্থ্যযুক্ত না হইলে প্রেম-সেবা হয় না। কৃষ্ণসেবার ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্রও নাই। ব্রজবাসিগণের সেবার তুলনা নাই। তাঁহাদের মত কৃষ্ণের প্রীতিবিধান আর কেহ করিতে পারে না। সেই ব্রজবাসিগণ অত্যন্ত আপনভাবে নিঃসঙ্কোচে যে কিভাবে কৃষ্ণসেবা করেন, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—"বিশ্রম্ভ সখ্যরসের রসিকগণ কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতে দিতে পারেন, স্কন্ধে চড়িতে পারেন, যশোদা পুত্র-বিচারে পাল্যজ্ঞানে কৃষ্ণকে বন্ধন ও প্রহারাদি করিতে পারেন; বৃষভানুনন্দিনী কৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করিতে পারেন, আশ্রয় হইয়াও বিষয়ের দ্বারা আনুগত্য করাইতে পারেন।"

বৈষ্ণবের কাহারও প্রতি ক্রোধ নাই। তিনি নির্ম্মৎসর, তবে তিনি ভক্তদ্রোহীর প্রতি ক্রোধের অভিনয় করেন, কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ সাধু ও অসাধু চিনিয়া লইতে পারে না।

ব্যক্তিগত ভজনানন্দী ও পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যের কার্য্য স্বতন্ত্র। ভজনানন্দী বা নির্বিজানন্দিগণ নীরবে নিজে নিজে ভজন করিয়া ক্ষান্ত; কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারক আচার্য্য পরমবিরক্ত ভজনানন্দী, নিষ্কিঞ্চন হইয়াও, পরমহংস বৈষ্ণবশিরোমণি ভাগবতোত্তম হইয়াও ক্ষমাধিকারীর লীলাভিনয় করিয়া জীবে দয়া বা মহাবদান্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণেচ্ছা

——::(:০:)::——

বৃক্ষের দিকে গতিবিশিষ্ট হওয়া, বৃক্ষ-চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করা, তদনন্তর শরণাগত হওয়া বা সম্পূর্ণ নির্ভর করা অণুচেতনের একমাত্র স্বভাব। শুদ্ধসত্ত্ব বা নির্ম্মল-চিত্ত ভক্তগণ সতত ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভরশীল। ভগবান্‌ই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। আমাদেরও তদানুসরণে তদনুরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের পক্ষে যাহার দ্বারে কামনা-বাসনার উৎপাতহেতু ভক্তিবর্জ্জন-করে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণকারী সাময়িক সুখপ্রদাতা ব্যক্তি বা বস্তুসমূহের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া থাকি। তজ্জন্য আমরা কৃষ্ণবিস্মৃতির দরুণরূপ সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই ভোগ করি। এই দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া আবশ্যক। শরণাগতিই ইহার উপায়।

ভক্তগণ শরণাগত। তাঁহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। ভগবানের সুখেই তাঁহাদের সুখ, ভগবানের ইচ্ছাই তাঁহাদের ইচ্ছা এবং ভগবৎসুখবিধানের জন্যই তাঁহাদের যা' কিছু। তাঁহারা ভগবৎপাদপদ্মে সমস্ত সমর্পণ করিয়া নিজসুখে জলাঞ্জলি দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন—জীবের প্রতি ভগবান্ যদি কৃপাদৃষ্টি না করেন, তবে বদ্ধ জীব কখনই মুক্ত হইয়া বৈষ্ণব হইতে পারে না। কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সব হয়। ভগবদিচ্ছা বিনা কাহারও কিছু করিবার শক্তি নাই। জন্ম মৃত্যু, স্থিতি-প্রলয়, সুখ বা দুঃখভোগ—কোন কিছুই কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না। জীব কেবল আশা করে মাত্র এবং সেই আশা ভগবদিচ্ছা হইলেই কার্য্যকারী হয়, নতুবা নহে। ভক্তগণ ভগবচ্চরণে আশ্রিত বলিয়া তাঁহাদের কোন ভয় নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই। আমাদের অবস্থা কিন্তু তদ্বিপরীত; আমাদের ভগবানের প্রতি আস্থা বা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ত' নাইই, পরন্তু কেহ এইসকল অমূল্য কথা আমাদিগকে জানাইয়া দিলেও আমাদের মনে লাগে না, কর্ত্তৃ-অভিমান যায় না। আমি নিজে কিছু করিতে পারি, এ জগতের ব্যক্তি বা বস্তু আমার কিছু সুবিধা করিয়া দিতে পারে—এতাদৃশ বুদ্ধি আমাদের মঙ্গলবরণের পথে বাধা। এরূপ বিচার বা ভগবানে অনাস্থা দুর্ভাগ্যের পরিচয় ব্যতীত আর কিছু নহে। আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি—'রাখে কৃষ্ণ, মারে কে; মারে কৃষ্ণ, রাখে কে?' কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সহজ কথাটিও উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

'রক্ষিতা যত্র ভগবান্ কস্তং হন্তুমলম্ ।
স যত্র বিমুখো বা রক্ষিতুম্
তং চ কঃ ক্ষমঃ ।'
(নারদপঞ্চরাত্র)

আমাদের ধারণা—এ জগতের যে কেহ আমাদের ক্ষতি করিতে পারে। কিন্তু আমরা বুঝি না, না বুঝি, ইহা ধ্রুব সত্য যে, কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত কাহারও কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, তাহা সবই মঙ্গলময়ের স্বতেচ্ছাপ্রসূত। অন্ত-জগতের বিষের ক্রিয়ায় জীবের মৃত্যু ঘটে, আর অমৃতসেবনে জীবের নিত্যজীবন লাভ হয়। কৃষ্ণেচ্ছাক্রমেই অমৃত ও বিষ স্ব-স্ব ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। জগদ্গুরু লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুও আমাদিগকে শরণাগতির কথা এই-ভাবে জানাইয়াছেন,—

"জীবন-মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত তাহাতেও কিছু নয়॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে, মারে।
তাহা বহি আর কেহ করিতে না পারে॥
কোকবদ্ধ অদৃষ্টে থাকে যে দিনে লিখন।
অবশ্যেও আসি' মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যাঁ'রে যে-দিবস না লিখে আহার।
রাজপুত্র হউক, তবু উপবাস তা'র॥
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে।
অকস্মাৎ কলহ করয় কারো সনে॥
ক্রোধ করি' বলে 'মুক্তি না খাইমু ভাত'।
দিব্য করি' কহে নিজ শিরে দিয়া হাত॥
সকলি সকল দ্রব্য হইলে বিদ্যমান।
আচম্বিতে দেহে অন্ন দৈন্য অন্তর্ধান॥

অন্ন-বেলায় কোথা থাকিল তখন।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন আহার।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে—বিদিত সর্বত্র॥
যে-তে মতে কেনে কোটি প্রয়াস না করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে তবে ফল ধরে॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অঃ)

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—
আপনি ঈশ্বর সর্ব্ব জনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যা'র, সেই সুখ পায়॥

কল্যাণকামী জীবমাত্রেরই এই শাস্ত্র-বাক্যের প্রতি দৃঢ় আস্থাস্থাপন যে একান্ত আবশ্যক, তাহা আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি আমরা অন্য কিছুর প্রতি নির্ভরতা স্থাপন করিতে যাই এবং ভগবান্ ও ভগবদ্বাক্যে দৃঢ়ভাবে আস্থা স্থাপন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের অপরাধ বা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আমাদের পক্ষে বিশ্বাস-পন্থা বিচারই গ্রহণীয়, নচেৎ হিতাহিত-বিবেকশূন্য আমার মত ব্যক্তির বিপদ্ পদে পদে। এই নির্ভরতাই মঙ্গলপথের প্রথম সোপান এবং ভগবৎকৃপার ইচ্ছা দিশাই আমাদের প্রয়োজন। প্রথমাবস্থায় বদ্ধজীব আমরা এসব কথা ঠিক ঠিক ধরিতে বা বুঝিতে না পারিলেও বুঝিতে যত্ন করা আবশ্যক।

আত্মবঞ্চনা

——::(০)::——

আত্মবঞ্চনা মোক্ষতুষ্টের মধ্যে বিগলিতার অন্তর্গত। ইহা ভক্তিপথের প্রধান কণ্টক। বদ্ধ জীবমাত্রেরই আত্মবঞ্চনার দিকে স্বাভাবিক রুচি। এই আত্মবঞ্চনা-রাক্ষসী যে কিভাবে আমাদিগকে গ্রাস করে, তাহা বদ্ধ জীব আমরা হৃদে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যে আত্মবঞ্চনা-রাক্ষসীর পাল্লায় পড়িয়াছে, সে অনেক সময় আত্মহিংসা ও জীবহিংসা করিতে বাধ্য হয়। আত্মবঞ্চনা যেখানে, সেখানে অসাধুকে সাধু, সাধুকে অসাধু এবং নিজেকে বৈষ্ণবগণের পরিবর্তে বৈষ্ণব বলিয়া মনে হয়। আত্মবঞ্চক—হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী। যেখানে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই প্রবল। যেখানে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্র বর্তমান, সেখানে সেবা নাই। সুতরাং যে বঞ্চিত, সে সম্পূর্ণরূপে মায়াগ্রস্ত। আত্মমঙ্গলকামীর শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখ ব্যতীত অন্য কোনও বাঞ্ছা নাই। যেখানে অন্যাভিলাষ, সেইখানেই আত্মবঞ্চনা। যেখানে আত্মবঞ্চনা, সেখানেই আত্মবিনাশ। এই অন্যাভিলাষী আত্মবঞ্চনা ভজনের অন্তরায় পরিপন্থী।

আত্মবঞ্চিত ব্যক্তি সদ্বৈদ্যের কথা শুনে না, সাধুর সদুপদেশে কর্ণপাত করে না, পরন্তু নিজকে বঞ্চক অপরাধী ও বঞ্চক মনের পরামর্শকেই বহুমানন করে। সে জড়প্রতিষ্ঠাকে আদর করে, সাধুর বচনকে কৃপা বলিয়া বরণ করে না। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান্ হওয়া আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত। আমাদের একমাত্র প্রভু ভগবান্ ও তদভিন্ন ভগবদ্ভক্তগণ। তাঁহার নিরন্তর নিষ্কপট সেবায় নিযুক্ত থাকাই জীবের একমাত্র প্রতিষ্ঠা। এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার কথা সে জানে না। সেইজন্য সে অহৈতুকী সেবারূপা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অপর বস্তুর জন্য লালায়িত হইয়া জড়প্রতিষ্ঠায় বিমুগ্ধ হয়। ভক্ত শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তিনি প্রভুর সুখেই নিজের সুখ মনে করিতেছেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব হইতে পৃথক্ অবস্থান তাঁহার নাই—এরূপ দৃঢ় উপায় তাঁহার হইয়াছে। সেবাই তাঁহার সত্তা—একথা তিনি বুঝিয়াছেন। সেজন্য আত্মবঞ্চনা তাঁহার নিকট যাইতে পারে না। এরূপ ভক্তের সঙ্গ হইলে আমরাও আত্মবঞ্চনা-রাক্ষসীর হাত হইতে রক্ষা পাইব। আত্মতৃপ্তি যেখানে, সেখানে পরমাত্মার তৃপ্তি নাই। তাহা কাম—ভগবৎপ্রেম নহে। ভক্ত দুই প্রকার—মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী। উভয়েই সদ্বোপ্য। ইঁহাদের প্রতি অবহেলা করিলে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অমঙ্গল হইবে। সুতরাং বৈষ্ণবের অনুগত হইয়া থাকা আত্ম-বঞ্চনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায়। নতুবা পতন অনিবার্য।

আত্মবঞ্চিত আমি নিজেও বঞ্চিত হই, আবার অনেক কোমলশ্রদ্ধকেও স্ব-আচরণে বঞ্চিত করি। হতভাগ্য আমি নিজের ন্যায় কতিপয় বঞ্চিত ব্যক্তির নিকট হইতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ করি এবং তাহারা আমার আত্মবঞ্চনার যোগান দেয় বলিয়া তাহাদের সঙ্গ আমার ভাল লাগে। তাহাদেরও চিত্তবৃত্তি আমার মত বলিয়া মাদৃশ হতভাগ্যের সঙ্গও তাহাদের রুচিকর হয়। সুতরাং মাদৃশ আত্মবঞ্চিত ব্যক্তি যে একাধারে আত্মঘাতী ও পরঘাতী, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ বিপদ্ হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবেন?

এমন নিঘৃণা মোরে কেবা দয়া করে।
একলা নিত্যানন্দ বিনা জগত মাঝারে॥
শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া গতি নাই।

যেদিন আমরা নিষ্কপট হইয়া নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ করিতে পারিব, যেদিন আমরা সাধুর বচনকে কৃপা বলিয়া মস্তকে ধারণ করিতে পারিব, যেদিন আমরা নিষ্কপটভাবে সাধুর চরণে উপনীত হইয়া সাধুর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিব, যেদিন শ্রীগুরুনিত্যানন্দকে আমাদের নিয়ামক ও পালক বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য হইবে, সেইদিন হইতে আত্মবঞ্চনা-রাক্ষসী আর আমাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না।

কপটতা যেখানে আছে, সেখানেই কলি, সেখানেই আত্মবঞ্চনা। সেখানে সেবা বা আত্মমঙ্গলের কোন কথা নাই। আত্ম-বঞ্চিতের সঙ্গ করিলে এ রোগ বাড়িয়াই চলিবে। সুতরাং আত্মমঙ্গলকামীর সঙ্গই শ্রেয়ঃ। যেখানে প্রভুর স্বার্থ ও ভৃত্যের স্বার্থ এক, তাহাতে আত্মবঞ্চনা নাই; তাহাই ভক্ত। হরিভজন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কর্ত্তব্য আছে—এইরূপ অজ্ঞানতা বা বিচার আত্ম-বঞ্চিতের হৃদয়ে প্রবল। আত্মবঞ্চিত ব্যক্তি বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ভ্রান্ত। বিকার-গ্রস্ত রোগী যেরূপ নিজের আত্মীয়গণকে চিনিতে পারে না এবং সে কে, তাহাও জানে না, সেইরূপ আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিও নিজেকে না জানায়, নিজের পরমাত্মীয় শ্রীগুরুবৈষ্ণবকেও চিনিতে পারে না। সে তাঁহাদিগকে পর ভাবে। সদ্বৈদ্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের উপদেশ-ঔষধ পান করিলেই এই ভীষণ রোগ হইতে বাঁচা যায়। নতুবা দুর্গতিপ্রাপ্তি বা মৃত্যু অনিবার্য্য। আত্ম-বিনাশই আত্মবঞ্চনার ফল। সাধুর সঙ্গই এই বিপদ্ হইতে রক্ষার উপায়।

প্রভুর সুখেই ভৃত্যের সুখ। তাহার অন্যথা যেখানে, সেইখানে আত্মবঞ্চনা। এই আত্মবঞ্চনাই আত্মবিনাশের মূল। করুণাময় শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ আমাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

ভগবানের সহিত যাঁহাদের খুব বেশী আত্মীয়তা আছে, তাঁহাদের চালচলন, আচরণ, তাঁহারা কোন দোকানের চাউল খান, তাহা আমরা অনুসরণ করিব। আর তাঁহাদিগকে আমাদের দোকানের চাউল খাওয়াইব (তাঁহারা ত' খাইবেনই না—বারাণসী হরণের ন্যায় খাওয়াইয়াছি, আমরা মনে করিতে পারি)—এরূপ বিচার মহাপুরুষের পাদপদ্মে উপনীত হইবার বিচার নহে। যাহা আমাদের ভোগেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, চিত্তের ও আরামীয়, তাহাই মায়া।

কপটতা হ'তে উদ্ধারের জন্য শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আবশ্যকতা ও অবতার। বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে যে বিপদ্, তা' হ'তে উদ্ধারের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম সে সকল কথা আলোচনা করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীতে যখন শ্রীকৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা আলোচনা হয়, তখন বাস্তবতা ও কপটতা ধরা পড়ে। তখন যা'তে মেকি জিনিষ গ্রহণ না ক'রে, আসল জিনিষের অনুসন্ধান হয়, তজ্জন্য যত্ন ক'র্বার চেষ্টা উদিত হয়।

সবই ভাল-মন্দের বিচার করে এবং ভাল-মন্দকে ভাগাভাগি ক'রে থাকে।

যখন আমি বু'ঝ্বো, যখন আমি দে'খ্বো,—খেজুর গাছটা ভজন ক'র্ছে, নিমের গাছটা ভজন ক'র্ছে, পুষ্করিণী ভজন ক'র্ছে, গৃহটী ভজন ক'র্ছে—সকল বস্তুই ভজন ক'র্ছে, কেবল আমিই ভজন ক'র্ছি না, তখন আমার গৃহব্রতবুদ্ধি আর থা'ক্বে না। গৃহটা ভজন ক'র্ছে দর্শন না হওয়া পর্যন্ত আমি গৃহব্রত-ধর্মে আবদ্ধ। চেতনের বৃত্তিতে অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি আবশ্যক। রূপানুগ হওয়াই সৌভাগ্যপূর্ণ কথা।

আমরা তৃণাদপি—সামান্য পতিতাদের জন্য আমরা কত যত্ন করি। শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন,—'তৃণাদপি সুনীচ হও, বৃক্ষের ন্যায় সহগুণ-সম্পন্ন হও, নিজের চেষ্টায় বলবান্ হ'বার দুর্বুদ্ধি না ক'রে যিনি বলপ্রদাতা, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ কর।' যাঁ'র বল, তিনি বলদেব প্রভু। কৃষ্ণচন্দ্র বলদেবের অনুগত জনকর্তৃক সেবিত হ'তে ইচ্ছা করেন। বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত কৃষ্ণসেবা পা'বার উপায় নাই। যাঁ'রা বলদেব প্রভুর সেবক হ'তে পারেন, তাঁ'রাই প্রকৃতপক্ষে বলবান্ হন। আমরা যদি অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে যাই, তা'হ'লে বলদেব প্রভুর সেবা করার পরিবর্তে আমরা নিজেদের সেবাপ্রার্থী হ'য়ে যাই।

আমরা অতি দুর্ব্বল জীব—শক্তিশালী বল অতি অল্প পরিমাণে আমাদের আছে; ৬০টী গুণসম্পন্ন বিভুগণের আনুগত্য ব্যতীত আমরা দুঃখবিপন্ন হ'য়ে বাস ক'র্ব মাত্র; কিন্তু তাঁ'র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'লে পূর্ণতা লাভ ক'র্ব। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—যে কোন অবস্থায় থাক না কেন, তাঁ'র আনুগত্য ব্যতীত আমরা বলবিহীন হ'য়ে থা'ক্ব। যিনি সর্বশক্তিমান, যাঁ'হ'তে মানব পূর্ণ বিচারশক্তি লাভ ক'রে কৃষ্ণদর্শনের সুযোগ প্রাপ্ত হন—যিনি সুরাসুরবন্দ্য, সকল বেদ যাঁ'কে স্থির-নিশ্চয় ক'র্তে পারে না, তিনি বলদেব। তাঁ'রই বাহ্য অংশ হ'তে এই জগৎ প্রকাশিত হ'য়েছে। বাহ্য-জগৎ পরিবর্তনশীল, অন্তরঙ্গ নিত্য।

আমরা যখন বলদেব প্রভুর আনুগত্যে কার্য্য করি, তখন কৃষ্ণসেবা হয়। বলদেব প্রভুর একমাত্র কৃত্য কৃষ্ণসেবা। সেব্য-সেবকের পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ।

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চতুর্বিধ ব্যক্তি নিজ নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ ক'র্লে ভক্ত হ'তে পারে। দুর্বলতা গ্রহণ ক'রে আত্মবঞ্চনা করা আমাদের কর্তব্য নয়। বাস্তবসত্যের অনুগ্রহই আমাদের একমাত্র পুঁজি। চিদ্বলে বলীয়ান্ হওয়া কর্তব্য। দাম্ভিকতা, অহঙ্কার, অচিদ্বলে বলীয়ান্ হওয়া আত্মমঙ্গলের পন্থা নহে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
১ম ও দিনের	৩য়,পরবর্তী দিনের			
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৭৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲		" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	" এক কলম	৫০৲
" " এক কলম	১২	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত —চট্টগ্রামের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পত্র গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আদর্শগ্রন্থখানি ত্রিদণ্ডি শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গীরূপে পড়িবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আদর্শগৃহস্থ এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তরোত্তর কলিযুগপাবনের এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীমদ্ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও উহার অতিরিক্ত বলা হয় না। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ এক টাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

চিকিৎসা জগতে বিস্ময়কর ঘটনা

চিকিৎসা জগতে একটি বিরল ও দুরূহ অস্ত্রোপচারের ফলে ১১ বৎসর বয়স্ক একজন যুক্তরাষ্ট্রের জীবন রক্ষা পাইয়াছে। বালকটির হৃৎপিণ্ডের উপর গোলার আঘাত লাগিয়াছিল। অস্ত্রচিকিৎসকেরা পাঁজরার তিনটী হাড় কাটিয়া হৃৎপিণ্ডের সাত জায়গায় সেলাই করে। প্রধান হৃৎকমল হইতে যে রক্ত নির্গত হয় তাহা পরে রোগীর বাহুর রক্তবাহীতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়॥

সিন্ধুতে পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

গেজেটে প্রকাশিত একখানি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পর হইতে ভাড়াটিয়া ট্যাক্সি, বাস প্রভৃতিকে আর পেট্রোল দেওয়া হইবে না। গবর্ণমেন্ট এই তারিখের পর হইতে গাড়ীগুলি গ্যাসের সাহায্যে চালাইবার ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

প্রধান সেনাপতিদের মণ্ডলী

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, সমগ্র মার্কিণ বাহিনীর প্রধান সেনাপতির মণ্ডলীর প্রধানরূপে এডমিরাল লিহিকে নিয়োগ করা হইয়াছে।

মার্কিণ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি স্বয়ং রুজভেল্ট। অন্যান্য প্রধানদিগের নাম এইরূপ :—

নৌ এডমিরাল, আর্নেষ্ট জে, কিং; আর্মি জেনারেল, জর্জ মার্শাল; বিমান-প্রধান, সেনাসংশ্লিষ্ট বিমানবহরের নেতা—জেনারেল, এচ, আর্নল্ড। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিমান বহর বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু নাই। উহা নৌ অথবা স্থল-বাহিনীর সংশ্লিষ্ট অংশ স্বরূপ। এডমিরাল লিহির বয়স ৬৭; তিনি পূর্ব্বে নৌসংস্থার প্রধান ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ভিসির মার্কিণ রাষ্ট্রদূত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এডমিরাল লিহিই মার্কিণ-নৌবহর গড়িয়া তোলেন। তিনি স্পেন-আমেরিকান যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন।

নাৎসী কয়েদখানা

ডেলি মিরেরের মার্কিণ সংবাদদাতা জানান, কয়েদীরা যাহাতে যুদ্ধপ্রচেষ্টার সাহায্য করিতে পারে, সেই জন্য নাৎসী কয়েদখানাগুলিকে শিল্প কারখানায় পরিণত করা হইতেছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি বসান হইয়াছে এবং বন্দিগণ কারখানায় কাজকর্ম · আজকাল [illegible] না। কয়েদীরা বেতন পায় না;

তবে তাহাদিগকে খাদ্য দেওয়া হয়। বাহিরের শ্রমিক অপেক্ষা তাহারা খাদ্য কম পায়। এই কয়েদখানাগুলি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল; বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য সব কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষই তৈয়ারী হয়।

বৃটিশ নৌ-বহরের স্বপক্ষ

বৃটিশ সেনাপতিমণ্ডলীর অন্যতম নেতা মেজর জেনারেল জি, এল, ম্যাক্‌রেডী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বলেন যে, অক্ষশক্তি প্রধান প্রেরিত বৃটিশ জাহাজগুলির বোঝার প্রতি শতকরা ৯৫ ভাগই নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, বৃটিশ নৌ-বহর ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার পরিমিত টনের বাণিজ্য জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

রেজিষ্টার্ড কোম্পানীর কাগজপত্র

রেজিষ্টার্ড কোম্পানীগুলির কাগজপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতরক্ষা আইনের নূতন বিধানটী আসামেও প্রযোজ্য হইবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান এই ব্যবস্থার সুযোগ লইতে চাহেন তাহাদের পূর্ব্বাহ্নে রেজিষ্ট্রারকে এবং কোম্পানীর মেম্বারদের নোটিশ দিতে হইবে।

জার্ম্মাণগণের বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার

জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সি ঘোষণা করিয়াছে যে, জার্ম্মাণ সৈন্যগণ বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে নাই এবং কখনও করিবে না।

আফগানিস্থানে প্রবল বন্যা সম্পর্কে ঘোষণা

গত কয়েক দিন অবিরাম বৃষ্টি হওয়ার ফলে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফগানিস্থানে প্রবল বন্যা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ভারতের সিমান্ত প্রদেশেও বন্যার ফলে ক্ষতি হইয়াছে। ডেরা ইসমাইল খাঁ হইতে কয়েকটি বাড়ী ধ্বসিয়া পড়ার খবর আসিয়াছে। এই বন্যার ফলে পেসোয়ার জিলার বহু গ্রামেও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সিন্ধু নদের জল বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আটকের জলপরিমাণ ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্পর্কিত সকলকে সতর্ক করা হইয়াছে।

কর্পোরেশনের আয়ুষ্কাল

গেজেট হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনের আয়ুষ্কাল এক বৎসর বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্পোরেশনের ১৯৪৩ সালের সাধারণ নির্বাচন ১৯৪৪ সালে সম্পন্ন হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনটগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

প্রকাশিত শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও প্রকাশিত হইয়া "প্রতিলেপ"-তাৎপর্য প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৫ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৬ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১লা আগষ্ট, ইং ১৯৪২, শনিবার { ১১৬ ১১৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীধর, অব্যয় শীতোৎপাদী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ভগবৎপ্রীতির সর্ব্বপ্রথম সোপান—শ্রদ্ধা। হরিসেবার দ্বারাই সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়,-এই শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, তিনি 'ভগবান্ই আমার রক্ষাকর্ত্তা' এই নির্মুক্ত সত্য কথাটি অন্তরের সহিত মন ও মুখে এক করিয়া বিশ্বাস করেন। সেই জন্য তাঁহার কোন ভয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ রক্ষক, তিনি কৃষ্ণ, তিনিই কর্ত্তা—এই বিশ্বাস যাহার আছে, তিনি আস্তিক। অন্যের উপর নির্ভরতারূপ নাস্তিকতা তাঁহার নাই। তিনি ভগবানের নিকট হইতে নিজের সুখপ্রার্থনা কিছুই করেন না। আমি সম্পন্ন, আমি কুলীন, আমি পণ্ডিত, আমার স্থায়ী কে আছে—এরূপ ছাপচ্ছায়া তাঁহার নাই। তিনি তৃণাদপি সুনীচ, 'জড় আমি' অভিমানে রহিত। তিনি সকল জীবকে ভগবদ্দর্শন করান, ভোগময়ী দৃষ্টিদ্বারা জীবের সুখ-দুঃখ ও স্থূলদেহ দর্শন করেন না। তিনি জীবের স্বরূপ দর্শন করেন। তাঁহার চাঞ্চল্য বা শঙ্কাময় দর্শন নাই। তিনি প্রত্যেক জীবকে নিত্যসেবক পূজ্য জীবাত্মা ও অন্তর্যামী পরমাত্মা নিত্যসেব্য পরমাত্মা দর্শন করিয়া থাকেন।

আনুগত্য বা শরণাগতিই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ। শরণাগত না থাকিলে কখনও অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। শরণাগত হইতে হইলে প্রথমেই দৈন্য চাই। কেন না, জড়ীয় অহঙ্কার থাকাকালে জীব ভগবানের শরণাপন্ন হইতে চায় না। যিনি সমস্ত জড়ীয় অহঙ্কার ছাড়িয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত আছেন, এরূপ অকিঞ্চন ভক্তের নিকটই ভগবান্ প্রকাশিত হন। যাহারা অনিত্য দেহমনের গর্ব্বে স্ফীত, তাহারা ভগবানের সন্ধান পায় না। যিনি সদ্গুরুর নিকট আনুগত্য স্বীকার করেন, তিনিই মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি পান। শ্রীগুরুদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সেবা বা ভক্তির দ্বারা প্রকাশিত করেন। আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ব্যতীত বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে আর কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব বিভিন্নাংশ জীব শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ চেষ্টাবলে কখনও শ্রীভগবানের সেবা লাভ করিতে পারে না। জীব যখন আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন, তখন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভগবানের সেবা প্রাপ্ত হন। তাহাতেই জীবের চরম কল্যাণ অর্থাৎ স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই কৃষ্ণসেবাবুদ্ধির অভাব জন্মে। কৃষ্ণেতর-প্রতীতি মাত্রই দ্বিতীয় বস্তু। তাহাতে অভিনিবেশ হইলে আর কৃষ্ণাভিনিবেশ সম্ভব নয়। যাঁহারা সতত কৃষ্ণাভিনিবিষ্ট, তাঁহাদের সঙ্গ করিলেই আমাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ কাটিয়া যাইবে। এই বহির্মুখ জগৎ কৃষ্ণবিস্মৃত জীবে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃই আমরা এজগতে মায়াকবলিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি। কৃষ্ণবিস্মৃত না হইলে জীবের এজগতে আসিতে হয় না। সুতরাং যেস্থান বহির্মুখ জীবদ্বারা পরিপূর্ণ, সেইস্থানের আবহাওয়া, যাবতীয় চেষ্টাই যে হরিবিমুখ, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

হরিসেবাবিমুখ জীব আমরা দেহমনোধর্ম্মে আসক্ত। নিত্য সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ ও ব্যতিরেকভাবে হরিসেবার বাধা জন্মাইবার জন্য প্রস্তুত। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ চিকিৎসককে মিত্র বান্ধব মনে না করিয়া শত্রু জ্ঞান করে, চিকিৎসকের হস্তে ঔষধ দেখিলে তাহাকে নানাপ্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ, তাড়ন-ভর্ৎসন করে, সেইরূপ বহির্মুখ জীব আমরাও সাধুগুরু-শাস্ত্রের নির্মুক্ত সত্যবাণী বা পরমমঙ্গলময় উপদেশকে তিক্ত ও কঠোর মনে করিয়া, তাঁহাদিগকে নিন্দা, তিরস্কারাদি করিয়া তাঁহাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত হই। কিন্তু এইরূপ হরিসেবাবিমুখ জগতেও পরদুঃখ-দুঃখী সাধুগণ অবতীর্ণ হইয়া জীবের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন, এই জগৎ হইতে সুকৃতি উৎপাদন করাইয়া সুকৃতিবান্ জীবকে ভক্ত্যুন্মুখী বা সেবোন্মুখী করাইয়া দেন। সুতরাং যাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাঁহারা জগতের অধিকাংশ এমন কি, সমগ্র জগৎ যদি বিরোধী হয় বা অন্য পথে চলে, তথাপি ঐরূপ বহির্মুখ জগৎকে বিরোধী দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নিষ্কপট, নিষ্কিঞ্চন সাধুগণেরই শরণাগত হইবেন।

শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান্। তিনি সর্ব্বজ্ঞ। সমস্ত বিশ্বের মালিক তিনি। তিনিই একমাত্র কর্ত্তা। শ্রীবিগ্রহ বড় দয়াময়, শ্রীবিগ্রহই নাম, শ্রীনামই শ্রীবিগ্রহ। এই শ্রীবিগ্রহ ও অর্চ্চাবতার সর্ব্বদাই আমাদিগকে দুঃসঙ্গ ও অপরাধ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বহির্জগতে স্থূল-দৃষ্টিতে প্রকটিত হইয়াছেন। আমরা নিজের ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য যে যে ক্রিয়ায় তৎপর হই, শ্রীভগবান্ তাহাকে চেতনের সেবায় উন্মুখ করিয়া দিবার জন্য অর্চ্চাবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভোগাসক্ত জীবের মঙ্গলবিধান করেন। একদিকে এরূপ স্বাভাবিক দৃষ্টিদ্বারা চেতনমাত্রা হইতে সেবোন্মুখ জীবরূপে অবতীর্ণ হন, অন্যদিকে তেমনই পূর্ণস্বরূপে অর্চ্চাবিগ্রহ জীবের সেবোন্মুখতাবৃত্তিকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য মূর্ত্তিরূপে অন্তঃস্থ ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ আমরা বস্তুগণের ভোগ ও ত্যাগের কথা ব্যতীত ভগবৎসেবার জন্য একটী তৃণখণ্ড করিতে প্রস্তুত নই এমনই আমাদের চিত্তবৃত্তি। তা' ছাড়া এজগতে আমাদের বহির্মুখতাকে বৃদ্ধি করিয়া দিবার লোকও আর শত শত শত। তাই আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া করুণাময় কৃষ্ণ অর্চ্চারূপে, নামরূপে, শাস্ত্ররূপে, সাধুগুরুরূপে, শ্রীধামরূপে আমাদের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু হতভাগ্য আমরা তাঁহার কৃপা বরণ করিতেছি কই? আমরা কৃপাবরণের পরিবর্ত্তে অর্চ্চাবতারকে কাঠ, পাথর, পুতুল বা সর্ব্বশক্তিমান্ হরিনামকে সাধারণ শব্দমাত্র মনে করিয়া অর্চ্চাবতার ও নামাবতারের পরম-করুণাতে বঞ্চিত হইতেছি, তাঁহাদের শ্রীচরণে অপরাধ করিতেছি।

মাধুকরী বৃত্তিই চেতনের নিত্যবৃত্তি। মাধুকরী ও হরিকীর্ত্তন ভিন্ন বস্তু নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-কীর্ত্তনমুখে কায়মনোবাক্যে সাধারণের হিতার্থ দীক্ষাদাতাই প্রকৃত মাধুকরী। যেখানে এরূপ বিচার নাই, সেখানে অন্যরূপ উদ্দেশ্য আছে। অতএব যে মাধুকরী,

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

তাহা সাক্ষাৎ গোবর্দ্ধনের সেবা, গোবর্দ্ধন অর্থাৎ কৃষ্ণের গো বা ইন্দ্রিয় অথবা কৃষ্ণের গো অর্থাৎ বাণী বিস্তারের উদ্দেশ্যে যে পূজা-বিধান, সেই পূজার জন্য ভিক্ষাই মাধুকরী ভিক্ষা। মাধুকরী কৃষ্ণের বড় প্রিয়। প্রিয়াগণ আত্মার সহিত সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় সমর্পণ-পূর্ব্বক যে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা কৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে আত্মসাৎ করেন। মাধুকরীতে বিঘ্ন বা বিপ্রভাব নাই, তাহা শুদ্ধসেবা। অকিঞ্চনের মাধুকরী ভিক্ষা ও কর্ম্মীর ভিক্ষা এক নহে। মাধুকরীতে নিজ ভোগের কোন কথা নাই। তাহা কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যপর। যে মুহূর্ত্তে আমরা মাধুকরী বা সাধুবৃত্তি ত্যাগ করি, সেই মুহূর্ত্তে অসার বস্তুর প্রতি আগ্রহ বা অসৎসঙ্গ আমাদিগকে পাইয়া বসে।

গোবর্দ্ধনের পূজা ছাড়িয়া দিলে—অনুক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন না করিলে ব্রজবাস বা মাধুকরী বৃত্তি সংরক্ষিত হয় না। মাধুকরী বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে কায়মনোবাক্যে রক্ষিত করা যায় না, ভগবৎসেবা লাভ হয় না, সেবার অভিনয় হয় মাত্র। কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ—সকলেরই একমাত্র কর্ত্তব্য মাধুকরী। তাহা পরিত্যাগ করিলে গৌড়মণ্ডলে বা ব্রজধামে বাস হয় না। শ্রীধামবাসের অভিনয় করিলেও সংসারের প্রতি মমতা থাকে। ব্রহ্মচারী মাধুকরী বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে গুরুগৃহে বাসের পরিবর্ত্তে বৃথা ভোগাকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া পড়ে। গৃহস্থ যদি গুরুগণকে মাধুকরী ভিক্ষা না দেন, তাহা হইলে তাঁহারা গৃহব্রত হইয়া পড়িবেন। বর্ণাশ্রমাতীত নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণ কৃপা-পূর্ব্বক নানাভাবে আমাদিগকে মাধুকরী বৃত্তির উপদেশ দেন। তাঁহাদের শিক্ষায় মাধুকরী, সর্ব্বথা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গের সারভাগ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারাই জীবের হৃদয়ে প্রেরণা দিতেছেন। তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত জীব কখনও সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক অসদ্ভাগ পরিত্যাগ করিয়া সৎ বা সারভাগ গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি সাধুগণ মাধুকরী ভিক্ষার উপদেশক। যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সারগ্রাহী তাঁহারাই মাধুকরী-ভিক্ষাব্রত। দেশ ও পাত্র-ভেদে বৈষ্ণবগণ ব্যতীত চিদচিৎ বিশ্লেষণের বিভু উপকরণ হইতে সার ও শুদ্ধ উপকরণ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। বৈষ্ণবগণই একমাত্র মাধুকরী-বৃত্তিসম্পন্ন। তাঁহাদের কৃপা ও সঙ্গ হইলে আমরাও মাধুকরী-বৃত্তির অধিকার পাইব, ভগবৎসেবা-প্রাণতা আমাদের হৃদয়ে আসিবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকগণই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা লাভ করিয়া শুদ্ধ মাধুকরী-বৃত্তিসম্পন্ন। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবাপ্রাণতায় তাঁহারাই একমাত্র মাধুকরীতে অধিকারযুক্ত। অপরে ভোগতৎপর—প্রকৃতই অনধিকারী সুতরাং মাধুকরী-বৃত্তিহীনতায় অবস্থিত থাকিতে বাধ্য।

সুমেধা ও কুমেধা

যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারাই সুমেধা, আর ভক্তির কোন সন্ধান না রাখিয়া ভোগ বা ত্যাগে রত জনগণই কুমেধা। ভক্তের পদাশ্রিত বা সদাচার আছে। কিন্তু অভক্তগণ কর্ত্তৃত্বাভিমানী ও যথেচ্ছাচারী বা অনাচারী। সুমেধোগণ হরিকীর্ত্তন-মুখে কৃষ্ণসেবাপরায়ণ—কৃষ্ণচিত্তরত। আর কুমেধোগণ নিরন্তর অসদ্বিচারে ব্যস্ত। কুমেধা-পিশাচী আমাকে ভুল বুঝাইয়া এরূপভাবে আকাশে উঠাইয়াছে যে, আমি কিছুতেই নিজের অবস্থা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সুমেধাদেবী ভগবদ্ভক্তের সহিত যদি আমার দেখা হয়, তাহা হইলে আমার অবস্থার কথা জানাইয়া দিয়া আমাকে রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু কুমেধা কিছুতেই আমাকে সুমেধার কাছে যাইতে দিবে না। আমাকে পাগলপারা করিয়া সে কেবল আমার জীবন নষ্ট করিতেছে। সাধুগণ আমাকে সুমেধাদেবীর নিকট লইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কুমেধা-রাক্ষসী আমার অবস্থা এমনই শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে যে, আমাকে এত উচ্চে উঠাইয়াছে যে, আমি সাধুগণকে আমা অপেক্ষা ছোট, নীচ প্রভৃতি জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের কথায় কর্ণপাতই করিতেছি না। এমনি আমার দুর্দ্দৈব!

কুমেধা হইতে প্রভু হইবার ইচ্ছা হয়। তখন গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের দাস্য আমার ভাল লাগে না। তখন মনে হয়, কৃষ্ণের দাস হইয়া কি হইবে? দাস ত' তুচ্ছ জিনিষ। তখন কৃষ্ণের দাস হওয়া অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হওয়াকেই অতিরঞ্জন মনে করি। কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব দিয়া সেবা করিলে যে তাঁহার দাস হওয়া যায়, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, নিত্যকালের জন্য অশান্তি বা মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—এ কথা কুমেধা আমাকে কিছুতেই বুঝিতে দেয় না। কুমেধা সকল সময়ের জন্য আমাকে সুমেধাগণের নিকট হইতে তফাতে রাখিবার জন্য যত্ন করে। ইন্দ্রিয়-তর্পণকারী হতভাগা আমিও সুমেধাকে কুমেধা মনে করিয়া কেবল বঞ্চিতই হইতেছি। এমনই আমার পোড়া কপাল!

সময় সময় আমি কাহারও কাছে সুমেধা-দেবীর দর্শন পাইলে, হরিকথার সঙ্গ করি এবং সেই সঙ্গের বশবর্ত্তী হইয়া সদ্গুরুর আনুগত্যে শ্রীহরি ও বৈষ্ণবসেবায় প্রবৃত্ত হই বটে, কিন্তু কুমেধা-রাক্ষসী সর্ব্বদা আমার পশ্চাতে এমনভাবে লাগিয়া রহিয়াছে যে, যখনই আমি অসাবধানবশতঃ হরিসেবায় একটু অমনোযোগী হই, তখনই ফাঁক বুঝিয়া সে কোথা হইতে যে হঠাৎ আসে এবং আমাকে হরির বিমুখ করিবার যত্ন করে, তাহা আর বলিবার নয়।

কুবুদ্ধি বা কুমেধা আমাকে পদে পদে ঠকায়, কিন্তু কিছুতেই আমি তাহার কবল হইতে পার না, এমনি আমার দুরবস্থা। কুমেধা আমাকে পরামর্শ দেয়—প্রকৃত সাধুর কাছে যাইও না। যদি দৈবাৎ কোন খাঁটি সাধুর কাছে গিয়া পড়, তাহা হইলেও তাহার কথায় মনোযোগ দিও না, কারণ সাধুর কথায় এমনই মোহিনী শক্তি আছে যে, উহার কথায় মনোযোগ দিলেই তিনি চিত্ত-বিত্ত হরণ করিয়া নেন। সুতরাং তুমি অসাধুর কাছে যাও, সেখানে গেলে তোমার সর্ব্বনাশের ভয় থাকিবে না, সংসার অটুট থাকিবে। হা দুর্দ্দৈব! মনোধর্ম্ম, অজ্ঞান বা বিষয়ভক্তি কি বুঝিয়াও বুঝিব না। আমার কি কংসারিকে রক্ষকেই অবস্থা লাভ হইবে? আমি কি কুমেধা-পিশাচীর পাল্লায় প'ড়িয়া কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের দর্শন লাভ করিয়াও ভগবৎসুখ বা সেবাসুখে বঞ্চিত থাকিব?

আমার যদি গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা থাকিত, আমার যদি সত্য-জানিবার উৎকণ্ঠা থাকিত, তাহা হইলে আমার সাধুসঙ্গ হইত এবং সাধুসঙ্গ হইলে মুহূর্ত্তের জন্য কুমেধা বা মায়া—আমার নিকট আসিবার সুযোগ পাইত না। সৎসঙ্গ কৃষ্ণদর্শী গুরুপাদপদ্মে আমার আর্ত্তি বা টান হয় নাই, তাই কুমেধা আমাকে দুর্ব্বল পাইয়া কুপরামর্শ দিয়া আমার নিত্য আনন্দধাম হইতে আমাকে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছে। দুর্দ্দৈব ত' আছেই; কিন্তু তাই বলিয়া হতাশার কোন কথা নাই। এখনও সময় আছে, এখনও সময় থাকিতে থাকিতে য'দ আমি যাঁহাদের কৃষ্ণে আর্ত্তি আছে, এরূপ সাধুবৈষ্ণবের নিষ্কপট আনুগত্য করি, তাহা হইলে আমার সুমেধা-দেবীর সহিত আমার দেখা হইতে পারে।

কৃষ্ণ কৃপায় সাধুসঙ্গে রতিবুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি' কৃষ্ণভক্তি শুদ্ধসঙ্গে পায়॥
নিতান্ত কারণ মনে অন্তে কৃষ্ণপায়।
সেই বুদ্ধি দেন তাঁ'রে, যা'তে কৃষ্ণ পায়॥

সুমেধার পরামর্শে পাইয়া ভক্ত বালক প্রভাতের আকাঙ্ক্ষায় আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কনককামিনী ছাড়া যায়, কিন্তু প্রতিষ্ঠা ছাড়া ত' খুবই কঠিন দেখা যায়। সুতরাং এখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়া ও কৃপা ছাড়া এ বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার অন্য উপায় নাই। তাই তাঁহাদের চরণে ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছি,

বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমায়,
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি,'
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে॥

যৎকিঞ্চিৎ

বিশ্বে এমন কোন কিছু নাই, যাহা নিজ শিষ্যের প্রতি স্নেহবৎসল শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাকে কোনপ্রকারে নিরুদ্ধ করিয়া দিতে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসহীন অস্থির অপরাধিগণই পারমার্থিক হতাশায় কাতর-কাতরতায় নিরাশ হইয়া কোন কিছুর দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী দৈবী কৃপাধারা বন্ধ হওয়া সম্ভব—ইত্যাকার বিচারসম্পন্নতায় নিজেদের তাদৃশ দুর্ভাগ্যকে প্রকারান্তরে সান্ত্বনা প্রদান করে—আগন্তুক কৃপা-বঞ্চিত অপরিণামদর্শী শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অজ্ঞানে এতাদৃশ কৃপণ ভাবিবার দুষ্টতা করিয়া নিজেদের প্রকৃত বঞ্চিত অবস্থার মাহাত্ম্য-খ্যাপনে উদ্যত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা এতটুকু জিনিষ নহে এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মও কখন কৃপণতাযুক্ত এমন অসাধু নহেন যে, তাঁহার অতিমর্ত্ত্য দৈবী কৃপার কার্য্যকারিতা জাগতিক কোন কিছুর দ্বারা পরাহত হইতে পারে। শিষ্যের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের যে অহৈতুকী অতিমর্ত্ত্য কৃপামূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে, তাহা কিপ্রকারে জাগতিক কোন কিছুর দ্বারা পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব? অহংপ্রমত্ততা নিবন্ধই কৃপার কার্য্যকারিতার বিচারে অন্যায় হইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনর্গল স্নেহ-উদ্বেলিত কৃপাপ্রবাহ যাঁহাকে আত্মসাৎ করে, তাঁহার নিকট তাঁহার অহৈতুকী কৃপার আত্যন্তিকরূপে বর্ষা অবিরতে প্রকাশিত হয়। অপরে আনন্দে কৃপাবঞ্চিত হইলে শিষ্য ও … নিজেদের প্রকৃত অসুবিধাকে জোড়াতালি দিতেই অধ্যবসায়যুক্ত থাকিতে বাধ্য। নিরাশ্রয়তায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেই তবে সেবকবুদ্ধি পাইবার কারণে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাবিরোধিতায় কৃপার প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনকার্য্যে উদ্যম প্রবৃত্ত হয়।

———

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা আমি পাইব, কি না—ইত্যাকার বিচার অন্তরে বিদ্যমান থাকিতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহাবদান্যতায় অবিশ্বাস জন্য শিষ্যত্বে অনধিকারই নির্দ্দেশ। আমার স্বতন্ত্রতা আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইতে বঞ্চিত করিয়া দিবে—এরূপ আশঙ্কা হইলে নিজের শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাপারঙ্গমতা অবস্থায় অঙ্গীকারে প্রকৃত শিষ্যত্ব অনুশীলনে হইতে বাধ্য। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শিষ্যকে পৃথক্ করিবার চেষ্টাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকে তাদৃশ খণ্ডিত ভাবিবার অবসর দেয়। আমার বর্ত্তমান সেবাহীনতা বা সেবাবিমুখতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপ-… অহৈতুকী কৃপায় অবশ্যই বিদূরিত হইবে—ইত্যাকার বিচারের পথিকার অবশ্যই

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

শিষ্যত্ব রহিয়াছে। শিষ্যত্বে স্বেচ্ছায় গুরুদের প্রতি অমর্য্যাদা সম্ভব নয়। অশিষ্যগণ স্বেচ্ছাধীনভাবে গুরুদের বিরোধী বলিয়া তাহাদের কপটতা তাহাদের দুর্ভাগ্যকেই সমর্থন করে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বেচ্ছায় অহৈতুকীভাবে যদি কাঁহাকেও আত্মসাৎ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারই অহৈতুকী কৃপা শিষ্যকেও তাঁহার কৃপার দাবীশূন্য গৌরবী করিয়াছেন, অবশ্য স্বীকার্য্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার প্রতি তাদৃশ দাবীহীনতার কখনই শিষ্যত্ব খর্ব্ব হইবে না। আশঙ্কা প্রবল রাখিয়া শিষ্যত্বের বিচার কিরূপে বুঝা সম্ভব?

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাকে অনুমানের বিচারদ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপারই প্রতি অত্যন্ত অমর্য্যাদা করা হয়। এরূপই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুক কৃপাবৃত্ত না হইতে পারিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার অতিমর্ত্ত্য নিরপেক্ষতা বুঝা সম্ভব নয়। অতীব অপেক্ষিক-বর্গে অবস্থান কালে কিপ্রকারে কৃপার তাদৃশ নৈরপেক্ষ্য বুঝা যাইতে পারে? সেবকের সেবাচেষ্টা কখনই অকর্ম্ম নহে। প্রকৃত অকর্ম্মবিদগণই কপট-সেবাচেষ্টার ভাণে মুগ্ধ হইয়া তাদৃশ অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে অধীর হইয়া উঠে—জাগতিক কৃপাবাঞ্ছা অর্থাৎ কৃপাবিরোধী অশিষ্যগণই কৃপাময়ের আদৌ কিছু না বুঝিয়া তাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকে মৌখিকভাবে হারাইয়া কোনও বলিয়া তখন কপটশোক প্রকাশ করিয়া নির্বিচারে পূর্ব্বকার বৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের অনুকরণের নৈপুণ্য দেখায়। বস্তুতঃ যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভ না করিয়াছেন অর্থাৎ শিষ্যত্বে অধিকারী না হইয়াছেন, তাঁহারা কৃপাসম্বন্ধে অ-জ্ঞানী অজ্ঞ স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়া উহাই মনে করিতে বাধ্য থাকে যে— তাহাদের নিকট বুঝি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-প্রবাহকে হারাইয়া দিল অথবা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবৃষ্টি রোধ করা ছিল। অকর্ম্মবিদ্ভাবে সমর্থন নিজেরই প্রকৃত কৃপারাহিত্যের পরিচয় মাত্র। তাহাতে কৃপাসম্বন্ধে বিচার করিবার কোনই অধিকার নাই। আবার বদ্ধাচার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকে স্তব্ধ করিল এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপণ—অশিষ্যগণের এই উভয় উক্তির মধ্যে বস্তুতঃ কি পার্থক্য রহিয়াছে? কোন্ দুরাচারের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছেন? কৃপাবঞ্চিতের শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মৌখিকভাবে মহাবদান্য বলিবার কোনও সার্থকতা নাই।

সেবকের সেবাচেষ্টারও অন্তরায় কোন অবকাশ নাই। অকর্ম্মবিদ্গণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাচেষ্টাকে বস্তুতঃ প্রতিবন্ধকই করা হয়। নিষ্কপটে আত্মরক্ষাভাবে ইহা বুঝিতেই প্রকৃতই না পারা প্রযুক্ত সেবকাভিমানকে বিপর্য্যস্ত করিয়ারই জাত বা অজাত চেষ্টা বলে, বলিতে হইবে। ভক্তিসাধনা সেবাচেষ্টার পশ্চাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অখণ্ড করুণারই বিষয় বিচারিত না হইলে নিজের সেবকত্বের অহঙ্কারই নিশ্চিতরূপ। সেবাসাধন কাহারও গায়ের জোরের কসরৎ নয়। তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই অখণ্ড কৃপার কার্য্যকারিতার ক্রমিক প্রকাশ। ইহা নিষ্কপটে উপলব্ধ না হইলে নিজের অহঙ্কারিতার ফল অবশ্যই লভ্য হয়। নিজের আচরণ সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাপরতন্ত্র বিচারিত না হইলে ভক্ত-আচরণে অনধিকারিতাই সাব্যস্ত হইবে বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মের যে অখণ্ড কৃপা শিষ্যত্বে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহারই বিচিত্র ক্রমিক প্রকাশ শিষ্যের উপর কার্য্যকরী হইয়া থাকে। শিষ্যের আচরণ তজ্জন্যই ভক্তিবিরোধ নহে। নাস্তিকতায় শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে হরিভজনে অনধিকার কার্য্যকরীভাবে অঙ্গীকৃত রহিয়াছে—ইহা প্রকৃত শিষ্যত্বে অবশ্য বিচার্য্য। কপট মৌখিক দৈন্যের উৎপাতের আর প্রকৃত ভক্তিবিরোধ আর কিছু নাই। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নাস্তিকতায় জাত বা অজাত কার্য্যকারিতাই মৌখিক দৈন্যে এককালে প্রকাশিত হয়। কৃপা-অপ্রাপ্তগণের অর্থাৎ অশিষ্যগণের সেবাচেষ্টা কিপ্রকারে সম্ভব? অশিষ্যত্ব বা নাস্তিকতায় কার্পণ্য থাকা নিশ্চয়ই উচিত নহে।

কৃপাবঞ্চিতগণ শিষ্যত্ব-বিরোধী বলিয়া তাহাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার কোন প্রয়োজন তাহাদের কপট মৌলিকতাহীন আচরণদ্বারা প্রয়োজন হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকে ব্যর্থ দেখিবার আশঙ্কাই তাহাদের প্রকৃত কৃপাবঞ্চিত অবস্থার অবৈধ পরিচয়। সাধনদ্বারাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা লভ্য; কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপার কার্য্যকারিতা বুঝিতে না পারিলে অন্তঃসারশূন্য মৌখিক সাধনবাদী হইতে হয়। সাধনবিরোধিতার তাহাই অলঙ্ঘ্য প্রমাণ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকে নিষ্ফল করিবার প্রয়োজন হইলেই নিজের সাধনশক্তিকে অবজ্ঞা করিবার প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ প্রকৃত সাধনহীনগণের চেষ্টাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকে অস্বীকার করা ব্যতীত অন্য কিছুই থাকে না। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুক কৃপাপাত্র, তাঁহারাই কৃপাপ্রভাবে সাধনচেষ্টার সর্ব্বকার্য্যে অকপট থাকিয়া কোন কিছুর দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা স্তব্ধ হওয়ার আশঙ্কা হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মুক্ত থাকেন। ইহাই তাঁহাদের প্রকৃত সাধনশীলতার উৎকৃষ্ট পরিচয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার কার্য্যকারিতা কৃপার অহৈতুক সেবকগণের কার্য্যকলাপে বিচারিত না হইলে ভক্ত ও অভক্ত-আচরণের মধ্যে একাকার করিবার চেষ্টায় বিচারবিভ্রান্ত উপস্থিত হয়। সেবকের সেবাচেষ্টার পশ্চাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বস্তুতঃ করুণা-উৎস প্রবাহিত রহিয়াছে, অবশ্যই বিচারিত হইবে এবং তজ্জন্যই অসেবকগণের সাময়িক সেবাচেষ্টার ভাণের সহিত তাহার একাকার হইবার সম্ভাবনা নাই। আস্তিকগণের অসুবিধা তাহার প্রকৃত সেবাচেষ্টারই মৌলিকত্বে অভাবজ্ঞাপক বিচারিত হইলেই প্রকৃত সেবাচেষ্টাকে অবজ্ঞা করা হয় না। অশিষ্যগণের কখনই সাধনচেষ্টার অধিকার নাই। কপট নাস্তিকগণের চেষ্টা ভগবদ্বিদ্বেষবিদ্ধ বিচারিত না হইলেও ভক্তিসাধনহীন নাস্তিকগণের তজ্জন্য কোন ভক্তের কিছু অবকাশ নাই। ভগবানের তাদৃশ পরিপূর্ণ কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতই বিশ্বাসবান্ আস্তিকগণ ভগবানের অবজ্ঞা প্রকাশিত ভক্তগণের সহিত ভগবানের ব্যতিরেক ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত অভক্তগণের সাম্য স্বীকার কিছুতেই করিতে পারেন না। ভক্তগণের সহিত অভক্তগণের একাকার বিচার করিবার চেষ্টাই নাস্তিকতার চরম। নাস্তিকতার দ্বারাই আস্তিকতার বিচার কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? ভগবানের ভক্তগণ পরমপূজ্য বস্তু, কিন্তু, অভক্তগণ তাহাদের তাদৃশ অস্বীকৃত দোষের জন্য প্রকৃতই পরিত্যজ্য। জাগতিক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুমানপ্রবণগণই কপট নিরপেক্ষতার ভাণে নির্ব্বিশিষ্টতার আদর করিতে অপোজন উদ্দেশ্য দেখায় বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশ্রিত সেবকগণের সঙ্গে সেবাচেষ্টার আন্তরিক অভাবেই দুর্দ্দৈবে অসুবিধার কার্য্যকারিতা বাড়িয়া যায়। অসেবকগণের ইহাই অসুবিধা।

কৃপাবঞ্চিতগণ কপট করিয়া মৌখিকভাবে মহাবদান্য বলুক—শ্রীগুরুপাদপদ্মের এতাদৃশ মাহাত্ম্যের বিচারদ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আত্মরক্ষাহীন অনভিজ্ঞ বলিবার অপরাধ আহুত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার অহৈতুকী কৃপাবেষ্টিত সেবকগণের নিকটই বাস্তবিকভাবে তাঁহার কৃপার আপার জানিতে চান—আপাতক কৃপাবঞ্চিত জনগণের মৌখিকতা নহে। আপাতক জনগণের তাঁহাকে ত' মহাবদান্য বা কৃপণ কোন অপরূপ বিচারের করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকে খণ্ডিত দেখিবার ঐ মতলব থাকিলেই তাঁহার মহাবদান্যতার সংশয়ী হইয়া আত্মভক্তগণের অনধিকার-চর্চ্চার সুবিধা-অসুবিধার মনোযোগ আসিয়া হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার প্রতি আত্মরক্ষা-হীন নিজেকে তাঁহারা কৃপাবঞ্চিত অনুকারী আমার তাঁহার প্রকৃত শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার কি অধিকার আছে? শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহাবদান্যতা কি জাগতিক জনগণের দ্বারা পালনীয়? অথবা নাস্তিকগণের

দুর্ভাগ্যের জন্য কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহাবদান্যতার অভাব বিচার্য্য? শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশ্রিতগণই তাঁহার অলৌকিক মহাবদান্যতা বুঝিবার অধিকারী, অপরে নহে। অপরের লৌকিকতা ও মৌখিকতা প্রকারান্তরে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কৃপণ জানিতেই বাধ্য, বলিতে হইবে। কৃপাবঞ্চিতগণের কিপ্রকারে কৃপার আদর থাকিবে? তাহাদেরও পারমার্থিক অধিকার অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার অপমান-চেষ্টার অনধিকারিতার একান্ত প্রকৃত পরমার্থহীনতার পরিচয় মাত্র।

শিষ্যগণের কখনও সাধনহীন হওয়া সম্ভব নয়। অশিষ্যগণেরও সাধনসম্পন্নতার অধিকার নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার কার্য্যকারিতায় সাধন কৃপারই সহযোগী। শিষ্যগণের শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার প্রতি অসহযোগী হওয়ার বিচার সঙ্গত হইতে পারে না। আবার অধীনতা-দীনতায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাপুষ্ট সেবাপ্রয়োগ সদ্ব্যবহার অবশ্য আকাঙ্ক্ষিত হয়। নিজের সাধন-ঔদাসীন্য লক্ষিত হইলে নিজের মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার অভাবই অনুভূত হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই সাধন আচরিত হয় অথবা সাধন আচরিত হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা বুঝা যায়। কৃপা ও সাধনের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধে অঙ্গীকৃত হইয়াই জীবের শোধন স্বাভাবিক সেবা-সদ্ব্যবহারের পরিচয় সেবোন্মুখতায় উপলব্ধ হয়—ইহাই অপারমার্থিকগণের অত্যন্ত অগম্য ব্যবহারবিশেষ। তাদৃশ শিক্ষাদিকারে স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। সেবক না হইলে সেবোন্মুখগণের হৃদয়ে প্রকাশিত পারমার্থিক সত্য কিপ্রকারে আন্তরিকতায় বুঝা সম্ভব? সেবকের জন্য ব্যাকুলতাই সেবকের প্রকৃতই অধিকার-জ্ঞাপক।

কৃপা ও সাধনচেষ্টা—এই উভয়ের সামঞ্জস্য বুঝিবার অসহিষ্ণু অপচেষ্টার শিষ্যের ব্যাঘাত ঘটে প্রকৃত শিষ্য-অধিকারীর তাদৃশ অপচেষ্টার বিকশিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা পারমার্থবিচার বুঝিবার অযোগ্যতায় 'আমাকে কি করিতে হইবে যেটাবুঝি বলিয়া দিন, আমি অত বিচার বুঝি না,' ইত্যাকার বিচার প্রদর্শন করে তাহারা ভক্তির প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন কি না, সন্দেহ। বিচারক কৃপা-সেবোন্মুখতা-দ্বারা উপলব্ধি চেষ্টা না করা অন্ধতা ব্যতীত আর কি? উপকারের কারণও তাঁহাদের নহে। অতএব তাঁহার পরিপূর্ণ উদ্দেশ্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইতে হবে। সেবা কি কাহারও খেয়ালে সম্পন্ন হইতে পারে?

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার হেতু আত্মরক্ষা-দ্বারা নিজের প্রকৃত শিষ্যত্ব পরিহার করা হেতু প্রকৃতই কৃপার উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত

অর্থাৎ শিষ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাদৃশ চেষ্টা নিজেকে অপরাধ্যরূপে অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে। শিষ্যের শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপমান-চেষ্টা হৈতুকতায় অনুসন্ধান নহে, তাহাই অকপট শিষ্যত্ব। কৃপাবঞ্চিতের কৃপার আন্তরিক অপমান-অনধিকারে হেতু-অনুসন্ধান করিতে বাধ্য। কিন্তু শিষ্যের কৃপাবঞ্চিতগণের চেষ্টা হইতে পৃথক্‌। কৃপাস্পদ শিষ্যের শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার অহৈতুক ভজনে অপরিহার্য্য ও একমাত্র অধিকার রহিয়াছে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকে কোন উপায়ে হৈতুক বলিবার চেষ্টায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপারই প্রকৃত অমর্য্যাদা করা হয়। জাগতিক Resource সমূহের কার্য্যকারিতার আত্মবোধ থাকা-কাল পর্য্যন্ত তাহাই করিয়া ফেলা হয়। আর যে পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার এতাদৃশ অমর্য্যাদা করিয়া চলি, সেই পর্য্যন্তই ত' আমার শিষ্যত্বের অভাব বস্তুতঃ প্রকৃত সেবা-হীনতার তাদৃশ নিবুদ্ধিতার শাস্তি-ব্যবস্থা। নিষ্কপটে কৃপা-শাস্তি গ্রহণচেষ্টায় আপত্তির কি থাকিতে পারে? বরং শাস্তিগ্রহণচেষ্টায় শৈথিল্যদ্বারাই শিষ্যত্বের প্রকৃত অভাবত্ব সূচিত হয়। উহা দ্বারা নিশ্চয়ই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অযথা কৃপণ বলা হয় না বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার হেতু অনুসন্ধান করা হয় না। নিজের যে-কোন প্রকৃত অধিকারের পরিচয়ে কিছু শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কখনই অযথা ভাবিবার বা নিজের দুর্ভাগ্যকে পুষ্পিত করিবার প্রয়োজন হয় না—নিজের সৌভাগ্য তদ্দ্বারা সূচিত হয়। শিষ্য—প্রকৃতই শিষ্য—সকল সময়ই শিষ্য। অশিষ্যগণের কথা ভাবিয়া নিজের শিষ্যত্ব পরিত্যাগের কি যৌক্তিকতা থাকিতে পারে? নাস্তিকগণের বিচারধারা কি আস্তিকগণের বিচার প্রভাব্য?

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার অতুল্য উদার মর্য্যাদার গৌরবী হইবার বিচার দ্বারা নিজ অনধিকারী অবস্থার অপব্যবহার হইতে পারে—প্রকৃত শিষ্যবিরোধিগণেরই এতাদৃশ বিচার হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিষ্যের নিতান্ত বিরোধী না হইলে এতাদৃশ বিচার সম্ভব নয়। প্রকৃত অশিষ্যগণই নিজেদের অশিষ্যত্বের কার্য্যকারিতায় এতাদৃশ বিচার অবলম্বন করিতে বাধ্য। যাঁহারা প্রকৃতই শিষ্য, তাঁহাদের কখনই 'disloyal' হইবার ভয় নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার প্রতি আস্থাহীন হইয়াও শিষ্যত্ব রক্ষিত হইতেছে—ইহা অপেক্ষা নিজের প্রকৃত পারমার্থিক স্বাধিকার-বিরোধ আর কি হইতে পারে? আমি প্রকৃতই কৃপাপাত্র হইলে আমার দ্বারা কিপ্রকারে কৃপাগ্রহণ না করা সম্ভব?

কৃপাস্পদগণ কখনই কৃপাবঞ্চিত বা কৃপা-বিরোধী হইতে পারেন না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা আমি পাইয়াছি কি না, ইহা নিজের শিষ্যত্বেরই জিজ্ঞাস্য। কৃপাস্পদের কখনই অশিষ্যত্ব নাই। অশিষ্যগণ আত্মিকতা-অবলম্বনে কৃপাস্পদগণের অর্জ্জিত আচরণের মধ্যে অশিষ্যত্ব আবিষ্কার করিতে চায়। বস্তুতঃ অশিষ্যগণই শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহাবদান্যতার অভাব আশঙ্কা করিতে বাধ্য। তাহাদের তাদৃশ ব্যবহার তাহাদের উৎকলতার দুর্ভাগ্যেরই উপযুক্ত পুরস্কার। কৃপাস্পদগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার অবদানদ্বারা নিজেদের শিষ্যত্ব বুঝিয়া অশিষ্যগণের বিচারাতীতভাবে পরম মঙ্গলের পথে সত্য সত্যই ক্রমশঃ অগ্রগামী—শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা কোন কিছুর দ্বারা বদ্ধ হওয়া সম্ভব—তদ্ব্যতীত অশিষ্যোচিত আশঙ্কা হইতে প্রকৃতই চিরনির্মুক্ত।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

শ্রীচৈতন্যমঠে বিরহ-মহোৎসব

গত ১১ই শ্রাবণ, ২৭শে জুলাই, সোমবার আষাঢ়ী পূর্ণিমা-দিবস শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদ-প্রাণজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে গৌরবিহিত বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর পাণ্ডত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব সেবাবিলাস প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বিষয় পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ মৃদঙ্গ, কাঁসর, ঘণ্টা, করতাল, নিশান প্রভৃতি সহ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর ভোগারাত্রিকান্তে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে ডাঃ শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর চরিতকথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ভক্তগণ গৌরজন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠে সমবেত হইলে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বিষয় আলোচনা করেন.

ঐ দিবস হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ ও অন্যান্য শাখা মঠসমূহের সেবকবৃন্দ হরিসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীচাতুর্ম্মাস্যব্রত আরম্ভ করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগরে কয়লা ও চিনির অভাব

কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমা হাকিম মিঃ এস, হক, ভারতরক্ষা আইনানুসারে গত ১৭ই জুলাই এক আদেশ জারী করিয়া সদর মহকুমায় কয়লা, চিনি, লবণ ও কেরোসিনের নিম্নলিখিতরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন—

কয়লা প্রতিমণ (ঝুনাছাড়া) ১।৴০, চিনি—প্রতিসের ।৵০, লবণ—প্রতিমণ ৪.০, সরু সের ৵৫, সরু সেরের কম পাওয়ার ৴০, কেরোসিন প্রতি টিন (টিন সহ) ৫৷৵০, প্রতি টিন (টিন ছাড়া) ৪৴১০, ২৪ আউন্স বোতল ৵৫, ২৬ আউন্স বোতল ৵১০।

গত কয়েকদিন যাবৎ কয়লা ও চিনি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে এবং কেরোসিনের দুষ্প্রাপ্যতা আশঙ্কা করা যাইতেছে। ব্যবসায়িগণের অতিরিক্ত লাভ বন্ধের জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করিলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের সঞ্চার হইতেছে অথচ কর্তৃপক্ষ মূল্যনিয়ন্ত্রণ করিলে ব্যবসায়িগণের মধ্যে অসন্তোষের সঞ্চার হইতেছে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিতেছে। এই সংকটের সমাধানের জন্য গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা করা উচিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য

বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রিজার্ভ ফণ্ড সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আরও সাহায্য মঞ্জুরের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

মধ্যচীনে জাপানীদের সংখ্যা

হাঙ্কোর জাপ পুলিশ হেড কোয়ার্টারের সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া হুপে হইতে এই মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে যে, মধ্য চীনে বর্ত্তমানে মাট ১,৫৫,০০০ জাপানী আছে এবং ইহাদের দুই-তৃতীয়াংশ সাংহাইয়ে আছে। সাংহাইয়ে ৮৯,৭৫০, নানকিনে —৩০,০০০, হাঙ্কোয়ে—১১,০০০ এবং হাংচোতে—২,৮০০ জন জাপানী আছে। জাপানীরা মধ্য চীনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ স্থানেই বসবাস করিতেছে।

সাংহাইয়ের জাপানীদের এক তৃতীয়াংশ হাঙ্কোতে এবং হুনাইয়ের উত্তর অঞ্চলে বসবাস করিতেছে। হুনাইয়ে জাপানীদের সৈন্য এবং নৌবাহিনীর হেড্‌ কোয়ার্টার অবস্থিত। এইস্থানে আইকেন সেবন, জুয়া খেলা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সাংহাইয়ে এখনও ২,৫০০ ফরাসী আছে। সাংহাই বন্দরে এখন যে সমস্ত ইংরেজ এবং ভারতীয় আছে তাহাদের সংখ্যা ৪,০০০। সেখানে ৮৫০ আমেরিকানও আছে। ইহা ছাড়া সাংহাইয়ে ৫০০ পোল, ৪০০ ইতালীয়, ৩৫০ চেক, ২০০ অষ্ট্রিয়ান এবং কয়েকশত ডিনেমার, ওলন্দাজ, স্প্যানিয়ার্ড এবং তুর্কী আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও এম-এস-সি পরীক্ষা

পরীক্ষার্থীদের আবেদনের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ও এম, এস্‌সি পরীক্ষা আগামী নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী ১৫ই আগষ্ট ঐ সকল পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার দিন ধার্য্য ছিল।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক বাড়িয়াছে। নিরাশ, প্রাণ সংশয় অবস্থায় এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৴০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান:

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীভজনরহস্য

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদির পাণ্ডুলিপি-অবলম্বনে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া "প্রার্থনাদর্শ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনামৃতশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সভ্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১৮ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৩রা আগষ্ট, ইং ১৯৪২, সোমবার { ১১৮তম সংখ্যা

নয়। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ক'রতে ক'রতে কৃষ্ণবসতিস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

হরিকথা-প্রসঙ্গ

হয় কৃষ্ণস্মরণ, না হয় কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর স্মরণ—এই দুইএর একটা না করিয়া জীব থাকিতে পারে না। কৃষ্ণস্মৃতিই অর্থ, আর বাদবাকী সবই অনর্থ। অর্থ ও অনর্থ অথবা আলো ও আঁধারের যুগপৎ সমাবেশ হইতে পারে না। যিনি অর্থানুসন্ধানে প্রবৃত্ত—নিরন্তর অনুক্ষণ-লীলাকাহিনীশ্রবণে বা কর্ম্মাবশেষে কীর্ত্তনে রত, নিরন্তর হরিস্মরণে তাঁহার হৃদয়ে অনর্থের অবকাশ নাই। ভগবানের কথায় নিযুক্ত হইতে পারিলেই জীবের হরিস্মরণরূপ পরমমঙ্গল লাভ হয়। সেবোন্মুখতাই চেতনতা, আর কৃষ্ণবিমুখতাই জড়তা। বৈষ্ণবের সেবার দ্বারা এই জড়তা দূর হয়। শুদ্ধভক্তগণ—বৈষ্ণবগণ শ্রোতপন্থী। তাঁহারা জানেন—অধোক্ষজ-

লাভের একমাত্র উপায়। কৃষ্ণভক্তকে এই কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে সাধনা দান করে। ভগবদ্-জ্ঞান ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ, আবার ভগবৎকৃপা ভগবদ্ভক্তসাপেক্ষ। এই ভগবদ্ভক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ হইতেছেন—সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুদেব। কৃষ্ণভক্তি লাভ আবার এই শ্রীগুরুদেবের কৃপা-সাপেক্ষ। শ্রীগৌরসুন্দর যেমন বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণ, শ্রীগুরুদেবও সেইরূপ আশ্রয়-বিগ্রহ কৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-বস্তু—শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ। মায়াবদ্ধ জীবগণের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবার জন্যই, তাহাদিগকে প্রাকৃত মায়ালোক হইতে নির্মুক্ত করিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণধামে নিযুক্ত করিবার জন্যই তাঁহার এ জগতে আগমন। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ-দাস অভিমান করিলেও তিনি কৃষ্ণেরই স্বরূপ। এজগতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি জাগতিক কোন বিধির বাধ্য নহেন, ইহাই তাঁহার ঈশিতা। তিনি এবং তদনুগ বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণভক্ত। এই গুরুবৈষ্ণবভগবানের পরম প্রিয়জন—বড় আদরের বস্তু; ইঁহাদের সেবা ব্যতীত ভগবৎসেবা হয় না। ভগবৎসেবা অপ্রাকৃত-রাজ্যে প্রবেশের একমাত্র দ্বার এবং এই সেবা একমাত্র বৈষ্ণবের সেবা বা কৃপাফলেই লাভ হয়। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সেবাবুদ্ধি লইয়া বৈষ্ণবের নিকট গমন করেন এবং বৈষ্ণবের কৃপায় অধোক্ষজ-তত্ত্ব অবগত হন। আর যাহারা এই বৈষ্ণবসেবায় উদাসীন হইয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করে, তাহাদের মঙ্গল কোন কালেই হয় না।

—

কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণনামকে অভিন্ন জানিয়া যিনি নাম গ্রহণ করেন, সেই শুদ্ধভক্ত-

...কৃষ্ণকে কেবল বাহিরে জানিয়া কৃপা করিয়া থাকেন—তাঁহাকে উন্মুখ করিবার জন্য যত্ন করেন, তাঁহার ... কৃষ্ণনাম শুনিয়া অন্তর্ব্বাহ্যে মনে মনে নম্র করিয়া থাকেন। যিনি অনন্যভাবে ... করেন, সেই ভগবদ্ভক্ত মহাভাগবতের ... কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ... করিবা। এই মহাভাগবতের সঙ্গই ... এবং তাঁহার অপ্রতিহত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শই সকলের গ্রহণীয়।

ভগবদ্ভক্তের অনুগত হওয়া, তাঁহাদের ... পালন ও তাঁহাদের ন্যায় সেবাময় জীবনযাপনই তাঁহাদের সঙ্গ। তাঁহাদের বাণীর ... স্বরূপ তাঁহাদের কৃপায়ই জীবের বোধগম্য হয়। যাঁহার সহিত সেবোন্মুখ্যে তাঁহাদের নিকট বসিয়া থাকিলেও জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়। কিন্তু যদি সম্বন্ধজ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে ... পার্থে মায়াবুদ্ধি প্রবল হওয়া আমাদের হিতে বিপরীত হয়। এই কথা শুনিয়া অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, আগুনে হাত দিলে যেরূপ উহা দগ্ধ হইবেই হইবে, তদ্রূপ জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, বৈষ্ণবের কাছে বসিয়া থাকিলেই তাহাতে জীবের ... লাভ হইবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানে প্রাকৃতবুদ্ধি হওয়াতেই একসব বিচার হৃদয়ে স্থান পায়। কেন না, অগ্নাদি জড়বস্তু। উহার ইচ্ছাশক্তি নাই; তাই প্রকৃতির অধীন হইয়া পাপাপাপ-নির্ব্বিশেষে দহন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু হরি, গুরু ও বৈষ্ণব চেতনবস্তু ইঁহারা অচেতন নহেন, ইঁহাদের

... ইচ্ছা। তাঁহারা পাপাপাপ বিচার করিয়া অনুগ্রহ-নিগ্রহ করিতে পারেন। অতএব গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্-সম্বন্ধে একরূপ ধারণা বা বিচার যুক্তিসঙ্গত নহে। সেবোন্মুখ চিত্তে অধোক্ষজের স্বরূপ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এ সকল কথা বিশেষভাবে বিচার করিয়া গুরু বৈষ্ণবের অনুগত থাকিয়া তাঁহাদের কৃপালাভের জন্য সেবাময় জীবন যাপন করিবেন।

—

বিষ্ণু, বৈষ্ণব, তুলসী প্রভৃতি সকলই চিন্ময়। এই অপ্রাকৃতবস্তুর চিন্ময় স্বরূপ জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। ... জ্ঞানহীন অচিৎ বস্তুর ন্যায় সেবার দ্বারা ... নিত্য কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। ... তাহা হইত, তাহা হইলে গঙ্গার মৎস্যাদি জলচরগণও শুদ্ধ হইয়া পরম মঙ্গল লাভ করিত। যেখানে অপ্রাকৃতসম্বন্ধজ্ঞান বা ... মৎস্য শ্রীগঙ্গার ... বা জলে জীবমুক্ত, সেখানে সেবাভক্ত ... ; তাহা মায়া।

—

বিষ্ণু যেরূপ বিশুদ্ধ চিন্ময়, বৈষ্ণবগণও সেইরূপ নির্গুণ, চিন্ময়, অধোক্ষজ বস্তু। জড়তা বা ভগবদ্বিমুখতার লেশমাত্র তাঁহাদের হৃদয়ে নাই। নিরন্তর পূর্ণ চেতনের অনুশীলনই তাঁহাদের নিত্যকৃত্য। তাই তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্বময় চেতন হৃদয়ে ভগবান্ নিত্য স্বপ্রকাশ এবং তাঁহাদের চিন্ময় জিহ্বায় শব্দব্রহ্মরূপে ভগবানের নৃত্যবিলাস। এই বৈষ্ণবগণ ভগবদ্বিলাসক্ষেত্র। এই বৈষ্ণবদর্শনই বা বৈষ্ণবসেবাই বিষ্ণুদর্শন বা বিষ্ণুসেবা। বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা-শ্রবণরূপ বৈষ্ণবসেবাই পরম শ্রেয়স্কর বস্তু। ইহা অপেক্ষা পরম মঙ্গলের চিন্তা আর নাই। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উপদেশামৃতে জানাইয়াছেন,—

... ভক্ত কৃপা করেন ভক্তগণে॥

কৃপেণ চ বস্তু সিদ্ধি চ মহসাস্থিতস্য
বীক্ষাপি যোঃ প্রণাতিক্ষ তত্ত্বমীশম্।
তত্ত্বম্ব অনর্থনিবর্তনময়া-
বিশ্বাদিমূলাজন্মী পাদপদ্মম॥

জীবের সর্বসিদ্ধির চরম পরমধন—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাপ্রাপ্তি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ভগবানের চরণে অপরাধ-ফলে জীবের এই বিপদ, দুঃখ, স্বাভাবিক বুদ্ধি অবিদ্যাদ্বারা মোহিত, আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। জীবের ভগবদ্বিমুখতার একমাত্র কারণ এক চরণে অপরাধ অজ্ঞাতসারে অপরাধ হইলেও সাধুগণের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে সাধুবর্গের নিষ্কপট চেষ্টাদ্বারা নির্মূল হইতে পারে বটে, কিন্তু জ্ঞানপূর্বক অপরাধ অত্যন্ত ভয়াবহ। ইহা সহজে যায় না। ইহাকে কপট বলে। কপটীর আলোচনা বা অনুতাপ হয় না; সে শুদ্ধ-বিষ্ণুর ব্যবহারকে স্বার্থসাধক বলিয়া মনে করিতে পারে না—সাধুর নিকট শ্রবণ করিয়া তাহার কথার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারে না ও বুঝিতে চেষ্টাও করে না। তাহাদের চিত্ত পাষাণবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মঙ্গল কোন কালেই নাই।

যাঁহারা কপট নহেন, যাঁহারা বাস্তবিক মঙ্গল চাহেন, কিন্তু পূর্ব পূর্ব জন্মের অপরাধ-বশতঃ অসুবিধাগ্রস্ত, তাঁহাদের মঙ্গলও হইবে। তাঁহারা সাধুগুরুর কৃপায় অপরাধ হইতে নির্মুক্ত হইবেন।

আমাদের এই রক্ত-মাংসের চক্ষে গুরু-রূপের দর্শন হয় না। ভক্তিচক্ষেই ভগবদ্দর্শন হয়। জীবের চিন্ময় শুদ্ধ চক্ষুই ভক্তি-চক্ষু। শ্রীগুরু যাজন করিতে করিতে এই চক্ষু যে পরিমাণে উন্মীলিত হয়, সেই পরিমাণে গুরু-রূপের শুদ্ধ দর্শন হয়। প্রাকৃত চক্ষু বা প্রাকৃত মনের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু দর্শন ও অনুভব করিবার ধৃষ্টতা করা উচিত নয়। ভগবদ্দর্শন হইলে মায়া থাকে না। ভগবদ্দর্শনই সকল সাধনের সর্বোৎকৃষ্ট ফল। ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলেই আবরণ অর্থাৎ ভগবদ্বিস্মৃতি পর্যন্ত মায়া বিনষ্ট হয়।

আত্মনিবেদনই মূল। আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র করিয়া সকল যাজন করিতে হইবে। আত্ম-নিবেদন না করিলে কিছুই হয় না। নোঙ্গর না তুলিয়া নৌকা চালাইবার যে প্রয়াস এবং তাহাতে যে ফললাভ হয়, আত্মনিবেদন না করিয়া ভজনের প্রয়াসও তদ্রূপ এবং তাহার ফলও সেইরূপ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়াই সমস্ত ভজন যাজন করিতে হয়। যিনি আমা-দিগকে ভক্তিপথ প্রদর্শিত করেন ভক্তিপথ প্রদর্শন করেন, সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সেই বৈকুণ্ঠবেত্তার শ্রীগুরুপাদপদ্মেই আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। আত্মসমর্পণ-অর্থে "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার"—এই অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আমি ভক্তের—আমি বৈষ্ণবের—আমি কৃষ্ণের, এই অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

আনুগত্যময়ী চিত্তবৃত্তির সহিত কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধা ভক্তি। অনর্থযুক্ত আমাদিগকে মঙ্গল লাভ করিতে হইলে সাধুশাস্ত্রের শাসন স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে যাহাতে আমাদের মনের চঞ্চলতা কমিবে এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া বাস্তব মঙ্গলের পথে চলিতে পারিব। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রদত্ত শ্রবণ, কৃপথা ও যাবতীয় ব্যবস্থা অকপটে, একান্ত-ভাবে গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই অনর্থযোগ নিবৃত্ত হইবে। প্রতি পদবিক্ষেপে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্য হওয়া চাই, mechanical আনুগত্য নহে। আমাদের প্রত্যেক কার্য শ্রীনামাচার্য ও শ্রীনামপ্রভুর দ্বারা নিয়মিত হইবে, প্রতিপদবিক্ষেপে কর্মের দ্বারা শাস্ত্রোক্ত গুরুদেবের বাণীর সহিত নিজের আচরণকে মিলাইতে হইবে। যাহা আমরা শ্রবণ করি, কীর্তন করি, দর্শন করি, আঘ্রাণ করি, অথবা স্পর্শ করি, তদ্বারা কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীনামের সেবা হইতেছে অথবা ঐসকল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের পথে চলিয়াছে, ইহা 'নামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও শুভানুধ্যায়ী বৈষ্ণবের নিকট সর্বদা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং তৎপরে তাঁহার কথিত বাণীর কষ্টিপাথরে নিজের আচার-বিচার পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। শ্রীনামপ্রভুর কৃপা লাভের জন্য অবিরত আর্তি ও আত্ম-নিবেদন চাই। তাঁহাতে শরণাগতিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন ভজন।

শরণাগতিকে ছাড়িয়া ভক্তি থাকে না। যেখানে 'আমি তোমার সেবক'—এই শুদ্ধ অহঙ্কার, সেখানে সব ভার গুরুর। যদি অকপটে তাঁহাকে চাই, তাঁহার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই—'আমি কে, আমাকে তাহা জানাইয়া দাও,' তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে 'আমি' কে, সেই স্বরূপটী উপলব্ধি করাইবেন। যদি তাঁহার দয়া না থাকিবে, তবে তাঁহার অবতার, তাঁহার নাম ও নিত্য-ধামের অবতার কেন? অকপট হইয়া তাঁহাকে চান দেখি? তিনি ত' কৃপা করিবার জন্যই আছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা-বিগ্রহ—করুণাঘনমূর্তি। তাঁহার অহৈতুকী কৃপার আশায় থাকা। তাঁহার অহেতুক করুণার একান্ত কাঙ্গাল হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন-পথে অগ্রসর হইলে জীবের অভূত সুবিধাই উপস্থিত হয়।

কর্ম্মচেষ্টা ও ভক্তি

—:০:(০):০:—

কর্ম ও ভক্তি বহির্দৃষ্টিতে একরূপ প্রতিভাত হইলেও কর্ম ও ভক্তি এক নহে। তাহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, একটী দেহ ও মনের নশ্বর ব্যাপারবিশেষ, আর অপরটী আত্মার নিত্য ক্রিয়া। একটীর ফল ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা কাম, অপরটী কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণপরা সেবা। একটী খণ্ডকালাবধিক, অপরটী নিত্য। কর্ম স্থূলাদি দেহদ্বারা সম্পন্ন হয়, কিন্তু ভক্তি প্রাকৃত দেহমনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। গুরু বা ভগবৎকৃপায় জীবের আত্মবৃত্তি জাগরিত হইলে তিনি তদ্দ্বারা ভগবানের জন্য যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহাই ভক্তি। এইপ্রকার আত্মার বৃত্তি জাগরিত হইলেও জীব যে কাল পর্যন্ত জড়-জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখেন, তৎকাল পর্যন্ত তাঁহার আত্মার ক্রিয়া দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মা যখন ভক্তিযোগে ভগবানের উপাসনা করিতে থাকেন, তখন বাক্য ঐ ভক্তির সহবাসে তদ্রূপে ব্যক্ত হয়, মন ভগবচ্চিন্তা করিতে থাকে, ইন্দ্রিয়সকল তখন ব্যাপৃত হইয়া নিজ নিজ বিষয়ের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিতে থাকে। হস্ত ও পদ ভগবৎসেবোপকরণ-আহরণে ও শ্রীধামাদি-পরিক্রমায় সার্থক হয়। জিহ্বা ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল ভগবৎকথা কীর্তন ও শ্রবণাদি করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। কেবল এই সকল বাহ্যক্রিয়াকে ভক্তি বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা সদ্গুরুচরণাশ্রয়-পূর্বক তাহার যথার্থ তাৎপর্য ও অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবল মাত্র বাহ্য আচরণ লইয়া টানাটানি করেন, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ ভক্তগণের আচরণের সহিত বহির্দৃষ্টিতে প্রায় এক হইলেও এক নহে, এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল-ভেদ আছে। এই জন্যই শ্রীমদ্বাবিপাদ বলিয়াছেন—গুরুকে আত্মসমর্পণপূর্বক শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি নবধা ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত হওয়াই আত্মসমর্পণের লক্ষণ। ভগবানের জন্য অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া ভগবানের নামশ্রবণ, নাম-কীর্তন, নামস্মরণ, ভগবচ্চিন্তা, ভাগবতপাঠ প্রভৃতি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান করা কর্ম নহে। খোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেমন প্রকৃত বস্তুলাভে বঞ্চিত হইতে হয়, তদ্রূপ ভোগের বুদ্ধি লইয়া শাস্ত্রকথিত ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান কর্ম অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিতে ফলাস্বাদনেই পর্যবসিত হয়।

কাম বা কর্ম কখনও ভক্তি বা প্রেমের জনক নহে। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

কর্মনিন্দা, কর্ম ত্যাগ সর্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥

কর্ম বা কর্মার্পণদ্বারা কৃষ্ণে কখনও প্রেমভক্তি হইতে পারে না। কর্মার্পণ ইত্যাদির দ্বারা চিত্ত ক্রমশঃ শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ সাধনভক্তি হয়। শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তিসাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমেরও তত্তই অভ্যুদয় হয়। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সংসার-জনিত শরণাগতিলক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে। ভক্তি কখনও কর্মের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। ভক্তি জীবের নিত্যসিদ্ধ আত্মবৃত্তি; সুতরাং নিত্যসিদ্ধ, নিরপেক্ষ, শুদ্ধ, অনন্য কেবল বা অহৈতুকী ভক্তিযোগদ্বারাই নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ বস্তুর উদয় হয়।

কর্ম ও ভক্তিতে বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ আকাশ-পাতাল ভেদ। সতী ও অসতী বহির্দৃষ্টিতে দেখিতে একরূপ হইলেও উভয়ের অন্তর্নিষ্ঠা বা চিত্তবৃত্তি এক নহে। যেখানে স্বসুখস্পৃহা, সেখানেই কর্ম; আর যেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ, সেইখানে ভক্তি। ভক্তের শ্রীবিগ্রহসেবা ও দেবলের শ্রীবিগ্রহ-অর্চনের তুলনায় বাহ্য সাদৃশ্য থাকিলেও এক নহে। একটী ভক্তি, অপরটী কর্ম। শুদ্ধভক্তের ভাগবতপাঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয় বলিয়া তাহা ভক্তি, আর ব্যবসায়ীর ভাগবতপাঠে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ হয় বলিয়া তাহা গর্হিত কর্মকাণ্ড।

নিজ ভোগপর চেষ্টার দ্বারা সাধিত হয়, তাহাই কর্ম। আর কৃষ্ণের সুখের জন্য যে প্রীতিময়ী চেষ্টা হয়, তাহাই ভক্তি। কর্মিগণ স্ব-স্ব আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিকামনায় অপস্বার্থপরতায় বিভ্রান্ত থাকিয়া ভক্তগণের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর স্বার্থবুদ্ধির তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে পারে না। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-চেষ্টায় যে জীবের প্রকৃত স্বার্থপরতা, তাহা বণিক্-বুদ্ধির দ্বারা কর্মপ্রবণতায় বুঝা যায় না। জীব যখন সুকৃতির কাথাকাথিতায় নিজেকে বঞ্চিত করিবার বা 'কেন কড়ি মাগ কেন' নীতি পরিহার করিয়া নিজের দাঁতে ছোবা টানিবার চেষ্টার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিতে পারিলে, তবে তাহার কর্মাধিকার নিবৃত্ত হইয়া ভক্তিতে অধিকার স্বীকৃত হয়।

অজ্ঞগণ ভক্তির স্বরূপ জানেন না বলিয়া কর্মকাণ্ডকেই ভক্তি মনে করেন। কিন্তু ভক্তি ঐরূপ দেহ ও মনের ক্রিয়া-বিশেষ নহে। ভক্তি আত্মার নিত্য, অপ্রতিহতা স্বাভাবিকী বৃত্তি। ভক্তির ফল ভক্তি—কৃষ্ণপ্রেমা। সাধুসঙ্গ ছাড়া ভক্তি হয় না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

আধিক্য, ফুলটি মধ্যায়, ভক্তগণে। চতুর্ভুজ-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চাহি মনে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার,
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, শনিবার হইতে ৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়-মিশনের গবর্ণিংবডির সেবা-উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে বার্ষিক শ্রীহরি-স্মরণ-মহোৎসব-উপলক্ষে অখিল-লোক মঙ্গলের জন্য মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-তিথিপূজা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। তদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-বিবৃতি বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে গবর্ণিংবডির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে মহোৎসবপঞ্জী প্রদত্ত হইল। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক—গৌড়ীয়-মিশন

উৎসব-পঞ্জী

৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, শনিবার	শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।
৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট, রবিবার	শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রার্পণোৎসব।
৯ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট, বুধবার	শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।
১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস।
১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	শ্রীনন্দোৎসব।
২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর, রবিবার	শ্রীঅন্নদা-একাদশীর উপবাস।
২৯শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব, শ্রীঅদ্বৈত-শক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।
৩১শে ভাদ্র, ১৭ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীললিতা-সপ্তমী।
১লা আশ্বিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত।
৪ঠা আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, সোমবার	শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা-একাদশীর উপবাস, শ্রীশ্রবণ-দ্বাদশীর উপবাস ও শ্রীবামনদ্বাদশী ব্রত।
৫ই আশ্বিন, ২২শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	গৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্নবক-শততম বর্ষপূর্ত্তি-প্রকট-মহোৎসব ও সাধারণ মহা-মহোৎসব।
৬ই আশ্বিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, বুধবার	শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ও শ্রীঅনন্ত-চতুর্দ্দশী-ব্রত।
৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব। প্রৌষ্ঠপদী পৌর্ণমাসী সংকীর্ত্তনোৎসব-পূর্ণাঙ্গ।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

উষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্ত্তন।
পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ ভাষ্যসহ ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।
অপরাহ্ণে—ভক্তগ্রন্থালোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা।
সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ব্যাখ্যা বা শাস্ত্রার্থ-বিবৃতি বক্তৃতা।
রাত্রিতে—সংকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ সম্মান ও হরি শান্তি।

· দৈবানুরোধে ও উপবাস-দিবস এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

দর্শন ও দৃশ্য

——::(:০:)::——

দ্রষ্টার—তোমার দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ সবই ভোগ। আর দৃশ্য বা তোমার দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন,—সবই সেবা। দ্রষ্টা একমাত্র ভগবান্। দর্শন করিয়া তাঁকে নয়নেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান হয়। কিন্তু সেবকের বা তোমার যে দর্শন, তাহা দ্রষ্টৃ-অভিমানে দর্শন বা সম্ভোগ নহে, পরন্তু তাহা সেবার দ্যোতক। ভক্ত সেবোন্মুখনেত্রে দর্শনময় সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শন কৃষ্ণ-সুখবিধানের জন্য। এই দর্শন জিনিষটি ভজন বা ভক্তি। ভোগী, দ্রষ্টা বা পুরুষাভিমানী বদ্ধজীব আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় সেব্যকে দর্শন করিতে পারি না। দ্রষ্টৃ-অভিমানে যে দর্শন, তাহা ভোগ্য-দর্শন; তাহা সেব্য-দর্শন নহে। ভগবান্ নিত্য সেব্য বস্তু। তিনি কাহারও ভোগ্য নহেন, সুতরাং দ্রষ্টৃ-অভিমানে ভগবদ্দর্শন বা সেব্য-দর্শন সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেই জন্যই সাধু শাস্ত্র আমাদিগকে সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা দর্শন, স্পর্শনাদি করিতে বলিয়াছেন। সাধু-মুখে হরিকথা শুনিতে শুনিতে শ্রবণশাসিত নয়নে সেব্যের দর্শন হইবে। নিজেকে সেবকবুদ্ধি বা ভোগ্য-দর্শন না হইলে সেব্যদর্শন কি করিয়া হইবে?

দর্শনহীন ভজনের কোন মূল্য নাই। তাহা অন্ধকারে ঢিল মারা ছাড়া আর কিছুই নহে। শ্রবণের পর ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার পর হইয়াছি। জ্ঞান—পারোক্ষ, আর বিজ্ঞানই দর্শন বা অনুভব। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যাঁরা শ্রবণরহিত ভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাঁদের চেষ্টা অন্ধকারে হাতড়ান মাত্র। দর্শন বস্তুর বাস্তবতা নির্ণয় ক'রে দেয়। তারপর বাস্তব বস্তুর প্রতি ভজন হ'য়ে থাকে।"

দুর্দর্শন লইয়া দর্শনপ্রার্থীকে বা কুরূপ লইয়া শ্রীরূপকে দেখিতে পাওয়া যায় না? আমার যে রূপ দেখিয়া অপরের সুখ হয়, সেই রূপটি নাশ না করিয়া ভগবদ্দর্শনের প্রয়াস বক্তৃবাজী বা অভক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কবে কলাময় কৃষ্ণ আমার রূপ দেখিবেন অর্থাৎ কবে কৃষ্ণ আমার অপ্রাকৃত স্বরূপের ভোক্তা হইবেন, এইরূপ বিচারের পরিবর্ত্তে ভগবান্কে ভোগ্যবস্তুর অন্তর্গত মনে করিয়া চক্ষুর দ্বারা নয়নে-ভোগ্য-দর্শনের যে চেষ্টা, তাহা ভক্তি নহে। শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত না হইলে কখনও ভগবদ্দর্শন হয় না—স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায় না। ভগবদ্দর্শন-ফলে মায়া দূরে বিদায় হইলে প্রেমা বাড়িতে থাকে। ভগবদ্দর্শন হইলে মনোধর্ম্মরূপ কামগ্রহী, দ্বিতীয় বস্তুর বা অনর্থের হাত হইতে মুক্ত হইয়া জীব উত্তরোত্তর ভগবৎসেবাসক্তি হয় ও ভাবানুগা উপলব্ধি করিতে পারে। ভগবদ্রূপ দর্শন হইলে আর অন্যরূপদর্শনের স্পৃহা থাকে না। ভগবান্ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনিই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। তদ্ব্যতীত আর কাহারও তাঁহাকে দর্শন করিবার অধিকার নাই। বদ্ধজীবের স্বরূপ ও রূপ, দেহী ও দেহ যেমন পরস্পর ভিন্ন, ভগবান্ ও ভগবদ্রূপের দেহী ও দেহেতে সেইরূপ ভেদ নাই। বদ্ধজীবের বিগ্রহ কিছু বদ্ধজীবের স্বরূপ নহে। কিন্তু কৃষ্ণের বিগ্রহই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। কেবল বাহির দিক্ প্রাকৃত কথনের ন্যায় কৃষ্ণের বিগ্রহ প্রভৃতি বাক্য বলা হয় মাত্র। আমরা শাস্ত্র পাঠে জানিতে পারি, বিষ্ণু প্রাকৃত দর্শনের মধ্যে আসেন না। তিনি সেবোন্মুখ শুদ্ধচিত্তে ভগবান্কে বরণ করেন, ভগবান্ সেই শুদ্ধচিত্তে বা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বসুদেবে কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হন। তখনই জীবের স্বরূপ-দর্শন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্দর্শন হয়। শ্রীরূপের অনুগত শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থ প্রথমতঃ নাম-শ্রবণ অপেক্ষণীয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপ-শ্রবণ-দ্বারা তদুদয়যোগ্যতা-লাভ হয়।"—তাৎপর্য্য এই যে, শ্রবণেই সর্ব্ব-সিদ্ধি হয়। শ্রবণই আমাদিগকে রূপ দর্শন করাইয়া থাকেন। প্রথমতঃ সদ্গুরুর শ্রীমুখ হইতে নাম-শ্রবণ ও তন্নামকীর্ত্তনদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণশুদ্ধি ও অনর্থের নিবৃত্তি হয়। তখন সেই শুদ্ধচিত্তে শ্রৌতপন্থায় রূপ শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তি-নেত্রে ভগবদ্রূপ দর্শনের সৌভাগ্য হয়।

আমরা দর্শক নহি, দৃশ্য। দর্শক সাজিলে বা পুরুষ-অভিমানে প্রমত্ত হইলে সর্ব্বদ্রষ্টা পরম পুরুষের দর্শন পাওয়া যাইবে না। সেইজন্য শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"দর্শক সেজো না, দর্শক সাজলে সাড়া দেবে না, তোমাকে ঠকাবে, শিষ্য হও। শ্রবণ রূপ ভাণ্ড হ'তে বিচ্যুত হ'য়ো না, দাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হও। তুমি আমার দ্বারা আমাকে দেখ। মাংস চক্ষুতে দেখ্তে গেলেই বঞ্চনা ক'রবে; পরদা দে'খ্বে। তা'তে মোহগ্রস্ত হ'য়ো না, মুগ্ধ হ'য়ো না। নিজেকে দর্শনীয় জ্ঞান কর। সদ্গুরুর নিকট শ্রবণ ক'রেছেন যিনি, সদ্গুরুর নিকট নিজেকে পূর্ণভাবে দান করেছেন যিনি, যদি তাঁ'র কাছে শোন, তা'হ'লে চক্ষুর দর্শন থেমে যা'বে, তখন কাণ দিয়ে দে'খ্বে। আগে শোন। মন বড় বিশ্বাসঘাতক। সেই মন পৌঁছাতে হয় শুধু শব্দ দ্বারা। ভগবৎকথা বিশ্বাসের সহিত কর্ণকে পৌঁছাও ক'রে, শ্রবণ দর্শনকে নিয়মিত কর, তখন চক্ষুকে রোধ ক'রে, চক্ষুর দর্শন বন্ধ হবে। গৌড়ীয়দের সেবক অন্তরূপে দেখে, সে নিজেকে দৃশ্য দেখে। দর্শক অভিমান তা'র নাই।"

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৶৹	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চ	৩৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৩৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত-পত্রিকা—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আদর্শগ্রন্থ প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ পাঠকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যপাঠরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাল-তরঙ্গায়িত কলিকুক্ষিকাম এবং ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৶৹ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাধিক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶৹ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

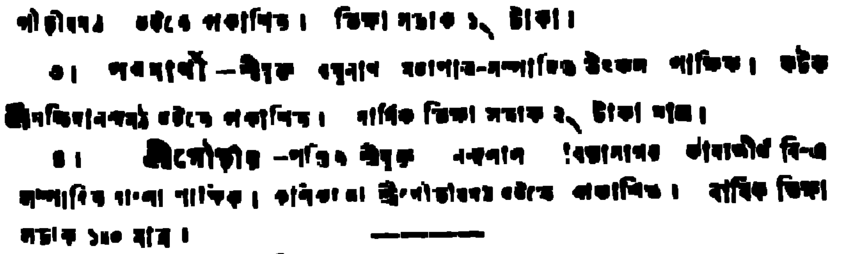

মালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত প্রচার লাভ করিয়াছে। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৶৹ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান:

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

আড়াই টাকার নোট চালাইবার ব্যবস্থা

এক টাকার নোটের প্রচলন হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শীঘ্রই আড়াই টাকা নোট বাহির করিবেন। ভারত সরকার এই নোটের আকার ও নক্সা ইত্যাদি অনুমোদন করিয়াছেন। আড়াই টাকার নোট ছাপাইবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে।

খালি বাড়ী ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে নূতন বিধান

বিহার গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের ২২শে জুলাই বা তাহার পরে কোন বাড়ী (সাজসরঞ্জাম সহ বা ব্যতীত) খালি থাকিলে সেই বাড়ীর মালিক ছাড়া অন্য কাহাকেও হাজারিবাগ মহকুমায় এডিসনাল ডেপুটি কমিশনার এবং অন্যান্য মহকুমায় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বাড়ীতে থাকিতে দেওয়া বা ভাড়া দেওয়া চলিবে না। অনুমতি দেওয়া ব্যাপারে মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশানুযায়ী কাজ করিবেন।

বাঙ্গলায় অধিক পরিমাণ লবণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা

ভারত সরকারের বিবৃতিতে প্রকাশ, বাংলায় লবণের অভাব দেখা দিয়াছে। গ্রামবাসীগণ যাহাতে অধিক পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করে, বাঙ্গলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। লবণ প্রস্তুত হইলে গভর্ণমেণ্টের এজেণ্টগণ ঐগুলি ক্রয় করিবে এবং আমদানী করিবে। তৎপর তাহা বাজারে ছাড়া হইবে।

জাপ জাহাজের ক্ষতির পরিমাণ

যুদ্ধের পর নৌ-দপ্তরের ১০০নং ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপানীদের যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবহির্ভূত এযাবৎ মোট ২২০ খানি জাহাজ নিমজ্জিত, সম্ভবতঃ নিমজ্জিত অথবা যখম হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৩ খানি ক্রুজার আছে। পার্ল হার্বার আক্রমণের পর মোট জাপানীদের ৫৫ খানি যুদ্ধজাহাজ নিমজ্জিত, ১৪ খানি সম্ভবতঃ নিমজ্জিত এবং ৫০ খানি যখম হইয়াছে। মোট সংখ্যা ১১৯। যুদ্ধবহির্ভূত ৭৪ খানি জাহাজ ডুবিয়াছে, ৮ খানি খুব সম্ভব ডুবিয়াছে এবং ২২ খানি যখম হইয়াছে; মোট সংখ্যা ১০৪।

উড়িষ্যার গভর্ণরের নূতন বাসভবন

'গভর্ণমেণ্ট হাউস' হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, "লালবাগ" নামে এযাবৎ যে গৃহ পরিচিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা উড়িষ্যার গভর্ণরের বাসভবন হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। এই গৃহ এখন হইতে "গভর্ণমেণ্ট হাউস, কটক" এই নামে অভিহিত হইবে।

উড়িষ্যার গভর্ণর বিগত ১৮ই জুলাই কটকে তাঁহার নূতন বাড়ীতে গিয়াছেন।

জার্ম্মাণ যুদ্ধ বন্দী শিবিরের চালচলন

প্রকাশ, সম্প্রতি জার্ম্মাণ যুদ্ধ বন্দি-শিবিরগুলি পরিদর্শনের পর অবস্থা বেশ সন্তোষজনক বলিয়াই মনে হইয়াছে।

আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে অভিনন্দন বাণী ও চিঠিপত্র পাইয়া বন্দীরা বিশেষ আনন্দিত হয়।

তিন হাজার পুস্তক সম্বলিত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ছাড়া প্রত্যেক ব্যাটালিয়ানের বন্দীদের জন্য পৃথক পৃথক লাইব্রেরীর বন্দোবস্ত আছে। বন্দীদের শিবিরে মোট পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার হইবে।

মাঝে মাঝে বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হয়। ৫০ জন বাদক লইয়া একটা অর্কেষ্ট্রা পার্টিও গঠিত হইয়াছে। যথাক্রমে ১৪ ও ১১ জন বাদককে লইয়া দুইটা 'জ্যাজ ব্যাণ্ড' দলও গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এ ছাড়া আর আছে 'হাওয়াইয়ান ব্যাণ্ড' পার্টি

গ্রামোফোন ও তাহার পিন এবং ইংরেজী নৃত্য সম্বলিত রেকর্ডের আরও প্রয়োজন আছে।

বকান অঞ্চলে মসজিদ মুসলমানদের স্কুল

সোভিয়েট নিউজ এজেন্সির সংবাদে প্রকাশ, হিটলার বকান অঞ্চলে মসজিদ ও তৎসংলগ্ন সমস্ত সম্পর্কিত বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন। বোসনিয়াতে মাত্র দুইটি মসজিদ আছে; স্কুলগুলি সবই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আলবেনিয়াতেও অনেকগুলি মসজিদ বন্ধ করা হইয়াছে।

ভারতে আমেরিকান সৈন্য দল

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, যে সব আমেরিকান সৈন্য ভারতে আসিয়াছে, তাহাদের সুবিধার জন্য আমেরিকান কর্তৃপক্ষ একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় ভারতীয়দিগের জীবন ও আচার ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ভারতীয়দিগের অবস্থা সম্বন্ধে মার্কিন সৈন্যগণ যাহাতে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করিতে পারে তজ্জন্যই এই পুস্তিকাখানি রচনা করা হইয়াছে। পুস্তিকাখানি আমেরিকায় মুদ্রিত হইয়াছে এবং সৈনিকদিগের মধ্যে উহা বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীঅনন্তকুমার ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতি-সমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "প্রতিদর্শ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনামৃতশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জনসমূহের পাঠোপযোগী...

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৮ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৯শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৪ঠা আগষ্ট, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ১১৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ শ্রীধর, শিব প্রহর, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

জাগতিক অসৎকর্ম্মী ও সৎকর্ম্মী—উভয় সম্প্রদায়ই পারমার্থিক বিচার বুঝিতে পারে না। পারমার্থিকগণ কোনদিনই প্রাকৃত সৎ ও অসৎ-নীতির দ্বারা চালিত হইয়া কোন কার্য্য করেন না। প্রাকৃত নীতির তৌলদণ্ডে যাহা সৎ বা অসৎ বলিয়া বিচারিত, ঐরূপ কোন বস্তুই তাঁহারা বহুমানন করেন না। পারমার্থিকগণ ঐসকল নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া কখনও চলেন না। তাঁহাদের মূল নীতি—পরাৎপর বস্তুতে ভক্তি। তাঁহারা এই ভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত কার্য্য করেন। ভক্তি-অর্থে ভগবৎপ্রীতি। পারমার্থিক নীতির অনুগত হইয়া চলিত হইলে প্রথমেই সদ্গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। সদ্গুরু-পাদপদ্মের আশ্রিত না হইলে পরমার্থরাজ্যে প্রবেশাধিকারই পাওয়া যায় না। যাঁহারা অতিশয় দুর্ব্বল, যাঁহাদের দেহাত্মবুদ্ধি যায় নাই, দেহসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনে যাঁহাদের আসক্তি রহিয়াছে, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ ও শ্রীনামের প্রতি যাঁহাদের অপ্রাকৃত বুদ্ধি হয় নাই, তাঁহারা যদি পারমার্থিক নীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের পতন অনিবার্য্য।

মূলটা ঠিক থাকিলেই সব ঠিক থাকিবে। সকল নীতি বা অখিল সদ্গুণের আকরস্থানে কেন্দ্র ঠিক না থাকিলে বিপথে চলিয়া যাইতেই হইবে। মূল ঠিক থাকিলে, লক্ষ্য স্থির হইলে, সাধনপথের সকল ব্যবস্থা ঠিক হইবে। প্রয়োজন ঠিক না থাকিলে সেবায় উৎসাহ আসিতে পারে না। গন্তব্যস্থান কি, তাহা আগে জানা থাকিলে সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক হইবে ও ঠিকভাবে অভিধেয় যাজিত হইবে। ভগবদ্-বিস্মৃত হওয়ার জন্যই জীবের ঐসকল অসুবিধা হইয়াছে। ভগবান্ কি জিনিষ, আমি কি জিনিষ, তাহা জানা না থাকায় এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের অভাবে নানাপ্রকার স্রোত আসিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে। কৃষ্ণবিস্মৃতিই জীবের সর্ব্বনাশের জনক। কৃষ্ণস্মৃতিই একমাত্র বিধি। এই বিধি পালন করিলেই মঙ্গললাভ অবশ্যম্ভাবী।

ভক্তজীবন আরম্ভ হইলেই জীব মায়ামুক্ত বলিয়া অভিহিত হন, কিন্তু বস্তুগত মায়ামুক্তি ভক্তিসাধনের পরিপক্কাবস্থা আসিলেই ঘটিতে পারে; তাহার পূর্ব্বে কেবল স্বরূপগত মায়ামুক্তি ঘটিয়া থাকে। জীবের স্থূল ও লিঙ্গ শরীর সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলে বস্তুগত মায়ামুক্তি হয়। সাধনভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে গুরুকৃপায় ভাবভক্তির উদয় হয়। ভাবভক্তিতে জীব দৃঢ়রূপে অবস্থিত হইয়া জড়দেহ পরিত্যাগানন্তর লিঙ্গদেহকে বিসর্জ্জন দিয়া চিচ্ছরীরে অবস্থিত হন। অতএব সাধনভক্তিকালে মায়িক দশা থাকে, ভাবভক্তির প্রারম্ভেও সে দশা সম্পূর্ণভাবে বিগত হয় না।

ভগবান্ সকল মঙ্গলের আকর, সকল মঙ্গলই তাঁহার পাদপদ্মে অবস্থিত। যে-কোনও প্রকারে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে পারিলে জীবের আর অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। ভগবানের সেবা ব্যতীত আমরা যে কোন বস্তু লাভ করি না কেন, তাহা নিতান্ত অমঙ্গলকর ও হেয়। অজ্ঞজন মূর্খ, তাই তাহারা এই পরমানন্দময় বস্তুর সন্ধান রাখে না; কিন্তু পরমবিদ্বান্ ভক্তগণের একমাত্র কৃত্য ভগবানের সেবা। সেই সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সেবকের সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ যখন জীবকে ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষরূপ তুচ্ছ ফল প্রদান করিয়া বঞ্চনা করেন না, তখনই জীব মুক্ত হইয়া ভগবৎপ্রেমা লাভে কৃতকৃতার্থ হন। সুতরাং বহুলপরিমাণ ইন্দ্রিয়ের সুখসমৃদ্ধির অভাব দেখিয়া ভক্তের ভগবৎপ্রসন্নতা লাভ ঘটিল না মনে করা মূর্খতা মাত্র।

—

মানবের সহিত পশুর অনেকভাবে বিষয়-ভোগের সৌসাদৃশ্য আছে। পশুগণ বা মানবনামের অযোগ্য ব্যক্তিগণ হরিভজনের যোগ্যতা লাভ করে না। মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতা ও সফলতা এই যে, তিনি হরিকথামৃত সাধুজনের মুখে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পান। যে ভাগ্যহীন মানব তাদৃশ সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত, তাহাকে পশু বলিয়া জানিতে হইবে। সেইজন্য নিরীশ্বর-নৈতিক-চরিত্রকে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উৎকৃষ্ট পশুচরিত্র বলিয়াছেন।

—

কনিষ্ঠাধিকারী জীব ভক্ত ও অভক্ত চিনিতে পারে না। সেইজন্য তিনি বিবিধ উপচারে শ্রদ্ধার সহিত ভগবদ্বিগ্রহের অর্চ্চন করিয়া থাকেন। বিশ্বাসপেক্ষা উন্নত সাধুর সঙ্গফলে অধিকার উন্নত হইলে জীব ভগবানে প্রেম, ভক্তে মিত্রতা, বালিশে কৃপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষা প্রভৃতির অনুশীলন দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন তখনই সেই অধিকারী জীবের ভগবৎসেবা শুদ্ধভাবে সম্পাদিত হয় বলিয়া তাঁহাকে শুদ্ধ ভক্ত বলা হয়। তখন তিনি ভগবদ্ভক্তের হৃদয়মন্দিরে ভগবদধিষ্ঠানের প্রকাশ দর্শন করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত প্রণাম করেন। সেই প্রণামের দ্বারাই ভক্তের সেবা প্রভু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিহিত হয়। যখন আমরা চৈতন্যদেবের সঙ্গফলে সৎ ও অসৎকে চিনিবার সৌভাগ্য পাইয়া আদরের সহিত সেই সাধুগণের সঙ্গ করি, তখন ভজনপরায়ণ ভক্তগণ কৃপাপূর্ব্বক ভগবৎসেবা করিবার সুষ্ঠু প্রণালী আমাদিগকে শিক্ষা দেন। কনিষ্ঠাধিকারে একদেশদর্শিতাবশতঃ জীবের প্রকৃত সৌভাগ্যোদয় হয় না। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণবসঙ্গপ্রভাবে জীবের যাবতীয় ভগবদ্বিমুখতা ও ভক্তবিমুখতা ক্ষীণ হইতে থাকে। উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের সেবানিষ্ঠাক্রমে তাঁহাতে ভগবদধিষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া জীব কৃতার্থ হন। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে মহাভাগবতের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ বিশ্বাসসম্পন্ন হইবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই ভগবানের অতুলনীয় আশীর্ব্বাদ। শুদ্ধভক্তের সঙ্গফলে জীবের অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তুর লাভ হয়। যাহার সঙ্গফলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত, সেই শুদ্ধ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা না হইলে শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া এবং শ্রীচৈতন্যপ্রিয় শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধানিত্যজন বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য হয় না। কারণ সেই হরিজনগণের সঙ্গ প্রিয়জনভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে পূজা করিবার জন্য নিজহৃদয়ে আহ্বান করিয়াছেন। এই কৃষ্ণভক্তগণের অনুগত্যই অসদ্ভক্তাকাঙ্ক্ষাত্যাগ। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রীতির তারতম্যানুসারে জীবের ভগবৎপ্রীতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায়।

শুক কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

উচ্চার হওয়ার সেখানে, সেখানে ভগবৎ-অপরাধের কোন কথা নাই। গুরুনিন্দকের মুখাবলোকন না হইয়া ভগবানে যে শ্রদ্ধা, তাহাও দুষ্পরিণামী।

শ্রীগুরুদেবই কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী। এই কীর্ত্তনকারীর আসন—আচার্য্যের আসন—গুরুর আসন জগতের উচ্চ আসন। নিষ্কপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণের মঙ্গলের জন্য, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান করিবার জন্য, ভগবান্ গুরুরূপে নিত্যকালই জগতে প্রকটিত থাকেন। জগতে জগদীশের বাণীর কেহ না কেহ বাহকই আছেন। তবে অধিকারভেদ ও বিমুখতা বা বাস্তববস্তুর পরিচয়। আচার্য্যের আসন জগতের মূলস্থ। যাহারা এই আচার্য্যাসন ছাড়িয়া স্বতন্ত্রতা বা স্বেচ্ছাচারিতা চালাইতে চায় অর্থাৎ সেবোন্মুখতার পরিবর্ত্তে ভোগোন্মুখতা যাহাদের প্রবল, তাহারা এই আম্নায়ধারা অস্বীকার করিয়া নরকপথের যাত্রী বা অপরাধ-পথের পথিক হয়। জগতে যেরূপ ভগবান্ নিত্য অবস্থান করিয়া জগতের সমস্ত ব্যাপার বিধান করিতেছেন, তেমনই তাঁহার নিজজনগণও মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বনাথের কথা বিশ্ববাসীর নিকট কীর্ত্তন করত তাহাদিগকে বিশ্বনাথের পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে যত্ন করেন।

একটি আচার্য্য পূর্ব্ব গুরুগণ হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র নন। যিনি সদ্গুরু বা আচার্য্য, তিনি নিত্যকালই আম্নায় পরম্পরের প্রকাশালয়। শ্রীরূপ-সনাতন রঘুনাথ-জীবাদি হইতে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভিন্ন নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সকলেরই আশ্রয়স্থান—শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেব অভিন্ন। যেখানে ভেদদর্শন, সেখানে মায়াবুদ্ধি—সেখানেই অপরাধ; সেখানে শুদ্ধভক্তির কোন কথা নাই।

হরিকীর্ত্তনকারী একমাত্র শ্রীগুরুদেব, আর শ্রবণকারী—শিষ্য বা ছাত্র। আমরা ভালমন্দ-বিচারে অসমর্থ বদ্ধজীব। আমরা শুধু শিষ্য বা ছাত্র—ইহাই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র উপায়। কিন্তু আমরা যদি শুধু শিষ্যই না হই অর্থাৎ নিজেকে শিক্ষক মনে করিয়া ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা শ্রবণ না করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল কি করিয়া হইবে? শ্রবণাভাবে কীর্ত্তন না হওয়ায় আমাদের মঙ্গলের কোনকালে উদয় হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ লাভ হইলে আমরা অমানী-মানদ হইয়া হরিকীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা লাভ করিব। শুধু অমানী হইলে চলিবে না, মানদও হইতে হইবে।

পূজা ও সেবা

—::(•)::—

অর্চ্চন ও ভজনের নামান্তর পূজা ও সেবা। শ্রেষ্ঠজ্ঞানে সম্ভ্রমের সহিত কোন শ্রেষ্ঠ বস্তুর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের নাম পূজা। পূজায় বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবল। এই কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়াই জগতের লোক পিতা, মাতা, রাজা, ব্রাহ্মণ, শিক্ষক ও দেবতাগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই পূজাতে সম্ভ্রম থাকে, কামনা থাকে এবং পূজ্য ও পূজকের মধ্যে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। জগতে যে দেব-পূজাদির প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ: অপ্রাকৃত রাজ্যেও ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে পূজার প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ শ্রীনারায়ণের উপাসকগণ তৎপ্রতি যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহা পূজা পর্য্যায়। পূজায় ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি প্রবলা। তাহাতে সম্ভ্রম আছে। বৈধ অর্চ্চনমার্গের যাবতীয় কার্য্যই পূজা। পূজায় পূজ্য বড়, পূজক চিরকাল ছোট; পূজায় পূজ্য প্রভু, আর পূজক দাস। পূজকের কর্ত্তব্য—পূজা করা, আর পূজ্যের কাজ পূজা গ্রহণ করা। পূজায় পূজক পূজ্যসমীপে যাইয়াও পূজ্য হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া সুখী। সাধারণ ভাবের এইরূপ মর্য্যাদাবুদ্ধি প্রবল এবং স্বাভাবিক। স্বেচ্ছাচারী হইয়া এই মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। এজন্য কনিষ্ঠাধিকারীদের অর্চ্চনমার্গ বা পূজার ব্যবস্থা। কনিষ্ঠ-অধিকারী যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের অর্চ্চন করেন, তাহাদ্বারা শ্রীনারায়ণেরই পূজা হয়। অথচ শ্রীগোবিন্দে শ্রীনারায়ণাদি সকল স্বরূপই বিরাজিত আছেন। সুতরাং অর্চ্চনমার্গে যে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদ্বারা শ্রীনারায়ণের পূজা ছাড়া শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা হয় না। কনিষ্ঠাধিকারীর শ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চনে ও মহাভাগবতের ভজনসেবায় আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। প্রথমটি পূজা, আর দ্বিতীয়টি ভজন বা সেবা। ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয় না।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বা পূজায় প্রকৃত আকৃষ্টি নাই। সেখানে প্রভুর ঐশ্বর্য্যদর্শনে অনুগত সেবক প্রভুর নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকেন। এখানে পূজ্যের ঐশ্বর্য্য পূজকের শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু ভজন বা সেবায় সাক্ষাৎ সেব্য বস্তু স্বয়ং সেবকের দ্বারা আকৃষ্ট হন। এইরূপ সেবা—শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী অর্থাৎ তাহা কৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। যে কৃষ্ণের পদনখশোভা লক্ষ্মীকে, এমন কি, নারায়ণকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বাকর্ষক মদনমোহন আবার তাঁহার অহৈতুক সেবকগণের দ্বারা আকৃষ্ট হন। সেইজন্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠগণ মদনমোহন-মনোমোহন। ইহারই নাম সেবা। সেবার অঙ্কুরে বিশ্রম্ভ বা ঘনিষ্ঠভাব বর্ত্তমান যে, উহা সেবাসৌষ্ঠব-বিধানার্থ সেবককে সেব্য হইতে বড় করিয়া তোলে, পাল্যকে পালক করিয়া দেয়, বড়কে প্রভু করিয়া থাকে। কনিষ্ঠাধিকারী সেবক আমরা এই সেবার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি না।

শুদ্ধ কীর্ত্তন অর্চ্চন না হইলেও অর্চ্চনাধিকারীর কীর্ত্তনও অর্চ্চনের মধ্যেই পরিগণিত। পূজকের সবই পূজা বা অর্চ্চন, আর সেবকের যা' কিছু, সবই সেবা বা ভজন। কনিষ্ঠাধিকারী আমাদের এই অর্চ্চনমার্গের উপযোগিতা আছে। ইহাতে উদাসীন হইলে আমাদের মঙ্গলের আশা নাই। বদ্ধজীব আমাদের চিত্তবৃত্তি অসদ্বিষয়ের প্রতি ধাবিত। তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া হরিকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে প্রাথমিক অর্চ্চনমার্গ বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি ব্যতীত শুদ্ধা ভক্তি বা নির্ম্মল সেবা লাভের যোগ্যতা লাভ হইতে পারে না। যাহারা আপাততঃ অর্চ্চকের অবস্থায় নির্ম্মল ভজনের অভিনয় করিবার পক্ষপাতী, তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী

আত্মবৃত্তি দ্বারাই শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন বা সেবা হইয়া থাকে। এই সেবা অহৈতুকী অপ্রতিহতা ও কর্ম্মজ্ঞানাদি-আবরণশূন্যা। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ত' দূরের কথা, ঐশ্বর্য্যের গন্ধমাত্রও নাই। এখানে আছে কেবল মাধুর্য্য এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বস্ব দিয়া মুরলীবদন গোপীনাথের প্রীতি-তর্পণ। এখানে সম্ভ্রম বলিয়া কোন কথা নাই—আছে কেবল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা বা আপনজ্ঞান।

ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে একমাত্র নিত্য-বান্ধব জানিয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত সকল ব্যবস্থাকে যিনি অবনত মস্তকে স্বীকার করেন, তাঁহারই মঙ্গল হয়, আর যাঁহারা তাঁহাদের মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া নিজের মঙ্গলামঙ্গলের ভারটী নিজেই লইতে যান, তাঁহারাই অসুবিধায় পড়েন। আমাদের অধিকার-অনুযায়ী শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমাদিগকে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে যথাযথ নিয়োজিত করিয়া আমাদের পরম-মঙ্গলের সর্ব্বোত্তম সুষ্ঠু ব্যবস্থাই করেন। আমরা নিজেদের মানসিক যে বিদ্যা ও সৌন্দর্য্যকে সর্ব্বতোভাবে তিরস্কার করিয়া তাঁহাদের তাদৃশ কৃপাব্যবস্থার প্রতি অকপটে আত্মনিক্ষেপ করত কায়মনোবাক্যে সেবাতৎপর হইলে ক্রমশঃ সৌভাগ্যের পথে অগ্রসর হইতে পারি। আমাদের বর্ত্তমান পূজাধিকার ক্রমশঃ সেবাধিকারে উন্নত হইলে আমরা তাঁহাদের মঙ্গলময় ব্যবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারিব।

দুই একটী কথা

—::(•)::—

সেবাই আত্মার বৃত্তি। আত্মা চেতন। গতিশীলতাই চেতনের স্বভাব। দেহ মন—অচেতন। দেহমনের বৃত্তি—কর্ম্ম। এই কর্ম্মে লোকের একদিন-না-একদিন বিরাগ আসিবেই। কিন্তু সেবায় বিরক্তি বা বিরাগ নাই। সেবা পরমানন্দময়, নবনবায়মানভাবে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান। কর্ম্মমার্গে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন মহাভাগ্যবান্ জীবের যখন কর্ম্মের প্রতি অনাস্থা উপস্থিত হয়, তখন তিনি নিত্যা, অপ্রাকৃতা সেবা-লতার বীজ সংগ্রহের জন্য কৃষ্ণপ্রেরিত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে উপনীত হন। শ্রীগুরুপ্রসাদে সেই সেবাবীজ হৃদয়ক্ষেত্রে আরোপিত হইলে তিনি হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেচনের দ্বারাই সেবা-লতার সমৃদ্ধিসাধন করিতে থাকেন। সাধক হৃদয়ক্ষেত্রে সেবালতার বীজ প্রাপ্ত হইয়াও যদি সতত সাবধান না থাকেন—সতত নিষ্কপটে গুরুবৈষ্ণবসেবায় অভিনিবিষ্ট না থাকেন—অনুক্ষণ সযত্নে সেবালতাকে রক্ষা না করিতে পারেন, তাহা হইলে অনর্থরূপ আগাছা আসিয়া—নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসা, লাভপূজাপ্রতিষ্ঠা, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা প্রভৃতি আসিয়া তাহার সেবা-বৃত্তিকে শুষ্ক করে। সুতরাং আত্মকল্যাণ-কামী সাধকমাত্রেরই প্রত্যহ আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, তাহার সেবাপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে, না হ্রাস পাইতেছে অথবা শুষ্ক হইতেছে। সেবায় নিরুৎসাহ অথবা অভাব সাধকের পক্ষে বড়ই আশঙ্কাজনক। সুতরাং প্রতিমুহূর্ত্তে সেবালতাকে গুরুকৃপায় শ্রবণকীর্ত্তন-জলসেচনের দ্বারা সমৃদ্ধ, পল্লবিত, বিকসিত ও পত্রপুষ্পফলে সুশোভিত করিতে না পারিলে সাধকের পরিত্রাণ নাই। সাধক-মাত্রেরই সর্ব্বদা নিজের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া গুরুবৈষ্ণবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট পরীক্ষিত হইয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সেবাপথে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

নিষ্কিঞ্চন মহাজনের শ্রীচরণে চিরবিক্রীত হইতে না পারিলে ভজন আরম্ভই হয় না। যখনই আমি সাধুজনের চরণে আত্মনিবেদন করিতে যাই, তখনই আমার মন বাধা দিয়া বলে যে, সাধুর চরণে যদি চিরবিক্রীত হও, তাহা হইলে তোমার এত সাধের ভোগপ্রমত্ততা কি করিয়া চলিবে। মনের পরামর্শ ভাবিয়া আমি তখন আনুগত্যলাভ অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র বা ভোগোন্মুখ থাকাকে শ্রেয়ঃ মনে করি। তাই সাধুসঙ্গ তখন আমার ভাল লাগে না, কায়মনো-বাক্যের দ্বারা শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর আনুগত্য করিতে ইচ্ছা হয় না। সাধুকে গুরু না করিয়া আমি বড় জোরগলায় অসৎ-

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

মনকেই গুরু করিয়াছি এবং প্রত্যেক কার্য্যেই মনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছি। সেই জন্যই আমার লক্ষ্য স্থির হইতেছে না, আমি মঙ্গলের পথ দেখিতে পাইতেছি না, শ্রৌতপথ, কর্ম্মের পথ শরণাগতির পথকে একমাত্র আত্মরক্ষার পথ বলিয়া বরণ করিতে পারিতেছি না। বিশ্বাসঘাতক দুষ্ট মনই আমার গুরু, তাই আজ আমার এই দুরবস্থা। আমি যদি আমার মনোধর্ম্মকে গুরু না করিয়া নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের পদে নিজেকে বিক্রীত করিতে পারিতাম, যদি প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাকেই আমার একমাত্র কর্ণধার ও রক্ষক বান্ধব বরণ করিতাম, তাহা হইলে আমার দেহতরণী আমাকে ভগবৎ-কৃপানুকূল বায়ুতে অচিরেই বৈকুণ্ঠরাজ্যে লইয়া যাইত। সেইজন্য বলিতেছি, আমার ন্যায় হতভাগ্য, আমার মত হরিকথাবিমুখ, আমার মত প্রকৃত মঙ্গলের কথায় বধির ব্যক্তি দ্বিতীয় আর নাই। এরূপ মনো-ধর্ম্মের তাড়নায় বিতাড়িত আমাকে কে রক্ষা করিবে?

এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগতে ভিতরে॥

এই নিত্যানন্দ আমার মনের ছাঁচে গড়া নিত্যানন্দ নয়, মনোধর্ম্মের নিত্যানন্দ নয়। যেখানে কল্পনা, সেখানে মনের ধর্ম্ম, সেই খানেই মায়া। এই নিত্যানন্দ অধোক্ষজ নিত্যানন্দ-স্বরূপ শ্রীগুরুদেবই। এই নিত্যানন্দ সকলচিত্তকে নিশ্চিন্ত করিতে পারেন—আমাকে মনো-ধর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। তাঁহার কৃপা হইলে সংসারবাসনা তুচ্ছ হয় এবং হৃদয়ে পুরুষ-অভিমান নষ্ট হইয়া সেবকাভিমান প্রবল হয়। আমি যেন নিষ্কপটে সেই শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের চরণে চির বিক্রীত হইতে পারি, ইহাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

নিবেদন

(প্রাপ্ত)

(১)

শ্রীগুরুদেব করিয়া স্মরণ
তাঁহার চরণতলে।
হৃদয়ের কাহিনী নিবেদি' গোপনে,
চিত্ত সদা যাহে জ্বলে॥

(২)

ভুলিয়া তোমারে ওগো মোর প্রভু!
জীবনের চির-সাথী।
মত্ত সুখ-আশে র'য়েছি বিভোর
আবদ্ধ-মোহেতে মাতি'॥

(৩)

ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলি অনিবার,
নাহিক সুখের লেশ।
শত জনমের প্রারব্ধ কর্ম্ম
দেয় সদা নানা ক্লেশ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার,
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, শনিবার হইতে ৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়-মিশনের গবর্ণিংবডির সেবা-উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে বার্ষিক শ্রীহরি-স্মরণ-মহোৎসব-উপলক্ষে অখিল-লোক মঙ্গলের জন্য মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীভগবান ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-তিথিপূজা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে গবর্ণিংবডির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে মহোৎসবপঞ্জী প্রদত্ত হইল। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক—গৌড়ীয়-মিশন

উৎসব-পঞ্জী

৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, শনিবার	শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।
৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট, রবিবার	শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রার্পণোৎসব।
৯ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট, বুধবার	শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।
১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস।
১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	শ্রীনন্দোৎসব।
২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর, রবিবার	শ্রীঅন্নদা-একাদশীর উপবাস।
২৯শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব, শ্রীঅদ্বৈত-শক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।
৩১শে ভাদ্র, ১৭ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীললিতা-সপ্তমী।
১লা আশ্বিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত।
৪ঠা আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, সোমবার	শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা-একাদশীর উপবাস, শ্রীশ্রবণা-দ্বাদশীর উপবাস ও শ্রীবামনদ্বাদশীব্রত।
৫ই আশ্বিন, ২২শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	গৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুরধিক-শততম বর্ষপূর্ত্তি-প্রকট-মহোৎসব ও সাধারণ মহা-মহোৎসব।
৬ই আশ্বিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, বুধবার	শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ও শ্রীঅনন্ত-চতুর্দ্দশী-ব্রত।
৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব। প্রোষ্ঠপদী পৌর্ণমাসী। সংকীর্ত্তনোৎসব-পূর্ণাহুতি।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান*

ঊষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্ত্তন।
পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, ভাগবত ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান।
অপরাহ্ণে—ভক্তিগ্রন্থালোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা।
সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ব্যাখ্যা বা সদ্ধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা
রাত্রিতে—সংকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

* দৈবাদুর্য্যোগে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

(৪)

এহেন সময় তুমি দয়াময়
আপন করুণাবশে।
দুঃখীরে তারিতে ভব আগমন,
জানালে এ দীন দাসে॥

(৫)

করিনু শ্রবণ জন্ম-জন্মান্তর
তোমার অমৃতবাণী।
গোলোকের ধন ভূলোকে বিলা'তে
তুমি দাতাশিরোমণি॥

(৬)

অনাথের নাথ তুমি দয়াময়,
ত্রাণ হে করুণাময়।
বৈকুণ্ঠ-বারতা- পীযূষ-প্রবাহ
কর সদা বরিষণ॥

(৭)

ত্রিতাপ-তাপিত জীবের তাপেতে
নিস্তার তুমি দিলা।
(তাই) তু যত সুজনে দুঃখ যতনে
আনিয়া শরণ দিলা॥

(৮)

পৌরাণিক তুমি প্রচারিছ সদা
কৃষ্ণনাম সেবন।
সেই ধনে ধনী করিতে জীবেরে
সদা তব আকিঞ্চন॥

(৯)

করুণার ধারা পড়িছে ঝরিয়া,
রাতুল চরণতলে।
ভকতি প্রদান করিছে স্বপন
তোমারই করুণাবলে॥

(১০)

করিলে রচন কৃপাহ্রদ পথ,
ভক্তিবিনোদধারা।
দুষ্ট-নাশন, সত্য সনাতন
আম্নায়-পরম্পরা॥

(১১)

হে চিরবন্দিত, নিত্য পূজ্য মোর
শ্রীগুরুকরুণাসিন্ধু!
করি প্রণিপাত তব পাদপদ্মে,
দাও হে করুণাবিন্দু॥

(১২)

সম্প্রদায়ের রাজকীয় পথে
সেবার নিশান ধ'র'।
অশোক-অভয় তোমার আশ্রয়
বাঁচিতে যেন গো পাব॥

(১৩)

সদা করুণার আশিস তোমার
পড়ুক শিরেতে ঝ'রে।
নিত্য সেবন চরণকমল,
আশ্রয় করুণাবারি॥

(১৪)

তব নিজজন চরণে শরণ
লইতে যেন গো পারি।
জীবনের পথে তাঁদের আদর্শ
নিত্য যেন গো ধরি।

কৃষ্ণভক্তি-জলমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃঃঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে হার	
প্রতি অক্ষরে পাঁচ লাইনে	।০	।৵০	প্রতিমাসে পাঁচ টাকা	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৩৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপাটম একমাত্র পারমার্থিক প্রাসিক পত্র। শ্রী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মবন্দনাত্মক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাল তরঙ্গায়িত কলিকালরূপ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে গোবে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মূর্ত্তি পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত বাড়িয়াছে। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বাঙ্গলার সিকিউরিটি বন্দীদের অবস্থা

বাঙ্গলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবানুযায়ী এই প্রদেশের সিকিউরিটি বন্দীদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন।

এই সম্পর্কিত বিবেচনার ফলাফল সম্পর্কে শীঘ্রই গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করিবেন।

পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদ আইন সংশোধন

পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদ (আদ সার্ভিস) আইন (১৯৪০ সাল) সংশোধনের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবের গবর্ণর একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

পাঞ্জাব ব্যবস্থাপরিষদ আইনে পরিষদের সদস্যগণকে কেন্দ্রীয় সরকারের বেসামরিক বিভাগে চাকুরী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে পূর্বোক্ত অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া, উক্ত আইনের প্রসার এমনভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে যে, যুদ্ধপ্রচেষ্টার সহিত সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া যে কোনও কার্য্য সম্বন্ধে পাঞ্জাবের গবর্ণর সার্টিফিকেট দিবেন, পরিষদের সদস্যগণ সেই কার্য্যই গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বৃটেনের হোমগার্ড বাহিনী

"ডেইলী এক্সপ্রেস"এর খবরে প্রকাশ, বৃটেন রক্ষার্থে প্রায় ২০,০০,০০০ হোমগার্ডকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শীতের পূর্বে এই হোম গার্ডের সংখ্যা দাঁড়াইবে ৩০,০০,০০০। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বাধ্যতামূলক সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করণের কার্য্য দ্রুত চলিতে থাকিবে। আরও হাজার হাজার হোম গার্ড উপকূল রক্ষণের কার্য্য করিবে ও বিমান বিধ্বংসী কামান পরিচালনা করিবে।

বিদেশে সেনাবাহিনীতে কার্য্যক্ষম সৈনিককে দেশের আভ্যন্তরীণ কার্য্য হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য প্রত্যেক সক্ষম মানুষকেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ব্রিগেড অব গার্ড বাহিনীকে শিক্ষা দিবার জন্য এই হোম গার্ডের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জাপানদিগকে আক্রমণ করিবার নূতন প্রণালী অনবরত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। গ্রীষ্ম শেষ হইতে না হইতে এই হোমগার্ডদল এক শক্তিশালী রক্ষী-বাহিনীতে পরিণত হইবে।

মার্কিণ নৌবহরের কর্মতৎপরতা

বৃটিশ হোম ফ্লিটের সহিত কার্য্যরত আমেরিকান নৌবহরের অধ্যক্ষ রিয়ার এডমিরাল রবার্ট গিফেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করিয়াছেন যে, পার্ল হারবার আক্রমণ হওয়ার বহু মাস পূর্বে ১৯৪১ সালের যে মাস হইতে আমেরিকার যাত্রীদিগ ও মালবাহী জাহাজগুলিকে আটলান্টিক উত্তর আটলান্টিকে কর্মতৎপর রহিয়াছে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, আটলান্টিকে ইউ বোটের দৌরাত্ম্য শীঘ্রই নিবারিত হইবে।

জাপ মার্কিণ প্রজা বিনিময়

সুদূর প্রাচ্য হইতে আমেরিকানদের লইয়া 'কটিভার্দে' ও 'আসামামারু' জাহাজ এবং আমেরিকা হইতে জাপানীদের লইয়া 'গ্রিপসহোম' জাহাজ বন্দরে লোরেঞ্জোমার্কেস বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং উভয়পক্ষের প্রজা বিনিময় আরম্ভ হইয়াছে।

২১ লক্ষ টাকা ঋণ দান

মধ্যপ্রদেশ সরকার কৃষি উন্নয়ন আইন এবং কৃষিঋণ আইন অনুসারে ২১ লক্ষ টাকার অধিক ঋণদান করিয়াছেন। এই টাকার মধ্যে ২০,৫৮,৭০০৲ টাকা ঋণ বাবতে প্রদান করা হইয়াছে।

বিরাট মার্কিণ বাহিনীর আটলান্টিক অতিক্রম

নিউইয়র্ক রেডিও অনুসারে মার্কিণ সামরিক কর্তৃপক্ষ জানান যে, এক বিপুল মার্কিণবাহিনী বিরাট এক কনভয়ে আটলান্টিক অতিক্রম করিয়া বৃটেনে পৌঁছিয়াছে। নবাগত বাহিনীতে বহু বৈমানিক ও অবতরণ-ঘাঁটির লোকজন আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এক কোটি টাকা ব্যয়

জানিতে পারা গিয়াছে যে, আমাদের গবর্ণমেন্টের মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য খসড়া হিসাব অনুসারে এক কোটি টাকার উপর বর্তমান আর্থিক বৎসরেই খরচ হইবে। ইহার মধ্যে আমাদের ভাগে ভারতের চিনি নিয়ামক যে ৭ হাজার ৪০০ টন চিনি বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহা ক্রয় করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনদীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

মহাত্মা শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ 'তাঁহার' স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত করিয়া "প্রতিলেপ"-তাৎপর্য্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-তাৎপর্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ২০শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৫ই আগষ্ট, ইং ১৯৪২, বুধবার | ১১০৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ শ্রীধর, বাসু অধিবাস, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও জগন্মাতা শ্রীশচীদেবী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম বসুদেব, বসুদেবেই চিদ্বিলাসী বাসুদেব অবতীর্ণ হন। শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর স্বপ্রকাশ বস্তু। তিনি কৃপা করিয়া যখন সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই জীব তাঁহার পরিচয় পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। তাঁহার পরিচয় পাইলে জীবেরও স্বরূপের আত্মপরিচয় বা স্বরূপানুভূতি হইয়া যায়।

ভগবানের লীলা অচিন্ত্যা। সেবোন্মুখ ভক্তগণ ভগবৎকৃপায় সেই লীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগতের লোককল্যাণার্থ তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই শ্রৌত-পথ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃতবস্তুতে প্রাকৃত বিচার আনয়ন করিলে অমঙ্গলই লাভ হইয়া থাকে।

কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিই আত্মার বাঞ্ছা, আর ভোগপ্রবণতা বা কর্ম্মজ্ঞান-অন্যাভিলাষাদি আত্মার অবাঞ্ছা। যে কথাকে আমরা মাপিয়া লইতে পারি, এরূপ কথার মধ্যে থাকিতে হইবে না। যে কথা আমাকে মাপিয়া লইতে পারে, সেই বৈকুণ্ঠকথার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। গৃহব্রত ব্যক্তি সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়াও মঙ্গললাভ করিতে পারে না। গৃহব্রত কৃষ্ণভক্ত হইতে পারে না। ভক্তগণ কর্ম্মিগণের ন্যায় নরনারী ভোগ করেন না; পরন্তু প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়কে ভগবৎ-সিংহাসন জানিয়া—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিলাসক্ষেত্র জানিয়া তাহাদিগকে গুরু ও পূজ্যজ্ঞানে সম্মান দিয়া থাকেন। প্রত্যেক নর ও প্রত্যেক নারী পরবিদ্যালাভে অধিকারী ও অধিকারিণী। কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান জানিয়া সম্মান বা পূজা করিলে স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ-সম্বন্ধিনী কোন দুর্ব্বুদ্ধি স্থান পাইতে পারে না। তখনই আপনাকে ও সমগ্র নরনারীকে কৃষ্ণসেবোন্মুখরূপে উপলব্ধি হয়। তখন নর বা নারী কাহারও পুরুষাভিমান বা ভোক্তা-অভিমান থাকে না। তখন নারীও নিজেকে নর-যোষিৎ জ্ঞান করেন না। তখন সর্ব্ববস্তুতে কৃষ্ণসেবোপকরণ-বুদ্ধির উদয় হয়। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী পরব্যোমাধিপা নারায়ণী, রেবতী-প্রমুখা মহিষীবর্গ, শচী, রতি, পার্ব্বতী, জয়া, তুষ্টি, পুষ্টি, ইলা এবং যাবতীয় ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, অন্ত্যজা ও চতুর্দ্দশ ভুবনস্থিতা সকলেই আশ্রয় বস্তু—অংশিনী অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূতা ও প্রকাশিতা। ইঁহাদের যথাবিহিত সেবা না করিয়া কাহারও শক্তিমত্তত্ত্বের অবগতি ও সান্নিধ্যলাভ সম্ভবপর নহে।

এ সংসারে সুখের ছায়া আছে, কিন্তু সুখের বাস্তবতা নাই। জগতে যে সুখ আছে, তাহা দুঃখের অগ্রদূত বা দুঃখেরই দালাল। এই নশ্বর ইন্দ্রিয়সুখ দুঃখ হইতেও লোকের অধিকতর অনিষ্টকারী। দুঃখ অনেকটা স্পষ্ট বলিয়া তাহাকে দেখিয়া বরং আমাদের অনেক সময় আর্ত্ত বা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে লোকের শত্রু সুখের মোহন বেশে মোহিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কষ্টভোগ যে কত বেশী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; সুতরাং জগতের সুখে মুগ্ধ না হইয়া নিষ্কপট সাধুগণের শরণাপন্ন হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এই বিশ্বে জীবের কোন ভোগ্য পদার্থ নাই। কারণ, জীবের স্বরূপগঠনে ভোক্তৃত্বই নাই। জীব স্বয়ংই ভোগ্য। ভোক্তা একমাত্র ভগবান্। সকলবস্তুই ভগবানের ভোগ্য। যখন এই প্রপঞ্চে জীবের কোন বস্তুই ভোগ্য নাই, তখন বিষ্ণুর ধনে কাহারও ভোগবুদ্ধিসহকারে আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ভোক্তাভিমান করা উচিত নহে। জীব স্বরূপতঃই গোলাম বা চাকর। সে কখনও প্রভু নহে। তবে বৈকুণ্ঠে অনাবৃত স্বরূপে সে অখণ্ড পূর্ণবস্তুর চাকর, আর এই অনিত্য জগতে ভোগবুদ্ধিবশতঃ খণ্ডবস্তুর চাকর। জীবের স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ আমি কৃষ্ণদাস, আমি ভগবানের ভোগ্যপদার্থ, আমি ভোক্তা নই, সকলেরই ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ—এই দিব্যজ্ঞান সাধুগুরুকৃপায় উপলব্ধ হইলে জীব এখানে নিজ ভোগ্য কোন পদার্থ দেখিতে পান না, সর্ব্বত্রই ঈশাবাস্য অর্থাৎ কৃষ্ণের ভোগ্যবস্তু দর্শন করেন—সর্ব্বত্রই কৃষ্ণের বিলাসভূমিকা অর্থাৎ বৃন্দাবন দর্শন করেন।

বৈষ্ণবদর্শন বা বৈষ্ণবসেবাই বিষ্ণু-সেবা। বৈষ্ণবের চিন্ময় হৃদয়েই ভগবানের অবস্থান, অতএব বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা-শ্রবণরূপ বৈষ্ণবসেবা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়স্কর বস্তু জীবের আর কি হইতে পারে?

বিষ্ণু, বৈষ্ণব, গঙ্গা প্রভৃতি ভগবৎসম্বন্ধী চিন্ময়বস্তুর সম্বন্ধজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। সম্বন্ধজ্ঞানহীন আত্মম্ভরির ন্যায় সেবার দ্বারা কখনও নিত্যকল্যাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। অপ্রাকৃত বুদ্ধি উদিত হইলে জীবের ভোগবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া সমস্ত বস্তুকে বিষ্ণু-সেবোপকরণ বলিয়া উপলব্ধি হয়।

সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হইবে ইহাই বিধি এবং বিষ্ণুকে কখনও বিস্মৃত হওয়া চলিবে না, ইহাই নিষেধ। শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা এই দুইটীকে অবলম্বন করিয়া; সুতরাং জগতে কেহ যত বড়ই ধার্ম্মিক বা নৈতিক বলিয়া পরিচিত হউন, তাঁহার সে ধর্ম্ম বা নীতি শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-পর না হইলে বিজ্ঞ-সমাজ তাহার কোন মূল্যই দিবেন না। আবার জগতের ধারণায় যদি ভয়ানক অধর্ম্ম ও নীতিবিগর্হিত কার্য্যও হয়, তাহাদ্বারা ভগবত্তোষণ হইলে বিজ্ঞগণ তাহাকে ধর্ম্ম ও সুনীতি বলিয়া প্রশংসা করিবেন। ভগবৎপ্রীতিসম্পাদনই ধর্ম্ম এবং তদ্বিপরীত কার্য্য অধর্ম্ম বা অন্যায় বলিয়া কথিত। কেবল তাঁহার আশ্রয় লইলে সেই তাঁহারই জীবকে সমস্ত অভাব-অসুবিধা হইতে রক্ষা করেন। তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য পার্থিব জগতের কোন অংশের প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদেরই কৃষ্ণশরণ। কৃষ্ণানুসন্ধান ব্যতীত তাঁহার কোন ইতর কার্য্য নাই।

ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের সকল অমঙ্গল নাশ করিয়া থাকেন এবং অভক্তগণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন। ভগবান্ কাঙ্গালের বন্ধু। তিনি বিদ্যা-ধন-কুল-সম্পদে মত্ত ব্যক্তির কেহই নহেন। ভগবান [illegible]

জাগিয়া উঠা হয়, তাহাই সাধকের বরণীয়। অতএব অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও ভগবানকেই ডাকিতে হবে। ভগবানকে না ডাকার জন্যই সকল অসুবিধা আসে। ঐ অসুবিধাগুলি ভগবানের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবানের কৃপার কথা যাঁহার যত উপলব্ধি হয়, তাঁহার তত মঙ্গল। যাঁহারা ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে একমাত্র নিত্য বান্ধব জানিয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত সকল ব্যবহারকে অনন্ত মঙ্গল স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই মঙ্গল হয়। আর যাঁহারা তাঁহাদের মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া নিজের মঙ্গলামঙ্গলের ভার নিজে লইতে যান, তাঁহারাই অসুবিধায় পড়েন।

ভগবানের অযাচিত কৃপায় আমরা অসৎসঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার এবং সাধুসঙ্গে মঠবাস করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। এই মঠ কর্মী, জ্ঞানী, যোগী বা অন্যাভিলাষীর মঠ নহে, ইহা শুদ্ধভক্ত-মঠ। এই মঠ ভোগাগার নহে, ইহা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবাকুঞ্জ। মঠ বহির্মুখ গৃহ নহে, গৃহ হইতে মঠ সম্পূর্ণ পৃথক্। মঠবাসী সকলেরই সমবেত চেষ্টা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখবিধান। বহির্মুখ গৃহ ভোগাগার, হরিবিমুখতার বাসস্থান, আর মঠ হরিগুরু—হরিসেবার আগার। গৃহে সকলেই ভোগে ব্যস্ত থাকায়, নিজসুখানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকায় সকলেই নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তারে তৎপর। সেখানে সকলেই প্রভু সাজিতে চায়। বহির্মুখ গৃহে একজন কর্তা ও মালিক থাকিলেও অন্তরে কেহই তাঁহাকে মানে না। বাহ্যভাবে তাঁহার আনুগত্য করিয়া তাঁহার অধীনে বা শাসনে থাকিয়া নিজ নিজ ভোগ সংগ্রহ করিয়া থাকে মাত্র। মঠে কিন্তু এরূপ ধরণের কোন কথা নাই। পূর্ণ আনুগত্যই এই মঠের প্রাণ। মঠের সকলেই নিজসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ভগবদ্ভক্তগণের ও ভগবানের সুখবিধানে তৎপর। মঠবাসী যাঁহারা, তাঁহারা অকিঞ্চন। তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবার জন্যই মঠে বাস করেন, তাঁহাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা নাই। তাঁহারা একমাত্র সেবা-কামনা লইয়া মঠে বাস করিতেছেন। কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য এক, সকলেই একপথের পথিক, একের অনুগত। সকলের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা এক ভাবাপন্ন হওয়ায় তাহা বড় সুখময়—শান্তিময়। সেখানে পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতিসম্পন্ন। সেখানে পরস্পরের প্রতি হিংসা বা দ্বেষভাব নাই। কিন্তু একটা প্রবল প্রতিযোগিতার ভাব দেখা যায়। শ্রীগুরুদেবের কে কত বেশী সুখবিধান করিতে পারে, ইহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে একটা প্রবল যত্ন, চেষ্টা, উদ্যম ও উৎসাহ আছে। এত যে উদ্যম, উৎসাহ ও যত্ন বা চেষ্টা, তাহাতে সেবকের চিত্তবৃত্তিতে তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু ও অমানি-মানদত্বের ভাবই অধিকতর পরিস্ফুট রহিয়াছে। প্রকৃত মঠবাসী বলেন—'সকলেই আমার প্রভুর সুখবিধান করুন, সকলেই প্রভু হইয়া যান। তাহা হইলে প্রভু আমাকেও নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। আমি সকলেরই পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার সেবা লাভের যত্ন করিব।' তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি এত উদার! তাঁহারা জীবের প্রতি এত কৃপালু! আনুগত্যই ভক্তির মেরুদণ্ড। সেইজন্য কৃপাপ্রার্থী ভক্তিকামীজন সর্বদা সর্বতোভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্য স্বীকার করিয়া থাকেন। সংসারী লোকসকল যেরূপ কৃত্রিম আনুগত্য করিয়া থাকে, সেইরূপ কৃত্রিম আনুগত্যদ্বারা মঠবাস হইতে পারে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা

——:০:(০):০:——

হরিভজনে সকলই কৃপার উপর নির্ভর করে। ভক্তিপথ কৃপার পথ। যিনি গুরু-বৈষ্ণবের যে পরিমাণে কৃপা লাভ করিয়াছেন, তিনি ভক্তিরাজ্যে তত উন্নতি লাভ করিয়াছেন। কৃপা না হইলে কেহই কিছু করিতে পারে না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সব কৃপার উপর নির্ভর করে। যদি গুরুবৈষ্ণব কৃপা করিয়া আত্মপ্রকাশ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কিপ্রকারে চিনিব? যদি তাঁহারা কৃপাপূর্বক কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহাদের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইব? যদি তাঁহারা কৃপা করিয়া শ্রীচরণাশ্রয়ের সুযোগ না দেন, তাহা হইলে আর কি করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণ লইব? যদি তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গসুযোগ না দেন, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহাদের সঙ্গ করিব? যদি তাঁহারা কৃপাপূর্বক নররূপ ধারণ করিয়া জগতে না আসিতেন, তাহা হইলে মাদৃশ নরাধমের কিরূপেই বা মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিত? আবার জগতে আসিয়াও যদি তাঁহারা তাঁহাদের কৃপার স্বরূপ প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলেই বা কিরূপে তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া যাইত? তাই বলিতেছি, মূলেই কৃপা। কৃপা ছাড়া আর গতি নাই। তিনি যাহাই করুন না কেন, সকলের মূলেই কৃপা। আমরা পাঠই করি, কীর্ত্তনই করি, সেবাই করি, হরিনামই করি, সকলেরই মূলে কৃপা। কৃপা না থাকিলে সবই বৃথা যাইবে। কৃপার প্রতি নির্ভরতা না আসিলে নিশ্চিন্ততা আসিবে না। শ্রীগুরুদেব কৃপাবতার। তাঁহার কৃপা চাহিতে হইবে, তাঁহার কৃপা অর্থাৎ তাঁহাকেই চাহিতে হইবে—অন্য কিছু নহে। কৃপাপ্রার্থী আমাদের সর্বক্ষণ এই কৃপাই চাহিতে হইবে। কৃপার নিকট হইতে অন্য কিছু চাহিলে ঠকিতে হইবে—কৃপার পরিবর্তে অন্য কিছু পাওয়া যাইবে। আমরা কৃপাময় শ্রীগুরুদেবকে না চাহিয়া অন্য কিছু চাহিলেই বঞ্চিত হইব। সেই জন্য কৃপাপ্রার্থী আমাদের শ্রীগুরুদেবকেই চাহিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে পাইলেই সমস্ত পাওয়া যাইবে, আর কিছু বাকী থাকিবে না।

আমরা দীন, দরিদ্র, কাঙ্গাল। কৃপা-বঞ্চিত আমাদের কৃপাছাড়া গতি নাই। যদি আমরা কৃপা না চাই ও কৃপা না পাই, তাহা হইলে আমাদের জীবন বৃথা। আমরা জীবনে অনেক কিছু চাহিয়াছি ও অনেক কিছু পাইয়াছি। কিন্তু কৃপা চাই নাই। বহু সৌভাগ্যের ফলে এবার কৃপার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কৃপা আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য আসিয়াছেন—কৃপা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের নিকট এই কৃপার নিকট হইতে কিছুই চাহিতে হইবে না কেবল তাঁহাকেই চাহিতে হইবে। তাঁহার পাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণ করিতে হইবে জানিতে হইবে—কৃপা আমাকেই কৃপা করিতে আসিয়াছেন। কারণ আমি কৃপা-বঞ্চিত, আমি কৃপাপ্রার্থী; সুতরাং কৃপা আমারই. এই কৃপায় আমার ষোল আনা অধিকার। কৃপার প্রতি উদাসীন হইলে কৃপা পাওয়া যায় না এবং পাওয়া গেলেও পুনরায় হারাইতে হয়। এই কৃপাই আমাদের সব, কৃপাই আমাদের প্রাণ, কৃপাই আমাদের জীবন, কৃপাই আমাদের সর্বস্ব। এক মুহূর্ত কৃপা ছাড়া হইলে সর্বনাশ হইবে। স্বপ্নেও কৃপার কথা ভুলিতে হইবে না। কৃপার কথা ভুলিলে অন্য চিন্তা আসিয়া আমাকে অন্য পথে লইয়া যাইবে। সুতরাং যখন কৃপার সন্ধান ও সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে, তখন আমাকে কৃপার সঙ্গে খুব দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। নতুবা কৃপাকে পাইয়াও হারাইতে হইবে। কৃপাকে প্রাণ করিয়া রাখিতে না পারিলে কৃপা বেশীক্ষণ থাকিবে না। কৃপাই প্রাণ হইলে আর কখনও ছাড়াছাড়ি হইবে না। আমি কৃপার এবং কৃপা আমার, সুতরাং 'ছাড়াছাড়ি নহে কোন কাল'। এই সম্বন্ধ দৃঢ় না হইলে কোন সুবিধা হইবে না।

কৃপার প্রার্থ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি যিনি যত নির্ভর করিতে পারেন, তিনি তত নির্ভীক। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মাই নির্ভীক। তাঁহার কোন ভয় নাই। তিনি জানেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের মত বড় বন্ধু আর কেহ নাই। সবচেয়ে বড় বন্ধু যিনি, তাঁহার আশ্রিতের আবার ভয় কোথা হইতে আসিবে? যাঁহার যে পরিমাণে আশ্রিতাভিমানের অভাব আছে, তিনি সেই পরিমাণেই ভীত। নতুবা ভয়ের কোন কথা নাই। এইসকল কথার কথা নহে, ইহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত বাস্তব সত্য। যতক্ষণ আমরা মনে-প্রাণে প্রাণের—আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত, শ্রীগুরুদেব আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, ততক্ষণই আমি নির্ভীক থাকিতে পারি; তখন আমার আর কোন বস্তু হইতে ভয় থাকে না, নিজেকে অসহায়, অরক্ষিত বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু যখনই আমি শ্রীগুরুদেবকে ছাড়িয়া দিই, যখনই—তিনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন, তিনি কি আমাকে কৃপা করিবেন বলিয়া তাঁহাতে সন্দিহান হই, তখনই ভয় আসিয়া আমাকে আক্রমণ করে, তখনই অন্য বস্তুর আশ্রিত হইয়া পড়ি, তখনই কৃপাবঞ্চিত হইয়া যাই। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কৃপাপ্রার্থী মঙ্গলময় কৃপাবতার শ্রীগুরুদেবকে আমরা কিছুতেই ভুলিব না—ছাড়িব না। তাঁহাকে ভুলিলেই মরিব। সেইজন্য যাহাতে তাঁহাকে ভুলিতে না হয়, তজ্জন্য নির্গুণ বৈষ্ণবের সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন। যাহাতে তাঁহার অবিস্মৃতি আসে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

কৃপার প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। আমি কতটা কৃপা গ্রহণ করিতে পারিলাম, আমি কতটা কৃপা চাহিলাম, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কৃপালাভের সুযোগ প্রতি মুহূর্তেই চলিয়া যাইতেছে। খুব সাবধান না হইলে কৃপা পাওয়া যাইবে না। কৃপার সন্ধান পাওয়া গেলেও সম্পূর্ণ কৃপা লাভ ত' হয় নাই; সুতরাং চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি কৃপা পাওয়া যাইবে? কৃপা পাইলাম না বলিয়া কপাল না কুটিলে কৃপা পাওয়া যাইবে না। তবে কৃপা চাহিলে কৃপা পাওয়া যাইবে, ইহা দৃঢ় নিশ্চয়। যখন হৃদয় হইতে এই কৃপাপ্রার্থী হইব, তখনই হৃদয়দেবতা আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন। কৃপাময়ের কৃপা তখনই হইবে—যখন হৃদয়ের অন্তস্তল প্রদেশে শ্রদ্ধাপ্রাপ্তির হইয়া বলিতে পারিব—
(তোমার)

"করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর।"

যেদিন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অলৌকিকী কৃপা আমাদের কায়মনোবাক্যের সকল চেষ্টাকে সবলে অধিকার করিয়া বসিবে, সেই দিন সত্য সত্যই আমরা বুঝিতে পারিব—আমরা কৃপা ব্যতীত প্রাণ রাখিতে পারি না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাকে নিজের বর্তমান কায়মনোবাক্যের সকল চেষ্টায় তাদৃশ সম্ভব করিতে দেখিবার জন্য নিষ্কপট আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমাদিগকে দিন যাপন করিতে হইবে—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপার সকল আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া তৎকৃপারই কাঙ্গাল হইয়া থাকিতে হইবে। তাঁহার কৃপায় তাঁহার কৃপা ব্যতীত জীবন-ধারণ করা অসম্ভব—ইহাও বুঝা যাইবে।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

দুই একটী কথা

——::(:০:)::——

নাস্তিকতা, অহঙ্কার, অর্থবলে বলীয়ান্ হওয়া প্রভৃতি নিত্যমঙ্গলের রাস্তা নহে। বাস্তবসত্যের অনুগ্রহই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয়। চিদ্বলে বলীয়ান্ হওয়াই কর্ত্তব্য। আমরা অবরজ্ঞানে যাহা জানিতে পারি, তাহা সঙ্কীর্ণ—শ্রীবলদেবের বলের কিঞ্চিৎ বিকৃত প্রতিবিম্বাভাসমাত্র অংশমাত্র। শ্রীল বলদেব প্রভু সর্ব্বশক্তিমান্। সমস্ত বল তাঁহার পদনখে অবস্থিত। যে বল আমাদিগকে অভিভূত করে, আমরা তাহার আনুগত্য স্বীকার করি। আমরা বড় দুর্ব্বল, সামান্য শক্তিলাভের জন্য আমরা কতই না যত্ন করি। কিন্তু মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—'তৃণাদপি সুনীচ হও, সহগুণসম্পন্ন হও,' নিজের চেষ্টায় বলবান্ হইবার দুর্ব্বুদ্ধি না করিয়া যিনি বলপ্রদাতা, সেই বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ কর। যিনি সমস্ত বলের মালিক, তিনিই শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ। যাঁহারা সেই শ্রীবলদেবের প্রকৃত সেবক হইতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে বলবান্ হন। বলদেব প্রভুর সেবা ব্যতীত আমরা যদি অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়ি, তাহা হইলে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে প্রভুত্বাভিমান আমাদিগকে গ্রাস করিবে, ভগবৎসেবাপ্রার্থী না হইয়া নিজের সেবাপ্রার্থী হইয়া পড়িব। যাঁহারা বলদেবের প্রকৃত সেবা করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে বলবান্ হন। তাঁহার আনুগত্য যেখানে নাই, সেখানে দুর্ব্বলতা বা বলহীনতা স্বাভাবিক। তিনি সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ। এই শ্রীবলদেব প্রভুই একমাত্র পালনকারী—সকল মঙ্গলের মূল বিধাতা। তাঁহার কিঞ্চিৎ বল পাইলে জীবগণ তাঁহার আনুগত্যে পারমার্থিক বলে বলীয়ান্ হইয়া কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন।

যাঁহারা বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান করিতে চান, তাঁহাদের শ্রীবলদেব প্রভুর আশ্রয়গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কৃষ্ণসেবা ছাড়া শ্রীবলদেব প্রভুর আর কোন কার্য্য নাই। সেই বলদাতা প্রভুর আনুগত্য কর, তাঁহার নিকট হইতে চিদ্বল সঞ্চয় করাই আমাদের একমাত্র কার্য্য। শ্রীবলদেব প্রভুর কৃপাবলই আমাদের একমাত্র সম্বল। আমরা যখন তাঁহার আনুগত্যে সেবা করি, তখনই কৃষ্ণসেবা হয়; নতুবা কৃষ্ণসেবালাভের অন্য কোন উপায় নাই, তিনি স্বয়ংই শ্রীগুরুরূপে আমাদের নিকট অবতীর্ণ হন। আমরা নিজে নিজে কখনও ভগবান্‌কে জানিয়া লইতে পারি না। শ্রীবলদেব ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহাকে জানাইতে পারে না।

ভোক্তার দর্শনাভিমানে যে দর্শন, তাহা নিজেন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়া আর কিছুই নহে, তাহা অভক্তি। কিন্তু শ্রবণফলে বা শ্রবণানুগ্রহে যে দর্শন, তাহা সেবা। সাধুর নিকট হরিকথা-শ্রবণফলে আমাদের হৃদয়ে আত্মসমর্পণবুদ্ধি উদিত হয়। শ্রবণফলে যখন আত্মসমর্পণ হয়, তখনই প্রকৃত বিষয়ের অনুকীর্ত্তন এবং অনুকীর্ত্তিত বিষয়ের স্মরণ হয়। ভগবান্‌কে কেহ অক্ষজ্ঞানের দ্বারা জানিয়া লইতে পারে না। মুক্তকুলশিরোমণি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে হরিকথা-শ্রবণফলে অহঙ্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া যখন জীব সেবোন্মুখ হন, তখনই ভগবানের স্বপ্রকাশিত রূপ তাঁহার সেবোন্মুখনয়নে দর্শনের বিষয় হন। জগতের অধিকাংশ লোক দর্শনেরই বেশী পক্ষপাতী। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ না করিয়াই রূপদর্শনের জন্য ব্যস্ত, সেই সকল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যক্তিই সর্ব্বাগ্রে রূপদর্শনের জন্য ব্যস্ত হন। যাঁহারা শ্রবণ বাদ দিয়া স্বতন্ত্রভাবে দর্শনের পক্ষপাতী, যাঁহারা সাধুগুরুর আনুগত্য স্বীকার করিতে চান না, বঞ্চনাই তাঁহাদের লভ্য হয়। সাধুর কথা শ্রবণ না করিয়াই যাঁহারা সাধুকে দর্শন করিয়া ফেলিয়াছি মনে করেন, তাঁহারা সাধুর দর্শন হইতে বঞ্চিত হন। শ্রবণ বাদ দিয়া যাহারা দর্শন করিতে যায়, তাহাদের চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম যায়।

ভোক্তাভিমানে ভোগদর্শন আর ভৃত্যাভিমানে সেবাদর্শন একজিনিষ নয়। যিনি শ্রবণ করিয়াছেন—আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—ভগবান্ যাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহারই চেতনদর্শন বা সেবা-দর্শন হয়। এই দর্শনই ভজন। শ্রবণ-শরণাগতের দর্শন কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর। ভক্তগণ বলেন—শ্রবণকারীই দর্শন করিতে পারে। সেবোন্মুখ শ্রোতাই অতীন্দ্রিয় ভগবদ্দর্শনের যোগ্য। সেবোন্মুখ শ্রোতার নিকটই সেব্য ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন।

মহাভাগবত যদি কৃপা করিয়া তাঁহাকে দর্শন করান, তবেই তাঁহার দর্শনে আমাদের হরিনামের উদয় হয়। আমাদের হৃদয়ে যদি মহাভাগবতের কৃপাশক্তি সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে কি আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি? তাঁহার কৃপালোকেই তাহাকে জানা ও দেখা যায়। আমরা শাস্ত্রে যে 'মহাভাগবতের দর্শনে মুখে কৃষ্ণনাম আসে' শুনিয়াছি, সেই দর্শন ভোগময় দর্শন নহে। সেখানে ভোগবুদ্ধির লেশমাত্রও নাই। সেই জন্য সাধুগণ বলেন, মহাভাগবতকে শ্রবণ-সেবোন্মুখতার দ্বারা যে দর্শন হয়, তৎফলে আমাদের জিহ্বায় প্রকৃত নাম প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

শ্রবণ ছাড়া চিত্ত শুদ্ধ হয় না। কৃষ্ণভক্তদের নিকট শ্রবণের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। যাঁহারা এই শ্রবণের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা আত্মবঞ্চনাকারী। কীর্ত্তন করাই, আমাদিগকে হরিকথা শ্রবণ করানই সাধুর কার্য্য। সাধু কীর্ত্তনবিগ্রহ। যে সাধু অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে শ্রবণ না করান, তিনি হয় আমাদিগকে অত্যন্ত পাষণ্ড দেখিয়া আত্মগোপন করিতেছেন, না হয় তিনি নিজে বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চনা করিতেছেন। হরিকথামৃত বিতরণপূর্ব্বক জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই সাধুর কৃত্য। সেই জন্য তিনি নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করেন। তাঁহার সঙ্গসৌভাগ্য লাভ করিলে—তাঁহার শ্রীমুখে শ্রবণ করিতে পারিলে অর্থাৎ তাঁহার শিষ্য হইতে পারিলেই আমাদের আর কোন অসুবিধা থাকে না।

প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা ব্যতীত আর মঙ্গলের কথা নাই, এটা না বুঝা পর্য্যন্ত বড় অসুবিধা। ভক্তিরহিত হ'য়ে যে সব প্রস্তাব আসে, সেগুলি অবিবেচনার কথা; সে-সব ঘুচে যা'বে, বলদেবের মুষ্টির আঘাতে। কায়দণ্ড, বাক্যদণ্ড ও মনোদণ্ড গ্রহণ ক'রলে বিমুক্তি লাভ হ'বে। নতুবা অসুবিধা হ'বে।

হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নৈরন্তর্য্য না থাকিলে ভোগাবিচার আমাদিগকে গ্রাস করিবে। হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনই সাধন ও সাধ্য; সুতরাং সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-আলোচনা ও হরিসম্বন্ধীয় বিষয়ের অনুশীলন কর্ত্তব্য। ভগবৎপ্রসঙ্গের অনুশীলনেই শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয়

মানবের মঙ্গল লাভ ক'রবার সময় হ'লে বিবেক ব'লে একটা জিনিষের উদয় হয়। বিবেক দুইপ্রকার—ভক্তিবিবেক ও অভক্তিবিবেক। ভক্তিদ্বারাই যে বিবেক উৎপত্তি লাভ ক'রেছে, তা' ভক্তিবিবেক, আর যে বিবেক উৎপত্তি লাভ করার ফলে ভগবৎসেবায় ঔদাসীন্যের ভাব উদয় হ'য়েছে, তা' অভক্তিবিবেক।

প্রাক্তন কর্ম্ম ও বাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির হ'তে পারে না। আরোহবাদিগণ কৃত্রিম যোগ-তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের যে স্থৈর্য্যসাধনের চেষ্টা করে, তা'তে চিত্তের স্বাভাবিক স্থৈর্য্য লাভ হয় না। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে ও হরিকথা-আলোচনার দ্বারা যে স্বাভাবিক স্বভাবের উদয় হয়, তদ্দ্বারাই আমাদের চিত্ত বশীভূত হ'তে পারে। হরিসেবার জন্য সহস্র কামনা, অনুক্ষণ হরিসেবার জন্য লৌল্যই চিত্তের প্রকৃত স্থৈর্য্য।

হরিভজনের দ্বারা সব মঙ্গল। নিজে বাহাদুর—এই অহঙ্কার[illegible] সর্ব্বনাশ হ'বে। বণিগ্‌বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন,—তা'দের সুবিধা, তা'দের হাতে যা' কিছু থা'কবে, অপরকে ব্যবহার ক'রতে দিব না। তা'দের তাড়িয়ে দিতে হ'বে। কিন্তু সকলকে বলে দিতে হ'বে, ভগবান্‌কে ছেড়ে দিলে বগড়া—Nationalism দাঁড়া'বে।

———

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে হরিকীর্ত্তন মহোৎসব

গত ৮ই শ্রাবণ (১৩৪১), ২৩শে জুলাই (১৯৩৪), বৃহস্পতিবার হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে, ও গৌড়ীয় মিশনের [illegible] নির্ব্বাহকত্বে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস প্রভু, শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহাদের পার্টিসহ তৎপূর্ব্ব হইতে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বদা হরিকথা-কীর্ত্তনধারা প্রবাহিত করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠে সমাগত বহু সজ্জন ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের পরিপ্রশ্নের যাথার্থ্যপূর্ণ সদুত্তর প্রদান করিতেছেন এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে সম্ভ্রান্ত সজ্জনগণের নিকট উপস্থিত হইয়া হরিকথাকীর্ত্তনদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ২৯শে জুলাই, রবিবার দিবস অপরাহ্নে শ্রীমঠ হইতে একটি সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীগৌরবিগ্রহ কীর্ত্তনমুখে নিশান প্রভৃতি সহ শ্রীল সাগর মহারাজকে অগ্রণী করিয়া বকসীবাজার, কদমবাজার, মঙ্গলাবাগ ও ক্যান্টনমেন্ট রোড দিয়া মহানদীর শ্রীগৌরগঙ্গা ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ দর্শন ও দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজার গড় ও হাতীহাট প্রভৃতি স্থান দিয়া অন্ত টার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গত ৩০শে জুলাই, সোমবার শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর অপ্রকটতিথি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ৭ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকালে 'গুরু-পরম্পরা', 'পঞ্চতত্ত্ব', ও অপরাপর গৌর-বিষয়ক কীর্ত্তনান্তে শ্রীল সাগর মহারাজ, 'এই তিথিবরের মহাত্ম্য ও কৃত্য' বিশেষভাবে সমাগত সকলকে বুঝাইয়া দিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর আখ্যান শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীল সাগর মহারাজের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশক্রমে সমস্ত দিবস শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর গুণকীর্ত্তন এবং তাঁহার রচনাবলী কীর্ত্তন করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকালে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর মহিমাবর্ণনসূচক বহু কীর্ত্তন, 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' প্রভৃতি বিরহসূচক কীর্ত্তন ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করত রাত্রি ১২টা হইতে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর গুণ কীর্ত্তন করা হয় এবং তৎপরে উপস্থিত সজ্জন ও ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
১ম ও দিনের জন্য, পরবর্তী দিনের জন্য				
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৸৶
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲		" এক কলম	৩৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িষ্যাবাসীর একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... বিদ্যানিধি কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই গ্রন্থখানি আচার্য্যপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক প্রণীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আশ্রমবাসীর এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগরূপী এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-গৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

দেহলোর

সর্ব্বাবিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ প্রায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতায় লবণ ও চিনি সরবরাহ

অন্যায় চোরাকেনা বন্ধ করিবার এবং এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিতরূপ আদেশ জারী করিয়াছেন :—

(ক) কলিকাতা এবং হাওড়ার কোন রেল অথবা ষ্টীমার ষ্টেশনে চিনি ও লবণ আসিয়া পৌঁছিলে, বাঙ্গলা সরকারের প্রধান প্রাইস্ কণ্ট্রোলার অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মচারীর অনুমতি ব্যতিরেকে এই সমস্ত মাল প্রাপককে অথবা অন্য কাহাকেও দেওয়া হইবে না। (খ) প্রধান প্রাইস্ কণ্ট্রোলারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মালের প্রাপককে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে আর একখানি অনুমতি পত্র দিবেন এবং তাঁহারা এই অনুমতি পত্রে উল্লিখিত সর্ত্তানুযায়ী মাল বেচাকেনা করিবেন। তাঁহারা অনুমতি পত্রের সর্ত্ত লঙ্ঘন করিয়া মাল বেচাকেনা করিতে পারিবেন না। (গ) এই আদেশ অনুসারে যে সমস্ত অনুমতি পত্র দেওয়া হইবে, তাহা হস্তান্তরিত করা যাইবে না। বাঙ্গলার প্রধান প্রাইস্ কণ্ট্রোলার এই সমস্ত অনুমতিপত্র দানের জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের স্পেশাল অফিসার মিঃ এন. হোসেনের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।

বৃটেনে অবস্থিত মার্কিণ সৈন্য

বৃটিশ ও আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের মধ্যে এক চুক্তির ফলে স্থির হইয়াছে যে, বৃটেন ও উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডে অবস্থিত মার্কিণ সৈন্যদের অপরাধমূলক কার্য্যের বিচার একটি মার্কিণ সামরিক আদালতেই হইবে—বৃটিশ আদালতে নহে। এই চুক্তি সম্পর্কিত এক বিল পার্লামেণ্ট সভায় উপস্থিত করিয়া লর্ড চ্যান্সেলার লর্ড সাইমন বলেন—গত যুদ্ধের সময় বহুসংখ্যক বৃটিশ সৈন্য ফ্রান্সে ছিল। সেই সময় ফ্রান্সের সহিত বৃটেনের এই রকমের চুক্তি হয়। জরুরী অবস্থার আইন হিসাবে এই বিলটির আলোচনা গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে দ্রুত শেষ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান সৈন্যসংখ্যা

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, এখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যসংখ্যা ৪০ লক্ষ হইয়াছে। আমেরিকার স্থল বাহিনীর সমস্ত লোককে এই সংখ্যার মধ্যে ধরা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিলেও বোঝা যায় যে, ১৯৪২ সালের মধ্যে যত লক্ষ সৈন্য সৈন্যবাহিনীর পরিকল্পনা মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের ছিল, তাহা সৈন্যদল গঠিত হইয়াছে। সমর সচিব মিঃ ষ্টিমসন বলিয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালের মধ্যে ৭৫ লক্ষ সৈন্য সৈন্যবাহিনী গঠিত হইবে।

সংবাদপত্রের সাহায্যকল্পে সংবাদ

একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, দেশরক্ষা ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট সরবরাহ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বহু ব্যবসায় ও আধা-সামরিক প্রতিষ্ঠানের নিকট স্বভাবতঃই অনেক অনেক সংবাদ গিয়া পড়ে, যাহা শত্রুপক্ষের নিকট মূল্যবান। অধিকাংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এইরূপ সংবাদ যে গোপনীয়, তাহা বুঝেন এবং সেইভাবে তাহা গোপন রাখেন, কিন্তু এরূপও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, অনেকে আবার অসাবধানতার ফলে অপরের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সেইহেতু সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন সংবাদ কোন ফার্মের নিকট পৌঁছিলে তাহা বিশেষভাবে গোপন রাখিতে হইবে এবং কোন অনধিকারী ব্যক্তির নিকট তাহা না হাতে প্রকাশ করা না হয়, তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যখন ডাকে এরূপ সংবাদ প্রেরণ করা হয়, তখন যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। এইজন্য ডাক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যে সকল বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন, তদনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, একটী জেলায় কত ইউ.এস. টুপস সমাবেশ করা হইয়াছে—এই সংবাদ ব্যবসায় ফার্মের নিকট পৌঁছিতে পারে। এই রকমের সংবাদ শত্রুপক্ষের নিকট মূল্যবান্ এবং ইহা বিশেষভাবে গোপন রাখিতে হইবে।

জেলখানায় বেত্রদণ্ড

মহীশূর সরকারের এক আদেশে মহীশূর রাজ্যের জেলখানাসমূহে কয়েদীদিগের প্রতি বেত্রদণ্ড রহিত করা হইয়াছে।

কারা সংস্কার কমিটির সুপারিশক্রমে এই সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কমিটি সিদ্ধান্ত করেন যে, কায়িক শাস্তি চিরকালের জন্য রহিত করা আবশ্যক। ভারতের কারাগারসমূহে কয়েদীদিগের কায়িক শাস্তি রহিত করার ব্যাপারে সম্ভবতঃ মহীশূর রাজ্যই সকলের অগ্রণী হইলেন।

বিক্রিত ধান ও চাউল-মজুদাদির উপর নিষেধাজ্ঞা

ভারতরক্ষা বিধানগুলি বেঙ্গল কুচবিহার রাজ্যে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ কুচবিহারের দেশরক্ষা বিভাগীয় কার্য্যভার কুচবিহার গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় এক ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের কোন নির্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত এবং কমিশনারের পূর্ব্ব অনুমতি ভিন্ন কোন ব্যক্তি বিক্রি ধান বা চাউল কুচবিহারের বাহিরে-চালান-করিতে পারিবে না। এই আদেশ যে অমান্য করিবে, তাহাকে তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা জরিমানা দিতে হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শর্ম্মা সহ-সম্পাদক শ্রীনবকিশোর অধিকারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সম্পাদক শ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতমালা
—•—
এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-
সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত
আদি পাণ্ডুলিপি-অবলম্বনে
সংগৃহীত ও অঙ্কিত হইয়া
"রসিকানন্দ"-ভাষ্যসহ প্রকা-
শিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা
—•—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও
আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সত্যানু-
সন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১০ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২১শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৬ই আগষ্ট, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ১১১৩ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ শ্রীধর, কৃষ্ণাদি কামদাএকাদশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(:•:)::——

সর্ব্বক্ষণ রাইকানুর কীর্ত্তনই জীবের সহজ ধর্ম—রাইকানুর প্রেমলীলার কথাই মুক্তজীবের সর্ব্বক্ষণ শ্রবণীয়। রাইকানুর কীর্ত্তন ব্যতীত আর বড় কোন কথা হ'তে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন—আত্মা পূর্ণস্বরূপে বিকাশ লাভ ক'র্বে এবং পরমাত্মার সম্পূর্ণ অবিমিশ্র সেবা হ'বে রাইকানুর কীর্ত্তনে—পারকীয় বিচারে শ্রীরাধাগোবিন্দের কীর্ত্তনে। ইহাই মহাপ্রভুর সর্ব্বপ্রধান কথা।

এজগতে যদি অত্যন্ত আসক্তি হয়, তখন বিয়োগ-ধর্ম্ম আ'স্লে শোক এসে উপস্থিত হ'বে। শোক-মোহ-মুক্ত হ'তে আমাদের যুক্ত হওয়া আবশ্যক। অপ্রাকৃত বা অধোক্ষজের প্রতি উন্মুখ না হ'য়ে যদি কেবল আধ্যাত্মিক হই, তা'হ'লে ক্রমে প্রকৃতবে বা পতনে নেমে যা'ব। কএকদিন ত' মাত্র এই পৃথিবীতে থা'ক্‌ব; তারপর জীবিতোত্তরকালে আমি কোথায় নীত হ'ব, কিরূপে থা'ক্‌ব—চিন্তা করা উচিত। পৃথিবীতে যে ক'দিন আছি, অতি সহজভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে কিপ্রকারে নিত্য-বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হ'তে পারি, সেই বিচারটা উত্তমরূপে গ্রহণ করা দরকার। পৃথিবীতে কিভাবে থা'ক্‌লে সুবিধা হ'বে, তা'তে আবদ্ধ না থেকে কিপ্রকারে জীবিতোত্তরকালে নিত্যকাল সুবিধায় থা'ক্‌তে পা'র্ব, তা'র বিচার করা আবশ্যক।

এজগতে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে পা'ড়্ছি। এখানে আমরা কামে আবদ্ধ হ'য়ে নিজ অমঙ্গল বরণ ক'র্ছি। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—চিন্তা নাই—কাম কেটে যা'বে কামের প্রকৃত পাত্রে অর্থাৎ অপ্রাকৃত কামদেবে সর্ব্বকাম নিযুক্ত হ'লে—রাইকানুর গান কীর্ত্তন ক'র্লে। যে-ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদি মধুর লীলা নিজের অপ্রাকৃত হৃদয়ে শ্রদ্ধা বিশ্বাস ক'রে বর্ণন বা শ্রবণ করেন, তা'র প্রাকৃত মনসিজ কাম সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হ'য়ে যায়।

কৃষ্ণলীলার সমস্তই চিন্ময়। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি ক'র্বার যত্নের সহিত আলোচনা ক'র্তে ক'র্তে চিৎপ্রেমের উদয়-পরিমাণানুসারে জড়াসক্তি ও জড়কামাদি দূর হ'তে থা'ক্‌বে; সম্পূর্ণ চিন্ময় লীলা উদিত হ'লে আর কিছুমাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না।

কামের ক্রীড়াপুত্তলি না হ'য়ে কিরূপে মঙ্গল লাভ ক'র্ব, তা'র আলোচনা করা উচিত অনঙ্গময়ী মন্মথকামের হাত হ'তে অনায়াসে লোক পরিত্রাণ লাভ ক'র্তে পারে—অচিরেই সকল দুষ্ট কামনার হাত হ'তে নিষ্কৃতি লাভ ক'র্তে পারে—জড়বস্তুর প্রতি কাম, আসক্তি বিদূরিত হ'তে পারে, যদি শ্রীরাধাগোবিন্দের কথা অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত মানুষ আলোচনা করে। শুধু কাম দূর করা নয়, কামের যথার্থ ব্যবহার অর্থাৎ কৃষ্ণকাম বা প্রেম লাভ হ'তে পারে—এই রাইকানুর গান-কীর্ত্তনে। কাম পরমপবিত্র-শীল বৃত্তি; উহা কখনই কৃত্রিমভাবে নষ্ট হ'তে পারে না, কেবল উহার যথার্থ ব্যবহার অর্থাৎ উহার গতি স্বাভাবিকী করা যাইতে পারে মাত্র। কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণে কাম নিযুক্ত করাই কামের একমাত্র যথার্থ ব্যবহার বা উহাই কামের স্বাভাবিকী গতি। গোপরামাগণের শ্রীচরণরেণুতে প্রভাবিত হ'য়ে শ্রীরূপের শ্রীপাদপদ্মে অপ্রাকৃত প্রভাবিত হ'য়ে রাইকানুর গান কীর্ত্তন ভিন্ন কখনই সম্পূর্ণরূপে কাম বিদূরিত হ'তে পারে না।

প্রভাবিত হ'লে জড়রোগ—মনের চাঞ্চল্য চক্ষু কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকের দ্বারা বিষয়-গ্রহণকালে হৃদয়ের ছাপপাশ সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হ'য়ে যায়। হাড়মাসের থলের দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত রাইকানুর সেবা হয় না। রাইকানুর গান ক'র্বার জন্য যাঁ'রা ব্যস্ত হ'বেন, তাঁ'দের চিত্তবৃত্তি হ'বে—হে ভগবন্! আমার ব্যক্তিগত আনন্দের মধ্যে যে সৌভাগ্য, সেই সৌভাগ্যে তোমাকে চাকর করে খা'টিয়ে নে'বো না—তোমার যা' ইচ্ছা, তা'তে যদি আমি কষ্টও পাই, সেই কষ্ট পাওয়াটাই আমার আনন্দ। এইভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'লেই কৃষ্ণ তাঁ'র সেবকের নিবেদন গ্রহণ করেন, নতুবা কৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণের স্বার্থেই আমাদের স্বার্থ, তদ্ব্যতীত সমস্তই অপস্বার্থ।

অন্যান্য সব কীর্ত্তন—ছুঁচোর কীর্ত্তন এক রাইকানুর কথা থাক্‌লেই—চৈতন্যের কথা থা'ক্‌লেই—ভাগবত গ্রন্থ থা'ক্‌লেই সমগ্র জগতের মঙ্গল হ'বে।

শ্রীশ্রীহরিনাম

শ্রীহরিই শ্রীনাম,—শ্রীনামই শ্রীহরি। শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবান, কেবল সাংসারিক চোখে, ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। মুক্ত পুরুষগণই শ্রীনামকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানেন। শ্রীনামোচ্চারণই ডাক। শ্রীনামই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। স্বয়ংরূপই শ্রীনাম। শ্রীনামভজন ব্যতীত মাদৃশ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবের নিষ্কৃতির অন্য উপায় নাই। শ্রীনাম ভোক্তা,—আমি তাঁহার ভোগ্য। শ্রীনাম পুরুষোত্তম, জীব শ্রীনামের দাসবৎ। শ্রীনন্দনন্দনই শ্রীহরিনাম। শ্রীনামই জীবের একমাত্র আশ্রয়, রক্ষক ও পালক। হরিনাম ছাড়া জীবের বন্ধু আর কেহ নাই। হরিনাম হরিভক্তের প্রেমবস্তু ও তাঁহার নিত্যসঙ্গী; ভক্ত-সঙ্গ ছাড়া তিনি থাকেন না। যেখানে ভক্ত, সেইখানে হরিনাম। ভক্ত আলো, আর হরিনাম কালো। এই আলো-কালো যুগপৎ সর্ব্বত্রই আছেন। আমরা আশ্রয়-সমাশ্রিত বিষয়-বিগ্রহ বা আলো-আলিঙ্গিত কালোর সেবক। আলোর কালোই হরিনাম। আলোর আনুগত্যেই কালোর সেবা হয়। নামাচার্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্মই আলো। আলোকে বাদ দিয়া কালোর চর্চ্চা দাম্ভিকতামাত্র। আলোর কালোই আমাদের নিত্য উপাস্যবস্তু। আলোর কৃপাতে কালোকে দেখা যায়। আলোর-কালোই জীবকে শ্রীনামভজন শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ। আলোর হইতে পারিলেই কালোর হওয়া যায়। আলোর আশ্রিতই কালোর আশ্রিত বা হরিনামাশ্রিত। কৃষ্ণবর্ণ্যত্বিষের আলোতেই কালোর বাস। আলোর অন্তরে কালো নিত্য বাঁধা আছেন। আলো—শ্রীহরিমন্দির। আলো তাঁহার মানস-

ভক্ত স্বরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

কেবল বা সর্বাবস্থায় কৃষ্ণকামপূর্তি-মূর্তি / আলো-কৃষ্ণকামবশবর্তিনগরী। সাধুই আলো; সাধুর বা আলোর অন্তরে হইতে পারিলে আলোর কৃপা লব্ধ হয়। আলোর পদাশ্রিত থাকিলে শ্রীনামের সঙ্গ পায়, আলোই কৃপা করিয়া জীবকে হরিদর্শন করান; আলোই হরিনামের সহিত জীবের পরিচয় করাইয়া দেন। এই আলোকপ্রাপ্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আদের বন্দনীয়। 'গুরু আমি হ প্রাপ্ত হরিনামাশ্রিত। গুরু-সঙ্গীই শ্রীনাম-সঙ্গী, গুরুসেবকই শ্রীনামসেবক। শ্রীনামেশ্বরই শ্রীহরিনাম বা শ্রীগৌরকৃষ্ণ।

বহুপ্রকার সাধনভক্তি আছে, তন্মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয়েই সর্বসিদ্ধি হয়—এরূপ বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনিই সর্বোত্তম সাধক, নিরপরাধে সাধুসঙ্গে নিরন্তর শ্রীহরিনামের শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণই যে একমাত্র ঐকান্তিক ভজনপদ্ধতি, ইহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শেষে শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চতত্ত্বই শ্রীনাম। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা—এই পঞ্চবস্তুটিই শ্রীনাম, ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীনামের মধ্যেই সকল বিরাজমান; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনাম—দুইটি পৃথক্ বস্তু নন। সাধুশাস্ত্রে যে শ্রেষ্ঠ সাধনপঞ্চকের কথা শুনা যায়, তন্মধ্যে শ্রীনামভজনই সর্বমূল ও সর্বোপরি বস্তু। শ্রীনামপরায়ণ বা শ্রীনাম-কীর্তনকারী সাধুগণের সঙ্গফলে শ্রীনামভজনে রুচি উদয় করাইবার উদ্দেশ্যেই সাধুসঙ্গের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতও একমাত্র শ্রীনামভজনকে পরধর্ম বলিয়াছেন। মথুরাবাস অর্থাৎ ধামবাসেও নামভজনের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে। নামাত্মক শাস্ত্রবাণীর বাস বা যে স্থানে সংকীর্তনকারী সাধুগণের সমাগম হয়, সেইস্থানে বাসই শ্রীধামবাস। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন ব্যতীত কেবল মথুরাবাস, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি কোন অঙ্গ পরিপূর্ণ হয় না; কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা মথুরাবাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, এমন কি শ্রীমূর্তি-সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল—সকলই লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের বর্তমান শ্রীনামরূপে শ্রীনামসংকীর্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য নাই। সাধুসঙ্গে শ্রীনামসংকীর্তন ব্যতীত অন্য কোন কথা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্তনমুখে জীব শ্রীনামসংকীর্তন করিতে শিক্ষা করেন। অতএব সর্বত্র জীব সংকীর্তন করিতে শিক্ষা লাভ করেন। যিনি মন্ত্রাজ্ঞাকারী, তিনি নিজকে শ্রীনামের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যেদিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেই দিন তাঁহার মুখে হরিনাম স্বয়ং নৃত্য করিতে থাকেন। অতএব সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—সংকীর্তন। আর সব সাধন যদি কৃষ্ণকীর্তনের অনুকূল বা সহায় হয়, তবেই তাহাদিগকে সাধন বলা যাইবে। নতুবা ঐগুলিকে সাধনের বাধক মাত্র বলা যাইবে।"

ভজনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে নিষ্ঠা থাকা দরকার। নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, দৃঢ়তা যেখানে নাই, সেখানে উন্নতি অসম্ভব। নিষ্ঠা হইতেই দেবের ভজন হয়। শ্রীনাম-ভজনে নিষ্ঠা না থাকিলে, শ্রীনামকেই একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া জানিতে না পারিলে শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায় না। কপাল খুব ভাল না হইলে শ্রীনামে রুচি হয় না। প্রকৃতই শ্রীনামে অরুচির লক্ষণ। প্রকৃতি শ্রীনামাশ্রিত বা শ্রীনামে রুচিপরায়ণ নহে। মিষ্টিরমিষ্টি, মধুমাখা শ্রীনামের মধুরত্ব প্রকৃতির নিকট প্রকাশিত হয় না। বাজে কথা যাহার ভাল লাগে, হরিনাম তাহার ভাল লাগিবে কি করিয়া? সে ত' হরিনামবিমুখ। ভগবানকে প্রসন্ন করিবার উপায় ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। শ্রীনামভজনই সেই ভক্তি; তাহাই বৈধধর্ম। ভগবন্নাম গ্রহণই যে ভক্তিযোগ, একথা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন। ভগবন্নাম-গ্রহণাদিই সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তি। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"হরিনাম-রূপ মহাপোত অবলম্বনপূর্বক আপনারা এই দুস্তর সংসারসমুদ্র পার হউন, আপনারা অপরাধশূন্য হইয়া সর্বদা হরিনাম গ্রহণ করুন। হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য সম্বল নাই, হরিনাম ব্যতীত জীবের আশ্রয় নাই। হরিনামই জীবের একমাত্র অবলম্বনীয়, যেহেতু হরিনাম সর্বাপেক্ষা বীর্যবান্। সাধনভক্তি—শ্রবণকীর্তনাদি নববিধ। তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণই প্রধান। সাধুসঙ্গে ভগবানের নাম, রূপ ও গুণ লীলা—শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ হয়। তন্মধ্যে নামই আদি ও সর্বশক্তিমান্। অতএব হরিনামই সকল উপাসনার মূল। কৃষ্ণনামাদি অপ্রাকৃত, তাহা কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তবে যে নাম জিহ্বাতে প্রকাশিত হন, সে কেবল আত্মার অপ্রাকৃত আনন্দের উদ্বেগে ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্তিমাত্র। ভক্ত যে সময় আত্মার অপ্রাকৃত জিহ্বায় হরিনাম উচ্চারণ করেন, তখন ঐ উচ্চারিত শব্দতত্ত্ব প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। আনন্দধারা চক্ষু, দেহধারা কম্পন, শ্রীঅঙ্গ দ্বারা নৃত্য যেরূপ প্রাকৃতরূপে ইন্দ্রিয় পর্যন্ত ব্যাপ্ত, তদ্রূপ অপ্রাকৃত রসে জিহ্বা পর্যন্ত কৃষ্ণনামরসের ব্যাপ্তিই হইয়া থাকে। প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনামের জন্ম হয় না। সাধনকালে নামের যে অভ্যাস, তাহা বাস্তবিক নাম নয়, তাহাকে নামাভাস বলা যায়। নামাভাসে জীবের ক্রমোন্নতিক্রমে অনেক স্থলে অপ্রাকৃত নামে রুচি হইয়াছে। জীবের অপরাধক্রমে নামে রুচি হয় না। অপরাধশূন্য হইয়া যিনি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্যস্বরূপবিগ্রহরূপ অপ্রাকৃত হরিনামের উদয় হয়। অপ্রাকৃত নামোদয় হইলে প্রেম উৎপন্ন হয়।"

হরিকীর্তনই জীবের নিত্যধর্ম। আচার্যগণ সকলেই শ্রীনামকীর্তনই জীবের একমাত্র নিত্য ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অধ্যক্ষ শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"জ্ঞান ও সিদ্ধি এই দুই বস্তু তুলাযন্ত্রে মাপা হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণনাম ও প্রেম, এই দুইটি কখনও তুলিত হন নাই অর্থাৎ কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেম পরিমেয় বস্তু নহেন। তাঁহার ফল অনন্ত ও মানবজ্ঞানের অগম্য। শ্রীধরস্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন,—'হে ভগবন্! যদিও তোমার অঙ্গের প্রভা স্বরূপ নির্মল ব্রহ্ম সর্বদা বিরাজিত আছেন, তথাপি তিনি সংসারবৃক্ষের একটী মাত্র পত্রও ছিন্ন করিতে সমর্থ নহেন; কিন্তু হে প্রভো! ক্ষণকালের জন্যও যদি তোমার নাম জিহ্বাগত হন, তাহা হইলে ঐনাম সংসারতরুকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেন; সুতরাং তোমার অঙ্গপ্রভা অপেক্ষা তোমার সাক্ষাৎ অভিন্নস্বরূপ শ্রীনামই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সেব্য।' শ্রীমধ্বাচার্যও "কলৌ তু নাম-মাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ" বাক্যে শ্রীনামকে একমাত্র জীবের পরমমঙ্গলের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীনাম ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন আশ্রয়ণীয় সেব্য বস্তু নাই, ইহা নিজে আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি নামাচার্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা জগতে নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনামভজনই যে জীবের একমাত্র ধর্ম, তাহা তাঁহার আবির্ভাবের প্রথম হইতে তিনি নানাভাবে জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই জীবোদ্ধারের জন্য কৃপাময় অবতার শ্রীনামরূপে বিশ্বে সমুদিত হইয়াছেন। 'শ্রীনামগ্রহণ ব্যতীত বিশ্বের কোনও জীবের অন্য সাধনোপায় বা সাধ্য-তত্ত্ব নাই'—এই মহাজনবাক্যে বিশ্বাস না হইলে জীবের মঙ্গলের আশাও নাই। শ্রীনামই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন। শ্রীনামভজন ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেমস্বরূপ পরম প্রয়োজন লাভের অন্য কোন উপায় নাই—নাই—নাই। অন্য কোন উপায় বা উপেয় আরোহবাদীর কাল্পনিক অনিত্য উপায় মাত্র। যাঁহারা সাধুশাস্ত্র, আচার্যগণের কথা ও স্বয়ং ভগবানের কথাকে বিপর্যস্ত করিয়া শ্রীনামকেই একমাত্র উপায় ও উপেয় বলিতে নারাজ, শ্রীনামভজন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জীবের মঙ্গল হইতে পারে, একথা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা নিশ্চয়ই আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চক। আমরা অপরাধী জীব, সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিনাম করা ব্যতীত আমাদের অপরাধ-নির্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণে রতি লাভের অন্য কোন উপায় নাই। এমন যে সুধা

এমন যে অমৃত হরিনাম, তাহাতে উদাসীনতা বা বিমুখতা আসিলে যে আমাদের সর্বনাশ অনিবার্য, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীনামই জগদীশ। এজন্য তাঁহারই ভোগের বা সেবার উপকরণ। এজন্য নামধাম—বিশ্বের অণুপরমাণুতে বিশ্বনাথ শ্রীনামের অধিষ্ঠান। এ জগতের প্রত্যেক বস্তু নাম-সেবককে শ্রীনাম-সেবার জন্য প্রেরণা দেয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আরও বলিয়াছেন —

ভকতিবিনোদ   বাহু তুলে কয়,
নামের নিশান বয়।
নামডঙ্কা-ধ্বনি   করিয়া যাইবে
ভেটিবে মুরলীধরে॥
(বাবা) কৃষ্ণ বল,   সঙ্গে চল,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই।
(যায়) সকল বিপদ্   ভক্তিবিনোদ
বলেন যখন ও-নাম গাই॥
কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান
জুড়াও ভকতিবিনোদ প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর
চৌদ্দ ভুবন মাঝে।

অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণতত্ত্ব। শ্রীনাম ভোক্তা, ভোগ্য নহেন। ভোক্তৃত্ব একমাত্র শ্রীনামেরই একচেটিয়া। শ্রীনাম কখনও জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করেন না। শ্রীনামের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিলে জীবের মঙ্গল হয় অর্থাৎ ভোক্তা বা কর্তা শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় ভোগ্য জীবের কৃষ্ণ-ভোগায় প্রকাশিত হইলে শ্রীনামভজনে নিষ্ঠা অর্থাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাসমূলে শ্রীনামসেবায় নৈরন্তর্য লাভে জীব কৃতকৃতার্থ হন। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ শ্রীনামই—শ্রীনামী শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনামসাধনেই সর্বধর্ম কৃত হয়, শ্রীনাম ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ-যজ্ঞাদি বা কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধনার অপেক্ষা করে না—এরূপ সেবোন্মুখী পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধির সহিত শ্রীনাম-ভজনে শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয়ে নিরন্তর হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকিলে জীবের চরম ও পরম মঙ্গল লাভ হয়। যাঁহাকে শ্রীনাম প্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করিতে প্রস্তুত হন অর্থাৎ যিনি সেবোন্মুখ হন, তাঁহার জিহ্বাগ্রে শ্রীনামপ্রভু নৃত্য করেন।

কলিকালে নাম বিনা আর ধর্ম নাই। শ্রীনামই সর্বধর্ম-সার। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"হরিনামকীর্তন is the direct service of Absolute Supreme Lord—পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সাক্ষাৎ সেবা। হরিনামকীর্তন কেবল প্রধান ভজন নহে, তাহাই একমাত্র ভজন—একমাত্র ভজন—একমাত্র ভজন। প্রকৃত সাধু কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা, এমন কি, মুক্তি পর্যন্ত কামনা করেন না। তিনি একমাত্র শ্রীহরিনামপ্রভুর নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিত—সেবার জন্যই সেবা করেন, অন্য উদ্দেশ্যে করেন না। হরিনাম—সর্বশক্তিমান্। শ্রীনামাচার্য শ্রীগুরুদেবের একান্ত আনুগত্যই সর্বশক্তির আধার। শ্রীহরিনামপ্রভুর শ্রীচরণে

কৃষ্ণে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ হইবে, ততটা আনুষঙ্গিকভাবে একাগ্রতা সাধিত হইবে। আত্মসমর্পণ ব্যতীত শতচেষ্টা করিয়াও কেহই একাগ্রতা আনিতে পারে না। কোন কৃত্রিম চেষ্টা বা আয়োজনের দ্বারা একাগ্রতা লাভ হয় না। হরিনামের কৃপাতেই সব হইবে। আমরা কেবল সেই কৃপার প্রার্থী হইব। হরিনামের কৃপাতেই হরিনাম হয়। যাঁহারা কৃষ্ণে সম্পূর্ণ শরণাগত, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই হরিনামকীর্তনপর। তাঁহারা আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, ভ্রমণ, শয়ন—সকল কার্যেই হরিকীর্তন করেন। সাধুর সঙ্গে হরিনাম শ্রবণ-কীর্তন করাই একমাত্র কার্য; জীবের পক্ষে অন্য কোন কার্যই নাই। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই সাধুসঙ্গে হরিনাম করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ ছাড়া হরিনাম হয় না। একমুহূর্ত সাধুর সঙ্গ ছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না। নাম সেবকের নিকট প্রকট হয়েন।"

অপরাধী জীবের প্রথমমুখে শ্রীনামে রুচি না হইলেও হতাশার কিছুই নাই। শ্রীনাম পরম দয়াল। শ্রীনামের কৃপাতেই অপরাধ যায়। অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম গ্রহণের ইচ্ছা থাকিলে অনুতাপের সহিত নিরন্তর হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ নিশ্চয়ই যাইবে। নিরন্তর সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিনাম করা ছাড়া অপরাধী জীবের অপরাধমুক্ত হইবার অন্য কোন উপায় নাই।

হরিনাম করিবার সময় কৃত্রিমভাবে কোন রূপের চিন্তা করিতে হইবে না; তাহা সেবার বাধক। শ্রীহরিনাম প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য অন্তরের সহিত ব্যাকুলতা প্রার্থনা করিতে হইবে। গুরুবর্গের নিকট অকপটে কৃপাভিক্ষা বা বল ভিক্ষা করিতে হইবে। আমাদের সেবোন্মুখতা দেখিলে নামপ্রভু নামীপ্রভু হইয়া আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিবেন। গৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় 'শ্রীপ্রেমবিবর্ত'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

> খাইয়া বৈরাগী হয়ে বলে গোসাঞি।
> দেখ ভাই, নাম বিনা (বেন) দিন নাহি যায়॥
> বহু অঙ্গ সাধনে ভাই, নাহি প্রয়োজন।
> কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন॥
> বদ্ধ জীবে কৃপা করি কৃষ্ণ হ'ল নাম।
> কলি জীবে দয়া করি কৃষ্ণ হৈল গৌরধাম॥
> একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন।
> তবে ত' পাইবে ভাই, শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

শ্রীনামকীর্তনই জীবের নিত্যধর্ম। এ জগতে, কি বৈকুণ্ঠে—সর্বত্রই জীবের এই মুখ্য ধর্ম। জগতে ধর্মাধর্মসমূহ তমোময়। সুতরাং নামধর্ম ব্যতীত জীবের সংসারক্ষয় হয় না। কৃষ্ণনাম উচ্চারণে, স্মরণে ও শ্রবণে অপ্রাকৃত সিদ্ধি হয়। শ্রীনাম উচ্চারণ করিবামাত্র চিৎসুখ লাভ হয়। কৃষ্ণনাম অপ্রাকৃত ও চিৎ-জ্যোতির্ময়। শ্রীনাম জীববন্ধু। নিজ শুদ্ধ সাধন ও সাধুসঙ্গ-প্রভাবে—এই উভয়ের সংযোগ হইলেই মঙ্গল হয়। শ্রীনামের অপার মহিমা; তাহাতে অবিশ্বাস করিলে মঙ্গলের আশা নাই। শ্রীনামই নামাপরাধ দূর করেন। যখনই শ্রীনামে শরণাপত্তি হয়, তখনই সব সব নামাপরাধের ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রমাদবশতঃ অপরাধ হইলে অনুক্ষণ হরিনাম করিতে হয়। শ্রীনামকে সুদৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া অনুক্ষণ নাম করিলে অপরাধ যায়। অসৎসঙ্গে হরিনাম হয় না। সেইজন্য অসৎসঙ্গ বা অন্য সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অনন্য শরণ হইয়া অনন্যভাবে শ্রীনামের ভজন করিতে হইবে।

শ্রীনামের অলৌকিক মহিমার কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। শ্রীনাম যেরূপ অনন্ত, তাঁহার মহিমাও সেইরূপ অনন্ত। তবে শাস্ত্রে আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহার দুই একটি আলোচনা করিয়া আত্মশোধনে তৎপর হইতেছি। শ্রীনামভজনে মহত্ত্ব এই যে, সংশয় বা অবিশ্বাস থাকিলে শ্রীনাম স্বীয় প্রকাশ করেন না। যিনি আদর ও বিশ্বাসের সহিত হরিনাম করেন, তাঁহার মঙ্গল নিশ্চয়ই হয়। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন,—

> বিশ্বাসে নামের কৃপা, অবিশ্বাসে নয়।
> এ এক রহস্য তত্ত্ব জানহ নিশ্চয়॥
> প্রভু বলে, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সকলের মূল।
> বিশ্বাস-অভাবে কেহ নাহি লভে কূল॥
> প্রভু বলে, অন্তর্যামী নাম ভগবান্।
> বিশ্বাসানুসারে ফল করেন প্রদান॥
> নামের মহিমা পূর্ণ বিশ্বাস না করে।
> নামের ফল নাহি পায়, নাম-অপরাধে মরে॥
> অর্থবাদ করে বলে বিশ্বাস ত্যজিয়া।
> ফল নাহি পায়, মরে নরকে পড়িয়া॥

সর্ব পাপ নাশ করা শ্রীনামের একটী ধর্ম। কোটি কোটি জন্মে যত পাপ করা হয়, এক নামাভাসে সে-সমস্তই দূর হইয়া যায়। স্ত্রী-বাল-গো-ব্রাহ্মণঘাতী, মদ্যপ, গুরুপত্নীগামী, মিত্রদ্রোহী, চৌর্যব্রতাবলম্বী, লম্পট প্রভৃতির পাপ এবং অন্যান্য যত পাপ আছে, শ্রীহরিনাম উচ্চারণে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। পাপ দূর হইলে কৃষ্ণে মতি হয়। পাপমলিনচিত্ত ব্যক্তির শ্রীহরিনামে দৈবক্রমে বিশ্বাস হয় না। কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইলে, পাপী সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। নামাভাসে কভু যদি হরি, কৃষ্ণ বলে, তাহাতেও অশেষ পাতক দূরে যায় এবং সে বৈকুণ্ঠে নীত হইয়া থাকে। অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কৃষ্ণনাম করিলেও যেমত কাষ্ঠ অগ্নিতে তেমন সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। পূর্বজন্মার্জিত পাপ, বর্তমান পাপ বা ভবিষ্যতে যাহা হইবে, সে সমস্ত পাপই কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনে অনায়াসে হত হয়। হরিনামে যত পাপ নষ্ট হয়, পাপী তত পাপ কখনও করিতে পারে না। শ্রীনামকীর্তনে সর্বব্যাধি নাশ হয়। কারণ, মনোজ ও বাক্যজ যত পাপ আছে, গোবিন্দ-নামে সমস্তই ক্ষয় হয়; সর্বরোগ, সর্বক্লেশ, সর্ব উপদ্রব, মহাব্যাধি, ভয় ও উৎপাত সমস্তই শ্রীনাম-উচ্চারণেই বিনষ্ট হয়। আর্ত, বিষণ্ণ, ভীত হইয়া বা ঘোর ব্যাধি-ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়াও যদি কেহ হরি, রাম, নারায়ণ প্রভৃতি বলে, তাহা হইলে তিনিও সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হন; শ্রীনাম-প্রভাবে যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, ডাকিনী প্রভৃতি সমস্তই পলায়ন করে। এই ঘোর সংসারে যিনি বিবশেও 'হরে হরে' করেন, তিনি সদ্য মুক্ত হন এবং ভয়ও তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকে। যেন-তেন প্রকারে কৃষ্ণ-নাম লইলে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রীতি করেন। মহাপাপী, ক্ষুধার্ত এবং ব্যাধি-পীড়া-গ্রস্ত ব্যক্তিও হরিনাম উচ্চারণ করিলে মুক্তি তাহার করতলগত হয়। চলিতে, বসিতে, স্বপ্নে, ভোজনে, শয়নে—সর্বাবস্থায় কলিযুগে কৃষ্ণনামোচ্চারণ করিলে জীব নির্ভয় হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। শ্রীনাম সর্ব দুঃখ নাশ করেন। শ্রীনামপ্রভাবে নারকীরও উদ্ধার হয়। শ্রীনাম প্রারব্ধ কর্ম খণ্ডন করেন। শ্রীনাম সর্বার্থপ্রদাতা ও সর্বশক্তিময়। শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে নাচেন ও নাচান। নাম লইয়া জীব জগদ্বন্দ্য হন। শ্রীনাম অগতির গতি, পতিতপাবন। শ্রীনাম সর্বত্র সর্বদা সেব্য, সর্বমুক্তিদাতা, বৈকুণ্ঠ-প্রাপক ও হরিপ্রীতিদাতা। শ্রীনামকীর্তনে সর্বানর্থ অনায়াসে নাশ হয়, অবিদ্যা ধ্বংস হয়। কৃষ্ণস্মৃতিই ভক্তি, কৃষ্ণবিস্মৃতিই রোগ। শ্রীনামকীর্তনপ্রভাবেই কৃষ্ণস্মরণ হয়। শ্রদ্ধাপূর্বক নাম লইলেই কৃষ্ণ তাহার কোটি অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করেন। নারকীও যদি কৃষ্ণকীর্তন করে, তবে সেও হরিভক্ত হইয়া নিত্য ধামে গমন করে। যিনি বিশ্বাসের সহিত সর্বদা হরি-নাম করেন, তাঁহার কোন বাধা থাকে না এবং তিনি শুদ্ধচিত্ত হন। পাপী ব্যক্তির হরি-নামে বিশ্বাস হয় না। মন্ত্র-তন্ত্রের ছিদ্র বা দেশকালপাত্রগত দোষ সমস্তই নামসংকীর্তনে অপসারিত হয়। তীর্থযাত্রা ও পরিক্রমণে কি লাভ? 'হরে কৃষ্ণ' নাম নিত্য গান করিলে সব ফল পাওয়া যায়। যাঁহার জিহ্বাগ্রে ক্ষণে ক্ষণে হরিনাম হয়, তাঁহার কুরুক্ষেত্র, কাশী বা পুষ্কর-ভ্রমণে আবশ্যকতা কি? কোটিশত, কোটিসহস্র তীর্থে গমন করিলে যে ফল লাভ না হয়, হরিনাম-কীর্তনেতে সেই ফল হইয়া থাকে। হরিনাম কীর্তনের কোটিঅংশের তুল্যও কোন তীর্থ নহে। হরিনাম কীর্তনের গৌণফলস্বরূপে সংসার-মুক্তি হইয়া থাকে। শ্রীনামের মুখ্য ফল—কৃষ্ণপ্রেম। শ্রীনামের নিকটে মুক্তি অতি তুচ্ছ, হেলায় নাম করিলেও জীবের মুক্তি ঘটিয়া থাকে। হরিনামকীর্তনে আনুষঙ্গিকভাবে রিপু দমন হইয়া থাকে। যিনি সত্য সত্য মঙ্গল চান, তিনি যেন সর্বক্ষণ 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলিয়া কীর্তন করেন। যিনি শ্রীনামকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করেন, তাঁহার ভবমুক্তি অনায়াসেই হইয়া থাকে। যিনি সকল সময়ে হরিনাম করেন, তিনি সর্বতোভাবে পূজ্য। অনুগতিশূন্য যোগী, পর উপতাপী, ব্রহ্মচর্য ও জ্ঞান-বৈরাগ্যহীন, সর্বধর্মচ্যুত মহাপাপীও যদি হরিনাম জপ করে, তবে তাহারও সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। হরিনামকীর্তনে দেশকালের নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্ট গাত্র বা অশৌচ অবস্থায় শ্রীনামকীর্তনে নিষেধ নাই। সংসারে নির্বিঘ্নচিত্ত হইয়া যিনি অভয়পদ লাভ করিতে চান, সেরূপ ব্যক্তির পক্ষে শ্রীনামই একমাত্র উপায়। শ্রীনামই জীবের ত্রাতা ও পাতা, শ্রীনামই পরমারাধ্য ও শ্রীনামই জীবের প্রভু। শ্রীমহাপ্রভুই শ্রীনাম।

হেলায় যে নামগ্রহণ, তাহা নামাভাস কিন্তু একটা কথা এই যে, মতলব করিয়া বা কপট করিয়া কিংবা হেলায় নাম-গ্রহণে মঙ্গল হয়—এই শাস্ত্রবাক্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া যদি আমরা শ্রীনামের প্রতি কেবল তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা হেলাই প্রদর্শন করিতে থাকি, তাহা হইলে নামবলে পাপবুদ্ধিরূপ অপরাধ আসিয়া আমাদিগকে নামাভাস হইতে পাতিত এবং নামাপরাধে লিপ্ত করাইবে। হেলায় নাম গ্রহণে মঙ্গল হয়—এই বাক্যে আকস্মিক প্রথা উল্লেখ করিয়া জীবের শ্রীনামের প্রতি রুচি উৎপাদন, সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীনামের অপার কৃপা ও শ্রীনাম-সাধনের সর্বোত্তমত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে।

শ্রীনামই জীবের জীবন, শ্রীনাম ছাড়া আমাদের মত পতিত জীবের অন্য কোন গতি নাই। আমাদের নিত্য উপাস্য সেই শ্রীহরি-নাম নিত্যকাল জয়যুক্ত হউন এবং আমাদের প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ করুন। আমাদের রসনা সাধুসঙ্গ আশ্রয়ে সর্বক্ষণ শ্রীনাম-সেবায় নিযুক্ত থাকুক, ইহাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা।—

> "কর্মাদীনাং ব্যবসিতিরসৌ
> দীনবন্ধোর লোকান্
> লোকাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং
> ক্লেশভাজম্।
> যোগত্যাগঃ পরমবিরসত্যাগভূতৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ
> সর্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা
> কৃষ্ণকৃষ্ণেতি রৌতু॥"

> জয় জয় হরিনাম চিদানন্দামৃতধাম
> পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার।
> নিজজনে কৃপা করি' নামরূপে অবতরি'
> জীবে দয়া করিলে অপার॥
> শ্রীকৃষ্ণনাম রসনে স্ফুরি'
> পুরাও হে আমার আশ।
> শ্রীরূপপদে যাচয়ে ইহা
> ভকতিবিনোদ-দাস॥

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-সংবাদ-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়

	১ম ও দিনের জন্য, পরবর্তী দিনের জন্য	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০
" " ইঞ্চি	২৲	১।
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৯৲
" সিকি কলম	১৫৲
অর্দ্ধ কলম	২৫৲
এক কলম	৩৫৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—তিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর ভাবাতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আম্নায়গ্রন্থ প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আস্তিকজনই এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিসমুদ্র হইতে এই অবলম্বনে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহারের পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় প্লীহা ও যকৃৎ কাটিয়া দিবার অদ্বিতীয় ঔষধ। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

লবণের পরিবর্ত্তিত দর

নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে:—

পূর্ব্বে লবণের যে দর পরিবর্ত্তন হয়, তাহা ১৩৫২ সালের ২৩শে জুন হইতে বলবৎ হয়। পুনরায় লবণের দর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে। করাচীর দর এবং কলিকাতা পর্য্যন্ত রেলের ভাড়ার উপর বর্ত্তমান মূল্য ধার্য্য হয়। ঐ দুইয়ের দর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং স্থলপথে পরিবহনের পরিবর্ত্তে এখন জাহাজযোগে বাঙ্গালায় প্রয়োজনীয় মাল প্রেরিত হইবে। যদি কোন জাহাজের ক্ষতি হয় তাহা হইলে তজ্জনিত ক্ষতিপূরণ এই পরিবর্ত্তিত দরের মধ্যে ধরা হইয়াছে। ১৩৫২ সালের ১লা আগষ্ট হইতে এই নূতন দর বলবৎ হইল।

কলিকাতা সহর ও সহরতলীতে লবণের নিম্নলিখিতরূপ মূল্য ধার্য্য হইল:—

জাহাজ হইতে প্রতি ১০০ মণ লবণের মূল্য ৩৬০৲ টাকা। গোলা হইতে প্রাপ্ত ১০০ মণ লবণের মূল্য ৩৭৫৲ টাকা। ইহার মধ্যে শুল্ক এবং বস্তার মূল্য ধরা হয় নাই।

পাইকারী বাজার দর—(বস্তাসমেত) প্রতি মণ ৫॥৵০ আনা। খুচরা দর প্রতি সের ৵১৫ পয়সা।

বৃটেন ও আমেরিকা হইতে চীনে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ

প্রেসিডেণ্ট চিয়াংকাইশেকের নিশেষ দূত মিঃ সানফন দূরী বলিয়াছেন—"চীনের জন্য বৃটেন ও আমেরিকা হইতে অস্ত্রশস্ত্র ভারতে আসিতেছে। সাহসী চীনা সৈন্যগণ তাহাদের আমেরিকান সেনাপতিদের নেতৃত্বে যাহাতে জাপানীদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিতে পারে তজ্জন্য আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চীনকে বিমান, কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র সরবরাহ করিব।"

জাপানের সহিত মিত্রপক্ষের বন্দি বিনিময়

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ এবং মিত্রপক্ষের কূটনৈতিক বিভাগের একদল কর্মচারীর সহিত জাপান ও শ্যামের সমসংখ্যক কূটনৈতিক কর্মচারী বিনিময় করা হইবে বলিয়া বৃটেন এবং জাপানের মধ্যে একটী চুক্তি হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে গ্রেটবৃটেন এবং মিত্রপক্ষের ১৮০০ কূটনৈতিক বিভাগের কর্মচারীর সহিত ১৮০০ জাপ এবং শ্যামদেশীয় কর্মচারী বিনিময় করা হইবে। মিত্রপক্ষের কূটনৈতিকগণের মধ্যে বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, মিশর, হল্যাণ্ড, নরওয়ে এবং পোল্যাণ্ডের কূটনৈতিক কর্মচারীগণ আছেন। জাপ সরকার হইতে একটী ঘোষণায় প্রকাশ, একদল ৩০০ জন কূটনৈতিক কর্মচারী 'তাতুতামারু' জাহাজে গত বৃহস্পতিবার ইয়োকোহামা ত্যাগ করিয়াছেন। এই জাহাজে চীনের ১৭৬ জন বৃটিশ এবং অন্যান্য জাতীয় অধিবাসীও আছেন। সাংহাই হইতে কামাকুরা মারু জাহাজে শীঘ্রই দ্বিতীয় দল রওনা হইবে। এই দলে ৯০০ জন লোক থাকিবে। ইংলণ্ড হইতে জাপ বাসিন্দা ও জাপানের কর্মচারীদিগের প্রথম দল লিভারপুল হইতে 'এলমহীল' নামক জাহাজে লরেঞ্জো মার্কস্ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্টের মারফৎ এই বন্দী বিনিময়ের জন্য আলাপ আলোচনা চলে এবং চুক্তি সম্পাদিত হয়।

বালি রাজ্য সাইলিসিয়ার বিভাগ

গত বৎসর সাইলিসিয়ার শাসক বালি রাজ্যের নিজেকে (রাজা) প্রজা পীড়নের অপরাধে রাজচ্যুত করা হয়। বালি রাজ্যসমূহের পলিটিক্যাল অফিসার এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাজ প্রতিনিধি (লর্ড লিনলিথগো) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সাইলিসিয়ার রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণকে আর কখনও শাসন কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইবে না। ঘোষণায় আরও প্রকাশ, সাইলিসিয়া ও পাইলিন এই দুইটি বালি রাজ্য একত্রিত করা হইবে। উক্ত রাজ্যের অধিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার্থ যাহাতে কিরূপে তাহা করা যায়, তাহা বিশিষ্ট বালি নেতৃবৃন্দেরই চিন্তা করা উচিত।

১নং কলেজ এলাকার সমূহ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামর্শক্রমে কলিকাতা দারভাঙ্গা বিল্ডিংএ বাঙ্গলা ও আসামের কলেজসমূহের অধ্যক্ষগণের একটী সম্মেলন হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উহাতে সভাপতিত্ব করেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, কলিকাতা, আসানসোল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিপজ্জনক অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত ১নং এলাকাসমূহে যে সব কলেজ আছে উহাদের প্রত্যেকেরই সম্ভব হইলে কলিকাতা ও অন্যান্য ১নং শ্রেণীভুক্ত এলাকার বাহিরে একটী করিয়া শাখা কলেজ রাখা বাঞ্ছনীয়।

কলেজসমূহকে ঐরূপ শাখা কলেজ খোলার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন না কোন প্রকারে আর্থিক সাহায্য করাও বাঞ্ছনীয় বলিয়া সম্মেলন মনে করেন। যে যে সব কলেজের কোন শাখা কলেজ নাই, সেগুলির অবিলম্বেই ঐ উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাদি করিয়া প্রস্তুত হওয়া উচিত।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

নূতন শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ স্তুতিসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়া "[illegible]"-আকারে প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আবাদন'-আকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ ১২ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৩শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৮ই আগষ্ট, ইং ১৯৪২, শনিবার { ১১২০-২১তম সংখ্যা

"শ্রীধামবাস নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ক'রতে ক'রতে কৃষ্ণবসতিস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস।"

—শ্রীল [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ শ্রীধর, অবাধ শ্রীরামপাদী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(০):০:——

আমরা সজ্জনের সন্ধান পাইয়াও অনেক সময় ভজনে উন্নতি লাভ করিতে বা অগ্রসর হইতে পারি না। ভজন ত' দূরের কথা, অনর্থনিবৃত্তি পর্য্যন্ত হয় না। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শুদ্ধ ভজন হয় না, ইহা আমরা শাস্ত্রে শুনিতে পাই। সুতরাং যিনি অনর্থের কবল হইতে নিষ্কৃতি পান নাই, তাঁহার হরিভজন কিরূপে হইবে? সাধুতে সাধুবুদ্ধি—সাধুকে সাধু বলিয়া সুদৃঢ়বিশ্বাস হরিভজনের মূল। যেখানে সাধুজনে প্রতি সংশয় বা দৃঢ়তার অভাব, সেখানে সাধুর দর্শন পাইয়াও প্রকৃত সাধুসঙ্গ বা সাধুসেবা হয় না। আমরা নিজ দেহকে সম্পদ্ এবং সুখের বাধাকে বিপদ্ বলিয়া মনে করি। যাঁহারা আমাদের মঙ্গলের সহায়তা করেন, তাঁহাদিগকে শত্রু জ্ঞান করি, তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট আসিয়াও আমরা অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকি। 'আমি'-নির্দ্ধারণে ভুল হইলেই এরূপ ঘটে। যদি আমার 'আমি' নিরূপণ ঠিক হয়, তবে সেখানে মহাবিপজ্জনক ইন্দ্রিয়তর্পণ লক্ষ্য ও কাম্য বিষয় হয় না। 'আমি' ভগবানের, ভগবান্ 'আমার'; এতদ্ব্যতীত যত অভিমান, সব কাল্পনিক। 'আমি' বস্তুটী কৃষ্ণদাস, আমার বস্তুটী 'কৃষ্ণ'; সুতরাং আমার সুখ বলিতে যে কৃষ্ণেরই সুখ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা যেখানে, সেখানে হরিভজন, আর অন্যাভিলাষই ভজনের বাধা।

প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছাই বদ্ধতা। বদ্ধ জীব মাত্রেই এই রোগে আক্রান্ত। প্রভুত্ব করা ত' আর সেবা নহে। দাস্যই জীবের স্বরূপের বৃত্তি। সুতরাং প্রভুত্বাভিমানের কবল হইতে সাধুজনকৃপায় রক্ষা না পাইলে ভজন কিরূপে হইবে? প্রভুত্ব আর দাসত্ব ত' যুগপৎ থাকিবে না। আলো ও অন্ধকার, কাম ও প্রেম কি এক স্থানে থাকে? যেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বা প্রভুত্ব-অভিমানের লেশমাত্র আছে, সেখানে সেবা কি করিয়া থাকিবে? সেখানে কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে মায়া, সেবার পরিবর্ত্তে ভোগই হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। যেখানে কর্ত্তৃ-অভিমান বা কর্ম্মভোক্তা আমি, সেখানে কর্ম্ম ব্যতীত সেবার কোন কথা নাই। কর্ম্মের মূল নিজেন্দ্রিয়তর্পণ, আর সেবার মূল কৃষ্ণের সুখবিধান। ভজনের মূলে আত্মনিবেদন, সাধুজনতে শ্রদ্ধা বা রুচি। হরিভজন কাল্পনিক ব্যাপার নহে। ইহা সেবোন্মুখের প্রত্যক্ষের বিষয়, প্রভুর সহিত ভৃত্যের প্রাণের টান বা প্রীতি। প্রভুর হওয়া চাই, নতুবা প্রভুসেবারূপ ভজন হইবে না। হরি যাঁহাকে গ্রহণ করেন, আত্মসাৎ করেন, তিনিই হরিকৃপার অকিঞ্চন হইয়া হরিসেবানন্দ লাভ করিতে পারেন। হরি কৃপাময়, তাঁহার কৃপার শেষ নাই, দয়ার তুলনা নাই। হে কৃষ্ণ, আমি তোমার দাস, তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই—এই কথা অকপটে বলিলে অন্তর্যামী হরি ও হরিজন আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন। এইরূপ দীনতা ও অযোগ্যতা যেখানে উপলব্ধি, সেইখানে কৃপারও উপলব্ধি। যিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণবে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদিগকে আপনজ্ঞান করেন, তাঁহাদের সুখেই নিজের সুখ বলিয়া জানিতে পারেন, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বা সম্মানকে নিজের প্রতিষ্ঠা বা সম্মান বলিয়া বরণ করেন, যাঁহার হরিগুরু-বৈষ্ণব হইতে পৃথক্ অবস্থান নাই, যিনি প্রভুর সুখকেই নিজের সুখ বলিয়া মনে করেন, তিনিই হরিভক্তি লাভ করিতে পারেন।

নিরপরাধে হরিনাম ও হরিকথা শ্রবণ করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং ক্রমশঃ হৃদয়ে বিচারপরতা বা কৃষ্ণবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। কপট করিয়া নিজেকে উচ্চাধিকারী বা রাগানুগ ভক্ত মনে করিলেই ভজন হয় না। প্রকৃত বৈষ্ণবতার পরমযুক্ত হইয়াও মহাজনের অভিধানে কার্পণ্য, আর্ত্তি ও দৈন্য দূর হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত ভক্ত-বৈষ্ণবের অভয়াকারী অকিঞ্চন শরণাগত নিবেদিতাত্মা নিজের সেবোন্মুখ নিজার শ্রীনাম উদিত হন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে ও বিচার অর্থাৎ মনন করিতে করিতে সেই ভাবনা দ্বারা জীব বিশেষভাবে যুক্ত হন অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধ লাভ করেন। তখনে কষ্ট নাই, শুধু পরমানন্দময়। শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে কর্ম্মমিশ্র-ভক্তি ও জ্ঞানমিশ্রভক্তি বা অন্যাভিলাষাদির কোন স্থান নাই। নিজে শুদ্ধ না হইলে ভজন শুদ্ধ হয় না। পরম ভজনীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈষ্ণবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আত্মশুদ্ধি। শ্রদ্ধা ও দৈন্য ভজনের মূল। যেখানে শ্রদ্ধা বা দৈন্য নাই, সেখানে অশ্রদ্ধা বা দাম্ভিকতা আছেই। ভগবৎসাক্ষিধ্যান ব্যতীত জাগতিক যত কিছু অভিমান—সব দাম্ভিকতা। ভজন জিনিষটী ভোগও নয় ত্যাগও নয়। ভজনের ফলটা কৃষ্ণ পান। নিজেও গ্রহণ না করিলে ভজন হয় না। কায়, মন ও বাক্য—এই ত্রিবিধ আনুগত্যই ভজন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবার জন্য যে নিজেকে বলি দেওয়া, এর নামই ভক্তি। জগৎ আনুগত্যে কৃষ্ণভজন হয়। ভজন বা সেবন একই কথা। ভগবদ্ভজন আর অন্যসেবন একই কথা।

আমরা যদি নিজে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারি, তাহা হইলে নির্ভীকভাবে সত্যকথা প্রচার করিতে পারিব না। সর্ব্বক্ষণ হরি-সুখের জন্য হরিস্মরণ করিতে হইবে, ইহাই প্রয়োজন। নিরন্তর গুরুসেবাময় নামকীর্ত্তন-প্রভাবে এই স্মরণ সম্ভব হয়। নামসংকীর্ত্তন-মুখে স্মরণ না হইলে নামীর সাক্ষাৎকার বা সেবাপ্রাপ্ত হয় না। এই নামকীর্ত্তন, নামাপরাধ-কীর্ত্তন বা নামাভাস-কীর্ত্তন নহে। শ্রবণবাধ হইলে কীর্ত্তনবাধ হইবে, আবার কীর্ত্তনবাধ হইলে স্মরণবাধ অবশ্যম্ভাবী। অশ্রদ্ধাই শ্রবণের বাধা। অশ্রদ্ধার অপর নাম কপটতা বা কৈতব। সেবোন্মুখতাই শ্রদ্ধা। মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তিরই সাধুসঙ্গে অনন্য-ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা কর্ম্মজ্ঞানাদি

ভাব কৃষ্ণরূপ হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। ভাগ্যবানে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

অন্য উপায়সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শুভোন্মুখী চিত্তবৃত্তাবলের। এই শ্রদ্ধা অন্ধবিশ্বাস নহে। যাহা অন্ধবিশ্বাসকে চিরতরে বিদূরিত করে, তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা ষড়্‌বিধ-শরণাপত্তি-লক্ষণান্বিতা। সেই শ্রদ্ধা হইতে শরণাগতি ঘটে। যাহার অশ্রদ্ধা বা সংশয় আছে, সে শরণাগতের অভিনয় করিলেও প্রকৃত শরণাগত থাকিতে পারে না। শরণাগতের অনন্যাসক্তিই লক্ষণ। তিনি প্রাকৃত অভিমান হইতে মুক্ত।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রদ্ধার ক্ষেত্র, আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র। শ্রদ্ধা বা আত্মনিবেদনের পর সাধুসঙ্গ বা শ্রবণাদি সাধনভক্তির আরম্ভ। সাধন পরিপক্ক হইতে হইতে অনর্থনিবৃত্তি হয়। ভজননৈপুণ্য লাভ করা দরকার। ভজননৈপুণ্য হইলে নিষ্ঠার উদয় হয়। সাধনযোগে অর্থাৎ আচার্য্যপ্রসাদে স্বরূপের অপ্রাপ্তি, অসত্তৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য—এই অনর্থগুলিকে শীঘ্র দূর করাই ভজননৈপুণ্য। গুরুসেবা-বৈমুখ্য বা সেবাবিমুখতাবশতঃই অবিদ্যাভিনিবেশ বা ভোগ্যচিন্তার উদয় হইয়াছে। তজ্জন্যই জীবের স্বরূপভ্রম এবং স্বরূপাজ্ঞানবশতঃ জীবের অন্তরে কামকল্পনার উদ্ভব হইয়াছে। গুরুপাদপদ্মাশ্রয় হইতেই সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। ভজনচাতুর্য্য হইতে অনর্থনিবৃত্তি ও স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটে। বৈমুখ্যই বন্ধন এবং সাম্মুখ্যই ভক্তি। সাধুসঙ্গ হইতেই ভক্তির উদয় হয়। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারেই সাধুসেবা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণের অনুশীলনই কৃষ্ণের সেবা। গোবিন্দভজনই সর্ব্বসিদ্ধি। কৃষ্ণই একমাত্র অনুশীলনের বিষয়। কৃষ্ণেতর বস্তুনিচয় অনুশীলনের বিষয় নহে, পরন্তু তাহা কৃষ্ণানুশীলনের বাধা। কৃষ্ণসেবাই নিত্যধর্ম্ম—এই বিচার না আসিলে ইন্দ্রিয়দ্বারা জগৎ ভোগ করিবার, বিশ্ব ভোগ করিবার প্রবৃত্তি আসিবে। জগৎ ভোগেরও বিষয় নহে, ত্যাগেরও বিষয় নহে। কৃষ্ণভোগ্য জ্ঞানবর্জ্জিত হইলে আমাদের ভোগত্যাগস্পৃহার চাঞ্চল্য থাকিয়া যাইবে। অনুকূলভাবে ইঁহার সহিত উহার মিলাইতে হইবে। স্বতন্ত্রতা সম্পূর্ণরূপে ছাড়িতে হইবে। বিন্দুমাত্র স্বতন্ত্রতা থাকিলে আমরা সর্ব্বনাশের পথিক হইব, আমাদের জীবনের সমস্ত উল্টাপাল্টা হইয়া যাইবে। আনুকূল্য-কৃষ্ণানুশীলনের নামই ভক্তি। আশিস্থা সাধনা ও সেবা করা এক জিনিষ নহে। আপনার সবটার বুদ্ধিই সেবার আবরণ। আপনার সত্তা, ভোগবৃত্তি বা প্রভুত্ব করা একই কথা।

সেবাই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবৎকৃপা। সেবাশিক্ষাই কৃপাশিক্ষা। কৃপাপাত্র ব্যক্তিই সেবক। সেবাই মঙ্গলতা, সেবাই প্রকৃত বাঞ্ছা।

সেবা বাস্তববস্তু। হরিসেবা প্রাকৃত বিত্ত বা দক্ষতা-লাভের ন্যায় ক্লেশকর ব্যাপার নহে। যখন আমরা হরিসেবায় প্রবিষ্ট না হইয়া ভক্তির হরিভজন বা অন্যাভিলাষে প্রবিষ্ট থাকি, তখনই আমাদের নিকট হরিসেবার কার্য্য ক্লেশকর ও কঠোর বলিয়া মনে হয় এবং তৎফলে ক্রমশঃ আমরা হরিসেবার দ্বার হইতে তফাৎ হইয়া অধিকতর অন্যাভিলাষে মগ্ন হইয়া পড়ি। যাঁহারা প্রকৃত হরিসেবামৃত-সিন্ধুর এক কণারও আস্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহারা কখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যদি অকপটে সর্ব্বতোভাবে হরিসেবা করিতে উদ্যত হইয়া কেহ অনিচ্ছায় কোনপ্রকারে নষ্ট হন বা ইহলোক ত্যাগ করেন, তথাপি তিনি হরিভজনের বহু অন্যাভিলাষপোষণকারী অপেক্ষা কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছে, আজ নাই তাহার সাঁতার শিখিবার ক্লেশ দূর হইবে এবং সে সাঁতার শিখিয়াও ফেলিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি জলেই নামিল না, সে সাঁতার কি করিয়া শিখিবে? সেইরূপ আমরা যদি সেবা বা আত্মনিবেদন না করিয়া আত্মনিবেদন বা সেবা কামনার অভ্যাসমাত্র পোষণ করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের আশা কোথায়? মঙ্গলময়কে বরণ না করিলে কি মঙ্গল পাওয়া যায়? মঙ্গলের হওয়াই মঙ্গল চাওয়া। হরিগুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্ম একমাত্র মঙ্গল। গুরু ও বৈষ্ণব হওয়া মঙ্গল নহে, তাঁহাদের পদধূলি হওয়াই প্রকৃত মঙ্গল। হরিভজনকারী যতটুকু বাস্তব হরিভজনের পথে চলিয়াছেন, যতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, বিধি-রুদ্রাদিও কেহই তাঁহার সেই অগ্রগতিটুকুকে বিনষ্ট করিতে পারেন না। যাবৎ তাহা সার্ব্বক্ষণিকভাবে সুপ্ত বা গুপ্ত থাকে, একদিন না একদিন সেই সুপ্ত বৃত্তি পুনরায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পড়িবে, তাহা চিরতরে বিনষ্ট হইতে পারে না। তবে একটা কথা—ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্তি-বিগ্রহের প্রতি বিদ্বেষ করিলে মঙ্গলের আশা নাই।

হরিভজনের অভিনয় অপেক্ষা ইচ্ছা অনেকটা ভাল। কিন্তু এই ভজনেচ্ছাটুকুই যদি লোকদেখান হয়, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে না। অসৎসঙ্গক্রমে এই সদভিলাষটুকুও নষ্ট হইয়া যাইবে। শুধু ইচ্ছা থাকিলে হইবে না। প্রথমে আত্মনিবেদন করা চাই—ভগবানের কৃপাবৃষ্টির মধ্যে পড়া চাই—গুরুপাদপদ্মে আত্মদান করা চাই। ভক্তির মূলে শ্রদ্ধা বা ভগবান্ ও ভক্তের প্রতি আত্মদান। ইহা যেখানে নাই, সেখানে ভক্তও নাই। আমরা কি চিরকালই গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্‌কে অবিশ্বাসই করিব? এমন পরম বান্ধবকে কি পরই ভাবিব? তাঁহাদের ভক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃপার প্রতি নির্ভরতা কি আমাদের আসিবে না? শুদ্ধবৈষ্ণব স্বতন্ত্র, তাঁহারা কৃপা না করিতেও পারেন,—দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিচার আমাদের হৃদয়ে আসিয়া তৎপাদপদ্ম হইতে আমাদিগকে কি বঞ্চিতই করিবে? যিনি স্বতন্ত্র, তিনি দিতেও পারেন, না দিতেও পারেন,—এ কথা ঠিক। কিন্তু একটা কথা—জননী স্বতন্ত্র বলিয়া তিনি তাঁহার শিশুকে স্তনপান করাইতেও পারেন, না করাইতে পারেন—এ কথাই কি ঠিক? জননীর কি স্নেহের অভাব আছে? সুতরাং দয়ালপ্রভুর কৃপার অভাব কি করিয়া হইবে? যিনি দয়ার সাক্ষাৎমূর্ত্তি, যাঁহার সবই কৃপা, তিনি কৃপা করিবেন না—এরূপ হইতেই পারে না। সাধুর শ্রীচরণে অপরাধহেতু আমরা তাঁহার কৃপাবর্ষণ হইতে অনেক দূরে চলিয়া যাইতেছি। সূর্য্যের কি কিরণ-বিতরণে কার্পণ্য আছে? কখনই না। চক্ষু মুদ্রিত থাকাকালে আলোর অভাব মনে হয়। যেখানে চক্ষু উন্মীলিত, হৃদয় উন্মুক্ত, সেখানে কৃপালোকের অভাব নাই। সকলেই ইহা বুঝিতে পারে। সরল, যিনি কৃপার কাঙ্গাল, যাঁহার অন্য কোন অভিসন্ধি নাই, তিনিই ইহা বুঝিতে পারিবেন। মাদৃশ কপটী কৃপার প্রতি কি করিয়া নির্ভর করিবে?

ভূতোদ্বেগ-প্রদান

যখন নিজেকে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হয়, নিজের কাম, মৎসরতা, প্রভুত্ব, হিংসা প্রভৃতি চরিতার্থ করিবার জন্য ইচ্ছা হৃদয়ে জাগে, তখনই অন্য প্রাণীকে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ দিবার ইচ্ছা হয় এবং তখনই তাহাকে দুঃখাহত হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনশিক্ষায় অসংখ্য বৈধী ভক্তির মধ্যে ভক্তদের বর্জ্জন-প্রসঙ্গে "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" —এই উপদেশ দিয়াছেন। ইহা শুদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ। ভক্তগণ জীবে দয়াপর, তাই তাঁহারা কোন জীবকে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ প্রদান করেন না। জীবে দয়াই বৈষ্ণবের প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা তোষামোদ করেন না। যাঁহারা জীবকে কোনরূপ উদ্বেগ না দিয়া, তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে কৃষ্ণোন্মুখ করিতে যত্নপর হন, তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণ শীঘ্রই সন্তুষ্ট হন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব মাদৃশ জীবের মঙ্গলের জন্য স্নেহপরবশ হইয়া আমাদের অকার্য্য ছাড়াইবার জন্য যে বাহ্যিক কথা বলেন, তাহা ভূতোদ্বেগ-প্রদান নহে, পরন্তু জীবে দয়ারই নিদর্শন। এই কৃপাশাসনের মধ্যে স্বার্থাভিমানের লেশমাত্রও নাই। জীবদুঃখকাতরতা হইতে জীবের প্রতি দয়া করিবার একটা প্রবল পিপাসা সেখানে তাহাকে এই জীবমঙ্গলকার্য্যে প্রণোদিত করে, এই কৃপাশাসন নিষ্কপট সেবানিষ্ঠ বৈষ্ণবগণেরই একচেটিয়া, অপরের ইহাতে অধিকার নাই। সুতরাং কনিষ্ঠ আমরা যেন, "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে" এই নির্দ্দেশ লঙ্ঘন না করি।

ভূতোদ্বেগ-প্রদান-বর্জ্জন ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। ইহাতে উদাসীন থাকিয়া যাঁহারা এই বিধি লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তি বা জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে মৎসরতা বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপরতাই স্থান পাইবে। যাঁহারা মহাপ্রভুর এই আদেশ নিজ জীবনে পালন না করিবেন, তাঁহারা কখনও ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। প্রাণিমাত্রে উদ্বেগদানকে সাধুগণ সেবাপরাধ, নামাপরাধ ও বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দাজন্যাদি অপরাধের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়াছেন, সুতরাং জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে জীবকে উদ্বেগ-প্রদানরূপ গর্হিত কার্য্য সকলেরই বর্জ্জনীয়, নতুবা ভক্তিহানি অবশ্যম্ভাবী। এই জীবে-দয়া-কার্য্যে ব্রতী হইতে হইলে প্রথমে নিজেকে দয়া করিতে হইবে। যে নিজেকে নিজে দয়া করে না অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ হরিসেবায় নিযুক্ত থাকে না, সে অপরকে দয়া করিবে কি করিয়া? হরিবিমুখ আর এক হরিবিমুখকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিতে পারে না। যাহার নিজের প্রভুত্ব-কামনা আছে, সে অপরকে সেবার সন্ধান দিবে কি করিয়া? প্রভুত্বকামী ব্যক্তি অপরের প্রতি প্রভুত্ব করিয়া তাহাদিগকে উদ্বেগ প্রদান করিয়া থাকে। দাস্যে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই দুরারোগ্য রোগ আমাদের মধ্যে আবিষ্কৃত থাকিবেই। নিজেকে সেবক বলিয়া প্রতীতি এবং সকলকে গুরু বলিয়া দর্শন হইলে আর কাহাকেও উদ্বেগ দিবার বা কাহারও প্রতি প্রভুত্ব করিবার দুর্ব্বুদ্ধি থাকে না।

এই মারাত্মক ব্যাধির হস্ত হইতে সাধুসঙ্গবলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। প্রভুত্ব-কামনা হৃদয়ে থাকিলে সেবার অভিনয়েও ভূতোদ্বেগ-প্রদানকার্য্য আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ-সাধন করে। অতএব জীবকে উদ্বেগ প্রদান ও জীবমঙ্গলের জন্য জীবের প্রতি কৃপাশাসন, এই দুইটিকে যেন আমরা একাকার করিয়া না ফেলি। বৈষ্ণবের জীবে দয়ার আবরণে আমরা যেন কাহারও শাসক হইয়া না পড়ি। আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাশাসন মস্তকে বরণ করিয়া যেন নিজে শাসিত ও শিষ্ট হইতে পারি। তাহা হইলে আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপা পাইব। আমরা পরস্পর পরস্পরকে সেবায় সহায়তা করিব, কাহারও কোন ক্ষতি করিব না বা কাহারও সেবার বাধা হইব না, এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে।

এই ভূতোদ্বেগ-প্রদানকার্য্যে যাহাদিগকে উদ্বেগ দেওয়া যায়, তাঁহাদের অবিদ্যা নষ্ট

তাবৎ ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা ভজনবাধে। চতুর্দ্ধী-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি নাম॥

আমাদের হইয়া যাই। সেথায় কিন্তু অসৎ-সঙ্গ বা দুর্ভোগবেগের কোন কথা নাই। ভক্তগণ পরোপকারী, তাঁহারা পরমোপকারী নহেন। ভক্তগণ হরিকীর্ত্তন করিয়া জীবের হরিবিমুখতা দূরীভূত করিতে চেষ্টা করেন। অনেকে বলেন—কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে শাসন করা উচিত নহে কি? পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্যই মঠবাস, ইহা একসত্য, কিন্তু তাহা যদি আপনজ্ঞানে না হয়; তাহা হইলে তাহাতে অসুবিধারই সৃষ্টি করিবে। সুতরাং এইরূপ বিচারও সংযত ও শাস্ত্রশাসিত হওয়া আবশ্যক। নতুবা হিতে বিপরীত হইতে পারে।

বৈষ্ণব অহিংসক, হিংসাবৃত্তি তাঁহার আদৌ নাই; কেহ তাঁহার অপকার করিলেও তিনি উপকার করিয়া তাহার প্রতিদান দিয়া থাকেন। প্রতিহিংসাবৃত্তি তাঁহার নাই। কেহ অজ্ঞতাবশতঃ হিংসা করিলেও বৈষ্ণবগণ তাঁহার মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ কৃপাময়, সুতরাং তাঁহাদের শাসনও জীবের প্রতি কৃপা। তাঁহারা যে বহির্ম্মুখ লোককে শাসন করেন, সেই শাসনের একমাত্র অস্ত্র—উক্তি। উক্তি বা উপদেশদ্বারাই তাঁহারা জীবকে শাসন করিয়া থাকেন। সেই আচার্য্যের কৃপা-শাসনের এত শক্তি যে, তাহা জীবের মনকে দমিত, নিয়মিত ও শাসিত করিয়া তাহাকে কৃষ্ণোন্মুখ করে। শারীরিক দণ্ডপ্রয়োগের দ্বারা জীবের চিত্ত শোধিত হয় না। সাময়িকভাবে তাহার দুষ্ট চিত্তবৃত্তি স্তব্ধ হইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু মঙ্গলময় হরিকথোপদেশের দ্বারা জীবের মন শোধিত এবং কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রোপদেশ ও সাধু বাক্যাদি জীবের অনর্থ ছেদন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের চরণে জীবের আত্ম-আকর্ষণ করে। সাধুর বাক্যবাণী এত শক্তিশালী!

প্রীতি বা দ্বেষ—উভয়ে আমাই বস্তু-বিশেষে অভিনিবেশ আনে। সেইজন্য ভগবদ্ভক্তগণ জাগতিক কোন বস্তু বা ব্যক্তি-বর্গের প্রীতি বা দ্বেষ করেন না, তাঁহারা গ্রহণ ও বিবর্জ্জনের দায় রাখেন না। যোগী যেরূপ জগতের সকল বস্তুকে ভগবানের না জানিয়া নিজে স্বতন্ত্র হইয়া সংযত থাকিয়া পৃথক্ তাহার ভোগ ত্যাগ করে, ভক্তের সেরূপ বর্জ্জন বা ভোগার্জ্জন নাই। তিনি সকলকেই ভগবৎসেবকজ্ঞানে পূজ্যবুদ্ধি করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব হরিবিমুখ অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সত্যের সঙ্গ করেন। সত্যেই তাঁহার প্রীতি, অসতে তাঁহার প্রীতি বা অপ্রীতি-অভিনিবেশ নাই। তিনি কৃষ্ণ-প্রীতিনিষ্ঠ।

মাতৃস্তন-পান শিশুকে পোক্ত পায়; যেমন তাহা পান করিলে তাহাকে বর্দ্ধিত হইতে হয়। মাতাপিতার শাসন সন্তান সাদরে লাভ করে, কিন্তু অপরের শাসন সে স্বীকার করিতে চায় না। কেন না, সেখানে অকৃত্রিম স্নেহ ও শুভাকাঙ্ক্ষা নাই। স্নেহরূপামৃত পরম্পরায় গুরুবৈষ্ণবের শাসন আমাদিগকে অসৎসঙ্গ ও মনের কদর্য্য কবল হইতে রক্ষা করে। এই তীব্রশাসনের মধ্যেও তাঁহাদের অজস্র কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হয়। একটুকু নিষ্কপট হইলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাই গুরুবর্গের শাসন সকলেই অকাতরে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। কিন্তু জীবের প্রতি অকপট আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষাহীন, সর্ব্বোপরি কৃষ্ণকার্য্যে বিরত কোন জীব যদি গুরুবর্গের মঙ্গলময় কৃপাশাসনের অনুকরণ করিয়া তাহা অপরের প্রতি প্রয়োগ করিতে যায়, তাহা হইলে অপরের মঙ্গল ত' হইবেই না, পরন্তু অমঙ্গলেরই সম্ভাবনা। সাধুগণ লোকের মঙ্গলের জন্য অপ্রিয়, তীব্র বেত্রোবাক্য প্রয়োগ করিয়া জীবের মনোব্যাধি ছেদন করেন—ইহাই জীবের প্রতি সাধুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃপার আদর্শ। সদ্বৈদ্য রোগীকে আপাত ক্লেশ প্রদান করিয়া, ঔষধ দিয়া যে পরিমাণে নিত্য শান্তি প্রদান করেন, সেই আপাত উদ্বেগ—উদ্বেগ-পদবাচ্য নহে, তাহা নিত্য শান্তিরই সোপান।

সাধুনিন্দক বা নির্ব্বিশেষবাদিগণ কৃপা গ্রহণ করে না। অতএব তাহাদের প্রতি উদাসীন থাকাই তাহাদের প্রতি কৃপা। অনর্থযুক্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি কৃপার পাত্র। গুরুবৈষ্ণবের আচার্য্য ব্যক্তিত্ব ও সাধারণের ব্যক্তিত্ব এক বা সমান নহে। সুতরাং তাহাদের অনুকরণ করা আদৌ উচিত নহে। দুর্ব্বল দুরাচারী ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিবার সময় সংযত বাক্যাদির দ্বারাই শাসনের বিধি। তাহাদের প্রতি দণ্ডপ্রহার, যষ্ট্যাঘাত বা অযথা তীব্র বাক্যবাণ প্রয়োগ বৈষ্ণবোচিত কার্য্য নহে। আমাদের একমাত্র শাসক গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্। সকল সময় অবৈধভাবে তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আমাদের উচিত নয়। তাঁহাদের আদেশ যথাযথভাবে পালনই আমাদের কর্ত্তব্য। হরিভজনপরায়ণ ব্যক্তি একমাত্র হরিসেবা-তাৎপর্য্যে অপরের সংশোধনের জন্য যদি স্নেহপরবশ হইয়া শাসন করেন, তবে সেই বাক্যও সংযত হওয়া প্রয়োজন। তাহা যেন শিষ্টাচারলঙ্ঘন করিয়া গ্রাম্যবার্ত্তার অন্তর্গত না হইয়া পড়ে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্নেহপরবশ হইয়া কাহাকেও সংশোধন করিতে গেলে যথেচ্ছাচারিতাবশতঃ যদি কেহ তাহা গ্রহণ না করেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার মঙ্গলের জন্য অনুরোধ করাই নিষ্কপট সেবকের কর্ত্তব্য। আমরা সকলেই আন্তরিকভাবে সহিষ্ণুতা সহকারে গুরুবৈষ্ণব-সেবার সহায়তা করিব, কাহাকেও উদ্বেগ প্রদান করিব না, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(০)::——

পরমার্থসেবকগণের অপরার্থ-বুদ্ধিহীন অকপট সেবাচেষ্টা কোনপ্রকারেই ব্যর্থ হইয়া যায় না। অপারমার্থিকগণই পারমার্থিক কোন কোন প্রচেষ্টার প্রকৃত তাৎপর্য্যে অনভিজ্ঞতা-বশতঃ তাহাদের উদ্দেশ্যে পরমার্থ-সেবকগণের চেষ্টার মধ্যে ব্যর্থতার সন্ধান করিয়া বসে মাত্র। অপরমার্থ-প্রচেষ্টারই আপাত সাফল্যেরও পরিণামে ব্যর্থতার করুণ পীড়ন অহরহঃ চলিতে থাকে—ইহা অপারমার্থিকগণেরই স্বীকারের বিষয়। পরমার্থ-সেবকগণের পরমার্থ-সেবাচেষ্টার মধ্যেও তাদৃশ ব্যর্থতার অনুসন্ধান-দ্বারা তাঁহারা অপারমার্থিকতার বিচারই আহূত হইয়া যায়। যখনই কোন পরমার্থ-উদ্যমের মধ্যে কোনপ্রকার ব্যর্থতার বেদনা আহূত হইবে, তখনই তাদৃশ চেষ্টাকে অবশ্যই অকপট অপারমার্থিক প্রচেষ্টা বলিয়াই জানিতে হইবে। পারমার্থিক ও অপারমার্থিক প্রচেষ্টার মধ্যে ইহাই অলক্ষ্য পার্থক্য

পরমার্থসেবকগণ তাঁহাদের পারমার্থিক প্রচেষ্টায় যে সাফল্য অনুভব করেন, তাহা জাগতিক অপরাপর ব্যর্থতাবিদ্ধ ক্ষুদ্র সাফল্যের সহিত সমজাতীয় নহে। অতীব ক্লেশকর উদ্যমে অভিলষিত উদ্দেশ্যসাধন তাদৃশ উদ্যমের অনাকাঙ্ক্ষিত ক্লেশেরই অন্বয় বা ব্যতিরেক পরিচয়মাত্র। কিন্তু পারমার্থিক উদ্যম নিজেই নিজে পুরস্কৃত। পরমার্থসেবকগণ তাঁহাদের পরমার্থ-উদ্যমের বিজাতীয় ফলাভিলাষহীনতায় উদ্যত ব্যর্থতার কোন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন না। নিজেই নিজের ফল হইলে তাহাতে ব্যর্থতা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? বস্তুতঃ পারমার্থিক কোন প্রচেষ্টার কোনপ্রকার ফলাফলদর্শনই নিজের অপারমার্থিক দুর্ব্বোধ্য ব্যর্থতার ব্যক্ত পরিচয়—নিজের পরমার্থ-হীনতার পরিচায়ক অলস প্রমাণ।

পরমার্থসেবকগণের প্রচেষ্টাকে অপারমার্থিকতার বুদ্ধিতে ব্যর্থ চেষ্টার জাগতিক উদ্যমের সহিত তাহার একাকার করিয়া জাগতিক ব্যর্থতারই সহিত পারমার্থিক সাফল্যকে বিজড়িত করা হইয়া যায়। প্রকৃত পারমার্থিক সাফল্য কখনও আধ্যক্ষিক উদ্যম-ফলাফলাদির সহিত অনুস্যূত নহে। পরমার্থসেবকের সেবাচেষ্টা জাগতিক প্রাকৃতদর্শনে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইলেও প্রকৃত পারমার্থিক সাফল্যলাভ হওয়ার আদৌ বাধা নাই। পারমার্থিক-সাফল্য কখনও সাফল্যের আকারে দৃষ্ট না হইলেই তাহা কিছু অস্বীকার্য্য হইয়া যায় না। পারমার্থিক সাফল্য নিশ্চয়ই অপারমার্থিকগণের বিচারে নির্ণেয় নহে।

অপারমার্থিকগণ পরমার্থসেবকগণের যে সাফল্যের বিচার করেন, তাহাও বস্তুতঃ অপারমার্থিক ব্যর্থতারই পরিচয়মাত্র। তাহাতে জাগতিক দক্ষতা বা সাংসারিক বুদ্ধিমত্তাকেই অভিনন্দন প্রদান করা হয়। অপারমার্থিকতার ইহাই অপরিহার্য্য লক্ষণ। পারমার্থিক সাফল্য কখনই তাদৃশ ব্যাপার হইতে পারে না। অপারমার্থিকতার উপর পারমার্থিক উদ্যমের কার্য্যকারিতা বা সাফল্য আরোপিত হইলেই এতাদৃশ বিচার আহূত হয় এবং এজন্যই অপারমার্থিকগণ পরমার্থ-প্রচেষ্টার সহিত জাগতিক উদ্যমের সংযোগ-কামনায় কপট সহযোগী সাজিয়া পারমার্থিকগণের সংশোধক হইতে চায়। কোন পরমার্থসেবক যদি ত' আমার বিচারে অত্যন্ত হিতসাধক পরমার্থবিরোধীর নিকট অবাধাকারী ভাবেই অকাতরে হরিকথা কীর্ত্তন করেন বা তাহার মঙ্গলের জন্য আরও অনলসপ্রযত্নভাবে বহু প্রচেষ্টা প্রদর্শন করেন, কিন্তু তাহাতে কি তাঁহার জাগতিক দক্ষতা বা সাংসারিক বুদ্ধিমত্তাহীনতায় তাঁহার পারমার্থিক উদ্যমের ব্যর্থতা বুঝিয়া লইতে হইবে? পারমার্থিক সাফল্য আদৌ তাদৃশ আন্তিকতার পরিচয় নহে। পারমার্থিক প্রচেষ্টাকে কখনই জড়ীয় স্থান-কাল-পাত্র বিফল করিয়া দিতে পারে না। অপারমার্থিক উদ্যমই তাদৃশ ব্যর্থতার অভিজ্ঞতায় সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হয়। বস্তুতঃ পারমার্থিক উদ্যম নিজে নিজেই সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ এবং অনন্ত তাহাকে জড় জাগতিকতার সংযোগদ্বারা পুষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না।

— —

জাগতিক স্থান-কাল-পাত্রের সংযোগ-দ্বারা আবদ্ধ পারমার্থিক সাফল্য আর্জ্জিত হইবে—ইহা পারমার্থিক-উদ্যমহীনতায় বা অপারমার্থিকতায় বিচারিত হয় মাত্র। সর্ব্বতোভাবে পারমার্থিক না হওয়া পর্য্যন্ত পারমার্থিক-সাফল্যের অবিমিশ্রতা ধারণার অভাবে তাদৃশ বিচার অন্যাদিক আহূত হইতে থাকে। নিজের পারমার্থিক সৌভাগ্য বিকশিত না হইলেই নিজের তাদৃশ পারমার্থিকতার দৈন্যের উপর অপরাধের কালাকালিমা আরোপিত হয়। আমি নিজে যে পরিমাণে অপারমার্থিক ব্যর্থতায় নিপীড়িত থাকিব, সেই পরিমাণে নিজের পারমার্থিক সাফল্যের কারণ অন্যান্য-পূরণে পারমার্থিকতার মহানতা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে চাপিয়া বসিবে। ইহাই নিজের উপর পারমার্থিক সাফল্যের অভাবে অপারমার্থিক ব্যর্থতার কালিমাকারিতার পরিচয়। পারমার্থিক সাফল্যের বিচার তাদৃশ ব্যাপারে আদৌ ন্যস্ত নহে।

— —

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

পারমার্থিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা বুঝিতে না পারা পর্য্যন্ত প্রকৃত পারমার্থিক সাফল্যের সহযোগিতার বিচারে অন্যের অধিকার নাই। জড়ীয় ব্যবহারের আবদ্ধ থাকাকালে পারমার্থিক সাফল্যকে বিপর্য্যস্ত দুঃখ হয়। যাহারা পারমার্থিক সাফল্যে অবহিত নহে, তাহারা কখনই প্রকৃত পারমার্থিক সাফল্যকে জড়সাফল্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিবার বিচার বুঝিতে পারে না। পারমার্থিক সাফল্য —পারমার্থিক সাফল্যই, তাহাতে অপারমার্থিকতার সাফল্যের গন্ধও প্রয়োজন নাই। তাদৃশ বিচারপ্রবণ আমার পারমার্থিক-গণের সাফল্যকেও পরিমাপ করিয়া দেখিবার অধিকার নাই। অপারমার্থিকতার বিচারই বাহাদের বিজড়িত আছে বলিয়া তাহার দ্বারা চিরদিন পারমার্থিক উন্নতির সাফল্য সহযোগিতা লভ্য নয়।

পারমার্থিকতাই পারমার্থিক উন্নতির সাফল্যের সহায়ক। প্রকৃতির কার্য্যকারিতাই পারমার্থিক সাফল্যরূপে বিচারিত হইবে। কাহারও প্রকৃতি নিজেই তাহার প্রচেষ্টার অনুকূলা বলিয়া স্বীকৃত হয় না। নিজের পারমার্থিক সাফল্যকে অপারমার্থিকতার সহিত একাকার করিলেই অপারমার্থিকতাকে পারমার্থিক সাফল্যের জনক বলিয়া ভ্রান্ত বিচার গৃহীত হয়। বস্তুতঃ পারমার্থিক প্রকৃতির কার্য্যকারিতাই অপারমার্থিকতার উপর আরোপিত হয় বলিয়া তাদৃশ বিচার মনে স্থান পায়। আবার জাগতিক কার্য্যসমূহে আবার প্রকৃতির কার্য্যকারিতাই আবার পারমার্থিক সাফল্যের অনুগামী হইলে তাহাদিগকে আবার পারমার্থিক সাফল্যের নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। তাহারা নিজের অবিমিশ্র পারমার্থিক সাফল্যের উপাদানকারণরূপে পারমার্থিকতারই একমাত্র সমস্ত অধিকার বিচার্য্য।

অতএব স্থান-কাল-পাত্রের দ্বারা যাহার পারমার্থিক উন্নতি সফল বা বিফল হইতে থাকে, তাহার পারমার্থিক অনধিকারই বিচার্য্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপার তাদৃশ অনধিকার নিবৃত্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত পারমার্থিক সহকারিতার অনুভূত হইলে জাগতিক আর কিছু নিজের পারমার্থিক নিত্যসাফল্যকে ব্যাহত করিতে পারে না। তখন নিজের পারমার্থিক উন্নতে নিজের জাগতিক দুঃখ অহঙ্কারিতার আকাঙ্ক্ষা না থাকায় নিত্যই সর্ব্বোত্তম সফলতালাভিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদারতার আশ্রয়ে তাঁহার সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাফল্য স্বতঃই নিশ্চিত হয়—জাগতিক ব্যর্থতার পরিচর্য্যার তাঁহাকে আর সফলতা-বিফলতার পরীক্ষা দিতে হয় না।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে বিরহ মহোৎসব

গত ১৬ই শ্রাবণ, ১লা আগষ্ট, শনিবার শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব ও পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণলীলা-মহামহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে প্রভাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, শিক্ষাষ্টক ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ অনন্তানন্দ সেবাবিগ্রহ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণকালে দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতোপলক্ষে অবস্থানের সময় শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাসুযোগ ও কৃপালাভ এবং পরবর্ত্তী কালে শ্রীব্রজমণ্ডলে আসিয়া শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সঙ্গলাভ ও ঐকান্তিক ভজন-পরায়ণতা প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেন। অনন্তর ভক্তগণ শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, নিশান প্রভৃতি লইয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকান্তে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী সাংখ্য-কাব্য-পুরাণ-তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের ভুবনমঙ্গলী সন্ন্যাসলীলা-গ্রহণের তাৎপর্য্য-বর্ণনমুখে আচার্য্যবৃন্দের অহৈতুকী জীবে দয়ার বিষয় বিশেষভাবে বর্ণন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, শিক্ষাষ্টক ও বিরহসূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর চরিত্র-আলোচনামুখে তাঁহার রচিত সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা, শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর রচিত শ্রীভাগবতসন্দর্ভের আকর-গ্রন্থ প্রভৃতির দ্বারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জগতের পারমার্থিক ও ব্যবহারিক আচরণ-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন ও উপযোগিতা প্রভৃতি এবং তাঁহার বিভিন্ন চরিত্রপ্রসঙ্গ হইতে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আলোচনা করেন।

বিবিধ সংবাদ

ভারতের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ৩১শে আগষ্ট মধ্যরাত্রি হইতে ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম এক ঘণ্টা অগ্রগামী হইবে। পূর্ব্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ দিবালোকের সুবিধার জন্য ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই নূতন সময় দেশে প্রচলিত হইবে এবং উহা গ্রীণউইচ মিন টাইম হইতে সাড়ে ছয় ঘণ্টা অগ্রগামী থাকিবে।

জনৈক আইনের সংশোধন

জনৈক ব্যাপারে কোনরূপ বিলম্ব বা অসুবিধা এড়াইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ভারতরক্ষা আইনের অনুসারে জনৈক আদেশ জারীর পূর্ব্বে অথবা পরে কোন গৃহে প্রবেশ ও তল্লাসীর ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য জনৈক সম্পর্কিত আইনের সংশোধন করিয়াছেন। প্রধানতঃ দোকান এবং আবাসগুলি সম্পর্কেই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

ইতিপূর্ব্বে জনৈক সম্পর্কিত আইনে কোন অফিসার যে ব্যক্তির উপর জনৈক আদেশ জারী করিতে দিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যাহাতে সম্পত্তি লুকাইবার চেষ্টা না করিতে পারে, তজ্জন্য তাহার বাড়ী পরিদর্শন অথবা তল্লাসী করার ক্ষমতা তাহার ছিল না। অধিকন্তু সম্পত্তি এবং যে সম্পত্তির বিষয়ে সংবাদ দাবী করা হইয়াছে, সেই সম্পত্তি সম্পর্কে এইরূপ ক্ষমতা বিষয়ক অন্যান্য আইন আছে, কিন্তু কোন কোনটির ফাঁকে আছে, বিবেচনায় কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে গৃহে প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতার জন্য জনৈক আইন সংশোধন বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

হংকং-এ অবস্থিত ভারতীয়গণ

হংকং-এ জাপানীরা ও চীনাগণকে সামরিক কার্য্যে যোগদান করিতে বাধ্য করিয়াছেন। বহু ভারতীয় সৈন্যকে আবার জাপানে পাঠান হইয়াছে; সেখানে তাহাদিগকে দিয়া প্রভূত কাজ করান হইতেছে, যাহাতে জাপানীরা রণক্ষেত্রে যাইবার জন্য ছাড়া পায়।

কিছুদিন আগে জনৈক ভারতীয় মহিলা সর্ব্বপ্রথম হংকং হইতে পলায়ন করিয়াছেন; তিনিই এই খবর দেন। হংকং-এ তিনি গ্রেপ্তার হন।

সমস্ত ভারতীয় ছাত্র, ব্যবসায়ী ও পুলিশকে সামরিক কার্য্যের জন্য নাম তালিকাভুক্ত করাইতে বাধ্য করা হইয়াছে। তাহাদিগকে "ভারতীয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ" (স্বাধীনতা সঙ্ঘ)-এর হংকং শাখায় যোগদান করিতেও বাধ্য করা হইতেছে। যাহারা এই নির্দ্দেশ পালন করিতেছে না, তাহাদিগকে তাহাদের জাতি-পরিচয়পত্র দেওয়া হইতেছে না। বৃটিশ, মার্কিণ, ডাচ এবং দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রের লোক ছাড়া আর সকলকে এই পরিচয়পত্র দেওয়া হয়; এই পরিচয়পত্র বলে চাউল ও আটা কিনিবার টিকিট পাওয়া যায়।

বহু সহস্র ইহুদী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

উক্ত 'টাইম এণ্ড টাইড'-এর সংবাদে প্রকাশ যে, অধিকৃত ফ্রান্সে ৩১ সহস্রাধিক ইহুদী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'আর্য্যদের অধিকারভুক্ত করা হইয়াছে।' অবশিষ্ট ইহুদী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি (উহাদের সংখ্যা প্রায় ২১৫৮ হইবে) অচিরেই সমস্ত 'আর্য্য অধিকারভুক্ত' হইবে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় প্রতিষেধক ও অব্যর্থ ঔষধ। নিরাশ, রোগী সম্পূর্ণ আশাহত এবং বৃদ্ধ পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থায় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৫০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান :-

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিভিন্ন গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "প্রতিবেদন"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্তাজ্ঞ সাত্বত প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১৪ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৫শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১০ই আগষ্ট, ইং ১৯৪২, সোমবার | ১১৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ শ্রীধর, পর্ব্ব সর্ব্বাণ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:o:(*):o:——

আগে আত্মনিবেদন, তৎপরে শ্রবণ-নামী ভক্তকিন আরম্ভ। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্য হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণের জন্য সচেষ্ট থাকাই আত্মনিবেদনের লক্ষণ। বিক্রীত পশু যেরূপ নিজপালনে চেষ্টা করে না, তদ্রূপ। কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুগত থাকা এবং নিজ-ইচ্ছাকে কৃষ্ণের ইচ্ছার অধীন করাও আত্মনিবেদনের লক্ষণ। আত্মনিবেদন বা শরণাগতি না থাকিলে ভজন হইতে পারে না। কৃষ্ণাশ্রিত না হইলে কি কৃষ্ণসেবা হয়? কৃষ্ণাশ্রিতই ত' কৃষ্ণসেবক। আশ্রিত বা অধীনকেই সেবক বলা হয়। অধীনতা, আনুগত্য বা দাস্যই সেবকের স্বরূপলক্ষণ। যে আশ্রিত নহে, সে ত' স্বতন্ত্র বা কর্তৃ-অভিমানী। স্বতন্ত্র হইয়া সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবা কি করা হইবে? দুই জন স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না; একজনকে submit করিতেই হইবে। নিজকে submit করিবে না, অন্যেরই submission দরকার; নতুবা বিভাগ অসম্ভব।

———

আনুগত্যই প্রভুভক্তের প্রাণ। যাঁহার প্রভু আছেন, তিনিই ভৃত্য। 'প্রভুর আমি'-অভিমান ভৃত্যমাত্রেরই আছে। যেখানে এই অভিমান বা সম্বন্ধ নাই, সেখানে ভৃত্যত্ব কোথায়? অভিমান না থাকিলে কিছুই হয় না। প্রাপঞ্চিক অভিমানে জগতে বাস হয়; আর বৈকুণ্ঠাভিমান বা 'ভক্তের আমি', 'সাধুর আমি', 'শ্রীনামের দাস আমি'-অভিমানে বৈকুণ্ঠে বাস, ভক্তিতে বাস বা অবস্থান হয়। দাস-অভিমানে প্রভুর সঙ্গ এবং প্রভু-অভিমানে দাস বা ভোগ্যের সঙ্গ হইয়া থাকে। ভোগ্য-সঙ্গই যোষিৎসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ। সেব্য-সঙ্গই সৎসঙ্গ। হরি, গুরু, বৈষ্ণব, শ্রীধাম, শ্রীনাম, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীভক্তভাগবত ও শ্রীগ্রন্থভাগবত—ইঁহারাই সেব্য সৎ। অসৎ বা ভোগ্য-দর্শনে অসৎসঙ্গ হয়। ভক্ত বা গুরু-দর্শনে অসৎসঙ্গ নাই। সেখানে কৃষ্ণস্মৃতিই প্রবল। কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দর্শন—প্রভুদর্শনই ভক্তিদর্শন। ভক্তি জিনিষটা গুরুকৃষ্ণের ভৃত্য হওয়া তাঁহাদের সেবা। তাহাতে প্রভুত্বের—কর্তৃত্বের—বহুব্যবহার—স্বতন্ত্রতার—ব্যাবহারিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের কোন কথা নাই।

———

কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানুরাগই ভক্তি। রাগে রুচি দরকার। এই রুচি—হ্লাদিনীর কৃপা। রুচিভাগই জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্মে লইয়া যায়। রাগাত্মিক বা রাগানুগ ভক্তের সঙ্গ ও কৃপায় শ্রীকৃষ্ণভজনে যোগ্যতা লাভ হয়। সাধু বা মহতের কৃপাশক্তিসঞ্চারিত না হইলে ভজনে উন্নতি হয় না। হৃদয়ে বিষয়চিন্তা প্রশ্রয় পাইলে বিষয়বিগ্রহের চিন্তা স্থান পাইবে না। যাঁহার দর্শনে বা স্মরণে সেব্য-বিগ্রহ ছাড়া আর কিছু নাই, তিনিই সৎ। সত্যের সঙ্গ হইলে কৃষ্ণে মতি নিশ্চয়ই হইবে। সদাভিমানীর যথার্থ সঙ্গের ফল পাওয়া যাইবে না। সঙ্গ করা অর্থে আশ্রয় করা। সতীই সঙ্গ করে। প্রভু আশ্রিত বা সেবককেই সেবা দেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"জীবের পক্ষে রাগতত্ত্বই সহজ, বিচারতত্ত্ব সহজ নয়। রাগতত্ত্বেই যাহা উদিত হয়, তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভজন-তত্ত্ব।" পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও বলিয়াছেন—"যাঁহারা বিচারমার্গ গ্রহণ করিয়া কেবল অতন্নিরসনে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তির কথায় প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। মায়াবাদাদি নিরসনপূর্ব্বক ভ্রম-প্রমাদাদি নির্মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজত্ব লাভ পর্য্যন্ত বিচারমার্গের চরমগতি।"

প্রভোদয়ের পূর্ব্বে সাধুগণের শ্রীমুখে যে হরিগুণগান শ্রবণ করা যায়, তাহাই প্রথম শ্রবণ। সেই শ্রবণের ফলেই শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয়ের পর আগ্রহের সহিত সাধুগুরুর নিকট যে হরিকথা শ্রবণ, তাহাই দ্বিতীয় শ্রবণ। সাধনকালে সাধুগুরুর শ্রীমুখ হইতে কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ করিতে করিতে সিদ্ধকালের শ্রবণ উদিত হইয়া থাকে। কোন কোন সৌভাগ্যবান্ জীবের জন্মের প্রাক্তন সুকৃতিবশতঃ প্রথম হইতেই শ্রদ্ধা দেখা যায়।

শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী ভক্তির প্রধান অঙ্গ। এই তিনটীর মধ্যে আবার কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রধান। কীর্ত্তনের মধ্যে অন্যান্য অঙ্গগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে। এই হরিকীর্ত্তনে যেরূপ চিত্ত নির্ম্মল হয়, সেইরূপ আর অন্য কোন উপায়েই হয় না। কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণগুণাদি বর্ণন, গ্রন্থপাঠ, গান, স্তবপাঠ, প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির দ্বারা কীর্ত্তন হয়। এই কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেইজন্য এই কলিতে সুমেধোগণ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীনামকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলা প্রভৃতিও বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হওয়া দরকার। তাহা হইলে শ্রীনাম সহজেই উদিত হইবেন। কৃষ্ণের না হইলে—কৃষ্ণদাসানুদাস-অভিমান হৃদয়ে না জাগিলে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন হয় না। হরিকীর্ত্তন-ফলে শ্রীহরি কৃপাপূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্যে উদিত হইয়া নিজে সেবককে সঙ্গ ও সেবা দান করেন। এই সেবা বা ভক্তি পরমসুখময়ী। সেবায় দুঃখের লেশমাত্র নাই। সেবক দুঃখী নহে, সেবক—সুখী। কৃষ্ণদাস অভিমানে যে সুখসিন্ধু আছে, কোটী ব্রহ্মানন্দ-বিচারী কোটী ব্রহ্মানন্দও সেই আনন্দের একবিন্দুরও তুল্য নহে। হরিসংকীর্ত্তনেই সেই আনন্দাম্বুধি প্রকাশিত ও বর্দ্ধিত হয়।

কীর্ত্তনপ্রভাবেই স্মরণ হয়। যেখানে কৃষ্ণস্মৃতি নাই, সদ্দর্শন নাই, সেখানে ভোগ ও ত্যাগ বা বিদ্বেষ আছেই। সদ্দর্শনই ভক্তি, বিষয়দর্শনই অভক্তি। স্মরণ পঞ্চবিধ—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি। যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম স্মরণ, পূর্ব্ব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করত সামান্যাকারে মনে ধারণের নাম ধারণা, বিশেষরূপে রূপাদি-চিন্তনের নাম ধ্যান, অমৃতধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম ধ্রুবানুস্মৃতি এবং ধ্যেয়-মাত্র স্ফূর্ত্তির নাম সমাধি। আমি কৃষ্ণদাস—এইরূপ অভিমানই দাস্য; ইহা সেবকমাত্রেরই থাকিবে।

———

শ্রীহরিকথায় ও শ্রীহরিনামে রুচি সকল মঙ্গলের মূল। শ্রীনামে প্রথমে আমাদের রুচি হয় না; কিন্তু সর্ব্বক্ষণ আমাদের

সহিত হরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে ইঁহাদের স্ফূর্ত্তি হয় এবং ইঁহাদের কৃপা পাওয়া যায়। ইঁহার সাক্ষাৎ ভগবান্, সুতরাং পরম শ্রদ্ধার সহিত ভগবৎসেবার প্রতি-মূর্ত্তি জ্ঞানে ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই সেবাবৃত্তি আমাদের নিকট উদিত হয়। কিরূপে ইঁহাদের সেবা করিতে হয়, তাহা ইঁহার-সেবকের হৃদয়ে আপনা হইতেই উদিত হয়। বহু জীবের প্রথমে অনবধান ও অন্য চিন্তা আসা কিছুই বিচিত্র নহে, কিন্তু তজ্জন্য হতাশ না হইয়া সর্ব্বক্ষণ আদর ও আর্ত্তির সহিত ইঁহার কীর্ত্তনই মঙ্গল হয়। শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিমান। ইঁহার কল্পতরু, কারণ তিনিই শ্রীভগবান্। সর্ব্বদা শ্রবণ থাকা-কালে, শ্রীনাম ও নামী যে অভিন্ন, তাহা বুঝিবার যোগ্যতা আমাদের হয় না। যাহাতে শ্রীনামের কৃপা হয়, তাহাই সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। কীর্ত্তনমুখেই শ্রবণও হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়।

অত্যাহারেই জীবের মৃত্যু হয়। কৃত্রিম-ভাবে ইন্দ্রিয় জয় করা যায় না। সেবোন্মুখ-ভাব দ্বারাই অনায়াসে সকল ইন্দ্রিয় জয় হয়। জিহ্বাবেগ বা বাক্যবেগ দমিত হইলেই অন্যান্য বেগও দমিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-অধরামৃত পান ও শ্রীকৃষ্ণ-গুণকীর্ত্তন-সুধা পানের দ্বারা মনোরঞ্জিত হয়। বৈষ্ণব ষড়্বেগজয়ী গোস্বামী। বৈষ্ণবই—বেদজ্ঞ। তিনি নির্দ্দোষ। তত্ত্বই গুণী। প্রকৃত গুণীকে দোষী মনে করা অসূয়া; ইহা বৈষ্ণবাপরাধ। ইহার ফল জীবন। অসূয়া-কারীর বিনাশ অনিবার্য; সুতরাং কাহারও নিন্দা ও সমালোচনা না করিয়া, গুণগ্রাহী ও আত্মশোধনে তৎপর হইয়া সাধুজনের আনুগত্যে সেবাময় জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। ছোট, বড়—সকল ভক্তের নিকট কৃপা ভিক্ষা করতঃ দীন কাঙ্গাল হইয়া কৃপাভিক্ষামুখে অনুক্ষণ সেবাই মনোকাঙ্ক্ষী থাকাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

হরিকীর্ত্তনই জীবের একমাত্র কার্য্য। সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করিলেই ভগবদিতর কার্য্য বা চিন্তা আপনা হইতেই থামিয়া যাইবে। অনুক্ষণ ভগবানের কথা স্মৃতিপথে না থাকিলে ভোগ বা ত্যাগের চিন্তা জীবকে বিপথগামী করিবে। কপটতা পরিত্যাগ না করিলে [illegible] হয় না। নিষ্কপট দুঃখ ও দুঃখ [illegible] না হইলে প্রকৃত সত্য উপলব্ধ হয় [illegible] প্রকৃত বৈষ্ণব নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট মনে করেন। যাহারা হরিসেবা করে না, তাহারাই শোচনীয়। ভোগবুদ্ধিতে বিষয় গ্রহণ করাই শোচনীয়।

—·—

'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ' শ্লোকের আরাধ্য-পদে শ্রীল প্রভুপাদ রাধার সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনার কথা বলিয়াছেন। বিরহী থাকিলে ভাবাবেগ হইবে না। যাঁহারা কৃষ্ণের আত্মকর্ষক স্বরূপ হইতে চান, তাঁহারাও বিরহী। শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলে ভোগ হইতে মুক্তি ও মুক্তিবাসনা হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অকিঞ্চন না হইলে নিষ্কপট নিষ্কিঞ্চনের আরাধ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গের সেবা লাভ করা যায় না। কৃষ্ণের সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কৃষ্ণের সংসারে প্রবিষ্ট হওয়া যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে না পারিলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারী না হইলে আমরা ভাগবত সম্প্রদায় মহাপ্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব। ভজনপ্রণালী, কামিনী ও কনকপ্রতিষ্ঠার নিন্দুক নহেন। ভোগী ও ত্যাগী কখনও হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারে না। নিষ্কিঞ্চন না হইলে হরিকীর্ত্তন হয় না। অর্থপ্রবৃত্তি হইলে অনর্থনিবৃত্তি আপনা হইতে হইয়া থাকে। কেবল পরোপদেশে পণ্ডিত হইলে হইবে না, নিজেও শ্রবণকীর্ত্তন-অনুশীলনে অগ্রসর হইতে হইবে, আচারবান্ হইতে হইবে। আমি নিজে যতটুকু ভজনে কতটুকু অগ্রসর হইয়েছি, তাহা সর্ব্বক্ষণ বোধিত হইবে। বর্ণাশ্রম অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তের বিলাসের জন্য চেষ্টান্বিত থাকাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

আত্মধর্ম্ম ও সেবাধর্ম্ম

——::(:০:)::——

বদ্ধ-অর্থে বিমুখ। নিত্যবদ্ধ জীবগণ অনাদিকাল হইতে ভগবৎপরাঙ্মুখ, আর নিত্যমুক্ত জীবগণ, অনাদিকাল হইতে ভগবদুন্মুখ। জীব বলিতে জীবের দেহ বা মন নহে; আত্মাই জীব। জীব চেতন, তাহার আবরণ আছে। ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানা-ভাবে ভগবৎপরাঙ্মুখ, আর সম্বন্ধজ্ঞান-লাভ-দ্বারা ভগবদুন্মুখ প্রকাশিত হয়। ভগবদুন্মুখ জীবসকল অন্তরঙ্গা শক্তির অনুগৃহীত নিত্য-ভগবৎপার্ষদ। নিত্যবদ্ধ জীবসকল ভগবৎ-পরাঙ্মুখতাবশতঃ বহিরঙ্গা শক্তির অধীন হওয়ায় সেই ছিদ্র পাইয়া মায়া তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া সংসারে আবদ্ধ করিয়াছে। যাহারা বিমুখ হইয়াছে, ভগবৎসাম্মুখ্যদ্বারা তাহাদের বিমুখতা যাইবে। সর্ব্বই সেবা; নিরন্তর উৎসব করা দরকার—সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। অন্তর্দ্দশনে না হইলে সঙ্গ হয় না। সাধুজনের সঙ্গই প্রকৃত উৎসব। সেবোন্মুখ ব্যক্তি অপরের সঙ্গ করিতে পারে না। মনের ইচ্ছা অপ্রাকৃত ও অপ্রকাশ বিজ্ঞানিক সেবাবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য যায় না। সাধু-সঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনপ্রভাবে ইহা স্বতঃই উদ-চিত্তে উদিত হয়। ভগবৎকৃপা মূর্ত্তি ধরিয়া সাধুরূপে বিরাজমান। কৃষ্ণোন্মুখ বা কৃষ্ণ-সেবকই সাধু। তাঁহাদের সঙ্গ না হইলে কৃষ্ণসাম্মুখ্য—কৃষ্ণসাক্ষাৎকার বা কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। অর্থাৎ কৃষ্ণ-বিমুখতা যায় না।

তারল্য জলের নিত্যস্বভাব। কিন্তু জল যখন কোন নৈমিত্তিক কারণবশতঃ বরফে পরিণত হয়, তখন তাহার কাঠিন্যই স্বভাব বলিয়া বোধ হয়। জলের এই কাঠিন্যরূপ নৈমিত্তিক স্বভাবটী নিসর্গ; উহা জলের নিত্যস্বভাব নহে, কিন্তু তৎকালে স্বভাবের মতই দেখাইয়া থাকে। জীবের বদ্ধাবস্থায় যাহা কিছু প্রবৃত্তি সবই নৈসর্গিক বা জাত প্রবৃত্তি। 'দৈহে আত্মজ্ঞান—সব নৈসর্গিক। এই ভাব, এই মদ—এইসব ভ্রম।' জীবাত্মা শুদ্ধাবস্থায় একমাত্র কৃষ্ণসেবাতৎপর, ইহাই তাহার স্বভাব। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিলে সে অসুবিধায় পড়ে। তখন দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ তাহার জাগতিক অভিমান প্রবল হয়। ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই সমস্ত দুঃখের মূলকারণ। এই ভগবদ্বহির্ম্মুখতারূপ মূলকারণ দূরীভূত করিবার চেষ্টা না করিয়া ভগবদ্বহির্ম্মুখতাকে বাড়াইয়া তোলা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বা চেতনের ধর্ম্ম নহে। হরিকথার অভাবই সমস্ত অমঙ্গলের বীজ বা মূলকারণ। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারাই জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। ভগবৎকথামৃত যাঁহারা আচার করিয়া প্রচার করেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে কৃতি অর্থাৎ মহাবদান্য। হরিকথা-কীর্ত্তনের ন্যায় বদান্যতা বা সেবাধর্ম্মের দ্বিতীয় উদাহরণ আর নাই। হরিকথার দ্বারা জীবের আত্মার নিত্যকল্যাণ হয়—জীবের নিত্যস্বরূপগত কৃষ্ণসেবাবৃত্তি উদ্বুদ্ধ ও উদ্বোধিত হয়। আর ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, রোগীকে ঔষধদান প্রভৃতি করিলে বদ্ধজীবের স্থূলদেহের তাৎকালিক মঙ্গল হয়।

যে ধর্ম্ম দেশকাল পাত্রের অধীন, তাহা জীবের স্বধর্ম্ম নহে, তাহা অন্যায় ধর্ম্ম, নৈসর্গিক ও পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম। তাহা জীবের নিসর্গ, স্বভাব নহে। নিত্যস্বভাব দেশ ও কালদ্বারা প্রভাবিত হয় না। এরূপ সেবা বা ভক্তিকে শ্রীমদ্ভাগবত অহৈতুকী বা অপ্রতিহতা বলিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের কেহই বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মারী ও ব্যাধি উপলক্ষ্যে দুর্গত জীবকে সেবা ধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করেন নাই। তাঁহারা জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিয়া ত্রিতাপের মূলবীজ ধ্বংস করত তাহাকে সেবানন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত করিবার জন্য বদ্ধ করিয়াছেন। যে-কোন অবস্থাতে থাকিয়াই সেবাধর্ম্মে নিবিষ্ট থাকা যায়। নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়া কেহ বিশ্বকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব বা বিধাতার বিধানকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। এরূপ চেষ্টা করিতে যেয়ে বৃথাই শ্রম করা হয়। আমাদের এতাদৃশ চেষ্টা কুকুরের লাঙ্গুল সোজা করিবার চেষ্টার ন্যায় বৃথা প্রয়াস নয় কি? আমরা কি মনে করিয়াছি—সমুদ্র শুকাইলে পরে পার হইব? দেশ স্বাধীন করিয়া জগতের মহামারী, দুর্ভিক্ষ তাড়াইয়া পরে হরিভজন করিব? জগতের অভাব-অসুবিধা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, দারিদ্র্য ও বিপ্লব—এ সকল ত্রিতাপ। এই দেবীধামের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের কারাগারে ইহা নিত্যঘটনা, সংসার-কারাগারের কয়েদীগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট দণ্ড। এই সকল কোন কালে কেহ নিবৃত্তি করিতে পারেন নাই বা কোন কালে কেহ পারিবেনও না। বহুজীবসেবার নামে জীবহিংসা করা উচিত নহে। কৃষ্ণবিমুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা। সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া আমি যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণসেবাই যে আমার একমাত্র নিত্য সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধজ্ঞানটী সদ্গুরুর নিকট হইতে লাভ করিয়া নিজ আত্মীয়-বিচারে প্রত্যেক জীবের নিকট ভগবৎকথা কীর্ত্তনদ্বারা তাঁহাদের স্বরূপজ্ঞান উদ্বোধন করিয়া তাহাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করা কর্ত্তব্য। ইহা জীবসেবা নহে, পরন্তু জীবে দয়া ও ভগবৎসেবা। যেখানে ভক্তি, সেখানে জীবে দয়া আছেই। আর অভক্তের জীবহিংসা স্বাভাবিক। সেবাধর্ম্ম জীবাত্মার স্বাভাবিক বা সনাতন; সুতরাং তাহা নিত্যসিদ্ধ।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

সুকৃতিমান্ জীব ব্যবহারিক দারিদ্র্য বা ঐশ্বর্য্য, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অধীনতা, মৃত্যুশয্যা বা ভজিতত্ত্ব যে-কোন অবস্থাতেই থাকুন না কেন, ধর্ম্মের পরশমণির স্পর্শমাত্রেই যেমন স্বর্ণের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ সেই জীবেরও হরিকথা-শ্রবণপ্রভাবে সেবাধর্ম্মের উদয় হইবে। হরিকথা শ্রবণদ্বারা জীবের বহু দিনের সঞ্চিত অবিদ্যারাশি নিবৃত্তি হইবে এবং আগন্তুক অনর্থরাশির উপশমে নিত্য-সিদ্ধ স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভগবৎসেবা ফুটিয়া উঠিবে। ভগবৎসেবাকে অভ্যাস বা বাহিরের কোন বিধানে উপায়ে লাভ করা যায় না। সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনপ্রভাবে ইহা স্বতঃই প্রকাশিত হয়। এই নিত্যসিদ্ধভাবের প্রকট করিবার চেষ্টাই সাধন। কলিকালের লোক অল্পায়ু, অলস, মন্দমতি, বিষ্ণুমূঢ় ও রোগাদির দ্বারা আক্রান্ত। ইহাদের জন্য হরিকীর্ত্তনই একমাত্র ব্যবস্থা। অনেকে মনে করেন, শরীর অসুস্থ হইলে কি হরিভজন করা যায়? ভক্তের বিচার এরূপ নহে। ভগবান্ যে অবস্থায় রাখেন, ভক্ত তাহাতেই সুখী। যাহাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা নাই, যাহারা স্বভাবতঃ ভক্ত ও স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ, তাহাদের দেহ স্বাস্থ্যের দ্বারা সুখ বা দুঃখ কারণেও তাহারা ভগবদুন্মুখ হইবে না। আমরা

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

সেবার সরলতা লাভ করিয়া আরও বাড়িবে। অনুসরণ করিবে, বিষ্ণুবিরোধ করিবে, কখনও অকর্ম বিকর্ম, কখনও অজীব প্রতিষ্ঠার সংগ্রহে লিপ্ত হইবে। যিনি হরিকথাসেবক, তিনি সুস্থ বা অসুস্থ—সকল অবস্থাতে অনিচ্ছাসত্ত্বে থাকিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। সুস্থ হরিসেবা করিবে, অসুস্থ করিবে না; ধনী করিবে, দরিদ্র করিবে না—এরূপ কোন কথা নাই। যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, সেই ভাগ্যবান্ জীবই যে-কোন অবস্থায় হরিভজন করিবেন,—'শ্রদ্ধাবান্ জন ভক্তি-অধিকারী।'

সর্বক্ষণ হরিকথা কীর্তন করিতে হইবে—হরিসেবা করিতে হইবে। নিরন্তর প্রভুর সঙ্গ না হইলে নিজ সেবকসত্তা সংরক্ষণ করা যাইবে না—প্রভুত্বাভিমান আমাদের দাসাভিমানকে খর্ব করিবে। তাহাতে সেব্যসঙ্গ, সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গের পরিবর্তে অসৎসঙ্গ বা ভোগাসঙ্গই কাম্য হইয়া পড়িবে। হরিকথা-কীর্তনে যুগপৎ স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা সাধিত হয়। সেইজন্য মহাপ্রভু 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' বলিয়া সর্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্তন করিতে আদেশ দিয়াছেন। ভগবানের এই কৃপাদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিলে সম্পূর্ণ মঙ্গল হইবে না। কৃষ্ণের না হইলে কি কৃষ্ণকীর্তন করা যায়? যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত, তাঁহারা সমস্ত জীবকে ভগবানের সম্বন্ধে অর্থাৎ জীবমাত্র ভগবানের দাস, সুতরাং তাহাদের প্রভুর সম্বন্ধে যাহার সেবা—এই জ্ঞান দর্শন করিয়া হরিকথা-কীর্তনদ্বারা তাহাদের সেবা বিধান করেন। ভগবৎসেবায় আত্মিক ব্যক্তির ইহাই লক্ষণ। ভক্তি সাধকের বলে—এসম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুকে ভক্তির অর্থ এইরূপ শিখাইয়াছিলেন,—

অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা, ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

ভগবৎপ্রবর শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'তৎপরত্ব'-শব্দের অর্থ আনুকূল্য, 'সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত'-শব্দের অর্থ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, 'নির্মল'-শব্দে জ্ঞান-কর্মাদির দ্বারা অনাবৃত। জড়-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চেষ্টা হয় সবই আত্মাভিলাষ। উহার মূলে প্রাকৃত ভোগ-পিপাসা বা ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠাশার গন্ধ আছে। সুতরাং এই জড়-দেহের সেবা বা জড়-ইন্দ্রিয়তর্পণকে সেবা বলা যাইতে পারে না। উহা হৃষীকেশের সেবা নহে—হৃষীকের সেবা নহে—বহির্মুখ জড় দেহ-মনের ভক্তি-প্রতিকূল চেষ্টা।

প্রেম বা ভক্তি অপ্রাকৃত বস্তু। জড়-চেতনে অজড়চেতনে প্রেম হয়। জড়ে জড়ে, অচেতনে অচেতনে বা চেতনে অচেতনে প্রেম হয় না; উহা কাম। কাম নানা মূর্তি ধরিয়া লোককে প্রতারণা করে। কখনও অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থূলভাবে দেহেতে আকর্ষণ বা স্ত্রী-পুরুষের কামরূপে, কখনও আহার ত্যাগ, পরোপকারিতা, আত্মদান, মাতৃস্নেহ, সাধুভাব, দেশপ্রীতি প্রভৃতি সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্নভাবে উদিত হয়। মাতৃস্নেহ, সমাজপ্রীতি, দেশপ্রীতি, পরোপকার, অন্নদান ও বস্ত্রদান প্রভৃতি কার্যে যদি নিজসুখ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। অনেকে দেশের শান্তির জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা যে যাহাই করি, তাহা ভগবানের জন্য না হইলে সেবা হইবে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম'-নাম॥

যেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্রও হৃদয়ের কোণে বিরাজিত, সেইখানেই কাম। জড় জড়ে যে প্রীতি, তাহা কাম ছাড়া আর কিছুই নহে। একটী বদ্ধজীব আর একটী বদ্ধজীবের জড়দেহের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যস্ত। উহাকে কাম ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু একটী ভগবদুন্মুখ জীব যখন আর একটী জীবাত্মার কৃষ্ণসেবাবিমুখতা-দর্শনে ব্যথিত হইয়া হরিকথা-কীর্তনমুখে সাধু ও শাস্ত্রের উপদেশদ্বারা উহাকে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তখন ঐ বৃত্তিকে প্রেমের প্রাণরক্ষা বলা যাইতে পারে। কিন্তু চিৎ ভগবানের প্রতি অণুচিৎ জীবের যে প্রীতি—এইটুকু আকর্ষণ, তাহাই সেবা; সেই সেবার পরিপক্বাবস্থাই প্রেম। যেরূপ বৃক্ষমূলে জলসেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই সঞ্জীবিত থাকে; সেইরূপ একমাত্র শ্রীভগবানের সেবার দ্বারাই সকলের, সব দেবতার ও চরাচর যাহা কিছু, প্রত্যেকের সেবা হয়; কেন না, প্রত্যেক প্রাণীতে ভগবান্ অন্তর্যামিরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভগবান্ সেবিত হইলে, প্রভু সন্তুষ্ট হইলে প্রত্যেক প্রাণীই তুষ্টি লাভ করেন। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।' ভগবৎসম্বন্ধ বাদ দিয়া বা ভগবৎ-বিমুখ হইয়া কোন কাহাকে অনুরাগ বা সেবা করা যাইতে পারে না। সর্বজীবেই ভগবানের অধিষ্ঠান; সুতরাং যেখানে ভগবান্ নাই, সেখানে সেবাও নাই। ভগবানের সেবার দ্বারা—সকলের সেবা হয়, ইহাতে পৃথক অন্যাভিলাষ নিষ্প্রয়োজন। তথা গোস্বামী বা মহোদয় নহে। এরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, আমার শরীর পুষ্টির উদ্দেশ্যে পাকস্থলীতে আহার দিতে হয়; অন্যথা আর কোন উপায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার,
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, শনিবার হইতে ৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার বর্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিং বডির সেবা-উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীভাগবত-শ্রবণ-মন্দিরে বার্ষিক শ্রীহরি-স্মরণ-মহোৎসব-উপলক্ষে অখিল-লোক মঙ্গলের জন্য মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-তিথিপূজা কীর্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্তন ও মহোৎসব হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে গভর্ণিং বডির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে মহোৎসবপঞ্জী প্রদত্ত হইল। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক—গৌড়ীয়-মিশন

উৎসব-পঞ্জী

৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, শনিবার	শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।
৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট, রবিবার	শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণোৎসব।
৯ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট, বুধবার	শ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।
১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস।
১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	শ্রীনন্দোৎসব।
২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর, রবিবার	শ্রীঅন্নদা-একাদশীর উপবাস।
২৯শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব, শ্রীঅদ্বৈত-শক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।
৩১শে ভাদ্র, ১৭ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীললিতা-সপ্তমী।
১লা আশ্বিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত।
৪ঠা আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, সোমবার	শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা-একাদশীর উপবাস, শ্রীবামন-দ্বাদশীর উপবাস ও শ্রীবামনদ্বাদশীব্রত।
৫ই আশ্বিন, ২২শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	গৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুরধিক-শততম বর্ষপূর্তি-প্রকট-মহোৎসব ও সাধারণ মহা-মহোৎসব।
৬ই আশ্বিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, বুধবার	শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ও শ্রীঅনন্ত-চতুর্দশী-ব্রত।
৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব। প্রৌষ্ঠপদী পৌর্ণমাসী। সংকীর্তনোৎসব-পূর্ণাহুতি।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

ঊষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্তন।
পূর্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, তাৎপর্য-ব্যাখ্যা ও সংকী[র্তন]।
মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান।
অপরাহ্ণে—ভক্তিগ্রন্থপাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা।
সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-ব্যাখ্যা বা পরমার্থ-বিষয়িণী বক্তৃতা।
রাত্রিতে—সংকীর্তন, মহাপ্রসাদ সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

* বিবাহোৎসব ও উপদেশ-দিবস এই ২ দিবস পরিবর্তনযোগ্য।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-৪১৩০০০-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য		
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵	প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৭৲
ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	এক কলম	৩৫৲
এক কলম	১২৲			

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপত্তন হইতে প্রকাশিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-পঞ্চশতপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গীরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগোত্তীর্ণ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

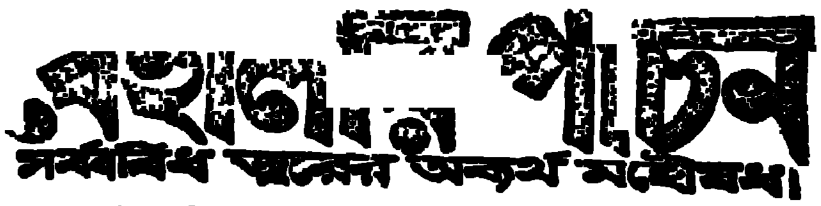

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আমাদের কথার সার্থকতা কি না। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণ

বিবিধ সংবাদ

বিমানযোগে আগত আশ্রয়প্রার্থীদল

প্রকাশ যে, সরকারীভাবে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিমানযোগে ব্রহ্ম হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের প্রায় সঠিক সংখ্যা দেওয়া এখন সম্ভবপর।

বর্ত্তমান সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৯ই মে পর্য্যন্ত বিমানযোগে মোট ১১,২১০ জন আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে। রেঙ্গুন, বাসিন, মাগুই এবং রেমায়ো হইতে কলিকাতায় বিমানযোগে যে সব আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা ৫,১১৬, মিটকিনা হইতে আসামে পৌঁছিয়াছে ৬০২৪ জন প্রথমোক্ত আগন্তুকের মধ্যে ১,৮০০ জন ভারতীয় এবং ৩,০৬০ জন শ্বেতাঙ্গ ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। শেষোক্ত আগন্তুকের মধ্যে ২,১১৫ জন ভারতীয়, ২১১ জন শ্বেতাঙ্গ, ২'৫১৬ জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ৪০৮ জন ব্রহ্মবাসী।

ইরাণের নূতন মন্ত্রিসভা

প্রাদেশিক আলি সোহেইলি ... ফুরুঘীর স্থলে মালী সোহেইলির স্থলে ইরাণের প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই তাঁহার মন্ত্রিসভার তালিকা প্রকাশ করিবেন। মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যের পদত্যাগের পর আলি সোহেলি গত বুধবার পদত্যাগ করেন। তেহারাণের বৃটিশ ও রুশ মহল বিশ্বাস করেন যে, নূতনভাবে মন্ত্রিসভা চুক্তিবদ্ধ মানিয়া চলিতে মিত্রপক্ষের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগীতা করিবে।

পেট্রল নিয়ন্ত্রণে সমস্যা

শনিবার ১লা আগষ্ট হইতে পেট্রল নিয়ন্ত্রণের কঠোরতার ফলে কলিকাতার বেসামরিক মোটর গাড়ীর মালিকদের এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে অতঃপর কলিকাতার জনসাধারণের এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা বিভিন্ন যানবাহন প্রতিষ্ঠান কিভাবে সম্পন্ন করিবেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইতিমধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি আমীর আলি ও বিচারপতি রক্সবার্গ সাইকেল যোগে হাইকোর্টে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই কার্য্য ভবিষ্যৎ সঙ্কটে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশক সন্দেহ নাই।

নিউজিল্যাণ্ডে ভূমিকম্প

নিউজিল্যাণ্ডে প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছে। ২রা আগষ্ট রবিবার প্রাতঃকালে উত্তর দ্বীপের সমস্ত দক্ষিণ অংশ প্রবলভাবে বিচলিত হয়। বিষয় সম্পত্তির কিছু ক্ষতি হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত হতাহতের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কম্পন অনেকক্ষণ স্থায়ী হইলেও, উহা গত ২৪শে জুনের মত প্রবল হয় নাই।

বৃটেনে মার্কিণ বিমান নায়কগণ

মার্কিণ সৈন্যবাহিনীর বিমানবহরের অধিনায়ক মেজর জেনারেল কার্ল স্পাটস্ অত্র বৃটেনে নিম্নলিখিত মার্কিণ জেনারেল আফিসারগণের উপস্থিতি ঘোষণা করেন :—

মার্কিণ বিমান সার্ভিস কম্যাণ্ডের নায়ক মেজর জেনারেল ডবলিউ, এইচ, ফ্রাঙ্ক মার্কিণ বোমারু বিমান কম্যাণ্ডের নায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফ্রাঙ্ক ও ডি, হান্টার মার্কিণ বিমান ঘাটি কম্যাণ্ডের নায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস্টর্ট সি, কার্ডি এবং সৈন্যবাহিনীর বিমানবহরের সেনাপতিমণ্ডলীর কর্ত্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডানকান।

বৃটেনে লোকবলের অভাব

বৃটেনে লোকবলের অত্যন্ত অভাব হেতু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত বৃটিশ নরনারীকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। ১৯৪০এর বিদেশীদের রেজেষ্টারী অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আছে ২,৯১,৪৫১ জন ইংরেজ, ৪,৪১,০২২ জন কানাডিয়ান। ১,৫৮,২০২ জন আয়ারের নাগরিক এবং ৩০,১৮০ জন উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসী।

বাংলায় ব্যাধির প্রকোপ

গত ২৭শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত হাওড়া জেলায় ৭২ জন, কলিকাতায় ১৪৪ জন এবং চট্টগ্রামে ৫৫ জন ব্যক্তি কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। ২৪ পরগণা ও দার্জ্জিলিংএ যথাক্রমে ৭১ এবং ৭৮ জন ব্যক্তি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়। কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল।

পাটনায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ

জানা গিয়াছে যে, ১লা আগষ্ট হইতে পাটনায় সিনেমা হাউসগুলিতে একটিমাত্র শো হইতেছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ আদেশ কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সচিত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "প্রতিলেখ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ ১৫ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৬শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ১১ই আগষ্ট, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার | ১১৫৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ শ্রীধর, শিব প্রভাত, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—:•:(•):•:—

আমরা হরিভজনের জন্য আসিয়াছি—একথা সত্য, কিন্তু হরিভজনে আমাদের উন্নতি কেন হইতেছে না, তাহা আমরা একবারও চিন্তা করি কি? হরিভজন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে হরির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া চাই। শরণাগতই সম্বন্ধযুক্ত। শরণাগতই উত্তম। শরণাগতি যেখানে নাই, সেখানে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা আছেই। শরণাগতিই ভক্তের প্রাণ। অকিঞ্চনতাই প্রকৃত শরণাগতি। শরণাগত কৃষ্ণৈকশরণ। শরণাগত দৃঢ়চিত্ত বলিয়া কোন বাধাই তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না, পরন্তু বাধা আসিলে তাঁহার দৃঢ়তা আরও বাড়িয়া যায়। আমরা যাহাকে বিঘ্ন বলি, শরণাগত ভক্ত তাহাকে ভক্তিবৃদ্ধিকারক ধাত্রীর পরিপোষক বলিয়া জানেন। সুবিধা-অসুবিধা, বিপদ্-সম্পদ্, সুখ-দুঃখ—সবই ভগবানের কৃপা, ইহাই তাঁহার সহজ উপলব্ধি। ইহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। সাধুকে তাঁহার অটল বিশ্বাস। তাঁহার ভয় নাই। সেইরূপ বলবান্ সাধুর সঙ্গে হৃদয়ে বল লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ই সব চেয়ে বলশালী। তাঁহার চরিত্র অকপটে কেহ শ্রবণকীর্ত্তন করিলে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ও তাঁহার পরম হিতার্থী হন। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের শিষ্য হইতে হইবে—তাঁহাকে প্রভুরূপে বরণ করিতে হইবে। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত হইতে হইবে। সেব্যের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ না করিলে কেহই নিজ সত্তা সংরক্ষণ করিতে পারে না।

——

শাসনযোগ্য ব্যক্তিই শিষ্য। যিনি শাসিত হন, তিনিই শিষ্য; আর যিনি শাসন করেন, তিনি শ্রীগুরুদেব। ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন না হওয়াতে আমাদের এত বাধা-বিপত্তি। সাধুগুরুকৃপায় যুগপৎ বিঘ্নাশ ও অভীষ্টপূরণ হয়। কিন্তু সাধুগুরুর নিকট আসিয়াও আমাদের অসুবিধা কাটিতেছে না কেন? সাধুগুরুচরণে শরণ না লওয়াই তাহার একমাত্র কারণ। ভক্তাপরাধতঃ ভগবদ্-অভিন্নতনু শ্রীগুরুদেবে আমাদের মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও গুরুতর অহঙ্কারের বিদূরিত হইতেছে না; তাই আমরা তাঁহার শ্রীচরণে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণও করিতে পারিতেছি না। যাঁহার কৃপা আমাকে রক্ষা করিবে, যিনি ছাড়া আমার বান্ধব ও রক্ষক কেহ নাই, আমি যাঁহার ভৃত্যানুভৃত্য, সেই কৃষ্ণপ্রিয় শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে যখন সুদৃঢ়বিশ্বাস আমার আসিতেছে না, তখন মঙ্গল কি করিয়া হইবে?

——

নিজেকে প্রভুর ভৃত্য বলিয়া জানাই সম্বন্ধ। নিজেকে প্রভু বলিয়া জানা সম্বন্ধ নহে, তাহা বন্ধন। 'প্রভু আমি' বন্ধনযুক্ত, আর 'প্রভুর আমি'ই বন্ধনমুক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত। সম্বন্ধের পরে অভিধেয় অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তব্য নির্ণয় এবং অনুষ্ঠান। সম্বন্ধ ও অভিধেয় পরস্পর অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট। প্রভুর হইলে প্রভুসেবার জন্য ব্যস্ততা স্বাভাবিক। সম্বন্ধ ব্যতীত অভিধেয়-নির্ণয় হয় না। আবার অভিধেয়-যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না। যদি কোন বালিকা বিবাহের পর পতিগৃহে গমন না করে বা তথায় গমন করিয়াও পতিসেবা না করে, তাহা হইলে তাহার পতির প্রতি আসক্তি বা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে না। যখন ভার্য্যা পতিগৃহের কার্য্যগুলি অত্যন্ত আপনবোধে প্রাণপণে করিতে থাকে, নানা প্রকার অভাব-অসুবিধা, রোগ-শোক ইত্যাদি উপস্থিত হইলেও পতিগৃহের কার্য্যগুলি দৃঢ়তা, আসক্তি ও রুচির সহিত করিতে পশ্চাৎপদ হয় না বা কষ্টবোধ করে না, তখনই প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। তদ্রূপ আমাদেরও গুরুগৃহে আসিয়া তাঁহার সেবাকার্য্যে আপনবোধ না হইলে সম্বন্ধভাবে গুরুসেবা কি করিয়া হইবে? প্রভুর সহিত ভৃত্যের যেখানে সম্বন্ধ, সেখানে ভৃত্য প্রভুর প্রীতির উদ্দেশ্যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে। ভক্ত ও অভক্তের বাহ্যানুষ্ঠানে কোনও পার্থক্য দেখা না গেলেও অন্তর্নিষ্ঠা ও উদ্দেশ্যে আকাশ পাতাল-ভেদ আছে। ভক্ত প্রত্যেক কার্য্যই প্রভুর সুখের জন্য করেন, আর অভক্ত ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-সুবিধার জন্য যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে। নিজ সুখপরতা যেখানে, সেখানে সতীত্ব বা ভক্তি নাই। ভগবানই আমাদের নিত্যপতি। ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সেই পতির সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন। শ্রীগুরুদেবই এই সম্বন্ধজ্ঞান দান করেন। এই সম্বন্ধজ্ঞানের নামই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান বা অপ্রাকৃত-জ্ঞান।

——

নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধানই জীবের স্বরূপধর্ম; নিরন্তর সেবা করিয়াও সেবায় অতৃপ্তিই শুদ্ধভক্তি। শ্রীগুরুকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ না করিলে ভক্তাধিকারই আমার নিত্যকৃত্য—ইহা উপলব্ধি করা যায় না। ভগবৎপ্রীত্যনুসন্ধানই ভক্তজীবনের মূলমন্ত্র এবং ইহাই সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা ভক্তিকে অভীষ্টলাভের উপায়মাত্র বলেন। তাঁহারা বলেন—মুক্তিলাভের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত ভক্তির আবশ্যকতা। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন—মুক্তির পরই প্রকৃত ভক্তি আরম্ভ হয়। মুক্তগণই শুদ্ধভাবে ভগবানের ভজন করেন। শিষ্য নিত্যকাল শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে ভগবান হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ভগবানের আশ্রয়-জাতীয় প্রকাশ-বিগ্রহ বলিয়া জানেন।

——

বাহ্যবেশ দেখিয়া বৈষ্ণবতা ঠিক করা যায় না। কৃষ্ণৈকনিষ্ঠাই বৈষ্ণবতা বা সাধুতার স্বরূপলক্ষণ। যিনি নিষ্কপটে সত্য-সত্যই শ্রীভগবানের ইচ্ছাপূরণ চান, শ্রীভগবান্ও তাঁহার নিকট মহাগুরুরূপে আবির্ভূত হন। আমার আর্ত্তি ও ব্যাকুলতা দেখিলে সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান্ আমাকে ভক্তপথে চলিবার সুযোগ প্রদান করিবেনই। সুতরাং নিষ্কপট প্রার্থনার ফলে ভগবৎ-কৃপায় প্রাপ্ত শ্রীগুরু বা আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত ও তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ ভজনপথে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

যিনি সরল ও নিষ্কপট, যাঁহার সেবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য কোন অভিসন্ধি নাই, যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবৎকৃপার প্রতি নির্ভর করিতে পারিয়াছেন, তিনি নিশ্চিন্ত রহেন। তিনি

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

বিধাতার সকল বিধানকে অবনতমস্তকে কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রভুর সুখেই তাঁহার সুখ, তজ্জন্য তাঁহার কোন কষ্ট নাই। প্রভুর প্রত্যাবর্তনের জন্য সংকটিত কষ্টকে তিনি সুখ বলিয়া জানেন।

জগৎ দুই প্রকার,—একটী চিজ্জগৎ, অপরটী জড়জগৎ। ভগবান্‌কে যাহারা ভুলিয়া গিয়া মায়াবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার বাসনা ভোগ করে, তাহাদের জন্যই জড়জগৎ। জড়জগৎ মায়াকারাগার। এখানে মায়া ভগবদ্বিমুখ জীবগণকে নানাপ্রকার শাস্তি প্রদান করিয়া ভগবদুন্মুখ করিতে যত্ন করেন। এ জগৎ ক্লেশে পরিপূর্ণ। এখানে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকাদি তাপে বদ্ধজীবগণ সর্বদাই ক্লিষ্ট হইতেছে। এজগতে সুখ নাই। এখানে সুখের যে একটু আভাস দেখা যায়, তাহাও দুঃখের রূপান্তর মাত্র। এ জগৎ কেবল রোগ, শোক, ভয়, জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এখানে অবিদ্যা, অস্মিতা, অভিনিবেশ, রাগ ও দ্বেষ—এই পঞ্চবিধ ক্লেশে জীবগণ সর্বদাই ক্লিষ্ট হইতেছে।

জীব জড় নহে, চেতন। জীবের স্বরূপে নিরানন্দ নাই, দুঃখ-কষ্ট নাই। ভগবানের যেরূপ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ আছে, তদ্রূপ জীব ও নিত্য চিদ্বিগ্রহবান্। ভগবদ্বহির্মুখ অপরাধবশতঃ জীবের সেই চিদ্দেহের উপর দুইটী আবরণ পড়িয়াছে,—প্রথমটী লিঙ্গাবরণ, দ্বিতীয়টী স্থূলাবরণ। স্থূলদেহ যে সকল কর্ম করে, তাহার ফলকে সঙ্গে করিয়া সূক্ষ্মদেহ দেহান্তর লাভ করে। এইরূপে বদ্ধজীব চৌরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিতেছে।

জড়জগতই জীবের অধোগতি। অপরাধবশতঃ জীবের এই বদ্ধদশা উপস্থিত হইয়াছে। মায়ার মোহে মোহিত হইয়া জীব স্বরূপের স্বদেশের কথা ভুলিয়াছে। জড়সঙ্গবশতঃ আর যেরূপ বিরূপগ্রস্ত হইয়াছে, সেইরূপ সে স্বদেশের বিকৃত প্রতিফলনস্বরূপ এই মায়ার জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। জীবের স্বরূপের দেশে আহারের প্রয়োজন নাই, বিশ্রামের প্রয়োজন নাই, মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হয় না। তথায় শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই। সেখানে কোনপ্রকার অভাব অসুবিধা নাই। তথায় যে কাল আছে, তাহা চিন্ময় ও সদা বর্তমান। সেখানে ভূত ও ভবিষ্যৎ নাই। তথায় নিত্যানন্দ বর্তমান। যাঁহারা নিত্যকাল সেখানে বাস করিতেছেন, তাঁহারা নিত্যমুক্ত। নিত্যভগবৎসেবাই তাঁহাদের কৃত্য। তাঁহারা ভগবানের অনন্তলীলার সহায়কারী। ভগবান্ যখন নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রপঞ্চে আসেন, তখন অনেক নিত্যমুক্ত জীবও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এজগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা এজগতে আসিলেও, বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ হইলেও তাঁহারা বদ্ধ হন না। তাঁহারা ভগবানের সঙ্গেই আসেন, আবার চলিয়া যান। তাঁহারা ভগবানের পার্ষদ। তাঁহারা অন্য সময়ও এজগতে আসিয়া জীবগণকে কৃপাপূর্বক ভগবদ্বার্তার কথা জানান। ভগবান্ দয়াময়, জীবগণ ক্লেশ পাইতেছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন।

বদ্ধজীব উচ্চাবচ চৌরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিতে করিতে মানবজীবনে সাধুসঙ্গ-কৃপায় শ্রদ্ধা লাভ করে। শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। শ্রদ্ধা উদিত হইলে জীব ব্যাকুল হইয়া পড়ে। শ্রদ্ধাবান্ জীব কি করিয়া অনর্থ দূর করিতে পারেন—ইহা চিন্তা করিয়া যাঁহার অনর্থ নাই, এইরূপ সাধুর অনুকূল সঙ্গ ও কৃপা প্রার্থনা করিতে থাকেন। শ্রদ্ধাবান্ জীবের নিকট কৃষ্ণেচ্ছায় সাধুর স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপ শ্রদ্ধাবান্ জীব সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজনক্রিয়া করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হন। তখন তাঁহার উত্তরোত্তর ভগবানের সেবায় রুচি হইতে থাকে এবং সাধুতে প্রীতি, আসক্তি বা টান প্রবল হইতে থাকে। এইরূপে চলিতে চলিতে ভগবানে তাঁহার আসক্তি হইতে থাকে। তখন আর তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এই পর্যন্তই সাধন। তাহার পর ভাব এবং ক্রমে প্রেম লাভ করিয়া সেই জীব কৃতকৃতার্থ হন।

বর্তমান কলিযুগে জীবের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অত্যন্ত দুর্গত জীবগণকে কৃপা করিবার জন্য, তাহাদিগকে প্রেমের বন্যা স্বধামে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয়জন শ্রীবৈষ্ণবগণ এজগতে আগমন করিয়াছেন। কেবল শ্রদ্ধামাত্র দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা জীবকে চরম সম্পত্তি প্রেমধন-দানে প্রস্তুত। জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের এই দয়ার তুলনা নাই। এজগৎ হইতে উদ্ধারের হেতু একমাত্র শ্রীগৌরনিত্যানন্দের দয়া। জীব যাহারা অপহৃত-জ্ঞান হইলেও—তাহার বর্তমানে কোন গুণ বা যোগ্যতা না থাকিলেও যদি 'হে কৃষ্ণ আমি তোমার', এই বলিয়া সে ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়, তাহা হইলেই তাহাকে কৃষ্ণ উদ্ধার করিবেন। 'আমার কোনও যোগ্যতা নাই, তবুও তোমার কৃপা চাহিই, কৃপা না হইলে আমার আর উপায় নাই',—এই বলিয়া প্রপন্ন হওয়া ছাড়া আর অন্য কোন গতি নাই। ইহাই দুর্গত, বদ্ধ পতিত জীবের একমাত্র সম্বল।

ভক্তিতেই প্রকৃত সুখ

——::(:০:)::——

উত্তমা ভক্তিই শুদ্ধভক্তি। আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। ভক্তির চরম অবস্থাই প্রীতি। প্রীতিই জীব-জীবনের মুখ্য প্রয়োজন বা চরম তাৎপর্য। চেতন প্রীতি বা আনন্দ ছাড়া থাকিতে পারে না। সেই জন্য সকল জীবই আনন্দের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। মোক্ষকামিগণ মোক্ষকে আনন্দ মনে করেন বলিয়া মোক্ষলাভের জন্য তৎপর হন। আর ভোগিগণ বিষয়ভোগকে আনন্দ মনে করিয়া ভোগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া থাকেন। আনন্দলাভের আশাতেই তাঁহারা তত্তৎকার্যে প্রবৃত্ত হন। ভক্তগণ কৃষ্ণসেবানন্দের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। জাগতিক সুখ, স্বর্গসুখ, ব্রহ্মানন্দ অস্থায়ী ও অনিত্য, ইহা না জানিয়া অনেকে এজন্য জীবনপাত করেন। জীব যে কৃষ্ণের দাস এবং কৃষ্ণদাস্যেই যে তাহার পরম সুখ, ইহা না জানার জন্যই জীবের আজ এই অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণই সর্বানন্দের আকর। কৃষ্ণভক্তিই সুখ-সমুদ্র। এই ভক্তিসুখের সহিত অন্য কোন কিছুর তুলনা হয় না। 'আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস'—এই কথাটি যিনি যত উপলব্ধি করেন, তিনি তত আনন্দের অধিকারী হন। জীব কৃষ্ণদাস—ইহা বিশ্বাস করিলে জীবের আর দুঃখ থাকে না। ভোগ বা ত্যাগে আনন্দ নাই; সেবাতেই আনন্দ আছে। শ্রীভগবান্ আনন্দমূর্তি, সেবাসূত্রে তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইতে পারিলেই আনন্দানুভূতি লাভ হয়। অন্য উপায়ে প্রকৃত আনন্দ লাভ অসম্ভব। এজগতে যে সুখ দেখা যায়, তাহা দুঃখেরই অন্তর বা অগ্রদূত। এই নশ্বর ইন্দ্রিয়সুখ বা যোষিৎসঙ্গসুখ চরমে অপ্রেম, কষ্টকর ও নরকপ্রদ। শ্রীভগবান্ চিদানন্দস্বরূপ। ভগবান্ শ্রীনামই আনন্দ এবং এই আনন্দই আকর্ষক; সকলে এই আনন্দেই আকৃষ্ট। আনন্দ ছাড়া কেহ থাকিতে চায় না। সেইজন্য সকলেই আনন্দের অনুসন্ধান করে। যাঁহারা নিত্যানন্দকে আনন্দ মনে করেন, তাঁহারাই প্রকৃত আনন্দ পান; আর যাঁহারা প্রকৃত আনন্দ বা নিত্যানন্দকে আনন্দ মনে না করিয়া অন্যত্র অনুসন্ধানে ব্যস্ত হন, তাঁহারা প্রকৃত আনন্দের সন্ধান না পাইয়া আনন্দের পরিবর্তে দুঃখই পান।

শুদ্ধভক্তিতে শুদ্ধভক্তির আশা ব্যতীত অন্য কোন আশা বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। অনর্থ থাকা-কালে শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না। মায়াবদ্ধ জীব অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্বল্য, অপরাধ ও স্বরূপভ্রম—এই অনর্থচতুষ্টয়ের দ্বারা আক্রান্ত। স্বরূপভ্রম বা তত্ত্বভ্রম চারি বিষয়ে; জীব তত্ত্বে ভ্রম, কৃষ্ণতত্ত্বে ভ্রম, সাধ্যসাধনে ভ্রম ও বিরোধী বিষয়ে ভ্রম—এই চারিটি তত্ত্বভ্রম।

ঐহিক এষণা, পারত্রিক এষণা, ভুক্তি-বাঞ্ছা ও মুক্তিবাঞ্ছা—এই চারিটি অসত্তৃষ্ণা; কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণের জীবের প্রীতি অপরাধ—এই চারিপ্রকার অপরাধ। তুচ্ছ বিষয়ে আসক্তি, কুটিনাটি, পরদ্রোহ ও প্রতিষ্ঠাশা—এই চারিটি হৃদয়দৌর্বল্য। সাধক জীবমাত্রেই এই অনর্থসমূহ হইতে সাবধান থাকিবেন। যিনি অনর্থনাশের জন্য যত্ন করেন না, তিনি শ্রীনামের কৃপা পান না। সাধনাগ্রহ বিশেষ আবশ্যক। কৃপাভিক্ষা সর্বক্ষণ প্রয়োজন এবং অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়তা বিশেষ দরকার। কোটি কোটি যত্ন করিলেও সাধুকৃপা ব্যতীত অনর্থ যাইতে চাহে না। যিনি নিষ্কপটে শ্রীনামের নিকট ক্রন্দন করেন, অতি অল্প দিনেই তাঁহার অনর্থ দূর হয়। শুদ্ধচিত্ত হইয়া বৃথা কথা না বলিয়া একাগ্রচিত্তে হরিনাম করিতে হয়। আবার নাম করিতে করিতেই একাগ্রচিত্ত হওয়া যায়। যে-কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করাই সাধনভক্তির লক্ষণ, ইহা সাধকমাত্রেই মনে রাখা উচিত। কৃষ্ণস্মৃতিই বিধি, কৃষ্ণবিস্মৃতি নিষেধ; অন্যান্য বিধি-নিষেধ ইহারই কিঙ্কর। সকল কার্যের মধ্যে যদি কৃষ্ণকে মনে রাখিবার মূল বিধিটি ঠিক থাকে, তাহা হইলে আর কোন অসুবিধা হয় না। যে-কোনভাবে সাধন করিলেই ভক্তি লাভ হইবে—এরূপ কোন কথা নয়। সহস্র সহস্র সাধন করিলেও ভক্তচাতুর্য্যাভাবে সহজে ভক্তি হয় না। আবার শ্রীহরি মুক্তি দিয়া অনেককে সন্তুষ্ট করেন, বিশেষ অধিকার না দেখিলে ভক্তি দেন না। এই জন্য ভক্তি সুদুর্লভা। তবে যিনি ভক্তি ছাড়া আর কিছু চান না, তিনি ভগবৎকৃপায় অনায়াসেই ভক্তি লাভ করেন। শুদ্ধভক্তের কোন ক্লেশ নাই। ভক্তি ক্লেশদ নহে; ভক্তি ক্লেশঘ্নী। পাপ, পাপবীজ, অবিদ্যা—ইহাই ক্লেশ। শুদ্ধভক্তি যাহারও হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে তিনি স্বভাবতঃ পাপ করিতে পারেন না। এমন কি, শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে পাপবাসনাও থাকে না। জীবের স্বরূপভ্রমের নাম অবিদ্যা। শুদ্ধভক্তি উদিত হইলে 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই আত্মজ্ঞান সহজেই উদিত হয়। শুদ্ধভক্তগণ বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠার প্রার্থী। 'আমি হরিসেবকগণের ভৃত্য বনিব'—এই প্রার্থনা তাঁহাদের হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহারা জড়-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার প্রতি চির উদাসীন। শুদ্ধভক্ত জড়প্রতিষ্ঠাকে পরম অনর্থ জানিয়া অন্তরের সহিত তাহা ত্যাগ করেন এবং বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে পরমার্থ জানিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। জড়প্রতিষ্ঠাশা মৎসরতার জন্মস্থান। যেখানে জড়প্রতিষ্ঠা-পিপাসা আছে, সেখানে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার লেশমাত্রও উদিত হয় নাই। শুদ্ধভক্তমাত্রেই নৈষ্ঠিক। কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সেবকাভিমানেই তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মনোযোগ।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

এই নিরন্তরী সর্বতী-নিষ্ঠা আমাদের হৃদয়ে সর্বক্ষণ বলবতী থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে আমাদিগকে বিপদে পড়িতে হইবে না। যাহাতে কৃষ্ণে মতি হয়, তাহাই বিদ্যা। যেখানে কৃষ্ণাসক্তিহীন, সেখানে অবিদ্যা নাই। ভক্তির আলোক সাধুসঙ্গপ্রভাবে হৃদয়ে প্রবেশ করিবামাত্র জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার স্বতঃই বিনষ্ট হয়। তদনুসারে ক্লেশের বিনাশ অনিবার্য্য।

শুদ্ধভক্ত দৈন্য, দয়া, মানশূন্যতা ও মানদান-গুণে বিভূষিত। সমস্ত সদ্গুণ শুদ্ধভক্তে স্বতঃই প্রকাশিত হয়। ভক্তি সর্বপ্রকার সুখ দিতে পারেন—ইচ্ছা করিলে বিষয়সুখ, নির্বিশেষ ব্রহ্মসুখ, সমস্ত সিদ্ধি, ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি সকলই দিতে পারেন, কিন্তু শুদ্ধভক্ত তাহা কিছুই চান না বলিয়া ভক্তির নিকট হইতে পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ভগবৎপ্রেমসুখ হৃদয়ে কিছু মাত্র উদিত হইলেই মোক্ষাদি সুখ তুচ্ছ হইয়া পড়ে। যাঁহারা ভক্তিসুখ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এমন প্রগাঢ় আনন্দ লাভ করেন যে, তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মসুখও গোষ্পদের ন্যায় তুচ্ছ বোধ হয়। ভক্তিসুখসমুদ্রের এক-বিন্দুর সহিত কোটি ব্রহ্মানন্দেরও তুলনা হয় না। শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, কৃষ্ণ শুদ্ধভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন। নিষ্ঠা হইতে প্রকৃত বা শুদ্ধ ভজন আরম্ভ হয়। নিষ্ঠা হইলেই প্রেমের ভাব ক্রমশঃ দেখা দেয়। এই নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতাই শুদ্ধভক্তের প্রাণ। অনন্য না হইলে কখনও ভজন আরম্ভ হয় না। শুদ্ধভক্তিতে ব্যভিচার নাই। ঐকান্তিক শুদ্ধভক্ত একান্তিসুখী, তিনি বহুমুখী নহেন। যতদিন পর্য্যন্ত মনের গতি বহুদিকে থাকে, ততদিন নিষ্ঠা, অনন্যতা বা ঐকান্তিকতা হয় নাই—শুদ্ধভজন আরম্ভ হয় নাই, জানিতে হইবে। নিষ্ঠা হইলে অবিশ্বাসের কারণ—চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্ত চঞ্চল হয় না। নিষ্ঠা বা দৃঢ়তা না থাকলে ভক্তিতে কোন প্রকারেই উন্নতি লাভ করা যায় না। ধনস্পৃহা, জনসৌজন্যাদি অনর্থ থাকাকালে ঐকান্তিকতা আসে না। জনসৌজন্য হইতে অনেক সময় অপরাধ আসে। অপরাধ হইলে তখন আর শ্রদ্ধা থাকে না। ফলে ক্রমশঃ অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, দ্বেষ প্রভৃতি আসিয়া পড়ে। এই সংসারের নাম—বিনাশ অর্থাৎ প্রকৃত বা স্পষ্ট নাস্তিকতা।

শুদ্ধভক্ত নিষ্কাম বলিয়া শান্ত। শান্ততিই তাঁহার লক্ষণ। কৃষ্ণনিষ্ঠার সহিত যতটা যোগ হইলেই শান্তভাব হয়। কৃষ্ণ-নিষ্ঠাই নিষ্ঠা। যেখানে অন্যকাম কৃষ্ণ-ইতর নাই, সেখানে নিষ্ঠা নাই। যিনি সকল ছাড়িয়া থাকেন, তিনিই ঐকান্তিক শুদ্ধভক্ত, তিনিই নিষ্ঠার সহিত ভজন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার,
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, শনিবার হইতে ৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়-মিশনের গবর্ণিংবডির সেবা-উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে বার্ষিক শ্রীহরি স্মরণ-মহোৎসব-উপলক্ষে অখিল লোক মঙ্গলের জন্য মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-তিথিপূজা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে গবর্ণিংবডির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে মহোৎসবপঞ্জী প্রদত্ত হইল। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক—গৌড়ীয়-মিশন

উৎসব-পঞ্জী

৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, শনিবার	শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।
৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট, রবিবার	শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রার্পণোৎসব।
৯ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট, বুধবার	শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।
১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস।
১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	শ্রীনন্দোৎসব।
২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর, রবিবার	শ্রীঅন্নদা-একাদশীর উপবাস।
২৯শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব, শ্রীঅদ্বৈত-শক্তি শ্রীশ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।
৩১শে ভাদ্র, ১৭ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীললিতা সপ্তমী।
১লা আশ্বিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত।
৪ঠা আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, সোমবার	শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা-একাদশীর উপবাস, শ্রীশ্রবণা-দ্বাদশীর উপবাস ও শ্রীবামনদ্বাদশীব্রত
৫ই আশ্বিন, ২২শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	গৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্দ্ধিক-শততম বর্ষপূর্ত্তি-প্রকট-মহোৎসব ও সাধারণ মহা-মহোৎসব।
৬ই আশ্বিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, বুধবার	শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ও শ্রীঅনন্ত-চতুর্দ্দশী-ব্রত।
৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব। প্রোষ্ঠপদী পৌর্ণমাসী। সংকীর্ত্তনোৎসব-পূর্ণাহুতি।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

ঊষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্ত্তন।
পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান।
অপরাহ্ণে—ভক্তিগ্রন্থালোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা।
সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-ব্যাখ্যা বা পরমার্থ-বিষয়িণী বক্তৃতা
রাত্রিতে—সংকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

দৈবদুর্যোগে ও উপবাস-দিবস এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য

শুদ্ধভক্তগণ বলেন,—নৈষ্ঠিকতা প্রীতিতত্ত্বের প্রাণ। অনন্য বা ঐকান্তিক না হইলে হরিভজন হয় না। নৈষ্ঠিক শুদ্ধভক্তের এক মুহূর্ত্তের জন্য সেবা-বাসনা ব্যতীত অন্য কোন বাসনা নাই। শুদ্ধভক্ত কখনও প্রভুত্ব-অভিমানে প্রলুব্ধ হন না। শরণাগতই নৈষ্ঠিক হইতে পারেন। নিষ্কপট শরণাগতের সতীত্ব এবং কৃষ্ণই রক্ষা করেন। যেখানে কৃষ্ণ-নিষ্ঠা, সেখানে অন্যনিষ্ঠা কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। শুদ্ধভক্তই ঐকান্তিক। ঐকান্তিকই সুখী ব্যভিচারী কখনও সুখী হইতে পারে না। সতীত্বেই সুখোদয় সম্ভব। সুতরাং যদি কেহ আনন্দ চান, তাহা হইলে তিনি কেবল ভক্তিপথ বা শ্রৌতপথ আশ্রয় করুন; কারণ অন্য পথে প্রকৃত সুখের কোন কথা নাই।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক উৎসব

গত ৭ই শ্রাবণ হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় সংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের তিরোভাব-দিবসে দুইটী নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া সমস্ত সহর ভ্রমণ করেন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থান দর্শন করেন। পরে 'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থ হইতে দ্বিপ্রহরে ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাসে শ্রীল সনাতন ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর লীলা ও চরিত্র পাঠ হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহ প্রাতে উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী ও উপদেশক শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাসে হরিকথা আলোচনা হয়।

গত ১১শে শ্রাবণ তারিখে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথিতে সাধারণ মহামহোৎসব হয়। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের প্রায় আড়াই শত সমাগত ভদ্রমহোদয়-সমক্ষে শ্রীল সাগর মহারাজ 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর চরিত্র আলোচনা করেন। সমস্ত দিবস বিভিন্ন সময়ে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর কৃপাভিক্ষা করিয়া কীর্ত্তনাদি হইতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পাঠ ও কীর্ত্তনান্তে সমাগত প্রায় আড়াই শত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় উৎসবটী সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

অন্যোন্যের পৃষ্ঠায়

১ম ও দিনের জন্য, পরবর্তী দিনের জন্য

প্রতিবারে প্রতি লাইন ১০

" " ইঞ্চি ২৲ ১॥০

" " সিকি কলম ৫৲

" অর্দ্ধ কলম ৮৲

" এক কলম ১২৲ ১০৲

এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲

" সিকি কলম ১৫৲

" অর্দ্ধ কলম ২৬৲

" এক কলম ৫৫৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—[illegible] একমাত্র [illegible] মাসিক পত্র। পত্র শ্রী[illegible] হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহোপাধ্যায়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যারত্ন কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মবঞ্চনাবেক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-জন্মচতুঃশতবার্ষিকে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা বনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্য করণীয় [illegible], পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তানশায়িত কাম্যমুক্তি-[illegible] এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ প্রমেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত শীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পরীক্ষার্থীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই [illegible] [illegible] প্রাণ [illegible] এবং নূতন পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার [illegible] কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণ

বিবিধ সংবাদ

বাংলার লবণসমস্যা

বাংলার লবণ সমস্যায় নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। সরকারী মহল মনে করেন যে, এই প্রদেশে এই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবের সমস্যা সমাধানে বিলম্ব লাগিবে।

জানা গিয়াছে যে, বাংলা বাহিরে তাহার প্রয়োজনমত লবণ পাইতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দানের জন্য ভারত সরকার ডাকযোগে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন।

বাংলা সরকার শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করিবেন এবং তারপর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা সম্পূর্ণ করার জন্য নয়াদিল্লীতে একজন প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলাফল আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন

স্থগিত রাখার প্রশ্ন

কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী নির্ব্বাচন স্থগিত রাখার এবং বর্ত্তমান কর্পোরেশনের আয়ুষ্কাল এক বৎসরকাল বৃদ্ধি করার প্রশ্ন সম্পর্কে শীঘ্রই বাংলা সরকারের দপ্তরে আলোচনা হইবে। সেই সময় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু কর্পোরেশনের তরফ হইতে একটি ডেপুটেশন গ্রহণ করিবেন।

ঔষধ আমদানী নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন

ঔষধপত্রাদি আমদানী সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি প্যানেল গঠন করিয়াছেন।

জাহাজে স্থান সংস্থানের জন্য কোন্ কোন্ ঔষধপত্রাদি আমদানী নিয়ন্ত্রিত করা উচিত, এই প্যানেল তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। স্যর আর এন চোপরা (চেয়ারম্যান) স্যর এলান লয়েড, লেঃ কর্ণেল ম্যাক রবার্ট, স্যর কলিপাদ [illegible] পাল, মিঃ ই বি ক্রেমারব্রাস, ডাঃ বি মুখার্জ্জি, ডাঃ ডব্লিউ আর একরয়েড এবং ডাঃ বি এন ঘোষকে লইয়া এই প্যানেল গঠিত হইয়াছে।

প্রাচ্য-খণ্ডের যুদ্ধ-বন্দীদের খবর

একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, প্রাচ্য খণ্ডে যুদ্ধবন্দীদের খবরাখবর দিয়া জাপানীগণ যে সমস্ত বেতারবার্ত্তা প্রচার করে, সেইরূপ সে গুলিই সে সমস্ত বেতারবার্ত্তা ধরিয়া উহার হুবহু নকল বন্দীদের আত্মীয় স্বজনের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে এই ব্যবস্থায় কিছুটা অসুবিধা ঘটিয়াছে। কারণ, জাপানীরা বেতারে বন্দীদের খবরাদি দিবার সময় বন্দীদের নাম বড় একটা উল্লেখ করে না। সেইরূপ সোসাইটির বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও জাপ কর্তৃপক্ষ সমস্ত যুদ্ধ-বন্দীদের নামের তালিকা দাখিল করেন নাই।

জাপানীদের হাতে বন্দী সামরিক ও বেসামরিক লোকজনের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের ভারতবর্ষস্থ আত্মীয়স্বজন কর্তৃক খবর পাঠাইবার ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক রেডক্রস করিয়াছেন। উহা খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার এবং উহা রেডক্রস সোসাইটি, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, দিল্লী, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। এই খবরে কোন প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইবে না, শুধু কুশলজ্ঞাপক ও উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদাদি জানান যাইবে। অনুরূপ হইতে বন্দীরা যে বেতারবার্ত্তা পাঠায়, সেইরূপ সোসাইটি তাহা তাহাদের ভারতীয় আত্মীয়স্বজনের নিকট পাঠাইবার কালে ঐ সাথে একটা ফরম দিয়া থাকেন। ঐ সকল বেতারবার্ত্তার উত্তর ঐ ফরমে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

চটকলসমূহের মাল উৎপাদন

জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় ভারত সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত দিয়াছেন যে, চটকলসমূহ বর্ত্তমান উৎপাদনের মান বজায় রাখিয়া চটের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিবে। তবে, এ বিষয়ে একটি সর্ত্ত ইহাই যে, দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে মাল প্রেরণ করা ছাড়া তাহারা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে মালপত্রের দাবী করিতে পারিবে না।

ইহাও জানা গিয়াছে যে, অপর পক্ষে জুট মিলসমূহের কর্তৃপক্ষগণ কয়লা খরচ হ্রাস করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং তাঁহারা সমবেতভাবে কয়লা ক্রয় করিয়া সমবেতভাবে মাল চালান করিয়া লওয়া সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কয়লা নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী উক্ত পরিকল্পনা রচনা করেন। মিল কর্তৃপক্ষগণ অনুমান করেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে ৪.[illegible] ব্যবহার শতকরা ৩১ ভাগ বাঁচিয়া যাইবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, ভবিষ্যতে যদি জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার অবনতি ঘটে তবে পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন কমিয়া যায় এবং তাহার ফলে যদি কাঁচা পাটের দাম অস্বাভাবিকভাবে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে ভারত সরকার উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াও পুনরায় তাঁহাদিগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীজয়কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

'সজ্জন শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ'

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "প্রতিদর্শ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-পীঠমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জনসমাজে প্রত্যেক ভক্তের নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ ১৬ সংখ্যা গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৭শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১২ই আগষ্ট, ইং ১৯৪২, বুধবার { ১১৬৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ শ্রীধর, হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:০:)::——

ভগবৎ-প্রীতির সর্ব্বপ্রথম সোপান শ্রদ্ধা অর্থাৎ হরিকথাদ্বারাই সর্ব্বকার্য্য কৃত হয়—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, তিনি 'ভগবান্ই আমার রক্ষাকর্ত্তা'—এই কথাটী অন্তরের সহিত মনে মুখে এক করিয়া বিশ্বাস করেন। ভগবদ্দর্শন ছাড়া জীবের অন্য কিছু কাম্য আছে, আস্তিকগণ কখনও বলেন না। আস্তিকগণ ব্যবসায়ীর ন্যায় ভগবদ্দর্শনের ছলে ভগবানের নিকট হইতে নিজের সুখপ্রদ কিছুই যাচ্ঞা করেন না। তাঁহাদের ভোগময়ী প্রবৃত্তি না থাকায় তাঁহারা সমদর্শী। বিষয়দর্শন বা ক্ষেত্রজ্ঞ-দর্শন তাঁহাদের নাই। এই সমদর্শীর অপর নাম তত্ত্বদর্শী বা আত্মদর্শী। তত্ত্ব বা আত্মবস্তু—কৃষ্ণ। যিনি তত্ত্বদর্শী, তাঁহার প্রাকৃত অভিনিবেশ নাই। তিনি ভোগময়ী বুদ্ধির দ্বারা জীবের স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহ দর্শন করেন না। তিনি জীবের স্বরূপ দর্শন করেন। তিনি প্রত্যেক জীবে নিত্য সেবক শুদ্ধ জীবাত্মা ও হৃদয়বাসী নিত্যসেব্য পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

হরিবিমুখ জনগণ নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশ থাকায় তাহাদের কোনও গুণ নাই। হরি ব্যতীত অপর বস্তুর উপলব্ধিই সেই ভাগ্যহীন জনগণের সমূহ নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ করিয়া তুলিয়াছে। যাহারা ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ, তাহারা কৃষ্ণপরায়ণ হইবে কি করিয়া? ভক্ত ও ভগবান্ সকল সদ্গুণের আকর। এই গুণাকর বস্তুর সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধ নাই, তাহারা যে সকল দোষে দোষী, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভগবান্ ভক্তে কৃপাপরবশ—আর ভক্ত ভগবানের সেবাপর। এই নিত্যধর্ম্মে অভক্তের বৈমুখ্য থাকায় তাহারা কেবল ত্রিতাপক্লিষ্ট হয়। কিন্তু ভক্ত ও ভগবানে যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত, তাঁহারা শ্রীগুরু বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। যেখানে ভক্ত ও ভগবানে প্রীতির অভাব। সেখানে কামনামূলে নশ্বর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই।

— —

হরিবিমুখতার প্রধান লক্ষণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ। আর ভগবদুন্মুখতার লক্ষণ শুদ্ধ-বৈষ্ণবপ্রীতি। বৈষ্ণববিদ্বেষিগণের বৈষ্ণব-প্রীতি না থাকায় অসতে প্রীতিনিবন্ধন তাহাদের সংসারবন্ধন লাভ হয়। আর যাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবে প্রীতিবিশিষ্ট, তাঁহারা নিত্যকাল কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশের অধিকার পাইয়া কৃষ্ণসেবানন্দে কৃতকৃতার্থ হন।

———

অতএব মানবজাতির বড়ই শোচনীয় পদবী। প্রেমিক ভক্তের সৌভাগ্যের সহিত আর কোনও কিছুর তুলনা নাই, এই প্রেম বা প্রীতি এমনই অমূল্য জিনিষ। এইজন্যই ভক্তের ভগবৎপ্রীতিই সর্ব্বাধিসম্পন্ন চরম-কল্যাণ। এই চরমকল্যাণের স্বরূপ-জ্ঞানাভাবেই জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহা। আর ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে জীবের চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের নিত্য পরিচালনের নামই ভক্তি বা সেবা।

আমরা পাই ইহকাল, অধঃকাল ও পরকালের কথা শুনিতে পাই। ইহকালে স্থূলদেহ, অধঃকালে নরক বা যমালয় এবং আর পরকালে বৈকুণ্ঠ বা চিন্ময় অপ্রাকৃত। এই আকাশ বা জগতের প্রভু—শ্রীভগবান্। হ্লাদিনী বা পরমানন্দদায়িনী শক্তি একমাত্র তাঁহাতেই অবস্থিত। তিনি সেই শক্তিদ্বারা বদ্ধজীবগণের উদ্ধার সাধনকল্পে আনন্দের প্রলোভন দেখাইবার জন্য ইহকালের অধিবাসী পুরুষ বা স্ত্রী কিছু ও ইহকালে বিরাট্ পুরুষ বা সমষ্টি-বিষ্ণু-রূপ এবং গোলোকের শুদ্ধ শুদ্ধ জীবসমূহকে নিত্য-সেবানন্দস্বরূপ নিত্যকাল আস্বাদন করাইবার জন্য গোলোক বৈকুণ্ঠে লীলাময় ও শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন। আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ যদি এই আকাশ-এয়ে বর্ত্তমান না থাকিতেন, তাহা হইলে আনন্দ বা প্রীতিলাভের সম্ভাবনা থাকিত না এবং প্রীতির আশা না থাকায় কেহ কদাপি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না।

———

প্রীতি চেতনের বৃত্তি। এই প্রীতি বস্তুটী বন্ধনপ্রদ। ইহা পরমানন্দপ্রদ হইলেও অনিত্য বস্তুতে যুক্ত হইলে জীবকে কষ্ট দেয়। প্রীতি ব্যতীত মানুষ থাকিতে পারে না। হয় সে অসতে প্রীতি করিবে, না হয় সদ্বস্তুকে ভাল বাসিবে। এই প্রীতিই বন্ধনপ্রদ। বন্ধনটা খারাপ নয়। কিন্তু বন্ধন যদি নিত্য বা সম্যক্ না হইয়া মায়িক বা অনিত্য হয়, তাহা হইলেই সেখানে কষ্ট হয়। এই বন্ধন যদি সম্যক্ বা নিত্য হয়, তাহা হইলে তাহা কষ্টকর বন্ধনের পরিবর্ত্তে পরমানন্দপ্রদ সম্বন্ধ। এই সম্যক্ বন্ধন বা সম্বন্ধই প্রয়োজন। কারণ সম্বন্ধহীন বা নিরাশ্রয়ের দুঃখের সীমা নাই। যাহা নিত্য-কাল থাকে না, তাহা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রীতি করিবার ফলে—অনিত্য প্রীতির ফলে কাল নষ্ট হওয়ার পর বিচ্ছেদে অনুতাপ কষ্ট হয়। কিন্তু যিনি আমরা [illegible] এই সম্বন্ধে এর সহিত প্রীতিযুক্ত হইতে পারি অথচ তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবার সৌভাগ্য যদি আমাদের হয়, তাহা হইলে আর কখনও কাহারও সহিত বিচ্ছেদ কষ্ট পাইতে হয় না।

— ——

নিত্য প্রীতি যেখানে সুখ, সেখানে সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব। আর যথা সেখানে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, সেখানেই সম্বন্ধের অভাব। এই সম্বন্ধ নিত্য কাল স্থায়ী হওয়ায় পরমানন্দময়। যদি কোন ব্যক্তি ভগবানে সম্বন্ধজ্ঞান জাগিয়া না উঠে, তাহা হইলে সেখানে প্রীতির অভাব আছে জানিতে হইবে। সত্যের প্রতি যেরূপ প্রীতি, রাগ প্রভৃতি প্রথমে সকলের নাও থাকিতে পারে, কিন্তু সঙ্গ হইলে পরে তাঁহাদের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ হয় এবং তখনই প্রীতি তাহাকে সত্যের সেবায় নিযুক্ত করে। যদি অসতে প্রীতি কোথাও থাকে, সেখানে সতে প্রীতি থাকিতে পারে না। আবার যেখানে সতে প্রীতি, সেখানে অসতে প্রীতির অভাব স্বাভাবিক। সুতরাং, আমরা যদি অসতে প্রীতিকরণরূপ মহাচিন্তনীয় সংসার হইতে নিষ্কৃতি চাই, তাহা হইলে আমরা সত্যে প্রীতি স্থাপন করিয়া সত্যের প্রীতি পাইবার জন্য চেষ্টা করিব। নতুবা সম্বন্ধ না হওয়ার দরুণ আমাদিগকে নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

———

যেখানে প্রীতি, সেইখানেই সম্বন্ধ। সেইখানেই আনুগত্য, সেইখানেই

আবদ্ধ থাকার যেখানে সম্বন্ধ বা আসক্তা, সেইখানেই দ্বৈত।

আমরা সাধুগুরুমুখে উহাই শুনিতে পাই যে, ভগবৎপ্রীতিই বৈষ্ণবধর্ম বা আত্মধর্ম। আর স্বতন্ত্রতা বা স্বেচ্ছাচারিতা শাক্তের ধর্ম বা দেহ-মনোধর্ম—অনাত্ম। এই দেহমনোধর্মে আনন্দের লেশমাত্র নাই। কারণ, এগুলি অসৎ। উহাতে ক্ষণিক আনন্দ থাকিলেও উহা পরিণামে দুঃখ প্রসব করে বলিয়া উহা দুঃখজনক অর্থাৎ দুঃখই। আর ভগবৎসেবার প্রথমমুখে দুঃখ অনুভূত হইলেও তাহা সুখের জনক বলিয়া তাহা দুঃখের পরিবর্তে স্বরূপতঃ সুখই। কারণ, যে দুঃখ সুখজনক, তাহা কি দুঃখ? আর যে সুখ দুঃখজনক, তাহা কি সুখ? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ইহা বিচার করিবেন।

অদ্বৈত-বৈষ্ণব-ভগবানেই প্রীতি করিতে হইলে অন্যত্র প্রীতির সম্ভাব রক্ষা করা যাইবে না। তাই প্রীতি আনন্দজননী হইয়াও অসতের প্রতি প্রযোজ্য হইলে দুঃখই প্রসব করে। যেখানে প্রীতি, সেখানে বন্ধন—স্থায়ী বন্ধন বা সাময়িক বন্ধন স্বাভাবিক। সুতরাং নিত্যানিত্য বস্তু বিচার করিয়া প্রীতি করিতে হইবে। এই বিষয়ে যদি আমাদের অবহেলা থাকে অর্থাৎ প্রীতির বস্তু যদি স্থিরীকৃত ও নিত্য না হয়, তাহা হইলে দুঃখের আর সীমা থাকিবে না।

আত্মধর্ম্ম

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই দশ ইন্দ্রিয়ের চালক বা চালক মন। মন বড় চঞ্চল; মন চিরস্থ নহে, চেতনাশূন্য, মন অনিত্য। এই চঞ্চলতাবশতঃই আনন্দ মন ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতনির্মিত দেহকে দেশবিশেষ, কালবিশেষ, সমাজবিশেষ ও অবস্থাবিশেষে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি পরিচয়ে পরিচিত করাইতেছে এবং একের ধর্ম অপরের ধর্ম হইতে পৃথক্ বা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি ভ্রম উৎপাদন করাইয়া পরস্পরের মধ্যে একটা বিবাদ সৃষ্টি করিতেছে। হিন্দু বলেন—আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ, মুসলমান বলেন—আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ, অন্য দেশীয় লোক বলেন—তাঁহাদের ধর্মশ্রেষ্ঠ। যিনি যে ধর্মে দীক্ষিত, তিনি অপরধর্মী লোককে বিধর্মী বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে খুব বড় কাজ করা হইল মনে করেন। তাঁহারা এরূপ চিন্তা করেন না যে, দেহধারী জীবমাত্রেরই দেহ একই উপাদানে গঠিত। সকলেরই মালিক এক, স্রষ্টা বিধাতা এক। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান; কি স্ত্রী, কি পুরুষ; কি পক্ষী, কি কীটপতঙ্গ—সকলেরই প্রভু একজন, সকলেরই কর্তা এক। একের সেবায় সকলেরই সমভাবে অধিকার। স্বরূপতঃ সকলেই এক পিতার সন্তান। এক পিতার সন্তান হইয়াও আজ পরস্পরের মধ্যে মারামারি, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি কত অন্যায়-অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চলিতেছে। কিরূপ মোহ! স্বরূপদর্শনের অভাবহেতু জগতে কিপ্রকার অন্যায়-আচরণের প্রবলস্রোত বহিতেছে! বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হওয়াই এই অধঃপাতের কারণ।

জীব স্বরূপতঃ হিন্দু নহে, মুসলমান নহে, খৃষ্টান বা অন্য কোন দেশীয় নহে। জীবের যাহা স্বভাব, তাহাই তাহার ধর্ম। শাস্ত্র বলেন,—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' জীব ভগবানের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অংশকণাস্বরূপ। জীব চিৎকণ, জীব ভগবানের নিত্যদাস। দাসত্বই তাহার স্বরূপ—দাসত্বই তাহার ধর্ম। হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ—সকলেই ভগবদ্দাস। সকলেরই ধর্ম ভগবানের সেবা করা বা ভগবানের দাস হওয়া। এ জগতের কোন দেশ বা যুগের অধিবাসী জীবের ধর্ম পৃথক্, পরিবর্তনশীল, অনিত্য বা কল্পিত মনোধর্ম। কিন্তু বেদ-পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত সাত্ত্বত শাস্ত্রই সনাতন বৈষ্ণবধর্মের কথা কীর্তন করিতেছেন—যাহা নিত্য, পুরাণ এবং সার্বজনীন। এই সনাতন ধর্ম বিভিন্ন দেহের অভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন মনের ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যে জীব বা আত্মা প্রত্যেক মানবদেহে অবস্থান করেন বলিয়া জড়দেহ ও মন চেতনের ন্যায় ক্রিয়াশীল হয়, সেই আত্মা মন ও দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও ভিন্নজাতীয় বস্তু। এই জীব নিত্য-চেতন, জন্মমরণহীন, অজর এবং অমর, পশু, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষয় ও পরিবর্তনশীল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দেহে প্রবেশ করিলেও কোনপ্রকারে পরিবর্তিত হয় না, নিত্য এক অবস্থায় থাকেন। ইহার ক্ষয়বৃদ্ধি-পরিণাম না থাকায় ইহা অব্যয়, অচ্যুত, অপরিণামী বা সৎ। কিন্তু দেহ ও মন ঠিক ইহার বিপরীত-ধর্মবিশিষ্ট, সুতরাং অসৎ। সতের ধর্ম বা স্বভাব, আর অসতের ধর্ম বা স্বভাব কখনও এক হইতে পারে না; ইহাদের ধর্ম পরস্পর বিপরীত। সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎ বিবেচনা করিয়া যখন আমরা আমাদিগকে কোন দেশে জাত বা কোন কালে আবদ্ধ মনে করি বা দেহ ও মনকে জীব মনে করিয়া জীবাত্মার ধর্ম ভুলিয়া যাই, তখনই আমরা এইপ্রকার দেশগত, কালগত বা জাতিগত ধর্মের অন্তর্গত বলিয়া নিজদিগকে পরিচিত করি। তখনই আমরা স্বাধীন-পরাধীন, সুখী-দুঃখী, স্বদেশী-বিদেশী রাজা-প্রজা, স্বজাতি-বিজাতি, ধনী নির্ধনী, ছোট-বড় স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইয়া নানাপ্রকার সাময়িক অনিত্য ক্লেশদায়ক ভোগমূলক কার্য্যে ব্রতী হই। বেদ বলেন,—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"

সূরিগণ সর্বদা সেই বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। জীবাত্মা এই দর্শনের বিষয় যতই উপলব্ধি করিতে থাকেন, ততই নিজেকে ভগবদ্দাস বলিয়া জানিতে পারেন এবং যখনই ইহা ভুলিয়া যান, তখনই নিজেকে অবৈষ্ণব বা কোন দেশ-কালজাত বা কোন ধর্ম বা দেশাবেশের অন্তর্গত মনে করেন। বদ্ধজীব অনিত্য অভিমানে আবদ্ধ হইয়া নিত্যকাল আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপক্লিষ্ট হইতেছে। ত্রিতাপ যখন আমাদিগকে জর্জরিত করে, তখন আমরা সেই ত্রিতাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করি এবং আমাদের ন্যায় অপর একশ্রেণীর ব্যক্তিও আমাদিগকে ত্রিতাপ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদের দেহের সংরক্ষণ ও বিবর্দ্ধনের জন্য যত্ন করেন। যাঁহার জন্য এই দেহ সংরক্ষিত হইতেছে, তাঁহার অনুসন্ধান কেহই করেন না। রোগের বীজ নষ্ট না হইলে ত' রোগ সারিবে না; কিছুক্ষণের জন্য কান্না থামা থাকিবে মাত্র। যাহাতে জীব ভগবদুন্মুখ হইতে পারে, যাহাতে তাহার স্বরূপ উপলব্ধিমুখে স্বরূপজ্ঞানলাভ করিতে পারে, পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অধোক্ষজ পরমেশ্বরের সেবা করিতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টাই ত' জীবের প্রতি প্রকৃত সদ্ব্যবহার। ইহা না করার নামই হিংসা। অবৈষ্ণবগণ দেহরক্ষাকেই আত্মরক্ষা মনে করে। তাহারা তাহাদের ভোগের যন্ত্র স্থূল দেহ, ভোগ্য স্ত্রী-পুত্র, ভোগোপকরণ ভাল ভাল দ্রব্য-রক্ষাকার্য্যে সর্বক্ষণ ব্যস্ত, কিন্তু যাঁহারা দেহ-মনে অভিনিবিষ্ট নহেন, যাঁহারা জীব নিত্যস্বরূপে অবস্থিত, তাঁহারা তাঁহাদিগের দেহ, মন, আত্মা ও এই সম্পর্কে সম্পর্কিত যাবতীয় বস্তু ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের 'আমার' বলিতে আর কিছুই নাই। তাঁহারা বলেন—"আমি ত' তোমার, দুঃখ ত' আমার"। ভগবান্‌কে তাঁহারা আমার বলিয়া জানেন। সুতরাং তাঁহারা অবৈষ্ণবগণের ন্যায় অনিত্যবস্তু-সংরক্ষণে ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা নিজের এবং অপরের যাহাতে ভগবানের প্রতি সেবাবৃত্তি সমৃদ্ধিত হয় এবং সম্যক্ রুচি থাকে, তজ্জন্য যত্নবান্ হন। ভগবৎসেবোপকরণগুলিতে তাঁহাদের আপনজ্ঞান আছে। তাঁহারা সমস্ত বস্তুকে ভগবানের জ্ঞান করিয়া অকুণ্ঠভাবে তাহাদের সংরক্ষণ করেন। তাঁহারা জানেন যে, ভগবানের বস্তু তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত আছে, তাই তাহার যথেচ্ছব্যবহার না করিয়া পূজা-পুঙ্খতে রক্ষা করাই তাঁহাদের কাজ।

বৈষ্ণব নিয়ত কায়মনোবাক্যে শ্রীহরি-সেবা-নিরত। কেহ তাঁহার সেবায় বাধা প্রদান করিলে তিনি অবৈষ্ণবের ন্যায় বাধা প্রদানকারীকে প্রতিহিংসা করিয়া নৃশংসতার পরিচয় দেন না। তাঁহারা অবৈষ্ণবের সঙ্গ ত্যাগ করেন। তাঁহাদের চেষ্টা—যাহাতে সকলে অকুণ্ঠভাবে ক্রমবর্দ্ধমানা সেবাবৃত্তির সহিত ভগবানের সেবা করিতে পারেন। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভয় হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে একনিষ্ঠ হওয়াই ভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়।

এক সময় শ্রীনারদ গোস্বামী প্রভুকে শ্রীব্রহ্মদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ব্রহ্মন্, মর্ত্ত্যবাসিগণ কি উপায়ে সকলপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারেন?" তদুত্তরে শ্রীনারদ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন,—"মর্ত্ত্যজীব ভাগবতধর্ম আচরণ করিলে নিত্যকালের জন্য ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারেন"। মর্ত্ত্যজনগণ সুখদুঃখের চক্রে নিত্যকাল আবর্তিত আছে। সুখে বা দুঃখে আবর্তিত থাকা অবস্থাকে মুক্তাবস্থা বলা যায় না। যিনি নিজেকে সুখী মনে করেন, তিনি যে পরিমাণে ভীত, যিনি নিজেকে দুঃখী বলিয়া জানেন, তিনিও সেই পরিমাণেই ভীত। সুখী ও দুঃখী—উভয়েই অভিলষিত বস্তুপ্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে সমানভাবে ভীত। ধনী ধন-সংরক্ষণের ভয়ে ভীত, নির্ধন ধনের অভাবে ভীত। মর্ত্ত্যবাসী জীবের সকল অবস্থাতেই ভয়। জীব যে কাল পর্য্যন্ত না ভাগবতধর্মের আচরণ করেন, সেইকাল পর্য্যন্ত তাহার ভয়ের হাত হইতে উদ্ধারের অন্য উপায় নাই।

শ্রৌতপথ

(প্রাপ্ত)

শ্রৌতপথে বিবাদ নাই। শ্রৌতপথই ভক্তিপথ। শ্রৌতপথ সৃষ্ট হয় নাই, ধ্বংসও হইবে না। উহা নিত্যকালই আছে, নিত্যকালই থাকিবে। শ্রৌতপথে মনোধর্ম নাই, কল্পনা নাই, খামখেয়ালি নাই। শ্রৌতপথ সনাতন পথ। শ্রৌতপথে তর্ক-বিতর্ক নাই, বিবাদ নাই, মনোমালিন্য নাই। শ্রৌতপথে শোক নাই, মোহ নাই, ভয় নাই। শ্রৌতপথে হতাশা নাই। শ্রৌতপথই একমাত্র চিরন্তনী শাশ্বত বাস্তব কল্যাণের পথ। শ্রৌতপথই পরমহংসগণের পথ। শ্রৌতপথই মহাজনগণের পথ। শ্রৌতপথ অপ্রাকৃত আলোর পথ। শ্রৌতপথ অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের পথ। শ্রৌতপথ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের পথ।

শ্রৌতপথ নিত্যসিদ্ধ। শ্রৌতপথের প্রবর্তক ও সংরক্ষক স্বয়ং শ্রীভগবান্। শ্রৌতপথ স্বাধীন ও স্বরাট্। শ্রৌতপথ কোন অশ্রৌতপথের মুখাপেক্ষী নহে, কোন অশ্রৌতপথের সাহায্যপ্রার্থী নহে। শ্রৌতপথ পরপারেকে সর্বতোভাবে আশ্রয় দিয়ে,

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে।

পারেন ও রক্ষা করিতে পারেন। শ্রৌতপথ-আশ্রয়কারী কখনও পথভ্রষ্ট হইবেন না, স্খলিত হইবেন না, পতিত হইবেন না। শ্রৌতপথ-আশ্রয়কারী নিশ্চিতভাবে তাঁহার গন্তব্যস্থল শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছিবেনই পৌঁছিবেন। শ্রৌতপথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শ্রৌতপথ অদ্বিতীয় পথ। শ্রৌতপথের বিজয়-অভিযানে বাধা দিতে পারে, এরূপ কোন পথ নাই।

শ্রৌতপথই একমাত্র বাস্তব পথ। শ্রৌতপথই একমাত্র মঙ্গলময় পথ। শ্রৌতপথই একমাত্র সজ্জনের পথ। শ্রৌতপথই একমাত্র জ্ঞান পথ। শ্রৌতপথই একমাত্র ভক্তির পথ। শ্রৌতপথই একমাত্র প্রীতির পথ। শ্রৌতপথই একমাত্র শান্তির পথ। শ্রৌতপথই একমাত্র মুক্তির পথ। শ্রৌতপথই স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানের পথ।

শ্রৌতপথই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। শ্রৌতপথ পরমানন্দময় ও স্বতঃসুখরূপ বলিয়া অহৈতুক ও অপ্রাকৃত। শ্রৌতপথ সর্বপ্রকার অশুভ দুঃখ ও অকল্যাণের-সুখপ্রদানকারী পথকে অতিক্রম করিয়া, তুচ্ছীকৃত করিয়া পরমানন্দরূপে নিজমহিমায় নিজেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

শ্রৌতপথই রসের পথ। শ্রৌতপথই ...দল রাসের পথ। শ্রৌতপথই অপ্রাকৃত ...প্রেমের পথ। শ্রৌতপথই অপ্রাকৃত ...নাম-সংকীর্তনের পথ। শ্রৌতপথই ...প্রাকৃত কৃষ্ণরূপ-সংকীর্তনের পথ। শ্রৌতপথই অপ্রাকৃত কৃষ্ণগুণ-সংকীর্তনের পথ। শ্রৌতপথই অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলা-সংকীর্তনের পথ।

শ্রৌতপথই শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদধারা। শ্রৌতপথ কখনও রুদ্ধ হইবে না। শ্রৌতপথ ...ই নিজের জাতা। শ্রৌতপথ স্বয়ং-প্রকাশ। শ্রৌতপথের কৃপা ব্যতীত কেহ শ্রৌতপথকে জানিতে পারে না, আশ্রয় দিতে পারে না। শ্রৌতপথই অনন্তকোটি ...বাত্মার একমাত্র প্রভু, আশ্রয়, আত্মীয় ও ...। শ্রৌতপথ উপাধিরহিত অবিমিশ্র ...জনের পথ। শ্রৌতপথই অমৃতের পথ, ...জীবনের পথ, নিত্যানন্দের পথ। শ্রৌত... আশ্রয় করা, শ্রৌতপথে আশ্রিত থাকাই ...চেতনের স্বাভাবিক বৃত্তি বা ধর্ম। ...তপথ কৃপাপূর্বক অবতরণ করিয়াছেন, ...এখানে আসিয়াও সর্বপ্রকার অশ্রৌত-...র সহিত সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্ট। শ্রৌতপথই ...মাত্র সেবার পথ। শ্রৌতপথই আশ্রয়-...হ শ্রীআচার্যবৃন্দ। একমাত্র শ্রৌতপথের ...র দ্বারাই বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ...।

শ্রৌতপথ আশ্রয় করাই জীবের স্বভাব। ...তপথ আশ্রয় না করাই জীবের স্বভাবের ...দ্ধ আচরণ। শ্রৌতপথ আশ্রয় না করাই ...বিমুখতারূপ তীব্র অপরাধ—যাহার জন্য ...কে অচৈতন্যরূপে অবস্থিত হইয়া মৃত্যুপথে ...প পতিত হয়। শ্রৌতপথ আশ্রয় না করা যে কি তীব্র অপরাধ, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যভিচার, কৃতঘ্নতা, নিষ্ঠুরতা, প্রীতিশূন্যতা, তাহা না বুঝিতে পারাই জীবের চরম দণ্ড বা শাস্তি।

ভাগ্য খুব ভাল না হইলে শ্রৌতপথ আশ্রয় করিবার সুবুদ্ধি হয় না। শ্রৌতপথ জীবের সর্বস্ব গ্রহণ করেন। শ্রৌতপথ জীবকে নিত্যকালের জন্য আত্মসাৎ করেন। শ্রৌতপথের সেবায় সর্বস্ব দিবার কৃপণতা ব্যভিচার বা বিশ্বাসঘাতকতার লক্ষণ। শ্রৌতপথ ভিন্ন আমার কোন আশ্রয়, আত্মীয় বা বন্ধু আছে মনে করাই ব্যভিচার বা বিশ্বাসঘাতকতা।

হে শ্রৌতপথ, হে শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহ, মাদৃশ পতিত জীবের প্রতি অপার করুণা করিয়া তুমি এ জগতে অবতরণ করিয়াছ। আমি বোকামি করিয়া তোমার আশ্রয় পরিহার করিয়া অনাদিকাল হইতে পঞ্চভূতির পঞ্চরেখে মায়ানির্মিত কারাগারে আবদ্ধ হইয়া নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিতেছি। আমি তোমার নিত্যদাস—আমার কায়, মন, বাক্য, অর্থ ও প্রাণ অর্থাৎ সর্বস্বদ্বারা সর্বক্ষণ তোমার সেবা করিব—সর্বতোভাবে তোমারই শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিব - স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিব। আমি একমাত্র তোমারই ইচ্ছানুসারে চলিব। আমার সমস্ত জীবনী-শক্তি, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য একমাত্র তোমার সেবাতেই নিযুক্ত করিব—ইহাতে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করিব না। আর বোকামি ক'রয়া অশ্রৌতপথ বা অভক্তির পথ আশ্রয় করিয়া ব্যভিচারী ও বিশ্বাসঘাতক হইয়া আত্মহত্যা করিব না। 'তুয়া ভক্তিবাহির্মুখ নিবন্ধনে জানি পাপ'—ইহা কখনও ভুলিব না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

একমাত্র কৃষ্ণকীর্তনেই আমাদের সমস্ত সুবিধা হইবে। আমাদের চিত্তদর্পণে অনেক বাহ্য বিষয়রূপ ধূলি আসিয়া পড়িয়াছে। সেই ভোগোন্মুখ চিত্তে সত্যবস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে পারিতেছে না। যতদিন পর্যন্ত আমাদের জগতের লোকের প্রতি ছোট-জ্ঞান থাকিবে, যতদিন পর্যন্ত জগতের সব লোক হরিভজন করিতেছেন, "সবে কৃষ্ণ ভজে একমাত্র আমি"—এই প্রতীতি না হইবে, সেকাল পর্যন্ত আমাদের চিত্তদর্পণ মার্জিত হইবে না।

কৃষ্ণকীর্তন—ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণ-কারী। একমাত্র কৃষ্ণসংকীর্তনে চরমশ্রেয়ো-লাভ হয়। উহা পরম ধর্ম। কৃষ্ণকীর্তন বিদ্যাবধূ-জীবনস্বরূপ। লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষকথা - "শ্রীহরিনাম"। পাণ্ডিত্য না হইলে হরিনাম হয় না।

কামিনীকে যেরূপ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে, কনকের দ্বারাও তদ্রূপ কৃষ্ণসেবাই করিতে হইবে। কনক ভোগ করিতে হইবে না বা প্রতিষ্ঠা অর্জনের বাসনায় কনকত্যাগও করিতে হইবে না। কনককে বোঝা বা প্রাকৃত না করিয়া চিন্ময় করিয়া দাও। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—যে কনক হরিভজন করে, তাহা ব্রহ্মজাতীয় কনক। চিন্ময় কনক হরিভজনে সাহায্য করে, হরিভজন ও হরিসেবায় আনুকূল্য বিধান করে। হরিসেবার অনুকূল বস্তুকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করা কষ্টস্বীকার বা ফল্গুপ্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কি? হরিসেবোন্মুখ জীবন্মুক্ত পুরুষ যথা-সর্বস্ব দিয়া হরিসেবা করেন। যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, তিনি মুক্ত।

আমরা যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করিব, বেশী বিলাসিতার মধ্যে যাইব না। কিংবা যাহাতে আত্মহত্যা হয়, এইভাবেও শরীরকে কর্ষণ (পীড়ন) করিব না। আমরা সর্বদা হরিকীর্তনের অনুশীলনে তদনুকূল জীবন যাপন করিব। শব্দব্রহ্মের সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ হরিকীর্তনের দ্বারাই হরির চিত্তাকর্ষণ হয়।

একটী মাত্র অভু যাঁহার, তিনি ঐকান্তিক বা ভক্তভৃত্য। লক্ষ্যবস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে, দুই নৌকায় দুই পা দিলে অকল্যাণ প্রসব করে। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হয়। ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার। লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের তাহাই উপাস্য। অসংযত ব্যক্তিগণ বহু লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া কোন বস্তুই লাভ করিতে পারে না। যেখানে সজাতীয়-আশয় স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত না হন, সেইখানেই বিষমজাতীয় সংহতিতেই ব্যভিচার।

যিনি শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবে অচলা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পারমার্থিক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। গুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকেই অর্থ প্রদান করেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন।

জীব তাহার নিত্যস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, বৈষ্ণবের নিত্য 'ভৃত্যাবভৃত্য'। চেতনতার সদ্ব্যবহারেই ভগবদুন্মুখতা বা ভগবৎসেবারূপ বিষয়ে স্পৃহা, আর চেতনতার অপব্যবহারেই ভগবদ্বিমুখতা বা ভগবৎ-সেবকের কার্যে অনাগ্রহ।

সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নৈষ্ঠিক্য ও রুচি প্রভৃতি উপাস্থিত হইতে পারে না। যেদিন আমরা সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করিতে পারিব, সেই দিনই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হইবে। আমরা যদি নিত্য আশ্রয়-জাতীয় বস্তুকে আশ্রয় করিতে পারি, তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়ের সন্ধান পাইব।

আত্মার বৃত্তি একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন। আত্মবৃত্তিতে অন্য কোনপ্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের ধর্মের অপব্যবহারহেতু পরমাত্মা ব্যতীত অন্যবস্তুতে মমতা। আমাদের আত্মার বৃত্তি সুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি সুপ্ত'—একথাও ঠিক নহে। কারণ চেতনের বৃত্তি কখনও সুপ্ত থাকে না। চেতনের বৃত্তি সর্বদা ক্রিয়াশীল। তবে আত্মার বৃত্তির দ্বারা যখন পরমাত্মার অনুশীলন হয়, তখনই আত্মবৃত্তির যথাযথ ব্যবহার, আর যখন আত্মবৃত্তির দ্বারা আত্মানুশীলন হইতেছে না, তখন আত্মার বৃত্তি বিপর্যস্ত হইয়াছে জানিতে হইবে। তখনও আত্মবৃত্তি বর্তমান আছে, কিন্তু অবিদ্যা বস্তুতে ধাবিত হইতেছে, এইমাত্র।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বক্ষণ সর্বোতোভাবে তাঁহা সর্বতোভাবে নন্দনন্দনের সেবা ক'রছেন। শ্রীগুরুদেবের এই শ্রীমূর্তি দর্শন না করা পর্যন্ত আমরা গুরুপাদপদ্মে আশ্রিত হই না। শ্রীনন্দনন্দনের সেবা ব্যতীত মুহূর্তের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্য কোন কার্য নাই। ইহা লক্ষ্য না ক'রলে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি নাই।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যখন আমাদিগকে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মন্ত্র প্রদান করেন, তখন আমরা দেখতে পাই যে, গুরুপাদপদ্মসেবাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের বিধান। বর্তমান সময়ে গুরুপাদপদ্মসেবা ক'রব, পরজন্মে গুরুপাদপদ্মসেবা ক'রব। যদি গুরুপাদপদ্ম সেবার ফলে আমাদের কোন দিন মুক্তজীবন হয়, তখনও আমরা গুরু-পাদপদ্মের অত্যন্ত বিশ্বস্ত পাত্র হ'য়ে নন্দনন্দনের সেবা ক'রব। সর্বক্ষণ সর্বোতোভাবে গুরুপাদপদ্মের সেবাই আমার নিত্যধর্ম।

গুরুপাদপদ্ম নিত্য। তাঁহার সঙ্গরাহিত্য যেন মুহূর্তের জন্য না হয়। মুহূর্তের জন্যও যেন গুরুপাদপদ্মের বন্ধন হ'তে বিচ্ছিন্ন না হই। অন্য কোন প্রাকৃত প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'য়ে সময়ের জন্যও যেন গুরুপাদপদ্ম ছেড়ে না দিই—অন্য বাজে লোকের পরামর্শ শুনে যেন গুরুপাদপদ্ম হ'তে বঞ্চিত না হই।

ভগবানের পরাক্রমপূর্ণ বীর্যবতী কথা শুনিতে শুনিতে হৃদয়ের দৌর্বল্যাদি অনর্থ-জাল কাটিয়া যাইবে, হৃদয়ে অকুতোভয় সাহস আসিবে। তখন শরণাগতি বা আত্ম-সমর্পণই সম্পূর্ণরূপে উদিত হইবে। সেই হৃদয়ে চতুর্থমান অর্থাৎ তুরীয় অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের সত্য বস্তু প্রকাশিত হইবে।

কৃষ্ণভক্তি-রসাপ্লুত মন 'মাধুর্য'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে লৌল্যে পুনঃ মূল্য যার॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের	অন্য,পরবর্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	১০	৷৴০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲		" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲		" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲		" এক কলম	৬০৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—ধর্ম্মসংস্থাপক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। সজ্জনতোষণী [illegible] মাসিক পত্র। শ্রীমায়াপুর হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত [illegible] পত্রিকা। কাশী [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব গ্রন্থখানি [illegible] শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌড়-মণ্ডলের [illegible] মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাহাদের [illegible] [illegible] আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] পারিবেন ভিক্ষা ৷৴০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৩৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] [illegible] যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৴০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] পালাজ্বর [illegible] পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

সামরিক প্রয়োজনে অধিবাসী স্থানান্তরের ক্ষতিপূরণের হার বৃদ্ধি

বাঙ্গলার বিভিন্ন গ্রাম ও সহর অঞ্চল হইতে সামরিক প্রয়োজনে অপসৃত ব্যক্তিগণকে এযাবৎ যে হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইতেছিল, বাঙ্গলা সরকার এক্ষণে তাহার কম কম পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন।

১। স্থানান্তর গমনের ব্যয় :—গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তর গমনের ব্যয় অনধিক ১২৲ টাকা স্থলে ২০৲ ধার্য্য করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেন না, তিনি ২০৲ টাকা পাইবেন এবং যাঁহারা ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেন, তাঁহাদিগকে ট্যাক্সের পরিমাণ অনুসারে স্থানান্তর গমনের খরচা দেওয়া হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, যে, যাঁহার ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স ১০ আনা, তিনি পাইবেন ২০৲ [illegible]। স্থান [illegible] গমনের [illegible] পূর্ব্বে ৮৲ ধার্য্য করা হইয়াছিল। [illegible] কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। [illegible] যদি [illegible] উপযুক্ত প্রমাণ সহ খরচের বিবরণ দিয়া দাবী পেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রকৃত খরচা দেওয়া হইবে।

বাংলার 'আউশ' ও 'আমন' ধান

আগামী বৎসরে 'আউশ' ও 'আমন' ধান কি পরিমাণ উৎপন্ন হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীর ধানের একটা [illegible] সঙ্কল্প করিয়াছেন। এইরূপ হিসাব দ্বারা গবর্ণমেণ্ট জানিতে চাহেন যে, ১৩৪৩ সালে চাউল সরবরাহ সম্পর্কে বাঙ্গলার প্রকৃত অবস্থা কি দাঁড়াইবে। এই হিসাব সংগ্রহ কার্য্যে [illegible] ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা।

বর্ত্তমান বৎসরে কি পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটি 'রেকর্ড' প্রস্তুত করার মনস্থ করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা লেকচারার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট মাইন্‌পতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে কমলা লেকচারার পদে নিয়োগ করার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। বক্তৃতার বিষয় হইতেছে—"মুসলিম, ও ভারতীয় সংস্কৃতির পাত প্রতিঘাত সমন্বয় ও সম্প্রীতি।" এই বক্তৃতা ১৯৪৫ সালের কমলা লেকচার বলিয়া গণ্য হইবে।

বিড়ালের বুদ্ধি ও মানুষের অবিবেচনা

পাবনা জেলার বাথুয়া গ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ঐ গ্রামে আকবর আলী নামক এক ব্যক্তি বাস করেন। তাঁহার একটি পোষা বিড়াল ছিল। গত ২৩শে জুলাই আকবর আলী স্থানান্তরে যান। তখন তাঁহার আড়াই বৎসর বয়স্ক শিশু সন্তান সম্মুখের উঠানে খেলা করিতেছিল। খেলা করিতে করিতে সে উঠানের সংলগ্ন পুকুরে নামিতেছে দেখিয়া উক্ত পোষা বিড়ালটি তাহাকে বাধা দেয়। তথাপি শিশুটি বিরত না হওয়ায় বিড়ালটি শিশুটিকে আঁচড় ও কামড় দেয় এবং শিশুটি পুকুরের দিক হইতে ফিরিয়া আসে। গৃহস্বামী বাড়ী ফিরিয়া শিশুর গায়ে আঁচড় ও কামড়ের দাগ দেখিয়া রাগান্ধ হইয়া বিড়ালটিকে হত্যা করেন। পরে অনুসন্ধানে সমস্ত বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে।

নবতম বৃটিশ সৈন্য দণ্ডিত

একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, গত ১লা মে সাঁইথিয়ে [illegible] রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের বাহিরে [illegible] ফলে বেসামরিক লোকজনকে মারপিটের অভিযোগে নবজন বৃটিশ সৈনিককে অভিযুক্ত করা হয়। জেলার সামরিক আদালতের বিচারে তাহাদিগকে ৬৫ দিন হইতে ১১২ দিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ের জন্য আটক রাখার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া সহরে বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী একটি মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে; এই মামলা অনুসারে একটি বাড়ী ভাড়া আশাতীতরূপে হ্রাস পাইয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ যে, মাসিক ৭০৲ টাকা হিসাবে একটি বাড়ী ভাড়া অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এবং বাড়ীর মালিকের আদালতের লোক ঘোষণা কুষ্টিয়ার মহকুমা হাকিমের নিকট দরখাস্ত করায় মহকুমা হাকিম বিশেষভাবে অনুসন্ধানের পর স্থির করেন যে, উক্ত বাড়ীর ভাড়া মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে হওয়া উচিত এবং বাড়ীর মালিককে এই হারে ভাড়া গ্রহণ করিতে আদেশ দেন। এই উপলক্ষে কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কাগজপত্র তলব করা হইয়াছিল এবং মিউনিসিপ্যালিটির নির্দ্ধারিত কর অনুযায়ীই বাড়ীর ভাড়া স্থির করিয়া দেওয়া হয়

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকারী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলী

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গ্রন্থ-সমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও শুদ্ধিত হইয়া "গ্রন্থাবলী"-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকল্পবৃক্ষশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আবাহন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৭ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৮শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৩ই আগষ্ট, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } ১২৭৩ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ শ্রীধর, বৃহস্পতি কামদা একাদশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(০):০:——

'শ্রীনাম' 'নমস্'-শব্দাদির দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে মন্ত্র-নামে অভিহিত হয়। 'নমস্'-শব্দের অর্থ—স্থূলদিক্‌দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কার পরিত্যাগ বা আত্মসমর্পণ। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি মন্ত্র জপ করিতে করিতে অনর্থ-মুক্ত হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ বা মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীভগবানের গৌণনাম বা প্রকৃতিসম্বন্ধীয় নামকীর্ত্তনফলে ভগবৎপ্রেম লাভ হয় না। তদ্দ্বারা প্রাকৃত ভোগ সিদ্ধ হয়। শ্রীভগবানের নিজলীলাসূচক নামই মুখ্য নাম। ভগবদ্‌ভক্তগণ সেই মুখ্যনাম নিরন্তর কীর্ত্তন করেন। শ্রীভগবান্ যেরূপ অসীম, তাঁহার নামও তেমনই অনন্ত। ভগবানের যাবতীয় নামের গণনা করা জীব ত' দূরের কথা, অনন্তদেবও সহস্রমুখে কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। মহাজনপ্রসিদ্ধ শ্রীনামসমূহই জীব-মাত্রেরই কীর্ত্তনীয়। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—ভক্তগণ ভগবানের লোক-প্রসিদ্ধ নাম ও লীলাসমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে বিচরণ করেন।

———

ভক্ত বা মহাভাগবতেই ভক্তি এবং তাঁহাতে সেবোন্মুখী নিষ্ঠা। যেখানে আত্মসমর্পণ নাই, সেখানে ভক্তি বা নিষ্ঠার সহিত ভজনের কথা আসিতেই পারে না। ভগবদ্‌বৈমুখ্যবশতঃই জীবের জড়সংস্পর্শ, মায়া-সংযোগ বা ভোগাকর্ষণ আসিয়াছে। সাম্মুখ্য ব্যতীত বিমুখোন্মুখ জীবের ভোগাকর্ষণ, ভোগ্যচিন্তা, অন্য চিন্তা বা মায়া হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব মায়াবদ্ধ, ভগবদনুগত জীবই মুক্ত। বদ্ধ জীব সাধনক্রমে ভগবৎকৃপা লাভ করিলে মায়া-মমতাবন্ধ ছেদন করিতে—পুরুষাভিমানের হাত হইতে নিষ্কৃতি-লাভে সমর্থ হন।

———

শ্রীভগবানের অচিন্ত্যলীলা সেবোন্মুখ ভক্তগণই ভগবৎকৃপায় উপলব্ধি করিতে পারেন। অভক্তগণ তাহা বুঝিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভু যে জগাই-মাধাইকে কৃপাপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই জগাই-মাধাই সাধারণ জীব নহেন। তাঁহারা উভয়েই বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয়। সুতরাং তাঁহাদের কখনও ভক্ত বা ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাব থাকিতে পারে না। তবে মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিলেন কিপ্রকারে? উত্তর এই যে, পূর্ব্বে যেরূপ ভগবান্ নিজ যুযুৎসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে সনকাদি ঋষির দ্বারে প্রেরণার দ্বারা জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক বিপক্ষরূপে তাঁহা-দিগকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, সেইরূপ ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলায় যাহা হতারিগতিদায়ক শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগেও দেন নাই, তাহাদিগকে সেই সুদুর্লভ প্রেম প্রদান করিবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মাধাইএর হৃদয়ে প্রেরণার দ্বারা নিজ মস্তকে মুটকী-নিক্ষেপ-লীলা ও তজ্জনিত রক্তপাতাদির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং তদ্দ্বারা জগাই-এর আপনার প্রতি প্রীতির উদ্রেক করাইয়া জগাইকে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচিত্তাকর্ষণ করাইয়াছিলেন। 'মেরে সে পতিত হয়, দুঃখ নাহি পাই'—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই বাক্যেই প্রকৃত তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অঙ্গে আঘাত করেন নাই বা সেই আঘাত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রাকৃত দেহ স্পর্শও করে নাই। প্রাকৃত ইন্দ্রজালদর্শনে যখন কোন ব্যক্তির শিরশ্ছেদন ও তজ্জনিত রক্তপাত প্রভৃতি মিথ্যা ঘটনা লোকচক্ষে সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়, তখন দুর্ঘট-ঘটনাকারিণী যোগমায়া চিচ্ছক্তির অধীশ্বর শ্রীভগবানের লোকচক্ষে ঐরূপ ঘটনা প্রদর্শন কিছুই বিচিত্র নহে। এই কথা শুনিয়া যদি কেহ মনে করেন যে, যদি রক্তপাতাদি ব্যাপার সত্য না হয়, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ ব্যাপার সম্বন্ধে দর্শন ও ক্রোধ-প্রকাশলীলা করিলেন কেন? ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরই বা উহা বর্ণন করিলেন কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু বিভিন্ন-বিগ্রহ হইলেও একই বস্তু। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের ভাব অবগত আছেন; সুতরাং লোকচক্ষে একজনের আচরণ প্রদর্শন ও অন্য জনের দর্শন—এই দুই কার্য্যই অচিন্ত্য।

———

শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-তত্ত্বের আদি এবং জগতের পালনকর্ত্তা মূল-পিতা। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেব। শ্রীবলদেব হইতে বৈকুণ্ঠে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর রূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ বিরাজিত। শ্রীসঙ্কর্ষণের অংশ হইতে পুরুষাবতারত্রয়ের লীলা প্রকটিত। এই ত্রিবিধ বিষ্ণুতত্ত্বের উপলব্ধি জাগিলে জীব প্রাকৃত-ভোগপ্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শক্তিমত্তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব নহেন। তিনি যাবতীয় শক্তির প্রভু হইলেও শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তির সহিত অভিন্ন ভগবানের সন্ধানপ্রদর্শক আশ্রয়-তত্ত্ব। তিনি স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও বিষ্ণুর আশ্রয়জাতীয় অর্থাৎ সেবকের লীলা প্রকট করেন বলিয়া তিনি জগদ্‌গুরু। তিনি তত্ত্বতঃ বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়ের লীলাপ্রকটকারী। আদিবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন হইলেও তাঁহার ন্যায় বিষয়জাতীয় আশ্রয়বিগ্রহ নহেন। শ্রীগুরুদেব ভোক্তা নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। যাহারা শ্রীগুরুদেবকে শ্রীনিত্যানন্দ বলিতে চায় না, তাহারা গুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধ করে। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপাই জীবকে জড়ানন্দ হইতে মুক্ত করিয়া সেবানন্দে অধিকার প্রদান করিয়া থাকে। স্বস্বরূপের উপলব্ধি হইলে জীব আপনাকে ভগবানের নিত্যসেবক বলিয়া জানিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুনিত্যানন্দতত্ত্বও হৃদয়ে উদিত হন। জীবহৃদয়ে সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব হওয়ার পরেই সেব্যতত্ত্ব শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়।

———

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণ, মথুরায়—পূর্ণতর এবং গোকুলে—পূর্ণতম। প্রকৃতির অতীত চিন্ময়রাজ্যে অনন্তগুণের প্রকাশক হরি—পূর্ণ, সর্ব্বগুণের অসম্প্রকাশক হরি—পূর্ণতর, আর যাঁহাতে অখিল গুণ প্রকাশিত, সেই হরি—পূর্ণতম। দ্বারকেশ কৃষ্ণ—ঐশ্বর্য্যপ্রধান মাধুর্য্যাংশমিশ্র, মথুরেশ-কৃষ্ণ—মাধুর্য্যপ্রধান ঐশ্বর্য্যমিশ্র, আর গোকুলেশ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—কেবল মাধুর্য্যময়। শ্রীনন্দনন্দন চৌষট্টি গুণসম্পন্ন। শ্রীবসুদেবনন্দন বাষট্টি গুণসম্পন্ন; শ্রীনারায়ণ-ষষ্টিগুণসম্পন্ন। উজ্জ্বল মধুর রস একমাত্র

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তমুখে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

মুক্তে অবস্থিত। শ্রীদ্বারকার উপাসনা ঐশ্বর্য্যযুক্ত দাস্যরসের ভূমিকাতেই প্রতিষ্ঠিত। পাণ্ডবগীতা ও বিবাহিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরুক্মিণ্যাদি ষোড়শ সহস্র মহিষীগণের পতি-পত্নীভাব দাস্যরসেরই প্রকার-ভেদমাত্র। সেখানে মাধুর্য্যরসের নিরঙ্কুশ সৌন্দর্য্য-বিচার প্রস্ফুটিত হয় নাই। ব্রজবাসিগণই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। তন্মধ্যে শ্রীবার্ষভানবী আবার সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তাঁহার সহিত—ব্রজবাসিগণের সহিত দ্বারকাবাসি-লোকের ভক্তগণের তুলনা হয় না। অংশিনী শ্রীরাধা হইতে বিম্বপ্রতিবিম্বরূপে মহিষীগণের বিস্তৃতি; মহিষীগণ তাঁহার প্রাভব-প্রকাশস্বরূপ। সত্যভামা-দি কাৰ্য্যান্তবানী দ্বারকেশ শ্রীবাসুদেব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, আর শ্রীরাধা—স্বয়ংরূপা। ব্রজবাসিনীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে বেশী প্রিয়, তাহা আমরা মহিষীগণের কথোপকথন হইতে জানিতে পারি। শ্রীসত্যভামা সপত্নীগণের সহিত বলিতেছেন,—আমরা কেবল নামে শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, বস্তুতঃ সেই ব্রজবাসিনী গোপীগণের কিঙ্করীগণও আমাদের অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়া। এই কথা শুনিয়া শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিলেন,—গোপীগণ ইহ-পরকালের যাবতীয় সাধ্য ও সাধনের অপেক্ষা-রহিতা ও শ্রীকৃষ্ণের তৃষ্ণাতুরা হইয়া পতি-পুত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাসক্রীড়াবিবরণ অনির্ব্বচনীয় বিলাসাবলীর দ্বারা সুগোপ্য রীতিতে শ্রীবৃন্দাবনাদির নিকুঞ্জ-কাননাদি স্থানে অপূর্ব্ব বেশবিভূষিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন; এই কারণেই ব্রজগোপীদের উপরে শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমাবেশের আমাদের অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত। কারণ আমরা তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, কেবল ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পুত্র-পৌত্র-সুরক্ষিতে ব্যগ্রচিত্তা। যেহেতু তিনি আমাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, অতএব তিনি আমাদের পতি—এই ভাবিয়াই আমরা গৌরবের সহিত তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকি; কিন্তু গোপীদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ পরম প্রেমবৈশিষ্ট্যের দ্বারা তাঁহার সেবা করি না। অতএব গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাবেশ আমাদের মাৎসর্য্যের বিষয় নহে; পরন্তু পরমোৎকর্ষ জনের সহিত নিকৃষ্ট জনের—স্বামিনীগণের সহিত দাসীগণের যেরূপ সাপত্ন্য ব্যবহার থাকিতে পারে না, কেবলমাত্র শ্রদ্ধা, সম্যক্ শ্লাঘাযোগ্যতা ও নমস্কারি-ভাবই থাকে, তদ্রূপ উক্ত ভাবও আমাদের মাৎসর্য্যের বিষয় নহে, পরন্তু সত্রাজিৎ প্রাণ সমীরই। কারণ উহা আমাদিগের প্রভুর নিজজনগণের অধীনতা স্বীকাররূপ মাহাত্ম্যই প্রকাশ করিতেছে। শ্রীজাম্ববতী প্রভৃতি অন্যান্য মহিষীগণ শ্রীরুক্মিণীর এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন। কেবল শ্রীসত্যভামা ব্রজজনসঙ্গে ভগবানের এই সমস্ত কথা সহ্য করিতে না পারিয়া মানাগারে প্রবেশ করিলেন। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া সক্রোধে আবেশ করিলেন—মহাত্মা সত্যভামাকে এই স্থানে আনয়ন কর। শ্রীসত্যভামা আগমন করিলে শ্রীভগবান্ কহিতে লাগিলেন—ওরে সমুচিতে সত্রাজিৎ-নন্দিনি! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ স্বর্গ হইতে একটী পারিজাত পুষ্প আনিয়া দিলে আমি সেই পুষ্পটী রুক্মিণীকে দিয়াছিলাম বলিয়া তুমি যেরূপ মান করিয়াছিলে, আজ শ্রীরাধিকাদিতে আমার সর্ব্বাতিশয় প্রেম থাকাতে তুমি পুনরায় সেইরূপ মান করিতেছ! হে অবলে, তুমি কি জান না যে, আমি ব্রজজনগণের ইচ্ছানুসারে সর্ব্বদা চলিয়া থাকি। তুমি, অন্যান্য পত্নীগণ ও আমার পুত্রসকল অর্থাৎ তোমাদিগের সকলকে পরিত্যাগ করিলেও যদি ব্রজবাসিগণ আপনাদিগের সদৃশ ভাবেন, তাহা হইলে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা সত্য সত্য জানিও যে, এইক্ষণে আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। ব্রহ্মা আমার স্তব করিতে করিতে যাহা বলিয়াছিলেন; তাহা কখনই মিথ্যা নহে। যেহেতু তাহা গুরুর অর্থাৎ প্রামাণিকের বাক্য। আমি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও ব্রজবাসিগণের ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ। অতএব আমি তাহাদের নিকট মহাঋণী—মহাঋণীর ন্যায় চিরকাল পরবশ।

ব্রজ ব্যতীত রাগমার্গে ভজনের অন্যত্র সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণলীলায় লোভই রাগমার্গে প্রবৃত্ত করে। আর সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা বৈধী ভক্তিতে ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহা বিধয়ে পরমার্থবিচারকেরা রাগ বলে। রাগভক্তিতে ব্রজজনের মধ্যে যাঁহার সেবা-চেষ্টাতে লোভ হয়, তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহাদের পরস্পর লীলা-কথায় রত হইয়া সশরীরে বা মানসে সাধক সর্ব্বদা ব্রজে বাস করেন। যাঁহার হৃদয় নির্ম্মল, তাঁহারই হৃদয়ে ব্রজজনের আনুগত্যে রুচি জন্মে। লোভ বা রুচি ব্যতীত রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার নাই। রাগময়ী ভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা। আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের মাতা, আমি কৃষ্ণের সখা, আমি কৃষ্ণের দাস—এই সকল অভিমান হইতে সম্বন্ধরূপা ভক্তি হয়। ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই চারি রসে রাগমার্গে কৃষ্ণভজন হইয়া থাকে। বিধিমার্গে ব্রজভজন হয় না; তবে যাঁহাদের অন্তরে রাগানুগ মার্গ, বাহিরে মাত্র বিধিমার্গ, তাঁহাদের ব্রজসেবা লাভ হয়।

দ্বারকা, মথুরা ও গোকুললীলা—তিনটীই নিত্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত নিত্যলীলা। অপ্রকট লীলার প্রপঞ্চে প্রকাশই ভৌমলীলা। গোলোকস্থ অপ্রকট লীলাই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। অপ্রকট লীলার ন্যায় প্রকটলীলার দ্বারকা, মথুরা ও গোকুললীলা নিত্য এবং অপ্রকট লীলারই অনুরূপ। কেবল ভৌমলীলায় যেসকল মায়া-প্রত্যায়িত অংশ অর্থাৎ শ্রীদেবকীর সূতিকা-গৃহ, পূতনা বধাদি গোপীগণের ভাবময় দেহত্যাগ প্রভৃতি লক্ষিত হয়, তাহা গোলোক-বৃন্দাবনে অপ্রকট লীলায় নাই। এইজন্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভৌমলীলাকে যোগমায়াপ্রকটিতা বলিয়াছেন। অপ্রকট-লীলায় ব্রজ হইতে কৃষ্ণের গমনাগমন নাই। প্রকট লীলায় কৃষ্ণের ব্রজ হইতে গমনাগমন প্রভৃতি ব্যাপার যাহা লক্ষিত হয়, তাহা যোগমায়ার দ্বারাই সাধিত। প্রকট লীলায় যে যোগমায়াকৃত গমনাগমন ব্যাপার, তাহা কেবল সম্ভোগের পুষ্টিসাধনজন্যই জানিতে হইবে। অপ্রকটলীলায় কৃষ্ণেচ্ছা-বাক্যেই কৃষ্ণবিরহভাব দীর্ঘ বর্ষের ন্যায় গোপীগণের অনুভূতির বিষয় হইয়া সম্ভোগের পুষ্টিসাধন করে, কিন্তু তাহা দুর্ব্বোধ্য ও অচিন্ত্য—ইহাই আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত।

গুরু, বৈষ্ণব এবং ভগবানের কৃপাতেই জীবের মঙ্গলোদয় হয়। সুতরাং গুরুবৈষ্ণব-পদাশ্রয় ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য উপায় নাই। ভগবানের কৃপা অহৈতুকী হইলেও ভক্তের ইচ্ছাক্রমেই তিনি আবদ্ধ হন। ভগবানের নিজজন শ্রীগুরুদেব সেই ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হইলেই শরণাগতির উদয় হয়। এই শরণাগতি ব্যতীত ভগবৎ-সেবামার্গে কাহারও অধিকার হয় না। সুতরাং ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত হইবার জন্য যত্ন করা যে বিশেষ আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

আশ্রয়-তত্ত্ব সকলেই কৃষ্ণেচ্ছা-পরতন্ত্র। যেখানে কৃষ্ণেচ্ছাধীনতা, সেইখানেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা সেবোন্মুখতা। আর যেখানে গুরুবৈষ্ণবের শাসন স্বীকার না করিয়া নিজে স্বতন্ত্র দলপতি বা মণ্ডলেশ্বর সাজিবার ধৃষ্টতা, সেইখানে হরিবিমুখতা। আমরা বড়ও হইতে চাই না, ছোটও হইতে চাই না, আমরা দাস হইতে চাই—শ্রীরূপের চরণধূলি হইতে চাই। আমরা ভোগ বা ত্যাগের সেবক নহি, আমরা শ্রীরূপের—শ্রীগুরুদেবের অযোগ্য কৃপাপ্রার্থী। শ্রীরূপের কৃপা প্রার্থনা আমাদের সুলভ্য হউক। যাঁহারা জাগতিক ছোট বা বড়র অভিমান পোষণ করেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তির কোন কথা আদৌ বুঝিতে পারিবে না। জাগতিক অবর ও বাহিরের কোনপ্রকার অভিমান থাকাকালে জীবের স্বরূপাভিমান জাগিতে পারে না।

কৃষ্ণ-ভক্ত ও শিব-ভক্ত

——॥(২৩১)॥——

কৃষ্ণভক্ত সজ্জন। তাঁহারা বিশ্বের বান্ধব বা মিত্র। শিবভক্তগণের অধিকাংশই বিশ্বের অহিতকারী। যাঁহারা শিবকে কৃষ্ণ-ভক্ত জানিয়া তাঁহার সেবা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত শিবভক্ত; আর যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে রুদ্রের উপাসনা করেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি প্রতিযোগিতাময়ী; তাঁহারা অভক্ত। তাঁহারা রুদ্রের নিকট হইতে তপস্যাপ্রভাবে বর লাভ করিয়া নিজ ইষ্টদেবকেই ধ্বংস করিবার প্রয়াসী। কিন্তু শিবের বৈষ্ণবভাবে প্রকৃত উপাসক প্রচেতোগণের ও শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনির এরূপ চিত্তবৃত্তি নহে। রাবণ, পৌণ্ড্রক, বৃক প্রভৃতি উৎকট শিবভক্তগণ শিবের নিকট হইতে বর পাইয়া শিববিদ্বেষ ও শিবোপাস্য বিষ্ণুর বিদ্বেষ করিয়াছেন। এইসব শিবভক্তের দ্বারা বিশ্বের কোন মঙ্গল ত' হয়ই নাই, উপরন্তু বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণ-ভক্তের দ্বারা কখনও বিশ্বের অমঙ্গল হয় না। বিশ্বের মঙ্গলের জন্যই তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে বিচরণ করেন। পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্যই কৃষ্ণ-ভক্তগণের এ জগতে আগমন।

জগদ্গুরু শিব কৃষ্ণভক্ত। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর নন। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র স্বয়ং ভগবান্। শ্রীশিব যে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাহা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে জানিতে পারি। সর্ব্বভুবন-পবিত্রকারিণী, সকল দেবতা ও ঋষিগণের পরমপূজ্যা শ্রীগঙ্গা একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ-কমল হইতেই নির্গতা হইয়াছেন। এক বিষ্ণু ব্যতীত শিব বা অন্য কোন দেবতার পাদদেশ হইতে গঙ্গা নির্গত হইতে পারেন না। শিবের পাদদেশ হইতে নির্গত হওয়া দূরে থাকুক, শিব একথা মনে ভাবিতেও পারেন না। এজন্য তিনি নিরন্তর সেই বিষ্ণুচরণামৃত-বিষ্ণুপদী গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন। গঙ্গা-জল মস্তকে না ঢালিলে শিবের পূজাই হয় না। বিষ্ণু যদি শিবের দাস হইতেন, তাহা হইলে কি তিনি তাঁহার শ্রীচরণামৃত শিবকে নিরন্তর মস্তকে ধারণ করিতে দিতেন? এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—বিষ্ণুর চরণামৃত মস্তকে ধারণ করিয়া শিব 'শিব' অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন। এইহেতু যথার্থ শিব-ভক্তগণ প্রচেতোগণের ন্যায় বিষ্ণুর সেবক বা, শিবতত্ত্ব-বিচার যথার্থ রীতিতে শিবের পূজা করেন। তাঁহারা শিবের নিকট কৃষ্ণসেবা-বরই প্রার্থনা করেন, চারে আত্মবিনাশের জন্য অন্য কোন বর প্রার্থনা করেন না।

সাধারণতঃ দেখা যায়, অসুর ও রাক্ষসগণের মধ্যে যাঁহারা ভোগবাঞ্ছক শঙ্করের উপাসক, তাঁহারা প্রায়ই বধ্য হন এবং যাঁহারা সমস্তভোগের আশ্রয় শঙ্করের বিষ্ণুভক্ত সেবক, তাঁহারা প্রায়ই বাঙ্ময়তিতে দ্বারকের লীলাভিনয় করেন। কৃষ্ণভক্তগণের

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

অকৃষ্ণসম্বোদ্দিষ্টরূপ দারিদ্র্য ও সেবকগণের ভোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই জল্পনা-কল্পনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা জগতে ধনী, তাঁহাদের নিকট ভোগৈশ্বর্য্যাদি তুচ্ছ। ইহার সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না।

পরমভক্ত শ্রীধরকে লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভু ইহার মীমাংসা করিয়াছেন,—

প্রভু বলে—শ্রীধর তুমি যে অনুক্ষণ।
'হরি-হরি' বল, তবে দুঃখ কি কারণ?
লক্ষ্মীকান্তে সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্নবস্ত্রে দুঃখ পাও, কহ দেখি, শুনি?
শ্রীধর বলেন—উপবাস ত' না করি।
ছোট হউক, বড় হউক, বস্ত্র দেখ, পরি॥
প্রভু বলে—দেখিলাঙ গাঁঠি দশ ঠাঁকি।
ঘরে বল, দেখিতেছি খড়মাত্র নাহি॥
দেখ এই চণ্ডী-বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায়, পরে সব নগরিয়া॥
শ্রীধর বলেন—বিপ্র, বলিলা উত্তম।
তথাপি সবার কাল যায় এক সম॥
রত্নঘরে থাকে, রাজা দিব্য খায় পরে।
পক্ষীগণ থাকে দেখ, বৃক্ষের উপরে॥
কাল পুনঃ সবার সমান হই' যায়।
সবে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥

শ্রীধরের এই কথা শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—তুমি প্রচুর ধনে ধনী, সেইজন্য তোমার বাহ্য জাগতিক ধনসংগ্রহের প্রয়োজন নাই। সুতরাং বাহ্যজগতের কোন অপ্রাপ্তকেই তোমার অভাব বলিয়া মনে হয় না। যিনি শক্তিমান্ শ্রীভগবানের সেবায় রত, তাঁহার কোনপ্রকার দুর্ব্বলতা বা অভাব থাকিতে পারে না। বৈষ্ণব যে সর্ব্বোত্তম এবং সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ও সকল বস্তুর মালিক, তাহা আর গুপ্ত থাকিবে না, তাহা আমি অচিরেই মূর্খ অনভিজ্ঞ জগতের নিকট ব্যক্ত করিব।

গুণাবতার শিব নিজের মায়ার সহিত যুক্ত। তিনি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ অবস্থারূপে বর্ত্তমান। সেই অহঙ্কার হইতে মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত বিস্তার হইয়া থাকে। অতএব উদ্দেশ্যে শিবের আরাধনা করিয়া প্রার্থনানুসারে সর্ব্বপ্রকার বিভূতি লাভ করা যায়। কিন্তু ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বদর্শী, প্রকৃতির অতীত ও সাক্ষাৎ গুণাতীত পুরুষোত্তম বলিয়া তাঁহার আরাধনা করিলেই পুরুষও তাদৃশ গুণাতীত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাঁহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষয়-পরিত্যাগে ইচ্ছুক তাহার দুর্ব্বলতাবশতঃ বিষয়ে কথঞ্চিৎ আসক্ত হওয়ায় কষ্ট পায়, আমি তাঁহার বিষয় হরণ করিয়া থাকি। তাঁহার পক্ষে ঐ বিষয় হরণই অনুগ্রহস্বরূপ হইয়া থাকে। তখন ঐ, আত্মীয় স্বজনগণ ঐ নির্ধন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি স্বজনগণের প্ররোচনায় পুনরায় অর্থ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেও আমার কৃপায় তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া নির্ব্বেদপ্রযুক্তিতে আমার ভক্তগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলে আমি তাঁহার প্রতি অসাধারণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি। তখনই সেই ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাহারা পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহে আসক্ত এবং পশ্চাতে মোক্ষ লাভে অনিচ্ছুক, তাদৃশ অত্যাসক্ত পুরুষ আমার আরাধনা ও অনুগ্রহলাভ দুষ্কর জানিয়া আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আশুতুষ্ট দেবতাগণের নিকট হইতে রাজ্যশ্রী লাভ করে এবং তখনই উদ্ধত, গর্ব্বিত ও অসাবধান হইয়া বরদাতৃগণকেও অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সকলেই শাপ ও অনুগ্রহ-প্রদানে সমর্থ, কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব যেরূপ শীঘ্র সন্তুষ্ট বা শীঘ্র রুষ্ট হন, শ্রীহরি সেরূপ হন না। সেইজন্য ব্রহ্মা ও শিবাদিকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে দেখা যায়। তবে তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া শ্রীভগবান্ই তাঁহাদিগকে সে বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন। অনেক শিবভক্তের দুর্গতির কথা আর আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি।

শকুনী-নামক অসুরের পুত্র দুর্ম্মতি বৃকাসুর এক সময়ে পথে শ্রীনারদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মাদি দেবতাগণের মধ্যে কোন্ দেবতা সেবকগণের প্রতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হন, তাহা জিজ্ঞাসা করে। এ কথা শুনিয়া শ্রীনারদ বলেন,—শিব সামান্য দোষ বা গুণবশতঃই শীঘ্র রুষ্ট বা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, সেই শঙ্করকে আরাধনা কর। তাহা হইলে সত্বর অভীষ্টলাভে সমর্থ হইবে। রাবণ এবং বাণাসুর বন্দিগণের ন্যায় স্তব করিলে শিব তাহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া এক জনের নিকট হইতে কৈলাস উৎপাটনরূপ এবং অপরের নিকট হইতে তাহার পুরপালনরূপ মহা সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন। শ্রীনারদের নিকট এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৃকাসুর কেদারক্ষেত্রে নিজ গাত্র হইতে মাংস গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মহাদেবের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া আরাধনা করিয়াছিল। এইরূপ আরাধনাতেও দেবদর্শন করিতে না পারিয়া সেই অসুর সপ্তম দিবসে কেদারতীর্থের জলে স্নান করিয়া খড়্গদ্বারা নিজ মস্তকচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ পরমকারুণিক শঙ্কর যজ্ঞানল হইতে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়া তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করেন। বৃকাসুরও তাঁহার স্পর্শ লাভ করিয়া পুনরায় পরিপূর্ণ কলেবর হইয়া উঠিল। শঙ্কর তাহাকে বলিলেন,—হে বৎস, শিরশ্ছেদের আর কোন প্রয়োজন নাই, তুমি আমার নিকট যে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। এই কথা শুনিয়া সেই অসুর বর প্রার্থনা করিল যে, আমি যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিব, সেই ব্যক্তি যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শঙ্কর প্রথমে ইহাতে কুণ্ঠিত হইলেও পরে তথাস্তু বলিয়া তাহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। শিবের নিকট হইতে এই বর প্রাপ্ত হইয়া বৃক শিবের ঐ বরের সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য শিবের মস্তকে হস্তপ্রদানে উদ্যত হইল। শিব মহাসঙ্কটে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ব্রহ্মাদি দেবতাগণের নিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহারা কেহই ইহার কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলে শিব বিষ্ণুর নিকট বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সকল কথা শ্রীহরিকে জানাইলেন। তখন ভগবান্ শ্রীহরি নিজভক্তকে পাষণ্ডের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক বৃকের নিকট উপস্থিত হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে আপ্যায়িত ও শান্ত করিলেন এবং তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে বৃক! তুমি পাগল শিবের কথা বিশ্বাস করিও না, তোমাকে বঞ্চনা করিবার জন্যই শিব ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। যদি শঙ্করকে জগদ্গুরু জানে তদীয় বাক্যে তোমার বিশ্বাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিজমস্তকে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। যদি তাঁহার বাক্য কিঞ্চিন্মাত্রও মিথ্যা হয়, তাহা হইলে যাহাতে পুনরায় ঐরূপ মিথ্যা কথা না বলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কর। শ্রীভগবানের এই মধুর বাক্যে দুর্ব্বুদ্ধি বৃকাসুর হতচিত্ত হইয়া স্বয়ং বিস্মরণপূর্ব্বক নিজ মস্তকে স্বীয় হস্ত স্থাপন করিলেন। অনন্তর ঐ অসুর তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণমস্তকে বজ্রাহতের ন্যায় ভূপতিত হইলে আকাশে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। দুরাচার বৃকাসুর নিহত হইলে দেব, ঋষি ও পিতৃগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং শিবও সঙ্কট-মুক্ত হইলেন। অনন্তর শ্রীহরি শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হে জগদ্গুরো মহাদেব, এই দুরাচার অসুর নিজ পাপদ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছে। কোন মহাজনের প্রতি অপরাধ করিয়া কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না; সুতরাং জগদ্গুরুস্বরূপ আপনার প্রতি যে অপরাধ করে, তাহার কল্যাণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বিষ্ণুভক্তকারী স্বতন্ত্র দেবপূজকগণের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু শিবপূজা কৈল;
অতএব তা'র দুঃখ তাহারে মারিল॥
তেঁঞি সে বলিয়ে প্রভু, তোমারে লঙ্ঘিয়া।
মোর সেবা করে, তা'রে মারি পোড়াইয়া॥
তুমি মোর প্রাণনাথ, তুমি মোর ধন।
তুমি আমার পিতামাতা, তুমি বন্ধুজন॥
যে তোমারে লঙ্ঘিয়া ভজে মোরে নমস্কার।
সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার॥
দুর্য্যোধন সাক্ষাৎ করি' রাজা সত্রাজিৎ।
ভক্তিবশে সূর্য্য তাঁর হইলা বিদিত॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা, আজ্ঞাভঙ্গ-দুঃখে।
দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে সুখে॥
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার॥
শিরশ্ছেদি শিব পূজিয়া দশানন।
তোমা লঙ্ঘি' পাইলেক সবংশে মরণ॥
সর্ব্বদেব মূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত—সব তোমার কিঙ্কর॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই' সেই দাস তাহারে সংহারে॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি দেব ভজে।
বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে॥
বেদ, বিপ্র, যজ্ঞ, ধর্ম্ম—সর্ব্বমূল তুমি।
যে তোমা না ভজে, তা'র
পূজা নাহি আমি॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯শ)

বিষয়ীর পরিণাম ও বিষয়হীন কৃষ্ণভক্ত শ্রীধরের মাহাত্ম্যসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিতেছেন,—

ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ-সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যাধন-রূপ-যশ-কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥
কলামূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটি কল্পে কোটীশ্বর না দেখিবে তাহা॥
অহঙ্কার-দ্রোহ মাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাতফল তা'র না জানয়ে পাছে॥
দেখি' মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ কর্ম্মদোষে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি, দেখয়ে দুর্গতি॥
খোলা-বেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্টসিদ্ধিকে উপেক্ষি'॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে উৎসব

গত ২৭শে জুলাই, মোক্ষদার শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বিরহ-উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে সকালে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। মধ্যাহ্নে ভোগের পর বেলা ৩ ঘটিকার সময় মঠে বহু সজ্জন সজ্জনগণের সমাবেশ হয়। তখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। পাঠের অন্তে বিরহসূচক কীর্ত্তন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর সমাগত সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-নিয়মাবলী-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
	১ম ৩ দিনের জন্য, পরবর্ত্তী দিনের জন্য			
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	১০	।৶০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৭৲
" " ইঞ্চি		১৷০	সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম ৫৲		৩৲	অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম		৭৲	এক কলম	৩৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ত্রিদিবাসায় একমাত্র সাময়াধিক বাসিক পত্র। পুরী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মবর্ণনাত্মক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসাধনরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগভবসিন্ধু এই অবলম্বনে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ প্রায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় যা আছে তাহা কাটাইবার একমাত্র ঔষধ। পিত্ত, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদি এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৬০ বার আনা, বড় বোতল ১৶০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

সামরিক কারণে স্থানান্তরিতের ক্ষতিপূরণের বৃদ্ধি

কাঁচা বাড়ীর ক্ষতিপূরণ :—পূর্ব্বে ইহাই ধার্য্য করা হয় যে, কাঁচা বাড়ীর মালিক স্থানান্তর গমনের আদেশ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে সামরিক আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের খরচ দেওয়া হইবে এবং পুনরায় যখন তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করার আদেশ দেওয়া হইবে তৎকালে তাঁহার গৃহের কোন ক্ষতি হইলে তিনি তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ পাইবেন; অথবা তাঁহাকে অনুরূপ গৃহ নির্ম্মাণের খরচ দেওয়া হইবে। এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে, স্থানান্তর গমনের আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে সামরিক আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের খরচ (যদি তিনি গভর্ণমেন্টের নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়স্থলে বাস না পান) এবং অনুরূপ একটি গৃহনির্ম্মাণের খরচ দেওয়া হইবে।

সামরিক আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের ব্যয় নিম্নোক্তরূপ পরিবর্ত্তিত হারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

(১) যে পরিবার ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেয় না, সেই পরিবার ৫০৲ পাইবে; (২) যে পরিবারের ইউনিয়ন বোর্ডের দেয় ট্যাক্স ।৶০ আনা হইতে ৸৶০ আনা সেই পরিবার পাইবে ৮০৲, (৩) যে পরিবারের ট্যাক্স ১৲ টাকা হইতে ১৸৶০, তাহার প্রাপ্য হইবে ১২০৲; (৪) যে পরিবারের ট্যাক্স ২৲ টাকা হইতে ৪৸৶০ তাহার প্রাপ্য হইবে ১৫০৲; (৫) যে পরিবারের ট্যাক্স ৫৲ ও ঊর্দ্ধে তাহার প্রাপ্য হইবে ২০০৲। যে পরিবারের লোকের সংখ্যা ৬ জন, সেই সকল পরিবারের জন্যই উপরোক্ত হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে সব পরিবারের লোকসংখ্যা অধিক, সেই সকল পরিবার লোকসংখ্যা অনুসারে বর্দ্ধিত হারে ক্ষতিপূরণ পাইবে।

কৃষিক্ষেত্রের জন্য ক্ষতিপূরণ :—জমির উৎপন্ন ফসলের আনুমানিক মূল্যের চারিভাগের তিন ভাগ জমির মালিক ক্ষতিপূরণস্বরূপ পাইবেন। পূর্ব্বে অর্দ্ধেক মূল্য দেওয়া হইবে বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জমির খাজনা গভর্ণমেন্ট দিবেন।

উপার্জ্জনের অভাবজনিত ক্ষতিপূরণ :—লোকগণনাদের মধ্যে যে সকল কর্ম্মচারী ও ভূমিহীন মজুর উপার্জ্জনশূন্য হইবে, তাহাদিগকে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট দুই মাসের আয়ের পরিবর্ত্তে তিন মাসের আয় ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেওয়া হইবে। পূর্ব্বে জেলা কর্ম্মচারীর বিবেচনা অনুসারে এই ক্ষতিপূরণ দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সকল ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। অধিক যে সকল ব্যক্তির বৃত্তিহানি ঘটিবে, তাহাদিগকেও তিনমাসের আয় ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেওয়া হইবে।

অত্যাবশ্যক খাদ্য সরবরাহ

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র কলিকাতায় অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রচার করেন।

বিবৃতিপ্রসঙ্গে মেয়র বলেন যে, কলিকাতায় পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ সম্বন্ধে তিনি একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন এবং উক্ত সম্মেলনে পরীক্ষামূলক কতকগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গভর্ণমেন্ট বাংলাকে অনুমোদন করেন, অধিকন্তু গভর্ণমেন্টকে দেওয়া হইয়াছে এবং কর্পোরেশন এক্ষণে গভর্ণমেন্টের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

মেয়রের পরামর্শ অনুসারে কর্পোরেশন খাদ্যদ্রব্যসংক্রান্ত বিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন্য ৮ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন।

মেয়র নিম্নলিখিতরূপ বিবৃতি প্রচার করেন :—

"নগরীতে অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে এবং এই অবস্থায় উহাদের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমি একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলাম। অনেক পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। পরীক্ষামূলক-ভাবে নিম্নোক্তরূপ প্রস্তাবসমূহ সম্মেলনে গৃহীত হয় :—

১। যে সকল অত্যাবশ্যক দ্রব্য অপ্রচুর আছে, তাহা হইতেছে—চাউল, চিনি, লবণ, কেরোসিন তৈল, ময়দা ও দেশলাই। পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা বলেন যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট কেরোসিন তৈল নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না এবং এতৎসম্পর্কে কেরোসিন তৈল ব্যবসায়ী কোম্পানীগুলির সহিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ময়দা সম্পর্কে বলা হয় যে, উৎপাদনের কেন্দ্র বিশেষভাবে যুক্তপ্রদেশ হইতে ইহার যোগান বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে এবং এই কারণে প্রয়োজন মত ময়দা ও গমের যোগান পাওয়া সম্ভব হইবে না। এই বিষয়টি জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

চাউল, চিনি, লবণ এবং দেশলাই সম্পর্কে পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা বলেন যে, অধিকমাত্রায় এই সকল দ্রব্য সরবরাহ করার কোন অসুবিধা হইবে না।

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং-ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনবকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ   ১১   গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ৩০শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ১৫ই আগষ্ট, ইং ১৯৪২, শনিবার { ১১৮-১২১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ শ্রীধর, পবিত্রারোপণী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(০):০:——

শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে 'অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাকামী জগৎকে মান না দিলে তাহারা আমার প্রকৃত কথা শুনিবে না। প্রকৃত কথা যাহাতে লোক মন দিয়া শ্রবণ করে, তাহা বুঝিতে পারে; এইভাবে বলিতে হইবে এবং এই কথা বলিবার সময় তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে হইবে; নতুবা হরিকথা কীর্ত্তন করা যাইবে না। হরিকথা বলিতে গিয়া জগৎকে হরিবিদ্বেষী করিয়া তুলিতে হইবে না। পরন্তু যাহাতে তাহারা হরিভজনে আকৃষ্ট হয়, এইরূপ বিনয়ের সহিত তাহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে হইবে। লোক চটাইয়া লাভ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সত্যকথা চাপা দিয়া তোষামোদ করিতে হইবে না, বাস্তব সত্য-কথা-প্রচারে নির্ভীক হইতে হইবে। তবে বাস্তব সত্য নিজ জীবনে আচরিত না হইলে তাহা ঠিক ঠিক বলা যায় না, অবিকল কীর্ত্তন হয় না। জগৎকে অমানীগণ সম্মান-দানের জন্য বৈষ্ণবগণের অধিক চেষ্টা।

———

যুক্তবৈরাগ্য ফল্গুবৈরাগ্য বা মর্কট-বৈরাগ্যের বিপরীত। যথাযোগ্য ভোগের নামই যুক্তবৈরাগ্য। ভক্তগণ ভোগীও নহেন, আবার বৈরাগীও নহেন; তাঁহারা অনুরাগী অর্থাৎ যুক্তবৈরাগ্যবান্। এ জগৎ কৃষ্ণের ভোগের বস্তু; তাই ভক্তগণ ভগবৎসেবার বস্তু ভোগও করেন না, ত্যাগও করেন না, পরন্তু তাহা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যথাযোগ্য ভোগ বলিতে কদর্য্য-বিলাসে ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা বুঝায় না। অপরকে বুঝাইবার জন্য এই 'ভোগ'-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে অর্থাৎ অপরের দৃষ্টিতে ইহা ভোগপ্রায় বুঝাইলেও ইহা ভোগ বা ফল্গুত্যাগ নহে, পরন্তু ভগবৎসেবার অনুকূল জীবনযাপনের জন্য যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার। কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে এই যুক্তবৈরাগ্যোদয় হয় না। যিনি পূর্ব্বোক্ত সুকৃতির বলে প্রকৃত সদ্গুরু ও বৈষ্ণবের সহিত মিলনে বস্তুতত্ত্ব শিখিয়াছেন, যিনি ভক্তগণের সহিত যুক্ত হইয়া ভগবৎসেবার প্রতিকূল বিষয়-বর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, 'আমি শ্রীভগবানের নিত্যকিঙ্কর'—এই সম্বন্ধজ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনিই এই যুক্তবৈরাগ্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। যেখানে শ্রীভগবানের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ নাই, সেখানে যুক্তবৈরাগ্য হইতেই পারে না। সুতরাং তাদৃশ সম্বন্ধজ্ঞানহীন কনিষ্ঠাধিকারীর যুক্তবৈরাগ্যের ভাণে ভোগে প্রমত্ত হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা আবশ্যক। নতুবা অধঃপতন অনিবার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া হতাশ হইতে হইবে না। প্রবৃত্তি নাই বলিয়া আপনাকে অযোগ্য ভাবিয়া সেবায় উদাসীন হইলে চলিবে না। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য, যুক্তবৈরাগ্য-লাভের জন্য, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব-সমর্পণের জন্য আর্ত্ত হইয়া ভগবানের নিকট কাতর নিবেদন জানাইতে হইবে। সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের উপদেশ-অনুসারে সাধন করিতে হইবে। আকস্মিকী কৃপার অপেক্ষা করিয়া কৃপালাভের জন্য চেষ্টা ছাড়িয়া দিলে মঙ্গল-লাভ সুদূরপরাহত হইবে। তাই দাম্ভিকতা ও মূঢ়তার আশ্রয় না হইয়া আমাদের যুক্তবৈরাগ্য-পালনের জন্য যত্ন করা উচিত এবং গৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু যুক্তবৈরাগ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকল বাধা করিবা।

'যথা-যোগ্য'—এই শব্দটির যথার্থ বুঝে নয়।

কপটার্থ দলে যেন রোগার্থী না হয়।
ভক্তভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
ভক্তভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার॥
যথার্থ ছাড়িয়া যেন পদ-অর্থ কয়।
মনের বশে যেহানাথী কপটার্থ বলে।

ভক্তভক্তির অনুকূল স্বীকার ও ভক্তভক্তির প্রতিকূল অস্বীকার—ইহাই যুক্তবৈরাগ্যের স্বরূপলক্ষণ। সুতরাং যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হইলে যে সংযত হইতেই হইবে, তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। তবে এখানে একটী কথা এই যে, আমরা যেন অসৎ মনের প্রিয় বস্তুকে অনুকূল ও অপ্রিয় বস্তুকে প্রতিকূল মনে না করি। সাধুশাস্ত্র যাহাকে ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বলিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করি। নতুবা হিতে বিপরীত হইবে।

———

আত্মোন্নতি-সাধনেচ্ছুকগণকে নিরপেক্ষভাবে বিচারপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে তৎপর হইতে হইবে। পক্ষপাতিত্ব-হেতু যাহারা সাধুসঙ্গে অগ্রসর না হন, তাঁহারা সেই দোষে অবনমিত হন। ইঁহারা কখনও আত্মার উন্নতিসাধনে সমর্থ হন না। মহাভাগবতের অনুগ্রহ পাইবার যাঁহারা সৌভাগ্য আনিয়াছে, স্থির করিয়া তাঁহার দর্শনার্থ উৎসুক হন, তাঁহার দর্শন লাভ করেন, তাঁহারা তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত শ্রবণ করিতে করিতে ও তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎসেবা করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর ও কৃতকার্য্য হন। যাঁহারা দোষ বা অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হন, তাঁহারা মহদপরাধরূপ অপরাধবশতঃ ক্রমশঃ বাহ্যবিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আসক্ত হন ও শ্রীকৃষ্ণের পূজার সাধন করিবার সুযোগ-প্রাপ্ত হন না। আত্মোন্নতির সোপানস্বরূপ ভক্তগণের সুযোগ জীবনে বহুভাগ্যে উপস্থিত হয় না। অতএব ভক্তগণের সন্ধান পাইবামাত্রই কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য যাঁহারা যত্নপরায়ণ হন, তাঁহারা ভাগ্যবান্ এবং তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন।

———

জগৎ ভোগী ও ত্যাগী লোকের সংখ্যায় পরিপূর্ণ। জগদ্বাসী আমরা সকলেই অনিত্যের মনোধর্ম্মী। সুতরাং মনোধর্ম্মযুক্ত আমাদের আদর্শ হয় ভোগ, না হয় ত্যাগ। এই ত্যাগ ভিন্নরূপী প্রচ্ছন্ন ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভোগিবৃন্দ ও ত্যাগিবৃন্দের আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত বোধ হইলেও উভয়ই সমান। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তবৈষ্ণব ভগবানের অনুগত, অধীন। তাঁহারা ভগবৎসেবক, সেবাই তাঁহাদের ধর্ম্ম। ভোগ ও সেবা—এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যাপার। সেবা চেতনের ধর্ম্ম—আত্মার ধর্ম্ম, আর ভোগ দেহ ও মনের ধর্ম্ম। এই ভোগ-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াই আমরা সংসারে আবদ্ধ হইয়াছি। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে যখন এই ভোগপ্রবৃত্তি আমাদিগকে ত্যাগ করিবে, তখনই আমরা ভগবৎসেবার অধিকার পাইব। সেবাবুদ্ধি বর্দ্ধিত হইলেই

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

ভোগের নেশা কাটিয়া যাইবে। তখন ইন্দ্রিয়তর্পণ বা জড়ানন্দ আর ভাল লাগিবে না এবং নিত্যানন্দ লাভের জন্য হৃদয়ে একটা সাড়া পড়িবে। ভোগপ্রবণ আমরা ইন্দ্রিয়তর্পণের একটু অভাব হইলেই কষ্ট পাই। স্ব সুখস্পৃহা আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। এমনি আমাদের জন্মগত কুসংস্কার! একমাত্র হরিভজনে স্বাভাবিক অনুরাগ আমার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বিধি প্রণোদিত হইয়াই আমাদিগকে হরিভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সাধুসঙ্গের জন্য ব্যাকুল ও লালায়িত হইতে হইবে। অন্যথা মঙ্গলের আশা নাই। ভোগীর সঙ্গে থাকিলে ভোগপিপাসা যাইবে না। সুতরাং অসাধুগণের সঙ্গ বর্জন করিয়া যেখানে সাধুগণ সর্বক্ষণ হরিভজন করিতেছেন, সেখানে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিতে করিতে নিষ্কপটভাবে হরিভজন কার্যে লিপ্ত হইতে হইবে।

মানুষও জীব, পশুও জীব; আহার-বিহারাদি কার্যে তাহারা উভয়েই সমান। তবে মানুষ ভগবানের অনুসন্ধান করিতে পারে, পশু তাহা পারে না, ইহাই মনুষ্য ও পশুতে পার্থক্য। নিরন্তর ভগবদ্ভজন করাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, আর হরিবিমুখতাই পশুত্ব। বিমুখ অবস্থায় নিজেন্দ্রিয়প্রীতিই প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। ইন্দ্রিয়প্রীতি দুইরকম - একটী নিজের জন্য এবং অপরটী আমার নিজের সঙ্গে যাহাদের সম্বন্ধ আছে, তাহাদের ইন্দ্রিয়সুখোৎপাদনের নিমিত্ত। বিমুখ অবস্থায় মানব নিজের এবং দেশের ও দশের সুবিধার জন্য ব্যস্ত। এরূপ চিন্তা পশুপক্ষী প্রভৃতিতেও আছে। নিরপেক্ষ আধ্যক্ষিক জনগণ এইরূপ কার্যে সময় নষ্ট করেন না। তাঁহারা বলেন— জীব দেহ বা মন নহে। জীব পুরুষ, গৃহ নহে। সে এই দেহরূপ গৃহে বাস করিতেছে। কৃষ্ণবহির্মুখতাবশতঃ সে অনাদিকাল হইতে কর্মফলানুসারে বিভিন্ন নূতন নূতন গৃহ গ্রহণ ও ত্যাগ করিতেছে। জীব ঈশ্বরের নিত্যদাস। সুতরাং ভগবানের নিত্যসেবা ছাড়া জীবের আর কোনও কর্তব্য নাই, থাকিতে পারে না, কোনও দিন হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত যা' কিছু কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহা সবই বহির্মুখতার ভ্রান্ত চিন্তা। কৃষ্ণবিমুখ জীবই মনে করে যে নিত্যকৃষ্ণসেবা ব্যতীত তাহার অন্য কর্তব্য আছে। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, যে স্থলে একমাত্র ভগবানের ইন্দ্রিয়-প্রীতি নাই, তাহা ভগবদ্ভজন নহে, তাহা কপটতা বা কাম। অধিক কি কথা, যাঁহারা জগতের নিকট শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া বিবেচিত, সেই দৈবজ্ঞাদি কর্মিগণও মায়াধিষ্ঠিত হওয়ায় এই ভগবৎকৃপার কথা বুঝিতে পারেন নাই।

ভগবদনুগ্রহ

——ঃ(০)ঃ——

সেবার ফল নিত্যানন্দ, আর সেবাপরাধের ফল নশ্বর সুখ বা দুঃখ। শরণাগত ব্যক্তি ভগবৎকৃপার প্রতীক্ষায় সর্বক্ষণ ভগবৎসেবায় রত থাকেন। কর্মফলবাধ্য বদ্ধজীব প্রাক্তন সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। সুখের সময় সে দুঃখের কথা ভুলিয়া যায় এবং সুখে প্রমত্ত হইয়া দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে এবং উত্তরোত্তর সুখ পাইবার আশায় জীবন ধারণ করে। যখন দুঃখ আসে, তখন সে সুখের জন্য পাগল হইয়া অতিকষ্টে জীবন যাপন করে। অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখই বদ্ধজীবের কাম্য, তাই মনোধর্মচালিত হইয়া সে সুখের জন্য আজীবন প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু সেবা ব্যতীত অন্যত্র নিত্যানন্দ বা অবিমিশ্র সুখ না থাকায় সুখের পরিবর্তে তাহার ভাগ্যে দুঃখই লাভ হয়। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু নিজ সুখ বা দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ভগবৎসুখবিধানের জন্য যত্ন করেন, কারণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবিধানই তাঁহার প্রয়োজন। কৃষ্ণসুখকামী ভক্ত নিজের সুখ-দুঃখের সমস্ত বিচার পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভর করিয়া সুখ ও দুঃখকে ভগবৎকৃপা বলিয়াই জানেন। পুত্রবৎসল পিতা কৃপাপরবশ হইয়া কখনও কখনও পুত্রকে দুগ্ধ, আবার কখনও বা তাহাকে নিম্বরস পান করাইয়া থাকেন; কখনও পুত্রকে আলিঙ্গনপূর্বক চুম্বন, আবার কখনও বা তাহাকে চপেটাঘাত করেন। পিতার এই শাসন ও স্নেহ—উভয়ই কৃপার নিদর্শন। পুত্রের হিতাহিত যেমন পিতা চিন্তা করেন, ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও সেইরূপ ভক্তের মঙ্গলামঙ্গলের কথা সর্বক্ষণ চিন্তা করিয়া থাকেন। ভক্ত ভগবানের শ্রীচরণে সম্পূর্ণ নির্ভর করেন এবং শ্রীভগবান্‌ও সেই ভক্তকে আশ্রয় করিয়া যেন—তাঁহার সুখ-দুঃখের সমস্ত চিন্তা নিজের বলিয়া জানেন। এজন্য ভক্ত কোন অবস্থাতেই দুঃখী হন না। "কৃষ্ণ আমার; তিনি আমার একমাত্র বান্ধব, রক্ষক ও প্রভু। তিনি সর্বক্ষণই আমার মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন; মঙ্গলময়ের কোন বিচারই অবিচার নহে; তিনি আমাকে চিরকালই রক্ষা করিয়াছেন এবং এখনও নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন; তিনি ছাড়া আর আমার কেহ নাই; আমি তাঁহার নিত্যদাস এবং তিনি আমার নিত্যপ্রভু; তিনি সেব্যধন, তিনি ভোক্তা, আমি তাঁহার ভোগ্য; তিনি প্রভু, আমি ভৃত্য, সুতরাং সর্বতোভাবে তাঁহার সন্তোষবিধানই আমার কৃত্য"—ভক্ত এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহার কোন দুঃখ নাই। তিনি সতত পরমানন্দে মগ্ন থাকেন, জাগতিক কোন বিচার বা দুঃখ-সুখ তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না।

সুখ দুঃখের বিচারভার নিজে লইতে গেলেই বিপদ্। যে হিতাহিতের জন্য নিজে ব্যস্ত হয়, সে ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। যাঁহারা নিজসুখদুঃখের বিচার ছাড়িয়া সেবার বিচার গ্রহণ করেন, কৃষ্ণপাদপদ্মে নির্ভরতা বা অধীনতাকেই লাভ করেন, সেই আশ্রিত জনগণই দাসাভিমানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুসঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হন। আমরা দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিতে চাই, কিন্তু ভক্ত তাহাকেই ভগবৎকৃপা বলিয়া সাদরে বরণ করেন; তাই তিনি মহাদুঃখের মধ্যেও সুখে থাকেন, আর আমরা কল্পিত সুখের মধ্যে থাকিয়াও সর্বক্ষণ উদ্বিগ্নচিত্তে দিন যাপন করি।

ভগবৎকৃপা প্রভু-অভিমানী জীবকে দাস করে—স্বকেন্দ্রিয়তর্পণের হরণ করে। ভক্তগণের এই বাক্যই পরমসুখ বা সম্পদ্। ভগবদ্বাক্যে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সুখী। "অহর্নিশ চিত্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে"—এই মহাসূত্র প্রকৃতপক্ষেই সম্যক্‌ভাবে প্রতিপালিত না হইলে ভজনে উন্নতি বা নিত্যসুখলাভের আশা নাই। এই উপদেশের প্রতি যিনি যত উদাসীন, তিনি তত দুঃখী। যিনি যত বড়, তাঁহার হৃদয়ে বিষয়-প্রবৃত্তি তত বেশী। হৃদয়ে বিষয় তৃষ্ণা—কিঞ্চনতা স্থান পাইলেই ভক্তি বাধা-প্রাপ্ত হইবে। অভাব বা কিঞ্চনতাই দুঃখ। সেবা বা অকিঞ্চনতাই সুখ। ভক্তই সুখী, অভক্তের কোন কালেই সুখ নাই। যে নিজ সুখ চায়, সে জন্মে-জন্মে কষ্ট পায়। সেইজন্য ভগবান্ কৃপা করিয়া নানাভাবে জীবের বিষয়-পিপাসা ছাড়াইয়া দেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোহধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥
(ভাঃ ১০।৮৮।৮)

অর্থাৎ আমি যাহাকে কৃপা করি, তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—ভক্তের মঙ্গল-হেতু দুঃখ এবং ভক্তের স্বজন-গণকর্তৃক পরিত্যজন দুঃখ ভগবৎকৃত বলিয়া তাহা কদাপি নহে। সুখও ভক্তের কপট নহে। তাহাও ভক্তির ব্যাঘাত করায়। ভক্তির কেবলমাত্র আনুকূল্যই ভক্তের আধ্যক্ষিক, দুষ্ট, হীন ও প্রাকৃত বস্তুসমূহের যুগপৎ একসঙ্গে নাশ হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। শ্রীহরির সেবাই ভক্ত। ভক্তির প্রতিবন্ধকেই ভক্তের দৈন্য বা সর্বস্বের হরণ হয়। ভক্তের দেহাদির অনর্থনিবৃত্তি প্রতিপালক; তাহা ভগবানের আস্বাদ্যমাধুর্য কথা। অতএব ভক্তের যে দুঃখ দেখা যায়, তাহাও ভগবৎপ্রদত্ত। এখানে প্রশ্ন এই যে, ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তগণকে কেন দুঃখ প্রদান করেন? উত্তর এই যে, পুত্রবৎসল পিতা সাময়িক সুখ প্রদান না করিয়া পুত্রকে অনেক দিন ক্লেশ প্রদান করেন; কিন্তু তাহা যে তাঁহার পুত্রবাৎসল্য, তাহা তিনিই জানেন, তৎকালে তাঁহার পুত্রগণও তাহা জানেন না। প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তকে ভগবান্ ভোগ সম্পত্তিরূপ দান করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে হইবে না যে সাধকদিগের হিতকারী ভগবান্ কেবল সাধকগণকে দুঃখ প্রদান করেন। কারণ, শিরোমণি শ্রীযুধিষ্ঠির-আদি ভক্তেরও দুঃখপ্রাপ্তির কথা শুনা যায়। এখানে আরও একটি কথা এই যে, কর্ম হইতে উৎপন্ন সুখ-দুঃখ, আর ভগবৎকৃপা হইতে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখের ভোগ কি একই প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন—কর্মোত্থ সুখ-দুঃখ ভোগের দ্বারা উহাদের বীজ নষ্ট হয় না, বীজ থাকিয়াই যায়। কর্মোত্থ বীজের বিনাশ-ভাব, তাহাদের নরকপাত এবং কর্মের তার-তম্যহেতু তাহাদের সুখ-দুঃখের তারতম্য—এই তিনটী বিষয় তাহাদের থাকিবে। ভগবৎপ্রদত্ত দুঃখসমূহের অন্তর্নিহিত বীজ বা কারণ এবং ঐ সুখ-দুঃখ জনিত প্রয়োজন-পর্যন্তই থাকে, তদতিরিক্ত কাল থাকে না। ভগবানের স্নেহ-পাত্র বলিয়া সুখ-দুঃখদ্বারা ভক্তের নরকপাত ও দুঃখের আধিক্য হয় না। প্রকৃত মাতৃ ও পিতৃভক্ত তাহাদের কর্মোত্থ দুঃখ বিষতুল্য, আর ভগবৎপ্রদত্ত দুঃখ অমৃতের ন্যায়। আচ্ছা, সর্বশক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ সকলকার্যে সমর্থ ভগবান্ কি ভক্ত-গণকে দুঃখ দান না করিয়াও তাঁহার প্রয়োজন সাধন করিতে পারেন না? সত্যই লীলা-বিধি শ্রীভগবানের তাহা ব্যতীত প্রয়োজন সিদ্ধই হইতে পারে না। কিন্তু ভক্তিযোগের মহত্ত্ব রক্ষা, অভক্তদিগের উৎপাত ও ভক্ত-দিগের উৎকণ্ঠা-বর্দ্ধনের নিমিত্ত কখনও প্রিয় ভক্তগণকে দুঃখপ্রদানও তাঁহাদিগের সুখের নিমিত্তই। যথা—সুখের নিমিত্তই মানবের লোকে কটুভক্ষণ অর্থাৎ ঔষধ প্রয়োগ করে। আরও দেখুন, যদি ভক্তগণকে সর্বদাই সুখেই রাখিতেন, তবে "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" ইত্যাদি শ্রীগীতা-বাক্য নিষিদ্ধের অভাবে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-রামাদির অবতার হইত? যদি শ্রীকৃষ্ণাদির অবতার না হইত, তবে কিরূপে রাসাদি লীলামৃত-সমুদ্রে ভক্তগণের নিমজ্জনাদি কিরূপ হইত? আচ্ছা, সাধুদিগের দুঃখ-নিবারণরূপ নিমিত্ত ব্যতীতও তাঁহার অবতারের কি দোষ হইত? হইত সত্য, কিন্তু হে তাত! তুমি রসজ্ঞ নহ। বলি, শুন—জননী আছে বলিয়াই ত' দুগ্ধপানের লোভ, ক্ষীর আছে বলিয়াই ত' শীতল জল সুখকর, শীত আছে বলিয়াই ত' উত্তাপ সুখপ্রদ, অন্ধকার আছে বলিয়াই ত' দীপের শোভা, আলোকের ত' নয়, সুধার আস্বাদই ত' ক্ষুধা হয়। অধিক আর কি বলিব?

ভক্তগণ দুঃখশোককেই সম্পদ্ এবং সুখ-বিষয়কেই বিপদ্ বলিয়া জানেন। অতএব

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

ভক্তের ঠিক তাহার বিপরীত। ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা পড়িলে অভক্ত নিজেকে বিপদ্-গ্রস্ত মনে করে। ভগবদ্ভক্ত সেবার অভাব দুঃখকে পরমদুঃখ বলিয়া জ্ঞান করেন। কারণ, তিনি জানেন—সেবা-সুখই পরম সম্পদ, তাহা কৃষ্ণ-বিস্মৃতিজন্য অবস্থা-দুঃখ নাশ করে। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক সুখকে ভক্তগণ দুঃখ বলিয়াই জানেন; পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক সুখই তাঁহাদের একমাত্র বাঞ্ছনীয় সুখ। যেখানে কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া অন্যভাবে নিজসুখস্বার্থের চিন্তা, সেইখানে অশান্তি। শরণাগতের এরূপ বাধাই নাই। তিনি নিজের জন্য কোন চিন্তা করেন না। প্রভুচিন্তাই তাঁহার শয়নে-স্বপনে সর্বাবস্থায় কৃত্য। প্রভুই সর্বতোভাবে আমার মঙ্গল-বিধাতা, ইহা জানিয়া যিনি ভক্তের অনুগ্রহ অনুক্ষণ উপলব্ধি করেন, তিনিই সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে সকল সময়ে কৃষ্ণাশ্রিত থাকিয়া ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভরতা ও ভগবদ্ভক্তে জীবনসমর্পণ করিতে পারেন।

কৃষ্ণ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এই শরণাগতির বিচার ছাড়িয়া যিনি নিজে নিজের রক্ষাকর্তা সাজিতে যান—নিজেকে নানাভাবে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করেন, তিনি তখনই বিপদগ্রস্ত হন—মায়া-কর্তৃক বঞ্চিত হন। কৃষ্ণ-বহির্মুখতার ইহাই লক্ষণ। কৃষ্ণবিমুখ কখনও ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারে না। সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আত্ম-নির্ভরতার বুদ্ধি আসিলেই আমাদের মঙ্গল। ইহা না করিয়া নিজে ভোক্তা, কর্তা বা প্রভু সাজিতে গেলে মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই। শরণাগত না হইলে ত্রিতাপ ভোগ করিতেই হইবে। "হে কৃষ্ণ, আমি ত' তোমার"—যিনি প্রপন্ন হইয়া ভগবানের নিকটে এই কথা বলিয়া আশ্রয় চান, করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সর্বদা অভয় প্রদান করেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ নিজেই তাঁহার ভক্তের সমস্ত ভার নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া থাকেন। ভক্তের দুর্দৈবকষ্ট-রক্ষিত কৃষ্ণভক্তগণ সর্বদা নির্ভয়ে বিচরণ করেন। জাগতিক সুখ দুঃখানুভূতির তুলনায় ভক্ত তাঁহার কৃষ্ণপাদকে বাধিতে যান না। পরন্তু প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক—ইহাই ভক্তের বিচার। সম্পদে-বিপদে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাপত্তি আমাদের একমাত্র বিচার ঠিক। যাঁহারা জাগতিক উন্নতি-অবনতি প্রভৃতিকে ভগবানের কৃপা বলিয়া বিচার করেন, তাঁহারাই বস্তুতঃ ভগবানের অনুগ্রহ লক্ষিত। যদি কাহাকেও ভগবান্ অভীষ্ট বস্তুর বাধিতার জিনিসই বন্দোবস্ত করিয়াও দেন, তাহা হইলেও তাহারা স্বচ্ছন্দচিত্ত শান্ত না করার জন্য ঐ ব্যক্তির প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ বলাই হইবে না কি?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার,
১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, শনিবার হইতে ৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার বর্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়-মিশনের সর্বাধিকৃতের সেবা-উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীভাগবত-শ্রবণ-সদনে বার্ষিক শ্রীহরি-শ্রবণ-মহোৎসব-উপলক্ষে অখিল লোক-মঙ্গলের জন্য মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-তিথিপূজা কীর্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহোদয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে সর্বাধিকৃতের সকলেই পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে মহোৎসবপঞ্জী প্রদত্ত হইল। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক—গৌড়ীয়-মিশন

উৎসব-পঞ্জী

৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, শনিবার	শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।
৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট, রবিবার	শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাবোৎসব। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রার্পণোৎসব।
৯ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট, বুধবার	শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।
১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস।
১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	শ্রীনন্দোৎসব।
২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর, রবিবার	শ্রীঅন্নদা-একাদশীর উপবাস।
২৯শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব, শ্রীঅদ্বৈত-শক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।
৩১শে ভাদ্র, ১৭ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীললিতা-সপ্তমী।
১লা আশ্বিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার	শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত।
৪ঠা আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, সোমবার	শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা-একাদশীর উপবাস, শ্রীবামন-দ্বাদশীর উপবাস ও শ্রীবামনদ্বাদশীব্রত।
৫ই আশ্বিন, ২২শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	গৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুরধিক-শততম বর্ষপূর্তি-প্রকট-মহোৎসব ও আপামর মহা-মহোৎসব।
৬ই আশ্বিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, বুধবার	শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ-মহোৎসব ও শ্রীঅনন্ত-চতুর্দশী-ব্রত।
৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার	শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব। গৌড়পূর্ণিমা পৌর্ণমাসী। সংকীর্তনোৎসব-পূর্ণাহুতি।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান*

উষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও মঙ্গলালাপ-সংকীর্তন।
পূর্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যা ও সংকীর্তন।
মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান।
অপরাহ্নে—ভক্তিগ্রন্থালোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা।
সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-ব্যাখ্যা বা পরমার্থ-বিষয়িণী বক্তৃতা।
রাত্রিতে—সংকীর্তন, মহাপ্রসাদ সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

* দৈবদুর্যোগে ও উপবাস-দিবস এই তালিকা পরিবর্তনযোগ্য।

শুদ্ধ ভক্তিপথ

——::(০)::——

যাহাতে অনুক্ষণ অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার কথা আছে, তাহাই শুদ্ধ ভক্তিপথ। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন বলিলে বদ্ধজীবের কৃষ্ণেতরা-ভিলাষ-বাধক প্রাকৃত মায়িক ভোগের নিরাস করিয়া হরিসেবন বুঝায় অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত মুক্ত জীব অপ্রাকৃত উপাদান-দ্বারা অপ্রাকৃত ভগবানের অপ্রাকৃত অনুশীলন করেন। সেই ভক্তিতে বা অনুশীলনে জড় মায়ার কোনও উপযোগিতা নাই। শুদ্ধজীবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়পতি কৃষ্ণের তৎপরত্ব-সহকারে অর্থাৎ আনুকূল্যভাবে সর্বোপাধিমুক্ত সেবন বা অনুশীলনকে ভক্তি বলে।

মায়ার বল জীবকে ভোগে প্রবৃত্ত করায়, আর বৈকুণ্ঠের বল জীবকে ভজনে নিযুক্ত করে। মায়ার বল প্রাকৃত অর্থাৎ ভোগী জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণপর। মায়াতীত বৈকুণ্ঠবল—অপ্রাকৃত কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের বিষয় অপ্রাকৃত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদিতে শুদ্ধ-জীবানুভূতি। শুদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়সমূহ কৃষ্ণাপ্রাপ্তি-বশে ব্যতিরেকভাবে মায়ার বাহ্য অর্থে নিযুক্ত হইলে জীবের ভোগাভিমান প্রবল হয়। তখনই তাঁহার স্বরূপানুভূতির ভ্রষ্ট। তিনি নিজ কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়ার আশ্রয়ে ('মা'-শব্দে নহে বা নিষেধার্থ, 'যা' শব্দে যাহা'। অর্থাৎ যাহা কৃষ্ণ নহে, অথবা 'যাহাতে অনন্ত'—যাহার দ্বারা মাপামাপি অবধারিত হয়।) বাহ্য বস্তুর ভোক্তৃত্ব-অবলম্বনে প্রাকৃত জাত বা প্রাকৃত-স্বভাবে নিত্যাধঃপাত-ভোগের পথ গ্রহণ করিয়া নিজ ভোগ্য বিষয় প্রাকৃত রূপ-রসাদির সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হন। শুদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রাকৃত রূপে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইলে জীবের অপ্রাকৃত ভোগাভিমান প্রবল হয়। তাহা ভোগিগণ কিছু নিযুক্ত হইয়া বলেন বিচার করা করেন, যেহেতু তাহাতে ভোগের আস্বাদ কিছুই থাকে না। এই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণসেবনপ্রবৃত্তি জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করায়। যেহেতু বৈকুণ্ঠ বস্তুকে নিজ ভোক্তৃজ্ঞানের পরিবর্তে ভোগ্য জ্ঞান হয়, তাহা অন্য কথায় প্রাকৃত ভোগ বা অবৈষ্ণব ধর্ম। অবৈষ্ণবের কাছে অনুকূলে মায়াকে কৃষ্ণ সংজ্ঞা দিয়া মায়ার ভজন হইতেই প্রাকৃত সহজিয়া ও বিবর্তবাদী নাউলিয়া সব উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। উহা বৈষ্ণবের ভজন নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবানে যে মায়ার ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে অবৈষ্ণবগণের উপাস্য 'মায়া' কৃষ্ণে কোথাও আরোপিত হয় নাই। কারণ তাদৃশ গণ শুদ্ধভক্তির প্রতিকূলবিরোধ। মায়াবাদিগণ মুখে গৌর-ভক্ত হইয়া কৃষ্ণবস্তুতে মায়ার বা প্রাকৃত মায়ার গুণের আরোপ করিয়া ভক্তিপথের পথ হইতে দূরে পড়িয়াছে। বস্তুতঃ প্রাকৃত—

মহজিনগণ কৃষ্ণলীলার অনুকরণে নিজ কামজ ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণ-প্রবৃত্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছে।

অনেকগুলি ধারণার অর্থ কেবল নিজের বাহিরে নিয়ম পদ্ধতি চরিতার্থের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। বড় ঠাকুর বা শ্রীবাসাদি ভক্তগণের ভক্তি রামানন্দের তৃতীয় বৈরাগ্যের কথা তাহারা বুঝিতে পারেন না। কিন্তু ভক্তদের নিজ ভোগতাৎপর্য্যপর মনোধর্ম্মের উদয় হইলেও তাদৃশ আনন্দের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ ও ঘৃণা উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে উপদেশ দিয়াছেন যে, অহৈতুকী অব্যবধানরহিত কৃষ্ণভক্তি যাঁহাদের উদয় হইয়াছে, তাঁহারা আমার সালোক্য লাভ, সারূপ্য লাভ, সার্ষ্টি লাভ ও আমার সামীপ্য লাভ—এই চারি প্রকার মুক্তি দিলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না; তাঁহারা কেবল সেবাই প্রার্থনা করেন। ইহাই আত্যন্তিক ও ভক্তিযোগ।

ভক্তিরসের পরাকাষ্ঠা গোপীপ্রেম, তাহা প্রাকৃত কামগন্ধহীন। যাঁহাদের নৈসর্গিক সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হয় নাই, তাঁহারা ভগবৎ-বিগ্রহের অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রাকৃত চক্ষুতে দেখিতে পান না। অতএব তাঁহাদের বিধিমার্গে শাস্ত্রীয় বিচার ও গুরুর উপদেশ আবশ্যক। শাস্ত্রার্থ যথাসংকারে বিশ্বাস করিয়া গুরু নিকট অনন্যাপেক্ষা করিলে, গুরুপ্রসাদে অনর্থের হস্ত হইতে তাঁহারা পরিত্রাণ পান।

যাঁহাদের কাঞ্চন রুচি, তাঁহারা অচিরেই বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া যান। তথন অপরাধই বৈকুণ্ঠকথা জানিয়া রাগাত্মিকার আনুগত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনের আকারে নিজ ভক্তিলতাকে অপরাধের দ্বারা উৎপাটিত করা হয়।

সাধনভক্তিতেই বৈধী ও রাগানুগামার্গের অবস্থিত। অভ্যাসে বৈধ অধিকারীও রাগানুগামার্গে তখন কারিতে আরম্ভ করেন। বৈধভক্ত প্রবলাশীর ভাবে দূর হইবার পূর্ব্বেই শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা করেন। তাঁহার সন্দেহ নিরসন হইলে বিচারপ্রধান মার্গের নিষ্ঠাতে আরূঢ় হইয়া রুচিপ্রধান-মার্গে প্রবেশ করেন। রুচিপ্রধানমার্গে অনধিকৃত মনে করিয়া বৈধভক্তগণের সহ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলে তাদৃশ রুচিপ্রধান পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর অপসিদ্ধান্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হইবে।

কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইলেই ভক্ত নিজ শক্তির স্বরূপে জানিতে পারেন। সাধকদের নামোচ্চারণকারীর অনুকূল প্রতিকূল-বিচারে তাঁহার যুক্ত-বৈরাগ্য-বিশেষই গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস-আশ্রম-গ্রহণের যেটী সুবিধা, তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন। তবে অত গৃহাসক্ত বা দৈন্য হওয়া ভজনের সুবিধাজনক নহে এবং সন্ন্যাসী হইয়া কৃষ্ণবৈরাগ্যাশ্রমেও ভজনে ব্যাঘাত ঘটে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

গুরু ও বৈষ্ণব অপ্রাকৃত শ্রীমন্দির। সেই শ্রীমন্দিরে ভগবান্ বিরাজিত আছেন। ভগবান্ গুরু ও বৈষ্ণবের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়া বাস করেন। ভগবদ্ভক্ত-দর্শন হইলেই ভগদ্দর্শন হয়। ভগবদ্ভক্ত-দর্শন না হইলে ভগবদ্দর্শন হয় না। ভক্তির আবশ্যক হইবে না—যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আশ্রয়বিচারে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। অতএব গুরু-পাদপদ্মের সেবা ও সাধকত্বের যোগ্যত্ব। গুরু এই জগতে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণা-শক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। কেবল মন্ত্রের সহিত দূরে থাকিয়া অন্যসেবা করিলে চলিবে না, বিগ্রহের সহিত তাঁহার সেবা করিতে হইবে।

অধোক্ষজ-সেবায় অনর্থনিবৃত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ চতুর্থ। তিনি তাঁহার সমস্ত অঙ্গের দ্বারা জীবের অনর্থ নিবৃত্তি বা অনর্থ ছেদন করিয়া থাকেন। অধোক্ষজ বস্তুতে মর্য্যাদাবিচার আছে। অপ্রাকৃতের বিচারে অনর্থ নাই। সম্যক্ অনর্থ উপশান্তির পর অপ্রাকৃতের বিচার উপস্থিত হয়। অপ্রাকৃত—বিপ্রলম্ভলীলার। তিনি বিরহের সহিত সেব্য। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই হইতে পারে না। সাক্ষাতেই অপ্রাকৃত-শব্দ প্রযোজ্য। যুক্ত ও বৈভব-তত্ত্বে—অধোক্ষজ শব্দ, অন্তর্য্যামিত্বে—অপরোক্ষশব্দ এবং অক্ষাতত্ত্বে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ-শব্দ প্রযোজ্য।

গুরুতে বা অপরের হস্তে ভগবন্নৈবেদ্য গ্রহণের কালে আমাদের এই বিচার থাকা উচিত যে, যাহারা বিষ্ণু-বিষ মিশ্রিত করিয়া দিবে না, তাহাদিগের হস্তেই ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করা উচিত। বিষ্ণুর অন্ন—প্রাকৃত-ভাবী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বীর পাপপুণ্য-মিশ্রিত অন্ন গ্রহণ করিলে হরিভজন হয় না। অপরের প্রমত্ত ভোগে বা বিষয়-বিষে যুক্ত হইয়া গেলে কখনও ভগবদ্ভজন হইবে না। অপরে যে সেবা করে, পাখায় বাতাস করে, তাহা তাহারা শ্রীবার্ষভানবীর অঙ্গেই প্রদান করিতেছে, আমি শ্রীবার্ষ-ভানবীর উচ্ছিষ্ট-ভোজী, শ্রীবার্ষভানবীর সেবা-সুখেই আমার সুখ—এই বিচার না থাকিলে বৈষ্ণবের প্রদত্ত সেবা গ্রহণ করিবার অধিকার কাহারও নাই। ইহা অহংগ্রহোপাসনা নহে। সেবাগ্রাহী বা অহংগ্রহোপাসক এই বিচারের অনুকরণ করিলে অনর্থের পথে ধাবিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ

হরতালে দোকানপাট বন্ধ রাখা নিষিদ্ধ

এক নূতন আইনবলে নির্দ্দেশ জারী করিয়া হরতালের সময় দোকান বা রেঁস্তোরা বন্ধ রাখা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

হরতালের সময় দোকান বা রেঁস্তোরা খোলা রাখার জন্য বাজারে, বাজারকে বাধ্য করা যায়, তজ্জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ সত্ত্বেও যদি কোনও দোকান বা রেঁস্তোরা বন্ধ রাখা হয়, তাহা হইলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত দোকান খোলাবার বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার নির্দ্ধারিত মূল্যে উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। আদেশ পালন করার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রয়োজনমত বলপ্রয়োগ করিতে পারিবেন। আদেশ অমান্য করা হইলে অপরাধীকে তিন বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারিবে।

জনসাধারণ যাহাতে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইতে পারে, তজ্জন্য এই আদেশ জারী করা হইয়াছে। খাদ্যাদি, ডাল, আটা, ময়দা অথবা এই সকল জিনিষে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য, চিনি, গুড়, দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, ঘি, উদ্ভিজ্জ তৈল, শাকসব্জী, ফল প্রভৃতি, মসলা, কেরোসিন তৈল, কাঠকয়লা, কয়লা, দেশলাই কাঠি, দিয়াশলাই, ঔষধাদি, সাবান, পশুর খাদ্য, লবণ প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত।

উড়িষ্যার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীর কারাদণ্ড

বলেশ্বর কোর্টের সাবডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতরক্ষা বিধানের ৩৮ (৫) উপধারানুসারে আদালতে প্রদত্ত এক বক্তৃতা সম্পর্কে উড়িষ্যার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাসকে তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

৩০ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ তিনি দেশসেবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। উক্ত ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন কালেও উপস্থিত ছিলেন।

যুদ্ধারম্ভের তৃতীয় বার্ষিকী

বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে :—

৩রা সেপ্টেম্বর, যুদ্ধারম্ভের তৃতীয় বার্ষিকী বলিয়া সম্রাট এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ দিনটি সর্ব্বত্র জাতীয় প্রার্থনা দিবসরূপে পালিত হয়।

৯ জন গোরা সৈন্য দণ্ডিত

একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ১লা মে এলাহাবাদে রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের সম্মুখে দাঙ্গা করিয়া বেসামরিক লোকজনকে মারপিট করার অভিযোগে ৯ জন গোরা সৈন্য অভিযুক্ত হয়। ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট মার্শেল (সামরিক আদালত) বিচারে উহাদের প্রতি ৫৬ দিন হইতে ১১২ দিন পর্য্যন্ত আটক থাকিবার শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

সামরিক কর্তৃপক্ষ, উচ্চ পদস্থ অফিসারের আদেশ অমান্য, অফিসারকে মারিতে উদ্যত এবং জনসাধারণকে বাধা দেওয়ার অভিযোগে উহাদের বিচার হয়। অভিযুক্ত সৈন্যদের মধ্যে ১ জনের প্রতি ১১২ দিন, ৭ জনের প্রতি ৮৪ দিন এবং ১ জনের প্রতি ৫৬ দিন আটক থাকার আদেশ হয়।

প্রকাশ, একদল গোরা সৈন্য ঐ দিন রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে একটী নাচের মজলিসে গিয়াছিল। কয়েকজন সামরিক পুলিশ তাহাদিগকে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে বলে। ফলে তাহারা ইনষ্টিটিউটের বাহিরে আসিয়া হাঙ্গামা বাধাইয়া দেয়।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ ভারতের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। ... পরীক্ষা প্রার্থনীয়। বিজ্ঞাপন সত্য কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ৪টি বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা অথবা, পোঃ রোয়াকুল, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সজ্জন শ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-
সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত
আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে
সংশোধিত ও বর্দ্ধিত টীকা
"প্রভিসেন"-ভাষ্যসহ প্রকা-
শিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোদ্রুমধাম-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা
'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-
মাত্রেরই প্রত্যেক ব্যক্তিরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোদ্রুমধাম-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ ২১ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ৩১শে শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৭ই আগষ্ট, ইং ১৯৪২, সোমবার ৪র্থ সংখ্যা

মহান্তগুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ব'লে কোন দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'রবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'রবে, কোন অংশে কম মনে ক'রবে না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ শ্রীধর, শর্ব্বসর্ব্বস্ব, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(০):০:——

কৃষ্ণদাস্যই প্রকৃত স্বার্থ, আর যাবতীয় সবই অপস্বার্থ। আত্মার নিত্যস্বভাব কৃষ্ণদাস্য, স্বভাব কৃষ্ণকথা-শ্রবণকীর্ত্তন। হরিকথাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। যেখানে এই হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে বিরত হইবার চেষ্টা, সেইখানে আত্মহত্যা বা আত্মবিনাশ। যদি নিজে হরিভজন করিব না, ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিব না, অন্যকেও করিতে দিব না; নিজেও হরিসেবোন্মুখ হইব না, অন্যকেও হরিসেবোন্মুখ করিবার চেষ্টা করিব না—ইহারই নাম পরহিংসা। অন্য থাকাকালে—গুরু-অভিমান থাকাকালে শ্রবণ-কীর্ত্তন হয় না। সেইজন্য শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইলে শরণাগতি বা আত্ম-নিবেদন আবশ্যক। যেখানে প্রভুত্ব, সেখানে উদ্ধবের বৃত্তি ঢাকা পড়িয়াছে। সাধুসঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে না ডাকিলে, ভগবানের নিকট হইতে কৃপাভিক্ষা করিতে না পারিলে এই বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না—অন্যত্র দাসাভিমান আসে না। সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে এবং তাঁহার কৃপা অন্তরে-বাহিরে উপলব্ধি করিতে হইবে। যদি সাধুসঙ্গ হইতে এক-মুহূর্ত্ত বিচ্যুত বা অন্যমনস্ক হয়, তাহা হইলে সেই ছিদ্র পাইয়া মায়া আমাকে গ্রাস করিবে। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সর্ব্বক্ষণ সেবোন্মুখ কর্ম্মের দ্বারা সাধুর বাণীর সেবা বা সঙ্গ করিয়া থাকেন। সর্ব্বক্ষণ যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন বা সাধুসঙ্গ হয়, তাহা হইলে ভগবদ্বিমুখতা নিবৃত্তি হইবে। প্রকৃত সাধুসঙ্গ বাদ দিলে সেবালাভ ত' দূরের কথা, সেবাপিপাসাও জাগিবে না, দৃঢ়তা আসিবে না, সেবার লোভ হইবে না। আমরা বদ্ধজীব, আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য বৈষ্ণবসেবা—সাধুসেবা। অবৈষ্ণবসঙ্গ বা অবৈষ্ণবতা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। আবার সাধুসঙ্গ না করিলে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করাও যায় না। হরিভক্তের সঙ্গ না হইলে কি হরিভক্তি হয়? দিব্য-জ্ঞানের অভাব যেখানে, সেইখানে গুরু হইবার বিচার। আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমরা ভগবদ্ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ করিব—তাঁহার ভজনে সাহায্য করিব; তাহা হইলে আমাদের জীবন ধন্য হইবে। ভগবানের কথায় আমাদের কর্ণ পরিপূর্ণ থাকুক। বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণু আমাদের চেতনতা সম্পাদন করুক। যাঁহারা প্রকৃত মঠসেবক, তাঁহারা একমুহূর্ত্ত অন্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন না। এইরূপ মঠসেবকের সঙ্গ আমাদের হউক, ইহাই গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। অক্ষজজ্ঞান তৎপাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে না। বদ্ধজীব আমাদের অক্ষজজ্ঞানই বর্ত্তমানে একমাত্র সম্বল। এই অক্ষজপ্রবৃত্তি হইতে পৃথক্ হইতে পারা যায়—একমাত্র গুরুপাদপদ্মের বাণী-শ্রবণের দ্বারা। গুরুপাদপদ্ম ও শ্রৌতপথ লঙ্ঘন করিয়া আমরা যে যত চেষ্টাই করি না কেন, কেহই ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিব না—হরিকীর্ত্তন আমাদের কোনকালে হইবে না। সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সেবোন্মুখতা আসিলে হরি-সেবনের সৌভাগ্য আসিবে। নামাপরাধী বদ্ধজীবের সঙ্গদ্বারা শুদ্ধ হরিনাম হইবে না। শুদ্ধ নামাশ্রয়ী সাধুর সঙ্গেই শ্রীনাম ও শ্রীনামাচার্য্যের কৃপা পাওয়া যায়। এই সাধুর আচরণ ভোগোন্মুখ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে গেলে সুবিধা হইবে না। তাঁহার বাণী-শ্রবণের দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইবে, সাধুর দর্শন পাওয়া যাইবে।

ভগবানের কথালোচনায় নিযুক্ত হইলে জীবের মঙ্গল হয়। এতদ্ব্যতীত মঙ্গলের অন্য কোন রাস্তা নাই। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের সেবা করিতে করিতেই চঞ্চল মন স্থির হইবে। সাধুর হরিকথাই আমাদিগকে রক্ষা করিবে। আমাদের একমাত্র রক্ষক এই হরিকথার প্রতি যদি উদাসীন হই, তাহা হইলে যে আমাদের রক্ষার আর উপায় নাই, একথা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা নিরন্তর কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন, কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোনও কৃত্য যাঁহাদের নাই, সেইরূপ নিষ্কপট ভগবদ্-ভজনপরায়ণগণের নিকট মনোযোগসহকারে সেবাবুদ্ধির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ করিতে হইবে। ভগবানের সেবকই আমার সর্ব্বোত্তম অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁহাদের সাহচর্য্যে মিত্রতা করিতে হইবে—তাঁহাদেরই অনুগত থাকিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা মঙ্গলের সন্ধান পাইব।

বৈষ্ণবনিন্দা করা ত' দূরের কথা, বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিতেও হইবে না। এমন কি, যাহারা বৈষ্ণবনিন্দা করে, তাহাদের মুখদর্শন করাও উচিত নয়। এই বৈষ্ণবনিন্দার তীব্র প্রতিবাদ করিতে হইবে। অন্যত্র বৈষ্ণবনিন্দা হইতেছে, আর আমি নিরপেক্ষ সাজিয়া চুপচাপ বসিয়া আছি, ইহা উচিত নয়। দেহে একবিন্দু রক্ত থাকিতেও বৈষ্ণবনিন্দার প্রতিকার করিতে হইবে, ইহাই শ্রীজীবপাদ-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত। তথাহি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে"র উদাহরণ। ভক্তের প্রতি মিত্রতা বা প্রীতি এবং ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ যদি না হয়, তাহা হইলে সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব আছে, জানিতে হইবে অর্থাৎ সেখানে গুরুভক্তির কোন কথা নাই। পিতৃ-ভক্ত পুত্র কি পিতৃবিদ্বেষ সহ্য করিতে পারে বা তাহার কি পিতা বা পিতৃসম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনের প্রতি প্রীতির অভাব হয়? সেইজন্য ইহা সকলেরই অবগাহন বিষয় যে, ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হরিভজনের অঙ্গ। ইহা হরিবিরোধ নহে। ইহাই যথার্থ তৃণাদপি সুনীচত্ব, ইহাই বৈষ্ণবনীতির লক্ষণ এবং ইহাই প্রকৃত বৈষ্ণবসম্মাননা। এই যে পাষণ্ডদলন — শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা অসতের নিরাকরণ, ইহা অভক্তি নহে, পরন্তু হনুমানের শ্রীরামচন্দ্রের অবমাননাকারী রাবণের লঙ্কাপুরী দগ্ধ করাই ভজন। ইহাই প্রকৃত সত্য, ইহাই প্রকৃত অমায়াপূর্ণ চেষ্টা।

'গুরু' 'কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

বিপদেও বা তৎকর্তা ও সর্ব্বত্র ভগবানের এক [illegible] পরিচয়। তিনি করুণাময়, তিনি মঙ্গল করেন,—একথাটী মনে থাকিলে দুঃখ আসিলেও আমাদিগকে ক্লেশ দিতে পারে না। [illegible] সম্পদ হইতে, [illegible] ভগবানের উপর [illegible] এ কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; সুতরাং যে বিপদ এই [illegible] আমাদের [illegible] সম্পদ অপেক্ষা সেরূপ [illegible]। [illegible] ঘটনা যদি সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, তাহাতে তাঁহার করুণা বিশেষভাবে জড়িত আছে। কোন একটী ঘটনা আপাততঃ বিশেষ অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে হইলেও তাহা পরে কোন বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়, একথা অনেকেই অবগত আছেন। ভগবানে শরণাপন্ন হইতে পারিলে আর চিন্তা নাই। সুতরাং ভগবানের নিয়ন্তৃত্ব [illegible] স্বীকার করিয়া আমরা বিপদে বা সম্পদে ভগবানই আমাদের শরণ হউন।

জীব অনন্ত। এই অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্য দেহ পায়। আবার হাজার হাজার মনুষ্যের মধ্যে কেহ [illegible] লাভের জন্য যত্ন করে। আবার হাজার হাজার [illegible] মধ্যে কেহ ঠিক্ ঠিক্ ভগবান্‌কে জানিতে পারেন অর্থাৎ তাঁহার সেবানন্দ লাভ করিতে পারেন। ভক্তিতত্ত্ব এত দুর্লভ জিনিষ! তাই দুর্লভ বলিয়া হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে ভগবৎকৃপায় আমাদের সুযোগ লাভ হইবে। যদি হৃদয়ে উদাসীন থাকি, তাহা হইলে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, জরা, ব্যাধি, বজ্রপাত, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবদুর্গ ও আধিভৌতিক তাপ হইতে আমরা রক্ষা পাইব না। হরিবিমুখতাই এই ত্রিতাপের মূল। সুতরাং যদি শান্তি পাইতে চাই, তাহা হইলে হরিসেবোন্মুখ হইবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ বিশেষ [illegible] হইবে। [illegible] নাই।

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

অভক্তিপথ

——:০:(০):০:——

যে পথে কৃষ্ণসেবার কথা নাই, তাহাই 'অভক্তিপথ' বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে [illegible] কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর অভিলাষ, কর্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ ও [illegible] আবরণ নাই। তাহাতে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন আছে। অনেকে ভক্ত হইবার অভিলাষে গোপনে কামনাও অভক্তিমার্গ আশ্রয় করেন। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তের স্বরূপ না জানিয়া উঁহাদের ন্যায় একবার [illegible] বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারাও [illegible] পথিক। যাঁহারা [illegible] বা [illegible] উপর নির্ভর করিয়া ভক্তের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের হঠকারিতায় [illegible] অভক্তিপথের পথিক। কেহ আপনাকে ভক্ত মনে করিয়া নিজের কার্য্যকে 'ভক্তি' বলিয়া প্রচার করিলেও তাহা কখনও 'ভক্তি-পদবাচ্য' হইতে পারে না।

কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। 'অনুশীলন'-শব্দে 'অনুকূল সেবা' বুঝায়। 'অনু'-শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধানরহিত। 'শীল'-ধাতুর অর্থ—একান্তভাবে প্রবৃত্ত হওয়া।

'কৃষ্ণ' বলিলে পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি ও সর্ব্বকারণের কারণকে নির্দ্দেশ করা হয়। তাহা হইতেই [illegible] ও ঔদার্য্যের প্রকাশ। গোলোকে মাধুর্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ও মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরির স্বীয় প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দ-রামের দ্বারা সর্ব্বদেশ ঐশ্বর্য্যবিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসুদেব, শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীঅনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকট করিয়াছেন। সেই সঙ্কর্ষণ হইতে শ্রীমন্নারায়ণের নিত্য অবতারসমূহ প্রকটিত হইয়াছেন। ভগবানের পুরুষাবতার, কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুগণ জীবকে ভগবান্ ও বহিরঙ্গা বস্তু [illegible] উপদেশ করিয়াছেন। মায়াধীশ বিষ্ণু মায়া ও জীবকে নিত্যভাবে স্বীয় অনুশীলন করাইয়া কিছু [illegible] মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন। জীব যে কৃপাবস্থা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ করেন, তাহাই ভক্তি। [illegible] উহার ফলে জীব 'ভক্ত'-সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্ত ভক্তির দ্বারা ভগবানের সেবা করিয়া প্রেমপুরুষার্থ লাভ করেন। ভক্তের [illegible] সুখ হইলে নিজ [illegible] অভাবে তিনি আর অন্য কোন প্রকারের তৃপ্তি [illegible] করিতে পারেন। কৃষ্ণেতর-স্পৃহা প্রবল হইলে জীব ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইয়া অনুসন্ধান করিতে পারেন না।

কৃষ্ণের অনুশীলন অনুকূল ও প্রতিকূল—উভয়ভাবেই হইতে পারে। অসুরগণ, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, পূতনা, অঘ, বক প্রভৃতি অসুরগণ এবং নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনে সেবা-বিপর্য্যয় ঘটে বলিয়া উহা ভক্তি নহে। 'অনুকূল' বলিলে কৃষ্ণের উদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তি বুঝায়। আনুকূল্য ঘটিলে সর্ব্বক্ষণ ব্যবধানরহিত ও সম্যগ্ভাবে প্রবৃত্ত হওয়া তখন লক্ষ্য হয়।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিত্যসেবা ও সেবা-অনুষ্ঠানের নিজের [illegible] ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশে ভক্ত সেবা করেন না। ভক্তের নিজ ফলবাঞ্ছা থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ-চতুর্ব্বর্গমূলক কৈতবযুক্ত হইয়া যাবে। উহাই কৃষ্ণসুখের উদ্দেশ্যহীনতায় 'অন্যাভিলাষ'-শব্দবাচ্য। স্বসুখতাৎপর্য্যে, মুক্তিকামী বা অজ্ঞানসেবী ভুক্তিকামিগণ কৃষ্ণসুখ ছাড়িয়া নিজ-নিজ কামের প্রার্থনা করে পোষণপূর্ব্বক আনুকূল্যসহকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্ত হইতে পারেন না। যাঁহাদের চিত্তে [illegible] আছে, যাঁহারা [illegible] সমন্বিত, যাঁহারা [illegible] বা লোক-সম্বন্ধীয় পরোপকারে ও [illegible] পরোপকারে ব্যস্ত, যাঁহারা পাণ্ডিত্যপ্রতিভা-[illegible], যাঁহারা যোগসাধনের জন্য উদ্গ্রীব, যাঁহারা উচ্চ সম্মাননাতে তৎপর, দান, পুণ্য, ব্রত, [illegible], কুটীনাটী, জীবহিংসা প্রভৃতি পরায়ণ, যাঁহারা ঐহিক ও স্বর্গসুখকামী, দেব বা আশ্রমের [illegible]-লোলুপ, মুমুক্ষু, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি হইয়া কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনের অভিনয় করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণসেবানুষ্ঠান কপটতাযুক্ত। সুতরাং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যহীন হইয়া অন্য অভিলাষযুক্ত অনুশীলনও অভক্তিপথে দেখা যায়।

জ্ঞানের আচরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। 'জ্ঞান'-শব্দে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। একমাত্র অদ্বয় [illegible] কৃষ্ণ।

ভক্তির আশ্রয় কৃষ্ণ। প্রথমে সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা লাভের পর [illegible] বিধান। [illegible] হয় নাই, অথচ আত্মার ভক্তি অর্জ্জন হইয়াছে, এরূপ হয় না। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।" কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান—ভক্তির সহিত এককালেই উদিত হয়। ভক্তি ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহারা মায়িক জ্ঞান-সাহায্যে জ্ঞানী হইবার জন্য বৃথা নিষ্ফল চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সেই চেষ্টা ভক্তির অঙ্গ নহে; বরং [illegible] জ্ঞানীর চেষ্টার মধ্যে সম্যগ্ভাবে [illegible] কৈতব অন্তর্নিহিত আছে। কৈতবজ্ঞান কখনও শুদ্ধভক্তির অঙ্গ নহে। ভক্তের হৃদয়ে [illegible] বর্ত্তমান থাকিলে [illegible] হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে—জ্ঞানভক্তিকে তাঁহার বশিষ্ঠবুদ্ধির অন্তর্গত মনে করাইয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন পরিত্যাগ করতঃ অন্যাভিলাষী করাইবে—বৃথা তর্কদ্বারা ভক্তকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করাইবে। এইজন্য ভক্তিবিরোধী জ্ঞানী আত্মবঞ্চনাক্রমে কেবল অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে অজ্ঞানমিশ্রিত, প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করেন। বাস্তবিক জ্ঞানীর কষ্টনৈরাশ্যে, নির্ভেদজ্ঞানে ভক্তের ভক্তি আবৃত হয় না। কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান। তদিতর জ্ঞানে মায়াশক্তির গুণ, দৌর্ব্বল্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের আচরণের অগ্রবর্ত্তক হইলে ভক্তি অভক্তি-নামেই সার্থকতা লাভ করিবে। শুদ্ধভক্তি উদিত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান সহায়রূপে বর্ত্তমান থাকে। যে জ্ঞানের কৃষ্ণভক্তির উপর কর্তৃত্ব, সে জ্ঞান কৃষ্ণেতর দ্বৈতজ্ঞান। মায়িক নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান—জ্ঞানীর অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত জ্ঞানের আচরণে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্মের আচরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। স্মৃতিকথিত বৈধনিত্যাদি কর্ম্মগ্রস্ত কর্ম্ম জীবের বন্ধনকারক। কর্ম্ম—কৃষ্ণের লীলা-বহির্ভাবিকা মায়াশক্তির একটি বিকার। কর্ম্মফলবাদী নিজ কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া মনে করেন যে, সৎকর্ম্ম-প্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। কর্ম্মীদের [illegible] কর্ম্মাচরণ নহে। তাদৃশ [illegible] কর্ম্মীর [illegible] অনুশীলন হয়। যাহাতে জীবের [illegible] সংসিদ্ধি, তাহাই কর্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের ফল—জীবের কর্ম্মফলভোগ নহে, পরন্তু ভগবানের [illegible], তাহাই ভক্ত্যনুষ্ঠান। [illegible] ভক্তের স্বরূপ জ্ঞান পাইলে তাঁহাকে [illegible] হইতে নিশ্চয়ই পাতিত করিবে। হরিকে উদ্দেশ করিয়া শারীর বাচিক অনুষ্ঠান বৈধী ভক্তি বলিয়া কথিত হয়।

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥
[illegible] ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতু কর্ম্মভিরাত্ম[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥

[illegible] আচরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। [illegible] দ্বারা উহা ভক্তি উৎপন্ন হয় না। বিবেকাদি হইতেও ভক্তি হয় না, পরন্তু ভক্তিমান্ জনে বিবেকাদি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণসম্বন্ধ ছাড়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই দুইটী চিত্তকাঠিন্যের হেতু, উহারা সুকোমলা ভক্তির অঙ্গ নহে। ভক্তের আবশ্যকীয় জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানের [illegible] আবশ্যকতা নাই। ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞানপন্থার আবশ্যকতা

নাই। অতএব জীবের পরম আবশ্যকীয় ভক্তি থাকিলে অবান্তর স্বার্থের না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। আবার সুবুদ্ধি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা ভক্তি হইতে পারে না—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। সুতরাং অভক্তিময় কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈদিকতা প্রভৃতি ভক্তির প্রতিবন্ধক পথসমূহই—অভক্তিপথ।

আশ্রিত

নিরাশ্রয় অবস্থায় কেহ থাকিতে পারে না। প্রত্যেক জীবই কাহারও না কাহারও আশ্রিত। আশ্রয় দুইপ্রকার—একটী নিত্য, অপরটী অনিত্য। যে আশ্রয়ের নিত্যত্ব নাই, তাহা আশ্রয় বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে আশ্রয় নহে। জগৎ বা জগজ্জনই সেই অনিত্য আশ্রয়। আর নিত্য আশ্রয় বা চেতনের একমাত্র অবলম্বন—জগদীশ ও জগদীশজন। বদ্ধজীব আমরা বর্ত্তমানে বিশ্বকে আমাদের একমাত্র আশ্রয় মনে করিয়া কেবল বঞ্চিতই হইতেছি। এই দুঃখময় প্রপঞ্চে কোথাও আশ্রয় নাই। গোলোকাবতীর্ণ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মই সংসারসমুদ্রে একমাত্র আশ্রয়স্থল। তিনি ভবসমুদ্রের একমাত্র কর্ণধার। এতদ্ভিন্ন আর রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই।

ভগবান্ই সর্ব্বাশ্রয়। ভগবানের শ্রীচরণেই আশ্রয় বা শরণ লইতে হইবে। ভগবান্, ভগবৎপার্ষদ, বিষ্ণুপাদ বা আচার্য্যপাদই সকলের একমাত্র আশ্রয়। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়বিগ্রহ—জীবকে আশ্রয় দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে অবতীর্ণ। এই আশ্রয়বিগ্রহের শ্রীচরণে আশ্রয় লইবার কথা শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবের একমাত্র ত্রাতা। তিনিই বিশ্বে একমাত্র অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিবার অধিকারী। আমরা যেন কোন দিন এই আশ্রয়বিগ্রহের কথা ভুলিয়া অন্যকে আশ্রয় করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ না করি। তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিতে হইবে, তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক হইতে হইবে এবং তাঁহার জন্যই জীবন ধারণ বা যা' কিছু কার্য্য করিতে হইবে। অপরের সহিত স্বতন্ত্রভাবে আমাদের আর কোনও সম্বন্ধ নাই। যাহা থাকে, তাহা মায়া ছাড়া আর কিছুই নহে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মের শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট সর্ব্বক্ষণ কৃপাভিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই করেন না। তিনি সকলকেই প্রভুজ্ঞানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন, কাহারও নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু গ্রহণ করেন না। গুরুদাস বৈষ্ণব নিজেকে এবং সকলকে ও সর্ব্বস্বকে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের গুণকীর্ত্তন ব্যতীত—সকলকে আচার্য্যচরণে আকৃষ্ট করা ব্যতীত গুরুসেবক—নিত্যানন্দ সেবকের অন্য কোন অভিলাষ বা কৃত্য নাই। তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুগৌরকীর্ত্তনে অনন্যমুখ। ইহাই তাঁহার একমাত্র সাধনভজন। গুরুদাস নিজে সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের সম্পূর্ণ অনুগত এবং অপরে যাহাতে শ্রীগুরুদেবের অনুগত বা আশ্রিত হইয়া পরমমঙ্গল লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য সতত যত্নশীল।

শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে আশ্রয় করিতে হইবে। ভগবানের কৃপায় এই গুরুর সন্ধান পাওয়া যাইবে। আবার গুরুদেবের কৃপায় নিষ্কপট জীব গুরুদাস বৈষ্ণব ও ভগবানের সন্ধান পাইবে। তখন বৈষ্ণবানুগত্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার সৌভাগ্য পাইয়া জীব কৃতকৃতার্থ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মই বিশ্বের একমাত্র রক্ষক ও পালক। এ ভবসংসারে আর কেহই রক্ষাকর্ত্তা নাই। যে প্রকৃত আশ্রয় পাইয়াছে, সে অসহায় নহে। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি' জানে' ইহাই তাঁহার অবলম্বন। শ্রীগুরুদেবের সহিত সম্বন্ধ হইলেই অপরের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ হইবে। সকলেরই পিতা একমাত্র শ্রীগুরুদেব। আমরা সকলে তাঁহারই পাল্য পুত্র, শিষ্য, সেবাভিখারী। এই গুরুপিতার প্রতি প্রীতি আমাদের অপেক্ষা যাঁহার বেশী, আচার্য্যচরণে যাঁহার শ্রদ্ধা অচলা, যাঁহার সঙ্গ করিলে গুরুপাদপদ্মে বিশ্বাস, নিষ্ঠা, প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সজ্জনের সঙ্গ করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে গুরুপাদপদ্মের কোন কথা নাই, যেখানে সাধককে বাদ দিয়া বাধাবাধির কথা, সেখানে মঙ্গল হইবে না। মঙ্গলময়ের কথা না শুনিলে, মঙ্গলপ্রদাতার সন্ধান না পাইলে কোনও উপায়ে জীবন যাপনই আমাদের সার হইবে। কোনও উপায়ে জীবন যাপন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। প্রতিমুহূর্ত্তে সেবাময় জীবন-যাপনই জীবনের সাফল্য। এই গুরু বা আচার্য্য বা আশ্রয় বস্তু শ্রীনিত্যানন্দ, অপর কেহ নহেন।

শ্রীগুরুদেব পরমকরুণাময়। তাঁহার কৃপার অবধি নাই। আমরা মঙ্গল না চাহিলেও তিনি আমাদের মঙ্গল করিবার জন্য সতত উন্মুখ। এই শ্রীগুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তনে বর্ত্তমানে আমাদের রুচি না থাকিলেও সাধুদের সহিত তাঁহার মহিমা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ আমাদের শ্রদ্ধা বা প্রীতি হইবে। আমরা নিষ্কপট হইলে নিষ্কপট গুরুসেবকগণ নিশ্চয়ই আমাদিগকে গুরুসেবার সন্ধান দিবেন, এবং সেই সাধুদের সহিত আমাদিগকে গুরুপাদপদ্মের সেবায় অনুকূল করিয়া শ্রীগুরুপ্রীতি বিধান করিবেন। সুতরাং যদি কেহ গুরুদাস বৈষ্ণবকে একমাত্র আশ্রয় মনে করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা হইতে পৃথক্ হইতে চায়, তাহা হইলে গুরুসেবক তাহাকে সযত্নে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করেন। শ্রীগুরুসেবক কখনও কাহাকেও নিজসেবক-বুদ্ধি করেন না। তাঁহার সকলেই গুরুবুদ্ধি। আমি সেবক—শ্রীগুরুর নিত্য অযোগ্য ভৃত্য, শ্রীগুরুই একমাত্র আমার সেব্য এবং গুরুর সেবকরূপে গুরুসেবকগণ আমার সেব্য বা পূজ্য—ইহাই গুরুদাসের বিচার। এই গুরুদাসত্বে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গুরুদাসানুদাসই তাঁহার স্বরূপ। তদ্ব্যতীত ইতর-কামনা গুরুদাসের নাই। এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা সকলেরই কাম্য। গুরুদাস সর্ব্বক্ষণ গুরুসঙ্গ করেন, গুরুর সঙ্গে থাকেন। তিনি গুরুসঙ্গ ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। গুরুর বস্তু তাঁহার যা' কিছু সব। গুরুসেবাই তাঁহার সর্ব্বস্ব। শ্রীগুরুদেব সমস্ত বস্তু ও ব্যক্তিকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন; আর গুরুদাস বৈষ্ণব সকলকে গুরুসেবায় নিযুক্ত করিয়া দেন। তিনি সর্ব্বত্র গুরুর অবস্থান উপলব্ধি করেন। গুরুর অসাক্ষাতে বা অজ্ঞাতসারে তিনি কোন কার্য্য করেন না। তিনি জানেন—সর্ব্বব্যাপী শ্রীগুরুদেব সর্ব্বত্র অবস্থান করিয়া তাঁহার সকল কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেছেন, নব নব সেবায় প্রেরণা দিতেছেন, হর্ষিত করিতেছেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য গুরুর সন্তোষ-বিধান করিতেছে কিনা, তাহা তিনি সর্ব্বক্ষণ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করেন। বিমুখতা তাঁহার নাই, তাই তিনি গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে নিরবচ্ছিন্ন থাকিয়া সেবোন্মুখচিত্তে সতত গুরুসেবায় নিযুক্ত। এই গুরুদাস যেমন শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রীতিবিশিষ্ট, শ্রীভগবানের প্রতিও তাঁহার প্রীতি তদ্রূপই। গুরুতে প্রীতি আছে, কিন্তু ভগবানে প্রীতির অভাব—ইহা গুরুপ্রীতির নামে অন্য কিছু। কারণ গুরু ও কৃষ্ণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট বা অঙ্গাঙ্গিভাবযুক্ত। সুতরাং একটী ছাড়িয়া আর একটীর সেবা হয় না। এক কথায় গুরু বৈষ্ণব-ভগবান্—এই তিনটীর প্রতিই প্রীতি যুগপৎ হওয়া স্বাভাবিক। ইহাই শুদ্ধ ভক্তি। তবে মূলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার কৃপায় সব, নতুবা সব চেষ্টা বৃথা। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণায় আশ্রয় লাভ করেন, আধ্যাত্মিক অনাশ্রিত জীবের ক্লেশকর অনুভূতি তাঁহাদিগকে আর ক্লেশ দিতে সক্ষম হয় না। প্রকৃত নিষ্কপট আশ্রয়গ্রহণ-প্রভাবে জীব তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া নিত্যজীবনের সুখ ও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারে—সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

----::(১০)::----

'হরেকৃষ্ণ' নাম নিয়ামক বা প্রভু। আর কর্ম্ম নিয়ম্য ও ধরা। কর্ম্ম যেখানে নিয়ামক বা প্রভু হইতে চাহে, সেখানে নামগ্রহণ বা কীর্ত্তনগ্রহণ হয় না। হরিকীর্ত্তনকে যে কর্ম্ম ভোগ করিতে বা বাঁধিয়া লইতে চাহে, সেইরূপ কর্ম্মের দুষ্কর দ্বারা হরিকীর্ত্তন বা হরিনাম প্রভৃত হয় না। সেই দুষ্করের নামই—অপরাধ। আমরা সেবা—এই নিত্যবস্তুর অভিজ্ঞান। আর আমরা অতীন্দ্রিয় ভোক্তা ভগবানেরই সর্ব্বতোভাবে ভোগ্য—এই উপলব্ধির চিত্তজ্ঞান। ভগবদ্দর্শন-কথার অর্থ cent per cent engagement of the senses in the service of the Devine Personality or Absolute.

কীর্ত্তন ত্রিদণ্ডী ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। কেবল সুর, তান, লয়, গানের কসরৎ—যাহা লোকের ইন্দ্রিয়মাত্র তৃপ্ত করে, তাহা কীর্ত্তন নহে। কীর্ত্তন ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রত্যেক অক্ষরে আপনাকে প্রকাশিত করিবে। যিনি সব বেদান্ত উপনিষৎকে চূর্ণ করিয়া মানুষের মঙ্গল করেন, তিনিই হরি। হরিকথা যত শুনা যাবে, ততই সুবিধা হইবে। হরি কখনও আমাদের বস্তুকে হরণ অথবা আত্মসাৎ করেন না। তিনি কেবল জিনিষকে সর্ব্বতোভাবে দিয়া নিজের চিদানন্দ সত্তাকে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা সেবক আছেন, তাহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল হবে—যদি তাঁহারা সাধুগণের শ্রীমুখ নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল থাকেন। হরিকথা-শ্রবণে সকলেরই মঙ্গল লাভ হইতে পারে। পরমেশ্বরের শ্রীচরণাশ্রয়ের নামই ভক্তি, অন্য কিছুই ভক্তি নহে। অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামরূপগুণলীলাকীর্ত্তন। কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন বাণী অতএব কর্ণে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রবণের দ্বারাই মঙ্গল হইবে।

আমাদের মনকে কোন দিন বাঁটিদেওয়া করিতে হইবে, কেন না আমাদের মন ভগবানে প্রবৃত্ত হইতেছে না। ইহার মূল কারণ আমরা সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে চাই না। লীলার অতীত পরিকর। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ—লীলার অন্তর্গত পদার্থ। লীলায় পূর্ণ। লীলার পরেরই পূর্ণতার। [illegible] আলোচনা লাভ করে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৬৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲		" এক কলম	৩৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পাঠক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপত্তন একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। মঠ গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পাঠক শ্রীযুক্ত ... বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মকল্যাণদায়ক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-সপ্তচত্বারিংশাসনোপলক্ষে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই গ্রন্থ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপতপ্ত কলিযুগের ভীষণ দাবানল অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ.

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... পুরাতন জ্বর ... । লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আমাদের কথা সার্থক কি না। ছোট বোতল ৮৹ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞা

কেন্দ্রীয় সরকার এক আদেশ জারী করিয়া কোন মুদ্রাকর, প্রকাশক অথবা সম্পাদককে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অনুমোদিত গণ-আন্দোলন অথবা উক্ত আন্দোলনের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে কোন তথ্যসংক্রান্ত সংবাদ (জনসাধারণের বক্তৃতা এবং বিবৃতিও ইহার আমলে পড়িবে) (১) সরকারীসূত্রে অথবা (২) এসোসিয়েটেড প্রেস, ইউনাইটেড প্রেস কিম্বা ওরিয়েণ্ট প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া, কিম্বা (৩) সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র কর্ত্তৃক স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কোন সংবাদদাতার (যাঁহার নাম তিনি যে জেলায় কাজ করেন, তথাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তালিকাভুক্ত আছে) মারফৎ না পাইলে ছাপাইতে কিম্বা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

সহরে কর হ্রাসের প্রশ্ন

কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে শ্রীযুত হেমচন্দ্র নস্কর (মেয়র), ডাঃ বি সি রায়, মিঃ এ আর সিদ্দিকী এম এল এ, শ্রীযুত এন সি চ্যাটার্জ্জি, মিঃ কে এস ম্যাথোজ, শ্রীযুত রেমেশপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত সুশীলচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত এক প্রতিনিধি দল অবস্থায় ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কলিকাতা হইতে সম্প্রতি বহু লোক পলায়নে চলিয়া যাওয়ায় কলিকাতার জমির ও বাড়ীর মালিকদের বহু বাড়ী ও জমি খালি পড়িয়া আছে বলিয়া তাহাদের যেন বিভিন্ন করের হার কমাইয়া অথবা কতকাংশে মকুব করিয়া বাড়ীর মালিকদিগকে কিছু সাহায্য করা হয় এই উদ্দেশ্যে আলোচনা হয়। এই বিষয়ে সহরের জমির ও বাড়ীর মালিকদিগের অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে কোনও আইন প্রণয়ন অথবা কোনও অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনকে অবস্থানুযায়ী আশু প্রয়োজনীয়তার উপর প্রতিনিধি দল বিশেষ জোর দেন। কলিকাতা কর্পোরেশন ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে যে অর্থ প্রদান করেন, তাহার পরিমাণ হ্রাস করার জন্যও প্রতিনিধিগণ দাবী করেন।

কলিকাতায় ভিক্ষুক ও অন্ধ-আতুরদের সমস্যা

কলিকাতায় ভিক্ষুক ও অন্ধ-আতুরদের জন্য আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের যে পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা এ যাবৎ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই বলিয়া অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে। সেজন্য গবর্ণমেণ্ট জানাইতেছেন যে ভিক্ষুক ও অন্ধ-আতুরদের জন্য ২৪ পরগণায় দুইটী ও মেদিনীপুরে দুইটী আশ্রয়স্থল সরকার নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। কিন্তু সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের প্রয়োজনে ঐ স্থানগুলি দখল করিয়াছেন। এক্ষণে মেদিনীপুরে উক্ত উদ্দেশ্যে অপর একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া উহার দখল লওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবিত আশ্রয়স্থলের সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ হইলেই নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে। যে পর্য্যন্ত না আশ্রয়স্থল নির্দ্দিষ্ট হয়, সে পর্য্যন্ত ভিক্ষুক ও অন্ধ-আতুরদিগকে দূর করা সম্বন্ধে আইন প্রয়োগ স্থগিত রাখা হইয়াছে। সত্বর আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের চেষ্টা চলিতেছে।

পণ্যদ্রব্য সরবরাহ সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা

– কলিকাতার পুলিশ কমিশনার নিম্নলিখিত মর্ম্মে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

আমাদের চারিদিকে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা এখন ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করার সময়। আর্থিক দুরবস্থা ছাড়াও নূতন অসুবিধা দেখা দিয়াছে এই যে, পণ্যদ্রব্যের অর্থ থাকা সত্ত্বেও তাহা পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র দেশব্যাপী যেরূপ অতিরিক্ত মুনাফা গ্রহণের ভাব দেখা দিয়াছে, তাহা দমন না করা হইলে হাহাকার সৃষ্টি হইবে, এমন কি দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে।

পুলিশ এই সহরে প্রায় তিন হাজার অপরাধীর সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এখনও শত শত অতিলোভী তাহাদের অপরাধপ্রবণতা চরিতার্থ করার জন্য গোপনভাবে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে।

প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য সরবরাহের সমস্যা জটিল হইয়াছে ; পণ্যদ্রব্যের অভাবে যত না হউক, অবিবেক লোকদের মাল মজুত করিয়া রাখিয়া অতিরিক্ত লাভের অভিসন্ধিমূলক চেষ্টায় তাহা হইয়াছে।

আমি কলিকাতার জনসাধারণকে এই সমস্যার মনোযোগী হইতে এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে আমার অফিসারগণ এবং আমাকে উহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। অদূর ভবিষ্যতে স্বাভাবিক অবস্থায় যত আবহাওয়া উপভোগ করিতে হইলে এই ব্যাপারে জনসাধারণের পক্ষ হইতে সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত গ্রন্থ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অর্থিত হইয়া "প্রতিবোধ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈ

শ্রীশ্রীভজনরহস্য

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'রসিকাস্বাদনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌরাশ্রম-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২৩ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১লা ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৯শে আগষ্ট, ইং ১৯৪২, বুধবার { ১২১ [illegible] সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ শ্রীধর, হাণ্ অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(০):০:——

জীবন্ত সাধুর সঙ্গের প্রভাব খুব বেশী অকপট সদানিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। সৎসঙ্গই জীবকে সৎসঙ্গী করায়। যিনি অকপটে সাধুসঙ্গ করেন, তিনি সাধুসেবকগণে জানিতে পারেন যে, তিনি সাধুর সঙ্গী, আশ্রিত বা অনুগত দাস। সাধুসঙ্গ করিতে করিতেই সাধুতে আপনজ্ঞান বা প্রীতি হয়। সাধুসঙ্গদ্বারাই ভগবৎসঙ্গ লাভ হয়। সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণসঙ্গ হয়। কৃষ্ণবিলাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ সাধু যেখানে নাই, সেখানে ভগবান্ও নাই। ভগবান্ সাধুরই। তিনি সাধুরই প্রাণধন। যাবার শ্রীভগবানের কথাসর্ব্বস্বই—ভক্ত যিনি সাধুর প্রিয়, তিনিই ভগবানের প্রিয়। সাধুতে যাহার প্রীতি নাই, ভগবানেও তাঁহার প্রীতি থাকিতে পারে না। যিনি সাধুর, তিনিই ভগবানের। সাধুর আশ্রিতই ভগবদাশ্রিত। ভগবানের সেবা বা ভক্তি লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গই মূল। সাধু এ জগতে গুরু বা বৈষ্ণবরূপে প্রকটিত হন। প্রকৃত সাধুগণ স্বতঃই বৈরাগ্যবান্। কেবল বিত্ত-বৈরাগ্য কৃষ্ণভক্তকে আশ্রয় রূপে পাইয়া ধন্য হয়। সাধুর অনুগত না হইলে সাধুকে কেহ চিনিতে বা জানিতে পারে না, সাধুর সহিত আলাপাদি করিয়াই তাঁহার সন্ধান পায় না। ইহা কৃষ্ণভক্তের ঐশ্বর্য্য-শক্তি। সাধু বাঞ্ছাকল্পতরু। সেবাভিলাষীই তাঁহার নিকট সেবা বা কৃপা পায়, আর অন্যাভিলাষী বা বঞ্চনাকারী বঞ্চনাই লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তের সকল ভক্তী অকিঞ্চন ক্ষুদ্র জীব সকল সময় বুঝিতে না তাহা পারিলেও তাঁহারা দয়া-পরবশ হইয়া দেখাইয়া দেন। কৃষ্ণানুশীলন ও দুঃসঙ্গত্যাগ একাধারে উদয় না হইলে শুদ্ধভক্তি প্রকট হন না। কুসঙ্গ-বর্জ্জনই নিঃসঙ্গ এবং সজ্জনসঙ্গই কুসঙ্গ-বর্জ্জনের উপায় ও উপেয়। সংসার-ভোগবাসনা-ব্যাধিগ্রস্ত আমাদের সাধুসঙ্গ বা সাধুর কথা ভাল লাগে না। অবশ্য রোগী প্রাকৃত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া হিতাহিত বিবেক-রহিত হইয়া ঔষধের নিন্দা করিতে পারেন, সুপথ্যের অমর্য্যাদা করেন, কিন্তু উহাই তাঁহার একমাত্র সেবা জানিলে প্রাকৃত যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া সেই রোগী তখ হরিসেবা লাভ করিতে পারেন। জীব স্বতন্ত্র; সুতরাং তাহাদের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমাদের নাই আমরা জোর করিয়া কাহাকেও কোন কথা বলিতে চাহি না। ভাগ্যবান্ জনগণ এইসব কথা শ্রবণ করিয়া সেবায় উদ্যোগী উৎসাহান্বিত হউন, ইহাই নিবেদন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া গতি দেখি না। তাই আমরা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার নিজজনগণের প্রসাদ ভিক্ষা করি। শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেই কোন জীব নিষ্কপট, আবার কেহ বা নিষ্কপট। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাই সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব একতত্ত্ব হইয়া ছয়টী বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত—গুরুতত্ত্ব, শ্রীবাসাদি ভক্ততত্ত্ব, অংশাবতার অদ্বৈততত্ত্ব, স্বরূপ-প্রকাশ নিত্যানন্দতত্ত্ব, শ্রীগদাধরাদি নিজশক্তিতত্ত্ব ও স্বয়ং ভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই ছয়তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সুতরাং গুরুতত্ত্বও যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

সকল বৈষ্ণব, শুন করি' একমন
চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্রে যেমত নিরূপণ॥
কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়ই গুরুতত্ত্ব। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর লীলাভেদ থাকিলেও শিষ্যের নিকট উভয়ই সমতত্ত্ব ও সমভাবে পূজ্য। অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয়তত্ত্বই ভগবান্, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অংশাবতার শ্রীঅদ্বৈত, প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীগুরুদেব—এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই পাঁচটি তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ ভগবান্ই। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা রহেন, অনিত্য রহেন; তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয়তম। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়। 'কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁ'র মাধুর্য্য-আস্বাদন।' 'কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।'—এইসব কথা বিশেষরূপে আলোচ্য।

শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্। ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন না। কিন্তু ভগবদ্বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক—ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত—সকলেই শ্রীগুরুদেবকে ভগবদ্বুদ্ধি করিয়া থাকেন, কেহই প্রাকৃতবুদ্ধি করেন না। শুদ্ধভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদবুদ্ধি রাখিলেও শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম জানেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তা'তে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, নিত্যপ্রভু॥
(শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

শ্রীশচীনন্দন-বনে শ্রীনন্দ-নন্দন সনে
এক করি' করহ ভজন।
শ্রীগুরু-প্রিয়জন, অভেদে জান মন,
চাহ দাস্য পতিতপাবন॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসঙ্গী শ্রীনরোত্তম ঠাকুরও লিখিয়াছেন,—

সুবর্ণের ঝারি করি' বাসাকুণ্ডে জল পুরি',
গৌরাঙ্গের সঙ্গেতে যাইব।
ভক্তসঙ্গী সখী সাথে, শ্রীরূপ-রতির-হাতে,
চামরের বাতাস করিব॥

আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমরা অদ্বৈতবাদে প্রত্যাখ্যানই থাকিব,

তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও অমানি-মানদ হইয়া সর্বক্ষণ শ্রীনাম করিব, সর্বক্ষণ শুদ্ধভাগবতের কথা আলোচনা করিব, অসৎসঙ্গ হইতে কায়মনোবাক্যে দূরে থাকিব। শ্রীগুরুদেব নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তিনি শিষ্যকে কৃষ্ণসেবোপকরণ জ্ঞান করেন। তাঁহার আদৌ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাই; তিনি নিজ সুখের জন্য শিষ্যের কোন সেবা গ্রহণ করেন না। মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীগুরুদেব শিষ্যগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার যাবতীয় সেবোপকরণ করাইয়া নিজে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন। একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণ প্রকট ও অপ্রকটভাবে বিস্তারের জন্যই শ্রীগুরুদেবের শিষ্যকরণ লীলা—এইসকল কথা মনে মনে উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা কৃপা ভিক্ষা করিব। আমরা কখনও শুদ্ধ বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিব না, গোড়া কাটিয়া ডাল পাইবার ন্যায় ভগবান্ বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিয়া ভক্তসেবার বাহাদুরী দেখাইতে যাইব না। বৈষ্ণবের সঙ্গ-সৌভাগ্য হইলেই গুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা হইবে—গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি অপসারিত হইবে এবং তাঁহার কৃপাতে আমি ভক্তসেবা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব। বৈষ্ণবই গুরু ও ভগবানের সন্ধান দিয়া জীবের প্রতি কৃপা করেন। বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত গুরুকৃপা-লাভের আশা সুদূর-পরাহত। বৈষ্ণবই আমার একমাত্র বন্ধু। তিনি বড় দয়াল। তিনি ভক্তসেবা-দাতা। এই গুরুদেবের কৃপাপ্রাপ্ত ভগবান বৈষ্ণবের সঙ্গ না হইলে গুরুতে প্রীতি, গুরুতে অচলা শ্রদ্ধা ত' দূরের কথা, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধিও যাইবে না। তবে একটী কথা—বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবের সমান জ্ঞান অথবা অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের সমান জ্ঞান করিতে হইবে না। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব চিনিবার জন্য গুরুদেবের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। ভগবানের কৃপায় যেমন গুরুদেবের সন্ধান পাওয়া যায়, গুরুদেবের কৃপায়ও সেইরূপ প্রকৃত বৈষ্ণবের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই বৈষ্ণবের সেবা সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা করিতে হইবে। বৈষ্ণবের উপদেশানুসারে চলিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সন্তুষ্ট হইবেন। বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে করিতে আমরা গুরুচিত্তে শুদ্ধবৈষ্ণবের ইচ্ছা ও প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারিব। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যেরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছান যায়, বৈষ্ণবের কৃপায়ও সেইরূপ গুরুপাদপদ্মে পৌঁছান যাইবে। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—এই তিনটীর যে কোন একটীর প্রতি অশ্রদ্ধা হইলেই বিপদ্। ভাগ্যক্রমে বৈষ্ণবের সঙ্গ হইলেই গুরুদেবে শ্রদ্ধা হওয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। নতুবা বিপদ্ পদে পদে।

নাম-মাহাত্ম্য

শ্রীনাম চিন্ময় বস্তু। শ্রীনামই জীবের পরমারাধ্য দেবতা। সেই শ্রীনাম হইতেই সমস্ত বেদাদির আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রীনামই জীবের কারণ, শ্রীনামই জীবের প্রভু। অহৈতুকী ভক্তির সহিত নামভজন করিতে হয়। কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহজে জীব কৃষ্ণনাম করিবেন। নিরন্তর হরিনাম করিতে করিতে অতি শীঘ্র সমস্ত অনর্থ দূর হইয়া চিত্ত নির্মল হয়। আদরের সহিত নিরন্তর হরিনাম করিতে করিতে নামে পরমাদর জন্মে। তখনই শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণমুখে পরম মধুর শ্রীনামকে বিশেষরূপে আস্বাদ করেন। নিষ্কপটী ব্যক্তি সাধুসঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে শীঘ্রই চিত্তশুদ্ধি হয়। অনেককাল অর্চন করিতে করিতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা হয়। জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণ জীব শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাঁহার চিন্ময় শরীরে হরিনাম করে। মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা কেহ শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। হ্লাদিনীর কৃপায় যে সময় স্ব-স্বরূপ বা চেতনের ক্রিয়া হয়, তখনই নামোদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনোবৃত্তিতে শুদ্ধনাম কৃপাপূর্বক অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভক্তিপূত সেবোন্মুখ জিহ্বায় নৃত্য করেন। শ্রীনাম অক্ষরাকৃত নন, কেবল জড়জগতে নৃত্য করিবার সময় বর্ণাকারে প্রকাশিত হন—ইহাই নামের রহস্য। কৃষ্ণ নামাপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নাম নাই। শ্রীভগবান্ অনন্ত, তাঁহার নামও অনন্ত। শ্রীনামের মাহাত্ম্য কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। নামী অপেক্ষা শ্রীনাম অধিক করুণাময়। হরিনাম-সংকীর্তনই কলিযুগধর্ম। শাস্ত্র বলেন,—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হইতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার।
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্র-সার নাম -এই শাস্ত্রমর্ম॥

কৃষ্ণনামাশ্রয় ব্যতীত জীবের আর মঙ্গল নাই। সমস্ত ভক্তিপ্রকারের মধ্যে শ্রীনামই প্রধান। ভগবানের নাম দুইপ্রকার—মুখ্য ও গৌণ। সৃষ্টিকর্তা, জগৎপতি, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম প্রভৃতি গৌণ নাম; আর নারায়ণ, বাসুদেব, হরি, গোবিন্দ, কৃষ্ণ প্রভৃতি মুখ্য নাম। নামের সহিত মায়িক জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীনাম পুরুষোত্তম; তিনি মায়ারও অধীশ্বর। এই জড়জগতে বর্তমান জীবকুলের হরিনাম ব্যতীত আর বন্ধু নাই। বৃহন্নারদীয়পুরাণ বলেন,—

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥

অর্থাৎ হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন; এই কলিকালে নাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই।

নামের অনন্তশক্তি। পাপাসক্ত জীবের পক্ষে হরিনাম অখিল পাপের উন্মূলক। যথা—

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্তিতে সর্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব॥
(গরুড়পুরাণ)

সিংহরবে ভীত মৃগগণ যেরূপ পলায়ন করে, তদ্রূপ পুরুষ অবশ্যভাবে নামোচ্চারণ করিলে সর্বপাপমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি মুক্ত হন।

নামাশ্রিত ব্যক্তির সকল দুঃখই নামকর্তৃক খণ্ডিত হয়; সর্বব্যাধি-নাশকত্ব-ধর্মও নামে আছে। যথা—

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্॥
(স্কন্দপুরাণ)

যাঁহার নাম-স্মরণ-কীর্তন হইতে যাবতীয় আধি-ব্যাধিসমূহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, সেই অনন্তদেবকে আমি নমস্কার করি।

হরিনামকারী ব্যক্তি কুল-সমাজ (পংক্তি) পবিত্র করেন। যথা—

মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্তয়ন্ননিশং হরিম্।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ॥
(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

মহাপাপিষ্ঠও যদি নিরন্তর হরিকীর্তন করেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যায় ও তিনি পংক্তিপাবন হন (অর্থাৎ বিপ্রশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন)।

নামপরায়ণ ব্যক্তির সর্বদুঃখের উপশম হয়। যথা—

সর্বরোগোপশমনং সর্বোপদ্রব-নাশনম্।
শান্তিদং সর্বারিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্তনম্॥
(বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ)

অনুক্ষণ হরির নামকীর্তন সর্বপ্রকার রোগ ও উপদ্রবনাশক এবং সর্বপ্রকার বিঘ্ননাশ করেন বলিয়া মঙ্গলপ্রদ।

নামোচ্চারণকারীর কলিবাধা থাকে না। যথা—

হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি
তান্ বাধতে কলিঃ॥
(বৃহন্নারদীয়-পুরাণ)

যাঁহারা নিত্যকাল হরে, কেশব, গোবিন্দ, বাসুদেব—ইহা বলিয়া নামসমূহ কীর্তন করেন, তাঁহাদের উপর কলির আধিপত্য থাকে না।

নাম শ্রবণ করিয়া মাত্র নারকীর উদ্ধার হয়। যথা—

যথা যথা হরের্নাম কীর্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ॥
(নৃসিংহপুরাণ)

নারকিগণ যে যে স্থানে হরিনাম কীর্তন করিয়াছিল, সেই সেই স্থানে তাহারা হরিভক্তি লাভ করিয়া দিব্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

হরিনাম উচ্চারণ করিলে প্রারব্ধ কর্ম বিনষ্ট হয়। যথা—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥
(ভাঃ ১২।৩।৪৪)

আহা! যাঁহার প্রিয় নাম মুমূর্ষু ও আতুর অবস্থায় এবং পড়িতে পড়িতে, স্খলিত হওয়া হইতে বা বিবশ হইয়া গ্রহণ করিলেও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ হয়, কলিকালে দুর্বুদ্ধি লোকই তাঁহার ভজন করিতে বহির্মুখ হয়—ইহাই দুঃখের বিষয়।

হরিনাম সর্ববেদের অধিক। যথা—

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥
(স্কন্দপুরাণ)

হে তাত, ঋক্, যজুঃ, সামাদি বেদপাঠে কিছুই প্রয়োজন নাই। গোবিন্দাদি হরিনামই একমাত্র কীর্তনীয়, তুমি তাহাই সর্বদা গান কর।

হরিনাম সর্বতীর্থের অধিক। যথা—

তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটিশতানি চ।
তানি সর্বাণ্যবাপ্নোতি
বিষ্ণোর্নামানি কীর্তনাৎ॥
(বামনপুরাণ)

শত সহস্রকোটি তীর্থসেবার সমগ্র ফল বিষ্ণুর নামকীর্তন হইতে লাভ করা যায়।

হরিনামের আভাসও সর্ব সৎকর্ম হইতে অনন্তগুণে অধিক। যথা,—

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য
প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং
গোবিন্দকীর্তের্ন সমং শতাংশৈঃ॥
(স্কন্দপুরাণ)

সূর্যগ্রহণে কোটি গো-দান, প্রয়াগ-গঙ্গাদিতে কল্পকাল বাস, অযুত যজ্ঞ ও পর্বত-প্রমাণ সুবর্ণদান—এসব গোবিন্দ-কীর্তনাভাসের শতাংশের একাংশের সমও নহে।

হরিনামে সর্বশক্তি আছে। যথা—

দানব্রত-তপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞান-স্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥
(স্কন্দপুরাণ)

শ্রেষ্ঠ দেবগণের সর্বপাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী শক্তিসমূহ, যাহা দান, ব্রত, তপ, তীর্থক্ষেত্রাদিতে বর্তমান এবং রাজসূয়াশ্বমেধাদি যজ্ঞে ও অধ্যাত্মবস্তুর জ্ঞানে নিহিত আছে, ভগবান্ হরি সে-সমুদয় শক্তিই আকর্ষণ করিয়া নিজ নামে অর্পণ করিয়াছেন।

হরিনাম সর্বজগতের আনন্দপ্রদ। যথা,—

"স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।"
(ভগবদ্গীতা ১১।৩৬)

ভাগবত তুলসী গঙ্গায় ভক্তজনে। চতুর্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

হে হৃষীকেশ, তোমার গুণকীর্তন শুনিয়া জগৎ হৃষ্ট হইয়া অনুরাগ লাভ করে।

নামই একমাত্র অগতির গতি। যথা—

অনন্যগতয়ো মর্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্যাদি-বর্জিতাঃ॥
সর্বধর্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্বেঽপি ধার্মিকাঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

যে-সকল মানবের আর অন্য গতি নাই, যাহারা বিষয়ভোগী, পরদ্রোহী, জ্ঞানবৈরাগ্য-হীন ব্রহ্মচর্যাদি তপোবর্জিত, সর্বধর্মাচার-বিহীন, তাহারা একমাত্র বিষ্ণুনামানুশীলন-দ্বারা যে গতি লাভ করেন, সমুদয় ধার্মিক মিলিত হইয়াও সেই গতি পান না।

হরিনাম সর্বদা সর্বত্র সেব্য। যথা—

ন দেশ-নিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥
(বিষ্ণুধর্মোত্তর)

হরিনাম-লোভীর পক্ষে হরিনাম-গ্রহণে দেশ-কালের নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিষয়ে নিষেধ নাই।

হরিনাম জীবকে বৈকুণ্ঠলোক-প্রাপ্তি করান। যথা—

সর্বত্র সর্বকালেষু যেঽপি কুর্বন্তি পাতকম্।
নাম-সঙ্কীর্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥
(নন্দীপুরাণ)

যিনি সর্বত্র ও সর্বকালে পাপ-কর্মাদিতে রত, তিনিও সংকীর্তনপ্রভাবে শুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

হরিনাম ভগবানের প্রসন্নতা উৎপত্তি করান। যথা—

নামসঙ্কীর্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্প্রপীড়িতাদিষু।
করোতি সততং বিপ্রাস্তস্য প্রীতো হ্যধোক্ষজঃ॥
(বৃহন্নারদীয়পুরাণ)

হে বিপ্রগণ, ক্ষুধা তৃষ্ণাদিক্লিষ্ট অবস্থা সত্ত্বেও বিষ্ণুর নামকীর্তন করিলে তাঁহার প্রতি অধোক্ষজ অত্যন্ত প্রীত হন।

হরিনাম ভগবান্‌কে বশীকরণে সমর্থ। যথা—

ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥
(মহাভারত)

দ্রৌপদী দূরবাসী আমাকে 'হে গোবিন্দ' বলিয়া যে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই ঋণ অত্যন্ত বর্ধিত হইয়া আমার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইতেছে না।

ভক্তিসাধনের যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে হরিনাম-কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ। যথা—

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনং তু ততো বরম্॥
(বৈষ্ণবচিন্তামণি)

বিপদাপন্ন বিষ্ণুর নাম স্মরণদ্বারা পাপ-দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু তাহা বহু আয়াসে সাধিত হয়, আর ওষ্ঠস্পন্দন হইলেই (কৃষ্ণনামোচ্চারণ হইবামাত্র) তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্তন হইয়া যায়।

যদভ্যর্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দ-
কীর্তনম্॥
(বিষ্ণুরহস্য)

সত্যযুগে ভক্তির সহিত হরির অর্চন ও শত শত যজ্ঞাদিদ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে গোবিন্দ-কীর্তনদ্বারা তাহা সমস্তই লভ্য হয়।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান ও দ্বাপরে পরিচর্যাকারীর যাহা হয়, কলি-কালে হরিকীর্তনদ্বারা তৎসমুদয় লাভ হয়।

ভগবন্নাম-গ্রহণই জীবের নিত্য ও পরধর্ম। যথা—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥
(৬।৩।২২)

নাম-সংকীর্তনাদির দ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে জীবসকলের পরম ধর্ম বলিয়া কথিত হয়।

কলিযুগে নামই সর্বসিদ্ধি। যথা—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫১)

হে রাজন্, কলির দোষরাশির মধ্যেও একটী মহান্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণের কীর্তনমাত্রেই জীব বন্ধনমুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং
দ্বাপরেঽর্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য
কেশবম্॥
(পদ্মোত্তর খণ্ড ৪২ অ)

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান ও দ্বাপরে পরিচর্যাদ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলি-যুগে একমাত্র হরিনাম-কীর্তনে অনায়াসে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল-
লোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং
হরের্নাম॥
(পদ্যাবলী)

জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন, সূর্য যেরূপ উদিত হইয়া তিমিরসমূহ নাশ করেন, তদ্রূপ হরিনাম একবার মাত্র উদিত হইলেই সকল লোকের পাপ নাশ করেন।

শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥
(পদ্যাবলী ৩৯ সংখ্যা-ধৃত ব্যাসদেব-বাক্য)

উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিষয় শ্রুত হইলেও ইহা কৃষ্ণকথারূপ অমৃত হইতে বহু দূরে অবস্থিত। যেহেতু এই বিষয়ক শ্রবণকীর্তনাদির দ্বারা চিত্ত দ্রব বা কম্পাশ্রু, পুলকোদ্গমাদি কিছুমাত্র হয় না।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অপেক্ষাও নামোচ্চারণের মহিমা অধিক। যথা—

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

অবাধে তৈলধারার ন্যায় একাগ্রচিন্তা-দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেও যে প্রারব্ধ কর্ম ভোগ ব্যতিরেকে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম, তোমার স্ফূর্তিমাত্রে সেই কর্ম অপগত হয়—বেদ এই বাক্যই পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়াছেন।

দানপুণ্যাদি হইতে নামকীর্তন শ্রেষ্ঠ।

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত নিজধর্ম-ধ্যানপূজাদি-যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥
(বৃঃ ভাগবতামৃত ১।১।৯)

যাহা হইতে নিজধর্ম, ধ্যান ও পূজাদি-চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাস মাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তি দান করিয়া থাকেন এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃত-স্বরূপ; ইহা আমার জীবন এবং ইহা আমার ভূষণ।

যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭)

হে ভরতবংশাবতংস, যিনি শত শত পূর্ব জন্মে সম্যগ্‌রূপে বাসুদেবের অর্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নাম-সমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে॥
(কলিসন্তরণোপনিষৎ)

হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি ষোড়শনাম কলি-কলুষনাশকারী, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ববেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
ইতি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥
(অগ্নিপুরাণ)

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"—এই মহামন্ত্র যাঁহারা অবহেলা-পূর্বকও উচ্চারণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

নরমাত্রেই নামোচ্চারণে অধিকারী।

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৪)

এই হরিনাম সর্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গব-শ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক কিংবা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

মুখ্য ও গৌণভেদে নাম বহুবিধ,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥
(শিক্ষাষ্টক)

হে ভগবন্, তোমার নামই জীবের সর্ব-মঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ' 'গোবিন্দা'দি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নামস্মরণের কালাদি-নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো! জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ; তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভনামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না।

নিরপরাধে মুখ্য নামোচ্চারণের ফল,—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং
বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥
(বিদগ্ধমা. ১.১২)

'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানি না।—যখ, যখন (এই বর্ণ) তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্ধন) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়), তখন অর্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনী রূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

কৃষ্ণনাম-গ্রহণের প্রধান সাতটী ফল,—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥
(শিক্ষাষ্টক)

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বহির্ম্মুখ জীবের অন্তঃকরণকে মার্জ্জন করেন, ভবাটবীর মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করেন, জীবের পরম মঙ্গলরূপ কুমুদের শুভপ্রকাশক কল্যাণ-কিরণ বিতরণ করেন; তিনি অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর (অপ্রাকৃত) জীবনস্বরূপ ও জীবের অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবানন্দবর্দ্ধনকারী। তিনি পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করান এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদন করেন। সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন।

নামসংকীর্ত্তনদ্বারা ভক্তের যাবতীয় অঙ্গের পূর্ণতা লাভ হয়। যথা—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্ত্তনং তব॥
(ভাঃ ৮।২৩।১৬)

(শুক্রাচার্য্য কহিলেন,) মন্ত্র হইতে (স্বরাদি-ভ্রংশদ্বারা), তন্ত্র হইতে (ক্রম-বৈপরীত্যাদ্বারা) এবং দেশকালপাত্র তথা বস্তু হইতে (দক্ষিণাদিদ্বারা) যে যে ন্যূনতা হয়, আপনার নামসংকীর্ত্তনদ্বারা সে-সকলকে নিশ্ছিদ্র অর্থাৎ পরিপূর্ণ করে।

নাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। যথা—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২ লঃ ১০৯)

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু কর্ণরসনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥
(উপদেশামৃত)

অহো! যাহার রসনা অবিদ্যাপিত্তদ্বারা উত্তপ্ত (অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণ-বিমুখতাবশতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত), তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণনামগুণচরিতাদিরূপ সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না। কিন্তু যদি আদরের সহিত (অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) নিরন্তর সেই কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিশ্রি সেবন করা যায়, তবে ক্রমশঃ তাহার আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ অজ্ঞরোগ-ব্যাধিরও উপশম হয়।

নামাভাসের ফল—

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্॥
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১।৫১)

হে গুণনিধে, তুমি পরমপাবন উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধানুরক্ত মতির সহিত অতিশয় সরলভাবে ভজন কর। কেন না, তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে।

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিতভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে
কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং
প্রভবতি॥
(শ্রীরূপগোস্বামিকৃত কৃষ্ণনামাষ্টকম্)

হে ভগবন্নাম-সূর্য্য, আপনার আভাসও (অর্থাৎ সাঙ্কেত্যাদি দ্বারা উচ্চারণও) সংসারান্ধকার বিনষ্ট করে এবং তত্ত্বান্ধ ব্যক্তির কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক চক্ষু প্রদান করিয়া থাকে। ইহ জগতে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তিই বা আপনার মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ?

হরিদাস কহেন,—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হইলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৮২-১৮৪)

অনবধানতাবশতঃই হউক কিংবা যে-কোনপ্রকারেই হউক, নামাপরাধ ঘটিলে নামৈকশরণ হইয়া নিরন্তর নামসংকীর্ত্তনই করিতে হইবে। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামই পাপনাশ করিয়া থাকেন এবং অবিশ্রান্ত নাম করিলে শ্রীনাম প্রয়োজন-সাধকও হইয়া থাকেন অর্থাৎ নামাপরাধমুক্ত হইয়া নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণফলে নামের ফল যে কৃষ্ণপ্রেমা, তাহা লাভ হইয়া থাকে।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার॥
(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২২-২৫)

বিবিধ সংবাদ

—:০:(০):০:—

অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ

বাঙ্গলা সরকারের একখানি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে:—

"উপযুক্ত মূল্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সাধারণে খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য বর্ত্তমান অসুবিধা সম্পর্কে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল যাবৎ বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এতদিনে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, উহা পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে অতিরিক্ত লাভ নিবারণ করা, যায় ও ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণ অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যভোগ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে প্রদেশের সর্ব্বত্র অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের সরবরাহ, বণ্টন ও খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থার জন্য বেসামরিক অধিবাসীদের নিমিত্ত দ্রব্যাদি সরবরাহের জনৈক ডিরেক্টারের অধীনে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এক উন্নততর ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন

অবিলম্বেই এই উন্নততর ব্যবস্থা করার কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং আশা করা যায়, আগামী ১০।১৫ দিনের মধ্যেই নূতন ব্যবস্থায় কাজ আরম্ভ হইবে। বিবেচনানুযায়ী সময়ে ঐ উক্ত এজেন্সীর বাতিল করিতে পারিবেন।

ভারতরক্ষা বিধানের নূতন ধারা

সম্প্রতি ভারতরক্ষা বিধানে আর একটি নূতন ধারা যোগ করিয়া ভারত সরকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন যে, যদি কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান উহার তহবিল উহার অফিস, উহার সদস্য কিংবা কর্ম্মচারীদিগকে ভারতরক্ষা, জনগণের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলারক্ষা, সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা এবং জনগণের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিতে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, এরূপ কার্য্যে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নিজের

পাটের চাহিদা

কেন্দ্রীয় জুট-কমিটির জুলাই মাসের বুলেটিনে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত আট মাস সময়ে ভারত হইতে মোট ২০৫,০০০ টন পাট বিদেশে রফতানী হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সনের এই সময়ে মোট ১০২,৭০০ টন এবং ১৯৩৯-৪০ সনের এই সময়ে মোট ৩৮৭,৫০০ টন পাট রফতানী হইয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয়-যুদ্ধের তিন মাস সময়ে যে পাট রফতানী হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ পূর্ববর্ত্তী বৎসরের এই সময়ের রফতানীর পরিমাণ অপেক্ষা এক-পঞ্চমাংশ কম ছিল। ১৯৪১-৪২ সনের পাটের মরশুমের প্রথম আট মাসে পাটজাত দ্রব্যাদির রফতানীর পরিমাণ ছিল, ৬৩৩,-৫০০ টন। ১৯৪০-৪১ ও ১৯৩৯-৪০ সনে পাটজাত দ্রব্যাদির রফতানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৮১,৪০০ টন ও ৭৬২,৭০০ টন।

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদে উপনির্ব্বাচন

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের জাজপুর উপ-নির্ব্বাচনে শ্রীযুত মনমোহন পট্টনায়ক (কংগ্রেস) জয়লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুত পট্টনায়ক ৬৩৮৫টি ভোট পান এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ শ্রীযুত অনুগ্রাক্ষ দাস এবং শ্রীযুত গোবর্দ্ধন দাস যথাক্রমে ৩৬০ ও ৩৫৩ ভোট পাইয়াছেন। পরাজিত প্রার্থীদের জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

ভোট গণনার পূর্ব্বেই শ্রীযুত মনমোহন পট্টনায়ককে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৶০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতাবলী

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "প্রভিভাস"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্য

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদ'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সাধুগণের প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ ২৪ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৩রা ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২০শে আগষ্ট, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ১৩৩৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ শ্রীধর, তৃতাদি কামদোদশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(০):০:——

কৃষ্ণই আনন্দ। তাঁহাতেই পূর্ণানন্দ আছে। তিনি পূর্ণানন্দময়-বিগ্রহ। অখণ্ড বা পূর্ণ আনন্দ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র নাই। এই আনন্দপ্রয়াস বা কৃষ্ণসেবাই আত্মার ধর্ম। আত্মার ধর্মে যে আনন্দের প্রয়াস, তাহাই কৃষ্ণসেবা; আর মনে যখন আনন্দের প্রয়াস হয়, তখনই জীব ভোগে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আত্মা কখনও ভোগের জন্য ব্যস্ত হয় না। মনই মনে করে যে কৃষ্ণপাদপদ্মে কিছু ভোগের জিনিষ আছে। এই মনটাই ভোক্তা—দ্রষ্টা। যেখানে সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন, সেইখানেই প্রাকৃতদর্শন বা ভোগদর্শন। এই প্রাকৃত-দর্শন সম্যগ্‌ভাবে ত্যাগ করাই সন্ন্যাস। সন্ন্যাসে কায়মনোবাক্যের দ্বারা ভোগের কোন কথা নাই; সেখানে কায়, মন ও বাক্য সমস্ত ভগবৎসেবাতৎপর। মনো-ধর্ম্মের নিত্যস্থিতি নাই, তাহা পরিবর্ত্তনশীল। তাহা আত্মধর্মের ন্যায় নিত্যস্থায়ী নহে। মনোধর্মে বিরতি আছে, নিবৃত্তি আছে। কিন্তু আত্মধর্মে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমানা রতি বা প্রবৃত্তি নিত্য বর্ত্তমান। শুদ্ধ আত্মা কৃষ্ণ-বৃত্তিরত। কৃষ্ণবৃত্তিরত না হইলে দেহগেহরত হইতেই হইবে। কারণ চেতনের ধর্মই প্রবৃত্তি; সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না: সে হয় কৃষ্ণের দিকে, না হয় মায়ার দিকে যাইবেই। চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত হইলে, কৃষ্ণই যে আনন্দ, তাহা বুঝা যায়। নিজেকে নিত্যানন্দের বলিয়া জানিতে না পারা পর্য্যন্ত, শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধ ব্যতীত—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম ব্যতীত বদ্ধজীব আমাদের কোন সম্পত্তি নাই।

———

জড় দেহ-মনের দ্বারা ভোগ হয়। হাড়মাংসের থলের দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় না। তবে যেকালে আত্মা হরিসেবা করে, তখন আত্মার হরিসেবা-প্রভাবে দেহ ও মনও হরিসেবা করিতে বাধ্য হয়। চেতনই চেতনের সেবা করে। আত্মাই নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমাত্মার সেবা করে। মনের কল্পনার দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় না। সম্বন্ধ বা দিব্য-জ্ঞান থাকা চাই; নতুবা সেবা হইবে না। কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য—এইরূপ প্রতিষ্ঠাই বৈষ্ণবের। ইহাই প্রয়োজন। ভোগবাঞ্ছাময়ী জড়প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় নহে। কৃষ্ণকেই একমাত্র আরাধ্য বলিয়া যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহারাই আমার একমাত্র বান্ধব, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ নাই—এই বিচার হইলেই মঙ্গল। সেই ভগবৎসেবকগণই বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণবগণের—গুরুজনের পদরজঃ শ্রীশ্রীবাসাদি বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীউচ্ছিষ্টই আমাদের বরণীয় হউক। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তু যেন আমাদের গ্রহণীয় না হয়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট যে সে বস্তু নয়, তাহা বৈকুণ্ঠ বস্তু। তাহাতে মায়ার সংস্পর্শ নাই। চঞ্চল মনের দ্বারা চালিত হইলে নিষ্ঠার অভাবে এই পরম উপাদেয় বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে সর্ব্বোত্তম-বুদ্ধি হয় না। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যনিরত আমরা—অবৈষ্ণবের অযোগ্য বিচারচিন্তায় আমরা কোনপ্রকারে আমাদের চঞ্চল মনকে অধিকার করিতে দিব না। নিজেকে গুরু-বৈষ্ণবের পদধূলি বা তাঁহাদের পাদুকাবাহী জানিয়া তাঁহাদের পরম মঙ্গলময় পাদুকাদ্বারা নিজের দুষ্ট মনকে সর্ব্বক্ষণ সংশোধিত করিয়া তাঁহাদের অনুগত হইয়া যদি মনকে যোগ্য করিতে পারি, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য যদি পাই, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের পথ নিষ্কণ্টক হইবে। তখন শুদ্ধবৈষ্ণবের নাম শুনিয়া আমাদের হৃদয় উৎফুল্ল উঠিবে। তখন সহস্রমুখে তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য আমাদের চিত্ত উৎসাহান্বিত হইবে।

শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ। তাঁহার কৃপা ছাড়া জীবের আর অন্য গতি নাই। যেখানে গুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবার জন্য যত্ন নাই, গুরুর সঙ্গ করিবার ইচ্ছা নাই—গুরুর নিকট যাইবার আকাঙ্ক্ষা নাই, সেখানে কপটতা বা অপরাধিতার সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছে, জানিতে হইবে। আশ্রয়বিগ্রহকে বাদ দিয়া বিষয়বিগ্রহের কাছে যাওয়া যায় না। আশ্রয়ের কৃপায় বিষয়ের কৃপা বা কৃষ্ণসেবা লাভ হয়। জীব কখনও direct বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের নিকট যাইতে পারে না। কেহ যাইতে ইচ্ছা করিলেও কৃষ্ণ সেখানে নিজেকে সংগোপন করেন। কিন্তু আশ্রয়বিগ্রহের দয়ার তুলনা নাই। যে-কোন ব্যক্তি তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারেন। অকুণ্ঠিত হইলে সকলেই সাক্ষাদ্ভাবে গুরুপাদপদ্ম-সঙ্গ ও সেবাসৌভাগ্য লাভ করিবার অধিকার আছে। যিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের অন্তরঙ্গ সেবা করেন, যাঁহার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি সকল কার্য্যই গুরুকৃষ্ণের সুখের জন্য, যিনি নিজের জন্য কিছুই করেন না, গুরু-কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যই যাঁহার সকল চিত্তবৃত্তি, সেইরূপ ঐকান্তিক গুরুসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবের আনুগত্যে গুরুসেবা হয়। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া যাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয়ে শ্রীগুরু-কৃষ্ণের আবির্ভাব হওয়ায় যাঁহার দর্শনীয় সবই গুরু অর্থাৎ গুরুকৃষ্ণের কৃপায় যিনি প্রাকৃত-দর্শন বা ভোগদর্শনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিরন্তর গুরুদর্শন—সেবাদর্শন বা স্বদর্শনে প্রতিষ্ঠিত, সেই সর্ব্বাত্মস্বরূপ নিরুপম-হৃদয়, দৈন্যভূষিত পবিত্রচরিত্র, সেবাসর্বপ্রাণ স্বচ্ছ অকপট বৈষ্ণবের ন্যায় পরমবান্ধব আমাদের আর কেহ নাই। অন্যে কখনও দেবতার সেবা করিতে পারে না। যাঁহার ভক্তি বা বৈষ্ণবতা আছে, তিনিই সাধু। সেই সাধুগণের— বৈষ্ণবঠাকুর-গণের সঙ্গ করা ও দাস হওয়াই মঙ্গল। নিজেকে সকলের চেয়ে দীনহীন, কাঙ্গাল, পতিত ও পামর জানিয়া কাহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-গণের সঙ্গে থাকিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের উদিত হউক। 'বড় আমি' হইবার দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের না হউক, অবৈষ্ণবের দাস্য পরিহার করিয়া লোকের উপর প্রভুত্ব করিবার আত্মবিনাশ-কারিণী দাম্ভিকতা যেন আমাদের হৃদয়ে স্থান না পায়, ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা।

গুণাতীত নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতে অবস্থিত থাকেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন নাম প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শত্রু মিত্র বিরোধীর প্রতি বিদ্বেষ হন না, আবার কৃপাপাত্রের প্রতিও অনেক

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

অন্য কোন নাস্তিক অনুগ্রহ দেখান না। তিনি বলেন,—জগতে আমার বিশ্বাসভাজন বা প্রীতিভাজন কেহই নাই; সকলেই আমার দণ্ডের পাত্র। শুদ্ধ ভক্ত কপটতা ও বিকর্মের কোন ধার ধারেন না। তিনি নিষ্কপট। সাধুর প্রকৃত সেবায় কখনও কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। সাধু 'সন্ন্যাসী' কপটীকে গ্রহণও করেন না, দূরে ত্যাগও করেন না, সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায়। সাধু যাঁহাকে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। সাধুর অধরামৃত পাইলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হয়, বিষয়াসক্তি বিচ্ছিন্ন হয়, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। সাধুদর্শন হইলেই পার্থিব অহংকার বা জড়াভিমান হ্রাস পাইতে থাকে। অসংখ্য লোক সাধুর বেষ গ্রহণ করে, সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। প্রকৃত সাধু সেরূপ কপট নহেন। ভগবানে যে তাঁহার প্রীতি আছে, একথা তিনি কাহাকেও জানিতে দেন না। শরণাগতিই তাঁহার ভূষণ। অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবায় ভক্ত সর্বজ্ঞতা লাভ করেন। ভক্তের নিষ্কপট স্নেহ অতুলনীয়। সেই স্নেহকৃপার এককণা লাভ হইলেই জীবের ভক্তিতে অধিকার হয়, জীবের জীবন সার্থক হয়। সাধু-গুরুর কৃপা হইলে কৃষ্ণে প্রীতি হইবেই। যেখানে কৃপা, সেখানে মুক্তি-বিবাদ বা দূরতা থাকিবেই।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিভাব প্রসন্ন হইয়া যাঁহাদের ভবনময় গৃহে ভক্তকন্যা-ক্রমে চাতুর্মাস্যের চারিমাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তিনিই আমাদের নিত্যপূজ্য গৌরপ্রিয় নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীশ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু। শ্রীবেঙ্কট ভট্ট, শ্রীত্রিমল্ল ভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী—এই ভ্রাতৃত্রয় পূর্বে শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্যস্বরূপ ছিলেন। এই তিন ভ্রাতা বর্ত্তীপুর-প্রদেশ হইতে আসিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইঁহারা আন্ধ্র বা উত্তর-প্রদেশের অধিবাসী। মধ্যম ভ্রাতা শ্রীবেঙ্কট ভট্ট বড়গলই-শাখার রামানুজীয় বৈষ্ণব। শ্রীবেঙ্কট ভট্টের পুত্রই ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ত্রিচিনপল্লীর নিকট কাবেরী-নদীর উপরে উপস্থিত। শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দিরটী ভারতবর্ষের যাবতীয় মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ; ইহার সাতটী প্রাকার আছে। এই সাতটী রাস্তার প্রাচীন নাম— ১। ধর্মের পথ, ২। রাজমহেন্দ্রের পথ, ৩। কুলশেখরের পথ, ৪। আদি মাড়ের পথ, ৫। ত্রিবিক্রমের পথ, ৬। মাড়মাড়ি-গাইদের তিরুবীথি পথ, ৭। অড্যৈয়াবল-ইন্দানের পথ। শ্রীকুলশেখর প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত ও শ্রীআলবন্দারু ঋষি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীযামুনাচার্য, শ্রীরামানুজাচার্য ও শ্রীসুদর্শনাচার্য প্রভৃতি শ্রীরঙ্গনাথের সেবার প্রচার ব্যবস্থা করেন। দ্রাবিড় আলবারের অন্যতম পত্নী-অবতার শ্রীগোদাদেবী শ্রীরঙ্গনাথের সহিত পরিণীতা হইয়া ভগবদ্দেহে প্রবেশ করেন। শ্রীতিরুমঙ্গই আলবার দস্যুবৃত্তির দ্বারা সঞ্চিত ধনে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থ প্রাকার বা প্রাচীর ও অন্যান্য গৃহাদি নির্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে, শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু বা শ্রীতোণ্ডরডিপ্পোড়ি আলবার জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তিসাধন করিতে করিতে কোন বারমুখীর প্রলোভনে পতিত হন। শ্রীরঙ্গনাথ স্বীয় সেবকের দুর্দশাদর্শনে তাঁহাকে উদ্ধারমানসে নিজের একটী স্বর্ণ-পাত্র কোন সেবকদ্বারা ঐ নারীর গৃহে পাঠাইয়া দেন। শ্রীমন্দিরে স্বর্ণ-পাত্র খোয়া গেলে বহু অনুসন্ধানে উহা সেই নারীর গৃহে পাওয়া যায়। শ্রীরঙ্গনাথের কৃপাদর্শনে ভক্তের ভ্রম নিরসন হইল। শুনা যায়, এই শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু শ্রীনারায়ণের বৈজয়ন্তী-বনমালার অবতার। লোকশিক্ষার্থই তাঁহার এই লীলাভিনয়। অকপটে শরণাগত হইলে যে করুণাময় শ্রীভগবান্ সেই সকল ভক্তকে কৃপা করিয়া রক্ষা করেন, তাহা ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়। শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ১০৫ বৎসর কাল এ জগতে প্রকটিত ছিলেন। শ্রীতিরুমঙ্গইর আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীরঙ্গনাথের তৃতীয় প্রাকারে ইঁনি ফুলবাগান রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীরামানুজের শিষ্য—কূরেশ। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র—শ্রীরামপিল্লাই, তৎপুত্র—বাগ্বিজয় ভট্ট, তৎপুত্র—বেদব্যাস ভট্ট বা শ্রীসুদর্শনাচার্য। এই মহাত্মার বার্দ্ধক্যকালে মুসলমানগণ শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দির আক্রমণ করে এবং বারসহস্র শ্রী-বৈষ্ণবকে হনন করে। তখন শ্রীরঙ্গনাথদেবকে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজয়নগর-রাজের অধীনে জিঞ্জির শাসনকর্তা শ্রী-বৈষ্ণবব্রাহ্মণ 'কম্পনউডৈয়র' বা 'গোপনার্য' শ্রী-বৈষ্ণবগণের প্রার্থনামতে শ্রীরঙ্গনাথদেবকে তিরুপতি হইতে সিংহব্রহ্মে আনয়ন করিয়া তিন বৎসর রাখেন এবং পরে ১২৯৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু সদ্ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত হন। তাঁহার শ্রীচৈতন্য-ভক্তি অতুলনীয় ছিল। শ্রীচৈতন্যপার্ষদগণের মধ্যে শ্রীসরস্বতী প্রভুর স্থান অত্যন্ত উচ্চে। তাঁহার সর্বশিক্ষাপ্রভাবে শ্রীগোপালভট্ট শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার্যত্ব লাভ করিয়াছেন। শ্রীকবিকর্ণপুর স্বকৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে শ্রীকৃষ্ণলীলায় তুঙ্গবিদ্যা বলিয়াছেন।

তুঙ্গবিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্বশাস্ত্রবিশারদা।
সা প্রবোধানন্দযতির্গৌরোদ্গানসরস্বতী॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, ভগবৎপ্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীরঘুনাথ দাসের সন্তোষবিধান-পূর্বক শ্রীহরিভক্তি-বিলাস রচনা করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থেও লিখিত আছে,—

কেহ কহে—প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্বত্র হৈল যাঁ'র খ্যাতি সরস্বতী॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ভগবান্।
তাঁ'র প্রিয়, তাঁহা বিনা স্বপনে নাহি আন॥
পরম-বৈরাগ্য-স্নেহমূর্তি মনোরম।
মহাকবি, গীত-বাদ্য-নৃত্যে অনুপম॥
যাঁহার বাক্য শুনি' সুখ বাড়য়ে সবার।
প্রবোধানন্দের মহামহিমা অপার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হৈতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভবদ্গত উপাসনার প্রবাহরূপে প্রবিষ্ট হইলেন। তাই তিনি শ্রীরঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক অভীষ্টদেব সকল সময় শ্রীগৌরসুন্দরের কালবিলম্ব না করিয়া মাথুরমণ্ডলে কাম্যবনে বাস করিলেন। শ্রীগোপাল ভট্টেরও ক্রমশঃ ব্রজবাস-লালসা বৃদ্ধি হইল। তিনিও পরে পিতৃব্যের পদাঙ্কানুসরণ করিলেন।

স্বীয় দীক্ষাগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীব্যাস-পূজা-দিবসে বলিয়াছেন,—"ভাগবতের পরিকরগণ বাস্তবসত্য ব্যতীত অন্যকারো লোভানলে-কথিত প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার স্রোতপথা—ভক্তির মত নহেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গে আগত জনগণের সদাচারপ্রসঙ্গতা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাম-নামীকে অভিন্নভাবে ধারণাকরই ভগবদ্ভজন। শ্রীনামভজনে উদাসীন ও নানাপ্রকার নামগ্রহণ-ছলনারূপ কপটতা কোন দিনই মঙ্গল প্রসব করিতে পারে না। কৃষ্ণনামগ্রহণরূপ অদ্বৈতপক্ষভাব বিমূঢ়দের ধার বা বৈষ্ণবের কর্তব্য। নিরন্তর কৃষ্ণনাম-গ্রহণরূপ মায়াপ্রকারে ভজনের পথে অতি-গমন এবং শুদ্ধনামরূপ উচ্চারণকারী মহা-ভাগবতের সঙ্গপ্রভাবে জীবের নামগ্রহণরূপ কৃষ্ণভজন-প্রণালীতা। শ্রীনাম কীর্তিত হইলেই অনর্থ অপগত হয়। অনর্থ-যুক্ত জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসাকে উদ্বেগ করে। ইন্দ্রিয়তর্পণবৈষম্যই অধোক্ষজ-সেবার প্রধান অন্তরায়; সুতরাং তৎকালে নিরবচ্ছিন্ন শ্রবণ-কীর্তন প্রতিষ্ঠিত হইলে ফলেই ভোগ্য বাসিক বস্তুই শব্দব্রহ্মমাধুর্য-প্রবৃত্তি হউ।

"শ্রীমহাপ্রভুগণের বিরোধী সর্বশক্তি ভক্ত-ভক্তগণের বিরুদ্ধে যে গৌরসেবাবিমুখতার আন্দোলন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা নিজে নিজেই সংসার-পথে প্রোতস্থিত হইতে বিচ্যুত হইবেন; তাঁহাদের জন্য আমি অনুশোচনা করিতেছি। তাঁহাদের দুরভিসন্ধি বা কুচেষ্টাসমূহ ভক্ত-সেবকগণের সন্তোষ-প্রচারে কোনপ্রকারেই ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। পক্ষান্তরে প্রতিকূলাচরণকে বৈকুণ্ঠের অভিনব আলোক প্রদান করাইবার সহায়তাই করিবে। তাঁহাদের ঐ প্রতিকূল চেষ্টাকেও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ জানেন। অতঃপর সংক্ষেপে বলিতে গেলে শ্রীসিদ্ধান্ত-গোস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদের প্রণালীই রূপানুগ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের নিত্য আদর্শ হউক। মাদৃশ অযোগ্য দুর্বল ব্যক্তির নিরতিশয় শ্রীপ্রবোধানন্দের অনুগমনে "দন্তে নিধায় তৃণকং"—এই শ্লোকেরই পুনঃ পুনঃ কীর্তন ব্যতীত অন্য অবলম্বন নাই। মাদৃশ গৌড়ীয়-চরণ-সেবাবিমুখ অকিঞ্চন জীবাধম কৃতাঞ্জলি-পুটে সর্বভক্তগণ সমীপে নিবেদন করিতেছে—গৌড়ীয়মঠবাসিগণ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের অনুগমনে যে হরিকীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট-প্রচারকার্যে শ্রীরূপের নিজহাত। শ্রীরূপের প্রসাদেই মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের জগদ্বাসীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিচয় প্রদান। সেই সেবাই শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের একমাত্র পূজা এবং শ্রীব্যাসপূজা।"

যদি কেহ বলেন,—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের এত প্রিয়, তখন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গৌরভক্তগণের প্রীতির জন্য তাঁহার বিবরণ-মহিমা স্বরচিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলেন না কেন? উত্তরে এই যে, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ দৈন্য ও বিনয়ের বশবর্তী হইয়া শ্রীগোপাল-ভট্ট প্রভুপাদ তাঁহার ব্যক্তিগত কথা শ্রীচরিতামৃতে বর্ণন করিতে নিষেধ করায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীপ্রবোধানন্দের লিখিত বাক্যাবলী হইতে স্বকীয়বাদের পুষ্টি দেখা যায়, এইজন্য শ্রীরূপানুগ গৌরভক্তগণ পারকীয় ভজনের উৎকর্ষ দেখিয়া শ্রীল সরস্বতী প্রভুর কথা অধিক আলোচনা করেন নাই। কিন্তু কথা তা নয়। যাহা হউক শ্রীনরহরি-দাসের ন্যায় নিরপেক্ষ শ্রীচৈতন্যকৃপাশ্রিত ভক্তমাত্রেই ভাগ্যবান্। সুতরাং তাঁহার ন্যায় সকলেই দূরতর্ক ছাড়িয়া শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের বিমল গৌরাঙ্গনিষ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণাবলীর পারকীয়-রাস-মাধুরী নিরন্তর আস্বাদন করুন।

শ্রীসরস্বতীপাদের গ্রন্থসমূহ পরম পরিশুদ্ধ; তাহাতে আমার পারকীয় ও

অনূর্দ্ধের ক্রমশঃ সিদ্ধি দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত সকল বৈষ্ণবই শ্রীপ্রবোধানন্দের 'শ্রীবৃন্দাবনশতক'-এর নিত্য পাঠ করিয়া অনুপম প্রীতি লাভ করেন। ইনি 'শ্রীনবদ্বীপশতক'-নামে আরও একটী অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ গৌরভক্তমাত্রেরই চিত্তাকর্ষক ও আনন্দ-প্রদ। ইহাতে শ্রীগৌরধামের অসমোর্দ্ধ মহিমা ও মাদৃশ পতিত জীবের প্রতিই আশা-ভরসার কথা আছে। এই গ্রন্থ গৌরপার্ষদাভিমানী ভক্তমাত্রেরই বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। ইঁহার রচিত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত'-গ্রন্থখানিও গৌরভক্তগণের কণ্ঠহারস্বরূপ। শ্রীপ্রবোধানন্দের 'শ্রীরাধারস-সুধানিধি'-কাব্যগ্রন্থখানিও জগতে বাস্তবিকই অতুলনীয়। এই গ্রন্থ শ্রীহরিদাস মিত্র, নিষ্কপট ভক্তগণের পরম প্রিয়। ইঁহার রচিত সঙ্গীতমাধব-নামকাব্য ও 'বিবেকশতক'-নামক গ্রন্থের কথাও শুনা যায়।

কেহ কেহ অজ্ঞতাবশতঃ মায়াবাদী কাশীবাসী শ্রীপ্রকাশানন্দ ও বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকে একই ব্যক্তি মনে করে। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ প্রথমে শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। সুতরাং তৎকালে তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—নিত্য শ্রীনারায়ণের সেবক। আর শ্রীপ্রকাশানন্দ তৎকালে শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদীর সেনাপ্রণী। সুতরাং এই দুই ব্যক্তিকে এক বলিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। শ্রীপ্রকাশানন্দ একদণ্ডী শাঙ্কর-সন্ন্যাসের তাৎকালিক নেতা, আর শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ মহীশূরদেশাগত শ্রীরঙ্গক্ষেত্র-প্রবাসী ব্রাহ্মণকুলের ত্রিদণ্ডি গোস্বামী। শ্রীপ্রকাশানন্দ কাশীবাসী মায়াবাদী, আর শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কাননবন-প্রবাসী বৈষ্ণব। একজন—আত্মারামবাদী, অপরজন রামানুজের বৈষ্ণব। একজন—নির্ব্বিশেষবাদী, আর অপরজন বিশিষ্টাদ্বৈত সবিশেষবাদী, পরে অচিন্ত্যভেদাভেদমতাশ্রিত। একজন নির্ব্বিশেষের বিরোধী হইয়া ভগবৎকৃপায় উদ্ধারের পর ভক্ত, অপরজন—নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ এবং বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর জনক। নিত্যসিদ্ধ ভক্ত-চূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে লিখিত আছে,—

ত্রিমল্লয় বেঙ্কট, আর প্রবোধানন্দ।
তিন ভ্রাতার প্রাণধন—গৌরচন্দ্র॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসক এ তিন পর্ব্বতে।
রাধাকৃষ্ণ-রসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে॥
ত্রিমল্লয়, বেঙ্কট, প্রবোধানন্দ তিনে।
চিন্তয়ে—'প্রভু বিনে রহিব কেমনে?
যে সবার সনে পরিহাস কে করিবে?
কাবেরী-স্নানেতে সনে কে-বা লঞা যাবে?'
চাতুর্মাস্য পরে প্রভু হইলা বিদায়।
তিন ভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায়॥
প্রভু তিন ভাঁয়ারে করি আলিঙ্গন।
কহিলা অনেকরূপ প্রবোধ-বচন॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসঙ্গী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীব্রজধাম ও শ্রীগৌরধাম নিষ্ঠা অতুলনীয়। তাঁহার অমায়ায় কৃপা হইলে আমরাও শ্রীধামনিষ্ঠা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। তিনি নিজগুণে মাদৃশ অযোগ্যের কোটি-অপরাধ ক্ষমা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিয়া কৃপা করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

প্রশ্নোত্তর

——::(*০*):: ——

প্রশ্ন—আমাদের অনর্থ যাইতেছে না কেন?

উত্তর—প্রবৃত্তি চেতনের ধর্ম। তাহাতে অর্থ-প্রবৃত্তি অথবা অনর্থ-প্রবৃত্তি এই দুইটীর যে কোন একটী থাকিবেই থাকিবে। অর্থ-প্রবৃত্তি হইলেই অনর্থ-প্রবৃত্তি অপগত হইবে। নিবৃত্তি—জড়তার চেতনের ধর্ম্ম নয়। চেতন গতিশীল। প্রবৃত্তিই গতি। কৃষ্ণই সৎ, কৃষ্ণই অর্থ; কৃষ্ণকার্ষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুই অনর্থ। সেবাই সেবকের অর্থ বা প্রয়োজন। সেই সেব্য-বস্তুই ভগবান্। অর্থপ্রবৃত্তিতে ভোগ ও ত্যাগের কোন কথা নাই—অন্যবাঞ্ছা নাই—স্বতন্ত্রতা নাই। তাই তাহাতে কর্ম্মও নাই। সৎসঙ্গেই সৎপ্রবৃত্তি জাগে। অর্থবিমুখ বা কৃষ্ণবিমুখ হইলে অনর্থ-প্রবৃত্তি—ভোগ-প্রবৃত্তি বা ত্যাগপ্রবৃত্তি স্বাভাবিকী। যেখানে অন্ধকারের প্রতি উন্মুখতা বা প্রবৃত্তি, সেখানে আলোর প্রতি বিমুখতা আছেই; আবার যেখানে আলোর প্রতি উন্মুখতা বা অর্থ-প্রবৃত্তি, সেখানে অন্ধকারের প্রতি বিমুখতা বা উদাসীনতা আছেই। ভোগসম্পৃহা থাকিলে ত্যাগ-সম্পৃহা থাকিতে পারে না। ধন থাকিলে আর দারিদ্র্য থাকে না। ধনী দরিদ্র নহে, দরিদ্র ধনী নহে। তবে দরিদ্র ধনী হইতে পারে। অর্থপ্রবৃত্তিতে লাভ, আর অনর্থপ্রবৃত্তিতে প্রভুত্বের প্রকাশ। ইঁহাদের মধ্যে একজন কাঙ্গাল, আর একজন নাস্তিক; একজন কৃষ্ণসুখ চায়, আর একজন নিজসুখ চায়। আলো আসলেই অন্ধকার যায়। সেইরূপ অর্থাগমে অনর্থ দূর হয়। ভোগ ও ত্যাগস্পৃহা বা অন্যবাঞ্ছা অনর্থ। ইহা দুর্ব্বলতা। কৃষ্ণসুখকামীই সবল, আর অন্যসুখকামীই দুর্ব্বল। সাধুই সবল, শরণাগতই বলী। সবলের সঙ্গ ও কৃপায় দুর্ব্বলতা যায়। সাধুই জীবের বল-ভরসা। সেই সবলকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে, সবল হইতে পারিলে, সবলের প্রতি আপনজ্ঞান হইলে, সবলের সহিত—বলের সহিত যুক্ত হইতে পারিলে অনায়াসেই সবল হওয়া যায়—দুর্ব্বলতা-রোগ আপনা হইতেই নষ্ট হয়। অর্থ বা বলের সহিত সংযোগ হইলে অনর্থ বা দুর্ব্বলতার সহিত বিয়োগ স্বাভাবিকভাবেই হইয়া থাকে। যেমন জীব শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তকে একমাত্র বিপত্তারণ বান্ধব-জ্ঞানে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনতমস্তকে স্বীকার করেন, তাঁহারা অনর্থমুক্ত বা ক্লেশ-মুক্ত হন। আর যাঁহারা সেই ব্যবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন বা নির্ভর করিবার ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া নিজেরাই স্বতন্ত্রভাবে দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা দুঃখমুক্ত হওয়া ত' দূরের কথা, আরও গভীর দুঃখে পতিত হন—এক দুঃখ বা অনর্থ দূর করিতে গেলে শত-সহস্র দুঃখ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করে। শ্রীভগবান্ই জীব-গণকে রক্ষা করিতে পারেন ও করেন—এই শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাসের নামই নাস্তিকতা বা ভগবদ্বিদ্বেষ। এই বিশ্বাস যাঁহার হৃদয়ে যত বেশী স্থান লাভ করে, তিনি ততই ভগবৎকৃপারক্ষিত হন। স্ব স্ব থাকিলেই বিপদ্। অনুগতের কোন চিন্তা নাই। স্বতন্ত্রের রক্ষক নাই। সে নিজেকেই নিজের ও অপরের রক্ষক কল্পনা করে। কিন্তু শরণাগত ব্যক্তি সতত ভগবৎ-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। সেজন্য তাঁহার ভয় নাই, শোক নাই, অন্য চিন্তা নাই। কৃষ্ণবিমুখতা যত বাড়িবে, ততই আমাদের অসুবিধা হইবে। সুতরাং মূল অসুবিধা কৃষ্ণবিস্মৃতি বা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দূর না হইলে অর্থাৎ কৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবোন্মুখ না হইলে আমাদের অসুবিধা দূর হইবে না। হরিকথায় রুচি হইলেই জীবের সকলপ্রকার অনর্থ দূর হইবে। হরিকথাতেই সকল জীবের সর্ব্বমঙ্গল নিহিত আছে। হরিকথাই অর্থ। অর্থে রুচি হইলে অনর্থে অরুচি আপনা হইতেই আসিবে। হরিকথা-শ্রবণ হইতেই জীবের সর্ব্বানর্থের মূল যে অবিদ্যা, তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

প্রঃ—মৃত্যুকালে যে-কোন উপায়ে একবার হরিনাম করিলেই কি সিদ্ধি হইবে?

উঃ—আভাসকালে একবার মাত্র ভগবানের নাম গ্রহণে বা শ্রবণে সিদ্ধি লাভ হয়, ইহা শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্র বলেন—যাঁর অপরাধের অভাব থাকে, তবে অপরাধনাশের জন্য আর আবৃত্তির অপেক্ষা করে না। কিন্তু অপরাধ থাকিলে মৃত্যুকালে একবার মাত্র হরিনাম-শ্রবণ বা হরিনাম-গ্রহণের অভিনয় করিলে তদ্দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—অপরাধের অভাবহেতুই অপরাধনাশের জন্য আর হরি-নাম-আবৃত্তির অপেক্ষা নাই অর্থাৎ একবার-মাত্র হরিনামের উচ্চারণেই জীবের সিদ্ধিলাভ হয়—অজামিলের যেরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়া-ছিল; কিন্তু তৎকালে ভগবানের নাম-গ্রহণাদি করিয়াও বহুজনের তাহা হয় নাই। শ্রীঅজামিল নিজেই বলিয়াছেন—যদি দুষ্প্রাপ্য হইলেও অত যাহাদের দ্বারা আমার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, সেই উত্তম-ভাগবত বিষ্ণুদূতগণের দর্শনবিষয়ে পূর্ব্ব মহা-সুকৃতি নিশ্চয়ই কারণরূপে বর্ত্তমান আছে। যদি আমার পূর্ব্ব সুকৃতি বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে নীচজাতি ও বেশ্যার আসক্তিযুক্ত মাদৃশ মরণোন্মুখ দুরাশয়ের জিহ্বা কখনও হরিনাম-গ্রহণে সমর্থ হইত না।

যাহার পূর্ব্ব-সুকৃত নাই, সেইরূপ ব্যক্তির কখনও মৃত্যুকালে ভগবৎস্মৃতির উদয় হইতে পারে না। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—একবার মাত্র ভজনের যে সিদ্ধ উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন বা নূতন যে-কোন অপরাধাদির অভাবস্থলেই সংঘটন। যাহার পূর্ব্ব বা বর্ত্তমান জন্মের সিদ্ধ ভগবদ্ভক্তি মৃত্যুকালে যাঁর প্রভাব প্রকাশমাত্র মরণের পরেই ভগবৎসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষেরই মৃত্যুকালে ভগবৎ-স্মৃতির উদয় হয়।

অন্তিমে নারায়ণস্মৃতি জীবনের মুখ্য ফল এবং তাহাই জীবনের সাফল্য ও পরম লাভ। যিনি আজীবন হরিভজন করেন, এরূপ কোন ভক্তকেও অপ্রকটের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই অসুস্থতার বাহ্য-সংজ্ঞা লোপ পাইলেও তিনি অন্তিমে হরিনাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিতে না পারায় তিনি যে অসদ্‌গতি লাভ করিলেন, এরূপ নহে। যদি সেরূপ ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত স্মরণেই সেবাস্মৃতি অন্তরে বিরাজিত থাকে, তাহা হইলে অন্তিমে নারায়ণস্মৃতিরই উদয় হইবে। আবার এরূপও দেখা যাইতে পারে যে, হয়ত কাহারও মরণের পূর্ব্বে বাহ্য-সংজ্ঞা আছে, তাহাকে হরিনামও শ্রবণ করান হইতেছে, অথচ সে ব্যক্তি অপরাধী বা তাহার কোনও সেবা-সুকৃতি নাই, তাহার কর্ণে হরিনাম-কীর্ত্তন প্রবিষ্ট হয় না অর্থাৎ নামাক্ষর মাত্র তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেও সম্বন্ধাদি না থাকায় তাহার নারায়ণস্মৃতির উদয় না হওয়ায় তাহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

বালেশ্বরে প্রচার

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ রেমুণা গ্রামে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে গমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের পর কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে কিছুদিন অবস্থান করিয়া গত ২১শে জুলাই বালেশ্বরে প্রচারার্থ গমন করেন।

গত ২রা আগষ্ট স্থানীয় হরিসভা-মন্দিরে ভক্তিশাস্ত্রীজী "সুপথ" বিষয়ে একটী মনস্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। সকলেই মনোযোগের সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-বিজ্ঞাপন-

পণের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে জন্য	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৩৲	এক কলম	৩৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। আনন্দ—ভিজিয়াগার একমাত্র পাক্ষিক বার্ষিক পত্র। পুরী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই পত্রিকা আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের প্রকৃত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গীরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মকল্যাণকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগবারিধির এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ মণিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ও নিশ্চয় উহার কার্য্যকরী ক্ষমতা অধিক। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং ক্যানিং রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

সাম্প্রদায়িক শিক্ষাবিল

নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে :—

কতকগুলি সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা বিল চাপা দেওয়ার মতলব করিয়াছেন। কিন্তু এ অভিযোগ সত্য নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে বিবেচনার জন্য যে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হইয়াছিল, কিছুদিন পূর্ব্বে উহার এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিষদের জনৈক বিশিষ্ট সদস্য গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং পরিষদ কর্ত্তৃক গঠিত সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সদস্যের নিয়োগে আপত্তি তোলেন। এ আপত্তি টেকে না এবং সিলেক্ট কমিটি উহার কাজ চালাইয়া যাইতে থাকেন। কিন্তু আপত্তি উত্থাপনকারী সদস্য পুনরায় এই সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটি স্পীকারকে জানাইলে তিনি গবর্ণমেণ্টের লিগ্যাল একডাইসরের নিকট বিষয়টি বিবেচনার জন্য পাঠান। লিগ্যাল এডভাইসর উক্ত সদস্যের আপত্তি আইনসঙ্গত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। গবর্ণমেণ্ট লিগ্যাল এডভাইসরকে তাঁহার অভিমত সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব শীঘ্র মাধ্যমিক শিক্ষাবিল গ্রহণ করার জন্য বরাবরই উৎসুক।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় সরবরাহের ব্যবস্থা

বিভিন্ন প্রকারের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় মজুদ ও সরবরাহ করার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ৫৫ জন ব্যবসায়ী মনোনীত করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের নিকটে প্রায় ১৮ লক্ষ জোড়া ধুতি ও সাড়ী এবং ৪২ লক্ষ মাঝারি ধরণের ধুতি ও সাড়ীর অর্ডার দিয়াছেন। ২২ লক্ষ থান মোটা এবং ৪ লক্ষ থান মাঝারি ধরণের জামার কাপড়ের জন্যও অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই সকল কাপড়ের দর বাঁধিয়া দিবেন এবং এই দর সাধারণ বাজার দরের কম হইবে।

আশা করা যায় পূজার পূর্ব্বেই এই সকল কাপড় আসিয়া পৌঁছিবে।

পণের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে :—

বর্ত্তমানে কলিকাতায় পণের অভাব ঘটায় সরকার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং ঐ মর্ম্মে নির্দেশ প্রদান করিয়া ১৩ই আগষ্ট তারিখে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে কলিকাতা এবং হাওড়ায় কোন রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশনে পণ আসিয়া পৌঁছিলে, তাহা বাঙ্গলার মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন অফিসারের লাইসেন্স ব্যতীত উহা বেসরকারী দেওয়া হইবে না এবং এইসব জিনিষের কোন প্রাপক আর একখানি লাইসেন্স ব্যতীত উহা বিক্রয় অথবা হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন না।

এই আদেশ অবিলম্বে বলবৎ করা হইয়াছে এবং এখন হইতে পণের প্রাপকগণকে আবশ্যকীয় লাইসেন্সের জন্য রেলওয়ে অথবা ষ্টীমারের রসিদ সহ মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তার অফিসে যাইতে হইবে।

বাঙ্গলার প্রধান মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার এইসব লাইসেন্স প্রদানের জন্য বর্দ্ধমানের জনৈক সহকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী অফিসারকে ভার দিয়াছেন।

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT.

NOTICE

Sealed tenders are invited for the conveyance of mails daily in horse drawn carriages between Krishnagar and Krishnagar R.S. for up and down journeys throughout the year on a fixed monthly remuneration for a period of three years commencing from the 16th December, 1942. The form of tender and a copy of the schedule showing the number, timings and other details of the service required together with particulars regarding other conditions of the contract may be obtained on application from the office of the undersigned at Krishnagar on payment of Rs 5/- in advance, which will not be refunded in any case. Tenders must reach the undersinged on or before the 10th, September, 1942 by 12 hours.

P. Chatterji,
Superintendent of Post Offices,
Nadia Division.

Dated Krishnagar,
The 17th August, 1942.

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

নূতন ভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত মূল পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও সংকলিত হইয়া "[illegible]"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ ২৬ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬: ৫ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২২শে আগষ্ট, ইং ১৯৪২, শনিবার ১৫৪-১৫৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ শ্রীধর, অদ্য ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীল সনাতন গোস্বামী

——::(০)::——

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম আমাদের নিত্য-উপাস্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু। ষড়্‌গোস্বামীর সকলেই ব্রজপার্ষদ; তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট প্রচার ও তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবা করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ষড়্‌গোস্বামীর এক একজন শ্রীমাধবদয়িতা সর্ব্বগুণখনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর এক একটী মূর্ত্তিমান অপ্রাকৃত গুণস্বরূপ। শ্রীরাধিকাবলী তাঁহাদের ঈশ্বরী। ইঁহাদের সকলেই শ্রীমদনমোহন হইতেও নিজ-ঈশ্বরী শ্রীমতীর প্রতি অধিকতর নিষ্ঠাযুক্ত। ইঁহারা গৌড়ীয়—শ্রীরাধার নিজজন। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুই ষড়্‌গোস্বামীর অগ্রণী। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ব্রজলীলায় লবঙ্গমঞ্জরী। শ্রীল সনাতনপ্রভু শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর গৌরব ও হৃদয়ের কোমলতাস্বরূপ। তিনি সম্বন্ধজ্ঞানের আচার্য্য। বিশেষ সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা প্রচার করিয়া তিনি সর্ব্বজীবকে শ্রীমতীর পাদপদ্মসৌরভে আকৃষ্ট করিয়াছেন। জীবমাত্রকে শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় বড়ই দয়ার্দ্র। এইজন্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে 'পরদুঃখদুঃখী' বলিয়াছেন,—

"বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

(বিলাপকুসুমাঞ্জলি)

—যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক হইলেও যিনি বলপূর্ব্বক অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীসনাতন প্রভুতে আমি প্রপন্ন হইতেছি।

ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীশ্রীজীব প্রভুত্রয় শ্রীচৈতন্যের সেনাপতি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয় অভিন্ন। শ্রীসনাতন গৌরশক্তি—অবতার। তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ। তিনি আচার্য্যরূপী ভগবান্—সেবক-ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমধন। শ্রীল সনাতন প্রভু সম্বন্ধাধিদেবাশ্রিত; তাঁহার অপ্রাকৃত ব্রজ-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-বাসস্থান। শ্রীল সনাতন প্রভু শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট-প্রচারক। ইনি যেখানে বাস করেন, তাহাই বৃন্দাবনধাম। শ্রীরূপ-সনাতনের পদাঙ্কপূত স্থান ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ বস্তু। শ্রীরূপ-সনাতনের পাদপদ্মদর্শনের সৌভাগ্য হইলেই জীবন সার্থক হয়। প্রাণহীন দেহের যেমন কোন মূল্য নাই, তদ্রূপ শ্রীরূপ-সনাতনের আনুগত্য ব্যতীত জীবগণের কোন সার্থকতা নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্য ও অপার কৃপার কথা উপলব্ধি করিতে হইলে শ্রীরূপ-সনাতন ও তদনুগ জনের আনুগত্য করিতেই হইবে। শ্রীরূপসনাতনের আনুগত্য ব্যতীত কিছুতেই শ্রীযুগলসেবার অধিকার পাওয়া যাইবে না। শ্রীসনাতন শ্রীমদনমোহনের সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিলে শ্রীরূপ প্রভুর আনুগত্যে জীবের শ্রীগোবিন্দসেবার অধিকার লাভ হয়। শ্রীরূপ-সনাতন ও তদনুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যপার্ষদ শ্রীল কবিকর্ণপুর প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নাটকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—গৌড়রাজ হোসেন সাহ বাদসাহের সভার বিভূষণ-মণিস্বরূপ শ্রীরূপাগ্রজ এই শ্রীসনাতন সমৃদ্ধ রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক নবীন বৈরাগ্য-লক্ষ্মীকে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ ভক্তিরসে পূর্ণ এবং বাহিরে অবধূতাকার থাকায় তিনি শৈবালাচ্ছাদিত মহাসরোবরের ন্যায় ভক্তিতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রীতির পাত্র ছিলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কর্ণাটদেশে উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বরচিত 'লঘুতোষণী'তে শ্রীরূপ-সনাতনের বংশ পরিচয় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

দ্বাদশ শক শতাব্দীতে কর্ণাট-দেশে ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণরাজবংশে যজুর্ব্বেদী, মহাপূজ্য, মহাপরাক্রম, সর্ব্ববেদ-অধ্যাপক শ্রীসর্ব্বজ্ঞ-জগদ্‌গুরু কর্ণাটদেশের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সর্ব্বোজ্জ্বল যশোধর শ্রীঅনিরুদ্ধদেব। শ্রীঅনিরুদ্ধদেবের শ্রীরূপেশ্বর ও শ্রীহরিহর-নামে বহুগুণ-সম্পন্ন ও যথাক্রমে শাস্ত্রে ও শস্ত্রে বিচক্ষণ পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ শ্রীহরিহর জ্যেষ্ঠ শ্রীরূপেশ্বরের রাজ্য অধিকার করিয়া লইলে শ্রীরূপেশ্বর পত্নীর সহিত পৌরস্ত্যদেশে শ্রীশিখরেশ্বর সভার নিকট যাইয়া বাস করেন। শ্রীরূপেশ্বরের পরমসুন্দর সর্ব্বগুণে অনুপম সাম-চতুঃশাস্ত্রবিদ্ অপূর্ব্ব-যশোধর শ্রীপদ্মনাভ-নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীজগন্নাথে প্রীতিমান্ ছিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে বাসেচ্ছায় নৈহাটিতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার আঠারটি কন্যা ও পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম,—শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীনারায়ণ, শ্রীমুরারি ও শ্রীমুকুন্দ। শ্রীমুকুন্দদেবের পরমসদাচার সদা যজ্ঞাদিক্রিয়ারত কর্ম্মীর অগ্রগণ্য দ্বিজকুলপ্রদীপ শ্রীকুমারদেব-নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কোন কারণে উদ্বেগপ্রাপ্ত হইয়া নৈহাটী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক 'বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ' গ্রামে গিয়া বাস করেন, পথিমধ্যে যশোহরে 'ফতেয়াবাদ' নামক স্থানে একটী বাসাবাড়ী করেন। শ্রীকুমারদেবের—বহু সন্তান জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ পরম উজ্জ্বল মহারত্নরূপ গোস্বামিত্রয় দীপ্তিশালী হইয়া বৈষ্ণবজগতের শোভা বিস্তার করেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল বল্লভ প্রভু—তিন ভ্রাতা, গৌড়ের রাজকার্য্যব্যপদেশে রাম-কেলী-গ্রামে বাস করিতেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্ব-শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট ভগবদ্ভজনে সম্যগ্‌ভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং তিনি বিদ্যাবাচস্পতির শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দেন। তিনি কর্ণাট-দেশ হইতে আগত বিপ্রগণের গঙ্গানুশীলনের জন্য গঙ্গা-তীরে ভট্টগোষ্ঠীদিগের 'ভট্টবাটী'-নামক গ্রামে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং রাম-কেলীতে বিপ্রগণ লইয়া শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। তাঁহার বাটীর নিকটে অদ্যাপি 'নকুড়-স্থানে' কদম্বকানন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড প্রভৃতি কুণ্ড, শ্রীসনাতনকুণ্ড ও শ্রীমদনমোহন বিরাজিত ছিল। এখানে তিনি বৃন্দাবন-লীলা চিন্তা করিয়া প্রেমোন্মত্ত থাকিতেন এবং অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদন-মোহন শ্রীবিগ্রহের সেবায় রত থাকিতেন। যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নদীয়ার লীলা

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীনাম প্রচার করিতেছিলেন, তখন শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁহার দর্শন-লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে নীচজাতি ও ম্লেচ্ছসঙ্গী জ্ঞান করিয়া দৈন্যভরে সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতেন। গৌরপার্ষদবর শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভুর বাড়িতে ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি শ্রীরাম-কেলীতে আগমন করেন। তথায় শ্রীমন্মহা-প্রভুর সহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের মিলন হয়। তাঁহাদের তাৎকালিক গৌড়েশ্বর প্রদত্ত নাম ছিল— 'সাকরমল্লিক' ও 'দবিরখাস'। তাঁহারা অর্দ্ধরাত্রিতে আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাসের নিকট অতি দৈন্যভরে মহাপ্রভুর দর্শনপিপাসা জ্ঞাপন করেন এবং দুই ভাই দুই গুচ্ছ তৃণ দশনে ধরিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া অত্যন্ত দৈন্যসহকারে শ্রীমহাপ্রভুর স্তুতি করেন। তখন শ্রীমন্মহা-প্রভু তাঁহাদিগকে কৃপাবিষ্ট করিয়া আত্মসাৎ করেন ও দুই ভাইর নাম 'শ্রীরূপ' ও 'শ্রীসনাতন' রাখেন এবং মহাপ্রভুর নিজপার্ষদ সঙ্গী বৈষ্ণবগণকে শ্রীরূপ-সনাতনকে কৃপা করিতে বলেন। তখন সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গৌরপার্ষদ বৈষ্ণবগণের কৃপালাভ করেন।

কিছুদিন পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু সর্ব্বত্যাগের উপায় চিন্তা করত অসুস্থতার ভান করিয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজগৃহেতে বসিয়া বহু পণ্ডিত লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা তাঁহাকে রাজকার্য্য হইতে বিরত দেখিয়া তাঁহার উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে "তিনি আর রাজকার্য্য করিবেন না" জানাই-লেন। তাহাতে রাজা তাঁহার একমাত্র সহায় ও দক্ষিণ হস্তস্বরূপ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর অভাবে রাজকার্য্য পরিচালন একেবারে অসম্ভব বুঝিয়া দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন-দর্শনার্থ যাত্রা করত শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে এক পত্রে ইঙ্গিতে বৃন্দাবন গমনের কথা জানাইয়া স্বয়ং শ্রীচৈতন্য-দেবের শ্রীপাদপদ্মদর্শনার্থ বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর পত্র পাইয়া কারা-রক্ষককে সাতহাজার মুদ্রা দিয়া প্রসন্ন করিয়া কারামুক্ত হইলেন। প্রবাদ আছে, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু যবন রক্ষককে সাত হাজার মুদ্রা প্রদান করিয়া কারাগার হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। রাত্রে গঙ্গা পার হইলেন, তখন শ্রীসনাতন প্রভু পর্ব্বতাদির নাম "শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীচৈতন্য" বলিয়া চলিতে লাগিলেন। সঙ্গে একটী ভৃত্য ঈশান শ্রীসনাতনকে সঙ্গে লইয়া গমন করে। শ্রীসনাতন ঐ ভৃত্যের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গঙ্গা পার হন। শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম-দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া পথ ছাড়িয়া বিপথে দুইদিন দুইরাত্রি অবিশ্রান্ত আহার-নিদ্রা ত্যাগপূর্ব্বক হাঁটিয়া রাজমন্ত্রী শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ভৃত্য ঈশানসহ 'পাতড়া' পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক ভৌমিক দস্যুদলপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শ্রীল সনাতন প্রভু তাঁহাকে মিনতি করিয়া পর্ব্বত পার করিয়া দিতে বলিলেন। সেই দস্যুদলপতির সহিত জ্যোতিষী থাকিত। সেই জ্যোতিষীর সাহায্যে ঈশানের নিকট আটটী স্বর্ণমুদ্রা আছে জানিতে পারিয়া দস্যুদলপতি শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে খুব আদর-অভ্যর্থনা করিয়া হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু দুইদিন উপবাসের পর এবং পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তথায় স্নান করিয়া রন্ধনপূর্ব্বক প্রসাদ পাইলেন। কিন্তু বুদ্ধিতে বৃহস্পতি রাজমন্ত্রী শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বিচার করিলেন—এই অপরিচিত ভূঞা আমাকে কেন এত সম্মান করিতেছে? ইহার নিশ্চয় কোন কারণ আছে। তখন তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নিকট স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান পাইলেন এবং সেই মুদ্রা সেই ভূঞাকে দিয়া পর্ব্বত পার হইবেন। সেই ভূঞা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া সেই মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর একান্ত অনুরোধে তাহা গ্রহণ করিল। তখন দস্যুদলপতি চারিজন লোক দিয়া তাঁহাকে পর্ব্বত পার করিয়া দিল। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া ঈশানকে তাহার সহিত অর্থ আছে এক মোহর সহ বিদায় দিলেন। ঈশানকে বিদায় দিয়া গৌড়দেশে পাঠাইয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কাঙ্গালের বেশে নিজেই একাকী শ্রীচৈতন্যচরণে ছুটিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হাজিপুরে এক বৃক্ষতলে সন্ধ্যাকালে একা বসিয়া আছেন এমন সময় শ্রীকান্ত-নামক তাঁহার ভগ্নীপতি তথায় আসিয়া সমস্ত শুনিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তিনি বহু কষ্টে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন এবং একখানি ভোটকম্বল প্রদান করিলেন। শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মদর্শনের উৎকণ্ঠায় আহার-নিদ্রা ও দেহসুখাদিত্যাগী শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে কিছুদিনে বারাণসী ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ও শ্রীচন্দ্রশেখর-গৃহে অবস্থানের সংবাদ অবগত হইয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর শ্রীচন্দ্রশেখর-দ্বারে আসিয়া বসিলেন। তখন অন্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের দ্বারে অবস্থিত হওয়া সর্ব্বজ্ঞতাবলে জানিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য শ্রীচন্দ্রশেখরকে প্রেরণ করিলেন। শ্রীচন্দ্রশেখর বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে চিনিতে না পারিয়া শ্রীমহাপ্রভুর নিকট যাইয়া কোন বৈষ্ণব আসেন নাই জানাইলেন। তাহাতে শ্রীমহাপ্রভু দ্বারে কে আছেন জিজ্ঞাসা করায় শ্রীচন্দ্রশেখর বলিলেন, দ্বারেতে একজন দরবেশ আছেন। শ্রীমহাপ্রভু সেই দরবেশকে তাঁহার নিকট আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। তখন শ্রীচন্দ্রশেখর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে লইয়া শ্রীমহাপ্রভুর নিকটে গেলেন।

শ্রীমহাপ্রভুর সহিত শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর মিলন ও সনাতন-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

তাঁহারে অঙ্গনে দেখি' প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইলা সনাতন।
'মোরে না ছুঁইহ' কহে গদ্গদ বচন॥
প্রভু কহে, 'তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥'
এত কহি কহে প্রভু, 'শুন, সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, পতিত-পাবন॥
মহা রৌরব হৈতে তোমায় করিলা উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥'
সনাতন কহে, 'কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমার কৃপা মানি॥'
'কেমনে ছুটিলা' বলি' প্রভু প্রশ্ন কৈলা।
আদ্যোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইলা॥
প্রভু কহে,—'তোমার দুই ভাই
প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ, অনুপম, দুঁহে বৃন্দাবন গেলা॥
তপন মিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরেরে।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে॥
তপন মিশ্র তবে তাঁরে কৈলা নিমন্ত্রণ।
প্রভু কহে,—ক্ষৌর করাহ, যাহ, সনাতন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভদ্রলোক বেশ দূর করাইলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু চন্দ্রশেখরের প্রদত্ত নূতন বস্ত্র না লইয়া পুরাতন বস্ত্র চাহিলেন এবং তদ্দ্বারা কৌপীন বহির্বাস করিয়া লইলেন এবং একক নিমন্ত্রণ ত্যাগ করিয়া মাধুকরী করিতে লাগিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু অবশেষে তাঁহার অঙ্গস্থিত ভোট কম্বলখানি একজন গৌড়ীয়াকে দিয়া তাহার নিকট হইতে একখানি ছিন্ন কাঁথা চাহিয়া লইলেন। তাঁহার এইরূপ কৃষ্ণপ্রেমোৎপাদক বৈরাগ্য দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

তথায় পরম করুণাময় অবতারী-শ্রেষ্ঠ সর্ব্বাধার পতিত-পাবন-অবতার শ্রীগৌরসুন্দর যাবতীয় জীবের নিস্তারের জন্য তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর দ্বারা এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অতি গূঢ়ভাবে যে সব উপদেশ প্রদান করিয়া সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা বিংশ, একবিংশ, দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

বৃন্দাবন-অবতারী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজ পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে কাশীতে ও শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুকে প্রয়াগে শক্তি সঞ্চার করিয়া ভক্তিতত্ত্বের সমস্ত তথ্য জ্ঞাপন করিয়া ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তাঁহাদিগকে মথুরামণ্ডলে পাঠাইয়াছিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় দুই ভাই বৃন্দাবনে গিয়া ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন।

শ্রীরূপপ্রভু গঙ্গাপথে মথুরা যাওয়ায় শ্রীসনাতন প্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। তবে সুবুদ্ধিরায় শ্রীসনাতন প্রভুকে যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীসনাতন প্রভু তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমোচিত ব্যবহার ও স্নেহে উদাসীন ছিলেন। সেই সময় শ্রীল সনাতনপ্রভু বিরহকাতর হইয়া ক্রমে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া 'মথুরা-মাহাত্ম্য' সংগ্রহ করত লুপ্ত তীর্থসমূহ প্রকটের যত্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ প্রভু অনুজ শ্রীঅনুপমকে লইয়া কাশীতে আসিলে তথায় বিপ্র-মুখে শ্রীসনাতনপ্রভুর সমস্ত কথা অবগত হন। শ্রীরূপপ্রভু দশদিন কাশীতে থাকিয়া গৌড়দেশ হইয়া পুরীতে যাত্রা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপপ্রভুকে কিছুদিন রাখিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার আদেশ ও শ্রীসনাতনকে শ্রীনীলাচলে প্রেরণার্থ আজ্ঞা করিলেন। শ্রীরূপ প্রভু বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশ জানাইলে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু নীলাচলে যাত্রা করিলেন। ঝারিখণ্ড-বনপথে একাকী উপবাসাদি করিয়া আসায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে কণ্ডুরসা হইল। তথাপি বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীল সনাতন প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ প্রভুর সেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ যাতায়াত করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত স্পর্শ হইলে তাঁহার অপরাধ হইবে, এইরূপ বিচার করিয়া শ্রীমন্দিরের নিকট যাইবেন না এবং তিনি নিজে নিষেধপ্রাপ্ত হওয়া 'এই অস্পৃশ্য দেহ লইয়া যখন প্রভুর নিকট যাইতে পারিব না, তখন জগন্নাথের রথচক্রে এই পাপদেহ পরিত্যাগ করাই উচিত' স্থির করিলেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নীলাচলে আসিয়া সন্ধান করিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীল সনাতন প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শ্রীহরিদাসপ্রভু স্বয়ং তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের কথা জানাইলেন। কিছুক্ষণ পরে করুণাময় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তথায় শুভ-

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি স্থানে॥

গমন করিলে শ্রীসনাতনপ্রভু উৎকণ্ঠায় সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। শ্রীমহাপ্রভু নিকটস্থকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে শ্রীসনাতনপ্রভু দৈন্যভরে নিষেধ করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা না শুনিয়া তাঁহাকে কৌতুকভরে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর শ্রীমহাপ্রভু বসিয়া শ্রীসনাতনকে মথুরার বৈষ্ণবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীসনাতনপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পুরীতে কিছু দিন অবস্থান করিলেন। শ্রীগৌরহরি প্রত্যহ আসিয়া শ্রীহরিদাস-সনাতনের সহিত মিলিত হইয়া ইষ্টগোষ্ঠীমুখে কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতেন। শ্রীসনাতনপ্রভু দৈন্যভরে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে না গিয়া দূর হইতে চক্র দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন।

একদিন শ্রীমহাপ্রভু শ্রীহরিদাস-সনাতনের নিকট আসিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে সনাতন! যদি দেহত্যাগে কৃষ্ণ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে এখনই আমি কোটি দেহ পরিত্যাগ করিতাম; দেহত্যাগে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। ভজনেই কৃষ্ণ মিলে। ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। প্রেমব্যতীত অন্যকিছু হইতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। দেহত্যাগ করিয়া সাধক কৃষ্ণ পায় না। তাহা তমোধর্ম্ম। প্রেমিক ভক্ত কৃষ্ণের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া দেহ ত্যাগ করিতে চাহিলেও তাহার সেই গাঢ় প্রীতি দেখিয়া ভগবান্ তাঁহাকে কৃপা করিয়া দর্শন দেন। সুতরাং সাধকমাত্রেরই অনুক্ষণ দুষ্টসঙ্গ ছাড়িয়া হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করা উচিত। তাহাতে শীঘ্র কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ হয়। কৃষ্ণভজনে জাতিকুলাদির বিচার নাই। শ্রীভগবান্ দীন-কাঙ্গালকেই অধিক কৃপা করেন। তাঁহার জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ-ভক্তি শ্রেষ্ঠ। এই ভক্তিতেই সাধ্য ও প্রয়োজন—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম দান করে। তন্মধ্যে আবার শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিরপরাধে নাম লইলে নিশ্চয় প্রেমলাভ হয়।" এইকথা শুনিয়া শ্রীসনাতনপ্রভু মহাপ্রভুর অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—হে অন্তর্য্যামী প্রভো, আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ও ক্ষমার সাগর, আর আমি নীচ, অধম পামর। সুতরাং আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া আপনার কি লাভ হইবে? তদুত্তরে শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—হে সনাতন, তোমার দেহ আমার নিজ ধন, তুমি ত' আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, সুতরাং পরের দ্রব্য তুমি বিনাশ করিতে চাহ কেন? তোমার এই দেহের দ্বারা আমার বহু কার্য্য হইবে। কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব-নিরূপণ, বৈষ্ণব-আচার-প্রবর্ত্তন, লুপ্ততীর্থের উদ্ধার প্রভৃতি বহু কার্য্য তোমার দ্বারা করাইতে হইবে। বৃন্দাবন আমার অত্যন্ত প্রিয় স্থান। তোমার দ্বারা আমি সেখানে কার্য্য করাইব। এই কথা শুনিয়া শ্রীসনাতন দৈন্যভরে বলিতে লাগিলেন,—

তবে সনাতন কহে, তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে॥
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে, পুতলী কিবা গায়॥
যারে যৈছে নাচাও সে তৈছে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায় সে-না
নাহি জানে॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীসনাতন প্রভু বর্ষার চারিমাসকাল নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে অবস্থান করিলেন এবং শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত তাঁহার মিলন করাইয়া দিলেন।

একদিন জ্যৈষ্ঠমাসে মধ্যাহ্নকালে শ্রীসনাতন প্রভুকে পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু যমেশ্বর টোটায় আসিয়া তথায় শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রভু ডাকিয়াছেন শুনিয়া শ্রীসনাতন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মধ্যাহ্নে অগ্নিসম তপ্ত সমুদ্রবালুর উপর দিয়া চলিয়া আসিলেন। অত্যধিক গরমে দুই পায়ে ফোস্কা হইয়া গেলেও তিনি সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সনাতন! তুমি কোন্ পথে আসিলে? তিনি সমুদ্রপথে আসার কথা বলিলে শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—সিংহদ্বারের পথ শীতল, সেপথে না আসিয়া তপ্ত বালুকাপথে কেন আসিলে? তখন সনাতন দৈন্যভরে বলিলেন,—সিংহদ্বারে যাইবার আমার অধিকার নাই; সেখানে ঠাকুরের সেবকগণ যাতায়াত করে, তাঁহাদের স্পর্শ হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে, এজন্য আমি ঐপথে যাই নাই। এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমাস্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ॥
তথাপি ভক্ত-স্বভাব মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন॥

এই কথা বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করিলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কণ্ডুরসা লাগিয়া গেল। পুনঃ পুনঃ নিষেধ করা সত্ত্বেও ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করায় প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কণ্ডুরসা লাগায় দেখিয়া শ্রীসনাতন দুঃখিত হইতে লাগিলেন। একদিন শ্রীসনাতন প্রভু শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতে করিতে পণ্ডিতকে নিজ দুঃখ নিবেদন করিলে শ্রীল জগদানন্দ প্রভু শ্রীসনাতন প্রভুকে রথযাত্রার পর শ্রীবৃন্দাবন যাইবার পরামর্শ দিলেন। অনন্তর কিছুক্ষণ পর শ্রীমহাপ্রভু শ্রীহরিদাসের ভজনকুটীরে আসিলে শ্রীসনাতন মহাপ্রভুকে তাঁহার দুঃখের কথা জানাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার কৃপাদেশ চাহিলেন এবং বলিলেন,—শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে শ্রীবৃন্দাবন যাইতে উপদেশ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভু ক্রোধভরে শ্রীজগদানন্দ প্রভুকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

কালিকার বটুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল॥
ব্যবহারে, পরমার্থে তুমি তা'র গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে
আপন মূল্য॥
আমার উপদেষ্টা তুমি, প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারেহ উপদেশে বালকা,
করে ঐছে কার্য্য॥"

শুনি সনাতন পায়ে ধরি' প্রভুরে কহিল।
"জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥
আপনার 'অসৌভাগ্য' আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-
নিম্বনিসিন্দারস॥
আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান।
মোর অভাগ্য, তুমি—স্বতন্ত্র ভগবান্॥"
শুনি মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈলা মনে।
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে॥
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে॥
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ।
কাঁহা জগা—কালিকার বটু নবীন॥
আমাকেহ বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার, ভক্তি॥
তোমারে উপদেশ করে, না যায় সহন।
অতএব তা'রে আমি করিয়ে ভর্ৎসন॥
বহিরঙ্গ জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায় যৈছে
তোমার গুণ॥
যদ্যপি কাহার মমতা বহুজনে হয়।
প্রীতিস্বভাবে কাঁহা কোন ভাবোদয়॥
তোমার দেহ তুমি কর বীভৎস-জ্ঞান।
তোমার দেহ আমারে লাগে অমৃত-সমান॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার 'প্রাকৃত' কভু নয়।
তথাপি তোমার তা'তে প্রাকৃত-বুদ্ধি হয়॥
'প্রাকৃত' হৈলেহ তোমার বপু
নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র-বস্তুজ্ঞান নাহি 'অপ্রাকৃতে'॥
'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব 'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল', 'এই মন্দ',—এইসব 'ভ্রম'॥
আর ত' সন্ন্যাসী, আমার 'সম দৃষ্টি' ধর্ম্ম।
চন্দন-পঙ্কেতে আর জ্ঞান হয় 'সম'॥
এই লাগি' তোমা ত্যাগ করিতে না যুয়ায়।
ঘৃণা-বুদ্ধি করি যদি, নিজ ধর্ম্ম যায়॥"
প্রভু হাসি কহে,—"শুন হরিদাস, সনাতন।
তত্ত্বতঃ কহি তোমা বিষয়ে
আমার যৈছে মন॥
তোমারে 'লাল্য', আপনাকে
'লালক' অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ-পরিজ্ঞান॥
আপনারে হয় মোর অমান্য-সমান।
তোমা-সবারে করোঁ মুঞি
বালক-অভিমান॥
মাতার যৈছে বালকের 'অমেধ্য' লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে, আর মহাসুখ পায়॥
লাল্যামেধ্য লালকের চন্দন-সম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায়॥
প্রভু কহে, "সনাতন না মানিহ দুঃখ।
তোমার আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ॥

এইভাবে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু কিছুদিন পুরীতে থাকিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। পরে শ্রীরূপ প্রভুও বৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীরূপ-সনাতন দুই ভাই শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া প্রভুর কৃপাদেশ অনুসারে প্রভুর বাক্য পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নানাশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু (১) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ও তাহার দিগ্দর্শিনী টীকা, (২) শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও তাহার দিগ্দর্শিনী-নাম্নী টীকা, (৩) শ্রীলীলাস্তব বা দশমচরিত এবং (৪) শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টিপ্পনী 'বৈষ্ণবতোষণী'—এই গ্রন্থচতুষ্টয় রচনা করেন। ইঁনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধামদনমোহনের সেবা প্রকট করেন। 'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থ পাঠে জানা যায়—শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু মধ্যে মধ্যে মহাবনে বাস করিতেন। তথায় একদিন তিনি যমুনাতীরে শ্রীমদনগোপালকে বালকগণের সঙ্গে ক্রীড়ারত অবস্থায় দেখিতে পান। একদিন শ্রীমদনগোপাল স্বপ্নে শ্রীসনাতনকে দর্শন দিয়া মহাবন হইতে তাঁহার কুটীরে গিয়া প্রকট হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং প্রাতে প্রভাত হইতেই শ্রীসনাতনের পর্ণকুটীরে আসিয়া উপস্থিত হন। অপ্রত্যাশিতভাবে মদনদেবকে পাইয়া শ্রীসনাতন পরমানন্দে তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া শ্রীমদনমোহনকে ভোগ দিতে বড়ই কুণ্ঠিত হন। এই শ্রীমদনমোহন দেবের ইচ্ছায় শ্রীমদনমোহন সেবার জন্য শ্রীমদনমোহন সেবার সুব্যবস্থা করেন। শ্রীমদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কপুর নামক একজন ধনী বণিক শ্রীসনাতনের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদনমোহনের একটী নানারত্ন-ভূষিত মন্দির নির্ম্মাণ ও সেবার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দেন। পরবর্ত্তিকালে যবনের উপদ্রবে শ্রীমদনমোহনদেব বৃন্দাবন হইতে জয়পুরে স্থানান্তরিত হন, সম্প্রতি করৌলীতে অবস্থিত আছেন।

কৃষ্ণভক্তি-রসময় এই 'সাধুচরিত'। কৃষ্ণপ্রেম বাড়ে, যেঁহো পুনঃ শুনে অর্থ॥

নিজ আত্মীয় করৌলীর রাজা গোপালসিংহকে সেই মূর্তি প্রদান করেন। সেই রাজপ্রাসাদস্থ শ্রীমন্দিরে এখনও সেই শ্রীমদনমোহন-মূর্তি সেবিত হইতেছেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু কখন বৃন্দাবনে, কখনও শ্রীগোকুলে, কখনও পাবন সরোবরে, কখনও নন্দীশ্বরে কখনও শ্রীরাধাকুণ্ডে কখনও ব্রজের বিভিন্ন বনে অবস্থান করিতেন। তিনি প্রত্যহ নিয়ম করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেন। কথিত হয় যে, তিনি বৃদ্ধবয়সে প্রত্যহ শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে অসমর্থতার লীলা প্রদর্শন করিলে সেই সময় স্বয়ং গোবর্দ্ধন-ধারী শ্রীকৃষ্ণ এক অপূর্ব্ব ব্রজবাসী বালকরূপে উপস্থিত হইয়া শ্রীল সনাতনকে একটী শ্রীকৃষ্ণ-চরণচিহ্নাঙ্কিত শিলা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই গোবর্দ্ধন-শিলার চতুর্দ্দিক পরিক্রমা করিবার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু তাঁহার প্রকট-লীলার শেষ পর্য্যন্ত সেই গোবর্দ্ধনশিলা পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

শ্রীল সনাতন বিপ্রলম্ভভাবে ব্রজের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান করিতেন। পাবন-সরোবরের নিকটবর্তী বনে যখন শ্রীসনাতন শ্রীকৃষ্ণভজনে মগ্ন ছিলেন, তখন গোপবালকবেশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধভাণ্ড-হস্তে শ্রীল সনাতনের নিকট আসিয়া তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন এবং ব্রজবাসীর দ্বারা পাবন-সরোবরের তীরে শ্রীল সনাতনের জন্য একটী কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীরূপ-সনাতন সকল গৌরভক্তেরই নিত্যবন্ধু ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে কোন ভক্ত আগমন করিলে শ্রীমহাপ্রভু প্রথমেই তাঁহাকে শ্রীরূপ-সনাতনের বৈরাগ্য, তাঁহারা কি করেন, কি খান, কিরূপ আচরণ করেন প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলে ভক্তগণ বলিতেন,—

অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক
রাত্রি শয়নে ॥
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি' ॥
করোঁয়া মাত্র হাতে, কাঁথা
ছেঁড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে।
নাম-সংকীর্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে
কোন দিনে ॥
কভু ভক্তি-রস-শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য চিন্তন ॥

শ্রীরূপসনাতন আসিয়া যখন ব্রজে বাস করেন, তখন তাঁহারা শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধি করিয়া তাঁহার উপর চড়িতেন না। গোপাল যেরূপ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও তদ্রূপ দর্শন দিয়াছিলেন। বৃদ্ধকালে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু গোবর্দ্ধনে যাইতে অপারগ হওয়ায় এবং গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে তাঁহার বাঞ্ছা হইলে শ্রীগোপালদেব শ্রীরূপ গোস্বামীকে দর্শন দিবার জন্য ম্লেচ্ছভয়চ্ছলে তথা হইতে মথুরানগরে বিঠ্‌ঠলেশ্বরের গৃহে একমাস ছিলেন।

মথুরায় শ্রীল সনাতনের সহিত শ্রীজগদানন্দের মিলন হয়। শ্রীসনাতন প্রভু তাঁহাকে দ্বাদশ বন দর্শন করান। তাঁহারা মহাবন দেখিয়া গোকুলে অবস্থান করেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীজগদানন্দ উভয়ে এক গোফাতেই থাকিতেন। শ্রীসনাতন তখন মাধুকরী ভিক্ষায় প্রাপ্ত রুটীর টুকরা খাইয়া জীবন নির্বাহ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাত না খাইলে বিদেশে চলিবে না, বলিয়া শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত দেবালয়ে গিয়া পাক করিতেন। ব্রজের দেবালয়ে ভাত প্রসাদ হইত না। শ্রীল সনাতনপ্রভু কভু মহাবনে, কভু দেবালয়ে, কভু ব্রাহ্মণসদনে ভিক্ষা করিয়া পণ্ডিতের সেবা করিতেন। একদিন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীসনাতন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলে শ্রীসনাতন প্রভু তেঁহ শ্রীচৈতন্যনিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য মুকুন্দ-সরস্বতীর প্রদত্ত এক বহির্ব্বাস মস্তকে বাঁধিয়া শ্রীজগদানন্দের বাসার দ্বারে আসিয়া বসিলেন। সেই গেরুয়া বস্ত্র দেখিয়া প্রভু-দত্ত মনে করিয়া পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইলেন, কিন্তু পরে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন যে উহা অপরের প্রদত্ত, তখন পণ্ডিত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভাতের হাঁড়ি হাতে লইয়া শ্রীসনাতনকে মারিতে গেলেন এবং তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদপ্রধান।
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয়, ইহা পারে সহিবারে ?
সনাতন কহে—সাধু পণ্ডিত মহাশয়।
তোমা সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয় ॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে ॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিনু।
সেই প্রত্যক্ষ এই চক্ষে দেখিনু ॥
রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।
কোন পরদেশীকে দিব কি কাজ উহায় ?

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীল শ্রীরূপ প্রভুর জ্যেষ্ঠ হইয়াও শ্রীরূপপ্রভুকে গুরুজ্ঞান করিতেন। শ্রীসনাতনপ্রভু গুরুরূপী ভক্ত। শ্রীরূপ-সনাতনের আশ্রয়ব্যতীত কখনও শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাধিকার হইতে পারে না। শ্রীরূপসনাতনের সেব্যসেবক শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীরূপসনাতনের আশ্রয়-ব্যতীত যাবতীয় রূপ—কুরূপ বা বিরূপ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীসনাতন-রূপের আলোকে আলোকিত না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। শ্রীসনাতন শ্রীরূপের সেবার আকর, আবার শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের সেবার প্রাণ। শ্রীজীব-রঘুনাথ শ্রীরূপ-সনাতনের অনুগত। অন্তরের অন্তস্থল হইতে নিষ্কপট দৈন্য উদিত না হইলে শ্রীরূপ-সনাতনের কৃপা হইবে না। দাম্ভিক তাঁহাদের দর্শন পায় না।

শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু ১৪১০ শকাব্দ, ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। তিনি গৃহে ২৭ বৎসর এবং ব্রজে ৪৩ বৎসর বাস করেন। তাঁহার প্রকটকাল ৭০ বৎসর। তিনি ১৪৮০ শকাব্দ, ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অপার করুণা, অসমোর্দ্ধ ভজন-পরাকাষ্ঠা ও পূত চরিতামৃত বর্ণন করিবার সাধ্য মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের নাই। তথাপি নিজ আত্মশোধন ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপালাভের জন্য তাঁহার অপ্রাকৃত চরিতালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভক্তগণ অকৈতবভাবে নিজগুণে ত্রুটি ও অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

বিবিধ সংবাদ

অধিবাসী অপসারণ সমস্যা ও ক্ষতিপূরণ

বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং শত্রু আক্রমণ আশঙ্কা সম্পর্কে অত্যাবশ্যক বিবেচনায় সামরিক ও বে-সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে ১০ই জুলাই তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তৎসম্পর্কে ভারত সরকার এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিপোর্টে জানা যায়, তাঁহারা নিম্নোক্ত মূল বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে অবহিত আছেন :—

(১) অবিলম্বে এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতি-পূরণ দান করিতে হইবে। (২) যথাসম্ভব উদারতার সহিত ক্ষতিপূরণের হার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য ছাড়াও মালিকের অসুবিধার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (৩) সামরিক কর্তৃপক্ষকে যদি কোন বাড়ী বা জমি দখল করিতে হয় অথবা কোন বাড়ী বা জমি হইতে অধিবাসী স্থানান্তরিত করিতে হয়, তাহা হইলে সামরিক কর্তৃপক্ষকে অতিমাত্র জরুরী ও খুব বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে প্রথমে বে-সামরিক কর্তৃপক্ষের মারফতে অগ্রসর হইতে হইবে। (৪) বাড়ী বা জমি দখলের বা অধিবাসী স্থানান্তরিত করার জন্য যথাসম্ভব দীর্ঘ দিন পূর্ব্বে নোটিশ দিতে হইবে। (৫) অধিবাসী স্থানান্তর বা বাড়ী অথবা জমি দখল কার্য্য কালেক্টরের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে হইবে। (৬) মূল্য নির্দ্ধারণ বা টাকা দেওয়ায় বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা কোথাও থাকিলে, যথোচিত পরিমাণ অর্থ আগাম দিতে হইবে। (৭) অধিবাসী স্থানান্তর যেখানে আবশ্যক, সেখানে স্থানান্তরের আদেশপ্রাপ্তদের, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ও অক্ষমদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করার জন্য কালেক্টরের হাতে টাকা মঞ্জুর হইবে। (৮) ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কিত তদন্তাদি যথাসম্ভব শীঘ্র শেষ করিতে হইবে। (৯) অভাব-অভিযোগাদি শ্রবণ, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ, ক্ষতিপূরণ দান ও অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য প্রত্যেক অঞ্চলে একজন করিয়া স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট বা তদ্রূপ ক্ষমতার অধিকারী অফিসার নিযুক্ত করিতে হইবে।

অগ্নিমূল্য বৃদ্ধিতে কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যবস্থা

যুদ্ধকালীন অবস্থা ও দ্রব্যাদির দুর্মূল্যতার দরুণ কর্পোরেশনের শ্রমিক ও কর্মচারীদিগের জন্য কর্পোরেশন নিম্নোক্তরূপ সুপারিশসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন :—

১। কর্পোরেশনের যে সকল ভৃত্য ও শ্রমিক মাসিক ৩০৲ পর্য্যন্ত বেতন পায়, তাহাদিগকে ১৯৪২ সালের ১লা জুলাই হইতে যুদ্ধের স্থিতিকাল অবধি মাসিক ৩৲ হিসাবে মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া হইবে। (স্পেশ্যাল কমিটি এই বাবদ মাসিক ২৲ মঞ্জুর করিয়াছিলেন) মাসিক ৩০৲ টাকার অনধিক বেতনের শ্রমিক ও কর্মচারীগণকে ইতি-মধ্যেই মাসিক ১৲ হিসাবে যে মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া হইতেছে, উহা এই বিশেষ মাগ্‌গী ভাতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২। বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় যাহাতে কর্মচারীগণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তজ্জন্য কর্পোরেশনের যে সকল কর্মচারী ২০০৲ অবধি মাসিক বেতন পান, তাঁহাদিগকে এক মাসের বেতন অগ্রিম দেওয়া হইবে। পূর্ব্বে কর্মচারীদিগকে এক মাসের বেতন অগ্রিম দেওয়া হয়। উহা ছাড়া এই অগ্রিম অর্থ দেওয়া হইবে এবং ১২ দফায় এই অর্থ উশুল করা হইবে। পূর্ব্বে প্রদত্ত অগ্রিম বেতন উশুল হওয়ার পরে এই অগ্রিম বেতন আদায় করা হইবে। যে সকল শ্রমিক একাদিক্রমে ছয় মাস কর্পোরেশনের কাজ করিয়াছে কেবলমাত্র তাহারাই এইরূপ অগ্রিম বেতন পাইবে।

৩। কর্পোরেশনের যে সকল কর্মচারী ২০০৲ অবধি মাসিক বেতন পান তাঁহাদিগকে নির্দ্ধারিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার নিমিত্ত কলিকাতার বাজার উপযুক্ত স্থানে কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে খাদ্যদ্রব্যাদির ডিপো বা দোকান খোলা হইবে। কর্পোরেশনের ভৃত্য ও শ্রমিকগণকে মাথা পিছু মাসিক ১০৲ টাকার খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হইবে। অন্যান্য কর্মচারীদের মাথা পিছু মাসিক বেতনের অর্দ্ধেক, কিন্তু সর্ব্বোচ্চ ৫০৲ টাকার অনধিক মূল্যের খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করা হইবে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible]। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান :—
১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেলেঘাটা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনীলগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সম্প্রতি শ্রীভক্তিবিনোদ গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিভিন্ন গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত করিয়া "প্রতিলেপ"-কাগজে প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুণ্ডবৃত্তিকা।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সাধকের প্রত্যেক 'আস্বাদনীয়' নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২৮ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৭৬; ৭ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৬৯; ২৪শে আগষ্ট, ইং ১৯৬২, শুক্রবার { ৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ শ্রীধর, পর্ব্ব সর্ব্বণ, গৌরাব্দ ৪৭৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(৩):০:——

শ্রীহরি বস্তু একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্। অপরের সঙ্গ আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের মন অনেক কিছু চায়. মনের কথা যোগাইতে গেলে গুরুবৈষ্ণবের সুখ বিধান করা যাইবে না। আমরা মনের কথা কিছুতেই শুনিব না—ইহা দৃঢ়ভাবে জানিতে হইবে। আমি নিজের মত যাহা কিছু করি, তাহা সেবা নহে। গুরু-বৈষ্ণবের উপদেশ ও বাণী আমাদিগকে রক্ষা করেন। তাহাতে উদাসীন হইলে বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী। অন্যাভিলাষ থাকিলে গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ ঠিক ঠিক পালন করা যায় না, যাহা আমাদিগকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে। ইতর বিষয়ে রাগ থাকিলে হরিতে রাগ হইবে না।

সর্ব্বক্ষণ হরিকথার মধ্যে থাকা দরকার। যাঁহারা বাস্তবিক আমাদিগকে ভালবাসেন, সেই গুরুবৈষ্ণবকে ভালবাসি না, ইহাই দুঃখ। ইহার কারণ আমরা দাস হইতে চাহি না, প্রভুতাই আমাদের প্রিয়।

সেবা-অনুসন্ধানই আমাদের কাজ। ইহাই সেবা। সেবা দেওয়া না দেওয়া সেব্যের ইচ্ছা। তবে আমাদের ইচ্ছা থাকিলে পাওয়া যায়—ইহাই ভরসা।

সকলকে যথাসাধ্য গুরুসেবায় সাহায্য করা দরকার। সকলেই প্রভুর সেবক; তাঁহাদের সেবাই আমাদের কৃত্য।

আমাদের কাতর প্রার্থনা অন্তর্যামী প্রভুর নিকট সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছে। ঠাকুর ত' অন্তরেই আছেন। প্রণয়মুখে আমাদের হৃদয়ে কিঞ্চিৎপরিমাণে সম্ভ্রবাসনারূপ কাম যদি থাকে, তজ্জন্য দৈন্যের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে থাকিলে তাহা অপসারিত হইবে। বহির্দর্শনে অন্তর্যামীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। জগৎ জগদীশের সেবোপকরণ, সুতরাং আমার গুরু। আমি জানি, আর না জানি, সকল বস্তুই আমার সেব্য—এই জ্ঞান থাকা দরকার। সেব্য-জ্ঞান না থাকিলে ভোগ্যজ্ঞান অপসারিত হয় না। নিজেকে ঐ দূরের দীনহীন কাঙ্গাল ভৃত্য জানিতে হইবে। অভক্ত-সঙ্গ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জড়াসক্তিই বাধা বা বিঘ্ন। চেতনসান্নিধ্য বা ভক্তসান্নিধ্য না থাকিলে পশু-মায়িকই থাকিবেই। সেব্য-দর্শন না হইলে স্বাভাবিকভাবে ভোগ্যদর্শন যায় না। চেতনদর্শনই সেব্যদর্শন। সমস্ত বস্তুকে প্রভুসেবোপকরণরূপে দর্শনই শুদ্ধ-দর্শন বা গুরু-দর্শন।

জড়সঙ্গই জীবের অধোগতি। সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ ও ভক্তকৃপা ব্যতীত বিপথগমন হইতে জীবের রক্ষা নাই। সাধারণ লোক গুরুকে যেভাবে দেখে, প্রকৃত অন্তরঙ্গ সেবকগণ তাঁহাকে সেভাবে দেখেন না। তাঁহারা গুরুকে ভগবানের পরম শ্রেষ্ঠ ও অভিন্ন প্রকাশরূপে দর্শন করেন। সেই সুদর্শনেই গুরুদেবের সুখ-বিধানেই আমাদের সর্ব্বস্ব হওয়া উচিত।

ভক্তি জিনিষটি [illegible] নহে; তাহা দাস্যরস। [illegible]। এই প্রভুদাসের প্রতি দৈন্য থাকা দরকার। অকৃত্রিম সেবা—ভোগ, অপরোক্ষ সেবা—ত্যাগ এবং অধোক্ষজ-সেবাই লক্ষ্য। আমরা সকলেই গুরুবৈষ্ণবের পদধূলির যোগ্য—অযোগ্য হইলেও নিত্যকিঙ্কর। নিজেকে তাঁহাদের পদধূলি বলিয়া জানাই তাঁহাদের পদধূলি হওয়া।

মঙ্গলের পথে খুব boldly অগ্রসর হইতে হইবে; ভয় পাইলেই বাধা বাড়িবে। যাহার রক্ষক আছে, সেই খুব bold. আমাদের সকলেরই চেতনতার boldness দরকার।

Positive progress এর দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিতে হইবে এবং তজ্জন্য Negative টাও ত্যাগ করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ-ত্যাগ ও সৎসঙ্গগ্রহণ যুগপৎই হইয়া থাকে। সর্ব্বক্ষণ কৃপাভিক্ষাই করিতে হইবে, নতুবা কর্তৃত্বাভিমান যাইবে না। যেখানে 'আমি কর্ত্তা'—এইভাব, সেখানেই ধর্ম-কাম-প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগবাসনা থাকিবেই; আর যেখানে কিঙ্করাভিমান, সেখানে প্রতিষ্ঠাত্যাগ ও দৈন্য স্বাভাবিক। গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে করিতেই [illegible] আসে, ভোগত্যাগ-বাসনা নষ্ট হয়। ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, ইহা কল্পনা নহে, বাস্তব সত্য। ইহা অন্তর্যামীর অন্তরের কথা—উপলব্ধির কথা—[illegible] যিনি হৃদয়ে আছেন, তাঁহারই কথা। ইহা লোকের সম্মান কথা নহে। [illegible] তাঁহার [illegible] তিনি তত্ত্ব অন্তর্য্যামী বা ভক্তের পথে থাকেন।

কায়মনে দৃঢ়তা বিশেষ দরকার। দৃঢ়তা না থাকিলে [illegible] হয় না। দৃঢ়-[illegible] হওয়া চাই। উহাদের সহিত সেবা-[illegible] করা দরকার। যাহা করিতে হইবে, তাহা তাঁহাদের সন্তোষ করা উচিত। [illegible] ভক্তগণ [illegible] কখনও একদিন গ্রহণ করিবেনই করিবেন।

ভক্তের কৃপা হইলে জীবের অন্তর শুদ্ধ, নির্ম্মল হইবে। শুদ্ধ অন্তরে যে দর্শন বা অনুভূতি, তাহার সুদর্শন না প্রকৃত অনুভূতি। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয় অবশ্যই জীবের অনুভূতিতে সর্ব্বদা আছে। সেবা করিতে করিতেই অনুকম্পায় শুদ্ধ হয়। ভগবান্ প্রত্যেক হৃদয়েই আছেন। তিনি জীবকে অন্তর হইতে নিত্যমঙ্গল-বিষয়ে [illegible] করেন। নিষ্কপট হইলে তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করিতে পারে। অন্তর্যামীর [illegible] ও [illegible] এক নয়। সেবা[illegible] কোন সন্দেহ নাই, 'ভোগ হয়' বা '[illegible]' কোন কথা নাই।

আমরা পরাশ্রিত হইলে পরম দয়াল [illegible] [illegible] [illegible]

নিষ্কপট হইয়া সেই গুরুর নিকট শরণাপন্ন হওয়া উপস্থিত হইবে, আমাদের আবেদন-নিবেদন জানাইবে। তিনি মঙ্গল করেন জানিব। যদি কেন আমাদের আবেদন মঞ্জুর করিতেছেন না, এই বলিয়া বে-আদবী করিলে চলিবে না। সহিষ্ণু হইয়া তাঁহার কৃপার অপেক্ষা করিতে হইবে অভাভিলাষশূন্য হইয়া সেবোন্মুখ থাকিতে হইবে। তিনি আমাদের কাতর প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। তিনি স্বতন্ত্র, আজই কৃপা করিতে পারেন, আবার দেরীও হইতে পারে। কিন্তু কৃপা হইবেই।

———

ভজনের প্রথমেই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না থাকিলে সাধুসঙ্গ হয় না, আবার সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণকীর্ত্তনের যোগ্যতা ও কীর্ত্তনাধিকার উদিত হয় না। শ্রদ্ধা অভাবে শ্রবণ হয় না। যাঁহারা মঙ্গল চান, তাঁহারা সাধনভক্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন। নিত্যমঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবার যে বুদ্ধি, তাহাই শ্রদ্ধা। এটী সাধনের প্রথম অবস্থা। সাধনভক্তিতে আটটী অবস্থা আছে। শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থনিবৃত্তি—প্রার্থী-ভক্তের এই চারিপ্রকার এবং অনর্থনিবৃত্ত ব্যক্তিদিগের আর চারিপ্রকার অবস্থা—নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব। অনর্থনিবৃত্তির পর একনিষ্ঠ স্বাভাবিক হইলে ভাবরাজ্যে প্রবেশ হয়। ভাবুকের উচ্চ-অবস্থা রসিকত্ব। সাধনভক্তিপর্য্যায়ে শ্রদ্ধাই মূল এবং ভাবভক্তিপর্য্যায়ে প্রীতি বা প্রেমই মূল বিষয়। অনর্থ নিবৃত্তি একটু আরম্ভ হইলে সাধন ভক্তির উচ্চস্তর। তৎপরে হরিকীর্ত্তনদ্বারা ক্রমেই ভাবভক্তিতে প্রবেশ করা যায়।

———

সর্ব্বক্ষণ আদরের সহিত হরিনাম করিতে হইবে। নামসেবার দ্বারাই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা লাভ হয়। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা নাম পৃথক্ নয়। নামসেবা কেবল মানব নহে, তাহা সাধ্যও। কেবল নামের নিকট ভিক্ষা করিতে হইবে। শ্রীনামের কৃপা হইলে নামাভাসাদি হইবে—পুরুষার্থ সম্মান, যা নিত্য বা বহির্ম্মুখ-ইন্দ্রিয়পরায়ণতা অপসারিত হইয়া কৃষ্ণসেবা-আত্মা হৃদয়ে জাগিবে।

———

আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য গুরু-বৈষ্ণবের সেবা। নিজে অবৈষ্ণবের সেবা বর্জ্জন করিতে হইবে এবং অপরকে সে সঙ্গ ছাড়াইতে হইবে। অবৈষ্ণবতা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। অবৈষ্ণবতার হাত হইতে একমাত্র বাঁচিবার উপায়—বৈষ্ণব সেবা। হরিভক্তের সঙ্গ হরিসেবা-লাভের একমাত্র উপায়। আমাদের সকল কথায় মনোযোগ না আসিতে পারে, কিন্তু ভক্তগণের সর্ব্বদাই কথা, এইই দুঃখ। আমাদের গুরুবর্গকে সর্ব্বাগ্রে নিত্যকল্যাণ-লাভের জন্য যত্ন করিতে হইবে। নিত্যকল্যাণ লাভ না হইলে প্রভু সাক্ষাৎ সেবা-গ্রহণের ইচ্ছা হইবে। ভক্তগণ শরণাগত ভগবানকে না দিলে মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না।

ভগবান্ সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ ভক্তকে রক্ষা করেন। তাঁহার সকল কার্য্যই মঙ্গলজনক। আস্তিক ভক্তগণই ভগবানের সর্ব্বত্র অধিষ্ঠান ও তাঁহার কৃপার কথা বুঝিতে পারেন। ভক্তের সহিত ভগবানের সর্ব্বক্ষণ আদানপ্রদান চলিতেছে। ভক্তের ভগবান্ ছাড়া আর কেহ নাই। ভক্তের নিজের কোন ভোগবস্তু নাই। তাঁহার সকল দর্শন—সেবাদর্শন। সতী যেমন তাঁহার পতির সঙ্গে তাঁহার সকল সম্বন্ধ স্থির করে, ভক্তের দর্শনও তদ্রূপ। অভক্ত যেরূপ চর্ম্মচক্ষু দিয়া ভোগ্যদর্শন করে, ভক্তের সেইরূপ বাহ্যদর্শন নাই। ভক্তের ভুক্তি-অভিমান নাই। তিনি সেবকাভিমানী। তাঁহার দর্শন, স্পর্শন—সবই কর্ণদ্বারা। সেবকের দর্শনাদি সবই সেবা। হরিকথাই তাঁহার পথপ্রদর্শক। তিনি সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা সেব্য ভগবানকে দর্শন করেন। তিনি জানেন, ভগবানকে পাইবার সহজ রাস্তা—royal road বা রাজকীয় পথ—নামসঙ্কীর্ত্তন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল পথই ন্যূনাধিক অসম্পূর্ণ ও বক্রতাময়।

কূর্ম্মাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু

——::(০০)::——

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর এ জগতে কৃপাপূর্ব্বক প্রকটিত ছিলেন। তন্মধ্যে ২৪ বৎসর তাঁহার গার্হস্থ্য লীলা এবং বাকী ২৪ বৎসর সন্ন্যাস-লীলা। ২৪ বৎসরের শেষে যে মাঘমাস, সেই মাঘমাসে শুক্লপক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ফাল্গুনমাসে পুরীতে আগমন করেন, চৈত্রে শ্রীসার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিয়া বৈশাখের প্রথমে দাক্ষিণাত্য উদ্ধার করিবার জন্য মনস্থ করেন। যেহেতু ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন এবং বলেন, "আমি একাকী দাক্ষিণাত্যে যাইব, কাহাকেও সঙ্গে লইব না।" পরম কৌতুকী শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ; শ্রীবিশ্বরূপ যে অপ্রকট হইয়াছেন, তাহা তিনি জানেন, তথাপি দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীবিশ্বরূপের অনুসন্ধান করিবেন—এই ছল করিয়া দাক্ষিণাত্যে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। এই কথা শুনিয়া গৌরগত-প্রাণ ভক্তগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—তুমি একাকী যাইবে, ইহা কিরূপে হয়? অন্ততঃ দুই একজনকে সঙ্গে লও; যাঁহাকে ইচ্ছা তুমি তাঁহাকে সঙ্গে লইতে পার। আমার দক্ষিণের তীর্থপথ জানা আছে; আদেশ করিলে আমিই সঙ্গে যাই। ভক্তগণ বহু বিনতি করিলেও স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁহাদের কোন কথাই শুনিলেন না। তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পুনরায় বলিলেন, "হে প্রভো! সংখ্যা-নাম-গণনায় তোমার দুই হস্ত সর্ব্বক্ষণ বদ্ধ থাকিবে, সুতরাং তুমি জলপাত্র ও বহির্ব্বাস কি করিয়া লইবে? প্রেমাবেশে অচেতন হইলে কে তোমার এইসব দ্রব্য রক্ষা করিবে? কৃষ্ণদাস-নামক এই সরল ব্রাহ্মণকে তুমি দয়া করিয়া সঙ্গে লইয়া যাও। এই কৃষ্ণদাস তোমার জলপাত্র বহন করিয়া লইয়া যাইবে এবং সে তোমাকে কিছু বলিবে না।" এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে অঙ্গীকার করিলেন এবং ভক্তগণকে লইয়া শ্রীসার্ব্বভৌমের গৃহে গিয়া তাঁহার নিকট বিদায় যাচ্ঞা করিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম অত্যন্ত কাতর হইয়া আরও কয়েক দিন নীলাচলে প্রভুকে থাকিতে অনুরোধ করিলে তাঁহার গৃহে কয়েকদিন ভিক্ষা করিয়া পাঁচ দিন পর তাঁহার অনুমতি লইয়া শ্রীগৌরহরি তাঁহার সঙ্গে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে গমনপূর্ব্বক তথায় আজ্ঞামালা পাইয়া সানন্দে নমস্কার পূর্ব্বক দক্ষিণদেশে শুভবিজয় করিলেন।

দাক্ষিণাত্যে শুভবিজয় করিবার সময় শ্রীসার্ব্বভৌম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীরায়-রামানন্দের সহিত আলাপ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন—'গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে শ্রীরায়-রামানন্দ আছেন। তিনি উৎকল রাজার প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁহার ন্যায় রসিক ভক্ত পৃথিবীতে বিরল। তাঁহার ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের অবধি নাই।' শ্রীমন্মহাপ্রভু গমন করিলে শ্রীসার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নিরপেক্ষ প্রভু তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্যকে উঠাইয়া লোকদ্বারা তাঁহাকে ঘরে পাঠাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে আলালনাথে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তথায় দর্শন লাভ করিয়া অনেকে বৈষ্ণবতা লাভ করেন। সেখানে ভক্তগণকে রাখিয়া একমাত্র সঙ্গী কৃষ্ণদাস সহ প্রভু উচ্চনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে দাক্ষিণাত্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথে যাঁহাকে দেখেন, তাঁহাকে 'হরি, হরি' বলিতে বলেন। প্রভুর শ্রীমুখে নাম শ্রবণ করিয়া সেই লোক প্রেমোন্মত্ত হইয়া 'হরি, কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রভুর পশ্চাদ্গমন করেন। কিছুক্ষণ পর প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়া বিদায় দেন। সেই ব্যক্তি গ্রামে গিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। অন্য গ্রামবাসীরাও সেই বৈষ্ণব-দর্শন-কৃপাবলে তাঁহার ন্যায় বৈষ্ণবত্ব লাভ হয়। এইভাবেই সর্ব্বদিক্বাসীগণ বৈষ্ণব হইল—নামপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুও পথে যাইতে যাইতে শত শত ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া বৈষ্ণব করিলেন। তিনি যে গ্রামে গিয়া ভিক্ষা করেন,—সেই গ্রামের বহুলোক তাঁহাকে দেখিতে আসেন, সকলেই প্রভুর কৃপায় মহাভাগবত হন এবং আচার্য্য হইয়া জগদুদ্ধার করেন। শ্রীনবদ্বীপাপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে প্রভুর অধিকতর কৃপা প্রকাশিত হইল। শ্রীচৈতন্যদেবের এইসকল লীলা ও কৃপাশক্তির কথা হতভাগ্য জীব বিশ্বাস করিতে পারে না। যে প্রভুর ভজন করে, তাহার প্রতিই প্রভুর কৃপা হয় এবং তিনিই এই সব লীলার অপ্রাকৃতত্ব ও বাস্তবত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। এই অলৌকিক লীলায় বিশ্বাস-ফলেই জীবের নিত্যকল্যাণ লাভ হয়। যাহাদের ইহাতে বিশ্বাস হয় না, তাহাদের ইহকাল, পরকাল—দুইই নষ্ট হয়।

অনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু কূর্ম্মাচলে শুভ-বিজয় করিলেন। তথায় শ্রীকূর্ম্মমূর্ত্তি বিরাজমান। 'প্রপন্নামৃতে' কথিত আছে যে, শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীপুরুষোত্তম হইতে শ্রীরামানুজ স্বামীকে কূর্ম্মতীর্থে রাত্রে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ যে কালে একাদশ শক-শতাব্দীতে কূর্ম্মাচলে শ্রীজগন্নাথদেব-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন, তখন কূর্ম্মমূর্ত্তিকে তিনি শিবমূর্ত্তি জ্ঞান করায় উপবাস করেন; পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া শ্রীকূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন। প্রভু শ্রীকূর্ম্মদেবকে দর্শন করিয়া স্তব ও প্রণাম করিলেন এবং প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বহুলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া তদ্দর্শনে বৈষ্ণব হইয়া প্রেমাবেশে উচ্চৈঃস্বরে 'কৃষ্ণ, হরি' বলিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেইসব ভক্ত আবার অন্য লোককে বৈষ্ণব করিলেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যদেশ কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় ভাসিয়া গেল। তথায় কূর্ম্ম-নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তির সহিত প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিয়া সবংশে সেই পাদোদক পান করিয়া ধন্য হইলেন। প্রভুকে অত্যন্ত স্নেহের সহিত ভিক্ষা করাইয়া সবংশে তাঁহারা প্রভুর শ্রীঅঙ্গ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া প্রভুর নিকট কৃপা ভিক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণ বিরহকাতর হইয়া প্রভুর অনুগমন করিতে চাহিলে প্রভু বলিলেন,—

প্রভু কহে - ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লইবা॥
যারে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পা'বে মোর সঙ্গ॥

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"শ্রীমহাপ্রভুকে যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক সেবা করিতে সমর্থ করেন, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের জন্য স্বীকার করিয়া এই শিক্ষা দেন যে, গৃহে থাকিয়া অর্থাৎ উৎকট ত্যক্তগৃহ-অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক গৃহবাসরূপ দৈন্যের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণনাম-গ্রহণরূপ আচার করিয়া তদ্রূপ কৃষ্ণনাম-ভজন প্রচার কর। 'আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্য করিলে সর্ব্বনাশ ভজন নষ্ট হয়'—এই উৎকট ত্যক্তাভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত শুদ্ধনাম গ্রহণাচার ও শুদ্ধনাম-প্রচাররূপ জগৎ ব্যাপী করিলে জড় প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়ভয় প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথদাস প্রভৃতি পার্ষদ মহাজনগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ প্রদান এবং শ্রীনরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দের বহু শিষ্যকরণকে ভক্তদের বাধক ও বিষয়ভয় বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্ব্বোধ লোক প্রকৃত অকিঞ্চন ভক্তগণের শ্রীচরণে অপরাধী হন। তাঁহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ আলোচনা করিয়া নিজের ক্ষুদ্র গর্ব্বপূর্ণ দীনাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিবিমুখ জগতের প্রতি প্রকৃত দয়া দেখাইতে গিয়া গৌরাঙ্গপ্রেমসুখে বাড়িতে নিজ ভজন বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য জগদ্গুরু আচার্য্যরূপী শ্রীগৌরসুন্দরের ইহাই শিক্ষা প্রদান।

শ্রীমহাপ্রভু কূর্মবিপ্রের গৃহে একরাত্রি অবস্থানপূর্ব্বক প্রাতঃকালে স্নান করিয়া অন্যত্র শুভবিজয় করিলেন। কূর্মব্রাহ্মণ বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলে প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া গৃহে পাঠাইলেন। সেখানে শ্রীবাসুদেব নামক এক কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত ব্রাহ্মণ প্রভুদর্শনার্থ কূর্মগৃহে আগমন করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ। অঙ্গ হইতে যে কীড়া নীচে পড়িয়া যায়, তিনি পুনরায় তাহাকে উঠাইয়া নিজ অঙ্গে রাখেন। রাত্রিতে তিনি প্রভুর আগমন-সংবাদ পাইয়া প্রাতে কূর্মগৃহে আসিয়াছেন, কিন্তু কূর্মমুখে প্রভুর যাত্রা শুনিয়া দুঃখে ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং নানাভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু শ্রীবাসুদেবের আর্ত্তি জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুস্পর্শে তাঁহার কুষ্ঠ ও সমস্ত দুঃখ দূর হইল। তাঁহার অঙ্গ সুন্দর হইল। প্রভুর দয়া দেখিয়া বাসুদেব বিস্মিত হইয়া প্রভুর গুণমহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—

মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হঞা।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥

প্রভু কহে—কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' নাম॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন অঙ্গীকার॥

এই বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান হইলে দুই বিপ্র প্রভুর অপার কৃপার কথা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন হইতে প্রভুর নাম 'বাসুদেবামৃতপ্রদ' হইল।

নিশ্চয়

—::(:০:)::—

নিশ্চয়তার অপর নাম সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। এই নিশ্চয়তা যাঁহার আছে, তিনি শ্রদ্ধাবান্। তিনিই সৎসঙ্গ বা ভক্তির অধিকারী। শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা যতদিন না হয়, ততদিন সংশয় আছে। সংশয়ীর কখনও মঙ্গল হয় না। সংশয়াত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণকে নিশ্চিত বা শ্রদ্ধাবান্ হইবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন।

এই নিশ্চয়তা, শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাসই ভজনের মূল। উৎসাহই বলুন, আর ধৈর্য্যই বলুন, কোন কিছুই স্থায়ী হয় না—যদি মূলে সুদৃঢ়বিশ্বাসরূপ নিশ্চয়তা বা শ্রদ্ধা না থাকে। যেখানে শ্রদ্ধা নাই অথচ কোন সাময়িক কারণে উত্তেজিত হইয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, এইরূপ কার্য্যে উৎসাহ বেশীক্ষণ থাকে না। যে উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া উৎসাহ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার অভাব হইলেই সেই অন্যাভিলাষীর কৃত্রিম উৎসাহ বা কিছু শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যেখানে প্রকৃত শ্রদ্ধা ও নিশ্চয়তা আছে, সেখানে অসংখ্য বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলেও সাধক ধৈর্য্যহারা হন না, পরন্তু পরম ধৈর্য্য-সহকারে, পরম উৎসাহের সহিত অভীষ্টলাভের জন্য যত্ন করেন। সেখানে আদরের সহিত অনুশীলন আছে। সেই সেবোৎসাহ বা সেবানুশীলন চেতনের—জড়মনের নহে।

সঙ্গ-জ্ঞানহীন, শ্রদ্ধাহীন ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ন্যায় হতভাগ্য আর কেহ নাই। তাহার ইহলোক বা পরলোক কোনখানেই সুবিধা হয় না। চিত্তের দোদুল্যমানতা ও বিশ্বাসহীন মনের অধীনতা স্বীকার করা হেতু সে কখনও সুখ পায় না। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের কৃপায় যাঁহার শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা হইয়াছে, তিনি প্রথমেই নিঃসংশয় হইয়া নিশ্চিত নির্ভীক হইয়া আনন্দের সহিত নিজ অভীষ্টলাভে যত্নপর থাকেন। যতক্ষণ সংশয় আছে, ততক্ষণ চিত্তে দৃঢ়বিশ্বাস কখনই উদিত হইতে পারে না। শ্রদ্ধাবান্ বা নিশ্চয়তা-বুদ্ধিবিশিষ্ট সজ্জনগণ সর্ব্বদাই সংশয়হীন এবং নিরন্তর সেবোৎসাহী, বীর ও শান্ত। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যখন এই সৌভাগ্য লাভ হয়, তখন ভজনবলে তাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় মায়াবন্ধন ছেদন করত কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। এই শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা একটা কথার কথা নয়, গায়ের জোর বা মানসিক উত্তেজনা নয়; ইহা চেতনের বিকাশ, চেতনের অনুভূতি। ইহা মনঃকল্পিত ব্যাপার নহে; ইহা আত্মার সহজ, সরল স্বভাব। তাই এই নিশ্চয়তা বা বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনি দৃঢ়ভাবে জানেন, অবশ্য শ্রীগুরুকৃপা কোন না কোনদিন হইবেই। কারণ শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত আর অন্য গতি নাই। তাই তিনি কৃপা-প্রতীক্ষায় সেবাময় জীবনযাপন করিতে থাকেন এবং তজ্জন্য তাঁহার জন্মজন্মান্তর অপেক্ষা করিতেও কষ্ট হয় না। সেই সেবোৎসাহী শ্রদ্ধাবানের ধৈর্য্যের অভাব ত' হয়ই না, বরং কল্প-[illegible] হয়, তিনি তবুও ধৈর্য্যশীল হইয়া কৃপালাভের জন্য যত্ন করেন। সেবাই আমার স্বরূপের ধর্ম্ম, সেবাছাড়া আমার অন্য কৃত্য নাই, সেবাই আমার জীবন, সেবাই আমার সত্তা, সেবাহীনতাই আমার মৃত্যু, সেবাই আমার নিত্যকার্য্য—তাঁহার এইরূপ নিশ্চয়তা থাকায় তিনি আর কোন কিছুর দিকে দৃক্পাত না করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা লাভের জন্য গুরু ও ভক্তগণের পশ্চাতে ছুটিয়াছেন। তাঁহার বিরাম নাই, তিনি কেবল ব্যগ্র-ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন—অভীষ্টসিদ্ধির জন্য। তাঁহার কৃপা-প্রার্থনা বা সেবার আর্ত্তি কমে না। কারণ, তাহা চেতনের আর্ত্তি। শুদ্ধভক্তের সঙ্গে থাকিয়া এইরূপ ব্যাকুলতা যাঁহার আসিয়াছে, তিনিই শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের সেবানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মহাভাব উপলব্ধি করিতেছেন এবং নিজের অযোগ্যতার জন্য তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতেছেন। শরণাগতের ইহাই লক্ষণ, শরণাগতের ইহাই কার্য্য, শরণাগতের ইহাই সম্পত্তি।

আমরা সদ্গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক পরমার্থানুশীলনে অগ্রসর হইয়াও যে কৃপালাভ করিতে পারিতেছি না, তাহার একমাত্র কারণ শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তার অভাব। নিশ্চয়তা না থাকাতেই আমাদের পতন হইতেছে এবং হৃদয়ে পতনের আশঙ্কা জাগিতেছে। সাধুগুরুর নিষ্ঠিতা ও অনিষ্ঠিতা—এই দুইপ্রকার ভজনক্রিয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধার সহিত সাধুসঙ্গ করিতে করিতে নিষ্ঠার উদয় হইলে আর যে ভজনক্রিয়ায় রত থাকেন, তাহাকে নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া বলে। সাধুগুরুর কৃপায় নিষ্ঠার উদয় হইলে সেই ভাগ্যবান জীবকে আর কোন বাধাবিঘ্ন সেবাপথ হইতে বিচ্যুত ও বিচলিত করিতে পারে না। অনিষ্ঠিতা যেখানে আসক্তি অথবা যেখানে নিষ্ঠা হয় নাই, সেরূপ ভজনক্রিয়ায় প্রভুও একটা সাময়িক উত্তেজনারূপ হইয়া থাকে। তখন কোমলশ্রদ্ধ জীব ভজনের প্রকৃত বস্তু কিছুই জানিতে পারে না। তাই প্রথমে কিছুকাল তাহার খুবই উৎসাহ থাকে। কিছুদিন উৎসাহের সহিত সেবা করিতে করিতে যখন সে তাহার যোগ্যতা কিছুই দেখিতে পায় না, তাহার তখন উৎসাহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সাধুসঙ্গের অভাববশতঃই অধিকাংশ জীব আমাদের এইরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় [illegible] যদি সাধুসঙ্গ হয়, তাহা হইলে জীব তাঁহাদের কৃপায় ভক্তিপথে আকৃষ্ট হইতে পারে, আর দুর্ভাগ্যক্রমে যদি অসাধুর পাল্লায় পড়িয়া যায়, তাহা হইলে জীবের এই দিকে যতটুকু বা লোকদেখান উৎসাহ সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। তখন বিষয়ভোগ, ইন্দ্রিয়সুখলিপ্সা বা [illegible] বাহাই বাড়িয়া চলে। সেই জন্যই নিশ্চয়তা বা বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। ইহার অভাব থাকিলে ভক্তির দ্বারে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাইবে না। বিষয়কে বা ইন্দ্রিয়সুখকে সব সর্ব্বস্ব—একমাত্র কাম্য বলিয়া জানিতে না পারিলে কি সংসারে এত উন্নতি থাকে? সেইরূপ ভগবদ্ভক্তিতে নিশ্চয়তা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে সেবোন্নতি কি করিয়া আসিবে? হতাশার হাত হইতে আমাদিগকে কে বাঁচাইবে?

শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা লাভ করা বিশেষ আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবের নিকট নিষ্কপটে কৃপাভিক্ষা করিলে ইহা নিশ্চয়ই লাভ হইবে। তবে একটা কথা এই যে, যাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে, তাঁহার চরণে যেন আর নূতন অপরাধ না করি, তৎপাদপদ্মে অপরাধ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি না হয়। গুরু-দোষদর্শন বা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের পদমর্য্যাদায় সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলেও জীব যদি ক্রন্দন করিয়া অনুতপ্ত হইয়া তাঁহাদের নিকট কৃপাভিখারী হয়, তাহা হইলে কৃপাময় শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে শ্রীচরণে স্থান দেন—কৃপা করেন। তাঁহাদের কৃপাতেই জীব শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা লাভ করিতে পারে এবং শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে করিতে জীবের কোমল শ্রদ্ধা ক্রমশঃ দৃঢ় ও দৃঢ়তর পরিপক্ব হয়। তখনই জীবের ভজন সার্থক হয়।

[illegible] হতাশা শ্রদ্ধাহীনতার লক্ষণ। শুদ্ধ ভক্তের বা সেবকের হতাশ হওয়া বলিয়া কোন কথা নাই। সেবক [illegible]। সেবকের আশার বা উৎসাহের অভাব নাই, তজ্জন্য তাহার হতাশাও নাই। অন্যাভিলাষীর হতাশা আসে। কিন্তু সেবা [illegible] নিশ্চয়ই জানেন, একদিন তাঁহাকে গুরু কৃপা করিবেন—কৃপা করিবেন।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
১ম ও দিনের জন্য, পরবর্তী দিনের জন্য			
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	৷৶০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম ৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৪৲
অর্দ্ধ কলম	৬৲	" এক কলম	৩৬৲
এক কলম ১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
যান্মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, যান্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। গয়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা—শ্রীযুক্ত ... বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই বর্ত্তমান আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-পঞ্চদশশতবার্ষিকীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা বিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাপতরঙ্গায়িত কলিকুক্ষিকাল এবং ভবার্ণব অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ৷৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৩৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

... পাচন

... অন্যতম ...

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জীর্ণ জ্বরের মহৌষধ, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... সংযুক্ত ... বিকার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরের এবং নূতন পুরাতন সর্ব্ব প্রকার জ্বরে সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৶০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং ... রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়

'ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়' সম্পর্কে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন :—

জনসাধারণ অবগত আছেন যে, গভর্ণমেণ্ট দরিদ্র জনসাধারণের সুবিধার জন্য বাজারে কয়েক রকমের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় আমদানীর ব্যবস্থা করিতেছেন। ইতিমধ্যে প্রদেশের চাহিদা এবং আমদানীকারীদের নামের তালিকা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করা হইয়াছে এবং পূজার পূর্ব্বেই বাজারে এই কাপড় বাজারে পাওয়া যায় তাহার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

যে সকল আমদানীকারীর নাম ভারত গভর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছে, তাঁহারা নাম দিয়াছেন তাঁহাদের কন্‌ট্রোল দরে কাপড় সরবরাহ দিতে পারিবেন। এই কাপড় পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মারফৎ জনসাধারণ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্যে পাইবে। পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের নাম রেজিষ্টারী করার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য নাম সুপারিশ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী হিসাবে নাম রেজিষ্টারী করার আবেদন মূল্য নিয়ন্ত্রণের স্পেশাল অফিসার মিঃ এ, ওয়াছেলের (রাইটার্স বিল্ডিং কলিকাতা) নিকট করিতে হইবে।

ভারতে অবস্থিত মার্কিণ সৈন্য

প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতে অবস্থিত মার্কিণ বাহিনী শুধু জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ভারতে গিয়াছে; তাহাদিগকে আভ্যন্তরিক কোন ব্যাপারে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতে আমেরিকান সৈন্যদের উপস্থিতির প্রধান উদ্দেশ্য চীনকে সাহায্য করা। তাহারা যেখানে থাকিবে সেখানে কোন গোলমালের ফলে যদি তাহাদের নিজেদের বা অন্যান্য আমেরিকান নাগরিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে শুধু আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

রাষ্ট্রবিভাগ আরও বলেন যে, এই জরুরী অবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের নীতি কি তাহা ইতিপূর্ব্বেই ভারতে অবস্থিত মার্কিণ সৈন্যদের প্রতি আদেশে জানান হইয়াছে। "ভারতবর্ষ যদি অক্ষিস শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হয় তাহা হইলে মার্কিণ সৈন্যেরা সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষ রক্ষায় সাহায্য করিবে; কিন্তু অক্ষিস-আক্রমণ না হইলে অন্য কোনরূপ কার্য্যে মার্কিণ সৈন্যেরা বিন্দুমাত্র অংশ গ্রহণ করিবে না।"

বিদেশে পাটের চাহিদা

আমেরিকান গবর্ণমেণ্টসমূহে কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্যাক করার জন্য বেশী পরিমাণ থলিয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই সব স্থানে ভারতীয় পাটের চাহিদা কিরূপ, নিম্নোক্ত সংখ্যা-বিবরণী হইতে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। ১৯৪০ সালে চিলি গবর্ণমেণ্ট ভারত হইতে ৩০,০০,০০০ চটের থলিয়া আমদানী করিয়াছিল এবং ভারত হইতে নেওয়া কাঁচা পাট হইতে আরও ৩০,০০,০০০টি থলিয়া তৈরী করিয়াছিল। আর্জেণ্টাইন গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর প্রায় ৩,৭৮,০০,০০০টি থলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। ১৯৪০ সালে ব্রেজিল গবর্ণমেণ্ট প্রায় ৩,৮০,০০,০০০ পাউণ্ড ওজনের পাট আমদানী করিয়াছিল এবং পেরু গবর্ণমেণ্ট উক্ত বর্ষে ২,৫০,০০,০০০ পাউণ্ড পাট আমদানী করিয়াছিল। বর্ত্তমান ১৯৪২ সনে চিলি গবর্ণমেণ্টের জন্য ২,৫০,০০,০০০টি থলিয়া প্রয়োজন হইবে।

আমেরিকাকে ভারতীয় পাটের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয় এবং পরিস্থিতির জন্য ভারত হইতে পাট নেওয়া কঠিন হইয়া পড়ায় পাটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন জিনিষ ব্যবহার করা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে। এরূপ পরীক্ষার ফলে পাটের পরিবর্ত্তে কাপড়ের ও শক্ত কাগজের থলিয়ার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

নিউ অর্লিয়ান্সের অদূরে ওয়েষ্টওয়েগোর নিকটবর্ত্তী হুয়াটন্ নামক স্থানে কৃত্রিম পাট উৎপাদনের একটি কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারখানায় আখের ছোবড়া ও তাহার সঙ্গে কাগজের টুকরা প্রভৃতি মিশাইয়া চটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করা হইতেছে।

কলেজে বিভিন্ন ক্লাসে ভর্ত্তি হইবার শেষ তারিখ

জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বৎসরের নূতন সেসনের জন্য আই এ, আই এস-সি এবং এম এ, এম এস-সি ক্লাসে ভর্ত্তি হইবার শেষ তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছেন। আর বি এ, বি এস-সি, বি কম, ক্লাসে ভর্ত্তি হইবার শেষ তারিখ ৩০শে আগষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতসংগ্রহ
—•—
এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-
সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত
আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে
সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া
"ভক্তিলেশ"-ভাষ্যসহ প্রকা-
শিত হইয়াছে।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা
—•—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও
'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সত্যানু-
সন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৩০ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৯ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২৬শে আগষ্ট, ইং ১৯৪২, বুধবার ১৩৭।১৩৮তম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——॥(১৪৫)॥——

সব সময়েই কীর্ত্তন চাই। অন্যান্য ভজনাঙ্গ যাজন করিতে হইলে কীর্ত্তন-সহযোগেই করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে হইবে এবং যত বাণী অন্য অন্যের নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে, অবৈষ্ণবের নিকট নহে। অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। আমি পাকা বৈষ্ণব, আমি বৈষ্ণব চিনিতে পারি, এইপ্রকার অহঙ্কার যখন হয়, তখন ভজন হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

কীর্ত্তনদ্বারা নিজের ও অপরের মঙ্গলবিধান না হইলে অপবৃত্তি আসিয়া যাইবে। যদি শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করা হয়, তাঁহার নিকট শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে অপবৃত্তি বিদূরিত হয় এবং নিরন্তর কৃষ্ণের স্মৃতি হইয়া থাকে। আমার বাস্তব দেহ আছে—এই স্মৃতি যদি না জাগে, তাহা হইলে অপবৃত্তিই থাকিয়া গেল। সুতরাং বাস্তবদেহের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বাস্তবদেহের অনুভূতি বাস্তব দেহপ্রাপ্তির যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলে চিদানন্দরূপ পাওয়া যায়। বাস্তবদেহে—চিদ্দেহে চিচ্ছিন্নচিত্তদ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইয়া থাকে। সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গ করিতে হইবে; তাঁহার সকলে বাস্তবদেহের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

সাধুর সঙ্গে সর্ব্বদাই বাস করিতে হইবে। তাঁহার নিকট ভগবৎকথা শুনিতে হইবে। হরিকথা কীর্ত্তন করিলে অপরেও শুনিবে; সুতরাং কীর্ত্তনেই আত্মমঙ্গল ও অপর-কারীর মঙ্গল—নিজের উপকার ও পরোপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। কীর্ত্তনে দ্বিবিধ সেবা হইয়া থাকে—কীর্ত্তনই হরিসেবা, নিজের শ্রবণে হরিসেবা, অপরকে শ্রবণসুযোগদানে হরিসেবা। তদ্ব্যতীত কীর্ত্তনপ্রভাবেই স্মরণ হইয়া থাকে; সুতরাং স্মরণের হরিসেবাও ঐসঙ্গে হয়।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া কার্য্য করেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য—ইন্দ্রিয়-তর্পণ। তাঁহার সকল কার্য্যের ফল ভোগ করিবেন—ভগবান্। ভগবান্ প্রাকৃতদর্শনের অতীত, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়বিশিষ্ট। মায়াবাদী ও পুংব্রত—উভয়েই দুঃসঙ্গ। নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সাধুসঙ্গলে শ্রেয়োবিচার লোকের সহিত মিলিত হয়; তখনই সুকৃতি হয়। সাধুর নিকট হরিকথা আত্মলাভ ব্যতীত জীবের শ্রেয়োবিচার যায় না। সাধুসঙ্গে অনর্থনিবৃত্তিক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়। শ্রদ্ধা—সাধন, রতি—ভাব ও ভক্তি—প্রেমভক্তি। ভগবদ্ভক্তির উদয়ে মুক্তি আপনি উদিতা হয়।

তিনি প্রভু, ভোক্তা আর আমি দাস, তাঁহার ভোগ্য—ইহাই ভক্তিদর্শনের বিচার। আমি নিজের চেষ্টায় জানিয়া লইব, দেখিয়া লইব—ইত্যাদি দুর্বুদ্ধি। এইপ্রকার দুর্বুদ্ধি কাটে কিপ্রকারে?—দিব্যজ্ঞানের উদয়ে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—প্রত্যেক স্থানের অণুপরমাণুতে যে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান আছে, তিনি যে সর্ব্বত্রই অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত, তাহা ভক্তগণের দিব্যদর্শনে নিত্যকাল প্রতিভাত। কিন্তু জড় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠায় আসক্ত বদ্ধসম্প্রদায়ের অবিদ্যাচক্ষুতে তাহা দর্শনের বিষয় হয় না, অথবা দর্শনকেও তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না; তাই ভক্তবাক্য-সত্যকারী ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব স্ফটিকস্তম্ভমধ্য হইতে তাঁহার আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তের সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শনের সত্যতা সপ্রমাণিত করিলেন।

হরিসেবার কত কথা ব'লতে ব'লতে হরিনাম ক'রতে কিছু আপত্তি নাই। কারণ হরিনাম ও হরিসেবার কথা একই বস্তু। কিন্তু হরিকথার ছলনায় বিষয়কথা হ'লে অসুবিধা হ'বে। যদি আমরা মনে করি—তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সত্যকথা ব'ল্লে কেহ ভিক্ষা দেবে না, সেরূপ পাপিগণের নিকট হ'তে যেন আমরা ভিক্ষা না চাই। যা'রা কিছুতেই সত্যকথা নেবে না, সেইরূপ পাপিগণের কি সাধ্য আছে যে, তা'রা কৃষ্ণকে নৈবেদ্য প্রদান ক'রতে পারে? আর আমরাই বা কৃষ্ণের প্রকৃত উচ্ছিষ্ট না হ'লে তা' গ্রহণ ক'রতে যা'ব কেন?

যিনি ভগবদনুশীলন করেন, তিনি জগতের কোন বস্তুর ধার ধারেন না। তিনি বিদ্বান্, ধনী, নামজাদা লোক—কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না, তিনি কেবল সত্য কথা বলেন।

শ্রীনামভজনে বিপ্রলম্ভ-ভজন ও বিপ্রলম্ভ-ভজন উভয়ই আছে। শ্রীনাম সচ্চিদানন্দ বস্তু। তাঁহার ভজন কখনও জড় ব্যাপার হইতে পারে না। যাহারা নামাপরাধে আচ্ছন্ন—নামের কৃপা পায় নাই, তাহাদের নিকটই নামভজন জড় বলিয়া বিচারিত হইতে থাকে।

শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নহে। কৃষ্ণ তাঁহার প্রেষ্ঠজনের সেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সকল সেবা গুরুদেবকর্ত্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। কৃষ্ণের প্রসাদ তাঁহার দ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। যাঁহাকে নিত্য সেবা করিতে হইবে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডবাসী নহেন।

ভগবান্ অনুবিধার মধ্যে ফেলিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করেন। যিনি প্রকৃত ভগবৎ-সেবক, তিনি কোন অবস্থাতেই বিচলিত না হইয়া সর্ব্বাবস্থাতেই কায়মনো-বাক্যে ভগবানের সেবা করেন: প্রাকৃত রোগ অথবা আধ্যাত্মিক উপদ্রবসমূহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি মুক্ত ভূমিকায় অবস্থিত।

আমরা একটু সময়ও নষ্ট করিব না। সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বগুণের আধার যে ভগবান, তাঁহার বিষয় চিন্তা করিব—তাঁহার অনুশীলন করিব; তৎফলে ভগবদ্দর্শনের বাধাগুলি সরিয়া যাইবে। আমরা চিরদিন এই পৃথিবীতে থাকিতে পারিব না। যাঁহারা ভগবানের সেবা চাহেন, তাঁহারা জগতের কিছু চাহেন না। তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন। জগতের মঙ্গলের জন্য—নিজের ভাবী মঙ্গলের জন্য নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবানের ভজনই কর্ত্তব্য।

জীব কখনও কৃষ্ণ-মায়াকে জয় করিতে পারে না। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গফলে সাধুগুরু-কৃপায় জীব মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে। আর গুরুসেবা করলেই সমস্ত বৈষ্ণবের ও শ্রীহরির সেবা হ'য়ে যায়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রই মায়ামুক্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা নিষ্কপটে করলে তাঁ'দের আর কোন ভয় থাকে না; তাঁ'রা অনায়াসে কৃষ্ণসেবা-লাভে সমর্থ হন। নিজের ইন্দ্রিয়সুখের জন্য জীবকুলের যে চেষ্টা, সেটাই হ'চ্ছে যত অনর্থের মূল। সেটাকে প্রথমেই ছাঁ'ড়তে হ'বে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ শ্রীধর, বাপু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৪৩

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(::)::——

নিষ্কপটভাবে শ্রীনামের শরণ লইতে হইবে। অনর্থ ছাড়িয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে। যে যতই যত্ন করুক, নামকৃপা ব্যতীত অনর্থ যাইবে না। নিষ্কপট হৃদয়ে শ্রীনামের শ্রীচরণে ক্রন্দন করিতে করিতে কাতর প্রার্থনা জানাইলে শীঘ্রই অনর্থ দূর হইবে। সমস্ত ত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করা সুকঠিন, সাধু-গুরুকৃপা অবলম্বন করিয়া সেই প্রতিষ্ঠাশা হৃদয়ে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠা না হইলে শঠ-প্রতিষ্ঠাশা ছাড়িবে না। প্রত্যহ, প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অনর্থ ছাড়িবার জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে শীঘ্রই কৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করেন এবং সে অনায়াসে উদ্ধার লাভ করে। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণনাম করিলে অনর্থ অপসারিত হইয়া শ্রীনামে নিষ্ঠা জন্মে। যিনি ভগবৎকৃপা-প্রতীক্ষায় সেবাময় জীবন যাপন করেন, তিনিই নিত্যমঙ্গল লাভ করেন।

অপরকে প্রাণবৃত্তি অবলম্বন কর। বাহ্যরূপ প্রবৃত্তি স্বীকার করিবে না। সকল বিষয়ে যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। অপ্রাকৃতকে প্রাকৃত মনে করিও না। যদি কর, তবে নিজেই ঠকিবে; তাহাতে অপ্রাকৃতের কোন ক্ষতি হইবে না। যেমন যত্ন করিবে, তেমন ফল পাইবে। সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান না হইলে বিপদে পড়িতে হইবে। সর্ব্বত্র মহাজনের পথে চলিতে হইবে। নিজ কল্পিত মনোধর্ম্মের পথে চলিলে অমঙ্গল হইবে। শ্রৌতপথই ভক্তের। কৃষ্ণই ধর্ম তাঁর। যে বস্তু-দর্শনে আমার প্রাকৃত কথা মনে হয়, ... দর্শনে সংসারে থাকিলেও আমার মঙ্গল হইবে। যদি শালগ্রামের সেবার সময়ও ব্রজকৃষ্ণস্মরণ না হয়—জগৎবুদ্ধি-দর্শন না হয়, তাহা হইলে উহাই আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে। কৃষ্ণস্মৃতিই বিধি, আর কৃষ্ণবিস্মৃতিই নিষেধ। যাহাতে কৃষ্ণস্মৃতি হয় না, তাহা ভক্তি নহে। কৃষ্ণভক্তি-হীন জীবের ... কৃষ্ণস্মৃতি লাভই জীব-জীবনের সার্থকতা। কৃষ্ণভক্তি বিনা এ সংসারে সবই বৃথা।

ভক্তিই সদাচার। বহির্ম্মুখতা—ভোগ-ত্যাগবাঞ্ছাই অনাচার। সদাচার কৃষ্ণাশ্রয়। অপ্রাকৃতিকতাই অনাচার। কৃষ্ণানুগত বা কৃষ্ণাভিমুখই সদাচারী। সদাচারী—কৃষ্ণোন্মুখ। সেবাভিলাষই সদাচার। ভক্ত নিত্য, সুতরাং তাঁহার আচারও নিত্য। অভক্তের আচার অনিত্য। ভক্তের আচারে তাঁহার এবং জগতের সকলের মঙ্গল লাভ হয়; অভক্তের আচারে নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ হয়। অনিত্য আচারকে সদাচার বলা যায় না। নিত্য আচারই সদাচার। অসৎসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণবাচার বা সদাচার। প্রাকৃত জগতের প্রবৃত্তি মূর্ত্তিমতী মোহা কৃষ্ণদাস জীবকে স্ব-ভোগবৃত্তিতে নিযুক্ত করায়। জীব যোষিৎসঙ্গক্রমে কৃষ্ণবিমুখ হইয়া যোষিৎসেবায় ব্যস্ত থাকে। ইহাই জীবের প্রাকৃত প্রকৃতিক্রমে অসদাচার। যোষিৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়াও অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবায় নিষ্ঠা না হইলে জীব অসদাচারী হইয়া পড়ে।

———

জীবমাত্রেই কৃষ্ণভোগ্য। কৃষ্ণই সকলের ভোক্তা ও পালক। কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সব তাঁহার প্রকৃতি। নিজেকে প্রকৃতি জানিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলেই রক্ষা; আর নিজেকে পুরুষ মনে করিয়া প্রকৃতি ভজিতে গেলে মৃত্যু বা সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া পুরুষ অভিমানে মরি।" সুতরাং আমাদের সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, 'সংসারে আসিয়া পুরুষোত্তম ভজিয়া প্রকৃতি-অভিমানে বাঁচি।' জগতে কোন জীব ভোক্তা ও কোন জীব ভোগ্য সাজিয়া সংসার করিতেছে। জীব ভোক্তাও নহে, আর জগতের কাহারও ভোগ্যও নহে। এক কৃষ্ণেরই দাস। অতএব জীব জীবের ভোক্তা নয়। সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। সেইজন্য জীবে জীবে যে প্রীতি, তাহা বঞ্চনা ও কৈতব। শুদ্ধ চিত্তভাবে কৃষ্ণের সুখপারক ব্যতীত সকল জীবই স্ত্রী। এ জগতে ..., ইহা একমাত্র শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই উপলব্ধ হয়। শ্রীগুরুদেব দিব্যজ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা জীবের (১) স্বরূপের ভ্রম বা, (২) অসত্যে সত্য-বুদ্ধি, (৩) দুর্বলতা বা অজ্ঞান, (৪) বহিরঙ্গাভিনিবেশ এবং (৫) তত্ত্ব ও বিরূপগ্রহণ—এই পঞ্চবিধ অজ্ঞান ও চতুর্ব্বর্গ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছারূপ অজ্ঞানান্ধকাররাশি বিদূরিত করিয়া দিব্য জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন। সেই দিব্য নেত্রেই জীবের স্ব-স্বরূপ ও পর-স্বরূপ দর্শন হয়।

———

সহিষ্ণুতাই বৈষ্ণবের ভূষণ। জগাই-মাধাই যখন প্রমত্ত হইয়া নিজ মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে করিতে আস্ফালনপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন তিনি সেই ব্যক্তিগণকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। পড়ুয়াগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে আক্রমণ করিলে তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া অভক্তগণকে উপেক্ষা করেন। পাশ্চাত্য দেশেও পারমার্থিক সত্য প্রচার করিতে গিয়া মহাত্মা যীশুখৃষ্টকেও বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীল প্রভুপাদ প্রভৃতি সকলকেই সত্য কথা প্রচার করিতে গিয়া অনেক বাধা ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। সহিষ্ণুতার আদর্শ একমাত্র সাধু-ভক্তেই প্রকাশিত। সুতরাং ভক্তিপথাশ্রিত ব্যক্তি মাত্রেই পৃথিবীর ন্যায় সহগুণসম্পন্ন হইবেন। সাধুজন হইতে পারিলে তাঁহাদের কৃপায় এই সহিষ্ণুতা আপনা হইতেই আসিবে। কৃষ্ণসুখ যাঁহার লক্ষ্য, তাঁহাকে কেহই বিচলিত করিতে পারিবে না। ভগবদ্ভক্ত কোন দিন প্রাকৃত লোভে মুগ্ধ হইয়া অথবা ব্যক্তিবিশেষের বৈষ্ণব-নিন্দা বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া সদাচার ত্যাগ করেন না—ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন না। যদি কেহ দুর্ভাগ্যবশতঃ মহাজনপথ পরিত্যাগ করে, প্রকৃত মহাজনাশ্রিত ভক্তের তাহাতে নিরুৎসাহ ত' আসেই না, বরং তাঁহার ভক্তাশ্রিত প্রতি দিন দিন শ্রদ্ধা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। অভক্তের আক্রমণ ভক্ত-ভক্তির কোন হানিই সাধন করিতে পারে না। কারণ ভগবান্ সুদর্শন-চক্রদ্বারা সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। ভগবৎকর্ত্তৃক রক্ষিত বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণবের প্রতি যাহারা বিদ্বেষ করে, তাহারা নিজে নিজেই কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে।

বাহিক জগতে প্রভু হইবার বাঞ্ছা অভক্তমাত্রেরই ন্যূনাধিক আছে। এই দুরাশাই পরমার্থকে আচ্ছাদন করে। মায়াবদ্ধ জীব কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে ও নিজেকে এজগতের বস্তু মনে করিয়া কৃষ্ণদাস্য হইতে বঞ্চিত হয়। ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান না হইলে জীবের কখনই মঙ্গল লাভ হয় না। আর নিজেকে যত দিন অপ্রাকৃত বলিয়া না জানিতে পারে, ততদিন তাহার অপ্রাকৃতানুভূতি আসে না। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—'হে বৎস, তোমার আত্মা জগতে কৃপাপেক্ষিত নিত্য বস্তু, সুতরাং তুমি অকপট দৈন্য সহকারে আপনাকে পদপাংশু, পদচ্ছিন্ন কাঙ্গাল ও সম্পূর্ণভাবে অপ্রাকৃত জানিয়া কপট দৈন্য ত্যাগপূর্ব্বক প্রাকৃত-বুদ্ধি-নিরসনকল্পে নিরপেক্ষ চেষ্টাবান হও। কপট-দৈন্যময় মুখ দেখাইয়া তোমাকে যেন কেহ প্রাকৃত-সহজিয়া বলিয়া না ফেলে, অতএব কাপট্যকে যেন তুমি প্রতিষ্ঠা বলিয়া জ্ঞান না কর, তোমার অন্তরে যেন সহিষ্ণুতা পরাজিত না হয়। মায়াবদ্ধ জীবকে মায়িক বিচারে সম্মান কর এবং নিজের মায়িক উচ্চতা বিস্মৃত হও। তাহা হইলে নিত্যকাল তোমার মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।' মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইলেই জীবের অহঙ্কার উদিত হয়। তখন সে নিজেকে সর্ব্বোচ্চ মনে করে এবং পরদ্রোহিতাকে হরিসেবা জ্ঞান করিয়া থাকে। চিত্ত মায়ায় যতক্ষণ আচ্ছন্ন থাকিবে ভগবান্ ও ভক্তের দয়া ও কথা বুঝা যায় না। তখন ছিদ্রান্বেষী হইয়া আমরা আদর্শ ভক্তের আচরণের প্রতিও কটাক্ষ করিতে বিরত হই না।

———

প্রাকৃত কর্ম্মের দ্বারা ফলভোগ হয়, প্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা ফলত্যাগ হয়, যথেচ্ছাচারদ্বারা অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখ লাভ হয়, আর অপ্রাকৃত ভক্তজনে কৃষ্ণপ্রেম ফলরূপে উদিত হইয়া থাকে। ভক্তি-চেষ্টাদ্বারা বা কৃত্রিম হরিসেবাদ্বারা কখনই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যাইবে না। চক্ষু বা কর্ণদ্বারা খাদ্য গ্রহণ করিলে যেরূপ ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু মুখদ্বারা খাদ্য উদরস্থ হইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতা ব্যতীত হরিসেবা হওয়া সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত প্রতিবন্ধক থাকিলে জীব কখনই কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারে না। প্রাকৃত ব্যবধান থাকিলে কখনই অপ্রাকৃতের উপলব্ধি হয় না। ভক্ত ও অভক্তের—কৃষ্ণোন্মুখ ও কৃষ্ণবিমুখের পার্থক্য এই যে, ভক্ত প্রাকৃত প্রতিবন্ধক বা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করেন, কিন্তু অভক্ত দুঃসঙ্গকে অনিত্য প্রীতি বা সুখের আশায় ছাড়িতে চায় না। দৈব কখনও তাহার ভোগ্য যোষিতের সঙ্গ ছাড়িতে পারে না, পরন্তু তাহার বশ্য পরিত্যাগ করিতে পারে না। দুঃসঙ্গ ছাড়িতে না পারায় অভক্ত তাহাদের এরূপ অভিজ্ঞ থাকিবেন। কিন্তু ভক্তিপ্রার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, প্রাকৃত বন্ধনে বদ্ধ থাকিলে কৃষ্ণকে পাইবে না, কৃষ্ণকে একমাত্র বন্ধু বলিয়া বোধ হইবে না। দুঃসঙ্গ ছাড়িতে না পারিলে কখনই কোন মঙ্গল হইবে না। অন্যাভিনিবেশ থাকাকালে কৃষ্ণে মনোনিবেশ হইবে না।

ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করেন। ভগবানের সম্বন্ধে বাহ্যিক বস্তু দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শনে response আছে—সাড়া দিনে। অভক্তের দর্শনে কোন সাড়া নাই। ভক্ত এ জগতের বস্তু নন। তাঁহাকে মনুষ্যজাতি, পশুজাতি, পক্ষীজাতি, পুরুষজাতি বা স্ত্রীজাতি প্রভৃতি মনে করা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধ। ভক্তকে ভগবৎসেবকরূপে বা ভক্তরূপে না দেখিয়া দেখিতেছি।

ভাগবত তুলসী গঙ্গায় ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

দেখা যাউক না কেন, সবই ভ্রান্ত দর্শন। যিনি যাহা, তাঁহাকে সেইরূপে দর্শনই শুদ্ধ দর্শন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবান্‌কে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, চেষ্টা বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানে দেখা যায় না। তাঁহাদের কৃপাবলেই তাঁহাদিগকে দেখা যায়। কৃপালাভের জন্য যত্ন করা প্রয়োজন। কপটতা না করিয়া আন্তরিকতার সহিত কৃপালাভের জন্য তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহাদের কৃপা হইবে। কৃপার পথ ছাড়িয়া কৃত্রিম সাধনের দ্বারা জীব ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাহার ভগবৎসাক্ষাৎকার ত' দূরের কথা, মায়ামুক্তিও হইবে না।

কৃষ্ণ-স্মৃতি

——:•:(•):•:——

আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি যে, বিষ্ণুকে মনে রাখাই একমাত্র মূলবিধি। শাস্ত্রের যেসকল বিধি এই মূলবিধির অঙ্গেভূত, তাহাই বিধি বলিয়া পালনীয়, নতুবা ইহার বিরুদ্ধ হইলে তাহা অবিধি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ভগবৎস্মৃতির পথ—ভগবান্‌কে মনে রাখার পথই ভক্তির পথ। আর বাদবাকী সবই অভক্তি বা অপথ। ভক্তিপথে বহু কার্য্য নাই, কার্য্য মাত্র একটী। সেটী আর কিছু নয়—সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে মনে রাখা। সেই জন্য ভক্তির পথ যোগপথ বা ঐকান্তিকতার পথ, বহুযত্ন বা ব্যভিচারের পথ নহে।

সাধুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে হৃদয়ে আপনা হইতেই ভগবৎস্মৃতির উদয় হয়। কারণ শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলই স্মরণ। যখন শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রভাবে জীবের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে ভগবৎস্মৃতির উদয় হয়, তখন আর ঐকান্তিকতার অভাব থাকে না। তখন কোটি কোটি বাধাবিঘ্ন ভক্তসেবককে কৃষ্ণস্মৃতি হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। সুখ-দুঃখ, বিপদাপদকে সমজ্ঞান করিয়া ভক্তসেবক সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিতে করিতে স্মৃতিমুখে গুরুপাদপদ্মের পশ্চাতে চলার পথে আছেন। অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তু বা ব্যক্তি তাঁহার গতিকে বাধা দিতে পারে না। কারণ তখন তাঁর সাথী এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার পথ-প্রদর্শক ও রক্ষা-কর্ত্তা।

আমরা কৃষ্ণবিস্মৃত জীব, কৃষ্ণকে বিস্মৃত বলিয়াই আমাদের দুরবস্থা বা দুর্গতি। কৃষ্ণকে যাঁহারা বিস্মৃত হন না, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকে স্মৃতিপটে রাখেন, একমুহূর্ত্তও কৃষ্ণকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না।

কৃষ্ণ পরম প্রেমের বস্তু। সর্ব্বক্ষণ যাঁহারা কৃষ্ণকে মনে রাখেন অর্থাৎ কৃষ্ণনাম করেন, সেই ঐকান্তিক কৃষ্ণাধীন সেবকগণের হৃদয়ে দুঃখের লেশমাত্র স্থান পায় না। তাঁহারা সতত পরমানন্দে মগ্ন। কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণকে মনে রাখাই আমাদের একমাত্র কার্য্য ও তাহাই কৃষ্ণাধীন থাকা। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

মায়াধার করি   যতনে তুমি
থাকহ আপন কাজে।
•   •   •
এখন ভকতি-বলে   কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধুজলে
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন॥

কৃষ্ণাধীনতাই—স্বরূপে অবস্থান। জীবমাত্রেরই অন্বেষণের বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু—আনন্দ বা সুখ। এই সুখের বস্তুটী একমাত্র কৃষ্ণ। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকে যিনি মনে রাখেন, নিত্যপ্রীতি, আনন্দ বা সুখ বস্তুটী তাঁহারই করায়ত্ত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কৃষ্ণকে সতত মনে রাখিতে পারিলেই যত আপদ্‌বিপদ্‌, সুখ-দুঃখ ও যতকিছু অসচ্চিন্তা—সমস্তই দূরীভূত হয়। কৃষ্ণকে মনে রাখার একমাত্র উপায়—সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণনাম করা। একবার প্রাণধন শ্রীনামপ্রভুকে প্রাণের মধ্যে আনিতে পারিলে আর নিরানন্দ থাকে না, অনর্থ থাকে না, সংসার থাকে না; সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার মুখে চিরকালের জন্য ছাই পড়িয়া যায়। শ্রীনামপদ-লাভের একমাত্র উপায়—শ্রীনামপরায়ণ সাধুর সঙ্গ।

প্রীতির বস্তু—হরি, গুরু ও বৈষ্ণব। ইঁহারা অভিন্নাত্মক। কৃষ্ণচিন্তা করিতে গিয়া গুরুবৈষ্ণব-চিন্তা, আবার গুরুবৈষ্ণব-চিন্তা করিতে গিয়া কৃষ্ণচিন্তা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। একই বস্তু তিনটী রূপ ধারণ করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। কৃষ্ণকথা লইয়াই আমাদের দিন কাটাইতে হইবে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তটী গুরুকৃষ্ণের সুখের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত কার্য্য কীর্ত্তনমুখে করিতে হইবে। তাঁহাকে বিস্মৃত হইলে ত্রিতাপের রাজ্যে বিচরণ করিতেই হইবে, আর তাঁহাকে মনে রাখিতে পারিলে আমাদের আর কোন দুঃখকষ্টই থাকিবে না। তখন হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইবে, বলবাক্যপ্রধ অনর্থগুলি আর আমাদিগকে কষ্ট দিতে পারিবে না। একবার গুরুকৃষ্ণের আকর্ষণে পড়িলে আর মায়ার আকর্ষণ থাকে না। তখন মায়া দুর্ব্বল হইয়া সেই ভক্তসেবককে ছাড়িয়া দেয়। যদি আমরা গুরুকৃষ্ণের সেবার প্রত্যেক কার্য্যটী প্রাণের সহিত করি, তবে সেখানে কৃষ্ণস্মৃতি নিশ্চয়ই থাকিবে। কারণ, যাঁহার সেবা করা যায়, সেই প্রাণনাথের কথা সেখানে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য যিনি সেবক, তিনি প্রত্যেক কার্য্যটী কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে করেন। তিনি জীবনে-মরণে, সুখে দুঃখে, বিপদে-আপদে কোন অবস্থায়ই কৃষ্ণনাম ছাড়িতে পারেন না। কারণ, অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাই তাঁহার সত্তা। সেই সত্তাকে বাদ দিয়া প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। সেইজন্য যাঁহারা কৃষ্ণবিস্মৃত, তাঁহারা অচেতন। সুতরাং আমরা যে কোন কার্য্যই করি না কেন, প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে মনসংযোগ ও কৃষ্ণস্মৃতি রাখিতে হইবে। যাঁহার সেবা করিতেছি, তাঁহাকেই যদি বিস্মৃত হই, তবে সেই সেবাকার্য্য নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেইজন্য অনুগত্যাভিমান, সেবকাভিমান বা কিঙ্করাভিমান আমাদের সর্ব্বক্ষণ প্রবল থাকা দরকার।

যদি হরিই সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপটে না থাকেন, তবে গৃহ-ত্যাগ—সংসার-ত্যাগ করিয়াই বা কি লাভ হইল বা বহুদিন মঠে থাকিয়াই কি লাভ হইল? সুতরাং উদ্দেশ্যহীন চেষ্টা যে কোন উপায়ে দিন যাপন করিলে চলিবে না। সেইজন্য যে কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আমি কিছুতেই উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইব না এবং আমি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ যত্ন করিব। সাবধান হইয়া, ধীর হইয়া যাহাতে কৃষ্ণ মনে থাকেন, এরূপ কার্য্য করিয়া জীবনের সার্থকতা করিতে হইবে। যেন গোড়ায় গলদ না থাকিয়া যায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব-ভগবান্—এই তিনজনই অন্তর্যামী। আমি কি করিতেছি, তাঁহারা সবই জানেন। লোকচক্ষে ধূলি দিতে পারি, কিন্তু গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্‌কে বঞ্চনা করিতে গেলে পরিশেষে নিজেই বঞ্চিত হইতে হইবে। সেইজন্য তাঁহাদের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকার্য্যে, সর্ব্বত্র সজাগ থাকিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে জীবন-ভূষণস্বরূপ প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে মনে রাখিতে হইবে। যদি কৃষ্ণ আমাকে আকর্ষণ না করেন, তবে বুঝিতে হইবে—অর্থ, অর্থ, কাম, মোক্ষ, প্রভাব, শান্তি বা আরাম আমাকে নিশ্চয়ই আকর্ষণ করিয়াছে। সেইজন্য তখনই সাবধান হইয়া অতি সঙ্গোপনে ব্যাকুল ক্রন্দনের সহিত শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে তখনই নিশ্চয়ই আশার আলোক দেখিতে পাইব। পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"একমাত্র শ্রীনামের আশ্রয়েই সব হইবে। এই নামকীর্ত্তনটী ঠিক রাখিতে হইবে জীবনে-মরণে হরিনাম ছাড়িতে হইবে না—যে কোন অবস্থাই আসুক না কেন। বহুবাধা বিঘ্ন অনেক আসিবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া ধীর-স্থিরভাবে শ্রীনামকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে।" শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই বাণীটি আমাদের কৃষ্ণচিন্তার পথে, ভক্তির পথে একমাত্র ধ্রুবতারা হউক—ইহাই প্রার্থনা।

মনোধর্ম্ম

আমাদের সকল কাজেরই সময় হয়, কেবল সময় হয় না—হরিভজনে—হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে। হরিভজনের আবশ্যকতা-বোধ না থাকিলে হরিভজনের সময় পাইব কি করিয়া? প্রজল্পাদি করিয়া সময় কাটাইতে বেশ ভাল লাগে। তাহাতে খুব উৎসাহ। কিন্তু হরিকথা-আলোচনাতেই যেন গায়ে জ্বর আসে। নিষ্কপট গুরুবৈষ্ণবের নিকট গমনের অভিনয় করিয়া ও তাঁহাতে অভিগমন করি না, তাঁহার একান্ত অনুগত হই না বলিয়াই আমার আজ এই দুর্দ্দশা। আমি দেহমনোধর্ম্মী, দেহমনই আমার সবস্ব। আমি মনকে গুরু করিয়াছি বলিয়া মনের আদেশ ও উপদেশ ছাড়া চলিতে পারি না। ইন্দ্রিয়তর্পণকারী, পুরুষাভিমানী, যোষিৎসঙ্গী হইয়া মনও আমাকে দুর্ব্বল পাইয়া নিজ প্রভুত্ব অস্মদিন্দ্রিয়তর্পণকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে। সে জীবহৃদয়ে কেবল সেব্যাভিমান বা ভোক্তৃ-অভিমান জাগাইয়া তুলে। 'মন্'-ধাতুর অর্থ সেবা। যাঁহার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করা যায়, তিনিই যোষিৎ। এই যোষিতের চিন্তা ছাড়া—ভোক্তৃত্ব বা কর্তৃত্ব করা ছাড়া মনের আর কাজ নাই। সেই দুর্ব্বল কেবল চায় সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়তর্পণ। সুতরাং সে হরিভজনের সময় কি করিয়া পাইবে? ইন্দ্রিয়তর্পণ ও হরিভজন ত' আর এক জিনিষ নয়। মন অসৎ। অসদ্বস্তুর চিন্তা বা বাহ্যবস্তুর পশ্চাৎ ধাবিত হওয়াই তাহার ধর্ম্ম। মন খুব বলবান্। জপ্য আমরা ধ্যান, জ্ঞান, যোগ, পূজক, স্তবক বা নির্জ্জনবাসাদি দ্বারা বতই মনের গতি নিরোধ করিতে চেষ্টা করি না কেন, হরিভজন ব্যতীত কোন উপায়েই সে শান্ত হইবে না। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিময় হরিভজন বাদ দিয়া অন্য উপায়ে আমাদের মনকে প্রশান্ত করিবার চেষ্টায় চিত্তক্ষোভ হয় মাত্র। উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নহে, পরন্তু আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা বা কামমাত্র। সেইজন্য বলিতেছি, প্রবল শত্রু মনের সহিত বন্ধুত্ব করিলে চলিবে না, মনোধর্ম্মীর পরামর্শ লইয়া ইন্দ্রিয়সেবন করিলে চলিবে না। তাহা হইলে জীবন বৃথা যাইবে। সুতরাং মনের আনুগত্য ছাড়িয়া মনোনিগ্রহকারী সদ্গুরুর সঙ্গ করিতে হইবে। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্ম ব্যতীত আর আশ্রয়ের স্থান কোথাও নাই। নিরাশ্রয় না থাকিয়া আশ্রিত হওয়া সাধুসঙ্গ করিতে করিতে নিষ্কপট সর্ব্বক্ষণ যখন তাঁহারা দয়া করিয়া যুক্ত হইয়া আমাদিগকে নিজজনে কৃপা করিবেন, তখনই আমরা কৃষ্ণস্বরূপ অবগত হইতে পারিব—মনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব।

আত্মরক্ষা করিতে হইবে সত্য, কিন্তু আমি ত' আমাকে রক্ষা করিতে পারি না। কৃষ্ণ একমাত্র রক্ষক। সুতরাং ভগবচ্চরণে শরণাগত না হইলে আমাকে কে রক্ষা করিবে? ভগবচ্চরণে শরণাগতিই আত্মরক্ষা। শরণাগত ব্যক্তিগণই রক্ষিত, এতদ্ব্যতীত কাহারও রক্ষা নাই। সকলেই কালক্রমে নিষ্পেষিত হইবে। শরণাগত ভক্তগণ দেহ ও দৈহিক আত্মাভিনিবিষ্ট নহেন। তাঁহাদের স্থিতীয়াভিনিবেশ না থাকায় স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহারা তাঁহাদের দেহ, মন ও আত্মা ও তৎসম্বন্ধীয় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গৃহ ও ধন-ধান্যাদি সব ভগবানে অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের 'আমার' বলিতে আর কিছুই নাই। সেইজন্য তাঁহারা অপরের ন্যায় আত্মরক্ষার জন্য চিন্তা না করিয়া ভগবান্ তাঁহাদিগকে যে-সকল বস্তুর প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সকল বস্তুসংরক্ষণে পূর্ণমাত্রায় যত্নশীল থাকেন। 'আমার' বস্তু আমি যেভাবে যত্নতার সহিত রক্ষা বা নষ্ট করিতে পারি, আমার নিকট ন্যস্ত বা গচ্ছিত বস্তু সেইভাবে রক্ষা বা নষ্ট করিতে পারি না। যাঁহার দ্রব্য, তাঁহার ইচ্ছাক্রমে ঠিক প্রহরীর ন্যায় আমাকে সেই সেই বস্তু সংরক্ষণ করিতে হয়। একজন প্রভু সাজিয়া কর্তৃত্বাভিমানে রক্ষা করেন, আর একজন কিঙ্করাভিমানে আদেশ-পালনমুখে প্রভুসেবা করেন।

শরণাগত ভক্তগণ আত্মরক্ষার কথা আদৌ চিন্তা করেন না। ভগবৎসেবাচিন্তাই তাঁহাদের স্বভাব। তাঁহারা নিয়ত কায়-মনোবাক্যে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকেন। কেহ তাঁহাদের সেবায় বাধা দিলে তাঁহারা অবৈষ্ণবের ন্যায় নৃশংসতা অবলম্বন করিয়া অবৈষ্ণবতার পরিচয় প্রদান করেন না। তাঁহারা অপকারীর অপকার না করিয়া উপকার করিয়া তাহার প্রাণদান দেন—যাহাতে তাহারা হরিসেবোন্মুখ হয়, তজ্জন্য যত্ন করেন। উপদেশ শ্রবণ না করিলে যাঁহারা সেই অপরাধিগণকে ভক্তবিদ্বেষকারীর নিকট হইতে তফাৎ থাকেন। তাঁহারা কায়মনো-বাক্যে আত্মসমর্পণপূর্বক সর্বক্ষণ আহৈতুকী ভগবৎসেবা করিয়া এই বিপৎসঙ্কুল জগতে রাবণের বিষয়াগ্নির মধ্যে পদ্মপত্রের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করেন। তাঁহারা অপরের মুখ হইতে শ্রীচৈতন্য একমাত্র মহৌষধ ভাগবতধর্ম যাজন করেন, নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ কীর্তনমুখে জগৎসুখ বিধান করিয়া জগৎ-মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন।

ভক্তগণের কেহ বিঘ্ন করিতে পারে না। যম ও যাঁহাকে ভয় করে, সেই ভগবানের ভক্তগণের আবার ভয় কিসের? ভক্তের লাঞ্ছক সেই আধিব্যাধি ভক্তগণকে ভয় করে। ভক্তকে স্পর্শ করিবার সাধ্য কাহারও নাই, পরন্তু সে দাসের ন্যায় ভক্তের অনুগমন করে। সেই ভক্তগণের প্রতি যাহারা অত্যাচার করে, তাঁহাদের নির্বাণ অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্নোত্তর

——:০:(০):০:——

প্রঃ—বৈষ্ণবতা জিনিষটী কি?

উঃ—বিষ্ণুর দাস্যই বৈষ্ণবতা। কৃষ্ণসুখ-বাঞ্ছা যাঁহার যত বেশী, তিনি তত বড় বৈষ্ণব। ভক্ত নিজেকে ও অপরকে কৃষ্ণদাস-বুদ্ধি করেন। তাঁহার প্রভুত্ব-আকাঙ্ক্ষা নাই। আপনাকে বৈষ্ণবজ্ঞান করা সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতা; আর ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের অকপট সেবকসম্প্রদায়কে বৈষ্ণবজ্ঞান করাই বৈষ্ণবতা। আত্মসেবায় বা বহির্মুখসেবায় অভিনিবেশ অবৈষ্ণবতা, আর বৈষ্ণব-সেবায় অভিনিবেশ-বৈষ্ণবতা। প্রতিষ্ঠাশাহীনতাই বৈষ্ণবতার প্রধান লক্ষণ। যে বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়, সে কখনও বৈষ্ণব হইতে পারে না। ভক্তি বৈষ্ণবতা, ভক্তই বৈষ্ণব। প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণের বিলাসের দিকে উন্মুখ করার নামই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে বৈষ্ণবতা লাভ হয় না। কৃষ্ণসুখানুসন্ধানই বৈষ্ণবতা। যাঁহার যত কৃষ্ণনামে রুচি আছে, তিনি তত বৈষ্ণব। পুরুষোত্তম বিষ্ণুর সেবার নামই বৈষ্ণবতা—সাধুগণের অকপট আনুগত্যই বৈষ্ণবতা।

প্রঃ—কি করিলে ভক্তিলাভ হয়?

উঃ—ভক্তি চেতনের স্বাভাবিকী বৃত্তি। কায়মনোবাক্যে সাধুসঙ্গে তাঁহাকে হৃদয়ে প্রকট করিতে হয়। হ্লাদিনীর সারসর্বস্ব মাধুর্যের নাম ভক্তি। শ্রীবার্ষভানবীই শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি বা পরাশক্তি। তাঁহার কৃপা বৃত্তির একাংশরূপ নাম শুদ্ধা ভক্তি। যে শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণ কখনও বশীভূত হন না, তাহা একমাত্র শ্রীবার্ষভানবীর কৃপাতেই লাভ হয়। ভক্তি বা সেবাকার্যের জন্য যত্ন করিলেই ভক্তি লাভ হয়। ভক্তিই ভক্তিলাভের উপায়। অভক্তির দ্বারা ভক্তিলাভ হয় না। ভক্তিই উপায়, ভক্তিই উপেয়। সাধনভক্তিই উপায়-ভক্তি এবং প্রেমভক্তিই উপেয় ভক্তি বা প্রাপ্যভক্তি। ভক্তের সঙ্গ বা কৃপা না হইলে ভক্তিলাভ হয় না। ভক্তিপ্রয়াসী-ব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের জন্য লোভ থাকা দরকার। কৃষ্ণপ্রসাদ ও সাধনাদি-নিষেবণ কৃপা হইতে ভক্তিলাভ হয়। অকস্মাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপালাভ হইতে পারে, আবার আনুগত্যময় সাধনের দ্বারাও ভগবৎকৃপা লাভ হয়। হরিকথা-শ্রবণাদি হইতে সাধনবল লাভ হয়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি হইতেও সাধনবল পাওয়া যায়। সাধুসঙ্গ কৃষ্ণভক্তির অঙ্কুর। সাধুর কথায় যাঁর শ্রদ্ধা ও দৃঢ়বিশ্বাস হয়, তবে ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশলাভ হইয়া থাকে। ভক্তিলাভ করিতে হইলে অবশ্যই ঐকান্তিক সাধুর অভিগমন করিতে হয়।

বিবিধ সংবাদ

——:০:(০):০:——

নদীয়া জেলার সদর মহকুমায় অন্নকষ্ট

বঙ্গীয় সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টার জানাইতেছেন :—

ভাগীরথীর জলপ্লাবনে ফসলের ক্ষতি হওয়ায় নদীয়া জেলার সদর মহকুমায় অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তজ্জন্য গভর্ণমেন্ট যথারীতি সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সঙ্কটকালে ঐ অঞ্চলে চাউল সরবরাহের জন্য গভর্ণমেন্ট সাময়িকভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহার করিবার মনস্থ করিয়াছেন। কলিকাতা এবং হাওড়া ব্যতীত অন্য স্থান হইতে ঐ অঞ্চলের প্রয়োজন মত চাউল সদরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সার্টিফিকেট অনুযায়ী চালানী মালের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ-আদেশ প্রত্যাহার করা হইবে।

———

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রদের কৃতিত্ব

এই বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং তার মেডেল ও রূপার মেডেল পাইতেছেন।

শ্রীসুনীলকুমার রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি পরীক্ষায় 'রেকর্ড' নম্বর পাইয়াছেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য বি এস-সি (অনার্স) পরীক্ষায় পদার্থ বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

———

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে না। সহরের বর্তমান অবস্থায় এবার পরীক্ষার ফল টাঙ্গাইয়া নাও দেওয়া যাইতে পারে। কর্তৃপক্ষ অন্য কোন উপায়ে ফল ঘোষণা করিবার বিষয় চিন্তা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ইউরোপীয় রণাঙ্গনে মার্কিণ বিমান

ইউরোপীয় রণাঙ্গনে মার্কিণ হেড-কোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে মার্কিণ বিমানসমূহের ২৪ ঘণ্টা কালের কর্মতৎপরতার বিবরণ বর্ণনা করিয়া বলা হয় যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভারী বিমানসমূহের সহযোগিতায় ফ্রান্সের উপর হানা দেয়। অনুরূপ মার্কিণ ভারী বিমানসমূহ বৃটিশ ভারী বিমানসমূহের সহিত ইহার রেলপথে আক্রমণে ব্যাপৃত থাকে।

———

মধ্যপ্রাচ্যের নূতন সেনাপতি

জেনারেল অকিনলেকের স্থলে জেনারেল আলেকজাণ্ডারকে মধ্য প্রাচ্যের প্রধান সেনাপতিপদে নিয়োগের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জেনারেল রিচির স্থলে লেঃ জেনারেল মন্টগোমারীকে অষ্টম আর্মির অধিনায়ক নিযুক্ত করা হইল।

———

বোম্বাই সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারের বিজ্ঞপ্তি

বোম্বাইয়ের সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের চীফ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তারযোগে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন :—

"বিঘ্নোৎপাদন সংবাদের ভীড় ও দুর্যোগে তার না চলার ফলে মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, কালিকট, কলিকাতা, নয়াদিল্লী সিমলা এবং সন্নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে তারযোগে সংবাদ প্রেরণে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিতেছে।

বোম্বাই, নাগপুর, রাজকোট, আমেদাবাদ, লাহোর করাচী ও দূরবর্তী স্থানে স্বাভাবিক সময়েই তার প্রেরণ করা হইতেছে।"

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৶০ এক টাকা চারি আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅমিয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত, শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতমালা
—০—
এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-
সমূহ তাঁহার হস্তলিখিত
আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে
সংশোধিত ও বর্দ্ধিত কলেবরে
"গৌড়ীয়"-আকারে প্রকা-
শিত হইয়াছে।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকল্পতরুশিক্ষা
—০—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা
'আবাহন'-আকারে প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-
পরিবারে প্রত্যেক 'বাড়ীতে'
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১০ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২৭শে আগষ্ট, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } ১৫৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

হৃষীকেশ, বুধাদি কাবসোলাশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০:)::——

যেখানে শ্রীচৈতন্যদেব, সেখানেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। যেখানে অচৈতন্য অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ কিংবা যেখানে জড়-বাদিদের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দের কথা, সেখানে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ নাই। শ্রীচৈতন্যের উপাসকগণ শ্রীনিত্যানন্দের আশ্রিত। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে দীক্ষিত, তাঁহাদের নির্ব্বিশেষবিশেষ, ব্রহ্মসোর্জ্জনা বা ভয় নাই। সেখানে কীর্ত্তন—অর্থাৎ সুকীর্ত্তনরূপ চৈতন্যের ধর্ম্ম প্রকাশিত। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা অনিত্যানন্দের আশ্রিতগণ শ্রীচৈতন্যের উপাসক নহে। তাহারা অচৈতন্যের উপাসক। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে অচেতন-ধর্ম্ম অর্থাৎ দেহ-মনোধর্ম্ম নাই। সেখানে আছে কেবল শ্রীনিত্যানন্দের সম্পূর্ণ আনুগত্য। যেখানে শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্যের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনারূপ অনিত্যবাদের প্রাবল্য, সেখানে চৈতন্যের ধর্ম্ম প্রকাশিত হয় নাই, জানিতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দের আশ্রিত জনগণ কৃষ্ণসেবাসুখ-তাৎপর্য্য ব্যতীত কোন ইতর বিষয়কে নিত্যানন্দ বলিয়া স্বীকার করেন না। যেখানে শ্রীচৈতন্যের নিত্যসেবার পরিবর্ত্তে পৃথক্ভাবে অনু-চৈতন্যের ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা, সেখানে নিত্যানন্দ নাই। নিত্যানন্দের আশ্রিত হইতে না পারিলে নিজেকে নিত্যানন্দের কৃত্যাধিকৃত্য বলিয়া না জানিলে নিত্যানন্দ কি করিয়া পাওয়া যাইবে? আমরা যদি নিত্যানন্দপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগকে অনিত্যানন্দের গর্ত্তে অভিনিবিষ্ট হইতেই হইবে।

যিনি কায়-মনো-বাক্যে নিখিল অবস্থায় হরির কার্য্যে সতত চেষ্টাবিশিষ্ট, তিনিই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্ত পুরুষগণ কৃষ্ণকার্য্যে অধিষ্ঠিত। অতএব বিষয়িগণ কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিষয়ী, আর ভগবদ্ভক্তগণ একমাত্র পরম বিষয়—নিখিল আশ্রয়ের অদ্বিতীয় বিষয় কৃষ্ণ-বিষয়ে বিষয়ী অর্থাৎ কৃষ্ণাশ্রিত। ভুক্তি-মুক্তি-বিষয়িগণ অশান্ত, আর কৃষ্ণবিষয়ের বিষয়িগণ—ভক্তগণ নিষ্কাম, অতএব শান্ত। কৃষ্ণে নিষ্ঠা ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে তৃষ্ণাত্যাগই শান্তের লক্ষণ। 'শান্ত'-অর্থে কৃষ্ণসেবায় জড় বা চেষ্টারহিত অর্থাৎ লোভ বা চপলতার অভাব বুঝায় না, পরন্তু কৃষ্ণ-সেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণসেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল, উৎসুক ও উৎসাহ-বিশিষ্ট। উহা প্রাকৃত চপলতা নহে, পরন্তু সেবালোভ। ভগবদ্বহির্মুখ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সকলেই অশান্ত; সুতরাং তাহারা কেহই 'গোস্বামী'-পদবাচ্য নহে। যাঁহারা ইন্দ্রিয়কে বশে আনিয়াছেন, তাঁহারাই গোস্বামী। বদ্ধাবস্থাবিৎ কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কেহই জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত সকলেই অশান্ত। কৃষ্ণের ভক্তই তাঁহার যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অপরে লোকের নিকট নিজেকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জাহির করিলেও তাহাদের সে যোগ্যতা নাই। যে ব্যক্তি নিষ্কপটে ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রিত হয় নাই, সে কখনও জিতেন্দ্রিয় বা 'গোস্বামী'-পদবাচ্য হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদাশ্রিত, সুতরাং তাঁহাদের ভগবদ্ভজনবিমুখ আরোহবাদীর ন্যায় পতন নাই। আশ্রয়হীন ব্যক্তির পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আশ্রিত বা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কখনও পদস্খলন হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বদাই কৃষ্ণসুখের জন্য ভজন করেন। তাঁহার আত্মসুখকামনার ছলনামূলেও গোবিন্দসুখ তাৎপর্য্য বর্ত্তমান; আর অভক্ত সর্ব্বক্ষণ নিজসুখের জন্য ব্যস্ত, তাহার হরিভজনের ছলনাও আত্মসুখের জন্য। অভক্তের আত্ম-সুখ-লিপ্সারূপ সর্ব্বত্যাগের মূলেও ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামরূপ আত্মেন্দ্রিয়সুখতাৎপর্য্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। যিনি যাঁহার গোলাম, তিনি তাঁহার জন্য ব্যস্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। কৃষ্ণদাসগণ কৃষ্ণসুখতৎপর, আর ইন্দ্রিয়ের দাসগণ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য লালায়িত।

'শান্ত'-শব্দে একমাত্র কৃষ্ণকেই বুঝায়। কৃষ্ণ-সর্ব্বস্ব বস্তুই শান্তকীর্ত্ত। কৃষ্ণই যখন একমাত্র সেব্য এবং বাসবাসী সকলেই আশ্রয়, তখন বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে জীব স্বরূপতঃ আশ্রয় হইয়াও নিজেকে যে পুরুষ বা ভোক্তা বলিয়া অভিমান করে, তাহার অজ্ঞান কৃষ্ণ-বিমুখতা ছাড়া আর কিছুই নহে। কৃষ্ণের অহৈতুক অপ্রতিহত দাস্যই ভক্তি। অন্যাভিলাষিতাশূন্য কৃষ্ণবিমুখতা পরিহারপূর্ব্বক কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণসুখের জন্য যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই শুদ্ধা ভক্তি। ভক্তিতে কৃষ্ণপাদপদ্মের কথা আছে। ভক্তি জিনিষটী কৃষ্ণকে সুখী করায়। কৃষ্ণের হইয়া কৃষ্ণের যে অনুকূল সেবা, তাহাই কৃষ্ণসেবা। যাহা কখনও তাঁহাতে নিজসুখ অন্বেষণ করে না। যে সেবা প্রভুর সুখ বর্দ্ধন করে না, তাহা সেবা নহে। কৃষ্ণকে সুখী করিতে গিয়া যদি ভক্তকে বাহ্য লৌকিক সদাচার পরিত্যাগ করিতেও হয়, তথাপি ভক্ত তাহাতে পশ্চাৎপদ হন না। এমন কি, প্রভুকে সুখী করিবার জন্য ভক্তকে যদি নিজের প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে হয়, ভক্ত তাহাও সানন্দে বরণ করিয়া থাকেন। ভক্ত স্বর্গও কামনা করেন না, নরককেও ভয় করেন না। তাঁহার ইচ্ছা-কামনা না থাকায়, তিনি নিষ্কাম, তাঁহার কোন ভয় না থাকায়, তিনি অভয়, তাঁহার কোন শোক না থাকায়, তিনি অশোক, তাঁহার মৃত্যু না থাকায় তিনি অমৃত। অশোক, অভয় ও অমৃতের সেবকের শোক নাই, ভয় নাই ও মৃত্যু নাই। তাঁহাতে কোনরূপের কুণ্ঠা নাই বলিয়া, তিনি বিকুণ্ঠ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ তাঁহার বাসস্থান। কৃষ্ণের জন্য তিনি সব করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবান্, তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক, তাঁহার ন্যায় সত্যবাদী, তাঁহার ন্যায় নির্ম্মল, তাঁহার ন্যায় নিখুঁত ও পরম সুন্দর আর কেহ নাই—নাই—নাই। কৃষ্ণ-সেবা যদি হয়, তাহা হইলে বহির্মুখ লোকের চক্ষে প্রতীয়মান নরকেই তাঁহার বাস্তব বৈকুণ্ঠ-দর্শন হয়। তাঁহাকে দর্শন করিলে অপবিত্র বস্তুও পবিত্র হয়। এমন পরম পবিত্র বস্তু তিনি! তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

"সবার পরশ হৈলে পবিত্র করিতে পারে।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥"

ভগবান্ শ্রীহরি পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম—এই ত্রিভাবে প্রকাশিত। প্রকাশ সত্ত্বেও কেবল চিন্ময় রাজ্যে অপ্রকট প্রকাশক

হরি পূর্ণ, সর্ব্বশক্তির সম্প্রকাশক হরি পূর্ণতর, আর যাহাতে অখিল গুণ প্রকাশিত, সেই হরি পূর্ণতম। গোকুলে শ্রীহরির পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা আর দ্বারকায় পূর্ণতা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যপ্রধান মাধুর্য্যাংশযুক্ত দ্বারকায় কৃষ্ণ পূর্ণ, মাধুর্য্যপ্রধান ঐশ্বর্য্যযুক্ত মথুরায় কৃষ্ণ পূর্ণতর, আর কেবল মাধুর্য্যময় অসমোর্দ্ধ গোকুলেশ কৃষ্ণ পূর্ণতম।

সকল শাস্ত্রই ভগবানে শরণাগতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন,—যাহারা দেবগণেরও প্রার্থিত দুর্লভতর দেহ লাভ করিয়া শ্রীগোবিন্দকে আশ্রয় করে না, তাহারা চিরদিনের জন্য আত্মাকে বঞ্চিত করিল অর্থাৎ তাহারা নিজকে নানাপ্রকার দুঃখসমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যদি কেহ শ্রীগোবিন্দপাদপদ্ম আশ্রয় না করে, তাহা হইলে সেই মানবের মনুষ্যজন্ম বিফল হয়। সকল আচারবর্জ্জিত, পশুতুল্য, সংস্কারহীন, নাস্তিক, অধার্ম্মিক, হীনজাতি, শূদ্র, নিষ্ঠুর, কেবল স্ত্রী-পুত্র-ধন-পরায়ণ ও সর্ব্বাপেক্ষা অধম পাপিষ্ঠ যদি শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে সেও মুক্তিলাভ করিতে পারে। জীব মঙ্গলার্থ অবতীর্ণ শ্রীহরিকে যাঁহারা ভক্তির সহিত আশ্রয় করেন, তাঁহারা সংসারসমুদ্র হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। যাঁহারা অনাদি আদি পরম করুণাময় শ্রীহরিকে গুরুরূপে আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ভয় নাই। তাঁহারা বৈকুণ্ঠলোকের অধিকারী। মোহনিদ্রাসমাচ্ছন্ন এই ঘোর সংসারে যাঁহারা শ্রীহরির শরণাগত হন, তাঁহারাই কৃতার্থ, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির শরণাগত হন, যমও তাঁহাদিগকে শাসন করিতে পারেন না। কিরাত, হূন, শবর, যবন, খস, শূদ্র প্রভৃতি পাপজাতিও ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে পবিত্র হয়। যিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রধান শরণ্য শ্রীমুকুন্দের শরণাগত হন, তিনি দেব, ঋষি, মনুষ্য ও পিতৃলোকের নিকট ঋণী থাকেন না। ভগবান্ ভক্তপ্রিয়, সত্যবাদী, সুহৃদ্ ও কৃতজ্ঞ। সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্যক্তি অপরের শরণাগত হইবে?

ভগবানের সহিত আমার নিত্য সম্বন্ধ; আমি যেখানেই থাকি, তাঁহারই সহিত আমার সম্বন্ধ। যদি আমি তাঁহাকে না ভুলি, তবে সেই আমার সুবিধা হয়। তাঁহাকে ভুলিলেই বিপদ্। ভগবান্ হইতে বিচ্যুত না করিয়াই আমার ভক্তি। তাঁহার সেবা হইতে আমার সুবিধা হইবে। এই চেতনের ধর্ম যাহাতে অন্তরের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা দরকার।

আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের মঙ্গল অনুসন্ধান করা—স্বার্থপর হওয়া উচিত। ঘরেই থাকি, আর বনেই থাকি, ভগবানের অনুশীলন করাই আমার কাজ। সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার না করিলে অসুবিধা হইবে। সময় থাকিতে কাজ গুছাইয়া লওয়া দরকার। 'Make hay while sun shines' বিষয়ে যতটা আসক্ত হইয়া ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকা কর্ত্তব্য নয়। ত্রৈরী (বাহ্যবস্তু) না হইলে আমার চলিবে না—এইভাব আদরণীয় নহে। কিন্তু ত্যাগকে বৈরাগ্য বলে না। ভগবদিতর বস্তুতে আসক্ত না হইয়া ভগবদনুশীলনে ব্যস্ত হওয়াই বৈরাগ্য।

সাধুনিন্দা হইতে খুব সাবধান থাকিতে হইবে। যে কাল পর্য্যন্ত সাধুনিন্দারূপ অপরাধবীজ হৃদয়ে গোপনেও প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তৎকালাবধি জীবের কল্যাণের ঘটিবে না। সাধুর আনুগত্য যেখানে নাই, সেখানে বচনসর্ব্বস্ব লোকাভিমানী ব্যক্তি অনাচারে রত তাহার কীর্ত্তিত নাম শুদ্ধ নাম নহে। তাহা নিষ্ঠ নাম বা বিদ্ধাবিদ্ধ নাম। সাধুসঙ্গে সাধুর আনন্দ হয়। সাধুসঙ্গই হরিভজনের মূল। অসৎসঙ্গ হইতেই যাবতীয় বিমুখতা আমাদিগকে গ্রাস করে। অসৎসঙ্গ করিলে আমাদের চিত্ত হরিভজনের বিরোধী হইয়া পড়ে। সাধুর পরম মঙ্গলবাক্য বিষবৎ অপ্রিয় হইলেও সেই সাধুবাক্য বিষবৎ অন্তরের শত্রু অসাধুবুদ্ধিকে ধ্বংস করে। অসৎসঙ্গ বা অন্যাসক্তি ত্যাগ করিলে ভবগ্রস্ত জীব সাধুসঙ্গের ফল শুভ লাভ করিতে থাকে। যাহাদের আসক্তি ধ্বংস হয় নাই, তাহারা যদি মূর্খতা ছাড়িয়া অসাধুকে এবং অসাধুবুদ্ধির কপট আচরণ সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপট হইয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহাদের মঙ্গল লাভ হয়। যদি এখনও আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে, তাহা হইলে আমাদের একদিনও সাধুসঙ্গ হয় নাই, বুঝিতে হইবে। সাধুসঙ্গ চেতনের ধর্ম। তাহার action battery র action এর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গেই হইবে। সাধুসঙ্গে অনর্থ থাকে না, অনর্থ পোষণের চেষ্টাও থাকে না; সাধুসঙ্গের এমনই প্রভাব! অসৎসঙ্গে অসতের আনন্দ হয়। সাধুসঙ্গে যাহার আনন্দ বা উল্লাস হয় না, তাহার স্বরূপ সহজে অনুমেয়। এই অসৎ কখনও সৎ নামের সেবা করিতে পারে না। নাম

শ্রীনামে অপ্রাকৃত বা সাক্ষাৎ কৃষ্ণবুদ্ধি নাই, সেখানে শ্রীনামের বহুমানের উদ্দেশকল্পে অপরাধ করা হয়। অমন পাপের ধারা বাড়ন থাকিলে অসাধুসঙ্গ বা অসৎসঙ্গকে সৎসঙ্গ বলিয়া মনে হয়।

শ্রীশ্রীরাধারমণ-জীউ

——:০:(০):০:——

ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট-গোস্বামী প্রভু শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করেন। ইনি ব্রজলীলায় শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী। কোন কোন মহাজন তাঁহাকে ব্রজলীলায় শ্রীগুণমঞ্জরীও বলিয়া থাকেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীল বেঙ্কটভট্টের পুত্র শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী। ইনি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর আজ্ঞাক্রমে এই শ্রীঅর্চ্চাসেবা প্রকাশ করেন। শ্রীরাধারমণজীউ শ্রীগোপালভট্টের প্রাণধন।

১৪৫৫ শকাব্দের পর শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু ভারতের উত্তরপ্রদেশে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের জন্য গমন করেন। হরিদ্বারের নিকট সাহারাণপুর-জেলায় 'দেববন্দ্য'-নামে এক গ্রামের প্রান্ত দিয়া শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু যখন গমন করিয়াছিলেন, তখন সেইস্থানে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হইতেছিল। সেইগ্রামে 'গৌড়-ব্রাহ্মণ'-নামক গোবিন্দ-ব্রাহ্মণ-বংশের বাস ছিল। সেই ব্রাহ্মণের মধ্যে এক গৃহস্বামী শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আনয়নপূর্ব্বক আতিথিসৎকার করেন এবং তাঁহার ভাবী প্রথম সন্তানটি শ্রীগোপালভট্টের নিকট সমর্পণ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু উত্তরপ্রদেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে গণ্ডকী-নদী হইতে দ্বাদশটি শালগ্রাম সংগ্রহ করিয়া আনেন। একদিন শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু শ্রীযমুনায় স্নান সমাপনপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে স্বীয় ভজনকুটিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দেখিতে পান,—তাঁহার কুটিরের দ্বারে একটী বালক বসিয়া রহিয়াছে; পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন,—'দেববন্দ্য'-গ্রামে যে ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, উক্ত বালক তাঁহারই পুত্র শ্রীগোপীনাথ। পরে কয়েকজন শেঠী শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর ভজনকুটিরে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের উপযোগী সেইসকল বসন-ভূষণ শালগ্রাম কিরূপে পরিধান করিবেন, ইহা চিন্তা করিতে করিতে শ্রীল গোপাল ভট্ট প্রভু রাত্রি যাপন করেন। প্রাতঃ প্রভাত হইলে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী দেখিতে পাইলেন—দ্বাদশটি শালগ্রামের মধ্যে একটী শালগ্রাম ত্রিভঙ্গ-ভাবে, ত্রিভুবনমোহন মুরলীধর, মধুর মনোমোহন রূপে প্রকটিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপারদর্শনে শ্রীল গোপাল ভট্টের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিবর্গকে আহ্বান করিয়া শ্রীবিগ্রহের অভিষেক মহামহোৎসবের আয়োজন করিলেন। ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে এই অভিষেক মহামহোৎসব সম্পন্ন হইল। গোস্বামিগণ ঐ শ্রীবিগ্রহকে 'শ্রীরাধারমণ'-নামে অভিহিত করিলেন। 'দেববন্দ্য'-গ্রামের ব্রাহ্মণবালক শ্রীগোপীনাথ ক্রমে পরিণতবয়স্ক হইলে শ্রীল গোপাল ভট্টপ্রভু তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া তাঁহারই উপর শ্রীরাধারমণের সেবাভার অর্পণ করিলেন। ইনিই পরে শ্রীগোপীনাথ পূজারী গোস্বামী নামে খ্যাত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদামোদর দাসও ক্রমে দেববন্দ্য-গ্রাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগোপীনাথের কৃপাভিষিক্ত হইলেন। শ্রীগোপীনাথ কোন দার পরিগ্রহ করেন নাই। শ্রীদামোদর দাস সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। তাঁহারই তিনপুত্র—শ্রীহরিনাথ, শ্রীমথুরানাথ ও শ্রীহরিদাস। ইঁহাদের বংশের হস্তে বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণের সেবা ন্যস্ত আছে। শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীরাধারমণের সেবার জন্য এক মন গম ও একটী কুম্ভ বিনিময়ে যে সমস্ত ভূমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাকেই 'ঘেরা' বলা হয়।

'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে শ্রীরাধারমণ-বিগ্রহের সেবাসম্বন্ধে লিখিত আছে—

'শ্রীরাধারমণ'-মূর্ত্তি অতিমনোহর।
ভাগ্যবন্ত জনের যে নয়নগোচর॥
প্রকট-প্রসঙ্গ শুন, কহিয়ে কিঞ্চিৎ।
শ্রীরাধারমণ ভট্ট গোস্বামি-বিদিত॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব আজ্ঞা দিল গোস্বামীরে।
শালগ্রাম হৈতে তুমি দেখিবে হরিরে॥
গৌরাঙ্গ-আদেশ ভট্ট শ্রীরূপে প্রকাশে।
রূপ গোস্বামীর ভবে কহে প্রেমাবেশে॥
শ্রীগোবিন্দদেব হন সর্ব্বস্ব তোমার।
তথাপি পৃথক্ সেবা কর—ইচ্ছা তাঁ'র॥
তবে কতদিন পর শালগ্রাম হৈতে।
আপনি প্রকট হৈলা লোকের বিদিতে॥
কে বুঝিতে পারে শ্রীগোস্বামীর আশয়।
হৈলা কি অপূর্ব্ব ভঙ্গী ভুবনবিজয়॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদন-মোহন।
ক্রমে এ তিনের মুখ, বক্ষ, শ্রীচরণ॥
তিন প্রভু একত্র দর্শন এক ঠাঁই।
ঐছে শ্রাবণী পূর্ব্বে ছিলেন গোঁসাই॥
সনাতন গোস্বামী, কুলদ্ব্যাদি যত।
শ্রীরাধারমণ-সেবা হৈল উদিত॥
শ্রীবৈশাখমাসে শ্রীপূর্ণিমা-শুভক্ষণে।
শ্রীরাধারমণ বসিলেন সিংহাসনে॥
শ্রীরাধারমণ ভট্টগোপালের প্রাণ।
তাঁরে বিনা শয়নে-স্বপনে নাহি আন॥
শ্রীরাধারমণ-সেবা দিলে দেহ ভরি'॥
শ্রীগোপালভট্ট গণ—ভক্তসমর্থ॥
রাধারমণরূপে ভূষে মত হৈয়া।
নানা পুষ্পবেশ করে অদ্ভুত গাঁথিয়া॥
সেবার পরমানন্দ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
শ্রীগোপালভট্টের সেবা মনে পড়ে মনে॥

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

হইয়া বিহ্বল তাতে সোনার বাঁধায়।
বন বন শ্রীরাধারমণ পানে চায়॥

এই শ্রীরাধারমণজীউ এক সময় শ্রীগৌরমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুকে দর্শন দিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে,—

গোপালের প্রেমাধীন শ্রীরাধারমণ।
শ্রীগৌরসুন্দর-মূর্ত্তি হৈলা সেই ক্ষণ॥
নবীনমদন, বেশ ভুবন মাতায়।
লুকায় অনঙ্গ কোটী রূপের ছটায়॥
গোরা নিরখিতে হিয়া আনন্দে উথলে।
কি দেখিনু—বলিয়া পড়য়ে মহীতলে॥
বিপুল পুলক, আঁখি জলে ভাসি' যায়।
শ্রীরাধারমণ-গোরাচাঁদ গুণগায়॥
শ্রীগোপালভট্টের যে অভিলাষ মনে।
শ্রীরাধারমণ পূর্ণ করেন ক্ষণে ক্ষণে॥
জগতে বিদিত অতি নিরুপম রীতি।
শ্রীরাধা-রমণ গোপালের প্রাণপতি॥

শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরজীউ

——::(০)::——

শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরজীউ নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-পরিকর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর উপাস্য বিগ্রহ। শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীরাধাদামোদর শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং প্রকট করিয়া তাহা শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুকে প্রদান করেন। সেই শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমানে জয়পুরে আছেন। বৃন্দাবনে ধূমাবনটের নিকট শ্রীরাধা-দামোদরের মন্দিরে এখনও সেই শ্রীবিগ্রহের প্রকাশ মূর্ত্তি রহিয়াছেন।

গৌরপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব প্রভু ব্রজলীলায় শ্রীবিলাসমঞ্জরী। শ্রীরাধাদামোদর শ্রীজীবের প্রাণধন। শ্রীরাধা-দামোদরের শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু-কর্ত্তৃক প্রকটিত। কৃপার সাগর শ্রীরূপ প্রভু শ্রীজীব প্রভুকে এই 'শ্রীরাধা-দামোদর'-বিগ্রহ সেবার্থ প্রদান করেন। শ্রীরাধা-দামোদরের সেবার সম্বন্ধে শ্রীভক্তি-রত্নাকরে বর্ণিত আছে,—

স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধা দামোদরে।
প্রকটে নির্ম্মাণ করি' দিল শ্রীজীবেরে॥
বিদিত শ্রীজীবের প্রাণ জ্ঞান।
দেখয়ে শ্রীরাধাদামোদরের বিলাস॥
মধ্যে মধ্যে ভোজনদ্রব্য মাগে শ্রীজীবেরে।
শ্রীরূপ দেখয়ে প্রভু সুখে যে প্রকারে॥
এক দিন রাধার পানী হাসিয়া হাসিয়া।
শ্রীজীবে কহয়ে—মোরে দেখহ আসিয়া॥
কৈশোর বয়স, বেশ ভুবন-মোহন।
দেখিতেই শ্রীজীব হইল অচেতন॥
চেতন পাইয়া হিয়া আনন্দে উথলে।
ভাসয়ে শ্রীজীব দুই নয়নের জলে॥

দুই একটী কথা

——::(০)::——

মানুষ আহার, বিহার, শয়ন ও ইন্দ্রিয়-তর্পণ—এই চারিটী বিষয়ের সুখভোগের জন্য বিদ্যাবল শারীরিক ও মানসিক কত পরিশ্রমই না করিতেছে। যিনি নিজের সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচজনের সুখভোগের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তিনি জগতের লোকের বাহবায় কত বড় মহৎ—কত বড় উদার—কত বড় পরোপকারী বলিয়া প্রশংসিত হইতেছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কৃষ্ণভজনের জন্য—সাধুজনগণের জন্য এইরূপ উৎসাহ ত' কোথাও দেখা যায় না। আমি নিজে হরি ভজন করি ও সঙ্গে সঙ্গে অপর লোককেও হরিভজনে উৎসাহ প্রদান করি—এইরূপ উদারতা—এইরূপ মহত্ত্ব—এইরূপ পরোপকার-প্রবৃত্তি ত' কোথাও দেখা যায় না। জগতের লোকের একটা বাহ্যিক হরিভজনের চেষ্টা দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কপটতা ছাড়িয়া স্ব-সুখবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীহরিভক্ত-বৈষ্ণবের সুখের জন্য চেষ্টা করে কয় জন?

অনেকে বলেন—আগে আহার-বাসস্থানের সুবিধা করিয়া লই, পরে নিশ্চিন্তে হরিভজন করা যাইবে। কিন্তু এ যে জগৎ! এখানকার যে সবই অনিত্য দু'দিন পরে সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে, এই কথা কি একবারও কেহ চিন্তা করিবে না?

জীবন সমাপ্ত-কালে করিব ভজন
এবে করি গৃহসুখ।
কখনও একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন
এদেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণ চরণ
জীবনের ঠিক নাই॥

এই দেহ ক্ষণভঙ্গুর; কখন যে এই দেহ ছাড়িতে হইবে, তাহার ঠিক নাই। সংসারে সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে করিতেই যে এই জগৎ হইতে চিরতরে বিদায় লইতে হইবে তাহা কি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে না? "নরতনু ভজনের মূল"—এই দুর্ল্লভ জন্ম হারাইলে যে পুনরায় পাওয়া যাইবে, তাহার ত' কোন স্থিরতা নাই। এসব কথা কি একবারও চিন্তা করিব না? আগে সুখসুবিধা করিয়া লইব, পরে হরিভজন করিব, এইরূপ ত' কোন কথা নাই। অতএব অদ্যাবধি হইতেই ত' ভগবানকে ডাকিতে হইবে। তিনি যে বিপদ্ভঞ্জন পতিতপাবন। ভগবানকে ডাকার জন্যই ত' সে সকল অনুকূল ভগবান্ আমার জন্য বিধান করিয়াছেন। যাঁহার সত্য সত্য হরিভজন আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহার নিকট নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া, তাঁহার ভজনের অকপটতা পরীক্ষা করিয়া থাকে। বিঘ্ন ও বিপদগুলি কোটিগুণ প্রবলভাবে আমাদের হরিভজনে তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়—বিপদের অধিপতিরা আমাদের অনর্থরাশিকে অনায়াসে অজ্ঞাতসারে নষ্ট করিয়া ফেলে।

কনক-কামিনীর আকাঙ্ক্ষা অনেকে ছাড়িতে পারে; কিন্তু বাহিক বৈরাগ্যবান্ ও ভক্ত বলিয়া সম্মান পাইবার আশা ছাড়া বড়ই কঠিন। সত্য সত্য মহাজনগণের অনুগমনে কৃষ্ণসুখসাধনের চেষ্টা আমাদের মধ্যে কাহারও নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী সাধুর উপদেশ শ্রবণের জন্য ব্যাকুল হইতাম। যদি আমাদের গুরুবৈষ্ণবের সেবার জন্য বিন্দুমাত্রও আন্তরিকতা থাকিত, তাহা হইলে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মঙ্গলময়ী শাসনবাণীকে উপেক্ষা করিতাম না। জানিতাম, যাঁহারা ত' আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে শাসন করিতেছেন, তাঁহারা কত দয়ালু! যেখানে হরিভজনের প্রবল ইচ্ছা বর্ত্তমান, সেখানে সাধুগুরুর শাসনবাক্য শ্রবণে তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ও মাৎসর্য্যাদির আদৌ অবকাশ নাই। তবে যেখানে আমাদের কৃষ্ণভজন-চেষ্টার নামে অন্তরে বাহিরে কেবল প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান—ইন্দ্রিয়তর্পণের আয়োজনাদি প্রচলিত, সেখানে সর্ব্বদাই মানহানির ভয়, সেখানে "তোমার ভক্তি হইতেছে না, গুরুবৈষ্ণবসেবা হইতেছে না, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের পরিবর্ত্তে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ হইয়া যাইতেছে," ইত্যাদি গুরুবৈষ্ণবের শাসনবাণীসমূহ যেন কর্ণে শেলসম বাজিয়া উঠে। সাধুর বেশ লইয়া ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া ভক্তির বিরোধী কার্য্য করিব, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হইব, অথচ "তুমি খারাপ" একথাটি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না—ইহাই হইতেছে আমাদের একটা দুর্দ্দৈব। প্রতিষ্ঠা না ছাড়িয়া দিয়া যত দিন আমরা সাধুগুরুর শাসনবাক্য শ্রবণ করিবার ধৈর্য্যাবলম্বন না করিব, ততদিন আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সবই বৃথা, ততদিন হরিভজন চেষ্টা আমাদের ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নহে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ-মহোৎসব

পতিতপাবনশিরোমণি পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে ও গৌড়ীয়মিশনের সেবোদ্যোগে গত ৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, শনিবার দিবস হইতে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস, শনিবার শ্রীহরিবাসর-তিথিতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-জীউর শ্রীমঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও কীর্ত্তনাদির পর শ্রীভাগবত-শ্রবণ-সদনে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং উৎসবের উদ্দেশ্য সরলভাষায় ব্যক্ত করেন। শ্রীহরিবাসর দিবস শ্রীমঠে অহোরাত্র শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা ও হরিসংকীর্ত্তন হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ পাতকপাবন ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ দিবস শ্রীধাম মায়াপুর ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু ভক্ত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসবে যোগদান করেন।

৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট, রবিবার দিবস উষঃকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরি-ধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনাদির পর শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড ২য় অধ্যায় হইতে শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগীতি ও বৈষ্ণবসেবা-শিক্ষাদানপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয় এবং শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ চলিতে থাকে।

মধ্যাহ্ন ১টা হইতে ২॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীনাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাবোপলক্ষে বৈষ্ণববিরহ ও তদীয় শ্রীপাদপদ্মমাহাত্ম্য-সূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বিরাট্ মহানগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, গ্রাণ্ড রোড, নিমতলা ষ্ট্রীট, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড (দর্মাহাটা ষ্ট্রীট), ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, রামলোচন মল্লিক ষ্ট্রীট, বাগমুকুন্দ মক্কর রোড, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যা প্রায় ৮টার শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নগরসংকীর্ত্তনে শ্রীমঠের নামাঙ্কিত বৃহৎ পতাকা, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতির মিলিত তান ও কীর্ত্তন-কারকগণের আন্তরিক উচ্চ হরিসংকীর্ত্তনধ্বনি সকল নগরবাসীর প্রাণে যেন ভূলোকে গোলোকের স্মৃতি সঞ্চার করিয়াছিল। আকাশ বেশ পরিষ্কার না থাকিলেও বারিবর্ষণ হয় নাই। নগরবাসিগণ চতুর্দ্দিকের নানাবাধা-বিপত্তির মধ্যেও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংকীর্ত্তনের শুভবিজয়ে আনন্দ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাট্যমন্দিরে শ্রীমদ্ উদ্বোধ... মহারাজ ও শ্রীপাদ পাতকপাবন প্রভু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-বিরহে হরিকথা কীর্ত্তন ও ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ পাঠ করেন। পাঠের পর দশকুশি কীর্ত্তন হয় এবং বহুলোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য		
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	১০	৷৵০	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲		" এক কলম	৩৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। গয়া শ্রীগদাইমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মকথনাত্মক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যনিধিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগটিকাময় এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে রেঙ্গুন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিবিধ সংবাদ

চাউল স্থানান্তর প্রেরণে অসুবিধা

বর্দ্ধমান সরকারের খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর জানাইতেছেন যে,—

গভর্ণমেণ্ট সংবাদ পাইয়াছেন যে, বঙ্গদেশের মধ্যে অবাধে চাউল আমদানী রপ্তানীতে বিঘ্ন ঘটিতেছে। প্রকাশ,সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অথবা স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণের কার্য্যকলাপে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার সম্পর্কে যে আদেশ বলবৎ আছে, তাহা ছাড়া কোনও বাধা নিষেধ বিনা গভর্ণমেণ্ট অবগত নহেন। এইরূপ কারণে যদি কোনও খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতাকে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করেন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ঐ বিষয় সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে অথবা রাইটার্স বিল্ডিংসে ডিরেক্টর অব সাপ্লাইকে জানাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণকালে যদি কোন অসুবিধা ঘটে, তাহা হইলে অবিলম্বে ডিরেক্টর অব সাপ্লাইকে জানাইতে হইবে।

যুক্তপ্রদেশে সৈন্যদলকে বিশেষ ক্ষমতা দান

যুক্তপ্রদেশে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স বলে কোন সামরিক কর্ম্মচারী কাহাকেও থামিতে বলিলে সে যদি না থামে, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে গুলি করিয়া তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইতে পারা যাইবে।

ভারতরক্ষা বিধানের ৯ ধারা মতে অনুমতি পত্র ব্যতীত সাধারণের রেল কোম্পানীর বাড়ী বা জমিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশে শান্তি বৃদ্ধি অর্ডিন্যান্স জারী

একটী অতিরিক্ত গেজেট মধ্যপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪২ সালের শান্তি বৃদ্ধি সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সের ৩৭, ৫৭ ও ৭ম ধারা মধ্যপ্রদেশে জারী করিয়াছেন।

হিন্দোয়াদার ভিক্টো কাইনান এবং হিন্দোয়াদা, জব্বলপুর ও সৌগরের লোকাল বোর্ডগুলি পরিচালনার ভার গভর্ণমেণ্ট ছয় মাসের জন্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, মধ্যপ্রদেশের গভর্ণরের মতে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান তাহাদের কার্য্যাবলী, কর্ত্তব্য, সংস্থা ও দ্রব্যাদিকে অসামরিকদের নিরাপত্তা ও নিয়ম শৃঙ্খলার অতিকর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। হিন্দোয়াদার ডেপুটী কমিশনার ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য সম্পাদন ও ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। নাগপুর জেলায় ১২ জন প্রথম শ্রেণীর এবং দুই জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের বিষয় ঘোষিত হইয়াছে।

নদী বক্ষে সশস্ত্র ডাকাতি

চাঁদপুরে বাগাদক অঞ্চলাধিতে গুলিভিত ১২জন লোক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কয়েকজন ব্যবসায়ী নৌকা হইতে নদী বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তন্মধ্যে একজন জলমগ্ন হইয়াছে এবং অপরাপর কয়েকজনের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।

প্রকাশ, আক্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলেই ব্যবসায়ী। মুন্সীগঞ্জ হাটে তাহারা একখানি নৌকাযোগে বাড়ী ফিরিতেছিল। পথিমধ্যে অপর একখানি নৌকা আসে। দুর্বৃত্তগণ তাহাদের অনুসরণ করে এবং নদী বক্ষে ব্যবসায়ীদিগকে আক্রমণ করে। ইহাতে ব্যবসায়িগণ তাহাদের স্ব স্ব টাকা-কড়ি লইয়া নদী বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন জলমগ্ন হয়। অপরাপর ব্যবসায়িগণ সাঁতরাইয়া নিরাপদে তীরে উঠে। পরদিন নদী বক্ষে টাকাকড়ি সহ মৃত ব্যবসায়ীর দেহ ভাসিতে দেখা যায়। নৌকার মালপত্র যাহা কিছু ছিল, সমস্তই লুণ্ঠিত হইয়াছে।

সম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে তত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রায় বাবতীয়ারবিষয়সমূহে শ্রোত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থিকদের মানবজাতির সাধারণ সমস্যাসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ঔষধটি ইহার কার্য্য দিন অত্যন্ত অধিক। প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আমাদের অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগদাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকারী-কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীনবকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

জগদ্গুরু শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতমালা

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত করিয়া "বর্ত্তমান"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিবৃতি'-টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৩ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১২ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২৯শে আগষ্ট, ইং ১৯৪২, শনিবার { ১৪০:৪১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ হৃষীকেশ, [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::([illegible])::——

কুসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া ভজনারম্ভ করাই কর্ত্তব্য। ভজনাশ্রিত হইলে আর বিবর্জন থাকিবে না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য-কামনাই কুসঙ্গ। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা—এই চতুর্ব্বিধ কামই কুসঙ্গ। স্ব-সুখবাসনাই কাম। স্বসুখ বা নিজেন্দ্রিয়তর্পণত্যাগই কুসঙ্গত্যাগ। অসৎসঙ্গ বা দেহ-মনোরঞ্জন প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে। সুখাহ্লাদনাই সঙ্গ। কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সুখাহ্লাদনই কৃষ্ণকার্ষ্ণসঙ্গ। সাধুগণের মনোরঞ্জন করিতে হইবে—তাঁহাদের সুখবিধান করিতে হইবে, তাহা হইলেই ভগবানের সুখ হইবে। সত্যের সঙ্গ না করিলে—সত্যের সুখবিধানের জন্য ব্যস্ত না হইলে কুসঙ্গ বা স্বসুখবাসনা যায় না। সৎসঙ্গ বা ভক্তসঙ্গ ব্যতীত অসৎসঙ্গই কুসঙ্গ।

আগে প্রয়োজন ঠিক বা লক্ষ্য ঠিক হওয়া দরকার। লক্ষ্যহীন বলিয়াই আমরা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। কৃষ্ণকে পাইতেই হইবে—এইরূপ দৃঢ়তা থাকা দরকার। দৃঢ় বিশ্বাস বা নিষ্ঠা না থাকিলে উৎসাহ ও ধৈর্য্য থাকে না। যেখানে নিষ্ঠা আছে, সেখানে উৎসাহ ও ধৈর্য্য থাকিবেই। খুব হৈ-চৈ করাও নাম উৎসাহ নহে, আদরের সহিত অনুশীলনই উৎসাহ। কার্ষ্ণের জন্য কৃষ্ণ অনুশীলনই অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন। নিজেকে গুরুদেবের বলিয়া না জানিলে, সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে, কৃষ্ণপক্ষ অবলম্বন না করিলে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন কি করিয়া হইবে? যাঁহার নিষ্ঠা আছে, অভীষ্ট-লাভে বিলম্ব দেখিয়া তিনি বিচলিত হন না। তিনি ধীর অর্থাৎ তৃণাদপি সুনীচ। উৎসাহ চেতনের বৃত্তি। ইহা নষ্ট হইবার নহে। জীব হয় ভোগোৎসাহী, না হয় সেবোৎসাহী হইবেই। নিরুৎসাহ মনের ধর্ম্ম, তাহা আত্ম-ধর্ম্ম নহে।

সাধুসঙ্গ বিশেষ দরকার। সৎসঙ্গ-গ্রহণই অসৎসঙ্গ-ত্যাগ। সৎসঙ্গ না করিলে কৃত্রিম-ভাবে অসৎসঙ্গ-ত্যাগ করা যায় না। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনটী সৎ। ইঁহারা ঠাকুর—দেবতা, মনুষ্য নহেন। ঠাকুরকে ঠাকুর জ্ঞান না হইলে কি ঠাকুরের সঙ্গ বা সেবা হয়? বৈষ্ণব ঠাকুর কৃষ্ণকে দিতে পারেন। তাঁহার কৃপা ছাড়া আমাদের গতি নাই। তাঁহার পদজল, তাঁহার পদধূলি ও তাঁহার উচ্ছিষ্টে আমাদের সর্ব্বোত্তম-বুদ্ধি না হইলে আমাদের মঙ্গল কি করিয়া হইবে? বৈষ্ণব ঠাকুর আমার হৃদয়-দেবতা—হৃদয়ের বন্ধু। আমি নিজেকে তাঁহার দাস বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে তিনি কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীভগবানের সেবা দিবেন। আমি কি বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া কবে তাঁহাকে হৃদয়ের বন্ধু জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইবার সৌভাগ্য হইবে?

আদর্শ জীবন না হইলে জনসেবা করা যায় না। নিষ্কিঞ্চন না হইলে হরিকীর্ত্তন হয় না। নিজসুখ-বাসনা যাঁহার আছে, তিনি হরিসুখবিধান কি করিয়া করিবেন? সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি সত্যকথা বলিতে পারেন। হরিকথায় যাঁহার নিজের বিশ্বাস নাই, তিনি হরিকথা বা সত্যকথা কি করিয়া বলিবেন? সত্য কথা বলিলে ও সত্যকথা শুনিলে জনপ্রিয়তার পরিচর্য্যা করা যায় না। নিজের সুবিধা-অসুবিধার দিকে যেখানে লক্ষ্য, সেখানে গুরুদেবের সুখের দিকে মন দেওয়া যায় না। আচারটাই প্রচার; আচারহীন প্রচার বা চীৎকারের কোন মূল্য নাই। আগে করা, তারপরে বলা। যদি গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি আমার বিশ্বাস না থাকে, তবে আমার কথা শুনিয়া লোকের কি মঙ্গল হইবে?

সৎসঙ্গদ্বারা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। সৎসঙ্গে কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা—এই জ্ঞান হয়। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ যেখানে, সেখানেই কর্ম্মকাণ্ড। ভোগ আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। অনর্থ থাকিলে ভোগের কথাই ভাল লাগে। যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহার কোন অভাব নাই। তিনি স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য—সব জিনিষ ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় লাগান। আমি ভোগ করিব—যে মুহূর্ত্তে এই বুদ্ধি হয়, তখনই আমি অসৎ হইয়া পড়ি। গুরুর নিকট সব সময়েই থাকিতে হইবে। গুরু সঙ্গবিচ্যুত হইলেই সর্ব্বনাশ। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের পাদপদ্মধূলিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর না দেওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অসুবিধা কিছুতেই যাইবে না। গুরুদেবই ভবসমুদ্রে একমাত্র কর্ণধার; তাঁহাকে যদি আশ্রয় না করি, তাহা হইলে আমরা ভবসাগরে ডুবিয়া যাইব। ভক্ত নিরন্তর কৃষ্ণের সঙ্গ করেন। ভক্ত-সঙ্গদ্বারাই কৃষ্ণসঙ্গ লাভ হয়। ভক্তের অন্তরে কৃষ্ণ। ভক্তের সঙ্গী কৃষ্ণসঙ্গী। যিনি ভক্তের, তিনিই কৃষ্ণের। ভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন। ভগবৎসঙ্গী গুরুদেবও সর্ব্বত্র আছেন। তাঁহার চক্ষে ধূলি দেওয়ার সাধ্য কাহারও নাই। শ্রীগুরুদেবও ভগবানের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী—এ বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনিই আস্তিক।

শরণাগত হইতে হইবে। গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত অহরহ শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই আমাদের আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হইবে। নাস্তিকতার পরিবর্ত্তে আমাদের হৃদয়ে যেন ? নাস্তিকতা বা সংশয় না থাকে। সংশয় থাকিলে সর্ব্বনাশ হইল। প্রভুত্ব-স্পৃহাই বন্ধনের কারণ; ইহাই নাস্তিকতা। এই পুরুষাভিমানরূপ নাস্তিকতা ছাড়িয়া দাস্যাভিলাষী হইতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিত্যানন্দবুদ্ধি না হইলে বৈকুণ্ঠাভিমান হয় না। অহঙ্কারীকে ভগবান্ দেখা দেন না। তিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে প্রকাশিত থাকিয়াও যাহার সেবোন্মুখতা নাই, তাহার নিকট নিজ স্বরূপ গোপন করিয়া রাখেন। ভগবানের নিকট নিজসুখের জন্য কিছু প্রার্থনা করা অভক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। স্বরূপ-উপলব্ধির জন্য বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা জানাইলে—নিজেকে বৈষ্ণবের ভৃত্যাভিমান হইলে বৈষ্ণবের কৃপায় নিজ স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যাইবে। নাস্তিক হইলে—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হইলে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় করা আর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় না।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীগুরুদেব নিত্য আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। তিনি নিত্যকাল গোলোক-বৃন্দাবনে ভগবৎপার্ষদরূপে বিরাজমান। তিনি এককালে যাদৃশ দুর্গত কৃষ্ণবিমুখ জীবের উদ্ধারের জন্য এই মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হন। ভাগ্যবান্ জীব তাঁহাকে ভগবদভিন্ন জানিয়া সর্বান্তঃকরণে তাঁহার চরণে নিজেকে অর্পণ করত তাঁহার সেবা ও ভগবানের সেবা লাভ করে। তাঁহার কৃপা ব্যতীত জীব যুগ যুগান্তরেও ভগবৎ-সেবা লাভ করিতে পারে না। আমরা যেন কেহ শ্রীগুরুদেবকে বিষয়-বিগ্রহ মনে না করি। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু—উভয়েই একতত্ত্ব, উভয়েই আশ্রয় বিগ্রহ, উভয়েই মুক্তপুরুষ; কেহই বিষয়বিগ্রহ নহেন। শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুতে ভেদ নাই, তবে তাঁহাদের মধ্যে কোন বিচিত্রতা থাকিলে অনধিকারী শিষ্য তাহা কিরূপে বিচার করিবে? দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু একই শিষ্যের চক্ষে সর্বদা দর্শনীয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিষয়বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়ের লীলা করেন। মহাত্মা শ্রীগুরুদেব মায়া-প্রধানের সময় কিছুর কার্য্য করেন, কিন্তু তবুও তিনি আশ্রয়। শক্তির কি শক্তি থাকে? ভোক্তার আবার ভোগ্য থাকিবে কি করিয়া? সেইজন্য ভক্তগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কৃষ্ণভোগ্য কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানেন। তাঁহারা কখনও শ্রীগুরুদেবকে বিষয়বিগ্রহ সাজাইবার চেষ্টা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করেন না। শ্রীগুরুদেব কাহারও ভোক্তা নহেন। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রেষ্ঠ। তাঁহার আনুগত্যেই জীব কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। 'বৈষ্ণব'-শব্দে বিষ্ণুকেন্দ্রিকচিত্ত মুক্তপুরুষকেই লক্ষ্য করে। আমরা সর্বদা নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সাধু সঙ্গ করিয়া নিজের সমালোচনা ও নিজকে সংশোধন করিব, তাহাতেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

———

যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, তিনিই গুরু। তিনি আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণকে দিতে পারেন। জীব বা মায়া কৃষ্ণকে দিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব জীবজাতীয় নহেন। আর গুরু নহে; তাই সে কৃষ্ণকে জানিতে পারে না। কৃষ্ণই কৃষ্ণকে জানেন। গুরু কৃপা করিয়া জানাইলে জীব কৃষ্ণকে জানিতে পারে। গুরু কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণকে সুখ দেন, নিজে সুখ চান না। যেখানে গুরু-দর্শন, সেখানে তটস্থদর্শন বা জীবদর্শন নাই। যদি প্রশ্ন হয়—বেদব্যাস গুরু এবং তটস্থ জীব মুক্ত হইয়া বিভিন্নাংশই থাকেন, তাহা হইলে গুরুদেব কি বিভিন্নাংশতত্ত্ব? তদুত্তরে শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"বিষয়ী বুঝাইবার জন্য তটস্থ জীব মুক্ত হইয়াও গোলোকে অণু বিভিন্নাংশরূপে থাকেন—এইরূপ বলিতে হয়। ইহা ত' তটস্থদর্শন, কিন্তু গোলোকে ত' তটস্থদর্শন নাই। সেখানে সমস্তই গুরুদর্শন। গুরুদর্শন হইলে আর তটস্থ জীব-দর্শন থাকে না। এজন্য তটস্থ দর্শনে অবস্থিত হইয়া বলিতে পারেন যে, গোলোকে তটস্থ জীব মুক্ত হইয়াও তথায় অণু ও বিভিন্নাংশই থাকেন। কিন্তু ঐ তটস্থদর্শন করিবে কে? গোলোকে ত' তটস্থদর্শনই নাই।"

———

আমরা গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত—এই দুইটি ভাগবতের কথা শুনিতে পাই। এই ভাগবতদ্বয় স্বপ্রকাশ বস্তু। তাঁহারা যদি কৃপা করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে নিজের স্বরূপ দেখান, তবেই জীব তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,—

এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত—ভক্তিরস-পাত্র॥

ভক্তভাগবত—ব্যক্তি, আর গ্রন্থ ভাগবত—তাঁহার বাণী। এই বাণী ও ব্যক্তি পরস্পর অভিন্ন। সুতরাং বাণীর সঙ্গই সাধুর সঙ্গ, বাণীর সেবাই সাধুর সেবা। সাধুর বাণী বা উপদেশ হৃদয়ে ধারণ বা সেবার নিজ জীবনে যথাযথ আচারই সাধুর মনোহভীষ্ট-পূরণ। ইহাই প্রকৃত সঙ্গ। ভগবৎ-কৃপায় এই দুই ভাগবতের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় এবং ইঁহাদের সঙ্গ হইলে ইঁহারা জীবের হৃদয়ে নিত্যভগবত্তার প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভক্তভাগবত নিত্যভগবত্তাদের প্রচারক। গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবত ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশস্বরূপ। এই ভক্ত ও গ্রন্থ-ভাগবতদ্বয় কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে উদিত হইয়া জীবের চিত্তগুহা হইতে কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত ধর্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছারূপ অন্ধকার নিরাস করিয়া বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ভাগবতদ্বয় নিত্যতত্ত্ব, পূর্ণশুদ্ধ চৈতন্যবিগ্রহ বস্তু। ধ্বংসকালের মধ্যে ইঁহাদের জন্ম বা ক্ষয় নাই। তাঁহারা জীবকল্যাণের জন্য যুগে যুগে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও অপ্রাকৃতই থাকেন। যাহারা গ্রন্থভাগবতকে ছাপাখানার পুঁথি বা কোন কালের মধ্যে রচিত হইয়াছে মনে করে, তাহারা যেমন অধোক্ষজ ভাগবতধর্মের উপলব্ধি করিতে পারে না, তদ্রূপ যাহারা ভক্ত-ভাগবতকে কোন পিতামাতার উৎপন্ন বা প্রাকৃত তুল্যভূত মনে করে, তাহারাও [illegible]। এই সাধুই দেবতা। তবে তিনি হরিবিমুখ স্বর্গবাসী দেবতা নহেন। তিনি স্বর্গবাসী দেবতাগণেরও দেবতা—আরাধ্য। তিনি সকলের বান্ধব ও পরমপ্রিয় এবং ভগবান্ হইতে অভিন্ন।

———

মহজ্জন অতি দুর্লভ। অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মহজ্জন পান, আবার হাজার হাজার মহজ্জন মধ্যে কেহ নিজ মঙ্গলকে বরণ করে এবং তাহাদের ভিতর কেহ ঠিক ঠিক ভগবান্‌কে জানিতে পারেন অর্থাৎ ভগবানের সেবা লাভ করিতে পারেন। মায়া দুরতিক্রমণীয়া। যে কেহ একবার মায়ার হাতে পড়িয়াছে, সে সহজে তাহা হইতে নিস্তার পায় না। যিনি বা যাঁহারা নিজের প্রতি বা অপরের প্রতি নির্ভরতা ছাড়িয়া একমাত্র ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি বা তাঁহারাই মায়ার হাত হইতে ছুটি পাইতে পারেন।

———

স্ব-সুখবাসনা মিশ্রিতা ভক্তি নহে, তাহা অভক্তি। ভক্তগণ ইহাকে তুচ্ছজ্ঞানে ত্যাগ করেন। সাধু সর্বক্ষণ স্থির ও ধীর। স্থির না হইলে হরিভজন হয় না, চাঞ্চল্য বা সন্দেহ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। পরিবর্তনশীল বস্তুর প্রতি যাহাদের আস্থা আছে, তাহারা কখনও স্থির হইতে পারে না। তাহারা নিজ নিজ স্বভাবে সর্বদা অস্থির হইয়া সুস্থির হইবার জন্য বিভিন্ন কাল্পনিক আড়ম্বরের আবাহন করে। অন্যাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি মনোধর্মিগণ সকলেই অস্থির। দৈন্য বা দৈন্যাভিলাষী না হইলে ভক্তি স্থিরতা লাভ করে না। যাহারা অস্থির, তাহাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না। সজ্জনগণ সকল অবস্থাতেই স্থির ও ধীর। তাঁহারা লক্ষ্যহীন নহেন, তাঁহারা স্থিরলক্ষ্য। সুতরাং একমাত্র সজ্জনগণকেই বিশ্বাস করা যায়।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ

——:::(:o:):::——

শ্রীরাধাগোবিন্দের নিজজন শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ ও শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু প্রভৃতি ইঁহার শিষ্য। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ে ইঁহার পূর্বে মধুর-প্রেমভক্তির কোন লক্ষণ ছিল না। ইঁহার কৃত "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ"-শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার কথা বীজাকারে ছিল। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে শ্রীমাধবেন্দ্রের গুরু শ্রীল লক্ষ্মীপতি তীর্থ পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ-সময়ে তত্ত্ববাদিগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহা হইতেই ধারণা করা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ ঐ অপূর্ব শ্লোক রচনার দ্বারা শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তির বীজ বপন করিয়াছেন। এইজন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন,—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শৃঙ্গার-রসকল্প-বৃক্ষ, শ্রীঈশ্বরপুরী তাহার অঙ্কুর, শ্রীচৈতন্য-প্রভু তাহার মূল স্কন্ধ এবং প্রভুর সহগত ভক্তগণ তাহার শাখা-প্রশাখা—এ সকল কথা আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশে জানিতে পাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে জানা যায়,—

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল॥
নিজাচিন্ত্য শক্ত্যে মালী হঞা স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥

(চৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ)

গৌরনিজজন শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর পূর্বে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি তীর্থ পর্য্যন্ত একক রসের পূজা প্রচলিত ছিল।" শ্রীল মাধবেন্দ্র হইতে এ জগতে ঐকান্তিক শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণ-প্রেম অবতীর্ণ হইয়াছে। কেন না, ভক্তি-কল্পতরুর তিনিই প্রথম অঙ্কুর।" আর ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কৃপাপূর্বক অবতীর্ণ হইয়া কলিকালে অনর্পিতচর প্রেম—সর্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরসময় স্বভক্তি-সম্পত্তি বিশ্বে দান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর ব্যতীত শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজন স্ফুর্ত্তি হইতে পারে না। —একথা শুনিয়া কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, শ্রীগৌরসুন্দর না হইলে যদি শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন স্ফুর্ত্তি না হয়, তবে কি পূর্বাচার্য্যগণের ভজন হয় নাই? তদুত্তরে গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয় করত কৃষ্ণভজন না করিলে পরমপুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়কালের পূর্বে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন। তাঁহারাও তখন সম্পূর্ণরূপে শ্রীগৌরাশ্রিত ছিলেন। যদিও তখন শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেবের বাহ্য প্রকাশ হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।"

গৌরাশ্রিত না হইয়া কৃষ্ণভজন এবং গৌরাশ্রিত হইয়া কৃষ্ণভজনের পার্থক্য-সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

গৌরনাম না লইয়া যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া,
সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়।
গৌরনাম লয় যেই, সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই,
অপরাধ নাহি রহে তায়॥

শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের বিরক্ত শিষ্যগণের অন্যতম প্রিয় শিষ্য। [illegible] প্রথম অঙ্কুর কৃষ্ণপ্রেমপূর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ মহা-ভাগবত-শিরোমণি, আচার্য্যশিরোমণি, সন্ন্যাসিগণের চূড়ামণি ও উন্মাদ-স্বরূপ। তাঁহার শিষ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদও জগদ্‌গুরু মহাভাগবত আচার্য্য। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীগুরুদেবের সেবা বহুরে কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে করিয়াছেন এবং গুরুসেবা দ্বারাই যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, ইহা বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছেন। আমাদের সকলেরই আদর্শ তাঁহার অলৌকিক গুরু চরিত্রে [illegible]

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

দিয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—'শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়। একমাত্র গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কার্য করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কৃষ্ণই প্রযোজক-কর্তা, আর প্রযোজ্য-কর্তৃত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মের।'

অতিমর্ত্ত্য মহাভাগবতগণ বহির্মুখ সাধকগণকে বঞ্চনা এবং সেবোন্মুখ জনগণকে সেবানুযোগ প্রদান করিবার জন্য স্ব-লীলায় জগদ্গুরুরূপে থাকিয়াও বাহ্যে ব্যবহারিক রোগ বা দুঃখাদি প্রকাশ করেন। উহা তাঁহাদের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভভজনেরই প্রকারবিশেষ। জগদ্গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদও তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পূর্বে আত্ম-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গুরুসেবাতৎপর শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীগুরুদেবের অন্তর জানিয়া কায়-মনোবাক্যে নিরন্তর নিষ্কপটে সেবা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যাভিমানকারী রামচন্দ্রপুরী তাঁহার অন্তর-লীলাভিনয়ের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া শ্রীগুরুচরণে অপরাধ করিলেন। মর্ত্যবুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাকৃত জীবগণের হৃদয়ে যে দুঃখ বা যে রোগ দেখায় তাহা প্রাকৃতবুদ্ধি আনিয়া দেয়, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ সেইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিজ শিষ্যগণের নিষ্কপটতা পরীক্ষা করিলেন। শ্রীগুরুদেবের এইসব লীলা বিমোহন ও উদ্বোধন বলিয়া আদর্শ গুরুসেবক শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের তাহাতে সেবা-সৌষ্ঠবতারাগ উদ্দণ্ড হইতে উজ্জ্বলতরভাবে প্রকাশিত হইল। আর কপট, নিন্দক, অসৎ শিষ্যরূপ রামচন্দ্রপুরী বঞ্চিত হইয়া দুর্ভাগ্যবশে পড়িলেন। প্রকৃত শিষ্য ও শিষ্যব্রুবের কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

পূর্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অন্তর্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁ'র স্থান॥
পুরী গোসাঞি করে কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন।
'মথুরা না পাইনু' বলি' করেন ক্রন্দন॥
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁ'রে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে॥
তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেন করহ রোদন?
শুনি' মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
'দূর, দূর, পাপী' বলি' ভর্ৎসনা করিল॥
কৃষ্ণকৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা।
আপন-দুঃখে মরোঁ,
এই দিতে আইল জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই,
যাও যথি-তথি।
তোরে দেখি' মৈলে মোর হ'বে অসদ্গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে॥
এই যে মাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইঁহার বাসনা জন্মিল॥
শুষ্ক ব্রহ্মেতে নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সর্ব-লোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্বন্ধ॥
আর ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ-সেবন।
স্ব-হস্তে করেন মল-মূত্রাদি মার্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁ'রে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্বনিন্দাকর॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুই জনে।
এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজনে॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ)

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভুপাদ নিত্যলীলায় প্রবেশের পূর্বে তাঁহার স্বাভাবিক অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া উচ্চ কৃষ্ণসংকীর্তন এবং 'অয়ি দীন-দয়ার্দ্রনাথ'-শ্লোক উচ্চারণ ও 'মথুরা না পাইনু' বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। কৃষ্ণবিরহকাতর শ্রীল পুরীপাদের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভস্ফূর্তি বুঝিতে না পারিয়া রামচন্দ্রপুরী তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করিলেন। ভগবদ্ভক্তগণ পরমমুক্ত অবস্থায় ভগবৎসেবায় অনন্য সর্বতোভাবে নিযুক্ত থাকিলেও কৃষ্ণের অধিকতর সেবাসুখ-তাৎপর্যে অতৃপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর কৃষ্ণসেবা-সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন। প্রেমের স্বভাবই এই যে, প্রীতির বিষয়কে যেরূপ যত অধিকতরভাবে প্রাপ্ত হন, ততই তিনি আরও অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে তাহা পাইতে ইচ্ছা করেন। যে ব্যক্তিতে সত্য সত্য প্রেমের সঞ্চার ঘটিয়াছে, তিনি সর্বদাই দৈন্য-সহকারে মনে করেন—তাঁহার কৃষ্ণে ভাবপ্রাপ্তি হইল না। কিন্তু একথা রামচন্দ্রপুরীর হরিবিমুখ মস্তিষ্কে স্থান পাইল না। সেইজন্য তিনি শ্রীগুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা করিলেন। রামচন্দ্রপুরীর ধৃষ্টতায় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রকে অপরাধী-জ্ঞানে উপেক্ষা করিলেন অর্থাৎ তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইয়া তাঁহাকে ত্যাগপূর্বক তাড়াইয়া দিলেন। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে অপরাধফলে রামচন্দ্রপুরীর বিষয়ভোগ ও সংসার-বাসনা উদিত হইল—ভগবদ্ভক্তের নিন্দাতে তাঁহার নিষ্ঠাবতী আসক্তি ও প্রীতি দেখা দিল। তখন হইতে তিনি বিষয়লুব্ধ ও নিন্দী হইয়া পড়িলেন। ভক্তনিন্দায় প্রকৃত গুরুসেবার মূল এবং গুরুসেবাভিনয়ের মূল সকলেরই প্রকাশ হইল। একজন অকপট সেবাফলে গুরুর কৃপা লাভ করিয়া কৃষ্ণসাক্ষাৎকার পাইলেন, আর একজন সেবার অভিনয় করিয়া নিজদোষে অপরাধফলে ভগবৎসেবা-বঞ্চিত হইলেন। আদর্শ ও অনাদর্শে ইহাই পার্থক্য।

অতএব শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট শ্রীল ঈশ্বরপুরী প্রভু অনুগ্রহ পাইলেন, আর রামচন্দ্রপুরী কেবলমাত্র নিগ্রহ পাইলেন। কৃপা ও দণ্ড বা করুণা ও শাসন—মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের এই দুইজন সাক্ষী। শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ নিষ্কপট গুরুভক্ত, আর রামচন্দ্র-পুরী হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী কপট ভক্ত। সাধুজনের শ্রীচরণে অপরাধ হইলে তাহা ঈশ্বর পর্যন্ত গিয়া ঠেকে। তাই রামচন্দ্রপুরী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুরও দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সদ্গুরুচরণ ও নিন্দকের কি ভীষণ পরিণাম! সুতরাং আমরা যেন সাবধানতায় চালিত হইয়াও কখনও সাধু-গুরুকে উপদেশ প্রদান ও তাঁহাদের নিকট মহত্ত্ব প্রকাশ করিবার ধৃষ্টতা না করি। সর্বজ্ঞ তাঁহারা সবই জানেন। নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ জনকে অপরের সাবধান করিতে যাওয়া অনধিকার-চর্চামাত্র।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়,—যিনি পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের বিভীষণ ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে শ্রীরামচন্দ্রপুরী। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ইঁহাকে বলিয়া দিলেন,—'ইহা রামের কার্য নয়।' শ্রীরাধিকার যত্ন করিলে কাহিবণ্ড সেই বিভীষণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এই হেতু তিনি শ্রীমহাপ্রভুর ভিক্ষা সঙ্কোচ করিয়াছিলেন।

শ্রীউদ্ধবের অবতার শ্রীল পরমানন্দ পুরীও শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য। শ্রীপরমানন্দপুরী শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ ছিল। শ্রীল পরমানন্দপুরী জ্ঞানপর, আর শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু কীর্তনপর। রেমুণার শ্রীগোপীনাথ যাঁহার জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া 'ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ'-নামে খ্যাত হইয়াছেন, যাঁহার ভক্তিতে বশ হইয়া শ্রীগোপালদেব নিজেকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিই আমাদের বিভোগপাত শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ মহৎ পরমহংস। তিনি কৃষ্ণনামে প্রীত ও অন্যে উদাসীন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অপর শিষ্যের নাম শ্রীরঙ্গপুরী। এই শ্রীরঙ্গপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সহিত নদীয়া নগরে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় ও মথুরাবাসী মাধবাচার্য্য বিপ্র, শ্রীকৃষ্ণানন্দপুরী প্রভৃতি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য।

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ভক্তিকল্প-বৃক্ষের আদি-অঙ্কুর। কৃষ্ণপ্রিয়-প্রীতি-বাহাময়, নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বলাঙ্গ, কৃষ্ণরস রসিক শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পশ্চিমাঞ্চলে সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া প্রেমে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। তাহা দেখিয়া শ্রীঈশ্বরপুরী, ব্রহ্মানন্দপুরী প্রভৃতি ক্রন্দন করিতে থাকেন। শ্রীল পুরীপাদের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে,—

মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময় কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর॥
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার॥
ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি সূত্রধার।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারে বার॥
নিত্যানন্দ বোলে—যত তীর্থ করিলাঙ।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাঙ॥
নয়নে দেখিলুঁ মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হৈল জীবন॥
কতদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র সঙ্গে।
ভ্রমেন শ্রীকৃষ্ণকথা-পরানন্দরঙ্গে॥
মাধবেন্দ্রকথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে, কান্দে, হৈ হৈ করে, হায় হায়॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ৯ম অঃ)

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর দেহে বিলক্ষণ বিহার করেন। শ্রীগৌরহরি জগতে ভাগবৎ-কথা প্রচার করিবার বাসনায় শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীরূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তি-তত্ত্বের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীতে সর্বকাল ভগবানের পূর্ণ-শক্তির প্রকাশ ছিল। শ্রীল পুরীপাদের অনুপম ভগবৎসেবা-প্রাচুর্য্যের কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলার পূর্বে দেশের কৃষ্ণবিমুখতার ভীষণ অবস্থা দর্শন করিয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরী অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা কৃষ্ণভক্তির অভাবের অনুশোচনা করেন। জগতে কোথাও কৃষ্ণভক্তি না দেখিয়া কাহারও সহিত সম্ভাষণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইত না। এইজন্য তিনি দুঃখিত হইয়া বনে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এমন সময় ভগবদিচ্ছায় হঠাৎ শ্রীপুরীপাদের সহিত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সাক্ষাৎ হইল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

দেখিয়া অদ্বৈত তাঁর বৈষ্ণবলক্ষণ।
প্রণাম হৈয়া পড়িলেন সেইক্ষণ॥
মাধবেন্দ্র পুরীও অদ্বৈতে করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দজলে॥
অন্যোন্যে কৃষ্ণকথা-রসে দুঁহে মন।
আপনার দেহ কারো না হয় স্মরণ॥
মাধবপুরীর প্রেম—অকথ্য-কথন।
মেঘ দরশনে মূর্ছা হয় সেইক্ষণ॥
কৃষ্ণনাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার॥
প্রভু বলে,— মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে, তোমার হৈলে তিথি॥

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের যে বাণী শ্রীল রূপপ্রভু তাঁহার পদ্যাবলীতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এই,—

সন্ধ্যা-বন্দন ভদ্রমস্তু ভবতো ভোঃ
স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং
ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্॥

যত্র কাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য
কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে
কিমন্যেন মে।

—হে সন্ধ্যাবন্দন, তোমার মঙ্গল হউক; হে স্নান, তোমাকে নমস্কার; হে দেবগণ ও পিতৃগণ, আমি তর্পণ-কার্য্যে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা করুন; আমি যে কোন স্থানে অবস্থান করিয়া যাদবকুলের শিরোভূষণ কংসারি কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া অনায়াসে সংসারদুঃখ ও পাপাদি বিনাশ করিতে পারিব। কাজেই এই অচিরকারী সংসারদুঃখ বা পাপপ্রবৃত্তি দূর করিবার জন্য আবার নৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যের কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীরাধার বিগ্রহ। তাঁহার অপার গুণ-মহিমা বলিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। তবে সাধুমুখে যাহা শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাহাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিতেছি। শ্রীমাধবপুরীর শ্রীগোপাল-সেবা ও অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমের কথা সর্ব্বত্রে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। আমরা নিম্নে শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরা 'শ্রীভক্তি-রত্নাকর'-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

প্রভু মধ্ব হৈলা 'মাধ্ব-সম্প্রদা' কর্ত্তে।
প্রভুর অনাদি-নাম কহি পূর্ব্ব হৈতে॥
সর্ব্বাধিক পরব্যোমনাথ নারায়ণ।
তাঁ'র শিষ্য ব্রহ্মা সর্ব্বলোকের ভূষণ॥
তাঁ'র শিষ্য নারদমুনি প্রেমময়।
শ্রীভক্তের গুরু ব্যাস তাঁ'র শিষ্য হয়॥
হইলা ব্যাসের শিষ্য শ্রীমধ্ব উদার।
নিজ নামে 'মাধ্ব' হৈল—মহিমা অপার॥
সেই হৈতে 'মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদা' চলিল।
শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য তাঁ'র শিষ্য হৈল॥
তাঁ'র শিষ্য নরহরি, শ্রীমাধব তাঁ'র।
শ্রীঅক্ষোভ্য তাঁ'র শিষ্য সর্ব্বত্র প্রচার॥
জয়তীর্থ তাঁ'র শিষ্য, তাঁ'র শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু।
তাঁ'র শিষ্য মহানিধি দীনহীনবন্ধু॥
তাঁ'র বিদ্যানিধি, তাঁ'র রাজেন্দ্র বিদিত।
জয়ধর্ম্ম-মুনি তাঁ'র—অদ্ভুত চরিত॥
ইঁহার গণেতে বিষ্ণুপুরী শিষ্য হৈলা।
'ভক্তিরত্নাবলী'-গ্রন্থ প্রকাশ করিলা॥
জয়ধর্ম্মমুনির শিষ্যের অতীত।
নাম শ্রীপুরুষোত্তমব্রহ্মণ্য বিদিত॥
তাঁ'র শিষ্য ব্যাসতীর্থ মহাবিজ্ঞ হৈল।
রচিলেন 'শ্রীবিষ্ণুসংহিতা'-গ্রন্থ যেহ॥
তাঁ'র শিষ্য লক্ষ্মীপতি গুণের আলয়।
তাঁ'র শিষ্য মাধবেন্দ্র ভক্তিরসোদয়॥
তাঁ'র শিষ্য ঈশ্বরপুরী কল্যাণনিধান।
তাঁ'র শিষ্য প্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:০:(০):০:——

শ্রীগৌরবিহারকের পাদপদ্ম আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নাম, ধাম ও কামের সেবা করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা বৈষ্ণবাচারের পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়তোষণের দ্বারা মঠবাসী হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা অধোক্ষজের সেবা করে না।

যিনি হরিনাম না করেন, তিনি ভোগ ও ত্যাগে আসক্ত হইয়া পড়িবেন। হরিনাম না করিলে জীবের নিশ্চয়ই ভোগ হইয়া যাইবে। এক মিনিট কালও হরিভজন না করিলে সংসারে আসক্ত হইয়া পড়িতে হইবে। নিষ্কিঞ্চন ভক্তের পদধূলিকে মুকুট করিতে না পারিলে আমাদের কখনই সুবিধা হইবে না। কৃষ্ণভক্তের বিশেষ কৃপাপাত্র হইতে না পারিলে মায়া আমাদিগকে সংসারকূপে ফেলিয়া দিবে।

তৃণাদপি সুনীচ হইয়া শ্রবণ করিতে হইবে। যিনি কীর্ত্তন করেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। কীর্ত্তিত বিষয় শ্রবণই শিষ্যের বিচার। শ্রীগুরুমুখের কীর্ত্তনশ্রবণেই সেইসকল কথা হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। আমিও তাই শিষ্যের মত এইসকল কথা শ্রবণ করিবার অধিকারী হইয়াছি। ভগবান্ ও ভগবানের ভক্তের নিকট কি করিয়া দৈন্যসহকারে যাইতে হয়, কি করিয়া তাঁহাদের স্তুতি গান করিতে হয় ও তাঁহাদিগকে সম্মান দিতে হয়, গ্রন্থমুখে তাহা শিক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কি করিয়া নিজে অমানী হইয়া অন্য লোককে মান দিতে হয়, সর্ব্বপ্রকার নিষ্ঠাকে ত্যক্ত করিয়া শ্রীভগবান্ ও ভক্তের উদ্দেশে কিরূপ অভিসার করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিবার বিষয়।

আমাদের জন্মজন্মান্তর হউক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের ধূলি হইয়া শ্রীরূপানুগপদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারি। জীব অযোগ্যতার উপলব্ধিরূপ দৈন্যই ইহার মূল। আমি অযোগ্য—এই বিচার যদি স্বতঃ প্রবৃত্ত আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের সেবা লাভ করিতে পারিব।

চেতনবৃত্তিতে মনোধর্ম্ম নাই। শ্রীচৈতন্য-ভক্তের শ্রীচৈতন্যের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। জগতের লোকের অন্যান্য কাজ পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ কখনও জগতের অন্যান্য লোকের ন্যায় বিষয়ের কথা বলেন না। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ আমাদের মঙ্গল বিধান করিতে সচেষ্ট, কিন্তু আমরা তাহাতে বাধাপ্রদানে যত্নবান্; প্রথম বাধা আমাদের হৃদয়ে, দ্বিতীয় বাধা দেওয়ার জন্য আমাদের মন।

বিবিধ সংবাদ

——:০:(০):০:——

দরিদ্রদিগকে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা

একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে,—দরিদ্রগণের উপকারের জন্য শীঘ্রই কলিকাতার কতকগুলি দোকানে মোটা ও মাঝারী চাউল বিক্রয়ার্থ রাখার ব্যবস্থা করা হইবে। প্রত্যেক পরিবারকে ঐ চাউল অল্প পরিমাণে বিক্রয় করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট চাউল সরবরাহ করিবেন এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যে উহা বিক্রয় করা হইবে। আশা করা যাইতেছে যে, যখন সমস্ত দোকানে ঐ সকল চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইবে, তখন প্রতিদিন ঐ সকল দোকান হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল বিক্রয় হইতে পারিবে এবং তাহাতে দরিদ্র শ্রেণীর জনসাধারণের অনেক সাহায্য হইবে।

বহু লোকের যাহাতে চাউল বিতরিত হইতে পারে এবং যাহাতে কোনও প্রকার অনাচার না হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক পরিবারকে একবারে /২॥ সেরের বেশী চাউল দেওয়া হইবে না। যত লোক চাউল পাইতেছে, সকলের দ্বারা তাহা স্থির করিবার জন্য খরিদ্দারগণকে সারিবন্দীভাবে দাঁড়াইতে হইবে।

কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ যে অঞ্চলে অধিকসংখ্যক দরিদ্র লোকের বাস আছে সেই অঞ্চলে দোকান নির্ব্বাচন করা হইতেছে। তালিকা প্রস্তুত হইলেই তাহা প্রকাশ করা হইবে।

———

মিঃ মলোটোভ

রুশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মলোটোভ সোভিয়েট ইউনিয়নের সচিবমণ্ডলীর প্রধান সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। সচিবমণ্ডলীর সভাপতি হইতেছেন মিঃ ষ্ট্যালিন। তাঁহার এই পদ প্রধান মন্ত্রির সম তুল্য

বাঙ্গলায় পল্লী-উন্নয়নপ্রচেষ্টা

পল্লী-সংগঠন বিভাগ হইতে সম্প্রতি যে এক বুলেটিন প্রচার করা হইয়াছে, তাহাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হইয়াছে:—

(১) দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক প্রচার-কার্য্য পরিচালনা; (২) সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত ও উন্নতধরণের কাজ চলিতেছে, এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন; ৩) পল্লী-অঞ্চলের সমস্যাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা; (৪) শিক্ষিত বেকারদিগের, বিশেষতঃ যুবকদিগের নিয়োগ এবং পল্লী-ক্লাবের নিমিত্ত একটা 'দল' নির্ম্মাণ; (৫) অন্ততঃপক্ষে সমস্ত স্ত্রী-লোক এবং পুরুষদের শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা, (৬) পল্লী-উন্নয়ন তহবিল প্রতিষ্ঠা, নিয়মিতভাবে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ এবং ফসলের মৌসুমে ও অন্যান্য উপায়ে দান সংগ্রহ করিয়া এই তহবিল গঠন করিতে হইবে; (৭) কৃষি ও পশ্বাদির উন্নতি বিধান; (৮) সোজা ও প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ; (৯) বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার অভ্যাস শিক্ষা দান, (১০) ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যাপক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা, (১১) ব্যাপকভাবে কুটীর শিল্পের সংস্থাপন; (১২) কুসংস্কার, আড়ম্বরপূর্ণ সামাজিক প্রথা এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসম্বাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে অভিযান পরিচালনা; (১৩) সমবায় ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা; সমবায় প্রথায় পরিচালিত অর্থনীতি, সমবায় প্রথায় কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন এবং সমবায় প্রথায় শিল্প সংগঠন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমবায়ের ভিত্তিতে একটা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যুপথযাত্রীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি ৫০ বৎসর যাবৎ। শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক সকলেই নির্ভয়ে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৶০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনিলগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-
গ্রন্থাবলী

এই গ্রন্থ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের রচিত বিবিধ গ্রন্থ-
সমূহ, তাঁহার স্বহস্তলিখিত
আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে
সংশোধিত ও বর্দ্ধিত করিয়া
"গৌড়ীয়"-আকারে প্রকা-
শিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিলাসিকা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিলাসিনী'-টীকা ও
'আস্বাদ'-আকারে প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সর্ব্বাঙ্গ-
সুন্দর প্রত্যেক পাঠকেরই
বিচার্য্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৫ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৪ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৩১শে আগষ্ট, ইং ১৯৪২, সোমবার { ১৪২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ হৃষীকেশ, শর্ব্ব সর্ব্বপ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে জীবের কৃষ্ণসেবার সুযোগ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সৌভাগ্যবান্ জীবেরই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য হয়। ভগবানের কৃপাতেই এই সদ্গুরুপাদপদ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বা তাঁহার চরণাশ্রয় করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ হয়। এই সৌভাগ্য পাইয়াও আবার হারাইতে হয়, যদি গুরুসেবায় সর্ব্বস্ব—কায়মনো-বাক্য নিযুক্ত না করা হয়। আত্মবৃত্তি জাগরিত না হইলে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াও আবার বিতাড়িত হইতে হয়। দেহমনোবৃত্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাওয়া পর্য্যন্ত গুরুপাদাশ্রয় হয় না। ভগবান আত্মস্বরূপ, চেতনস্বরূপ। জীব আত্মাও চেতনস্বরূপ; কিন্তু আমাদের আত্মবৃত্তি—সেবাবৃত্তি বর্ত্তমানে অনাত্মবৃত্তিদ্বারা আবৃত হইয়াছে। এই অনাত্মবৃত্তি, দেহ-মনোবৃত্তি নিবৃত্ত না হইলে আত্মবৃত্তি প্রকাশিত হইবে না। অবিদ্যা-অন্ধকারাবৃত চক্ষু শ্রীগুরু-কৃপাঞ্জনশলাকাদ্বারা উন্মীলিত না হইলে আত্মদর্শন, ভগবদ্দর্শন বা সেব্যদর্শন হয় না। দেহ-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ হয় না; নিজকে সেবক-উপলব্ধি না হইলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে সেব্যদর্শন হয় না। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়াও যদি নিজের স্বরূপ-দর্শন না হয়, 'আমি শ্রীগুরুর অযোগ্য কিঙ্করানু-কিঙ্কর, সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাই আমার স্বরূপের ধর্ম্ম'—এই বিচার যদি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরিত না থাকে, তাহা হইলে নিজ স্বরূপ বিস্মৃতির পর ভ্রমপ্রমাদাদিগ্রস্ত হইব এবং গুরুর স্বরূপ বুঝিতে না পারায় তাঁহাতে সেবাবৃত্তি শিথিল হইয়া যাইবে। এই অবসরে দৈবী মায়া আমাকে বলাৎকার করিয়া সেবাভূমিকা হইতে ভোগভূমিকায় টানিয়া লইয়া যাইবে। আত্মনিবেদনই ভক্তিরাজ্যের প্রথম সোপান। আত্মনিবেদন না করিলে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। 'আমি শ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্টভোজী কিঙ্কর'—এই বিচার হইতে একটু স্খলিত থাকিলেই অধঃপতিত হইতে হইবে।

'আমি যোগ্যতা দ্বারা শ্রীগুরুদেবের ভৃত্য হইতে পারিতেছি না'—এ বিচার আলাদা। ইহা দুর্ব্বলের বিচার; ইহাতে কপটতা নাই। এরূপ নিষ্কপট দুর্ব্বল ব্যক্তিকে ভগবান্ কৃপা করেন, কিন্তু কপটকে কৃপা করেন না। দুর্ব্বলের বল শ্রীবলদেব—শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, কৃপাপ্রার্থীকে কৃপা-প্রদানকারী। এইরূপ করুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্মে আসিয়াও—চঞ্চল, অসদ্ভোগ করিয়াও আমরা অনেক সময় নিরুৎসাহিত, হতাশ হইয়া যাই কেন? তাঁহাতে শরণাগতি না হইলেই এইপ্রকার হতাশা আসে। যিনি কৃপা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দিলেন, তিনি আমায় পরিত্যাগ করিবেন কেন? সেবোন্মুখেই সেবা পায়। সেবোন্মুখ হইলেই সেব্য কৃপা করিয়া সেবার কথা জানান। দুর্ব্বল হইলেও, অযোগ্য হইলেও নিষ্কপটে শরণাগত হইয়া শ্রীবৈষ্ণবগণের, শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীভগবানের কৃপাপ্রার্থনা করিলেই মঙ্গলাভ হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়—অকপটহৃদয়ে তাঁহাদের নিকট কৃপা ভিক্ষা করা। সত্য সত্য কৃপা চাহিলে তাঁহারা সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, কৃপা করেন।

'কৃষ্ণ তোমার হঙ'—যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করেন পার॥'

(চৈঃ চঃ)

মায়াবদ্ধ, দুর্ব্বল, অনর্থগ্রস্ত, চাঞ্চল্যপরায়ণ আমাদের শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত আর কি উপায় আছে? দুর্জ্জয় আমাদের মায়াবিঘ্ন অতিক্রম করিবার শক্তি কোথায়? এতদবস্থায় শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত মায়া জয় করিবার শক্তি কি করিয়া পাইব? যদি তিনি কৃপা করিয়া মায়া অতিক্রম করিবার শক্তি প্রদান করেন, তবেই ত' রক্ষা! নতুবা আর উপায় কি? তৎপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিলেই ত' তিনি আত্মসাৎ করিবেন। নিজেকে না দিয়াই যদি তাঁহাকে পাইতে চাই, তাহা হইলে বঞ্চিত হইব না কি? ভগবদ্ভক্তিপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াও যদি অন্যাভিলাষ-শূন্য হওয়াই না হইল—আত্মনিবেদনই না হইল, তাহা হইলে ভক্তিরাজ্যে উন্নতিলাভ হইবে কি করিয়া? নিজের অহঙ্কারকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া ভক্তিরাজ্যে যতই অগ্রসর হইবার চেষ্টা হউক না কেন, তাহা সমস্তই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

সর্ব্বাবস্থায় হরিসেবা করিতে হয়। আমার যিনি সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবা করেন, অথচ যিনি প্রাণপণে প্রকৃত জানেন, যিনি সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবা করিয়াও গুরুসেবা হইল না মনে করিয়া কি করিলে গুরুদেবের সর্ব্বতোমুখী সেবা সাধিত হইবে, এই চিন্তায় অস্থির থাকেন, সেইরূপ আদর্শ বৈষ্ণব দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইলেই উভয় বিবাদচক্র নিবৃত্ত হইয়া গুরুসেবায় নিযুক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়। বৈষ্ণবগণ কি করিয়া তাঁহাদের আরাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করেন, তাহা দেখিবার সৌভাগ্য হইলেই জীব মঙ্গলের পথে চলিতে পারেন। বৈষ্ণবের আদর্শ চরিত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়া তদনুসারে চলিবার বিচার গ্রহণ না করিলে সব পাইয়াও বঞ্চিত হইতে হয়। বৈষ্ণবের আদর্শে নিয়মিত হইবার নামই সাধন। যাহাতে ভক্তি লাভ হয়, তাহা করাই মঙ্গলের রাস্তায় যাওয়া। ভগবানের বা ভক্তের সঙ্গ না হইলে ভক্তিরাজ্যের আশা দুরাশামাত্র।

একমাত্র সাধুভজন ব্যতীত কলিকালে আর অন্য গতি নাই—নাই—নাই। আবার সাধুর কৃপাভিষিক্ত হইতে না পারিলে ভজন-নামও হইবে না। সাধু-অসাধু না চিনিলে পারমার্থিক জীবন যাপন করা যায় না। শুদ্ধ সাধুর হরিকথাই সংসারের রক্ষাকর্ত্তা। রক্ষাকর্ত্তা বা কর্ণধার না থাকিলে এই দুস্তর বিপৎসঙ্কুল ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবই আমাদের একমাত্র রক্ষা-কর্ত্তা। আপৎকালে তাঁহাদের শ্রীচরণতরী দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিলেই এই ভবসমুদ্র হেলায় উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে নচেৎ; অন্য উপায় নাই। সেই জন্য সারগ্রাহী সাধুর সঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন আছে। শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন করিতে হইলে সাধু অসাধু চিনিবার প্রয়োজন আছে। ইহাতে অনাদর হইলে ভজনার কোন কালেই হইবে না। সাধকের পক্ষে সকলেই সাধু, সকলেই হরিভজন করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে দোষবুদ্ধি অপরাধ-

রূপক—উহা অন্যের বিচার। বিশ্বের বিচার-বৈশিষ্ট্য আছে। বিশ্বের দর্শনে সবই সমান নহে অনন্ত-বিচার আছে। ইহ্রিণ্ডন কারণে আসিয়া সাধু অসাধু বা যোগী ত্যাগী ও ভক্তকে সমান মনে করিলে প্রকৃত সাধুর সঙ্গ পাওয়া যাইবে না এবং তদভাবে শুদ্ধ হরিনাম-কীর্ত্তনও হইবে না। সাধুর স্বরূপবিচারে নিরপেক্ষ থাকিলে সাধুর সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সাধুর অনুগ্রহ ব্যতীত সাধু চেনা যায় না। যখন কোন সাধু কৃপাপূর্ব্বক কোন সৌভাগ্যবান্ জীবকে তাঁহার নিজস্বরূপ প্রদর্শন করেন, তখনই জীব সাধুর স্বরূপ দর্শন করিবার সৌভাগ্য পায়। নিষ্কপট না হইলে সাধুকে দর্শন করিয়াও তাঁহাকে অসাধু-জ্ঞানে তুচ্ছরূপে অগ্রাহ্য করিয়া অমঙ্গলই বরণ করিতে হয়। নিষ্কপটে সাধুসঙ্গের জন্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আকুল আবেদন জানাইলে ভগবান্ই কৃপা করিয়া তৎশ্রেষ্ঠ সাধুগুরু—আচার্য্যের সন্ধান প্রদান করেন। ভগবানের কৃপায় গুরুপাদপদ্ম লাভ হয়, আর গুরুপাদপদ্মের কৃপায় ভগবৎসেবা লাভ হয়, শুদ্ধ হরিনাম-কীর্ত্তনের অধিকার লাভ হয়—শ্রীনামোদয় হয়। ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধুর শ্রীমুখে আবির্ভূত হইয়া প্রথমে শ্রবণপথের পথিক হন এবং তৎপরে কীর্ত্তিত হইতে থাকেন। কীর্ত্তনের পর সাক্ষাৎ দর্শন এবং তৎপরে হৃদয়ে স্মরণের কথা। কীর্ত্তিত বিষয় স্বাভাবিকভাবে স্মরণেই স্মরণ। চিত্তকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া স্মরণই ধারণা। রূপ, গুণ, লীলার বিশেষভাবে স্মরণ—ধ্যান। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় যে স্মরণ, তাহাই ধ্রুবানুস্মৃতি এবং হৃদয়ে সাক্ষাৎ দর্শনের নাম সমাধি।

ভক্তজনের হরিবিমুখতা বা অচেতনতা, আর হরির অধীনতাই সেবোন্মুখতা। সেবোন্মুখচিত্তে ভগবৎজ্ঞান আবির্ভূত হয়। যে পরিমাণে ভগবৎজ্ঞান লাভ হয়, সেই পরিমাণে ভক্তির উদয় হয়। যে পরিমাণে আলো প্রবেশ করে, সেই পরিমাণে অন্ধকার দূর হয়। এই আলোক—ভগবৎ-জ্ঞানালোক। জ্ঞান আসিলে অজ্ঞানতা যায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কামনা অপসারিত হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণব—ভগবত্তত্ত্ববিৎ। তাঁহারা বিজ্ঞ, ভক্ত। অজ্ঞান জীব অজ্ঞানতার আধারে ভজন লাভ করিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানী সাধুগণ কৃপা করিয়া জানাইলে ভগবানের কথা জানা যায়—ভগবৎজ্ঞান লাভ হয়—সম্বন্ধজ্ঞান ও সম্বন্ধোপলব্ধি হয়।

তত্ত্বজ্ঞান

কৃষ্ণই তত্ত্ব। তত্ত্বানুসন্ধান অর্থে কৃষ্ণানুসন্ধান বা তদীয়ের আলোচনা। তত্ত্বের কথা আলোচিত না হইলে তত্ত্ববিষয়ে কোন জ্ঞান লাভ করা যায় না। তত্ত্ববিষয়ক কোন জ্ঞান না থাকিলে ভক্তিপথে বিচার-বিভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্য সাধক অনেক সময় কর্ম্মী বা জ্ঞানী হইয়া পড়ে, আবার অনেক সময় অপরাধ করিয়া অধঃপতিত হয়। জীবের যখন এইরূপ পতনোন্মুখতারূপ পরম দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়, তখন একমাত্র পতিতপাবন শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মই জীবকে আশ্রয়-প্রদানার্থ জীবের পিচ্ছিল পতনের পথে প্রাচীরস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

দেহ-মনের চিন্তায় চিত্ত ব্যাপৃত থাকায় তত্ত্ববিষয়ক কোন চিন্তা অবসরবান সাধকের হৃদয়ে স্থান পায় না। সর্ব্বাগ্রে আত্মবস্তু কি, তাহার কি কৃত্য, তাহার নিত্য প্রভু কে? এইসব বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে দেহমনঃসম্বন্ধীয় বিষয়গুলি ক্রমে ক্রমে আমাদের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসে যে, আমরা তৎপ্রভাবে অন্য কোন কথাই শুনিতে চাহি না। আত্মার কথা কেহ যদি কখনও শুনাইতে আসেন, তন্মধ্যে দেহমনের আপাতসুখকর কোন বিচার আছে কিনা, আমরা সর্ব্বাগ্রে তাহাই খোঁজিবার জন্য ব্যস্ত হই। দেহমনের আরামদায়ক কোন কথা না থাকিলে তাহাতে আমাদের কোন শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি থাকে না। সুতরাং ইহার মূলে তত্ত্বকথা-আলোচনার অভাব। ইহা অতীব শোচনীয় অবস্থা।

বহুকাল হইতে কৃষ্ণবিস্মৃতিবশে আমরা এমন কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, খুব বলবান্ সাধুর সঙ্গ না করিয়া আর উপায় নাই। শুদ্ধভক্তের বাস, গুরুসেবা, কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ব্যাপারসমূহ যেন প্রাণহীন ক্রিয়াকলাপের মত অথবা উহা আমাদের মনের খেয়ালচরিতার্থতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আচার যাহাই করি না কেন, প্রচার ঠিক হইলেই হইল,—ইহাই বিচার হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ শুদ্ধ আচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে প্রচার করা যায়, তাহাই স্ব-পর-মঙ্গল সাধিত হয় আচরণটাই প্রচার বা কথন। শুদ্ধ আচরণ করিবার পূর্ব্বে কখনও নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি হয় না।

তত্ত্বকথা বিশেষভাবে আলোচিত না হইলে আমাদের অন্যাভিলাষিতাদি কিছুতেই বিদূরিত হইবে না এবং তাহা না হইলে গুরুপাদপদ্মাশ্রয় প্রয়োজনীয়তা কিছুই উপলব্ধি হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ-পঙ্কজ-নিঃসৃত, শ্রীল প্রভুপাদ, অর্চ্চা বিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেবের শিক্ষাবৈশিষ্ট্য ও অসাধারণ আচরণপ্রণালীতে জীবন গঠিত না হইলে তাঁহাদিগকে একমাত্র শরণ্য, বরেণ্য বলিয়া বিচার হইবে না। তাঁহারা কি বস্তু, কি অমূল্য নিধি বিতরণ করিবার জন্য তাঁহারা জগতে আসিয়াছেন ও তাহার কতটুকু বা গ্রহণ করিলাম—এ বিষয় বিশেষভাবে অনুসন্ধান বা আলোচনা করা উচিত। তত্ত্বদর্শী গুরুভিজনে সদ্গুরুপাদাশ্রয় লাভ করিয়া বাস্তবসত্যের অধীনে নিষ্কপটে আত্মহত্যাবিশ্বাসীদের উহাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। নতুবা বাহ্যতঃ অভক্ত ব্যক্তিবিশেষজ্ঞানে তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞাই প্রদর্শিত হইবে। সুতরাং আমাদের আলোচনা করিবার পরই গুরুতত্ত্বের কথা বিশেষভাবে আলোচনীয়। নতুবা কিছুতেই জগতে আপন-জ্ঞান হইবে না এবং তৎফলে তাঁহার কথা কিছুও বুঝা যাইবে না।

আমাদের নিত্যমঙ্গলের কথা শ্রবণ করিবার জন্য একটু ধৈর্য্য ধারণ করা আবশ্যক। চঞ্চল বা অস্থির হইলে তত্ত্বানুসন্ধান হয় না, কারণ আহারাদির তৃপ্তিতে ভক্তিতত্ত্বের বীজ উপ্ত হইতে পারে না। ধৈর্য্য ও রুচির অভাবে আমাদের তত্ত্ব কথা শ্রবণ করিতে ভাল লাগে না। পিত্তোপতপ্ত রসনায় মিছরি প্রথমে অত্যন্ত তিক্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখনই ধৈর্য্য না হারাইয়া তাহা আস্বাদন করিতে করিতে জিহ্বার বিকৃতি কাটিয়া গেলে মিছরির প্রকৃত আস্বাদ উপলব্ধির বিষয় হয়। অলৌকিক অপ্রাকৃত বস্তুতে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তির কথা প্রথমে অত্যন্ত রসহীন বোধ হইলেও তাহা শ্রবণ করিতে করিতে গুরুকৃপায় পরে উহার রসাস্বাদ বুঝা যাইবে। তখনই সেই ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তনকারী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা ও তাঁহার অপার-মাহাত্ম্যের কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য হৃদয় হইতে একটা প্রবল-উৎকণ্ঠা আপনা আপনি আসিবে। হরিভজনের আগ্রহ যতই থাকিতে থাকিবে, ততই তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধবিৎ গুরুপাদপদ্মের কৃপাবর্ষণ, তাঁহার বাণী শ্রবণ ও তাঁহার আচরণ-অনুসরণে পুনঃ পুনঃ ক্রমশঃই বলবতী হইবে। সুতরাং গুরুত্বাবধায়কের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীতেই সমস্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান রহিয়াছে। সেইজন্য নিরন্তর শ্রবণে আমরা মগ্ন হওয়া উচিত হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

> সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
> ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

গুরুকৃপায় তত্ত্বকথার কথা বুঝিতে পারা যায়। নিজের দিক হইতে আপ্রাণ যত্ন বা চেষ্টা করাও দরকার। ভগবান্ কে, তাঁহার সহিত জীবের কি সম্বন্ধ ও তাঁহাকে কি উপায়ে লাভ করা যায় ইত্যাদি বিষয় অবগত হইয়া মহাজনগণের অনুসরণে প্রত্যেক সাধকের ভক্তিপথে স্থির ধীর অগ্রসর হওয়া দরকার।

প্রত্যহ চলার পথে থাকিতে হইলে তীব্রগতি-শীল বৈষ্ণবের সঙ্গ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত একচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার হেয়তা, অনিত্যতা উপলব্ধি করত সর্ব্বক্ষণ ভজনস্থল অনুসন্ধানেই যত্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাভিক্ষা করিতেছেন এবং অপর জীবকে সেইপথে অগ্রসর করাইবার জন্য—হরি-উন্মুখ করিবার জন্য ও তাঁহাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ-কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন, তিনিই বৈষ্ণব—তিনিই গতি-শীল। বৈষ্ণব নির্মৎসর, অপরের নিন্দা বা স্তুতিকে তিনি সমজ্ঞান করেন। তিনি জগতে উদাসীন। যিনি প্রকৃত ভজনাসী বৈষ্ণব, তাঁহার নিজ-নিন্দাস্তুতির দিকে আদৌ লক্ষ্য দিবার সময় নাই। তিনি বৃহৎকালও বাহার কার্য্যে বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ নিজের ভজনকার্য্যে রত থাকিয়া জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। এই জগৎ দুঃখময়, পাপ পঙ্কিল ও প্রলোভনময়। তিনি বৈকুণ্ঠের যাত্রী বলিয়া গন্তব্য স্থানে না পৌঁছান পর্য্যন্ত আর কোথাও থাকিতে প্রস্তুত নহেন।

তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে পরমার্থীর পদস্খলন ও প্রাণের আরাধ্য নিত্যপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণকার্য্যে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে সুতরাং রত থাকিতে প্রস্তুত যে বৈষ্ণবগণ, তাঁহাদের আচরণ সম্মুখে দেখিয়াও আমাদের শিক্ষা হয় না। তাই তাঁহাদের বাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াও তদনুসরণে জীবনগঠনকার্য্যে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। আমাদের আয়ুঃ অতি কম। এই তাড়াতাড়ি পুরুষ দেহটি কখন ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহা চিন্তা করি না। কি জন্য গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলাম, তাহাও একবার চিন্তার বিষয় হয় না। তিন তিন সময় যোগ করিয়া যে ঘটিকা দিন, মাস ও বৎসর, তাহা বৃথা, পরনিন্দা, পরালোচনা ও ইন্দ্রিয়তর্পণকর কার্য্যে অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে, ইহার জন্য দায়ী কে হইবে? এই বৃথায় অতীত সময়ের মূল্য কে দিবে? দ্রব্যের মূল্য দিতে না জানিলে ত' দ্রব্যের মূল্য দেওয়া যায় না। তবে এখনও ভরসা আছে; কারণ, গুরু-বৈষ্ণবগণ এখনও আমাদের সম্মুখে প্রকট থাকিয়া জীবন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত Properly adjusted যে সাধু, সেই সাধুর কৃপায় গুরুতত্ত্ব ও গুরুকৃপা উপলব্ধি করা যায়। ভগবান্ বৈষ্ণবকে প্রসন্ন করিয়া গুরুসেবা হয় না। আমাদের একমাত্র চিন্তা থাকে সেই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কোন response কখন না পাওয়াটি চরম দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। তাই আজ প্রার্থনা—

> আমি ত' দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব না চিনি।
> দোষে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥
> শ্রীগুরুপদে যেন ভক্তি সদা পাই।
> যে চরণ বলে পাব ভক্তের সহায়॥

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিজনে॥

অপ্রাকৃততত্ত্ব

(পূর্বানুবৃত্তি)

অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাসম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত বর্ণনাদির শ্রোত্র-স্পর্শের নাম 'শ্রবণ'। শ্রবণ সাধনভক্তি। শ্রবণে অধিকারবিচার আছে। শ্রদ্ধাবান্ জনই ভক্তির অধিকারী অর্থাৎ শ্রবণের অধিকারী। শ্রদ্ধার উদয়ের পূর্বে সাধুমুখে যে কৃষ্ণকথাদির শ্রবণ, তাহা একপ্রকার শ্রবণ, কিন্তু তাহা সাধনভক্তির অঙ্গ 'শ্রবণ' নহে। সেই শ্রবণ হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধা হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত কৃষ্ণনামাদি-শ্রবণই শুদ্ধভক্তির অঙ্গ। সাধক-অবস্থায় শ্রবণ সাধনভক্তি, সিদ্ধাবস্থায় শ্রবণ প্রেমভক্তি।

অপ্রাকৃত বস্তু সর্বদা অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত। তথায় চিন্ময় কাল অখণ্ডরূপে নিত্য বর্তমান। অপ্রাকৃত তত্ত্বের সকল ঘটনা নিত্যবর্তমান কালে প্রতীত হয়। আমাদের বাক্যসমূহ জড়শব্দদ্যোতক। এই বাক্যসমূহের দ্বারা যখন অপ্রাকৃত বস্তু-বর্ণনের চেষ্টা হয়, তখন এই বাক্যের উপর জড়ীয় দেশ-কালপাত্রের বিক্রম থাকে। বাক্যের আবরণ হেতু পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্ব অনুভব করা প্রয়োজন। অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাযুক্ত জীব ব্যক্তি চিৎসমাধিদ্বারা অপ্রাকৃত সত্যের অনুভব করেন।

অপ্রাকৃত বিষয় যখন বর্ণিত হয়, তখন অধিকার-অনুসারে শ্রবণ হইয়া থাকে। জড়জগৎ চিজ্জগতের হেয় বিকৃত প্রতিফলন। জড়েতে চিদ্বিষয়ের যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তাহা অবলম্বন করিয়া জড়ীয় উদাহরণে চিদ্বস্তুর আলোচনা চলে। 'অনুকীর্তন'-ভাব অবলম্বনে অপ্রাকৃত চিদ্বস্তুর সুষ্ঠু সকল জড়জগতের দুঃখ ও বিপদের আলোচনায় উপলব্ধি হয়। শ্রীগুরুকৃপায় যাঁহাদের অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে অর্থাৎ যিনি জড়চিন্তা অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু উপলব্ধি করার যোগ্যতারূপ বিশুদ্ধ প্রতীতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি হয়।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম রূপ-গুণ-লীলা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ চিন্ময় বস্তু। তাহাতে জড়গন্ধ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত ব্রজলীলা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। এই অপ্রাকৃত ব্রজলীলা যখন জনসমাজে পঠিত হয়, তখন শ্রোতৃবর্গ নিজ নিজ অধিকারানুসারে বিভিন্ন ফল লাভ করেন। বিষয়ী জড়াসক্ত শ্রোতৃবর্গ জড়-রসাস্বাদন অবলম্বনপূর্বক নায়ক-নায়িকার কথা শ্রবণ করেন। অনধিকারিগণ 'অনুকীর্তন'-ন্যায় অবলম্বনপূর্বক শৃঙ্গারের নায়কত্ব চিন্তাস্থ দর্শন করেন। উচ্চাধিকারিগণ জড়াতীত শুদ্ধচিন্তাময়ের [illegible] হন।

অপ্রাকৃত তত্ত্ববিষয়ে বাক্শক্তি মনের দ্বারা চতুর্দিকে পরাস্তৃত হয়। বেদ বলিয়াছেন— 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ', 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ', 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'—ইত্যাদি। তাহা হইলে জীব-শিক্ষার উপায় কি? বদ্ধজীব কিপ্রকারে সুখস্বরূপে অপ্রাকৃত তত্ত্বে গতি লাভ করিতে পারে? অপ্রাকৃত চিন্ময় ও জড়জগতের মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য আছে, তাহার উদাহরণ এবং 'অনুকীর্তন'-ন্যায় ব্যতীত আর উপায় দেখা যায় না। সেজন্য অধস্তনগণের শ্রবণের ব্যবস্থা। অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার ক্রমবিকাশ-অনুসারে, অন্তঃকরণ জড়াহঙ্কারমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব হইবার অনুপাতে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীকৃষ্ণরূপ, শ্রীকৃষ্ণগুণ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় কথা-শ্রবণের অধিকার হয়।

অপ্রাকৃতবস্তুর স্বরূপ জড়জাত যুক্তি ও তর্কদ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর'—এই বাক্যে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে এবং যিনি প্রাকৃত বুদ্ধিপ্রসূত যুক্তি-তর্ক-দ্বারা অপ্রাকৃত তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টারূপ আকাঙ্ক্ষা বাতুলতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত হইয়াছেন, তিনিই শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ শরণাগত। অপ্রাকৃত তত্ত্ব অচিন্ত্য—প্রাকৃত জড়চিন্তার অতীত ভূমিকায় নিত্য বর্তমান। প্রাকৃত চিন্তা চিরকাল জড়ীয় বস্তুর সহিত পরিচালিত হওয়ায় কখনও অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু স্পর্শ করিতে পারিবে না। অপ্রাকৃত তত্ত্ব একান্ত শরণাগতের নিকটই স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। অশরণাগত জন প্রাকৃত-বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত মনে করিয়া বঞ্চিত হয়।

বদ্ধজীবের শরীর জড়ময়, শরীরের সমস্ত ক্রিয়া জড়ময়। কিন্তু জীব স্বরূপতঃ জড়ময় নহে। জীব অণুপদার্থ হইলেও চিন্ময় ও সনাতন এবং তাহার কৃষ্ণপ্রেমরূপ ধর্মও সনাতন—এই কথা যখন শ্রীগুরুদেব কীর্তন করেন, তখন যাঁহার স্বল্প স্বচিজ্জগতের ভাবপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহার অন্তঃস্থলেই এই কথার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি হয়। জড়বন্ধন হইতে আত্মশক্তি যতই শিথিল হয়, ততই জড়াতীত চিজ্জগতের অনুভব উদিত হয়।

জড়বন্ধন হইতে আত্মশক্তিকে মুক্ত করিবার একমাত্র উপায় চিদনুশীলন। হৃদয়ে যত চিদনুশীলন বৃদ্ধি হইবে, ততই জড় হইতে চেতনের বৈলক্ষণ্য হৃদয়ে সহজে উদিত হইবে। কৃষ্ণবিমুখতাই অপ্রাকৃত তত্ত্বানুভূতি-বিস্মরণ হইবার একমাত্র কারণ। কৃষ্ণবৈমুখ্যের জন্যই জীব মায়াকর্তৃক জড়াহঙ্কৃতিরূপ দণ্ড ভোগ করে। ব্যাধির নিদান ধরিয়া চিকিৎসার ন্যায় কৃষ্ণসাম্মুখ্যই এই জড়াহঙ্কৃতিরূপ অবস্থান্তর উপশমের একমাত্র উপায়। কৃষ্ণসাম্মুখ্য, কৃষ্ণসাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কৃষ্ণবৈমুখ্যের দণ্ড জড়াহঙ্কৃত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আর অন্য কোন পন্থা নাই।

কৃষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণসাম্মুখ্য বা কৃষ্ণসাকাঙ্ক্ষা। সাক্ষাৎ কৃষ্ণানুশীলনই জীবের নিত্য-নিবৃত্তি বিমল কৃষ্ণপ্রেম উদয় করাইতে সমর্থ। বিমল কৃষ্ণপ্রেমই বিশুদ্ধ চিন্ময়স্ফূর্তি। কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ইত্যাদি অন্যান্য পন্থাসমূহদ্বারা বিশুদ্ধ চিন্ময়তত্ত্বপ্রাপ্তি হয় না। কৃষ্ণসাকাঙ্ক্ষার ব্যতীত স্বীয় শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপের অনুভব হয় না।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম-অনুশীলনই একমাত্র চিদনুশীলন। উৎসাহের সহিত নিরপরাধে নিরন্তর লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করিতে করিতে সেই শ্রীনামে অপূর্ব অনুরাগের উদয় হয়। সেই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গেই চিজ্জগতের অনুভব উদিত হয়। ভক্তির বহুপ্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনাম-অনুশীলনই প্রধান ও শীঘ্র ফলপ্রদ। শ্রীকৃষ্ণ নাম-অনুশীলনদ্বারা নিঃসন্দেহে চিন্ময়ত্ব যতই অনুভব হয়, ততই চিজ্জগতের প্রতীতি হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ, যথা—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তা'র মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামের জন্ম জড়জগতে হয় নাই। প্রাকৃত জগতের কোন প্রাকৃত ভাষার অক্ষর বা বর্ণসমূহের সংযোগ-বিয়োগ-দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম সৃষ্ট হয় নাই। জগতে মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারা যায় না। চিৎকণস্বরূপ জীব স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাহার চিন্ময় শরীরে অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম-উচ্চারণের অধিকারী। হ্লাদিনী-কৃপায় অর্থাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণশক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় যাঁহার স্ব-স্বরূপের স্ফুর্তি হয়, তাঁহারই বিশুদ্ধ হৃদয়ে অপ্রাকৃত নামোদয় হয়। তখন নাম কৃপাপূর্বক ভক্তের হৃদয় হইতে সেবায় উদিত হইয়া তাঁহার ভক্তিপূত জিহ্বায় নৃত্য করেন। "হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।" অপ্রাকৃত নাম অক্ষরাকৃতি নন, কেবল সেবোন্মুখ জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় বর্ণাকারে প্রকাশিত হন—ইহাই নামের রহস্য। সম্পূর্ণ শুদ্ধচিত্ত অনন্যভক্তগণের যে কৃষ্ণনামের উদয় হয়, তাঁহারাই 'কৃষ্ণনাম' বলে। তদ্ব্যতীত যাহা কিছু নামের মত লক্ষিত হয়, তাহা হয় নামাভাস, নয় নামাপরাধ হইয়া থাকে।

মহাভাগবত বৈষ্ণবঠাকুর কৃপাপূর্বক অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া যিনি অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামের সেবার জন্য—অন্য কিছুর জন্য নহে—কায়মনোবাক্যে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হন, তিনি মহাভাগবত বৈষ্ণবঠাকুরের কৃপায় অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা বা সেবোন্মুখতা লাভ করিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম-গ্রহণে অধিকারী হন। মহাভাগবত বৈষ্ণবঠাকুর অযোগ্যকে যোগ্যতা দিতে পারেন অর্থাৎ সরল নিষ্কপট কৃপা-প্রার্থীর হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার উদয় করাইয়া তাঁহাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম প্রদান করিতে পারেন।

প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্য প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল হইয়া কৃষ্ণনামের প্রার্থী হইলে কৃষ্ণনাম-প্রাপ্তি হয় না। 'সকলে হরিনাম জপ করিলে আমাকে বৈষ্ণব বলিয়া সকলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং আমি লোকের নিকট হইতে অনেক কার্য উদ্ধার করিতে পারিব'—এরূপ বুদ্ধিই প্রতিষ্ঠা বা অশ্রদ্ধা। এই অশ্রদ্ধা, প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠাশার লেশমাত্র থাকা-কালে মহাভাগবত বৈষ্ণবঠাকুরের উপদেশের যথার্থ অর্থ উপলব্ধ হয় না। বৈষ্ণবঠাকুর কখনও অশ্রদ্ধাযুক্ত, শঠ ও বা ভণ্ড থাকিবার জন্য প্রতিষ্ঠাশাকারীকে সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম প্রদান করেন না।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদ উপদেশ দিয়াছেন—"দশবিধ অপরাধ বর্জন করিয়া শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হয়।" যিনি এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া—অপরাধযুক্ত অবস্থায় অপরাধ স্বীকারে প্রতিষ্ঠাশাবিশিষ্ট থাকিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামগ্রহণে রত হইতে পারেন না, বুঝিতে পারেন, তিনি ভজন—প্রচারের অহৈতুকী কৃপা করিয়া যে সৌভাগ্যবানের হৃদয়ে শাস্ত্রসম্মত প্রকৃত অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা ও নিরপরাধের উদয় করান—তাঁহারাই নির্মল হৃদয়ে বিশুদ্ধরূপে অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম সেবায় অধিকার আবিষ্কার করেন।

আর যাঁর সমস্ত সত্তাই প্রাকৃত ভূমিকার অতীত ভূমিকায় অবস্থিত অপ্রাকৃত তত্ত্ব অনুভব করিতে চাই—অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম-রূপ গুণ-লীলা-শ্রবণের প্রকৃত অধিকার পাইতে চাই—অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম যদি আমার একমাত্র প্রয়োজন হইয়া থাকে, একমাত্র শ্রীগুরু বিনা কৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছি—কৃষ্ণবিস্মৃতির ফলে অনর্থে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছি, কৃষ্ণসেবার কোনপ্রকার যোগ্যতা নাই বলিয়া যদি তীব্র অনুতাপ উদয় হইয়া থাকে, কৃষ্ণের অনুগ্রহলাভ আমি কখনও কৃষ্ণ ভজন করি নাই—অনাদি কাল হইতে বোকামি করিয়া পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু আবর্তনে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি বলিয়া যদি তীব্র অনুতাপের উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামপ্রদাতা শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লইবার জন্য অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাসহ তাঁহার অকপট কৃপালাভ করিবার জন্য আমাকে ব্যাকুল হইতে হইবে। অন্যায় করিবার অভিলাষ করিয়া সদ্গুরু হইলে আশ্রয় লাভ হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম চেতনের ক্রমবর্ধিত সেবার অন্তরের অবকাশ নাই। কখনই শ্রীগুরুকৃপার শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ হইবে, তখনই হৃদয়ে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শুদ্ধ সত্ত্বান্বিত হইবে—অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা ও অনুকূলভাবের উদয় হইবে এবং সেই বিশুদ্ধ চিন্ময় হৃদয়ে বিশুদ্ধসত্ত্ব অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম সেবোন্মুখ হৃদয়ে আবির্ভাব করিবেন। তখন অনাবৃত শুদ্ধচেতনের সেবা ও অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে করিতে অপ্রাকৃত চিদ্ধামে প্রবেশ করিবার অধিকার হইবে। ইহাই প্রাকৃত অহংকার পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্ব অনুভব করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া মহাজনগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে,—

"ভাই রে এক, সব করে মায়ার সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য		
চিঠিতে লাইন লাইনে	৷৹	৷৴	প্রতিবারে প্রতি লাইন	৩৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৹	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৩৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—আচার্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমান কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিজিগাপাত্র একমাত্র সাময়িক প্রকাশিত পত্র। মঠ পাঠিয়েছ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ভারতীয় বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই পত্রিকা আচার্য্যদেবের প্রবর্তিত শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আস্তিক জনের এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তরোত্তর ভক্তিপুষ্টিলাভ এবং ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ৷৴৹ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAI TANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৴৹ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তি পূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। হাট ও ঘাট-সর্বত্রে যাহা সাম্প্রদায়িকতারূপে বোধ ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং সমাধানকে বাস্তবতাভিত্তি প্রদান করিয়া নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমাধব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবনচরিত সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

বিবিধ সংবাদ

—— ::(০):: ——

দুইটী নূতন অর্ডিন্যান্স জারী

দুইটী অর্ডিন্যান্স প্রচার করিয়া বঙ্গের কৌজদারী আদালত অর্ডিন্যান্স ও স্পেশ্যাল পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্স সংশোধন করা হইয়াছে। প্রথম অর্ডিন্যান্সে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট যদি বুঝিতে পারেন যে, প্রদেশের ভিতরে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার ফলে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট অপরাধের বিচার করিবার জন্য বিশেষ ক্ষমতা সম্বলিত কৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় অর্ডিন্যান্সে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, যে সমস্ত এলাকায় বৃটিশ ভারত রক্ষার ব্যবস্থা, জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পরিচালনা প্রভৃতির বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই সমস্ত এলাকার জনসাধারণের উপর প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করিতে পারেন।

নূতন ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমে অফিস

বাঙ্গালা সরকার নির্দেশ দিয়াছেন যে, ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ১৯৪২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এক ঘণ্টা আগাইয়া দেওয়া হইবে বিধায় কলিকাতাস্থিত সরকারী অফিসসমূহের কাজ বেলা ১০টায় আরম্ভ হইবে। বেলা ১০টা হইতে ৪।৩০টা পর্য্যন্ত (ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) অফিসে কাজ চলিবে।

কুইনাইন উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা

আবকারী ও বন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মিঃ ইউ, এন, বর্ম্মণ বিগত ৩রা আগষ্ট হইতে ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত দার্জিলিং জেলার সিঙ্কোনা বিভাগের কার্য্য বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি মংপোর কুইনাইনের কারখানা ও মংপু ও মুংসিংছিত সিঙ্কোনার আবাদ পরিদর্শন করেন।

বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে ভারতবর্ষে কুইনাইন প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা প্রকৃতই বর্ণনাতীত। কারণ যবদ্বীপ শত্রু হস্তে পতিত হওয়ার ফলে এই দ্বীপ হইতে কুইনাইন আমদানী একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের কারখানা ও সিঙ্কোনা বাগানে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণ কুইনাইন প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। সিঙ্কোনা জন্মাইতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়; কাজেই অল্প সময়ের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, বর্ত্তমান আকস্মিক সঙ্কট সময়ে প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বাগিচার পদ্ধতিতে অল্প সময়ে সিঙ্কোনার চাষ করিবার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই আরম্ভ করা হইয়াছে।

ইঙ্গ-জাপ বন্দী বিনিময়

জাপানী নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, বন্দী-বিনিময়ের জন্য প্রেরিত চতুর্থ জাহাজ 'কামাকুরা মারু' ৯০৭ জন বৃটিশ ও মিত্রপক্ষীয় প্রজাকে সাংহাই হইতে লইয়া যাইবার জন্য জোরে হইতে সাংহাই পৌঁছিয়াছে। ১৭ই আগষ্ট জাহাজের পূর্ব-আফ্রিকার অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা। ইহাদের মধ্যে সাংহাই-এর ৩০০ এবং চীনের অন্যান্য অঞ্চলের ৭০ জন বৃটিশ কর্মচারী আছেন। অধিকন্তু সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে কোন আমেরিকান অথবা ভারতীয় থাকিবে না।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। নিজের, স্ত্রীর সন্তানের এবং বৃদ্ধ গুরুজন সবে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৴৹ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ মেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমৎ বিষ্ণুপাদ অধিকারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ ও তাঁহার বহু অপ্রকাশিত গীত, পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অর্থিত হইয়া "ভক্তিলেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইতেছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্য।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। বহু সজ্জন-সজ্জিত আলোক পাইবার বিভাগায়।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৬ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬: ১৫ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১লা সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ১৪৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ হৃষীকেশ, শিব প্রত্যয়, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

আধ্যক্ষিকতা বড় খারাপ জিনিষ। সেইটা আমাদের কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রভু হইবার চেষ্টা যেখানে, সেখানেই আধ্যক্ষিকতা। যথাযর্থ হইতেই এই বিপদ্ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। যথাযর্থ, ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া, তর্কপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌতপথ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমে শ্রবণ করা দরকার। শ্রবণ না করিয়া যদি আগেই চক্ষু দিয়া দেখিতে যাই, তাহা হইলে বঞ্চিত হইতে হইবে। শ্রবণশাসিত জীবন না হইলে সেবায় অধিকার লাভ হইবে না। ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ—কেহই হরিভজন করিতে পারে না। কারণ, ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে হরিভজন নাই। সেবোন্মুখ ব্যক্তিই হরিভজন করিতে সমর্থ। ত্যাগীই বলুন, আর ভোগীই বলুন—সকলেই নিজের জন্য ব্যস্ত; কিন্তু ভক্তের বিচার ঠিক তাহার বিপরীত। ভগবৎসেবার জন্য তথায় তীব্র ব্যাকুলতা। সমস্ত বিশ্ব ভগবানের সেবার উপকরণ—ইহাই ভক্তের বিচার। সেবোন্মুখতার অনুকম্পায় হৃদয়ে না জাগিলে এ বিচার আসে না, আবার এই বিচার না আসিলে ভোগ্যদর্শনও যায় না। বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে ভোগ্য-দর্শনের পরিবর্ত্তে সেবা-দর্শন হওয়া আবশ্যক। সেবার সেবোপকরণসমূহও আমাদের সেব্য—এ বিচার না আসিলে, হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের বৈশিষ্ট্য না থাকিলে ভোগ্য-বিচার আমাদিগকে গ্রাস করিবে। হয় ভোগ্য-দর্শন, না হয় সেবাদর্শন, কুদর্শন অথবা সুদর্শন—এই দুইটির একটা হইবেই অর্থাৎ জীব আলো অথবা অন্ধকার—ভক্ত অথবা অভক্ত, যে কোন একটা পথে থাকিবেই। হরিকথাই জীবের জীবন। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই সাধন ও সাধ্য। কত ভাগ্যফলে আমরা হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনের সুযোগ পাইয়াছি। এখন যদি আমরা বৃথায়েই কাটাই, তাহা হইলে এই সৌভাগ্যকে অবজ্ঞা করা হইল না কি? সুতরাং সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা ও হরিসম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা কর্ত্তব্য। ভগবৎপ্রসঙ্গের অনুশীলন হইলেই আমরা শ্রীরূপের পাদপদ্মলাভের সৌভাগ্য পাইয়া কৃতার্থ হইব।

—————

সেবায় আদর ও দৃঢ় থাকা দরকার। এই আদরই সেবোন্মুখতা। যেখানে আদর, শ্রদ্ধা বা সেবোন্মুখতা, সেইখানেই সাধুর সঙ্গ বা সেবা সম্ভব। যেখানে আদর নাই, শ্রদ্ধা নাই, তাহা সেবা নয়; পরন্তু সেবার অভিনয় বা সেবার কপটতা মাত্র। ভাগ্যোদয় জীবনটি সেবাসুখ বা নিত্যানন্দ। সেখানে আমার অজ্ঞান বা নিজেন্দ্রিয়তর্পণের কোন কথা নাই। ভক্তি প্রাপ্তের নিজস্ব। তাহা লোকদেখান বাহিরের ব্যাপার নহে। ভগবান্, গুরুদেব ও বৈষ্ণব—এই তিনজনই অন্তর্যামী। তাঁহারা আমাদের অন্তরের সকল কথাই জানেন, ইহা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। এই কথাটি সর্ব্বক্ষণ মনে থাকিলে আর কোন অসুবিধা হইবে না। ইহা না বুঝিলেই বিপদ্।

—————

বহির্ম্মুখ থাকিয়া হরিভজন হয় না। বহির্ম্মুখ—ভোগোন্মুখী—ভোক্তাভিমানী। তাহার অন্তর্ম্মুখতা বা সেবোন্মুখতা নাই। অন্তর্ম্মুখী হরিভজন করিতে পারে, সেবানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে। অন্তর্ম্মুখ অন্তর্যামী অধোক্ষজভাবে সেবারত। বহির্ম্মুখতার বা বহির্দর্শনে অদর্শন। তাহাতে ভগবানের দর্শন নাই। অন্তর্ম্মুখ সত্যানুসন্ধিৎসু—বাস্তব সত্যের অধীন হওয়ার জন্য প্রয়াসী। সাধুগণ সকলকে অন্তর্বিষয়ের সন্ধান দেন, দিব্যচক্ষু দান করেন।

—————

প্রকৃত সাধুর সঙ্গই সদ্গুরুচরণাশ্রয়। সৎসঙ্গই সদ্গুরুচরণাশ্রিত। শ্রদ্ধা না থাকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সেইজন্য হরিভজনের মূলে শ্রদ্ধার কথা।

শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ়নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। ইহাই ভক্তিলতা-বীজ। "অজ্ঞাবশেষ" শ্লোকে যে শ্রদ্ধার কথা আছে, তাহা শ্রদ্ধাভাস মাত্র। ভক্তপদ্ধা বাধ দিয়া ভগবৎপূজার যে শ্রদ্ধা, তাহা প্রকৃত শ্রদ্ধার ছায়া বা প্রতিবিম্ব। অনন্যভক্তিতে যে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা, তাহা নয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিফলে সাধুগণের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে হরিবিষয়ে যে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে, তাহাই শ্রদ্ধা।

—————

সাধুসঙ্গই একমাত্র সুযোগ। যেখানে সাধুর সঙ্গ, সেইখানেই হরিকথা। হরিকথাই সাধুর সম্পত্তি। সাধু কিন্তু বড় বিরল, কৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতিযুক্ত নিত্যসেবাপর; এরূপ সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধুর সংখ্যা আজকাল এত অল্প হইয়াছে যে, বহু অনুসন্ধান করিয়া একজন প্রকৃত সাধুর সঙ্গ পাওয়াও বড়ই দুর্ল্লভ। শাস্ত্র বলেন,—"কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।" ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। এই সকল দুর্ল্লভ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, যদি অকপট শরণাগত থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি থাকিলে কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গ ঘটে। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সাধু প্রেরণে বাহির হইতে অন্যাভিলাষী না হওয়া উচিত। জগদীশের জগৎ জগদীশশূন্য বা সাধুহীন হইতে পারে না। সাধু সংখ্যায় অল্প হইলেও চিরদিনই জগতে আছেন ও থাকিবেন—ইহা মহাজনবাক্য। তবে কপট হইলে সাধুর সন্ধান মিলিবে না, ইহাও সত্য।

—————

ভক্তিপথ—শ্রৌতপথ। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। সুদর্শন বা উপনয়ন আছে, এখন সাধুর কাছে হরিকথা না শুনলে আমাদের যথার্থ মঙ্গল, আমাদের ভোগপর চক্ষুকে নিয়মিত করিবে কে? সুতরাং শুদ্ধভক্তির আমাদের অনুশীলনের হইল। [illegible] দর্শন হইবে না। আমাদের অনেকের [illegible] দেখ, যাব, কিন্তু [illegible] সেবা হইতেছে কি, তাহা আমরা জানি না। [illegible] হইতে পূর্ব্ব [illegible] বুঝি না। সাধুদের অভাবে এইরূপ হইয়া থাকে। [illegible] অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণ করিবার উপদেশ দেন।

হরিকথাই প্রাণ

——::(:০:):——

হরিকথা [illegible] কোন জিনিষ নয়। হরিকথা [illegible], তাহা জড় অক্ষর নহে। অনেকে মনে করিতে পারেন—জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে অক্ষর উচ্চারণ করা হয়, তাহারই নাম; জড় শ্রুতি সাহায্যে যে সকল কথা কীর্তন বা শ্রবণ করা হয়, তাহাই হরিকীর্তন বা শ্রবণ। কিন্তু তাঁহাদের এই বিচার [illegible]। [illegible] নাম বা ভগবানের কথা জীবের [illegible] গ্রাহ্য নহেন। [illegible] অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে সেই ভগবান্ [illegible] কৃপাপূর্ব্বক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। যদি [illegible] জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিকথা শ্রবণ বা কীর্তন করা যাইত, তাহা হইলে গ্রামোফোন কোন হরিকথা-বিষয়ক রেকর্ড [illegible] শ্রবণ কীর্তন করিলে গ্রামোফোনের বা ঐ হরিকথা-শ্রবণকারীর মঙ্গল হইয়া যাইত।

হরিকথাপ্রেমী [illegible] ভোগোন্মুখ ব্যক্তির নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। অনেক সময় দেখা যায়, বঞ্চনার হরিকীর্তনের আড়ম্বরে কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে [illegible] ব্যক্তিই হরিকথা শ্রবণ কীর্তনের যোগ্য অধিকারী।

হরির এবং হরিজনের কথা—উভয়ই [illegible]। [illegible] নহেন। [illegible] বা [illegible] পারেন। [illegible] হরিকথা [illegible] করিতে সমর্থ হন।

[illegible] স্থল-দৃষ্টিতে যোগ্যতার মূল্য কি? [illegible] ভগবান্ ও [illegible]

[illegible]

এবং পার্থিব মহ সতত্ত্বঃ [illegible] [illegible] বিতন্বা ভক্তিরস্তু।

—হে ভগবন, পুণ্যকর্ম্মে, [illegible] ও নিষ্কামভাবে আমার বিশ্বাস নাই। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আমার যাহা হয় হউক না কেন, আমার যেন তোমার পাদপদ্মে একটা [illegible] থাকে উহাই প্রার্থনা।

হরিকথা মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃতসঞ্জীবনী। একমাত্র হরিকথা সেবনের দ্বারাই জীবের ঐকান্তিক মঙ্গলও হয়। হরিকথা মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী—সকলেরই আস্বাদনীয় বিষয়। ইহাই একমাত্র ঔষধ। যিনি এই হরিকথা হইতে বিরত হন, তিনি আত্মঘাতী। হরিকথাই ভক্তগণের প্রাণ। তাই তাঁহারা ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া পরস্পরের সহিত হরিকথা আলোচনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা হরিকথা শ্রবণ কীর্তন করিতে করিতে সতত ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের সেবা করেন, করুণাময় ভগবান্ তাঁহাদিগকে নির্ম্মল ভক্তি-যোগ প্রদান করেন। সেই বিমল সম্বন্ধজ্ঞানের সাহায্যে তাঁহারা ভগবানে নিত্যসেবা লাভ করেন।

হরিকথা কীর্তনের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান আর নাই। যিনি হরিকথা প্রচার করেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা। সাধুগণ এই হরিকথা ব্যতীত অন্য কোন তুচ্ছ দান বা নৈমিত্তিক দান করেন না। সেই কীর্তনকারী সাধুর চরণ আশ্রয় হইলে মঙ্গলের আশা কোথায়? সাধুগণ সর্ব্বপ্রকার লোককথার আদর করেন না। একমাত্র হরিকথারই [illegible] [illegible]

[illegible] থাকেন।"

হরিকথাপ্রেমী [illegible] জীব। [illegible]

[illegible]

হেন। হরিকথা এমনই জিনিষ যে, তাহা শ্রদ্ধার সহিত সেবন করিতে করিতে বিনা প্রযত্নেই অতি অল্পকালের মধ্যেই ভগবান্ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। হরিজনের সাক্ষাৎকার না পাওয়া পর্য্যন্ত হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ পাওয়া যায় না।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন

নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

——

প্রজল্প সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য

—:)•(:—

অনাবশ্যক গ্রাম্যকথার নাম প্রজল্প বা জল্পনা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, —'গ্রাম্যকথা প্রজল্প নামেতে পরিচয়।' শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতেও পাই,—

কৃষ্ণকথা ছাড়ি' জিহ্বা আর কথা কহে।

প্রজল্প তাহার নাম, বৃথা বাক্য কহে॥

হরিবিমুখ আমরা আহার-বিহার, শয়ন, ভ্রমণ বা উপবেশনে সর্ব্বক্ষণই প্রজল্পরত। আমাদের হরিবিমুখতা এত প্রবল যে, অন্যের সহিত আলাপাদি করিতে গেলেই বড় বাজে কথা আসিয়া পড়ে। সাধক জীব আমাদের সেই অসৎআলাপ বা বৃথা গল্প হইতে দূরে থাকা বিশেষ আবশ্যক। সময় অমূল্য। আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এই অমূল্য জীবনের অসদ্ব্যবহার করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কখনই কর্ত্তব্য। বৃথা গল্প-গুজব, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, কুতর্ক, পরদোষানুসন্ধান বা সাধুনিন্দা—সবই প্রজল্প। এই সবই [illegible]। [illegible] প্রজল্পে [illegible] হরিকথা আলোচনা ও কীর্তনাদি করিবেন। আমরা [illegible] করি, তাহা হইলে [illegible] "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই উপদেশ পালন করা হইবে এবং সে-অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। [illegible] কথা, [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] তাঁহারা [illegible] নিযুক্ত হন না। [illegible] তাঁহারা সময় নষ্ট করেন না।

অকারণ পরচর্চ্চা অত্যন্ত খারাপ! উহা ভক্তির বিরোধী। যে কথায় কৃষ্ণের স্মৃতি হয়, তাহাই হরিকথা। আর [illegible]

[illegible] বড় কথা, সবই প্রজল্প।

অনেকে আত্মপ্রশংসা, প্রাণের জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ [illegible] প্রতি বিদ্বেষপূর্ব্বক তাহার [illegible]

করেন। এই সব উত্তম বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হন, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে স্থির হয় না। সুতরাং ভক্তসাধক মাত্রেরই পরচর্চ্চা সর্ব্বপ্রযত্নে বন্ধ করা উচিত। কিন্তু অন্যের যে জীবমঙ্গল জন্য শিষ্যের নিকট অসত্যের স্বরূপ বা কোন ব্যক্তিবিশেষের ভক্তিবিরোধ কার্য্যের আলোচনা করিয়া শিষ্যকে সাবধান করেন, তাহা পরচর্চ্চা বলিয়া মনে হইলেও তাহা পরচর্চ্চা নহে, পরন্তু তাহা জীবের প্রতি পরম করুণার নিদর্শন। আমরা যেন গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ করিতে গিয়া পরচর্চ্চায় নিযুক্ত না হই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রজল্পী নহেন, তিনি নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তনরত। তাঁহার সকল কার্য্যই কৃষ্ণের প্রীতিবর্দ্ধক। আমরা যদি ঈর্ষা, দ্বেষ বা প্রতিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া পরের কথা আলোচনা করি, ভক্ত-অনুকূল কথা ছাড়িয়া ভক্ত-প্রতিকূল কথায় ব্যস্ত হই, তাহা হইলে আমরা ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী হইব।

পরদোষানুসন্ধান বড় খারাপ জিনিষ। বৈষ্ণবগণ অদোষদর্শী ও গুণগ্রাহী। সকলক্ষেত্রে তাঁহারা কাহারও দোষদর্শন করেন না। দোষী ব্যক্তিগণই পিপীলিকার ন্যায় অপরের ছিদ্রদর্শন করিয়া থাকে। ইহা হইতে সাবধান থাকা দরকার। নতুবা প্রজল্প বা [illegible], হরিবিমুখতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

সাধুনিন্দা [illegible] অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। মহতের চরণে অপরাধের ন্যায় তীব্র অপরাধ আর নাই। যদি আমরা হরিভক্তি পাইবার আশা করি, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকেরই সাধুনিন্দা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা উচিত। ভগবদ্ভক্তগণ সাধু, আর সেই সাধুগণের অমর্য্যাদা বা অসম্মান [illegible] আমাদের [illegible]। তাঁহাদের নিন্দা করিলে সমস্ত শ্রেয়ঃ নষ্ট হয়।

কোন বক্তার বৃথা বাক্য ব্যয় করা উচিত নয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই অসার গাল্পে বাজে প্রজল্প আরম্ভ করি। কিন্তু ইহা অত্যন্ত খারাপ ও অপরাধজনক। ইহাতে গুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘনজনিত অপরাধ হয়, এবং সাধুগণের চরণে অপরাধ হয় ও নিজের হরিভজনের অমূল্য সময় নষ্ট হয়। অতএব আত্মমঙ্গলকামী মাত্রেরই ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

কোন বক্তারই বৃথা বাক্যব্যয় করা ভাল নয়। আপনার এবং অন্য জীবের যাহাতে মঙ্গল হয়, সেই সমস্ত কথাই আলোচনা করা ভাল। কারণ আমরা সকলেই হরিভজনের জন্য মঠে আসিয়াছি। এখানে আসিয়াও যদি সেই গ্রাম্য কথা বা প্রজল্পের বশ হই, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। লোককে শুধু [illegible] হইবে। [illegible] কোন কিছুই হইবে না।

ভাবের ঠাকুর [illegible] ভক্তের। চতুর্ব্বিংশ-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চতুর্ব্বেদে॥

ভাবাবেগ ও মনোবেগ দমিত হইবে না। নিরন্তর শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবের অপরিমিত কীর্ত্তনই বাক্যের সার্থকতা এবং ইহাই বাক্যবেগদমন।

যিনি পরের স্বভাব ও কর্ম্মের প্রশংসা ও নিন্দা করেন, তিনি অসদ্বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া শীঘ্র ভ্রষ্ট হন। সুতরাং আমরা যেন প্রবৃত্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি এবং অসৎসঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিয়া সাধু ভক্তের সেবা করিতে পারি, তজ্জন্য শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে অযাচিত কৃপা করুন—ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে নিবেদন।

ভক্ত-সেবাই মঙ্গল-সরণি

——::(০):: ——

আমরা যে জগতে বাস করি, তাহা অসাধু জগৎ। এ জগতের প্রায় সকলেই অসাধু। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—জগতে সাধুমাত্র একজন, তিনি আমার শ্রীগুরুদেব এবং তাঁহার বন্ধুরূপে আরও দুই চারিজন আছেন।” এই সাধুর সঙ্গ বা সাক্ষাৎ ভগবৎ-কৃপাতেই লাভ হয়। যাঁহারা সাধুসেবার সৌভাগ্য পান, তাঁহাদের প্রথমেই সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস উদিত হয়। শ্রদ্ধা হইতে সেবায় নিষ্ঠা ও রুচি হয়। কিন্তু যেখানে মূলে শ্রদ্ধারই অভাব, অথচ সেবায় নিষ্ঠা, রুচি বা অনুরাগ দেখা যায়, তাহা কপটতা মাত্র। সেব্য ও সেবক যদি এক ভূমিকায় অবস্থিত না হন, তাহা হইলে শুদ্ধসেবা কখনই হইতে পারে না। সেবকের সেবা করিবার ইচ্ছা এবং সেব্যের সেবাগ্রহণের ইচ্ছা যুগপৎ না হইলে সেবা কি করিয়া হইবে? সেব্য নিত্যকালের সেব্য, আর সেবক নিত্যকালের সেবক। এই সেবকগণের মধ্যে যিনি অগ্রণী, তিনিই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব, তিনিই সাধুশ্রেষ্ঠ, তিনিই আচার্য্য। সেবকগণ তাঁহারই অনুগত হইয়া থাকেন। ভাবের প্রথমে দৃঢ়বিশ্বাস থাকে না। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে যে পরিমাণে তাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হয়। যাঁহার যেই পরিমাণে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তিনি সেই পরিমাণে সাধুর সহিত এক চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইতে পারেন—সেই পরিমাণে তাঁহার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিলাইতে পারেন—সেই পরিমাণে তাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্ত-সঙ্গলিপ্সা জাগে। এবং আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে। [illegible] আছে বলিয়াই তিনি মহৎ। সাধুসেবাই সেবকের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও পরম লাভ।

সাধু ছাড়া আমাদের বন্ধু বা সঙ্গী কেহ নাই। সাধু সঙ্গেই জগতের সঙ্গ হইতেই কৃষ্ণবিমুখ বা বহির্ম্মুখ [illegible]।

‘কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,

তোমার শকতি আছে।’

—সাধুতে এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা সেবকের আছে। তাই তিনি কৃষ্ণনামের কাঙ্গাল হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেই নাম-সেবা-দাতা সাধুর চরণে প্রণত ও অনুগত। এইরূপ পরমশ্রদ্ধালু সাধুতে দুর্ভাগ্যক্রমে অশ্রদ্ধা হইলে সাধুর প্রতি বৎসরতা আবার কখনও অজ্ঞাতসারে আসিয়া যায়। তখন সাধুগণের অযাচিত কৃপাশাসনের দ্বারা নিজেকে রক্ষা না করিলে আর নিস্তার নাই।

সাধুসেবা করা যায় কি করিয়া—উহা স্থিরীকৃত না হইলে সাধুসেবা অসম্ভব। সাধুর নিকট শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হওয়া এবং সাধুর বাণীর বা উপদেশের অনুসরণ ব্যতীত সাধুর সেবা পাওয়া অসম্ভব। সাধুর সেবা পাইতে হইলে সাধুর বিচার গ্রহণ করিতে হইবে—সাধুর উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে। ইহারই নাম সাধুসঙ্গ।

সদ্গুরুচরণাশ্রিত শ্রদ্ধাবান্ জীবই সাধুসেবা লাভ করিতে পারেন। তাঁহারা গুরুদেবকে মর্ত্ত্যমানব মনে করেন না। তাঁহারা জানেন—শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। তিনি নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ হইয়াও নিত্যানন্দ দাসাভিমানী। তিনি শ্রীহরির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জন। শ্রীগুরুদেব যে প্রকারে কৃষ্ণসেবা করিতে পারেন, সেরূপ আর কেহই করিতে পারেন না। তিনি কৃষ্ণব্যতীত অন্য কেহ নহেন। [illegible] বহু-আয়তনে বিবিধ [illegible] পাত্রের উপাদেয় বস্তু [illegible] সেরূপ সম্পূর্ণ হন। [illegible] আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধে আমাদের [illegible] না থাকিলেও তিনি সব দেখিতেছেন, সব জানিতেছেন। [illegible] ব্যতীত [illegible] থাকিবার [illegible] নাই।

সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ ছাড়া গতি নাই। জানিয়া সাধুর সঙ্গযোগ না করিলে [illegible] করা দরকার। শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত উভয়েই সাধু—উভয়েই আচার্য্য। আমাদের কেবল [illegible] আছে বলিয়া [illegible] হইতে হইবে না। সাধুর মুখে হরিকথা শুনিতে শুনিতে শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে থাকে। সাধুসঙ্গক্রমে হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা উদিত হয়, [illegible] বাধা তাহা দূর করিবার যত্ন না হয়, তাহা হইলে অনায়াসে সেই শ্রদ্ধা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সাধু ও শাস্ত্রকে আশ্রয় করেন। [illegible] ছাড়া গতি নাই। সাধুর বাণী ছাড়া [illegible] আর [illegible] নাই। [illegible] বলিতেছি—ভক্তসেবাই মঙ্গল-সরণি।

——

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়েচ্ছায়, পাতিতপাবন পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী করুণা ও গৌড়ীয়মিশনের পরিচালকবর্গের সেবোদ্যোগে গৌড়ীয়মিশনের প্রচারকেন্দ্র, জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিত্যকীর্ত্তন বক্তৃ-প্রাবিত ক্ষেত্র, স্বীয় ভজন ও নিত্যলীলাপ্রবেশ স্থলী ও নিরন্তর শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কীর্ত্তনমুখরিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, শনিবার শ্রীহরিনামযজ্ঞ হইতে ‘বার্ষিক-শ্রীহরিনামযজ্ঞ মহোৎসব’ আরম্ভ হইয়াছে। এই সংকীর্ত্তন-মহোৎসব আগামী ৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। গত পবিত্রারোপণী একাদশী-তে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনাদি হইয়াছে। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীল গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল গৌড়ীয়-[illegible] বিরহ-উৎসবোপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি পাঠ হইয়াছে। ঐ সকল অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে একটি মহানগর-সংকীর্ত্তন বাহির হয়। হরিকীর্ত্তন-[illegible] এবং সামাজিক নানাপ্রকার [illegible] পরিস্থিতির [illegible] শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শুদ্ধভক্তসংকীর্ত্তন [illegible] নগরবাসিগণের প্রাণে [illegible]

[illegible]

যুবী মানবমাত্রই এই সুদুর্লভ শ্রীহরিনামযজ্ঞ মহোৎসবে [illegible] করিয়া জীবন ধন্য করুন।

আগামী ১৭ই ভাদ্র, [illegible] সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী [illegible] এবং [illegible] শ্রীল [illegible] মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

[illegible]

চাতুর্মাস্য [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] মহোৎসব [illegible] থাকে। [illegible] গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব ‘[illegible]’ [illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়				এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
	১ম ও দিনের	অপরাপর দিনের দর			
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵		প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০		" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲		" অর্দ্ধ কলম	২৮৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		" এক কলম	৬০৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲			

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত -উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী -শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরনাথ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মজ্ঞানপ্রদ গ্রন্থ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক অনুমোদিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ-বাসীকে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিবেন, তাহা নহে, পরন্তু সর্ব্বলোক আত্মমঙ্গলকাম এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উক্ত গ্রন্থপ্রদর্শিত কলিকুক্কুরদিগের এই ভবার্ণব অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAI TANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্ন স্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান · শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভক্তি সম্বন্ধে প্রায় সকল বিভিন্ন মতের শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে যাবতীয় ভ্রম সাধারণ প্রশ্নসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে মূল্য ৷৵০ আনা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূঃ [illegible] আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমাধব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবনচরিত্র সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

বিবিধ সংবাদ

ট্রাম কোম্পানীর কারবার ক্রয়ের প্রস্তাব

গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের পাবলিক ইউটিলিটিজ ও মার্কেট কমিটির বৈঠকে ট্রাম কোম্পানীর সহিত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রকাশ, কমিটিতে স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে ট্রাম কোম্পানীর সহিত যে চুক্তি আছে, দুই বৎসর পরে তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই কোম্পানীর কারবার কিনিয়া নেওয়া হইবে।

দিয়াশলাইয়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

দিয়াশলাইয়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত আদেশ জারী করা হইয়াছিল, তাহা বাতিল করিয়া দিয়া ভারত সরকার নিম্নলিখিত ভাবে দিয়াশলাইয়ের সর্ব্বোচ্চ মূল্য বাঁধা করিয়া সম্প্রতি এক আদেশ জারী করিয়াছেন,—

৪০ কাঠি পর্য্যন্ত এক বাক্স ৫ পাই, দুই বাক্স ৯ পাই; ৫০ কাঠি পর্য্যন্ত এক বাক্স ৬ পাই; ৬০ কাঠি পর্য্যন্ত এক বাক্স ৮ পাই, দুই বাক্স এক আনা তিন পাই, ৮০ কাঠি পর্য্যন্ত এক বাক্স ৯ পাই।

জাপানী প্রধান-মন্ত্রী

এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, গত জুন মাসে জনৈক কোরিয়ান যুবকের গুলীতে জাপ প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল তোজো আহত হন।

চীন-কোরিয়ান সঙ্ঘের ওয়াশিংটনস্থ প্রতিনিধি মিঃ কিলসুহান এই সংবাদ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, সঙ্ঘের এজেন্টদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আততায়ীর নাম পার্ক সুয়ান। সে কোরিয়ান সন্ত্রাসবাদী সমিতি "হউর্নজান" এর সভ্য। জাপানী সমর দপ্তরের বাহিরে ঐ ঘটনা ঘটে। পার্ক সুয়ান তিনটি গুলী ছোড়ে; প্রথম গুলী জেনারেল তোজোর বাহুতে লাগে; দ্বিতীয় গুলী যুদ্ধপূর্ব প্রধান-মন্ত্রী মিঃ হিরোতার দেহে লাগে। মিঃ হিরোতাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। গুলী চালনার পরেই যে উত্তেজনা ও হট্টগোলের সৃষ্টি হয়, তাহাতে জাপানী প্রতীত্য বিখ্যাত জাপানী দৈনিক বেকর উইকো হুবাংকে খুন করিয়া বসে এবং মুইজন জাপানী প্রেস-ফটোগ্রাফারকে গুলীতে এমন আহত করে যে, তাহারা মারা যায়। প্রকাশ, পার্ক সুয়ানও গুলীর আঘাতে আহত হইয়া মারা যায়। মিঃ হান বলেন, "এই সব সন্ত্রাসবাদী দল এখন [illegible] টোকিওতে ও জাপানী-মনে ত্রাস সৃষ্টি করিতেছে।"

তুরস্কে প্রচণ্ড ভূমিকম্প

জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৫ই আগষ্ট আঙ্কারার ভূমিকম্প নির্দ্ধারক যন্ত্রে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছে বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। উহার পর আরও তিনবার অপেক্ষাকৃত মৃদু ভূকম্পন হয়। আঙ্কারা হইতে ১৫০ মাইল দূরে উক্ত ভূমিকম্প হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। পশ্চিম আনাতোলিয়ার বোলুর ও গেরিদার ভূমিকম্প হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; শেষোক্ত স্থানে সামান্য ক্ষতি হইয়াছে।

সাদা পোষাকে কোর্টে উপস্থিত

ঢাকার উকিল মোক্তারগণকে জজ, মুন্সেফ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে সাদাপোষাকে (ধুতি সার্ট) উপস্থিত হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এমন কি হাকিমগণও সাদা-পোষাকে আসেন এবং পরে পোষাক পরিবর্ত্তন করেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ৮ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১৭ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৩রা সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } [illegible] সংখ্যা

শ্রীতার শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থ [illegible] সম্বলিত ও সংগৃহীত হইয়া [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—
[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

হৃষীকেশ, বৃহস্পতিবার [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীনন্দলালের জন্মকথা

——:০:(০):০:——

মধুবংশোদ্ভূত শ্রীদেবমীঢ় মথুরায় বাস [illegible]। তাঁহার দুইটী ভার্য্যা ছিল। [illegible] প্রথমা পত্নী ক্ষত্রিয়া ও দ্বিতীয় পত্নী [illegible]। প্রথমা পত্নীর গর্ভে 'শূর' এবং [illegible] গর্ভে 'পর্জ্জন্য' জন্মগ্রহণ করেন [illegible] হইতে শ্রীবসুদেব আবির্ভূত হন [illegible] পিতার নাম পর্জ্জন্য। পর্জ্জন্য [illegible] হইতেই ব্রাহ্মণগণকে পূজা [illegible]—তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ কারয়া [illegible] দান করিতেন। বৈষ্ণবের প্রতি [illegible] প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। বাল্যজীবন [illegible] শ্রীহরিপূজায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি [illegible] আজ্ঞানুসারে নিষ্কাম [illegible] কামনা করিয়া লক্ষ্মীশ্বরকে [illegible] উপাসনা করিয়াছিলেন। [illegible] আকাশে দৈববাণী হইয়াছিল [illegible]! এই তপস্যার দ্বারা তোমার পঞ্চপুত্র [illegible]। তাঁহার মধ্যে নন্দ-নামক মধ্যম পুত্রের [illegible] এক নন্দন হইবে। সুর ও [illegible] সকলেই লিপাবস্থানে তাঁহার পদাম্বুজ গ্রহণ করিবেন।'

সেই বর শুনিয়া শ্রীপর্জ্জন্য নন্দীশ্বরে [illegible] লাগিলেন। কিন্তু কেশীদৈত্য [illegible]

আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিলে তিনি [illegible] হইয়া [illegible] বৃহদ্বন [illegible] করেন। [illegible] কেশ [illegible] বস্ত্র [illegible]। তিনি [illegible] সাধনা [illegible] করিয়া সুখী করেন। তিনি [illegible] পিতামহীর নাম [illegible]। তিনি [illegible] মাতা এবং [illegible]। [illegible] বর্ণ [illegible] কেশ। তাঁহাদের দুই [illegible]—একের নাম উপনন্দ ও অপরের নাম [illegible]। উপনন্দের পত্নীর নাম [illegible]। [illegible] পত্নীর নাম [illegible]। [illegible] পত্নীর নাম [illegible]। [illegible] পতির নাম [illegible]। [illegible] ও পশুপালন পালন করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দলাল। তিনি শ্রীনন্দের [illegible]। নন্দপুত্রই তাঁহার [illegible]। শ্রীনন্দ [illegible] ও [illegible]। তিনি [illegible], চক্রবর্ত্তী, [illegible] বাহ্লীকগণের [illegible] [illegible] ও [illegible]। [illegible] লোক [illegible], বসুদেব সুনন্দ, গোপরাজ, [illegible], কৃষ্ণহাস ও [illegible]। তাঁহারা পাঁচ ভাই—উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সন্নন্দ বা সুনন্দ ও নন্দন, [illegible] দুই ভগ্নী—সানন্দা ও নন্দিনী। উপনন্দ ও অভিনন্দ কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত এবং সুনন্দ ও নন্দন কৃষ্ণের খুল্লতাত।

কৃষ্ণের মাতামহের নাম সুমুখ। তাঁহার [illegible] ন্যায় [illegible] ও পাকা [illegible] ন্যায় বর্ণ। তাঁহার পত্নীর নাম পাটলা। তাঁহার [illegible] কেশ, [illegible] ও [illegible] বর্ণ। তাঁহার [illegible] নামে গোপী [illegible] ছিলেন। তিনি স্নেহ করিয়া [illegible] বিবাহিতা [illegible]। নন্দপত্নী [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শুদ্ধ ভক্তরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। [illegible] কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

বলিয়াছেন,—"ভগবান্ বাসুদেবরূপে নিজ অবস্থান করিতেছেন এই বাক্যের দ্বারা [illegible] পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ যিনি সাথে বর্তমান থাকিয়াও ভগবান গোলোকেও [illegible]—বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন নহে। কিন্তু ভগবানের আবির্ভাবকালে বৈকুণ্ঠ ও গোলোক [illegible] হইতে [illegible] আসিয়া তাঁহাতে মিলিত হন এবং তিরোভাবে তাঁহারা নিজ নিজ ধামে গমন করিতে থাকেন, সুতরাং অস্থায় আংশিক বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হন, ইহাও সূচিত হইল।"

দেবগণের প্রার্থনায় পৃথ্বীর ভারহরণের জন্য দৈবযোগবশতঃ অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ বিষ্ণু শ্রীবসুদেবের অন্তঃ শ্রীকৃষ্ণরূপের সহিত মিলিত হওয়া বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকটিত হন। এই অবতারের প্রাকৃত [illegible] বহু নাই। তিনি অলৌকিক বস্তু। নিজ ইচ্ছায় আবির্ভূত তাঁহার নিত্য প্রকৃতি। তিনি দেবকীর উদরে জন্মে নিত্যকাল প্রকটিত। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা নিত্য। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি তাহাই হয়, তাহা হ' ইহা প্রকট অপ্রকট হয়। সুতরাং কৃষ্ণলীলাকে 'নিত্য' বলা যায় কিরূপে? উত্তরে শ্রী ঠাকুর ভাগবতের বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণলীলা চক্রাকারে নিত্য। যেমন চক্রের প্রত্যেক অংশ কোথাও না কোথাও রহিয়াছে বলিয়া চক্রের নিত্যত্ব। সেইরূপ সকল প্রকট লীলার নিত্যতা। অপ্রকট অবস্থায় সকল লীলাই নিত্য রহিয়াছে। প্রকট লীলা সকল ব্রহ্মাণ্ডেই হয়। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একটি [illegible] আছে। গোলোক অপ্রকাশ্য বস্তু। [illegible] প্রকট লীলারূপে বর্তমান। আবার সকল ব্রহ্মাণ্ডে গোলোক প্রকটিত যে ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট, ধামরূপে [illegible] প্রকট থাকেন? ইহার উত্তরে [illegible]—অপ্রকট লীলা নিত্য [illegible] উক্ত প্রকটলীলার প্রতি রূপ কাহার ধাম বর্তমান থাকেন।"

বসুদেবের যখন সহধর্মিণী শ্রীদেবকীকে [illegible] লইয়া যান, তখন উগ্রসেন-পুত্র কংস ভগ্নীর শুভবিবাহের জন্য স্নেহ [illegible] সারথ্য করে। অর্থপ্রত্যুর্দ্ধে কংস রথ চালনা করিতেছিল, তখন দৈববাণী হইল—'অরে মূর্খ কংস! যাঁহাকে রথে লইয়া যাইতেছিস, তাঁহার অষ্টম গর্ভ তোকে হত্যা করিবে।'

এই কথা শ্রবণমাত্রই শোকজনক [illegible] কংস [illegible] দেবকীর কেশাগ্র গ্রহণপূর্বক খড়্গ হস্তে [illegible] তাঁহার প্রাণ-সংহারে [illegible] হইল। তখন চতুর শ্রীবসুদেব [illegible] কংসকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। কংস অত্যন্ত নিবৃত্ত হইলে তখন বসুদেব পুনরায় শ্রীমহামায়ার সহিত দেবকীকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

এখানে প্রশ্ন এই যে দৈব অষ্টম পুত্র না কহিয়া বলিয়া অষ্টম গর্ভের কথা বলিলেন কেন? উত্তর এই যে, গর্ভ কন্যা-পুত্র-ভেদের কথা মনে থাকিতে সন্দেহ না হয়, এই জন্য অষ্টম পুত্র না বলিয়া অষ্টম গর্ভ বলা হইয়াছে। আবার প্রশ্ন হইতে পারে, এই বিবাহোৎসবময় সুদিনে দেবগণ দৈববাণী আকাশবাণী করিলেন কেন? আকাশবাণী না করিলে ত' আর কংস কোন অত্যাচার করিত না। উত্তর এই যে, অবনী দেবকীর প্রতি দেবগণ কংসকে শ্রীকৃষ্ণ কি কারণে হত্যা করিবেন?—এই উত্তর উদয় হেতু [illegible] শ্রীদেবকীর উদরে ভগবানের আবির্ভাব উৎসবের জন্য দেবগণ আকাশবাণী করিয়াছিলেন। দৈববাণীতে [illegible] ভাবী অমঙ্গলের হত্যা-সম্বন্ধে বসুদেব-দেবকী-দুঃখসহ ও পরমানন্দ হইয়াছিলেন।

অনন্তর সময় উপস্থিত হইলে সহধর্মিণী শ্রীদেবকী প্রতি বৎসর এক একটি করিয়া আটটী পুত্র এবং সুভদ্রানাম্নী একটী কন্যা প্রসব করিলেন। এই আটটী পুত্রের মধ্যে প্রথম ছয়টী পুত্র কংসহস্তে নিহত হয়। প্রথম পুত্রের নাম কীর্তিমান্। এই কীর্তিমান্ [illegible] দেবকীপুত্রের [illegible] প্রথম জন্মে ইঁহার নাম স্মর ছিল। মহর্ষি মরীচির ঊর্ণা নাম্নী পত্নীর গর্ভে স্মর, উদ্গীথ প্রভৃতি ছয়টী পুত্র জন্মে। ইঁহারা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে স্বদুহিতা অভিলাষ করিতে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। সেই অপরাধ-ফলে ইঁহারা কালনেমির ক্ষেত্রে হিরণ্যকশিপু হইতে উৎপন্ন হয়; কালনেমির পুত্র হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দন ও ক্রোধহন্তা-নামে খ্যাত ছয় পুত্র নামক অসুরগণ ব্রাহ্মণদের ভায় পর অধর্মী ও সমদর্শী ছিলেন। ইঁহারা পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য পিতামহ ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। কালনেমির পুত্রগণ পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে অবজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মার আরাধনায় রত হওয়ায় ক্রোধে হিরণ্যকশিপু ক্রোধপূর্বক অভিশাপ প্রদান করে—পিতার জন্মে তোমাদের মৃত্যু হইবে। তোমরা ছয়জনই দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে এবং তোমাদের পিতা কালনেমি কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। সেই কংসই তোমাদিগকে হত্যা করিবে। হিরণ্যকশিপু উঁহাদিগকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিল বলিয়া উঁহারা দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কালনেমির অবতার কংস হস্তে নিহত হন। পরে [illegible]লীলায় দেবকীর প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ উঁহাদিগকে সুতল হইতে আনিয়া মাতার শোক নিবারণপূর্বক উঁহাদিগকে স্বর্গে দান করেন।

কংস ভয়ে ভীত হইয়া সর্বক্ষণ চিন্তান্বিত আছে, এমন সময় শ্রীনারদ স্বর্গলোক হইতে অবতরণপূর্বক মথুরার উপবনে উপস্থিত হইয়া কংসের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সেই দূত রাজসমীপে তদীয় আগমনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলে অসুরবর কংস নারদের আগমনসংবাদ-শ্রবণে চমকিত হইয়া অতি সত্বর মথুরা হইতে বহির্গত হইলেন এবং সূর্যের ন্যায় প্রভাশালী ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী নিষ্পাপ মহর্ষি দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইল। কংস দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন ও যথাবিধি পূজা করিয়া উপবেশনার্থ স্বর্ণ-নির্মিত আসন আনাইয়া দিল। শ্রীনারদ উপবিষ্ট হইয়া কংসকে কহিলেন,—"হে বীর! তুমি ত' বিধিমত আমার যথোচিত পূজা করিয়াছ, এখন আমি যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। হে তাত, আমি নন্দন-কানন, চৈত্ররথ-বন প্রভৃতি ব্রহ্মপুরাদি স্বর্গলোক-সকল ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য-পথ বিপুল সুমেরু পর্বতে গমন করিয়াছিলাম। ঐকালে দেবগণ অনেকে আমার সহগামী হইয়াছিলেন। আমরা সকলেই অনেক তীর্থ অতিক্রম করিয়া ত্রিপথগামিনী ত্রিধারা দিব্যগঙ্গাকে দর্শন করি। একদা ব্রহ্মা দেবগণকে লইয়া সুমেরুশিখরে সভা করিলে আমি তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে তাঁহারা নিজ অনুচরগণের সহিত তোমার নিধন-ব্যাপারের কথা মন্ত্রণা করিতেছেন। হে কংস! মথুরাতে তোমার [illegible] ভগ্নী আছে; তাঁহার অষ্টম গর্ভ হইতে তোমার মৃত্যু হইবে। দেবর্ষি এই কথা বলিয়া মথুরা হইতে বহির্গত হইবামাত্রই কংস যদুদিগকে দেবতা এবং দেবকীর গর্ভজ সন্তানগণকে আপনার মৃত্যু-কারণ বিষ্ণু মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীবসুদেব-দেবকীকে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং জীব-হত্যারূপ বিষ্ণু হইতে নিজ মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেক পুত্রকে জন্ম-মাত্র বধ করিতে লাগিল। পূর্বে কংস যখন পৃথিবীতে কালনেমি-অসুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন বিষ্ণু তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ দেবর্ষি নারদ হইতে অবগত হইয়া কংস যাদবগণের সহিত বিরোধাচরণ করিতে লাগিল। এমন কি, যদু, ভোজ ও অন্ধকদিগের অধিপতি নিজপিতা উগ্রসেনকে পর্যন্ত নিগ্রহ করিয়া স্বয়ং রাজ্যভোগ করিতে লাগিল। তাহার কঠোর অত্যাচারে অনেকে কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি রাজ্যে পলায়ন করিলেন। কেবল অক্রূর প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণাবতারের কলেবরাদির বা শ্রীকৃষ্ণাবতার-দর্শনরূপ স্বার্থের অপেক্ষায় কংসের আজ্ঞাধীনে হইয়া তথায় রহিলেন। তাহার পরে কংসকর্তৃক ছয় পুত্র নিহত হইলে দেবকীর হর্ষ-শোকজনক সপ্তম গর্ভ প্রকাশিত হইল। দেবকীর একাকালে হর্ষ ও শোক হইবার কারণ-সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—'আনন্দময় ভগবান্ তাঁহার গর্ভে আবির্ভূত হইলেন বলিয়াই আনন্দ, আর পূর্ব পূর্ব পুত্রকে কংস বধ করিয়াছে, ইঁহাকেও সেইরূপ বধ করিবে, এজন্য শোক যুগপৎ হইয়াছিল।'

দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট ভগবানের অবতারবিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা উচিত নহে। কারণ, দেবর্ষি নারদ সর্বদা জীবের হিতের নিমিত্তই কার্য করিয়া থাকেন। ভগবান্ শীঘ্র আবির্ভূত হইলে দৈত্যাক্রান্ত দেবগণের আনন্দ হইবে, তিনিও আপনার অভীষ্টদেবকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইবেন এবং কংসকে ভগবানের দ্বারা নাশ করাইয়া তাহার সদ্গতি দান করাইবেন ও যাহারা কংসের দাসত্ব স্বীকার করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে ভগবানের আবির্ভাববিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ-লাভ প্রভৃতি বিবিধ শুভ কারণে দেবর্ষি নারদ কংসকে নিগূঢ় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

যাদবগণের কংস হইতে ভয় উপস্থিত হইতেছে জানিয়া শ্রীভগবান যোগমায়াকে উৎসাহ দিয়া আদেশ করিয়া বলিলেন,—"হে দেবি! হে ভদ্রে! তুমি ব্রজধামে গমন কর; বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণী-দেবী গোকুলে বাস করিতেছেন এবং তাঁহার অন্যান্য ভার্যাগণও কংসভয়ে ভীত হইয়া অন্যত্র স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন। তুমি সেই স্থানে গমনপূর্বক দেবকীর সপ্তম গর্ভে আমার যে অংশ জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে অক্লেশে আকর্ষণ করিয়া অন্যের অলক্ষিতে সপ্তম মাসে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিবে। তারপর আমি অংশভাগে দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইব এবং তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। এখানে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর বলিতেছেন,—অংশভাগে অর্থাৎ অংশাংশ-রূপে দেবকীর পুত্র হইবার কথা, মহাংশে নহে। এই জন্যই শ্রীদেবকী আমাকে ঐশ্বর্যভাবময় বাৎসল্য করিবেন; ইহাই তাৎপর্য। ঐশ্বর্য-মিশ্রিত প্রেমে আমার সম্পূর্ণ প্রীতি হয় না। সুতরাং ঐশ্বর্যভাব-শূন্য সম্পূর্ণ বাৎসল্যসুখ আমি একমাত্র যশোদাতেই প্রাপ্ত হইব, ইহাই সূচিত হইয়াছে। "যশোদায়াং পুত্রীবং সমবাপ্স্যসি" অর্থাৎ 'যশোদার গর্ভে সম্যক্ রূপে পুত্রী প্রাপ্ত হইবে'—ইহা না বলিয়া "যশোদায়াং ভবিষ্যসি" অর্থাৎ 'যশোদাতে উৎপন্ন হইবে যদি'—ইহা বলিবার কারণ এই যে, তুমি (যোগমায়া) যশোদার দুহিতা হইলেও যশোদা তোমাকে বাৎসল্য করিবেন না;

যেহেতু তুমি অপ্রাকৃতবিগ্রহ-স্বরূপেই ব্রজে বর্তমান থাকিবে, ইহাই তাৎপর্য।

শ্রীভগবানের আদেশ শিরোধার্য করিয়া যোগমায়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক মর্ত্যলোকে আসিয়া দেবকীর গর্ভ রোহিণীতে স্থাপন করিলেন। যোগমায়া দেবকীর গর্ভ লইয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন করিবার কালে দেবকীর গর্ভাকর্ষণ-জনিত কোন কষ্ট বা রোহিণীর উদরে গর্ভস্থাপনজন্য রোহিণীর বিন্দুমাত্র কিছুই হয় নাই। পুরবাসিগণও অপর কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, কেবল আর্তনাদে "হায়! হায়! এবার কংসভয়ে দেবকীর গর্ভপাত হইল কিংবা দোষ বশ কংসই কোন মন্ত্র বা ঔষধাদিদ্বারা গর্ভ নষ্ট করিয়াছে"—এইরূপ সন্দেহে রোদন করিতে লাগিলেন।

যোগমায়া সঙ্কর্ষণকে রোহিণীর গর্ভে কিরূপে সংক্রামিত করিলেন? তদুত্তরে শ্রীহরিবংশ বলিয়াছেন,—রোহিণী অর্দ্ধরাত্রে গাঢ়নিদ্রাভারে অভিভূতা হইয়া শয়ন করিলে তাঁহার গর্ভ নিপাতিত হয়। রোহিণী স্বপ্নাবস্থায় স্বীয় গর্ভকে নিপাতিত হইতে দেখিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে জাগরিত হইয়া সত্য সত্যই তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। রোহিণী চিন্তিতা হইলে নিদ্রাদেবী (যোগমায়া) তাঁহাকে বলিলেন,—"হে শুভে! দেবকীর গর্ভ আকর্ষিত হইয়া তোমার গর্ভে স্থাপিত হইল; অতএব তোমার এই পুত্র সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হইবেন।"

যখন ভগবান্ শ্রীবলরাম দেবকীর সপ্তম গর্ভে প্রবেশ করিলেন, তখন বসুদেবের আর এক পত্নী রোহিণী দেবীরও গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল। কংসের ভয়ে শ্রীবসুদেব শ্রীরোহিণীকে গোপনে গোকুলে নন্দের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। দেবকীর অপ্রাকৃত গর্ভাকর্ষণ ভাদ্রমাসে ঘটে। দেবকীর গর্ভে প্রবেশকাল হইতে রোহিণীর গর্ভে অবস্থান-কাল পর্যন্ত গণনায় চৌদ্দমাসে শ্রাবণীপূর্ণিমায় শ্রীবলরাম জগতে প্রকট হন। অতএব রোহিণী-দেবী এই শ্রীবলদেবস্বরূপের বিভাবা। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইবেন, জানিয়া শ্রীবলদেব অগ্রে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং শয্যাসনাত্মক নিজ অংশ শেষকে তথায় স্থাপন করিয়া স্বয়ং বিষ্ণুমায়া রোহিণীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেবের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেন। দৈব-দীক্ষা-বিধানে চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেবের মন হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। পূর্বদিকে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের ন্যায় দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভ হইতে ভগবান্ শ্রীহরি সেরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভাগবতের 'প্রা-চ্যাং' দিকের অন্ধকার থাকিলে নিশীথে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—যদিও অষ্টমীর চন্দ্র পূর্ণরূপে উদিত হয় না, তথাপি যাঁর বংশে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইতেছেন দেখিয়া আনন্দে চন্দ্রদেব পূর্ণ হইয়া উদিত হইলেন এবং সেইকালে ভগবানও সর্বাংশে পূর্ণরূপে কলার সহিত প্রকাশিত হইলেন।

শ্রীহরি অন্য বালকের ন্যায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন নাই, কিন্তু কংসাদি অসুর-বিমোহনের জন্য গর্ভকাল সম্পূর্ণ না হইতে অষ্টমমাসেই শ্রীদেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীবসুদেব দেখিলেন—এই বালক বড়ই অদ্ভুত। তাঁহার নয়ন দুইটী নীল-পদ্মের তুল্য মনোহর, তিনি চতুর্ভুজ এবং সেই ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান। তাঁহার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি, পরিধানে পীত বসন, বর্ণ নবঘনশ্যাম হইতেও সুন্দর। তাঁহার রূপের ছটায় কারাগার আলোকিত। শ্রীহরিকে পুত্ররূপে দর্শন করিয়া শ্রীবসুদেব বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইলেন এবং কৃষ্ণাবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠানের জন্য ব্যগ্র হইয়া মানসে মনে মনে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণগণকে দশ সহস্র গাভী দান করিলেন। শ্রীবসুদেবের বিস্ময়ের চারিটী কারণসম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—(১) জগৎকর্তা মহাপুরুষ মুনি-গণেরও দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু তাহা কিরূপে আবদ্ধ-মুখ কংসকর্তৃক কারাগারে আবদ্ধ মাদৃশ জীবের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে? (২) যিনি সর্বব্যাপক পরম ব্রহ্ম, তিনি মানবীর গর্ভে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন? (৩) সকলেরই পুত্র প্রসবকালে ধূলায় ধূসরিত উলঙ্গাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু এই বালক শঙ্খ-চক্রাদি দিব্য অস্ত্র ও বস্ত্রালঙ্কারাদির সহিত গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, ইহা আবার কিরূপ? (৪) যিনি মহাকালের কালস্বরূপ সাক্ষাৎ আদিপুরুষ ভগবান্, তিনি কি আমাকে কংসভয় হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন?

যখন ভগবান্ শ্রীহরি নিজ অলৌকিক দেহপ্রভাবে সূতিকাগৃহ আলোকিত করিতেছিলেন, তখন শ্রীবসুদেব ঐ পুত্রকে পরম-পুরুষ জানিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবনতমস্তকে নির্ভয়ে নানাভাবে স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীবসুদেবের স্তব শেষ হইলে কংসভীতা শ্রীদেবকী পুত্রে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবকী ভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিলেন,—পাপী কংস যেন আমার তোমার জন্ম জানিতে না পারে। আমি তোমার জন্য কংসভয়ে ভীতা ও অধৈর্য্যচিত্তা হইয়া পড়িয়াছি, তোমার এই অলৌকিক চতুর্ভুজ-রূপ গোপন কর। তখন ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদের পূর্বজন্ম স্মরণ করাইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে মাতঃ! আমি কেবল এই জন্মে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা নহে, পূর্ব জন্মেও তোমার গর্ভে জন্মিয়াছি। প্রথম জন্মে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে তুমি পৃশ্নি ছিলে; তৎকালে এই বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। ব্রহ্মা তোমাদিগকে প্রজা সৃষ্টির জন্য আদেশ করিলে, তোমরা ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলে। দ্বাদশসহস্র এইরূপ কঠোর তীব্র তপস্যা করিতে করিতে দ্বাদশ সহস্র দৈববর্ষ গত হইয়াছিল। তখন আমি তোমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া অভীষ্ট বর-প্রদানার্থ তোমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলাম। আমি তোমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া 'বর প্রার্থনা কর' এই কথা বলিলে, তোমরা আমার সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে। দ্বিতীয় জন্মে তুমি অদিতি ও বসুদেব কশ্যপ রূপে আবির্ভূত হইলে আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া উপেন্দ্রনামে খ্যাত হই। আমি খর্বাকৃতি ছিলাম বলিয়া লোকে আমাকে 'বামন' বলিত। তোমাদের তৃতীয় জন্মে সেই আমিই এই চতুর্ভুজমূর্তি ধারণ করিয়া তোমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। পূর্বে আমি এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহা স্মরণ করাইবার জন্য তোমাদিগকে চতুর্ভুজরূপ দেখাইলাম। তাহা না করিলে মনুষ্যরূপ দেখিয়া তোমরা কখনই চিনিতে পারিতে না।

শ্রীভগবান্ এই কথা বলিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন এবং তাঁহাদের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাকৃত শিশুর মত হইলেন অর্থাৎ স্বাভাবিক দ্বিভুজরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীজীবপাদ বলেন,—প্রকৃতি—স্বভাব, প্রাকৃত—লোক (নর) স্বভাববিশিষ্ট অথবা প্রাকৃত-শব্দে প্রকৃষ্ট আকৃতি, আকৃতি—আকার অর্থাৎ দ্বিভুজস্বরূপ লক্ষণ যাঁহার, তজ্জন্যই। শিশু—নবজাত বয়ঃসন্ধিগতির; অতএব মনোহরণকারী বলিয়া তিনি হরি। তাঁহার শঙ্খ চক্রাদি দিব্যায়ুধসমূহের সংগোপন এবং কৌস্তুভাদির সহিত বিগ্রহান্তর্ভুক্ত হওয়া। অন্যথা গোকুলবাসিগণের অতিশয় বিস্ময়াদির উৎপত্তি হইত। নাতিশয় বিস্ময়জনক অপেক্ষাকৃত। অতএব শ্রীবসুদেবের পুত্র স্তূয়মান (পুত্রোৎসবে) নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ-উৎসব মত হয়। পিতামাতার সাক্ষাতে অর্থাৎ তাঁহাদের অথবা তাঁহার মাতার সম্মুখেই প্রাকৃত শিশুর মত হইয়াছে অথবা তাঁহাদের দৃষ্টিতে প্রাকৃত অর্থাৎ দ্বিভুজ হইলেন। তাঁহারা চতুর্ভুজরূপকেই আবরণ অবিশুদ্ধ মনে করেন। দ্বিভুজের আবির্ভাব-কালে তাঁহার চতুর্ভুজরূপটির তিরোভাব হইয়া থাকে। কেহ কেহ এইরূপ তাৎপর্য্য এইরূপও বলেন যে, পূর্বে পিতামাতার দ্বিভুজ নরাকৃতিরূপেই দৃষ্ট হইয়াছিলেন, অতঃপর পিতামাতার নিকট নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য অর্থাৎ তাঁহার জন্মগ্রহণকালের জন্য তিনি 'চতুর্ভুজ' হইলেন অতএব প্রথমে চতুর্ভুজরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছেন, পরে প্রাকৃত—স্বাভাবিক অর্থাৎ পূর্বে যেরূপ দ্বিভুজ ছিলেন, সেইরূপ দ্বিভুজই হইলেন, ইহাই অর্থ।

ভগবান্ স্বাভাবিক বালকমূর্তি পরিগ্রহ করিলে শ্রীবসুদেবের পলের স্মরণ জানিত হইয়া গেল। ভগবান্ আজ্ঞা করিলেন যে, যদি তুমি কংসকে ভয় কর, তাহা হইলে আমাকে নন্দগৃহে রাখিয়া, আমার মায়া যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর। এই আদেশ শ্রবণ করিয়া বসুদেব পুত্রকে কোলে লইয়া সূতিকার বাহিরে আসিয়া রাত্রিতে [illegible] হইতে [illegible] করিলেন। সেইসময় ভগবানের যোগমায়া [illegible] যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। [illegible] হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরেই যোগমায়ার নন্দালয়ে আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু [illegible] দেবকী ও যশোদা [illegible] অর্থাৎ একই রাত্রে [illegible] প্রসব করিয়াছেন। ইহাতে এরূপ নিশ্চয় হয় না যে, [illegible] দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করিলেন, ঠিক সেই সময়েই যশোদাও [illegible] যোগমায়াকে প্রসব করিয়াছিলেন।

একই সময় শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে নন্দগৃহেও যোগমায়ার সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে নন্দালয়ের কেহই তাঁহার সে আবির্ভাব জানিতে পারেন নাই। ভগবানের নির্দেশানুসারে শ্রীবসুদেব পুত্রকে লইয়া গোকুলে গমন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। যোগমায়ার প্রভাবে দ্বারপাল ও পুরবাসিগণ সকলেই নিদ্রিত ছিল। কারা-গৃহের দ্বারগুলি নিজে নিজে উন্মুক্ত হইয়া গেল। তখন মেঘ মন্দ মন্দ গর্জন করিয়া বারি বর্ষণ করিতে ছিল, অনন্তদেব নিজের ফণার দ্বারা ছত্রের ন্যায় বৃষ্টি হইতে বসুদেবের উপরে রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর [illegible] যমুনা পার হইলেন। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

উপদেশামৃত

——::(০):: ——

বিষ্ণুর যে মূল আকর্ষণমূর্ত্তি, তাহাই 'শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম'। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের পরম-কারণ। নারায়ণের কারণ—বলদেব, বলদেবের কারণ—কৃষ্ণ। বর্ত্তমানে আমরা অচিৎবিষয়ে অভিনিবিষ্ট আছি, যদি সেই আকাঙ্ক্ষাটি সঙ্কুচিত করিতে পারি, তবে আমাদের দেশ দেওয়া ধর্ম্ম হইতে ছুটি হইবে। ভক্তের নিজস্ব সম্পত্তি কৃষ্ণ। কৃষ্ণভক্তই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণকে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করেন, তাঁহারা এত বড় দাতা! নিরন্তর যাঁহারা ভগবদুপাসনা করেন, তাঁহাদের আশ্রয়ে—তাঁহাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে উদ্দীপিত চক্ষেই আমাদের ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। কৃষ্ণপ্রাপ্ত হওয়া মানে—জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া। কৃষ্ণপ্রাপ্তি সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি।

সংকীর্ত্তনরূপী কৃষ্ণ নিতান্ত অযোগ্য পাপিগণেরও অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি ধ্বংস করেন। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন কৃত্য নাই। নামসংকীর্ত্তন মানে—কৃষ্ণপ্রাপ্তি স্থূলসূক্ষ্ম শরীর ছাড়িয়া দেওয়া—জীবদশায় মুক্তি—স্বরূপের সিদ্ধি। কৃষ্ণই পরম সত্য, কৃষ্ণই বাস্তব বস্তু। কৃষ্ণই নিখিল সাধিতব্য বিষয়। কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়। কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।

কৃষ্ণ যাঁহাকে দয়া করিবেন, তিনিই তাঁহার আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন। দয়া দুই প্রকার—সাধনাভিনিবেশজ ও কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ প্রসাদজ। কৃষ্ণ সেবোন্মুখ ব্যক্তির আত্মাতেই উদিত হন। কৃষ্ণ যখন বিবেকবুদ্ধি প্রদান করেন, তখনই তিনি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছেন জানিতে পারা যায়। আত্মভোগে ব্যস্ত থাকিলে তাঁহার আকর্ষণ উপলব্ধি হয় না।

যেখানে কেবলমাত্র নিত্যসত্তা—অবিনাশী সত্তা, সেই স্থিতিটিকে লক্ষ্য ক'রেই 'বসুদেব' বলা হয়। যেখানে কালক্ষোভ্যতার লেশমাত্র নাই, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে যে বস্তুটি প্রকাশিত হন, তিনিই বাসুদেব। বিশুদ্ধসত্ত্বময় আধার বা ভূমিকায় যাঁর প্রাকট্য, তিনিই বাসুদেব। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রলেই সেই বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যায়—ব্রহ্মশিবাদিও যে বস্তুর সন্ধান পান না। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। সর্ব্বক্ষণে তাঁ'র সেবা হ'য়ে থাকে। তাঁ'র অবতারগণ পূর্ণ রসের সেবা নন। যিনি তাঁ'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

———

...পুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীরাধাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনবকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিভিন্ন গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও প্রকাশিত হইয়া "গৌড়ীয়"-কার্য্যালয় প্রকা-শিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১২ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২১শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৭ই সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, সোমবার { ১৪৬-১৪৭তম সংখ্যা

"শ্রীধামবাস নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ক'রতে ক'রতে কৃষ্ণবসতিস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ হৃষীকেশ, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

আনুগত্যই সঙ্গ। আনুগত্যই সঙ্গী। কৃষ্ণসঙ্গ পাইতে হইলে সাধুর সঙ্গ করিতেই হইবে। সাধুর সঙ্গ করিতে হইলে সাধুর আনুগত্যে থাকা চাই—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি চাই। আনুগত্যহীন সঙ্গ সঙ্গাভিনয় মাত্র। ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ্য-সঙ্গ এবং ভোগ্য বা ত্যাগাভিমানে প্রভু-সঙ্গ, অসৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ নহে। স্বতন্ত্র বা স্বাধীন থাকিয়া কখনও ভগবদ্ভক্তি বা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ হইতে পারে না। সাধুর অন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে, সাধুর হৃদয়ের কথা জানিতে হইলে, সাধুর সহিত একচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে হইলে, তত্ত্বাভিজ্ঞতার উপলব্ধি করিতে হইলে সাধুর আনুগত্য অত্যাবশ্যক। সাধুগণ আনুগত বা প্রপন্নকেই শিক্ষা দেন। সাধু—শিক্ষক। শিক্ষার্থী শিষ্য। শিক্ষালাভ করিতে হইলে শিক্ষকের আনুগত্য করিতেই হইবে। শিক্ষা শিক্ষকেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। তিনি শিক্ষার্থীকে কৃপাপূর্ব্বক শিক্ষা দিলে তবে শিষ্য তাহা লাভ করিতে পারে। গায়ের জোরে শিক্ষা লাভ করা যায় না। আনুগত্যময় শ্রবণেচ্ছার মধ্যে সেই শিক্ষা লাভ হয়। শ্রৌতপন্থায় সাধু-গুরুর আনুগত্যে ও সঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে আমাদের ভূতশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি হয়। তখনই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রৌতপথই আনুগত্যের পথ বা ভক্তি-পথ। তর্কপথই অভক্তিপথ। তাহাতে আনুগত্যের পরিবর্ত্তে কর্তৃত্বই প্রবল। এই তর্কপন্থা জীবের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান গুরু-অপরাধ। ইহার ন্যায় গুর্ব্ববজ্ঞা বা শ্রৌতপন্থা-বিরোধ আর নাই। অনাদি বহির্ম্মুখতার চরমসীমায় উপনীত হইলেই অক্ষজজ্ঞানে অধোক্ষজ-বস্তুকে মাপিবার প্রয়াস, অচিন্ত্যবস্তুতে তর্কের যোজনা বা সাধুগুরুর আনুগত্যের অভাব দেখা যায়।

মুক্তি ভুক্তির আর একটা দিক্। ভুক্তি ও মুক্তি—উভয়েই পিশাচীস্বরূপ, উভয়েই জীবকে আস্তিকতা হইতে—ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। ভগবদ্বিশ্বাসিগণ—আস্তিকগণ কখনও ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীর শরণ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা ভগবচ্চরণে শরণাগত। ভোগ যে-প্রকার আমার অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার, মোক্ষও সেইপ্রকার অপ্রয়োজনীয় বস্তু। ভোগ ও ত্যাগ—উভয়ই বর্জ্জনীয়। ভোগোন্মুখতা বা ত্যাগোন্মুখতা সেবোন্মুখতা নহে। ভোগোন্মুখতার মধ্যে ত্যাগই উঁকি মারে, আর সেবোন্মুখতা থাকিলে স্বপ্রকাশ ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। সেবোন্মুখতা বা সেবার মধ্যে সেব্যকে পাওয়া যায়। ভোগবুদ্ধি কিছু সেবা নহে। একমাত্র শুদ্ধভক্তির কথাই প্রয়োজন জানিলে জীব কৃষ্ণোন্মুখ বা সেবোন্মুখ হয়। শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে পরস্পর কোন মতভেদ নাই। কৃষ্ণভক্তির অভাব হইতেই ভেদ উদ্ভূত হয়। কৃষ্ণপ্রপত্তি মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিয়া জীবের নিত্য নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করে। নিজেকে হরিজন বা হরিদাস বলিয়া অভিমান করিলেই হরিসেবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

অর্চ্চনাশ্রিত ভক্তগণ পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাবমার্গাশ্রিত ভক্তগণ ভাগবত বলিয়া কথিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশমতে শ্রীভাগবতমার্গীয় ও পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভেদ লক্ষিত হইলেও উভয়েই ভগবদ্ভক্ত। পঞ্চরাত্র ও ভাগবত—উভয় মতই শুদ্ধভক্তিকেই লক্ষ্য করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
(চৈঃ চঃ)

পঞ্চরাত্র-শব্দে পাঁচটী জ্ঞানবিষয়ক প্রণালী। 'রা'-ধাতুর অর্থ দান করা। পঞ্চজ্ঞান-বিষয়ক কথা যে শাস্ত্রে আছে, তাহাই পঞ্চরাত্র। জ্ঞানশব্দই রাত্র। জ্ঞান পাঁচপ্রকার, এই মত পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রকে পঞ্চরাত্র বলেন।

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

প্রথম সাত্ত্বিক জ্ঞান, দ্বিতীয় নির্গুণজ্ঞান, তৃতীয় সর্ব্বপদ-জ্ঞান, চতুর্থ রাজসিকজ্ঞান এবং পঞ্চম তামসজ্ঞান। রাজসিকজ্ঞান ভক্তের গ্রাহ্য নহে এবং তামসিকজ্ঞান পণ্ডিতের বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীমাধ্বগণের মতে বস্তুবিষয়ে পঞ্চভেদ-জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরে জীবে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ ও জীবে জড়ে ভেদ—এই পঞ্চভেদজ্ঞান। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পঞ্চবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা পুরুষার্থজ্ঞান লাভ ঘটে।

পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও তদতিরিক্ত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পুরুষ—পঞ্চাত্মক পঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানও পঞ্চরাত্র। নির্ব্বিশেষবাদীর মতানুগও আগম শাস্ত্রকেও পঞ্চোপাসকগণ পঞ্চরাত্র আখ্যা দেন।

পঞ্চরাত্র সাতটী—১। ব্রাহ্ম, ২। শৈব, ৩। কৌমার, ৪। বাশিষ্ঠ, ৫। কাপিল, ৬। গৌতমীয় ও ৭। নারদীয়—ইহা নারদীয় পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, পাঁচটী পঞ্চরাত্রেই কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য বর্ণনপূর্ব্বক গ্রন্থপ্রবৃত্তি হইয়াছে। বাশিষ্ঠ, নারদীয়, কাপিল, গৌতমীয় ও সনৎকুমারীয়—এই পাঁচটী সাত্ত্বিক পঞ্চরাত্র। এতদ্ব্যতীত হয়শীর্ষ, পৃথু, ধ্রুব প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অস্তিত্ব আছে। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবের মধ্যেও শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ—এই পঞ্চতত্ত্বের অর্চ্চন হইয়া থাকে।

পাঞ্চরাত্রিকগণের অনুষ্ঠান আগমশাস্ত্র-বিহিত। অনেক পাঞ্চরাত্রিকগণ অর্চ্চনপর। ইহাতে অযোগ্য ব্যক্তি অনুষ্ঠান-প্রভাবে যোগ্যতা লাভ করে। যোগ্য ব্যক্তি বৈদিক প্রয়োগের অনুষ্ঠান করেন। নারদাদি পঞ্চরাত্র ও বৈদিক সূত্রসকল শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য এক হইলেও অনুষ্ঠান-ভেদ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য।

শ্রীনামসেবা

——::(:০:):——

শ্রীনাম সাক্ষাৎ শ্রীহরি। অকপটভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম অপরাধ ও কদাচার-বিশেষ। নিষ্কপটে নামকীর্ত্তন করিলে অভিরেই সকল অনর্থ দূর হইয়া যায়। যেখানে নিরন্তর নাম, সেখানে আবার অনর্থ কোথায়? সাধক ও ভক্ত উভয়েই শ্রীনামসেবা করেন। প্রাথমিক সাধকগণ নাম সংখ্যাদ্বারা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামকীর্ত্তনে নৈরন্তর্য্য লাভ করেন। নৈরন্তর্য্য লাভ করিলে তিনি প্রাত্যহিক সাধক হন। প্রাথমিক সাধকের প্রথমে নামে রুচি থাকে না। নিরন্তর নাম তুলসীমালায় সংখ্যা করিতে করিতে নৈরন্তর্য্য-সিদ্ধি বা প্রাত্যহিক-অবস্থার নামে একটু আদর হয়। এ অবস্থায় নাম না করিয়া থাকিতে ভাল লাগে না। আদরের সহিত নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামে পরমাদর জন্মে। তৎকালে পাপ, পাপবাসনা এবং উহাদের মূল যে অবিদ্যা-অভিনিবেশ, তাহা দূর হয়। প্রাত্যহিক সাধকমাত্রই নিরপরাধে নাম করিবার জন্ম যত্নসহকারে নিশিষ্ট হইবেন। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। সাধকের প্রাথমিক অবস্থাটি কাটিয়া গেলে নৈরন্তর্য্যক্রমে নামে রুচি ও জীবে দয়া স্বতঃই বৃদ্ধি হয়। নিরপরাধী সাধুর সহিত সাধুসঙ্গে নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অল্পকালেই চিত্তশুদ্ধি ও অবিদ্যা নাশ হয়। অবিদ্যা যত দূর হয়, ততই যুক্তবৈরাগ্য ও সম্বন্ধজ্ঞান আইসে। ভক্তি হইলেই পরেশানুভব ও বিরক্তি আপনা হইতেই আসিবে। ভক্তিতে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি আনুষঙ্গিকভাবেই হয়। যেমন অন্নগ্রাস তুষ্টি, বলাধানে আমার পুষ্টি এবং ভক্তিক্রিয়ায় ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

বহুজন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি থাকিলে ভক্তিপথে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধাই ভক্তসঙ্গে রুচি প্রদান করে। ভক্তসঙ্গে ভজন করিলে প্রেমোন্মুখী সাধনভক্তি উদিত হয়। শুদ্ধভক্তের কৃপায় জীব শীঘ্রই মঙ্গললাভ করে। বিপ্রভক্ত বা অন্যাভিলাষীদের সঙ্গে উত্তম শিক্ষা কারণে প্রেম অনেক দূরে থাকে, কিছুতেই শুদ্ধভক্ত বা ঐকান্তিক হওয়া যায় না। এ অবস্থায় অনর্থ প্রবল থাকিয়া শুদ্ধভক্তের পাদপদ্মে আশ্রয় করিতে দেয় না। অনেককাল অর্চ্চন করিতে করিতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা হয়। নামে শ্রদ্ধা হইলে তদনুশীলনে ভক্তজনের আশ্রয় হইয়া থাকে।

যাঁহার নাম কীর্ত্তন, স্মরণ ও শ্রবণরূপ দর্শন, চরণবন্দন ও পূজা করিলে জীবের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণই আমাদের আরাধ্যতম উইন। শ্রীকৃষ্ণের নামগ্রহণাদির দ্বারা যে ফলপ্রাপ্তি, তাহাকেই জীবের পরমার্থ। যাঁহার জিহ্বাগ্রে ভগবন্নাম নৃত্য করেন, তিনি কদাচিৎ শ্বপচ হইলেও তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যিনি হরিনাম গ্রহণ করেন, তিনি অনেক তপস্যা করিয়াছেন, অনেক হোম করিয়াছেন, অনেক তীর্থে স্নান করিয়াছেন, অনেক বেদ পাঠ করিয়াছেন এবং সদাচার অর্জ্জন করিয়াছেন। শুদ্ধনাম-গ্রহণকারীর যে শ্বপচগৃহে জন্ম, সে কেবল তাঁহাদের দৈবশিক্ষির জন্য। যাঁহাকে আরও বহু জন্ম করে, সেই ভগবানের নাম সংসারে বিপন্ন হইয়া অবশের সহিত গ্রহণ করিলেও জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। শ্রীহরিনামের এত দয়া! কিন্তু কলিকালে হতভাগ্য লোক এই হরিনাম করিতে চায় না, ইহাই দুঃখ।

কলিকালে কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। বুদ্ধিমান্ জনগণ সংকীর্ত্তনমুখেই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভক্ত নিরন্তরভাবে শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এবং তাঁহার পূত পূত চরিত্রসকল স্মরণ করিতে করিতে তুষ্টমনা ও স্পৃহাশূন্য হইয়া নিরহঙ্কার ও নির্ম্মৎসরতার সহিত পৃথিবীতে পর্যটন করিয়া থাকেন। যদি কেহ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তবে তিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করুন। নাম নিরন্তর হওয়া আবশ্যক। নামগ্রহণ সময়ে যেন অন্য ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার ব্যবধান আসিয়া বাধা না করে, তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বৃত্র বলিয়াছেন,—"হে কৃষ্ণ! আমি তোমার পাদমূলে নিরন্তর দাসানুদাস হইয়া থাকি, ইহাই প্রার্থনা। যে সময় আমার হৃদয় প্রাণপতিরূপ তোমার গুণসকল গান করিবে, সে সময় আমার মন তোমার লীলা স্মরণ করুক। এই সমস্ত শরীর তোমার সেবারূপ কর্ম্ম করিতে থাকুক। নাম করিবার সময় এরূপ অবস্থা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকুক। অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকসকল যেমন জননীকে দেখিবার আশা করে, বৎসতরগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেরূপ মাতৃস্তন্য পানের প্রতীক্ষা করে, বিদেশগত প্রিয়তমের বারে যেরূপ প্রিয়া বিষণ্ণ হইয়া থাকে, সেরূপ আমার মন তোমার দর্শনলালসায় ব্যগ্র হউক।"

যাঁহারা নামাশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। নামাভাসেই সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। অজামিল মৃত্যুকালে বিবশ হইয়া হরিনাম উচ্চারণ করায় তাঁহার কোটি জন্মের সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইয়াছিল। পাপ ত্রিপ্রকার—অপ্রারব্ধ, প্রারব্ধ ও আকস্মিক। কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্তে ইহজন্মকৃত বিশেষ বিশেষ পাপমাত্র ক্ষয় হয়, প্রারব্ধ পাপসমূহের ক্ষয় হয় না, অপ্রারব্ধের ত' কথাই নাই। অনুতাপাদি জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্তে অপারব্ধ পাপ ক্ষয় হয়। আকস্মিক পাপ হইতে জ্ঞানী লোক সাবধান হন। অধুনা প্রারব্ধপাপের সহিত তাহা ভোগ করিতে হয়। নামগ্রহণে কিন্তু অপ্রারব্ধ, প্রারব্ধ ও আকস্মিক সকল পাপই বিনষ্ট হয়। কেবল কৃষ্ণেচ্ছায় জীবন থাকে। কৃষ্ণনামোচ্চারণে কেবল যে পাপ নষ্ট হয়, এরূপ নয়, পরন্তু কৃষ্ণবিষয়ে মতিও দৃঢ়া হয়।

নিষ্কপটে নিরপরাধে সম্বোধনের সহিত কৃষ্ণনাম করিলেই শুদ্ধনাম হয়। কৃষ্ণপ্রেমই শুদ্ধনামের ফল। শুদ্ধনামে কৃষ্ণ সপার্ষদে ভক্তের নিকট আবদ্ধ হইয়া পড়েন। সম্বন্ধজ্ঞান হয় নাই, অথচ নিষ্কপটে ও নিরপরাধে যে নামোচ্চারণ, তাহাই ছায়া-নামাভাস। এই ছায়া-নামাভাসেরও অসীম শুভ ফল। ইহাতেও অশেষ পাপ ক্ষয় হয়।

শ্রীনামই অশুদ্ধ চিত্তকে শুদ্ধ করে, পাপ নাশ করে। অনন্তকল্যাণ উদয় করা নামের স্বাভাবিকী শক্তি। ঔষধ ও মন্ত্র প্রযুক্ত হইলে তাহা তাহাদের নিজের স্বভাবগত বীর্য্যের দ্বারা রোগাদি নাশ করে। রোগী ঐ ঔষধ ও মন্ত্রের বীর্য্য অবগত না হইয়াও ফল প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ নামশক্তি অবগত না হইয়াও যিনি নাম করেন, তিনি অনায়াসে নামফল প্রাপ্ত হন। মতবাদের দ্বারা কুসংস্কৃত ব্যক্তিগণ কপটতা আশ্রয় করিলে নাম তাঁহাদিগকে কপটতানুরূপ ফল দিবার যে শক্তি রাখেন, সেই ফলই দেন, প্রেমাদি উচ্চফল দেন না।

সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ একবস্তু। শ্রীনামের কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তি আছে—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। অজামিল ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্রোপচারে যে নারায়ণনামরূপ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নামের ফলেই তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলেন। নামাভাসেরই এত ফল! সুতরাং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম করিলে যে কি ফল হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। নিয়ম করিয়া ঔষধাদি পথ্য গ্রহণ না করিলে ব্যাধি ক্রমশঃ বলবান্ হয়, সেইরূপ সংখ্যাদি নিয়ম করিয়া হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন না করিলে কিরূপে মঙ্গল হইবে? হরিনাম-গ্রহণে নিয়ম এই যে, নিষ্কপটে নিরপরাধে উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নিরন্তর নাম করিবে। নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্মরণাদির ক্রমনিয়মই মঙ্গলজনক। ভগবানের নাম একবার মাত্র গ্রহণ করিলেও সংসার হইতে মুক্তি হয়। তথাপি সাধকের কৃষ্ণনাম-গ্রহণে রুচি হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামের অপার মহিমা-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

অঘোচ্ছিৎ স্মরণং যস্য নামশ্রুতিঃ পুলিন্দঃ
সৈন্ধবঃ।
বৈষ্ণবো যুবকর্ণমাং তৃণং মুনিশতং গুহ,
দুর্গমশ্রুতং।
বহ্নি শীতলতাং হিমং দহনতামায়াতি
যস্যেচ্ছয়া
লীলাদুর্ললিতাদ্ভুতব্যসনিনে কৃষ্ণায়
তস্মৈ নমঃ॥

যাঁহার ইচ্ছায় সমুদ্র স্থল ও স্থল সমুদ্র, ধূলিকণ পর্ব্বত এবং পর্ব্বত ধূলিকণ, তৃণ বজ্র ও বজ্র তৃণবৎ ক্ষীণ, অগ্নি শীতল এবং হিম অগ্নির প্রায় দাহক হয়, অতএব যাঁহার লীলাশক্তি দুর্জ্ঞেয় ও অদ্ভুত, সেই কৃষ্ণকে নমস্কার।

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ত্তার্ত্তিনির্ব্বাপণা-
দৌদার্য্যাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃ-
পদপ্রাপণাৎ।
সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেতে যতঃ
সাক্ষিণঃ
প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্
পাঞ্চাল্যহল্যা ধ্রুবঃ॥

বাৎসল্য, অভয়দান, পীড়িত ব্যক্তির পীড়ানিবারণ, বদান্যতা, পাপনাশন এবং অসংখ্য মঙ্গলাদি-স্থান প্রাপণ—এই ছয়টী হেতুবশতঃ একমাত্র কৃষ্ণই সর্ব্বজগতের আরাধ্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই; কারণ উল্লিখিত হেতুগুলিতে যথাক্রমে প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজেন্দ্র, দ্রৌপদী, অহল্যা ও ধ্রুব—এই ছয় মহাত্মা সাক্ষী রহিয়াছেন।

অহৈতুক্যহৈতুকং বা কর্ম্ম কোহস্তি বিভাগো
ভগবতি পরমাত্মাং ভক্তিযোগো গরীয়ান্।
কিমিতি বিষমবৈরাঃ শাস্ত্রবীজাম্বুবিন্দু-
র্যদপি স মহেশো নির্ব্বিশেষং বিভর্ত্তি॥

অহৈতুক কর্ম্ম হউক বা উচিত কর্ম্ম হউক, তাহার কোন বিভাগ নাই, কেবল শ্রীকৃষ্ণকে দৃঢ়তর ভক্তিযোগ হউক; কারণ সর্পাক্ষিবিষ উদ্গিরণ এবং শশধর অমৃত নিক্ষেপ করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠচূড়ামণি শঙ্কর নির্ব্বিশেষরূপে ঐ দুইকে ধারণ করিতেছেন।

যদি মধুমথন ত্বদঙ্ঘ্রিসেবাং
হৃদি বিদধাতি জহাতি বা বিবেকী।
তদখিলমপি দুষ্কৃতং ত্রিলোকে
কৃতমকৃতং ন কৃতং কৃতঞ্চ সর্ব্বম্॥

হে মধুসূদন! বিবেকী জন হৃদয়ে যদি তোমার চরণারবিন্দের সেবা বিধান করেন, তাহা হইলে ত্রিলোক-মধ্যে যত পাপ আছে, তাঁহার সম্বন্ধে তৎসমুদয় কৃত হইলেও অকৃত হয় অর্থাৎ তাহা তাঁহার কৃত হয় না, আর অজ্ঞজন যদি হৃদয়ে তোমার চরণারবিন্দের সেবা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ত্রিভুবনে যত পাপ আছে, তৎসমুদয় কৃত না হইলেও তাহার সম্বন্ধে কৃত হয় অর্থাৎ তাহাকে ঐ সমস্ত পাপের ফল ভোগ করিতে হয়।

কাবায়ান্ ত ভোজনাদিনিয়মো বা বনে
বাসতো
ব্যাখ্যানাদথবা মুনিব্রতভরাচ্চিত্তোদ্ভবঃ
ক্ষীয়তে।
কিন্তু স্ফীতকলিন্দশৈলতনয়াতীরেষু
বিক্রীড়তো
গোবিন্দস্য পদারবিন্দভজনারম্ভস্য
লেশাবলিঃ॥

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিজনে॥

আহারবস্ত্র-পরিধান, ভোজনাদির নিয়ম, বনে বসতিকরণ, শাস্ত্রব্যাখ্যা অথবা মৌনব্রতধারণ কিংবা তীর্থ-পর্য্যটন—এ সমুদয় হইতে বাসনার (কামের) ক্ষয় হয় না; কিন্তু উন্নত ফণিমণিশ্রেণীর তীরপ্রদেশ-সকলে নিত্যবিহারশীল শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ-গুণনামাদির সেবামাত্রেই সর্ব্বপ্রকার বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়।

নিরমবধিয়ে বা কৃষ্ণকেতি বাণী
যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা।
অনবরতমিয়েব প্রাণিনাং পাতকানাং
বিলুঠতি চরণাগ্রে মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ॥

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই বাক্য—ইহা প্রাণীদিগের পাপনাশনবিষয়ে অতিশয় সমর্থ। কিন্তু যদি শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে সান্দ্রানন্দিনী ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ ভক্ত ব্যক্তির চরণে মোক্ষসম্পত্তি "আমাকে গ্রহণ কর, আমাকে গ্রহণ কর" এই বলিয়া লুণ্ঠিত হইতে থাকে।

জ্ঞানমপি তুলিতস্য তুলায়াং
প্রেম নৈব তুলিতস্তু তুলায়াম্।
সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং
কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্॥

জ্ঞান ও সিদ্ধি—এই দুই তুলাতে তুলিত হইয়াছে, কিন্তু প্রেম ও কৃষ্ণনাম—এই দুই তুলাতে তুলিত হয় নাই।

অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

সূর্য্য যেমন উদিত হইবামাত্র অন্ধকারসমূহ শোষণ করেন, তদ্রূপ হরিনাম একবারমাত্র উচ্চারিত হইলেই লোকসকলের সমুদয় পাপ সংহার করেন; অতএব জগতের মঙ্গলপ্রদ হরিনাম জয়যুক্ত হউন।

চতুর্ণাং বেদানাং হৃদয়মিদমাকৃষ্য হরিণা
চতুর্ভির্যদ্বর্ণৈঃ স্ফুটমঘটি নারায়ণপদম্।
তদেতদ্গায়ন্তো বয়মনিশমাত্মানমধুনা
পুনীমো জানীমো ন হরিপরিতোষায়

কিমপি॥

শ্রীকৃষ্ণ চারিবেদের হৃদয় আকর্ষণপূর্ব্বক চারিটী বর্ণদ্বারা স্পষ্টরূপে 'নারায়ণ' এই পদ রচনা করিয়াছেন; আমরা নিরন্তর সেই 'নারায়ণ'-পদকে গান করিয়া সম্প্রতি আত্মাকে পবিত্র করিব, হরিসন্তোষের নিমিত্ত অন্য কোন সাধন জানি না।

যোগশ্রুত্যুপপত্তিনির্জ্জনবনধ্যানাধ্ব-

সম্ভাবিতাঃ
স্বারাজ্যং প্রতিপদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা

ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহরপ্রোন্মীলদিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলধামনাম জুষতাং জন্মাস্তু

লক্ষাবধি॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ যোগাভ্যাস, বেদাধ্যয়ন, নির্জ্জনবনে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যান এবং তীর্থপর্য্যটনদ্বারা সম্ভাবিত নির্ভয়রূপে স্বরূপানন্দ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া যদি মুক্ত হন হউন, কিন্তু আমরা কদম্বকুঞ্জকুহরে উন্মীলিত ইন্দীবরশ্রেণীতুল্য শ্যামসুন্দরের নামসেবক, অতএব আমাদের লক্ষাবধি জন্ম হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং
পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদ-
প্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানম্।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচসাং
জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং
ভূতয়ে কৃষ্ণনাম॥

হে ভক্তগণ! সমস্ত কল্যাণের আদি কারণ, কলিকলুষনাশক, সমুদয় পবিত্রের পবিত্র, উচ্চারণমাত্রে মুমুক্ষুদিগের সহসা পরমপদলাভের পাথেয়স্বরূপ, পণ্ডিতদিগের বাক্যসকলের একমাত্র বিশ্রামস্থল, সাধুদিগের জীবনতুল্য এবং ধর্ম্মবৃক্ষের বীজস্বরূপ কৃষ্ণনাম তোমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত সমর্থ হউন।

বেপন্তে দুরিতানি মোহমহিমা

সম্মোহমালম্বতে
সাতঙ্কং নখরঞ্জনীং কলয়তি

শ্রীচিত্রগুপ্তঃ কৃতী।
সানন্দং মধুপর্কসম্ভৃতিবিধৌ

বেধাঃ করোত্যুদ্যমং
বক্তুং নাম্নি তবেশ্বরাভিলষিতে

ব্রূমঃ কিমন্যৎ পরম্॥

হে ঈশ! তোমার নামকীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলে পাপসকল কম্পিত হয়, মোহমহিমা অর্থাৎ মোহাভিমান সম্যক্ প্রকারে মোহ প্রাপ্ত হয়, সুনিপুণ চিত্রগুপ্ত শঙ্কিত হইয়া পূর্ব্বে পাপিশ্রেণী-মধ্যে লিখিত নামোচ্চারকের নামকর্ত্তনার্থ নখরঞ্জনী ধারণ করেন এবং বিধাতা নামোচ্চারক ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন, এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার পূজানিমিত্ত আনন্দ-সহকারে মধুপর্ক ধারণ-বিষয়ে উদ্যম করেন। অতএব হে প্রভো! ইহার পর আর কি বলিব?

কঃ পরেতনগরী পুরন্দরঃ
কো ভবেদথ তদীয়কিঙ্করঃ।
কৃষ্ণনাম জগদেকমঙ্গলং
কণ্ঠপীঠমুররীকরোতি চেৎ॥

জগতের একমাত্র মঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণনাম যদি কণ্ঠপীঠকে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে প্রেতপুরের পুরন্দর (যম) কোথায় থাকে এবং কেই বা তাঁহার কিঙ্কর হয়?

ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিসংখ্যাধিকানা-
মৈশ্বর্য্যং যচ্চেতনা বা যদংশঃ।
আবির্ভূতং তন্মহঃ কৃষ্ণনাম
তন্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ॥

অপরিমিত ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধীয় সমস্ত ঐশ্বর্য্য এবং সমুদয় চেতনপদার্থ যাঁহার অংশস্বরূপ, সেই তেজোময় শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব সেই কৃষ্ণনামই আমার সাধ্য, সাধন ও জীবনস্বরূপ।

বিষ্ণোর্নামৈব পুংসাং শমলমপহরৎ
পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ
ব্রহ্মাদিস্থানভোগাদ্বিরতিমথ গুরোঃ
শ্রীপদদ্বন্দ্বভক্তিম্।
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহ মৃতিজনন-
ভ্রান্তিবীজঞ্চ দগ্ধ্বা
সম্পূর্ণানন্দবোধে মহতি চ পুরুষে
স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তম্॥

কেবল শ্রীবিষ্ণুর নামই পুরুষসকলের পাপ নাশ ও পুণ্য উৎপাদন করত ব্রহ্মা প্রভৃতির স্থানসম্বন্ধীয় ভোগ হইতে বিরতি এবং গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মযুগলে ভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া পরে সংসারসম্বন্ধীয় জন্ম-মরণ-ভ্রান্তির বীজ অর্থাৎ অবিদ্যা দাহপূর্ব্বক সম্পূর্ণ আনন্দজ্ঞানে পুরুষকে স্থাপন করিয়া আর কর্ত্তব্য-কার্য্য নাই, এই বোধে নিবৃত্ত হন।

স্বর্গার্থীয়া ব্যবসিতিরসৌ দীনয়ত্যেব লোকান্
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং

ক্লেশভাজম্।
যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ

কিং প্রয়াসৈঃ
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা কৃষ্ণকৃষ্ণেতি

রৌতু॥

স্বর্গপ্রাপ্তির অনুষ্ঠান কেবল লোকসকলকে দীনতাপ্রাপ্ত করে, মোক্ষের অপেক্ষা অর্থাৎ 'আমি মুক্ত হইব' এই বলিয়া যে অভিলাষ, তাহা জনকে কেবল ক্লেশভাগী করে এবং যোগের অভ্যাস অতীব বিরস, অতএব ঐসকল প্রয়াসে কোন প্রয়োজন নাই। তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া আমার রসনা কেবল 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বলিয়া কীর্ত্তন করুক।

সদা সর্ব্বত্রাস্তে ননু বিমলমাদ্যং তব পদং
তথাপ্যেকং স্তোকং ন হি ভবতরোঃ

পত্রমভিনৎ।
ক্ষণং জিহ্বাগ্রস্থং তব তু ভগবন্নাম নিখিলং
সমূলং সংসারং কষতি কতরৎ সেব্যমনয়োঃ॥

হে ভগবন্! যদিও তোমার অতীব প্রভাবরূপ নির্ম্মল ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, তথাপি তিনি সংসারবৃক্ষের একটী মাত্র পত্র ছেদন করিতে সমর্থ হন না, কিন্তু হে প্রভো! ক্ষণকালের জন্য যদি তোমার নাম জিহ্বাগ্রস্থ হন, তাহা হইলে ঐ নাম মূলের সহিত সংসারতরু উৎপাটন করিয়া দেন, অতএব ব্রহ্ম অপেক্ষা তোমার নামই শ্রেষ্ঠ।

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং

চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ

মোক্ষশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ

পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি

শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥

যাঁহাকর্ত্তৃক স্বভাবতঃই সুকৃতি সাধুগণ আকৃষ্ট হন, যিনি মহাপাপসমূহের উচ্চাটনকারী, যিনি চণ্ডাল অবধি বাক্শক্তিহীনগণের জীবগণের সুলভ ও মোক্ষৈশ্বর্য্যের বশকারী, সেই কৃষ্ণের নাম মন্ত্রদীক্ষা বা সৎক্রিয়া অথবা পুরশ্চরণ ইত্যাদিকে অল্পমাত্রও অপেক্ষা করেন না। তিনি কেবল রসনা-স্পর্শমাত্র ফলিত হইয়া থাকেন।

বিচেয়ানি বিচার্য্যাণি বিচিন্ত্যানি পুনঃ পুনঃ।
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু নঃ॥

হে ভগবন্! কৃপণের ধনের ন্যায় তোমার নামসকল আমাদিগের সম্বন্ধে সঞ্চয় বিষয়ীভূত, বিচারযোগ্য ও চিন্তনীয় হউন।

শ্রীনাথেতি জনার্দ্দনেতি জগতাং

নাথেতি নারায়ণে-
ত্যানন্দেতি দয়াপরেতি কমলাকান্তেতি

কৃষ্ণেতি চ।
শ্রীমন্নাম-মহামৃতাব্ধি-লহরী-কল্লোলমগ্নং

মুহু-
র্মুহ্যন্তং গলদশ্রু-নেত্রমবশং মাং নাথ

নিত্যং কুরু॥

হে শ্রীনাথ! হে জনার্দ্দন! হে জগন্নাথ! হে নারায়ণ! হে আনন্দ! হে দয়াপর! হে কমলাকান্ত! হে কৃষ্ণ! হে নাথ! তোমার এইসকল শ্রীনামরূপ মহামৃতসিন্ধুর লহরীকল্লোলে নিত্য আমাকে মগ্ন, বারংবার মোহযুক্ত, গলদশ্রু ও বিবশতাপন্ন করিতে আজ্ঞা হউক।

শ্রীকান্ত কৃষ্ণ করুণাময় কঞ্জনাভ
কৈবল্যবল্লভ মুকুন্দ মুরান্তকেতি।
নামাবলীং বিমলমৌক্তিকহারলক্ষ্মী-
লাবণ্যবঞ্চনকরীং করবাম কণ্ঠে॥

'শ্রীকান্ত'-'কৃষ্ণ', 'করুণাময়', 'কঞ্জনাভ', 'কৈবল্যবল্লভ', 'মুকুন্দ' এবং 'মুরান্তক' ইত্যাদি আমরা নির্ম্মল মুক্তাহারের শোভা তিরস্কারিণী নামাবলীকেই সর্ব্বদা কণ্ঠে ধারণ করিব।

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে

হে সিন্ধুকন্যাপতে
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ

হে মাধব।
হে রামানুজ হে জগত্ত্রয়গুরো

হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালয় পরং

জানামি ন ত্বাং বিনা॥

হে গোপালক! হে কৃপাজলনিধে! হে সিন্ধুকন্যাপতে! হে কংসান্তক! হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ! হে মাধব! হে রামানুজ! হে জগত্ত্রয়গুরো! হে পুণ্ডরী-

* কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

কান্ত! হে গোপীজনবল্লভ! আমি তোমা-ভিন্ন অন্যকে জানি না, আমাকে রক্ষা কর।

হে ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডনবর
শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে
বৃন্দারণ্যপুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবর শ্যামল।
কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং
দীনমানন্দয়॥

হে ভাণ্ডীরবট-বাসিন্! হে ময়ূর-পিচ্ছভূষণ! হে শ্রেষ্ঠ! হে চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ! হে বৃন্দাবনেন্দ্র! হে স্ফূর্ত্তিশীল উৎকৃষ্ট ইন্দীবরতুল্য শ্যামল! হে কালিন্দীপ্রিয়! হে নন্দনন্দন! হে অরবিন্দলোচন! হে গোবিন্দ! হে মুকুন্দ! হে সুন্দরতনো! আমি দীন, আমাকে আনন্দিত কর।

ব্রহ্মণ্ডোপনিষদাং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

আমি উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-কথার শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তাহা শ্রীকৃষ্ণের কথারূপ অমৃত হইতে অতিশয় দূরবর্ত্তী, যেহেতু ঐ ব্রহ্ম-শ্রবণে চিত্তদ্রব বা কম্পাশ্রু-পুলকোদগমাদি কিছুমাত্র হয় না।

নৈব বিবাসুখভোগমর্থয়ে
নাপবর্গমপি নাথ কাময়ে।
মাস্ত কর্ণবিবরং দিনে দিনে
কৃষ্ণকেলিচরিতামৃতানি মে॥

হে নাথ! আমি স্বর্গসুখ ভোগ এবং অপবর্গও কামনা করি না, কেবল কৃষ্ণকেলি-চরিতামৃতই প্রতিদিন আমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করুক, এই মাত্র প্রার্থনা করি।

অহো অহোভির্ন কলেবিদূরতো
সুধা-সুধারা মধুরং পদে পদে।
দিনে দিনে চন্দনচন্দ্রশীতলং
যশো যশোদাতনয়স্য দীব্যতে॥

কি আশ্চর্য্য! যে ব্যক্তি পদে পদে সুধার সুধারাপেক্ষা মধুর এবং দিন দিন চন্দন ও চন্দ্র অপেক্ষা সুশীতল যশোদাতনয়ের যশঃ পান করেন, তিনি কখনও কলির দিবস-সকলে পীড়িত হন না।

নন্দনন্দন-কৈশোরলীলামৃতমহাম্বুধৌ।
নিমগ্নানাং কিমস্মাকং নির্ব্বাণলবণাম্ভসা॥

আমরা নন্দনন্দনের কৈশোরলীলামৃত-রূপ মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাদের আর নির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তিরূপ লবণজলে কি হইবে?

তৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্॥

হে ভগবন্! কোন কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তি আনন্দসহকারে তোমার কথারূপ অমৃতসাগরে বিহার করত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থচতুষ্টয়কে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

অতৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র
গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র
যত্রাচ্যুতোদারকথা-প্রসঙ্গঃ॥

যে স্থানে ভগবান্ অচ্যুতের সুমহৎ কথার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, সেই স্থানেই গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী এবং অন্যান্য তীর্থসমূহ অবস্থান করেন।

মুরলীকলনিক্বণৈকনিরূপবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং
গোগোপসঙ্ঘাবৃতম্।
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং
দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

যাঁহার প্রচুর নীলপদ্মের ন্যায় কান্তি, চন্দ্রতুল্য মনোহর বদন, ময়ূরপুচ্ছের ভূষণে অতিশয় প্রীত এবং যিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, কৌস্তুভ কৌস্তুভধারী, পীতাম্বরধারী সুন্দর, গোপীগণের মনোহর নয়নপদ্মদ্বারা পূজিত-দেহ, গো এবং গোপগণে আবৃত, সেই অব্যক্ত মধুরনিস্বনপর বেণুবাদনতৎপর দিব্য অলঙ্কারধারী গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতায় নগরসংকীর্ত্তন

গত ১৩ই ভাদ্র, রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এক বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজকে অগ্রণী করিয়া সহরের বিভিন্ন রাজপথ ভ্রমণ করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীধামে শ্রীজন্মোৎসব

নবদ্বীপস্থিত শ্রীগৌরধামে—শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে গত ৩রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে বিরাট হরি-সংকীর্ত্তন ও দিবারাত্রি উপবাসমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীগৌড়মণ্ডলের সকল মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথি যথাবিধি পালিত হইয়াছেন।

এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রে কৃষ্ণকথা আলোচিত হইয়াছে। শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরে ঊষঃকাল হইতে মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তন, বৈষ্ণব বন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পণ্ডিত শ্রীপাদ নব-গোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বহুক্ষণ-যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রাতঃকাল হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ হইয়া তৎপরদিবস সমাপ্ত হয়। শ্রীযোগপীঠে সমস্ত দিবারাত্রি বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী ও হরিকথা কীর্ত্তন হইয়াছে। অপরাহ্ণে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলা আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর রাত্রি ১২টা ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ, শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা-কথা আলোচনা ও মধ্যে মধ্যে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর বিচিত্র ভোগ হইলে উচ্চকীর্ত্তনমুখে আরতি হয়।

তৎপর দিবস শ্রীনন্দোৎসব-উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে শ্রীনন্দোৎসবের কথা আলোচনা হয় এবং মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন হইলে শ্রীধামবাসী সকলকে বিচিত্র প্রসাদ দেওয়া হয়।

বিবিধ সংবাদ

গমের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকার নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন:—

বর্ত্তমানে কলিকাতায় গমের অভাব দেখা দেওয়ায় সরকার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, কলিকাতা এবং হাওড়ার কোন রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশনে গম আসিয়া পৌঁছিলে বাঙ্গলার মূল্যনিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসারের অনুমতিপত্র ব্যতীত উহা ডেলিভারী দেওয়া হইবে না এবং এই সব জিনিষের কোন প্রাপক আর একখানি অনুমতিপত্র ব্যতীত উহা বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

এই আদেশ অবিলম্বে বলবৎ করা হইয়াছে এবং এখন হইতে গমের প্রাপক-গণকে আবশ্যকীয় অনুমতিপত্রের জন্য রেলওয়ে অথবা ষ্টীমারের রসিদসহ মূল্য-নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তার অফিসে উপস্থিত হইতে হইবে।

বাঙ্গলার প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী অফি-সার এই সব অনুমতিপত্র প্রদানের জন্য বর্ত্তমান সহকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার মিঃ এস, জি, রায়, এম, এ-কে ভার দিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গত ১৭ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ১৮ই ভাদ্র, শুক্রবার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই।

জাপানী শাসনের নমুনা

জাপানীরা ফিলিপিনের অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি সম্প্রতি দুইটি ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। এই উভয় ঘোষণায় নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—

জাপানী সৈন্যদলকে দেখিলেই প্রত্যেককে মস্তক অবনত করিতে হইবে। জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের লিখিত আদেশ ব্যতীত কোন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা চলিবে না। যে-কোন প্রকার শ্রমের কাজ করিতে আদেশ দিলে নাগরিকগণকে তাহা করিতেই হইবে। জাপানী সেনাপতির আদেশ ব্যতীত কেহ সহরে যাতায়াত করিতে পারিবে না। লিখিত আদেশ ব্যতীত কোন পণ্য দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্যত্র নেওয়া চলিবে না। আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ প্রত্যেক বাড়ীতে জাপানী পতাকা উত্তোলন করিতে হইবে। সকল নাগরিকদিগকে জাপানী ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। পণ্য দ্রব্য এক দরে চাউলের দর বাজারে বেঁধে দেওয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সর্ব্ব সমষ্টির সভা করা চলিবে না। জাপানীদের প্রচেষ্টা যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে, এইভাবে জীবনের ধারা-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করার জন্য অধিবাসিগণকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির আয়োজন

অধিকতর খাদ্য-শস্য উৎপাদন আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে রবি-শস্যের উৎপাদন যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, বহু স্থানে—এমন কি যে সব অঞ্চলে খাল খনন করিয়া জমিতে জল-সেচনের ব্যবস্থা হইয়াছে, এমন স্থানে পর্য্যন্ত—যথাসময়ে জল সঞ্চয় করিয়া রাখার উপযুক্ত চেষ্টা না হওয়ায় রবি শস্যের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ে জলের একান্ত অভাব হয়। এই সকল অঞ্চলে বিস্তর পুকুর রহিয়াছে, কিন্তু ইহাদের অনেকগুলিই হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে; পুকুরের মালিকেরা যদি এই সব পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করে, তবে বর্ষা ঋতুর শেষভাগে এই সব খালের জল ধরিয়া ভর্ত্তি করিয়া রাখা যাইতে পারে। খালের মধ্যে যখন জল থাকিবে না, তখন এই সব পুকুরের সঞ্চিত জল চাষের জন্য ব্যবহার করা যাইবে। এইরূপ ব্যবস্থায় রবি-শস্যের বর্ত্তমান আবাদী জমিতে জল-সেচন করা সম্ভবপর হইবে; অধিকন্তু আবাদ আরও বৃদ্ধি করা চলিবে। এইরূপভাবে সেচনকার্য্যের জন্য জল মজুত রাখার চেষ্টায় উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে সব পুকুর হইতে নূতনভাবে পঙ্কোদ্ধার করা হইবে, সেগুলিতে জল ভর্ত্তি করার জন্য সরকারী ক্যানালসমূহ হইতে বিনামূল্যে জল লইতে দেওয়া হইবে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহ … পাচন

সর্ব্ববিধ মেহের অব্যর্থ মহৌষধ

অমেহিরা-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পাঠাধ্যায়ীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এতই অধিক। দিনান্ত, জ্বালা সংযুক্ত ক্লান্তি এবং নূতন পুরাতন মেহে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর পত্র দ্বারা প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

সত্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "গীতিসেন"-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আবাহন'-আমুখসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। প্রত্যেক সজ্জন-গৃহস্থ সংগ্রহ রাখুন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১৫ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৩শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৮ই সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ১৪৮-তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ হৃষীকেশ, শিব [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:•:(•):•:——

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকৃত সন্ধান দিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে সমগ্র ব্যক্ত ও অব্যক্তভাব এবং স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধি প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণ পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, গোবিন্দ ও সর্ব্বকারণকারণ। কৃষ্ণ কাহারও অধীন, বশীভূত বা নহেন। তাঁহারই বশীভূত প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম ও ব্যোম। তিনি নিত্য অজ্ঞানাস্পৃষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। তিনি অপরিচ্ছিন্ন নহেন। কোন অজ্ঞানই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি পূর্ণ আনন্দ। নিরানন্দের সহিত সংযুক্ত দুঃখাদি তাঁহার নিকট আসিতে পারে না।

কৃষ্ণ—পুরুষোত্তম। তিনি প্রাপঞ্চিক রাজ্যার গুণ-মায়াবহার অব্যক্ত প্রকৃতিমান নহেন। তিনি নির্বিশেষ না হইয়া বিগ্রহ-বিশিষ্ট, জড়ের বিগুণ বা জীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানোথ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ-চালিত স্থূল-সূক্ষ্ম পরিচ্ছিন্ন বস্তুবিশেষ নহেন। অথণ্ড গণ তাঁহা হইতে সৃষ্ট, তাঁহাতেই অবস্থিত। তিনি ভূতাকাশ ও পরব্যোমের অতীব প্রাকটের পূর্বে আদি সনৎপুরুষ।

———

হরিভক্তিই সর্ব্বোত্তম বস্তু। হরিভক্তি যাঁর লাভ হইয়াছে, তিনিই বড়। শ্রীভগবান্ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই অনাদির আদি। চিদচিৎ বিশ্বে ছোট বড় যত কিছু বস্তু, সকলেরই আকর শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। সেই ভগবানের সেবকগণ আরও বড় বস্তু। তাঁহারা ভগবান্‌কে প্রীতিতে আবদ্ধ করেন, তাড়ন-ভর্ৎসনা করেন। ভগবান্ তাঁহাদের প্রভুত্ব স্বীকার করেন। ভক্তি যাঁহার যে পরিমাণে আছে, তিনি সেই পরিমাণে বড়। যিনি হরিভজন করেন না, তিনি জাগতিক সৎকুলসম্পন্ন, আভিজাত্যসম্পন্ন, ধনবান্, সৌন্দর্য্যশালী—যাহাই হউন না কেন, তিনি গৃহেই থাকুন বা বনেই থাকুন, তিনি সদাচারসম্পন্ন হউন বা যত বড় নৈতিকই হউন না কেন, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বড় হইতে পারেন না

যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদিবিচার।

সর্ব্বোত্তম ভগবানের সেবকগণ সর্ব্বোত্তমোত্তম হইলেও তাঁহারা নিজেকে অতি দীনহীন মনে করেন। 'হায়, ভগবানে আমার প্রীতির লেশ মাত্রও হইল না',—ইহাই তাঁহারা মনে করেন। ভগবানের সেবকগণের দাম্ভিকতা নাই। তৃণাপেক্ষা নীচ-অভিমান, বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও সকলকে যথাযোগ্য মান দান করাই তাঁহাদের স্বভাব।

সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা ও তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে হইবে। নিরন্তর শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মরণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মরণ হইলেই প্রভুর স্মরণ, ভক্তের স্মরণ আপনা হইতেই চালনা যাইবে; তখন চার দণ্ড শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ লাভ হইতে পারিবে। স্মরণ বা ধ্যান করিলেই সঙ্গ হয়, তাহা হইলে অলোকিক-ধ্যানে অলোকজ্ঞের সঙ্গ হইবে না কেন? যদি ভক্তের ধ্যান ও ভক্তের প্রতি আসক্তির জন্য আমরা ভক্তের প্রতি তন্ময়তা লাভ করি এবং তৎফলে ভক্তের গুণসকল আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তবে অনন্তগুণগুণী শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধ্যান ও স্তব করিতে করিতে তন্ময়তা লাভ করিলে তাঁহার গুণসকল কেন আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইবে না? পক্ষান্তরে অসৎকথা-কীর্ত্তনে যদি অসৎসঙ্গ হয়, তাহা হইলে সদ্গুরু শ্রীগুরুপাদপদ্মের গুণকীর্ত্তন করিলে অবশ্য সৎ হইব না কেন? পুনরাবৃত্তিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের গুণমহিমা স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলে তাঁহার গুণসকল আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই সঞ্চারিত হইবে।

চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার কথা কীর্ত্তন করিতে হইবে। যখন শ্রোতা না পাওয়া যায়, তখন একাকী শ্রীগুরুপাদপদ্মের গুণ ও লীলা ধ্যান করিয়া তাঁর বিরহে আকুল হইয়া কাঁদিতে হইবে। আর শ্রোতা থাকিলে তাঁহার গুণ ও লীলা কীর্ত্তন করিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণব-সেবার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বৈষ্ণবে রতি না হইলে গুরুপাদপদ্মের কৃপা উপলব্ধি হইবে না

ভজনে বহু বাধা। দেহ, মন পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং দেবতাগণও ভজনে বাধা প্রদান করেন। এমন কি, দেবতাগণ অনেক সময় স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধু-বান্ধবরূপেও আসিয়া জীবকে হরিভজনে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। সেই জন্য একান্তিক না হইলে হরিভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না। যাঁহারা কৃষ্ণকেই একমাত্র নিত্য রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়াছেন তাঁহারা দেবতাদের ঐ মায়াবী ছলনা বুঝিতে পারিয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ঐকান্তিক হইলে বাধাসমূহ কৃষ্ণসেবা ত [illegible] বিচ্যুত করা ত' দূরের কথা, [illegible] সংগ্রহ করিয়া দেয়। শরণাগত ঐকান্তিক ভক্ত ভগবৎ-সেবার মত বিঘ্ন দেখিতে পান, [illegible] অনেক আর্ত্ত ও উৎসাহান্বিত থাকেন। সর্ব্বদা শরণাগত ভক্ত কখনও পতিত হন না। [illegible] একমাত্র স্মরণ করিয়া কোটী বাধা [illegible] অতিক্রম করিয়া [illegible] অগ্রসর হন। ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন।

———

স্বতন্ত্রতাই ভজনের বাধা। ইহাতে আধ্যাত্মিকতা বা ভোগোন্মুখতা। [illegible] স্বরূপতঃ ভগবচ্ছক্তির অধীন, অনন্ত তত্ত্বের [illegible] অংশ। সুতরাং অধীন জীব স্বতন্ত্র [illegible] রাখিবার অবৈধ চেষ্টা করিবে, [illegible] গুরুকৃপাদ[illegible] শরণাপন্ন না হইবে, ততদিন সে কষ্ট পাইবে। [illegible] উপর নির্ভরতাই অপরাধীদের রক্ষার [illegible] চেষ্টা। জীব দুর্ব্বল, [illegible] উপর নির্ভর করিলে [illegible] ভক্ত অক্রোধ্য [illegible] হইয়া [illegible] উপরে পতিত হওয়ার ভয় [illegible] পাইয়া থাকিতে হইবে। অতএব [illegible] উপর নির্ভরতা সম্পূর্ণ [illegible] প্রতি নির্ভর করিতে হইবে। কৃপা [illegible] বিলম্ব হইতেছে [illegible] কৃপার প্রতি [illegible] হইবে না। [illegible] কৃপার [illegible] করিতে হইবে। কৃপা হইলে, [illegible]

দু'দিন পরে হউক, গুরুকৃপা অবশ্য পাওয়া যাইবে। কারণ কৃপা ভিন্ন আমাদের আর অন্য কোন প্রাপ্তব্য নাই। তবে যাহাতে এই জন্মেই গুরুকৃপা লাভ করা যায়, তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে।

যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

পতিতের বন্ধু, পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা একমাত্র সাধু ও সাধুসেব্য ভগবান্। সাধু অভয়। যিনি এই অভয়ের আশ্রিত, তাঁহার আবার ভয় কিসের? দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ হইতে ভয়। একাভিনিবেশ বা সাধুর প্রতি অভিনিবেশ হইলে আর ভয় থাকে না। ভয়, শোক ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়, অশোক, অভয় ও অমৃতের সাধুগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি। তাঁহারা সকলেই অমৃত—শ্রীনাম অমৃত, ভক্ত অমৃত, হরিকথা অমৃত। অমৃতের পাদপদ্মে শরণগ্রহণকারীর মৃত্যু, শোক বা ভয় কোথায়? হরিভজন করিতে হইলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া প্রত্যেক মুহূর্ত্তে একের প্রতি ঐকান্তিকী রতি রাখিতে হইবে—গুরুপাদপদ্মে যাহাতে আপনজ্ঞান বা প্রীতি থাকে, তৎপ্রতি সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহার সঙ্গ করিলে গুরুপাদপদ্মে মমতা, আপনজ্ঞান থাকে, সর্ব্বক্ষণ সেইরূপ লোক সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। সঙ্গ কায়-মনোবাক্যে হওয়া চাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত ব্যক্তিই সাধু। সেইরূপ সাধুর সঙ্গ নিরন্তর করিতে হইবে, বহু দুর্জ্জনের সঙ্গ করিলে মঙ্গল হওয়া যায় না, একজন সাধুর সঙ্গ করিলেই মঙ্গল হওয়া যায়।

ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের নিকট কৃপা চাওয়াই জীবের ধর্ম। যেখানে কৃপা প্রার্থনা নাই, সেখানে ভোগ, না হয় কৌটিল্য আছে, জানিতে হইবে। অমৃত-সাধুর নিকট থাকিয়া যদি আমরা অমৃত না চাই, তাহা হইলে অমৃত-সাধুর নিকট থাকা হয় নাই, জানিতে হইবে। অভাব-বোধ না হইলে কি কেহ কৃপা চায়? অভাব বোধ যেখানে নাই, সেখানে প্রার্থনা নাই। আমি [illegible] হইব না—এই অভাব-বোধ হই[illegible] সাধুর [illegible] তাঁহাকে [illegible] শ্রীগুরুদেব কৃপা দিবেন। যদি [illegible] তাহা হইলে [illegible] [illegible]

কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
গলবস্ত্র, কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণবনিকটে।
দন্তে তৃণ ধরি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥

সংসারকে যদি অনল বলিয়া মনে না হয়, তাহা যদি চক্রবর্ত্তীর ন্যায় ঠাণ্ডা-বোধ হয়, তবে বিশ্রামপ্রার্থনা বা কৃপাপ্রার্থনা কিরূপে হইবে? দৈন্যোক্তি, বিজ্ঞপ্তি ও প্রার্থনা জানাইলে শ্রীগুরুদেবের দয়া হইবেই। শ্রীগুরুদেবের মত বড় সাধু আর কেহ নাই। আমি যদি গুরুদেবের কাছে কৃপা চাই, তবে নিশ্চয়ই পাইব। তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে না গেলে তিনি কাহাকেও বঞ্চনা করেন না। কৃষ্ণকে দিতে পারেন বলিয়াই তিনি গুরু। আমি যদি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হই, তবে তিনি কৃষ্ণকে নিশ্চয়ই দিবেন। তিনি ত' কৃষ্ণকে দিবার জন্য—আমাকে কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত। কৃপা করাই ত' তাঁহার স্বভাব। সূর্য্যের স্বভাবই আলোক-দান। কিন্তু সূর্য্যের আলোককে আবরণ কারণে অন্ধকারই লাভ হয়। নিজেকে দীন বলিয়া উপলব্ধ হইলেই কৃপা পাওয়া যাইবে। সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রার্থনা যেখানে আছে, সেখানে কৃপাভিক্ষা নাই বুঝিতে হইবে। গুরুদেবের নিকট আসিয়া যদি ছাড়পত্র চাই, তাহা হইলে তাহাই পাইব।

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্ত"

(শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

কলিযুগপাবনাবতার স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী [illegible] শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর [illegible] শ্রীশিক্ষাষ্টকের [illegible] শ্লোকে [illegible] শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের [illegible] বলিয়াছেন,— "পরং [illegible] সর্ব্বোপরি [illegible] হউন।" [illegible] 'পরম্' অর্থাৎ [illegible] 'পর' [illegible] শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের [illegible] [illegible] 'পর'-শব্দে [illegible] উৎকৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকে মায়া-[illegible] [illegible] হইতে হইবে না। ইহা [illegible] 'সুখ' ও [illegible] 'মাধুর্য্য' [illegible] শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সাক্ষাৎ

* শ্রীকৃষ্ণ[illegible]

শ্রীকৃষ্ণভজন। অতএব সুকৃতিমান্ জীব বহু সৌভাগ্যফলে শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহ সৎকীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে শরণাগতি লাভ করিয়া সাধুসঙ্গে যখন শ্রীহরিভজন ক্রিয়া আরম্ভ করেন, তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখকীর্ত্তিত হরিকথা-শ্রবণানন্তর যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ ভজনের আশ্রয় করেন, তাহাই কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি। সাধুগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি নববিধা ভক্ত্যঙ্গও আদৌ সদ্গুরুপাদাশ্রয় লাভ করিয়া আত্মনিবেদনপূর্ব্বক যাজন করিতে হইবে। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,

পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন,—"আদৌ অর্পিতা সতী (ভক্তিঃ) ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত।" শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তদ্গুণপদ্মবিনিঃসৃত হরিকথা সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রবণ করিলে শ্রীগুরুদেবের কৃপাবেশে শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থ যে কীর্ত্তন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। শ্রবণ কীর্ত্তনাদির ফলও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে অর্পণপূর্ব্বক যাজন করিলে তাহা 'ভক্তি' হয়, নতুবা ফলভোগী বা ফলত্যাগীর বিচারে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মবশতঃ বাধ্য হইতে হইবে, তাহাই 'কর্ম্ম' হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'মায়াশক্তিগ্রস্ত প্রাপঞ্চিক বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের সম্যোগের জন্য কিরূপে হইতে পারে? শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—'গোলোকের প্রেমধন'। গোলোকের অপ্রাকৃত প্রেমধনরূপ শ্রীহরিনাম কিরূপে ত্রিগুণাবর্ত্তিত ভূলোকে বিহার লাভ করিতে পারেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—শ্রীভগবান্ই পরম তত্ত্ব। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তিরূপ শক্তিমান্ হইতে অভেদ। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—এই বেদবাক্যদ্বারা সেই পরাশক্তির অচিন্ত্যপ্রভাবে [illegible] সিদ্ধ হয়। অতএব শক্তি শক্তিমান্ হইতে অভেদ হইলেও শক্তি-শক্তিমানে নিত্য অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ বিদ্যমান। পরা শক্তি অপরা, তটস্থ ও বহিরঙ্গা ভেদে ত্রিধা প্রতীত হইয়া থাকেন। [illegible] স্বরূপশক্তি [illegible] আশ্রয়রূপে [illegible] নিত্য গোলোকে বিলাস করেন। স্বরূপশক্তির আশ্রয়েই ভগবানের নাম-ধাম-কাম-সকল প্রকট হইয়া থাকে। সেই স্বরূপশক্তির [illegible] হইতে চিন্ময় [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] প্রকটিত [illegible] চিন্ময় [illegible] প্রকাশরূপে লক্ষিত হন। [illegible] জীব, জড়, [illegible] ও জগৎস্বরূপ সকলের অচিন্ত্যভেদাভেদ

লিপ্ত হইয়া থাকে। জীব ভগবদাশ্রিত হইলেও ভগবজ্জ্ঞানাভাবে বহির্ম্মুখ। তটস্থশক্তিহেতু জীবের মায়াবশযোগ্যতা আছে। মায়াবশীভূত জীবগণেরই সংসারদুঃখ। তটস্থশক্তি-প্রসূত মায়াবদ্ধ জীবের স্বরূপশক্তির সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও মায়ার অন্তরালে সংসারনাশ ও স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি ঘটিয়া থাকে। মায়াবদ্ধ জীবগণ পুনঃপুনঃ সংসার-ক্লেশ অনুভব করিয়া যখন মহতের প্রকৃষ্ট সঙ্গফলে সারার্থে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যখন শ্রীভগবানের সুবিধায় তাহাদের লোভ জন্মে, তখনই তাহাদের স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীসারবৃত্তিরূপা ভক্তিতে অধিকার জন্মে। আত্মস্থ পুরুষের শ্রীভক্তবাক্যশ্রবণ সৎসঙ্গপ্রভাবে ভবরোগ প্রবল হইয়া থাকে। শ্রীগুরুমুখবিগলিত শ্রীহরির নামরূপগুণাদি-শ্রবণের পর যখন সেই শ্রোতবাণীর নিরন্তর কীর্ত্তন হইতে থাকে, তখনই অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে মায়াবন্ধন-প্রক্রিয়াবদ্ধ জীবস্বরূপের বিশ্রম্ভ প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহাই প্রপঞ্চে শ্রীহরিকীর্ত্তনের বিজয়-প্রক্রিয়া।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা একমাত্র অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের ফলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভের কথাও পরমোদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরহরি কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ 'শিক্ষাষ্টকে'র 'বিবৃতি'তে বহুভাষায় যেরূপ বিচারসমূহ সন্নিবেশ করিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজনই শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু-প্রকটিত 'শিক্ষাষ্টকে'র যথার্থ তাৎপর্য্যরূপ দিব্যজ্ঞানালোক নিত্য-কল্যাণপথের প্রতি উন্মুখ [illegible] সকলের সেবানন্দ বর্দ্ধন করিতে পারে এবং শ্রীগৌর-নিজজনের বাণীতেই যথার্থ ব্যাখ্যা জানিয়া তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"সঙ্কীর্ত্তন'-শব্দে সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন অর্থাৎ যাহা কীর্ত্তিত হইলে অন্যপ্রকার সাধনাদের আবশ্যক হয় না। শ্রীকৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন 'সঙ্কীর্ত্তন'-শব্দের লক্ষ্য নহে। যদি অন্যরূপ আংশিক কীর্ত্তন করিয়া জীবের সর্ব্বচেতোধন না হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের পরিভাষাতে অনেকে পতিত হইয়া পড়েন।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। বিষয়কথার কীর্ত্তনে আংশিক ভোগপরা সিদ্ধি হয়। অপ্রাকৃতরাজ্যে শ্রীকৃষ্ণই বিষয়; সেখানে কোন প্রাকৃতের অবকাশ নাই, সুতরাং প্রকৃতির অতীত সকল সিদ্ধিই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে লভ্য হয়। সর্ব্ব-সিদ্ধির মধ্যে-শাস্তী বিশেষ সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনেই সংশ্লিষ্ট।

"শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জীবের মলিন চিত্তদর্পণের মার্জ্জনকারী। উপধৈরূপ্যরূপ অজ্ঞানতাব, ফলভোগ ও ফলত্যাগ—এই ত্রিবিধ প্রাকৃত মলিনতাদ্বারা বদ্ধ জীবের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। জীবের চিত্তদর্পণ হইতে ঐ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার প্রধান যন্ত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। জীবচিত্তদর্পণে জীবস্বরূপ প্রতিফলিত হইবার বাধারূপে ঐ ত্রিবিধ কৈতব-আবরণ বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনই তাহা উন্মোচন করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে জীব স্বীয় চিন্মুকুরে নিজ কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য উপলব্ধি করেন।

"এই সংসার আপাতমধুর হ'লেও ইহা নিবিড় অরণ্যান্তরে দাবাগ্নিসদৃশ। দাবাগ্নি-দ্বারা কাননস্থিত বৃক্ষাদি যেমন বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণবিমুখ জন সংসারের আধ্যাত্মিকাদি তাপের ন্যায় সর্ব্বদা সহ্য করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলেই এই সংসারে থাকিয়াও কৃষ্ণোন্মুখতাহেতু দাবজ্বালার দহন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

"শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন পরম মঙ্গলশোভা বিতরণ করে। 'শ্রেয়ঃ'—মঙ্গল, 'কৈরব'—কুমুদ, 'চন্দ্রিকা'—জ্যোৎস্না, অতএব। চন্দ্রালোকে যেরূপ কুমুদের স্তবক বিকশিত হয়, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে সেরূপ অখিল কল্যাণ সম্পাদিত হয়। অষ্টাঙ্গযোগ, কর্ম্ম ও জ্ঞান কল্যাণের উপায় নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের পরম মঙ্গল বিধায়ক।

"মুণ্ডক-উপনিষদে দুইপ্রকার বিদ্যার কথা আছে। লৌকিকী বিদ্যা ও পরা বিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন গৌণভাবে লৌকিকী বিদ্যা-বধূর জীবনসদৃশ এবং মুখ্যভাবে পরবিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-প্রভাবে জীব জাগতিক বিদ্যার অহঙ্কার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান লাভ করেন। অপ্রাকৃত-বিদ্যার পরাকাষ্ঠা বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।

"শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের অপ্রাকৃত আনন্দসাগরের বর্দ্ধনকারী। যত জলাশয় সমুদ্র-শব্দবাচ্য নহে, অতএব অখণ্ড আনন্দই অপার সমুদ্রের সহিত তুলনীয়।

"শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন প্রতিপদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়। অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে অভাব বা অপূর্ণতা নাই, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ নিত্য রসাস্বাদন হয়।

"অপ্রাকৃত সকল বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে বৈভব লাভ করে এবং প্রাকৃত রাজ্যে দেহ, মন ও আত্মিক আত্মা শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে কেবল যে নির্ম্মলতা লাভ করে, তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের বিশুদ্ধতাও অবশ্যম্ভাবী। উপাধিগ্রস্ত জীব স্থূল-সূক্ষ্মভাবে যেরূপ মলিনতা লাভ করিয়াছেন, সেই সমস্তই কীর্ত্তনপ্রভাবে বিধৌত হইয়া যায়। জড়ের অভিনিবেশ ছাড়িয়া দেশে কৃষ্ণোন্মুখ জীব সুনির্ম্মল কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভ করেন।"

শ্রীনামভজন বা শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-প্রণালী স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

অর্থাৎ যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।

শ্রীগৌরবিগ্রহ, শ্রীনামহট্টের প্রকট-কারী, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভারূপ শুদ্ধহরি-সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীর পুনঃ-প্রকটকারী ও বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিধারার আদি উৎসস্বরূপ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উপর্য্যুক্ত শ্লোকের অনুবাদ সহজ সরল পদ্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে যদি মানস তোমার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার॥
তৃণাধিক হীনদীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার॥
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন॥
জীবননির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে॥
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয়॥
কৃষ্ণ অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠাবর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন॥
ভকতিবিনোদ কাঁদি' বলে প্রভুপায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায়?

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উক্ত শ্লোকের 'বিবৃতি'তে লিখিয়াছেন,—"জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া তাঁহার ইহ জগতে ও বৈকুণ্ঠ অবস্থানকালে নিত্যকাল হরিকীর্ত্তনই ধর্ম্ম। হরিকীর্ত্তনের তুল্য স্বার্থসাধক ও পরোপকার অন্য কোন উপায় বা উদ্দেশ্যের মধ্যে বর্ত্তমান নাই। কীর্ত্তনদ্বারা পারমার্থিক এবং নিজের মঙ্গল-উদ্দেশ্য হয়। যেরূপে শ্রীনাম গ্রহণ করিলে নামাপরাধ হয় না, নামাভাস হয় না, তাহা জানাইবার জন্যই "তৃণাদপি"-শ্লোকের অবতারণা। যাঁহার চিত্ত প্রকৃত কৃষ্ণোন্মুখী না হইয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত হয়, তিনি কখনই নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভোক্তার ধর্ম্মে ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি নাই। ভোক্তার ধর্ম্মে সহনশীলতা নাই। ভোক্তা কখনও মর্য্যাদাভিমান ও জড়প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন। বিষয়ভোগী কখনও অপর বিষয়ীকে প্রতিষ্ঠা দিতে সমর্থ নহেন। বিষয়ভোগ সমস্যায়, আর নাম-ভজনানন্দী বৈষ্ণব তৃণ-অপেক্ষা সুনীচ, বৃক্ষ-অপেক্ষা সহগুণ-সম্পন্ন, নিজ প্রতিষ্ঠাসমূহে উদাসীন এবং অপরকে প্রতিষ্ঠাদানে উদ্গ্রীব। ইহ জগতে তিনিই সর্ব্বদা হরিনাম করিবার যোগ্য ও সমর্থ।"

অদ্য 'শ্রীকৃষ্ণমহিষী'-বাসর। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনের শুদ্ধ-ভক্তগণের জন্য নিত্য শ্রীমূর্ত্তিরূপ হন। "কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার।" "নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥" (চৈঃ চঃ আদি); সুতরাং যাহাতে নামী হইতেও অধিকতর কৃপাময় শ্রীনামপ্রভুর উদয়ের জন্য হৃদয় নিরপরাধ, দৈন্যাভিবিম্বিত ও শ্রীনাম-ভজনে দৃঢ়নিষ্ঠ হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীনামাচার্য্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। গোলোকধামের শ্রীনামপ্রভুর অকপটসেবা-বৃত্তি কবে জাগিবে? কবে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকেই জীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া সুদৃঢ় ধারণা হইবে? গোলোকের সুধর্ম্মনিধি শ্রীনামসেবার কবে এই নির্গুণ, পবিত্র, হর্ষশোকবিকারের জয়পুষ্প বিস্তারিত হইবে? হরিবিমুখ জগতের দুর্গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, জীব চিত্তবৃত্তিতেও অনর্থ ও অপরাধরাশি পুঞ্জীভূত হইয়া যাইতেছে, এমত সময়ে হে পতিতপাবন শ্রীনামপ্রভো, হে দয়ানিধে শ্রীগুরুদেব! আপনাদের কৃপা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। শ্রীহরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-[illegible] অশ্রুবর্ষণ করিতে-ছেন, কিন্তু আমার হৃদয় পাষাণ হইতেও এত কঠিন যে, অন্যের দুঃখে দুঃখ হইল না, এমন কি নিজের দুরবস্থাও কোনই চেতনা আসিতেছে না। অতএব পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর [illegible] পুনঃ পুনঃ কৃপাভিক্ষা ব্যতীত আর [illegible] নাই। তাই শ্রীপ্রেমানন্দবদনের ভাষায় বলিতেছি,—

কবে নিত্যানন্দ মোরে করি' দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া,
দিয়া মোরে নিজ চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১১ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব [illegible] কৃপায় নিরম্বু উপবাস, [illegible] কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী মহারাজ পুরী হইতে [illegible] শুভাগমন করিয়াছেন। [illegible] হরিকথা-শ্রবণার্থ [illegible] আগমন করিয়া-ছেন। মঠে শুভাগমন করিয়াই শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ [illegible] নিকট বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বৈকালেও [illegible] মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মহোৎসব-উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল ভোগরাগ ও উচ্চ হরিসঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন হইতে শুরু করিয়া, [illegible], হরিকথা, শয়নারতি ও বিবিধ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তদনন্তর [illegible] গোস্বামী [illegible] সাগর মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ আরম্ভ করেন। দিবারাত্র [illegible] ও হরিকথা-কীর্ত্তন হইয়াছে।

অপরাহ্ণে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] হরিকথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। মধ্যাহ্নে [illegible] প্রবচন করেন [illegible] গোস্বামী মহারাজ [illegible] হইতে [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের [illegible] পর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত [illegible] তীর্থগোস্বামী মহারাজ [illegible] মন্দিরের পদাবলী [illegible] উপস্থিত সভ্যগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

[illegible] দিন ও রাত্রে অনবরত [illegible] অসংখ্য [illegible] আগমন করিয়া [illegible] শ্রবণ ও আরাত্রিক-দর্শনাদি করিয়াছেন। [illegible] উপবাস ও কীর্ত্তনমুখে [illegible] হইয়াছেন।

তৎপর দিবস [illegible] হরিসঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইতে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] মহোৎসব [illegible] নিত্যলীলার [illegible] হরিকথা আলোচনা করেন। [illegible] শ্রীল তীর্থগোস্বামী [illegible] সম্বন্ধে একটী [illegible] বক্তৃতা-প্রদান করেন। [illegible] সকলেই [illegible] প্রশংসা করিয়াছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:॥:০:॥:-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিঅক্ষরে পাঁচ লাইনে	।০	।৵	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অৰ্দ্ধ কলম	২৫৲
অৰ্দ্ধ কলম	৮৲		" এক কলম	৬০৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভক্তিপথের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যানিধি কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কাশিয়াবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আদর্শমূলক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্য সঙ্গরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আশ্রমবাসীই এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন এবং ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিবিধ সংবাদ

—:০:(০):০:—

ভারতে অবস্থিত চীনাসৈন্যদের প্রতি জেনারেল চিয়াং কাইশেকের নির্দ্দেশ

চীনের রাষ্ট্রনায়ক জেনারেল চিয়াং কাইশেক ভারতে অবস্থিত চীনা অভিযাত্রী সৈন্যদলের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন:—

"ব্রহ্মদেশ হইতে যেরূপ অসুবিধা ও বিঘ্ন-সঙ্কুল রাস্তার মধ্যদিয়া চীনা অভিযাত্রী বাহিনী ভারতে পৌঁছিয়াছে, তাহা সমগ্র চীনদেশ চীনা-সৈন্যদলের সর্ব্বাধিনায়ক হিসাবে আমার নিকট গৌরবের বস্তু। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আহত হইয়াছেন এবং যাঁহারা পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আমি সর্ব্বদাই উদ্বেগ বোধ করিতেছি। তাঁহাদের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। আমি জেনারেল ফিন-কে আপনাদের নিকট প্রেরণ করিলাম—তিনি আপনাদের জন্য যথোপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

"আমি বিশ্বাস করি, আপনারা সকলেই আপনাদের মহান দেশ চীনের প্রতি নিজেদের কর্ত্তব্য যথাযথরূপেই পালন করিবেন। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণের (তাঁহারা যে জাতিরই হউন না কেন) সহিত আপনাদের ব্যবহার ভদ্রতাসূচক হওয়া উচিত। ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি আপনারা আত্মীয়তা পোষণ করিবেন। বন্ধুরাষ্ট্রের রাষ্ট্রে আপনারা যখন ট্রেণিং লইতে গিয়াছেন, তখন তাঁহাদের রাজনৈতিক ব্যাপারে আপনারা কোনক্রমেই সংশ্লিষ্ট থাকিবেন না। ভারতীয় রাজনীতির কোনরূপ সমালোচনা হইতেও আপনারা সব সময়ে নিজদিগকে দূরে রাখিবেন। আপনাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইবে—ভালমত ট্রেণিং গ্রহণ ও সামরিক কার্য্যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা। আমি আপনাদের নিকট হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি।"

নদীয়ায় চাউল আমদানীর ব্যবস্থা

ভাগীরথী নদীতে প্লাবনের ফলে নদীয়া সদর মহকুমার ফসলের ক্ষতি হইয়াছে এবং জনসংগের দুরবস্থা দেখা দিয়াছে। গভর্ণমেন্ট খয়রাতী দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গভর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, এই বিস্তৃত অঞ্চলের আবশ্যক চাহিদা মিটাইবার জন্য এই অঞ্চলে চাউল আমদানী করার জন্য নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সদর মহকুমার জন্য প্রয়োজন বলিয়া সার্টিফিকেট দিলে কলিকাতা নগরী ও সহরতলী অঞ্চল এবং হাওড়া ব্যতীত অন্য স্থান হইতে আমদানীকৃত চাউলের উপর মূল্য-নিয়ন্ত্রণের নির্দ্দেশ অস্থায়ীভাবে উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

বাংলার জন-স্বাস্থ্য

বিগত ২৫শে জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়-মধ্যে বাংলা প্রদেশে কলেরায় মোট ৩৭৫ জন লোক আক্রান্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৫৩ জন হাওড়ায়, ১২১ জন ২৪-পরগণায়, ১১৩ জন কলিকাতায় এবং ৯১ জন চট্টগ্রামে। ঐ সময়ে কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে মোট ২৯৩ জনের; তন্মধ্যে ৯০ জন হাওড়ায়, ৭৩ জন ২৪-পরগণায় ও ৮০ জন চট্টগ্রামে।

হুগলী জেলায় ৫৫ জন, ২৪-পরগণায় ৮৫ জন, দার্জ্জিলিংএ ৫০ জন ও ত্রিপুরা জেলায় ৫০ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী হইতে ১৭ই আগষ্ট যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য অপহৃত হয়, একটি ছাত্র হোষ্টেলের ছাদ হইতে সে সমস্ত উদ্ধার করা হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে তত্ত্ব-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণা-নিরসনমানসে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৵০ আনা।

শ্রী শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৵০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহশোধন পাচন

সর্ব্ববিধ মেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পাণ্ডুরোগীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। বিজ্ঞাপন, শিশি সংযুক্ত কাগজের এবং মূল্য পুস্তক অন্য একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ৵০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵৹ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের

১৭শ বর্ষ } ১৪ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৩শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৯ই সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, বুধবার { ১৪৩৬শ সংখ্যা

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদির পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অবিকল রক্ষা "কল্যাণকল্পতরু"-আকারে প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা 'আবাহন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জনমণ্ডলীর প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ হৃষীকেশ, ৯ম প্রহর, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

যে কথাটি স্বয়ং হরি, তাহাই হরিকথা। যাঁহার কথাই হরি, তিনিই হরিকথা কীর্তনকারী। হরিকীর্তন ও হরিকীর্তন একই জিনিষ। হরিজন উচ্চারণকারেই কথারূপী হরিকে দান করেন এবং অনাকাঙ্ক্ষী শ্রবণ সজ্জনগণ স্বচ্ছন্দে সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারে শব্দব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করেন। কৃষ্ণবিজ্ঞানই ভজনের দান এবং সেবার ফলই সেই শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণকে একটা দিতে হয়। গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—এই তিনটিই অধোক্ষজ বস্তু, আমাদের আকার অতীত বস্তু। তাঁহাদিগকে কেহ জানিয়া বা মাপিয়া লইতে পারে না। তাঁহারা স্বতন্ত্রবস্তু। অন্তর্দর্শন না হইলে অন্তর্বস্তুর সাক্ষাৎ মিলে না, অন্তর্দৃষ্টি বস্তু ব্যতীত অন্তর্দর্শন হয় না। [illegible] বা দুর্দর্শন যাহা; তাহার অপর [illegible] শ্রীকান্তদর্শন, আর অন্তর্দর্শনই সেবাদৃষ্টি। তাহাই দর্শন বা ভক্তি।

হরিকথা [illegible] জীবিত ভজনের ও ভজন রহিত [illegible] বৈষ্ণবের নিকট। [illegible] সম্পূর্ণ সদ্গত অনর্গল হরিকথা [illegible] পারেন। তাঁহারা [illegible] বলেন, নিজেদের কোন কথা [illegible] সেইজন্যই তাঁহাদের কথাও হরিকথা।

আচারবান্ সেবকের আচরিত ও অনুকীর্তিত গুরুবাণী নিষ্কপট জীবকে শ্রীবৈষ্ণব-ভগবানের চরণে আকৃষ্ট করে। সেইজন্য অনুকীর্তনকারী সেবক জানেন—এ বিষয়ে গুরুবাণীরই কৃতিত্ব ও প্রতিষ্ঠা। গুরুবাণীই জীবের নিয়ামক, প্রভু, উদ্ধারকর্তা; আমি সেই বাণীর বাহক পিয়নমাত্র। আমি উদ্ধারকর্তা বা পতিতপাবন নহি। পতিতপাবন, মঙ্গলবিধাতা বা উদ্ধারকর্তা—গুরুবাণী—হরিকথা।

হরিকথা হরিই; সেইজন্য এই হরিকথারূপী হরিকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। অশ্রদ্ধা বা অনাদর করিলে—অভক্ত থাকিলে পরম আদরের বস্তু শ্রীহরি আমাকে কৃপা করিবেন না, আমাকে দেখা দিবেন না। হরিজনের সহিত আলাপ পরিচয় না হইলে হরিকথার সহিত পরিচয় বা বন্ধুত্ব হয় না বা হরিকথাকে হরি-কথা বলিয়া জানা যায় না। সাধুভক্তের কথাই হরিকথা। সাধুভক্তের কথা ও সাধুভক্ত অভিন্ন বস্তু। চেতনজগতে প্রথমে আমাদের শব্দ, নাম বা কথার সঙ্গে পরিচয় হয়। তাহার পরে রূপের কথা। সুতরাং আমরা যদি গুরুদেবের বাণী বা হরিকথাতে রুচিবিশিষ্ট না থাকি, তাহা হইলে আমাদের গুরুতে অশ্রদ্ধা অনাদর বা উদাসীনতা প্রকাশিত হয় না কি? গুরুতে প্রীতি আছে, গুরুর কথা বা হরিকথায় প্রীতি নাই—ইহা কিরূপে হইতে পারে? যিনি গুরুকে প্রভুর বরণ করিয়াছেন, তিনি গুরুবাণী হরিকথাকে প্রভু ও রক্ষা-কর্তা জানিয়াছেন। যিনি গুরুতে শরণাগত, তিনিই হরিকথায় শরণাগত। গুরু যাঁহার জীবন, হরিকথাই তাঁহার জীবন। যেখানে হরিকথা বা গুরু বাণীতে রুচি নাই, সেখানে গুরুতে রতি, আস্থা বা নির্ভরতা থাকা সম্ভব নয়।

শ্রীবৈষ্ণব-ভগবান্‌কে নিজচেষ্টায় জানিতে যাওয়া বোকামী। জ্ঞানাতীত বস্তুকে জানিবার প্রয়াস বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। সেইজন্য শাস্ত্র 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য'-শ্লোকে জ্ঞান বা জানিবার প্রয়াসকে সম্যগ্‌ভাবে পরিত্যাগ করিয়া যিনি আছেন, তাঁহার চরণে submit করিতে—নমস্কার করিতে বা প্রণত হইতে বলিয়াছেন, শুধু প্রণত হইয়া বসিয়া থাকিতে বলেন নাই, পরন্তু সন্মুখরিত ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল-চপল। তিনি কর্ণদ্বারে হৃদয়ে প্রবেশ করিলে নিজেও স্থির থাকেন না এবং জীবকেও অস্থির করিয়া তুলেন। তিনি কর্ণদ্বারে প্রবেশ করিয়া মুখ দিয়া কীর্তনাকারে প্রকাশিত হন।

বৈকুণ্ঠ হইতে পতন হয় না। বৈকুণ্ঠবাসিগণ সকলেই পরমহংস। সেখানে মৃত্যু, শোক বা ভয় নাই। ব্রজবাসিগণ সর্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পথে চলিয়াছেন। তাঁহাদের সেবায় বিরাম নাই। যিনি ব্রজবাসীর আশ্রিত, তিনিই ব্রজে যাইবেন। ব্রজবাসী সতত কীর্তন করেন, আর ব্রজবাসীর আশ্রিত ব্যক্তিও সতত শ্রবণ করেন। আবার এই শ্রবণকারী সতত শ্রবণ করেন বলিয়া কীর্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং ব্রজবাসীর সঙ্গে তিনিও চলেন। ব্রজবাসীর যিনি সঙ্গী বা যিনি ব্রজমুখী, তিনি কি না চলিয়া থাকিতে পারেন? যিনি যাঁহার আশ্রিত, তিনি আশ্রয়কে ছাড়েন কি করিয়া? আশ্রিত আশ্রয়কে ছাড়েন না এবং আশ্রয়ও আশ্রিতকে ছাড়েন না। পরস্পরের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন বা সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পরস্পর পরস্পর দ্বারা প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই আকর্ষণ বা সম্বন্ধের মধ্যে রসের সুখ উঠিতেছে। হরিকথা বা হরিই ব্রজবাসী সাধুর একমাত্র ধন। তাঁহাদিগের হরিকথাতে বড় প্রীতি। এই হরিকথায় যাঁহাদের প্রীতি, তাঁহারাই সাধুর প্রিয়। হরিকে যিনি ভালবাসেন, সাধু তাঁহাকে বড় ভালবাসেন। হরির প্রিয় ব্যক্তি সাধুর প্রিয় এবং সাধুর প্রিয় অর্থ হরির প্রিয়। সাধুকৃপাতেই হরিকে পাওয়া যায়। হরি নিজেকে নিজে দান করেন না। হরি যাঁহার সেবাপাত্র, সেই হরিজনই হরিকে দান করেন। হরিজনের কৃপাতেই জীব হরির সাক্ষাৎ পায়।

কীর্তন ব্যতীত জীবের আর অন্য ধর্ম নাই। এই কীর্তনাভিনয়ে ভক্তের বা জীবাত্মার যাঁহার যতটুকু অবস্থান অর্থাৎ স্থান প্রদান করেন—কীর্তন দ্বারা আমার প্রতিষ্ঠালাভ হইতে পারে না, তিনি ততটুকু পরিমাণ নাস্তিক। একমাত্র কীর্তন-প্রচারে যিনি যতটুকু পরিমাণে সাহায্য করিবেন, তিনি ততটুকু আস্তিক, আর যিনি যতটুকু পরিমাণে বাধা প্রদান করিবেন, তিনি ততটুকু নাস্তিক। সর্বক্ষণ কীর্তন করিতে হইবে—ইহাই মহাপ্রভুর আদেশ। সুতরাং কীর্তন ছাড়া আমাদের অন্যান্য কার্যের অবসর কোথায়? তবে কীর্তনের যাহা অনুকূল তাহাই স্বীকার্য। হরিকীর্তন ব্যতীত মানবের চেষ্টা সংসারের হেতু—পুনঃপুনঃ উৎপত্তি মাত্র। যিনি সর্বক্ষণ হরিকীর্তন করিতেছেন, তিনি অন্য দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া পূর্ণিমুখী বা কৃষ্ণমুখী হইয়াছেন—বাড়ীর দিকে চলিয়াছেন —Back to God and back to Home

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

is the message of Gaudiya Math.—গৌড়ীয়মঠের এই বাণী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে।

কাহারও দোষ দেখিতে হইবে না, গুণগ্রাহী হইতে হইবে। গুরুর নিষ্কপট কৃপা বৈষ্ণবগণের যাঁহার মধ্যে গুরুসেবাবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, সেই বৃত্তিই 'প্রভুর কৃপাবৃত্তি'। গুরুপাদপদ্মে অকপট অনুরাগ বিধান করিলে এবং নিজ অকপট সেবাবৈভবে বিভূষিত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ, উপদেশ ও আদর্শ আচরণ কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করিলে এ জগতে কেহ আমার কিছু ক্ষতি করিতে পারিবে না। যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বতোভাবে নিয়ামক, সেখানে ভয় বা কোন সংশয়াশঙ্কা নাই। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের কথা অবলম্বন হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করেন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা তাঁহাদিগকে লুব্ধ করিতে পারে না। যত বিপদ্ আসুক না কেন, সর্ব্বাবস্থাতেই বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মই তাঁহাদের একমাত্র বল। যে মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীগুরুদেবের বাণীবল এবং তাঁহার আদর্শ আচরণানুসরণ-বল হইতে বিচ্যুত হইব, তন্মুহূর্ত্তেই আমরা নিরপেক্ষ হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারিব না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে কত বড় জিনিষ, তাহা দৈবধর্ম চিন্তায়ও আনিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আমার গুরুপাদপদ্ম-পরাগের একটু কণা ছাড়িয়ে দিলে তোমাদের মত কোটি কোটি লোক উদ্ধার লাভ ক'রবে। এমন কোন পাণ্ডিত্য জগতে নাই, এমন কোন সাধনা ত্রিভুবনে নাই—কোন মনুষ্য দেবতার মাঝে, যা' নাকি আমার গুরুপাদপদ্মের পদধূলির একটী কণা হ'তে ভারী হইতে পারে? শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি এত বড় ভারী জিনিষ।" সেবাচাতুর্য্য বা সেবাকৌশলই পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা। সাধুর পদধূলিতে অভিষিক্ত হওয়ার ন্যায় পরম সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছু নাই। তাহাই আমাদের একমাত্র কাম্য। সাধুর সম্বন্ধে আভাষিক বা গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের মঙ্গল হইবে না। অকিঞ্চন ভক্তসাধুগণই তৃণাদপি সুনীচ ও নিরহঙ্কার। অপ্রাকৃত-অভিমানরূপ শুদ্ধ অহঙ্কার তাঁহাদের আছে। তাঁহারা নিজেকে সাধুগণের পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ জ্ঞান করেন। তাঁহাদের অপ্রাকৃত দাস্যের দম্ভ প্রাকৃত সাংসারিক লোকের অনুভবের অতীত হইয়া মহত্ত্বের অসমোর্দ্ধ মহিমা প্রচার করুণার কথা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই হৃদৈশ্বর্য্য অপ্রাকৃতাভিমান সাধুর প্রকৃত পরিচয় পাইবে।

যাহারা ভগবানের সেবা বা কৃপা চান, তাঁহারা জগতের কিছু চান না। এ জগতে যাহার তোমার কিছু আছে—এরূপ চিন্তারও অবকাশের নাই। 'তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব গুরু-অভিমান ত্যাজ'—ইহাই তাঁহার সহজ চিত্তবৃত্তি। অন্যাপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ অভিমানই অপ-অভিমান। কিঙ্করাভিমানী সেবকের এই অশুদ্ধ অভিমান নাই। তাই তিনি নিজেকে কাহারও পূজার পাত্র বলিয়া মনে করেন না। তিনি দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুগুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহার একমাত্র কৃপাপ্রার্থনামুখে জীবন যাপন করিয়া থাকেন। সাধুর সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে হইবে। অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া নিরন্তর ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। পূজ্য ব্যক্তির সহিত খুব সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। হরিকীর্ত্তন করিলে অপরেও শুনিতে পাইবে। নির্জ্জনভজনের চেষ্টায় অসুবিধা ছাড়া সুবিধা কিছু নাই। হরিকীর্ত্তনে আত্মমঙ্গল, শ্রবণকারীর মঙ্গল—নিজের উপকার ও পরোপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হয়। হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই ভগবানের সর্ব্বক্ষণ নিরন্তর সেবা সম্ভব।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভু

—:::(*):::—

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অভিন্নপ্রিয় অম্বিকা-কালনা-নিবাসী শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য—শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু, তাঁহার শিষ্য—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল এবং মাতার নাম শ্রীদুরিকা। ইঁহারা সদ্গোপকুলোদ্ভূত ছিলেন। বহু পুত্রকন্যা গত হওয়ার পর শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার পিতামাতা বাল্যকালে তাঁহার নাম 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' রাখেন। পরে শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু তাঁহাকে 'শ্রীশ্যামানন্দ'-নাম প্রদান করেন। শ্রীভক্তিরত্নাকর-পাঠে জানা যায়, শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর নিকট বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। শ্রীজীব প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে অশেষ কৃপা করেন এবং তাঁহাকে অধ্যয়ন করান। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু পূর্ব্বে বলরামের ভক্ত ছিলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর কৃপায় পরে তিনি যুগলভজন করেন। শ্রীবৃন্দাবনে কিছুদিন বাস করার পর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর আদেশক্রমে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু গৌড়দেশে আসিয়া উৎকলে শ্রীরসিকানন্দ-মুরারিকে শিষ্য করেন। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু উৎকল প্রদেশে দণ্ডকেশ্বর-গ্রামে সদ্গোপ-বংশে চৈত্রমাসের পূর্ণিমার দিন জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি বাল্য ও পৌগণ্ড-বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থিতি করিয়া যৌবনাবস্থা প্রাপ্তিমাত্রেই গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছিলেন। দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত ভজন নিষ্ফল জানিয়া তিনি প্রভু-পার্ষদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয়শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সম্যক্ যথাবিধি গুরুসেবা কর্ত্তব্য জানিয়া তিনি কিছুদিন শ্রীগুরুর সন্নিধানে থাকিয়া সেবা-করণান্তর গুরুর অনুমতি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনাদি দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া তিনি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি প্রভুপাদগণের বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বৈরাগ্য-চেষ্টা অতি আশ্চর্য্য ছিল। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। তিনি আচার্য্য শ্রীনিবাস ও ঠাকুর শ্রীনরোত্তম প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে বহুদিন অবস্থিতিপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিয়া অনেকানেক দুর্ম্মতি পাষণ্ডীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর শিক্ষা-শিষ্যরূপে সৎসঙ্গ করেন। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিনজনই সঙ্গীতশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দ্বিতীয় কাব্যোন্নতি বিষয়ে তিনজনই পারদর্শী। তিনজনই পরস্পর এক প্রাণ, একাশয় ও সুহৃদ্বন্ধু। এই তিন মহাত্মা গৌড়ভূমির অলঙ্কার।"

শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রিয়তম প্রধান শিষ্য। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বাল্যবন্ধু শ্রীগোপীজনবল্লভ দাস 'শ্রীরসিকমঙ্গল'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"শ্রীরসিকানন্দ প্রভু উড়িষ্যা-প্রদেশের সুবর্ণরেখা-নদীর তীরে রোহিণী-নামক গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীঅচ্যুত ও মাতার নাম শ্রীভবানী। শ্রীঅচ্যুত পিঁড়রাজ-কুলোদ্ভূত হইলেও তিনি ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভু অতি শৈশবকাল হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রবণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসাদি-বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ছিলিনিবাসী শ্রীঅচ্যুতাদি শ্রীসদাশিবের ভ্রাতা শ্রীবলরাম দাসের সুলক্ষণা কন্যা শ্রীশ্যামা দাসীর সহিত শ্রীরসিকানন্দের বিবাহ হয়। বিবাহের পর উদাসীন-প্রায় হইয়া শ্রীরসিকানন্দ প্রভু গুরুর অন্বেষণে নানাতীর্থ ভ্রমণ করেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শনদান করেন এবং শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর চরণাশ্রয় করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হন। অবধি শ্রীরসিকানন্দ প্রভু অধিকতর ব্যাকুলচিত্তে শ্রীগুরুদেবের অন্বেষণ করিতে থাকেন। এদিকে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুও উৎকলে আগমন করেন। একদিন শ্রীরসিকানন্দ প্রভু ঘটশিলা-গ্রামের রাজসভাতে শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর দর্শন পাইয়া শ্রীরসিকানন্দ প্রভু পরমানন্দিত হইলেন। একদিন শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর গৃহে কৃপাপূর্ব্বক গমন করেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষামন্ত্র প্রাপ্ত হন। তৎপরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করেন। কিছুদিন পরে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুও ব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর চরণে উপনীত হন এবং ব্রজপরিক্রমা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দ প্রভুকে উৎকলে গমন করিয়া প্রতি ঘরে ঘরে ভক্তিপ্রচারের আদেশ দেন।

শ্রীরসিকানন্দ প্রভু গৃহে আসিয়া জড়-বিষয়ে উদাসীন হইলেও পরম যত্নসহকারে বৈষ্ণবগণকে ভোজন করাইয়া নিজে তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট-পাত্র সংস্কার করিতেন। তিনি বৈষ্ণবে কোনপ্রকার জাতিবুদ্ধি না করিয়া প্রত্যহ তাঁহাদের অবশেষ ও পাদোদক গ্রহণ করিতেন। আদর্শ গৃহস্থ-বৈষ্ণবের ধর্ম্ম আচরণ করিয়া প্রচার করিবার জন্য পতিপত্নী উভয়েই বৈষ্ণবগণকে ভোজন করাইয়া পরে তাঁহাদের অবশেষ গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিতে থাকেন। তাঁহার পূর্ব্ব আত্মীয়গণ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিবশতঃ সমালোচনা করিতে থাকিলে তিনি নিজ দেশ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্যামাদাসীও বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী বন্ধু-বান্ধব ও সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর সঙ্গে গমন করেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভু অনুসন্ধান করিতে করিতে সুবর্ণরেখার কূলে একটি মনোরম স্থান দেখিতে পান। তথা হইতে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বৈমাত্রেয় কাশীনাথ দাস এই স্থানে গিয়া বাস করেন এবং এই স্থানের নাম কাশীপুর রাখেন। সেই স্থানের স্বাভাবিক ও কাশীপুরের শোভা দর্শন করিয়া সেইস্থানেই গৃহনির্ম্মাণ করেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর কুলদেবতা-স্বরূপ যে শ্রীবিগ্রহ ছিলেন, জ্ঞাতিগণ তাহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া ছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভু ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের নিকট গমনপূর্ব্বক সেই শ্রীমূর্ত্তি লইয়া আসেন এবং শ্রীমূর্ত্তিকে সঙ্গে লইয়া সহধর্ম্মিণী-সহ কাশীপুর গমন করেন। তিনি তথায় পূর্ব্বের ন্যায় নিজ সাধুবৈষ্ণবসেবা ও বৈষ্ণবের অবশেষ গ্রহণ করিতে থাকেন।

একদিন শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীগুরুদেবকে বলেন,—'প্রভো! আমাদের গৃহে যে বহুকালের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন, আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার নাম প্রকাশ করুন।' তখন শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু সেই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিজনে॥

নাম শ্রীগোপীবল্লভরায় এবং শ্রীগোপীবল্লভের বাসস্থান বলিয়া সেই গ্রামের নাম শ্রীগোপীবল্লভপুর রাখেন। সেই দিন হইতেই সকলেই কাশীপুর-গ্রামকে গোপীবল্লভপুর বলিতে থাকেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীগোপীবল্লভরায়ের সেবা ও বৈষ্ণবসেবার ভার শ্রীশ্যামাদাসীকে সমর্পণ করিয়া হরিকথা-প্রচারের জন্য শ্রীরসিকানন্দ প্রভুকে সঙ্গে লইয়া যান। সদ্‌গুরু শিষ্যের বর্ণাশ্রমকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বদিকে নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন, জগতের কৃষ্ণসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং তৎসঙ্গে শিষ্যকেও হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া ভক্তি ও ভগবানের মহিমা প্রচার করেন। সদ্‌গুরুর আরও একটী বিশেষত্ব এই যে, তিনি শিষ্যকে গুরু হইবার সুযোগ দেন, উত্তম শিক্ষক ছাত্রকেও শিক্ষক করিয়া মন—সর্ব্বক্ষেত্র বোধিকেও দৈন্য করেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু সদ্‌গুরু ছিলেন। তাই তিনি শ্রীরসিকানন্দ প্রভুকেও গুরু হইবার সুযোগ প্রদান করিয়া বলিলেন,—

ব্রহ্ম, ক্ষত্রী, বৈশ্য, শূদ্র যত যত জন।
চণ্ডাল, পুক্কশ, ম্লেচ্ছ আছে যত জন॥
সবাকারে কর কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি দান।
তোমাহাতে এই ভিক্ষা মাগিলু নিদান॥

শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। যাঁহারা তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিলেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে বৈষ্ণব হইলেন। বহু বৈদিক ব্রাহ্মণও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। আলিখা, ভক্তদাস প্রভৃতি যবনকুলোদ্ভূত বহু ব্যক্তিও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। যবনকুলোদ্ভূত শত শত ব্যক্তিকে শিষ্য হইতে দেখিয়া যবনরাজ তাঁহার প্রতি রুষ্ট হন এবং তাঁহার প্রভাব দেখিবার জন্য এক মত্তহস্তীকে প্রেরণ করেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভু সেই মত্তহস্তীর কর্ণে 'হরে কৃষ্ণ' নাম প্রদান করিয়া সেই হস্তীকে পর্য্যন্ত শিষ্য করিয়া লয়েন এবং তাহার নাম 'শ্রীগোপালদাস' রাখেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"শ্রীবৃন্দাবনের সপ্তপ্রধান সেবার মধ্যে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহনের পরে চতুর্থ বিখ্যাত সেবা—শ্রীশ্যামসুন্দর-জীউ। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার প্রকটকালের শেষ দশায় শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগোপীবল্লভপুরের গোস্বামিগণের চতুর্থ অধস্তন অর্থাৎ শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পুত্র ও শিষ্য শ্রীরাধানন্দদেব, শ্রীরাধানন্দের পুত্র ও শিষ্য শ্রীনয়নানন্দদেব এবং শ্রীনয়নানন্দদেবের নিকট হইতে শ্রীরাধাদামোদর দাস-নামক জনৈক কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই রাধাদামোদরই শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগুরু। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের চতুর্থ অধস্তনরূপে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গৌড়ীয়াচার্য্যরূপে উদিত হইয়া যেমন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যথাযথ রক্ষা করিয়াছেন, তদ্রূপ সর্ব্বপ্রথম গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও শ্যামানন্দ প্রভুর পঞ্চম অধস্তনরূপে আবির্ভূত হইয়া গৌড়ীয়সম্প্রদায় রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এই —আচার্য্যত্রয় অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট হরিভক্তির চরম কথাগুলি সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাসস্থানের নামানুসারে এক একটী সুর প্রচলিত হইয়া এক একটী বিভিন্ন আখ্যা লাভ করিয়াছে—যেমন শ্রীশ্যামানন্দ-সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্যের বাসস্থান খেতুরী-পরগণা হইতে 'রাণীহাটি' সুর, শ্রীনিবাস-আচার্য্যসম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত সুরের নাম—'মনোহরসাহী' এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তিত সুর 'গড়েরহাটি' নামে প্রসিদ্ধ। কাহারও মতে শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু অনিরুদ্ধের অবতার অর্থাৎ তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব।"

উত্তমা-ভক্তি

[প্রাপ্ত]

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুদ্বারা উত্তমা ভক্তির স্বরূপ জানাইয়াছেন। যথা—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

আনুকূল্যভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির 'স্বরূপ লক্ষণ'। অন্যাভিলাষিতা-শূন্যতা ও জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃতত্ব, এই দুইটি ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। ভক্তির উন্নতি-অভিলাষ ব্যতীত অন্য যে-কোন অভিলাষ হৃদয়ে উদিত হয়—তাহাই ভক্তিবিরোধী। জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি প্রবলতা লাভ করিয়া হৃদয়কে আবৃত করিলে ভক্তির সহিত বিরোধ হয়; অতএব উক্ত দুইটি বিরোধ-লক্ষণশূন্য হইলেই আনুকূল্যভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাকেই উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি বলা যায়।

আনুকূল্য-শব্দে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রোচমানা প্রবৃত্তি বুঝায়। অনু-শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধানরহিত। শীল-ধাতুর অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। এই অনুশীলন দুই প্রকার—কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপ চেষ্টা এবং প্রীতিময় মানসভাব।

কৃষ্ণের অনুশীলন প্রতিকূলভাবেও হইতে পারে। জরাসন্ধ, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, পুতনা, অঘ, বক প্রভৃতি অসুরগণ প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূলভাবে সেবাবিপর্য্যয় ঘটে বলিয়া উহা ভক্তি নহে। আনুকূল্যভাব ব্যতীত ভক্তি সিদ্ধ হয় না।

জীবের যে নিজশক্তি আছে, তাহাতে কৃষ্ণকৃপা ও ভক্তকৃপাক্রমে ভগবানের স্বরূপশক্তিবিশেষ উদিত হইলে ভক্তির স্বরূপ উদিত হয়। জীবের শরীর, বাক্য ও মন—সকলই বর্ত্তমান অবস্থায় জড়ভাবাপন্ন। জীব বিবেকশক্তিদ্বারা জীব যখন তাহাদিগকে চালিত করেন, তখন জড়সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিরাগরূপ কোন শুষ্ক ব্যাপার উদিত হয় মাত্র, ভক্তিবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিবৃত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে ক্রিয়াবতী হইলেই শুদ্ধভক্ত্যঙ্কুর প্রকাশ হয়।

'শ্রীকৃষ্ণ' বলিলে পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি ও সকল কারণের কারণকে নির্দ্দেশ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সবিশেষ তত্ত্ব শ্রীবলদেব ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার ইয়ত্তা। অতএব কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। ভক্তি উদিত হইলে জীব ভক্তসংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্ত ভক্তিদ্বারা ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভ করেন। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা না করিয়া যাঁহারা 'কৃষ্ণ'-শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লক্ষ্যবস্তু কৃষ্ণকে নিজকল্পনায় ছাঁচে গড়িবার চেষ্টা করেন মাত্র। কৃষ্ণেতর চিন্তা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন না। তখন তাঁহার বৃত্তি ভজনশূন্য হইয়া লক্ষ্য ভগবৎতত্ত্বকে পরমাত্মা, কখনও বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া সংজ্ঞা দেয়। ব্রহ্মানুশীলন ও পরমাত্মানুশীলনরূপ চেষ্টাসমূহ জ্ঞানকর্ম্মের অন্তর্বিশেষ ভক্তি নয়।

কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কৃষ্ণের নিজসেবা ও সেবা-জন্য ভগবানের নিজের লক্ষণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য ভক্ত সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজস্বার্থ কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ-চতুর্ব্বর্গাকাঙ্ক্ষা হৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে। উহাই কৃষ্ণসুখের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্যাভিলাষ-শব্দবাচ্য। যাঁহারা রাজ্যরত্নগণপালন সম্পাদন, যাঁহারা পার্থিব বা লোক সম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিজোপকারে ব্যস্ত, যাঁহারা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-নিষিদ্ধাচার-কুটীনাটী-জীবহিংসা প্রভৃতি অনর্থগ্রস্ত, যাঁহারা দেহ বা আত্মের মায়ামুগ্ধ-লোলুপ, তাঁহাদের কৃষ্ণানুশীলন কপটতাযুক্ত।

নির্বিশেষব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ভজনীয় বস্তু একমাত্র কৃষ্ণ। কৃষ্ণবিষয়ক পরোক্ষাদি ৫ প্রকার অনন্যভজনীয় স্বরূপজ্ঞান ভক্তির যুগপৎ প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্-বিষয়ক জ্ঞান ভক্তির সহিত সমকালেই উদিত হয়। ভক্তি ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান আদৌ হয় নাই, অথচ অভিভেদ-ভক্তি অগ্রসর হইতেছে, এরূপ কখনও হয় না। যাঁহারা মায়িক-জ্ঞানসাহায্যে জ্ঞানী হইবার জন্য নিষ্ফল মিথ্যা চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সেই প্রকার চেষ্টা ভক্তির অঙ্গ নহে। ভক্তি অনুশীলনকারীর অন্তরে মুক্তি-পিপাসা বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে।

কর্ম্মের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের জীবাবরণাত্মিকা মায়াশক্তির একটি বিক্রম—কর্ম্ম। কর্ম্মকাণ্ডীরা নিজ-কর্ম্মবিপাককে পাইয়া মনে করেন যে, সৎকর্ম্মপ্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু তাহা ভুল ধারণা। ভজনীয়-পরিচর্য্যা কর্ম্মাবরণ নহে। তাদৃশ পরিচর্য্যাই ভজনীয় কৃষ্ণ-বস্তুর অনুশীলন। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট, তাহাই কর্ম্ম। আর যে অনুষ্ঠানের ফল জীবের প্রাপ্য-কর্ম্মফল-ভোগ নহে, ভগবানের নিজের, তাহা ভক্ত্যনুষ্ঠান। ভুক্তি-পিশাচী ভক্ত্যনুশীলনকারীর অন্তরে স্থান পাইলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে।

অন্যবৈশিষ্ট্যের আবরণেও উত্তমাভক্তির সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মদ্বারা বা শিক্ষাদ্বারা উত্তমাভক্তি উৎপন্ন হয় না। বিবেকাদি হইতে ভক্তি হয় না, পরন্তু ভক্তিমান্ জনে বিবেকাদি লক্ষিত হয়। ভক্তির আনুষঙ্গিক জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও তাহারা ভক্ত্যঙ্গে গৃহীত হয় নাই। জীবের পরম আবশ্যকীয় ভক্তি থাকিলে, অবান্তর মার্গদ্বয় না থাকিলে কোন ক্ষতি নাই। আবার মূল বৃত্তি ভক্তি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ভক্তি হইতে পারে না। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কৃষ্ণের উত্তমা ভক্তিতে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর অভিলাষ, কর্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ ও নির্বিশেষবাদ আবরণ নাই। তাহাতে কেবল কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন আছে। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও নির্বিশেষরূপ ভক্তির প্রতিবন্ধক মার্গসমূহই অন্তর্মার্গ।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত দুর্গত জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন—তাহাই শ্রীল রূপগোস্বামী-প্রভু শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগ আচার্য্যবর্গের কৃপায় যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ জানিয়া উহাই জীবের একমাত্র প্রয়োজন বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই রূপানুগগণের সাধক।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵
„ „ ইঞ্চি	২৲	।০
„ „ সিকি কলম	৫৲	১৲
„ „ অর্দ্ধ কলম	৮৲	১৲
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
„ সিকি কলম	১৫৲
„ অর্দ্ধ কলম	২৮৲
„ এক কলম	৫৫৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবগোপাল বিদ্যালঙ্কার কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তাল তরঙ্গায়িত কলিকুম্ভীরাকীর্ণ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিবিধ সংবাদ

—:০:(০):০:—

ডিউক অব কেণ্ট

সরকারী সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মহামান্য সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহামান্য ডিউক অব কেণ্ট আইসল্যাণ্ডে যাওয়ার পথে বিমান-দুর্ঘটনার ফলে আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। হ্যাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে ও মিত্র-পক্ষীয় দেশসমূহে গভীর শোকের ছায়াপাত হইয়াছে। যে বিমানে ডিউক আইসল্যাণ্ডে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহার সমস্ত বৈমানিক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

গ্যাসে চালিত মোটর-যানে কাঠ-কয়লা ব্যবহারের বিধি

গ্যাসে পরিচালিত মোটর গাড়ীতে যে সকল কাঠ কয়লা ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে যদি জলীয় পদার্থের আধিক্য থাকে, তবে পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং আর সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় না।

তাহা ছাড়া, জলীয় পদার্থের জন্য কয়লাগুলোতে অহেতুক ভাব চাপিয়া বসে।

এই ব্যবস্থায় যাঁহারা গাড়ী চালান, তাঁহাদিগকে সকল সময় বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে—প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যাহাতে জেনারেটরে খুব শুষ্ক কয়লা ব্যবহার করা হয়। কয়লার মধ্যে জলীয় অংশ শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

কয়লা যদি ভিজা থাকে, তবে অগ্নির চতুর্দ্দিকে যে সকল কাঠ কয়লা থাকে, জেনারেটরের আগুন তাহার মধ্য হইতে জলীয় অংশকে বাষ্প করিয়া ফেলে। গ্যাসের সহিত এই বাষ্প মিলিয়া যায় গ্যাস যখন 'কুলার' এবং 'ফিল্টারে' ভিতর দিয়া যায়—তাহার সহিত যে বাষ্প থাকে তাহা ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া যায়। ফলে ফিল্টারের ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া ফিল্টারের কাজে বাধার সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত উক্ত বাষ্প ফিল্টারের মধ্যস্থিত ছিদ্রগুলি বেশে এবং এইভাবে গ্যাস চলাচল করিতেও বাধা সৃষ্টি করে।

কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা গ্যাস চালিত গাড়ী ব্যবহার করেন—"কাঠ কয়লা শুষ্ক রাখাই"—তাঁহাদের মুখ্য কর্ম্ম উচিত। একটি শুষ্ক ঘরের উপর বিছাইয়া দিয়া কাঠ-কয়লা শুষ্ক করা যাইতে পারে।

বঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত

গত ৩রা আগষ্ট হইতে আশ্রয়প্রার্থী ব্রহ্মের আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য যে প্রবেশিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, বহু ছাত্রছাত্রী বিলম্বে আসিয়া পৌঁছায় এবং পথশ্রমের ক্লান্তি ও অবসাদ বশতঃ ঐ পরীক্ষা দিতে পারে নাই।

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীর সুবিধার জন্য ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট ও রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালের ১১ই জানুয়ারী হইতে উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত ফাইনাল পরীক্ষা (প্রবেশিকা) এবং বি-এ ও বি-এস-সি (পাসকোর্স) পরীক্ষা লওয়া হইবে। পূর্ব্ব পরীক্ষায় যাহারা ফেল করিবে, তাহারাও এই অতিরিক্ত পরীক্ষা দিতে পারিবে। এই পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদিগকে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ অফিসারের (গ্রাণ্ড হোটেল, সিমলা) নিকট নাম রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ব্রাহ্ম-থিয়সফিষ্টগণের মতবাদ স্রোত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]লার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। বিনয়, দীর্ঘ প্রযুক্ত ব্যবহার এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদীতোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গ্রন্থসংগ্রহ

—০—

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "ভক্তিভবন"-আকারে প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিজ্ঞপ্তি'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সমিতির প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৪ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ২৪শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১০ই সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } ১৫০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ হৃষীকেশ, বৃহস্পতি বাসরোদয়কারী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:•:(•):•:——

ভক্তির সহিত কোন কিছুর তুলনা হইতে পারে না। ভক্তির উদয়ে যাবতীয় ক্লেশ বা অবিদ্যা সমূলে বিনষ্ট হয় এবং আত্মা সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে। ভক্তি আত্মধর্ম। অগ্নি যেমন স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, অন্য কিছু সেরূপ পারে না। ভক্তিযোগ ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভ বা চিত্তশুদ্ধির অন্যান্য চেষ্টা তেঁতুল, বৃত্তিকা বা অম্লাদি স্বর্ণ বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক।

———

মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম এক নহে। অসৎ-চিন্তারত মন বড় চঞ্চল। মন আজ যাহাকে ভাল বলে, তৎপরদিবস তাহাকে মন্দ বলিয়া থাকে। এইরূপ চাঞ্চল্যই তাহার ধর্ম্ম। মনোধর্ম্মে স্থিরতা বলিয়া কোন কথা নাই। ভালমন্দই মনের কাজ। সুতরাং তাদৃশ মনোধর্ম্মে অবাহত দ্বিতীয়াভিনিবেশ-যুক্ত মন যে ভজন ভিক্ষা করে, তাহা অসম্পূর্ণ। ভক্তের এরূপ মনোধর্ম্ম নাই। তাঁহারা আত্মধর্ম্মী। তাঁহারা ভগবচ্চরণে শরণাগত। তাঁহারা মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত না হইয়া শাস্ত্রসম্মত বিচারপরায়ণ। তাঁহারা ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। প্রভুর সেবা করিব, ইহাই তাঁহাদের বিচার। 'ভজন নাহি জানি, সেবামাত্র করি।' তাঁহারা জানেন,—

তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে - করি আমি, সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে।
আশাপাশে জীব ফাঁসে, তব ইচ্ছা বলে॥

গুরু ও শিষ্যের চিত্তবৃত্তি এক। গুরুর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট না হইলে কেহই গুরুর কথা বা অন্তরের ভাব বুঝিতে পারেন না। গুরুর ইচ্ছাই উচ্চ। নিষ্কপট - গুরু-সেবাপর হইয়া নিষ্কপট চিত্তে নিরন্তর তাঁহার বাণীর সেবা করিতে করিতে গুরুকৃপাতেই জীবহৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

———

বদ্ধজীব সাধুসঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে অপরাধবর্জ্জিত নামাভাসের ফলে অনর্থমুক্ত হইয়া ভক্তিভাব লাভ করেন এবং সাধুসঙ্গে সেবা করিতে করিতে স্বরূপসিদ্ধ হন। সাধুসঙ্গ বাদ দিয়া কখনও সাধুজনসঙ্গী কৃষ্ণের সেবা সম্ভব হয় না। এই সাধুর সঙ্গ ও শুশ্রূষা সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা করিতে করিতে আমাদের চিত্ত স্থির হয়। অকপট শ্রদ্ধা বা শরণাগতির অনুপাতে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হইবে। শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট অনুগত ও আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ অনুক্ষণ করিলে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ ও শিক্ষা আমাদের স্মৃতিপটে থাকিবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ সাধুর সঙ্গে অকৃত্রিমভাবে শরণাগতির পথে চলিতে চলিতে আমাদের মঙ্গল হইবে। সর্ব্বদা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে হইবে। অনুক্ষণ সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর শুশ্রূষা করিতে হইবে। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-বন্দন প্রভৃতি স্বরূপ প্রাপিত না হইলে, সেবা না আসিলে মনের অসংখ্য কুপ্রবৃত্তি আমাদিগকে আক্রমণ করিবেই।

———

আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমাদের হরিভজন হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধুর সঙ্গলাভ আমাদের হইয়াছে কিনা, তাহা বিচার করি না। চরমে অনাদর, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবী নিষ্কপট গুরুবৃদ্ধি ও শ্রীগুরুদেব ও শুদ্ধবৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি ও তাঁহাদের প্রতি স্বাভাবিক টান না হইলে যে হরিভজন আরম্ভই হয় না, তাহা আমরা চিন্তা করি না। আমার হরিভজন হইতেছে —ইহা একটা মনঃকল্পিত ব্যাপার নয়। ইহা উপলব্ধির বিষয়। হরিভজন হইলে আপাতত স্বার্থসন্ধান থাকিবে না, শাস্ত্রাভিমান প্রবল হইবে, সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ ও সাধুর সেবায় রুচি হইবে, শ্রীগুরু-চরণে নিষ্কপট শ্রদ্ধা ও শরণাগতি থাকিবে। সেখানে সন্দেহ বা ভ্রান্তি বলিয়া কোন জিনিষ থাকিবে না। ভক্তিতে ভগবদ্দর্শন হয়, অন্যদর্শন বা ভোগদর্শন থাকে না, সুদর্শন বা ভক্তিসিদ্ধান্ত হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। যাঁহার প্রতি ভগবান্ নিজগুণে প্রসন্ন হন, যাঁহাকে তিনি নিজজন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সেই নিষ্কপট ভগবজ্জনেরই কৃপাভিক্ষু ব্যক্তি ভক্তি লাভ করেন। দেহ-মনোধর্ম্মে ভোগ বা বিভোগ ছাড়া আর কিছুই নাই। ভক্তি দেহমনোধর্ম্মের অতীত-তত্ত্ব। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে পূর্ণ প্রপত্তিই ভক্তির মূল। যাঁহারা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন, তাঁহাদের প্রতি ভগবান্ প্রসন্ন হন।

———

হরিকথা-শ্রবণের সময় যে নিদ্রা, তাহা মায়া, জীবন জড়তা বা হরিবিমুখতা। ইহা হরিকথারূপী শ্রীহরির পাদপদ্মে জীবনাপরাধ। হরিকথায় অরুচি, উদাসীনতা বা জাড্য হইতেই এই বিপদ আসে। যাহা সেবার বাধা দেয়, তাহাই মায়া। সেবক কিন্তু সর্ব্বক্ষণ খুব সজাগ, সর্ব্বক্ষণ উৎকর্ণ। আমরা প্রণিপাত না করিয়া শ্রবণ করিতে যাই বলিয়াই আমাদের এই অবস্থা হয়। শুশ্রূষু হইয়া শ্রবণ করা দরকার, কিন্তু শ্রবণাপরাধ করা ভাল নয়। শ্রদ্ধা বা শরণাগতিহীন শ্রবণের ইহাই পরিণাম। কলির শেষ পর্য্যন্ত উদাসীন বা বিমুখ হইলে মায়ার প্রতি উন্মুখতা থাকিবেই। জীবন অপহারী সময় থাকিতে সাবধান না হইলে ঠকিতে হইবে।

———

সাধুসংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। জড়দেহমনের দ্বারা ভক্তের অনু-শীলন সম্ভবপর হইলেও তাহাদের দ্বারা চেতনের অনুশীলন হয় না। চেতনই চেতনের অনুশীলন করিতে পারে। চেতনই চেতনকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। আমরা যে ভগবানের দাস—একথা যিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন, তিনি সদ্গুরুরূপী ভগবান্। সেই অন্তর্যামী সদ্গুরু - আচার্য্যরূপী ভগবানের শ্রীচরণাশ্রয় না করিলে স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না। কয়লা যেমন অনলে অগ্নির সংস্পর্শে আবার জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ বদ্ধজীব নিরন্তর ভগবৎসেবারত পূর্ণবস্তু শ্রীগুরুদেবের সংস্পর্শে আসিয়া নিজ স্বভাব ফিরিয়া পায়।

———

কৃষ্ণপ্রীতিই প্রয়োজন। ভক্তদের মধুর-প্রীতিই সর্ব্বোত্তম। তাহা কেবল ব্রজগোপী দিগেরই নিত্য ধন। শ্রীমতীর কৃষ্ণপ্রীতিই এই প্রয়োজনকে প্রদান করে। শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া আসক্তি পর্য্যন্ত ভক্তি অভিধেয়-তত্ত্বের অন্তর্গত। ভাবভক্তি প্রেমভক্তির

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

প্রয়োজন। এই ভাবের উদয় কিভাবে হইবে, তজ্জন্য শাস্ত্র শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও তৎপরে আসক্তি — এই ক্রমের কথা বলিয়াছেন। এই সাধনক্রমে ক্রমে ক্রমে ভাবের উদয় হয়। সাধনক্রমে এই উত্তরোত্তর উন্নতপথে চলিবার জন্য প্রবল আগ্রহ থাকা উচিত এবং কতদূর কিরূপ উন্নত হইয়াছে, তৎপ্রতিও তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

শ্রীকৃষ্ণের নামমহিমা, রূপ-মহিমা, গুণ-মহিমা, লীলা মহিমা ও পরিকরমহিমা অপার ও অনন্ত। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত না হইলে, শ্রীকৃষ্ণের অপার মহিমার বিন্দুমাত্রও আস্বাদন করা যায় না। সেইজন্য শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,— 'হে উদ্ধব! তুমি বেদের শ্রোতব্য বাক্য ও স্মৃতির প্রতি শ্রবণ পরিত্যাগ করতঃ প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত, শ্রোতব্য ও শ্রুত সমস্ত ত্যাগ করিয়া সর্বদেহিগণের আত্মস্বরূপ আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অনন্যশরণাপত্তি কর। সর্বভাবে তাহা করিতে পারিলে আমাতে অবস্থিত হইয়া অকুতোভয় হইবে।"

ভক্তিপ্রতিকূল ব্যাপার বর্জন করা দরকার। চিৎপ্রতিকূল ব্যাপার ভক্তি-প্রতিকূল। প্রাতিকূল্য বর্জন না করিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি হয় না। প্রতিকূল শাস্ত্র ও বহু শাস্ত্রানুশীলন ত্যাগ করা উচিত। জীবন ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং বহির্মুখ ও বহু শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রয়োজন নাই। পর ও অকারণে কথা দোষজনক, অতএব বর্জনীয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"হে উদ্ধব! পরের স্বভাব ও কর্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। তাহা করিলে অসদ্বিষয়ে অভিনিবেশ হইবে এবং স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে।"

কেহ নিন্দা করিলে তাহা সহ্য করিতে হইবে। সাধু কাহারও প্রতি হিংসা করেন না। অমানী ও মানদ হইয়া সকলকে সম্মান দিবে, কাহারও অপমান করিবে না। এ দেহ আশ্রয় করিয়া কাহারও সঙ্গে শত্রুতা করিতে হইবে না। ঐহিক ধন, জন, রাজ্য, স্ত্রী, পুত্র, বল, রূপ, ইন্দ্রিয়সুখ, যশ, প্রতিষ্ঠা ও স্বাস্থ্য—এই সমুদয় ঐহিক সুখ। স্বর্গীয় সুখও আনুষঙ্গিক সুখ। সংসারে কষ্ট পাইয়া তাহা হইতে শীঘ্র মুক্তি পাইবার ইচ্ছা, তাহাও ক্ষুদ্র সুখ। … না … এই ভুক্তিবাঞ্ছা ও মুক্তিবাঞ্ছা বর্জন করিয়া ভগবানের সেবা গ্রহণ করিবেন। ভক্তিপ্রতিকূল বস্তু আসক্তি পরিত্যাগ করা দরকার। যে-পর্যন্ত ভগবানে দৃঢ় ভক্তিযোগদ্বারা মনের অবস্থা নিবৃত্তি না হয়, সেই-পর্যন্ত বড়যোগীকে আশ্রয় করা প্রয়োজন।

অকিঞ্চনই সুখী

———:::(০):::———

কৃষ্ণবিস্মৃত জীব সকলেই অভাবগ্রস্ত। কিন্তু মায়ার এমনি মোহিনী শক্তি যে, সর্বদা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় বদ্ধ জীব আত্মহারা হইয়া কখনও জ্ঞানী, কখনও স্বর্গসুখভোগী এবং কখনও ঐহিক ইন্দ্রিয়-তর্পণপর হইয়া আপনাকে ধনী মনে করে ও কাহারও না কাহারও উপর প্রভুত্ব করিবার আশায় যুগযুগান্তর—নিত্য প্রভুত্বের অনুসন্ধান ছাড়িয়া তোমা 'কিছু'র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। হরিবিমুখ আমরা সকলেই এজগতে কিছু না কিছুর প্রতি দাবী রাখিয়াছি বলিয়াই 'কিছু' আমাদিগকে ছাড়িতেছে না, অভাবিতায় আমাদের যাইতেছে না। কিন্তু যাঁহার 'কিছু' নাই, অন্তরে বাহিরে এজগতের প্রাকৃত ধন-সম্পদ গ্রহণের পিপাসা নাই, সেই নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি এ জগতের কোন কিছুর জন্য ব্যস্ত হন না। তিনি ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া প্রপন্ন থাকিয়া সতত ভগবৎসেবা-পরায়ণ থাকেন। সুতরাং তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য, অশান্তি কিরূপে সম্ভব?

আমি ভগবানের অতি ক্ষুদ্র চিৎকণ জীব। আমি সেই বৃহত্তর ভগবানের 'কিছু' বস্তু। সুতরাং 'কিছু' আমার কিছুর অনুসন্ধান ছাড়িয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র বস্তু লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া বৃহতের সেবায় নিযুক্ত হওয়াই কর্তব্য ও তাহাতেই জীবনের সার্থকতা। এই সেবা লাভ করিতে হইলে আমাকে সম্পূর্ণভাবে শ্রীগুরুদেবের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু আমি যদি 'কিছু'র কিছু রাখিতে চেষ্টা করি, এক কথায় বিষয়সুখে ব্যস্ত থাকিয়া ভগবান্‌কে ষোল আনা না দিই, তাহা হইলে আমি কোন দিনই নিষ্কিঞ্চন হইতে বা সেবানন্দ লাভ করিতে পারিব না। আবার এই 'কিছু'র অতি ক্ষুদ্রত্ব যতদিন উপলব্ধি না হইবে, ততদিন আমি সকিঞ্চন অর্থাৎ কর্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী থাকিব। 'কিছু'র কিছু রাখিলে যে কি থাকে, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন এবং তাহা বুঝিয়া পূর্ণবস্তুর সেবায় পূর্ণভাবে তৎপর থাকিবেন। নতুবা মঙ্গল লাভের আশা নাই। তাই শরণাগত নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণ 'কিছু'র অনুসন্ধান বা অন্যের আশ্রয় ছাড়িয়া ভগবচ্চরণে নিত্যপ্রপন্ন থাকেন বলিয়া তাঁহাদের কোন অভাব, কোন অসুবিধা বা চিন্তা নাই। বিনাশী অপদার্থ প্রতি তাঁহাদের কোন অভিনিবেশ নাই।

এই বিষয়কে ভগবদ্ভক্তগণ জানিয়া সর্বেন্দ্রিয় ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করেন বলিয়া তাঁহারা সর্বতোভাবে নিত্যানন্দে অবস্থিত হন। ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যবশতঃ অজ্ঞানপ্রভাব বা নিরানন্দ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। তাঁহারা ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপায় ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ হওয়ায় কোন ইন্দ্রিয়বাসনাদ্বারা চালিত হন না। তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচ বলিয়া জগতের কাহাকেও নিজাপেক্ষা হীন জ্ঞান করেন না, ভগবৎপ্রদত্ত সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। তাই তাঁহারা সর্বপ্রকারেই আনন্দ লাভ করেন। অন্তরে বাহিরে সুন্দর কৃষ্ণের উপলব্ধি থাকায় তাঁহারা স্বতঃই আনন্দ পান। ভক্তি এমনই সুন্দর জিনিষ! দুঃখময় বিশ্বও সেই নিষ্কিঞ্চন ভক্তের নিকট সুখের আকর বলিয়া অনুভূত হয়। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশ-
পুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাত-
দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং
গৌরমেব স্তুমঃ॥

—যে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষসম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের নিকট মোক্ষ-কল্পনা কৈবল্য বা ঈশ্বরসাযুজ্য নরকতুল্য, স্বর্গ বা অমরনিষ্ঠ জনের বাঞ্ছিত বা লভ্য অমরাপুরী আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক, কাল-সর্প সদৃশ দুর্দম ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষদন্ত অহিকুলের মত, পরিদৃশ্যমান বিশ্ব পূর্ণসুখময় ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণসেবানন্দময় এবং ব্রহ্মা-মহেন্দ্রাদির পদবীও কীটপদবীবৎ প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।

এই নিষ্কিঞ্চন অনন্য ভক্তিপথের পথিক। এই ভক্তিপথের ন্যায় সুন্দর পথ আর নাই। এই ভক্তিপথ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত এই ভক্তিপথের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই ভগবান্ তাঁর অনুগত ভক্তগণকে বিশ্বে প্রেরণ করিয়া জীবের মঙ্গল বিধান করেন। যেসকল নিষ্কপট ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন হইয়া প্রকৃত সাধুর আনুগত্যে একাগ্রচিত্ত হইয়া ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই পরমসুখ লাভ করিয়া থাকেন; অপর কেহ লাভ করিতে পারে না। ভগবৎ-… তাই সাধুগণ ভগবান্‌কেই … অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন এবং তাঁহাদের ভক্তির দ্বারা ভগবানও সর্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি লাভ করেন। স্বর্ণ যেরূপ অগ্নি-সংযোগে শুদ্ধ ও উজ্জ্বল হয়, পাপিষ্ঠ লোকসকল … চিত্ত সেইরূপ ভগবদ্ভক্তিযোগেই … হইতে মুক্ত হয়। মহাবিষ্ণু … বাসনার হাত হইতে মুক্তি পায়। যাহারা যে বিষয় চিন্তা করে, তাহাদের চিত্ত সেইরূপ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। যাঁহারা ভগবানের চিন্তা করেন—ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত-ভক্তগণের পবিত্র কথা শ্রবণকীর্তনমুখে আলোচনা করেন, তাঁহাদের চিত্তও ভগবানেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অসৎসঙ্গস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে হরিভজন করিবার জন্য ব্যস্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো
বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈ-
র্নাভিভূয়তে॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৮)

—হে উদ্ধব, যিনি সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়-জয়ে সমর্থ নহেন, তাদৃশ প্রাকৃত ভক্ত বিষয়-কর্তৃক আকৃষ্ট হইলেও ভক্তিসামর্থ্যহেতু প্রায়শঃ বিষয়কর্তৃক অভিভূত হন না।

এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"যাঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই, ইন্দ্রিয় পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ বিষয়সমূহে সর্বক্ষণ বদ্ধ থাকিলেও যদি ভগবানের সেবাবন্দনকারী হন অর্থাৎ সাধন-ভক্ত ও তৎপর ভাবভক্তির কথায় অনুরাগ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কখনও ভোগ্য বিশ্ব তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারে না।"

শ্রীগৌরসুন্দর

[প্রাপ্ত]

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগগণের একমাত্র পরমারাধ্য বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর। ঐকান্তিকভাবে শ্রীস্বরূপরূপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা সৌভাগ্যবান্ জীবের হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-পথই একমাত্র শুদ্ধভক্তির পথ, শ্রৌতপথ। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া স্বকল্পিত-মার্গাশ্রিত হইয়া কল্পনার আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহা বিশ্বমোহিনী কল্পনাময়ী ছায়ামাত্র মাত্র। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ আচার্যবৃন্দকে অতিক্রম করিয়া যাহা কিছু চিন্তা করা যাইবে, বলা যাইবে ও করা যাইবে, তাহাই জীবের অমঙ্গল সাধন করিবে। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-পথ সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরকর্তৃক প্রবর্তিত। এই পথ অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূমিকায় অবস্থিত চিন্ময় কালে নিত্য বর্তমান। এই পথ … কৃপাপূর্বক প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছেন … ইহাকে প্রাকৃত দেশকালের অন্তর্গত-রূপে দর্শন মায়িক ব্যক্তিসাপেক্ষ একটি আবর্ত মাত্র। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগগণ ত্যাগ করিয়া স্বকল্পিত নানামতকর্তৃক অসংখ্য কাল্পনিক মতবাদ কালে কালে উদিত হইয়া ভক্তির পরিচ্ছদ ধারণ করে। তাহাদের অবান্তর আচরণ যে শুদ্ধভক্তি নহে, ইহা জানাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দযুক্ত নিজজন

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিজনে॥

গ্রহণ করেন। যিনি বিপথগামী না হইয়া একান্তভাবে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-পথ আশ্রয় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর দয়া লাভ করিবেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ পদ্ধতির সহিত অভক্তি-মতবাদ-সমূহের পার্থক্য সম্যগ্‌ভাবে বুঝিবার চেষ্টারূপ অনুশীলন করিলে শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা সরলভাবে আশ্রয় করিলে আর কোন বঞ্চক-দলে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য কিছু শিখিতে হইবে না—অপ্রাকৃত প্রেমময় শ্রীগৌরসুন্দরকে মায়িক ভিন্ন পতিত কোন দ্রব্য মনে করিয়া অপ্রাকৃত প্রেমরস হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না।

পরমপরাৎপরতত্ত্ব, পরমেশ্বরতত্ত্বের মূল বস্তু, সকল কারণের কারণ, অনাদি-সর্বাদি-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দই শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীগৌরাঙ্গ মীন, বরাহ প্রভৃতি অংশাবতার নহেন, তিনি সকল অবতারের অংশী, অপ্রতিম সর্বশক্তিসমন্বিত পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ। উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈত 'ব্রহ্ম' বলেন, তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগিগণ অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের অংশ-স্বরূপ। শ্রীগৌরহরি স্বীয় প্রকাশমূর্তি শ্রীনিত্যানন্দ-রূপের দ্বারা সবিশেষ ঐশ্বর্য-বিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ-চতুর্ব্যূহের বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকটিত করিয়াছেন।

প্রাকৃত-বস্তুমাত্রেরই নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া—এই চারিটিতে পরস্পর ভেদ আছে। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রাকৃত ও অদ্বয়জ্ঞান বলিয়া তাঁহাতে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ লীলা অভিন্নভাবে অবস্থিত। অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলার সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের পার্থক্যবুদ্ধি হইলে বিষ্ণুকলেবরে প্রাকৃত-বুদ্ধি হয়। উহাই অদ্বয়জ্ঞানের অভাব। শ্রীগৌরাঙ্গকে কখনও জড়েন্দ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না। প্রকৃতি-স্পৃষ্ট বস্তু কালক্ষুব্ধ, আদ্যন্তসাপেক্ষ ও সীমাবদ্ধ। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্য, সর্বশক্তিমান্ ও বৈকুণ্ঠ। কাহারও মায়িক ধারণা তাঁহাকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণ-লীলার কেহই পরিবর্ধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিতে সমর্থ নহে। শ্রীগৌরসুন্দরকে জন্মজাতির অন্তর্গত বাঙ্গালী কিংবা বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী মনে করিতে হইবে না, শ্রীগৌরসুন্দরকে মায়াসহ মিশাইতে হইবে না। যেখানে শ্রীগৌরসুন্দর, সেখানে মায়া নাই; আর যেখানে মায়া, তথায় শ্রীগৌরসুন্দর নাই।

শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণরূপে অভেদ-তত্ত্ব হইলেও উভয়ের মধ্যে লীলা-বৈশিষ্ট্য আছে। মাধুর্যের পরমাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগ-রসের পূর্ণতম প্রকাশ; আর মাধুর্যোজ্জ্বল ঔদার্যের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরি বিপ্রলম্ভ-রসের পূর্ণতম প্রকাশ। সম্ভোগ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলা ও বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্যময় ঔদার্যলীলা অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপ-নামক গোলোকের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে নিত্য বর্তমান। সম্ভোগ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই নিজের মাধুর্য আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নিত্য ঔদার্যলীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। নিত্য শ্রীগৌরলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তভাব তাঁহার নিজলীলায় চমৎকারিতা। শ্রীগৌরহরি সেব্য-বস্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইলেও সেবকগণ লইয়া কৃষ্ণভক্তি-প্রচারই তাঁহার নিত্যলীলা। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য শ্রীগৌরলীলা প্রপঞ্চে প্রকট করিয়া সেব্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা জীবের সুলভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভক্তগণ কদাচ শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য বিপ্রলম্ভ-রসকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রাকৃত করিতে প্রয়াস করেন না। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তভাব অঙ্গীকার বিপর্যস্ত করিয়া তাঁহাকে সম্ভোগ-বিগ্রহ বলিয়া অবৈধভাবে সাজাইবার প্রয়াস এবং আপনাদিগকে "নদীয়া-নাগরী" বা "গৌরনাগরী" প্রভৃতি কাল্পনিক অভিধানে ভূষিত করিয়া নিত্য বিপ্রলম্ভরসের ভক্ত বা আশ্রয়-জাতীয় ভাবের বিলোপ সাধন করিবার যোগ্যতা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ সহ্য হন না। স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরবিগ্রহ এতৎপ্রকার প্রাকৃত ভোগপরায়ণদিগকে কৃপা করিবার পরিবর্তে দূরে পরিবর্জন করেন। কৃষ্ণলীলার সম্ভোগবিচার বিপ্রলম্ভ রস-লীলাময়ে আরোপ করা কৃষ্ণভক্তিবিনাশ-চেষ্টা। উহা শ্রীগৌর-বিদ্বেষ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর এক বস্তু হইয়াও ছয়টি ভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান্—(১) গুরুতত্ত্ব, (২) শ্রীবাসাদি ভক্ততত্ত্ব, (৩) অংশাবতার শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব, (৪) স্বরূপ-প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব, (৫) শ্রীগদাধরাদি নিজ-শক্তি-তত্ত্ব, (৬) স্বয়ং ভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই ছয় তত্ত্ব একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত-অনুসারে এই ছয় তত্ত্বই ভগবান্, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অংশাবতার শ্রীঅদ্বৈত, প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীগুরুদেব—এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই পাঁচ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ তত্ত্ব।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভাব অঙ্গকান্তিবিশিষ্ট [illegible]। তিনি গৌরাঙ্গই। তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাবদান্য। মাধুর্য-রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও তিনি মাধুর্যরস-বিগ্রহের প্রদাতা হইয়া করুণাসিন্ধু। লোকে প্রাকৃত, হেয়, খণ্ডিত, কালক্ষুব্ধ, আগমাপায়ী বস্তু প্রদান করে। শ্রীগৌরহরি তাদৃশ মায়িক বস্তুর দাতা নহেন; তিনি উপাদেয় নিত্য-কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রদাতা। শ্রীগৌরসুন্দর পাত্রাপাত্র বিচার, আত্মপরদর্শন, দেবাদেব বিচার অথবা কালাকাল প্রতীক্ষা না করিয়া শ্রবণ কীর্তন-প্রদান-দানাদির দ্বারা সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য জগৎকে প্রদান করিয়াছেন। অতিশয় পাপী, নীচজাতি, দুষ্কর্মের চরমসীমায় উপনীত অধম ও বিষয়পরায়ণ ব্যক্তি, চণ্ডাল অপেক্ষা অধম জীব, সর্বদা দুর্বাসনাবৃত, দুর্দেশজাত ও দুর্দেশে বসবাসকারী এবং অসৎসঙ্গে নষ্ট ব্যক্তিও শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছেন। অদ্যাবধি শ্রীগৌরসুন্দরের দানে কোন প্রকার কুণ্ঠা নাই—তাঁহার দাতৃত্বশক্তির তুলনা চতুর্দশ ভুবনে বা বৈকুণ্ঠে পাওয়া যাইবে না। শ্রীদামোদর-স্বরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"অপরের দয়া মন্দ উদয় করায়, কিন্তু শ্রীগৌরহরির দয়া অমন্দোদয়া কৃপা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তি উদয় করায়।" শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন—"রামনৃসিংহাদি অবতারে রাক্ষসকুল ও দৈত্যকুলের যে বিনাশ-সাধন, তাহা এমন কি হিতজনক মহৎকার্য! কপিলাদি অবতারে যে সাংখ্যযোগাদি ক্রিয়ামার্গ প্রদর্শন, তাহাই বা এমন কি গুরুতর! গুণাবতার ব্রহ্মাদির যে সৃষ্টিস্থিত্যাদি লীলা, তাহারই বা মহত্ত্ব কতটুকু! কিংবা বরাহাবতারে প্রলয়-জল-মগ্না পৃথিবীর উদ্ধারসাধনাদি যে অনুষ্ঠান, তাহাও এমন কি কল্যাণকর বিষয়। (অর্থাৎ সে-সকল শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমদানের নিকট সামান্যমাত্র।) আমরা শ্রীভগবানের গোলোকোজ্জ্বল পরমভক্তির পথপ্রবর্তক সর্বাবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যরূপের স্তুতি করি।"

কালের অধীনে থাকের ক্ষণভঙ্গুর ক্রিয়াসমূহ ও শ্রীগৌরসুন্দরের অখণ্ড বর্তমান নিত্যলীলার মধ্যে সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে মায়িক ও বৈকুণ্ঠভেদে নিত্য-বৈলক্ষণ্য বর্তমান। মায়ার জগৎ ত্রিগুণের বহুবিধ অভাব ও অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান; কিন্তু বৈকুণ্ঠবস্তুতে ভয়, হানি ও অমঙ্গলের ভাব বর্জিত হয়। উহাতে অবরতা, হেয়তা, অনুপাদেয়তা, অসম্পূর্ণতা প্রভৃতির কোন অধিষ্ঠান নাই। এই জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা নিত্য। এ জগতে প্রকটিত হওয়া সত্ত্বেও মায়িক দুষ্ট হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে স্বীয় অপ্রাকট্যবৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে সর্বকালে সমর্থ।

শ্রীগৌরসুন্দর যে [illegible] প্রচার করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বা মনোধর্মের নহে, পরন্তু সকল শাস্ত্রই তাঁহার কথাই ন্যায়াদিক বলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াও স্তুতিবাদে বর্ণন করিতে পারে নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এ সম্বন্ধ-বিষয়ে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাই তিনি প্রাকৃত সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকটিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা ভগবৎসেবাবিমুখ হইয়া সুসিদ্ধান্তকে তর্কপন্থাদের সহিত সমপর্যায়ে গণনা করেন, তাঁহাদের মত হইতে জীব-কুলকে রক্ষা করিয়া সেবোন্মুখ করিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রপঞ্চে লীলা প্রকটন। সাত্বতশাস্ত্র বলেন,—কলির শত শত দোষ থাকিলেও একটি মহাগুণ আছে যে, শ্রীগৌরপ্রবর্তিত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনরত জীবের প্রাকৃতবুদ্ধি হইতে অবসর লাভ ঘটে এবং জ্ঞান কর্মাদি বিবিধ সাধনের সঙ্কীর্ণ চিন্তা হইতে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনপ্রভাবে কামক্রোধাদি নানাবিধ অনর্থ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-প্রণালী [illegible] প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] আচার্যলীলা করেন, পরন্তু বৈষ্ণবাচার্য-চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তের অভাবসমূহের পরিপূরণ-কর্তা। অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ধরায় জগতে প্রকটিত করিয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ জীবমাত্রেরই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। সদ্‌গুরুর আশ্রয় বস্তুর অনুশীলন ব্যতীত মায়িক অনুভূতিবিশিষ্ট জীবের গত্যন্তর নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী দয়া হইলেই সরল, নিষ্কপট জীব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্ম হইতে সর্বাপেক্ষা শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারার আশ্রয় লাভ করিতে পারে। শ্রীস্বরূপরূপানুগ আচার্যগণের কৃপাবলে [illegible] হইতে জীবকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অপার কৃপাপ্রার্থী না হইলে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ আচার্যদের শ্রীপাদপদ্ম [illegible] সম্পর্ক হইয়া [illegible] আবদ্ধ থাকিতে হইবে, কোনকালেই অধোক্ষজসেবার নিষ্কপট ভক্তির অধিকার পাওয়া যাইবে না।

শ্রীল [illegible] বলিয়াছেন—'অদ্বৈত [illegible] বৈষ্ণব-জীবনম্। [illegible]' [illegible]

[illegible] বলিয়াছেন—

[illegible]

[illegible]

[illegible] বলিয়াছেন,—

[illegible] গৌরহরি,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	৷৵°	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	" এক কলম	৩৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পাণ্ডিত শ্রীযুক্ত ... বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬।০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব আত্মমঙ্গলদায়ক গ্রন্থটি শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গরূপে রাখিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগরূপী এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভক্ত-সম্প্রদায়ের মতবাদ-সমূহের যুক্তি ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিজ্ঞাহ সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

বিবিধ সংবাদ

—:০:(০):০:—

কলিকাতায় চাউলের সরবরাহ

দরিদ্র লোকদিগের সুবিধার জন্য কলিকাতায় কতকগুলি দোকানসমূহের মারফতে মোটা ও মাঝারি চাউল প্রত্যেক ক্রেতার নিকট অল্প পরিমাণে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই করিতেছেন। ঐ সমুদয় দোকানে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে চাউল সরবরাহ করা হইবে এবং তাহা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রিত হইবে।

আশাকরা যায় যে, যখন সমস্ত দোকানেই এই শ্রেণীর চাউল বিক্রয় আরম্ভ হইবে, তখন প্রত্যহ উপভোক্তাদের প্রচুর পরিমাণ চাউল বিক্রী হইবে এবং তাহাতে জনসাধারণের—বিশেষতঃ অধিকতর দরিদ্র লোকদিগের—যথেষ্ট উপকার হইবে।

সিভিল-সাপ্লাই বিভাগের ডিরেক্টরের অধীনে নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন

জীবনধারণের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সরবরাহ অব্যাহত রাখা ক্রমশঃই কষ্টসাধ্য হইতেছে বলিয়া কিছুদিন যাবত বহু বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট পুনর্বিবেচনা করিতেছিলেন।

এক্ষণে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সিভিল-সাপ্লাই বিভাগের ডিরেক্টরের অধীনে একটী অধিকতর কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। যাহাতে অধিকতর সন্তোষজনক ব্যবস্থায় আমদানী ও সরবরাহকার্য্য চলিতে পারে এবং ন্যায্যভাবে দাম নিয়ন্ত্রণ করা যায়—অধিকন্তু জনসাধারণ ও বৈধ ব্যবসায়িগণ যাহাতে আবশ্যকীয় সুবিধা পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই এই নূতন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। অবিলম্বে এই নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। সেক্রেটারিয়েটে থাকিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ চলিবে।

—

বঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী কাহিনীরদের সিন্ধু প্রদেশে চাকুরীর সংস্থান

ব্রহ্ম, মালয় এবং প্রাচ্যের অন্যান্য এলাকা হইতে যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী ভারতে আসিয়াছে, 'ডনাইন' চাকুরী সংস্থানের জন্য তাঁহাদের নাম সিন্ধু প্রদেশের ইঞ্জিনীয়ারগণ তাঁহাদের নাম ধাম লিখিয়া রাখিতেছেন। বাঙলার প্রায় ৩৭০ জন কাহিনীরদের নাম রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই ব্রহ্মের আশ্রয়প্রার্থী। কেবল ইঞ্জিনীয়ারিং উত্তরের মধ্যে ৯৬ জনকে অর্থাৎ প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোককে চাকুরী যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য প্রাদেশিক-ইঞ্জিনীয়ারগণও বহু আশ্রয়প্রার্থী কাহিনীরদের চাকুরী ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

ব্রাজিল গণতন্ত্রের দৃঢ় মনোভাব

মুক্তরাষ্ট্রস্থিত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত এম, মার্টিন্স্ হবসে আজ সরকারীভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে জানাইয়াছেন যে, ব্রাজিল-গণতন্ত্র জার্ম্মাণী ও ইটালীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে।

রিওডি-জেনিরিওর সংবাদে প্রকাশ, ব্রাজিলের অধিবাসীরা যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষেই মত প্রকাশ করিয়াছেন; তবে যথাবিধি ঘোষণা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

ব্রাজিল গভর্ণমেণ্ট একটি সরকারী ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধমূলক কার্য্যকলাপ দৃষ্টে আমরা স্বীকার করিতেছি যে, ব্রাজিল এবং আক্রমণকারী জার্ম্মাণী ও ইটালীর মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করিতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহগোরী পাচন

সর্ব্ববিধ মেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর আপৎকালে একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি এত অধিক। বিনয়, মাহা মধুর আস্বাদ এবং মূল্য পুরাতন মধ্যে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাধক কি বিনা ছোট বোতল ৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ এক টাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অধিকারী-কর্ত্তৃক শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः

শ্রীল ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "প্রতিভোগ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ — ১৭ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৬শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ১২ই সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, শনিবার — ১৫০-১৫২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ হৃষীকেশ, অদ্য শ্রীবোধপাবী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(*):০:——

সম্বন্ধ-জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু অনন্যা নিষ্কপট ভক্তি হইয়াছে, তাহাকেও উত্তমা ভক্তি বলা হয়। ভগবানের স্বরূপ ভগবৎ-শক্তির স্বরূপ ও সর্ব্বসম্বন্ধ কেবল সম্বন্ধজ্ঞানেই জানিতে পারা যায়। সেইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানজনিত অচিন্ত্য শক্তি-পরিণামতত্ত্ব পূর্ণরূপে না বুঝিয়াও যিনি অনন্যভাবে এবং নিষ্কপটে ভগবানের ভজন করেন, তিনিও ভক্তোত্তম। কেন না, অচিরেই ভগবৎ-কৃপায় তাঁহার পূর্ণ সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ হইবে।

———

ভক্ত-সঙ্গেই ভক্তি লাভ হয়। ভক্ত একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি সজ্জন—ভগবানের নিজজন। ভক্ত-সাধুর সঙ্গে ভগবানের বীর্য্যবতী কথা শুনিবার সুযোগ হয়। হরিকথা শ্রোতার হৃদয়কে আনন্দিত করে—আকৃষ্ট করে। হরিকথা রসহীন নহে, তাহা রসময় ও রসময়। হরিকথার মধ্যে আকর্ষণ আছে। হরিকথার আকৃষ্ট ব্যক্তির হরিকথাই প্রাণ। সাধুর নিকট হরিকথা শুনিতে শুনিতে আমাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে প্রথমে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার সহিত ভজন করিতে করিতে যত অনর্থনিবৃত্তি হয়, ততই শ্রদ্ধার ক্রমোন্নতিতে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও রতি হয়। রুচিই ভাব। ভগবানের বিষয় মনোযোগসহকারে শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা নিত্য করিলে ক্রমে ক্রমে ভাবোদয় হয়।

———

হরিকথা শ্রবণ করিবার যে ইচ্ছা, তাহার নাম শুশ্রূষা। ভাগ্যক্রমে এই শুশ্রূষা হৃদয়ে উদিত হইলেই শ্রদ্ধা হয়। সুকৃতি না থাকিলে শ্রদ্ধা হয় না। অতএব সেবাই সুকৃতি। সেই সুকৃতিক্রমে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়। পুণ্যতীর্থ নিষেবণে মহৎ-সঙ্গ লাভ হয়। সুতরাং পুণ্যতীর্থগমনরূপ সুকৃতি হইতে মহৎসেবা হয়। মহৎসেবা হইতে হরিকথায় শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। প্রাক্তনই হউক বা আধুনিকই হউক, সুকৃতিক্রমেই শ্রদ্ধা হয়। তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে যথেচ্ছা-প্রাপ্ত যে মহৎসেবা, তদ্দ্বারা হরিকথায় রুচি হয়। কেহ অন্য কারণে তীর্থে গমন করিলেও তাঁহার ভ্রমণকালে বা তীর্থবাসকালে সাধুগণের দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণাদি-লক্ষণযুক্ত সেবা স্বভাবতঃ ঘটিয়া থাকে। তৎফলে মহতের আচরণে শ্রদ্ধা হয়। ভক্তগণের স্বাভাবিক পরস্পর ভগবৎ-কথায় উদ্ভবকারিগণের 'ইঁহারা কি বিষয় কথোপকথন করিতেছেন, তাহা আমি শ্রবণ করিব'—এইরূপ ইচ্ছা হয়। সাধুগণের পরস্পরের হরিকথা কর্ণে প্রবেশ করিলে শ্রবণকারীর হরিকথায় রুচি হয় এবং মহতের নিকট হইতে শ্রবণ করিলে অত্যল্পকালের মধ্যেই উহা কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ কথারূপে শুদ্ধ জীবের অন্তঃস্থিত হন অর্থাৎ চিত্তাসনে আসন। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা শ্রীহরি জীবহৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং হৃদয়ের যাবতীয় অভদ্র বা অনর্থ নাশ করেন। স্ব-স্বরূপসম্বন্ধই অনর্থ বা অভদ্র। কৃষ্ণবিস্মৃতিই অনর্থ, কৃষ্ণস্মৃতিই অর্থ। স্মৃতি বা সম্বন্ধ বন্ধন হয়। ভগবান্ ও ভক্তের স্মৃতিতে তাঁহাদের সহিত বন্ধন হইয়া থাকে, আর কৃষ্ণবিস্মৃতিতে অর্থাৎ মায়া-স্মৃতি, জাগতিক স্মৃতি বা ভোগস্মৃতিতে মায়ার সহিত বন্ধন হইয়া থাকে। ভগবানের সহিত বন্ধন নিত্য; তাহাই প্রয়োজন আর মায়ার সহিত বন্ধন সাময়িক ও অনিত্য বলিয়া কষ্ট। যিনি আমাকে হরণ করেন, আত্মসাৎ করেন, যিনি আমার প্রভু ও নিয়ামক, সেই শ্রীকৃষ্ণগোপালের স্মৃতিই হরি স্মৃতি। সে স্মৃতিতে নিজকে আত্মসাৎ করাইবার চেষ্টা দেখা যায়, কাহাকেও আত্মসাৎ করিবার দুরাশা তাহাতে নাই। কৃষ্ণস্মৃতিতে কৃষ্ণে প্রীতি বা বিদ্যা-বন্ধন হয়, আর কৃষ্ণবিস্মৃতিতে অবিদ্যাবন্ধন হইয়া থাকে। কৃষ্ণের প্রতি মনোনিবেশ, একান্তাভিনিবেশ বা কৃষ্ণে মতিই বিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণই বিদ্যাবধূর জীবন। যেখানে স্বরূপ-শক্তির সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ সম্যক্ বন্ধন, সেখানে সংসার-বন্ধন বা অবিদ্যাবন্ধন নাই। ভগবৎশক্তি বস্তুতঃ এক। তাঁহার বিদ্যা ও অবিদ্যারূপিণী দুইটী বৃত্তি। স্বরূপ-শক্তিই শ্রীকৃষ্ণবধূ। এই স্বরূপশক্তির বিদ্যাপ্রভাবে জীবেরও গোপীভাবপ্রাপ্তি হয়। তখন জীব বিদ্যাবধূ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আত্মস্বরূপে বরণ করে।

কামই হৃদ্রোগ বা ভবরোগ। ব্রজলীলা-শ্রবণেই সেই অপকৃষ্ট কাম দূর হইতে পারে। ভর্জিত ও ক্বথিত বীজ যেরূপ বীজ উৎপন্ন করে না, সেইরূপ ভগবৎসম্বন্ধী কাম সংসারবীজ নাশ করে। ভক্তিপথ বাতীত অন্য পথে কাম জয় করা যায় না। সুতরাং ভক্তিপথই শ্রেয়। তাহাতে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিলে কৃষ্ণকৃপায় অশুভ সমস্ত দূর হয় এবং চিত্ত স্থির হয়।

অনর্থ যে পরিমাণে নষ্ট হয়, সেই পরিমাণে হরিকথায় যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা নিষ্ঠারূপে উদিত হয়; তখনই নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয়। নিত্য ভাগবত-সেবা অর্থাৎ ভক্তসেবা ও ভাগবতগ্রন্থ-শ্রবণাদিরূপ সেবাদ্বারা অভদ্র-সকল নষ্টপ্রায় হইলে তবে নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয়। 'নষ্টপ্রায়' বলিতে অনর্থের নাশ সম্যক্ নষ্ট বুঝিতে হইবে না। ইহাতে অর্থের বাধাশূন্য স্বভাব উক্ত হইয়াছে। নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তিই নৈষ্ঠিকী ভক্তি। অনর্থনিবৃত্তির পর অর্থাৎ অনর্থ নষ্টপ্রায় হওয়ার পর নিষ্ঠা অর্থাৎ বিক্ষেপশূন্যভাবে সতত ভজনপথে একাগ্রতা, পরে রুচি অর্থাৎ লালসা হয়। তারপর আসক্তি প্রকাশ পায়। নিষ্ঠা হইতে আসক্তির ভেদ এই যে,—নিষ্ঠাটি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক সতত ভজনে রত থাকার নাম নিষ্ঠা। আর আসক্তি স্বাভাবিকী অর্থাৎ সাধক যে স্তরে পৌঁছিলে কোনপ্রকার যুক্তিবুদ্ধির অপেক্ষা থাকে না, নিরন্তর স্বাভাবিকভাবে ভজনে অভিনিবেশ উপস্থিত হয়, তাহারই নাম আসক্তি। গৌড়ীয় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—"সঙ্গ সাধুসঙ্গে সাধু-শ্রবণ-দ্বারা শ্রদ্ধা ভজন-বিধানম্। ততঃ প্রথমকৃতঃ দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গো ভজনরীতি-শিক্ষার্থম্। নিষ্ঠা ভজনে অবিক্ষেপেণ সাতত্য, কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বিকা। রুচিস্তু স্বাভাবিকী। আসক্তিশ্চ সার ততঃ। এতেন নিষ্ঠাসক্তোর্ভেদো জ্ঞেয়ঃ।"

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে নৈষ্ঠিকী লাভ হয়। নৈষ্ঠিকী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে সমস্ত পাপ নাশ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়।

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

নৈষ্ঠিকী শ্রদ্ধার পূর্ব্বে যে অনর্থ নাশ হয়, তাহা কেবল নষ্টপ্রায় বুঝিতে হইবে। নষ্ট-প্রায় অনর্থ ছিল, কিন্তু তাহা হরিভজনে তাহার পাপ-অনর্থগুলি গেল, তথাপি চিত্তগত পাপাশয় যায় নাই। রুচির সহিত হরিভজন-ক্রমে সত্ত্বগুণোদয়ে অখণ্ডিতবৃত্তি অর্থাৎ পুণ্য-পাপাশয় বিনাশ হইল। কিন্তু তথাপি তখনও পুণ্য-পাপাশয়ের মূল যে অবিদ্যা, তাহা যায় নাই। আসক্তির সহিত কৃষ্ণ-ভজনে অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া ভাবোদয় হয়। তাহারই নাম ভাবভক্তি। ভাবভক্তি উদয়ে অবস্থিত। তখন আর অবিদ্যার দ্বারা চিত্ত বিদ্ধ হয় না। এই স্বরূপসিদ্ধির উদয়ের পর দেহত্যাগ হইলে বস্তুসিদ্ধি হয়। বৈষ্ণবাচার্য্য সাধকের চারি-মাসেই সিদ্ধি-লাভ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-সাধনে অনেক মহাজনের দর্শন ও বিচারেরই ভাবোদয় হইয়াছে। এসব অমূল্য কথা আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশের মধ্যে পাই।

অনেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কৃষ্ণের পরমশ্রেষ্ঠ ও অভিন্ন বলিয়াই জানেন। শ্রীগুরুদেবের দাস ব্যতীত কৃষ্ণদাসের সম্ভাবনা নাই, শ্রীগুরুদেব এত বড় ভিখিরি! যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের দাস হয়েন, তাঁহারা আমাদের প্রভু ও পরম বন্ধু। সুতরাং প্রভুর সেবা যাঁহারা করেন, সেই প্রভুগণের দাস ব্যতীত অন্যের দাস অভিমানের অবকাশ নাই।

আমরা সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য—সেবা করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। ভক্ত-বৈষ্ণব সেবক। তাঁহাদের সেবা কার্য্যে করিতেই যোগ্যতা লাভ হয়। ভক্ত-বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া কেহ নিস্তার পায় না। ভক্তবৈষ্ণবই আমাদিগকে কৃষ্ণের সন্ধান দেন। সুতরাং তাঁহাদের সেবা সব চেয়ে বড় 'ভজন'। এই সেবা আমোদ, ফুর্ত্তি বা কল্পিত ব্যাপার নহে, ইহা সেবোন্মুখ আত্মার প্রত্যক্ষ ব্যাপার। অনর্থ-যুক্ত সেবা দ্বিবিধা—ভোগ ও পরোক্ষ-বর্জন সেবা—ত্যাগ। এই দুইটির কোনটিই সেবা নহে। অধোক্ষজ বস্তুর সেবাই প্রকৃত সেবা বা ভক্তি। অধোক্ষজের সেবকও অধোক্ষজ। ভক্ত অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধোক্ষজ ভগবানের সেবা করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত সজ্জনগণের অনুকম্পায় যে সেবাবিবেক লাভ হয়, তাহা সাধারণ মানব বুঝিতে পারে না। অধোক্ষজের সেবকের ক্রিয়াকলাপ সাধারণের দ্বারা প্রতিভাত হইলেও তিনি সাধারণ মনুষ্য নহেন। জনসাধারণের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি জগৎপতি-রূপ করিয়া অতীন্দ্রিয়-সেবারত, মনোধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। তাঁহার চিত্ত সতত ভগবৎসেবারত। তিনি যেখানে থাকুন, ভগবৎসেবা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন কাজ নাই। বদ্ধ-জীবগণ আমাদের যে পরিমাণে কষ্ট দেয়, আমরা সেই পরিমাণে ভক্তবৈষ্ণবগণের সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হই। ভগবৎসেবায় যাঁহারা অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট, তাঁহারা জীবমঙ্গলকারী বৈষ্ণব। তাঁহারা পতিতপাবন ও বাঞ্ছা-কল্পতরু। নিরন্তর হরিসেবারত সেই বৈষ্ণবগণের সেবায় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই বৈষ্ণবসেবা-ব্যাপারটী অনিত্য বা অল্পকাল স্থায়ী নহে। ইহা চিরস্থায়ী, নিত্যকাল স্থায়ী। মুক্তির পরও এই বৈষ্ণবঠাকুরের সেবা চলিবে। বৈষ্ণব নিত্য এবং বৈষ্ণবসেবাও নিত্য। বৈষ্ণব কৃপাময়। তাঁহার কৃপা হইলেই আমরা ভোগত্যাগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব—ভোগ ও ত্যাগরূপ বহুবাসনা যে আদর্শ নহে, পরন্তু মনোধর্ম্ম, তাহা বুঝিতে পারিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীবল্লভভট্ট

——::(০)::——

শ্রীবল্লভভট্ট তৈলঙ্গদেশের কাঁকরপাড়-নামক গ্রাম-নিবাসী 'লক্ষ্মণদীক্ষিতে'র পুত্র। আন্ধ্রব্রাহ্মণগণের মধ্যে পাঁচটি বিভাগ আছে। বেলনাটি, বেগীনাটি, মুরাকনাটি, তেলঙ্গনাটি ও কাসলনাটি। তন্মধ্যে বেলনাটি আন্ধ্র-ব্রাহ্মণবংশে শ্রীবল্লভভট্ট বা শ্রীবল্লভাচার্য্য ১৪০০ শকাব্দায় চৈত্র কৃষ্ণ-একাদশী তিথিতে চম্পকারণ্যে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভভট্ট একাদশবর্ষ-কাল পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করিয়া তথায় ব্রহ্মচারী-জীবন যাপন ও বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। অনন্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে শোনামুখে তিনি তাঁহার পিতার পরলোকগমন-সংবাদ শুনিতে পান। মাতা ও ভ্রাতাকে গৃহে রাখিয়া তুঙ্গভদ্রা-তীরে বিজয়-নগরে গমন করিয়া ইনি মুরারির পৌত্র কৃষ্ণদেবের উদ্ধারবিধান করেন। অতঃপর তিনবার অনবরত দিগ্বিজয়ে অষ্টাদশবর্ষ যাপন করেন। ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি কাশীতে মহালক্ষ্মীনাম্নী সজাতীয় ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কাশীধামের ন্যায় তীর্থস্থানে গৃহস্থ-জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য নহে, বিবেচনা করিয়া তিনি অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করেন। তৎপরে অন্যান্য-গোষ্ঠীর শ্রীবল্লভভট্ট প্রয়াগ-ত্রিবেণীর অন্যান্য-আশ্রমে সন্নিহিত স্থানে আগমন করেন, কিন্তু তীর্থস্থানে গৃহস্থের বাস থাকা অপরাধজনক বিচার করিয়া তিনি তীর্থরাজ প্রয়াগে পত্নীর সহিত বাস না করিয়া প্রয়াগের অপরপারে আড়াইল-গ্রামে গমন করেন এবং তথায় গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বসবাস করেন। ১৪৩১ শকাব্দায় আড়াইল-গ্রামে শ্রীবল্লভের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীনাথের জন্ম হয়। ১৪৩৭ শকাব্দায় চুনারে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বিঠ্ঠলনাথ জন্মগ্রহণ করেন। গোপীনাথের পুত্র পুরুষোত্তম, তিনি অপুত্রক। বিঠ্ঠলের দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে বিঠ্ঠলের ছয় পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একপুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। গিরিধর, গোবিন্দ, বালকৃষ্ণ, গোকুলেশ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম—বিঠ্ঠলের এই সপ্তপুত্রের মধ্যে দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত ঘনশ্যামই সর্ব্ব কনিষ্ঠ। ইনি বিঠ্ঠলপিতার অসমাপ্ত অবশিষ্ট ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, সুবোধিনী-টিপ্পনী, বিদ্বন্মণ্ডন, শৃঙ্গাররস-মণ্ডন ও ভাগবত-বরণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীমহাপ্রভু বল্লভপুত্র বিঠ্ঠলের জন্মের পূর্ব্ববর্ষে বা তৎপূর্ব্ববর্ষে শ্রীবৃন্দাবনে শুভবিজয় করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী বৃদ্ধ বয়সে শ্রীগোপাল-দর্শনার্থ আসক্তমনা শ্রীবিঠ্ঠলনাথের মথুরার আবাসে একমাস-কাল ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

বৃদ্ধকালে রূপ গোসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা-নগরে।
একমাস রহিল বিঠ্ঠলেশ্বর-ঘরে॥
তবে রূপগোসাঞি সব নিজগণ লঞা।
একমাস দরশন কৈলা মথুরায় রহিয়া॥
সঙ্গে গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্ট গোসাঞি, আর লোকনাথ॥
ভূগর্ভ-গোসাঞি আর শ্রীজীব গোসাঞি।
শ্রীযাদব আচার্য্য, আর গোবিন্দ গোসাঞি॥
শ্রীউদ্ধবদাস, আর মাধব দুইজন।
শ্রীগোপাল দাস, আর দাস নারায়ণ॥
গোবিন্দ ভক্ত, আর বাণী-কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু হরিদাস॥
এইসব মুখ্যভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈলা বহু-রঙ্গে॥
একমাস রহি' গোপাল গেলা নিজস্থানে।
শ্রীরূপ গোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে॥

(চৈঃ চঃ ১৮শ পঃ ৪৮-৫৪)

শ্রীরূপ-সনাতন আসিয়া যখন ব্রজে বাস করেন, তখন তাঁহারাও শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার উপর চড়িতেন না। শ্রীগোপাল যেরূপ শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও সেইরূপ দর্শন দিলেন। বৃদ্ধকালে শ্রীরূপ গোস্বামী গোবর্দ্ধনে যাইতে অপারগ হওয়ায় এবং তাঁহার শ্রীগোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে বাঞ্ছা হইলে শ্রীগোপাল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে কৃপা করিবার আশয়ে ম্লেচ্ছভয়ের 'ছল' উঠাইয়া মথুরানগরে বিঠ্ঠলেশ্বরের ঘরে একমাস ছিলেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে জানা যায়,—

বিঠ্ঠলের সেবা—কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ।
তাঁহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ॥
শ্রীবিঠ্ঠলনাথ—ভট্টবল্লভ-তনয়।
করিলা যতেক প্রীতি—কহিলে না হয়॥
যত্নে করে গোপালের গাঠুলিতে বাস।
সর্ব্বমতে পূর্ণ করে ভক্ত-অভিলাষ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসীর শিরোমণি।
যাঁ'র তীর্থপর্য্যটনে ধন্য এ ধরণী॥
মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, কুণ্ড, গোবর্দ্ধনে।
যে লীলা প্রকাশে, তা' দেখয়ে ভাগ্যবানে॥
ভক্তভাবে প্রভু না চড়য়ে গোবর্দ্ধন।
ইচ্ছা হৈল গোপালের করিতে দর্শন॥
গাঠুলিগ্রামে গোপাল আইলা ছল করি।
যাঁ'রে দেখি' নৃত্য-গীতে মগ্ন গৌরহরি॥
শ্রীমহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেমাবেশ।
দেখিতেই কার না রহিল ধৈর্য্যলেশ॥
সে সময় গোপালের সেবা-অধিকারী।
সেই দুই বিপ্র—যাঁ'রে প্রিয় কৈলা পুরী॥
মাধবেন্দ্রকৃপাতে গৌড়ীয়-বিপ্রবর।
বৈরাগ্যে প্রবল, প্রেমভক্তিময়॥
কহিতে কি—সেই দুই বিপ্রের আচরণে।
কতো দিন সেবে কোন ভাগ্যবন্ত জনে॥
শ্রীদাস গোস্বামী-আদি পরামর্শ করি'।
শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা-অধিকারী॥

(৫ম তঃ ৮০৪-৮১৫)

শ্রীবল্লভাচার্য্য শেষবয়সে অর্থাৎ দেহ-রক্ষার প্রায় এক শত দিন পূর্ব্বে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৪৫২ শকাব্দায় অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকট লীলার তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবল্লভাচার্য্যের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে। শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটলীলা আবির্ভাবের সাত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু যখন শ্রীপ্রয়াগ-ধামে ত্রিবেণীর উপরে বাসাবাস স্বীকার করিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের সঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীবল্লভভট্ট আড়াইল-গ্রামে বাস করিতেন। প্রয়াগে শ্রীমহাপ্রভুর শুভাগমন-সংবাদ পাইয়া শ্রীবল্লভভট্ট তাঁহার শ্রীচরণদর্শনার্থ আগমনপূর্ব্বক দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলে শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের মধ্যে কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গ আরম্ভ হইলে মহাপ্রভু ভাব-বন্যায় উদ্বেলিত হইলেন, কিন্তু বহিরঙ্গদর্শনে ভাব সঙ্কোচ করিলেন। প্রভুর অদ্ভুত প্রেমাবেশ দর্শন করিয়া শ্রীবল্লভভট্ট বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং শ্রীমহাপ্রভুকে অতি বিনীতভাবে স্ব-গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম নিজজন শ্রীরূপ ও অনুজ শ্রীঅনুপমকে শ্রীবল্লভভট্টের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। দৈন্যের মূর্ত্তি, অমানি-মানদ দুই ভ্রাতাকে যখন শ্রীবল্লভভট্ট আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহারা আপনাদিগকে অস্পৃশ্য জানাইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দুর্দৈন-পণ্ডিতাভিমানী শ্রীবল্লভ-ভট্টকে ধ্বনিত-ভাবে এক প্রতিজ্ঞা দান করিয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভভট্টকে বলিলেন,—

ইঁহো না স্পর্শিও ইঁহো জাতি অতি হীন।
বৈদিক, যাজ্ঞিক তুমি কুলীন, প্রবীণ॥

প্রভুর এই ছলনাময়ী পরীক্ষার উত্তরে শ্রীবল্লভভট্ট বলিলেন,—

দোঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।
ভট্ট কহে—প্রভুর কিছু ইঙ্গিতভঙ্গী জানি॥
দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্তন।
এই দুই অধম নহে, হয় সর্বোত্তম॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরীক্ষায় শ্রীবল্লভ উত্তীর্ণ হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু আনন্দিত হইয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন এবং শ্রীবল্লভভট্টের হৃদয়ে ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার উদিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন। অনন্তর শ্রীপাদ বল্লভভট্ট যথার্থ শ্রীগৌরসুন্দরকে ত্রিবেণীর ঘাট হইতে নৌকাতে আরোহণ করাইলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীঅনুপম, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীকৃষ্ণদাস রাজপুত—ইঁহারা মহাপ্রভুর অনুগমন করিলেন। মহাপ্রভু নৌকায় উঠিয়াই যমুনার চিক্কণ শ্যামল জল দর্শনে প্রেমবিহ্বল হইয়া গর্জন এবং হুঙ্কার করিয়া যমুনার শ্যামল জলে ঝাঁপ দিলেন। ভক্তগণ সকলে মিলিয়া অস্তে-ব্যস্তে প্রভুকে ধরাধরি করিয়া নৌকার উপরে উঠাইলেন। নৌকার উপরে উঠিয়া প্রভু মহাভাবাবেশে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৌকা ক্রমে আড়াইলের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীবল্লভভট্ট আড়াইলের ঘাটেই প্রভুকে স্নান করাইলেন। অনন্তর প্রভুকে সঙ্গে করিয়া বল্লভভট্ট নিজগৃহে লইয়া আসিলেন এবং স্বহস্তে মহাপ্রভুর পাদপ্রক্ষালনপূর্বক সবংশে সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাই গৃহস্থের মুখ্য জানিয়া শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নূতন কৌপীন-বহির্বাস পরিধান করাইলেন এবং গন্ধপুষ্প-ধূপ-দীপের দ্বারা প্রভুর মহাপূজা করিলেন। পরে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্যকে পাক করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরকে অতীব যত্নের সহিত নানাবিধ উপকরণে ভিক্ষা করাইলেন এবং প্রভুর অবশেষ শ্রীরূপাদি ভক্তগণকে প্রদান করিলেন। প্রভুর ভোজনের পর শ্রীবল্লভ-ভট্ট প্রভুকে মুখবাস প্রদান করিয়া শয়ন করাইলেন এবং স্বয়ং প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবল্লভকে প্রসাদপ্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীবল্লভ প্রসাদ সম্মান করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পুনরায় আগমনপূর্বক প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। এমন সময় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় তথায় আগমন পূর্বক প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে 'কৃষ্ণে মতি হউ' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণের কিছু বর্ণন করিতে বলিলে তিনি নিজকৃত কৃষ্ণলীলা-শ্লোক পাঠ করিলেন,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

ভবভীত ব্যক্তিগণের কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করুন; (আমি কিন্তু এই স্থানে) শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি,—যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু উপাধ্যায়কে পুনরায় কীর্তন করিতে বলিলে তিনি বলিলেন,—

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম॥

কাহাকেই বা বলিতে পারি, এখন কেই বা তাহা প্রতীতি করিবে যে, যমুনাতটবর্তী কুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট পরব্রহ্ম লীলা করেন।

প্রভু কহেন,—কহ, তেঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মন আলুয়াইলা॥
প্রেম দেখি' উপাধ্যায়ের হৈল চমৎকার।
'মনুষ্য নহে' ইঁহো,—'কৃষ্ণ' করিল নির্ধার॥
প্রভু কহে,—উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধ্যায়॥
শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়?
'পুরী মধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায়॥
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরে শ্রেষ্ঠ মান কায়?
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায়॥
রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায়॥
প্রভু কহে,—ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে॥
এত বলি' শ্লোক পড়ে গদ্গদস্বরে।
প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্তন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ ৯৯-১০৭)

মহাপ্রভুর এইসকল লীলা দর্শন করিয়া শ্রীবল্লভ ভট্ট চমৎকৃত হইলেন। ভট্ট নিজপুত্রকে আনিয়া মহাপ্রভুর চরণে প্রণত করাইলেন। মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আড়াইল-গ্রামের সকল লোক গ্রাম ভাঙ্গিয়া বল্লভভবনে আসিয়া পড়িলেন এবং প্রভুর দর্শনমাত্রেই সকলে কৃষ্ণভক্ত হইলেন—সকলের মুখে কৃষ্ণনাম নৃত্য করিতে লাগিলেন। গ্রামের ব্রাহ্মণগণ শ্রীবল্লভগৃহে আগমনপূর্বক প্রভুকে স্ব-স্ব-গৃহে ভিক্ষা করাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ অবস্থা দেখিয়া শ্রীবল্লভ ভট্ট সকলকে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি প্রয়াগে গমন ক'রয়া যেন প্রভুকে পৃথগ্ভাবে নিমন্ত্রণ করেন। এখানে আমি আর প্রভুকে রাখিব না, অচিরেই প্রয়াগে ফিরাইয়া দিব। প্রভুর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই, তিনি প্রেমোন্মাদে যমুনাজলে ঝম্প প্রদান করেন। এরূপ অবস্থায় আমি আর কিছুতেই মহাপ্রভুকে আড়াইল-গ্রামে রাখা সমীচীন মনে করি না।"

এইরূপ বিচার করিয়া শ্রীবল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া গঙ্গাপথে প্রয়াগে লইয়া আসিলেন।

শ্রীবল্লভাচার্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৮৪টী বৈঠক স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীবল্লভ পুত্র শ্রীবিঠ্ঠল গোস্বামীও ২৮টী বৈঠক স্থাপন করেন।

রথযাত্রার পূর্বে নীলাচলে বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, এমন সময় শ্রীবল্লভ ভট্টও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীবল্লভভট্ট প্রভুর শ্রীচরণবন্দন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বৈষ্ণববুদ্ধিতে আলিঙ্গন করিয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিকটে বসাইলে ভট্ট সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন,—

বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈলা, দেখিলুঁ তোমারে॥
তোমার দর্শন যে পায়, সেই ভাগ্যবান্।
তোমাকে দেখিয়ে—যেন সাক্ষাৎ ভগবান্॥
তোমারে যে স্মরণ করে, সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হ'বে—ইহা কি বিচিত্র?
কলিকালে ধর্ম—কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তা'র প্রবর্তন॥
তাহা প্রবর্তাইলা—এই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি—ইথে নাহি আন॥
জগতে করিলা তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥
প্রেম পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ—এক প্রেমদাতা শাস্ত্র প্রমাণে॥
(চৈঃ চঃ ৭ম পঃ)

ভট্টের কথা শুনিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈন্যমুখে—শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীরামানন্দ, শ্রীহরিদাস-আদির গুণ কীর্তন ও কৃপার কথা কীর্তন করিয়া বলিলেন—"ইঁহাদের সঙ্গপ্রভাবেই আমার কৃষ্ণভক্তি হইয়াছে।" 'আমি বৈষ্ণব, আমার ভক্তি-সিদ্ধান্ত সবই জানা আছে, আমি শ্রীমদ্ভাগবত উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি'—ভট্টের এইরূপ গর্ব ছিল। কিন্তু প্রভুর মুখে ভক্তগণের অপার গুণমহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সেই গর্ব খর্ব হইল। ভট্ট বৈষ্ণবগণকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অন্য দিন প্রভু বৈষ্ণবগণের সহিত ভট্টের পরিচয় করাইয়া দিলেন। বৈষ্ণবগণের তেজ দেখিয়া ভট্ট চমৎকৃত হইলেন এবং বহু মহাপ্রসাদ আনাইয়া স্বগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিলেন।

একদিন শ্রীবল্লভভট্ট স্বীয় পূর্বলিখিত টীকা-শ্রবণার্থ প্রভুকে অনুরোধ করিলে প্রভু দৈন্যমুখে বলিলেন—

প্রভু কহে—ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নাহি অধিকারী॥
বসি' কৃষ্ণনাম মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যানাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি দিনে॥
ভট্ট কহে—কৃষ্ণনামের অর্থ-ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়াছি, তাহা করহ শ্রবণে॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন'—এইমাত্র জানি॥
এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নির্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার॥
(চৈঃ চঃ)

স্ব-স্বরূপের অজ্ঞতা, বুদ্ধি বা বৈদগ্ধ্য-সাহায্যে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণাদির ভাগবত-ব্যাখ্যাদিতে কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য বাসনা সর্বজ্ঞ প্রভু ভট্টকে উপেক্ষা করিলেন। ভট্ট দুঃখিত হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। প্রভুর উপেক্ষাহেতু কোন ভক্তই ভট্টের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেন না। লোকতঃ তিনি লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া দুঃখিত-চিত্তে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন,—'আপনি যদি আমার কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আমার মান রক্ষা হয়।' শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টকে উপেক্ষা করিয়াছেন, আবার ভট্টের নামব্যাখ্যামূলক রচনা যদি শ্রবণ না করি, তাহা হইলে তাঁহার মনে ক্লেশ হইবে; এই দুইদিকের কোনদিক রক্ষা করিবেন,—এই চিন্তা করিয়া শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে ভট্টের রচনা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ না করিলেও ভট্ট স্বগৃহ প্রাধান্য-কল্পনাপূর্বক তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার নিকট পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ভগবৎপাদপদ্মে শরণ লইয়া মনে মনে ভাবিলেন—

আমা অজ্ঞে পণ্ডিত করিতে নারে 'নবেদন'।
এ সঙ্কটে কৃষ্ণ, নাথ, লইলাঙ শরণ॥
অন্তর্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন।
তাঁ'রে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁ'র গণ॥

শ্রীবল্লভভট্ট প্রত্যহই প্রভুর নিকটে আসেন এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্যাদি ভক্তগণের সহিত কুতর্ক করেন। একদিন ভট্ট শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে বলিলেন, জীব—প্রকৃতি, কৃষ্ণকে পতি বলিয়া জানে। পতিব্রতা কখনও পতির নামোচ্চারণ করে না। কিন্তু তোমরা যে কৃষ্ণনাম কর, ইহা কি ঠিক? আচার্য এই প্রশ্নের উত্তর প্রভুর নিকট জানিতে বলিলেন।

প্রভু কহেন—তুমি না জানহ ধর্মাধর্ম।
স্বামী-আজ্ঞা পালে—এই পতিব্রতাধর্ম॥
পতির আজ্ঞা—নিরন্তর তাঁ'র নাম লইতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে॥
অতএব নাম লয় নামের ফল পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায়॥
(চৈঃ চঃ)

উত্তর শুনিয়া প্রতিভাবলে ভট্ট অবাক্ ও চিন্তাকুল হইলেন। ভক্তি-ব্যাখ্যা-কল্পনায়

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

প্রতিষ্ঠানপ্রিয় এই একদিন সভায় স্বগণ প্রভুর সম্মুখে উদ্দেশে স্বামিপাদের নিন্দা করিলে প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—'যে স্বামী না মানে, সে বেশ্যা'। অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীগৌরহরি জগজ্জনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব অন্তরের কথা সমস্ত জানেন। তাই কৃষ্ণ যেরূপ উদ্ধবের গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ নানা অবস্থানে ভক্তকে কৃপাপূর্ব্বক শোধন করিতে লাগিলেন। চরিত্র-গুণে বৈষ্ণব আমাদের মঙ্গলের জন্য নানাভাবে কৃপা করেন। কিন্তু অজ্ঞ জীব আমরা সেই কৃপাকে—মঙ্গলকে অমঙ্গল ও দুঃখ মনে করি। পণ্ডিতেরও সেই অবস্থা হইল। কিন্তু ভগবৎকৃপায় তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া স্বামি, বৈষ্ণব ও অনুচরদের সহিত প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও কৃপা ভিক্ষা করিলেন। তখন দয়ার সাগর মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—শ্রীধর স্বামীর কৃপাতেই শ্রীমদ্ভাগবত জানা যায়। শ্রীধরস্বামী জগদ্গুরু। গর্ব করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিলে অমঙ্গল অনিবার্য্য। শ্রীধরের অনুগত হইয়া ভাগবত পড়িলে মঙ্গল হয়। সুতরাং তুমি অনুগত হইয়া ভাগবত ব্যাখ্যা কর ও অভিমান ছাড়িয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজন কর, অপরাধগুলি ছাড়িয়া কৃষ্ণসংকীর্ত্তন কর। তাহা হইলেই শীঘ্র তোমার কৃষ্ণচরণপ্রাপ্তি ঘটিবে। প্রভুর কৃপোপদেশ লাভ করিয়া ভট্ট সানন্দে সগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথাসাধ্য সেবা করিলেন। তাহাতে মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

বল্লভভট্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরম দয়ালু পতিতপাবন প্রভু তাঁহাকে বাহ্যে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য বৈষ্ণবাভিমান শোধন করিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত বল্লভকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু কয়েক দিনের জন্য শ্রীগদাধরকেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। বাস্তবিক মহাপ্রভু কোন দিনই তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীল গদাধরের প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই, হইতে পারেন না। যিনি এই লীলার নিগূঢ়ভাব বুঝিতে অক্ষম হইবেন, তিনি বাহিরের কথা লইয়া ব্যস্ত থাকায় প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া শ্রীগদাধরের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাহীন হইয়া নিরয়গামী হইবেন, সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে আমরা জানিতে পারি,—

এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
[illegible] পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল।
শুনি' রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল॥
বল্লভভট্টের হয় বাৎসল্য উপাসন।
বাল-গোপাল-মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবন॥
পণ্ডিতের সনে তা'র মন ফিরি' গেল।
কিশোরগোপাল-উপাসনায় মন দিল॥
পণ্ডিতের ঠাঁই চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে,—"এই কর্ম্ম
নহে আমা হৈতে॥
আমি—পরতন্ত্র, আমার প্রভু—গৌরচন্দ্র।
তাঁ'র আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র॥
তুমি যে আমার ঠাঁই কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন॥"
এই মত ভট্টের কথেক দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তাঁ'রে সুপ্রসন্ন হৈল॥
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপ, জগদানন্দ, গোবিন্দে পাঠাইলা॥
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন।
"পরীক্ষিতে প্রভু তোমারে কৈলা উপেক্ষণ॥
'তুমি কেনে আসি' তাঁ'রে
না দিলা ওলাহন।
ভীত প্রায় হঞা কেনে করিলা সহন?"
পণ্ডিত কহেন,—"প্রভু সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ করি, ভাল নাহি মানি॥
যেই কহে, সেই সহি নিজ শিরে ধরি'।
আপনে করিবেন কৃপা গুণদোষ বিচারি'॥
এত বলি' পণ্ডিত প্রভুর স্থানে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন।
সবারে শুনাঞা কহেন মধুর বচন॥
"আমি চালাইলুঁ তোমা, তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকল সহিলা॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা॥
পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহন না যায়।
গদাধর-প্রাণনাথ নাম হৈল যায়॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়।
'গদাই-গৌরাঙ্গ' বলি' যাঁ'রে লোকে গায়॥
চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে?
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে॥
পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা গুণ।
দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিলা খ্যাপন॥
অভিমানপঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিলা।
সেই দ্বারে আর সব লোকে শিখাইলা॥
অন্তরে অনুগ্রহ, বাহ্যে 'উপেক্ষার প্রায়'।
বাহ্যার্থ যেই লয়, সেই নাশ যায়॥
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কা'র শক্তি?
সেই বুঝে, গৌরচন্দ্রে যাঁর দৃঢ় ভক্তি॥
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাহা ভিক্ষা কৈল লঞা ভক্তগণ॥
তাহাঁই বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্বপ্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।১৪২-১৬৭)

গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'অমৃতপ্রবাহ'-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—শ্রীবল্লভভট্ট বৈষ্ণবপণ্ডিত। ইনি প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াও অধিক সম্মান না পাওয়ায় বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ে আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাকেই লোকে বল্লভাচার্য্য বলে। গোকুলে ও বোম্বাই প্রদেশে ইঁহার অনেক শিষ্যগণ। ইঁহার কৃত 'অণুভাষ্য', 'ষোড়শগ্রন্থ' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে।

বিবিধ সংবাদ

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প

বর্ত্তমান সনের জুন মাসে বাঙ্গলা প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় যে ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে, তাহার মোট পরিমাণ যথাক্রমে ১,৫৭,৫১০৲ এক লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচ শত দশ টাকা ও ৮,০৩৭।০ আট হাজার সাঁইত্রিশ টাকা চারি আনা হইয়াছে।

বাংলা সরকারের দান

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট চলতি বৎসরের জন্য ৫,৭৪৪৲ টাকা কলিকাতার সার্ভ্যাণ্ট-অব-হিউম্যানিটি সোসাইটিকে সাহায্য দান করিয়াছেন। এই টাকা দ্বারা উক্ত প্রতিষ্ঠান জনহিতকর কার্য্যাদি করিবে; বন্যা-পীড়িতদের কার্য্যাদিও তাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন

কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন ১৯৪৩ সনের মার্চ্চ মাসে অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল এবং ভোটার-তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কিত ৫ ও ১২নং নিয়মানুসারে সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্ববর্ত্তী নভেম্বর মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশিত করিতে হয়।

কিন্তু যদি ভোটার-তালিকা বর্ত্তমানে প্রস্তুত করা হয়, তবে যুদ্ধজনিত জরুরী অবস্থার দরুণ যাঁহারা কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছেন বা অদূর ভবিষ্যতে ছাড়িয়া যাইবেন, তাঁহাদের অনেকেই ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন বলিয়া আশঙ্কা রহিয়াছে। কাজেই বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, যাঁহারা নিজেদের আয়ত্তের বহির্ভূত কারণে সহর ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন বা হইবেন, তাঁহাদের ভোটাধিকার নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত হইবে না। এতদনুসারে ২৭শে আগষ্ট (১৯৪২) তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত ১৩৬৫-এল্.এস্.জি. নোটিফিকেশন দ্বারা গভর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের ভোটার-তালিকা প্রণয়ন এবং সাধারণ নির্ব্বাচন এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন।

বে-সামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষাদান

বে-সামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তৈয়ার করার জন্য বোম্বাইয়ে আর একটি ট্রেনিং স্কুল (সিভিল ডিফেন্স স্পেশালিষ্ট স্কুল) খোলা হইবে এবং অক্টোবর মাসের প্রথমভাগে এখানে ক্লাশ আরম্ভ হইবে। কচ্ছের মহারাও বাহাদুর তাঁহার বাসভবনটি (বকিয়া মহল) ঐ স্কুলের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। লাহোরে এরূপ আর একটি ট্রেনিং স্কুল খোলা হইয়াছে। বে সামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য উহা লইয়া ভারতে মোট ছয়টি স্কুল খোলা হইল—লাহোরে ২টি, কলিকাতায় ২টি, হায়দরাবাদে ১টি এবং বোম্বাইয়ে ১টি।

প্রাচীন ভারতের শিলমোহর

প্রাচীন ভারতের পল্লী ও নগরের সঙ্ঘ ও ব্যক্তিবর্গের অফিসের শিলমোহর এবং পাথর ও তামার পাতের উপর খোদাই করা লেখা বিহারের নালন্দা নামক স্থানে স্তূপ হইতে আবিষ্কার করা হইয়াছে। এই সকল জিনিষ হইতেই প্রমাণ পাওয়া যাইবে যে, বৌদ্ধদের এই শিক্ষাকেন্দ্রের সহিত জাভা, সুমাত্রা ও অপরাপর দেশের যোগ-যোগ ছিল। নালন্দায় বিখ্যাত বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মাটির শিলমোহরগুলি হইতে প্রমাণ পাওয়া যাইবে যে ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে শাসন ব্যবস্থা কতদূর পর্য্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible]। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৸০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

মহাত্মা শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "শ্রীগৌড়ীয়"-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীভজনরহস্য

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। উহা সজ্জন-সাধকের প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২০ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৯শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৫ই সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ১৫৩-১৫৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন-নিপুণ শ্রীশ্রীগুরু অনুকূল-শ্রীগুরুপাদপদ্ম—যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, তিনিই একমাত্র বাস্তবসত্য-দর্শনের transparent medium. তিনি বিশ্বের মত কৃষ্ণদর্শনে বাধা দেন না। কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তিনি, প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণকে বশীভূত ক'রেছেন যিনি, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রেমিক সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেব, তাঁ'কেই সকল সম্মান, সকল মর্য্যাদা দিতে হবে—যে কিছু উপাদেয় সব তাঁরই প্রাপ্য। এই গুরুপাদপদ্ম একমাত্র আমার নিত্যারাধ্য, প্রত্যেক সেবকের নিত্যারাধ্য।

যিনি নিজেকে গুরু, গোস্বামী, বৈষ্ণব, অপরের পূজার্হ, অপরের মাননীয়—এরূপ জ্ঞান বা বোধ ক'রেন, তিনি সমস্ত সম্মানের প্রাপক যে ভগবান্ ও তৎপ্রিয়তম যে গুরুদেব, তাঁহাদিগকে বঞ্চনা ক'রে নিজে মালিকের বস্তু যাবতীয়ে আত্মসাৎ করায় নিরয়গামী হ'বেন। যেখানে দু'টি ভূত্য, দু'টি পার্টি—এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেষ্টা নাই,—যেখানে জীবের বস্তুকে ভুক্ত-জ্ঞান না ক'রে সেব্যজ্ঞান, যেখানে বস্তুর চেতনতা স্বপ্রকাশ, যেখানে বস্তুকে মাপা যায় না, যেখানে প্রতি বস্তুতে আশ্রয়-আলিঙ্গিত বিষয়দর্শন, এইরূপ স্বরূপের অভিজ্ঞান যেখানে নিত্যাবিষ্কৃত, সেখানে প্রকৃত বৈষ্ণবতা, গুরুত্ব ও আচার্য্যত্ব। প্রকৃত গুরু বা আচার্য্য কখনও কাহাকেও নিজের অপেক্ষা ছোট মনে করেন না, হিংসা-দ্বেষ করেন না, গুরুর বৈষ্ণবরূপেই সকলকে দর্শন করেন। যেখানে পরিমাণ ক'রবার প্রবৃত্তি নাই,—এমন যে স্বপ্রকাশ নিত্যচেতনের বিচিত্র বিলাস দর্শন, তাহাই বৈষ্ণবদর্শন। সমগ্র স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব-দর্শনই বৈষ্ণবধর্ম। এখানে যে দর্শনকারী, তিনি আপনাকে দ্রষ্টা বা পরিমাপকারী বা আপনাকে হৃষীক-চালক মনে করেন না, তাঁহার নিজের স্থূল বা সূক্ষ্ম সকল ইন্দ্রিয়ের একমাত্র পরিচালক হৃষীকেশের পরিচালনাধীন সমস্ত। তাঁহার কখনও নিজেকে গুরু, বৈষ্ণব, গোস্বামী, পরমহংস জ্ঞান থা'কতে পারে না। এই তৃণাদপি সুনীচতা যাঁ'র হ'য়েছে, তিনি হরিকীর্ত্তন ক'রতে পারেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম গৌরসুন্দরের বিলাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ।" তাঁ'র সেবা যাঁ'রা করেন, তাঁ'দের বাক্য বা অবাক্ত বাধাবাধ চিত্তকে হৃদয় হ'তে বিতাড়িত হয়। গৌরসুন্দর সর্ব্বক্ষণ গুরুদেবের প্রেমবশ্য। শ্রীগুরুদেবই গৌরসুন্দরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংকীর্ত্তনাদির পরম ধারক—শ্রোতা, উদ্গাতা, অনুষ্ঠাতা ও বক্তা। তিনি অহৈতুক করুণাবশে যাঁহার আধারে শ্রীগৌরসুন্দরকে বিতরণ করেন। শ্রীগুরুদেব গৌরসুন্দরকে দিতে পারেন, অন্যের ক্ষমতা নাই।

শ্রীভগবানের সেবা অপেক্ষাও আচার্য্য বা শাস্ত্রবাক্য-ব্যাখ্যাতার সেবায় মঙ্গল আরও অধিক। কেন না, সেব্য-ভগবান্ তাঁহার সেবা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সেবক-ভগবান্ বা আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

সেবোন্মুখতাই জীবের একমাত্র সাধ্য-সাধন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবানের অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—একাধারে ভগবৎসেবক। তাঁহার প্রত্যেক ক্রিয়া ভগবানের সেবার সর্ব্বোত্তম আদর্শ—এই দর্শন যতক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত হ'চ্ছে, ততক্ষণ আমার চক্ষু ঠুলিচাপা আছে। তাঁহার দয়া না পেলে, দিব্যজ্ঞান লাভ করতে না পা'রলে গুরুপাদপদ্মের মহিমা বুঝ্তে পারি না। আমি নিকৃষ্ট—সর্ব্বতোভাবে আত্মদান। শ্রীগুরুদেব ভূতলে শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট সাধন করতে—আমাকে চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ ক'রবার জন্য জগতে উদিত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সেবা ক'রছেন। শ্রীগুরুদেবের এই মূর্ত্তি দর্শন না করা পর্য্যন্ত আমরা গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট হই না

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-নারদ হ'তে আরম্ভ ক'রে সকলেই আমার গুরুদেব। আমার গুরুদেব তাঁ'র গুরুদেবকে গুরুদেব বলেন। সকলেই এক পর্য্যায়ে গুরুদেব। এঁদের মধ্যে কোন ভেদ নাই—তাঁ'দের কথায় কোন ভেদ নাই আমরা আশ্রয়জাতীয় সেবক—আশ্রয়জাতীয়-বিগ্রহ নই। আমরা আশ্রয়জাতীয়-বিগ্রহ-গণের আনুগত্যে সেবা ক'রবার বুদ্ধি পরিত্যাগ ক'রে যদি আশ্রয়জাতীয়-বিগ্রহ সাজ্বার বুদ্ধি পোষণ করি, তা' হ'লে আমাদের অহংগ্রহোপাসনা হ'য়ে যা'বে। আমরা বেদান্তী। আমরা প্রত্যেক বর্ষের প্রারম্ভে গুরুপাদপদ্ম-সেবা আরম্ভ ক'রে সমগ্র বৎসর গুরুপাদপদ্ম সেবা ক'রব, পরবর্ষে গুরুপাদপদ্ম-সেবা আরম্ভ করব। যদি গুরুপাদপদ্মের সেবাফলে কোন দিন মুক্ত জীবন হয়, তখনও আমরা গুরুপাদপদ্মের অত্যন্ত বিশ্রম্ভভাবে হ'য়ে ভগবানের সেবা করব।

আশ্রয়জাতীয় ভগবানের আশ্রিত না হ'লে দিব্যজ্ঞান—তত্ত্বপ্রশ্নে আমার কি লাভ? গুরুপাদপদ্ম নিত্য। তাঁ'র অপ্রাকট্য যেন মুহূর্ত্তের জন্যও না হয়—মুহূর্ত্তের জন্য যেন গুরুপাদপদ্মের বন্ধন হ'তে বঞ্চিত না হই—অন্য কোন প্রাকৃত প্রয়োজনে প্রলুব্ধ হ'য়ে ক্ষণমাত্রও যেন কখন গুরুপাদপদ্ম ছেড়ে না দিই।

গুরুতত্ত্ব শক্তিতত্ত্বাত্মক বলিয়া স্বরূপতঃ কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ নহেন; কিন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারে নিত্য প্রাকট্য হেতু তিনি পৃথক্ হইয়াও নিত্য অপৃথক্। যখন চৈতন্যাত্মক শক্তির জীব আপনার সংসারে ভোগাবেশ, তখন সে গুরুপাদপদ্মের দর্শন করে। গুরুদেব চিৎশক্তি নিত্য অবস্থিত হইয়া তটস্থ শক্তিতে বদ্ধ জীবের নিকট পরিদৃষ্ট হন। তখন পরিশোধকারীর অনন্য-সেবী তাঁহার সেবা। শ্রীবার্ষভানবীর দয়িত অঙ্গসেবক স্বরূপে জানা যায়। উজ্জ্বল শ্রীবার্ষভানবী স্বয়ংরূপ আশ্রয়বিগ্রহ এবং স্বয়ংপ্রকাশ আশ্রয়বিগ্রহের অনুগত মুক্ত জীবের স্বরূপোদ্বোধনের জন্য প্রকাশিত। কোন সৌভাগ্যবান্ মুক্ত পুরুষ ইহাঁর শরণ গ্রহণ করিলে মধুরভাবে অপর গুরুস্বরূপকে অঙ্গীকৃত করিয়া লন। সেবাদের শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে মধুরভাবে স্বয়ংপ্রকাশ ব'লবার পরিবর্তে স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশের বিচার পর পর দর্শন করেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রৌতবাণী

১। শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ সেব্য-ভগবান্।

২। শ্রীগুরুদেব স্বয়ংপ্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ।

৩। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, মাধুর্য্যে স্বরূপসিদ্ধ 'শ্রীগুরু' রূপে কৃষ্ণকান্তি-আশ্রয় শ্রীবার্ষভানবী।

৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণেই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে অভীষ্ট জানিয়া ধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতিসমূহে ও গুরুতত্ত্বনির্দ্ধারিত শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধ-প্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপপ্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৫। কৃষ্ণ —(minus বা বিয়োগ) গুরু মায়াবাদীর নির্ব্বিশেষ পথ; গুরু (minus বা বিয়োগ) কৃষ্ণ=সাংখ্যের প্রকৃতি বা মায়া।

৬। শ্রীগুরুদেব শাসক ও নিয়ামক হইলেও তিনি আশ্রিতগণের ভোক্তা নহেন। শ্রীগুরুদেবের ভক্ত বা স্বরূপে ভোক্তৃত্ব নাই।

৭। শ্রীগুরুদেব করুণাময়, কৃপাকর্ত্তার অতীত নহেন; তিনি যাদৃশ পাত্র পাইলে তাহাদের জন্য করুণাবশে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল লীলা প্রকাশ করেন, তাহাতে কৃপা ও বঞ্চনা — এই দুইটি স্বরূপ প্রকাশিত হয়। নিষ্কপট সেবোন্মুখ তাঁহার কৃপার আশ্রিত হন, আর আধ্যক্ষিক ভোগোন্মুখ তাঁহার বঞ্চনার পাত্র হন।

৮। শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহই আমার শ্রীগুরুদেব।

৯। শ্রীআচার্য্যদেব — সেবা-ভগবানের আকার।

১০। উদ্ধবাদি বৈষ্ণবগণ পরমহংসশ্রেষ্ঠ মহাভাগবতই জগদ্গুরু শ্রীগুরুদেব।

১১। পরমার্থ বিষয়ে স্থির বুদ্ধি, [illegible] গুরু হবার উপযুক্ত।

১২। যেখানে মহান্তগুরুর পূজার অবকাশ নাই, সেরূপ অনেক স্থলেই চৈত্যগুরু অন্তর্যামী-ভগবান্ বা ভক্তদের সন্ধানপ্রয়াসে পূর্ণ করুণা প্রকাশ করেন না।

১৩। মহান্তগুরু লীলাপ্রবেশদ্বারে অধিষ্ঠিত হইয়া বহিঃশব্দ জ্ঞানরূপে জনগণকে দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া জীবগণের হৃদয়ে সেবার রুচি প্রদান করেন।

১৪। যাহারা দুঃখ নিবৃত্তির স্বীকার করিয়া কেবল একগুরুবাদের পক্ষপাতী, তাহারা বাধ্য হইয়া মহান্তগুরুর বা বৈষ্ণবের বিরোধী।

১৫। সকল মহান্ত-গুরুদেবের চিত্তবৃত্তি ঐকতানতা বলিয়া সকলেই আত্ম।

শ্রীগুরুপূজনোৎসব

আজ শ্রীগুরুপূজাবাসর—নিত্যারাধ্যতম পাতঃস্মরণ প্রভু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব তিথি। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর অকপট কৃপার আশ্রিতসম্প্রদায় অদ্য তৎপাদপদ্মে তাঁহাদের সদ্য বিশেষাশ্রয়রূপের পুনর্নিবেদনাভিনয় করিয়া প্রসাদ লাভ করিবেন এবং পরমারাধ্যতম প্রভুও তাঁহার অকপট স্নেহ-কৃপাশ্রিতগণের প্রতি তাঁহার নিত্য বাৎসল্য কৃপাদৃষ্টিপাতের প্রসন্নতা বিধান করিবেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম তদাশ্রিতগণের নিত্য আশ্রয় অর্থাৎ দণ্ড মাত্রকালের জন্যও পৃথক্ হইতে নিত্যপ্রভু। তাদৃশ আশ্রিতগণের প্রতি নিত্যপ্রভু তাঁহার স্বহস্ত বাহিরেক আশ্রয়ের অবসান করিয়া যেদিন তাঁহার আশ্রিতগণের নিকট অন্য প্রত্যক্ষ কৃপাপ্রকাশের আবিষ্কার করিয়াছেন, সেইদিন নিশ্চয়ই তাঁহার সেবাশ্রিতগণের নিকট তাঁহার বদান্যতা-বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে। অপরপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মও তাঁহার নিত্যাশ্রিতগণের প্রতি নিজের কৃপাবৈশিষ্ট্যের সংস্থানে যেমন তাঁহার আশ্রিতগণকে অধিক ও প্রত্যক্ষভাবে পাইবার জন্য ব্যস্ততার কার্য্যাবধারণে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইদিনও তাঁহার নিত্যসেবাপাদপদ্মে প্রতি স্নেহ-বিগ্রহের উত্তেজক তাঁহার বদান্যতা-বৈশিষ্ট্যময়। এতাদৃশ দিবসে নিত্যাশ্রিতগণ ও নিত্যাশ্রয়বিগ্রহের পারস্পরিক প্রকাশিত স্বরূপের পুনঃ পর্য্যালোচনা নিশ্চয়ই অতীব সুখদ।

অদ্য শ্রীগুরুদেবতাত্মগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈশিষ্ট্যময় পূজা বিধান করিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়-সৌভাগ্যযুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের তাদৃশ সেবাসৌভাগ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিবেন এবং যাদৃশ সেবাসৌভাগ্য-লাভের অভাব নিত্যাশ্রিতবিগ্রহে শ্রীগুরুসেবকগণকর্তৃক পরিচালিত হইয়া শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসবে যোগদানের আশ্রয় করিবে। অপরপক্ষে অনাশ্রিত-অভিমানী ব্যক্তিগণ এতাদৃশ অনুষ্ঠানে ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা অবলম্বন করিয়া নিজেদের অনন্ত-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিবেন। কিন্তু যাঁহারা নিজেদের নিত্যাশ্রিত স্বরূপের সার্ব্বিক সৌভাগ্যবৈশিষ্ট্য-বিচারে উন্নমিত হইবেন, তাঁহারাই শ্রীগুরুপূজার অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য নিজেদের উদ্ভাসিত করিবেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিরন্তর সেবোন্মুখ মাদৃশ বদ্ধজীব শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য পূজানুষ্ঠানের অনুভূতিহীন হইয়া নিজের সৌভাগ্য আবরণে—বিষয়ের মোহকর তাৎকালিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনের হিসাব-নিকাশে মগ্ন রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও কৃপাময় হৃদয়ের করুণ

তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ করুণা-উদ্বেলিত হইয়া আমার নিকটও এই বৈশিষ্ট্যময় সাম্বৎসরিক শ্রীগুরুপূজা উৎসব উপস্থিত করিয়াছেন। আমি কি তাঁহাদের এই কৃপাবদান গ্রহণে এখনও প্রকৃত মনোযোগী হইব না? জগতের পারমার্থিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্বন্ধে আর কতদিন বশীভূত হইয়া কপট মোহগ্রস্তের অভিনয় করিব!

যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণপ্রান্তে নিজেদের নিত্যসংলগ্ন খুঁজিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাদৃশ আমার শিক্ষাগুরুপাদপদ্মগণ অন্তরে নিত্যাদ্বৈত শ্রীগুরুপূজার বৈশিষ্ট্যবিজ্ঞানে আমার একমাত্র অবলম্বন, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি ত' শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে এখন আশ্রয় না পাইবার কপট দৈন্য পোষণ করিয়া নিজের বঞ্চিত অবস্থা স্বীকার করিতে চাহিতেছি না—তাঁহাদের সাক্ষাৎ সেবাকুঞ্জ না হইবার দুর্ভাগ্যে নিজের সৌভাগ্য প্রত্যাখ্যানই করিতেছি! শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ আমার নিত্যসম্বন্ধের অস্বীকারের কি হেতু আছে? অহঙ্কারবৃত্তি পোষণ করিলে কিছু নিজের চেতনতা প্রকাশ পাইতে পারিবে না। ভগবানের নিজ শ্রীগুরু সেবকগণের অনুভূতি লক্ষ্য করিলেও—তাঁহাদের কৃপাপ্রাপ্ত সঙ্গ লইলেই অভক্তিমার্গের নিজস্ব দুঃখ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে এবং শ্রীগুরুপূজামহোৎসবের উৎসবপীঠে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাইতে পারিবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার নিত্যাশ্রিতগণের নিত্যপূজা নিয়ত গ্রহণ করিতেছেন ও অদ্যও করিবেন। আমিও নিত্যাশ্রয় তাঁহার নিত্যাশ্রিত বলিয়া তিনি আমার অদ্যকার পূজাগ্রহণ অস্বীকার করিবেন না। নিজের মিথ্যা বিরূপাভিমানকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া থাকিলে তিনি পূজাগ্রহণের পরিবর্ত্তেও ত' গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহাও জানিয়া রাখি অদ্যকার এই স্বরূপ-মহোৎসবে তাঁহার এই পূজার আগ্রহ বর্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে আমার ন্যায় কপটাচারী আর কে হইবে? জগতের জন্য যে ব্যবহার, কপটের জন্য তাহা নহে। নিজের চেতনতার প্রতি কিছুমাত্র নিষ্ঠা থাকিলে বা চেতনতার জন্য কিছুমাত্র যথার্থজ্ঞানসম্পন্ন হইলে কপটের সন্ধান প্রয়োজন হয় না। যেখানে শ্রীগুরুপূজার এত সুযোগ পরিত্যাগ করিলে নিজের শোচনীয় আত্মার অবস্থার কথা অবশ্যই বিচার করিতে হইবে না কি?

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যাশ্রিতগণই শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা বিধান করিতে পারেন। যাঁহারা অনাশ্রিতাভিমানী, তাঁহারা নিশ্চয়ই আশ্রয়বিগ্রহের পূজা না করিয়া নিজেদের অনাশ্রয়েরই বহুমানন করিবেন। আমি যদি এখনও নিজের স্বার্থ অনাশ্রিত আত্মাকে অবশ্য কিছুটাই রাখিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমার তাহাও নিশ্চয়ই আশ্রয় নিগ্রহে পূজা সম্ভব হইবে না—সকলই সম্পন্ন হইলেও নিজের অজ্ঞান অহমিকাই পুষ্ট হইতে থাকিবে। ভবিষ্যতে সর্ব্বাশ্রয়াশ্রিত হইবার কপট সুখস্বপ্ন লইয়াও অদ্যকার অনুষ্ঠানে নিজের তাদৃশ বঞ্চিত দুর্ভাগ্যের সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু নিজের বিরূপাভিমানের কার্য্যকারিতার অশোভন পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া যদি নিজের স্বরূপাভিমানের প্রতি—নিজের চেতনের চির-আকাঙ্ক্ষিত অতুলনীয় উপাদের সার্ব্বিক সংযোজনার প্রান্ত একটুও লক্ষ্য হেলা করিয়াও নিক্ষেপ করি, তাহা হইলেই ত' শ্রীগুরুপূজোৎসবের যেকোন কৃপা-রবিকার সাক্ষ্য আলোকরশ্মি প্রাপ্ত জীবনের স্বপ্নটা অজ্ঞান-তিমির—বিরূপের স্বার্থ আত্মাভিমানকার অবশ্যই বিদূরিত করিবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাদৃশ আশ্রিতবাৎসল্য লইয়াই ত' অদ্যকার প্রকটা মহোৎসবের আবিষ্কার করিয়াছেন। আমি অন্ধ হইয়া বিরূপের পক্ষপাতিত্বেই নিরাশ্রয় হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের আমার উপর অহৈতুকভাবে ক্রিয়মান মহাবদান্যতা স্বীকার করিতেছি না মাত্র।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার অহৈতুক কার্য্যকারিতা নিজের বর্ত্তমান বঞ্চিত অবস্থার সৌভাগ্য অপসারণ করুক। অভক্তিমার্গের পোষণে যে-সকল ব্যবহার নিজেকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বিগর্হিত ও বিদূরিত হইলেই নিজের উপর শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার অহৈতুক কার্য্যকারিতাই সমর্থিত হইবে। অদ্যকার শ্রীগুরুপূজার শুভ আয়োজনের মধ্যে নিজের এতাদৃশ ক্ষুদ্র সৌভাগ্য-চেষ্টাটুকু কি অনুষ্ঠিত করিব না?

যাঁহারা অদ্যকার মহোৎসবে নিজেদের শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের সৌভাগ্যে—নিজেদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কর্তৃক অধিকৃত-স্বরূপের গৌরবে উন্নমিত হইবেন না, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীগুরুপূজার আনুষ্ঠানিক ব্যবহারের তাৎপর্য্যটুকুও কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। শ্রীনিত্যানন্দগুরুপাদপদ্ম উত্তম অধম বিচার না করিয়া তাঁহার যে বদান্যতাবারিধি বিস্তার করিয়াছেন, তাহাতে সকল ব্যক্তিগণই অদ্যকার আয়োজনে প্রকৃত তাৎপর্য্যপর হইতে পারিবেন। যাঁহারা নিজেদের হেতুকতার বন্ধনে শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের অহৈতুকী কৃপাবারিধির স্পর্শ এখনও পান নাই, তাঁহারাও হয়ত অদ্যকার সুযোগে স্পর্শ পাইতে পারিবেন, কিন্তু আমি কেন অদ্যকার এ শুভ আয়োজনের তাৎপর্য্য অনুভব হইতে পারিব না? অদ্য সকল ছাড়িয়া নিজের প্রকৃত অবস্থার সৌভাগ্যে মহোৎসব হউক। অদ্য শ্রীগুরুপূজা, সুতরাং আমাকে কিছু করিতে হইবে ইহা একটু বন্ধ রাখিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে কি করাইতেছেন—তাহারই অনুসন্ধান হউক। তাহাই ত' শ্রীগুরুপূজার তাৎপর্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিবে।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

"বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত সম্মান, সমস্ত মর্য্যাদা, সমস্ত গৌরব, বিশ্বের মানবজাতি যাহা দিতে পারে ও দিতে পারে না বিশ্বের কথা দূরে থাকুক ইহার ঊর্দ্ধতম দেশ পর ব্যোমেরও যে সম্মান, যে মর্য্যাদা যাঁ'র নিকট অতি তুচ্ছীকৃত হয়, পরব্যোমের ঊর্দ্ধ পুর এবং পুরেরও ঊর্দ্ধতম গোলোকের যে মর্য্যাদা, যে সম্মান আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মকে দিয়ে স্বয়ংরূপও ধন্যাতিধন্য হন, সেই সমস্ত মর্য্যাদা মানবজাতির প্রাপ্য নহে; সমগ্র মর্য্যাদার প্রাপক আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম।"

— শ্রীল আচার্য্যদেব

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ হৃষীকেশ, শিব প্রহ্লাদ, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীশ্রীগুরুপূজা

আজ আমাদের গুরুপূজা। শ্রীগুরুপূজা, শ্রীব্যাসপূজা, শ্রীআম্নায়পূজা ও শ্রীআচার্য্যপূজা একই তাৎপর্য্যপর। গুরুই ব্যাস, ব্যাসই গুরু। যাঁহারা চিদ্বিলাস স্বীকার করেন, তাঁহারাই গুরুপূজার অধিকারী। গুরুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর সবই আছে। আবার শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ এবং শিষ্যগণেরই পরম সম্পদ। গুরুকে মনুষ্য বুদ্ধি করিলে সর্ব্বনাশ। শ্রীগুরুদেব নর নহেন, তিনি চিদ্বিলাস—বিষ্ণুপাদ বা ভগবৎপাদ গুরুদর্শনে জড়দর্শন নাই। যেখানে জড়-দর্শন, তথায় জীবদর্শন। শ্রীগুরুদেব জীব নহেন, তিনি কপটমানব বা ভগবৎপরিকর। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাদ্ভগবদ্বিগ্রহ; তাঁহার তত্ত্ব অপ্রাকৃত। তিনি আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবিগ্রহ। তিনি সমস্ত; কৃষ্ণ তাঁহার প্রেমবশ্য। শ্রীগুরুপূজায় সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়, নতুবা গুরুপূজায় অধিকার লাভ হয় না। সর্ব্বনিষ্ঠায়, শরণাগত, দীন সরল ব্যক্তিই গুরুসেবা পায়। দাম্ভিক, কপট ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি গুরুসেবা দূরের কথা, গুরুর দর্শনই পায় না।

যাঁহারা ভক্তিপথের পথিক, গুরুপূজা তাঁহাদের নিত্যকৃত্য। তাঁহারা প্রতি দিনে, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মিনিটে, প্রতি সেকেন্ডে সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবা করেন। তাঁহারা গুরুপূজা অনুষ্ঠান বা গুরুদর্শনাবেশে তন্ময়। তাঁহারা জানেন, গুরুপূজা ব্যতীত গৌরাঙ্গপূজা ও কৃষ্ণপূজা হয় না। কারণ শ্রীগুরুপাদ দুই শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দকে দিতে পারেন। শ্রীগুরুদেব ভক্তের প্রকাশবিগ্রহ। কৃষ্ণকে দান করিবার জন্যই তাঁহার এজগতে অবতরণ। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোন অংশেই কম মনে কর্‌বে না। সাধুসকল—পণ্ডিতসকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা; যদি তা' না করেন, তবে নিশ্চয়ই হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন। যতদিন গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না জানবে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হবে না। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আবার গুরুদেবের তুল্য প্রিয় ভগবানের আর কেহ নাই। তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।"

গুরুর প্রসন্নতাই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়। নিজের চিকিৎসা নিজে করিতে না গিয়া সাধুগুরুর চরণে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে জীবন যাপন করাই ভাগ্যবানের একমাত্র উপায় গুরুকৃপাই সুবিখ্যাত ও বলবান্। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, গুরুপ্রসাদই কি কেবল বলবান্, না শ্রবণাদিরূপ শাস্ত্রপথই বলবান্? উত্তরে বলিতেছেন, গুরুপ্রসাদ কেবল উৎকর্ষাত্মা মাত্র, শিষ্যগণই বলবান্, ইহা বলা যায় না। বাস্তবিক গুরুপ্রসাদই বলবান্। যেহেতু আচার্য্যকৃপার বলবত্তাতেই সিদ্ধি। সত্যকাম গুরুতাদির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। যদি কেবল শ্রবণাদি সাধন বলবান্ হইত, তাহা হইলে গুরুতাদির নিকট শ্রবণ মাত্রেই সত্যকামের ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইত, গুরুর নিকট পুনর্ব্বার কৃপা প্রার্থনা ও পরিপ্রশ্নের প্রয়োজন থাকিত না। আবার উপকোশল অগ্নির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও মহান্ আচার্য্যের নিকট আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দীক্ষা ও উপদেশ প্রার্থনা করেন। আচার্য্য সত্যকাম উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন; তাহাতেই উপকোশলের ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয়। ইহাতে আচার্য্যের নিজত্ব ও তাঁহার প্রসাদের প্রাবল্য নিশ্চয়ই স্বীকৃত হয়। তবে এখানে আরও একটী কথা এই যে, যদিও আচার্য্যপ্রসাদের প্রাবল্য আছে, তথাপি শ্রবণমননাদি করিতে হইবে। বরাহপুরাণ বলেন,—গুরুকৃপাই বলবান্, তাহা হইতে বলবত্তর সাধন আর কিছুই নাই, তথাপি মোক্ষাদিরও জন্য শ্রবণাদি একান্ত কর্ত্তব্য।

শুদ্ধভক্তসঙ্গই গুরুপূজা-সম্পাদন। সৎসঙ্গের প্রভাবে নামরূপে কৃষ্ণের অবতার হয়। সেই নামরূপী কৃষ্ণকে যিনি কৃপা করিয়া দান করেন, তিনিই গুরু। এই গুরুদেবের পূজা মনুষ্যপূজা নহে, পরন্তু তাহা কৃষ্ণপাদপদ্মের পূজা—কৃষ্ণশ্রেষ্ঠের পূজা এবং তাহাই প্রকৃত কৃষ্ণের পূজা। আমরা শুনিলাম, আর শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন—বলদাতা বল দেবের বল না পাইলে দুর্ব্বল জীব সবল হইতে পারে না। সবল না হইতে পারিলে সেবা বা কৃষ্ণের চাকরীও হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয় ব্যতীত বললাভ হয় না, কিছুতেই দুর্ব্বলতা যায় না। 'গুরুর আশ্রয়ই কৃষ্ণভজন করিতে পারেন। তাঁহার আশ্রয় আশ্রয় বা তোষণাকাঙ্ক্ষাত্মক দুর্ব্বলতা বা ছিদ্র নাই। শ্রীবলদেবের সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সবল, শরণাগতই বলী। অশরণাগত বা স্বতন্ত্র দুর্ব্বল। গুরুসেবক স্বতন্ত্র নহেন, তিনি চিরকালই অধীন বা অনুগত।

আচার্য্যকে ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ বা সেবক-ভগবান্ বলিয়া জানাই শুদ্ধভক্তি ও মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। গুরু ও ভগবানে যাঁহার অভিন্ন বুদ্ধি আছে, শাস্ত্রার্থ তাঁহারই হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই আশ্রয়বিগ্রহ আমার নিত্যারাধ্য নিত্যপ্রভু শ্রীল আচার্য্যদেব। আজ সেই করুণাময় প্রভুরই শ্রীচরণাশ্রয়ের দিন। এই প্রভুর বক্ষঃস্থলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণে প্রকটিত থাকিয়া মাধুর্য্য হতভাগ্যকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সরল পরমহংসত্ব ও সিদ্ধাসিদ্ধ আচার্য্যত্ব অকপট সজ্জনগণের হৃদয়ে স্বতঃই প্রকাশিত আছে, হইয়াছে ও হইতেছে। যাঁহারা তাঁহার সেবকগণের তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধের সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য-কলাপের মধ্যে কৃষ্ণসেবাময়ত্ব ও গুরুনৈষ্ঠ্য এবং হরিভজনে অসাধারণ দৃঢ়তা, পরদুঃখদুঃখিতা লক্ষ্য করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতেই তিনি শ্রুতিধর। তিনি যাহা একবার শ্রবণ করেন তাহা কখনও বিস্মৃত হন না। অতি অল্প বয়সেই শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাঞ্জল বিবরণমূলে তাঁহার অসাধারণ অধিকার অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তাঁহার ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক বিশ্বে আর নাই, একথা শ্রীল প্রভুপাদও বহুবার বলিয়াছেন। তাঁহার ভাগবত পাঠ শুনিলেও হরিভজনের জন্য একটা প্রেরণা স্বতঃই পাওয়া যায়। তাঁহার সেবকগণের মধ্যেও অসাধারণ প্রভাব অকপট সত্যপ্রিয়তার প্রচার করিয়াছেন। অদ্ভুত-কৃষ্ণানুশীলনের মূর্ত্তবিগ্রহ তিনি। তিনি নিষ্কপটতার মূর্ত্ত রূপ। তিনি কাহারও দীক্ষাগুরুদেব, আবার কাহারও শিক্ষাগুরুদেব। যাঁহারা সরলভাবে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট যাইতে চান, তাঁহাদিগকে প্রভুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তাঁহার অকপট সংগ্রহ, চেষ্টা যত্ন অবর্ণনীয়, অতুলনীয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন এই মহাপুরুষের বা আচার্য্যপাদের আবির্ভাব স্থান—নোয়াখালির অন্তর্গত কাঞ্চী। সম্প্রতি ঐ স্থান জলময় হয়েছে। তাঁহার আবির্ভাবকাল বঙ্গাব্দ ১৩০২, ১৪ই মাঘ বসন্তী শুক্লা পঞ্চমী। আবির্ভাব কাল—শুভতিথি। তোমা ও শিষ্যগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব-সমক্ষে যাঁহারা হরিকীর্ত্তন উদ্দেশ্যে সে স্থানে যেমন দ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন, এই বালকও সেরূপ দ্বীপের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইঁহার দ্বারা সর্ব্বত্র কীর্ত্তনের প্রচার হইবে। ইনি অনেক ভগবদ্ভক্তি-বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা ও বহুলোককে পরমার্থ-পথে চালিত করিবেন।

আচার্য্যচরণের বাল্য-জীবনের মধ্যে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব হয়। তিনি জননীর সপ্তম সন্তান। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার নৃত্য ও কীর্ত্তনে স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা যাইত। তিনি কোন দিনও ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করেন নাই। ক্লেশ অধ্যয়নকালে কি শিক্ষক কি ছাত্র—সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ প্রতিভা ও চরিত্রবলে সন্তুষ্ট। এই মহাপুরুষের কথা ও মহিমা কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তাই এই গুরুপূজাবাসরে অকপটে পুনঃ পুনঃ তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। সকলে আমার অযোগ্যতা ক্ষমা করুন, যেন আমি ও নিত্যপ্রভু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি। শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তিবিনোদধারার সংরক্ষক। শ্রীভগবানের বাক্য—শ্রীল প্রভুপাদের কথা এই শ্রীল আচার্য্যদেবে প্রকাশ আছে। এ কথা বেদের বাক্য সত্য। আমি যেন সর্ব্বদাই সেই-বাক্য—শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ সত্য পালন করিতে পারি। আমি যেন গুরুর আশ্রয় ছাড়িয়া—শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশ পুনঃ অতিক্রম করি না, বা অন্য কোন পথে না চলি। আমার মত অকর্ম্মণ্য পঙ্গু নির্বোধ মানুষ তত্ত্বপ্রচার ও আপনাদের নির্দ্দেশ ধন্য করিবার সামর্থ্য কৈ, তবু ইহার উপদেশ বলিয়া গ্রহণ করে—ইহাই গুরুপূজাবাসরে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমার প্রার্থনা।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

শ্রীগুরুতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণের নিজজনই পারমার্থিক শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব সামান্য নহেন, তিনি অতিমর্ত্ত্য পুরুষ—জগতে ভগবৎসেবা শিক্ষা দিবার জন্য ভগবৎপ্রেরিত মহাভাগবত ও ভগবচ্ছক্ত্যাবিষ্ট জন। শ্রীগুরুদেবই জীবের একমাত্র নিত্যবান্ধব। এই মহাজগতে যদি আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব পুরুষ কেহ থাকেন, তবে তিনিই সেই শ্রীগুরুদেব। তিনিই আমাদিগকে অপ্রাকৃত নিত্যশান্তিনিকেতনে লইয়া যান। তাঁহার অপার মহিমার কথা জগতের মায়ার জগতের জীবকে বুঝান যায় না। সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষকে মর্ত্ত্যজীব নিজবিদ্যাবুদ্ধিবলে কখনও চিনিতে পারে না। আত্মমঙ্গলপ্রার্থী কৃপোন্মুখ ও শরণাগতজনকে সদ্‌গুরুর সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন তিনিও আমাদের নিকট বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু বলিয়া পরিচিত।

আ—চর ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় দ্বারা আচার্য্য-শব্দ সিদ্ধ হয়। 'চর্‌' ধাতুর অর্থ গমন করা অর্থাৎ যিনি সম্যক্‌রূপে গমন করিয়া থাকেন এবং যাঁহাকে অনুগমন করিয়া অপর ব্যক্তি শিক্ষালাভ করিতে পারে, তিনিই আচার্য্য। আচার্য্যই গুরু। আচারবান্‌ পুরুষই একমাত্র আচার্য্য হইতে পারেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছেন,—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ, না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

আচার্য্য যুগপৎ আচার ও প্রচার করিয়া থাকেন। আচারহীন প্রচার নিষ্ফল। আচার বাদ দিয়া 'আচার্য্য' কথার কোনই সার্থকতা থাকিতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই যুগপৎ আচারবান্‌ প্রচারক ছিলেন।

চৈত্ত্যগুরুর কৃপাতেই জীব শ্রৌতপথের সন্ধান পায়। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু, মহান্ত দীক্ষাগুরু, মহান্ত-শিক্ষাগুরুগণের শ্রীপাদপদ্ম-সমাশ্রয় করিবার কোন প্রকারেই যোগ্যতা হয় না। আবার গুরু-চরণাশ্রয় সুদৃঢ় ও অটুট না হওয়া পর্য্যন্ত জীবগণ চৈত্ত্যগুরুর নিষ্কপট কৃপালাভ করিতে পারে না। অহঙ্কার থাকিলে চৈত্ত্যগুরুর কৃপা পাওয়া যায় না। সরল ও নিষ্কপট হইলে চৈত্ত্যগুরু কৃপা করিয়া দীক্ষা-গুরু ও শিক্ষাগুরুগণের প্রতি বিশ্বাস বা [illegible] করিবার সুযোগ প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ লীলাময় হইয়াও ইহজগতে অবতরণ করেন। ভগবদ্‌ভক্তই তাঁহার অবতরণের অবলম্বন। শ্রীগুরুদেব ভগবৎ-কৃপার প্রকাশ; তিনি শ্রৌতপন্থী। চৈত্ত্যগুরুর কৃপায় মহান্ত-গুরু নির্দ্দিষ্ট হন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা দ্বিবিধ। সেই দুইপ্রকার কৃপাফলে কেহ বা আস্তিক, কেহ বা [illegible]। ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাই যাঁহার একমাত্র আরাধ্য, তিনিই ভোগাভিলাষী। ভোগাভিলাষীর কর্ণ [illegible] শ্রবণ। তিনি শ্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃপথের পথিক। চৈত্ত্যগুরুর মায়াবিস্তারিণী কপট কৃপা-ফলে জীবের এইরূপ দুর্ভাগ্য হয়। কর্ত্তা একমাত্র ভগবান্‌। সেই কর্ত্তার প্রতি উদাসীন হইলে জীব পুরুষাভিমানের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হয়। চৈত্ত্যগুরুর অমায়ার কৃপা জীবকে সাধু-গুরুর সন্ধান দিয়া তাঁহাকে গুরু-পদ-প্রাপ্তির সুযোগ দান করেন। সাধু গুরু-কৃপাতেই জীবের ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয়।

শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম সেবক। শিক্ষাগুরু অনেক হইলেও দীক্ষাগুরু একজন। শ্রীগুরুদেব অসমোর্দ্ধ নহ। তিনি বিষয়জাতীয় অবতার না হইয়া, আশ্রয়জাতীয় ভগবানের লীলাসম্পাদনকারী। শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর বাক্যানুসারে শরণাগত শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার অনুকূল শিক্ষায় দিব্য-জ্ঞান লাভের প্রবৃত্তি হয়। শিক্ষাগুরু বহু থাকিলেও অবশ্য জানিবা যে দীক্ষাগুরুর সহিত তাঁহাদের মতভেদ নাই, পরন্তু তাঁহারা দীক্ষাদাতার সহায়ক বন্ধু। দিব্যজ্ঞানলাভে জীবের স্বরূপোদ্বোধন হয়। উদ্বোধিত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া বৈকুণ্ঠে ও পর জগতে কি করিয়া হরিসেবা করিতে হইবে, তাহা শিক্ষাগুরুবর্গের উপদেশ ও কৃপাতেই জানা যায়। কোন কোন সময় দীক্ষাগুরুও শিক্ষাগুরুর কার্য্য করেন। ভগবান্‌ চৈত্ত্যগুরুরূপে যাঁহার অকপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই ভগবদ্‌ভক্তকে মহান্ত-গুরুরূপে নির্দ্দেশ করিবার সম্যক্‌ প্রাপ্ত হন। ভগবদনুগ্রহক্রমে জীব শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণসরোজে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হন। শিক্ষাগুরুর অভাবে অনেক সময় মহান্তগুরু-প্রদত্ত অনুজ্ঞানও বিপথগত হইয়া পড়ে। জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—শ্রীগুরুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই। আচার্য্যাভেদজ্ঞানে শ্রীগুরু হইলে পরতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব—এই দুইটিই ভগবান্‌, কিন্তু পরস্পর পৃথক্‌। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্‌ দাস, শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ ভগবানই গুরুদেব। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব কর্ত্তা নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে স্বাংশরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন বিগ্রহ। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার অবজ্ঞা করা হয়। "কৃষ্ণ-সাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য-আস্বাদন", "কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ।" ভক্ত, কৃষ্ণ ও গুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের অস্তিত্ব থাকে না, উহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানমার্গ হইয়া যায়। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন নাই, কিন্তু ভগবদ্‌বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তগণ—সকলেই শ্রীগুরুদেবকে ভগবদ্‌-বুদ্ধি করিয়া থাকেন, কেহই প্রাকৃত-বুদ্ধি করেন না। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ-বুদ্ধি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তমই জানেন।" গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন,—

"গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ, নিত্য প্রভু॥"

শ্রীগুরুদেব লীলাপুরুষোত্তমের লীলার সঙ্গী। আমরা সেই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কিঙ্করানুকিঙ্কর, ইহাই আমাদের স্বরূপের পরিচয়। অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণই দেবতা। এই দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব কখনও ভোক্তা নহেন, তিনি নিত্যকাল ভগবদ্‌ভোগ্য— সেবক-ভগবান্‌। শ্রীকৃষ্ণই সেব্য-ভগবান্‌ বা ভোক্তা-ভগবান্‌। শ্রীগুরুদেব গোপীনাথ নহেন, তিনি গোপী। তিনি বিষয়বিগ্রহ নহেন—আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দমূর্ত্তি।

ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অপরে গুরু হইতে পারে না। শ্রীগুরুদেব অহৈতুক দয়াময় ও পরদুঃখদুঃখী। গুরুর দয়া দিয়াই কৃষ্ণকৃপা পাওয়া যায়। যাঁহার কপালের জোর খুব বেশী, তিনিই এই সুযোগ পান—গুরুকৃপাতে কৃষ্ণসেবা-সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীগুরুদেব দয়ার সাগর। তাঁহার দয়াসিন্ধুর একবিন্দু জীবকে আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিতে পারে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"গুরুর অবজ্ঞা করিতে নাই—শ্রৌতবাণীর নিন্দা করিতে নাই—বহুব্যক্তিকে পূজ্যজ্ঞানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করিতে নাই। অধোক্ষজ-প্রেষ্ঠজনের আশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য মঙ্গল নাই। শ্রীগুরুদেব ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী। ভগবান্‌ও যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, সেই গুরুদেবের পূজা সবচেয়ে বেশী। সমগ্র জগৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণু-পরমাণুতে গুরুর সত্তা পরিস্ফুট। তাঁহাদের অসম্মান বা অনাদর করা ভক্তসেবকের কর্ত্তব্য নহে। গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়। এই গভীর সূক্ষ্ম বা কঠিন পথায় আমাদের বৈষম্য বা গুরুদেবের আদেশেই বিচার হয় না, আমরা আশ্রিত তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, তিনি অমর্ত্ত্য—নিত্যবস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্য; সুতরাং শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে আমাদের মরণ বলিয়া কোন কথা আমাদের নাই। আমরা—বদ্ধজীব, শ্রীগুরুদেব—ঈশ্বরতত্ত্ব। আমরা যদি নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হই, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন। শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে জীবকে রক্ষা করেন। যিনি আমাদিগকে পুনঃপুনঃ মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিই গুরুদেব। জীবকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যিনি অমৃত শক্তি সঞ্চার করেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যাবৎ যে কাল পর্য্যন্ত গুরুপদ গ্রহণ করে, সে কাল পর্য্যন্ত গুরুর দর্শনলাভ ঘটে না। কর্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি সদ্‌গুরুর সন্ধান পায় না। শ্রীগুরুদেব আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তাহা নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য—ইহাই শরণাগতের বিচার।"

হরিভক্তি গুরুপূজাময়ী না হইলে তাহা হরিভক্তিই নহে। যাঁহার নিষ্কপট গুরুসেবাবুদ্ধি আছে তিনিই হরিভজন করিতে পারেন। নিষ্কপট গুরুসেবক বাহ্যে যতই সাধারণ অবস্থাপন্নরূপে প্রতিভাত হউন, তাঁহার মঙ্গল সুনিশ্চিত। গুরুসেবায় নিষ্কপটতাই সর্ব্বমঙ্গলজননী। গুরুকৃপা ছাড়া জীবের গতি নাই। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদই সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভরতা বা তাঁহার সম্পূর্ণ আনুগত্যই কৃষ্ণকৃপালাভের একমাত্র উপায়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব গৌরজন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাশক্তি—অবতার। শ্রীরূপরঘুনাথের পরম প্রিয় তিনি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রেষ্ঠজন তিনি। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে আমাদের নিত্যবান্ধব ও নিত্য-প্রভুরূপে বরণের সৌভাগ্য হইলে আমাদের মঙ্গল অনিবার্য্য। তাঁহার কৃপায় প্রতি নির্ভরতাই সকল মঙ্গলের মূল। আমরা যেন শ্রীল ঠাকুরের আনুগত্যে বলিতে পারি,—

ভক্তিবিনোদ, এই আশা করি',
বসিয়া গোদ্রুম বনে।
প্রভুকৃপা লাগি' ব্যাকুল অন্তরে
সদা কাঁদে সঙ্গোপনে॥

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবতশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible]কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদি পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অঙ্কিত হইয়া "গীতিকোষ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তিশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিবাদিনী'-টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জনমাত্রেরই অত্যাবশ্যক পাঠ্য গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২১ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৩০শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৬ই সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, বুধবার } ১৫৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ হৃষীকেশ, বার বুধবার, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—::(১০):—

পাপ হইতে পুণ্য ভাল, কিন্তু পুণ্য হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতা। ব্রাহ্মণের গুরু—বৈষ্ণব। বৈষ্ণব বা ভক্ত খুব বড় জিনিষ। এত বড় জিনিষ আর এ জগতে নাই। ভগবান্ নিজেই ভক্তকে মস্তকে রাখেন, বক্ষে স্থাপন করেন, এমন কি রাধারাণীর ভক্তের পদসেবা লাভ করেন। ভক্ত ভগবানের এত প্রিয়। শ্রীবৈষ্ণবের পাদোদকপানে ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। বৈষ্ণব পতিত-পাবন, দয়াবান্ ও বাঞ্ছাকল্পতরু। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তকে বড় করিয়াছেন। ভক্ত ছাড়া ভগবানের আর কেহ নাই। ভগবানের দাস, সখা, বন্ধু-বান্ধব, পিতা-মাতা, কান্তা—সকলেই তাঁহার ভক্ত। ভক্ত ভক্তির দ্বারা ভগবান্কে বশ করিয়াছেন। ভগবান্—ভক্তের প্রীতিডোরে বাঁধা পড়িয়াছেন। যেখানে স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি, সেখানে সেবা বা বৈষ্ণবতা স্বাভাবিক। ভালবাসাই লোককে গোলাম করে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার দাস না হইয়া পারে না, অর্থাৎ তাহার সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। তাই প্রীতির স্বভাব। যেখানে নিজেকে বৈষ্ণবের সেবক বলিয়া অভিমান, সেখানে সেই গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি আপন-জ্ঞান বা ভালবাসা আছে। এই ভালবাসা নিবিড়ভাবে প্রেমের টান। ইহা কাল্পনিক ব্যাপার নহে। যিনি ভাল বাসিয়াছেন, তিনিই জানেন, ভালবাসার কত আকর্ষণ। যেখানে ভালবাসা, সেখানেই টান, সেখানেই সখ্য, সেখানেই সেবাদি যা' কিছু সব। জানি না, গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি—টান বা প্রীতি কবে হইবে?

বৈষ্ণবের সহিতই শ্রীভগবৎকথা বহু দিন শ্রবণ করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা নামে রতি বা প্রীতি লাভ করিতে পারিব। নিষ্কিঞ্চন না হইলে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের সঙ্গ করা যায় না। অসৎসঙ্গলিপ্সা যাঁহার আছে, তিনি সকিঞ্চন। সেই অসৎ-সঙ্গলিপ্সু সত্যের সঙ্গ কি করিয়া করিবে? সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে নিষ্কিঞ্চন হইতে হইবে। নিষ্কিঞ্চনতা অর্থাৎ সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হরিজন-বৈষ্ণবে শরণাগতি। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সার। যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের চরণে শরণাগত, গুরু-বৈষ্ণবের দাস, ভগবান্ তাঁহাদিগকেই তাঁহার দুর্লভ সঙ্গ দান করেন। যিনি ভগবানের নিকট সর্ব্বক্ষণ দাস্য প্রার্থনা করেন, ভগবান্ তাঁহার হইয়া যান। শাস্ত্র বলেন,—

যে তাঁহার দাস্যপদ ভাবে নিরন্তর।
তাঁহার অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তাঁর 'সেবকবৎসল'।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্যবল॥

— —

বৈষ্ণবগণ তৃণাদপি-সুনীচ। তাঁহারা কখনও আপনাকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলেন না। তাঁহারা দৈন্যসহকারে আপনাদিগকে অধম, চণ্ডাল, নীচ, পাতক, পামর, অযোগ্য প্রভৃতি বলিয়া থাকেন। যে-সকল হরিবিমুখ ব্যক্তি তাঁহাদের দৈন্যের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া তাঁহাদের অতিমর্ত্ত্য দৈন্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করে, তাহাদের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ব্যক্তিগত অসম্মান অবিচলিতচিত্তে সহ্য করিলেও সেইসকল আত্মিক বিমুখ ব্যক্তিগণের জ্ঞানসঞ্চারের জন্য বৈষ্ণবগুরুর দাসগণ সাধারণের নিকট আত্মশ্লাঘী বলিয়া প্রচারিত হইয়াও নির্ভীকভাবে গুরুবর্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ভগবান্ কখনও ভক্তমর্য্যাদালঙ্ঘন সহ্য করেন না। যাহারা দাম্ভিকতা করিয়া ভক্তকে লঙ্ঘন করে, সে-সকল ব্যক্তি বাহ্যতঃ যতই ভগবানের সেবার আড়ম্বর প্রদর্শন করুক না কেন, ভগবান্ তাহাদের কোন সেবাই গ্রহণ করেন না, ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

বহির্জীব হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারে না। হরিনাম-কীর্ত্তনকারী মুক্ত-পুরুষের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সেবোন্মুখতা উপস্থিত হইলে কৃপাময় হরিনাম সেই সেবোন্মুখ সুকৃতি ব্যক্তির জিহ্বাতে স্বতঃই উদিত হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-শ্রবণের দ্বারাই অকপট-প্রবৃত্তির দ্বারা হইতে নাম পাওয়া যায়। নামের সম্বন্ধই হরিনাম, হরিনামই পারমার্থ। যার হরিভক্তের সঙ্গ: তিনি আর কাহারও নহেন। ভগবান্ যাঁহার, যিনি ভগবদ্ধনে ধনী, যিনি সাক্ষাৎ ধাম বা ভগবচ্ছক্তিবিগ্রহ, সেই মায়াচার্য্যই বাস্তব মহাজন বা কৃষ্ণধনে ধনী। ভক্তকে যিনি আপন করিতে পারিয়াছেন, ভগবান্ ত' তাঁহারই। সেইজন্য বলি ভক্তের কৃপা ছাড়া গতি নাই। ভক্তের সঙ্গ ছাড়া ভগবানের সঙ্গ পাইবার উপায় নাই।

প্রাকৃত দর্শনে ত্যাগের নামই সন্ন্যাস বা অসংসঙ্গ-ত্যাগ। ভগবদ্ভক্ত জনেই সন্ন্যাসের সম্মান। মায়াবাদিগণ ত্যাগ করিতে করিতে ভগবান্কে পর্য্যন্ত ত্যাগ—ভগবানের সহিতও সন্ন্যাস করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তদিগের সন্ন্যাস—মুক্তি ও ভুক্তির সহিত। মায়াবাদী-সন্ন্যাসিগণ ভুক্তির সহিত সন্ন্যাস করিতে গিয়া ভক্তির সহিত সন্ন্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন, আর ভগবদ্ভক্ত ভুক্তি ও মুক্তি-কামনার সহিত সন্ন্যাস করিয়া ভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় করিয়াছেন। এইখানেই মায়াবাদী-সন্ন্যাসী বা ত্যাগীর সহিত ভক্ত-সন্ন্যাসীর পার্থক্য।

অনেকে মনে করেন, ভক্তিমার্গটি বুঝি কোমলপুষ্পাস্তরণে আচ্ছাদিত। অন্ধ-বিশ্বাস, উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বিচার-রাহিত্য, ভাবপ্রবণতা, মনের উচ্ছ্বাস—এই সমস্তই ভক্তিপথ্যের পথ্য। কিন্তু শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের বাক্য হইতে জানা যায় যে, ভক্তিপথটি জীবের পরমপ্রয়োজন-লাভের একমাত্র রাজকীয় বর্ত্ম হইলেও উহা কোটি কণ্টকময়।

ভক্তিপথের যাত্রিগণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে ভগবচ্চরণকমলের সন্নিধানে পৌঁছিয়া প্রেমামৃত-রস আস্বাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য নির্হেতুক-কৃপাসিন্ধু ভগবৎ-প্রেরিত আচার্য্যগণ ভক্তিপথে প্রবেশেচ্ছু-গণকে পথের কোটী বিঘ্নাদির কথা জানাইয়া পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া থাকেন। আচার্য্যগণের এইরূপ স্বভাবসুলভ দুঃস্থ জীবের প্রতি অহৈতুকী দয়ার উদাহরণ।

ভক্ত উদ্ধারণ হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শরণাগতি

——::(:০:)::——

শরণাগতিই ভক্তির মূল। শরণাগতিই ভক্তের আত্মনিবেদন। যেখানে শরণাগতি নাই, সেখানে ভক্তিও নাই। আত্মনিবেদনের অপর নাম শরণাগতি। শরণাগতিই জীবের স্বাভাবিক নিত্যধর্ম। উহা বাহিরের জিনিষ নয়, প্রত্যেক জীবে ইহা সহজভাবে আছে। শরণাগতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। অকিঞ্চন না হইলে শরণাগত হওয়া যায় না আত্মসমর্পণ হয় না।

শরণাগতের অকিঞ্চনের একটি লক্ষণ।
তাঁ'র মধ্যে প্রবেশের আত্মসমর্পণ ॥

জাগতিক কোন বস্তুর সহিত অকিঞ্চনের কোন সম্বন্ধ নাই। ভগবান্‌ই অকিঞ্চনের একমাত্র আশ্রয়। অকিঞ্চন না হইলে শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গে পাওয়া যায় না এবং তাঁহারাও সঙ্গ দেন না। আত্মনিবেদন না করিলে—শরণাগত বা অকিঞ্চন না হইলে সেবায় অধিকার হয় না। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"গুরুদেবের পাদপদ্মের ধূলি হ'তে হ'বে; উহাই আমাদের স্বরূপ। অকিঞ্চন হ'য়ে বৈষ্ণবের সঙ্গে যেতে হ'বে। দাসখত লিখে দিতে হ'বে, দাস হ'য়ে আত্মনিবেদন। যে আত্মনিবেদন করে না, কায়, মন ও বাক্য—এই তিনটিকে দাসখত দেয় না, তাহার শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্মের সঙ্গে যা'বার অধিকার হয় না, বৈষ্ণবগণ তাকে সঙ্গে যা'বার অবকাশ দেন না"।

আমাদের সেবা হইল না, আমাদের অনর্থনিবৃত্তি হইতেছে না বলিয়া আমরা অনেক সময় দুঃখ করি। কিন্তু আমরা অকিঞ্চন হইতেছি কিনা, অকিঞ্চনের সেবক হ'তে পারিয়াছি কিনা, তাহা অকপটভাবে বুকে হাত দিয়া চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি কি? যদি অকিঞ্চন হইতাম, তাহা হইলে ত' নিশ্চয়ই শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গ পাইতাম। কিন্তু তাহা ত' হইতে পারি নাই। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অকিঞ্চন হইলে ত' বৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপা করিবেন। জানি না, কবে সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবকে আপনজ্ঞান করিতে পারিব? কবে তাঁহাদের কৃপা পাইব? সেই দিন আমার কবে হইবে—যেদিন শুদ্ধ-বৈষ্ণব আমাকে আপন বলিয়া জানিবেন?

আমার এমন ভাগ্য কতদিনে হ'বে।
আমারে আপন বলি' জানিবে বৈষ্ণবে ॥
কৃপাবলোকন করি' বৈষ্ণব ঠাকুর।
কৃপা করি' আমাকে দিবেন আলিঙ্গন ॥

(কল্যাণকল্পতরু)

শরণাগতির পর ভজন আরম্ভ হয়। শরণাগতকেই ভক্ত বলা হয়। শরণাগতিই ভক্তি, শরণাগতই বলী, শরণাগতই নির্ভয়। শরণাগত না হইলে জীবের মায়ার হাত হইতে উদ্ধার নাই। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত শরণাগত ভক্তেরই অনর্থনাশ সম্ভব। 'হে কৃষ্ণ! আমি তোমার'—এই কথা কায়-মনো-বাক্যে অকপটে যিনি বলেন, দয়াময় কৃষ্ণ তাঁহাকে মায়াবদ্ধ হ'তে পার করেন।

'কৃষ্ণ তোমার হঙ'—যদি বলে একবার।
মায়াবদ্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার ॥

(চৈঃ চঃ)

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥

(রামায়ণ)

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণের মিলন-সময়ে সুগ্রীবকে বলিয়াছেন—আমার ব্রত এই যে, যদি কেহ একবারও প্রপন্ন হইয়া একবারও "তোমার আমি" এই কথা বলিয়া আমার অভয় যাচ্ঞা করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে সর্ব্বদা তাহা দিয়া থাকি।

অনেকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে এক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা নয়। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়, কিন্তু অনন্যভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকারনিবারক বিশেষণ মাত্র"। সাধুসঙ্গ হইতে ভক্তি শুরু হয়। তৎপূর্ব্বে ভক্তির কোন কথা নাই। 'কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।' সাধুসঙ্গের বিশেষ দরকার। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে আমাদের বন্ধন খুলিয়া যাইবে, সমস্ত অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। যেখানে কৃষ্ণকে আপনজ্ঞান, সেখানে পূর্ণ শরণাগতি পালিত হইবে। যেখানে শরণাগতি, অকিঞ্চনতা বা দীনতার উপলব্ধি, সেইখানেই শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গ। সাধুসঙ্গের পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা, তাহা ভক্ত্যঙ্গ নহে। সাধুসঙ্গের পরে যে শ্রদ্ধা, তাহাই ভক্ত্যঙ্গ। শরণাগতিতে চাওয়া বা কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই—নিজ-সুখবাঞ্ছা নাই। শরণাগতি যত দৃঢ় হইতেছে, বাসনা, পুরুষাভিমান প্রভৃতি ততই হ্রাস পাইতেছে। স্বতন্ত্রতা ত' ভোগোন্মুখতা। শরণাগতিতে সেবোন্মুখ শরণাগতের ভোগোন্মুখতারূপ স্বতন্ত্রতা কি করিয়া থাকিবে?

তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধা ও শরণাগতিকে এক বলিয়া স্থির করেন। শ্রদ্ধার লক্ষণ—ছয় প্রকার শরণাগতি। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"শাস্ত্রার্থবিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হইলে জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হ'লে আর ভয় নাই। অতএব শ্রদ্ধা অভিধানে শরণাগতি-লক্ষণ তাহা লক্ষিত হয়।" শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রপত্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই আমার মঙ্গল নাই, অতএব আমি সেই শ্রীচরণে শরণাগত হইলাম—এই দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, শরণাগতি বা প্রপত্তি। শরণাগতের প্রার্থনা এইরূপ—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা
ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং
নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥

"হে ভগবন্! আমি কামাদি রিপুগণের বহু দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি। তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না। আমি এমন নির্লজ্জ যে, তথাপি তাহাদের সঙ্গ-ত্যাগের ইচ্ছা আমার নাই! হে কৃষ্ণ! সম্প্রতি সদ্গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া সদ্বুদ্ধি লাভ করত তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে নিজ-দাস্য প্রদান কর।"

সবই কৃষ্ণের ইচ্ছায় হয়, কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই। তাঁহার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিলাইলেই মঙ্গল। তাঁহার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিলানের নামই শরণাগতি। স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা ছাড়িয়া ভগবৎপাদপদ্মে নমস্কার করাই শরণাগতি বা কৃষ্ণাধীনতা। কৃষ্ণাধীনই শরণাগত। শাস্ত্র বলেন,—'জীব সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অধীন ও স্বাধীন জীবন-বিশিষ্ট বলিয়া বিশেষরূপে স্বনীয় সামর্থ্যাদি পরিত্যাগ করিবে। ঈশ্বরের সার্ব্বভৌমত্বে তাহার কোন বস্তুই অন্যথা হয় না। যে প্রাণ তাঁহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে অর্পণ করিয়াছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে শয়ন করিয়া থাকেন।'

যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ, তাই জান ভাল।
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা দূরে ও জঞ্জাল ॥
দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ ইচ্ছা করে যবে ॥
কৃষ্ণ ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা।
তা'র ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা ॥

(শোকশাতন)

মাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং
জনার্দ্দনম্।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥

—'হে ভগবন্! আমি দেবদেব জনার্দ্দনরূপী আপনার শরণাগত হইতেছি।'—এইরূপে যিনি আমার (ভগবানের) শরণাগত হন, আমি তাঁহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

পূর্ণ শরণাগতিই ভজনের সিদ্ধি। ব্রজবাসিগণই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শরণাগত। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গৌড়ীয় গোস্বামিগণই শরণাগতির শিক্ষক। শরণাগত ব্যক্তি 'বড় আমি' হ'তে চান না। তাঁহারা 'দাস আমি' হইবার বিচারে প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্র শরণাগতিকে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥

এই ছয়প্রকার শরণাগতি আবার কায়িক, বাচিক, মানসিকভেদে তিন তিন প্রকার। ভক্তগণ কায় মনো-বাক্যের দ্বারা ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া বাস করেন। শরণাগত ভক্ত 'হে ভগবন্! আমি তোমার' ইহা মুখে বলিয়া, মনে জানিয়া এবং শরীরদ্বারা ভগবল্লীলা-স্থান আশ্রয়পূর্ব্বক আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥

শরণাগতির যে ছয়টী লক্ষণ আছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণই শরণাগতির অঙ্গী এবং অপর পাঁচটী এই অঙ্গীর অঙ্গ। যাঁহারা কৃষ্ণকে একমাত্র পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ করেন নাই বা তদ্বিষয়ে যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনতা আছে, তাঁহারা পূর্ণ শরণাগত নহেন। শরণাগতিই গীতার চরম শিক্ষা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আমাদের সকলকে তদ্রূপে শরণাগত হইবার উপদেশ দিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ ॥

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু উক্ত শ্লোকের 'মামেব' অর্থাৎ 'আমাকে' এই পদের টীকায় লিখিয়াছেন,—"সর্ব্বেশ্বর মায়াধীশ শরণাগত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমাকে যাঁহারা সাধু প্রভৃতি সঙ্গ হইতে অবগত হইয়া আমার শরণগ্রহণ করেন, তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র গোষ্পদ অতিক্রম করার ন্যায় অনায়াসেই পার হইতে পারেন এবং আমার কৃপায় আমার মায়াকে অতিক্রম করিয়া একমাত্র আনন্দের আকর মায়াধীশ আমাকে লাভ করেন। 'আমাকে' এই পদদ্বারা আমি ব্যতীত আমার আজ্ঞাপালক ব্রহ্মরুদ্রাদির শরণাগত হইলে মুক্ত হওয়া যাইবে না; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন, একমাত্র পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলে মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। দেবগণ মুচুকুন্দকে বলিয়াছেন,—তুমি আমাদের নিকট অন্য বর গ্রহণ কর, আমরা মুক্তি দিতে পারিব না। একমাত্র ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণু মুক্তির অধিপতি। দেবাদিদেব শিবও ঘণ্টাকর্ণকে বলিয়াছেন,—"সকল জীবের মুক্তিপ্রদাতা একমাত্র বিষ্ণু। এ বিষয় সংশয় নাই।"

বৈষ্ণব-সম্রাট্-মুকুটমণি বর্ত্তমান কালের শুদ্ধভক্তিস্রোতের মূলপুরুষ নিত্যসিদ্ধ গৌরনিজজন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে শরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় শরণাগত হইবার একমাত্র উপায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে,—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ॥

আমরা অশরণাগত দুর্ব্বল জীব। শরণাগত বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত আমরা কখনও শরণাগতি লাভ করিতে পারি না। কৃষ্ণ বৈষ্ণবেরই একচেটিয়া সম্পত্তি।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে
চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিজনে ॥

সুতরাং বৈষ্ণবই একমাত্র কৃষ্ণকে দান করিতে পারেন। আমরা শরণাগত ও বৈষ্ণবসেবার কাঙ্গাল হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া বৈষ্ণবের অনুসরণ করিলেই আমাদের শরণাগতি সিদ্ধ হ। শরণাগত ভক্ত ভগবানের সহিত যুক্ত। তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি বা দেহাসক্তি নাই। ভজনপ্রতিকূল বিষয়ত্যাগে তাঁহার খুব দৃঢ়তা। শ্রীবৈষ্ণবচরণে শরণাগতিই প্রতিষ্ঠা-ত্যাগের একমাত্র উপায়। বৈষ্ণব-শরণাগতিই বৈষ্ণবের স্বরূপলক্ষণ। শরণাগতিই জীবের জীবন ও ভূষণস্বরূপ। শরণাগত সরল; কপট ও মৎসর নহেন। তিনি হরিগুরুবৈষ্ণবের দাসাভিমানী, উহাদের গোলাম নহেন। শরণাগতের জন্য সতত আশায় ভরপুর; সেখানে হতাশা বা নিরাশার লেশমাত্রও নাই। বিক্রীত পশুর ন্যায় তাঁহার বিচার। তিনি নিজের ভরণ পোষণের চিন্তা আদৌ করেন না, পরন্তু সর্বক্ষণ সেবাচিন্তায় বিভোর থাকেন। শরণাগত ভক্তের ভয় নাই। তিনি নির্ভীক। অতএব শরণাগত ভক্তের বিনাশ নাই। সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় ভগবান্ তাঁহার নিত্যরক্ষক। 'প্রভু আমাকে অদ্য বা এক শত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্যই কৃপা করিবেন। আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ছাড়িব না'— এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সকলেরই ভক্তি-সাধকের একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই জন্মেই হউক বা কোটি জন্মেই হউক, আমার কৃষ্ণকে পাওয়া চাই ই—এইরূপ দৃঢ়তা সকলেরই থাকা দরকার, নতুবা ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। দুর্ভাগা আমি শরণাগত কাহাকে বলে জানি না, অতএবই আজ আমার এই দুরবস্থা।

দীনের আত্ম-শুদ্ধি

[শ্রীগুরুপূজা-বাসরে প্রাপ্ত]

অদ্য আমাদের শিক্ষাগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের ৭৭তম বর্ষ-পূর্ত্তি প্রাকট্য-তিথি। এই মহা-উদার তিথি-বরা মাদৃশ পাষণ্ডাধম জীবের প্রতি পরম কৃপাপরবশ হইয়া সমাগতা হইয়াছেন। আমার এরূপ যোগ্যতা নাই, যাহাদ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কারুণ্যঘনবিগ্রহ-প্রাকট্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি বা এই পাবন-পাবনী তিথিবরার স্তুতি আরাধনা করিতে পারি। এক বৎসরমধ্যে আমাদের দীক্ষা-গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছে, আর এক গৌর-পঞ্চমীতে তাঁহারই ছায়া বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবত্তত্ত্ব একমাত্র হইয়াও ছয়টী পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। দীক্ষা-শিক্ষাভেদে গুরুদ্বয়, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণ, ঈশাবতার শ্রীঅদ্বৈত, তাঁহার প্রকাশ প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণ ও ঈশস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই ছয়রূপে বিলাস করেন। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—'গুরুপদ-শব্দে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুকে বুঝায়। উভয়েই আশ্রয় জাতীয়। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর লীলাভেদ থাকিলেও শিষ্যের নিকট উভয়েই সমতুল্য ও সমভাবে পূজ্য। আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু অভিষেক-বিগ্রহ, সুতরাং ঐ আশ্রয়-বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞান-দাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচ-ভাব প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে।" সুতরাং আমাদের দীক্ষাগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রকট-তিথি শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমী আমাদের যেরূপ পূজনীয়া, তদ্রূপ শিক্ষাগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রকট-তিথি শ্রীগৌর-পঞ্চমী-তিথির পূজা করাও আমাদের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এই দুই তিথিতে যাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও ভেদবুদ্ধি না হয়, ইহাই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে প্রার্থনা।

সাধুগুরু ও শাস্ত্রবাণীতে শ্রবণ করিয়াছি, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা প্রকৃষ্টরূপে সাধিত না হইলে জীবের আত্মমঙ্গল লাভ হয় না। কিন্তু গুরুপূজা করিতে হইলে পূজ্য ও পূজার স্বরূপজ্ঞান ও পূজকের স্ব-স্বরূপস্ফূর্ত্তির একান্ত প্রয়োজন। নতুবা কে কাহার পূজা করিবে? আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আশ্রিত সেবকের সম্বন্ধজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিলে শ্রীগুরুপূজার অধিকার লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য। সেই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীগুরুপাদপদ্ম যাঁহার জীবন-ভূষণ, ভজন-পূজন, যথাসর্ব্বস্ব, সেই শ্রীগুরুসেবকই আমাদিগকে শ্রীগুরুপূজার অধিকার দান করিতে পারেন। তাই আমাদের প্রার্থনা, আমরা যেন নিজে নিজে গুরুপূজার দাম্ভিকতা না করিয়া গুরুপাদপদ্মের শ্রেষ্ঠ সেবকের আনুগত্যে গুরুপূজার অভিলাষী হই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকট লীলার পর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের আচার্য্যলীলা কালোপযোগিত নানা-প্রকার সৌভাগ্যের মধ্যদিয়া শুদ্ধভক্ত-পরায়ণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীগুরুসেবার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলায় সমস্ত সংসার যেন এক কি-কর্ত্তব্যবিমূঢ় গৌড়ীয়গগন অন্ধকার হইবার উপক্রম হইয়াছিল, শ্রীল প্রভুপাদেরই দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী প্রভুর কৃপাপ্রসাদে সেই অন্ধকার অপসারিত হইয়াছে। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আলোর অবতার, আলোর আবির্ভাবে অন্ধকার বিদূরিত হয় এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই কৃপালোকে অন্ধকারের হেয়ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাবদান্যতা শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় আরও উজ্জ্বলভাবে জগতে প্রকাশিত হইতেছে ও হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাবৈশিষ্ট্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারাই শ্রীল আচার্য্যদেবের আচার ও প্রচারের মধ্যে তাহা স্পষ্টভাবে দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার বাণী অভিন্ন। শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাবাণীই বাণীশ্রেষ্ঠরূপে মূর্ত্তি ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত হইতে পারিলেই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের বাণী বুঝিতে পারিব, শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেই আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের স্বরূপ জানিতে পারিব। নতুবা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বহু শিষ্যের ন্যায় আমরাও শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য বলিয়া দাবী করিয়াও প্রভুপাদের সেবা হইতে বঞ্চিত হইব।

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাকট্য-লীলায় আমরা হরিতোষণ ও বিশ্বমোহন—এক দুইটী লীলার অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। তিনি আমার ন্যায় অভাবিলাষী কপটীর নিকট বজ্র হইতেও কঠোর, আবার নিষ্কপট হরিভজন-পিপাসুর নিকট কুসুম হইতেও কোমল। তাঁহার প্রাকট্যলীলায় পাঠ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, কুটী নাটীর স্বরূপ অভিন্নরূপে ব্যক্ত হইয়া হরিভজনেচ্ছু সাধকের আত্মমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। তাঁহার আচারে ও প্রচারে একৈকশরণতা বা শরণাগতির আদর্শে আমার ন্যায় অহঙ্কারবিমূঢ় জীবের 'আমি—কর্ত্তা'-অভিমান চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার প্রাকট্যলীলায় অধোক্ষজবস্তুর স্বতঃপ্রবৃত্তের নিকট আদর্শ স্ব-স্বরূপাভিব্যক্তিমানী ব্যক্তির স্বচ্ছ চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্ত্তন করিবার সামর্থ্য আমার নাই। তবে শুনিয়াছি, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তনের দ্বারাই শ্রীগুরুপূজা সম্পাদন হয়, গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা হয়। কিন্তু আমার ন্যায় বিষয় মদান্ধ ব্যক্তি তাঁহার অনন্ত গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই যাহাতে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের গুণাবলীশ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-উৎসব

——::(০)::——

কাশীতে

গত ৩রা সেপ্টেম্বর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-উৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস মঙ্গলারাত্রিকান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ ১ম অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের কারণ বিশদভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পঞ্চঅধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হয় এবং রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। উক্ত দিবস পাঠের মধ্যে মধ্যে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। ঐ দিন বারাণসীর বহু সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাবৃন্দ শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। পর দিবস সকাল হইতে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও নন্দোৎসব-বিষয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। বেলা ১২॥০ ঘটিকায় সমস্ত শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকের পর প্রায় ৬০০ শত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দিল্লীতে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ৩রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতি-বার শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথি পালন ও তৎপর দিবস শ্রীশ্রীনন্দ-মহামহোৎসব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় বিশেষ হরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথি দিবস শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর পাঠ কীর্ত্তন শ্রীতুলসী-দেবীর মন্দির পরিক্রমা হয়। তৎপরে গৌড়ীয়ভাষ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-সম্বন্ধে পাঠ হয়। সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিসাধী প্রভু তিথি ও মহামহোৎসব বহু সজ্জনের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরে রাত্রি ১২ ঘটিকায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে পূজা, কীর্ত্তন, ও অনুকল্প হয়।

পরদিবস শ্রীশ্রীনন্দ মহারাজের অহৈতুকী কৃপা-প্রার্থনামুখে সমস্তদিন ধরিয়া ভক্তবৃন্দ পাষণ্ড ও ভজন হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর বহু ভদ্র মহিলা ও মহোদয়কে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের	এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	" সিকি কলম	১৫৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২০৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	" এক কলম	৩৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] ভাগবতাচার্য্য বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অভিনব পাঠ্যগ্রন্থখানা শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীগৌর-প্রকটপৌর্ণমাসীতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যপাঠ্যরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধারণ যে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগরূপ এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিভিন্নস্থানে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিবিধ সংবাদ

অধিবাসী অপসারণ সমস্যায় জমিদারের সহযোগিতা

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ পি এন্‌ ব্যানার্জী বিগত ১৮ই আগষ্ট তারিখে পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকার সময় রাইটার্স বিল্ডিংস্থিত ক্যাবিনেট-কক্ষে বাঙ্গলা দেশের নেতৃস্থানীয় ভূম্যধিকারীগণের এক কনফারেন্স আহ্বান করিয়াছিলেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থা অনিবার্য্য যে সমুদয় লোককে তাহাদের বসতবাটী হইতে অপসারণ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে ভূম্যধিকারীগণের বাস-স্থলের জমিতে বসবাস করিবার সুযোগ দিয়া কি প্রকারে সাহায্য করা যাইতে পারে, তাহা আলোচনা করাই এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা এই কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর, ময়মনসিংহের মহারাজা, নাশিপুরের রাজা বাহাদুর ও স্যার বি, পি, সিংহ রায়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কনফারেন্সের উদ্বোধন করিতে যাইয়া মাননীয় রাজস্ব সচিব লোকাপসারণ ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের নীতি বর্ণনা করেন এবং অপসারিত লোকদিগকে বসবাস করিবার জন্য জমি দিয়া সাহায্য করার জন্য তিনি জমিদারগণকে অনুরোধ করেন। যে সমুদয় জমিদার এই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং অপসারিত লোকদের দুর্দ্দশা লাঘব করার জন্য সকল সম্ভাব্য উপায়ে ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত মেদিনীপুরে এই সমুদয় অপসারিত লোকের জন্য বিনা-সেলামীতে ৬০,০০০ ষাট হাজার একর বাস-স্থলের জমি বন্দোবস্ত দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। জমিদারগণের বাস-স্থলীর জন্য অপসারিত লোকদিগের নিকট হইতে সেলামী লওয়ার যে প্রশ্ন রহিয়াছে এবং অপসারণ হেতু সাধারণতঃ জমিদারগণের যে অসুবিধা ঘটিতেছে, তাহাও সভায় আলোচিত হয়। এই সমুদয় বিষয় ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাপারে বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

চাউলের আমদানী-রপ্তানি

গভর্ণমেণ্টের স্থানীয় কর্ম্মচারীগণের প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ অথবা পরোক্ষ কারণে অন্য চাউলের অবাধ আমদানী কোন কোন স্থলে ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে। সম্প্রতি জেলার মধ্যে এরূপ একটি আদেশ জারি আছে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোথাও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত আছে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট অবগত নহেন। আড়তদারের কোন ব্যবসায়ী যদি ঐ সব কারণে কোন অসুবিধা অনুভব করেন বা অসুবিধা হইবে বলিয়া আশঙ্কা করেন, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে ঐ বিষয় সংশ্লিষ্ট জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরকে জানাইবেন। সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের অফিস বর্ত্তমানে কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংসে অবস্থিত। যান-বাহনের অভাবে যদি প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য আমদানী রপ্তানীতে বাধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও ঐ ব্যাপারে সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন

আগামী ২রা ডিসেম্বর কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশন অনুষ্ঠিত হইবে। স্যার মির্জ্জা ইসমাইল কনভোকেশন-বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভারত-সমস্যার [illegible] দোষ ও গুণের বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং সমন্বয়ের [illegible] সাধারণ সমন্বয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিশ্বগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সময়ে যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৵০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন বাড়িতেছে। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার [illegible] কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ-সম্পাদিত
শ্রী[illegible]কিশোর অধিকারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সঙ্গীত শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ
—০—
এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিভিন্ন গীত-সমূহ তাঁহার হস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও শুদ্ধিত করিয়া "শব্দার্থ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীভজনদীপিকা
—০—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জন-সাধুগণ প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২৩ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১লা আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৮ই সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ১৫৬-১৫৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ হৃষীকেশ, তিথি পার্শ্বৈকাদশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

গান্ধর্ব্বা

——::(০)::——

শ্রীগান্ধর্ব্বা বা শ্রীগান্ধর্ব্বিকাই শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধা। তিনি নৃত্য, গীত ও বাদ্যে অত্যন্ত পটু বলিয়া তাঁহাকে গান্ধর্ব্বা বলা হয়। কৃষ্ণের আরাধনা বা ইন্দ্রিয়তোষণই তাঁহার ব্রত বলিয়া তাঁহার নাম 'রাধা'। শ্রীরাধা অপ্রাকৃত পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমা-স্বরূপিণী। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অধোক্ষজ স্বরূপ, শ্রীরাধাও তেমনই অধোক্ষজা স্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্, শ্রীরাধা পূর্ণশক্তিমতী। একটী বিষয়, অপরটী আশ্রয়; একজন ভোক্তা, অন্য জন ভোগ্য। এই দুই বস্তু অভিন্ন অর্থাৎ ইঁহারা একস্বরূপ হইয়াও লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য আস্বাদক ও আস্বাদ্যরূপে প্রকাশিত। শ্রীরাধাই আরাধ্য। শ্রীরাধা গৌড়ীয়ের একমাত্র উপাস্য-দেবতা। গৌড়ীয় না হইলে শ্রীরাধাভজনের যোগ্যতা লাভ বা মর্ম্ম উপলব্ধি হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ভুবন-মোহন, আর শ্রীমতী ভুবনমোহন-মনোমোহিনী। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারই একচেটিয়া সম্পত্তি, শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু। শ্রীকৃষ্ণের সেবা শ্রীরাধার কৃপাতেই লাভ হয়। গোলোক ও বৈকুণ্ঠে যত শক্তি ও লক্ষ্মী আছেন, শ্রীরাধা সকলেরই মূল। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের গুরু। তিনি কৃষ্ণময়ী, তাঁহার অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণতন্ময়তা। সাক্ষাৎ হরিপ্রিয়া বা হরির অবতারগণেও শ্রীবার্ষভানবী তাঁহার আনন্দকণামাত্র নহেন। সর্ব্বাধারা কৃষ্ণ-কামপূর্ত্তি মূর্ত্তি, সুতরাং অবিসংবাদিতরূপে—নিত্যসত্যরূপে হরিমনোময়ী। তিনি কৃষ্ণ-কামবশতিরূপিণী। তিনি জীবজাতীয় নহেন, তিনি আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবিগ্রহ। লীলা-বিলাসার্থ স্বয়ংরূপই স্বয়ংরূপারূপে প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপশক্তিমান্, আর শ্রীরাধা স্বরূপ-শক্তি। তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই, তিনি সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি। তিনি সমস্ত শোভার খনি, ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার রূপ-গুণে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট—তাঁহার প্রেমে বশীভূত। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদ প্রদান করেন বলিয়া তাঁহার নাম আহ্লাদিনী। শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী মহাভাব-স্বরূপিণী মহাভাব-চিন্তামণি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা। তাঁহার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় আর কেহ নাই। তাঁহার অপার মহিমার কথা শ্রীকৃষ্ণও বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। শ্রীমতী কৃষ্ণের নির্ম্মল প্রেমরূপ রত্নের আকর অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুর মূর্ত্তবিগ্রহ। একা শ্রীরাধিকাই শ্রীহরির বাঞ্ছাপূর্ত্তির জন্য সমর্থা, আর কেহই নয়। ইনি শ্রীকৃষ্ণ-উজ্জ্বলরসের আচার্য্য। শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রণয়বিকার। শ্রীরাধা সর্ব্ব-গুণখনি, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি। তাঁহার চিত্তেন্দ্রিয়কায় কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত। তিনি কৃষ্ণের নিজশক্তি, অতএব তাঁহার ক্রীড়ার একমাত্র সহায়। শ্রীমতী রাধিকা সমস্ত কান্তাগণের অংশিনী অর্থাৎ তাঁহার অংশ হইতে লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণ প্রকাশিত। পরদেবতা শ্রীরাধিকা সর্ব্ব-পূজ্যা ও কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ায় বসতিনগরী। ইনি গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দমোহিনী ও গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব। ইনি সর্ব্বপূজ্যা, পরম-দেবতা, সর্ব্বপালিকা ও সর্ব্বজগতের মাতা। শ্রীরাধা কৃষ্ণের বাঞ্ছা ও কৃষ্ণপ্রাণধন।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উপাস্যদ্বয়ের চরম-সীমা। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস বিষয়ত্বের দেবতা, আর শ্রীরাধা আশ্রয়-তত্ত্বের দেবতা। শ্রীকৃষ্ণই গৌড়ীয়ের নাথ, আর শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই গৌড়ীয়গণের ঈশ্বরী অর্থাৎ জীবিতেশ্বরী। শ্রীকৃষ্ণই রসময়, শ্রীরাধা তাঁহাতে প্রেমময়ী; কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী সকলের মুখ্যা। তাঁহাদের উভয়েরই শত কোটি সংখ্যক গণনাযূথ আছে। মহাবাসের সময় শতকোটি গোপললনার সমাবেশের কথা শুনা যায়। শ্রীরাধার ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—এই প্রধান অষ্টসখী। শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠা এবং সকল বিষয়ে শ্রীচন্দ্রাবলী অপেক্ষা অধিক। শ্রীরাধা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়, তাঁহার কুণ্ডও তদ্রূপ। ব্রজাঙ্গনাগণ সকলেই শ্রীমতীর কায়ব্যূহ। তিনিই বিভিন্নমূর্ত্তিতে কৃষ্ণসেবা করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় অপূর্ব্ব রূপ আর কাহারও নাই। শ্রীরাধার নিজজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর বলিয়াছেন—"শ্রীমতী রাধিকা স্বরূপ কৃষ্ণের প্রেম-প্রণয়বিকার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিমতী প্রীতি। তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি। শ্রীরাধা রাজা বৃষভানু ও রাণী কীর্ত্তিদার তনয়ারূপে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং অন্তে মহাভাব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীমতীরূপে বিরাজমানা। কৃষ্ণ সচ্চিদ্বিগ্রহ স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি মদনমোহন কামদেবরূপে, পুষ্পবাণ গোবিন্দ-রূপে এবং অনঙ্গ গোপীজনবল্লভরূপে নিত্যকাল কিশোরবয়স্ক হইয়া গোলোক-বৃন্দাবনে তাঁহার পরাশক্তি, তাঁহার অভিন্ন হ্লাদিনী-শক্তির সহিত সর্ব্বদা বিহারে উন্মত্তপূর্ণে রত। সেই স্বয়ংরূপার সহিত স্বয়ংরূপের পরিচর্য্যা লাভ সকল জীবাত্মার, শুধু সকল জীবাত্মার নয়, সকল নিত্যমুক্ত পার্ষদগণের, এমন কি, পার্ষদগণের নিত্যপ্রভু স্বয়ংপ্রকাশ মূলসঙ্কর্ষণ—বলদেবের পর্য্যন্ত কাম্য। শ্রীনারায়ণের কা কথা, মূলসঙ্কর্ষণ—যিনি সমস্ত বিষ্ণুকোটির মূল অংশী, সেই বলদেবও শ্রীরাধারাণীর অনুগারূপে শ্রীরাধার সেবার জন্য লালায়িত। কৃষ্ণেতর অবতারগণ সকলেই সর্ব্বতোভাবে সেবা করিবার প্রবৃত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই শ্রীমতী রাধিকা। তাঁহার লাবণ্য অসমোর্দ্ধ, আনন্দকণামাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণময়। এইরূপ স্ব-স্বয়ংরূপার একান্ত বাধ্য, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরূপ প্রেমরসে আকৃষ্ট ও বশীভূত। সেই শ্রীবার্ষভানবীর গুণ-মাহাত্ম্য বর্ণন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার, জগদীশ মহাদেবের, এমন কি, মহাদেবের গুরু অনন্তদেবের পক্ষেও দুঃসাধ্য। বরং সমুদ্রের রত্ন, সমগ্র পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করা সম্ভব হইতে পারে, বরং নারায়ণের ঐশ্বর্য্যের দিগ্দর্শন করা যাইতে পারে, কিন্তু কেশবেরও অগম্য অর্থাৎ ব্রহ্মা, মহাদেব ও অনন্তদেবেরও অগম্য কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীবার্ষ-ভানবীর গুণাবলীর এককণাও জীব স্পর্শ করিতে পারে না। অধিক কি, কৃষ্ণ নিজেও শ্রীবার্ষভানবীর গুণ বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না বলিয়া স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার গুণমাহাত্ম্যে উন্মত্ত হইয়া যান। শ্রীরাধার এরূপ মাহাত্ম্য যে, স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধিকার অঙ্গসম্পৃক্ত বাতাসের সংস্পর্শ পাইলেও পাগল হইয়া যান, নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। কৃষ্ণের নিজের মাধুরীর সুধাধারা, কৃষ্ণের সর্ব্বসুখের যাবতীয় সাধনা ও ইন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা যেন

তত্ত্ব কতরূপ হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীমতীর মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের পরাণ ও স্বরূপশক্তি—অন্তরঙ্গা। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, অযোধ্যায় সীতা, দ্বারকায় সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণ—এঁরা শ্রীরাধিকার অংশ। শ্রীরাধার কৃপা-দৃষ্টির এক বিন্দু লাভ না হইলে যে কৃপা লাভ না হইলে কৃষ্ণ কখনও লাভ হয় না, তাহা একমাত্র শ্রীবার্ষভানবীর কৃপাসাপেক্ষ বস্তু।

"যদি শ্রীবার্ষভানবীর কৃপা পাবার সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা জন্মে তবে তাঁহার সেই শ্রীবার্ষভানবীর স্বরূপ পরিচারিকা শ্রীরূপানুগগণের কৃপা এবং তাঁর আশ্রিত ও ললিতাদি সখীর কৃপাপ্রার্থনা-প্রীত হৃদয়ে করিবে।

"বৃন্দাবন, যেখানে রাসলীলা হয়, তাহাতে গোপনারীগণ পরোঢ়া গোপীগণ, যাঁহারা কৃষ্ণের মধুর রসাস্বাদে বঞ্চিত, তাঁহারা মথুরাবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা; তাঁহাদের অপেক্ষা রাধারাণী শ্রেষ্ঠা—যাঁহার জন্য কৃষ্ণ রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করেন। যেখানে বহু সখী'র মধ্যে আবার একজনের নিষ্ঠা। যেখানে প্রেমের পরাকাষ্ঠা নিজের প্রাণকোটিকে মহাভাব-স্বরূপা নিজের সেবাধারা অর্পণ করিয়া লইয়া যান, সেই গোপজন রাসস্থলী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা এবং রাসস্থলীর সমগ্র গোপিকাগণ অপেক্ষা শ্রীরাধা শ্রেষ্ঠা। যিনি শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের দূরবর্তী নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু যাহাকে কোন জন্মে শ্রীপাদপদ্মধূলি-রূপে স্বীকার করেন, তাঁহারাই সেখানে—জীবাত্মার চরমসাধনার—পরমসৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়, অন্যের নহে।

"শ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ বা শ্রীরাধাকর্তৃক আস্বাদ্য আমার যে অদ্ভুত মধুরিমা, তাহা কিরূপ এবং শ্রীরাধা আমার মাধুর্য্য আস্বাদ-হেতু কিরূপ সুখ লাভ করেন—এই তিনটী লোভ হেতু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে গৌরলীলা আবিষ্কার করিলেন। সাধারণতঃ সব জানেন, কিন্তু তাঁহার ভাবের অগম্য হইয়াছে—হ্লাদিনীর প্রেমের গভীরতা।"

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী কৃষ্ণাপেক্ষা অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার বশীভূত, তিনি যে কত বড়, তাহা আমাদের এবং অনেক মুক্তপুরুষেরও ধারণার অতীত। একই 'আশ্রয়' ও 'আস্বাদিত'-রূপে নিত্য দুই দেহ ধারণ করিয়াছেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণমোহিনী, গোবিন্দানন্দিনী, কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণিস্বরূপা মহিষী। ভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং আমাদিগকে শ্রীমতী রাধিকার তত্ত্ব জানাইতে পারেন; আর একজন আছেন, তিনিও গোবিন্দানন্দিনীর তত্ত্ব আমাদের শুদ্ধ আত্মায় উপলব্ধি করাইতে সমর্থ,—যিনি বৃষভানুসুতা ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীরূপাদি বা গৌরপার্ষদগণ। শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকাল পরিপূর্ণতম-সেবাধিকারিণী। শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ং শ্রীকামদেবের স্বরূপা কামিনী। স্বয়ং শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যাঁহার অনুগত, সেই শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ব্যতীত অপ্রাকৃত নারীগণের মূল আকর নাই। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অংশী, শ্রীরাধাও সেরূপ অংশিনী। শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী, কৃষ্ণমনোহারিণী ও কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গিনী। শ্রীমতী শ্রীমদ্গোবিন্দেরও পূজ্যা। সেই শ্রীরাধার চরণই আমাদের পরম লোভনীয় বিষয়। অনর্থযুক্ত-অবস্থায় শ্রীরাধার দাস্যসৌভাগ্য ঘটে না। শ্রীরাধা ও তদীয়জনগণের কৃপাতেই জীব শ্রীরাধাদাস্য লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়।

শ্রীজন্মাষ্টমীতে অলৌকিক শক্তিমান্ তত্ত্বের জন্মলীলা, আর শ্রীরাধাষ্টমীতে অপ্রাকৃত মহাভাবস্বরূপিণীর জন্মপ্রসঙ্গের কথা শুনা যায়। আজ ব্রজনারীগণের চূড়ামণি, শ্রীব্রজসুন্দরের প্রাণবল্লভা মাধবপ্রিয়া শ্রীরাধার আবির্ভাব-তিথি। শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—'একমাত্র শ্রীমাধব ব্যতীত সর্ব ঈশ্বর শিরোমণিস্বরূপ হরিপ্রিয়ার এক প্রকট-তিথির কথা বর্ণন করিতে পারেন, এরূপ কেহ কোথাও নাই।' শ্রীরাধাবির্ভাব-তিথি শ্রীএকাদশী অপেক্ষাও এই শ্রীরাধাষ্টমীব্রতের মাহাত্ম্য অনেক অধিক। সহস্র একাদশী-ব্রত পালন করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করেন, শ্রীরাধাষ্টমী-একটি পালনে তাহা হইতে শতগুণ অধিক সুকৃতি লাভ হয়।

বর্ষাণের পর্বতের দক্ষিণদিকে বর্ষাণ বা বৃষভানুপুর নামে একটী পল্লী আছে। সেই বর্ষাণ-পর্বতের অধিত্যকায় শ্রীবৃষভানুরাজ নামে এক গোপরাজ সপরিবারে বাস করিতেন। তিনি পূর্বে গোকুলের পার্শ্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া গোবর্দ্ধনের দূরে রাজধান-নামক ব্রজ-গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করেন। রাজধানে শ্রীবৃষভানুরাজ ও তদীয় পত্নী কীর্ত্তিদার গৃহমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর বৎসর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা ভাদ্রমাসে শুক্লাষ্টমীতিথিতে অনুরাধা-নক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে আবির্ভূতা হন। এই কন্যারত্নের আবির্ভাব সময়ে ব্রজমণ্ডলের চারিদিক সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল সজ্জনগণের হৃদয়ে প্রচুর আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল। বৃষভানুপুরে গোপরাজ বৃষভানু ব্রজরাজ ও ব্রজরাজ্ঞীর সহিত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাভাগবতী কীর্ত্তিদা চন্দ্র-কলিকা কন্যারত্ন শ্রীমুখদর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইলেন। বৃষভানুপুরে ও ব্রজপুরে বিপুল আনন্দোৎসব হইল। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—সত্যই সেই শ্রীবৃষভানুগোপরূপ কীর্ত্তিদা বহুপুরুষগণ তপের আকাশ প্রাপ্ত হইলেও অদ্ভুতপ্রভাশালিনী শ্রীরাধিকারূপ কন্যার আবির্ভাবহেতু তাহা পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেই কন্যা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বৎসরের পরবর্ষে সর্ব-শুভসংযুক্ত অনুরাধা-নক্ষত্রে জন্মলীলা আবিষ্কার করেন। এইহেতু সকলে তাঁহাকে 'প্রাণাধিকা' বলেন। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণের মত শ্রীরাধিকারও বয়োবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। যেরূপ চন্দ্রের বৃদ্ধি হয়, সেরূপ চন্দ্রকান্তিরও বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। শ্রীগীতগোবিন্দে উক্ত হইয়াছে যে—শ্রীকৃষ্ণ ভুজদ্বয়দ্বারাই, তিনি কখনও চতুর্ভুজ নহেন। তিনি একটী গোপীর সহিত মিলিত হইয়াই অনুক্ষণ ক্রীড়া করেন। এস্থানে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে একটী গোপীর সহিত সর্বদা ক্রীড়া করেন—এই বাক্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পরস্পরের অব্যভিচারহেতু স্বরূপশক্তিত্ব নিশ্চিত হইয়াছে। অত বহু গোপী বিদ্যমান থাকিলেও একটী গোপীর সহিত ক্রীড়া করেন—এরূপ বিশেষ উল্লেখ থাকায় শ্রীরাধার পরম মুখ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ-পাঠে জানা যায়,—"ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষের অষ্টমীতিথিতে শ্রীরাধিকা শ্রীবৃষভানুরাজের যজ্ঞস্থলে আবির্ভূতা হইলেন। যজ্ঞের জন্য শোধিত ভূমিতে সেই দিব্য-রূপা শ্রীরাধা আবির্ভূতা হইলেন। শ্রীবৃষভানুরাজ তাঁহাকে পাইয়া আনন্দমনে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং মহিষীর নিকট অর্পণ করিলেন। রাজমহিষী তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।"

রাধাভজন ব্যতীত কৃষ্ণভজন হইতে পারে না, রাধাবিরহিত মাধব বলিয়া কোনও বস্তু থাকিতে পারে না। স্বরূপশক্তি ব্যতীত শক্তিমান্ তত্ত্বের অবস্থান নাই। শ্রীমতী রাধিকাকে বাদ দিয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনের আশ্রয় লাভও হইতে পারে না। কিন্তু অজ্ঞতাপক্ষে পরম মুখ্যাশ্রয় শ্রীবার্ষভানবী ব্যতীত যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার চেষ্টা, তাহা সর্বতোভাবে নিকৃষ্ট উপাসনা। উহাকে যথার্থ কৃষ্ণ-উপাসনা বলা যাইতে পারে না। সাধক শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-রসান্বিতগণ শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াদের সহায়ক বলিয়া তাঁহাদের উপাসনাও শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা। মধুররসে শ্রীরূপাদিই শ্রীবার্ষভানবীর কান্তা বর্গিনী মঞ্জরীরূপে নিযুক্ত হইয়া শ্রীরাধামাধবের সেবার সন্ধান-দাতা। শ্রীরাধার নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—"সকল রসেই ভগবান্ স্বয়ং, সেব্য হইয়া এক ভাগ ও সেবকরূপে অন্য ভাগ গ্রহণ করিয়া সেই সব ভাগগুলি সকলকে ভক্তরসসেবীদিগের আস্বাদন করাইয়া অচিন্ত্যলীলা বিস্তার করিয়াছেন। শৃঙ্গারে শ্রীমতী রাধিকা, বাৎসল্যে শ্রীব্রজেশ্বরী যশোদা, সখ্যে সুবল ও দাস্যে রক্তক। ইঁহারা ভক্তগণের ভগবানের সেবক-ভাব-বিশেষ। ইঁহার মধ্যে একটুকু ভেদ আছে যে, শৃঙ্গারে শ্রীমতী যেরূপ সাক্ষাৎ ভগবদ্-বিভাগাংশের, অন্যান্য রসে সেরূপেই একমাত্র সাক্ষাদ্বিভাগ। তাঁহার কায়ব্যূহ-স্বরূপ শ্রীব্রজসখীগোপী, সুবল ও রক্তককে জানিতে হইবে।"

শ্রীহরির নিবাসভূমিস্বরূপ শ্রীনন্দগোকুলে শ্রীনন্দনন্দন যাবৎ নিগূঢ়ভাবে বিহার করেন, তাবৎ শ্রীরাধাপ্রমুখা ব্রজরামাগণও নিগূঢ়ভাবে বিহার করিয়া থাকেন। আর শ্রীনন্দকুমার যখন প্রকটরূপে বিহার করেন, তখন ব্রজরামাশিরোমণি শ্রীরাধা তাঁহার কায়ব্যূহ-স্বরূপ গোপীগণের সহিত প্রকটরূপে বিহার করিয়া থাকেন। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণ-প্রেমোৎকর্ষপরাকাষ্ঠারূপিণী বলিয়া অন্য নিখিলশক্তি তাঁহার অনুগামিনী। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে বৃন্দাবনাধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃত বা সাধারণ দেশে দেবী তাহার অধিকারিণী, কিন্তু দেবীধামের পরপারে বিরজা, ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করিয়া সর্বোপরি যে বৃন্দাবন-নামক অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিহারস্থল বিরাজিত, সেই বৃন্দাবননামক বনে শ্রীরাধিকাই একমাত্র অধীশ্বরী। স্কন্দপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণেও দেখা যায় "বারাণসীতে বিশালাক্ষী, পুরুষোত্তমে বিমলা, দ্বারাবতীতে রুক্মিণী এবং বৃন্দাবন-বনে রাধিকা।" এই বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য শ্রীরাধা-সহ রহিয়া নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। এই বৃন্দাবনের যেদিকেই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের দৃষ্টি পতিত হয়, সেইখানেই তিনি শ্রীবার্ষভানবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের স্ফূর্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন। এই শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কৃপা লাভ করিতে হইলে শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্য ব্যতীত উপায় নাই। শ্রীরাধাপাদপদ্মাভিলাষীগণের আশ্রয়ণীয় আর কোন বস্তু নাই, শ্রীরূপই তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। মহাভাব-ময়ী বৈরাগ্যবিদ্যা শ্রীবার্ষভানবী গৌড়ীয়ভক্তবর্গের আরাধ্যা ঈশ্বরী। তাঁহারা সেই বৈরাগ্যবিদ্যাময়—তাঁহাদের অন্তর-বাহির মহাভাবস্বরূপা বার্ষভানবীময়। শ্রীরাধাদাস্যই বৈরাগ্যপরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যের নামই বৈরাগ্য; তাহার পরিপূর্ণতা শ্রীমতী রাধিকাতেই দেখা যায়। শ্রীরাধার নিজজন শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—বীণা-বাদক নারদাদি মুনিগণ ও নিগম যাঁহার গান করেন, সেই গোবিন্দপ্রিয়তমা প্রবীণা গান্ধর্বা শ্রীরাধাকে অশ্রদ্ধাপূর্বক দাম্ভিকতা-বশতঃ যে-সকল কপটী কেবলমাত্র গোবিন্দের ভজনা করে, তাহাদের অপবিত্র সমীপদেশে আমি ক্ষণমাত্রও গমন করি না - ইহাই আমার ব্রত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের সান্নিধ্যে বঞ্চিত হইলে আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের বাল্য-বাহিক অপূর্ব লীলাস্থলীযুক্ত এই ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আদেশেও অন্যকালের জন্য গৌড়াবেশবযুক্ত শ্রীরূপাদিকে

ধ্বনি করিবার জন্ত দ্বারকা পর্য্যন্ত গমন করিব না। কিন্তু শ্রীরাধিকা প্রেমোন্মাদবশতঃ দ্বারকায় অভিলাষপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মনের আ'ন'ন্দতা হইয়া সর্ব্বসমক্ষে শোভা পাইতেছেন, এই কথা যদি আমার প্রতিগোচর হয়, তাহা হইলে আমি উদ্ভ্রান্তের মত অপেক্ষাও ক্রু! স্বামী, গরুড় হইতে অধিকবেগে উড্ডীয়মান হইয়া এই মধুপুরী হইতে দ্বারকায় গমন করিব

আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এই শ্রীবার্ষভানবীর সেবক। ইঁহাদের কৃপা হইলে তাঁহাদের পদধূলি হইবার যোগ্যতাবলে তাঁহাদের আবেদনে শ্রীরাধারাণীর কৃপাকটাক্ষে পতিত হওয়া ঘটিতে পারে। তাই আজ শ্রীরাধাষ্টমী দিবসে সেই শ্রীরাধানিত্যজনের শ্রীচরণে পুনঃপুনঃ কৃপাভিক্ষা করিতেছি। যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রীরাধারাণীর আশা পাওয়া যায়, সেই রাধানিত্যজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিত্য-দাসের দাস যেন সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

সংকীর্ত্তন

——::(::):——

কীর্ত্তনই সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের সম্রাট্ মহাভাগবত শিরোমণি শ্রীশুকদেব ও তৎকৃপাধন্য ভক্তগণ প্রভৃতি ভাগবত বৈষ্ণবগণই হরিকথা কীর্ত্তনকারী। তাঁহাদের শ্রীমুখেই হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। আমরা সেবোন্মুখচিত্তে তাঁহাদের বাণী শ্রবণ করিলে সেই বাণীই নিজের বিক্রম প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে নিয়মিত করিবেন। আমাদের হৃদয় যত শরণাগত হইবে, ভগবদ্বাণী ও ভগবদ্বিগ্রহ আমাদের উপর ততই প্রভুত্ব করিবেন। আমরা যে-পরিমাণে শরণাগত না হইব, সেই-পরিমাণে অধোক্ষজতা আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। শরণাগতির পরিমাণ অনুসারেই জীবহৃদয়ে অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। শব্দাশ্রয় বা নামাশ্রয় ব্যতীত কোন সাধনই কলিযুগে কার্য্যকরী হয় না। সেইজন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্ববাসীকে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"অর্চ্চনাদির দ্বারা প্রধানে বাহ্যপ্রক্রিয়ার অনুশীলন হয়। উহারা কায়ানুশীলন করে। চেতনের বৃত্তিতে যে সাহায্য হয়, তাহা একটী পৃথক্ ব্যাপার। তাহাই পূর্ণ আত্মনিবেদন। কিন্তু কীর্ত্তনাদি-কার্য্যের দ্বারা প্রধানে চেতনবৃত্তি শরণাগতির অনুকূল নাই। উহা কথঞ্চিৎ স্থূলদেহের ক্রিয়াবিশেষ। হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র পরতত্ত্ব অনুশীলন।"

কীর্ত্তনই অঙ্গী, আর শ্রবণ-স্মরণাদি অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গগুলি তাহার অঙ্গ। নববিধা ভক্তির মধ্যে আটটী কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির অনুগামিনী। অতএব ভক্ত্যঙ্গগুলি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের অনুকূল অনুশীলন করিলেই তাহাদের সার্থকতা। শ্রবণকীর্ত্তনকারী ভক্তের পৃথক্ পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, স্মরণ কীর্ত্তনের অধীন। সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সঙ্কীর্ত্তন অথবা সম্যক্ কীর্ত্তন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সকল কথার কীর্ত্তন অথবা নাম রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-কীর্ত্তনের নাম সঙ্কীর্ত্তন। সকল শাস্ত্রই সঙ্কীর্ত্তনের জয়গান করিয়াছেন শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল-সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়, এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

যাহাতে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহা হরিকীর্ত্তন নহে; যাহার দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহাই হরিকীর্ত্তন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতে রসনা ও মনকে ক্রমপন্থায় ভগবন্নামরূপ-চরিতাদির সুকীর্ত্তন করিতে অর্থাৎ সংকীর্ত্তনমুখে অনুক্ষণ স্মরণাদিতে নিযুক্ত করিয়া ব্রজে বাসপূর্ব্বক ব্রজবাসী জনের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিতে বলিয়াছেন। সুকীর্ত্তনই সঙ্কীর্ত্তন। কীর্ত্তনই ভক্তি। শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন হয় না। শ্রবণ-কীর্ত্তন— সবই কৃপাসাপেক্ষ। সাধু কৃপা করিয়া কীর্ত্তন না করিলে শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ হয় না। আবার শ্রবণসুযোগ না হইলেও কীর্ত্তন করা যায় না। সুতরাং সাধুকৃপা বা সৎসঙ্গ ছাড়া গতি নাই। সৎসঙ্গের ফলে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। সৎসঙ্গই ভগবৎসান্নিধ্যের দ্বারস্বরূপ। সৎসঙ্গই অর্থাৎ সৎস্বরূপানুসন্ধানই ভগবৎকৃপালাভের একমাত্র উপায়। সৎসঙ্গ ও সন্তের সেবার দ্বারাই ভগবানে বিশ্বাস হয়। আমরা ধার্ম্মিক, উদাসীন, জ্ঞানবান, শান্ত, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় তাপস-সন্ন্যাসীকেও বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত ভগবৎপাদপদ্মে বিশ্বাস অসম্ভব। তাই শাস্ত্র বলেন,—

এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥

(চৈঃ

লোভ বা শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। যেখানে লোভ বা শ্রদ্ধা নাই, সেখানে সাধুসঙ্গ নাই। যেখানে সাধুসঙ্গ নাই, সেখানে ভক্তিও নাই। ভক্তসঙ্গেই ভক্তি হয়। শ্রবণফলেই কীর্ত্তন হয়। শ্রবণই সার। শ্রবণের পথ, নমস্কারের পথ, শরণাগতি বা প্রণতির পথ বা শ্রৌতপথ—অমৃতের পথ, বাঁচিবার পথ। এতদ্ব্যতীত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের যত পথ, সবই মৃত্যুর পথ। শ্রদ্ধা বিনা শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের জয়গান করিয়াছেন। কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে জীবের চিত্ত শুদ্ধ হয়—স্বরূপের পরিচয় বা কৃষ্ণৈকদাস্যের উপলব্ধি হয়—অন্যাভিলাষ-রহিত হইয়া থাকে। তখন 'কৃষ্ণভক্তের দাস'—এই শুদ্ধ অহঙ্কার তাহার হৃদয়ে স্থান পায়। শ্রবণাখ্য শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন হইলে জন্ম হইতে সমস্ত অবিদ্যাজাল ছিন্ন হইয়া থাকে তখন শুদ্ধজীব পরেশ-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্মাত্মক পঞ্চতত্ত্ব নির্মল দর্পণের যথাযথ দেখিতে পায়। চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হওয়ায় স্বরূপানন্দের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপদর্শন ঘটিয়া থাকে। ভগবদ্দাস্যই সেই স্বরূপ। দাস্যে প্রবৃত্ত হইলে সংসারপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি উদিত হয়। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারা ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। জীবের পরমমঙ্গল লাভই হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত সংসারজ্বালা বা সংসারাগ্নি—ভোগাগ্নি—অন্যস্পৃহাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না —জ্বালার নিবৃত্তি হয় না। মায়াভোগই জীবের নিজ, উহার চলিবার সংসার; আর মায়ার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণসেবাই শ্রেয়ঃ। শ্রদ্ধাবান্ জীবের শ্রবণ-কীর্ত্তনাত্মকাভক্তির দ্বারা শুদ্ধভক্তি প্রাদুর্ভূত হয়। সংকীর্ত্তনে অখিল কল্যাণ উদিত হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর সঙ্কীর্ত্তনকে বিদ্যাবধূজীবন বলিয়াছেন। ভগবৎশক্তি বস্তুতঃ এক। তাঁহার বিদ্যা ও অবিদ্যা—এই দুইটি বৃত্তি। বিদ্যার দ্বারা তিনি যোগমায়া স্বরূপশক্তিতে পরিচিত, আর অবিদ্যার দ্বারা তিনি জড়-প্রসবিনী জীবস্বরূপ-আবরণকারিণী সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন শুদ্ধভক্তির উদয় হয়, তখন তাঁহার কৃপায় জীবের শুদ্ধচিদ্দেহ বা অবিকারস্বরূপে গোপিকাদেহ প্রকটিত হয়। স্বরূপশক্তিই শ্রীকৃষ্ণবধূ —ইহা শাস্ত্রে দেখা যায়। যোগমায়া কায়াস্বরূপিণী, আর মায়া ছায়াস্বরূপিণী। সঙ্কীর্ত্তন-প্রভাবে জীবের স্থূলস্থূলতর মায়িক শরীর অপগত হইলে অণুজীব নিজাত্ম-প্রাপ্ত হয়। তিনি স্বরূপতঃ অণু বলিয়া তাঁহার দেহ বা গুণ স্বরূপ নহে, পরন্তু অনন্ত। সংকীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহার আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। স্বরূপ প্রাপ্ত জীব স্বরূপানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। তদবস্থায় জীব প্রতিপদে অমৃতের সহিত পূর্ণামৃত আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে অভাব বা অপূর্ণতা নাই। কীর্ত্তনপ্রভাবে সমস্ত মলিনতা দূর হওয়ায় জীব বিশুদ্ধ হয় অর্থাৎ জড়ের আবরণ ছাড়িয়া রসোন্মুখ জীব শুদ্ধ কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভ করেন। শ্রীল ঠাকুর বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন যোগ্যতাকে অলৌকিকী বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ এবং কৃষ্ণভাবে পরবিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন প্রভাবে জীব আধ্যাত্মিক বিদ্যার সহকার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণানন্দ লাভ করেন।"

অনুক্ষণ শ্রবণ হইলে অনুক্ষণ কীর্ত্তন হইবে। শ্রবণ না হইলে হরিকীর্ত্তন কি করিয়া হইবে? সেইজন্য শাস্ত্রপ্রবিশেষ কীর্ত্তন-সম্রাট্ শ্রীশুকদেবের আনুগত্য করা চাই। নিরন্তর সাধুর সঙ্গ না হইলে কীর্ত্তন বা হরিকীর্ত্তন হইবে না। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"একবৃত্তি সাধুসঙ্গ ছাড়া হইলে আর হরিনাম হবে না। হরিনাম the direct way of the Absolute Supreme Lord. হরিনাম কীর্ত্তনই একমাত্র ভজন,—একমাত্র ভজন—একমাত্র ভজন। The only royal road approved by Srimad Bhagbat (শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা সমর্থিত একমাত্র রাজকীয় পথ) is নামকীর্ত্তন; আর সবই দুর্নামের বন্দনামাত্র।"

অনেকে মনে করেন, স্মরণই মুখ্য ভজন, কীর্ত্তনাদি গৌণ। কথা ঠিক নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত-অনুসারে শ্রীনামসংকীর্ত্তনই মুখ্য ভজন। শ্রীনামসংকীর্ত্তনই ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্মরণাদি কীর্ত্তন বা শ্রীনামসংকীর্ত্তনের অধীন। কীর্ত্তন ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে স্মরণাদির চেষ্টা দম্ভ ও প্রতিষ্ঠা-সম্ভার মাত্র। যাহারা শ্রীনামকীর্ত্তন করে না, তাহারা কুমেধা। কলিযুগে যাহা নব-প্রকার বা চৌষট্টিপ্রকার বা সর্ব্বপ্রকার ভক্তির অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তনের সহযোগেই সেইসকল ভক্ত্যঙ্গের সাধন করিতে হইবে। সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিযুগে সংকীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। এই নাম সংকীর্ত্তন সাধন ও সাধ্য— উভয়ই। ভগবানে প্রেমস্বরূপ আনন্দের কর্ত্তব্য নাম কীর্ত্তনই যথার্থ। বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতকপক্ষীর অন্তরে 'পিয়', 'পিয়' কেবল আর্ত্তনাদের ন্যায় এবং রাত্রিকালে পতিবিরহাতুরা বধূ ও চক্রবাকী-পক্ষীর ন্যায় ভক্তসকল বিরহে প্রেমের সহিত নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই শ্রীনাম সংকীর্ত্তন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। এই নামসংকীর্ত্তনের সমান অন্য কিছু নাই।

তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু এবং অমানী-মানদ হইয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিবার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন। ... আমাদের দুর্ভাগ্য ... সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে হয় না। ... প্রতিষ্ঠাস্পৃহায় সম্ভাবনা হয়। ... প্রাণবন্ত ... মহাপ্রভুর ... সদৈন্যে ... উপলব্ধি ... কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভাবে জীবের চরম মঙ্গলোদয় ঘটিয়া থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:০:(০):০:——

রাধাষ্টমীতে শ্রীরাধিকা যদি আমাদের চেতনের কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হ'ন, তবেই আমরা রাধানাথের সেবামাধুর্য্যের চমৎকারিতা বুঝিতে পারিব। তিনি যদি জন্মগ্রহণ করেন, তবে জানিতে পারিব যে, তিনি নন্দনন্দনের অপেক্ষাও বড়। তবে বৃষভানুনন্দিনীর কিছু অপূর্ণতা থাকিতে পারে না। চেতনের জগতে এরূপ অপূর্ণতার প্রকাশ নাই। সেখানে কেবল চমৎকারিতার তারতম্য।

'রাধিকার দাস' বলিতে গেলে নন্দনন্দনের দাস, সখাগণের দাস প্রভৃতি দাস হয় না। যাঁহারা মধুর রসে দাস করিয়াছেন, যাঁহারা মধুর রসে দাস করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে আছেন বৈশিষ্ট্য আছে। আপনাদের আত্মবৃত্তির বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়া যখন প্রাপ্তবয়স লাভ হইবে, তখনই আপনারা রাধাদাস্য কি, জানিতে পারিবেন!

শ্রীরাধিকার কথা সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যের কথা। রাধিকা যদি তাঁহার শক্তি delegate করেন, তবেই পৃথিবীর যাবতীয় শ্রী, স্বর্গের যাবতীয় দেবী, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী এবং গোলোকের অসংখ্য গোপী প্রকাশিত হইতে পারেন। সাধু, অজ্ঞ আমি এত বড় বড় কথা কি করিয়া জানিব? কিন্তু আমার খুব বড় ভাণ্ডার আছে। রূপ-সনাতনের রূপানুগ ভজনের যে চাবিখানা, সেই চাবিখানা যিনি নিত্যকাল তাঁহার নিকট রাখিয়াছেন, সেই মহাজনের পাদপদ্মই শ্রীরাধাগোবিন্দের বিষয় জানিবার আমার একমাত্র আশ্রয়। সেই গুরুপাদপদ্মের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া আমি যে সাম্রাজ্য গঠন করিব, তাহাতে ভক্তের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দূরের কথা, মুক্তিবাদিগণের সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য প্রভৃতিও আমার আকাঙ্ক্ষণীয় হইবে না। অধিক কি, নারায়ণের সাক্ষাতের আশাও আমাকে শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদসেবাপ্রাপ্তির আশা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

শ্রীরাধিকা কি করিয়া কৃষ্ণভজন করেন, তাহা দেখাইবার জন্যই শ্রীচৈতন্য-অবতার। রাধিকা উপদেশকরূপে এদেশে আসেন না। কারণ, লোকে তাহা বুঝিতে পারে না।

শ্রোতঃ ও শ্রোতা যখন এক হ'য়ে যায়, যখন প্রেষ্ঠ ও প্রেমের যুগলমিলন হয়, তখন শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় আমাদের চিত্ত ধাবিত হ'য়ে থাকে। তখনই শ্রোতঃর শ্রোতা, শ্রোতাই শ্রোতঃ হয়।

উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র, গীতা—এই সকল infant primer. ইঁহাদের মধ্যে পরমার্থরাজ্যের সর্ব্বোত্তমা কথার পূর্ণ বিকাশ থাকিবে, এরূপ আশা করা যায় না। যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা ঐসকল infant primerকেও রাধাগোবিন্দের সেবায় লাগাইতে পারেন। সাধুগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু বৃষভানুনন্দিনী, আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধুরা—তাঁহার কৃপা পান।

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী অতি উজ্জ্বল পদার্থ, তাঁহার শ্রীরাধাকুণ্ডরূপে প্রকাশিত। শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি ও শ্রীমতী রাধারাণী একই বস্তু।

শ্রীবার্ষভানবী এখন নেই, তা' নয়। এখন তাঁ'কে কোথায় পাব? এখনই আমরা তাঁ'কে পেতে পারি, তাঁ'র [illegible] দেখতে পাই। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীবার্ষভানবীর পদনখশোভা দর্শন করি, তা' হ'লে শ্রীবার্ষভানবীকে এখন কোথায় পাব, এরূপ চিন্তা নষ্ট হ'য়ে যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মেই শ্রীবার্ষভানবীর শ্রীপাদপদ্মসেবা আমরা লাভ ক'র্তে পারি। মধুররসে শ্রীগুরুপাদপদ্মই বার্ষভানবীর সখী বা আশ্রয়-বার্ষভানবী

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীধামে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে গত ২৯শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সুবৃহৎ আলেখ্যার্চ্চাকে শ্রীভক্তিবিজ্ঞানভবন নাটমন্দিরে একটি সুসজ্জিত বেদীর উপর স্থাপন করা হয়। প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, আরাত্রিক-পরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা' শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাঠ করেন। তৎপরে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ১৩শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে 'প্রভুপাদবন্দন' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক হইলে সমবেত ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। অনন্তর সমাগত ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বিভিন্ন গুণবৈশিষ্ট্য ও মহিমা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পরও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীআচার্য্য-মহিমা বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় ও গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির উদ্যোগে গত ৩রা ও ৪ঠা সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবতিথি-পালন ও শ্রীনন্দোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে পুষ্পমাল্য, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমন্দির অতীব সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথি-দিবসে প্রত্যূষে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীনদীয়া-প্রকাশ হইতে বিশেষ প্রবন্ধ পাঠ হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৭॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। তৎপরে সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন হয় এবং রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় বক্তৃতা হয়। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

তৎপর দিবস শ্রীনন্দোৎসব-উপলক্ষে অপরাহ্ণে একটী সভা আহূত হয়। ঐ দিবসও সংকীর্ত্তন ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীনন্দোৎসব-উপলক্ষে দিনা ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে ১॥ ঘণ্টাকাল হিন্দিভাষায় বক্তৃতা হয়। বক্তৃতান্তে সমবেত ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা সকলেই শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন। উৎসব-উপলক্ষে বহু নিমন্ত্রণ এবং তিন দিবস হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-উৎসবসম্বন্ধে স্থানীয় সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ায় অনেক অনিমন্ত্রিত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় ঢাকা-শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে গত ৩রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-জয়ন্তী-তিথিপূজা-মহোৎসব যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস উষঃকাল হইতে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক হয়। তৎপরে শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ হয় এবং সমস্ত দিবারাত্র চলিতে থাকে। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার পর হইতে বিবিধ মহাজনগীতি কীর্ত্তন হইতে থাকে। তৎপরে সন্ধ্যারাত্রিক হয়। আরাত্রিকের পর গুরুবন্দনা ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু গৌড়ীয় হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিষয়ে আলোচনা করেন। অনন্তর শ্রীপাদ রাধানাথ দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ করিতে থাকেন এবং রাত্রি ১২ ঘটিকার পর শেষ করেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ ও আরাত্রিক হয়।

তৎপর দিবস শ্রীনন্দোৎসব-উপলক্ষে মধ্যাহ্নে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। অপরাহ্ণে গৌড়ীয় হইতে শ্রীনন্দোৎসব-বিষয়ক প্রবন্ধ আলোচিত হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনন্দোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপরে বিভিন্ন মহাজনগীতি কীর্ত্তিত হয়।

লক্ষ্ণৌতে প্রচার

গত ২২শে আগষ্ট, লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ স্থানীয় রিটায়ার্ড ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত গুরুনারায়ণ ভার্গব মহোদয়ের বাসভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। গত ২৫শে আগষ্ট স্থানীয় এ্যাড্ভোকেট রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দয়ানারায়ণ মাথুর, নীরালাল আগরওয়ালা প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণের সাদর আহ্বানে স্থানীয় রাধামাধবজীর মন্দিরে সেবকগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সেবকগণ নিরম্বু হরিসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করেন। ঐ দিবস স্থানীয় উকিল, সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতি বহু ভদ্রমণ্ডলী সজ্জন শ্রীমঠে আসিয়া সেবকগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

তৎপরদিবস সেবকগণ মহাসমারোহের সহিত শ্রীনন্দোৎসব সম্পন্ন করেন। ঐ দিবস সমাগত প্রায় ৪০০ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনাদিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীঅভয়কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

জগদ্গুরু শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত হইয়া "গুপ্তিবেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিবৃতিসিন্ধু'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সজ্জনগণের প্রত্যেক ভক্তেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ২৭ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ৫ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২২শে সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার | ১৫৮.৫৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ হৃষীকেশ, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::(:*:)::——

অখণ্ডোদয়-দয়-শ্রীচৈতন্যবাণীবিধির ভক্তি-বিনোদ-দয়াবতারস্বরূপে শ্রীচৈতন্যনিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের আবির্ভাব। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের বংশে গৌড়ীয়গণের ঈশ্বর স্বরূপের আধারে ভক্তিবিনোদের জন্ম। শ্রীস্বরূপ-দামোদরই ভক্তিসিদ্ধান্তের মূলপুরুষ। 'ভক্তি' অর্থে—অকিঞ্চনা অহৈতুকী, পরবিদ্যা, শুদ্ধা সরস্বতী বা সহজ কৃষ্ণপ্রীতি। এই ভক্তির বিনোদ অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-বিকাশ, ঔজ্জ্বল্য-প্রকটন বর্ত্তমানযুগে সুলভ্যরূপে যিনি সম্পাদন করিয়াছেন, তিনিই আমাদের নিত্যোপাস্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। আজ সেই বিশ্ববান্ধব মহাপুরুষ-প্রবরের আবির্ভাব-তিথিপূজার দিন। এই আচার্য্য-ভাবের সচ্চিদানন্দলীলাময়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের শক্তভক্তিবিনোদ ন্যায় অবতার অথবা শ্রীগৌরকৃষ্ণের অভিন্নবিগ্রহ গোবিন্দানন্দী মহাভাবময়ী আহ্লাদিনীর প্রকাশময়ী কায়-ব্যূহমূর্ত্তি বলিয়া তাঁহার নাম সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের নিজশক্তি, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরিত নিত্যসিদ্ধ মহাজন। বিশ্বের সর্ব্বত্র গৌরনাম, গৌরধাম, গৌরকাম, গৌরলীলা, গৌরপরিকরবৈশিষ্ট্য ও গৌরবাণী প্রভৃতি প্রকট করিবার জন্য তাঁহার জগতে শুভাগমন। তিনি কৃপাসমুদ্র। কালের কুটিল গতিতে ভক্তিপথে নানা জঞ্জালরাশি আসিয়া উপস্থিত হইলে বর্ত্তমানযুগে একমাত্র শ্রীল ভক্তিবিনোদই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের কথা বিশ্ববাসীকে কৃপা করিয়া জানান। এই জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট চিরঋণী।

শ্রীনামচিন্তামণিই শ্রীচৈতন্যের দান। এই শ্রীনামচিন্তামণি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও গোলোক-মহোৎসব-স্বরূপ। এই শ্রীনাম নিখিলসাধনের —বিশ্বাতীত ধামের একমাত্র সাধন ও সাধ্য স্বরূপ। হতভাগ্য জীব পরব্যোমাবতীর্ণ এই সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীনামকে শব্দ-সামান্য মনে করিয়া যখন ইতর কার্য্যে ব্যস্ত হইতে-ছিল, সেই সময় শ্রীনামচিন্তামণির জহুরী শ্রীল ভক্তিবিনোদ হরিনাম চিন্তামণি-গ্রন্থে আসল-নকল, নাম ও নামাপরাধের পার্থক্য দেখাইয়া শ্রীনামের অসমোর্দ্ধ মহিমা জগৎকে জানাইলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই দানটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় দান। অন্যান্য আচার্য্যগণ ইঁহতে শ্রীনামের কথা জানাইলেও অসারগ্রাহী আমরা তাহা ধরিতে না পারিয়া একমাত্র সাধ্য ও সাধন-সম্পত্তিকে হারাইতে বসিয়াছিলাম, কিন্তু করুণাময় শ্রীভক্তিবিনোদ নিজগুণে কৃপা করিয়া অজ্ঞ আমাদিগকে এই বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিলেন। জীবের প্রতি তাঁহার এই অযাচিত কৃপা অবহেলিত বা অনাদৃত হইলে আমাদের অমঙ্গল অনিবার্য্য। আমরা যদি সেই চিন্তামণিকে সেবোন্মুখতা দ্বারা হৃদয়ে সংস্থাপনপূর্ব্বক অনুক্ষণ সেই জগদ্দেবতা শ্রীহরিনামের সেবা নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুরের আনুগত্যে করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট সংস্থাপক। তিনি শ্রীভাগবতধর্ম্ম বিস্তারের জন্য শতাধিক শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ প্রচার, শ্রীনামের আচার-প্রচার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, দেশে-দেশে কীর্ত্তন প্রচার, পারমার্থিক পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতনাদি যেরূপ বিস্মৃতপ্রায় শ্রীব্রজমণ্ডলের লুপ্ত কৃষ্ণলীলাস্থলসমূহ উদ্ধার করিয়াছেন, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও সেইরূপ বিস্মৃতপ্রায় শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের লুপ্ত গৌরলীলাস্থলীসমূহ উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্যের দিব্য চৈতন্যের সঞ্চার করিয়াছেন। শুধু বাংলায় নয়, শুধু ভারতে নয়, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রত্যেক দেশের নিত্য সনাতন ধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম, তাহা বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"ভারতবর্ষের কতিপয় মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য যে শ্রীচৈতন্যের অবতার, এমত নয়। কিন্তু জগতের সমস্তদেশে নিতান্ত প্রচার করিয়া জীবসকলকে উদ্ধার করাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। শ্রীচৈতন্যের অবিতর্ক্য আজ্ঞা যে সত্বরই কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতে যত-প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তই পরিণামাবস্থায় এক নাম-সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে—ইহা নিশ্চয়-সত্য বলিয়া বোধ হয়। যে-সকল ধর্ম্ম পাশ্চাত্য প্রদেশে ও ভূমণ্ডলে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে সকল ধর্ম্ম যে থাকিবে না, তাহাতে আর কথা কি? পরমেশ্বর একমাত্র ও সর্ব্বদা চিন্ময়-স্বরূপ-প্রাপ্ত। তিনি সর্ব্বদোষহীন ও সর্ব্বগুণের আকর। জীবসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্ময় বস্তু। জড়জগতে জীবের ঈশ্বরানুশীলনই নিত্যধর্ম্ম। পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ ভজনের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেম সকলের আত্মস্থাপনই নিত্যধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত হইলে [illegible] সম্প্রদায় [illegible] সম্প্রদায়-বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি, সকল দেশের লোক একত্র হইয়া [illegible] পরমার্থের [illegible] নাম কি, [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] হইয়া কীর্ত্তন-সমূহের [illegible] না। তখন [illegible] শ্রীনামের সুখে [illegible] থাকিবেন এবং প্রধান হরিদাসের চরণধূলি মস্তকে [illegible] 'হা চৈতন্য'! 'হা নিত্যানন্দ'! [illegible] নৃত্য করিবেন। [illegible] [illegible] সংকীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম্ম আর [illegible] প্রচারিত হইবে। অহো! [illegible] [illegible], কাশ্মীর, [illegible] ও [illegible] [illegible] 'গা' [illegible] পুরুষগণ নিশান, [illegible], খোল-করতালাদি লইয়া [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যপ্রভুর নামাঙ্কিত [illegible] হরিনাম-কীর্ত্তনের [illegible] [illegible] করে হইবে! আহা! সে দিন [illegible] [illegible] পুরুষগণ [illegible] হইবে [illegible] [illegible] 'কি জয়'—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্ব্বক [illegible] সম্বর্দ্ধন করিবেন। সে দিন কবে হইবে! [illegible] দিন তাঁহারা বলিবেন, —হে আর্য্য আমরা তোমাদের চৈতন্যদেবের [illegible] [illegible] এখন তোমরা [illegible] [illegible] আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, [illegible] [illegible] হইবে! যে দিন পবিত্র চিন্ময় [illegible]

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

সমাজবন্ধন একেবারে নষ্ট হইবে ও সমাজে অচিরেই শান্তি সহজ স্বচ্ছন্দ নষ্ট হইবে, বৈষ্ণব-সমাজ আদর্শ বিহীন হইবে, সে ভয় তাঁহারা করিতেন। শ্রীল ঠাকুরের অভিনব-বিধান অনুসারে শ্রীল ঠাকুর যে সুন্দর পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়াছেন—বিশেষ সমাজ যে সংকীর্তন-প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নিত্য গৌরসুন্দরের দাসাভিমানী শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিশ্বাসিক সংস্কারসাধন যাহা সাধন করিয়াছেন—গৌরবাণীকে লোক লোচনে প্রকট করিয়াছেন। অন্যান্য আচার্যগণ বহু বহু স্থানে আন্দোলন করিয়াছেন, গৌরধামের পাইয়া, অথচ তাহারা শ্রীগৌরের জন্মস্থান নির্ণয় করিতে পারেন নাই, অথবা শ্রীগৌর জন্মস্থান নির্দিষ্ট বিষয়ে বাসনাকে মোটে স্থাপন। কারণ, অধিকাংশ স্থলে তাহারা মানবের, অতিমর্ত্য বস্তুর অনুভূতিহীন; বাস্তব সত্যের জীবন্ত পরিচয়দানে তাঁহারা অসমর্থ।

বহুত্র শ্রীমায়াপুর ধামের অবমাননা করিলেন। কিন্তু মহাভাগবত পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌর নাম রূপ-গুণ-লীলা পরিকর সকলের সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীগৌরধামকেও প্রচার করিবার জন্য অনুপ্রাণিত হইয়া সেই চিন্ময় ধামকে আবিষ্কার করিলেন। এই মহোপকারের দ্বারা তুলনা নাই। আবার এই গৌরধামকে যিনি প্রকাশ করিলেন, সেই শ্রীল ঠাকুরের দয়া যে কত বড়, তাহা সকলেরই অজ্ঞেয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরাধার নিত্য নিজজন। তাঁহার অপার, অনন্ত গুণ মহিমা মাদৃশ অযোগ্য জীব আর কি বলিবে? তবে আজ সেই অনন্ত গুণ-মহিমার এককণা স্পর্শ করিয়া কেবল আত্মশোধনের যত্ন করিতেছি মাত্র। তাঁহার মহিমা অনন্তদেব অনন্ত মুখে কীর্তন করিলেও শেষ করিতে পারেন না। কারণ,—

> আকাশ অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
> যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
> ঐছে বিনোদ-ঠাকুর-গুণ অন্ত-পার।
> ক্ষুদ্র জীব কেবা সম্যক পারে বর্ণিবার॥
> গুরু-মুখে যথাশক্তি কিঞ্চিৎ বর্ণিনু।
> সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইনু॥

অতএব অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে শ্রীল ঠাকুরের মাহাত্ম্য নির্ণয় সম্ভব নহে। তাঁহাদের জন্য মহাদয়ালু শ্রীগৌরসুন্দর জগতে তাঁহার নাম, ধাম, রূপ ও বিপ্রলম্ভ-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-ঠাকুরেও সেই শিক্ষা পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ভক্তিবিনোদ গৌরগণেই শ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগল ভক্তিবিনোদের আচার প্রচারময়ী শিক্ষাতেই পরিপূর্ণরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। অনর্থযুক্ত জনগণকে অনর্থমুক্ত করিবার জন্য এত বড় দয়ার দৃষ্টান্ত আর কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

> মাথুরমণ্ডলে যেন শ্রীধাম বৃন্দাবন।
> গৌড়ে নবদ্বীপ তথা দেখহ নয়ন॥
> একের প্রকাশ অন্য অনাদি নিয়ম।
> অদ্বয় একান্ত-ভাবে উপাসক-ক্রম॥
> একচক্র বলি' খ্যাত যাবে যার॥
> মায়াযুক্ত চক্ষে তাহা নাহি দেখা যায়॥
> সংকীর্তন স্থলকেন্দ্র নাম যতঃপর।
> যথা নিত্য লীলা করে শ্রীগৌরসুন্দর॥
> এই সে নাম গোলোকোপাখ্যান।
> নবদ্বীপ অলৌকিক বিশ্রাম স্থান॥
> অপ্রাকৃত ধামের মূর্ত পরম পাবন।
> মায়াযুক্ত জনে না হয় দর্শন॥
> মায়াচ্ছন্ন সেই স্থলাকার।
> অতএব দুঃখ, এবং দুঃখ যত আর॥
> মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন।
> আঁখি মেলি' দেখে চিন্ময় ভবন॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরধামকে বৃন্দাবন হইতে পৃথক করিয়া বৃন্দাবনের মর্যাদা ছোট করিয়া দেখাইতেছেন না। তিনি বলিতেছেন,—

> লক্ষ্মী-শিব-ব্রহ্মা-শুক-অর্জুন উদ্ধব।
> যে তত্ত্ব না জানে যাঁ'র অচিন্ত্য বৈভব॥
> আর কি কহিব বৃন্দাবনবাসী জন।
> যে রস না পায় যাহা তথা অঘটন॥
> সেই শ্রীগোদ্রুমবন অদ্ভুত ব্যাপার।
> কবে বা দেখিব পেয়ে রাধা-কৃপা-সার॥
> চৌষট্টি, লম্পটতা, দেষ, মৎসরতা, লোভ।
> মিথ্যা-বাক্য, দুর্বাক্য, অহঙ্কার, ক্ষোভ॥
> ত্যজিয়া যে জন করে গৌড়পুরাশ্রয়।
> বৃন্দাবন-আশা তার বৃথা নাহি হয়॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আরও বলিতেছেন—

> সেবিলেই নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্ফুরে।
> নবদ্বীপ-সেবা-বিনা বৃন্দাবন দূরে॥
> বৃন্দাবনে বাস' সেবা জপে হায় হায়।
> অপরাধ দোষে পায় কিশোর কিশোরী।
> নবদ্বীপে গৌর কৃষ্ণ অপরাধ ক্ষয়।
> পরমরস এবম বিশ্রয়॥
> সে রাধা-সম্পৎ যাঁ'র নবদ্বীপে স্ফূর্তি।
> করাইত এব তাঁ'র সদা সন্নিধি॥

আজ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-মহামহোৎসব। শ্রীল ঠাকুর ১৭৬০ শকাব্দায় ১৮ই ভাদ্র, ইংরাজী ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত বীরনগর-নামক এক গণ্ডগ্রামে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই একমাত্র পরতত্ত্ব তিনিই একমাত্র বিষয়বিগ্রহ, আর অন্য কেহ বিষয়বস্তু নহেন। বিষয়বিগ্রহের যেমন অবতার হয়, আশ্রয়বিগ্রহেরও সেইরূপ অবতার হইয়া থাকে। সেই আশ্রয়বিগ্রহ ভগবৎশক্তি ভগবদিচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হন। ভগবৎশক্তি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ব্যতীত অপর বস্তু নহেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ, তিনিও কৃষ্ণচৈতন্যই, তবে তাঁহারা 'বিষয়বিগ্রহ বা ভোক্তা নহেন পরন্তু আশ্রয়জাতীয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি। ভগবৎশক্তি তিনি বিশ্বে কৃষ্ণ বিতরণ করিয়াছেন—কৃষ্ণপ্রেমা দান করিয়াছেন। তিনি কপটতাকে বড় ঘৃণা করিতেন। তাঁহার শ্রীমূর্তিখানি যেন সরলতার বিগ্রহ ছিল। তিনি সর্বক্ষণ বলিতেন,—যিনি পারমার্থিক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অন্তরে-বাহিরে নিষ্কপট হইবেন। তিনি ছিলেন—পরমার্থীর আদর্শ শিক্ষক। তিনি কৃষ্ণকেই গোপ্তৃত্বে বরণ করিয়া অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধ ও প্রতিকূল বিষয় ত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভগবানকে গোপ্তৃত্বে বরণই শরণাগতির স্বরূপ-লক্ষণ। যে-সকল ব্যক্তি কর্মজ্ঞানাদি অভক্তিমার্গে ধাবিত, তাঁহারা এতদূর বাস্তব বিশ্বাসহীন যে, তাঁহারা ভগবানকে রক্ষাকর্তা বলিয়া বরণ করিতে পারেন না। যদি কেহ ভগবানকে রক্ষাকর্তা বলিয়া বরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ভগবৎ সেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য-বিচার থাকিতে পারে না। শরণাগত ব্যক্তি নিজের পোষণের চিন্তা করেন না।

শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীল ঠাকুরের প্রেমবাধ্য। শ্রীল ঠাকুরের কৃপাই শ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপালাভের একমাত্র উপায়। তাই কৃপা-ভিখারী আমরা আজ এই শুভদিবসে শ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে এবং শ্রীল ঠাকুরের সেবকজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ কৃপা-ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ

——::(*)::——

কৃষ্ণ 'শ্রী'-হীন নহেন। তিনি নিত্যকাল শ্রীযুক্ত। কৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ, আর 'শ্রী' আশ্রয়-বিগ্রহ। মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী বার্ষভানবীই 'শ্রী'। 'শ্রী'—স্বরূপশক্তি আর 'কৃষ্ণ'—স্বরূপশক্তিমান্ বা শ্রীমান্। কৃষ্ণ শ্রীল বা শ্রীরাধাকান্ত। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ—শ্রী+কৃষ্ণ, শ্রী—লক্ষ্মী অর্থাৎ সকললক্ষ্মীগণের অংশিনী শ্রীমতী রাধিকা; সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিতে রাধিকার সহিত মিলিত ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ, আর 'শ্রী'—পূর্ণিমা-স্বরূপিণী। যেখানে পূর্ণিমা, সেইখানেই পূর্ণচন্দ্রের উদয়।

শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ—অপ্রমেয়; অর্থাৎ তিনি তৃতীয় মানের কোন বস্তু নহেন। বিষ্ণুতত্ত্ব চতুর্থ মানের বস্তু বা তুরীয় বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুরও অংশী। শ্রীকৃষ্ণ—অপ্রাকৃত। বিষ্ণুতত্ত্বের সর্বোচ্চপ্রদেশে কৃষ্ণতত্ত্ব বিরাজিত। বামন হইয়া চন্দ্র স্পর্শ করা সম্ভব হইতে পারে, পৃথিবীর সমস্ত ধূলিকণা, আকাশের সমস্ত নক্ষত্র এক একটী করিয়া গণনা সম্ভব হইতে পারে, চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইতে পারে, বিরাটের ধ্যান, ধারণা সম্ভব হইতে পারে; এমন কি নির্বিশেষ দর্শনের শ্রেষ্ঠ আচরণদ্বারা বিরজা-ব্রহ্মলোকের পরপারে নারায়ণধামে চতুর্ভুজত্ব লাভও সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তথাপি সমস্তেরও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অতিজ্ঞান উহাদের অধিকার সম্ভব নহে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার তত্ত্ব তিনি নিজে না জানাইলে জীব নিজ চেষ্টায় তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে বিশ্বকে কৃষ্ণতত্ত্ব জানাইয়াছেন। এই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জানাইতে পারেন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ; আর পারেন—তাঁহার নিজজনগণ। সদ্গুরুই সেই ভগবদ্-নিজজন। এই জন্যই শাস্ত্র সর্বপ্রথমে সদ্গুরু বা ভগবন্নিজজনের শ্রীচরণাশ্রয় করিতে বলিয়াছেন।

সকলেই সর্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণের দাস ও তাঁহার উপাসক। এই শাস্ত্র-বাক্যে যাহার যত বিশ্বাস হয় বা যিনি ইহা যত উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি তত মুক্ত, উন্নত বা শরণাগত। জগতে কৃষ্ণ-উপাসক ব্যতীত অন্য কোন উপাসক থাকিতে পারে না। বিধির সাহচর্যেই হউক, আর অবিবেক সহিতই হউক, সকলেই কৃষ্ণকে চাহেন। কারণ, কৃষ্ণই প্রত্যেক চেতনস্বরূপের প্রাণ, আকর্ষক ও আনন্দদায়ক। কৃষ্ণ রসময়। কৃষ্ণই আনন্দের আকর। এই আনন্দই প্রয়োজন। চেতন আনন্দ ছাড়া থাকিতে পারে না। যে-কাল পর্যন্ত আনন্দময় জীবে প্রস্ফুটিত না হয়, ততদিনই বদ্ধজীবাভিমান থাকে। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে যে অবিমিশ্র আনন্দ-ধর্ম আছে, তাহা বদ্ধজীব বুঝিতে পারে না। সাধুর সঙ্গক্রমে ভগবানের কথা শ্রবণ করিবার যখন সুযোগ হয়, তখনই জীব বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাতেও আনন্দধর্ম আছে। ভগবৎ-সেবাধর্মই সেই আনন্দধর্ম।

কর্তব্যানুষ্ঠান-দ্বারা যে চরমফল লাভ হয় তাহাই প্রয়োজন। কর্মিগণ যথার্থ-কাম-কামনা সুখকেই প্রয়োজন বলেন। জ্ঞানিগণ মোক্ষসুখকেই প্রয়োজন মনে করেন। কিন্তু ভক্তগণ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবাসুখ ব্যতীত আর কিছুই চান না। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"সুখের জন্য সকলেই ব্যস্ত। কিন্তু তাহারা সুখের জন্য যাহা কিছু করে, তাহাতে সুখ পায় না। সেই সেই চেষ্টার দ্বারা বাধাত না হইলে কিয়ৎ পরিমাণ তৃপ্তিনিবৃত্তি হয় মাত্র। তাহাতেও আবার কোন-না-কোনপ্রকার দুঃখ উদয় হয়। সুখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু অতীব দেহসুখ বা বাসনা-সুখ যথার্থ নিত্যসুখ নয়। চিৎসুখই প্রকৃত সুখ; তাহাই প্রয়োজন অত্যন্ত-লোকে অত্যন্ত-সুখ-

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

নিবৃত্তি হৈ কোনপ্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যস্বরূপ প্রয়োজন-দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানের পুষ্টি এবং আচরণ-আচরণে দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়।" শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে-সকল ভক্ত অন্য দেবতার অর্চ্চন করেন, তাঁহারাও অবিধিপূর্ব্বক (মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা, অতএব পুনরাবৃত্তিঃ—শ্রীধর) অর্থাৎ যাহার দ্বারা নিত্যকালের মুক্তি বা পূর্ণস্বাধীনতা লাভ হয়, সেই বিধি পরিত্যাগ করিয়া আমারই পূজা করিয়া থাকেন।" জীবমাত্রেই যখন কৃষ্ণের দাস, তখন কৃষ্ণ সেবা প্রত্যেক জীবেরই নিত্যধর্ম্ম। কর্ম্মবিশ্ব জগতে জীব নিত্যস্বভাব হইতে বিচ্যুত ও বিরূপগ্রস্ত হইলেও নিত্যধর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করে না, তবে তাহা বিকৃত-স্বভাবে বিকৃতভাবে বিপরীত গতিতে দৃষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণ—ভজনীয় বস্তু, জীব—ভজনকারী বস্তু; উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়া—ভজন। সম্বন্ধ জানার পর ক্রিয়া, শ্রীকৃষ্ণ পরম বস্তু। তিনি একমাত্র বিশুদ্ধ পরম নির্ম্মল জীবাত্মার নিত্য-সেব্য। কৃষ্ণাপেক্ষা বৃহত্তত্ত্ব আর নাই, তিনি অসমোর্দ্ধতত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুই সেই শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণচিন্তা বা ভগবদ্ভক্তিই আমাদের ধর্ম্ম। কৃষ্ণসেবাই জীবাত্মার একমাত্র স্বার্থ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ। তিনি বিষয়, আর আশ্রয়—পাঁচ প্রকার। কৃষ্ণ—অদ্বয়, আশ্রয়—বহু। কৃষ্ণ ও রাম নৃসিংহাদিতে বস্তুগত কোন ভেদ নাই, কেবল লীলাগত বিচিত্রতা আছে মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও ভক্তভাব লইয়াছেন। কৃষ্ণকথা যত শ্রবণ করিবে, অনর্থ বা অবিদ্যা ততই দূর হইবে। হরিকথাতেই সর্ব্বজীবের মঙ্গলসূত্র নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই আমাদিগকে প্রপন্ন হইতে হইবে—এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-প্রভাবেই বাহিক জগতের যাবতীয় অভাব-অসুবিধা আমাদের ভগবৎ প্রাপ্তির অনুকূল হইয়া পড়িবে। কৃষ্ণকেও চাই, আবার অন্য জিনিষও চাই—এইরূপ অস্থির অবস্থায় থাকিলে কৃষ্ণ-পাদপদ্মপ্রাপ্তি কখনও সম্ভবপর নহে। অনেকে বলেন যে,—আমরা বহু দিন ধরিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়াও মঙ্গল-লাভ করিতে পারিতেছি না কেন? তাঁহাদের জানা উচিত যে,—কৃষ্ণসেবাকে আমরা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বা পরম প্রয়োজন বলিয়া স্থির করিতে পারি নাই বলিয়াই বহুকাল ধরিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা ও কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া কিছুমাত্র লাভবান্ হইতে পারিতেছি না; বরং অপরাধফলে কর্ম্মবিষয়াসক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। লক্ষ্যস্থির না হইলে গন্তব্যস্থানে কি করিয়া পৌঁছান যাইবে? সাধু-গুরু-কৃপায় লক্ষ্য যাঁহার স্থির হইয়াছে, তিনি আজ হউক বা শত বৎসর পরেই হউক, নিশ্চয়ই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবেন, আর যেখানে লক্ষ্য রাখিয়া যতই কিছু করি না কেন, তাহাতে উন্নতির আশা নাই।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি পরমেশ্বর—সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর। তিনি সর্ব্বাবতারী, সর্ব্বকারণপ্রধান। তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ। তিনি বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদন। তিনি গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন। তিনি ঈশার নিজজন শ্রীরূপ-সনাতনের ঈশ। তিনি ঈশা-নাথ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ও সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ। তিনি শৃঙ্গাররসরাজময়মূর্ত্তিধর। কৃষ্ণ-মাধুর্য্য লক্ষ্ম্যাদি নারীগণের চিত্তাকর্ষণকারী; এমন কি, শ্রীনারায়ণাদি অবতারগণেরও মনোহরণকারী। তিনি নিজ-মাধুর্য্যে নিজেই মুগ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ নিখিলচরাচরধারক। একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর অর্থাৎ ভক্তদের বেশধারী ব্যভিচারিণী পূতনাকে ধাত্রীচিতা গতি প্রদান করিয়াছেন। হতারিগতি-দায়কত্ব অন্য ভগবৎস্বরূপে থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুকে স্বর্গাদি-লোক-প্রাপ্তি-রূপ গতি পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজ অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে নিহত শত্রুগণকেও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন জয়-বিজয় হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণরূপে বিষ্ণুতত্ত্ব—শ্রীনৃসিংহ-বরাহদেব ও শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়াও মুক্তি পায় নাই, কেবল উচ্চগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে অসুরগণেরও মুক্তি হয় না। তবে যে কোথাও কোথাও অন্য ভগবৎ-স্বরূপকর্ত্তৃক ভগবদ্দ্বেষীকে মুক্তি-দানের কথা শুনা যায়, তাহার কারণ—কেবল ভগবদ্দ্বেষী-কর্ত্তৃক বিদ্বেষ-সহকারে নিরন্তর ভগবচ্চিন্তন। কিন্তু নিখিল ভগবদ্দ্বেষীর মুক্তিদানের কথা কোন অবতারে শুনা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব এই যে,—তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও তিনি তাঁহার অচিন্ত্য প্রভাবদ্বারা স্মরণকারীর চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এইজন্যই তিনি সকলের মুক্তিদাতা। কিন্তু অন্য ভগবৎ-স্বরূপে কিঞ্চিৎ স্মরণমাত্রে স্মরণকারীর চিত্ত আকৃষ্ট করিবার স্বভাব নাই বলিয়া মুক্তিদাতৃত্বও নাই। বেণরাজা বিষ্ণুবিদ্বেষী ছিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণের মত বিপুল সর্ব্বাকর্ষকত্ব ধর্ম্ম না থাকায় ঋষিগণের আবেশের ন্যায় বেণ-রাজার ভগবানে আবেশের অভাব-হেতু মুক্তিলাভ হয় নাই। এইজন্য শাস্ত্র যে-কোন-উপায়ে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতসিন্ধু। যাঁহার যেই রস, তিনি সেই রসেই কৃষ্ণকে দেখিতে পান। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যবিগ্রহ। তাঁহার সবই মধুর, মধুর হইতেও মধুর। তাঁহার নাম মধুর, রূপ মধুর, গুণ মধুর, লীলা মধুর ও পরিকর মধুর। মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা বা আকর তিনি। তিনি বড় সুন্দর, সেই শ্রীরাধাসুন্দরের সবই সুন্দর। এইরূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আর কাহারও নাই।

শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের পূজায় ঐশ্বর্য্যময় বা গৌরবের পূজাই প্রবল, পরাৎপরতত্ত্বের স্বরূপের পূজা সেখানে নাই। ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়াই সেখানে পূজকের আকর্ষণ আছে। সুতরাং সে আকর্ষণ স্বরূপ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যে অধিকতর কেন্দ্রীভূত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা তাহা নহে। সেখানে ঐশ্বর্য্যের সাজসজ্জা বা আড়ম্বর পূজককে আকর্ষণ করে না। কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে—স্বরূপে আকৃষ্ট; তাঁহারা কৃষ্ণের প্রতি সহজপ্রীতি বা প্রাণের টানে আবদ্ধ।

কৃষ্ণই রস। তিনি অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। কিছুই তাঁহার অগোচর, অপ্রাপ্য বা অঘটনীয় নাই। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররূপে বিষয়তত্ত্বের দেবতা আর শ্রীরাধা আশ্রয়তত্ত্বের দেবতা। পারকীয় শৃঙ্গাররসই প্রকৃত মধুর রস। এই মধুররসই সকল রসের শিরোমণি। এই পারকীয় মধুররসে একমাত্র ব্রজগোপীরই অধিকার। স্বকীয় মধুররস দ্বারকাতেই উক্ত প্রকার-ভেদ মাত্র। পুরমহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। তাঁহারা ধন-জন-পুত্র-পৌত্রাদি দেহাদিতে ব্যাপৃত হইয়া গৌরবের সহিত পতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন আর গোপীগণ ইহলোক ও পরলোকে সকল প্রকার সাধ্য ও সাধনের অপেক্ষারহিত হইয়া এবং অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত পতি-পুত্রাদি পরিত্যাগের আদর্শ-প্রদর্শনপূর্ব্বক বৃন্দাবনে রাস-ক্রীড়াদি অনির্ব্বচনীয় বিলাসসমূহের দ্বারা সুদুষ্প্রাপ্য রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি যেভাবে ভজনা করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে ভজনা করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে ভজনা অর্থাৎ তাঁহাদের ভজনানুরূপ ফল প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—"আমি ব্রজগোপীগণের প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের সেবা-সৌন্দর্য্যের নিকট আমার সমগ্র স্বরূপকে বিক্রয় করিয়াও আমি তাঁহাদের নিকট চিরঋণী।" শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—রুক্মিণীকে দর্শন করিয়া তাঁহার কর্ম্মের প্রতি আসক্তি মুক্ত হইবার পারিতেছে গোপীগণেরই স্মৃতি উদ্দীপিত ও প্রাণপ্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেন,—মৎপ্রাপ্তি-কামনাময়ী কাত্যায়নীব্রতপরা অন্তঃকরণ-শুদ্ধিকা ষোড়শ সহস্র গোপকন্যার সহিত পূর্ব্বজন্মতাদের স্বভাব সাদৃশ্য দেখিয়াও উহারা স্বীয় চিত্তকে কিরূপ প্রমাণে শুদ্ধ করিবার জন্য আমি পূর্ব্বনিতাগণকে বিবাহ করিয়াছি।

মধুররসের আশ্রয়বিগ্রহগণের মধ্যে আশ্রয়-শিরোমণি শ্রীরাধাই রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা। তিনি আশ্রয়জাতীয়বিগ্রহ-স্বরূপা। তিনি যাবতীয় কৃষ্ণকান্তার অংশিনী ও কৃষ্ণেচ্ছা-পরিপূর্ত্তি-কারিণী। বিষয় কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বরূপ আশ্রয় হইতে যেরূপ নিজস্ব অবতারগণের নিঃসৃত হইয়াছিল, সেরূপ আশ্রয়জাতীয়বিগ্রহ-স্বরূপা অংশিনী [illegible] মহিষীগণ ও নারায়ণ-বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীগণ বিস্তারিতা হইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত যুগল বিলাস, আর কৃষ্ণ তাঁর ও সেই যুগল বিলাসের উপকরণ।

রামনাম - তারক, কৃষ্ণনাম - পারক। তিন রাম-নাম এক কৃষ্ণনামের তুল্য। তারক হইতে মুক্তি এবং পারক হইতে প্রেমভক্তি লাভ হয়। রাম নামে মোক্ষদা-শক্তি অধিক, আর কৃষ্ণনামে সচ্চিদানন্দ-প্রেমানন্দদাত্রী শক্তি অধিক। [illegible]—"হে পুরুষ-বাম! কেহ নাম করুন আর নাই করুন, শ্রীভগবানের নামের শক্তি নিজ স্বভাবরূপে দান করিয়া থাকেন। যে-নামে প্রেমদান-শক্তি প্রচুর, সেই নাম আশ্রিত ব্যক্তির অপরাধ দূর করিয়া প্রেমদান করিয়া থাকেন আর যে-নামে মোক্ষদান-শক্তি প্রচুর, সেই নাম মুক্তি-মাত্র প্রদান করেন। মোক্ষ প্রেমের ন্যায় সাধ্যফল নহে। আরোগ্য বা রোগরূপ দুঃখের অভাব-মাত্রই সুখ নহে। রোগ-নিবৃত্তির পর স্বাস্থ্যবানের ন্যায় আহার-বিহারাদি-ক্রিয়াই সুখদায়ক। শ্রীকৃষ্ণের নামাভাসেই অনায়াসে মুক্তি হয়, শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"নাম-সকলের মধ্যে কৃষ্ণ নামটীই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম।" শ্রীগোপালতাপনীতে বর্ণিত হইয়াছে,—কৃষ্ণই পরদেবতা, তাঁহাকেই ধ্যান করিবে, তিনিই সকল রসের আশ্রয়, তাঁহাকেই ভজন করিবে, তাঁহাকেই পূজা করিবে, তাঁহারই যজন করিবে।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:——

সত্য বস্তু একমাত্র হরিনাম। হরিনামের মধ্যেই সব আছে। হরিনামের দ্বারা ভগবদ্-রূপ ও ভক্তগণের রূপ [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] বর্জন [illegible] নাম [illegible] অপরাধ [illegible] নিকট অপরাধ [illegible] করিলে আর উপায় নাই। কাহারও নিকট অপরাধ হইয়াছে এমন না থাকে, তাহা হইলে একান্তভাবে [illegible] আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। [illegible] নামের কৃপায় সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইবে।

হরিনামের নিরন্তর শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণপ্রভাবে উত্তরোত্তর ব্যাধি দোষযুক্ত হয় না হইয়া যায় সেইজন্য পুনঃ উৎসাহের সহিত অর্থাৎ আদরের সহিত হরিনাম করিতে হইবে। 'হে হরিনাম! তোমার কৃপা ছাড়া আমার আর গতি নাই, তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই, তুমি স্বরূপে কৃপা কর'—এইরূপ চিত্তবৃত্তির সহিত অনুক্ষণ নাম করিলে নামের কৃপালাভ হইবে। শ্রীনাম সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সমস্ত কথা শুনিবেন। হরিনামের কৃপাতেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। শ্রীনামের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা বা রুচি হয়, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বোপরি শ্রীনামের কৃপা লাভের জন্য আকুল-ব্যাকুল হন, তিনি শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার পান। 'আমি সকলের চেয়ে ছোট', 'আমি গুরুবৈষ্ণবের পদধূলি,—এইরূপ অভিমান বা দীনতা থাকিলে শ্রীহরিনামের কৃপা লাভ হয়। কাঙ্গালের দীন অভিমান। যত দীনতা আসিবে, তত শরণাগতি আসিবে, তত কৃপালাভ হইবে। শরণাগত হওয়া অর্থাৎ নিষ্কপটে শ্রীভগবানের সকল বিধানকে অবনত-মস্তকে স্বীকার করা গৌরব সব ভার—এরূপ আমার সব ভার—এই বিচার যাঁহার, তিনিই একান্ত শরণাগত। ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস যাঁহার নাই শ্রীনাম করিলেও সব করা হওয়া যায়, শ্রীনামের প্রতি এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস যাঁহার নাই, তাঁহার প্রতি শ্রীনামের কৃপা হয় না।

কৃষ্ণের কৃপালাভ করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকে মনে রাখিতে হইবে। কৃষ্ণকে ভুলিয়া কৃষ্ণকৃপা পাওয়া যায় না। যেখানে কৃষ্ণই নাই, সেখানে কৃষ্ণ কি করিয়া কৃপা করিবেন? সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন কৃষ্ণকে মনে রাখিবার উপায়। সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা ও হরিনাম-মাহাত্ম্য শুনিতে শুনিতে হরিনামের প্রতি আদর ও সর্ব্বদা হরিনাম করিবার আগ্রহ হইবে। গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখ-নিঃসৃতবাণী হরিনাম-স্ফূর্ত্তির পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকেন। সাধুর শ্রীমুখনিঃসৃতবাণী শ্রবণ ও হরিনাম গ্রহণের তাৎপর্য্য ভিন্ন নহে। হরিকথা ও হরিনাম অভিন্ন। হরিনাম-গ্রহণের সময় হরিকথা শুনিলে চিত্তের বিক্ষেপ হয় না। হরিকথা হরিনামের অধিক স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকে। সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামের কৃপাভিক্ষা করিলে শ্রীনামই সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দিবেন। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীনামের কৃপায় সকল প্রকার অনর্থ ঘুচিয়া যায়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"হরিনামের নিকট কৃপাপ্রার্থনা করিতে করিতে জীব আর্ত্ত ও ব্যাকুল হইয়া উঠে। সেই আর্ত্তি ও ব্যাকুলতা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই চিত্ত হরিনামে অধিকতর আকৃষ্ট হয় আর অন্য মনোধর্ম থাকে না।

অনর্থের প্রাবল্য থাকায় হরিনামের স্ফূর্ত্তি হইবে না দেখিয়া শ্রীহরিনামের পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক কোনপ্রকার আরোহবাদ স্বীকারের দ্বারা আশুফল পাইবার চেষ্টায় ধাবিত না হইয়া বিশেষ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে হরিনাম-গ্রহণে ধৈর্য্য, বৈষ্ণবের আনুগত্যে সাধুগণের প্রদর্শিত ও কথিত সেবার অনুশীলন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সাধুগণের সেবাময়ী বৃত্তির অনুসরণ—এই সকল হরিনামগ্রহণের অনুকূল বিষয়।

আপনার পক্ষে যাহা প্রকৃত মঙ্গলকর, তাহা বিধান করিবার পূর্ণশক্তি শ্রীহরিনামের আছে। হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন হরিনাম-প্রভুর সেবা ও কৃপা-প্রার্থনা করিতে থাকিবেন, তখন দেখিবেন আপনার চিত্ত তাঁহার সেবা করিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা-বিশিষ্ট হইয়া যাইছে। হরিনাম অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিবেন। মনে রাখিবেন—কৃষ্ণের সমস্ত শক্তি তাঁহার নামে নিহিত আছে। যথাপি হরিনামে রুচি হইতেছে না—বিশ্বাস হইতেছে না—শরণাগতি আসিতেছে না—তাহা আমাদেরই দৌর্ব্বল্য, অনর্থ বা অপরাধ। একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কুটীনাটির দিকে মন দিবার সময় থাকিবে না, তবে সৌভাগ্যের উদয় হইবে।"

সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়া আমাদের আর অন্য গতি নাই। শব্দই আমাদের যথা-সর্ব্বস্ব। সেই শব্দানুশীলনই চেতনের অনুশীলন। সেই শব্দ শ্রীনাম—শব্দই হরিকথা। এই চেতনের অনুশীলন কেবল কর্ণের দ্বারাই সম্ভব। শব্দের শরণাগত হইলেই হইবে—নিজেকে শব্দের আশ্রিত বলিয়া জানিতে হইবে এবং শব্দকে রক্ষক ও পালক বলিয়া বরণপূর্ব্বক আত্মনিবেদনকারী শরণাগতের নিরন্তর শব্দময়-সেবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। আবার শব্দময়-স্পৃহা শব্দের নিত্যাশ্রয়ী কীর্ত্তনপ্রধানবিগ্রহ সাধুর কৃপা বা সঙ্গ ছাড়া হয় না। কর্ণের দ্বারাই সাধুর সঙ্গ হয়। শ্রবণই সাধুসঙ্গ-কৃপা-গ্রহণের একমাত্র পথ। সাধুর বাণীর সঙ্গই সাধুসঙ্গ। হরিকথারূপী গুরুর সঙ্গ না হইলে সাধু সঙ্গ হওয়া যাইবে না।

আমরা কেবল কৃপার প্রার্থী ছাড়া অন্য কিছুর প্রার্থী হইব না। সমস্ত বিশ্ব ঘটনাক্রমতঃ যদি আমার গুরুপাদপদ্মকে ত্যাগ করে, তথাপি গুরুপাদপদ্মের নগণ্য ধূলিকণা আমি তাঁহাকে ছাড়া ত' দূরের কথা, তাহা স্বপ্নেও চিন্তায় আনিতে পারিব না। বিশ্ব আমার গুরুপাদপদ্মকে যেভাবে দেখে দেখুক, আমি কিন্তু তাঁহাকে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ জানিয়া সর্ব্বক্ষণ কায় মনো বাক্যে তাঁহার সেবাই করিব। আমি যতই অযোগ্য হই না কেন, তাঁহারই ত' ভৃত্য। সমস্ত বিশ্ব শত-সহস্র বিপদের মধ্যে ফেলিতে পারে কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের নগণ্য ভৃত্যানুভৃত্যকে তাহারা একচুলও চ্যুত করিতে পারিবে না—এইরূপ দৃঢ়তা আমাদের প্রত্যেকেরই লাভ হউক।

কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষক। তৎপাদপদ্মে নিষ্কপটে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। জগতের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বল-ভরসা কিছুই আমাদিগকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। কৃষ্ণবিস্মৃতিই মৃত্যু। সুদর্শন বা সেব্য-দর্শনই এই কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। জগতের প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে দর্শনই সেব্যদর্শন বা সুদর্শন। এতদ্ব্যতীত সমস্ত ভোগদর্শন বা কুদর্শন। কুদর্শন বা কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে অমৃত সাধুগণের সঙ্গ ও কৃপা প্রার্থনা একমাত্র উপায়।

গুরু বৈষ্ণবের শাসন নিবিড় কৃপা। তাঁহারা যাঁহাকে আপন বলিয়া জানেন, তাঁহাকেই কৃপা-শাসন করেন। নিজের জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই ত' শাসন করেন, নিজের পুত্রকে পিতা শাসন করেন। পরের পুত্রকে কখনও শাসন করেন না। গুরুবৈষ্ণবের কৃপা-শাসন তাঁহাদের স্নেহেরই আর একটা দিক্। স্নেহ বা প্রীতি কখনও শাসনময়ী আবার কখনও আদরময়ী। শরণাগত হইয়া আপন জনে চিন্তা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। গুরুগণের শাসন-বাণী অকপটে গ্রহণ করিতে পারিলে মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

কৃষ্ণের চিন্তা অহর্নিশ হওয়া আবশ্যক। অহর্নিশ কৃষ্ণকথা শুনিলে ও বলিলে, শ্রীকৃষ্ণভক্তের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণধামে অহর্নিশ বাস করিলে শ্রীকৃষ্ণচিন্তা, শ্রীকৃষ্ণাভিনিবেশ, শ্রীকৃষ্ণধারণা, শ্রীকৃষ্ণধ্যান, শ্রীকৃষ্ণস্মরণাদি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। তখন ভোজন করিবার সময়ও শ্রীকৃষ্ণচিন্তা হয়, শয়ন-কালেও শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা হইয়া যায়, নিদ্রার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা হয়, নিদ্রা হইতে জাগরণের মুহূর্ত্তেও স্বাভাবিক-ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যান ও অভিনিবেশ চিত্ত-সাম্রাজ্যকে অধিকার করিয়া রাখে—ইহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় হয়। কোনপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে ইহা হইতে পারে না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর্ত্তি জানাইলে, শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের, শ্রীবৈষ্ণবের, শ্রীনামপ্রভুর নিষ্কপট সেবা করিলে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপালাভ হয়, তখন অহর্নিশ কৃষ্ণ-চিন্তা ও কৃষ্ণ-ধ্যান হৃদয়ে জাগরূক থাকে ও জিহ্বাতে কৃষ্ণকীর্ত্তন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

আমরা এজগতে আসিবার কালে সঙ্গে কিছু লইয়া আসি নাই এবং সঙ্গেও কিছু লইয়া যাইব না। যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা সংসারে আসক্ত না হইয়া একমাত্র শ্রীহরিনামকেই সম্বল করেন। যিনি অকপটে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবেন, একমাত্র তাঁহারই ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল হইবে।

শরণাগতি বিশেষ প্রয়োজন। শরণাগত না হইলে নির্ভয় হওয়া যায় না। প্রতিকূল বিষয়-বর্জ্জন, অনুকূল বিষয় গ্রহণ, একমাত্র কৃষ্ণকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস, কৃষ্ণকে একমাত্র পালক বলিয়া বরণ, 'আমি কেহ নহি, আমি ও আমার সব কৃষ্ণের'—এইরূপ আত্মনিবেদন এবং আমি সর্ব্বাপেক্ষা দীন—শরণাগতির এই ছয়টী লক্ষণ।

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণেরই প্রকাশস্বরূপ অখণ্ড-সেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দস্বরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগুরুরূপে তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। তিনি কপট-মানব বা মায়া মানুষ। তিনি কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সেবককৃষ্ণ বা সেবক-ভগবান্—কৃষ্ণের আকর্ষণীক। তিনি ভোক্তা-কৃষ্ণ নহেন। তিনি নিত্যকাল কৃষ্ণপাদে প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের সেবা করিবার জন্য তিনি ভগবান্ অপেক্ষা বড় হইয়াছেন।

শ্রীগুরুদেবের সহিত নিত্যানন্দের লীলাগত বৈচিত্র্য থাকিলেও তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ, শ্রীগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্টপ্রচারক। শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সেবক-বিগ্রহরূপে জীবে দয়া করিবার জন্য অবতীর্ণ। যাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের অভাব, তাহারা কৃষ্ণ-সেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধিবশতঃ নারকী।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়জাতীয় ভগবান্, আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। যিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটীকে আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-অভিন্ন শ্রীগুরুদেবের সেবাপর থাকেন, তিনি মায়াজাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অন্তরে বা স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিত্যকাল শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে প্রেমসেবা লাভ করিতে সমর্থ হন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ... হইতে শ্রীঅ... গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীকৃষ্ণকিং ... ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

প্রভুপাদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

—•—

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও অধিকত করিয়া "হরিভক্তি"-তাৎপর্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভজনরহস্যশিক্ষা।

—•—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-তাৎপর্য প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। টীকা সংস্কৃত-অভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২৮ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৬ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২৩শে সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, বুধবার { ১৬০ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ হৃষীকেশ, বাসু অধিবাস, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস

——::(০)::——

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ—শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন। তিনি যশোহর জেলার 'বূঢ়ন'-গ্রামে যবনকুলে আবির্ভূত হন। 'বূঢ়ন' গ্রামটী সম্প্রতি কোথায় অবস্থিত, তাহা জানা যায় না। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের শৈশবকালের কোন ঘটনা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কাহারও মতে গো-বৎস হরণের অপরাধ-ক্ষালনার্থ ব্রহ্মা স্বয়ং যবনকুলে উদ্ভূত হন। আবার কাহারও মতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ হরিদাস-নামে উদিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ঠাকুর হরিদাসে প্রহ্লাদ প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলিয়াছেন,—ঋচিকমুনির পুত্র মহাতপা ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই ঠাকুর হরিদাস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে শ্রীল মুরারিগুপ্ত বলিয়াছেন যে, উক্ত মুনিপুত্র তুলসীপত্র আহরণপূর্ব্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় তাহার অভিশপ্ত হইয়া যবনত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি এখন পরম ভক্তিমান্ মহাভাগবত হরিদাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।" শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

হরিদাসঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত॥
তাঁহার অনন্ত গুণ,—কহি' দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য-গোসাঞি যাঁ'রে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র॥
প্রহ্লাদ-সমান তাঁ'র গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নেও যাঁ'র নাহিক ভ্রূভঙ্গ॥
তেঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁ'র দেহ
লৈঞা কোলে।
নাচিল চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে॥

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শ্রীল ঠাকুর হরিদাস যবনকুলের সামাজিক রীতি-নীতি পরিহার করিয়া শ্রীহরিনাম-গ্রহণে ব্রতী হন। তিনি শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃ-মাতৃকুলের আশা-ভরসা ও সংসার-প্রবৃত্তি ছাড়িয়া নিষ্কামভাবে ভগবান্‌কে ডাকাই একমাত্র ব্রত বলিয়া নির্ণয় করেন। তাই তিনি যুবাকালে বূঢ়ন-গ্রাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেনাপোলের সন্নিকটস্থ বনমধ্যে একটী নির্জ্জন কুটিরে থাকিয়া তুলসীসেবন ও রাত্রি-দিনে তিনলক্ষ হরিনাম-সংকীর্ত্তনমুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। ঠাকুর হরিদাসের নামে ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখিয়া অনেক সজ্জন ব্যক্তি তাঁহার চরণে আকৃষ্ট হইলেও মৎসর হিন্দুসমাজে হিংসার উদয় হইল। ভক্তদ্বেষী সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি বেনাপোল গ্রামের রামচন্দ্র খাঁন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা-দর্শনে মৎসর হইয়া তাঁহাকে নির্য্যাতন করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইল। রামচন্দ্র শ্রীহরিদাসকে তাহারই ন্যায় একটী দুর্ব্বলচিত্ত যুবক মনে করিয়া একজন সুন্দরী যুবতী বারাঙ্গনাকে তাঁহার নিকট রাত্রে প্রেরণ করিল। সেই যুবতী বীর অলঙ্কার এবং পুরুষবিমোহিনী স্বদেহের হাব-ভাবক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া ঠাকুরকে হরিসেবা-প্রবৃত্তি হইতে বিচলিত করিবার জন্য হাব-ভাব-নাট্য

চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণসেবাপরায়ণ শ্রীহরিদাস বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নিরন্তর শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব-হৃদয় ও সাধারণ মানব-হৃদয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। কামিনীর কটাক্ষে সমস্ত বিশ্ব, এমন কি, দেবগণেরও চিত্তভ্রম উপস্থিত হয়, কিন্তু ভগবৎপাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগত অকিঞ্চন শ্রীহরিদাস অচল-অটল থাকিয়া নিরন্তর নাম-প্রভুসেবায় ব্যস্ত। ইহারই নাম ঐকান্তিকতা, ইহারই নাম নিষ্ঠা, ইহারই নাম শুদ্ধভক্তি, ইহারই নাম সাধন, ইহারই নাম পুরুষোত্তমানের হস্ত হইতে চির-নিষ্কৃতি—ভোগদর্শনের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র সেব্যদর্শন বা গুরুদর্শন। যাহার পুরুষাভিমানই নাই, যিনি নিরন্তর কৃষ্ণভোগ্যাভিমানে বা কৃষ্ণসেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত ও কৃষ্ণাকৃষ্ট, তাঁহাকে কি কামিনীরূপিণী মায়া প্রলুব্ধ করিতে পারে? যিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাকর্ষক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আকৃষ্ট, তাঁহাকে অকুমায়ার আকর্ষণে কি করিতে পারে? চেতনের আকর্ষণের নিকট অচেতের আকর্ষণ যে কিরূপভাবে পরাভূত, তাহা এই দৃষ্টান্তের দ্বারাই খুব উজ্জ্বলভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। এইখানে "মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল।" —এই মহাজন-বাণীর যথাযথ সার্থকতা হইয়াছে। তাই সেই বেশ্যা বিফল-মনোরথ হইয়া রামচন্দ্র খাঁনের নিকট ফিরিয়া গিয়া সকল কথা নিবেদন করিল। বৈষ্ণববিদ্বেষী পাষণ্ড রামচন্দ্র তাঁহাকে দ্বিতীয় দিন পুনরায় যবনদোষে হরিদাসের হৃদয় দুষ্ট করিবার পরামর্শ দিল, সেই কুলটা রমণী হরিদাসের ভজনে বাধা দিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিল; উপর্য্যুপরি এইরূপে তিনরাত্রি কাটিয়া গেল, তথাপি হরিদাসের অপ্রাকৃত হৃদয় হরিভজন হইতে অবশ্য গ্রহণ করিল। বেশ্যা ও

রামচন্দ্রের অভীষ্টসিদ্ধি বিন্দুমাত্রও সহায়তা করিল না। ঠাকুরের দৃঢ়তা, ঐকান্তিকতা, গোস্বামিত্ব ও অলৌকিক ভজনবল দর্শন করিয়া পাপনিরতা বেশ্যার মন ফিরিয়া গেল। তখন সে ঠাকুরের পাদতলে নিপতিতা হইয়া স্ব-কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল,—

বেশ্যা কহে,—"কৃপা করি' কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য, যাতে যায় ভব-ক্লেশ॥
ঠাকুর কহে,—ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি' তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম কর তুলসী-সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

শ্রীল ঠাকুরের অযাচিত কৃপা লাভ করিয়া সেই বেশ্যা ধন্যা হইলেন এবং ঠাকুরের আদেশানুসারে গৃহে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত ব্রাহ্মণকে দিয়া মস্তকমুণ্ডন করত একবস্ত্রে সেই নির্জ্জনবনস্থ কুটিরে থাকিয়া তুলসীসেবন ও দিবারাত্র তিনলক্ষ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে অভ্যস্তা হইলেন। ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া বেশ্যা উহার পরিবর্ত্তন করিলেন। সৎসঙ্গের এতই প্রভাব! তাই শ্রীপাদ এতদ্ সাক্ষ দেইস্থলে গুরুবর্গ বলিয়াছেন যে,—"মনের চেয়ে কৃপার মাহাত্ম্য অনেকগুণে বেশী।" বৈষ্ণব-হৃদয় ব্যতীত এত দয়া আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কপটপ্রাণ মানবের সহিত সম্বন্ধ বৈষ্ণবের তুলনা হয় না। বেশ্যার প্রতি ঠাকুরের অহৈতুকী দয়া দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। আমরা যদি ঠাকুর শ্রীল হরিদাসের এই পরম পবিত্র অনুপম চরিত্র সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিষ্কপটে কৃষ্ণকে অকৃত্রিম কাতর-ক্রন্দনসহকারে ডাকি, তবেই করুণাময় নামাচার্য্য ঠাকুর আমাদিগকে কোন-না-কোনদিন নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন ও আমাদের নামভজনে ঐকান্তিকতা হইবে।

কতদিন পরে শ্রীল হরিদাসঠাকুর গঙ্গাতীরে বাস করিবার ছলে বেনাপোলের কুটীর পরিত্যাগপূর্ব্বক নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া-নামক স্থানে শুভাগমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তৎকালে শান্তিপুরে বাস করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গ-লাভ করিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুর মনের আনন্দে প্রত্যহ গঙ্গা-স্নান করিয়া নিরবধি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। হরিদাস কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ও কৃষ্ণের নিয়ত নিরন্তর অগ্রগণ্য ছিলেন। ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ-সমাজ হরিদাসের তপশ্চর্য্যা ও অলৌকিক বিকারসমূহ দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এমন সময় শ্রীল ঠাকুরের বিরুদ্ধে যবনাধিপতি মুলুকপতির নিকট মহাপাপী কাজি অভিযোগ আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিল যে,—হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হইয়া যবনের আচার পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দুর আচার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া মুলুকপতি হরিদাসকে ধরিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলে শ্রীহরিদাস নির্ভয়ে যবনাধিপতির নিকট গমন করিলেন। তথায় শ্রীহরিদাসের দর্শন-ফলে কারাক্লেশ-যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে বিচার করিয়া কারারুদ্ধ বন্দিগণ কারারক্ষককে অতিশয় অনুনয়পূর্ব্বক ঠাকুরের শ্রীচরণ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইল। হরিদাস বন্দিগণের যেরূপ বিষয়-নিবৃত্তক অবস্থাই যে হরিভজনের অনুকূল তাহা জানাইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বাবস্থায় আত্মার স্বাধীনতারূপ কৃষ্ণভজনের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ করিলেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বন্দিগণকে বলিলেন,—

"এবে কৃষ্ণপ্রতি তোমা' সবাকার মন।
যেন আছে, এই মত থাকু সর্ব্বক্ষণ॥
এবে নিত্য কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণের চিন্তন।
সবে 'মেলি' করিতে থাকহ অনুক্ষণ॥
এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন।
'কৃষ্ণ' বলি' কাকুবাদে করহ চিন্তন॥
আরবার গিয়া বিষয়েতে প্রবর্ত্তিলে।
সবে তাহা পাসরিবে, গেলে দুষ্ট-মেলে॥
বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড় বড় জঞ্জাল।
স্ত্রী-পুত্র—মায়াজাল, এই সব 'কাল'॥
দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায়।
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি' কৃষ্ণেরে ভজয়॥
'বন্দী থাক',—হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
'বিষয় পাসর', অহর্নিশ বল হরি।'
সর্ব্বজীব প্রতি দয়া-দর্শন আমার।
কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউক তোমা'-সবাকার॥
চিন্তা নাহি,—দিন দুই-তিনের ভিতরে।
বন্ধন ঘুচিবে,—এই কহিনু তোমারে॥
বিষয়েতে থাক, কিবা থাক যথা তথা।
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্ব্বথা॥"

অনন্তর মুসলমান অধিপতি শ্রীহরিদাসকে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীহরিদাস বলিলেন,—

"শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর।
নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে 'এক' কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যা'রে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
সে প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজ-শাস্ত্রমতে॥
যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেই সে তাহান হিংসা হয়॥
এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যেহেন।
লওয়াইছেন চিত্তে, করি আমি তেন॥"

পরমেশ্বর এক, নিত্য, অদ্বিতীয় এবং সকল জীবেরই প্রভু। হিন্দু-মুসলমান, বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সকলেরই ঈশ্বর একজন। তিনি জীবহৃদয়ে অবস্থিত হইয়া প্রযোজক-কর্ত্তৃরূপে যাঁহাকে যেরূপভাবে কার্য্যে নিযুক্ত করেন, প্রযোজ্য-কর্ত্তৃরূপে জীব তাহাই করিয়া থাকেন। একমাত্র ঈশ্বরই জীবের প্রকৃত কর্ত্তা। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা জীব আপনাতে কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া যে কর্ম্ম করে, তাহা তাহার মিথ্যা অভিমান মাত্র। ভগবদিচ্ছাই ফলবতী হয়; জীব উপলক্ষ্য-স্বরূপ হইলেও ঈশ্বরেচ্ছাই বলবতী। ঠাকুরের শ্রীমুখে এইরূপ সুসত্য বচন শ্রবণ করিয়া যবনগণ সন্তুষ্ট হইল এবং এক মহাপাপিষ্ঠ কাজী মুলুকপতিকে শাস্তি দিবার জন্য অনুরোধ করায় মুলুকপতি কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন-দ্বারা শ্রীহরিদাসকে স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলায় শ্রীহরিদাস নির্ভীকভাবে সাহসে দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে,—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নামের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখিয়া যবন কাজি মুলুক-মুলুকের অন্তর্গত বাইশ বাজারে তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রহারপূর্ব্বক বধ করিবার আদেশ প্রদান করিল। তখন নিষ্ঠুরভাবে শ্রীল ঠাকুরকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। শ্রীপ্রহ্লাদের ন্যায় এরূপ দুঃসময়েও 'যথাতীত' ও লাঞ্ছিত হইয়াও নামপ্রেম শ্রীহরিদাস কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না, উপরন্তু পরদুঃখদুঃখী শ্রীহরিদাস প্রহারকারিগণের দুর্দ্দৈববশে সত্য-দ্রোহজনিত ভীষণ অপরাধের আশঙ্কায় উহাদের অপরাধের জন্য ভগবানের নিকট এইরূপভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—

"এ-সব জীবেরে, কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ॥"

মহাভাগবতের এতাদৃশী দয়া ও সহিষ্ণুতা স্বাভাবিকী। তাঁহারা ভগবৎসেবায় সর্ব্বক্ষণ এরূপ ব্যস্ত ও নিরত থাকেন যে, ভগবদ্বহির্মুখ জগতের নির্য্যাতনাদি তাঁহাদিগকে কোনরূপ উদ্বেগ দিতে সমর্থ হয় না। হরিদাস ঠাকুরকে এইরূপভাবে প্রহার করিয়াও তাঁহাকে কিছুই করিতে না পারিয়া প্রহারকারিগণ দুঃখিতচিত্তে শ্রীহরিদাসকে বলিতে লাগিল,—"হে ঠাকুর! আমরা তোমাকে বেত্রাঘাতাদি প্রহার করিয়া একেবারে মারিয়া ফেলিতে না পারিলে আমাদের প্রতি মনিবগণের বিষম ক্রোধের সঞ্চার হইবে। তাঁহারা ক্রোধপরবশ হইয়া আমাদিগকে প্রাণে বিনাশ করিবেন।"

তদুত্তরে শ্রীহরিদাস কহিলেন,—"আমি তোমাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রহৃত হইয়াও যদি আমার একটী শ্বাস তোমাদের কোন-প্রকার অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে তোমাদের সেই অমঙ্গল নিবারণ ও মঙ্গলের জন্য আমি এই মুহূর্ত্তে দেহত্যাগ করিতে পারি"—এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ চিন্ময় ভগবদ্ধ্যানময় তন্ময়াদি অবস্থায় মৃতপ্রায়ের লীলা অভিনয় করিলেন। ভগবদ্ধ্যান-সমাধিহেতু তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস আর প্রত্যক্ষভাবে দেখা গেল না। পরদুঃখদুঃখী দয়াল ঠাকুর শ্রীহরিদাস ধ্যানাবেশে নিজেকে মৃতবৎ প্রদর্শন করিলে, তাঁহাকে কবর দিলে পাছে তাঁহার সদ্গতি হয় এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার যাহাতে জন্মে-জন্মে দুর্গতি হয়, এই বিচার করিয়া তাঁহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিল। তখন হরিদাসের অপ্রাকৃত দেহে বিশ্বম্ভর অধিষ্ঠান হওয়ায় সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে একচুলও নড়াইতে পারিল না। পরে স্বেচ্ছায় হরিদাস গঙ্গামধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে তীর-সমীপে আসিলেন এবং বাহ্যদশা লাভ করিয়া ফুলিয়া-গ্রামে উঠিলেন। ফুলিয়ায় আসিয়া হরিদাস ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; যবনগণ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের এতাদৃশ প্রভাব দেখিয়া মহাপীর জ্ঞানে তাঁহাকে নমস্কার করিল এবং স্বকৃত অপরাধের জন্য করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ফুলিয়ার ব্রাহ্মণগণ হরিদাসের পুনরায় দর্শন পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুর দৈন্যভরে বলিলেন,—

"হরিদাস বলেন,—শুনহ বিপ্রগণ।
দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ॥
প্রভু-নিন্দা আমি যে শুনিলুঁ অপার।
তা'র শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার॥
ভাল হৈল, ইথে বড় পাইলুঁ সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি' ক্ষমিলেন বড়-দোষ॥
কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণুনিন্দন-শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিলুঁ পাপ-কাণে॥
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার॥"

যে-সকল যবন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে পূজ্যবুদ্ধিতে বিনীতভাবে নমস্কার করিল, তাহাদের ভববন্ধ মোচন হইল। ভগবৎপাদপদ্মে পূর্ণশরণাগত শ্রীহরিদাস আপনাকে কর্ম্মফলবাধ্য সামান্য সজীব মনে করিয়া দৈন্যভরে বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণাদিজনিত অপরাধ নিজপ্রতি ভীষণ দ্রোহ ও হিংসাকে যথাযোগ্য ভগবৎকৃপা-দণ্ডজ্ঞান করিলেও ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের ইচ্ছায় যবনগণ সকলেই নিগ্রহ-প্রাপ্ত হইল। ভক্তগণ কাহারও অপরাধ গ্রহণ না করিলেও ভগবান্ ভক্তবিদ্বেষীকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

এখন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর গঙ্গাতীরে নির্জ্জন গোফায় অহর্নিশ শ্রীহরিনাম করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম-গ্রহণে শ্রীহরিদাসের ভজন-কুটীরটী তৎকালে বৈকুণ্ঠভবন হইল। যে গোফায় ঠাকুর হরিদাস নিরন্তর নামকীর্ত্তন করিতেন, সেই গোফায় এক বিষম মহানাগ বাস করিত। তাহাতে ঠাকুরের কোন অসুবিধা না হইলেও যাঁহারা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে আসিতেন, তাঁহারা জ্বালা-প্রভাবে কেহই সেইস্থানে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতেন না। ওঝাগণের নিকট গোফার নীচে মহাসর্পের কথা অবগত হইয়া গ্রামবাসিগণ ঠাকুরকে অনুরোধ করিলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সেই গোফা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করায় সেই মহানাগ সেই দিনই সন্ধ্যায় সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সেই বিস্ময়কর ঘটনা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং শ্রীল ঠাকুরের প্রতি সকলেরই একটা দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল।

আর একদিন কোন এক ধনীলোকের গৃহে এক ডঙ্ক কালীয়দহে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-মাহাত্ম্যের কথা কীর্ত্তন করিতেছিল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-শ্রবণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার অপ্রাকৃত দেহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারসমূহ পরিদৃষ্ট হইল। সকলেই ঠাকুরের শ্রীচরণধূলি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া এক কপট বিপ্রাধম শ্রীল হরিদাস ঠাকুর হইতেও অধিকতর প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় তাঁহার অনুকরণে কৃত্রিমভাবসমূহ দেখাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ডঙ্ক সেই ব্রাহ্মণের কৃত্রিমতা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিলে বিপ্র বাধ্য হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। ডঙ্ক শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অকৃত্রিমতা ও ঐ বিপ্রের কৃত্রিমতা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন।

নদীয়ার সেই সময় পাষণ্ডিগণ সকলেই উচ্চকীর্ত্তনের বিরোধী ছিল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন বলিয়া তাহাদের গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইল। হরিনদী-গ্রামের এক দাম্ভিক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ হরিদাসকে

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

উচ্চসংকীর্তন করিতে দেখিয়া কুযুক্তিতে তাহার প্রতিবাদ করিলে, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বলিলেন,—

"উচ্চ করি' দৈবে পশুগণ শুনে যদি।
মোরে ত' না করে পারে, শুনি সে বর্তায়॥
স্থাবর, জঙ্গম, সকল শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম॥
পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে॥
জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চসংকীর্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি' কীর্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্বশাস্ত্রে বলে॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সংকীর্তন।
জন্তুমাত্র শুনিঞাই পায় বিমোচন॥"

ঐ পাষণ্ডী ব্রাহ্মণরূপ হরিদাসের শাস্ত্রীয় বাক্যে অবিশ্বাস এবং তাঁহার প্রতি অভক্তি-বুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে নাক-কাণ কাটিয়া এবিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত করিতে বলিলে, কএক দিনের মধ্যেই অপরাধফলে ঐ বিপ্রের নাক খসিয়া পড়িল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর গঙ্গাতটবর্তী নবদ্বীপে গমন করিলেন।

কোন সময় শ্রীল ঠাকুর হরিদাস সপ্তগ্রাম-বর্তি চাঁদপুরে গমনপূর্বক হিরণ্য-গোবর্ধনের সভায় উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীনাম ও নামাভাসের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। তাঁহার মুখে শ্রীনাম ও নামাভাসের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তথাকার গোপাল চক্রবর্তী নামক এক পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ শ্রীনামের মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস করিয়া ঠাকুরের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিয়া ঠাকুরের চরণে অপরাধ করায় ফলে তিন দিনের মধ্যে বৈষ্ণব-অপরাধে তাঁহার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয় এবং তৎফলে তাহার হস্ত-পদাঙ্গুলি ও নাসা খসিয়া পড়ে। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের এইরূপ মাহাত্ম্য দেখিয়া সকলেই ভক্তগণে আকৃষ্ট ও প্রণত হন।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নামাচার্য। তিনি নবদ্বীপে আগমনপূর্বক শ্রীবাসাদি ভক্তগণের সহিত শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিকীর্তন-প্রচারের প্রধান সহায়কগণের অন্যতম ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রভুর মুখে দর্শন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে প্রতি ঘরে-ঘরে গিয়া হরিনাম প্রচার করিতে বলেন। তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া সর্বত্র হরিনাম প্রচার করেন। মহাপ্রকাশের সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ঠাকুরের অপার মহিমার কথা কীর্তনপূর্বক তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে ঠাকুর হরিদাস বলেন,—

"প্রভুর চরণ অন্তে, যে-সকল দাস।
তাঁ'র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস।
সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
দুষ্ট অধমের মোর—ক্রিয়া-কুল-ধর্ম॥
পতিত অধম, পাপ, কৃপা কর মোরে।
কুকুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে॥"

এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"তিলার্দ্ধেকো তুমি যা'র সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা পা'বে, নাহিক অন্যথা॥
তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।
নিরন্তর থাকি আমি তোমার শরীরে॥"

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

"জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্তি বিনা না পায় কৃষ্ণেরে॥
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্বোত্তম সর্বশাস্ত্রে কহে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥
মহাভক্ত হরিদাস ঠাকুর জয় জয়।
হরিদাস স্মরণে সর্বপাপ-ক্ষয়॥
হরিদাস-স্পর্শবাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্বজীবের অনাদি-কর্মপাশ॥
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন।
তা'নে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন॥
যা'র ভুক্তিমাত্র ছাড়ে অবিদ্যাবন্ধন।
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন॥
তিলার্দ্ধ ইহান সঙ্গ যে জীবের হয়।
সে অবশ্য পায় কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয়॥
ব্রহ্মা, শিব, হরিদাস-হেন ভক্তসঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥
সকৃৎ যে বলিবেক হরিদাস-নাম।
সত্য সত্য সেহ যাইবেক কৃষ্ণধাম॥"

ফুলিয়ায় অবস্থানকালে একদিন জীব-মোহিনী মায়াদেবী নারীমূর্তিতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে পরীক্ষা করিবার জন্য জ্যোৎস্না রজনীতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পর পর তিনরাত্রি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াও তাঁহাকে মোহিত করিতে অসমর্থ হওয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন এবং হরিদাস ঠাকুরের নিকট শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের উপদেশ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের এইরূপ অত্যাশ্চর্য প্রভাব দেখিয়া সজ্জনগণ সকলেই ঠাকুরের গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনন্ত লীলা, জীবের প্রতি অপার দয়া, ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। আমরা আজ তাঁহার কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করিবার প্রয়াস করিতেছি মাত্র।

শ্রীচৈতন্যদেব কাটোয়ায় সন্ন্যাসগ্রহণ-পূর্বক নীলাচলে অবস্থান করিলে, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কাশীমিশ্রের গৃহের সন্নিকটে বাগানের মধ্যে একটী কুটিরে অবস্থানে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভজনের স্থান—"সিদ্ধবকুল-মঠ"। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেবকগণের মধ্যাহ্নাদির আপনার শ্রীহরিদাস বলিবে না দিয়া জীবশিক্ষার জন্য চক্রদর্শন ও প্রসাদাদির দ্বারা হরিসেবা করিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস-দ্বারা শ্রীনাম-মহিমা প্রচার করাইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস প্রকটকালের শেষ দিবসেও সংখ্যানামের মর্যাদা জগৎকে দেখাইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অপ্রকট কালের পূর্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সংখ্যানামের অপূর্ণতাই তাঁহার ব্যাধির কারণ নির্দেশ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার সংখ্যা-নাম-গ্রহণে আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার সিদ্ধদেহের উল্লেখপূর্বক সংখ্যা-নাম হ্রাস করিবার কথা বলিলে শ্রীহরিদাস দৈন্যভরে মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে প্রকট-থাকা-কালে তিনি যেন এজগৎ হইতে চলিয়া যাইতে পারেন,—এই প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। শ্রীহরিদাস সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের চিন্ময় অঙ্গ কোলে লইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং হরিদাস ঠাকুরকে বিমানে চড়াইয়া সমুদ্রতীরে লইয়া গেলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে সমুদ্রে স্নান করাইলে ভক্তগণ তাঁহার পাদোদক পান করিলেন এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রসাদ-চন্দন দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীহস্তে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিলেন।

অনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বগণ-সহ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করিয়া হরি-সংকীর্তন করিতে করিতে সিংহদ্বারে আগমন-পূর্বক শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসবের জন্য আঁচল পাতিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাসমারোহে শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে সম্পন্ন করিলেন।

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস জগদ্গুরু। তিনি নামাচার্য। তিনি তৃণাদপি সুনীচতা, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণুতা ও অমানি-মানদধর্মের মূর্তবিগ্রহ। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই উপদেশমন্ত্রে দীক্ষিত ও নাম-প্রচারের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্ট। শ্রীনামে এইরূপ প্রগাঢ় প্রীতি ত্রিলোকে দুর্লভ। তিনি নিজে আচরণপূর্বক শ্রীনামপ্রভুর সেবা কিরূপ নিষ্ঠার সহিত করিতে হয়, জগজ্জীবকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ ও শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তাই জীবের একমাত্র মঙ্গলের কারণ। তাঁহার আদর্শ আমাদের সকলেরই গ্রহণীয় হউক। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে জাগিলে কোন-না-কোনদিন শুদ্ধ-নামকীর্তন করিবার যোগ্যতা তাঁহার কৃপায় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে তাঁহার সম্পূর্ণ শরণাগত, প্রগাঢ় প্রীতি, নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও দৃঢ়তা আমাদের অনুসরণীয় হউক, তাঁহার কৃপা ও সঙ্গ-প্রাপ্তির আশা যেন নিত্যকাল হউক, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

স্বধাম-প্রাপ্তি

— ::(•):: —

গত ১ই ভাদ্র ১৩৫৭ সাল বুধবার শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবতিথিতে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিতা 'সর্বমঙ্গলমাতা-ঠাকুরাণী' শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে গৌরবিহিত কীর্তন শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীধামবাস লাভ করিয়াছেন। ইনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের জননী। যাঁহার গর্ভ-সিন্ধুতে শুদ্ধবৈষ্ণব ও আচার্যগণের আবির্ভাব, সেই রত্নগর্ভা তিনি যে মহাভাগ্যবতী, তাহা বলাই বাহুল্য। ইনি ইংরাজী ১৯১২ সালে যে মাসে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীগোদ্রুমে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রে দীক্ষিতা হন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে তাঁহার যথেষ্ট আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। তিনি প্রায় ৮৬ বৎসর কাল প্রকট থাকিয়া আদর্শ সেবাময় জীবনযাপন করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্যদেব ও অন্যান্য গুরুবৈষ্ণবগণের সেবা সাধ্যমত করিয়াছিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। এরূপ সৌভাগ্য আমাদের লাভ হউক, ইহাই প্রার্থনা।

—————

গত ২৩শে শ্রাবণ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাপদাশ্রিত ও শ্রীনাম-মন্দিরের সেবায় ভারপ্রাপ্ত পূজনীয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুণ্যবতী বৈষ্ণবী দুহিতা আমলাযোড়া-প্রপন্নাশ্রমের সেবক-গণের নিকট শ্রীহরিকীর্তন শ্রবণ করিতে করিতে ৭৭ বৎসর বয়সে স্বধামে গমন করিয়াছেন। ইনি নিয়মিতভাবে প্রত্যহ হরিকথা শ্রবণ ও নানাভাবে শ্রীপ্রপন্নাশ্রমের সেবা করিতেন।

—————

বিশেষ দ্রষ্টব্য — ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব-পত্রিকে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী ১৩শে সেপ্টেম্বর ২৫শে ভাদ্র বুধবার সজ্জনতোষণী প্রকাশিত হইবেন না

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			এক বৎসরের চুক্তি হইলে দর	
	১ম ও দিনের দর	পরবর্তী দিনের দর		
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৸০	৷৴	প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	" সিকি কলম	১৫৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	" অর্দ্ধ কলম	২৫৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲		" এক কলম	৩৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

(অগ্রিম দেয়)

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত বসুনার্থ মহোদয়-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ

এই অতিমর্ত্ত্য আশ্রমধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত হইয়া শ্রীপাদ প্রভুপাদ-পারিষদ মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কেবল যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নিত্যসঙ্গিগণে বরণ করিবেন, তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে উত্তালতরঙ্গায়িত কলিযুগব্যতিব্যস্ত এই ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মানবজীবনের চরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা ৷৴০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF LORD CHAITANYA—শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৩১ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে বিলাতে ইংরাজীভাষায় যে একাদশটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে ভিক্ষা ৷৴০ মাত্র প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিবিধ সংবাদ

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল, ১৯৪৫

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

92% Success

১। শ্রীপরিমল ঘোষাল—M.L. ১ম বিঃ
২। শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল M. ১ম বিঃ
৩। শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাস ১ম বিঃ
৪। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র ১ম বিঃ
৫। শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ২য় বিঃ
৬। শ্রীনীরদ নাথ সেনগুপ্ত Pn ৩য় বি
৭। শ্রীবিজয়পদ সাহা "
৮। শ্রীগৌরীশঙ্কর মুন্সী "
৯। শ্রীশশাঙ্কমোহন দে "
১০। কৃষ্ণবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় "
১১। শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ "
১২। শ্রীশান্তিরঞ্জন বসু "
১৩। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দানপতি "

জনসাধারণের প্রতি সতর্কবাণী

ঢাকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘোষণা

জনসাধারণের অবগতির জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন যে, 'সাধারণের মধ্যে কেহ রেলওয়ে সম্পত্তির মধ্যে প্রবেশ করিলে অথবা রেলওয়ে লাইনের উপর দিয়া হাঁটিয়া গেলে, তাহাকে অনধিকার প্রবেশের জন্য অভিযুক্ত করা হইবে। ইহা ছাড়া, কাহাকেও রেলওয়ে অথবা টেলিগ্রাফ সম্পত্তি প্রভৃতির নিকট সন্দেহজনক অবস্থায় দেখা গেলে, ভারতরক্ষা আইনের ৩৫ ধারানুযায়ী তাহাকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইবে। ৩৫ ধারানুযায়ী জেলও, কারাদণ্ড অথবা প্রাণদণ্ড হইতে পারে। এতদ্বারা জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, রেলওয়ে লাইন অথবা টেলিগ্রাফ সম্পত্তির নিকট কাহাকেও ঘোরাফেরা করিতে দেখা গেলে, তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে এবং কাহাকেও সম্পত্তি প্রভৃতির ক্ষতি করিতে দেখা গেলে তাহাকে গুলী করা হইবে।'

সাইবেরিয়ায় রুশীয় আয়োজন

সাইবেরিয়ায় রুশগণ সতর্ক পাহারা দিতেছে এবং জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাহারা দৃঢ়সঙ্কল্প। জাপানীগণ সাইবেরিয়ার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং তাহাতে মনে হয়, আসন্ন যুদ্ধের জন্যই এইরূপ আয়োজন করা হইয়াছে। অতি তাড়াতাড়ি ভ্লাডিভোষ্টক দখল করিয়া দিতেই সময় সৈন্যগণকে দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবে, ইহাই সম্ভবতঃ জাপানীদের পরিকল্পনা। রুশিয়া যেরূপ বিভিন্ন দিকে ও অবিরামভাবে জাপানীকে বাধা প্রদান করিয়াছে, জাপানের এরূপ প্রচেষ্টারও সেই প্রকার বাধাই প্রদান করিবে।

ইরাক ও ইরাণের সামরিক সম্মেলন

লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইরাণ ও ইরাককে এক সেনাপতিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া জেনারেল হেনরী মেটল্যাণ্ড উইলসনকে উহার সর্ব্বোচ্চ সেনাপতি নিয়োগ করা হইয়াছে।

মিঃ চার্চিল জেনারেল উইলসনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমরকুশলী সেনাপতিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি মিসরে যে সমস্ত পদস্থ সামরিক অফিসারের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, জেনারেল উইলসন তাঁহাদের অন্যতম। ইনি গত বর্ষের প্রারম্ভে সাইরেনিকায় ভিতর দিয়া বেনগাজী পর্য্যন্ত বৃটিশ সৈন্যদিগকে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত পরিচালন করেন। গ্রীসে সৈন্য পরিচালনের ভারও তাঁহার উপর অর্পিত ছিল।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে মত-বাদ সমূহের যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমন্বয় নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিভিন্নস্থানে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠাধীশ্বর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিজ্ঞসজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এতাদৃশ অধিক। নিজের, স্ত্রী সন্তানদের এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার মান্য হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৴০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকারী-সম্পাদিত শ্রীনবকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সর্ব্বত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

—•—

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিবিধ গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তালিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংগৃহীত ও অন্তিম চিত্র "অভিনেতা"-আকারে প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীভগবদ্‌গীতা

—•—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'রসিকরঞ্জন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ৮ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ২৬শে সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, শনিবার { ১৬১ ১৬২ তম সংখ্যা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। তিনি বাণীরূপেই অকপট সেবোন্মুখগণের নিকট নিত্য প্রকট রহিয়াছেন। ঠাকুরের গীতি-সাহিত্য ও গদ্য-সাহিত্যের মধ্যে আমরা তাঁহার যুগপৎ গৌরজনত্ব ও রাধাজনত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিতে পাই।

শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ পদ্মনাভ, অব্দ শ্রীযোগকৃপালী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(০):০:——

ভোগের মধ্যে থাকিলে হরিভজন হইবে না, আর ত্যাগের মধ্যেও হরিভজন নাই। ভোগী ত্যাগটাকে বড় মনে করিলেও ত্যাগ হরিভজন নহে। যেখানে সেবার কথা, সেখানে ভোগও নাই, ত্যাগও নাই। সেখানে আছে কেবল সেবার নিত্যসুষ্ঠু প্রবাহ। গুরু ব্যতীত—সরল, নিষ্কপট, ভাগ্যবান্ জীব ব্যতীত এই সকল কথা সাধারণ জীব বুঝিতে পারে না। সমস্ত বিশ্বই ভগবানের সেবার উপকরণ, সমস্ত বিশ্বই অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবানের ভোগের স্থান—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে আর কোন অসুবিধা থাকে না। এই সুদর্শনের কথা ভোগী, ত্যাগী ও অন্যাভিলাষীর মাথায় প্রবেশ করে না। ভগবানের ভক্তগণ এই কথা আমাদের নিকট দয়া করিয়া কীর্ত্তন করেন। তাহা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিলে আমাদের মঙ্গল অনিবার্য। ভক্তিপথে শ্রবণ ছাড়া গতি নাই। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"তর্কপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌতপথ গ্রহণ ক'র্‌তে হ'বে। শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে, আগেই চোখ দিয়ে দেখ্‌তে হ'বে না, তা' হ'লে আধিক্য হ'য়ে প'ড়্‌তে হ'বে। মহাজনের আচরণ আগেই চোখ দিয়ে দেখ্‌তে গে'লে আনুকরণিক হ'য়ে অধঃবিবার্য্য পড়্‌তে হবে।

সাধুগণ অন্তর্দৃষ্টে চক্ষু দান করেন। সূর্য্যালোকে বাহিরের অন্ধকার দূরীভূত হয়, আর সাধুকৃপালোকে হৃদয়স্থ অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া থাকে। সাধুগণ দেবতা, বান্ধব, আত্মা ও আমাদের নিজজন। এই সংসারে অনেকে সাধুসঙ্গ মানবগণের মহা-পুণ্য ধন। অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ করিলে সংসার হয়, আর অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে রত হইলে নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক আদরের সহিত সাধুসঙ্গ করিলে সেই সঙ্গের ফল অবশ্যই হইবে। অজ্ঞাতে করিলেও ভক্ত্যুন্মুখী উৎপন্ন করে। সাধুসঙ্গের সহিত স্বর্গ বা মোক্ষ—কোন কিছুরই তুলনা হয় না। সাধুসঙ্গের তুল্য অধিক লাভ জীবের আর নাই। সাধুগণ অপরের দোষ কদাচ গ্রহণ করেন না। পরের যে সামান্য গুণ থাকে, তাহাকেই বহুল করিয়া তাঁহারা সম্মান করেন। সাধু নির্দোষ। তিনি কোন-কিছুতেই লোভ করেন না। সাধুগণ কৃপালু। তাঁহারা কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না, সকলকে সম্মান করেন। তাঁহারা সরল, উপশমশীল, অকিঞ্চন, অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ, অভোগার্থীতে প্রাপ্যস্পৃহ, পরিমিতাহারী, ধীর, ভগবানে শরণাপন্ন, অমানিমানদ, বিচারকুশল করুণ প্রভৃতি সর্ব্বগুণসম্পন্ন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপদে মনকে বশ করিয়াছেন। তাঁহারা নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, অন্যথা বাক্যব্যয় করেন না। শরণাপত্তি সাধুর স্বরূপলক্ষণ। এইরূপ সঙ্গযোগ্য সাধুরই সমাদরের সহিত সঙ্গ করিতে হইবে।

সত্য নিরপেক্ষ, সত্য কাহারও অপেক্ষা করে না। লোক-লজ্জা বা লোকভয় থাকিলে, সত্যানুসন্ধিৎসা হৃদয়ে প্রবল না হইলে নিরপেক্ষ সত্যকে বরণ করা যায় না। হরিবিমুখ জগতে সত্যের গ্রাহক খুবই কম। এই অমূল্য বস্তুর গ্রাহক খুব কম বলিয়া নিরুৎসাহিত হইতে হইবে না। সমগ্র বিশ্ব যদি সত্যের বিরোধী হয়, তথাপি একজন মাত্র সত্যাপেক্ষাকারী সজ্জনেরই পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহার সঙ্গ লাভের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে হইবে ও জীবন পণ করিতে হইবে। আপাতপ্রিয় অসত্য পথ গ্রহণ কোনমতেই করিতে হইবে না। অসত্য পথে লোক বেশী দেখিব, এবং তাহা আমায় হরিবিমুখ-সাধক ও আরামজনক জানিয়া যেন আমরা অসত্য পথে লুব্ধ হইয়া সত্য পথ হইতে বিচ্যুত না হই—এইরূপ দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা সত্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই থাকা বিশেষ আবশ্যক। নতুবা আমরা সত্যের সন্ধান পাইব না এবং সৌভাগ্যক্রমে সত্যের সন্ধান পাইয়াও হারাইব।

সৎ ও অসাধু চেনা দরকার। সাধু ও অসাধুর পার্থক্য জানিতে না পারিলে কখনও শুদ্ধ হরিনাম হইবে না। সাধু—বৈষ্ণব গুরু, আর অসাধু—ভোগী বা ত্যাগী নির্ব্বিশেষবাদী। সাধু—চিদ্বিলাসী, আর অসাধু—জড়বিলাসী বা চিৎনিবিশেষী মায়াবাদী। ভগবান্ ও ভক্তের বিলাস নিত্যকাল চলিতেছে। এরূপ চিদ্বিলাসী সাধু ও অচিদ্বিলাসী জড়ভোগী ও ত্যাগী অসাধু চিনিতে না পারিলে অসাধুকে সাধু এবং সাধুকে অসাধু মনে করিয়া লোক নামবিলাসী সাধুর চরণে অপরাধ করে। হৃদয়ে অপরাধ থাকিলে কৃষ্ণভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয় না।

ভগবৎপ্রীতির প্রথম সোপান শ্রদ্ধা। হরিসেবাদ্বারাই সর্ব্বকর্ম কৃত হয়,—এই শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, তিনি 'ভগবান্‌ই আমার রক্ষাকর্ত্তা'—এই নির্ভুল সত্য কথা অন্তরের সহিত মনে ও মুখে এক করিয়া বিশ্বাস করেন। তাই তাঁহার কোন ভয় নাই। 'বল চিন্তন একজন, তিনি কৃষ্ণ, তিনিই কর্ত্তা'—এই বিশ্বাস তাঁহার আছে, তিনি আস্তিক। অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতারূপ নাস্তিকতা তাঁহার নাই। তিনি ভগবানের নিকট হইতে নিজের সুখ-প্রাপ্ত বাঞ্ছা কিছুই করেন না। আমি সম্পন্ন, আমি কুলীন, আমি পণ্ডিত, আমার মত আর কে আছে—এই দুরাশায় তাঁহার নাই। তিনি তৃণাদপি সুনীচ—'ভক্ত আমি'-অভিমানে প্রমত্ত। তিনি সকল জীবকে গুরুদর্শন করেন। তিনি ভোগময়ী দৃষ্টিদ্বারা জীবের স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহ দর্শন করেন না। তিনি জীবের স্বরূপ দর্শন

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

করেন। তাঁহার মাৎসর্য্য নাই। তিনি প্রত্যেক জীবে বিষ্ণুসেবক বুদ্ধি দীনাত্মা ও ভগবদ্ভক্তগণকে সর্ব্বোত্তম বিষ্ণুসেবা পরায়ণ দর্শন করিয়া থাকেন।

—

ভগবানের সন্ধান করিতে হইলে ভক্তের সন্ধান আগে দরকার; নতুবা ভগবানের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। আমরা প্রপঞ্চের কোন বস্তু নহি। আমরা অপ্রাকৃত বস্তু, সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই অপ্রাকৃত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত; নতুবা আমরা বাঁচিতে পারিব না। আমরা যদি প্রকৃত সেবোন্মুখ হই, তাহা হইলে করুণাময় ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বহির্ম্মুখ ভাব ঘুচাইয়া দিবেন এবং সেই সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহ ভগবানের সেবা করিতে পারিবে।

শ্রীনামই আদি ও সর্ব্ববীজস্বরূপ। হরিনামই সকল উপাসনার মূল। হরিনাম সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান্। হরিনাম স্বরূপ-শক্তিমান্। বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণের নামাবতার শ্রীনামের অনুশীলন নিরন্তর করিতে হইবে। এই শ্রীনামের অনুশীলনের মধ্যে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্য আছে। আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্য ছাড়া কখনই বিষয়বিগ্রহের সেবা লাভ হয় না। আশ্রয়বিগ্রহানুগত্যে যাহাই আশ্রয়-বিগ্রহ-প্রেরণ বিষয়বিগ্রহ ধরা দেন। শ্রীনামই গোবর্দ্ধন। শ্রীনামই অপ্রাকৃত কামদেব, পুষ্পবান্ বা অনঙ্গ।

যেখানে স্বরাটের দাস্যের প্রতি বিমুখতা সেখানে নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ বা অন্যান্য রিপুর দাস্য স্বাভাবিক। 'শ্রীহরিভক্তবৈষ্ণব-দাস্য এতদূর জানিব যে, ব্রহ্মা শিব পর্য্যন্ত এই দাস্যানন্দে মত্ত পাগল। শ্রীশিব তাঁহার গুরু সঙ্কর্ষণকে আনন্দে কণ্ঠে ধারণ করেন এবং সর্ব্বদা আবার কৃষ্ণদাস্যের জন্য লালায়িত। তিনি স্বদেহে নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। অধিক কি, যিনি বৈষ্ণব-শিরোমণি সেই মূল আশ্রয়বিগ্রহ বৃষভানু-নন্দিনী পর্য্যন্ত কৃষ্ণের কিঙ্করী অভিমান করিয়া থাকেন। স্বয়ং লক্ষ্মীপতি নারায়ণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণদাস্যের জন্য উৎকণ্ঠিত।

ভক্তাভিমান নিজস্ব চেতনের অপরিহার্য্য বৃত্তি। ইহা মানসিক উত্তেজনা বা কল্পনা নহে। ইহাই জীবের অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ অভিমান। এই দাসাভিমানই জীবের প্রকৃত স্বাধীনতা বা স্বরূপে অবস্থান। দাসাভিমান ত' দূরের কথা ভগবদ্দাসদিগের দাস্যের যে মঙ্গল হয় অন্য কোন কিছুর দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। এই দাস্য সর্ব্বাভিলাষপূর্ণ। যেখানে ভক্তাভিমান, সেখানেই ভক্তি। জীবন-মরণ-বন্ধনাদি এ সবই দাস্য।

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী

——::(:০:)::——

'শ্রী', 'ভূ' ও লীলা—ইঁহারা নারায়ণের শক্তিত্রয়। 'শ্রী'-শক্তির শক্তিমদ্বিগ্রহ—শ্রীনারায়ণ। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী 'শ্রী' শক্তিস্বরূপিণী। শ্রীগৌরনারায়ণের 'শ্রী' শক্তিস্বরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর নিত্যপত্নি। বৈকুণ্ঠে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের পাতিব্রত্যে সাপত্ন্যভাব নাই। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অসংখ্য দাসী আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা শ্রীনারায়ণের সহিত পত্নীভাব-বিশিষ্টা বা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত সাপত্ন্যভাব-বিশিষ্টা নহেন; পরন্তু তাঁহারা শ্রীলক্ষ্মীর দাসী মাত্র। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের যে দাম্পত্য-প্রেম, তাহা পতি-পত্নীভাবযুক্ত হইলেও গৌরবময়ই প্রকারভেদ। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন দাস্যরস-পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ গোকুল, মথুরা ও দ্বারকালীলা, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দরেরও নবদ্বীপ লীলা, ভ্রমণ-লীলা ও ক্ষেত্রাবস্থান-লীলা। ঐশ্বর্য্যপ্রধানবিচারে নবদ্বীপের প্রাগ্‌ভাব-লীলা—অধ্যাপকলীলা, শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর মাধুর্য্যমিশ্র ঐশ্বর্য্য-বিচারে নবদ্বীপের শেষভাগের লীলা—মথুরেশ লীলা আর মাধুর্য্যপ্রধানলীলাই বিপ্রলম্ভময়ী ব্রজলীলার ও শ্রীনীলাচল-লীলা বা শ্রীকৃষ্ণের লীলা।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দরের বামভাগে বিষ্ণুশক্তিস্বরূপিণী 'ভূ' শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, দক্ষিণে 'শ্রী'-শক্তি শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং লীলা বা দুর্গাশক্তি শ্রীধামরূপিণী হইয়া তাঁহার পাদপদ্মলালসা চিন্তামণিরূপে বিরাজিতা আছেন। শ্রীগৌর-লক্ষ্মীপ্রিয়া বা শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা শ্রীগৌরনারায়ণেরই সেবা।

শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর। পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যাঁহারা নন্দ-যশোদা, তাঁহারাই গৌরাবতারে শ্রীশচী-জগন্নাথরূপে অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণলীলার পর্জ্জন্য-নামক গোপ শ্রীহট্টে সপুত্রবান্ শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র। এই উপেন্দ্রমিশ্রই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পিতা। পূর্ব্বে যিনি মিথিলাধিপতি মহারাজ জনক ছিলেন, তিনি গৌরাবতারে শ্রীবল্লভাচার্য্য। শ্রীজানকী ও শ্রীরুক্মিণী বল্লভাচার্য্যের কন্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া। শ্রীবল্লভাচার্য্য অপুত্রক ছিলেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীই তাঁহার একমাত্র কন্যা। শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যপত্নী শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীমহাপ্রভুর সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের দুহিতা লক্ষ্মীর অবতার। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী সখীসহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার কালে, একদিন তথায় শ্রীমহাপ্রভুর নয়নপথে পতিত হইলেন। শ্রীগৌরহরি নিজ প্রেয়সীকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীও নিজ প্রাণনাথকে দর্শন করিয়া নিরন্তর আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কাহাকে অবলম্বন করিয়া বালকগণের সহিত বিহার ও পাঠ করিতে করিতে গৃহে আগমন করিলেন। অনন্তর কোন একদিন শ্রীবনমালী আচার্য্য শ্রীযোগপীঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীশচীদেবীকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,—"দেবি! পরম-রূপ-গুণসম্পন্না ও সুশীলা শ্রীবল্লভাচার্য্য-কন্যা মনে মনে আপনার পুত্রকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে বিবাহের উদ্যোগ করুন।" শ্রীশচীদেবী বিপ্রবর শ্রীবনমালীর এই কথা শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন এবং পুত্রের ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে কিনা জানিতে সমুৎসুক হইয়া তাঁহার বাক্যের কোন উত্তর দিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দর পাঠ-সমাপনান্তে গুরু-গৃহ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে বনমালী আচার্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আচার্য্যের সহিত আলাপ করিয়া শ্রীগৌরহরি জানিতে পারিলেন যে, আচার্য্য তাঁহারই বিবাহ-সম্বন্ধ যোজনার নিমিত্ত তাঁহার মাতা শচীদেবীর নিকট গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু শচীদেবীর নিকট সন্তোষ-জনক উত্তর না পাইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছেন। গৌরহরি আচার্য্যকে পথমধ্যে কোন কথা না বলিয়া গৃহে গমন-পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে শচীমাতাকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, শচীমাতা পুনরায় ঘটক বনমালী আচার্য্যকে আহ্বান করিয়া পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ যোজনা করিতে আদেশ করিলেন। শচীমাতার আদেশ পাইয়া বনমালী আচার্য্য বল্লভাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীগৌরহরির পরিণয়-বার্ত্তা স্থির করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহকার্য্যের ঘটক বিশ্বামিত্র ও রুক্মিণীকৃষ্ণের নিকট প্রেরিত যে ব্রাহ্মণ, তাঁহারা এক্ষণে কলিযুগে বনমালী আচার্য্য হইয়াছেন।

অনন্তর মহাসমারোহের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হইল। বিবাহান্তে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীকে লইয়া শ্রীমহাপ্রভু গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীগৌরহরি লক্ষ্মী-নাম্নী কান্তার সহিত স্বীয় গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক আনন্দোৎসব-করত জননীর অন্তরের অনুরূপ উৎকণ্ঠ গৃহস্থ-বাসনকল নিবারণ করিতে তৎপর হইলেন। প্রিয়তমার সংসর্গরূপ সুধাসাগরে অবগাহন করিয়া শচীমাতা শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর মনোহর লাবণ্য প্রত্যক্ষ পাইতে লাগিল।

শ্রীগৌরহরি দীন-দুঃখীকে বড় দয়া করিতেন। লোকশিক্ষক শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং গৃহস্থ-গৃহস্থের লীলাভিনয় করিয়াও অধ্যাপন অতিথি-সেবার জন্য অর্থের ব্যয় করিতেন। শ্রীশচীমাতা ভিক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের অভাব-বোধ করিবামাত্র স্বীয় ভাণ্ডার হইতে বৈষ্ণবসেবার যাবতীয় সম্ভার আনিয়া দিতেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী বৈষ্ণব-সেবার্থ রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন এবং প্রভু স্বয়ং বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের নিকট বসিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া উত্তমরূপে ভিক্ষা করাইতেন। অতিথি-সেবা গৃহস্থমাত্রেরই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। গৃহস্থ হইয়া যাহারা অতিথি-সেবা না করে, তাহারা পশু-পক্ষী হইতেও অধম। পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে দরিদ্র হইলেও গৃহী অন্ততঃ তৃণ, জল, ভূমি ও মিষ্টবাক্য-দ্বারা নিষ্কপটে অতিথি-সেবা করিবেন। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া ব্রহ্মা, শিব, ব্যাস, নারদাদি ভিক্ষুকের বেশে শ্রীমায়াপুরে প্রভু-গৃহে আগমন করিতেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী উষঃকাল হইতে নিরন্তর বিষ্ণুগৃহের যাবতীয় কার্য্য, উপকরণ সজ্জা প্রভৃতি ও শ্রীতুলসী-সেবা করিতেন। শ্রীতুলসী-সেবা অপেক্ষা শ্বশ্রুমাতা শ্রীশচীদেবীর সেবায় তাঁহার অধিক মনোযোগ ছিল। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সেবাসৌষ্ঠব-দর্শনে শ্রীগৌর-নারায়ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। যখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীগৌর-নারায়ণের পাদসম্বাহন করিতেন, তখন শ্রীশচীদেবী পুত্রপদতলে মহাজ্যোতির্ময় অগ্নিশিখা দর্শন করিতেন, আবার কোনদিন বা ঘরের সর্ব্বত্র পদ্মপুষ্পের আঘ্রাণ পাইতেন।

এই প্রকারে দয়ার সাগর শ্রীগৌরসুন্দর কিছুদিন গৃহে অবস্থান করিয়া স্বীয় কৃপাভাজন সজ্জন ও ধনাঢ্যলোক এবং শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্ববঙ্গে শুভবিজয় করিলেন। যাইবার সময় শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে নিরন্তর শ্রীশচীদেবীর সেবা করিতে বলিয়া গেলেন। শ্রীমহাপ্রভু যাবনা পদ্মাবতীকে ভাগবতীঃ করিলেন এবং তাঁহার তটে সাধুগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রভুর আগমনে তত্রত্য অধিবাসিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সহস্র-সহস্র ছাত্র প্রভুর নিকট পড়িতে লাগিল। প্রভুর কৃপায় দুই মাসে সকলেই বিদ্যাবান্ হইল। এদিকে শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রাণনাথের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া পাদসম্বাহন ও মার্জ্জনাদি কার্য্য-দ্বারা স্বগৃহ সেবা-প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, এবং উৎকণ্ঠিতচিত্তে সর্ব্বদা প্রভুর আগমন চিন্তা করত মার্জ্জন ও আতপ লেপনাদি-দ্বারা দেবগৃহের সেবা করিতে লাগিলেন। যে সময় শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্যাবিলাস-রঙ্গ করিতেছিলেন, সেই সময় নবদ্বীপে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী স্বীয় প্রাণনাথের বিরহে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও নিকটে অতি গোপনীয় দুঃখ-কথা জানান নাই; তিনি কেবলমাত্র স্বীয় শ্বশ্রুমাতার সেবাকার্য্য-ব্যতীত নিজ দেহ-রক্ষার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ বিষ্ণুপ্রসাদ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। একাকিনী নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। তাঁহার বদন সর্ব্বক্ষণ বিরহ-দুঃখভারাক্রান্ত থাকিত। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী.

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে।

শ্রীপাদিক প্রিয়পতি শ্রীগৌর-নারায়ণের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠাবশে পতিসেবার উদ্দেশে প্রস্থান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। অনন্তর একদিন প্রভু-বিরহ সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লক্ষ্মীকে দংশন করিলে তিনি পরলোক অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠলোকরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প-বিষে তাঁ'র পরলোক হৈল॥
(চৈঃ চঃ)

একদিন শ্রীশচীদেবী শ্রীমন্দির-মধ্যে গমন করিয়াছেন, এমন সময় দৈবক্রমে অতিশয় ক্রূরভাব এক মহাসর্প আসিয়া শ্রীমৎ-পতিব্রতা সতীর শ্রীচরণতলে কঠোর দন্তাঘাত দংশন করিল। শ্রীশচীদেবী তদ্দর্শনে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ওঝা ডাকাইয়া বিষ-নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল না। ওঝার ঐ দংশনকে দৈবকৃত জানিয়া সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনন্তর দুঃখ-সন্তপ্তা শ্রীশচীদেবী এই বিষয় ঈশ্বর-প্রেরিত বিবেচনা করিয়া ভাগ্যবতী বধূকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। তখন দেবগণ স্বর্গ হইতে বিমানারোহণে আগমন করিয়া পুষ্পবৃষ্টি এবং তত্ত্বগণ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলে শ্রীলক্ষ্মীদেবী মৎস্য-মধ্যে পতির চরণদ্বয় হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া নিত্যধামে গমন করিলেন। শ্রীশচীদেবী পুত্রবধূর অপ্রাকৃত শ্রীঅঙ্গ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নানাভাবে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে অতি কষ্টে বধূর সংস্কারোচিত ক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এদিকে অন্তর্যামী মহাপ্রভু লক্ষ্মীর বিরহবার্ত্তা অন্তরে অবগত হইয়া বহু শিষ্য ও ধনাদি লইয়া সত্বর শ্রীনবদ্বীপে শুভবিজয় করিলেন। জননীকে দুঃখিতা দেখিয়া তাঁহাকে তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে আত্মীয়গণের নিকট লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানের কথা শুনিতে পাইয়া লোকানুকরণে প্রিয়ার জন্য কিছুক্ষণ তিনি বিরহ-দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—এই সংসারে কেই বা কাহার পতি, পুত্র, বান্ধব, ও ভার্য্যা! প্রকৃতপক্ষে কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। স্বরূপবিস্মৃতিবশতঃ জীবের মোহ উৎপন্ন হয়। ভগবদিচ্ছাক্রমে জীবের সংসারে সংযোগ ও বিয়োগ অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু ঘটে, ইহাতে অন্য কাহারও হাত অর্থাৎ কর্তৃত্ব নাই। সুতরাং সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সর্ব্বত্রই ভগবানের মঙ্গলময়ত্ব বিদ্যমান—এই জানিয়া সকলের মোহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সেবোন্মুখ হওয়াই কর্ত্তব্য।

প্রভু বলে,—"মাতা, দুঃখ ভাব' কি-কারণে?
ভবিতব্য যে আছে, সে খণ্ডিবে কেমনে?
এই মত কাল-গতি, কেহ কারো নহে।
অতএব, 'সংসার অনিত্য' বেদে কহে॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর?
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হইল সে কার্য্য, আর দুঃখ কেনে তায়?
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪শ)

শ্রীগৌরহরি মাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে গিয়া স্বীয় প্রচ্ছন্ন অবতারকথা-জ্ঞাপন ও অন্তর্-বিমোহনলীলা-সাধনোদ্দেশে শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে ইন্দ্রের অপ্সরা ও তৎকর্তৃক অভিশাপগ্রস্তা হইয়া মর্ত্ত্যলোকে স্বীয় পত্নীরূপে আবির্ভূত হওয়ার কথা বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী নিত্যা শ্রী-শক্তি। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে,—

মায়েরে কহিল প্রভু—অমৃত বচন।
পূর্ব্বকথা কহি তার জন্মের কারণ॥
ইন্দ্রের অপ্সরা নৃত্য করে এক-কালে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ—পদস্খলন হৈল তালে॥
ভাবিয়া হৈল—শাপ দিল পুরন্দরে।
পৃথিবীতে জন্ম' গিয়া মনুষ্যের ঘরে॥
শাপ দিয়া পুনঃ দয়া কৈল দেবরাজে।
দুঃখ না পাইবে তুমি—দৈব বড় কাজে॥
পৃথিবীতে অবতার হইবে ঈশ্বর।
তার বধূ হৈয়া তুমি—এক দিন বর॥
তবে ত' আসিবে তুমি এই ইন্দ্রপুরী।
কহিল সকল—সেই ইন্দ্রের সুন্দরী॥
শোক না করিহ আর—শুন মোর মাতা।
নির্ব্বন্ধ না ঘুচে যেই লিখন বিধাতা॥
পুত্রের এতেক শচী শুনি' স্ববদনে।
না করিল শোক কিছু না করিলা মনে॥

শ্রীল লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধান-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিতেছেন,—

এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কারে নাহি কহে॥
নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন॥
নামে সে অন্নমাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বর-বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে॥
একেশ্বর সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন ক্ষণ॥
ঈশ্বর বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারে সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে॥
নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ থুই' পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভু-পাশে অতি অলক্ষিতে॥
প্রভু-পাদপদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়॥

শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ-শক্তি 'শ্রী' অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবী শাশ্বতী, নিত্যা ও অপ্রাকৃতা। ভগবান্ বিষ্ণু যেমন সনাতন, তাঁহারই স্বরূপ-শক্তি মহালক্ষ্মীও তদ্রূপা। এই স্বরূপশক্তি 'শ্রী' ভগবল্লীলার সহায়কারিণীরূপে ভগবানের আদেশ নিজ তত্ত্ব প্রকট করিয়া থাকেন—কখনও বিষ্ণুর দেবরূপ ধারণের সঙ্গে দেবদেহা দেবী, কখনও বা বিষ্ণুর মানবরূপ ধারণের সঙ্গে মানবদেহা মানবীরূপে লীলা প্রকট করেন। ভগবানের বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির মাংস-মেদ-অস্থ্যাদি কোন প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই। তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহ বা অপ্রাকৃত কলেবর সচ্চিদানন্দময়। অতত্ত্ব তাঁহাদের রূপ দেখিতে পায় না। যোগ বা সাংখ্য-বলে কেহই ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারে না—এই শাস্ত্রোক্তবচনের নির্দ্দিষ্টবাক্যে এবং 'আমাদের নিকট রূপ-স্বরূপ' এর ভাগবতের সিদ্ধান্ত-বাক্যে অপ্রত সম্বন্ধে ভগবানের যে রূপ প্রতিভাত হয় তাহা তাঁহার স্বরূপ নহে, পরন্তু মায়াকল্পিত। ভগবানের স্বরূপ দর্শন করিলে প্রাকৃত দেহ-ভাব দূরে চলিয়া যায়। ভক্তির দ্বারা দৃষ্ট যে ভগবদ্দেহ, তাহা নিত্যসিদ্ধ। ভগবান্ রূপ বা দেহ ধারণও (প্রকটও) করেন এবং পরিত্যাগও (অপ্রকটও) করেন (অর্থাৎ দেহত্যাগের ভাণ করেন মাত্র), কিন্তু রূপ বা দেহ ধারণ করিয়া আর তাহা পরিত্যাগ করেন না; এইজন্য ভগবানের অন্তর্দ্ধান (অপ্রকট) কালেও তাঁহার সেই অপ্রাকৃত-দেহ-ধারণ বর্ত্তমানই থাকে, জানিতে হইবে। যদি বলা যায় যে, উহা কিরূপে বুঝিতে পারা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, নট অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক যেমন দেহ দাহ-মূর্চ্ছাদি-দ্বারা নিজদেহ পরিত্যাগ করে এবং সকলের সমক্ষে নিজদেহত্যাগ প্রদর্শন করিয়া সকলের প্রত্যয় উৎপাদন করে, অথচ প্রকৃত-পক্ষে সে নিজদেহ ধারণ করিয়াই অবস্থান করে, মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ স্বেচ্ছায় স্বীয় শরীর ধারণও করেন, পরিত্যাগও করেন, অর্থাৎ ধারণ করিয়া ত্যাগের ভাণ করেন মাত্র। অতএব নটের দেহধারণই যেমন প্রকৃতপক্ষে সত্য, তাহার নিজ দেহ ত্যাগই মিথ্যা, তদ্রূপ ভগবানেরও স্বেচ্ছায় শরীর-ধারণই বস্তুতঃ সত্য এবং প্রাকৃত-শরীর-ত্যাগই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা,—ইহাই ভাবার্থ।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(•)::——

শ্রীধাম শ্রীনামের নিত্য-গৃহ। ভগবদ্-গৃহে বাসই শ্রীধামবাস। ভগবৎ-পরিবারভুক্ত ব্যক্তিই শ্রীধামবাসী। শ্রীধামের শ্রবণ-মহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত শ্রীধাম-বাসীর অন্য কৃত্য নাই। শ্রীধাম কৃষ্ণ ও ভগবানের—শ্রীনাম ও শ্রীনাম সেবকের লীলা-স্থল বা বসতিস্থল। শ্রীধামবাসই নির্গুণ বাস। এই নির্গুণ-বাসেই নির্গুণ ভক্তি হয়। আহার ও বাসস্থান শুদ্ধ বা নির্গুণ না হইলে নির্গুণ ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি হয় না। আহার কায়-মনো-বাক্য—এই তিনটির দ্বারাই হইতে পারে। অকপটে শ্রীধামে বাস করুন শ্রীধামের কৃপা নিশ্চয়ই হইবে। শ্রীধামের কৃপায় আমরা শ্রীধামের কৃপা পাইলেই যদি আমরা শ্রীধামে অবস্থিত হইয়া শ্রীধামের ভজন করি, শ্রীধামোৎপন্ন বস্তু-দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করি, তাহা হইলে আমাদের জীবন ভক্তির অনুকূল চেষ্টাবিশিষ্ট হয়। সেবাচেষ্টা-বিহীন না হইয়া—সুখে মত্ত না হইয়া যদি শ্রীধামে বাস করি, নিরন্তর শ্রীনাম-উচ্চারণ করি, হরিকথা করি, তাহা হইলে আমরাই শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরজনের কৃপা লাভ করিতে পারিব।

ভগবান্ ও ভক্ত-সঙ্গে বাসই শ্রীধামবাস। ভক্তও শ্রীধাম। শ্রীভক্তপদাশ্রিতবাসীই শ্রীধামবাসী। শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণ শ্রীধামেই থাকেন। শ্রীধাম জগৎ নহে, তাহা জগদতীত—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ-ভূমিকাই শ্রীধামবাসের ভূমিকা। শ্রীধামের কৃপায় শ্রীধামবাস হয়। শ্রীধাম চেতন, অচেতন নহেন। শ্রীধাম বিভু ও সর্ব্বব্যাপক। শ্রীধামবাসীই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সন্তোষ করিতে পারেন। সেইজন্য দেহের দ্বারা শ্রীধামবাস বা প্রবাস করিবার সুযোগ না হইলে মানসেও প্রবাস করিতে হইবে নতুবা শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হইবে না।

ভক্তসেবার জন্যই শ্রীধামে বাস। শ্রীধামবাসীই ভক্ত। শ্রীধাম-ভোগ করা অপেক্ষা ভোগ-ত্যাগকার বাস করিয়া দূর হইতে শ্রীধামের ভক্তগণে সেবা করা ভাল। শ্রীধামবাসের ইচ্ছাকারী ব্যতীত—হরিভজন-কারী ব্যতীত আর সকলেই নির্বোধ ও আত্মঘাতী। শ্রীধামবাসের অকপট ইচ্ছা থাকিলেই শ্রীধামই কৃপা করিয়া সেবা সুযোগ দেন। শ্রীধামে বাস করিলে ভজনোন্নতি হয়। হরিনাম ও গঙ্গাস্নানে যেমন মঙ্গল হয়, শ্রীধামবাসে সেইরূপ নিত্যমঙ্গল হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

যেতে মতে পদাধান হরিনাম বৈসে।
সুদেশ প্রভাবে 'গঙ্গা' হবেক যেন সে॥
এই বেদ-শক্তিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণচন্দ্র ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে॥

শ্রীধামবাসিগণ কখনও অসংযম করেন না। পরন্তু যাঁহারা কায়মনে অনুরাগ ও প্রকৃষ্ট ধর্ম্মে স্থাপিত, তাঁহাদের চরণরেণু-প্রার্থী হইয়া তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য প্রত্যেক ভক্তিপথাশ্রিত শ্রীধামাশ্রিত ব্যক্তির বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। শ্রীধামবাস বা শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ করিলে শ্রীধামে ভোগবুদ্ধি হইয়া যাইবে,—এই বিচার করিয়া শ্রীধাম সেবাবিমুখ থাকা অপেক্ষা অকপটে শ্রীধাম সেবাসাধনের জন্য কায়িক ক্লেশ ও বহু কষ্টেই মঙ্গল হয়। শ্রীধামের সেবা করিবার জন্যই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ সংস্কার অবশ্য বাঞ্ছিত হইবে। শ্রীধামের নিষ্ক-প্রতিকূলবিষয়াসক্ত-স্থানেই অন্তত বাস করিতে হইবে। যেখানে সর্ব্বদা শ্রীধামের কথা, নিত্যতীর্থের কথা, চিন্ময় ভগবদ্ধামের কথা

শ্রীগৌরসুন্দরের কথা বিষয়ক কীর্ত্তন করেন, আলোচনা করেন, সেই সকল স্থানকে শ্রীধাম ছাড়া আর কিছু বোধ করা যায় না। সেই সকল স্থান গৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীধাম নবদ্বীপেরই চিন্ময় ক্ষেত্র। শ্রীরূপানুগ যে যে স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থানই শ্রীধাম ও শ্রীপাট। শ্রীবাসের প্রকাশ, কিরূপ, ক্রোড়ন —শ্রীধামত। মহাবিষ্ণুতত্ত্বের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—প্রত্যেক জীবহৃদয়, প্রত্যেক পরমাণু; সুতরাং সর্ব্বত্রই শ্রীধাম। সেই অপ্রাকৃত শ্রীধামের কেন্দ্রস্থল শ্রীমায়াপুর—ব্রজের ন্যায়। সখা এই স্থানে শ্রীগৌর ভক্তের তপস্যা করিয়াছেন। শ্রীধামের বৃক্ষ তৃণ অন্যান্য সমস্ত ভগবৎ সেবার উপকরণ। শ্রীধামের সবই চিন্ময়, শ্রীধামের স্ফূর্ত্তির সাহায্যেই শ্রীধামের স্ফূর্ত্তি হয়। যে-দিন গুরুকৃপা জন্য স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, সেইদিনই হৃদয়ে শ্রীধাম স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীগুরুদেবই কৃপা করিয়া নিজ নিজের নিকট শ্রীধামের স্বরূপ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজই শ্রীগৌরধাম-প্রকটনের মূলপুরুষ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অধিকারানুসারে জীবগণের শ্রীধাম সেবা-সৌভাগ্য। শ্রীগৌরকৃষ্ণ নিত্য—তাঁহার কাম নিত্য—তাঁহার নাম নিত্য—তাঁহার ধাম নিত্য। শ্রীধাম মায়ীর নিত্য। নিত্য সর্ব্বে সৎ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::(০)::—

শ্রীপরমহংসমঠে শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী ও শ্রীনন্দোৎসব

নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের সম্বন্ধিত্ব নির্দ্দেশানুসারে গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৭ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন, শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দন, শরণাগতি ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে ১১শ বর্ষ গৌড়ীয়ের 'জন্মাষ্টমী-সংখ্যা' হইতে 'শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব' প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। অতঃপর মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন, সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, শরণাগতি ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ হইতে থাকে এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট বিশদ ভাবে উহা ব্যাখ্যা করা হয়। রাত্রি ১২ ঘটিকার পর অভিষেকপূজা ও অর্চনান্তে "যশোমতী-নন্দন" ও দৈন্য-আত্মনিবেদন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। তৎপর শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে বেলা ১২টার সময় উপস্থিত প্রভাবু ব্যক্তিদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীপরমহংসমঠে শ্রীগুরুপূজনোৎসব

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার দিবস নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠে গৌড়ীয়মিশনের সম্বন্ধিত্ব সেবোদ্যোগে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উষঃকালে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন, শ্রীগুরু বৈষ্ণব বন্দনা, 'শরণাগতি' 'গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া' ইত্যাদি বৈষ্ণবাচার্য্যকৃত মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে ১১শ বর্ষ 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা পাঠ করা হয়। তৎপর 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্য-সংলাপ' গ্রন্থ পারায়ণ হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে পুনরায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, শরণাগতি ও 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি' ইত্যাদি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর উপস্থিত প্রভাবু ব্যক্তিদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। সায়ংকালে সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন, শরণাগতি ও "নিতাইপদ কমল" ইত্যাদি গুরুমহিমাসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে 'শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্য সংলাপ' গ্রন্থ হইতে 'দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু' বিষয়টি উইপোষ্টিমুখে আলোচনার পর 'কেমের ঠাকুর গোরা' গানটি কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব

গত ১লা আশ্বিন শুক্রবার কলিকাতা বাগবাজার-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধাষ্টমী-উৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও তৎপরে কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়। সমস্ত দিবস সাধুবৃত্ত শ্রবণ-সদনে শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ হইতে থাকে। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ বিভিন্ন সময়ে শ্রীরাধার মহিমা ও তদীয় ভজনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তন করেন। উইপোষ্টি ক্রমে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরাধার মহিমা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিক-অন্তে সাধুবৃত্ত শ্রবণ-সদনে একটী বহতী সভায় 'শ্রীশ্রীরাধাষ্টক' ও শ্রীরাধার মহিমাসূচক কীর্ত্তনাদি হইতে থাকে। অনন্তর ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রয়ী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে ১২টা পর্যন্ত শ্রীমতীর অসমোর্দ্ধ প্রণয়লীলা কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস বহু লোককে প্রসাদ দেওয়া হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় উৎসবটী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

গান্ধী-বড়লাট পত্র বিনিময়

প্রকাশ গত ৮ই আগষ্ট বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাটের মধ্যে পত্র বিনিময় হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

ঐ পত্র বিনিময়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রকাশ যে, বড়লাটের শাসন পরিষদের প্রস্তাবে যে-রকম চুক্তি করা হইয়াছিল উহাদের কতকগুলি সম্বন্ধেই বড়লাট ও গান্ধীজীর মধ্যে পত্র বিনিময় হয়। গান্ধীজি ঐ সম্বন্ধে দৃঢ় ভাষা প্রতিবাদ করিয়াছেন।

আরও প্রকাশ, গান্ধীজি তাঁহার যুক্তির সহিত মতানৈক্যজ্ঞাপক এক উত্তর পাইয়াছিলেন।

পরলোকে মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর

এখানে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, গত ২৭শে আগষ্ট বেনারসে মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। কিছুদিন যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না এবং কয়েকমাস ধরিয়া তিনি বেনারসে অবস্থান করিতেছিলেন।

শ্রমিকদের প্রতি ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সম্প্রতি এক বাণীতে বলিয়াছেন :—

"বহু দেশে স্বাধীন শ্রমিকের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। বরফের উপকূল হইতে ইন্ডিয়ান সাগর পর্য্যন্ত ইউরোপের ভূভাগে স্বাধীনতা আজ অন্ধকারের যবনিকার আড়ালে। যে শ্রমিকগণ এক সময় নিয়োগকে উন্নতশিরে চাহিত, আজ প্রভুর বেত্র যাতে তাহাদিগকে হাঁটু গাড়িতে হইতেছে, অন্ধকারে হোঁচট খাইতে হইতেছে। বিশ্বের দুই শত হইতে অধিকের স্বাধীনতা, স্বাধীন মানবের অধিকার দূর হইয়াছে। সর্ব্বত্র তাহারা ক্রীতদাস, সর্ব্বত্র তাহারা অসহায়। বর্ত্তমান কাল শ্রমিকদের পক্ষে বস্তুতই সঙ্কটকাল; সকলের পক্ষেই সঙ্কটকাল। কৃষকদের, শিল্পপতিদের, শিক্ষকদের, কর্ম্মচারীদের, গৃহিণীদের, এমন কি শিশুদের পক্ষেও সঙ্কটকাল। সকলেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উত্তরাধিকারী। কিন্তু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অত্যাচারী দল আজ এই গণতান্ত্রিকতাকেই বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে আমাদের রক্ষিবাহিনী সবল আছে এবং দিন-দিনই সবলতর হইতেছে। আমাদের দেশে এবং আমাদের মিত্রবর্গের দেশে যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহারা প্রবল বিক্রমে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে। এখন আমাদের দেশে যে পরিমাণ সমর সম্ভার উৎপাদিত হইতেছে, এত সমর সম্ভার আর কখনও কোনও উৎপন্ন হয় নাই। এই উৎপাদন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। সম্মুখে মহাবিপদ সুনিশ্চিত। আমাদিগকে আরও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। হয়ত পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবী ত্যাগ করিতে হইবে, লাভের আশা ত্যাগ করিতে হইবে, দৈহিক আরাম ত্যাগ করিতে হইবে। আজ যখন পৃথিবীতে স্বাধীনতা বিপন্ন, তখন স্বাধীন লোকের পক্ষে এ সকল ত্যাগ স্বীকার কিছুই নহে।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকার সরকারী পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ অশেষনারায়ণ মিত্র রায় বাহাদুর এম্ এ জজের স্থলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় রায় বাহাদুর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ প্রমেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রমেহ-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পরীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। শেতাব, জ্বালা, সংযুক্ত যাবতীয় এবং নূতন পুরাতন রোগে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাফল্য কি না। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৸০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনিলগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

অভাব উপরদিক্ষা

—•—

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী বিরচিত মূল ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'অমৃতপ্রবাহ'-নামক বিবৃত্যনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-রচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ সম্বলিত ও বিস্তৃত প্রতীক সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৫ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১২ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২৯শে সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার }:৬৩ ১৪ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ পদ্মনাভ, শিব প্রহর, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:•:)::——

সাধু স্বতন্ত্র, তিনি কৃষ্ণ-সেবায় প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ-কার্য্য-সঙ্গ ছাড়া তিনি কাহারও সঙ্গ করেন না। আমার সহিত তাঁহার কোন সংস্পর্শ বা সঙ্গ নাই। সাধু আমার মত পতিত নহেন। তিনি পতিতপাবন—মাদৃশ পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা। সাধু একান্তের লোক নহেন; তিনি কৃষ্ণের জন। সাধু দুর্ব্বল নহেন, তিনি বলদেবের বলে বলীয়ান্; আমার মত বদ্ধজীবকে উদ্ধার করিবার যথেষ্ট বল তাঁহার হৃদয়ে আছে। দুর্ব্বল আমি যদি তাঁহার নিকট না যাই, তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত না হই, তাঁহাকে আমার নিত্যবান্ধব বলিয়া বরণ না করি, নিজ স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া কায়-মনো-বাক্যের দ্বারা তাঁহার সেবা করিবার জন্য যত্নবিশিষ্ট না হই, তাহা হইলে দুর্ব্বল আমি সবল কি করিয়া হইব? বহুপ্রকারের দুর্ব্বলতা আমার হৃদয় হইতে কি করিয়া অপসারিত হইবে? বর্ত্তমানে আমি আমার মনকে উপদেষ্টা করিয়াছি বলিয়াই আমার অমঙ্গল কাটিতেছে না। এই মন খুব শক্তিশালী। দুর্ব্বল জীব সাধু-গুরুর সাহায্য ব্যতীত ইহাকে বশে আনিতে পারে না। আমি যতদিন সাধু-গুরুর চরণে প্রণত না হইব, ততদিন বিশ্বাসঘাতক হরি-গুরু-বিদ্বেষী মন আমার উপর প্রভুত্ব করিবেই। আমাকে অশরণাগত দেখিলে মায়া বা মায়ার অনুচর মন আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না। ভগবচ্চরণে শরণাগত ব্যক্তি মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি পান,—ইহাই শাস্ত্র-বাক্য। কিন্তু কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-চরণে যদি শরণ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে তাঁহারা কি করিবেন? পুত্র পিতার আশ্রয় লইবে, ইহা কি খুব আশ্চর্য্য ও কঠিন কথা? স্বাধীন জীব হয় ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগের আশ্রয় লইবে, না হয় ত্যাগাভিমানে ধোকা বা সেবোর আশ্রিত জানিয়া প্রভু সেবার কৃতকার্য্য হইবে। কৃষ্ণসেবা দিবার একমাত্র মালিক সাধুর উপর বিশ্বাস না থাকিলে কিছুই হইবে না। সাধুর আনুগত্যই সকল মঙ্গলের মূল। কিন্তু সকল-মঙ্গলালয় এই সাধুকে যদি অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস করি, তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর না করি, তাহা হইলে যে আমাদের মঙ্গল কোন কালেই হইবে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলেন,—বদ্ধজীব আমরা সাধুর অনুগত কি করিয়া হইব? উত্তর এই যে,—কোন ভাগ্যবান্ জীবের যদি সাধু-গুরুতে শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়, তবেই মঙ্গল নতুবা নয়। সাধু-গুরুতে শ্রদ্ধাই সকল মঙ্গলের মূল। কিন্তু শ্রদ্ধাই যেখানে নাই, সেখানে আবার মঙ্গল কোথায়? যদি কেহ অজ্ঞাতভাবেও কোন দিন কৃষ্ণভক্তের বা কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, তবেই তাঁহার আনুগত্য-লাভের সুযোগ হয়; কিন্তু যদি অপরাধ থাকে, তবে হয় না। আমরা অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে যে-কোন কার্য্য করি, তাহার ফলটা ভগবান্ পাইলেই মঙ্গলের পথ ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হইবে। আমাদের দিক্ হইতে শরণাগতি এবং প্রভুর দিক্ হইতে কৃপা এই উভয়ের যোগাযোগ না হইলে মঙ্গল হয় না। কৃপার কোন অভাব নাই। শরণাগতির অভাবেই কৃপা উপলব্ধি হইতেছে না। যে স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া মহাজনগণের আশ্রয় লয়, তাহারই মঙ্গল হয়। তাই শাস্ত্র প্রথমেই সাধুপাদাশ্রয়ের কথা বলিয়াছেন।

যিনি যোল আনা দেন, তিনিই যোল আনা পাইবার আশা পান। যে দশ টাকার একটি নোট দিয়াছে, তাহার কি দশটী টাকা পাইবার সম্বন্ধে সংশয় আছে? আজই হউক বা পরেই হউক, টাকা সে পাইবেই,—এরূপ আশা-ভরসা তাহার আছেই। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত ব্যক্তির 'কৃষ্ণকৃপা নিশ্চয়ই পাইব' বলিয়া একটা দৃঢ় আশা হৃদয়ে নিরন্তর থাকায় নিরানন্দ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। তাই এই জন্মেই কৃষ্ণকে পাইতে হইবে বলিয়া তাঁহার একটা জিদ্ হয়। কৃষ্ণ-সেবালাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা যাঁহার আছে, কোন বাধাই তাঁহাকে সে-বিষয়ে নিরস্ত করিতে পারে না। পরন্তু তিনি তীব্রগতিতে সকল বাধা ঠেলিয়া প্রবল উৎসাহের সহিত সেবা পথে অগ্রসর হন।

শরণাগত ভক্তের অমনস্কতা নাই। অমনস্কতাই মায়া বা ইতরাভিনিবেশ। শরণাগত চব্বিশ ঘণ্টাই সজাগ থাকেন। দেহ-সুখের জন্য তাঁহার ব্যস্ততা নাই। নিজের জন্য ব্যস্ত হইলে আর ভগবৈষ্ণবের সেবা করা যায় না। যেখানে প্রমাদ বা অসৎপ্রসঙ্গ, সেইখানেই অমনস্কতা বা বিক্ষেপ; সেখানে সেবা নাই। কৃষ্ণ-ভক্তরাই কৃষ্ণসেবা করিতে পারে, ভক্তসেবকগণই ভক্তসেবার সৌভাগ্য পান, অপরে নহে।

ভগবৎ-কৃপায় ভক্ত ভক্তের সুদুর্লভ সঙ্গ পাইয়াছে। এখন যদি সৎসঙ্গ না পাই, তাহা হইলে আমার নিজের দুর্ভাগ্য: তজ্জন্য আমি নিজেই দায়ী, অপরে নহে। সেই জন্য বলিতেছি, আগে নিজেকে জানিতে হইবে। আমি সাধুগুরুর অনুগত, ইহাই আমার পরিচয়। নিজের পরিচয় জানাই সাধুগুরুর পরম কৃপা। সাধুগুরু কৃপায় যে নিজেকে জানিয়াছে, সাধুগুরুতে তাহার বিশ্বাস নিশ্চয়ই হইয়াছে। সুতরাং সেই ভাগ্যবান্ 'গুরু আমি' কৃষ্ণ কৃপা পাইবেই—কৃষ্ণভজন করিবেই।

সাধুসঙ্গে হরিনাম না করিলে হরিনাম হইবে না। সাধু শ্রীনাম-প্রভুর অভিন্ন প্রিয়। সুতরাং সাধুকে অবহেলা করিয়া নাম করিতে গেলে সাধুর চরণে এবং নামের চরণে অপরাধ হইবেই। আমাদিগকে positive progress-এর দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাই বলিয়া negative aspect বাদ দিলে চলিবে না। সৎসঙ্গ-গ্রহণই মুখ্য। তবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলে সৎসঙ্গ-গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রথমেই সৎসঙ্গ গ্রহণের ইচ্ছা। সৎসঙ্গ বা অদ্বয়জ্ঞান লাভের ইচ্ছা হইলেই ব্যতিরেক বা অন্যাভিলাষিতা ত্যাগ করিবার জন্য চেষ্টা উদিত হয়। অসৎসঙ্গ স্পৃহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইলে, সেবা গ্রহণ-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তখন অসৎ সে বা কাট আর থাকে না। সৎসঙ্গ-গ্রহণই প্রথমে দরকার।

হরিকথা শ্রবণের সময় সাধুসঙ্গ হয়। কিন্তু হরিকথা শ্রবণের সময় যদি আলস্য, অমনস্কতা বা বিক্ষেপ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সাধুসঙ্গ ত' হইবে না, পরন্তু সাধুর চরণে এবং হরিকথার চরণে অপরাধ হইয়া থাকে। শ্রী পুরুষ অধম মহতের চরণে

শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। শুদ্ধরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

অপরাধ করার ফলে আমাদের ঐরূপ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর এক মুহূর্ত্তও নষ্ট না করিয়া যাহাতে ঐ দুর্ভাগ্যের কবল হইতে উদ্ধার পাই, তজ্জন্য অকপটে সাধুর চরণে কৃপাপ্রার্থনা করিতে হইবে। এখন যদি সাবধান না হই, ঐরূপ রোগকে লঘু মনে করিয়া তৎপ্রতি উদাসীন হই, তাহা হইলে ক্রমে এ জন্মে, না হয় পরজন্মে নিশ্চয়ই শুদ্ধবৈষ্ণব বিদ্বেষী হইতে হইবে। বদ্ধজীবের মঙ্গলের পথ একমাত্র শ্রবণ। সেই শ্রবণের সময় যখন নিদ্রা, তখন তাহা অপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য জীবের পক্ষে আর কি হইতে পারে? শ্রবণ আমার প্রাণ। হরিকথারূপী প্রভুর ভোজ্য-বস্তু সেবা করিতে গিয়া যদি ঘুম আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমি কতটা অকৃতজ্ঞ হইয়াছি, তাহা কি একবারও চিন্তা করিব না। বৈষ্ণবগণ চিরকালই কি আমার হরিকথা শ্রবণের সময় ঘুম তাড়াইবার জন্য শত শত পাখার চক্র ব্যস্ত করিতে থাকিবেন? আমি কি একদিনও তাঁহাদিগকে শুকপাখের মত, মায়ের মহিমা, হরিভজনের উৎকর্ষের কোন কথাই কীর্ত্তন করিবার সুযোগ দিব না? হরিকথার সময় ঘুমাইয়া আমি নিজে ত' শ্রবণ-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হই, হরিকথা-কীর্ত্তনকারী সাধুর প্রাণেও মর্মান্তিক আঘাত প্রদান করি, তাঁহাকে উদ্বেগ দেই, আর যাঁহারা বাস্তবিক শুশ্রূষু হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিতে বসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও সেই সুযোগ-গ্রহণে বাধা প্রদান করি,—এই সব কথা কি আমি একবারও চিন্তা করিব না? এত অকৃতজ্ঞতা থাকিলে কি হরিভজন হয়, না গুরুসেবা হয়? হরিকথা শ্রবণের সময় নিদ্রিত হওয়া মানে হরিকথারূপী হরির বক্ষে, কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের বক্ষে শেলবিদ্ধ করা। একথা আর কি অন্ততঃ সহস্রবারও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের মুখে শুনি নাই? যদি শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এখনও কেন নিশ্চিন্তে কাল কাটাইতেছি? সময় কি আমার জন্য বসিয়া থাকিবে? কৃপাভিক্ষারূপ ক্রন্দন ছাড়া যে মুহূর্ত্তটি নিদ্রা, আলস্য বা প্রজল্পাদিতে কাটাইয়া দিব, পৃথিবীর সমস্ত রত্নাদির বিনিময়েও হরিভজনের সেই সুবর্ণ মুহূর্ত্তটি ত' আর পাইব না! শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কি চিরদিন আমার জন্য এ কারাগৃহ জগতে বসিয়া থাকিবেন? তাঁহারা আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। আমি যদি তাঁহাদের সঙ্গে না যাই, তাঁহাদের কথা মনন না করি, তাহা হইলে আমাকেই তাঁহাদের অসন্তোষ করিতে হইবে—চিরদিনের মত অন্ধ নরকে পড়িয়া থাকিতে হইবে। অতএব এই মুহূর্ত্তেই শ্রবণ বরণ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

সাধুগুরু নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন,—ইহা দৃঢ় হৃদয়ে জানিয়া—নিষ্কপটহৃদয়ে অন্তরে অন্তরে জানিয়া তাঁহাদের কৃপালাভের জন্য সর্বক্ষণ সঙ্গোপনে কাঁদিতে হইবে। প্রণতি না থাকিলে ক্রন্দন আসে না। শ্রবণই পাষাণ হৃদয়কে দ্রবীভূত করে, চক্ষুকে নির্মল করে, কামাদি কথায় ও পুরুষাভিমানকে ধ্বংস করে। স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইবার পক্ষে শ্রবণই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। ভক্তি-উন্মুখ হৃদয়েই শ্রবণ কার্য্যকরী হয়। সেই প্রণিপাতময় শ্রবণই জীবকে কৃপার কাঙ্গাল করায়। আত্মার্পিত হওয়ার পর যে শ্রবণ, সেই শ্রবণের ইহাই ফল। এইরূপ শ্রবণে ভগবানের সুখ হয়—আমার সুখ নয়। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ বা বন্দনে ভগবানের সুখ হইলেই ঠিক। আমার শ্রবণ করায় ফলে কৃষ্ণ সুখ পাইতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া যে শ্রবণ করি, তাহাই শুদ্ধ শ্রবণ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের ফলটা কৃষ্ণ পাইতেছেন, আমি নয়।

যিনি প্রবন্ধীর বিষয়গুলি নিজ জীবনে পালন করেন, তাদৃশ বক্তা নীরোগ; তাঁহার কথায় প্রাণ আছে। সেই কথা পাথরে রাসায়নিক মত হৃদয়ে দাগ বসাইয়া দেয়। তাঁহার কথায় মৃতসঞ্জীবনী আছে। তাঁহার কথা জীবের জড়তা ছাড়াইয়া জীবকে চেতনে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। প্রথমে নীরোগ শ্রবণ-গুরুর নিকট শ্রবণ করিতে হইবে। অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত—দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রবণ করিলে—দম্ভ, কুটিলতা ত্যাগ করিয়া শ্রবণ করিলে অবশ্য ক্রমশঃ ফল পাওয়া যাইবে।

শ্রবণ করার নাম শিষ্য হওয়া। শ্রবণের সহিত যদি শ্রদ্ধা—দৃঢ়-বিশ্বাস থাকে, তবেই শ্রবণ হয়। কৃষ্ণপ্রেম শ্রদ্ধামূল্যে বিতরিত হয়। শ্রদ্ধা থাকিলে পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র ও স্থির অস্থির—সকলেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারে।

কৃষ্ণের কর্তৃত্বে বিশ্বাস থাকা চাই। তাঁহার উপর নির্ভরতা থাকা চাই। ইহাই চেতনের ধর্ম। সবই কৃষ্ণের ইচ্ছায় হয়—ইহা সর্বক্ষণ মনে রাখা চাই। জগতে বা পর জগতে মালিক বা ভোক্তা কৃষ্ণ ছাড়া আর কেহ নাই। প্রত্যেক জিনিষ বা ব্যাপার কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমার নিকট আসিয়াছে বা আসিতেছে, ইহা জানা দরকার। কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সব হইতেছে, তিনিই কর্তা—এই বিশ্বাস যেন সর্বক্ষণ থাকে; নতুবা অসুবিধা হইবে। রোগ, শোক, দুঃখ, ভয়—সবই কৃষ্ণের ইচ্ছায় হইতেছে। কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত কাহারও কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। জীব হেতুকর্তা হইলেও ভগবানই প্রযোজককর্তা, যে করে, সে হেতুকর্তা। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধিনিপাত দুঃখ-সুখ-সংঘটন॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশা-পাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে,—'করি আমি', সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে।
আশাবায়ু জীব করে, তব ইচ্ছা বলে॥
তুমি ত' মারিবে যারে,
কে তারে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছা-বশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন॥
তব ইচ্ছামতে যত গ্রহগণ অবিরত
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ, শোক, মৃতি, ভয় তব ইচ্ছামতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান্॥

শ্রীগৌরলীলা

——::(০)::——

একদিন নিমাই বালকগণের সঙ্গে কৌতুকে শিশুক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় তথায় দুই চারিটী কুক্কুর-শাবক আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীগৌরহরি আনন্দের সহিত একটী কুক্কুর শাবক বাছিয়া লইলেন। তিনি ভাল কুকুরটী লইলেন বলিয়া অন্য বালকগণ বলিল,—"তুমি ভালটি লইলে, সুতরাং আমরা আর তোমার সঙ্গে খেলিব না।" তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন,-"এস, আমরা এই কুকুরটীকে লইয়া একসঙ্গেই খেলিব। তবে কুকুরটী আমার সঙ্গে থাকিবে।" এই বলিয়া শ্রীগৌরহরি কুক্কুরশাবকটীকে লইয়া নিজ-গৃহে শ্রীযোগপীঠে গমন করিলেন এবং কুকুরটীকে যত্নে বাঁধিয়া রাখিলেন। তখন শ্রীশচীদেবী গৃহকার্য্য সমাধান করিয়া পুরনারীগণ সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন। শ্রীবিশ্বম্ভর সুযোগ পাইয়া দুয়ার দুর্গাপিত হইয়া বালকগণের সঙ্গে নানারূপে কুক্কুর-শাবক লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন। খেলিতে খেলিতে দুইজন বালকের মধ্যে কলহ আরম্ভ হওয়ায় শ্রীগৌরহরি একজনকে ভর্ৎসনা করিলে সেই বালক রুষ্ট হইয়া শ্রীশচীদেবীকে নিমাইএর কুক্কুর-শাবক লইয়া খেলা করার কথা বলিয়া দিল। ইহা শুনিয়া শ্রীশচীদেবী গৃহে আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন এবং ব্রাহ্মণকুমারের এইরূপ আচার ঠিক নয় বলিয়া স্নেহ-বচনে বিশ্বম্ভরকে নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। মাতার অনুরোধ-সত্ত্বেও যখন বিশ্বম্ভর কিছুতেই কুক্কুর শাবকটীকে ছাড়িয়া দিলেন না, তখন শ্রীশচীদেবী কুকুরটীকে বাঁধিয়া রাখিয়া গঙ্গাস্নানপূর্বক রন্ধন-ভোজন করিতে বসিলেন। অবসর দেখিয়া নিমাই কুকুরটী বাঁধিয়া স্নান করিতে গেলেন, এই সময় শচীদেবী কুক্কুরশাবকটীকে ছাড়িয়া দিলেন। বাড়ীতে গৃহে আসিয়া কুকুরটীকে দেখিতে না পাইয়া নিমাই অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কুক্কুর-শাবকটীকে আনিয়া দিবার জন্য মাকে পুনঃ-পুনঃ বলিতে লাগিলেন। নিমাইএর ক্রন্দন দেখিয়া জননী কুক্কুর-শাবকটীকে পুনরায় আনিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে নিমাই নীরব হইলেন। তখন শ্রীশচীদেবী পুত্রকে কোলে লইয়া তাঁহার শ্রীমুখে অমৃত-চুম্বন প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে নিমাইকে অতি উপাদেয় সুগন্ধি অন্ন ভোজন করাইয়া সুবেশ রচনা করিয়া দিলে নিমাই হাতে ক্ষীরলাড়ু লইয়া বালকগণের সঙ্গে পুনরায় খেলিতে গেলেন। স্বয়ং ভগবানের বাল্যলীলা, কুক্কুরাদি স্পর্শ-লীলা-খেলা দেখিয়া দেবতাগণেরও আনন্দের সীমা রহিল না।

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গস্পর্শে এই ভাগ্যবান্ কুক্কুর-শাবক দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন এবং 'রাধাকৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কুকুরের ভক্ত্যাবেশ দেখিয়া নদীয়াবাসিগণ চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়া সকলেই তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। কুক্কুরশাবক পুলকিত-মন ও অশ্রুপূর্ণনেত্রে কুক্কুর-দেহ ছাড়িয়া কৃষ্ণের গোলোকে গমন করিলেন। হঠাৎ এক দিব্যরথ আসিয়া তাঁহাকে আকাশ-পথে লইয়া যাইতে লাগিল। সেই সুবর্ণের রথটী মণিমুক্তায় খচিত ছিল। তাহাতে লক্ষ লক্ষ ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল। করতাল-ধ্বনি শঙ্খধ্বনি, জয়ধ্বনি ও হরিধ্বনিতে দিগন্ত পূরিত হইতেছিল। গন্ধর্ব-কিন্নরগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের গান গাহিতেছিলেন। রথোপরি ধ্বজ-পতাকা উড়িতেছিল, আর সেই পূর্ব-কুক্কুর-দেহধারী ভক্তটি পরম রূপবান্ হইয়া দিব্যদেহে সেই রথের মধ্যস্থানে রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরম-সুন্দর দিব্য অঙ্গ দিব্য আভরণে ভূষিত হইয়াছিল। তিনি আনন্দে 'রাধাকৃষ্ণ', 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন। সিদ্ধগণ চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে তাঁহাকে গোলোক-পথে লইয়া যাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি সকলেই করযোড়ে রথের চতুষ্পার্শ্বে গৌরাঙ্গ-মহিমা গান করিতেছেন।

জয় জয় কৃপাসিন্ধু শচীর নন্দন।
এমন করুণা প্রভু না হৈল কখন॥
কুক্কুর উদ্ধার করি' গোলোকে পাঠায়।
দিব্যদেহ যেন কভু কেহো নাহি পায়॥
জয় জয় অখিলের পতি গোরারায়।
জয় জয় অবতার সভার উপায়॥
তোর করুণায় কলি-জীব নিস্তারিব।
আর কিবা লীলা তোর অলৌকিক হব॥
গোরা-সব দেব করে হ'ব ভাগ্যবান্।
পাইব তোমার পদ-প্রসাদ প্রধান॥
কুক্কুর উদ্ধার যায় তোমার পরশে।
এমন করুণা প্রভু নাহি অবশেষে॥
কবে মোর হইবে এমন ভাগ্য-ভাতি।
কুক্কুরে কৃপার্থ হৈবে—তাহে মোরা বাঞ্ছি॥

শ্রীশিবানন্দ সেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত। তিনি পূর্বে বৃন্দাবনে বীরা দূতী ছিলেন। তাঁহার একটী ভাগ্যবান্ কুক্কুর

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

ছিল। শ্রীশিবানন্দ ভক্তগণকে লইয়া নীলাচলে যাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে সেই কুকুরটীও চলিল। তিনি যত্নের সহিত কুকুরটিকে ভক্ষ্যাদি দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। একস্থানে নদী পার হইবার সময় উড়িয়া নাবিক কুকুরকে পার করিতে না চাওয়ায় শ্রীশিবানন্দ দুঃখিত হইলেন এবং পরে দশপণ কড়ি দিয়া কুকুরকে নদী পার করাইলেন। একদিন শ্রীশিবানন্দ বাটীতে সেবাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় সেবক কুকুরকে ভাত দিতে ভুলিয়া যায়। রাত্রে আসিয়া শ্রীশিবানন্দ ভোজনকালে কুকুরের কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং কুকুরকে ভাত দেওয়া হয় নাই শুনিয়া দুঃখিত হন। কুকুরের সন্ধানের জন্য তিনি দশজন লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কুকুরের কোন সন্ধান পাইলেন না। তখন শ্রীশিবানন্দ দুঃখিত হইয়া উপবাস করিলেন। ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া দেখিলেন—সেই কুকুরটী মহাপ্রভুর পার্শ্বে কিছু দূরে বসিয়া আছে। শ্রীমহাপ্রভু সেই কুকুরটিকে নারিকেল-প্রসাদ দিতেছেন এবং হাসিয়া 'রাম', 'কৃষ্ণ', 'হরি' কহ—বলিতেছেন। কুকুরটী নারিকেল-শস্য খাইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বলিতেছে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। শ্রীশিবানন্দ দৈন্যপূর্ব্বক কুকুরকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিলেন। পর দিন আর কেহ সেই কুকুরকে দেখিতে পাইল না। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় কুকুর সিদ্ধদেহ পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু এইরূপ কত যে অসংখ্য অলৌকিক লীলা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত লীলা জন-সমাজের অন্তরের আলোচ্য হউক।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(০)::——

ভক্তি-দ্বারাই ভক্তি লাভ হয়। ভক্তি-রাজ্যের যে সিঁড়ি, তাহা পাকা সিঁড়ি; তাহা ছাদের সহিত নিত্য-সংযুক্ত। হরিভক্তি লাভ করিতে হইলে হরিভজনপর ও হরিকথা-শ্রবণ-রত লোকের সঙ্গ থাকা দরকার। অকস্মাৎ ভগবান্ ও ভক্তের কৃপায়ও ভক্তি লাভ হয়। যদি ইঁহারা কোন ভাগ্যবান্ জীবের প্রতি হঠাৎ প্রসন্ন হইয়া পড়েন, তবে তাঁহার ভক্তি লাভ হওয়া সুলভ হয়। পুণ্য, আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য বা বিপুল প্রতাপ না থাকিলেও অকস্মাৎ সত্য ভক্ত ও ভগবানের কৃপা লাভ হইতে পারে। আবার অপরাধিদিগের দ্বারাও ভগবৎকৃপা লাভ হয়। হরিকথা-প্রবাহ হইতে সাধন-বল লাভ হইয়া থাকে। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনাদি হইতেও সাধন-বল প্রাপ্ত হয়।

তরু-সমবুদ্ধি, আর তরুণ-বল।
তরু-মূলদেশে—তিন সাধনের বল॥

তৃণাদপি সুনীচ হইতে হইবে। শ্রীরাধা-ভিন্ন শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-বিচারে স্বাভাবিক 'তৃণাদপি সুনীচতা' প্রকাশিত হয়। কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করাই শরণাগতের লক্ষণ। শরণাগত ব্যক্তি কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে গোপ্তা বা পালক বলিয়া বরণ করেন। আশ্রিত ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বের দরকার থাকে না। শ্রীগুরুদেবের পাল্য হইবার বিচার উপস্থিত হইলে জাগতিক কোন ক্ষুদ্র অভিমান আমাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে না। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাল্য-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরব। আমি কর্ত্তা, আমি কাজ করিতে পারি, আমি চক্ষুর দ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ ইত্যাদি করিতে পারি, মনের দ্বারা চিন্তা করিতে পারি, আমার বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তিসামর্থ্য আছে, আমি সব বুঝিয়া লইতে পারি,—এই সকল প্রাকৃত কর্ত্তৃত্বাভিমান। আমরা জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। ইহা প্রাকৃত গুণের দ্বারা তাড়িত হওয়ার লক্ষণ।

তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইতে হইবে। শ্রীভগবৎপাদপদ্মে নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তি এইরূপ সহিষ্ণু হইতে পারেন। সকলকে মান দিতে হইবে; তবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের সৌভাগ্য হইবে। প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করার নাম 'ব্রহ্মভূত' হওয়া। 'ব্রহ্মভূত' ও 'ব্রহ্ম'—এক কথা নহে। প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করিয়া যখন জীব 'ব্রহ্মভূত' 'প্রসন্নাত্মা' হইতে পারেন, তখন তাঁহার পরা ভক্তির অধিকার লাভ হয়। বিদ্যার দ্বারা হইলে 'ব্রহ্মভূত' হওয়া যায়। ভোগবুদ্ধি থাকাকালে প্রকৃতপক্ষে তৃণাপেক্ষা সুনীচ হওয়া যায় না। যেখানে চারিদিকে পদার্থ সেবোপকরণ-বুদ্ধি— সেবাবুদ্ধি, সেইখানেই সেবকাভিমানে তৃণাদপি সুনীচতা। বাসনার দাস হইলে কামনা বাসনার দ্বারা পুনঃ পুনঃ অধঃপাত হইবে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় এই বিষয়-বাসনা বিদূরিত হইবে। হৃদয়ে সেবা-বাসনা জাগিলে আর বিষয়-বাসনা থাকিবে না। আমরা কোন ব্যক্তিকে মান দান করিতে বিরত হইব না। যদি জগতের সকল লোককে যথাযোগ্য সম্মান দিতে না পারি, তাহা হইলে অমঙ্গল ঘটিবে। এই জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিয়াছেন,—"সকলকে সম্মান দাও। অপরিছু হইও না। সকলকে মান দিলে তবে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইবে।"

কায়-মনোবাক্যে [illegible] না করিলে বিভিন্নতা হয় না। নিত্যই আশ্রয়-বিগ্রহের সুখোৎপাদন-মুখে বিষয়-বিগ্রহের সুখোৎপাদনের জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা আছে। আশ্রয়ের সুখে বিষয়ের যে সুখ, তাহাতে অংশভুক্তি না হইয়া বিষয়ের সহিত আশ্রয়ের যে কামনা, তাহা প্রকৃত সিদ্ধি নহে। পূর্ব্বাভিমান হইতে মুক্তি এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অহৈতুকী নিরন্তর লালসাই সিদ্ধির লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ ভোক্তা, আর আমরা ভোগ্য। ভোক্তার ভোগ্য হওয়া বা অপ্রাকৃত কামদেবের কামবর্দ্ধনের ইন্ধনরূপে প্রকাশিত হওয়াই স্বরূপসিদ্ধি। কৃত্রিম উপায়ে স্বরূপসিদ্ধি লাভ হয় না। নিষ্কপট সেবোন্মুখতা ও আশ্রয়-বিগ্রহের কৃপায় যখন নিত্যসিদ্ধ সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয়, তখনই তাহাকে সিদ্ধ বলে। স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, কৃষ্ণকীর্ত্তন-জীবাতু ও বিপ্রলম্ভ-সেবারসে মত্ত হন। প্রকৃত সেবাসিদ্ধিকামী কি করিয়া আশ্রয়-বিগ্রহের কৃপা লাভ করিবেন, তজ্জন্য সতত ব্যস্ত ও যত্নশীল। সকলেই কৃষ্ণভজন করিতেছেন, কেবল আমারই সেবালাভ হইল না,—এই বিচার সর্ব্বক্ষণ তাঁহার হৃদয়কে আলোড়ন করিয়া থাকে।

সদাশিব ও শ্রীরুদ্র

——:০:(০):০:——

শ্রীরুদ্রের একাদশ ব্যূহ, যথা—অজৈকপাৎ, অহির্ব্ধ্ন্য, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, দেবশ্রেষ্ঠ ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী এবং অপরাজিত। প্রায় সকল রুদ্রই পঞ্চমুখ, ত্রিনয়ন ও দশ-বাহু। শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে রুদ্রকেও বিভিন্ন ভাবে জীববিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কোথাও কোথাও ভগবৎস্বরূপেও কীর্ত্তিত হওয়ায় 'শেষে'র ন্যায় ইঁহারও মীমাংসা করিতে হইবে। অর্থাৎ অংশ শিব—ঈশ্বরকোটি এবং সংহারক রুদ্র—বিভিন্নাংশ জীব। ভগবদবতার পুরুষাবতারগণ বলিয়া পর এবং বস্তুতঃ নির্গুণ হইয়াও তমোগুণের যোগে অতি তুচ্ছ সাধারণ লোকের নিকট অপরা তত্ত্বঃ বিকারীর ন্যায় প্রতীত হন। দুগ্ধ যেমন বিকার-বিশেষের যোগে দধিরূপে পরিণত হয়, কিন্তু সেই দধি যেরূপ দুগ্ধ হইতে কখনই পৃথক্ বস্তু নহে, তদ্রূপ শ্রীভগবানই সংহার-কার্য্যের নিমিত্ত অন্যাবস্থায় রুদ্ররূপে অবতীর্ণ হন। কোন কল্পে বিরিঞ্চি ললাট হইতে, কোন কল্পে বা বিষ্ণুর ললাট হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়। কল্পান্তরে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নি-রুদ্রের জন্ম হইয়া থাকে। বায়ুপুরাণ মতে বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত শিবলোকে সর্ব্বকারণ-কারণ ও তমোগুণসম্বন্ধরহিত যে সদা সদাত্মা শিবমূর্ত্তি আছেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস। বিষ্ণু ভগবৎস্বরূপভূত সদাশিব এবং সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণদেবী তাঁহার প্রেয়সী, সনাতন চৈতন্যাত্মা ভগবান্ শম্ভু সেই স্বাংশরূপে অন্যাংশের। বিন্দু যোনি অর্থাৎ মহাকাল বা মহাদি রূপের উৎপত্তিস্থান, তিনি স্বপদ অর্থাৎ শিবলোকে থাকেন।

শম্ভু দুইভাবে লীলা করেন। প্রথমরূপে তিনি বৈকুণ্ঠে শিবলোকে শ্রীভগবানের নিত্য সেবকরূপে সদা বর্ত্তমান; তখন তাঁহার নাম সদাশিব। আর দ্বিতীয়রূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে আপ্রলয়কাল কৈলাসে ও কাশীধামে বিরাজ করেন; তখন তিনি তমোগুণে সংহারকর্ত্তা শিব বলিয়া কথিত হন। শ্রীসদাশিব অংশী আর রুদ্র অংশ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা পাই,—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো সর্ব্ব-দেবাবতংস॥
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব — মুঞি কৃষ্ণদাস॥
কৃষ্ণনামে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর॥

শম্ভুতে ব্রহ্মা অপেক্ষা ঈশ্বরতা অধিক পরিমাণে আছে। ব্রহ্মায় জীবের পঞ্চাশগুণ আধিক্যভাবে এবং তদতিরিক্ত আর পাঁচটী গুণ আংশিকরূপে আছে, আর শম্ভুতে সেই পঞ্চাশটী গুণ এবং পাঁচটিগুণের অংশও অধিক পরিমাণে আছে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-উৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় গত ৫ই আশ্বিন, ২২শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীগোদ্রুম-শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-উৎসব পাঠ-কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যুষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জিউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীঅদ্বৈতবন্দনাদিপর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইতে থাকে। তৎপরে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' গ্রন্থখানি পারায়ণ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগান্তে-কীর্ত্তনান্তে শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

অপরাহ্নে ইংরেজী ক্লাসে "শ্রীভক্তি-বিনোদ-ঠাকুর সংখ্যা" এইটী প্রকাশ করিতে ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীঅদ্বৈতবন্দন-বন্দনাদির 'শরণাগতি', গঙ্গাস্তব ও বিবিধ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীল ঠাকুরের অপ্রাকৃত চরিত্র ও গুণাবলীর কথা আলোচিত হইয়াছিল।

———

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিহার কৃষ্ণ এ চারি স্থানে॥

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাধারণ-মহামহোৎসব

গত ৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয় মিশনের মঙ্গলস্বরূপ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল [illegible] ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব [illegible] ও সাধারণ-মহোৎসব [illegible] সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিক, পাঠ, কীর্ত্তন ও শ্রীহরিকথা-পরিবেশনে [illegible] সমস্ত দিবস [illegible] ভক্তিবিনোদবাণী দেবতা-গ্রন্থ পারায়ণ হইতে থাকে। বেলা ৯ ঘটিকার [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী[illegible] স্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible] মহারাজ ও [illegible] মহারাজ [illegible] প্রদান করেন।

বেলা ৮টা [illegible] প্রায় ৪০০ কাঙ্গালীকে [illegible] হয়। সভায় [illegible] বহু গণ্যমান্য [illegible] বিদ্যানুরাগী [illegible] অধ্যাপক [illegible] সন্ন্যাসী, [illegible] ও অপার্থিব [illegible] কথা [illegible] আলোচনা করেন। [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible] কীর্ত্তন করেন, [illegible] মহোপদেশক, [illegible] পরম-বরণীয়, [illegible] কার্য্যকারক, সেই মহামহিম [illegible] করেন। সেই মহা-নিষ্ঠ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিরবধান [illegible] প্রকাশ করিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] ভক্তির অভাব [illegible] শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত [illegible] হইলে বহু অপসম্প্রদায় শুদ্ধভক্ত বলিয়া নিজকে প্রচারিত করা আরম্ভ করিলে শ্রীল ঠাকুর ঐ কাল্পনিক অপসম্প্রদায়ের কৃত্রিম মুখোস খুলিয়া দিয়া শুদ্ধভক্তির স্বরূপ জগতে অশেষ-বিশেষে প্রচার করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-পার্ষদবর্গ নিজ অসীম কৃপা-পরবশ হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-রূপ মহারত্নকে জগতে অর্পণ করেন। তিনি শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথাদির বিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ [illegible] অপ-সম্প্রদায়ের [illegible] মহা-প্রেমবন্যা [illegible] ভুবনে প্লাবিত। ক্ষুদ্র জীবাধমের সাধ্য কি তাঁহার মহিমার একক্ষণ কীর্ত্তন করে। তাঁর নামযশ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অভিন্নবিগ্রহরূপে উদিত হইয়া বিশেষভাবে শ্রীনামচিন্তামণি এই জগতে প্রচার করিলেন। তাঁহার রচিত ছোট ছোট গ্রন্থ 'শরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু' প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনপদাবলি নিচয়, তাঁহার গ্রন্থরাজি শ্রীগৌরসুন্দরের ধাম-নামপ্রচারে অসীম প্রভাবশালী। তাঁহার [illegible] 'বৈষ্ণব', চৈতন্যশিক্ষামৃত আদি গ্রন্থ জগতে অতুলনীয়। এযুগে তাঁহার করুণার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাই পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

> "তাঁহার করুণা-কথা, মাধব-তপনপ্রথা,
> তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
> তাঁর সম অন্য কেহ, ধরিয়া এ নরদেহ,
> নাহি দিল কৃষ্ণপ্রেম-ধনে॥"

সভায় বহু বিশিষ্ট সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—রাজা ক্ষিতীন্দ্রনাথ দেব রায় (বাঁশবেড়িয়া), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ডাঃ এস, কে দাস, ইত্যাদি। সভান্তে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় উৎসবটী সুষ্ঠুরূপে সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীধামে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উৎসব

গত ১লা আশ্বিন, শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-তিথি-পূজা শ্রীশ্রীল ত্রিদণ্ডী শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও কৃপানির্দ্দেশে নিরন্তর হরিকীর্ত্তন ও উপবাস-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, ভজনীক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিবিধ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে দৈনন্দিন-প্রকাশ হইতে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কৃপা ও মহিমার কথা আলোচিত হয়। তৎপরে নগরসংকীর্ত্তন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত তত্রস্থ বিভিন্ন স্থানেও গুরু-শিরোমণির কথা কীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে সংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। অপরাহ্ণে পুনরায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনাদি শ্রীরাধার মহিমাসূচক কীর্ত্তনাদি হইলে পুনরায় হরিকথা আলোচনা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপ-মাধুর্য্যকথার কথা আলোচিত হয়। পাঠের পর বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। তৎপর দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীধাম-বাসী ভক্তগণকে বিচিত্র প্রসাদ দেওয়া হয়

বিবিধ সংবাদ

বিখ্যাত আইনজ্ঞের পরলোকগমন

মাননীয় বিচার পতি মিঃ প্যানক্রিজ হঠাৎ গত ২৩শে আগষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম প্রধান বিচারপতি স্যার হিউ রাহেব প্যানক্রিজ গত ১৯২৯ সালে হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে যোগদান করেন। তিনি উইনচেষ্টার কলেজ এবং অক্সফোর্ডে শিক্ষা লাভ ও গত ১৯০৯ সালে ইনার টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। ১৯১০ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টাররূপে যোগদান করেন। অতঃপর গত ১৯২৬ সালে তিনি ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত হন এবং ১৯২৯ সালে বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি "নাইট" উপাধিতে ভূষিত হন।

স্যার হিউ গত মহাসমরে ফ্রান্স ও প্যালেষ্টাইন রণক্ষেত্রে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সামরিক বিভাগের বার্ত্তা পত্রে তাঁহার নাম সগৌরবে উল্লিখিত হইয়াছিল মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৫৭ বৎসর।

দিনাজপুরে পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টা

দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার রাধানগর ও বালীগাঁও গ্রামের পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সম্মিলিত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে এই অঞ্চলের লোকে প্রচুর উপকার লাভিত হইয়াছে। এই রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য ২০ দিন যাবৎ ৫০।৬০ জন লোক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে। স্থানীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় সমস্ত লোককে এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

রাধানগর ও বালীগাঁও উভয় গ্রামের পল্লী-উন্নয়ন দল দ্বারা ও মাইলের উপর দীর্ঘ রাস্তাসমূহ বিশেষভাবে সংস্কৃত হইয়া ঐ রাস্তা সমস্যার সমাধান হইয়াছে। ডাঃ হাবিবুদ্দীন আহমদ ও প্রেসিডেণ্ট মৌঃ রাফেক উদ্দীন আহমদ উভয়েই পল্লী অঞ্চলের সমস্যাসমূহ সমাধান করে ব্রতী হইয়াছেন।

অর্ডিন্যান্সের কার্য্যকাল

যশোহর কলেজের ছাত্র শ্রী ডি পাল-চৌধুরী ও শ্রী কে এল রায়নার সৈদপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট অর্ডিন্যান্স বিধান অনুসারে তাঁহাদের প্রতি যে দণ্ড দিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা মাদ্রাজ হাইকোর্টে রিভিশনের দরখাস্ত করেন। বিচারপতি 'ক বারন' দরখাস্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং পাব্লিক প্রসিকিউটরের প্রতি নোটিশ জারীর আদেশ দিয়াছেন।

আবেদনকারীদের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ১৯৪২ সালের এবং অর্ডিন্যান্স অনুসারে তাঁহাদের প্রতি দণ্ডাজ্ঞার আদেশ দেওয়া হয়। বড়লাট ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে এই অর্ডিন্যান্স জারী করেন। ভারত শাসন আইনের ৭২ ধারা অনুসারে এই অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছিল; সুতরাং উহা মাত্র ছয় মাসকাল বলবৎ থাকিতে পারে। মাদ্রাজ সরকার নতুন আইন সরকারী গেজেটে ঘোষণা করে যে, উক্ত অর্ডিন্যান্স মাদ্রাজ প্রদেশে প্রযোজ্য হইবে, তাহা হইলেও ঐ অর্ডিন্যান্সের স্থায়িত্বকাল ছয় মাসের অধিক হইতে পারে না। বর্ত্তমান মামলায় সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহাদের প্রতি ঐ দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অর্ডিন্যান্স জারীর পর ছয় মাস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বেআইনী বিধান করিতে পারেন না।

উক্ত দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে কি না, বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলে আবেদন-কারীদের কৌঁসুলী বলেন যে, দণ্ডাদেশে কার্য্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তখন বিচারপতি বলেন, তাহা হইলে উহা লইয়া আর টানাটানি করা লাভ কি?

কৌঁসুলী বলেন যে, শুধু আবেদনকারী দ্বয়ই নহেন, অনেক সম্ভ্রান্ত নাগরিকও রিভিশনের দরখাস্তের ফলাফল জানিতে আগ্রহান্বিত।

বিচারপতি দরখাস্ত গ্রহণ করেন এবং পাব্লিক প্রসিকিউটরের উপর নোটিশ জারীর আদেশ দেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] উহার একটিও [illegible] নিশ্চয়ই, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাধক [illegible] ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১।৶০ একটাকা [illegible] আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেলেঘাটা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রভাত-শ্রীধর্মশিক্ষা

—•—

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী বিরচিত মূল ও বিশ্বপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'উজ্জ্বলা'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভক্তকৌস্তুভম্

• • •

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ ও বিবৃত সূচীসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৬ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১৩ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৩০শে সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৪২, বুধবার { ১৬৫ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ পদ্মনাভ, হায়ৃ অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(১৬৫)::——

কৃষ্ণভক্তের ভক্তগণের কখনও বিনাশ নাই। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বদা দৃঢ়রূপে সংলিষ্ট থাকিতে পারিলে কাহারও কখনও চ্যুতি নাই। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরু পাদপদ্মের সেবাই আমাদের জীবনে মরণে সর্ব্বস্ব হউক। সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ শ্রীনামের শ্রবণ-নিরবচ্ছিন্ন দর্শন-স্পর্শ-গান-সেবায় তন্ময় হইয়া তাহাতে সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করিবার সৌভাগ্য আমাদের হউক।

———

আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্রিত বিষয়বিগ্রহই শ্রীহরিনাম। শ্রীনামই পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইতে পারে না। ভগবান্ই আমাদের নিয়ন্তা, পাতা ও ত্রাতা। ভগবৎ-সান্মুখ্য ব্যতীত ভগবদ্বৈমুখ্য কাটে না। বিমুখতাই বন্ধতা, আর ভগবদ্দাসেত্য বা ভগবৎসেবাই মুক্তি বা স্বরূপাবস্থিতি। ভক্তি ব্যতীত ভগবান্কে আর কিছুই সুখ দিতে পারে না। শ্রীনাম অপ্রাকৃত, তিনি কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। তবে যে শ্রীনাম জিহ্বায় প্রকাশিত হন, সে কেবল আমার আনন্দের ভক্তদ্বারা ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তিমাত্র। ভক্ত যে-সময় আমার অপ্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তখন উচ্চারিত শব্দব্রহ্ম অপ্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। শ্রীনাম পরম মধুর। অপরাধ থাকায় তত আমাদের শ্রীনামে আদর বা রুচি হয় না। যাঁহারা অপরাধ-শূন্য হইয়া শ্রীনামের উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের হৃদয়েই অপ্রাকৃত শ্রীহরিনামের উদয় হয়। প্রাকৃত জিহ্বায় হরিনামের জন্ম হয় না। কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত সাধক নিরন্তর হরিনাম করিবেন। সিদ্ধির পরেও শ্রীহরিনাম নিত্য সংসারাবসানভাবে আস্বাদনীয়। অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন জননীকে দেখিবার আশা করে, বৎস ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেমন মাতৃস্তন পান করিবার জন্য প্রতীক্ষা করে, শ্রীনাম-গ্রহণকালে আমাদের চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ ভগবদ্দর্শন-লালসায় ব্যগ্র হউক। কেহ কেহ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া হরিনাম করেন, আবার শ্রদ্ধাবিহীন লোকও হরিনাম করিতে করিতে পরে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রীনাম করিবার সৌভাগ্য পান।

শ্রীনাম ভোক্তা ও স্রষ্টা। তিনি কাহারও ভোগ্য বা দৃশ্য নহেন। শ্রীনাম বিশ্বনাথ—জগন্নাথ। শ্রীনাম নন্দলাল। তাঁহার মত দাতা, তাঁহার মত সুন্দর আর কেহ নাই। শ্রীনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রী+কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ। 'শ্রী' অর্থে লক্ষ্মী—শ্রীরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সংকীর্ত্তন। সম্যক্ কীর্ত্তন—নিরপরাধে, কায়-মনো-বাক্যে, সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তনও সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। শ্রবণ ও স্মরণাদি—সবই কীর্ত্তনের অঙ্গ। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—এই পাঁচটী বস্তুই শ্রীনাম। কৃষ্ণবিস্মৃতিই মৃত্যু, কৃষ্ণস্মৃতিই জীবের জীবন। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-ফলেই কৃষ্ণ-স্মরণ হয়। সুতরাং নিরন্তর হরিকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের আত্মরক্ষার অন্য উপায় নাই। যে মুহূর্ত্তে আমরা কৃষ্ণকে ভুলিব, সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু বা সংসার আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে। সংকীর্ত্তন-সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া দরকার। তাহা হইলে আর কখনই কৃষ্ণ-বিস্মৃতির অন্ধ গর্ত্তে বা সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতে হইবে না। অকপটে কৃষ্ণকে ডাকাই ভক্তি। বাস্তবিক অন্তর হইতে ডাকিলে ভগবান্ নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন—দেখা দিবেন। কৃপা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সকলেরই আছে। অনন্য বা নিরপেক্ষ হইয়া কৃপা চাহিতে হয়। অন্যবাঞ্ছা-রহিত হওয়াই নিরপেক্ষ হওয়া। ইতর বিষয়ে অনভিনিবেশই অনন্য। অনন্য না হইলে সংসার করা যায় না।

———

বিষয়কে কৃষ্ণসেবার উপকরণ জ্ঞান করিতে পারিলে বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও বিষয়-ভোগ হয় না। যাঁহার এইরূপ দৃষ্টি, তিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও বিষয়ী নহেন। আবার ভক্তসঙ্গে থাকিয়া অন্তরে অন্তরে যে বিষয়-চিন্তা, তাহা অত্যন্ত খারাপ। ভজনের প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অন্য কোন বস্তু বা বিষয় যেন ভজনে কোন বাধা না জন্মায়, সে দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখা দরকার। এই দেহ বা বিষয়-সম্পত্তি কিছুই থাকিবে না। এই জন্মেই কৃষ্ণকে পাওয়া দরকার। অতটা সম্ভব না হইলেও অন্ততঃ এই জন্মে যতটা পারা যায়, অগ্রসর হইয়া থাকা দরকার। এই বিশ্বের কিছুই থাকিবে না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তই নিত্যকাল ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। সেইদিকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে পারিলে আর ভয় বা হতাশার কোন কথা নাই। কপট ও ভণ্ডামি থাকিলে চলিবে না। কোনপ্রকার ফল-কামনার নামই কপট। অকিঞ্চন না হইলে কিছুই হইবে না। 'কিছু'র ভিখারী ভগবান্কে পায় না।

সারার্থবিস্তারকারী বা ভগবল্লীলামাধুর্য-লোভময়ী শ্রদ্ধা ব্যতীত শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না। শ্রদ্ধা হইলেও সাধুসঙ্গ ব্যতীত শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ভক্তি সম্ভব হয় না। সৎসঙ্গে ভগবন্নাম-গুণ-লীলাদিকীর্ত্তন হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই সর্ব্বমঙ্গলের আকর। হরি-কীর্ত্তন বলিতে কীর্ত্তনাভাস বা কীর্ত্তনাপরাধ নহে। জীব তটস্থা শক্তির পরিণাম। হরিবিমুখই বদ্ধ। হরিসান্মুখ্য-দ্বারাই হরি-বিমুখতা দূর হয়। জীবের বিমুখ হওয়ার যোগ্যতা আছে। বদ্ধজীব প্রথম হইতেই ভগবদ্বিমুখ। সে কখনও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার পায় নাই। জীব অণুচৈতন্য। মায়াবশতাপন্ন হইলেই জীবের সংসার-দুঃখ, আর স্বরূপশক্তির সহিত সম্বন্ধ হইলে মায়ার অন্তর্দ্ধানে সংসার-নাশ বা স্ব-স্বরূপাবস্থিতি হয়। সংসার-ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে যখন সাধুসঙ্গে জীবের শাস্ত্র-তাৎপর্য্যে বিশ্বাস বা ভগবন্মাধুর্য্যে লোভ হয়, তখনই স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী-সারভূত ভক্তিতে অধিকার হয়। শ্রদ্ধা হইলে ভগবৎপার্ষদরূপ সৎসঙ্গ-প্রভাব হইতে শ্রবণ-সৌভাগ্য ঘটে। শ্রবণের পর যখন কীর্ত্তন হয়, তখনই কীর্ত্তন-প্রভাবে জীবস্বরূপ নির্ম্মল হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়। এই কৃষ্ণকীর্ত্তনে সপ্তপ্রকার সংশোধনের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন। সংকীর্ত্তন-ফলে জীবের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়। ভগবদ্-বৈমুখ্যবশতঃ জীবের বন্ধন এবং ভগবৎসান্মুখ্য-বশতঃই বন্ধন-মুক্তি বা স্বরূপসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। জীব অণু হইলেও চিৎস্বরূপ। চেতন জীব জড়দেহকায়, জড়চিত্ত ও জড়দেহ-বিশিষ্ট। ভগবদ্বৈমুখ্যতা হইতে মায়াভি-

ভজ কৃষ্ণরূপ মন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

নিবেদন কীর্ত্তিত অভিপ্রায়সম্পৃক্ত হওয়ায় সেই 'স্বরূপ'-দর্শন স্বরূপ-দর্শন হইতেছে না। শ্রবণাদির শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন হইলে জীবের সমস্ত অবিদ্যা দূর হইয়া যায়। তখন সেই শুদ্ধ সত্ত্বাশ্রয় শুদ্ধজীব স্ব-স্বরূপে স্বরূপ দর্শন করিতে পারে, তখনই জীব অপর স্ব-স্ব ধর্ম্ম ... প্রকাশিত হয়। ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞান প্রকাশিত হইলে আর সংসার-ভয় থাকে না। জীবের সর্ব্বপ্রকার অনর্থ দূর হয়। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন ব্যতীত ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না। স্ব-ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম ও ভগবদ্ধর্ম্ম প্রকাশিত হইলে কি শ্রীকৃষ্ণনাম ছাড়া যায়? না, কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন 'নিরন্তর' চলিতে থাকে। তখন পরেও সংকীর্ত্তন হয়।

মায়ামোহাকৃষ্ট জনের মায়াতে ভোগেই প্রেরণা জাগে কাঁচকরা। এই ভোগস্পৃহা হইতে চর্ব্বিতের সংসারের উৎপত্তি। ভোগস্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভজনেরই পরমশ্রেয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-দ্বারাই এই শ্রেয়ঃ লাভ হয়। ভক্তের দ্বারাই ভক্তি হয়। প্রভুর সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতেই স্বতঃই প্রকটিত হয়।

ভগবদ্ভক্তি বস্তুতঃ একটি। তাহার বিদ্যা ও অবিদ্যা—এই দুইটী বৃত্তি। স্বরূপশক্তি যোগমায়া বিদ্যারূপে, আর বহিরঙ্গা জীবস্বরূপ-আবরণকারিণী বিমোহন-মায়া অবিদ্যারূপিণী। শ্রবণ-কীর্ত্তন-সাধনসময়ে শুদ্ধভক্তি উদিত হইলে জীবের স্থূল-লিঙ্গময় উপাধিক দেহদ্বয় নষ্ট হইয়া তাঁহার স্বরূপগত উপাধির প্রকটিত হয়। অধিকারভেদে কাহারও কাহারও মধুর-রসাস্বাদনোচিত গোপিকাদেহ প্রকটিত হয়। স্বরূপশক্তি শ্রীকৃষ্ণ-বধূ। মধুররসাশ্রিত ভজন করিলে সে গোপিকা-দেহ লাভ হইতে পারে। নিজশরীর ভঙ্গ হইলে জীবস্বরূপ নির্ম্মল হয়। জীব অণু হইলেও ভগবৎকৃপায় সে আনন্দ লাভ করিয়া থাকে এবং প্রতি পদে অনুরাগের সহিত পূর্ণামৃত আস্বাদন করে। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারা জীব যেমন যে কোন নির্বাণ লাভ করে, তাহা নহে, পরন্তু তাহার নিত্যতাও লাভ হয়। কীর্ত্তন-প্রভাবে জীবের সমস্ত দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইয়া যায়। সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে অন্তের আলোচনা ছাড়িয়া দেবে কৃষ্ণোন্মুখ জীব সুনির্ম্মল কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ করিয়া ধন্য হন।

———

প্রাকৃত সংস্থান অনিত্য হয়। সাধুগণকে অন্তরে অন্তরে অবাধ করিয়া বাহিরে পুণ্যাদির প্রবাহ কুটিলতা। দম্ভ ও কুটিনাটি অন্তর্ভুক্ত চিত্তবৃত্তির সঙ্গে বাসে বাসে মিশিবার পক্ষে সকলেরই বড় অন্তরায়। দম্ভ হইতে কুতর্ক-স্পৃহা প্রবল হয়। বাহিরে লোকদেখান ভাকামি আর অন্তরে অন্তঃকরণ—ইহাই কুটিলতা। 'অন্তরে বাহিরে সব সমান' সেখানে নাই। কুটিলতা হইতে অনেক অসুবিধা হয়। কুটিলতার বিপরীত সরলতা ও দম্ভের বিপরীত দৈন্য। সুতরাং সরলতা ও অকিঞ্চনতা ব্যতীত মঙ্গললাভের উপায় নাই।

দেহাত্মবুদ্ধি বা গ্রাহকতা যেহে আত্মবুদ্ধি, দেহের প্রতি অভিনিবেশ থাকিলে সম্বন্ধ সুস্থ হইবে আসিবে না। দেহের প্রতি অভিনিবেশ যেখানে, সেখানে আত্মার প্রতি অভিনিবেশ নাই। দেহ যদি আত্মার অনুকূলে নিযুক্ত হয় তবেই উহার সার্থকতা এবং উহাই যুক্তবৈরাগ্য। দেহ যদি মায়ার সেবায় নিযুক্ত থাকে, তবে উহা আবরণ। সাধুসঙ্গের দ্বারাই দীনতা আসিবে। চিত্ত দ্রবীভূত হইলে ভক্তি প্রকাশ পায়। নিজকে দীন বলিয়া মনে হইলে, দীনবন্ধুর সন্ধান মিলে। ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইবার ইচ্ছা না থাকিলে মঙ্গল কি করিয়া হইবে? দীন, কাঙ্গাল, অকিঞ্চন হইয়া দীনবন্ধু, অনাথনাথ, কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে। যদি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র সব না সাজিয়া না হয়, তাহা হইলে অসংখ্য আপদ উপস্থিত হইবেই। যেখানে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি প্রেম-বোধ নাই, অথচ বিষয়ের প্রতি আসক্তি, বড় হইবার ইচ্ছা, পুরুষাভিমান, বিষয়বাসনা বা কৈতবধর্ম্ম-প্রভৃতির মনে মত্ততা আছে, সেখানে ভক্তি হইবে না। পুরুষাভিমান থাকিলে পুরুষোত্তমের সেবা করা যায় না।

স্বরূপশক্তির আনুগত্য-দ্বারাই ভগবৎসান্নিধ্য লাভ হয়। সেবকাভিমানই স্বরূপশক্তি। সেবক স্বরূপতঃ ভগবান্—ভগবদ্দাস বা ভগবদ্ভক্ত। বস্তুতঃ শক্তির সহিত যোগযুক্ত হইলে 'বড়' অভিমান হয়, শরণাগতি হয় না। আত্মনিবেদন ও কার্পণ্য শরণাগতির লক্ষণ। দীন না হইলে ভগবানের কৃপা পাওয়ার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয় না। দৈন্যের অভাবে বড় হইবার অভিমান বা বিষয়ের উপর প্রভুত্ব করিবার অভিমান আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করে।

কৃষ্ণকৃপা ছাড়া গতি নাই। সাধু-প্রীতি ভগবানের কৃপার পৃথক্ পরিচয় নাই। সাধুই ভগবৎকৃপার মূর্ত্তি। দেশ হইতে চুরি পাওয়ার সময় পরওয়ানা আসে। সংসার যখন অরোচক হয়, তখনই সাধুদর্শন হয়। সাধুর দর্শন হইলে বাসনা-কামনা থাকে না—পারমার্থ লাভ হয়। সাধু চারিদণ্ড ভগবৎকৃপা—ভগবৎসেবা করেন। সাধু প্রত্যক্ষ কাম-মোক্ষ চান না, তিনি কেবল ভগবৎসুখই চান। এত সাধুর আকর্ষণে পড়িতে পারিলেই মঙ্গল। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে আকর্ষণ হয় না। চিত্ত অন্য কিছুর দ্বারা আবৃত হইলে আকর্ষণ হইবে না। অভিনিবেশ বা শরণাগতিই কৃপার লক্ষণ। শ্রদ্ধা বা রুচি যদি না থাকে, তাহা হইলে কৃপা পাইতেছি না, বুঝিতে হইবে। এইরূপ দুরবস্থা যদি হয়, তবে কাঙ্গাল হইয়া সর্ব্বক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্কে ডাকিতে হইবে। যদি কুটিলতা না থাকে, আন্তরিক সরলতা থাকে, তবে তাঁহাদের কৃপায় আপনাআপনিই মঙ্গল হইয়া যাইবে।

শ্রবণে চিত্তশুদ্ধি হয়—কামাদি কথায় বা পুরুষাভিমান নষ্ট হয়। শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হইবে। বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া শ্রবণ করিলে মঙ্গল হয় না। শ্রদ্ধাপূত অন্তঃকরণে ভক্তের নিকট ভগবানের কথা শুনিলেই মঙ্গল হয়। শ্রবণ সাক্ষাৎ ভক্তি; ইহা অর্পণ নয়। অর্পিত হওয়ার বা আত্মনিবেদনের পর শ্রবণ হয়। শ্রবণ করিলে ভগবানের সুখ হয়—আমাদের নয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনে ভগবানের সুখ হয় বলেই ভক্তি।

শিশুপাল ও দন্তবক্র

——::(*)::——

অনমিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শিনি। শিনির পুত্র সত্যক। সত্যকের পুত্র সাত্যকি। অনমিত্রের বংশে পৃশ্নি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র শ্বফল্ক। শ্বফল্কের পুত্রের নাম অক্রূর। শ্বফল্ক যেখানে বাস করিতেন, সেখানে মড়ক ও অনাবৃষ্টি হইত না। কোন সময় কাশীরাজের রাজ্যে অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হওয়ায় তথায় শ্বফল্ককে লইয়া যাওয়া হয়। শ্বফল্ক সেখানে যাওয়া-মাত্র খুব বৃষ্টি হয়। এই সময় কাশীরাজের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন, ঐ গর্ভে একটী কন্যা ছিল। প্রসব কাল উপস্থিত হইলেও সেই কন্যা গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল না। এই প্রকারে দ্বাদশ বর্ষ গত হইল, কিন্তু তথাপি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল না—দেখিয়া কাশীরাজ একদিন গর্ভস্থা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে পুত্রি! তুমি কেন ভূমিষ্ঠ হইতেছ না? এতদিন কেন তুমি তোমার মাতাকে কষ্ট দিতেছ?" এই কথা শুনিয়া গর্ভস্থা কন্যা বলিল,—"যদি প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে এক একটি করিয়া গাভী প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আর তিন বৎসর পরে আমি গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব। কন্যার এই কথা শুনিয়া রাজা প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে একটী করিয়া গাভী দান করিতে লাগিলেন। তিন বৎসর অতীত হইলে সেই কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। কাশীরাজ সেই কন্যার নাম 'গান্দিনী' রাখিলেন। পরে শ্বফল্ককে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সেই গান্দিনীও যাবজ্জীবন প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে একটী করিয়া গাভী দান করিতেন। গান্দিনীই অক্রূরের জননী। অক্রূরের সুতারা-নাম্নী এক কন্যা ও আরও কএকটী পুত্র হয়। অক্রূরের দুই পুত্র—দেববান্ ও উপদেব।

সত্বতের পুত্র—অন্ধক ও বৃষ্ণি। বৃষ্ণির পুত্রের নাম সুমিত্র। সুমিত্রের পুত্র অনমিত্র ও শিনি। অন্ধকের চারিটি পুত্র—কুকুর, ভজমান, শুচিকম্বল ও বর্হি। কুকুরের পুত্র বহ্নি, তৎপুত্র কপোতরোমা, তৎপুত্র বিলোমা, তৎপুত্র অনু। অনুর পুত্র অভিজিৎ, তৎপুত্র পুনর্ব্বসু, তৎপুত্র আহুক। আহুকের দুই পুত্র—দেবক ও উগ্রসেন, দেবকের সাতটী কন্যা—বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তিদেবা, সহদেবা ও দেবকী। শ্রীবসুদেব এই সাতটী কন্যাকে বিবাহ করেন। উগ্রসেনের কংসাদি নয়টী পুত্র ও পাঁচটী কন্যা ছিল। ভজমানের পুত্রের নাম বিদূরথ। তৎপুত্র শূর, তৎপুত্র শমী, তৎপুত্র প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র স্বয়ম্ভোজ, তৎপুত্র হৃদিক, তৎপুত্র কৃতবর্ম্মা, তৎপুত্র শতধন্ব ও দেবমীঢ়। দেবমীঢ়ের পুত্র শূর। শূরের পত্নীর নাম মারিষা। এই মারিষার গর্ভে শ্রীবসুদেবাদি দশটী পুত্র জন্মে। শ্রীবসুদেব জন্মিবা-মাত্র দেবগণ "ইঁহার গৃহে ভগবান্ অংশে অবতীর্ণ হইবেন,"—এই বলিয়া অনেক দুন্দুভি বাদ্য করিয়াছিলেন। এই জন্য সেই সময় হইতে শ্রীবসুদেবের নাম 'আনকদুন্দুভি' হয়। শ্রীবসুদেবের পাঁচটী ভগ্নী—পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী। পাণ্ডু এই পৃথাকে বিবাহ করেন। পৃথার যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন—এই তিনটী পুত্র। তাঁহার কর্ণ বলিয়া আরও একটী পুত্র ছিল, পৃথার সপত্নীর নাম মাদ্রী। মাদ্রীর পুত্র—নকুল ও সহদেব।

কারূষ বৃদ্ধশর্ম্মা শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে 'দন্তবক্র'-নামক মহাসুর জন্ম গ্রহণ করে। চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে শিশুপাল নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন।

দন্তবক্র ও শিশুপাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু ও কুম্ভকর্ণ-রাবণ ছিল। কংসানুগত শিশুপাল ও দন্তবক্র আজীবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষ করিয়াছিল। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য রাজগণ উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণই অগ্রে পূজা পাইবার যোগ্য,—ইহা স্থিরীকৃত হয়। এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণবিদ্বেষী শিশুপাল কৃষ্ণনিন্দা করিতে থাকিলে সভাসদ্গণ কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক ক্রোধে শিশুপালকে অভিশাপ প্রদান করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা যাইবার সময় বলিতে লাগিলেন,—যাঁহারা ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শুনিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ না করে, তাঁহারা পুণ্যচ্যুত হইয়া মহানরকে পতিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডব ও অন্যান্য রাজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে সংহার করিবার জন্য সমরে উদ্যত হইলে শিশুপাল তাহাদের বিপক্ষতায় বিচলিত না হইয়া কৃষ্ণপক্ষীয় রাজগণকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

অঙ্গীকার গ্রহণ করিল। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুবীর বীরগণকে নিবারণ করিয়া নিজেই উত্থিত হইলেন এবং সক্রোধে সুধার সুদর্শন-চক্রদ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করিলেন। উল্কা যেমন আকাশচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, সেইরূপ সকলের সমক্ষে শিশুপাল-দেহস্থিত জ্যোতিঃ শ্রীবাসুদেবে লীন হইল। এই শিশুপাল জন্মত্রয়ব্যাপী ভগবদ্বিদ্বেষ-বিশিষ্ট বুদ্ধিদ্বারা অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকেই চিন্তা করায় দেহাবসানে তন্ময়তা-প্রাপ্ত হইয়াছিল; যেহেতু অনুক্ষণ ধ্যান হইতেই জীবের যোগ্যতা সারূপ্য লাভ হইয়া থাকে। শিশুপালের চরিত্রকথা বা হরিপার্ষদ লাভের কথা শ্রুত হয়।

বিদূরথের শিশুপাল ও শাল্ব প্রভৃতির মৃত্যু-সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্মতি দন্তবক্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মথুরায় গমন করিল। মথুরা-দ্বারে কৃষ্ণের সহিত দন্তবক্রের সংগ্রাম হইল। ক্রোধবেগোদ্ধত দুর্মতি দন্তবক্র গদা উত্তোলনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল, "হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমাদের মাতুল-পুত্র হইলেও মিত্রঘাতী বলিয়া অদ্য তোমাকে বিনষ্ট করিব। দন্তবক্রের এ কথা শুনিয়া দন্তবক্রের গদাঘাতে আহত হইয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত না হইয়া কৌমোদকী-নামক মহতী গদাদ্বারা দন্তবক্রের বক্ষোদেশে আঘাত করেন। সেই গদাঘাতে দন্তবক্র রক্তবমন করিতে করিতে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। অনন্তর শিশুপাল-বধের ন্যায় দন্তবক্রের বধেও তাহার দেহ হইতে সূক্ষ্মতর বিচিত্র জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া সকলের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দেহে প্রবেশ করিল। শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক হত হওয়ায় দন্তবক্রের সারূপ্য-মুক্তি লাভ হইয়াছিল।

এই শিশুপাল-দন্তবক্র বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল —জয় বিজয়। বৈকুণ্ঠের এই দ্বারপালদ্বয় দিগম্বর সনকাদি মুনিগণকে ভগবদ্দর্শনে বাধা প্রদান করিয়া তাঁহাদের ক্রোধোৎপাদন করেন এবং তাঁহাদের অভিশাপে বৈকুণ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অসুরযোনি প্রাপ্ত হন। ক্রমে তিন জন্মে ইঁহারাই হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, কুম্ভকর্ণ-রাবণ ও দন্তবক্র শিশুপাল-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই জয়-বিজয়-সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"যদিও আত্মারাম সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধ সম্ভবপর হয় না, ভগবৎ-পার্ষদ জয়-বিজয়েরও ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণ এবং ভগবানেরও ভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা, এবং বৈকুণ্ঠগত ভক্তগণের পুনর্জন্ম অসম্ভব, তথাপি ভগবানের যুদ্ধরসাস্বাদনের জন্য কখনও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল, কিন্তু তুল্যবলশালী ভগবৎপার্ষদ-ব্যতীত অন্য কোন জীবের বল অল্প, আবার পার্ষদগণের বল তুল্য হইলেও তাঁহাদের ভগবানের প্রতি প্রতিকূলভাব হইতে পারে না। এই কারণ-বশতঃ ভগবান্ আত্মারাম মুনিগণের ক্রোধ উৎপাদনপূর্বক তাঁহাদের শাপচ্ছলে নিজপার্ষদ জয়বিজয়কে প্রাতিকূল্যভাবান্বিত করিয়া যুদ্ধকৌতুকসম্পন্ন করিতে হইবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ যুদ্ধকৌতুক অনুভব করিবার জন্যই জয়-বিজয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তুল্য-প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যুদ্ধ হয় না। পার্ষদ ব্যতীত ভগবানের তুল্যও কেহ হইতে পারে না। তজ্জন্যই ভগবান্ জয়-বিজয়কে অবতীর্ণ করাইলেন। অসুরভাবাপন্ন না হইলে শ্রীভগবানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বলিয়া শাপচ্ছলে তাঁহাদিগকে অসুরদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া আবির্ভূত করাইলেন।"

ভগবদিচ্ছাতেই জয়-বিজয় এজগতে অসুররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পাদ্মোত্তর-খণ্ডের মতানুসারে জানা যায় যে, শ্রীহরি নিজ ভক্তচিত্তবিনোদনের জন্য এবং যুদ্ধাদি-ক্রীড়া-নিমিত্ত তাঁহা হইতে ঘটনাকারিণী ইচ্ছার জয়-বিজয়ের স্বভাবসিদ্ধ অনিবার্য ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমদেহ তিনবার দেহ পার্থিব অসুর দেহে তিনবার প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন

শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলে হিরণ্যকশিপু শ্রীনৃসিংহদেবকে বিষ্ণুবুদ্ধি না করিয়া কোন পুণ্যবান্ সিংহজন্তু প্রাণীবিশেষ বলিয়া মনে করিয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেক-হেতু মরণ-কালে তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার হস্তে নিধন-ফলে মুক্তির পরিবর্তে রাবণ-দেহে ত্রিলোকের ভোগ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। সে রাবণদেহে কামপরবশ-হেতু জানকীতে আসক্তচিত্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দর্শন মাত্র করিয়াছিল। মৃত্যুকালে শ্রীরামে বিষ্ণুবুদ্ধি না হইয়া তৎপ্রতি কেবল মনুষ্য-বুদ্ধিই হইয়াছিল। তজ্জন্য শ্রীরাম-হস্তে নিধনফলেও শিশুপাল দেহে চেদিরাজ বংশে জন্ম এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব বলিয়া শিশুপাল তাঁহাকে পূর্বজন্মের মৃত্যুর কারণ নিশ্চয় করিয়া অজস্র দ্বেষ ও পরম আবেশবশতঃ সতত নিদ্রা জাগরণাদিতেও সেই সকল নাম কীর্তন করিত এবং তাহাতে চতুর্ভুজাদি রূপ দর্শন করিয়া বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় হওয়ায় নাম-কীর্তনের ন্যায় সেই রূপেরও অনুক্ষণ চিন্তা করিত। বস্তুশক্তি বিদ্বেষ-প্রকারে স্মরণ, ভোজন, উপবেশন ও শয়নাদি কোন অবস্থাতেই কিছুতেই সেই সুন্দর ভগবদ্রূপ শিশুপালের হৃদয় হইতে অপসৃত হয় নাই। আক্রোশ হেতু সেই নামের উচ্চারণ এবং হৃদয়ে সেই রূপের অবধারণ করিতে করিতে অন্তিমকালে বেদাদি অপরাধমুক্ত হওয়ায় শিশুপাল নিজ বিনাশ-নিমিত্ত আগত সুদর্শন চক্রের কিরণচ্ছটায় ঈশ্বরের ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছিল। প্রতিকূল হইলেও নিরন্তর ভগবৎস্মরণ-প্রভাবে অপরাধাদি দূর হওয়ায় শিশুপাল ভগবচ্চক্রে নিহত হইয়া ভগবৎসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইঁহাদের ভগবানে লয় ও ভগবৎপার্ষদত্ব প্রাপ্তি বৃত্তান্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও অন্যান্য আচার্য্যগণ তৎকৃত টীকায় আলোচনা করিয়াছেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বালিপাড়ায় প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রীজী কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ বালেশ্বরে প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গত ২৯শে আসাম 'পুরাণ বালিপাড়া' নামক স্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চেতনবাণী প্রচারার্থ গমন করেন।

তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া প্রত্যহ বৈকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ৩রা সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জয়ন্তী-উপলক্ষে ভক্তিশাস্ত্রীজী স্থানীয় ভক্তগণের নিকট বহুক্ষণ কৃষ্ণজন্মলীলা-কথা কীর্তন করেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের 'অষ্টোত্তরশত-নাম', 'দশাবতার-স্তোত্র', 'যশোমতী-নন্দন', 'গোপীনাথ! মম নিবেদন শুন', 'কৃষ্ণ-কেশব কৃষ্ণ-কেশব কৃষ্ণ-কেশব রক্ষ মাম্', 'হরি হরয়ে নমঃ' প্রভৃতি বিভিন্ন কৃষ্ণমহিমাদ্যোতক মহাজন-পদাবলী রাত্রি প্রায় ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্তন হয়। তৎপর দিবস বহু অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদান্ন বিতরণ করা হয়।

তৎপরে ভক্তিশাস্ত্রীজী 'পারশিয়া' নামক গ্রামে আসিয়া অনতিদূরে শ্রীশ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভুর ভজনস্থলী ও পুষ্প-সমাধি দর্শন করিয়া তথায় কিছুক্ষণ শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ও তাঁহার শিষ্য শ্রীল রসিকানন্দপ্রভুর অত্যাশ্চর্য্য জীবনী কীর্তন করেন।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে ব্রহ্মচারীজী প্রাতঃকাল হইতে প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের গুণগান করেন। তৎপূর্বে 'শ্রীগুরুপরম্পরা', 'গুর্বষ্টক', পঞ্চতত্ত্ব, 'গুরুদেব! কৃপা-বিন্দু দিয়া' ও পরে 'ভবার্ণবে পড়ে মোর আকুল পরাণ', 'আমার সমান হীন নাহিক সংসারে', 'নিতাই-পদকমল', 'কবে নিতাই-চৈতন্য ব'লে নাচি রে আমার মন' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্তন হয়। অতঃপর প্রায় বেলা ১১ ঘটিকার সময় বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী-কীর্তনমুখে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট বিভিন্ন পূর্ব-[illegible] ও শ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্য শ্রীঅঙ্গ পাদদেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। উক্ত দিবস উৎসবকালে গত বর্ষ গৌড়ীয়ের শ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা পাঠ হয়। পাঠের অন্তে শ্রীপাদ রামচন্দ্র দাসাধিকারী প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমার কথা উৎকল-ভাষায় কীর্তন করেন। তৎপরে প্রায় দুইশত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পাটনায় প্রচার

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিয়মিতভাবে পাঠ, কীর্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী-মুখে শ্রীহরিকথা আলোচনা হইতেছে। তথায় গত ৩রা এবং ৬ঠা সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী ও শ্রীনন্দোৎসব কীর্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবান্তে স্থানীয় ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর স্থানীয় মিঃ বি, বি, ঘোষাল পোষ্ট-মাষ্টার মহোদয়ের আহ্বানে তদীয় ভবনে শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্তন হয়।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা তিথি সুষ্ঠুরূপে পালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতে উচ্চকীর্তন, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-সহ বন্দনা, পাঠ ও কীর্তনের পর বেলা ১০ ঘটিকায় সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা পাঠ ও কীর্তন হয়। পরে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারি-কৃত (উৎকল ভাষায়) পুষ্পাঞ্জলি পাঠ হয়। উক্ত মহোৎসবে স্থানীয় সমস্ত নাগরিকগণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। রাত্রে শ্রীপাদ ব্রজগোপালদাস ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীগুরু-মাহাত্ম্য কীর্তন করেন।

শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে উৎসব

গত ৩রা সেপ্টেম্বর শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর শ্রীনন্দোৎসব যথাবিধি পালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কীর্তন, ইষ্টগোষ্ঠী ও মহোৎসব হইয়াছিল।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী তিথি পালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উচ্চ কীর্তন, [illegible] পাঠ, [illegible] সংকীর্তন, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। [illegible] ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-গ্রাহক-

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধানু-বিশেষিত ব্যক্তিমাত্রই পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। কায়মনোবাক্যে ত্রৈকালিক নিয়োগে, অন্যান্য অধিকারের বার্ষিক নবযুগ্ম শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্ট আছে।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপ্য ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (Issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে /০ আনার ডাক-টিকেটসহ না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না। তজ্জন্য গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দৃষ্ট হইলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। কর্তৃপক্ষগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ বন্ধপ্রদের ভার ভগবদ্‌ভিমুখোদে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

-কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

যুদ্ধে হতাহত ভারতীয় সৈন্যসংখ্যা

বিভিন্ন রণক্ষেত্রে মোট যে ভারতীয় সৈন্য হতাহত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

নিহত—২০১৬ জন; আহত—৮৫২১ জন; যুদ্ধ বন্দী ৮১,৮৩৩ জন; যুদ্ধ হত আহত, বন্দী এবং নিখোঁজের মোট সংখ্যা ৯৮,৩৮৮ জন।

২৩শে সেপ্টেম্বর প্রাতে ভারতীয় পরিষদে দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ সি এম জী ওগিলভী উপরোক্ত তালিকা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, শত্রুপক্ষের নিকট হইতে সরকারীভাবে যাহাদের সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই যুদ্ধ বন্দীদিগের সংখ্যাভুক্ত করা হইয়াছে। যাহাদের সম্বন্ধে সরকারীভাবে কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তাহাদিগকে নিখোঁজ বলিয়া ধরা হইয়াছে।

নিম্নে হতাহত, বন্দী এবং নিখোঁজের একটি বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল :—

মিশর—নিহত ৬০৫, আহত ২২৭৫, নিখোঁজ ০২,১৫৮, বন্দী ২,৪৭৫।

সুদান ও এরিত্রিয়া—নিহত ৩০৩, আহত ৩১৪৩, নিখোঁজ ৭, বন্দী ১।

প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া—নিহত ৮১, আহত ২৮২, কেহ নিখোঁজ ও বন্দী হয় নাই।

ইরাক ও ইরাণ—নিহত ৩১, আহত ৮১, নিখোঁজ ৪, কেহ বন্দী হয় নাই।

সোমালিল্যাণ্ড—নিহত ১, আহত ৮, কেহ বন্দী বা নিখোঁজ হয় নাই।

মালয় ও দূরপ্রাচ্য—নিহত ৯, আহত ৮, কেহ নিখোঁজ হয় নাই, বন্দী ৩১৭।

ব্রহ্ম—নিহত ৪১৭, আহত ১,১১৩, নিখোঁজ ৩,৩২৭, বন্দী ১।

সমুদ্রে—নিহত ৪, আহত ১, কেহ নিখোঁজ হয় নাই, বন্দী ১১৮।

মালয়—নিহত ২০৮, আহত ৭২১, নিখোঁজ প্রায় ১০,০০০, বন্দী ১৩।

হংকং—নিহত হয় নাই, আহত ১, নিখোঁজ প্রায় ৪,১৮৭, কেহ বন্দী হয় নাই।

ভারতীয় বিমানবাহিনী সম্পর্কে তার বাহাদুর মাল শাকরপব দলের প্রশ্নের উত্তরে ডেপুটি জঙ্গীলাট তার এলান হার্টলে বলেন, বর্ত্তমানে চারটি ভারতীয় স্কোয়াড্রন আছে। একটি স্কোয়াড্রনে অর্দ্ধেক ভারতীয় ও অর্দ্ধেক বৃটিশ বৈমানিক আছে এবং পাঁচটি উপকূল-রক্ষী ফ্লাইট আছে।

বাংলার পাটচাষীর অবস্থা

পাট চাষীদিগকে পাটের উপযুক্ত মূল্য প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দরে এই বৎসরের উৎপন্ন সমস্ত পাট খরিদ করিবার যে পরিকল্পনা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, সেই পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য করার জন্য অর্থসাহায্য চাহিয়া বঙ্গীয় সরকার শীঘ্রই ভারত সরকারের নিকট আবেদন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই পরিকল্পনানুসারে কার্য্য করিবার জন্য ১০ হইতে ১২ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে।

এই সম্পর্কে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক এবং অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী দিল্লী রওনা হইবেন।

কিন্তু দিল্লী রওনা হওয়ার পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রী এবং অর্থসচিব ভারতীয় জুট মিল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গবর্ণমেণ্টের এতৎ সম্পর্কে তাঁহাদের অভিমত গ্রহণ করিবেন।

কলিকাতা কংগ্রেস মিউনিসিপাল এসোসিয়েশন

জানা গিয়াছে যে, পার্টির বর্ত্তমান নীতি ও কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে তীব্র মতভেদ হওয়ায় কংগ্রেস মিউনিসিপাল এসোসিয়েশনের ৮ জন সদস্য পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন।

যাঁহারা পদত্যাগপত্র দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুত নরেশনাথ মুখার্জ্জি, শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম; শ্রীযুত বি সি চাটার্জ্জি এবং শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসুও আছেন।

শ্রী শ্রী সরস্বতী-সংলাপ

বিজ্ঞানীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, দোহাবয়, অনুবাদ ও বিবৃতি সহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিষয় ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহলোর পাচন

আমেনের অমৃত মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যার্থ শ্রুতপ্রদর্শিকা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী বিরচিত মূল ও বিবৃতিসহ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতাংশ-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ষট্‌কৌস্তুভ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অর্থ, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৭ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১৪ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১লা অক্টোবর, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার ১৬৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ পদ্মনাভ, বৃহস্পতি বাসরোপলক্ষ্যে, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—:(০):—

শরণাগতই উত্তম। শরণাগতি যেখানে নাই, সেখানে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা আছেই। শরণাগতিই ভক্তের প্রাণ। ভক্ত-কৃষ্ণাধীনতাই প্রকৃত শরণাগতি। শরণাগত কৃষ্ণৈকশরণ। শরণাগত দৃঢ়চিত্ত বলিয়া কোন বাধাই তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। শত বাধা আসিলে তাঁহার দৃঢ়তা আরও বাড়িয়া যায়। আমরা যাঁহাকে বিঘ্ন বলি, প্রকৃত শরণাগত তাঁহাকেই ভক্তিবৃদ্ধির বা ভক্তির পরিপোষক বলিয়া জানেন। সুবিধা-অসুবিধা, সুখ-দুঃখ, সবই ভগবানের কৃপা,—ইহাই তাঁহার সহজ উপলব্ধি। ইহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্রও নাই। সাধুতে তাঁহার অটল বিশ্বাস। তাঁহার ভয় নাই। সেই বলবান্ সাধুর সঙ্গবলে হৃদয়ে বল লাভ হয়। নিত্য-নিত্যানন্দই সব চেয়ে বলশালী। তাঁহার চরিত অকপটে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ও তাঁহার পক্ষ সহায় হন। এই জন্য শিষ্য হইতে হইবে—তাঁহাকে প্রভুত্বে বরণ করিতে হইবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণেই শরণাপন্ন হইতে হইবে। সেবোন্মুখ শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ না করিলে কেহই নিজ সত্তা সংরক্ষণ করিতে পারেন না। শাসন-যোগ্য ব্যক্তিই শিষ্য। যিনি শাসিত হন, তিনি শিষ্য; আর যিনি শাসন করেন, তিনি গুরুদেব। ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন না হওয়াতে আমাদের এত বাধা-বিপত্তি। সাধুজনের কৃপায় যুগপৎ বিঘ্ননাশ ও অভীষ্টপূরণ হয়। কিন্তু সাধুজনের নিকট আসিয়াও আমাদের অসুবিধা কাটিতেছে না কেন? সাধুজন-চরণে শরণ না লওয়াই তাহার একমাত্র কারণ। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবদভিন্নদেহ শ্রীগুরুদেবে আমাদের মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও তজ্জন্য অহঙ্কারবৃত্তি বিদূরিত হইতেছে না, তাই আমরা তাঁহার শ্রীচরণে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণও করিতে পারিতেছি না। যাঁহার কৃপা আমাকে রক্ষা করিবেন, যিনি ছাড়া আমার বান্ধব ও রক্ষক কেহ নাই, আমি যাঁহার নিত্য ভৃত্যাভৃত্য, সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে যখন সুদৃঢ় বিশ্বাস আমার আসিতেছে না, তখন মঙ্গল কি করিয়া হইবে?

আমরা হরিভজনের জন্য আসিয়াছি—একথা সত্য, কিন্তু হরিভজনে আমাদের প্রীতি হইতেছে কি না, তাহা আমরা একবারও চিন্তা করি কি? হরিভজন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে হরির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া চাই। শরণাগতই সম্বন্ধযুক্ত। নিজেকে প্রভুর ভৃত্য বলিয়া জানাই সম্বন্ধ। নিজেকে প্রভু বলিয়া জানা সম্বন্ধ নহে। তাহা বন্ধন। 'প্রভু আমি' বন্ধযুক্ত, আর 'প্রভুর আমি'ই বন্ধমুক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত। সম্বন্ধের পর অভিধেয় অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তব্য-নির্ণয় এবং তদনুষ্ঠান। সম্বন্ধ ও অভিধেয় পরস্পর অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। প্রভুর হইলে প্রভু-সেবার জন্য ব্যস্ততা স্বাভাবিক। সম্বন্ধ ব্যতীত অভিধেয় নির্ণীত হয় না। আবার অভিধেয়-যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না। ভক্ত-সেবাকার্য্যে আপন বোধ না হইলে সম্যক্‌ভাবে সেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না; প্রভুর সহিত ভৃত্যের যেখানে সম্বন্ধ, সেখানে ভৃত্য প্রভুর প্রীতির উদ্দেশ্যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। ভক্ত ও অভক্তের বাহ্যচেষ্টাতে কোন পার্থক্য দেখা না গেলেও অন্তর্নিষ্ঠা ও উদ্দেশ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। ভক্ত প্রত্যেক কার্য্য প্রভুর সুখের জন্য করেন, আর অভক্ত ঐহিক-পারত্রিক সুখ-সুবিধার জন্য যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে। নিজসুখপরতা যেখানে, সেখানে সতীত্ব বা ভক্তি নাই। ভগবান্‌ই আমাদের নিত্যপতি। ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সেই পতির সহিত সম্বন্ধ করাইয়া দেন। শ্রীগুরুদেবই এই সম্বন্ধ দান করেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের নামই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান বা অপ্রাকৃত জ্ঞান।

আমি সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য হইলেও কৃষ্ণ-কৃপাকাঙ্ক্ষা রূপ আমার একটি কৃত্য আছে। যিনি যত অযোগ্য, ভগবানের কৃপা তাঁহার প্রতি তত অধিক পরিমাণে বর্ষিত হয়। নিজে রূপবান্ না হইলে—আয়না বা দর্পণ না হইলে ভগবদ্রূপ দর্শন করা যায় না। বাহিরের রূপ দেখিয়া গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ সন্তুষ্ট হন না। শ্রীরূপানুগতো স্বরূপের রূপ প্রকাশিত হইলে সেই সেবাময় রূপ দেখিয়াই ভাবসুন্দর শ্রীহরিনাম ও পরমসুন্দর শ্রীগৌরসুন্দরের সুন্দর সেবকগণের সুখ হয়। আমার অযোগ্যতাই বড় ভরসা, আর ভরসা—'আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।'

জগতে বাজার কথা—ভোগের কথা খুব প্রবলভাবে চলিতেছে। হরিকথায় লোকের আদৌ উৎসাহ বা রুচি নাই; সুতরাং লোকের মঙ্গল কি করিয়া হইবে? আমরা আমাদের ভাগ্যের দোষে অমবৈক্ষণ ভগবানের দর্শন পাইয়াও দর্শন-বঞ্চিত হইতেছি। সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করা দরকার। অনর্থ-থাকাকালে হরিনাম হয় না। সেই জন্য অনর্থমুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে যত্ন করা উচিত। ভগবান্‌কে নিষ্কপটে ডাকিলেই জীবের অনর্থমুক্তি হয়, অন্য কোন উপায় নাই। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির নামে আগ্রহ হয় না—নাম ভাল লাগে না। নাম করিতে করিতেই অনর্থ-নিবৃত্তি হয়, নামাপরাধ করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হয় না। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা স্বতঃ শুদ্ধচিত্তে প্রকাশিত হন।

দর্শনই সঙ্গ, দর্শনই সেবা। যেখানে গোবিন্দদর্শন বা ভোগ্যদর্শন, সেইখানেই যোষিৎসঙ্গ বা ভোগ। আর যেখানে বিশ্বকে সেব্যরূপে দর্শন, সেইখানেই সেবা। সর্ব্বত্র সেব্যদর্শন না হইলে ভোগ্যদর্শনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। ভোগ্য-দর্শনেই বন্ধন হয়। এই বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায়—সেবক-অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, নিজেকে কৃষ্ণের দাস বলিয়া জানা।

সৎসঙ্গ ছাড়া গতি নাই। সতের সঙ্গ লাভ করিতে না পারিলে কাহারও যতি কিছুতেই হইবে না। শ্রীগুরুদেবই সৎ-শিরোমণি। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেরই সর্ব্বাগ্রে সদ্গুরুর পাদাশ্রয় লাভ করিবার জন্য ভগবানের সমীপে ব্যাকুলভাবে নিষ্কপটে কাতর প্রার্থনা জানান দরকার। তাহা হইলে

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

অনুগামী ভগবান আমাদের আর্তি ও উৎকণ্ঠা দেখিয়া আমাকে শুভ্রাক্তিপথে চালিত করিবার জন্য আমার নিকট মহাজনকে প্রেরণ করিবেন। নতুবা আমার নিজের স্বরূপ-বুদ্ধি, নিপুণতা ও নিরন্তর আত্মচেষ্টার সোদর পরম চেষ্টায় প্রবুদ্ধ থাকিয়া কখনও কোনদিকে স্বরূপ-দর্শন লাভ করিতে পারিব না।

———

চেতন-ভূমিকার প্রত্যেক জীবাত্মাই অকিঞ্চন। প্রত্যেক জীবাত্মার স্বভাবে অকিঞ্চনতা আছে। নিত্যোপাস্যদর্শনেচ্ছাই কিঞ্চনতা। স্বধামে অর্থাৎ বিষ্ণুর ধামে—বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি-বিধান ব্যতীত কাহারও স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ-বাসনা নাই, অতএব বৈকুণ্ঠবাসী সকলেই অকিঞ্চন। দেবীধামে যে সকল জীবাত্মা নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণ-বাসনায় পাগল, তাহারাই সকিঞ্চন। যে সকল জীব একমাত্র নিখিল জীবগণের সেব্যবিগ্রহ স্বয়ংপ্রকাশময় শ্রীবিষ্ণুর নিত্যসেবা-সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন হইয়া নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়তোষণ-মানসে জড়ীয় বাহ্যবস্তুর উপর লোলুপাকাঙ্ক্ষিত হইয়া পড়ে, সেইসকল জীব মহত্কর্তৃক চালিত অন্যের ন্যায় দেবীমায়া-পাগল। এখানেই একস্থান হইতে অন্যস্থানে আকৃষ্ট ও পুনঃপুনঃ খণ্ডিত-পদ হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে। অকিঞ্চন শব্দের সাধারণ অর্থ যাহার কোন কিছুই নাই অর্থাৎ দরিদ্র, কাঙ্গাল। পৃথিবীতে অকিঞ্চন অভাবগ্রস্ত কাঙ্গালগণেরও জগতে পাথিব সুখ-সাধক জড়বস্তু-লাভের উৎকট লালসা আছে। কোন ধনী ব্যক্তি ঐরূপ অকিঞ্চন বা কাঙ্গালকে অর্থাদি প্রদান করতঃ তাহার অকিঞ্চনত্ব বা কাঙ্গালত্বের ভাবকালিক নিবৃত্তি সাধন করিয়া তাহাকে ধনী বা ভক্ত করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু শুদ্ধ আত্মা নিত্যকালই জড়বস্তু-লাভে বিতৃষ্ণ বা ভোগস্পৃহাশূন্য; তিনি এবং অকিঞ্চনভাবে অকিঞ্চন বা কাঙ্গাল হইতে বাসনা করেন, শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্মে আত্মনিবেদনের জন্য যাচনা করেন। অকিঞ্চনের চিত্তবৃত্তি কিরূপ, তাহা তাঁহাদের বাণীতে পাই,—

কবে মোর মূঢ় মন ছাড়ি' অন্য ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণচরণে পাবে বিশ্রামের স্থান॥
কবে আমি জানিব আপনে অকিঞ্চন।
আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি কোন জন॥

নিজের স্বরূপের অভিজ্ঞান লাভ করত কাশিক মত হওয়ায় স্বপরাক্রমে নিজের দিন সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে—সকলের পদানত হইবার মত চিত্তবৃত্তি সর্বক্ষণ সংরক্ষণ করিতে সুদক্ষ হইতে হইবে।

———

পূর্ব পূর্ব জন্মের অতি সৌভাগ্যফলে জীব ভক্তিপথের সন্ধান পায়। কিন্তু এই পথে অনেক বাধা। বাধ বলদ-ডণ্ডা সত্ত্বেও পথ আছে, কিন্তু হরিভজনের পথে অসংখ্য বাধা সমস্ত পারিপার্শ্বিক জগৎ তাহার শত্রুতা করে। আমাদিগকে হরিভজনের পথ হইতে—মঙ্গলের পথ হইতে বিপথে, কুপথে, অভক্তিপথে লইয়া যাইবার জন্য নানাপ্রকার প্রলোভন আসিবে; এমন কি, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি স্ব-স্ব তর্পণ-সাধক বস্তুর প্রতি আসক্ত করিতে সজোরে টানিবে, মন অসংখ্যপ্রকার কৌশল বিস্তার করিয়া আমাদিগকে সত্যপথ হইতে—ভক্তিপথ হইতে বিচলিত করিতে—শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত করিতে প্রবল চেষ্টা করিবে। জৈন আচার্যগণ বলিয়াছেন,—"মনটা অনেক সময় নানাপ্রকার বদ্মায়েসি করে, হতাশ হইয়া পড়ে, কি করিব কিছুই কূল-কিনারা পায় না; সেই সময় জীবনসর্বস্ব শ্রীগুরুবর্গের নাম প্রাণের আর্তির সহিত চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে যদি স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা পথ দেখাইবেন, তখন আলোয় আলোকিত রাজপথ দেখা যাইবে, তাঁহারা দয়া করিবেন। তাঁহাদের এমন কোন স্বার্থ নাই যে দয়া করিবেন না, অকিঞ্চন বা কাঙ্গাল হইলে তাঁহারা অবশ্যই দয়া করিবেন।" এইরূপ বিপদের সময় যদি খুব দৃঢ়তা না থাকে, সাধুজনের সঙ্গশালায় যদি না পায়, যদি অসহায় হই, অবাক্ত হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকা বড়ই কঠিন; তবে একমাত্র উপায়—শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কৃপাপ্রার্থনা। অকপটে কৃপাপ্রার্থনা করিলে অন্তরে উৎসাহ বাড়ে, বল-বুদ্ধি-চেষ্টা পাওয়া সত্য সত্য হরিভজন করিতে ... তাঁহারা অবশ্যই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন।

অন্তরে খুব বল না থাকিলে এইরূপ বিপৎসঙ্কুল অবস্থার ভিতর দিয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছান অতি দুষ্কর। লক্ষ্য স্থির না হইলে —'আমাকে হরিভজন করিতেই হইবে, কৃষ্ণকে পাইতেই হইবে, শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কৃপা লাভ করিতেই হইবে'—এইরূপ সুদৃঢ়ভাব উপর দাঁড়াইতে না পারিলে, বাধা ও সমস্ত উপায় দিবে—সত্যপথ হইতে ... করাইবে। বিঘ্ন-বিপৎসঙ্কুল-কীর্ণ সত্য পথে চলিতে হইলে অন্তরে যদি অসীম সাহস, প্রবল উৎসাহ, সত্যবস্তু লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহা হইলে এক পদও অগ্রসর হইতে পারা যাইবে না। বর্তমানে যেখানে আছি, সেখানে 'নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা যাইবে না। যে-পথে আমাদের গুরুবর্গ চলিয়াছেন, বৈষ্ণবগণ যে পথের অনুসরণ করিয়াছেন, সে পথে আমাকে চলিতেই হইবে—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা না হইলে ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারা যাইবে না। জীবন পণ না করিলে ভক্তিপথে চলিতে পারা যাইবে না। যতই বাধা-বিপত্তি আসুক, গুরুপাদপদ্মে পৌঁছিতেই হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই, মধ্যপথে অন্য বস্তুর প্রলোভনে পড়িলে সেখানে পৌঁছান যাইবে না।

হরিভজন করিতে হইলে, সর্বপ্রথমে প্রয়োজন ঠিক করা দরকার। শেষ ফল কি হইবে, আমাকে কি লাভ করিতে হইবে, তাহা জানা দরকার। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—যতদিন ইহা আমাদের প্রাণে প্রাণে উপলব্ধির বিষয় না হইবে, ততদিন পর্যন্ত অন্তরের বাসনা বা প্রকৃত ভক্তির পথে চলা যাইবে না। শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে আমরা বাহিরে যতই আন্তরিকতা প্রদর্শন করি না কেন, যদি আমাদের বাঞ্ছিতস্থানে পৌঁছিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা না থাকে, তাহা হইলে ঐ আন্তরিকতা বেশীদিন সংরক্ষণ করিতে পারা যাইবে না। দোদুল্যমান অবস্থায় থাকিয়া হরিভজন কখনও সম্ভবপর নহে। ঐকান্তিকতা না থাকিলে ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারা যায় না।

চতুর্ব্যূহ-তত্ত্ব

——:০:(০):০:——

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ। চতুর্ভুজ বিষ্ণু বাসুদেব বা দেবকীনন্দনও বৈভবপ্রকাশ। শ্রীদেবকীনন্দন যখন চতুর্ভুজ হন, তখন তিনি প্রাভববিলাস। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্তি, কিন্তু শ্রীবাসুদেবের ক্ষত্রিয়াভিমান। প্রাভবে দ্বিভুজ এবং বৈভবে দ্বিভুজ বর্তমান। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-প্রকাশরূপও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই। তাঁহাদের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা শ্রীকৃষ্ণ হইতে কোন অংশে ভিন্ন নহে। শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ শ্রীবলরামই মূল-সঙ্কর্ষণ। তাঁহা হইতে আদি চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই প্রাভববিলাসচতুষ্টয় ভাবান্তরে দ্বারকায় এবং মথুরায় বিষ্ণুমূর্তিতে প্রকটিত।

স্বয়ং-মূর্তি দ্বিবিধ—স্বয়ংরূপ ও স্বয়ং-প্রকাশ। স্বয়ংপ্রকাশ আবার দ্বিবিধ—প্রাভব-প্রকাশ ও বৈভবপ্রকাশ। রাসে শ্রীকৃষ্ণের যে বহুরূপে প্রকাশ, তাহাই প্রাভব প্রকাশ। দ্বারকায় মহিষী-বিবাহে যে শ্রীকৃষ্ণের বহুমূর্তি প্রকাশের কথা শুনা যায়, তাহারই নাম প্রাভববিলাস। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ—এই আদি চতুর্ব্যূহ প্রকাশ করিয়া দ্বারকা ও মথুরায় নানারূপে বিলাস করেন। দ্বারকাগত চতুর্ব্যূহ অন্য-সমূহ চতুর্ব্যূহের অংশী ও বিশুদ্ধ-চিন্ময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,

মথুরা দ্বারকায় নিজ-রূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হঞা॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব চতুর্ব্যূহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল-লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময়॥
স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ॥
আদি-চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইঁহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব-বিলাস।
দ্বারকা-মথুরা-পুরে নিত্য ইঁহার বাস॥

গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজরূপে লীলা। পুর হইতে আদি-চতুর্ব্যূহ-সহ শ্রীকৃষ্ণই বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহসহ শ্রীনারায়ণরূপে বিলাস করেন। আদি চতুর্ব্যূহই সমগ্র চতুর্ব্যূহরূপী বৈভববিলাস-গণের কারণ। অনন্ত চতুর্ব্যূহ আদি-চতুর্ব্যূহের তুল্য নহেন। আদি চতুর্ব্যূহ—প্রাভববিলাস। আর অন্য চতুর্ব্যূহগণ বৈভব-বিলাস। গোলোকের ত্রিবিধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে মথুরা ও দ্বারকাপুরীতে কৃষ্ণের প্রাভব-বিলাস নিত্য অবস্থিত।

পরব্যোমের পূর্বাদি দিক্-চতুষ্টয়ে শ্রীবাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ ক্রমানুসারে অবস্থান করেন। প্রপঞ্চমধ্যে ও ক্রমে চারি স্থানে এই বাসুদেবাদি চারিমূর্তি বাস করিতেছেন। জলাবরণস্থ বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে বাসুদেব, সত্যলোকের উপরিভাগে বিষ্ণুলোকে সঙ্কর্ষণ, নিত্যাখ্য দ্বারকাপুরে প্রদ্যুম্ন এবং শুভ্রজলনিধির উত্তর-তীরস্থিত ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্তী শ্বেতদ্বীপস্থ ঐরাবতীপুরে অনন্তশয্যায় অনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য এই চতুর্ব্যূহ-বিষয়ে স্বীয় ভাষ্য-মধ্যে অপূর্ব বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। চতুর্ব্যূহ শুদ্ধসত্ত্ব চিন্ময়বিলাসী ও সর্ববিধ ঐশ্বর্যসম্পন্ন। শ্রীশঙ্করাচার্য এই চতুর্ব্যূহ-সম্বন্ধে যে বিকৃত ধারণা করিয়াছেন, তাহা এই,—"ভাগবতগণ মনে করেন যে, ভগবান্ বাসুদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপু এবং তিনিই পরমার্থ-তত্ত্ব। তিনি স্বয়ং আপনাকে চতুর্ধা বিভাগ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। এই চারিপ্রকার ব্যূহ এই—১ম বাসুদেব-ব্যূহ, ২য় সঙ্কর্ষণ ব্যূহ, ৩য় প্রদ্যুম্ন-ব্যূহ, ৪র্থ অনিরুদ্ধ-ব্যূহ; এই চারিপ্রকার ব্যূহই তাঁহার শরীর। বাসুদেবের অপর নাম 'পরমাত্মা', সঙ্কর্ষণের অন্য নাম 'জীব', প্রদ্যুম্নের নামান্তর 'মন', এবং অনিরুদ্ধের আর একটী নাম 'অহঙ্কার'। এই ব্যূহ-চতুষ্টয়-মধ্যে বাসুদেব-ব্যূহই পরা প্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বাসুদেব-ব্যূহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ সেই পরা প্রকৃতির কার্য। জীব দীর্ঘকাল ভগবদ্গৃহে গমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগসাধনে রত থাকিয়া নিষ্পাপ হয় এবং পুণ্যশরীরী হইয়া পরা প্রকৃতি ভগবান্কে লাভ করে। সর্বত্রই ভাগবতগণ যে বলেন,—নারায়ণ প্রকৃতির পর এবং পরমাত্মা-নামে প্রসিদ্ধ ও সর্বাত্মা, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি যে স্ব পরা-

আপনি অনেকপ্রকার ব্যূহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা স্বীকার করি। অতএব ভাগবত-মতের ঐ অংশ এই সূত্রের নিরাকরণীয় নহে। ভাগবতগণ যে বলেন—বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, এতদংশের নিরাকরণার্থে আচার্য্য এই এই সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

"অনিত্যত্বাদি-দোষগ্রস্ত বলিয়া বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি একান্ত অসম্ভব। জীব যদি উৎপত্তিমান্ হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি-দোষ অপরিহার্য্য হইবে। জীব নশ্বর-স্বভাব হইলে তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ মোক্ষ হইতে পারে না। কারণ-বিনাশে কার্য্য-বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য বেদব্যাস জীবের উৎপত্তি ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের "নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" এই সূত্র-দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন এবং উৎপত্তিনিষেধ-দ্বারা নিত্যতা প্রমাণিত করিবেন। অতএব এই কল্পনা অসঙ্গত।

"এতাদৃশী কল্পনা যে অসঙ্গত, তাহার কারণ আছে। লোক-মধ্যে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে দাত্রাদি করণের উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ ভাগবতগণ বর্ণনা করেন,—সঙ্কর্ষণ-নামক কর্ত্তা জীব হইতে প্রদ্যুম্ন-নামক করণ-মন জন্মিয়াছে, আবার সেই কর্ত্তৃজাত প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ-অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভাগবতগণ এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে না পারিলে কি-রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে? এই বেদ অববোধক শ্রুতি-বাক্যও শুনা যায় না।

"ভাগবতদিগের যেন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে, উক্ত সঙ্কর্ষণাদি জীবভাবাদিরহিত হন, তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞান-শক্তি ও ঐশ্বর্য্যশক্তিযুক্ত বল, বীর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন, সকলেই বাসুদেব, সকলেই নির্দ্দোষ, নিরধিষ্ঠান ও নিরবদ্য। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ নাই। এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে যে, এই প্রকার অভিপ্রায় থাকিলে উৎপত্ত্যসম্ভব নিবারিত হয় না, অন্যপ্রকারে এই দোষ দেখা যায়। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—ইঁহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নন, অথচ সকলেই সমধর্ম্মী ও ঈশ্বর। এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে, অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক ঈশ্বর স্বীকার নিষ্প্রয়োজন; কেন-না, এক ঈশ্বর দ্বারা কার্য্যের অভিলাষ পূর্ণ হয়। আরও ভগবান্ বাসুদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্ব, এরূপ প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্ত-হানি দোষও প্রযুক্ত হইতেছে। এই চতুর্ব্যূহ সমানধর্ম্মী এবং তাঁহারা সকলেই সমধর্ম্মী, একরূপ হইলে উৎপত্ত্যসম্ভব দোষ পরিহার করা যায় না; কেন না, কোনরূপ অতিশয্য (ন্যূনাধিক্য) না থাকিলে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। কার্য্য-কারণ-মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে; যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। অতিশয় না থাকিলে কোন্‌টী কার্য্য, কোন্‌টী কারণ, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। আরও দেখ, পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তীরা বাসুদেবাদি জ্ঞানাদিতারতম্যকৃত ভেদ বলিয়া মানেন না, প্রত্যুত ব্যূহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাসুদেব মনে করেন। ভগবানের ব্যূহ চতুঃসংখ্যায় পর্য্যাপ্ত? এরূপই—তাহা নহে। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ ভগবদ্ব্যূহ—ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, উভয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

"ভাগবতদিগের পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে গুণ-গুণিত্বাদি প্রভৃতি অনেকপ্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা দেখা যায়। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, ইহা কোনপ্রকারে সম্ভাব্য নহে। ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্য-শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ এইসকল গুণ এবং প্রদ্যুম্নাদি ভিন্ন হইলেও আত্মা এবং ভগবান্ বাসুদেব।"

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এই দুঃসিদ্ধান্ত নিরাস করিয়া শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের 'বলবৃহ্'-নামক বিখ্যাত ব্যূহ-চতুষ্টয়ের মধ্যে এই বাসুদেব আদি ব্যূহ এবং চিত্তে উপাস্য; যেহেতু ইনি চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত। (ভাঃ ৪।৩।২৩) শ্রীসঙ্কর্ষণ ইঁহার অংশ অর্থাৎ বিলাস, সঙ্কর্ষণকে দ্বিতীয় ব্যূহ এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ বলিয়া 'জীব'ও বলা হয়। অসংখ্য পাণ্ডীর পূর্ণ শশধরের শুক্লকিরণ অপেক্ষাও তাঁহার অঙ্গকান্তি সুমধুর। তিনি অহঙ্কার-তত্ত্বে উপাস্য, তিনি অনন্তদেবে স্বীয় আধারশক্তি নিধান করিয়াছেন এবং তিনি অন্তরাত্মি রুদ্র ও অধর্ম্ম, অহি, অন্তক ও অসুরদিগের অন্তর্যামিরূপে জগতের সংহার-কার্য্য সম্পাদন করেন। সেই সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন। বুদ্ধিমান্ জনগণ বুদ্ধিতত্ত্বে এই প্রদ্যুম্নের উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী-দেবী ইলাবৃত-বর্ষে তাঁহার গুণগান করিতে করিতে পরিচর্য্যা করিতেছেন। কোন স্থানে তপ্ত জাম্বুনদের (সুবর্ণের) ন্যায়, কোন স্থানে বা নবীন নীলজলদের ন্যায় তাঁহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং স্বীয় প্রচুর শক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। তিনি বিধাতা, সমস্ত প্রজাপতি, বিষয়াসক্ত দেব-মানবাদি প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তর্য্যামিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ ইঁহার বিলাসমূর্ত্তি। মনীষিগণ মনস্তত্ত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীল-নীরদের সদৃশ। তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর তিনি ধর্ম্ম, মনু, দেবতা এবং নরপতিগণের অন্তর্যামিরূপে জগতের পালন করেন। মোক্ষধর্ম্মে প্রদ্যুম্নকে মনের অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া (অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন যে বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ যে মনের অধিদেবতা,—ইহা) সর্ব্ববিধ পঞ্চরাত্রের সম্মত।

শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

——::(:০:)::——

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২৯শে ভাদ্র, মঙ্গলবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে প্রতিপালিত হইয়াছেন। বহু স্থান হইতে বহু গৃহস্থভক্ত আসিয়া এই গুরুপূজা-মহোৎসবে যোগদান করেন। ঐ দিবস ভোরে মঙ্গলারাত্রিক, উচ্চকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠান্তে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। বেলা ৮॥০ ঘটিকায় ভক্তগণ সারস্বত-শ্রবণ-সদনে সমবেত হইয়া উক্ত মঞ্চোপরি সুরচিত ও সুসজ্জিত কুঞ্জে অবস্থিত সপার্ষদ গুরুবর্গ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যার্চ্চার সম্মুখে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীল ভক্তি-কেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ ও শতাধিক ভক্ত পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যার্চ্চার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে ও রাত্রে সমাগত সমস্ত ব্যক্তিতে বিবিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু শ্রদ্ধালু সজ্জনমণ্ডিত সারস্বত-শ্রবণ-সদনাহূত একটী মহতী সভায় পূজ্যপাদ শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশ অনুসারী প্রথমে শ্রীপাদ অবধবিহারী ভক্তিসৌরভ প্রভু মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, কভূর, কটক প্রভৃতি মঠ হইতে এবং মদ্রাজ ও চম্পা প্রভৃতি স্থান হইতে আগত শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণতি-জ্ঞাপক টেলিগ্রামসমূহ পাঠ করেন। অতঃপর উড়িয়া-ভাষায় লিখিত অনেক শ্লোক ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভু পাঠ করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ আবেগভরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের লীলার বৈশিষ্ট্য এবং বাল্য ও কৈশোরলীলার কথা কীর্ত্তন করেন। পরে কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় উৎসবটী সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২৭শে ভাদ্র, রবিবার বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এক বিরাট্ নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট্, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলেজ ষ্ট্রীট্, বহুবাজার প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বাগবাজার ষ্ট্রীট্ হইয়া পুনরায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২৯শে ভাদ্র, মঙ্গলবার গৌড়ীয় মঠের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে আকুমারব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব বাসরে জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শুভ-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনামুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, গুরু পরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও 'গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে শ্রীআচার্য্যবাণী আলোচনা করা হয়।

পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যার্চ্চা শ্রীমঠের শ্রবণ-সদনে বিচিত্র পুষ্প ও বস্ত্রাদির দ্বারা সুসজ্জিত একটি মঞ্চোপরি স্থাপিত হয়। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকান্তে মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীশ্রীআচার্য্যবন্দনা ও শ্রীশ্রীআচার্য্যপদাষ্টক আবৃত্তিপূর্ব্বক শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর উপস্থিত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে শ্রীআচার্য্যবাণী আলোচনা করা হয়। পরে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট উপদেশ পাঠান্তে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভাক্তশাস্ত্রী হিন্দী-ভাষায় প্রায় চল্লিশ মিনিট ১ ঘণ্টার অধিককাল 'গুরুতত্ত্ব'-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-মহোদয়-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রে প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণই পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। কায়মনোবাক্যের নৈষ্কাম্যিক নিয়োগ, অথবা অর্থের শাস্ত্রিক সদ্ব্যয় শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্ট আছে।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপ্য ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবেন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয়-মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে /০ আনার ডাক-টিকেটসহ না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না। উহার গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারে যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু শ্রীনদীয়াপ্রকাশ বর্ণগ্রহের ভার ভগবদ্বিদ্বেষে পরমপূজ্য নয়, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাকড়ি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
সাপ্তাহিকে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে হার স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

রংপুরে পল্লী-উন্নয়ন ও খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

রংপুর জেলার ডোমার থানার অন্তর্গত জলঢাকা "এ" সার্কেলের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের সহকারী ইন্সপেক্টর মৌঃ এ, রহিম, বি-এ সাহেবের উদ্যোগে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য মীরগঞ্জ হাটে প্রাঙ্গণে এক বিরাট সার্কেল সম্মেলন হইয়া গিয়াছে।

উক্ত সভায় সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণ-সালিশী বোর্ড, জুট কমিটি এবং পল্লীমঙ্গল সমিতির প্রায় সমস্ত প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এবং সার্কেলের অনেক গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ধনী, দরিদ্র, চাষী, মহাজন সবাই সভায় যোগদান করেন। সার্কেলের ৩২টি পল্লীমঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী এবং ২৫টি নৈশ-বিদ্যালয়, ৬টি প্রাইমারী স্কুল এবং ২টি মধ্য-ইংরেজী স্কুলের ছাত্রগণ বিভিন্ন সমিতির ঝাণ্ডা, স্লোগান এবং দৃষ্টান্ত মহড়া শোভা-যাত্রা সহকারে বিবিধ স্লোগান আবৃত্তি করিতে করিতে সভাস্থলে গমন করেন। সভায় ভিন্ন সহস্রাধিক লোক সমবেত হয়।

সভাপতি রংপুর চার্জের চীফ্ ইন্সপেক্টর মৌঃ আফজালুর রহমান, বি-এ সাহেব বিপুল সম্বর্দ্ধনা ও বিরাট জয়ধ্বনির মধ্যে মীরগঞ্জ হাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নূতন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

সহকারী ইন্সপেক্টর সাহেব তাঁহার পল্লী-উন্নয়নের কার্য্যের বিবরণী পাঠ করত সকলকে উৎসাহিত করেন। তাহাতে দেখা যায় উক্ত এলাকায় বহু রাস্তাঘাট নির্মিত, কচুরীপানা ধ্বংস, নৈশ-বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে ও কার্য্যকরীভাবে চলিতেছে। সভায় কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডাঃ আফতাব উদ্দিন, জলঢাকা "বি" সার্কেলের এ, আই রংপুর চার্জের চীফ্ ইন্সপেক্টর ও এলাকাবাসী অফিসার এবং আরও অনেক বক্তা পল্লী-উন্নয়ন ও খাদ্যশস্যের চাষ বাড়ান আন্দোলন এবং বর্ত্তমান দুর্দিনে কৃষকের কর্ত্তব্য ও তাহাদের সাহায্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহা অনেকেই তাহার বক্তৃতা করিয়া জনসাধারণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

সভায় প্রধান খাদ্যশস্যের অভাব পূরণের জন্য ধান, গম, জোয়ার ও বজরার আবাদ এবং আবশ্যক শাক ও রবিশস্যের আবাদ বিষয়ে চাষীদিগকে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল বিক্রীর ব্যবস্থা

নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মোটা ও মাঝারি চাউল বিক্রী করার জন্য গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ৫০টি দোকান সম্প্রতি খোলা হইয়াছে।

এই সমুদয় দোকানে প্রত্যেক ক্রেতার নিকট দুই সের পর্য্যন্ত চাউল বিক্রী হইবে। তাড়াতাড়ি সরবরাহের জন্য পূর্ব্বেই ওজন করিয়া কাগজের থলিয়ায় ভরিয়া চাউল বিক্রয় করা হইবে। দোকানদারগণ দুই সের চাউলের মূল্যের উপর ৫ এক পয়সা বেশী গ্রহণ করিতে পারিবে, ইহা কাগজের থলিয়ার মূল্য। ক্রেতাগণ চাউল নেওয়ার জন্য নিজেদের পাত্র বা কাপড় লইয়া আসিলে ঐ অতিরিক্ত ৫ এক পয়সা দিতে হইবে না।

বণীয় দোকান কর্ম্মচারী আইনের বিধানমতে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনে প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১১টা ও অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সমস্ত দোকান চাউল বিক্রীর জন্য খোলা থাকিবে।

এই সমুদয় দোকানের তালিকা প্রত্যেক থানায় ও কর্পোরেশন মার্কেটে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

এই উদ্দেশ্যে আরও কতকগুলি দোকান নির্ব্বাচন করা হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে কতকগুলি দোকান পরীক্ষা-মূলকভাবে বিভিন্ন মহল্লায় (বস্তি এলাকায়) খোলা হইবে।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, শ্লোকার্থ, অনুবাদ ও বিবৃত টীকাসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৵০ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র

ও

স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ববিধ অম্বলের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] নিরাময়, শ্রীঘ্র সংযুক্ত কাজকর্ম এবং নূতন যৌবন ফিরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অম্বল নাশক কি জিনিষ। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ৯ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ১৬ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৩রা অক্টোবর, ইং ১৯৪২, শনিবার } ১৬৭-১৬৮তম সংখ্যা

প্রকাশিত 'শ্রীমন্মঃশিক্ষা'

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী বিরচিত মূল ও বিবৃতি শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'অনুবর্ত্তিনী'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভজনকৌস্তভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অর্থ, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীধামবাস নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা নিয়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কৃষ্ণবসতিস্থলে স্বাভাবিকী প্রীতির সহিত বাসই যথার্থ শ্রীধামবাস।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পদ্মনাভ, জয়া শ্রীপ্রবোধনী একাদশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনগিরিরাজ

শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ যুগপৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও শ্রীহরিদাসবর্য্য। শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রাম-স্থান। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের গোপাল-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিরন্তর বিহার করেন। এই গোবর্দ্ধন বৃন্দাবনের সিংহাসন-স্বরূপ। এই স্থান গোকুলপতির অনন্ত-ক্রোড়ীভূতে স্থাপিত এবং কৃষ্ণ-সেবোপকরণ গো, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত। শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ হরি-ভক্তগণের অগ্রণী। বৈষ্ণবরাজ শিব বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিয়া শিবরূপ এবং সকলের পূজ্য হইয়াছেন; কিন্তু গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন সেই মহা-দেবরূপ শিব অপেক্ষাও অধিকতর পূজার পাত্র হইয়াছেন। কারণ, তিনি ভক্ত্যামৃত বলে কোটি গঙ্গা হইতেও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচরণজাত শ্রীশ্যামকুণ্ড এবং অতুলা-নির্ম্মলা শ্রীরাধাকুণ্ডকে অনন্তকালকে বহন করিতেছেন। এই গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি বয়স্যগণ ও শ্রীবলদেবের সহিত মিলিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে কতই না মধুর গীতি গান করিয়া থাকেন। এই গিরিরাজের নিভৃত গুহা ব্রজনবযুবদ্বয়ের ক্রীড়ার স্থান। এই গিরিরাজের চতুর্দ্দিকে শ্রীরাধাকুণ্ড প্রভৃতি বহু কুণ্ড শোভিত আছেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরাকে, অত্যুন্নত গিরিগণকে, নদীসমূহকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন রক্ষার্থ ভূধরগণের শিরোভূষণ-স্বরূপ এই গিরিরাজকে অর্চ্চন করিয়া ইঁহার পূজনীয়ত্ব জগতে প্রচার করিয়াছেন। এই গোবর্দ্ধন রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের দান-ক্রীড়ার সাক্ষিস্বরূপ এবং রসিক ভক্তগণের আনন্দ-বর্দ্ধক।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রপূজা পরিত্যাগ করিয়া গোবর্দ্ধনের পূজা করায় ইন্দ্র অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রজে প্রবল বারিবর্ষণ আরম্ভ করিলে ব্রজজনবান্ধব শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহকাল কনিষ্ঠাঙ্গুলীর উপর গোবর্দ্ধনকে ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া ভক্তগণকে রক্ষা ও ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ দুইপ্রকারে স্বীয় লীলা প্রকাশ করেন অর্থাৎ তিনি দেবলীল ও নরলীল। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ লীলাই দেবলীলা এবং মাধুর্য্যপূর্ণ লীলা—নরলীলা। বৈকুণ্ঠে দেবলীলা প্রকাশিত। তথায় ভগবানের জন্মাদি লীলা নাই। বৈকুণ্ঠে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি সকলেই শঙ্খীযুক্ত, চতুর্ভুজ, অজ ও দেবলীল। ইঁহারা সকলেই দ্বাস্যরসে নারায়ণের সেবা করিতেছেন। শ্রীনারায়ণই বৈকুণ্ঠেশ্বর। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রম প্রবল। সেব্য-সেবকের মাখামাখি-ভাব বৈকুণ্ঠে নাই। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা অজ ভগবানের জন্মলীলা-স্থান মথুরা শ্রেষ্ঠ। মথুরা বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী ভূমিকা। প্রেম ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় মথুরায় ঐশ্বর্য্য অভিভূত হইয়াছে। তথায় ঐশ্বর্য্যের প্রবলতা মাধুর্য্যের কমনীয়তায় স্নিগ্ধ হইয়াছে। এখানে ভগবান্ নরলীল। এই মথুরা অপেক্ষা বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। এই বৃন্দাবন হইতে উদারপাণি কৃষ্ণের রমণ-নিবন্ধন শ্রীগোবর্দ্ধন এবং প্রেমামৃতের পরিপূর্ণ প্লাবনস্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠ। লীলাবিলাসের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বা চেতনতার সর্ব্বোত্তম প্রকাশ যেখানে, সেই শ্রীগোবর্দ্ধনকে আমরা জড়চক্ষে অচেতন প্রস্তর দেখি, এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য। যে গোবর্দ্ধন প্রেমের ঘনীভূত জমাট অবস্থা, যে স্থান শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম লীলা-বিলাসের ক্ষেত্র, সেই নিবিড়, নিভৃত গোবর্দ্ধনকে অচেতন মনে করা কিরূপ দুর্ভাগ্য ও জড়তার পরিচয়, তাহা চিন্তা করা যায় না। অচেতনতার শেষ-সীমায় পৌঁছিলে, তাহা অত্যন্ত মন্দ হইলে এইরূপ দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়।

শ্রীগোবর্দ্ধন অপ্রাকৃত বস্তু। এই অপ্রাকৃত গোবর্দ্ধনের সেবা না করিলে শ্রীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি হয় না। যাঁহারা প্রাকৃত গো অর্থাৎ স্বেন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি বা বিকাশ সাধন করেন, যাঁহারা পরবিদ্যার অনুশীলন করেন, তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকেই গোবর্দ্ধন-সেবা বলিয়া জানেন। অসুর জড়বাদী অরিষ্টাসুর তাহার দৃপ্তধারা যখন গোবর্দ্ধনকে আক্রমণ করিয়া নিরপেক্ষ বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করে অর্থাৎ যখন পরম আস্তিকতা—শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুররসের বিগ্রহ বাস্তবসত্তাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অরিষ্টাসুর বা বৃষভাসুর নিহত হইলে প্রেষ্ঠা গোপী রাধিকা তৎকালোর পুরস্কাররূপে শ্রীরাধিকাসুন্দরীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের সন্নিকটে শ্রীগোবর্দ্ধন। মথুরা হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন প্রায় ৮ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীমদ্ভাগবতে ও পুরাণে হরিদাসবর্য্য গোবর্দ্ধনের অনন্ত মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে। এই শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য বিলাসক্ষেত্র। শ্রীগোবর্দ্ধনগিরির উপরিভাগে শ্রীমানসী-গঙ্গা বিরাজমানা। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ-সঙ্গে জলবিহার করেন। এক সময় শ্রীনন্দপ্রমুখ গোপগণ শ্রীযশোমতী প্রভৃতি গোপীগণকে লইয়া গঙ্গাস্নানের জন্য যাত্রা করিয়া রাত্রিকালে শ্রীগোবর্দ্ধনের উপকণ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবিলেন—এই ব্রজে নিখিল তীর্থ নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন, কিন্তু ব্রজবাসিগণ আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ইহা অবগত নহেন; তাই তাঁহারা অন্যত্র গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এরূপ বিচার করিবামাত্রই শ্রীগঙ্গাদেবী মকরবাহিনী-মূর্ত্তিতে ব্রজবাসিগণের নয়নগোচর হইলেন। সেই গঙ্গায় ব্রজবাসিগণ স্নান করিলেন এবং ঐদিন হইতে ঐ তীর্থ শ্রীমানসী-গঙ্গা বলিয়া প্রসিদ্ধা হইলেন। কার্ত্তিকী অমাবস্যাতে এই মানসী-গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীভক্তিরত্নাকরে পাঠ পাওয়া যায়,—

মানসী-গঙ্গার এই ঘাটে নৌকা লইয়া।
করেন সবারে পার নাবিক হইয়া॥
এথা নৌকা-সহ এথা অদ্ভুত বিলাস।
দানঘাটি সখী পূর্ণ কৈলা অভিলাষ॥

চক্রতীর্থ গোবর্দ্ধনের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। চক্রতীর্থ শ্রীরাধাগোবিন্দের দোল-ক্রীড়া-স্থান। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু

ভক্ত কৃষ্ণগণ বল শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তগণে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

চক্রতীর্থে একটী কুটিরে বাস করিয়া প্রত্যহ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেন। শ্রীল সনাতন প্রভুর বৃদ্ধ বয়সে প্রত্যহ ঐরূপ পরিক্রমার শ্রম দর্শন করিয়া একদিন শ্রীগোপীনাথ গোপ-বালকের বেশে শ্রীসনাতনের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া ব্যজনাদির দ্বারা তাঁহার ঘর্ম্ম ও শ্রম নিবারণ করিলেন এবং সস্নেহবচনে বলিলেন—"সনাতন, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, প্রত্যহ তোমার এত পরিশ্রম করা উচিত নহে। আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তুমি আমার সেই অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করিবে।" এই বলিয়া ঐ গোপবালক গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণচিহ্নযুক্ত একটী গোবর্দ্ধন-শিলা আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীল সনাতন প্রভুকে দিলেন এবং বলিলেন—প্রত্যহ এই গোবর্দ্ধন শিলা পরিক্রমা করিলেই তোমার গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা হইবে। শিলা প্রদান করিয়া গোপবালক অন্তর্হিত হইলেন। এ দিকে শ্রীসনাতন বালকের অদর্শনে ব্যাকুল হইলে বালক অলক্ষ্যভাবে নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন।

গোবর্দ্ধন যে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি, ইহা জানাইবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ করেন নাই। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড পুনঃ প্রকাশিত করিয়া গোবর্দ্ধনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। গোবর্দ্ধন দর্শন করিয়া তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং একটী শিলাকে আলিঙ্গন করিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তৎপর দিবস শ্রীমহাপ্রভু প্রাতঃকালে মানসীগঙ্গায় স্নান করিয়া গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় বাহির্গত হইলেন। শ্রীরূপ-সনাতনও শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার উপর আরোহণ করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত বৈষ্ণব প্রধান। যেহেতু তিনি রামকৃষ্ণ-চরণস্পর্শানন্দে প্রফুল্ল হইয়া গো এবং গোপগণের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণকে পানীয় জল ও খাদ্যাদির দ্বারা তর্পণ করিয়াছেন।

শুনা যায়, এই গোবর্দ্ধনের নিকটে এক ধনী বিপ্র বাস করিতেন। শ্রীবলদেবের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল; তিনি অনুক্ষণ বলদেবের চরণ চিন্তা করিতেন। "শ্রীবলদেব প্রভু নিশ্চয় আমাকে দর্শন-দানে কৃতার্থ করিবেন",—এইরূপ দৃঢ় আশাবন্ধ পোষণ করিয়া ঐ বিপ্র গোবর্দ্ধন-বন ভ্রমণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ ঐ বিপ্র আজ্ঞা শ্রবণ করিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার দর্শন-সৌভাগ্য উদিত হইবে। এদিকে নিত্যানন্দ-প্রভু যখন তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই স্থানটি অতীব নির্জ্জন দর্শনে তিনি সেখানেই রহিলেন। দূর হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঐ বিপ্র মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন যে, ঐ অবধূত নিশ্চয়ই মহৎ হবেন এবং আরও বিচার করিলেন যে, ঐ অবধূতের কৃপাতেই তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। এরূপ বিচার করিয়া ঐ বিপ্র দধি, দুগ্ধ, ছানা, নবনীত প্রভৃতি উপায়ন লইয়া নিত্যানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট রোহিণীনন্দনের দর্শনসৌভাগ্য যাচ্ঞা করিলেন। অভিন্ন-রোহিণীনন্দন পরাবস্থীয়ত শ্রীনিত্যানন্দ বিপ্রের ঐ ভক্তিপূর্ণ উপহার গ্রহণ করিলে বিপ্র নিত্যানন্দ প্রভুর অবশেষ লইয়া নিজস্থানে গমন করিলেন। অবশেষ গ্রহণ-মাত্রেই বিপ্রের অদ্ভুত প্রেমবিকার উপস্থিত হইল। বিপ্র আর নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যাকালে তাঁহার চক্ষুতে নিদ্রাদেবী আসীনা হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপায় স্বপ্নসিদ্ধ বিপ্র স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, সেই অবধূত বিপ্রের সম্মুখে উপস্থিত। অবধূতের সেই মূর্ত্তি পুনরায় শ্রীবলদেব-মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। শ্রীবলদেবের শ্রীঅঙ্গে নানাপ্রকার আভরণ ঝলমল করিতেছিল। বিপ্রের প্রতি প্রসাদ বিতরণ করিবার পর শ্রীবলদেব অন্তর্হিত হইলেন। বিপ্রও নিদ্রা হইতে উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। যেখানে অবধূত নিত্যানন্দ ছিলেন, বিপ্র সেইস্থানে যাইবার জন্য সেই নিশাকালেই ব্যগ্র হইয়া চলিলেন। এদিকে বিপ্রকে সেই রাত্রির মত ধৈর্য্যধারণ করাইবার জন্য এক দৈববাণী প্রকাশিত হইল। দৈববাণী শুনিয়া বিপ্র মনে মনে বিচার করিলেন যে, তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। এখন তিনি সেই অবধূত প্রভুকে আর কিছুতেই ছাড়িয়া দিবেন না। তিনি অবধূতের শ্রীচরণ ধরিয়া তাঁহার অবধূতবেশ ঘুচাইবেন এবং রজনীপ্রভাতে স্বর্ণকার ডাকাইয়া প্রভুকে নানাবিধ অলঙ্কার পরাইবেন। এরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিপ্রের নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিপ্রকে দর্শন দিলেন। বিপ্র নিত্যানন্দপ্রভুকে স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু অন্তর্হিত হইলে বিপ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিপ্র প্রাতঃকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানাইলে প্রভু মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে ঐ বিপ্রের প্রতি কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক নিরস্ত করাইলেন। বিপ্র অবধূত প্রভুকে অলঙ্কারে ভূষিত করিতে চাহিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, তিনি কিছুদিন পরে বিপ্রের অলঙ্কার স্বীকার করিবেন। প্রভু বিপ্রকে আরও বলিলেন, "[illegible] যদি আমাকে স্বর্ণ পরাইবার তোমার একান্ত সাধ থাকে, তবে তুমি এক কার্য্য কর। এই অপূর্ব্ব গোবর্দ্ধনের শিলাকে স্বর্ণ দ্বারা বাঁধাইয়া দাও! আমি এই শিলা কণ্ঠে ধারণ করিব।" বিপ্র প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহা করিলে অবধূত কণ্ঠে স্বর্ণবদ্ধ গোবর্দ্ধনশিলা ধারণ করিলেন।

শ্রবণ

——::(:০:)::——

নবধা ভক্তির সর্ব্বপ্রথমেই শ্রবণ-নাম্নী ভক্তি। শরণাগত ভক্তের নবধা-ভক্তিই সাধন। শাস্ত্রে শ্রবণ-কীর্ত্তনকেই কৃষ্ণপ্রেম সেবা-ফলের পরম সাধন বলিয়াছেন। শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তনফলেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণযোগ কখনই প্রেমভক্তি হইতে পারে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—"কর্ম্মার্পণ ইত্যাদিদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়; চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গফলে অনন্য-কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ সাধনভক্তি হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়।"

হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলেই জীবের উন্মুখতা আরম্ভ হইল। কৃষ্ণকথা-শ্রবণলালসা যাঁহার যত বেশী, তিনি তত উন্মুখ, তাঁহার বহির্ম্মুখতা ততই দূর হইতেছে। নিজে নিজে শ্রবণ হয় না। নিষ্কপট কোন ভক্তের নিকটেই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে হয়। মহতের শ্রীমুখ হইতে কৃষ্ণকথা-নদী বহিতে থাকে। যাঁহারা সতৃষ্ণ হইয়া আনুগত্যসহকারে একাগ্রচিত্তে সেবোন্মুখকর্ণে সেই হরিকথামৃত পান করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি অনর্থ কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। বহির্ম্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণকথা-শ্রবণ ও অন্তর্ম্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণকথা-শ্রবণ—এই দুইয়ের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। বহির্ম্মুখের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ কোন ঘটনাক্রমে হয়—শ্রদ্ধাক্রমে হয় না। সেই শ্রবণ অজ্ঞাতসুকৃতিরূপে সঞ্চিত হইয়া কোন জন্মে শ্রদ্ধা উদয় করায়। শ্রদ্ধা হইলে মহতের মুখে যে কৃষ্ণকথা শ্রবণ হয়, তাহাই প্রকৃত শ্রবণ। এই শ্রবণ আবার দুই প্রকার—ক্রমশুদ্ধ-শ্রবণ ও ক্রমহীন শ্রবণ। কৃষ্ণলীলা অসংলগ্নরূপে শ্রবণ করার নাম ক্রমহীন শ্রবণ। [illegible] বুদ্ধিতে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিলে অসংলগ্ন শ্রবণ হয়—লীলাসকলের পরস্পর সম্বন্ধ উদিত হয় না, সুতরাং রসোদয়ও হয় না। ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধির সহিত যখন সংলগ্নরূপে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ হয়, তখনই তাদৃশ শ্রবণ রসোদয়ের উপযোগী হয়। নিত্যলীলা ও জন্মাদি নৈমিত্তিকলীলা পৃথক্ করিয়া শ্রুত হইলে ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ হয়।

আত্মনিবেদন করিয়া সাধুজনের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হয়। শ্রবণই ভক্তির মূল। শ্রবণ যত শুদ্ধ হয়, ভগবৎসাক্ষাৎকারও তত সুলভ হইয়া থাকে। এই চক্ষু দিয়া ভগবান্‌কে দেখা যায় না, মন তাঁহার নাগাল পায় না—ইহাই ভগবানের স্বভাব। কাণ দিয়াই ভগবান্‌কে দেখিতে হয়। ভগবান্ কর্ণপথেই পথিক হন। শরণাগত-জনের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইলে সাধুমুখে শ্রবণ যখন কর্ণকে চালিত ও নিয়মিত করে, তখন সেই সেবোন্মুখ কর্ণ দিয়াই ভগবান্‌কে দেখা যায়। শ্রবণাগ্রহেই দর্শন হয়। কাণ দিয়া সাধু-জনের নিকট উপদেশ ও ভগবৎকথা শুনিতে হয়। শ্রবণ করিলে কি হয়? শ্রবণফলে হৃদয়ের মল বা বহির্ম্মুখতা—যাহা ভগবান্ হইতে জীবকে তফাৎ করিয়া দেয়, সেই আবরণ বা পর্দ্দা সরিয়া যায়, ইতর-বাসনারূপ ময়লা চলিয়া যায়। শ্রবণ দুঃখ বা বৈমুখ্য দূর করিয়া ভগবৎসান্নিধ্য আনিয়া দেয়। শ্রবণ-ফলেই সম্বন্ধজ্ঞান হয়—স্বরূপের পরিচয় হয়। শ্রবণ করিতে করিতে সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ হয়। তৎফলে ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক টান বা প্রীতি, যাহা আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা আত্মার সহজ বৃত্তি, তাহা জাগ্রত হয়। শ্রদ্ধার সহিত শরণাগত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিলে ভগবানের সেবা ব্যতীত প্রভুত্ব কামনা বা ইতর কামনা বাসনা-মল দূর হইয়া যায়। ভগবানের অতি সুন্দর চেহারা বা রূপ আছে। শ্রবণফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে চিত্তদর্পণে সেই আনন্দময় রূপের স্ফূর্ত্তি হয়—ভগবানের আবির্ভাব হয়।

শুদ্ধচিত্তেই প্রেম-সূর্য্য উদিত হয়। ভগবানের প্রতি মমতা-বুদ্ধি জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম। ভগবান্ ও ভক্তে মমতা বা আপনজ্ঞান যত বেশী হয়, ততই মঙ্গল। ভগবানে ভক্তি বা প্রীতি হইলে চিত্ত আর্দ্র হয়—প্রতিষ্ঠাপ্রবৃত্তি খর্ব্ব হয়। তখন কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। তখন সেই ভক্তই বৃন্দাবন। মন তখন সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণাভিনিবিষ্ট। তখন বা আশা একটাই জানিব। কিন্তু আমাদের চঞ্চল মন বড় বিশ্বাসঘাতক। সে কেবল গ্রহণ করিতে চায়, কিন্তু প্রভুত্ব করিতে গিয়া দাস হইয়া পড়ে। দুষ্ট মন বড় স্বতন্ত্র। সে কিছুতেই সাধুজনের আনুগত্য করিতে চায় না। কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে, সেই দুষ্ট মনের সবই আমার ভাল লাগে। এই দুষ্টের কবল হইতে একমাত্র সাধুই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। কৃষ্ণে যাঁহাদের মমতা বুদ্ধি বা আপনজ্ঞান আছে, যাঁহারা সেবার দ্বারা কৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন, যাঁহারা কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু জানেন না, সেই সাধুতে আমাদের যদি মমতা বা টান হয় তবেই রক্ষা; নতুবা নিস্তার নাই। সাধুর সঙ্গ করিতে করিতে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি হইবে। শ্রবণের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে রতি বা প্রেম হয়। তখন চিত্তে আর ময়লা থাকে না। তখন চিত্ত খুব মসৃণ, খুব নির্ম্মল হয়।

শ্রবণ ছাড়া গতি নাই। যদি আমরা মঙ্গল চাই, তবে আমাদিগকে শ্রবণের পথ বা শ্রৌত পথ অবলম্বন করিতেই হইবে। শ্রীভগবান্‌কে যে রাস্তায় পাওয়া যায়, তাহাই শ্রবণের পথ, অন্য কোন রাস্তায় কৃষ্ণকে

(দেখা) যায় না। সুতরাং চোখ দিয়া হরি-নৈবেদ্যকে দেখিতে গিয়া লাভ নাই; (ঠ)কিতে যেয়েই ঠকিতে হইবে। শ্রৌতপন্থাই পথপ্রদর্শন পাইবে। সাধু বদ্ধজীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য হরি কথারূপে—নামরূপে—শব্দরূপে একমাত্র কৃপাপূর্ব্বক আসিয়াছেন। সেই শব্দ কাণের রাস্তা দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলে মন শোধিত হয়। শব্দকে শ্রদ্ধা বা শাস্ত্রকে বিশ্বাস করাই তাহার প্রথম পথ। সাধুজনের নিকট শ্রবণ বা শ্রৌত পরম্পরা স্বীকার করাই সেই রাস্তা। ভক্তি লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রথম প্রয়োজন—শ্রৌতপথ স্বীকার করা। শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। গুরু-পরম্পরা পথেই তিনি (অবতর)ণ করিয়া আসেন। এই শ্রৌতপথ জীব-জগতের জন্য বিশ্বে অবতীর্ণ হয়।

শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে হয়। শ্রদ্ধা না থাকিলে শ্রবণ বা সঙ্গ হয় না। সাধুর নিকট হরিকথা-শ্রবণই সাধুসঙ্গ। সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কাহারও সৌভাগ্য হয়, যদি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি কাহারও উপর পড়ে, তবেই সে বেদকে মানিতে পারে। তখন সাধুজনের চরণাশ্রয় করিবার তাঁহার ইচ্ছা হয়, শাস্ত্রে তাঁহার বিশ্বাস হয়। যাঁহার শ্রদ্ধা নাই, তাঁহাকে হরিকথা বলিতে হইবে না, বলিলে হরির কাছে অপরাধ হইবে। যাহার শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাকে কেহ অন্য দিকে লইয়া যাইতে পারে না। অন্য কথা তখন তাঁহার আর ভাল লাগে না।

আনুগত্যময়ী শ্রদ্ধাই শ্রবণের যোগ্যতা। নতুবা শ্রবণ হয় না। শ্রবণকারীই শিষ্য। শিষ্য বা শ্রোতার স্বতন্ত্রতা বা কর্তৃত্ব নাই—প্রভু হইবার ইচ্ছা নাই। যাঁহার ভৃত্য হইয়া প্রভুর সেবা করিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারই কাণ ঠিক হয়। গুরুপরম্পরা-নদীতে অমৃত বহিতেছে। শ্রবণপুটে তাহা পান করিলে আর মরিতে হইবে না। হরিকথা বা হরিনামই অমৃত। এই অমৃতের আস্বাদ যিনি পাইয়াছেন, প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। শ্রবণ করিলে কীর্ত্তন-স্পৃহা স্বতঃই জাগিবে। কীর্ত্তনের ফলেই স্মরণ হইবে। বিক্ষিপ্তচিত্তের স্মরণ শুদ্ধ হয় না। শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের দর্শন, স্পর্শন, পাদসেবা ও আসনাদি প্রদানের ত' কথাই নাই, অন্যান্যে তাঁহাদের স্মরণপ্রভাবেও জীব পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবার সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে।

শ্রবণ সাধারণ। ভক্ত-বর্গে তৃপ্তি নাই, 'হরি' ও 'গুরু' নাই, বহুই শ্রবণ হইয়াছে—এ বুদ্ধি নাই। শ্রবণাকাঙ্ক্ষা বা সেবাপ্রবৃত্তি সেখানে নিত্য নূতনভাবে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রকৃত শ্রবণ বা সেবা এমনই জিনিষ।

ভক্তসুখবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য সুখ-বাঞ্ছাই কাম। এই বিষয়মল—যাহা প্রতি পরিচিত শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় নষ্ট হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইলে মন নির্ম্মল হয়। হরিকথা শ্রবণ করিলে নিত্যানন্দের কৃপায় কৈতবজাল দূর হইয়া যেখানে সর্ব্বক্ষণ ভগবান্ ও ভক্তের লীলা-বিলাস চলিতেছে, সেই বৃন্দাবন নিজহৃদয়ে প্রতিভাত হয়।

সাধুসঙ্গের বাধা

—:(০):—

তিনিই সাধু, যাঁহার ভগবানের সেবা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য নাই। সাধুগণ ভগবানের লোক, ভগবানের সহিত তাঁহারা নিত্য-প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ। এই সাধুগণের সন্ধান না পাওয়া গেলে এবং তাঁহাদের সঙ্গ না হইলে ভগবানে রতি বা প্রীতির উদয় হয় না। 'কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।'—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। সুতরাং সাধুকে বাদ দিয়া ভগবৎসাক্ষাৎকারের চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রমমাত্র। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অসৎ বা অসাধুগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া সাধুসঙ্গের জন্য লালায়িত হন, নিষ্কপট প্রার্থনার ফলে ভগবৎকৃপায় সাধুর সন্ধানও পান এবং তাঁহার সেবা বা সঙ্গ করিতে করিতে ক্রমশঃ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, নিরন্তর সাধুর নিকটে থাকিয়াও আমাদের ভগবানের জন্য আর্ত্তি জাগে না। সেই জন্যই সাধুর নিকট থাকিয়াও আমাদের সাধুসঙ্গ হয় না।

সাধুসঙ্গ কিরূপে করিতে হয়, সাধুসঙ্গের প্রণালী কিরূপ, সাধু কাহাকে বলে, সঙ্গের প্রকৃত অর্থ কি, এইসকল বিচার সুষ্ঠুভাবে জানা আবশ্যক। নতুবা সঙ্গের আড়ালে সাধুর কৃপালাভের পরিবর্ত্তে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

সাধুসঙ্গ করিলে জীবের গতি উত্তরোত্তর ভগবদুন্মুখী হইবেই, কিন্তু সাধুর নিকট থাকিয়াও ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেলে অর্থাৎ সেবা-লালসাবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্ম-জ্ঞানাদিরূপ স্ব-সুখবাসনা হৃদয়ে স্থান পাইলে সাধুসঙ্গ নিষ্ফল হইতেছে, জানিতে হইবে।

সমান, সজনের নাম সঙ্গ। সুতরাং সাধুকে অনুকরণ না করিয়া তাঁহার আচরণ গ্রহণ, তাঁহার ভাব চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হওয়া, তৎপ্রদর্শিত পথে চলা, তাঁহার ন্যায় সেবাময় জীবন যাপন করা, নিরন্তর কৃষ্ণের চরিত-তর্পণ-পথে ক্রমশঃ দ্রুতে গমনশীল মহতের অনুসরণ করার নামই সাধুসঙ্গ। তাঁহার নিরন্তর হরিভজনের কথা হরিবিমুখ আমরা প্রথম মুখে বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও তাঁহার কৃপাময়ী বাণী আমাদিগকে তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট করে এবং অনুসরণ করিবার বা আনুগত্য স্বীকারের একটী অভাবনীয় প্রেরণা দেয়। তাঁহার বাণী আমাদের গতিকে ভগবানের দিকে লইয়া যায় এবং তাঁহার কৃপাতেই আমরা তাঁহার আচারময়—সেবাময় জীবন কিছুদিন পরে দেখিবার সৌভাগ্য পাই। আনুগত্যই সঙ্গ বা সেবা। যেখানে আনুগত্য নাই, সেখানে সঙ্গের কোন কথা নাই। আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, কোন অপরিচিত বস্তুর সঙ্গ করা কঠিন। সুতরাং সাধু না চিনিলে, সাধুকে সাধু বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য না হইলে, সাধু বা গুরুতে সাধুবুদ্ধি বা গুরুবুদ্ধি না হইলে সাধুসঙ্গ কি করিয়া হইবে? সেইজন্যই সাধুজনের সন্ধানার্থ সাধুজনের নিকটেই কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। যাঁহারা সাধুর সেবা করেন, তাঁহাদের নিকট নিষ্কপটে প্রাণের কথা জানাইতে হইবে। সাধুর কথা তাঁহাদের নিকট শুনিতে হইবে; নতুবা অন্য কোন উপায় নাই।

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ হইলেই জীবের পরমমঙ্গল লাভ হয়, সুতরাং সাধুসঙ্গ কি করিয়া হইতে পারে, এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সাধুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত হরিকথা-শ্রবণ-মুখেই সাধুর সঙ্গ হয়। অনেকে মনে করেন যে, সাধুর পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ সেবন ও তাঁহাকে কিছু অর্থদান করিলেই বুঝি সাধুসঙ্গ হয়। এই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধুর সম্মাননা হয়। তাহাতে যে কোনপ্রকার লাভ হয় না, একথা আমরা বলিতে চাহি না। তবে তাহাই যে প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গ, ইহাও বলা যায় না। আমরা যদি সাধুর কাছে থাকি, কিন্তু তাঁহার বাণী বা উপদেশ নিজ জীবনে পালন করিতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে তাঁহার কাছে থাকিয়াও আমাদের বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে না। পরন্তু তাঁহার আচরণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে প্রাকৃতবুদ্ধি করত গুরুবৈষ্ণবে অপরাধের ফলে পতনের আশঙ্কাই বেশী। সেই জন্যই বলিতেছি, সাধুর বাণীকে অবহেলা না করিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল একদিন না একদিন হইবেই। সাধুর কথা মঙ্গলপ্রদায়ক। সাধুর বাহ্য আচরণে অনেক সময় বঞ্চনা থাকিতে পারে, কিন্তু সাধুর মঙ্গলময়ী বাণীতে বঞ্চনা বলিয়া কোন কথা নাই। তাঁহার বাণী বা শিক্ষাতে তাঁহার অশেষ মঙ্গলশক্তি সঞ্চারিত বা জীবের প্রতি নিষ্কপট অমায়িক কৃপা বর্ষিত।

সাধুসঙ্গ যেরূপে করিতে হয়, সে কথা শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীল-শিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুতক্রম। তাঁহার ভক্তগণই অদ্ভুতক্রমপরায়ণ। সেই ভক্তগণের শীল অর্থাৎ স্বভাব ও সচ্চরিত্র যিনি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবানের মায়াকে জয় করিতে পারেন। সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে একমাত্র তিনিই সমর্থ। স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর, অন্য পাপজীব ও পশুপক্ষী, যে-কেহ কৃষ্ণভক্তের স্বভাব শিক্ষা করিতে পারিলে অনায়াসে ভবসাগর পার হইতে পারে। সুতরাং নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু শ্রদ্ধালু জনগণ যে ভক্তচরিত্র অনুসরণ করিয়া অনায়াসে সংসার অতিক্রম করিতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বহু শাস্ত্র জ্ঞান, উচ্চ জাতি, শুষ্ক-বৈরাগ্য অবলম্বন, প্রচুর ধন ও সৌন্দর্য্যের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না। কেবল মাত্র শুদ্ধ সাধুগণের স্বভাব বহু যত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুসরণ করিতে পারিলেই মঙ্গললাভ অনিবার্য্য, কিন্তু কপটতা থাকিলে হইবে না। জীবনে আমাদের ভাগ্যে অনেক সাধুর সাক্ষাৎ লাভ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের কপট ব্যবহারের জন্য আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফলই লাভ করিতে পারি না। সাধুতে শ্রদ্ধার অভাবে তাঁহার পূর্ণানুগত বা তাঁহাদের বিক্রীত হইতে না পারার দরুণ আমরা তাঁহার উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। তাই আমাদের সুবিধাও হয় না। সুতরাং সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সাধুসঙ্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইব, তাহা হইলে আমাদের আত্মোন্নতি হইবে।

সাধুসঙ্গ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ রাখিয়া সাধুসঙ্গ হয় না, আবার মুখে বা বাহ্যভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। শ্রদ্ধার সহিত মনোযোগ-সহকারে সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতেই আমাদের অনর্থ ক্রমশঃ কমিয়া গেলে আমরা এইসকল কথা সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব। হরিকথা সাক্ষাৎ হরি। সাধুগণ শব্দ-দ্বারে আমাদিগকে হরি দান করেন। সাধু এত দয়াল। কিন্তু তাঁহার এত বড় দানের কথা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সাধুদর্শন না হইলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয় না এবং তজ্জন্য আমাদের বাধাও কাটে না। সাধুর কৃপা ব্যতীত কিছুই হইবার উপায় নাই। সুতরাং সাধুর শরণাগত হইয়া থাকা ছাড়া আমাদের আর কোন কথা নাই।

যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এ চারি সনে॥

শ্রীরেবতী

—:(০):—

শ্রীগর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা উদ্ভূত হন। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ-প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করেন। দক্ষের কন্যার নাম অদিতি। অদিতির পুত্র সূর্য্য, সূর্য্যের পুত্র মনু। মনুর ইক্ষ্বাকু, শর্য্যাতি প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র হয়। মনু পুত্রোৎপত্তির পূর্ব্বে পুত্র-কামনায় মিত্রাবরুণ নামক দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করেন। মনুপত্নীর প্রার্থনানুসারে হোতা কন্যা-লাভের সঙ্কল্প করায় সেই যজ্ঞে ইলা-নাম্নী কন্যা উৎপন্ন হয়। মিত্রাবরুণের অনুগ্রহে সেই ইলা-নাম্নী মনুকন্যাই সুদ্যুম্ন হইল। পুনর্ব্বার ঈশ্বর-কোপে ঐ সুদ্যুম্ন কন্যা হইয়া চন্দ্রপুত্র বুধের আশ্রমসমীপে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বুধ সেই কন্যাতে অনুরক্ত হওয়ায় তাঁহাতে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিলেন। পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিলে পর অমিততেজা বশিষ্ঠ সুদ্যুম্নের পুংস্ত্ব-অভিলাষে যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবৎ-কৃপায় ইলা পুনর্ব্বার পুরুষ—সুদ্যুম্ন হইলেন। সেই সুদ্যুম্নের তিন পুত্র হইল। তাঁহাদের নাম উৎকল, গয় ও বিনত। সুদ্যুম্ন পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন বলিয়া রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইলেন না। সুদ্যুম্নের পিতা বশিষ্ঠ-বাক্যানুসারে সুদ্যুম্নকে প্রতিষ্ঠান-নামক নগর প্রদান করেন। সুদ্যুম্ন এই নগর পুরূরবাকে দান করেন।

মনুপুত্র শর্য্যাতির সুকন্যা-নাম্নী এক কন্যা হয়। তাঁহাকে চ্যবন বিবাহ করেন। শর্য্যাতির আনর্ত্ত নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। আনর্ত্তের রেবত নামে এক পুত্র হয়। ইনি কুশস্থলী-নাম্নী পুরীতে বাস করিতেন। এই রেবত রাজার একশত পুত্র। তন্মধ্যে রৈবত ককুদ্মি নামক পুত্রই অতি ধার্ম্মিক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। রৈবতকের রেবতী-নাম্নী এক কন্যা হয়। 'এই কন্যা কাহার উপযুক্তা'—এই কথা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য রৈবত ককুদ্মি ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সেই সময় ব্রহ্মলোকে হাহা-হূহূ-নামক গন্ধর্ব্বদ্বয় অতিতান-যোগে গান করিতেছিলেন। সেই অতি-মনোহর গান শ্রবণ করিতে করিতে অনেক যুগের পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াও মনে ভাবিলেন, যেন এক মুহূর্ত্তকাল তিনি গান শ্রবণ করিতেছেন। গীত সমাপ্ত হইলে পর রৈবতক রাজা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কন্যার উপযুক্ত বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বলিলেন,—'তোমার কোন্ বর অভিপ্রেত, তাহা বল।' তখন রৈবতক রাজা আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী বরসকলের নাম করিলে ব্রহ্মা হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, তুমি যেসকল বরের কথা বলিলে, পৃথিবীতে একণে তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদির পুত্রাদিও বর্ত্তমান নাই। কারণ, তোমার এখানে গীত শ্রবণকালে বহুযুগ অতীত হইয়াছে। সুতরাং একণে অন্য কোন বরকে কন্যা সম্প্রদান কর। এই কালের মধ্যে তোমার মন্ত্রী, মিত্র, ভৃত্য, পত্নী, বন্ধু, সৈন্য ও কোষাদি অতীত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া রৈবত রাজা ভীত হইয়া পুনরায় প্রণাম করত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে প্রভো! এক্ষণ অবস্থায় আমি কাহাকে কন্যা প্রদান করিব? তদুত্তরে ব্রহ্মা শ্রীবলদেবের অনন্ত গুণ-মহিমার কথা কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন যে, দ্বারকাপুরীতে সেই ভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় অংশে 'শ্রীবলদেব'-নাম গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তুমি সেই শ্রীবলদেবকে তোমার এই কন্যা প্রদান কর। শ্রীবলদেবই রেবতীর উপযুক্ত বর। আরও একটী কথা এই যে, পূর্ব্বকালে তোমার যে অমরাবতী তুল্য কুশস্থলী-নামক পুরী ছিল, সেই পুরী এখন দ্বারকা-নাম্নী পুরী হইয়াছে।

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে রাজা রৈবতক পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সকল পুরুষই হ্রস্ব, অল্পতেজা, অল্পবীর্য্য ও হীন-বিবেক হইয়াছে। তিনি আপনার পুরী কুশস্থলীকেও অন্যপ্রকার দেখিলেন। অনন্তর সেখানে শ্রীবলদেবকে স্বীয় কন্যা প্রদান করিলেন। শ্রীবলদেবের বক্ষঃস্থল স্ফটিক-পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ছিল। ভগবান্ শ্রীবলদেব শ্রীরেবতীকে অতি দীর্ঘাকৃতি দেখিয়া স্বীয় লাঙ্গলাগ্র দ্বারা তাঁহাকে নম্রাকার করিলেন। তখন শ্রীরেবতী তাৎকালীন অন্য বনিতার ন্যায় খর্ব্বাকার হইলেন। শ্রীবলদেব রৈবতরাজকন্যা শ্রীরেবতীকে যথাবিধানে বিবাহ করিলে রৈবতক রাজা কন্যা-প্রদানান্তে তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ে গমন করেন।

শ্রীধামে হরিকথা

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত্রে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অনেকক্ষণ যাবৎ ভক্তগণকে বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। প্রভুর শ্রীমুখে মনোরম উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ পরমোপকৃত ও পরমানন্দিত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

পাট সমস্যা

কেন্দ্রীয় পাট কমিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের ফলে এক দিকে যেমন পাটের বহু বৈদেশিক বাজার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তেমনই জাহাজ চলাচলের অসুবিধার দরুণ যে বাজারগুলি খোলা রহিয়াছে, তাহাতেও মাল প্রেরণ করা অসুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে পাটজাত দ্রব্যাদির এত অভাব ঘটিয়াছে যে, তাহারা বাধ্য হইয়া পাটের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষের যোগাড় করিতেছে। সুতরাং দেশের অভ্যন্তরে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। দেশে কিভাবে উহার ব্যবহার বাড়ান যায়, তৎসম্পর্কে পন্থা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় পাট-সমিতি ভারতে অবস্থিত কয়েকটি বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকটে কতকগুলি প্রশ্ন প্রেরণ করিয়াছেন।

বাংলার জনস্বাস্থ্য

গত ২২শে আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে প্রেসিডেন্সি বিভাগের জেলাসমূহে মোট ৩০৩ জন কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা ৫৮ জন। ঐ সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর সংখ্যা ছিল ২৩৭।

কলিকাতা ও যশোহরে মেনিঞ্জাইটিস রোগের দুই একটা খবর মাত্র পাওয়া গিয়াছে। প্লেগ প্রাদুর্ভাবের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

জাপানী শাসনের স্বরূপ

গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে টোকিও হইতে ইংরেজী ভাষায় বেতারে সংবাদ দেওয়া হয় যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ম্যানিলার চারিদিকের অধিবাসীর সংখ্যা ৬০০,০০০ হইতে দশ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া দশ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। কি প্রকারে এইরূপ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নিম্নভাবে বলা হইয়াছে:—"অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকগণকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপক পরিকল্পনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক সৈন্যকেই তাহার পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে; প্রত্যেককে কিছু জমি দেওয়া হইবে এবং তথায় ফসলাদি উৎপাদন করিবার অধিকার দেওয়া হইবে।"

বঙ্গীয় পাব্লিক সার্ভিস কমিশন

স্যার বি, এল, মিত্র, কে-সি-আই-ই, সি-এস-আই, আই-সি-এস্ বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে পরলোক গমন করায় তাঁহার স্থলে বাঙ্গলার পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের পদে রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, জে, ড্যাশ, সি-আই-ই; আই-সি-এস নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মিঃ ড্যাশ ১৯১০ সনে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দান করেন এবং ৩২ বৎসরের অধিক কাল এই প্রদেশে বিভিন্ন পদে কাজ করিয়াছেন। ১৯৩১ সনে কিছু দিনের জন্য তিনি বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের চিফ্ সেক্রেটারী পদেও কাজ করিয়াছিলেন।

সেনানায়ক দলের নূতন ক্ষমতা

একটি প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ২৫শে সেপ্টেম্বর এক আদেশ জারী করিয়া সেনানায়কগণকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কিম্বা আক্রমণের ফলে যে ক্ষতি হইবে, তাহা পূরণ করাইবার জন্য অথবা ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে অথবা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক কিম্বা আক্রমণমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি অন্য লোক দ্বারা করাইতে পারিবেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ৪।৫ দিনের মধ্যেই জ্বর বন্ধ হয় ও প্লীহা, যকৃৎ সংযুক্ত কামলাদি এবং দুর্দ্দম পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাধক কত দিন। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৸৶০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমন্নীলোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীমদ্বিদ্যুতেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বঙ্গাক্ষর-অনুবাদ-দীপিকা

— ০ —

ভাগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী বিরচিত মূল ও বিদ্বৎ-পাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক দিগ্দর্শন-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

তত্ত্বকৌস্তুভম্

— ০ —

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত হইল।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ ১১ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ১৮ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৫ই অক্টোবর, ইং ১৯৪২, সোমবার { ১৬৯ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ পদ্মনাভ, শর্ব্ব সর্ব্বরী, গৌরাব্দ ৪৫৬

যৎকিঞ্চিৎ

——:০:(০):০:——

কৃষ্ণরতি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-ভেদে পঞ্চবিধ। শান্তভক্তের শান্তি, দাস্যভক্তের দাস্য, সখ্যভক্তের সখ্য, বাৎসল্য-ভক্তের বাৎসল্য ও মধুর-ভক্তের প্রিয়তা-রতি স্থায়ীভাব। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও উজ্জ্বল বা মধুর—এই পাঁচটি মুখ্য রস। ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠবুদ্ধি শান্তের গুণ, দাস্যের গুণ সেবা, সখ্যের গুণ—অসঙ্কোচিত্ব, বাৎসল্যের গুণ—স্নেহ এবং উজ্জ্বলের গুণ—অঙ্গসঙ্গদানদ্বারা সুখোৎপাদন। শান্তভক্তিরসে নরাকৃতি পরব্রহ্ম, চতুর্ভুজ নারায়ণ, পরমাত্মা ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। সনকাদি ভগবত্তাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারাদি ইঁহারা আশ্রয়ালম্বন। তাপসগণও মোক্ষবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তের কৃপায় যদি ভক্তিবাসনাযুক্ত হন, তবে তাঁহারাও আশ্রয়ালম্বন হইয়া থাকেন।

দাস্য, সখ্য, স্নেহ, ঐক্য ও সৌহার্দ্দ্য প্রভৃতি রূপে ভক্তে নিযুক্ত হইলে কৃষ্ণলীলার সহিত তন্ময়তা লাভ হয়। তন্ময়তা ত্রিপ্রকার—স্বরূপগত, ভাবগত ও লীলাগত। ক্রোধ ও ভয়ের দ্বারা স্বরূপগত তন্ময়তা হয়। কংস ও শিশুপাল ইহার উদাহরণ। মায়াবাদী জ্ঞানিগণও সেই স্বরূপগত তন্ময়তা লাভ করেন। স্বরূপগত তন্ময়তায় আত্মলোপ হয়। মায়াবাদিগণের আত্মিক তন্ময়তার সহিত ঐক্য জ্ঞান হয়। সৌহার্দ্দ্য-দ্বারা ভাবগত তন্ময়তা লাভ হয়। তখন ভক্ত একান্তভাবে কৃষ্ণময় হইয়া থাকেন—কৃষ্ণভাবগত হইয়া দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-প্রেমে মগ্ন থাকেন। কান্তের দ্বারাই লীলাগত তন্ময়তা। ইহা গোপীর অনুগত ভক্তগণের প্রাপ্য।

কৃষ্ণ-প্রীতিই প্রয়োজন। তন্মধ্যে মধুর-প্রীতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সৎ-স্ত্রী যেমন সৎপতিকে বশ করে, মধুর-ভক্ত সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর বশ করিয়া থাকেন। লৌহ যেমন চুম্বকের চতুর্দিকে স্থাপিত হইলেও চুম্বককে লক্ষ্য করিবার বাধিত হয়, সেইরূপ ভক্ত ও কৃষ্ণের মধ্যে পরস্পর প্রীতির লক্ষণ জানিতে হইবে। লৌহ যেরূপ স্বভাবতঃই চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর আকর্ষণও সেরূপ স্বাভাবিক ধর্ম। জীবাত্ম-স্বরূপে এই ধর্ম অনুস্যূত আছে। সাধুসঙ্গে মানুষের ইহা প্রকটিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব-সংস্কার-বশতঃ কিংবা শ্রবণাদি-জনিত প্রীতিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে মনোগততার নাম 'রতি'। রতির পরিপক্কাবস্থাই 'প্রেম'। চিত্ত সম্যক্ নির্ম্মল ও অভীষ্ট ভগবানে অতিশয় মমতা-সম্পন্ন হইলেই প্রেমের আবির্ভাব হয়। বিঘ্নাদির দ্বারা হ্রাস না হওয়াই প্রেমের চিহ্ন। মহিমাজ্ঞানযুক্ত ও কেবল-ভেদে প্রেম দ্বিবিধ। বিধিমার্গানুসারী ভক্তের প্রেম মহিমজ্ঞানযুক্ত এবং রাগমার্গানুসারী ভক্তের প্রেম 'কেবল' অর্থাৎ শুদ্ধ মাধুর্য্যজ্ঞানযুক্ত। অতঃপর আতিশয্যে প্রেমের উপরিতন অবস্থার নাম 'স্নেহ'। চিত্তের দ্রবতাই স্নেহের চিহ্ন। নিবিড় স্নেহই রাগের লক্ষণ। শাস্ত্র-বিশ্বাসই প্রেমের চিহ্ন। মধুর রতি ইক্ষুবীজের ন্যায়। ইক্ষুবীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরাদি-ক্রমে যেমন বৃক্ষাদিরূপে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ সিতোপল পর্য্যন্ত পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ 'মধুরতি' প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নতাবস্থা লাভ করে। বীজরূপ রতির পর 'প্রেম' ইক্ষুতুল্য, তারপর 'স্নেহ' ইক্ষুরসতুল্য, তারপর 'মান' গুড়ের ন্যায়, তারপর 'প্রণয়' খণ্ডতুল্য, তারপর 'রাগ' শর্করাতুল্য, তারপর 'অনুরাগ' সিতার ন্যায়, তারপর 'মহাভাব' সিতোপল-তুল্য।

অবিদ্যাবশতঃ জীবের স্বাভাবিক প্রীতি-ধর্ম্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেই প্রীতিধর্ম্ম সত্য-বিষয়কে না পাইয়া ইতর বিষয়ে বিকৃত হইয়া পড়ে। ভক্তির অনুষ্ঠানে অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধক দূর হইলে জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে যে নিত্যাসক্তি লুপ্তপ্রায় ছিল, তাহা সহজেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। লোকদীপ্ত বস্তুর শ্রবণ বা দর্শন হইলে লোভ আপনা হইতেই হইয়া থাকে। প্রীতিধর্ম্ম প্রতিবন্ধকশূন্য হইলে কিরূপে হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—'চতুঃসন বহুকাল হইতে জ্ঞানমার্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের চিন্তায় তাঁহারা মগ্ন ছিলেন। কোন সময়ে কোন ভক্তসঙ্গরূপ সুকৃতিবলে যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গিয়া ভগবদর্পিত তুলসী সেবন করায় তাঁহাদের অভিসন্ধানরূপ বাধা প্রতিবন্ধক দূর হইল। 'ব্রহ্মবিদ্যা' অবিদ্যারই তারতম্য। সেই প্রতিবন্ধক দূর হইলে তাঁহারা ভগবানের সবিশেষ স্বরূপ দেখিতে পাইয়া হঠাৎ প্রেম লাভ করিলেন। শ্রীভগবৎপাদপদ্মার্পিত তুলসীর গন্ধ তাঁহাদের নাসিকায় প্রবেশ করায় তাঁহাদের চিত্ত ও তনু প্রেমাধিক্যের দ্বারা ক্ষোভিত হইল। অনন্তর তাঁহাদের যে নিষ্ঠা ছিল, তাহা সহসা দূর হইল। অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক দূর হইলে আত্মার সহজধর্ম্ম যে কৃষ্ণপ্রীতি, তাহা সহসা জাগ্রত হওয়ায় শুদ্ধ রুদ্ধ হইল। সেই মহাত্মগণ তখন ভগবৎ সেবার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিলেন। সংসারে নির্ব্বিশেষবাদি-গণের এরূপ লাভ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অনেকের চক্ষে দেখা যায়।'

দাস্য-ভক্তিরসে ঈশ্বর, প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ ও ভক্তবৎসল প্রভৃতি গুণান্বিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। দাস্যরসে মমতাযুক্ত ভগবানের দাস্য-সেবাপরায়ণ অধিকৃত ভক্ত, আশ্রিত-ভক্ত, পারিষদভক্ত ও অনুগভক্ত—এই চারিপ্রকার ভক্ত আশ্রয়ালম্বন। তন্মধ্যে ব্রহ্মা-শিবাদি আধিকারিক দেবতাগণ 'অধিকৃতভক্ত'। আশ্রিতভক্ত ত্রিবিধ—শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ। তন্মধ্যে কালিয়-নাগ ও মগধরাজ জরাসন্ধকর্ত্তৃক বদ্ধ রাজগণ 'শরণ্য'। প্রথমে জ্ঞানী থাকিয়া পরে মোক্ষেচ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা দাস্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই 'জ্ঞানিচর'। সনকাদি মুনিগণ 'জ্ঞানিচর' ভক্ত। যাঁহারা প্রথম হইতেই সেবানিষ্ঠ, তাঁহাদিগকে সেবানিষ্ঠ বা ভজনরত ভক্ত বলা হয়। চন্দ্রধ্বজ, হরিহর ও বহুলাশ্ব প্রভৃতি রাজগণ সেবানিষ্ঠ ভক্ত। উদ্ধব, দারুক ও শ্রুতদেবাদি পারিষদভক্ত। পুরে সুচন্দ্র ও মণ্ডনাদি এবং ব্রজে রক্তক-পত্রক-মধুকণ্ঠাদি অনুগভক্ত। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণকে যথোচিত ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নাম ধুর্য্যভক্ত। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গে আসক্ত, তাঁহারা 'বীরভক্ত', আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপাশ্রয়ে গর্ব্বিত হইয়া কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহারা 'বীরভক্ত'। এইসকল সম্ভ্রম-প্রীতিযুক্ত ভক্তের মধ্যে

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। 'ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

[illegible] পালনাদি শ্রীকৃষ্ণের পাল্য। এই ভক্ত-সকল নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ ও সাধকভেদে ত্রিবিধ। দাস্যরসের তিনটি অবস্থা—'প্রেম', 'স্নেহ' ও 'রাগ'। তন্মধ্যে অধিকৃত ভক্তে ও আশ্রিতভক্তে প্রেম পর্য্যন্ত স্থায়ী। পারিষদ-ভক্তে স্নেহ পর্য্যন্ত স্থায়ী। পরীক্ষিৎ, দারুক ও উদ্ধবে রাগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। ব্রজে রক্তকাদিতে এবং পুরে প্রদ্যুম্নাদিতে সকলগুলি দৃষ্ট হয়। এই দাস্যরসে অযোগ ও বিয়োগ—এই দু'টি অবস্থা হয়। প্রথম দর্শনের পূর্ব্ব অবস্থার নাম 'অযোগ অবস্থা'। দর্শনের পরে যে বিচ্ছেদ, তাহার নাম 'বিয়োগ অবস্থা'। বিয়োগে অঙ্গতাপ, কৃশতা, জাগরণ, আলম্বনশূন্যতা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য অবস্থা—এই দশ দশা হয়।

সখ্যভক্তিরসে বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান্, সুবেশ ও সুখী প্রভৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। সখ্যভাবযুক্ত বিশ্রম্ভগাঢ়, তদ্ব্যতীত সখ্য-সেবা-পরায়ণ সখাগণ আশ্রয়ালম্বন। সেই ভক্তগণ রূপ-বেশ গুণাদিতে সকলেই কৃষ্ণের সমান, সম্যক্ সখ্য ও বিশ্রম্ভরস-পালক। পুরবাসী সখা ও ব্রজবাসী সখা—এই দুইপ্রকার কৃষ্ণসখা। অর্জ্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী ও শ্রীদাম ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পুর-সম্বন্ধীয় সখা। তাঁহাদের মধ্যে অর্জ্জুনই শ্রেষ্ঠ। ক্ষণকাল দর্শন না পাইলে যাঁহারা দুঃখিত হন, যাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণসহ বিহার করেন, কৃষ্ণই যাঁহাদের জীবন, এইরূপ ভক্তগণ কৃষ্ণের ব্রজবাসী সখা। পুরবাসী সখা অপেক্ষা ব্রজবাসী সখাগণ শ্রেষ্ঠ। ব্রজবাসী সখা সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখা-ভেদে চতুর্ব্বিধ। সুহৃদ্গণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও কিঞ্চিৎ বাৎসল্যযুক্ত। তাঁহারা অস্ত্রধারণপূর্ব্বক দুষ্টগণ হইতে কৃষ্ণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবার যত্ন করেন। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, বলভদ্র, বিজয় ও বীরভদ্র প্রভৃতি কৃষ্ণের সুহৃৎ। যাঁহারা কৃষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ ন্যূন এবং কিঞ্চিৎ দাস্যমিশ্রভাবযুক্ত, তাঁহারাই সখা। বিশাল, বৃষভ, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, কুসুমাপীড় প্রভৃতি কৃষ্ণের সখা। ইঁহাদের মধ্যে দেবপ্রস্থ শ্রেষ্ঠ। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রিয়সখা। ইঁহারা বয়সে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য। ইঁহারা বিবিধ কেলিদ্বারা, নিযুদ্ধ-দণ্ডযুদ্ধাদিদ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করেন। যাঁহারা প্রেয়সী-রহস্যের সহায় ও শৃঙ্গার-ভাবশালী, তাঁহারা প্রিয়নর্ম্মসখা। ব্রজে সুবল, অর্জ্জুন, বসন্ত, মধুমঙ্গল ও উজ্জ্বল প্রভৃতি প্রিয়নর্ম্মসখা। ইঁহাদের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বলই শ্রেষ্ঠ। উজ্জ্বলই বিশেষরূপে পরিহাসচতুর। উক্ত সখা-সকল নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ ও সাধক-ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে কেহ কেহ স্বভাবতঃ মন্ত্রিরূপে কৃষ্ণোপাসক।

সখ্যরসে সম্ভ্রমশূন্যা বিশ্বাসময়ী রতিই স্থায়ীভাব। যত্ন-শূন্য গাঢ় বিশ্বাসকে বিশ্রম্ভ বলা হয়। তাহাই সখ্যযুক্ত বিশ্বাস। সখ্যে বাহুযুদ্ধ, ক্রীড়া ও এক শয্যায় শয়ন প্রভৃতি দেখা যায়। সখ্যরতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সখ্য, প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগ—এই পাঁচটি আখ্যা ধারণ করে।

বাৎসল্য-রসে কোমলাঙ্গ, বিনয়ী, সর্ব্ব-লক্ষণযুক্ত ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। এই রসে গুরুগণ মমতাযুক্ত ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অনুগ্রহপাত্র,—এরূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট; নন্দ, যশোদা, রোহিণী, উপনন্দ ও তৎপত্নী প্রভৃতি এবং মথুরা ও দ্বারকার দেবকী, কুন্তী ও বসুদেব প্রভৃতি আশ্রয়ালম্বন,—ইঁহাদের মধ্যে শ্রীনন্দ-যশোদাই সর্ব্বপ্রধান। বাৎসল্যরতিতে প্রেম, স্নেহ ও রাগ উত্তরোত্তর এই তিনটী অবস্থা দৃষ্ট হয়।

শ্রীবলদেবাদির সখ্য, বাৎসল্য ও দাস্য—এই তিনটি মিশ্রিত। মুখরা প্রভৃতির বাৎসল্য ও সখ্য। যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য ও সখ্য। ভীমসেনের সখ্য ও বাৎসল্য। অর্জ্জুনের সখ্য ও দাস্য, নকুল ও সহদেবের দাস্য ও সখ্য। উদ্ধবের দাস্য ও সখ্য। অক্রূর ও উগ্রসেনাদির দাস্য ও বাৎসল্য। শাম্বের সখ্য ও দাস্য মিশ্রিত। অনিরুদ্ধাদির দাস্য ও সখ্য।

কান্ত বা মধুররতি শান্তরতি, দাস্য বা প্রীতরতি, সখ্য বা প্রেয়োরতি এবং বাৎসল্য বা অনুকম্পারতি হইতে শ্রেষ্ঠ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"রতিতে অনন্য-মমতা সংযুক্ত হইলে দাস্য বা প্রীত-রতি হয়। তখন ভগবানকে প্রভু বোধ করত জীব আপনাকে তাঁহার নিত্যদাস বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করে। দাস্যরতি দুই প্রকার—সম্ভ্রমগত ও গৌরবগত। সম্ভ্রমগত দাস্যে জীব আপনাকে অনুগৃহীত মনে করেন, আর গৌরবগত দাস্যে আপনাকে লাল্য বলিয়া মনে করেন। কিঙ্করসকল সম্ভ্রমগত দাস্যের আশ্রয়। পুত্রসকল গৌরবগত দাস্যের আশ্রয়। দাস্যগত রসে স্থায়ী ভাব প্রেম অর্থাৎ রতি মমতাদ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে। অতএব দাস্যে রতি ও প্রেমরূপ লক্ষণদ্বয়ের স্থায়িত্ব আছে। তাহাতে স্নেহ ও রাগ কিছু কিছু থাকে। সখ্যরসে বা সখ্যে বিশ্বাস প্রবল। দাস্য ও প্রেম তাহাতে নিত্য আছে। দাস্যে যে সম্ভ্রম ও গৌরব ছিল, তাহা পরিপাক হইয়া সখ্যে বিশ্রম্ভ বা অটল বিশ্বাস হইয়া যায়। ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয়, বলবান্ স্নেহ এবং রাগ কিছু কিছু থাকে। বৎসল রসে ঐ বিশ্রম্ভ পরিপাক অবস্থায় অনুকম্পা হইয়া পড়ে। তাহাতে রতি প্রেম, প্রণয় ও স্নেহ পর্য্যন্ত প্রবল এবং রাগও থাকে।

সাধনকালে যে জীবের যেরূপ বাসনা থাকে, তদনুসারে তাঁহার রতি হয়। মধুর-রসে রূপ-মাধুর্য্য, বেণু-মাধুর্য্য, লীলা-মাধুর্য্য ও প্রেম-মাধুর্য্যের আধারভূত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। মধুর রসে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরসের সমস্ত গুণ নিত্য আছে এবং সেই সেই রসে আর যে-কিছু চমৎকারিতার অভাব আছে, তাহাও মধুর-রসে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই মধুররসের বিষয়। এই রসে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উদিত হয়। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী মধুররসাশ্রয়গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। মধুর রতি ত্রিবিধ—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জার সাধারণী মধুর রতি। ইহা সাধারণ মণিবৎ। রুক্মিণী প্রভৃতি দ্বারকা-মহিষীগণের সমঞ্জসা রতি। ইহা চিন্তামণিবৎ। ব্রজদেবীগণের সমর্থা রতি। ইহা কৌস্তুভমণি-তুল্য। সম্ভোগ-ভাবে—নিজসুখতাৎপর্য্যময়ী রতি সাধারণী। কৃষ্ণ এবং নিজের—উভয়েরই সুখতাৎপর্য্যময়ী পত্নী-ভাবময়ী রতি সমঞ্জসা। কেবল কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপরা পরাকাষ্ঠাময়ী রতি সমর্থা। কুব্জাতে সাধারণী রতি প্রেম পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। পট্টমহিষীগণের সমঞ্জসা রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত উন্নত অবস্থা লাভ করে। ব্রজস্থিত প্রিয়নর্ম্মসখাগণের প্রেমের গতি অনুরাগ পর্য্যন্ত। ব্রজসুন্দরীগণের সমর্থা রতির চরম অবস্থা মহাভাব পর্য্যন্ত। সুবলাদি সখাগণের ও মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেম প্রকাশ পায়। অধিরূঢ় মহাভাব একমাত্র শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর মধ্যেই বর্ত্তমান।

গৌরভজনের ফল

——::(•)::——

শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ভগবান্। যেখানে ভজন, সেখানে ভক্ত ও ভগবান্ আছেনই। ভজনে ভগবান্ সম্বন্ধ। ভগবান্, ভজন ও ভক্ত সম্বন্ধজ্ঞানরহিত হইয়া অবস্থান করেন না। যেখানে শুধু ভগবান্ রহেন, সেখানে ভক্ত ও ভক্তি নাই। শ্রীগৌরহরি কাহারও গোপ্যবস্তু নহেন। তিনি সকলের পূজার বস্তু—কৃষ্ণোন্মুখ জীবের ভজনের বস্তু। শ্রীগৌরসুন্দরের নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', তাঁহার রূপ গৌর, তিনি মহাবদান্য, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ত' শ্যামবর্ণ। তবে তিনি গৌরবর্ণ হইলেন কি কারণ? শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—"সচ্চিদানন্দ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ—যিনি পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে গৌরাঙ্গী কামিনীবৃন্দের সহিত নৃত্য করিতেন, তিনি কি সেই গৌরাঙ্গী ব্রজসুন্দরীগণের নিবিড় দৃঢ়তম আলিঙ্গনদ্বারা গৌরাঙ্গ হইয়া নবদ্বীপধাম অবলম্বন করত বিহার করিতেছেন?" শ্রীরায়-রামানন্দ সংবাদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে আমরা পাই,—

গৌর-অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ-স্পর্শন।
গোপেন্দ্র-সুত বিনা তেঁহো না
স্পর্শে অন্যজন॥
তাঁ'র ভাবে ভাবিত করি' আত্ম-মন।
তবে নিজ মাধুর্য্য করি আস্বাদন॥

রসরাজরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবরূপা শ্রীমতী রাধিকা—এই দুই মিলিত হইয়া যে একতনু, শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়-রামানন্দকে সেই স্বরূপ দেখাইলেন অর্থাৎ রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ দেখাইলেন। ইহাতে যে এক তনু দুই এবং দুই তনুই এক, এরূপ একটী অপূর্ব্ব স্বরূপ প্রদর্শিত হইল। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারাই শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভুর কৃপায় সেই নিজ স্বরূপের সেবা করিতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দকে বলিলেন,—'হে রামানন্দ! তুমি আমাকে পৃথক্ একটী গৌর-পুরুষ বলিয়া দেখিতেছ, আমি তাহা নই; আমি সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীরাধাঙ্গ-স্পর্শক্রমে আমার এই গৌরভাব নিত্য। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও স্পর্শ করেন না। শ্রীরাধিকার ভাবে আমার স্বরূপ ও মন ভাবিত করিয়া আমি আমার কৃষ্ণমাধুর্য্য-রস আস্বাদন করিয়া থাকি।'

শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য-সত্যবস্তু। শ্রীস্বরূপ-রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গে শ্রীস্বরূপরূপ। যাঁহারা শ্রীগৌর-প্রভুর ভজনমুদ্রার আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট, তাঁহারা শ্রীস্বরূপদামোদরের অনুগত। শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরূপ—ইঁহারা অভিন্নবিগ্রহ ও পরস্পর অভিন্নহৃদয়। শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ যথাক্রমে ব্রজলীলার শ্রীললিতা ও শ্রীবিশাখা। ইঁহারা সর্ব্বসমানা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী শ্রীমতীর কায়ব্যূহ। শ্রীস্বরূপের প্রিয়—শ্রীরূপ; শ্রীরূপের প্রিয় [illegible]। শান্ত-দাস্যাদি সকল রসই মধুর-রসের অন্তর্গত। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শান্ত-দাস্য বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দাস্য-সখ্যাদি রসের বিচার মধুররসের বিচারের অন্তর্ভুক্ত। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের চারিপ্রকার ভক্তই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত। তন্মধ্যে শ্রীস্বরূপ-রূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা; কারণ, মধুররসের অন্তর্গতই অন্যান্য সকল রস।

শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই নিত্য—উভয়েই স্বরূপ। আগে গৌর, পরে কৃষ্ণ বা আগে কৃষ্ণ, পরে গৌর—এরূপ বিচার নয়। গোলোকে মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠে উভয় লীলাই নিত্য বিরাজিত আছে। ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলাদ্বয় কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যবিগ্রহ, আর শ্রীগৌর ঔদার্য্যবিগ্রহ। মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রে মাধুর্য্যের সম্প্রকাশ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কৃষ্ণে ঔদার্য্যের অভাবই আছে—এরূপ নহে। মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণেরই গৌররূপে ঔদার্য্যপূর্ণ সম্প্রকাশিত। [illegible] যখন কোন কাঞ্চনপঞ্চালিকার গৌর-কান্তিতে আবৃত হন, তখনই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

লিখিয়াছেন,—"যে গৌর, সেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ স্বয়ং গৌর হইয়া নিজেই কৃষ্ণভজন আচরণ করতঃ জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। কৃষ্ণ-পূজা ও গৌর-উপাসনা একটি দূষণ কথা হয়। তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গের পরিবারগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণের স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যশিক্ষাস্তকের উপাসনাতত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ থাকে না। সমস্ত গোস্বামিগণের উপদেশ অবজ্ঞাপূর্ব্বক যাঁহারা কেবল গৌরবাদী হইবেন, তাঁহাদের একটি নূতনপন্থা হইল, বলিতে হবে। কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর—ইঁহারা পৃথক্তত্ত্ব ন'ন। উভয়েই মধুরসের আধার। একটু ভেদ এই যে, মাধুর্য্যরসের দুইটি প্রকার আছে অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য। তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে প্রবল, সেখানে কৃষ্ণস্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে প্রবল, সেখানে গৌরাঙ্গস্বরূপ। মূল বৃন্দাবনেও কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ—এই দুইটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে-সমস্ত সিদ্ধগণ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্যপ্রধান রসাস্বাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ। গৌরপীঠে সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। কোনরূপে উভয়পীঠে স্বরূপব্যূহ দ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান। সাধনকালে যাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর—উভয়ের উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা স্বরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক উভয়পীঠেই যুগপৎ বর্ত্তমান—ইহাই গৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদের পরম রহস্য।"

শ্রীগৌরাঙ্গভজন রাগানুগপরাকাষ্ঠা। যাঁহারা মধুরসের অধিকারী, তাঁহারা স্বভাবতঃই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত ও তদ্ভক্ত আশ্রয়জনগণের অনুসরণে ব্রজেশ্বরনন্দনে কৃষ্ণভজন করেন। শ্রীরাধার ভাব ও রূপ মধুরসরসের বিনা হইতে পারে না। একমাত্র বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তিমন্ত মহোপকরণ পূর্ণরস-রসের পরিপূর্ণ বিগ্রহ। গৌরই কৃষ্ণস্বরূপে সম্ভোগরসের মূল। তখন আর তাঁহাকে গৌর বলা হয় না। তখন তিনি গোপেন্দ্রনন্দন, গোপীজনবল্লভ। আবার কৃষ্ণই গৌরস্বরূপে স্বজনে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তখন তিনি মহাবদান্য-শিক্ষা প্রদাতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আচার্য্যের আচার্য্য, লোকশিক্ষক ও জগদ্গুরু-প্রতিনিধিকারী। শ্রীকৃষ্ণলীলা সর্ব্বদাই সম্ভোগময়ী আর শ্রীগৌরলীলা সর্ব্বদাই বিপ্রলম্ভময়ী। গোপী ব্যতীত অন্যের প্রবেশ দেখিবার অধিকার নাই। তদনুগত অবিকৃত ভক্তিসূত্রের কৃপা লাভ করা ভাগ্যবান্‌দের গৌরলীলা একটীর।

আবার কারও বিচারে গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা হইতে একটী পৃথক্ লীলাও নহে, তাহা কৃষ্ণলীলারই পরিশিষ্ট। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-পাঠে জানা যায়—

গৌর কৃষ্ণে ভেদ যার, সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ কভু না হয় তাহার॥
রাধাকৃষ্ণপরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গ শ্রবণে।
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বলে সাধুজনে॥
মধুর প্রেমেতে যাঁ'র হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণরূপে গৌরভজন তাঁহার॥
রাধাকৃষ্ণ-ঐক্য মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
যুগলবিলাস ঐক্যে বস্তু নাহি তায়॥
রাস পরিশেষে হবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীবৃন্দাবন ভাবে মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে॥
সে সময় ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণরূপ হ'য়ে ব্রজে অবতরি॥
নিত্যলীলাক্রমে সেই ভক্তকে দুলায়।
রাধাকৃষ্ণ, নিত্যলীলা, ব্রজধাম পায়॥
নবদ্বীপে ক্রমে সেই নিগূঢ় সম্বন্ধ।
এক হ'য়ে দুই হয়, নাহি দেখে অন্ধ॥
সেই ত' সম্বন্ধ গৌরে-কৃষ্ণে জান সার।
মধুরসেতে গৌর যুগল-আকার॥

শ্রীরাধাদাস্যই গৌরভজনের ফল, একথা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদপ্রমুখ গৌরজনগণের লেখনীতে দেখিতে পাই। শ্রীল সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীরাধাপদদাস্যই আমার একমাত্র পরমাভীষ্ট—ইহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অর্থাৎ শিখিপিচ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, তৎপরিচর্য্যা ও তন্মন্ত্রজপ করিতে করিতে তাঁহার অনুগ্রহে পরম অদ্ভুত অনুরাগোৎসব কবে লাভ করিব? কবে আমি শাস্তমনে নবদ্বীপের এক প্রান্তে ব্রজবনে বাস করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বিপ্রলম্ভ-ভাবোচিত যুগললীলাবলী প্রতি প্রহরে স্মরণ করিতে করিতে ভাবোচিত সেবায় সুখপূর্ণ হইয়া সমস্ত বৃন্দাবনকে রসপূর্ণ অবলোকন করিব? বহু সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে মাধুরী ভক্তি লাভ করেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধাপাদপদ্মের প্রেমসুধাসমুদ্রও তাদৃশভাবেই উদিত হইয়া থাকে।" শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও গৌরভজনের ফল-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"কেবল গৌরভজনের দ্বারা পরে গৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহাদেরও কৃষ্ণভজন দৃঢ় হইবে,—ইহাই ফল বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা বিগলিতহৃদয়ে সকল সময় শ্রীগৌরলীলা-গীতি—বিশেষতঃ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাক্রমে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, বিষয়ভুক্তি শীঘ্র-তুল্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র তাঁহাদিগকে শ্রীযুগল-সেবায় শীঘ্রই প্রেমাবেশে প্রদান করেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গের ভজন দুইপ্রকার—অর্চ্চনমার্গে এক প্রকার ও ভজনমার্গে অন্যপ্রকার। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন এবং ভজনমার্গে শ্রীগৌর-গদাধরের সেবা হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত সাধন-ভূমিকা। রতি হইতেই সাধ্য ভূমিকা। সাধন-ভূমিকায় ভাবের অভাবহেতু অনর্থ আছে। সাধনে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অনর্থনিবৃত্তি ক্রমে একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। কিন্তু সাধ্য-ব্যাপারে ভাবাভাবরূপ অনর্থের সম্ভাবনাও নাই। কৃষ্ণের গৌরলীলায় সাধক অর্থাৎ অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে অধিক উপযোগিতা আছে। গৌরলীলা সাধন ও সাধ্য উভয় লীলা। পতিত জীবের পক্ষে গৌরলীলা আগে। কৃষ্ণলীলার ভাবময় অবস্থাই গৌরলীলা একটী সম্ভোগময়ী, অপরটি বিপ্রলম্ভময়ী। সম্ভোগময়ী কৃষ্ণলীলা ঔদার্য্যপরায়ণ যোগ্য জীবের পক্ষে উপযোগী। আর অযোগ্য জীবের পক্ষে বিপ্রলম্ভময়ী গৌরলীলা অধিক উপযোগী হইয়াও যোগ্য জীবের একমাত্র আস্বাদনীয়। কারণ, সিদ্ধির চরম বা সর্ব্বোত্তম অবস্থা গৌরলীলাতেই প্রকাশিত। অনর্থযুক্ত বৈধভক্তের রাধাকৃষ্ণ-ভজনে যোগ্যতা নাই। তাঁহারা যে রাধাকৃষ্ণ-ভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তৎফলে তাঁহাদের নারায়ণ-সামীপ্যই লাভ হয়, কৃষ্ণ-সামীপ্য ঘটে না। সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণভজনের চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভজন না হইয়া নারায়ণ-ভজনই হইয়া পড়ে। মহাভাববতী শ্রীবার্ষভানবীর অনুগ্রহ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণলীলার রসসমুদ্রের অমৃতবিন্দু-পানে কাহারও অধিকার নাই। গোপীর কৈঙ্কর্য্যভাবে কৃষ্ণভজন সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় শ্রীরাধার আনুগত্য লাভ হয়। শ্রীরাধার আনুগত্যে কৃষ্ণভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন। অন্য উপায়ে কেহ কৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় শ্রীরাধার কৃপা এবং শ্রীরাধার কৃপায় কৃষ্ণকৃপা লাভ হইয়া থাকে। সেইজন্য ভক্তগণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপী শ্রীগৌরচন্দ্রের নিকট শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বাদের প্রার্থনা করিয়া থাকেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও গাহিয়াছেন,—

"কৃষ্ণনাম-গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধা-নাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।"

ব্রজগোপীর আনুগত্য বিনা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। সেইজন্য ভক্তগণ শ্রীরূপ-পাদানুগ বা গোপীপাদানুগ হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন। অনর্থযুক্ত বৈধভক্তের রাধাকৃষ্ণভজনে যোগ্যতা নাই সত্য, কিন্তু যে-সকল অনর্থযুক্ত ব্যক্তি গৌরাঙ্গকৃপায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁহাদের নারায়ণ-সামীপ্য লাভ হয় না, শ্রীরাধাকৃষ্ণই তাঁহাদের প্রাপ্য বস্তু হন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় গৌরভজনে একান্তভাবে প্রপন্ন হইলে করুণাময় গৌরসুন্দর সাধকের অনর্থ অপসারিত করিয়া সাধককে নিজভজনমুদ্রা প্রদান বা তাঁহারই রসরাজস্বরূপ যে ভাবগোপন, তাহা প্রদর্শন করেন। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি গৌরাঙ্গকৃপায় যে শ্রীরাধাকৃষ্ণভজন করেন, তাহাই বাস্তবিক সাধন-বিচারে গৌরভজন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"বৃন্দাবনের একটীরূপ বালরূপ শ্রীধাম-নবদ্বীপে শচীগর্ভে যিনি উদিত হইয়াছিলেন, সেই প্রাণনাথ নিমাইকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়া জান—কৃষ্ণ হ'তে কোনক্রমেই তাঁহাকে স্বতন্ত্র মনে করিও না। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটি পৃথক্ ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপনাগর মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না। রসমার্গে তিনিই শ্রীরাধাপ্রেমরূপে একমাত্র ভজনীয় এবং শ্রীচৈতন্যস্বরূপে সেই ব্রজরসের একমাত্র আস্বাদনে উদিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভজন কর। অষ্টকালীয় কৃষ্ণলীলার উদ্বোধকভাবস্বরূপ গৌরলীলা সকল লীলার অগ্রেই স্মরণ কর। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, যাঁহারা প্রভাবিত হইয়া ব্রজরস বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহারাই অচিরে পরাভক্তিরূপ প্রেমলাভ ও অত্যোদিত হৃদ্রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন—ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর চরম শিক্ষা।"

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে উৎসব

চিৎপ্রপঞ্চের অন্যতম শাখা সুরতের শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে গত ২২শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে ঠাকুরের জীবন-চরিত ও অলৌকিক লীলার কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল। সমাগত সজ্জন বৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারাও পরিতৃপ্ত করা হয়।

গত ২১শে সেপ্টেম্বর শ্রীরামানুজাচার্য্য দিবস খানেশ-নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধুরাম ও শ্রীযুক্ত ঃএসেন মহোদয়গণের সাদর আহ্বানে শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ সুরতের শ্রীবৈপায়ন-হ্রদের তীরে একটী বৃহতী সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে শ্রীরামানুজের আবির্ভাব-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:*:-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণই পারমার্থিক পত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। কায়মনোবাক্যে বৈকালিক সেবোপযোগী, অর্থ-সাহায্য অভিপ্রায়ের বার্ষিক নবদ্বীপ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্ট আছে।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপ্য ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে ⁄০ আনার ডাক-টিকেটসহ না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ⁄১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য লওয়া হয় না। তজ্জন্য গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। পোষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তত্ত্বালোচনপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ বস্তুতঃ হরি ভগবদ্বিগ্রহবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" অর্দ্ধ কলম		৭৲
" এক কলম	১২৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

গত বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৪২ সালের প্রাথমিক শিক্ষা (সংশোধন) বিল সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

মুসলিম লীগ দল উক্ত বিল সম্বন্ধে দুইটি সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করেন, একটি হইতেছে—অনন্ত সংগ্রহের জন্য বিলটি প্রচার করা, অপরটি হইতেছে—উহা সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা সম্বন্ধে। উভয় সংশোধন প্রস্তাব অধিক ভোটে পরিত্যক্ত হয়।

গত মঙ্গলবারের অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে কাউন্সিলে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, উহাকে ভিত্তি করিয়া মুসলিম লীগ দলের খাঁ বাহাদুর সেখ মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেন চৌধুরী এক নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অদ্য ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। জিনিষপত্রের দর, বিশেষভাবে খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির দরুণ দেশে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে এবং তাহার ফলে দরিদ্র নিম্ন কৃষক ও শ্রমিকগণের যে নিদারুণ কষ্ট হইতেছে, তাহা লাঘব করিবার কোন উপায় প্রধান-মন্ত্রীর বিবৃতিতে নির্দ্দেশ করা হয় নাই বলিয়া অভিযোগ করিয়া উক্ত প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিকে 'অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া ইউরোপীয়ান দলের নেতা মিঃ জে বি রোস বলেন যে, কঠিন সমস্যাসমূহের সমাধানে বিরোধী দল গঠনমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া মন্ত্রি-মণ্ডলীকে সাহায্য করিবেন বলিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি নিরাশ হইয়াছেন। বিরোধী দলের সমালোচনা কঠিন সমস্যাসমূহের সমাধানে কিছুমাত্র সহায়তা করে নাই বলিয়া বক্তা দুঃখ প্রকাশ করেন।

ইনসিওর ও মণিঅর্ডার প্রেরণ সম্বন্ধে বাধানিষেধ

বাঙ্গলা ও আসামের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ,—

শিলিগুড়ী হেড পোষ্ট অফিসের অধীন কালাকাটি ও মুরাঘাট সাব পোষ্ট অফিস এবং তাহাদের শাখা সমূহ হইতে মণিঅর্ডার ও ইনসিওর প্রেরণ এবং ঐ সকল ডাকঘরে মণিঅর্ডার ও ইনসিওর অথবা প্রেরণের জন্য গ্রহণ পুনরাদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত করা হইল।

উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে,—নিম্নলিখিত ডাকঘরসমূহ হইতে ইনসিওর ও মণিঅর্ডার অথবা প্রেরণ এবং ঐ সকল ডাকঘরে মণিঅর্ডার ও ইনসিওর অথবা প্রেরণের জন্য গ্রহণ পুনরাদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত করা হইল,—

(১) দিনাজপুর হেড পোষ্ট অফিসের অধীন গঙ্গারামপুর, ফুলবাড়ী, বীরগঞ্জ এবং পত্নীতলা সাব পোষ্ট অফিস এবং তাহার অধীন শাখা পোষ্ট আফিসসমূহ।

(২) দিনাজপুর হেড পোষ্ট আফিসের অধীন বালুরঘাট সাব অফিসের সহিত সংশ্লিষ্ট কুমারগঞ্জ, চাপগড়, রাজাবাড়ী, সাপাহার এবং সাপাহার ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিসসমূহ।

(৩) বর্দ্ধমান হেড পোষ্ট অফিসের অধীন কালনা সাব পোষ্ট অফিস হইতে মণিঅর্ডার প্রেরণ ও গ্রহণ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৪) হুগলী হেড পোষ্ট অফিসের এলাকাধীন ধনিয়াখালি সব পোষ্ট অফিস ও তাহার অধীন শাখা পোষ্ট অফিসসমূহ হইতে মণিঅর্ডার ও রেজিষ্টারী করা দ্রব্যাদি প্রেরণ ও গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

গড়েরমাঠে খেলার মাঠ ও তাঁবু রাখার ব্যবস্থা

আগামী ৩১ অক্টোবর গড়ের মাঠের সমস্ত খেলার মাঠ এবং তাঁবু বন্ধ রাখার জন্য কলিকাতার পুলিশ কমিশনার কর্ত্তৃক যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহার কোনও বিশেষ গুরুত্ব নাই। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গেল যে, গড়ের মাঠে গবর্ণমেণ্টের যে সব আছে, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্ট এইরূপ আদেশ জারী করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, শ্লোকান্বয়, অনুবাদ ও বিবৃত টীকাসহ নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সময়ে-কুমুদের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র

ও

স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় পরিচয় দিবার কিছু নাই। বিনামূল্যে, প্লীহা যকৃৎ কামলাদি এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৮৴০ একটাকা দুই আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদ্ভক্তিগোপাল মহোপাধ্যায়-ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীঅনন্তচিন্ময় ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তগ্রন্থ পরিচয়ের জন্য ভক্তির প্রকাশিকা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী বিরচিত মূল ও বিবৃতিসহ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক নিবন্ধসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোদ্রুমপীঠ-শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভক্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃতি সহিত নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোদ্রুমপীঠ-শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১৩ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২০শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৭ই অক্টোবর, ইং ১৯৪২, বুধবার { ১৭০-১৭১ যুগ্ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ পদ্মনাভ, ৭ই আশ্বিন ৩, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::(*)::—

যেখানে কেবলমাত্র নিত্যসত্তা—অবিনাশী সত্ত্ব, সেই জিনিষটিকে লক্ষ্য ক'রেই 'বসুদেব' বলা হয়। যেখানে কালক্ষোভ্য ধর্ম্মের যোগ্যতা নাই, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে যে বস্তুটি প্রকাশিত হন, তিনিই বাসুদেব। বিশুদ্ধ সত্ত্বের আধার বা ভূমিকায় যাঁ'র প্রাকট্য, তিনিই বাসুদেব। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রলেই সেই বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যায়—ব্রহ্মা-রুদ্রেন্দ্রাদিও যে বস্তুর অন্ত পান না। তিনি আত্মপ্রসাদমূর্ত্তি। বাৎসল্যে তাঁ'র সেবা হ'য়ে থাকে। তাঁ'র অবতারগণ পূর্ব্বাংশের সেবা ন'ন। যিনি পরিপূর্ণভাবে তাঁ'র সেবা করেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আরাধ্য। যিনি সকল অবতারের মূল আশ্রয়, অর্থাৎ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ, কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতারসমূহ যাঁ'র অংশকলা, ইঁহাদের সকলের ভগবত্তা যাঁ'তে, সেই অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। বৃন্দাবনে তাঁ'র লীলার পরমচমৎকারিতা ও পূর্ণতা প্রকাশিত হ'য়েছে।

যেকাল পর্য্যন্ত জীবের ভগবানে অবিচ্ছিন্ন সেবাবৃত্তি উদিত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত ...

তাঁ'র কোন অনুসন্ধান হয় নাই, জান্‌তে হ'বে। কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবাই যে একমাত্র কৃত্য, যতদিন পর্য্যন্ত ইহা আমরা উপলব্ধি ক'র্‌তে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বঞ্চিত।

শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু অর্থাৎ তিনি মানবের জ্ঞানগম্য নহেন। অপ্রাকৃত কৃষ্ণজ্ঞান কেবল সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন। নতুবা কৃষ্ণতত্ত্ব জাগতিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, বিচারশক্তি প্রভৃতি কোন কিছুর দ্বারাই আংশিকভাবেও জানা যায় না। পরম করুণাময় কৃষ্ণ তাঁহার পার্ষদের সহিত এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন—ভাগ্যহীন জীবের সে বিশ্বাস আসে না। ভগবানের সেবার জন্য অবিমিশ্র চেষ্টা না করা পর্য্যন্ত সকল কথা উপলব্ধি হয় না। মিশ্র চেষ্টাতে ভগবদ্বস্তুর উপলব্ধি হয় না। আমার আত্মার নিত্যা বৃত্তি যে ভক্তি, যদি তা'র সন্ধান না পাই, যদি তদ্দ্বারা নিত্যবস্তুর সেবা না করি, তা'হ'লে সত্যবস্তুর সন্ধান ক'র্‌লাম না—প্রেয়ঃপন্থাকে বরণ ক'রে নরকের পথে ধাবিত হ'লাম মাত্র। যদি কোন দিন কোন কার্ষ্ণের নিকট আমরা পৌঁছুতে পারি, তা'হ'লে সুবিধা হ'তে পারে।

'যিনি সর্ব্বদা হরিসেবা-তৎপর, তাঁহার সঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু করিব না, হরিভজনই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা এবং কালবিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই হরিভজন আরম্ভ করিব',—এরূপ দৃঢ় ... নিশ্চয়তা হইলে আমাদের ... শ্রেষ্ঠ কল্যাণ-লাভের ... আমরা যদি কালবিলম্ব না ... সাধু লোকে আমাদের নিকট আসে ... বিচার সুযোগ ও সময় পাইবে।

মানুষ কি এতই মূর্খ যে, 'কৃষ্ণভজন ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন কর্ত্তব্য থাকিতে পারে'—এইরূপ বিচার করে, এরূপ কল্পনা করিয়া দুর্ল্লভ পরমার্থপ্রদ মনুষ্যজীবনকে অকাতরে নষ্ট করে। কৃষ্ণের কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কখনও কোন কৃত্য নাই। আপনারা নিরন্তর হরিভজন করুন, সমস্ত জীবকে হরিভজনে নিযুক্ত করুন, সকল জীবের চেতনরাজ্যের নষ্ট হরিভজন করিবার কথা কীর্ত্তন করুন। জীবের, অজীবের ... অবস্থানই একমাত্র সার্থকতা। সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে চেতনের বৃত্তি নিযুক্ত করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা-কথা যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় যুক্ত হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতনবিগ্রহের কথা শুনিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজেকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না জীব দেহ গেহ-পুত্র কলত্র, কায়-মনো-বাক্য—যথাসর্ব্বস্ব শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় উৎসর্গ হইয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ষোল আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ হয় নাই।

অনুশীলন চাই, মায়ার অনুশীলন নহে—মনোধর্ম্মের অনুশীলন নহে—আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। আমরা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষের অনুশীলনের জন্য ব্যস্ত ... চতুর্ব্বর্গের ও

অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হয়—ভগবানের ধার ধারে। ভগবানের সুখ হ'চ্ছে কি না তাহার মূল অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া আবশ্যক।

যে কয়দিন বাঁচিয়া ... প্রত্যেক নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, প্রত্যেক ক্ষণে ক্ষণে, সে হাক কথায় যেন কৃষ্ণ অনুশীলন করিতে পারি। অনুশীলনটী সেবাপুরুষের সেবার জন্য কারতেছি, না নিজের দেহ মনের খানিকটা ... সেখানে বসাইবার চেষ্টা করিতেছি—এ বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। সাধুর সঙ্গ থেকে একমুহূর্ত্ত অন্য কোন বিষয়ে থাকিলে অনুশীলন হইবে না।

আমরা যদি সত্য সত্যই নিজের মঙ্গল করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হই, আর সত্য সত্য পরের মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে ভগবান্‌ নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গল করিবেন। অন্য লোককে ফাঁকি দিলে নিজেই ফাঁকিতে পড়িতে হইবে। জগতে একজন ব্যক্তিও যদি আমার নিকট হইতে অকৈতব সত্যের সন্ধান জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আমাকে এত আশীর্ব্বাদ করিবেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার প্রতি চরম মঙ্গল বর্ষণ করিবেন। ভগবান্‌ আমার পাপের সকল মূল-শাখা নষ্ট ক'রিয়া আমার প্রকৃত মঙ্গল করিয়া দিতে পারেন।

সদ্গুরুর সেবাতেই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই সদ্‌বস্তুর দাতা। যাঁহার নিষ্কপটে সম্ভাবিত হইয়াছে, তিনি সদ্বস্তুর কৃপাপাত্র। ভক্তিসুধা ... Transcendental Sound as the only basis is a pure heart ... ভগবানকে Dependant করিতে হয় না, কৃষ্ণানুশীলন ভগবান্‌ স্বেচ্ছায়ই Dependant হইয়া পড়েন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ, মথুরা, দ্বারাবতী ও গোলোক—এই চারটী শ্রেষ্ঠ বাসস্থান বা ধামের কথা শুনা যায়। গোলোক গোকুলেরই বিভূতি বা বৈভব। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং ব্রজে পূর্ণতম। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় গোলোকের অবস্থান-সম্বন্ধে দেখা যায়,—সর্ব্বোপরি অবস্থিত গোলোকধাম, তাহার নিম্নে হরিধাম অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠ পরব্যোম, তৎপরে মহেশধাম, তারপর দেবীধাম। গোলোকে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণই কান্তা, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই কান্ত, বৃক্ষসকল কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, ভবন চিন্তামণিময়, জল অমৃত, কথামাত্রই গান, গমন নাট্য, বংশী প্রিয়সখী; তথাকার সকল বস্তু চিদানন্দময়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে পূর্ণতম হইয়াও গোলোক-ধামে ও বৃন্দাবনলীলায় আত্যন্তিক ঐক্য আছে বলিয়া গোলোকে পূর্ণতম-সমদ্ধাত। বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে গোলোক; সেই ধামে কেবলীন গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ পরিকরের সহিত বিরাজিত। পরব্যোমনাথ তাঁহার বিলাসবিশেষ এবং ব্রহ্ম তাঁহার নির্বিশেষ-স্বরূপ। শ্রীবলদেব গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় ব্যূহ। শ্রীদ্বারকা হইতে মথুরায় ও মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্য উত্তরোত্তর অধিক থাকায় ঐশ্বর্য্য-আচ্ছাদনের তারতম্য আছে। আবার শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায় ও মথুরা হইতে দ্বারকায় মাধুর্য্য হ্রাসের তারতম্য আছে বলিয়া ঐশ্বর্য্য-প্রকাশেরও তারতম্য আছে অর্থাৎ বৃন্দাবন হইতে মথুরায় মাধুর্য্যহ্রাস-জন্য ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ অধিক, আবার মথুরা হইতে দ্বারকায় মাধুর্য্যহ্রাস-জন্য ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ততোধিক। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাধিক্যের তারতম্যবশতঃ দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনাখ্য ধামত্রয়ে ক্রমে মাধুর্য্যাধিক্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে। প্রকটলীলায় কৃষ্ণের গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় গতাগতি। এইটি প্রকটলীলার বিশেষত্ব। কিন্তু অপ্রকট-লীলায় ধামান্তরে গমনাগমন নাই। ব্রহ্মাণ্ড-কোটিসমূহ-ব্যাপক ভারতভূমিতে এক একটি করিয়া বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা তত্তদ্ধামী জনগণ দর্শন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণলীলা নিত্য। ঐ লীলা জ্যোতিশ্চক্রস্থ সূর্য্যকিরণাবলীর ন্যায় অর্থাৎ একটি জ্যোতিশ্চক্রস্থ একই সূর্য্য একটি বর্ষে পুনঃপুনঃ সমাপনান্তে বর্ষান্তরে আবার ঐ পুনঃপুনঃ প্রকাশ করেন, কোথাও বা করেন না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বস্থানে থাকিয়াই প্রকটপ্রকাশে এক ব্রহ্মাণ্ডসমূহে বাল্যাদি-লীলা সমাপন করিয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহে পুনর্ব্বার ঐ সকল লীলা প্রকট করেন, আবার কোন ব্রহ্মাণ্ডসমূহে কিছুই প্রকট করেন না। আবার প্রকটকালে তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যেও কেহ বা মণিময় বৃন্দাবনাদিকে মণিময়রূপেই দেখিতে পান, আবার কেহ বা দেখিতে পান না। আবার প্রকটলীলার পরও অর্থাৎ লীলা অপ্রকট হইলেও তদ্রূপ কোনও সাধক ভক্তরা ভজনহেতু অতিশয় উৎকণ্ঠান্বিতঃ ঐ লীলাকে বর্ত্তমানই দেখিয়া থাকেন। ইহাতে ভক্তের স্বীয় বাসনা ও ভগবানের ইচ্ছাই কারণ। সকল ধাম হইতে শ্রীগোকুলেরই শ্রেষ্ঠত্ব।"

কৃষ্ণধাম অসীম ও অনন্ত। মাথুরমণ্ডল প্রকৃতজীবের চক্ষে পরিচ্ছিন্নাকার দৃষ্ট হইলেও অপরিচ্ছিন্ন। কারণ, উহা কৃষ্ণলীলানুসারে বিস্তৃত ও সময়ে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। মাথুরমণ্ডলে যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের পর্য্যাপ্তি বা সমাবেশ হইয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মা বৃন্দাবনের একদেশে অনুভব করিয়াছেন। অতএব রাসলীলা করিবার নিমিত্ত যমুনাপুলিনে যে শতকোটি গোপীর যুগপৎ সমাবেশের কথা শুনা যায়, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ভগবদ্ধামে লীলোপযোগী ভগবদ্বাচক যে অপ্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্যাদি, তাহা প্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহ হইতে ভিন্ন। প্রাকৃত গ্রহাদি হইতে ভিন্ন হইলেও প্রকটলীলায় পারকীয়রস-গোপকী লীলাশক্তির প্রভাবে ঐ অপ্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্যকেও প্রাকৃতের ন্যায়ই বোধ করেন।

অম্বরীষ, বিভীষণ, শিব, বলী, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীভগবানের ন্যায়ই পূজ্য। ভক্তকে বাদ দিয়া ভগবানের সেবা করিতে গেলে ভগবানের সেবা পাওয়া যায় না। ভক্তানুগত্যেই ভগবানের সেবা করিলে ভগবান্ বশীভূত হন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—'যাঁহারা কেবলমাত্র আমার সেবা করেন, কিন্তু আমার ভক্তের সেবা করেন না, তাঁহারা আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত নহেন। যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত'। ভক্তগণের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ হইতেও পাণ্ডবগণ, পাণ্ডব হইতেও কোন কোন যাদবগণ এবং যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ। উদ্ধব হইতেও ব্রজদেবীগণ এবং ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ব্রজসুন্দরীগণ প্রাকৃত স্ত্রী নহেন। তাঁহারা শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতেও শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—'গোপীগণ যেরূপ আমার প্রিয়তম, ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী এবং আমার আত্মা—এ সকল কেহই আমার সেরূপ প্রিয় নহেন। ভূতলে আমার অনেক অনেক ভক্ত আছেন, কিন্তু গোপীগণই আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম। গোপীগণ আমাকে যেরূপ অনুভব করেন, মুনি, যোগী এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ—তাঁহারা কেহই আমাকে সেরূপ অনুভব করিতে পারেন না। গোপিকাগণ কেবলমাত্র আমার স্বরূপ জানেন, অন্য কেহই আমার মনোভাব জানেন না; যে গোপিকাগণ নিজাঙ্গকেও আমার সেবার অনুকূল বিবেচনা করিয়া থাকেন, সেই গোপীগণের ন্যায় আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহই নাই। শ্রীউদ্ধবও বলিয়াছেন,—'যে ব্রজসুন্দরীগণ দুস্ত্যাজ্য স্বজন এবং আর্য্যপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিমৃগ্য মুকুন্দপদবী ভজনা করিয়াছেন, অহো! আমি যেন বৃন্দাবনে তাঁহাদিগের চরণরেণুসেবী গুল্মলতা ও ওষধিসমূহের মধ্যে কোন কিছু হইয়া জন্ম লাভ করি।'

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস। তিনি স্বয়ং-রূপের প্রায় তুল্যশক্তিধারী। প্রথমপুরুষ কারণার্ণবশায়ী পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণের অংশ যিনি ব্রহ্মার স্রষ্টা, সেই গর্ভোদকশায়ী পরব্যোমস্থ প্রদ্যুম্নের অংশ দ্বিতীয় পুরুষ। আর ক্ষীরোদকশায়ী পরব্যোমস্থ অনিরুদ্ধের অংশ। সত্ত্বগুণের দ্বারা জগৎপালনকর্ত্তা ক্ষীরোদশায়ীই শ্রীবিষ্ণু। গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উদ্ভব। কোনও কল্পে মহাপুণ্যবান্ জীবই ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃ করেন। সেই কল্পে সেই জীবে ঈশ্বরের শক্তিসঞ্চার হয় বলিয়া সেই ব্রহ্মাকে আবেশাবতার বলা হয়। সেই মহাপুণ্যশালী জীব ঈশ্বরের শক্তিতে ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেও সেই ব্রহ্মাতে রজোগুণের যোগ থাকে বলিয়া বিষ্ণুর সহিত তাঁহার সমতা হইতে পারে না। কোনকল্পে তাদৃশ পুণ্য-শালী জীবের অভাবে বিষ্ণু স্বয়ংই ব্রহ্মা হন। যখন 'যজ্ঞ'-নামক ভগবান্ ইন্দ্র হন এবং বিষ্ণুই ব্রহ্মা হন, তখন ইন্দ্র ও ব্রহ্মা বিষ্ণুর সহিত সমতা-প্রাপ্ত হন। পাতালাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত স্থূলসমষ্টি বিরাটরূপ প্রাকৃত নিখিল পদার্থই ব্রহ্মার স্থূল শরীর; উঁহাকেও ব্রহ্মা বলা যায়। তমোগুণদ্বারা যিনি সংহার করেন, তিনিই শিব। কোন কল্পে পুণ্যবান্ জীব এবং অভাবে কোনকল্পে স্বয়ং বিষ্ণুও শিবরূপ ধারণ করেন। কিন্তু যিনি সদাশিব, তিনি নির্গুণ ও স্বয়ংরূপের বিলাসবিশেষ—অঙ্গ-বিশেষস্বরূপ। তিনি গুণাবতার শিবের অংশী। অতএব ইনি ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুর সমান

ভক্তিতে শ্রদ্ধাই প্রধান। যাহার শ্রদ্ধা নাই, এমন অশ্রদ্ধালুকে কৃষ্ণকথা বলিলে কৃষ্ণকথার মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। সুতরাং আমাদের প্রথমে শ্রদ্ধালু হওয়া দরকার। অমুক কিম্বা কারণে শ্রদ্ধা হইবে, এমন নয়। শ্রদ্ধা create করা যায় না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

ভাগ্য না থাকিলে হয় না। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিই ভাগ্য। সুকৃতির বলে শ্রদ্ধা হয়। সুপ্ত বা মুগ্ধ জীবের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ কি করিয়া হইবে? সুপ্ত থাকিলে সব হইবে না, তাহাকে জাগাইতে হইবে। দুটী ঘটনা হইলে জাগিবে—একটী শ্রদ্ধা, অপরটী সাধুসঙ্গ।

শরণাগতই ভাগ্যবান্। শরণাগত বা ভজনস্থ না হইয়া যে ধর্ম্ম, তাহা করা যায়। শরণাগত হইলে সেখানে সাধুজনের আনুগত্য থাকিবেই। শরণাগত হলে সাধুগুরু তাঁহাকে গ্রহণ করেন। শরণাগতই দীক্ষিত। যেখানে দীক্ষা বা শরণাগতি নাই, সেখানে ভক্তির কিছুই নাই। সেখানে সংসার বা আবৃত্তি হইবেই। আত্ম কথায় অভিজ্ঞের মধ্যে শরণাগতি নাই। যিনি মঙ্গল চান, তাঁহাকে আশ্রয় করিতেই হইবে, শরণাগত হইতেই হবে, স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া আনুগত্য করিতেই হইবে। অনুগত হইলেই কৃপা আসিবে। কৃপা না হইলে কপটতা বা লোক দেখানই সার হইবে। কৃপা ছাড়া মঙ্গল হয় না। কোটি জীবনের বিনিময়েও কৃপা লাভ করিতে হইবে। কৃপালাভের জন্যই জীবন ধারণ করিতে হইবে, কৃপার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইবে। এইরূপ নির্ভরশীল অনুগত শরণাগত কৃপা পাইবেই। যেখানে কৃপা বা আলোক, সেইখানেই কৃষ্ণদর্শন। 'কৃষ্ণকে আমার চাই-ই, কোটি জন্মেও চাই, এ যে আমার সত্তা, এ ছাড়া আমার অন্য উপায় নাই, তিনি কষ্টই দিন বা সুখেই রাখুন, তাঁহার পাদপদ্মই আমার একমাত্র সহায়'—এই বিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকেরই থাকা দরকার। এই বিশ্বাস যাহার নাই, তাহার মঙ্গল হইবে না। প্রকৃত মঙ্গলার্থীর মঙ্গলকামনার ইহাই যথার্থ পরিচয় যে, তিনি কোটি প্রাণ-বিনিময়েও বাস্তবসত্যের সেবাই চান।

শ্রীধামে বাস করিয়া হরিভজন করিতে হয়। এই দেহের সহিত ধামে বাস করিতে না পারিলে মনে মনে ধামে বাস করিতে হয়। মনে মনে বাস করিলেও একই ফল হয়। সাধুসঙ্গে শ্রীধামে বাস করিতে হয়। অকপট শ্রদ্ধালু হইলে শ্রীধামের কৃপা জীবের প্রাপ্ত হবে। গৌরধাম বড় দয়াল। একান্তভাবে তাঁহার শরণ লইলে তিনি জীবকে উদ্ধার করিবেন। চিত্ত নির্ম্মল হইয়া কৃষ্ণভজনই শ্রীধামবাসের ফল।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

শ্রবণ ও দর্শন

——::(০)::——

অহং-অভিমানে যে দর্শন, তাহা কুদর্শন। সেই দর্শন অহঙ্কারময়—অন্ধর্দর্শন—দুঃখময়। তাহা দর্শনাভাব বা মায়া-দর্শন।" কৃষ্ণবোধিৎই ভক্ত। সর্ব্বত্র কৃষ্ণবোধিৎ-দর্শন হইলে ভগবদ্দর্শন হয়। নিজেকে কৃষ্ণের প্রকৃতি জ্ঞান হইলে সর্ব্বত্র কৃষ্ণবোধিদর্শন বা কৃষ্ণ-সেবোপকরণ দর্শন স্বতঃই উদিত হয়। বহির্জ্জীবের যে দর্শন, তাহা শুদ্ধ দর্শন নহে। স্বরূপ-অজ্ঞানে সে নিজেই বদ্ধ, সুতরাং তাহার দর্শনও বদ্ধ। ভোগ্যদর্শন—মায়াদর্শন। ভোক্তৃ-অভিমানে কুদর্শন হইয়া থাকে। সাধু-গুরু-কৃপায় কুদর্শন হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। সাধু-গুরুই আমাদের এই অন্ধদর্শনকে নিবৃত্ত ও অম্লান করিতে পারেন। সেইজন্য প্রত্যেকেরই সাধু-গুরু উপাসনার কথা আবশ্যক। তাঁহাদের শিক্ষা হইতে শ্রবণ করিলে সেই শ্রবণফলে প্রকৃত দর্শনাধিকার লাভ হয়। কুদর্শনের বাধা কুদর্শনের দ্বারা দূর হয় না। কিন্তু শ্রবণের বাধা সাক্ষাৎ শ্রবণের দ্বারাই দূর হইয়া থাকে; দর্শনের বাধাও শ্রবণের দ্বারাই অপসারিত হয়। জীবমাত্রই কৃষ্ণকৃত্য। প্রভুদর্শনই ভৃত্যের দর্শন। যেখানে সর্ব্বত্র প্রভু-দর্শন, সেইখানেই ভৃত্যের ভৃত্যতা। এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে প্রভুর নিকট শ্রবণ করিতে হইবে—প্রভুর সব কার্য্য হইবে—প্রভুর বাধ্য করিতে হইবে। শ্রবণ ও সেবাফলে আত্মনিবেদনের সৌভাগ্য হইবে। তখন নিবেদিতাত্মা ভক্ত নিশ্চিন্ত হইয়া নির্ভয়ে প্রভুসেবা করিতে পারিবেন। জীব যখন সাধু-গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ ও তাঁহাদের সেবাফলে ভোগ্যদর্শনের হাত হইতে মুক্ত হইয়া সেবোন্মুখ হন, তখনই বস্তুর প্রকৃত-স্বরূপ তাঁহার সেবোন্মুখ নেত্রে দর্শনের বিষয় হয়। সাধুগুরুর নিকট হইতে শ্রবণ না করিয়া নিজের খেয়ালে দর্শনের জন্য ব্যস্ত হইলে বঞ্চিতই হইতে হইবে।

যে-দর্শনে কেবল নিজের সুখ, তাহা দর্শনাভাব মাত্র। দর্শনই সেবা, আবার দর্শনই ভোগ। সেবকাভিমানে দর্শন—সেবা, আর ভোক্তৃ-অভিমানে দর্শন—ভোগ। ভক্তের দর্শন ও শ্রবণ—সবই ভগবৎসুখপর। কারণ, ভগবৎসুখবাঞ্ছা ছাড়া তাঁহার আর অন্য কোন বাসনা নাই। কুদর্শনরত জীবের শ্রবণ ব্যতীত কুদর্শন-নাশের অন্য কোন উপায় নাই। একমাত্র শ্রবণই জীবের দর্শনকে নিয়ন্ত্রিত করে। শ্রবণকে বাদ দিয়া যে দর্শন, তাহা অপদর্শন বা কুদর্শন। কর্ণের দ্বারা দর্শনই শুদ্ধ দর্শন। যিনি শ্রীহরির গুণগণ কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ এবং অনুকীর্ত্তন করেন, ভগবান্ শীঘ্রই সেই শ্রবণকারীর হৃদয়ে আবির্ভূত হন। ভগবানে শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা বা কৃত্রিমভাবে অষ্টকাল লীলা স্মরণ অথবা রূপাদি দর্শনের প্রয়োজন হয় না। নিষ্কপট শ্রবণকারী ব্যক্তি অকস্মাৎ ভগবান্‌কে নিজহৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া দর্শন করিতে পারেন। যেখানে শ্রবণোন্মুখতা নাই, সেখানে দর্শনাকাঙ্ক্ষা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ ছাড়া আর কিছুই নহে। যাহারা জ্ঞানের অর্থাৎ আরোহ-প্রণালীর যাবতীয় চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সাধুগণের উচ্চারিত কথা শ্রবণ এবং সাধুসঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক কায় মনো-বাক্যে উহা স্বীকার করিয়া জীবন যাপন করেন, অখিল লোকে অজিত ভগবান্ তাঁহাদের নিকটই জিত হইয়া থাকেন। শ্রবণকারী পুরুষই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সাক্ষাৎকার পান। যাঁহারা নিজ ইষ্ট ভগবান্ শ্রীহরি ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণ-পুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সমীপে উপনীত হন।

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত সাধুগুরুর কথা শ্রবণ না করিয়া যাঁহারা ভগবান্ ও ভক্তকে দর্শন করিয়া ফেলিবার ধৃষ্টতা করেন, তাঁহারা বঞ্চিতই হন। জগতের শতকরা প্রায় শতজন নিত্যভক্তের শ্রবণ ব্যতীতই দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হন বলিয়া বঞ্চিতই হইয়া থাকেন। হিরণ্যকশিপুর নিজদর্শন-চেষ্টা আর শ্রীপ্রহ্লাদের বিষ্ণুদর্শন সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রহ্লাদ শ্রবণের পর দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার দর্শনে অহং-অভিমান নাই। তিনি নিজেকে কৃষ্ণের ভোগ্য বা ভৃত্য বলিয়া জানেন। তাঁহার ভৃত্যাভিমানে দর্শন প্রভুদর্শন বা কৃষ্ণদর্শন; তাহা ভোগ্য-দর্শন বা মায়াদর্শন নহে। প্রহ্লাদ জানেন—ভগবানকে দর্শন করা যায় না, যতক্ষণ না তিনি তাঁহাকে দর্শন দেন। শ্রবণ সম্পন্ন-ভক্তের দর্শন এইরূপ। তিনি জানেন—শ্রবণ-কারীই দর্শন করিতে পারেন, সেবোন্মুখ শ্রোতাই অতীন্দ্রিয় বস্তু-দর্শনের যোগ্য। সেখানে শ্রবণের সহিত দর্শনের ব্যবধান নাই। কিন্তু হিরণ্যকশিপুর দর্শন ঠিক বিপরীত। তাহার কুদর্শন তাহাকে বিনাশ করিয়াছে। সুদর্শন ভক্তকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, "প্রহ্লাদের হরিভজন ছিল, তাই তিনি স্ফটিকস্তম্ভ—যাহা হিরণ্যকশিপুর নিকট ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য পরিচ্ছেদ্য বস্তুরূপে পরিচিত ছিল, তাহাকে তিনি স্ফটিক তত্ত্বরূপী জড়বস্তু জ্ঞান না করিয়া বিষ্ণু বা বিষ্ণুবস্তুজ্ঞানে 'বাসুদেব' বলিয়া সংজ্ঞিত করিলেন। এই স্থানে আমরা দেখিতে পাই, জগতে বস্তুর যে সব সংজ্ঞা বর্ত্তমান, হরিবিমুখগণ নিজের প্রতিভার উহাদের দ্বারা চালিত হইয়া তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন; হরিসেবোন্মুখগণ ঐ বস্তুকে ঐরূপ সংজ্ঞা দিলেও ঐরূপ উদ্দেশ্যে সংজ্ঞার অর্থ ব্যবহার করেন না। হরিবিমুখগণ প্রত্যেক বস্তুকে নিজ প্রতিভার ইন্দ্রিয়ের নির্দ্দেশ করেন—"ইদম্ বা এই"। হরিসেবোন্মুখগণ তত্তচ্চেতন-ময়ী সেবাবুদ্ধিতে উহাদিগকে নির্দ্দেশ করেন "ঈশাবাস্য" অর্থাৎ আমার স্রষ্টা, আমার পরিচালক, বিষ্ণু ব্যাপক বিষ্ণু বা বিষ্ণুবৈভব। জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতা চেতনময় সদ্গুরুর চেতনময়ী কীর্ত্তন-বাণীতে দূর হইলে কাম-রূপের একমুখী চেষ্টা বা কুদর্শন দেখা যাইবে।"

সাধু-দর্শন না হইলে সাধুসঙ্গ হয় না। যিনি সাধুকে শ্রবণ-সেবোন্মুখতা দ্বারা দর্শন করেন, তাঁহারই নিকট প্রকৃত নাম প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সাধু কৃপাপূর্ব্বক নিজে দর্শন না দিলে তাঁহাকে দর্শন করা যায় না। সাধুর কৃপাতেই সাধুদর্শন হয়। শ্রবণফলেই বহির্ম্মুখ জীবের প্রকৃত স্বরূপ-দর্শন ঘটে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"শ্রীভগবান্ ও ভক্তের নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় শব্দসমূহ শ্রবণপথগত হইলে তাহাকে শ্রবণ বলা যায়। শ্রবণের প্রারম্ভে অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য ভগবন্নাম-শ্রবণের অপেক্ষা থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ বিষয়শূন্য হইলে ভগবানের রূপসম্বন্ধিনী কথা শ্রবণ এবং তাহা হইলে অন্তরে ঐ রূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। রূপের কথা শ্রবণ-প্রভাবে রূপের সম্যক্ উদয় হইলে গুণের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। গুণের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরবর্গের সেবা-বৈচিত্র্য এবং তৎসহ অলৌকিক লীলাও স্ফুরিত হয়।

অশ্রবণদর্শন কৃষ্ণদর্শন নহে। কৃষ্ণতত্ত্ববিদের নিকট শ্রবণের দ্বারাই প্রকৃত দর্শন হয়। শ্রবণোন্মুখতাই সেবোন্মুখতা। শ্রবণ-বিমুখতাই বহির্ম্মুখতা। সাধুর কার্য্যই এই যে, তিনি কৃপাপূর্ব্বক মনোব্যাকুলতাশোধিকা উক্তিসমূহ নিরন্তর শ্রবণ করাইয়া থাকেন। যে সাধু অহৈতুক প্রেমময়ী কীর্ত্তন কাহারা আমাদিগকে শ্রবণ না করান, তিনি হয় আমাদিগকে অত্যন্ত বহির্ম্মুখ বোধে আত্মগোপন করিয়াছেন, না হয় তিনি নিজে বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চনা করিতেছেন। কিন্তু যিনি অহর্নিশ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া আমাদের নিত্যচেতনতার পোষণ করিয়া থাকেন—আমাদিগকে কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করেন, তাঁহার মত দয়ালু, বদান্য ও পরদুঃখদুঃখী সাধু আর কেহ নাই। কৃষ্ণাবরহকাতর ভক্তগণের হরিকথাই জীবন। হরিকথা ব্যতীত তাঁহারা বাঁচিতে পারেন না। একমাত্র জীবনস্বরূপ হরিকথার যেখানে রুচি নাই, সেখানে সেবোন্মুখতা যে নাই-ই, তাহা সহজেই অনুমেয়।

——

যৎকিঞ্চিৎ

——:০:(০):০:——

কৃষ্ণবিমুখ জীবই বদ্ধ। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য—এই ষড়রিপু জীবকে কৃষ্ণের নিকট হইতে লইয়া যায় এবং কৃষ্ণেতর বিষয় মায়ার অভিনিবিষ্ট করাইয়া কৃষ্ণভোগ্য জীবকে অন্যের ভোক্তা করিয়া তোলে। তখন জীব কৃষ্ণ-সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া অকৃতার্থ হয়। কাম-ক্রোধাদি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না হইলে জীব বিষয়ী হইয়া পড়ে। তাই কোন মহাজন লোক-শিক্ষার্থ বলিয়াছেন,—'কাম প্রভৃতি ছয় রিপুর অন্যান্য আজ্ঞা-পালন করিয়া কত না তাহাদের সেবা করিয়াছি, কিন্তু আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না, লজ্জাও হইল না এবং আমাকে এ পর্য্যন্ত পরিত্যাগও করিল না। হে ভগবন্ যদুপতে! এখন আমি কামাদি রিপুবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞ হইয়া আপনার শরণ-গ্রহণ করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে আপনার কৈঙ্কর্য্যে নিযুক্ত করুন।' শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—'হে মন! এই সংসারে প্রকাশ্য পথে আক্রমণকারী বাটপাড়-তুল্য কাম প্রভৃতি রিপুগণ আমার বিষয়-চেষ্টারূপ ফাঁসসহ অনুরূপ অনুচরবৃন্দের দ্বারা গলায় বন্ধন করিয়া আমাকে যথোচিতভাবে প্রহার করিতেছে—এই বলিয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণের পথরক্ষিগণকে অর্থাৎ বৈষ্ণবগণকে প্রচুরভাবে ফুকারিয়া ডাক, যাহাতে তাঁহারা তোমাকে এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন।' শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা-সহ
ফিরে জীবনপথে বসি'।
অসৎচেষ্টা-বাটপাড়ে পথিকের সর্ব্ব নাশে,
প্রাণ ল'য়ে করে কদাকার॥
বাটপাড় হইতে ... ... চেষ্টা-বন্ধুগণ
ডাকি পথে করিল গঞ্জন।
প্রাণবায়ু গত প্রায়, ভগবদ্দাস হায়,
কর ডাকিবারে ক্ষণ?

ভগবান্ বৈকুণ্ঠ-বস্তু। তিনি অসীম—সসীম নহেন। অসীম হইতেই সসীমের প্রকাশ। জীব কৃষ্ণবিমুখ হইলে সেবা-বিমুখ হইয়া নিজ স্বার্থবুদ্ধি-দ্বারা কৃষ্ণেতর বস্তুর উপলব্ধি করে। কৃষ্ণবিমুখ হইলেই জীব মায়ার ভৃত্য হইয়া যায়। আবার ভগবানের সেবা করিতে গিয়া প্রমত্ত হইলে মায়ার দুঃখ বা অপবৃত্তি ছাড়িয়া যায়। ভগবৎসেবাই জীবের নিত্য বৃত্তি। ভগবদ্ভক্ত-বিমুখ হইয়া অবশ্যম্ভাবী জীব মায়ার প্রভু হইতে আক্রমণ করে, উহাই তাহার মায়া-দাস্য। মায়ার দাস হইলে কৃষ্ণ ভুলিয়া অনর্থভোগ প্রবল হয়। তখন আর কৃষ্ণভক্ত থাকিতে পারে না। অনর্থ থাকিলে অন্তরের কৃষ্ণ-স্মৃতি থাকে না। সাধুসঙ্গপ্রভাবে কৃষ্ণ-

অপ্রাকৃত ভুলোই পরাস্ত, ভক্তসমাজে। চতুর্দ্দিকে বিগ্রহ কৃষ্ণ এ চরিত্রগণে।

ভক্তি উদিত হইলে জীবের অনর্থনিবৃত্তি হইয়া শুদ্ধ আত্মবৃত্তি উদিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিলে জীবের যাবতীয় অমঙ্গল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং সত্ত্বগুণ উদিত হয়, অন্তঃকরণ আবিদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে গ্রহণ হয়, পরমাত্ম-ভক্তি উদিত হয় এবং অপরোক্ষজ্ঞান, বাস্তবিকপক্ষে অপরোক্ষানুভূতি ও কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর ভোগ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়।" শ্রীভগবানও বলিয়াছেন,—"জীব নিজ নিগুণ চেষ্টায় মায়া অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু ভগবচ্চরণ শরণ করে, সেই দুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যায়।"

প্রতি বা শ্রীগুরু জীবের নিত্য ধর্ম। ... হইলে উহা অপ্রাকৃত নিত্য ... কিছু নাই। ... সকল আধার মায়া। সুতরাং কৃষ্ণ একমাত্র ... সাধু-সঙ্গে সেই ... উদয় হয়, ... কৃষ্ণপ্রেম দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু, ... শ্রীরাধা-গোবিন্দের ... শ্রীগুরুপাদপদ্মের ... গুরু ও কৃষ্ণের কৃপা হইলে হয়। ... শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণকেই বলিয়া সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন। যদি কেহ জন্মে জন্মে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, যদি কাহার সাক্ষাৎভাবে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিবার বাসনা জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি এই জীবনেই ব্রজবাসী শ্রীরূপের, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ... ও তাঁহার অনুগত জনগণের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করুন।

... জগতের প্রভু হইবার ... বিপরীত। ... প্রাপ্ত হইলে সেবাবুদ্ধি ... হইয়া পড়ে। ... বিপথগামী হইয়া পড়ে।

ইন্দ্রিয়বৃত্তি ভোগপরায়ণতায় নিযুক্ত হইলে অন্যাভিলাষ আসিয়া জীবকে ভগবৎ-সেবা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেবাবুদ্ধিবিহীন করে। সেইখানেই বাহ্য বৈষ্ণব-চেষ্টা ও কপট-পাণ্ডিত্য প্রবল হয়। তখন জীব অন্তরে বাহিরে ... সাধুর বেশে ... ভ্রমণ করে। ... ভগবানের ... নাই। ... শ্রীচৈতন্য ... আকর্ষণ করেন, কিন্তু আমাদের মত লোকের অপব্যবহার করিয়া আমরা বিমুখতা-কর্ত্তৃক বৈমুখ্যকে আবাহনপূর্ব্বক কৃপা-বঞ্চিত হইয়া সংসার-কূপে ডুবিয়া যাই এবং নিজকে হারাইয়া ফেলি। অতএব আমাদের এই নির্ম্মম ধোঁকা অহৈতুক-কৃপাপরায়ণ হইয়া ভগবানের ... আকর্ষণ করিলে আমাদের ... মঙ্গল ... নিরপেক্ষ আমরা নিজদের উপলব্ধি করিতে পারি না। এই বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন একমাত্র শ্রীগুরু। আমাদের একমাত্র বান্ধব ও রক্ষক শ্রীগুরু আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সকল সময়েই পৃথিবীতে আছেন। ... তাঁহাদের নিকট আশ্রয় ও অবস্থান। আমরা এখন তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ ও বাধা স্মরণ করিলেই হয়। ভগবৎকৃপায় এই সুযোগ ঘটে।

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১১ই ও ১২ই ভাদ্র তারিখে যথাক্রমে উপবাস ও হরিকীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথি পালন ও শ্রীনন্দোৎসব সুসম্পন্ন হয়।

শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী দিবস প্রাতঃ মুহূর্ত্তে শ্রীহরিকীর্ত্তন, পাঠ এবং মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ... পাঠ হয়। অপরাহ্নে ... প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলার বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে বহু কথা আলোচিত হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীহরিকীর্ত্তন, পাঠ ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর "গৌড়ীয়" হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠে বহু সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

রাত্রি ১২ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব-কালে যথাবিধি পূজার্চ্চন এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবোপলক্ষে শ্রীমঠে পাঠ-কীর্ত্তন এবং নিমন্ত্রিত-অনিমন্ত্রিত প্রায় ৭৮ শত ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

নবেম্বর মাসের জন্য অতিরিক্ত পেট্রোল

কলিকাতা এলাকার পেট্রোল রেশনিং ডিপার্টমেণ্টের কর্মচারী মিঃ পি ডি এল কেলী জানাইতেছেন:—প্রাইভেট মোটরগাড়ীর রেজিষ্টারীভুক্ত মালিকগণ এবং যাঁহারা যৌথভাবে মোট চালাইতেছেন, তাঁহারা নবেম্বর মাসের জন্য অতিরিক্ত পেট্রোল লইতে ইচ্ছুক হইলে ৫ই হইতে ৮ই অক্টোবরের মধ্যে ডাক টিকেটসহ ঠিকানা লিখিত খামে আবেদন করিবেন। খামে উল্লিখিত তারিখে কুপন লইতে হইবে। আবেদন-পত্রের সহিত রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং অনুমতিপত্র দাখিল করিতে হইবে।

মালবাহী গাড়ীর মালিকগণকে নবেম্বর মাসের অতিরিক্ত পেট্রোলের জন্য নিম্ন বর্ণিত তারিখে রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও অনুমতিপত্রসহ আবেদন করিতে হইবে। ডাকে আবেদনপত্র পাঠাইলে চলিবে না। তারিখ—৫ই অক্টোবর ক্যাবেজ—৬ই অক্টোবর, ট্রাক ক্যারেজ—৭ই ও ৮ই অক্টোবর, লরী—২৮, ২৯, ও ৩০শে অক্টোবর প্যাসেঞ্জার বাস—৩১ অক্টোবর।

বাঙ্গলায় চিনি সরবরাহের ব্যবস্থা

এসোসিয়েটেড প্রেসের একটি সংবাদে প্রকাশ:—বাঙ্গলার ডিরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাইজ ভারত সরকারের সুগার কণ্ট্রোলারের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে চিনি বাঙ্গলা দেশের জন্য বেশ বেশী পরিমাণে চিনি সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সমস্ত কারখানা হইতে এই চিনি সরবরাহ করা হইবে, এতদিন পর্য্যন্ত সেই সমস্ত কারখানা হইতে বাঙ্গলা দেশে চিনি সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা ছিল না। আশা করা যায় যে, কলিকাতায় এত চিনি আমদানী করা হইলেই বাঙ্গলা দেশে চিনির অভাব অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইবে।

নয় লক্ষ মণ চাউল মজুতের কথা

ভারত গবর্ণমেণ্টের একটী প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, কোন কোন মহলে এই মর্ম্মে ধারণা জন্মিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট প্রায় নয় লক্ষ টন চাউল মজুত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। গবর্ণমেণ্টের মজুত চাউলের পরিমাণ নয় লক্ষ মণ—নয় লক্ষ টন নহে। এই চাউলে সমগ্র বাঙ্গলার দুই দিনের প্রয়োজন মিটিতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের মজুত ঐ চাউলের মধ্য হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকদিগের জন্য ইতিপূর্ব্বে অল্প পরিমাণ চাউল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গের যে সকল জেলায় চাউলের ঘাটতি দেখা দিয়াছে, মজুত চাউলের অংশ সেই সকল জেলায় বণ্টনের জন্য দেওয়া হইয়াছে। অতিরিক্ত চাউল মজুত করিয়া রাখা গবর্ণমেণ্টের নীতি নহে। গবর্ণমেণ্টের হাতে যে অল্প পরিমাণ মজুত চাউল আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহা অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে প্রয়োজনানুসারে ক্রমে ক্রমে ছাড়িতেছেন।

বিগত প্রবেশিকা পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় নিম্ন লিখিত ছাত্রগণ প্রথম দশটি স্থান অধিকার করিয়াছেন:—

(১) অশোকপ্রসাদ মিত্র, হিন্দু স্কুল কলিকাতা (২) প্রফুল্লকুমার ঘোষ, মিত্র ইনষ্টিটিউশন (৩) অমলকুমার ... গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, (৪) ... গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, (৫) ... ঘোষ, রংপুর জিলা স্কুল (৬) শীতাংশুচন্দ্র মিত্র, নলডাঙ্গা ... হাইস্কুল, (৭) ... গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, (৮) ... চৌধুরী, ... গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, (৮) কল্যাণকুমার ভট্টাচার্য্য, বালীগঞ্জ জগবন্ধু ইনষ্টিটিউশন ও ... কালীঘাট হাইস্কুল, (৯) ... দাস, ... ও ... চৌধুরী ইনষ্টিটিউশন

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহ্যোরী পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার ... বড় বোতল ১৸০ একটাকা দুই আনা। পাইকারী দর ... প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং ... রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীললিতকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অদ্ভুত উপদেশিকা
—০—
জগৎপাবন শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বিরচিত মূল ও বিবৃতি শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক ব্যাখ্যা-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

তত্ত্বকৌস্তুভম্
—০—
শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১৪ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৬৬ : ২১শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৫৯ : ৮ই অক্টোবর, ইং ১৯৫২, বৃহস্পতিবার { ১৭৯ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ পদ্মনাভ, বৃহস্পতিবার, গৌরাব্দ ৪৬৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—::(০)::—

প্রীতিই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন—স্বার্থলাভই জীবের মুখ্য প্রয়োজন; তাহা নহে, প্রীতির জন্য মানবগণ সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। স্বার্থ কেবল নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, কিন্তু প্রীতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ ও প্রীতির বিরোধ হয়, সেখানে সর্ব্বত্র প্রীতির জয় হয়। বিশেষতঃ স্বার্থ প্রবল হইলেও সর্ব্বদা প্রীতির অধীন। স্বার্থই বা কি? যাহা নিজের প্রিয়, তাহাই স্বার্থ। সুতরাং মানব-জীবন প্রীতির অধীন বলিলেও নিরর্থক বাক্য হয় না। স্বার্থাদি জীবনের তাৎপর্য্য হইলেও প্রীতিই জীবনের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়া উঠে

পরমার্থেও প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। যাঁহারা ঐহিক জগতের সুখকে অনিত্য মনে করিয়া পারমার্থিক সুখের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা হয় স্বীয় ভোগবাঞ্ছা-পরবশ বা মুক্তিবাঞ্ছার উত্তেজিত। যাঁহারা ভোগবাঞ্ছার বশীভূত, তাঁহারা ইহকালে ধন-রাজ্য-সম্পদ, পুত্র-কলত্রের অন্বেষণে ব্যস্ত অথবা স্বর্গে ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব, ব্রহ্মলোকাদিতে সুখ সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃতির বাসনায় বিব্রত থাকেন। সেই সেই ভোগ তাঁহাদের প্রীতিকর বলিয়া তাঁহারা তাহাতে ধাবিত হন। আবার যাঁহারা মুক্তিবাঞ্ছায় উত্তেজিত, তাঁহাদের সেই সেই ভোগ-বিষয়ে প্রীতি হয় না। সেই সেই ভোগ হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনাই তাঁহাদের ভাল লাগে। সুতরাং মুক্তিতে তাঁহাদের প্রীতি বলিয়াই তাঁহারা মুক্তি অন্বেষণ করেন। ভোগবাঞ্ছাপ্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগে প্রীতিলাভের আশা করেন এবং মুক্তিবাঞ্ছাপ্রিয় ব্যক্তিগণ মুক্তিতে প্রীতিলাভের আশা করেন। সুতরাং উভয়েরই পক্ষে প্রীতিলাভ শেষ প্রয়োজন। ভক্তগণ ভক্তি বা সেবাতেই প্রীতি লাভ করেন। প্রীতিই পারমার্থিক সমস্ত চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য।

চিন্ময় বৃন্দাবনবিহারীই চিজ্জগতের মুখ্য জীবস্বরূপ তাঁহার লীলাপরিকর। কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ-বলে টানিতেছেন। জীবশক্তির নিত্য স্বতন্ত্র গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফল এই যে, বলবান্ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবশক্তি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকারে কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস। তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিগত সহচরীগণ বিশেষ নিকটস্থা। মায়াশক্তি সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিত। কৃষ্ণের চিন্ময় লীলাই প্রীতিধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।

কৃষ্ণ এরূপ জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে একটু কথা আছে। জীব দুইপ্রকার অর্থাৎ মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্তজীব স্বীয় প্রীতিকে স্পষ্ট অনুভব ও ক্রিয়াপর করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ মুক্তজীবের উপর স্বভাবতঃ বলবান্। বদ্ধজীব দুর্ভাগ্যে বিবশ। যাঁহারা একবারে কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ, তাঁহাদের প্রীতিধর্ম্ম অত্যন্ত জড়গত হইয়া বিকৃত। সুতরাং বিশুদ্ধপ্রীতি বস্তুর আর তাঁহারা খোঁজ রাখেন না। ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়ে আসক্ত হইয়া তাঁহারা একান্তভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছেন, আপনাকে আপনি ভুলিয়া জড়সুখের অন্বেষণ করিতেছেন। বদ্ধজীবের মধ্যে কেহ কেহ বিবেক ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্ম-বিষয়ে শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধাবলে তাঁহারা চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করত কৃষ্ণাভিমুখ হন, বহুবিধ সাংসারিক, দৈহিক ও পারলৌকিক চেষ্টার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াও কৃষ্ণানন্দ সুখ ভোগ করেন।

জড়জীব চিন্ময়, অতএব আত্মা। আত্মারই আত্মার প্রতি যে প্রেম, তাহাই বিশুদ্ধ প্রীতি। সেই প্রীতিই একমাত্র অন্বেষণীয় বস্তু। বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে ও মানুষে প্রেম কেবল আত্মপ্রেমের বিকারমাত্র। আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আদর্শ। শ্রীভাগবত বলিয়াছেন যে, —"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।" অখিল আত্মার আত্মা সেই চতুঃষষ্টি-মহাগুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। সকল জীবের কৃষ্ণপ্রতি যে প্রেম, তাহাই নিরুপাধিক ও চরম। চিজ্জগৎ-রূপ এরূপ বাসে সচ্চিদানন্দলীলা নিত্য। জীব চিৎকণ; অতএব সেই লীলার অধিকারী।

সৌভাগ্যবান্ সুবুদ্ধিশালী ব্যক্তি কৃষ্ণের চাকরী করেন, আর দুর্ভাগা দুর্বুদ্ধিজন মায়ার চাকরী করিতে ধাবিত হয়। কৃষ্ণের চাকরী না করিলে মায়ার চাকরী করিতেই হইবে - বুদ্ধিমান কেহ কৃষ্ণের চাকরীতে অবসরক হইলেই অপাত্রিকা মায়া তাকে ধরিয়া তাহার নিজ চাকরীতে নিযুক্ত করাইবে। কৃষ্ণের চাকরী স্বরূপের ধর্ম—নিত্যানন্দ—অমৃত-অশোক-অভয়প্রদ; আর মায়ার চাকরী 'ভূতের বেগার খাটা',—তাহাতে মৃত্যু, জন্ম, শোক - উদ্বেগ এর শোক, ভয় ও অভাব।

মায়ার চাকরীতে অভাব নিবারণ হয় না, শত-শত অভাব আরও বাড়িয়া যায় নূতন নূতন তৈয়ারী হয়, ক্রমে অভ্যস্তমোহপ পীড়ন বিবশের আবশ্যকের মায়ায় পড়িয়া মিথ্যা আমাদিগকে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ দিতে থাকে। মায়ার চাকরীতে মোটেই অর্থলাভ হয় না। 'অর্থ' শব্দের অর্থ—'প্রয়োজন', যাহা আমাদিগের অভাব বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে শান্ত করিতে পারে; কিন্তু মায়ার চাকরীতে যে অর্থলাভ হয়, তাহাতে আমাদিগকে ক্রমশঃ অশান্ত, আরও অভাবযুক্ত করিয়া তুলে। মায়ার চাকরীর অর্থে ত্রিতাপ উন্মূলন করিতে পারে না, ত্রিতাপ মহীরুহের বীজ ক্রমশঃ আরও বিস্তার করিয়া জন্মজন্মান্তরে ত্রিতাপক্লেশ ভোগ করিবার জন্য পুনঃ-পুনঃ ব্যবস্থা করিতে থাকে; কিন্তু কৃষ্ণের চাকরীতে অনায়াসে, আনুষঙ্গিকভাবে, না চাহিলেও সমস্ত জাগতিক অভাব, অভাব, পিপাসা দূরীভূত হয়; কৃষ্ণের চাকরী আরম্ভ করিবার সঙ্গেসঙ্গে 'ভুক্তিকামনা' অন্তরে স্বাভাবিক উপস্থিত হয়, "ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি", "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"তে চিত্ত প্রসন্ন হয়। কৃষ্ণের চাকরী বড় [illegible] ও পরিপূর্ণানন্দ, শান্ত [illegible] পরম অর্থ—পরম [illegible] থাকে। কৃষ্ণের চা[illegible] কথা হইতে পর্য্যটা হয় চমক [illegible], তখন পরম অর্থের উৎস [illegible] খুলিয়া যায়। কৃষ্ণের [illegible] তখন কৃষ্ণের চাকরী করিবার জন্য [illegible], অনন্ত পদ, অনন্ত নেত্র, অনন্ত জিহ্বা, অনন্ত নাসিকা, অনন্ত ও এর প্রার্থনা

কৃষ্ণভজন হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। ভজনেতে কৃষ্ণ কৃপা করেন পুরুষগণে॥

করেন। সেই স্বভাবের রাজ্যে যে অতৃপ্তি-অভাব—সেই শাশ্বত শান্তির রাজ্যে যে পিপাসা, তাহা মায়ার নরকের ধারণার অগোচর—তাহা বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, অনুমানের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না।

চতুর যিনি—বুদ্ধিমান্ যিনি—পণ্ডিত যিনি—বিচারবান্ যিনি—প্রকৃত সুখ চান যিনি, তিনি কৃষ্ণের নিজজন, পরদুঃখদুঃখী ভক্তের যে কৃষ্ণের চাকরী প্রদান করিতে পারেন, তাহা বরণ করেন; আর ক্লেশের উদ্ভব স্থল বা নশ্বর খণ্ডসুখের উৎপাদনস্বরূপ মহাদুঃখ-প্রাপ্তির জন্য কুতর্কপর ব্যক্তি মায়ার নরকপিশাচীর আপন ইচ্ছায় বাধ্য হয়—কৃষ্ণের নিজজনের অবাধ্য হওয়া—স্বতন্ত্র হওয়া—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়ার চাকরীর ফাঁস গলায় পরিধান করে। একমাত্র পরদুঃখদুঃখী কৃষ্ণভক্ত শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণই মায়ার চাকরীর ক্লেশে বহু পূর্বকালে, বর্ত্তমানে ও অনন্ত ভবিষ্যতে প্রপীড়িত, পীড়ামান্ সমগ্র জগৎকে স্বাধীনতা—প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে চাহেন।

———

ত্রেতাযুগে বলি শ্রীকৃষ্ণকে পরম-ভক্তি-সহকারে নিত্য পূজা করিতেন বলিয়া সেবা-প্রবৃত্তির গাঢ়তা পরীক্ষার জন্য, বামনরূপ পরম অবতারে ভগবান্ বলিকে ছলনা করিলেও বলি তাঁহার সত্য হইতে নষ্ট হন নাই। শ্রীবামনদেব সার্দ্ধপদত্রয়-পরিমিত পৃথিবী বলির নিকট যাচ্ঞা করিলে এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ বলি বামনদেবকে পৃথিবী প্রদান করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু ভূর্লোককে চরণদ্বয়, ভুবর্লোককে জানুদ্বয়, স্বর্লোককে কটী, মহর্লোককে উদর, জন-লোককে হৃদয়, তপোলোককে কণ্ঠ, সত্যলোককে মুখ এবং ঊর্দ্ধে মস্তক বিস্তারপূর্ব্বক এক অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া অর্দ্ধপদ বলির পৃষ্ঠে স্তম্ভ করিলেন। বলি বামন দেবকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া রসাতলে গমন করিলেন। সর্ব্বস্বান্ত হইলেও ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব দান করায় বলির কোন ক্ষোভ বা দুঃখ হইল না বরং তিনি অপার আনন্দ লাভ করিলেন। আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে শায়নী নাম্নী একাদশীতে বিষ্ণুর একমূর্ত্তি বলিকে আশ্রয় করিয়া পাতালে অবস্থিত হইলেন, যুগপৎ আর একটী মূর্ত্তি ক্ষীরসাগরের মধ্যে শেষ-পৃষ্ঠে কার্ত্তিকী একাদশী পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য কাল শয়ন করিলেন। সর্ব্ব-শক্তিমান শ্রীহরির পক্ষে একই সময় যুগপৎ শয়ন ও জাগরণ বলির নিকট হইতে নিঃস্ব পূজা গ্রহণ কিছু বিচিত্র নহে।

শ্রীহরির শয়নকালে ভক্তাধীন ভগবান্ শ্রীহরির প্রীতির জন্য সমস্ত ভোগ ত্যাগ ক'রে যাহাতে অহৈতুক নিষ্কপটভাবে কীর্ত্তনমুখে ভক্তাঙ্গসমূহ যাজন করেন, তজ্জন্য ভগবান্ শ্রীহরি শয়ন-লীলা প্রকাশ করিলেন। যাঁ'রা দুর্ভাগ্য পতিত প্রকৃত রূপে কখনও হরির সেবায় ফাঁকি দেয় না। হরির অনুপস্থিতিতে যে ভৃত্য সেবায় অবহেলা করে, সে ভৃত্য-পদবাচ্য নহে। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার প্রকৃত ভক্তকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিকে যেমন বামন-রূপে বলিকে ছলনা করিবার লীলা প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলির সেবায় মুগ্ধ হইয়া এক মূর্ত্তিতে পাতালে অবস্থান করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার প্রকৃত ভক্তগণকে জানিবার জন্য চাতুর্ম্মাস্যকালে তিনি দ্বিতীয় মূর্ত্তিতে ক্ষীর-সাগর মধ্যে শেষপৃষ্ঠে শয়নলীলা প্রকাশ করেন। লীলাময় ভগবান্ বিষ্ণুর স্বতন্ত্রেচ্ছাই তাঁহার শয়নের কারণ। হরিভক্তগণ শ্রীহরির চাতুর্ম্মাস্য শয়নকালে তাঁহার প্রীতির জন্য অহৈতুক কীর্ত্তনময় ভগবৎ-সেবা-অনুশীলন করিয়া থাকেন। শ্রীহরি সুপ্ত হইলে চাতুর্ম্মাস্যকালে সমস্ত ভূমিশায়ী হইবেন। শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে মাষকলাই পরিত্যাজ্য। যিনি এই সময় শ্রীগুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনপর স্বযোগ্যোচিত ব্রতচর্য্যা পালন করেন, তিনি পরমার্থ লাভ করেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলি ও বামনদেব-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"বামনদেবের সত্যব্রত ও সত্যাশ্রয়। বামনদেব বলিরাজের নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা ক'রেছিলেন। তিনি জগতের শান্তি বদ্ধন ক'র্‌বার জন্য এসেছিলেন। এক সখা অপর সখার কিছু উপকার করেন, কিন্তু বামনদেব স্বয়ং সত্য-স্থাপনে আ'সছেন, এটা বলি আগে বুঝতে পারেন নাই। তিনি দান ক'রতে বসে'ছেন, কিন্তু তাঁ'র মন্ত্রী শুক্রাচার্য্য, যিনি অসুরদের পুরোহিত ছিলেন, যাঁ'র নাম কবি, তিনি দান করতে নিষেধ করলেন। বলির দানের অভিমান ছিল। উহা তপস্যা প্রধান বিচার। আমার জিনিষ অন্যের কাজে দিব, ইহা Altruistic idea. যে দান চাহেবে, তা'কে দেওয়া যা'বে, তাতে অসম্পূর্ণতা আছে; কিন্তু ভগবানের দয়া পরিপূর্ণ বস্তু। বলি রাজা সাধারণ লোকের ন্যায় বিচারপর, আর পরামর্শদাতা শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুর ভক্তের অভক্ত হয় করিয়া থাকেন। শ্রীবামনদেব সত্যাশ্রয়ক। তিনি বলিকে কেবল স্বর্গরাজ্য দেখিয়ে উপকার ক'রবেন না; বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত নিয়ে যাবেন—সেখানকার যা' কৃত্য, তা'ও করা'বেন। শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার বিচারবিশিষ্ট দেখে ব'লেছিলেন—হে মূঢ়! ত্রিবিক্রম বামনদেব বিষ্ণুর সেবায় তোমার সর্ব্বস্ব দান ক'রলে তুমি থাকবে কোথায়? তোমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হ'বে কি করে অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিবার বেন তিনিই মালিক। শুক্রাচার্য্য বড় পাণ্ডিত ছিলেন, ভগবান্ বাৎসল্য-বিচারে ভৃগুর পদচিহ্ন ধারণ ক'রেছিলেন; তাই শুক্রাচার্য্যকে তিনি ভাল বাসতেন, সুতরাং শুক্রাচার্য্য একজন পরম-বৈষ্ণব। কিন্তু যোগ্যতাযোগ্যতা-বিচারে ভ্রান্ত প্রধান ব্যক্তি মনে করে,—ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ভার্গব শুক্রাচার্য্য বলিকে ব'লেছিলেন—"নির্ব্বোধ! বিষ্ণুকে সব দিয়ে তুমি দাঁড়াবে কোথায়? তোমার কাজের জন্য—তোমার জন্য কিছু না রা'খলে তুমি বাঁ'চবে কেমন ক'রে? নিজের সুবিধার চেষ্টা না ক'রলে তুমি যে মারা প'ড়বে।" লোকে ভগবদ্ভক্তকে মূর্খতা ব'লে জানে—ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করাকে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতেই মনুষ্যজাতি খারাপ মনে ক'রে শুক্রাচার্য্যের এই বঞ্চনাময় পরামর্শ গ্রহণ ক'র্‌বার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু শুক্রাচার্য্যের মূল বক্তব্য বিষয়—"যাঁ'কে ভগবান্ আদর ক'রলেন, তা' এই যে, সমস্ত কামনা যাঁ'র পাদপদ্মে আশ্রিত, সেই কামদেব-বস্তুর সন্তান স্ব স্ব বলী ব্যক্তি যেন না হয়; অন্য লোককে ফাঁকি দিয়ে যদি তুমি পাওয়া যায়, তবে নিজ অভীপ্সিত বস্তু তাঁ'কে দেওয়ার আর কি প্রয়োজন?"

———

বিধি ও রাগ

——:০:(০):০:——

ভক্তিসাধনে দুইপ্রকার প্রবৃত্তি দেখা যায়। একটি অর্চ্চন-প্রবৃত্তি, অপরটি স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তি। উভয়ই সমীচীন হইলেও স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তি ঐকান্তিক ভক্তদিগের মধ্যে প্রবলা। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং
স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠ-শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
স্যাদিচ্ছৈষাং স্বমন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ।
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে॥
সর্ব্বত্যাগেঽপ্যহেয়ায়াঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চ তে।
কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়াঃ যত্নমস্পর্শনে বরং॥
প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ ন তেষামন্যসাধনম্॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

অর্চ্চনমার্গেতে গাঢ় রুচি যাঁ'র।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-সিদ্ধি তাঁহাতে তাঁহার॥
নামে ঐকান্তিকী রতি হইবে যাহার।
শ্রবণকীর্ত্তন-প্রাপ্ত কেবল তাঁহার॥
নামে নববিধ অঙ্গ করয় আশ্রয়।
তথাপি কীর্ত্তন বৃত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়॥
একান্ত ভক্তের মাত্র কীর্ত্তন-স্মরণ।
ভাবের সহিত হয় শ্রীকৃষ্ণসেবন।
স্বাভাবিকী ভাব ক্রমে হয় উদ্দীপন॥
একান্ত ভক্তের ক্রিয়া হয় রাগোদিত।
তথাপি সে-সব নহে বিধি-বিপরীত॥
সর্ব্বত্যাগ করিলেও ছাড়া সুকঠিন।
প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগে যত্ন পাইবে প্রবীণ॥
প্রভাতে শর্ব্বরী রাত্রে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায়।
অনর্থ ছাড়িয়া লও নামের আশ্রয়॥
এইরূপে কীর্ত্তন স্মরণ যেই করে।
কৃষ্ণকৃপা হয় শীঘ্র অনায়াসে তরে॥

তাহা করি' সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম লয়।
অনর্থসকল যায়, নিষ্ঠা উপজয়॥

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী—এই তিনজন বহির্ম্মুখ। কারণ ইহারা নিত্য স্বার্থরূপ কৃষ্ণ-সেবা করেন না। এই তিনজনের ইন্দ্রিয়তর্পণেই বিশেষ চেষ্টা। পরকালে ইন্দ্রিয়তর্পণই কর্ম্মীর কাম, আর নিজের সমস্ত কষ্ট দূর করিবার জন্য জ্ঞানীর প্রয়াস। এই সব প্রয়াস ছাড়িলে লোক অন্তর্ম্মুখ হয়। অন্তর্ম্মুখ জীব তিনপ্রকার—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। কনিষ্ঠ অন্তর্ম্মুখ জন সেবাদি-পূজা লাভ করিয়া সর্ব্বদায় হইয়া কৃষ্ণার্চ্চন করেন, কিন্তু তিনি স্ব-স্বরূপ, কৃষ্ণ-স্বরূপ ও ভক্তস্বরূপ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তিনি মূঢ় হইলেও অপরাধী ন'ন। তিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণব না হইলেও বৈষ্ণবপ্রায়। মধ্যম অন্তর্ম্মুখ শুদ্ধবৈষ্ণব। নাম-নামীতে অভেদ-বুদ্ধি ব্যতীত অন্তর্ম্মুখ হওয়া যায় না। অন্তর্ম্মুখসাধকেই ভগবানে অনন্যশ্রদ্ধা আছে; সেজন্য তাঁহারা নামসেবায় অধিকারী। পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে জীবের ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি হয়। তাঁহার শ্রদ্ধা উদিত হইলে তবে সাধু-সঙ্গ লাভ হয়। শ্রদ্ধা না থাকিলে অন্য বিষয়ে প্রবৃত্তি থাকে। শ্রদ্ধার সহিত সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে তাহা ক্রমশঃ অপসারিত হয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে বলিয়াছেন,—

নিজ নিজ ভাগ্য-বলে জীব পায় ভক্তি।
ভক্তি লভিবারে সকলের নাহি শক্তি॥
মুক্ত জনের ভক্তি দৃঢ় করিবারে।
আইলাও যুগধর্ম্ম নামের প্রচারে॥

যদি কেহ বলেন—জীবসকল যদি সুকৃতিবলেই ভক্তিলাভ করেন, তবে ধর্ম্ম-প্রচারের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে প্রভু বলিতেছেন যে,—"সকল জীব সুকৃতিবলে হরিনামে শ্রদ্ধা ক'রবে। তাহাদের ভক্তি দৃঢ় করিবার জন্য আমি নামকে যুগধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছি। বস্তুতঃ ইহাই জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'সংসারে নামভজন' সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অনন্যভাবে উদিত শ্রদ্ধার সহিত নাম-ভজনই সুলভ হয়। সাধুজনের নির্দ্দেশানুসারে নামভজন করিলে অন্য সমস্ত অঙ্গের অপেক্ষা অতি সহজে ও স্বল্পকালে সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হয়। ইহাতে বৈশিষ্ট্য এই যে, কুসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে ভজন করিবে। প্রেম একটী পরমতত্ত্ব চিন্ময়রূপ-বিশেষ। সাধুচিত্তই তদ্গ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ। অসাধুচিত্ত তাহার বিরোধক। সাধুসঙ্গ না থাকিলে সেই কনক জীবহৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে না। তাঁহাদের সঙ্গে আবর্জন ও অনাবর্জ্জন স্থায় সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ—

প্রকাশরূপে কার্য্যকর। যিনি নাম-সাধনে ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সাধুসঙ্গ, দুর্নির্বন্ধ এবং নিরোধ প্রভৃতির—এই তিনটি বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ থাকা আবশ্যক। তৈত্তই প্রেমের অঙ্কুর।"

লৌহাকর্ষণ যেমন চুম্বকের বৃত্তি, পরমেশ্বরে অনুরাগও তদ্রূপ আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। মুক্তাবস্থায় জীবের ঐ বৃত্তি নির্মল ও পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। সাধুজনের উপদেশের মধ্যে পাই ভয়, আশা ও কর্তব্যবুদ্ধিতে যাঁহারা ঈশ্বরভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজন শুদ্ধ নহে। রাগমার্গে যাঁহারা ঈশ্বর-ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই যথার্থ সাধক।

সাধনভক্তি দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্র শাসন যে ভক্তিতে প্রবর্তন করে, তাহাই বৈধী ভক্তি। আর যে ভক্তিতে লোভ প্রবর্তক হয়, তাহাই রাগভক্তি। বৈধভক্ত শাস্ত্রশাসনে ভজনের অকরণে পাপভয়ে ভজনেচ্ছু, আর রাগভক্ত কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনে তৎপ্রাপ্তির লোভে ভজনাকাঙ্ক্ষী। বৈধী শ্রদ্ধায় বৈধী ভক্তিতে অধিকার, আর লোভময়ী শ্রদ্ধায় রাগভক্তিতে অধিকার।

রাগভক্ত শাস্ত্র হইতে ভগবল্লীলা-পরিকরগণের ভাবসমূহ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের ভাবে লোভবশতঃ তদানুগত্যে ভক্তি করিতে ইচ্ছা করেন। ভক্তির অঙ্গসমূহ অনুষ্ঠানের ইচ্ছাকেই ভক্তিপ্রবৃত্তি বলা হয়। ইচ্ছার বলেও শাস্ত্র-যুক্তি হইতে লোভ উৎপন্ন হয় না। কিংবা লোভনীয় বস্তু প্রাপ্তি-বিষয়ে কাহারও মনে নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা-সম্বন্ধে কোনও বিচারও উপস্থিত হয় না, পরন্তু লোভনীয় বস্তুর শ্রবণ বা দর্শন-মাত্রেই লোভ আপনা হইতে জাগিয়া থাকে। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"ব্রজ-লীলাদির মাধুর্য্য শ্রুতিগোচর হইলে সর্বোপরি বিশুদ্ধা মতি তল্লাভার্থ উৎসুক হয়। অর্থাৎ তদ্বিষয়ে শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা রাখে না, ইহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ।"

এই লোভ ভগবৎকৃপা এবং অনুরাগী ভক্তের কৃপা হইতে উদিত হয়। ভক্তকৃপা-জনিত লোভ প্রাক্তন ও আধুনিক-ভেদে দ্বিবিধ; জন্মান্তরীয় ভক্তকৃপাজনিত লোভকে প্রাক্তন-লোভ, আর বর্তমান জন্মে ভক্তকৃপাজনিত লোভকে আধুনিক-লোভ বলা হয়। যাঁহার লোভ প্রাক্তন, তিনি রাগমার্গে লোভমূর্তির পর অনুরাগী শ্রীগুরু-দেবের শ্রীচরণাশ্রয় করেন, আর যাঁহার প্রাক্তন-লোভ নাই, তাঁহার শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয়ের পর লোভোৎপত্তি হয়। এই প্রাক্তন ও আধুনিক লোভবিশিষ্ট ভক্ত যখন ভক্তগণের ভাবপ্রাপ্তির উপায়-জিজ্ঞাসু হন, তখন সেই অবস্থায় শাস্ত্র ও অনুকূল যুক্তির অপেক্ষা দেখা যায়। কারণ, কেবল শাস্ত্রবিধিদ্বারা এবং শাস্ত্র-প্রতিপাদিত যুক্তি-দ্বারাই ঐ লোভনীয় ভাবপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্য কোন প্রকারে তৎপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শিত হয় নাই। যেমন কোন ব্যক্তির যদি দুগ্ধাদিপানে লোভ উপস্থিত হয়, তবে কিপ্রকারে দুগ্ধাদি পাওয়া যায়, এই উপায় অবগত হওয়ার জন্য ইচ্ছা উপস্থিত হয় এবং সেই সময়ে সেই ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধাদি-প্রাপ্তির উপায়সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত জনকৃত উপদেশবাক্যের অপেক্ষা দৃষ্ট হয়, সেইপ্রকার ভাবলিপ্সু ব্যক্তিগণেরও শাস্ত্রোক্ত উপদেশের অপেক্ষা দৃষ্ট হয়। সুতরাং লোভোৎপত্তির প্রতি যদিও শাস্ত্রাদির কোনও অপেক্ষা নাই, তথাপি অভীপ্সিত ভাবটি পাইবার জন্য শাস্ত্রাদির উপদেশের অপেক্ষা আছে, জানিতে হইবে। এই লোভ আবার রাগাত্মিক শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয়রূপ সাধনের প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ অভীষ্ট বস্তু সাক্ষাৎকার-কাল পর্যন্ত সাধনভক্তির দ্বারা প্রতিদিন অন্তঃকরণের যে পরিমাণে শুদ্ধতা ঘটে, সেইপরিমাণে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। অঞ্জনদিগ্ধ চক্ষু যেমন যে পরিমাণে পরিষ্কৃত হয়, সেই পরিমাণে অঞ্জন দূর হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থ দর্শন করিতে পারে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র কথামৃত শ্রবণ-কীর্তনাদি করিতে করিতে চিত্ত যে পরিমাণে পরিষ্কৃত হয়, সেই পরিমাণে বস্তু-তত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। লোভ সমুদ্ভূত হইলে শাস্ত্রে প্রকাশিত ভাব-সাধ্যের উপায়সমূহকে কাহারও কাহারও শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখোক্ত উপদেশ হইতে, কাহারও বা অনুরাগী ভক্তজনের শ্রীমুখ হইতে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয়। আবার কাহারও কাহারও ভক্তিসিক্ত বা ভক্তিশোধিত চিত্তবৃত্তিতে তাহা আপনা আপনিই স্ফুরিত হয়; অনন্তর বিষয়সুখ-লিপ্সু ব্যক্তিগণের ভোগবস্তু-লাভে প্রবৃত্তির ন্যায় তাঁহাদের তত্তদ্ভাব-লাভে উদ্যমপূর্ণ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণই রাগের একমাত্র বিষয়। ইষ্ট-বিষয়ে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতা বা প্রেমময়ী তৃষ্ণাই রাগ। নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসিগণের নিজ-নিজ রসভেদে রাগাত্মিকা নিষ্ঠা প্রবল। ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণে যে নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত সহজ ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি অনুকূলভাবে সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন, তিনি রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। যাহার ঐরূপ সহজ, সেবোন্মুখ অপার্থিব রাগ উদিত হয় নাই, তাহার পক্ষে শাস্ত্রবিধিই স্বীকার্য। রাগভক্তগণ আত্মরুচি। তাঁহারা স্বভাবতঃ শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ বলিয়া তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্য কেহ শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিতে আসিলে তাঁহারা নিজভাব-বলে তাহা স্বীকার করেন না। আত্মরুচি, শাস্ত্রযুক্তি বা শাস্ত্রশিক্ষাতে সম্পূর্ণ অনিপুণ ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া রাগানুগ অভিমান করা কপটতামাত্র। এই কপটতা—প্রাকৃত-অভিনিবেশময়ী রুচিকে রাগময়ী ভক্তিতে লোভ বলিয়া মনে করিতে হইবে না। বৈধী ভক্তিদ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে যদি অহৈতুক প্রাক্তন বা আধুনিক হরিজন-বৈষ্ণব-কৃপায় কোন সৌভাগ্যবানের রাগময় লোভ স্বতঃ-প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবেই সেই বিশিষ্ট সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার উৎপন্ন হয়। নতুবা কৃত্রিমভাবে বৈধী ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি কল্পনা করিলে সুবিধা হয় না। কেহ কৃত্রিমভাবে ইচ্ছা করিলেই বা গায়ের জোরে রাগানুগ ভক্ত হইতে পারেন না। মূর্খতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, কল্পনা, বিধিত্যাগ, ভণ্ডামি, শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন বা ব্যভিচার রাগানুগা ভক্তি বা লোভময়ী শ্রদ্ধা নহে। ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা ছাড়া ইহা লাভ হইতে পারে না। পুরুষাভিমানী রাগভজন করিতে পারে না। মহতের কৃপা হইলে এই পুরুষাভিমান দূর হয় এবং শ্রীপুরুষোত্তমের প্রকৃতি-অভিমান জাগে। তখনই মঙ্গল হয়, তখন সর্বত্রই কৃষ্ণভোগ্য বা সেবাদর্শন হইয়া থাকে। তখন আর কুদর্শনবৃত্তি থাকে না।

অন্তর সমুচিত হইলে নির্মল আত্মা বা তত্ত্বজীবস্বরূপে যে স্বতঃসিদ্ধ রাগময় সেবা-ভাব প্রকাশিত হয়, তাহাতে স্ব-স্ব ভাবস্বরূপের রসভেদে রাগাত্মিক ব্রজবাসিগণের নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রতি রাগানুগা নিষ্ঠা প্রকটিত হয়। তখন শ্রীভগবৎকৃপা-বলে পরমসৌভাগ্যবান্ সাধকগণের স্ব-স্ব স্বরূপ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। ইহাতে কল্পনায়, কৃত্রিমতায় বা অন্য কোন-প্রকার অবান্তর উদ্বেগের অবকাশ নাই। রাগ সহজ ব্যাপার। এই সহজের মধ্যে কল্পনা প্রবেশ করালে হিতে বিপরীত হইবে।

অষ্টকাল—সর্বক্ষণ হরিকীর্তন করিতে হইবে। কীর্তনপ্রভাবেই সহজে স্মরণ হইবে। কীর্তন ও স্মরণ যুগপৎই হয়। যেখানে যুগপৎ কীর্তন ও স্মরণে গোলমাল উপস্থিত হয়, সেখানে ঠিক ঠিক কীর্তন বা স্মরণ হয় না। সেখানে স্মরণের স্থলে স্মরণের কল্পনা এবং কীর্তনের স্থলে কীর্তনাপরাধ বা কীর্তনে আড়ম্বরই হইয়া থাকে। কীর্তন ও স্মরণ উভয়ই যেখানে কৃষ্ণ-সেবানুকূলসাধক, সেখানে কোনও অসুবিধা হইতে পারে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—"রাগানুগা ভক্তিতে মুখ্য যে স্মরণ, তাহারও কীর্তনাধীনত্বই অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে; কারণ, এই কলিযুগে কীর্তনেরই অধিকার এবং সমস্ত ভক্তিমার্গে সকলশাস্ত্রদ্বারা একমাত্র কীর্তনেরই সর্বোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব লোভহেতু প্রবৃত্ত হওয়া বিধিমার্গ-শাসনে সেবাকেও রাগমার্গ এবং বিধি অর্থাৎ শাস্ত্রশাসনদ্বারা প্রবর্তিত হইয়া বিধিমার্গানুসারে সেবা বিধিমার্গ-নামে অভিহিত।" শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"তুমি যদি তৃণের ন্যায় ভগবৎপাদপদ্মের সদা সন্নিধানের অপেক্ষা কর, তবে তদীয় নাম-সংকীর্তনরূপা বিশুদ্ধা ভক্তির আচরণ কর।"

অত্যন্ত কৃষ্ণ-বহির্মুখের স্বরূপ অত্যন্ত আবৃত, কনিষ্ঠাধিকারীর তদপেক্ষা উন্মুক্ত, মধ্যমাধিকারীর অনেকটা উন্মুক্ত, আর উত্তম সম্পূর্ণ উন্মুখ। জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস হইলেও মধ্যমাধিকারী বহির্মুখ কৃষ্ণদাস ও উন্মুখ কৃষ্ণদাসের প্রতি কখনও একপ্রকার ব্যবহার করেন না। মহাভাগবতাভিমানবর্জিত শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা, বিশ্রম্ভ শুশ্রূষা আবশ্যক। সেই শুশ্রূষা বা শ্রবণেচ্ছার দ্বারা আমাদের জন্ম-জন্মের পথ আবিষ্কৃত হইবে। তখনই আমরা স্বাভাবিকভাবে ও সহজে ভগবৎসেবা-কর্মে ক্রমে ক্রমে অন্তর্নিষ্ঠ হইয়া মহা-ভাগবতাধিকারে উপনীত হইবার 'মুখ্য' সৌভাগ্য পর্যন্ত লাভ করিতে পারিব।

রাগানুগা সাধক ব্রজজনের মধ্যে যাঁহার সেবাচেষ্টাতে তাঁহার লোভ হইয়াছে, তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা স্মরণ করিবেন এবং তাঁহাদের পরস্পর লীলাকথায় রত হইয়া সশরীরে বা মানসে ব্রজবাস করিবেন। রাগানুগা ভক্তি দুই প্রকার—কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। যাঁহারা ব্রজদেবীগণের অনুগত, তাঁহাদের ভক্তি কামানুগা, আর যাঁহারা নন্দ যশোদা প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের অনুগত, তাঁহাদের ভক্তি সম্বন্ধানুগা। বৈধী ভক্তিতে শ্রবণ-কীর্তনাদি যাহা যাহা উপায়, তাহা সমস্তই রাগানুগা সাধকের সাধনরূপ ক্রিয়ায় বর্তমান থাকে; অন্তরে ব্রজজনের অনুগত হইয়া যে-সময়ে নিত্যসেবার আস্বাদন করিতে থাকেন, সেই সময়ে বাহ্যদেহে বৈধী ভক্তির বাহ্য অঙ্গসকল পালিত হয়। তাঁহারা বাহ্যে সাধকরূপে সেবা করেন এবং অন্তরে সিদ্ধদেহাভিমানে সেবা করিয়া থাকেন। বৈধী নিষ্ঠার সহিত বহুকাল সেবা করিলে যে ফল লাভ না হয়, রাগানুগ ভক্তিতে অল্পকালেই সেই ফলের উদয় হয়। ব্রজজনের আনুগত্যে যে রাগ উদিত হয়, তাহাতে শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবন-বন্দন-আত্মনিবেদনাত্মক প্রক্রিয়া সর্বদাই অবলম্বিত হয়। যাঁহার মন নির্গুণ, তাঁহারই ব্রজজনের আনুগত্যে রুচি জন্মে। ব্রজবাসিগণের সেবানুসরণে রুচিই রাগানুগা ভক্তির মূল। রাগানুগা ভক্তি রুচিমূলা। শ্রীরূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

বৈধী ভক্তি ধীরগতি, রাগানুগা তীব্রগতি,
অতি শীঘ্র কৃষ্ণধন পায়।
রাগবর্ত্ম অনুসারে, লোভ হয় যাঁ'র মনে,
রূপানুগ হৈতে সেই ধায়॥

আগমন-ভুলনী পালায়, ভজনযোগে। চতুর্থী-দিবসে কৃষ্ণ এ চালিবেন॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥০॥-

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণই পারমার্থিক-এ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের ঐকান্তিক নিয়োগ, তন্মধ্যে অভিধেয় হরিকথা নবদ্বীপ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের উদ্দেশ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও তিন মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। বিনামূল্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পূর্ণ গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে /০ আনার ডাক-টিকেটসহ না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। প্রত্যুত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না। তজ্জন্য গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তত্ত্বকণপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ব্যবহারের ভার ভগবদ্দ্বেষীদের পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং উহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাকড়ি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
কাগজের প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

বাঙলার চাউল সমস্যা

সম্প্রতি কৃষিপণ্য বিক্রয় বিভাগ হইতে চাউলের বিক্রয় সম্বন্ধে একটি সুলিখিত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান ফসল বৃদ্ধি আন্দোলন, ব্রহ্ম, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড হইতে চাউলের আমদানী বন্ধ হওয়া এবং সেই অভাব পূরণকল্পে দেশে চাউল উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্যাদির উল্লেখ থাকায় রিপোর্টটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। চাউল উৎপাদনের দিক হইতে ভারতবর্ষ যদিও পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, তথাপি পূর্বে প্রতিবৎসরেই তাহাকে বহু চাউল ও ধান আমদানী করিতে হইত। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে মোট ২৯ কোটি ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে সেই বৎসর ভারত হইতে মাত্র ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল বাহিরে রপ্তানী করা হয়। পক্ষান্তরে ঐ বৎসর ১৩ লক্ষ ১৮ হাজার টন চাউল ও ধান বাহির হইতে আমদানী হয়।

আবার ফসল বৃদ্ধির জন্য রিপোর্টে উন্নত ধরণের কৃষিপদ্ধতি ও উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে প্রতি একর জমিতে মাত্র ৭৩১ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে ১৯৩৭-৩৮ হইতে ১৯৩৮-৩৯ এই তিন বৎসরে, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, মিসর এবং ইটালীতে একর প্রতি জমি হইতে গড়ে যথাক্রমে, ১ হাজার ৪৮১ পাউণ্ড, ২ হাজার ৩০৭ পাউণ্ড, ২ হাজার ১৯ পাউণ্ড ও ৩ হাজার পাউণ্ড চাউল পাওয়া যায়।

রিপোর্টে চাষীদিগকে অর্থ ও বিক্রয় ব্যাপারে আরও সাহায্য প্রদানের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এই ভাবেই চাষীরা তাহাদের ফসলের মূল্যের মোটা অংশ নিজেরা পাইতে পারিবে। অর্থ, ফসল মজুত রাখা ও চাউল ছাঁটাই করার ব্যাপারে রিপোর্টে সমবায় পদ্ধতি অনুসরণ করার আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে। রিপোর্টে চাউলের শ্রেণী বিভাগ করার পরামর্শও দেওয়া হইয়াছে।

আলোক নিয়ন্ত্রণ আদেশের ব্যতিক্রমে সাড়ে সাতশত মামলা রুজু

১লা অক্টোবর রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত পুলিশ সিভিক গার্ডদের সহায়তায় কলিকাতা ও শহরতলীর সর্বত্র আলো নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে হানা দেয় এবং ৭৫০টি ক্ষেত্রে আলোক নিয়ন্ত্রণ আদেশের বিচ্যুতি ঘটিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করে। অভিযোগসমূহ আদালতে দাখিল করা হইয়াছে।

পুলিশ কমিশনার একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া জনসাধারণকে যথাযথভাবে আলোকসমূহ আচ্ছাদন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হইতে বলিয়াছেন এবং ইহাও জানাইয়াছেন যে, ধারাবাহিকভাবে এইরূপ হানা দেওয়া হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের ইস্তাহার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নিম্নলিখিত রূপ ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন:—

সিন্ডিকেট ভাইস-চ্যান্সেলারকে জানাইয়াছেন যে, অদ্য ১২ই সেপ্টেম্বর সরকারী দপ্তরখানায় তিনি কলিকাতার অনুমোদিত কলেজসমূহের অধ্যক্ষদিগের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে পূজাবকাশ পর্য্যন্ত কলিকাতার সমস্ত কলেজ বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য গ্র্যাজুয়েট ক্লাসগুলি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে পূজাবকাশ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

কৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, শ্লোকার্থ, অনুবাদ ও বিবৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

গৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার এত চাহিদা অত্যন্ত অধিক। নিজের, স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাধক কি না। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৶০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনিলগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রী মনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বিরচিত মূল ও বিবৃতি শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দত্তকৌস্তভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৫ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৮৬; ২২শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৭৯; ৯ই অক্টোবর, ইং ১৯৭২, সোমবার } ১৭৩ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ পদ্মনাভ, তিথি গর্ভোদকশায়ী, গৌরাব্দ ৪৮৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

যাহারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা দেয়, তাহারা কোন দিনই কৃষ্ণধামে প্রবেশাধিকার পায় না। জগতের কাহাকেও নিজের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে দিতে হইবে না। একমাত্র বিষ্ণু ও তাঁহার ভৃত্য বৈষ্ণবগণই আমাদের উপর তাঁহাদের সর্ব্ববিধ আধিপত্য বিস্তার করবেন। তাঁহারাই আমাদের উপর স্বেচ্ছাময় হইয়া যথেচ্ছ বিহার করুন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ব্যতীত অপরকে যদি আমরা আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে দিই কিংবা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত অপরকে সমানজ্ঞান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মায়া আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে, না হয় করিবে, জানিতে হইবে। আমরা আধ্যাত্মিক হইব না। আমরা সর্ব্বদা, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকিব। আধ্যাত্মিকতায় কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের কোন কথা নাই। তাহাতে বহির্মুখ লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সমর্থন আছে।

যেখানে কৃষ্ণ-স্মৃতি, সেখানে ভীতি নাই। যেখানে কৃষ্ণাভিনিবেশ, সেখানে আবার ভয় কোথায়? অজ্ঞই ভক্তির বল। আমাকে প্রভু নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, প্রভু ব্যতীত বস্তুই নাই, তিনিই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা, আর অন্য রক্ষক আমার নাই —ইহাই ভক্তের বিচার। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয়। দেহ বা মায়াই দ্বিতীয়। দ্বিতীয় হইতেই স্মৃতিনাশ। যেখানে ভীতি, সেখানে কৃষ্ণাভিনিবেশ-নিষ্ঠা ভক্তি নাই। নিজেকে ভোক্তা-জ্ঞান না করিয়া সেবা-জ্ঞান করিলেই ভয় আসে। সেবার প্রতি অভিনিবেশ না থাকিলেই ভোক্তাভিমান হয়। ভগবান্ ছাড়া আর একটী জিনিষ আছে— এই বিচার হইতেই ভীতি আসে। সমস্ত জিনিষই ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট—এই বিচার যেখানে, সেখানে ভক্তি বা অভয়। ভক্তিতে প্রভুকে পালক ও নিজেকে তাঁহার পাল্য-জ্ঞান। চব্বিশ ঘণ্টা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না থাকিলে ভয় যাইবে না, দ্বিতীয়াভিনিবেশ যাইবে না, মায়া ছাড়িবে না। ভক্তের হরিকথানুশীলন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। ভক্তের সর্ব্বক্ষণই হরিকথা—নিদ্রাকালেও হরিকথা, জাগ্রতকালে আরও হরিকথা। যিনি ভগবানের দাস্য করেন, সেই ভগবদ্ভক্তের সেবাই ভক্তি। ভক্তসেবা বাদ দিয়া কিছু হয় না। যিনি ভগবান্‌কে দিবেন, তাঁহার সেবা ও সঙ্গ বাদ দিলে ভগবান্‌কে পাওয়া যাইবে না। ভক্তসঙ্গ ভক্তির মূল।

"পড়িলে শুনিলে কভু কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়।
ভজিলে বিশুদ্ধভাবে তবে কৃষ্ণ পায়॥"

—কোন ভক্ত মহাজনের লেখনীতে এই উপদেশটী পাওয়া যায়। উপদেশটী বিশুদ্ধ সত্যপূর্ণ। অনেকে অনেক পরিশ্রম করিয়া ভজন-সাধন করেন, কিন্তু বহু আয়াসেও কোন ফল উদয় হয় না। বিশুদ্ধভজন না হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণভজন-ব্যাপারে যে সমুদয় অশুদ্ধ ভাব ও ক্রিয়া আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভজন করিতে পারিলেই বিশুদ্ধ ভজন হয়। অতএব সেই সমস্ত অশুদ্ধভাব ও ক্রিয়া বিচার করিয়া পরিত্যাগ করা সকল ভজনপরায়ণের আবশ্যক। বিশুদ্ধরূপে ভজন করিলে তাহার ফলে শুদ্ধভক্তি লাভ হয় এবং শুদ্ধা ভক্তির ফলে ভগবানের শ্রীচরণ লাভ হয়। তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে না।

বহু শাস্ত্রচর্চ্চা, অভ্যাস, বহু দীক্ষিত, শাস্ত্রবিচারে বহু পাণ্ডিত্য—ইহাদের দ্বারা কেহ অবিনাশী ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন—তাঁহাকেই যাঁহারা নিজ প্রভু বলিয়া বরণ করেন, ভগবান্‌ও তাঁহাদিগের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। অন্য জ্ঞান-কর্ম-প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধভজনের মূল। তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।

—

জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু। প্রেমই জীবের প্রয়োজন, প্রেমদানে কৃষ্ণনাম হয় এবং ভক্তিবলেই প্রেম উদয় হয়—এইরূপ জ্ঞানই বিশুদ্ধ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানের সহিত ভজন করিলে ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ ভজনের ফলস্বরূপ শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়।

—

কৃষ্ণনামাশ্রয়ীজন-ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্য ভজন নাই; অন্য অনর্থ নামেরই সহচররূপে গৃহীত হয়। অন্যাভিলাষ, অন্য দেবপূজা এবং স্বাধীন জ্ঞান-কর্ম-প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক অপরাধশূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলেই ভজন নির্দ্দোষ হয়। ... ভজনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

— —

বৈরাগ্য কি? বিরাগশব্দকেই শাস্ত্র 'বৈরাগ্য' বলেন। মায়াবদ্ধ জীবের যে বিষয়ে আসক্তি, তাহাকেই 'রাগ' বলি। সেই আসক্তি রহিতাকেই 'বিরাগ' বলা যায়। মায়াবদ্ধ জীব সহজে কৃষ্ণে রাগশূন্য পুরুষ। কৃষ্ণে রাগ যত উদয় হইয়া প্রবল হইতে থাকে, ততই বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়। সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হইলে সহজেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্য কখনই অভ্যাসদ্বারা লাভ করা যায় না।

মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণরাগ সুপ্ত হইয়া বিষয়-রাগ হইয়াছে। তাহা বিষয়ত্যাগমাত্রেই যায় না, কেন-না, মনে মনে বিষয়তৃষ্ণা প্রবল থাকে এবং পুনঃ পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যখন অপ্রাকৃত কৃষ্ণরসাস্বাদন হয়, তখন সহজেই বিষয় রস তুচ্ছ হইয়া স্বাভাবিক বিষয়বৈরাগ্য স্থির হয়।

গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে কোন ভাগ্যবান্ জীব শ্রীগুরুতে, কৃষ্ণ-নামে, কৃষ্ণ স্বরূপ ও কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা লাভ করিলে, তিনি ক্রমশঃ গুরুসেবা-ক্রমে কৃষ্ণকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন, অনুধ্যান করিতে থাকেন। তাহাতে তিনি যাঁর কন্দর্প যে প্রাবল্য, তাহা কেহ ... স্পর্শ হন। এই সুখে একটু বন্ধন থাকিতে হইবে, না থাকিলে ... হইবে— ... একেবারে ... বিরাগ হইতে পারে না। ... কৃষ্ণ যাঁর কথায় ঘটে, ... বোধবান।

গুরু-কৃষ্ণকৃপা হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

ধামাই চিত্তে প্রবেশপূর্ব্বক সতত্রস্থ হইয়া সমস্ত বস্তু ক্রমে-ক্রমে ধ্বংস করেন। অন্যান্য বৃত্তি ছিন্ন ভাগবত সেবার দ্বারা নষ্ট-প্রায় হইলে হৃদে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। অর্থগুলির মধ্যে বিষয়াসক্তি প্রধানরূপে পরিগণিত। কৃষ্ণেতর বিষয়ে যে আসক্তি থাকে, তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হয় এবং ইহাই ভক্তি-জনিত বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের জন্য পৃথক্ অভ্যাস করিতে হয় না। ভক্তিমতীর একাদশী'র ব্রত-পালনে অন্নত্যাগ স্বতঃ সিদ্ধ হয় ও অভ্যাস বলবান্ হয়। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, ততই বৈরাগ্য দিনে দিনে বৃদ্ধি ও সম্বন্ধজ্ঞানের বল বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং স্ত্রীসঙ্গ ও কামলোভাদির বৌবাণ আর চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। চিত্ত রজস্তম ও কাম লোভাদি দ্বারা যতই অনাবৃত থাকিবে, ততই সত্ত্বে স্থিতি লাভ করিয়া প্রসন্ন হইতে থাকিবে। এইরূপ প্রসন্নমনা ব্যক্তিরই ভগবদ্ভক্তিযোগের প্রভাবে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানরূপ ভাবভক্তি মুক্তসঙ্গ পুরুষের উদয় হয়। এই অবস্থায় জীবের বৈরাগ্য-চিহ্নাদি গ্রহণ করিবার অধিকার জন্মে। কেন না, তখন হৃদয়গ্রন্থি দিনে দিনেই ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়; তখন সর্ব্বাত্মায় আত্মা যে কৃষ্ণ, তাঁহাকে আত্মতত্ত্বে আবিষ্কৃত হইতে দেখা যায়।

কৃষ্ণ ও জীবের সম্বন্ধ পবিত্র অপ্রাকৃত, পূর্ণ নিত্যানন্দময়। জীব ঐ তত্ত্ব-সূর্য্যের কিরণ-কণ হইয়া সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিবার যোগ্য-পাত্র। সম্প্রতি জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় স্বীয় স্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও উভয়ের সংযোগ স্বরূপ বিপর্য্যাসরূপে ভোগ করিতেছে। ঐ বিপর্য্যয়-ভাবটি দূরীভূত করিয়া স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় করার যে চেষ্টা, তাহার নাম সাধন-ভজন, উদয় হইলে ভাব-ভজন ও সম্পূর্ণ উদয় হইলে প্রেম-ভজন আসিয়া পড়ে।

সাধন-ভজন কেবল অপ্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধানরূপা চেষ্টা—বদ্ধজীবের যে দুরাধিগম্য অপ্রাকৃত তত্ত্বভাব আছে, তাহাকে উদ্ঘাটন করিবার মূল প্রবৃত্তি। এইরূপ সাধন না করিলে জীব পুনরায় স্বীয় অপ্রাকৃত স্বভাব পাইতে পারে না। এই কার্য্যে কিছু স্বতঃ চেষ্টা ও কিয়ৎপরিমাণে কৃষ্ণকৃপার প্রয়োজন। এই প্রাকৃত জগতে বাক্যের দ্বারা ও সংস্কারবদ্ধ মনের দ্বারা চিন্তন করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। যুক্তবান্ সাধক সৎ-সঙ্গে শিক্ষা ও চরিত্র অনুসরণপূর্ব্বক যখন সমস্ত প্রাকৃত দ্রব্য, দেশ, কাল, দেহ, ক্রিয়া, গৃহ, ভোজন, আচ্ছাদন প্রভৃতি হইতে তাহাকে বিমিশ্র করিয়া ভজন করেন,—যখন অকিঞ্চন হইয়া কৃষ্ণচরণে শরণাগতি সহকারে অন্তরে আত্মনিবেদন নিবেদন করেন, তখন কৃষ্ণ কৃপা করিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি করিয়া দেন। সেই তত্ত্বের আলোকে সাধকের অপ্রাকৃত চক্ষু ক্রমে উন্মীলিত হইয়া পড়ে।

বহির্মুখ চেষ্টা, অসদ্বৃত্তা, ঔদাসীন্য, জাড্য ও অসংসঙ্গ এইগুলি অপ্রাকৃত চেষ্টার মহা-প্রতিবন্ধক। মূল কথা এই যে, প্রাকৃত চেষ্টার অপ্রাকৃত লাভ হয় না। কৃষ্ণ-বিমোহিনী বৃত্তি থাকিলে প্রাকৃত দেশ-কাল-দ্রব্যেও কৃষ্ণানুকারিণী চেষ্টা হইতে পারে, তদাশ্রয়ে প্রাথমিক ভজন হয়, কিন্তু প্রাথমিক ভজনকালে সাধু-গুরু-কৃপায় যিনি কৃষ্ণবিমোহিনী বাক্যকে বরণ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহার আর উপায় নাই। এইজন্য বিশেষ বহুলরূপে সৎসঙ্গরূপেই সমস্ত লাভ হয়। যাঁহারা বিশুদ্ধ সাধন-ভজন, সৎসঙ্গ ও সাধুসঙ্গকে অবহেলা করেন, তাঁহাদের ভজনের ফল লাভ হয় না, হৃদয় কঠিন হইয়া কৈতবযুক্ত হইয়া যায় ও অপ্রাকৃত ভাবকে স্পর্শ করে না।

বৈরাগ্যচিহ্ন কৌপীন গ্রহণানন্তর বনবাস বা ভক্তদিগের দেবালয়ে কিংবা বিষ্ণুতীর্থে বাস, বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগ এবং প্রত্যহ কৃষ্ণ যাহা দেন, তাহাতেই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া দিন যাপন, অসৎসঙ্গ ও গ্রাম্যকথায় সতর্ক হওয়া আবশ্যক এবং কাহারও সহিত অন্যপ্রকার সঙ্গ না করিয়া দিবারাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করা আবশ্যক।

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥

সাযুজ্য

শাস্ত্রে পঞ্চবিধা মুক্তির কথা শুনা যায়—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। ভগবানের সমান লোকপ্রাপ্তি বা বৈকুণ্ঠবাসই সালোক্য। বৈকুণ্ঠে সমান ঐশ্বর্য্যলাভই সার্ষ্টি। ভগবানের সমানরূপতা অর্থাৎ চতুর্ভুজাদির প্রকাশই সারূপ্য। ভগবানের সমীপে গমনের অধিকারই সামীপ্য। সাযুজ্যে কাহারও কাহারও ভগবানের শ্রীবিগ্রহে প্রবেশ লাভ ঘটিয়া থাকে। এই পঞ্চবিধা মুক্তিই ভক্তাতীত; তথাপি ভক্তগণ এই মুক্তি চান না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—আমার সেবাদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় বরং আদর হইলেও আমার সেবাতে পূর্ণমনা হইয়া শুদ্ধভক্ত যখন সে সমুদয়ও গ্রহণ করেন না, তখন মায়িক ভোগ ও সাযুজ্য-মুক্তি—যাহা কালের দ্বারা অতি সহজে নষ্ট হয়, তাহা কেন ইচ্ছা করিবেন? 'সাযুজ্য'-মুক্তিদ্বারা জীবের সত্তা কালকবলে পতিত হয়। অতএব মুক্তি ও সাযুজ্য-মুক্তি—ইহাদের বাহিত নাই।

সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥

মুক্তি ভক্তের দাস হয়। তাঁহারই ভক্তির ফল। সালোক্যাদি চারিটী ভগবৎসেবার দ্বার বলিয়া অত নিন্দনীয় নয়; কিন্তু তথাপি কৃষ্ণভক্ত ঐ চারিপ্রকার মুক্তিও অঙ্গীকার করেন না। কারণ, তাঁহারা জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্তিরই বাসনা করিয়া থাকেন। 'সাযুজ্য' ভক্তিবিরোধকারী অপরাধ বলিয়া ভক্ত উহাকে ঘৃণা ও ভয় করেন। সাযুজ্য-মুক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত নহে। সাযুজ্য দুই প্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য। মায়াবাদী বৈদান্তিকের মতে জীবের চরমফল—ব্রহ্মসাযুজ্য; পাতঞ্জল-মতে কৈবল্য-অবস্থাই ঈশ্বর সাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বরসাযুজ্য অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্ম-সাযুজ্যে নির্ব্বিশেষ-কামনায় নির্ব্বিশেষ গতি লাভ হয়; কিন্তু সবিশেষ ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ হয়, তাহা বাসনা-দোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। সবিশেষ-তত্ত্বাবলম্বনে যোগমার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যোগমার্গে সবিশেষ-তত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ ফল না হইয়া অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তী নিরাকারোপাস্য ফল হয়। ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান অতি তুচ্ছ। কারণ, উহা কৃষ্ণ-নিহত, কৃষ্ণবিদ্বেষী দৈত্যগণেরই ঘটে।

সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভগবৎস্বরূপ-আনন্দ-বিগ্রহে স্ফূর্ত্তিপ্রধান সুখানুভব। কোথাও বা ইচ্ছানুসারে ভগবদ্দেহ হইতে তাহার ভোগশক্তি-লেশ প্রাপ্ত হইয়া বাহিরে ভোগ্যবস্তুরূপ ভগবৎসম্বন্ধ স্বীয় ভোগোচিত-লেশের অনুভব হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন,—মুক্তপুরুষগণ পরমপুরুষ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভোগ-লেশ দ্বারা কোন কোন স্থলে বাহ্যস্থিত কিঞ্চিৎ ভোগ নিয়া উপভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু বিষ্ণুর সম্পূর্ণ আনন্দের ভোগ করিতে পারেন না।

কোন কোন স্থলে শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছাক্রমে সাযুজ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আবার তাহা নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরেও নিষ্কাসিত করেন এবং পুনরায় পার্ষদরূপে সংযোজিত করিয়া থাকেন। যেমন শিশুপাল ও দন্তবক্র সাযুজ্য-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—দন্তবক্র ও শিশুপাল বৈরানুবন্ধজনিত আবির্ভাবের সহিত তীব্র ধ্যানের দ্বারা অচ্যুতে সাযুজ্য-প্রাপ্ত হইয়াছিল। পুনরায় শ্রীহরির পার্ষদ নীত হইয়া তাঁহারা বিষ্ণুর পার্ষদ হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"মুক্তি-বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া থাকে। কেহ কেহ জীবের ব্রহ্মে লয় হওয়াকে মুক্তি বলেন। মুক্তিকে পঞ্চপ্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে অর্থাৎ সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই সকল মুক্তির শ্রেণী। ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির নাম 'সার্ষ্টি', ভগবল্লোকে বাসের নাম 'সালোক্য', ভগবৎসমীপস্থ হওয়ার নাম 'সামীপ্য', ভগবৎস্বরূপপ্রাপ্তির নাম সারূপ্য এবং ভগবানে লয় হওয়ার নাম 'সাযুজ্য',—এই প্রকার শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধ বিচার করিলে, সকলপ্রকার মুক্তির একটী সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই সমুদয়ই ভগবৎ-সন্নিকর্ষ প্রকাশ করে। জীবের ভগবদ্-বিমুখতাই সকল দুঃখের কারণ; যেহেতু আনন্দ চিন্ময় ভগবান্কে ত্যাগ করিলে দুঃখময় জড়তাই ফল হয়। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। বদ্ধাবস্থায় অনেকপ্রকার বিশেষ থাকিলেও তাহার সাধারণ লক্ষণ ঈশ্বর-বিমুখতা ব্যতীত আর কিছু উপলব্ধি হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রকার মুক্তিতেই ঈশ্বর-সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সাযুজ্য ব্যতীত আর কি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়? অনেক বৈষ্ণব মহাত্মারে 'মুক্তি'-শব্দের প্রতি একটী বিশেষ বিদ্বেষ আছে। তাহা কেবল মুক্তি-বিষয়ক আলোচনার অভাব হইতে উদয় হইয়াছে,—ইহাও স্বীকার করিতে হবে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীগৌর-সার্ব্বভৌম-সংবাদে আমরা পাই,—

প্রভু কহে 'মুক্তি-পদে' ইহা পাঠ হয়।
'ভক্তিপদে' কেনে পড়, কি তোমার আশয়॥
ভট্টাচার্য্য কহে—'ভক্তি'-সম নহে মুক্তিফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তাঁ'র সনে॥
সেই দুই'এর দণ্ড—হয় 'ব্রহ্মসাযুজ্য'-মুক্তি।
তা'র মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি॥
প্রভু কহে,—'মুক্তিপদে'র আর অর্থ হয়।
'মুক্তিপদ'-শব্দে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' কয়॥
মুক্তি পদে যাঁ'র, সেই 'মুক্তিপদ' হয়।
কিংবা নবম পদার্থ 'মুক্তির' সমাশ্রয়॥
দুই-অর্থে কৃষ্ণ কহি কেনে পাঠ ফিরি।
সার্ব্বভৌম কহে,—ও-পাঠ
কহিতে না পারি॥
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।
তথাপি 'আশ্লিষ্ট'-দোষে কহন না যায়॥

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

যদ্যপি 'মুক্তি'-শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি।
রূঢ়িবৃত্ত্যে কহে তবু 'সাযুজ্যে' প্রতীতি॥
মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা-ত্রাস।
ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত' উল্লাস॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে॥

এস্থলে শ্রীচৈতন্যদেবের সারগ্রাহী শিষ্যগণ মুক্তি ও ভক্তি-শব্দের কদর্থ করিবেন না। বরং যাঁহারা 'মুক্তি'-শব্দকে ঘৃণা করেন, তাঁহাদের চিত্ত-শান্তীর প্রতি সন্দেহ করা যাইবে। বস্তুতঃ মুক্তি ও ভক্তি শব্দে ভাষাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। বরং যাঁহারা ভেদ দৃষ্টি করেন, তাঁহারা উভয়ের মধ্যে কোনটিকেই উপলব্ধি করেন নাই, ইহাই প্রতীত হয়। যখন ভক্তি ও মুক্তি—উভয়ের কেবল ঈশ্বরানুকূল্যরূপ পারমার্থিকতাই একমাত্র লক্ষণ, তখন মুক্তি-শব্দে ঘৃণা করত ভক্তি-শব্দের আদর করা কেবল আভিধানিক বিবাদ হইয়া উঠে। বৈষ্ণবদিগের মুক্তি-শব্দের প্রতি ঘৃণার এই এক কারণ দৃষ্ট হয় যে, মুক্তি বলিলেই জীবের সর্ব্বনাশ অর্থাৎ স্বরূপ নাশকে বুঝায়। শ্রীসার্ব্বভৌমোক্ত 'সাযুজ্য প্রতীতি' কথার অন্তর্গত সাযুজ্য শব্দের অর্থ ব্রহ্মের সহিত লয়। কিন্তু বাস্তবিক 'সাযুজ্য'-শব্দের অর্থ—ব্রহ্মের সহিত সংযোগ। যেরূপ বৈষ্ণব গোপীগণের সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সাধনকে 'ব্রহ্মসাযুজ্য'-সাধন বলিতে হইবে।"

কেহ বলেন, জীবের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির নাম 'মুক্তি', আবার কেহ বলেন, ব্রহ্ম-সাযুজ্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্যের নাম 'মুক্তি'। কিন্তু ভক্তগণ স্বরূপাবস্থিতিকেই মুক্তি বলিয়া জানেন। বিষ্ণুপাদাম্বু প্রাপ্তই প্রকৃত মুক্তি। মুক্তি ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল। কৃষ্ণপ্রেমই ভক্তির মুখ্য ফল। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন,—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্।
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার দিব্যকিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে (স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত) হন। তখন ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ ও মুক্তিরূপ অপবর্গ-প্রার্থনার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না; কেননা স্বয়ং মুক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে (দাসীর ন্যায় পুরঃ হইতেই আত্মোৎসর্গভাবে আবশ্যকোচিতরূপ অবসর দ্বারা) আমাদিগের সেবা করিতে থাকে। আর ভুক্তি (অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম) বা ধর্ম্মার্থকামের ফলসমূহ (যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সেইভাবে সেবার্থ উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগের) আদেশ-কাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।

ভক্তিপথে বাধা আছেই

——:০:(০):০:——

ভগবানের সেবার নাম ভক্তি। ভগবান্ একজন। তিনি মনুষ্য-দেবতা, পশু-পক্ষী, কীট পতঙ্গ - সকলেরই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ, আর সকলেই প্রকৃতি—তাঁহার সেবক। সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ভগবানের কথা বিস্মৃত হইলেই জীব দুঃখের নিত্যদাস্য বা সেবকাভিমান পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিমভাবে প্রভু সাজিতে চায় এবং তজ্জন্য জন্মমৃত্যুর দুঃখ-ভোগই তাহার ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়ায়। এজগতে শতকরা শতজনই প্রভু-অভিমানী। তাই এখানে সংঘর্ষ বা বিবাদ-বিসম্বাদ লাগিয়াই আছে। এ জগতে ভক্তের সংখ্যা কম হইলেও ভক্ত আছেনই। কপাল খুব ভাল হইলে সেই ভক্তগণের সঙ্গ পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের মূর্ত্ত সঙ্গফলে জীব প্রভু-অভিমানের বোঝা ও তাহার মাধুর্য্য বুঝিতে পারে, ভক্তভক্তির সন্ধান পায়। আবার অনেকে জীবের পরমবন্ধু সেই ভক্তগণকেও শত্রু মনে করিয়া প্রতিবন্ধী ভাবে তাঁহাদের প্রতি নানাভাবে অত্যাচারাদি করিয়া থাকে। শত্রুকে মিত্রজ্ঞান এবং মিত্রকে শত্রুজ্ঞান করা জীবের বহিন্মুখতার রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমনই দুর্দ্দৈব!

এই ভক্তিপথই ভগবৎসাক্ষাৎকার-লাভের একমাত্র অদ্বিতীয় পন্থা এবং ইহাই একমাত্র সমীচীন পথ। ইহাতে অন্যের কোন কথা নাই। ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া মনুষ্য চক্ষু নিমীলনপূর্ব্বক গমন করিলেও তাহাকে কখনও প্রতিহত হইতে হয় না। কিন্তু তথাপি এই পথ আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে বা পরে অনেক বাধা-বিঘ্ন আছে। জাগতিক সংসার লোক ত' দূরের কথা, দেবতাগণও এই পথে বাধা দিতে কসুর করেন না। তা' ছাড়া জীবের দুর্দ্দৈব ও দুষ্কৃতিবশতঃ নানা বাধাবিঘ্ন, নানা চিন্তা এবং কুসংস্কারাদি ত' আছেই। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।' শ্রেয়ঃপথে বহুবাধাবিঘ্ন স্বাভাবিক। তবে এইসকল বিঘ্নবিঘ্ন অন্যের পক্ষে কষ্টকর ও বিপজ্জনক হইলেও যাঁহারা সত্য-সত্যই ভগবৎসেবা-লিপ্সায় ও নিষ্কপট কৃপাভিক্ষু, সেই ভক্তগণের পক্ষে তাহা ভক্তিবৃদ্ধিকর। বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ন্যায় এই বিঘ্নগুলি নিষ্কপট ব্যক্তিকে উন্নত করিবার জন্যই আসে। অতএব ভক্তিপথে ঐসকল বিঘ্নদ্বারা ভক্তির দৃঢ়তাই সম্পাদিত হয়। উৎসাহকে আরও অধিকতর নির্মলভাবে প্রকাশিত করিবার জন্য এই বিঘ্নগুলি আসিয়া থাকে। ভক্তগণ এই আদর্শ বা বিঘ্নগুলিকে—প্রতিকূল ব্যাপারসমূহকে অনুকূল বা অন্যের প্রাপকরূপে জানিয়া সেগুলিকে ভগবৎকৃপারূপে বরণ করত অধিকতর উৎসাহের সহিত ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হন। ভক্তগণ অহৈতুক-ভগবানের শরণাগত। ভগবান্ তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন। তাই তাঁহাদের কোন ভয় নাই। তাঁহারা নির্ভীক। ভক্তগণ ভগবানের যে-কোন বিধানকে কৃপা বলিয়াই জানেন। তাই তাঁহারা এই বিঘ্নগুলিকে বৈকুণ্ঠে যাইবার সোপানতুল্য মনে করেন এবং ভগবৎকৃপায় সেগুলিকে অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছেন। আমরা কৃপাভিক্ষু, সেবাপ্রার্থী সাধক জীব। আমাদের প্রত্যেকেরই সেই ভক্তগণের পদাঙ্কানুসরণ করাই উচিত। নতুবা বিপদ্ পদে পদে।

আমরা বদ্ধজীব; আমরা নিয়তই স্খলিতপদ হইতেছি। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই আদর্শ বা রক্ষক থাকা দরকার এবং সেই আদর্শানুসরণে অন্যের কাহারও সাহায্যপ্রার্থী না হইয়া একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানেরই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুদেব ভগবানেরই প্রকাশবিগ্রহ। সেই বস্তুবোধিত শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় ব্যতীত বিঘ্নাশের, কল্যাণের অন্য কোনও উপায় নাই। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা বা কৃপাভিক্ষাই আমাদের একমাত্র সম্বল হউক।

গুরুদেব যে-সে বস্তু নহেন। তিনি আশ্রয়ী ভগবান্। তিনি কৃপাপূর্ব্বক অপ্রাকৃত নরোত্তমরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে মরণশীল মানব-বুদ্ধি করা আমাদের উচিত নয়। তিনি আমাদের সকলের শাসক ও একমাত্র সেব্য। তাঁহাকে অবমাননা করিলে আমাদের অনর্থ বা অভিশাপাদি বর্দ্ধিতই হইবে, নিত্যমঙ্গল কোন কালেই হইবে না।

ভগবদ্ভিন্নতত্ত্ব শ্রীগুরুদেবে আমাদের মর্ত্ত্যবুদ্ধি এবং তজ্জন্য অসূয়াবৃত্তি বিদূরিত হয় না বলিয়াই তাঁহার চরণে আমরা নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না; তাঁহার বাণীকে একমাত্র বেদবাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সেইজন্যই তাঁহার সেবার অভিনয় করিয়াও আমাদের সুবিধা হইতেছে না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই নিরন্তর হরিকীর্ত্তনরত পরদুঃখদুঃখী সেই গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগ্রহণের জন্য, তাঁহাকে একমাত্র প্রভু বান্ধব বরণ করিবার জন্য, তাঁহার ইচ্ছার নিকট বিনা বিক্রীত হইবার জন্য ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইতে হইবে; নচেৎ এ জীবন বৃথায় গেল, এত সুযোগ পাইয়াও তাহা পায়ে ঠেলিয়া দেওয়া হইল। আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে, ভগবৎকৃপায় আমরা মুকুন্দপ্রেষ্ঠের সন্ধান পাইয়াছি। ভগবান্ আজ বহুতর কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গ-সুযোগ দিয়াছেন। নিত্যপ্রভু আজ আমাদের রক্ষক হইয়াছেন এবং সকলকে সর্ব্বদা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এই আদর্শ-বৈষ্ণব নিরন্তর ভগবৎকীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই করেন না। তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনলস। তাই তাঁহার নাম অনন্ত, তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর সবই অনন্ত। অনন্তের কৃপাতেই আমরা অনন্ত ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি সব জানিতে পারিব। সেই গুরুদেবের বাণীই ভক্তি। তিনি অমোঘবাণী বলেন না। তাঁহার কৃপায় সেবোন্মুখ জিহ্বায় নাম স্ফূর্ত্তি পায়। তাঁহার কৃপাতেই গৌর-কৃপা-লাভের সৌভাগ্য হয়। নিরন্তর কৃষ্ণকথায় যে জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম, শ্রীগৌর-প্রদর্শিত বিপ্রলম্ভই যে কৃষ্ণভজন, নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় রত থাকিয়াও অতৃপ্তিই যে অভীষ্টপূরণ—একথা ভাগ্যবান্ জীব তাঁহার কৃপাতেই উপলব্ধি করিতে পারে।

শ্রীহরি যা' কিছু - সবই শ্রীগুরুদেবের নিকট গচ্ছিত আছে। শ্রীগুরুদেব ভগবানের অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠজন। এই গুরুদেবের কথা কীর্ত্তন করিলেই ভগবান্ এবং বৈষ্ণবগণ সন্তুষ্ট হন। শ্রীগুরুদেবের বিমল চরিত্রের আলোচনা করিলে যুগপৎ গুরু বৈষ্ণব-ভগবান্—তিনেরই স্মরণ হইয়া থাকে। এই শ্রীগুরুদেবের সন্ধান পাইলে জীব বৈষ্ণব ও ভগবানের সন্ধান অনায়াসেই পায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এতই মহিমা! শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্ পরস্পর পৃথক্ বস্তু নহেন। শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্ একই বস্তু, তিনে—এক, একে তিন—পরস্পর অচিন্ত্যভেদাভেদশীল। সুতরাং আমরা যদি সত্যসত্যই নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মরণ করিতে পারি, বৈষ্ণবগণের আচার্য্যের নিকট কৃপাভিখারী হই, তাহা হইলে আমাদের বিঘ্ননাশ ও অভীষ্টপূরণ অনায়াসেই হইবে। পরাপরের কোন চিন্তাই নাই। যেখানে শরণাগতি নাই, নিজের প্রতি, বন্ধুবান্ধবের প্রতি বা জগতের প্রতি নির্ভরতা আছে, সেইখানেই ভয়। যতই বাধাবিঘ্ন আসুক না কেন, ভক্ত সে দিকে দৃক্‌পাতই করেন না। তাঁহারা শ্রীগুরুপাদ মহাজনের আনুগত্যে নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনে রত থাকিয়া সেবার সমস্ত বাধা-বিঘ্নাদি অতিক্রম করেন। তাঁহারা বাধাবিঘ্নের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, নিজ সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়া, দেহে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্য্যন্ত পরমোৎসাহের সহিত মূর্ত্তিমান্ শ্রীগুরু ও বৈষ্ণব-পাদপদ্ম-সেবার জন্য আপ্রাণ যত্ন করেন। ভক্তই নাম সেবোৎসাহ, ভক্তের নাম নিষ্কপট সেবা-লিপ্সায়; আর ঐরূপ নিষ্কপট হইলে ভক্তের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় বিদূরিত হইবে এবং তখন জীব সেবামাহাত্ম্যে দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া আনন্দোজ্জ্বল জীবন-যাপনের মহা-সৌভাগ্য পরম্পরা প্রকাশিত হইবে।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩৪৯ —

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দাসী বা দাসের প্রতি অকপট প্রভুপাদ-নির্দেশিত ব্যক্তিগণই পারমার্থিকগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। জনসাধারণের কায়মনোবাক্যের ঐকান্তিক নিয়োগ, সম্পদ্বর্জিত অগ্রিমের বার্ষিক নবমুদ্রা শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্ট আছে।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপ্য ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয়-মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে /০ আনার ডাক-টিকেটসহ না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না। উহার গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। লব্ধ্যাত্ম ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি ফেরৎযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। লেখক-গ্রাহকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অপ্রীতিজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় অপ্রাকৃতভাবে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং উহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

খুচরা চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা

নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে চিনি বিক্রয়ের জন্য বাংলা সরকার কর্ত্তৃক আপাততঃ কলিকাতায় একশতটি দোকান অনুমোদিত হইয়াছে। সহরে আগামী ডিসেম্বর ২৬ তারিখে গবর্ণমেণ্টের সিভিল সাপ্লাই ডিরেক্টোরেট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং তাহা হইতে ঐ সকল দোকানকে চিনি সরবরাহ করা হইবে। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি দোকান মাল লইয়াছে।

প্রতিদিন প্রতি ব্যক্তিকে অর্দ্ধ সের করিয়া চিনি বিক্রয় করা হইবে। যদি ভীড় করিয়া যায়, তাহা হইলে খরিদ্দারগণকে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। তাড়াতাড়ি বিক্রয়ের জন্য কাগজের ঠোঙ্গায় অর্দ্ধ সের চিনি ভরিয়া রাখা হইবে এবং ঠোঙ্গা সহ অর্দ্ধ সের চিনি তিন আনায় বিক্রীত হইবে। প্রতি আধ সেরের কাগজের ঠোঙ্গার জন্য দোকানদারগণ আধ পয়সা করিয়া দাম ধরিয়া লইতে পারিবে।

অনুমোদিত দোকানসমূহে বর্ত্তমান দোকান কর্মচারী আইন অনুসারে খোলা রাখার দিনগুলিতে প্রাতে সকাল ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত চিনি বিক্রয় করা হইবে। অনুমোদিত দোকানসমূহের তালিকা প্রত্যেক থানা ও কর্পোরেশন মার্কেটে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

চিনি বিক্রয়ের এইরূপ আরও কতকগুলি দোকান শীঘ্রই স্থির করা হইবে ও জনসাধারণকে জানান হইবে।

বিমান আক্রমণকালে টেলিফোন ব্যবহার

বঙ্গীয় সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট ইতি-পূর্ব্বেই সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, বিমান আক্রমণ অথবা বিমান আক্রমণ সঙ্কেতকালে কেবলমাত্র কতকগুলি অত্যাবশ্যক টেলিফোন নাম্বারে কথা বলিতে দেওয়া হইবে। আরও বলা হইয়াছে যে, বিমান আক্রমণ সমাপ্তির সঙ্কেত দেওয়ার পরে পুনরায় যথাসম্ভব সত্বর স্বাভাবিক টেলিফোন ব্যবস্থা চালাতে অব্যাহত ভাবে তাহার চেষ্টা করা হইবে। কিন্তু এই সময়ে কেবল জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই টেলিফোন ব্যবহার করা উচিত। এই সময়ে টেলিফোন খুব কম ব্যবহার করা আবশ্যক। কারণ এক সময়ে অধিক লোক টেলিফোন ব্যবহার করিলে এরূপ অবস্থায় টেলিফোন ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িতে পারে। সম্প্রতি আংশিকভাবে উপরোক্ত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। এই বিষয়ে জনসাধারণের সহযোগিতা আবশ্যক।

হোমিওপ্যাথিক ষ্টেট ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠা

গত শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতার ষ্ট্রীটস্থ ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ইণ্টারন্যাশনাল হানিম্যানিয়ান সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার প্রথম বার্ষিক সভার অনুষ্ঠান হয়। ডাঃ জে দীর্ঘাঙ্গী উহাতে সভাপতিত্ব করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়া বাঙ্গলার জনস্বাস্থ্য ও বে-সামরিক জনরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক এই সঙ্কটকালে নানা প্রকার বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া কাজ করা সত্ত্বেও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট হোমিওপ্যাথিক ষ্টেট ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি তৎপর ঘোষণা করেন যে, হোমিও-প্যাথিক ষ্টেট ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনাটি এক্ষণে প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতেই গবর্ণমেণ্ট উক্ত ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করিতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর-বিরচিত মূল, সোপান, অনুবাদ ও বিবৃত টীকাসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৬০ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও মনঃশিক্ষা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠ ভিষগ্রত্নের

পেইনোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ কায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় পরিয়াল ইহার কাছে দিতে অত্যন্ত অধিক। নিত্য-সংযুক্ত ঔষধ এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থা সাধক কি না। ছোট বোতল ৬০ বার আনা, বড় বোতল ১৸০, একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅভয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বঙ্গানুবাদ—প্রেমপ্রদীপিকা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বিরচিত মূল ও বিবৃতিসহ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবরণ-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভক্তকৌস্তভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃত পঠোপযোগী নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১৬ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৯৬ : ২৫শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৮৯ : ১০ই অক্টোবর, ইং ১৯৮২, শনিবার } ১০৪ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ পদ্মনাভ, অবায় শ্রীবামনপারী, গৌরাব্দ ৪৯৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

কৃষ্ণৈকশরণতাই বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ অন্যাভিলাষ থাকিলে কৃষ্ণৈকশরণ হওয়া যায় না। শুদ্ধভক্তিতে অন্যাভিলাষের লেশমাত্র নাই। অকিঞ্চন না হইলে শরণাগত হওয়া যায় না। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও অন্যাভিলাষী—ইহারা কেহই অকিঞ্চন নহে। প্রাকৃত দরিদ্রতাও অকিঞ্চনতা নহে। একমাত্র কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যই অকিঞ্চনতা বা শরণাগতির লক্ষণ। যাঁহার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রবল থাকে, তিনি অকিঞ্চন বা শরণাগত হইতে পারেন না। যিনি সকল ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণস্বপ্নের জন্য নিজসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, তাঁহাকেই কৃষ্ণৈকশরণ বলা যায়। 'আমি কৃষ্ণৈকশরণ'—একথা কেবল মুখে বলিলে কৃষ্ণবিমুখতা ছাড়িবে না; পরন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শরণাগত বা আশ্রিত হওয়া চাই, তবেই মঙ্গল হইবে।

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু অভিন্নতত্ত্ব। ইঁহাদের মধ্যে উচ্চাবচভাব অপরাধজনক। বিশেষ, নিষ্কপট গুরু-বৈষ্ণবের অলৌকিক কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিবার বৃথা চেষ্টা উচিত না। দীনহীন কাঙ্গাল হইলে, তাঁহাদের কৃপাভিখারী হইলে করুণাময় তাঁহারা আমাদের অকপটতা ও সরলতা দেখিয়া নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। কেবল কৃপার প্রতীক্ষায় সেবায় জীবনযাপন ব্যতীত তাঁহাদের কৃপালাভের অন্য উপায় নাই।

—————

দুস্তর সংসার-সিন্ধু উত্তরণের শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র ভেলা। সংসার-সমুদ্রের পরপারে ভক্তির সমুদ্র। এই সংসারে জীব বিবিধ দুঃখ-দাবাগ্নিদ্বারা সর্ব্বদা প্রপীড়িত। ত্রিতাপ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়—শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্ম। তাই জগদ্গুরু লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে বলিয়াছিলেন,—

সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে।
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরসপান।
আমারে করাহ তুমি—এই চাহি দান॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের ফলেই জীবের সংসার-নিবৃত্তি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাপ্রবৃত্তি-ফলেই জীবের সংসার-প্রবৃত্তি নাশ হয়। গুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা জীব কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরসপান অর্থাৎ ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে স্বাভাবিক রুচি লাভ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ হইলে ভোগবাসনা নিবৃত্ত হইয়া সেবা-প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা ব্যক্তি হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন, হরিসেবাবিষয়িণী কথার আলোচনা ব্যতীত বৃথা কালক্ষয় করিতে পারেন না। তিনি নিজের মানাপমানের প্রতি উদাসীন থাকেন; কৃপাপ্রাপ্তি-বিষয়ে প্রভু আমাতে তাঁহার মন অতৃপ্ত থাকে। কৃপা লাভ হইয়েছে না কেন, কখন কৃপা পাইব, কি উপায়ে অতিসত্বর কৃপা পাইব—এই জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা [illegible]। 'হরিনামের কৃপাতেই সমস্ত সুবিধা হইয়া যাইবে, শ্রীনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ',—ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস হওয়ায় তিনি রুচির সহিত সর্ব্বদা কাতরভাবে শ্রীনামের কৃপা ভিক্ষা করেন। শ্রীনামে, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে ও শ্রীনামের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে আসক্তি ও গুরুবৈষ্ণবের অবস্থান ক্ষেত্রে প্রীতি নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠের লক্ষণ। গুরু-নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত সংসার-সমুদ্র কিছুতেই নিস্তার হইতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জীবের সেবকাভিমান, দীনহীন, কাঙ্গাল, অমানিমানদ-ভাব জাগে। জীব নিষ্কিঞ্চন হইয়া দৃঢ়তরভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইয়া থাকে। সংসারে আসক্তি রাখিয়া সেবোন্মুখবিশিষ্ট হইয়া হরিসেবার যতই অভিনয় করা যাউক না কেন, তাহাতে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াতই লাভ হইবে।

—————

দুগ ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে হরিভজনের কোন কথা নাই। ভক্তি চেতনের বৃত্তি—আত্মার বৃত্তি। তাহা আত্মাতেই প্রকাশিত হয়, পরে দেহে ব্যাপ্ত হয়। চিত্তে সেবা-প্রবৃত্তি জাগ্রত হইলে পরে তাহা লোকদৃষ্ট কার্য্যে পরিণত হয়। অতএব হরিভজনের কথা—শ্রীভগবৎপ্রীতির কথা কেহই জানিতে পারে না। ভক্তি অধোক্ষজ ব্যাপার, সুতরাং অন্য লোক জানিবে কি করিয়া? তবে ভক্ত কখন কখন অপরজীবের মঙ্গলের জন্য হরিভজনের কথা অজ্ঞ লোককে জানিবার সুযোগ প্রদান করেন, তাই তাঁহারা জানিতে পারেন

—————

নিত্য-মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবার যে বুদ্ধি, তাহাই শ্রদ্ধা। ইহাই সাধকের প্রথম অবস্থা। এই প্রথম সাধন-অবস্থায় প্রতি জীব সঙ্গ ও আচারাদি থাকিলে একান্ত সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যে সকল বস্তুতে শ্রদ্ধা করিতে হইবে না, সেইগুলি [illegible] হয়। তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। তাহা ভোগবাসনা ও আশাবাসনা। সাধক এইসব প্রতি—অত্যন্ত দূর পতি শ্রী [illegible] নিবৃত্তি এবং গুরুবৈষ্ণবের পাদ আশ্রয়ই করিবার। ইহা শ্রীগুরু নিত্যানন্দের কৃপাবলেই হয়।

—————

আমাদের অন্তরে গুরু-সেবাবাসনা ব্যতীত অন্য কোন বাসনা থাকা উচিত নহে। জন্ম-জন্মান্তরে আমার নিজের বা অন্য কাহারও জন্য নহে, তাহা ত' শ্রীগুরুপাদপদ্মের। আমি যাঁহার, সেই গুরুপাদপদ্মের সন্ধানে কালবিলম্ব না করিয়া এখনই করা দরকার। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়া আমার আর কেহ নাই। আমার সর্ব্বস্ব—তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের ধূলি। আমি নিজের বা আমার বলিতে যা' কিছু, সমস্তই শ্রীগুরুপাদপদ্মের। আমার মাথাটা—শ্রীগুরুপাদপদ্মের। শ্রীগুরুপাদপদ্মই বস্তু, তাঁহাকে বাদ দিয়া আমি বাঁচিতে পারি না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-স্মৃতিহীনতাই মৃত্যু। গুরুপাদপদ্ম-স্মৃতিই জীবের জীবন। শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের বা শ্রীধাম-প্রকাশ যাঁহার হৃদয়ে নিত্যধাম থাকেন, সেই গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম-দর্শন এই পাপময় চক্ষুতে হয় না। ভোগোন্মুখ চক্ষু বা পাপচক্ষুতে যাহাদের দর্শনের ইচ্ছা কি আছে—তাহাদের চক্ষুতে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আছে। ভোগবাসনার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সেখানে সেবাদর্শন কি [illegible] শ্রীধামবাসী বা আকাঙ্ক্ষা [illegible] দর্শন হয়। ভোগবুদ্ধিতে সেবাদর্শন [illegible]। বৈকুণ্ঠের শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে বাহ্যচক্ষুতে দেখা বৃথা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই

শুদ্ধ কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

হবে। মাপিতে যাওয়া ব্যাপারটা ত' অদ্ভুত কথা। ক্ষুদ্র হইয়া প্রভুর উপর প্রভুত্ব করিতে যাওয়া, ইন্দ্রিয়াতীত বা মায়াতীত বস্তুকে ক্ষুদ্র হইয়া মাপিতে যাওয়া কিরূপ ধৃষ্টতা!

হরিসেবা বস্তুকে লৌকিক বলিয়া ত্যাগের নাম ফল্গুবৈরাগ্য। ভোগ বা ত্যাগপথে অবলম্বনের কোন কথা নাই। ভোগ-ত্যাগ দু'টাই আসক্তি। ভোগের চিত্তবৃত্তিটা ত্যাগ করা দরকার। সাধুমুখে অকপটে হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে উহা সম্ভব হয়। কৃত্রিমভাবে কাহারও বৈরাগ্য করা দরকার নাই। তাহাতে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল হইবে। শ্রীগুরুবর্গের উপদেশের মধ্যে পাই—"শুদ্ধভক্তি-সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণের ভজনোন্মুখ সৌভাগ্যের তারতম্যানুসারে চিত্তবৃত্তিতে শ্রদ্ধা বা রুচি—এই দুইটির যে কোনটির আবির্ভাব হইলে শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরুর নিকট শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মনন অর্থাৎ মনে মনে শ্রুত বিষয়ের পর্য্যালোচনার দ্বারা শুদ্ধভক্তির বিপরীত ইচ্ছার বা চেষ্টার পরিত্যাগ ও ক্রমশঃ মনের যাবতীয় সংশয়-নিবৃত্তি করিবার অধ্যবসায় চলিতে থাকিবে। তাহা হইলে ভাগবত জীবন (সম্বন্ধ) ব্যতীত অন্য ইতর বিষয়-তর্পণে বা ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহায় অহৈতুক বৈরাগ্য স্বাভাবিকভাবেই যুগপৎ উদিত হইবেই। শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা অন্তরে থাকিলে একমাত্র নিরন্তর সৎসঙ্গে শ্রবণ, কীর্ত্তন, পরিচর্য্যা ও স্মরণের দ্বারাই সমস্ত কৈতব ও বিপ্রতাব দূরীভূত হইয়া চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ হৃদয়ে ভক্তির উদয়ে অকপটতা লাভ ঘটিবে—ইহাই ক্রম। বাহ্যবৈরাগ্যচিন্তাই অনাবশ্যক।"

আমাদের অনেক সময় মনে হয় যে, গৌর ও কৃষ্ণ যখন এক, তখন শ্রীমহাপ্রভুর ভজন করিলেই ত' কৃষ্ণভজন হইবে, পৃথক্ করিয়া কৃষ্ণভজনের আবশ্যক কি? এরূপ বিচার সেবাহীন অনর্থ কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদ-বুদ্ধি হইতেই আসিয়া থাকে। কতকগুলি ব্যক্তি গৌরোপাসনার ছলনা করিয়া গৌরকে কৃষ্ণ হইতেও বড় মনে করেন, আবার অনেক ব্যক্তি কৃষ্ণভজনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সেবার আবশ্যক নাই, মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা বাস্তবিক গৌর ও কৃষ্ণসেবা নহে, তাহা কপটতা ও ভণ্ডামিমাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেমের কথা জানাইয়া বিশ্বকে ধন্য করিয়াছেন। অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম দাতা বলিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য। তিনিও স্বয়ং কৃষ্ণ, উঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, উঁহার রূপ গৌর এবং উঁহার লীলা কৃষ্ণপ্রেম প্রদান। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ এবং কৃষ্ণ গৌরের সম্ভোগরসময় বিগ্রহ। শ্রীগৌর স্বয়ংই কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনই শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজন।

ভজনের অপর নাম সেবা। সেবা বা ভজনই জীবের পরম লোভনীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। আত্মবৃত্তিতে সেবাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। এই সেবা অপ্রতিহতা, অহৈতুকী ও অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগশূন্যা। সেখানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লেশমাত্রও নাই। ঐশ্বর্য্যের দ্বারা শিথিল প্রেমে কৃষ্ণের প্রীতি নাই। ঐশ্বর্য্য সেবা ও সেবককে দূরে রাখে। কিন্তু মাধুর্য্য সেবা ও সেবকের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ প্রীতি আনয়ন করে। উভয়ের মধ্যে অভিন্ন হৃদয় ভাব।

শ্রীগুরুদেব ভগবানের অভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ—ভগবানের নিজজন। জীবকে কৃপা করিবার জন্যই ভগবান্ গুরুরূপে অবতীর্ণ। হরিই নাম। নামাচার্য্যই গুরু। শ্রীগুরুদেব সেবক ভগবান্। তিনি হরিই। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণমূলা শরণাগতি লাভ হইলে কৃষ্ণ সেই শরণাগত ব্যক্তিকে আত্মসাৎ অর্থাৎ অপ্রাকৃত করিয়া লন। তাঁহার অপরা প্রাকৃত স্বরূপ তাঁহার অজ্ঞাতসারে অপহৃত করিয়া স্বীয় পাদপদ্মসেবনোপযোগী শুদ্ধ অপ্রাকৃত চিদানন্দময় দেহের প্রদান করেন, ইহাই দিব্যজ্ঞান, দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষালাভ। অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের পক্ষে ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। স্পর্শমণি-সংযোগে যেমন লৌহ সেই মণিবৎ প্রাপ্ত হয়, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির জড়দেহের ভক্তজীব-সম্পর্কে প্রাকৃত অভিমান দূরে চলিয়া যায়। তখন জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানগ্রহণকালে নিজের বর্ণাশ্রমাদি বিচার সংরক্ষণমূলে আত্মম্ভরিতাত্মক সর্ব্ববিধ দ্বৈতভাব বা স্বতন্ত্রবিচার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীআচার্য্যরূপী বা গুরুরূপী ভগবানে অহং-মমতাস্পদ যাহা কিছু 'সর্ব্বস্ব' নিবেদন করিয়া "সোহহং সমাপ্য বৎকারুণ্যলোকে পরম চ। যৎসর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতম্।" এইপ্রকার বিচারবিশিষ্ট হন, তখনই সেই ব্যক্তিকে ভগবান্ আত্মসাৎ করায় তাঁহার উপর আর মায়িক গুণের কোন প্রভাব থাকিতে পারে না। তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে ইতস্ততঃ করেন, তিনি স্বতন্ত্র চলনাদিতে আবদ্ধ থাকিয়া যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকেন।

বৈধী ভক্তি

——ঃ(০)ঃ——

শ্রীভক্তিবিনোদধারার মূলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রীভগবানের এই করুণাবিতরণ-লীলা অনর্পিতচরী—অতুলনীয়া। ভক্তশ্রেষ্ঠগণ গৌরসুন্দর শ্রীমহাপ্রভুকে সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ এবং অপরিসীম ও অত্যদ্ভুত করুণার বিগ্রহ বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন।

শ্রীভক্তিবিনোদধারা শ্রীগৌরসুন্দরের নিজবংশ। শ্রীগৌরসুন্দরেরই করুণাশক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় এই প্রপঞ্চে শ্রীভক্তিবিনোদধারা-রূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদধারাসংরক্ষক শ্রীআচার্য্যগণ শ্রীগৌরসুন্দরেরই অন্তরঙ্গ নিজজন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য; ব্রজবাসিগণের যে রুচি উপাসনা, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন এবং শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র অমল প্রমাণ।

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'বৈষ্ণবে' বলিয়াছেন,—"শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার আজ্ঞাক্রমে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং জীবগণকে সূত্ররূপে 'শিক্ষাষ্টক'-নামক আটটি শ্লোক দিয়াছেন, তাহাই ভক্তগণের কণ্ঠাভরণ। তাহাতে তাঁহার শিক্ষা সমস্তই আছে,—সূত্ররূপে আছে। ভক্তগণ সেই সূত্রসকল বিচার করিয়া 'দশমূল' রচনা করিয়াছেন। সেই দশমূলে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিচারে সাধ্যসাধন সূত্ররূপে কথিত আছে। এই দশমূলের সমষ্টি-শ্লোকের অর্থ এই,—'আম্নায়-প্রাপ্ত বেদবাক্যই প্রমাণ। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণদ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরমতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু; মুক্ত ও বদ্ধ—দুই প্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ; বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ; ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।'—এই দশমূল যেখানে যাহারা আলোচনা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইলে জীব অবিদ্যা-নাশ ভবমুক্তি ও তুষ্টি লাভ করেন।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়স্বরূপ শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দুই-প্রকার সাধনভক্তির কথা জানাইয়াছেন,—রাগানুগা ও বৈধী। উহাদিগের মধ্যে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিই 'রাগ'। কৃষ্ণভক্তি যখন সেই রাগময়ী হন, তখন সেই ভক্তিকে 'রাগাত্মিকা ভক্তি' বলে—অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রেমময়ী তৃষ্ণাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ স্বভাবে রাগাত্মিকা নিষ্ঠা প্রবল; ব্রজবাসিদিগের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন, তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। ব্রজবাসিদিগের ভাব-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য বুদ্ধি যাহা অপেক্ষা করে, তাহাই এই লোভের উৎপত্তির লক্ষণ। ব্রজজনের মধ্যে যাঁহার সেবাচেষ্টাতে লোভ হয়, সাধক সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করেন এবং তাঁহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহাদের পরস্পর লীলাকথায় রত হইয়া শরীরে বা মানসে সর্ব্বদা ব্রজে বাস করেন। সেই ভাব প্রাপ্ত হইবার লোভে ব্রজজনের অনুগত হইয়া সর্ব্বদা দুইপ্রকার সেবা করিয়া থাকেন অর্থাৎ বাহ্যে সাধকরূপে সেবা করেন, অন্তরে সিদ্ধদেহাভিমানে সেবা করেন। যাঁহার জন্ম নির্গুণ, তাঁহারই ব্রজজনের আনুগত্যে রুচি হয়; রাগানুগা ভক্তিতে লোভ বা রুচিই মূল।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—"বিবেকহীন ও স্বাভাবিক রাগশূন্য চিত্তে অবশ ব্যক্তির পক্ষে বৈধ সাধনই শ্রেয়ঃ।" শাস্ত্রে ভগবদ্ভজনের বহুপ্রকার উপায় লিখিত হইয়াছে সে সমুদায়ই বৈধ সাধন। এই বৈধসাধন তত দিনই কর্ত্তব্য, যতদিন ভাবের আবির্ভাব না হয়। শাস্ত্র-মধ্যে অনন্ত বৈধ-সাধন আছে, যাহা অবলম্বন করিলে মুক্তলোকেরও ভাব উদয় হয়। শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভু ঐসকলের মধ্য হইতে প্রসিদ্ধ চৌষট্টি উপায় উদ্ধার করিয়া শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু-কথিত চতুঃষষ্টি ভক্তির অঙ্গের বিচার প্রত্যেক বৈধমার্গের অধিকারীর তাৎপর্য্যরূপে বুঝিয়া লইয়া সাধনকার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

(১) শ্রীগুরুপাদাশ্রয়। অনন্য-কৃষ্ণভক্তিতে অধিকারী ব্যক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবার জন্য কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিবেন। 'জগতে কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি, কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা, তাহাই আমার কর্ত্তব্য; শ্রীকৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা, তাহাই আমার বর্জ্জনীয়; কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা; আমি কৃষ্ণকে একমাত্র পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিলাম; আমি অত্যন্ত দীন ও অকিঞ্চন এবং আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা ভাল নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমি চলিব'—এইরূপ দৃঢ়-বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে, তিনিই অনন্য-ভক্তির অধিকারী। শাস্ত্রে গুরুশিষ্য-পরীক্ষার নিয়ম ও কাল নির্দ্দেশের ব্যবস্থা রহিয়াছে; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, গুরু যখন শিষ্যকে অধিকারী বলিয়া জানিবেন এবং শিষ্য যখন গুরুকে সদ্গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন,

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

তখনই গুরু শিষ্যকে কৃপা করিবেন। গুরু দুই প্রকার—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও অর্চনপ্রণালী শিক্ষা করিতে হয়। দীক্ষাগুরু মাত্র একজন, শিক্ষাগুরু অনেক হইতে পারেন; দীক্ষাগুরুও শিক্ষাগুরুরূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ। (২) কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষা। শ্রীগুরুর নিকট ভগবদর্চন ও বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম শিক্ষা করত সরলভাবে অনুবৃত্তির সহিত কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণানুশীলন করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবে সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয়-জ্ঞান ও প্রয়োজন-জ্ঞান শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। (৩) বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা। শ্রীগুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ জীববুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদেবময় জানিতে হইবে। তাঁহাকে কখনও অবজ্ঞা করিতে হইবে না। তাঁহাকে বৈকুণ্ঠতত্ত্ববস্তু বলিয়া জানিতে হইবে। (৪) সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন। পূর্ব্বমহাজনগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অনুসরণীয়; কারণ এই পন্থা সর্ব্বদা সন্তাপশূন্য ও সমস্ত মঙ্গলের হেতু। রাগমার্গের ভজনে শাস্ত্র-বিধির অপেক্ষা নাই, কেবল ব্রজজনানুগত্যের অপেক্ষা আছে; কিন্তু বিধিমার্গের অধিকারিদিগকে এক-প্রকার মাত্র ব্যাস-শুক প্রভৃতি মহাজন নির্দ্দিষ্ট ভক্তিযোগরূপ পন্থা অবশ্য অবলম্বন করিতে হইবে। (৫) সদ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা। সদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম বুঝিবার জন্য যাঁহাদের নির্ব্বন্ধিনী মতি, তাঁহাদের অচিরেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। (৬) শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ভোগত্যাগ। ভগবৎপ্রসাদ মাত্র সেবন ও সেবোপযোগী শরীর-রক্ষণ এবং হরিনামরাশিতে সমস্ত ভোগ-ত্যাগ—এইরূপ আকারে ভোগত্যাগ কর্ত্তব্য। (৭) ভগবত্তীর্থে বাস। যেস্থানে ভগবানের জন্ম-লীলাদি হইয়াছে, সেইস্থানে এবং গঙ্গাদি পুণ্য নদীর নিকট বাস করিলে ভক্তিনিষ্ঠা জন্মে। (৮) যাবদর্থানুবর্ত্তিতা। যে-পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ হইবার অবস্থা না হয়, ততদিন বৈধী ভক্তির অনুশীলনের জন্য আবশ্যকমত বিষয় স্বীকার করা প্রয়োজন—আধিক্য অথবা ন্যূনতাক্রমে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। (৯) হরিবাসর-সম্মান। পুরাণসমূহে ব্রত-চর্য্যা, হরিবাসর-দিবসে নির্জ্জল উপবাস ও রাত্রি-জাগরণের সহিত নিরন্তর ভজন ও পরদিবসে যথাকাল ও উপযুক্ত সময়ে পারণ—ইহাই হরিবাসর-সম্মান। মহাপ্রসাদ-পরিত্যাগ ব্যতীত নির্জ্জল উপবাস হয় না; অশক্তপক্ষে অনুকল্পের ব্যবস্থা। (১০) ধাত্রী অশ্বত্থাদির সম্মান। বৈধী ভক্তির অধিকারী সংসারে অবস্থিত হইয়া জীবনযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী অশ্বত্থাদি ছায়াবৃক্ষ, ধাত্রী-আম্রাদি ফলবৃক্ষ, তুলসী-ইত্যাদি ভক্তীয় বৃক্ষ, গো প্রভৃতি জগদুপকারী পশু, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধর্ম্মশিক্ষক ও সমাজরক্ষক এবং ভক্ত বৈষ্ণবগণের পূজা, সম্মান ও মান করিবেন। (১১) কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখসঙ্গত্যাগ। ভাব উদিত হইলে ভক্তি গাঢ় হয়। যে-পর্য্যন্ত ভাবের উদয় হয় নাই, সে-পর্য্যন্ত ভক্তির বিরোধী সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। ভাবোদয়ে বহির্ম্মুখসঙ্গস্পৃহা কখনই থাকে না। বৈধীভক্তি-অধিকারীর পক্ষে সেরূপ সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করা চাই। কৃষ্ণে ভক্তিশূন্য ব্যক্তি, বিষয়ে ও স্ত্রীলোক-সঙ্গে আসক্ত ব্যক্তি, মায়াবাদ ও নাস্তিক্য-দোষে দূষিত জন এবং কর্ম্মজড়—এই চারি-প্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণবিমুখ। ইহাদের সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিতে হইবে। (১২) শিষ্যাদির অননুবন্ধ। অর্থলোভে বহুশিষ্যসংগ্রহ একটি প্রধান দোষ—বহুশিষ্য সংগ্রহ করিতে গেলে অনাস্থাযুক্ত ব্যক্তিকে শিষ্য করিতে হয়। তাহাতে একটি অপরাধ হইয়া উঠে। ভাবযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ শিষ্য হইবার যোগ্য নহেন। (১৩) মহারম্ভাদির উদ্যম ত্যাগ। সংক্ষেপে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া ভগবদ্ভজন কর্ত্তব্য। বৃহদ্ব্যাপার আরম্ভ করিলে তাহাতে এরূপ আসক্তি হয় যে, ভজনে আর মন যায় না। (১৪) বহুগ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ বর্জ্জন। বহুগ্রন্থের একটু একটু পাঠ করিলে কোন বিষয়েই ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় না; বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থগুলি বিশেষ যত্ন-সহকারে সম্পূর্ণ পাঠ না করিলে সম্বন্ধতত্ত্ব-বুদ্ধির উদয় হয় না। (১৫) ব্যবহারে অকার্পণ্য। অন্নপান ও আন্তরিক সত্তাদ্বারা বৈষ্ণবগণের সহিত, লৌকিক সম্মান ও পুরস্কারদ্বারা ব্রাহ্মণগণের সহিত, যথাযোগ্য বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়া পাল্যগণের সহিত ব্যবহার কর্ত্তব্য। জগতের সকলেই যখন ব্যবহার-যোগ্যপাত্র, তখন যথাশাস্ত্র ব্যবহার করিলেই কার্পণ্যদোষ হয় না। কিছু না থাকে, মিষ্ট-বাক্যদ্বারা সকলের সহিত ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হয়। (১৬) শোকাদির বশবর্ত্তী না হওয়া। সাধকের পক্ষে শোক, ক্ষোভ, ক্রোধ, ভয়, লোভ, মোহ ও মাৎসর্য্য ইত্যাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়া ভাল নয়—হরি-চিন্তাদ্বারা এসমস্ত দূর দূর করা প্রয়োজন। (১৭) অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা না করা। যতদিন জীবচিত্ত নির্গুণ না হয়, ততদিন অনন্যভক্তি উদিত হয় না। যাঁহাদের চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত, তাঁহারাই স্বাধীন দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপাস্য-ব্যাপারে কোনপ্রকার অসম্মান প্রদর্শন করিবে না। সকল দেবতাকে সম্মানপূর্ব্বক স্বীয় উপাস্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। (১৮) প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া। নিজ স্বার্থ-সংগ্রহের জন্য জীব হনন করা, অন্য লোকের অশুভ কর্ম্মের আন্দোলন, অন্য লোকের নিন্দা ও কলহ ইত্যাদি নানাপ্রকার দুষ্প্রবৃত্তি আছে। বৈধভক্ত যত্নসহকারে ঐ সমস্ত কার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন। যাঁহারা ভক্তকে আশ্রয় করেন, সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া তাঁহাদের স্বাভাবিকবৃত্তি হইয়া পড়ে।

(১৯) সেবা ও নামাপরাধ বর্জ্জন। যানারোহণে, পাদুকাগ্রহণে ভগবন্মন্দিরাদি প্রবেশ প্রভৃতি বত্রিশটি সেবাপরাধ ও সাধু-নিন্দা প্রভৃতি দশটি নামাপরাধ অবশ্য বর্জ্জন কর্ত্তব্য। (২০) কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিয়া সহ্য করিবে না। যাহারা কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের নিন্দা করে, তাহারা কৃষ্ণবিমুখ; কোন উপায়ে তাহা সহ্য না করিয়া তাহাদের সঙ্গ দূরে বর্জ্জন করিবে। (২১) সাধক কণ্ঠে ত্রিকণ্ঠি তুলসীমালা ও দেহে দ্বাদশ তিলক ধারণ করিবেন। ইহারই নাম বৈষ্ণব-চিহ্নধারণ। (২২) হরেকৃষ্ণাদি-নাম অথবা পঞ্চতত্ত্বের নাম ইত্যাদি চন্দনের দ্বারা উত্তমাঙ্গে ধারণ করার নাম হরিনামাক্ষর ধারণ। (২৩) নির্ম্মাল্যধারণ। (২৪) কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য। (২৫) দণ্ডবন্নতি। (২৬) অভ্যুত্থান অর্থাৎ ভগবদ্বিগ্রহ ও ভাগবতের আগমনদর্শনে উঠিয়া দণ্ডায়মান হওয়া। (২৭) অনুব্রজ্যা—ভগবদ্বিগ্রহ ও ভাগবতের পশ্চাৎ গমন। (২৮) কৃষ্ণমন্দিরে গমন। (২৯) পরিক্রমা অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করা। (৩০) অর্চ্চন অর্থাৎ উপচারদ্বারা শ্রীমূর্ত্তির পূজা করণ। (৩১) পরিচর্য্যা—উপকরণাদি দ্বারা পরিষ্কারকরণ এবং চামর ও বাদ্যাদি দ্বারা রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যময়ী সেবার নাম পরিচর্য্যা। (৩২) গান। (৩৩) সংকীর্ত্তন। (৩৪) জপ। (৩৫) বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ দৈন্যপোষক বাক্যপ্রয়োগ। (৩৬) স্তবপাঠ। (৩৭) নৈবেদ্যাস্বাদন। (৩৮) পাদ্যের আস্বাদন অর্থাৎ চরণামৃতগ্রহণ (৩৯) ধূপমাল্যাদির সৌরভগ্রহণ। (৪০) শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শন। (৪১) শ্রীমূর্ত্তিনিরীক্ষণ। (৪২) আরাত্রিকোৎসবাদি। (৪৩) কৃষ্ণনামচরিত-গুণাদি শ্রবণ। (৪৪) কৃষ্ণকৃপা প্রতীক্ষা। (৪৫) স্মরণ। (৪৬) ধ্যান। (৪৭) কর্ম্মার্পণ ও কৈঙ্কর্য্য—এই দুইপ্রকার দাস্য। (৪৮) বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি—এই দুইপ্রকার সখ্য। (৪৯) আত্মনিবেদন—'আত্ম'-শব্দে দেহনিষ্ঠ 'অহংতা' ও দেহনিষ্ঠ 'মমতা'—এই দুইটি কৃষ্ণে নিবেদন করিতে হইবে। (৫০) নিজপ্রিয় কৃষ্ণে সমর্পণ—জগতে যে বস্তুতে প্রীতি জন্মে, তাহাই কৃষ্ণসম্বন্ধী করিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। (৫১) কৃষ্ণোদ্দেশে অখিলচেষ্টা—লৌকিকী ও বৈদিকী বহুপ্রকার ক্রিয়া আছে, সেসমস্ত ক্রিয়াকে ভক্তিসাধনানুকূল করিলে কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা হইয়া থাকে। (৫২) সর্ব্বভাবে শরণাপত্তি—"হে ভগবন্! আমি তোমার"—এরূপ মন ও বাক্যের দ্বারা বলা এবং "হে ভগবন্! আমি তোমাতে প্রপন্ন হইলাম"—এরূপ ভাবকে শরণাপত্তি বলে। (৫৩) তুলসীসেবন—তুলসীদর্শন, তুলসীস্পর্শন, তুলসীধ্যান, তুলসীমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, তুলসী-নমস্কার, তুলসীমাহাত্ম্য শ্রবণ, তুলসীরোপণ, তুলসীসেবন ও তুলসীকে নিত্যপূজন। (৫৪) শাস্ত্র-সম্মান—ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রই 'শাস্ত্র'; তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বোপরি; যেহেতু ইনি সর্ব্ববেদান্তসার; ইঁহার রসামৃত-তৃপ্ত ব্যক্তির অন্য কোন শাস্ত্রে রতি হয় না। (৫৫) হরিজন্মস্থান মথুরাদির সেবা—হরিজন্মস্থান শ্রীমথুরা ও শ্রীমায়াপুর-বিষয়ে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তথায় গমনবাসনা, তথায় বাস ও তাঁহাদের সেবা—এই সকল ক্রিয়াদ্বারা অভীষ্ট লাভ হয়। (৫৬) বৈষ্ণব-সেবা—বৈষ্ণব ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। বৈষ্ণবসেবা করিলে ভগবানে ভক্তি হয়। সকল দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ; বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষাও বিষ্ণুদাস বৈষ্ণবের সেবা অধিক শ্রেষ্ঠ। (৫৭) যথাবৈভব মহোৎসব—যথাসাধ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভগবৎসেবাপূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবার নাম মহোৎসব—ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উৎসব আর জগতে নাই। (৫৮) কার্ত্তিক-মাসের সম্মান—কার্ত্তিক মাসের নাম ঊর্জ্জা; সেই মাসে নিয়মগ্রহণে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের দ্বারা শ্রীদামোদরের সেবা করার নাম ঊর্জ্জাব্রত পালন। (৫৯) জন্মদিন-যাত্রা—যে দিবসে কৃষ্ণের জন্ম, সেই ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমী ও ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে যথাবিধি উৎসব করার নাম 'শ্রীজন্মযাত্রা'। প্রপন্নদিগের ইহা অবশ্য পালনীয়। (৬০) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা—শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা-কার্য্যে প্রীতিময় উৎসাহ সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখা আবশ্যক। যিনি এরূপ করেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে কেবল মুক্তিরূপ তুচ্ছফল না দিয়া ভক্তিরূপ মহাফল পর্য্যন্ত দান করেন। (৬১) রসিকজনের সহিত ভাগবতার্থ আস্বাদন—নিগমকল্পতরুর সুমিষ্টফল শ্রীভাগবত। ভক্তিবহির্ম্মুখ ব্যক্তির সহিত ইহার আস্বাদনে সন্তোষ হয় না, বরং অপরাধ হয়। যাঁহারা শ্রীভাগবতরসজ্ঞ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইয়া কৃষ্ণলীলা-রসের পিপাসু, তাঁহাদের সহিত বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক পাঠপূর্ব্বক রসাস্বাদন করিবে। (৬২) স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ সাধুসঙ্গ। অভক্তের সঙ্গে অতএব কখনও ভক্তির উদয় হয় না। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃতলীলার সেবাপ্রাপ্ত হওয়াই ভক্তদিগের বাসনা; সেই জাতীয় বাসনা যে-সকল লোকের আছে, তাহাদিগকে ভক্ত বলা যায়; ভক্তের নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠজনের সঙ্গ করিলে ভক্তির উন্নতি হয়। নতুবা ভক্তি শুষ্ক হইয়া যে-শ্রেণীর লোকের সহিত সঙ্গ করা যায়, তাহার ন্যায় হইয়া পড়ে। (৬৩) নামসংকীর্ত্তন—নাম অপ্রাকৃত চৈতন্যস্বরূপ; তাহাতে জড়গন্ধ নাই। ভক্তজীবের সেবোন্মুখ হৃদয়ে তাহা স্বপ্রকাশিত হইয়া জিহ্বাদিতে স্বয়ং স্ফূর্ত্তি লাভ করেন—নাম জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। এইরূপ ধারণা ও অপরাধ রহিত হইয়া সর্ব্বদা নামসংকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। (৬৪) মথুরা অর্থাৎ হরিক্ষেত্রস্থানে অবস্থান।

এই সমস্ত বৈধ সাধন যথাসাধ্য করিতে হইবে, এইগুলি মধ্যে। ইহাদের মধ্যে মুখ্য একাঙ্গসাধনে বা অনেকাঙ্গ সাধনে নিষ্ঠা থাকিলে সিদ্ধি লাভ হয়। কৃষ্ণভক্তিই এইসকল বৈধ সাধনের মুখ্য ফল। স্বভাবতঃ উদয় হইলেও বৈধ সাধনের ফল হইল, জানিতে হইবে—নতুবা অনর্থমাত্র ফল হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-গ্রাহকগণ-

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বা শাস্ত্র প্রতি অকপট শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই পারমার্থিক-পত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অভিমতের দাবিক সমস্যা শ্রীনদীয়া-প্রকাশের শিক্ষারূপে বিদিত থাকিলেও অনবসরেরার কারণবশতঃ সাময়িক নিয়োগই, উহার পক্ষে ভিন্ন।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া ৬০ টি অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। তিন মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। বিবিধ ভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পুরাণ গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে /০ আনার ডাক-টিকেটসহ না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না। গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত কর্তব্য। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারে যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। অপ্রাকৃত পত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ মর্ত্ত্যলোকের তায় অপব্যবহারদোষে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং উহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১।০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বহরের বেতন ও ভাতার হার

১লা অক্টোবর হইতে ভারতীয় নৌ-বহরের কমিশন-প্রাপ্ত ও ওয়ারেন্ট অফিসারদের বেতন ও ভাতা সম্বন্ধীয় নিয়মের যে সংশোধন করা হইয়াছে, তাহাতে তাহারা অত্যন্ত উপকৃত হইবে; বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভে নৌ-বহরের সাধারণ নাবিকদের হারও যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

সমস্ত কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারের জন্য নিম্নোক্ত সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে:—

বিবাহিত ও অবিবাহিত অফিসারগণ যথাক্রমে বেতনের শতকরা ১০ ভাগ ও ৫ ভাগ ভাতা স্বরূপ দিলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সন্তানের বন্দোবস্ত করিবেন। নিজের দেশের বাহিরে অবস্থিত যে কোনও কর্মচারীকেই ওভারসিজ বেতনের হার অনুযায়ী ভাতা দেওয়ার রীতিও আছে।

বর্ত্তমান নিয়মানুসারে কূলভাগে অবস্থিত কর্মচারীরা বেতন ছাড়াও একটি "ভাতা" পান—যাহা সমুদ্রে অবস্থিত কর্মচারীরা পান না। কিন্তু এই বৈষম্য এক্ষণে তুলিয়া দেওয়া হইবে। অক্টোবর মাস হইতে সকল অফিসারই ইচ্ছা করিলে নূতন হারে বেতন পাইতে পারেন এবং এই ব্যবস্থায় বিশেষ "ভাতা" উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

ভবিষ্যতে চাকুরীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বেতনের কোনই প্রভেদ থাকিবে না। ইঞ্জিনিয়ার অফিসার ও অন্যান্য শাখার অফিসারেরা সমান বেতন পাইবেন।

সকল বিভাগের ওয়ারেণ্ট অফিসারদের পদমর্য্যাদা রাজকীয় নৌ-বহরের ওয়ারেণ্ট অফিসারদের সমান হইবে এবং তাহাদের বেতন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। বাসস্থান, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে আরও নানাপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

সংশোধিত নিয়ম কমিশনপ্রাপ্ত ওয়ারেণ্ট, রেগুলার ও রিজার্ভ শ্রেণীর সকল অফিসারের বেলায়ই কার্য্যকরী হইবে। সকল কর্মচারীই ইচ্ছা করিলে বর্ত্তমানে প্রচলিত বেতনের কোনও হার বাছিয়া লইতে পারেন।

কলিকাতায় ঘোড়দৌড় সম্বন্ধে সরকারী ঘোষণা

আগামী শীত ঋতুতে কলিকাতায় ঘোড়-দৌড়ের অনুমতি দেওয়া হইবে কি না, গভর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। সামরিক কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঘোড়-দৌড়ের অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু তাঁহারা ইহাও সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দিতে চান যে, ঘোড়-দৌড়ে যোগদানকারী লোকদিগকে বিমান-আক্রমণ হইতে রক্ষার কোনও প্রকার দায়িত্ব তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন না বা তাহার জন্য কোনও বিশেষ বন্দোবস্তও করা সম্ভবপর হইবে না।

অধিকন্তু যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা হইলে ঘোড়-দৌড়ের অনুমতি প্রত্যাহার করিতেও সরকার কুণ্ঠিত হইবে না।

সিকিমের মাথা এভেন পর্ব্বত আরোহণ

উইং কমাণ্ডার এ যে ফাগির এবং কোয়াড্রন লীডার সি আর এ কোর্ট গত মাসে এক ছুটির দিনে আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও সিকিমের ১৯০০০ ফুট উচ্চ লোমা এনডেন নামক পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। দাবী করা হইয়াছে যে, এই সর্ব্বপ্রথম উক্ত পর্ব্বতশিখরে আরোহণ সম্ভব হইল। কেশংলো নামক বাংলায় ১৬০০০ ফুট উঁচুতে মূল শিবির করিয়া পর্ব্বত শিখরে আরোহণের অভিযান সুরু হয়।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বিরচিত মূল, শ্লোকান্বয়, অনুবাদ ও বিবৃত সূচীসহ নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২ টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বৈশ্বানর পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। পিলা, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার জ্বরের নাশক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপাদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতি শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃতি সহ নব-প্রকাশিত হইল।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১৮ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ২৫শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ১১ই অক্টোবর, ইং ১৯৪২, সোমবার { ১৭৫ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ পদ্মনাভ, শর্ব্ব সর্ব্বদা, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(*)::——

আমরা যদি ভক্তের চরিত্র সেবোন্মুখ হইয়া দেখিবার সুযোগ পাই, তাহা হইলে আমাদের ভক্তের বিষয়ে আর বাসনা থাকে না। ভক্তের বাহ্য আচরণে তাঁহাকে সকল সময় ধরা যায় না।

শরীরের প্রতি মমতা—মূঢ়তা মাত্র। কেবল শরীরের যত্ন করিলে হরিভজন হয় না। শরীর একদিন-না-একদিন চলিয়া যাইবেই। শরীর থাকিতে থাকিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বেই শ্রেয়ঃ গ্রহণ করা আবশ্যক। দেহ থাকা-কালে পরতত্ত্বকে অবগত হওয়াই শরীরের বাস্তব ধর্ম। আকাশ, বাতাস, আগুন, জল, কাদা, মাটি প্রভৃতি আমাদের কিছু প্রকৃত সুবিধা করিয়া দিবে না।

যিনি হরিভজন করেন ও অপরকে ভজন করিতে উপদেশ দেন, তিনিই আমাদের আত্মীয়। জড়বিজ্ঞ আত্মক হইলে হরিভজনের পরিবর্ত্তে বাধা উৎপাদনের পক্ষে শতকরা একশত ভাগই সম্ভাবনা।

'হরিভজনই সর্ব্বদা করিব'—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া নামপরায়ণের আনুগত্যে নাম করিলে তবে ভজন হয়। ভক্তসঙ্গে থাকিয়া খুব দৃঢ়চিত্ত হইয়া ভগবৎসেবা লাভ করিতে হইবে। ভক্ত ভক্তিবলে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে চিনিতে পারেন। হরিভজন না করিয়া বাঁচিয়া থাকা কি লাভ? মরিয়া যাওয়া ভাল। হরিভজন না করিলে আমরা সংসারে 'খা'ব-খা'ব খা'ব' ও শেষকালে নরকে চ'লে যা'ব।'

অধিক সঞ্চয় বা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা ভক্তিবিরোধী চেষ্টা ও বিষয়োদ্যম; অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা, নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ ভক্তিপোষক নিয়ম ব্যতীত অন্য নিয়মে আগ্রহ, ভক্ত ব্যতীত অন্য জনসঙ্গ এবং নানা মতবাদীর সঙ্গে আগ্রহ নিবারণ অর্থাৎ চাঞ্চল্য—এই ছয়টী দোষ হইতে ভক্তি বিনষ্ট হয়।

মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী আর নাই—হ'বে না। অন্যান্য উপকারের প্রস্তাব ও ছলনা উপকারের নামে মহা অপকার; আর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের উপকার সাক্ষাৎ সত্য নিত্য উপকার। তাহা দু'দশ দিনের উপকার নয়,—তাৎকালিক উপকার নয়—যে উপকারের প্রভাব কিছুক্ষণ পরেই অপকার প্রসব ক'র্বে। এরূপ উপকারের কথা ব'লে মহাপ্রভু বা মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও লোক-বঞ্চনা করেন নাই। তাঁ'রা এমন উপকারের কথা ব'লেছেন—এমন জিনিষ দান ক'রেছেন, যে উপকার সকলের পক্ষে—সর্ব্বকালে—সর্ব্বাবস্থায় পরম উপকার। মহাপ্রভুর উপকার সকল দেশে—সকল পাত্রে—সকল কালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার।

আবার ভক্তপাদপদ্ম দয়ার সাগর, তাঁ'র দয়াসিন্ধুর একবিন্দু আমাকে আনন্দসাগরে মগ্ন ক'র্তে পারে। যিনি ভগবৎপাদপদ্মের সর্ব্বক্ষণ অনুশীলন করেন, তাঁ'র আনুগত্যময়ী সেবার দ্বারা তিনি যাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'র সন্ধান পাওয়া যে'তে পারে, অন্যভাবে পাওয়া যে'তে পারে না। মধ্যস্থের পথে কীর্ত্তন অর্থাৎ কাণটা পাতা দরকার। সাধুদিগের শ্রীমুখবিগলিত বার্ত্তা যিনি কাণ পে'তে শ্রবণ করেন, তাঁ'রই মঙ্গল হয়। যে পরিমাণে হরির বিস্মৃতি হ'বে, সেই পরিমাণে এই চতুর্দ্দিক্ দে'খ্বার চেষ্টা হ'বে।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যযুক্ত হওয়াই অসুস্থ হওয়া—কৃষ্ণকার্ষ্ণ-বিরোধী হওয়াই অসুস্থ হওয়া। কৃষ্ণপাদ-পদ্মের নিত্য স্মরণ হ'লে এই সব হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। যদি একবার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় শুদ্ধ শ্রুতিপথে এসে যান অর্থাৎ আমি নিত্যকৃষ্ণদাস—এই অনুভূতি উদিত হয়, তা' হ'লে সমস্ত অন্তরে আগুন লে'গে যায়—সংসারের মূল পর্য্যন্ত পু'ড়ে ছারখার হ'য়ে যায়।

মানুষের সম্বন্ধ—সমগ্র পৃথিবী। সর্ব্বদা যাঁ'রা কৃষ্ণপাদপদ্মে নিযুক্ত হন, সেইরূপ শতকরা শত-পরিমাণে সুবিধা দিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ দিয়েছেন।

যিনি হরিসেবা করেন, তিনি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনজ্ঞান করেন—সর্ব্বাপেক্ষা হীন-অভিমান হইলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইতে পারেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিভক্তির কথা বলিতে পারেন। সর্ব্বোত্তম হইলেও নিজের অযোগ্যতা পরীক্ষা করা দরকার।

ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত ভগবানের যাবতীয় বিধান অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। ভগবানের ব্যবহার চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে তাঁহাতে শ্রদ্ধার অভাব ও নিজের অনাত্মজ্ঞান প্রমাণিত হয়। জাগতিক কোনপ্রকার অসুবিধা শরণাগত ভক্তকে শরণাগতি হইতে—কৃষ্ণকে গোবিন্দের মতন কাম্য হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত করিতে পারে না।

ভগবান্ সর্ব্বদ্রষ্টা, কিন্তু বদ্ধজীবের দর্শন নানাপ্রকার বাধাযুক্ত। কাজেই ভগবানের বিধানে অসন্তোষ বা চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে নিজের অমঙ্গল বরণ করা হয়। শরণাগত ব্যক্তির ভগবানের বিধানে সন্তুষ্ট হইয়া অনুক্ষণ হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন বিচার নাই। 'আমরা' ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করিব। সকল বিপদের মীমাংসা—ভগবানের বিধানের উপর নির্ভর করা।

প্রতিকূল অনুশীলন দ্বারা অসু'বিধা হ'য়ে যায়। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কৃত্য নাই। জীব দুঃখের দাস। স্বেচ্ছাচারিতার জীবনের সুবিধা পাওয়া যায় না—জীবন্মৃত অবস্থা মাত্র লাভ হয়। শুষ্ক-বৈরাগ্য কিছুক্ষণ পরে চেতনকে পর্য্যন্ত গ্রাস ক'রে ফেলে! কপটতা অনুভূতিবিহীন ব্যক্তি মৃত। মরে যাওয়ার লক্ষণই অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, সত্যকথায় অমনোযোগিতা। যাঁ'রা নিজেরা recipient হ'তে চা'ন, তাঁ'দের জীবন কিছুক্ষণ পরে থেমে যা'বে। তাঁ'রা মৃতই আছে। বাস্তব বেদ বস্তুর অনুশীলনে বাধা থাকাই মৃত অবস্থা। যে জীব বাস্তবতা পরিত্যাগ অধীন হ'য়েছে, সে জীবিত থাকলেও 'জীব'-শব্দবাচ্য নহে। তা'র তথা-কথিত জীবন কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় ভেসে যাওয়া মাত্র। এরূপ ব্যক্তিগণ মৃত্যুর ভূমিকায় উপস্থিত অবশ্যম্ভাবীরূপে পরস্পর মারামারি ক'র্ছে।

অন্যকে কথার দ্বারা কখনও সত্য নিরূপিত হয় না। কেবল চেতন বস্তুর অনুসন্ধান ব্যতীত অন্য চেষ্টার দ্বারা বিপর্য্যয় ধারণা মাত্র সম্ভব। নিত্যানিত্য-বিবেক উদিত না হওয়ায় জীবের এরূপ অবস্থা হ'চ্ছে।

———

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

নাম সেবক সাধু। সাধুসেবাই নাম-সেবা লাভের উপায়। নামের সম্বন্ধে অবস্থা প্রথম, সম্বন্ধাদির অবস্থাই নাম। নামের মধ্যে কৃষ্ণ আছেন। ভক্তগণ বিরহব্যথিত চিত্তে 'হরে কৃষ্ণ' নাম দ্বারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গকে আহ্বান করেন। কেহ হরি-শব্দের সম্বোধনে 'হরে' বিচার করেন। যাঁহারা বিষয় অপেক্ষা অধিকতর আশ্রয়-রুচিনিষ্ঠ অর্থাৎ যাঁহাদের সেবাবৃত্তি অধিকতর প্রকাশিত, তাঁহারা 'হরা'-শব্দের সম্বোধনে 'হরে' পদ বুঝিয়া থাকেন।

ভজন এ জগতের জিনিষ নয়, তাহা চিন্ময় রাজ্যের কথা। অপ্রাকৃত জগতের লোকেরাই হরিভজনের কথা জানেন। প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা হরিভজনের কথা বুঝিতে যাওয়া কেবল বৃথা সময় নষ্ট করা মাত্র। তবে সাধু সঙ্গফলে ভজনপিপাসা হৃদয়ে জাগিলে সাধুর কৃপায় সেবোন্মুখচিত্তে সেই অচিন্ত্য বস্তু স্ফূর্ত্তি হয়। ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য, যশঃ, শ্রী বা জাগতিক অন্য কোন অভিমানের বাঞ্ছা যাঁহার নাই, শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপাই যাঁহার একমাত্র সম্বল, সেই গৌরভক্তের ভৃত্য হইবার ইচ্ছাবিশিষ্ট সজ্জনই হরির সন্ধান পাইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন।

ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদাই মুক্ত, আর যেখানে আনুগত্য বাদ দিয়া স্বতন্ত্রতা, সেখানেই ভোগ বা ত্যাগ। আনুগত্যই ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়। এই আনুগত্য কোন দেবতা বা মনুষ্যের আনুগত্য নয়, ইহা অকিঞ্চন কৃষ্ণৈক-শরণ ভক্তগণের দাস্য বা আনুগত্য। নিরন্তর কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ শুদ্ধবৈষ্ণবগণই মাদৃশ বহির্মুখ-জীবের উপদেষ্টা বা গুরু। ইঁহাদের আনুগত্যে জীবনযাপন করা ব্যতীত অপ্রাকৃত অনুভূতি বা শুদ্ধা ভক্তি লাভ করার সামর্থ্য কাহারও নাই। সুতরাং গুরুকে কৃষ্ণসেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াই অভীষ্ট লাভ করিতে হইবে।

"তাঁ'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। ভক্তের আনুগত্যই ভক্তি লাভ করিবার উপায়-স্বরূপ।

ভক্তের জীবন আনুগত্যময়। তাঁহার প্রত্যেক বাক্য ও কার্য্যে তাঁহার আনুগত্যময় আদর্শ প্রকাশিত থাকে। নিষ্কপটে ঐ ভাব লক্ষ্য করিলেই জীবন আনুগত্যপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু একটা কথা, যেটুকু আনুগত্য করিলে হরিভক্তি লাভ হয়, সেটুকু আনুগত্য আমরা করি কি? আমাদের নিজের উদাসীনতাতেই আমাদের সুবিধা হইতেছে না। সরলভাবে আমাদিগকে গুরু-গৌরাঙ্গের আনুগত্য করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজ স্বতন্ত্রতাকে সম্পূর্ণভাবে বলিদান দিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিব, ততদিন অকিঞ্চন হইয়া ভক্তি যাজন করিতে পারিব না। প্রকৃত আনুগত্যের অভাবে কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান বা অভিনয় আমাদের ভোগের প্রকারভেদ মাত্র হইয়া পড়িবে। যেখানে সদ্গুরুর আনুগত্য নাই, সেখানে অব্যভিচারিণী ভক্তি হইতে পারে না। আমরা শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের পদাশ্রিত হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছি; সুতরাং আমাদের হতাশ হইবার কোন কথা নাই। তবে আমরা স্বতন্ত্র জীব, আনুগত্যও করিতে পারি, স্বতন্ত্রও থাকিতে পারি। আমরা যতটুকু আনুগত্য করিব, ততটুকু মঙ্গল লাভ হইবে। আর যদি ষোলআনা আনুগত্য করি, তাহা হইলে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ সম্পূর্ণভাবে আমাদিগকে আত্মসাৎ করিবেন। কৃপাময় গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত, কৃপার আবশ্যকতা বোধ হইলেই হইল। কৃপা নিরন্তর অমৃতধারে বর্ষিত হইতেছে। আমাদের আবশ্যকতা-বোধ নাই বলিয়া আমরা পাইতেছি না।

সকলকে একমনের মত চলিতে হইবে—সকলকে অবস্থান ভগবানের অনুগত হইতে হইবে—ইহাই শুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে জীবন যাপন করা ব্যতীত অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করিবার সামর্থ্য জীবের নাই। আনুগত্য ব্যাপারটী যত সোজা মনে করি, তত সোজা নয়। অনুগত ব্যক্তির সঙ্গ না করিলে এই আনুগত্যের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। প্রগাঢ় প্রীতির ফলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবে ভক্তি জন্মে এবং আশ্রিত ব্যক্তিই নিষ্কপটে সেবা করিতে পারেন। কৃষ্ণ যাঁহাকে কৃপা করেন, 'সেই বৈষ্ণব আমি'—এইরূপ দুষ্টতা যেন আমার হৃদয় অধিকার না করে। নিজেকে বৈষ্ণবের কিঙ্কর জানিলেই বৈষ্ণবের কৃপালাভ হয়। বৈষ্ণবকে অভিন্ন বিগ্রহজ্ঞানে সেবা করিতে হইবে—ইহাই সাধুশাস্ত্রোপদেশ। সেবা ছাড়া ভজন আর কিছুই নহে। শ্রীনামগ্রহণাদি-কার্য্যও সেবাকল্পেই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, নতুবা তাহাও জীবের আরোহচেষ্টা হইয়া পড়িবে।

ভগবান্ ভক্তের প্রেমবাধ্য। ভক্ত প্রেমের দ্বারা ভগবান্‌কে এরূপ বাধ্য করিতে পারেন যে, তিনি ভগবানের সত্তা পরিবর্তন করিতেও পারেন। ভক্তই ভগবান্‌কে দেখায়। ভক্ত না থাকিলে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের দর্শন পাইয়াও দর্শনের ফল বা দর্শনসুখ লাভ হইতে পারে না। ভক্তি সুদুর্লভ বস্তু। দুর্য্যোধন ভগবানের বিরাড্রূপ দর্শন করিয়াও, বিদর্ভরাজের ন্যায় রাজন্যগণ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইয়াও, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু বরাহদেব ও নৃসিংহদেবের অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ দেখিয়াও ভক্তিশূন্যতা-হেতু তাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার প্রভৃতি ভক্তিবলে ভগবানের সেবা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

রজকেও দেখিল, মাগিল তাঁ'র ঠাঞি।
তথাপি বঞ্চিত হৈল, যাতে প্রেম নাঞি॥
যাঁ'রে দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
কত কোটী দেহ সেই স্বস্থে ছাড়িল॥
পাতকের মহাভাগ্যে যোর দরশন।
না পাইল সুখ ভক্তিশূন্যের কারণ॥
* * *
ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

অধিক বংশমর্য্যাদা থাকিলেও কৃষ্ণভক্তি হয় না। আভিজাত্য, সৎক্রিয়া ও প্রচুর অর্থাদির দ্বারা কৃষ্ণসেবা লাভ করা যায় না। একমাত্র কৃষ্ণে সর্ব্বপ্রকার প্রীতির দ্বারাই কৃষ্ণ বশ্য হন। কৃষ্ণসেবায় প্রীতিযুক্ত ব্যক্তি যে-কোন বংশে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার কিছু ক্ষতি হয় না। ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের উচ্ছিষ্টভোজী হইবার ইচ্ছা করেন। তাঁহারা মুক্তি চাহেন না। 'জন্মে জন্মে যেন বৈষ্ণবের সেবক হইতে পারি বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজন যেন আমার যাবতীয় কর্ত্তব্য বিষয়ের মধ্যে মুখ্যতা লাভ করে',—ইহাই ভক্তের প্রার্থনা। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট নৈর্গুণ্যময়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজীর পদবী ব্রহ্মাদিরও পরমারাধ্য ব্যাপার।

তোমার চরণ ভজে যে-সকল দাস।
তা'র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
* * *
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥
যেন কৃষ্ণভক্ত-বাক্যে না পায় সন্তোষ।
সেই-সব পাপীরে লাগিল দৈবদোষ॥

নববিধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি বা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীই পরমপ্রবলা। অষ্টবিধা ভক্তি সবলা, কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সবলা। কীর্ত্তনাশ্রিত হইলে ভক্তি অনায়াসে জীবগণকে চরম মঙ্গল প্রদান করেন। এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিতে যাঁহাদের যতটুকু অবিশ্বাস অর্থাৎ যাঁহারা মনে করে, 'কীর্ত্তনদ্বারা আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে না,' তাহারা ততটুকু-পরিমাণে নাস্তিক। কীর্ত্তনাখ্যভক্তি-প্রচারে যিনি যতটুকু সাহায্য করেন, তিনি ততটুকু-পরিমাণে আস্তিক, আর যিনি যত পরিমাণে বাধা প্রদান করেন, তিনি তত-পরিমাণে নাস্তিক।

হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অপর চেষ্টা সংসারের হেতু, বিমুখতা; আর সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন—বিভিন্ন দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া ভগবন্মুখী হওয়া বা বাড়ীর দিকে চলা। বর্ত্তমানে আমরা মায়াক্রান্ত, আবদ্ধ। এই অবিদ্যার মূল উৎপাটন করিবার একমাত্র উপায় গুরুর দিকে চলা—অশোক-অভয়-অমৃতের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা। এ জগৎটা বিদেশ, ইহা স্বদেশ নহে। এই বিদেশে আমরা যতদিন থাকিব, এ বিদেশকে যতদিন স্বদেশ মনে করিব, ততদিন শোক, মোহ ও ভয় যাইবে না। এ জগৎ মর্ত্ত্যধাম, ইহা অমর-ধাম নহে। মর-জগদ্বাসী প্রত্যেককেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। এ জগৎ হইতে মৃত্যু উঠিয়া যাইতে পারে না। সুতরাং জীবন থাকিতে থাকিতে ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত হওয়াই মঙ্গলের উপায়। নতুবা অবশেষে কাঁদিতে হইবে।

জগতের ইন্দ্রিয়তর্পণ কার্য্যই সব; তাহা আপাত-মনোরম ও আপাত সুখকর হইলেও পরিণামে ভয়ানক দুঃখাবহ ও চেতনতা-অপহারক। কিন্তু হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখ-বিধান—অভয়, অমর ও অমৃত। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি কার্য্যে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। আমি কাহার—ইহাই সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য। যিনি আমাদিগকে ভবসাগর পার করিতে আসিয়াছেন, তিনি আমাদের একমাত্র অকৃত্রিম মিত্র-বান্ধব। সেই মিত্রপ্রভুর সঙ্গে যাইতে হইলে দীন, অকিঞ্চন ও কাঙ্গাল হইতে হইবে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মকেই একমাত্র লাভ না জানিলে বা অন্যাভিলাষ-শূন্য হইয়া দীন না হইলে তিনি কিছুতেই আমাদিগকে সঙ্গে লইবেন না।

অনন্তকালের তুলনায় আমাদের জীবনের সময় কতটুকু? আমাদের কোন্ সময় মৃত্যু ঘটিবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং এই মুহূর্ত্তে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকী মতি বা প্রীতি হওয়া দরকার। নতুবা এ জগতের কোন একটী বস্তুতে প্রীতি থাকিয়া যাইবে। তাঁহার কৃপা হইলে সংসার-বাসনা মুহূর্ত্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার কৃপা না পাওয়া পর্য্যন্ত এ জগতের প্রত্যেক বস্তু তাহার স্বরূপ না দেখাইয়া বাহ্যাবরণ-দ্বারা বঞ্চিত করিবে।

হরিকীর্ত্তনকারী ভক্তগণ কালের বিক্রমকে আক্রমণ করিয়া নিখিল কালকে হরিসেবায় নিযুক্ত করেন। যে কালের বিক্রম আব্রহ্মস্তম্ব সকলে বিদ্যমান, সেই কালের বিক্রম শ্রীভগবানের রাজ্যে ও ভক্তগণের নিকট নাই। সেজন্যও তাঁহাদের অনুসরণে আমাদেরও প্রতিমুহূর্ত্তে হরিভজন করিয়া জগৎ হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার।

মুকুন্দ দত্ত

—:•:(•):•:—

শ্রীমুকুন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিখ্যাত পার্ষদ। চট্টগ্রাম-জেলার পটিয়া-থানার অন্তর্গত 'ছনহরা'-গ্রামে শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর আবির্ভূত হন। এই গ্রাম শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট মেখলা হইতে ১০ ক্রোশ দূরবর্তী। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ইঁহার ভ্রাতা। চট্টগ্রামে ইঁহার জন্ম। প্রভু যিনি মধুকণ্ঠ-নামক গায়ক, গৌরাঙ্গভক্তে তিনিই শ্রীমুকুন্দ হন। 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা' বলেন,—

ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ।
মুকুন্দ-বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ
গৌরাঙ্গ-গায়কৌ॥

তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহপাঠী ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষাকালে সহপাঠী মুকুন্দের সহিত নিমাই ন্যায়ের ফাঁকি লইয়া কলহ করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ইনি কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত প্রভুকে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক শুনাইয়া আনন্দদান করিতেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ইঁহার সঙ্গী। ইঁহার চেষ্টাতেই শ্রীল গদাধর প্রভু শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-প্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। শ্রীবাস-অঙ্গনে ইঁহার কীর্ত্তন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃত্য করিতেন। দানখণ্ড-লীলা অভিনয়কালে ইনি অগ্রে গাহিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর-গৃহে লক্ষ্মীবেশে নৃত্য-লীলায় প্রথমে ইনিই গান করেন। শ্রীল সন্ন্যাসের কথা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুকুন্দের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলে সকল কথা শুনিয়া শ্রীমুকুন্দ প্রভুকে আরও কিছুদিন নবদ্বীপে কীর্ত্তন-লীলা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণার্থ কাটোয়ায় গমন করিলে শ্রীমুকুন্দও তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচন্দ্রশেখরের সহিত কাটোয়ায় গিয়া কীর্ত্তন, প্রভুর সন্ন্যাসোচিত ক্রিয়া সম্পাদন এবং সন্ন্যাসান্তে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করেন। ইনি প্রতি বৎসর অন্যান্য ভক্তের সহিত গৌড়দেশ হইতে প্রভু-দর্শনার্থ নীলাচলে আসিতেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশলীলা প্রকট করিয়া ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য সপ্তপ্রহর ব্যাপিয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করেন। সেদিন শ্রীধর, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস, মুরারি ও অন্যান্য সকল ভক্তই কৃপা পাইলেন, কিন্তু একমাত্র শ্রীমুকুন্দ অন্তঃপটের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার প্রভুর কৃপালাভের সৌভাগ্য হইল না। ইহার কারণ কি? শ্রীমুকুন্দ মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ও গায়ক বটেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অহরহঃ তাঁহার নিকট কীর্ত্তন শ্রবণ করেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার এই অবস্থা হইল কেন? তিনি মহাপ্রভুর প্রকাশলীলার সময়ে প্রবেশাধিকার পাইলেন না কেন? ঝি-কে মারিয়া বৌ-কে শিক্ষা দিবার ন্যায় লোকশিক্ষাচ্ছলে লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজভক্তের দ্বারা একটি মহতী শিক্ষা প্রচার করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীমুকুন্দের ন্যায় পার্ষদ ভক্তকেও নিজ মহাপ্রকাশলীলার দ্বারের বাহিরে রাখিলেন। ভক্তগণ মুকুন্দের প্রতি প্রভুর এই দণ্ডের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু মুকুন্দকে ডাকিতেছেন না বলিয়া মুকুন্দও সম্মুখে আসিতে পারিতেছেন না। প্রভু আজ কত লোককে কৃপা করিলেন, কিন্তু যিনি অনুক্ষণ প্রভুকে কীর্ত্তন শ্রবণ করান, সেই পরম মধুর শ্রীমুকুন্দের প্রতি প্রভুর এইরূপ ভাব কেন? ইহা দেখিয়া সকল ভক্তই অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। অনন্তর শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন—'প্রভো! মুকুন্দ এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাকে তুমি আজ তোমার সম্মুখে আসিতে দিতেছ না। আমরা জানি—মুকুন্দ তোমার প্রিয়, আমাদের সকলের প্রাণ। মুকুন্দ ভক্তিপরায়ণ ও সব দিকে সাবধান। যদি মুকুন্দের কোন অপরাধ থাকে, তবে তাহাকে শাস্তি প্রদান কর। নিজের ভৃত্যকে কেন দূরে পরিত্যাগ করিতেছ। তুমি মুকুন্দকে না ডাকিলে মুকুন্দ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহস করিতেছে না। তুমি মুকুন্দকে তোমার সম্মুখে ডাক; মুকুন্দ তোমাকে দেখুক, তোমার দর্শন করুক।' এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি' মোরে কভু না সাধিবা॥
খড় লয়, জাঠি লয়—পূর্ব্বে যে শুনিলা।
ঐ বেটা সেই হয়, কেহ না চিনিলা॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড় জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত বিশ্রব্ধ ভক্ত শ্রীবাস শ্রীমুকুন্দের সম্বন্ধে নানাপ্রকার সুপারিশ করিলেও নিরপেক্ষলীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকৃত সত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করিবার জন্য শ্রীবাসকে বলিলেন,—মুকুন্দের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য শ্রীবাস যেন আর অনুরোধ না করেন। বস্তুতঃ শ্রীবাসের অনুরোধ ব্যর্থ হইবে। কারণ মুকুন্দের আদর্শ কোন সময়ে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া দীন দৈন্য প্রকাশ করা, আবার কোনও সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জাঠি মারা। উহা 'যেন এক হাত পায়, আর এক হাত গলায়' দিবার ন্যায়। সুবিধাবাদিগণের একরূপ চিত্তবৃত্তি। তাহারা যখন যেদিকে সুবিধা পায়, সেই পথই অবলম্বন করে। মুকুন্দ আজ এই আদর্শই প্রকাশ করিতেছে। সে কখনও দন্তে খড় অর্থাৎ তৃণ গ্রহণ, আবার কখনও বা জাঠি অর্থাৎ যষ্টি লইয়া মারিতে উদ্যত হওয়ার আচার ও ক্রিয়া গ্রহণ করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেইমত কথা কহি' তথাই মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্ধায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥
ভক্তি হৈতে বড় আছে, যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥
ভক্তিস্থানে উহার হৈল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ॥"

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরহরি শ্রীমুকুন্দকে উপলক্ষ করিয়া ভক্তি-অভক্তির সমন্বয় চেষ্টা গর্হণ করিয়াছেন যাহাদের খড়-জাঠিয়ার চিত্তবৃত্তি, তাহারা কপটী। আদর্শের প্রতি তাহাদের আদৌ ঐকান্তিকতা নাই। যাহারা ভক্ত ও অভক্তকে সমান মনে করে, তাহারা ভক্তকে কখনই অন্তরে আদর করে না। প্রচ্ছন্নভাবে অভক্তের প্রতিই তাহাদের আদর আছে, জানিতে হইবে। যিনি সত্য-পক্ষাবলম্বী, তাঁহার কখনও অসত্যের প্রতি আদর এবং সত্য ও অসত্য সমযুক্ত থাকিতে পারে না। অভক্তের সংখ্যাধিক্য থাকিলেও শুদ্ধভক্তিলিপ্সু তৎপ্রতি ধাবিত না হইয়া ভক্তের চরণেই আকৃষ্ট থাকেন, ইহাই ভক্তের ভাবাকাঙ্ক্ষা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মুকুন্দের আদর্শে আর একটী শিক্ষা দিলেন যে, সুবিধাবাদিগণ যখন অসৎ-সঙ্গিগণের সঙ্গের ফলে অন্তরে অবসাদ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে অকৃত্রিম-ভাবে চিত্তের বন্ধন করেন এবং নিজের কাপট্যময়ী দুর্বুদ্ধিকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দেন, তখন তাহাদের মঙ্গল হয়।

শ্রীমুকুন্দ বাহিরে থাকিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সকল কথাই শুনিতে পাইলেন। মহাপ্রভু মুকুন্দকে দর্শন দান করিলেন না জানিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন—'আমি আমার পূর্ব্ব জন্ম শিক্ষা ও সম্বন্ধে এরূপ সমন্বয়বাদ স্বীকার করিয়া ভক্তের অমর্য্যাদা মহত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই। অমর্য্যাদা ভক্তের সমান যে আর কোন বস্তু নাই, সমন্বয়বাদে ইহা আমার উপলব্ধি হয় নাই। সুতরাং আমার মত দুর্ভাগা আর কেহ নাই। যখন আমি মহাপ্রভুর দর্শন পাইব না, তখন আর এ শরীর আর রাখিব না। এই অপরাধী শরীরকে এখনি আমি পরিত্যাগ করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীমুকুন্দ শ্রীবাসকে বলিলেন—'শ্রীবাস! তুমি মহাপ্রভুকে একবার জিজ্ঞাসা কর যে আমি কি কখনও প্রভুর দর্শন পাইব না?'—এই কথা বলিতে বলিতে মুকুন্দ অঝোর নয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও মুকুন্দের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মুকুন্দের কোন কালে প্রভুদর্শনে সৌভাগ্য হইবে কিনা, প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন—"কোটি জন্মের পর মুকুন্দের নিশ্চয়ই দর্শনসৌভাগ্য লাভ হইবে।" কোটি জন্মের পরেও তাহা লাভ হইবে—প্রভুর দর্শন মিলিবে—এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। শ্রীমুকুন্দ তখন শ্রীচৈতন্যের অপার করুণা স্মরণ করিয়া প্রেমাবিষ্টচিত্তে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ প্রেমবাধ্য; ভক্ত প্রেমের দ্বারা ভগবান্‌কে এইরূপ বাধ্য করিতে পারেন যে, তিনি ভগবানের অভিপ্রায়ও পরিবর্ত্তন করিতে সর্ব্বদাই যোগ্য। শ্রীমুকুন্দের আর্ত্তি, নিষ্ঠা ও সদ্বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"মুকুন্দ, আমার অসাধারণ শক্তিও তোমার শ্রীভক্তিবার পরাভব লাভ করিল। পূর্ব্বদোষে তুমি ভক্তির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলে। সমন্বয়বাদ বা সুবিধাবাদ ভগবৎসেবাবৃত্তির পরমশত্রু। তাহাদের সঙ্গের দ্বার ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঐকান্তিক ভক্তগণের সঙ্গপ্রভাবে তোমার সত্যানুসন্ধিৎসা পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় নিষ্কপটতার উদয় হইয়াছে। সুতরাং তোমার আর কোন ভক্তির বাধা থাকিতে পারে না। 'তুমি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবে'—এই বর তোমাকে দিলেও তোমার অপরাধানুসারে ভক্তির পুনঃপ্রাপ্তির কাল কোটি জন্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার তীব্র সেবাপ্রবৃত্তিতে আমার নির্দ্দিষ্ট কাল নিমেষমাত্রেই অতিক্রান্ত হইল—তোমার সেবাশক্তির দ্বারা আমার শক্তি পরাজিত হইল। হে মুকুন্দ! তুমি সর্ব্বদা ভগবৎ-কীর্ত্তন করিয়া থাক; সেজন্য তোমার সহিত আমার নিত্য বসতি। তবে যে কোটি জন্ম পরে তোমাকে দর্শন দিব বলিয়াছি, উহা, সত্যলোক জানিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়; সেজন্য তোমার সহিত পরিহাস করা আমার স্বভাব।"

ভগবান্ ও ভক্তের অলৌকিক কার্য্য-কলাপ, রহস্য ও উদ্দেশ্য অনুভব করা বদ্ধজীবের পক্ষে খুবই কঠিন। যিনি অন্তর্মুখ ও সরল, তিনিও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় তাহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন, এক বুঝিতে আর এক বুঝেন না। বাহ্যদর্শন প্রবল হইলে সাধুগুরুর অন্তরের কথা বুঝা যাইবে না। যাঁহারা অকপটচিত্তে সাধুগুরুর অন্তরে প্রবেশ করেন, তাঁহাদের নিকটই প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হইবে। শ্রীমুকুন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ভক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলারহস্য বুঝিতে না পারায় আমরা যেন শ্রীমুকুন্দের চরণে অপরাধ না করি। শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীমহাপ্রভুর চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাদের এই লীলাশিক্ষাটি গ্রহণ করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে।

ভাদ্র, কার্ত্তিক, ফাল্গুন, আষাঢ়, ভক্ত জনে। চতুর্দ্দশী-বিগ্রহ কৃষ্ণ এ চারিদিনে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিনামকীর্ত্তনের বাণী বা নামের প্রতি অকপট শ্রদ্ধানু-বিবেচিত ব্যক্তিগণই প্রার্থীগণের শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিম বার্ষিক মূল্যসহ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের কার্য্যালয়ে লিখিত থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের বৈকালিক নিয়োগই হওয়ার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবেন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ক্রমিক-অনুযায়ী বিলম্বিত যেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেওয়াই অধিক প্রয়োজনীয়।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয়-মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে /০ আনার ডাক-টিকেটসহ না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের আবশ্যকতা হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। সমস্ত ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদিত লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরত পাঠান হয় না। প্রবন্ধ-প্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তদুপরিকার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ গ্রাহকের দায় অপরাধিগণের পক্ষপুষ্ট নয়, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷৹
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে হার স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

বিমান আক্রমণে আশ্রয়হীনগণ

পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হয় যে, সহরে বিমান আক্রমণের ফলে যাঁহারা আশ্রয়হীন হইবেন, কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহাদিগকে খাদ্য ও আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করিবেন; কিন্তু এক্ষণে উক্ত সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

জানিতে পারা গিয়াছে যে, এতাবৎ এই বিষয়ে কর্পোরেশন যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, বাঙ্গলা সরকার তাহার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল ব্যবস্থার একটি হইতেছে এই যে, সহরের বিভিন্ন অংশে ১৫টি উদ্ধার আবাস স্থাপন করা হইবে এবং বিমান আক্রমণের ফলে নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে এক সপ্তাহের জন্য উক্ত স্থানসমূহে খাদ্য ও আশ্রয় দেওয়া হইবে।

উপরোক্ত আবাসগুলি স্থাপন করিতে প্রথমে ২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ব্যয় হয়। উহাদের পরিচালনা-সংক্রান্ত ব্যয় মাসিক ৭৬,০০০৲। ঐ সকল আবাসে খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করার জন্য ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বিলাতি এয়ারগ্রাফ ডাক

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষ পূর্ব্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহের যে এয়ারগ্রাফে চিঠিপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। এতৎসংশ্লিষ্ট দেশসমূহের ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষকে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন ঐসকল চিঠিপত্র এয়ারগ্রাফ করিয়া পুনরায় বৃটেনে পাঠান। মধ্য প্রাচ্যের সামরিক বিভাগের এয়ারগ্রাফ করা চিঠিগুলি খোয়া যায় নাই।

চীনের লোকক্ষয়

চীনা প্রচার সচিব ডাঃ হলিং টং সম্প্রতি "ওভারসীজ লীগ"-এর এক ভোজ সভায় বক্তৃতায় বলেন যে, চীনের পক্ষে বিমান ও ভারী সমর-যন্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। তিনি ২৫০০০ সৈন্যের ভিতরের দুই তৃতীয় কম সময়ে বিচ্ছিন্ন হইতে দেখিয়াছেন। চীনাদের বিপুল লোকক্ষয় হইয়াছে। চীনকে একটি জাপানীর বিরুদ্ধে পাঁচ হইতে আটজন সৈন্য নিয়োজিত করিতে হইয়াছে। সমস্ত বিধবা নারী ও অনাথ শিশু রহিয়াছে। কোন নারীকে এখন জিজ্ঞাসা করা যায় না—তাহার স্বামী কেমন আছে; পাছে সে উত্তরে চুপ করিয়া থাকে।

কিন্তু পাঁচ বৎসর সংগ্রামের পর তাহাদের সকলের এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, জাপান জয়লাভ করিতে পারে না।

যুগোস্লাভিয়ায় ছয় সপ্তাহের লড়াই

যুগোস্লাভ মহলে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, যুগোস্লাভ গেরিলাদের সাহত ছয় সপ্তাহের লড়াইতে এক ইতালীয় সাংস্কৃতিক ডিভিসনের ৬০০০ সৈন্য নিহত ও ১০০০ সৈন্য আহত হয়। গেরিলাদের শতকরা ২০ জন ছিল স্ত্রীলোক। আরও প্রকাশ, জুলাইএর মাঝামাঝি হইতে আগষ্টের শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ, ইতালীয়ান, ক্রোয়েশিয়ান ও ক্রোট সৈন্যদের সহিত এই যে, যুদ্ধ হয় তাহাতে ক্রোয়েশিয়ান বিদ্রোহীদের সৈন্যেরা একটি ডিভিসনের প্রায় সমস্ত বড় কামান দখল করে।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভাষা-সম্বন্ধে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যমতসমূহে বেদ ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচন প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে ব্যবহারিক সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে মূল্য ৷৹ আনা।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বিরচিত মূল, শ্লোকার্থ, অনুবাদ ও বিবৃত সূচীসহ নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রী শ্রী সরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শিষ্যদের সঙ্গে-মুখে যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও মনঃশিক্ষা দশক

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; মূল, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহলনার পাচন

সর্ব্ববিধ্ব জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। সদ্যজ্বর ও ভাজ-জ্বর প্রভৃতি নষ্ট করে। বিজ্ঞাপন, প্লীহা-যকৃৎ কামলা এবং বহু পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অব্যর্থ সাধক ঔষধ কিনা। ছোট বোতল ৷৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৴৹ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগনা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সপ্তাঙ্গ-উপনয়ঃশিক্ষা
—০—
জগদ্গুরু শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতির শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তকৌস্তুভম্
—০—
শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত হয়।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ ১২ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৬শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৩ই অক্টোবর, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার } ১৭৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ পদ্মনাভ, শিব প্রস্থান, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

আমাদের চিত্ত এত ভোগপ্রবণ, অর্থে এতই আসক্ত যে, আমরা হরিসেবার কালকে ভোগের কাল বলিয়া মনে করি। আমাদের দুর্লভ মানব-জীবন ত' পশ্চিমের রবি নয় যে, আজ অস্ত গেলে কাল আবার দেখা দিবে। যে জীবন বা সময় চলিয়া গেল, তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না—যে অমূল্য-নিধি হারাইলাম, তাহার আর শত ক্রন্দন করিয়াও ফিরিয়া পাইব না। অসৎসঙ্গের ফলে আত্মবিস্মৃতিই হরিভজন না করিবার কারণ। আত্মবৃত্তি প্রবল হইলে আমরা দেহ ও মনের বৃত্তি ভুলিয়া যাইতাম। যাহা আমাদের নয়, তাহাকে আমাদের মনে করায় আমাদের যত অসুবিধা। এই কারণেই এত বড় একটী জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। অনিত্য-বস্তুর সংযোগে ও বিয়োগে আমরা অযথা সুখ-দুঃখের ভাগী হই—ইহাই আমাদের বিরূপের অবস্থা। কিন্তু আমরা যদি নিজেকে কৃষ্ণ-নিত্যদাস বলিয়া জানিতে পারি, তাহা হইলে আর কোন দুঃখই থাকিবে না। সেইজন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

জীব কৃষ্ণদাস —এ বিশ্বাস
ক'র্‌লে ত' আর দুঃখ নাই।

জীবের স্বভাবই তাহার ধর্ম। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, জীব নিঃশক্তিক; ভগবান্ বৃহৎ, জীব অণু। সূক্ষ্ম চেতন জীব বৃহচ্চেতনের অধীন, সুতরাং ভগবানের আনুগত্যই তাহার স্বভাব বা ধর্ম। এই আত্মজ্ঞানের বিস্মৃতি যেখানে, সেইখানেই সংসার।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণফলেই আমাদের আত্মার সুপ্ত বৃত্তি জাগ্রত হয়। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে শব্দ ব্যতীত উপায় নাই। বৈকুণ্ঠ-শব্দের ধ্বনি যখন কর্ণদ্বারে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখনই চেতনবস্তু যে আত্মা, তাহা জাগ্রত হয়। হরিসেবা-লাভের একমাত্র উপায় সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণ বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ। শ্রবণেই সিদ্ধি লাভ হয়। কায়ের দ্বারা যেমন সর্ব্বক্ষণ সেবা করা দরকার, সেইরূপ কর্ণের দ্বারাও সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণরূপ সেবা এবং সাধুসঙ্গ করা দরকার; নতুবা বঞ্চিত হইতে হইবে।

বৈষ্ণবগণ অসত্যের প্রতি বজ্রাদপি কঠোর এবং নিষ্কপট সজ্জনের প্রতি কুসুমাদপি কোমল। ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি বা স্বভাব। তাঁহারা হরিভজনের প্রতিকূল কোন কিছু সহ্য করিতে পারেন না; তাই অকপটভাবে নির্ভীক সত্যকথা প্রচারপূর্ব্বক অসত্যের স্বরূপ জানাইয়া দিয়া লোককে সাবধান করেন। তাঁহারা কখনও অসত্যের প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা দাম্ভিক নহেন—অতিদীন। তাঁহাদের এই দীনতা অভ্যাস মাত্র নহে, ইহা তাঁহাদের চেতনের স্বাভাবিক-বৃত্তি। নিষ্কপট ভগবৎসেবা-পিপাসা ব্যতীত স্বার্থ-কামনাদির কোন উচ্চ-বাচ্যই তাঁহাদের হৃদয়ে নাই। তাঁহারা এ জগতের কাহারও নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের এই দীনতাকে ভীরুতা বলিয়া মনে করা মূর্খতা মাত্র। জাগতিক কোন কিছুর অভিমান তাঁহাদের নাই, তাঁহারা ভগবদ্দাসানুদাসাভিমানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা সর্ব্বগুণে গুণী হইয়াও নিজেকে হীন বলিয়া মনে করেন, নিরন্তর ভগবৎসেবায় ব্যস্ত থাকিয়াও "ভগবৎসেবা করিতে পারিলাম না" বলিয়া আক্ষেপ করেন। তাঁহাদের এই দীনতা, তৃণাদপি সুনীচতা, শ্রীকৃষ্ণের পদধূলি হইবার আকাঙ্ক্ষা, সেবায় অতৃপ্তি উদারতা বা মহানুভবতারই লক্ষণ এবং তাহা স্বাভাবিক। চাটুকারিতায় ভীরুতা আছে, কিন্তু ভগবানের কাঙ্গাল ভক্তগণ ভগবৎসেবায় পরমসাহসী ও নির্ভীক। ভগবৎ-সুখের জন্য নিজ-সুখে জলাঞ্জলি, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহাদের এই দীনতা প্রাণের জিনিষ। অতএব বা ভক্তরূপের চাটুকারিতা, তোষামোদ বা ভীরুতা ঠিক তাহার বিপরীত।

মন চঞ্চল। চঞ্চলতাই চেতনের ধর্ম। চিদ্‌গত মন আত্মা যে অনুক্ষণ পরমাত্মার সেবালাভের জন্য চির-ব্যাকুল, তাহাই সতত প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু আত্মা এখন নিদ্রিত থাকায় ইন্দ্রিয়গণ কৃষ্ণবিমুখতার দিকে ধাবমান। শ্রীকৃষ্ণই হৃষীকেশ - ইন্দ্রিয়াধিপতি। তাঁহার সেবা করাই ইন্দ্রিয়ের কার্য।

ভ. চেতন একনিষ্ঠ বলিয়া অচঞ্চল। তিনি একাগ্রচিত্তে একের বহুবিধ সেবার জন্য যে ব্যস্ততা দেখান, তাহা চঞ্চলতা নহে, পরন্তু সেবা-নিপুণতা বা সেবানুকূলতা। বদ্ধ-জীব আমরা ভগবদ্‌জ্ঞানের অভাবে জড়ীয় বহুর চিন্তায় ব্যস্ত থাকায় সতত চঞ্চল। এই যে বহুনিষ্ঠতা বা একাকে ছাড়িয়া বহুকের আশ্রয়, তাহা দেহ-মনের ধর্ম বলিয়া পরিবর্ত্তনশীল। যাহার নিত্য অস্তিত্ব নাই, এমন বস্তু কখনও স্থির নহে এবং সেই অনিত্য বস্তুতে চিত্তশীল থাকিও স্থির হইতে পারে না। অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল বস্তুতে প্রাণ আস্থা স্থাপন করা অসম্ভব; বলিয়াই জীব দেহ-মনোধর্ম্মাক্রান্ত হওয়া শান্তি পায় না এবং সতত বাহ্য হওয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্লিষ্ট হয়। এই বাহ্যমুখতা অপসারিত হইলে নিত্যধর্ম্মের স্থিরতা শুদ্ধ জীব উপলব্ধি করিতে পারেন। অন্য বস্তুতে প্রীতি নিষ্ঠা না থাকায় ভক্তের একত্ব ব্যাপ্তি যাচ। সুতরাং আমরা যতদিন পর্য্যন্ত ভগবৎ-সেবায় মনঃপ্রাণ নিযুক্ত করিতে না পারিব, ততদিন আমাদের অস্থিরতা যাইবে না, চিত্ত স্থির হইবে না। স্থির-চিত্ত বস্তু ভগবানের ভক্ত-সেবা দেহ-মনোধর্ম্মী অস্থির জীবের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শাস্ত্র ও স্থির সাধুর সঙ্গে থাকিয়া সেবাময় জীবন যাপনপূর্ব্বক অস্থির চিত্ত হইতে রক্ষা পান।

আমরা সুচিন্তা বা কুচিন্তা—দুইটির একটি না করিয়া থাকিতে পারি না। হয় আমরা ভগবানের চিন্তা করিব, না হয় অসচ্চিন্তায় দিন কাটাইব। জড়বিলাস ও চিদ্বিলাস সম্পূর্ণ পৃথক্। জড়বিলাস কি নরকই যে প্রদর্শন। উহাতে দুঃখ ছাড়া সুখ নাই। আর চিদ্বিলাস চিন্ময়ী লক্ষের বিলাস বা রসের সুখ। এই চিদ্বিলাসের সম্ভাবনা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যদি আমরা চিদ্বিলাসে আকৃষ্ট না হই, তাহা হইলে আমরা জড়বিলাসী বা মায়াকৃষ্ট না হইয়া পারিব না। তখন ভোগী ও ত্যাগী হইয়া পরমপু- নাথ-

তত্ত্ব কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। অজ্ঞজনে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

পরিবর্তে দণ্ডবিধানকারী হইয়া নিরন্তর অশান্ত থাকেন। এ বিষয়ে যদি আমরা সাবধান না হই, গুরুবৈষ্ণবের সেবাকে যদি আমরা নিত্যমঙ্গল বলিয়া গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমাদের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

যাহাদের ইন্দ্রিয়বর্গ কেবল বহির্জগতের বিষয়কে অবলম্বন করে; তাহারা সেইসকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি বিষ্ণুকে জানিতে পারে না। এক অন্ধ অন্য অন্ধের দ্বারা চালিত হইলে যেমন উভয়েই গর্তে পতিত হয়, সেইরূপ অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞানে বদ্ধ এক মানব অপর মানবকে পথ দেখাইতে গিয়া নিজে বিপরীত গতি লাভ করেন। কে ভগবান্, কে ভক্ত, ভক্তি বা কি, তাহা নিজে সদ্গুরুর আশ্রয়ে জানিয়া অন্যকে উপদেশ করিলে নিজের ও অপরের প্রকৃত মঙ্গল করা যায়।

— · —

"শ্রীভগবান্ই জীবকুলকে রক্ষা করিতে পারেন"—এই শরণাগতিমূলক বিশ্বাস-হীনতার নামই নাস্তিকতা বা অপরাধিত্ব। এই নাস্তিকতা যাহার যত বেশী, তিনি তত ভগবৎ কৃপা হইতে বঞ্চিত। শ্রীভগবান্ প্রহ্লাদাদি ও ভক্তভাগবতরূপে জীবের ত্রিতাপক্লেশ নিবারণের যে সকল উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা স্বীকার না করিয়া ক্ষণিক বস্তুর স্বকপোল-কল্পনা প্রসূত প্রতিকারসমূহ প্রচুর হইতেছে, তথাপি আমরা তাহা দিনকে দিন বৃদ্ধি করিতেছি। অনেকে বলেন,—"পূর্বে লোকের এখনকার মত অসুবিধা ছিল না।" যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে পূর্বে লোকের এত কৃষ্ণবিমুখতাও ছিল না। কৃষ্ণবিমুখতা দিন দিন বাড়িতেছে, জীবের অসুবিধাও তত্তই বৃদ্ধি হইতেছে। সুতরাং মূল অসুবিধা কৃষ্ণবিমুখতা দূর না হইলে অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকারপূর্বক কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ না হইলে জগতের কোন অসুবিধা দূর হইবে না। সমস্ত অসুবিধার জননী যে মহামায়া, তাহার আশ্রিত জীব কখনও অসুবিধার হাত হইতে নিস্তার পাইবে না। এ কথার বহুল প্রচার হইলেই জগজ্জীবের সর্বপ্রকার অসুবিধা দূর হইবে। এ কথাতেই জীবের সর্বপ্রকার মঙ্গল নিহিত আছে।

— —

হরিকথা-শ্রবণ হইতেই জীবের সর্বানর্থের মূল যে অবিদ্যা, তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে জীব পরাবস্থান্বিত হইয়া নিত্য অবিনাশী হইয়া শোক-মোহ-ভয়াদি-শূন্য [illegible] পরম শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনে অধিকারী হন—সেই নামসঙ্কীর্তন হইতেই [illegible] মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অভয় দান কৃষ্ণপাদপদ্মের অধিকারী হন। কৃষ্ণ যাঁহার কর্ণে শব্দরূপে উদিত হইয়া [illegible] কীর্তিত হন, তাঁহার হৃদয়ে অন্য কোন [illegible] কিছুতেই স্থান করিতে পারে না। অবিদ্যা হইতেই জীব হৃদয়ে ভোগবাসনার উদয় হয়, আবার ভোগবাসনা হইতে নানা অভাব-অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্তনদ্বারা সেবিত হইলে নামিরূপ অন্তর্যামী চৈত্যগুরু-রূপে উদিত হইয়া জীবহৃদয়ের সমুদয় পাপ-বাসনা সমূলে বিনষ্ট করেন।

— — —

হরিকীর্তন মানে হরিতোষণ। ইহা শুদ্ধ চেতনের নিত্যধর্ম। ইহা অপ্রতিহত। এই কীর্তন বন্ধ বা প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। এই বৈকুণ্ঠবার্তার—হরি-কীর্তনের বিরাম নাই, অবসান নাই। যিনি মহাভাগ্যক্রমে একবার কীর্তনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি চব্বিশ প্রহর বা ছাপান্নপ্রহর কীর্তন করিয়া বিরত হন না, পরন্তু নিত্যকাল অষ্টপ্রহর কীর্তন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর অন্য কোন রাস্তা নাই। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তৃণাদপি সুনীচ ও তরোর ন্যায় সহিষ্ণু এবং অমানি-মানদ হইয়া নিরন্তর কীর্তন করিবার জন্য "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্যের ঘোষণা করিয়াছেন। জগতের লোক আমাদিগকে পদদলিত করুক, আমাদিগকে নানাভাবে কষ্ট প্রদান করুক, তথাপি আমরা সহিষ্ণুতাসম্পন্ন হইয়া বৈকুণ্ঠকথা-কীর্তনে বিরত হইব না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ কি আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিব না? সব ছাড়িয়া কি আমরা "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিব না? আসুরগণ বা পাষণ্ডগণের এমন ক্ষমতা আজও জন্ম লাভ হয় নাই বা হইবে না। যিনি যতবড় অত্যাচারী হউন, নাস্তিক হউন, কেহই এই সঙ্কীর্তনের নিকট অবনত না হইয়া পারিবেন না। সুতরাং হরিকথার অনু-কীর্তনকারী, শ্রীগুরু গৌরবাণীর পিয়ন, শ্রীভাগবতসেবী আমাদের চিন্তা কিসের? শ্রীমহাপ্রভুর আমলে অহিন্দু শাসনকর্তৃগণ শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণকে তাঁহাদের প্রভাবলেশের (?) বলে কাহারা তাঁহাদের কীর্তন বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, নানা-প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে তাহারা তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন, চেতনতায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন—মহাপ্রভুর এই কীর্তনাস্ত্রের দ্বারা। তাঁহারা কীর্তন রোধ করিতে ত' পারেনই নাই, পরন্তু কীর্তন রোধ করিতে গিয়া কীর্তনের দ্বারা বিজিতই হইয়াছিলেন। কীর্তনকারীর কীর্তন, শুদ্ধ-সেবকের অনুসেবা কেহ কখনও বন্ধ করিতে পারে না। চেতনের ইহাই বৈশিষ্ট্য। সমস্ত বিশ্ব যদি কীর্তনের বিরোধী হয়, পৃথিবীতে যদি মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তথাপি বৈকুণ্ঠ-কীর্তন বন্ধ থাকিবে না, কীর্তনকারী ভক্ত-কুলের কীর্তনোৎসাহ বিন্দুমাত্রও কমিবে না, পরন্তু যত অধিক বাধা প্রাপ্ত হইবে, তত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া কৃষ্ণকীর্তনে জগৎকে মুখরিত করিবে।

শরণাগতির অভাবেই আমরা বাধা দেখিলেই ভয় পাই। সত্যের প্রতি দৃঢ়তার অভাবেই আমাদের ঐরূপ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়। সত্যকথা জানিতে হইলে হৃদয়ে সাহস চাই। সাঁতার শিখিতে হইলে প্রথমে জল দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না। একান্তের প্রতি নির্ভরতা ছাড়িয়া, জগতের লোকের দু'দিনের বাহাদুরীর হেয়তা উপলব্ধি করিয়া আমাদিগকে পরজগৎ হইতে অবতীর্ণ শ্রীশ্রীআচার্যচরণে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এই শরণাগতিটী কঠিন ব্যাপার নয়, চেতনের অতি সহজ বৃত্তি। এই সাহস বা বল অর্জন করিতে হইলে ভগবানের কথা ভগবদ্ভক্তগণের মুখে শুনিতে হইবে। ভগবানের বীর্যবতী-বাণী শ্রবণ করিতে করিতেই হৃদয়ের দৌর্বল্যাদি অনর্থ-গুলি কাটিয়া যাইবে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব বল ও সাহস আসিবে। তখনই শরণাপত্তি সম্পূর্ণ ভাবে উদিত হইবে এবং সেই শরণাগত জনগণ নির্ভীকচিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গের বাণী কীর্তন করিতে পারিবেন। তৎপূর্বে ভীত অবিশ্বাস থাকিবেই থাকিবে।

অঘাসুর

——::(০)::——

একদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বনেই প্রাতর্ভোজন করিবার ইচ্ছায় প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যাবাসগৃহ পরিত্যাগ করত শৃঙ্গনাদ প্রকাশন করিলেন এবং অলঙ্কারাদি পরিধান করত স্বগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গোপাল বালকগণকে মনোহর শৃঙ্গনাদে জাগ্রত করিলেন ও নিজ গোবৎসগণকে অগ্রবর্তী করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তাহা দেখিয়া সহস্র সহস্র স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নেহশীল গোপবালক সুন্দর শিকা, বেত্র, শৃঙ্গ ও বেণু ধারণপূর্বক নিজ-নিজ সহস্রাধিক গোবৎসকে অগ্রবর্তী করিয়া পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গমন করিলেন। অনন্তর বালকগণ নিজ-নিজ গোবৎসগণকে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য বৎসের সহিত একত্র করিয়া গোচারণ করিতে করিতে বাল্যক্রীড়াদ্বারা বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের জননীগণ পুত্রগণকে কাচ, মণিমুক্তা ও স্বর্ণভূষণদ্বারা সজ্জিত করিয়া দিলেও তাঁহারা বনে আসিয়া বনজাত ফল, পুষ্প গুচ্ছ, ময়ূরপুচ্ছ, প্রবাল ও গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা আপনা'দের অঙ্গ আপনারাই সাজাইতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের বেত্র, শৃঙ্গ ও বেণু প্রভৃতি অপহরণ করিতে লাগিলেন এবং যাঁহার দ্রব্য, তিনি জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ সেই অপহৃত দ্রব্য নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; আবার তখন বালকগণ হাসিতে হাসিতে পুনরায় তাহা লইয়া আরও দূরে নিক্ষেপ করিলেন। যাঁহার দ্রব্য, তিনি তাহা না পাইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে অন্য বালকগণ হাস্য করিতে করিতে পুনরায় তাঁহাকে তাহা প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনের মনোহর বনশোভা-দর্শনার্থ দূরে গমন করিলে অমনি সকলে 'আমি অগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়াছি, আমি অগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়াছি',—এই বলিয়া আগ্রহ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়া ও কোলাহল করিতে লাগিলেন। কোন কোন বালক বংশীধ্বনি, কেহ বা শৃঙ্গবাদন, কেহ বা ভ্রমরের সহিত গান, আবার কেহ বা কোকিলের সহিত কূজন, কেহ বা উড্ডীয়মান পক্ষি-গণের ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগমন করিতে, কেহ হংসের সহিত মনোহর গতির সহিত চলিতে, কেহ বা বকের অনুকরণে বসিতে, কেহ ময়ূরের সহিত নৃত্য করিতে, কেহ বৃক্ষশাখাস্থিত বানরশিশুগণের লম্বমান লাঙ্গুল ধরিয়া টানিতে, কেহ বা বানরগণের সহিত দন্ত-প্রদর্শনাদি মুখভঙ্গী, আবার কেহ বা গাছে উঠিয়া তাহাদের সহিত একশাখা হইতে অন্য শাখায় লম্ফপ্রদান, কেহ বা ভেকের সহিত নির্ঝরে আর্দ্রাঙ্গ হইয়া ক্ষুদ্র জল-প্রবাহসকল উল্লঙ্ঘন, কেহ কেহ আপন-ছায়াকে বাহু উত্তোলনের দ্বারা উপহাস, কেহ বা প্রতিধ্বনির প্রতি ভর্ৎসনা প্রদর্শন করিয়া নানাপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। এই গোপকুমারগণ যে নিশ্চয়ই মহাভাগ্যবান্, তাহা বলাই বাহুল্য। কর্মী বা জ্ঞানী—এই উভয়ের কাহারও ভাগ্যে ভগবানের সহিত নিত্য বিহার সম্ভব নহে। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মানু-ভূতি পান মাত্র। প্রীতির অভাববশতঃ কর্মীর অনুভূতি ও ভজন কিছুই নাই। দাস ভক্তগণ দাস্যভাবে তাঁহাকে পরম ঈশ্বর ভাবিয়া ভজনা করেন। গোপবালকগণের ভগবানের সহিত যে বিহার, তাহা যে তাঁহাদের পুণ্যবলে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। অনাদিকাল হইতে ইঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসখ্যভাব রহিয়াছে। যিতাত্মা যোগিগণ বহুজন্ম কষ্ট করিয়াও যাঁহাকে লাভ করিতে পারেন না, এমন কি, যে শ্রীকৃষ্ণের বিহারভূমি শ্রীবৃন্দাবনের তৃণাদি বৃক্ষের কিরণকণার জ্যোতিঃও হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন না, অহো! সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ যাঁহাদিগের নয়ন-গোচর হইয়া নিরন্তর অবস্থান করেন, সেই সৌভাগ্যবান্ ব্রজবাসিগণের সৌভাগ্যের কথা কি কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে?

একদিন গোপবালকগণ ঐরূপে বনবিহার করিতেছিলেন, এমন সময় দেবগণ অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করিয়াও মৃত্যুভয়ে নিরন্তর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত যাহার অবসান নিধন-কামনা করিতেছিলেন, সেই 'অঘ'-নামক মহা অসুর গোপবালকগণের সুখক্রীড়া-দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অঘাসুরের আগমন-সম্বন্ধে

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"ইহা লীলাশক্তিরই চাতুর্য্য বুঝিতে হইবে। লীলাশক্তি বুঝিলেন, ভগবানের এই বাল্য-লীলায় ক্ষণে ক্ষণে যেরূপ পরমানন্দ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এই বিহার শেষ হওয়া অসম্ভব; আবার খেলা শেষ না হইলেও প্রভুর ভোজনাদি হইতেছে না। ভোজন-কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য লীলাশক্তি সেই লীলাবিচ্ছেদমানসে এবং দুষ্টের সংহার আবশ্যক জানিয়া অন্তর্য্যামীর ইচ্ছানুসারে 'অঘাসুর'-নামক দৈত্যকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।"

পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই 'অঘাসুর' কংস-প্রেরিত হইয়া আসিয়াছিল। সে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বালকগণকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিল,—'এই কৃষ্ণ আমার সহোদরা ভগ্নী ও ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়াছে; সুতরাং তাহাদের তৃপ্তির জন্য অনুচরগণের সহিত এই কৃষ্ণকে নিহত করিব। ইহারা ব্রজবাসিগণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। ইহাদিগকে নিহত করিলে সকলেই ব্রজবাসিগণ আপনা হইতেই বিনষ্ট হইবে।' দুর্ম্মতি অঘাসুর এইরূপ স্থির করিয়া যোজন-পরিমিত স্থূল ও বৃহৎ অজগর-রূপ ধারণ করিল এবং গুহার ন্যায় মুখ-ব্যাদন করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে পথমধ্যে শয়ন করিয়া রহিল। তাহার নিম্ন ওষ্ঠ পৃথিবী ও ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ মেঘ স্পর্শ করিল। ওষ্ঠদ্বয় প্রান্ত ভাগ গিরিগহ্বরের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইল। দন্তগুলি এক একটি পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইল; মুখমধ্য ঘোর অন্ধকার; জিহ্বা যেন বিস্তৃত পথ; তাহার নিঃশ্বাস খরতর বায়ু এবং চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি দাবাগ্নিতুল্য অতিশয় উষ্ণ বোধ হইতেছিল। অঘাসুরকে দেখিয়া বালকগণ মহাসর্প জ্ঞান করতঃ পলায়ন করিতে থাকিলে কোন কোন বালক তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন—হে ভ্রাতৃগণ! এরূপ বৃহৎসর্প কখনই থাকিতে পারে না। ইহা বৃন্দাবনের কোন স্থান বিশেষ। যদিও ইহা মহাসর্পের বিস্তৃত মুখের তুল্য বটে, কিন্তু তাহা নহে। আবার কোন কোন বালক বয়োজ্যেষ্ঠ সখাগণকে বলিতে লাগিলেন—'ওহে বন্ধুগণ! বল দেখ, আমাদিগের সম্মুখে ঐ যে একটি প্রাণী দেখা যাইতেছে, উহা আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য সর্পের ন্যায় মুখব্যাদন করিয়া আছে না কি?' তোষকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন,—'হাঁ তাহাই বটে।' তখন বালকগণ কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিলেন—"ইহা যদি সত্যসত্যই সর্প হয়, তবে ইহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে কি আমাদিগকে গ্রাস করিবে? গ্রাস করিলেও আমরা কিন্তু মরিব না; কারণ যদি সর্পই হয়, তবে এখনই বকাসুরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইবে।' এই বলিয়া বালকগণ দূর্দ্ধিত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম দর্শন করিতে করিতে বলিলেন—'ঐ দেখ, ভাই কানাই আমাদিগের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং আর চিন্তা কি?' এই বলিয়া বালকগণ উচ্চহাস্য করিতে করিতে 'সেই গহ্বরের মধ্যে কি আশ্চর্য্য বস্তু আছে, তাহা আমাদিগকে দেখিতেই হইবে।'—এইরূপ কৌতূহলে আপন-আপন বীরত্ব ও নির্ভয়ত্ব জানাইবার নিমিত্ত করতালি দিতে দিতে অঘাসুরের উদর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৎসগণও পুচ্ছ উঠাইয়া বালকগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

বালকগণ না জানিয়া যে-সব কথা বলিলেন, নিখিল প্রাণীর হৃদয়বিহারী ভগবান্ তাহা জানিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—'বাস্তবিক সর্পদেহধারী অসুর আমার আত্মীয়গণের পক্ষে মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। পরন্তু এই বস্তু কেবল সর্পও নহে—অঘাসুর-নামে রাক্ষস।' তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্পমুখমধ্যে প্রবেশোদ্যত বালকগণকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিবার ইচ্ছা করিলেন। ইতোমধ্যে বালকগণ স্ব-স্ব বৎসগণ লইয়া অসুরের উদরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অঘাসুর তাঁহাদিগকে গলাধঃকরণ করিল না; সে নিজ আত্মীয়গণের বিনাশ স্মরণ করিয়া বকারি শ্রীকৃষ্ণেরই প্রবেশ অপেক্ষা করিতেছিল। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—'ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ হইলেও গোপবালকগণ অসুরের মুখের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ইহাতে ত' ভগবানের ইচ্ছা ব্যর্থ হইল, দেখা যায়। ভগবান্ ত' সর্ব্বেশ্বর; তাঁহার ইচ্ছা ত' ব্যর্থ হয় না।' তদুত্তরে বলিতেছেন—'ভগবানের ইচ্ছা অপেক্ষা ভক্ত-ইচ্ছাই গরীয়সী। ভক্তাধীন ভগবান্ এখানে তাহাই দেখাইয়াছেন। যেহেতু ভক্তের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করাই ভক্তবৎসল ভগবানের কার্য্য। তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন,—আমার ভক্তের সেবা আমা হইতে বড়।'

কৃষ্ণের একান্ত অনুগত গোপবালক-গণকে দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া সর্ব্বান্তঃ-প্রযোক্তা শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া স্বীয় লীলাশক্তির অদ্ভুত কার্য্যের প্রভাবে বা কার্য্যে এবং এ সঙ্কটে কি করা কর্ত্তব্য—ইহা চিন্তা করিয়া সহসা অঘাসুরের মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মেঘগণ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যধিক প্রীতিবশতঃ তাঁহার ঐশ্বর্য্যের বিষয় বিস্মৃত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং অঘাসুরের বান্ধব কংসাদি দৈত্যগণের আনন্দের সীমা রহিল না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের দুঃখ ও দৈত্যগণের হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া সর্পের গলদেশে বাড়িতে লাগিলেন। যদি কেহ বলেন,—'শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত দৈত্যগণকে নিধন করিবার জন্য ত' শ্রীঅঙ্গ বর্দ্ধিত করেন নাই? তবে অঘাসুরকে বধ করিবার জন্য তাঁহার অঙ্গ-বর্দ্ধনের কি প্রয়োজন হইল?' তদুত্তরে বলিতেছেন—'লীলায় যেরূপে যেভাব প্রকাশ করা উচিত, সেইভাব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযশোদার নিকটে তিনি মাধুর্য্যভাব প্রকাশের আবশ্যকতা বুঝিয়া সেইভাবেই দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছেন। কিন্তু এই গোষ্ঠমধ্যে মাধুর্য্যভাবদর্শনের দর্শক না থাকায় দেবগণের প্রীতির জন্য সেইরূপ করিয়া বিক্রমলীলার বিকাশ দেখাইয়াছেন।'

গলদেশে দেহবর্দ্ধন-হেতু সেই অঘাসুরের কণ্ঠ রোধ হওয়ায় তাহার চক্ষু বহির্গত হইয়া পড়িল। তখন সে ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহার দেহ-মধ্যে রুদ্ধ প্রাণবায়ু বহির্গত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া গেল। অঘাসুর পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, তাঁহার বিরহে ও অসুরের জঠরানলের জ্বালায় বালক ও বৎসসকল মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে। তখন ভগবান্ সুধাপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা তাঁহাদিগকে অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিদ্বারা সচেতন করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া অঘাসুরের মুখ হইতে বহির্গত হইলেন। ইতোমধ্যে তজ্জন্যবশ এক অদ্ভুত মহা-জ্যোতিঃ ঐ সর্পদেহ হইতে নির্গত হইয়া আপনতেজে দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া আকাশে শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। শ্রীহরি নির্গত হইবামাত্র সেই জ্যোতিঃ দেবগণের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে প্রবেশ করিল। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—'এই জ্যোতিঃ কিপ্রকারে প্রাকৃত দৃষ্টির গোচরীভূত হইল?' তদুত্তর এই যে,—'ভগবৎ-শক্তিপ্রভাবে তৎকালে সকলেরই জ্যোতির্দর্শন হইয়াছিল। তাহা না হইলে তাদৃশ মহাসুরের যে মুক্তি হয়, তাহা সকলে বিশ্বাস করিতেন না। এইরূপ দুষ্ট অসুরের মুক্তিবিষয়ে কাহারও কাহারও সন্দেহ হইতে পারে; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সন্দেহ দূরীকরণমানসে ঐসকল লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য প্রাকৃত আকারযুক্ত জীবের স্বরূপ তৎকালপ্রাপ্ত ভগবৎশক্তির প্রভাবে প্রাকৃতদৃষ্টির দর্শনযোগ্য করিলেন। পরমেশ্বর যেরূপ মহাজ্যোতির্ম্ময়, জীবও সেইরূপ। সুতরাং তাহার রূপ সাধারণ দৃষ্টির দ্রষ্টব্য নহে। তথাপি ভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিবলে ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই জ্যোতিঃ প্রাকৃত নেত্রের গোচরীভূত করিলেন।'

'শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করণ'—কৃষ্ণে প্রবেশ শব্দের তাৎপর্য্য অপ্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের অসমর্থ প্রকাশ ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছিল—ইহাই শ্রীটীকাকারগণের মত। 'প্রবেশ করিয়াছিল' বলিলে সাযুজ্য-মুক্তিকে বুঝায়, কিন্তু অঘাসুরের সাযুজ্য-মুক্তি হয় নাই। অঘাসুর সারূপ্য-মুক্তিই পাইয়াছিল, সাযুজ্য নহে। সুতরাং মহাজ্যোতিঃ বলিতে অঘাসুরের তাৎকালিকপ্রাপ্ত চিন্ময়দেহের জ্যোতিঃই বুঝিতে হইবে। যদি বলা যায়, 'ঐ জ্যোতিঃ ভগবানে প্রবিষ্ট হইল কিরূপে?' তদুত্তর—'উহা সাযুজ্যের অনুকরণমাত্র। দৃষ্টান্ত—বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয় তিন জন্মান্তে ভগবানের সারূপ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জয়বিজয়ের শেষ জন্ম—দন্তবক্র ও শিশুপাল। ইঁহাদের দেহ-পতনকালে দেহস্থিত চিন্ময়-জ্যোতিঃ ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, অথচ তাঁহারা সারূপ্যপ্রাপ্ত নিত্য ভগবৎপার্ষদ। এস্থলেও ঐরূপ জানিতে হইবে।'

অঘাসুর বিনষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণের পূজার নিমিত্ত দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি, অপ্সরাসকল নৃত্য, গন্ধর্ব্বগণ গীত, বিদ্যাধরসমূহ বাদ্য, বিপ্রগণ স্তব-পাঠ ও পার্ষদগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা সেই অদ্ভুত স্তোত্র ও গীতাদি শ্রবণ করিয়া শীঘ্র তথায় আগমন-পূর্ব্বক কৃষ্ণের মহিমাদর্শনে বিস্মিত হইলেন। অজগররূপী অঘাসুরের শুষ্ক অদ্ভুত চর্ম্ম বহুকাল পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে ব্রজবাসিগণের ক্রীড়াগহ্বর-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। অঘাসুর মহাপরাধী হইলেও ভগবানের সংস্পর্শে নিষ্পাপ হইয়া অসম্ভব-দুর্ল্লভ ভগবৎসায়্য বা ভগবানে সাযুজ্যলাভ করেন। যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি একবারমাত্র মনে মনে চিন্তা করিয়া বলপূর্ব্বকও যদি হৃদয়-মধ্যে স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে তাহাই জীবকে পরমগতি প্রদান করিয়া থাকে এবং যাহা হইতে সকলজীবের সুখানুভূতি হইয়া থাকে ও মায়া সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, সেই স্বয়ং অবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহার উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহার মুক্তিসম্বন্ধে আর কথা কি?

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——:(:•:):——

কাশীধামে প্রচার

গত ৬ঠা অক্টোবর, রবিবার শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ গৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী ও আরও কয়েকজন সজ্জনেক কাশী-হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক মিঃ এস, কে, মৈত্র মহোদয়ের সাদর আহ্বানে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীল ধ্রুবের মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। 'গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি?'—এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে সকলেই, 'যশোমতীনন্দন' প্রভৃতি শ্রীনামসমূহ কীর্ত্তন হয়। অধ্যাপক মহোদয় আরও শ্রবণ-ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বা ভাবের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাশীল-বিবেচিত ব্যক্তিগণই পরমার্থকামী শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমের বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ঠিকানায় নির্দিষ্ট থাকিলেও অসমর্থদিগের কার্য্যালয়ের ত্রৈকালিক নিয়োগই উহার পক্ষে ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয়-মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে /০ আনার ডাক-টিকেটসহ না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না। ঐজন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত কর্তব্য। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা হইতে পারিবে। অভক্তকুলপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশ কর্ণগ্রহের ন্যায় অপরাধ-দোষে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দ্বিতীয় বার,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১॥০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

বেসামরিক সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বেসামরিক সরবরাহ ও মূল্য সম্পর্কীয় সকল ব্যাপার পরিচালনার জন্য এই প্রদেশে "ডিরেক্টরেট অব সাপ্লাইস" নামক একটি নূতন প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। উহার সদর কার্য্যালয় ১-এক, নং কেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে।

বেসামরিক সরবরাহ ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় কার্য্যাদি ব্যতীতও এই প্রতিষ্ঠান প্রাদেশিক বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের একটি শাখা হিসাবে কাজ করিবে। বেসামরিক সরবরাহ ও উহার মূল্য সম্পর্কীয় প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্যে লিখিত সমস্ত চিঠিপত্র "ডিরেক্টর অব্ সিভিল সাপ্লাইস্, বেঙ্গল"এর নিকট উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কলিকাতা অঞ্চলের এই সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলির পরিচালনার জন্য ১-নং কেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় বেসামরিক সরবরাহ নির্দ্ধারকের একটি পৃথক অফিস খোলা হইবে। কলিকাতা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে এই অফিসেই চিঠিপত্র পাঠাইতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে মূল্য নিয়ন্ত্রণকারীর যে অফিস ছিল, তাহা বাতিল করা হইয়াছে এবং এই দুই অফিস দ্বারাই তাহার কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে।

উভয় অফিসেরই টেলিফোন নম্বর "কলিকাতা ৬৮৮২"। টেলিফোনকারী কোনও বিশেষ কর্ম্মচারীর নাম ধরিয়া না ডাকিয়া অনুসন্ধানের বিষয় বলিয়া দিলে অফিসের এক্সচেঞ্জই তাঁহাদিগকে সঠিক কর্ম্মচারীর সহিত সংযোগ সাধন করিয়া দিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪২ সালে যে সকল ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহারা আগামী ২৩শে মেবের পর্যন্ত স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। তবে আগষ্ট মাস হইতে তাহাদিগকে স্কুলের বেতন দিতে হইবে। ইহাদের জন্য কয়েকটি ভাষায় ১৯৪২ সালের পাঠ্যপুস্তক হইতে বৈকল্পিক প্রশ্ন করা হবে।

আই এ ও আই এস-সি পরীক্ষায় এই বৎসর যাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, তাহাদের জন্য কয়েকটি বিষয়ে ১৯৪২ সালের পাঠ্যপুস্তক হইতে বৈকল্পিক প্রশ্ন করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এবারে যে অকৃতকার্য্য বি এ পরীক্ষার্থীদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এবৎসর ২৩শে মেবের পর্য্যন্ত অনুমোদিত কলেজসমূহে প্রথম বর্ষ, তৃতীয় বর্ষ ও পঞ্চম বর্ষ (কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য) এবং আইনের ক্লাশে ভর্ত্তি করা হইবে।

নদীয়ায় পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টা

নদীয়া জেলার অন্তর্গত গাংনী মার্কেটের পাট-বিক্রয়, পল্লী-উন্নয়ন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রভৃতি কার্য্য বিশেষ সফলতা ও তৎপরতার সহিত পরিচালিত হইতেছে।

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ মহেশপুর ও কাজলা নদীতে প্রায় ৩-৪ মাইল স্থানের কচুরীপানা ধ্বংস করিয়াছে। বিভিন্ন গ্রামে স্থানীয় নেতাগণের উৎসাহে যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

৮৩টী সমিতি, ৩৬ নৈশ স্কুল, ৫টী লাইব্রেরী, ২টী দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২টী প্রাথমিক স্কুল, ১টী বিরাট খাদ্যগোলা স্থাপন করা হইয়াছে। সর্ব্বত্র উৎসাহ ও উদ্দীপনা দৃষ্ট হইতেছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, শ্লোকার্থ, অনুবাদ ও বিবৃতি সহ নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

পাচন

সর্ব্ববিধ বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ।

ডাক্তার-প্রশংসিত দীর্ঘ দীর্ঘকাল যাবৎ পরীক্ষিত প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বিকার, প্রাণ-সংশয়ক ব্যাপারে এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার দূর হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৸/০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মনঃশিক্ষা

ভজনগোস্বামী শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতি শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ এবং বিবৃতি ও সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২০ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৭শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৪ই অক্টোবর, ইং ১৯৪২, বুধবার { ১৭৭ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ পদ্মনাভ, বার অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সাধারণ লোক নহেন। তিনি শরণাগত-বৎসল ভগবান্। তাঁহার সঙ্গ ও সেবা জীবের করা উচিত। কিন্তু তিনি ত' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং আমরা তাঁহার সেবা কি করিয়া করিব? জড়চক্ষু ত' তাঁহাকে দেখিতে পায় না, জড়কর্ণ ত' তাঁহাকে শ্রবণ করিতে পারে না, জড়জিহ্বা ত' তাঁহাকে কীর্ত্তন করিতে পারে না, জড়মনও ত' তাঁহাকে চিন্তা করিবার সাধ্য নাই। এতাবস্থায় বদ্ধজীব আমাদের উপায় কি? উপায়—একমাত্র শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না থাকিলে কিছুই হইবে না। যদি শ্রদ্ধা থাকে, আমরা যদি শ্রীনামকে আমাদের একমাত্র আত্মীয়—অকপটভাবে তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করি, তাহা হইলে তিনি দয়া করিয়া নিজেই আসিবেন, আমাদিগকে দেখা দিবেন। আমাদের দিক্ হইতে শ্রদ্ধা বা আগ্রহ থাকিলেই হইল। এই শরণাগতি সবার। শ্রীনামের পাদপদ্মে প্রপন্ন হইলে সব জীব সেবোন্মুখ ভক্তিসিদ্ধ হইয়া প্রত্যক্ষ তাঁহাকে দেখিতে পান, নামের সহিত আলাপ করিতে পারে—নামের সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়। শ্রীনাম ভোক্তা, আর জীব ভোগ্য। শরণাগত না হইয়া স্বতন্ত্র বা সাধুর parallel থাকিলে শ্রীনামের সহিত সঙ্গ বা মিলন হয় না। ভোগ্যের সহিত ভোক্তার মিলনে চিত্তবিকার স্বাভাবিক। কিন্তু হরিনাম করিয়াও যেখানে চিত্ত গলে না, সেখানে হরিনাম হইতেছে না, জানিতে হইবে।

শ্রীহরিনাম সৎ; এই সত্যের সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ না হইলে অসত্যের সঙ্গ নিবৃত্ত হইবে না। সত্যের প্রতি অনুরাগ বা অভিনিবেশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ। ভগবানের সহিত জীবের যোগাযোগ একমাত্র শ্রদ্ধা বা শরণাগতির দ্বারাই হইতে পারে। শরণাগতই শ্রদ্ধাবান্, শরণাগতই ভাগ্যবান্। শরণাগত বা অকিঞ্চন না হইলে যে দর্শন, তাহা প্রকৃত দর্শন নহে; তাহা কুদর্শন বা কুৎসিৎ দর্শন।

যেখানে শরণাগতি, সেখানেই সাধুর আনুগত্য। অনুগতই দীক্ষিত, অনুগতই অকিঞ্চন। এই অকিঞ্চনকেই সাধুগুরু গ্রহণ করেন—শ্রীচরণে স্থান দেন। 'আমি তোমার'—এই ভাবনাই দীক্ষা। যেখানে দীক্ষা নাই, সেখানে ভক্তির কিছুই নাই। সেখানে সংসার বা আবৃত্তি হইবেই। সেখানে 'আমি পণ্ডিত', 'আমি মূর্খ', 'আমি ব্রহ্মচারী', 'আমি সন্ন্যাসী' প্রভৃতি জড় অভিমান আসিবেই। যেখানে 'হরির আমি'—এই অভিমানের পরিবর্ত্তে জড় জড়াভিমান প্রবল, সেখানে আবার হরিভজন কোথায়? নিজেকে সাধুগুরুর দাস না জানিয়া সদ্গুরুর চরণাশ্রিত বলিয়া অভিমান করা ছলনা মাত্র। মঙ্গল ইহাতে হইবে না।

শ্রীধামই শ্রীনামের বাসস্থান বা গৃহ। এই শ্রীনামের দেশে নামাশ্রিত সকলেরই বাস করা দরকার। শ্রীগুরুপাদপদ্মের হৃদয়ে শ্রীনামের নিত্যবসতি। সুতরাং শ্রীগুরুদেবও শ্রীধাম; শ্রীগুরুপাদপদ্মে বাসই শ্রীধামবাস। অন্যাভিলাষিতাশূন্যই শ্রীধামবাসী। শ্রীধামবাসীই শ্রীধামেশ্বরের সেবা করিতে পারে। বৈকুণ্ঠবাসী না হইলে কি বৈকুণ্ঠনাথের সেবা হয়?

শ্রীনবদ্বীপধাম ও শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র একটাই জিনিষ। শ্রীধামের কৃপা হইলে তাঁহার নিত্য, সত্য ও সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি দেখা যায়। মন যদি শরণাগত হয়, তবে শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরধামের সত্তা জানা হইবেই। তখন মায়াবদ্ধতা আর থাকিতে পারে না। কাজ কত সহজ, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাও কঠিন মনে হইতেছে, এমনই আমাদের দুর্দ্দৈব! এখনও যদি অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধামকে সাষ্টাঙ্গে সর্ব্বভাবে নমস্কার করি, শ্রীধাম ছাড়া গতি নাই—ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার নিকট প্রণত বা শরণাগত হই, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার অপরূপ স্বরূপ দেখাইবেন; নতুবা মঙ্গল হইবে না।

যাঁহারা খুব আপন-জ্ঞানে, অবাধভাবে, প্রাণের টানে, সহজপ্রীতির সহিত শ্রীগুরুদেবের সেবা করেন, তাঁহাদেরই পাদপদ্ম আশ্রয় করা দরকার। সাধুদের প্রতি প্রীতি বা আপনজ্ঞান না হইলে সাধুর পাদপদ্ম সাধুসঙ্গী শ্রীনাম কখনও আমাদিগকে দেখা দিবেন না। সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা স্থির। যাঁই সাধুকে যিনি ভালবাসেন, শ্রীনাম তাঁহাকেই কৃপা করিয়া সাক্ষাৎ করেন। সুতরাং যাঁহারা ভগবান্‌কে চান, তাঁহারা সাধুর হইয়া যাউন; তাহা হইলে কৃষ্ণসম্পদ, কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, কৃষ্ণসঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে সহজ লভ্য হইবে।

অনেকে সাধুর প্রতি নিরপেক্ষ থাকিতে চায়, কিন্তু নিরপেক্ষ থাকা ভাল নয়। চেতন কখনও নিরপেক্ষ হইতে পারে না। সে একটা-না-একটা পক্ষ গ্রহণ করিবেই। নিরপেক্ষ অবস্থাটা সন্ধ্যাতুল্য। ইহা অন্ধকারের পূর্ব্বাভাস বা সমান। হরিভজন করিতে আসিয়া যে সাধুর প্রতি সদ্গুরুর প্রতি নিরপেক্ষ হন, সে ত' কৃষ্ণপক্ষ ছাড়িয়া মায়ার পক্ষ গ্রহণ করিল। যেখানে ভক্তের প্রতি নিরপেক্ষতা বা উদাসীনতা, সেখানে ভোগ বা ত্যাগ ছাড়া আর কি থাকিবে? এই কথা শুনিয়া যদি কেহ বলেন,- যদি নিরপেক্ষ হওয়াটা ভাল না হয়, তবে শ্রীমহাপ্রভু "নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম রক্ষণ না যায়" —একথা বলিলেন কেন? এখানে মায়ার প্রতি—ভোগ-ত্যাগের প্রতি নিরপেক্ষতার কথা বলা হইয়াছে, পরন্তু ভক্তের প্রতি নিরপেক্ষতার কথা উক্ত হয় নাই। জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্যে না পড়িয়া সেবানিষ্ঠ হওয়াই প্রকৃত নিরপেক্ষতা। কৃষ্ণপক্ষ গ্রহণ করিয়া নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আচরণমুখে প্রচারই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

আমরা দুর্ব্বল হইলেও সত্যের প্রতি নিরপেক্ষ থাকব কেন? আমরা দুর্ব্বল হইলেও 'তোমাদের কৃপা ছাড়া গতি নাই' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সাধুগুরুর পক্ষ অবলম্বন করিব; তাহা হইলেই তাঁহারা রক্ষা করিবেন। সাধুর নিকট নত হইতে হইবে। সাধুর চিন্তা খুব বেশী। আমাদিগকে মায়া হইতে মোচনে তিনি নিজেই আমাদিগকে যথেষ্ট চিন্ময় দান করেন। তবে সাধুর প্রতি বিশ্বাস থাকা চাই। জড়াভিমান থাকিলে সাধুর কাছে

থাকিতে সঙ্কোচ হয়, সাধুর কাছে থাকিয়াও সাধুসঙ্গ হয় না। আমাদের যদি শ্রদ্ধা ও সরলতা থাকে, তাহা হইলে আমরা চিনিতে না পারিলেও ভক্তগণ স্বাভাবিকভাবেই আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন। সরলের সরল মনটি যেন সহজভাবেই তাঁহাদের দিকে চলিয়া যায়।

প্রভু দেখি' ভক্ত-দেহ অপ্রাকৃতই হয়।
বিনা অনুভবে তাহে চিত্ত নয়॥
(চৈঃ ভাঃ)

ভক্তই ভগবানের সঙ্গ ও প্রীতি অনুভব করিতে পারেন। বদ্ধজীব তাহা পারে না। মানুষকে অনর্থসমূহ অপগত হইলে এখনও অবস্থানকালেও জীব বিষ্ণুসেবাপরে রত থাকিতে পারে। মধ্যম ভাগবত মহাভাগবতের অনুসেবক। মধ্যমাধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত কনিষ্ঠভাগবত মহাভাগবতের সেবক হইলেও তিনি পরোক্ষভাবে মধ্যমভাগবতের সেবক। কনিষ্ঠভাগবত নিঃশ্রেয়সার্থী হইয়া নিয়মতঃ বৈকুণ্ঠপথের পথিক হওয়ায় বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু বদ্ধজীব অপেক্ষা উন্নত। তথাপি কেবল নিষ্কপটে প্রভাবান্বিত জীবের যে আদি বিষয়-প্রতীতি অর্থাৎ অপ্রাকৃতানুভূতি, তাহা অপ্রাকৃতগত। কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিবার পর তিনি ভক্তকে মধ্যমাধিকারে অপ্রাকৃত বলিয়া জানিতে পারেন। আবার মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হইয়া মহাভাগবতরূপে গুরু ও জানিলে তিনি ভক্তজন হইবার অধিকার লাভ করিতে পারেন। এ-সকল কথা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি।

যেখানে নিরপেক্ষতা, সেখানে শান্তি-প্রবাহ আছে। নিরপেক্ষতা শান্তের অবস্থা, একজাতীয় অবস্থা। শান্তিপ্রয়াস জিনিষটা আত্মসুখবাঞ্ছা। ভক্তের শান্তিকামনা নাই। যেখানে সেবাচাঞ্চল্য, সেখানে শান্তি লোপ পাইয়াছে। জাগতিক চাঞ্চল্য নষ্ট করে যে শান্তি, সেবাচাঞ্চল্য তাহাকেও ধ্বংস করে। সেবা নিজ শান্তিকে চিরতরে জলাঞ্জলি দেয়। শুদ্ধস্বরূপগত সেবাচাঞ্চল্য চেতনের বৃত্তি। সেখানে শান্তিকাম বা মোক্ষকাম থাকিতে পারে না। নিজ শান্তির জন্যই ত' আমাদের মোক্ষ-কামনা; ইহাতে আমার সুখ হইবে। সেইজন্য ভক্ত ইহা চান না। যাঁহার অশান্তি নাই, তাঁহার শান্তি-কামনারই বা কি দরকার? অশান্তই শান্তি চায়। ভক্ত ত' সহজশান্ত। যাঁহার মোক্ষই নাই, তাঁহার মোক্ষ-নিবৃত্তির ভয় 'ক' কোথা থাকিবে? ভক্তের অশান্তিও নাই, আর শান্তিকামনাও নাই, পরন্তু তাঁহার অনবচ্ছিন্নভাবে সেবার উদ্যম আছে।

সাধুর প্রসন্নতা বিধানেই মঙ্গললাভের উপায়। কোনপ্রকারে তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিলে পারমার্থিক মৃত্যু অবধারিত।

জীব কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্য ভুলিবাই জীবের অবিদ্যারূপ-জড়বন্ধন। জীবের যে-পরিমাণে ভগবদ্বিস্মৃতি, তাহার চেতন সেই-পরিমাণে আবৃত। নীতিশূন্য অপেক্ষা নিরীশ্বর নৈতিক, নিরীশ্বর নৈতিক অপেক্ষা সেশ্বর নৈতিক অবস্থা ভাল বটে, কিন্তু তাহারা কেহই ভগবদুন্মুখ নহে। সাধনভক্তিময় জীবনে কিছু ভগবদুন্মুখতা দেখা যায়। ভাবভক্ত-জীবনের পূর্ব্বাবস্থাই সাধকজীবন। শ্রদ্ধা-সহকারে সাধুসঙ্গে ভজনপ্রভাবে অনর্থনিবৃত্তি হইয়া নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি হয়। প্রেমভক্ত জীবনই জীব-জীবনের পূর্ণ প্রকাশ; তাহাই পূর্ণ বিকশিত চেতন অবস্থা।

ভয়

হানির ভয় আশঙ্কাই ভয়। এই আশঙ্কা প্রধানতঃ তিনটী—ধন, জন ও জীবন। জীবনের আশঙ্কা বা প্রাণভয়ই সর্ব্বপ্রধান। এই প্রাণহানি অপেক্ষাও যে আর একটী সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর হানি আছে, সেদিকে জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লক্ষ্য করে না। আমরা কি জানি, সেই হানিটী কি? তাহা আর অন্য কিছু নয়, তাহা আত্মার হানি—আত্মার অধোগতি। সেই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ আত্মাকে—নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের আদৌ লক্ষ্য নাই; পরন্তু আমরা আমাদের ধনজনাদি হারাইবার ভয়ে কেবল ভয়েই ম্রিয়মাণ। যতদিন জীব ভগবানের শ্রীচরণে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিতে না পারে, ততদিন সে ধন, জীবন ও আত্মীয়-স্বজনের হানিচিন্তায় ভয়, হানিজনিত শোক, ইন্দ্রিয়সুখ-বিষয়লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও অভাব-শোক, আশাভঙ্গজনিত বেদনা প্রভৃতি তাপ ভোগ করে। ভগবচ্চরণে আত্মোৎসর্গ ও শরণাগতির অভাব হইতেই আজ আমরা এইরূপ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। যাহার রক্ষক নাই, সে নির্ভীক হইবে কি করিয়া? এই সন্ত্রস্ত সংসারে সম্পূর্ণ অনর্থমুক্ত ও অভয় হইবার উপায়-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—'এই অনর্থময় অশুভ সংসারে শ্রীভগবচ্চরণকমলের সেবা-দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে জীবের ভয় দূরীভূত হইয়া থাকে। অন্যঃ তাদৃশ ভগবৎপাদপদ্ম সেবনে কোনপ্রকার গৌরব কারণ নাই। অনিত্য দেহাদি-বিষয়ে 'আমি আমার'-বোধ লইয়া সতত সহস্র আশঙ্কায় উদ্বিগ্নচিত্ত জীবগণ ঐ ভগবৎপদ-সেবা হইতে সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হইয়া থাকে।' যিনি শ্রীহরিপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি আপন পথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও কদাপি পদস্খলিত বা পতিত হন না। কোন বিঘ্ন বা ভয় তাঁহার গন্তব্য-পথে বাধা জন্মাইতে বা তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। কারণ তিনি কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু চান না, আর কিছু জানেন না, আর কোন চিন্তাই হৃদয়ে স্থান দেন না, নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকেন; সুতরাং তাঁহার আবার ভয় কিসের? যত ভয়, যত ভাবনা, যত দুঃখ, যত হতাশা তাহাদেরই, যে দুর্ভাগাগণ আপন স্বরূপ ভুলিয়া—তাহার জীবন-জীবন কৃষ্ণকে ভুলিয়া দূরে সরে যায়, অন্য বস্তুতে আসক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। দ্বিতীয় অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য প্রতীতি যে মায়া, তাহাতে অভিনিবেশ বা ইন্দ্রিয়সুখভোগই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। নিজেকে ভোগ্যজ্ঞানে ভোক্তা কৃষ্ণের প্রতি যে আচরণ, তাহাই একাভিনিবেশ, আর ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগের প্রতি অভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ঐ ভোগই কাম অর্থাৎ স্বার্থান্তিপরিকল্পনা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা। তাহারই চেষ্টা মৎসরতা বা হিংসা। ভক্তগণই অকপটভাবে বলিতে পারেন,—"নাহেরর ভোগাৎ পরাবীতিঃ।" স্বর্গ, নরক বা মোক্ষ—সবই তাঁহার নিকট দ্বিতীয় বা অন্যাভিনিবেশ, সুতরাং অপ্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥"
(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

নারায়ণপরায়ণ জন কাহাকেও ভয় করেন না। আমরা জগতে কেবল তাঁহারাই নির্ভয়। 'আমাকে প্রভু রক্ষা করিবেন, প্রভু ব্যতীত আর কেহই নাই, তিনি আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা, তিনিই বড়, তাঁহার আমি; তিনি আমাকে রক্ষা করিবেনই, আমার আর অন্য রক্ষক নাই'—ইহার অভিন্ন বিচার। এই বিচার ভুলিয়া যখন অন্যের নিকট হইতে ভীত আসিতেছে, তখনই জানিতে হইবে, সেখানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ আছে। ভীত হইতে স্মৃতিনাশ, স্মৃতিনাশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ বা সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। যখনই আমরা আত্মস্বরূপ ভুলিয়া ভগবৎ-সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোগ করিবার জন্য দৌড়াই, নিজেকে ভোগ্য না জানিয়া ভোক্তা মনে করি, ভক্তিমান্ না হইয়া নিজেকে সেব্যজ্ঞান করি, তখনই অসুবিধা, দ্বিতীয়াভিনিবেশ, অপরাধ আমাদিগকে গ্রাস করে। এই রূপ-রসাদির মালিক কে? এসকল কাহার ভোগ্য?—এ বিচার না আসা-পর্য্যন্ত ভয়ের হাত হইতে বাঁচিবার বা নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। ভগবান্ ছাড়া আর একটী জিনিষ আছে—এই চিন্তাস্রোতঃ হইতে ভয় আসিতেছে। সমস্ত জিনিষ ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট—এ বিচার হইলে আর ভয় থাকে না। মানুষ যে-কাল-পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইতে না পারিবে, সেইকাল-পর্য্যন্ত মায়াদেবী তাহাকে গ্রাস করিবে, সে ভয়ের দ্বারা আক্রান্ত হইবেই। বহুরূপিণী মায়া ভোগ্যরূপে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যখন প্রভুপাদপদ্ম আমার দু'হাতে যুক্ত হয়, তখনই ভয়, শোক-চিন্তা যায়। শোক যায় কখন? যখন প্রভুকে পালকরূপে আমাকে তাঁ'র পাল্য-বিচার আসে। সেইটি ভক্তি।"

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশ কি? 'আমি কৃষ্ণদাস, আমার যাহা কিছু তৎসমস্তই কৃষ্ণসেবার জন্য, কৃষ্ণই আমার একমাত্র সেব্য প্রাণপতি, তিনি আমার রক্ষক; পালক ও প্রিয়তম'—এইরূপ অভিনিবেশের অভাবই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ মায়াকবলিত হইয়া এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মহাভয়ের কবলে অনন্ত ক্লেশ ভোগ করে। ভয়ও যাঁহাকে ভয় করে, সেই ভগবানের পরমাশ্রয় শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে অকৈতবভাবে যাঁহারা কেবলা ভক্তির দ্বারা ভগবানের অনুক্ষণ ভজনা করেন, তাঁহারা সমস্ত ভয়ের অতীত হন,—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

দ্বারকায়(?) একদা নারদ বীণা বাজাইয়া মধুর স্বরে হরিনাম করিতে করিতে আগমন করিলে শ্রীবসুদেব(?) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে নারদ! হে অদ্ভুতদর্শন! মর্ত্ত্যবাসিগণ কি উপায় অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীহরিনাম গানপূর্ব্বক আপনার ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারেন?" তদুত্তরে নারদ বলিলেন,—"মর্ত্ত্যজীব ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিলে নিত্যকালের জন্য ভয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।" মর্ত্ত্যজীবগণ সুখ-দুঃখের চক্রে নিত্যকাল আবর্ত্তিত হইতেছে। দেবতাগণ যে-ভাবে উপাসিত হন, সেইভাবে সুখদুঃখ প্রদান করেন। তাঁহারা বস্তুর ছায়ার ন্যায় কর্ম্ম-সচিব মাত্র। বস্তুর আকার-অনুযায়ী ছায়া হইয়া থাকে। দেবতাগণও মানবের উপাসনার তারতম্যানুসারে ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং সুখে বা দুঃখে থাকিলে ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। যিনি নিজেকে দুঃখী বোধ করেন, তিনি যেরূপ ভীত, যিনি নিজেকে সুখী বোধ করেন, তিনিও সেই-পরিমাণে ভীত। পিতা পুত্রাদের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ভয়ে ভীত, আর যিনি অপুত্রক তিনিও পুত্র না হওয়ার দরুণ নরকাদির ভয়ে ভীত। মর্ত্ত্যবাসিগণ এইরূপ বিভিন্নভাবে সকল অবস্থাতে ভীত ও সন্ত্রস্ত। যে-কাল-পর্য্যন্ত না আমরা ভাগবত-ধর্ম্মের অনুশীলন করিব, সে-কাল-পর্য্যন্ত আমাদিগকে ভয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইতেই হইবে। সুতরাং কায়-মনো-বাক্যে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক সদ্গুরুর আনুগত্যে শ্রীভগবানের সেবা করিলেই জীব ভয়ের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা নাই।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

যৎকিঞ্চিৎ

——:০:(০):০:——

কৃষ্ণলীলা অপার, অনন্ত, মাধুর্য্যময় ও পরমানন্দময়ী। ব্রজলীলা অনুশীলন না করিলে জগতের কাম বিদূরিত হয় না। উন্নতোজ্জ্বল-রস-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দের ও ভাগ্যবান্ ব্রজবাসিগণের কৃপায় জীবের ব্রজগোপাঙ্গনাদিগের সৌভাগ্য বা লাভ হয়। ভজনরীতি যাঁ রাগ বিদূরিত হৃদয়ে উদিত হইলে বিষয়াসক্তি প্রভৃতি অনায়াসে দূর হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—'আমার' গোপীভর্ত্তা কৃষ্ণের দাসগণের দাসানুদাস।' গৌরজন শ্রীরূপের নিত্য-কৈঙ্কর্য্যের আকাঙ্ক্ষা সদ্গুরু-কৃপায় না আসিলে শ্রীকৃষ্ণের সেবা সর্ব্বতোভাবে করিবার সৌভাগ্য আমাদের কি করিয়া হইবে? তবে ইহা কষ্টকল্পিত বা কল্পিত কোন ব্যাপার নহে। ব্রজবাসীর কৃপায় ইহা অনায়াসে লভ্য হইতে পারে। প্রেমের রূপসমুদ্র। সেই সেবানন্দ-সাগরের সন্ধানের জন্য আমাদের উৎকণ্ঠা হইতেছে কৈ? ভাবের একমাত্র কাম্য শ্রীগৌরচরণাম্বুজ লাভ করিতে পারিলাম না বলিয়া আমাদের হৃদয়ে ব্যথা লাগিতেছে কি? শ্রীরূপের কৈঙ্কর্য্য-লাভের জন্য শ্রীরূপানুগ শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিবার সময় ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে কি? শ্রীরূপের কৈঙ্কর্য্য বা শ্রীরূপের আবির্ভাব ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা, একথা ভাবিয়াও আমরা সেদিকে লক্ষ্য করিয়াছি কি? শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরমাধুর্য্য আমাদের চিত্তকে উত্তরোত্তর আকৃষ্ট করিতেছে কি? আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীগুরুদেবের এজগতে কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন—ইহা আমার অনুভূতির বিষয় হইতেছে কি? শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত ও তাঁহার দীক্ষিত হইবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি কি? কৃষ্ণে রতিই জীবের জীবন-সর্ব্বস্ব; সেই অমূল্যধন লাভের জন্য আমার হৃদয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আর্ত্তি আসিয়াছে কি? নিজের স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য আকুল হইতেছি কি? তুচ্ছ বিষয় লইয়া আছি বলিয়াই পরমানন্দ বস্তু শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবাসম্পত্তি হৃদয়ে জাগিতেছে না। অপরাধই ইহার মূল—ইহা স্পষ্টই বুঝিতেছি। এখন করি কি? কায়মনোবাক্যে অকপটে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিকট ক্রন্দন ব্যতীত অন্য কোন উপায় দেখি না। অস্মদাদির শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

হায় হে,—

অন্য আশা নাহি যা'র, তব পাদপদ্ম তা'র
ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।
তবে পলাইবে নাথ, করে সেই বিষপাত,
তব পদে তাহার প্রণয়॥
অজ্ঞপায়ী শিশুগণে মাতা ছাড়ে ক্রোধ মনে,
শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায়।
যেহেতু তাহার আর এজীবন রক্ষিবার
মাতা বিনা নাহিক উপায়॥
এ অকিঞ্চনের মত, তুমি ছাড় দয়াময়,
দেখিয়া আমার আচরণ।
আমি ত' ছাড়িতে নারি,
তোমা বিনা নাহি পারি
কখন রাখিতে এ জীবন॥

কৃষ্ণলীলা দুইপ্রকার—সাক্ষাৎ ও নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বৃদ্ধি, দৈত্যনাশ, মথুরা-দ্বারকাবাস প্রভৃতি নিত্যলীলা-আজন্মলীলা, আর ব্রজজন পরমাত্মায়নের সহিত নিত্যধামে অপ্রকটে যে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করেন, তাহাই নিত্যলীলা। এই নিত্যলীলার বিরাম নাই। ইহা ব্রহ্মা-রুদ্র-শেষাদিরও অগম্য। শুদ্ধ রাগমার্গেই কৃষ্ণলীলায় প্রবেশাধিকার হয়। কৃষ্ণের যত লীলা আছে, তন্মধ্যে নরলীলাই সর্ব্বোত্তমরসের নিলয়। এ রস গোলোকেও নাই। ব্রজধামই তাহার নিলয়। কৃষ্ণ-ভজনসুখ ব্যতিরেকেই একান্ততা, মধুরতা ও সমতা থাকে। কোনও ব্রজজনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি থাকিবেই। শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"তন্নামরূপচরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥"

"কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা চতুষ্টয়।
জনমুখে শুনিলেই কীর্ত্তন উদয়॥
কীর্ত্তিত হইলে ক্রমে স্মরণাঙ্গ পায়।
কীর্ত্তন-স্মরণ-কালে ক্রমপথে যায়॥
জাতরুচি জন জিহ্বা মন মিলাইয়া।
কৃষ্ণ-অনুরাগী ব্রজজনানুগ হৈয়া॥
নিরন্তর ব্রজবাস, মানস-ভজন।
এই উপদেশসার করহ গ্রহণ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রিয়জন নিত্যানন্দ ব্রজবাসী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন,—"নাম ভজনবিনীর কৃপা। নাম হইতে অবিলম্বে কৃষ্ণপাদপদ্মে লইয়া যায়। কৃষ্ণের অনুরাগীই জন কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাদির দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা আকৃষ্ট, তাঁহারাই কৃষ্ণানুরাগী। যাঁহাদের পুরুষাভিমান নাই, কৃষ্ণভোগ্য অভিমান আছে, কৃষ্ণই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহারাই ব্রজবাসী। আগে শ্রবণ, তৎপরে কীর্ত্তন। অনুকীর্ত্তন সুকীর্ত্তন, সম্যক্ কীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন। সুকীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন একাকী বা নির্জ্জনে হবে—সাধুর সঙ্গে। বহু আত্মার সহিত মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সংকীর্ত্তন। [illegible] শুদ্ধকীর্ত্তন অর্থাৎ অপরাধশূন্য কীর্ত্তন। অপরাধযুক্ত কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিলে আত্ম-কীর্ত্তন ও তৎপরে অনুকীর্ত্তন বা সুষ্ঠুকীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনের পর স্মরণ হয়। সঙ্কল্পবর্জ্জিত একমাত্র রসময়বিগ্রহ। যে-পর্য্যন্ত রসের প্রতি রুচি না হইতেছে, সে-পর্য্যন্ত সুষ্ঠু নাম-কীর্ত্তন বা উপদেশামৃতের নিখিল উপদেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করিবার যোগ্যতা হয় না। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুকীর্ত্তন ও স্মরণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সেবোন্মুখ রসনা ও অন্তঃকরণ। 'ব্রজ'-ধাতুর দ্বারা গমন বা গতি বুঝায়। তথায় [illegible] নাই, অবিদ্যাবারা অবশ অবস্থা নাই। বৈধী ভক্তি অনেকটা মন্দগতি-বিশিষ্টা—শম্বুকজাতীয়া; আর রাগানুগা ভক্তি তীব্র গতিশীলা। রাগে আকর্ষণ আছে। এই রাগ কৃষ্ণের নিজস্ব সম্পত্তি। 'অনুরাগী'-শব্দের দ্বারা ব্রজবাসী জনের পরাকাষ্ঠারূপে তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে 'আমি ত' তোমার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি' যাই তব পাছে পাছে'—এই বিচারে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার প্রতি যাঁহার রুচি, তিনি ব্রজবাসি-গণের রুচির অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের শিক্ষায় শিক্ষারূপে শরণাগত হইয়া ব্রজের পথে চলিবেন। অখিল শব্দের দ্বারা দিন বা যামিনী-রাত্রি, নিরন্তর, সর্ব্বক্ষণ—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা। প্রথমে অনর্থজাতীয় বস্তুর কথা বা অবস্থার অবতরণ। আগে বল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা নয়। পূর্ব্বেই কৃপাই বল বা শরণাগতি। এই বড় আসো অপরাধাশ্রয়। যতো আগমে বল বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, বল তত বর্দ্ধিত হইবে ও আর করিবার জন্য আগ্রহ হইবে। অর্থপ্রবৃত্তি যত হইবে, তত অনর্থনিবৃত্তি হইতে থাকিবে। অনর্থ অন্য-জাতীয়; আর সাধুসঙ্গে ভজন স্বজাতীয়। তাহাতে যত রুচি হইবে, তত বল বাড়িতে থাকিবে। বল দ্বিবিধ—আর বা যোগ, আর বল বিবিধ বিয়োগ—অনুগমন, পুরুষার্থজ্ঞান। [illegible] সেই বল যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই পুরুষার্থ-সাধনরূপ বল বাড়িতে থাকিবে।"

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজজনের সুখোৎপাদনের জন্য যে নিত্যলীলা করেন, তাহা স্বরূপতঃ মাধুর্য্যময়। যেখানে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশে বা অপ্রকাশে মাধুর্য্যলীলার ব্যতিক্রম ঘটে না, তাহাই মাধুর্য্যলীলা; যেমন, শ্রীকৃষ্ণ যখন পূতনা-রাক্ষসীর প্রাণবধ করিতেছেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যপানরূপ বাল্যলীলাভাব দেখা যাইতেছে। যখন শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরের দুইটি চঞ্চু ধরিয়াছেন, তখনও তাঁহার অতি কোমল চরণ, উজ্জ্বলকান্তি তিনবার বাল্য বয়স ভাব। মহাবীর্য্য অসুর বধ যখন শ্রীকৃষ্ণ বধ করিতেছেন না, তখনও শ্রীকৃষ্ণের জননীর মনে নিরাপত্তা দৃষ্ট হইতেছে। ব্রহ্মা ও গোপেরা গোবর্দ্ধনধারণ-লীলায় সর্ব্বজ্ঞতা-সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনধারণলীলা করিয়াছেন। বাল্য ঐশ্বর্য্য থাকিলেও তাহার অপ্রকাশ অবস্থায় নন্দিগ্রামে ও গোপ্যাদিজন-সঙ্গী দেখা যাইতেছে। 'ইনি ঈশ্বর'—এই বুদ্ধি হইতে যে কৃষ্ণসম্বন্ধ সম্ভ্রমযুক্ত ভক্তের ভগবতী ভাবের অতি-বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়, তাহাই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান। 'ইনি ঈশ্বর'—এই বুদ্ধি থাকিলেও যদি কৃষ্ণসম্বন্ধে সম্ভ্রমের উদয় না হয়, যে ঈশ্বরজ্ঞান ভক্তের ভগবতী ভাবের বৈশিষ্ট্যসম্পাদনের পরিবর্ত্তে উহার বৈচিত্র্য সম্পাদন করে, তাহাই মাধুর্য্যজ্ঞান। গোবর্দ্ধন ধারণের পূর্ব্বে ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণে ঈশ্বরজ্ঞান হয় নাই। গোবর্দ্ধনধারণও অলৌকিক-ঘটনার পর তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বর-বুদ্ধি হইলেও ঐ বুদ্ধিকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলা যায় না। উহা শুদ্ধ পূর্ণ মাধুর্য্যজ্ঞানই। ব্রজবাসিগণের সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধ মাধুর্য্যজ্ঞান পূর্ণ ছিল, আর পুরবাসিগণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র মাধুর্য্যজ্ঞান পূর্ণ ছিল। [illegible] পূজাদি উপহার-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত তাঁহাকে পারিতোষ করিয়াছিল এবং পরে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের চরণবন্দন করে—এই শাস্ত্র-বাক্যানুসারে গোচারণ করিয়া অরণ্য হইতে গোষ্ঠে ফিরিলে প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও শ্রীঅবতারাদি-সহকারে পুষ্পোপহার প্রদান-পূর্ব্বক শ্রীচরণ-বন্দনাদি দর্শন করিয়াও শ্রীনন্দ-যশোদার মধ্যভাবের শিথিলতা দেখা যাইতেছে না এবং ঐসকল শ্রবণ করিয়াও ব্রজবাসিগণের মাধুর্য্যভাবের বৈশিষ্ট্য দেখা যাইতেছে। [illegible] ব্রজবাসিগণের প্রতি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যভাবের শিথিলতা দৃষ্ট হয় না; বরং তৎপরিবর্ত্তে 'আমি ত [illegible] পরমেশ্বর'—এই চিন্তা হৃদয়ে [illegible] পুত্রভাবের দৃঢ়তাই লক্ষিত হইতেছে। পুত্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও প্রাকৃত জননীর যেমন সেই পুত্রের প্রতি বাৎসল্যভাব শিথিল না হইয়া দৃঢ় হয়, সেইপ্রকার মা যশোদারও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যভাবের বৃদ্ধিই প্রকাশ পাইয়াছিল। ব্রজলীলা পরম মাধুর্য্যময়ী। শ্রীকৃষ্ণ যেমন মধুর হইতেও মধুর, তাঁহার লীলাও তেমনই। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

এই শ্লোকটির অর্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেকটি বস্তুই মধুর, ইহার বদনখানি অত্যন্ত মধুর, ইহার মধুগন্ধি মৃদুহাস্য মধুর, অতিমধুর, অত্যন্ত মধুর, মধুর হইতেও অতিমধুর। অহো! ইহার সকলই মধুর।

* ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিসনে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিজনবৈষ্ণবের পদধূলি প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণই পাঠকগণকে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার দেওয়া। অগ্রিমদেয় বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ঠিকানায় নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবার কারমনোবাক্যে সর্ব্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয়-মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনা-রূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রত্যেক ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। লেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লেখাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অপ্রাকৃতিক আক্রমণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তত্ত্বালোচনা শ্রীনদীয়াপ্রকাশ কর্তৃপক্ষের ভার ভগবৎসেবাবোধে সম্পন্ন হয়, সুতরাং উহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ মদনগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১।০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রচেষ্টা

অনেকে এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ভারত-ব্যাপী যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহার ফলে অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইলে তাহা বিক্রয় করা কঠিন হইয়া পড়িবে; সঙ্গে সঙ্গে উহার দামও পড়িয়া যাইবে।

কিন্তু, ভারত সরকার মনে করেন যে শীঘ্র এইরূপ কোন ঘটনা ঘটিবার মোটেই সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য তাঁহারা কৃষক-দিগকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে, তাঁহারা যেন এইরূপ অতিরিক্ত ভয়ে কোনও ভয় না পান এবং বর্ত্তমানে যে অধিকতর খাদ্যশস্যের প্রয়োজন আছে, কেবলমাত্র এই কথা মনে রাখিয়াই তাঁহারা যেন অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে ইতস্ততঃ না করেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পরেও যেরূপ দেশ যুদ্ধের দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে, সেই সকল দেশেও খাদ্যশস্যের চাহিদা কম না হইয়া বরং বাড়িবে বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া, ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণ খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন হইবে।

অনন্তর যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সরবরাহের জন্য মালগাড়ী, ষ্টীমার প্রভৃতির অধিক প্রয়োজন হইলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানের হাটে বাজারে খাদ্যশস্য চালান দিবার অসুবিধা ঘটিবে এবং সেইজন্য সাময়িকভাবে কোন কোন স্থানে উহাদের ঘাটতি ঘটিয়া যাইতে পারে; ইহার ফলে সেই সকল স্থানে খাদ্যশস্য অধিক পরিমাণে মজুত হইয়া যাইলে উহাদের মূল্যও কমিয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু এরূপ অবস্থার ফলে যদি কোন স্থানে খাদ্যশস্যের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহাদের মূল্যের সমতা রক্ষা করিবার জন্য ভারত সরকার তাহা মূল্য দিয়া প্রকাশ্য বাজারে ঐরূপ খাদ্যশস্য উপযুক্ত পরিমাণে কিনিয়া লইবেন— যাহার ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস পাইবে না।

কেরোসিন তৈলের অভাবে রেড়ির তৈলের ব্যবহার

যুদ্ধের জন্য কেরোসিন তৈলের আমদানী খুবই কমিয়া গিয়াছে; উড়িষ্যাতে সহরে এবং পল্লীগ্রামে ইহার বেশ অভাব দেখা গিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে ইহা মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। ভবিষ্যতে ইহার আমদানী যে আরও কমিয়া যাইবে এবং ইহার অভাব যে আরও বাড়িবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং খাদ্যশস্যের ন্যায় এ বিষয়েও দেশের লোক-দিগকে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করিতে হইবে। রেড়ির তৈলের ব্যবহার আমাদের দেশে নূতন নহে, পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে প্রদীপ জ্বালিবার জন্য রেড়ির তৈলেরই প্রচলন ছিল এবং সেজন্য প্রত্যেক গৃহস্থ রেড়ির চাষও অধিক পরিমাণে করিতেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ভারতবর্ষই রেড়ির জন্মস্থান। বর্ত্তমান অবস্থায় পূর্ব্ব-কালের মত আবার রেড়ির তৈলের প্রদীপ জ্বালাইয়াই কেরোসিন তৈলের অভাব মিটাইতে হইবে। সুতরাং দেশে যাহাতে পুনরায় রেড়ির চাষের প্রচলন বাড়ে, সেজন্য সকলেরই চেষ্টা করা প্রয়োজন। রেড়ির তৈল জ্বালাইলে ধূম কম হয়। ইহার আলো স্নিগ্ধ ও ঠাণ্ডা; সুতরাং চক্ষুর দিক দিয়াও রেড়ির তৈলের প্রদীপ ভাল।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে তত্ত্ব-সম্বন্ধে জাত-খাওয়ানারূপসম্প্রদায়ের স্রোত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে বাস্তবতাত্ত্বিক সাধারণ বক্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মূল্য ১০ আনা।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর-বিরচিত মূল, শ্লোকার্থ, অনুবাদ ও বিবৃত সূচীসহ নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

গৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও ইহার কাটতি অত্যন্ত বাড়িত। প্লীহা, যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্‌গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কাব্যরত্ন শ্রীভক্তিকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সপ্তাহ-শ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতির শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিস্তারিত-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

মন্ত্রকৌস্তভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অর্থ, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২১ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৮শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৫ই অক্টোবর, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ?৩৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ পদ্মনাভ, বৃহস্পতি বাসরোপলক্ষী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীহরিনামই জীবের জীবন। কলিকাল শ্রীহরি—শ্রীনাম। তিনি গোপীজনবল্লভ—রাধানাথ। নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া নিরপরাধে তাহা কীর্ত্তন করিতে হইবে। তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিতে হইবে—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ ও উপদেশ। নিরন্তর হরিনাম না করিলে হরিপাদপদ্মলাভের আশা নাই। যেখানে নিরন্তর হরিচিন্তা, সেখানে অন্য চিন্তার অবকাশ কোথায়? শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

জীব কৃষ্ণদাস—শ্রীনামের নিত্যদাস। শ্রীনাম ও শ্রীনামকীর্ত্তনকারী ভক্তগণ ব্যতীত কাহারও সহিত জীবের কোন সম্পর্ক নাই। 'আমি কৃষ্ণের দাস'—ইহা জানিতে পারিলেই জীবের সমস্ত অসুবিধা কাটিয়া যায়। জড় বিষয় জীবের প্রয়োজন নয়। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতাবশতঃ বিষয়াকাঙ্ক্ষাই জীবের দুর্দশা। কৃষ্ণকৃপায় যতদিন আমার সংসার নিবৃত্তি না হয়, ততদিন 'আমি কৃষ্ণের'—এই সত্য জানিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবন-যাত্রোপযোগী বিষয় আমাকে স্বীকার করিতে হইবে। অভাব ও রোগ-শোকজনিত দুঃখ এবং স্বাস্থ্য-ধন-বিদ্যাদি জনিত সুখরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। চিৎস্বরূপ আমার জড়বিষয়ে কিছু দরকার নাই—ইহা জানিয়া দৈন্যের সহিত 'হে কৃষ্ণ, হে গৌরহরি, আমি কবে তোমাদের ভজনানন্দ লাভ করিতে পারিব?' বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ভগবান্‌কে ডাকিলে এবং এইরূপ দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া জীবন-যাপন করিলে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। দীন-হীন না হইলে কৃপা পাওয়া যাইবে না। দীনকেই ভগবান্ দয়া করেন। নিজেকে পতিত বলিয়া জানাই দৈন্য। দৈন্যই ভক্তের ভূষণ। ভক্তগণ উত্তম হইয়াও আপনাকে তৃণাধম বলিয়া জ্ঞান করেন। বিষয়বিরক্তি-জনিত দৈন্য নির্ম্মৎসরতামূলক দয়া, মিথ্যাভিমানশূন্যতা ও সকলকে যথাযোগ্য সম্মানদান—এই চারিটি গুণ ভক্তমাত্রেরই আছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্ব জীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন।
চারি গুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন॥

———

হৃদয়ে দৈন্য থাকা চাই। আমি কৃষ্ণ-দাস, অকিঞ্চন—আমার কিছুই নাই, কৃষ্ণই আমার যথাসর্ব্বস্ব, আমার মত পতিত, অযোগ্য, নরাধম, অপরাধী ও হতভাগ্য আর কেহ নাই, আমি সকলের অপেক্ষা দীন-হীন ও অধম—ইহাই দৈন্য। দীন কখনও নিজ বল-ভরসায় দাম্ভিকতা রাখেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ বলেন,—

কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥

ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার॥

কৃষ্ণই দীনের আশা-ভরসা; তাঁহার অন্য কোন সহায়-সম্বল নাই।

———

আমরা অপরাধী জীব সত্য; কিন্তু যদি আমরা শ্রীনামকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জানিয়া কাতরভাবে ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহাকে ডাকি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সাড়া দিবেন। আমাদের মধ্যে ভেজাল থাকিলে সাড়া পাওয়া যাইবে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

নাম-নামী-ভেদ নাই বেদের বচন।
তবু নাম নামী হ'তে অধিক করুণ॥
কৃষ্ণ-অপরাধী যদি নামে শ্রদ্ধা করি'
প্রাণ ভরি' ডাকে নাম "রাম, কৃষ্ণ, হরি"।
অপরাধ দূরে যায়, আনন্দসাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে॥
বিগ্রহস্বরূপ বাচ্যে অপরাধ করি।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি॥
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপচরণে।
বাচকস্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে॥

———

ভক্ত তৃণাদপি সুনীচ। এ জগতের তৃণেরও 'আমি এ জগতের কিছু' বলিয়া জাগতিক অভিমান আছে, কিন্তু ভক্তের জাগতিক কোন অভিমান নাই। তিনি ভগবদ্দাসাভিমানী। জাগতিক অভিমান বিষয়ের অভিমান বা ভোক্তৃ-অভিমান; তাহা স্বরূপের অভিমান নহে। 'আমি এ জগতের নহি, আমি অজনীশের ভৃত্যানুভৃত্য'—এই অভিমানই তৃণাদপি সুনীচতা। ভক্ত আপনাকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা হীন জানেন। তিনি প্রত্যেক পরমাণু ও প্রত্যেক অণুচিৎ জীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া কোন বস্তুকে 'নিজাপেক্ষা ক্ষুদ্র' জ্ঞান করেন না। শ্রীনামকীর্ত্তনকারী ভক্ত জগতের কাহারও প্রতি হিংসা করেন না; পরন্তু হিংসাকারীর মঙ্গলকামনা করেন। ভক্ত বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু। বৃক্ষ যেরূপ ছেদনকারীকে কিছু না বলিয়া তাহাকে ছায়া ও ফল দান করিয়া তাহার উপকার করে, কৃষ্ণভক্তও সেরূপ কাহারও আক্রমণে অসন্তুষ্ট না হইয়া শত্রুমিত্র সকলের উপকার করিয়া থাকেন। কারণ, তিনি নির্ম্মৎসর। ভক্ত জীবদুঃখকাতর; সুতরাং জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। যদি ভক্ত হরিনাম করেন, তাঁহার জীবের প্রতি দয়া আছেই। 'ভা-র সমী জীবগণের কিরূপে ভগবানে রতি হইবে, তাঁহারা মায়াবদ্ধ হইয়া পুত্র-কলত্রাদি অনিত্য বিষয় লইয়া সর্ব্বক্ষণ কষ্ট পাইতেছে, তাঁহাদের অনর্থ খুব বেশী থাকায় জড়বিষয়ে বিরক্ত হইতেছে না, আশাপাশাবদ্ধ হইয়া তাহারা ক্রমশঃ দুঃখ, দুঃখপ্রদ ও তুচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণ করিতেছেন। তাঁহাদের আত্মদর্শন ও শ্রীনামে রুচি কি করিয়া জন্মিবে,'—এইরূপ চিন্তা করিয়া দয়ালু ভক্ত সকলের নিকট হরিকথা বলেন এবং সকলকে হরিনাম করিতে উপদেশ দেন। মাদৃশ অপরাধী জীবের প্রতি তাঁহাদের এত দয়া।

ভক্ত অমানী। ধন, কুল, জাতি ও বলাদির অভিমান মিথ্যা অভিমান। ভক্তের এই মিথ্যা অভিমান নাই। তিনি কাহারও নিকট হইতে [illegible] চান না। তিনি বর্ণের ও আশ্রমের অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণৈকশরণ হইয়া [illegible] কৃষ্ণনাম করেন।

———

নাম-কীর্ত্তনের সাধনভক্তির অঙ্গস্বরূপ এবং সাধকের [illegible], তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিম্নলিখিত শ্লোকে জানাইয়াছেন,—

ভক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত হয় সাধনের প্রভাবে। ভগবানে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

হে জগদীশ, হে জগন্নাথ শ্রীনাথ, আমি ধন জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না; জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক—ইহাই প্রার্থনা।

শুদ্ধভক্তে কৃষ্ণদাস্যের প্রতি লোভ এবং তদন্য যে কোনও বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য বা ঔদাসীন্য স্বাভাবিক। শুদ্ধ যে ভগবদ্দাস্য ছাড়া ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই চান না, তাহা এই শ্লোকে লক্ষিত হইয়াছে। ভগবদ্দাস্য-কাম বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত ভক্তের অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন কামনা যাঁহার আছে, তিনি শুদ্ধভক্ত নহেন। কৃষ্ণসুখে আত্মসুখ-চেষ্টাযুক্ত হওয়াই ভক্তের লক্ষণ। যেখানে অন্যাভিলাষ ও কর্মজ্ঞানের আবরণ আছে, তাহাকে শুদ্ধভক্তি বলা যায় না। তাহা শুদ্ধভক্ত্যাভাস। আবার কুটিলতা থাকিলে তাহা অপরাধ-মধ্যে গণ্য। তাই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শুদ্ধভক্তিই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

"ধন-জন নাহি মাগোঁ, কবিতা-সুন্দরী।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥
তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি-সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥"

'ধন' বলিতে বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ ধর্ম ধন, ঐহিক-পারত্রিক ভোগসুখকর অর্থধন এবং ভূলোক-গত ইন্দ্রিয়সুখকর কামধন বুঝায়। 'জন' বলিতে অপরিচিত শ্রী পুত্র দাস দাসী-প্রজাবন্ধুবান্ধবাদি বুঝায়। 'সুন্দরী কবিতা' বলিতে সাধারণ বিদ্যা বা জড়-পাণ্ডিত্য লক্ষিত। অসাধারণ বা অলৌকিকী বিদ্যাই ভক্তি। যাহা কৃষ্ণে মতি হয়, তাহাই বিদ্যা; তদ্ব্যতীত সকল অবিদ্যা। শুদ্ধভক্ত ধন, জন, সুন্দরী কবিতা অর্থাৎ কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা চান না। তিনি প্রতি জন্মে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা করেন। জন্ম-মরণ-রূপ জড়বন্ধনবিমুক্তি কৃষ্ণেচ্ছাধীন ও জীব-চেষ্টার অতীত বলিয়া ভক্তের সংসারনিবৃত্তি-রূপ মোক্ষকামনা নাই। সেইজন্যই তিনি বলিয়াছেন—জন্মে জন্মে যেন আমার তোমাতে ভক্তি থাকে। কৃষ্ণেচ্ছায় আপনা হইতেই সংসার নিবৃত্তি হইয়া যায়। কৃষ্ণ সেবা ছাড়া আর কিছু চান না। ভগবানের সবার অগ্রে তিনি সেবা করেন। ভক্তি অহৈতুকী, অপ্রতিহতা। চিৎস্বভাবা-বিদ্ধা কৃপালব্ধা শুদ্ধ, কেবলা, অকিঞ্চনা, অমলা এরূপ অহৈতুকী ভক্তি ইহাই আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহসুখ, বিদ্যা, ধন, জন॥
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি॥
নিজ কর্ম্ম-গুণদোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে॥
পশু পক্ষী হ'য়ে থাকি, স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে॥"

ঊর্জ্জব্রত

——::(○)::——

কার্ত্তিক-ব্রতেরই নামান্তর ঊর্জ্জব্রত বা দামোদর-ব্রত। কেহ কেহ ইহাকে নিয়ম-সেবাও বলিয়া থাকেন। 'ঊর্জ্জ'-শব্দের অর্থ বল। ঊর্জ্জব্রত বলদেবেরই পূজা ও নিত্যানন্দেরই আরাধনা বা আনুগত্য। যাঁহারা ঊর্জ্জব্রতে বলদেব-নিত্যানন্দের পূজা করিয়া অনঙ্গমঞ্জরী বা জাহ্নবাদেবীর কৃপালাভ করিবেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ে কার্ত্তিকদেবতা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর স্বরূপ-মাধুরী উপলব্ধির বিষয় হইবে। শ্রীরাধাকুণ্ডও এই ব্রতের ও অপ্রাকৃত কামদেবের বাসনাপূর্ত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। মাথুরমণ্ডলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান শ্রীরাধা-কুণ্ডতট; ইহাই বৃহৎ বৃন্দাবন। ইঁহার অধীশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা। অযোধ্যাদি বৈকুণ্ঠের প্রকাশক্ষেত্রে ঊর্জ্জব্রত-পালন অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থলী মথুরায় ঊর্জ্জব্রত-পালন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বৃন্দাবনে ঊর্জ্জব্রত পালন আরও শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডে ঊর্জ্জব্রত পালন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কার্ত্তিক-দেবতা শ্রীমতী সেবা-সৌন্দর্য্যে গোবিন্দকে আকর্ষণ করিয়া নিজজনের সহিত তাঁহার নিজস্থান এই রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত কামদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন। কার্ত্তিক-দেবতার এই আরাধনারঙ্গের অনুগমনই কার্ত্তিকব্রত বা ঊর্জ্জব্রতের অনুষ্ঠান।

এ বৎসর পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে আগামী ৭ই কার্ত্তিক, ২৪শে অক্টোবর, শনিবার, পূর্ণিমা হইতে গৌরজন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরে ঊর্জ্জব্রত অনুষ্ঠিত হইবেন।

দ্বাদশীপক্ষে যাঁহারা ঊর্জ্জব্রত আরম্ভ করিবেন, তাঁহাদের আরম্ভের দিন ৪ঠা কার্ত্তিক, ২০শে অক্টোবর, মঙ্গলবার; আর যাঁহারা সৌরমাস-হিসাবে ব্রত করিবেন, তাঁহাদের আরম্ভের দিন ১লা কার্ত্তিক, ১৮ই অক্টোবর, রবিবার।

এই কার্ত্তিকমাস বা ঊর্জ্জব্রত দামোদর কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। এই মাসে শ্রীকৃষ্ণ অল্প সেবাকেও বহুমানন করিয়া থাকেন। দেহিগণের মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ দুর্ল্লভ। তন্মধ্যে আবার কার্ত্তিকমাস অধিকতর দুর্ল্লভ। যাহারা বিনা-নিয়মে চাতুর্ম্মাস্য বা কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করে, তাহারা কুলাঙ্গার বা অধম বলিয়া অভিহিত।

যাঁহারা চারিমাস কাল চাতুর্ম্মাস্য যাজন করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে দামোদর বা কার্ত্তিক-মাসের অন্ততঃ একমাস কাল নিয়ম পালন—অবশ্যই কর্ত্তব্য। এই নিয়ম-সেবা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই রক্ষা করা উচিত। যিনি ইহা পালন করেন না, তিনি নিশ্চয়ই অভিযুক্ত, না হয় অভিশপ্ত। যে মনুষ্য কদাচারে নিয়মশূন্যভাবে কার্ত্তিকমাস বৃথা যাপন করে, সেই ব্যক্তি করস্থ চিন্তামণিকে কর্দ্দমমধ্যে নিক্ষেপ করে। বিনা নিয়মে যেসকল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করে, তাহাদের প্রতি কৃষ্ণ বিমুখ থাকেন; কেন না, ঐমাস কৃষ্ণের পরমপ্রিয়।

হরির প্রীতির উদ্দেশে গৌরবিহিত গীত চর্চ্চাদ্বারা কার্ত্তিকমাস যাপন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যিনি কার্ত্তিকমাসে হরি-নামসংকীর্ত্তন করেন, পদে পদে তাঁহার অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ হয়। এই মাসে ভগবানের সম্মুখে তালের সহিত নৃত্যগীত ও বাদ্য করিলে অক্ষয় বিষ্ণুধামে গতি হয়। এই মাসে যিনি শ্রীহরির সহস্র-নামস্তোত্র ও গজেন্দ্রমুক্তি পাঠ করেন, তাঁহাকে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। এই মাসে সকল নিয়মের উপর একটি বিশেষ নিয়ম সকলেরই পালন করা উচিত এবং সেইটিকেই সর্ব্বনিয়মের নিয়ামক জানা আবশ্যক। তাহা এই—ইষ্টগুর্ব্বাদি আশ্রয়ে নির্ব্বন্ধপূর্ব্বক কার্ত্তিকমাসে একান্ত ভক্তির সহিত অকপট বৈষ্ণবগণের সঙ্গে সমাগমরূপে বাস করিবে। সকলই পরিত্যাগপূর্ব্বক কেশবের সম্মুখে সাধুগণের মুখনিঃসৃত পূত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবে।

মথুরায় ঊর্জ্জব্রত-পালন মানবগণের পক্ষে পরম দুর্ল্লভ। এই সময় মথুরা সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণী। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোপীলীলার মথুরা শ্রীধাম-মায়াপুর আর শ্রীগৌরের শ্রীকৃষ্ণলীলার মথুরা অভিন্ন।

কার্ত্তিকমাসে মথুরায়—ব্রজে—শ্রীরাধার অনন্য-সেবা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ প্রীতিবর্দ্ধক। এই মাসে মথুরাপুরীতে হরিসেবার ফল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তবে ইহা অপেক্ষাও শ্রীগোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য অত্যধিক। যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে মথুরাপুরীতে অবস্থানপূর্ব্বক দামোদরের সেবা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারেন। কার্ত্তিক-মাসে গৃহে কার্ত্তিকব্রত করিতে নাই। সর্ব্ব-প্রকারে, সযত্নে তীর্থস্থান অর্থাৎ যেখানে আচার্য্য ও বৈষ্ণবগণ, বাস করেন, সেইরূপ শ্রীমায়াপুর, মথুরা ও গোবর্দ্ধনাদি তীর্থস্থানেই উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

অর্দ্ধরাত্রি প্রত্যহ রাত্রির শেষভাগে জাগরণপূর্ব্বক নিত্য হইয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহের প্রবোধন করিবেন। পরে নীরাজন করিতে হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রবণ-পূর্ব্বক বৈষ্ণবের নিকট গানের হরিকীর্ত্তনাদি করিয়া প্রভাত সময়ে শ্রীভগবানের আরাত্রিক করিবেন। কার্ত্তিকমাসে প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া হরিকথামৃত সেবন করিতে হইবে। এই মাসে বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া হরিকথাশ্রবণাদির দ্বারা দিন যাপনপূর্ব্বক সর্ব্বদা ব্রত রক্ষা করিতে হইবে।

কার্ত্তিকমাসে সর্ব্বথাকে ভূমিতে শয়ন, ব্রহ্মচারী থাকিয়া হবিষ্যান্ন গ্রহণ, একাহারী থাকা, পলাশপত্রে ভোজন, দামোদরের অর্চ্চন, সাধুগণের সেবা, গোগ্রাস এবং সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণাদি ও তদনুগত্যে শ্রীহরির সেবা বিশেষ আবশ্যক। যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে স্নান, দীপদান ও তুলসীর সেবা করেন, তাঁহারা বিষ্ণুধামে গমন করিয়া থাকেন। কলমীশাক, লাউ, পটল, বেগুন, বরবটী, শিম, তৈল ও যাবতীয় আসব এবং সর্ব্বথাকে তৈলমর্দ্দন, শয্যা প্রভৃতি বিলাসদ্রব্য পরিত্যাজ্য।

আমরা বদ্ধজীব; সুতরাং কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্রতের কঠোর নিয়মাদি পালন করিতে আমাদের আদৌ ইচ্ছা হয় না। কিন্তু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার ইহাতে উদাসীন হওয়া অমঙ্গলজনক। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণই এই ব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণসুখবিধানে সমর্থ শুদ্ধবৈষ্ণব-গণের আনুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে এই ব্রত সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণের সংসার

——::(○)::——

যে সংসারের একমাত্র মালিক—একমাত্র প্রভু কৃষ্ণ অর্থাৎ যে সংসারের সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা কৃষ্ণ পান, তাহাই কৃষ্ণের সংসার। যে স্থানে সকল কার্য্যই ভগবানের সুখ-তাৎপর্য্যে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আত্মসুখ-বাসনার লেশমাত্রও নাই, তাহাই কৃষ্ণ-সংসার। কৃষ্ণের সংসারে ভৃত্যগণের দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা, ধন, জন ও যৌবন—যথাসর্ব্বস্ব প্রভুসেবার উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণের ভৃত্যগণের নিজসুখের কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। তাঁহাদের কামনা কেবল প্রভুর সুখবিধান। প্রভুকে সুখ দিতে গিয়া যদি তাঁহাদের মহাদুঃখ লাভ

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

হয়, তাহাতেও তাঁহারা বিমর্ষ হন না, আবার যদি অসীম ঐশ্বর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেও তাঁহারা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। নিজের জন্য বিন্দুমাত্রও কোন কিছু কামনা থাকিলে কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশ-লাভ হয় না। কৃষ্ণের সংসারের ভৃত্যগণের নিজের জন্য কিছুই প্রার্থনা নাই; কিন্তু প্রভুসুখের জন্য তাঁহাদের কামনার সীমা নাই। যখন জীবের বিশ্বাসভাব উদ্বুদ্ধ হয়, যখন জীব গুরুকৃপালাভ করেন, যখন গুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগতিসহকারে 'বিক্রাত-পশোবৎ'-নীতি অবলম্বন করেন, তখনই জীব কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশের সৌভাগ্য পান—হৃষীকের দ্বারে হৃষীকেশের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। তিনি কৃষ্ণের সংসারে কৃষ্ণসেবায় এত ব্যস্ত হন যে, তাঁহার সমস্ত হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন না। তিনিই তখন বাস্তবিক পক্ষে হৃষীকের হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত করিতে দক্ষ। তিনি কৃষ্ণের অনন্তমুখী সেবাসুখ বিধানের জন্য কোটি কোটি হস্ত প্রার্থনা করেন। তাঁহার মন কৃষ্ণপাদপদ্ম-স্মরণে, বাক্য শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের মহিমা-কীর্ত্তনে, কর্ণ গুরুকৃষ্ণকথা-শ্রবণে, চক্ষু শ্রীবিগ্রহ দর্শনে, নাসিকা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সৌরভ-আঘ্রাণে, জিহ্বা মহাপ্রসাদ-আস্বাদনে ও হরিকথা-কীর্ত্তনে, হস্ত শ্রীহরি-মন্দির-মার্জ্জনা হেতু, পদ শ্রীধাম-মন্দির-পরিক্রমণে ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম-সান্নিধ্যে গমনে, মস্তক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্মে প্রণামে এবং কাম অনুক্ষণ ভগবদ্ভক্তগণের নিযুক্ত। তিনি একমাত্র কৃষ্ণপ্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই কামনা করেন না। তিনি কৃষ্ণভক্তগণের জন্য অনুক্ষণ 'হরে কৃষ্ণ' নাম করিয়া ভগবান্‌কে প্রাণ ভরিয়া ডাকেন। ভক্ত কখনও বলেন না—'হে ভগবন্, আমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন'। তিনি বলেন,—"হে ভগবন্, যদি কর্ম্মফলতঃ আমার প্রতি দুঃখ, আপদ্ বিপদ্—যাহাই আসুক না কেন, আমি যেন কোন দুঃখ না পাই আপনার, ভক্ত-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা না করি। আবার যেন আপনার শ্রীপাদপদ্ম-বিস্মৃতি কোনক্রমেই না হয়। আর সর্ব্বাবস্থায়ই যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবোন্মুখ থাকিতে পারি। 'তুমি মোর প্রভু, আমি তব নিত্য দাস'—এই অভিমানের অভাব যেন আমার কখনও না হয়।

আমি অতি অযোগ্য, অতি দীন, অতি কাঙ্গাল। যদি কাম ক্রোধের দ্বারা নিত্য প্রপীড়িত হইতেছি। এখন আপনার কৃপা ছাড়া অন্য উপায় দেখি না; তাই আপনার শরণাগত হইয়াছি। কৃপাপূর্ব্বক আপনার সেবায় নিযুক্ত করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। আপনার অহৈতুকী কৃপা ও সেবা ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না।"

কৃষ্ণের সংসারে কর্তৃত্বাভিমান নাই। সেখানে একমাত্র কর্ত্তা, একমাত্র চালক, একমাত্র প্রভু—কৃষ্ণ। তিনি যন্ত্রী, অন্যান্য সকলেই তাঁহার যন্ত্র বা সেবক। সেখানকার সমস্তই তাঁহার ইচ্ছায়ই চলিতেছে। কর্ত্তা বা প্রভু দুইজন থাকিতে পারেন না। প্রভু একজন, আর সকলেই তাঁহার ভৃত্য। দু'জন প্রভু বা কর্ত্তা হইলেই বাদ-বিসম্বাদ বা সংঘর্ষ হইয়া থাকে। একজন আর একজনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেই বিবাদের সৃষ্টি হয়। বিবাদ-বিসম্বাদ কলির কার্য্য। সেখানে ভগবানের কোন সম্পর্ক নাই। মায়াগ্রস্ত জীবমাত্রেই কর্তৃত্বাভিমানী। তাহারা কেউ কাহারও কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে চায় না। 'কর্ত্তা একমাত্র ভগবান্ তাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত কার্য্য হইতেছে, তাঁহার ইচ্ছা না হইলে জীব শত-চেষ্টায়ও কিছু করিতে পারে না,'—ইহা জীব মায়াবদ্ধ থাকাকাল-পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না, তাই দুঃখ কষ্ট পায়। যাঁহারা সাধু-গুরু কৃপায় কৃষ্ণসংসারভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের এইসকল অভাব নাই। তাঁহারা ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া অর্থাৎ কর্তৃত্বের ভারটা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত। তাঁহারা বলেন,—

"দারা-পুত্র নিজদেহ-কুটুম্ব-পালনে।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে॥
কেমনে অর্জ্জিব অর্থ, যশ কিসে পা'ব।
পুত্র-কন্যা-বিবাহ কেমনে সম্পাদিব॥
এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভু, সংসার তোমার॥
তুমি ত' পালিবে মোরে নিজ দাস জানি'।
তোমার সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে 'করি আমি', সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে।
আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভাল-মন্দ হ'লে নাহি মোর দায়॥"

যাঁহারা কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশ করেন নাই—যাঁহারা কৃষ্ণ সংসার শ্রীগৌড়ীয়মঠের কোন সন্ধানই রাখেন না—যাঁহারা এ জগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধি, কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম জন জীব-দুঃখে দুঃখী শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ পান নাই, তাঁহারাই বস্তু অভিমানে মত্ত হইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসেবায় বঞ্চিত হইতেছেন ও হইবেন। সেবকের কর্তৃ-অভিমান নাই। সেবক দাসত্বকে কাম্য সেবাবুদ্ধি দেখাইয়া কৃষ্ণকে বশীভূত করিতে যান না। তিনি অকিঞ্চন হইয়া কায়মনোবাক্যে অহৈতুকী সেবা প্রার্থনা করেন এবং নিরভিমান হইয়া তাঁহার সুখবিধানের জন্য আপ্রাণ যত্ন-চেষ্টা করেন। তিনি নিজবল-চেষ্টার প্রতি ভরসা না করিয়া প্রভুর অহৈতুকী করুণার উপরই ভরসা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণের সংসার—কৃষ্ণের নামের সংসার—বা গৌড়ীয়ের সংসার—মঠ। শ্রীনামই সেখানে একচেটিয়া মালিক বা মনিব; শ্রীনামই সেখানে Predominate করিবেন। সেখানে সর্ব্বদা ভগবদ্বিষয়ক সংলাপ বর্ত্তমান, কাহারও master বা mistress অভিমান নাই। অনাচার—ভোগ (কর্ম্ম) ও ত্যাগ (জ্ঞান)-বাদ। যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কৃষ্ণের সুখানুসন্ধান করিয়া কৃষ্ণের সংসার অর্থাৎ শ্রীনামপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-সেবা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা করিতে হইবে। জীবে দয়া—সহিষ্ণুতা, পরদুঃখদুঃখিতা। নিজের জীবন শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে, তবে শ্রীগৌরসুন্দরের অধিক কৃপা হইবে। প্রত্যেক মানবের নিকট হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে—নিজের জীবনকে বলি দিয়াও। অন্যে মান দিতে হইবে অর্থাৎ পাত্র বুঝিয়া পারমার্থিক ও ব্যবহারিক যেরূপ সম্মান আবশ্যক, তদ্রূপ যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে। নিজোদরপূর্ত্তিমূলে flattery (তোষামোদ, খোসামোদ) করিয়া তোষা দিতে হইবে না।"

ভোগময় জগতে যেরূপ আহার, বিহার, নিদ্রা, বিত্ত-অর্জ্জন, অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি নিজের এবং নিজের দেহবিকৃতি স্বরূপ আত্মীয় স্বজনের সুখসুবিধার্থ অনুষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণের সংসারের সমস্ত কার্য্যই কৃষ্ণপ্রীতি-বৃদ্ধির জন্য—কৃষ্ণসেবাবিকাশের জন্য—গুরু বৈষ্ণবের সুখের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কর্ত্তা কৃষ্ণই হইয়া থাকেন, আর মায়ার সংসারের কর্ত্তা নিজের জন্য কামনা হইয়া থাকে। মুক্তপুরুষ ব্যতীত কেহই কৃষ্ণের সংসার করিতে পারেন না। মুক্তপুরুষের পূর্ণাশ্রয়তা ব্যতীত কেহ কৃষ্ণের সংসারে বাসও করিতে পারে না। সেবাভিলাষ না থাকিলে মঠবাস সম্ভব নহে। শ্রীগৌড়ীয় মঠই কৃষ্ণের সংসার। শ্রীগৌড়ীয়মঠে—কৃষ্ণের সংসারে কৃষ্ণের নিজজন আছেন, ইহা যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারাই মঠবাস বা কৃষ্ণ-সংসারে বাস করিবার সৌভাগ্য পাইয়া থাকেন। কৃষ্ণজনের সঙ্গ ও কৃপা ছাড়া কৃষ্ণ কি, কৃষ্ণ সংসার কাহাকে বলে, কি কারণে কৃষ্ণ-সংসারের তুলি মজুর হওয়া যায়, তাহা কিছুই বুঝা যায় না। কৃষ্ণজনকে ফাঁকি দিয়া কৃষ্ণের সেবা করা যায় না; তাহাতে কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা হইতে পারে মাত্র। যেখানে পূর্ণমুক্তপুরুষের—কৃষ্ণ নিজজনের আনুগত্যে যাবতীয় ইন্দ্রিয়চালনা, যাবতীয় কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান সাধিত হয়, তাহাই কৃষ্ণের সংসার। তাহাতে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান আছে। কৃষ্ণের সংসারের আচার-ব্যবহার ও লক্ষণ এক প্রকার। সেখানে কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যই নিরন্তর পরিলক্ষিত। স্বতন্ত্রভাবে নিজসুখচেষ্টা সেখানে নাই।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম ব্যক্তিগণই কৃষ্ণের সংসারের সংসারী। যাঁহারা গুরু-পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, নিজের জন করিয়া লইয়াছেন। তাই ভক্ত সুখ-দুঃখ—কোন অবস্থাতেই বিচলিত হন না। তিনি জানেন,—'কৃষ্ণ মঙ্গলময়, তাঁর সকলই আমার মঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন।' মঙ্গলময়ের কোন বিচারই অবিচার নহে, মঙ্গলময়ের সবই মঙ্গল—এই বিচার সর্ব্বদা সেবকের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ থাকায় তিনি সর্ব্বদাই পরমানন্দে থাকেন। জগতের কোন ভোগ-ত্যাগময় বিচার আসিয়া তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করে না। তিনি যুক্তবৈরাগী। কৃষ্ণের সহিত যুক্ত হওয়ায় কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাকে জোর করিয়া কিছু ছাড়িতে হয় না। তিনি কৃষ্ণের আকর্ষণে পতিত হওয়ায় তাঁহার মায়ার আকর্ষণ আপনা হইতেই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণ-সংসারী যুক্তবৈরাগী। কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে জোর করিয়া ছাড়িতে হয় না। এইগুলিই তাঁহাকে হঠাৎ করিয়া ছাড়িয়া যায়, বিষয়-বাসনা আপনিই চলিয়া যায়। যিনি নিরন্তর কৃপাভিক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার অনর্থ থাকে না। অনর্থ বেশী থাকিলে কৃপাভিক্ষা করা যায় না। শরণাগত হইয়া গেলে আর এইসকল অভাব থাকে না।

আমাদের সাধুর সঙ্গে হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই একমাত্র কার্য্য, এতদ্ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। আমাদের ২৪ ঘণ্টা সাধু-সঙ্গ ও হরিনাম করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আমরা কৃষ্ণ সংসারের সংসারী হইতে পারি। যাঁহারা কৃষ্ণের শরণাগত, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই হরিসেবাপর। তাঁহাদের আহার-নিদ্রা, বিশ্রাম প্রভৃতি সকল কার্য্যেই কৃষ্ণ-সেবা হয়। ভক্ত দিবানিশি কলেবরে সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবায় রত থাকেন।

যিনি জগতের মঙ্গলের জন্য হাত দিয়া তুলি পাঠাইয়াছেন, যিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা, আমাদিগের পর দেখাইয়া যাঁহার নাই, যিনি জীবনে-মরণে সর্ব্বাবস্থাই কৃষ্ণকে ভুলেন না, তিনিই কৃষ্ণ সংসারী। কৃষ্ণসংসারী সাধুর কৃপা ব্যতীত আমাদের সংসারবাসনার হাত হইতে নিষ্কৃতির অন্য উপায় নাই। তাঁহাদের অযাচিত কৃপা-লাভ হইলেই আমরা কৃষ্ণসংসারের অধিকার লাভ করিতে পারিব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শারদীয় পূজা-উপলক্ষে দশ দিন ব্যাপী শ্রীধাম প্রকাশ কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। আগামী ২৯শে আশ্বিন, শুক্রবার হইতে আগামী ৭ই কার্ত্তিক, শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইবে না।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্ত সনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিজনে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-মঙ্গলাচরণ-

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাবান্‌-বিবেচিত ব্যক্তিগণই শ্রদ্ধাদিগের শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমের বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ঠিকানায় নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবার কার্যমনোবাক্যের সর্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত মূল্য।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও তিন-মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তত্তৎস্থলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ কর্তৃপক্ষের তাহা ভগবদ্বিদ্বেষে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং উহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১।০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট

কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের কার্য্যকলাপের ১৯৪১-৪২ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ ট্রাষ্টের ভূসম্পত্তির মোট মূল্য (বর্তমান দরে) ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা এবং আফিস ও অন্যান্য জিনিষের মূল্য ৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ছিল। সুতরাং উক্ত তারিখে ট্রাষ্টের হাতে মোট ২ কোটি ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি ছিল।

এতদ্ব্যতীত ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ ট্রাষ্টের হাতে ৬৮ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার সিকিউরিটি (কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি) ছিল। উক্ত তারিখের বাজার দর অনুযায়ী উহার মূল্য ৬৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ছিল। ঐ সিকিউরিটি হইতে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা সুদ পাওয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কোন ঋণ লওয়া হয় নাই কিংবা ওভারড্রাফট লওয়ার আবশ্যক হয় নাই। বৎসরের প্রথমে ট্রাষ্টের তহবিল ২৪ লক্ষ ৯ হাজার টাকা এবং বৎসরের শেষে ৪১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ছিল। ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ অপরিশোধিত ডিবেঞ্চার ঋণের মোট পরিমাণ (ইংলণ্ড হইতে গৃহীত ১০ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ঋণ সহ) ৪ কোটি ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল।

আলোচ্য বৎসরে ট্রাষ্টের মোট আয় হইয়াছে ৪৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। সম্পত্তি হস্তান্তর করা বাবদ ৭১৫৩২১ টাকা, পাট শুল্ক হইতে ৮৬১০৯৩ টাকা এবং কর্পোরেশনের নিকট হইতে ২০২৮৭৪৭ টাকা পাওয়া গিয়াছে। মূলধন হিসাবে ৯৮ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহা অপেক্ষা ৪৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা কম পাওয়া যাইবে বলিয়া বাজেটে ধরা হইয়াছিল। জমি বিক্রয় দ্বারা অধিক টাকা পাওয়া যাওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে ট্রাষ্টের রাজস্ব খাতে ৪২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা হইয়াছে; তন্মধ্যে ঋণের সুদ বাবদ ২৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। মূলধন খাতে ৮৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে; কিন্তু বাজেটে ১৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। মূলধন খাতে মোট ব্যয়ের মধ্যে জমি সংগ্রহ করিতে ৭৪ লক্ষ ১ হাজার টাকা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে ৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

আহতদের চিকিৎসার জন্য রক্ত সংগ্রহ

বিমান আক্রমণে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য রক্ত সংগ্রহ সম্পর্কে 'অল ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ' রক্ত সংগ্রহের জন্য এক নূতন অভিযান শুরু করিয়াছেন।

স্বেচ্ছায় যাঁহারা রক্ত দান করেন, ইন্‌ষ্টিটিউট তাঁহাদের রক্ত হইতে রক্ত সিরাম প্রস্তুত করিয়া গবেষণাগারে রাখিয়া দেন।

তরল সিরাম অপেক্ষা শুষ্ক সিরামের গুণ এই যে উহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল অবিকৃত রাখা যায়।

ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টার ডাঃ কে বি প্রাণ্ট সীমান্ত দৈন্যদের নিকট হইতে রক্ত সংগ্রহের জন্য এদেশের কোন এক সামরিক শিক্ষা শিবিরে যাইবেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন

গত বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় পল্লী প্রাথমিক শিক্ষা সংশোধন বিলের (১৯৪২) দফাওয়ারী আলোচনা চলে। এতৎসম্পর্কে বিরোধী মুসলিম দলের পক্ষ হইতে উত্থাপিত কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে অগ্রাহ্য হওয়া যায়; দুইবার ভোট গণনা করা হইয়াছিল। বিলের দফাওয়ারী আলোচনা শেষ না হইতেই ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আগামী ২৭এ নবেম্বর সওয়া দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হয়।

রাজমাতা ডিউক অব কেন্টের মৃত্যুতে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া ব্যবস্থাপক সভা ইতিপূর্বে সম্রাটের নিকট যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে সম্রাট সভায় প্রকাশ করিয়া এক বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দিন প্রারম্ভে ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থাপক সভায় সম্রাটের সেই বাণী পাঠ করিয়া শুনান।

কৃষ্ণভজনামৃতম

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, শ্লোকার্থ, অনুবাদ ও বিবৃত সূচীসহ নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

...সর্ববিধ ... অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রবল, প্লীহা-যকৃৎ প্রভৃতি এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সটীক শ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিদ্বৎপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দত্তকৌস্তভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৩০ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ৭ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২৪শে অক্টোবর, ইং ১৯৪২, শনিবার { ১৭৯ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ পদ্মনাভ, অদ্য ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ভক্ত মানদ। তিনি সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান দান করিয়া থাকেন। যিনি নিজে মান চান, তিনি মানদ হইতে পারেন না। প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী কি অপরকে মান দিতে পারে? ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বজীবকে কৃষ্ণদাস জানিয়া কাহারও হিংসা বা প্রতিহিংসা করেন না। তিনি মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-কীর্ত্তন করিয়া সকলের মঙ্গলবিধান করেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মাশিবাদি দেবতাগণকে দৈন্যের সহিত সম্মান দান করিয়া তাঁহাদের নিকট ভক্তি প্রার্থনা করেন ও শুদ্ধ ভক্তগণের সর্ব্বতোভাবে সেবা করেন। এইরূপ সদ্গুণযুক্ত হইয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন।

অসৎসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণব-আচার। ইহা গৌণ। সৎসঙ্গই মুখ্য বৈষ্ণব-আচার। সাধুসঙ্গফলে অর্থে প্রবৃত্তি না হইলে, অসৎসঙ্গ-স্পৃহার নিবৃত্তি হয় না। অসঙ্গ হইয়া অর্থাৎ ইতর বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ না রাখিয়া এ জগতে চলিতে হইবে। 'অসঙ্গ'-অর্থে নিস্পৃহ ও নিরপেক্ষও বুঝায়। আবার স্বার্থ বা আত্মরক্ষা করিতে হইলে শরণাগতিই একমাত্র ঔষধ ও পথ্য। যিনি শরণাগত, তাঁহার দোষত্রুটী প্রথমতঃ কিছু থাকিলেও তিনি ঐসমস্ত দোষ বা বাধা অতিক্রম করিতে পারিবেন। শরণাগত আত্মরক্ষণ-শূন্যচেতা। তিনি ভগবান্ ব্যতীত আর অন্য কাহারও আশ্রয়গ্রহণ করেন না, পথে অসংখ্য বাধা আসিলেও, এমন কি, পথে পতন হইলেও তিনি পথ ছাড়িয়া বিপথে যান না। ইহাই শরণাগতের বৈশিষ্ট্য। শরণাগতের দোষ দেখিতে নাই, দেখিলে অপরাধ হয়। 'হে কৃষ্ণ! আমি তোমার'—এই কথা একবার বলিয়া যিনি শরণগ্রহণ করেন, তাঁহাকে কৃষ্ণ উদ্ধার করেন।

শরণাগতের ভয় নাই। হরিনাম ও হরিভক্তের ত্রিসীমানায় কালের পদাঘাত নাই। শরীরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইতেই মৃত্যু-ভয় হয়। কৃষ্ণ নিশ্চয় রক্ষা করিবেন—এ কথা শরণাগত একমুহূর্ত্তও ভুলেন না। সেজন্য তাঁহার ভয়ও নাই। অন্যাপায়পরিবৃত ব্যক্তিই ভীত ও সন্ত্রস্ত। শরণাগত একাগ্রচিত্ত বা একান্তনিবিষ্ট। তিনি ভুলক্রমেও দুইজনকে হৃদয়ে স্থান দেন না। যেখানে ভয়, সেখানে শরণাগতি নাই। আবার শরণাগতি যদি না থাকে, তাহা হইলে রক্ষাও নাই। যেখানে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন বলিয়া শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নাই, সেখানে ভয় ত' থাকিবেই।

হরিবিমুখের মৃত্যুভয় হয়। যম—বৈষ্ণব। কাজেই তিনি শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয়-প্রার্থীর নিকট আসিয়া নমেন। যে বিষ্ণুর কর্তৃত্ব স্বীকার করে না, সেই ব্যক্তি যমকে ভয় করে। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হওয়াতেই ভয় হয়। হরিনামের অনুশীলন ব্যতীত নিজ-ভোগের জন্য যাহা কিছু চিন্তা করা যায়, তাহাতেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ উপস্থিত হয়। কৃষ্ণেতর বস্তু বা মায়াই দ্বিতীয়বস্তু। মায়াভিনিবেশই ভোগবৃত্তি। যেখানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ, সেইখানেই ভয়। ভোগবুদ্ধির মূল দেহ। ভোগে অভিনিবেশ থাকিলে দেহে আত্মাভিনিবেশ প্রবল হইতে থাকে। দেহাত্মবুদ্ধিই হরিভজনের সর্ব্বাপেক্ষা বাধা। এই দেহাসক্তিরূপ মৃত্যুর কবল হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে রক্ষা করেন। শরণাগত কি কখনও ভয় পায়? শ্রীপ্রহ্লাদ কি ভয় পাইয়াছিলেন? ভগবান্ কি প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন নাই? এত অত্যাচারেও প্রহ্লাদের হরিস্মরণ বন্ধ হইয়াছিল কি? মৃত্যুকে ভয় করিবার কি আছে? একটা দেহ ছাড়িয়া আর একটা দেহগ্রহণ অর্থাৎ একটা কাপড় বা পোষাক ছাড়িয়া আর একটা গ্রহণ ত'; ইহার জন্য চিন্তা কি আছে? নামাভাসেই জন্মমরণধারা নিবৃত্ত হয়।

দ্বিতীয়াভিনিবেশ থাকিলে নিজের রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দেহাত্মবুদ্ধিও মায়াপথ। দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করাই ব্রহ্মাণ্ডভেদ বা ব্রহ্মাণ্ড-অতিক্রমণ। ব্রহ্মাণ্ডও কৃষ্ণেতর দ্বিতীয় বস্তু। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অভিনিবেশ বা বিষয়াভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ।

আমাদের সকলকেই ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডে থাকাকাল-পর্য্যন্ত কিছুই হইবে না। নিরন্তর শ্রীহরিনাম করিলেই মঙ্গল হইবে। 'হে শ্রীনামপ্রভো, আমি তোমার জন্য চাহিয়াও তোমার কৃপা পাইলাম না'—এই বলিয়া দৈন্যভরে পুনঃপুনঃ নাম করিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদের কৃপা হইবে। শ্রীনাম করিতে করিতেই শ্রীনামের আশ্রয় পাওয়া যায়। তখন শ্রীনামে এত আস্থা হয় যে, তখন আর অন্য প্রশ্ন অবসর থাকে না। সংসারের আস্থা, নিজের দেহগেহ ছাড়িয়া শ্রীনামের আশ্রয় হইতে হইবে। জীবন, প্রাণ, শক্তি, সম্পদ্—সব দিয়া শ্রীনামের কৃপা-লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা হইলে সমস্ত ভয় ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিবে। আশ্রিতের ভয় নাই। নিরাশ্রয় অসহায়েরই ভয় হয়; কারণ, তাহার রক্ষক নাই। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। শ্রীনামই একমাত্র আশ্রয় ও গতি। আমরা অকপটে শ্রীনামের শরণ গ্রহণ করিলে আর কোন দুঃখ থাকিবে না। যতই বিপদ্ আসুক, তোমার আশ্রয় আমি কিছুতেই ছাড়িব না—এইরূপ দৃঢ়সংকল্পে শ্রীনামপ্রভুর আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ দৃঢ়চিত্ত হইতে পারিলে শ্রীনামপ্রভুর কৃপা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—

"একমাত্র নামের আশ্রয়েই সব হইবে। অনেক দুঃখকষ্ট, বিপদ্বিপদ্ আসিতে পারে, কিন্তু তাহাতে হতাশ বা অধীর হইলে চলিবে না। কৃষ্ণ আমাকে যে অবস্থায় রাখিয়া সুখী হন, তাহাই ভাল, ইহাতেই আমার সুখ—এই মনে করিয়া সব দুঃখকষ্ট মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। কিন্তু একটী হৃদয়ে দৃঢ়সংকল্প থাকিবে—যত দুঃখই উঠুক না কেন, আমি কিছুতেই শ্রীনাম ছাড়িব না।"

অনেকে বলেন,—আমরা ত' হরিকথা শ্রবণ করি, কিন্তু তাহা মনে থাকে কৈ? চিত্তবিক্ষেপ হইলে শ্রবণীয় বিষয় মনে থাকে না—শ্রবণে অন্যমনস্কতা, অমনোযোগ, অনবধান,

প্রোয়ায়, এই পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইত হ'। হরিকথাকে একেবারে ব্যর্থ বলিয়া যেখানে জ্ঞান নাই, হরিকথাই আমার মঙ্গলের একমাত্র পথ ইহাই আমাকে নিরন্তর স্মরণ করিতে হইবে, এই হরিকথা শ্রবণ ছাড়া মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই— শ্রীশিক্ষার প্রভু 'শিক্ষাষ্টক' যেখানে নাই, সেখানে সদ্বিবেক মনে থাকে না। হরিকথায় আপন রুচি নাই, সেইজন্য হরিকথা জানিয়াও তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি না। একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিলে শ্রবণীয় বিষয় অন্তরে স্মরণ থাকিবে। যতক্ষণ হরিকথায় মনোযোগ থাকে, ততক্ষণ কেহ ভুলায় না। যতদিন হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির না হইবে, ততদিন অন্ধকার, দুঃখ বা নিদ্রা আসিবে। শ্রীকান্তিও সাধুর শ্রীমুখের হরিকথা মন দিয়া শ্রবণ করিলে অজ্ঞান, চিত্তবিক্ষেপ প্রভৃতি দূর হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ হরিকথায় রুচি হইতেছে না বলিয়া হরিকথায় উদাসীন হইলে চলিবে না যাহাতে হরিকথায় রুচি হয়, তজ্জন্য ভক্তের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে কায়মনে উৎসাহের সহিত সেবায় যুক্ত থাকিতে হইবে; তাহা হইলে হরিকথার কাছে জ্ঞান লইয়া মঙ্গলালোক দেখা দিবে।

———

মনোনিগ্রহের নাম সাধন। মন চঞ্চল তাহার স্থিরতা নাই। সে সর্ব্বক্ষণ একটা চিন্তা লইয়াই আছে। মন—মননধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ চিন্তাশীল। মননই তাহার প্রাণ। আমাদের মন বর্ত্তমানে সর্ব্বক্ষণই অনাত্মচিন্তায় ব্যস্ত আছে। আত্মচিন্তা সে আদৌ করে না। যে মন কৃষ্ণচিন্তাপর, তাহা জড় মন নহে, তাহাই আত্মা। সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তাপর আত্মাই কৃষ্ণভজন করে, চঞ্চল মন কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না। মনের দ্বারা কখনও ভোগ, আবার কখনও ত্যাগ অর্থাৎ কখনও গড়া আবার কখনও ভাঙ্গা হইতে পারে মাত্র, 'একান্তভাব লাভ কখনই হইতে পারে না। আমরা মনোধর্ম্মী থাকাকাল-পর্য্যন্ত অদ্বৈতভাবে সন্দেহ যায় না। সেইজন্য অদ্বৈতবৈষ্ণবগণ মনের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলেন। চঞ্চল মনের অধীশ্বর মনো ত' ভগবান্ না'। ভগবান্ ত' কল্পিতদেবের মত নহেন। সুতরাং সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনের দ্বারা হরিভজন হইবে না। হরিভজন করিতে হইলে মনকে নিয়মিত করিতেই হইবে। আমার মনের ভাল লাগাকে ভক্তি বলে না। ভোগী মন চায় সতত ভোগ। সুতরাং দেহভোগ বা অন্য ভোগই তাহার ভাল লাগে। এই মনকে নিয়মিত করিতে হইলে সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। সাধুর নিকট মনের প্রভাব থাকে না। সাধু অসীম শক্তিশালী, তাঁহার নিকট শরণাগত হইয়া অবস্থান করিলে মনের বিক্রম আর আমাদের উপর কার্য্যকরী হয় না। সাধুর নিকট শরণাগত হইয়া বৈকুণ্ঠকথা শ্রবণ করিলে সেই বৈকুণ্ঠকথা তাঁহার অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়া জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করিয়া থাকেন। নিষ্কপটভাবে সর্ব্বাগ্রে আত্মসমর্পণ না হইলে বিষ্ণুমায়া আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবেন না।

———

মানুষের যে-কাল-পর্য্যন্ত কর্ম্মাদিতে স্পৃহা থাকে, সে-কাল-পর্য্যন্ত তাহার হরিকথায় শ্রদ্ধা উদয় হয় না। হরিকথা-শ্রবণেই যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনিই ভাগ্যবান্। হরিকথায় শ্রদ্ধাহীনতা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। হরিকথার প্রতি বিমুখ থাকিয়া মঙ্গল হয় না। সেইজন্য সমস্ত উদ্যম-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে হরিকথায় সমাসক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। হরিকথা শ্রবণে উদাসীন হইয়া অন্য সুকৃতি-নীতির দিকে মন দিলে বৃথা সময়ক্ষেপণ হইবে মাত্র। প্রত্যেক জন্মে চতুর্ব্বর্গের অবকাশ হইবে, কিন্তু অন্য জন্মে ভগবৎসেবার এরূপ সুযোগ হইবে না। সুতরাং হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে আমাদের এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করা উচিত নহে। একমাত্র হরিভজনই করিব, তাহা ছাড়া আর কিছুই করিব না —নিষ্কপটে এরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে এবং ভক্ত অদ্বৈতবংশের সর্ব্বক্ষণ কৃপা-ভিক্ষা করিলে হৃদয়ে প্রচুর বল ও সেবোৎসাহ লাভ হইবে। সরল, নিষ্কপট হইলে ভগবান্ই সে সুযোগ দিবেন। কেবল আমরা কৃপাপ্রার্থী হইলেই হইল।

———

প্রত্যেক জীবাত্মার বৃত্তি পরমাত্মার কৃপাভিক্ষা বা আশ্রয় প্রার্থনা করা। কিন্তু বর্ত্তমানে জীবের এই স্বরূপের বৃত্তি অপরাধ-ফলে মহামায়াদ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। অদ্বৈতবংশচরণে অপরাধফলে জীব আজ নিজস্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে। অপরাধী জীব আজ কখনও বা ভুলিয়া কোন প্রমত্ত হইয়াছে। অপরাধ মস্তকে প্রবল থাকায় জীব গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্, শ্রীনাম, শ্রীধামের সাক্ষাৎকার ও সেবাসুযোগ পাইয়াও সেবা করিতে পারিতেছে না। দুর্দ্দৈববশতঃ তাহার নিত্য নিজজনগণের নিকটে আসিয়াও সন্দেহক্রমে পুনরায় দূরে সরিয়া যাইতেছে। অপরাধ না যাওয়া পর্য্যন্ত জীবের আর রক্ষার উপায় নাই। তাহার নিজজনগণ কৌশল করিয়া তাহার স্বরূপপ্রকাশ করিলেও দুর্ভাগা জীবের তাহাতে বিশ্বাস হইতেছে না। তাই তাহার প্রভুগণও কখনও কখনও দূরে সরিয়া গিয়া তাহাকে নানাবিধ কষ্টের মধ্যে ফেলেন, যদি কষ্ট পাইয়াও তাঁহাদের কথা স্মরণ করে, তাঁহাদিগকে প্রভু জানিয়া তাঁহাদের চরণে পতিত হয়। কিন্তু কোন কোন হতভাগ্য জীব তাহাতে আরও বেশী নাস্তিক হইয়া পড়িতেছে। কদাচিৎ কেহ বা তাঁহাদিগকে প্রভু বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাদের নিকট নিজ দুর্দ্দৈবের কথা জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের কৃপাভিক্ষা করেন এবং তাঁহাদের অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিয়া চিরশান্তিতে বিরাজিত হইবার সৌভাগ্য পান। জীবের অদ্বৈতচরণে এই যে অপরাধ, উহা হইতে নিস্তারের একমাত্র উপায়—ক্রন্দন করিতে করিতে পতিতপাবন-গণের শ্রীচরণে পতিত হইয়া যত্নকৃত অপরাধের ক্ষমাভিক্ষা করা। আমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই অদ্বৈতবংশের এ জগতে আগমন। তাঁহাদের আশ্রয় ভিক্ষা করিলে নিশ্চয়ই রক্ষা পাওয়া যাইবে, নতুবা হরিবিমুখতারূপ মৃত্যু অনিবার্য্য।

———

মধুবন

——::(:০:)::——

শ্রীমথুরামণ্ডল দ্বাদশটী বনযুক্ত—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, বৃন্দাবন, ভদ্রবন, ভাণ্ডীর বন, বেলবন, লোহবন ও মহাবন। শ্রীভক্তিরত্নাকর বলেন,—

মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য আর।
খদির, শ্রীবৃন্দাবন যমুনা এপার॥
ভদ্র, ভাণ্ডীর, বিল্ব, লোহ, মহাবন।
যমুনার ওপারে এ মনোজ্ঞ কানন॥

প্রথমেই মধুবন, যেখানে মথুরাপুরী বর্ত্তমান। এই মধুবনে ভগবান্ শ্রীহরি মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছেন। দ্বাদশবনের মধ্যে মধুবনই প্রথম বন। মধুবনে মধুদৈত্যের বাস ছিল। তাহারই নামানুসারে 'মধুবন'-নাম হইয়াছে। মধুসূদন হরি এই মধুদৈত্যকে মধুবনে বধ করেন। এখানে শ্রীবলদেব মধুপানলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথায় মধুকুণ্ড-নামে একটী কুণ্ড আছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর মধুবনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীনারদজী'ও ধ্রুবকে বলিয়াছিলেন,—"হে বৎস! তুমি এই শ্রীহরি সান্নিধ্যচিহ্নিত পরম পবিত্র পুণ্যময় মধুবনে গমন কর। তথায় নিশ্চয়ই শ্রীহরির দর্শন পাইবে।"

মধুবনমধ্যে শ্রীধ্রুবের সিদ্ধিলাভের স্থান আছে। ঐস্থান মধুবন হইতে মথুরার দিকে অর্দ্ধমাইল দূরে উচ্চ টিলার উপর অবস্থিত। এই মধুবনে অসংখ্য তীর্থ বিরাজিত। আদি-বরাহপুরাণ বলেন, "মধুবননামে বিষ্ণুর রমণীয় ও মনোহরস্থান। যাহার দর্শনে মানব সর্ব্বাভীষ্টলাভে সমর্থ হয়। সেই বনে নীল-পদ্মশোভিত স্বচ্ছ জলপূর্ণ বহু কুণ্ড আছে। সেই কুণ্ডে স্নানকারীর যাবতীয় লোক অবশ্যই বাঞ্ছিত ফল লাভ করে।"

মথুরাপুরী মধুবনের অন্তর্গত। মধুবনান্তর্গত মথুরাপুরীর মাহাত্ম্য কেহ বর্ণনা শেষ করিতে পারে না। শ্রীরামায়ণ-পাঠে জানা যায়, লোকার জ্যেষ্ঠপুত্র মধুদৈত্য মহাদেবকে তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া একটি অপূর্ব্ব শূল প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাদেব মধুদৈত্যকে বর প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যতদিন তোমার পুত্রের হস্তে এই শূল থাকিবে, ততদিন কেহই তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না।' এই বর লাভ করিয়া মধু এক সুন্দর-পুরী নির্ম্মাণ করাইল। মধুর নামানুসারে, তাহা মধুপুরী-নামে খ্যাত হইল। মধুদৈত্যের পত্নী কুম্ভীনসীর গর্ভে লবণদৈত্য জন্মগ্রহণ করে। মধুদৈত্য নিজপুত্র লবণকে শিবপ্রদত্ত শূল প্রদানপূর্ব্বক বরুণালয়ে গমন করে। লবণের দৌরাত্ম্যে ঋষিগণের ভয়াবহ আশঙ্কায় উপস্থিত হইলে ঋষিগণ সেই অত্যাচার-কাহিনী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে জানাইলে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশানুসারে শ্রীশত্রুঘ্ন লবণদৈত্যকে ত্রিশূলহীন করিয়া বধ করেন। বিষ্ণুপুরাণ-পাঠেও জানা যায় যে, শ্রীশত্রুঘ্ন মধুদৈত্যপুত্র লবণদৈত্যকে বধ করিয়া সেখানে মথুরানাম্নী নগরী স্থাপন করেন; তথায় ভগবান্ শ্রীহরি নিরন্তর বিরাজমান আছেন। সেই সর্ব্বপাপহর তীর্থে শত্রুঘ্ন নিজেও তপশ্চরণলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন॥

'মথুরা'-শব্দ যথাক্রমে 'ম'-কার, 'থু'-কার ও 'র'-কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহাও ওঁকারতুল্য অর্থাৎ ওঁকার যেরূপ বিষ্ণুস্বরূপ 'অ'-কার, মহারুদ্রস্বরূপ 'উ'-কার এবং ব্রহ্মস্বরূপ 'ম'-কার—এই তিন অক্ষর-যোগে উৎপন্ন হইয়া ত্রয়াত্মক বলিয়া কথিত হয়, 'মথুরা' শব্দও তদ্রূপ। এজন্য সেই শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র মথুরাপুরী ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তিরূপে নিত্য বিরাজিত। মথুরা আনুষঙ্গিকভাবে সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতমা বলিয়া কথিত হইলেও তাহা কেবলমাত্র মোক্ষদায়িকা-পুরীমধ্যে বিবেচ্যা নহেন। অন্য পুণ্যক্ষেত্র-সমূহের একমাত্র মহাফল মুক্তি, কিন্তু মুক্ত-পুরুষগণেরও নিয়ত প্রার্থনীয়া যে হরিভক্তি, তাহা এই মথুরাতেই লাভ হয়। শ্রীভক্তি-রত্নাকর বলেন,—

তথাপি বৈকুণ্ঠ এই মথুরা প্রবরা।
চতুর্ব্বিংশতি কোশময়ী মনোহরা॥
কুমুদ-বনাদি দ্বাদশবন-সংযুক্তা।
সর্ব্বতীর্থ পরাৎপরা সর্ব্বত্র বিখ্যাতা॥

শ্রীহরিপ্রিয়বর শ্রীমথুরাকে সর্ব্বদা ক্ষেত্র-পাল মহাদেব রক্ষা করিতেছেন এবং এই পুরী সর্ব্বার্থদাত্রী। যে-ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপালরূপে সতত রুদ্রদেব বিরাজমান এবং যেখানে বিশ্রান্ত নামক তীর্থ অবস্থিত, লোকে এমন কি ফল আছে, যাহা তথায় লব্ধ হইতে পারে? কামী ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গপ্রদ, মুমুক্ষুগণের মোক্ষপ্রদ এবং ভক্তগণের ভক্তিপ্রদ এই মথুরাপুরীকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরামণ্ডলে প্রকটলীলা বিস্তার করিয়াছিলেন। কলিকাল আগতপ্রায় দেখিয়া বজ্রনাভকে দ্বারকা হইতে আনিয়া মথুরার রাজা করিয়াছিলেন। বজ্রনাভ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণদের উপদেশানুসারে মথুরামণ্ডলে লীলাস্থলীসমূহ জগতে বিদিত প্রকট ও প্রচারিত রাখিবার জন্য বিভিন্ন লীলাস্থলীতে ভগবানের অর্চ্চাবতারসমূহ প্রকাশ করিয়া তাহাদের পূজা প্রচার করিয়াছিলেন। কলির প্রভাবে লীলাস্থানসমূহ লুপ্ত হইয়া পড়িলে, পরে ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভু ও ভক্তিভাজনগণ পুনঃ ব্রজমণ্ডলের লীলাস্থলীসমূহ পুনরায় লোকলোচনে প্রকাশ করেন। মুখ্যদর্শন বিষ্ণুক্ষেত্র কোন দিনই লৌকিক, দৈব, বা লৌকিক নহে। ইহা নিত্য হরিধাম। মথুরামণ্ডল বিষ্ণুর চক্রোপরি অবস্থিত, আকার সনাতন বৈকুণ্ঠের। সুতরাং এই ক্ষেত্রকে কখন কোন উত্তর বস্তু কোনটাই স্পর্শ করিতে পারে না। এই মথুরাপুরী তাহার সাধারণ দৃষ্ট পদার্থের অতিরিক্ত বাস্তব বস্তু। যেহেতু ইহার গুণসমূহ বর্ণন করিতে স্বয়ং ঈশ্বরও সমর্থ হন না। যুগ-বাস পক্ষ বৃন্দাবনের মধ্যতম। অতএব মথুরার এই মথুরা বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

মথুরায় শ্রীকেশবদেবের আবির্ভাব। মথুরায় ভগবানের যে চব্বিশটি অর্চ্চাবতারের কথা শুনা যায়, তন্মধ্যে শ্রীকেশবদেবের মধ্যতম।

যেমন নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ, প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে বরদরাজ বিষ্ণু, মায়াপুরে শ্রীহরি, আনন্দারণ্যে শ্রীবাসুদেব, তদ্রূপ মথুরায় শ্রীকেশবদেব। শ্রীকেশবদেবের পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর চতুর্ভুজমূর্ত্তি অর্থাৎ দক্ষিণাধঃ হস্তে পদ্ম, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, বাম ঊর্দ্ধহস্তে চক্র এবং বামাধঃ হস্তে গদা। দক্ষিণে শ্রীলক্ষ্মী ও বামে শ্রীসরস্বতীদেবী। শ্রীমহাপ্রভু মথুরায় গমন করিয়া বিশ্রাম-তীর্থে স্নানলীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-স্থানে শ্রীকেশবদেবের দর্শনলীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

'মথুরা আসিয়া কৈলা বিশ্রামতীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি' করিলা প্রণাম॥"
(চৈঃ চঃ)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে মথুরামণ্ডলে আসিয়া শ্রীকেশবদেবের মন্দির সন্নিধানে অবস্থান করিয়াছিলেন, শুনা যায়। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীল রাঘব গোস্বামী শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুপাদের সহিত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা-কালে মথুরায় শ্রীকেশবদেবের দর্শন করিয়াছিলেন।

মথুরায় তীর্থ-বিষ্ণু, শ্রীএকানংশা, যোগমায়াদেবী, শ্রীযোগকাত্যায়নী, শ্রীমহাবিদ্যা-দেবী, ভূতেশ্বর মহাদেব প্রভৃতি আছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই ভূতেশ্বর শিবলিঙ্গের দর্শনলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া কংসের চাণূর ও মুষ্টিক মল্লের সংহার পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি তীর্থ-বিষ্ণুনামে খ্যাত হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীতীর্থবিষ্ণু-শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনলীলাও প্রকট করিয়াছেন। শ্রীএকানংশা—পূর্ণা শ্রীযোগমায়াদেবী, যিনি নন্দগোপগৃহে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। শ্রীমহাবিদ্যেশ্বরীও শ্রীযোগমায়ার মূর্ত্তি। ইনি কৃষ্ণভক্তি দান করেন। শ্রীগৌরসুন্দর এইস্থানেও শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীভূতেশ্বর-মহাদেব মথুরাক্ষেত্রপাল। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু শ্রীশিবকে বলিয়াছিলেন—'হে শম্ভো, মথুরায় তুমি ক্ষেত্রপাল হইবে। তোমার দর্শনে আমার ক্ষেত্রফল লাভ হইবে।'

শ্রীযমুনার পশ্চিমপারেই শ্রীমথুরাপুরী বিরাজিত। শ্রীনন্দনন্দনের সর্ব্বস্ব গোপপালী, ব্রজসুধা স্বরূপিণী শ্রীযমুনার স্বরূপদর্শনের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীমথুরামণ্ডল ভ্রমণ করিতে হয়—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। শ্রীমথুরানগরীর চারিদিকে চারিজন ক্ষেত্রপাল বা নগররক্ষক বিষ্ণুধাম মথুরাপুরীকে রক্ষা করিতেছেন। এই চারিজন ক্ষেত্রপাল মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় মহাদেব-মূর্ত্তি—পূর্ব্বদিকে পিপ্পলেশ্বর, পশ্চিমে ভূতেশ্বর, উত্তরে গোকর্ণেশ্বর ও দক্ষিণে রঙ্গেশ্বর।

বিজয়ার সম্ভাষণ

——:০:(০):০:——

পূজা আসিল, আবার চলিয়া গেল। যেমন আবাহন, তেমন বিসর্জ্জন। পূজাটা যেন একটা বাস্তব কিছুই নয়, এটা যেন একটা পুতুল-খেলা। যদি তাহাই না হইবে, যদি পূজা, পূজক ও পূজ্যের নিত্যত্ব থাকিবে, তাহা হইলে বিসর্জ্জন আবার আসে কোথা হইতে? এই যে পূজা, ইহা পূজ্যের প্রীতিবিধানের জন্য নহে, পরন্তু নিজের ভোগ-চরিতার্থের জন্য। যাহা হউক, কোনরকমে পূজা শেষই হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ পূজার মূল্য কতটুকু এবং পূজ্যের প্রতি পূজকের কতটুকু অনুরাগ বা প্রীতি, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যাঁহারা পুতুল পূজক নহেন, চৈতন্যময় সচ্চিদানন্দ বস্তু যেখানে উপাস্য, সেখানে বিসর্জ্জন বলিয়া কোন কথা নাই। তাঁহাদের সেই নিত্যপূজ্য শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে বা জগৎ ধ্বংসের পরেও এই শ্রীবিষ্ণুর কোন মূর্ত্তিরই বিসর্জ্জন হয় নাই বা হইতে পারে না। যাহার বিসর্জ্জন আছে, যাহাকে ভাসিয়া ফেলা যায়, তাহা ত' এ জগতের গড়া জিনিষ, সুতরাং তাহা অচৈতন্য বস্তু। কিন্তু চৈতন্যকে কেহ কোন দিন গড়ে নাই এবং গড়িতে পারে না। তিনি মায়াতীত—স্বতঃপ্রকাশ বস্তু।

পূজার পর এদেশে পরস্পর প্রীতি-সম্ভাষণাদির একটা প্রথা দেখা যায়। বিজয়ার পর পুত্র জনক-জননীকে দেখিয়া প্রণাম, পিতা-মাতা পুত্রকে স্নেহাশীর্ব্বাদ, বন্ধু বন্ধুকে দেখিয়া আলিঙ্গন, পরিচিত ব্যক্তিগণ পরস্পরের মধ্যে আদর-আপ্যায়নাদি করিয়া থাকেন। এই যে জড়ের সহিত জড়ের সম্ভাষণ, জড়ের সহিত জড়ের আলাপ বা প্রীতি, ইহা কি বাস্তবিক প্রীতি, না কপটতা?—আমোদ-প্রীতিমাত্রের কৈতব? এই যে প্রীতি, এই যে সম্ভাষণ—এ সকলেরই আবাহন ও বিসর্জ্জন আছে, কারণ, ইহা নিত্য নয়। তাই তাহা আনন্দের নামে নিরানন্দময়, সুখের নামে দুঃখ। আবাহন ও বিসর্জ্জন, ভাঙ্গা ও গড়া, সম্বন্ধ ও বিচ্ছেদ—এ সবই জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং আমরা সকলেই এ জগতে থাকিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি বলিয়া এরকম আদর-আপ্যায়ন বা মনের সাময়িক উচ্ছ্বাসময়ী প্রীতিই আমাদের মনঃপূত হইতেছে। এই জড়ীয় অস্থায়ী প্রীতি বা সম্ভাষণাদি ছাড়িয়া আমরা কি নিত্য প্রীতি বা নিত্য সম্ভাষণাদির সন্ধান লইব না?

চেতনের সহিত চেতনের সম্ভাষণ—চেতনের সহিত চেতনের প্রীতি—চেতনের সহিত চেতনের আলিঙ্গন—চেতনের সহিত চেতনের অনুরাগ বা প্রেমই যথার্থ চেতনের ধর্ম্ম। এই যে চেতনের সহিত চেতনের প্রীতি, তাহাই যথার্থ নিত্য ও অহৈতুকী প্রীতি। তাহাতে অপস্বার্থ নাই, কপটতা নাই, স্বেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছা নাই, ভয়, শোক বা হিংসা নাই; সেখানে আছে—কেবল সেব্যের সুখবিধানের জন্য সকলের একতাৎপর্য্যপরতা, সকলে মিলিয়া মিশিয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দনের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞের বন্ধন-সমন্বয়ের ঐকান্তিকী প্রচেষ্টা। চেতনের সহিত চেতনের এই যে ভাব, প্রীতি, আদর-আপ্যায়ন বা সম্ভাষণাদি, তাহা দুদিনের জন্য নয়, সাময়িক নয়, মনের উচ্ছ্বাস নয়, তাহা চেতনের স্বাভাবিকী বৃত্তি এবং নিত্য নবনবায়মান আনন্দপ্রদ। আর বিবর্ত্তভাবে মুগ্ধ হইয়া জড়ের প্রতি জড়ের যে প্রীতিপ্রদর্শন, তাহা সম্ভাবনাময় ভয়, শোক ও হিংসাপূর্ণ। সেই প্রীতি, সেই সম্ভাষণ, সেই আলিঙ্গন, সেই প্রণাম অস্থায়ী—নিত্যকালের জন্য নয়।

এ জগতের ভালবাসা বা প্রণয়ের যে কোন মূল্যই নাই, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অনুভব বুঝিতে পারেন; প্রতি বৎসর বন্ধুতে-বন্ধুতে, পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে ভালবাসার বিনিময় হইতেছে। কিন্তু তাহা জড়স্বার্থবিজড়িত হওয়ায় সেই আপাত-প্রীতি সম্ভাষণাদি অচিরেই আকাশে বিলীন হইতেও দেখা যাইতেছে। যে বন্ধু একদিন তাঁহার বন্ধুকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছিল, সেইবন্ধুই আজ আবার সেই বন্ধুর প্রাণহন্তা হইয়া দাঁড়াইতেছে; যে পুত্র একদিন পিতৃচরণে প্রণত হইয়া পিতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, সেই পুত্রই আজ নানাভাবে পিতাকে শোষিত করিতেছে। যে স্বামী একদিন স্ত্রীর প্রণয়ে আবদ্ধ থাকিয়া জগৎ বিস্মৃত হইয়াছিল, সেই স্বামীর আপন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না এবং স্ত্রীও স্বামীর সমস্ত স্নেহ সম্ভাষণ বিস্মৃত হইয়া অপর জড়পুরুষ সম্ভাষণে মত্ত হইতেছে। এই ত' হইল আমাদের প্রীতিসম্ভাষণাদির দৌড় এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালবাসার পরিণাম। সেইজন্য বলিতেছি, ভগবদ্দর্শন-যুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র জগদীশ-সম্বন্ধ দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়া পরস্পর নিত্য প্রীতি-সম্ভাষণাদি করিবার সৌভাগ্য আমরা কবে পাইব?

শ্রীচৈতন্যদেব চেতন জীবকে এইরূপ জড়ের সম্ভাষণ হইতে বিরত থাকিয়া চেতনের সম্ভাষণ শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ভগবানের প্রতি প্রীতিচেষ্টা, ভক্তগণের প্রতি মিত্রতা, বালিশে কৃপা এবং ভগবানের ও বিষ্ণুবিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়া আমাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য বিজয়ার সম্ভাষণ প্রদর্শনলীলা দেখাইয়াছেন।

পূজাও শেষ হইল, পূজার ছুটিও প্রায় শেষ হইতে চলিল। তাই আমরা সকলেও নিজ-নিজ কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য মনস্থ করিতে লাগিলাম, কয়েক দিনের মধ্যে লৌকিক সম্ভাষণাদিও ফুরাইয়া গেল। এখন সকলেই পুনরায় সেই চর্ব্বিত-চর্ব্বণের জন্য ব্যস্ত। দুনিয়া ঘুরিয়া আবার সেই মায়ার দাস—নিজেদের ভোগের জন্য দিবারাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম। কিসে সুখ হয়, ইহাই সকলের চেষ্টা। হায় দুর্দ্দৈব! অসুখ-সন্ধানে বা ভোগে কি সুখ আছে? আমরা যে ভগবানের সেবক, সুতরাং সেবা ছাড়া আমরা সুখ পাইব কি করিয়া? স্বধর্ম্মের সম্বন্ধ-চ্যুত হইয়া কি সুখ পাওয়া যায়? তাই আজ আমরা আমাদের করুণাময় পাঠকগণের প্রতি আচার্য্যগণের আদর্শে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি,—

"বন্দে নিত্যং তুলয়ন্ পাদপাদ্মাং
কৃপা' কারুণ্যদেবৌ বালিন্॥
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

ইহাই আজ আমাদের সকলের পক্ষে বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ, আর ইহাই প্রার্থনা—যেন নিত্যকাল আমরা এইরূপ সম্ভাষণই করিতে পারি।

জাগ্রত, ভুবনমঙ্গল, পবিত্র, ভক্ত জনে। চতুর্ব্বিধ-বিগ্রহ রূপ এই চারিধামে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাযুক্ত-বিশেষিত ব্যক্তিগণই পারমার্থিক দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমদেয় বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ঠিকানায় নির্দিষ্ট থাকিলেও অপরপক্ষের কায়মনোবাক্যের সর্ব্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত মূল্য।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তি-অনুযায়ী দিনাঙ্ক দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও অর্দ্ধমাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকিট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের ভার লওয়া হয় না; এজন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত কর্ত্তব্য। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি ফেরতযোগ্য ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ প্রবন্ধ কাগজের স্পষ্টরূপে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য কাহারও কোনপ্রকার অশুভাবজনক আনুগত্য দৃষ্ট হইলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ মঙ্গলের ভার অপরাধিগণের অনুগত নহে। সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অতীব অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ঠিকানা ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও ২য় দিনের জন্য,		পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷৷০
সিকি কলম	৫৲	
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

ঢাকায় চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ

ঢাকা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক সংশোধিত আদেশে ঢাকা জেলায় চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য খুচরা বিক্রয়ের জন্য প্রতি মণ ৮৸০ এবং পাইকারী বিক্রয়ের জন্য ৮৷০ ধার্য্য করিয়াছেন।

রুশ-ভারত মৈত্রী সম্পর্ক

ভারতবর্ষ এবং রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দ্বারা গঠিত এক প্রতিনিধি-মণ্ডলী রাশিয়ায় পাঠানোর প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই প্রতিনিধিমণ্ডলী সোভিয়েটের শ্রমিকদের অবস্থা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং সেখানে লব্ধ শিক্ষা ভারতে কিভাবে প্রয়োগ করা যায়, উহাও বিবেচনা করিবেন। সোভিয়েটের শ্রমিক নেতাদের অনুরূপ এক প্রতিনিধি-মণ্ডলীও ভারতে আসিতে পারে।

চীনের সহিত ভারতের আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন সম্বন্ধে একদল চীনা ছাত্র ও অধ্যাপকদের ভারতে আগমন সম্পর্কেও এক প্রস্তাব উঠিয়াছে।

সিন্ধুতে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সমস্যা

১৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের হিন্দু স্বতন্ত্র দলের প্রতিনিধিগণের সহিত স্যার গোলাম হোসেন-হিদায়েতুল্লা আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। আলোচনা আরম্ভের পূর্ব্বে স্যার গোলাম হোসেন উক্ত দলকে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার জন্য প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রকাশ, স্যার গোলাম হোসেন-হিদায়েতুল্লা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন।

আলোচনার পর হিন্দু স্বতন্ত্র দলের মুখপাত্র বলেন যে, সমস্ত অবস্থা পরিষ্কার হইতে দুই দিন লাগিবে।

সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম লীগের সদস্যগণ প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কমিটির সদস্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মন্ত্রিমণ্ডল গঠন-সংক্রান্ত যাবতীয় অবস্থা তাঁহাদের মধ্যেও আলোচিত হইয়াছে।

রুশিয়ায় এক সৈনাপত্য প্রথা

লালফৌজে রাজনীতিক কমিসারের পদলোপ করিয়া এক সৈনাপত্যে যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা সোভিয়েট নৌ-বহরেও প্রয়োগ করা হইবে বলিয়া মস্কো বেতারে জানাইয়াছেন।

বড়লাটের শাসন পরিষদ

গত ১৩ই অক্টোবর কমন্স সভায় ভারত সচিব মিঃ আমেরীকে প্রশ্ন করা হয় যে, বড়লাটের শাসন পরিষদে বর্ত্তমানে যে তিনজন ইংরেজ সদস্য আছেন, তাঁহাদের স্থলে তিনজন ভারতীয় নিয়োগ করিয়া বড়লাটের শাসন-পরিষদকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় করার কোন প্রস্তাব হইয়াছে কিনা? উত্তরে মিঃ আমেরী বলেন যে, এখন পর্য্যন্ত সেরূপ পরিবর্ত্তনের কোন কথা হয় নাই।

সোভিয়েট ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে দূত বিনিময়

অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ ইভাট ঘোষণা করেন যে, রাশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া পরস্পরের দেশে দূত নিযুক্ত করিয়াছে। ভিক্টোরিয়া ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার মিঃ উইলিয়াম স্লেটার হইবেন অষ্ট্রেলিয়ার দূত আর সোভিয়েট পররাষ্ট্র বিভাগের মঃ আন্দ্রেই পেট্রোভিচ প্রাসভ হইবেন ক্যানবারায় দূত।

ডাঃ ইভাট বলেন, "এই দূত বিনিময় দুই প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্বের সূচনা করিল। যে সময় রুশিয়ার সৈন্য ও জনসাধারণের শৌর্য্য সহনশক্তি ও আত্মোৎসর্গ আবার পৃথিবীর প্রশংসা অর্জ্জন করিতেছে, সেই সময়ই এই ঘোষণার উপযুক্ত সময়।"

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুররচিত মূল, শ্লোকার্থ, অনুবাদ ও বিবৃত সূচীসহ নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নবদ্বীপলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

গৌরাঙ্গস্মরণ ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিষয় ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্বাবস্থায় সেবনীয় অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িতেছে। বিকার, প্লীহা-যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরের এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাথে কত তফাৎ। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমনঃ-শিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতি শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ৯ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ২৬শে অক্টোবর, ইং ১৯৪২, সোমবার ১৮০ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ দামোদর, সর্ব্ব সংবৎ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ভক্ত ও ভগবানের বিহারস্থলীই তীর্থ। ভগবদ্ভক্তগণ অতীর্থকে তীর্থীভূত ও পাপমলিন তীর্থকে পবিত্র করিবার জন্য তীর্থভ্রমণের লীলাভিনয় করেন। মুক্তিকামী জনগণ ভক্তসেবা ও তৎসঙ্গে ভগবানের সেবাশ্রয়ের জন্য তীর্থ-যাত্রা করেন; আর পাপী লোক সাময়িক পাপস্খালন ও জড়প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের জন্য তীর্থভ্রমণ করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গই তীর্থ-ভ্রমণের ফল। তীর্থে গিয়া যদি সাধুসঙ্গ না হয়, তবে তাহাতে পণ্ডশ্রমই সার হয়। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।
দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে ধরি', মদমৎসর পরিহরি',
সদা কর অনন্যভজন॥
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ করি', কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি',
শ্রদ্ধান্বিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন,—

"তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই,
সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূর দেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥"

মানবজন্ম বড়ই দুর্ল্লভ। আবার এই জন্মে সাধুসঙ্গলাভ দুর্ল্লভ হইতেও দুর্ল্লভ। সুতরাং কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য যিনি একবার পাইয়াছেন, তিনি যেন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য সাধুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত না হন। মানবের ভাগ্য যখন ভাল হয়, তখনই সে ভজনচতুর হইয়া অশোক-অভয়-অমৃতাধার ভগবানের পাদপদ্ম-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। জগতের লোক ভোগ আর ত্যাগ ছাড়া কিছুই জানে না। ভক্তিপথের কথা তাহাদের পাপমলিন চিত্তে স্থান পায় না। কিন্তু সাধুগণ ভোগ ও ত্যাগ—উভয়কেই বর্জ্জন করিতে বলেন। ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়গ্রহণই ভোগ। এই ভোগে আপাত ক্ষণিক সুখ থাকিলেও পশ্চাতে দুঃখের পরিমাণ সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী। ত্যাগ বা বিরাগে 'নেতি নেতি' করিয়া ত্যাগ করিতে গিয়া যেখানে ভগবান্ ও ভগবৎসেবা পর্য্যন্ত বাদ পড়িয়া যায়, সেখানে ত্যাগ ভোগেরই আর একটা দিক্। ভোগ যেমন প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে ভগবদবস্থানের কথা বুঝিতে দেয় না, পরন্তু জীবকে অপস্বার্থবুদ্ধির অতল জলে নিক্ষেপ করিয়া ভোক্তা সাজায়, ত্যাগও সেইপ্রকার সকল বস্তুই যে ভগবানের সেবোপকরণ, তাহা বুঝিতে অবসর দেয় না, পরন্তু ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা আনয়ন করে। সুতরাং ভোগী বা ত্যাগী না হইয়া ভক্তের পদানুগ হওয়াই দরকার। 'আমি'র বিচার ঠিক না হইলে আমরা কখন ভোগ, কখন বা ত্যাগের পাল্লায় পড়িতে বাধ্য।

যেখানে হরিসেবানুকূল বস্তু বা বিষয়সমূহের প্রতি বিরক্তি—হরিদাস্যের প্রতি বিরক্তি আনে, সেখানে আত্মবিনাশী ফল্গুবৈরাগ্য স্থান পায়। সেইজন্য ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ সেব্যের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। যাঁহারা ভক্তপদধূলি-ভিখারী, তাঁহারা জড় বা মুক্তাবস্থায় যাবতীয় বস্তু বিষয় ভোগানুকূলে গ্রহণ করেন না বা ত্যাগানুকূলে ত্যাগও করেন না, পরন্তু কেবল সেবানুকূলে গ্রহণ ও সেবা-প্রতিকূলে ত্যাগ করেন। তাঁহারা জানেন,—ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে জীবনধারণকালে যাবতীয় বস্তুকে ভগবানের সেবোপকরণজ্ঞানে ভজনের অনুকূলে বিষয়গ্রহণই বিরাগ। সেবাই তাঁহাদের একমাত্র প্রয়োজন ও মুখ্য উদ্দেশ্য। অসৎসঙ্গত্যাগে বদ্ধবিশিষ্ট হইয়া সৎসঙ্গে থাকিয়া যথাযোগ্য বিষয়গ্রহণপূর্ব্বক ভগবৎসেবা করিলে শ্রীকৃষ্ণে রাগ বা রতি উৎপন্ন হয়। যেখানে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ, সেইখানেই কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য স্বাভাবিকভাবেই হইয়া থাকে।

আত্মা দেহী—দেহ নহি। দেহ আমাদের সম্পত্তি। এই দেহ দুইপ্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম। বাহিরের দেহ স্থূলদেহ ক্ষিত্যাদি-নির্ম্মিত, আর ভিতরের বাসনাময় দেহ বা সূক্ষ্মদেহ মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার-নির্ম্মিত। দেহী বা আত্মা এই দুইপ্রকার আবরণের মধ্যে বর্ত্তমানে অবস্থিত আছে। আত্মা চৈতন্যবস্তু—আমি বিভুচৈতন্য ভগবানের অণু-অংশ মাত্র। নিজস্বরূপের কথা মনে থাকিলে আর বিষয় গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয় না। পরন্তু প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে—বিষয়ের অন্তরে [illegible] প্রভুকে বিরাজিত দেখিবার, কৃষ্ণকার্ষ্ণের দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয়। যেখানে নিজেকে 'দাস আমি'-বুদ্ধি, সেখানেই সেবা; আর যেখানে দেহাত্মবুদ্ধি, সেখানেই বিপজ্জনক ভোগ বা ত্যাগের কথা।

যাহার জীবন আছে, তাহাকেই জীব বলা যায়। জীব সৃষ্ট বস্তু নহে। জীব অজ, নিত্যকাল বর্ত্তমান। জীব—সেবক, আর ভগবান্ তাঁহার সেব্য। জীব তটস্থা-শক্তি-পরিণত বস্তু। জীব—বস্তু, অবাস্তব আকাশ-কুসুম নহে। যেখানে ভগবানের সেবা নাই, সেইখানেই জীবের দুর্দ্দশা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দাসগণের কৃপাবলম্বনে হইতে পারিলে নিজের কৃষ্ণদাস্যস্বরূপটী উপলব্ধি হয়। ভগবানের সেবা না করিলে শান্তি পাওয়া যায় না। সর্ব্বদাই ভগবানের পূর্ণসেবা হয়। অবিমিশ্র-ভাবে ভগবৎ-সেবা একমাত্র কীর্ত্তনের দ্বারাই হইয়া থাকে। সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিলে কর্ত্তৃত্বাভিমান নষ্ট হইয়া 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বিচার প্রবল হয়। এই দাস-অভিমানই জীবের প্রকৃত স্বাস্থ্য।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব—এই প্রভুত্রয়ের নিকট কৃপাপ্রসাদ ভিক্ষা করা দরকার। যেমন আহার না করিলে এই জড়শরীর বেশী দিন থাকে না, সেইরূপ প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ না করিলে ভক্তাবস্থায় বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী কৃপাই চেতনের আহার। তাহাতেই চেতনের পুষ্টি হয়। তাঁহাদের একটু সন্তুষ্টি হইলেই চেতনের [illegible] উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। [illegible] সেবা। সেব্য [illegible] হইয়া যাহা দেন, [illegible] প্রসাদ। প্রসাদ-অর্থে কৃপা বা অনুগ্রহ। এই প্রসাদ দুই প্রকার—[illegible] প্রসাদ ও বস্তুরূপী প্রসাদ। এই প্রসাদ

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

আস্বাদ্য বা ভোগ করা যায় না। প্রসাদ সেবা—পূজনীয়। প্রসাদের সেবা করা যায় বা সম্মান করা যায় মাত্র। ভোগবুদ্ধিতে প্রসাদ গ্রহণ করিতে গেলে প্রসাদসেবা হয় না, প্রসাদের চরণে অপরাধ হয়। মহাপ্রসাদসেবার মর্ম্ম গোপনীয়। কিন্তু ভোগবুদ্ধিতে আমরা প্রসাদ ভোগ করিতে গেলে প্রসাদরূপের পরিবর্ত্তে প্রাকৃতাকার জড় এসে বাঁচিয়া যাইবে। ভগবৎপ্রসাদ কৃপা করিয়া যদি আমাদিগকে গ্রহণ করেন—গ্রাস করেন আত্মসাৎ করেন, তবেই আমাদের প্রসাদসেবা হয়। সেইজন্য প্রসাদ পাইবার পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেন। সাবধান হইয়া প্রসাদে ভোগবুদ্ধি না করিয়া সেবাবুদ্ধিতে প্রসাদের কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলে প্রসাদের কৃপা হয়—প্রাকৃত রস-আস্বাদ গ্রহিবার ও সেবা বাহ্য প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়া প্রসাদে সেবাবুদ্ধি উদয় হয়। প্রসাদের নিকট কৃপা-ভিক্ষা করিলে তিনি অযাচিত নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন। সর্ব্বজীবের মহাপ্রসাদ-সম্মানাধিকার আছে। শুদ্ধভক্তগণ নিত্যকাল সেই মহাপ্রসাদের সম্মান করেন এবং সর্ব্বজীবকে তাহা প্রদান করেন। তাঁহাদের দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভক্তগণ তাঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ প্রদান করেন না, পরন্তু তাঁহাদের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদনের ও আত্মার ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্যই প্রদান করিয়া থাকেন। ভবরোগের একমাত্র ঔষধ, আর জীবের মহাপ্রসাদই একমাত্র পথ্য।

আর একপ্রকার প্রসাদ গ্রহণ করা যায় কীর্ত্তনে। হরিকথা প্রসাদ সাধুগণ সর্ব্বক্ষণ বিতরণ করেন। সেবোন্মুখ হইয়া শ্রবণ করিলে কর্ণের দ্বারা এই প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়। এখানেই এই প্রসাদ প্রাপ্তির যোগ্যতা। প্রণত, দাস্যযোগ্য, শিষ্য বা ভৃত্য হইয়া মনোযোগসহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ করিলেই সেই শব্দরূপী প্রসাদের কৃপা হয়। সেই শব্দ শ্রবণ-পথে অবতীর্ণ হইয়া অশেষ ভোগবুদ্ধি তাড়াইয়া দেন। শব্দই জীবকে শাসিত, নিয়মিত, চালিত করেন—ভগবানে আকৃষ্ট করিয়া নিত্যমঙ্গল বিধান করেন।

— —

জগতের আবর্জ্জনায় বিচরণ করিয়া ইন্দ্রিয় হয় না। পরমার্থের লোকের সঙ্গ-সাক্ষাৎকার না হইলে, সে জগতের লোকের ভাব-ভাষা, চাল চলনের অনুসরণ না করিলে জগৎ অতিক্রম করা যাইবে না। উহাদের নির্দ্দেশানুসারে চলাই মঙ্গলের একমাত্র উপায়।

বৈষ্ণব অমানী, তিনি সম্মানপ্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত হন না। তিনি সকলকে সম্মান দেন। মায়াবদ্ধ জীব অবৈষ্ণব। মায়ামুক্ত জীব বৈষ্ণব; সুতরাং তাঁহাদের মধ্য-ভেদের উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান। এজন্য তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবা করেন। বৈষ্ণব চিরদিনই নিষ্কিঞ্চন। যে সকল ভাগ্যহীন সত্য-দর্শনে বিমুখ, তাহারাই বাহিরের পরিচ্ছদ দেখিয়া বৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া পড়ে। বিষয়ী রূপরসাদি-গ্রহণে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু জড়বিষয়বর্জ্জিত ভগবদ্ভক্ত তাহা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ভগবদ্ভক্তের কৃষ্ণই বিষয়; কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রবৃত্তি তাঁহার নাই। আপাত দর্শনে বৈষ্ণবের বিষয়ীর ন্যায় পরিচ্ছদ দেখিয়া সাধারণ লোক বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিয়া বসে। আধ্যক্ষিকগণ বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিয়া বসিতেছে। কিন্তু সুকৃতি থাকিলে বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া অমঙ্গল বরণ করিতে হয় না।

নিষ্কপট সেবা ভক্তি কখনও বঞ্চিত হয় না। বৈষ্ণবগণ নিষ্কপট সজ্জনের প্রতি পরম কৃপালু। নিষ্কপট সেবাভিলাষী জনকে বৈষ্ণব সর্ব্বক্ষণ কাছে রাখিয়া সেবা-সুযোগ প্রদান করেন। কিন্তু যাহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা চায়, সেইসকল অসদ্গণকে কৌশলে দূরে রাখিয়া থাকেন—পাছে তাহারা ভজনে বিঘ্ন ঘটায়—এই আশঙ্কায়। নিষ্কপট আশ্রিত না হইয়া বাহ্যবুদ্ধিতে কাহারও বৈষ্ণবের অতি সন্নিকট বাস বা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সর্ব্বক্ষণ বাস করিতে দেখিলেও সেই কপটের সহিত বৈষ্ণবের বিরাট ব্যবধান থাকে। কপটের নিকট বৈষ্ণব কখনও নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন না। পরন্তু তাহাদিগকে মায়িক সম্মানাদি দিয়া ভুলাইয়া রাখেন। হরিবিমুখ আমরা বৈষ্ণবের কৃপা বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবসঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবা হইতে বঞ্চিত হই। বৈষ্ণবগণ পরম করুণ। জগতের সুখেই তাঁহাদের সুখ। যাহাতে কৃষ্ণের সুখ হয়, তজ্জন্যই তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত। সেই বৈষ্ণবগণের সুখবিধান ব্যতীত আমাদের হরিভজন হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বলরসপ্রদাতা। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীমহাপ্রভুকে বন্দনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

শ্রীগৌরসুন্দরই কৃষ্ণপ্রেমের কথা জানাইয়া বিশ্বকে ধন্য করিয়াছেন। অনর্পিতচর কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদাতা বলিয়াই তিনি মহাবদান্য। তিনিই স্বয়ং কৃষ্ণ। তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাঁহার রূপ গৌর, তাঁহার লীলা কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভরস-বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরের সম্ভোগরস-বিগ্রহ। শ্রীগৌর স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নির্দ্দেশমত ভজনই শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজন।

ভজনের অপর নাম সেবা। সেবা বা ভজনই জীবের পরম লোভনীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। আনুগত্যক্রিয়ায় সেবাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। এই সেবা অপ্রতিহতা, অহৈতুকী এবং অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও মোক্ষকামনা-শূন্যা। উহাতে সালোক্য-সামীপ্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির অভিলাষও নাই। ভগবানের ব্রজ-সেবকগণ অন্য কোন অভিলাষের বশবর্ত্তী না হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রাণবল্লভ জানিয়া তাঁহার মনোভীষ্ট-পূরণে ব্যস্ত। সেখানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের অবকাশ নাই। ঐশ্বর্য্যের দ্বারা শিথিল প্রেমে কৃষ্ণের প্রীতি নাই। ঐশ্বর্য্য সেব্য ও সেবকের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যশূন্য সেবা সেব্য ও সেবকের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ প্রীতি আনয়ন করে।

শ্রীতালবন

——::(০)::——

মধুবন হইতে দুই মাইলের কিঞ্চিদধিক দূরে তালবন। এই তালবন রুণ্ডিলার অনতিদূরে অবস্থিত। গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের অনতিদূরে পূর্ব্বদিককে চারিক্রোশের মধ্যেই তালবন। শ্রীবরাহপুরাণ বলেন,—"মথুরার পশ্চিমভাগে এক যোজনের মধ্যে ধেনুকাসুর-রক্ষিত তালবন আছে; সেই তালবন ক্রোশব্যাপ্ত।" শ্রীহরিবংশে দেখা যায়,—"সেই প্রদেশ অসম্বৃত, স্নিগ্ধ, সুরম্য, কৃষ্ণমৃত্তিকা যুক্ত, দূর্ব্বাবহুল, অতএব স্থলময় ও লোষ্ট্র-পাষাণহীন।"

এই তালবন সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—"বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ডকাল প্রাপ্ত হইলে ব্রজবাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে গোপালনার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপালন-কালে প্রিয় সখাগণের সুখের নিমিত্ত যে বহু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে তালবনলীলা অন্যতম। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সখাগণের সহিত বৃন্দাবনের বিভিন্ন বনে প্রবেশ করিয়া গো-চারণাদি ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি সখাগণ বলিলেন,—'হে মহাবলী রাম, দুষ্টদমন কৃষ্ণ, এই গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের অতি নিকটে বহু তালবৃক্ষযুক্ত একটী তালবন আছে। ঐ তালবনে প্রত্যহ অনেক তালফল পড়িয়া থাকে এবং এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর ঐ ফলগুলি রক্ষা করিতেছে। কোন প্রাণীই ঐ তালফলে অধিকার পায় না। মহাবলী ধেনুকাসুর গর্দ্দভের রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদাই ঐ তালবনে অবস্থান করে। তাহার বহুবলশালী আত্মীয়গণও তাহার সহিত তথায় থাকিয়া তাল রক্ষা করিতেছে। ঐ অসুর নরমাংস ভোজন করে, সেইজন্য মানুষ, পশু, এমন কি, পক্ষী পর্য্যন্ত ঐ অসুরের ভয়ে ঐ বনে প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ দেখ, চতুর্দ্দিক কিরূপ সুপক্ব তালের গন্ধে আমোদিত হইয়াছে। ঐ ফলের গন্ধে আমাদের বড়ই লোভ জন্মিয়াছে। আমাদিগকে ঐ ফল প্রদান কর।'

সখাগণের কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে তাঁহাদের সহিত তালবনে প্রবেশ করিলেন। তালবনে প্রবিষ্ট হইয়াই অগ্রে শ্রীবলদেব মত্তহস্তীর ন্যায় দুই বাহুর দ্বারা তালবৃক্ষগুলিকে কম্পিত করিয়া তালসমূহ পতিত করিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহবশতঃ শ্রীবলদেবই অগ্রে তালবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। একটী বৃক্ষ কম্পিত হওয়ায় তাহার সংঘর্ষে অপর বৃক্ষগুলিও কম্পিত হইল এবং উহাদের সুপক্ব ফল মাটিতে পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিতে পাইয়া গর্দ্দভাসুর দৌড়াইয়া আসিল এবং পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়দ্বারা সবলে বলরামের বক্ষে আঘাত করিয়া গর্দ্দভের ন্যায় বিকট চীৎকার করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার শ্রীবলদেবকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিলে শ্রীবলদেব অসুরের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক প্রবলবেগে উহাকে ঘুরাইতে লাগিলেন। সেই ঘূর্ণনে অসুরের প্রাণ বিগত হইল। শ্রীবলদেব তালবৃক্ষের উপর অসুরের মৃতদেহ নিক্ষেপ করিলেন। অত্যুচ্চ তালবৃক্ষ গর্দ্দভের দেহের আঘাতে কাঁপিতে কাঁপিতে পার্শ্বস্থ বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া ভগ্ন হইল, সেই কম্পিত বৃক্ষ আবার অপর বৃক্ষকে কাঁপাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। এইরূপে এক একটী বৃক্ষ পার্শ্বস্থ বৃক্ষকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ধেনুকাসুর নিহত হইলে উহার জ্ঞাতিবর্গ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রতি ধাবিত হইল। অসুরগণ নিকটে আসিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ অসুরগণের পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় ধারণ করিয়া অনায়াসে উহাদিগকে তালবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত লীলা দর্শন করিয়া আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি, মঙ্গল ও দিব্যবাদ্য বাদন এবং মহর্ষিগণ স্তব করিয়াছিলেন।

জীবের পরমায়ু

(প্রাপ্ত)

জীব তটস্থা-শক্তিজাত। জীব কৃষ্ণের অতি ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া তাহারও স্বতন্ত্রতা আছে। এই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহারফলে জীব উন্মুখ ও বিমুখ—সেবক ও ভোগী হয়। জীবের স্বতন্ত্রতা কেবল ভগবানের সেবার জন্য। জীব সেবা না করিয়া যখন ভোগের দিকে ধাবিত হয়, তখনই ভোগোপকরণরূপী মায়ার আকর্ষণে পড়িয়া ভগবান্‌কে ভুলিয়া যায়। ভোগ ও সেবা যুগপৎ হয় না। আলো ও অন্ধকার একস্থানে থাকে না। যেখানে হরিসেবা প্রবৃত্তি জাগ্রত, সেখানে ভোগপ্রবৃত্তি নাই। হরিভজন না করিলে জীবকে মাতৃকুক্ষিতে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেই হইবে। জীবকে ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণসময় নানাবিধ পাঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করিতে হয়। জীবের একটী দেহ হইতে আর একটী দেহ আশ্রয় করার পূর্ব্ব-কালটিকে পরমায়ুঃ বলে। জীবের একটী দেহ পরিত্যাগ করিয়া আর একটী দেহ আশ্রয় করার সময়কে বলে যে, জীবটীর পরমায়ুঃ শেষ হইয়া গেল অর্থাৎ মৃত্যু হইল। বস্তুতঃপক্ষে জীব কোন কালের অধীন নহে। জীবের পরমায়ুঃ শেষ হয় না, জীবের মৃত্যু হয় না, কেবল পাঞ্চভৌতিক দেহেরই বিনাশ হয়। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহার জন্ম-জরা-মৃত্যু নাই। কেবল কৃষ্ণবহির্মুখতাবশতঃ সে এই দুঃখময় সংসারে আগমন করিয়া নানাপ্রকার দেহ লাভ করে ও ত্যাগ করিয়া থাকে।

যাহারা দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে, তাহারাই জীবের পরমায়ুঃ বিচার করে। জীব জন্মেও না, মরেও না; সুতরাং তাহার পরমায়ুঃ কিসের? যাহাদের দেহে আত্মবুদ্ধি খুব বেশী, তাহারাই জীবের পরমায়ুঃ যাহাতে বাড়ে, তজ্জন্য পরমায়ুঃ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করে অর্থাৎ বেশী দিন জীবিত থাকিয়া সংসার ভোগ করিতে চায়। তাহারা কোনও ব্যক্তির মৃত্যু দেখিলে বড়ই শোকাতুর হয় এবং বলিয়া থাকে যে, ইহার পরমায়ুঃ নাই, তাই মরিয়া গেল। এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার আয়ুষ্কর ঔষধাদি গ্রহণ করিয়া বেশীদিন জীবিত থাকিয়া সংসারসুখ ভোগ করিতে চায়। কিন্তু জানে না যে, এই দেহ চিরদিন থাকিবে না। কর্ম্মফলানুযায়ী দেহ লাভ হয়, আবার দেহ চলিয়া যায়, কিন্তু চিন্ময় জীবের জন্ম-জরা-মরণাদি নাই। ঐসকল ব্যক্তি মনে করে যে, সংসারে অধিক দিন জীবিত থাকিলেই জীবন সার্থক হয়। স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া সংসার করা এবং অর্থাদি উপার্জ্জন করিয়া তাহার দ্বারা আমোদ-প্রমোদে দিনযাপন করিতে পারিলেই মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা হইল। "আমি কে, কোথা হইতে এই সংসারে আসিয়াছি, মাতৃগর্ভে দারুণ যন্ত্রণায় আমাকে কে রক্ষা করিয়াছেন, কেনই বা এইরূপ দুঃখ কষ্টাদি ভোগ করিতে হইতেছে, এই দেহ পরিত্যাগের পর কোথায়ই বা যাইতে হইবে?" ইত্যাদি চিন্তা একবারও তাহাদের হৃদয়ে উদিত হয় না।

কোনও সুকৃতিফলে কেহ নিজস্বরূপ জানিতে অভিলাষী হইলে সাধুশাস্ত্র কৃপায় জানিতে পারেন যে, জীব ভগবানের নিত্যদাস এবং তাঁহাদের সেবাই তাহার নিত্যধর্ম্ম। স্ত্রী-পুত্রাদির সেবা বা বহুদিন বাঁচিয়া থাকিয়া সুখভোগ করা তাহার উচিত নহে; কারণ ভগবান্‌ই একমাত্র ভোক্তা। ভোগে আর অন্য কাহারও অধিকার নাই। অন্যান্য জীবসকল ভগবানের ভোগ্য—সেবক, সেবাই তাহাদের কাজ। ভোক্তার ভোগসামগ্রী সংগ্রহই ভোগ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। সাধুশাস্ত্রকৃপায় কোন ভাগ্যবান্ জীবের এই জ্ঞান লাভ হইলে, সেই জীব হরিসেবায় রত হন। তখন তাঁহার আর বেশীদিন বাঁচিয়া থাকিবার বা মরিবার ইচ্ছা হয় না। কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা, তখন তাহাকেই তিনি বরণ করিয়া থাকেন। তখন তিনি প্রার্থনা করেন—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

—হে ভগবন্, আমি কামাদির কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না এবং আমারও লজ্জা হইল না। এখন হে যদুপতে, তোমার কৃপায় সুবুদ্ধি লাভ করিয়া আমি তোমার শরণাগত হইলাম, আমাকে কৃপা-পূর্ব্বক নিজ দাস্যে নিযুক্ত কর।

এইরূপে জীব যখন মায়ার সেবা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন তিনি আর দীর্ঘায়ুঃ কামনা করেন না। তখন কেবল দাস্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কারণ, তখন তিনি জানেন যে, সকলই ভগবানের উপর নির্ভর করে। আমার কর্ম্মফলানুযায়ী ভগবান্ সুখ-দুঃখ, দীর্ঘায়ুঃ বা অল্পায়ুঃ—সকলই প্রদান করেন। সুতরাং তিনি ঐসকল আকাশকুসুমবৎ অলীক কল্পনা না করিয়া ভক্ত ও ভগবানের ইচ্ছার উপরেই নিজের সমস্ত ভারটা দিয়া দেন তাই ভক্ত বলেন,—

মারবি, রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥

তাঁহার ইচ্ছায় যতদিন দেহটী থাকে, ততদিন তাঁহার সেবা করিয়া চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। তাঁহার ইচ্ছায় কেহ দীর্ঘায়ুঃ, আবার কেহ বা অল্পায়ুঃ লাভ করিয়াছে। দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া হরিভজন না করিয়া নিজের অমঙ্গল বরণ করা অপেক্ষা অল্পায়ুঃ লাভ করিয়া নিষ্কপটে হরিভজন করাও জীবের পরম সৌভাগ্য। তাই বৃথা পরমায়ুঃ বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়াই বা কি হইবে? বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিলেই ত' হরিভজন হয় না। কোন দেশ, কাল, পাত্রের মধ্যে ত' হরিভজন আবদ্ধ নহে। অতি অল্প দিন—এক মুহূর্ত্তের মধ্যেও জীবের হরিভজন হইতে পারে, আবার কোটী কোটী বৎসর বাঁচিয়া থাকিলেও কোন মঙ্গল না হইতে পারে। খট্বাঙ্গ রাজা জীবনের এক মুহূর্ত্তকালের মধ্যে এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ মাত্র সাতদিনের মধ্যেই হরিকে পাইয়াছিলেন। সুতরাং মঙ্গললাভ করিতে হইলে দীর্ঘায়ুঃ লাভের প্রয়াস না করিয়া যাহাতে হরিভজন হয়, সেই পথ অবলম্বন করাই জীবের কর্ত্তব্য। পরমায়ুঃ বৃদ্ধি ও হ্রাসে ভক্তগণ ক্ষুব্ধ হন না; তাঁহারা কেবল হরি-সেবাই চাহেন। বরং তাঁহারা প্রার্থনা করেন,—

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

হে নাথ, আমি যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, যেন তোমাতে আমার অবিচলিত ভক্তি বর্ত্তমান থাকে। যদি আমাকে কীটাদি কোনও যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি অল্পদিন জীবিত থাকিতেও হয়, তাহাতে আমি যে অসুখী হইব, তাহা নহে; আবার পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া যে অতিশয় সুখী হইব, তাহাও নহে। তবে আমার এই প্রার্থনা—যেন তোমার শ্রীচরণ-যুগলে নিরন্তর অচলা ভক্তি বিরাজ করে।

যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা মৃত্যুর ভয়ে ভীত, তাহারাই পরমায়ুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকে। যাহার দ্বিতীয়-অভিনিবেশ আছে, তাহারই ভয়। কিন্তু ভক্তগণের মৃত্যুভয় নাই, তাঁহারা অন্যের মৃত্যুতেও শোক করেন না। কারণ, তাঁহারা জানেন যে, জীব মরে না, কেবল দেহেরই পতন হয়। আমাদের মরিতে হইবে; জীব জন্মেও না মরেও না। দেহই জড় হয়, সুতরাং তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। সেজন্য কোনও লোকের দেহত্যাগে ভক্ত শোক করেন না। মূর্খ শোক করে। যাহারা তত্ত্বানভিজ্ঞ, দেহে আত্মবুদ্ধিকারী, তাহাদেরই শোক হয়। দেহাত্ম-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হরিভজন হয় না।

যেখানে কালের বিক্রম, সেখানেই দুঃখ-কষ্ট, দীর্ঘায়ুঃ, অল্পায়ুঃ প্রভৃতির বিচার। এখানে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত-অনুসারে লোকের আয়ুঃ কম হইতেছে। জীবসকল ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু যাহারা হরিকথায় রত থাকেন, তাঁহাদের আয়ুঃক্ষয় হয় না, তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হন না। তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। অতএব যাহাকে ভয় করে সেই হরিকথারূপী হরির যিনি নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তন-মুখে সেবা করেন, তাঁহার মৃত্যুভয় আর থাকে না। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥

সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া মানবগণের হরিকথাহীন বৃথা আয়ুঃ হরণ করিতেছেন; কেবল উত্তমশ্লোক শ্রীহরির কথায় যাহার কাল যাপিত হয়, তাঁহারই আয়ুঃ তিনি হরণ করেন না, বরং সফলই করিয়া থাকেন; কারণ মুহূর্ত্তকাল হরিকথাতেও জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীচৈতন্যমঠে বিরহ মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠে গত ৪ঠা কার্ত্তিক, বুধবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল রঘুনাথ দাস, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুবর্গের বিরহমহোৎসব হরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে উক্ত গোস্বামী প্রভুবর্গের [illegible] কথা আলোচিত হয় এবং মধ্যাহ্নে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীব্যাস-পীঠে হরিসংকীর্ত্তন

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠের সেবকবৃন্দ গত ৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার মাধবী-তিথি উপলক্ষে একাদশীর উপবাস-দিবসে মধ্যাহ্নে মৃদঙ্গ-করতালসহ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীব্যাসপীঠে সঙ্কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনার জন্য গমন করেন। গোমতী-তীরে উচ্চ ভূমিতে নির্জ্জন অরণ্যের মধ্যে শ্রীব্যাসদেবের পীঠ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানটি জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক পদাঙ্কিত ও [illegible] হয়। মঠবাসী সেবকবৃন্দ তাঁহাদের [illegible] এই পরম পবিত্র স্থানে [illegible] কীর্ত্তনের সুযোগ লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-বন্দনা, গুরুবন্দনা, [illegible] ও বৈষ্ণববন্দনামূলক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর [illegible] মাধব [illegible] 'গৌড়ীয়' হইতে 'বৈষ্ণবাবলোকে [illegible] ও অদ্ভুত মহা-মহোৎসব' নামক প্রবন্ধটি, যাহাতে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের বৈষ্ণবগণের গোবর্দ্ধন পূজার কথা বর্ণিত আছে, পাঠ করেন। [illegible] 'গৌড়ীয়-ভাষ্য' হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য বিষয় পাঠ হয়। পাঠান্তে 'জয়দেব, কৃপাসিন্ধু' [illegible] মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও 'জয় জয় [illegible]' কীর্ত্তনমুখে শ্রীব্যাসপীঠের পরিক্রমা করা হয়।

ভাববস্তু-ভুক্তি পরায় ভক্ত জনে। চতুর্ভুজা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিমনে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বা তাঁহার প্রতি অকপট শ্রদ্ধাযুক্ত-বিবেচিত ব্যক্তিগণই পারমার্থিক ও শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিম বার্ষিক, ষান্মাসিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যে সর্ব্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যাইবে। ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনাস্বরূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অনাদর বা অনুরাগ লক্ষিত হইলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। গুরুভক্তিপর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ কর্ম্মচারীর ভার ভগবদারাধনাবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১।০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে পত্র লিখুন

বিবিধ সংবাদ

বাড়ীর মালিকদের উপর নির্দ্দেশ

এসোসিয়েটেড প্রেসের ৩১শে অক্টোবর তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা নিয়মাবলী-অনুসারে কলিকাতা ও সহরতলীর কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের বাড়ীর মালিক ও বসবাসকারীদের উপর এই মর্ম্মে একটি আদেশ জারী করিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত অঞ্চলের জন্য বাঙ্গলা সরকার যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সমস্ত কর্ম্মচারীর নিকট বাড়ীর মালিক ও বসবাসকারীগণকে তাঁহাদের বাড়ীতে বসবাসের উপযোগী যে স্থান আছে এবং বাড়ীতে যে সমস্ত লোকজন আছে, তৎসংক্রান্ত তথ্যাদি জানাইতে হইবে।

জাপানী বোমায় বিষাক্ত চূর্ণ

ভারত সরকারের যে সামরিক বেতারবার্ত্তা বিভাগ হইতে প্রকাশিত এক বার্ত্তায় বলা হইয়াছে যে, কয়েকমাস আগে চট্টগ্রামে জাপানীদের বিমান আক্রমণের পর যে সব জায়গায় বোমা পড়িয়াছিল তাহার চারিদিকে হলুদ অথবা হলুদ ও সবুজ রঙের একপ্রকার চূর্ণ পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই চূর্ণ তীব্র বিস্ফোরক পদার্থের অংশ বিশেষ। উহা চামড়ার সহিত লাগিলে ভয়ানক চুলকানি আরম্ভ হয় এবং সময় সময় উহা হইতে ভয়ানক ঘা হইয়া যায়। কাজেই এ আরোপ করা হইয়া থাকে উদ্ধারকার্য্যের সময় এরূপ চূর্ণ খালি হাতে না ধরেন। হাতে দস্তানা পরিয়া এই কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

বঙ্গীয় বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

বাঙ্গলা সরকার একটি বঙ্গীয় বৈদ্যুতিক-শক্তি নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠনের কথা বিবেচনা করিতেছেন।

কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসারে প্রয়োজনীয়তার তারতম্য বিবেচনা করিয়া যে সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে, ঐ সকল ক্ষেত্র ব্যতীত বাঙ্গলায় অপর কেহ নূতন করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের অনুমতি না পাইতে পারে, তজ্জন্যই ভারত গভর্ণমেণ্ট কিছুকাল পূর্ব্বে এক কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিকশক্তি নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় বোর্ড ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি কার্য্যে পরিণত করিবেন।

চীনা ছাত্রদের জন্য বৃত্তি

অদূর ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে চীনা ছাত্র আসিবে এবং চীনে ভারতীয় ছাত্র যাইবে। ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা প্রফেসার জন সার্জ্জেণ্ট গত যে মাসে চীন ভ্রমণের সময় এই ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করেন।

চীনের শিক্ষা মন্ত্রী মিঃ চেন লিফু দশজন চীনা ছাত্রকে ভারতবর্ষে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। ভারত সরকার এই ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তারা দিয়াছে চীনের শিক্ষা মন্ত্রী ও ভারতীয় ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা জানাইয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা

কলিকাতা গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনকেন্দ্রসমূহের যে ভোটার তালিকা বর্ত্তমানে বলবৎ আছে, তাহার কার্য্যকাল যুদ্ধ শেষ হইবার পর ১২ মাস পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে তাত্ত্ব-সম্বন্ধে ব্রাহ্ম-বাক্যানুসারে যুক্তি ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে জনসাধারণের সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, শ্লোকার্থ, অনুবাদ ও বিবৃত টীকাসহ নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

গৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। প্লীহা, যকৃৎ, প্লীহা-যকৃৎ কামলাজ্বর এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৷৹ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কাব্যতীর্থের শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

সভাষ্য-মনঃশিক্ষা

ভাগবতপ্রবর শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতি সহ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৩ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১০ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ২৭শে অক্টোবর, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ১৮১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ দামোদর, শিব প্রহর, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ভগবান্ সর্ব্বদাই সেবককে আশ্বাস করিয়া থাকেন। প্রভু তাঁহার ভৃত্যের যাবতীয় ভার, সুখ-দুঃখের সমস্ত চিন্তা নিজের বলিয়া জানেন। সেইজন্য শরণাগত ভক্ত কোনও অবস্থাতে ক্ষুব্ধ হন না। 'প্রভু মঙ্গলময়, তিনি সর্ব্বক্ষণই আমার মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন, তাঁহার কোন বিচারই অবিচার নহে, সানন্দে তাঁহার ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলানই আমার কর্ত্তব্য'—ভক্ত এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বদা সেবানন্দময় জীবন যাপন করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে জানেন,—করুণাময় পরমেশ্বর একান্ত শরণাগতকে কখনও পরিত্যাগ করেন না। তাই তিনি বলেন,—'হে দয়ার সাগর শ্রীকৃষ্ণ! আমার বল ভগবান্; তদ্ব্যতীত সবই আত্মদ্রোহ। সেবাবঞ্চিত হতভাগ্য আমি আত্মদ্রোহী। সুতরাং আমি বিশেষভাবে দণ্ডনীয়। তোমাকে বরণ করাই কর্ত্তব্য। অতএব আত্মদ্রোহী আমাকে তোমার প্রেম-রজ্জুদ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া সেবানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত কর।'

ভক্তজীবনাদেই মঙ্গল। তাঁহাদের সরলতা সহজ। বহুজীবই শঠ হয়। বৈষ্ণব বা ভক্ত শঠ নহেন। বহুজীব যদি আপনাকে তৃণাপেক্ষা হীনজ্ঞান এবং অন্য সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিবার বুদ্ধিযুক্ত হইয়া হরিনামাশ্রয় করে, তবেই তাহার কৃষ্ণকৃপা লাভ হয়। কামাদি রিপুদ্বারা আক্রান্ত হইলে সাধক কাতরস্বরে হুংকার করিয়া বৈষ্ণবগণকে ডাকিবেন, তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্য রক্ষা করিবেন। কপটতা থাকিলে হরিভজন হয় না। নিষ্কপট ব্যক্তিই মঙ্গললাভ করেন। সাধুসঙ্গে দৈন্য-শোধিত চিত্তে কপটতা থাকে না। সেবাচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তাকে অবসর দিলেই কপটতা আসিয়া চিত্তকে আক্রমণ করিবে। কপটী অপবিত্র। তাহার চিত্তে শান্তি নাই। সে সর্ব্বক্ষণ বিষয়জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেছে। নিজের সম্মানের আশাই প্রতিষ্ঠাশা। অন্য সমস্ত অনর্থ দূর হইলেও এই প্রতিষ্ঠাশা সহজে যায় না। প্রতিষ্ঠাশা হইতেই কপটতা আসে। প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা চণ্ডালিনীসদৃশা। যে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাশা দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত কপটতা যায় না। প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির জড় সেবা-প্রতিষ্ঠাশা নাই। নিষ্কপট না হইলে নির্ম্মলা ভক্তি লাভ হয় না। সাধুর সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত চিত্তমালিন্য দূর হয় না। সাধুর হৃদয়ে হ্লাদিনী শক্তির রশ্মি প্রতিফলিত হয়। সেই শক্তি অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে তিনিও সাধুতা বা ভক্তি লাভ করেন। ভক্তদের আশিষ, দর্শন, পদধূলি, অধরামৃত ও উপদেশ—সবই সেই শক্তির সঞ্চারক হয়। সাধুসঙ্গদ্বারা শক্তিসঞ্চারক্রমে জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয় এবং সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

কৃষ্ণপ্রীতিই প্রয়োজন। মহাজন বলেন,—"বেদের সহস্র শাখা আছে। কিন্তু ভজনে একটী শাখাও একটু ভিন্ন নহে। প্রীতিই ভক্ত কৃষ্ণরূপ হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। বেদশাস্ত্রের উত্তম ও নির্যাস। তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল ভুবনে আর কিছুই নাই। সুতরাং সাধুগণের নিকটে প্রীতিই প্রার্থনীয়, নিরন্তর প্রীতিই যোগণীয় এবং অপরকে প্রীতিই উপদেশনীয়।" ভগবৎ-প্রীতি যুক্ত জীবের স্বরূপ। লবণহীন ব্যঞ্জন এবং প্রীতি-হীন ভজন প্রায় একরূপ। প্রীতি, প্রেমই সার। তাহা যদি একবার হৃদয়ে উদিত হয়, তাহা হইলে সকলেই সুখী হয় এবং তাহাদিগকে আর শোক করিতে হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবগ্রাহী। প্রীতিই ভাব। ভক্তের অর্পিত বস্তু হৃদয়ে প্রীতিরূপ সারগ্রহণই শ্রীভগবানের পক্ষে সার-গ্রাহিতা।

ভক্তগণ নিত্যপ্রেমসুখকে সুখ বলিয়াই জানেন। তাঁহারা নিজ-সুখ-দুঃখ-নাশক সেবাসুখকেই প্রকৃত সুখ বলেন। শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় হস্ত সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন—এই বিচারে যিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বয় ও ব্যতিরেক কৃপা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারই সত্বর মঙ্গল হয়। যিনি কৃষ্ণকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়াছেন, তিনিই নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন—তাঁহারই হৃদয়ে পরমানন্দময়ী সেবাচিন্তা স্থান পাইয়াছে। সেবাই নিত্যমঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়। সেবার আনুষঙ্গিক ফলে চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইয়া শান্ত লাভ হয়। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রীতিই সেবার সাক্ষাৎ ফল।

নিতাইর কৃপা হইলে গৌরের কৃপা হয় এবং শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাকান্ত লাভ হয়। যেখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা, সেখানে দম্ভ বা পুরুষাভিমান নাই। ভোগ ও ত্যাগবাসনাই পুরুষাভিমান। পুরুষাভিমান ছাড়িয়া দিলেই ভক্তজনে কৃষ্ণ কৃপা করেন অকাতরে। হইতে হইবে, প্রকৃতি-চিত্ত ধরিয়া পুরুষোত্তমের চিন্তায় ব্যস্ত হইতে হইবে; তাহা হইলেই চিত্ত শুদ্ধ হইবে। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের দয়া হৃদয়ে উপলব্ধি না হইলে দৈন্য কি করিয়া আসিবে? যেখানে কৃপা, সেখানেই দৈন্য। যিনি দীন, তিনিই শরণাগত ও অকিঞ্চন। দীনই সাধু-সঙ্গ লাভ করিয়া একনিষ্ঠ বুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারেন। আমার আর কোন যোগ্যতা নাই, তোমার কৃপাই একমাত্র সম্বল—ইহাই কাঙ্গালের চিত্তবৃত্তি। এজগতে তোমা বলিতে যাঁহার কিছু নাই, যিনি নিজেকে কৃষ্ণভোগ্য জানেন, তিনিই অকিঞ্চন। সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শনই শুদ্ধদর্শন। দীন অকিঞ্চন ব্যক্তি অমানী ও মানদ। দীনের অন্য অহঙ্কার নাই, কিন্তু 'আমি তোমার'—এই শুদ্ধ অহঙ্কার আছে। তিনি সর্ব্বক্ষণ নিজেকে শুদ্ধ কিঙ্কর বলিয়া জানেন। অকিঞ্চনতাই সেবোন্মুখতা। অকিঞ্চনই সেবোন্মুখ। অকিঞ্চনই ভক্ত। অকিঞ্চনই সাধুসঙ্গী। অকিঞ্চনই কৃপালাভের অধিকারী। নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করা বিশেষ দরকার। নতুবা অকিঞ্চন হওয়া যাইবে না। সাধুকে আপন জানিয়া তাঁহার আনুগত্য করিলে অকিঞ্চন সেবোন্মুখ হওয়া যায়। সাধুর অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে সাধু হয় না। সাধুর কৃপাতেই এই সুযোগ সুবিধা হয়।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব সতত আত্মশোধনে যত্নপর হইবেন, গুরু উপদেশ বা কৃপা-শাসন শিরোধার্য্য করিয়া তাহা নিজজীবনে প্রতিপালন করিবার জন্য যত্ন করিবেন। পরদোষানুসন্ধান করা উচিত নয়। গুণগ্রাহী হওয়া দরকার। সাধুর চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করা উচিত। সংশয় ও ভয় পরিত্যাজ্য।

সংকল্প না হইলে [illegible] না, ভগবানের সেবাপ্রবৃত্তি উদয় হইতে পারে না। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কখন কি হয় বলা যায় না। সুতরাং এই সুযোগ [illegible] না করিয়া [illegible] করিতে [illegible] নিযুক্ত হওয়া উচিত। [illegible] ব্যতীত আমাদের আর [illegible] নাই। ধন, জন, পাণ্ডিত্য, [illegible], কোনটাই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। বিপদে আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা [illegible] শ্রীগুরু। সেই [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিব।

অসাধু সঙ্গে নাম হয় না

শ্রীকৃষ্ণ নাম সাক্ষাৎ স্বরূপবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য এবং স্বয়ং কৃষ্ণেরই অবোক্ষজ অবতার। স্বয়ং নাম স্বপ্রকাশ; সুতরাং তিনি কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারেন না। অন্ধকার কি আলো স্পর্শ করিতে পারে, অন্ধকারের সহিত কি আলোর সাক্ষাৎকার হয়? শ্রীনাম সাধুর নিত্যসঙ্গী, সাধুও শ্রীনামের নিত্যসঙ্গী। সাধু শ্রীনামময় ও শ্রীনামও সাধুসঙ্গী। সাধুর সহিত শ্রীনামের—শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যেখানে ভগবান্, সেখানে ভক্ত; যেখানে ভক্ত, সেখানে ভগবান আছেনই। তাঁহারা কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। সূর্য্য এবং আলো যেমন অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট, সূর্য্যের আলোককে বাদ দিয়া যেমন সূর্য্যদর্শন অসম্ভব, সেইরূপ সাধুকে বাদ দিয়া—সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া অসৎসঙ্গে হরিনাম বা হরিসেবা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সূর্য্যালোকেই যেমন সূর্য্যদর্শন সম্ভব, আলোর অভাবে হওয়া না। সাধুর সঙ্গে সেইরূপ হরিনামের সঙ্গ ও সেবা পাওয়া যায়। তাই শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
অসাধুসঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥

সাধুসঙ্গে অর্থাৎ সদ্গুরুর আনুগত্যে যখন আমাদের জিহ্বা সেবোন্মুখ হয়, তখনই স্বতঃপ্রকাশ কৃষ্ণাবতারস্বরূপ শ্রীনাম আমাদের সেবোন্মুখ জিহ্বায় স্বয়ং অবতীর্ণ হন। আমরা আরোহবাদী হইয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী বা [illegible] প্রভৃতি বহির্ম্মুখ অসৎ লোকের সঙ্গ কখনও নিষ্কপটে বদনপূর্ব্বক নাম উচ্চারণ করিতে পারি না। অসৎসঙ্গে কেন নাম হয় না, বহির্ম্মুখের জিহ্বায় যে নামাক্ষর উচ্চারিত হইলেও উহা কেন শুদ্ধ নাম নহে, তৎসম্বন্ধে বলা যায় যে, নামাপরাধ আর নাম একবস্তু নহে। আবার নামাভাসের মধ্যে ছায়ানামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাসও একবস্তু নহে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় নামাভাস বা নামের অবস্থিতি নাই। অনর্থোদয়ের [illegible] নিত্য অবস্থিতি। অপরাধ নামাপরাধ। অনর্থ ও অনর্থোদয়ের মধ্যবর্তী স্থানে নামাভাস এবং বৈকুণ্ঠে নাম অবস্থিত। জগতে চাক্ষুষ দৃষ্টিতে [illegible] শ্রদ্ধাহীন লোক এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু বুঝিতে পারে না। ইহা বস্তুত উপলব্ধির বিষয়। অসাধুসঙ্গে কখনও কৃষ্ণনাম হয় না। নামাক্ষর কখনও নাম হইতে পারে না। যদি [illegible] তবে যে কৃষ্ণনাম একবার জিহ্বা স্পর্শমাত্র কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ পায়, সেইরূপ নাম বহুজন্ম ধরিয়া বহুবার কীর্তিত হইলেও কেন বা প্রেম উদিত হয় না? অতএব সকলের ধীরভাবে অনুধাবন করিয়া জানিতে হইবে যে, বহির্ম্মুখকীর্ত্তিত নামাক্ষর দেখিতে নামের মত হইলেও নাম নহে, নামাপরাধ মাত্র। আঁধারশাক ও বাঁশ দেখিতে একরূপ হইলেও উভয়ে একবস্তু নহে। উহা উভয় বস্তুর ফলপ্রাপ্তি হইতে বুঝা যায়। জোনাকী পোকা দেখিতে আগুনের মত হইলেও উহা গৃহ দগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু দিয়াশলাইএর অগ্নি দগ্ধ করিয়া ফেলে। ফলপ্রাপ্তি হইতেই বুঝা যায়, কোনটী সত্য সত্য আগুন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"কেহ যদি বলেন যে, যে-সকল ব্যক্তি গোপনীয় শাস্ত্রাভ্যাস মাধুর্য্যের বিষয়ে সর্ব্বদাই ভক্তির চর্চ্চা করিয়া বেড়ায়, কে ভগবান্, ভক্তই বা কি, কেহ বা গুরু—এসকল কথা স্বপ্নেও জানেন না, সেইসকল ব্যক্তিও যদি নামাপরাধশূন্য মহাত্মাদিগের ন্যায় নামাভাসাদি-রীতি-অনুসারে হরিনাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদেরও গুরু অর্থাৎ সাধুসঙ্গ ব্যতীত উদ্ধার হইতে পারে; ভগবানের বড় শক্তি, তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভজন এবং সেই ভজনের উপদেষ্টাই গুরু। অতএব 'ভক্তগণই পূর্ব্বে পূর্ব্বে হরিকে লাভ করিয়াছেন—এইরূপ বিবেকবান্ হইয়াও 'কৃষ্ণনামস্বরূপ মহামন্ত্র (সেবোন্মুখ) রসনাস্পর্শমাত্রেই ফল দান করে, দীক্ষা, সৎক্রিয়া, পুরশ্চর্য্যাদি বিধিকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না,'—এই শাস্ত্র-প্রমাণদৃষ্টে এবং অজামিল প্রভৃতির গুরুচরণ ব্যতীতই নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন যে, আমার গুরুপাদপদ্মাশ্রয়রূপ ভজনের আবশ্যকতা কি? নামকীর্তনের দ্বারাই ত' আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে এইরূপ মনে করেন যাঁহারা গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণরূপ মহা-অপরাধ হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাদের অপরাধ ক্ষয় হইবার পর শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিলেই অর্থাৎ মহাজন বা সাধুসঙ্গলাভ্য হইলেই তাহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয়।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের এই সিদ্ধান্তবাণী স্পষ্টই জানা যায় যে, গুরুপাদপদ্ম বা সাধুসঙ্গ ছাড়া কখনই কৃষ্ণনাম হইতে পারে না। সম্বন্ধজ্ঞানরহিত, অপরাধবর্জ্জিত নামোচ্চারণের নাম নামাভাস। অজামিল জীব বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উদ্ধার লাভ করেন। অজামিল নামাপরাধী ছিলেন না। অজামিলের দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি সম্বন্ধজ্ঞান-রহিত, অপরাধ-বর্জ্জিত সাঙ্কেতিকরূপ নামাভাসফলে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উদ্ধার লাভ করার পর বিষ্ণুকিঙ্কর অর্থাৎ সাধু বা বৈষ্ণবগণের নিকট তাঁহাদের মুখে বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম অবগত হইয়া সাতিশয় ভাগ্যবান্ এবং ভগবানের পরমপ্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বিষ্ণুকিঙ্করগণের দর্শন ও তাঁহাদের মুখে ভাগবতধর্ম শ্রবণ এবং নমস্কারাদির দ্বারা তাঁহাদের সেবা করায় তাঁহার নিজ কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ ও নাম-কীর্ত্তনরূপ ভাগবতধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক রতি উদিত হইয়াছিল।

নামাপরাধের মূলই—দেহে 'আমি ও আমার'-বুদ্ধি। অহং-মমাদি বুদ্ধি হইতে সাধুনিন্দা অর্থাৎ অসাধুকে সাধুজ্ঞান ও প্রকৃত সাধুকে অসাধুজ্ঞান এবং নামবলে পাপবুদ্ধি হইয়া থাকে। এই দেহাত্মবুদ্ধি না গেলে, সাধুসঙ্গে আত্মবুদ্ধি, আপনজ্ঞান বা সাধুতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বস্ততা না হইলে হরিনাম কি করিয়া হইবে? সাধুতে শ্রদ্ধা না থাকায় অত সাধুসঙ্গের আচরণ করিয়াও যে সাধুসঙ্গ করিল না, নিজেকে সাধুর ভৃত্য বলিয়া জানিবার যাহার সৌভাগ্য হইল না, সে সাধুসঙ্গী শ্রীনামের সঙ্গ বা সেবা কি করিয়া পাইবে? শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"সকল সময় সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। সাধুর সঙ্গের জন্য, সাধুর বাণী-শ্রবণের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে হইবে। এক মুহূর্ত্তও সাধুর সঙ্গছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না। সাধুসঙ্গে হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই একমাত্র কার্য্য। জীবের পক্ষে অন্য কোন কার্য্যই নাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই সাধুসঙ্গ ও হরিনাম করিতে হইবে।"

জগতে আমার কিছু আছে—এইরূপ অভিমানযুক্ত ব্যক্তির মুখে হরিনাম হয় না। অকিঞ্চন ব্যক্তির সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই শ্রীনাম উদিত হন। সাধুসঙ্গ প্রভাবে অকিঞ্চন হইয়া যাবতীয় প্রাপঞ্চিক অনৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে-সকল দেহাদির সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া, হরিভজনার্থ হরিদ্বারে গমনপূর্ব্বক শুদ্ধ-নামকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বরূপসিদ্ধির পর স্বর্গসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীঅজামিল বলিয়াছেন, —'দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইতে বিষয়ভোগ-বাসনা, আর এ ভোগবাসনা হইতে ভগবৎ কর্ম্মে আসক্তি; ইহাই জীবের বন্ধন। এই বন্ধন আমি মোচন করিব। শ্রীহরির মায়াই রমণীরূপে আমাকে বশীভূত করিয়াছে নরাধম আমি, তাহারই হাতে খেলার পুতুলের ন্যায় চালিত হইয়া বশীভূত পশুর ন্যায় নৃত্য করিতেছি। এই মায়ার কবল হইতেও আমি মুক্ত হইব; সকল ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিব। শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তনে ও সাধুসঙ্গে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং আমি এখন সতত ভগবদ্ভজনারত থাকিব।'

ভাগ্যবান্ জীবের সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীনাম উদিত হইলে চিত্ত দ্রব হইবে এবং তাহাতে ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুব্ধচিত্ততা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ প্রতিমুহূর্ত্তে—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশঘণ্টা ভগবৎ-সেবাযুক্ততা, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্বাভাবিকী অরোচকতা, মানশূন্যতা অর্থাৎ জাত্যভিমান, পাণ্ডিত্যাভিমান, ধনাভিমান, বৈরাগ্যাভিমান প্রভৃতি বিষয়ের জাগতিক মানের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া উত্তম হইয়াও—গুণে আর বা জাত আদি হইয়াও নিজেকে নিষ্কপটে তৃণাধমজ্ঞানে মানশূন্যতা, আশাবন্ধ অর্থাৎ ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তি-বিষয়ে দৃঢ় সম্ভাবনা, সমুৎকণ্ঠা অর্থাৎ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রীতি লাভ-বিষয়ে অত্যন্ত লুব্ধতা, নামগানে সদা রুচি, ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনে আসক্তি এবং সাত্ত্বিক বনবাস, রাজসিক গ্রামবাস বা স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণময় গৃহব্রত ধর্ম্মের বাহক কিংবা নামাপরাধিগণের ন্যায় অর্থাদি-অর্জ্জনের সুবিধার আশায় শ্রীধাম-নবদ্বীপাদি বাস করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া হরিসেবায় নির্গুণ কৃষ্ণকার্ষ্ণ বসতি-স্থলে সেবোন্মুখচিত্তে বাসই কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি—এই নববিধ লক্ষণ নিশ্চয়ই দেখা যাইবে। তখন সুদর্শন বা সুদর্শনের পরিবর্ত্তে দুর্দর্শন বা ভক্তিসিদ্ধান্ত তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইবে। তখনই লোকের স্পষ্টভাবে বুঝিবার সৌভাগ্য হইবে যে, ভক্তিসিদ্ধান্ত বা সুদার্শনিক বিচারই উপরে আর সবই অবান্তর। মনের বশ উচ্চ্ছৃঙ্খলতা। আমার ভাল-লাগা ব্যাপারটা ভোগ, আর কৃষ্ণের ভাল-লাগা ব্যাপারটা সেবা। ভোগ ও সেবার, নামাপরাধ ও নামের সমন্বয় হয় না। আত্মেন্দ্রিয়তোষণের ইচ্ছার লেশ-মাত্র থাকিলে—অন্তরে অন্তঃস্থলে অতি-সামান্য একটুও যদি তাহা লুক্কায়িত থাকিলে কৃষ্ণতোষণ হয় না।

শ্রীকুমুদবন

শ্রীকুমুদবন দ্বাদশবনের অন্যতম তৃতীয় বন। মনুষ্য এই বনে গমন করিলে বিষ্ণুলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। মথুরা হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে উঁহাগাঁও-নামক স্থানে কুমুদবন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কুমুদবন তালবনের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে এবং মথুরার প্রায় সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই কুমুদবনের কুমুদপূর্ণ সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি লীলা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর দ্বাদশবনভ্রমণ-লীলা-প্রকটনকালে এই স্থানে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। বেণুনাদের স্থানও

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

এই বৃন্দাবনেরই অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণ বেণুবাদন করিয়া এইস্থানে ব্রজবনিতাগণকে আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত বিবিধ লীলাবিলাস করিয়াছিলেন।

দতিহা বা দতি-উপবনে শ্রীভগবান্ দন্তবক্রকে বধ করিয়াছিলেন। দন্তবক্রের মাতা শ্রুতশ্রবা শ্রীবসুদেবের ভগ্নী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ কৌমোদকী গদাঘাতে দুষ্ট দন্তবক্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে দন্তবক্র রক্ত বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিল। দন্তবক্র বধের পর তাহার ভ্রাতা বিদূরথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলে শ্রীকৃষ্ণ চক্রের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। শ্রীপদ্মপুরাণ-পাঠে জানা যায়—'দন্তবক্র শিশুপালের বিনাশ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মথুরায় উপস্থিত হয়। কৃষ্ণ তাহা শ্রবণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক মথুরায় আগমন করেন। মথুরার দ্বারে দন্তবক্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অহোরাত্র যুদ্ধ হয়; শ্রীকৃষ্ণ গদার আঘাতে দন্তবক্রকে ধরাশায়ী ও নষ্ট করেন।' ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"শাল্ববধের পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ না করিয়াই রথে আরূঢ় হইয়া তৎক্ষণাৎ মথুরার নিকটে দন্তবক্রকে দেখিতে পাইলেন। এইজন্য অদ্যাপি মথুরার দ্বারকার দিগভিমুখী দ্বারস্থানে 'দন্তবক্রহা' এই সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ লৌকিক ভাষায় দতিহা নামক একটি স্থাপিত এক গ্রাম দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণে এইরূপ প্রস্তাবও আছে,—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় দন্তবক্রকে বধ করিবার পর যমুনা পার হইয়া নন্দব্রজে আগমন করেন। সেখানে উৎকণ্ঠিত শ্রীনন্দ-যশোদাকে অভিবাদন করিয়া আশ্বাসাদি প্রদান করেন। বিরহকাতর মাতাপিতা শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রুসেকের সহিত দৃঢ় আলিঙ্গন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপগণকে প্রণাম এবং বহুবস্ত্রালঙ্কারসমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তর্পণ করেন। যমুনার পুণ্যবৃক্ষপূর্ণ তটপুলিনে কেশব গোপনারীগণের সহিত অহর্নিশ ক্রীড়া করেন। এখানে গোপবেশধর শ্রীকৃষ্ণ বহু প্রমদগণের সহিত প্রমোদমগ্নে দুইমাসকাল বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর এখানকার শ্রীনন্দ গোপাদি ব্রজবাসিগণের প্রসাদে পুত্রদারজনগণের সহিত দিব্যরূপে বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরম-বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দ-গোপাদি ব্রজবাসিগণকে পরমপদ নির্ব্বাধ দান করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন।"

এই স্থানে কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদি নন্দাদি গোপসকল কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণের স্নানের ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় তথায় গমন করেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপ-গোপীগণের মিলন হয়। শ্রীকৃষ্ণ তথায় গোপগোপীগণকে যথোপযুক্ত সম্মান ও নানাপ্রকারে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং তাঁহাদের সহিত অচিরেই ব্রজে মিলিত হইবেন, এইরূপ আশ্বাসবাক্য প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃত পান করিয়া গোপ-গোপীগণ কুরুক্ষেত্র হইতে বিদায়গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণের জন্য যমুনার পারে সতৃষ্ণনয়নে অপেক্ষা করিতে থাকেন। সকলেরই ঐকান্তিক মনোভিলাষ—কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিবেন। এদিকে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে নিজ-ব্রজজনকে বিদায় দিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কুরুক্ষেত্র হইতে দ্বারকাগমনপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে শিশুপালকে বধ করিলেন এবং দন্তবক্রের বধচ্ছলে মথুরায় আগমন করিলেন। দন্তবক্রকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যমুনা পার হইলেন এবং যে-স্থানে উৎকণ্ঠিত নন্দ-যশোদাদি গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং পরমোৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে 'আয়োরে, আয়োরে' বলিয়া সস্নেহে আহ্বান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলের সহিত মিলিত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। ব্রজের ঘরে ঘরে পরমানন্দ প্রকাশিত হইল। পুর্ব্বের ন্যায় সকলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাপ্রকার লীলাবিলাস করিতে লাগিলেন। যে স্থানে গোপগণ 'আয়োরে, আয়োরে' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই স্থান 'আয়োরে'-নামে খ্যাত হইল।

ব্রজে চানা নামে একটী বৃহৎ গ্রাম আছে। প্রাচীনকালে এই চানাগ্রামের এক বিশিষ্ট জাঠধারী শ্রীনন্দমহারাজের পরম বন্ধু ছিলেন। উক্ত জাঠধারী শ্রীনন্দমহারাজের কুরুক্ষেত্র হইতে আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সানন্দচিত্তে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শ্রীনন্দ-মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন এবং যে-স্থানে শ্রীনন্দকে বাস করাইয়া গৌরবের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন, সেইস্থানের নাম 'গৌরবাই' বা 'গৌরাই'। চানা গোকুলের প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম-দিকে অবস্থিত।

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীল রাঘব গোস্বামী প্রভুর সহিত ব্রজমণ্ডলপরিক্রমাকালে, বৃন্দাবন দর্শনান্তে 'দাঙহা', 'আয়োরে' ও 'চানা' প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। ইঁহারা যষ্ঠীকরাটবী, শকটারোহণ, শক্রগোবিন্দ, গন্ধেশ্বর-স্থান, সাতোঞা প্রভৃতিও দর্শন করেন। যষ্ঠীকরাটীকে ছটীকরা বা ছটীকরা বলে। এই স্থান দাঙহা হইতে প্রায় চার মাইল উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থিত। ছটীকরার নিকটে শ্রীশঙ্করদেবের মন্দির। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম গরুড়রূপ ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গন্ধেশ্বরস্থানে গন্ধদ্রব্য ধারণ করাইয়াছিলেন। সাতোঞা শান্তনুনির তপস্যাস্থান।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(১)::——

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীহরি-স্মরণমহোৎসব

গত ২রা কার্ত্তিক, সোমবার শ্রীমদ্-মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব ও শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব-দিবস হইতে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে মাসিক-ব্যাপী শ্রীহরিস্মরণোৎসব গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-প্রভুপাদের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়ামঠের সম্পাদকের সেবোদ্যোগে আরম্ভ হইয়াছে।

ঐদিবস প্রাতে শ্রীশ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব-বন্দনা, গুরুপরম্পরা ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ এই শ্রীউৎসব-উপলক্ষে একমাস শ্রীহরিস্মরণমহোৎসব-সেবায় কিরূপে লাভবান্ হওয়া যায়, কিরূপভাবে সাধকজীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বহু উপদেশপ্রদানমুখে শ্রীগুরুবর্গের কৃপা-নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীমঙ্গলারাত্রিক হইলে শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে শ্রীমন্দিরে পণ্ডিত শ্রীপাদ মদন-মনমোহন কাব্যতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ করেন। অনন্তরে "বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব" গ্রন্থও সমস্তাদিন পারায়ণ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে ভোগ-আরাত্রিকান্তে সমবেত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীহরিকথা আলোচিত হয়। পূজ্যপাদ মহারাজ ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীল কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু কৃপাপূর্ব্বক ইষ্টগোষ্ঠীকালে উপস্থিত থাকিয়া সেবকগণের পরিপ্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন এবং শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুরুপরম্পরা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীমধ্বাচার্য্যের চরিত-কথা ও সিদ্ধান্তসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব-সম্বন্ধেও হরিকথা আলোচিত হয়। অতঃপর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সমবেত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ৪ঠা কার্ত্তিক, ২১শে অক্টোবর, বুধবার উৎসবের তৃতীয় দিবস পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীশ্রীল রূপানুগবর, শ্রীশ্রীল রঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুবরের তিরোভাব তিথি সম্বন্ধে তাঁহাদের চরিতকথা আলোচনামুখে পালন করা হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদ কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পণ্ডিত পঙ্কজাক্ষ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দজীউর শ্রীমঙ্গলারাত্রিকান্তে নৃত্যকীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দিরপরিক্রমা হয়। অতঃপর শ্রীনাটমন্দিরে পণ্ডিত শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করেন। অনন্তরেও শ্রীপাদ জগমোহন দাসাধিকারী 'গোস্বামী সংপুস্তকাদাস'-গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ করেন। মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিকান্তে সমবেত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ ১।০ ঘটিকার বন্দনা ও বিরহসূচক পদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অনঙ্গমোহনদাস ব্রহ্মচারী প্রভু গৌড়ীয় হইতে "শ্রীশ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী" প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে 'শ্রীশ্রীল ভট্টগোস্বামিপ্রভুর সূচক'টী সমবেত সকল সমক্ষে কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ পণ্ডিত-পঙ্কজাক্ষ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা হইতে শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর জীবনচরিত পাঠ ও আলোচনা করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ মদনমোহনদাস কাব্যতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্', 'শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্' ও 'মনঃশিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সায়াহ্নে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগুরুবর্গের কৃপাপ্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। শ্রীমন্দিরের সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনান্তে পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ হইতে স্বরূপশক্তি প্রসঙ্গের সম্বন্ধ অথবা ভক্তির পরোক্ষতা যে স্বতঃ পূর্ণ ও সর্ব্বাধিকারে সমর্থ, তাহার দৃষ্টান্ত ও বিচারাদি আলোচনা করেন। অতঃপরে শ্রীস্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তিপাদের মহাপ্রভুর্ভিস্বাভ, মহেশ্বর্য্য ও অকৈতবা ভেদে ভক্তির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ও পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে প্রায় একশত প্রভাপূর্ণ সজ্জন ও ভদ্রমণ্ডলীকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ২রা কার্ত্তিক, ২০শে অক্টোবর, মঙ্গলবার, পাশাঙ্কুশা-একাদশীব্রত নির্জ্জল উপবাসমুখে উদ্যাপিত হইয়াছে।

ঐ দিবস দুপুরে শ্রীপাদ পণ্ডিত পঙ্কজাক্ষ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীমঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীমদ্ভাগবতপারায়ণ হয়। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত পণ্ডিত শ্রীপাদ মদনমোহনদাস কাব্যতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'একাদশী'-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ 'শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ' হইতে শ্রীহরিবাসরপালন মাহাত্ম্য ও অকরণে দোষের কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২২।২৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত নৃত্য-কীর্ত্তন হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণই পাঠক-সজ্জন শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমের বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের নিয়মাবলী নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সর্বকালিক নিয়োগ ইহার লক্ষ্য জানিবেন।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নির্দিষ্ট ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (Issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও মাসের মধ্যভাগ হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। নূতন ও পূর্ব ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরত পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক-গণের কোনপ্রকার অপ্রত্যাশক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ভগবদ্‌ভক্তের কায় ভগবদ্‌ভক্তিহীনের পরমার্থ বন্ধ, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাকড়ি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি		১৷০
" " সিকি কলম		৪৲
" " অর্দ্ধ কলম		৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

তেলের "টিনের" অভাব

ইস্পাতের অভাবহেতু তেলের টিন, পিপা অথবা ড্রাম এবং অন্যান্য কৌটা প্রভৃতির অত্যন্ত টানাটানি দেখা দিয়াছে। এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা দূর করার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া এই ব্যাপারে বিক্রেতা ব্যবসায়ী ও ব্যবহারকারীদিগকে গবর্ণমেণ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে অনুরোধ জানাইতেছেন। ব্যবসায়ীরা পিপা, টিন বা কৌটা ভর্ত্তি কোন মাল বিক্রয় করিলে খরিদ্দারের নিকট হইতে যেন উহা ফেরৎ লইবার চেষ্টা করেন এবং খরিদ্দারগণও যেন উহা সম্বন্ধে ব্যবহার কাজ শেষ হইলে দোকানদারকে ফেরৎ দেন।

তেলের ড্রাম ফেরত সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এক পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে তেলকলগুলি উহা অনুসরণ করিবে। একবারের চালানী মাল শেষ হইলে দ্বিতীয় চালানের পূর্ব্বেই খালি ড্রামগুলি তেলকলে পাঠাইয়া দিতে হইবে, সেখান হইতে ঐগুলি পুনরায় তেল ভর্ত্তি হইয়া আসিবে। ড্রামগুলি যাহাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য ব্যবহার-কারীদিগকে সর্ব্বপ্রকার যত্ন লইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

পাথুরে কয়লার দ্বারা মোটর চালনা

পেট্রোল খরচ বাঁচাইবার জন্য আজকাল মোটর গাড়ী ও লরীতে কাঠ কয়লার গ্যাস উৎপাদক যন্ত্র বসান হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ৬০০টি মোটর যদি গ্যাস দ্বারা চালিত হয় তাহা হইলে বৎসরে ১০ লক্ষ গ্যালন পেট্রোল কম খরচ হইবে। আজকাল কাঠ কয়লার প্রতিমণের দাম ২৸০। বাস কিম্বা লরী যদি কাঠ কয়লার গ্যাসে চলে তাহা হইলে ২ হাজার মাইল চলিলে ২০০৲ টাকা কম খরচ হইবে।

পেট্রোল চালিত গাড়ীগুলিকে গ্যাস দ্বারা চালাইবার ব্যবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে এইরূপ গাড়ীর সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার হইয়াছে।

গ্যাসে চালাইবার যন্ত্র তৈয়ারীর জন্য ইস্পাত আবশ্যক। "ওয়ার ট্রান্সপোর্ট" বিভাগের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহারা উহার ব্যবস্থা করিতেছেন। দেশের সর্ব্বত্র বনবিভাগের কর্ম্মচারীদের দৃষ্টি কাঠ কয়লা প্রস্তুত ও সরবরাহ করিবার দিকে নিয়োজিত হইয়াছে।

গাড়ী চালাইবার জন্য পাথুরে কয়লা হইতে গ্যাস উৎপাদন করা যায় কি না, তাহাও পরীক্ষা করা হইতেছে।

ধান চাউল মজুত বে-আইনী

ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী আগামী পৌষ মাস পর্য্যন্ত কোন গৃহস্থ অথবা কোন দোকানদার প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল মজুত রাখিতে পারিবে না। ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই খবরটি ঢোল-সহরতে সাধারণ্যে জানাইয়া দিয়াছেন। কাহার কি পরিমাণ মজুত ধান চাউল আছে, তাহা নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনে জানাইবার জন্য সকলকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

যিনি এই আদেশ অমান্য করিবেন, তাঁহাকে ভারতরক্ষা বিধানে ৩ মাস পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

বিহার হইতে মিছরী চালান বন্ধ

গত ১৩ই অক্টোবর তারিখে এক্সট্রা-অর্ডিনারী গেজেটে এক অতিরিক্ত সংখ্যায় বিহার গবর্ণমেণ্টের এক আদেশে বলা হইয়াছে যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক লেখক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনও ব্যক্তির লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ ১৮ই অক্টোবর হইতে বিহার প্রদেশের বাহিরে কোন স্থানে স্থলপথ, জলপথ ও রেলপথে যে কোন পরিমাণ মিছরী লইয়া যাইতে পারিবে না।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর-রচিত মূল, শ্লোকার্থ, অনুবাদ ও বিবৃত টীকাসহ নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিভাগীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র
ও
স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত টীকা ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

অব্যর্থ মহৌষধ

মস্তিষ্কা-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পরীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় গলিত উদর কাটিয়ে বক্রেয় রাঁধা। শিশুর, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থা পাবক ঔষধ কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৶০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনিরুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সজ্জন-তোষণী পত্রিকা।

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিপ্রতাম্ব-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি সম্বলিত [illegible] গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্য মঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৪ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৭৬: ১১ই কার্তিক, বাং ১৩৬৯, ২৮শে অক্টোবর, ইং ১৯৬২, [illegible] } [illegible] সংখ্যা

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ দামোদর, [illegible], গৌরাব্দ ৪৭৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য—কৃষ্ণানুসন্ধান প্রদানের জন্য পঞ্চতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব—এই ষট্‌তত্ত্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীগুরুদেব বিষয়-বিগ্রহ ভগবান্ না হইলেও তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। 'অন্তর্যামী' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বিষয়-বিগ্রহ ও স্বয়ংই আশ্রয়বিগ্রহরূপে নিজেই নিজের আস্বাদন করিতেছেন। তাহা না হইলে বিলাস হয় না। এই বিলাসের সর্বপ্রধান সহায়—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুদেব সকল জীবের একমাত্র আশ্রয়। তিনিই জীবকে কৃষ্ণানুসন্ধান প্রদান করেন। স্বয়ং কৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহার ভজনপ্রণালীর কথা আর কে জানাইতে পারে? শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু পুরাণবাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

সর্বতোভাবে গুরুপাদপদ্মের হইয়া গিয়া তাঁহার সুখবিধানই একমাত্র কর্তব্য। শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবকে তাঁহার বলিয়া গ্রহণ করিলেই ভক্তি হয়। গুরুদেবের হইয়া যাইতে পারিলেই সেবা হয়। তাঁহার না হইয়া যে সেবার অভিনয়, তাহা সেবা নয়। সেবাবিগ্রহের স্বরূপশক্তি হইতে পারিলেই সেবক হওয়া যায়। সেবা জ্ঞানবীর নয়। যদি কিছু কোন প্রকারে নিষ্কপট চিত্তে প্রতি অনুগত হন, তবে তিনি জীব ভক্তির অধিকারী হয়। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত [illegible] পাওয়া যায়। অন্যথা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সেই করুণাময় গুরুদেব আমাদিগকে কৃপা করেন। তাঁহার বাণী সাধুদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া আমাদের হৃদয় নির্মল করে। তাঁহার অহৈতুকী করুণাতে আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় যোগ্য হইতে পারি। শ্রীচৈতন্য-সেবানিরত বৈষ্ণবগণ এ কালের প্রতি অহৈতুকী করুণা করিলে—তাঁহারা কৃপা-দৃষ্টিপাত করিলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা পাইতে পারিব। শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রীচৈতন্যাশ্রয় হওয়া যায়; আর শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবোন্মুখ জীব বৈষ্ণবগণের কৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে রতি হয়।

———

ভক্তি ব্যতীত অপর কোন বস্তু আমাদিগকে ভগবানের নিকট লইয়া যাইতে পারে না। ভক্তি ব্যতীত ভগবানকে বশ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। এই ভক্তি শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি-লক্ষণা। ভক্ত একান্তনিষ্ঠ ও অব্যভিচারী। ভক্তিপথের প্রথমেই আত্মনিবেদন বা সম্বন্ধজ্ঞান দরকার। তৎপরে শ্রবণের কথা। যে-পর্যন্ত অনর্থ নাশ না হয়, সে-পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে হইবে। এমন কি, দর্শনের পরেও শ্রবণাদি চলিবে। এই শ্রবণ নিত্য। শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলন করিতে হইবে। সেইজন্য মহাপ্রভু সকলকে 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'-এর উপদেশ করিয়াছেন। হরিকীর্তন অভিধান [illegible] হইবে। [illegible] বিভিন্ন করিলে সর্বক্ষণ [illegible] হইবে। [illegible] না। তবে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, [illegible] অভিমান [illegible] না। [illegible] সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে কৃষ্ণভজন কি করিয়া হইবে?

———

হরি ও হরিকীর্তন—উভয়ই অভিন্ন, [illegible] স্বরূপ। [illegible] হইবে, তবেই আমরা [illegible] পারি। শাস্ত্র বলেন অনর্থযুক্ত [illegible]। "অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ, ভক্তিযোগমধোক্ষজে।" শাস্ত্র বলেন অনর্থ [illegible]। সর্বকালের জন্য [illegible] কাজেই অনর্থের আশা নাই। [illegible] কাম, কামের জন্য পুনরায় কাম; এইরূপে কাম পুনঃ পুনঃ আসিবে বা আসবেন। কিন্তু [illegible] কীর্তনের ফল—অনর্থ বা অনর্থ [illegible] হইতে নিবৃত্ত হইয়া চেতনের স্বাস্থ্য লাভ করিয়া চেতনাবাসী হওয়া। শুদ্ধ নামাশ্রয়েই অনর্থ [illegible] হয়। তখন জীব অনর্থমুক্ত হইয়া নিরন্তর নামের [illegible] হরিকীর্তন করেন। চেতন কখনও নামের আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। কৃষ্ণকীর্তন তাঁহার স্বভাব ও নিত্যধর্ম।

——

যদি সম্বন্ধজ্ঞানই না হয়, তাহা হইলে ভক্তি বা কীর্তন কি করিয়া হইবে? [illegible] পুরুষ 'আমি' ও 'আমার' বিচার [illegible] পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বিচারক। [illegible] দাস্য সম্বন্ধ, সেইখানে শ্রীচৈতন্য বা আশ্রয় [illegible]।

[illegible]

[illegible] আকাশ(?) [illegible] ... [illegible] বিষয় [illegible] বৃথা [illegible] না। [illegible] না [illegible] অবস্থা নাই। [illegible] ... কথা? আমার কথা। [illegible] আমার মত হইবে। [illegible] আমাকে [illegible] বলা [illegible] পারেন। জগতের এ সাধ নাই।

———

মহাপ্রাণ কাহারও [illegible] হইবে—[illegible] হইবে—কাল পারে [illegible] —শুদ্ধবৈষ্ণব-[illegible] [illegible] না পাপীর মধ্য নাম [illegible] না [illegible]। [illegible] হইবে। লক্ষ টাকা [illegible] পাওয়া যায় না, সকল [illegible] হয়। [illegible] বা [illegible] নিন্দা-বাদের অযোগ্য বা বাদে-বাদে নিন্দা।

——

জগৎসংসার দুঃখ আমাদের কাছে হরিভজন না করিবার একমাত্র কারণ। আমাদের [illegible] প্রবল হইলে আমরা কেহ [illegible] মনের দুঃখ ভুলিয়া যাইব। যাহা আমাদের নয়, তাহাকে আমাদের মনে করায় অনাদি [illegible] সম্বন্ধ। এই কারণেই এত [illegible] দুঃখ হইয়াছে। আনন্দ-[illegible] দেশে ও বিদেশে আমরা অশেষ দুঃখ-[illegible] ভাগী হই। ইহাই আমাদের বিরুদ্ধের অবস্থা। কিন্তু আমরা যদি নিজেকে কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিতে পারি, তাহা হইলে আর কোনও দুঃখ থাকে না। সেইজন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

জীব কৃষ্ণদাস —এ বিশ্বাস
করলে ত' আর দুঃখ নাই।

মন চঞ্চল। [illegible] কিন্তু [illegible] নিশ্চিত থাকার [illegible] বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণ [illegible]। তাঁহার সেবা করাই [illegible] কাজ।

— — —

[illegible] দেশের নাই, [illegible] সে দেশে [illegible], [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণ। [illegible] হইতে [illegible] হইবে। আবার [illegible] লাভ-পূজার জন্য [illegible] পক্ষী, [illegible] [illegible]

লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভজন না করিলে মনুষ্যদেহ লাভ করার কোনই সার্থকতা নাই।

জগতে মনুষ্যের বিপদ্ আছে, দুঃখ-কষ্ট আছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ্—হরিকথা-কীর্তনকারী ভাগবতের নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হওয়া। জগতে সর্বাপেক্ষা বড় অভাব—হরিকথার। যাহা হইতে অভাব দুঃখ দূর [illegible] হইয়াছে। জগতে হরিকথার অবাধিত [illegible] প্রচারিত হইবে, তখন দুঃখ-[illegible] অভাব ঘুচিয়া যাইবে। জীবের স্বরূপ স্বভাবে কোনরূপ দুঃখ কষ্ট নাই। জীব সচ্চিদানন্দ ভগবানের সেবক বলিয়া সেও সচ্চিদানন্দ। [illegible] সেই আনন্দময় [illegible] নিরানন্দময় হইয়াছে—অভাব, দুঃখ, অজ্ঞানতা [illegible] তাহাকে [illegible] করিয়াছে। জীব আজ স্বভাব [illegible] হইয়া নানাপ্রকার অসুবিধায় [illegible] হইয়াছে। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তাহাকে আর এই অভাবের [illegible] থাকিতে হইবে না। আবার অভাব [illegible] করে—শুদ্ধবৈষ্ণবের শুদ্ধকীর্তন [illegible] সুতরাং [illegible] একজন নিষ্কপট হরিকীর্তনকারী শুদ্ধভক্ত হরিকীর্তনের আদর্শ [illegible] করিয়া যাবেন, তাহা হইলে জগতের [illegible] দুঃখ বিদূরিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত জগতের এই অভাব-মোচনের অন্য উপায় নাই। নিষ্কপট হরিকীর্তনকারী শুদ্ধভক্ত এবং শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি ও অন্যান্য শাস্ত্র [illegible] জগতের প্রকৃত [illegible] কিছুই হইতে পারে না। সাধুগণ যদি হরিকথা কীর্তন না করেন, তাহা হইলে জীবের ভাগ্যে যে কি চরম দুঃখের দিন উপস্থিত হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। সাধুগণ যদি হরিকথা কীর্তন না করেন, তাহা হইলে মানুষ [illegible] মূর্খ জীবের [illegible] কিছুই হইতে পারে না। তাঁহারাই হরিকথারূপ সঞ্জীবনী-সুধা দান করিয়া মৃত ও জীবগণকে জীবন দান করেন। সাধু যদি তাঁহার এই মহাদান হইতে [illegible] হন, তাহা হইলে জীবের হরিবিমুখতারূপ যে ভীষণ ব্যাধি তাহা হইতে নিস্তারের অন্য উপায় নাই। যাঁহারা [illegible] অপ্রাকৃত, শাস্ত্রজ্ঞ ও সেবাপ্রাণ [illegible] বিশেষ বাধক সাধুগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারাই অকপট-নিষ্কপট হইয়া [illegible] কৃষ্ণনামে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন—তাঁহারাই অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে আবদ্ধ করিতে পারেন। ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্বক [illegible] একমাত্র উপায়। শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা ও কৃপা ব্যতীত ভগবৎসেবালাভের—নিত্যমঙ্গল লাভের অন্য উপায় নাই। বৈষ্ণবের সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত জীবের ভগবদ্ভজনে যোগ্যতাই লাভ হইতে পারে না। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারা না জানাইলে ভগবৎসেবার কথা কেহ জানিতে পারে না। সুতরাং চরিত্রবান শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবের পাদপদ্ম ব্যতীত ভগবৎসেবা লাভ করিবার উপায় নাই। তাঁহাদের কৃপা হইলে আমাদের স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয়, আমরা নিজেকে চিনিতে পারি। সুতরাং আমাদের দেহ-মন ও পথ্য শুদ্ধবৈষ্ণবসেবাতেই নিযুক্ত হউক।

———

শ্রীবহুলাবন

———:::(*):::———

শ্রীবহুলাবন মথুরা হইতে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে। বর্তমান বাটী-গ্রামে বহুলাবন অবস্থিত। বাটীগ্রামের উত্তরে বহুলাকুণ্ড। কুণ্ডের দক্ষিণতটে বহুলাগাভীর মন্দির। প্রবাদ এই যে,—এখানে বহুলা-নাম্নী গাভী ব্যাঘ্রের দ্বারা আক্রান্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঘ্রকে নিধনপূর্বক উক্ত গাভীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্য কিংবদন্তী এই যে, কোন ব্যাঘ্র 'বহুলা'-গাভীকে আক্রমণ করিলে গাভী বলিয়াছিল যে, তাহার ক্ষুধার্ত বৎসকে দুগ্ধ পান করাইয়া সে আত্মীয় প্রত্যাবর্তন করিলে তাহাকে ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিতে পারিবে। বহুলা-গাভী বৎসকে দুগ্ধ-পান করাইয়া ব্যাঘ্রের নিকট ফিরিয়া আসিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে ব্যাঘ্র বহুলা-গাভীর সত্যবাদিতা দর্শনে বিস্মিত হইয়া গাভীকে পরিত্যাগ করে। বহুলা-গাভীর নাম হইতে 'বহুলাবন' হইয়াছে।

শ্রীব্রজমণ্ডল-লীলা-বিস্তারকালে শ্রীগৌরসুন্দর যখন বহুলাবনে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তখন লক্ষ লক্ষ গাভী ঊর্দ্ধপুচ্ছে শ্রীগৌরসুন্দরকে বেষ্টন করিয়া প্রেমভক্তি প্রকাশার্থ প্রভুর অঙ্গ লেহন ও [illegible] করিয়াছিল। অন্যান্য পশু, পক্ষী, ময়ূর, কোকিলাদিও নানাবিধ কূজন ও নৃত্যদ্বারা তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। বৃক্ষলতাসমূহ পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা প্রভুকে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

পথে গাভী-ঘটা চরে প্রভুরে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য় আসি' হুঙ্কার করিয়া॥
গাভী দেখি' স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব-অঙ্গে॥
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডূয়ন।
প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥
কষ্টে-সৃষ্টে ধেনুসব রাখিল গোয়াল।
প্রভু-কণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগপাল॥
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি' প্রভু-অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে বাটে॥
শুক, পিক, ভৃঙ্গ প্রভুরে দেখি' 'পঞ্চম' গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি' প্রভু-আগে যায়॥
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণে।
অঙ্কুর-পুলক, মধু-অশ্রু বরিষণে॥
ফুল-ফল ভরি' ডাল পড়ে প্রভু-পায়।
বন্ধু দেখি' বন্ধু যেন 'ভেট' লঞা যায়॥
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম।
আনন্দিত বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ॥
তা' সবার প্রীতি দেখি' প্রভু ভাবাবেশে।
সবা-সনে ক্রীড়া করে হঞা তা'র বশে॥
প্রতি বৃক্ষলতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥
অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থিরে।
'কৃষ্ণ বল' 'কৃষ্ণ বল' বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
স্থাবর জঙ্গম মিলি' করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি॥
মৃগের গলা ধরি' প্রভু করেন রোদনে।
মৃগের পুলক অঙ্গে, অশ্রু নয়নে॥
বৃক্ষডালে শুক-শারী দিল দরশন।
তাহা দেখি' প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন॥
শুক-শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি' পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ-শ্লোক পড়ে॥
শুক-শারী উড়ি' পুনঃ গেল বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি' প্রভুর
কৃষ্ণকান্তি-স্মৃতি হৈল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িল॥
প্রভুরে মূর্চ্ছিত দেখি' সেই ত' ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য-সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ॥
আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে, বস্ত্রের বাতাস॥
প্রভুকর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি'।
চেতন পাঞা প্রভু যান গড়াগড়ি॥
কণ্টক-দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য কোলে করি' প্রভুরে সুস্থ কৈল॥
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল' 'বোল' করি' উঠি' করেন নর্তন॥

ময়ূরগ্রাম বহুলাবন বা বাটীর দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ময়ূরগ্রামের বর্তমান নাম 'মোর'। ময়ূরগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য দর্শন করিয়াছিলেন। ঊর্দ্ধপুচ্ছ লক্ষ লক্ষ ময়ূর-ময়ূরীর মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরগণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানের নাম ময়ূরগ্রাম হইয়াছে। বসাতিগ্রাম—বসতিগ্রাম বা [illegible] হইতে প্রায় দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিম-দিকে অবস্থিত। শ্রীবৃষভানু মহারাজ [illegible] হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিলেন। পরে শ্রীবৃষভানু রাজা বর্ষাণে স্বীয় বাসস্থান নির্মাণ করেন। ছটিকরা বা 'ছটিকরা' হইতে বসাত প্রায় চা'র মাইল ব্যবধান। ছটিকরার পশ্চিমে রাওল বা 'রাল'। শ্রীনন্দ মহারাজ কংসের উৎপাতে মহাবন গোকুল হইতে ছটিকরায় আসিয়া বাস করিলে শ্রীবৃষভানু মহারাজও 'রাওল' বা রাভেল হইতে 'বসাত'-গ্রামে আসিয়া বাস করেন। 'রাওল' বা রাভেলের বর্তমান নাম রাল। পূর্বে এই স্থানে [illegible] মহারাজ বাস

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে পরে তিনি 'বর্সাতি'-গ্রামে যান। এই গণ্ড-গ্রাম 'বাটী' হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং 'বর্সাতি'-গ্রাম হইতে প্রায় সাড়ে তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। বাটী বা একলা-বন হইতে 'গোধ' গ্রাম প্রায় তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। কবীনগাঁও বা নন্দিগ্রাম হইতে 'গোধ' প্রায় ছয় মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে। এইভাবে শ্রীভগবান ও শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত সন্তোষমনে লীলা-বিলাস করিয়াছিলেন। 'গোধ' হইতে প্রায় চারি মাইল পশ্চিমে, 'বর্সাত' হইতে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, 'গোবর্দ্ধন' হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তর পূর্ব্বকোণে 'মুখরাই' গ্রামের প্রায় এক মাইল উত্তরে 'আরিট্' গ্রাম বা শ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত 'বৃন্দাবন' হইতে তিন মাইল দূরে স্থিত ৩। এখানে শ্রীমতী সুখানুভব করিতেন বলিয়া 'সুখাকুণ্ড'-নাম হইয়াছে। সুখাকুণ্ড হইতে তিন মাইল দূরে কদমখণ্ডি, এখা হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে শ্রীরাধাকুণ্ড। 'আরিট্' গ্রামের নাম এবং তথায় শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের আবির্ভাব-সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। কথিত হয় যে, একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিদ্বিলাসময়ী কামলীলা-মাধুর্য্য প্রকাশার্থ এখানে বৃষভাসুর অসুরকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্ট অসুরকে বধ করিয়া কৌতুকে শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীমতী শ্যামগুণী তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন যে, যদ্যপি অরিষ্টাসুর একটী দৈত্য বিশেষ, তথাপি সে বৃষাকৃতি। বৃষবধহেতু শ্রীকৃষ্ণকে গো-বধের অপবিত্রতা স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী তিনি কিছুতেই তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর এই বাক্য শ্রবণে হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, এখনই তিনি এখানে সর্ব্বতীর্থ আনয়ন করিয়া স্নান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তথায় পদাঘাত করিবামাত্র সর্ব্বতীর্থের অপূর্ব্ব একটী কুণ্ড প্রকটিত হইল। শ্রীমতী ও সখীগণের বিশ্বাসের জন্য তীর্থসমূহ তাঁহাদের স্ব স্ব পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধারাণীর সহিত তাঁহার সখীবৃন্দকে প্রদর্শন এবং সর্ব্বতীর্থকে সম্বোধনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সেই তীর্থে স্নান করিলেন। কার্ত্তিক-মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী-তিথির অর্দ্ধরাত্রে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রকাশ হইল। অতঃপর শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের প্রগল্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার সখীগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীশ্যামকুণ্ডের পশ্চিমাংশে আর একটী কুণ্ড খনন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু শ্রীমতী নিজ সখীদিগের সহ-সরোবর খনন করিলেন, তাহাতে জল ও হইল না এবং কোন তীর্থেরও আগমন হইল না। তখন তাঁহারা 'কংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপী-দিগকে চিন্তিত দেখিয়া বলিলেন,—"আমার এই কুণ্ড হইতে জলগ্রহণ করিয়া তোমরা তোমাদের সরোবর পূর্ণ কর।" তাঁহারা আত্মাভিমান-লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডের জল বৃষাসুরের স্পর্শ-জনিত পাপযোগহেতু পাতকযুক্ত; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ড হইতে জল আনিয়া তাঁহাদের সরোবর পূর্ণ করিলেও তাহা পাতকযুক্ত হইবে। সখীগণসহ শ্রীমতী বলিলেন যে, তাঁহারা সর্ব্বতীর্থময়ী শ্রীমানসী-গঙ্গার জল আনয়নপূর্ব্বক শ্রীরাধা সরোবর পূর্ণ করিবেন। শ্রীমতী রাধারাণী ও তৎসখীগণের এইরূপ বাক্যোক্তি শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ তীর্থসকলকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তীর্থসমূহ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতী তীর্থগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নিজকুণ্ডে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীমতীর আদেশ পাইবামাত্র শ্রীশ্যামকুণ্ডের জলবেগ তীর ভেদপূর্ব্বক শ্রীরাধা সরোবরে পতিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডকে পরিপূর্ণ করিল। এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রকট হইল। অদ্যাপি শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যভাগে তীর-ভেদ চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহার দ্বারাই উভয়কুণ্ডের জল উভয়কুণ্ডে গমনাগমন করিয়া থাকে। যাঁহাদের শ্রীরূপানুগবর অপ্রাকৃত রসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-পদপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণ-সৌভাগ্য-জনিত অপ্রাকৃত বিচার উদিত হইয়াছে, তাঁহারাই উপরি উক্ত লীলা-কথার মাধুর্য্য ও তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন। শ্রীরাধা-কুণ্ডের সকল দিকে লালতাদি অষ্টসখীর মধুর কুঞ্জরাজি শোভিত। আবার শ্রীশ্যামকুণ্ডের সর্ব্বদিকেও সুবলাদি নর্ম্মসখাগণের কুঞ্জ বিরাজিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্রজমণ্ডল-লীলা প্রকট করিয়া নৃত্য করিতে করিতে "আরিট-গ্রামে" আগমনপূর্ব্বক আরিট-গ্রামবাসী ব্যক্তিদিগকে লুপ্ত শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে কেহই উক্ত লুপ্ত স্থানদ্বয়ের নির্দ্দেশ বলিতে পারিলেন না; যেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে যে মাথুর বিপ্র আগমন করিয়াছিলেন, তিনিও সে-সম্বন্ধে কোনও সন্ধান দিতে পারিলেন না। সর্ব্বজ্ঞচূড়ামণি শ্রীমন্মহাপ্রভু লুপ্ত তীর্থদ্বয়ের কথা সকলই জানিতেন এবং তাহা নিরীক্ষণ করিতে-ছিলেন। শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড দুইটী ধান্যক্ষেত্ররূপে লুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ধান্যক্ষেত্রদ্বয়ের স্বল্পজলে স্নানপূর্ব্বক শ্রীকুণ্ডকে মহামহিমাদের স্তব করিতে লাগিলেন এবং উক্ত কুণ্ডের মৃত্তিকা লইয়া ললাটে তিলক করিলেন। তখন হইতেই গ্রামবাসী সকলে লুপ্ত শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের বার্ত্তা জানিতে পারিলেন। গ্রামবাসী লোকসমূহ বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা এতকাল 'কালী' ও 'গৌরী' নাম দিয়া উক্ত ধান্যক্ষেত্র-দ্বয় পালন করিতেছিলেন, এখন তাঁহারা এই মহাপ্রভুর মহাপুরুষের কৃপায় হৃদয়ের যথার্থ তথ্য অবগত হইলেন। একদিন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু কুণ্ডদ্বয়ের এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া কুণ্ডদ্বয়কে সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ স্বীয় ভক্তের মনোবাসনা জানিতে পারিয়া অলৌকিকভাবে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। কোনও এক শ্রেষ্ঠী বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক শ্রীনারায়ণকে বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী প্রদান করিলে শ্রীনারায়ণ উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয়কে স্বপ্নযোগে জানাইলেন,—"তুমি এই অর্থগুলি লইয়া আরিট-গ্রামে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট লইয়া যাও এবং আমার নাম করিয়া এই অর্থগুলি তাঁহাকে প্রদান কর। যদি তিনি এই-সকল অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এইরূপ কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কারের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।" উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয় এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আরিট গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সম্মুখে প্রণাম-পূর্ব্বক উক্ত মুদ্রাসমূহ ভেট দিয়া শ্রীনারায়ণের আজ্ঞাও তাঁহাকে জানাইলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রেষ্ঠীকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া অবিলম্বে কুণ্ড-দ্বয়ের পক্ষোদ্ধার করিবার জন্য বলিলেন। উক্ত শেঠী মহোদয়ও মহানন্দে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর আজ্ঞানুসারে কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার-সেবা করিতে লাগিলেন তাহাতে বক্র হইবার একটী কারণ ও রহস্য আছে। শ্যামকুণ্ডের তীরে একটী বিশেষ পুরাতন বৃক্ষ বর্ত্তমান ছিল। সকলেই ঐ বৃক্ষটী ছেদন করিয়া কুণ্ডের চতুর্দ্দিক সমান করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু পুনরায় শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর নিকট স্বপ্নযোগে মহারাজ যুধিষ্ঠির জানাইলেন যে, তাঁহারা পঞ্চভ্রাতা বৃক্ষরূপে বাস করিবার জন্য তথায় বৃক্ষরূপে

প্রাতঃকালে মানস-পাবনঘাটে স্নানপূর্ব্বক পঞ্চবৃক্ষ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রণাম করেন [illegible] পরদিবস প্রাতঃকালে মানস-পাবন ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন [illegible] পুরাতন বৃক্ষটিও জন্মস্থানে পঞ্চবৃক্ষ সংলগ্ন রহিয়াছে। ইহা দর্শন করিয়া শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভু সকলকে ঐ বৃক্ষ ছেদন করিতে নিষেধ করিলেন। বৃক্ষটী ছেদন না করায় শ্রীশ্যামকুণ্ড শ্রীরাধাকুণ্ডের ন্যায় চতুষ্কোণ হইল। কুণ্ডদ্বয় নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া শ্রীল রঘুনাথের হৃদয়ে অশেষ আনন্দের সঞ্চার হইল। শ্রীল রঘুনাথ দিবারাত্র কুণ্ডের তীরে বৃক্ষতলে বাস করিতেন।

একদিন শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীআরিট গ্রামে শ্রীগোপাল ভট্ট স্থানে আগমন করিলেন। শ্রীল সনাতন প্রভু মানস পাবনঘাটে যাইবার সময় দেখিলেন,—একটী ব্যাঘ্র সেখানে জলপান করিতেছে, শ্রীল রঘুনাথ শ্রীকৃষ্ণনামামৃত-পানে বিভোর হইয়া তথায় বসিয়া আছেন এবং তাঁহার নিকট দিয়াই ঐ ব্যাঘ্রটী জলপানপূর্ব্বক বনে গমন করিল। কিছুক্ষণ পরে শ্রীল রঘুনাথ তথায় শ্রীল সনাতন প্রভুকে দেখিতে পাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীল সনাতন সেহের সহিত শ্রীল রঘুনাথকে বলিলেন,—"এখন হইতে তুমি পর্ণশালা-পূর্ব্বক কুটীরে বাস করিবে।" শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর আজ্ঞানুসারে সেইদিন হইতে শ্রীল রঘুনাথ কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক পঞ্চপাণ্ডব ঘাটের উপরে বাস করেন।

———

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে নিয়মসেবোৎসব

আকরমঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে গত ২২ কার্ত্তিক, শনিবার পূর্ণিমাপক্ষে উত্থানদ্বাদশী-দিবস গৌরপার্ষদ শ্রীরঘুনাথ শ্রীল মুরারিগুপ্ত প্রভু ও শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের বিরহ মহোৎসব নিয়মসেবা হরিসংকীর্ত্তন ও প্রধানবাসী ভক্তবৃন্দের মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীউর্জ্জব্রত উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে আসিয়ে তত্রস্থিত উর্জ্জব্রত উদযাপন করেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে উৎসবটী সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসব-উপলক্ষে বিচিত্র পতাকা, দণ্ড, ঘণ্টা, করতাল, মৃদঙ্গ সহ একটী [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া [illegible] করেন। [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী [illegible] আলোচনা করেন। [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী [illegible] উপলক্ষে [illegible] পাঠ করেন

জাম্বক তুলসী মন্দার [illegible] জলে। চতুর্দ্দিকে বিস্তর বৃক্ষ এই চারিদিকে॥

[illegible]

Regd. No.C. 1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

——— [illegible] ———

নিয়মাবলী

১। [illegible] দিবেন। [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] নিয়োজিত [illegible] হইবে। [illegible]

২। [illegible] বৎসর [illegible] (Foreign [illegible]) [illegible]

৩। [illegible] কোন [illegible] ঠিকানা [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] পাওয়া যায় না। [illegible]

৪। [illegible] Reply card বা ৵১০ পয়সার [illegible] ঠিকানা পরিবর্তনের [illegible] যে পূর্ব ঠিকানা না [illegible] সম্ভব হয় না।

৫। [illegible] সম্পাদকের [illegible] [illegible]

৬। [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible]

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] কার্য্যাধ্যক্ষ [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও [illegible]		পরবর্তী দিনের জন্য
[illegible] প্রতি চার	২৲	১।০
" " [illegible] কলম	৪৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

বাঙ্গলার অসামরিক সরবরাহ ডিরেক্টার 'গেজেট অব ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশিত ১৯৪২ সালের খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের প্রধান প্রধান বিধানের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। ঐ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে :—

১ (ক) এই আদেশ ১৯৪২ সালের ১৫ই নবেম্বর হইতে বাঙ্গলায় বলবৎ হইবে।

(খ) খাদ্য ব্যবসায়ের উপর কর্তৃত্ব করা এই আদেশের উদ্দেশ্য নহে; [illegible] কোন কোন খাদ্যশস্যের পরিমাণ এবং চালান সম্পর্কে [illegible] সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানিতে পারিবেন।

(গ) [illegible] খাদ্যশস্য একবারে ২০ মণের অধিক [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] প্রয়োজন নহে।

(ঘ) [illegible] সম্পর্কে [illegible]:—

(১) গম ও উহা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি (আটা, ময়দা, সুজি, [illegible]) (২) ধান, (৩) চাউল, (৪) [illegible], (৫) জোয়ার, (৬) বজরা, (৭) [illegible] (৮) যব, (৯) [illegible]।

কিন্তু [illegible] খাদ্যশস্য সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে

যে ব্যক্তি ([illegible]) একবারে ২০ মণের অধিক খাদ্যশস্য ক্রয়, বিক্রয় করিবে কিংবা বিক্রয়ের জন্য মজুত করিবে তাহাকে লাইসেন্সের জন্য কলিকাতায় কণ্ট্রোলার অব সাপ্লাই, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কিংবা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট 'ক' ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে। তাঁহাদের নিকট হইতে বিনামূল্যে ঐ ফরম পাওয়া যাইবে।

তৎপর বিনামূল্যে 'খ' লাইসেন্স ফরম বিলি করা হইবে।

যাহাতে যথাসময়ে লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য পূজার ছুটির পর যতদূর সম্ভব সত্বর দরখাস্ত করা উচিত।

লাইসেন্সের কোন সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে লাইসেন্স বাতিল হইতে এবং তদুপরি অর্থদণ্ড হইতে পারে।

বিমান আক্রমণকালে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহার

বিমান আক্রমণকালে আলোক জ্বালা ও বৈদ্যুতিক পাখা চালান সম্বন্ধে বিধি [illegible] সম্পর্কে [illegible] গবর্ণমেণ্ট এক প্রেস নোট প্রচার করিয়াছেন।

গৃহের বহির্ভাগ অথবা উহার উর্দ্ধ হইতে [illegible] আলোকসমূহ দূরে [illegible] বিমান আক্রমণকালে উক্ত আলোকসমূহ জ্বালা [illegible] কোন বাধা নাই। [illegible] বৈদ্যুতিক পাখা চালান নিষিদ্ধ [illegible] এবং [illegible] বৈদ্যুতিক আলোক অথবা কেরোসিন তৈলে প্রজ্জ্বলিত আলোকসমূহ বিমান আক্রমণকালে [illegible] জালিয়া এবং বৈদ্যুতিক পাখা চালানই বাঞ্ছনীয়। তবে [illegible] হইবে যে, বাহির হইতে যেন আলোকরশ্মি দেখা না যায়।

[illegible] আলোক সম্বন্ধে উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য নহে। বিমান আক্রমণকালে আগুন লাগিবার আশঙ্কায় গ্যাসের আলোকসমূহ জ্বালিতে পারা যাইবে না। যাইবেন [illegible] গ্যাসের আলোকগুলি নির্বাপিত করা কর্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

[illegible] প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[illegible] মূল্য [illegible] আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

[illegible] শ্রীল ঠাকুর [illegible] বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত [illegible] প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

[illegible] বিস্তৃত জীবন-চরিত, [illegible] বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] একমাত্র উপায় [illegible] পুরাতন [illegible] ছোট বোতল [illegible] বড় বোতল [illegible] ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। [illegible]

১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ৫ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ১২ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ২৯শে অক্টোবর, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } ১৮৩ তম সংখ্যা

শ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতিসহ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ দামোদর, তৃতীয়া কামলোচনী, গৌরাব্দ ৪৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীগুরুবৈষ্ণবমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণফলেই আমাদের আত্মার সুপ্তা বৃত্তি জাগ্রত হয়। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে শব্দ ব্যতীত কোন উপায় নাই। বৈকুণ্ঠশব্দের ধ্বনি যখন কর্ণদ্বারে প্রবেশ করিয়া চেতন স্পর্শ করে, তখনই চেতনবস্তু যে আত্মা, তাহা জাগ্রত হয়। সেইজন্য হরিসেবা-লাভের একমাত্র উপায় সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবমুখে বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ। শ্রবণেই সিদ্ধিলাভ হয়। কায়ের দ্বারা যেমন সর্ব্বক্ষণ সেবা করা দরকার, সেইরূপ কর্ণের দ্বারাও সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণরূপ সেবা ও আনুগত্য করা দরকার। নতুবা বঞ্চিত হইতে হইবে।

বদ্ধজীব আমাদের মূল অপরাধ কৃষ্ণ-বিস্মৃতি। কৃষ্ণবিস্মৃতির জন্যই আমাদের যত কিছু অসুবিধা হইতেছে। যেখানে কৃষ্ণস্মৃতি বা কৃষ্ণনামকীর্ত্তন, সেখানে মায়ার কোন বিক্রম নাই। এই মূল অপরাধ ধ্বংস না হইলে অন্যান্য অনর্থনিবৃত্তির জন্য যতই চেষ্টা করা হউক না কেন, তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না। কারণ, মূল ধ্বংস না হইলে অনর্থের পুনরায় উদ্গম হইবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগের নিদান ধরিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন। অর্থপ্রাপ্তি অর্থাৎ কৃষ্ণস্মৃতি যাহাতে হয়, তদুপায় চিন্তা করা উচিত। তাহাতে অনর্থনিবৃত্তি হইবে। বস্তুতঃ ভগবৎ-সেবক জীবের মায়াবদ্ধ হইয়া এরূপ কষ্টভোগ করিবার কোনই কারণ ছিল না, যদি সে ভগবান্‌কে না ভুলিত।

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহা ভুলি' গেল।
সেই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥

'আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই কথা ভুলিয়াই জীবের মায়াবন্ধন। জীব যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণের সহিত তাহার নিত্য সেব্য-সেবক-সম্বন্ধের কথা ভুলিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই মায়া তাহাকে বন্ধন করিয়াছে। যাহারা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া—কৃষ্ণসেবানন্দ ভুলিয়া ভোগ করিতে চায়, তাহারাই মায়ার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়। কৃষ্ণবিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই সংসারস্মৃতি। আলো ও অন্ধকার, দিবা ও রাত্রি, সেবা ও ভোগ, সাধু ও অসাধু, কৃষ্ণ ও মায়া পাশাপাশি রহিয়াছে। একটির প্রতি বিমুখ হইলেই অন্যটির প্রতি উন্মুখ হইতেই হইবে। কৃষ্ণকে ছাড়িলেই মায়াকে ধরিতেই হইবে। তটস্থশক্তিজাত জীব একটা-না-একটা না ধরিয়া থাকিতে পারে না। ভোগ-বাসনা জাগিবামাত্র জীবের সংসার-দশা লাভ হয়। সংসার ভোগাগার। ভোগাগারে পতিত হইবামাত্র জীবের 'আমি গুরুকৃষ্ণের নিত্য অযোগ্য কিঙ্করাধিকিঙ্কর, বৈষ্ণবের দাস'—এই শুদ্ধ অভিমান তিরোহিত হয়। তখন সঙ্গে সঙ্গেই 'আমি মায়ার ভোক্তা'—এই শোচনীয় অহঙ্কার আসিয়া জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। শুদ্ধাবস্থায় জীবের 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই শুদ্ধাভিমান থাকে। শুদ্ধাবস্থায় যে অভিমান, তাহা কৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধে যুক্ত হয়, আর বদ্ধাবস্থায় সেটী হয়—দেহমনের সম্বন্ধে। এখন কৃষ্ণবিস্মৃতাবস্থায় 'মানুষ আমি', 'দেবতা আমি', 'রাজা আমি', 'প্রজা আমি', 'ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র আমি', 'পীড়িত আমি', 'ক্ষুধাতুর আমি', 'সবল আমি', 'দুর্ব্বল আমি', 'ধনী আমি', 'দরিদ্র আমি', 'পুরুষ আমি', 'স্ত্রী আমি' ইত্যাদি নানাপ্রকার আত্মাভিমান জীবকে গ্রাস করে। আমিত্বে এইরূপ নানা-প্রকার দোষ প্রবেশ করায় 'আমার গৃহ', 'আমার শরীর', 'আমার ধন-জন-পাণ্ডিত্য', 'আমার বল', 'আমার ঐশ্বর্য্য' ইত্যাদি অনন্ত বস্তুতে 'আমার'-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই 'আমি' ও 'আমার' লইয়া যে একটী ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহারই নাম সংসার। এই সংসার তাপত্রয় দ্বারা সর্ব্বক্ষণ তাপিত। কৃষ্ণবিস্মৃতির জন্যই আমাদিগকে এই সংসারে পতিত হইতে হইয়াছে।

সংসারে পতিত জীবের এইরূপ অবস্থা 'আমি-আমার' ভাব লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যক্রমে ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি সঞ্চিত হইয়া থাকে। সেই ভক্তিপ্রদ সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে। অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জাগিলে শুদ্ধ সাধুসঙ্গ করিবার স্পৃহা হয়। শ্রদ্ধার ইহাই লক্ষণ যে, সে শ্রদ্ধাপাত্রের সঙ্গ করিবেই। এই শ্রদ্ধা শরণাগতি-লক্ষণা। শ্রদ্ধার পাত্র কে?—গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্। শ্রদ্ধা থাকিলে গুরু-বৈষ্ণবে সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়। শরণাপত্তি-সম্পন্না শ্রদ্ধার একটী লক্ষণ এই যে, শ্রদ্ধাবান্ শরণ্য বস্তুর আনুকূল্য গ্রহণ ও প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন করিবেন। শ্রদ্ধাবানের 'ভক্তি ও ভক্তের যাহা অনুকূল, তাহাই গ্রহণ করিব এবং ভক্তি ও ভক্তের যাহা প্রতিকূল, তাহাই বর্জ্জন করিব'—এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকে। তাঁহার 'ভগবানই আমার রক্ষাকর্ত্তা, ভগবানই আমার পালকর্ত্তা। ভগবানের কৃপা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে আমার মঙ্গল হইবে না; সুতরাং আমি তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িব না, তিনি ছাড়িতে চাহিলেও আমি তাঁহাকে ছাড়িতে পারিব না'—এই বিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা আছে। শ্রদ্ধালু জন 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই স্বরূপজ্ঞানে অবস্থিত থাকায় 'আমার কে' জ্ঞানও তাঁহার লাভ হইয়াছে। 'আমি গুরুকৃষ্ণের আজ্ঞাবাহী দাস, তাঁহারা চালক, আমি চালিত, তাঁহাদের ইচ্ছাতেই আমার কার্য্য',—তিনি এইরূপ বিশ্বাস এবং নিজের দীনতা, হীনতা ও অকিঞ্চনতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। যাঁহার চিত্তে এইপ্রকার শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে, তিনিই ভক্তিপথের অধিকারী।

শ্রদ্ধাকেই সাধুশাস্ত্র ভক্তিলতা-বীজ বলিয়াছেন। বীজ না পাইলে এবং পাইয়াও সেই বীজ বপন না করিলে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। সাধুর কৃপায় ভক্তিবীজ লাভ হয়। শ্রদ্ধা-সহকারে সাধুসঙ্গ করিতে করিতে ভজন-ক্রিয়া হয়। শুদ্ধ-সঙ্গে ভজনক্রিয়া করিতে করিতে যখন অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে অর্থাৎ ভজনের বাধা অপসারিত হইবে, তখনই শুদ্ধভক্তির উদয় হইবে। তখনই অন্যাভিলাষশূন্যা, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতা, আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনরূপা শুদ্ধা ভক্তি লাভ হইবে। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সেবাই ভক্তি। আনুগত্য না করিলে সেবা হয় না। প্রকৃত আনুগত্যই সেবা। কৃষ্ণানুকূল অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষীয় যে ভক্ত অর্থাৎ ষোল-আনা স্বার্থ যাঁহার কৃষ্ণের সুখের জন্য, সেই অনুকূলের আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণসেবা করাই কর্ত্তব্য।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণনাম হয় না। সর্বক্ষণ সাধুর সন্নিকটে থাকিতে হইবে। সাধুর বাণীর সান্নিধ্যই সাধুসঙ্গ। কৃষ্ণ সর্বত্র থাকিলেও সাধুর সহিতই কৃষ্ণের সর্বদা বিলাস চলিতেছে। সেইজন্য সর্বক্ষণ সাধুসঙ্গ না করিলে সর্বক্ষণ কৃষ্ণকে মনে রাখা যায় না। সর্বক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি হয় না বলিয়াই আমরা অনর্থের বা অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি না। শরণাগতিসহ আকুলভাবে কৃষ্ণকে আহ্বান করিলেই কৃষ্ণ আসিবেন এবং কৃষ্ণ আসিলেই তাঁহার সেবার বাধা-সকল অপসারিত হইবে। সাধুসঙ্গ না হইলে শ্রবণের অনুশীলন হইবে না। সাধু শ্রবণানুশীলন-পরায়ণ বা নামকীর্তনপরায়ণ; সুতরাং তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত আর উপায় কি?

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরুকৃপা বিনা নাহিক উপায়॥

সাধুসঙ্গ বাদ দিয়া আমরা নিজে নিজে ভজনের যতই চেষ্টা করি না কেন, তাহাতে আমাদের মঙ্গল হইবে না। সাধু ছাড়া আমাকে সংশোধন করিবে কে? আমি যাহা করি, তাহাতে কৃষ্ণের সুখ হয় কি না, আমাকে বলিবে কে? কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়দমনের চেষ্টা বৃথা। ইন্দ্রিয় দমন করিবে কে? ইন্দ্রিয়গুলির চেয়ে অধিক বলশালী না হইলে ত' ইন্দ্রিয় দমিত হইবে না। আমরা নিজে নিজে ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারি না, পারিলে কামবশীভূত হইতে হইত না। ইন্দ্রিয়দমনও হইতে পারে সাধুসঙ্গ হইলে। যাঁহারা বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগকে দমন করিয়াছেন, সেই জিতেন্দ্রিয় সাধুই পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। আমরা জিতেন্দ্রিয় সাধুর সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত মঙ্গললাভে সমর্থ হইব না। সুতরাং গুরুসেবাই ভক্তি বা ভগবানকে পাইবার একমাত্র উপায়।

নাম-সংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য। এই কৃষ্ণনাম নামী হইতে অভিন্ন। কৃষ্ণনাম অন্তর্দেশ-কালের অতীত কোন অক্ষর-বিশেষ নহেন। কৃষ্ণের শাব্দিক অবতার কৃষ্ণনাম। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ যেরূপ অসীম শক্তিশালী, শ্রীনামও তদ্রূপ শক্তিশালী। হরিভক্তের দ্বারা ভগবৎ-কৃপার প্রসারিত হয়। কায়-মনোবাক্যে শ্রীনামের শরণাগত হইলে শ্রীনামসেবার দ্বারা চিত্তবিক্ষেপাদি শ্রীনামের কৃপাতেই দূরীভূত হয়। শ্রীনাম শক্তিমান্। তাঁহার শ্রীরূপ, শ্রীগুণ, শ্রীলীলা, শ্রীপরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি সবই আছে। কৃষ্ণ পরব্রহ্ম, নাম শব্দব্রহ্ম। কৃষ্ণের নামরূপে এ জগতে অবতরণ মহাবদান্যতার পরিচয়। জীবের প্রতি অপার করুণা করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণই নামরূপে জগতের নিকট বিরাজমান। শ্রীনাম-কীর্তন চিরন্তন কৃষ্ণাভিন্ন। নাম-কীর্তনই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র উপায়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণনাম অন্তর্মুখ—মায়ামুক্ত জীবের জিহ্বাতেই স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন।

নিরপরাধে নামগ্রহণ করিলে, নামের কৃপাতেই মঙ্গল হইবে। বাল-বৃদ্ধ যুবা, স্ত্রী-পুরুষ—সকলেরই নাম-কীর্তন বা হরিভজনে পূর্ণ অধিকার আছে। হরিনামকীর্তনে সকলের অধিকার থাকিলেও যোগ্যতা-বিচার আছে। শ্রদ্ধা ও শরণাগতিই হরিনাম-গ্রহণের যোগ্যতা। অকপট শ্রদ্ধা ও অনন্য শরণাগতির পরিমাণানুসারে জিহ্বায় শ্রীহরিনাম উচ্চারিত হন। সর্বাত্মনিবেদিত, প্রপন্ন, শরণাগত শিষ্যের সেবোন্মুখী জিহ্বাতেই শ্রীনামপ্রভু কৃপাপূর্বক আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রপন্নজনের হরিভজনপ্রতিকূল বিঘ্ন-সমূহ বিদূরিত করেন। শ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন,— "নামপ্রভুর কৃপালাভের জন্য অবিরাম আর্তি ও আত্মনিবেদন, তাঁহাতে শরণাগতিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন-ভজন। সর্বোত্তম মহা 'হরে-কৃষ্ণ' মহামন্ত্রের কীর্তন কেবল নামের নিকট আর্তির সহিত প্রার্থনা। 'হে হরে, হে কৃষ্ণ, হে রাম নিত্যস্বরূপ, হে গোকুল-মহোৎসব, আমাকে কৃপা কর।' এই কৃপার প্রার্থনায় আর্তি যাঁহার যত প্রবল ও ব্যবধানরহিত, তিনি ততই ভগবৎ-সেবার প্রতি উন্মুখ। যিনি যত নামবিলাসী, তিনি তত বশীভূতভাবে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় শ্রীনামাচার্য ও শ্রীনামপ্রভুর দ্বারা নিয়মিত হইবে। প্রাক্তন-বিশেষ কর্মের দ্বারা পরিসেবিত ভক্তদের বাণীর সহিত নিজের আচরণকে মিলাইতে হইবে। যাহা আমরা শ্রবণ করি, কীর্তন করি, দর্শন করি, আস্বাদন করি, ঘ্রাণ করি অথবা স্পর্শ করি, তদ্বারা কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীনামের সেবা হইতেছে অথবা ঐ-সকল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের পথে চলিয়াছে, ইহা নিষ্কপটে শ্রেষ্ঠ গুণগ্রাহী বৈষ্ণবের নিকট সর্বদা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও তৎসঙ্গে তাঁহার কীর্তিত-বাণীর কষ্টি-পাথরে নিজের আচার-বিচার পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। যখনই ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীনামের তর্পণবিধান না করে—দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।"

কৃপালাভ অর্থে সাক্ষাৎকার লাভ। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপালাভ না হইলে কেহ তাঁহাদের সেবা করিতে পারে না। আগে সাক্ষাৎকার, তারপর সেবা। দর্শন না করিয়া যে সেবার আড়ম্বর, তাহা অন্ধকারে হাতড়ান মাত্র। লক্ষ্য স্থির না করিয়া অন্ধকারে তীর ছুড়িলে যেমন লক্ষ্যভেদ করা যায় না, তদ্রূপ সেব্যবস্তুর দর্শনাভাবে সেবাও সম্ভবপর হয় না। ভগবান্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী। ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব সর্বত্র আছেন, ত্রিকাল দর্শন করেন এবং সকলের অন্তর জানেন। তাঁহার এই স্বরূপজ্ঞান জীবহৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত না হইলে তাঁহার সেবা করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহারা নিত্যনবনবায়মানভাবে লীলাবিলাস-পরায়ণ। তাঁহাদের এই বিলাস দর্শন না করা পর্যন্ত সর্বক্ষণ তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকা জীবের সাধ্য নহে। তাঁহাদের এই বিলাসের সহায়তা করার নামই সেবা। শ্রীগুরুদেবের সেবাভিলাষী জীবের অন্যমনস্কতা নাই। তাঁহারা ভুলেও গুরুদেবকে ভুলিয়া অন্য চিন্তায় নিযুক্ত হন না। যাঁহার একবার শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন হইয়াছে, তিনি আর কোনক্রমেই তাঁহাকে ভুলিতে পারেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরমসৌন্দর্য পরমসেব্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-মন মোহিত করেন। তাঁহার ন্যায় রূপবান্ আর দ্বিতীয় কেহ নাই। তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি আর কাহারও নাই। তিনি সর্বোত্তম সেবাদ্বারা সর্বসেব্য বস্তু ইষ্টদেবকেও বশীভূত করিয়াছেন। তিনি সেবার দ্বারা কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মহাধন হইয়াছেন। তিনিই প্রেমামৃত কৃষ্ণকে বিতরণ করেন। শ্রীগুরুকৃপাবলেই নামরূপী কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপদর্শন-ভাগ্য উপলব্ধ যাঁহার হইয়াছে, তিনিই নিত্য, তাঁহারই হরিভজন হইবে। এইরূপ সৌভাগ্যবান্ জন তাঁহাকে কখন ভুলিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি তাঁহার ছাড়া জগতের তথাকথিত কোন বস্তুতেও আকৃষ্ট হইতে পারেন না। তাঁহার কোন ভয় নাই, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় লাভ করিয়া অভয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ভক্তের সঙ্গ ও কৃপা লাভ হইলেই জীব নির্ভয় হইতে পারে।

শ্রীগুরুদেব নিজে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভোগ্য। কিন্তু তিনি অত্যন্ত উদার। আশ্রিত জনগণকে কৃষ্ণের সেবায় লাগাইয়া তাঁহার পরম সন্তোষ। আত্মভোগপরায়ণ জীবনিচয়কে বিষয়বিগ্রহের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল। তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভোগের যোগ্য করিবার জন্য তাঁহার কষ্টই না হয়। এইরূপে আত্মভোগস্পৃহানীত জীবকুলকে বিষয়ের আশ্রিত করেন বলিয়াই শ্রীগুরুদেব মূল আশ্রয়তত্ত্ব। তিনি জীব ও ভগবানের মধ্যবর্তী সেতু। যতদিন জীবকে শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া কৃষ্ণভোগযোগ্য করিবার জন্য তিনি যত্নশীল, তিনিই শ্রীগুরুদেব। তিনি ভগবান্ ও জীবের ব্যবধানে 'বাধা'-স্বরূপ নহেন, পরন্তু অত্যন্ত বন্ধু 'অনুকূল'। তিনি কৃষ্ণের বিলাস প্রতিরোধকারী নহেন, পরন্তু তাঁহার ভোগের উপকরণ-সংগ্রহকারী। এই কার্যে তাঁহার পরমানন্দ।

ভ্রম ও মোহ

দেহে আত্মবুদ্ধিই আমাদের প্রধান ভ্রম। হরিভজনের পথে ইহাই সর্বাপেক্ষা অযোগ্যতা। আমরা যখন ভগবৎস্বরূপ বর্জন করিয়া ভোগবুদ্ধি আত্মসাৎপূর্বক আমাদের কর্তৃত্ব অহংকারে অপব্যবহার ও মায়াবদ্ধতা স্বীকার করি, তখনই আমাদের আত্মজ্ঞান বা স্বরূপজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। আমরা তখন স্বরূপ-বিস্মৃতির ফলে—দেহবুদ্ধিবিভূতির ফলে অনাত্মবস্তুতে আত্মবোধ করিয়া বিবর্তের আশ্রয় গ্রহণ করি। তাই শাস্ত্র বলেন,—

'দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্তের স্থান'।

(চৈঃ চঃ)

এই বিবর্তের আশ্রয়েই আমাদের যাবতীয় ক্লেশরাশি। প্রথমে নশ্বর-বিকারাত্মক দেহকে আত্মবুদ্ধি করিয়া 'সমস্ত জড়ই আমাদের মনোরথের আস্পদ'—এই অবস্থায় আমাদের প্রবেশ হয়। তখনই আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠবাণীকে প্রাকৃত মনের ধারা বা বুদ্ধির দ্বারা বুঝিয়া লইবার জন্য দুঃসাহসিক যত্ন করি। তাহাতে আমাদের অজ্ঞতায় বা আত্মিকতঃ এমন হওয়ায় মহাসর্বনাশ উপস্থিত হয়। তখন মনের নেতৃত্বে চলিতে চলিতে ক্ষণিক লাভ ঘটে। ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি অমঙ্গল হইতে পারে? ক্রমশঃ ভগবৎসান্নিধ্য হইতে ক্রমেই বিচ্যুত হইতে থাকি, তখনই আমাদের চিত্ত চিৎ হইতে অচিৎ বা জড়ে অধিক পরিমাণে আকর্ষিত হইতে থাকে। আবার জন্মান্তরের ফলে জীবের জন্মে জন্মে অনন্ত ত্রিতাপ লাভ হয়। ইহাই দেহাত্মবুদ্ধির পরিণাম।

যখন আমরা দেহাত্মবুদ্ধি বা স্বস্বরূপাভাবিনী মায়াপিশাচীর দ্বারা আক্রান্ত হই; তখন আমরা অসংখ্য প্রয়োজনের মধ্যে পড়িয়া মায়ার-জগতে ব্যাপারের মায়াজালে বদ্ধ হই। মায়ার ক্ষণিক সুখ আপাত সুখকর, কিন্তু তথাপি তাহার পরিণাম অনন্ত দুঃখাবহ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"অবিদ্যাজলনদেহক সবে
চলে জগৎ পুরুষার্থহীন্।
হরিনামহরমানন্দ-
ক্ষণ গোলকধামবহুবিধুর্॥"

এই জড় জগৎ একটী কারাস্থলপূর্ণ এবং চিন্ময়তই জীবের প্রকৃত বাসস্থল। রাজা যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপন করেন, পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ অপার করুণা করিয়া অজ্ঞজনের কারাগার ও অন্ধকারময় কারাকর্মীকে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। এই জগতে যেরূপ কোন ব্যক্তি রাজদ্রোহসূচক কোন কার্য করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং তথায় তাহাকে শাস্তি

করিয়া রাখা হয়, সেইরূপ কোনও জীব যখনই কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া জগৎ ভোগ করিতে চায়, তখনই মায়াদেবী তাহার গলায় ফাঁসি দিয়া তাহাকে সংসার-কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ভোগবাসনার মূলে দেহাত্মবুদ্ধি। ভোক্তা বা পরিত্রাণ—একমাত্র কৃষ্ণ। জীব তাঁহার ভোগ্য বা শক্তি। এই মায়াবন্ধনের নামই জীবের সংসার-প্রবেশ। জীব মায়াবদ্ধ হইলেই তাঁহার নিত্য-স্বরূপ অর্থাৎ চিৎস্বরূপ দুইটি ঔপাধিক জড় শরীর দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যায়। তন্মধ্যে স্থূল শরীরটী পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই তিনটী জিনিষ লইয়া সূক্ষ্মশরীরটী গঠিত। বস্তুতঃ জীবের একটী নিজস্বরূপ আছে। সেই স্বরূপের পরিচয়ও আছে। সেই স্বরূপটী সুন্দর। যেমন এই স্থূল শরীরের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ প্রভৃতি অবয়ব যথাস্থানে ন্যস্ত হইয়া সুন্দররূপকে প্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ চিন্ময়স্বরূপ শরীরে সর্ব্বাবয়বযুক্ত একটী চিৎস্বরূপ আছে। তাহাই জীবের নিত্যস্বরূপ।

জীবাত্মা অস্ত্রশস্ত্রাদিতে ছিন্ন হয় না, আগুনে দগ্ধ হয় না, জলে ক্লেদযুক্ত হয় না এবং বায়ু দ্বারা শুষ্ক হয় না। তাহা সুন্দর, শুদ্ধ ও সনাতন। তাহার স্বভাব পরমাত্মার সেবা করা। কিন্তু সে ভোগবাসনার ফলে স্ব-স্বভাব হইতে বিচ্যুত হওয়ায় কারাগারে বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। পতিতজীবের বন্দী-দশাই ভাল লাগিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বাসনা ও সংস্কারক্রমে জীব স্থূল শরীর লাভ করে এবং তদনুযায়ী তাহারা গঠিত হয়, যথাসময়ে পুনরায় কর্ম্ম করে ও মরণান্তে পুনরায় কর্ম্মফলানুযায়ী গতি লাভ করে। এইরূপ জীব কর্ম্মফলে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিত্যপ্রভু, আমরা তাঁহার নিত্যদাস; তাঁহার সেবা করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। তাঁহাকে ভুলিয়াই আমরা এই নশ্বর দেহে পাপপঙ্কিল ও দুর্গন্ধ হইয়া পড়িয়াছি। ইহা আমাদের স্বকৃত কর্ম্মেরই ফল। আমরা অনাদিকাল হইতে এই চতুর্দ্দশভুবনাত্মক দেবীধামে কৃষ্ণ-বিস্মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছি। কিন্তু এখনও আমাদের সম্মুখে অসীম অনন্তকাল বর্ত্তমান। ইহার দুর্লভ মানবজীবন অল্পকালস্থায়ী। দেহাত্মবুদ্ধি ছাড়িয়া হরিভজন না করিলে আবার অনন্তকাল ব্যাপিয়া এই দুঃখময় সংসার-কারাগারে আমাদিগকে হাবুডুবু খাইতে হইবে। যিনি আমাদিগকে হাত-ভরে সাহায্য করেন, উপদেশের দ্বারা মায়িক জড়াসক্তি কাটাইয়া দিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করেন, তাঁহারাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। তিনি, চারিদিকে কৃষ্ণভজন করেন এবং অপরকে কৃষ্ণভজন করাইবার জন্য সতত ব্যস্ত,

তাঁহার দয়া ও কৃপা ছাড়া ভবসমুদ্রের পাদপদ্মে সমুদ্র বিশ্রাম লাভ করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। ভক্তের কৃপাছাড়া ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। কারণ ভগবান্ ভক্তেরই প্রেমবাধ্য। সুতরাং কোনও প্রকারে যদি ভক্তের কৃপাকর্ষণে পড়া যায়, তাহা হইলে ভগবান্‌কে অনায়াসে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎ-কৃপালাভের অন্য কোন উপায় নাই।

প্রাপ্ত হরিভজনযোগ্য মানবজন্ম লাভ করিয়া—বুদ্ধিমান্ হইয়া মদে বা মায়ামোহে পতিত হওয়া ত' মূর্খের কার্য্য। মায়াবদ্ধ ব্যক্তিই মূর্খ। জীবনের অনিশ্চিত কয়েকটী দিনের জন্য অসারবস্তুতে আত্মজ্ঞান করা উচিত নয়। এই পাপদেহ ছাড়িতেই হইবে। যে-দিন আমাদিগকে এই ধরাধাম ছাড়িয়া যাইতে হইবে সেদিন এজগতের কেহই বা কোনবস্তুই আমাদিগকে রাখিতে পারিবে না। সে সময় এ জগতের নশ্বর কোন বস্তুই আমাদিগের সঙ্গেও যাইবে না। সে সময় এজগতের নশ্বর সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। সে সময় এ দুস্তর ভবসাগরের পারের সাহায্যও করিবে না। একমাত্র গুণকালাতীত গোলোকাগত অপ্রাকৃত গুরু ও হরির ভক্তি হরিনাম আমাদিগকে পারে লইয়া যাইতে সমর্থ। তাই বলি, যদি ভবসাগরের পারে যাইবার কাহারও বাসনা থাকে, তবে আমাদিগকে আমাদের নিত্য-স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য এই জগতে কপট-মানবের বেশে আসিয়াছেন যে সাধু, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে একান্তভাবে শরণ লওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। তিনিই আমাদিগকে স্বদেশে লইয়া যাইবার একমাত্র মালিক। তাঁহার ও তদ্ভিন্নজনের কৃপাই ভবসাগরপারের একমাত্র উপায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মত এত বড় দয়ালু এ বিশ্বে আর নাই। তিনি অসহায়ের সহায়—অগতির গতি, দুর্দ্দশ পাপী ও অপরাধী জীবের প্রাণের আরাধ্য-দেবতা। অন্তর হইতে নিষ্কপটে প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার শ্রীচরণে আমা-দিগকে আশ্রয় দিবেন। তাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিলে আর আমাদের পুনরায় চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে না—ভগবৎসেবা লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিব। নিত্যানন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, তাহাকে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর পতঙ্গ মধ্যে গণনা করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সম্বন্ধাশ্রয়ই পরম। শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র নিত্যবন্ধু। যাহার এইরূপ বন্ধু আছে, তিনিই অতি ভাগ্যবান্—তাপিত প্রাণ জুড়াইতে, শোকের দীর্ঘনিশ্বাস কমাইতে, দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে, বিপদের সময় হৃদয়ে ধৈর্য্য ও সাহস ঢালিয়া দিতে এমন বান্ধব আর কেহ নাই। শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাই জীবের

একমাত্র দেহাত্মবুদ্ধির হাত হইতে নিস্তারের একমাত্র উপায়। তাঁহার কৃপায় জীব সেবোন্মুখ হইলে,—চেতনের প্রতি উন্মুখ হইলে জড়সম্বন্ধীয় দেহাত্মবুদ্ধি আপনা হইতেই ছাড়িয়া যায়। যেমন অর্থপ্রবৃত্তি হইলে আনুষঙ্গিকভাবে অনর্থের নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ চেতনের প্রতি অভিনিবেশ হইলে জড়াভি-নিবেশ, মায়াভিনিবেশ বা দেহাত্মাভিনিবেশ আপনা হইতেই চলিয়া যায়। তাহার জন্য আর পৃথগ্‌ভাবে চিন্তা করিতে হয় না। অতএব শ্রীনামভজনের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় এই দেহাত্মাভিনিবেশ শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপায় অপসারিত হইলে জীব নির্ব্বিঘ্নে হরি-ভজন করিয়া পরম শান্তি লাভ করিতে পারে।

শ্রীকাম্যবন

——::(:০:)::——

শ্রীকাম্যবন বর্ষাণের প্রায় সাত মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম কামান। ইহা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের অবস্থিতি-স্থান এবং গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের ভজনস্থলী। শ্রীবজ্রনাভের প্রতিষ্ঠিত কামেশ্বর শিব এখানে আছেন। পাণ্ডবগণ এখানে বনবাসকালে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে দাঠাবন বা দিগ্ হইয়া কাম্যবনে যাইতে হয়। কাম্যবন দ্বাদশবনের অন্যতম চতুর্থ বন। ইহা বনসকলের মধ্যে উত্তম। এই বনে গমন করিলে, জীবের মহামঙ্গল হয়। এই বনে স্নান মাত্রে সকলের সকল কামনার ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভক্তিরত্নাকর বলেন,—

এই দেখ সর্ব্বমনোজ্ঞ কাম্যবন।
বিষ্ণুলোকে পূজ্য এথা করিলে গমন॥
সর্ব্বকামফলপ্রদ কাম্যবন হয়।
যথাতথা কৈলে স্নান সর্ব্বদুঃখ ক্ষয়॥

কাম্যবনের বিমলকুণ্ডে সর্ব্বপাপের মোচন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই কুণ্ডে প্রাণ-ত্যাগ করে, তিনি ভগবানের ধামপ্রাপ্ত হন। কাম্যবনে গোপীকারমণ-সরোবর বিরাজিত। তাহার অপর নাম কাম-সরোবর। এই কাম্যবনে সহস্র সহস্র তীর্থ ও পৃথক্ পৃথক্ সরোবরসকল আছে।

এই কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা মনোহর।
স্থলিতে বর্ণন যায়, কুণ্ড বহুতর॥
অহে শ্রীনিবাস, দেখ 'বিষ্ণুসিংহাসন'।
'চিত্রকূট-কুণ্ড' এথা দুর্লভ দর্শন॥
কি বলিব অহে! এ স্থানের মহিমা।
ব্রহ্মাদি বলিয়া যার নাহি পায় সীমা॥
দেখ মহাদেবোত্তম 'শিব কামেশ্বর'।
পুষ্কর-আসন-স্থান অতি মনোহর॥
এই 'ধর্ম্মকুণ্ড'—ধর্ম্মরূপে নারায়ণ।
এথা বিদিতে, শোভা না যায় বর্ণন॥

এই ত' 'বিশোকা'-নাম বেদী সবে জানে।
পঞ্চপাণ্ডবের কুণ্ড দেখ এইখানে॥
এই 'মণিকর্ণিকা' সকল লোকে গায়।
বিশ্বনাথ প্রভৃতি অনেক এথায়॥
এ 'বিমলকুণ্ড'-স্নানে সর্ব্বপাপক্ষয়।
এথা প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়॥
বিমলকুণ্ডের কথা কহা নাহি যায়।
এথা শ্রীবিমলাদেবী রহেন সদায়॥
দেখহ 'যশোদাকুণ্ড' পরম নির্ম্মল।
এথা গোচারণে কৃষ্ণ হইলা বিহ্বল॥
দেখহ 'রাধাকুণ্ড' নাম এখানে।
কৈল বহু ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের লীলাস্থানে॥
এই যে 'কমলাকুণ্ড' জানে সর্ব্বজনা।
এথা পূর্ণ হয় সব মনের কামনা॥
এই 'সেতুবন্ধকুণ্ড'—ইথে বহু কথা।
সমুদ্রবন্ধন-লীলা কৈল কৃষ্ণ এথা॥
এই 'লুকলুকানী-কিলিকিলি স্থান' হয়।
এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস আশ্রয়॥
কিলকিলির অর্থ—দেখ বুঝিয়, এখানে।
লুকলুকানীতে সুখ বাড়ে লুকানে॥
লুকলুকানী-কিলকিলীকুণ্ড সুশোভয়।
এ অতি নিবিড় বন অন্ধকারময়॥
দেখ কাশীকুণ্ড গয়া-প্রয়াগ-পুষ্কর।
গোমতী-দ্বারকাকুণ্ড নির্ম্মল সুন্দর॥
এই 'তপঃকুণ্ড'—মুনিগণের স্থান।
এই 'ধ্যানকুণ্ড—কৃষ্ণ কৈল ধ্যানাধ্যান॥
শ্রীচরণ-চিহ্ন দেখ পর্ব্বত উপরে।
এই ক্রীড়াকুণ্ডে কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে॥
শ্রীদাম কি পঞ্চ গোপকুণ্ড মনোহর।
খোরদাসীকুণ্ড এই পরমসুন্দর॥
খোরদাসী মনোহর গোপের দুহিতা।
গোপরাজ কন্যার বিবাহ দিল এথা॥
এই দেখ বিহ্বলকুণ্ড—রাই এইখানে।
হইলা বিহ্বল কৃষ্ণমুরলীর গানে॥
এই স্নানকুণ্ড—এথা স্নান সময়।
রাধিকার পদপানে নিরখিয়া রয়॥
শ্রীললিতাকুণ্ড, এ বিশাখাকুণ্ড নাম।
এথা দোঁহে পূর্ণ কৈলা কৃষ্ণ মনস্কাম॥
এই দেখ মানকুণ্ড—রাধা মানিনী এথায়।
মানভঙ্গ কৈল কৃষ্ণ কৌতুক-কথায়॥
মোহিনীকুণ্ডে কৃষ্ণ মোহিনী হৈলা।
মোহিনীরূপে সুধা প্রদান কৈলা॥
দেখ এ মোহিনীকুণ্ড গোদোহন স্থান।
কামকুণ্ড এই—ব্রহ্মার নির্ম্মাণ॥
এই সুধাকুণ্ড কৃষ্ণকুণ্ড-সন্নিধানে।
কৃষ্ণে খাওয়াইলা সুধা দধি এইখানে॥
চন্দ্রসেন-পর্ব্বতে এ শিলাশিলী শিলা।
এথা সখাসহ কৃষ্ণ খেলে এই খেলা॥
অদ্রিতে বসিয়া যবে পর্ব্বত উপরে।
পিছলি' নামিতে—ঐছে পুনঃ পুনঃ করে॥
দেখ গোপীকারমণ কামসরোবর।
কে বর্ণিবে এথা যে বিলাস মনোহর॥

ভাবিতে, ভুলিতে, সদাই, ভজ মনে। চতুর্ব্বাহ-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিদিগে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বা আচার প্রতি অকপট শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিগণই পারমার্থিকগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমের বার্ষিক ... শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যে সার্ব্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবেন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। বিনিময়ভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পূর্ণ গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের ভার লওয়া হয় না; উহার জন্য গ্রাহকগণের স্ব স্ব ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। কারণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ বস্তুগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অভ্যাস অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

যুদ্ধের বন্দী সম্পর্কিত বিবাদ

ভিসি বেতারে উদ্ধৃত টোকিওর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মানী ও তাহার মিত্রগণ গ্রেট ব্রিটেন ও যুদ্ধের বন্দী সম্পর্কিত জেনেভা চুক্তি বাতিল করিয়া দিবার মতলব করিতেছে।

টোকিও বেতারে বলা হইয়াছে যে, জাপানী প্রণালীতে যুদ্ধের বন্দিগণকে নিয়োগ করা সম্পর্কে ঐচ্ছিক এক বিধান জারী করা হইয়াছে। কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ যুদ্ধের বন্দিগণকে শ্রমিকরূপে নিয়োগ করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে পারে। কারখানা কর্ত্তৃপক্ষ উহাদের থাকিবার ব্যবস্থা যুদ্ধের বন্দীদের জন্য ব্যবস্থা অনুরূপই করিবে এবং উহাদের খাদ্যের জন্য দায়ী থাকিবে।

লৌহ ও ইস্পাত স্থানান্তরিত করা সম্পর্কে নয়া আদেশ

গত ২৭শে অক্টোবর ভারত সরকারের 'আয়রণ এণ্ড ষ্টীল' কন্ট্রোলার নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন:—"১৯৪২ সালের লৌহ ও ইস্পাত-সম্পর্কিত (স্থল ও জলপথে স্থানান্তরিত করার) আদেশপত্রের ২নং ধারানুযায়ী 'আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কন্ট্রোলার' এই নির্দ্দেশ দিতেছেন যে, যে কোন ব্যক্তি ১৯৪১ সালের লৌহ ও ইস্পাত সম্পর্কিত (বিলিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ) আদেশপত্রের ২নং তপশীলে বর্ণিত ব্যবহারযোগ্য অথচ খুঁত আছে এরূপ লৌহ ও ইস্পাত ছাড়াও যে কোন প্রকার লৌহ ও ইস্পাত উক্ত আদেশপত্রের ৭নং বিধানের 'ক' নং উপধারা অনুযায়ী বৈধ উপায়ে সংগ্রহ করিয়া লাইসেন্স, সাব-লাইসেন্স কিংবা লিখিত আদেশপত্র ব্যতীত জল অথবা স্থলপথে স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন।"

ভারত গবর্ণমেণ্টের ইনফরমেশন অফিসার

ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রধান ইনফরমেশন অফিসার মিঃ জে নটরাজন চুংকিং যাত্রা করিয়াছেন। চীনের প্রচার বিভাগের সহিত সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি কয় সপ্তাহ তথায় অবস্থান করিবেন। চীনের প্রচার বিভাগের সহকারী মন্ত্রী যখন মাদাম চিয়াং কাইশেকের সহিত এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন চীন গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের কাহাকেও চীনে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

পাটনায় সান্ধ্য আইন

গত ১৩ই আগষ্ট তারিখে পাটনা সহরে যে সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে। পাটনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন যে, সহরে শান্তিপূর্ণভাবে পূজার উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ায় পাটনা সহর ও দানাপুর অঞ্চল হইতে সান্ধ্যআইন প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

ইন্‌ষ্টিটিউট অব্‌ প্যাসিফিক রিলেশনস

প্রকাশ ইন্‌ষ্টিটিউট অব প্যাসিফিক রিলেশনস-এর আমন্ত্রণে এক ভারতীয় প্রতিনিধিদল শীঘ্রই কানাডায় কুইবেকে ইন্‌ষ্টিটিউটের অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য যাত্রা করিবেন। ঐ প্রতিনিধিদলটিতে স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার, স্যার মহম্মদ জাফরউল্লা খাঁ, বেগম শাহনওয়াজ প্রমুখ ব্যক্তিগণ থাকিবেন।

অ-দলীয় নেতৃসম্মেলন

অ-দলীয় নেতৃ-সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির পরবর্ত্তী অধিবেশন আগামী ৭ই ও ৮ই নবেম্বর তারিখে নয়াদিল্লীতে হইবে। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু সভাপতিত্ব করিবেন, বলিয়া জানা গিয়াছে।

গৌরাঙ্গস্মর ও স্বনিয়মদ্বাদশক

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, শ্লোকার্থ, অনুবাদ ও বিবৃত টীকাসহ নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

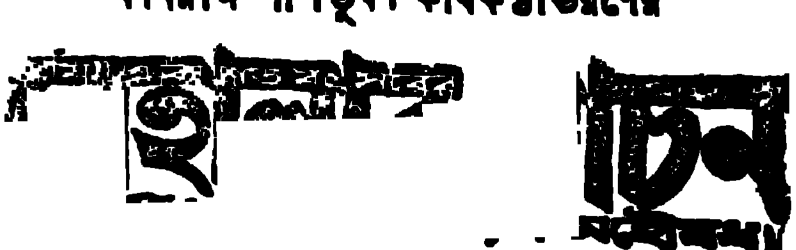

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। প্লীহা, যকৃৎ-সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কাব্যতীর্থ শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] শ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল ও টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ [illegible] ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৭ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৩ : ১৪ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৩১শে অক্টোবর, ইং ১৯৪২, শনিবার } ১৮৪-১৮৫ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ দামোদর, শ্রীরাসযাত্রা(?), গৌরাব্দ ৪৫৩

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

সাধুর কৃপা ব্যতীত ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না। শ্রীগুরুদেবই সাধুশ্রেষ্ঠ। তাঁহা অপেক্ষা কৃষ্ণের বেশী প্রিয় আর কেহ নাই। গুরুর কৃপাই কৃষ্ণের কৃপা। বৈষ্ণব গুরুর সহিত একচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট, গুরুর নিষ্কপট সেবক। গুরুদেব কৃষ্ণের প্রিয়, বৈষ্ণব গুরুদেবের প্রিয়জন। সুতরাং বৈষ্ণবও কৃষ্ণের প্রিয়। কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবকের সেবাই কৃষ্ণসেবা। বৈষ্ণব সেই গুরুর সেবা করেন। অবৈষ্ণব কখনও দেবতার সেবা করিতে পারে না। গুরুদাসই গুরুসেবার অধিকারী। শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণবকে দিয়া কৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়তর্পণ করান। গুরু আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা, আবার বৈষ্ণবের আনুগত্যে গুরুসেবা,—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। কৃষ্ণের সেবক গুরুকে বাদ দিয়া যেরূপ কৃষ্ণসেবা হয় না, গুরু সেবক বৈষ্ণবকে বাদ দিয়াও সেইরূপ গুরুসেবা অসম্ভব। বৈষ্ণব—শিক্ষাগুরু। এই শিক্ষাগুরু আনুগত্য বা বৈষ্ণবানুগত্য নিত্য।

———

গুরু ছাড়া গতি নাই। বৈষ্ণব গুরু, তিনি প্রভু হয়েন। তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ; কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু। বৈষ্ণবের কাছেই শ্রবণ করিতে হইবে। বৈষ্ণবের শিষ্য হইতে হইবে। নিজেকে বৈষ্ণবের কিঙ্কর বলিয়া জানিতে হইবে। বৈষ্ণবতা কৃষ্ণবশকারিণী। কৃষ্ণ বৈষ্ণবের প্রেমবশ্য। তিনি পতিত-পাবন। তিনি ভগবান্, আদৃশ দুর্ব্বলের একমাত্র বান্ধব। বৈষ্ণবকৃপা ও বৈষ্ণব-সেবাই একমাত্র মঙ্গলের সোপান। বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবা না করিলে প্রভুর সঙ্গ ও প্রভু ব্যক্তির—অন্যাভিলাষ সেবা করিবার প্রবৃত্তি হ্রাস হয় না। বৈষ্ণবসেবা নিখিল চেতনের একমাত্র কৃত্য।

———

শ্রীগুরুনিত্যানন্দের পদাশ্রিত কাহারও চিন্তার কারণ নাই। জীব নিত্য, তাহার ভজনও নিত্য। ভক্তিতে আনুগত্যই মূল। প্রকৃত আনুগত্যের অভাবে কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান বা অভিনয় ভোগের প্রকারভেদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা অনুগত হইয়া নিষ্কপটে যতটুকু ভক্তি যাজন করিব, সেই-পরিমাণে ফল পাইব। যিনি যতটুকু আনুগত্য করিবেন, তিনি ততটুকু বৈষ্ণবতা লাভ করিবেন। পরম স্বতন্ত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভগবানে নিরপেক্ষ হইয়াও অনুগতকে ছাড়েন না, ইহাই ভরসা। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা নিশ্চয়ই হইবে, যদি জীব বিদ্বেষী না হয়।

———

শ্রীতুলসীদেবী প্রাকৃত বৃক্ষ নহেন তিনি অর্চ্চাবতার। তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি বিষ্ণুবৈষ্ণব বস্তু বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত আছেন। তাঁহারা জীবসকলের জন্য তাঁহাদের সেই বৈকুণ্ঠবিচিত্রতার সহিত ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে সেবোন্মুখতাবশে কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদের সেবা করিলে তাঁহাদের স্বরূপোপলব্ধি ও কৃপা লাভ হয়। নতুবা তাঁহাদিগকে প্রাকৃত বস্তু সামান্যে দর্শন করিয়া বঞ্চিত ও নরকগামী হইতে হয়। শ্রীতুলসী কৃষ্ণপ্রেয়সী, বৈষ্ণবী ও আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহ। তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ হইলে, তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে কৃষ্ণকৃপা পাওয়া যাইবে না। "শ্রীতুলসী শাপগ্রস্ত হইয়া বৃক্ষযোনি লাভ করিয়াছেন,"—প্রভৃতি মতবাদ বর্জ্জনীয় ও নরকায়ন। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহা, কৃষ্ণসঙ্গিনী, শ্রীবৃন্দাদেবী, শ্রীবৃন্দারাণী। তিনি বৃন্দাবনের 'Gate-keeper'. তিনি বৃন্দাবনে প্রবেশাধিকার না দিলে জীব সেই সেবারাজ্যে প্রবেশাধিকার পায় না। প্রত্যহ তুলসীপ্রণাম, তুলসী-পরিক্রমা প্রভৃতি করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিবিধান করা উচিত।

———

ভক্তির ফল ভক্তি, প্রেমভক্তি। ভক্তির ফল অভক্তি হইতে পারে না। তাহাতে ভুক্তি মুক্তি বলিয়া কোন কথা নাই। যে একবার কৃষ্ণকে ভাল বাসিয়াছে, তাহার আর কৃষ্ণ-সুখবিধান করিবার আশা মিটে না। এই কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষা বা সেবাশা এত আনন্দময়ী। যেখানে সেবা করিয়া স্বরূপানন্দে নিজসুখ পাইবার চেষ্টা, তাহা ভক্তি নহে। ভক্তি মানসিক বৃত্তিবিশেষ নহে। তাহা আত্মার ধর্ম, পূর্ণচেতনের প্রতি অণুচেতনের স্বাভাবিক প্রীতি বা প্রাণের টান।

———

ভাল জিনিষও দু'দিনের পর নষ্ট হইয়া যায়, এরূপ কোন আনন্দ বস্তুর জন্য আমরা ব্যস্ত হইব না। ইহাতে কৃপা সময় নষ্ট হয়। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু হউন। শুদ্ধ সাধন ও সিদ্ধ উভয়ই। ভক্তি নিরপেক্ষ ও পরম সরল। নিষ্কপটে কৃষ্ণ কৃপা করেন অকপটকে; ভক্তির কৃত্রিম ফল পাইবার প্রয়াসে। ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত ভক্তি আরম্ভই হয় না। অভক্তির দ্বারা কখনও ভক্তিকে পরিতৃপ্ত করা যায় না। মানুষের যে কাল-পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে স্পৃহা থাকে, সে কাল-পর্য্যন্ত হরিকথা-শ্রবণের যে সকল মঙ্গল নিহিত, এ বিষয় নিশ্চয়ই বিশ্বাস হয় না।

———

ভগবান্ ও নিত্যসিদ্ধ সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। তাঁহাদের দেহ দেহীতে ভেদ না থাকায় তাঁহারা নিত্য অমর। দেবতাগণের ভূমিকা ও ভগবৎপার্ষদগণের ভূমিকা এক নহে। দেবতাগণের অমরত্ব আপেক্ষিক। হিরণ্য-কশিপু ব্রহ্মার বর পাইয়া আপনাকে অমর মনে করিয়াছিল, কিন্তু ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব তাহার সেই আপেক্ষিক অমরত্বের বাহাদুরী খর্ব্ব করিয়াছিলেন। ভগবৎপার্ষদগণের [illegible] অমরত্ব এইরূপ ব্রহ্মাদির প্রদত্ত অমরত্ব নহে; সেই শরণাগত ভক্তগণ সর্ব্বতো-ভাবে ভগবৎকৃপা-প্রভাবে নিত্য অমর। চিদানন্দস্বরূপ প্রকাশিত হওয়াই অমরত্ব-লাভ। ইহা সাধুগুরুকৃপায় লাভ হয়। ভক্তগণ নিত্য স্বরূপে বিরাজিত থাকেন, তাঁহারা নিত্য অমর।

———

বিচ্ছেদ [illegible] বা বিপ্রলম্ভ। শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] কৃষ্ণ বিপ্রলম্ভের আর নাই [illegible] ভক্তগণ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণকথা ব্যতীত বাঁচিয়া থাকিতে পারেন না। গুরুবর্গের বিরহতিথিতে তাঁহাদের কথা স্মৃতিপথে আনার জন্যই ভক্তগণ বিরহোৎসব করেন। বিরহ বা বিচ্ছেদ এবং উৎসব বা আনন্দ আপাতত বিচারে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য সংকীর্ত্তনময় বিরহোৎসবে

তাহা থাকে। কেবল তাহ মনে করিতে পারেন—বিষয়াদির আনন্দ উদয় কি প্রকারে হয়? এ জগতে যেদিন ও লোক-সমাজে অপমান হইয়া থাকে। অতএব এই যে, বৈষ্ণব বন্ধুরা নাই, তবে অতঃ; তিনি অন্যায়ের সঙ্গে নিমন্ত্রণে লিপ্ত। তাঁহার কাছে কেবলমাত্র কৃষ্ণসেবা; কি সকল লোকপূর্ণ বৃত্তিতে, আপনার পদ্ধতি স্বপ্রতীত কি অপ্রকট, সকল কালেই তাঁহার কৃষ্ণসেবা ছাড়া অন্য কাজ নাই।

বিষয় সেবার উদ্দীপনা করায়। তাই বিষয়ী লোকগণ বিষয়ীসমিতির লোকগণের অধর্মের কীর্তনমুখে ভক্ত ও ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। বিষয়ে বিক্ষেপমাত্র কষ্ট থাকিলেও তাহাতে শোক নাই, কেবল সেবার জন্য উৎকণ্ঠা ও আকাঙ্ক্ষা। বিষয়ে বিষয়সম্বন্ধের কোন কথা নাই। এই বিষয় চেতনের দৃষ্টি, স্বপ্রকাশ; উহা মনোধর্ম নহে। বিষয়ের অন্য অভিলাষ থাকায় উহাতে আনন্দ ও দুঃখের লেশমাত্রও নাই। এই বিষয় ভুক্তমাত্র হইলেও উহা সর্বানন্দ বা ব্রহ্মানন্দের উপরেও নৃত্য করে।

'অপ্রাকৃত' অর্থ সত্য বস্তু। শুদ্ধ নির্মল চেতনের নিত্যসিদ্ধ বৃত্তিকে অপ্রাকৃত বলে বলিয়া অর্থাৎ চেতনের নিত্যসেবা-প্রবৃত্তির বিষয় হন বলিয়া তিনি গোপীনাথ। রূপানুগের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, এই জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপার স্মৃতি জাগরূক হয়। যেমন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া উচ্চ অধিকার না হওয়া পর্যন্ত বেদপাঠে অধিকার হয় না অথবা যেমন দৈক্ষাজন্ম লাভ না হওয়া পর্যন্ত বেদপাঠে অধিকার হয় না অথবা যেমন দৈক্ষাজন্ম লাভ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীনামভজন-সেবার অধিকার হয় না, সেইরূপ অপ্রাকৃত গোপীগুহে জন্মলাভ না করা পর্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত সেবায় অধিকার লাভ হয় না।

নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের পাদপদ্মে মস্তকে অর্পণ করিয়া না থাকিলে পারমার্থিক আমাদের অসুবিধা কিছুতেই যাইবে না। শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট সর্বসময়েই থাকিতে হইবে। সর্বক্ষণ গুরুর সঙ্গ না হইলে সমুদ্র সঙ্গ হইয়া যাইবে। গুরুর উপলব্ধি না হইলে নিজের সুখের উপলব্ধি কি করিয়া হইবে? নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ না হইলে নিজেকে বড় বলিয়া মনে হইবে। যেখানে মনুষ্যের অভাব, সেইখানেই কৃষ্ণবিস্মৃতি।

বেদে অর্থাৎ পাণ্ডিত্যে যিনি নিপুণ হয়েন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী। যাঁর পাণ্ডিত্যের দ্বারা বস্তুর উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে সেই পাণ্ডিত্য হইয়া যে বৃথা পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার।

তাহা স্বতঃপ্রণোদিত নহে বা নহে। সেবাই হয় মুক্তাত্মার লক্ষণ; নতুবা সেবাহীন মানবের মুক্তির কোন মূল্য নাই।

দৈবজন্মের একটি আশ্রয় ব্যতীত নিষ্কপট বিচার করিতে গেলে সকল লোক-লোকপূর্ণ বৃত্তিতে অপ্রাকৃত শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় যাহারা সেবোন্মুখ জীবসকলে সন্ত-সঙ্গ-প্রভাবে অবতীর্ণ হইয়া সেবোন্মুখ জিহ্বায় কীর্তনরূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন। প্রকৃত সাধুগুরু বা নিত্যানন্দস্বরূপের অভাবেই জগতে অভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে গোলযোগ বাধিয়াছে ও বাধিতেছে। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিত্যকিঙ্কর বা কৃপাপ্রাপ্ত কোন শুদ্ধবৈষ্ণবের দুঃসঙ্গের পরিত্যাগ আকাঙ্ক্ষা নাই। তাঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত গোলোকীয় লোকসেবায় জগতের মঙ্গল বিধানে সর্বদা অনুভব করেন।

শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগতি তথা আত্মসমর্পণ যেখানে আছে, সেখানে কাম থাকিলেও তাহা কাম নহে, পরন্তু প্রেম। সাধুসঙ্গে তখন কামও কাম বলিয়া দেখাইলেও তাহা বিশুদ্ধ হইয়া প্রেমতত্ত্বে উদয় হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে, শাস্ত্র আজ্ঞা মানে।" এখানে জগতে কাম্য যা কিছু 'কৃষ্ণ ভজে' এই কথা থাকায়, কৃষ্ণই ভজনীয় বা বাঞ্ছিত নির্দিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া নিজকে শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করা হইয়াছে। যাহাতে সেবার কৃষ্ণের সমাশ্রিত একরূপ সঙ্গ-বিধানে শান্তির অভাব নাই, সেইরূপ বহুভাবেও কিছু কিছু কামরূপ দুঃসঙ্গ থাকিলেও ভগবচ্চরণে শরণাগত হইয়া তাহা সাধুসঙ্গপ্রভাবে শুদ্ধ বিশুদ্ধ হইবে। কেন না, প্রভুর ইচ্ছা হইলে সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য উদিত হয়। তখন আর কাম থাকিতে পারে না।

যেখানে কাম বাসনা প্রবল থাকে সেখানে ঐ ভাবে বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু দুষ্টাচারীগণ অন্যভাবে শরণাগতি ও আত্মসমর্পণ না দেখাইয়া অবাস্তব প্রচারই যেখানে উদয় করান, সেখানে এরূপ অন্তর্বাসনা, সাধুসঙ্গ, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির ফলে শরণাগতি হইলে কি হইবে কিছু কিছু ফলও পাইবে না।

যাঁহারা সম্প্রদায়সংরক্ষণপূর্বক নিজের নিজ্জুশপথে শ্রীভাগবতের নিত্যপার্ষদ শ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশ প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার আপন-আপন হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যের নিত্যসেবা জানিয়া জগতের লোকদিগকে প্রচারের বাণী প্রদান করিয়াছেন। এখন সাধুগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় জগতের জীবের উদ্দেশে কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্তি আসিয়াছে। তখন দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের প্রচেষ্টা এখনও বিশেষ হওয়া চাই। যদি একটু ফাঁক পাইলেই শোষণ লাভ হইবে। সেজন্য সর্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিতে হইবে। শ্রীল ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"যখন আমাদের চেতনের বৃত্তি অভিভাবকত্বের নিমিত্ত ভোগ করিতে প্রবৃত্ত থাকে, তখনই ঐ বৃত্তিকে মন বলে। এই মনই জড়ের ভোক্তা। মন আত্মার বৃত্তিবিশেষ। আত্মা থাকিয়া দেহাত্মাবোধে কর্তৃত্বাভিমানে বিষয় ভোগ করে। এই মনই আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া সুখদুঃখ ভোগ করে—পাপ পুণ্যের বশবর্তী হইয়া কখনও স্বর্গ, কখনও নরক ভোগ করে। সুতরাং এই মনই আত্মার সর্বাপেক্ষা শত্রু। এই মনকে নিগ্রহ করাই সকলাপেক্ষা অভিপ্রায়।"

শরণাগতই নির্ভীক

——:o:——

শ্রীভক্তি, ভক্ত ও বৈষ্ণব—এই তিনটী অভিন্ন। একটী অপরটীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ভগবান্ ভক্তি, আর ভক্তবৈষ্ণব অঙ্গ। একটীকে বাদ দিয়া অপর দুইটীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো
মনাগপি॥"

ভগবান্ নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনবাসী। বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথাও যান না। বৃন্দাবনই তাঁহার নিত্যবিহারস্থলী। বৃন্দাবনেই তাঁহার পরিকরাদি বর্তমান। ভগবানের যে কৃপা পাইতে হইলে, তাঁহার সেবক বা পরিকরদের কৃপার প্রয়োজন। ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিলে, তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারিলে ভগবদ্দর্শন হয় না। ব্রজবাসীর কৃপা না হইলে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কৃপা বা সেবা পাওয়া যায় না। আমাদের শুদ্ধভক্ত সকলেই ব্রজবাসী। এই ব্রজবাসী গুরুর কৃপাই হরিভজনের একমাত্র পথ।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হইতে॥"

জগতে কর্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি অনেক গুরু আছে। এ সকল গুরু ত্যাগ করিয়া একমাত্র সদ্গুরুপাদাশ্রয় করিবে। এ জগতের কোন কিছুর আশ্রয় থাকিলে, সদ্গুরুপাদাশ্রয় হয় না। নিষ্কপট না হইলে এই সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারা যায় না। এ জগতের ধন, জন, পাণ্ডিত্য, বিত্ত, বুদ্ধি—এ সকলের অহঙ্কার থাকিলে—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে শরণাগত হয় না। শরণাগতগণ সেই সকল ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করেন না। তাঁহারা প্রপঞ্চ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করিয়াও বাস্তবই থাকেন। এইরূপেই ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীর অভিমান থাকাকালে, কৃষ্ণপাদাশ্রয় হয় না। কর্তৃত্বাভিমান থাকাকালে সেবকাভিমান জাগিতে পারে না। সেবকাভিমান না জাগিলে শরণাগতি হয় না। শরণাগতি হইলে, বাহিরে যে-কোন স্থানেই হউক, অবস্থান করা যাইতে পারে, তাহাতে হরিভজনের কোন ক্ষতি হয় না। যতক্ষণ সর্বতোভাবে শরণাগতি করিতে না পারি অর্থাৎ 'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে।'—এই বাণীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারি, ততক্ষণ বাহ্যদৃষ্টিতে একসঙ্গে থাকিলেও—বহুদিন সেবা করিবার অভিনয় করিলেও শরণাগতি ও আমাদের নিকট ব্যবধান থাকিবে। যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধি আছে, দেহের নিমিত্তগণ আত্মীয় স্বজনাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি আছে, ততক্ষণই সংসার, ততক্ষণই জীব দুঃখ-কষ্ট, আপদ্ বিপদ্, আশা-আকাঙ্ক্ষাদিতে জর্জরিত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের সংসার আনন্দময়; সেখানে দুঃখ বলিয়া কোন কথাই নাই। সকল বস্তুই নিত্যানন্দের। তাঁহার হইয়া গেলে কি তিনি শরণাগত অকিঞ্চনকে হরিবিমুখতা বাড়াইয়া দিবেন? দুঃখকষ্টের মূলই ত' হরি-বিমুখতা। কিন্তু যেখানে হরিবিমুখতা নাই, সেখানে আর কষ্ট কোথায়? শুধু আমি, হইয়া থাকিতে পারিলে সকল অবস্থায়, সকল স্থানের সুবিধা হইয়া যায়। নিজের জন্যে কি কেহ কষ্ট দেয়? শরণাগতের নিজের জন্য ভাবনা, সুখ দুঃখের কোন চিন্তা-ভাবনা নাই। শরণাগত সেবক, প্রভুর কাম-মঙ্গল, সুখ-সুবিধার চিন্তাতেই সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকায়—তাঁহার নিজের জন্য চিন্তা না থাকায়—তিনি একপ্রকার নির্ভয় তাঁহার দুঃখবোধ থাকে না, তাঁহার কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার সকল প্রাণের ধন একমাত্র ভগবানে নিত্যানন্দেই নির্ভরশীল। এখানে তিনি নির্ভীক। যেখানে নিজেকে বহুশ্রুত সেবকাভিমান, বহু কৃপাভাজিতা, বৈষ্ণব, বহু-উপায় নির্ভরশীলতা, সেখানে নির্ভীকতা আসিতে পারে না। যেখানে বহুর মুখাপেক্ষিতা, সেখানে দুঃখ আপনিই আসে। কিন্তু শরণাগত জনসেবক একমাত্র গুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত আর কিছুই চাহেন না। শরণাগত বলেন,—

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষাবিধান॥
তুয়া ধন জানি' তুঁহু রাখবি নাথ।
পাল্য গোধন জানি' করি' তুয়া সাথ॥

* * * * *

ছিনু যাঁহারা জীব আপনারে নিয়ে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তুঁহু ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥

নিজ যত্নচেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥

• • •

সকল ছাড়িয়া শুধু চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ, তব পদতলে॥
তব পদ দু'খানি নাথ, রাখিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্তা নাহি এ ভব সংসারে॥
আমি তব নিত্যদাস—জানিয় এবার।
আমার পালন ভার এখন তোমার॥

• • • •

তোমার চরণে নাথ, করিয়াছি প্রণিপাত,
বিনোদসেবক তব দাস।
বিপদ্ হইতে ত্রাতা, অবশ্য তাহারে তুমি
রাখিবে তাঁহার এ বিশ্বাস॥

শরণাগত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুরক্ষণ রক্ষিত বলিয়া তাঁহার কোন ভয় নাই। শরণাগত জানেন, গুরুপাদপদ্মের মত বড় বন্ধু এজগতে বা পরজগতে আর দ্বিতীয় নাই। সেই বনমধ্যেই বড় বড় রাক্ষস কেহই পারা দিতে পারিবে না। এমন কি, আঁহার বল স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণও সেখানে প্রেমবশীভূত—সেবাবাধ্য। সেই গুরুচরণাশ্রিতের আবার ভয় কি? অন্যত্র সেই শরণাগত গুরুসেবককে কোথায় ভয় পায়। শরণাগত নিজ বল-চেষ্টা এবং অপরের বল বা চেষ্টার প্রতি ভরসা ছাড়িয়া একমাত্র গুরু-পাদপদ্মকেই সেখানে, রক্ষকবেশে বা পালকবেশে বরণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি নির্ভীক। গুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন—এ বিষয়ে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে। তাই তিনি বিপদ্-আপদের হাত হইতে মুক্তির জন্য অন্যদেবের নিকট প্রার্থনা করেন না। তিনি মুক্তিপ্রার্থী নহেন, তিনি সেবাপ্রার্থী—কৃপাপ্রার্থী। কুন্তীদেবী প্রার্থনা করিয়াছিলেন,

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্, তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥

যাহাতে কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে, গুরুপাদপদ্মের প্রতি নিষ্ঠা বাড়ে, [illegible] তাহাই প্রার্থনীয় শরণাগতের প্রাণে,—

বিপদ্ যদি বড়, [illegible]
[illegible]
বিপদ্ [illegible]
[illegible]

[illegible] কেন [illegible] আবার [illegible] তিনি [illegible] করিয়া [illegible] নেন, [illegible] যাহার [illegible] কেবল [illegible] সাধনা করেন—[illegible] ভক্তকামিনী [illegible] উদাসীন থাকেন। তাঁহার [illegible] মান-অপমানে উদাসীন বলিয়া [illegible] ভয় করেন না। তিনি [illegible] গুরুপাদপদ্মে [illegible] করিয়াছেন,

তাঁহার আবার ভয় কি? ভয় একমাত্র মান-সম্মান প্রতিষ্ঠাদি নাশ হইবে বলিয়া ত'? কিন্তু ভক্ত সেইটিতেই উদাসীন। "নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দে বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥" ভক্তিপ্রতিকূল বস্তুকে ভক্ত আদর করেন না। গুরুসেবায় ব্যাঘাতরূপ কোন কিছু উপস্থিত হইলে ভক্ত তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন।

গুরুপাদপদ্মে আনুগত্যহীনতার ন্যায় বিপদ্ আর নাই। শরণাগত ও আশ্রিত ব্যক্তি সর্বদা সুরক্ষিত। তাঁহারা সংসঙ্গ-প্রভাবে ও অসৎসঙ্গ-বর্জনে দৃঢ়নিষ্ঠ। যাহারা নিরীহ দুর্বল বা ভগবদ্ভক্ত ব্রজজনকে বহুমানন করে বা ঐসকল প্রাকৃত বলের দ্বারা সাধুগুরুকে নির্যাতিত ও কোমলশ্রদ্ধগণকে সন্মার্গ হইতে বিচ্যুত করিতে চাহে, সেইসকল অশরণাগত ব্যক্তির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শরণাগত ভক্তের বিনাশ নাই। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—অহৈতুক ভক্তের বিনাশ নাই। ভক্তসেবকের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে—ত্রিভুবনে এরূপ দেবতা বা অসুর নাই।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

—হে মাধব! আপনার ভক্তগণ আপনাতে বদ্ধসৌহৃদ। তাঁহারা কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানীদিগের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।

ভক্তিপথে অসংখ্যপ্রকার বাধা-বিপত্তি থাকিলেও শরণাগত লোক গুরুপাদপদ্মের প্রভাবে সেইসকলকে অগ্রাহ্য করিয়া নিশ্চিন্তমনে গুরুসেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের গুরুসেবায় কেহ বাধা দিতে পারে না। কেবল উচ্ছ্রিতেই আমাদের গুরুপাদপদ্মে একনিষ্ঠা, নির্ভরতা পরীক্ষা করিবার জন্য বিপদ্সমূহ আসে। ভক্ত বিপদ্কে সম্পদেরই প্রাণবন্ধু বলিয়া জানেন। শরণাগত সেবকের সম্মুখে পর্বতপ্রমাণ বিঘ্নরাশি উপস্থিত হইলেও তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে সমস্ত বিঘ্নবিপত্তিকে অনায়াসে জয় করিয়া সেবানন্দের নিত্য নবনবায়মান সেবাসুখের সন্ধান পান ও গুরুসেবানন্দে মগ্ন হন। তাই বলিতেছি একমাত্র শরণাগতই নির্ভীক।

[illegible] কৃষ্ণনাম-[illegible] জয় জয়ে।

শ্রীখদিরবন

শ্রীখদিরবন শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থলী দ্বাদশ বনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন। এই বনের বিষয় ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে। যথা—

দেখহ খদিরবন বিদিত জগতে।
বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় এথা গমনমাত্রেতে॥

এই বন-সম্বন্ধে আদি বরাহপুরাণেও এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

সপ্তমন্তু বনং ভূমৌ খদিরং লোকবিশ্রুতম্।
তত্র গত্বা নরো ভদ্রে মম লোকং স গচ্ছতি॥

লোকপ্রসিদ্ধ খদিরবন একাদশে সপ্তম বন। হে ভদ্রে! তথায় গমন করিলে সে লোক আমার ধামে গমন করে।

শ্রীখদিরবনকে বর্তমানে 'খৈরা' বা 'খাদিরা' বলে। এই বন [illegible] মাইল দক্ষিণপূর্বদিকে, [illegible] মাইল পূর্বদিকে এবং [illegible] মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখান হইতে খদির বন পর্যন্ত রাস্তা আছে।

এই বনে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসহ গোচারণলীলা করিতেন। এই বনে শ্রীকৃষ্ণ ভীষণাকৃতি বকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। বৎসাসুর বধের পর বিবিধ মায়াধারী রাক্ষস বকরূপধারী হইয়া এই বনে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণসহ গোবৎসচারণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদিন সকলে নিজ নিজ বৎসগণকে জলপান করাইবার জন্য জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে জলপান করাইলেন। সেই জলাশয়ের নিকট বালকগণ দেখিলেন পর্বতশৃঙ্গতুল্য এক ভীষণ [illegible] দর্শন [illegible]

বকরূপধারী বকাসুর বলবান্ [illegible] সহসা আগমনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] গ্রাস প্রভৃতি [illegible] ব্রহ্মাদিকর্তৃক [illegible] প্রাণবিয়োগের ন্যায় বিচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন কৃষ্ণাগ্রজ প্রভৃতি গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণ বকের উদরস্থ হওয়ায় তাহার তালুমূলে অগ্নির ন্যায় দাহ উৎপাদন করিলে সে [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে উদ্গীর্ণ করিয়া ফেলিল। পরে তাহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) অক্ষত দেখিয়া আক্রমণে পুনরায় [illegible] উদ্যত হইল। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সখাগণ [illegible] বকাসুরকে [illegible] তাহার চঞ্চুদ্বয় ধারণপূর্বক দর্শনরত গোপবালকগণের সম্মুখে অনায়াসে, প্রসূন [illegible] বিদীর্ণ করিলেন, [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] আনন্দ উৎপাদন [illegible] প্রভৃতি [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] নন্দনবনজাত মালতীপুষ্প [illegible] এবং জয়ধ্বনি ও শঙ্খদুন্দুভিধ্বনি [illegible] তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন [illegible] [illegible] ঐরূপ [illegible] বকবধ [illegible] সেইরূপ চাহিয়াছেন।

সেইরূপ বলরাম প্রভৃতি বালকগণের অন্তরের মুখ হইতে মুক্ত, আনন্দাশ্রু [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্বক স্বস্তি [illegible] বৎসগণকে একত্র করিয়া ব্রজে উপস্থিত হইলেন এবং গোপগণের সভায় বকবধের বৃত্তান্ত কীর্তন করিলেন। গোপ ও গোপীগণ বকাসুরবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন [illegible] দর্শন [illegible] যথাযথ সমাদর [illegible] গোপ ও গোপীগণ [illegible] প্রাণ [illegible] পরম স্নেহযুক্তভাবে [illegible] লাগিলেন। তখন নন্দ প্রভৃতি গোপগণ বলিতে লাগিলেন,—"ইহা বড়ই আশ্চর্য যে, এই বালকের প্রাণের অনেক সময় মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু শেষে [illegible] সকল [illegible] নিকট হইতে লোকের ভয়ের [illegible] তাহাদেরই বিনাশ হইয়াছে।" এইরূপে নন্দ প্রভৃতি গোপ-বৃন্দ আনন্দভরে বালকদের গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] বালকগণকে [illegible] আনন্দে [illegible] করিয়াছিলেন।

[illegible] মাইল [illegible] উত্তরে [illegible] মাইল [illegible] দক্ষিণে [illegible] এখানে শ্রীকৃষ্ণ [illegible]

[illegible]

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(০)::——

কোনও বস্তুর বা কা'র সঙ্গে নিয়ে হরিকীর্ত্তন কর, ২৪ ঘণ্টা ভাঁ কীর্ত্তন কর—এরূপ বিচার কোনো তর্কের পথের পথিকের। কেবল ও কর পথে কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোনও অবস্থার সাধনের সাহায্য না নিলে শীঘ্র হয় না। কারণ, কীর্ত্তনই একমাত্র নিরপেক্ষ যথার্থ পথ। প্রথমে কাণ দিয়ে শুন্‌তে হয়; পরে সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া উপস্থিত হয়। তখন ভগবানের রূপ, গুণ, পারকর্ষ্যবৈশিষ্ট্য, লীলা দর্শন হয়।

মহাপ্রভু শ্রীর কই পুঁথি বা বৈষ্ণবগণের কেবল ভাগবতের উপদেশ নয়, ভাগবতে একমাত্র পরমধর্মের কথা আলোচিত হ'য়েছে। ওখানে অন্য কথাগুলির অপ্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারা যা'বে। অপস্বার্থপর লোকের কখনও পরমমুক্তি হ'তে পারে না। তা'তে অন্য অপস্বার্থপর লোক বাধা দেন, দেবতারা বাধা দেন। দেবতাদের পত্নী ও আসন শ্রীবাসও, সেজন্য তাঁ'দের আপনা উপস্থিত হয়।

ভক্তি অন্ধবুদ্ধি নহে। মানুষ যতটা বুদ্ধিমত্তার শেষ সীমায় আরোহণ ক'র্‌তে পারেন, ভক্তি আশ্রয়কারীর তা' অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান্ হ'তে হ'বে। আমরা মহন্তাদের মত কোন কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'ব না। ইহাই নিরপেক্ষতা।

আমাদিগকে বাস্তববস্তু জান্‌তে হ'বে—শ্রবণ প্রণালীর দ্বারা, নিজের অনুসন্ধিৎসার দ্বারা নহে, অক্ষজ-পার্থ কর্ম-জ্ঞান-চেষ্টার দ্বারা নহে; তা'তে বাস্তব বস্তু জানা যায় না। বাস্তব বস্তু কি? সাত্ত্বিক বস্তুর নাম—বাস্তব বস্তু।

জগৎ ত্রিতাপময়। আধিদৈবিক তাপ জাগতিক কোনও উপায়েই কেহ অতিক্রম ক'র্‌তে পারে না। আধিভৌতিক তাপ—একটা মানুষ আর একটা মানুষের উপর, একটা পশু বা প্রাণী অন্য একটী মনুষ্য বা পশু প্রভৃতি প্রাণীর উপর অত্যাচার ক'র্‌ছে। নাস্তিক জগতের পরোপকার এই শ্রেণীর। সেগুলি পরোপকার নয়—মুখ্যতঃ অত্যাচার। প্রবঞ্চক শ্রেয়ঃপূর্ণ অপকারের মুখোস্ পরা, চক্ষে মায়ার কুহকিনীর অনুগ্রহগুলো একে একে টেনে ফেল্লেই দেখা যায়—মহা অপকার, অত্যাচার!

আমরা পড়ে ত্রিতাপ থা'ক্‌তে পারে না। নিজে বস্তুর অনুশীলন ক'র্‌লে মহন্তাদের তোষা দেওয়া ধামাধারির অধীন হ'তে হ'বে না। ভগবানকে যাঁ'রা সেবা করেন, সেই সেবক-গণও ভগবানের ভাবই পূজ্য। পূজা দুইপ্রকার—সেবা-ভগবানের পূজা ও সেবক-ভগবানের পূজা। সেবা-ভগবানের পূজা করবার সময় সেব্যের নিকট নাও পৌঁছাতে পারে, কিন্তু সেবক-ভগবানের পূজার দ্বারে যে সেবা-ভগবানের পূজা হয়, সেই পূজা অব্যর্থ, তা' ভগবানের নিকট না পৌঁছে পারে না; কারণ, সেখানে সমস্যায় ভগবানের প্রসাদেক গ্রহণ করেন, তাঁ'র নিত্যসেব্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেবার।

ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের সেবা করেন না; যাঁ'রা ভগবানের নিত্যসেবা করেন, ভগবদ্ভক্ত তাঁ'দেরও সেবা করেন। যাঁ'র ভগবদ্ভক্তি আছে তিনি ভক্ত। 'ভক্ত' ব'ল্‌লে ভগবানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন। ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্—এই তিনটী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। ভগবদ্ভক্তগণ ভক্তিপথেরই আর এক অঙ্গস্বরূপ। তাঁহারা পরস্পর আশ্রয়—অবিচ্ছেদ্যসূত্র—একজনকে আর একজন হইতে পৃথক করা যায় না। ভক্তকে বাদ দিলে ভগবান্ ব'লে কোন বাস্তব বস্তু থাকেন না—ভক্তপূজা বাদ দিয়ে "ভগবানের পূজা" ব'লে কোন ব্যাপারই হ'তে পারে না।

ভগবৎপার্ষদগণের ভূমিকা চেতন। তাঁ'রা চেতন ভূমিকায় অবস্থান করেন, প্রাপঞ্চের সাহচর্য্যরূপ তাঁ'রা মিশ্রিত ন'ন। নিত্যবদ্ধ জীবকে সত্যসত্য অপবিত্র, অপরাধ, অধোগামী, দুর্বলতার কবল হ'তে উদ্ধার ক'র্‌বার জন্য ভগবৎ পরিকরবৈশিষ্ট্য অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণপার্ষদগণ গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত। তিন কালের পূর্ব্বে আছেন এবং পরেও চিরদিন থা'ক্‌বেন।

ভগবানের অনুগতপন্থী হ'লে জা'নবে যে, কিপ্রকারে ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হন। যিনি ভগবদ্ভক্তিবিশিষ্ট—সেবার তারতম্য-নির্দ্দেশে পরমবুদ্ধিমান্, সেরূপ মহাপুরুষ যদি অবতীর্ণ হন, তবে আমাদের প্রকৃত বিষয়গ্রহণের যোগ্যতা হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যসেবা করবার জন্য যেতে হ'লে, সেটাই যোগ্যতা। ভগবানে সেবাবুদ্ধি ব্যতীত ভগবানের কথা কেহ বুঝ্‌তে পারে না।

বেশী বাড়াবাড়ি বা অতি কম করলে মঙ্গল হ'বে না। অতি ভোজন বা অনাহার দুইটাই রোগ। ত্যাগটা অতি ভোজনের পর একটা অনাহারের মত। উহা অতি-ভোজনের প্রতিক্রিয়া মাত্র। আবার অনাহারের পর অতিভোজনের অত্যন্ত স্পৃহা, ত্যাগের পর ভোগ; উহা অনাহারের প্রতিক্রিয়া। ভগবৎসেবায় এইরূপ কোনও কথা নেই। ভোগ বা ত্যাগ লক্ষ লক্ষ জন্ম ধ'রে নিত্যবদ্ধ জীবকুল করছে, কিন্তু তথাপি তাঁ'দের আশা মিটছে না। ভোগ ও ত্যাগপ্রবৃত্তি বদ্ধজীবের প্রবৃত্তি; কিন্তু হরিসেবাবৃত্তি—মুক্তজীবের প্রবৃত্তি।

বিবিধ সংবাদ

সিন্ধুতে মন্ত্রিসভা

খান বাহাদুর খুহ্‌রো এবং মিঃ মখদুম গজদার গোলাম হোসেনের মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন। এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা মন্ত্রিত্বের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। ২১ জন মুসলিম সদস্য স্যার গোলামের মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। হিন্দু সদস্যদের সহিত এখনও কথাবার্ত্তা চলিতেছে। স্যার গোলাম তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

খান বাহাদুর খুহ্‌রো গবর্ণমেণ্টকে চালু রাখিবার কার্য্যে সকলের সহযোগিতা চাহিয়া এক আবেদন বাহির করিয়াছেন।

স্যার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা নূতন মন্ত্রিসভা সম্পর্কে এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা সকল সম্প্রদায়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিব এবং প্রদেশের কল্যাণের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব। হিন্দুরা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু পাইবেন না। আমার গবর্ণমেণ্ট সকল দলের গবর্ণমেণ্ট হইবে। যদি কংগ্রেস আমাদের সহিত সহযোগিতা করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসকে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

করাচী ১৯শে অক্টোবর প্রধান মন্ত্রী স্যার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলেন যে, দুইজন হিন্দু এম্‌এল্‌এ নিয়োগ সম্পর্কে এখনও কথাবার্ত্তা চলিতেছে। স্যার গোলাম লীগের প্রতিষ্ঠাতে থাকার করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, তিনি স্বতন্ত্রই থাকিতে চাহেন তিনি বলেন, "আমি একজন ভারতীয় এবং মুসলিম ও সমস্ত কিছুই পরে।" তিনি কোন দলের দে নাই।

স্যার গোলামের মন্ত্রিসভায় যোগদান প্রসঙ্গে করা হয় সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্ত জেনারেল সেক্রেটারী শেখ আবদুল মজিদ উক্ত পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, বর্ত্তমান প্রধান লীগের নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

নৌকা চড়াও করিয়া মাল লুঠ

১২ই অক্টোবর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত নবীনগর থানার অধীন কাইতলা ও জাফরপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী খালে একটী নৌকায় ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ দিন রাত্রে বিজয়পুর গ্রাম নিবাসী শ্রীমধুসূদন দত্ত তাঁহার দোকানে বিক্রীর জন্য ৪৭০৲ টাকার কাপড় ও সূতার জিনিষপত্র নৌকা বাড়ী ফিরিতেছিল। ঐ সময় একদল ডাকাত তাহার নৌকা চড়াও করে। তাহাকে আক্রমণ করে এবং যাবতীয় মাল লুণ্ঠন ক'রয়া চলিয়া যায়। নবীনগরের পুলিশ এবং বিজয়পুর গ্রামের প্রেসিডেণ্ট শ্রীহরীশ দাস এই ডাকাতি সম্পর্কে জোর তদন্ত ক'রতেছেন।

বঙ্গ সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে লণ্ডনে বক্তৃতা

গত ১৭ই অক্টোবর অপরাহ্ণে ডাকাতের হাই কমিশনার স্যার আজিজুল হক হিন্দুস্থানী ভাষাভাষী সঙ্ঘের এক সভায় "বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎকর্ষ" সম্পর্কে এক পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বক্তৃতা দেন। শ্রোতাদের প্রবাসী ভারতীয়গণ মুগ্ধ হন।

স্যার আজিজুল হক রবীন্দ্রনাথের গানের একখানি রেকর্ড গ্রামোফোনে বাজাইয়া সকলকে শুনান। রেকর্ডখানিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই গানটি গাহিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভাব-সম্বন্ধে মাত-বাক্য'বস-সূত্রে গ্রোত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে বাদবিবাদের সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

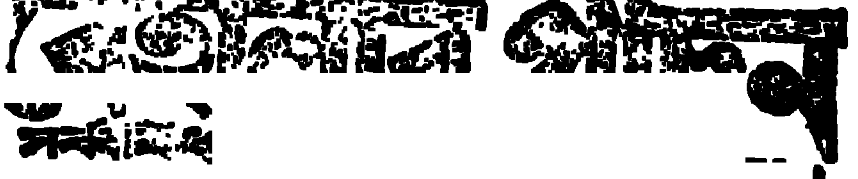

অম্লপিত্ত-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় এদ্রিয়াট ইহার কাটতি কি রকম বর্দ্ধিত। নিকাশ, চীনা-সংযুক্ত কারখানা এবং মুসলমান পুরাতন ঘরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাধক জয় কিনা ছোট বোতল ৷৵০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ ঘোড়া, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনরোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সচিত্র শ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃত্তি শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিশ্লেষণ-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১৬ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২রা নভেম্বর, ইং ১৯৪২, সোমবার { ১৮৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ দামোদর, শর্দ্ধ সর্ব্বদ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীগুরুনিত্যানন্দ-পাদপদ্ম ব্যতীত অনর্থ-যুক্ত জীবের আর উপায়ান্তর নাই। সন্ধিনী-শক্তিবিগ্রহ আমাদের নিত্যোপাস্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। সন্ধিনীশক্তির আশ্রয় ছাড়িয়া দিবাই জীব ভগবদ্বিমুখতা ও গুরু-বিমুখতাদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবসঙ্গ-প্রভাবে জীবের এই যাবতীয় ভগবদ্বিমুখতা অপসারিত হয়। কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তাভক্ত চিনিবার শক্তি লাভ না করায় অন্যায় সহিত বিবিধোপচারে ভগবদ্বিগ্রহের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অধিকার উন্নত হইলে তিনি ভগবানে প্রেম, ভক্তের সহিত মিত্রতা, বালিশে কৃপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষার দ্বারা ভগবানের পূজা বিধান করিয়া থাকেন। সেইকালে তিনি ভগবদ্ভক্তের হৃদয়মন্দিরে ভগবদধিষ্ঠানের প্রকাশ দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। ভক্তকে প্রণামের দ্বারাই ভক্তের সেব্য প্রভুর প্রতি প্রণতি বিহিত হয়।

বিভিন্নাংশ জীব কখনই নিজেকে স্বাংশ-জ্ঞানে শ্রীগুরুনিত্যানন্দকে অতিক্রম করিয়া আপনাকে আশ্রয়জাতীয়বিগ্রহ কল্পনা করিবেন না। যিনি গুরুপাদপদ্মকে অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের অগ্রণী হ'তে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নামভজনের পরিবর্ত্তে নামাপরাধ হইয়া থাকে এবং তিনি আচারভ্রষ্ট হন অর্থাৎ হরিসেবাবৈমুখ্য তাঁহার বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করে। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য-রহিত হইয়া মুখে কখনও ভগবন্নাম উচ্চারিত হইতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাক্রমেই আমাদের সেবাচেষ্টা। অন্যভাবে যে সেবার দাবী, তাহা দম্ভ মাত্র। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যই ভক্তির প্রথম সোপান। গুরু-পাদাশ্রয়রহিত হইয়া যে কিছু চেষ্টা, তাহা ভোগচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। যে কালে জীব নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-জগদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তখনই তাঁহার সকল বিষয়ে সুবিধা হয়। শ্রীগুরুনিত্যানন্দ-চরণাবলম্বন ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন গতি নাই।

গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ নিত্য। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেমন সত্য, তাঁহার সেবকও তদ্রূপ নিত্য ও সত্য। বিবর্ত্তবাদ পরিহার করিয়া শক্তি পরিণাম বুঝিতে পারিলে শ্রীগুরুদেব ও তদনুগ নিত্য সেবকের অধিষ্ঠান যে কালক্ষোভ্য নহে, ইহা উপলব্ধি হয়। ভক্ত, সাধু, বৈষ্ণব—এসব এক পর্য্যায়ের শব্দ। ভক্তে একাধারে ভগবদ্ধাম, স্বয়ং ভগবান্, ভগবানের পরিকর ও ভগবল্লীলার সমাবেশ। ভক্ত ভগবানের মন্দির বা পীঠ। সেই মন্দির বা পীঠে শ্রীভগবান্ আছেন। ভগবানের সহিত তৎসেবক ভক্তও আছেন। ভক্তহৃদয় ভগবল্লীলাবিলাস-ক্ষেত্র। ভক্তে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও বিরাজিত। যেখানে ভক্ত, সেইখানেই গুরুদেব; যেখানে গুরুদেব, সেখানেই ভগবান্। সুতরাং ভক্তদর্শন হইলে জীবের আর ভোগদর্শন থাকে না।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে সে ভক্ত নহেন; তিনি গৌরশক্তি, তিনি গৌড়ীয়। তিনি শ্রীরূপানুগবিগ্রহ। তাঁহার কৃপা হইলেই দুশ্রী জীব সুশ্রী বা সুন্দর হইতে পারে। তিনি কিছু কৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত অপর বস্তু নহেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ, তিনিও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই। তিনি ভক্তিদাতা। তাঁহার কৃপা ও দান অলৌকিক, অভয় ও অমৃত। সেই আচার্য্য-পাদপদ্মের পদনখশোভা যিনি দর্শন করিয়াছেন, জগতে এমন কোন সৌন্দর্য্য নাই, যাহা তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও মুগ্ধ করিতে পারে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ যিনি করিয়াছেন, এমন কোন স্পর্শযোগ্য বস্তু বিশ্বে নাই, যাহা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণা করেন কপটতাকে। তিনি সরলতার মূর্ত্তবিগ্রহ—সেবার সাক্ষমূর্ত্তি। তিনি সর্ব্বক্ষণ বলেন—"যিনি পারমার্থিক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অন্তঃর-বাহিরে নিষ্কপট হইবেন।"

শুদ্ধহরিনাম-কীর্ত্তনে যাঁহার যে-প্রকার রতি, তাঁহার বৈষ্ণবতাও তত দূর। যাঁহারা কৃষ্ণে সম্পূর্ণ শরণাগত, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই হরিনামকীর্ত্তনপর। এইরূপ সাধুর একমুহূর্ত্ত সঙ্গছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না। সাধুর সঙ্গে হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই একমাত্র কার্য্য, জীবের পক্ষে অন্য কোন কার্য্য নাই। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে চব্বিশঘণ্টাই সাধুসঙ্গ ও হরিনাম করিতে হইবে। "নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।" অনুপযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ করিলে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা হয় না। মহাজনের প্রতি শুদ্ধভক্তিহীন ব্যক্তিরও শ্রীনামগ্রহণে শ্রদ্ধা বা রুচি হইয়া থাকে।

শ্রীগোলোক ও শ্রীগোকুল

——::(:०:)::——

শ্রীগোলোক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের সর্ব্বোপরিস্থিত নিত্যানন্দ-লীলাপূর্ণ পরম-ধাম। এই স্বধাম গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-রূপে স্বাংশপ্রকাশ ও পরিকরগণসহ সমস্ত বিবিধ প্রেমলীলায় মত্ত হইয়া পরমানন্দে বিলাস করেন। শ্রীধাম-গোলোক সর্ব্বলোক-শিরোমণি। গোলোক বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধ একটী নিগূঢ় পুর। এই গোলোকের অপর নাম শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন, গোকুল ও ব্রজধাম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক-ধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম॥

গোলোকরূপ গোকুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম। সেই এক ধামই ঊর্দ্ধাধো-বিরাজমানভাবে গোলোক ও গোকুলরূপে বেদীপ্যমান। প্রপঞ্চস্থিত গোকুলে কৃষ্ণ যেরূপ ক্রীড়া করেন, গোলোকেও সেইরূপ। গোলোক ও গোকুলে কিছু ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তিতে গোলোক যখন প্রপঞ্চে প্রকটিত হন, তখন তাহাই ভৌম-গোকুলাদি আখ্যা প্রাপ্ত হন। সর্ব্বোর্দ্ধে যাহা গোলোক-রূপে বর্ত্তমান, তাহাই প্রপঞ্চে গোকুলরূপে কৃষ্ণলীলাস্থান। যিনি মহাভাগ্যবান্, তিনিই গোকুলে গোলোক এবং গোলোকে গোকুল দর্শন করেন। চিন্ময়-ধাম গোলোকও গোকুল প্রপঞ্চে প্রকটিত থাকিলেও অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে পরম বৈকুণ্ঠরূপে অবৈকুণ্ঠা-বস্থায় বিরাজমান থাকেন। সাধারণ জীব ভোগচক্ষে এই অপ্রাকৃত-ধামকে জড়বস্তু দেখে। যাঁহারা শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারাই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন। কৃষ্ণকৃপাক্রমেই মায়িকবস্তু

৬ষ্ঠ কলমে ৩য় পৃষ্ঠার প্রথমাংশে।

শ্রী

সম্যক দ্রবীভূত হয় এবং গোকুল দর্শনের ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে। [illegible] লোকের অপ্রাকৃত ও অনির্বচ্য। অপ্রাকৃত-স্বরূপ গোকুল গোলোক দর্শন এবং বর্ণন সম্বন্ধে [illegible] গোকুলদর্শন হয়। [illegible] অপ্রাকৃত। পরে কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে বহুকালের দূর ও নিজ উত্তরের মধ্যে আবরণ দূর হইলে বর্ণিত হয়। [illegible] গোলোক হইতে গোকুলকে পৃথক রূপে দেখা যায়। গোকুলও প্রকৃত নিত্যধাম। গোলোকে অপ্রকটলীলা সর্বদা প্রকট এবং গোকুলে অপ্রকটলীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে প্রকট হয়। গোলোক গোকুলের বৈভববিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলা গোকুলে অপ্রকট হইলেও গোলোক-ধামে নিত্য প্রকট।

গোকুলের বাহিরে চতুর্দিকে শ্বেতদ্বীপ-নামক অদ্ভুত চতুষ্কোণ স্থান আছে। শ্বেতদ্বীপ চারিদিকে চতুর্দিকে বিভক্ত। এক এক ভাগে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ধাম। গোকুল মধ্যস্থলে পদ্মকর্ণিকারই পীঠ। সুতরাং গৌর প্রকটকালীন যমুনা, গোবর্দ্ধন শ্রীকুণ্ড প্রভৃতি সমস্তই তাহার অভ্যন্তরে আছে। কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত যাঁহারা কেবল চিন্তা-দ্বারা গোলোকপ্রাপ্তির চেষ্টা করেন, তাঁহাদের নির্বিশেষ দর্শকে দশটি বৈরাগ্যরূপ দুর্গ আছে। যোগী ও জ্ঞানিগণ এই দশটি দুর্গে বিদ্ধ হন। নিরাকার দুর্গকে গোলোকের আবরণ। দুর্গ অর্থে বিদুর্গ। অতীব বিস্তৃত ও বিকালগত পরিচ্ছেদে বিদুর্গ।

এই জড় জগতে উর্দ্ধাধঃক্রমে চতুর্দশ লোক। ফলকামী কর্মী গৃহস্থগণ ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই ত্রিলোকের মধ্যে গমনাগমন করে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তাপস ও সত্যপরায়ণ শান্ত পুরুষগণ নিষ্কামকর্মযোগে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক পর্য্যন্ত গমনাগমন করেন। তাহারই ঊর্দ্ধভাগে চতুর্মুখ ধাম এবং অদূরে ক্ষীরোদকশায়ীর বৈকুণ্ঠ। সন্ন্যাসী পরমহংসগণ এবং হরিহত দৈত্যগণ বিরজা পার হইয়া অর্থাৎ চতুর্দশলোক অতিক্রম করত জ্যোতির্ময় ব্রহ্মধামে [illegible] নির্বাণ লাভ করেন। অন্যান্যের পরব্যোমাখ্য ভগবদ্ধাম তত্ত্ব জ্ঞানভক্ত, প্রেমভক্ত, প্রেমপর ভক্ত ও প্রেমাতুর ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে—অপ্রাকৃত নারায়ণধামে স্থিতি লাভ করেন। ব্রজাদিগণের পরম মাধুর্য্যময় ভক্তগণ কেবল গোলোকধাম লাভ করেন। এরূপে ভক্তগণের গোলোকে [illegible] পৃথক স্থিতি [illegible] আছে। [illegible] গোলোকে এবং [illegible] গোলোকে অবস্থিত হন। এখন [illegible] ঐ সমস্ত ভক্তগণ কৃষ্ণলোক ও গৌরলোকে সুখে সম্বন্ধ লাভ করেন। পরম লোককে [illegible] গোলোক বলা হয় [illegible] শ্রীকৃষ্ণের লীলাপীঠ। [illegible] গোলোক বা গোকুল-লীলা প্রকট করেন। তাঁহার কৃপায় তটস্থশক্তিগত জীবগণও সেই লীলায় প্রবেশযোগ্য হন।

কৃষ্ণই গোলোকপতি গোবিন্দ। সেখানে বিষয়—স্বয়ং কৃষ্ণ এবং আশ্রয়—শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও তদভিন্ন গোপীগণ। তাঁহাদের সহিত গোলোকে কৃষ্ণের নিত্যলীলা। শক্তি ও শক্তিমান একাত্মা হইলেও অনাদিকাল হইতে রাধা ও কৃষ্ণরূপে পৃথক পৃথক দেহে তথায় নিত্য অবস্থান করেন। সেই আনন্দ (হ্লাদিনী) ও চিৎ (কৃষ্ণ)—উভয়েই অচিন্ত্য গুণাবলম্বে বর্ত্তমান। গোলোকেই সর্বদা স্বীয় অনন্তলীলা-প্রকাশের সহিত কৃষ্ণ শোভা পান। যে সকল লীলা জগদ্গোচর হয়, তাহাই প্রকটলীলা, আবার সেইরূপ কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই প্রপঞ্চের অগোচরে অপ্রকটরূপে গোলোকে আছে। যতপ্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে সমস্তই গোলোকে আছে।

গোলোক গোকুলেরই বৈভব, কিন্তু আমাদের পক্ষে গৌর গোকুলের উপযোগিতাই অধিক। তাঁহারই প্রসাদ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের মত জীবের উপর অধিক কার্য্যকরী। সুতরাং আমাদের নিকট তাঁহার কৃপাই অধিক। ফলোদয়হীন গোলোক-বৃন্দাবনই আমাদের পরম আশ্রয়স্থল।

পদ্মকর্ণিকারূপ গোলোক ষট্কোণাকৃতি। তাঁহারই অভ্যন্তরে প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া আপন জীবগণের অঙ্গ ও অব্যয় বীজস্বরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। সেখানে পরম প্রেমভক্ত গোপ ও গোপীগণ সর্বদা কৃষ্ণসেবাতৎপর হইয়া শত শত কামধেনু ও বৎসসকলসহ স্ব-স্বভাবে সানন্দে বাস করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিজজন। সেই শ্রীকৃষ্ণলোক বিবিধ কল্পতরু, লতা পুষ্প, কানন, সরোবর, নদী, পর্ব্বত, পশুপক্ষী ও পত্রাদি শোভাসম্পদে সদা সুশোভিত হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণসুখসাধন করিতেছেন। সে সমস্ত অপ্রাকৃত ও নিত্যানন্দস্বরূপ। তথায় সকল বস্তুই চিন্ময় এবং সকলেই সর্ব্বতোভাবে স্বনাথ শ্রীকৃষ্ণের সুখসেবারত। তাঁহার একাত্মরূপ অংশ, প্রকাশ ও বিলাসের নিজাংশে সে সকল কৃষ্ণসুখসাধক শোভাসম্পৎ-সমূহ শ্রীধামরূপে নিত্য রূপ রস-গন্ধাদিতে রূপায়িত হইয়া সর্বক্ষণ তাঁহার সেবা করিতেছেন। সেখানে কালের প্রবেশ নাই। অনাদি-অনন্ত আনন্দমুহূর্ত চিরস্থিরভাবে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হইয়া আছেন। তাঁহাতে কখনও ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানরূপ ব্যবচ্ছেদ-রেখা-সম্পাত হয় না। কিন্তু শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতে ঐ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের যে আনন্দ উপযোগিতা, তাহা কৃষ্ণসুখসাধন-সহায়িনীরূপেই সদা বর্তমান আছে। তথায় কুসুম আছে, কিন্তু কুসুমে কীট নাই। তথায় চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক আছে কিন্তু [illegible] করেন না। সেই চিদানন্দময় স্বরূপ স্বপ্রকাশ অর্থাৎ স্বকীয় চিদানন্দ-জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত। তথায় আলোক চিদানন্দ-জ্যোতিঃ। তাহাতে কখনও ছায়াপাত হয় না। তথায় চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণই কান্তারূপা, লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সকলের প্রাণকান্ত, তরুমাত্রই চিন্ময় কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিময়, জল অমৃত, কথা সঙ্গীত, গমন নাট্য। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমরসই একমাত্র সকলের আস্বাদ্য। অপর কোনরসই কেহ কখনও আকাঙ্ক্ষা করেন না। তথায় কৃষ্ণপ্রেমবতী কোটী কোটী কামধেনু বিরাজমান। তথায় নিমেষার্দ্ধাত্মক কালও প্রবেশ করিতে পারে না অর্থাৎ তথায় অখণ্ড আনন্দময় সময়ই সদ্ভাবে সদা বর্ত্তমান। গোলোকনাথ শ্রীগোবিন্দের অতীব প্রিয় নিজজন ব্যতীত অন্য কাহারও তথায় প্রবেশাধিকার নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধলোক গোলোক। বৈকুণ্ঠে স্বকীয়া পুরবনিতাগণ যথাস্থানে সেবাতৎপর। গোলোকে ব্রজবনিতাগণ নিজরসে কৃষ্ণসেবা করেন। মাথুরমণ্ডল ও গোলোক অভেদতত্ত্ব। একই বস্তু সর্ব্বোচ্চ স্থানস্থিত হইয়া গোলোকে এবং প্রপঞ্চান্তর্গত হইয়া মাথুরমণ্ডল যুগপৎ এই দুই স্বরূপে প্রসিদ্ধ। যাহাকে গোলোক বলা যায়, তাহাই প্রকটলীলায় প্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তী মাথুরধাম, অপ্রকটলীলা-গোলোক। যাঁহার শুদ্ধ চিন্ময়বস্তু দর্শনের অধিকার হইয়াছে, তিনি গোলোকদর্শন করেন; এমত কি, এই গোকুলেই গোলোক দর্শন করেন। যাঁহার বুদ্ধি প্রপঞ্চপীড়ায় পীড়িত, তিনি গোলোক দর্শন পান না, গোকুল গোলোক হইলেও গোকুলে প্রাপঞ্চিক বিশ্ব দর্শন করেন। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত গোলোকদর্শন হয় না। কৃপা করিয়া কৃষ্ণ ব্রজবাসী নন্দকে গোলোক দেখাইয়াছিলেন। সেই গোলোক প্রকৃতির অতীত পরম বস্তুবিশেষ। তাহাতে যেরূপ বিচিত্রতা আছে, তাহা নিত্যসত্যস্বরূপ, অনন্ত চিদ্বিলাস। জড় বুদ্ধ ভক্তগণ সমাধিস্থ অর্থাৎ জড়সম্বন্ধশূন্য হইলে সেই বিশেষ তত্ত্ব দেখিতে পান। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যপর ভক্ত, তাঁহারাও গোলোক দেখিতে পান না। তাঁহারা বৈকুণ্ঠে স্ব স্ব রসের ভাবানুরূপ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সেবা করেন। যাঁহারা ব্রজরসে কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাকে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া অশেষ মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করেন, তিনিই গোলোক দেখিতে পান। [illegible] ব্রজরসের রসিককে কৃষ্ণ উঠাইয়া গোলোকে লইয়া যান, তিনিই গোলোক সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পান। আবার বিশুদ্ধ ব্রজভক্তদিগের মধ্যে কিছু কিছু গোলোক দর্শন হয়। ভক্তগণ দুইপ্রকার—সিদ্ধ ও সাধক। সাধকগণ গোলোকদর্শনের অধিকার পান না। সিদ্ধগণ আবার দুইপ্রকার স্বরূপসিদ্ধ ও বস্তুসিদ্ধ। তাঁহারাই বস্তুসিদ্ধ ভক্ত, যাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় সাক্ষাৎ গোলোকে নীত হন। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণ গোলোকের স্বরূপ দেখিয়াছেন, অথচ স্বয়ং প্রপঞ্চ হইতে কৃষ্ণকৃপাক্রমে গোলোকে নীত হন নাই। কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের ভক্তিচক্ষু ক্রমশঃ উন্মীলিত হইতেছে, সুতরাং তাঁহাদের অধিকার বহুবিধ। কেহ অল্প দেখিতেছেন, কেহ কিছু অধিক, কেহ কেহ বা অধিক পরিমাণে দেখিতে পান। যাঁহার প্রতি কৃষ্ণকৃপা যে পরিমাণে হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণেই গোলোক দেখিতেছেন। যে পর্যন্ত ভক্তির সাধনাবস্থা, সে পর্যন্ত গোকুলে যাহা দর্শন হইতেছে, তাহাই কিঞ্চিৎ মায়িকভাবে উদিত হয়। সাধনাবস্থা ছাড়িয়া ভাবাবস্থা প্রাপ্তি হইলেই কিয়ৎপরিমাণে গোলোক দর্শন হইতে থাকে। প্রেমাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে দর্শন হয়।"

ব্রহ্মা

——::(০)::——

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবিগ্রহ স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ পরব্যোমনাথ নারায়ণের দ্বিতীয় কায়ব্যূহ সঙ্কর্ষণ হইতে অংশে মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী অবতীর্ণ হন। তাঁহার ঈক্ষণে দূরে প্রকৃতি হইতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয়। তখন ঐ মহাবিষ্ণু আবার একাংশে অনন্তরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে সমষ্টি অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী নারায়ণ বলা হয়। ইঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব গুণাবতাররূপে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। তন্মধ্যে কেবল বিষ্ণুই গুণময়।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শেষশয্যায় শয়ান গর্ভোদশায়ী বলিয়া খ্যাত এই দ্বিতীয় পুরুষ নারায়ণের সৃষ্টি-ইচ্ছা উদয় হইলে তাঁহারই নাভি হইতে একটি সুবর্ণ পদ্ম, আর ঐ পদ্মকোষেই তাঁহার অংশ-শক্তিরূপে স্বয়ং ব্রহ্মার জন্ম হইল।

ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া দেখিলেন,—অনন্ত জলরাশি মধ্যে মৃণালাশ্রিত একটী পদ্মের উপর তিনি একাকী ভাসিতেছেন। তখন আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"এ কি অদ্ভুত, কোথাও কেহ নাই! আমি একাকী এত সময়ে কোথা হইতে আসিলাম? এই পদ্ম মৃণালের মূল কোথায়? আমি কে? আমি করিব কি?"

এইরূপ অকারণ জীবনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্রহ্মা প্রথমে ঐ পদ্মমৃণালের মূলনির্ণয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়া মৃণাল অবলম্বনে নিম্নে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তথাপি আশ্রয় না পাইয়া অপ্রতিভচিত্তে অবসন্নপ্রায় তাঁহার অবস্থা হইল,—আমি অপর শক্তিতেই ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিব। কিন্তু তাহা হইবে কেন?

কৃষ্ণভক্তি-অনুকূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

তাই ব্রহ্মার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকিল না; তিনি বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি লইয়া প্রাণপণ প্রয়াসে সুদীর্ঘকাল অবিরত চেষ্টা করিয়াও পদ্ম মৃণালের মূল পাইলেন না। শেষে হতাশ হইয়া স্বয়ং দেহে পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। আবার সেই পূর্ব্ব চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তৎকালে তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিপুল বারিধির তরঙ্গাঘাতে 'তপ' 'তপ' শব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দে তিনি চতুর্দ্দিকে নেত্র সঞ্চালন করিলেন, তজ্জন্য তাঁহার চতুর্ম্মুখ হইল। কিন্তু সেই অন্ধকারেও তিনি কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। এইবার তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; বিফল বহির্ম্মুখ চেষ্টা আর রহিল না, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ একে একে অন্তর্ম্মুখ হইয়া অন্তরে স্থির হইল। কোনও অভিলাষ আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি আপনাকে একান্ত অকিঞ্চিৎকর জানিয়া এই সকলের মূলতত্ত্ব জানিবার জন্য সমাধি অবলম্বন করিলেন। তখন অন্তর্য্যামী নারায়ণ তাঁহার আত্মভাবস্থ হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানদীপে অজ্ঞানতমঃ দূর এবং তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে আপনার নিরন্তর পরমতত্ত্বস্বরূপে প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই সুযোগে শুদ্ধভক্তিরূপা পরা বিদ্যা ব্রহ্মার সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বল বিমল হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে কাম-বীজযুক্ত অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্রে কৃষ্ণ আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন।

ব্রহ্মা সেই স্বতঃসিদ্ধ মহামন্ত্রে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে তিনি ভগবৎ-কৃপায় স্বীয় হৃদয়মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—অনন্ত সলিলমধ্যে অনন্তনাগশয্যায় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজ শ্রীহরি স্বীয় দিব্যপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া বিরাজমান আছেন। পদ্মবিলাসিনী রমাদেবী তাঁহার পদসেবায় নিযুক্তা আছেন। শ্রীঅনন্তশায়ী ভগবানের শোভন নাভিদেশ হইতে একটী সুবর্ণ মৃণাল উত্থিত হইয়া অগ্রভাগে একটি অতিসুন্দর লোহিত বর্ণ পদ্ম ধারণ করিয়া আছে। ঐ পদ্ম-মধ্যেই তিনি বাস করিতেছেন।

পিতামহ ব্রহ্মা তখন পরমানন্দে প্রেম-বারিতে অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় আত্মকৃত পরমেশ পিতার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞানময় প্রভুর কৃপাবলেই ব্রহ্মা নিগূঢ় বেদার্থসম্পন্ন সুললিত স্তবমালায় তাঁহার অর্চনা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীহরি তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরম গূঢ় বিজ্ঞানসমন্বিত প্রেমভক্তি এবং তদঙ্গস্বরূপ সমস্ত তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। এইরূপে স্বয়ং ভগবান্ আচার্য্য হইয়া যোগ্য-শিষ্য পরমকারুণিক পদ্মযোনিকে চতুঃশ্লোকী ভাগবতে মূলতত্ত্ব ভগবত্তত্ত্ব, অদ্বৈতজ্ঞান ভাগবত-সর্ব্বজ্ঞান প্রদান করিলেন।

তিনি ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্, আমি তোমাকে এই পরম গোপনীয়, পরম রহস্য বলিতেছি, শুন, গ্রহণ কর। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আমার এই সম্পূর্ণ স্বরূপতত্ত্ব তোমার অন্তরে সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইবে। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত এই পরম-সৌভাগ্য কাহারও হয় না। ব্রহ্মন্! আমাকেই তুমি সকলের সার বলিয়া জানিবে। সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র আমিই ছিলাম। স্থূল ও সূক্ষ্ম এবং এই উভয়ের কারণভূত যে প্রধান বা প্রকৃতি—সে সকল কিছুই তখন প্রকাশমান ছিল না। আমি শক্তিমান্, তাহারা সকলেই আমার অব্যক্ত শক্তি। এখন এসকল যাহা দেখিতেছ, আরও যাহা দেখিবে, তাহাও আমারই একাংশের বিকাশমাত্র; তাহাতে আমিই ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত। আবার প্রলয়ে যখন কিছুই থাকিবে না, তখনও কেবল আমিই থাকিব। আমা হইতে সকলের উদ্ভব; আমাতেই সকলের আলয়, আবার আমাতেই সকলের বিলয়। যাহা সতাই আছে, তাহা যাহাতে নাই বলিয়া বোধ হয়; আবার বস্তুতঃ যাহা নাই, তাহা যাহাতে প্রতীত হয়, তাহাই আমার অঘটন-ঘটনকারিণী মায়াশক্তি। আমার এই মায়াশক্তি বিস্তার করিয়া আমি আত্মগোপন করিয়া একাংশে অখিল জগৎ প্রকাশ করি। আমি সকলেই আছি, আবার বাহ্যপ্রকাশে কিছুতেই নাই; যেমন ভূতগণের মধ্যে মহাভূতগণ, সেইরূপ আমিই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান, সকলের আত্মা; আমিই বেদ, আমিই সাম। তুমি অনন্য ভক্তিযোগে সতত আমাতে চিত্ত স্থির রাখিয়া আমার ইচ্ছামত লোকসকল যথাপূর্ব্ব সৃষ্টি কর। এইরূপে সতত আমাতে যুক্তচিত্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে তুমি কখনও মিথ্যা অভিমানে অভিভূত হইয়া আমাকে ভুলিয়া বিপন্ন হইবে না।" এই বলিয়া শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার এই বাক্যই বিশুদ্ধ বেদ।

এইরূপে সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ শ্রীহরির শ্রীমুখ হইতে ব্রহ্মা বেদজ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি নিজে বৈষ্ণব হইয়াও অচিরার্পিতাখ্য বিষ্ণুর প্রেরণায় বহিরঙ্গা সেবায় রত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড-প্রবর্ত্তনার্থ সৃষ্টিকার্য্যে রত হইলেন। তিনি প্রথমে শ্রীভগবান্ [illegible] আপনার পবিত্র [illegible] উৎপাদন করেন। তাঁহাদের [illegible] সনাতন ও সনৎকুমার। তাঁহারা সকলেই স্বতঃসিদ্ধ শুদ্ধভাগবত। তাঁহারা জন্মাবধি বাসুদেবের আরাধনায় রত হইলেন, অপর কর্ম্মে মন দিলেন না। তখন ব্রহ্মা সৃষ্টিবিস্তারের জন্য দ্বিতীয় দশটী পুত্রের জন্ম দান করিলেন। তাঁহারা ভগবৎকৃপায় অচিরাগত তত্ত্বে তাঁহারা সকলেই তাঁহার আত্মা হইতে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রকটিত হইলেন। তাঁহাদের নাম—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ। তন্মধ্যে পূর্ব্বজাত চারিজনের ন্যায় নারদও প্রাকৃত কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র রহিলেন। তাঁহার অপর নয়টী ভ্রাতাই পিতৃ-আজ্ঞায় তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে সহায় হইলেন।

ইহাতেও প্রয়োজন মত প্রজাবৃদ্ধি হইল না। তাহাতে ব্রহ্মা ইচ্ছামত কার্য্য হইতেছে না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। শ্রীবিষ্ণুকে একান্তভাবে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অমনি দৈবশক্তি সঞ্চারিত হইয়া ব্রহ্মার পুত্রকার্য্যে সহায় হইলেন। সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বব্যাপী দুর্লক্ষ্য প্রভাবই অদৃষ্ট বা দৈব। সেই অমোঘ প্রভাবেই ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গ হইতে মনু (স্বায়ম্ভুব) এবং বামাঙ্গ হইতে শতরূপার উৎপত্তি হইল। প্রথমটী পুরুষ, দ্বিতীয়টী স্ত্রী। ব্রহ্মা আপন অধিকারে এই পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া শতরূপাকে তাঁহার মহিষী করিলেন। উভয়ের সহযোগে দুইপুত্র ও তিনকন্যার জন্ম হইল। পুত্রদ্বয় প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং কন্যাত্রয় আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। সব কয়েক সহিত প্রসূতির এবং এইরূপে যোগ্য-পাত্রে ও যোগ্য-পাত্রীর সংযোগ সাধন-দ্বারা সৃষ্টি বিস্তার করিলেন।

ব্রহ্মার পরম ভাগবত পুত্র নারদ কিন্তু এইসকল প্রাকৃত ব্যাপারে আদৌ দৃষ্টি দিলেন না। পূর্ব্বসংস্কারবশে বিষয়ে তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি তৃষ্ণার্ত্ত মনুষ্যের ন্যায় তত্ত্বসুধার জন্যই ব্যাকুল হইয়া কেবল তাঁহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন দেখিলেন,—তাঁহার পিতা লোকপতি ব্রহ্মা তন্ময় হইয়া কাঁহার ধ্যান করিতেছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রস্বেদ ও পুলককদম্বে পূর্ণ হইয়াছে; নয়নে দর-দর ধারা বহিতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইতেছে। পিতার এই কর্ম্মের তপস্যা দেখিয়া নারদ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। সুযোগমত একদা তিনি পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পিতঃ আমার সংশয় দূর করুন, পিপাসা পূর্ণ করুন। আমি আপনাকেই একমাত্র অখিললোকের ঈশ্বর বলিয়া জানিতাম। কিন্তু আজ আমার তাহাতে বড় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, বোধ হইতেছে, আপনারও উপর কেহ অধিতীয় ঈশ্বর আছেন; আর তাঁহাতেই সমগ্র জগতের সকল পিপাসার পূর্ণতা। বলুন, পিতঃ! তিনি কে? আপনি কি তাঁহারই আরাধনা করেন?"

পুত্রের বাক্যে পরমানন্দিত হইয়া ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! তোমার সন্দেহ সত্য বা তোমার অনুমান সত্য। তোমার এই প্রশ্নও আমার প্রতি পরম কৃপা। কারণ তোমার এই প্রশ্ন হইতেই আমার চিত্ত আজ কৃষ্ণকথারসে অতিরঞ্জিত হইল। পুত্র,—আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর সত্য, কিন্তু আমার উপরও সকলের একমাত্র শাস্তা, যার এক অন্য পরমেশ্বর আছেন। তিনিই বাসুদেব। আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করি! তিনিই জগদ্গুরু। তাঁহারই মায়াশক্তিতে জগৎ মুগ্ধ। কেবল তাঁহার চরণাশ্রিত জনই ঐ মায়া হইতে মুক্ত। বৎস, বেদ সেই মায়াধীশ নারায়ণেরই মহিমা কীর্ত্তন করেন; সমস্ত দেবতা সেই নারায়ণের অঙ্গ হইতে জাত; অখিল লোক সেই নারায়ণেরই সেবক; সকল যজ্ঞে সর্ব্বত্র তাঁহারই পূজা হয়। সকল সাধনার সাধ্য তিনিই; তিনিই সকলের অবিসংবাদিত উপাস্যপতি। আমি এবং অপর প্রজাপতিগণ সকলেই তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির অংশে আত্মসমাহিত শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহারই অপ্রাকৃত আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া কর্ম্ম করিতেছি। কিন্তু প্রাকৃত জগতে সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে প্রকাশিতস্বরূপ আমার নিত্য বৈষ্ণবস্বরূপ নহে। আমি নিত্যবৈষ্ণবস্বরূপে সাক্ষাৎ ভগবৎসেবক। তখনই আমি নিত্য ব্রহ্মসম্প্রদায়ের মূল পুরুষ বা আদি গুরু। কিন্তু একান্ত শরণাগত না হইলে তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে কেহই পারেন না। তিনিই নিজমুখে কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার কথা কিঞ্চিৎ বলিয়াছেন। আমি তাঁহারই শরণ লইয়া তাঁহার চরণ ধ্যান করিয়া সতত তাঁহারই সেবা করিতেছি। তুমিও অনন্য ভক্তিযোগে সর্ব্বদা তাঁহারই সেবা কর।"

আদি কবি, বিশ্ববৈষ্ণবের আদি গুরু ব্রহ্মা হইতেই দেবর্ষি নারদ ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। নারায়ণ-উপনিষদে আছে, নারায়ণ হইতে ব্রহ্মার জন্ম। আর মুণ্ডক উপনিষদে কথিত আছে ব্রহ্মা দেবতাদি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমে তাঁহার পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। সুতরাং জগদ্গুরু শ্রীহরি হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, পরে নারদ হইতে ব্যাসদেব, আর ব্যাসদেব হইতে শ্রীশুক ও শ্রীমধ্বাচার্য্য—এইরূপ গুরুপরম্পরাক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে অধস্তন পর্য্যায়ে গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মকে পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাই এই বিশুদ্ধবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্মসম্প্রদায়।

ব্রহ্মা নিজে বৈষ্ণব-ব্রহ্মসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য। ব্রহ্মসংহিতা-নামক গ্রন্থ জানা যায়, [illegible] একখানি দীর্ঘ-হইয়া টীকার পর নারদাদি [illegible] বিস্তার লাভ করিয়া বৈষ্ণব-সংসার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু টীকায় লিখিয়াছেন,—"যদেবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের মূল [illegible] 'ব্রহ্মসম্প্রদায়-বর্ত্তিনঃ' [illegible]।" শ্রীচৈতন্য ও আদিকবি ব্রহ্মসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্যের ঐ অবর্ণ [illegible] ব্যাপারে মধুর ও ব্রহ্মসম্প্রদায়ের নিত্যকালই [illegible]

ব্যাপারে শ্রীভগবান্ যখন বামনরূপে বলিকে আবির্ভূত হন, তখনও তিনি তাঁহার ত্রিপদ দ্বারা অসীম ঐশ্বর্য দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

———:::•:::———

আমাদের মঙ্গলের জন্য শুকর্ণ জগতে অবতীর্ণ হন। আমাদের কোন দিকে সুবিধা ক'রে দিবার জন্য শুকর্ণ কোথাও আসেন। সাধনভক্তির বাধা হ'তে ভাব ভক্তির রাজ্য অতিক্রম ক'রে প্রেমভক্তির রাজ্যে বা বিপ্রলম্ভলীলায় প্রবেশই পূর্ণ ভূমিকা হ'তে পারে। আমাদের স্বধর্ম—প্রেমভক্তি; তাঁ'র সাধনা ক্রিয়ার নাম।

ইহজগতে শুদ্ধকালে গোসম্পত্তিত সুন্দর পাবক-বৈষ্ণবের সেবা ক'রলে প্রাপঞ্চিক অবস্থা থেকে যা'বে। জীবন্মুক্ত অবস্থায় স্বরূপসিদ্ধি, তৎপরে বস্তুসিদ্ধি বা নিত্যলীলায় প্রবেশ। শরীর পতনের পূর্বে স্বরূপসিদ্ধি না হ'লে বার বার জন্মগ্রহণ ক'রতে হ'বে। স্বরূপসিদ্ধ হ'লে নিত্যলীলায় সুবিধা হয়। স্বরূপে অবস্থিত হ'বার পরে যদি আবার ভগবৎসেবা-বিচ্যুত হ'য়ে পড়ি, তবে জীবন্মুক্ত হ'লেও সংসারে প্রবিষ্ট হ'য়ে যাই। কিন্তু অন্তরে-বাহিরে, নিদ্রায়-জাগরণে, স্বপ্নে-প্রবাসে সর্বক্ষণ যদি কৃষ্ণের সেবা করি, তা'হ'লে আমাদের অমঙ্গল আসতে পারে না। হরিকথার প্রাচুর্য্য হ'তে ভক্তির সিদ্ধি হয়। প্রেমভক্তিতে অবস্থানই—প্রকৃত ভগবৎসেবা হ'তে বিরাম লাভ।

বিষ্ণুই আমাদের একমাত্র আরাধ্য। বিষ্ণুসেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কৃত্য নাই। বিষ্ণুসেবার বিমুখতা এসে উপস্থিত হ'লে আমরা কুকুর রাখি, ঘোড়া রাখি, বিড়াল পুষি, হাঁসলীলায় রই, উট্পক্ষ রই—প্রতিদিন বহির্জগতে শত শত বন্ধন সেবক হ'য়ে পড়ি—দাস হ'য়ে পড়ি। এই সকল বস্তু আমাদিগকে টেনে রাখে, কোন সময় তৌর্য্যত্রিক আমাদিগকে আকর্ষণ করে, কোন সময় পুণ্য, কোন সময় পাপে মতি হয়। অন্তরে বিবেক উপস্থিত হ'লে নির্বিশেষ গতিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি। এই সমস্তই অভক্তি-বিবেক—বহির্মুখগণের মনোধর্ম। মুক্ত না হ'লে আমরা সেবা করতে পারি না।

কৃষ্ণপ্রেম বল্বার, বোঝাবার মত জিনিষ নয়। যাঁ'র হৃদয়ে কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ কৃপাক্রমে উহা উন্মেষিত হয়, তিনি বল্‌তে পারেন—জান্‌তে পারেন, কৃষ্ণপ্রেম হ'লে এ জগতের ত্রিতাপ আমাদিগকে কাবু করতে পারে না. দুর্দিন আমাদিগকে পেয়ে আক্রমণ করতে পারে না। যখন তা আমাদের শ্রীলীলার বিষয় হয়, তখন এ জগতের রূপ, রস, গন্ধ আমাদিগকে দুর্বল পেয়ে প্রবলতা লাভ করতে পারে না—বিবর্তজনিত দর্শন আমাদিগকে ব্যস্ত করে না—আমরা কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-লীলা দর্শন করতে পারি—তিনি কি বস্তু তা' প্রকাশ করতে পারি।

কৃষ্ণ বিমুখ হ'য়ে জীব পরমার্থ-বিচার—ব্রহ্মবিচার ক'রছে—যোগমার্গে নির্বিশেষ জ্ঞানমার্গে ধাবিত হ'চ্ছে। কিন্তু ভগবৎসেবা সাক্ষাৎ ভগবানকে প্রদান করে। ভগবৎ-সেবা ব্যতীত আমারও কল্যাণ হ'তে পারে না। ভগবান্ সাত্বতাদের বস্তুমাত্র ন'ন, পরন্তু ভক্তির পাত্র ভগবান্। ভগবৎ কথা-শ্রবণের রুচির অভাবের পরিচায়ক—অন্যকথা আলোচনা। ভগবৎ-কথার আলোচনা সাক্ষাৎ সেই রুচি প্রদান করে। মরণের পূর্বে জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ না ক'রলে জন্ম-জন্মান্তর লাভ হ'বে। এইসব অনর্থ-বাধা লাভ হ'তে পরিত্রাণ পা'বার উপায় নয় না, ভগবদ্দ্বারে থা'কলে—ভক্তিকথাবিমুখ থাকলে। যদি আসে বা তা' হয়, তা'ও আত্মসুখেচ্ছা থেকে হয়। ভগবৎসেবা আত্মসুখেচ্ছা নয়—আত্মসুখানুসন্ধান নয়, আত্মশক্তিকে—অপবর্গ-অর্পণ-রত যারা। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু আত্ম-সুখান্বেষী। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু-সম্প্রদায়কে ভগবান্ সাহায্য করেন না—ভগবানের বিমুখবিমোহিনী মায়াশক্তি সাহায্য করে। আর সর্বতোভাবে যিনি ভগবানে প্রপন্ন, তা'কেই মায়াধীশ ভগবান্ স্বয়ং সাহায্য করেন।

যে মুহূর্তে বুঝিতে পারিব, ভগবানই আমার প্রভু, সেই মুহূর্তেই আমার সুবিধা হইবে। এই জগতে আরাধনা করিবার কোন বস্তু নাই। ইহ-জগতের কথা হ'তে অবসর হ'লে ভগবানের কথা প্রয়োজনীয় হয়। আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন, ভগবানের সেবা করিতে পারি, যদি অন্যের প্রভু হ'বার উৎকট না থাকে।

বৈষ্ণববিদ্বেষকালে ভাল মানুষ হইয়া নীরব থা'কলে মায়ার বহু প্রকোপ আসে। কৃষ্ণেতর বিষয়-সংগ্রহই আমাদিগের ব্যাধি। পৃথিবী পরিত্যাগের পূর্বে যাঁ'দের ভগবজ্-জ্ঞান লাভ ঘটে এবং ভগবৎ-সেবাপ্রবৃত্তি হয়, তাঁ'রাই ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ, তাঁ'রাই ব্রহ্মপুরে নীত হন। শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী দেখ্‌বার চক্ষু সংগ্রহ ক'রতে হ'লে পারমার্থিক বিদ্যালয়ে সত্বর দক্ষিণা দিয়ে লেখা-পড়া শিখ্‌তে হয়। শরীরের আধিক সৌখ্য-বৃদ্ধি হ'লেই ভগবানের সেবাপ্রবৃত্তি কমে যায়। পরবর্তাবের নিন্দা না ক'রে আত্ম-শোধন ক'রবেন। আমাদের দুর্বলতায় অপরাধের ফলে আমরা ভগবানের ক্রমবৈ-বিগ্রহের শরণাপন্ন হই। সেই রুদ্রের প্রকাশবিগ্রহ আমাদের নতুতা জীব তাঁহার দ্বারা পরিপূর্ণ হবেন।

বিবিধ সংবাদ

বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী

ইউনাইটেড প্রেসের ২৮শে অক্টোবর তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ,—

কলিকাতা গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে যে, মন্ত্রিগণকে বিভিন্ন দপ্তরের ভার দিবার পূর্বে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া গবর্ণর নিম্নলিখিত আদেশ দিয়াছেন:—

(১) ঢাকার নবাব হবিবুল্লা খাজা নবাবজাদাকে কৃষি, শিল্প এবং শ্রম বাণিজ্য বিভাগের ভার দেওয়া হইল।

(২) আসাদেরল খাঁ বাহাদুর এম আব্দুল করিমকে শিক্ষা বিভাগের ভার দেওয়া হইল।

———

ভারতের কুটির শিল্পের ক্রমোন্নতি

যুদ্ধের সময় নানাপ্রকার ছোটখাট জিনিষের জন্য কুটির শিল্প এবং ছোটখাট শিল্প কারখানার উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতবর্ষের কুটির শিল্প এবং ছোটখাট কারখানাগুলিও এই সুযোগ বিশেষ প্রসার লাভ করিতেছে। ভারত সরকার চলতি সনে ১০ কোটি টাকার কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার ক্রয় করিবেন, বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। ১৯৪১-৪২ সনে ৫ কোটি কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য কেনা হইয়াছিল।

বর্তমানে প্রদেশে প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে সমবায়পদ্ধতিতে কুটিরশিল্প ও ছোটখাট শিল্প পরিচালনা করা হইতেছে। ফলে দালালরা উহার উভয় পক্ষ হইতে টাকা মারিতে পারিতেছে না। লাভের অংশ উৎপাদকেরাই পাইতেছে। পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশে সমবায় পদ্ধতি খুব ভালভাবে চলিতেছে এবং এই তিন প্রদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্যজাত সরবরাহ করা হইয়াছে।

গত দুইমাসে সুতার কাপড় এবং অন্যান্য জিনিষ বাবদ ১ কোটি টাকার অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্রই বিভিন্ন ছোটখাট আরও ৫ কোটি টাকার মালের অর্ডার দেওয়া হইবে।

———

সত্যাগ্রহী বন্দীদের সহিত সাক্ষাৎ

একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, অসুস্থতা ব্যতীত ১৯৪২ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে জেলে আবদ্ধ বন্দীদের সহিত সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হইবে না। এই বন্দীদের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য গবর্ণমেন্ট, কারাবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল অথবা জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট যে আবেদন করা হইবে, ঐ সকল আবেদনের জবাব দেওয়া হইবে না। সুতরাং জবাব না মিলিলে বুঝিতে হইবে যে, আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে।

———

সৈন্যদের জন্য নূতন ডাকের ব্যবস্থা

একটি প্রেসনোটে প্রকাশ, ভারতবর্ষস্থ সৈন্যদের বিলাতে চিঠিপত্র পাঠাইবার জন্য ২৩শে অক্টোবর হইতে উহাদের জন্য "এয়ার গ্রাফ লেটার কার্ড" ডাকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে অল্প খরচে একটি চিঠিতে অনেক বেশী সংবাদ লেখা হইবে। তবে একমাত্র সৈন্যবাহিনীর লোকেরাই এই ডাকে পত্র দিতে পারিবে। এই লেটার কার্ড একমাত্র সামরিক পোষ্ট অফিস ছাড়া অন্য কোনও পোষ্ট অফিসে পাওয়া যাইবে না এবং কোন ব্যক্তি এক সপ্তাহে একবারের বেশী এই ডাকে চিঠি দিতে পারিবে না। এই চিঠি পাঠাইতে চারি আনা ডাকমাশুল লাগিবে এবং বর্তমানে কেবল ভারতবর্ষ হইতে বিলাত পর্য্যন্ত এক তরফা এই ডাক চলিবে। বিলাত হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত ডাকের ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি এত অধিক। দিনাজ, মীনা-সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৶০ একটাকা ছয় আনা। প্যাকাজী ও মাশুল স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসুন্দরানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সভাষ্য-শ্রীমনঃশিক্ষা

ভজনগোপাল শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতি শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক মিত্রভাষ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভক্তকৌস্তভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল, টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃতি সহিত নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৭শ বর্ষ { ১১ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৮ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৪ঠা নভেম্বর, ইং ১৯৪২, বুধবার { ১৮৭-৮৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ দামোদর, বারু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ভক্তগণের সহায় স্বয়ং ভগবান্। প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর হস্ত হইতে ভগবান্‌ই রক্ষা করিয়াছেন। পরীক্ষিৎকে মাতৃগর্ভে ভগবান্‌ই রক্ষা করিয়াছেন। ঠাকুর হরিদাসকে ভক্তবিদ্বেষীর কবল হইতে ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন। দেবাসুর-সংগ্রামে বিষ্ণুভক্ত দেবতাগণকে ভগবান্ বিষ্ণুই রক্ষা করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ই ভক্তিবিঘ্নবিনাশক নৃসিংহদেবরূপে আবির্ভূত হইয়া সেবোন্মুখ জীবকে অসুরের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। সেইজন্যই ভক্ত নির্ভীক। ভক্ত ভগবানের আশ্রিত বলিয়া তাঁহার কোন ভয় নাই। ভগবানের দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত ভক্ত কাহাকেও ভয় করেন না। অভক্তগণ সর্ব্বদাই ভয়ে ভীত। কারণ তাহারা একমাত্র রক্ষক ভগবান্‌কে রক্ষক বলিয়া স্বীকার করে না। ভক্ত ভগবানে নির্ভরশীল আর অভক্তের ভরসা—এ জগতের ধন-জন-পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি-কৌশল ইত্যাদি। এজগতের সমস্ত বস্তুই অনিত্য বলিয়া তাহার তাদৃশ একমাত্র আশ্রয়গুলিও বিনাশ হয়। তাই তাহার ভয়। অভক্তের সম্পত্তি কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য, অন্যাভিলাষ, অন্য [illegible] প্রভৃতি। জীব এইসকলের যাহা মোহিত হইয়া ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তি বিদ্বেষ আরম্ভ করে। ভক্ত ও ভক্তিবিদ্বেষীকে ভগবান্‌ই বিনাশ করেন। বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া কেহই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ নহে। বৈষ্ণববিদ্বেষীকে পৃথিবীর সমস্ত ব্যক্তি ও স্বর্গের সমস্ত দেবতা একত্রিত হইয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন।

কৃষ্ণকথাই সদালাপ। এই সদালাপ করিতে পারেন, কৃষ্ণকথা বলিতে পারেন—কৃষ্ণের অনুগত পার্ষদগণ। কৃষ্ণ ভক্তের হৃদয়ে বাস করেন। ভক্তমুখেই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রবণপথেই সেই চেতনকথা আমাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া সুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করে। কৃষ্ণৈকশরণ ব্যক্তিই সাধু। তিনি নিজে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন করেন এবং অন্য সকল জীবকেও কৃষ্ণভজন করাইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। তিনি যুগপৎ আচার ও প্রচার করেন। এইরূপ সাধুর সঙ্গেই কৃষ্ণকথালাপ বা সদালাপ হইয়া থাকে। অসদালাপ-স্পৃহা বর্জ্জন না করিলে সদালাপ করা যায় না। অসদালাপ ত' দূরের কথা, তাহার দিকে কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টি করিলে আর নিস্তার নাই। ঐ সুযোগে মায়া জাপটিয়া ধরিয়া জীবের সর্ব্বনাশ করিবে। হরিনাম হরিই। 'হরি'-শব্দকে আশ্রয় করাই হরিকে আশ্রয় করা। এই শব্দ পরম শক্তিশালী। ইহ জগতে যাঁহাদের আর কোন কৃত্য নাই, তাঁহারাই শব্দকে আশ্রয় করেন—হরিনাম করেন। এই হরিনাম অচেতন কিংবা জড় পদার্থ ন'ন। তিনি জগতের কোন বস্তু ন'ন। তিনি জগদীশ। তিনি কাহারও দৃশ্য নহেন, সকলেই তাঁহার দৃশ্য। তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা। এই হরিনামকে যাঁহারা আশ্রয় করেন, তাঁহারাই রক্ষা পান, নতুবা নিস্তারের আর অন্য কোন উপায় নাই। এই শ্রীনামের পাদপদ্ম আছে। শ্রীনামকে রূপবান্। শ্রীনামই পরম পুরুষ এবং সকলের একমাত্র ভোক্তা। শ্রীনামই পরম দয়াল। শ্রীনামাশ্রয় করিলে সংসারক্ষয় ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য্য।

কৃষ্ণের অহৈতুক, অপ্রতিহত দাস্যই ভক্তি। অন্যাভিলাষাদিময়ী কৃষ্ণবিমুখতা পরিহারপূর্ব্বক কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণের সুখের জন্য যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহার নাম ভক্তি। ভক্তিতে কৃষ্ণপাদপদ্মসেবার কথা আছে। ভক্তি নিরন্তর কৃষ্ণকে সুখী করা। কৃষ্ণের হইয়া কৃষ্ণের যে অনুকূল সেবা, তাহাই কৃষ্ণসেবা। দাস কখনও ইহাতে নিজসুখ অন্বেষণ করে না। যে সেবা প্রভুর সুখবর্দ্ধন করে না, তাহা সেবা নহে। কৃষ্ণকে সুখী করিতে গিয়া যদি ভক্তকে বাহ্যদর্শনে সদাচার পরিত্যাগ করিতেও হয়, তথাপি ভক্ত তাহাতে পশ্চাৎপদ হন না। এমন কি, প্রভুকে সুখী করিবার জন্য ভক্তকে যদি নিজের প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে হয়, ভক্ত তাহাও সানন্দে বরণ করিয়া থাকেন। ভক্ত স্বর্গও কামনা করেন না, নরককেও ভয় করেন না। তাঁহার ইতর-কামনা না থাকায় তিনি নিষ্কাম। তাঁহার ভয় না থাকায় তিনি অভয়, তাঁহার শোক না থাকায় তিনি অশোক, তাঁহার মৃত্যু না থাকায় তিনি অমৃত। অশোক, অভয় ও অমৃতের সেবকের শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই। কোনও প্রকারের কুণ্ঠা নাই বলিয়া তিনি বৈকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠেই [illegible] বাসস্থান। কৃষ্ণের জন্য তিনি সব করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার কার ভাবনা, তাঁহার ন্যায় নির্ম্মল, তাঁহার কার্য্য [illegible] ও [illegible] আর কেহ নাই। [illegible] বহির্মুখ জীবের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হয়; যাঁহার দ্বারা বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়। তাঁহাকে দর্শন করিলে [illegible] পবিত্র হয়। এমন পাত্র [illegible] তিনি। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

"গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥"

কলির জীব আমরা এরূপ সৌভাগ্যবান, হরিনাম সেইরূপ [illegible]। কলির যেরূপ কঠিন মহাব্যাধি, হরিনাম তাহার অমোঘ ও অব্যর্থ মহৌষধ। কলিযুগ সকল দোষের আকর হইলেও [illegible] তাহার এমন একটী প্রধান গুণ আছে, যে জন্য কলিকে অন্যান্য যুগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, কলিযুগে ভগবান্ বাসুদেবের নামকীর্ত্তন করিলেই জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমপদ লাভ করিতে পারেন। কলির জীবের যাগ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, [illegible] কোন কিছু করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও যদি সে সাধুসঙ্গে পূত হৃদয়ে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে [illegible] মঙ্গল অনিবার্য্য। [illegible] সুযোগ অন্য কোন যুগে ছিল না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় বঙ্গবাসিগণ আমরা এই অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিয়াছি। সুতরাং পরম দয়াল পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করা আমাদের প্রত্যেকের একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা ব্যতীত ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। প্রভু স্বয়ং বর্ত্তমানে প্রকটিত না থাকিলেও তিনি শ্রীনামরূপে, শ্রীধামরূপে ও শ্রীগুরুরূপে আমাদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য প্রকটিত

ভক্ত [illegible] হন [illegible]। [illegible]

হইয়াছেন। সেই শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণদেব ও বৃন্দাবনাদির শ্রীগৌড়মণ্ডলের রূপাবরণের সৌভাগ্য আমাদের হউক—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গের শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা।

প্রত্যেক যুগে ভগবান্ তারকব্রহ্ম নামেই উপাসিত হইয়া থাকেন। সত্যযুগে ঐশ্বর্য্যগত শান্তধ্যানপ্রধান বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, নারায়ণ, কৃষ্ণনারায়ণ প্রভৃতি "নারায়ণপরা বেদা..." এই তারকব্রহ্ম নামেই উপাসিত হইয়া থাকেন। ত্রেতাযুগে বৈকুণ্ঠ রামনারায়ণ ও বৈকুণ্ঠ রামনারায়ণের উপাসনাও "রামনারায়ণানন্ত..." এই তারকব্রহ্ম নামে হ'য়া থাকে। এখানে ঐশ্বর্য্যগত দাস্যরস ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সখ্যরসের আভাস পাওয়া যায়। আর দ্বাপরযুগে "হরে মুরারে ...." এই তারকব্রহ্ম নামে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরসে কৃষ্ণ উপাসনার কথা শুনা যায়। কিন্তু কলিকালে কৃষ্ণের কেবল মাধুর্য্যময় স্বরূপ প্রকাশিত। কলির জীবগণ "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। এই মহামন্ত্রে কোনপ্রকার ঐহিক প্রার্থনা নাই। ইহাতে ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে মধুরের আধিক্যই দেখা যায়। এই 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র অন্যান্য যুগের ন্যায় কেবল তারকব্রহ্ম নামমাত্র নহে; ইহা পারকব্রহ্ম নাম। তারকব্রহ্ম ইহাতে আনুষঙ্গিকভাবে আছে। কলিকালে মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যাবতার শ্রীগৌরসুন্দর কৃপাপূর্ব্বক স্বপার্ষদে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যস্বরূপাত্মক পারকব্রহ্মনাম বিতরণ করিয়াছেন—আবার কৃষ্ণনাম নামরূপে নিজেকে নিজে দান করিয়াছেন।

———

মথুরা-ধাম শ্রীহরির পরমপ্রিয় নিকেতন, অযোধ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠভূমি। শ্রীমথুরা বিশুদ্ধসত্ত্বের আলয়। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলার মথুরা শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীগৌরের কৃষ্ণলীলার মথুরা আকর। কার্ত্তিকমাসে মথুরায় ভগবৎসেবা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবর্দ্ধক। কার্ত্তিকমাসে মথুরায় হরিসেবার ফল অধিক। যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে মথুরানগরীতে গমনপূর্ব্বক শ্রীদামোদরপূজা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন লাভ করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ব্যতীত অন্যত্র পূজিত হইয়া সেবকগণকে ভুক্তি-মুক্তি ফল দান করেন সত্য, কিন্তু তিনি সহজে ভক্তি বিতরণ করেন না; কেন-না ভক্তি তাঁহার বশকারিণী। পরন্তু যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে ভক্তগণের আনুগত্যে একবারও মথুরাপুরীতে শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহারা অনায়াসে হরিভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ধ্রুব শিশু হইয়াও কার্ত্তিকমাসে মথুরাতে শ্রীহরির পূজা করায় অতি অল্পদিনের মধ্যে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন।

———

সকল শাস্ত্রই ভাস্বরে শরণাগতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন,—শাস্ত্র বলেন, যাঁহারা দেবতাগণেরও প্রার্থিত দুর্লভতর মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া শ্রীগোবিন্দকে আশ্রয় করেন। তাঁহারা চিরদিনের জন্য আত্মাকে বঞ্চিত করিল অর্থাৎ নিজেকে নানাপ্রকার দুঃখ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যদি শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দ আশ্রয় না করে, তাহা হইলে আত্মাভিমানী ক্ষুদ্র মানবের মনুষ্যজন্ম বিফল হয়। সকল আচার বর্জ্জিত দুর্বুদ্ধি, সংস্কারবিহীন, দাম্ভিক, অধার্ম্মিক, হীনজাতি, মূর্খ, নিষ্ঠুর, কেবল স্ত্রী-পুত্র-ধনপরায়ণ ও সর্ব্বাপেক্ষা অধম থাকিও যদি শ্রীগোবিন্দ চরণে শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে সেও মুক্তি লাভ করিতে পারে। জীব-ভবার্ণবে পতিত হইলে যাঁহারা ভক্তির সহিত আশ্রয় করেন, তাঁহারা সংসারসমুদ্র হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। যাঁহারা অনাদির আদি, পরমমঙ্গলময় শ্রীহরিকে সুদৃঢ়রূপে আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ভয় নাই, তাঁহারা বৈকুণ্ঠধামের অধিকারী। ঘোরনিরয়সদৃশ এই ঘোর-সংসারে যাঁহারা হরির শরণাগত হন, তাঁহারা কৃতার্থ, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির শরণাগত হন, যমরাজ তাঁহাদিগকে শাসন করিতে পারেন না। কিরাত, হূন, শবর, যবন, স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতি পাপজাতিও ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে পবিত্র হয়। যিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে শরণ্য মুকুন্দের শরণাগত হন, তিনি দেব, ঋষি, মনুষ্য ও পিতৃলোকের নিকট ঋণী থাকেন না। ভগবান্ ভক্তাশ্রয় সত্যবাদী, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ। সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তি অপরের শরণাগত হইবে?

———

যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তিকে একটা জড়ভোগ্য সম্পত্তি মনে করেন, তাঁহাদের মূর্ত্তিসেবা কপটতাপূর্ণ। শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবান্। তিনি আমাদের নিত্যসেব্য। এইরূপ অপ্রাকৃত সেবাময়ী বুদ্ধি যেখানে নাই, সেখানে ভক্তির পরিবর্ত্তে অভক্তি স্বাভাবিক। তাহারা অপরাধী। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ... দান সবই কদাচার। ভক্তিই সদাচার। ভগবৎ-সেবার উপকরণ সমস্তই চিন্ময়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পত্তিরক্ষা বিষয়-কার্য্য নহে, তাহা অপ্রাকৃত অর্থাৎ তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা হইতে পৃথক্ নহে। উহা কোনও বিষয়কার্য্য নহে যে, তাহা দ্বারা আমাদের বন্ধন হইবে। অকৈতব সেবাভিমান বা সম্বন্ধজ্ঞান সর্ব্বদা চিত্তে বর্ত্তমান না থাকিলে কোনপ্রকার মঙ্গল, অর্থাৎ ... আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দাম্ভিক বুদ্ধি-যান, অহঙ্কার বা প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি মনে অধিকার করিলে, শুধু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষয়-রক্ষা কার্য্য কেন, সাক্ষাৎ হরি-গুরু-বৈষ্ণব ও তৎসম্বন্ধী প্রত্যেক বস্তুতে ভোগবুদ্ধি আসিয়া আমাদের মহা অসুবিধা ও মহা অমঙ্গল ঘটাইবেই। প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিটাই খারাপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষয়-সংরক্ষণরূপ সেবাকার্য্য বাহ্যদৃষ্টিতে পরিত্যাগ করিলেও সেই প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি হয় ত' আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না; সুতরাং অন্য কার্য্যেই বা আমার অন্তর্দৃষ্টি—গুরুসেবা ও ভজন কি করিয়া হইবে? সুতরাং আমাদের কাহারও যেন কোন ভগবৎ-সেবাকার্য্যকে বিষয়কার্য্য বলিয়া মনে না হয়, তাহা হইলে মঙ্গলের আশা নাই, ইহাই গুরুবর্গের আদেশ ও উপদেশ।

চৈতন্যের ধর্ম্ম

———::(০)::———

আজ শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের নামে সর্ব্বত্র অচৈতন্যবাদের প্রচার কেন? শ্রীনিত্যানন্দের ধর্ম্মের নামে জড়ানন্দ বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের আবাহন কেন? শ্রীঅদ্বৈতের ধর্ম্মের নামে সর্ব্বত্র দ্বৈতবস্তুতে তত্ত্বাতত্ত্ববিচারে দ্বিতীয়াভিনিবেশেরই বা প্রাবল্য কেন?—এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে পারেন এমন উদ্বুদ্ধ চেতনপুরুষ কয়জন আজ সমগ্র পৃথিবীতে আছেন? এইসকল প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে যাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে, এরূপ ব্যক্তিই বা কয়জন? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য সত্য সত্য প্রাণ কাঁদিতেছে, এমন লোকোত্তর পুরুষই বা সমগ্র বিশ্বে কয়জন?

আজ বাংলায়, বাংলার কেন—ভারতবর্ষের অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অনেক মনীষী চৈতন্যের ধর্ম্ম আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; অনেকেই বলিতেছেন, চৈতন্যের ধর্ম্মে নব জাগরণ আসিয়াছে।

কিন্তু এই জাগরণ—এই উদ্বোধন কি প্রকৃতপক্ষে চেতনতার অথবা অচৈতন্যের—উহা কেহ একবারও ভাবিয়া দেখিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কি? জড়ের জাগরণ—চেতনের উদ্বোধন বা আত্মার ধর্ম্ম নহে। আত্মা বা চেতনের ধর্ম্মই—শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম। শুধু চেতন বা চিন্মাত্রের ধারণাও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম নহে। "শ্রী"—অর্থে শোভা; পরমশোভাময় পরিপূর্ণ চেতনের ধর্ম্মই শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম। পূর্ণচেতনবিগ্রহ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী 'ভগ' বা গুণের মধ্যে 'শ্রী'ই মুখ্য। ভগবৎ-চিদ্বিগ্রহের 'শ্রী'ই অঙ্গী এবং অন্যান্য গুণ-সকলই অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ,—এই তিনটী অঙ্গ; যশঃ হইতে বিচ্যুত জ্যোতিঃস্বরূপ অসমোর্দ্ধ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গবিশেষরূপে প্রতীয়মান; যেহেতু উহারা গুণের গুণ,—স্বয়ং গুণ নহে। উহাই ব্রহ্মের স্বরূপ বা অবকাশ অথবা চিন্মাত্র। এই চিন্মাত্রতাও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম নহে।

অঙ্গসকল অঙ্গীরূপে যাহাতে অবস্থান করে, তাহাই অঙ্গী। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন আমাদের শরীর—অঙ্গী, হস্তপদাদি—অঙ্গ অথবা যেমন বৃক্ষ—অঙ্গী, শাখাপ্রশাখা, পত্রপুষ্প এইসকল অঙ্গ। তদ্রূপ শ্রীভগবানে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি ছয় বিধ গুণ পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত থাকিলেও অন্যান্য গুণগুলি কেহ বা অঙ্গ কেহ বা অঙ্গের অঙ্গ—প্রত্যঙ্গবিশেষ, কিন্তু 'শ্রী'ই অঙ্গী। তাই শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম—জড়ধর্ম্ম ত' নহেই, জড়ব্যতিরিক্ত চিন্মাত্রতাও নহে, পরন্তু উহা পরম শোভাময় পরিপূর্ণ চেতনের নিত্য আচরণ।

কিন্তু আজ এই শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের নামে বিশ্বে সর্ব্বত্র অচৈতন্যবাদ প্রচারিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাই শ্রীচৈতন্যচরিতগীতসুধা বিস্তার করিবার সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞক চন্দ্রদ্বয়ের বন্দনায় 'পুষ্পবন্ত', 'চিত্র', 'শন্দ', 'তমোনুদ' এবং 'সহোদিত' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দের বন্দনা করিয়াছেন। তৎপরে "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" শ্লোকে চিন্মাত্র ব্রহ্ম ও আংশিক প্রকাশ পরমাত্মা হইতে বিলক্ষণ শ্রীচৈতন্যের 'শ্রী' বা শোভা অর্থাৎ পরিপূর্ণ চেতনত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য—কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি এই ছয়রূপে বিলাস করেন। শ্রীচৈতন্য এইরূপ পরম শোভাযুক্ত বস্তু যে, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোভা ও চেতনবস্তুর সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। কোটি সূর্য্য-চন্দ্র যুগপৎ যদি একসঙ্গে উদিত হন—যাহা এই জগতে অসম্ভব ব্যাপার—তাহাও শ্রীচৈতন্যের শোভার সহিত তুলনা হইতে পারে না। এই সনাতন তাঁহার পূর্ব্বশৈলে নিত্য উদিত অর্থাৎ তিনি পূর্ণোদয়। এই অপ্রাকৃত সূর্য্য জড় সূর্য্যোপাসকগণের বহির্দৃষ্টিপ্রবণের অতিভাব্য বস্তু নহেন। কোটি-কোটি চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার নখকিরণের শোভা ও প্রভার নিকট তিরস্কৃত। পরম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মবাদিগণের জ্যোতির্ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তি মাত্র। তাই এই চৈতন্য 'চিত্র' অর্থাৎ পরম শোভাযুক্ত পুরাতন হইয়াও নিত্যনূতন, নবনবায়মান। এই শ্রীচৈতন্য 'শিব', শিব অর্থাৎ মঙ্গলপ্রদানকারী শিবাদিও তাঁহারই পাদপদ্মের শোভায় নিয়ত আকৃষ্ট। সুতরাং প্রকৃত শিব বা মঙ্গলপ্রদানে শ্রীচৈতন্যই সমর্থ। তিনি পরম চেতন বলিয়া সর্ব্বপ্রকার তমোবিনাশকারী। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ অজ্ঞান—তমোধর্ম্ম বা নিত্য চেতনধর্ম্মের পরিপন্থী। যাবতীয় তমোভূত ধর্ম্মরূপ অজ্ঞানান্ধকার শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইলে বিদূরিত হয়। শ্রীচৈতন্য

ধর্ম্মের নিত্যানন্দের সহিত উদিত। যেখানে একানন্দ, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ কিংবা যে-স্থানে জড়-ব্যক্তির নির্ব্বিশেষ আনন্দের কথা, সেই স্থানে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ নাই। শ্রীচৈতন্যের উপাসক নিত্যানন্দের আশ্রিত। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা অনিত্যসুখের আশ্রিত ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যের উপাসক নহে, তাহারা অচৈতন্যের উপাসক।

কিন্তু আজ শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের নামে এরূপ অচেতনতার প্রচার কেন? যে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রোষিতচৈতন্য-গ্রস্ত ভাগবত ও ভক্তভাগবতের সঙ্গে জীবের সাক্ষাৎকার করাইয়া জীবের অনাদি বহির্ম্মুখতারূপ অচেতনবৃত্তি বিধ্বংসিত করিয়া পরিপূর্ণ চেতনতায় গোলোকে জীবের হৃদয়-কন্দরে অরূপের স্ফুরিত করিবার জন্য প্রপঞ্চে এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, সেই শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের ধর্ম্মের নাম করিয়া অচেতনতা, জড়তা, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছার আবাহন কেন?

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাশিক্ষা প্রদান করিয়া আমাদিগের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্লোকার্থদর্শিকায়—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য
বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং
গুরুদেবতাত্মা॥

—"অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব শ্রীভগবৎসেবা-বিমুখতা হইতে জীবের দ্বিতীয় অর্থাৎ ইতর বস্তু মায়াতে অভিনিবিষ্টতাপ্রযুক্ত স্বরূপ-বিস্মৃতি, এক বস্তুতে আর এক বস্তু ভ্রম অর্থাৎ বিবর্ত্তজ্ঞান এবং অসত্য দেহ, অর্থ, বন্ধু প্রভৃতির জন্য ভয় উপস্থিত হয়। কিন্তু এইসকল দ্বিতীয়বস্তু মায়ার কার্য্য। যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানেরই প্রকাশ-বিগ্রহ জানিয়া নিষ্কপটে একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনায় কায়-মনো-বাক্য নিযুক্ত করিবেন।"—এই শ্লোকের যথার্থ আচার ও প্রচার করিয়া দেখাইলেন। আজ শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে সেই শ্রীঅদ্বৈতাচরণটা নাই কেন?

আজ শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের নামে অচেতন-ধর্ম্ম অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্ম, নিত্যানন্দের আদর্শতার নামে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামেরই আদর্শতা, শ্রীঅদ্বৈতের অদ্বয়দর্শনের নামে দ্বিতীয়াভিনিবেশেরই তাণ্ডব নৃত্য। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে কখনও দেহ ও মনোধর্ম্ম বিচার থাকিতে পারে না—প্রাকৃত সহজিয়া-বাদ কখনও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম হইতে পারে না। মৎস্যমাংস প্রভৃতির বিচারে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম নাই। উহা অচৈতন্য বা দেহধর্ম্মের বিচার। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইলে জীব স্ত্রী-পুত্র ঘর কথা ছাড়িয়া দেয়, গ্রাম্য-ব্যবহারের আভিজাত্য পরিত্যাগ করে, রোগ-ভঙ্গাদির ন্যায় শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি অকিঞ্চিৎকর বোধে পরিত্যাগ করে, অধোক্ষজজ্ঞানের নিকট অক্ষজজ্ঞানের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া উহাকে বিদায় দেয়। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ, জরামৃত্যু বা ভয় থাকে না। সুতরাং জীবের ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়, কনক, কামিনী, জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহেচ্ছা অচৈতন্য সমাধানযুক্ত, অনাত্মযুক্ত প্রভৃতি থাকে না। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে দীক্ষিত জীব জাতি-গোস্বামি-বাদ, স্মার্ত্তবাদ, গৌরনাগরিবাদ, সহজিয়া, প্রাকৃত আউল বাউল, কর্ত্তাভজাবাদ, জড়ত্যাগী অতিবাড়ীবাদ প্রচার করিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত জীবের নিরন্তর কৃষ্ণসুখান্বেষণচেষ্টা ছাড়া আর কোনও ধর্ম্ম নাই। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইলে জীব নিরন্তর,—

যারে দেখে তা'রে কহে দন্তে তৃণ ধরি'।
আমারে কিনিয়া লহ, ভজ গৌরহরি॥

—তখন কীর্ত্তন—অনুক্ষণ উৎকীর্ত্তনরূপ চেতনের ধর্ম্মই ফুটিয়া উঠে।

"যে তৎশ্রীমৎপদকমলয়োঃ
সৌরভীং মাধুরীং বা
তাদাস্বাদ্য কথমপি ন যৎ সর্ব্বমেব ত্যজন্তি।
কে বা কষ্টং কিমুত পশবঃ
কিং নু বৃক্ষা বিমূঢ়াঃ
কিং প্রাবাণঃ শিব শিব ন বা
চেতনাভিবিহীনাঃ॥

—যাহারা সেই পরম গোরাচাঁদের পদকমলের সৌরভ এবং মাধুর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও ক্ষণকালের জন্য দেহ, গেহ, কায়-মনো-বাক্য—সমস্ত বস্তু শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে পারেন না, তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব, বলিতে বড়ই দুঃখ হয়, তাহারা কি চেতনাহীন পশু অথবা জড় বৃক্ষ অথবা পাষাণ?

শ্রীচৈতন্যের চরণকমলসুধাপানকারী ভক্তগণ এইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে কখনও অচৈতন্যের বৃত্তি থাকিতে পারে না।

আজকাল কেহ কেহ মনে করেন, জড়-জগতের সামাজিক, নৈতিক, সাহিত্যিক কিংবা জাতীয় পুনঃসংস্কার বা পুনরুত্থানের জন্য শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীঅদ্বৈতের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার বা পুনরুদ্ধার হওয়া আবশ্যক। কোন জাতিবিশেষের উন্নতি বা পুনর্জ্জাগরণ প্রভৃতির চেষ্টা কোন কোন অজ্ঞ বিচারপরায়ণ মানবসমাজ-বিশেষের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেও শ্রীচৈতন্যধর্ম্মে অভিষিক্ত পুরুষগণ ঐরূপ অজ্ঞ চিন্তাস্রোতে ভাসমান নহেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম কোন জাতিবিশেষের ধর্ম্ম নহে, গোস্বামিপাদগণের ধর্ম্ম—জাতি-গোস্বামিসন্তানগণের ধর্ম্ম নহে, শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম—জাতিবৈষ্ণবদের ধর্ম্ম নহে। জাতিগোস্বামী, জাতবৈষ্ণব প্রভৃতিকে সামাজিক জাতি-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির ন্যায় তাঁহাদের পতিতাবস্থা বা দুরবস্থা হইতে কিছু উদ্ধার করিয়া উহাদের দ্বারা পুনরায় জাতিগোস্বামিবাদ বা উহাদের প্রচারিত দেহ ও মনোধর্ম্মের দ্বারা লোকরঞ্জন বা অপরাপর মনোধর্ম্মীর চিত্ত-বিনোদন করিলে কখনও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের প্রচার হইবে না। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে, শ্রীসনাতনের ধর্ম্মে, শ্রীরূপের ধর্ম্মে—"নৃমাত্রস্যাধিকারিতা", মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ"—এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মে জীবমাত্রেরই অধিকারের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব,—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥"
"যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পা'বে মোর সঙ্গ॥"

—এইসকল বাক্যের দ্বারা চেতনধর্ম্মে অভিষিক্ত জীবমাত্রকেই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারক গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই শ্রীচৈতন্যদেব লৌকিক বিচারে একজন ব্রাহ্মণকুলে প্রকটিত ও লৌকিক বিচারে একজন চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত অন্ত্যজ, এমন কি, একজন যবনকুলোদ্ভূত পুরুষের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীহরিদাস শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের প্রচারদ্বারা অচেতন জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। আবার ঐ সকল লব্ধচৈতন্য জীব অপর অচৈতন্য ব্যক্তির কর্ণে শ্রীচৈতন্যের বাণী কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন। এইরূপে পরম্পরাক্রমে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিল।

শ্রীচৈতন্যের বাণী শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম অচেতন বস্তু শ্রবণ বা গ্রহণ করিতে পারে না। চেতনই চেতনের বাণী শ্রবণ করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মপ্রচার দেশজাগরণ বা সমাজসংস্কারের ন্যায় একটি জাগতিক কার্য্য নহে। যাঁহারা জড়ের জাগরণের সহিত নিত্য চেতনবৃত্তির জাগরণকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারাই প্রাকৃত সহজিয়া। জড়ের জাগরণে, জড়ের ওজস্বিনী বা তেজস্বিনী বাণীতে ধমনীতে রক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে, যেথায় কূটনীতি আসিতে পারে, জড়ে পাশবিক বল আবির্ভূত হইতে পারে, কিন্তু চেতনের উদ্বোধন সেরূপ ব্যাপার নহে। রক্ত সঞ্চালন বা রজোগুণের সাময়িক আস্ফালন সামাজিক ও নৈতিক জগতের পক্ষে উপযোগী হইলেও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম ঐরূপ নহে।

প্রাকৃত সহজিয়া, জাতি গোস্বামী, জাতিবৈষ্ণব প্রভৃতি যদি চৈতন্যের ধর্ম্মের পুনরুত্থান বা পুনঃ সংস্কারকে ঐরূপ কিছু মনে করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা বাতুল। আত্মধর্ম্মের উদ্বোধন না হইলে শ্রীচৈতন্যধর্ম্মে অভিষিক্ত হওয়া যায় না। অন্যথায় কূপমধ্যে পতিত হইয়া কতিপয় অন্ধ পথিক পরস্পর ধমনীতে বা মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালিত করিতে পারেন, কিছুকাল পরে আবার রক্ত 'ঠাণ্ডা' হইয়া যায়, ধমনীতে শোণিতের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। অন্ধের চীৎকার, ছুঁচোর কীর্ত্তন, আর কতক্ষণ চলিতে পারে? অবশেষে ক্লান্তি, অবসাদ, অবসন্নতা, হেঁচকা প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ব্যাপার। অন্ধকূপে পড়িয়া পরস্পর চীৎকার করিলে কি লাভ হইবে?

তমসাচ্ছন্ন হইয়া রজোগুণের জড়কর্ম্মকে বা কর্ম্মমার্গকে যে চেতনের ধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাতে শ্রীচৈতন্যের নিত্যবাণী কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে না। অন্ধকূপে পতিত অন্ধ ব্যক্তিকে অপর অন্ধ উত্তোলন করিতে পারে না বা ঐরূপ কোটি কোটি অন্ধ কিছুকালের জন্য যদি সমবেত চেষ্টাও করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা ঐ অন্ধকূপ হইতে উত্থিত হইতে পারেন না। পরন্তু পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া নানাস্থানে আহত ও বিনষ্ট হন। চক্ষুষ্মান [illegible] ব্যক্তি অন্ধগণকে কূপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। অমুক্ত-পুরুষ কখনও বদ্ধজনকে মুক্ত করিতে পারেন না। মুক্তকুলই বদ্ধজনকে মুক্ত করিতে পারেন।

জগতে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচারিত হউক। সুপ্তচৈতন্য বস্তুতঃ অণুচৈতন্য জীবের চেতনবৃত্তি উদ্বুদ্ধ, মুকুলিত, বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হউক। নিখিল শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্টপ্রচারক পরদুঃখদুঃখী সাধুজনগণের চেতনময় বাণী চেতনের কর্ণ ও মর্ম্ম স্পর্শ করুক। তবেই জগতের—সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল হইবে।

এই চৈতন্যের ধর্ম্ম সমগ্র বিশ্বের নিখিল চেতনের ধর্ম্ম। এই চৈতন্যের ধর্ম্ম কোন জাতি বা সমাজবিশেষের একচেটিয়া ধর্ম্ম নহে—জাতিবিশেষের ধর্ম্ম অচেতনের ধর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্যধর্ম্মে অভিষিক্ত পুরুষগণ শ্রীনিত্যানন্দের চরণাশ্রিত। কৃষ্ণসেবাসুখ-তাৎপর্য্য ব্যতীত কোনও উদ্দেশ্য নিয়মকেই তাঁহারা নিত্যানন্দ বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীনিত্যানন্দ নিরবচ্ছিন্ন শ্রীচৈতন্যের সেবায় নিরত। সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট। যে স্থানে শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের সঙ্গে অচৈতন্য দেহ, মন বা বিশুদ্ধচৈতন্য জীবের পৃথক্ কল্পনা অণুচৈতন্যের ভোগপরতা, সেইস্থানে নিত্যানন্দ নাই। সুতরাং তাহা শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম নহে। প্রাকৃত সহজিয়াকুল সকলেই অচৈতন্য ও আনন্দানন্দের বশে আত্মনিবিষ্ট। তাই তাঁহারা দ্বিতীয় বস্তু মায়াকে স্বতন্ত্র দর্শন করিয়া অদ্বৈতবোধহীন হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের চরণে অপরাধী।

"অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

এই অধ্যায়ের একটী অনাবিষ্কৃত ধ্বজা-প্রসঙ্গঃ অচৈতন্য অর্থাৎ 'নরচৈতন্যপন্থা' বা কৃষ্ণসাম্য হইতে বিচ্যুত। কিন্তু আশ্রয়তত্ত্ব সমগ্র বিশ্বের মূল চেতনার্থ দেখাইয়া শ্রীচৈতন্যের বাণী এখন বা [illegible] অন্য উপায়ে [illegible] পারে না। শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অধরে [illegible] দেবগণের পরম ভজনীয় বস্তু। [illegible] বিশ্বের পালী শ্রীচৈতন্যদেবের চৈতন্য [illegible] গ্রহণ না করিলে ইঁহাদের মঙ্গল সাধন [illegible] হয়:

"সংসার [illegible] কলৌ যদি প্রাপ্ত
সংকীর্তন [illegible] পশ্চাৎ মনশ্চেৎ।
প্রেমামৃতা [illegible] বিচিত্রপ্রভু-
চৈতন্য [illegible] পদাম্বুজ॥"

[illegible] শ্রীগৌর [illegible] উর্দ্ধে [illegible] যদি [illegible] শ্রীচৈতন্যের [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণের প্রেমস্বরূপ কেবলাশ্রয়ে বিচার করিবার জন্য যদি কাহারও আশা উৎকণ্ঠিত [illegible] তবে তিনি শ্রীচৈতন্যের চরণে শরণ গ্রহণ করুন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিত ও শ্রীশ্রীল মুরারিগুপ্ত-প্রভুর বিরহ মহোৎসব

গত ৭ই কার্ত্তিক, ২৪শে অক্টোবর ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে শ্রীল কাশীশ্বর [illegible] গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীশ্রীল মুরারিগুপ্ত প্রভুর বিরহতিথি মহোৎসব বিবিধ হরিসংকীর্তনমুখে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও উচ্চকীর্তনের পর শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শিক্ষাষ্টক-শিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারী-জীউর মঙ্গলারাত্রিক হয় ও সমাগত ভক্তবৃন্দ উচ্চসংকীর্তনসহযোগে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। অতঃপর নাট্যমন্দিরে আগন্তুকে যথাক্রমে "শ্রীমদ্ভাগবত" ও শ্রীল মুরারিগুপ্ত প্রভু রচিত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত"-গ্রন্থ পারায়ণ হয়।

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বৈষ্ণব-বন্দনাকীর্তনান্তে শ্রীপাদ অনন্তরাম ব্রহ্মচারী প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' হইতে শ্রীশ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামিপ্রভুর চরিতকথা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ ও নিত্যসেবাব্রতকালের উপযোগী বিশুদ্ধ নিয়মাবলী পাঠ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" ও বৈষ্ণববিরহসূচক পদাবলী কীর্তন হয়। কীর্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব কাব্যতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' হইতে শ্রীশ্রীল মুরারিগুপ্ত প্রভুর জীবনচরিত ও তাঁহার শ্রীগৌরপ্রীতির কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী কীর্তিত হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু-রচিত 'শ্রীগোপালচম্পূ' গ্রন্থ-ভাবার্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্তনের পর সমাগত সজ্জন ভোক্তৃগণকে মাধুকরী প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠে বিরহমহোৎসব

আকর মঠরাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে গত ১২ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর বহস্পতিবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বিরহমহোৎসব পাঠ, সংকীর্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রী প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিপাদাশ্রিত শ্রীমদ্ তীর্থগোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া একটি নগর-সংকীর্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকান্তে শ্রী মঠবাসী ভক্তগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে হরিসভায় শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের চরিতকথা ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাত্রিতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, বাগকাব্যপুরাণতীর্থ প্রভু গৌড়ীয় ২০শ বর্ষ হইতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের জীবনীসম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পাঠমুখে তাঁহার গৌড়ীয়সম্প্রদায়-সংরক্ষকতা-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের রচিত পদাবলী কীর্তন হয়।

আমলাজোড়ায় বিরহ মহোৎসব

গত ১০ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদ-কিশোরজিউর আরাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনার পর বিরহসূচক মহাজনপদাবলী কীর্তন হয়। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীল মহারাজের অপ্রাকৃত গুণমহিমা কীর্তন করেন এবং সমাগত সজ্জন লোকদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

নির্দ্ধারিত মূল্যে চিনি বিক্রয়

পূর্ব্বপ্রকাশিত সর্ত্তে কলিকাতার আরও ৪০টি মুদিখানা দোকানে খুচরা চিনি বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ অনুমোদিত দোকানের সংখ্যা মোট ১০০টি হইল।

এই সম্পর্কে একটী প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে উহাদের মধ্যে ২৩টি অনুমোদিত দোকানে মোটা এবং মাঝারী চাউল বিক্রয় হইবে। এইরূপ দোকানের সংখ্যা অর্থাৎ যে সকল দোকানে চাউল বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৯৩টি হইল।

অনুমোদিত দোকানের সংখ্যা বাড়াইবার কোনও পরিকল্পনা এখন নাই। প্রত্যেক থানায় এবং কর্পোরেশনের বাজারে অনুমোদিত দোকানের তালিকা লটকাইয়া দেওয়া হইবে।

অল্পবয়স্ক বালকদের নিয়োগ

১৯৩৮ সালের শিশুদের কার্য্যে নিয়োগের বিধি অনুসারে বাংলাতে ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক বালকদের ভারতীয় রেল বিভাগে নিয়োগ করা না হয়, সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য অনেক পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯৪০-৪১ সালে তাঁহারা ১৩টি জায়গায় এই বয়সের অল্প বয়স্ক বালকদের কাজে নিযুক্ত দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাহাদের চাকুরী হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছেন। কমিশনারের অফিসার জানাইয়াছেন যে, হালে এই নিয়মের প্রচলনের জন্য ইহার কথা এখনও অনেকে জানে না।

খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণাদেশ

এসোসিয়েটেড প্রেসের ২৮শে অক্টোবর তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ, আগামী ১লা নবেম্বর হইতে খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণাদেশ বলবৎ হইবে। এই নিয়ন্ত্রণাদেশ অনুসারে যাহারা লাইসেন্স পাইবার জন্য আবেদন করিবেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আবেদন গ্রহণ এবং তাঁহাদিগকে লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার জন্য বাংলার গবর্ণর কলিকাতার কণ্ট্রোলার অব সিভিল সাপ্লাইকে প্রত্যেক জেলার জেলা সাপ্লাই অফিসারকে এবং প্রত্যেক মহকুমার মহকুমা-সাপ্লাই অফিসারকে ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।

চলন্ত ট্রেণে উঠিতে গিয়া মৃত্যু

খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণাদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গবর্ণর কয়েকজন সরকারী অফিসারকেও ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।

গত ২৫শে অক্টোবর যখন একখানি কাটোয়াগামী ট্রেণ কাঁকুড়গাছি ষ্টেশন ছাড়িয়া শ্যামনগর অভিমুখে যাইতেছিল, তখন আনুমানিক ত্রিশ বৎসর বয়স্ক একব্যক্তি উহাতে উঠিতে গিয়া শোচনীয় ভাবে মারা গিয়াছে।

গৌহাটীতে সাইকেল তলব

এ, আর পি'র ২৭শে অক্টোবর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, কামরূপের ডেপুটি কমিশনার পূজার ছুটির সময় এ আর পি বার্ত্তাবহ দলের জন্য গৌহাটীতে ৬০খানি বাইসাইকেল তলব করিয়াছিলেন। সাইকেল-সমূহের মালিকগণ তাঁহাদের সাইকেলগুলি গৌহাটী থানায় জমা দিয়াছেন।

সূতাকাটার কারখানার জন্য সাহায্য

সূতাকাটার যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য কালিকটে ও মসলীপত্তনে নিখিলভারত কাটুনী সঙ্ঘের কেন্দ্র ও অন্য শাখার কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে যন্ত্রাদি ও আসবাবপত্র খরিদের জন্য মাদ্রাজ সরকার নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘকে এককালীন ২০ হাজার ২৫ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক বাড়িয়াছে। নিজার, প্লীহা-সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সমস্ত দূর হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৹ বার আনা, বড় বোতল ১৸৹ একটাকা ছয় আনা। প্যাকিং ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীসুন্দরানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনলিনীকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগৌরবাণী জয়তঃ

সদাচার-স্মৃতি-শিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতিসহ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক গ্রন্থ-ভাষ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভক্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অর্থ, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১২ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১৯শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৫ই নভেম্বর, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ১৮১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ দামোদর, বৃহস্পতি বাসরে আবির্ভাব, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীনাম ও শ্রীনামী একই বস্তু। শ্রীনাম স্বগত-স্বজাতীয়ভেদ রহিত অদ্বয়বস্তু। শ্রীনাম অসীম শক্তিসম্পন্ন। আবার মন্ত্রও নামাত্মক। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র হইতে সংসারমোচন হয় এবং শ্রীকৃষ্ণনাম হইতে কৃষ্ণচরণপ্রাপ্তি ঘটে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা পাই,—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥

মন্ত্র ও মহামন্ত্র শ্রীনামে লীলাবৈচিত্র্য আছে। নামরূপ প্রভাবে জীব সংসারমুক্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতিপ্রভাবে অনর্থ-মুক্ত হন। তখন মুকুন্দের উপাস্য স্বয়ং-প্রকাশ শুদ্ধনাম সমর্পিতাত্মা অনর্থমুক্ত পুরুষের সেবোন্মুখ জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকেন। তিনি তখন শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় নামী কৃষ্ণের চরণ-কমলযুক্ত হইতে প্রেমফল প্রাপ্ত হন। নাম স্বয়ংই পরিপূর্ণ শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং নামের শক্তিবৃদ্ধির জন্য পুরশ্চরণাদির অপেক্ষা নাই। তবে কোন শাস্ত্রে পুরশ্চরণাদির কথা পাওয়া যায়। তজ্জন্য মহাজনগণ বলেন,—অনর্থযুক্ত জীব যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, সেই মন্ত্রের উচ্চারণাদির মধ্যে যে সমস্ত ব্যবধান থাকে, সেইসকল ব্যবধান দূর করিয়া মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণ-ব্যবস্থা।

পুরশ্চরণের প্রকার বহুবিধ। মন্ত্র সম্যক্ সুষ্ঠুভাবে হইবার জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। গুরুসেবাই পুরশ্চরণ। কেবলমাত্র গুরুপ্রসাদের দ্বারাই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয় যথা—

অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য ছায়ানুসারী স্যাদ্ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিদ্ধ্যেন্ন সংশয়ঃ॥
যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥

(হরিভক্তিবিলাস)

অর্থাৎ পুরশ্চরণের প্রকারান্তর বলিতেছেন,—শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণাভিন্ন দেবতাজ্ঞানে চিন্তনপূর্ব্বক তাঁহার সন্তুষ্টি সম্পাদন করিবে এবং ভক্তিযুক্ত চিত্তে শ্রীগুরুদেবের ছায়ানুগামী হইয়া অবস্থান করিবে। পুরশ্চরণাদির যাবতীয় কৃত্যই গুরুসেবামূলক। সুতরাং নিত্য শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবে। পুরশ্চরণাদি-হীন হইলেও গুরুসেবা-তৎপর ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিবেন ; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যেরূপ সিদ্ধরসসংস্পর্শে তাম্র স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিষ্যও গুরুসমীপে অবস্থান করিলে বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণনামের পুরশ্চরণ করান নাই, পরন্তু কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করাইয়াছেন অর্থাৎ স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ হইলেও জীবশিক্ষার্থ নীচসঙ্গী, নীচ-জাতি, বিষয়-মগ্ন, অনর্থযুক্ত জীবের অভিনয় করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণাদিদ্বারা শ্রীচৈতন্য-চরণে আত্মসমর্পণই মন্ত্রসিদ্ধি, ইহা জানাইয়াছেন। আমরা অনর্থগ্রস্ত বদ্ধজীব। আমরা মনোধর্ম্মী ; এই মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য মন্ত্রগ্রহণ বিশেষ আবশ্যক। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে মন্ত্রগ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে না। এ বিষয়ে আমাদের সকলের সতর্ক থাকা উচিত।

হরিনামে অর্থবাদ নাম-অপরাধের অন্যতম। যে ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীহরির নামে অর্থবাদ কল্পনা করে, মানবগণের মধ্যে সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে পতিত হয়। শ্রীনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার অনন্ত মহিমা, অনন্ত গুণ। অপরাধের অপার মহিমার কথা অনন্তদেবও বর্ণনা শেষ করিতে পারেন না। সুতরাং নাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা মহা-অপরাধ। ভগবন্নাম-ভজনের এত মাহাত্ম্য থাকা সত্ত্বেও যে কোন কোন ব্যক্তির বহুকাল-ব্যাপী ভজনফলেরও অন্যথা অর্থাৎ বৈফল্য শুনা যায়, সে-স্থলে শ্রীনামের ফল-মাহাত্ম্যে অর্থবাদকল্পনা এবং অবৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধসমূহকে ভগবদ্-ভজন-ফলোদয় না হইবার কারণ জানিতে হইবে।

নাম শুদ্ধবর্ণই হউক, আর অশুদ্ধ বর্ণই হউক, ব্যবধানরহিত হইয়া যাহার বাক্যে, স্মরণপথে বা কর্ণপথে উপস্থিত হন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই ত্রাণ করেন ; কিন্তু যদি এই নাম দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ও পাষণ্ডতার দ্বারা ব্যবহিত হন, তাহা হইলে কখনই শীঘ্র ফলোদয় হয় না অর্থাৎ বেশ্যাদিলোভের উদ্দেশ্যে যেসমস্ত পাষণ্ডগণ কর্ম্মপ্রাদি নাম-অপরাধযুক্ত, তাহাদের মধ্যে যদিও শ্রীনামোচ্চারণচেষ্টার অভিনয় দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহাদের পক্ষে নাম-কীর্ত্তনফল সুদূর-পরাহত।

সরল ও নিষ্কপটের সেবাই ভগবান্ গ্রহণ করেন। কুটিল বা কপটের সেবাড়ম্বরের প্রতি তিনি দৃক্পাতও করেন না। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধদোষে শ্রীভগবান, শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদি-প্রসঙ্গ, তাহা সমস্তই কুটিলতা মাত্র। অতএব মূর্খ হইলেও অকুটিল অর্থাৎ সরলচিত্ত ব্যক্তি-গণের শুশ্রূষাদি দ্বারাও কৃপাপাত্র কথিত হইয়াছে। কিন্তু কুটিল (কপট) ব্যক্তি-গণের আদৌ ভক্তির অনুবর্ত্তন হয় না,—ইহা স্কন্দপুরাণে পরাশর বাক্যে দৃষ্ট হয়,—এই জগতে মুক্ত-কৈতব পাপী জনগণেরই শ্রীগোবিন্দের পাদভক্তি বা তাঁহার কীর্ত্তন ও স্মরণচেষ্টা হয় না।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পত্তিসমূহ কোন ব্যক্তি-বিশেষের কর্ম্মফলভোগের বস্তুবিশেষ নহে। ভগবৎসেবনোদ্দেশে উপাদান ও উপচার-সমূহ সমর্পিত হওয়ায় তৎসমস্তও অপ্রাকৃত। শ্রীমহাপ্রভুর সম্পত্তি তাঁহার নিজের। ইহাতে অপর কাহারও অধিকার নাই। মহাপ্রভুর ভক্তগণও মহাপ্রভুর ভোগ্য-বিশেষ। তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়ার ন্যায় কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন। শ্রীগৌরসুন্দরই সেবকগণের মালিক। সেবনযোগ্য উপাদান-সমূহের মালিক তিনি। তাঁহার [illegible] হউক। তাহা হইলে [illegible]

[illegible] হয় নাই—[illegible] নাই, [illegible] অভাব। চৈতন্যবদ্ধ জীব [illegible] আমাদিগকে চেতনতার

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভাগ্যবানে।

কথা [illegible] নাইয়া যেন, আমাদিগকে চেতন যুক্ত করেন, তিনি সকলের [illegible] চিন্ময় রূপ [illegible]। চেতনাই আমাদের জীবন [illegible] ও মনের মালিক। চেতন বাদ দিলে দেহ ও মনের অস্তিত্ব নিরর্থক। ভগবানই চেতনের কারণ এবং আশ্রয় চেতন। [illegible] আদির সম্পর্ক দ্বারা উঠে, [illegible] বহুজীব স্বরূপতঃ জীব—স্বভাবগত জীব নিত্য ভগবানের পূর্ণতম চেতন-দেহের সম্পর্কে আমরা জীব স্বভাব ফিরে পাই। সেই সম্বন্ধই স্বস্বরূপ [illegible] সংস্থাপন করিয়া দেয়। তখনই চেতন অচেতনের সর্ব ছাড়িয়া আর ছাড়িয়া চেতনের উপলব্ধির সহায়তায় পুনরায় ভগবদনুশীলনে [illegible] উঠে। ভগবৎ-সম্পর্ক ব্যতীত চেতনতার উদ্দীপন অসম্ভব। চৈতন্য চেতনতার একমাত্র উৎপাদক চেতনতার একমাত্র নিয়ামক ও চালক। সুতরাং অনুগামী [illegible] চৈতন্যাশ্রয়ের অপরিহার্য আবশ্যকতা আছে।

ভক্তের জীবন আনুগত্যময়। তাহার প্রত্যেক বাক্যে ও কার্যে তাহার আনুগত্যময় আদর্শ প্রকাশিত থাকে। নিষ্কপটে গুরুদেবের সব কার্যেই জীবন আনুগত্যপূর্ণ হওয়া উচিত। [illegible] আমাদিগকে শ্রীরূপানুগগণের আনুগত্য করিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আমার নিজ স্বতন্ত্রতাকে সম্পূর্ণভাবে বলিদান দিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিব, ততদিন পর্যন্ত আমরা [illegible] ভক্তি যাজন করিতে পারিব না। প্রকৃত আনুগত্যের অভাবে কীর্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান বা আচরণও আমাদের ভোগের প্রকারভেদ মাত্র হইয়া পড়িবে। যেখানে প্রকৃত আনুগত্য নাই, সেখানে ভক্তি অবস্থান হইতে পারে না। আমরা গুরু[illegible] পদাশ্রিত হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। সুতরাং আমাদের হতাশ হইবার কোন কথা নাই। তবে আমরা স্বতন্ত্র জীব, আনুগত্য করিতে পারি, আবার স্বতন্ত্র থাকিতে পারি। আমরা যতটুকু অনুসরণ করিব, ততটুকু মঙ্গল লাভ হবে। আর যদি লোক-দেখানো আনুগত্য করি, তাহা হইলে গুরুবৈষ্ণব-ভগবান সম্পূর্ণভাবে [illegible] আমাকে ত্যাগ করিবেন। কৃপাময় গুরুবৈষ্ণবগণ [illegible] কৃপা করিবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। [illegible] আনুগত্যের বোধ হইতেছে না। কৃপা নিরন্তর অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে।

ভজন [illegible] 'জিনিস নয়; তাহা চিন্ময় রাজ্যের বস্তু। [illegible] অনেক লোকেরাই ভাবজগতের কথা আনেন প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া [illegible] কথা বুঝিতে যাওয়া কেবল [illegible] নষ্ট করা মাত্র [illegible]

সদ্গুরুপাদ সেবোন্মুখতায় সেই অধিকার লাভ হইবার হয়। ধন, ঐশ্বর্য, রূপ, স্ত্রী বা কাহারও জন্য কোন অভিলাষের বাধা [illegible] নাই, গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় [illegible] একমাত্র যখন, সেই গৌরসুন্দর [illegible] স্বপ্ন হইয়ে সন্ধান পাইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন।

ভগবান্ স্বপ্রকাশ। ভগবদ্দর্শনের কথা আলোচনা করিতে গিয়া আমরা ভগবদ্দর্শন, পরমাত্মদর্শন ও ব্রহ্মদর্শনের কথা শুনিতে পাই। ব্রহ্মদর্শন ভগবানের অঙ্গকান্তি দর্শনমাত্র। উহা সম্যক্ দর্শন নহে। ভগবানের এই অঙ্গকান্তি দর্শন হইলে তদ্দ্বারা জীবের সমগ্র অনর্থ দূর হয়। ভগবানের এই অঙ্গকান্তি বা নির্বিশেষ অনুভূতিও [illegible] নহে। ভগবদ্দর্শনের [illegible] বা আলোক ব্রহ্মদর্শন ও অক্ষজজ্ঞানীর নির্বিশেষ কল্পনা সমতুল্য নহে। জড়নির্বিশেষজ্ঞান নির্বিশেষের জ্ঞানের বিকৃত প্রতিফলন। আরোহপন্থাবলম্বনে যে নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতি, তাহা কাল্পনিক মত মাত্র, তাহা আলোক ব্রহ্মদর্শন নয়। এই কাল্পনিক জড়নির্বিশেষবাদ নাস্তিকতার নামান্তর মাত্র। আমরা প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য বাদ দিয়া স্বতন্ত্রভাবে শাস্ত্রাদির আলোচনাদ্বারা কল্পনামূলে যদি ব্রহ্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শন পাইয়াছি মনে করি, তাহা হইলে তাহা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। গুরু কৃপায় ভগবানে চিত্তোন্মুখ আত্মনিবেদনের [illegible] দ্বারা বিষয়ভোগস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইলে সাধুর আনুগত্যে ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। আলোক চিন্ময়জ্যোতিঃ দর্শন ভগবানের অসমোর্ধ্ব দর্শন হওয়ায় তদ্দ্বারা ভগবানের সেবা সম্ভব হয় না। নিরন্তর ভগবৎসেবারত সাধুর চরণে নিষ্কপট শরণাগত হইলে তাঁহার কৃপাতেই জীবের ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। তখন ভাগ্যবান্ জীব ভগবৎসেবার অধিকার পায়।

— —

বৃথা [illegible], বিতর্ক, অবৈষ্ণবের সহিত মৈত্রী [illegible] আলাপন, পরচর্চা, পরাপবাদ, পরের সমালোচনা, মিথ্যা কথা, সাধুনিন্দা, [illegible] ইত্যাদি। [illegible] করে। [illegible] সর্বনাশ হয়। নিষ্পাপ জীবন যাপন করিতে হইবে, কথা বলা দরকার, [illegible] উভয় আলোচনার প্রয়োজন। যাহাতে কোনপ্রকার মঙ্গল হয়, এইরূপ কথা আলোচনাই প্রয়োজন। খুব সাবধান না হইলে [illegible] এবং সাধুসঙ্গের জন্য [illegible] না দিলে [illegible] না। [illegible] সাধু সাবধান।

নির্জ্জন ভজন

—::(•)::—

আমি নির্জ্জনভজনপ্রয়াসী। 'ভজনানন্দী' বলিয়া প্রচারিত হইবার বাসনায় আমি গৃহত্যাগী; 'বাবাজী' বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার আশায় আমি বেশত্যাগী; ত্যাগী বা বিরক্ত বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছায় আমি কৌপীনধারী। আবার মর্কট-বৈরাগী হইতে আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিবার জন্য আমি স্ত্রীসম্ভাষণ ও ধাতুপাত্র প্রভৃতি পরিত্যাগকারী। কখনও বা আমাকে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর সমকক্ষ বলিয়া প্রচার করিবার জন্য সারাদিনসাক্ষে ঘোলপানকারী। কখনও আবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের —"অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে, ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে" এই বাক্যের একমাত্র 'মর্য্যাদা-রক্ষাকারী' এবং লোক-লোচনের নিকট মহাত্যাগী বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য লোকের প্রদত্ত অর্থ-বস্ত্রাদি অগ্রাহ্যকারী। কখনও বা 'চন্দ্রবিন্দু'র শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আচরণ অনুসরণ করিবার ন্যায় অনর্থযুক্ত [illegible] নির্বাচক ভজনচেষ্টার লোভবৃদ্ধি করিবার মাধুকরীজীবী।

আমি এখনও ঐ কঠিন [illegible] প্রভাব এখনও বুঝিতে পারি নাই; শ্রীমদ্ভাগবতের "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"—অর্থাৎ 'সুধিগণও যে নিরন্তর [illegible] মোহ প্রাপ্ত হন' এই কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। আমি লোকসমাজে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের লীলা শ্রবণকারী বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য বহুবার বহুকথায় শ্রবণকীর্তন করিলেও ১০ম স্কন্ধে [illegible] আমার মায়াবিদ্ধ [illegible] বুদ্ধি [illegible] কেন করিতে পারে নাই। ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবতা পর্যন্ত যে মায়াবৈচিত্র্যে নানাভাবে মুগ্ধ হন, আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই, শুনিয়াও শুনিতে পারি নাই অথবা যাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা নিষ্কপটভাবে [illegible] আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন কিংবা তাঁহারা নিজেরাই বঞ্চিত।

তাই আমি মায়াবাদিত দৃষ্টিতে কর্মকাণ্ডী [illegible] জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা এবং জ্ঞানকাণ্ডে [illegible] কর্মিগণের বলিয়া তাহা মনে করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি প্রকৃত প্রস্তাবে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই। ভক্তের পোষাক পরাই আমার সার হইয়াছে, কপটতাই আমার বৈষ্ণবতা হইয়াছে, আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাই আমার ধর্ম হইয়াছে, 'প্রতিষ্ঠাত্যাগী' বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য চেষ্টা [illegible] হইয়াও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাই আমার উপাস্য হইয়াছে। আমার নির্জ্জনভজন, আমার ত্যাগ, [illegible] পরে যে [illegible], আমার [illegible] মাধুকরী গ্রহণ, আমার ধাতুপাত্র পরিত্যাগ, আমার কৌপীনধারণ আমার স্ত্রীআদির প্রতি বিরাগ, ধর্মমন্দিরনির্মাণের প্রতি বিরক্তি, আমার কুটীরত্যাগ, আমার বস্ত্রপরিহার, আমার লোকালয় পরিত্যাগ, আমার শিষ্যাদি গ্রহণ না করা—ইহারা সকলেই আমাকে বিদুর দাস হইতে বিচ্যুত করিয়া কর্মত্যাগী বা জ্ঞানকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিয়াছে। ঐ কপটতার প্রাণহীন আচরণগুলি আমাকে অবৈষ্ণব করিয়া তুলিয়াছে। তবে উহারা জগতের লোকের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে কোন বিঘ্ন করে নাই। তাই আমি উহাদিগকে সাদরে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু আমার ছদ্মবেশী মিত্রগুলিকে শত্রু বলিয়া চিনিতে পারি নাই। শ্রীল দাস গোস্বামীর 'কৃষ্ণ প্রীত্যে ভোগ-ত্যাগে'র আদর্শ ছিল—তাঁ'র কৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিকী আসক্তি, কিন্তু আমার কপট ত্যাগ আত্মপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার আদর্শ। একসময় আমার পরম গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অনুগত পরিচর্যাকাঙ্ক্ষী কোন কৌপীনধারী ব্যক্তি অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোরের সহজভজনচেষ্টার প্রণালী অনুকরণ করিয়া বাবাজী-মহারাজের ন্যায় নিভৃত পুরীষত্যাগের স্থানে কপট ভজনচেষ্টা প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল গৌরকিশোর—"আপনার ন্যায় মহদ্ব্যক্তির সঙ্গ আমার ন্যায় দীন ব্যক্তির কখনই বাঞ্ছনীয় নহে, অতএব আপনি আপনার যোগ্যস্থানে গিয়া ভজন করুন"—এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা ঐ ব্যক্তির সঙ্গ অসৎসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বৈষ্ণবতার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার কি দুর্দৈব! আমি সেইসকল মহাপুরুষগণের শিক্ষা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিলাম না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর কথা বলিতে গিয়া—"প্রভুর বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা"—যে উক্তি করিয়াছেন, সেইরূপ কথা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরের আচরণে প্রকাশিত হইলেও এবং তিনি [illegible] ও [illegible] তদনুসারে গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্যের আদর্শ দেখাইলেও তাঁহার পরম সুহৃদ্ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনচেষ্টাকে বিশেষ সম্মান ও আমার শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভজনচেষ্টা তাঁহার (শ্রীল গৌরকিশোরের) অপেক্ষাও অধিকতর বৈরাগ্যময়ী ও কৃষ্ণ-[illegible] এবং বাবাজী নামে পরিচিত, ধাতুপাত্রত্যাগকারী, মাধুকরীজীবী, কৌপীনধারী ব্যক্তিগণের ভজনের অনুকরণ অপেক্ষা [illegible] আত্মেন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা [illegible] কথা [illegible]

[illegible] 'ভাগবত' [illegible]। [illegible]

ও প্রভুর শিক্ষা প্রদান করিলেও আমি এ শিক্ষা গ্রহণ করিলাম না।

আমি এতই আশাহীন যে, মনে করি, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের জন্য মন্দির-নির্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিয়াছিলেন বলিয়া, বহু বহু গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া দোষ হয়, আর অপেক্ষা কিছু কম ত্যাগী! শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক প্রভৃতি আচার্য্যগণ বাতুলতা পরিত্যাগকারী আমা-অপেক্ষা বৈষ্ণবতায় ন্যূন ছিলেন! আমি প্রতিষ্ঠাত্যাগী, নির্জ্জন ভজনানন্দী; আর যেহেতু তাঁহারা লোকসমাজে বিচরণ করিতেন, সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু হায়, আমি কি বৈষ্ণবাপরাধী হইয়াছি! আমার নির্জ্জনভজনানন্দই আমার ব্যাধি, আমার কৌলীন্যই আমার বিষ, আমার বাতুলতা পরিত্যাগ করাই আমার প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি মনোধর্ম্মী হইয়া বৈষ্ণবগণের ভ্রান্ত বিচার করিতেছি। তাই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাসুখ-তাৎপর্য্যবিচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। আমি মনে করি, নিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনপ্রচারক হইয়া দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া এবং আমার ন্যায় কেবল লোক-দেখান অন্তরালে নাম কীর্ত্তন করেন নাই বলিয়া তাঁহারা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, শ্রীল পরমানন্দপুরী, শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আমার ন্যায় ধামবাসী ও রাধাকুণ্ডবাসী ছিলেন না!

অজ্ঞতাবশে আমার বুদ্ধি এতদূর আচ্ছন্ন যে, আমি 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' হইতে, 'গ্রহণ' ও 'ত্যাগ' হইতে 'সেবা' বা বৈষ্ণবতার পার্থক্যটী বুঝিতে পারি না। গ্রহণ ও ত্যাগ-বর্জ্জনই আমার কার্য্য; কখনও গ্রহণধর্ম্মে যুক্ত হইয়া ভাগবতের নিন্দা করি, বলিয়া থাকি,—"আমি ভগবানের সংকীর্ত্তনপ্রচারক একটী জীব—আমার পুষ্টিকারী বৃত্তি করার পক্ষেতরের অভিমত; সুতরাং গ্রহণধর্ম্মে আসক্ত না হইলে পুষ্টিলাভ হইবে কি প্রকারে?" কখনও বা গ্রহণধর্ম্মের মধ্যে দিয়া ত্যাগের আবরণ দিয়া শ্রীনিত্যানন্দের চরণে অপরাধ করিতে করিতে বলিয়া থাকি, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বংশরক্ষা (?) করিবার জন্য বিবাহ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, সুতরাং সেই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া আমিও পত্নীর ন্যায় আচরণ করিব। যদি কেহ দেখাইয়া দেন—"ঐরূপ কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও বলেন নাই বা উহা মহাপ্রভুর অভিপ্রেত নহে, আর যদি অভিপ্রেতই হইবে, তাহা হইলে ... শ্রীবিশ্বম্ভর ... ...

তোষণকল্পে একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব, অপরে সম্ভব নহে এবং যদি ঐরূপ বংশপরম্পরা রক্ষা করা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাঞ্ছা হইত, তাহা হইলে তিনি বীরচন্দ্র প্রভুকে নিঃসন্তান করিলেন কেন?" তবে এইসকল যুক্তির উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়াও আমি গৃহব্রতধর্ম্মকেই—শুক্র-শোণিতজাত দেহকেই বহুমানন করিয়া প্রাকৃত বিরোচনের ন্যায় দেহাত্মবাদী হইয়া পড়ি।

আবার সময় সময় গ্রহণধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাশাটা কিছু কম পূর্ব্ব হইতেছে দেখিয়া ও 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়ভোগত্যাগ' ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের নিষ্কপট বৃত্তিবৈরাগ্যবান মহাজনের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় ভোগবুদ্ধি করিয়া ফল্গুত্যাগিগণকে 'সেবাপর' বলিয়া কল্পনাপূর্ব্বক আত্মবঞ্চনা ও পর-বঞ্চনাকে বরণ করিয়া লই। আবার প্রত্যক্ষজ্ঞানজাত মনোধর্ম্ম ফল্গুত্যাগ, কপটত্যাগ বা ত্যাগের নামে মায়াবাদিগণের নিবৃত্তিকেই ন্যূনাধিক বরণ করাইয়া কৃষ্ণতোষণপর ভক্তবৃন্দ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। আমি তখন নিজেকে গৌড়ীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াও গৌড়ীয়ের একমাত্র গৌড়ীয়ত্বটী যেখানে অবস্থিত, সেই মূলকেন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সাধারণ সমন্বয়বাদী হইয়া পড়ি। আমি তখন বলিয়া থাকি, নববিধা-ভক্তির যে-কোন একটী যাজন করিলেই বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের ১ম শ্লোকটী ভুলিয়া যাই। আচার্য্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীর সন্দর্ভসিদ্ধান্ত—'যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা"—অর্থাৎ কলিতে নববিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজন কর্ত্তব্য হইলেও উহা কীর্ত্তনমুখে হইলেই ফলপ্রদ হয় এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ,—

ভক্তির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লহলে পায় প্রেমধন॥

এবং রূপানুগ রসিকশিরোমণি আচার্য্যবর শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'মাধুর্য্যকাদম্বিনী'র সারার্থ—'শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অধীনে স্মরণ' —আচার্য্যগণের এই সকল সিদ্ধান্তসার আমাকে কীর্ত্তন ছাড়িয়া নির্জ্জন ভজনানন্দী প্রতিষ্ঠা বা আত্মপ্রসাদ লাভের নানাবিধ ফল্গুত্যাগ দেখাইয়া ...

ভক্তিরসামৃত ও উজ্জ্বলনীলমণির আলোচনার ধৃষ্টতা দেখাইলেও—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"
আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলই মাধব।'

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর এইসকল উপদেশ লোকের নিকট ঢাকা দিয়া থাকি, কখনও বা নানাপ্রকার কদর্থ করিয়া থাকি। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসনৎকুমার পৃথু মহারাজকে যে অমূল্য উপদেশটী প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ—

অর্থেন্দ্রিয়ারাম-সগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া
তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি
বিনা হরের্গুণপীযূষপানাৎ॥

অর্থাৎ ধন ও ইন্দ্রিয়ে আসক্ত এবং ইন্দ্রিয়তর্পণরত ব্যক্তিগণের সঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা, তাঁহাদিগের আদৃত অর্থকামাদি পরিত্যাগ ও নির্জ্জনবাসে অভিরুচি,—এই সকলদ্বারা আত্মার সন্তোষ লাভ হয়, কিন্তু যে স্থানে সর্ব্বদাই হরিকথামৃত পান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নির্জ্জনবাস কখনও স্পৃহা করিবে না; কারণ উহাদ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ হইলেও কৃষ্ণতোষণ হয় না।

কিন্তু হায়! শ্রীমদ্ভাগবতের এইসকল উপদেশ আমার ভোগোন্মুখ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। আমি প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মের নানাপ্রকার অভিনয় দেখাইতে যাই বটে, কিন্তু আমার বিষয়-মলিন প্রাকৃতচিত্ত অপ্রাকৃত বস্তুর আস্বাদে সমর্থ হয় না। আমি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন"—এই কথাটী ভুলিয়া গিয়া বিষয় বা অনর্থযুক্ত চিত্তে নিজেকে ধামবাসী বলিয়া—ভজনানন্দী বলিয়া মনে করি। আমি সংসার ত্যাগ করিয়াও যে বিষয়ী, কৌপীন লইয়াও যে পরম সংসারী, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থপাঠ, নাম-শ্রবণ, শ্রীবিগ্রহ, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, বাতুলতা গ্রহণ প্রভৃতি করিয়া বা না করিয়াও যে সংসারাসক্ত, শ্রীহরিদাস, শ্রীরাধারমণ প্রভৃতির ন্যায় ভজনের ... বা রাধাকুণ্ডতীরে বাস না করিয়াও যে কৃষ্ণভক্ত কেন নিরন্তর নিত্য ... তাহা আমি ভাবিতে পারি না। শ্রীনাথ পুরী, শ্রীমধুবন, শ্রীনরোত্তম প্রভৃতির আচরণের প্রতিকূলে শিষ্য না করিয়াও অথবা পরমহংসকুল বরণীয় শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় এক শিষ্য গ্রহণ করিয়া বিরত থাকিয়াও আমি যে শিষ্যদ্রোহী, ... পূর্ব্বাচার্য্যগণের ... আমি তাহা বুঝিতে পারি না, ... কখনও কবিরাজের ভাগ করিয়া ... ধামবাসী পাঠক হইয়া ... দেহ ... কে বহুমানন করিয়া ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া থাকি, কখনও আবার ... সংসার জন্য কীর্ত্তন ছাড়িয়া নির্জ্জন ভজনানন্দ হই।

কিন্তু হায়! আমি কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ মাত্র করিয়া একবারও নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলাম না। তাই আমার চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইল না। আমার ... সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ ... আমার ... ... সেই ...

দুঃখিত হইয়া আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য গাহিয়াছেন—

দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে
তব হরিনাম কেবল কৈতব॥

• • •

প্রতিষ্ঠাশা-জাল, নিজ্জনত্ব-খালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব॥
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব॥
মাধবেন্দ্র পুরী ভাবঘরে চুরি
না করিল কভু, সদাই জানব।
তোমার প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা,
তার সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতা-বশে তুমি জড়রসে
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব।
তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগী-বৈভব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেই সব।
সেই দুটী কথা ভুল না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম-রব।
'ফল্গু' আর 'যুক্ত', 'বদ্ধ' আর 'মুক্ত',
কভু না ভাবিহ একাকার সব।
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে, সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব।
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।
আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলই মাধব॥
সে যুক্ত-বৈরাগ্য, তাহা ত' সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।

• • •

মায়াবাদী জন কৃষ্ণেতর মন
মুক্ত-অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস তব ভক্তি-আশ,
কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন-আহব॥
যে ফল্গু বৈরাগী কহে নিজে 'ত্যাগী'
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
হরিপদ ছাড়ি' নির্জ্জনতা বাড়ি'
লভিয়া কি ফল, ফল্গু সে বৈভব।
রাধাদাস্যে রহি' ছাড় 'ভোগ-অহি'
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব।
রাধা-নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব।
ব্রজবাসিগণ প্রচারক-ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তাঁ'রা নহে 'শব'।
প্রাণ আছে তাঁ'র সে-হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব।
শ্রীদয়িতদাস কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী বা বাণীর প্রতি অনুকূল প্রবন্ধ নির্বাচিত ব্যক্তিগণই পারমার্থিক দৈনিক পত্রের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা। নিম্নিষ্ট থাকিবেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগের হইবার পক্ষে ভিক্ষা।

২। সপ্তাহে প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী নির্ণয়, রেফার্ড আদি সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পুরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অসন্তোষজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। গুরুভক্তগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-গ্রহণের ভার ভগবদ্‌-প্রেমে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
সাধারণতঃ প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

হং কং-এ সময় বন্দী

লণ্ডন হইতে এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, হংকং-এ সমর বন্দীদের স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং সেখানকার হাসপাতালগুলির অবস্থা সন্তোষজনক। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের প্রতিনিধিরা ঐসকল বন্দী-শিবির এবং হাসপাতাল পরিদর্শনান্তে যে বিবরণ দিয়াছেন, তদনুসারেই এই ঘোষণা করা হইয়াছে। উক্ত প্রতিনিধিদের বিবরণে ভারতীয় সমর-বন্দীদের সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ নাই; তবে তাহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, বন্দীদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল এবং বন্দীশিবির ও হাসপাতাল পরিচালনা সন্তোষজনক। হাসপাতালগুলিতে স্থান সঙ্কুলান যথাযথভাবে হয় এবং চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা সন্তোষজনক। প্রতিনিধিরা যথোপযুক্ত শীতকালীন পোষাক পরিচ্ছদ ও ঔষধপত্রাদি সরবরাহের চেষ্টায় আছেন। বন্দী শিবিরগুলিতে মোট ৬১৫৭ জন বন্দী আছেন; তন্মধ্যে ১৫৭৭ জন কানাডার লোক এবং হাসপাতালে আছে ৩১৭ জন।

জালিয়াতী শিক্ষার স্কুল

সেনাদলপ্রার্থী ২৪ বৎসর বয়স্ক রাইকেল ফ্রাটিনা লণ্ডনের এক জালিয়াতী শিক্ষার স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। ওল্ড বেইলী কোর্টের বিচারে তিনি তিন বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আসামীর কাটগড়া পরিত্যাগের পূর্ব্বে তিনি জানিতে পান যে, তাঁহার ছাত্রেরা সকলেই গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ওয়েস্টমিনিষ্টারের একটি সুসজ্জিত কক্ষে তাঁহার স্কুল বসিত। সৈনিক ও নৌবিভাগের পলাতকগণ ঐ স্কুলে শিক্ষালাভ করিত। প্রায় প্রত্যহই ক্লাস বসিত। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ছাত্রেরা একটি টেবিলের চারিধারে বসিয়া পোষ্টাফিসে প্রতারিত করার পদ্ধতি শিক্ষা করিত। জালিয়াতীতে যাহাদের হাত আসিত না, তাহাদিগকে কি প্রকারে হিসাব খুলিতে হয় এবং কি প্রকারে টাকা তুলিতে হয় তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইত।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট পিকক্ এবং অন্যান্য অফিসার এই স্কুলের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তদন্তে নিযুক্ত হন। প্রথমে তাঁহারা বড়ই অসুবিধায় পড়েন। কারণ, এক ঠিকানায় স্কুলটি বেশী দিন থাকিত না। গোয়েন্দারা বলে যে, ফ্রাটিনা জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর পুত্র।

ফ্রাটিনা স্বীকার করেন যে, তিনি পোষ্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে পাশবহি জাল করিতেন। আসামী কোর্টের রেকর্ডার জজ কেম্বাল্‌ ডডসনকে অন্যান্য ১১০টি মামলার বিষয়ও বিবেচনা করিতে বলেন।

২৪ বৎসর বয়স্ক মার্থার উড বলেন যে, তিনি নৌ-বিভাগ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি অভিযোগ স্বীকার করেন। তাঁহার প্রতি ১৮ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। একজন গোয়েন্দা বলেন যে, উড বিভিন্ন হিসাব হইতে টাকা তুলিয়াছিল।

মিসেস মার্গারেট ইংটন (বয়স ২৬ বৎসর) নামে একটি হিসাব খোলা হইয়াছিল। জালিয়াৎগণ ঐ হিসাবে লেন দেন করিত। আসামী ধরা পড়ায় তাঁহার প্রতি দণ্ডাদেশ স্থগিত আছে।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ নিয়ন্ত্রণ

ভারতীয় ভাষাসমূহে মুদ্রিত সংবাদপত্র সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শেঠ, সিনপার আমদানীসমূহের কণ্ট্রোলারকে নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন.—

কানাডার গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য ২৫ ইঞ্চির বেশী চওড়া কাগজ রপ্তানি বন্ধ করার বিষয় উক্ত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। সত্যসত্যই যদি ঐ শ্রেণীর কাগজ রপ্তানি বন্ধ হয়, তাহা হইলে দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ বিপন্ন হইবে। কারণ, কোনও রোটারী মেসিনেই তখন আর কাজ হইতে পারিবে না। অনুগ্রহ করিয়া কানাডার গবর্ণমেণ্টের সহিত অবিলম্বে সংযোগ স্থাপন করুন এবং উক্ত গবর্ণমেণ্ট যাহাতে ৭০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত চওড়া কাগজ রপ্তানি করিতে সম্মত হন, তাহার ব্যবস্থা করুন।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, শ্লোকার্থ, অনুবাদ ও বিবৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহারির পাচন

সর্ব্ববিধ প্রমেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় ম্যালেরিয়ার ইহার কার্য্যকারিতা অব্যর্থ। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থা সাধক কি না। ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীশ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]-শ্রীমন্মনঃশিক্ষা

জগদ্গুরু শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতি · শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

নবকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃতি সহ নব-প্রকাশিত হইল।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১৪ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ২১শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৭ই নভেম্বর, ইং ১৯৪২, শনিবার | ১৯০-১৯১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ দামোদর, অবার শনিবার.গৌরাব্দ ৪৫৬

ছয় গোস্বামী

——::(:০:)::——

"শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এ ছয় গোসাঞির করি চরণবন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্নাশ, অভীষ্টপূরণ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁ'র, মুঞি তাঁ'র দাস।
তাঁ' সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥

• • •

এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"
—ঠাকুর নরোত্তম।

ছয় গোস্বামীর অনুগত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তিনশ্রেণীর ব্যক্তিকে ষড়্‌-গোস্বামীর বিরোধী বা ষড়্‌-গোস্বামীর প্রতিকূলাচরণকারী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হ'বে তার অনুরক্ত,
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।
ব্রজজনের যেই মত, তা'তে হবে অনুগত,
সেই সে পরমতত্ত্ব ধন॥
—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

ছয় গোস্বামীর সকলেই ব্রজজন; কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্ত এইসকল ব্রজজনের প্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট। কর্ম্মীর চিন্তাস্রোত এই বহির্জ্জগতে এতদূর আবদ্ধ যে, তাঁহার কর্ণ অতীন্দ্রিয় ব্রজজনের অপ্রাকৃত কথা শ্রবণ করিবার কিছুমাত্র যোগ্যতা লাভ করে নাই। ইঁহারা অভ্যুদয়বাদী (Elevationist) হইয়া অনেক সময় ষড়্‌গোস্বামীর চরিত্র ও মতালোচনা করিতে প্রয়াসযুক্ত হইলেও—
"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"
—চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম

—শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত এই বাক্যানুসারে ষড়্‌গোস্বামীর অপ্রাকৃত অলোকিক-চরিত্র তাঁহাদের প্রাকৃত বুদ্ধির গোচরীভূত হয় না। ঘাঁহারা ষড়্‌গোস্বামীর প্রকৃত স্বরূপের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিকট উহার বিকৃত প্রতিফলন-স্বরূপ ছায়ার অবাস্তব বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ সকল প্রাকৃত ব্যক্তি উহাকেই অপ্রাকৃত হরিজনের স্বরূপ বলিয়া ভ্রমে পতিত হন ও সমধিক অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ভ্রমে পাতিত করেন। বর্ত্তমানে অনেক সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, ঐতিহাসিক, প্রভৃতি কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ "ছয় গোস্বামী"কে কবিকঙ্কন, কীর্ত্তিবাস প্রভৃতির অন্যতম মনে করিয়া তাঁহাদের প্রাকৃত চেষ্টামূলা গবেষণার দ্বারা 'ছয় গোস্বামী'-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছেন। ঐরূপ আরোহবাদী নাস্তিকগণ্যাদের নিকট আদরণীয় হইলেও বৈকুণ্ঠবস্তু 'ছয় গোস্বামী' ঐসকল সাহিত্যিকগণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইবার যোগ্য নহেন। জীব ভগবদ্বিমুখতা-ক্রমে স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া মূর্ত্তিমন্বিত বস্তুকে 'মাপিয়া লওয়া'র বা ভোগ করিবার প্রয়াস দেখাইতে পারেন। রাবণ ভগবচ্ছক্তি সীতাদেবীকে 'মাপিয়া লওয়া'র প্রয়াস দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু—

ঈশ্বরপ্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তাঁ'রে দেখিতে নাহি শক্তি॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম)

কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের যে অলৌকিক কৃষ্ণশক্তি ও গৌরশক্তিকে মাপিয়া লইবার প্রয়াস, তাহাও এইরূপই। তাঁহারা বহিরঙ্গা শক্তির স্বরূপকেই অন্তরঙ্গা শক্তির স্বরূপ বলিয়া ভ্রান্ত হন। এই বিবর্ত্তজ্ঞান তাঁহাদের দুষ্কৃতি-ফলেই উদিত হইয়া থাকে—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥"
—গীতা ৭।১৫

অসুরভাবাশ্রিত অর্থাৎ যাঁহারা ভগবান্ ও ভক্তের নিত্য চিদ্বিলাস ও তাঁহাদের নিত্য স্বরূপকে অসুরপ্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া আক্রমণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন (শ্রীধরের টীকা), তাঁহারা ব্রজজন ষড়্‌গোস্বামীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। যাঁহাদের নিকট স্ব-স্ব স্বরূপেরই নিত্য সত্তা নাই, তাঁহারা কি করিয়া জগদ্‌গুরুবর্গের অলৌকিক চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন? সুতরাং 'ছয় গোস্বামী'র মত তাঁহাদিগের ধারণার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। তাঁহারা ছয় গোস্বামীর পদাঙ্কিত পথকে সাম্প্রদায়িকতা; 'ছয় গোস্বামী'র সমালোচনাকে কোন সম্প্রদায়বিশেষের অন্ধবিশ্বাসজনিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, 'ছয় গোস্বামী'র মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী বা অর্ব্বাচীন প্রভৃতি ধারণা করিয়া গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

আর এক শ্রেণীর লোক মিছাভক্ত-নামে খ্যাত। তাঁহারা ভক্তের 'মুখোস' পরিধান করেন, যাত্রার দলের রাজা বাদশার সাজ সাজ্জ করিয়া অভিনয় করেন, পরমহংস বৈষ্ণবের বেশ লইয়া নানাপ্রকার পাষণ্ডতা করেন, লোক-দেখান মালা-তিলক-ঝোলাঝুলি, মত্ত-মত্তের হড়াহুড়ি, 'তৃণাদপি'ভাবের ছল করিয়া কপট আত্ম-প্রাকৃত্য প্রদর্শন, ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তিত 'ছয় গোস্বামীর অনুগমন প্রভৃতিকে ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুকরণে ব্যাপৃত: 'ছয় গোস্বামীর' বিরোধ করিয়া মিছা রূপানুগত প্রচার ও গোপনে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণবিধানের জন্য 'ছয় গোস্বামী'র নাম বলিতে বলিতে সহস্র দণ্ডবতি (?) প্রদর্শন, কপটাশ্রু বিসর্জ্জন প্রভৃতি করিয়া থাকেন। কখনও বা 'ছ-গোস্বামীর' বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাতে ভোগবুদ্ধিপরবশ হইয়া রাবণের ন্যায় জড় প্রতিষ্ঠার লোভে যেযোগজীবী হইয়া থাকেন। রূপানুগবর্গকে লোকের নিকট নিন্দা করিবার জন্য ঐরূপ জড় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা ও "লোক-দেখান গোরাভজা" এবং প্রাকৃত বুদ্ধি পূর্ণমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও অপ্রাকৃত রাধাগোবিন্দভজনের ছল প্রদর্শন করাকেই ষড়্‌গোস্বামীর মতানুসরণ বলিয়া আত্ম-বঞ্চনা ও লোক-বঞ্চনা করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা রূপানুগ আচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল ঠাকুরমহাশয় প্রভৃতির আচার ও প্রচার প্রদর্শন করিয়া বলেন—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

• • •

না করিও অসৎ-চেষ্টা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত গোবিন্দ-চরণ।

• • •

কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত,
না হ'বে তা'য় অনুরক্ত,
শুদ্ধভজনেতে কর মন।"

তাঁহাদিগকে ঐ সকল [illegible] 'ষড়্‌গোস্বামীর' আনুগত্যহীন [illegible] ধৃষ্টতা পর্য্যন্ত দেখাইয়া ইঁহারা [illegible] করিতে [illegible] অপরাধগ্রস্ত [illegible] হন। মিছাভক্ত-সম্প্রদায় বেষোপজীবিত্ব, কপট অশ্রুমোচন, নিসর্গ-সিদ্ধিজন ভাবপ্রদর্শন

ব্যভিচার, লাম্পট্য প্রভৃতিকে রূপানুগত্য, গৃহব্রতধর্মে লিপ্ত থাকিয়া শৌক্রবিত্তক্রমাত দেহকেই 'ব্রাহ্মণ' ও 'বৈষ্ণব' (?) এবং বিদ্ধা-ভক্তির সহিত বিরোধ করিয়া কর্মজড়স্মার্তের পদাবলেহনকে 'ছয় গোস্বামীর' প্রদর্শিত পথ বলিয়া মনে করেন। ইহাই কি রূপানুগত্য বা 'ষড়্‌গোস্বামীর' মতানুবর্তন? শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতে—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

—এই শ্লোকে ষড়্‌বেগ বা ইন্দ্রিয়ের দাসত্বকেই কি গোস্বামিত্ব বলিয়াছেন? শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে—

"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ কাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥"

এই শ্লোকে কপট চোখের জলকেই কি জীবে আনুগত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? রূপানুগ শ্রীপাদ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধে "তদশ্মসারম্" শ্লোকে শ্রীরূপপাদের ঐ শ্লোক উদ্ধার করিয়া ঐরূপ কপটতাকেই কি রূপানুগত্য বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন? শ্রীল রূপপাদ—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

এই শ্লোকে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে কি প্রাকৃত ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়াছেন এবং নামাপরাধের প্রশ্রয় দেওয়াকেই কি রূপানুগত্য বলিয়াছেন? অথবা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু—

'যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥'

—এই শ্লোকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সক্তিকেই কি ভজনানুরক্তি বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন? শ্রীসনাতন কি শুক্রশোণিতজাত দেহকেই গোস্বামিত্ব বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে একজনও কি চ্যুতবংশপরম্পরায় গোস্বামিত্ব স্বীকার করিয়াছেন? ছয় গোস্বামীর একজনও কি গৃহব্রতধর্ম, মন্ত্রব্যবসায়, শিষ্যব্যবসায়, গৃহব্রতধর্ম-যাজন করিয়া বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়াছেন? ছয় গোস্বামীর একজনও কি কর্মজড়স্মার্তগত শুদ্ধভক্তিবিরোধী আচার বা প্রচার করিয়াছেন?

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু দিগ্‌দর্শনী টীকায় পদ্মপুরাণোক্ত,—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্
বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"
(১।৪১)

—অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা পুরুষ নিশ্চয়ই নরকগামী হয়, অতএব পুনরায় তাহাকে যথাবিধি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর নিকট সম্যক্ প্রকারে দীক্ষা গ্রহণ করাইবে।"

"বিষয়সুখাসক্তানাং তাদৃশ জ্ঞান দুর্ঘটমেবেতি ** দুঃখসাগর-তরণেচ্ছয়াপি ভক্তিং বাঞ্ছন্ সদ্‌গুরুমপেক্ষেত

(১।২৪)

অর্থাৎ "বিষয় সুখাসক্ত ব্যক্তিগণের দুর্লভ সদ্‌গুরুর যে একমাত্র ভগবদ্ভক্তি অর্জন ব্যতীত অপর কোনও কর্তব্য নাই, এইরূপ জ্ঞান অতীব দুর্ঘট। সুতরাং তাহাদের দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছায় ভক্তিস্পৃহা থাকিলে সদ্‌গুরু ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারেই সুবিধা হইতে পারে না।"

"তত্ত্বজ্ঞম্ অন্যথা সংশয়নিরাসকত্বাযোগাৎ, অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতম্ অন্যথা বোধ-সঞ্চারাযোগাৎ পরব্রহ্মণি, ভক্তিযোগাশ্রয়ম্, সদা শ্রবণকীর্তনাদিপরম্ শ্রীবৈষ্ণববরম্."—(১।২৭) অর্থাৎ "সদ্‌গুরু তত্ত্ববিৎ হইবেন, নতুবা তিনি শিষ্যের সংশয় নিরসন করিতে সমর্থ হইতে পারেন না; সদ্‌গুরু অপরোক্ষ ভগবদনুভূতিতে নিষ্ণাত হইবেন নতুবা তিনি শিষ্যের হৃদয়ে ভগবদ্ভাব সঞ্চার করিতে অসমর্থ; সদ্‌গুরু নিষ্ঠ, শান্ত অর্থাৎ লোকাতীত ভক্তিযোগ আশ্রয়কারী এবং নিরন্তর শ্রবণকীর্তনাদিপর মহাভাগবত হইবেন।" "স্বস্মাৎ সকাশাৎ পরিচর্যাদিলিপ্সুঃ স গুরুর্ন ভবতি, তর্হি কিমর্থং গুরুঃ? পরমকারুণ্যাৎ লোকহিতার্থমেব (১৩৫)"—অর্থাৎ "যিনি শিষ্যের নিকট হইতে কোনওপ্রকার সেবা বা অর্থাদি ইচ্ছা করেন, তিনি কখনও গুরুপদবাচ্য নহেন; তবে প্রশ্ন হইতে পারে, গুরুর আবশ্যকতা কি? শ্রীগুরুদেব পরম দয়ালু, কৃপাসিন্ধু; তিনি পরদুঃখদুঃখী, তাই জীবের মঙ্গলের জন্যই তিনি 'গুরু' পদ স্বীকার করিয়া থাকেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে; "(দীক্ষাবিধানেন) নৃণাং সর্বেষামেব দ্বিজত্বং (জায়তে)—(২।৭)" অর্থাৎ "সদ্‌গুরুর নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষা-প্রভাবে মানবমাত্রেরই দ্বিজত্ব সাধিত হয়"—এই সকল বাক্যদ্বারা ব্যবসায়ী, কৌলিক, লৌকিক, বিষয়াসক্ত, অর্থলোলুপ নিরন্তর ভগবৎসেবা ব্যতীত ইতর কার্যে ব্যস্ত গুরুব্রুবগণকে গুরু বরণ গ্রহণ করাই কি গোস্বামিমত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু—"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ ** ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে॥—** বৈষ্ণবস্তু ব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যম্। (৪।২২৫)" অর্থাৎ "শূদ্র এমন কি অন্ত্যজকুলেও যদি কোন বৈষ্ণব আবির্ভূত হন, তাহা হইলে তাহাদিগকে কখনই শূদ্রাদি বা অন্ত্যজাতিত্বে আরোপিত করা হইবে না। শূদ্র, ব্যাধ অথবা কুক্কুরভোজী চণ্ডালকুলেও যদি ভগবদ্ভক্ত হন, তাঁহাদিগকে যে ব্যক্তি তত্তজ্জাতিসামান্যে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে শূদ্র, নিষাদ, অথবা চণ্ডাল বলিয়া মনে করেন, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকেন ভগবদ্ভক্তগণ কখনও শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভগবানের দাস ভাগবত। আর যাঁহারা ভগবানে ভক্তিহীন, তাঁহারা যে-কোন কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁহারাই শূদ্র। বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ—এই উভয়ের মধ্যে নীচ জাতিকুলে হইলেও বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ"—এইসকল বাক্যদ্বারা কর্মজড়স্মার্তের পদাবলেহনপূর্বক বৈষ্ণবের অবমাননাই কি গোস্বামিমত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন? কোন কোন কপট ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, "আমরা হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, কিন্তু যাঁহারা সবে-মাত্র ভগবদ্ভজনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেইসকল কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তিগণের প্রতি জাতিবুদ্ধি করিতে কোন আপত্তি নাই।" শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কি এই স্থানে মহাভাগবতের বিচারপ্রসঙ্গে এইসকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন অথবা কনিষ্ঠাধিকারী অর্চনমার্গীয় ব্যক্তিগণের কথা বলিতে গিয়া এইসকল কথার অবতারণা করিয়াছেন? কর্মজড়স্মার্তগণ নিজাভিরুচ্যনুসারে আচার্য সনাতন গোস্বামীর মত ভাল করিয়া বিচার করুন।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু কি সমগ্র হরিভক্তিবিলাসের কোনও স্থান বা অন্য কোন স্থানে মন্ত্রব্যবসায়, শিষ্যব্যবসায়, অযোগ্য কৌলিক ও লৌকিক সদ্‌গুরু গ্রহণ, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে ভাতডালবুদ্ধি, প্রেতশ্রাদ্ধ প্রভৃতিকে গোস্বামিমত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু,—

বৈষ্ণবঃ জগদীশস্য অমপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারস্তু নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥
(৯।১৩৪)

—অর্থাৎ "হে বিপ্রগণ, হরির নৈবেদ্য অন্নপানাদি যে-কোন বস্তু হউক না কেন, তাহা গ্রহণ করিতে কোনরূপ স্পর্শদোষাদি বিচার করিবে না। শ্রীহরির নৈবেদ্য বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, তাহা নির্বিকার বস্তু। যাঁহারা তাহাতে স্পর্শদোষ বিচার আরোপ করেন, তাঁহারা অনন্তকালের জন্য নরকপথের পথিক হন।"—এই বাক্যদ্বারা ব্রাহ্মণ্যবর্ণসমাজের জন্য বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও মহাপ্রসাদে প্রাকৃতবুদ্ধি করাকেই কি গোস্বামিমত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? স্মৃতিপ্রবন্ধ-লিখিত এইসকল প্রয়োগবিধির কি কেবল গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার জন্যই গোস্বামিপাদগণ লিখিয়াছেন? তাঁহাদের কি প্রচার ও আচারের মধ্যে কিছু ব্যবধান ছিল? শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরোধী মত প্রচার করিয়াছেন? শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু যে হরিভক্তিবিলাসের একাদশবিলাসে বৈষ্ণবধর্মবিধি এবং কর্মজড়স্মার্তাবলম্বিত প্রেতশ্রাদ্ধ প্রভৃতি পরিত্যাগের কথা বলিয়াছেন, সেই মতকে বিসর্জন করাই কি ছয়গোস্বামীর মত?

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে—'পারমার্থিকগুর্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্তব্যঃ'—অর্থাৎ ব্যবহারিক কৌলিক গুরু প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। "প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যং, শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি" অর্থাৎ "প্রথমে নামতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর নিকট শ্রীনাম শ্রবণ করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ অনর্থনিমুক্ত হইলে সেই নির্মল অন্তঃকরণেই রূপশ্রবণদ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃতরূপ প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা লাভ হয়;" "নামাপি সর্বসুহৃদো রূপারাধং পতত্যধঃ" (ভক্তি সঃ ৭।৫।১৮)—অর্থাৎ "শ্রীনাম সর্বপ্রকারে জীবের সুহৃৎ হইলেও শ্রীনামের চরণে অপরাধ থাকিলে নিশ্চয়ই জীব অধঃপতিত হয়, নামাপরাধযুক্ত নাম শ্রীনাম নহেন, "অথ কীর্তনাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদ্যোঽনির্বিচ্ছিন্নানামাপরাধমুক্ত-স্তদাবকীর্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্যাৎ (ঐ)—অর্থাৎ কীর্তনাদির দ্বারা যদি তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাধক ও সিদ্ধ উভয়েরই পক্ষে হরিনাম কর্তব্য—এই ভাগবতীয় বাক্যানুসারে নামগ্রহণ পরিত্যাগ না করিয়া স্মরণ অর্থাৎ আমার যে নিত্য ভগবল্লীলা স্ফূর্তি হইবে, তাহাই স্মরণীয়; শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণসম্পাদিতং চিকীর্ষুভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়াম্ অর্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব, গৃহস্থা-অর্চনসাপেক্ষং ব্যবহারনিষ্ঠত্বাৎ ... বা প্রতিপাদকম্ * * দীক্ষিতানাং সর্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রূয়তে।" (ঐ) শ্রীগুরুদেব দীক্ষাবিধানের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিয়া দেন, পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের দীক্ষার অর্চন অবশ্য কর্তব্য; তন্মধ্যে গৃহস্থের অর্চন একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত বৈষ্ণবের অনুকরণে অর্চনাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্মরণাদি করেন অথবা যেমন ব্রাহ্মণাদির দ্বারা অর্চন করাইয়া থাকেন, তাঁহারা দণ্ডের অলসতা ও কর্তব্যবিমুখতারূপ প্রত্যবায় হইয়া থাকে। যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিই হউন না কেন, দীক্ষিত হইয়া তিনি যদি অর্চন না করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রে তাঁহার নরকপাতের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়; "অর্চনাধিকার-নির্ণয়ঃ—এতদৈব সর্বেষামধিকারাণাম্ সমত্বম্। যোগ্যতানুসারং মতে শ্রীশূদ্রাদীনাং মানম্। কিন্তু ভক্তাগমে—যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ " (ভক্তিসন্দর্ভ, ২৯৮ সংখ্যা) অর্থাৎ "অর্চনাধিকারনির্ণয়ে সর্ব বর্ণ ও আশ্রমের স্ত্রী বা শূদ্রকুলোদ্ভূত যে কেহই হউন

না কেন, সদ্গুরুর নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির ভগবদর্চ্চন কর্ত্তব্য; কেন না যেরূপ কোনও বিশেষ রসসংযোগে কাঁসাও স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধানদ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই দ্বিজত্ব লাভ ঘটে।" এই-সকল বাক্যদ্বারা কি বর্ত্তমান জিহ্বাতড়-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত পূর্ব্বপাক-চৈতন্য ব্যাপারকেই গোস্বামিমত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৩ সংখ্যায় শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমহাপ্রসাদদ্বারা পিতাদির আদ্ধাদি তর্পণক্রিয়া এবং পঞ্চোপাসনা ত্যাগপূর্ব্বক নিত্য বৈকুণ্ঠদেবত দেবতাপূজককে বিষ্ণুর অবশেষ মহাপ্রসাদাদি দ্বারা অর্চ্চনবিধির যেরূপ কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত বিরোধ করিয়া পঞ্চোপাসক কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও নির্ব্বিশেষবাদীর মতাবলম্বনপূর্ব্বক সমাজের আভিজাত্যশালী (?) বা ধনবান্ ব্যক্তির সহিত কুটুম্বিতা করা ও অর্থপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির লাভ করিয়া লওয়াই কি 'ছয় গোস্বামী'র মত? শিষ্যগণকে, পতিতগণকে, চিরকাল পতিত রাখিয়া নিজেরা পতিতপাবনের সুযোগ পরিয়া কৃষ্ণদাস্যবৃত্ত হিংসকের ন্যায় পাষণ্ডতা করাই কি ছয় গোস্বামীর মত?

ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছিলেন,—

'বৈষ্ণব-পাশে ভাগবত কর অধ্যয়ন।'

(চৈঃ চঃ অন্ত্য, ১৩শ)

রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিলেন। তিনি বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিয়া যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলেন, তখন মহাপ্রভু পুনরায় ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—

"আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে॥
ভাগবত পড় সদা, লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ-ভগবান্॥

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট—

"প্রভুর ঠাঁই আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিল আসি' রূপ-সনাতনে॥
রূপ-গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁ'র মন॥
গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণারবিন্দ যাঁ'র প্রাণধন॥
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথাপূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর আচরণদ্বারা কি ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৃহব্রতগণ সংসার চালাইবার জন্য ভাগবত ব্যবসায় করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করাই 'ছয় গোস্বামী'র মত? যিনি ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্য ভাগবত পাঠ করেন, যিনি আদর্শ আচার্য্য ও উপদেষ্টা, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর ন্যায় গোবিন্দচরণে শরণাগত হইবেন। গোবিন্দচরণারবিন্দই একমাত্র প্রাণধন। ষড়্বিধা শরণাগতির অন্যতম লক্ষণ "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাস"—অর্থাৎ ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন। যাঁহার গোবিন্দচরণে শরণাগতি উদিত হইয়াছে, গোবিন্দচরণারবিন্দই যাঁহার একমাত্র ধন-সর্ব্বস্ব, সুতরাং তিনি আর গৃহব্রতধর্ম্মযাজনের জন্য অথবা দেবসেবার ছল করিয়া ভাগবতজীবী হইতে পারেন না। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু ভাগবতে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ত' ভাগবতজীবী হইয়া দেবসেবার ছলনাপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিতে পারিতেন! কিন্তু তিনি ঐরূপ বাণিজ্য-কার্য্য না করিয়া—

"নিজ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইল।
বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি' দিল॥"

তিনি নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ভাগবত-জীবী হইয়া শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে বা শিষ্যবর্গের নিকট হইতে 'কর' আদায় করেন নাই। তাঁহার নিজ শিষ্যকে গোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত করাইলেন, শিষ্যের "ধনকে দ্বারে মাধবের সেবা" করাইলেন। শ্রীল ভট্ট গোস্বামীর এই আচরণ দেখিয়া কোনও সুধী পুরুষ কি বর্ত্তমানে ভাগবতব্যবসায়ী জাতিগোস্বামিগণের আচরণকে 'ষড়্গোস্বামীর বা রূপানুগ মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন?

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ ও ব্রজপার্ষদ হইয়াও আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে অভিনয় করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে [illegible] জন্য—

"বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজসনিমন্ত্রণ।
দাতা-ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার।"

—এই সকল উপদেশ জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়াও কি কেহ মর্কট-বৈরাগীর ও বিষয়ীর অন্নপানপুষ্ট ধর্ম্ম-ব্যবসায়িকুলের ভক্ষোদর বা স্ত্রীপুত্রপরি-পোষণের জন্য বাসনায়, ভাগবত-ব্যবসায় প্রভৃতির ছলনা, অর্থের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া "বেশ্যার আচার" গ্রহণ করাকেই 'ছয় গোস্বামী'র মত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন?

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর উপদিষ্ট—

"অসদ্বার্ত্তাবেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ।"

—হে মন, তুমি অসজ্জনের সহিত ছিদ্রকথারূপ বেশ্যাকে পরিত্যাগ কর, উহা সেবাবুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্বকে হরণ করিয়া থাকে।

"অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটীভরখর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।"

—কৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবেশ ব্যতীত অন্যত্র যে নিবেশাভিলাষ—তাহা গর্দ্দভের ক্ষরিত মূত্রস্বরূপ। কপটতা ও কুটিনাটি আশ্রয়পূর্ব্বক তুমি কেন সেই গর্দ্দভমূত্রে নিজেকে স্নান করাইয়া দগ্ধীভূত হইতেছ?

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ।
কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ॥"

—প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা-চণ্ডালরমণীসদৃশা, যাহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা নৃত্য করিতেছে কিরূপে নির্ম্মল-প্রেম তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিবে? শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর এই সকল প্রচারিত বাক্য শ্রবণ করিয়াও কি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায় কপটতা-কুটিনাটির আশ্রয়পূর্ব্বক বেষোপজীবী মর্কট-বৈরাগী হওয়াকেই জিহ্বাতড়-সম্প্রদায় ষড়্গোস্বামীর মত বলিয়া স্থির করিয়াছেন? কলিসহচর ভাগবতোক্ত (১।১৭।৩৮-৪১) দ্যূত (তাস, পাশা, দাবা, মন্ত্রব্যবসায়, ভাগবতপাঠ-ব্যবসায়), পান (তামাক, গাঁজা, অহিফেন, ভাঙ, চরস, মদ্যপান প্রভৃতি), স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রী-গ্রহণ পরস্ত্রী-লাম্পট্য, বৈধ স্ত্রীতে অত্যাসক্তি), সূনা (পশুবধ, কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিদিগকে বিপথ প্রদর্শন, লোক-বঞ্চনা, আত্ম-বঞ্চনা), জাতরূপ (ভাগবতব্যবসায় ও মন্ত্র-ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা কিংবা দেবতা-সেবার ছল করিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে অর্থগ্রহণ)—এই কলির স্থানপঞ্চককে বিস্তার করিবার জন্য গৃহব্রতধর্ম্মযাজন বা কপট পরমহংস বৈষ্ণব-বেষ ও কৌপীনাদি গ্রহণই কি ষড়্গোস্বামীর মত?

ষড়্গোস্বামীর সকলেই ব্রজপরিকর। তাঁহারা রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্টপ্রচারের জন্য এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত এই প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীরাধাগোবিন্দপাদপদ্মে এবং শ্রীগৌরসুন্দরের চরণারবিন্দে তাঁহাদের মানসভৃঙ্গ নিত্যকাল সংযুক্ত রহিয়াছে। সেইসকল নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ রূপানুগ-সাধুগণ ব্যতীত ষড়্গোস্বামীর মহত্ত্ব বা প্রচারিত মত প্রাকৃত অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ কখনই বুঝিতে পারিবেন না। অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত চিন্তার গোচরীভূত হয় না। ষড়্গোস্বামীর এক একজন "সর্ব্বগুণ-খনি" শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর এক একটী মূর্ত্তিমান্ অপ্রাকৃত গুণ-স্বরূপ। বৃষভানুনন্দ-কুমারীর তাঁহাদের ঈশ্বরী, তাই, তাঁহারা মদনমোহন হইতেও নিজ ঈশ্বরী মদনমোহন-মোহিনীর প্রতি আনুকূল্যে নিষ্ঠাযুক্ত। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুই এই ষড়্গোস্বামীর অগ্রণী; তিনি ব্রজলীলায় "শ্রীরূপমঞ্জরী"। এই শ্রীরূপই সর্ব্বগোস্বামীর আকরস্বরূপা "সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী" শ্রীমতী রাধিকার মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্যরাশি। রূপই চিদ্বিলাসের মূল, রসোৎপাদনের মূল। সর্ব্বাগ্রে রূপের মধ্যে প্রথমে আমরা অপ্রাকৃত-রূপের দর্শন লাভই হয়। চিদ্বিলাস-রাজ্যের দেহ ও চিত্ত প্রতিফলনস্বরূপ এই জগতেও আমরা তাহার সাক্ষ্য পাইয়া থাকি। চিদ্বিলাস-রাজ্যে আমাকে সর্ব্বপ্রথমে রূপই সেবার আকর্ষণ করেন। তাই সেবারাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের শ্রীরূপের আনুগত্য আবশ্যক। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ব্রজলীলায় 'লবঙ্গমঞ্জরী'। 'সম্বন্ধ' বেদগুহ্যার্থদর্শক। শ্রীল সনাতন প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সৌরভ ও হৃদয়ের কোমলতাস্বরূপ। তিনি সম্বন্ধজ্ঞানের কথা প্রচার করিয়া সর্ব্বজীবকে শ্রীমতীর পাদপদ্মসৌরভে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে 'গন্ধসুবন্ধবর্ত্তী' বলিয়াছেন। জীবাত্মাকে রাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহার [illegible]। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মূর্ত্তিমান্ 'গুণ'স্বরূপ। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মূর্ত্তিমান্ 'অনুরাগ'-স্বরূপ। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মূর্ত্তিমতী 'রতি'স্বরূপ। আর শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মূর্ত্তিমান্ 'বিলাস'স্বরূপ। তিনিই জগতে চিদ্বিলাসের মহীয়সী প্রদর্শন করিয়া চিদ্বিলাসের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। জীব কি শ্রীজীবের অনুগত না হইলে চিদ্বিলাসরাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এক [illegible] অনুগত। তিনি ব্রজলীলায় "কস্তূরিকা"। তিনি রাধাগোবিন্দের সেবা-[illegible] হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ঠাকুর শ্রীনরোত্তম। নরোত্তমের অনুগত রসিক-চূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের অনুগত শ্রীবলদেব ও শ্রীজগন্নাথ। জগন্নাথের অনুগত ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ও মহাভাগবতবর পরমহংস শ্রীগৌরকিশোর। শ্রীগৌরকিশোরের অনুগত শ্রীবার্ষভানবীদয়িত দাস প্রভু ও তদনুগ [illegible] পুরী গোস্বামী প্রভু। এতজ্জগতে রূপানুগ বা ষড়্গোস্বামীর মত নির্ম্মল সেবাপর আচার্য্য [illegible] হইয়া গৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেখানে অপ্রাকৃত [illegible] ভগবদ্বাক্যকে আমার নিজস্ব [illegible] করিবার পরিবর্তে [illegible] দিয়া [illegible] করা হইয়াছে, সেই স্থানে ষড়্গোস্বামীর মতের ব্যভিচার

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্ত জনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিজনে॥

হইবেই হইবে। কারণ অপ্রাকৃত বস্তু অধোক্ষজ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণ-পোষিতের নিকটে প্রকাশিত হইতে পারে না। একটী সেবোন্মুখ নির্মলাত্মা যখন অপর একটী সেবোন্মুখ নির্মলাত্মার সেই অপ্রাকৃত অহৈতুকী সেবা নির্মল সেবাবৃত্তি প্রকাশিত করিয়া দেন, তখনই শ্রোতার বাস্তব সত্য বস্তু প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু যখন কোনও পৌরুষেয়-বাণীর কোনও অংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, তাহা অসত্য। তাহা মনোধর্ম। কারণ আত্মার চেতনের বৃত্তি অর্থাৎ ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদির দ্বারা। সুতরাং, আত্মা ব্যতীত অন্য কতকগুলি অচিন্ত্য শক্তি প্রকাশিত হইতে পারে না। ... যাহা আত্মার বৃত্তি বলিয়া মনে হয়, তাহা নিরর্থক, অসত্য-বস্তুতে সত্য-জ্ঞান। উহা মনোধর্ম। সুতরাং এইরূপ প্রাকৃতসম্প্রদায়ে আত্মবুদ্ধির কথা দিয়াই জগতে রূপানুগধারা প্রবাহিত হইয়াছে।

শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিরহ-মহোৎসব

গত ১২ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর, শুক্লাপ্রতিপদ ও বিশুদ্ধ প্রাতঃকালে ভক্তপ্রবর পুরীগোস্বামিপাদ শ্রীপাদ বাসুদেব রূপানুগবর শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বিরোভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের রচিত 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'-গীতি ও তাঁহার অপ্রাকৃত জীবন-চরিতকথা-কীর্ত্তনমুখে পালন করা হইয়াছে।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ৪॥০ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীদামোদরাষ্টক, ও "যে আনিল প্রেমধন" এই বিরহ-গীতি, 'শ্রীল নরোত্তমাষ্টকম্' ও পঞ্চতত্ত্ব-নাম কীর্ত্তন হয়। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি-মহারাজ বিপ্রলম্ভ রসাবতার শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বিরহতিথি কিরূপ চিত্তবৃত্তিতে বাস্তবিকভাবে সম্মানিত হয়, এই অনর্থের অন্তর্বর্ত্তিতায় আমাদের পক্ষে কত সম্ভাবনা, আমাদের নিত্য পরম বান্ধব শ্রীশ্রীরূপানুগ-প্রভুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারপঙ্কে পতিত আমরা যাহাতে আবার তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা নিত্যসংশ্লিষ্ট হইতে পারি তজ্জন্য শরণাগতপ্রার্থী এই সকল কৃপাপূর্বক ...

... আজ আমাদের সকলকে আন্তরিক ... সহিত ... শ্রীল ঠাকুর ... "... শ্রীগুরু" ইত্যাদি ... ... ঘটিকা হইতে ... ...

গীতি-কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা, শ্রীতুলসী-পরিক্রমা ও আলয়মধ্যে বহুক্ষণ যাবৎ উদণ্ড নৃত্যসহকারে শ্রীতুলসী-পরিক্রমা করিতে করিতে কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে ৮॥ ঘটিকা হইতে ১০॥ ঘটিকা যাবৎ শ্রীল মহারাজের কৃপানির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ প্রণব-ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ২০শ বর্ষ 'গৌড়ীয়ে'র পূর্ব্বার্দ্ধে প্রকাশিত "শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়"-শীর্ষক প্রবন্ধের ১ম হইতে ৫ম প্রবন্ধ পর্য্যন্ত পাঠ করেন। তৎপরে কীর্ত্তনমুখে "শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজিউ" ভোগারাত্রিক হয়।

দিবা ১॥ ঘটিকা হইতে পুনরায় বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা"-গীতি কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীল মহারাজের কৃপানির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ পতিত-পাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের চরিতকথা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু গৌড়ীয় ২০শ বর্ষ উত্তরার্দ্ধে প্রকাশিত "শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়"-শীর্ষক প্রবন্ধের ৬ষ্ঠ ও ৭ম প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে পুনরায় সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত "প্রার্থনা" ও "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার" গীতি-সমূহ সংকীর্ত্তন হয়। অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্রি ৭॥ ঘটিকা হইতে শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি-মহারাজ "শ্রীভক্তিসন্দর্ভ" হইতে "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ" এই শ্রীভাগবতোক্ত শ্লোকের শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদকৃত অত্যদ্ভুত ব্যাখ্যাভঙ্গি-মাধুর্য্য প্রদর্শন করিতে করিতে শুদ্ধভক্তের মহাবদান্যতার ও ত্যাগ বৈশিষ্ট্যকীর্ত্তন করেন। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি শ্রীশ্রীরূপানুগ-সাধুবর্গের করুণাই আমাদের একমাত্র সম্বল, করুণা না হইলে সমস্ত চেষ্টাই পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয় ইহা সাধকমাত্রেরই বিশেষভাবে অনুধাবনের বিষয় হওয়া উচিত। শ্রীবৈষ্ণবের নাম-রূপ-লীলা-কথাতে রুচিই শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপার প্রধান লক্ষণ। শ্রীবৈষ্ণবকথা-কীর্ত্তনসমূহ প্রতি অবজ্ঞারূপ অপরাধ বা পুঞ্জীকৃত পাপরাশি আমাদের চিত্ত অতিশয় মলিন হওয়ার জন্যই আমাদের শ্রীবৈষ্ণব-কথাতে রুচি হয় না। ইহা অভক্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয় সন্দেহ নাই। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমদ্গুরুবর্গ প্রিয়ভক্তজনগণের শ্রীচরণে নিরন্তর দৈন্যভরে অবনত হইয়া কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে। তাঁহাদের কৃপায় চিত্ত নির্মল হইলেই সকলেরই শ্রীহরিকথায় রুচি হইতে পারে ইত্যাদি বহু নিত্য প্রয়োজনীয় উপদেশ কীর্ত্তন করেন। তৎপরে "যে আনিল প্রেমধন", "গৌরাঙ্গ বলিতে হবে" প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন হয়। রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকায় ... কীর্ত্তনের ... প্রসাদ সমাগত ... ... ও মহিলাগণকে ... বিতরণ করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

বর্তমান আন্দোলন সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ হইতে গত ৮ই আগষ্ট যে ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বাতিল করিয়া গত ১লা নবেম্বর স্বরাষ্ট্র বিভাগ হইতে যে ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে এই স্থানে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গেল যে, গত ৫ই অক্টোবর বোম্বাইয়ে সংবাদপত্র-সম্পাদক-সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে যে ইচ্ছা ব্যক্ত হইয়াছে তাহার প্রত্যুত্তরে ৮ই আগষ্টের উক্ত ইস্তাহার বাতিল করা হইয়াছে। বোম্বাইয়ে সংবাদপত্র-সম্পাদক-সম্মেলনের অধিবেশন হইবার পূর্ব্বেই কয়েকটি প্রদেশে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন এলাকায় এই আদেশ বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গোলযোগের সংবাদ প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এক্ষণে প্রদেশগুলি তাহাদের স্ব স্ব এলাকার সংবাদপত্রসমূহের সহিত ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

কাগজের উৎপাদন হ্রাস

আমেরিকান ও কানাডিয়ান গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন যে, কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্যের উৎপাদন গত ছয় মাসের গড়পড়তা উৎপাদনের সমান রাখিতে হইবে। উহা অপেক্ষা বৃদ্ধি করা চলিবে না। সংবাদপত্র ছাপাইবার কাগজও ইহার অন্তর্ভুক্ত। গত ৬ মাসের গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে আমেরিকান কম্বাইন্ডের মোট যত উৎপাদনক্ষমতা আছে তাহার শতকরা ৮৭ ভাগ।

পাইকারী জরিমানা অর্ডিন্যান্স

এসোসিয়েটেড প্রেসের ২৮শে অক্টোবর তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪২ সালের পাইকারী জরিমানা অর্ডিন্যান্স অনুসারে বাঙ্গলার গবর্ণর কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এবং বাঙ্গলার সমস্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এরূপ ক্ষমতা দিয়াছেন যে, উক্ত অর্ডিন্যান্স অনুসারে পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইলে উহার যে কোন অংশ দিবার দায় হইতে তাঁহারা যে কোন ব্যক্তিকে অথবা (ঐ অঞ্চলের) অধিবাসিগণের যে-কোন সম্প্রদায় অথবা অংশকে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

কমনওয়েলথ টেলিগ্রাফ কনফারেন্স

ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অষ্ট্রেলিয়ায় 'কমনওয়েলথ টেলিগ্রাফ কনফারেন্স' নামে শীঘ্রই একটি সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। যুদ্ধের ফলে সংবাদ আদানপ্রদান সম্বন্ধে যে নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, এই সম্মেলনে তাহা আলোচিত হইবে। গ্রেটব্রিটেন, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ রোডেশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই সম্মেলন আহূত হইয়াছে। স্যার ক্যামেরন ষ্ট্রাট সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন। তিনি ইতিমধ্যে ক্যানবেরায় রওনা হইয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের ডাক ও বিমান বিভাগের সেক্রেটারী স্যার গুরুনাথ বেউর ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

গ্রেটব্রিটেনে এয়ারগ্রাফ প্রেরণ

এসোসিয়েটেড প্রেসের ২রা নবেম্বর তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ, গ্রেটব্রিটেনে যে সমস্ত এয়ারগ্রাফ প্রেরিত হইবে, সেগুলি যদি পথে খোয়া যায় তাহা হইলে মূল চিঠির ফটো নকল নূতন করিয়া সেগুলি পাঠান হইবে। বোম্বে চেম্বার অফ কমার্স এই সংবাদ পাইয়াছেন। এই সংবাদে প্রকাশ, এইভাবে নূতন করিয়া এয়ারগ্রাফ পাঠাইবার জন্য কোন অতিরিক্ত চার্জ লওয়া হইবে না।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহতাব পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। নিরাশ, প্লীহা-যকৃৎ কামলার ক্লিষ্ট রুগ্ন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

... ... প্রেস হইতে শ্রীঅজিতগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদক ... ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সদাচার-প্রসঙ্গ-শিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতভাষ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দশমূলকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১৬ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৩শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৯ই নভেম্বর, ইং ১৯৪২, সোমবার { ১৯১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ দামোদর, শর্ব্বসপ্তমী, গৌরাব্দ ৪৫৬

গোবর্দ্ধন ও ভোগবর্দ্ধন

———::(•):———

সম্বৎসর জীবকুলকে অযাচিত কৃপা করিবার জন্য নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতশিরোমণি শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামিপ্রভু প্রথমে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব পুনঃ প্রকট করিয়াছেন। উদরম্ভরিবাদী দেহসর্ব্বস্ব জীব নিজদেহ ও দেহসম্পর্কিত বহুজীবের 'গো' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্দ্ধন বা ভোগ-বর্দ্ধনের জন্য অবিরত চেষ্টায় অহর্নিশ নিযুক্ত। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত একটি শ্লোকে বলিয়াছেন,—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥
(শ্রীভাঃ ২।১।৩)

গৃহমেধী ভোগী জীব রাত্রিকাল নিদ্রাতে ও স্ত্রীসম্ভোগ রতিক্রিয়াতে ব্যয় করে এবং দিবাভাগ অর্থচেষ্টা ও কুটুম্বভরণের জন্য ব্যয় করিয়া থাকে। এইভাবে অসংযত ইন্দ্রিয়ের বর্দ্ধন বা ভোগবর্দ্ধনের জন্য বহির্ম্মুখ জগৎ লালায়িত ও সচেষ্ট।

ত্যাগী জীবের যেরূপ স্ব-স্ব 'গো' বা ইন্দ্রিয়বর্দ্ধনের চেষ্টা হয়, ত্যাগিকুলেরও সেইরূপ ব্যতিরেকভাবে ইন্দ্রিয়দমনের নামে প্রচ্ছন্নভাবে ভোগবর্দ্ধনের চেষ্টাই হইয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অত্যাপৃক্তার্থকলা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥
(শ্রীভাঃ ৩।৯।১০)

হে দেব, ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে, এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। দিনের ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগবদিতর বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট থাকে, রাত্রিকালেও তাঁহাদের বিষয়সুখের লেশমাত্রও থাকে না, যেহেতু তাঁহারা বাহেন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হন বটে, কিন্তু নানা অসদ্বিষয়ে ধাবিত মনোধর্ম্মরূপ স্বপ্নদর্শনদ্বারা তাঁহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাঁহারা অর্থের জন্যও উদ্যম করিতে পারেন না, যেহেতু উদ্যমও তাঁহাদের জন্য দৈবকর্তৃক সকলস্থান হইতে প্রতিহত হইয়াছে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন বা ভোগ-বর্দ্ধনমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্বয়-বোধনাবতার আচার্য্যের অনুগামিমানী সম্প্রদায় শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের গো-বর্দ্ধন বা গোপবর্দ্ধনের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে নির্ব্বিশেষবাদসিদ্ধিতে আত্মহত্যারূপ প্রচ্ছন্ন আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকেই বরণ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীরূপের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তটে উপনীত হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহারা লীলাপুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথকে পুরুষার্থসহিতরূপে দর্শন করেন না, তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীজগন্নাথের দাসানুদাস বলিয়া উপলব্ধি করিয়া স্বস্বরূপের ভোগবর্দ্ধনমঠে আত্মাহুতি দান করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'ত্যাগ' ও 'সন্ন্যাস' শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন— "কলত্র-পুত্রাদি-মমতা-ত্যাগঃ, ন তু ভোগত্যাগ এব ত্যাগঃ" (ভাঃ ১১।১৯।৩৮) অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদি দেহসম্পর্কীয় বস্তুতে আমার বুদ্ধি বা আসক্তি পরিত্যাগকেই 'ত্যাগ' বলা যায়; বাহ্যে ভোগত্যাগকে 'ত্যাগ' বলা যায় না। বাহিরে স্ত্রী-পুত্রাদি, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়াও দেহের প্রতি আসক্তি ও উদর-সেবাবুদ্ধিই গৃহমেধীত্ব। কারণ, শ্রীউদ্ধব-গীতায় জড়দেহকেই 'গৃহ' বলা হইয়াছে। সমগ্র বহির্ম্মুখ জগৎ এই দেহের ভোগবর্দ্ধনে ব্যস্ত।

শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজার জন্য তুলসী, ফুল-মতি, তুলসী দীক্ষিত ভৈবগণ কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত করিলেই ক্রমে ক্রমে মঙ্গলের পথে আরোহণ করিতে পারেন। কিন্তু যদি এই শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার উপকরণ সংগ্রহ অর্থাৎ শ্রীগিরিধারীর সেবার জন্য উদ্যান, উপবন, ক্ষেত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ, শস্যাদি উৎপাদন প্রভৃতিকে সন্ন-কার্য্য বা কর্মকাণ্ড বলিয়া মনে হয়, তবে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা বা শ্রীগিরিধারীর ভোগ-বর্দ্ধনপূজার পরিবর্ত্তে রক্ত মাংসের দেহধারী জীবের দেহপূজা বা উদরপূজাই সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িবে। শ্রীউদ্ধবগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্ম্মণি॥
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্যদমায়য়া॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্।
অপি দীপাবলোকং মে
নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্॥
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চ
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং ত

ক্লীব বিগ্রহস্থাপনে ...
উপবন ... পুরক্ষেত্র-পুর-মন্দির ...
নির্ম্মাণবিষয়ে একাকী ... ভাবে চেষ্টা এবং সম্যকভাবে দুর্গম স্থানে ভগবানের সম্মার্জ্জন, লেপন, জলসেচন ও মণ্ডলরচনা দ্বারা আমার গৃহসেবা করিবে। মান ও দম্ভ পরিত্যাগ করিবে। কখনও আচরিত নিজের কীর্ত্তন করিবে না। অন্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু আমাকে প্রদান করিবে না। আমার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রদীপের আলোকদ্বারা অন্য কোন কার্য্য করিবে না। সে-সকল বস্তু লোকের অভীষ্ট এবং যাহা নিজের অতি প্রিয়, তাহা আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবে; তাহা হইলে উক্ত দান অনন্তরূপ ফলযুক্ত হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন, "নির্ব্বিশেষ-বিচারপর ব্যক্তি পুরুষোত্তমের অধিষ্ঠান স্বীকার করেন না। তাহারা সেই প্রকার অপ্রধান জনগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমবস্তুকে সেবন করিতে আগ্রহযুক্ত, তাঁহারা স্বয়ং বা উক্ত ভাব অনুগত জনগণ উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া ভগবানের সেবার জন্য ফলপুষ্পশোভিত বাগান, আড়ারাড়ী, ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবেন। নিষ্কপটভাবে নিজকর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ভগবদ্গৃহের পরিচারক জ্ঞানে উহার মার্জ্জন, লেপন, জলসেচন ও মণ্ডলাদিরচনা করিবে। স্বয়ং সম্মানিত হইবার পরিবর্ত্তে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞান, সাধারণ আচরিত কর্ত্তব্যকে বহুমানন করিয়া আস্ফালন, অপরের দ্বারা নিজ পরিচয়ে সাধারণের সেবা না বাসনা, অপরের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপহারাদির অবশেষ দ্বারা ... সেবা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, পরিচালিত হইয়া জীব যদি বস্তুদি নিজ-

উক্ত কুতর্করূপ জনসাধারণের প্রবাহে। অন্ধ রূপে দুঃস্থ রূপা করে ... ভক্তগণে॥

কাহারও বা অপর বহুজীবের ভোগে নিযুক্ত না করিয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভগবৎসেবার নিযুক্ত করিবে। একবারে অন্য কামাদিভাব দলিবে; আবার অন্য সুখদুঃখ বা সংসারের কামাদির প্রাদুর্ভাব না হইয়া সকল প্রকার উদ্বেগশূন্য, নিরুদ্বেগ বা নৈষ্কর্ম্য অবস্থায় নির্বাণ করিবে। অন্য প্রয়োজনে সকল চেষ্টা নিবৃত্ত না হইলে বা সকল উদ্দেশ্য পর্যবসিত না হইলে খাদ্য দ্রব্য [illegible] সংস্পর্শে বা সম্পর্কে জীবের নিত্যাধিকারবৃত্তি নষ্ট হয়। উহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাজ [illegible] [illegible] মাত্র।"

দুইজনেরই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ উপদেশ ও [illegible] [illegible] বিশ্লেষণে ইহাই প্রতীত হয় যে, শ্রীপুরুষোত্তম-ভগবানের গোবর্দ্ধন-যজ্ঞের জন্য [illegible] হরিনাম উপদেশ, উপকরণ ও [illegible] [illegible] কল্যাণলাভের একমাত্র পথ। যাহারা শ্রীভগবান ও শ্রীভগবানের নামমহিমা-কীর্ত্তন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সেবায় [illegible] ও তদুপ [illegible] উৎসবের স্বরূপ সম্বন্ধ জীবমাত্রকে নিয়োগ করেন, তাঁহাদের সাহচর্য্য বেদ গোস্বামী, উৎসবাদি, [illegible] আসক্ত জীবের [illegible] [illegible] পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উদ্যান ও [illegible] গুরুবর্গের উদ্যানকল্পের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। শ্রীধাম নবদ্বীপ-উদ্যান-জাত নবধাভক্তির অঙ্কুরের যে [illegible] রূপ স্বরূপ, তাঁহারই আদর্শ-স্বরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ [illegible] হইতে অবতীর্ণ হইয়া কাঠিন্যযুক্ত হৃদয়কে প্রেমবারিদ্বারা সিক্ত করিয়া দেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দের কথা ও কৃপা তাহাতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গোবর্দ্ধনের উপাসনারূপ কল্পতরু চারা রোপণ করিয়া উহাকে রক্ষা করেন। সেই উদ্যানে লীলামাধুর্য্যের কৃপায় যে সকল ফল প্রকটিত হয়, তদ্দ্বারা প্রেমভক্তিপরায়ণ শ্রীগৌরসেবী ও শ্রীমদ্ভাগবতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নৈবেদ্য রচনা করিয়া থাকেন। ইহাই শ্রীগৌরলীলার গোবর্দ্ধনপূজা। শ্রীভগবদ্বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমভক্তিরূপ যথাযুক্ত নৈবেদ্য শ্রীপাদদ্বয়ের দ্বারা সন্তোষ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনপূজা শ্রীব্রজবাসী প্রকট করাইয়াছেন। শ্রীব্রজবাসিগণ সেই গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনের জন্য যে সেবা-সেবা ও [illegible] করিয়া, প্রেমে, তাহা সম্যক্ [illegible] [illegible] উহা কখনও নহে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। শ্রীকৃষ্ণের [illegible] গো-সেবা, বৈষ্ণবাদি [illegible] [illegible] সম্বন্ধে সেবাপরায়ণতার আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোবর্দ্ধনলীলায় [illegible] শ্রীগোবর্দ্ধনধারী শ্রীমদনগোপাল, [illegible], শ্রীশুকাদি পরম [illegible] এবং শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণলীলার শ্রীনন্দমহারাজের আনুগত্য গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনপূজার উপাসনা আদর্শে করিলে জীব অনায়াসে গ্রাম্যজন্মের নির্মুক্ত হইতে পারে।

দয়া

——:(০):——

মহাভাগবতপ্রবর সদ্গুরু ও বৈষ্ণবাধমী গুরুব্রুবের আচরণ লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, পরমোক্ত মহাপুরুষ পরদুঃখদুঃখী যথার্থদয়ালু এবং শেষোক্ত ব্যক্তি পরহিংসক ও পরপীড়াদায়ক। সদ্গুরু তাঁহার মহাভাগবত-লীলায় শিষ্যের সেবকাভিমানী ও তাঁহার মধ্যমাধিকার-লীলায় ভগবৎসেবকগণের সহিত মিত্রতা, বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞ বালকের প্রতি হরিকথা-কীর্ত্তনাদির দ্বারা কৃপা এবং ভক্ত ও ভগবদ্দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

গুরুব্রুবগণের আচরণ অন্যপ্রকার। তাঁহারা শিষ্যের মঙ্গলসাধক না হইয়া বিত্তাপহারক। তাঁহারা যাঁহাদের স্বার্থে কামক্রোধাদক [illegible] [illegible] শাস্ত্র বর্ণিত গৃহব্রত জীব-বিশেষ। [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা উহাদিগের মধ্যে লৌকিকতা রক্ষা করিবার জন্য অতিযত্নে প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারে নিষ্ঠাযুক্ত শিষ্যগণকেই তাঁহাদিগের স্থায় সমশীল শিষ্যগণের নিকট শ্রেষ্ঠ গুরু বলিয়া পরিচিত। এই সকল অসদ্‌গুরু শিষ্যাহংমক জীববিশেষ। ঐ সকল গুরুরূপ নিজেরা চিরকাল প্রাকৃতস্তরেই অবস্থান করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের অনুগতবর্গকেও চিরকাল প্রাকৃতত্ব হইতে আর উচ্চ করিতে পারেন না। কাজে কাজেই তাঁহাদের শিষ্যবর্গ কোন জন্মেই গুরুপদে উন্নীত হন না। এইরূপভাবে তাঁহারা শিষ্যের আত্মার চির অকল্যাণ বিধান করিয়া তাঁহাদের আত্মহিংসক হন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা শিষ্যের দ্রব্যাদিতে লোভ করিয়া উহাদের দেহ ও মনের হিংসা করিয়া থাকেন।

কিন্তু সদ্গুরুর আচরণ তদ্বিপরীত। তিনি মহাভাগবত লীলায় শিষ্যের সেবকাভিমানী, মধ্যমাধিকারলীলায়ও শিষ্যকে বহুভাবে কৃপা করিয়া গুরুপদে শিষ্যের হরিসেবন প্রবৃত্তির সেবক। তিনি কখনও নিজেকে শিষ্যের ভোক্তা জ্ঞান করেন না। গুরুব্রুবগণ উক্ত ও অপরের বংশপরম্পরার শিষ্যের ভোক্তা বলিয়া অভিমান করেন।

সদ্গুরু মহাভাগবত-লীলায় কিরূপে শিষ্যের সেবকাভিমান করিয়া থাকেন [illegible] [illegible] [illegible] মহাভাগবত-পদাশ্রয়ী বালকমাত্রই অবগত আছেন। [illegible] উহার কিছু দিগ্দর্শন করা যাইতেছে। ভক্তমার্গে শ্রীগুরুদেব বিষয়ত্ব শ্রীভগবানের প্রিয়তম আশ্রয়বিগ্রহ এবং দয়ামার্গে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ। উভয় স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি জীবকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত; শ্রীবার্ষভানবীর কারুণ্যামৃতধারা অবগাহনে প্রবাহিত — উহা আর কিছুই নহে, তিনি চা'ন তাঁহার সকল আশ্রিতবর্গ কৃষ্ণসেবায় মিলিত হউক। আবার আশ্রিতবর্গও চান শ্রীবার্ষভানবীকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়া তৎকালীন—কৃষ্ণসংযোগসেবকারিণীর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তোষণ করিতে। যদি শ্রীবার্ষভানবী ও তাঁহার আশ্রিতবর্গের সহিত এইরূপ নিত্যসম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে উহা সংঘটিত হইত না। তাই দেখা যায়—মহাভাবস্বরূপা শ্রীগুরুদেবের কারুণ্যামৃতধারা তাঁহার আশ্রিতগণের উপর প্রবাহিত এবং তিনি শিষ্যের সেবকাভিমান করিয়াও শিষ্যের প্রতি এইরূপ দয়াশীল। এ দয়া সে দয়া নয়, দু' চার দিনের বা দু' লক্ষ দশ লক্ষ বৎসরের কিম্বা ব্রহ্মার পরমায়ুঃকাল পর্য্যন্ত অথবা স্বর্গসুখ, ব্রহ্মলোক প্রদানরূপ দয়া নয়, কিম্বা নির্ব্বিশেষবাদীর জ্যোতির্দর্শন, বা ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি প্রদানরূপ দয়া নয়; এই দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া। ইহার অপর নাম—মহাবদান্যতা। শ্রীগুরুদেব জীবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ প্রদান করিতে সমর্থ। তাই সুধী পাঠকগণ বিচার করুন, ইহা কি দয়া না সেবা?

শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ। শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম—শ্রীচৈতন্যকে প্রদান করিয়া অজ্ঞজীবের চৈতন্য উৎপাদনই তাঁহার লীলা। তাই তিনি—

যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি'।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥
ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই মোর প্রাণ রে॥

যিনি গৌরাঙ্গ-ভজনা করিবেন, তাঁহার নিকট তিনি আত্মবিক্রয় করিতে প্রস্তুত! এত বড় দয়া! তাই বলিতেছিলাম—এ কত বড় দয়া!

গুরুব্রুবগণ দয়া করা দূরে থাকুক, শিষ্যের প্রতি এমন রাক্ষসী হিংসা করিয়া থাকেন যে, ঐ রাক্ষসীর কবল হইতে মুক্তি [illegible] আজিও খুব কম লোকই পারেন। তাঁহার শিষ্যের চক্ষু রক্ষণ দূরে থাকুক, শিষ্যের ভগবৎসম্বন্ধ বিষয় ও সহজ চক্ষুটী পর্য্যন্ত একেবারে অন্ধ করিয়া দেন যে, উহারা জীবনে আর কখনও মহাপুরুষের আলোক দর্শন করিতে পারে না। এই সকল দম্ভক ও বঞ্চক ব্যক্তিগণের প্রতি দয়া করিবার জন্যই ভগবৎপার্ষদ নিত্যজনগণ যুগে যুগে স্বচ্ছন্দ অবতীর্ণ হইয়া থাকে বটে কিন্তু তাঁহাদের উপহাসক হইয়াও দৈন্যবিশুদ্ধ জীবের নিকট শ্রীচৈতন্যের বিতরণ করিবার প্রবল চেষ্টা প্রদর্শন করেন।

গুরুব্রুবগণ বড়ই বৈষ্ণবাভিমান ও তৃণাদপি সুনীচতার ভাণ প্রদর্শন করিয়া বোকা লোককে ফাঁকি দিয়া থাকেন, তাঁহারা মহা দাম্ভিক ও মহা হিংসক। আর, সদ্গুরুই যথার্থ 'তৃণাদপি সুনীচ' ও মহা দয়াল। সদ্গুরু ব্যতীত গুরুব্রুবগণ কখনও কাহাকে গুরুত্ব করিতে পারেন না। তাঁহারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত, কখনও শিষ্যের সেবকাভিমান করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদের সে অবস্থা হয় নাই। তাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদির হইয়া 'দাদটা কাপড়টা'র জন্য কিম্বা উদরাম্ন-পূরণার্থ শিষ্যের খোসামদ বৃত্তি করিয়া থাকেন, এবং শিষ্যের মুখাপেক্ষী হওয়াতে কখনও নিরপেক্ষভাবে শিষ্যকে কোন মঙ্গলের উপদেশ প্রদান করিতে সাহসী হন না।

মহাভাগবতপ্রবর সদ্গুরু সর্ব্বদা নিরপেক্ষ। শিষ্যগ্রহণ তাঁহার নাই। কিন্তু আবার যে শিষ্য স্বীকার করেন, সেই শিষ্যের তিনি সেবকাভিমানী।

গুরুব্রুবগণ শিষ্যকে গুরুপদে উন্নীত করিতে পারেন না; কিন্তু সদ্গুরু তাহা পারেন। যেমন প্রিন্সিপাল প্রথম বার্ষিক ছাত্রকে পড়াইয়া উহাদিগকে পাশ করাইয়া আবার কলেজের প্রফেসার করিয়া দিতে পারেন। প্রিন্সিপাল যেরূপ নিজের প্রফেসারের দাস কার্য্য করেন তদ্রূপ সদ্গুরুও মধ্যমাধিকারলীলা প্রদর্শন করিয়া শিষ্যগণের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তনাদির দ্বারা কৃপা করিয়া থাকেন এবং উহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় বলেন,—

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥

গুরুব্রুবগণ সর্ব্বদা নিজেকে গুরু বলিয়া জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং তাঁহারা আর অপরকে কি করিয়া গুরুপদে উন্নীত করিবেন। অধ্যাপক (প্রফেসর) অভিমানী নিরক্ষর ছাত্রপতিত ব্যক্তি কি কখনও অপর ব্যক্তিকে অধ্যাপক করিয়া দিতে পারেন? তাই দেখিতে পাওয়া যায় —গুরুব্রুব শিষ্যহিংসক; আর সদ্গুরু শিষ্যের প্রতি [illegible] দয়ালু। পাঠকগণ এখন বিচার করুন সদ্গুরুর দয়া কিরূপ দয়া!

——

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী কল্য ১০ই নবেম্বর বুধবারের শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হইবে না।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—::(•)::—

দুঃখ না থাকিলে আমাদের ভগবৎস্মরণ হয় না। জগতের দুঃখই ভগবানের দয়া। খেলামাত্তা যেমন মাতাপিতা ছেলেমেয়েকে ভুলাইয়া রাখেন, তদ্রূপ মায়াশক্তিও আমাদিগকে ধন-জন ও জাগতিক সুখাদিদ্বারা ভগবৎপাদপদ্ম হইতে দূরে রাখেন। পৃথিবীর চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া পৃথিবীর উন্নতির জন্য কর্মী হওয়া মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নহে। শ্রীরূপ সনাতন আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই বিষয় পরিত্যাগ লীলাভিনয় করিয়াছেন। পরন্তুপক্ষে সাধারণ জীবের ন্যায় বা সাধনসিদ্ধ জীবের ন্যায় পূর্বে তাঁহারা বিষয়াসক্ত ও অজ্ঞান ছিলেন না। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ প্রেমপরিকর; তাঁহাদের কোনকালেই দিব্যজ্ঞানের অভাব নাই। তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ; তাঁহাদের পদধূলিই আমাদের একমাত্র সম্বল।

কেহ কাহাকেও সন্ন্যাস প্রদান করেন না। 'সন্ন্যাস'-শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে অসৎসঙ্গ ন্যাস বা ত্যাগ। ত্যাগ নিজেই করিতে হয়। একজনের খাওয়া অপরে খাইয়া পেট ভরে না। শরণাগত ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসগ্রহণের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন—কায়, মন ও বাক্যকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের নিকট কৃপাবল ভিক্ষা করেন। যাঁহারা সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার গুরুদেবের অপ্রকটকালের পর শ্রীগুরুদেবকে হৃদয়ে নিত্য বিরাজিতজ্ঞানে তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। আমাদের দীক্ষাগুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং শিক্ষাগুরুদেব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকেও আমরা এইভাবে জীবমঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলাভিনয় করিতে দেখিয়াছি।

মাধুকরীবৃত্তিই চেতনের নিত্যা বৃত্তি। মাধুকরী ও হরিকীর্ত্তন ভিন্ন বস্তু নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-কীর্ত্তনমুখে কায়-মনো-বাক্যে সারগ্রাহিতার দীক্ষাদাতা ভক্তের মাধুকরী। যেখানে এরূপ বিচার নাই, সেখানে অবান্তর উদ্দেশ্য আছে। ভক্তের যে মাধুকরী তাহা সাক্ষাৎ গোবর্দ্ধনের সেবা। গোবর্দ্ধন অর্থাৎ কৃষ্ণের গো বা ইন্দ্রিয় অথবা কৃষ্ণের গো অর্থাৎ বাণী বিস্তারের উদ্দেশ্যে যে পূজাবিধান, সেই পূজার জন্য ভিক্ষাই মাধুকরী ভিক্ষা। মাধুকরী কৃষ্ণের বড় প্রিয়। নিষ্কিঞ্চন আত্মার সহিত সমস্ত ভক্তদের সমর্পণপূর্ব্বক যে মাধুকরী বৃত্তি পালন করেন, তাহা কৃষ্ণ সাক্ষাৎভাবে আস্বাদন করেন। মাধুকরীতে মিশ্র বা নিকৃষ্ট ভাব নাই, তাহা গুরু-সেবা, বৈকুণ্ঠের মাধুকরী ভিক্ষা ও কর্মীর ভিক্ষা এক নহে। মাধুকরীতে নিজভোগের কোন কথা নাই। তাহা কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর। যে মুহূর্ত্তে আমরা মাধুকরী বা পারমার্থিকতা ত্যাগ করি, সেই মুহূর্ত্তে জগতের বস্তুর প্রতি আগ্রহ বা অসৎসঙ্গ আমাদিগকে পাইয়া বসে।

গোবর্দ্ধনের পূজা ছাড়িয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন না করিলে ব্রজবাস বা মাধুকরী প্রভৃতি সার্থক হয় না। মাধুকরী বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে কায়-মনো-বাক্যকে রক্ষিত করা যায় না, ভগবৎসেবা-লাভ হয় না, সেবার অন্তরায় হয় মাত্র। কি সন্ন্যাসী কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ সকলেরই একমাত্র কর্ত্তব্য মাধুকরী বৃত্তি গ্রহণ করা। মাধুকরী বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে গৌরধাম বা ব্রজধামে বাস হয় না, মঠবাসের অভিনয় করিলেও সংসারের প্রতি মমতা থাকে। ব্রহ্মচারী মাধুকরী বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে অল্পদিনে বাসের দেহে পুনঃ ভোগাকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়েন। গৃহস্থ যদি ভক্তগণকে মাধুকরী ভিক্ষা না দেন, তাহা হইলে তাঁহারা গৃহব্রত হইয়া পড়িবেন। বর্ণাশ্রমাতীত নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণ কৃপাপূর্ব্বক নানাভাবে আমাদিগকে মাধুকরী বৃত্তির উপদেশ দেন। তাঁহাদের শিক্ষাই মাধুকরী। সর্ব্বদা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গের সারভাগ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারাই জীবের হৃদয়ে নিরন্তর প্রেরণা দিতেছেন। তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত জীব কখনও সদসৎ বিচারপূর্ব্বক অসদ্ভাগ পরিত্যাগ করিয়া সৎ বা সারভাগ গ্রহণ করিতে পারে না। সেইজন্য বলিতেছি, শ্রীরূপানুগ সাধুগণই মাধুকরী ভিক্ষার উপদেশক। যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সারগ্রাহী তাঁহারাই মাধুকরীর অধিকারী। হংস ও পরমহংস বৈষ্ণবগণ ব্যতীত মিশ্র-জগতের নিকট উপকরণ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। বৈষ্ণবগণই একমাত্র মাধুকরীর অধিকারী। তাঁহাদের কৃপা ও সঙ্গ হইলে আমরাও অধিকার পাইব, ভগবৎসেবা-প্রাণতা আমাদের হৃদয়ে জাগিবে।

—

শ্রীগুরুদেবই যুগপৎ হরিসেবক ও হরিজন-সেব্য। গুরু যেমন অভিন্ন কৃষ্ণ, সেইরূপ গুরু আবার চৈতন্যের দাস অর্থাৎ মুকুন্দের প্রিয়তম। সুতরাং তিনিও কৃষ্ণই। প্রভু শিষ্যগণের উপর সমস্ত ভার থাকে। শিষ্যগণের সেবা করিলেই প্রভুর সেবা করা হয়। তাই শিষ্য তাঁহার গুরুকে নিজসেব্য জ্ঞানে সেবা করেন। গুরু সেই সেবা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণপ্রীতিবিধান করেন। তিনি নিজে সেবা লেন না অর্থাৎ গুরু স্বয়ং শিষ্যগণসহ শ্রীকৃষ্ণসেবারত থাকেন। গুরু কৃষ্ণভোগ্য কৃষ্ণশক্তি। তিনি কাহারও ভোক্তা নহেন। শিষ্যগণ গুরুসেবা করিবেন, গুরু কৃষ্ণসেবা করিতেছেন।

—

অকৃত্রিম হইলে কোন চিন্তা নাই। কপটতা না থাকিলেই হইল। শরণাগত ব্যক্তি কোন দোষ করিলেও কৃষ্ণ তাঁহাকে আপনজনজ্ঞানে দোষের দণ্ড স্বয়ংই বিধানপূর্ব্বক শোধন করিয়া শ্রীচরণপাদপদ্মে স্থান দেন। তাঁহার এত করুণা!

"হয় হত্যা, না হয় পূজা"

—::(+)::—

অহৈতুক জীবদুঃখকাতর, লোকশিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের শিক্ষার জন্য অনেক সময়ই এই কথাটি বলিয়া থাকেন। এই বাক্যটি অনর্থযুক্ত সাধক জীবের চিত্তবৃত্তির গতি দর্শনের দর্পণস্বরূপ। নবীন সাধক ধর্ম্মোন্মুখ হইয়াই কোন না কোন একটি চরমপন্থাকে বহুমানন করে—হয় ভোগ, না হয় ত্যাগ; হয় ভুক্তিবশ, না হয় অতি বৈরাগ্য; হয় আধ্যাত্মিকতা, না হয় অবৈধ গোঁড়ামি। প্রাকৃত জগতের দুইটি চরমপন্থাই পরিণামে একই প্রকার। আধ্যাত্মিকতা দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকে মাপিয়া লইবার বুদ্ধি যেরূপ তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টা, আবার কল্পনার দ্বারা যাহাকে তাহাকে কল্পিত আসনে উঠাইয়া পূজা করিবার চেষ্টাও সেইরূপই আধ্যাত্মিকতার অন্যরূপবিশেষ। হরিভজনকারী এই দুই প্রকার আধ্যাত্মিকতা হইতেই সতর্ক থাকেন। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু বলেন, "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ"। যাহারা অতি ভোগী বা অতি বৈরাগী নহেন, ভক্তিযোগ তাঁহাদের পক্ষেই সিদ্ধিদ হয়।

নবীন সাধকের নিকট যখন অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া হরিভজন করিবার কথা বলা যায়, তখন তাহারা নিজ জনককে পর্য্যন্ত স্ত্রী সঙ্গী মনে করিয়া থাকে ও সেই স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকিবার চিন্তাধারা এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়ে যে, তখন তাঁহার অন্তরে ব্যক্তিবিদ্বেষ বা যোষিৎসঙ্গ হইতে থাকে এবং ক্রমে তাহা অন্য আকারে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব নিন্দা করিতে করিতে অনেককে বৈষ্ণবনিন্দক হইতে দেখা গিয়াছে। কল্পগণের বহুমানন করিতে করিতে অনেককে হরিভজনের উপকরণসমূহ ত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে।

ভাবপ্রবণতা কখনও প্রাকৃত দেশ, কাল ও পাত্রগত চরমপন্থা স্বীকার করিতে পারে না। "বুধানাং তৃতীয় পন্থাঃ" বলিয়া একটি সারবাণী তৎকালে শ্রীল মহোদয়গণ মহাপুরুষের মুখ হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীরূপপাদপদ্মধারায় যুক্তবৈরাগ্যের কথাও দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই 'যুক্তবৈরাগ্য' শব্দের তাৎপর্য্য বুঝিতেও আমরা চরমপন্থা গ্রহণ করি। যুক্তবৈরাগ্যকে ও বিষয়ভোগকে একই তাৎপর্য্যপর বলিয়া বিচার করিয়া থাকি। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতেও আমরা চরমপন্থার পথিক হইয়া পড়ি। তাঁহার অনুকূল বিধি বা নিয়ম পালন করিতে গিয়া 'অনুরাগের' নামে নিয়মসকলকে সম্পূর্ণ উদাসীন বা উড়াইয়া দিয়া এতদূর নিয়মে অত্যাসক্ত হই যে, শ্রীগুরুসেবা পরিত্যাগ করিতেও তখন কুণ্ঠিত হই না। শ্রীধামের ক্ষেত্রকর্ম বা তাহাতে কলহোন, নামাপরাধাদি ভজনপ্রতিকূল কার্য্য করিলে নিয়মসেবাকালে নিয়মিতভাবে ছয় লক্ষ জপনাম, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণাদি-পাঠ প্রভৃতির বাধা হইবে—এইরূপ ত্রুটি ও অত্রুটি অভিযোগ করিয়া থাকি। তৎকালেও বাবাজীর মধ্যে আমাদের উদ্দেশ্য দর্শন করিবার প্রাণ আমাদের উপস্থিত হয়। অপ্রকটকালীন শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে উদ্দেশ্য নাই। উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু বৈশিষ্ট্য আছে; সেই বৈশিষ্ট্যকে চরমপন্থার চক্ষুতে দর্শন করিতে গিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকি। সেখানেই "হয় হত্যা, না হয় পূজা"-নীতি হইয়া থাকে। তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন"—এই উক্তি পাঠ করিয়া অর্চ্চনের উপকরণাদি সংগ্রহ বা তাহার আনুকূল্যাদি সংগ্রহকে 'ছোট' বা এমন কি কর্মকাণ্ড বলিয়া মনে করি। আবার কীর্ত্তনের প্রতি বিমুখ হইয়া কেবল কর্ম্মতৎপরতাকে বহুমানন করিতে করিতে নিরন্তর কর্ম্মকাণ্ডী হইয়া পড়ি।

"আরে সমান দেবে জানি কৃষ্ণ অভিন্ন"—এই বাক্যের অবৈধ পূজা করিতে গিয়া বৈষ্ণবগণকে মায়াশ্রিত মনে করিয়া থাকি। তখন 'দারিদ্র-নারায়ণ', 'দেশক-নারায়ণ', চাষার নারায়ণ' প্রভৃতি কল্পনা করিয়া বদ্ধজীবকে 'নৈর্ব্যক্তিক-নারায়ণ' বা 'ভগবান্' বলিয়া কল্পনা করি। আবার হত্যা-নীতি অবলম্বন করিতে গিয়া দীন-দুঃখী, দরিদ্র, চাষার প্রভৃতি অপরাধী, তাহাদের কোনরূপ উপকার করিলে তাহাতে কর্ম্মফল হইয়া পড়িবে এরূপ আশঙ্কা করিয়া [illegible]

[illegible] "হয় হত্যা, না হয় পূজা"-নীতি [illegible] পূজা [illegible] প্রতীত হইয়া থাকে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী সাধারণের নিকট প্রচারের জন্য ও প্রভাত-বিবেচিত ব্যক্তিগণই [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হওয়ার যোগ্য। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] নির্দিষ্ট থাকিলেও [illegible] কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক [illegible]।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] সংখ্যা (issue number) [illegible] দেখাই অধিক [illegible]।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও [illegible] কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ [illegible] না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার [illegible] টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের [illegible] গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। [illegible] সম্পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রবন্ধ [illegible] সম্পাদকের অনুমোদন [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অনুমোদিত প্রবন্ধাদি মনোনীত [illegible] টিকেট না পাঠাইলে ফেরত পাঠান হয় [illegible] পরন্তু প্রবন্ধগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় [illegible] লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] কোনপ্রকার অপ্রত্যাশিত আচরণ দৃষ্ট হইলে ও সম্পাদকের ইচ্ছায় যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ [illegible] পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে [illegible] ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাকড়ি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১॥০
„ „ সিকি কলম	৬৲	
„ „ অর্দ্ধ কলম	৮৲	
„ „ এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

পূজার বন্ধের পরে গত সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইলে ডেপুটী প্রেসিডেন্ট খাঁ বাহাদুর আব্দুল হাকিম চৌধুরী সভার প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর উল্লেখ করেন এবং অপরাহ্ন পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন স্থগিত রাখেন।

ডেপুটী প্রেসিডেন্ট অতঃপর জানান [illegible], সোমবার ব্যবস্থাপক সভা বিভাগের কার্য্য দিবসের অবশিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হইবে এবং প্রেসিডেন্টের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থাপক সভার পতাকাও অর্দ্ধ নমিত অবস্থায় উত্তোলন রাখা হইবে। তিনি আরও বলেন যে, মঙ্গলবারের অধিবেশনে প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হইবে।

প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া ডেপুটী প্রেসিডেন্ট বলেন যে, জন-সাধারণের বহুবিধ কল্যাণকর কার্য্যে [illegible] একটি জীবনের অবসান হইয়াছে। এরূপ [illegible] কথা প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখিবেন।

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ টি [illegible] নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করিয়াছেন,—

কলিকাতায় পয়সার অভাব

পয়সার অভাব সম্পর্কে সংবাদপত্রাদিতে যে সব মন্তব্য করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী যাত্রি-সাধারণকে জানাইতেছেন যে, কয়েক মাস যাবৎ পয়সা সংগ্রহ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে। দিনের পর দিন অবস্থা যখন আরও গুরুতর হইয়া দেখা দেয়, তখন কোম্পানী ট্রাম যাত্রিগণকে এই অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া যথাসম্ভব সঠিক ভাড়া দিয়া কোম্পানীকে সাহায্য করিতে অনুরোধ জানান। সঙ্গে সঙ্গে এই আবেদনের সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু ভাড়াটী পাওয়া দুষ্কর হওয়ায় বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, যাত্রিগণ সেরূপভাবে সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। সেইজন্য কোম্পানী অনুমতিক্রমে এক পয়সা ও অর্দ্ধ আনার কুপনের প্রবর্ত্তন করিলেন, যাহা পরবর্ত্তী ভ্রমণকালে গ্রহণ করা হইবে। কোম্পানী আশা করেন যে, ট্রামের যাত্রিগণ এই সব কুপন গ্রহণ করিয়া এই নীতিকে সফল করিয়া তুলিবেন।

কুপনগুলি মুদ্রিত হইয়া আসিবামাত্রই বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

ভারতে ভাবী বড়লাট

সরকারীভাবে ঘোষণা না হওয়া পর্য্যন্ত জেনারেল অকিনলেকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কিছু বুঝা যাইতেছে না। বড়লাট [illegible] কোয়েটায় বলিয়াছেন যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তিনি তাঁহার কার্য্যভার বুঝাইয়া দিবেন। [illegible] তাৎপর্য্যপূর্ণ। সম্ভবতঃ তিনি [illegible] গ্রহণ সাথে পূর্ব্বে [illegible] ত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত যিনিই হউন না কেন, কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি এই দেশে থাকিয়া বর্ত্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে কয়েক মাস পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন, ইহা খুব অসম্ভব নয়। ব্রহ্মদেশে আবার আক্রমণ সুরু করিবার কথা কয়েক দিন পূর্ব্বে যতটা শুনা যাইত এখন ততটা শুনা যায় না। ইহা হয়ত সামরিক দিক হইতে সতর্কতা হিসাবেও হইতে পারে। জেনারেল অকিনলেকের গতিবিধি বেশী কিছু জানা যায় না।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যমনস্বিগণের শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ প্রশ্নসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, শ্লোকার্থ, অনুবাদ ও বিবৃতি সূচীসহ নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[illegible] ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৬০ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিধান ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible]

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত [illegible] সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে [illegible] সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] ইহার কার্য্য [illegible] অব্যর্থ। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থ সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৸০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা

শ্রীমায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

জৈবধর্ম্ম-শ্রীমন্মঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

মন্ত্রকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিশুদ্ধ পাঠসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১১ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ২৮শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ১২ই নভেম্বর, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার | ১১৩-১১৪ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ দামোদর, বৃহস্পতি বাসরোদয়ার্থী গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

গৌড়ীয়গণ বা গৌড়ীয়ের সেবকগণ যেখানে বাস করেন, তাহা ব্রজ। গৌড়ীয়-মঠ ব্রজ। গৌড়ীয়মঠবাসিগণ—ব্রজবাসী। তাঁহারা সকলেই শ্রীরূপানুগ। শ্রীরূপানুগবর—শ্রীগুরুদেব। গৌড়ীয়মঠবাসিগণ শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যের অনুগত। ইহাই তাঁহাদের সত্তা। যেখানে আচার্য্য-আনুগত্য বা রূপানুগত্যের অভাব, সেখানে হরিভজনের কোন কথা নাই। গৌরপ্রেরিত মহাজন শ্রীরূপপাদপদ্মই—গৌড়ীয়। শ্রীগুরুদেব—ব্রজজন। তৎপাদপদ্মাশ্রিতবাসীই শ্রীগৌড়ীয়-মঠবাসী বা ব্রজবাসী। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার সম্যক্ কীর্ত্তন ও অনুক্ষণ স্মরণাদিতে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকিয়া নিরন্তরনিবাস বা নিজালয় ব্রজে বা গৌড়ীয়মঠে বাসপূর্ব্বক গৌড়ীয়মঠাধীশ শ্রীগুরুদেব বা ব্রজজনের অনুগত থাকিয়া—নিজেকে ব্রজজনের নিজজন জানিয়া সেবাময় জীবন যাপন করিতে হইবে। ইহাই মহাজনোপদেশ।

বৈকুণ্ঠজন বা বৈকুণ্ঠবাসিগণের অনুগমন করিতে হইবে। কখনও ভুলক্রমেও কোন ব্রজবাসী, বিষয়াসক্ত হরিবিমুখ জন বা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ কাহারও আনুগত্য করিতে হইবে না। অনুগমন করিতে হইবে ব্রজবাসীর—ব্রজবাসিক ব্রজজন বা রাগানুগগণের— আচার্য্যানুগত নিষ্কপট বিশুদ্ধ সেবকগণের, ভবেই মঙ্গল। বাস্তবিক যদি সেই সঙ্গ চাই, তাহা হইলে প্রার্থনা করিতে হইবে—

"আমি ত' দুর্ভাগা অতি, বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি ॥
শ্রীগুরুচরণে মোরে ভক্তি কর দান।
যে চরণবলে পাই তত্ত্বের সন্ধান ॥"
"ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসারনিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার ॥"

—এইরূপ নিষ্কপট আর্ত্তি-দৈন্য, আত্ম-নিবেদন ও ঐকান্তিকতা থাকিলে বৈষ্ণব-ঠাকুর কৃপা করিয়া বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব চিনিবার শক্তি দেন। তখন বৈষ্ণব-ঠাকুরের কৃপায় গুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা বিশ্বাস, আপনজ্ঞান বা অহৈতুকী প্রীতি বা ভক্তি, গুরুতত্ত্ব ও বৈষ্ণবের অধিকার উপলব্ধি এবং ভগবৎপাদপদ্মের সন্ধান লাভ হয়।

———

গৌড়ীয়মঠবাসী—আচার্য্যের সম্পূর্ণ অনুগত। আচার্য্যের পাদপদ্মধূলিই তাঁহার অভিমান বা স্বরূপসত্তা। যেখানে আচার্য্য, সেখানেই তিনি। আচার্য্যই তাঁহার প্রাণ। তাঁহার মন নিরন্তর আচার্য্যপাদপদ্মস্মৃতিতে ভরপূর। সেই আচার্য্যগতপ্রাণ, আচার্য্য-বিরহী আচার্য্যভৃত্যগণের শ্রীচরণ সঙ্গই আচার্য্যকৃপাভিখারী আমাদের একমাত্র কাম্য হউক।

———

ভক্তাভাসগণ নিষ্কিঞ্চন। তাঁহাদের নিজের ভোগ্যবস্তু বলিয়া কোন বিষয় নাই। তাঁহারা বৈকুণ্ঠবস্তুর গ্রাহক। কুণ্ঠজগৎ বা মায়িক জগতের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ বা সঙ্গ নাই। সেই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ জড়প্রতিষ্ঠাকে শূকরের বিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন, কিন্তু তাঁহারা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার প্রার্থী। আমি গুরু-কৃষ্ণদাস, গুরু কৃষ্ণ-সেবাই আমার একমাত্র নিত্যধর্ম্ম—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কৃষ্ণার্থে কায়মনোবাক্যে অখিলচেষ্টার নামই নিষ্ঠা। হরিকথা-প্রচারে তাঁহাদের অপ্রতিহত অদম্য উৎসাহ ও ঐকান্তিক যত্ন থাকে।

———

যিনি নিষ্কাম, প্রশান্ত, সমদর্শী, নিরহঙ্কার, কৃষ্ণনিষ্ঠ এবং যিনি নিজের জন্য কোথাও কিছু গ্রহণ করেন না, তিনিই সাধু। কৃষ্ণই সাধুর সম্পত্তি বা ধন। মূর্খতা ও অজ্ঞতা অসাধুগণের সম্পত্তি। সাধু—পণ্ডিত ও সুহৃদ্গণ। সাধুর বাক্যরূপ আলোকের দ্বারা জীবের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলেই অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। ভাগবতাশ্রিত ভক্তগণই সাধু ও জীবের বন্ধু। সুদৃঢ় নৌকা যেমন জলমগ্ন ব্যক্তিগণের পরমাশ্রয়, সাধুগণও সেইরূপ সংসার-সাগরে পতিত জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "সাধুসঙ্গরূপ নৌকায় আরোহণ করিতে পারিলে, জীবের আর কোন ভয় থাকিতে পারে না।"

——

সাধুসঙ্গ ভক্তির দাহিকা-শক্তির হ্রাস প্রবল। সাধুসঙ্গ না হইলে অসৎসঙ্গ থাকিবেই। বদ্ধজীব সর্ব্বক্ষণ ভোগাদিরই চিন্তা করিতে ব্যস্ত। যে ..... পরমেশ্বর ভগবান্‌ই একমাত্র ভোক্তা এবং তাঁহার ভোগ্যবস্তুবোধেই যে জীবের একমাত্র ভক্ত— এইরূপ উপলব্ধি না হয়, সে কালাবধি জীবের বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না।

———

যাঁহারা হরিকথা কিছুতেই শুনিতে না, সেইসকল ব্যক্তিকে জোর দিয়া নিজে হরিভজন করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা অজ্ঞাত, যাঁহারা নিষ্কপটে হরিভজন করিতে চান, তাঁহাদিগকে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিতে হইবে। সকলকে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন করা দরকার। তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা বলিয়া কোন কথা নাই। সুতরাং সর্ব্বকার্য্যের প্রতি সহজ টান বা ভালবাসা হওয়া, সকলকে কৃষ্ণদাস বা গুরুবুদ্ধি করা উচিত। কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ জ্ঞান আমার সেবা। অবৈষ্ণবের যত সেবা করিতে পারিব, তাঁহাদের সঙ্গ যতটা সময় অতিবাহিত হইবে, ততই মঙ্গল হইবে। বাহিরের মঙ্গল হইবে না। অকিঞ্চনকেই একমাত্র বন্ধু করিয়া তাঁহার সঙ্গলিপ্সু হইতে হইবে। ..... করিতে হইবে না। সর্ব্বক্ষণ ..... মধ্যে থাকিতে হইবে। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে থাকিলে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিতে করিতে অসতের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। আমরা যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-মুখে ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হই, তাহা হইলে ভগবান্ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন।

অকাঙ্ক্ষাবিহীন নিত্যবাসন্নই। তাহারা ..... বাসনাকেই নিত্য স্বার্থ ..... র। প্রকৃত স্বার্থ বা ..... না থাকায় তাহারা ..... পারে না। ..... প্রতি ..... র, কিন্তু ..... এরূপ কামনা করেন না, ভগবান্

হেন দয়া করেন। সেইজন্য আত্ম-বঞ্চক কপটগণ ভগবানের কৃপা পায় না। আমরা স্বরূপতঃ অণু, একটি চণক অর্দ্ধাংশকে বহুসহস্রাংশ করিলে যাহা হয়, তাহাই আমাদের স্বরূপ, এত ক্ষুদ্র আমরা। আমরা উহার মধ্যেও যদি কিছু রাখিয়া দিই, শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব না দিই, তাহা হইলে সেখানে কপটতা ছাড়া আর কি হইবে? আমি ত' আর পূর্ণবস্তু নই যে, তাহা হইতে কিছু রাখিয়া দিলেও হইবে। ক দিও' দিলেই 'কিছু'। সুতরাং কিছু হইতে কিছু রাখিয়া দিলে কৃষ্ণকে ফাঁকি দেওয়াই হইল না কি? কিছু হইতে কিছু বাদ দিলে শূন্যই থাকিবে। সুতরাং এরূপ কপটতা করিয়া বা ভগবানকে বঞ্চনা করিলে কি হইবে? নিজের বঞ্চিত হইতে হইবে। কৃষ্ণের সহিত আমার যে বৃত্তি আছে, তাহা ভজনবক-আমলাতেই প্রকাশিত হইবে। [illegible] সাধুসঙ্গ করা [illegible]। জ্ঞান-অর্থে—জগবৎ জ্ঞান। আর [illegible] সহিত যে জ্ঞান, তাহা বিজ্ঞান। বদ্ধ অবস্থায়, আমাদের যাহা ভাল লাগে, তাহা অন্যাভিলাষ বা ভক্তি, তাহা কৃষ্ণাভিলাষ নহে। ভক্তগণের [illegible] যাহা ভাল লাগে, তাহাই কৃষ্ণাভিলাষ বা ভক্তি; সুতরাং তাঁহাদের ভাল লাগার সহিত আমার ভাল লাগা এক হইলেই আমার মঙ্গল হইবে।

'মাধব রাধাভাবপূর'

(প্রাপ্ত)

স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গৌর ও সুবর্ণদেহে নিজের বাঞ্ছাপরিপূরণার্থ স্বরূপা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও অঙ্গকান্তি লইয়া শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পরম মুমুক্ষুদের উপাস্য ও অধিগম্য, পরন্তু বদ্ধজীবের নিকট তিনি অনধিগম্য, দুর্বোধ ও নিগূঢ় রহস্যাবৃত, কিন্তু জীবের আরাধ্য। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণচন্দ্রেরই দাসানুদাস। অতএব বিভুস্বরূপ সেই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্রেরই অংশ ও কণা। কৃষ্ণ কৃপা না করিয়া উদাসীন থাকিলে তাঁহার জীবকুল তাঁহার সেবার অধিকার পাওয়া ত' দূরের কথা, নামের স্মরণ হইতেও উদ্ধার পায় না। তাই তিনি রাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি লইয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট অনাদি-বহির্মুখ, চিরদুঃখী, ভাগ্যহীন জগতের—অতি ক্ষুদ্র কণস্বরূপ অণুচিৎ জীবকুলকে গোলোকের প্রেমামৃত অকাতরে অযাচিতভাবে পান করাইবার উদ্দেশ্যে করুণাপরবশ কলিযুগের শেষসন্ধ্যায় গৌড়দেশের পুণ্যভূমিতে কোটি চন্দ্রের প্রভাকেও ম্লান করিয়া [illegible] উদিত হইলেন। গৌরপার্ষদ শ্রীল [illegible] ভক্তিবিনোদ এই লীলাকীর্ত্তনদ্বারা তাঁহার [illegible] করিয়াছেন—

"নদীয়া-নগরে, রাধাপুর উদয়,
নামপ্রবর্ত্তক সুর।
দুরিতদলন-বিক্রম, মানিজনমোহন,
মাধব রাধাভাবপূর॥"

এইপ্রকার অন্তরঙ্গ প্রেমপ্রদানপর মহাবদান্যলীলা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কোনও যুগে, মর্ত্ত্য, মহঃ, জন, তপঃ আদি কোনও লোকে আর প্রকটিত হয় নাই। কিন্তু এই জীব উদ্ধার ও প্রেমপ্রদানকার্যও গৌরলীলার বাহ্য ও গৌণ কারণ। গৌর-অবতারের মুখ্য প্রয়োজন এবং অতি গূঢ় মুখ্য কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু তাঁহার কড়চাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

স্বয়ংরূপের কৃষ্ণপ্রেমলীলাতেও পর্য্যন্ত যে-বিষয়ে অসমর্থতা প্রকাশ করেন—নানাপ্রকার বহু কারণেও তিনি যে ব্যাপারে অপারদর্শিতার পরিচয় দিয়া থাকেন, নিজ গম্ভীর ভাব ও অঙ্গকান্তি বারণ করায় গৌরাবতারে তাহাই তাঁহার পক্ষে সহজ, সুগম ও সম্ভবপর হইল। আনুষঙ্গিকভাবে কলিহত জীবকুলের মহালাভ হইয়া গেল। শিব-শুক-নারদের, উদ্ধব-সনাতনের দুর্লভ পরম সৌভাগ্য ও পরম বরণীয় গোপীপ্রেম লাভ করিবার সুবর্ণ-সুযোগ অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কলিহত জীবের ভাগ্যে জুটিয়া গেল।

এই অবতারে আর এক রহস্য প্রকাশিত হইল। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্র অপেক্ষাও যে আর একজন শ্রেষ্ঠ আছেন, কৃষ্ণ নিজেই তাঁহার মহিমা জগতে প্রচার করিলেন। ভুবনমনোমোহন, আত্মারামগণের চিত্তাকর্ষক, স্বয়ং আদির মানসচন্দ্র চকোর, সমস্ত [illegible]-লীলা-কল্যাণগুণনিধি, আপ্তকাম [illegible], মদন-মনোমোহন কৃষ্ণচন্দ্র যে আর একজনের প্রেমে চিরদিন বদ্ধ, ঋণী, বশীভূত, পরাজিত ও বিক্রীত, তাহা এই গৌর-অবতার ভিন্ন অন্য কোনও অবতারে জীব বুঝিতে পারে নাই। শ্রীরাধার মহিমা, রাধাভজনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা, তাঁহার করুণা-কারুণ্যামৃত-বারিধি বৃন্দাবনেশ্বরীর অনন্যোদ্দেশ্য ও পরম শ্রেষ্ঠত্ব, রাধিকার আনুগত্য কৃষ্ণচন্দ্রই এ জগতে অপর্য্যাপ্তরূপে প্রচার করিয়া রাধিকার প্রেমের ঋণ কিঞ্চিৎ পরিশোধ করিবার প্রয়াস পাইলেন।

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ অপেক্ষাও গরীয়সী [illegible] কৃষ্ণের মাধুর্য্যে লক্ষ্মী-আদির [illegible] উন্মত্ত হইয়া উঠে, আর [illegible] কৃষ্ণচন্দ্রও চঞ্চল, উন্মত্ত হইয়া যান। তাই ত গৌর হইয়া গৌরলীলায় প্রাণের সাধ মিটাইয়া থাকেন। গৌরও প্রাণ, গোরাচাঁদ-প্রাণ, গৌরসর্ব্বস্ব অনন্য-রূপানুগ শ্রীগৌড়ীয়ভক্তবর্গ, তাই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধারই অধিক পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, কেবল প্রত্যেক জন্মে, কলিকালে জীব কৃষ্ণ পাইবে কি না, তাহার কিছু স্থিরতা নাই, কিন্তু পরমানন্দ মাধব যাঁহার দাসীগণেরও করায়ত্ত, সেই মাধবমোহিনী শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর একান্ত আনুগত্যে ইহ জীবনেই অনায়াসে সম্যক্‌ভাবে তাঁহার প্রাণকোটি-সর্ব্বস্বধন কৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া সম্ভব হইয়া থাকে। রসিকশেখর কৃষ্ণচন্দ্রের ইহা নিত্য-কালের স্বভাব যে, যখনই তিনি কোনও পরম গুরুত্বশালী জীবের নিকট ধরা দিতে ইচ্ছা করেন, তখনই প্রথমে সেই পরম সৌভাগ্যশালী জীবহৃদয়ে সুস্পষ্টভাবে তাঁহার সর্ব্বস্বধন শ্রীরাধিকার ভজনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও অতি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যতা, প্রকাশিত করেন। তখন সেই ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণপ্রেম-লালসায় শ্রীধাম ও শ্রীরাধানিত্যজনের চরণ আশ্রয় করেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে তাঁহারা এই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী; তাই [illegible] অপেক্ষাও রাধামোহিনীর প্রতি [illegible] আছেই। তাঁহারা রাধাপক্ষপাতি-অভিমানী। গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্করগণ সকলেই একস্বরে তাই শ্রীরাধিকার পক্ষপাতিত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন—

"রাধিকাচরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পা'ব গিরিধারী।
রাধিকাচরণাশ্রয়, করে যেই মহাশয়,
তাঁ'রে মুই যাই বলিহারি॥
জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যাঁ'র ধাম,
কৃষ্ণসুখবিলাসের নিধি।
হেন রাধাগুণ-গান, না শুনিল মোর কাণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥
তাঁ'র ভক্তসঙ্গে সদা, রসলীলা-প্রেমকথা
যে করে, সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তা'র কভু সিদ্ধি নাই,
নাহি যেন শুনি তা'র নাম॥
কৃষ্ণনামগানে ভাই, রাধিকাচরণ পাই,
রাধানামগানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্য কথাদ্বন্দ্ব॥"

শুদ্ধভক্তিধারাপ্রবাহিনীধারার পুনঃপ্রবর্ত্তক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ-অমূল্য-রতনে॥
রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ব বেদে বলে॥
ছোড়ত ধন-জন, কলত্র সুত-মিত,
ছোড়ত করম-গেয়ান।
রাধা-পদপঙ্কজ, মধুরত সেবন,
ভকতিবিনোদ পরমাণ॥
* * * *
শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে
কভু না হইব কামী॥
রাধাপক্ষ ছাড়ি' যে-জন সে-জন
যে ভাবে সে-ভাবে থাকে।
আমি ত' রাধিকা- পক্ষপাতী সদা
কভু নাহি হেরি তা'কে॥"

শ্রীল প্রভুপাদ গাহিয়াছেন,—

"রাধাপদে বহি, ছাড়ি' ভোগ অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তনগৌরব।
রাধানিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব॥"

গৌরসুন্দরই একাধারে সেই রাধা ও কৃষ্ণ। তিনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ। তাঁহার অবতারের কারণ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইপ্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধাভাবকান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥"

বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র আশ্রয়বিগ্রহ রাধারাণীর প্রেমমাধুরিমা আস্বাদনে নিবৃত্ত- এবং রাধাপ্রেমের ভাব-মহিমা-আদি নিজে আস্বাদন করিবার জন্য ব্যাকুলিত হইয়া যে-প্রকার চিন্তা করেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রকার বর্ণিত—

"বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥
এত চিন্তি' রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধক্‌ধকি॥"

কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তরে এ মুখ্য তিনটী বাসনা প্রকাশ পায়, তাহা স্বরূপদামোদর প্রভুর কড়চায় প্রকাশিত আছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঐ তিন বাঞ্ছার কথা এই প্রকার লিখিয়াছেন। যথা—

(১) কৃষ্ণের ১ম বাঞ্ছা—শ্রীরাধার প্রণয়-আস্বাদনে ব্যাকুলতা ব্যঞ্জক।

"আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে।
সে সুখমাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥"

(২) কৃষ্ণের ২য় বাঞ্ছা—রাধাভাবে রাধাপ্রেম আস্বাদনের ব্যাকুলতা-বাঞ্ছা।

"রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধপ্রকার॥"

(৩) কৃষ্ণের ৩য় বাঞ্ছা—রাগমার্গ-ভক্তি প্রচার ও আচারব্যঞ্জক।

"রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা-আচরণদ্বারে॥"

চিন্তাকৃষ্ণপ্রকটিত গৌর-অবতার নিতান্ত নিগূঢ় ও রহস্যময় ব্যাপার। স্বরূপরূপ-রঘুনাথ আদি গৌড়ীয়-আচার্য্যের কৃপা বিনা উহা তার্কিক, জ্ঞানী, কর্ম্মী, [illegible],

---

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ

অপ্রাকৃত, অতএব ও অপরাধীর গোচরীভূত হয় না। কেবলমাত্র যাঁহাদের সরল—শরণাগতির অবলম্বন, যাঁহাদের ভজন—কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের কৃপা, সেইসব সজ্জন-ভাগ্যবানের এই গৌরলীলাধন পরম সম্পত্তি। এ কারণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহ তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম যাতে॥

• • •

এসব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না যুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥"

গৌরকৃষ্ণ এজগতে উদিত হইয়া ৪৮ বৎসর প্রকটলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। নীলমণ্ডলের অগ্র প্রভু চাঁচরচিকুর মুণ্ডন ক'রয়া সন্ন্যাস করিলেন, শোকলোচনে নবদ্বীপ-মায়াপুর ছাড়িয়া চলিলেন। বৃন্দাবন যাইতে যাইতে মাতৃ-আজ্ঞাক্রমে কহিয়া তিনি নীলাচলে অবস্থান করিলেন। ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস করিয়া অবশিষ্ট ২৪ বৎসরের ভিতর ছয় বৎসর জীববিতরণ ও তত্ত্বশিক্ষা প্রচার করেতে দক্ষিণদেশে, বৃন্দাবনে ও গৌড়দেশে প্রচার করিলেন। কাশীবাসী মায়াবাদী নিরাকারবাদী ভবানী, বৌদ্ধ, নাস্তিক যবনাদিকে পর্যন্ত প্রভু উদ্ধার করিয়া নিজপ্রেম দান করিলেন। যথা—(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫)

"জীব নিস্তারিতে প্রভু ব'সলা দেশে দেশে।
আপনে আস্বাদি', ভক্তি করিলা প্রকাশে॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্বসার:
শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস করিলা প্রচার॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত জানাইলা সবারে।
ভক্তি লাগি' বিস্তারিলা আপন বদনে।
কাঁহা ভক্তমুখে, কাঁহা ভাবিলা আপনে॥
চৈতন্য আর ক্রপালু, বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি এজগতে অন্য॥"

মহাপ্রভু তাঁহার এসকল কার্য নিজ-নিজজনের দ্বারা করাইয়াছিলেন। তাঁহার লোক আদিই নিত্যসিদ্ধপার্ষদ। অতএব তাঁর নিতান্ত অনুগত সেবায় রত না হইয়া অন্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে কেবলমাত্র ভাসাভাসাভাবে তাঁহার লীলা-গান বিচার করিতে গেলে বঞ্চিত হতে হয়। তাই তাঁহার নিজজনের প্রকটলীলাই শ্রীতার অন্তরের নিগূঢ় উদ্দেশ প্রকাশিত হয়। আমাদের, বুদ্ধিবিদ্ সন্ন্যাসী কখনও এলীলায় প্রবেশ করিতে পারে না। অন্য পথে চলিলে হরিদাস পর্যন্ত লীলায় ম্রিয়মান হবেন, ক্ষুদ্র মানবের আর সেখানে কি কথা আছে? একমাত্র ভক্তগৌর অত্যধিক কৃপাবলে সুদর্শনপ্রাপ্ত হইলে প্রেমের সহিত প্রভুর লীলা দর্শন করিতে শিখিলে তবেই হয়। আমাদের গুরুবর্গ গৌরচন্দ্রকে সেইভাবেই প্রেমনেত্রে পরম আপনভাবে দর্শন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদা বলিতেন—"গৌরের আমার সবই ভাল—গৌরের আমার পড়ুয়াভাবন—গৌরের আমার সব কিছুই সুন্দর।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"আমার প্রভুর লীলা অন্য না জানে।
কখন কি কার্য্য করে, তাকে কিবা মানে॥
কেন যে কীর্ত্তন ছাড়ি' পড়য়া ভাড়ায়।
পড়াইয়া অধ্যাপকে কিবা সুখ পায়॥
যাই করে প্রভু, তাই আনন্দজনক।
যেখানে প্রভু সেই আমি তাঁ'র সেবক॥
ক্ষুদ্র পরিমিত বুদ্ধি সতত আমার।
বিচারিতে শক্তি নাহি বিধান তাঁহার॥
নবদ্বীপবাসী অধ্যাপকগণ তাঁ'র।
নিত্যলীলা-পুষ্টিকারী প্রথম আমার॥
সকলে করুণা কর দীন অকিঞ্চনে।
মোরে অধিকার দেহ নামসংকীর্ত্তনে॥"

আমাদের গৌড়ীয়গুরুবর্গ মহাপ্রেমিক। তাঁহারা প্রভুকে সন্ন্যাসী সাজাইতে চাহেন না। প্রভুর সন্ন্যাসবেশ-স্মরণে তাঁহাদের চিত্ত ক্ষোভিত হয়। জীবনিস্তারের জন্য প্রভু সন্ন্যাস করেন, আর সে মালতীর মালা চাঁচরচিকুরে সুশোভিত হয় না, চরণকমলে আর সে নূপুর মধুর মধুর বাজে না। সন্ন্যাসের অঙ্গে অঙ্গ দিয়া আর প্রভু দেখিয়া ভুলিয়া নাচিয়া চলেন না। গৌড়ীয়ভক্তগণকে নিদারুণ বিরহসমুদ্রে ডুবাইয়া ভক্তগণের বিরহ ব্যথা নিজেরই হৃদয়ে নিদারুণভাবে অনুভব করিয়া প্রাণসম ভক্তগণকে যেখানে দূরে ছাড়িয়া নীলাচলে যাইয়া প্রভু সন্ন্যাসের বিধি পালন করেন। আমাদের গুরুবর্গের তাহাতে প্রাণ কাঁদিয়া যায়। 'মায়াপুর নাগর'কে ঐ ভাবে দেখিলে তাঁহাদের নবদ্বীপলীলার উদ্দীপনা আরও তীব্রতরভাবে হইতে থাকে। সেইভাবে বিভাবিত হইয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে।
যথায় কৈশোরবেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে॥
যথায় চাঁচরকেশ নিকুঞ্জ বসনে।
উদ্যোতনে লীলা করে ভক্তগণ সনে॥
সেই নটে এক বন্ধ, আর সেই গান।
প্রভুর দর্শন সেই অবশিষ্টকাম॥
তথাপি আমার চিত্ত পুণ্যক্ষেত্রটিরে।
প্রভুরে লইতে চায় শ্রীবাসমন্দিরে॥"

অন্য মহাজন গাহিয়াছেন—
"আর কি হেরিব প্রেমর কপালে
অলকাতিলকাচ।
আর কি হেরিব সোনার কমলে
নয়ন-খঞ্জন নাচ॥
আর কি নাচিবে শ্রীবাস-অঙ্গনে
ভকত-চাতক মেলা।
আর কি নাচিবে আপনার ঘরে,
আমরা দেখিব চাহিয়া॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া।
পাষাণ গোবিন্দদাস না গেল গলিয়া॥"

সেই 'মায়াপুর' নাগর আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হউন—তিনি আমাদিগের উপর প্রসন্ন হইয়া দর্শন দান করুন, ইহাই বৈষ্ণবচরণে আমাদের দৈন্যসহকারে সকাতর প্রার্থনা। কবে আমরা শ্রীবাস-অঙ্গনে তাঁহার সঙ্কীর্তন-রাসে প্রবেশাধিকার পাইব? আমাদের বন্ধু বান্ধববর্গ সকলেই সেখানে আছেন। তাঁহারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আমাদিগকে কত আহ্বান করিতেছেন। আজও প্রভু তেমনই-ভাবে প্রকটলীলায় মত্ত সপার্ষদ শ্রীবাস-অঙ্গনে, মায়াভবনে, শচীমাতার প্রাঙ্গণে নৃত্যগীতকীর্ত্তনে প্রমত্ত আছেন, অথচ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশে আমি তাহা নিজিদের জন্য দেখতে পারতেছি না। কত দিবস-রজনী বৃথা চলিয়া গেল—দিনে দিনে পরমায়ু ফুরাইল, কিন্তু আমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না। গুরুবর্গের এত আহ্বানেও পাষাণপ্রাণে একটুও রেখাপাত হইল না, একটুও চমকিত হইলাম না। ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যতার ইতিহাস জগতে আর কি থাকিতে পারে? তাই অন্তর থেকে নিরন্তর সখেদে এই ধ্বনিই ধ্বনিত হইতেছে—

"বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ
বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম না-
ভবৎ॥"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(০)::——

গুরুপাদাশ্রয়ই ভগবদ্ভক্তিসাধনের আদি দ্বার। নিজের নিত্য চরম কল্যাণকামী জীব জড়বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে, সর্বাগ্রে ভগবৎপ্রকাশ সদ্গুরুর শরণাগত হইবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোনপ্রকারে কাহারও অনর্থাপগম হ'তে উদ্ধারলাভ ঘটে না। সেবোন্মুখ চিত্ত ও ব্যতীত ভগবদ্রূপের দর্শনলাভ হয় না। গুরু-সেবী সুকৃতি ব্যতীত শ্রদ্ধার উদয় হয় না। গুরুপ্রসাদক্রমেই জীবের হরিকথাশ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হয়।

মনন অর্থাৎ বাহ্যভোগ খণ্ডিত করিয়া বস্তুর চিন্তা বা দর্শনজ ভোগীর ভোগবস্তুর পাঞ্চ সমাধিলাভ সংসার-ভোক্তৃত্ব হইতে যাহা জীবকে পরিত্রাণ করে, তাহাকে মন্ত্র বলে। যে অনুষ্ঠান হইতে মানবের ঐহিক পাপ-পুণ্যানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয় এবং পাপ-পুণ্য ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় অর্থাৎ যে জগদ্দর্শনের আলোকে জগতে নিষ্কপট হইয়া ভগবৎ-সেবাপ্রবৃত্তির উদয় করায়, তাহার নাম দীক্ষা। মন্ত্রদীক্ষাপ্রভাবে জীবের সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। তখন মন্ত্রসিদ্ধিপ্রভাবে ভগবন্নামের ও নামি-ভগবানের বিজ্ঞানোদয়ে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবার অধিকার লাভ ঘটে।

ভগবান্ জীবের দুঃখে কাতর হইয়া সেই দুঃখের বিমোচনকল্পে কতই না দয়া ক'রয়া থাকেন। কিন্তু জীব অজ্ঞতাবশে তাঁহাকে গ্রহণ করে না। ভাগ্যপরিপাকে যদি দুঃখী জীবগণ তাঁহাদের দুঃখের অবসানকারী জানিয়া ভগবান্‌কে ভজন করে, তাহা হইলেও জীব ভগবদ্বৈমুখ্য হতে পরিত্রাণ পায়। হরি, গুরু বৈষ্ণব-কৃপাবলেই জীব ভোগময় সাংসারিক পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

ভগবানের পূজা অপেক্ষা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পূজা অধিক প্রয়োজনীয়। বাহিরের দৃষ্টিতে ভগবানের সেবা ছেড়ে গুরুর সেবা ক'রতে হ'বে নিরন্তর-অপ্রতিহতভাবে। ... গ্রহণ ক'রতে ক'রতে ... পৃথিবী ত্যাগ ... নয়। ভিক্ষার পেঁ'ছে ক'রলে চ'লবে না। শ্রবণ না ক'রে দর্শন ক'রতে গেলে ইন্দ্রিয়ের কার্যপিপাসাবৃত্তির প্রাবল্য দেখা যায়। তজ্জন্য চক্ষুরাদি ক'রবার জন্যই শ্রবণের আবশ্যকতা। দর্শনেচ্ছার ও লোকের অভিপ্রায়ই কামুকতা। মাপিয়া দেখার বস্তু ভোগ্যবস্তু। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপা হ'লে ভক্তকে পাওয়া যায়।

আমরা যেখানে নিদর্শন করছি, সেটাই হ'চ্ছে অসুবিধার কথা। আমরা নিজের উপর প্রভুত্ব বিস্তার ক'রবো—এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যে নিদর্শন, তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের তর্পণ নিবারণ করুক, এই বিচার হ'তেই সংসারের উৎপত্তি। আবার যদি আমাদের স্বরূপ বস্তু লাভ হয়, তা' হ'লে "বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন" বলে আমাদের উদ্দীপনাই বন নহে—অশোকবন ... দর্শনের বন। যমুনার ... পুলিন ... সম্ভোগ রসের আদর্শ, সেই ... বনের উপলব্ধি হয়। অভিধেয় বিচারে যে শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি, তার প্রধান নবদ্বীপ, আর অষ্টকালীয় লীলাস্মরণের পীঠ বৃন্দাবন।

আমরা যদি উপনিষদ্, শ্রীগীতা-তত্ত্বপিপাসু হ'তে পারি, তা' হ'লে আমাদের মঙ্গল হ'বে। গুরুপাদপদ্ম আমাদের জন্য কখনও কোন বস্তু করেন। বৈষ্ণবগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত চেতনের লাভ হ'বে না—মঙ্গল লাভ হ'বে না। আমাদের আচার্য্য-ভাব শ্রীগুরুপাদপদ্মের

প্রভু দর্শন হয় না। বৈষ্ণবও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন জীব নহেন। ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি অতিক্রম করিয়াছেন, চিন্ময় বৈকুণ্ঠ—তিনি কৃষ্ণের পরম আদরের বস্তু, কৃপা করিয়া জগতে অবতীর্ণ করিয়াছেন। গোলোক-বৃন্দাবন এখানে প্রকট লাভ করিয়াছেন।

এখানের দিকে অগ্রসর হওয়া আমাদের প্রয়োজন। [illegible] Stagnant [illegible] হ'লে সংসারে আসক্ত হ'য়ে থা'কৃব। সংসার হ'তে [illegible] কেউ ইচ্ছা করেন, তা' হ'লে ভগবানের লীলা স্মরণ ক'রে তাঁকে [illegible] হ'বার চেষ্টাবিশিষ্ট হ'বেন।

তাড়াতাড়ি নিজের পূর্ণমঙ্গলের জন্য যত্ন ক'র্‌তে হ'বে। কাল যখন আ'স্‌বে, তা'র ত' ঠিকানা নাই। মানবজীবন ছাড়া ত' আর পরমার্থ পা'বার উপায় নাই। এই মানবজীবনে চেষ্টার কালক্ষয় করা [illegible] নয়। তা'তে [illegible] অনিবার্য। [illegible] হ'তে পারা [illegible] ক'রলে মানুষকে [illegible] [illegible] [illegible] হ'বে। [illegible] [illegible] ক'রে থাকেন, তবে অমঙ্গল [illegible] হ'য়ে যায়।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::(०)::—

শ্রীধাম-গৌড়ীয়মঠে হরিস্মরণ-মহোৎসব

গত ১০ই কার্ত্তিক, ২৭শে অক্টোবর, রবিবার শ্রীবহুলাষ্টমী তিথি শ্রীশ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কারুণ্যে শ্রীধামগৌড়ীয়মঠে দশদিন শ্রীহরিকথা ও শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রাকট্যোৎসব পালিত হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে [illegible] শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীমঙ্গলারাত্রিক ও সংকীর্ত্তনের পর [illegible] গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত "স্বনিয়ম"-এর শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে কীর্ত্তনমুখে মঠবাসিগণ ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। [illegible] পাঠ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ হইতে থাকে। অপরাহ্ণ [illegible] হইতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব বন্দনা, [illegible] ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত "শরণাগতি" ও তৎপরে শ্রীল সুখ কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ১০ম বর্ষ গৌড়ীয়ের ১৩-১৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রীবহুলাষ্টমী", "শ্রীমদ্ভাগবত-দশম-পত্রিকা" হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের বিবরণ, শ্রীভক্তিরত্নাকরের ৫ম তরঙ্গ হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রাকট্যকাহিনী এবং শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকৃত 'শ্রীস্তবমালা'র [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] টীকা, তাঁহার ভাষা ও পদ্যানুবাদ সহ পাঠ করেন। পাঠের পর শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্" ও বহুতাৎপর্যপূর্ণ ধ্বনি কীর্ত্তন করেন এবং সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" হইতে শ্রীমনঃশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে বন্দনা ও সঙ্কীর্ত্তনের পর শ্রীমঠরক্ষক [illegible] 'ভক্তিসন্দর্ভ' হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-বিষয়ক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পারায়ণে শ্রীহরিকথা-শ্রবণার্থী সমাগত বহু ভক্ত, ভদ্রমহিলা ও সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৩ই কার্ত্তিক, ৩০শে অক্টোবর, বুধবার শ্রীশ্রীমদ্ বীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীমদ্ বীরচন্দ্র প্রভুর অপ্রাকৃত চরিত্রকথানুকীর্ত্তনমুখে [illegible] আচার্য্যদেবের কৃপায় যথাযথ পালিত হইয়াছেন। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে পূর্ব্বোৎসবের অনুষ্ঠান-সমূহ যথাক্রমে সম্পাদিত হইলে অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবরের প্রকটিত শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দতনয় শ্রীল 'বীরভদ্র' বা 'বীরচন্দ্র' প্রভুর সুমঙ্গল চরিত্রকথা শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু আলোচনা করেন এবং পুনরায় 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রাত্রিতে শ্রীল মহারাজ 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এবার ঢাকা-সহর হইতে অনেক ভক্ত, সজ্জন, মহিলা ও শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বৃহৎ ভক্ত ও ভদ্রমহিলা সমাগত হইয়া প্রত্যহ 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। পাঠের পর সমাগত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ১৩ই কার্ত্তিক, সোমবার শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ২৩শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই।

বিবিধ সংবাদ

৫ম ও ৬ষ্ঠ জর্জ্জ মার্কা পুরাতন টাকা ও আধুলী

একখানি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে :— জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, সম্প্রতি ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত একখানি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে আগামী বৎসরের ১লা মে হইতে ৫ম ও ৬ষ্ঠ জর্জ্জ মার্কা পুরাতন (রৌপ্যের) টাকা এবং আধুলি আর চলিবে না ; তবে এই সমস্ত টাকা এবং আধুলি ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সরকারী ট্রেজারী ডাকঘর এবং রেল ষ্টেশনে গৃহীত হইবে। ঐ তারিখের পর হইতে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত এ সমস্ত টাকা এবং আধুলি বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। পুরাতন রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট ধীরে ধীরে নূতন মুদ্রা চালাইবার জন্য যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা তাহার [illegible] অবস্থা। মুদ্রার ব্যবহৃত রৌপ্যের পরিমাণ হ্রাস করিবার এবং মেকী টাকার প্রচলন রোধ করিবার জন্য এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন বাতিল

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের নিকট নিম্নলিখিত পত্র দিয়াছেন,—

গঠনতন্ত্র অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন একটি সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান। ইহার বিতর্ক ও আলোচনা চালাইবার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সম্প্রতি ইউনিয়নটি রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ সংক্রান্ত পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত হইয়াছে।

ভাইস চ্যান্সেলার পত্রে আরও লিখিয়াছেন যে,—গত কয়েক দিন হইল সভা করিয়া ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টির সিদ্ধান্ত করে। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বন্ধ করা এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এপর্য্যন্ত ইউনিয়নের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ অমান্য করিয়া সভার অধিবেশন ইউনিয়ন সভা আহ্বান করে। সুতরাং ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হিসাবে থাকিয়া সাধারণ ছাত্রদের অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করিয়া ছাত্রজীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া চলিতে পারে না। যাহারা পড়াশুনা ত্যাগ করিতে চাহে, তাহারা অবাধে তাহা করিতে পারে। তবে যাহারা পড়াশুনা করিতে চায়, তাহাদের সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কোনও সভাসমিতি করা নিষিদ্ধ হইল। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া কোনও সভা করিলে, বিশ্ববিদ্যালয় সভাকারীদের নিরাপত্তা রক্ষার কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিবে না।

ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টকে গ্রেপ্তার করার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল। তিনি পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম জেলা হ'তে ধান্য ও চাউল

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতরক্ষা আইন অনুসারে একখানি ইস্তাহার জারী করিয়া রেল, জলপথে অথবা অন্য কোন উপায়ে চট্টগ্রাম জেলা হইতে ধান্য এবং চাউল বাহিরে প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধান্য এবং চাউলের অভাব হওয়ায় এই আদেশ জারী করা হইতেছে। এই সম্বন্ধের চেষ্টা করা হইলে তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিবার জন্য ইস্তাহারে জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই আদেশ অমান্য করা হইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই (একসঙ্গে) প্রদত্ত হইতে পারে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহেলারি পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible]। [illegible] প্লীহা-যকৃৎ [illegible] এবং নূতন পুরাতন জ্বরে [illegible] সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল [illegible] বারো আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী ও খুচরা প্রাপ্তিস্থান :—

১১৯, [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীঅনিরুদ্ধ ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সংক্ষিপ্ত-শ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভক্তকৌস্তভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১১ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৮শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৪ই নভেম্বর, ইং ১৯৪২, শনিবার { ১২৫ ১১৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ দামোদর, অদ্য শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গৌরাব্দ ৪৫৬

ভগবদ্ভক্তি

শ্রুতি বলেন, বিদ্যা দুইপ্রকার :—পরা ও অপরা। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই সকল অপরা বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত। অচ্যুত ও অধোক্ষজ বস্তুকে যে বিদ্যাদ্বারা জানা যায়, তাহাই পরাবিদ্যা—(মুণ্ডক ১।৫)। শ্রীগীতোপনিষদ্ বলেন,—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ"—(গীতা ১৮।৫৫) অর্থাৎ ভক্তিদ্বারাই জীব আমার স্বরূপ বিশেষরূপে ও যথাযথ জানিতে পারেন। সুতরাং ভক্তিকেই পরবিদ্যা বলা যায়। ঐ পরবিদ্যা—শ্রীকৃষ্ণতোষণী ও কার্ষ্ণতোষণী—সজ্জনতোষণী। অপ্রাকৃত কবিকুল-চূড়ামণি শ্রীল রূপপাদ এই পরবিদ্যার ছয়টি বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছেন। উহা (১) ক্লেশঘ্নী অর্থাৎ জীবের যাবতীয় পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট করিয়া দেয়; (২) শুভদা অর্থাৎ যে পুরুষ সেই পরবিদ্যারূপিণী ভক্তিতে উল্লসিত হন, তাঁহাতে যাবতীয় সদ্গুণ দাসের ন্যায় সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা কৃতাঞ্জলি হইয়া বর্ত্তমান থাকেন; (৩) উহা মোক্ষলঘুতাকৃৎ অর্থাৎ মোক্ষবাদিগণের বাঞ্ছিত কৈবল্যসুখ বা মুক্তিকেও তুচ্ছ করিয়া থাকে; (৪) সুদুর্ল্লভা অর্থাৎ উহা জীবাত্মার স্বরূপধর্ম্ম হইলেও বিমুখজীবের প্রাকৃত সাধনশতের লভ্য নহে; (৫) সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা অর্থাৎ পরবিদ্যা বা ভক্তির উদয়ে জীবের হৃদয়ে এরূপ আনন্দ উদিত হয় যে, জড় জগতের ভোগের লেশ, নশ্বর ও খণ্ড আনন্দ কিম্বা জড়জগতের বিপরীত চিন্তাময় জগতে যে নির্ব্বিশেষ আনন্দের কথা আছে, তাহা পরার্দ্ধগুণীকৃত হইলেও ভক্তিসুখ-সমুদ্রের পরমাণুর নিকট তুলনার যোগ্য হয় না। এই আনন্দ প্রাকৃত কবির কাল্পনিক আনন্দ বা জড়ানন্দ নহে—উহা বাস্তব আনন্দ; (৬) এই পরবিদ্যা বা ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী—ইহাই পরবিদ্যার স্বরূপ-লক্ষণ। এই পরবিদ্যার এত শোভা বর্ত্তমান যে, উহা ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

অধোক্ষজ-ভগবদ্বিশ্বাসরহিত ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণবশে মনে করেন যে, ভগবত্তত্ত্ব—নির্ব্বিশেষ, সেখানে কোনও বিলাস নাই; যাবতীয় বিলাসসম্ভার এই জগতের ভোগিকুলের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা ভগবান্‌কে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ কল্পনা করিয়া তাঁহার হাত, মুখ, পা, চোখ, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কখনও বা কৃষ্ণকে তাঁহাদের অনীশ্বর বিলাস-সামগ্রী জ্ঞানে যেন কৃপা করিয়া কিছুকালের জন্য তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য একজন 'হাত পা-ওয়ালা' 'অঙ্গনীবিলাসী' 'বুৎ' বা জড় নায়ক বলিয়া থাকেন—"প্রেমে মেখে ভক্তিমাটি, গড়না করিব চরণ দু'টী, (ও মন) আর গ'ড়বে সেই চরণে পরাব দিই বকুলের মালা।" এরূপ সাহিত্যে প্রাকৃতজনকবির দেখিতে পাইলেও উহাতে পরবিদ্যার অনুশীলন নাই। উহার দ্বারা কৃষ্ণতোষণ হয় না। অধোক্ষজ ভগবানের চিদানন্দময় স্বরূপ আছে, উহা মানুষের অনুমানের ছাঁচে গড়া কল্পিত স্বরূপ নহে। সেই বাস্তব স্বরূপ যখন কৃপাপূর্ব্বক সেবোন্মুখ-চিত্তে প্রকাশিত হন, তখনই জীব আত্মবৃত্তির দ্বারা তাঁহার চরণ সেবা করিতে পারেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকগণ স্বকপোলকল্পিত ভগবান্‌কে চক্ষে নির্ব্বিশেষ কল্পনা করিয়া রাখিয়া অথবা ভগবান্‌কে তাঁহাদের "নানারঙ্গের খাতে"র মত একজন ব্যক্তিবিশেষ ধারণা করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে যে সাহিত্য ও কবিত্ব রচনা করিয়া থাকেন, তাহা অপরা বিদ্যার অন্তর্গত।

অপ্রাকৃত-রাজ্য চিদ্বিলাসময়; সেই-স্থানে সমস্ত প্রকৃতি কৃষ্ণতোষণপরা কবিত্বময়ী, সেই স্থানের ভূমি—চিন্তামণি, প্রত্যেক অপ্রাকৃত কবিকুলের 'কবিত্ব'-জননী, সেই কবিতা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের প্রীতিসম্পাদিনী। সেই স্থানের জলে কবিত্ব, স্থলে কবিত্ব, চতুর্দ্দিকে কবিত্ব অনন্তধারায় নিরাকাল পরিব্যাপ্ত থাকিয়া কৃষ্ণের চিত্তরঞ্জন করিতেছে। সেই স্থানের কথা—গান, গমন—নৃত্য, নিত্যসখ্য—কৃষ্ণসেবাবিরত, বৃক্ষ—কল্পতরু, সে স্থানের সমস্ত বস্তুই চেতন। সেই অসীম অনন্ত-অপূর্ব্ব অবশ্য সাহিত্য ও কবিত্ব-ভাণ্ডারের একটু খণ্ড নিকৃষ্ট এই জগতে প্রাকৃতজনকে বিমোহিত করিতেছে। সেই প্রাকৃত সাহিত্যের চেতনতা নাই—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ নাই। এই প্রাকৃত কবিত্বে মৃত্যু, জরা, শোক, অবসাদ, বৈষম্য রহিয়াছে। এই কবিত্ব কেবল "মণ্ডনং লোকরঞ্জনং"—কেবল প্রাকৃত লোকের কর্ণে কাল্পনিক অদ্ভুত বর্ণন করে, কিন্তু উহা কৃষ্ণ-কর্ণামৃত নহে; তাই কোন কবি গাহিয়াছেন—

"[illegible] কবীশ্বরাঃ।
[illegible] জরামরণ-জন্মজং ভয়ম্ ॥"

—যাঁহারা সুকাব্যবান্, যাঁহারা অপ্রাকৃত রসবেত্তা, যাঁহারা কাব্যকুশল, সেই সকল মহাকবি জয়যুক্ত হউন। তাঁহাদের কাব্যে, তাঁহাদের যশে, তাঁহাদের দেহে জরা, মৃত্যু, জন্ম, এই সকলের কোনও বৈষম্য বা অবসাদ নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার অপ্রাকৃত-কবিশিরোমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই সকল প্রাকৃত কাব্যকে গ্রাম্য কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সুখ।

এই সকল 'গ্রাম্য কবি' কল্প-কাহিনী প্রতিষ্ঠার জন্য অধোক্ষজ শ্রীভগবানের নাম রূপগুণলীলা বর্ণন করিবার ধৃষ্টতা দেখাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাকৃত কবিত্বে অপ্রাকৃত চিদ্বিলাসময় শ্রীভগবানের চিন্ময় নাম রূপ গুণ প্রকাশিত হইতে পারে না। কারণ—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"

তাই আমরা দেখি যে, বঙ্গদেশীয় কোন এক বিপ্রকবি শ্রীমহাপ্রভুর চরিত্র একটী নাটকাকারে রচনা করিয়া যখন শ্রীস্বরূপ প্রভুকে শুনাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং যে মহাপ্রভু গ্রাম্য কবিদের রূপকামুক ও নানাপ্রকার 'ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধী' গ্রন্থ কবিতাকে অমেধ্য 'বিষ্ঠা' তুল্য মনে করিয়া অপ্রাকৃত কবি লীলাশুক ও জয়দেব প্রভৃতির কৃষ্ণকর্ণামৃত কাব্যরস আস্বাদন-লীলা দেখাইয়াছেন, মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীস্বরূপ দামোদর 'ভগবান্ আচার্য্য' নামক জনৈক মহাপ্রভুর অনুগত 'গ্রাম্য কবির' কাব্য শুনিয়া উহাকে কিপ্রকারে খণ্ডন করেন।

ছিলেন তবে যখন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এ সব কহিতে পারি।

আরে মূর্খ আপনার কেন সর্বনাশ।
তুই ত' মূর্খ হয়ে নাহিক বিশ্বাস॥
• • •
তুই ছাড় আপনার পাণ্ডিত্য-গর্ব।
অতএব এই বর্ণে তা'র গুণ সব॥
সুন্দর কবির কেন লজ্জা, ভয়, বিষাদ।
ভবে মনে লয় কেহ নাহি কর॥
যাহা শুনিলে হয় বৈষ্ণবের প্রাণ।
প্রকাশ আমার কর বৈষ্ণবগণে॥
বৈষ্ণব সকলের নিত্য কর সঙ্গ॥
তা'র ত' কহিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ॥
তবে পারিবা তোমার হইবে সকল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবে নির্মল॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম)

এইসকল শ্রীল কবিগণ নিজদিগকে যতই অজ্ঞ বলিয়া মনে করুন্ না কেন, যত "বাণী পূজায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন" বলিয়া মনে করুন্ না কেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত শুদ্ধা সরস্বতী বা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সেবা করিতে বহু দূরে। যাঁহারা সরস্বতীর সেবায় জীবন উৎসর্গ ক'রিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মার ন্যায় কখনও সরস্বতী জীব মত প্রভুকেদের সেবা ব্যতীত 'অন্যকথা' কীর্তন করেন না। অপ্রাকৃত বাণী বাগ্ব্যাপারিণী নহেন। বাগ্বিলাসীগণ, ব্যবসায়ী, অহৈতুকী, অপ্রাকৃতা সেবাময়ী সরস্বতীকে তাঁহাদের কাম পূরণের চিত্তবিনোদন বা সেবা করিতে না দেখিয়া 'সত্যার্থ', 'গোড়া', 'সাম্প্রদায়িক', কত কিছু ব'লতে পারেন, কিন্তু নিষ্কপটসেবা হরিজনসেবাপরায়ণা বাণী ঐ সকল ব্যক্তিদিগের কোলাহলকে নিরর্থক প্রলাপ জানিয়া অসৎসঙ্গত্যাগের দূর হ'তে দণ্ডবৎপূর্বক শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত থাকেন। আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে একটী সরস্বতীর বরপুত্র দিগ্বিজয়ী কবির চরিত্রপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তিবলে সমস্ত স্থান জয় করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে পরাস্ত (!) করিবার জন্য নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট তাঁহার কবিত্ব-প্রভা ম্লান হইয়া পড়িল। তিনি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন যে, সরস্বতী দেবী আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন —

"আমি যাঁ'র পাদপদ্ম নিরবধি দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥
বিদগ্ধাবিদ্যা যস্য পুরঃ স্থাতুং বিলজ্জমানয়া।
স মায়াবিদ্ধ বিমুখ সমাহিত-বুদ্ধি ...
আমি সে বুলিতে নারি তাহার কথন।
ইহার সম্মুখে পড়ি না রহে আমার॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৩শ)

অতএব শুদ্ধভক্তি বা সরস্বতী নিত্য কৃষ্ণসেবক; সে সরস্বতীর ছায়ারূপিণী মায়া বা প্রাকৃত সরস্বতী অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবক বৈষ্ণবের জীবনে সর্বদা তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে বিবাদিত করিয়া বলিয়া প্রকৃত সাক্ষাতে না সেই বিলক্ষণা। সুতরাং তিনি প্রাকৃত জীবকে বিষয়ানন্দ দিয়া প্রাকৃতজনের নিকট তাঁহার আদর বড় দেখাইলেও কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিকট তাঁহার কোনও আদর নাই।

শুদ্ধবৈষ্ণব-বাঙ্গালা একটী পারমার্থিক সাহিত্যবিশেষ। স্বয়ং ভগবান্ এই সাহিত্যপারদের সম্রাট্। আমি ক'ব কথা এই সভায় প্রকাশ করি। বাল্মীকি, ব্যাস, নারদ, শুকদেব, চতুঃসন, মধ্ব, দেবর্ষি, নারদ কপিল, প্রহ্লাদ প্রভৃতি বিষ্ণুভক্ত মহাভাগবতগণ অনাদি কাল হইতে এই সব সাহিত্যপারদের সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। কলিযুগে কলিযুগপাবন স্বয়ং-বিগ্রহ-প্রয়োজনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিবর্গ এই সভার পার্ষদ ছিলেন। তৎপর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাসাচার্য, শ্রীল শ্যামানন্দ শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি গৌড়ীয় সেবকগণ এই পরসাহিত্যপারদের পারিষদ ও সভাসদ সেবা ক'রিয়া আসিয়াছিলেন। বর্তমানযুগের শুদ্ধভক্তসমাজের অগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই পরসাহিত্য পারদের সেবাকল্পে এবং অপরসাহিত্যিকগণের মনোধর্মের সমালোচনা করিয়া জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য 'সজ্জনতোষণী'-নাম্নী একটী পরমার্থ-পত্রিকা ও শতাধিক পরমার্থবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া পরমার্থজগতে একটী যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পরমার্থজীবনের একটী গাথা মধ্যে আমরা দেখিতে পাই—

"ভক্তি বাধা যাহা হ'তে সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী-কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব॥
কত'দিন যত যাহার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জন্মিয়া অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥"

গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এ যুগ সম্বন্ধে আর এই বড় কথা আর কেহ বলিতে পারেন না।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

(শিক্ষাষ্টক ৪)

মায়াবশ জীবসকল যে বহুজনসমবায়ী সাহিত্যসভার ধারক কাব্যকীর্তন বিচিত্র আহারপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের কখনও উদ্দিষ্ট হয় না, অধিক অধম অর্থ চারিত্রপূর্ণ হইলেও হরিকথাবর্জিত বাক্য বা গ্রন্থকে অনুরোধে পরিত্যাগ করেন।

আমরা সেই অপ্রাকৃত সাহিত্যপুষ্পের সৌরভময় মধুকর সেবী কোকিলগণের চরিত্রে দেখিতে পাই যে, তাঁহার গান, তাঁহার কাব্য, তাঁহার সাহিত্য, তাঁহার সাধনীয় চেষ্টা কৃষ্ণসেবাতৎপরতা ব্যতীত আর কিছুতেই নিযুক্ত হয় নাই।

আমরা শ্রীশ্রীবিষ্ণুর চক্র-ব্রাহ্মণ্ডার পারমার্থিক বিভাগীনাপ্রবিষ্ট ও বিকৃপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চরিত্রে নিত্য এইরূপ অনন্ত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ, কৃপালুতা, নিরপেক্ষতার আদর্শ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গৌড়ীয় সেবৈকনিষ্ঠ গৌড়ীয়গণ অবরোহবাদী শ্রৌতপথাবলম্বী। সুতরাং তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের নিরন্তরপুষ্টক প্রোজ্ঝিতকৈতব, নির্মৎসর, গুরুদেবের ভক্তিবাক্য এবং তাঁহাদের গবেষণার আগ্রহে স্বয়ংপ্রকাশিত ঐ সকল বাক্যমধ্যে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষ থাকিতে পারে না এবং সেই বাক্য বিশ্বাসেই তাঁহারা তাঁহাদিগের শুদ্ধসিদ্ধান্ত—আরোহবাদী, কর্মবাদী, মৎসর-

হইতে পারে —এরূপ ভক্তিবিরোধী মত পোষণ করেন না। ... শ্রৌতসম্মতকে সমালোচনা করিবার দুষ্টতা পোষণ করেন, এমন লোকও কি জগতে আছেন!

শ্রীভাঃ, সদ্ধর্ম, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শ্রৌতগ্রন্থ সমালোচনা করিবার লোক জগতে নাই। প্রাকৃত-সাহিত্যিকগণ, ভারবাহী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ, পাশ্চাত্যধারাগণ ঐ সকল গ্রন্থ সমালোচনার ধৃষ্টতা দেখাইয়া ভক্তির নানা প্রকার কথা, আধুনিক, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে সম্প্রদায়িকত্ব ও উহার গ্রন্থকারদিগের চরিত্রে পক্ষপাত নিযুক্ত হইয়া নানাপ্রকার কলঙ্ক আরোপ করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের গ্রন্থে বা অনুষ্ঠানাবলীতে দোষারোপ করিবার সাধ্য ঐরূপ সাহিত্যিক বা অর্বাচীন শ্রীবিগ্রহকে কৃষ্ণদাস ক্ষমা করেন নাই।

কোন কোন চৈতন্য ও বৈষ্ণবভাবাপন্ন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ অনুরাগী বা, আর সমালোচক তাঁহাদের অপরাধময় রোগজগতে শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্ত ও ব্যক্তিগণের দোষ কিংবা নানাপ্রকার অসংলগ্ন কথার অবতারণা দেখিতে পান; পরলোকগত রাজা রামমোহন রায় তাৎকালিক কয়েকটী অপ্রাচীন মূর্খ গোস্বামিগণকে বাদ যুদ্ধে পরাস্ত ক'রিয়া 'বৈষ্ণবধর্মের মত নিরাস ক'রিয়াছি' মনে করিতে পারেন, পরলোকগত তারাকিশোর চৌধুরী সেন মহোদয় তাঁহার গোস্বামিপাদ শ্রীল রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব', প্রভৃতি নাটক কাব্য হইতে কাব্যসে

কাব্যে অধিকতর শ্রেষ্ঠ কাব্যরস উপলব্ধি করিতে পারেন, কলকাতাস্থিত সাহিত্যিক মৃত পদ্মাচরণ সরকারের পুত্র মৃত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও অনেক অজ্ঞতায় বৈষ্ণবাবিষয়েকে সাহিত্য মনে করিতে পারেন, কোন কোন সাহিত্য-সম্রাট্ কৃষ্ণচরিত্রে শত শত দোষ দেখিতে পারেন, আধুনিক কোন কোন নব্য সাহিত্যিক শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থে নানা প্রকার দোষ দর্শন করিতে পারেন, আবার বৈষ্ণব-ইতিহাস-লেখক কোন কোন প্রাকৃত-সাহিত্যিক নব্যগ্রন্থকার সহজিয়াগণের মত গোস্বামিকল্পে শ্রীচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির চরিত্রে দুষ্ট সহজিয়াভাব আরোপ করিতে পারেন, কোন কোন সাহিত্যিক বিজ্ঞানভিক্ষু মহাশয় প্রভৃতি সোনাউলা বেশধারী ব্যক্তিগণের আনুগত্য ও মর্যাদা করিবার জন্য নানা প্রকার অসৎ সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে পারেন, কেহ কেহ বা জৈন ও হরিবংশগণের সহিত মিশিয়াও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। কেহ বা

দলের কথাকে প্রাকৃত সহজিয়াবিশ্বাসী ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া সত্যবৎ সাহিত্যিক বা চৈতন্যদেবের চরিত্রলেখক (?) বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, কিন্তু শ্রৌতপন্থী শুদ্ধভক্তগণ কোনদিনও ঐ সকল কথার আদর করেন না। কারণ, তাঁহারা জানেন, ঐসকল ব্যক্তিদিগের কথায় কোন মূল্যই নাই।

সুতরাং পরম হংসাবধূত বিশুদ্ধবৈষ্ণব-বাঙ্গালা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাদি সমালোচনা করিবার জন্য 'প্রবোধা ব্যক্তি'র সুযোগ্যতা লাভ করিতে হইলে কতদূর যোগ্যতা থাকা দরকার, "সারে পরে চ নিত্যানন্দ" হওয়া উচিত সুধী পাঠকগণ তাহা বিচার করুন।

পরমার্থিকদিগের পরমার্থীর উপাসকগণ অপরসাহিত্য-পারদের সম্মান বা অসম্মানের জন্য লালায়িত বা ক্ষুব্ধ নহেন। তাঁহারা জানেন যে, উহাদের প্রদত্ত সম্মান বা অসম্মান উভয়েই মনোধর্ম —

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—সব মনোধর্ম।
এই ভাল, এই মন্দ, এইসব ভ্রম॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ)

তাঁহারা জানেন—

"কর্মের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥"

দুঃখের বিষয় আজকাল অনেক বৈষ্ণব-সহজিয়াগণ অপর সাহিত্যিকগণের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যাকরণতত্ত্ব পণ্ডিত ও সোনাউলার নিকট তাহাদের আদিয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণের 'সুযোগ্যতা' বলিয়া বিবেচিত হইলেও অপ্রাকৃতগণের বিচারে, উহা মূর্খতা ... বলিয়া গণ্য হয়। শুদ্ধ

ভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ বৈষ্ণবগুরুই একমাত্র অপরের গ্রন্থ সমালোচনা করিবার যোগ্য-পাত্র। তাই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীস্বরূপ দামোদরের দ্বারা সেই লীলা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণবের গ্রন্থ কখনও অবৈষ্ণবের নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরণ করেন নাই। অন্তর্যামী অবশ্য ছিলেন। অপর ব্যক্তি কাচ বা পোকরাজকে হীরক-ভ্রমে কিম্বা কখনও বা সত্য সত্য হীরককে পোকরাজ মনে করিয়া উহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিতে অসমর্থ হয়। মর্কট আবার বহুমূল্য মুক্তাকেও বদরী জ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করে।

আমরা অজ্ঞান; তাই গুরুবর্গের আচরণ ব্যতিক্রম করিয়া অথবা সেইসকল ভক্তিসিদ্ধান্তবিদাচার্য্যগণ হইতে আধুনিক লোকেও সাহিত্যিক পাণ্ডিত্যগণকে অধিকতর বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত মনে করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের আদেশ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলাম। আমরা তাঁহাদের অনুগতগণের সম্মান দান করিতে প্রস্তুত নই। তাঁহারা বিমুখ সমাজে সম্মানিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি; কিন্তু আমরা শাস্ত্রাদীক্ষবাদে বলি—

"যে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ-
গৌরচন্দ্রচরণে কৃতভাবভাবাঃ॥"

জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যদেবের সেই আদর্শ জগতে প্রদর্শন করিয়া লোকশিক্ষা দিয়াছেন।

পণ্ডিত কে ?

——::(:০:)::——

আমরা শাস্ত্রে বহুবিধ পণ্ডিতের সংজ্ঞা দেখিতে পাই। মহাভারত বলেন,—

(১) পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব
যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স
পণ্ডিতঃ॥ (বনপর্ব্ব)

অর্থাৎ অধ্যয়নকারী ও অধ্যাপক এবং অন্যান্য যেসকল শাস্ত্রচিন্তাকারী লোক আছেন, সকলেই ব্যসনযুক্ত, সুতরাং মূর্খ অর্থাৎ তাঁহারা স্বয়ং পড়িয়া ও শাস্ত্র পড়াইয়া শাস্ত্রের কথা কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি ও মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই শাস্ত্রোপদেশ পালন করেন না। যিনি শাস্ত্রোপদেশগুলি স্বকীয় জীবনে আচরণ করেন, সেই ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিই 'পণ্ডিত'।

(২) শ্রীগীতা (৩।১৮) বলেন—"পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" অর্থাৎ পণ্ডিতগণ সমদর্শী।

(৩) শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৫।২৪) প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন,—

"ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ
ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

অর্থাৎ যিনি বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্যাদি নববিধা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন, তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন। এইভাবে শ্রীধরস্বামিপাদ 'ভাবার্থদীপিকা'-য় লিখিয়াছেন "ভগবতি বিষ্ণৌ ভক্তিঃ অর্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত তদুত্তমমধীতং মন্যে"—অর্থাৎ যিনি ভগবান্ বিষ্ণুর বিষয় আলোচনা করিবার চেষ্টা করেন, তিনি উত্তম অধ্যয়ন করেন নাই, পরন্তু যিনি সর্ব্বপ্রথমে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে শ্রবণাদি ভক্তি যাজন করিয়াছেন, তিনি উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন,—তিনিই প্রকৃত 'পণ্ডিত'। (৪) উদ্ধবগীতায় (ভাঃ ১১।১৯।৪১) শ্রীভগবান্ বলেন,—

"মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ"—অর্থাৎ দেহাদ্যহংভাবাপন্ন প্রাকৃত-সহজিয়াই মূর্খ; আর যিনি বন্ধ ও মোক্ষের বিষয় অবগত আছেন, তিনিই পণ্ডিত।

(৫) পণ্ডিতের সংজ্ঞা নিরূপণে আভিধানিকগণও বলেন—"পণ্ডা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ সা এব পণ্ডিতঃ"—অর্থাৎ 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ বেদে উজ্জ্বলা বুদ্ধি; যিনি বেদের সারগ্রাহী, সর্ব্ববেদের তাৎপর্য্য যিনি অবগত আছেন এবং তাহার দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি উদ্ভাসিত হইয়াছে, তিনিই পণ্ডিত।

আমরা পণ্ডিতসম্বন্ধে উক্ত পঞ্চবিধ সংজ্ঞা যদি বিশেষভাবে আলোচনা ও অনুধাবন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, জগতে একমাত্র ভগবদ্ভক্তই—'পণ্ডিত' কারণ, একমাত্র ভক্তই "ক্রিয়াবান্" ও আচারবান্ ভক্ত শাস্ত্রের অবমানী নহেন। ভক্ত কখনও শাস্ত্র পাঠ করিয়া বা অপরকে শাস্ত্রশ্রবণ করাইয়া ঐসকল শাস্ত্রের বাক্য বুদ্ধি ও চিন্তামধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখেন না অথবা নিজের চিত্তবিনোদন ও অপরের চিত্তরঞ্জনের জন্য শাস্ত্রের পাঠক হন না। যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা 'পণ্ডিত' পদবাচ্য নহেন। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—জগতে লৌকিক ও বৈদিক যে-কোন কার্য্য যদি কৃষ্ণতোষণপর না হয়, সেইসকল কার্য্য কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। যে ব্যক্তি ঐসকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি কখনও পণ্ডিত নহেন—তিনি মূর্খ। যাঁহারা শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকে উপজীবিকা মনে করিয়া উহার দ্বারা দেহবিদ্বেষ্টপুষ্টি অর্জন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ক্রিয়াবান্ অর্থাৎ আচারনিষ্ঠ নহেন, সুতরাং মূর্খ। তাঁহারা দেহাত্মবাদী অর্থাৎ তাঁহাদের জীবাত্মবিবেকবিহীন, আত্মা প্রাকৃত চিন্তা বর্ত্তমান। তাঁহারা শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করেন নাই; তাঁহার "বেদোজ্জ্বলাবুদ্ধি" তাঁহাদের 'বেদে উজ্জ্বলা বুদ্ধি' নাই। ঐসকল ব্যক্তি আত্মব্যবসায় প্রবৃত্তি করিয়া উহাদের শ্রোতৃগণের আত্মাও নরকগামী পথিক হন,—

"বেদো অধ্যায়ী, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি' মরে॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ২য়)

ভাগবত-ব্যবসায়ী, শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতের মুখে শ্রীহরির কীর্ত্তন হয় না। তাঁহাদের মুখে যাহা কীর্ত্তিত হয়, তাহা বাহ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণ হরিনামাক্ষরের ন্যায় হইলেও উহা মায়া। কারণ, শ্রীহরি নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের মুখেই হন। শ্রীহরির চরণকমলের মকরন্দপানরত আদর্শ মহাভাগবতগণের সেবোন্মুখ বদন হইতে উচ্চারিত হইয়া জীবগণের কর্ণকুহরে চিত্তসকলের মলরাশি বিধৌত করিয়া দেয়—

"স উত্তমশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥"

(ভাঃ ৪।২০।২৫)

কিন্তু যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ করেন নাই, যাঁহারা কেবল শাস্ত্রচর্চ্চক, পঠক-পাঠকমাত্র, ব্যসনাদিতে নিযুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা কামিনী কাঞ্চন—দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও কনকে আসক্ত, যাঁহারা আত্মশ্লাঘিত 'পণ্ডিতম্মন্য' বা 'পাণ্ডিত্যকামী', যাঁহারা বিষমদর্শী, যাঁহারা ভাগবতীয় বচনের বিরোধ করিয়া আগে শ্রবণ, পরে আত্মসমর্পণ অর্থাৎ আগে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরে আত্মসমর্পণ এইরূপ আরোহবাদীর ন্যায় সাধন চিন্তাবিশিষ্ট, যাঁহারা নিজেরা বদ্ধ, "এক অন্ধকে অপর অন্ধ পথ প্রদর্শন করিতে পারে"—এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট, সুতরাং যাঁহারা জীবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ অবগত নহেন, যাঁহারা বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বেদবাদী মাত্র, যাঁহারা আত্মপক্ষে, বেদাঙ্কুশ, সাত্বত পঞ্চরাত্রকে অবৈদিক বলিবার বৃথা চেষ্টা করেন, তাঁহারা কখনই 'পণ্ডিত' নহেন।

কিন্তু নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণই অধিরূঢ়ই [illegible] পণ্ডিত। কারণ,—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

তাঁহাদের কায়, মন ও বাক্য নিখিল অবস্থাতেই হরিসেবায় যাবতীয় চেষ্টায় নিযুক্ত। তাঁহারা কায় মনো বাক্যকে হরিতে অর্পিত করিয়া নিরন্তর হরিসেবা করিতেছেন। সেইসকল নিষ্কিঞ্চনই—পণ্ডিত। তাঁহারা জীবন্মুক্ত। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রপাঠী, ভাগবতী, শাস্ত্রব্যবসায়ী ভাগবতোপজীবী পাণ্ডিত্যকামী ব্যক্তিগণের ন্যায় জীবন্মৃত নহেন—

"এত সব ছাড়ি' আর বিষ্ণুভক্তি বর্জ্জিত।
যে জীবের মন ধরে, সে জীবন্মৃত॥"

ঐ সকল পাণ্ডিত্যকামীর যাবতীয় কর্ম্ম স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য, কৃষ্ণতোষণের জন্য নহে, কিন্তু নিষ্কিঞ্চনগণের যাবতীয় চেষ্টা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণার্থ। [illegible] ও [illegible] বিনোদনকারী ঐসকল ব্যবসায়ীদিগের চেষ্টা ও একমাত্র কৃষ্ণ ও কাষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ভক্ত পণ্ডিত, কেন না তিনি "ক্রিয়াবান্" অর্থাৎ [illegible]।

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

তিনি পারমার্থিকভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন।

যেমন [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভুর বাক্যে আমরা দেখিতে পাই—

"যার যার [illegible] [illegible] [illegible]।
কোন জন্মে না জানয় গ্রন্থ [illegible]।
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব [illegible]।
তবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি উক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সর্ব্বোত্তম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি শাস্ত্রের উপদেশ স্বয়ং পালন করিয়া থাকেন। [illegible] [illegible] [illegible], জীবে দয়া করেন। তিনি [illegible] [illegible] সংসারের জন্য [illegible] বেশে [illegible], [illegible] বা [illegible] বদ্ধ হন না।

ভক্তই পণ্ডিত, কেন না তিনি সমদর্শী। আবার ভক্তের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালব্ধ ভক্তগণ কেবল সমদর্শী নহেন, তাঁহারা তদপেক্ষাও উচ্চদর্শী অর্থাৎ তাঁহারা মানদ, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের—

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

—এই শিক্ষা লাভ করিয়া 'অমানি মানদ'-র ন্যায় সাধু ব্যক্তিগণকেও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদিগকে 'গুরু' [illegible] [illegible] করেন। সুতরাং তাঁহারাই যথার্থ পণ্ডিত।

ভক্ত পণ্ডিত; কেন না তাঁহারা অবরোহবাদী। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে ও প্রথমে তাঁহারা ভগবৎপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভগবৎতোষণের জন্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি [illegible] [illegible] নিষ্কাম যাজন করিয়া থাকেন। আরোহবাদী দাম্ভিক ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপায়ান্তর গ্রহণ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঘোষণা করেন—

"[illegible] [illegible] ছাড়ি' আর সেবা চায়।
[illegible] ছাড়িয়া [illegible] [illegible] [illegible]॥
সে বা কেন [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] প্রভাব নাহি যাহার [illegible]॥
[illegible] না জানি' মন্দ [illegible] করে।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাহি [illegible]।
অবশ সবার [illegible] [illegible] [illegible]॥"

([illegible] [illegible] ৮।২০)

[illegible] পণ্ডিত, কেন না তিনি সম্-[illegible]; [illegible] সুতরাং [illegible] করেন —

"[illegible] কথা, করে অজ্ঞ সেবন।
[illegible] ভেদ [illegible]।"

[illegible] মূর্খ ও কপট বলিয়া [illegible]

"[illegible] বদান [illegible]।"

"[illegible]
[illegible]।"

অর্থাৎ 'আমি পণ্ডিত', 'আমার গোষ্ঠীর আভিজাত্য', 'আমি ধনী', আমার তুল্য বলবান্ আর কেহ নাই', 'আমি গুণী', 'আমি [illegible]', 'আমি কুলীন', 'আমি ভক্তশ্রেষ্ঠ' [illegible] আর কে আছে?' এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি কখনও বা গুরুদেবের প্রতি [illegible] হইয়া শিষ্যকে শোষণ করিবার জন্য [illegible] হয় এবং তাঁহাকে নিত্য ভগবৎসেবায় না লাগাইয়া নিজের স্ত্রী পুত্রাদির সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য শোষণ করেন। এরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ আবার কখনও [illegible] হইয়া ভগবান [illegible] পুত্র জ্ঞান করিয়া তাঁহার দ্বারা নিজের [illegible] করাইবার চেষ্টা করেন।

[illegible] যথার্থ পণ্ডিত, কেন না তিনি [illegible] জানেন যে, [illegible] পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, [illegible] এবং কৃষ্ণপ্রেমাই প্রয়োজন যাঁহারা জানেন, তাঁহারা [illegible] কৃষ্ণ যে [illegible], তাঁহারা বেদের মধ্যে কৃষ্ণকে দেখিতে পান না; তাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণ বুঝি তাঁহাদের মাপিয়া লইবার বস্তু—ভোগের বস্তু—তাঁহাদের অক্ষজজ্ঞান-গম্যবস্তু, কাব্যিক বা ব্যাকরণিক একটী শব্দ। সুতরাং তাঁহারা বেদ পড়িয়া ও পড়াইয়াও বেদের উদ্দিষ্ট, বেদের অধীশ্বর, [illegible] নিরাধিক-পাদ-পদ্মসেবা [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারেন না।

সুতরাং গৌর একমাত্র পণ্ডিত। কেন না, (১) তিনি শ্রেষ্ঠ আচারবান্ পুরুষ, (২) তিনি পরম স্বাভাবিক, যেহেতু তিনি সমদর্শী ও মানদানরক্ষা (৩) তিনি সকলাপেক্ষা অধিক অধ্যেতা এবং তিনি অধীত বস্তুকে পরিপাক (digest) করিয়াছেন। তাই [illegible] ভক্তি, শরণাগতি ও [illegible] দৃঢ় হইয়াছে। (৪) তিনি সকলাপেক্ষা অধিকমাত্রায়, কেন না তিনি বহুবেত্তাবিৎ, (৫) তাঁহার সকলাপেক্ষা [illegible] উদিত হইয়াছে; কেন না, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন —"বিদ্যা [illegible]"। '[illegible] পণ্ডিত বল [illegible] উপদেশের দ্বারা [illegible] উদ্দীপিত।

"ভ্রমে [illegible] এব
জীবস্তু [illegible]।
[illegible]
যে [illegible]
[illegible]॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ, কেন না তাঁহারা আর [illegible] পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহিত নিরন্তর [illegible] প্রবণ করিয়া জীবন-যাপন করেন [illegible] তাঁহাদের নিকট জিত।

আবার গৌরভক্তগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পণ্ডিত, তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিত আর কোথায়ও নাই। তাঁহাদের গৌরধামে সকলাপেক্ষা অধিক [illegible] বিরাজিত রহিয়াছে; কেন না তাঁহারা গৌরপাদপদ্ম-নখপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া ব্রহ্মকৈবল্যকে নরকের ন্যায়, ইন্দ্রপুরীর সুখকে আকাশ-কুসুমের ন্যায়, এমনকি প্রতিপক্ষকে বিড়ালের আলোকের ন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥"

অচৈতন্যমিদং জগদ্ যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি
ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ॥"
(চৈতন্যচন্দ্রামৃত ৩৭ সংখ্যা)

এই বিশ্বের জীবগণ তাঁহাদের স্বরূপবিস্মৃতি বশে অচেতনপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন। এই সমগ্র বিশ্ব যদি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে ভজনা না করেন এবং বিশ্বের সেইসকল জীব যদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ [illegible] বলিয়াও নিজদিগকে মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অচেতনের ন্যায় বৃথাই সংসারে ভ্রমণ করিতেছেন— [illegible] হবে

জ্ঞানবৈরাগ্যভক্ত্যাদি সাধনং যদ্বা চণ্ডা।
চৈতন্যচরণাম্ভোজভক্তিহীনং কৃতঃ॥"
(ঐ ৯৪ শ্লোক)

লোকে জ্ঞান বৈরাগ্য, ভক্তি যতই সাধন করুন না কেন শ্রীচৈতন্যচরণকমল আশ্রয়-দ্বারা যে জ্ঞানপরাকাষ্ঠা লাভ হয়, তাহা আর কোথায়ও হয় না। যে পর্য্যন্ত জীবের চৈতন্যচরণকমলশোভা-দর্শন-সৌভাগ্য না ঘটে, সেকাল-পর্য্যন্তই তাঁহার ব্রহ্মকথা [illegible] বোধ হয় না, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের শাস্ত্রবাদও ভেককোলাহলের ন্যায় অসার বলিয়া বোধ হয় না, লোকাচার ও বেদস্মৃতিকে বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে হয় না। তাই [illegible] শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ প্রভু বলিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যপদ পরমভক্তি-যোগপদবী অর্থাৎ অনপিতচর উন্নতোজ্জ্বলরস জগতে প্রকাশ করিলে স্বপ্ন যাবতীয় ধর্ম্ম আর ধর্ম্ম বলিয়া মনে হইল না। উহারা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তাই প্রতাপরুদ্র প্রভৃতির ন্যায় বিষয়িগণও স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়ের কথা বিরস বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া গৌরপাদপদ্মে নিরত হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদির ন্যায় ঘটপট-বিচারক নৈয়ায়িক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকগণও তাঁহাদের শাস্ত্রপ্রমাণরূপ বিতণ্ডাকে ত্যাগ করিয়া গৌরপাদপদ্মের মহিমা অনুভব করিলেন, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতির ন্যায় যোগনীয়, জ্ঞানীগণ তাঁহাদের "কৌপীন-বন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" প্রভৃতি অপেক্ষা কথা 'ভক্তত্যাগি' জ্ঞানাভ্যাসের কথা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবচরণ সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

সুতরাং গৌরভক্তের ন্যায় আর অধিক পাণ্ডিত্য কাহারও নাই। উন্নতোজ্জ্বলরসের পরমপরাকাষ্ঠা যে বিপ্রলম্ভরস, তাঁহারা সেই রসের সেবক; 'বিপ্রলম্ভজীবন' যে শ্রীহরি-নাম, তাঁহারা সেই শ্রীনামে একনিষ্ঠ ভক্ত। নিরন্তর গৌরধামাশ্রিতাদিবস্তা তথা সরস্বতী তাঁহাদেরই জিহ্বায় নিত্য প্রকাশিতা।

সুতরাং গৌরভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। (১) তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচারবান্ ও প্রচারক ("[illegible]"), (২) তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমদর্শী, কেন না তিনি শ্রীগৌরসুন্দরপ্রোক্ত 'তৃণাদপি' শ্লোকের মানদধর্ম্মের আচরণ ও প্রচারকারী, (৩) তিনি সকলাপেক্ষা উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন, কারণ—"তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে" —তিনি নিরন্তর নামকীর্ত্তনকারী, নববিধা-ভক্তির মধ্যে নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—"তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন", (৪) তিনি [illegible] বহুবেত্তাবিৎ, কারণ—"মুক্তিহিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" এই কথার তাৎপর্য্য অর্থাৎ রায় রামানন্দমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রোক্ত —"কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার। কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥ মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি। কৃষ্ণপ্রেম যা'র, সেই মুক্তশিরোমণি॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম) এই কথার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। (৫) গৌরভক্তের ন্যায় বেদে উত্তমা বুদ্ধি আর কাহারও নাই। কেন না, তাঁহার আত্মবৃত্তি বিপ্রলম্ভরসে আবৃত। আমরা একটী গৌর-ভক্ত-মহাজনরচিত গীতি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

কালের [illegible] হবে, সবাসনে অপজন,
[illegible] দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি,
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥
ভাইরে ভাই, গোরাগুণ কহনে না যায়।
কত শত আনন, কত চতুরানন,
বরণিয়া ওর নাহি পায়॥
চারিবেদ ষড়্দর্শন পড়ি' সে যদি গৌরাঙ্গ
নাহি ভজে,
বৃথা তা'র অধ্যয়ন, লোচনবিহীন যেন,
দরপণে অন্ধে কিবা কাজে॥
বেদবিদ্যা দুই, কিছুই না জানত, সে যদি
গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভণে সেই সে সকলি জানে
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তা'র॥

বিবিধ সংবাদ

আমেরিকার নির্ব্বাচন ফলাফল

আমেরিকার নির্ব্বাচনের সর্ব্বশেষ যে ফলাফল বাহির হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, উভয় পরিষদেই ডিমোক্রাটিক পার্টি (প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দল) এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক্য হ্রাস পাইয়াছে এবং পক্ষান্তরে উভয় পরিষদেই রিপাব্লিকানদের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রতিনিধি সভায় ডিমোক্রাটরা পাইয়াছে ২২০টি আসন; পূর্ব্বে ছিল ২৬৭ আসন। আর রিপাব্লিকানরা পাইয়াছে ২০৮টি আসন; পূর্ব্বে ছিল ১৬৫টি আসন স্বতন্ত্র সদস্য-রূপে ৭ জন প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সেনেটের নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ হয় নাই। তবে যতদূর জানা গিয়াছে, ডিমোক্রাটরা ৫৭টি এবং রিপাব্লিকানরা ৩৮টি আসন পাইয়াছে। আর একটি আসনের ফলাফল এখনও [illegible] করা হয় নাই।

প্রাদেশিক গবর্ণরের নির্ব্বাচনে ডিমো-ক্রাটরা ১৩টি গবর্ণরের পদ পাইয়াছেন এবং রিপাব্লিকানরা পাইয়াছেন ১৬টি। দুইটি প্রদেশের নির্ব্বাচন ফল এখনও প্রকাশ পায় নাই। নিউইয়র্ক, মিচিগান, ক্যালিফোর্নিয়া ও কানেকটিকাটে ডিমোক্রাটদের পরিবর্ত্তে গবর্ণর পদে রিপাব্লিকানরা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ওহিও পেনসিল ভেনিয়া, আইওয়া এবং ইলিনয়েসে তাঁহারা পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলিশ আইনের ৩ ধারায় ও ১৮৬৬ সালের কলিকাতা শহরতলী পুলিশ আইনের প্রথম ধারায় কলিকাতার যে সীমানির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই সীমার মধ্যে অবস্থিত দোকান-দারগণ ১৯৪২ সালের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী লাইসেন্স পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করার ফর্ম কলিকাতার থানাসমূহ এবং কলিকাতার বেসামরিক খাদ্যসরবরাহের কর্ত্তৃপক্ষের ১। সি, বেয়ার্ড ষ্ট্রীট অফিস হইতে বিনামূল্যে পাইবেন।

লাইসেন্স লওয়ার জন্য কলিকাতার বহিঃস্থিতদের দোকানদারগণকে নিজ নিজ এলাকার মহকুমা হাকিম এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদ্বীরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবতশাস্ত্রী-সম্পাদিত
ব্রজকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সত্ত্ব-শ্রীমন্‌মনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃণায় শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক মিত্রভাষ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভক্তকৌস্তভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২৪ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১লা অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৭ই নভেম্বর, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার ১৯৭-১৯৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ দামোদর, শিব প্রহ্লাদ গৌরাব্দ ৪৫৬

প্রাকৃত সহজিয়া

——::(০)::——

আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটী প্রতিবিম্বস্বরূপ। এই প্রতিবিম্বের নিশ্চয়ই একটী বিম্ব থাকিবে। যেমন, আকাশে সূর্য্য একটী বিম্বস্থানীয় বস্তু, আর কোন জলাশয়ে পতিত সূর্য্যচ্ছবি একটী প্রতিবিম্ব। বিম্ব বস্তুটী নিত্য, আর প্রতিবিম্ব বস্তুটী অনিত্য। প্রতিবিম্ব বস্তুটী বিম্ববস্তুর ন্যায় নিত্য না হইলেও প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব বা সত্তা অস্বীকৃত হইতে পারে না। যেমন সূর্য্য থাকিলে এবং সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হইবার কোন স্থান পাইলে নিশ্চয়ই তথায় প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তদ্রূপ এই জগদ্রূপ প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলন কোন একটী নিত্য বিম্বের প্রতিচ্ছবি। কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে, বিম্বটী নিত্য ও বাস্তববস্তু, আর প্রতিবিম্বটী সদৃশ হইলেও পৃথক্, যেহেতু আধারভাবে অনিত্য ও নানাপ্রকার হেয়-ধর্ম্মযুক্ত বস্তু। পরিদৃশ্যমান জগৎকে আমরা প্রকৃতি বলি। এই প্রকৃতি বিচিত্র সৌন্দর্য্যশালিনী। যেমন কোনও প্রতিবিম্বের সৌন্দর্য্য বিম্বের সৌন্দর্য্যেরই অসম্পূর্ণ প্রতিচ্ছায়ামাত্র, তদ্রূপ প্রতিবিম্ব-স্বরূপা এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যও কোন মূল বিম্বেরই সৌন্দর্য্যের অসম্পূর্ণ প্রতিফলন মাত্র। আকাশের উপর দিয়া একটী পুষ্পকরথ যাইতে থাকিলে কোনও জলাশয়ে উহার প্রতিচ্ছবি পতিত হইতে পারে এবং ঐ প্রতিচ্ছবি দেখিয়া বালকগণ হয়ত' উহাতে আরোহণ করিবার জন্য ধাবমানও হইতে পারে, বস্তুতঃ ঐ প্রতিচ্ছবিটী যে আকাশস্থ একটী বিম্বের প্রতিবিম্ব মাত্র, ইহা তাহারা জানে না বলিয়া তাহারা ঐ প্রতিচ্ছায়ার ছায়ারথের সৌন্দর্য্য দেখিয়া উহাতে আরোহণ করিবার জন্য ধাবিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাতে আরোহণ করিতে পারে না, কেবল মরীচিকার জলভ্রমের ন্যায় প্রলোভিত হইতে থাকে। এই পরিদৃশ্যমান প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াও আমরা তদ্রূপ উহাকে ভোগ করিবার জন্য ধাবিত হই, কিন্তু উহাকে ভোগ করিবার পরিবর্ত্তে কেবল প্রলোভিত হইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাদ্ধাবিত হই এবং নিজেকে প্রকৃতির ভোক্তা ও রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাদি বিষয়ের মালিক বলিয়া অভিমান করি।

আমাদের অনাদি বহির্ম্মুখতানিবন্ধন আমরা কৃষ্ণপাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া এই প্রকৃতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হই। আমরা ভগবদালোক দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতির সহিত ওতঃপ্রোত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পড়ি। ভগবদ্-বিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নিত্যস্বরূপের উপর একটী সূক্ষ্ম আবরণ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই আবরণটী প্রকৃতিরই নির্ম্মিত—একটী উপাধিমাত্র। ঐ আবরণটী মনো-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক এবং ঐ প্রকৃতির সূক্ষ্ম আবরণটীকে সুরক্ষিত ও কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য তদুপরি আর একটী স্থূল আবরণ আসিয়া আমাদের নিত্যস্বরূপকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া ফেলে। এই স্থূল আবরণটীও পঞ্চমহাভূত বা প্রকৃতির দ্বারা নির্ম্মিত অর্থাৎ উহাও একটী প্রকৃতি। সুতরাং আমরা যাহা দ্বারা চিন্তা করি—সেই মনটী, যাহা দ্বারা কোনও বিষয় নিশ্চয় করি —সেই বুদ্ধিটী, যাহা দ্বারা আমাদের জগতে অভিমানপ্রকাশ করি—সেই অহঙ্কারটী, আমরা যাহা দ্বারা দর্শন করি —সেই চক্ষুটী, আমরা যাহা দ্বারা শ্রবণ করি —সেই কর্ণটী, আমরা যাহা দ্বারা আঘ্রাণ করি—সেই নাসিকাটী, আমরা যাহা দ্বারা স্পর্শ করি—সেই ত্বক্‌টী, আমাদের বাক্য, আমাদের হস্ত, আমাদের পদাদি যাবতীয় ইন্দ্রিয় সকলই প্রকৃতিদ্বারা রচিত। আবার আমরা যে বস্তু দেখিব, যাহা শ্রবণ করিব, যাহা স্পর্শ করিব, সেই সকলই প্রকৃতিজাত বা প্রাকৃত। সুতরাং এইরূপ চতুর্দ্দিকে প্রকৃতিদ্বারা সমাবিষ্ট হইয়া প্রকৃতিতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, প্রকৃতিগঠিত যাবতীয় সম্পত্তি লাভ করিয়া ওতঃপ্রোতভাবে প্রকৃতির সহিত যুক্ত থাকিয়া আমাদের নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপটী সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমরা এখন প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গ বারণায় অভিভূত, আচ্ছন্ন ও সর্ব্বতোভাবে তাহাতে আসক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবাবিস্মৃত জীব। নিত্যস্বরূপ বিস্মৃত জীব আমরা সকলেই ন্যূনাধিক "প্রাকৃত সহজিয়া"। অধোক্ষজ-পুরুষোত্তমবাদী বা চিদ্বিলাসবাদী ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই প্রকৃতি একটী নিত্য বিম্ব বা নিত্যধামের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। ঐ নিত্যধাম, যাহা এই বিকৃত প্রতিফলনরূপা প্রকৃতির মূল বিম্বস্বরূপ, তাহারই নাম অপ্রাকৃত ধাম। ঐ অপ্রাকৃত ধামের সকলই চিন্ময়। সেইস্থানে নদী আছে; বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ, মৃত্তিকা—প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু তথায় তাহাদের নিত্যস্বরূপে বিরাজিত; কিন্তু সে স্থানের প্রকৃতি এইরূপ হেয়-ধর্ম্মযুক্ত প্রকৃতি নহে। তথাকার প্রকৃতি কৃষ্ণ-পরিচারিকা; তথাকার ভূমি, বৃক্ষলতা, নদীতড়াগ, সাগর, ভূধর, কানন, উপবন সকলই অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত চিন্ময় নিত্যস্বরূপে নিত্যপ্রকটিত থাকিয়া চিদ্বিলাসময় ভগবানের চিল্লীলার সহায় বা সেবক; তাহারা সকলেই চেতন।

পরম কারুণিক ভগবান্ তাঁহার ঐ অপ্রাকৃত ধাম হইতে সময় সময় তাঁহার নিজজনকে এজগতে প্রেরণ করিয়া থাকেন, কখনও বা অত্যন্ত কৃপালু হইয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হন। তিনি বা তাঁহার নিজজন ব্যতীত প্রকৃতিতে আচ্ছন্ন অন্য কোন জীবই অপ্রাকৃত ধামের স্বরূপ অবগত নহেন; কেন না, তাঁহারা অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হওয়া কর্ম্মফলবাধ্য যে সকল প্রাকৃতিক শরীর লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের অনাদি-কাল হইতে অপ্রাকৃত ধামের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। সুতরাং তাঁহারা কি করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যের খবর বলিতে পারিবেন? যে বঙ্গদেশীয় ব্যক্তি কখনও ইংলণ্ডদেশে গমন করেন নাই, তিনি কি করিয়া সাক্ষাদনু-ভবনীয় ইংলণ্ডের খবর বলিবেন? যদিও এই উদাহরণটী প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যের সহিত সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না, কেন না যিনি ইংলণ্ডে যান নাই, তিনি হয় ত' যিনি ইংলণ্ডে গিয়াছেন, তাঁহার লিখিত বিবরণ পড়িয়া অপরকে ইংলণ্ডের কথা বলিয়া দিতে পারেন। এস্থলে ইংলণ্ড ও বঙ্গদেশটী একই প্রকৃতির অন্তর্গত প্রদেশ অর্থাৎ বাসস্থান কেবল বিবরণ পড়িয়াও ইংলণ্ডের অনেকটা খবর জানা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু প্রাকৃত জগৎ ও অপ্রাকৃত ধাম সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিপরীত ক্ষেত্রে অবস্থিত বলিয়া অপ্রাকৃত-ধাম-দ্রষ্টা পুরুষগণের লিখিত বিবরণ পাঠ

কাহারও প্রাকৃত লোক উহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ, তাঁহার যে দেহ দ্বারা তিনি ঐরূপ অপ্রাকৃত বস্তুর বিষয় প্রচার করিবেন, তাহা যে প্রাকৃত মাত্র সংস্পর্শহীন নামক। তাঁহারা মনে করেন, আমরা যে প্রাকৃত মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার দ্বারাই অপ্রাকৃতবস্তুর অনুসন্ধান বা গবেষণা করি— তাহার ফল জগতকে জানাইব, অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা আমরা ইহার জগৎকে বুঝাইয়া দিব, তাঁহাদিগকেই অপ্রাকৃত জগতের মনোধর্ম পুরুষোত্তম-সেবকগুরুগণ 'প্রাকৃতসহজিয়া' বলিয়া থাকেন।

এই প্রাকৃতসহজিয়াসম্প্রদায় জগতে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং ঐ প্রাকৃতসহজিয়া নানা মত আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা যথাসাধ্য তাহা সাধুশাস্ত্রের নির্দেশানুসারে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলিতে পারেন, "অপ্রাকৃত মহাপুরুষগণের লেখা যদি প্রাকৃত ব্যক্তিগণ বুঝিতেই না পারিবেন, তাহা হইলে জগতে সেইগুলি প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা কি ছিল? ঐসকল গ্রন্থাদি তাঁহারা প্রকাশ বা করিয়াছেন কাহাদের জন্য?" উত্তরে ভগবদ্ভক্তগণ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া ঐসমস্ত অপ্রাকৃত ভগবদ্বিষয়গ্রন্থাবলী আলোচনা করিতে যাইবেন, তাঁহাদের নিকট ঐসকল অপ্রাকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হইবেন না। কারণ—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর।
বেদে পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম)

যাঁহারা অপ্রাকৃত ভক্তগণের কৃপায় কর্মাফলসংসারমার্গে অপ্রাকৃত বস্তুর সেবোন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য ঐসকল গ্রন্থ বা শাস্ত্রের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত ব্যক্তিগণকে প্রাকৃত চিন্তাস্রোত হইতে নিমুক্ত করিয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত স্বরূপোদ্বোধন বা দিব্যজ্ঞান প্রদান করিবার জন্যই ভগবদ্ভক্তগণ এই জগতে আগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা এই জগতের মধ্যে আগমন করিয়াও প্রাকৃত ব্যক্তিগণের ন্যায় প্রাকৃত গুণে আবদ্ধ হন না, ইহাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য—

(ভাঃ ১।১১।৩৮)

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥"

প্রকৃতিস্থ হইয়াও উহার গুণে সংযুক্ত না হওয়াই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের। মায়াবদ্ধজীবের মত যখন মায়াধীন হন, তখন তাহা প্রকৃতির গুণের দ্বারাও প্রভাবিত আর সংযুক্ত হয় না।

অপ্রাকৃতবস্তুর শুদ্ধ ও প্রাকৃত হইতে পৃথক জীবগণের দুর্গম জ্ঞানের ফলে অপ্রাকৃত প্রাপ্ত করা সম্ভব হয়

এবং তাহাদের দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত-স্বরূপের উদয় করাইবার জন্য করেন। তাঁহারাই অপর নাম দীক্ষা।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তাঁ'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥
প্রভু কহে—বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়।"

দীক্ষাকালে অর্থাৎ ঐরূপ অপ্রাকৃত-স্বরূপের নির্দেশক মহান্তের পাদাশ্রয় করিবার সময় প্রাকৃত ব্যক্তি তাঁহার প্রাকৃত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে কায়মনোবাক্য সমর্পণ করেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের অন্তর্নিহিত অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমান বিদূরিত করিয়া তাঁহাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবায় যোগ্য করিয়া থাকেন। তখন শিষ্যের দেহ ও মন আর প্রাকৃত ভোগের নিযুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হয় না। যাবতীয় অনর্থাপগমে দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপের উদ্বোধন হয়। সেই অনর্থ-নিমুক্ত শুদ্ধস্বরূপ ভক্ত নিরন্তর চিদানন্দময় আত্মদ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন। তখনই তাঁহার মন প্রাকৃত মন নহে, উহা তখন বা শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলী। ঐরূপ মনদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা উপলব্ধি করা যায়। প্রাকৃত মনের দ্বারা অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি বিষয়াসক্ত মনের দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা আস্বাদিত হয় না। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব সে শ্রীবৃন্দাবন॥"

শ্রীমৈক্লগুরু আমাদের ন্যায় প্রাকৃত-সহজিয়াগণের দিব্যজ্ঞান অন্বেষণ করিবার জন্য বলিয়াছেন,—

"আমার এমন মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥"

অর্থাৎ প্রাকৃত লোকগণের মন মনোধর্মযুক্ত, প্রাকৃতিকে আসক্ত, সুতরাং প্রাকৃত; আর আমার মন শুদ্ধ, উহা অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের বিহারস্থলী, সুতরাং ঐরূপ মন ও বৃন্দাবনে কোন ভেদ নাই। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিয়া থাকেন; প্রাকৃত মনে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি নহে। অতএব আমার অপ্রাকৃত মনে তোমার পাদপদ্ম উদয় করাও।

নিত্যসিদ্ধগুরুবর্গের এই বাণী পদ্য করিয়াও যাহারা অনর্থমুক্ত পুরুষগণের ভজন অথবা অনুবৃত্তিদ্বারা সেবা উহাদ্বারা গোবিন্দের নাম-রূপ-লীলাদিকে প্রাকৃত মনের দ্বারা "ধারণা" (?) করিবার ভান দেখান, তাহারাই প্রাকৃত সহজিয়া। যাহারা সেই নির্মোক্ত এ প্রাকৃত দেহেরদ্বারা বা প্রাকৃত মনের দ্বারা প্রাকৃত হয় না, উহা বুঝিতে না পারিয়া এবং অপ্রাকৃত পুরুষগণের কথার মর্ম ও আচরণ অনুসরণ করিতে না পারিয়া আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছালোলুপ যেহেতু যাহারা স্বকপোল এবং দুষ্টস্বপ্রণোদিতভাবের তাবেই "দেহদ্বারা ব্রজবাসে অসাধ্য" মনে করিয়া প্রাকৃত মনে ব্রজবাস কল্পনা করিয়া থাকেন।

যাঁহারা 'নামাপরাধ'কে নাম মনে করেন, যাঁহারা মনে করেন—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা, প্রাকৃত 'জড়ধারা' ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা গ্রহণ করা যায়, তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, সম্বন্ধজ্ঞান-বিহীন হইয়া কুসিদ্ধান্তে মগ্ন থাকিয়া বা সিদ্ধান্তবিহীন হইয়াও অভিধেয় ভক্তি ও প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় এবং শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি উপলব্ধি করা যায়, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, 'নামাপরাধ' করিতে করিতে একদিন নামোদয় বা প্রেমোদয় হইবে, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা কিছু অর্থ পাইলেই অপ্রাকৃত সিদ্ধপ্রণালী (?) শিষ্যের নিকট অবাধে বলিয়া দিতে প্রস্তুত এবং যে শিষ্য অনর্থগ্রস্তাবস্থায় গুরুদেবের নিকট প্রাকৃত-ভক্ত করিয়া থাকেন, ঐরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়েই প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, অনর্থযুক্তাবস্থায় কৃষ্ণের নামরূপগুণলীলা গ্রহণ করা যায় বা কৃষ্ণসেবা হয়, তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, অনর্থযুক্তাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা, শ্রবণ (?) করিতে করিতে ক্রমে কাজ হয়, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, লীলা হইতে নামস্ফূর্তি হইবে, তাঁহারাই প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন—রস আগে, শ্রদ্ধা পাছে বা রস আগে, রতি পাছে বা ভাব আগে, শ্রদ্ধা পাছে, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, অনর্থ-থাকাকালে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করা যায়, অপ্রাকৃত নাম উচ্চারণ করা যায়, অপ্রাকৃত লীলা বা শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়, গোপীগীত, গোবর্দ্ধনলীলাদি, উজ্জ্বলনীলমণি, গোপালচম্পূ, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতির গীতগোবিন্দ, বিদগ্ধমাধব কৃষ্ণকর্ণামৃত, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী, রাইকানুর রসলীলা পর্যন্ত শ্রবণ করা যায়, চাটে লোকের রসকীর্ত্তন করা যায়, অর্থের বিনিময়ে "ভাগবত ভজন কথা (?) বলা সদা" বলা যায়, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, অপরাধ থাকিলে নিরপরাধ শুদ্ধ নাম উদিত হন না, এই প্রাকৃত চিত্তে ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, স্বরূপ প্রকটিত হন না, ঐ সকলের বিকৃত অবস্থায়—জড়কামনাযুক্ত মনোধর্ম উদিত হইতে থাকে—এইসকল কথা যাঁহারা বোঝেন না, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা অসম্যক্ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে, কনিষ্ঠাধিকারীকে, অনধিকারীকে রসকথা বলেন, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা অধিকারকে—ভাবস্তরকে, রাগানুগ সাধককে—সম্বন্ধ, রাগাত্মিকা স্বরূপতাকে আত্মরতি বলিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, জড় শ্রদ্ধা থাকিতে থাকিতে রতির উদয় হইতে পারে, জড়ভাব না ছাড়িলেও রসিক হওয়া যায়, সাধনের পূর্বেও ভাবাঙ্কুর লাভ হয়, রতি ব্যতীতও রসলাভ হয়, পাছে না উঠিলেও বৃক্ষফলে আঁতি পাওয়া যায়—তাঁহারা সকলেই প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, যখন আমরা আমাদের এই মন ও বুদ্ধিদ্বারা শকুন্তলা, রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি জড়ীয় নাটক-কাব্য-অলঙ্কারাদি শাস্ত্র বুঝিতে পারি, তখন কেন-না এই মন ও বুদ্ধিদ্বারা 'ললিত-মাধব', বিদগ্ধমাধব,' 'দানকেলিকৌমুদী', উজ্জ্বল-'নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থ বুঝিতে পারিব না?—যাঁহারা এইরূপ বিচার করেন, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, যাহারা বিষয়প্রবৃত্তি করিতে করিতেও 'কৃষ্ণনাম' মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন, কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণলীলা পার্ষদসেবিত অপ্রাকৃত রাইকানুর গানকীর্ত্তন করিতে পারেন এবং উহাদের মুখে ঐসকল কীর্ত্তন (?) শুনিয়াও অপর ব্যক্তির রসোদয় হ'তে (?) হইতে পারে, প্রেমোদয় হইতে পারে (যেমন চিত্তাকর্ষি শব্দ (?) করিয়াও বিষয়ব্যক্তিগণের হৃদয়ে প্রেমোদয় হইয়াছিল), তাঁহারা সকলেই প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, বৈষ্ণবতা শুক্রশোণিতের দ্বারা বিধা প্রবাহিত, যাঁহারা মনে করেন, গোস্বামিত্ব, নিত্যানন্দবংশ, অদ্বৈতবংশ, আচার্য্যবংশ, শুক্রশোণিত বংশপরম্পরায় আবদ্ধ, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া, অপরাধী ও ঘোর নারকী।

যাঁহারা মনে করেন—বৈষ্ণবের প্রাকৃত জন্মজাতি আছে, যাঁহারা মনে করেন—বৈষ্ণব কোন প্রাকৃত জাতি, সমাজ বা বর্ণের অন্তর্গত অর্থাৎ বৈষ্ণব "ব্রাহ্মণ" বা "শূদ্র" বা বৈষ্ণব—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, যবন, পুক্কশ, আভীর, খস প্রভৃতি কোন না কোন জাতির অন্তর্গত, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, মহাপ্রসাদ কেবল ব্রাহ্মণাভিমানিগণেরই একমাত্র পুরী-ধামেই স্পর্শদোষরহিত; যাঁহারা মনে করেন, বিগ্রহের মহাপ্রসাদ-জাতীয়; যাঁহারা মনে করেন, শালগ্রাম ও রাস্তার ধোয়া বা কষ্টি-পাথর একই বস্তু; যাঁহারা মনে করেন, শ্রীবিগ্রহ স্পর্শদোষযুক্ত অপবিত্র হইয়া পড়েন; যাঁহারা মনে করেন, পাথর পূজা করিলেই ভগবানের পূজা হয়, মানব, ভূত, পিশাচের পূজা করিলেই ভগবানের পূজা হয়, ভোগবুদ্ধি লইয়া প্রাকৃত জনক-জননী বা স্বামী-স্ত্রীর পূজা করিলেও লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা হয়; যাঁহারা মনে করেন, দরিদ্রের পূজা করিলে নারায়ণের সেবা হয়; যাঁহারা মনে করেন, মনঃকল্পিত যে কোন একটি নাম বা যে কোন একটি রূপকে পূজা করিলেই তদ্দ্বারা ভগবৎপূজা হইয়া থাকে—তাঁহারা সকলেই প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, অর্থের দ্বারা, 'শ্রীনাম', 'মন্ত্র' বিক্রয় করা যায়; যাঁহারা মনে করেন, ভাগবতপাঠক বা কথকের মুখে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা কীর্তিত হয় ও উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইতে পারে, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, জড়দেহকে 'সখী' বা 'গোপী' সাজান যায় বা জড়মুক্ত জড়দেহে অপ্রাকৃত সখিগণের অনুকরণ করিতে পারে, যাঁহারা মনে করেন, জড়দেহে পারকীয়রস আস্বাদন করা যায়; যাঁহারা মনে করেন, পারকীয়রসের মর্ম এই ভোগমুখ চিত্তদ্বারাই অনুভব করা যায়, যাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কেবল গৌর ভজা যায়, যাঁহারা মনে করেন, রূপানুগ পথ ত্যাগ করিয়া বিপ্রলম্ভভজন করা যায়; যাঁহারা মনে করেন বিয়োগাপি বা আশাভরধারায় আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া কৃষ্ণলীলার অশ্লীলতা (?)-অংশের স্পর্শ করা যায়, যাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণপ্রেমলাভের প্রাকৃত গৌরপ্রেম মিলিয়া যায়; যাঁহারা মনে করেন, মালা জপিলেই ভগবান্ আমাদের নিকট উপস্থিত হন (?), যাঁহারা মনে করেন অপ্রাকৃত গৌরসুন্দরকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তর্পণকারী কেবল নাগররূপে সাজান যায়—তাঁহারা সকলেই প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, প্রাকৃত দেহ, প্রাকৃত মন, প্রাকৃত চিন্তাস্রোত, প্রাকৃত দর্শন, প্রাকৃত বস্তু ও পয়সা দিয়া টিকিট কাটিয়া, রেলে চড়িয়া বৃন্দাবন, নবদ্বীপ প্রভৃতি অপ্রাকৃত শ্রীধামে যাওয়া যায় এবং তথায় বাড়ীঘর-দালান, কোঠা প্রস্তুত করিয়া, বংশবৃদ্ধি করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে বাস করা যায় এবং ঐরূপ ভাবে থাকিয়াও অপ্রাকৃত ধাম(?) বাস হয়—এরূপ বিচারহীন ব্যক্তিগণ সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, শ্রীরাধাগোবিন্দকে বা শ্রীগৌরসুন্দরকে সিংহাসনে দাঁড় করাইয়া নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তর্পণ করা যায় বা তাঁহার দ্বারা লোকের নিকট হইতে ভেট বা দক্ষিণাদি আদায় করাইয়া নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার প্রতিপালন, স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কার, কন্যার পায়ের নূপুর, বিলাসী পুত্রের 'থিয়েটার', 'বায়স্কোপ' দেখিবার বা পান-তামাক খাইবার খরচ প্রভৃতি যোগান যায়, এইরূপ বিচারশীল ব্যক্তিগণ সকলেই প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, একই মনদ্বারা যুগপৎ বিষয়সেবা, স্ত্রী-পুত্রের সেবা ও কৃষ্ণসেবা করা যায়, তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, একই দেহদ্বারা যুগপৎ স্ত্রীপুত্র-কন্যা বা বিলাসিনীর অঙ্গ ও কৃষ্ণভক্তের অঙ্গ স্পর্শ করা যায়; যাঁহারা মনে করেন, পান, তামাক, গাঁজা, ভাঙ, মদ্য প্রভৃতি পান করিতে করিতেও কৃষ্ণকথামৃত-পান হয়; যাঁহারা 'কৃষ্ণরস পান করিতেছি' মুখে বলিয়াও জড়রস-সেবার আবশ্যক বোধ করেন; যাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণনামে বিভোর থাকিলেও তামাক, গাঁজা প্রভৃতি নেশার প্রয়োজন—তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, মৎস্য, মাংস, স্ত্রী, তাসপাশা প্রভৃতির সেবা করিতে করিতেও যুগপৎ কৃষ্ণসেবা করিতে পারা যায়, তাঁহারা প্রাকৃতসহজিয়া। যাঁহারা মনে করেন, গুরুরূপে বা অন্যরূপে, 'গাঁড় বাড়ী যাওয়া', মধ্যপানে রত, দুষ্ট, দুশ্চরিত্র, ব্যবসায়ী ব্যক্তিকেও যদি গুরুরূপে কল্পনা করা যায় এবং ঐ কাল্পনিক বস্তুতে তর্ক না উঠাইয়া যদি অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তবে তাহাতেও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়া থাকে—এইরূপ বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা মনে করেন, গুরু যাহাই হউক, মন্ত্রের গুণ, নামের গুণ ত' লুপ্ত হইবার নয়; সুতরাং গুরুরূপ মন্ত্রের দাম যোগাড় করিয়া লইলেই বা নামাপরাধকেই 'মন্ত্র' বা 'নাম' বলিয়া প্রদান করুন না কেন, তাহা দ্বারাই সুবিধা হইবে—যাঁহারা এরূপ বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া।

যাঁহারা মর্ত্ত্য দেহকে ভগবান্ বা ভগবানের স্থান, যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত সাজিয়া শিষ্যদ্বারা কৃষ্ণলোলা তুলসী (?) প্রদান করান, যাঁহারা শাস্ত্র ও আচার্যগণের উপদিষ্ট পরিত্যাগ করিয়া 'হরে কৃষ্ণ' নাম পরিত্যাগ করিয়া বা একমাত্র তাঁহার দ্বারাই সর্বার্থসিদ্ধি হয়—এই শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যে সন্দিহান হইয়া অথবা প্রতিষ্ঠালাভের আশায় নবীনমত-প্রচারকারী অবতার সাজিবার জন্য, নিত্যানন্দবিরোধ ও প্রলাপ-ভূই ছড়াদি কল্পনা করেন, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃতসহজিয়া।

যাঁহারা গান গাইতে গাইতে ঠোঁট ফুলাইয়া গান করিয়া চোখে চাটি দিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বলিয়া থাকেন (?)—

"সখি! কিবা শুনাইল শ্যামনাম।
প্রাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মন প্রাণ॥"

আর শ্রোতাকে ভুলাইবার জন্য টাকে চিহ্নিত কেশযুক্ত মস্তকটী ও রোগের জন্য সুস্পষ্ট পুষ্ট মাংসের ন্যায় সুবিশাল 'ভজনের ভঙ্গী' (?) প্রদর্শন করান, মূর্চ্ছা যান, উদ্দাম বা কপটাশ্রু নিক্ষেপ করেন, শরীরে ঝাঁকি মারেন, আবার কিছুক্ষণ পরেই টাকাটা, সিকেটা, শালটা-কাপড়টার জন্য ব্যস্ত হন, বা গাঁজায় টান দেন, স্ত্রীসম্ভাষণ করেন এবং ইহাকেই মহাপ্রভুর কীর্তন-ভাব, অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রভৃতি বলিয়া বোকা লোক ঠকাইয়া থাকেন—এরূপ ব্যক্তি ও ঐসকল ব্যক্তির সমর্থনকারী ব্যক্তিমাত্রই প্রাকৃতসহজিয়া।

প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা অপ্রাকৃত তত্ত্বসম্বন্ধে প্রাকৃত ধারণা লইয়া বিচার, অপ্রাকৃত বস্তুর সহিত প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় ব্যবহার, প্রাকৃত রাজ্যে আবিষ্ট থাকিয়া অপ্রাকৃত বস্তু ধারণা করিবার ছল প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই প্রাকৃতসহজিয়া। এই প্রাকৃত ভাব হইতে নিষ্কৃত হইবার জন্য অপ্রাকৃত সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা বা অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত কেহই অপ্রাকৃত সহজধর্ম বা নিষ্কলা, অপবিত্রতা অহৈতুকী, আত্মার সহজমাত্র বৃত্তি অধোক্ষজ কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারেন না।

শ্রবণানুশীলন

(শ্রীবিধুভূষণ দাস অধিকারী)

ভজনের যাবতীয় প্রণালীর মধ্যে নববিধা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কেন না, তাহা কৃষ্ণসেবা-প্রদানে অদ্বিতীয় শক্তিশালী। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজও এই নববিধা ভক্তির কথা কীর্তন করিয়াছেন,—'বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তি কৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্বসিদ্ধি হয়।' এই শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেমভক্তির উদয় হয়, তাহাই সকল পুরুষার্থের চরম। ধর্ম, অর্থ, কাম এমন কি মুক্তি পর্যন্ত তুচ্ছতর পুরুষার্থ, কারণ তাহাতে নিত্যসেবোন্মুখ সুখানুসন্ধানের পরিবর্তে নিজ-সুখরূপ অন্যাভিলাষ রহিয়াছে। কৃষ্ণ-প্রেম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে সংসারক্লেশ ঐকান্তিকভাবে দূর হয় এবং এই ভক্তি [illegible] সঙ্গে সঙ্গে জীব [illegible] অনর্থের নিবৃত্তি হয়, তবে প্রেমের আবির্ভাব হয়। কর্ম বা কেবল জ্ঞানাদি [illegible] কৃষ্ণপ্রেমভক্তির উদয় হইতে পারে না। [illegible] সংশ্রবণ-কীর্তনাদিদ্বারা শুদ্ধা হইতে পারে [illegible]।

নবধা ভক্তির মধ্যে শ্রবণই প্রধান। শ্রীমদ্ভাগবত এই শ্রবণের কথাই পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়াছেন।

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণ [illegible]॥

(ভাঃ ২।২।৩৭)

যাঁহারা শ্রীহরি ও [illegible] শ্রীহরির ও ভক্তের [illegible] কথা শ্রবণপুটে সম্যক্ [illegible] পান করেন, তাঁহারা বিষয়দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্মসমীপে উপনীত হন।

শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্তন সম্বন্ধে [illegible] কৃষ্ণ স্বীয় কথাকীর্তন শ্রবণকারী ব্যক্তির হৃদয়ে অন্তর্যামী চৈত্যগুরুরূপে অবস্থানপূর্বক তাঁহার হৃদয়ের ভক্তিবিপরীত অভক্ত সমস্ত কামনা দূরীভূত করেন।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥

(ভাঃ ১।২।১৭)

[illegible] যিনি [illegible] কথা শ্রদ্ধাপূর্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্তন করিয়া থাকেন, [illegible] তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন।

মহাজন আরও কীর্তন করিয়াছেন,—
এক নদী তোমার অমৃতকথাময়ী।
আর নদী পরনারী রসে ভরা হই॥
তিন লোক পান করে তোমার কথামৃত।
দুই তীর্থ স্নান করে বহু মহাপাতক॥
শান্তিদেবের স্নান করে এক তীর্থ জলে।
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

—"শ্রীভগবান্ ও ভক্তের নামরূপগুণ-লীলাদির শব্দসমূহ কর্ণপথগত হইলে তাহাকে 'শ্রবণ' বলা হয়। সাধকের পক্ষে অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য ভগবন্নামশ্রবণের অপেক্ষা থাকে। শ্রীনামশ্রবণের ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে শ্রীরূপশ্রবণ-দ্বারা নিজজনের হৃদয়ে উদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্ভাবে রূপের উদয় হইলে গুণসমূহের স্ফূর্তি সম্পন্ন হয়। তৎপরে গুণসকল স্ফূর্তি হইলে শ্রীভগবৎপরিকরগণের ও নিজের নিত্য পরিচয় প্রকাশিত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর এইসকল সম্যক্ স্ফূর্তি হইলে লীলার স্ফূর্তি হইয়া থাকে। এই শ্রবণের মধ্যে ভাগবতশ্রবণই সর্বশ্রেষ্ঠ।" এই জগতের শ্রবণের দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। শ্রবণ দ্বিবিধ—মহাজন-কর্তৃক আবিষ্কারিত, যথা শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি ও মহাজনকর্তৃক কীর্তমান, যেমন শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেবের হরিকথামৃত, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ও শ্রীল নারদ গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণের শ্রীমুখনির্গলিত হরিকথা। এই দুইপ্রকার শ্রবণ যাঁহারা শুদ্ধ বা সেবোন্মুখ হইয়া অনুশীলন করেন, তাঁহারাই পরমমঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন। মহাজন-কর্তৃক আবিষ্কারিত গ্রন্থাদির শ্রবণ অধিক মঙ্গলকর; আবার ঐসকল গ্রন্থাদি যদি পুনঃ মহাজনকর্তৃক কীর্তিত হন, তাহা হইলে তাহা আরও অধিক মঙ্গলপ্রদ হয়, যেমন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ অধিক মঙ্গলদায়ক, আবার তাহা যদি পুনরায় মহাজন কর্তৃক কীর্তিত হন, তবে তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করে। শ্রীভগবানের ভক্তগণের ন্যায় তদীয় নিজজনগণের গুণ-শ্রবণও পরমমঙ্গলদায়ক। ভগবদ্ভক্তের গুণ-মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করিলে হৃদয় হইতে অনর্থরাশি অপসারিত হয়, হৃদয় চিত্তে বলীয়ান্ হন এবং শ্রীগুরুবর্গের আদর্শে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া তাহা নিজ জীবনে প্রতিফলন করিবার চেষ্টা জাগে।

শ্রবণই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে একমাত্র যথার্থ বস্তু। শ্রবণ শ্রীগুরু-পাদপদ্মমুখে কৃষ্ণের বাক্যের দূত। হৃদয়ে পরমেশ্বর বস্তুকে সম্যক্ উৎকণ্ঠায় অবরুদ্ধ করিতে হইলে কৃতী ভক্ত অর্থাৎ শ্রবণ-সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। শ্রবণে কৃতী না হইলে হৃদয়ে কীর্তন স্ফুরিত হয় না, শ্রবণীয় বস্তু শ্রবণের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হন না।

শ্রবণপন্থাই ভজনপথের যাত্রীর প্রথম কথা। এই শ্রবণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতেই হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্বক কৃষ্ণের কথা কীর্তন করিয়া কৃতী ভক্ত শিষ্যকে শ্রবণের সুযোগ দেন এবং শ্রবণের প্রতিপাদ্য বস্তু কৃষ্ণের সেবার সন্ধান প্রদান করেন। শ্রবণ করিতে করিতে সেবাপথ বরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। সেবাপথ বরণ করিলে অচিরেই অপ্রাকৃত বস্তু স্বরূপ হৃদয়রাজ্য অধিকার করে, শ্রবণীয় বস্তু আত্মসাৎ করেন।

শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের শ্রীনামাদি ও লীলা-শ্রবণ সাধ্যাতীত; ইহা অর্পণমাত্র নহে। সর্বাত্মসমর্পিত হওয়ার পর এই শ্রবণ আরম্ভ হয়।

সুকৃতিমর শ্রবণের ফল—উত্তরোত্তর হরিসেবা-বরণের পিপাসা, তাহাই ভাগবত-ধর্মের আদি, মধ্য ও অন্তে স্থিত হইয়াছে। শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে শ্রবণমুখেই কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিবার মহত্ত্ব জানাইয়াছিলেন। আবার শ্রীনারদও ব্রহ্মা ও কৃষ্ণ হইতে শ্রবণমুখে কৃষ্ণসেবামহত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। ভাগবতধর্মের সমস্ত পারিপাট্যিকতাই নিত্য অপ্রাকৃত শ্রবণময়। ভাগবতধর্মের বাস্তবীয় অঙ্গ শ্রবণাদ্য বা একরূপ। এই শ্রবণ-সম্বন্ধে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন, "শ্রবণ ক'রলে ভগবানের সুখ হয়, আমার সুখ নয়। শ্রবণ-কীর্তনে ভগবানের সুখ হ'লে ভক্তি। আমার শ্রবণ করার ফলে কৃষ্ণ সুখ পাচ্ছেন,—এই চিন্তা ক'রে যে শ্রবণ, তাহাই শ্রবণ। কাণটা অর্পিত হ'য়েছে কৃষ্ণপাদপদ্মে। কাণটা কৃষ্ণ পাচ্ছেন, আমি নই। প্রথমে নীরোগ গুরুর নিকট শ্রবণ ক'রতে হ'বে। যতই শ্রদ্ধা বাড়্‌বে, ততই কৃষ্ণ বা শ্রীগৌরসুন্দরের রূপগুণলীলার কথা শুন্‌তে হ'বে। শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে, প্রাকৃত অভিনিবেশ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃত বুদ্ধির সহিত রূপগুণাদির শ্রবণ: দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত শ্রবণ কর্‌লে, মত দুশ্চিন্তা ত্যাগ ক'রে শ্রবণ কর্‌লে অনর্থযোগ ক্রমশঃ চলে যায়। শ্রবণের পর কীর্তনের অধিকার, কীর্তনের পর স্মরণের অধিকার হ'বে।"

শ্রবণের চরমফল—সর্বেন্দ্রিয়ে সর্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা। শ্রবণ-দ্বারা জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত ক্রিয়া অপ্রাকৃত অহৈতুকিয় বা ভক্তিযুক্ত হয়। সাধুজনমুখোদ্গীত হরিকথার শ্রবণ জীবের চরম কল্যাণপ্রদ। শ্রবণশাসিত কর্ণে যে শ্রবণ, তাহাই প্রকৃত শ্রবণ, শ্রবণ-শাসিত নেত্রে যে দর্শন, তাহা প্রকৃত সুদর্শন, এইরূপ শ্রবণ-শাসিত প্রত্যেক কার্যই কৃষ্ণ-সেবাময়। শ্রবণকে প্রকৃতরূপে বরণ করিয়া শ্রবণাশ্রয়ভক্ত হইয়া তাঁহার প্রকৃত সেবক হইতে পারিলে সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

বিবিধ সংবাদ

বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ

বঙ্গীয় সরকার এক ইস্তাহারে প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জামের অভাব ঘটায়, এখন বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষেত্রে নূতন বৈদ্যুতিক তার লইতে দেওয়া হইবে না।

গবর্ণমেণ্ট জানাইয়া দিয়েছেন যে, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত গৃহসমূহে নূতন করিয়া বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থগিত রাখিতে হইবে। যাঁহারা নূতন গৃহ নির্মাণ করিতেছেন অথবা যাঁহারা নূতন তার লাগাইতেছেন, তাঁহারা যেন পূর্বাহ্নে জানিয়া লয়েন যে, বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া সম্ভব হইবে কিনা।

গবর্ণমেণ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান-সমূহকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁহারা যেন বৈদ্যুতিক আলো প্রার্থীদিগকে এই বিষয় জানাইয়া দেন। বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যাইবে এই আশায় জনসাধারণ যাহাতে অনাবশ্যক ব্যয় বাহুল্য না করেন, সেইজন্য এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ, বর্তমান অবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভবপর হইবে না।

কাগজ শিল্পের উৎপাদনের ব্যবস্থা

ভারত সরকার মিঃ এম ডি ভার্গবকে পেপার প্রোডাকসন কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি কাগজ শিল্পের উৎপাদন সম্পর্কে নূতন উপায় উদ্ভাবন করিবেন এবং অধিক পরিমাণ কাগজ উৎপাদনে মিলকে সাহায্য করিবেন।

লাহোর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট লাহোর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর দখল লইয়াছেন। ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে কোম্পানীর উপর এক আদেশ জারী করা হয়। উহাতে কোম্পানীর সম্পত্তি পাঞ্জাবের পূর্তবিভাগের ইলেকট্রিসিটি শাখার চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে সমর্পণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুসারে সম্পত্তির দখল লইবার জন্য চীফ ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানীর অফিস পরিদর্শন করেন।

কোম্পানীকে ত্রিশ বৎসরের যে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মেয়াদ আগামী ১৯৫০ সালের মধ্যভাগে শেষ হইলে গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর দখল লইবেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত গবর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যাহাতে দখল লইতে না পারেন, তজ্জন্য সাময়িক ইনজাংশন জারী প্রার্থনা করিয়া কোম্পানী স্থানীয় আদালতে এক আবেদন করেন। মামলাটি হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করার জন্য এক আবেদনে বর্তমানে বিচারাধীন হইয়াছে

প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ

রাঁচীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিহার এসেন্সিয়েল কমোডিটিজ অর্ডার (১৯৪২) অনুসারে এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, কেহ দুই মণের বেশী ধান, পাঁচ মণের বেশী চাউল পাঁচ মণের বেশী গম, এক মণের বেশী আটা, এক মণের বেশী ময়দা, দশ মণের বেশী কয়লা এবং আট গ্যালনের বেশী কেরোসিন তৈল রাখিতে পারিবে না।

পূর্বোক্ত আদেশ ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবসায়ী অথবা উৎপাদকের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে না।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ ইহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৶৹ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ১৬ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৩রা অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৯শে নভেম্বর, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ১৯৯-২০০ তম সংখ্যা।

সভাষ্য-শ্রীমনঃশিক্ষা

জগদ্গুরু শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতি শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'অনুবর্ত্তি'-নামক বিবৃতিসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দত্তকৌস্তভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত ভূমিকাসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ দামোদর, কৃতাদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:০:)::——

দেহাত্মবুদ্ধিই আমাদের প্রধান ভ্রম বা রোগ। চেতনে আত্মবুদ্ধি না হইলে—ভক্তবৈষ্ণব-ভগবানে আপনজ্ঞান না হইলে, অচেতনে চেতনবুদ্ধি বা দেহে আত্মবুদ্ধি যাইবে না। নোঙর পুঁতিয়া রাখিয়া দাঁড় টানিলে কি লাভ হইবে? সেইটা ত' এরূপও। দেহের প্রতি মমতা থাকিলে ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম কি করিয়া হইবে? সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে কি ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম বা কৃষ্ণানুশীলন হয়? ঘর-সংসার ছাড়িয়া জীবের দেহাত্মবুদ্ধি যেন আমাদের প্রবল না হয়। আমরা অনেক সময় ভক্তবর্গের কৃপার দোষ দিই। নোঙর না তুলিয়া দাঁড়ের দোষ, মাঝির দোষ, কাঠের দোষ, জলের দোষ, হাওয়ার দোষ দিলেই কি পার হওয়া যাইবে? আমার দোষ আমি দেখি না কেন? আমি সংসার ছাড়িতে চাই না কেন? জগতে এত প্রীতি কেন? সাধুগণ যে কৃপা করিবার জন্যই ব্যস্ত। তাঁহাদের ত' কৃপা করাই কাজ। অসৎসঙ্গ ও অন্যাসক্তি না ছাড়িলে তাঁহারা আর কি করিবেন? আমরা সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করিয়াও মনের সেক্ষেত্রে বিভোর থাকিয়া গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিতে দ্বিধাবোধ করি না। সুতরাং কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ মৃত্যুর হাত হইতে আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে? সদ্গুরুর অমন্দোদয় উপদেশের প্রতি যদি আমার ঔদাসীন্য আসে, তাহা হইলে আমার রোগ কি করিয়া সারিবে? বিষের নাশ না করিলে কি অজ্ঞতা যায়? চেতনের সান্নিধ্য হইতে যত তফাৎ হই, সাধুর সহিত যত অসহযোগ করি, ততই দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হয়, অনিত্যকে নিত্য বোধ হয়, পরকে আপনজ্ঞান হয় এবং আপনকে পরজ্ঞান হয়। কৃষ্ণবিমুখতা বা কৃষ্ণবিস্মৃতি-রূপ অবিদ্যা হইতেই স্বরূপভ্রম বা দেহাত্মবুদ্ধি হয়। সাধুগুরু-কৃপায় অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা ধ্বংস হইলে, দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না। নিরন্তর কীর্ত্তন করিলেই কৃষ্ণবিস্মৃতি থাকে না। আমরা যদি সাধুর কাছে প্রণত হইয়া নিরন্তর তাঁহার সঙ্গ করি, তাঁহার শ্রীমুখে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করি, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় কীর্ত্তন-নৈপুণ্য বা সেবা-নৈপুণ্য প্রকাশে আমরা অবিদ্যা, কৃষ্ণবিস্মৃতি বা দেহাত্মবুদ্ধির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিব।

———

রূপানুগ-ভজনের পথই একমাত্র প্রেমভক্তির পথ। ইহাতে কোনপ্রকার কামনামূলক অনুশীলনের কথা নাই। ধর্ম্মার্থকামাত্মক রূপ স্থূল ভোগকামনা ত' দূরের কথা মুক্তিকামনাও নিন্দিত হইয়াছে। ভক্তিকামনা বা সেবাকামনা ব্যতীত অন্য সমস্ত কামনাকেই অন্যাভিলাষ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ভুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহারূপ অন্যাভিলাষ হৃদয়ে থাকাকাল পর্য্যন্ত ভক্তির আবির্ভাব হয় না। শুদ্ধভক্তগণের যাবতীয় জড় বা জড়প্রতিযোগী কামস্পৃহা নিবৃত্ত হইলেই নিরুপাধিক জীবাত্মায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণকাম-পরিপূরণের মুখ্যপ্রবৃত্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, কোনপ্রকার কামনা থাকিলে যদি ভক্তিলাভ না হয় তবে শাস্ত্রে "অকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিলেহ কৃষ্ণ তা'রে দেন স্বচরণ॥", "কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে" ইত্যাদি কথা পাওয়া যায় কেন এবং উপরি-উক্ত কথার সঙ্গে ঐ শাস্ত্রবাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? উত্তর এই যে, সকাম ব্যক্তিকে কৃষ্ণ কৃপা করেন বলিয়া কৃষ্ণের সেই কৃপা সকাম ব্যক্তির ভক্তিপ্রাপ্তির অন্য কামনার ফলস্বরূপ উক্ত হয় নাই। কামনা পরিত্যাগ হওয়ার পর কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে। "অকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন" এই বাক্যের পর সাধনের চরমফলস্বরূপ "না মাগিলেহ কৃষ্ণ তা'রে দেন স্বচরণ" এই কথা বলিলেও তাহাদ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, সকাম হইয়া ভজন আরম্ভ করিলে তৎক্ষণাৎ (অকাম থাকা অবস্থাই) ভক্তিলাভ হয়। কারণ, "দেন স্বচরণ" এই বাক্যের পরেই সকাম ব্যক্তি ভজন আরম্ভ করিলে কিভাবে কৃষ্ণের কৃপা পায়, তাহাই বলিতেছেন,—

কৃষ্ণ কহে,—"আমা ভজে, মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব।
'স্বচরণামৃত' দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

—এই বাক্যসমূহের দ্বারা ভজন আরম্ভকারী সকাম ব্যক্তির অন্য কামনাকে গর্হণ করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য তাহাকে 'মূর্খ' বলা হইয়াছে এবং কৃষ্ণ তাহার সকামতারূপ মূর্খতাকে অপসারিত করিয়া অর্থাৎ তাহাকে বিষয়বাসনা নির্মুক্ত করিবার পর স্বচরণামৃত প্রদান করেন, ইহাই বলা হ'য়াছে। আবার "কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে পায় কৃষ্ণরসে" এই কথার পরও "কাম ছাড়ি' দাস হৈতে হয় অভিলাষে" অর্থাৎ কাম ত্যাগ করিয়া দাস হওয়ার অভিলাষ হইলে কৃষ্ণরস পায়, ইহাই উক্ত হইয়াছে। উক্ত বাক্যসমূহ দ্বারা সকামতাকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। 'আমি সকাম হইলেও কৃষ্ণ আমাকে কামমুক্ত অবস্থাতে স্বচরণামৃত প্রদান করিবেন' এরূপ তাৎপর্য্যের সহিত ভজনের অভিনয় সম্ভোগবাদ। ইহা "নামবলে পাপবুদ্ধি"-রূপ অপরাধ। কোনও একান্ত ভক্তের হৃদয়ে যদি তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোনও কামনা উপস্থিত হয় বা স্বর্গসুখ হইতেও অনন্তকোটিগুণে শ্রেষ্ঠ হরিসেবাসুখের মাহাত্ম্য না জানিয়া অজ্ঞতাবশতঃ কোন ব্যক্তি যদি তাঁর অকিঞ্চনতা অর্থাৎ অর্পিত ঐকান্তিকতার সহিত ভগবদ্ভজনেই সংলগ্ন থাকেন, ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া কামনার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝাইয়া দেন, অথবা কোন নিষ্কিঞ্চন মহাজনকে প্রেরণ করিয়া সাধকের সেই সকল কৈতব পরিহারের উপদেশ দেন। সাধক তখন তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য সাতিশয় অনুতপ্ত হন এবং সর্ব্বতোভাবে অন্যাভিলাষ রহিত হইয়া কৃষ্ণকৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে অহৈতুকভাবে ভগবদ্ভজন করেন। এরূপ অনুসাধকের পক্ষেই ভগবৎকৃপা হয়। এই ভগবৎকৃপাই সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ কৃষ্ণই জীবের নিত্যসেব্য এই উপলব্ধি। এই স্বাভাবিক উপলব্ধির সহিত কৃষ্ণসেবার অভিনিবেশও কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষ। এই কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণকৃপায় হৃদয়ে উদিত হইলে কাম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের দাস হওয়ার জন্য অভিলাষ হয়। যাঁহারা কামনাকে হৃদয়ে পালন, পালন ও পোষণ করিয়া কৃষ্ণসেবা করিতে চাহেন, তাঁহারাও প্রাকৃত সহজিয়া। অন্য কামনা ত্যাগ করার কথাই সর্ব্বত্র উক্ত হইয়াছে। শ্রীসনাতন শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে
শাস্ত্র আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥

ভক্ত কৃষ্ণভজন হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁ'র কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁ'রে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥

দুর্জন ও অপরাধী ব্যক্তি ঠিক এক নহে। যদিও দুর্জনতা কালে অপরাধে পর্য্যবসিত হইতে পারে, তথাপি দুর্জনতার অধিকারে কামনাজন্য পাপ ও অপরাধের প্রতি ঘৃণা থাকে; কিন্তু দুর্জন ব্যক্তি পাপ ও অপরাধ অন্যায় জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। কিন্তু অপরাধী কখনও ঐ সকলকে অন্যায় বলিয়া স্বীকার করে না। দুর্জন ব্যক্তি পাপ ও অপরাধকে আদর ও রুচির সহিত গ্রহণ না করিয়া গর্হণ করিতে করিতে পরিত্যাগ করিলে কৃষ্ণকৃপা লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত সকাম হইলেও অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্মাদি ও যোগ প্রভৃতি সেবা হইতে অনন্তকোটিগুণে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণপ্রদ, ইহা জানাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "অজ্ঞকামী যদি ভজে কৃষ্ণের চরণ" এই বাক্যের অবতারণা হইয়াছে। যে কোন প্রকারে যদি ভগবৎসেবার দিকে চিত্ত ধাবিত করান যায়, তাহা হইলে জীব স্বাভাবিকভাবে মুক্ত হইয়া ক্রম মঙ্গলের পথে চলিবার সুযোগ লাভ করেন, এই কথা জানাইবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে,—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা
মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥"

—এই শ্লোকের অবতারণা। নিষ্কাম [illegible] অন্যাভিলাষ অথবা [illegible] হইতে পাপ হইয়া [illegible] পরিত্যাগ করে, সেইরূপ শুদ্ধ অজ্ঞান [illegible] অকপট ব্যক্তিগণ কৃষ্ণভজনকালে [illegible] কৃষ্ণকৃপার [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible]। এইজন্য "অকামঃ সর্ব্বকামো বা" [illegible] "জ্ঞান কর্ম্মাদির আবরণশূন্য তীব্র [illegible] দ্বারাই পরমেশ্বরকে সেবা করিতে [illegible]" বলা উচিত হইয়াছে। এই স্থলে নিষ্কাম [illegible] উভয় প্রকার ভক্ত হইতে ভগবানের [illegible] প্রাপ্ত [illegible] উভয়কে একইরূপ [illegible] হইবে না। যাহা স্বাভাবিক [illegible] লোভিত হয়, এই [illegible] দূর হয়।

সকাম ভক্তদিগের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ক্রমমুক্তির [illegible]। নিষ্কাম ভক্তগণ এই [illegible] সেই পরমপদ লাভ করেন।

———

[illegible] গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত [illegible] কথা শুনিতে পাই। এই [illegible]। তাঁহারা যদি কৃপা করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে নিজের স্বরূপ দেখান, তবেই জীব তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র॥

ভক্ত-ভাগবত হইতেছেন সাধু। ভক্ত-ভাগবত—ব্যক্তি, আর গ্রন্থ-ভাগবত তাঁহার বাণী। এই বাণী ও ব্যক্তি পরস্পর অভিন্ন। সুতরাং বাণীর সঙ্গই সাধুর সঙ্গ; বাণীর সেবাই সাধুর সেবা। সাধুর বাণী বা উপদেশ হৃদয়ে ধারণ বা সেগুলি নিজজীবনে যথাযথ আচরণই সাধুর মনোভীষ্ট পূরণ। ইহাই শেষকথা নয়; ভগবৎ-কৃপায় এই দুই ভাগবতের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় এবং ইঁহাদের সঙ্গ হইলে, ইঁহারা জীবের হৃদয়ে নিত্যসম্বন্ধজ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভক্তভাগবত নিত্য সম্বন্ধজ্ঞানের প্রচারক। গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত ভগবানের স্বাংশ-তেজোময়-প্রকাশস্বরূপ। এই ভক্তভাগবতের চন্দ্রোদয় প্রপঞ্চে উদিত হইয়া জীবের চিত্তগুহা হইতে কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত অর্থাৎ কাম-মোক্ষরূপ অবোধ্য বিনাশ ও সত্য বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ভাগবতদ্বয় নিত্যশুদ্ধ-পূর্ণমুক্ত চৈতন্যঘনবিগ্রহস্বরূপ। ত্রৈকালের মধ্যে ইঁহাদের জন্ম বা নাশ নাই। তাঁহারা জীবকল্যাণের জন্য যুগে যুগে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও প্রপঞ্চাতীত থাকেন। যাঁহারা গ্রন্থ-ভাগবতকে ছাপাখানার পুঁথি বা কোন কালের মধ্যে রচিত হইয়াছে মনে করেন, তাঁহারা যেমন অধোক্ষজ-ভাগবত গ্রন্থ উপলব্ধি করিতে পারেন না, তদ্রূপ যাঁহারা ভক্ত-ভাগবতকে কোন পিতামাতার উৎপন্ন বা প্রাকৃতলোকরূপ মনে করেন, তাঁহারাও ভক্তাভাসমাত্র। এই সাধু—দেবতা। তবে তিনি হরিবিমুখ স্বর্গবাসী দেবতা নহেন। তিনি স্বর্গবাসী দেবতাগণেরও সেব্য—আরাধ্য। তিনি সকলের বান্ধব ও পরমপ্রিয় ভগবান্ হইতে অভিন্ন।

আমার প্রভুর প্রভু—মহাপ্রভু। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য [illegible]। এই [illegible] কলিযুগের জন্য [illegible] অবতীর্ণ। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিরসে কিরূপে অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা করিতে হয় তাহা মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই তিনভাবে সেবা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতি বিধান করেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দাস্য, সখ্য এই দুইভাবে অভিন্ন গৌরকৃষ্ণের সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ত ও গদাধর পণ্ডিতাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নিজ নিজ বিশিষ্ট এক একটি রসে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন। এই পঞ্চতত্ত্বের তিনটী বিষয়তত্ত্ব—শক্তিমত্তত্ত্ব আর দুইটী আশ্রয়তত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব। শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরামানন্দ ও শ্রীরূপ-সনাতনাদি শক্তিতত্ত্বসমূহ মধুর রসে কৃষ্ণ-সেবা করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটী রস। মহাপ্রভু বা প্রভুদ্বয় শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈতের ন্যায় তাঁহাদের একাধিক রস নাই। শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র দাস্য রস। তাঁহাদেরও একাধিক রস নাই। শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু পরমেশ্বর বা বিষয়তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে একাধিকভাবের আদর্শ আছে; কিন্তু শক্তিতত্ত্ব বা আশ্রয়তত্ত্বে একাধিক ভাবের যুগপৎ অবস্থানের সম্ভাবনা নাই।

— —

অনেকে মনে করেন, প্রথমে নিষ্পাপ হইয়া হরিনাম করা যায় না। কোন কামনা লইয়া হরিনাম করিতে করিতে পরে নিষ্পাপ হওয়া যায়। ইহা আমাদের ভুল ধারণা। কারণ, অন্যায় কার্য্য করিতে করিতে কেহ সৎ হইতে পারে না। অকস্মাৎ অজ্ঞান-বশতঃ কখনও অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিলে উহা চিরতরে পরিত্যাগ ও উহা পুনরায় না করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া সৎকার্য্যে রত হইলে মানুষ সৎ হইতে পারে। সুতরাং আমরা যেন অন্যবাসনা রহিত হইয়া নিষ্কপটে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে পারি। শ্রীনাম—পুরুষোত্তম। আমরা নিষ্কপটে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলে তিনি কৃপা করিয়া আত্মসাৎ করিবেন তখনই সেবা-সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইব।

যেখানে সত্যের উপলব্ধি নাই, সেখানেই ভ্রান্তি। যেখানে ভ্রান্তি, সেইখানেই হরিবৈমুখ্য। হরিবিমুখ হইলে মায়ার ক্রীতদাস হইতেই হইবে। আবার মায়ার রাজ্যে ভোগফল-প্রাপ্তির জন্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি দেহলাভ করিতেই হইবে। সুকৃতি পুঞ্জীভূত হলে মনুষ্যদেহ লাভ হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে সে সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে, কিন্তু সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়াও না ভজা কি? কারণ, পূর্ব্বজন্মের পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গের স্বভাবসমূহ অধিকাংশই ত' আমাদের বর্ত্তমান রহিয়াছে। এর জন্য ত' আর প্রমাণের দরকার হয় না, উহা ত' স্পষ্টই বুঝা যায়। একমাত্র সাধারণতঃ মানুষের যে গুণ, কপটহীনতা, সরলতা, সাধুতে বিশ্বাস, সংযম ও অসৎসঙ্গত্যাগে যত্ন, উহার কোনটীই ত' আমাদের নাই। সুতরাং আমার এখন কি করিয়া হইবে?

সাধুপদাশ্রয়

——ঃ(০)ঃ——

অন্যের অপ্রাপ্য হইতে হইলে সাধুসঙ্গ বা সাধুর কৃপাই একমাত্র সম্বল। যিনি সাধুসঙ্গ-লাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ সজাগ হইয়া সাধুকৃপা-লাভের জন্য জীবন পণ করিয়াছেন, তিনিই শুদ্ধকৃষ্ণপ্রেমার লাভের অধিকারী। সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল। সাধু কৃষ্ণকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ। সাধু ব্যতীত কৃপার পৃথক্ পরিচয় নাই। সাধু কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ। তিনি চব্বিশ ঘন্টা কৃষ্ণসেবাতৎপর। কৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ সাধুর হৃদয়ে অবস্থান করেন; সুতরাং সাধু-সঙ্গলাভই কৃষ্ণপ্রাপ্তি বা কৃপাপ্রাপ্তি।

সম্যক্ গমনের নাম সঙ্গ। অসম্যক্ গমন সঙ্গ নহে, তাহা অসঙ্গ। সর্ব্বতোভাবে সাধুর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তির সম্যক্ অনুসরণই সাধুসঙ্গ; সাধু যেভাবে তাঁহার হৃদয়দেবতাকে সর্ব্বক্ষণ সুখ প্রদান করেন, তাহা অর্থাৎ সাধুর কৃষ্ণসেবা-প্রণালী আদর ও যত্নের সহিত শিক্ষা করার নামই সাধুসঙ্গ। এই সাধুসঙ্গ বা সাধুর অনুসরণে কৃষ্ণসেবা-প্রণালী শিক্ষণের মধ্যে একটী প্রধান বিষয় হইতেছে—সাধুর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাধু একটী ব্যক্তি, তিনি বিগ্রহবিশিষ্ট, সবিশেষ; নির্ব্বিশেষ নহেন। সাধুর সেই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট না হইতে পারিলে সাধুসঙ্গ হয় না।

সাধু নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী। ব্রহ্মাণ্ডবাসী কৃষ্ণসেবাবিমুখ বদ্ধজীবের পক্ষে সাধুসঙ্গ সম্ভব নহে। কৃষ্ণবিমুখ জীব সাধুর দর্শনই পায় না, সঙ্গলাভ ত' দূরের কথা। কারণ, সমভূমিকায় না থাকিলে এক পথের যাত্রী না হইলে সঙ্গ হইতে পারে না। সাধু সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসুখান্বেষণে তৎপর, আর বদ্ধজীব সর্ব্বক্ষণ নিজসুখের জন্য তৎপর। অতএব নিজেকে বদ্ধজীবাভিমান ও সেই অভিমানজনিত অহঙ্কৃতি থাকাকাল পর্য্যন্ত সাধুর সন্ধান পাওয়া যায় না। সাধু কৃপাপূর্ব্বক সঙ্গ প্রদান না করিলে জীব সাধুসঙ্গ করিতে পারে না। তবে সাধু পরম দয়াল; তিনি কৃপাপূর্ব্বক নিজের সন্ধান দেন, ইহাই ভরসা। সাধু যাহাকে জোর করিয়া আকর্ষণ করেন, নিজের সঙ্গসুযোগ দান করেন, তিনিই সাধুসঙ্গ করিতে পারেন। সৌভাগ্যবান্ সরল ব্যক্তিকে সাধু জোর করিয়া আত্মসাৎ করেন—আত্মদান করেন।

যিনি স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণের সেবার প্রতি লোভযুক্ত হইয়া নিজের সমগ্র সত্তার বিনিময়ে তাহা লাভ করিবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছাবিশিষ্ট হন, তিনিই একমাত্র সৌভাগ্যবান্ ও সরল। এইরূপ সরল ব্যক্তিই কৃষ্ণকৃপায় সাধুর সন্ধান ও তাঁহার সম্মুখে আসিবার সুযোগ লাভ করেন। কৃষ্ণ সেবকের যোগ্যতাই চান। যোগ্যতাঃ সেবায়

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ

ইচ্ছাবিশিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সাড়া দেন না। যখনই কোন জীব কৃষ্ণসেবার জন্য ষোলআনা ইচ্ছাবিশিষ্ট হন, তখনই কৃষ্ণের পূর্ণকৃপা সাধুরূপেই তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন এবং সাধুই উভয়ের মধ্যে সেবারূপ যোগসূত্র স্থাপন করেন। আংশিক ইচ্ছা হইলে সাধুর সন্ধান সহজে পাওয়া যায় না। তবে যদি কোন ব্যক্তি আংশিক সেবালিপ্সু হইয়াও হঠাৎ বা কোন কারণবশতঃ সাধুর সম্মুখে আসেন বা তাঁহার আকর্ষণে পড়িবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহার সেই আংশিক ইচ্ছা সাধুর সঙ্গপ্রভাবে নিশ্চয়ই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। ইচ্ছা আংশিক হউক বা পূর্ণ হউক, যদি সাধুর সন্ধান ও প্রকৃত আশ্রয় পাওয়া যায়, তবে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য। প্রকৃত আশ্রয় না লওয়া পর্য্যন্ত কিছুই হইবে না।

সাধুকে সাধু জানিয়া তাঁহাকে নিজের নিত্য বান্ধব জানা ব্যতীত প্রকৃত আশ্রয়। প্রকৃত আশ্রয় লাভ করিবার পূর্ব্বে হতাশা, নিজ অভীষ্টসিদ্ধি-সম্বন্ধে সংশয়াদি থাকিতে পারে। আশ্রয় লাভ করিলে হতাশা বা সংশয়াদির উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আবার আশ্রয়লাভের পরও যদি মধ্যে মধ্যে হতাশার লেশ বা সংশয়াদির আবির্ভাব দেখা যায়, তাহা হইলে জানিতে হইবে, আশ্রয় সুষ্ঠু হয় নাই; আশ্রয়ের প্রতি অন্তরে সূক্ষ্মভাবে সংশয়লেশ আছে। যদি কোন সময় ঐরূপ অবস্থা হয়, তবে কাতরভাবে সাধুর নিকট নিজ দুঃখ জানাইয়া কৃপাবল প্রার্থনা করিতে হইবে; অকপট প্রার্থনা ও নিজদুর্ভাগ্যের জন্য অনুশোচনা হইলে সাধু কৃপাপূর্ব্বক ঐ বিপদ্ দূর করিয়া দিবেন। আশ্রয়ের মধ্যে সাধুর প্রতি প্রাণের টান, অন্তরের ভালবাসা যদি থাকে, তবে সাধু নিশ্চয়ই সমস্ত ভার গ্রহণ করিবেন। তখন আর নিজের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। হৃদয়ে নিত্যশান্তি লাভ হইবে। আমরা সকলেই সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান অহৈতুকভাবে লাভ করিয়াছি, সুতরাং যাহাতে ঠিক ঠিক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি, তজ্জন্য আমাদের ঐকান্তিক লালসা জাগুক।

সাধুসঙ্গলাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা হৃদয়ে জাগিলে সাধুগুরু কৃপাপূর্ব্বক সঙ্গলাভের পরম সুযোগ করিয়া দেন। কিন্তু আমরা যদি সেই দুর্লভ সুযোগ লাভ করিয়াও বিষয়বাসনা-বশতঃ তাহাতে উদাসীন থাকি, তাহা হইলে পুনরায় সেই সুযোগ জীবনে আর নাও আসিতে পারে। সুতরাং প্রকৃত সাধুর সঙ্গ জীবনে ঘটিলে কায়-মনোবাক্যে সেই সুযোগ বরণ করা কর্ত্তব্য, তবেই প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইবে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::(০)::—

শ্রীচৈতন্যমঠে অন্নকূটমহোৎসব

গত ৯ই নভেম্বর, ২৩শে কার্ত্তিক, সোমবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা মহোৎসব হরিকথাকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদবিতরণমুখে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ৪া ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীনামাষ্টক ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু '[illegible]' পাঠ করেন। শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে "উদিল অরুণ পূরব ভাগে" গীতিটি কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। বিগ্রহের নানাবিধ উপচারে শ্রীগোবর্দ্ধনের ভোগরাগ হয়। বেলা ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন ও কৃপা-প্রার্থনামূলক মহাজনগীতসমূহ কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীমঠবাসী ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রাত্রে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শুদ্ধাষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে ব্রজবাসিগণের শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের মহা সমারোহে শ্রীগোপালের পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীঅন্নকূট-উৎসব

গত ১৫ নভেম্বর, সোমবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব অপূর্ব্বভাবে মহা সমারোহে নির্ব্বাহ হইয়াছে। অতি প্রত্যূষকাল হইতে নিয়মসেবার দৈনন্দিন ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃ ৯ ঘটিকার সময় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীগো-পূজা যথারীতি সম্পাদন করেন। তিনি স্বহস্তে শ্রীমঠের গোধনগুলির ললাটদেশে তিলক রচনা করিয়া তাহাদের গাত্রে হরিদ্রা মাখাইয়া দেন ও ঘাস খাইতে দেন। শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের পুনঃপ্রবর্ত্তিত শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবের উদ্দীপনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অনুষ্ঠিত আদর্শানুসারে ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে বিবিধ বিচিত্রতাসমন্বিত অন্নাদি ও অসংখ্য প্রকার সামগ্রী ও উপকরণ-সহযোগে সেবকগণ শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব নির্ব্বাহ করেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট-সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর স্তবমালা, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর স্তবাবলী ও পঠিত হয়। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে নাম-সংকীর্ত্তন ও তৎপরে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। ভোগান্তে শ্রীঅন্নকূট দর্শন করিয়া অসংখ্য নরনারী কৃতার্থ হইয়াছেন। প্রাতঃকাল হইতেই যাত্রি-সমাগম হইয়াছিল। দর্শকবৃন্দের মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় ছিলেন। উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীমঠের সেবকবৃন্দের আপ্রাণ ও অক্লান্ত সেবা-চেষ্টায় মহোৎসবটী সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ হইয়াছে।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-মহোৎসব

গত ২৩শে কার্ত্তিক, ৯ই নভেম্বর, সোমবার পরম কারুণিক ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-মহোৎসব বা অন্নকূট-মহোৎসব এবং শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব সমস্ত শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ৪া ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্বনাম, শ্রীনামাষ্টক কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ৪র্থ বর্ষ 'গৌড়ীয়' হইতে "শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা"-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ ১৫শ বর্ষ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজায় মঠসেবকের কৃত্য"-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল মহারাজ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেন,—"ঢাকাবাসী তাঁহারা, যাঁহারা শ্রীশ্রীহরি গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস্যসুখ অনুভব করিতে না পারিয়া নানাপ্রকার প্রাকৃত অভিমানে বা আবরণে আবৃত থাকিয়া সংসারসুখভোগে প্রমত্ত আছেন। সেই ঢাকাবাসিগণ বা ব্রজবাসিগণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী হইতে পারিবেন। শ্রীগোবর্দ্ধন-ধারীর সেবা করিবার যদি আমাদের বাস্তবিক ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে দেহ, দৈহিক লোভ, পারত্রিক লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাদির বোঝা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্য সকল আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া যদি আমরা একমাত্র সেবাবুদ্ধির সহিত শ্রীগোবর্দ্ধনের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হই, তবেই তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাহা স্বীকার করিবেন; নতুবা নিরুপায় আমাদের প্রাণহীন বাহ্য-আড়ম্বর দ্বারে পড়িয়া থাকিবে। —সেদিকে শ্রীগোবর্দ্ধন বা শ্রীগোবর্দ্ধনধারী দৃষ্টিপাতও করিবেন না।—ইহাই শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজাসম্বন্ধে আদেশ ও উপদেশ।"

অতঃপর কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির ও শ্রীতুলসীমঞ্চ পরিক্রমা হয়। প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ প্রভু 'শ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনা দশকম্' কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন। শ্রীপাদ মদনমোহন দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'শ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনা-দশকম্' অবলম্বনে পাঠ করেন। শ্রীপাদ বিভুদেবেশ প্রভু ও শ্রীপাদ মদনমোহন দাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ করেন। শ্রীল মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অন্নকূট মহোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীল মহারাজের অনুসরণে শ্রীপাদ গৌরেন্দু সেবাব্রত প্রভু, শ্রীপাদ পতিতপাবন প্রভু, শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীগোবর্দ্ধনকে পুষ্প, পুষ্পমালা, হরিদ্রা, চন্দন, ধূপ বর্ত্তিকা ও কোমল তুলসীদ্বারা পূজা করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদরাধাকান্তজীর ও উপচারসহ বিচিত্র অন্নকূটভোগ নিবেদনান্তে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-মহোৎসবে যোগদানকারী গৃহস্থভক্ত ও সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার ভোগরন্ধনাদি সেবায় পণ্ডিত শ্রীপাদ বিভুদেবেশ প্রভু, শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী প্রভু ও শ্রীপাদ অরবিন্দাক্ষ প্রভু প্রভৃতি বিশেষ শ্রম করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ ২॥ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব বন্দনা ও কীর্ত্তনান্তে শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর সংক্ষিপ্ত চরিত্র ৮ম বর্ষ 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীপাদ মদনমোহন দাস ভক্তিশাস্ত্রী পাঠ করেন। [illegible] শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতে 'শ্রীমদ্বাসুদেব-মিলন'(?) প্রসঙ্গ [illegible] গোস্বামীর নিকট [illegible] সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শুদ্ধাষ্টক কীর্ত্তনান্তে শ্রীল মহারাজ, শ্রীল [illegible] '[illegible]' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত আলোচিত হয়। তৎপরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। রাত্রিতে সমাগত বহুসংখ্যক ভক্ত, ভক্তমহিলা ও সজ্জনগণকে অন্নকূটের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে

অন্নকূট-মহোৎসবে সহরের শত শত ব্যক্তি অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদরাধাজীউর দর্শন করিবার জন্য সমাগত হইয়াছিলেন। অন্নকূট-মহোৎসব শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে

কমলাপুরমঠে শ্রীগোপালের অন্নকূট-ভোগ-মহোৎসব বিবিধ উপচারসহ ও পাঠ-কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব

গত ১১শে কার্ত্তিক, ৫ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীমায়াপুরচৈতন্যমঠে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মকৃপায় সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনমুখে পালিত হইয়াছেন। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীমঙ্গলারাত্রিক ও পঞ্চতত্ত্ব নামকীর্ত্তন হয় এবং শ্রীল মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত 'শ্রীকল্পতরু' গ্রন্থ ত্রিপাদমধব-মধুদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে শ্রীপাদ বিধুভূষণ দাসাধিকারী প্রভু 'শ্রীমদ্ভাগবত' পারায়ণ করেন এবং শ্রীপাদ মধব-মধুদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীল নরহরি ঠাকুর-বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' পারায়ণ করেন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে বন্দনা ও কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী সেবাব্রত প্রভু 'গৌড়ীয়' (২০শ বর্ষ), 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' ও 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' হইতে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের অপ্রাকৃত চরিত, মহিমা ও অতুলনীয় দয়ার কথা আলোচনা করেন। অপরাহ্ণ ৩৷০ ঘটিকা হইতে শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীল নরহরি ঠাকুর-বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত' গ্রন্থ প্রায় ২ ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল মহারাজ ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন—"শ্রীমূর্ত্তিবিগ্রহ ও শ্রীবৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহের সেবার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহের লৌল্যই সেবকের ভজনারম্ভের পরিচয়। যেখানে শ্রীবিগ্রহ-সেবায় ও শ্রীবৈষ্ণবগণের সেবায় অকৃত্রিম লালসা বা উল্লাস নাই, সেখানে শ্রবণ-কীর্ত্তন বা সেবাচেষ্টার অভিনয় দৃষ্ট হইলেও বাস্তবিক-পক্ষে সেবকাভিমান হয় নাই, জানিতে হইবে। শ্রীবৈষ্ণবগণের মধ্যে কে 'অসাধ' কে 'বরণ'-বিশিষ্ট—ইহা অবগত হওয়ার অধিকার স্বাভাবিকভাবে না হওয়া পর্য্যন্ত সকল বৈষ্ণবকেই পরমাদরে সমভাবে পরিচর্য্যা করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে যথাধিকারে উন্নতি না হওয়ার পূর্ব্বেই মাপাবুদ্ধির দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবগণের মধ্যে উচ্চাবচভেদবুদ্ধি করিয়া শ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করার অপচেষ্টার কিছুই সুবিধা নাই।"

রাত্রিতেও ৭৷০ ঘটিকা হইতে শ্রীল মহারাজ শ্রীল শ্রীজীবপ্রভুরচিত 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীজীবপ্রভুর সিদ্ধান্তপ্রদর্শন করত শ্রীল মহারাজ বলেন—"নিবেদিতাত্ম ভক্তগৃহ অথবা গৃহস্থ সকলেরই কায়মনোবাক্যচেষ্টার কিছুমাত্রও ত্রুটি না করিয়া 'ষোলআনা' অর্থ সমগ্র চেষ্টা শ্রীশ্রীবিগ্রহবৈষ্ণব-সেবায় নিয়োগ করা হইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নতুবা পূর্ণ বাস্তবসত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।"

রাত্রিতে শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-উদ্দেশ্যে সমাগত ভক্তবৃন্দ, ভক্তবান্ধবগণ ও শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় গত ৯ই নবেম্বর তারিখে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহা-মহোৎসব হরিকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছেন।

ঐ দিবস প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরবিনোদরাধাজীউর আরাত্রিক, শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনার পর ভজনপদাবলী, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর শ্রীঅন্নকূট-মহা-মহোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে সেবকগণ বহু প্রকার নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগাদি প্রদান করেন। যথাবিহিত ভোগারাত্রিক ও 'যশোমতীনন্দন' কীর্ত্তন হয়। বেলা প্রায় ৩৷০ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমাগত শ্রদ্ধালু ভদ্রমহোদয়গণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মঠসেবকগণ সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীউত্থান একাদশী উপলক্ষে প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিক, ভজনপদাবলী, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে প্রাতে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ পাঠ, সন্ধ্যায় 'দশমূলশিক্ষা', অপরাহ্ণে 'গৌড়ীয়' ও 'শ্রীনদীয়াপ্রকাশ' আলোচনামুখে উদ্‌যাপিত হইতেছে

বিবিধ সংবাদ

হালসীবাগান অগ্নিকাণ্ডের জের

হালসীবাগান অগ্নিকাণ্ডের ফলে আহত সুবর্ণবালা নাম্নী আর একটী বধূ শুক্রবার সকালে কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতালে মারা গিয়াছে। উক্ত দুর্ঘটনায় সর্ব্বশুদ্ধ মোট মৃত্যুসংখ্যা ১৪ হইল।

কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ও কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতালে হালসীবাগান দুর্ঘটনায় আহত এখনও প্রায় ১৬ জন আছে। উহাদের কাহারও কাহারও অবস্থা গুরুতর।

বিনামূল্যে চাউল বিতরণ

ঢাকায় চাউলের বড়ই অভাব দেখা দিয়াছে। বাজারে মোটা চাউলের আমদানী একেবারেই না থাকাতে অল্প আয়ের লোকদের জীবনযাপন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার ঔষধালয়ের শ্রমিকবৃন্দকে বিনামূল্যে একমাসের উপযোগী চাউল বিতরণ করিয়াছেন। তাহার যেন স্থির করিয়াছেন যে, বাজারের অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি এইরূপ বিনামূল্যে চাউল বিতরণ করিতে থাকিবেন

জলমগ্ন হইয়া কনষ্টেবলের মৃত্যু

শুক্রবার সকালে মাণিকতলা পুলিশ ব্যারাকের সংলগ্ন একটী পুষ্করিণীতে সাঁতার দিবার সময় ব্যারাকের একজন কনষ্টেবল হঠাৎ ডুবিয়া যায়। সংবাদ পাইয়া মাণিকতলা পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ও বহুক্ষণ যাবৎ পুকুরে লোকটীর খোঁজ করে। বিকালে তাহার মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করা হয়। পুলিশ তদন্ত চালিতেছে।

আমেরিকান তাবালা কামান ইঞ্জিন

গত বৎসর ৮ই নবেম্বর কলিকাতা টাউন হলে আমেরিকান তাবালা অনুষ্ঠিত হয়। এই তাবালালব্ধ টাকা দুইখানি আমেরিকান কামান ইঞ্জিন ক্রয় করার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। সম্প্রতি ইঞ্জিন দুইখানি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ১৫ই নবেম্বর রবিবার বেলা ১০টার সময় কাম্পো হোটেলের বিপরীতদিকে ময়দানে একটী বিশেষ প্যারেডে আমেরিকান উইমেন্স ক্লাবের পক্ষ হইতে উক্ত ইঞ্জিন দুইটী বাঙ্গলার গবর্ণরের নিকট অর্পিত হয়। তিনি কলিকাতার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে এই উপহার গ্রহণ করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌয়ের ব্যাঙ্কে দিনে ডাকাতি

গত ১২ই নবেম্বর সকালে সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত স্থানীয় এক ব্যাঙ্কে দুঃসাহসিক ডাকাতির ফলে ব্যাঙ্কের সহস্রাধিক টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

প্রকাশ, পাঁচজন লোক রিভলবার ও ছোরা লইয়া ব্যাঙ্কের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং রিভলবার দেখাইয়া ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদের হাত বাঁধিয়া ফেলে। তাহার পর তাহারা সিন্দুকে অবস্থিত নগদ এক হাজারের অধিক টাকা লইয়া প্রস্থান করে।

পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

ঢাকা সহরে চাউল লুঠ

প্রকাশ গত মঙ্গলবার দিন ঢাকা সহরের বাবাজলীতে ছয় বস্তা চাউল লুন্ঠিত হইয়াছে। প্রকাশ বহুসংখ্যক লোক একটী দোকানের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। ঐ দোকানে সিভিক গার্ডদিগের সহায়তায় অপরাহ্ণে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল বিক্রয় করা হইতেছিল। জনৈক ভদ্রলোক কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ৬ বস্তা চাউল গরুর গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাইবার সময় বাহিরে প্রতীক্ষমাণ জনতা বলপূর্ব্বক বস্তা খুলিয়া চাউল লুঠ করিয়া লইয়া যায়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণদের মুক্তি, পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় আট ঘণ্টার মধ্যে জ্বর আরাম। প্লীহা, লিভার-সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার মাথার ঘাম পায়ে পড়ে কি না। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভাষ্য-শ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতি, শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিস্তারিত-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ২৮ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৫ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২১শে নভেম্বর, ইং ১৯৪২, শনিবার { ২০১-২০২ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ দামোদর, অন্নদ বীরোৎসাহী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীগুরুদাস

—॥(৩)॥—

শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদিতাত্ম, গুরুপাদপদ্মের নিষ্কিঞ্চন সেবকই প্রকৃত গুরুদাস। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সহজ, সরল, স্বাভাবিক টান, আপনজ্ঞান বা প্রীতিই তাঁহার জীবাতু, শ্রীগুরুপাদপদ্মের তুষ্টিসাধনই তাঁহার অবলম্বন, অকিঞ্চনতাই তাঁহার সম্বল। তিনি জানেন, শ্রীগুরুপাদপদ্ম সকল আশ্রয়ের আকর—আশ্রয়বিগ্রহ, আর তিনি নিজে আশ্রিত। জগতের সমস্ত জীবসত্তার একমাত্র মালিক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সকলের যোগ্যতা গ্রহণ করিবার একচেটিয়া অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে। অকিঞ্চন গুরুদাসের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি নিজের সমস্ত ব্যাপার ও নিজের সুখ অবস্থার মধ্যে একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই কৃপাশক্তির অনুকূলতা লক্ষ্য করেন। গুরুদাস শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য-কৃপাপ্রার্থী। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অনুসন্ধান করেন না। জগতের মহাবিপদের মধ্যেও তিনি অটল-অচল; কারণ, তিনি জানেন, যাবতীয় ভয় যাঁহাকে ভয় করে, সেই কৃষ্ণ তাঁহার নিজাভিন্নপ্রভুর প্রেমবশীভূত। তজ্জন্য তিনি নিজের কাহারও নিকট অন্যের ত্রাণের আশঙ্কা করেন না।

গুরুদাস শ্রীগুরুপাদপদ্মের ব্যক্তিত্বে নিত্য স্বাভাবিক প্রীতিবিশিষ্ট। প্রভুর পাদপদ্মে তাঁহার প্রীতি অহৈতুকী, প্রভুর দিকে তাঁহার গতি অপ্রতিহতা, প্রভুর প্রতি তাঁহার রতি অচলা অটলা। গুরুদাস জানেন—শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাসাভিমান তাঁহার সত্তা; ইহা কষ্টকল্পনা বা চেষ্টাকৃত ব্যাপার নহে। প্রভুর পাদপদ্মে তাঁহার সম্বন্ধ নিত্য, তাহা নূতন করিয়া স্থাপন করিবার বিষয় নহে। গুরুদাসাভিমানে তাঁহার স্বরূপ।

গুরুদাস কখনও উপস্থিত কোন সমস্যার প্রতি উদাসীন, অন্যমনস্ক থাকেন না বা ভবিষ্যতে সন্দেহযুক্ত অবস্থায় থাকেন না, আবার তিনি আলোছায়ার মত ব্যাপারেও অভিনিবিষ্ট হন না। সমুপস্থিত সমস্যার সহজ-সরল মীমাংসা বা স্থগিতাও তাঁহার অকপট নির্ম্মল হৃদয়ে স্বতঃই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়। সমাগত কোন সমস্যার মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য তাঁহাকে বৃথা 'হয়-নয়'-এ উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। আবার তিনি ভবিষ্যতে আধ্যক্ষিক কল্পনাপ্রসূত কোন ভ্রান্ত বিচারও পোষণ করেন না।

গুরুদাস সর্ব্বদা নিরপেক্ষ। তিনি কখনও জগতের অনুমোদন বা অননুমোদনের প্রতি অপেক্ষাযুক্ত হইয়া গুরুভক্তি হইতে বিচ্যুত হন না বা বিপ্রভক্তিকে আশ্রয় করেন না। তিনি জগতের নিন্দা-প্রশংসা—উভয়েরই প্রতিই নিরপেক্ষ। তিনি নিজের সুখ-সুবিধাতেও সর্ব্বদা নিরপেক্ষ। জগতের নিন্দা-প্রশংসাদ্বারা তাঁহার সেবোৎসাহ কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত বা বর্দ্ধিত হয় না। তাঁহার সেবোৎসাহ স্বাভাবিকভাবে নিত্যনব-নবায়মান।

গুরুদাস জানেন,—তাঁহার প্রভুর সেবায় তাঁহার 'নিজবংশ'-গত বা পারমার্থিক জন্মগত অধিকার আছে এবং এই প্রকারে তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার জনগণের কৃপায় নিত্য সংরক্ষিত। জগৎ তাঁহাকে সেই অধিকার হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। তাঁহার নিজ যোগ্যতা বা অযোগ্যতা কোনটীই তাঁহার সেই নিত্য অধিকারের বাধা হয় না। তজ্জন্য তিনি নিজেকে কপটভাবে অযোগ্য জ্ঞান করিয়া প্রভুর সেবায় উদাসীন বা নিরপেক্ষও হন না অথবা নিজেকে যোগ্য-জ্ঞান করিয়া দাম্ভিকতাও পোষণ করেন না।

গুরুদাস জানেন,—তাঁহার প্রভু কৃপার সারমূর্ত্তি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাবিতরণে কৃপণতা করেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ সেবককে কৃপা করিবার জন্য কাতর। তাঁহার সমস্ত আচরণই সেবকের প্রতি কৃপাশীর্ব্বাদ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অত্যন্ত স্নেহশীল। তিনি সেবকের প্রতি মনোবাসনাচ্ছেদনকারী কঠোর বাক্যবাণই প্রয়োগ করুন অথবা সস্নেহ প্রীতি-সম্ভাষণই করুন, সেবকের স্বল্প বা বেশী অপরাধের জন্য কঠিন দণ্ডই দিন অথবা ক্ষমাই করুন—সবই তাঁহার সেবকের প্রতি স্নেহ-কৃপার বিভিন্ন প্রকারভেদমাত্র। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সমস্ত আচরণই গুরুদাসের উল্লাসপ্রদ। প্রভুর স্বতন্ত্র আচরণ দেখিলে সেবকের অধিকতর উল্লাসই হয়।

শ্রীগুরুদাস সুরূপ। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়স্বরূপ, হরিস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ শ্রীকৃপাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপারশ্মি-দ্বারা তাঁহার অন্তর্নিহিত উদ্ভাসিত। সেখানে কুভাগ্য বা দুর্দ্দৈবরূপ হাবাপোত বা অন্ধকারলেশ নাই। গুরুদাস জানেন—তিনি শ্রীরূপের নিত্য আশ্রিত, অজ্ঞানান্ধকারস্বরূপ মায়ার কুরূপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে যোগ্য নহে।

গুরুদাস জানেন—সকলই তাঁহার প্রভুর বৈভব। জগতের কোন বস্তু বা ব্যক্তি তাঁহার উপেক্ষণীয় বা ভোগ্য নহে। গুরুদাস সকলের মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধ সম্বন্ধযুক্ত। তিনি জানেন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম সকলের প্রতিই কৃপালু। সকলেই স্বরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবক। তজ্জন্য তিনি সকলের নিকটই প্রভুপাদপদ্মে নিষ্ঠা প্রার্থনা করেন। সকলের চরণেই তিনি কাতর নিবেদন জ্ঞাপন করেন,—

> সে আমার প্রভু, আমি জন্ম-জন্ম দাস।
> সবার চরণে মোর এই অভিলাষ॥

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের অবতরণ

(শ্রীপাদ উদ্ধবনীলমণিদাস ভক্তিশাস্ত্রী)

কৃষ্ণভক্তিপ্রার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করা একান্ত আবশ্যক। এই অনন্য বিধি শিক্ষা-দিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শিক্ষাভিমানে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের অভিনয় করিলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল হইয়া কাহাকেও না বলিয়া বাড়ী হইতে মথুরার 'কৃষ্ণ' নাম করিয়া গমনে উদ্যত হইলে আকাশ-বাণীতে শুনিতে পাইলেন—তখনও তাঁহার মথুরায় অন্তর্ধান করিবার কাল উপস্থিত হয় নাই, নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রেমভক্তি বিতরণকার্য্য আবশ্যক। তদনুসারে শ্রীগৌরসুন্দর মথুরা যাত্রা স্থগিত রাখিয়া গয়া হইতে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সমস্ত নবদ্বীপবাসী উল্লাসের সহিত শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। শ্রীগৌর-

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

সকল ভক্তের সহিত মহিমার সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তর্ধানে ব্যস্ত হইয়া সকলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। ভাগ্যবতী শচীদেবী পরমানন্দে পূর্ণ হইলেন। প্রভুর দর্শনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দুঃখ দূর হইল।

যথাযোগ্য সম্ভাষণপূর্ব্বক সকলকে বিদায় প্রদান করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ছই-চারিজন বৈষ্ণবের নিকট রহঃকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন— তিনি গয়াধামে পাদপদ্মের সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, [illegible] পারেন। শ্রীপাদপদ্ম তীর্থের নাম উচ্চারণমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের কমলনয়ন হইতে অবিরত বারি নির্গত হইতে লাগিল। [illegible] অধীর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব [illegible] দর্শন শ্রীমান্ পণ্ডিতাদি ভক্তগণ [illegible] হইলেন; কারণ, ইতঃপূর্ব্বে তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের আবেশে কৃষ্ণকথার কোন কোন [illegible] দর্শন করেন নাই। [illegible] বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া [illegible] শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে মিলিত [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] বিদায় [illegible]।

অতঃপর শ্রীগৌর এক অদ্ভুত প্রেমের [illegible] প্রকাশ করিতে লাগিলেন। [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] করিলেন। [illegible] "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া [illegible] ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। [illegible]

[illegible]

হইল, তাহা ভাষায় বর্ণন করা দুঃসাধ্য। সকলে ভক্ত 'হরি' বলিয়া মহাধ্বনি করিলেন।

যথা সময়ে শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীসদাশিব, শ্রীমুরারি ও অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে সমবেত হইলেন। শ্রীগদাধরও শ্রীমহাপ্রভু কি বলেন শুনিবার জন্য শ্রীশুক্লাম্বরের গৃহমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তথায় উপস্থিত হইলে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ভক্তগণকে দর্শনমাত্র প্রভুর ভিতরের ভাগবতের শ্লোকসমূহ স্মৃতি করিতে লাগিল। "হায়! আমি কৃষ্ণকে পাইয়াছিলাম, কিন্তু এখন তিনি আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলাইয়া গেলেন?"—এরূপ বলিতে বলিতে প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বলপূর্ব্বক গৃহস্তম্ভকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গেল ও প্রভু প্রেমাবেশে ঢলিয়া পড়িলেন। ভক্তগণ প্রেমাবেশে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। গৃহমধ্যে শ্রীগদাধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ মহাপ্রভু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণও ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর অত্যন্ত [illegible] হইয়া পুনঃ পুনঃ [illegible] প্রেমাবেশে বাহ্য [illegible] অনুসন্ধান করেন নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীগৌরসুন্দর স্থির হইয়া বসিলেন। [illegible] আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। শ্রীগদাধরকে প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বিস্ময়ের তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিবস এইভাবে প্রেমসুখে অতিবাহিত হইল। প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমবিকার দর্শনে বৈষ্ণবগণ অতীব বিস্মিত হইলেন। [illegible]

[illegible]

গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দর যে-সকল প্রেমভক্তির ক্রিয়ামুদ্রা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। জগতের বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রতি যে বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিতেছিল, তাহাতে মনোযোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজনই যেন তিনি অনুভব করিতেছিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দর এরূপ ভাবপ্রকাশ করিতেছিলেন, যেন কৃষ্ণান্বেষণ তাঁহারই সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। এই কৃষ্ণান্বেষণ-প্রবৃত্তি প্রবর্দ্ধমান গতিতে তাঁহার সমগ্র চিত্ত এরূপ তীব্র ও ব্যাপকভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, তথায় অন্য কোনপ্রকার চিন্তার অবস্থিতি সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র জগতের সকল ব্যক্তিকে কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত করাইতে পারিলে তাঁহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ হইবে—এরূপ ভাব শ্রীগৌরসুন্দর প্রকাশ করিতেছিলেন না। জগতের চিত্তবৃত্তি শোধন করার জন্য ব্যস্ত না হইয়া তাঁহার নিজের কিরূপে কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি হইবে—এই চিন্তাতেই তিনি বিভোর

[illegible] পর্য্যালোচনায় এরূপ তীব্রভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তর্ভাব বিষয় হইয়াছিল যে, অন্য কাহারও প্রতি তাঁহার কোন কর্ত্তব্য আছে—এরূপ ধারণা তাঁহার চিত্ত হইতে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দর কেবল বলিতেছেন, "নন্দগোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? তাঁহাকে আনয়ন করিয়া তোমরা আমার দুঃখ নিবৃত্ত কর"।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার কি পরিমাণ প্রীতি আছে, তাহা কীর্ত্তনের দ্বারা প্রকাশপূর্ব্বক গৌরব-সুখ অনুভব করিবার প্রবৃত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের ছিল না। কৃষ্ণপ্রেমের অভাব যথার্থরূপে অনুভব করাই তাঁহার কৃষ্ণসংকীর্ত্তন। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন তাঁহার শান্তি ও [illegible] কারণ না হইয়া কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত [illegible] অসহনীয় [illegible] উদ্দীপক হইয়াছিল। কৃষ্ণ-বিরহজনিত তীব্র দুঃখে [illegible] ক্ষণে ক্ষণে [illegible] হইতেছিল।

শ্রীগৌরসুন্দরের এরূপ প্রেমের বিকার দর্শনে বৈষ্ণবগণ [illegible] ও চমৎকৃত হইয়া [illegible]। [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] তাঁহারা [illegible] নাই, [illegible] কিয়াবুঝিতে পারিতেছেন না।

[illegible] কৃপা [illegible]

কৃষ্ণোন্মুখতাদ্বারা তাঁহাদিগকে বিশোধিত করিবার জন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ প্রার্থনা করিতেছিলেন। ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কারুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দররূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মনোহভীষ্ট-প্রপূরণের নিমিত্তই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। অদ্বিতীয় ইচ্ছাময় সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারেই নিরীশ্বরমতবাদপরায়ণ ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোহভীষ্টপূর্ত্তির বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই তাহাদের এইপ্রকার দৌরাত্ম্যের অবসান করিয়া দিতে পারেন। কৃষ্ণভক্তির উপদেশ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণভজনরূপ মায়াপীড়ামোচনের একমাত্র অব্যর্থ উপায় তাহারা স্বেচ্ছায় অবলম্বন করুক, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়। দুর্দ্দমনীয় বজ্রের ন্যায় কঠিন হৃদয়েও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময়ী সেবাবৃত্তির কণিকা লাভের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠার উদয়ের সম্ভাবনা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিগ্রহের কৃষ্ণান্বেষণচেষ্টাময় স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া সফল করিতে পারেন। বিমুখ জনগণের বিরোধাচরণ-প্রবৃত্তিকেও শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয় ভক্তগণের প্রেমবৃদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য শ্রীকৃষ্ণসেবার অসমোর্দ্ধ শ্রেষ্ঠতা শ্রীকৃষ্ণ অপ্রতিহতরূপে প্রমাণিত করিতে পারেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়প্রীতিবিশিষ্ট এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণসেবার চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার চিন্তা চিত্তে স্থান প্রদান করেন না, তিনিই একমাত্র নিজের ও সর্ব্বজীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাশ্বত কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ। কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তিগণের ভবব্যাধি সংশোধনের অমনোযোগিতার হেতু এই নহে যে, তাহাদের ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য। তাহাদিগকে সংশোধন করিবার শক্তি তখনই সম্পূর্ণরূপে উদ্বোধিত হইবে, যখন নিজের কৃষ্ণপ্রীতির সম্পূর্ণ অভাব যথার্থরূপে প্রতীতির বিষয় হইবে। "আমার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রীতির লেশমাত্রও গন্ধ নাই"—এই বাক্যের অবিসংবাদিত বাস্তব অনুভূতিই যে কৃষ্ণপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা, ইহা সৌভাগ্যবান্ জীবগণকে জানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মহাবদান্য সর্ব্বকারণকারণ সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিতরূপ প্রকট করিয়াছেন।

অনন্তপ্রকার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যময় শ্রীকৃষ্ণসেবার মূল কারণ বা উৎস শ্রীকৃষ্ণই। সেবকগণ স্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন। ঐকান্তিকী কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র বাস্তবরূপেই [illegible]। পরমগুরুর সেবাস্বরূপের কথা শাস্ত্র প্রকাশ্যভাবে বলেন নাই। সর্ব্বশাস্ত্র পরমতত্ত্বের সেবাস্বরূপের কথাই বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই [illegible] একমাত্র প্রভু ও একমাত্র অপ্রতিহত সেব্যতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের সেবাস্বরূপের আদর্শ শ্রীরাধা অন্য সর্ব্বপ্রকার

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

সেবকগণকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজিত আছেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবকস্বরূপ তাঁহারই সেব্যস্বরূপ হইতেও স্বাভাবিক চমৎকারিতা-সম্পন্ন। সেব্যস্বরূপে সেবা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ অনুভব করেন, তদপেক্ষা অধিক আনন্দ তিনি সেবকস্বরূপে নিজের সেবা করিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিপ্রলম্ভরসময় ঔদার্য্যস্বরূপে এই সেবানন্দ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অনুগতজনগণকে প্রদান করিয়া থাকেন। শাস্ত্রসমূহ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সেব্যস্বরূপে সীমাবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার তত্ত্ব পক্ষপাতিত্ব করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ সেব্যরূপে যে আনন্দ অনুভব করেন, তদপেক্ষা অধিক আনন্দ তদীয় সেবক তাঁহার সেবা করিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। সর্ব্বশাস্ত্রের এই যথার্থ মর্ম্ম বিশ্বাসশূন্য বিবেকাভাসযুক্ত জীবগণই স্বাধীনভাবে [illegible] উপর প্রভুত্বকামনারূপ দুর্ব্বাসনাদ্বারা সুখী হইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের এই [illegible] সত্যবস্তুতে পরিণত হইতে দেন না। জীব কস্মিন্‌কালেও প্রভু হইতে পারে না, কারণ বস্তুতঃ একজনই মাত্র প্রকৃত প্রভু থাকা। তিনি পরমেশ্বর, সর্ব্বকারণ-কারণ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের সেবকস্বরূপই কৃষ্ণসেবাসম্বন্ধে সকল সেবকগণের একমাত্র আদর্শ। সৌভাগ্যবান্ জীবগণকে এই রসের সন্ধান প্রদান করাই শ্রীকৃষ্ণের সেবাবিগ্রহের ঔদার্য্য। প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিবার অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বাসনাযুক্ত জীবগণ যাহাতে শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে না পারে, এই জন্য পূর্ব্বোক্ত রহস্য শাস্ত্রে প্রকাশ্যভাবে উক্ত হয় নাই।

একমাত্র অদ্বিতীয় প্রভুতে যদি সকলের সকলপ্রকার সেবা গ্রহণ করিবার একচেটিয়া অধিকারের সর্ব্বাংশ সংরক্ষিত না থাকিত, তবে সেবার সমগ্রতা ও যথার্থতার অস্তিত্ব [illegible] পর্য্যবসিত হইত। বহু সর্ব্বেশ্বরের বর্ত্তমানতা সম্ভব হইলে, যথার্থ সেবা-[illegible] অস্তিত্ব লুপ্ত হইত। একজন সর্ব্বেশ্বর প্রভুর নিত্য বর্ত্তমানতাই যেমন যথার্থ সেবার সমগ্রতা সংরক্ষিত হওয়ার [illegible] একান্ত প্রয়োজন, [illegible] নানাপ্রকার বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্যযুক্ত অনন্তকোটি সেবকের মধ্যে সহিত ও ঐকতানতা-[illegible] জন্য সর্ব্বপ্রকার সেবার পরিপূর্ণ [illegible]স্বরূপ একজন সেবক ভগবানের নিত্য বর্ত্তমানতা প্রয়োজন। এই সেবক-ভগবানই অনন্তকোটি সেবকের সেবাবৃত্তির পরিচালক [illegible]। এই সেবক-ভগবান্ সকলের [illegible] আত্মসাৎকারী প্রভু নহেন, পরন্তু একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর প্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক-[illegible] সকল সেবকের সেবাবৃত্তি আনুগত্য [illegible] শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার অধ্যক্ষ [illegible]। এইরূপ ব্যবস্থাদ্বারাই সেবারাজ্যের সুশৃঙ্খলতা ও ঐকতানতা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা হইতে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, যথার্থ সরলভাবে সেবাপ্রার্থী জীবগণকে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ভাগবতধর্ম্ম অনুষ্ঠানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল। কোন জীব যদি মনে করেন যে, নিজ ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধই বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া তিনি নিজের সৌভাগ্য লাভ করিতে সক্ষম, তাহা হইলে তাঁহার নিজের উপর কল্পিত প্রভুত্ব পরিচালনায় বাধা দেওয়া হয় না, আবার বাস্তব প্রভুত্বে একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই কেন অধিকার থাকিবে, জীবের কেন প্রভুত্ব করিবার অধিকার থাকিবে না, এইরূপ অভিযোগ উত্থাপন করিয়া কোন জীব যদি প্রতিকারপ্রার্থী হয়, তবে তাহাকে তাহার ইচ্ছানুসারে [illegible] বরণ করিবার পথে বাধা প্রদান করা হয় না। অনুগত নিজের স্বভাবকে ঘৃণা করিয়া, নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নিত্য চৈতন্য হইতে চাহিলে তখন তাহার বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তিস্বরূপ [illegible] সুব্যবস্থাই ভগবদ্বিধান।

শুদ্ধসেবাবৃত্তি কখনও নিজ পৃথগ্‌-ব্যক্তিত্বের লোপ কামনা করেন না। একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর প্রভু ও তাঁহার অনন্তকোটি সেবকের সেবাই শুদ্ধসেবাবৃত্তির একমাত্র কাম্য। এই উদ্দেশ্যেই শুদ্ধসেবাবৃত্তি কখনও নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের এবং স্বীয় স্বরূপের বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্যের লোপ-কামনা করে না, পরন্তু উহাদের নিত্যাস্তিত্ব-সংরক্ষণের সদুপায় সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে।

বিভিন্ন রুচিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের উপযোগিতা ভগবদ্বিধানেরই অন্তর্গত। নিজ প্রয়োজনীয় চরমগতি নির্ণয় করিয়া অবলম্বন করার দায়িত্ব প্রত্যেক জীবেরই আছে। কোন জীব যদি উপর্য্যুক্ত কোন পন্থা নিজ ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে বরণ করিয়া লয়, তাহাতে তাহার নিজ অধিকার লঙ্ঘন করা হয় না, কিন্তু স্বীয় স্বেচ্ছাচারিতার উচিত ফলপ্রাপ্তির কালে ভগবদ্বিধানের উপর দোষারোপ করা তাহার পক্ষে অতীব অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অসদ্ব্যবহারজনিত উপযুক্ত ফলপ্রাপ্তি ভগবানের অভিপ্রেত বা অনুমোদিত নহে। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে [illegible] সোপাধিতা [illegible] পরমেশ্বরের বিধানেরই অন্তর্গত, তাহা স্বেচ্ছাময় স্বরাট্‌-পুরুষোত্তমের সর্ব্বনিয়ামকত্বে বাধা দিতে পারে না অথবা সেই নিয়ামকত্বের কোনপ্রকার লাঘবের কারণ হইতে পারে না।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই নিজ নিজ শুদ্ধভক্তগণের প্রেমসেবা নিত্যকাল করিয়া থাকেন। স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের অদ্বিতীয় [illegible] ইহাই প্রকৃত ও যথার্থ [illegible]। অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের যুগলরূপ নিত্য বর্ত্তমান। অর্থাৎ পরমতত্ত্বই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে অপ্রাকৃত, কেবলা, ঐকান্তিকী ও অবিমিশ্রা প্রেমের একমাত্র পরিপূর্ণ আশ্রয় ও পরিপূর্ণ বিষয়। শ্রীগৌরসুন্দরস্বরূপে আশ্রয়-স্বরূপের ভাবকান্তিদ্বারা বিষয়স্বরূপ সম্পূর্ণ আবৃত ও লুক্কায়িত। শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং নিজ সেবকস্বরূপের প্রেমরস আস্বাদনকারী তাহা ভক্তগণও জানিতে পারেন না, যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের নিকট তাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরস্বরূপ প্রকাশ না করেন।

অনুগত জীব যে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহচর ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যে তাহার [illegible] সম্বন্ধ নিত্য, ইহা জগতে অবিদিত ছিল। শ্রীগৌরসুন্দর কৃপাপূর্ব্বক এই সম্বন্ধজ্ঞান জগতে বিতরণ করিয়াছেন। [illegible] স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের প্রেমসুধা নিজে আস্বাদন করেন, তাঁহার দিব্য [illegible] বিশদভাবে বর্ণিত হয় নাই। শ্রী[illegible] আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপ (অর্থাৎ যে স্বরূপে [illegible] নিত্যকাল কৃষ্ণপ্রেমানন্দলীলাপ্রবাহ [illegible]) যে তাঁহার বিষয়বিগ্রহস্বরূপ (অর্থাৎ যে স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রেমসেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন) হইতে শ্রেয়স্কর, [illegible] কোন শাস্ত্রই দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সহিত বলেন নাই। কোন শাস্ত্রই শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহস্বরূপের নাম রূপ গুণ লীলা জগজ্জীবকে বিজ্ঞাপিত করেন নাই।

অনুগত জীবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলার [illegible], বিশেষতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সমপর্য্যায়ে বিবেচনা করার [illegible] কোন প্রকারেই স্বীকার্য্য নহে। [illegible] প্রভুবাদের দুরাশা পোষণ করিয়া কিন্তু তাহার এক কাল্পনিক [illegible] সার্ব্বিক পরিপূর্ত্তি [illegible] করে। জীব [illegible] অনন্তকোটি প্রভুর বর্ত্তমানতা [illegible] 'অহং-প্রভু' [illegible]। কোন প্রভুর অস্তিত্ব স্বীকৃত [illegible] কেবলমাত্র যথার্থ অদ্বিতীয় একমাত্র প্রভুরই স্বীকৃত হইয়া থাকে। [illegible] জীবের কাল্পনিক [illegible] চেষ্টায় জীবস্বরূপের স্বাভাবিকত্ব [illegible] ব্যক্তিত্বই [illegible] হয়। কোন [illegible] জীব যখন প্রভুত্বকামনাকে নিজের [illegible] জানিতে পারিয়া [illegible] স্বাভাবিকভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে [illegible] তাহাকে সেই সুযোগ দেওয়া [illegible] কোটি [illegible] নিজ-[illegible] [illegible] কেহই [illegible] নাই।

যখন জীব শ্রীগৌর[illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] স্বরূপে [illegible] হইবার [illegible]

হয়, তখন আর [illegible] নিজ [illegible] আস্বাদন করিবার [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর [illegible]

[illegible] সেবকস্বরূপ [illegible] আত্ম[illegible] বর্ত্তমানতা নিত্য। পরমেশ্বরের বিষয়বিগ্রহস্বরূপ ও আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপ [illegible] প্রভু ও [illegible] সেবা বিধান করে।

নিত্য জীব স্বভাবতঃ প্রভু নহে। [illegible]

কৃষ্ণভক্তির উপদেশগ্রহণের প্রতি লোকের বিতৃষ্ণাদর্শনে বৈষ্ণবগণ আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। পার্ষদগণের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-শ্রবণে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিলেন ও ক্রমে সকল বৈষ্ণবগণের বক্ষ গোচর করাইবেন বলিয়া আশ্বাস দান করিতেছিলেন। শাস্ত্রীয় বৈধী ভক্তির উপদেশই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রমুখ বৈষ্ণবগণ বিশেষ নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেছেন ও প্রচার করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পুণ্যময় ও শোভময়। বিবেকবান্ জীবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণভজন না করা অকৃতজ্ঞতা ও মূর্খতার চরম পরাকাষ্ঠা। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ বিদ্যাবিলাসলীলা-প্রদর্শনকারী শ্রীনিমাই পণ্ডিতকে শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া জীবন সার্থক করিবার উপদেশ দিতেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণকমলে নিষ্ঠা-দর্শনে ও তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণভক্তির উপদেশ-শ্রবণে সন্তোষ অনুভব করিলেও শাস্ত্রবিধিক বৈধী ভক্তির অনুসরণ বাস্তবিক তাঁহার নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না,—ইহা বুঝিতেছিলেন। বৈধী ভক্তির যাজনদ্বারা শাস্ত্রবিধিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আন্তরিক প্রীতি সম্বন্ধ হয় না। বিধিদ্বারা উদ্বেলিত ভক্তি অনুচিন্তনের স্পর্শ ও বোধ লাভ নহে। শ্রীকৃষ্ণকে বহুপূর্বিত বিবেচনায় গৌরব-সম্ভ্রমের সহিত ভয়ে ভয়ে অন্তরে প্রীতি-জ্ঞাপন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আশা মিটিতেছিল না। শ্রীগৌরসুন্দর দেখিতে পাইলেন—বৈধমার্গে সম্ভ্রমের সহিত ভয়ে ভয়ে যে সেবা, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণসেবার পূর্ণতা আহৃত হয় না। ঐশ্বর্যভাবের দ্বারা শিথিলীকৃত প্রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয় না। পণ্ডিত স্বর্গের জন্য পতিসেবা না হইয়া যদি কর্তব্যপালনের জন্য পতিসেবা হয়, তবে তাহাতে শাস্ত্রীয় বিধির ব্যতিক্রম দৃষ্ট না হইলেও উহাকে প্রকৃত পতিসেবা বলা যাইবে না। শ্রীগৌরসুন্দর কর্তব্যের শাসনে শাস্ত্রনির্দিষ্ট বৈধমার্গে সম্ভ্রমের সহিত ভয়ে ভয়ে শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে উৎসাহ অনুভব করেন নাই।

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীগৌরসুন্দরের মহাভাবময় অদ্ভুতপূর্ব প্রেমবিকার-দর্শনে ভক্তগণ বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়াছিলেন। উপস্থিত বৈষ্ণবগণও অশ্রু, কম্প ইত্যাদি সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ করিতেছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার হৃদয়ের গভীর দুঃখ বৈষ্ণবগণের নিকট নিবেদন করিলেন। কৃষ্ণবিরহে এতাদৃশ উৎকট বেদনা বৈষ্ণবগণেরও অনুভূত হয় নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয়ের কৃষ্ণবিরহদুঃখ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত হওয়ায় তাঁহাদিগকেও বিরহ-ব্যাকুল করিয়া তুলিল, তাঁহারাও 'কৃষ্ণ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর জাগতিক কোন ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সুখের জন্যই কৃষ্ণানুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তার যাথার্থ্য তাঁহার হৃদয়ে পরিস্ফুট হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দর উৎকট শ্রীকৃষ্ণবিরহদুঃখের পারাবারশূন্য অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। জাগতিক কোন কথা বা কার্য্যে মন দেওয়া আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

শ্রীগৌরসুন্দর দেখিলেন—এজগতে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন অসম্ভব। একমাত্র কৃষ্ণবিরহে সাধনা করিবার স্থান কোন পতিবিরহকাতরা মহিলা যদি নিজেকে এমন স্থানে অবস্থিত দেখেন, যেখানে সকলেরই একমাত্র কার্য্য তাঁহার পতিকে ঘৃণা, নিন্দা ও বিনাশ করিতে চেষ্টা করা, তখন তাঁহার যেরূপ অবস্থা হয়, শ্রীগৌরসুন্দরের অবস্থার তাহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ জগতের পতিবিরহ-দুঃখের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণবিরহদুঃখের তুলনা হইতে পারে না।

নিজ অভীষ্টদর্শন-কামনারূপ উৎকট ব্যাধির প্রাবল্যে মস্তিষ্কের বিকারই জাগতিক মানবগণের পতিবিরহদুঃখ অনুভব করিবার হেতু। বিরহের অবসানে পতিসঙ্গ মিলনে তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণপিপাসার তীব্রতাই বৃদ্ধি হয়। এই জাগতিক কাম, যাহা প্রীতির মত দেখা যায়, তাহা জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়দেহমনের প্রতি অন্য জড়দেহমনের আধ্যাধিক্যের। এই প্রাকৃতকামের অধ্যাধিক্যতায় চেতনের প্রীতিরূপ ধর্মের বিলোপ সমূহরূপে সাধিত হয়। জড়দেহমনের সংযোগবিয়োগের দ্বারা জীবাত্মা কখনও প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে না। এই জগতের সুখদুঃখ জড়-দেহমন-সম্বন্ধীয়। জাগতিক পতিবিরহদুঃখ বা পত্নীবিরহদুঃখ সাংঘাতিক ব্যাধি হইলেও, উহার সহিত জীবাত্মার কোনও সম্বন্ধ নাই।

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণ বিরহদুঃখকাতরতার নিজেন্দ্রিয়তর্পণলালসার লেশমাত্র গন্ধের সম্বন্ধ ছিল না এবং তাহা সন্তৈবোপাধির জড়-বিষয়বিরাগের সহিতও কোনপ্রকারে তুলিত হইতে পারে না। অভীষ্টদর্শন-কামনা ও জড়বিষয়বৈরাগ্যের মূল কারণ বা উৎস জড়দেহমন।

যাঁহার সার্বকালিক সেবাতে নিযুক্ত থাকাতেই দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়গণের বর্তমানতার প্রকৃত সার্থকতা, সেই শ্রীকৃষ্ণের কোনপ্রকার সেবা করিতে না পারাই শ্রীগৌরসুন্দরের গভীর ও উৎকট দুঃখের কারণ। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র নিত্য শ্রীকৃষ্ণের দর্শন এ জগতে শ্রীগৌরসুন্দর পাইতেছিলেন না। জাগতিক সুখের জন্য কোন কার্য্য করা বা না করার প্রয়োজনীয়তা শ্রীগৌরসুন্দরের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। যে কথায়, যে কার্য্যে ও যে চিন্তায় শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয় না, সে সমস্ত কথা, কার্য্য ও চিন্তার মূল্যহীনতা, অসারতা ও অলীকতা সুনিশ্চয়তার সহিত শ্রীগৌরসুন্দর বুঝিতে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সেবা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভে সৌভাগ্যবিশিষ্ট হন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনপ্রাপ্তির অভাব শ্রীকৃষ্ণসেবা অথবা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের অযোগ্যতাই সূচনা করে।

অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দের বর্তমানতার একমাত্র প্রকৃত সার্থকতা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-প্রাপ্তি অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ। ইহাতে যাঁহার অবিসংবাদিত বিশ্বাস হইয়াছে, তিনি কি তাঁহার কায়মনোবাক্য, ইচ্ছাশক্তি-জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি, সমস্ত শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে অনুক্ষণ নিযুক্ত করিবেন না? যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনপ্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণ তিনি নিশ্চিন্ততা লাভ করিতে পারিবেন কি? যদি কেহ বাস্তব সরলতা ও আন্তরিকতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখা দিবেন না কি?

শ্রীগৌরসুন্দর এক নিমেষের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন। যিনি সত্য সত্য শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রার্থী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এ জীবনে একবার দর্শন দেন। এজগৎ কৃষ্ণসেবার স্থান নহে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকে দর্শন দিয়া কৃপা করিবার জন্য অবতরণ করেন? যিনি একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছেন, তিনি জাগতিক সর্বপ্রকার কর্তব্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। তিনি নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়াছেন যে, জাগতিক কথা, কার্য্য ও চিন্তা তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া তাঁহার সর্বনাশ সাধন করিবে। এজগতে কৃষ্ণদর্শনের সম্ভাবনা না থাকিলেও কায়মনোবাক্যের সমস্ত চেষ্টা কৃষ্ণান্বেষণেই নিযুক্ত রাখিতে হইবে।

সকল শুদ্ধ আত্মার নিত্যকাল একমাত্র অন্বেষণের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। এই কৃষ্ণান্বেষণবৃত্তি কখনও নিবৃত্তি বা বিরাম লাভ করে না; প্রতি নিমেষে এই কৃষ্ণান্বেষণবৃত্তির বেগ অত্যন্ত তীব্রতার সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলা কথা শ্রবণের জন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল পিপাসাই কৃষ্ণান্বেষণ। শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-বিগ্রহরূপের প্রকটন দ্বারা তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলার কথাশ্রবণের সুযোগ দেন। কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্তনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীব ভক্তগণের সংযোগ সাধিত হয়। অপ্রাকৃত ভক্তগণকর্তৃক কীর্তিত কৃষ্ণকথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই। কৃষ্ণান্বেষণবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। কৃষ্ণান্বেষণই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন। ভক্তগণ সম্মিলিতভাবে যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনই শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র আচরণ ও প্রচারের বিষয়। পরমতত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনরূপে অবতরণদ্বারাই জগতের সকল সৌভাগ্যবান্ জীবাত্মার হৃদয়ে কৃষ্ণজ্ঞান, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম প্রকটিত হয়। সমস্ত সাত্বত শাস্ত্রে ইহা তারস্বরে ঘোষিত হইয়াছে। "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্!"

বিবিধ সংবাদ

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন

আসাম সরকারের ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিবার সময় আসামের রাজস্ব মন্ত্রী মিঃ আবদুল মতিন চৌধুরী বলেন—"১৯ লক্ষ ১১ হাজার টাকার তহবিল লইয়া বৎসর আরম্ভ হয়। রেভিনিউ খাতে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা আয়ের হিসাব করা হইয়াছে এবং উহার সহিত ক্যাপিটাল খাতের আয় ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা যোগ করিয়া মোট ৯ কোটি ৭০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা হইয়াছে। রেভিনিউ এবং ক্যাপিটাল খাতে মোট ৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ব্যয়ের হিসাব করা হইয়াছে। ইহার ফলে বৎসরের শেষে তহবিলে ৫৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা থাকিবে।"

পরিষদের অধিবেশনে খুব অল্প সংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এমন কি, গবর্ণমেণ্ট সমর্থনকারী বহু সদস্য অনেকক্ষণ অধিবেশনে আসেন নাই। সমস্ত কংগ্রেসী সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন।

বাজেট পেশ সম্পর্কিত বক্তৃতায় রাজস্ব মন্ত্রী বলেন যে, বেসামরিক অধিবাসীদের রক্ষা এবং ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সরকারের প্রকৃত অর্থের ব্যবস্থা করাই বাজেটের প্রধান বিশেষত্ব। অস্বাভাবিক সময় এবং পরিস্থিতির মধ্যে তাহারা বাস করিতেছেন বলিয়া বাজেটে নূতন পরিকল্পনার কোন সুদীর্ঘ তালিকা নাই।

আসামে পর পর বিমানের হানা এবং সম্ভাবনার জন্য বহু বৈধ আসামীর বিষয়ও মিঃ চৌধুরী উল্লেখ করেন।

উড়িষ্যা হইতে শস্য চালান নিষিদ্ধ

উড়িষ্যা গবর্ণর ভারতরক্ষা বিধানবলে এক আদেশ জারী করিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত রেলযোগে, রাস্তা দিয়া অথবা জলপথে উড়িষ্যা প্রদেশের কোন স্থান হইতে প্রদেশের বাহিরে শস্য চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন। শস্য চালানের অনুমতি-পত্র দেওয়ার জন্য উড়িষ্যার উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টরকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

ময়মনসিংহে মূল্যনিয়ন্ত্রণ বাহিনী

স্থানীয় বাজারে ব্যবসায়িগণ যাহাতে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত লাভ না করিতে পারে, তজ্জন্য হিন্দু মহাসভা একটি "মূল্য নিয়ন্ত্রণবাহিনী" গঠন করিয়াছে। যাহারা অতিরিক্ত লাভ করার চেষ্টা করে আদালতে তাহাদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যে এই বাহিনী সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করিবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীসর্বেশ্বরের অধিকারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সপ্তাহ-শ্রীমনঃশিক্ষা

—:০:—

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক মিত্রভাষ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দত্তকৌস্তভম্

—:০:—

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ৭ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২৩শে নভেম্বর, ইং ১৯৪২, সোমবার { ২০৩ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ কেশব, পার্শ্ব সর্ব্বাণ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ভক্তিধর্ম্মে—আম্নায় বা বৈষ্ণবধর্ম্মে কেবল কৃপার কথা। সেখানে দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া বিরহব্যথিতচিত্তে কাতরভাবে শ্রীনামপ্রভুর আরাধনার কথা আছে। অহঙ্কার ছাড়িয়া সাধু ও সাধুজনসেব্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার করিতে হইবে—শরণাগত হইতে হইবে—কৃপার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হওয়ার আশা যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য কাতর ক্রন্দন করিতে হইবে। ভক্তবর্গ যেন কোন জন্মেও আমাদিগকে তাঁহাদের অযোগ্য সেবকানুসেবক বলিয়া গ্রহণ করেন এবং আমরা যেন নিজদিগকে ভক্তবর্গের দাসানুদাসে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তজ্জন্য নিষ্কপট আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে হইবে। 'আমি শরণাগত'—একথা মনে-মুখে, অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বক্ষণ বলিতে হইবে। বাস্তবিক নিজসুখ ছাড়িয়া দীনহীন জনের নিষ্কপট ভক্তজনের দাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে। নিজের জন্য একটুকুও চিন্তা করিতে হইবে না। শরণাগত কখনও নিজ ভবিষ্যতের চিন্তা করেন না। কারণ উহা সবই ভগবানের হাতে। অতএব ভবিষ্যতের মঙ্গলামঙ্গলচিন্তা নিরর্থক। মঙ্গল অমঙ্গল সবই ভগবানের কৃপা—ইহা কায়তঃ জানা এবং অন্তরে উপলব্ধি করার সংগতি। আমরা যেদিন সমস্ত বিধানকে ভগবানের ইচ্ছা ও অনুগ্রহ বলিয়া বরণ করিতে পারিব, সেইদিন আমরা জীবন্মুক্ত হইয়া ইহজগতে সর্ব্বদা হরিসেবা করিতে পারিব।

— —

প্রাক্তন কর্ম্ম ও বাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির হইতে পারে না। আরোহবাদিগণ চিত্তস্থৈর্য্যলাভের জন্য কৃত্রিম ধ্যান, যোগ, তপস্যা-ব্রতাদি আচরণ করিয়া থাকেন। তাহাতে চিত্ত সাময়িকভাবে স্থিরতা লাভ করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্যন্তিক স্থৈর্য্যলাভ হয় না। পঙ্কমিশ্রিত জলে কতকিার দিলে যেরূপ জল সাময়িকভাবে নির্ম্মলতা লাভ করে, কিন্তু জলের নিম্নদেশে পঙ্ক থাকায় তাহা সামান্য আঘাতে আবার পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আরোহবাদিগণের চিত্তস্থৈর্য্য ঠিক ঐরূপ। যেরূপ শরৎকালের আগমনে নদী-পুষ্করিণীর জল স্বাভাবিকভাবেই নির্ম্মলতাপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে ও হরিলীলাদি-আলোচনা-দ্বারা যে স্বাভাবিক স্মরণের উদয় হয়, সেই স্মরণের প্রভাবে আনুষঙ্গিকভাবেই অনায়াসে চিত্ত বশীভূত হয়। ভক্তগণ কৃত্রিমভাবে চিত্ত স্থির করিবার পক্ষপাতী নহেন। হউক না কেন চিত্ত শতভাবে অস্থির, যদি শ্রীহরির পাদপদ্ম-সেবার জন্য চিত্তের সেই গতি থাকে, তাহা হইলে চিত্ত অস্থির হইয়া কোথায় যাইবে? হরিসেবার জন্য সমস্ত কামনা—হরিসেবার জন্য চিত্তের লৌল্য বা অস্থিরতাই চিত্তের প্রকৃত স্থৈর্য্য।

'শ্রীবিগ্রহকে আমি দর্শন করিব'—এই বিচারের পরিবর্ত্তে শ্রীবিগ্রহ কবে আমাকে দেখিবেন, আমি 'নয়ন-সুখী না সাজিয়া' কবে তাঁহার দৃশ্য হইবার যোগ্যতা লাভ করিব, তিনি আমায় যে রূপ দর্শনে প্রীত হন, সেইরূপ—স্বরূপের নিজরূপের—স্বরূপ-স্বরূপের কৃপাপ্রাপ্তরূপ কবে আমার উদিত হইবে, কবে আমি রাধারাণীর নর্ম্মোৎসবের সামগ্রী হইতে পারিব—এই প্রকার প্রার্থনামূলেই শ্রীবিগ্রহদর্শন করিতে হইবে। নিজেকে অন্য-আবরণ নির্ম্মুক্ত করিয়া অর্থাৎ নিত্যস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে যাইতে হইবে। নতুবা বহির্জ্জগদ্দর্শনাভিমানী চক্ষু লইয়া তাঁহাকে দেখিয়া লইবার স্পর্দ্ধা করিতে গেলে তাঁহার অপ্রাকৃত রূপদর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া 'অক্ষো নিক্ষো শিলাধীঃ'-রূপ দুর্ভাগ্যের উদয় হইবে।

কৃষ্ণই সকল বস্তুকে আকর্ষণ করেন 'কৃষ্ণ'—এই শব্দই আকর্ষণকারক। চুম্বক যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাষ্ঠকে আকর্ষণ করে না, তদ্রূপ সর্ব্বসেব্য ভগবান্ সেবক ও সেবোন্মুখকে আকর্ষণ করেন। যাহারা সেবক বা সেবোন্মুখ নয়, তাহারা ভগবানের আকর্ষণে সাড়া দেয় না। ভগবানের আকর্ষণে না পড়িলে মায়ার আকর্ষণে পড়িতেই হইবে। হরিকথার যত সুষ্ঠু অনুশীলন হইবে, ততই কৃষ্ণ আমাদের ভোক্তৃভাব দূর করিয়া তাঁহার নির্ম্মল পাদপদ্মসেবায় আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন। কৃষ্ণের আকর্ষণে পড়িলে ঊর্দ্ধগতি হয়, আর মায়ার আকর্ষণে পড়িলে অধোগতি হয়। জীব চেতন, গতিশীল। হয় ঊর্দ্ধগতি না হয় অধোগতি—একটা না একটা তাহার হইবেই। চেতনের ধর্ম্মই গতিশীলতা। সাধুই কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি। কৃষ্ণ সাধুদ্বারা জীবকে আকর্ষণ করেন। সাধু কৃষ্ণের দিকে তীব্র গতিশীল। জীব স্বরূপতঃ চেতন বা গতিশীল হইলেও বর্ত্তমানে স্বসুখকামনায় পঙ্গু প্রায় হইয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণের দিকে তীব্র বেগে ছুটিয়াছেন যে সাধু, সেই সাধুর কৃপাকর্ষণে পড়িতে পারিলে জীবের পঙ্গুত্ব যাইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। মায়ার আকর্ষণ এড়াইবার অন্য কোন উপায় নাই। মহাজন গাহিয়াছেন,—

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়।

যাঁহাদের ঊর্দ্ধগতি অর্থাৎ যাঁহারা সেবোন্মুখ, যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা পরমানন্দময় সেবারাজ্যে আনন্দে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। তাঁহারা অশোক, অভয়, অমৃত। সেই ভক্তগণ কালপ্রভাবে বিনষ্ট হন না। কালের অধিষ্ঠিত-ভগবানের প্রবল চক্র তাঁহার ভক্তগণকে দেখিয়া ভীত হন। যম যাঁহাকে ভয় করে, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যাঁহারা আশ্রিত, তাঁহাদের আবার ভয়, দুঃখ বা অশান্তি কোথায়? তাঁহাদের নাম স্মরণ করিলে ভয় চলিয়া যায়। এমনই ভগবদ্ভক্তের ও ভক্তির প্রভাব। ভগবদ্ভক্তগণ নিত্য, চিন্ময় ও আপ্রবিষ্ট বলিয়া কালচক্র তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না; পক্ষান্তরে যাদের ভাব উহা তাঁহাদের অনুগমন করে। কিন্তু কৃষ্ণবিমুখ মায়াবদ্ধ জীবগণই কালচক্রের করাল কবলে পতিত হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করে।

———

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই জীবের ভয় হয়। যাহা কৃষ্ণ নহে, তাদৃশ দ্বিতীয় বস্তু মায়ার প্রতি অভিনিবেশ হইলে জীবের

কৃষ্ণনিবৃত্তি হইত ও তখন জীবের সংসার-ভোগস্পৃহারূপ বুদ্ধিবিপর্যায় উপস্থিত হয়। মায়াধীন জীবকে প্রকাশবিগ্রহ এ জগতে লোকটিত শ্রীগুরুদেবকে আমাদের ও প্রিয়তম জানিয়া তাঁহার চরণ ধরিলে জীব মায়ার হাত হইতে তথা কালের হাত হইতে রক্ষা পায়

দেহারামতা-ত্যাগ ও ফল্গুবৈরাগ্য

——::(০):——

ফল্গুবৈরাগ্যকে 'দেহারামতা-ত্যাগ' বলিয়া ভ্রম করা উচিত নহে। দেহারামতা ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু বৃথা উপবাসাদি আত্মহত্যা করা 'দেহারামতা-ত্যাগ' নহে. দুষ্ট, মর্কট, বৈদিক—ইহাদের দেহাত্মবোধ দূর হয় নাই, অথচ ইহারা বিলাসীর ভাব দেহচর্য্যার অবসর পায় না, কিংবা ইহাদের শ্রীভগবানে প্রীতি হয় নাই। কঠোর তপস্বীর দেহাত্মবোধ দূর হইয়াছে, ইহাও নহে। জান্তব বিনা নির্ব্বাহে উপবাস ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ বহু সংসারবিরক্ত ব্যক্তি অপূর্ব বেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। প্রয়াগ ও হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় সহস্র লক্ষ লক্ষ উলঙ্গ ও উর্দ্ধবাহু তপস্বী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দেহাত্মবোধ দূর হইয়াছে, বলা যাইতে পারে না, অথবা ঐরূপ অভ্যাসের দ্বারা ক্রমে ক্রমে দেহাত্ম বোধ দূর হইবে, তাহাও নহে। পূর্ব্বোক্ত যাঁহাকে যত আকর্ষণ করিবেন, তাঁহার ততই আনুষঙ্গিকভাবে অনায়াসে অন্যের আকর্ষণ নিবৃত্ত হইবে। যাহাতে পূর্ব্বোক্তদের প্রতি আকর্ষণ হয়, এরূপ সাধুসঙ্গে আত্মনিবেশই

আত্মনিবেশ উদয় হইলে দেহের ক্রিয়াদি অনায়াসেই লুপ্ত হইবে। অদ্বৈতবাদে যত আসক্তি হইবে, ততই দেহাসক্তি ও দেহ সম্বন্ধ আনুষঙ্গিকভাবে অনায়াসে ছিন্ন হইবে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে ও শ্রীকৃষ্ণস্মরণে যতটা আত্মনিবেশ হইবে, ততটা দেহাভিনিবেশ বা বিষয়াভিনিবেশ বিদূরিত হইবে। অন্য কোন পন্থা নিয়মাগ্রহের দ্বারা দেহাভিনিবেশ দূর হয় না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'কল্যাণকল্পতরু'তে গাহিয়াছেন,—

কৃষ্ণেতে বিমুখ মন যতদিন রবে,
নাম্না হইবে ক্ষীণ।
অপর বাসিবে দেহ বারবার,
অভিমান-ধারণ হ'বে।
কৃষ্ণ নয়, শ্রীকৃষ্ণস্মরণে
সকল মজিয়া যায়।
কিবা অভ্যাসে কবির
জীবন যাপন যায়'।

———

প্রকৃত শ্রীধামবাসী

——::(১০):——

শ্রীধামবাসীর নিজের দেহের চিন্তা নাই। তিনি বিক্রীত পশুর ন্যায়। বিক্রীত পশু অথবা বিক্রেতা নিজে ঐ পশুর ভরণপোষণের চিন্তা করে না; সে চিন্তা ক্রেতার। শ্রীধামবাসী দেহকে ক্রেতা শ্রীনামের কাছে—শ্রীনামের মালিক বিভুচৈতন্য কৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়াছেন। এখানে পাটোয়ারী-বুদ্ধি নাই, কৃষ্ণকে দিয়া চাকরী করাইয়া লইবার ইচ্ছা নাই। শ্রীধর বিপ্র বলিয়া একজন ভক্ত শ্রীধামে বাস করিতেন। তিনি থোড় মোচা বিক্রী করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে জলপান করিবার একটি শতছিদ্র লৌহপাত্র মাত্র ছিল। পরিধানে অতি জীর্ণ-বস্ত্র ও ঘরের চালে খড় প্রায় ছিল না। মহাপ্রভু তাঁহার দ্রব্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তিনি নিজের অবস্থার উন্নতির কোন চেষ্টা করেন নাই। শ্রীবাস পণ্ডিত এখানে পরিবারবর্গ লইয়া থাকিতেন। স্ত্রী পুত্র, চারি ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্রী ইত্যাদি তাঁহার বহু পরিজন। তিনি পরিজন-পালনের কোনপ্রকার চেষ্টা করিতেন না। মহাপ্রভু তাঁহাকে উপার্জ্জনের কথা বলিলেন, কিন্তু তিনি কৃষ্ণকেই রক্ষক ও পালক জানিয়া শরণাগতের চরম আদর্শ দেখাইলেন, কোনপ্রকার চেষ্টা করিতে চাহিলেন না। মহাপ্রভু তখন বলিলেন যে, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীরও যদি অভাব হয়, তথাপি শ্রীবাসের কোনদিন অভাব হইবে না। যিনি নারায়ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক, সেই লক্ষ্মীকান্ত শ্রীগৌরনারায়ণ বলিয়াছেন—লক্ষ্মী উপবাসী থাকিতে পারেন, কিন্তু তুমি কখনও উপবাসী থাকিবে না। অর্থাৎ লক্ষ্মী, এমন কি, স্বীয় অংশী হইতেও ভক্ত শ্রীভগবানের প্রিয়। সম্পূর্ণভাবে শ্রীনামের শরণাগত হইয়া থাকিতে হইবে। যোগ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা করিবার জন্য উদ্বেগ ছাড়িয়া দিতে হইবে। কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে শরণাগত হইতে হইবে। আমাদের দিক্ হইতে কায়মনোবাক্য সমর্পণ করা ছাড়া আর কিছুই করণীয় নাই। তাঁহাকে গোপ্তৃত্বে বরণ করিতে হইবে, তিনিই সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন। আহার দিউন না না দিউন, সেটী তাঁহার চিন্তার বিষয়; আমার চিন্তার বিষয়—আত্ম-সমর্পণ করিয়া সেবোর সেবা লাভ করা

"সুকল্যাণ-নিকেতনে"র সন্ধানে

(শ্রীপাদ বলদেবদাস ভক্তিশাস্ত্রী)

দিন যায়, রাত্রি আসে; আবার রাত্রি যায়, দিন আসে—এইভাবে আমরা যে কতদিন—কত রাত্রি—কত মাস—কত বৎসর—কত যুগযুগান্তর কাটাইয়াছি, কাটাইতেছি ও কাটাইব, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? কখন বালক, কখন যুবক, কখন বৃদ্ধের সজ্জায়—প্রতিমুহূর্ত্তে কত আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পরিবর্ত্তনময় জীবনপথে চলিতেছি। কেন এ পরিবর্ত্তন—কেন এ যবনিকা-পতন? কে আমি, কোথা হইতে আসিয়া জগতের এই আবর্ত্তনে পড়িলাম, আমি আনন্দ চাহিলেও কেন নিরানন্দ আসিয়া আক্রমণ করে, কেন জন্ম-জরা-মৃত্যু আসিয়া জীবনের দিন-রাত্রি ফুরাইয়া দেয়,—এ সকল 'কেন'র অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি কি একবারও আমাদের মনোমধ্যে উদিত হইবে না? কি কারণ জীবনের দিনগুলি চলিয়া যাইতেছে—সে দিনের মধ্যে আমাদের এমন কি কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হইতেছে—সত্য সত্যই আমাদের কর্ত্তব্যই বা কি এবং আমাদের কিসের অনুসন্ধানে তৎপর হওয়া দরকার, তাহা স্বীয় জীবনদীপ্য অস্তমিত হইবার পূর্ব্বেই ভাবিবার অবসর কি আমাদের আদৌ নাই?

জগতে অনেকে অনেক জিনিষ চায়, কিন্তু চায় না কেবল একটী জিনিষ সেটী দুঃখ চাওয়া ত' দূরের কথা, যাহাতে আমাদের ত্রিসীমায়ও সে আসিতে না পারে, সেইজন্য আমরা প্রাণপণ যত্ন করি। কিন্তু আমাদের চেষ্টাকে বিফল করিয়া দুঃখ অনাহূতভাবে আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। জানি না, সে আমাদের কত ভালবাসে! কিন্তু যাহাকে চাই না, ভালবাসি না—যাহাকে দূরে রাখিতে চাই, সে কেন আমাদিগকে ভালবাসে—আমাদের সঙ্গছাড়া হইতে চায় না? তাহার একমাত্র কারণ—সে আমাদিগকে প্রকৃত নিত্যসুখ, নিত্যানন্দের দেশ ও সুকল্যাণ-নিকেতনের সন্ধানে তৎপর হইবার জন্য অন্তরে প্রেরণা দিতে আসে। এর আনন্দময় জগতে আমরা করেক দিনের জন্য অতিথি। ভোগ করিতে আসিয়াছি। এখানে বেশীদিন থাকিতে চাহিলেও থাকিতে পারিব না বা পারি না। সুতরাং এই অনিত্য অপরিচিত অনিত্য জগতে প্রকৃত নিত্যসুখ বা সুকল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা কোথায়?

তুঙ্গবদন তুঙ্গপতির তুঙ্গের সোহাগে জীবগণের মধ্যে প্রত্যেকেই আনন্দ চায়—ত্রিতাপজ্বালা হইতে চিরতরে জুড়াইতে চায়। কিন্তু প্রকৃত আনন্দভাণ্ডার—সুকল্যাণ-নিকেতনের সন্ধান না পাইলে, কেবল ইচ্ছা থাকিলে কি হইবে? আবার শুধু সন্ধান পাইলেই হইবে না—সেই সুকল্যাণ-নিকেতনের আশ্রয় গ্রহণও করিতে হইবে। সুকল্যাণ-নিকেতনের প্রকৃত সন্ধান পাইয়াও যদি সত্যসত্যই তাহার আশ্রয় গ্রহণ না করা হয়, তবে বহু ত' আশ্রয়গ্রহণের মিথ্যা-অভিনয়ে জীবনপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন বিশেষ প্রবাহিত হইতে থাকিবে—সে-প্রবাহের গতি আর রুদ্ধ হইবে না; দুরাশার স্রোত—নিরানন্দের সন্ধানে অনন্তকাল অতিবাহিত হইবে।

নিত্যসত্য শাশ্বত আনন্দময় বস্তু—শ্রীকৃষ্ণ; আর আনন্দভাণ্ডারের ভাণ্ডারী—নিত্যসিদ্ধ ব্রজজন শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। এই আনন্দের ও সুকল্যাণ নিকেতনের পরিচয় ও অবস্থিতি কীর্ত্তিত হইয়াছে গোলোকগত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটী গীতে—

শুন হে রসিকজন, কৃষ্ণগুণ অগণন,
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।
কৃষ্ণ জগতের গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
নাবিক সে ভবপারাবারে॥
হৃদয় পীড়িত যা'র, কৃষ্ণ চিকিৎসক তা'র,
ভবরোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণ বহির্মুখ-জনে প্রেমামৃত-বিতরণে,
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর॥
কর্ম্মবন্ধ, জ্ঞানবন্ধ, আবেশে মানব অন্ধ,
তা'তে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্মমধু দিয়া অন্ধভাব ঘুচাইয়া,
চরণে করেন অনুচর॥
বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয়-ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ॥
প্রেমামৃত-বারিধি রা, সদা পানরত তাঁ'রা,
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু, পতি।
সেই সব ব্রজজন, সুকল্যাণ নিকেতন,
দীনহীন বিনে দেও গতি॥

(কল্যাণকল্পতরু)

এই প্রকৃতির বাক্যে প্রকৃতিমুক্ত জনগণ প্রকৃতিগণের সেবাবিমুখ বা প্রাকৃতজনকে স্বরূপের অধিষ্ঠানভূমি বা সুকল্যাণের আশ্রয় হইতে পতিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যে বিকট সেই অনাদি-বিস্মৃত নিকেতনের সন্ধানপ্রাপ্তির আশা আশা-হীনতাই। তবে সেই নিকেতনাশ্রিত আনন্দধার পতিতপাবনগণের অহৈতুকী কৃপায় ও তাঁদের অকৃত্রিম প্রকাশ-উদয়ে সেই নিকেতনের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই সুকল্যাণ-নিকেতনই জীবের একমাত্র নিত্য আশ্রয়স্থল। তাহা হইতে অপসারিত বা অনাশ্রিত জীবন বহু দিন স্থায়ী হইলেও সেই দীর্ঘজীবন অনন্ত দুঃখ জীবনতুল্য। যাহারা অনন্ত হইয়াও হাবড়ব সংসারে মজেই, স হাবিলে প্রসংসার কিছুই নাই; আবার যাহারা দেহ-মনের আহার-নিদ্রাদি প্রবৃত্তি বৃত্তিগুলিকে পশুপ্রবৃত্তির অধম বলিয়া বরণ

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

করিতেছে, তাঁহার ও তদগত ব্যতীত আর কোন সংজ্ঞা পাইতে পারে না। এই অবিদ্যা জড়িত অবস্থ পদার্থের সম্বন্ধেই গুরুপাদ-নিকেতনাশ্রয়ে উঠিবার পথে অন্তরায়। অপ্রাকৃত শাস্ত্রবক্তাদের জীব [illegible] · তাঁহার স্বদেশ— গোলোক-বৈকুণ্ঠ। কিন্তু আজ সে নিজ-দেশ চাহিবার বদলে বিদেশবাসী হইয়া পড়িয়াছে—দুর্দেশে কৈতবক আবরণ পরিধান করিয়া। এই বাসাপটী তাহার অনাদি-দুঃসময় সংস্কারভাবে বুঝিতে না পড়িয়াই সে দুর্বিষহ-ত্রিতাপবর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। কিন্তু এই ব্যাধির মূল উদ্ঘাটন করিয়া জীবের 'স্বরূপ' বিধান করিতে সমর্থ একমাত্র সেই মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই নহেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই আবার আচার্যরূপে জগতে প্রকটিত থাকিয়া মায়াবদ্ধ জীবোদ্ধারকার্যে ব্রতী হন। শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন অথচ ভিন্ন ব্যক্তি আচার্য—শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি—"গুরুপাদ-নিকেতন"। সেই শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন বলদেব নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীআচার্যদেবের কোটিচন্দ্র শীতল শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত আর কোন আশ্রয়কারী ভুবন-তাপাপন্ন জীবের দ্বিতীয় আশ্রয় হইয়া ত্রিতাপদগ্ধ জীবের তাপদগ্ধ-বিষানলজ্বালা জুড়াইতে পারে না। তাই গৌরমুখপঙ্কজ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥

● ● ●

নিতাইপদকমল কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।

এখন জানা গেল, গুরুপাদ-নিকেতনের আশ্রয় ব্যতীত জীবের কোন গত্যন্তর নাই। কিন্তু কোন উদ্ধারের পথ জানিয়া থাকিলেই চলিবে না, উদ্ধারপথে উদ্যমভাবে চলিতেও হইবে।

অহৈতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুদেব যেদিন কৃপাপূর্বক জীবকে চরণ প্রদান করিবেন, সেই দিনই জীব তাঁহাদের বিষয়-বাসনাকে তুচ্ছ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র বিষয়জ্ঞানে কৃষ্ণসেবাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের কৃপা নিমিত্তে জীবের [illegible] হৃদয়ক্ষেত্রে সকল হইলে তথায় ভক্তির কৃষ্ণভক্তিলতার বীজ হইয়া অঙ্কুরিত হইবার যোগ্যতা লাভ করে। তখন 'আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু'—এই সম্বন্ধজ্ঞানে সাধক জীব শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে অবস্থানপূর্বক শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও অন্য বিষয়ে কীর্তনপর হইয়া শ্রবণ-কীর্তন-জলে ভক্তিলতা বীজ সিঞ্চন করিতে থাকিলে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে লতাকারে পরিণত হয়। অঙ্কুরোদগমে সেই লতা বাড়িতে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও জ্যোতির্ময় ব্রহ্মলোক অতিক্রমপূর্বক পরব্যোমে স্থান লাভ করে। তথন শ্রীনারায়ণের ঐশ্বর্য ও শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণের [illegible] অধিক মধুর আস্বাদ না হওয়ায় সেই ভক্তিলতা ঊর্ধ্বে গোলোক বৃন্দাবন পর্যন্ত গমন করিয়া কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। এই বৃক্ষের ছায়ায় লতার সকল দুঃখকষ্টের অবসান হয়। তথায় সেই লতা প্রথম ভাবপুষ্প ও পরে প্রেমপুষ্পে সুশোভিত হয়। অবশ্য মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইতে গুরুপাদ-নিকেতনের সন্ধানে বা কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষের আশ্রয়লাভের পথে নামাপরাধ, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি প্রভৃতি বাধাবিঘ্নের আক্রমণ হইতে সর্বদা সাবধান হইতে হয়। কিন্তু গুরুপাদনিকেতনে যদি কোন সরল, সবল, দিব্য, সদাচারীপদ ও তত্ত্বাশ্রয়ী, সেই সুগম অথচ দুর্গম পথের অভিজ্ঞ পথিকের উপদেশানুসারে চলিতে পারিলে কোন হতাশার কথা নাই। কারণ, ইহা পরম বাস্তব শ্রৌতপথ। সেই শ্রৌতপথে হতাশার কোন কথা নাই—কেবল আশার আলোকের রাজপথ। অকপটে একটু চেষ্টা করিলেই শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ বলদান-পূর্বক সর্বতোভাবে কৃপাসাহায্য করেন। যাঁহার ব্রজাভয়প্রদ শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে আর কোন ভয় থাকে না এবং স্বয়ং ভয় যাঁহার ভয়ে ভীত, সেই শ্রীকৃষ্ণানন্দন শ্রীগুরুপাদপদ্মের—গুরুপাদ নিকেতনের আশ্রিতের আবার ভয় কিসের—হতাশা-অন্ধকারই বা কিসের?

'অসৎ চালনা বাড়িতেছে, আমরাও সেই স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিতে থাক'— এরূপ দুর্বুদ্ধি লইয়া অন্যত্র চলিলেও চলার আর বিরাম হইবে না—গন্তব্য স্থানে আর যাওয়া যাইবে না—পথশ্রান্তই সার হইবে। অতএব এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মে আর কালাক্ষয় না করিয়া, যে গুরুপাদ-নিকেতনা-শ্রয়প্রার্থী সকলে, আমরা আজ আমাদের ব্যথার ব্যথী, পরমকরুণানিলয় নিখিলভুবন-বন্দ্য পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীআচার্যপাদপদ্মের কোটিচন্দ্র-সুশীতল ছায়ার তলদেশে স্থান লাভ করিবার জন্য যে আহ্বান—তাঁহার করুণ আহ্বানে আমরা একটু সাড়া দিই।

নমস্তে দেব! পদারবিন্দং
প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্।
যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু-
সংসারদুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি॥
(শ্রীভাঃ ৩।৫।৩৯)

হে পরমদেব! শরণাগত জনগণের তাপশান্তির ছত্রস্বরূপ ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মে আমরা প্রণত হই। ঐ শ্রীপাদপদ্মের মূলদেশাশ্রয়কারী যতিগণ সংসারদুঃখকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগৌরকিশোর-অপ্রকট-মহোৎসব

গত ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ বং, বুধবার উত্থান একাদশী-তিথি অবলম্বনে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট মহোৎসব হরিকথা-কীর্তনমুখে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে ৪ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব-নাম, শ্রীদামোদরাষ্টক ও বিবিধ মহাজনপদাবলী কীর্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যা-লঙ্কার প্রভু "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থ পাঠারম্ভ করেন। শ্রীমন্দিরে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে "[illegible]" এই গীতিটি কীর্তনমুখে [illegible] নগর-সংকীর্তন [illegible] বাহির হয়। সংকীর্তন-শোভাযাত্রা, [illegible] শ্রীবাস-অঙ্গন, [illegible] শ্রীমুরারিগুপ্তের [illegible] প্রভৃতি পরিক্রমা করিয়া ১ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

বৈকালে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থ পাঠ করেন।

রাত্রে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীনাম-ভজনে ভক্তিভাব, শরণাগতি ও বিবিধ মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তে "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থ পাঠ হয়।

পরদিবস মধ্যাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমায়াপুরবাসী ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীবাগবাজার গৌড়ীয়মঠে বিরহমহোৎসব

গত ২৩শে কার্ত্তিক, ৯ই নবেম্বর, রবিবার শ্রীল গদাধরদাসপ্রভু, শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর তিরোভাব-মহোৎসব এবং গোস্বামী [illegible] কৃপালব্ধ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত সজ্জন শ্রীহরিকথা-কীর্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত ৪॥০ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা-কীর্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible] প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমার পর শ্রীপাদ [illegible] প্রভু 'শ্রীমদ্ভাগবত' পারায়ণ করেন। বেলা ১০ ঘটিকার সময় পরমপূজনীয় শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু, শ্রীপাদ [illegible] ঠাকুর মহারাজ, শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাব্রত প্রভু, শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ প্রভু, [illegible] [illegible] শ্রীপাদ [illegible] প্রভু [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শ্রীনিবাসা-[illegible]" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

[illegible] কীর্তনান্তে [illegible] মহারাজ এই প্রকার তত্ত্ব, [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] বিদ্যাবিনোদপ্রভুর [illegible] গোস্বামী ও শ্রীল [illegible] শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভু ও শ্রীল [illegible] প্রভুর চরিতকথা কীর্তন করিলেন, তাঁহার [illegible] কথা শ্রবণের যে সুযোগ আজ আমাদের উপস্থিত হইয়াছে, তাহা পরম আদরে গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইহা আমাদের সেবা। তৎপরে শ্রীল বিদ্যাবিনোদ প্রভু [illegible] ঘণ্টা কাল [illegible] [illegible], শ্রীল গদাধরদাসপ্রভু, শ্রীল [illegible] ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর [illegible] কথা কীর্তন করেন। শ্রীল বিদ্যাবিনোদ প্রভু তাঁর [illegible] বৈষ্ণবদাসগণের [illegible] বৈষ্ণবকথা কীর্তন করিয়া এই সকল [illegible] আমাদের প্রতি [illegible] জানান। [illegible] বিষয়ে প্রাণ করিয়া [illegible], [illegible] অবস্থায় [illegible] বৈষ্ণবের সেবা বা [illegible] একটু [illegible] যদি কোন [illegible] জানতে [illegible] ভাবে প্রকাশিত হয়, [illegible] জীব নিত্য-মঙ্গলের সন্ধান [illegible] পারিবে। [illegible] আচার্যগণের আমাদের [illegible] আবির্ভাব [illegible] তাঁহারা সর্বক্ষণ [illegible] প্রাণ কীর্তন-[illegible] পালন করিতে [illegible], [illegible] নিত্য [illegible] উপদেশ [illegible] [illegible] কীর্তনের [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] [illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাম বা গ্রন্থের প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধান্বিত-বিবেচিত ব্যক্তিগণই [illegible] গ্রাহক হইতে পারেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] নদীয়া-প্রকাশের [illegible] নিয়ম [illegible] কার্যালয়ের [illegible] নিয়মাবলী দেখা উচিত।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হয়। [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] লিখিবার সময় গ্রাহক সংখ্যা (Ref. number) অনুযায়ী লিখিয়া দেওয়াই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যায়, [illegible] মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৵১০ পয়সার ডাক-টিকিট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের [illegible] হয় না; এজন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। [illegible] পূর্ব্ব ঠিকানা না পাইলে এসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রত্যেক ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। [illegible] ডাকটিকিট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ যেন কাগজের একপৃষ্ঠায় [illegible] লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অনুরাগ [illegible] গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] অপরাধের [illegible], সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ঠিকানায় চিঠি-পত্র — শ্রীপাদ অনন্তগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া — এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২	১৷৹
" " সিকি কলম	৫	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে হার স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা নিয়ন্ত্রণ

একখানি প্রেস নোটে প্রকাশ — ভারত সরকারকে জানান হইয়াছে যে, সংবাদপত্রের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে এবং অবিক্রীত সংখ্যা ফেরৎ দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়া ১৯৪২ সালের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশে যে বিধান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার ফলে অপেক্ষাকৃত অল্প পৃষ্ঠা ও অল্প স্থান সম্বলিত 'গ' শ্রেণীর সংবাদপত্রসমূহের এবং ফেরত বুক স্টল ব্যবসায়ীদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।

এই সম্পর্কে যে সকল যুক্তিতর্ক প্রদর্শিত এবং পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর ভারত সরকার ঐ আদেশ এমনভাবে সংশোধন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'ঘ' ও 'ঙ' নামক আরও দুই নূতন শ্রেণীর সংবাদপত্র হইবে। তাহাদের পৃষ্ঠার আকার হইবে। ৭৫ হইতে ১৫০ বর্গ ইঞ্চি মাপ অথচ ৭৫ বর্গ ইঞ্চির কম হইবে না। বর্ত্তমানে "গ" শ্রেণীর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার আয়তন ১৫০ হইতে ২০০ বর্গ ইঞ্চির মধ্যে।

তা ছাড়া সরকার আরও স্থির করিয়াছেন যে, যে কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অবিক্রীত সংবাদপত্রসমূহ ফেরৎ দেওয়া চলিবে। তবে ঐ সময়ের মধ্যে যত গুলি সংবাদপত্র সরবরাহ করা হইয়াছে, তাহার শতকরা ৫ ভাগ পর্য্যন্ত ফেরতের অনুমতি দেওয়া হইবে। ১৯৪২ সালের ১লা নবেম্বর পূর্ব্বে পৃষ্ঠার যে সংখ্যা ছিল, তাহা বৃদ্ধি করার বিষয়ও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আসামের সরকারী চাকুরী

আসাম ব্যবস্থাপক সভার এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাদুল্লা বলিয়াছেন যে, গভর্ণমেন্ট আসামে সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগের জন্য সাম্প্রদায়িক তালিকায় আসাম উপত্যকা ও সুরমা উপত্যকার মুসলমানদিগকে পৃথক্ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ আদেশ প্রচারিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়োগকর্ত্তাদিগকে এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে সমস্ত চাকুরীতে প্রাদেশিক ভিত্তিতে লোক নিযুক্ত করা হয় সেই সমস্ত চাকুরীতে শতকরা ১৪-৩ এবং ২৩-৩ ভাগ যথাক্রমে আসাম উপত্যকার ও সুরমা উপত্যকার মুসলমানগণ পাইবে। যে সমস্ত চাকুরীতে বিভাগ কিংবা জিলার ভিত্তিতে লোক নিযুক্ত করা হয়, সেই সমস্ত চাকুরীতে কি ভাবে লোক নিযুক্ত করা হইবে তাহা এই বিষয়ে পূর্ণ উপদেশপত্র প্রচার সাপেক্ষ লোকসংখ্যার রিপোর্ট অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হইবে।

পাটনা হাইকোর্টে কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের অবতারণা

পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিচারপতি মিঃ ফজল আলী এবং বিচারপতি মিঃ বর্মাকে লইয়া গঠিত ফুল বেঞ্চে ১৯১২ সালের ২নং অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে চারিখানি আবেদনের শুনানী হইতেছে। মিঃ এন এন পাল সম্রাট সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অর্ডিন্যান্স পাটনা হাইকোর্ট এবং কলিকাতা হাইকোর্টের ফৌজদারী বিচারক্ষেত্রে যে ক্ষমতা আছে তাহা হরণ করিতে পারে না। কেননা উক্ত হাইকোর্টের এই ক্ষমতা ১৭৭০ সালের রেগুলেশন অনুযায়ী বিচারক আদালতের ছিল। ১৮৬১ সালের বিশেষ সনদ অনুযায়ী কলিকাতা হাইকোর্ট বিচারক আদালতের উক্ত ক্ষমতা পাইয়াছে। উক্ত হাইকোর্টের বিহারের স্থলবর্ত্তী হিসাবে পাটনা হাইকোর্টের ১নং উক্ত ক্ষমতা [illegible] হইয়াছে। কৌসুলী বলেন যে, সম্রাট শাহ আলম এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে যে সন্ধি হয়, উক্ত সন্ধিতে সম্রাট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী দিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট পুলিশ ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা কর্ত্তৃক রাখেন। উহা সম্রাট তাঁহার নায়েব নাজিম বাঙ্গলা নবাবের মারফৎ পরিচালনা করিতেন। উহা সম্রাটের এবং তাঁহার বাঙ্গলা প্রতিনিধির বিশেষ অধিকার ছিল, উহাই পরে কলিকাতা হাইকোর্টের উপর বর্ত্তে। গবর্ণর জেনারেল অর্ডিন্যান্স দ্বারা সেই অধিকার লইয়া যাইতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর রচিত মূল, টীকা, অনুবাদ ও বিবৃত অর্থসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[illegible] গ্রন্থ [illegible] মূল্য ৷৹ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও [illegible] প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

[illegible] বিস্তৃত জীবন-চরিত, [illegible] সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় [illegible] গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পরিবারের প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] অভাব নাই। [illegible] কালাজ্বর এবং সূতিকা [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার [illegible] ছোট বোতল ৷৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা [illegible] আনা। [illegible] স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনরসিংহদাস ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নবাব্ধ-শ্রীমন্নবদ্বীপ-শিক্ষা

ভাগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃণাহ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবরণ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৩ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ৯ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ২৫শে নভেম্বর, ইং ১৯৪২, বুধবার { ২০৪-২০৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ কেশব, যাদু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

মাংসদর্শনোত্থ ত্যাগ-পিপাসা

যাহারা মূলদর্শী, তাহারা হয় একেবারে ভোগ, না হয় একেবারে ত্যাগের কথা বুঝিতে পারে। যখন শাস্ত্র, সাধু, গুরু ও মহাজন তাঁহাদের আচার-প্রচারের দ্বারা দেহারামতাকে নিরাস করেন, তখন একদেশদর্শী অবিবেকী ব্যক্তিগণ তপস্যা ও ফল্গু-বৈরাগ্যকেই সাধু, শাস্ত্র ও মহাজনের উপদেশের তাৎপর্যরূপে বুঝিয়া লইয়া উৎকট তপস্যার অভ্যাস করিতে থাকে ; আবার যখন ফল্গুত্যাগ, শুষ্কবৈরাগ্য, উৎকট পৈশাচিক তপস্যা প্রভৃতি তমোধর্মকে নিরাস করেন, তখন দ্বিতীয়প্রকার একদেশদর্শী অবিবেকী ব্যক্তি ভোগকেই বহুমানন করিতে থাকে কিংবা যুক্তবৈরাগ্যের নাম করিয়া ভাবের ঘরে চুরি করে অর্থাৎ ভোগে প্রবৃত্ত হয়। বস্তুতঃ ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই দেহারামী। তপস্বী, কর্ম্মী প্রভৃতিও অন্যাভিলাষী দেহারামী। "অন্যকামাদ্যনাবৃতম্"—এই পদে "আদি"-শব্দে তপস্যা-ব্রতাদিও নিরস্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবকে মাংসচক্ষুর্দ্বারা বিচার করিতে হইবে না। বাহ্যদর্শনে মহাভাগবতকে ভোগী বা আচরণহীন বিচার করিলে মহা-অপরাধ হয়। বরং শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু সকল জীব-জগতের জন্য এই সর্বব্যাপী প্রচার করিয়াছেন।

মহাভাগবত যে-কোনরূপ আচরণ করুন না কেন, তাহাতেই তিনি আচরণশীল। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহা-আচরণশীল ও লোকশিক্ষক ছিলেন। মহাভাগবতের অনুসরণ করিয়া ত্যাগ ও ভোগ—কোন পথেই ধাবিত হইতে হইবে না। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য অর্থাৎ বিপ্রলম্ভের অনুকরণ করিয়া তদনুগ ভক্তবৃন্দ একপদ মাঠার বা ভোজনের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই অথবা শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আদর্শের অনুকরণ করিয়া শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু কখনও ভক্ত-বিলাসী (!) হ'ন নাই।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোরের বা শ্রীল ভক্তিবিনোদের অনুকরণ করেন নাই, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির পূর্ণ অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুও তাঁহার পূর্বগুরু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর অনুকরণ করিয়া একপদ মাঠাবার ভোজন করিবার অভ্যাসের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাদের অপ্রাকৃত বৈরাগ্য সহজভাবে উদিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অনুকরণ করিয়া আমরা সকলেই যদি ব্রজবনে গমনপূর্বক একবেলা মাধুকরী গ্রহণ করিতে আরম্ভ করি, তাহা হ'লে উহা সহজ অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্যের বা কৃষ্ণপ্রেমজনিত বিপ্রলম্ভের প্রতি মূর্খতা করা হইবে। তাঁহার চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করিবার চেষ্টা আমাদের নাই, কেবল বাহ্য আকারের বহুমানন আছে। এইরূপ মূল-দর্শনকারী অনুকরণকারীদের বিপদ্ এই যে, যদি কোন মহাপুরুষ আবার অন্যরূপ আচরণ করেন, তবে তাহাদিগের এইপ্রকার আস্থা-ভক্তি একমুহূর্তে বিলীন হইয়া যায়।

স্ত্রীসঙ্গী

——::(:০:)::——

স্ত্রীসঙ্গী দুই প্রকার—বৈধ ও অবৈধ বৈধ কর্মী ও যদি হরিভজন না করে, তবে পুণ্যকর্ম করিয়াও সে স্ত্রীসঙ্গী। "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥" সাধারণ 'স্ত্রীসঙ্গ'-শব্দের যে অর্থ, তাহাও এই ব্যাপক অর্থের অন্তর্গত। গৃহস্থ বৈধভাবে স্ত্রীসঙ্গ করিলেও যদি হরিভজন না করে, তবে ভাগবতের বিচারে তাহা অবৈধ। বিধিলঙ্ঘন হয় যাহা হইতে, তাহাই নিষেধ। বিধি কি ?—"স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" স্ত্রীসঙ্গ বলিতে যে কেবল স্ত্রীদেহধারীর সঙ্গকারী পুরুষদেহধারীকেই উদ্দেশ করা হয়, তাহা নয়। স্ত্রীদেহধারীও স্ত্রীসঙ্গী হইতে পারে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুমাত্রেই স্ত্রী বা যোষিৎ। তাহার প্রতি সম্যগ্‌রূপে প্রীত অথবা সম্যগ্‌রূপে অভিনিবেশ বা ধ্যান অথবা চিত্তে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য করিতে দেওয়ার নাম সঙ্গ। জীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুমাত্রেই জড়—অচেতন ; তা'কে মাপা যায়। স্ত্রীদেহধারীই হউক আর পুরুষদেহধারীই হউক—সকলের দেহই জড়, অতএব স্ত্রী বা যোষিৎ। স্ত্রীদেহধারী বা পুরুষদেহধারী যখন ভোগবুদ্ধি লইয়া জড় দেহে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন তাহারা স্ত্রীসঙ্গী হয়। এজন্যই শ্রীল আচার্যদেব বলেন,—যে ফলকামনা করে, সেই স্ত্রীসঙ্গী। ফলকামনা বহুরূপিণী ভুবনমোহিনী মূর্তিতে উপস্থিত হইতে পারে। এই ফলকামনাকেই শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'অন্যাভিলাষ' বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।
সেই হয় জীবের এক অজ্ঞান-তমোধর্ম॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক শুভ এবং অশুভ কর্ম—উভয়ই তমোধর্ম, তমোধর্মের নামান্তরই যোষিৎসঙ্গ। অন্যাভিলাষিতাশূন্য না হইলে বাহ্যে স্থূল স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াও অন্তর হইতে সেই প্রবৃত্তি বিদূরিত হয় না। এ-সম্বন্ধে বহু প্রত্যক্ষ ঘটনা দৃষ্ট ও শ্রুত হয়। কোন এক ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চনের বেষগ্রহণ করিয়া ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন বনে ভজন করিবার আশায় তথায় গমন করেন। তিনি ব্রজবাসিগণের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে পাছে স্ত্রী-সম্ভাষণ হইয়া যায়—এই বিচারে নির্জ্জন বনে গমন করিয়া মনুষ্য ব্যতীত মৃগ, গাভী, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতি প্রাণীর সঙ্গ করিতেন। একদিন একটি বৃক্ষের তলে তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, সেই বৃক্ষের উপরে স্ত্রী ও পুংজাতীয় দুইটী পক্ষী সম্মিলিত হইতেছে। প্রথমদিন সেই স্ত্রীসঙ্গের দ্বারা তাঁহার মনোবৃত্তি ঐরূপ ব্যাপারের দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন নাই, কিন্তু আর একদিন যখন তিনি আর এক বৃক্ষের তলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেইসময় একটি মৃগ ও মৃগীকে পরস্পরের প্রতি বারবার দেখিয়া ঐ বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। আর কোনদিন একটি বলীবর্দ্দকে একটি গাভীর পশ্চাৎ ধাবমান দেখিয়া অত্যন্ত কামপীড়িত হইয়া পড়েন এবং অবৈধভাবে কামোপভোগ চরিতার্থ করিবার জন্য উন্মত্ত হন। সৌভরি ঋষির ন্যায় ঐ ব্যক্তির সেরূপ যোগবল না থাকিলেও অন্তরে এরূপ স্থূল স্ত্রীসঙ্গী হইয়া পড়ে যে, দুর্বুদ্ধিবিবশতঃ ব্রজবাসীদের গ্রামে আসিয়া বাস করে। কিন্তু ব্রজবাসিগণ ঐ ব্যক্তির অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে গ্রাম

তরু কৃষ্ণনাম মুখে শ্রীগুরুর প্রসাদে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়। এখন সে রাধাপদবী, নারাপদবী ও কৃষ্ণকারাপদবী ছত্রঃ কুসঙ্গ দোষে দুঃখভোগে। কলিকালে জীবের জীব তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে। এইজন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার 'পদ্যাবলী'তে এই প্রাচীন শ্লোকটী আহরণ করিয়াছেন,—

কামাদাম চ ভোজনাদ-নিয়মো
না মনে বাসস্তো
ব্যাপারাবলনা প্রবিশস্তমাচ্ছিতোস্থঃ কাষতে
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া শৈশবে সবা মীনেন্ বিজীড়তো
গোবিন্দস্য পাদারবিন্দভজনারম্ভস্য
লেশাদপি॥
(পদ্যাবলী)

কাম্য বসন পরিধান, ভোজনাদির নিয়ম, বনে বাস, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, অথবা যৌবনে বাদে—এই সকল হইতে মনশির কামের ক্ষয় হয় না। কিন্তু মহতী শ্রীমূর্তির অর্চন নিত্যাবিষ্টানীল শ্রীগোবিন্দের পাদারবিন্দের ভজনারম্ভের লেশমাত্রেই সর্বপ্রকার কাম অনায়াসে ও আশ্বাবিকভাবেই ক্ষয় হইয়া যায়।

সুবুদ্ধিরায়

——::(•)::——

সুবুদ্ধিরায় পূর্বে গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন। তখন হুসেন সাহ তাঁহার অধীন কর্মচারী ছিলেন। ভাগ্যের বিপর্যয়ে হুসেন সাহ আবার যখন গৌড়ের অধীশ্বর হইলেন, সুবুদ্ধিরায় তখন তাঁহার অধীন প্রজা হইতে বাধ্য হইলেন। বেগমের পরামর্শে হুসেন সাহ পূর্ব বৈর স্মরণ করিয়া সুবুদ্ধিরায়কে একসময়ে অপমান করিয়া করোয়ার জল খাওয়াইয়া দিয়া তাঁহার জাতি নাশ করিলেন। তখন জাতিনাশ প্রাণনাশতুল্য ব্যাপারই ছিল। সুবুদ্ধিরায় প্রায়শ্চিত্ত-আশায় ব্রাহ্মণের প্রায় সকল বিবরণ করিলেন। শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে তপ্ত ঘৃত পান করিয়া জীবন পরিত্যাগের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাহাতে ভগবান সুবুদ্ধিরায়ের প্রাণ প্রবোধ মানিল না। তিনি আরও কিছু সুন্দর ব্যবস্থা পাইবার আশায় ঘুরিতে ঘুরিতে বারাণসীতে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার নিকট সুবুদ্ধিরায় স্বজনে প্রভু-পাদাব্জে আপন দুঃখের কাহিনী জানাইয়া জাতিভ্রষ্টতা-জনিত পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু কৃপাপূর্বক তাঁহাকে সর্ব জীবের মূল মহাব্যাধি কৃষ্ণবিস্মৃতি ও কৃষ্ণসেবা বিমুখতা নিবারণের জন্য একমাত্র মহৌষধ হরিনাম উপদেশ করিয়া জানাইলেন, যদি আত্মমঙ্গলেচ্ছা হয়, পাপ ত তুচ্ছ ব্যাপার, এমন কি, সংসার নীচ অবস্থা পর্যন্ত হরিনামের প্রভাবেই সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তিনি তাঁহাকে উপদেশ করিলেন,—

প্রভু কহে, ইঁহা হইতে যাও বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণ নাম লৈতে কৃষ্ণপাশে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥
(চৈঃ চঃ মধ্য)

ইহাতে জগতে অনেক শিক্ষা প্রচারিত হইল। এমন সুদুর্লভ মনুষ্যজীবন,—যে জীবনে সকলেই শ্রীনামপ্রভুর ভজন করিবার সুযোগ পান, তাহা তুচ্ছ কুটিনাটি পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ ও প্রায়শ্চিত্তের চিন্তায় উন্মত্ত হইয়া বৃথা কাটাইয়া দিলে আত্মহত্যাই করা হয়। ভাগ্যবান্ জীবকুল আরও বুঝিতে পারিলেন যে, এই জীবনের প্রতি ক্ষণটী মহামূল্যবান; সুতরাং আত্মহত্যা করা কোনমতেই সমীচীন নহে। এই জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তটী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবায় অতিবাহিত হইলে কোটী কোটী অশ্বমেধ-যজ্ঞ, কোটী কোটী প্রায়শ্চিত্তাদি অপেক্ষা অধিক মঙ্গলোদয় হয়। দেবতাগণও হরিভজন-পরায়ণ বৈষ্ণববৃন্দের সৌভাগ্য পাইবার জন্য লোভ করেন। তাঁহাদের ভাগ্যের সীমা মহোজনঃতপোলোকের অধিবাসীগণও খুঁজিয়া পান না। নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিলে শিব শুক-নারদেরও দুর্লভ কৃষ্ণচরণারবিন্দকে অক্লেশে করায়ত্ত করা যায়। জীব তখন চিরতরে শোক-ভয়-মৃত্যুর সাম্রাজ্য এই দেবীধাম অতিক্রম করিয়া অশোক অভয়-অমৃতময় কৃষ্ণপাদপদ্মের কোটি-চন্দ্র সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়লাভ করিয়া অর্থাৎ 'অনন্তের নখাগ্রে শীতল হইয়া' তাপিত-প্রাণ জুড়াইতে পারেন। উহাই সমস্ত শাস্ত্র ও মহাজনবৃন্দ তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন। নতুবা আহার-নিদ্রা-ভয়-শোক-ইন্দ্রিয়তর্পণাদিতে ব্যস্ত থাকিয়া যদি কুকুরাদি পশুবৎ মনুষ্যজীবন কাটাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাকে 'দেব-দুর্লভ ভাগ্যবস্তু জন্ম' কি প্রকারেই বা বলা হইবে?

কোথায় সুবুদ্ধিরায় ঘুরিতেছিলেন তুচ্ছ কুটী-নাটি লইয়া প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা চিত্তে শান্তি পাইবার আশায়, আর শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপায় আজ কোথায় তাঁহার গোলোকের পরামৃত আস্বাদন করিবার সুবর্ণ সুযোগ মিলিয়া গেল। ইহাই সুবুদ্ধিরায়ের ভাগ্যবিপর্যয়। এইপ্রকার ভাগ্যবিপর্যয় সকলেরই বরণীয়। মহাজনবৃন্দ জীবের এইপ্রকার ভাগ্যবিপর্যয়ই দেখিতে চাহেন। কৃষ্ণ-বিমুখ জীবের বর্তমান দুর্ভাগ্য দেখিয়া তাঁহারা সর্বক্ষণ ক্রন্দন করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'কল্যাণ-কল্পতরুতে' তাঁহার মনোদুঃখ বিজ্ঞাপন করিয়াছেন,—

"চিজ্জড় হইয়া জীবের মায়াভিনিবেশ।
আত্ম-সুখ কুমতিত অনন্ত পতন॥
মায়িক দেহের তাপাতাপে দাস কর্ণ।
পরতন্ত্র জীবের কি কষ্ট আহা মরি॥

কোথায় সেই বৈকুণ্ঠানন্দ! আর স্বরূপ-বিস্মৃত জীবকুল কোথায় তুচ্ছ কুটীনাটি লইয়া জড়ানন্দ-লালসায় পরমার্থপ্রদ মনুষ্য-জীবনের দিনগুলি হেলায় কাটাইয়া দিতেছে। ইহাতে মোহগ্রস্ত জীবের দুঃখ না হইলেও প্রেমদাতা নিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁহার নিজজন-গণের প্রাণে বিশেষ দুঃখ হয়। তাঁহারা থাকিতে পারেন না, তাই তাঁহারা সংসার-কষ্টকারণা হইতে উদ্ধার করিয়া জীবকুলকে সুরভিত বৃন্দাবনে লইয়া যাইতে চাহেন। মোহগ্রস্ত জীবকুল বুঝিতেই পারে না যে, প্রতি পদে-পদে তাহাদের কত বড় আত্মহত্যা হইতেছে। একমাত্র কৃষ্ণভক্তগণই এই জীবনের মুহূর্তগুলির মূল্য মর্মে মর্মে অনুধাবন করিয়া প্রতিক্ষণের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। একক্ষণ কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া বৃথা অতিবাহিত হইলে তাঁহারা অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে থাকেন। কৃষ্ণসন্দর্শনে নৈরন্তর্য্য লাভ করিয়াও তাঁহাদের আশা মিটে না। কৃষ্ণরতি এমনই বস্তু যে, তাহাতে তৃষ্ণা বাড়িয়াই চলে। কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণপ্রেম-সুধাসিন্ধুমাঝে একেবারে নিমজ্জিত হইতে চাহেন—সেখানেই সন্তরণ করিতে চাহেন। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণভক্তগণকে সেই সুধাসিন্ধু-নীরেই আকর্ষণ করেন। রাধামাধবের অন্তরঙ্গ যাঁহারা, তাঁহারা সেই পরামৃত-সাগরে ডুবিয়া চির অমর হইয়া যান। অন্যদাতে কিছুতেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত হন না। তাঁহাদের কথা ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

"গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।"

আবার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু গাহিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তাভিসারগণ যাঁ'তে প্রচুর পবন
তা'র মধু করি' আস্বাদন।
প্রেমরস-কুমুদবনে প্রফুল্লিত রাত্রিদিনে
তা'তে চরাও মনোভৃঙ্গগণ॥
কৃষ্ণলীলা-অমৃতসার তা'র শত শত ধার
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে-ই চৈতন্যের লীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥
সেই সরোবরে গিয়া হংস-চক্রবাক হঞা
সদা তাহে করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবা পরম সুখ,
অনায়াসে হ'বে প্রেমোল্লাস

সকল পাপ সুবুদ্ধিরায়ের তৎক্ষণে গৌর-সুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে যখন কোনও সৌভাগ্যবান্ জীবের ব্রহ্মাণ্ড আতক্রম করিবার দিন আসে—শুধু তাহাই নহে, যখন তাহার কৃষ্ণপ্রেম সুধাসমুদ্রে সন্তরণ করিবার দিন আসে, তখনই তাহার শ্রীভগবান্ অথবা তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রিয় নিজজনের সঙ্গে দেখা হয়। তখন তিনি শাস্ত্রের সারমর্ম অনুধাবন করিয়া শ্রীচরণাবলেই একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন। আবার সৌভাগ্য না হইলে সাধুজন বৈষ্ণবের নিকট উপদেশ শুনিয়াও জীবকুল শ্রদ্ধার অভাবে উহা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। আবার সেই শ্রদ্ধা, যাহা ভক্তিলতার বীজ, বৈকুণ্ঠের বস্তু, তাহা ভাগ্যবান্ জীবের ছাড়া অভাগ্যবান্ জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হয় না। মনুষ্য-জীবন লাভ করিলেও, কোটী কোটী জীবের জীবন ধর্মার্থকামমোক্ষ-জ্ঞানযোগাদির চেষ্টায় অতিবাহিত হইলেও, একমাত্র এই শ্রদ্ধারই অভাবে বৃথায় অতিবাহিত হইয়া যায়। মহতের দর্শন লাভ করিলেও, এমন কি, অবতার-কালে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিলেও এই শ্রদ্ধার অভাবে জীব তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারে না—আশ্রয় করিতে চাহেও না। জীবের সঙ্গে জীব-পতির প্রকৃত সম্বন্ধ অনুভব হয় এই শ্রদ্ধারই বলে। এই শ্রদ্ধাই ক্রমে ভক্তি, রতি ও প্রীতির আকার ধারণ করে। ইহা অজ্ঞাত-প্রসাদে ও বহুকোটি জন্মের সুকৃতি-প্রভাবে জীবকুল লাভ করিতে পারে। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতের তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বহুবহু পণ্ডিতের ও সাধু-নামধারীর নিকট ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া সুবুদ্ধিরায় নির্বিণ্ণ ও দীনচেতা হইলেন। গত্যন্তরবিহীন হইয়া তিনি যখন প্রভুর সন্নিধানে উপনীত হইলেন, তখন ভক্তি-মহারাণী তাঁহাকে কৃপা করিলেন, তাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইল। তখন তিনি মহাপ্রভুর উপদেশ মর্মে গাঁথিয়া লইলেন। এই শ্রদ্ধাই জীব ও ভগবানের সম্বন্ধ-যোগসূত্র। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—"সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই, যাঁ'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে।" শ্রদ্ধার অভাবে জীব সাধুজন-সান্নিধ্যে আসিয়াও তাঁহাদের দর্শন পায় না। সাধু-গুরুও শ্রদ্ধাবিহীন কৌতূহলাক্রান্ত ব্যক্তিকে দর্শন করেন না। বহুলোকই ত' মহতের চরণাশ্রয় করিবার অভিনয় করেন, কত কত ভজনের কাচও কাচেন, অথচ মঙ্গলোদয় হইতে দেখা যায় না কেন? তাহার কারণই শ্রদ্ধার অভাব। মূলেতে 'সুশ্রদ্ধা'র অভাবে 'নষ্ট'। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্রদ্ধার মহিমা কীর্তন এইরূপ করিয়াছেন,—

"জ্ঞানকাণ্ড, দেবদেবী বহু যত্নেতে সেবি'
প্রাপ্ত যদে হৈলে তুচ্ছ জ্ঞান।
সাধুজন সদাবেশে কৃষ্ণকথার শেষে
বিশ্বাস ত' হয় বলবান্॥
সেই ত' বিশ্বাসে ভাই, শ্রদ্ধা বলি সদা গাই
ভক্তিলতা-বীজ বলি তারে।
ধর্মি-জ্ঞানা জন যা'রে, শ্রদ্ধা বলে মূঢ়ে বারে
সেই বৃত্ত শ্রদ্ধা হইতে নারে।

অতঃপর সুবুদ্ধি রায় শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশসার হৃদয়ে ধারণ করিয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন। একান্তভাবে শ্রীনামের আশ্রিত হইয়া ভজন করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইল। বহু বহু পণ্ডিতের

উপদেশ গ্রহণ করিয়া যে তাঁহার চিত্ত প্রবোধ মানে নাই, সে কেবল ভাবিতাম এই 'ভাগ্য-বিপর্যয়' হইবে বলিয়া—এই বর্ষানে চাপেলে উদয় হইবে বলিয়া। কৃষ্ণকৃপা সব হইতেই শক্তি। তিনি যাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন যিনি বলিষ্ঠ কৃষ্ণকৃপার আকর্ষণে পড়িয়া থাকিতে পারেন, তাঁহাকে মারপথে অন্য কোনও অবস্থা বদ্ধ আটক করিতে পারে না, তাঁহার গতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। তাঁহার জীবন চিরতরে ধন্যাতিধন্য হইয়া যায়। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বাণীতে দেখিতে পাই,—

"প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ যারে কৃপা করে।
সেই জন ধন্য এই সংসার-মাঝারে।"

মহাপ্রভুর উপদেশ শিরোভূষণ করিয়া একান্তভাবে নামভজন করিবার উদ্দেশ্যে রঘুত্তিরায় যখন প্রয়াগ, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি স্থান দিয়া মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে গমন করিয়াছিলেন। রঘুত্তিরায়ের আশা ছিল, পুনরায় বৃন্দাবনে প্রভুপাদপদ্মের দর্শন পাইবেন। কিন্তু সে আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তিনি নিরন্তর ভজনে মনোনিবেশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এমন সময় তথায় শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া রঘুত্তি রায়ের বড়ই উল্লাস হইল। অথবাবস্থায় বিরক্ত বৈষ্ণবের চিত্তাভ ঠিকঠিক অনুসরণ করিতে না পারায় পূর্ব-পরিচয় সূত্রে তিনি তাঁহাকে বহু সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ঐ সেবা পারমার্থিক নহে—উহা ব্যবহারিক। রায় উহা বুঝিতে না পারিলেও শ্রীল সনাতন ঐ সেবার স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহাকে বহুমানন করিতে পারিলেন না। তিনি সংসার সমস্ত বন্ধন অবহেলে ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণানুসন্ধানিৎসায় মহাবিরক্ত হইয়া ব্রজে আসিয়াছেন, বনে বনে এক এক বৃক্ষতলে এক এক দিবস বাস করিতেছেন, তিনি কেন পুনরায় মায়িক সেবাদিতে মুগ্ধ হইবেন! তাই তিনি রায়কে পরিত্যাগ করিয়া নিজ নির্দিষ্ট সেবায় মনোযোগী হইলেন।

রায় তখন একান্তভাবে ভজনের প্রয়োজনীয়তা অধিকভাবে মনে মনে অনুভব করিলেন। আর সময় ক্ষেপ করা উচিত নহে, বিচার করিলেন। তখন তিনি পারমার্থ-সংকল্পে শুকতা সংগ্রহ করিয়া উহা মথুরাতে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থে বৈষ্ণবসেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। মথুরাবাস, বৈষ্ণব-সেবা ও শ্রীনামকীর্তন একসঙ্গেই চলিতে লাগিল। তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য দূরীভূত হইল এবং আচরাৎ চিত্ত সুশান্ত হইল। বিভিন্ন বৈষ্ণববৃন্দের কৃপাবৃষ্টি তখন রায়ের উপর নিপতিত হইল। তাঁহার ভজন চেষ্টা লোক-চমৎকারিণী ও আন্তরিকতাময় ছিল। তাঁহার ভজন-কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"শুকতা আনি' রায় বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা পায় এক এক বোঝাতে॥
আপনে রহে পয়সার চানা চিবাইয়া।
আর পয়সা বানিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখিলে তাঁরে করান ভোজন।
গৌড়ীয়া আইলে দধি ভাত, তৈলমর্দন॥"

রায়ের সরলতা ও নিরভিমানিতা দর্শন করিয়া এবং বৈষ্ণব-সেবার পারিপাট্য ও কাঙ্গাল দুঃখী বৈষ্ণব-প্রতি মমতাধিক্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহাকে মহা কৃপা করিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরূপ প্রভু দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিলেন। রায় তখন কৃতকৃতার্থ হইয়া গেলেন। আপাত দৃষ্টিতে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের ব্যবহার রায়ের প্রতি দুই প্রকার হইলেও উভয়ের ব্যবহারেই তিনি কৃষ্ণকৃপার নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সকল ব্যবহারেই তিনি ভজনের উদ্দীপনা পাইলেন।

রায়ের সৌভাগ্যের সীমা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীরূপ প্রভুর কৃপাপাত্র। কাজেই তাঁহার ভজন-রীতি ভজনপ্রয়াসী সকলেরই অনুসরণীয়। ইহাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদ ও পরিকরগণের এক একজনের দ্বারা জগতে এক একটী বিষয় বিশেষপ্রকারে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের ব্যবহারই এক-তাৎপর্যপর। মূঢ়ভাবিকরাই জীব উঁহাতে ভেদ দর্শন করে। চিন্মাত্র আশ্রিত পরস্পরের মধ্যে বা চিন্ময়-প্রকৃতিতত্ত্ব আশ্রয়বিগ্রহগণের পরস্পরের মধ্যে মহাবদন, মহাচিৎসমন্বয়ের ভাব আছে। তাঁহাদের সকলের চেষ্টার মূলে একই উদ্দেশ্য বর্তমান। তাঁহাদের সকল ক্রিয়া-কলাপই এক-তাৎপর্যপর। সকলকেই কৃষ্ণ প্রেরণা দিয়া তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী নাচাইতেছেন। কিন্তু চিন্ময়ের অনাশ্রিত হইয়া 'আমরাও কৃষ্ণেচ্ছায় চালিতেছি, নাচিতেছি—আমাদের কার্য-কলাপও কৃষ্ণের সুখোৎপাদক' বলিলে চলিবে না। মোহগ্রস্ত হইয়া মনে মনে মনকলা খাইলে বা ভণ্ডামী করিয়া চলাবলের আশ্রয় করিলে দৌরাত্ম্য-প্রকাশমাত্র হইবে। মহতের চরণাশ্রিত না হইয়াই—হিতকামীর অর্থাশ্রিত না হইয়াই আধিক মাপামাপি আরম্ভ করিলে অন্তর্যামীর দণ্ডও পাওয়া যাইবে না; যাত্রীবাহীর যাত্রা শব্দ হইবে। আশ্রিত বা প্রাকৃত হইয়া যাহা-কিছু করা যায়, সবই সুন্দর, সবই মধুর। আশ্রিত সকলের সবচেয়ে কথাই অনুরূপ পাইয়া থাকেন। নামাচার্য ঠাকুর হরিদাসের বেনাপোলের নির্জন কাননে বসিয়া ত্রিলক্ষ হরিনামগ্রহণ, আর শ্রীধরের কলাখোলা-বিক্রয়, কলাবাগান-নির্মাণ, খুলী-কোদাল-ব্যবহার—সবই এক-তাৎপর্যপর। ভেদজ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। ঠাকুর হরিদাসকে ক্রোড়ে করিয়া মহাপ্রভু যেমন ক্রন্দন করিয়া বলেন "হরিদাস আছিলেন জগতের শিরোমণি। তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী।" তেমনই আবার শ্রীধরকেও মহাপ্রভু আদরে ডাকিয়া বলেন,—"বিস্তর করিয়াছ দুঃখ মোর আরাধন। বহু জন্ম মোর প্রেমে ছাড়িলা জীবন।" ইঁহাদের ভিতর কে বড়, কে ছোট, কাহার সেবা কোন স্তরের, এই সমস্ত লইয়া মাথা ঘামাইতে যাওয়া বহুমুখের অভাব দুষ্টতা-বাচক ও নিজেকে পাতাদির পাত্র। যাঁহার সমস্ত গায় আধা-পোড়া দুর্গন্ধ, মলিন, পচা বিষ্ঠা-মাখা, তিনি যেমন পদ্মের ও গোলাপের সৌরভের তুলনা-মূলক বিচার করিতে পারেন না বা যাঁহার নাসারন্ধ্রে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তিনিও যেমন সৌরভাস্বাদে অসমর্থ হইয়া পড়েন, সেইপ্রকার নিজ অনর্থযুক্ত থাকাকালে বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা লইয়া টানাটানি করিতে গেলে নিজেকে বঞ্চিত হইতে হয়; পরন্তু কৃষ্ণকৃপায় সবই আনিতে ও বুঝিতে পারা যায়। রঘুত্তিরায়ের বিচার অনুসরণ করিয়া সর্ব্ব কৃষ্ণকৃপা অনুভবপূর্বক সকলে কৃপাতত্ত্ব হওয়া নিজেকে নির্বিঘ্ন-সমর বিচারপূর্বক নিজের অনর্থ-দূরীকরণে প্রবৃত্ত হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কাজেই মহাপ্রভু রঘুত্তিরায়কে নাম-ভজনবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলেও রঘুত্তিরায় শুকতা ক্রয় বিক্রয় করাতেই অধিক সময় ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মহাপ্রভুরই কৃপাতে অন্তর্যামীর প্রেরণা মনে মর্মে অনুভব করিলেন। দুঃখ, অবাঞ্ছিত, অপরাধ মনন, কদর্য্যশীল, বিষয়-চিত্তে শ্রীনাম উচ্চারিত হন না। যতই চেষ্টা করা যাউক, ঐ কৃত্রিমতার নামাপরাধ হইয়া যাইবে, কদাচিৎ নামাভাস হইতে পারে মাত্র। দুর্গন্ধ-মলিন আবৃত বা আবরণযুক্ত স্থলে যশোমতী মাতার আদরের দুলাল আসিবেন কেন? কাজেই প্রকৃত শ্রীনামের আবাহকগণের ও শ্রীনামের কৃপায় কাঙ্গাল হইয়া তাঁহার পরিকরগণের একান্ত সেবায় নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কায়-মনো-বাক্য, প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-আদি সর্বস্ব-দ্বারাই সেবা করিতে হইবে। সেবাবিমুখের প্রাকৃত জিহ্বায় শ্রীনাম উচ্চারিত হ'ন না। মহাপ্রভুর শিক্ষার তাৎপর্য তাঁহার অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীরূপ কীর্তন করিয়াছেন। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।"

রঘুত্তিরায় কিপ্রকার ভুলাপেক্ষাবিহীন, অন্য-অপেক্ষা শূন্য, অমানী ও মানদ ছিলেন, তাহা তাঁহার আচরণেই পরিলক্ষিত হয়। যিনি এক সময়ে লোকের পালক ছিলেন, কর্তা নির্ভরমান হইলে ও সেবা-নিষ্ঠ হইলে তিনি শুকতা বহন করিয়া আনিয়া মথুরার হাটে-বাজারে বিক্রয় করিতে পারেন! নিজের জন্য যাহার প্রয়োজন মাত্র এক পয়সার চানা, তিনি কতটা সেবাপ্রাণ হইলে সবে প্রবীণ দেশ বাক্যের উপ দিয়া সব সম্বন্ধই মহাপ্রভুর কাঙ্গাল ভক্তগণের—গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য নিয়োজিত উত্তমরূপে ব্যয় করিয়া দিতে পারেন! এই সমস্ত বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন হরিনাম করিতে, তিনি আরম্ভ করিলেন শুকতা বিক্রয়! অথচ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবর শিক্ষক ভজন-চতুর শ্রীরূপ-সনাতন তাহা অনুমোদন করিলেন! ইহার তাৎপর্য কি? যদি রঘুত্তিরায় মহাপ্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতেন, তাহা হইলে শ্রীরূপ সনাতন তাঁহাকে কৃপা করিতেন না—কবিরাজ গোস্বামীও উহাদের তাঁহার ভজন পারিপাট্যের কথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কীর্তন করিতেন না।

সুতরাং শিক্ষার জন্য ইঁহাদের লীলা বুঝিতে হইবে। রায়কে উপলক্ষ করিয়া মহাপ্রভু জগতে এই শিক্ষাই প্রচার করিলেন যে, বহুর্বিধার জীবকুল কায়, মন ও বাক্য তিনটিকেই একান্তভাবে নিযুক্ত করিবে। তিনমুখী সাধনা না হইলে গৌড়ীয়ের কৃপা পাওয়া যাইবে না। কায়মনো করিয়া সর্বজন হইতে দেশে চিত্তচাঞ্চল্য নিবৃত্ত না হওয়ায় উৎপাতেরই আবাহন হইবে, আবার কায়ক্লেশ করিয়া কীর্তনকারী হইতে গেলে সমস্ত বক্তার আচারহীন শুষ্ক বৈরাগী মাত্র হইতে হইবে। আবার কেবল কায়িক পরিশ্রম করিয়া সংকীর্তনে উদাসীন হইলেও অনুরাগের অর্থ আসিয়া গ্রাস করিবে। ইহাতে জগতে এই শিক্ষাই প্রচারিত হইল যে, বৈষ্ণবের সেবার জন্য প্রাণ না দিলে, তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক মমতা না হইলে—প্রাকৃতিক বৈষ্ণববৃন্দকে পাপ-কোটি-সর্বস্বজ্ঞান করিয়া তাঁহাদের সেবার জন্য সর্বস্ব অর্পণ না দিলে নামপ্রভুর কৃপা হয় না। ইহা দ্বারা জগতে এই শিক্ষাও প্রচারিত হইল যে, কি প্রবীণ কি নবীন, কি রাজা, কি প্রজা, কি বিজ্ঞ, কি মূর্খ—সকলেরই বহু পুণ্যফলে ভক্তির পথে [illegible] দিয়া কায়, মন, বাক্য, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি কোনটির ব্যবহারে [illegible] করিলে চলিতে পারে না। [illegible] সেবা হইতে অপৃথক। কৃপার অঙ্গন-চেষ্টাপরায়ণ [illegible] আর যাহার [illegible] এক [illegible] নহে। চতুর্থবারের পুণ্য জীবনের [illegible] পরিচালনা, আর [illegible] নহে—[illegible] নহে। একটী [illegible] ভক্তগণ, আর একটী [illegible] মহাজনের [illegible]। [illegible] বৈষ্ণবপাদপদ্মের জন্য উহাদের

মুক্তি হয়। আবার শ্রীনামপ্রভুর কৃপাতে স্বরূপ পরিচয়ের অধিকার লাভ হয়। একটী উপায়, অপরটী উপেয় বা একটী সাধ্য, অপরটী সাধন—এরূপ নহে। উভয়ই একাধারে সাধ্য ও সাধন—উপায় ও উপেয়। কোনটীই বর্জনীয় বা ছোট নহে, পরন্তু সবই বরণীয়, উপাদেয় ও সুন্দর। সুবুদ্ধিমানের আদর্শ হইতে এইপ্রকারে বহুবিধ শিক্ষা আমরা লাভ করিতে পারি।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——:(০):——

শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়মঠে বিরহমহোৎসব

গত ৩০শে কার্ত্তিক; ১৬ই নভেম্বর, সোমবার শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর তিরোভাব তিথি উপলক্ষে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ে সমস্ত দিবস শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে সম্পাদিত হইয়াছে।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ৪॥০ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীমঙ্গলআরতি-বন্দনা ও কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পতিতপাবন প্রভু "শ্রীচৈতন্যভাগবত" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর বাল্য-ভোগারতি ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমার পর শ্রীপাদ বিষ্ণুবর্দ্ধন প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ করেন। অপরাহ্ণ ২॥ ঘটিকা হইতে বন্দনা ও কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অবধান ব্রহ্মচারী প্রভু ২১শ বর্ষ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "শ্রীগোপাল-ভট্ট" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" হইতে সনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর বন্দনা ও কীর্ত্তনের পর পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি-মহারাজ "শ্রীভক্তিসন্দর্ভ" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠকীর্ত্তনের পর সমাগত-ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ২রা অগ্রহায়ণ, ১৮ই নভেম্বর, বুধবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকটতিথি উপলক্ষে সমস্ত দিবস শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন ও উপবাসমুখে সম্পাদিত হইয়াছেন।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ৪॥ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীমঙ্গলআরতিবন্দনার পর শ্রীশিক্ষাষ্টক, শ্রীদামোদরাষ্টক, শ্রীগৌরকিশোরাষ্টকাদি কীর্ত্তন হয়। তৎপরে গৌড়ীয়সম্পাদক মহা-মহোপদেশক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, "পরমহংস শ্রীগৌরকিশোর" নামক গ্রন্থের উপোদ্ঘাত হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের বাণী অবলম্বনে প্রায় ১ ঘণ্টাকাল শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন করেন। তৎপরে কীর্ত্তন-মুখে মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়। পরিক্রমান্তে শ্রীমদ্ভাগবত ও "পরমহংস শ্রীগৌরকিশোর"-গ্রন্থ পারায়ণ হয়। অপরাহ্ণ ২॥ ঘটিকা হইতে বন্দনা ও কীর্ত্তনের পর পূজনীয় শ্রীল মহারাজ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চরিত্র, মহিমা ও দয়ার কথা প্রায় ১॥ ঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তন করেন। তৎপরে একটী বৈষ্ণববিরহসূচক গীতি কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" হইতে সনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর বন্দনা ও কীর্ত্তনান্তে পূজনীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ কৃত "শ্রীভক্তিসন্দর্ভ" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ-ন্যায়তীর্থ প্রভু প্রভৃতি 'হরি, হরি, বিফলে জনম গোঁয়াইনু', "হায় হরি, কবে মোর হ'বে হেন দিন", "বৈষ্ণবঠাকুর দয়ার সাগর" প্রভৃতি গীতিসমূহ কীর্ত্তন করেন। তৎপরে পরম-পূজ্যপাদ শ্রীল বিদ্যাবিনোদ প্রভু ২১শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভুর আশীর্ব্বাদের কথা এবং সেই আশীর্ব্বাদ তাঁহার কৃপাতেই বরণ করা যায়, অচেতন আবার "তোমার সর্ব্বনাশ হউক" এই আশীর্ব্বাদ একদিন না একদিন বরণ করিতেই হইবে। তাঁ'র আশীর্ব্বাদ না লাভ করিতে পারিলে কাহারও প্রকৃত আনন্দ লাভ হইতে পারে না, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম-সংলগ্ন একটি ধূলিকণা হইতে পারাই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি—এই সমস্ত কথা ১ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। তৎপরে প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত বহু সমাগত ভক্তবৃন্দসহ বিভিন্ন পদাবলী সংকীর্ত্তন হয়।

পরদিন দ্বাদশীতিথিতে প্রাতঃকাল হইতে ঢাকা শহরের অসংখ্য লোক শ্রীবিগ্রহ-দর্শনার্থ আগমন করেন।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে হরিকথা

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ ভোর ৫টা হইতে বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, দামোদরাষ্টক ও অন্যান্য কীর্ত্তনান্তে মধ্যা-হ্নিক অবধি শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বৈষ্ণব আদি পাঠ, ব্যাখ্যা ও তুলসী-পরিক্রমা হয়।

দ্বিপ্রহরে ৩॥ ঘটিকা হইতে বন্দনাকীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গজেন্দ্রমোক্ষণ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে সনাতনশিক্ষা, শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। কীর্ত্তনান্তে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠীরূপে হরিকথা আলোচনা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে 'গৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশ' পাঠ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা (গৌড়ীয় হইতে) পাঠ, আলোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী হয় ও মাঝে মাঝে মঠের বিশিষ্টগণ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়।

বিবিধ সংবাদ

সার্ভে অব ইণ্ডিয়া বিভাগে নূতন নিয়োগ

জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি সার্ভে অব ইণ্ডিয়া বিভাগে ৬০ জন বৃটিশ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সকল নিয়োগ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ডি ডিগ্রী লাভ

শ্রীযুক্ত তাপসকুমার বসু এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ডি ডিগ্রী পাইয়াছেন। তিনি কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

এ বৎসর আর একজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ডি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। ডাঃ তাঁর নাম শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার রায়।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট আলোচনা

গত ১৯শে নভেম্বর আসাম ব্যবস্থা পরিষদে সাধারণ শাসন (২০,৬৩,০০০৲ টাকা), ভূমি রাজস্ব (১৫,৫০,০০০৲ টাকা) এবং বিচার বিভাগ (১,৫০,০০০৲ টাকা) খাতে অর্থ মঞ্জুরের সমস্ত দাবী গৃহীত হইয়াছে।

ভূমি রাজস্ব খাতে দাবী সম্পর্কে একটি ছাঁটাই প্রস্তাব মিঃ আবদুল বারি চৌধুরী ভূমি রাজস্ব মঞ্জুরের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া সম্পর্কিত সরকারী নীতি আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ভূমি রাজস্ব মঞ্জুরের পরিমাণ কমাইবার পক্ষে বর্ত্তমান সময় কোনক্রমেই উপযোগী নহে। মিঃ বারিকে সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরী বলেন যে, রায়তদিগের একদিকের সুবিধা রদ করিয়া দেওয়া সরকারের পক্ষে সু বিবেচনার কাজ হয় নাই। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পতনের পূর্ব্বে আল মঞ্জুর দিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী মন্ত্রিসভা সেই ব্যবস্থা বহাল রাখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখার্জি এবং বসন্তকুমার প্রস্তাবটী সমর্থন করেন। মিঃ জোয়ারদার ও মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়াছিলেন।

উক্ত দেওয়া প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী বর্ত্তমান সময়ে প্রদেশে এ আর পি এবং বেসামরিক দেশরক্ষা ব্যাপারে অত্যধিক ব্যয়ের কথা উল্লেখ করেন এবং প্রস্তাবককে প্রস্তাবটী প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন।

প্রধান মন্ত্রীর জবাবের পর মিঃ আবদুল বারি চৌধুরী প্রস্তাবটী প্রত্যাহার করিতে চাহেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরী ভোট দাবী করেন। অতঃপর তাহা ৮—৩০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। চারিজন সদস্য নিরপেক্ষ থাকেন।

জাপানের বৌদ্ধমন্দিরসমূহের ঘণ্টা

টোকিও হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া জার্মাণ বেতারে বলা হইয়াছে যে, জাপানের বৌদ্ধমন্দিরসমূহের ঘণ্টাগুলি যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়তার উদ্দেশ্যে গলাইবা ফেলার জন্য জাপ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে দান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

অত্যুজ্জ্বল নূতন তারকা আবিষ্কার

উত্তর জেনেলের ডনৈক জ্যোতির্বিদ শ্রীঅট্টচেল গৃহস্থ মানমন্দিরে সংবাদ জানান যে, তিনি একটি অত্যুজ্জ্বল নূতন তারকা দেখিতে পাইয়াছেন। তাহার কিছুক্ষণ পরে মানমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ সুইডেন হইতে এই আবিষ্কার উল্লেখ করিয়া সরকারী-ভাবে প্রেরিত এক তার প্রাপ্ত হন।

বৃটেনে সিংহমণ্ডলের সামান্য কয়েক ডিগ্রী উপরে তারকাটি দৃষ্ট হইয়াছে। অত্যুজ্জ্বল অবস্থায় খালি চোখেই ইহাকে দেখা যায়।

তারকাটিকে সম্ভবতঃ 'নোভা পাপিস্' নামে অভিহিত করা হইবে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া উহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িতেছে। বিজ্ঞাপন, প্রশংসাপত্রের বাহুল্য এবং মূল্যের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থের সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৳০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। ঠিকানা :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনিলগোপাল মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সভাষ্য-শ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতাংশ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক মিত্রভাষ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ শ্লোকাদি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ৪ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১০ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২৬শে নভেম্বর, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার | ১০৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ কেশব, তৃতীয়া বাসরগোপনাথী, গৌরাব্দ ৪৫৬

"কৃষ্ণকৃষ্ণেতি রৌতু"

——::(০)::——

শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু 'পদ্যাবলী'তে প্রাচীন মহাজনের নিম্নলিখিত শ্লোকটি আহরণ করিয়াছেন,—

ধর্ম্মাধীরা ব্যবসিতিরসৌ হীনবর্ত্তোর লোকান্
যোগাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং
ক্লেশভাজম্।
যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং
প্রয়াসৈঃ
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা কৃষ্ণকৃষ্ণেতি
রৌতু॥
(পদ্যাবলী-২৭)

ধর্ম্মাদের অনুষ্ঠান লোকসকলকে কেবল হীনতাবাপন্ন করে, যোগের অপেক্ষা কেবল জীবকে ক্লেশভোগী করে, যোগের অভ্যাসও অতিশয় বিরস; অতএব সেইসকল প্রয়াসের কোনও প্রয়োজন নাই। ঐরূপ সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আমার জিহ্বা কেবল উচ্চৈঃস্বরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে থাকুক।

কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য সমস্ত সাধন-ভজনের প্রয়াসই পণ্ডশ্রম। 'নাম বিনা আর, প্রাপ্তিক কিছু, চৌদ্দ ভুবন মাঝে।' শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন সাক্ষাৎ অকিঞ্চনা ভক্তি। জ্ঞান্য-জ্ঞান-বিচার, সাংখ্যযোগ প্রভৃতি অর্থাৎ "দেহ কিছু নহে, মন কিছু নহে", "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" প্রভৃতি বিচার সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ নহে। উহার সহিত বঞ্চনা বা অপরের সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে পরাৎপর তত্ত্বের সাক্ষাদ্ভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়। এজন্য স্বনাম-বিস্তারকারী ও স্বনাম-পরায়ণ ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকেই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে। যখন শ্রীতপনমিশ্র শ্রীমহাপ্রভুকে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন,—

"কলিযুগ-ধর্ম্ম হয়,—নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারিযুগে চারি-ধর্ম্ম জীবের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি পায় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁ'র মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটী পরিহরি' একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হ'বে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১৭।২১, ২২-২৭)

বর্ত্তমান জগৎ এইরূপ নাস্তিকতায় পরিপ্লাবিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনের প্রতি সর্ব্বতোভাবে বিদ্রোহিতা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। যে-বস্তু স্বয়ংনামী শ্রীভগবান্ হইতেও অধিকতর জীবের হিতকর—যে বস্তু ভবরোগের একমাত্র মহৌষধ—যে বস্তু একমাত্র তারক ও পারক—যে-বস্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন-প্রদাতা, সেই বস্তুর সেবায় আমাদের অরুচি, বিমুখতা, এমন কি, বিদ্রোহিতা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা চরম দুর্ভাগ্যের কথা আর কি আছে? কত পুঞ্জীকৃত অপরাধ থাকিলে শ্রীনামকীর্ত্তন-শ্রবণে চিত্তবিকারের অভাব হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না! এক একটি নাম শ্রীভগবানের নিজ স্বরূপ, গুণ, পার্ষদ ও লীলার খনি। নামরূপে গোলোকের প্রেমভাণ্ডারের খনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। একজনই মহাভাগবত-গণ এক একটি নাম উচ্চারণ করিবা-মাত্র প্রেমবিবশ হইয়া নৃত্য করেন, কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও উচ্চৈঃস্বরে নানা-প্রকার ক্রিয়ামুদ্রা প্রদর্শন করেন। যেমন বিদ্যুৎতরঙ্গ স্পর্শ হইবামাত্র সমস্ত শরীরে ক্রিয়া করিয়া থাকে, আনন্দকেন্দ্রকে সঞ্চালিত করে, সেইরূপ 'গুণকর্ম্মাভিধায়িনাম' (ভাঃ ৩,৯।১৫) উচ্চারিত হওয়া-মাত্র অপ্রাকৃতপ্রবাহিত, নিরপরাধ ব্যক্তিহৃদয়কে রূপ-গুণ-পার্ষদ-লীলাদির অপ্রাকৃত বিজলী-সঞ্চারে সঞ্চালিত করিয়া থাকে। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গানে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে,—

নারদমুনি বাজায় বীণা
'রাধিকারমণ'-নামে।
নাম অমনি উদিত হয়
ভকত-গীতসামে॥
অমিয়ধারা বরিষে ঘন
শ্রবণ-যুগলে গিয়া।
ভকতজন সঘনে নাচে
ভরিয়া আপন হিয়া॥
মাধুরী-পুর আসব পশি'
মাতায় জগত জনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে॥
পঞ্চবদন নারদে ধরি'
প্রেমের সঘন রোল।
কমলাসন নাচিয়া বলে,
'বোল বোল হরি বোল'॥
সহস্রানন পরম সুখে
'হরি হরি' বলি' গায়।
নামপ্রভাবে মাতিল বিশ্ব,
নামরস সবে পায়॥
শ্রীকৃষ্ণনাম রসনে স্ফুরি',
পুরা'ল আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচয়ে ইহা,
ভকতি-বিনোদ দাস॥

শ্রীহরিই সর্ব্বেশ্বর

——::(:০:)::——

শ্রীল শুকগোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।২৪) বলিয়াছেন,—পার্থিব-বিকার কাষ্ঠ হইতে ধূম শ্রেষ্ঠ; অগ্নিময় অগ্নি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তমোগুণ হইতে রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ—যেহেতু সত্ত্বগুণ ব্রহ্মদর্শক।

পার্থিব অর্থাৎ পৃথ্বী সম্বন্ধীয় কাষ্ঠ, ইহাতে ধূমের ন্যায় অগ্নির অংশ নাই, অর্থাৎ ধূম যদিও কাষ্ঠ হইতে উদিত হয়, তাহাতে অগ্নির অংশ থাকে, কাষ্ঠে তাহা নাই। তাহা অপেক্ষা (কাষ্ঠ অপেক্ষা) বেদোক্ত কর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রবৃত্তি (চলন) ও প্রকাশ রহিত যে কাষ্ঠ অর্থাৎ যজ্ঞীয় মন্থনকাষ্ঠ, তাহা হইতে অংশের দ্বারা অগ্নিসম্বন্ধীয় বেদময় ধূম শ্রেষ্ঠ; কেন না, পূর্ব্বাপেক্ষায় (কাষ্ঠ অপেক্ষায়) বেদোক্ত কর্ম্মাদিকার্য্যের আবির্ভাবের আশ্রয় ঐ ধূম হইতেও অগ্নি উদ্দীপ্ত

ভক্ত কৃষ্ণরূপ বস্তু লাভের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

(যেমন) অগ্নি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বেদোক্ত কর্মের আবির্ভাবের আস্পদ (স্থান); অর্থাৎ কাষ্ঠে বেদোক্ত কোন কর্মাদিকের আবির্ভাব নাই, কিন্তু অগ্নি হইতে উত্থিত যজ্ঞীয় অগ্নির দ্বারা অগ্নি (অগ্নের অংশ নহে, সাক্ষাৎ বেদোক্ত কর্মের আবির্ভাব-স্থান) —এইপ্রকার সত্ত্বগুণ হইতে পূর্ববর্তী কাষ্ঠস্থানীয় তমোগুণ হইতে ধূমস্থানীয় কিঞ্চিৎ সত্ত্বগুণের সান্নিহিত রজোগুণ ব্রহ্মদর্শক, অর্থাৎ বেদোক্ত কর্মস্থানীয় সেই সেই অবতারী পুরুষের প্রকাশের দ্বার। অগ্নি-স্থানীয় যে সত্ত্বগুণ, তাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শক অর্থাৎ সাক্ষাৎই (পরম্পরা নহে) সম্যক্ প্রকার রূপ ও গুণের আবির্ভাবদ্বার—যেহেতু (সত্ত্বগুণ) শান্ত ও স্বচ্ছস্বভাব। অতএব সত্ত্বে ও রজে (ব্রহ্মদর্শনের) সমাকার, কিন্তু বিষ্ণুতে রূপের সাক্ষাৎ দর্শনের সিদ্ধ হয়—ইহাই তাৎপর্য।

পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবী সম্বন্ধীয় প্রবৃত্তি ও প্রকাশরহিত মহাকাষ্ঠ হইতে ধূম শ্রেষ্ঠ, কেন-না, ধূমে প্রকাশশক্তি না থাকিলেও ত্রয়ী (বেদ)-শক্তি আছে। কাষ্ঠে চলনশক্তি ও প্রকাশ-শক্তি এই দুইয়েরই অভাব। আবার ঐ ধূম অপেক্ষা ত্রয়ীময় অর্থাৎ বেদোক্ত যজ্ঞসম্পাদক অগ্নি শ্রেষ্ঠ, কারণ অগ্নিতে চলনশক্তি ও প্রকাশশক্তি উভয়ই বিদ্যমান। (সত্ত্বাত্মক) তমোগুণ অপেক্ষা (বিক্ষেপক) রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ; কেন-না, সত্ত্বগুণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শক।

কাষ্ঠ হইতে ধূমের শ্রেষ্ঠত্ব, তদপেক্ষা অগ্নির শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইল। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে হইবে—তমোগুণ হইতে রজোগুণ শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ। অতএব তমোগুণোপাধি হর, বিরিঞ্চি, হরি প্রভৃতির মধ্যে অর্থাৎ সত্ত্বাত্মক তমোগুণোপাধি হর অপেক্ষা বিক্ষেপাত্মক রজোগুণোপাধি ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব, তদপেক্ষা প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণোপাধি হরির শ্রেষ্ঠত্ব।

শ্রীবামনপুরাণে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন মহাত্মা বিষ্ণুর রূপ; সেই বিষ্ণু ব্রহ্মাতে ব্রহ্মরূপে ও শিবে শিবরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও বিষ্ণুরূপী জনার্দন পৃথগ্‌রূপে অবস্থিত হইয়া আছেন।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৫-৪৬, ৪৯) উক্ত হইয়াছে—

প্রভাশালী সূর্য যেমন নিজ প্রভাবশতঃ স্বীয় (সূর্যকান্তমণি প্রভৃতিতে) কিঞ্চিৎ নিজতেজঃ প্রকটিত করে অর্থাৎ প্রকটিত করিয়া তদ্দ্বারা দাহ করে, সেইপ্রকার যিনি স্বাংশে নিজ সৃষ্টিক্রিয়ায় আবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মার কার্য সম্পাদন করেন, আমি সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

বস্তুবিশেষের (অম্ল) যোগে দুগ্ধ যেমন দধি হয়, কিন্তু ঐ দধি স্বকারণ দুগ্ধ হইতে বস্তু পৃথক্ নহে, কেবল দুগ্ধের পরিণাম মাত্র; তদ্রূপ যিনি কার্যবশতঃ অর্থাৎ সংহারাদি-কার্যের নিমিত্ত শম্ভুতা (শম্ভুভাব) ধারণ করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যেমন প্রদীপের শিখা দশান্তর অর্থাৎ অন্য বর্তিকে (সলিতাকে) প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ দীপের (মূল দীপের) ন্যায় সম্যক্ প্রকাশিত হয়, কিন্তু উভয় দীপেরই যে সমান ধর্ম, তাহার অন্যথা হয় না, তদ্রূপ যিনি (সর্বোৎকর্ষশালী) বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিও তাঁহারই (গোবিন্দের) সদৃশ এবং সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

সূর্য ও সূর্যকান্তমণির সহিত গোবিন্দ ও ব্রহ্মার উপমা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে সূর্যকান্তমণির দাহিকাশক্তি নাই, সূর্যের রশ্মি সূর্যকান্তমণিতে পতিত হইলে সে দাহ করে, সুতরাং সূর্যের কিরণেরই দাহিকাশক্তি। গোবিন্দ হইয়াছেন—সূর্যস্থানীয়, আর ব্রহ্মা হইলেন—সূর্যকান্তমণিস্থানীয়। সূর্য যেমন সূর্যকান্তমণিতে তেজঃসঞ্চার করে, শ্রীগোবিন্দও সেইরূপ যোগ্যজীবে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করেন। সূর্য-তেজে তেজস্বী হইয়া সূর্যকান্তমণি যেমন দাহ করিতে পারে, তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দের সৃষ্টিশক্তি ধারণ করিয়া যোগ্যজীবও ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা নাম ধারণ করেন।

ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁ'র মন॥
গর্ভোদকশায়ি-দ্বারা শক্তি সঞ্চারি'।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি'॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩০২।৩০৩)

কোন কল্পে যদি যোগ্যজীব না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কল্পে ভগবান নিজেই অংশে ব্রহ্মা হইয়া ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টি করেন।

কোন কল্পে যদি যোগ্যজীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে 'ব্রহ্মা' হয়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য, ২০।৩০৫)

অতএব ব্রহ্মা দুইপ্রকার—ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি। কোন জীব ব্রহ্মা হইলে তাঁহাকে জীবকোটি, আর ভগবান্ নিজ অংশে ব্রহ্মা হইলে তাঁহাকে ঈশ্বরকোটি বলে।

পরবর্তী এই শ্লোকে কার্যকারণ-ভাবনাদের প্রকাশ হইল। যথা কারণ দুগ্ধ, যথা হইল দুগ্ধের কার্য; তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দ হইলেন শম্ভুর কারণ, শম্ভু হইলেন তাঁহার কার্য। প্রকৃতপক্ষে শিব ও গোবিন্দ এক নহেন। শিব—গুণসংযুক্ত, গোবিন্দ—নির্গুণ। এখানে উপমাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দুগ্ধ অম্লাদিযোগে যেমন দধি হইতে পারে, কিন্তু দধি আর নিজের কারণ (দুগ্ধ) হইতে পারে না; তদ্রূপ গোবিন্দ হইতে শিব, কিন্তু সেই শিব গোবিন্দ হইতে পারেন না।

নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকারে।
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্ররূপ ধরে॥
মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব নয়, নহে কৃষ্ণের 'স্বরূপ'॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে॥
'শিব'—মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত, গুণাতীত 'বিষ্ণু'—পরমেশ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ—মধ্য, ২০।৩০৭-৩০৯,৩১১)

একটি দীপের শিখা অন্য সলিতার সহিত মিলিত হইলে দাহাদিকার্যে উভয় দীপের সমানধর্ম; কিন্তু দ্বিতীয় দীপের কারণ প্রথম দীপ। এই উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, শ্রীগোবিন্দ হইতে বিষ্ণুর প্রকাশ, গোবিন্দ অংশী এবং বিষ্ণু অংশ। মায়ার অতীত ভগবানে গোবিন্দের স্বরূপ-ঐশ্বর্যাদি যেমন মায়াতীত, শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ ও ঐশ্বর্যাদিও মায়াতীত। কিন্তু ঐশ্বর্য-মাধুর্যাদির প্রকাশ শ্রীবিষ্ণু অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দে অনেক বেশী।

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ-দ্রষ্টা, তা'তে গুণমায়া পার॥
স্বরূপ—ঐশ্বর্যপূর্ণ, কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ, বেদে হেন গায়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ—মধ্য, ২০।৩১৪-৩১৫)

দধিদৃষ্টান্তদ্বারা তাঁহার (গোবিন্দের) বিকারত্ব আসে না। যেহেতু 'প্রকৃতির পরম্ কারণ হেতু' (বেদান্তদর্শন ২।১।২৭) পুনঃ পুনঃ সেই দোষ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৭৮।৫) বলিয়াছেন, শ্রুতিগণ বলিয়াছেন—যেমন বিকৃত ঘটাদি মৃত্তিকাতে উদয় (প্রকট) ও অস্ত, তদ্রূপ অবিকৃত ব্রহ্ম হইতে এই বিকৃত বিশ্বের উদয় ও অস্ত।

ব্রহ্মসংহিতাকথিত সূর্য, দুগ্ধ ও দীপ—এই তিনটী দৃষ্টান্তদ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে, সূর্যকান্তমণি-স্থানীয় ব্রহ্মাদিতে সূর্যের ন্যায় কিঞ্চিৎ প্রকাশ, কিন্তু দধিস্থানীয় শম্ভুতে দুগ্ধস্থানীয় ভগবানের সেরূপ প্রকাশ নাই, কিন্তু দশান্তর (অন্য সলিতা) স্থানীয় বিষ্ণু উপাধিতে ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ বুঝিতে হইবে।

'ক্ষীর দধি হয়'—এই কথা বলায় দুগ্ধের বিকার যেমন দধি, তদ্রূপ 'গোবিন্দই ব্রহ্মতা ও শম্ভুতা প্রাপ্ত হন' বলাতেও গোবিন্দের বিকার ব্রহ্মা ও শম্ভু এপ্রকার বুঝিতে হইবে না। ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ, যেমন ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা। ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইলেও তাঁহাতে বিকারিত্ব হয় না; কেন-না, শ্রুতপ্রামাণ্যহেতু শব্দই ইহার মূল। ব্রহ্মপদার্থ সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণ, একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য; সুতরাং সর্বপ্রকারে শব্দই একমাত্র প্রমাণ। অতএব শ্রুতিকথিত ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তি সর্ববিরুদ্ধ নহে। তিনি জগতের বা ব্রহ্মাদির কারণ হইয়াও অবিকৃতভাবে স্ব-স্বরূপে বিদ্যমান আছেন।

দুগ্ধের বিকার দধির দৃষ্টান্তে গোবিন্দের বিকারিত্ব আসিতে পারে না। কারণ, গোবিন্দের বিষয় সাধারণতঃ দৃষ্ট নিয়মানুসারে নির্ধারিত হয় না; অচিন্ত্য-শক্তিতে তিনি ব্রহ্মাদির কারণ হইয়াও অবিকৃত থাকেন।

এখানে সর্বাংশে উপমা নহে, কেবল উদয় ও নাশ-সম্বন্ধে উপমা। চন্দ্রের ন্যায় মুখ বলিলে চন্দ্র যেমন আকাশে থাকে মুখও সেইপ্রকার আকাশে থাকিবে এবং গোলাকার হইবে—তাহা বুঝায় না। চন্দ্র দেখিলে যেমন আনন্দ হয়, মুখ দেখিলেও সেইপ্রকার আনন্দ হয়—এই আনন্দাংশে উপমা। এখানেও বিকারপ্রাপ্ত মৃত্তিকাদি হইতে ঘটাদির উৎপত্তি হয় ও তাহাতে লয় হয়। কিন্তু ব্রহ্মের কোন বিকার হয় না, অথচ তাহা হইতে এই বিকৃত বিশ্বের উৎপত্তি ও নাশ হয়। অচিন্ত্যশক্তিতে ব্রহ্ম অবিকৃত-ভাবেই থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৮।৩৫) বলিয়াছেন,—

শিব সর্বদা শক্তিযুক্ত, ত্রিলিঙ্গ অর্থাৎ প্রকারত্রয় গুণযোগ হইলে গুণত্রয়ে উপাধিযুক্ত এবং গুণসংবৃত অর্থাৎ তিনগুণের (সত্ত্বরজস্তমের) দ্বারা (দূর হইতে) সম্যক্‌রূপে বৃত। যেহেতু বৈকারিক (সাত্ত্বিক), তৈজস (রাজসিক) ও তামসিক—এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা বলিয়া তিনি ত্রিলিঙ্গ।

তাঁহা হইতে (অর্থাৎ ভগবানের প্রতি-বিম্বরূপে অধিষ্ঠিত অহংতত্ত্ব হইতে) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়; ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূত ও মন, এই ষোড়শ বিকার উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে যে কোন বিকারোপাধিকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা যে দেবতাগণ আছেন, তাঁহাদের কাহাকেও ভজন করিলে সকল বিভূতির (উপাধির অনুরূপ) প্রাপ্ত (ফল) প্রাপ্ত হয়।

শ্রীহরি সাক্ষাৎ নির্গুণ (প্রাকৃতগুণস্পর্শ-শূন্য) পুরুষ (পরমেশ্বর), প্রকৃতির (মায়ার) অতীত সর্বদর্শী ও সকলের সাক্ষী। তাঁহাকে ভজন করিলে নির্গুণ হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৮।১) শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ প্রশ্ন করিলেন যে, ত্যাগী শিবকে ভজন করিলে লোকে ভোগশালী (ধনী) হয়, আর লক্ষ্মীপতি হরির ভজনে তাহা হয় না—ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপাদ বলিলেন যে, শিব গুণময়, শক্তিসমন্বিত ত্রিগুণময়; অতএব শিবের ভজনে লোকের সম্পৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——ঃঃ(০)ঃঃ——

শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে ও শ্রীসুবর্ণবিহারে মহোৎসব

গত ৬ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নভেম্বর, রবিবার, রাসপূর্ণিমা দিবসে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে নবানির্মিত ভোগ-রন্ধনগৃহ-প্রবেশোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে ও শ্রীভাগবতের অধ্যয়ন সহকারে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ৪॥ ঘটিকা হইতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্বনাম, দামোদরাষ্টক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী প্রভৃতি কীর্ত্তনান্তে পাঠ ও হরিকথা-আলোচনা করেন। পরে দ্বিপ্রহরে নানাবিধ উপচারে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ হয় ও শ্রীমায়াপুরবাসী ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঐ দিবসই শ্রীসুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠে শ্রীসুবর্ণবিহারীজীউর নবানির্মিত ভোগরন্ধনগৃহ ও সেবকগৃহ-প্রবেশোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে যথারীতি হয়।

শ্রীবৃন্দাবন, খানসুবর্ণনগর, বাউনামা ও শ্রীমায়াপুর হইতে সেবকবৃন্দ এই সংকীর্ত্তন মহোৎসবে যোগদান করেন। ঐ দিবস সেবকবৃন্দ ৪॥ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্বনাম ও দামোদরাষ্টক-কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীপাদ অনুভানন্দ সেবা-বিলাস প্রভু শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের গুণমহিমা বর্ণনমুখে অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

দ্বিপ্রহরে নানাবিধ উপচারে শ্রীসুবর্ণবিহারীজীউর ভোগরাগ হয় এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও সুবর্ণবিহারপল্লীর অনেক লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীঢাকাগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

গত ২৪শে কার্ত্তিক, ১০ই নভেম্বর, মঙ্গলবার পরমপূজ্যপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মকৃপায় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের অপ্রকটতিথি-পূজামহোৎসব সমারোহ হরিকথাকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ৪॥০ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্বনাম, শ্রীদামোদরাষ্টক প্রভৃতি কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবারত্নপ্রভু "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" পাঠ করেন। তৎপরে কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিনোদকান্তজীউর মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দিরপরিক্রমা হয়। শ্রীমন্দির-পরিক্রমার পর হইতে শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দামোদরদাস প্রভু শ্রীভাগবত-পারায়ণ করেন।

অপরাহ্ণ ২॥০ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরবৈষ্ণববন্দনা, 'যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ জ্যোতি-র্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু ২০শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে "শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পাঠের পর শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণব্যাকরণতীর্থ প্রভু, গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-মহিমাপূর্ণ শ্রীল বাসুদেবঘোষ রচিত কয়েকটি পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'শ্রীল রসিকানন্দদেব'-শীর্ষক প্রবন্ধের কিয়দংশ ও "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" হইতে "শ্রীসনাতনশিক্ষা" সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে বন্দনা ও কীর্ত্তনের পর শ্রীল ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীমৎ পরমপূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদবিরচিত "শ্রীভক্তিসন্দর্ভ" প্রায় ২ ঘণ্টাকাল যাবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য সমাগত ভক্ত, ভক্তমহিলা ও সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ২রা অগ্রহায়ণ, ১৮ই নভেম্বর, বুধবার শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে পরমপূজনীয় গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চরিত্র ও বৈরাগ্য কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়। তৎপর দিবস হরিকথা-শ্রবণার্থ সমাগত ভক্ত, ভক্তমহিলা ও সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ৫ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নভেম্বর শনিবার শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামি প্রভুর বিরহ-মহোৎসব অনুরূপ কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হয়।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ৪॥০ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদ কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর প্রভু "শ্রীচৈতন্যভাগবত" পাঠ করেন। তৎপরে কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। তৎপরে শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর প্রভু শ্রীভাগবত পারায়ণ করেন। অপরাহ্ণ ২॥০ ঘটিকা হইতে বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে ২০শ বর্ষ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভু" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" হইতে সনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর বন্দনা ও কীর্ত্তনান্তে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-পাদ-বিরচিত "শ্রীভক্তিসন্দর্ভ" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যহ বহু শ্রদ্ধালু ভক্ত, ভক্ত-মহিলা ও সজ্জনবৃন্দ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করেন। এই মাসব্যাপী মহোৎসবকালে উক্ত ব্যক্তি ও সমাগত ভক্তগণের নিকট সেবকগণ প্রত্যহই দিবারাত্রি হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সম্পাদক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় এবার শ্রীহরিনিয়মব্রতোৎসব অনুরূপ হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে যথারীতি বিধানে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব

আকাশঠেঙ্গা শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা ময়মনসিংহ-শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে গত ৯ই নভেম্বর, ২৩শে কার্ত্তিক, সোমবার শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূটমহোৎসব এবং শ্রীরসিকানন্দদেবের আবির্ভাবতিথিপূজা অরুণোদয় কৃপাপ্রার্থনা ও হরিকথাশ্রবণ কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রাতঃকালে গুরুবন্দনা, ও উষাকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অনন্তদেব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গত ৮ম বর্ষের গৌড়ীয় হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর জীবন-চরিত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অপরাহ্ণ বেলা ৩॥০ ঘটিকা হইতে ৫॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ পতিতপাবনদাস ভক্তিপ্রদীপ প্রভু শ্রীল রসিকানন্দদেব প্রভুর পূত জীবনচরিত আলোচনা করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ মহেশ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও ইন্দ্রদর্পচূর্ণ লীলা প্রসঙ্গ প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাধিককাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সন্ধ্যার পর গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পতিতপাবনদাস ভক্তিপ্রদীপ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে অন্নকূট-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠান্তে সভা ভঙ্গ হইলে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ২রা অগ্রহায়ণ, বুধবার, উত্থান-একাদশী-দিবসে পরমহংসচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথি-পূজা নিয়মিত পাঠ কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে উষাকীর্ত্তনান্তে ২০শ বর্ষের গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা (শ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে) পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর "পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর"-গ্রন্থ পারায়ণ হয়। অপরাহ্ণে চিড়ের ভোগ হয়। রাত্রে শ্রীপাদ শিবপ্রসাদ-বিগ্রহ বিদ্যারত্ন প্রভু ২০শ বর্ষের গৌড়ীয় হইতে "শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু ও শ্রীল ভক্তি-বিনোদ বিভু"-প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়া সভা-ভঙ্গ হয়।

পরদিবস প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে নিয়মিত পাঠ-কীর্ত্তন হয় এবং বেলা ৫॥ ঘটিকা হইতে শ্রীমঠে একটী সভার অধিবেশন হয়। ১ম গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ" প্রসঙ্গ পাঠ হইলে শ্রীপাদ বিষ্ণুপদ প্রভু ১৭শ বর্ষের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু"-প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবের যাবতীয় আনুকূল্য স্থানীয় শুদ্ধভক্ত শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী প্রভু সেবক হইয়া প্রদান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত নিত্য প্রাতে গুরুবন্দনা ও উষাকীর্ত্তনান্তে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্ণে নৈমিত্তিক শ্রীনবদ্বীপ-ধাম, সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, পাক্ষিক শ্রীগৌড়ীয়াদি পাঠ এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শ্রীসনাতনশিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

———

আসামে প্রচার

গত ৮ই অক্টোবর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী-প্রভু কাঞ্চন ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া ধুবড়ী নামক স্থানে উপস্থিত হন। তিনি তথাকার স্থানীয় হরিসভা-মন্দিরে গত ১০ই অক্টোবর তারিখে "যুগধর্ম"-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ধুবড়ীর প্রচার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া বিজনি হইয়া সাপুপাড়া নামক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারার্থ গমন করেন। তথায় শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বিরহতিথি ও কার্ত্তিকের 'উর্জ্জব্রত' হরি-সংকীর্ত্তনমুখে পালন করেন। সেখান হইতে ব্রহ্মচারীজী কাকিজা-নামক গ্রামে প্রচারার্থ গমন করেন। তথা তিন দিন মুখ্যভাবে মহাপ্রভুর বিষয় লইয়া তাঁহার কথা কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর ভক্তিশাস্ত্রী গোয়ালপাড়া হইয়া খড়মপুর ও বরপেটা প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া নলবাড়ী নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য [illegible] অগ্রিম মূল্য দেয়। অধ্যক্ষের বার্ষিক নববর্ষে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের নিকটে নির্দিষ্ট থাকিলেও তদবধি সকল কার্যকলাপের প্রকাশ নিমিত্ত উহার গ্রাহক [illegible]।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নির্দিষ্ট ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হইবেন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। বিনামূল্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত কর্তব্য। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে কাগজ কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রকাশ্য ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরত পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সহিত কাহারও কোনপ্রকার অসদ্ব্যবহারের অভিযোগ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পত্রের ভগবদানুকূল্যে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং উহাকে কোন বাবহারিক কার্যে নিয়োগ করিলে অপরাধের সম্ভাবনা, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের নিয়মাদি ও চিঠি পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ৩ দিনের জন্য,		পরবর্তী দিনের জন্য
প্রত্যেক লাইন	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে হার স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

ভারতবর্ষের মানচিত্র

এক টাকাতে ৩২ বা ততোধিক ক্রোশ অনুপাতে মাইল প্রদর্শিত হইয়াছে, এইরূপ মাপের ভারতবর্ষের মানচিত্র বিক্রয় এবং সরবরাহ নিষিদ্ধ করিয়া গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, এইরূপ মানচিত্র হস্তে যে সংবাদ পাওয়া যাইবে তাহার ফলে শত্রুপক্ষের সুবিধা হইতে পারে।

নৌকায় কলিকাতায় পাট আমদানী

বাঙ্গলা সরকার এক প্রেস নোটে জানাইয়াছেন,—"গত অক্টোবর মাসে নৌকায় কলিকাতায় মোট ৫,৫২,০০০ মণ পাট আমদানী করা হইয়াছে। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গত তিন মাসে এই আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭০০০, ১৬,০০০ এবং ৮৮,০০০ মণ। নৌকায় পাট চালান এরূপ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় চাঁদপুর নদের বাঁকে পথ নদ নদী ও খাল বাধাগ্রস্ত হওয়ায় সংযোগস্থলে নৌকা এত বেশী জমিয়া গিয়াছে যে, খাল দিয়া পাট বোঝাই নৌকা চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা বিধান-বলে এক আদেশ জারী করিয়া উল্টাডাঙ্গা এবং বাগবাজার সেতু হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত অঞ্চলে নৌকাযোগে পাট আমদানী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এই আদেশটি ১১ই নবেম্বর হইতে বলবৎ হইয়াছে এবং যে সমস্ত নৌকা হইতে এক্ষণে মাল নামান হইতেছে ঐ সকল মাল খালাসের জন্য ১৯৪২ সালের ২৯ শে নবেম্বর পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হইবে। পাট বোঝাই সব নৌকাগুলিকেই চাঁদপুর মাণ্ডল ঘরের নিকট পৌঁছিয়া তাহাদের মাশুল আদায়ের টিকিটে কোন তারিখের মধ্যে মাল খালাস করিয়া তাহারা পুনরায় চাঁদপুর মাশুল ঘরে পৌঁছিতে পারিবে, উহা লিখিয়া লইতে হইবে। খালাসের জন্য দুই দিন দেওয়া হইবে এবং প্রতি ২৫০ মণ বা তাহার অংশ-বিশেষের জন্য নৌকাগুলিকে অতিরিক্ত একদিন সময় দেওয়া হইবে। যে সকল নৌকা মাল খালাসের জন্য প্রবেশ করিবে, ঐগুলি ফিরিয়া আসা সম্পর্কে চাঁদপুর মাশুল ঘরের নিকট কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া পূর্বোক্ত নিয়মে বিধি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে। এই সকল অনুমতি গ্রহণে কোনরূপ ফিস লাগিবে না। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ চাহিলে প্রত্যেক নৌকাকে তাহার নিকট দেখাইতে হইবে এবং ফেরার পথে প্রত্যেক নৌকাকেই তাহাদের মাশুল ঘরের নিকট টিকেটগুলি ফেরৎ দিতে হইবে।"

কেন্দ্রীয় পরিষদদ্বয়ের বাজেট অধিবেশন

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন যথাক্রমে আগামী ১০ই এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী শুরু হইবে। পরিষদের অধিবেশন মার্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বেসরকারী বিল ও প্রস্তাবের জন্য তিন দিন করিয়া মোট ছয় দিন ব্যবস্থা হইয়াছে। রেলওয়ে বাজেট ১৬ই এবং সাধারণ বাজেট ২৭শে ফেব্রুয়ারী পেশ হইবে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী রেলওয়ে বাজেটের সাধারণ আলোচনা এবং ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারী ভোট গ্রহণ হইবে। ৫ই মার্চ মূল বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা এবং ৮ই, ৯ই এবং ১০ই মার্চ তারিখগুলিতে বাজেটের বিভিন্ন দাবী সম্পর্কে ভোট লওয়া হইবে।

মাদ্রাজের নূতন মেয়র

গত নবেম্বর সভায় সিটি কাউন্সিলের এক সভায় কোয়েম্বাটুর কৃষিবিজ্ঞান কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাও বাহাদুর সি তাড়ুলিঙ্গ মুদালিয়র সর্বসম্মতিক্রমে এই বৎসরের জন্য মাদ্রাজের মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন

ভজনামৃত

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, সংস্কৃত, অনুবাদ ও বিবৃত সূচীসহ নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

'প্রভাতীপাঠ' ও শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শিক্ষার্থীর সহিত তাঁহার যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত, অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্বল পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া উহার কাটতি খুব বাড়িয়াছে। প্লীহা, যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার শরীরে সাধক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সপ্তাঙ্গ-শ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃত্যাদি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ- শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শরণাগতি

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও [illegible] সহিত নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ-স্বানন্দসুখদকুঞ্জ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৫ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১১ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২৭শে নভেম্বর, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ১-৭৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ কেশব, নিত্য শুক্রবাসরী, গৌরাব্দ ৪৫৬

সাধুসঙ্গে আত্মমঙ্গল

——:০:——

চেতন জীবমাত্রেই সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করে চেতন কখন অচেতন বস্তু দ্বারা সুখ অনুভব করিতে পারে না। চেতন জীব যখন সদ্গুরুর আশ্রয় করে, তখন সে জানিতে পারে যে, 'ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তব্যতীত এই বিশ্বে আমার আপন বলিতে আর কেহ নাই'। কেন না, সাধুগণই কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়া দেন যে, আমরা কৃষ্ণের নিত্যদাস। নিত্যকৃষ্ণদাস জীবের প্রভুর সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণই জীবের নিত্যপ্রভু; প্রভুর সেবা-ব্যতীত ভৃত্যের আর কোন কার্য্য থাকিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—

"তোমারে লইতে আমি হৈলুঁ অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥"

গৌরগতপ্রাণ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর অনুগত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গীতেও পাই,—

"গুরুমুখপদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, সেই সে উত্তমা গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।"

সাধুসঙ্গ কৃপাই জীবের একমাত্র সম্বল। হরিবিমুখ জীবকে গৌর কৃষ্ণের নিকট গৌড়ীয় ভক্তি দিবার জন্য ভগবানের শ্রীরূপের অধন্য কারুণ্য সাধুরূপেই এই বিশ্ব মধ্যমধ্য [illegible] করিয়াছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত করিবার কালে অনুরূপ এই বলিয়া বন্দনা করা

"প্রণাম্য তব গুরুভ্যো নমঃ [illegible]"

সদ্গুরু ও বৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবানের সেবা-ব্যতীত তাঁহারা এক মুহূর্ত্ত অন্যকার্য্যে বৃথা সময় ক্ষেপণ করেন না। ভগবানের সেবা-নিরত ভক্তগণ তাঁহারা স্বরূপ [illegible], এ পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্য বা চিন্তা নাই, যাহা সাধুগণের চিত্তকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে।

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা-প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশ সাধুগণ সর্ব্বতোভাবে পালন করেন। কেবল কর্ম্ম-বুদ্ধিতে তাঁহারা এই আদেশ পালন করেন না। বায়ু বিনা জীবের বাঁচিয়া থাকা যেমন সম্পূর্ণ অসম্ভব, ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকা—ভগবানের সেবা ছাড়িয়া বেঁচে থাকাও ভক্তের পক্ষে ঠিক তদ্রূপ অসম্ভব। ভগবানের কি ইচ্ছা—সকলকে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সুখবিধান কি-প্রকারে করা যায়, তাহা একমাত্র সাধুরা জানেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতির গীতে আমরা পাই,—

"তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইল।
ভক্তিবিনোদ আজ আপনে ভুলিল॥
তোমার ইচ্ছার মোর ইচ্ছা মিশাইল।
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন ॥
[illegible]
[illegible]"

লোকশিক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—সকল সাধনের মধ্যে কোন সাধনা শ্রেষ্ঠ? এই প্রশ্ন বৈষ্ণবঠাকুর মহাদেব পার্ব্বতীকে উপলক্ষ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

অন্যত্র—

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।"

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদ-ভাগবতে কৈলা দঢ়॥"

ভগবানের সেবা অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তের সেবার অধিক মাহাত্ম্য জানা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আমরা পাই—

"যাঁহাদের সেবায় কৃষ্ণ ভগবানের প্রাপ্ত হন, সেই বৈষ্ণবের সেবা করিবার জন্য অক্ষম, প্রাকৃত লোকের বুদ্ধি হয় না। তাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হ'চ্ছে বৈষ্ণবের সেবা। অনেক প্রাকৃত ভগবানের সেবার কথা ব'লে থাকেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তের সেবার সর্ব্বোত্তমতার কথা ব'লেছেন। যেখানে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত—সেখান হ'তে ভগবৎপ্রাপ্ত জীবের কল্যাণ প্রকাশিত হয়—সেখানে গমন ক'রে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেবা ক'রে বলে কৃতার্থ হতে পারা যায়, সেই ভগবদ্ভক্তের সেবা ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অর্চ্চামূর্ত্তির সেবাও ভগবদ্ভক্তের বাণী ব্যতীত [illegible] [illegible] ভগবানের [illegible] [illegible] হয়।"

[illegible] সাক্ষাৎ শ্রীগুরুর আনুগত্যে অনুক্ষণ [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] না [illegible] ([illegible]) [illegible]

"[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]"

[illegible] বৈষ্ণবগণের কৃপা [illegible] পারেন। যথা—"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" বৈষ্ণবসঙ্গ [illegible] [illegible]

[illegible],—

[illegible] [illegible] বৈষ্ণবানাং।

[illegible]

[illegible]

[illegible] বৈষ্ণবগণ [illegible] কৃপা [illegible] [illegible] না—[illegible] প্রার্থনা [illegible] [illegible]

সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতা-মাতা।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে যেই প্রেমভক্তি-দাতা॥

———

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

আশ্রয়ের ফল

(শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় দাস ব্রহ্মচারী)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় ব্যাপারটী পরোক্ষ অনুভবের জীবের সাধারণবোধের পরিধির মধ্যে একেবারেই অগোচর—উহা সমগ্র শাস্ত্র ও মহাজনগণের মত। কিন্তু এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় করিতে গিয়া অনেক সময় আশ্রয়ের অভিনয় মাত্র হইয়া পড়ে—প্রকৃতভাবে আশ্রয়-লাভ ঘটে না—উহা পরিণামে দেখিতেই পাওয়া যায়। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত কলির বা বিষয়ের প্রাবল্য অথবা, সংসার প্রভৃতি জন্মান্তরকারক বৃত্তির প্রবলভাবে অভ্যাসের মধ্যেও জীবের সংস্কারগত গুরু-করণ-পথা পরম্পরাক্রমভাবে চলিতেছে। কিন্তু চরমে জীব হয় বিমুখমোহিনী মহামায়ার কবলে কবলিত, না হয় সর্ব্বনাশকারী কর্ম্মের দ্বারা বিতাড়িত অথবা বিনষ্ট হইতেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া অতীত সন্ন্যাসী-বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ অনেকে স্ব স্ব আশ্রমে থাকিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রাদি যথাবিধি শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের সেবা, শ্রীহরিনাম, হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন, তথাপি সেসকল জীবের এইসকল চেষ্টার ফলস্বরূপ যে শ্রীবিগ্রহে বা শ্রীভগবন্নামে প্রীতি, সংসারাসক্তি ক্ষয় বা ভুক্তিমুক্তি কথা স্ব স্ব অপ্রাকৃত স্বরূপ-উপলব্ধি এবং শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের ও শ্রীহরিনামের স্বরূপের অভিজ্ঞান তাহা লাভ হওয়ার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে অধিকতরভাবে কর্ম্মের বিষয়েই আবদ্ধ হইতে দেখা যায়। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় হয় নাই। এই শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়টি সম্পূর্ণ বস্তুগত অপ্রাকৃত ব্যাপার। তাহা কোনপ্রকার অনুষ্ঠানিক নহে। শ্রীশ্রীহরি গুরুবৈষ্ণবগণের অযাচিত কৃপা হইলে পুঞ্জীভূত সুকৃতি থাকিলে তাহার সৌভাগ্যোদয়-অবস্থায় শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়-লাভ ঘটে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় ব্যাপারটি ঠিকভাবে হইয়াছে কি, না হয় নাই—তাহা নিরূপণ করিবার সুযোগপ্রদানের উদ্দেশ্যে পরমকরুণাময় ঠাকুর মহাশয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

শ্রীগুরুচরণপদ্ম   কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই,   এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে॥

* * *

চক্ষুদান দিল যেই,   জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে,   অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥

এই উপদেশ হইতে জানা যায়, সমগ্র শাস্ত্র যে চরিতার্থ সর্ব্বার্থদাতার কথা মুখ্যভাবে জানাইয়াছেন, সেই চরিতার্থতার প্রভাব শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রিতজনকে শুদ্ধ ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দেন না, এবং শ্রীকৃষ্ণমিলন-প্রার্থী কীর্ত্তনকারী অন্য বস্তুলাভের বা ভোগের আশাকে অনর্থ বলিয়া নিরূপণ করেন। বাস্তবিক শুদ্ধভক্তির কথা শুনিয়া যদি আশ্রিত ব্যক্তির ক্রমশঃ উত্তরোত্তর ভোগবাসনা হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় এবং আত্মার অনুভূতি ক্রমশঃ উদিত না হয়, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে গুরুপাদাশ্রয় হয় নাই, জানিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যাঁহাকে কৃপা করিয়া নিজভৃত্যরূপে গ্রহণ করেন ও যাঁহার উপর প্রসন্ন থাকেন তাঁহার সমস্ত সংসারক্ষয় হয় এবং শ্রীনামরূপে—শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ সর্ব্বারাধ্য শ্রীগৌরকৃষ্ণ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া আবির্ভূত হন। যদি দীক্ষাগ্রহণের পরও বিশ্বদর্শন বা বিষয়ে ভোগ করিবার পিপাসা ক্রমশঃ হ্রাস না হয় অথবা [illegible] পিপাসাবৃদ্ধি থাকিয়া যায়, তবে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের অভিনয়মাত্র হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার একবিন্দুও কৃপা লাভ হয় নাই, বুঝিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দিব্যচক্ষু দান করেন অর্থাৎ শিষ্য যাহা কিছু দর্শন করেন, তাহা বিষ্ণু সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্তরূপে দর্শন করেন এবং তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান বা অপ্রাকৃত সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হয়। অবিদ্যা বা মহামায়া আর তাঁহার নিকট বিক্রম প্রকাশ করেন না। তিনি প্রেমভক্তি লাভ করেন। প্রেমভক্তিসম্পুষ্ট শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপ। এইজন্য তাঁহাকে 'বিপ্রলম্ভরসাশ্রয়' বলা হয়। যে সেবকের এইরূপ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য অথবা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সাক্ষাৎ আশ্রয় করিবার সুযোগ লাভ হয়, সেই সুধন্যস্বরূপ সেবকের [illegible] তাঁহার সংযোগহেতু নিষ্কপট প্রেমভক্তিযুক্ত থাকে। প্রেমভক্তি যাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, তাঁহাকে সম্প্রদায় বা প্রাকৃত স্পর্শ করিতে পারে না। প্রেমভক্তি যাঁহার মধ্যে বিদ্যমান তাঁহার 'চরিত্র' এইরূপ,—

জল বিন্দু যেন মীন   জীবে পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিন্দু এইমত জান।
চাতক জলদ-গতি,   এমতি একান্ত রীতি,
যেই জানে সেই জানে।
সরোজ-ভ্রমর যেন,   চকোর চন্দ্রিকা তেন,
পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতি।
অন্যত্র না চলে মন,   যেন দরিদ্রের ধন,
এই মত প্রেমভক্তি-রীতি॥

শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের শ্রীপাদপদ্মযুগল আশ্রয় হইতে দিয়াই মায়ার কবলে কবলিত বিমুখ বদ্ধজীব জীবগণকে তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ স্বভাবের কথা জানাইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর সুন্দর গানের মনোভাব ও পরমার্থের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মৎস্য যেমন জল হইতে [illegible] বিন্দু বিন্দু জল থাকিলে বাঁচিয়া থাকিয়া নিরন্তর যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে প্রাণ হারায়, তদ্রূপ ভক্তগণ সেইরূপ নিজের প্রেমময় সেবা করিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে দুঃসহ জীবনভার অতিকষ্টে বহন করেন। ভক্তগণ ভগবৎপ্রেমে মত্ত ও সর্ব্বদা ভগবানে প্রেমপূর্ব্বক "প্রীতিতে ন ভবতঃ কাচিদ্বা [illegible]"—এই বাণী স্মরণে ভগবৎপাদপদ্মে অধিকতর আকৃষ্ট ও প্রীতিযুক্ত হন। পতিব্রতা স্ত্রী যেরূপ সমস্তপ্রকার কায়িক চেষ্টা অন্যান্য সকল কার্য্য করিতে করিতে মানসে সুরক্ষিত পতির চিন্তায় গাঢ়ভাবে অভিনিবিষ্ট থাকেন, একান্ত শরণাগত ভক্তও সেইপ্রকার সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া সেবোন্মুখ জিহ্বাদ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের নাম সংকীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনপ্রভাবে তাঁহার স্বরূপের বা প্রকাশিত শক্তিস্বরূপিণী সর্ব্বারাধ্য শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে প্রীতিসম্পাদনার্থ আত্মনিবেদনে রত থাকেন। দরিদ্র ব্যক্তি যেরূপ হঠাৎ কোনপ্রকারে প্রচুর ধনের অধিকারী হইলে সেই ধন সে কোথায় কিরূপে সংরক্ষণ করিবে—এই চিন্তায় একবার আনন্দভাবে সুরক্ষিত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া বাহিরে আসে, কিন্তু চিত্ত আসক্ত হওয়ায় আবার পুনঃ পুনঃ যাইয়া তাহা দর্শন করে, সেইরূপ শ্রীগুরুভক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রীনাম স্বরূপ 'ধন' ভগবৎকৃপায় প্রাপ্ত হইয়া সেই শ্রীনামপ্রভু শ্রীপাদপদ্মে সমর্পিত চিত্তকে আর অন্য কোথাও নিযুক্ত করিতে চান না।

যদি এই দেহ প্রাকৃত জড়ের [illegible] ও ভুবনে আসক্ত হইয়া জীবের চিত্ত [illegible] অভিনিবিষ্ট হয়—তবে বিশ্বাস করিতে পারি, তবে যে ব্যক্তি উদার নিত্যানন্দময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাতে যে প্রেমভক্তির লক্ষণ স্বাভাবিকভাবে নিত্য দেদীপ্যমান থাকিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? তিনি নিরন্তর কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুবিগ্রহের অঙ্গসেবায় নিযুক্ত না থাকিয়া কখনও জীবন ধারণ করিতে পারেন না। কিন্তু যেখানে শুদ্ধভক্তের শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় নাই, 'কাহার বল কাহার?'—এইপ্রকার সন্দেহ সংশয় প্রভৃতি দ্বারা মোহপ্রাপ্ত, সেখানে কৃষ্ণের বিরহ-সংগ্রহকারী [illegible] প্রধান বাসনা বিচার প্রবল থাকে। কোনপ্রকারে তোষামোদাদি দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকে সন্তুষ্ট রাখিয়া জাগতিক আরামাদি দ্বারা জীবন কাটাইয়া দিবার চিন্তাই প্রবল হয়। বৈরাগীর দ্বারা বিষশিষ্যাচার, প্রতিষ্ঠা বস্তুর আস্বাদনের জন্য নিরন্তর উৎকণ্ঠিত সেবকদের শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক নিজ-শ্রীপাদপদ্মে স্থান দেন। অথচ, ভোগ বিষয়ভোগতৃষ্ণ নিষ্কিঞ্চন অভ্যাসমগ্ন সেবকাভিমানীকে কখনও শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের পাদস্পর্শ করিবার অধিকার প্রদান করেন না। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য না হইলে কখনও তাঁহাদের উপদিষ্ট বাণীর তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায় না—তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করা যায় না—নিরন্তর শ্রীহরিনাম করা যায় না। তখন মনে হয়—প্রাকৃত চাতুরী, কপটতা, বৈদগ্ধ্য প্রভৃতির দ্বারাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে প্রিয় করা যায়, শ্রীগুরুনামে নামী হইতে চেষ্টাবৃত্তি করিয়াও তাঁহাদের প্রিয় হওয়া যায়; শ্রীহরিকথায় প্রবেশ-অধিকার না পাইলেও—হরিকথা-সম্বন্ধে নিয়ম—প্রয়োজন—বিবৃতি—মায়ার স্বরূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেও বাহ্যিক, বাহ্যিক বাহাদুরী-দ্বারা তাঁহাদের মনকে ভুলাইয়া দিবার সঙ্গোপনে অপরাধজনক বিচারবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও—কুটিনাটি, মৎসরতা, পরহিংসা প্রভৃতি দিবারাত্র মনকে আচ্ছাদিত, মলিন, জর্জ্জরিত করিয়া রাখিলেও সকলকে তাহা গোপন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের একজন প্রিয়তম সেবকরূপে গণ্য হইতে পারিব। কিন্তু এইপ্রকার দুরাশা কখনও মিটে না। জীবন শেষ হইয়া যায়, চরমে শূন্যপ্রায় অবস্থায় কেবল মায়ার দাস্য করিতে করিতে অন্ধকারে কাটাইতে হয়।

সদ্ভাবের সহিত পরদুঃখদুঃখী শুদ্ধভক্তের সঙ্গ না করিলে জীব কখনও শুদ্ধভক্তির কথা বুঝিতে পারে না। মায়ার ক্ষেত্রে জীব নিজেকে জ্ঞানবান মনে করে—ইহাই প্রাকৃত ধর্ম্ম। আমি যখন সাধুর নিকটে থাকিয়াও তাঁহার দীক্ষা বাণীর দ্বারা শোধিত হইতে অনিচ্ছাযুক্ত হই, তখন সেই সুযোগে মায়া আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে বঞ্চিত করিয়া দেয়। আমি তখন মনে করি, শ্রীগুরুবৈষ্ণব যাহা চান, আমি ত' ঠিক তাহাই করিতেছি! আমার মত প্রিয় সেবক আর কয়জন আছে? কিন্তু গুরুগর্ব্বের বাণীর দ্বারা শুদ্ধ হইয়া যাঁহারা তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বক্ষণ মনোবাক্যে সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপাদাশ্রিত, চিত্তলব্ধ [illegible], তাঁহারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের গুণবর্ণনায় মহিমা-গীত গান করিয়া অপ্রাকৃত দৈন্যে আপ্লুত হইয়া নিজেদেরকে বলেন,—

ভাবনা ভাবনা মন, তুমি অতি দুষ্ট।
[illegible] আছু সে
বৈষ্ণব চরণে মন, ডুবিবে [illegible]

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

অতএব যাঁহার প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ হয়, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় সমর্থিত আত্মার শুদ্ধ হইয়া নিজেকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় যোগ্যতাহীন জানিয়া সর্বক্ষণ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহাদের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন। তিনি বৈষ্ণবের শ্রীচরণে পড়িয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করেন,—

কৃপা কর, বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর।
আমি ত' বৈষ্ণব, এবুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয়ে দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥

কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার॥
বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥

সেবা-ভূমিকায় গুরুদর্শন

(শ্রীপাদ বলদেব দাস ভক্তিশাস্ত্রী)

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

যে ভবসমুদ্র-কাণ্ডারীর দয়ায় সেই ভক্তিলতা-বীজ পাওয়া যায়, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীভগবানের আশ্রয়বিগ্রহ-স্বরূপ। কেমন করিয়া শ্রীভগবানের সেবা করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং ভগবানই গুরুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীগুরুমাহাত্ম্য এইরূপ কীর্তন করিয়াছেন,—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

সুতরাং ভগবৎসেবা লাভ করিতে হইলে যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণ একান্ত করিয়া [illegible]। শ্রীভগবান্ আমাদের সেবায় তুষ্ট হইলেন কিনা জানিবার একমাত্র উপায় শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্ম সেবায় শ্রীগুরুদেবের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা যে নিশ্চয়ই ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীগুরুদেবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভগবৎকৃপা-লাভের চেষ্টা বাতুলতা বা ঠিক আর কিছুই নহে। তাদৃশ দাম্ভিক ব্যক্তির [illegible] কেবল তাহা শ্রীগুরুদেব-বিদ্বেষমূলক বিদ্ধযোগ্যতাই লাভ করিয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব যেমন শ্রীভগবানের মনোহভীষ্ট-প্রচারক, তদ্রূপ শ্রীশিষ্যগণও সেইরূপ শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক। যে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট জ্ঞাত হইয়া তাহা সংস্থাপনে কৃতসংকল্প, তাঁহার উপর শ্রীগুরুদেবের করুণা না আছে—সুতরাং তিনি শ্রীভগবানের করুণা না পাইবেন! নতুবা 'গুরুসেবায় উদাসীন থাকিব, অথচ যথার্থ গুরুসেবকের স্বত্ব প্রাপ্যের দাবী করিব', বিচার হইলে প্রকৃত শিষ্যত্ব-লাভ আমার হয় নাই জানিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব অপার করুণাবশতঃ আমার ন্যায় কলিহত, দুর্গত, পতিত জীবের মঙ্গলবিধানের জন্য কায়মনোবাক্যের দ্বারা সেবা করিবার মত সেবার বিচিত্রতা প্রকট করিয়াছেন। সেই গুরুসেবায় উদাসীনতা বা শ্রম—উদ্যম শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি অশ্রদ্ধার পরিচয়। নিখিল কল্যাণনিধি শ্রীগুরুদেব কৃপাপরবশ প্রাণ হইয়া সংসারানল-সন্তপ্ত জীবকুলের উপর তাঁহার কৃপাবারি অনবরতই বর্ষণ করিতেছেন। যিনি যতদূর নিষ্কপটভাবে প্রাণপণযত্নে তাঁহার অপ্রাকৃত সেবায় আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেছেন, তিনি ততটুকু শ্রীগুরুকৃপা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন। নিজসুখচেষ্টার প্রতি আদৌ লক্ষ্য না করিয়া যিনি সর্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের সুখচেষ্টায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছেন, কেবল তিনিই শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্টপালনে কৃতকৃত্য হইতেছেন এবং তৎফলে আত্মবঞ্চনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছেন; নতুবা দম্ভ-দর্প পরিধান করিয়া লোকের নিকট সেবক সাজিয়াও 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'ই থাকিতে হয়। শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্টের অনুকূলে কায়, মন ও বাক্য—তিনটির যে-কোনটির দ্বারা সময়োপযোগী সেবাচেষ্টার মধ্যে থাকাই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ। এরূপ অবস্থা-লাভ একমাত্র প্রকৃত শ্রীগুরুবান বৈষ্ণব-কৃপায়—তাঁহার কৃপাশাসনে সম্ভব। নতুবা নিজচেষ্টার ফল সাময়িক। একমাত্র প্রভুকৃপাই প্রভু-নিজজনের সঙ্গ—শাসন-কৃপা লাভ হয়। এই সঙ্গ, শাসন বা কৃপালাভের প্রথম পরিচয়—সংসার-বাসনাক্ষয়। যে বহির্মুখ সংসার বাহ্যতঃ ত্যাগ করিলাম, গুরুসেবা-লাভের জন্য সেই সংসার-ভোগের বাসনা নির্মূলভাবে যদি হৃদয়ে জাগরূক হয়, তবে প্রভুকৃপা হয় নাই—মঠবাস বা শ্রীগুরুগৃহে বাস ভারমাত্র হইয়াছে।

শ্রীগুরুদেব আমাদের শারীরিক বল, সদ্গুণের বল, ধনসম্পদ, পাণ্ডিত্য বা রূপ দেখিয়া আমাদের সেবাচেষ্টার বিচার করেন না; তিনি অন্তর্যামী—আমাদের আত্মবৃত্তি কাহার কতটুকু উদ্বুদ্ধ হইয়াছে এবং তদনুযায়ী সেবাবৃত্তি বা কতটুকু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহাই বিচার করিয়া থাকেন। তিনি দেখেন—সেবকের সরলতা, সেবায় একাগ্রতা বা অভিনিবেশ ও হরিকথার তৃষ্ণা। শ্রীগুরুদেব সর্বান্তর্যামী, ভগবানেরও অন্তর্যামী। সুতরাং সেই অন্তর্যামী শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ফাঁকি দিয়া যদি আমরা সেবক বলিয়া বাহাদুরী লইতে চাই, তবে সাধারণ লোকের নিকট যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে পারি বটে, কিন্তু শেষে নিজেরাই আসলে ফাঁকিতে পড়িব। কারণ স্বচ্ছ সরল দর্পণে নিজের বিকৃতরূপের প্রতিফলন নিজেরই দেখায়।

নিষ্কপটে কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীগুরুসেবায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সান্নিধ্য লাভ হয়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান সেবা-ভূমিকায় সেবককে দর্শন দান করেন। সে ভূমিকা ব্যতীত অন্যত্র শ্রীগুরুদর্শন অসম্ভব। কারণ, সেখানে সেব্যদর্শন বা গুরুদর্শন নাই, তথায় নিজের ভোগ্যদর্শন বা মায়াদর্শন আছে। সেবকের গুরুদর্শন-উহা শ্রীগুরুকৃপা সাপেক্ষ। ভক্তিপথে শ্রীগুরুকৃপাই মূল। শ্রীগুরুকৃপা লাভ হইলে শ্রীবৈষ্ণবকৃপা বা শ্রীকৃষ্ণকৃপাও লাভ হয় অথবা তিনটির যে কোন একটির দ্বারা অপর দুইটী লাভ হয়। কারণ, তিন জনই অবস্থান বস্তু।

ভাগ্যক্রমে যতই বাধা বিপত্তি না হউক আসিয়া আক্রমণ করুক না কেন, প্রভুকে একমাত্র আশ্রয়, নিয়ামক বা প্রভু বলিয়া জানিয়া আপনজ্ঞানে সেবাসহকারে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হওয়াই বাঁচিবার পথ। তাই সেবা-পথে অগ্রসর হইবার একমাত্র উপায়। এই সেবার পথে বা ভজনের পথে না থাকিলে বা প্রভু-সেবা ব্যতীত অন্য কিছু করিলে মায়া বিভিন্ন আকারে নিশ্চয়ই গ্রাস করে। শ্রীগুরুসেবক বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টিতে—সেবাস্রোতে থাকিলে নিজের সকল অনর্থ-অসুবিধা চিরতরে বিদূরিত হয়। ইহাই সেবার ফল। অতএব শ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রদত্ত সেবাকার্য আমাদের ইহপরকালের একমাত্র কৃত্য জানিয়া তাহা সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ যত্ন করা দরকার, যদি আমরা সর্বাপেক্ষা প্রাণের সহিত আমাদের প্রাণের দেবতা শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের দর্শন চাই। অলসতা বা জাড্য সেবকের ধর্ম নহে, তাহা অপ্রাকৃত ধর্ম। উহারা কখনও নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। কায়, মন ও বাক্যের চেষ্টাগুলি যদি আমরা শ্রীগুরুসেবায় না লাগাই, তবে তাহা নিশ্চয়ই মায়াসেবায় লাগিতেছে বা লাগিবে—হয় গোপনে, না হয় প্রকাশ্যে। প্রভুসেবার অনুকূলে সহজ-সরলভাবে সাধন [illegible] দ্বারাই প্রভুকৃপার পরিচয় হয়।

সেবক সেবার সেবাই চান। কারণ, তিনি জানেন, সেবা-ভূমিকায় সেব্যের আবির্ভাব হইয়া কৃপা করেন। যাঁহাদের জীবাত্মা, তাঁহারা কখনও [illegible] কোন অবস্থায় কেবল প্রভুসেবা বা প্রভুর [illegible] আকাঙ্ক্ষা করেন। সেবার [illegible] থাকিলে সেবায় [illegible] পারে। তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণব সর্বদাই [illegible] অবস্থায় রাখেন, সেবার সেই অবস্থায় থাকিয়া প্রভুসুখানুসন্ধান যা করায় সেবকের কর্তব্য। এই দুই উভয়ের অনুকূল [illegible] সকল বাধা অপসারিত হইয়া যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আপন জানিয়া তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যে [illegible] থাকে না কেন, [illegible] মধ্যে পড়িলেও প্রভুই তাঁহার সেবককে কৃপাবলম্বন দ্বারা রক্ষা করেন। কারণ, তিনি সেবক-[illegible]। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কখন নিজজনের দ্বারা বা কখন স্বয়ং নিজ সেবককে রক্ষা করেন।

সেবা ভূমিকায় প্রভুর [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃতদর্শন লাভ করা যায় এবং সেবা [illegible] হয় যেন, যখন [illegible] লাভ হয়। কারণ, তখন [illegible] সমস্ত ইন্দ্রিয়কে [illegible] করিয়া প্রভুসেবায় নিযুক্ত করেন। এরূপ অবস্থায় আপনা হইতে সেবা [illegible] হয়, সেবা না করিয়া বৃথা কালক্ষেপ [illegible]। [illegible] জীব [illegible] বিচার করে [illegible] এরূপ অবস্থা না হইলে বুঝিতে হইবে, মূলে অবশ্যই [illegible] নাই; আবার [illegible] না হইলে বুঝিতে হইবে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি আদৌ শ্রদ্ধাই হয় নাই। প্রকৃত অনুগত [illegible] নিকট [illegible] হইলে বা জীব [illegible]। উহাতে তিনি কৃপাপূর্বক [illegible] না [illegible] অসম্ভব, কারণ, সেবক [illegible] পারে বটে কিন্তু [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শনসুযোগ, তাঁহার প্রতি আপনজ্ঞান, [illegible] বা সুদর্শনলাভ সেবকের ভাগ্যে ঘটে না। সেবার ফলে চিত্তের [illegible] হয়—তখনই [illegible]। [illegible] সেখানে [illegible] নাই, তথায় [illegible]। [illegible] দ্বারা। [illegible] সেবা করিতে [illegible] কৃপা [illegible] দরকার। [illegible] হইতে কৃপাবর্ষণ [illegible] হইবেই [illegible] লাভ হয়।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

Regd. No.C. 1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible] —

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] প্রভুপাদ-নির্দেশিত বাক্তিগণ [illegible] । [illegible] বার্ষিক মূল্য [illegible] নদীয়া প্রকাশের [illegible] কার্যমনোবাক্যে সার্বকালীন [illegible] ।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] প্রকাশিত হইবে। [illegible] নির্ধারিত রেখা অপেক্ষা সংখ্যা (sue number) অনুসারে [illegible] অধিক [illegible] ।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যাইবে। [illegible] মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] [illegible] নিয়মিতভাবে [illegible] হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। [illegible] Reply card বা [illegible] টিকিট পাঠাইতে হয়। [illegible] ঠিকানা পরিবর্তনের [illegible] ।

৫। [illegible]

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশে [illegible] যে কোন [illegible] ।

[illegible] শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠা,			পরবর্তী [illegible]
প্রতিবারের [illegible]		২৲	১৸০
"	" [illegible] কলম	৫৲	৪৲
"	" [illegible] কলম	৮৲	৭৲
"	" এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

কেরোসিন তৈলের সমস্যা

গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত "আঞ্চলিক মূল্য ও সরবরাহ বোর্ডের" (Regional Prices and Supply Board) সভায় [illegible] বিভাগ সরকারের প্রতিনিধি ঘোষণা করেন যে, [illegible] আলো জ্বালাইবার উদ্দেশ্যে কেরোসীন তৈলের পরিবর্তে শতকরা ৭০ ভাগ চীনা-[illegible] তৈল ও শতকরা ৩০ ভাগ কেরোসীন তৈলের মিশ্রণ [illegible] মিশ্রিত [illegible] তৈল হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে এবং উহাতে খাঁটি কেরোসীন তৈলের মতই কাজ পাওয়া যাইতেছে।

শাকসব্জীর চাষ বৃদ্ধি আন্দোলন

কলিকাতায় এমন অনেক পতিত জায়গা রহিয়াছে, যেখানে বর্তমান [illegible] নানারূপ শাকসব্জীর চাষ করা যাইতে পারে। [illegible] পার্কসমূহ, [illegible] ও অন্যান্য [illegible] কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব স্থানে শাক-সব্জীর চাষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বীজ পাওয়া যাবে কিনা, উহাই ছিল বিবেচ্য। পল্লী উন্নয়ন এবং বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ এই সম্পর্কে [illegible] করিয়া অবগত হইয়াছেন যে, কলিকাতার "অধিকতর শাকসব্জী উৎপাদন" আন্দোলন পরিচালনার জন্য যথেষ্ট বীজ বিভিন্ন [illegible] হইতে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইবে। এই জন্য পল্লী-সংস্কার ও বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ প্রত্যেক নাগরিক এবং সাধারণ [illegible] প্রতি আবেদন জানাইতেছে যে, যাঁহাদের খালি জমি আছে, তাঁহারা যেন এই মরসুমে তাঁহাদের উক্ত জমিতে শাকসব্জী চাষের ব্যবস্থা করেন। কারণ, বীজ বোনার সময় অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; এখন আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

পল্লী-সংস্কার বিভাগের "খাদ্য উৎপাদন শাখা" হইতে কোন্ মাসে কি সব্জী চাষ করিতে হয়, তদ্বিষয়ক বিবরণী প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা বিনামূল্যে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

আলু, পটল, বেগুন, ফুলকপি, কলাই, পিয়াজ, শিম, লাউ, কুমড়া এবং বিলাতী বেগুন চাষের দিকে যেন সকলে বিশেষ যত্নবান হন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

হায়দরাবাদ রাজ্যে সেন্সাসের হিসাব

নিজাম রাজ্যের অধিবাসীদিগকে গত সেন্সাসে নিম্নোক্ত ১২টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

সম্প্রদায়ের নাম	লোক সংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ
ব্রাহ্মণ হিন্দু	৩৬৫৭১৬	২,২
অন্যান্য হিন্দু	৯১৭১৩৫৮	৫৬,৩
নিম্নশ্রেণী	৮০৬০১৫	৫
অনুন্নত	২৯২৮০৪০	১৮
[illegible]	৪০১০০	.২
মুসলমান	২০৯৭৪৭৫	১২.৮
খৃষ্টান	২২০৪৬৪	১.৫
জৈন	২৮৪৫৩	.২
শিখ	৫৬৬০	.০০৩
পার্শী	১১০৪	.০০০
পার্বত্য জাতিসমূহ	৬৭৮১৪০	৪.২
ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, ইহুদী প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়	৬৪০	

মোট ১৬৩৩৮৫৩৪

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

[illegible] ঠাকুর [illegible] মূল, [illegible]

শ্রীশ্রী-সরস্বতী-সংলাপ

[illegible] প্রকাশিত [illegible] আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible]; [illegible], অনুবাদ এবং বিবৃত বিষয় ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

[illegible] জীবন-চরিত, [illegible] ও শিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় [illegible] গ্রন্থ। মূল্য ২. টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible]। [illegible], প্লীহা-সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার [illegible]। ছোট বোতল ৷৷৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৷৶৹ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর গৌরপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীরাধাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত, শ্রী[illegible]কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভাষ্য-শ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত শ্রীল ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃত্যাদি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ সম্প্রতি ও বিবৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৬ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১২ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২৮শে নভেম্বর, ইং ১৯৪২, শনিবার { ১০৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ কেশব, অদ্য ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনকারী

শ্রীমহাপ্রভু হরিকীর্ত্তনকেই নিখিল জীবের একমাত্র পরমধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সকল সময়ে, সকল দেশে, সকলের নিকট শ্রীহরিকীর্ত্তন করিতে হইবে—ইহাই জীবের একমাত্র কৃত্য। নববিধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপর আটপ্রকার ভক্তি এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-যোগেই সাধিত হয়।

কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবে মলিনচিত্ত জীবের চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণ হয়, জীবের পরম মঙ্গলরূপ কুমুদ কল্যাণচন্দ্রিকা-দ্বারা উদ্ভাসিত হয়। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জীবের অপ্রাকৃত অনুভূতির প্রাণ-স্বরূপ কৃষ্ণসেবানন্দ বর্দ্ধন করেন, পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করান এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা আনয়ন করেন।

নিরপরাধে নিরন্তর শ্রীনামকীর্ত্তনই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। জ্ঞানকর্ম্মাদি-অনুশীলনের সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। কারণ, তাহা চেতনের অনুশীলন নহে। কিন্তু অপ্রাকৃত হরিনামের সহিত অপ্রাকৃত ভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। অতএব সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন—সেবা, ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। নামভজন ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই—এই কথা জগতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তি অবগত হইতে পারেন না। ইহা একমাত্র গৌড়ীয়-আম্নায়ের সুগোপ্য রহস্য। এই রহস্য একমাত্র গৌড়ীয়—গৌড়ীয়গণের মধ্যে আবার রূপানুগগণ অর্থাৎ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীধারায় সম্প্রদায়াশ্রিত অকপট নিষ্ঠ সেবকগণই অবগত আছেন; কারণ নামকীর্ত্তন-বন্যা একমাত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরী ধারাতেই নিত্য প্রবাহিত। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা আশ্রয় না করিলে শ্রীনামের অনুকূল-অনুশীলন হইতেই পারে না। শ্রীনামকীর্ত্তনই সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদাতা। অতএব মনে বা অনধিকারীর অপকল্পনায় ধ্যানাদি বা রূপচিন্তাদিই আরোহপথ বা কৃত্রিম উপায়, তাহা শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা বা রূপানুগ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী-পুরী-ধারার শিক্ষা নহে। একমাত্র নামচিন্তামণির আশ্রয় লাভ হইলেই সমস্ত স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠভজন শ্রীনামপ্রভুর অনুশীলনকারী বা কীর্ত্তনকারীকে জগতের সর্ব্ব-কনিষ্ঠ-আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ। শ্রীমহাপ্রভু কীর্ত্তনকারীর আচরণ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

কীর্ত্তনকারী প্রাকৃত সকলপ্রকার অহঙ্কার-রহিত হইয়া প্রাকৃত স্থানমধ্যে স্থাপিত তৃণ হইতেও আপনাকে সুনীচ জ্ঞান করিবেন। কৃষ্ণের কীর্ত্তন করিতে হইলে, তৃণটুকুরও যে প্রাকৃত অভিমান, তাহা ছাড়িতে হইবে। তৃণেরও একটু উচ্চগতি আছে, তৃণেরও জগতে একটু স্থান আছে। কিন্তু কীর্ত্তনকারীর তাহাও থাকিবে না। অতএব 'তৃণাদপি সুনীচ' হইতে হইবে অর্থাৎ নিজেকে—শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীপাদের ধূলিকণা-অভিমান করিতে হইবে। ধূলিকণা প্রাকৃত জগতে সর্ব্বনিম্ন স্থানে অবস্থান করিলেও সে শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম-রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানে অবস্থান করিবার সুযোগ পায়। এইজন্য 'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদ-পদ্মের অপ্রাকৃত ধূলি হওয়ার কথা বলিয়াছেন।

কীর্ত্তনকারী বৃক্ষ অপেক্ষাও সহগুণসম্পন্ন হইবেন। বৃক্ষ অপেক্ষা সহগুণসম্পন্ন কে? পৃথিবী। অতএব পৃথিবীর নাম সর্ব্বংসহা। পৃথিবীর ন্যায় সহগুণসম্পন্ন আর কেহ নাই। বক্ষঃস্থিত জীবজন্তুর সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়াও পৃথিবী তাহাদিগকে ধারণ ও পোষণ করে। কীর্ত্তনকারীও জগতের বহির্ম্মুখ-জীবের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়া পৃথিবীর ন্যায় তাহাদিগের মঙ্গল চিন্তা করিবেন।

কীর্ত্তনকারী নিজে অমানী হইবেন। জগতের কাহারও নিকট নিজের জন্য কোন সম্মান বা প্রতিষ্ঠা আশা করিবেন না। কীর্ত্তনকারী নিজে 'অমানী' মাত্র হইলে নিজে কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা লাভ করেন সত্য, কিন্তু 'কীর্ত্তন' 'জপ' মাত্র নহে বলিয়া—কীর্ত্তনকারীও তৎসঙ্গে সঙ্গে নিখিল জীবের মঙ্গলকারী বলিয়া তাঁহাকে 'মানদ' হইতে হইবে। 'মানদ' না হইলে অসৎবর্য্যাদি-মত্ত জীব কখনও তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিতে উচ্ছাবিশিষ্ট হইবে না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

—এই শ্লোকটী কীর্ত্তনকারীর 'মানদ' ধর্ম্মের বাস্তব প্রকাশমূর্ত্তি।

'দন্তে নিধায় তৃণকং' দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া, 'পদয়োর্নিপত্য' পদে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া 'কৃত্বা চ কাকুশতং' শত শত কাকুবাদ-সহকারে, শুধু তাহাই নহে, জগতের লোককে 'সাধু' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের নিকট 'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা'—শ্রীমহাপ্রভুর এই উপদেশ বিনয়নম্রভাবে কীর্ত্তন করিতে হইবে।

অসৎবর্য্যাদির মদে যাহারা মত্ত—যাহারা নিজ-আভিজাত্যকেই নিজের অলঙ্কার করিয়াছেন, সেইসকল বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করাইতে হইলে তাঁহাদিগকে সম্মান ব্যতীত অন্য কোন উৎকৃষ্ট কৌশল নাই। হরিকীর্ত্তনকারীর মানদ-ধর্ম্মই বহির্ম্মুখতা ছুটাইবার একমাত্র প্রকার। হরিকথা-শ্রবণে একান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অগ্রেঃ শ্রেয়ঃ সত্যকথা শ্রবণ করাইবার জন্য কীর্ত্তনকারীর এই মানদ-ধর্ম্ম স্বীকার তাঁহার পরদুঃখ দুঃখিতারই পরিচায়ক।

শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ গোস্বামী—পরমহংস, তাঁহারা ধীর বা সহিষ্ণু। শ্রীরূপানুগ-পরমহংস-গণ আশ্রিতজনের শ্রবণবিমুখতা—বহু বেগ-বশবর্ত্তিতা দেখিয়াও, কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনকারীর প্রতি তাঁহাদের উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়াও তাঁহাদের প্রতি অসহিষ্ণু না হইয়া উপদেশ প্রদান করেন, শিক্ষা দেন—শাসন করেন। এইরূপই তাঁহাদের আচরণ। তাঁহারাই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনকারী।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

আশীর্ব্বাদ

——::(০)::——

[শ্রীউত্থানৈকাদশী-তিথি, (২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৯১) শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিরহ-বাসরে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভুর কীর্ত্তিত ভাবকণ-অবলম্বনে শ্রীপাদ মঙ্গলময় দাস কাব্যতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত।]

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সাধুগণের 'আশীর্ব্বাদ' প্রত্যেক জীবেরই একমাত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। কারণ, সাধুর কৃপাশীর্ব্বাদ ব্যতীত সংসারবাসনা ক্ষয় ও শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। বদ্ধ-অবস্থায় জীব বিষয়সুখাবেষণে সতত ব্যস্ত। হরিবিমুখ জীব আমরা আশীর্ব্বাদ-শব্দে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রাকৃত বস্তুর প্রাপ্তির সহায়তাকেই বুঝি। যিনি আমাদের বাঞ্ছিত বস্তুর সরবরাহ করেন, তাঁহাকেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বা দয়াল বলিয়া নিশ্চয় করি। কিন্তু প্রকৃত সাধুর দয়ালুতা বা আশীর্ব্বাদ ঐ প্রকার নহে। আমি কৃষ্ণবিমুখ থাকিবার জন্য, ভবরোগ বৃদ্ধি করিবার জন্য যেসকল কু-পথ্যস্বরূপ প্রাকৃত ধন-পুত্র-কলত্র-প্রতিষ্ঠাদি-লাভের প্রার্থনা করি, চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের হরিবিমুখ দেবতা বা মনুষ্যগণ সেইসকল বস্তু প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগকে আরও বিষয়ের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া উপকারের নামে ছলনা করেন। কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তগণ কোন জীবকে ঐ প্রকারে বঞ্চনা না করিয়া যাহা সর্ব্বমঙ্গলের নিদান, সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্মৃতি যাহাতে আবার আমাদিগের হৃদয়ে জাগরূক হয়, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃত বস্তুর প্রতি আসক্তি নষ্ট হয়, আমাদের নিকট তজ্জন্য শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি সদ্গ্রন্থ শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনকেই 'মহাবদান্যতা' বলিয়া ভাবভরে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত সাধু, তাঁহারা জীবের বন্ধনপাশকে ছিন্ন করেন।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

এই বাণীতে সাধুর লক্ষণ পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং পরোক্ষভাবে অসাধুর লক্ষণও কথিত হইয়াছে। সাধু আমাদের বিষয়ের প্রতি যে অপার আসক্তিরূপ বন্ধন, তাহা হরিকথা-রূপ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করেন, আর অসাধু লোক বিষয়াদি প্রদান অথবা অসৎকথা-আলোচনাদ্বারা আমাদের সংসারাসক্তিকে আরও বাড়াইয়া দেন। প্রকৃত দয়া কোন্টি এবং বঞ্চনা বা হিংসা কোন্টি, তাহা না জানার জন্য অনেক সময় আমরা প্রকৃত দয়ালুকে শত্রু এবং বঞ্চক-নাস্তিককে মিত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া বঞ্চিত হই।

আমাদের প্রতি অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া পরমগুরুপাদপদ্ম তাঁহার কয়েকজন নিজজনকে এই ঘোর ও বহির্ম্মুখতার সময় এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ নিজজনের শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার চরিত্র ও ব্যবহার অলৌকিক ছিল। সাধারণ ব্যক্তি তাঁহাকে সহজে বুঝিতে ভুল করিত। তাঁহার আশীর্ব্বাদ শুনিয়া অনেকেই ভীত ও বিস্মিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিত। কেহ তাঁহার শ্রীচরণের ধূলি গ্রহণ করিতে গেলে তিনি বলিতেন,—"তোমার সর্ব্বনাশ হউক।" ইহাই শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ। 'সর্ব্বনাশ হউক' এই কথাটিকে আমরা গালি বলিয়াই জানি। কিন্তু শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যে সর্ব্বনাশের কথা বলিতেন, তাহা সর্ব্বপ্রকার আসক্তি বা বন্ধনবিনির্ম্মুক্তির কথা। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই সর্ব্বনাশের কথাই শ্রীচৈতন্যভাগবতে কীর্ত্তন করিয়াছেন,

অল্প কার্য্য' না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্পভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব্ববন্ধনাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ—মধ্য, ১৭।১০৫-১০৬)

শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু প্রত্যেক জীবকে 'শ্রীকৃষ্ণের দাস্য লাভ হউক, তুমি স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও, তোমার সর্ব্ববন্ধ নাশ হউক'—এই আশীর্ব্বাদ করিতেন। নিষ্কিঞ্চন সাধুর পদধূলিতে যাঁহার মস্তক বিভূষিত হইল, তাঁহার কি আর বিষয়বাসনা, দেহাত্মবুদ্ধি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণসেবার কোনপ্রকার বাধা থাকিতে পারে? নিজের মানসিক খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য কৌতূহলপরবশ হইয়া গায়ের জোরে কি কখনও বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করা যায় অথবা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মধূলি পাওয়া যায়? শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চতুর্দ্দিকে বহু ভক্তাভিমানী ব্যক্তি সর্ব্বদা বেষ্টন করিয়া থাকিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন ব্যক্তি শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শন পাইয়াছে? আধ্যাত্মিকতা বা প্রাকৃত বুদ্ধি চালনা করিয়া কি কখনও বৈষ্ণবের সঙ্গ করা যায়? শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীল আচার্য্যদেব এই আধ্যাত্মিকতা বা মায়ার চেষ্টাকে বিদূরিত করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাধুগণের নিকটে থাকিয়া আমরা আধ্যাত্মিকতাদ্বারা বৈষ্ণবকে মাপিতে গিয়া যে অপরাধ করি, তাহাতে হরিভজনের জীবন নাশ হইয়া উঠে। শুদ্ধবৈষ্ণব কখনও আমাদের অভক্তিবাঞ্ছার প্রশ্রয় দেন না, পরন্তু তীব্র বাণীদ্বারা আমাদের চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। যাঁহারা তাঁহাদের বাণীর দ্বারা নিয়মিত না হইয়া নিজ নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-লাভ-ক্রম অভক্তি-বাসনাকে পোষণ ও বর্দ্ধন করিতে থাকেন, তাঁহারা কখনও তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পাদপদ্মধূলিতে অভিষিক্ত করেন না, তাঁহাদের সঙ্গ দেন না। বৈষ্ণবের কৃপাতেই বৈষ্ণবের দর্শনলাভ ঘটে। যাঁহার বৈষ্ণবের স্বরূপ দর্শন হয়, বৈষ্ণবসেবা লাভ হয়, তিনি ত' শ্রীকৃষ্ণসেবা অচিরে অনায়াসেই লাভ করেন। এইজন্য বৈষ্ণবকে প্রীত করা সহজ ব্যাপার নহে। অন্তর যদি সর্ব্বক্ষণ সেবাপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা, দৈন্য, অভাববোধ প্রভৃতি ভাবদ্বারা আর্দ্র না হয়, তবে বাহ্য দৈহিক ও মানসিক কল্পনাদ্বারা আমরা বৈষ্ণবকে সন্তুষ্ট করিতে পারি না। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকেও আমরা অনেকে কল্পনাবাদী বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমাদিগকে অকপটে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাভূমিকায় অগ্রসর হওয়া-বিষয়ে বিমুখ বা অমনোযোগী দেখিলে অন্তরে যুগপৎ ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া যাহাতে আমাদের ঐ প্রকার ভ্রান্তি বিদূরিত হয়, যাহাতে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিচ্ছেদ-জ্বালা বা অকল্যাণ আমাদের হৃদয়কে দগ্ধ করে—যাহাতে আমরা সেবোৎসাহিত হই, তজ্জন্য তীব্রভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। হৃদয়ের অভক্তিবাঞ্ছা বিদূরণকারী তাঁহার কীর্ত্তিত বাণী আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করে, কিন্তু সেই ব্যথাকে সহ্য করিবার ধৈর্য্য আমাদের নাই। তাই আমরা ঐ প্রকার শাসক সাধুর নিকটে অগ্রসর হইতে ভয় করি। 'আমার সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃত অভিমান, সর্ব্বপ্রকার প্রশ্রয় বা বাক্য অভক্তিবাঞ্ছা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাপূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়া দূর করিয়া দিন, আমাকে কখনও শ্রীহরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দিয়া বঞ্চনা না করুন'—এই প্রকার আন্তরিক অভিলাষ যাঁহার, তাঁহারই সাধুসঙ্গ হয়।

শ্রীকৃষ্ণভক্তি দুর্লভা—ইহা সকল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি অনায়াসে লাভ হয়, যদি বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মধূলি হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়। এই জন্যই স্বরূপরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু প্রেমভক্তিলাভের গূঢ় উপায়টি প্রকাশ করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

অর্থাৎ আমি দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করি, প্রতি জন্মে যেন আমি শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মধূলি হইতে পারি! এই কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সেবাদ্বারা বশীভূত করিয়াছেন। তিনি নিত্যকাল অন্তরঙ্গ ভক্তকে অর্পণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবানন্দে প্রেমভক্তি-রসসিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি সেই শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের একান্ত প্রিয় কিঙ্কর হইবেন, তিনিই অনায়াসে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব আধ্যাত্মিকতা, সর্ব্বপ্রকার অভক্তিবাঞ্ছা বর্জ্জন করিয়া যদি আমরা শ্রীল গৌরকিশোর-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মরেণুর নিমিত্ত একটি ধূলি-কণারূপে অনুক্ষণ সংলগ্ন থাকিতে পারি, তবেই তাঁহার বিরহ তিথি যথার্থভাবে সম্পাদিত হইবে। বিরহতিথি-পালনের চিত্তবৃত্তি আমাদের কোথায়? কোথায় ভজনের বিরহে 'পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব', কেন বা আছয়ে প্রাণ, কি সুখ লাগিয়া'—এইপ্রকার চিত্তবৃত্তি, আর কোথায় নিজ-লাভ-পূজাপ্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহের সুবিধা বা অসুবিধা-হেতু সুখ-দুঃখভোগ! আমরা এখনও বৈষ্ণবাভিমানে সমাজ বড় সাজিয়া বড় প্রতিষ্ঠারূপ শৌকরী বিষ্ঠাসংগ্রহের চেষ্টায় ব্যস্ত—নিজের আচরণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অপরকে লোক শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত! শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীহরিকথাপ্রচারের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত সকলকে নিজের আচরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দৃঢ়তীব্রভাবে, দীনভাবে ভজন-সাধন করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন ও দিতেছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার কথা না শুনিয়া—নিজেকে সংশোধন না করিয়া নিজেকে ভাল মনে করিয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম-সৌভাগ্য-দর্শন হইতে বঞ্চিত হইতেছি। তাই যাহাতে আমরা শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভুর আশীর্ব্বাদকে সাদরে বরণ করিতে পারি, যাহাতে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সাধুগণের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিরূপে নিত্যকাল সংলগ্ন থাকিতে পারি, তজ্জন্য ব্যাকুলচিত্তে, দীনভাবে, নিষ্কপটে তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনার প্রবৃত্তি যেন আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে। আমরা যেন অনুক্ষণ আন্তরিকতার সহিত কীর্ত্তন করিতে পারি,—

গোরা-পহুঁ না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি, ধন তেয়াগিনু।
আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ, কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য

(শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী)

শাস্ত্রে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—এই দুইটি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এ জগতে মাধুর্য্য অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যেরই অধিক আদর দেখা যায়; কিন্তু এই প্রাকৃত জগতের মূল বিম্বস্বরূপ বৈকুণ্ঠ-জগতে মাধুর্য্যেরই অধিক মহিমা ও গৌরব। শ্রীহরির কৃষ্ণ-স্বরূপ মাধুর্য্যাধিক্য, আর নারায়ণ-স্বরূপ ঐশ্বর্য্যাধিক্য। সে জগতে ঐশ্বর্য্যের প্রতিভায় মাধুর্য্য সঙ্কোচিত হয় না, কিন্তু মাধুর্য্যের মধুরিমায় ঐশ্বর্য্য ম্লান হইয়া যায়। কৃষ্ণের মাধুর্য্য এত চমৎকারক যে, লক্ষ্মী-আদিকে পর্য্যন্ত

তাহা আকর্ষণ করে, লক্ষ্মীও বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসঙ্গ-আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে ও মহাজনোক্তিতে আমরা কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের বিষয় এইরূপ কীর্ত্তিত দেখিতে পাই। যথা,—

"যে মাধুর্য্যের ঊর্দ্ধ আন, নাহি যা'র সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যেঁহো সব-অবতারী, পরব্যোম-অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে।
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো যে মাধুর্য্যলোভে,
ছাড়ি সব কামভোগে,
ব্রত করি' করিল তপস্যা।
সন্যাস কৃষ্ণ-মাধুর্য্য অদ্ভুত সিন্ধু।
মোর মন সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব, বৈদ্য না দেয় একবিন্দু।"

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।"

গোপীগণ কৃষ্ণেরই বিলাসবিগ্রহ ঐশ্বর্য্যপ্রধান নারায়ণ-স্বরূপকে বহুমানন করেন না। নারায়ণ দূরের কথা, স্বয়ং গোপীপ্রাণধন কৃষ্ণচন্দ্রও নিজে নারায়ণ সাজিলে গোপীগণ নিজপ্রাণনাথ নারায়ণরূপধারী কৃষ্ণকেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ' হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপীকার মন হরিতে নারে নারায়ণ।
নারায়ণের কা কথা, শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপীকারে হাস্য করাইতে হয় নারায়ণে।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণের আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপীকার নহে অনুরাগে।

এমন কি, কুরুক্ষেত্রে রাজবেশে কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াও গোপীগণ সুখী হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ, সেখানে কৃষ্ণ বাসুদেব-লীলা প্রকাশ করিয়া কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের চিত্তে যে ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে মহাপ্রভুর ভাববর্ণন-কালে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"সেই তুমি, সেই আমি, সেই নবসঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে শ্রীবৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ।
ইঁহা লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথ-ধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ পিকনাদ শুনি।
এই রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ, সঙ্গে মুরলীবাদন।
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সেই সুখ-সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ।
আমা লঞা পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত' পূরণে।"

তাই মাধুর্য্যপথাশ্রয় কৃষ্ণস্বরূপ লইয়াই রূপানুগগণের সর্ব্বকার্য্য। এই কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমে বশীভূত করিতে হইলে—গোপগণকে পরস্পর অতিক্রম করাইয়া রূপানুগগণের নিকট করিতে হইলে ভক্তগণের প্রথম হইতেই মাধুর্য্যের সেবক হওয়া প্রয়োজন। সাধনকালেই মাধুর্য্যের দিকে তীব্র লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। তাহা গাঢ় হইলে সাধক তাহা লাভ করিতে পারেন। ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের প্রথম হইতেই স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হওয়াই উত্তমকল্প। মহাজনগণ জানাইয়াছেন,—সাধনকালে বিধি ও সাধক কচি দেখা গেলে সাধ্যগণের মধ্য অপেক্ষা উচ্চলোকে গতি হইবে না। ঐশ্বর্য্য-লোভাতুরতা, বিধিকে বহুমানন অভক্তিক বিচার-আবদ্ধ পরপালিত,—এসমস্তই কৃষ্ণভক্তগণের পক্ষে দুর্ব্বার কথা বহে। হ্লাদিনীর কৃপাতে রুচি বা স্বাভাবিক রাগের উদয় হইলেই যে, প্রথম হইতেই তাঁহাদিগকে কৃষ্ণলীলা-উদ্দীপক স্থান-কাল-পাত্র চঞ্চল করিয়া তোলে এবং সেইসব মাধুর্য্যলোভী ভাগ্যবান্ সাধকের চিত্তকে কম্পন ও বর্দ্ধিত করিয়া সেখানে অচিরাৎ রাগ-ভক্তির মূল লোভকে উদয় করায়। প্রথম হইতেই তাঁহাদের কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া গতি হয়। ঠাকুর শ্রীনরোত্তম রূপানুগতা-অভিলাষী ভক্তবৃন্দের কিপ্রকার তীব্র লালসা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরিত থাকা প্রয়োজন, তাহা বিজ্ঞাপনার্থ বিবরণ হৃদয়ে নিজের মনোভীষ্ট কীর্ত্তন করিয়া জানাইয়াছেন,—

সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি,
অপক্কে 'সাধন'খ্যাতি,
ভকতি-লক্ষণ-অনুসার।
নরোত্তমদাস কহে, এই যেন মোর হয়ে,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ-গণনাতে, আমারে গণিবে তা'তে,
তবহুঁ পূরিব অভিলাষ।
(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথাতেও আমরা জানিতে পারি,—"যাঁহারা বিচার-মার্গ গ্রহণ করিয়া কেবল অভাববশতে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তির কথায় প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা দূরতর হয়। মায়াবাদাদি নিরসনপূর্ব্বক ব্রহ্ম-সাযুজ্যাদি-নির্মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজত্ব লাভ পর্য্যন্ত বিচারমার্গের চরমগতি। রুচি—হ্লাদিনীর কৃপা। রুচিমার্গই স্বাভাবিকতা আত্মবোধের সন্ধান প্রদান করে—কৃষ্ণপাদপদ্মে লইয়া যায়।"

রূপানুগত্য-অভিলাষিগণের প্রথম হইতেই এইসমস্ত কথা স্মরণ করা দরকার। প্রয়োজন খুব স্পষ্টভাবে স্থির না হইলে অভিধেয়সাধনও ঠিক হইবে না। যাঁহাদের কৃষ্ণকে পাইবার জন্য একটা তীব্র উৎকণ্ঠা আছে, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ সাধু-শাস্ত্র ভক্তবাণীর ভিতর নিজ প্রয়োজনীয় বস্তু অনুসন্ধান করিয়া সর্ব্বদাই চলার উপর থাকিবেন। প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রূপানুগ-বিরুদ্ধ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত পদ-পঙ্কজ্ঞী করিবেন। প্রথম হইতেই উন্মুখ হয়, ঐকান্তিকতা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগরিত রাখিলে অবশ্যই সফলকাম হওয়া যাইবে।" ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ পরমার্থ-কামনায় এই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"বস্তুগতে মাধুর্য্য অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য বলবান্। কিন্তু চিজ্জগতে ইহার বিপরীত। চিজ্জগতে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্য উচ্চ ও শক্তিমান্। হে ভক্তগণ! আপনারা একবার ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করত মাধুর্য্যরূপকে হৃদয়ে প্রেমের সহিত আনিয়া দেখুন, তাহা হইলেই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। যেরূপ সূর্য্যালোকে চন্দ্রালোক লীন হয়, তদ্রূপ মাধুর্য্য-ভাব উদয় হইলে ঐশ্বর্য্যের আভাস আর পৃথক্ বোধ হয় না। এই কারণেই শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।

নারায়ণ ও কৃষ্ণস্বরূপ সিদ্ধান্তক্রমে অভেদ হইলেও রসাধিক্যক্রমে কৃষ্ণরূপটি উৎকৃষ্ট হয়। যেহেতু রসতত্ত্বের এইরূপ অবস্থান।"

এই মতুষ্যগণ ঐশ্বর্য্যেরই অধিক প্রভাব বলিয়া ভক্তনামধারী যাবৎ ব্যক্তিগণও অনেক সময়ে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। তাহারা রূপানুগ ভক্তদের শ্রীপাদপদ্ম উপনীত হইয়াও কৃষ্ণ চাহিবার পরিবর্ত্তে এই জগতের বিত্তসুখ-সম্পদ তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য চাহিয়া বসে। যে ভক্তপাদপদ্মের ধূলিকণাতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য গড়াগড়ি যায়, তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যহীন মনে করিয়া তাহারা তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যযুক্ত দেখিতে চাহে। তিনি কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেই তাহাদের নয়নদ্বয় সার্থক হয়। কারণ তাহা হইলে তাহারা এ জগতে আসক্তির বোঝা পুড়িয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আসর জাঁকাইতে জমাইতে পারে। কিন্তু সদ্-বৈষ্ণব আচার্য্যগণ তাহাদিগকে অযাচিত কৃপা করিয়া বলেন—কৃষ্ণভক্তগণের পাদপদ্মে কোটি-কোটি ঐশ্বর্য্য গড়াগড়ি যায়। প্রয়োজন বোধ করিলে তাঁহারা যখন-তখন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু উহাতে অনেক সময়ে ফল এই হয়—কাঁচা শিষ্যগণও কম নিবাসিতে। উপরিয়া আরও কম বাঁকুল দেখে—রোগ বাড়িয়াই চলে। সুতরাং সাধকগণের বালক-লোকে আসিয়া কেহ যেন আবার কৃষ্ণ-বিরুদ্ধ বিষয় লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন না করি। এই মুহূর্ত্তেই শ্রীকৃপাদের সম্বন্ধ অপেক্ষাও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইতে পারে। উহা খুব বেশী ব্যাপার নহে। কিন্তু আমরা যেন ভুলক্রমেও তাহা না চাহিয়া বসি। ইহাই সকলের নিকট প্রার্থনা।

সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম লাভাকাঙ্ক্ষী সাধকের সম্মুখে কোনও অবস্থাতেই ঐশ্বর্য্যলোলুপ হইতে হইবে না। তাঁহারা চিরদিন মাধুর্য্যলোলুপ থাকিবেন। তাঁহাদের হৃদয়ে মাধুর্য্যের লোভ উদিত হইলে ঐশ্বর্য্য-লালসা অপসারিত হইবে। প্রয়োজন স্থির না হইলে নিশ্চয়ই কিছু হইবে না, বরং সব ন'ষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব আমাদের সর্ব্বক্ষণ শ্রীরূপানুগগণের মনোভাবের কথা স্পষ্টভাবে জাগাইয়া রাখিয়া সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।"

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসব পূর্ত্তি

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে গত ৬ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নভেম্বর, রবিবার শ্রীল প্রভুপাদের ঠাকুরের তিরোভাব তিথি শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদ পদ্মকরার অনুরূপ কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ৪॥০ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ সত্যানন্দদাসবিদ্যাভূষণ প্রভু "শ্রীচৈতন্যভাগবত" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমা করা হয় এবং শ্রীপাদ বিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতপারায়ণ করেন। অপরাহ্ণ ২॥০ ঘটিকা হইতে শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর ও শ্রীল নিতাই আচার্য্য প্রভুর চরিত্র ও মাহাত্ম্যকথা শ্রীপাদ সত্যানন্দদাসবিদ্যাভূষণ প্রভু আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে বন্দনা ও কীর্ত্তনের পর পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ পদ হইতে "শ্রীভক্তিসন্দর্ভ" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর শ্রীল মহারাজ সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে মহোৎসব-সমারোহে শ্রীনামসংকীর্ত্তনমহোৎসবের কৃপা প্রার্থনা, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যত্ব, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবার মহিমা উৎসাহপূর্ব্বক মহোৎসবপ্রার্থীদের প্রতি ভক্তির উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। পাঠ ও কীর্ত্তনের পর সাত্ত্বিক প্রসাদ ভক্ত, অভ্যাগত ও সজ্জনবৃন্দকে প্রচুরভাবে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিগত ৫ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নভেম্বর, শনিবার, কমলাপুর-মঠে শ্রীপাদ অনন্তকৃষ্ণ অধিকারী প্রভু ভাগবতসংবোধ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত লীলাকথা কীর্ত্তন করেন। ... সমাগত হইয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন

ভাগবত, পদ্মায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে।

 Regd. No.C. 1844

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-গৌড়ীয়-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের বাণী বা লাভের পরিবেশক উদ্দেশ্যে-নিবেদিত ব্যক্তিগণ সাময়িকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। তাঁহাদের বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভাণ্ডারে নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যে সাময়িকি নিয়োগই তাঁহার প্রকৃত মূল্য।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নিজাপা ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনাস্বরূপ পাঠান হয় না। বিশেষভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; উক্তরূপ গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। পাই ও পূর্ব ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

পরমার্থ ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক ভাব বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ভক্তগণের ভাব ভগবদনুশীলনের পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী অধিকারী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চি	২৲	১॥৹
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
অর্দ্ধ কলম		৭৲
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

ভারতের পরবর্তী বড়লাট

ওয়াকিবহাল মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, খুব সম্ভব লর্ড ক্র্যানবোর্ণ লর্ড লিনলিথগোর পরে ভারতবর্ষের বড়লাট নিযুক্ত হইবেন। লর্ড ক্র্যানবোর্ণ চার্চ্চিল মন্ত্রিসভায় উপনিবেশ সচিব পদে নিযুক্ত আছেন এবং তিনি রক্ষণশীল দলের একজন তুখড় সদস্য। বেসরকারীসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, তিনি সাম্রাজ্য সমর পরিষদের সদস্য মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ সাহেব ও স্যার রামস্বামী মুদালিয়ারের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং ভারতীয় পরিস্থিতির সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টায় আছেন। লর্ড ক্র্যানবোর্ণ লর্ড লিনলিথগোর প্রবর্তিত নীতিই অনুসরণ করিবেন বলিয়া মনে হয়।

বেসরকারী সূত্রে মহামান্য লর্ড লিনলিথগোকে একটি বিদায় ভোজে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইতে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে হয় না যে, তিনি এখনই চলিয়া যাইবেন; কারণ গত দুই বৎসর লর্ড লিনলিথগোকে এইরূপ বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিবার পরও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আসাম ব্যবস্থাপক সভা

আসাম ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন সদস্যের ভারত শাসন আইনের ৬১ (৩) ধারা অনুযায়ী চারি বর্ষাধিক বৎসরের শেষে অবসরগ্রহণের কথা।

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অনিশ্চিত অবস্থায় প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহের নির্বাচনের স্থান তাঁহাদের আসন পূরণের জন্য নির্বাচন স্থগিত করাইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। জানা গিয়াছে যে, আসাম ব্যবস্থাপক সভার অর্দ্ধেকের অধিক সংখ্যক সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন গবর্ণরের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। উহাতে তাঁহাকে ভারত শাসন আইনের যথাযুক্ত সংশোধন করাইবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

যে সকল সদস্যের আসন শূন্য হইবে তাঁহাদের নাম :—ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট মিঃ মনোমোহন চৌধুরী, মিঃ জর্জ্জ স্বরূপ, রায় বাহাদুর প্রমোদলাল শাহানিয়া, খান সাহেব আবুলকুমার ঘোষ, খাঁ বাহাদুর মফুজদ্দিন আহম্মদ ও মিঃ আবদুল হাই।

আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন :—

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, যথোপযুক্ত বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা না করায় অথবা কিম্বা অন্য কোন কারণে যেসকল স্কুল অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রহিয়াছে, সেইসকল স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রগণকে নিয়মিত (স্কুলের) ছাত্র হিসাবে আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হইবে না। তবে এইসকল ছাত্র বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কোন স্কুল কর্তৃক গৃহীত টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আবেদন করিলে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে তাহাদিগকে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

কলিকাতায় গম সরবরাহ

ভারত গবর্ণমেণ্টের গম কমিশনার কলিকাতার মাড়োয়ারী এসোসিয়েশনকে তারযোগে জানাইয়াছেন যে, এক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মারফতে গম ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এই ব্যবস্থা অনুযায়ী যে গম খরিদ করা হইবে তাহা হইতে কলিকাতায় গম সরবরাহ করা হইবে।

এই সম্পর্কে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মাড়োয়ারী এসোসিয়েশন গত সপ্তাহে ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিবকে কলিকাতায় গমের অবস্থা সম্পর্কে এক তারে জানাইয়াছিলেন যে, যদি অবিলম্বে গম আমদানীর ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে কলিকাতায় উহা অপ্রাপ্য হইতে পারে।

কৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল শ্লোক, অনুবাদ ও বিবৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

'নবদ্বীপ প্রবাহ' ও প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার সঙ্গীগণের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র

ও

স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

পাইবার স্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিলে ইহার কার্য্যকারিতা অতিরঞ্জিত বলা হয় না। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বর, এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৹ বার আনা, বড় বোতল ১।৶৹ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেলডাঙ্গা, ২৪ পরগণা

শ্রীরাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভাষ্য-শ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতিসহ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক টিপ্পনী-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ৮ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১৪ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৩০শে নভেম্বর, ইং ১৯৪২, সোমবার { ১০২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ কেশব, পক্ষ সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:০:)::——

আমরা অযোগ্য, দীন, হীন, কাঙ্গাল, পতিত সত্য, কিন্তু আমরা অসহায় বা অনাথ নহি। আমরা দুর্ব্বল হইলেও সবলের আশ্রিত—কৃপাভিখারী, আমরা বলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বলে বলীয়ান্—ইহাই আমাদের আশা-ভরসা। আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। আমরা আর কাহারও নহি, আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের,—একথা সর্ব্বক্ষণ অন্তরে জানিতে হইবে, মুখেও বলিতে হইবে। অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বক্ষণ 'গুরুদাসাভিমান'রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিলে আর অনর্থরূপ অন্ধকার স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি শত অযোগ্য হইলেও তিনি আমার প্রভু, এই জন্যই তাঁহার কৃপা চাই—এইরূপ আকুল ক্রন্দন যেখানে হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে, সেখানে প্রভু কৃপা না করিয়া পারেন না। কৃপা করাই তাঁহার স্বভাব। তাঁহার প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ব্যবহার সেবকের কেবল আশার আলোকই প্রদান করে—দুর্ব্বলের হৃদয়ে অদ্ভুত হস্তীর বল আনিয়া দেয়। এইরূপ কৃপাময় প্রভুর সন্ধান পাইয়াও যেখানে হতাশার কথা আসে, সেখানে আমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া মনোধর্ম্মের কোটরে কপট আত্মগোপন করার অভিলাষ ছাড়া আর কিছুই নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সকলকে জোর করিয়া আকর্ষণ করেন।

আমাদের নিজের কোন যোগ্যতা না থাকিলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের দয়ার অন্ত নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপার মূর্ত্তি। তিনি কৃপা করিয়া আমাদের মত সর্ব্বথা অযোগ্য ব্যক্তিকেও শ্রীচরণে স্থান দিয়াছেন—তাঁহার সেবাধিকার দিয়াছেন। অতএব আমরা জগতে আর কাহারও কথা শুনিব না—নিজের মনেরও নহে। আমরা দৃঢ়ভাবে প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিব। বহুজন্ম জগতের গোলামি—মনের গোলামি করা হইয়াছে, এখন সব ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের গোলাম—জুতা-বরদার হইতে পারিলে আর চিন্তা নাই। শ্রীগুরুকৃপাই আমাদের সহায়-সম্বল, যা' কিছু সব। কাঙ্গালের প্রতি তাঁহার প্রচুর কৃপা। তিনি দাম্ভিকের নিকট বজ্রাদপি কঠোর—ভয়াবহ হইলেও সরল নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থীর নিকট কুসুম হইতেও কোমল—নবনীত হইতেও স্নিগ্ধ। তিনি সকলের জীবনসর্ব্বস্ব, পরম বন্ধু। আমরা রক্ষকহীন নহি—বন্ধুহীন নহি—একথা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। যত বিপদ্ আসুক, রক্ষক যাঁহার আছে—বন্ধু যাঁহার আছে, তাঁহার চিন্তা নাই। সাময়িকভাবে দুঃখকষ্ট আসিলেও আমরা প্রভুর কৃপা-প্রতীক্ষায় অচল, অটল থাকিব। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আপনজনই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-প্রচার—সব। আমরা সর্ব্বক্ষণ কৃপাময় শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তন করিব, তাঁহার গুণের স্মরণ করিব। ইহাই আমাদের ভজনসাধন।

ভক্তি—স্বতন্ত্রা

(শ্রীপাদ মধুসূদনদাস ব্রজবাসী, ভক্তিশাস্ত্রী)

বিশেষ চাতুর্য্যপূর্ণ ভাবুকের কাছে ও বিচারের সহিত মহাজনগণের কাছে ও বিচারের ঐক্য বা মিল কখনও হয় না. তবে শ্রীমদ্ভাগবত ও সমস্ত সচ্ছাস্ত্রের বাণী লক্ষ্য করিলে দেখা যায়। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই বিশেষ সর্ব্বজনমান্য অথচ চাতুর্য্যপূর্ণ, শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিও নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ-উদ্দেশ্যে যেসমস্ত অসাধন, অবাঞ্ছনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ( ) অজ্ঞজনগণের নিকট প্রশংসিত হইলেও মহাজন বা সাধুগণ দ্বারা সমর্থিত হয় না। বাহিরের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে একজন শাস্ত্রজ্ঞ বিশেষ শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন-যোগ্যতা হয় ত' একজন শ্রীহরিচরণাশ্রিত ভগবদ্ভক্ত অপেক্ষা অনেক বেশী থাকিতে পারে, কিন্তু শ্রীহরির তোষণ-সামর্থ্য নাই বলিয়া ঐ বিশেষ যোগ্যতা নিষ্ফল—ইহাই মহাজনগণের বিচার। বিমুখ ও উন্মুখ জীবগণের এইরূপ পদে পদে বিচারের অসামঞ্জস্য হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, উন্মুখগণ নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণবুদ্ধিকে পরিহার করিয়া শাস্ত্র ও মহাজনগণের চিন্তাধারা অনুসরণ করেন, আর বিমুখগণ শাস্ত্র ও মহাজনের আদেশ ও উপদেশকে স্বীকার না করিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণে রত থাকে। যাহার চিত্তবৃত্তি যতকাল পর্য্যন্ত ভোগবুভুক্ষায় দুষ্ট থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত সে সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যক্তির বিচারেরই সমর্থন করে; যখন পুঞ্জীকৃত সুকৃতিবলে সাধুসঙ্গ-প্রভাবে চিত্তবৃত্তি ক্রমশঃ শুদ্ধ হইতে থাকে, তখন তাহারই নিজেন্দ্রিয়তর্পণ চেষ্টাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাজনের চিন্তাধারা অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। অতএব নিজেন্দ্রিয়তর্পণবাসনা সার্ব্বকালে জীবের মধ্যে প্রবলভাবে থাকায় ! আর কাহারও তাহা কাল জীবের বিচার হইয়া যায়; কিন্তু তাহাদের তর্পণশক্তির মধ্যে নিত্যকাল বিদ্যমান থাকে—কখনও বা তাহা আবৃত, কখনও বা উন্মুক্তভাবে প্রকাশমান হয়। সাধুসঙ্গপ্রভাবেই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক চিন্তাধারা বা বিচারের পরিবর্ত্তনের বা সংশোধনের মূল কারণ বলিয়া জানা যায়। এই জন্য শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ অসুরবালকগণের নিকট শ্রীনারদমুনির নিকট শ্রুত উপদেশ কীর্ত্তনপূর্ব্বক যোগ্যতার নিষ্ফলতা ও শ্রীহরিচরণভক্তির একমাত্র সার্থকতার বিচার প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন
শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৬৮ অনুচ্ছেদধৃত
শ্রীভাগবতবাক্য)

হে অসুরবালকগণ! ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার, বেদশাস্ত্র-জ্ঞান, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রত প্রভৃতি শ্রীহরির প্রীতিবিধানে সমর্থ হয় না। অমলা ভক্তিদ্বারাই শ্রীহরি প্রীত হন। অন্য সমস্ত চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র।

শ্রীল শ্রীজীবপাদ 'ভক্তিসন্দর্ভে' অমলা ভক্তি ও সকাম ভাবনাসমূহের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা স্পষ্ট করিয়াছেন, 'অমলয়া নিষ্কাময়া; নিষ্কাম, বর্ণাশ্রম; অতঃ সকামকর্ম্মযোগিনঃ ... সর্ব্বাভাবেন ... ... স্বীকারঃ। যথা সর্ব্বাত্মনা ... ... তচ্চৈব।" (ভক্তিসন্দর্ভ ১৬৮ অনুঃ) অর্থাৎ "অমলা" শব্দে নিষ্কাম-ভক্তি

"বিভূষণ" অর্থাৎ নটের বা অনুকরণকারীর। অতএব নবাস্য শক্ত ভক্তও কেবলমাত্র আদর্শপালনোদ্দেশে ভক্তির অনুকরণ-স্বরূপ বলিয়া নটরূপে গণ্য হইয়া থাকে। যেরূপ নাটকে নটগণ প্রকৃতিপ্রাপ্তি হইতে ভিন্ন হইয়াও তাহাদের অনুকরণ করিয়া থাকে, এস্থলে তাদৃশ জানিতে হইবে।

এস্থানে ভগবদ্ভক্তের স্বরূপের কথাই উক্ত হইয়াছে। বিপ্র, দেবতা, গন্ধর্ব প্রভৃতি যোগ্যতা থাকিলেই ভক্ত হইতে পারে, নতুবা ভক্তি কোন ব্যক্তিতে উদিত হইতে পারিবে না—এইরূপ নহে; ইহা জানাইবার জন্য ভক্তির নিরপেক্ষতার কথা বলিতেছেন। কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি উহার যোগ্যতার অপেক্ষা করে। কিন্তু উত্তম অথবা অধম, অজ্ঞ অথবা বিজ্ঞ—সকলপ্রকার ব্যক্তির মধ্যেই সমানভাবে ভক্তির কৃপা লাভ হইতে পারে—এই-রূপের পরম আশার কথা শ্রীরূপপাদ শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুও ভাগবতোক্ত উদ্ধব-সংবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। "কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ। যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥" 'গোপীগণ', 'গাভীগণ', 'বৃক্ষ', 'মৃগ', 'নাগ', 'সিদ্ধ' ইত্যাদি কেবলমাত্র 'ভাব'দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। 'ভগবৎ-সমর্পিত কর্ম' ও 'ভগবৎপার্ষদতাদি প্রাপ্তির সাধনের দর্শনাদি' [illegible] মাধুর্যতা।" ভক্তিসন্দর্ভ-১১৬ অনুঃ

অর্থাৎ এই ভক্তি কোথায় কোথায় উদগত হয় বা অবস্থান করে? (উত্তরে বলিতেছেন, এই শক্ত) সর্বত্রই অর্থাৎ পাপী, কর্মী, দেব, দানব, মনুষ্য, পক্ষী, প্রাণী, জন্ম—সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই ভক্তি সঞ্চারিত। (কেউ-কেউ মধ্যে) আচারবান্ ও অনাচার, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, বিরক্ত ও আসক্ত, মুমুক্ষু ও মুক্ত, সাধক ও সিদ্ধ, ভগবৎপার্ষদগণ ও অপরাধের নিত্য বৈরত্ব নিত্য অবস্থিত [illegible] অপরাধিগণেরও সকলের মধ্যেই সমানভাবে ভক্তির অবস্থান দর্শন হইতে অপক্ষপাত সার্বজনীনতা জানা যায়। অতএব ভক্তই আমাদের অভীষ্ট কর্ম-জ্ঞান-যোগ বুদ্ধির সংযমতা। ভক্তিহীন সৎকর্ম আচার, জ্ঞান, বিরাগ, মুক্তি সমস্ত যোগাদি নিষ্ফল। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ এইরূপ আভাস প্রকাশ করিয়াছেন,—

[illegible] হয় বিশ্বসংসার।
[illegible], সন্ন্যাস, সর্বকার্য সার।
[illegible] যদি বিবর্জিত হয়।
[illegible] কৃষ্ণকে সম।
[illegible] কোন সাধন দিতে নারে ফল।
[illegible] ভক্তি, মুখ্য পাল।
[illegible] অবশ্যসাধন।
[illegible] প্রভুর বহুমান ধন।

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৮-২৮)

এখানেও ভক্তি বিনা কোন সাধন ফল দিতে পারে না, ভক্তিই প্রবলা ও স্বতন্ত্রা বলিয়া জানা যায়। কিন্তু সাধারণত আমরা ভক্তি আছে কি না, তাহা লক্ষ্য না করিয়াই নানাপ্রকার বিচারদ্বারা স্ত্রী-পুরুষ ব্যক্তিকে ভক্ত বলিয়া ঠিক করিয়া লই। মহাজনগণ কিন্তু সেই ব্যক্তিতে সর্বাভিলাষিণী স্বয়ং ভক্তির উদয় হইয়াছে কি না, তাহাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন।

এই ভক্তি অন্যাভিলাষিতাশূন্যা, জ্ঞান-কর্মাদ্যনাবৃতা, শ্রীকৃষ্ণানুকূল্যময়ী আনুকূল্য বৃত্তি। কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী—সকলেরই সকলপ্রকার চেষ্টা সফল হয়, যদি তাঁহাদের হৃদয়ে অহৈতুকী শুদ্ধভক্তিদেবী কৃপাপূর্বক উদিতা ও উল্লাসময়ী থাকেন। সর্বোপ্রকারে ঐহিক সর্বোদ্রেক [illegible] অব্যাভিচারিণী ভক্তি। জীবের হৃদয়ে যতকাল পর্যন্ত সন্ন্যাসযোজন বাসনা থাকিয়া যাবে, ততকাল পর্যন্ত তাহার বৃত্তি অহৈতুকী হয় অর্থাৎ অবস্থায় তাহার কায়মনোবাক্য চেষ্টা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণানুকূল্য তৎপর হয় না। এতৎসম্বন্ধে 'ভক্তি-সন্দর্ভে'র অভিমত এইরূপ,—"সা ভক্তির্বিধা—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা, স্বরূপসিদ্ধা চ। তত্রারোপসিদ্ধা প্রবর্তিকা মত অহৈতুকী চেতা বিধা ভেদা। প্রয়োজনানুসারেণেন কর্ম-জ্ঞানমিশ্রিতরূপেণ সহৈতুকী হয়। (ভক্তি-সন্দর্ভ-২১৭ অনু) অর্থাৎ সেই ভক্তি কর্মার্পণরূপা আরোপসিদ্ধা, কর্মজ্ঞানমিশ্রা সঙ্গসিদ্ধা ও সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণানুকূল্যময়ী শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা স্বরূপসিদ্ধা ভেদে ত্রিবিধা। সেই ভক্তি আবার অহৈতুকী ও সহৈতুকী ভেদে দ্বিবিধা। ভক্তি স্বরূপতঃ অহৈতুকী। তবে যেক্ষেত্রে আরাধনা-চেষ্টার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণানুকূল্যতোষণ ব্যতীত অন্যপ্রকার প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত কর্ম ও জ্ঞানাদি-চেষ্টার মিশ্রণে সহৈতুকত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণতোষণই যাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহার হৃদয়ে যাহাতে অহৈতুকী ভক্তি অকপটভাবে বর্তমান থাকেন, তাহার জন্য সমস্ত মহাজনগণ তাঁহাদের সহিত 'শ্রীভগবানে, ভগবদ্ভক্তে, ভক্তিতে, ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত আমার প্রীতি হউক'—এই প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর ও শিষ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার স্বরচিত-গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেও 'ভক্তি'-প্রার্থনাই শিক্ষা দিয়াছেন,—

অতো শ্রীগৌরাঙ্গে তদনুচরভক্তিপ্রকরণে
শচীসূনোর্লীলাবিলাসভবসুচীর্থে নিবসনে।
হরেনাম্নি প্রেম্ণি হরিজনকৃপাসঙ্গমবনে
তদপ্রাপ্তে স্থানে শ্রীচৈতন্য
মমাস্তাং প্রভু রতিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবে, শ্রীগৌরসুন্দরে, শ্রীমহাপ্রভুকর্তৃক উপদিষ্ট ভক্তির বিষয়ে বা প্রসঙ্গে, শ্রীশচীনন্দনের লীলাধামে উদ্দেশ শ্রীনবদ্বীপাদি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে (অথবা শ্রীশচীনন্দনের লীলার প্রকাশস্থেতু শ্রেষ্ঠতীর্থে), শ্রীহরিনামে, প্রিয়তম শ্রীহরিনামে, শ্রীহরি নামাদি ভক্তিরসপূরে, শ্রীরূপাদি সাধুসঙ্গে, শ্রীগুরুদেব গোস্বামি-কথিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে শক্তিভরে আমার প্রীতি হউক—ইহাই প্রার্থনা।

সাধক-জীবনের বিভিন্ন অবস্থা

(শ্রীপাদ মুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী)

সাধক-জীবনে প্রতিমুহূর্তে উন্নতির জন্য চেষ্টা না করিলে কখনও সিদ্ধি লাভ করা যায় না। উন্নতিলাভের মূলে—শ্রীবৈষ্ণবের পূর্ণ আনুগত্য। 'আনুগত্য' বা 'শরণাগতি' বাদ দিয়া কেহ কখনও সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। 'আনুগত্য' বলিতে—শুদ্ধবৈষ্ণবপাদপদ্মে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিবেদন, তাঁহাদের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশাইয়া তাঁহাদের প্রীতিবিধানের জন্য সমস্ত সেবা-কার্যাদি করা বুঝায়। যাঁহাদের প্রীতিবিধান করিতে পারিলে সকল আশা পূর্ণ হইয়া যায়, সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ইচ্ছামত সেবাকার্যাদি না করিয়া স্বেচ্ছামত সেবার অভিনয় করিয়া জীবিত থাকিয়া ত' কোন লাভ নাই, বরং ঐরূপ সেবার আড়ম্বর করিতে করিতেই চিরকালের জন্য নরকবাসের ব্যবস্থা হয়।

আরাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে হৃদয়-সিংহাসনে উপবেশন করাইবার জন্য সাধককে তাঁর হৃদয়ক্ষেত্রের তৃণ-গুল্ম-ধূলি-কঙ্করাদি-রূপ অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিতে হয়। এইসমস্ত অন্যাভিলাষাদি থাকা-কালে ভক্তিমহাদেবী হৃদয়ে কখনও উদিত হন না।

ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব বিঃ, ২।১৫)

হৃদয়কে একটী ক্ষেত্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া তৃণ-কঙ্করা প সমস্ত নির্মূল করিয়া পরে উত্তম বীজ রোপণ করিতে হয়। কেবলী বীজ উত্তম না হয়, তবে উত্তম বীজ রোপিত হইলেও উহা কখনও সুফল প্রসব করিতে পারিবে না। সেইরূপ সাধকের হৃদয়ে যদি অন্যাভিলাষাদি থাকে, তবে ভক্তিলতার বীজ রোপিত হইলেও তাহার অঙ্কুরোদগম হয় না। এইসমস্ত পরিত্যাগ করিতে সাধককে পূর্ণ যত্নশীল হইতে হয়। উহা পরিত্যাগ করিতে বিশেষ যত্ন না করিলে কখনও উৎপাটিত করা যায় না।

নিজের দোষ নিজেকে দেখা যায় না। তবে যদি দেখাইয়া দেন,—মুখ ধরাইয়া দেন, তবে উহার জন্য তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং তাঁহাকে প্রকৃত বন্ধু জানিয়া (যেহেতু তিনি প্রকৃত সত্যকথা বলিয়া ভুলপথ হইতে আমাকে মঙ্গলালোকের পথে লইয়া যাইতেছেন) নিজের ভ্রমসংশোধন করিয়া লইতে হইবে। সাধনপথের মঙ্গল-লাভের একটী প্রধান অন্তরায় হইতেছে—"অন্যাভিলাষ"। এই "অন্যাভিলাষ" শব্দের অর্থ হইতেছে—'জগতে বড়লোক থাকিব, কেবল নিজ-ইন্দ্রিয়ের তর্পণই করিব'—এইরূপ ইতর অভিলাষ। নিজের সুখের জন্য সবকিছু করিব—"দেহের সুখ-সুবিধাদি বজায় রাখিয়া গুরুবৈষ্ণবের সেবা যতটুকু করা যায়"—এই বিচারটী দৃঢ় থাকিলে কোন কালেও হরিভজন হইবে না। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখানুসন্ধানচেষ্টা যাঁহার যত প্রবল হইবে, তিনি তত নিজের সুখের চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন। কৃষ্ণসেবার অভিনয় করিয়া ইতর বা অন্য অভিলাষ পোষণ করিলে অর্থাৎ নিজের সুখের অভিলাষ করিলে কোন মঙ্গল-লাভ ত' হয়ই না, বরং অমঙ্গল শীঘ্রই করতলগত হয়। উহা (অন্যাভিলাষ) কণ্টকপূর্ণ ঝোপের ন্যায় শুদ্ধজীবের সুকোমলা হৃদয়ের কোমলা ভক্তিকে বিদ্ধ করে। এইজন্য এই "অন্যাভিলাষ"-রূপ তৃণকে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে অতিযত্নের সহিত সমূলে উঠাইয়া দিতে হইবে।

সাধকের আর একটি অন্তরায় হইতেছে—"কর্মস্পৃহা"। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া সৎ ও অসৎ-কর্মের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ জীবের হৃদয়কে মলিন করিয়াছে,—তাই তাহার কর্মবাসনা দূর হইতেছে না। কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ভিন্ন যাহা কিছু করা যায়, তাহাকেই কর্ম বলে। সাধক গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য ভিন্ন যে সমস্ত কার্য করে, উহা বাহিরে সেবাকার্যের মত দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে সেবা নয়—উহা কর্ম। আবার তাঁহাদের আনুগত্যে যে-সমস্ত কার্য কৃত হয়, উহাকেই "ভক্তি" বলে। কর্মের দ্বারা কর্ম ক্ষয় হয় না। একমাত্র কেবলা ভক্তিদ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয় অর্থাৎ কর্মাদির স্পৃহা হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়া যায়।

সাধকের আর একটী শত্রু হইতেছে—'জ্ঞানচেষ্টা'। নির্বিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞানযোগাদি-চেষ্টা ঠিক কঙ্করের মত। কঙ্করপূর্ণ মাটিতে কখনও বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না। সেইরূপ নির্বিশেষজ্ঞানদ্বারা শ্রীহরির ভজন বা সেবা ত' দূরের কথা, শ্রীহরির সহিত শত্রুতাচরণ করিবারই প্রয়াস করা হয়; সুতরাং ভগবান্ তাদৃশ ভাগ্যহীন বিমুখ-জ্ঞানী জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হন না। এইজন্য এই জ্ঞানরূপ কঙ্করকে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে অতি যত্নের সহিত দূরীভূত করা উচিত।

সাধন করিতে করিতে গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি পরিত্যাগ

করিতে পারিলে, হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ জলসেচনের দ্বারা ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই লতা বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও ব্রহ্মলোক ভেদ করত পরব্যোমে স্থান প্রাপ্ত হয়। তথা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া গোলোক-বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমন করত কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষকে আরোহণ করে। তখন ঐ লতাতে "প্রেমফল" ফলে। অভিধেয়ের সহিত সাধন করিলে অভিধেয় 'প্রেমফল' লাভ করা যায়। কিন্তু সাধন করিতে করিতে যখন অন্যাভিলাষ ও কর্ম্ম-জ্ঞানের স্পৃহাটা একটু মন্দ হইয়া আসে, হরিভজনে অনেকটা উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তখন নিজেকে একটু "বৈষ্ণব" বলিয়া অভিমান হয়। নিজেকে 'বৈষ্ণব'-অভিমান হইলে আর অন্য বৈষ্ণবকে তখন উপযুক্ত সম্মান দিতে ইচ্ছা হয় না। বৈষ্ণবের আদেশ পালন করিতে ত' উৎসাহ হয়ই না, বরং উহা লঙ্ঘন করিতেও কুণ্ঠাবোধ হয় না। "তিনি (বৈষ্ণব) আমাকে আদেশ করিতে কে?", "আমার কি কোন অধিকার নাই?" প্রভৃতি নানাপ্রকার বিচার তাহার হৃদয়ে উপস্থিত হয়। এইরূপ করিতে করিতে সে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়া বসে। তাঁহাদের চরণে অপরাধ হইলে হরিভজন হইতে তাহার চিরতরে চ্যুতি হইয়া যায়। সুতরাং সাধনকালে এমন কি, সর্ব্বসময়ে যাহাতে তাঁহাদের চরণে অপরাধ না হয়—তজ্জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিজে 'বৈষ্ণব'-অভিমানী না হইয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের 'দাসানুদাস' থাকিয়া কৃপাপ্রার্থনামুখে সেবা করিতে থাকিলে বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী আর ভক্তিলতাকে ছিন্ন করিবে না।

'অনেক সময় কর্ম্মজ্ঞানাদি-চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে শূন্য, ক্ষুদ্র মল থাকিয়া যায়। ঐ মলগুলি আর কিছু নয়, উহা হইতেছে—'কুটিনাটি', 'প্রতিষ্ঠাশা', 'জীবহিংসা', 'নিষিদ্ধাচার', 'লাভ,' 'পূজা' প্রভৃতি। সাধন করিতে করিতে—'আমি শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দাসানুদাস'- এই বিচারের পরিবর্ত্তে যখন নিজেকে 'বৈষ্ণব' অভিমান হয়, তখনই এইসমস্ত উৎপাত সাধকের হৃদয়ে উপস্থিত হয় হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন বহির্ভাবে হইতে থাকিলেও 'কুটিনাটি', 'প্রতিষ্ঠাদি' উৎপাত প্রবল হওয়ায় ভক্তিলতার মূল শাখা বাড়িতে পারে না। এভাবে বহু বৎসর সাধন করিলেও প্রেম হয় না, বরং বৈষ্ণবাপরাধাদি-দোষে পতিত হইয়া থাকে।

"কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

কুটিনাটি-শব্দে 'কৌটিল্যান্বিতনাটা' বা 'কপটতা'কে বুঝায়। হৃদয়ে এক ভাব, বাহিরে আর এক ভাব অর্থাৎ যাহারা কপট, তাহারা অসরল; অন্তরে ও বাহিরের ভাব তাহাদের এক নয়; মুখে এক, কাজে আর। এরূপ ব্যক্তির কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। বৈষ্ণবের নিকট 'দাসানুদাস'—অভিমানের ন্যায় ভাব প্রদর্শন, কিন্তু তাঁহার অসাক্ষাতে বৈষ্ণবের গোষাগোষ্ঠী, তাঁহার আদেশ পালন করিতে অবজ্ঞা। কপটী শুদ্ধবৈষ্ণব কেহ বিশ্বাস করে না। বিষয়ী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতির কখনও মঙ্গল হইতে পারে কিন্তু কপটীর কখনও মঙ্গল হয় না। এই কপট পরিত্যাগ করিবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন:—

* * *

আছে এক দুষ্ট সর্প তব।
'কপটতা' নাম তার, তাতে কুটিনাটি তার
বস্তুটি পরম কিতব॥

* * *

বনে বা গৃহে বা থাক, সেই ধনে দূরে রাখ,
যার দূরে তুমি আমি জানি।
ছাড়িয়া কাপটাবধ, যুগলবিলাসরস-
সাগরে করহ স্নানকেলি॥

কপটতা হইলে দূর, প্রবেশে গোলোক পুর,
জীবের হৃদয় শুদ্ধ করে
অতএব বহু যত্নে আনিবারে প্রেম রত্নে
কাপটা বাধক অতি দূরে॥

প্রতিষ্ঠাশা আর একটী উৎপাত। উহা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। 'আমি বৈষ্ণব হইতে কোন অংশে কম নই', 'বৈষ্ণব হরিকথা কীর্ত্তন করেন—আমিও হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারি', 'বৈষ্ণব ভাগবত-পাঠ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, আমিও বেশ ভাল পাঠ-ব্যাখ্যা করিতে পারি,' 'বৈষ্ণব বক্তৃতাদি দ্বারা বহু ব্যক্তির মঙ্গল বিধান করিতে পারেন, আমিও বড় বড় সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া সভামাৎ করিতে পারি —বহুলোককে চমক লাগাইয়া দিতে পারি' — এরূপ বিচার যখন সাধকের হয়, তখন সকলে তাহাকে একজন বড় 'সাধু' 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানুক, এইরূপ প্রতীষ্ঠা সম্মানাদি প্রাপ্তির জন্য সে নানাপ্রকার বুজরুগী প্রদর্শন করে, বৈষ্ণবের সহিত প্রতিযোগিতা করে, বৈষ্ণবের আসন অধিকার করিতে চায়, প্রতিষ্ঠার মোহে অন্ধ হইয়া পরমারাধ্য শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরোধ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। সুতরাং প্রতিষ্ঠাশা-চণ্ডালিনী যতদিন হৃদয় হইতে বিদূরিত না হইবে, ততদিন "প্রতিষ্ঠাশা-উৎপাত" কাপটাও হৃদয় হইতে দূর হইবে না। প্রভুপাদ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম একান্ত-ভাবে আশ্রয় করিয়া কৃপাপ্রার্থনামুখে সেবা করিলে এবং 'প্রতিষ্ঠাশা' পরিত্যাগ করিবার প্রবলচেষ্টা করিলে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় উহা দূরীভূত হইবে, নতুবা উহা বিদূরিত হইবে না।

'জীবহিংসা' বলিতে আমরা সাধারণতঃ হনন করি, অন্যপ্রাণীকে উদ্বেগ দেওয়া বা তাহাদের প্রাণনাশ করা। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 'জীবহিংসা'-শব্দে—জীবাত্মার প্রতি হিংসাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হিংসা বলিয়াছেন। 'জীব-হিংসা'-শব্দে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা এবং মায়াবাদী, কর্ম্মী, অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া ও তাঁহাদের 'মন' রাখিয়া কথা বলাকে বুঝায়। সাধন করিতে করিতে সাধক যদি মনে করে, "আত্মধর্ম্মের কথা প্রচার করিতে গেলে যাহারা অনাত্মধর্ম্ম আচারবিহি আছে, তাহাদের মধ্যে নানা-প্রকার বিবাদ হইতে পারে, সুতরাং কাহারও সহিত কলহ না করিয়া সকলে মিলিয়া মিশিয়া 'যার যার ধর্ম্ম, তার তার কাছে' এই বিচার লইয়া আমি চলিয়া যাই"—তাহা হইলে তাহার উন্নতি ত' হইবেই না, বরং সে শ্রোতৃগণ হইতে বিচ্যুত হইবে।

সাধকের আর একটী উৎপাত আছে, উহা হইতেছে—নিষিদ্ধাচার। 'নিষিদ্ধাচার'-শব্দে স্ত্রীসঙ্গী এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ বুঝায়। সাধক মনে করে—"আমি যখন বৈষ্ণব হইয়াছি, তখন আমি যাহা কিছু করি না কেন, তাহাতে দোষ হইবে না।" এই বিচার লইয়া সে শাস্ত্রের নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না কিন্তু এই 'নিষিদ্ধাচার' পরিত্যাগ না করিলে সাধনে উন্নতি হয় না। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

"লাভ"ও একটি ভজনের উৎপাত এই "লাভ"-শব্দের অর্থ ধর্ম্মের নামে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া আত্মেন্দ্রিয় চরিতার্থ করা। সাধক অনেক সময় বহির্ম্মুখলোকের নিকট হইতে "পূজা" পাওয়ার জন্য তাহাদের মনোরঞ্জন প্রদান করিয়া থাকে। বহির্ম্মুখ লোকের নিকট হইতে পূজা পাওয়ার বুদ্ধি অত্যন্ত খারাপ। এমন কি, "বৈষ্ণবগণ আমাকে সম্মান প্রদান করুন," "আমাকে ভাল বলুন" এসমস্ত বুদ্ধিও খারাপ। শুদ্ধ-বৈষ্ণব—প্রভু, শাসক, নিয়ামক; তাঁহারা শাসন করিতেও পারেন, আবার উৎসাহ প্রদান করিতেও পারেন। তাঁহাদের নিকট হইতে নিজের সুখের জন্য কোন কিছু চাওয়া কখনই উচিত নহে

জগদ্‌গুরুর লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণ্ডিচামার্জ্জন লীলার দ্বারা একটী চমৎকার শিক্ষা দিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইতে হইলে হৃদয়ের যাবতীয় মল ধৌত করিয়া হৃদয়কে নির্ম্মল, শান্ত ও উজ্জ্বল করিতে হইবে

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন ঝাড়ুদার করিয়া গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন করিয়া তৃণ, ধূলি, কঙ্কারাদি দূর করত উত্তমরূপে ধৌত করিয়া আপনার পবিত্র শুদ্ধ বস্ত্রাদি দ্বারা মন্দিরও দর্পণ-সদৃশ স্বচ্ছ উজ্জ্বল মার্জ্জন করিলেন—সেইরূপ সাধককে হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি উৎপাতগুলি দূরীভূত করিয়া হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে নির্ম্মল করিয়া সর্ব্বতোভাবে যুগলকিশোর-বিহারস্থলী করিবার জন্য, সাধনে বৈষ্ণবের সুখের জন্য মহাপ্রসাদের সহিত উচ্ছিষ্ট ও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে বৈষ্ণবের মার্জ্জন করিতে হইবে।

অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইবার এই আগাছাগুলি জন্মিয়া শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া নিজের মনোধর্ম্মীর ন্যায় কাল্পনিক ভজন করিলে শান্তি লাভ হয় না; নিজের স্বার্থ-পরায়ণ হইয়া পরমার্থ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা নিজে পালন না করিয়া দুর্ব্বলের "সাজাবৈষ্ণব" হইয়া অপরকে উপদেশ করিতে অপরের লোক প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। সাধুর কাছে যাইতে ইচ্ছা হয় না, সাধুর কাছে থাকিতে ইচ্ছা হয় না, সাধুর উপদেশ শুনিতে ভাল লাগে না। বৈষ্ণবগণ যখন ভাগবত-পাঠ ব্যাখ্যা করেন, তখন তাঁহার নিকটেও থাকিতে ইচ্ছা হয় না। শুনিতে বরং সময়ে বাজে মনে হয়, কিন্তু আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য যদি কখনও বৈষ্ণবগণ পাঠ করিতে বলেন, তখন মনে হয়, আমার না থাকাই এক নব প্রবণ করা দরকার অর্থাৎ একজনকে বলিতে গেলে ইহাই বুঝা যায় যে, মাদৃশ "সাজাবৈষ্ণবে"র কীর্ত্তন করিতে ভাল লাগে, কিন্তু শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না, প্রচার করিতে ভাল লাগে, আচরণ করিতে ভাল লাগে না। তাই ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

সহিত আচারে ছাড়িলাম যদি'
না করিনু সাধুসঙ্গ।
ল'য়ে সাধু-বেশ আনে উপদেশ,
এ বড় মায়ার রঙ্গ॥

অসৎকার্য্যে লোভী হইলেও সাধক মঙ্গলাভ করিতে পারে, যদি শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপাভিক্ষু হয়। পূর্ব্বে যেসমস্ত অপরাধ করিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অকপটে শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিলে, পরমদয়ালু পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে কৃপা না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বক্ষণ দৃঢ় করিয়া আশ্রয় করিয়া সাধন করিতে থাকিলে তাঁহার কৃপায় জীবের কখনও পতন হয় না বরং নিত্যমঙ্গল অতিসত্বর লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধানমতে।
যাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্র প্রতি অকপট শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইতে দেখা। অগ্রিমদেয় বার্ষিক মূল্যই শ্রীনদীয়া-প্রকাশের নিকটে নিবিষ্ট থাকিলেও শ্রবণ-সেবায় কায়মনোবাক্যের সার্থকতা নিয়োগ করার পরও ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নিত্যাপি ছুটির দিন বাদে প্রত্যহ প্রকাশিত হলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; গ্রাহক গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। পরানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরত পাঠান হয় না। লেখকলেখিকাগণ দেশের কাগজের একপৃষ্ঠায় মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লেখা লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অপকারজনক বা স্বমতপুষ্ট লেখা ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। অতএব শ্রীনদীয়া-প্রকাশ গ্রাহকের ভার ভগবদ্ভক্তদের পরমমঙ্গল বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন প্রকার বিরুদ্ধ কার্য্যে নিয়োগ অতীব অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চ	২৲	
" " সিকি কলম	৫৲	
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে হার স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

ভারতের মজুর মিউনিসিপ্যালিটি

সবাংপ্যাপিন সিন্ধু দেশের নগর জেলায় একটি ক্ষুদ্র সহর। ইহার বাসিন্দার সংখ্যা দশ সহস্র। এই সহরের মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে ১২ জন মজুর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কমিটির সদস্য সংখ্যা মোট ১৬ জন। সুতরাং মজুর দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছেন। কমিটির আর চারিজন উচ্চ শ্রেণীর সদস্য কোন না কোনও কারণে দীর্ঘ ছুটিতে আছেন; তাঁহারা কমিটির সভায় উপস্থিত হইতেছেন না।

পূর্ব্বোক্ত ১২ জন মজুর সদস্যের মধ্যে ৬ জন হিন্দু এবং ৬ জন মুসলমান। তাঁহারা এক স্বতন্ত্র দলের পক্ষ মজুর দলের টিকেটে তাঁহারা নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই খদ্দরের পোষাক পরিয়া থাকেন।

এই মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি একজন দর্জ্জিওয়ালা। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এক মুদীর দোকানে চাকুরী করেন আর অন্যান্য মজুর সদস্যের মধ্যে আছেন—একজন কামার, একজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, একজন ফেরীওয়ালা, একজন আইসক্রীম বিক্রেতা, একজন হোটেলওয়ালা, একজন টোঙ্গাচালক ইত্যাদি। তাঁহাদের কাহারও মাসিক উপার্জ্জন ৩০ হইতে ৪০ টাকার বেশী নহে।

গত আগষ্ট মাস হইতে এই নূতন মিউনিসিপ্যাল কমিটি কার্য্য করিতেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা বহু প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কমিটির সভা শেষ হয়। কেবল কাজের কথা ভিন্ন কমিটির সভায় আর কিছু হয় না। সুতরাং কমিটির সভায় লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ মিলে না।

সম্প্রতি স্বায়ত্তশাসন বিভাগের জনৈক কর্তৃস্থানীয় অফিসার সহর পরিদর্শনে গমন করেন। এই মজুরগণ তাঁহাদের সীমাবদ্ধ সাহায্য বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পত্তি রক্ষা করিয়া কিরূপে মিউনিসিপ্যালিটির কাজ চালাইতেছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেন। তাঁহার একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট বলেন, যতক্ষণ আমি এই মিউনিসিপ্যালিটির অফিসের মধ্যে আছি ততক্ষণ আমি ইহার সভাপতি। কিন্তু ইহার বাহিরে আপনি যদি আমাকে জুতা পালিশ করিতে বলেন,—"আমি আনন্দের সহিত তাহা করিব। আমরা শ্রমের মর্য্যাদায় বিশ্বাস করি।"

বিমান প্রস্তুতের হার

কর্তৃপক্ষীয় মহলের খবরে প্রকাশ, বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমান প্রস্তুতের হার এক্সিস পক্ষীয় দেশগুলির মোট বিমান প্রস্তুতের হার অপেক্ষা ঢের বেশী। বছরে জাপান, জার্ম্মানী ও ইতালী একত্রে বাইশ হাজারের মত বিমান প্রস্তুত করিতে পারে; আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাসে চার হাজারেরও বেশী বিমান প্রস্তুত হইতেছে।

সোভিয়েট চিকিৎসকগণ

লালফৌজের অপূর্ব্ব বীরত্ব ও সাহসিকতার কাহিনী জগতের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্ম্মীগণের অসাধারণ কর্ম্মকুশলতাও সমধিক প্রশংসনীয়। সোভিয়েট চিকিৎসকগণের সম্মুখে আজ অনেক অসুবিধা দেখা দিয়াছে। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও ডাক্তারী সরঞ্জাম তাঁহারা পাইতেছেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সোভিয়েটের অস্ত্রোপচার আজ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। উপযুক্ত চিকিৎসার পর সুস্থ হইয়া আহত সৈনিকদের শতকরা ৭০ জন আবার রণাঙ্গনে যোগদান করিতেছে। আর একটি বিষয় হইতেছে যে, এখানে কোন প্রকার মহামারী নাই।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, সোঃ অন্বয়, অনুবাদ ও বিবৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

শ্রীব্রজপত্তনপ্রাপ্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নের প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি দিগন্ত ব্যাপী। প্লীহা, যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বরাদি এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সভাষ্য-শ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৯ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৫ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১লা ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার } ২১০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ কেশব, শিব প্রভাত, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:॰:)::——

ভগবৎকৃপাতেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। ভগবৎপ্রাপ্তি ও ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তি একই কথা। ভগবৎকৃপাই ভগবানের একমাত্র পরিচয়। এই ভগবৎকৃপা বিগ্রহবান্। সেই বিগ্রহটী সাধু। সাধুই ভগবৎকৃপার প্রতিমূর্ত্তি। ভগবৎকৃপার নিকট—সাধুর নিকট আত্ম-দান না হইলে—ভগবৎকৃপার বা সাধুর শরণাগত না হইলে কেবল নিজচেষ্টা-দ্বারা শত-শত জন্ম অদ্ভক্ত্যাদ-যাজনের অভিনয় করিলেও ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে না। নিজের পৃথক্ সত্তা সংরক্ষণ করিয়া—কৃপার অনাশ্রিত হইয়া ভজনযাজনের অভিনয়, আর কপটভাবে অন্য জীবন যাপন—একই কথা। উভয় প্রচেষ্টার ফল সমান। সুতরাং জীবের দিক্ হইতে কৃপার প্রতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে পূর্ণ শরণাগতি ও ভগবানের দিক্ হইতে অহৈতুকী কৃপার অবতরণ—দুই-ই যুগপৎ হওয়া চাই। নিজের উপর দায়িত্ব-ত্যাগের অর্থ এরূপ নহে যে, যিনি কৃপাপ্রার্থী, তিনি ইন্দ্রিয়চেষ্টা-রহিত হইয়া কেবল বসিয়া থাকিবেন অথবা কৃপার মৌখিক আবরণ করিয়া নিজকল্পিত ব্যবহার-মার্গে চলিবেন, তাহাও নহে। শ্রদ্ধা, শরণাগতি ও সেবোন্মুখতা—এই তিনটী কৃপাপ্রার্থীর লক্ষণ। শ্রদ্ধালু হইয়া যিনি যত কৃপার প্রতি নির্ভর করিবেন—কৃপার কাঙ্গাল হইবেন অর্থাৎ দাম্ভিকতা বা নিজবলচেষ্টার প্রতি ভরসা ছাড়িয়া আত্মনিবেদনসহকারে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ তৎপর হইবেন, তিনিই কৃপার আশ্রয় লাভ করিবেন—তাঁহারই ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে।

— — —

অনেকে প্রশ্ন করেন—সর্ব্বক্ষণ সাধুর কাছে না থাকিলে সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ হওয়া কি সম্ভব? অসতের নিকট না থাকিলেও যদি অসতের চিন্তা বা আলোচনা-দ্বারা অসৎসঙ্গ হয়, তবে সতের নিকট সর্ব্বক্ষণ থাকিবার সুযোগ না হইলেও সতের চিন্তা বা আলোচনা-দ্বারা সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গ হইবে না কেন? সঙ্গ ত' শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণময়। সেবার বিচার প্রবল হইলেই সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ সম্ভব হয়। প্রীতি থাকিলে সঙ্গ হয়। সতে প্রীতিযুক্ত হইয়া সতের সঙ্গে সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইবার জন্য সতের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণময় যে অনুশীলন, তাহাই সৎসঙ্গ। শ্রীনামও সৎ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমুখে নিরন্তর নামানুশীলনই সৎসঙ্গ। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"সাধু হওয়ার জন্য যে অনুশীলন, তাহাই প্রকৃত সাধুসঙ্গ। কেবল সাধুর কাছে বসিয়া থাকা সাধুসঙ্গ নহে। সাধুসঙ্গের ফলে জীবে-দয়া, নামে-রুচি ও বৈষ্ণবসেবাপ্রবৃত্তি যুগপৎ উদয় হইবে।"

ভজন জিনিষটী প্রাণের জিনিষ, তাহা চেতনের বৃত্তি। ভজন সেবকের অন্তরের জিনিষ। ভজন চিৎ প্রত্যক্ষের ব্যাপার। ইহা মানসিক উচ্ছ্বাস বা অহঙ্কারে হাঁকডাক বা emotional কোন জিনিষ নয়। ভগবানের সহিত ভক্তের প্রীতির বন্ধনই ভজন। ভজনই ভক্ত। ভক্তের মত সহৃদ-কামনাই ভক্ত। ভক্তি জ্ঞানময়ী, ক্রিয়াময়ী ও প্রীতিময়ী। ভক্তিতে সবই প্রত্যক্ষ। তবে তাহা জড়প্রত্যক্ষ নহে, চিৎপ্রত্যক্ষ—ইহাই ভক্তির বৈশিষ্ট্য।

————

নিজ মঙ্গলাভের জন্য যে প্রবৃত্তি, তাহাই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গের প্রতি রুচিরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু সাধুসঙ্গের পূর্ব্বে যে প্রাথমিকী শ্রদ্ধা জীবের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সুকৃতি হইতেই হইয়া থাকে। ঐ শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ করিবার প্রেরণা জীবের হৃদয়ে প্রদান করে। শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে সাধুর নিকট অভিগমনপূর্ব্বক আত্যন্তিক শ্রেয়ের জিজ্ঞাসু হইলে সাধু যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে হৃদয়ে যে বিশ্বাস উদয় হয়, সেই বিশ্বাসই দ্বিতীয়প্রকার শ্রদ্ধা। এই দ্বিতীয়প্রকার শ্রদ্ধা হইতেই ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই শ্রদ্ধা হৃদয়ে আত্যন্তিক ইচ্ছা ও উৎসাহ আনে। এই শ্রদ্ধা উৎসাহময়ী। এই উৎসাহময়ী শ্রদ্ধাই ভজনের অনুকূলতা আনয়ন করে। এইরূপ উৎসাহময়ী শ্রদ্ধার সহিত সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনফলেই ক্রমশঃ আনুষঙ্গিকভাবে কৃষ্ণ-বিস্মৃতি ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ অনর্থ দূর হয় এবং তৎফলে শুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হইলে সেবা পাইবার জন্য আনুকূল্য চেষ্টারূপ সাধন আরম্ভ হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে সাধক ভক্তিলাভের জন্য যাহা কিছু করেন, তাহা সাধন-ভক্তি নহে, সাধন-ক্রিয়া মাত্র।

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা কিরূপে পাইব?

সংসারে মায়ার কবলে পতিত, স্বরূপ-বিস্মৃত অথচ সুকৃতিসম্পন্ন জীবগণ সৌভাগ্য-ক্রমে যখন শুদ্ধস্বরূপ-ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করেন, তখন তাঁহারা নিজেদের ও অন্যান্য জীবের অবস্থা চিন্তা করেন এবং বলেন— "হায় হায়! বিশ্বের কোটী-কোটী ব্যক্তি নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, মায়ার পদতলে আত্ম-বিক্রয় করিয়া, অভাববশতঃ ভোগে প্রমত্ত হইয়া কিভাবে বৃথা দুর্লভ মানব-জীবন কাটাইয়া দিতেছে! মহামায়ার কুহকে ভ্রান্তবুদ্ধি হওয়া এই যে কোটী-কোটী জীব চরমে মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইতে উদ্যত হইয়াছে, ইহাদিগকে বাস্তবিকপক্ষে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে? এ জগতে এমন কে আছেন, যিনি এই পতনোন্মুখ জীবগণকে সত্য সত্যই রক্ষা করিতে পারেন? এমন কি উপায় আছে, যাহা অবলম্বন করিলে এইসমস্ত লোক শোক, ভয় ও মৃত্যু হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পরানন্দের অধিকারী হইতে পারে?" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

(প্রভু হে!)

'অহং মম'-অভিমান এইমাত্র ধন।
বদ্ধজীব নিজ বলি' জানে মনে মন॥
সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া।
হাবুডুবু খাই ভবসিন্ধু সাঁতারিয়া॥
তোমার অভয়পদ লইয়া শরণ।
আজি আমি করিলাম আত্মনিবেদন॥
'অহং মম'-অভিমান ছাড়িল আমায়।
আর যেন মম হৃদে স্থান নাহি পায়॥

এইবার না পড় 'দবে কে আমারে।
অত 'ড়া মন ত' দূরে পারি রাখিবারে॥
আত্ম-নিবেদন ভাব হৃদে দৃঢ় নয়।
হ'লমানে মন এবে কাপট্য না হয়॥
ভক্তিবিনোদ প্রভু নিত্যানন্দ-পায়।
মাগে পরসাদ, যাহে অভিমান যায়॥

এই উপদেশ হইতে জানা যায় যে, যেহেতু আসক্তি ও অভিমানে মমতাই সকল দুর্গতির কারণ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই দুর্দশা হইতে নিস্তার লাভের উপায় নির্দেশমুখে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ও তাঁহার প্রেষ্ঠ চিন্ময় জীবের একমাত্র সম্বল বলিয়া জানাইয়াছেন।

যেসকল জীব মহামায়াকর্তৃক প্রেরিত সংসারবাসনারূপ সর্পাপেক্ষা ভয়ঙ্কর নাগের কবলে নিস্তার লাভ করিতে চাহেন, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাঁহাদিগকে শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপার ভিখারী হইবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন,—

আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথপদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি॥
রূপ-রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাবলে সংসারবাসনা তুচ্ছ হয়, মন বিষয় ছাড়িয়া শুদ্ধ হয়, বিশুদ্ধমনে শ্রীগোকুলমহোৎসব শ্রীনামপ্রভুর উদয় হয়, শ্রীধামের প্রকাশ হয়, শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির জন্য—সম্প্রাপ্তির জন্য আকুতি বা ব্যাকুলতা হয়, শ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরস যে কিরূপ অতুলনীয় ও অনবদ্য — তাহা অবলোকন বিষয় হয়। শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথাদি শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মসেবালাভের জন্য সর্বদা আশা বা তৃষ্ণা বৃদ্ধি হউক, ইহাই শ্রীরূপানুগগণের চিন্তনীয়।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীল মুরারি-গুপ্ত প্রভুর প্রার্থনা এইরূপ,—

মুরারি বলয়ে—"প্রভু আর নাহি চাঙ।
হেন কর প্রভু, যেন তোর গুণ গাঙ॥
যে-তে ঠাঞি প্রভু কেনে জন্ম নাহি মোর।
এথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর॥
জন্ম-জন্ম তোমার সেবক, প্রভু, দাস।
তা-সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস॥
তুমি প্রভু, মুঞি দাস—ইহা নাহি যথা।
হেন কর প্রভু, না ফেলিহ তথা॥
সপরিকরে, যথা কর অবতার।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার॥

কবে চিন্তার হইতে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস্য লাভ সম্ভব হইতে পারে, তাহা জানাইয়া আমাদের গুরুবর্গ বলিয়াছেন,—

"শ্রীমন্মহাপ্রভু মুরারিকে বর দিতে গেলে তিনি বলিলেন—'জন্ম-জন্ম তোমার সেবা-ব্যতীত আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। কোন জন্মেই যেন আমি তোমাকে ভুলিয়া অন্য কিছুতে প্রবেশ না করি। সকল জন্মেই যেন তোমার সেবা করিতে সমর্থ হই। আমার যেন সেবা ব্যতীত স্বতন্ত্র-বুদ্ধি না হয়।

"মুকুন্দ! মূর্ধ্না প্রণিপত্য যাচে ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্। অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেঽস্তু ভবৎপ্রসাদাৎ॥ নাহং ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্ভব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥ দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্। অবধীরিতশারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥ মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব। ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥ ধর্মার্থকামমোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন। ত্বৎপাদপঙ্কজস্যাধো জীবিতং দীয়তাং মম॥ ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥"

সমস্ত ভাগ্যবান্ জীবকে দুঃখপূর্ণ সংসার-কারাগার হইতে ত্রাণ করিয়া নিত্যানন্দাম্বুধিতে নিমজ্জিত করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সহস্রভাবে অনবরত অবরোধের মহৌষধী-স্বরূপ এবং রোগমুক্ত সেবোন্মুখ ভক্তগণের নিত্য আস্বাদনীয় বীর্য্যবতী বাণী কীর্তন করিতেছেন, কিন্তু আমার রুচি কোথায়? এত কথা শ্রবণের পর, এত উচ্চৈঃস্বরে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা প্রার্থনা শুনিবার পরও বাস্তবরূপে বিষয়ের অভাবেই আমার অভীষ্ট উপায় হয়; কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎসঙ্গ হইতে কতকাল বিচ্যুত আছি, তজ্জন্য অভাববোধ বা অতৃপ্তির লেশমাত্রও ত' হৃদয়ে স্থান পায় নাই। দুঃখে বজ্রের পাষাণাপেক্ষাও কঠিন হৃদয়কে পরিপোষণ ও বর্দ্ধন করিয়াই দিনের পর দিনকাল কাটাইয়া দিতেছি, কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুবর্গের পাষাণদ্রবকারিণী বিপ্রলম্ভ-রসময়ী বাণী ত' যথার্থিকভাবে হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়কে একদিনের জন্যও কোন সময়েও আর্দ্র করিল না! আমার ন্যায় ব্যক্তির কুলিশকঠোর হৃদয়কে গলাইবার জন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এইরূপ কীর্তন করিয়াছেন,—

"শ্রীল গোস্বামিপ্রভুতে যাঁহার নিষ্ঠাবিশিষ্ট রতি, তিনি তাঁহার অভিন্ন-সেবক-প্রবর শ্রীল দাস-গোস্বামিপ্রভু। যদি লোকসকলে শ্রীরূপের কৃপার একটি কণায় উদ্দীপিত হইয়া কেহ কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে চাহেন, তবে শ্রীশ্রীরঘুনাথ-শ্রীশ্রীজীবের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকেই নিত্যকাল একমাত্র সম্বল ও সর্বস্ব করিতে হইবে। ইহাই শ্রীরূপের নিজজন গুরুবর্গের নিকট শুনিয়াছি। শ্রীরূপপ্রভুর অসমোর্দ্ধ-কৃপার এত মহিমা-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও অতি দুর্দৈবগ্রস্ত, দীন-হীন, অধম, অজ্ঞ, অশক্ত, পাতিত্য, দুর্গত, বিরূপের কুরূপে আসক্ত ও বহুদৈন্যের জীবদাস-কৌতুক, অজ-পুতুল ন্যায় আমি শ্রীরূপের অপ্রাকৃত শ্রীপাদপদ্মের ধূলির অসমোর্দ্ধ সৌভাগ্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না,—ইহাপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় অবস্থা আর কি কল্পনা করা যাইতে পারে?"

"ব্রজবিরহবিধিতে সম্বোধনাত্মক 'হা + হর', 'কৃষ্ণ', 'রাধ'-শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিরহবিধুরগণ বিরহের আর্তিগীতি গাহিয়া থাকেন; কিন্তু হায়! আমার 'মরিচিকা মরুভূমি-সম' চিত্ত কবে আর্দ্র হইবে? শ্রীল প্রভুপাদ কত শত শত প্লাবন চিত্তে বয় করিলেন, তবু ত' আমার কুলিশ-কঠিন হৃদয় ত' গলিল না! যে স্থানে আমার বিগ্রহ-শিরোমণি তাঁহার আরাধ্য-বিগ্রহের সেবা করিতেছেন, তথায় তদনুগতিশীল হইবার জন্য আমার দুষ্ট পাপি মন কবে শোধিত হইবে? হায়! পাষণ্ড হৃদয় যে বিষয়বিষে জর্জরিত, জর্জরিত—অসার হইয়া গিয়াছে!

কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
(এই) দরিদ্র-দাসের বাসনা
কেন না গেল মরিয়া॥

যাহাতে প্রতি মুহূর্তে এই বিরহভীতি অবতীর্ণ হয়, শ্রীল প্রভুপাদের বিপ্রলম্ভ সংকীর্তন-সেবাধিকতার যোগ্য হইতে পারি, তবে সেইরূপ ব্যগ্র ব্যাকুল-দৈন্যময়ী আর্তি কবে আসিবে! শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের ধারণা ত' প্রতিমুহূর্তে সমগ্রভাবে হৃদয় অধিকার করে না! ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা ত' আর কিছুই নাই! ধিক্ ধিক্ শত-সহস্র লক্ষ-কোটিকোটি ধিক্ আমাকে!" (গৌঃ ১১ খণ্ড, ২১ সংখ্যা)।

তিনি এই সমস্ত বাণী সেবাবিমুখ আমাকে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্যসেবাতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই কীর্তন করিয়াছেন। কতবার এই বাণীবাণ পাষাণ হইতেও কঠিন হৃদয়কে বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তথাপি অপরাধ-কঠিন হৃদয় ত' কিছুতেই বিদ্ধ হইতেছে না, শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণবে ত' লেশমাত্র রতি জন্মিল না! অশেষ বিষ হই ত' মন নিরত রহিল! শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্তিত বাণীতে প্রকাশিত লক্ষণ ত' আমাতে সম্পূর্ণভাবেই বিদ্যমান দেখা যায়। তাই অন্য উপায় না দেখিয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-সাধুবৃন্দের কৃপাকেই একমাত্র সম্বল করিয়া প্রাণে প্রাণে কাঁদাইয়া যেন সতত গাহিতে পারি,—

"কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবা-নিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥"

শ্রীভক্তেঃ সার্বভৌমত্ব

——::(॰)::——

ভক্তি সর্বত্রই অর্থাৎ (১) কি শাস্ত্র, (২) কি কর্তা, (৩) কি দেশ, (৪) কি ইন্দ্রিয়, (৫) কি দ্রব্য, (৬) কি ক্রিয়া, (৭) কি কার্য্য, (৮) কি ফল—সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই অধিষ্ঠিতা।

(১) সর্বশাস্ত্রের মধ্যে ভক্তির অবস্থান, যথা—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—"এই জন্ম-মৃত্যু-সমাকুল মহাবিভীষিকাময় সংসারে শ্রীবাসুদেবের পূজাই শাস্ত্রাভ্যাসকুশল পণ্ডিতগণ-কর্তৃক পরিত্রাণের উপায় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

তাহাতে প্রথমতঃ 'অন্বয়ভাবে' ভগবদ্ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—"ভগবান্ ব্রহ্মা তিনবার অর্থাৎ নির্বিকার বা একাগ্রচিত্ত হইয়া তিনবার সমগ্র বেদ (অন্বয়ব্যতিরেকভাবে) বিচার করিবার পর যাহা হইতে ভগবানে রতি হয়, তাহা (অর্থাৎ সেই অভিধেয়রূপা সাধন-ভক্তি) ভগবৎপ্রাপক বুদ্ধিযোগদ্বারা নির্দ্ধারিত করিলেন।" স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণে ও লিঙ্গপুরাণেও এইরূপ কথিত আছে, যথা—"সর্বশাস্ত্র আলোচনা ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া একমাত্র শ্রীনারায়ণই যে সর্বদা ধ্যেয় বস্তু,—ইহাই নিরূপিত হইয়াছে।"

দ্বিতীয়তঃ 'ব্যতিরেকভাবেও ভগবদ্ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা গরুড়পুরাণে—"বেদসমূহে পারদর্শী ও সর্বশাস্ত্রবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্বেশ্বর বিষ্ণুর ভক্ত নহে, তাহাকে 'পুরুষাধম' বলিয়া জানিবে।"

(২) সর্বকর্তার মধ্যে ভক্তির অবস্থান, যথা,—

"যাঁহারা তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, (তাঁহাদের ত' কথাই নাই,) এমন কি, স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর ও অন্যান্য পাপজীবগণ এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্যগ্যোনি জীবগণও যদি ভগবান্ উরুক্রমে সেবাপরায়ণ ভক্তগণের চরিত্র কেবলমাত্র অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহারাও বৈষ্ণবী মায়াকে জানিয়া (উহা) উত্তীর্ণ হইতে পারে।"

গরুড়পুরাণে যথা—"জ্ঞানিমানবগণের ত' কথাই নাই, শ্রীহরির প্রতি সম্যগ্‌ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে, কীট-পক্ষীসমূহ ও পশুগণেরও ঊর্দ্ধগতি লাভ হয় বলিয়া মনে করা যায়।"

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

এই বর্গসমূহের মধ্যেই আবার (ক) আচারবান্ ও দুরাচার, (খ) জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, (গ) বিরক্ত ও আসক্ত, (ঘ) মুমুক্ষু ও মুক্ত, (ঙ) সাধক ও সিদ্ধ, (চ) ভগবৎপার্ষদত্বপ্রাপ্ত ও ভগবানের নিত্য-পার্ষদত্বে নিত্যাবস্থিত প্রভৃতি প্রাণিদিগের সকলের মধ্যেই সাধারণভাবে ভক্তির অবস্থান-দর্শন হেতুও ভগবদ্ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা (অর্থাৎ উহা যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাহা) জানা যায়।

(ক) (বহির্দৃষ্টিতে) আচারবান্ ও দুরাচার ব্যক্তির মধ্যে ভগবদ্ভক্তির অবস্থান, যথা "বাহ্যদর্শনে অত্যন্ত দুরাচার থাকিলেও অনন্যভাবে আমার ভজনকারীকে 'সাধু' বলিয়াই মনে করিবে; যেহেতু, তিনি সর্ব্বে সম্যক্ অধ্যবসায় (অভিলচেষ্টা) বিশিষ্ট।"

(খ) জ্ঞানী ও অজ্ঞান ব্যক্তির মধ্যেও ভগবদ্ভক্তির অবস্থান, যথা "আমার যে বৈকুণ্ঠ স্বভাব, আমার যে স্বরূপ, আমার যে সাক্ষাদানন্দময়তা, তাহা জানিয়াই হউক্ বা না জানিয়াই হউক, যাহারা অনন্যভাবে আমাকেই ভজনা করে, তাহারাই আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত।" বিষ্ণুধর্ম্মেও যথা—"অগ্নি যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংস্পৃষ্ট হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ তৃণাদি বা দ্রব্যাদি দগ্ধ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণও শ্রীহরিকে স্মরণ করিলে, তিনি তাহাদের সমুদয় পাপ হরণ করেন।"

(গ) বিরক্ত ও আসক্ত ব্যক্তির মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা "উত্তমভক্তের কথা দূরে থাকুক, প্রাকৃত ভক্ত ইন্দ্রিয় জয় করিতে অসমর্থ হইয়া বিষয়সমূহে আকৃষ্ট হইয়া থাকিলেও আমার প্রতি বীর্য্যবতী ভক্তির প্রভাবেই সে ব্যক্তি বিষয়সমূহে আর অভিভূত হইয়া পড়ে না।"

(ঘ) মুমুক্ষু ও মুক্ত ব্যক্তির মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা—"মনস্বীগণ শান্ত সাধুগণ এই কারণেই মুক্তিলাভার্থ ভূতপতি-গণকে পরিত্যাগ করিয়া অথচ দেবতান্তর-দ্বেষরহিত হইয়া ভগবান্ নারায়ণের অংশা-বতারগণকেই ভজনা করেন।" "শ্রীহরি এরূপ গুণবিশিষ্ট যে, আত্মারাম মুনিগণ সর্ব্ববিষয়ে বন্ধন (আসক্তি)-শূন্য হইয়াও সেই ভগবান্ উরুক্রমে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।"

(ঙ) সাধক (সাধক) ও সিদ্ধ ব্যক্তির মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা—"সূর্য্য যেমন নীহাররাশিকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ বাসুদেব-পরায়ণ কোন কোন ব্যক্তি কেবলা (রাগময়ী) ভক্তির দ্বারা অনর্থসমূহ বিনাশ করেন।"

"যাঁর অতি সামান্য নিমিষকালও বিষ্ণুভক্ত দেবগণেরও নিত্য অন্বেষণীয় কৃষ্ণ-পাদপদ্ম স্মরণ হইতে বিচলিত হন না, তিনিই বৈষ্ণব-প্রধান।"

(চ) ভগবৎপার্ষদত্বপ্রাপ্ত ভক্তের মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, "আমার সেবার পরিপূর্ণকাম ভক্তগণ কালকোপ, অভিজ্ঞ, নশ্বর হওয়া নিষেধের কথা কি, আমার সেবা-প্রভাবে স্বয়ং আগত বা বহিঃস্থিত সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিকেও বাঞ্ছা করেন না।"

ভগবানের নিত্যপার্ষদসমূহের মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা (দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি) "হে দেবগণ, সেই বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মীদেবী পাঞ্চালিকাগণের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রুম-বাঁধানতটযুক্তা ও অমৃততুল্য নির্ম্মল তোয়সমন্বিতা বাপীসমূহের তীরে বীর প্রকোষ্ঠদ্বয়ে তুলসীপত্রাদিদ্বারা ভগবান্ শ্রীনারায়ণের পূজা করিতে করিতে বাপীজলে প্রতিবিম্বিত নিজ সুন্দর অলকাবলী ও নাসিকাশোভিত বদনকমল দর্শন করিয়া, পতি যেন তাঁহাকে চুম্বন করিতেছেন মনে করিলেন।"

(৩) সকল বর্ষে (নববর্ষে), সকল ভুবনে, সকল ব্রহ্মাণ্ডে ও তাহাদের বাহিরে সর্ব্বত্র এবং সকল অবস্থাতেই সেই সেই ভক্তগণ যে শ্রীভগবানেরই উপাসনা করিতেছেন, তাহা শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে; এতদ্দ্বারা সর্ব্বদেশেই (সর্ব্বত্রই) ভক্তির অবস্থান-দৃষ্টান্ত দেখিতে হইবে।

(৪) সকল ইন্দ্রিয়ে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—"ব্রহ্মাদি দেবগণও বাক্যোপচারের দ্বারা পরমানন্দে শ্রীহরিকে পরিচর্য্যা করিয়া সেই বাক্য ও মনের অগোচর শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।"

(৫) সকল দ্রব্যে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—"প্রযতাত্মা ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল, যাহাই সমর্পণ করিয়া থাকেন, আমি তাঁহার সেই ভক্তিদত্ত বস্তু (বাৎসল্যভাবে) ভোজন করিয়া থাকি।"

(৬) সর্ব্বক্রিয়ায় ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা (শ্রীবসুদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি)—"এই সকল (ভাগবতধর্ম্মের কথা) একবার শ্রবণ, পাঠ, ধ্যান, আদর বা অনুমোদন করিলে, তাহা কি দেবদ্রোহী, কি বিশ্বদ্রোহী, সকল পাপীকেই সদ্য পবিত্র করেন।" অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি যথা—"হে কুন্তীপুত্র, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তাহা সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।"

(৭) সকলকার্য্যে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—"যাঁহার স্মরণ ও নামকীর্ত্তন-প্রভাবে তপস্যা, যজ্ঞ ও ক্রিয়াদিতে যাহা কিছু ন্যূন অর্থাৎ অসম্পূর্ণ, তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণতা লাভ করে, সেই শ্রীঅচ্যুতকে আমি বন্দনা করি।"

(৮) সর্ব্বপ্রকার কামনাস্থলেও ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—"উদারবুদ্ধি ব্যক্তি নিষ্কাম, সর্ব্বকামাদি সর্ব্বপ্রকার কামনাযুক্ত, এমন কি, মোক্ষকামী হইয়াও পরমপুরুষ শ্রীহরিকেই ভজন করিবেন।" পুনরায়, "বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে যেরূপ তাহার স্কন্ধ ও শাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রূপ সর্ব্বেশ্বরের শ্রীঅচ্যুতের পূজাতেই সকলের পূজা হইয়া যায়" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীহরির পরিচর্য্যা করিতে থাকিলে অন্যান্য সমস্ত দেবতার উপাসনাও স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া যায়,—ইহা হইতেও ভক্তজনের সাকাঙ্ক্ষতা জানা যায়; স্কান্দে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—"দেবদেবেশ্বর শঙ্খ-চক্র-গদাধর শ্রীহরি অর্চ্চিত হইলে সকল দেবতাই অর্চ্চিত হন; কেননা, শ্রীহরি—সর্ব্বান্তর্য্যামী।" যিনি এইপ্রকার ভজন করেন (কর্ত্তৃকারক), শ্রীভগবদুদ্দেশে গবাদি যাহা কিছু দান করা যায় (কর্ম্মকারক), যে উপাদানসমূহদ্বারা ভক্তি করা যায় (করণকারক), শ্রীভগবৎ-প্রীতির নিমিত্ত যাহাকে সম্প্রদান বা সমর্পণ করা যায় (সম্প্রদানকারক যেমন গবাদি হইতে দুগ্ধাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করা হয় (অপাদান কারক), যে দেশে বা যে স্থলে কেহ ভক্তি অনুষ্ঠান করেন (অধিকরণ কারক),— পুরাণসমূহে তাহাদের সকলেরই কৃতার্থতা দেখা যায়; এতদ্দ্বারা সকল কারকের মধ্যেও ভক্তির বিদ্যমানতা জানা যায়। এইরূপে (যত্র'সর্ব্বত্র) ভক্তির 'সার্ব্বত্রিকতা' অর্থাৎ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বপাত্রে বিদ্যমানতা সাব্যস্ত (সংস্থাপিত বা প্রতিপাদিত) হইল।

সর্ব্বকালেও ভক্তির অধিষ্ঠান রহিয়াছে।

(১) সৃষ্টি প্রভৃতি কালে ভক্তির অবস্থান, যথা (শ্রীউদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

"হে উদ্ধব, ভগবৎস্বরূপভূত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বিত বেদ-বাণী ভগবদ্বাণীতে বর্ত্তমান, কালক্রমে প্রলয়ে উহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, পরে (ব্রাহ্মকল্পাদিতে) আমি উহা ব্রহ্মার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি।" সৃষ্টির মধ্যেও আবার বহুস্থানেই ভক্তির অবস্থান কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(২) চতুর্ব্বিধ প্রলয়েও ভক্তির অবস্থান, যথা (শ্রীমৈত্রেয়ের প্রতি শ্রীবিদুরের প্রশ্ন)—

"প্রলয়কালে পরমেশ্বর একার্ণব-শয্যায় শয়ন করিলে, কাহারা তাঁহার সেবা করেন, কাহারাই বা তৎপশ্চাৎ সুপ্ত হন?"

(৩) সকল যুগে ভক্তির অবস্থান, যথা (শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি)—

"সত্যযুগে ধ্যানকারীর, ত্রেতাযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর, দ্বাপরযুগে অর্চ্চনকার্য্যে যাহা লাভ হয়, কলিযুগে কেশবের নাম-সংকীর্ত্তন হইতেই সেই সমস্তই পাওয়া যায়।" অধিক কি, শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও, যথা—

"যে মুহূর্ত্তে বা যেক্ষণে ভগবান্ বাসুদেবের চিন্তা না করা যায়, সেই মুহূর্ত্ত না অপর্ষ্ট জীবের পক্ষে মহাক্ষতি, মহাদোষ, মোহ ও বিভ্রমজনক।"

(৪) সকল অবস্থাতেই ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—(ক) গর্ভ অবস্থানকালে শ্রীপ্রহ্লাদকে শ্রীনারদ যে হরিকথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, তাহাতেই ভক্তির সম্ভাবনা প্রসিদ্ধ; (খ) বাল্যকালে ধ্রুবাদির, (গ) যৌবনকালে অম্বরীষাদির, (ঘ) বার্দ্ধক্যে ধৃতরাষ্ট্রাদির, (ঙ) মৃত্যুকালে অজামিলাদির এবং (চ) স্বর্গ লাভ (বাস)-অবস্থাতেও চিত্রকেতু প্রভৃতির মধ্যে ভক্তির অবস্থান দেখা যায়। (ছ) নরকদশা অবস্থাতেও ভক্তির অধিষ্ঠান দেখা যায়, যথা শ্রীনৃসিংহপুরাণে—"নারক-গণও যে-যে ভাবে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা সেই সেই-ভাবেই শ্রীহরি-ভক্তি বরণ করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।"

এমনকি শ্রীভগবান্‌কে দুর্ব্বাসা বলিয়া-ছেন, যথা "আপনার নাম শ্রবণ (কীর্ত্তন) করিলে নারকীও মুক্তিলাভ করে।" আবার, (পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি, যথা—) "হে রাজন্, (বিষয়ভোগ হইতে) নির্ব্বেদপ্রাপ্ত মোক্ষাভিলাষী যোগিগণের পক্ষেও শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনই ব্যবস্থা অর্থাৎ শ্রীনাম নিত্যস্বরূপা ভক্তিই তাঁহাদের পথ বলিয়া নিরূপিত।" এরূপেও সাধক ও সিদ্ধাবস্থাদি সর্ব্বাবস্থাতেই ভক্তির অধিষ্ঠান দেখা যায়।

সেই-সেই স্থলে নাস্তিকের দৃষ্টান্ত কিছু কিছু দেখা যায়, যথা বৃহন্নারদীয় ও পদ্ম-পুরাণে—

"বিষ্ণুভক্তিবিহীন জনগণের চারিবেদ ও শাস্ত্রাদির (অধ্যয়নে); তীর্থসেবায়, তপস্যাচরণে বা যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে লাভ কি?" আবার, "ভগবান্ জনার্দ্দনে যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহার বা বহু শাস্ত্রানুশীলন, বহু তপশ্চরণ, বহু যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা সহস্র সহস্র বাজপেয়ানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?" আরও (রাজা পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি, যথা)—

"কি তপস্বী, কি দানশীল, কি যশস্বী, কি মনস্বী, কি সদাচারসম্পন্ন পুরুষগণ—ইঁহারা কেহই যাঁহার নিকট স্ব-স্ব-অনুষ্ঠানাদি সমর্পণ না করিয়া কোনপ্রকারেই মঙ্গলাভ করিতে পারেন না, সেই (নিত্যকীর্ত্তনীয়) সুভদ্রশ্রবাঃ অর্থাৎ (মঙ্গলময়কীর্ত্তি) শ্রীভগবানকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।" (দেবগণের পরস্পরের প্রতি উক্তি, যথা—) "যে স্থানে বৈকুণ্ঠ (হরির)-কথা-সুধা-নদী প্রবাহিত হয় না, যেখানে তদাশ্রিত সাধু ভাগবতগণ বাস করেন না, যেখানে নামসংকীর্ত্তনরূপ মহোৎসবাদি (অনুষ্ঠিত) হয় না, তাহা ব্রহ্মলোক হইলেও আশ্রয় (বাস) যোগ্য নহে।"

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃঃ০ঃঃ-

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী না পারের প্রতি অকপট শ্রদ্ধান্বিত-নিবেদিত ব্যক্তিগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমদেয় বার্ষিক মূল্যই শ্রীনদীয়া-প্রকাশের। কোনরূপ নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবার কায়মনোবাক্যের সার্বকালিন নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হয়েন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (Issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। বিনামূল্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পূর্ণ গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। প্রত্যুত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত কর্তব্য। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রেরিত ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দেখা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। অতত্রূপের শ্রীনদীয়াপ্রকাশ অপ্রদত্তের ভার ভগবদ্ভক্ত-প্রবোধের পরমপূজ্য পদ, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

ভারতে চিনির সমস্যা

ভারতবর্ষে চিনির কারখানা অতি দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অবশ্য এই অবস্থায় পৌঁছিবার জন্য বহু দিন বহু চেষ্টা করিতে হইয়াছে। ১৯০৪ সালে প্রথমতঃ কোটচাঁদপুরে প্রথম কল স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহা বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ১৯৩২ সালের সংরক্ষণ আইনের পরে দ্রুতগতিতে দেশের মধ্যে চিনির কারখানার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাহার পূর্ব্বে 'বদেশী চিনির প্রতিযোগিতায় দেশীয় কারখানা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এখন মোট সংখ্যা ১৩৮। প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টনের অধিক চিনি উৎপাদিত হইতেছে। মূলধন ৩২ কোটি টাকা খাটিতেছে; এক লক্ষাধিক মজুর ও তিন সহস্রাধিক শিক্ষিত বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী লোকের উপজীবিকার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। দুই কোটি চাষী সুখে না গৌণভাবে আখ চাষের উপর নির্ভর করিতেছে এবং দেশ মধ্যে বৎসরে প্রায় ১৬ কোটি টাকা বিদেশীর কবল হইতে বাঁচিতেছে। অধিকন্তু আখ চাষ হইতে সাড়ে চার কোটি টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ঝোলাগুড়ের যথাবিহিত ব্যবহার করিতে পারিলে দেশে আরও কয়েক কোটি টাকা উৎপাদিত হইবে।

আলুর অভাব

সরকারী হিসাবপত্র ঘাঁটিলে দেখা যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙলা দেশে বিদেশ হইতে সমুদ্র-পথে আনীত আলুর আমদানী পরিমাণ ৫৪,৯,০৫৩ হন্দর এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ঐভাবে আনীত আলুর পরিমাণ ২৫১০ হন্দর। ইহা ছাড়া রেলপথে ও অন্যান্য ভাবে যে আলু আমদানী হইয়াছে, তাহার পরিমাণ এ হিসাবে ধরা হয় নাই। এক হন্দর ভারতীয় ওজনে প্রায় এক মণ বারো সের। সেই হিসাবে বঙ্গদেশেই আলোচ্য বর্ষে প্রায় সাত লক্ষ মণ আলু সমুদ্রপথে আমদানী করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া রেলপথে যে প্রতি বৎসর আসাম, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে কত আলু আমদানী করা হয়, তাহার কোন সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও ১৯৪১ সালে ব কৃষার মার্কেটিং অফিসারের বিজ্ঞপ্তি হিসাবে দেখা যায় যে, বাঙলা দেশ গড়ে প্রতি বৎসর ১৯ লক্ষ ৯৯ হাজার মণ আলু আমদানী করিয়া থাকে, অর্থাৎ মোট সংখ্যার গড়ে বিশ লক্ষ মণ আলু বাহির হইতে আসে। অত হিসাব করিলে দেখা যায় যে, বাঙলাদেশে প্রতি ব্যক্তি বৎসরে গড়ে ১২ পাউণ্ড (এক পাউণ্ড=সাত ছটাক) আলু ব্যবহার করিয়া থাকে। বাঙলার উৎপন্ন আলুর পরিমাণ প্রায় সত্তর লক্ষ মণ, এই আলু হইতে বীজের জন্য গড়ে পনর লক্ষ মণ আলু বাদ দিলে বাঙলার ব্যবহারের নিমিত্ত গড়ে ৫০।৫৫ লক্ষ মণ আলু অবশিষ্ট থাকে। বাঙলার ছয় কোটি লোকের গড়ে প্রতি ব্যক্তি সংবৎসর ছয় সের আলু খরচ করিলে, প্রায় আশী লক্ষ মণ আলুর দরকার। কাজেই প্রতি বৎসর বাঙলা দেশকে অন্যান্য স্থান হইতে ২০।২৫ লক্ষ মণ আলু আমদানী করিতে হয়। অন্যথা বাঙালীর চলে না।

শত্রুপক্ষের বেতারবার্ত্তা শ্রবণ নিষেধ

শত্রুপক্ষের বেতারবার্ত্তা শুনিবার জন্য যাহাদের বেতারযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাঁহাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের জানাইয়াছেন যে, ঐ সকল বেতারযন্ত্র তাঁহাদের ফেরত দেওয়া যাইতে পারে। তবে তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, তাঁহারা অতঃপর আর শত্রুপক্ষের বেতারবার্ত্তা শুনিবেন না এবং গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত কোন যান্ত্রিক দ্বারা রেডিও হইতে শর্টওয়েভ যোগদান ব্যবস্থা কাটাইয়া ফেলিতে সম্মত থাকিবেন।

কৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, সোপাধর, অনুবাদ ও বিবৃত সূচীসহ নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র

ও

স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদবিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত। পিলাহ, প্লীহা-যকৃৎ জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৸৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনরহরিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

ঃ০ঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল শিক্ষা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তিকৌস্তুভম্

ঃ০ঃ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১০ কেশব, গৌরাব্দ ৪৯৬ : ১৬ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৮৯ ; ১লা ডিসেম্বর, ইং ১৯৮২, বুধবার { ২১১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ কেশব, ৯৬ অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৯৬

শ্রীশ্রবণ-প্রভুর বিক্রম

—::(০)::—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
(ভাঃ ১।২।১৭)

যেসকল সাধু ব্যক্তি কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, সাধুগণের হিতকারী ও শ্রবণকীর্ত্তন-পরায়ণের প্রতি অনুরক্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের সমস্ত কামাদি অমঙ্গল বিনাশ করেন।

তাবিন্দুর্গাং ন তু তথেজ্যা শ্রুতাধ্যয়াৎ
বিভাবজ্ঞানতপোদানমন্ত্রপ্রক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ॥
(ভাঃ ১১।৬।৯)

হে জগদীশ্বর! হে পুরুষোত্তম! তোমার বিমল-কীর্ত্তিশ্রবণজনিত প্রগাঢ় শ্রদ্ধাদ্বারা সাধুগণের যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ হয়, বিদ্যা-জ্ঞানাদিযুক্ত মনুষ্যগণের উপাসনা, বেদাধ্যয়ন, অধ্যয়ন, দান এবং তপস্যাদ্বারা তদ্রূপ বিশুদ্ধি লাভ হয় না।

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্॥
(ভাঃ ১০।১।১৩)

আপনার শ্রীমুখপদ্মচ্যুত শ্রীহরিকথামৃত পান (শ্রবণ) করিতে থাকায়, নিরম্বু-উপবাস করা সত্ত্বেও অতি-দুঃসহা ক্ষুধা আমাকে শ্রীহরিকথা-শ্রবণে বাধা প্রদান করিতে পারে নাই।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি
কেবলম্॥
(ভাঃ ১।২।৮)

বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে আচরণ করা সত্ত্বেও যদি শ্রীবিষ্ণুর লীলাকথাতে পুরুষগণের রতি (রুচি) না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহাদের ঐসমস্ত ধর্মাচরণে শ্রম (সমস্ত চেষ্টা বিফল) মাত্র হয়।

একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং
সুশ্লোকমৌলের্গুণবাদমাহুঃ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং
কথাসুধায়ামুপসম্প্রয়োগম্॥
(ভাঃ ৩।৬।৩৬)

পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনই পুরুষগণের বাক্যের এবং শ্রীকৃষ্ণকথামৃত শ্রবণপুটে গ্রহণই শ্রবণযুগলের একমাত্র সার্থকতা বলিয়া মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥
(ভাঃ ২।৩।১৭)

সূর্য্যদেব উদয়াস্তে পুরুষগণের হরিকথাহীন আয়ু বৃথা হরণ করিতেছেন। যাঁহারা যতটুকু সময় উত্তমশ্লোক শ্রীহরির কথাশ্রবণে নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহাদের ততটুকু সময়ই সফল হইতেছে।

মা খিদ্যতং মহাভাগৌ
বিশোকং বক্ষ্যামি পূরুষম্।
হৃদয়ে শ্রবণৈর্ভক্ত্যা
সমাক্ষিপ্তাঙ্গমণ্ডলঃ॥
(ভাঃ ৬।৫।১৭)

যতদূর ব্যক্তি শ্রীহরিকথা-শ্রবণে যতই রতি বর্দ্ধিত হয়, ততই শ্রীহরিকথা-প্রভাবে তাঁহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সকলও বিরক্ত হয়ে এবং শ্রীহরির পাদপদ্মপ্রাপ্তিতে প্রাণান্তচেষ্টা সেই ব্যক্তির শীঘ্রই সমস্ত ক্লেশ নাশ হয়।

ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহ-
স্তত্তত্যজেহচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন।
তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো
যাবদ্গদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ॥
(ভাঃ ৪।২৩।১২)

শ্রীবিদুরের প্রতি পৃথুমহারাজ-সম্বন্ধে শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি—

"এইরূপে তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত হইলে তিনি আত্মতত্ত্ব অবগত হইলেন। তাহাতে তাঁহার অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে আর কোন স্পৃহা রহিল না। তখন তিনি পূর্ব্বে যে জ্ঞানদ্বারা স্বীয় অদ্বয়গ্রন্থি ছেদন করিয়াছিলেন, তাহাও পরিত্যাগ করিলেন; কারণ, মুমুক্ষু ব্যক্তি যাবৎ পর্য্যন্ত শ্রীহরির কথায় রতি লাভ না করেন, তাবৎ কেবল যোগাদিদ্বারা ইতর বিষয়ে অনাসক্ত হইতে পারেন না।"

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ॥
(ভাঃ ১১।৬।৪৪)

হে কৃষ্ণ! মানবগণ পরমমঙ্গলস্বরূপ, কর্ণপীযূষস্বরূপ ভবদীয় লীলাচরিতামৃত শ্রবণপূর্ব্বক ইহলোকে যাবতীয় বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্।
মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ॥
(ভাঃ ৪।৩০।১৯)

যাঁহারা কুশলকর্ম্মা অর্থাৎ আমিই যে নিখিল কর্ম্মের ফল-ভোক্তা—ইহা জানিয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণ করেন এবং যাঁহারা আমার কথা-প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন, সেইসকল পুরুষ গৃহমধ্যে থাকিলেও গৃহ তাঁহাদিগের বন্ধনের কারণ হয় না।

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥
(ভাঃ ১২।৪।৪০)

আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ দুঃখ-দাবানলতপ্ত এবং অতি দুস্তর সংসারসমুদ্রোত্তরণাভিলাষী পুরুষের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীহরির লীলাকথারসসেবন ব্যতীত অন্য নৌকা বর্ত্তমান নাই।

প্রিয়াঃ কৃষ্ণকথা যস্য প্রাণাদপি গরীয়সী।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিদিহলোকে পরত্র চ॥
(বৃঃ ভঃ বিঃ, ১০ম বিঃ ধৃত স্কান্দবাক্য)

যাঁহার শ্রীহরিকথা শ্রবণ প্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয়, ইহলোকে ও পরলোকে (স্বর্গাদে) তাঁহার নিকট কোন বস্তুই দুর্লভ নয়।

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্তথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ॥
(ভাঃ ২।৩।১২)

ভাগবতগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে এইরূপ জ্ঞানোদয় হয় যে, তাহাতে রাগাদি সকল উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্ন হয়; আত্ম-প্রসাদ লাভ ঘটিলে কৈবল্যপথস্বরূপ প্রাকৃতগুণানুবৃত্তি-লাভ ঘটে, অনন্তর ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব কোন্ নিবৃত্ত পুরুষ হরিকথাতে রতি না করিবেন?

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥
(ভাঃ ২।২।৩৭)

ভক্ত শ্রীশ্রীহরিকথা শ্রবণ ঘটে শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তজনে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

ইঁহারা ভগবানে স্থির রহ ও তদীয় তত্ত্ব-গণের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, ইঁহারা বিষয় বিতৃষ্ণিত অন্তঃ-করণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সমীপে গমন করেন।

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্॥

(ভাঃ ৩।৫।৪৫)

হে দেব, আপনার কথামৃতপানে প্রবৃদ্ধ-রূপে বর্দ্ধিত ভক্তিদ্বারা যে সকল বিশুদ্ধচিত্ত বৈরাগ্যসার জ্ঞান লাভ করেন—সেমন অনা-সয়ে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন।

কোন উপায় নাই

যস্তূত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ
স গীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ॥

(ভাঃ ১২।৩।১৫)

মহাজনগণ নিরন্তর অমঙ্গলবিনাশন-স্বরূপ যে উত্তমশ্লোকগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ ভক্তিকামী পুরুষ সর্ব্বদা তাহা শ্রবণ করিবেন।

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ১০ম বিঃ ধৃত স্কান্দবাক্য)

হে নৃপ! যেখানে যেখানে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন হয়, সেখানে সেখানেই শ্রীহরি বৎসবৎসলা ধেনুর ন্যায় দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হন।

মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্।
মৎকথাপ্রীতমনসং নাহং
ত্যক্ষ্যামি তং নরম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ১০ম বিঃ ধৃত স্কান্দবাক্য)

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিত্য আমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে রত থাকেন, মৎকথাশ্রবণ-কীর্ত্তনে প্রীতিমান্ সেই ব্যক্তিকে আমি (কখনও) ত্যাগ করি না।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩)

জ্ঞানের অর্থাৎ অভেদজ্ঞানবাদীর ভগবৎ স্বরূপে সত্য ও মায়া-বিচারের প্রয়াস সম্যক্-রূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ আশ্রমে বা স্বস্থানে অবস্থিত হইয়া যাঁহারা সাধুগণের মুখে স্বতঃ-উচ্চারিত এবং স্বকর্ণাগত ভবদীয় কথা শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা সৎকার করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম নাই করেন, অজিত! ত্রিলোকে অজেয় হইলেও আপনি তাঁহাদের দাস হন অর্থাৎ বশীভূত হন। চতুর্থস্কন্ধে শ্রীভগবানের প্রতি দিব্যগণের প্রার্থনায় এরূপ কথিত আছে,—

অয়ং ত্বৎকথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং
মনোবারণঃ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ।
তৃষার্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং
ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ॥

(ভাঃ ৪।৭।৩৫)

হে ভগবন, আমাদের মনোরূপ হস্তী ক্লেশ দাবানলে দগ্ধ, সুতরাং তৃষ্ণায় কাতর। কিন্তু তাহারা যখন ভবদীয় বিশুদ্ধ কথামৃত-নদীতে অবগাহন করে, তখন দাবাগ্নিতুল্য সংসারক্লেশ বিস্মৃত হইয়া যায় এবং ব্রহ্মৈক্যসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহারা আপনার সেবা পরিত্যাগ করিয়া আর অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে শ্রীশৌনকাদি-ঋষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে —

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥

(ভাঃ ১।১।১৯)

যাঁহার লীলা শ্রবণ করিতে করিতে রসিকগণের আস্বাদন প্রতিপদে উত্তরোত্তর স্বাদু হইতেও স্বাদু হয়, সেই উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথাদির বারংবার আস্বাদন পাইবার আশায় আমরা বিশেষভাবে তৃপ্ত হইতেছি না অর্থাৎ হরিকথা শ্রবণ বহুবার বা পর্য্যাপ্ত বোধ করিতেছি না, বরং উত্তরোত্তর আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে।

আরও কথিত হইয়াছে—

কো নাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-
র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ॥

(ভাঃ ১।১৮।১৪)

পরমহংসশ্রেষ্ঠ মহাজনদের একমাত্র আশ্রয়-স্থান প্রাকৃতগুণরহিত শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত গুণসমূহের শিব-ব্রহ্মা প্রভৃতি যোগেশ্বরগণও অন্ত করিতে পারেন নাই, সেই ভগবানের কথায় কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন?

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুরকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—

ক্রীড়ন্ বিধত্তে দ্বিজ গো-সুরাণাং
ক্ষেমায় কর্মাণ্যবতারভেদৈঃ।
মনো ন তৃপ্যত্যপি শৃণ্বতাং নঃ
সুশ্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি॥

(ভাঃ ৩।৫।৭)

আবার তিনি এইরূপ কর্মাদি অবতারভেদে ক্রীড়া করিয়া গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদিগের মঙ্গলকামনায় যে প্রকারে যে যে লীলা করেন, সে সকলও আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। পুণ্যকীর্ত্তিদিগের অগ্রগণ্য শিরোভূষণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরির চরিতামৃত শ্রবণ করিয়া আমাদের চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে না।

দশমস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিৎকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়াছে—

এতাঃ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা
মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ।
কো নু তৃপ্যেত শৃণ্বন্
শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ॥

(ভাঃ ১০।৫২।২০)

হে মুনিবর, শ্রবণাভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই মহাফলদায়ক, শ্রুতিসুখকর, পাপবিনাশন, নিত্য-নূতন কৃষ্ণকথা-শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, পরন্তু তাঁহার শ্রবণস্পৃহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।

চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুরাজের প্রার্থনা, যথা—

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচি-
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণায়ুতমেষ মে বরঃ॥

(ভাঃ ৪।২০।২৪)

হে নাথ, যে মোক্ষপদে মহৎ ভক্তগণের অন্তর্হৃদয় হইতে মুখমার্গ দ্বারা নিঃসৃত ভবদীয় পাদপদ্মসুধার রসাস্বাদন শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, আমি সেই মোক্ষপদও প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা যে, আপনার গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন। ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বর, আমি অন্য কিছুই চাই না।

প্রথমস্কন্ধে শ্রীসূতকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়াছে—

যা যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ।
গুণকর্মাশ্রয়াঃ পুম্ভিঃ সংসেব্যাস্তা বুভূষুভিঃ॥

(ভাঃ ১।১৮।১০)

যাঁহার অদ্ভুত কর্মসমূহ সকলেরই কীর্ত্তনীয় সেই ভগবান্ বাসুদেবের গুণসূচক কর্মাশ্রিত যে যে কথা আছে, সেইসকল কথাই মঙ্গলাভিলাষী জনগণের সম্যক্‌প্রকারে শ্রবণ করা কর্তব্য। দশমস্কন্ধেও শ্রীশুক-দেবের এইরূপ উক্তি আছে -

ইত্থং পরস্য নিজবর্ত্মরিরক্ষয়াত্ত-
লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।
কর্মাণি কর্মকষণানি যদূত্তমস্য
শ্রূয়াদমুষ্য পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্॥

(ভাঃ ১০।৯০।৪৯)

যিনি এই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে ভক্তি কামনা করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্ব-প্রবর্ত্তিত ধর্মপথ রক্ষার্থে স্বেচ্ছাক্রমে লীলাবিগ্রহ ধারণকারী যদুবংশশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষের তদনুরূপ লীলাকারী জীব-কর্ম-বন্ধননাশক চরিত-সমূহ শ্রবণ করিবেন।

অতঃ কৃষ্ণকথায়ান্ত সত্যামন্যকথাশ্রুতিম্।
তদ্ভ্রান্তিকং বৈমুখ্যং তথাঃ
তু সর্ব্বথা ত্যজেৎ

(হঃ ভঃ বিঃ, ১০ম বিঃ ধৃত শ্লোক)

অতএব কৃষ্ণকথাকীর্ত্তন-কালে তত্ত্বাবধে অনিচ্ছা, তৎকালে অন্যকথা শ্রবণে আসক্তি, শ্রীহরিকথা-শ্রবণে বৈমুখ্য বা তুচ্ছ অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্র শ্রবণ করিয়া তৎপরে সেইস্থান পরিত্যাগ করতঃ অন্যত্র গমনাদিতে সমা-বেশ, এইসমস্ত অভ্যাস পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবোক্তিসংবাদে—

নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ॥

(ভাঃ ৩।৩২।১৯)

বিষ্ঠাভোজী শূকর যেরূপ ক্ষীরান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষ গ্রহণ করে, দৈবকর্ত্তৃক প্রতারিত ব্যক্তিগণ হরিকথারূপ সুধা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেইরূপ তুচ্ছের অসৎকথা শ্রবণ করে।

দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশৌনকোক্তি, যথা—

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥

(ভাঃ ২।৩।২০)

যে ব্যক্তি কর্ণপুটে ত্রিবিক্রম ভগবানের বিক্রমের কথা শ্রবণ না করেন, তাঁহার কর্ণরন্ধ্র বৃথাছিদ্র মাত্র। যে জিহ্বা ভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন না করে, সেই জিহ্বা অসতী স্ত্রী বা দর্দুরিকার ন্যায় নিষ্ফ-লা ও ভক্তদের গুণ কীর্ত্তন না করিয়া নানাবিধ গ্রাম্যকথার জল্পন করে এবং ভেকজিহ্বার ন্যায় কেবল কোলাহল করিয়া কালসর্পরূপ মৃত্যুকেই আহ্বান করিয়া থাকে।

তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতিতে—

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ॥

(ভাঃ ৩।৯।৭)

হে ভগবন্, ভবদীয় প্রসঙ্গ সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের বিনাশ করিয়া থাকে। যেসকল ব্যক্তি আপনার সর্ব্বশুভবিধায়ক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইয়া তুচ্ছ কামসুখের আশায় লোভাভিভূত হৃদয়ে নিরন্তর অমঙ্গলজনক কর্ম করিয়া থাকে, তাহারা দৈবকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি ও দুর্ভাগা।

তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোক্ত যথা, —

তান্ শোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে
হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমিষস্তু যেষা-
মায়ুর্বৃথাবাদগতিস্মৃতীনাম্॥

(ভাঃ ৩।৫।১৪)

যেসকল মূঢ় লোক পাপবশতঃ হরিকথায় পরাঙ্মুখ, (তাহারা অজ্ঞতাবশতঃ তাৎ-পর্য্যগ্রহণে অক্ষম) অতএব শোচ্যগণেরও শোচনীয়; তাহাদের জন্য আমি শোক করিতেছি। হায়! কালকর্ত্তৃক বৃথা বাদ-

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

দেহগেহাদিতে আসক্ত জনগণের আত্মঘাতী উপাধি দিয়াছেন।

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীমৈত্রেয়োক্তি—

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্॥
(ভাঃ ৩।১৩।৫০)

একমাত্র পশু বিনা পুরুষার্থসারবেত্তা কোন্ ব্যক্তি পৌরাণিক বৃত্তান্তমধ্যে সংসার-বিনাশক ভগবৎকথামৃত কর্ণাঞ্জলিদ্বারা পান করিতে বিরত হয়?

চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুস্তুতিতে,—

যশঃ শিবং সুশ্রব আর্য্যসঙ্গমে
যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সকৃৎ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্বিনা পশুং
শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া॥
(ভাঃ ৪।২০।২৬)

হে মঙ্গলকীর্ত্তে, যে ব্যক্তি মহাজনগণের সাহচর্য্যে আপনার মঙ্গলময় যশঃ একবারও কোনপ্রকারে শ্রবণ করেন, তিনি যদি একেবারে পশু না হইয়া একটুও সারগ্রাহী হন, তাহা হইলে তিনি আর তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না, কারণ, লক্ষ্মীদেবীও নিখিলগুণ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় আপনার যশঃশ্রবণকেই প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় করিয়াছেন।

দশমস্কন্ধ প্রারম্ভে শ্রীপরীক্ষিৎ প্রশ্নে—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-
দ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।
(১০।১।৪)

উত্তমশ্লোক শ্রীহরির গুণ সুকীর্ত্তন শ্রোত্র-মনোরঞ্জক। অর্থাৎ শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রুত হইয়া পশ্চাৎ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন [illegible] মুক্তপুরুষের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে কীর্ত্তিত হয়। এই সংকীর্ত্তন (মুমুক্ষুগণের) ভবরোগের ঔষধস্বরূপ, ইহা (কর্ণের ও মনের) মনোরঞ্জক। পশুঘাতী ব্যাধ অথবা আত্মঘাতী অপরাধী ব্যতীত আর কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বা এই হরিকীর্ত্তন হইতে বিরত হন?

পঞ্চমস্কন্ধে দেবগণের উক্তি, যথা—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥
(ভাঃ ৫।১৯।২৪)

যে স্থানে ভগবৎকথারূপ সুধানদী প্রবাহিত নাই, যে স্থানে সেই নৈষ্ঠিক-নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তভাগবতগণের অবস্থান নাই, যে স্থানে যজ্ঞ-পুরুষের মহোৎসবসহকারে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির সংকীর্ত্তনযজ্ঞ আরাধনা নাই, ব্রহ্মলোক হইলেও মুমুক্ষুগণ সেই স্থান কখনও আশ্রয় করিবেন না।

আরোপসিদ্ধা

[শ্রীপাদ [illegible]দাস ভক্তিশাস্ত্রী]

ভগবদ্ভক্তি প্রত্যেক জীবের আত্মগত স্বরূপানুবন্ধী বৃত্তি। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের সেই বৃত্তি বিষয়বাসনা-দ্বারা আবৃত হয়। সাধুসঙ্গক্রমে সেই আত্মবৃত্তি ক্রমশঃ অনাবৃত হইতে থাকে। যখন জীব প্রাকৃত অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত না হইয়াও আত্মার সুকৃতিবলে সাধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া 'নিত্যপ্রভু ভগবানের সেবকই আমার ধর্ম্ম' বলিয়া জানিতে পারে, তখন সে তাহার কায়িক, বাচনিক ও মানসিক চেষ্টার ফল ভগবান্‌কে অর্পণ করে। এইরূপ কর্ম্মার্পণরূপা বৃত্তিকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলে। শ্রীরূপপাদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তৎকৃত "শ্রীভক্তিসন্দর্ভ" গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—"আরোপসিদ্ধা স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি ভগবদর্পণাদিনা ভক্তিত্বং প্রাপ্তা কর্ম্মাদিরূপা।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১৭ অনুঃ) অর্থাৎ যাহা স্বভাবতঃ 'ভক্তি' নামের যোগ্য না হইয়াও ভগবানে অর্পণহেতু ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাই আরোপসিদ্ধা ভক্তি।

সাধারণতঃ কর্ম্মমাত্রেই নিত্য বৈষয়িক ভোগবন্ধনের কারণ হয়। কিন্তু সেই কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হইলে তাহা আরোপসিদ্ধা ভক্তি হইবে—ইহা কিরূপ? এতদুত্তরে শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলিয়াছেন,—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে' ইত্যাদৌ সকামস্যাকাম্যস্যাপি কর্ম্মণো নিন্দা, ভগবদ্বৈমুখ্যাবিশেষাৎ। তত্র বাহ্যিক-চেষ্টায়া অপি ভগবদর্পিতত্বে ভগবদ্ধর্ম্মত্বং ভবতি, কিমুত বৈদিককর্ম্মণ ইতি স্ফুটং তত্রৈবাহ (ভাঃ ১১।২।৩৬)—'কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ। করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥'" অর্থাৎ 'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে' ইত্যাদি বাক্যে সকাম ও নিষ্কাম এই উভয়বিধ কর্ম্মই নিন্দিত হইয়াছে, কারণ, এই উভয়ই সমানভাবে ভগবদ্বিমুখ। বাহ্যিকচেষ্টাও (লৌকিকচেষ্টাও) যদি ভগবানে অর্পিত হয়, তবে তাহাও ভগবদ্ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়, সুতরাং বৈদিক কর্ম্ম ভগবদর্পিত হইলে তাহা যে ভাগবতধর্ম্ম হইবে, এবিষয়ে আর বক্তব্য কি? উহারই প্রমাণস্বরূপ বলিতেছেন—'মানবগণ দেহাদ্যভিমানবশতঃ অনাদিকাল হইতে অভ্যস্ত (জন্মপরম্পরাগত) স্বভাবানুসারে কায়, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও আত্মদ্বারা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমস্তই পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণের উদ্দেশে সমর্পণ করিবেন।'

এখানে লৌকিক কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় চেষ্টাদের ফল অর্পিত হইতেছে বলিয়া উহা ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। শ্রীভগবত্তোষণ-উদ্দেশ্যরহিত হইলে কর্ম্মের নিজের স্বরূপে কিছুমাত্র ভক্তিত্ব নাই, তবে ভগবানের শ্রীহরিবিধানের উদ্দেশ্যে অর্পিত হইলে তাহা ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয় মাত্র। ঈশ্বরের প্রতি জীবের যে স্বাভাবিক প্রীতি স্বতঃসিদ্ধরূপে নিত্যমান আছে, তাহা যে-কোনপ্রকারে কিছুমাত্রও উদ্বোধিত হইলেই আর নিবৃত্ত হয় না, পরন্তু ভগবদ্ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বত্র হয়। ভগবদ্বিমুখতাকেই নিন্দা করা হইয়াছে। যেখানে চিত্তশুদ্ধি-চিত্তশান্তির [illegible] বিমুখজীবেরই চাঞ্চল্যের জন্য হয়, তাহা কর্ম্মকাণ্ডমাত্র। কিন্তু ভগবান্ অথবা ভক্তগণের সেবার জন্য অর্পিত কর্ম্মকে নিন্দা-কলঙ্কগ্রস্ত বলিতে পারে না। এতৎসম্বন্ধে শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২১৮ অনুঃ) প্রমাণ এইরূপ—"অথ বৈদিক-কর্ম্মার্পণং যথা—(ভাঃ ৮।৫।৪৭) 'ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি কর্ম্মাণি বিফলানি বা। দেহিনাং বিষয়ার্ত্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি॥' বিষয়ার্ত্তানাং কর্ম্মাণি [illegible] ক্লেশভূরি [illegible] বিফলানি বা [illegible] অর্পিতং কর্ম্ম তু [illegible]; কিন্তু ক্লেশং বিনা বহু ফলং [illegible] অর্পণে সংকল্পমাত্র স্বল্পপ্রয়াসাৎ। অতঃ সর্ব্বত উৎকৃষ্টং ভবতি। তথা ভক্তানামপি চ সর্ব্বার্থ অর্পিত। অতএব শ্রীভগবান্‌ও " অতঃপর বৈদিক কর্ম্মার্পণের প্রশংসা বলিতেছেন,—"হে ভগবন্! বিষয়াসক্ত দেহিগণের কর্ম্মসমূহ যেরূপ প্রচুর-ক্লেশদায়ক ও অল্পফলযুক্ত, কিম্বা সর্ব্বতোভাবে বিফল হইয়া যায়, আপনাতে অর্পিত হইলে আপনার প্রতি অর্পিত কর্ম্মসমূহ তাদৃশ হয় না।' বিষয়ার্ত্তগণের কর্ম্মসমূহ কোনস্থলে 'ক্লেশভূরি, অল্পসার' অর্থাৎ ক্লেশ বহু এবং অল্প সার থাকাতে তাদৃশ। কোন কোন স্থলে আবার দুর্দ্দৈববশতঃ ফল নিষ্ফল হয়। কিন্তু আপনার প্রতি অর্পিত কর্ম্ম তাদৃশ হয় না, পরন্তু অনায়াসে যে-কোনরূপে অনুষ্ঠিত ঐ কর্ম্ম যদি কামনারহিত হয়, তথাপি সেই কামনানুসারী ফল প্রাপ্তি অবশ্যই হইয়া থাকে, আর যে প্রাপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হয়। অতএব তাহারা ভগবানেরই উক্ত ফলের সমাপ্তি হয় না, যেহেতু উহার সংসারবিনাশ সাধনরূপ ফলসমূহও লাভ হইয়া থাকে।

কর্ম্ম যত [illegible] বহু ক্লেশপূর্ণ, তাহা কখনও বা অল্পমাত্র ফলদায়ক হয়, কখনও বা একেবারেই বিফল হয়। যেরূপ কৃষক উৎপাদন চেষ্টা করে; কখনও বা কষ্ট অল্পমাত্র ফল পায় কখনও বা বা অতিবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে কিছুই ফল পায় না। 'কিন্তু ভাগবত' [illegible] পূর্ব্বোক্ত বিষয়ী ব্যক্তির [illegible] কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করেন, তাঁহার ঐ অর্পণ-ব্যাপারটি ক্লেশপূর্ণ [illegible] কষ্টকর নহে। ঐ কর্ম্মার্পণকারীর [illegible]

কিছু কিছু কামনাও থাকে, তাহা ও ঐ কর্ম্মার্পণকারী ভক্তের কামনা [illegible] পূর্ণ হইয়া [illegible] সংসারবিনাশও হইয়া থাকে। [illegible] সাধারণ [illegible] বিমুখ জীবের পক্ষে [illegible] কর্ম্মার্পণই একমাত্র [illegible] এবং কর্ম্মবিষয়িণী [illegible]—ইহা 'নিষ্কাম' [illegible] দ্বারা [illegible] [illegible]—"[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] প্রভু [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] যেরূপ [illegible] পরে [illegible] চিকিৎসা [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিকিৎসারূপে [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভগবানে কর্ম্মসমর্পণ [illegible] সেই রোগ যে দুগ্ধ [illegible] রোগের কারণ [illegible] [illegible] পারে না। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমের বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ঠিকানায় নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবার কায়মনোবাক্যে সার্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত মূল্য।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নির্ধারিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (Issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। বিনামূল্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কাজের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তত্ত্বকথাপূর্ণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মধ্বজের কার্য্য ভগবান্ ভক্তগণের পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অন্যায় অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাকড়ি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী অধিকারী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও ২য় দিনের জন্য,		পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে পাঁচ ইঞ্চি	৩৲	২।০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

পতিত জমিতে আবাদ

সংবাদে এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বাঙ্গলা সরকার কলিকাতার ... পার্ক প্রভৃতির ... নব ... পতিত জমিতে ... আবাদ করিবার জন্য এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই এবং সরকার যদি এ কাজে প্রবৃত্ত হইলে পার্কবিলাসী বহু বাবুর হয়ত ... চোখ দুলিবে। কারণ, বাঙ্গলাদেশে এই জাতীয় ছোট ছোট পতিত ভূমি-খণ্ডের অভাব নাই। যাঁহারা সহরের সুখ ও সুবিধা ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে গিয়াছেন এবং স্বকীয় চক্ষু দিয়া বাঙ্গলা পল্লীর প্রাচীন বেশ দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে প্রায় প্রত্যেক বাস্ত-ভিটার মধ্যেই দুই কাঠা চারি কাঠা করিয়া কত জমি এমনি পড়িয়া আছে। এই সব জমিতে হয়ত এককালে ফুলের বাগান কিংবা সব্জী বাগ, হইত। আজ সেই সব স্থান যে-প্রাচীন বা ইংরাজী রাজনীতির No man's land বা 'মালিকহীন স্থানে'র মত অনাদরে পড়িয়া আছে অথচ এই সব স্থানের যে মালিক নাই তাহা নহে। এই সব পতিত জমি আজ সরকারী হুকুমে চাষাবাদ করিতে বাধ্য করিলে হয়ত বহু লক্ষ একর না হইলেও, অন্ততঃ বহু লক্ষ একর জমি তবু সব্জী ও অন্যান্য আবশ্যকীয় তরিতরকারী পাওয়া যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আলু, আদা পেঁয়াজ, চিনাবাদাম ইত্যাদি, যাহার জন্য বাঙ্গলাকে প্রতি বৎসর প্রায় দেড় কোটি দুই কোটি টাকা অন্য দেশের হাতে তুলিয়া দিতে হয়, তাহাদের চাষাবাদ শুরু করা যাইতে পারে।

ভারতে বস্ত্রসঙ্কট

ভারতে ১৯৪০-৪১ সালে ৪২৬ কোটি ১৪ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হয়; ১৯৪১-৪২ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৯৩ কোটি ৬৩ লক্ষ গজ হয়, অর্থাৎ মোট বৃদ্ধি ১১ কোটি ৭০ লক্ষ গজ। রপ্তানী ছিল ৩৯ কোটি ১ লক্ষ গজ ১৯৪০-৪১ সালে। ১৯৪১-৪২ সালে তাহা ৭৭ কোটি ২৪ লক্ষ গজ হইলে অর্থাৎ ৩৮ কোটি ২৩ লক্ষ গজ বেশী। ফলে দেশের মধ্যে ২১ কোটি ২৩ লক্ষ গজ কাপড় পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গেল।

১৯৪০-৪১ সালে এখানে ও যে বাদে ৩৮ কোটি ৮৩ লক্ষ গজ কাপড় বেশী তৈরী উৎপন্ন হয়। এই বৎসর ঐ বাবদে ৪৯ কোটি ৪৬ লক্ষ গজ হইয়াছে। অর্থাৎ ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ গজ বেশী। রপ্তানীর হিসাবে যেখানে ৫ কোটি ৮২ লক্ষ গজ ছিল, সেখানে ২০ কোটি ৮২ লক্ষ গজ অর্থাৎ ১৫ কোটি গজ বেশী হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে; বিদেশী বস্ত্রের আমদানী ১৯৪০-৪১ সালে ছিল ৪০ কোটি ৫০ লক্ষ গজ। পরে হ্রাস পাইয়া (১৯৪১-৪২) ১৮ কোটি ১৫ লক্ষ গজ হয়। অর্থাৎ ২৩ কোটি ৫৫ লক্ষ গজ। এ ক্ষেত্রেও পুনঃরপ্তানী (re-exports) বা তুলা অবস্থা আমরা দেখাইয়াছি। ১৯৪০-৪১ অপেক্ষা ১৯৪১-৪২ সালে ৪ কোটি ১৭ লক্ষ গজ কাপড় বেশী গিয়াছে। কাপড় যে পরিমাণ অধিক উৎপাদিত হইল, তাহা অপেক্ষা বেশী রপ্তানী হইল। যতটা আমদানী হইত, তাহা অপেক্ষা কম আমদানী হইয়াছে। পুনঃ (re-exports) হইত, তাহা অপেক্ষা বেশী রপ্তানী হইয়াছে। দুগ্ধের অভাবে তাঁত পূর্বভাবে চলিতে পারিতেছে না। বিদেশী সূতার আমদানী কিছুই না-বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

বিশেষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভারত-সম্বন্ধে আত্ম-বাঙ্গলাবিশেষজ্ঞেরই যোগ ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রকাশিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে যাবতীয় সমস্যা সমাধান প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা।

কৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, মোগাবাদ, অনুবাদ ও বিবৃত ভূমিকাসহ নব প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

'বৈষ্ণবলীলা গ্রন্থ' ও অনুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভ-ক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্বপ্রকার ম্যালেরিয়া অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া উহার খ্যাতি দিগ্‌ব্যাপ্ত হইয়া আছে। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাধক ... ছোট বোতল ৷৹ বার আনা, বড় বোতল ১।৶০ একটাকা ... আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং প্রেসে ... হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ ... ব্রহ্মচারী ভক্তি-... দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জৈবধর্ম্ম-শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃত সটীক নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ-শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শিক্ষা

শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতি শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ-শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১১ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১৭ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৩রা ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার | ১১২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ কেশব, বৃহস্পতিবার, গৌরাব্দ ৪৫৬

স্বাধীনতা ও কৃষ্ণদাস্য

——::(※):: ——

কৃষ্ণাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা—স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের দাস্যই স্বাধীনতা। 'স্ব'-অর্থ বিষ্ণু—ভগবান্। তাঁহার অধীনতাই বা বিষ্ণুর অধীনতাই স্বাধীনতা-শব্দার্থ। স্ব-শব্দের অর্থ 'নিজ'—এই অর্থ গ্রহণ করা যায়, তবে স্বাধীনতা-অর্থে নিজাধীনতা বুঝায়। কিন্তু নিজ নিজের অধীন হওয়া কি করিয়া সম্ভব? নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুরই অধীন হওয়া যায়। নিজের সহিত সমান বা নিম্নস্তরের ব্যক্তির প্রকৃত অধীন হওয়া যায় না। বস্তুতঃ ভগবদধীনতাই স্বাধীনতার অবিতর্কিত প্রকৃত অর্থ।

ভগবান্ শক্তিমত্তত্ত্ব। জীব শক্তিজাতীয়; শক্তিই শক্তিমানের অধীন। শক্তিমানেরই শক্তি, শক্তির শক্তিমান্ নহে। শক্তির স্বতন্ত্রতা নাই। শক্তি শক্তিমান্ বা পরম-পুরুষের ইচ্ছাতেই চালিত হয়। শক্তিমানের অনুগত থাকাই শক্তির কার্য্য। শক্তিমান্ স্বতন্ত্র, স্বাধীন। শক্তি শক্তিমানের পরতন্ত্র, অধীন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভগবানের চরণে শরণগ্রহণই স্বাধীনতা-লাভের একমাত্র উপায়। ভগবদ্বিমুখতা স্বলোকের পূর্ব্বপুরুষের অধীনতাই স্বাধীনতার অপব্যবহার, তাহাই পূর্ব্বস্বাধীনতা।" ভগবদ্দাস্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। যাহার এ বিচার নাই, সে চৈতন্যবিমুখ মূঢ়।

কৃষ্ণদাস্যই জীবের চরমগতি। আব্রহ্ম-স্তম্ব সকল জীবই কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণদাস্য আস্বাদনে যে পরমানন্দ লাভ হয়, চতুর্ব্বিধ মুক্তিদ্বারাও সেই আনন্দের এক কণাও লাভ হয় না। কৃষ্ণদাস্যরসের এমনই অপূর্ব্ব স্বভাব যে, যাঁহারা কৃষ্ণের গৌরবের পাত্র, তাঁহারাও কৃষ্ণের দাস্য করেন। স্বয়ং শ্রীবলদেব প্রভু যিনি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজরূপে অবতীর্ণ—কৃষ্ণ যাঁহাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরজ্ঞানে গৌরব-সম্মান করেন, তিনিও কৃষ্ণদাস্য করেন। কৃষ্ণদাস্যরস রসিকচূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব॥
আনের কি কথা বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময়॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা॥

স্বয়ং শ্রীনন্দ যশোদা—কৃষ্ণ যাঁহাদের প্রেমসেবায় বশীভূত হইয়া পুত্র অঙ্গীকার করিয়াছেন—যাঁহারা কৃষ্ণকে আত্মজজ্ঞানে নিত্য লালন-পালন, তাড়ন-ভর্ৎসনা ও শাসন করেন, তাঁহারাও বাৎসল্যপ্রেমে কৃষ্ণের দাস্য কামনা করেন।

অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁ'র সম 'গুরু' কৃষ্ণের আর নাহি হয়॥
শুদ্ধবাৎসল্যে ঈশ্বরজ্ঞান নাহি তাঁ'র।
তাঁহাকেও প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার॥
তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহার প্রমাণে॥

(চৈঃ চঃ)

শ্রীনন্দমহারাজ বলিয়াছেন,—

"মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ
প্রহ্বণাদিষু॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥"

(ভাঃ ১০।৪৭।৬৬-৬৭)

—হে উদ্ধব! যদিও কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে হয়, তথাপি সেই কৃষ্ণে আমার মনোবৃত্তি স্থির হউক। আমাদের সমস্ত মানসবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজকে আশ্রয় করুক, আমাদিগের বাক্যসকল তাঁহার নাম কীর্ত্তন করুক এবং আমাদিগের দেহ তাঁহার অভিবাদনে প্রযুক্ত হউক। কর্ম্মবিপাকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের যে-কোন অবস্থা হউক না কেন, দানাদি শুভানুষ্ঠানের দ্বারা পরমপুরুষ কৃষ্ণে আমাদিগের রতি পরিবর্দ্ধিত হউক।

আবার কৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখাগণ—যাঁহাদের কৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি বা সম্ভ্রম আদৌ নাই—কৃষ্ণ ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া যাঁহাদিগকে স্কন্ধে বহন করেন—যাঁহারা কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত খাওয়াইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁহারাও কৃষ্ণের দাস্য কামনা করেন।

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, কেবল সখ্যময়॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ।
তাঁ'রা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন॥

(চৈঃ চঃ)

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥

(ভাঃ ১০।১৫।১৭)

—কৃষ্ণ শয়ন করিলে কোন সখা তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন, কেহ বা নিষ্পাপ সখাভাবে পল্লবাদির ব্যজনদ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন।

এমন কি, যাঁহারা কৃষ্ণের প্রেয়সী—যাঁহাদের প্রেমে কৃষ্ণ চির-বিক্রীত—যাঁহাদের সহিতই কৃষ্ণের মধুরাতিমধুর লীলাবিলাস, তাঁহারাও কৃষ্ণের দাস্য আকাঙ্ক্ষা করেন।

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁ'র পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ' সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী অভিমান॥

(চৈঃ চঃ)

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্মর-
ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং
চারু দর্শয়॥

(ভাঃ ১০।৩১।৬)

—হে ব্রজজনার্ত্তিনাশক, হে যোষিদ্গণের মধ্যে পরম নায়ক, হে নিজ জন স্মরণ (গর্ব্ব) দূরকারী মন্দহাস্যযুক্ত, হে সখে, আমরা তোমার কিঙ্করী—তোমার মুখপদ্ম আমাদিগকে দর্শন করাও। ("চৈতন্যশিক্ষামৃত", ১০।৩১।৬)

আমরা তোমার বিনা মূল্যের দাসী।

এমন কি, শ্রীবার্ষভানবী—যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ—যাঁহার অঙ্গের পরমসৌরভে কৃষ্ণ উন্মত্ত হইয়া যান—যাঁহার দর্শনেই কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বিলুপ্ত হয়—তিনিও কৃষ্ণের দাসী অভিমান করেন।

কৃষ্ণের প্রেয়সী মধ্যে প্রধানা শ্রীরাধিকা।
সর্ব্ব গুণে কৃষ্ণ-সুখের সারাংশ পঞ্চাশিকা॥
তেঁহো যাঁ'র দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁ'র প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥

(চৈঃ চঃ)

তাঁহার উক্তি—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥

(ভাঃ ১০।৩০।৩৯)

—হে নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! আমি তোমার অতি দীনা দাসী, আমাকে নিকটস্থ কর।

তত্ত্ব বুঝিয়াও কর শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

কৃষ্ণদাস্যের এত প্রভাব! কৃষ্ণদাস্য-রস, তাহা আস্বাদনীয়। কৃষ্ণদাস্যই সংসার-অনল-তাপিত প্রাণকে শীতল করে, প্রাণের স্নিগ্ধতা আনয়ন করে। এই কোটিনীর দাস্য পরিত্যাগ করিয়া কোন্ মূঢ় ব্যক্তি স্বতন্ত্র-স্বাধীনতারূপ দুর্গম অগ্নি স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিবে? যাহারা এই সুমধুর কৃষ্ণদাস্যরস যতটা আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য পান, তাঁহারা ততটা স্বাধীন। যাহারা এই দাস্যরস উপলব্ধি করিতে যতটা অক্ষম, তাহারা ততটা পরাধীন। জীব কৃষ্ণের সেবক। সেবাই স্বাধীনতা। সেবাতেই সেবকের উল্লাস। সেবক কৃষ্ণাধীন হইয়াও স্বাধীন। কৃষ্ণাধীন জীবই মুক্ত বা স্বাধীন; এতদ্ব্যতীত অপর সকলেই বদ্ধ—পরাধীন।

শ্রীসনাতন-শিক্ষা

[শ্রীল তীর্থগোস্বামি-মহারাজের হরিকথার মর্ম। স্থান—শ্রীমায়াপুর-চৈতন্যমঠের প্রবণসদন]

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

হরিনামই একমাত্র গতি। কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই।

শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু সম্বন্ধজ্ঞান-দাতা। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধজ্ঞানদাতা, অতএব শ্রীগুরু দেবই শ্রীসনাতনগোস্বামী। শ্রীসনাতন-শিক্ষা অত্যন্ত গভীর বিষয়। যেসকল 'এম্.এ. পি-আর্-এস্, পি-এইচ্-ডি, ডি লিট্' কিংবা 'মহামহোপাধ্যায়', সিদ্ধান্তবাচস্পতি', সিদ্ধান্তবাগীশ' প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ জড় বিদ্যার অহংকারে বিমূঢ় হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ বুঝিবার অভিমান করেন এবং প্রকৃত যাথার্থ্য অবগত না হইয়াই শ্রোতৃবর্গের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবতাদির কুব্যাখ্যা বা তোতাপক্ষীর ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নরকগামী হন।

'মঠ'-শব্দের অর্থ - "মঠন্তি বসন্তি অস্মিন্ ছাত্রাঃ শিষ্যাঃ বস্মিন্।" মঠ-অর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীবৃন্দাবন। সেখানে সকলে শ্রীরাধার দাসী। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"ভোক্তৃ-বস্তু ঘরে চেতন না দেখিব,
হইব বনচারী।
[illegible] স্বরূপ [illegible] নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥"
(শরণাগতি, সিদ্ধি-লালসা)

[illegible] কুণ্ঠা বিরজা উত্তীর্ণ হইয়া [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠেরও উপরে [illegible] গোলোক সেখানে সকলে "গোপী-[illegible] [illegible] বলিয়া অভিমান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" শ্রীল প্রভুপাদ আরও কয়েকধাপ। তিনি বলিয়াছেন, "জীব শ্রীরাধার দাসী।" চিচ্ছক্তি শ্রীরাধারাণীর কৃপা না পাইলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর একচেটিয়া ধন। শ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন,—"জড়দর্শন করিও না, জগদ্দর্শন করিও না, পুংস্ত্বদর্শন করিও না, পুরুষাভিমান করিও না।" এই সকলই সমানার্থবোধক। 'পুরুষাভিমান' অর্থ 'ভোক্তৃ-অভিমান।' পুরুষ বা স্ত্রীদেহধারী—উভয়েরই ভোক্তৃ-অভিমান বা পুরুষাভিমান থাকিতে পারে। পুরুষাভিমান বা ভোক্তৃ-অভিমান থাকাকালে শ্রীরাধার দাসীর দাস্য হয় না বা ব্রজে যাওয়া যায় না।

আত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি। "প্রাকৃতে সকলেরে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।" শক্তি কখনও 'আমি পুরুষ' বা শক্তিমান্'—এইরূপ অভিমান করে না। শ্রীকৃষ্ণকে সেবা না করিলেই জীব পুরুষাভিমানী বা ভোক্তৃ-অভিমানী হয়।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ
কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥"
(শ্রীগীতা ৩.২৭)

শ্রীল আচার্যদেব আমাদিগকে সমদর্শী হইতে বলিয়াছেন।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"
(শ্রীগীতা—৫।১৮)

কিন্তু সমদর্শনের তাহাই নিজ তথাকথিত ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল উভয়কেই একত্র শ্রীভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা অত্যন্ত অবৈধ কার্য। অপেক্ষা একটু উচ্চ ব্যক্তিগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের তারতম্য দেখিয়া বিচারের তারতম্য করিয়া থাকেন। কিন্তু "পণ্ডিতা যেযোজ্জ্বলা বুধাঃ।" পণ্ডিতগণ বিচার করেন, "যত্র স্বরূপশক্ত্যা শ্রীরাধয়া সহ বর্তমানঃ সদা শ্রীগোবিন্দঃ।" 'সম'-শব্দ চিন্মিথুন শ্রীরাধাগোবিন্দকে বুঝায়। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হস্তী, গরু, কুক্কুর—সকলের হৃদয়েই শ্রীভগবান্ বিরাজমান আছেন। শ্রীল শিবানন্দ সেন প্রভু যখন তাঁহার কুক্কুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে বসিয়া এবং প্রভুর নারিকেলশস্য-প্রসাদ পাইতে ও বারংবার 'কৃষ্ণ'নাম উচ্চারণ করিতে দেখিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব জ্ঞানে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। উহাই যথার্থ সমদর্শন। "সর্বভূতে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।"

'কঃ পণ্ডিতঃ?' 'বন্ধমোক্ষবিৎ।' বন্ধমোক্ষবেত্তই প্রকৃত পণ্ডিত। 'পণ্ডিত'-অর্থে 'পণ্ডা' বা বেদোজ্জ্বলাবুদ্ধিসম্পন্ন। কেবল অলঙ্কার-বিসর্গ জানিলেই তাঁহাকে 'পণ্ডিত' বলা যায় না। "ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে।" পরম বৈয়াকরণ ও শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্ত লীলাভিনয়ের পূর্বে তাঁহাকে সাধারণ সন্ন্যাসিমাত্র বিচার করিয়া এবং তাঁহার যৌবন বয়স দর্শন করিয়া তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা পাইবার পরে তিনিই আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি বাৎসল্য দেখিয়া স্বীয় জামাতা অমোঘকে লাঠি মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং ভট্টাচার্য্যের সহধর্মিণী "ষাঠী (রাঁঢ়ী) বিধবা হউক" বলিয়া পুনঃ পুনঃ অভিশাপ দিয়াছিলেন।

অতএব—

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাঁহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিবারে পারে॥

সেইরূপ শ্রীসনাতনের কৃপা হইলে সম্বন্ধ-তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। শ্রীরূপের কৃপা হইলে অভিধেয়-তত্ত্ব জানা যায়। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপা হইলে শ্রীনামতত্ত্ব জানা যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল সরস্বতী ও শ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপালেশ হইলেই তাঁহাদের শিক্ষা উপলব্ধ হয়।

আচার্য্যবর্গ সকলেই নিত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্য ও তাঁহার পরিকরবর্গও নিত্য।

"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত পাশ।"

আচার্য্যবর্গের কৃপা হইলেই শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ অবগত হওয়া যায়। জড়-বিদ্যাভিমানী তার্কিক অধ্যাপক শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম কিছুই জানিতে পারে না।

"মূঢ় সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র মর্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দভ যেন প্রায় বহ শাস্ত্র বহি মরে॥"
(চৈঃ ভাঃ আদি ১।১৫২, ১৫৭-.৫৮)

একমাত্র শ্রীগুরুদেবই দিব্যজ্ঞান দিতে পারেন—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"
"চক্ষুদান দিলা যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত॥"

আমরা সকলেই আত্মবস্তু, দেহ বা মন নহি। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—আমরা রাধার দাসী। 'রাধার দাসী' অর্থে গুরুদাস। শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রয়-বিগ্রহ বার্ষভানবী [illegible]। 'ভক্তিপ্রসাদ' অর্থ—যিনি ভক্তিদেবী অর্থাৎ শ্রীরাধারাণীর প্রসাদ অর্থাৎ কৃপা দিতে পারেন। 'পুরী' শব্দের অর্থ যিনি শ্রীব্রজ-পুরী বা যোগমায়াপুরীতে বাস করেন। আর যে স্থানে শ্রীভাগবতবৈষ্ণবের পদধূলি পড়ে, সেই স্থানই মহা"তীর্থ"।

আমাদিগকে জীবন্ত শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে হইবে। প্রত্যেক মঠবাসী বা আশ্রমবাসীই শ্রীচৈতন্যমঠ। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ই শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু আছেন, সেখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেব আছেন। এই দর্শনের নামই সমদর্শন।

শ্রীগুরুদেব জীবকে সর্ববিধ মায়াপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম করিতে বলিলেন, কিন্তু জীব মায়াপরাধ ত্যাগ করিতে বড় কঠিন না। এক টাকা বার আনা দিয়া কণ্ঠের শ্রীতুলসীর মালা, শ্রীহরিনামের মালিকা এবং মালার ঝুলি সংগ্রহ করাই মনে করিল, সে হরিনামাশ্রয় করিয়াছে এবং গুরুদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া গুরুদেবকে কৃতার্থ করিয়া দিয়াছে! সে নিজ দেহ-সম্পর্কিত আর কতকগুলি দেহকে পরমাত্মীয়-জ্ঞানে স্বীয় জড়দেহকে 'পরমাত্মা' মনে করিয়া নরকগামী হইল। জীবকে বা জীবের দেহকে 'পরমাত্মা' মনে করা নির্বিশেষবাদ। দেহাত্মবুদ্ধি ও জড়বিদ্যা জীবকে গাধা করে।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ
কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু
স এব গোখরঃ॥
(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

"জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥"

অতএব আমাদিগকে সর্বাগ্রে গোড়ার গলদ 'দেহাত্মবুদ্ধি' পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" জীবাত্মা কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি। অতএব জীবকে স্বরূপশক্তি শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। জীব তটস্থা-শক্তি বলিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে ভোক্তৃ-অভিমানে মায়ার দাস হইয়া পড়ে। একই সময়ে কৃষ্ণের সেবা ও মায়ার সেবা করা যায় না। দুই নৌকায় পা' দিলে চলিবে না। মাঝামাঝি কোন পথ নাই। আলো ও অন্ধকার একস্থলে অবস্থান করিতে পারে না। সতী ও অসতী নারী, সত্য ও অসত্য কিছুতেই co operate করিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে কোন compromise হইতে পারে না। সৎ ও অসৎ একত্র অবস্থান করিতে পারে না বটে, কিন্তু সৎ বাক্যের শ্রবণে অসদ্ব্যক্তিও সৎ হওয়া যায়। যেমন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গের ফলে তিন দিনের মধ্যে অসতী নারী পরমা বৈষ্ণবী হ'ল।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

"প্রণিয়া বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁ'র দর্শনেতে যায়॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৪১)

অনাদিগকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করিতে হইবে। শাস্ত্রবিধিকে অতিক্রম করিয়া কিছু করিতে হইবে না। নিজের অধিকারকে অতিক্রম করিলেই অনর্থের সৃষ্টি হইবে।

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।" এই সংসার-সাগর হইতে শ্রীগুরুদেবের নিকট যাইতে হইলে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। প্রথম বাধা—অজ্ঞানতের বা দেবীধামের কারারক্ষাকারী দুর্গাকে প্রণাম করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু কারারক্ষককে ৭০০০৲ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া কারামুক্ত হইয়া গঙ্গানদী পার হইয়া শ্রীমহাপ্রভুর নিকট গেলেন। ত্রিগুণময়ী মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ যথাক্রমে সংসার-কারাগারে আবদ্ধ জীবের বন্ধনের জন্য সোণার, রূপার ও লোহার শিকলের তুল্য। যতদিন পর্যন্ত এই তিনটি শিকল শ্রীগুরুদেবের কৃপা-খড়্গে ছিন্ন না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হয় না। মুক্তি না হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের কাছে যাওয়া যায় না। দ্বিতীয় বাধা—তথাকথিত আত্মীয়স্বজনগণের বাধা ও প্রলোভন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর ভগিনীপতি শ্রীকান্ত তাঁহাকে বহু বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল সনাতন তাহা সব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। শেষে অনুরোধপর হইয়া বহু অনুরোধে পড়িয়া তিন টাকা মূল্যের একখানি ভোটকম্বল গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় তিনি তাহাও পরিত্যাগ-লীলা করিলেন।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৪৭)

"গুরু প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদঃ" সেই শ্রীগুরুদেবের কৃপায় এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায়। তৃতীয় বাধা—এক দুর্বেশধারী দস্যু সনাতনকে তাহার বাটিতে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিল। সনাতনের সম্মতিতে ঈশান ইহাতে খুব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু সনাতন বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ছিলেন। "যেইজন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর।" তিনি দস্যুর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ঈশানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার নিকট কত মুদ্রা আছে। ঈশানের নিকট আট মুদ্রা ছিল, কিন্তু বিপদের জন্য সঙ্গে কিছু সম্বল রাখিবার লোভে ঈশান মিথ্যা করিয়া বলিল যে, তাহার নিকট সাত মুদ্রা আছে। শ্রীসনাতন দস্যুকে তাহা দিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচাইতে বলিলেন। ইহাতে দস্যু তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে পারিয়া ঐ সাত মুদ্রা ফিরাইয়া দিল এবং বলিল যে, শ্রীসনাতনের ভৃত্য ঈশানের কাছে আট মুদ্রা আছে এবং উহারই লোভে সে তাহাদিগকে প্রাণে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীসনাতন আবার ঐরূপ বিপদের আশঙ্কায় ঐ সাত মুদ্রা দস্যুকে ফিরাইয়া দিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ঈশান মিথ্যাকথা বলিয়াছে। সুতরাং দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য তিনি ঈশানকে বাড়ী ফিরাইয়া দিলেন। শ্রীগুরুদেবের নিকট কপটতা করায় অপরাধে ঈশানের শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ হইতে বিচ্যুতি ও বিরহ-ভোগ লাভ হইল। "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।" "আপনি আচরি' ধর্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।"

"অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"
"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম - এইমাত্র চাই।
সংসার-জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একটিমাত্র কীর্তনে বেদবেদান্তের সার, শ্রীমদ্ভাগবতের সার, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সার নিহিত আছে। তাহা এই :—

"(দুষ্ট) মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব।
প্রতিষ্ঠার তরে নির্জনের ঘরে
তব হরিনাম কেবল কৈতব।
জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা,
জাননা কি তাহা মায়ার বৈভব॥
কনক-কামিনী দিবস-যামিনী
ভাবিয়া কি কাজ অনিত্য সে সব।
তোমার কনক ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব॥
কামিনীর কাম নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।
প্রতিষ্ঠাশাতরু জড়মায়ামরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব॥
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥"
("নির্জনে অনর্থ", শ্রীসজ্জনতোষণী, ২৩শ খণ্ড, ১ম ২য় সংখ্যা)

বাইশ বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের জন্য কৃপা-পূর্বক এই কীর্তনটী করিয়াছিলেন।

দেহ বা মন কিছু নয়। জীবাত্মা—শ্রীকৃষ্ণদাস। দেহমনের সঙ্গ ছাড়িয়া দিবা সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে হইবে। মাধুকরী ভিক্ষা করিবার অভিনয় করিয়া নিজেকে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাবলম্বী কিংবা সন্ন্যাসী অভিমান করিলে অজ্ঞদর্শন হইবে, চিদ্দর্শন হইবে না। "চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।" যিনি দিব্যজ্ঞান দিতে পারেন, তিনিই শ্রীশ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভুপাদ।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু কাশীতে শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমহাপ্রভু চন্দ্রশেখর-প্রভুকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "শেখর! যাও, দ্বারে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছেন। অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া এস।" চন্দ্রশেখর দ্বারে গিয়া দীর্ঘশ্মশ্রুসমন্বিত ভোটকম্বলধারী শ্রীসনাতনকে দেখিয়া তাঁহাকে 'দরবেশ' মনে করত পুনরায় অভ্যন্তরে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট 'দ্বারে কোন বৈষ্ণব নাই, একজন দরবেশ বসিয়া আছেন—এইকথা নিবেদন করিলে শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন, "তিনি মহাভাগবত, শীঘ্র গিয়া তাঁহাকে লইয়া এস। শ্রীচন্দ্রশেখর শ্রীসনাতনকে শ্রীমহাপ্রভুর আহ্বানের কথা জানাইলে তিনি সত্বর গিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীসনাতনের অঙ্গ পুলকিত হইল, চক্ষু দিয়া নিরন্তর অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অপ্রাকৃত অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দৃষ্ট হইল।

"গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
'হরি' 'হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥"
—তখন শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর এই দশা হইল।

সনাতন প্রভু নিজেকে 'অস্পৃশ্য' বলিয়া দৈন্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন, মহাভাগবতের গাত্রস্পর্শন ও দেহধারণের সার্থকতা।

"অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ দর্শনং হি
তন্বোঃ ফলং ত্বাদৃশ গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বা ফলং ত্বাদৃশকীর্তনং হি
সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে॥"

সনাতন এত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন বলিয়াই দীর্ঘ বিরহের পরে মিলনের এত আনন্দ।

কিন্তু শ্রীচন্দ্রশেখর শ্রীল সনাতনের বাহ্য বেশ দেখিয়া তাঁহাকে মহাভাগবত বলিয়া চিনিতে পারেন নাই—এইরূপ লীলা লোকশিক্ষার জন্যই করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠাধিকারী মহাভাগবতকে চিনিতে পারেন না। কনিষ্ঠাধিকারী শ্রীবিগ্রহকে মন্দির-মধ্যে দর্শন করেন, মধ্যমাধিকারী হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন এবং মহাভাগবত কৃষ্ণকে জগতের সর্বত্র সর্বভূতে দেখিতে পান।

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্তি।
সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্তি॥"
"সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৭২—২৭৫)

ষড়্গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল হরিদাস, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল বলদেব, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল [illegible]—ইঁহারা সকলেই শ্রীগুরুদেব। এই [illegible] ধারার বাহিরে যাহারা, তাঁহারা যে পথ, [illegible] সেই পথ, আবার [illegible] সেই একই পথ। যে বলে, ইঁহাদের বাদ দিয়া যাব না কভু করিলে সমাধান করা হবে না, সে মূর্খ। তবে ইঁহাদের শ্রীনাম কিছু [illegible] আছে। তিনি তথায় [illegible]।

শ্রীসনাতন শিক্ষা [illegible] সম্বন্ধজ্ঞান বিষয়। শ্রীসনাতনশিক্ষাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নির্যাস স্বরূপ সার। যাঁর শ্রীসনাতন-শিক্ষা লাভ করিয়া হন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। শ্রীরূপশিক্ষারও পূর্বে শ্রীসনাতন-শিক্ষা। অতএব শ্রীরূপশিক্ষা হইতেও শ্রীসনাতনশিক্ষা অধিক [illegible]।

সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক না হইলে অভিধেয় বা প্রয়োজনসিদ্ধি লাভ হয় না। "বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।" সম্বন্ধজ্ঞানদাতা শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর শ্রীচরণে অপরাধ হইলে কেহ তাহা হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি
গৌরভক্তবৃন্দ॥

এখানে 'আদি' শব্দে, ষড়্গোস্বামিপ্রভু, শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু, শ্রীহরিদাস, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীনরোত্তম, শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীগৌরকিশোর, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল অস্মদ্গুরুবর্গকে বুঝিতে হইবে।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু সম্বন্ধজ্ঞান-দাতা, শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু অভিধেয়-জ্ঞান-দাতা ও শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু প্রয়োজন বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাতা।

শ্রী[illegible] মর্যাদা লঙ্ঘন করিলে অপরাধ হয়। সম্বন্ধজ্ঞানদাতা শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর শ্রীচরণে অপরাধ করিলে অন্ধ-তোমসি হইয়া যাইতে হইবে, শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর শ্রীচরণে অপরাধ করিলে মায়াবাদী বা নির্বিশেষবাদী হইয়া যাইতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণে [illegible] অপরাধ হইবে। "মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য।" যদি কেহ মহাভাগবতের চরণে অপরাধ করে, তবে তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে নাই। আবার যে স্থলে মহাভাগবত কৃপাপূর্বক আবির্ভূত হন, সেই স্থানের ছায়ায় বসিয়া উদ্ধার হইয়া যায়।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

——প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব [illegible] প্রতি সকলেই সমাদৃত বিবেচিত ব্যক্তিগণ [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবেন [illegible] শ্রীনদীয়া প্রকাশের [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] কায়মনোবাক্যে [illegible] নিয়োজিত হইয়া [illegible]।

২। শ্রীনদীয়া প্রকাশ [illegible] পত্রিকা প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] সংখ্যা (issue number) [illegible]।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] নিয়মিতভাবে [illegible] মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। [illegible] কোন সংখ্যা না পাইলে [illegible] Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। [illegible] ঠিকানা পরিবর্তনের [illegible] গ্রাহকগণের [illegible] পূর্ব ঠিকানা না পাইলে [illegible] কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। [illegible] শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। [illegible] প্রবন্ধ [illegible] পাঠাইলে [illegible] প্রবন্ধলেখকগণ [illegible] পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের [illegible] প্রকাশক [illegible] যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশ [illegible] নিষ্ফল [illegible] সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] শ্রীপাদ [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও বিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
সাধারণের প্রতি ইঞ্চ	১৲	১৷৹
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত

বিবিধ সংবাদ

বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার

বোস্টন হাসপাতালের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মিঃ [illegible] ক্রুক মানবের উচ্চতা-বৃদ্ধির এক অভিনব চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই নবোদ্ভাবিত চিকিৎসা-প্রণালীর নাম "[illegible]-চিকিৎসা।" এই চিকিৎসা প্রণালী প্রয়োগের ফলে অস্বাভাবিকভাবে মানবশরীরের উচ্চতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাঃ ক্রুক তাঁহার এই চিকিৎসা-প্রণালী প্রথমে দুইটি যমজ বামন-শিশুর উপর প্রয়োগ করেন। শিশুদ্বয়ের বয়স যখন ১২ বৎসর, তখন একজনের উচ্চতা ৪ফুট ১১ ইঞ্চ ও অপর শিশুটীর উচ্চতা ৪ফুট ১১ ইঞ্চ। ডাঃ ক্রুক তাঁহার চিকিৎসা প্রণালী প্রথমে ক্ষুদ্রতর শিশুটীর উপর [illegible] গ্রন্থি সাহায্যে প্রয়োগ করেন। ১ বৎসর পরে দেখা গেল যে, চিকিৎসিত শিশুটীর উচ্চতা অচিকিৎসিত শিশুর উচ্চতা অপেক্ষা ৪ ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছে। আজকালকার যুগে ডাঃ ক্রুকের এই যে নবম চিকিৎসা প্রণালীও মানব সমাজের হিত সাধন করিবে।

———

বেঙ্গল প্রেস অর্ডার

বাঙ্গলা সরকারের (ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুল অনুসারে) এক বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে, কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক বা প্রকাশক সরকারের দ্বারা প্রচারিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশ করিতে পারিবেন না,—

(ক) রেলপথে বা রাজপথে সরকারী অস্ত্র-প্রদান-কার্য্যে কোন বাধাপ্রদানের সংবাদ।

(খ) রেলপথে, মিলিটারী বা সিভিল এরোড্রোম, রেলের ট্রাক ডাক্তিন, জল বা বৈদ্যুত সরবরাহ কার্য্য, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বা অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে কোন বাধাসৃষ্টির সংবাদ।

(গ) সমর-সম্ভার-প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত কোন কারখানায় ধর্মঘট বা তৎকার্য্যে বাধা-প্রদান-সংবাদ।

জাপানী বালিকাদ্বয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা

ঢাকায় এক সংবাদে প্রকাশ যে, মিস্ আয়াত ও কেশা ও মিস্ অরুণি তাকেদা-নাম্নী দুটী জাপানী বালিকা দ্বয়ের উপর ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুল অনুসারে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সীমা ত্যাগ করিতে নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে।

এই বালিকাদ্বয়ের পিতা একজন জাপানী। সে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় একজন বাঙ্গালী হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করিয়া সেখানে বসতিস্থাপনপূর্ব্বক একটী সাবান-কারখানা স্থাপন করে। জাপান ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মুদ্রাসঙ্কট সমস্যা

আজকাল আনি দুআনি বিশেষতঃ পয়সা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মুদ্রার অভাববশতঃ জনসাধারণের আদান প্রদান ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় সরকার ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলের ১০ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত উক্তাজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন,-

(ক) মুদ্রার উপরে খোদিত যথার্থ মূল্য ব্যতিরেক অন্য কোন মূল্যে মুদ্রা ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

(খ) ব্যক্তিগত বা নিজ ব্যবসায়ের জন্য অন্যায়ভাবে মুদ্রাসংগ্রহ বা জমান আইন বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(গ) উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত সরকার নিকট ভবিষ্যতে ঐ মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য বিহিত ব্যবস্থা করিতেছেন।

—

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বিরচিত মূল, [illegible] অনুবাদ ও বিবৃত [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

———

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] যে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র

স্বনিয়মদ্বাদশক

শ্রীল [illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত, অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

[illegible] বিস্তৃত জীবন-চরিত, শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২. টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেস দপ্তর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বৃদ্ধ, বালক ও নারীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] ব্যবহার করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার নাশক [illegible] ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনটগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-[illegible] শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্বর-শ্রীমন্মঃশিক্ষা

—•—

আচার্য্যপাদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃণাহ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবরণ-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তকৌস্তভম্

—•—

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ ১২ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ১৮ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৪ঠা ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ১১৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ কেশব, বিধি পর্ত্তোৎসাহী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

সকল বাক্যকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিযুক্ত করাই বাক্যবেগ ধারণ। বাক্যবেগ বিরত না হইলে, হরিকীর্ত্তনে নৈরন্তর্য্য না আসিলে কোন মঙ্গল হইবে না। বাক্যবেগ অনেক ব্যাধি। এই ব্যাধি দূর না হওয়া পর্য্যন্ত হরিভজন আরম্ভই হইবে না। বাক্যবেগ ধারণ অর্থে জিহ্বা স্তম্ভন বা মৌনাবলম্বন করা বুঝায় না। বাক্‌শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার অথবা কৃত্রিমভাবে নিরোধ—দুইই সমান। বাক্যবেগ ধারণ-অর্থে বিষয়কথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন। কিন্তু কৃষ্ণকথায় রুচি না হইলে বিষয়কথায় অরুচি আসে না। অতএব কৃষ্ণকথা-শ্রবণে লোভ বা রুচি হওয়া চাই। "কৃষ্ণকথায় রুচি যাঁ'র, সেই ভাগ্যবান্॥" যাহারা অল্পপুণ্যবান্ বা দুর্ভাগা, তাহাদের কৃষ্ণকথায় রুচি হয় না। কৃষ্ণকথায় অরুচি ছাড়াইতে হইলে নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনরূপ আচারই সর্ব্বোত্ত পালনীয়।

———

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা-সম্বন্ধে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিচার প্রথমেই নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় আমরা অযোগ্য—ইহা সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে, আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাসম্বন্ধে আদৌ অধিকারীই নহি। যেমন কোন ভূসম্পত্তিশালীর ক্ষুদ্র শিশুসন্তান অবস্থায় তাঁহার সম্পত্তি-পরিচালনাবিষয়ে সম্পূর্ণ অযোগ্য বা অনভিজ্ঞ হইলেও অথবা সেই সম্পত্তির ভাবী পরিচালক-পদলাভের অনুরূপ যোগ্যতা তাহার অবস্থায় অভাব হইলেও সে সেই অবস্থাতেই সম্পত্তিলাভের ভাবী অধিকারী এবং তাহার সেই অধিকার শিক্ষাদিগ্রহণেরই পর লাভ হয়, এরূপও নহে, তাহার 'পুত্রত্ব' লাভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পিতার উত্তরাধিকারিত্ব লাভ হয়, তদ্রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য কৃপাদৃষ্টতা আমরা তাঁহার সেবা-সংসারে ক্ষুদ্র অবোধ শিশু হইলেও তাঁহারই ত' সেবক। তাঁহার সেবা বা কৃপালাভের অধিকার আমাদের শিশু-সত্তার সহিত নিত্য বর্ত্তমান আছে। 'আমরা সেবক'—এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই 'আমরা সেবার সেবক, তাঁহার সেবায় আমাদের অধিকার আছে'—এই অনুভূতি যুগপৎ লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য সেবক আমরা অযোগ্য হইলেও তাঁহার বিজাতীয় কোন বস্তু নহি; আমরা তাঁহারই সেবক-পরিবারভুক্ত।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদীয় কৃপাসিদ্ধ সেবকগণ নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের সেবার প্রকৃতপক্ষে কোন যোগ্যতাই নাই। তৎসত্ত্বেও তাঁহারা আমাদিগকে সেবার অনধিকারী সাব্যস্ত না করিয়া বরং যথেচ্ছভাবেই সেবা প্রদান করেন। এতদবস্থায় নিজেকে কপটভাবে অনধিকারী কল্পনা করিয়া সেবায় নিরপেক্ষ হওয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নিজের বঞ্চতাকে ঢাকাইয়া রাখিয়া অজ-অভিজ্ঞতার কোটরে আত্মগোপন করা ছাড়া আর কি হইতে পারে? শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা তাঁহার সেবকগণের কি যোগ্যতার অভাব হইয়াছে অথবা তাঁহার সেবা-রাজ্যে যোগ্যসেবকের অভাব হইয়াছে যে, তাঁহারা আমাদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচারপূর্ব্বক কেবল তদনুযায়ী সেবা-সুযোগ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন বা আমাদের যোগ্যতা-উদয়পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিতে বাধ্য হইবেন? ইহা আমরা স্বপ্নেই বা কল্পনা করি কেন? যদি কোন ব্যক্তি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা-সুযোগ লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি নিজ স্বকীয় যোগ্যতার জন্যই তাহা লাভ করিলেন বা নিজ স্বকীয় অযোগ্যতার জন্যই লাভ করিলেন, এরূপ কোন কথা নহে। আবার যদি কোন ব্যক্তি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা-সুযোগ নাই-ই পান, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে না যে, তাঁহার নিজ যোগ্যতা বা অযোগ্যতাই সেবা-অপ্রাপ্তির কারণ। সেবা-প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সেবকের নিজ স্বকীয় যোগ্যতা বা অযোগ্যতা কোনটাই কারণ-স্বরূপ নহে এবং সেবাসম্বন্ধে যাঁহারা তাদৃশ বিচারের প্রতি অনুগত হন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সেবা-অনধিকারী। তাই বলিয়া এখানে হতাশার কোন কারণ আশঙ্কা করিতে হইবে না। কারণ, শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও তদীয় সেবকগণ স্বতন্ত্র—স্বরাট্ হইলেও সর্ব্বক্ষণ সেবা বা কৃপাপ্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিভু। তিনি অনন্ত বৈভবে বৈভবশালী। তাঁহার বৈভবের বাহিরে আমাদের অবস্থান সম্ভব নহে। তাঁহার কৃপাদৃষ্টির বাহিরে কাহারও সত্তা সংরক্ষিত হইতে পারে না। বিশ্বে এমন কোন স্থানে আমাদের অবস্থিত হওয়া সম্ভব নহে—যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত না হয়। তাঁহারা সেবা প্রদান করেনই; আমরাও অদ্যই হউক বা কোটিজন্ম পরেই হউক, তাঁহাদের সেবা পাইবই।

———

প্রীতি ও প্রতিষ্ঠাশা

(মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ)

যেখানে স্বাভাবিকী প্রীতি, তথায় প্রতিষ্ঠাশা-পিশাচীর ছায়াও নাই। প্রীতির আস্পদের প্রতি স্বাভাবিকী আসক্তিই তথায় ক্রিয়াবতী। যেখানে প্রীতির অভাব, তথায়ই প্রশংসা পাইবার জন্য বা লোক দেখাইবার জন্য কৃত্রিম ভালবাসা, স্নেহ বা সেবার আড়ম্বর হয়। এই প্রতিবিম্বিত বিশ্বেও মাতা যে সন্তানকে স্নেহ বা প্রীতি করে, তাহা স্বাভাবিক আসক্তি হইতেই উদিত হয়; তথায় প্রতিষ্ঠাশা তাহার পরিচালক নহে। কেবল প্রতিবিম্বিত জগতে বরং এই নীতির ব্যতিক্রম ব্যভিচার হইতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে সেব্যের প্রতি অপ্রাকৃত সেবকগণের স্বাভাবিক আকর্ষণই প্রীতির একমাত্র পরিচালক অর্থাৎ প্রীতিই প্রীতির আকর্ষণী-শক্তি; অন্য বস্তু কখনও প্রীতির আকর্ষক হইতে পারে না—ইহাই রহস্য। এই জন্য প্রীতি নিরুপাধিকা, অহৈতুকী ও নিরপেক্ষা-পদবাচ্যা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

বৈমুখ্যাৎ প্রতিবিম্বে চোপাস্যক্রমণকারকে।
সা চৈব বিষয়প্রীতিবৃত্তিরূপা...প্রীতিঃ॥

(তত্ত্বসূত্র—৩১)

বিমুখভাবগতঃ প্রতিবিম্বে (অর্থাৎ মায়াজগতে) যদি আসক্তি হয়, তবে সেই লোকের হৃদয়ে সেই প্রীতিই অসতী অর্থাৎ ব্যভিচারিণী বিষয়প্রীতি।

প্রীতির স্বরূপলক্ষণ-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

রত্যাদিশঃ পর্য্যন্তং স্বরূপলক্ষণং পরম্।
কৃষ্ণকর্ম্মবিচ্ছেদেন প্রীতেঃ
সাধকং হি তৎ॥
শুদ্ধস্বরূপিণী প্রীতিশ্চিদানন্দস্বরূপিণী।
আশ্রয়ে ভগবত্তত্ত্বে রসবিস্তারিণী সতী॥
(বস্তুকৌস্তুভ ১০-১১)

রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রীতির মুখ্য স্বরূপলক্ষণ, তাহাই কর্ত্তা ও কর্ম্মের বিচ্ছেদ সাধক হয়। বিশুদ্ধ প্রীতি স্বরূপে চিদানন্দময়ী, (নানাভাবে) ভগবানে উল্লাসময়ী, আশ্রয়স্বরূপ ভগবত্তত্ত্বে (বিবিধ) রসের বিস্তারকারিণী।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর 'কৃষ্ণভজনামৃতে' অতিস্পষ্টভাবে এই প্রীতির মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন,—
শাখাসহস্রং বেদেষ্বাসন্ নৈকশাখা
প্রভোঃ প্রিয়া।
সর্ব্বশঃ প্রীতিরেবাস্ত তত্ত্বঃ কিং
বাপি ভূতলে॥

এই বেদে সহস্রশাখা আছে। (কিন্তু ভগবানে) একটি শাখা(ও) প্রভুর প্রিয় নহে। প্রীতিই এই বেদশাস্ত্রের উৎস ও নিত্য ধন। তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভূতলে (আর) কিছুই নাই।

প্রীতেঃ প্রার্থ্যা সতাংমধ্যে প্রীতিঃ প্রার্থ্যা
মহাজনে।
প্রীতিরারোপণীয়া যে বদি প্রীতিং
নিবোধত॥

সাধুগণের নিকটে প্রীতি প্রার্থনীয়; মহাজনের প্রতি প্রীতি প্রার্থনীয়; নিজ হৃদয়ে প্রীতি রোপণীয়; (অপরকে) প্রীতি উপদেশ কর।

অপরঞ্চ কৃষ্ণ এব বৈষ্ণবাস্তস্যাধিকাঃ।
প্রেমপ্রীতিস্ততোঽপ্যগ্র্যা পরং
প্রীতের্ন কিঞ্চন॥

শ্রীকৃষ্ণই জগতের ধন; বৈষ্ণবগণ সেই ধন অপেক্ষা কিছু অধিক; তাঁহাদের অপেক্ষাও প্রেমপ্রীতি শ্রেষ্ঠ; প্রীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (আর) কিছুই নাই।

অপারোক্তরূপে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ।
মনোবাক্কায়িকং প্রেম বর্দ্ধতাং মে দিনে দিনে॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরূপসদৃশ শ্রীচরণে আমার শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক প্রীতি প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।

বৈষ্ণবে প্রীতিরাস্তাং মে প্রীতিরাস্তাং
প্রভোর্গণে।
সেবায়াং প্রীতিরাস্তাং মে
প্রীতিরাস্তিক্য কীর্ত্তনে॥
আশ্রিতে প্রীতিরাস্তাং মে প্রীতির্ভক্ত
জনেষ্বপি।
আস্তাং মে প্রীতিরাস্তাং মে রুচে
ভাবশ্চ্যুতো ভবেৎ॥

বৈষ্ণবে আমার প্রীতি হউক, শ্রীমহাপ্রভুর (স্বরূপসনাতনাদি) গণে আমার প্রীতি হউক, (ভগবানের) সেবায় আমার প্রীতি হউক এবং কীর্ত্তনে আমার প্রীতি ও আর্ত্তি হউক। আশ্রিতজনে (বা আশ্রয়-বিগ্রহে) আমার প্রীতি থাকুক, ভক্তোন্মুখ ব্যক্তিতে আমার প্রীতি থাকুক, (নিজ চেতনস্বরূপে) জীবে আমার প্রীতি থাকুক—যাহাতে (যাহার ফলে) আমার কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

প্রতিষ্ঠাশার প্রসিদ্ধ অর্থ সম্মান-আকাঙ্ক্ষা বটে, কিন্তু ইহকাল ও পরকালে প্রতিষ্ঠিত বা সম্পন্ন হইবার আশাও প্রতিষ্ঠাশা। ধর্ম্মকামী, অর্থকামী, কামকামী ও মোক্ষকামী—ইঁহারা সকলেই প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥
(শ্রীচৈঃ চঃ)

ভক্তিধারা অন্যান্য পুরুষার্থসমূহের তিরস্কার ব্যক্ত হয়; কারণ, অন্যান্য পুরুষার্থ সমস্তই প্রতিষ্ঠাশামূলক বলিয়া প্রীতিধর্ম্মের বিরোধী। শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়োক্ত শ্রীনারায়ণ-ব্যূহস্তবে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"হে বরদে-শ্বর! আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ কামনা করি না, পরন্তু তদীয় পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তিই কামনা করিতেছি। বিভু পুনঃ পুনঃ বরসমূহ প্রদানে উৎসুক হইলেও যিনি মুক্তিপ্রার্থনা না করিয়া ভক্তিই বরণ করিয়াছিলেন, আমি সেই প্রহ্লাদ মহারাজকে প্রণাম করিতেছি। যিনি অনায়াসলভ্য হইলেও ভগবান্ রামচন্দ্রের নিকট হইতে মোক্ষ ইচ্ছা করেন নাই, কেবলমাত্র তদীয় দাস্যই ইচ্ছা করিয়াছেন, আমি সেই হনুমানকে প্রণাম করিতেছি।" পুনরায় উক্ত হইয়াছে,—"আমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষবিষয়ে কখনও অভিলাষ নাই, পরন্তু কেবলমাত্র তদীয় পদকমলের অবলোকনে আমার জীবন অব্যাহত হউক, এইমাত্র অনুগ্রহ করুন।" তাদৃশ ভগবৎপ্রীতি-হেতু উহার পুরুষার্থসমূহের তিরস্কার আশ্চর্য্যজনক নহে, যেহেতু "ভগবানের প্রতি যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি বর্ত্তমান, দেবগণ নিখিল গুণগণের সহিত তাঁহার মধ্যে অবস্থান করেন।"—এই ভাবানুসারে ভক্তির দ্বারা সকল কৃতকার্য্য হইলেও যাবতীয় পুরুষার্থের তিরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা—"আমি জগদীশ্বরের নিকট হইতে অষ্টৈশ্বর্য্যযুক্ত পরমপদ কিংবা মোক্ষও প্রার্থনা করি না, কিন্তু আমি নিখিল দেহিগণের অন্তঃস্থ হইয়া তাহাদের যাবতীয় দুঃখ ভোগ করিব এবং তজ্জন্য তাহারা দুঃখ-শোকরহিত হইবে—ইহাই কামনা করি।"

শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টান্তের দ্বারা নিরুপাধিক প্রীতির স্বরূপ বলিতেছেন,—

"হে সখীগণ! যাহারা উপকার ও প্রত্যুপকারমূলক হইয়া পরস্পরের আরাধনা করে, তাহারা বস্তুতঃ অপরকে আরাধনা করে না, পরন্তু তাহারা একমাত্র স্বার্থেই উদ্যমশীল বলিয়া তাদৃশ আরাধনা নিজের আরাধনা-স্বরূপই হয়। তথায় সৌহৃদ অর্থাৎ সুখ বা ধর্ম্ম নাই। উহা একমাত্র স্বার্থের জন্যই হয়, অন্য কোন ফলজনক হয় না। হে সুমধ্যমাগণ! যাঁহারা পিতার সন্তান-পালনের ন্যায় কিংবা সুহৃদের অপর সুহৃদের উপকারের ন্যায় প্রত্যুপকাররহিত পুরুষকেও সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই সেবায়ই যথাক্রমে যথার্থ ধর্ম্ম এবং সৌহৃদ বা সুখ হয়।" আর শ্রীভক্ত অপেক্ষায় বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—"হে সখীগণ! দরিদ্র পুরুষ প্রাপ্তধন নষ্ট হইয়া গেলে যেরূপ তদ্বিষয়ক চিন্তাপূর্ণ হইয়া ক্ষুৎপিপাসাদি পর্য্যন্ত উপাহৃত হইলেও তাহা জানিতে পারে না, সেইরূপ আমার ভজনশীল পুরুষগণও যাহাতে যাবতীয় বিষয়ান্তর-চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর আমার ধ্যানেই প্রবৃত্ত থাকেন, সেইজন্য তাঁহারা আমার সেবা করিলেও আমি তাঁহাদের ভজনা করি না। অর্থাৎ আমি দর্শন প্রদান করিলে তাঁহারা আর নিরন্তর ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবেন না বলিয়াই আমি তাঁহাদিগকে দর্শনাদি-দ্বারা ভজনা করি না।"

শ্রীভাগবতধর্ম্ম

[১]

(শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী)

জগতে পতিত শ্রীহরিপাদপদ্মসেবাবিমুখ জীবগণের মধ্যে যাঁহাদের সংসার দুঃখাবহ হয়, তাঁহারা কোন্ পথ অবলম্বন করিলে আবার শ্রীহরিপাদপদ্মসেবা লাভ করিতে পারিবেন, তাহার অনুসন্ধান করেন। বিশ্বে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি নানাপ্রকার পথকে অসংখ্য লোক আশ্রয় করিয়া সেই সেই মার্গের বিধি পালন করিতেছেন। বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্য 'শ্রীমদ্ভাগবত' ঐ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি মার্গ আশ্রয় করিলে পরিণামে বহু ক্লেশমাত্রই লাভ হয়—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন; ঐসমস্ত মার্গে সাক্ষাদ্ভাবে ভগবানের সুখবিধানের চেষ্টা নাই এজন্যই তত্তন্মার্গাশ্রিত জনগণের চেষ্টাকে বিড়ম্বনা-মাত্র বলিয়া জানাইয়াছেন। "ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ। প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥" অর্থাৎ শ্রীহরি অন্যাভিলাষরহিতা নিষ্কাম-ভক্তিদ্বারাই তুষ্ট হন; নিষ্কামভক্তিশূন্য দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রতাদি অনুষ্ঠান বিড়ম্বনামাত্র। "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।" অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্য ভক্তিবর্জ্জিত হওয়ায় তাহাদের আদর সম্ভব হয় না, সুতরাং ঐ প্রকার সকাম অথবা নিষ্কামচেষ্টা শোভন নহে। যদি ঐসকল পথে নানা অসুবিধা, তাহা হইলে কোন্ পথ আশ্রয় করা যাইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, "যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥ যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥" অর্থাৎ অজ্ঞ জনগণেরও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য ভগবান্ যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। হে রাজন্! ঐসকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মানব কখনও বিঘ্নকর্ত্তৃক বাধিত কিংবা নেত্র নিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেও অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে কোন কর্ম্ম করিলেও স্খলিত অর্থাৎ প্রত্যবায়গ্রস্ত বা পতিত হন না।

এই ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয়ে কি জাতি, কি অজ্ঞ—সকলেরই অধিকার আছে, ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। কর্ম্মমার্গ আশ্রয় করিতে হইলে শারীরিক যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন, জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করিতে হইলে বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবোধসামর্থ্য থাকা প্রয়োজন, যোগপথেও নানাপ্রকার ক্লেশসহনশীলতাদি যোগ্যতার প্রয়োজন আছে—সকলেই ঐসকল পথ আশ্রয় করিতে পারেন না, আশ্রয় করিয়াও ঠিক ঠিকভাবে যদি অনুষ্ঠিত না হইলে প্রত্যবায় ঘটে এবং নানা বিঘ্নবাধায় সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্মে বা ভক্তিমার্গে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও ভাগবতমার্গাশ্রিতের কখনও স্খলন বা পতন হয় না। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ "যানাস্থায়," শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন, "যান্ আস্থায় আশ্রিত্য যোগাদিবৎ ইহ ন প্রমাদ্যেত বিঘ্নৈর্ন বিহন্যেত। কিঞ্চ নিমীল্য নেত্রে ধাবন্ অপি ইহ এষু ভাগবতধর্ম্মেষু ন স্খলেৎ। নিমীলনং নাম অজ্ঞানম্। যথাহুঃ—শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে। একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ইতি। অজ্ঞাত্বা-পীত্যর্থঃ। যথা [illegible] [illegible] [illegible] কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অতিক্রম্য [illegible] ধাবন্নপি। তথাপ্যুক্তিষু ন স্খলেৎ ন প্রত্যবায়ী স্যাৎ। তথা ন পতেৎ ফলাৎ ন ভ্রশ্যেৎ। ব্রাহ্মণাদীনামুক্তানপি ধর্ম্মান্ কাংশ্চিদকুর্ব্বাণো ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীন্ কুর্ব্বাণঃ তৎফলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ভাগবত-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যোগাদিমার্গের ন্যায় বিঘ্নসমূহ-দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয় না, অধিকন্তু, নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়াও এই ভাগবত-ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হন না। 'নিমীলন'-শব্দে অজ্ঞান। যেরূপ উক্ত হইয়াছে, শ্রুতি ও স্মৃতি—এই দুইটি বিপ্রগণের নেত্র বলিয়া কথিত হয়। একটি অর্থাৎ শ্রুতিরূপ নেত্র যাহার নাই, তাহাকে 'কাণা' বলে এবং দুইটীই অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ দুই নেত্রই যাহার নাই, তাহাকে 'অন্ধ' বলে অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি-জ্ঞান না থাকিলেও। যেরূপ

একটী পদার্থবিহান অভিক্রমপূর্ব্বক শীঘ্র অপর পদার্থে গমন করিলে যে প্রকার তাহাকে 'ধাবন্' বলে, সেইরূপ এখানেও কিছু কিছু করিয়া আক্রমণপূর্ব্বক শীঘ্র অনুষ্ঠানকে 'ধাবন্' বলা হইয়াছে। সেইপ্রকারে ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেও স্খলিত হয় না অর্থাৎ প্রত্যবায়ী হয় না। সেইরূপ পতিতও হয় না অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তি বিষয়েও ভ্রষ্ট হয় না অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মাশ্রয়ীর চেষ্টা কখনও বিফল হয় না। ব্রাহ্মণাদগের অনুষ্ঠেয় কোন কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান-দ্বারা সেই সেই ফলেরও প্রাপ্তি ঘটে।

বিদেহরাজ শ্রীনিমি নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবিমুনিকে এই ভাগবতধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ,—"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ। করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥" অর্থাৎ মানব বিধিবশতঃ অথবা স্বভাবের প্রেরণাবশতঃ কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা চিত্তদ্বারা যে-সকল কর্ম্মের আচরণ করেন, তৎসমস্ত পরমপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশে সমর্পণ করিবেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—'যথা বিধিবিহিত প্রাতঃস্নানস্নান-মূত্রপুরীষোৎসর্গ-মুখক্ষালন-দন্তধাবন-স্নান-দর্শন-শ্রবণ-কথনাদিব্যাপারা বিষয়সুখ-ভোগার্থমেব। কর্ম্মিভিস্ত দেবপিত্রাদিপূজার্থমেব ক্রিয়ন্তে, ভক্তৈস্ত ভগবত্সেবার্থমেব কর্ত্তব্যা ইতি যে যেষাং যোগ্যাস্তানি জ্ঞেয়ানি। অনুসৃতস্বভাবাৎ দেহাধ্যাসেন অনাদিতৈব যোঽনুসৃতঃ স্বভাবস্তস্মাৎ কায়াদিভির্যৎ যৎ করোতি তৎ সর্ব্বং নারায়ণায়েব নারায়ণং সেবিতুমেব ইতি বা সমর্পয়েৎ বিনিয়োজয়েৎ।' অর্থাৎ যেরূপ বিষয়ীগণের প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মলমূত্র-পরিত্যাগ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ ও কথনাদি ব্যাপারসমূহ বিষয়সুখভোগের জন্যই হয়, কর্ম্মিগণ ঐ সমস্ত ক্রিয়া দেবতা ও পিতৃগণের পূজার জন্যই সম্পাদন করেন; সেইরূপ ভগবদ্ভক্তগণ ঐ-ঐ ক্রিয়াসমূহ শ্রীভগবানের সেবার জন্যই করিবেন। ভগবৎসেবার জন্য অনুষ্ঠিত সেই সেই ক্রিয়া 'ভক্তাঙ্গ' বলিয়া জানিতে হইবে। অনুসৃতস্বভাব হইতে অর্থাৎ দেহাভিনিবেশবশতঃ অনাদিকাল হইতে যে স্বভাব অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, সেই স্বভাববশে কায়াদি দ্বারা যাহা যাহা করেন, সেই সমস্ত শ্রীনারায়ণের জন্য অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের সেবার জন্য সমর্পণ করিবেন অর্থাৎ বিশেষভাবে নিয়োগ করিবেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকটীর বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"কায়মনোবাক্য এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সকল কার্য্য ভগবানের সেবার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলে উহাদিগকে কর্ম্মীর সাধারণ ভোগপর 'কর্ম্ম' বলিয়া আর মনে হইবে না। ভগবানের প্রতি সেইসকল কর্ম্মের ফল সমর্পিত হইলে জীবের ভগবদ্বিমুখতাক্রমে কর্ম্মপ্রবৃত্তি-জনিত অমঙ্গলসমূহ বদ্ধজীবকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্বরূপাবস্থিত জীব সকল কার্য্যই ভগবৎসেবনোদ্দেশে করিয়া থাকেন এবং তাঁহার আদর্শাচরণক্রমে উন্নত হইবার চেষ্টায় মুক্তিমিশ্র কর্ম্মিসম্প্রদায় কর্ম্মজ ফলসমূহ ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পণ করেন। যদিও ইহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিপর্য্যায়ে গণিত, তথাপি ক্রমোন্নতিবশতঃ শুদ্ধভক্তিতে পর্য্যবসিত হইবে। কর্ম্মকাণ্ডের ফলভোগবাদ হইতে ক্রমপন্থায় অনর্থসমূহ নিবৃত্ত হইলে কেবলা-ভক্তি সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলবিধান করিবে।"

শ্রীভগবানে কর্ম্মফল-অর্পণের উপদেশ প্রদান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অতি প্রিয়তম গুরুরূপে জানিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপদেশ শ্রবণ করত উদ্বুদ্ধরূপে অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত ভগবানের সেবা করিতে হইবে—ইহা বলিতেছেন,—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥" অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়, ভগবানের মায়াবশে তাহারই স্বরূপবিষয়ে বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে এবং তাহা হইতে 'আমি দেহ'—এই জ্ঞানরূপ বিপর্য্যয়, তাহা হইতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ উপাধিভূত দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহঙ্কার ও তাহা হইতে যাবতীয় ভয়ের উপস্থিতি হইয়া থাকে। অতএব বিবেকী ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে আরাধ্য-দেবতা ও প্রিয়তমজ্ঞানে কামনান্তর-রহিত হইয়া অনন্যভক্তিসহকারে ভগবানের আরাধনা করিবেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—"দ্বিতীয়ে দেহেন্দ্রিয়াদৌ উপাধিভূতে অভিনিবেশতঃ অভিমানাৎ ঈশাদপেতস্য ঈশবিমুখস্য জীবস্য ভয়ং সংসারঃ স্যাৎ ন তু ঈশোন্মুখস্য 'তাবদ্রাগাদয়স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্। তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনা' ইতি ব্রহ্মোক্তেঃ। তচ্চ ভয়ং দ্বিবিধং বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিশ্চ, বিপর্য্যয়ঃ অস্মৃতিরূপক ইত্যর্থঃ। তত্র বিপর্য্যয়ঃ আত্মভিন্নে দেহাদৌ আত্মবুদ্ধিঃ। অস্মৃতিঃ আত্মনঃ স্মৃতিভ্রংশঃ। কোঽহং কিং করোমি পূর্ব্বং কীদৃশ আসম্ অগ্রে বা কীদৃশো ভবিষ্যামীতি পূর্ব্বাপরানুসন্ধানরাহিত্যম্ এতদেব ভয়ং ভগবতো মায়য়া ভবেৎ। যদুক্তং 'স্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতী'তি। অতএব হেতোঃ বুধঃ শ্রীগুরুচরণপ্রসাদাৎ লব্ধবিবেকঃ তমেব আ সম্যক্ কামনান্তররাহিত্যেন একয়া কেবলয়ৈব ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদিমিশ্রয়া ভক্ত্যা ভজেৎ। অন্যদেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাভূতঃ সন্ ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ 'দ্বিতীয়'-পদে উপাধিভূত দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিনিবেশ হইতে বা অভিমান হইতে ঈশবিমুখ জীবের ভয় অর্থাৎ সংসার হয়, কিন্তু ভগবদুন্মুখ জনের সেইরূপ ভয় বা সংসার হয় না। এতৎসম্বন্ধে এইরূপ ব্রহ্মোক্তি আছে—'ততকাল পর্য্যন্ত বিষয়রাগাদি চোর অর্থাৎ চৌর্য্যরূপে, বাসগৃহ কারাগৃহরূপে এবং মোহ পদশৃঙ্খলরূপে পরিণত হয়, যতকাল পর্য্যন্ত মানবগণ তোমার কিঙ্কর না হন।' উক্ত ভয় দুইপ্রকার—বিপর্য্যয়রূপ ও অস্মৃতিরূপ। তন্মধ্যে আত্মা ব্যতীত দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিই বিপর্য্যয় এবং আত্মসম্বন্ধে স্মৃতিভ্রংশই অস্মৃতি। 'আমি কে, কি করিতেছি, পূর্ব্বে কিরূপ ছিলাম, ভবিষ্যতেই বা কিরূপ হইব' ইত্যাদি পূর্ব্বাপর অনুসন্ধানরাহিত্যই তাহার ভগবানের মায়া কর্ত্তৃক ভয়। যেরূপ (শ্রীভগবদ্গীতায়) উক্ত হইয়াছে—'স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে প্রকৃষ্টপ্রকারে নাশ হয়' ইত্যাদি। এইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিবেক লাভ করত তাঁহাকেই (শ্রীভগবানকেই) সম্যগ্‌ভাবে কামনারহিত হইয়া কেবলা কিন্তু কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্রা নহে এরূপ ভক্তিসহকারে 'শ্রীগুরুদেবই দেবতা—ঈশ্বর, আত্মা—প্রিয়তম,—এইরূপ বিচারসম্পন্ন হইয়া ভজন করিবেন।

এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"অদ্বয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ংরূপতত্ত্ব। তদাশ্রিতজনগণের স্ব-স্বরূপে অবস্থিতিকালে কোন অপ্রবৃত্তি আবাহন করিবার অবকাশ হয় না। অদ্বয়জ্ঞানাভাবে স্বতন্ত্রতাই জীবকে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়া নানাপ্রকার দেহ, অনুপাদেয়, অবস্থার ব্যাপারবিশেষে প্রবেশ করাইয়া ভীতি উৎপাদন করে। ভগবন্মায়ারূপা বহিরঙ্গা'র চিচ্ছক্তির উপলব্ধি আবরণ করিয়া প্রপঞ্চে বিমুখ জীবগণকে বিষয়বিগ্রহ করিয়া ভুল এবং ভক্তগণের যে আশ্রয়বিগ্রহের কায়ব্যূহরূপ স্বরূপ, তাহার উপলব্ধি হইতে সেই বহির্ম্মুখ জীবকুলকে বঞ্চিত করাইয়া অন্যরূপে আবদ্ধ করে। সেইকালে জীবের স্বরূপাবস্থানের কথা স্মৃতিপটে উদিত হয় না। অদ্বয়জ্ঞানাভাবে প্রপঞ্চে বিদ্যমান শক্তির ক্রিয়াসমূহ প্রেমধর্ম্ম বুঝিতে দেয় না। ধর্ম্মার্থকামের আপাতমাধুর্য্য অবলোকন করিয়া জীব ঔদার্য্যবিগ্রহে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, সুতরাং নিত্যমাধুর্য্যের বিলাসবিক্রমে ঔদাসীন্য প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। এই বহির্ম্মুখতাভাব আপনাপনি যায়। ভগবন্মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-বৃত্তি বিমুখস্বরূপ জীবকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায়; সেইকালে তাঁহার সকল কল্যাণ লুপ্ত হয়। যখন তিনি আত্মবিস্মৃতি বা ভোগপ্রবৃত্তিবশে ধর্ম্মার্থকামাদিতে ধাবমান হইবার অযৌক্তিকতা পরিদর্শন করিবার যোগ্য হন, তখনই মুণ্ডকোপনিষদের 'দ্বা সুপর্ণা' প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ তাঁহার কর্ণে অধিকার করিয়া উপদেষ্টৃস্বরূপতার রুচি প্রদর্শন করে। সেই কালে রুচিবিশিষ্ট জীব ভগবদাশ্রয় আশ্রয়জাতীয় শ্রীগুরুবিগ্রহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার সেবা করে, ভক্তসমাজে প্রবেশ করেন। ভাগ্যবান্ জনগণেরই প্রভুর আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের দারুণ কবল হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, কর্ম্মজ্ঞানবিমুক্তা ভক্তির আশ্রয়ে ভগবৎসেবোন্মুখ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা ভগবদ্বিমুখতারূপ অযাচ্য বা আবরণ-বিমুক্ত হইয়া প্রাকৃত জগৎকেও ভগবৎসেবোপকরণ জ্ঞানে তাহাদের অনুকূলতারূপ প্রসন্নতা লাভ করেন। তখন আধ্যাত্মিকতাদের রূপরসাদি বিষয়সমূহ মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলারসসমূহের আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারেন।"

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(:০:)::——

ঢাকায় প্রচার

গত ৮ই অগ্রহায়ণ, ২৪শে নভেম্বর রবিবার ঢাকা-সহরবাসী শ্রীপাদ দীনেশচন্দ্র ঘোষ বিদ্যাবিনোদ ভক্তিবোধ প্রভুর গৃহে পরমপূজনীয় গৌড়ীয়সম্প্রদায়-মহামহোপদেশক শ্রীল কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীপাদ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর প্রভু, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ প্রভু, শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবারত্ন প্রভু, শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ গৌরগোপাল প্রভু, শ্রীপাদ মন্মথনাথ দাসাধিকারী প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দসহ পদার্পণ করেন। শুদ্ধবৈষ্ণব-বন্দনা ও কীর্ত্তনান্তে শ্রীল মহারাজ শ্রীল বিদ্যাবিনোদ প্রভুর ইচ্ছানুসারে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুকৃত শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ হইতে "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ" এই প্রমাণ উদ্ধৃত করত 'পরধর্ম্ম' ও 'উপধর্ম্ম'-এর কথা প্রায় ২ ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া কীর্ত্তন করেন। পাঠের পর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। হরিকথা-শ্রবণার্থ সমাগত বহু শ্রোতৃমণ্ডলী ও অন্যান্য সজ্জন সকলকে হরিকথা শ্রবণ করেন। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করেন, সন্দেহ নাই।

ঐ দিবসই সন্ধ্যার সময় ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ট্রেজারী অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীমঠে আসিয়া শ্রীল মহারাজের নিকট আগ্রহসহকারে কিছুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকসূত্রে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অভিজ্ঞের বার্ষিক মনস্কেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। বিচ্ছিন্নভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; ঐজন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অনভিপ্রেত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ-প্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তগণের শ্রীনদীয়াপ্রকাশ বস্তুগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং উহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	১৲	৸৹
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

ভারতের নূতন প্রধান বিচারপতি

একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, স্যার মরিস গিয়ারের পদে কে সি বি, কে সি এস আইএর ৬৫ বৎসর বয়স হওয়ায় আগামী ২৫শে এপ্রিল তারিখে তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন। সম্রাট তাঁহার স্থানে মিঃ উইলিয়াম প্যাট্রিক স্পেন্স ও বি ই, কে সি এস পি'কে ভারতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করিয়াছেন।

মিঃ উইলিয়াম প্যাট্রিক স্পেন্স হ্যারো এবং অক্সফোর্ড নিউ কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৯১০ সালে ব্যারিষ্টার হইয়া চ্যান্সারী ডিভিসনে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৯১৪-১৯ সালে যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ও মেসোপোটেমিয়ায় ছিলেন। ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে তিনি পুনরায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং তাহাতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ইনার টেম্পল বেঞ্চের মাষ্টার হন। ১৯৩৪ সাল হইতে তিনি বার কাউন্সিলের সভ্য এবং ১৯৩৮ সাল হইতে বার কাউন্সিলের এক্জিকিউটিভ কমিটির সভ্য হন। ১৯৩৩ সালে তিনি পরলোকগত লর্ড ব্র্যাবোর্ণের স্থানে এসফোর্ড কেন্ট হইতে পার্লামেন্টের রক্ষণশীল দলভুক্ত সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ইরাণের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু

গত ৩০শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার তেহারাণে ইরাণের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলি ফারোঘীর মৃত্যু হইয়াছে।

ইরাণের রাজনীতি ক্ষেত্রে ফারোঘীর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তিনি কয়েকবার মন্ত্রিত্ব ও রাষ্ট্রদূতের কার্য্য করিয়াছেন। ১৯৪১ সালে ইরাণের রাজা রেজাশাহ যখন রাজ্য ত্যাগ করেন, সেই সঙ্কটকালে এবং তাহার পরবর্ত্তী কয়েক মাস কাল ফারোঘী প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার আমলেই বর্ত্তমান ইঙ্গ-সোভিয়েট-ইরাণীয় চুক্তি সম্পন্ন হয়।

বিহার হইতে ঘি রপ্তানী বন্ধ

একটি প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, বিহার গবর্ণর ২৭শে মার্চ্চ (১৯৪২) হইতে বিহার প্রদেশের বাহিরে ঘি রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া সমগ্র প্রদেশে ঘৃতের দর প্রতি মণ ৬০৲ টাকা বাঁধিয়া দিয়াছেন। প্রধান খুলনিয়ামকের অনুমতি ব্যতিরেকে কাহাকেও বিহারের বাহিরে ঘি রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে না।

পাট সম্বন্ধে গবেষণা

ক্ষেত হইতে কারখানা পর্য্যন্ত সকল পাট সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনাই ভারতের কেন্দ্রীয় জুট কমিটির কাজ। দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রতিষ্ঠার দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত পাটসম্পর্কীয় কতকগুলি জরুরী সমস্যার সমাধান ইহা করিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সনের যে বার্ষিক বিবরণী কমিটি বাহির করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসরে পাট চাষ ও তৎসম্পর্কীয় অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির পরীক্ষা একটা গুরুত্ব-পূর্ণ পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাট-চাষের পূর্ব্বাভাষ প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কিত পরীক্ষাও যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্যবসায়ী মহলের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রচারের ব্যাপারেও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। সর্ব্ব-প্রকার পাটধ্বংসকারী কীটের উপদ্রব নিবারণের কার্য্যকরী ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। হাতে তাল-সম্বন্ধে আউল-বাউলাদিসম্প্রদায়ের শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে যাবতীয় সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে: মূল্য ৷৹ আনা।

কৃষ্ণভজনামৃতম

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরবিরচিত মূল, সোন্বয়, অনুবাদ ও বিবৃতি সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

'নদীয়াপ্রকাশে' ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বিনামূল্যে, প্লীহা-যকৃৎ জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৹ বার আনা, বড় বোতল ১।৶৹ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible]-শ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতার্থ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতার্থ-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দত্তকৌস্তভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৩ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ১৯শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৫ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, শনিবার } ১৫৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ কেশব, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

যেখানে পূর্ণবস্তুতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বলি দেবার চেষ্টা, সেইখানেই শ্রবণের অধিকার। শ্রবণাদি নবধা ভক্তি নিত্য। শ্রবণ সাধকের সাধনমাত্র নহে; সিদ্ধির পরেও নিত্যই কৃষ্ণপাদপদ্মের রূপ-গুণ-লীলাদিশ্রবণ নিত্য। শ্রীহরি কথাকারে—শব্দাকারে—অক্ষরাকারে অবতীর্ণ হন। শ্রীহরি শব্দের আকারে শরণাগত নিবেদিতাত্ম শ্রবণকারীর শ্রবণপথে প্রবেশ করেন।

শ্রবণযোগ্যতাই সিদ্ধ; আবার যেখানে সিদ্ধ-উপলব্ধি, সেইখানেই শ্রবণে অধিকার হয়। এই সিদ্ধ নিত্য; কারণ, কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য, কীর্ত্তনের বিষয় শ্রীহরিও নিত্য। শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-গুরুবর্গ সকলেই কীর্ত্তনকারী। তাঁহাদের কীর্ত্তন শ্রবণকারীর হৃদয়ে আত্মনিবেদনকে পূর্ণভাবে উদয় করায়। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি আত্মনিবেদন ও শ্রবণকে প্রকট করায়। আত্মনিবেদনের পরই শ্রবণ করিতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যখন কীর্ত্তন করিতে বা ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিতে আদেশ প্রদান করেন, তখন যে পাঠ বা কীর্ত্তন করা হয়, তাহা শ্রবণেরই অন্তর্গত। ভক্তিশাস্ত্র-পাঠ বা কীর্ত্তন—নিত্যসিদ্ধানে শ্রীগুরুমুখোক্ত নিত্য-হৃদয়ে উপলব্ধ উপদেশের পুনরাবৃত্তি। এই উপলব্ধ বিষয়ের যে কীর্ত্তন, তাহা শ্রবণই। যেরূপ কোন ছাত্রের স্বগৃহে বিদ্যালয়পাঠ্য-বিষয়ের পুনরাবৃত্তি পুনঃ পুনঃ শ্রবণই, সেইরূপ শিষ্যের—শ্রবণকারীর কীর্ত্তনও পুনঃ পুনঃ শ্রবণই।

সম্বিৎশক্তির কৃপার প্রকাশই সিদ্ধান্ত-জ্ঞান। এই সিদ্ধান্তজ্ঞান কোন প্রাকৃত অপরা বিদ্যাকে অপেক্ষা করে না। একমাত্র শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাতেই তাহা লাভ হয়। শরণাগত গুরুদাসই প্রকৃত পণ্ডিত। গুরু-দাসাভিমানেই পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা বর্ত্তমান, তাহাই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের চরম বিজ্ঞান। প্রাকৃত পাণ্ডিত্য বা অভিজ্ঞতাদি সম্বিৎশক্তির কৃপালাভের—গুরুকৃপালাভের কারণস্বরূপ নহে, আবার গুরুপাদপদ্মে শরণাগত নিষ্কপট সেবকের জাগতিক অভিজ্ঞতা বা পাণ্ডিত্যাদি গুরুসেবায় নিয়োজিত হইয়া ধন্য হয়। সেবকের প্রাকৃত অভিজ্ঞতা-সম্পন্নতা বা অনভিজ্ঞতা উভয়ই গুণ, কোনটীই দোষ নহে; কিন্তু অসেবকের—অশরণাগতের উভয়ই দোষ—উভয়ই বন্ধনের কারণ। সেবকের গুণ বা আপাতপ্রতীত দোষ—সবই সুন্দর, সবই সুরূপ। কারণ সেবক স্বরূপের—শ্রীরূপের—শ্রীগুরুপাদপদ্মের রূপে রূপবান্—শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপালোকে শোভিত, আলোকিত। সেবক আলোর আশ্রিত; আর অসেবক অশরণাগত, কুরূপের—আঁধার—অন্ধের আশ্রিত, তজ্জন্য সে কুরূপ বা কুৎসিৎ। তাহার দোষ বা আপাত-প্রতীত গুণ—সবই দোষ।

আমাদিগকে বহুবাদী না হইয়া একান্তবাদী, ঐকান্তিক বা একনিষ্ঠ হইতে হইবে। এক ব্যক্তি বহু ব্যক্তিকে ভালবাসিতে পারে না, বহু ব্যক্তির প্রীতিবিধান করিতে পারে না। জগতের প্রতি প্রীতি ও সত্যের প্রতি প্রীতি একসঙ্গে থাকিতে পারে না। ইংরাজিতে একটী কথা আছে—"One cannot serve God and mammon both at the same time." অর্থাৎ এক ব্যক্তি একই সময়ে ঈশ্বর ও ধনের সেবা করিতে পারে না। একান্তরাগ-বিশিষ্ট কৃষ্ণকার্ষ্ণানুরাগ বা চেতনানুরাগ। যাহার প্রতি আমার প্রীতি নাই, সে সর্ব্বগুণান্বিত হইলেও তাহার গুণ আমার চোখে পড়ে না। আর যাহার প্রতি আমার প্রীতি আছে, তাহার কোন দোষই আমার চোখে পড়ে না, কারণ love is blind. যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাই সাধুর সাধুত্ব দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারাই "গুরু আমার সব ভাল, গৌরের আমার সব ভাল"—এই কথাটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সাধু নির্দ্দোষ, তাঁহাতে দোষের লেশমাত্রও নাই। আবার তিনি অদোষদর্শী। তিনি সেবকের বহু দোষকে অল্প বলিয়া মনে করেন এবং অল্প সেবা প্রবৃত্তি দেখিলে কোটিগুণে কৃপা বিতরণ করেন। সাধুর নির্দ্দোষ চরিত্র কেবল সাধুর প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট ব্যক্তিরই উপলব্ধির বিষয় হয়। অপরে কেবল বঞ্চিত হইয়া সাধুর ছিদ্রানুসন্ধানরূপ নরকের পথের সংগ্রহ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং আমরা যদি বাঁচিতে চাই, তবে আমাদিগকে প্রাণ খুলিয়া সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে—তাঁহাতে অনুরক্ত হইতে হইবে। তাহা হইলে আর কোন অসুবিধা হইবে না। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, সাধুর প্রতি প্রীতি বা আপনজ্ঞান তাঁহারই কৃপাসাপেক্ষ।

গোপাষ্টমী ও বৈষ্ণব-বিরহতিথি

——::(০)::——

কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী-তিথিই শ্রীগোপাষ্টমী বা শ্রীগো-পূজার দিন। এই তিথিতে শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৎসপালকত্ব অতিক্রম করিয়া 'গোপালক'-নাম ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দ-মহারাজ অপ্রাকৃত বৈশ্যকুলশিরোমণি। তাঁহার কৃষি, গো-রক্ষাদি সকল কার্য্যই কৃষ্ণের সুখের জন্য। প্রাকৃত বৈশ্যবুদ্ধিতে কেবল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা। হিরণ্যকশিপুর চিন্তা-স্রোতই প্রাকৃত বৈশ্যগণের চিন্তাস্রোতঃ। বর্ত্তমানে জগৎ বৈশ্যচিন্তাস্রোতে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানকালে জগতে যে যুদ্ধ-বিগ্রহের রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, তাহার কারণ—জগৎ আজ অপ্রাকৃত বৈশ্য-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীনন্দমহারাজের পাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়াছে।

শ্রীনন্দমহারাজ অপ্রাকৃত বৈশ্য হইলেও তাঁহার প্রেমের দ্বারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আবদ্ধ আছেন।

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু
ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

শ্রীনন্দমহারাজের পা[illegible] গোলোক বা গোকুলের পালী। শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-বীর। 'গো' শব্দে ইন্দ্রিয় ও গাভী বুঝায়। সুতরাং 'গো' অর্থাৎ অপ্রাকৃত গাভী অথবা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের লোক বা স্থানকেই 'গোলোক' বলা যায় অর্থাৎ [illegible]-লোক বা গো-লোকই ব্রজ। সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের তর্পণকারী যে লোক, তাহাই গোলোক। কৃষ্ণ যে স্থানে

নিযুক্ত রহিয়াছে গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে চালিত করেন, তাহাই গোষ্ঠ বা ব্রজ। গোপাল শ্রীকৃষ্ণ যে দিনে গোচারণ-লীলা আরম্ভ করিলেন, সেই তিথিই গোপাষ্টমী বা গোষ্ঠাষ্টমী।

গত ২৯শে কার্ত্তিক, রবিবার তিনজন শ্রীগৌরপার্ষদের তিরোভাব-লীলার তিথি ছিল। এই শ্রীগৌরপার্ষদত্রয়ের নাম—শ্রীল দাস গদাধর প্রভু, শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু ও শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত। শ্রীল দাস গদাধর প্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের গণে যুগপৎ গণিত হইয়া থাকেন। শ্রীল দাস গদাধর প্রভুর চরিত্র অতি অদ্ভুত। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমপ্রচার-লীলার সহায়কারী দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ছিলেন। তিনিও গৌড়দেশে অশেষ-বিশেষে নাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন। শাস্ত্রে কথিত আছে—'অশ্রদ্দধানে নাম উপদেশ করিবেন না।' উপদেশটী সাধকজীবের পক্ষেই প্রযোজ্য। যেহেতু তাঁহারা বদ্ধ অনুচেতন জীব, তাঁহাদের জন্যই এই আইন। কিন্তু, সর্ব্ব নিত্যসিদ্ধ বস্তু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পরম বিক্রমশালী নিত্যসেবককে সেই আইন বাধ্য করিতে পারে না। তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তিনী গঙ্গার তীরে 'এঁড়িয়াদহে' বাস করিতেন। সেই 'এঁড়িয়াদহ' গ্রামের অধিপতি কাজী অত্যন্ত পাষণ্ড ও হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী ছিল। শ্রীল দাসগদাধরপ্রভু নির্ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন এবং সকলকে হরিনাম করাইতেন। লোকে ভয়ে কাঁপিত—এমন দুষ্ট কাজী কখন না জানি আমাদের কি সর্ব্বনাশ করে! গ্রামের লোক হরিনাম-কীর্ত্তন করিলেও অত্যন্ত কাজীর ভয়ে ভীত হইয়াছিল। তাহারা বিশেষ আশঙ্কা করিল যে, কাজী যখন পরম ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তনে বাধা দিয়াছিল এবং শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকেও নির্য্যাতন করিয়াছিল, তখন হরিনাম করিলে এই গ্রামের দুর্দ্দান্ত কাজী কি আমাদের উপর অত্যাচার করিতে ছাড়িবে? শ্রীল দাসগদাধর প্রভু কোমলশ্রদ্ধ হরিনাম-কীর্ত্তনকারী গ্রামবাসিগণের অন্তরের ভীতির কথা বুঝিতে পারিয়া একদিন কাজীকে উদ্ধার করিবার মানসে রাত্রিতে সপার্ষদ তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি পার্ষদগণ বেষ্টিত হইয়া কাজীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"কাজী, তুই হরিনাম বল, নতুবা এখনি তোর মস্তক লইব।" কাজী দুর্দ্দান্ত হইলেও মহাভাগবতের প্রভাবে কোনপ্রকার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিল না, অধিকন্তু ভয়ে জড়সড় হইল। শ্রীল দাসগদাধর-প্রভু তাহাকে বলিলেন, "শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের এই পাতকী-পাবন অবতারে সকলেরই উদ্ধার হইল, কেবল তুই মাত্র বাকী আছিস্। তুই কৃষ্ণনাম বল্ তোর কোন বিপদ্ নাই।" তখন কাজী বলিল,—"আমি কালি হরিনাম বলিব।" শ্রীল দাসগদাধর প্রভু বলিলেন, "এই ত' বলিলা হরি, আর কালি কেন?" শ্রীল দাসগদাধর-প্রভুর অহৈতুকী কৃপায় অত্যন্ত দুরাচার গো ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী, অতিশয় পাপী কাজীরও উদ্ধার হইয়াছিল। ভগবৎ-পার্ষদ পতিতপাবন দেবর্ষি নারদের অহৈতুকী কৃপায় অত্যন্ত বিষয়াসক্ত ও মদমত্ত কুবেরাত্মজ মণিগ্রীব ও নলকূবরের উদ্ধার হইয়াছিল। তাহারা উভয়ে সুরা-বিষয়-মদমত্ত হইয়া বৈষ্ণবগণের অমর্য্যাদা করিয়াছিল। দেবর্ষি শ্রীনারদ অভিশাপের ছলে তাহাদিগের দেবত্ব ও শ্রীভগবৎপাদপদ্মলাভের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। সেই কুবের-পুত্রদ্বয় শ্রীকৃষ্ণলীলায় ব্রজে নন্দগৃহে যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যশোদার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযশোদা-কর্ত্তৃক উদরে দামবদ্ধ-অবস্থায় উদূখলকে আকর্ষণ করিলে তাহা যমলার্জ্জুন-বৃক্ষে বাধিয়া পড়িল এবং তাঁহারই আকর্ষণে বৃক্ষদ্বয় ভূপাতিত হইলে ওখান হইতে দিব্যদেহধারী কুবেরাত্মজ বাহির হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বন্দনা করত শ্রীকৃষ্ণের ও তদ্ভক্তের গুণমহিমা কীর্ত্তন করিয়া [illegible]। শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ দেবর্ষি নারদের কৃপায় আজ সাধন ভজনহীন অপরাধী দেবপুত্রদ্বয়ের মোচন হইল; তাঁহারা আজ বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। সুতরাং, জীব বাহিরে যতই দুরাচার, যতই পাপী, যতই অপরাধী হউক না কেন, যদি কোন পরম দয়াল শ্রীগৌরপার্ষদের অর্থাৎ গৌরভক্তের কৃপাদৃষ্টি কোনরূপে ঐরূপ জীবের প্রতি পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার আর কোন পাপ বা অপরাধ থাকিতে পারে না।

শ্রীল দাসগদাধর প্রভু যে অশ্রদ্দধান মহাপাপী কাজীকে হরিনাম উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন বাধাপত্তি হয় নাই। কারণ তিনি নিজশক্তিবলে কাজীর মঙ্গল করিয়াছিলেন। এজন্যই শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—ভক্তি এত নিরপেক্ষ যে কাহাকেও অপেক্ষা করে না। কিন্তু আমরা অসমর্থ হইয়া সমর্থের অভিমানে অপ্রাকৃত গৌরপার্ষদ শ্রীল দাসগদাধর প্রভুর অনুকরণ করিয়া অশ্রদ্দধানকে নাম উপদেশ করিলে আমাদের গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধ হইবে। অশ্রদ্দধানে নাম-উপদেশ করিতে শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন। কলির কি প্রভাব, কি দুঃখের বিষয়! আজকাল কেন, হিন্দুগণ পর্য্যন্ত আজকাল হরিনাম শুনিতে পারে না! একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিতেছি, বিগত হিন্দু আইন বিবাদের কালে যখন শ্রীধাম গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে শ্রীহরি-কীর্ত্তন চলিতেছিল, তখন তথাকার হিন্দুরা কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে আমাদিগকে নিষেধ করিল এবং তথাকার সেবকগণ তাহাদের ঐ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলে তাহারা ঐ সেবকদিগকে বলিল "তোমরা যে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন কর, তাহাতে আমাদের [illegible] করিবার পক্ষে অসুবিধা হয়। সুতরাং তোমরা শীঘ্র কৃষ্ণকীর্ত্তন বন্ধ কর।" তদুত্তরে সেবকগণ বলিলেন—"একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই আমাদিগকে সকল সময় রক্ষা করিবেন। মানুষের কোন চেষ্টা বা সাহায্য আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

আমরা যদি নিষ্কপট ভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের প্রীতির জন্যই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করি, তবে কোনকালেই কোন তথাকথিত বিপদ্ আসিতে পারে না। আর যদি আমরা শ্রীনামাশ্রয় না লইয়া নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি বা দৈহিক-বলে বাঁচিতে চাই, তাহা হইলে কিছুতেই বাঁচিতে পারিব না। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণনামপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করাই বুদ্ধিমত্তার কার্য্য।

গৌরপার্ষদ শ্রীল দাসগদাধর প্রভু শেষ-লীলা কাটোয়ায় অবস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলাস্থলীতে শ্রীগৌরচন্দ্রশ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীযদুনন্দন পণ্ডিত মাধুকরী ভিক্ষাদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিতেন। বহু ভক্ত শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কাটোয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলাক্ষেত্রের সন্নিকটে শ্রীদাসগদাধর প্রভুর সমাধি বর্ত্তমান আছে। তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অনুগত হইলেও কখনও কখনও মধুররসে আবিষ্ট হইতেন। তিনি অপ্রাকৃত গোপীর আবেশে দধি, ঘোল বিক্রয়ের জন্য নগরে বেড়াইতেন। ব্রজবাসিগণ যে দধি, মাখন উৎপন্ন করেন, তাহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণসেবার উদ্দীপনই হয়। শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামী প্রভু '[illegible]' ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বকৃত '[illegible]' ব্রজবাসিগণের ক্ষীর দধি-ভোজনের কথা বলিয়াছেন। পরমহংসবর শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ প্রত্যহ শ্রীধামবাসী ভাগ্যবান্ জনগণের নিকট হইতে শ্রীনন্দলালের ভোগের জন্য মাখন ও দুগ্ধ গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাময় তাঁহাদের ঐসকল দ্রব্যের জন্য চেষ্টা দেখা যায়।

শ্রীল দাসগদাধর প্রভুর অপ্রাকৃত ব্রজভাবের নকল করিয়া "সখীভেকী"-নামে এক অপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। বাহিরে যাহাই বেশ থাকুক না কেন, শ্রীগৌরপার্ষদগণের ভিতরে অপ্রাকৃত প্রকৃতি-ভাবই ছিল। অপ্রাকৃত অনুকরণকারীদের ভিতরে পুরুষ-অভিমান, বাহিরে সখীর বেশ, ইহাই কলির কাণ্ড!

দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত বৃহদ্ব্রতীর লীলা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর অবতারে যাঁহারা আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর লীলা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করিতেন, তাঁহাদিগকে "পণ্ডিত" বলা হইত। হরিভজনশীল শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা যে কৃত্রিম বৈরাগ্য ও মায়া-উপাসনার অভিনয় দেখা যায়, সেরূপ ব্রহ্মচারীর লীলা শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত প্রদর্শন করেন নাই। সাধক জীবের ন্যায় তিনি ইন্দ্রিয়দমন বা খ্যাতি-লাভের জন্য তপস্যা করেন নাই। তিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানন্দে বিভোর থাকায় পৃথিবীর ভাল-মন্দ-বিষয়ে তাঁহার দৃক্পাত ছিল না। শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের আস্থানে এবং বিভিন্ন স্থানে আছে।

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর প্রিয় শিষ্য শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের অপ্রকট তিথিও ঐদিন সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীল আচার্য্য প্রভুর বিরহে যে কয়েকটী পদ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীল আচার্য্য প্রভুর অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেল আচার্য্য ঠাকুর॥"

অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস॥"

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কৃত শ্লোক,—

শ্রীরূপপ্রমুখৈকশক্তি-কতমোনাদিদ্বয়োক্তি প্রভু-
র্দেহোহং নিজমোক্তি শক্তিনপরয়া শ্রীনিবাসাখ্যয়া।
যে শক্তী প্রকটীকৃতে করুণয়া ক্ষোণীতলে যেন সঃ
শ্রীচৈতন্যকৃপানিধির্ন্ন কদা দৃগ্-গোচরং যাস্যতি॥

এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরূপ-গোস্বামী-প্রমুখ কোনও মুখ্যশক্তিদ্বারা ভক্তিগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়েছেন এবং শ্রীনিবাস-নামক অন্যতম শক্তিদ্বারা তাহা বিস্তার বা প্রচার করিয়েছেন। করুণার্ণবতঃ যৎ-কর্ত্তৃক পৃথিবীতে উক্ত দ্বিবিধ শক্তি প্রকটিত করিয়াছেন, সেই করুণার্ণব শ্রীচৈতন্যদেব কবে আমার নয়নপথগামী হইবেন?

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-গ্রন্থের একটী শ্লোকের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া বৈষ্ণবসভায় শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে 'আচার্য্য'-পদবী প্রদান করেন।

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-স্থান 'চাখন্দি'। উহা কাটোয়া লাইনে দাঁইহাট ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম। কেহ বা চাখন্দি-গ্রামকে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর মাতাপিতা উভয়েই গৌর নিজজন ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর যে দিন কাটোয়ায় সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই দিন সেই স্থানে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃদেব শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যও উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলা-দর্শনে প্রভুর বিরহ সন্তপ্ত হইয়া-

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

ছিলেন যে, তিনি সর্ব্বক্ষণ "হা গৌরাঙ্গ, হা চৈতন্য" বলিয়া উচ্চৈঃ নাম উচ্চারণ স্মরণ করিতেন। তিনি গৃহে ফিরিয়াও গৃহকর্ম্ম করিতেন না। সজ্জনগণ বলিলেন—তিনি যে সে বাতুল নহেন, "শ্রীচৈতন্যের বাতুল"। তিনি শ্রীল গৌরপার্ষদ বলিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে "শ্রীচৈতন্যদাস" নাম দিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর বাল্যকাল হইতেই শ্রীবৈষ্ণব মাতা-পিতার ক্রোড়ে থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নাম গুণ-লীলা-শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে যাজিগ্রামে থাকিয়াই ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিয়া অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদগণের শ্রীপাদপদ্মদর্শনের জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর যে তীব্র ব্যাকুলতা হইয়াছিল, তাহা 'শ্রীভক্তিরত্নাকর', 'শ্রীকর্ণানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অন্তর্দ্ধানের পর তিনি নীলাচল-পথে গমনকালে যেরূপ বিপ্রলম্ভ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ভাষায় বর্ণন করা যায় না। তিনি পুরীতে পৌঁছিয়া শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভৃতি কতিপয় গৌরপার্ষদের শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিপ্রলম্ভ অত্যধিক হওয়ায় তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তবর্গের নিকটে যাইতে আদেশ করিলেন।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর তিন জন শিষ্যের নাম শুনা যায়। তন্মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুই সর্ব্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। [illegible]মানে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ-সেবার [illegible] পাণ্ডাগণ আছেন, তাঁহারা শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য শ্রীগোপীনাথ পূজারীর [illegible]বংশ। কিংবদন্তী—হরিবংশ নামক [illegible] শ্রী[illegible] শ্রীগোপালভট্টকর্ত্তৃক [illegible] হইয়াছিল। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীল শ্যামানন্দের পরম প্রিয় বন্ধু ছিলেন। ইঁহারা [illegible] দীর্ঘকাল শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর নিকট বাস করিয়া ভক্তিশাস্ত্র ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত শিক্ষা করেন। শ্রীবিগ্রহ-সেবা-সভার পারদর্শী আচার্য্যপ্রবর শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে 'আচার্য্য'-পদবী, শ্রীল নরোত্তম প্রভুকে 'ঠাকুর মহাশয়'-পদবী এবং দুঃখী কৃষ্ণদাসকে 'শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু' বলিয়া নাম প্রদান করেন। পূর্ব্বোক্ত [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-শক্তিবলে [illegible] মনোহরসাহী-পূরণের জন্য যেরূপ [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এখানে [illegible] না হওয়ায় শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভু শ্রীনিবাস নরোত্তম-শ্যামানন্দ প্রভুত্রয়কে গ্রন্থ-প্রচারণের শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীগ্রন্থবিগ্রহস্বরূপ গ্রন্থসকলকে কয়েকটী গো-শকটে সুসজ্জিত ও বহু অস্ত্রধারী রক্ষী-পরিবেষ্টিত করিয়া গৌড়দেশে পাঠাইবার প্রবন্ধ করিলেন। যখন প্রভুত্রয় গ্রন্থসহ শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীগৌড়দেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীবৈষ্ণববৃন্দসহ বৃন্দাবন হইতে মথুরা পর্য্যন্ত উক্ত প্রভুত্রয়ের সহিত আসিয়া উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভুত্রয় গৌড়দেশের বীরভূম জেলার অন্তর্গত বনবিষ্ণুপুরে পৌঁছিলে তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ গ্রন্থরাজী অপহৃত হয়। তৎকালে বনবিষ্ণুপুরে বীরহাম্বীর নামক একজন দস্যুরাজ বাস করিতেন। ঐ বীরহাম্বীর বহু দস্যু-ভাণ্ড মনে করিয়া লোক দিয়া গ্রন্থরাজী চুরি করাইয়াছিলেন। গোস্বামিগণের জীবনসর্ব্বস্ব গ্রন্থ অপহৃত হইলে শ্রীবৈষ্ণবত্রয় অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। পরম গম্ভীর ও বুদ্ধিমান্ শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু সঙ্গী বৈষ্ণবগণকে অতিশয় বিহ্বল হইতে বারণ করিলেন। তিনি শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুকে প্রবোধ দিয়া তাঁহার শ্রীপাটে পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে ছদ্মবেশে বনবিষ্ণুপুরে থাকিয়া বীরহাম্বীরের মতিগতি কিরূপ, তাহা জানিলেন। বীরহাম্বীর প্রত্যহ রাজবাটীতে কোনও ব্রাহ্মণ পাঠকের নিকট ভাগবত শ্রবণ করেন, জানিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু তাঁহার অনুগত ব্যক্তি দ্বারা রাজাকে জানাইলেন—তাঁহার অনুমতি হইলে তিনি রাজার সভায় ভাগবত পাঠ করিতে পারেন। পাঠের ব্যবস্থা হইল। রাজা বীরহাম্বীর মহাভাগবত শ্রীল আচার্য্য প্রভুর শ্রীমুখে কয়েকদিন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া এতই আকৃষ্ট হইলেন যে, তিনি আর শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। নিজের পাপময় জীবনের প্রতি শত শত ধিক্কার দিয়া তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে ক্রন্দন করিতে করিতে শরণাগত হইলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গোস্বামি-গ্রন্থের অকস্মাৎ অপহরণের কথা রাজাকে জানাইলে তিনি সরলভাবে নিজের সঙ্গিগণের অপকার্য্যের কথা সকলই বলিলেন, নিজেও আত্মগ্লানি অনুশোচনা করিলেন এবং সমুদয় গ্রন্থ ফিরাইয়া দিলেন। গৌরশক্তি পরম-দয়াল শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর কৃপায় তাঁহার নৈতিক জীবনের কেবল পরিবর্ত্তন মাত্র হইল না, তিনি সদ্বীক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভক্তির অধিকারী হইলেন। যিনি পূর্ব্বে একজন দুর্নৈতিক দস্যু হইয়া পাপময় জীবন যাপন করিতেন, তিনি আজ একজন মহাপ্রেমিকের কৃপায় শ্রীরূপানুগ মহাভাগবত হইয়া মহারাজ শ্রীগৌরপাদপদ্মের অনুসরণে গৌড়দেশে বিশেষভাবে নামপ্রেম-প্রচারের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

শ্রীল আচার্য্য প্রভু শ্রীপাট যাজিগ্রামে অবস্থানকালে প্রায়ই শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণবভক্তবর্গের নিকট যাইতেন। শুনা যায়, গৌরপার্ষদ শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আদেশে তিনি বিবাহলীলা প্রকাশ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর দুই পত্নী ছিলেন। তাঁহারাও পরমা ভক্তিমতী ছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্বশুরকুলের প্রায় সকলেই তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পূজিত শ্রীজনার্দ্দন শালগ্রাম এবং তৎপুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ ঠাকুরের পূজিত শ্রীগোপাল-বিগ্রহ আছেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের তিন কন্যাও—সকলেই আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। আচার্য্যকন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণী বৈষ্ণবগণের একজন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি কবিকর্ণপুরকে কর্ণানন্দ গ্রন্থ লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা করিতেন এবং তাঁহারই শিষ্য শ্রীযদুনন্দন দাস শ্রীকর্ণানন্দ গ্রন্থের লেখক।

রাম চক্রবর্ত্তী ও রাম কবিরাজ—ইঁহারা সকলেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। রাঢ়দেশের কাটোয়া-প্রদেশে যে মনোহরসাহী-কীর্ত্তনের প্রচার আছে, তাহা শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রবর্ত্তিত। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর রচিত যে ২।১টী পদ পাওয়া যায়, তাহাতে কোন সিদ্ধান্ত-বিরোধ নাই। গৌরপার্ষদ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের গ্রন্থ গৌরনাগরী-বাদের কোনও গন্ধ নাই, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে অনেক সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ গৌরনাগরী-বাদের পদ রচিত হইয়া শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের নামে প্রচারিত হইয়াছে। পরম পণ্ডিত শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য এবং শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের পরম বন্ধু ছিলেন। পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির লীলা করেন।

শ্রীল শ্রীনিবাস, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু একচিত্ত, একপ্রাণ, এক-আশয়-বিশিষ্ট হইয়া অনর্গল আচার প্রচার করিয়া শ্রীগৌরমনোহভীষ্ট-পূরণকল্পে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনবন্যা প্রবাহিত করেন।

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস॥

ভক্তগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবতিথি উভয়ই পরমকল্যাণদায়িনী। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের বিরহতিথিতে আমাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরহদুঃখ সর্ব্বক্ষণ জাগাইয়া রাখে। নিত্যসুহৃদ্ শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীভক্তবর্গের এত অহৈতুকী করুণা-সত্ত্বেও আমাদিগের হৃদয় কিছুতেই গলিতেছে না। দুর্দ্দৈব [illegible], এ ক্ষণ আমাদের চিত্ত এরূপ কঠিন [illegible] যে, এত সাধু-কীর্ত্তন-শ্রবণ ও বিরহ-উৎসবাদিতে যোগদান করিয়াও আমাদের চিত্ত কিছুতেই দ্রবীভূত হইতেছে না। কর্ম্ম আমাদিগকে পাইয়া আমাদের আদর বাড়াইয়াছে, শুদ্ধভক্তি ও ভক্তে কিছুমাত্র আদর হইতেছে না। [illegible] সংসার দুঃখ ও দুর্গতিও করিতেছে, অথচ সুখভাবে সাজাইয়া রাখিতেছে। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব অহৈতুকী কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রভুত্রয়কে উদ্ধার করাইবার জন্য কিরূপ তীব্র প্রকাশমুখর লীলা প্রকাশ করিয়াছেন! তাহাতেও কি আমাদিগের চিত্তে বিন্দুমাত্রও প্রীতি হয়? যাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কথা শ্রবণ করিলে, তাঁহার সকল শরণাগতি অবশ্যই স্ফূর্ত্তি হইবে।

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

ভক্তির সকল অঙ্গের মধ্যে পাঁচটী অঙ্গ প্রধান—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥"

পঞ্চপ্রকারের সাধনের অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াও আমাদের যে ভাবান্তরে উদয় হইতেছে না, তাহার কারণ আমাদের হৃদয় অপরাধে পরিপূর্ণ। বাঞ্ছাকল্পতরু আমাদিগকে হরিসেবা হইতে ও বৈষ্ণবের সঙ্গ হইতে দূরে রাখিতেছে। শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনাম, শ্রীধাম, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীগঙ্গা, শ্রীতুলসী—সকলই সচ্চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠবস্তু। কিন্তু আমাদের অনর্থ ও অপরাধের জন্য তাঁহাদের স্বরূপ আমাদিগের নিকট প্রকাশ হইতেছে না। আমাদের সেবাবুদ্ধি ও দৈন্যের অভাবে তাঁহারা আমাদিগের নিকট আত্মগোপন করিতেছেন। অদ্যাপি শ্রীখণ্ডে শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের সেবায় যুক্ত হইয়া দণ্ড, ক্ষীর ও অন্নভোজনকারী শ্রীগোপীনাথ আছেন। এখনও শ্রীগোপীনাথের অঙ্গে অঙ্গুলিচিহ্নের চিহ্ন আছে। শ্রীগোপীনাথের শ্রীচরণে প্রাণের সহিত প্রার্থনা জানাইতে হইবে। কায়মনোবাক্যে তাঁহার নিকটে শরণাগত হইতে হইবে। তবে নিষ্কপটে বলিতে পারিব,—

"পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ
পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে মযি পামরে
যদুচিতং যদুনাথ তদাচর॥"

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-মহতাম-

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তিরবিষ্ণবের বাণী বা বাক্যের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমের বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবেন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তজ্জন্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ব্যবস্থাপক ভগবদ্ভক্তগণের সম্পূর্ণ বশ, সুতরাং তাঁহাকে কোন প্রকার কার্য্যে নিয়োগ অপরাধের সঙ্কেতক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী অধিকারী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	১৲	৸০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে হার স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

সরকার কর্ত্তৃক কুইনাইন সাপ্লাই

একটী প্রেসনোটে প্রকাশ যে, বাঙ্গলার পাব্লিক হেলথ ডিরেক্টর সরকারের অনুমতি অনুসারে বর্ত্তমান বৎসরে কুইনাইন সরবরাহের জন্য ৩৫৪০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

এই কুইনাইন, প্রত্যেক জেলা বোর্ড-কর্ত্তৃক চালিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত হাঁসপাতাল, ডাক্তারখানা এবং অন্যান্য দোকান যেমন, অ্যাংকসার, এ্যান্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটী, এ্যান্টি কালাজ্বর কেন্দ্রের এজেন্টগণের দ্বারা বণ্টন হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য হাঁসপাতাল ও ডাক্তারখানা-সমূহকে জেলা সিভিল সার্জ্জন কর্ত্তৃক বণ্টন হইবে।

ইহা ছাড়া সরকার পাব্লিক হেলথ ডিরেক্টরের নিকট ৪২০০০৲ টাকা জরুরী আবশ্যকতার জন্য গচ্ছিত রাখিয়াছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণের জন্য সরকার ২৪০০০৲ মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থ দ্বারা কেবল বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক প্রস্তুত কুইনাইন ক্রয় করা হইবে।

বৃটেনে বিমান হানার বিবরণ

যোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ ডাফ্‌কুপার লণ্ডন এবং মফঃস্বলে বোমাবর্ষণ সম্পর্কে 'ফ্রণ্ট লাইন, ১৯৪০-৪১' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকে দেশরক্ষা বিভাগের কার্য্যাবলীর সরকারী বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিবরণে জানা যায় যে, ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর হইতে তিন মাসের মধ্যে লণ্ডনে মোট প্রায় ৩০ হাজার বোমা ফেলা হয় এবং প্রায় ১৩ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পর পর ৫৭ রাত্রিতে লণ্ডনে বোমা ফেলা হয় এবং আগুনে বোমার হিসাব বাদ দিয়া ১১ মাসে মোট সাড়ে সাত হাজার টন ওজনের ৪৫ হইতে ৫০ হাজার বোমা লণ্ডনের প্রায় উপর পড়ে। প্রথমে ২১ দিনের মধ্যে লণ্ডনের অগ্নিনির্ব্বাপক দলকে প্রায় ১০ হাজার বার ডাকা হয়। ৯ মাসে লণ্ডনের ১ হাজার ১ শত ৫০টি গৃহ ভাঙ্গিয়া এবং ৩৭৫ হাজার ব্যক্তি গৃহহীন হয়।

বৃটেনের সমস্ত বিমান আক্রমণে মোট ১৯০ হাজার বোমা বর্ষিত হয়; ৪৩ হাজার ৩ শত ৮১ জন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয় ও ৫০ হাজার ৮ শত ৮৭ জন অঙ্গবিহীন আহত হয়। পোর্টসমাউথের ৭০ হাজার গৃহের মধ্যে ৬৫ হাজার গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভারতের পরবর্ত্তী বড়লাট

গত ৩০শে মার্চ্চ "ডেলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা বলেন যে, লর্ড লিনলিথগোর পর যিনি ভারতের বড়লাট হইবেন, তাঁহার নাম শীঘ্রই ঘোষিত হইবে। তিনি আরও বলেন "প্রধান মন্ত্রী পরবর্ত্তী বড়লাটের নাম প্রকাশ করিতেছেন এবং বোধ হয় এমন লোকের নাম প্রকাশ করা হইবে যাহার কথা কেহই ভাবেন নাই। এছাড়া বৃটিশ মন্ত্রিসভায় আরও রদবদল হইতে পারে।"

পঁচাত্তর হাজার মণ চাউল

বাঙ্গলার বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট হইতে ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট সঙ্গতভাবে প্রায় ৭৫ হাজার মণ চাউল পাইয়াছেন।

সম্প্রতি এই দুইটি জেলায় চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় চাউলের ক্রেতা-দিগের সুবিধার জন্য এই চাউল সরবরাহ করা হইয়াছে।

৫৫ হাজার মণেরও অধিক চাউল ময়মন-সিংহ এবং ২৫ হাজার মণ ত্রিপুরা জেলায় পাঠানো হইয়াছে। জেলা-অফিসারগণ দুইটি জেলার সুবিধাজনক কেন্দ্র হইতে চাউল আমদানী করিতেছেন এবং স্থানীয় অফিসারদিগের নির্দ্দেশে ও তত্ত্বাবধানে ক্রেতাদিগকে চাউল দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কৃষ্ণভজনামৃতম

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর বিরচিত মূল, শ্লোকার্থ, অনুবাদ ও বিবৃতি সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

'নবদ্বীপ ধাম' ও প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। প্লীহা, যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার জ্বর থাকে কি না। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীকুঞ্জবিহারী অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible]-শ্রীমনঃশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিবৃতিকার শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবরণ-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৭শ বর্ষ { ১৫ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২১শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৭ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, সোমবার { ১১৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ কেশব, শর্ব্ব সর্ব্বশ, গৌরাব্দ ৪৫৬

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ"

ভগবদ্বহির্মুখতাই জীবের মায়া-বন্ধনের একমাত্র কারণ। এই ভগবদ্বহির্মুখতা দূর করিতে হইলে একমাত্র ভগবৎসাম্মুখ্যই প্রয়োজনীয়। সাধুসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

—হে ভগবন্! ভ্রমণশীল জীবের যে কালে ভবাপবর্গ অর্থাৎ সংসার-ভ্রমণের শেষ হয়, তখনই তাহার সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং যে কালে সৎসঙ্গ লাভ হয়, সেই সময়েই স্থাবর-জঙ্গমের অধিষ্ঠাতা, সদ্গতিস্বরূপ আপনার প্রতি তাহার রতি জন্মিয়া থাকে। যখন ভ্রমণশীল জীবের নিজ সুকৃতিবশতঃ বিভিন্ন যোনিতে যাতায়াত করা অবস্থায় 'ভবাপবর্গ' অর্থাৎ সংসার-ক্ষয়ের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, তখনই তাহার সৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। এ স্থলে 'যখন সাধুসঙ্গ হয়, তখনই ভবাপবর্গ হয়'—এইরূপ বলাই সঙ্গত ছিল, যেহেতু 'ভবাপবর্গ' অর্থাৎ ভববন্ধ-নাশের সৎসঙ্গই একমাত্র কারণ, কিন্তু সেইরূপ না বলিয়া 'যখন ভব-বন্ধনের নাশ হয়, তখনই সৎসঙ্গ লাভ হয়' —এইরূপ কার্য্যকারণের বিপর্য্যয়-কথন দ্বারা সৎসঙ্গটি অবশ্য অপেক্ষণীয়রূপে জ্ঞাপিত হইয়াছে। সৎসঙ্গের আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপেই জীবের অবিদ্যাবিনাশ ও ভববন্ধমোচন হইয়া থাকে। এখানে কেবল কার্য্যোৎপত্তি-বিষয়ে কারণের ক্ষিপ্রকারিতা-প্রতিপাদনের জন্যই কারণের পূর্ব্বে কার্য্যের উক্তি হইয়াছে। মায়াবন্ধন-মোচনরূপ মুক্তি সাধুসঙ্গ-প্রাপ্ত পুরুষের অবান্তর ফল। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" অর্থাৎ অন্যথারূপ বা জড়-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপাবস্থিতি বা ভগবদ্দাস্যোপলব্ধিই প্রয়োজন। ভববন্ধ-মোচন-কার্য্য সাময়িক। তাহা যে মুহূর্ত্তে হয়, সেই মুহূর্ত্তেই মুক্তির কার্য্য শেষ হইয়া যায়; কিন্তু স্বরূপে অবস্থিত হইয়া জীবের যে অনন্ত ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাহাই মূল প্রয়োজন। আত্যন্তিক দুঃখহানিকে মুক্তি বলা যায়, কিন্তু মুক্তির পর চিৎসুখ-প্রাপ্তিরূপ একটি অবস্থা আছে। ভববন্ধন-মোচন বা মুক্তির পর সাধুসঙ্গ—এরূপ নহে। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবার মুখ্য ফলস্বরূপে ভগবৎ-প্রেমপ্রাপ্তি ও গৌণফলস্বরূপে ভববন্ধনমোচন —ইহাই শাস্ত্র ও মহাজনগণ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তি ফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

(চৈঃ চঃ)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীঅমৃত-শিক্ষায় বলিয়াছেন,—

কদা বাহং বাহং হরিজনপদ-বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপ্রাপ্য অবনমনে তান্ প্রচরিহ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্তা ভজতি পরবৈরাগ্যবিভবাৎ
স্বরূপং বিজ্ঞাতো বিষয়সুখভোগং ন কুরুতে॥

সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিজন-পতিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া থাকে; কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে ক্রমশঃ তাহার মায়িক দশা দূর হইতে থাকে এবং সে ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করত বিমল কৃষ্ণসেবারস ভোগ করিতে যোগ্য হয়।

আবার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীশরণাগতিতেও কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

শুদ্ধভকত- চরণরেণু
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা পরম সিদ্ধি,
প্রেম-লতিকার মূল॥

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু
বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

(ভাঃ ৩।২৩।৫৫)

অর্থাৎ অজ্ঞানক্রমে অসাধু-সঙ্গ করিলেও সংসারবন্ধন লাভ হয়, আবার সেই সঙ্গ অজ্ঞানেও যদি সাধুতে কৃত হয়, তাহাই নিঃসঙ্গত্ব অর্থাৎ বিমুক্তির কারণস্বরূপ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আরও জানা যায়, —অবধূতবর শ্রীদত্তাত্রেয়-মুনির সঙ্গফলেই পিঙ্গলা-নাম্নী বেশ্যাও সংসারবাসনা-নির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন।

আবার ব্যতিরেক-ভাবেও শাস্ত্র সাধুসঙ্গের কথাই বলিয়াছেন -

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণভক্তের কৃপা ব্যতীত অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি-উদয়ের সম্ভাবনা নাই, কৃষ্ণভক্তি ত' দূরের কথা, প্রাকৃত-বুদ্ধিরূপ সংসার পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না। প্রাকৃত সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তকেই অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ, জীবের একমাত্র হিতৈষী বন্ধু জানিয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলেই অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাধিকার লাভ হয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে প্রাকৃত ভোগবাসনা-নিবৃত্তি হয়।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং
ন বৃণীত যাবৎ॥

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত জীব নিষ্কিঞ্চন মহাত্মা ভগবদ্ভক্তের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, সে-পর্য্যন্ত সমস্ত অনর্থের অপগমস্বরূপ ভগবচ্চরণে তাহার মতি হয় না। অবধূতবর মহাভাগবত পরমহংস জড়ভরত মহারাজ রহূগণের নিকট ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়-বর্ণনমুখে বলিয়াছিলেন,—'হে রহূগণ! যে-পর্য্যন্ত মানবগণের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, সে-পর্য্যন্ত তাহা অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবৎসঙ্গী সাধুর সঙ্গ-প্রভাবে জীবের যে পরম কল্যাণ লাভ হয়, তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের কিছুমাত্র তুলনা করা যাইতে পারে না।

তবে এস্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদিও সাধুসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের একমাত্র কারণ, তথাপি কিছু অপরাধ-কলুষিত থাকিলে তাহা সাধুসঙ্গের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা নিরপরাধ, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে দুঃসঙ্গ করিলেও সৎসঙ্গপ্রভাবে তাঁহাদের ভগবৎসাম্মুখ্যের উদয় হইয়া থাকে। অন্য-কামনা থাকিলেও যদি অপরাধ না থাকে, তাহা হইলে ধ্রুবের ন্যায় বলীয়ান্ সাধুর বলীয়সী কৃপা-সম্ভাবনাতে নিজের মনোযোগের অভাব সত্ত্বেও সাধুসঙ্গ-ফলেই ভগবানে মতি হইয়া থাকে। তবে

আশীর্বাদ-দায়ক সাধুগণ অপরাধীর প্রতিও কোন কোন স্থলে যে দয়াপ্রকাশ-লীলা করেন—যেরূপ নলকূবর ও মণিগ্রীবের দৃষ্টান্ত প্রভৃতিতে দেখা যায়, তাহা কেবল সেই সেই ক্ষেত্রে সেই সেই ব্যক্তি-বিশেষের জন্যই জানিতে হইবে; পরন্তু সমস্ত অপরাধীর সম্বন্ধে নহে।

ভক্তিসাম্রাজ্ঞীর দ্বারপাল

(মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ)

শ্রীভক্তিসাম্রাজ্ঞীর দুইটী দ্বারপাল—একটীর নাম বৈরাগ্য, অপরটীর নাম জ্ঞান। বিমুখতার উচ্ছেদ-কার্য্যে বৈরাগ্য ও অপর সকলের বিবেককার্য্যে জ্ঞান দ্বারপালরূপে নিযুক্ত থাকিয়া ভক্তির বিঘ্ন নিবারণ করিয়া থাকে। যাহা যে ভগবদ্বিমুখতা, বৈরাগ্য তাহার উচ্ছেদক। কেবল সংসার-ত্যাগের পাত্র নিবেদনই বৈরাগ্য নহে। সংসারের প্রতি যে বিরাগ, তাহাই ফল্গুবৈরাগ্য বলিয়া বিবেচিত। জ্ঞানের কার্য্যও ভুক্তি মুক্তির স্পৃহা পরিত্যাগ করাইয়া ও বহির্ম্মুখবুদ্ধি দূর করাইয়া শ্রীভগবানে প্রীতি বর্দ্ধন করা। সুতরাং ভক্তিদেবীর ভক্তির বিঘ্ননিবারণের জন্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য—দুইজন দ্বারপালরূপে নিযুক্ত থাকে; কিন্তু অনেকেই এই দ্বারপাল দুইটীকে ভক্তিদেবীর প্রভু বা দেবতা মনে করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার মনে করেন—এই দ্বারপাল দুইটী ভক্তিদেবীর সেবকমাত্র, অতএব এই সেবকদ্বয়ের আশ্রয় না থাকিলে ভক্তিদেবীর অস্তিত্বই লোপ পাইবে অর্থাৎ জ্ঞান ও বৈরাগ্যই ভক্তিকে সর্ব্বদা রক্ষা করে। বস্তুতঃ এই দুইটী বিচারই ঠিক নহে। জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপ্রাকৃত ভক্তিদেবীর সেবকমাত্র নহে। ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি, তিনি স্বপ্রকাশ বা স্বতন্ত্রা নহেন। তাহার কৃপায় ভক্তি-পথ-যাত্রীগণের মস্তককে সোপান করিয়া তাহারা সে দৈন্যভূমিতে আরোহণ করেন; কিন্তু সাধকজীবের যে সকল বিঘ্ন ভক্তির দ্বারে উপস্থিত হয়, তাহা হইতে ঐ দ্বারপালদ্বয় রক্ষা করিয়া থাকে। আবার ভক্তিদেবীর কৃপা না হইলে ঐ দ্বারপালদ্বয় ... করিয়া স্বয়ংই ... জ্ঞানরূপ দৈন্য ও অজ্ঞান ... করে। এজন্য ... জ্ঞানকে ভক্তির অঙ্গ বলা হয় নাই।

... ভক্তিসাম্রাজ্ঞীর কৃপায় হইতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাঁহার সেবা করিবার জন্য প্রতীক্ষা করে।

... ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-... দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—১০৭ শ্লোক)

হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার দিব্যকিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত (স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত) হন। তখন (ধর্ম্মার্থ-কামরূপ ত্রিবর্গ ও মুক্তিরূপ অপবর্গ পাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না কেননা) স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে (দাসীর ন্যায় পুষ্প হইতেই আনুষঙ্গিকভাবে অবিদ্যামোচনরূপ অবান্তর ফলদ্বারা) আমাদিগের সেবা করিতে থাকিবে; আর ভুক্তি (অনিত্য স্বর্গ-ভোগাদি) ও ধর্ম্মার্থকামের ফলসমূহ (যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সেইভাবে তোমার চরণসেবার নিমিত্ত আমাদিগের) আদেশকাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।

ভক্তিমহেশ্বরীর সেবকগণের সেবার অপেক্ষা না করিলে ঐ দ্বারপালদ্বয়ের যে পতন হয়, তাহা জয়-বিজয়ের দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈরাগ্য—জয় ও জ্ঞান—বিজয় অর্থাৎ মর্য্যাদাপথে জয়নই হইতে পারে, যখন তাহারা ভক্তিদেবীর সেবকগণের বিঘ্ন করেন ও তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করে না। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু 'শ্রীভগবৎ'"মুক্তা-নামপি সিদ্ধানাং"—এই ভাগবতীয় শ্লোকের বিচারে বলিয়াছেন যে, মুক্ত-অর্থে—জীবন্মুক্ত সেই জীবন্মুক্তগণের মধ্যেও যাঁহাদের ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্ত প্রতি সৌভাগ্যবশতঃ অপরাধ না হয়, তাঁহারাই সিদ্ধ। অপরাধ হইলে জীবন্মুক্তগণেরও অধোগতি হয়। জ্ঞানাগ্নিদ্বারা পূর্ব্বে সমস্ত কর্ম্মরাশি ধ্বংস করিয়া থাকিলেও ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রাপ্তি হয়; অতএব জ্ঞান ও বৈরাগ্য সাধকের ক্লেশ হইতে আপাততঃ মুক্ত করিলেও ভক্তি ও ভক্তের সেবার অপেক্ষা না করিলে উহাদের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী।

ভাগবতধর্ম্ম

[২]

(শ্রীপাদ ... দাস ভক্তিশাস্ত্রী)

ভাগবতধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তি কর্ম্মসমূহের সংকল্প ও বিকল্পকারী মনকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের রূপাদিতেই সংযত করিবেন। প্রাকৃত-ভোগ-ব্যাপারে মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চালনা করে। শ্রীমদ্ভাগবত এজন্য বলিয়াছেন,—"অবিদ্য-মানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়োর্ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা। তৎ কর্ম্মসংকল্প-বিকল্পকং মনো বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ॥" অর্থাৎ এই দ্বৈতপ্রপঞ্চ অসৎ হইলেও ধ্যানকারী পুরুষের মানসিক চিন্তা হেতুই স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় উহার প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং বিবেকী পুরুষ কর্ম্মসকলের সংকল্প ও বিকল্পক মনকে সর্ব্বতঃ বিবেকবলে নিগৃহীত করিবেন; তাহা হইলেই অভয়লাভ ঘটিবে। কিরূপ বিবেকবলে এই মনোনিরোধ-ব্যাপারটি সম্ভব হইতে পারে, তদ্বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—"ন চ মনোনিরোধো গুরুভক্ত্যা বিনা প্রকারান্তরেণ ন ভবেৎ।" অর্থাৎ সেই মনোনিরোধ শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার উপায়দ্বারা সম্ভব নহে। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকে কেবল ভক্তিসহকারে ভজন করিলে আর কোন ভয় থাকে না। কিন্তু সেই ভক্তি কিরূপে লাভ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন,—"শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে। গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥ এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥" অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরির ত্রিলোক-কীর্ত্তিত সুমঙ্গল জন্ম, কর্ম্ম ও তাঁহার নাম সমূহের কীর্ত্তন করিয়া লজ্জা ও আসক্তি-ত্যাগে সর্ব্বত্র বিচরণ করিবেন। এবংবিধ ব্রতশীল হইয়া প্রিয়তম শ্রীহরির নামকীর্ত্তনাদি-নিবন্ধন অনুরাগযুক্ত ও বিগলিতচিত্ত পুরুষ লোকের হাস্যপ্রশংসাদিতে অনবধানযুক্ত হইয়া উন্মাদতুল্য উচ্চহাস্য, রোদন, চীৎকার, গান ও নৃত্যাদিবিষয়ে রত থাকেন।

কেননা ভক্তি যাঁহাদের উদয় হয়, তাঁহাদের আচার, বিচার ও লক্ষণ কিরূপ অলৌকিক, তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়াদিতে প্রবেশক্রমে ভগবদ্ভক্ত দিগকে ভোগ্য বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাদের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক যেসকল পরমোদার ভক্ত লজ্জা পরিহার করিয়া ভগবানের আবির্ভাব ও অপরাপর লীলার কথা গান করেন, সেই মহদাশ্রয় হরিব্রতপরায়ণ ব্যক্তিগণই প্রেমপথ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নামীর সহিত অভিন্ন নাম গ্রহণ করেন এবং শ্রীনামের কীর্ত্তনফলে ভগবানে উত্তরোত্তর অনুরাগবিশিষ্ট হন। তাঁহারা সর্ব্বদিন কৃষ্ণে পরিচয় করিয়া একাগ্রচিত্তে লোকাপেক্ষাশূন্য হইয়া বাহ্যলোকদর্শনে উন্মত্তপ্রায় ভাববিশিষ্ট হইবার কৌতুক প্রদর্শন করেন। তাঁহারা কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও উচ্চ-রোদন, কখনও গান প্রভৃতি নানাবিধ চেষ্টাদ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের ন্যায় উন্মত্ততা-সাদৃশ্য প্রদর্শন করেন। অতএব লোকসাধারণ বহির্ম্মুখ লোকে ভগবদ্ভক্তের এরূপ অনিয়ত অবস্থাকে আদর না করিলেও মহাভাগবতগণ দিব্যোন্মাদ বাস্তব অবস্থাজ্ঞানে গুণ-পরায়ণ-গণের উহাই স্বভাব বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বিচার করেন,—'পরিবদতু জনো যথা তথা বা ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ। হরিরসমদিরামদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশাম॥'"

ভাগবতধর্ম্মাশ্রিত সাধকের দর্শন ও প্রত্যেক বস্তুর সহিত ব্যবহার কিরূপ হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়া শ্রীভাগবত বলিতেছেন,—"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্। সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥" অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কসকল, প্রাণিসমূহ, দিক্‌সকল, বৃক্ষাদি, নদী, সমুদ্র এবং যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমকে শ্রীহরির শরীর-জ্ঞানে একচিত্ত হইয়া প্রণাম করিবেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ। জগদ্ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্॥ ইতি যথা ... যত্র যত্র দৃষ্টিঃ পতেত্তত্র হরেঃ শরীরং ভগবৎস্বরূপমেব স্ফূর্ত্তিকং পরন্তু তাদৃশং মত্বা হরেঃ শরীরত্বাৎ তাদৃশমেব প্রণমেৎ।" অর্থাৎ ধীর পরমার্থিগণ জগৎকে নারায়ণময় দর্শন করেন, লুব্ধগণ জগৎকে ধনময় দেখেন এবং কামুকগণ জগৎকে কামিনীময় দেখেন। অতএব ভাগবতধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তি আকাশ, বায়ু প্রভৃতি যেখানে যেখানে দৃষ্টিপাত করেন, সেখানে সেখানেই শ্রীহরির ভগবৎস্বরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত দেখিতে পান এবং শ্রীহরির শরীর-সম্বন্ধজ্ঞানে প্রণাম করেন অর্থাৎ নমস্কার করেন।

ভাগবতধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তির অভিলাষ পূর্ণরূপ সাধনবশতঃই ফলপ্রাপ্তি হইতে থাকে—ইহা দৃষ্টান্তসহ প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার উপায় হইতে ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥" অর্থাৎ ভোজনকারী পুরুষের প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, উদরপূরণ ও ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ কার্য্যত্রয় একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ শরণাগত পুরুষের ভজনকালে একসঙ্গেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবৎস্বরূপ স্ফূর্ত্তি এবং তদ্ভিন্নবস্তুতে বৈরাগ্যরূপ ভাবত্রয় অনুভূত হয়। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"যথা ক্ষুধার্ত্তস্য ভোজনার্থং ভুক্তৌ সত্যাং ক্রিয়মাণায়াং পুষ্টিঃ ক্রিয়মাণায়াং এব ক্ষুধাপায়শ্চৈব ভবতো তদ্বৎ ক্রিয়মাণে শ্রবণকীর্ত্তনাদিভজনে ভক্তে ক্রিয়মাণ এব পরেশানুভবঃ, ক্রিয়মাণেব বিরক্তিশ্চ ভবেৎ। যদৈব চ বহুকালিকঃ সম্পূর্ণা এব তুষ্টিপুষ্টিক্ষুদপায়াস্তদৈব বহুভজনতঃ সম্পূর্ণা এব ভক্তিপরেশানুভব বিরক্তয় ইতি। কিন্তু বহু-ভোজনাসামর্থ্যাৎ তত্ত্ব, বহুভজনস্য ভজন-সামর্থ্যাভিজ্ঞো ভবতীতি বিশেষো জ্ঞেয়ঃ।" অর্থাৎ যেরূপ ভোজনকারীর ক্রিয়মাণ ভুক্তিতে ক্রিয়মাণ পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ শরণাগত ব্যক্তির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভজন ক্রিয়মাণ প্রবৃত্ত হইলে ক্রিয়মাণই পরেশানুভব হয় এবং তৎপরিমাণেই বিরক্তি

হইয়া থাকে। যেরূপ বহু-ভোজনকারীর সম্পূর্ণরূপে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ বহুভজনকারীর সম্পূর্ণভাবেই ভক্তি, পরমেশ্বরানুভব ও বিরক্তি হইয়া থাকে। বহুভোজনবিষয়ে সমাবর্ত্তী হইয়া থাকে, কিন্তু বহুভজনকারীর ভজনসামর্থ্যাতিশয় হয়, ইহাই বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপরি উক্ত শ্লোকটি প্রকৃত ভাগবতধর্ম্মাশ্রয়কারীর পরিচয়াভিজ্ঞানের নিকষপাষাণ-স্বরূপ। শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—"ভগবদ্ভক্ত ভগবৎসেবা, ভগবজ্জ্ঞান ও ভগবদিতর ভোগ্যবস্তুর প্রতি বিরাগধর্ম্ম সমভাবে পরিদৃষ্ট হয়। ভোগের বস্তু বলিয়া যে যে স্থলে ভাগের বিচার প্রবল, সে সে স্থলেই বৈরাগ্যধর্ম্মের আধিপত্য। যে স্থলে ভগবৎসেবোপকরণ-জ্ঞানে ভোগ্যবিচার নাই, সে স্থলে ত্যাগ বা বৈরাগ্যবিষয়েও যত্ন নাই। তবে অজ্ঞানোথ বিরূপবিচারে ভগবৎসেবার প্রতিকূল-বিষয়ে বীতরাগ প্রবল থাকে। ভগবজ্জ্ঞানের প্রাতিকূল্য প্রতীতিবশতঃ স্বভাবতঃ নৈসর্গিক বিরাগ ভোগপরায়ণ জনগণের নিকট বিসদৃশ বোধ হইলেও উহা ভগবৎসেবার অনুকূল ব্যাপারবিশেষ। যাঁহার যে পরিমাণ ভগবজ্-জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তিনি সেই-পরিমাণ ভগবৎপ্রাতিকূল্যাচরণে উদাসীন এবং তাদৃশ ঔদাসীন্য তাঁহাকে সেই পরিমাণ ভগবৎসেবা করিবার অধিকার দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মিষ্টভোজনের পরিমাণানুসারে যেরূপ সন্তোষ, দেহপোষ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবৎসেবায় অগ্রসর হইলেই জীবের সেবা-প্রতিকূলবিষয়ে সেই-পরিমাণ বৈরাগ্য ও ভগবদ্বিষয়ে অনুভূতি বর্দ্ধিত হয়। অবিচারকগণ মর্কটবৃত্তি প্রভাবে যে কৃত্রিম বৈরাগ্যের আদর্শ করেন, তাহাই ভক্তের লক্ষণ নহে বা ভগবজ্জ্ঞানে জ্ঞানী হইবার আদর্শ নহে। ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি ভগবজ্জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন এবং ভগবদিতর মায়িক অভিজ্ঞানের সংহত অনভিযোগ নিক্ষেপ করে। ভগবৎসেবারহিত পরেশানুভূতি-ব্যাপার একমাত্র; উহা কখনও স্থায়িত্বের আদর করে না। অস্থায়ী প্রেয়ঃপন্থারূপ বিষয়াভিরাগ বা বুভুক্ষা জীবকে বিক্ষিপ্তচিত্ত করিয়া ভক্তাভিনয়ে প্রমত্ত করায়। যাঁহারা ভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত এবং তাদৃশ প্রবৃত্তি-ক্রমে সেবোন্মুখ, তাঁহাদের ভগবৎসেবার সহিত ভগবদনুভূতি ও মায়িক ভোগপ্রবৃত্তিতে বিরক্তি সমভাবে বর্ত্তমান। সেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত যে পরবস্তুর অনুভবের প্রয়াস বা বিষয়বিরাগের ছলনা, তাহা কখনই আদর করা যাইতে পারে না; কেননা, ঐ প্রকার বিচার ঐকান্তিকভাবে বিরোধী, অনর্থকালের প্রাতিকূল্য এবং বাস্তবসত্যের বিঘাতক।"

শ্রীল প্রভুপাদ-কথাপ্রসঙ্গ

---:(৩):---

সাধারণ জনগণ জানেন যে, কৃষ্ণসেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণই দৈত্য। তাঁহাদের স্বভাবে কৃষ্ণকে সংহার করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান। সেই-সকল দৈত্যবধার্থই ভগবান্ কৃষ্ণের যুগাবতার-কৃত্য সমাপ্ত হয়। অনেকের ধারণা, —যদুবংশ ভগবদ্বংশ বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা পৃথিবী ভারবিনাশী হন নাই, সুতরাং ভগবদ্বংশে কার্য্যপ্রবৃত্তির অভাব নাই। পাণ্ডবগণও ভগবানের জ্ঞাতিবংশ এবং তাঁহারাও পৃথিবীর ভারহরণের জন্য আবির্ভূত হন নাই। কিন্তু দৈত্যাবেশ-সাধনদ্বারা পৃথিবীর ভার যেরূপ অপসারিত হইয়াছিল, যদুকুলদ্বয়ের কলহ উপলক্ষ্য করিয়া দুষ্টরাজগণের দুষ্কর্ম্মরূপ পাপভারে ক্লিষ্টা পৃথ্বীও তদ্রূপ লঘুতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর যদুবংশের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণের সেবায় নিরত ছিলেন, তাঁহারাও ভগবানের সহিত অপ্রকটলীলায় যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু যে-সকল কৃষ্ণবিমুখ যাদব সাধারণের দৃষ্টিতে আপনাদিগকে কৃষ্ণের ন্যায় পূজ্য বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিধন-সাধনদ্বারা পৃথিবীর ভার অপসারণ করাইয়া পৃথ্বীকে বাধকতার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। কলহপ্রভাবেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ এবং তৎকালে উভয়পক্ষীয় নিহত যোদ্ধৃগণের সাহায্যে কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তিগণেরও সংহার সম্ভব হইয়াছিল; কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ ছিলেন, তাঁহাদিগকে পরস্পর যুদ্ধ করাইয়া সংহার করেন নাই। আবার যাদবকুলের মধ্যে যাঁহারা ভগববিমুখ ছিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদন করাইয়া সংহার করিবার জন্য তাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ভক্তগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।

কুরুগণের দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদি অপরাচরণের ভারে প্রপীড়িতা পৃথিবীকে পাপভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য অধার্ম্মিক কৌরবগণকে, তারকযুদ্ধে তাঁহাদের সহগত নৃপতিবৃন্দকেও ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের যুদ্ধরূপ নিমিত্ত উপলক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের নৈমিত্তিক অবতার বা যুগাবতারগণের প্রসঙ্গে লীলাভিনয় হয়

যদিও দৈত্যবধ ও ধর্ম্মস্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে ভূ-ভারহরণের লীলাসমূহ সাধারণের বিচারণীয়, তথাপি যাঁহারা ভগবদনুকূলের অবতার-স্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদের যোগ্যতা দুর্ভার হইলেও পৃথিবীকে নিরুপদ্রব ও মোচন করা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল। তাঁহার বিচারপ্রণালী বুঝিবার শক্তি মানবের নাই বলিয়া তাঁহার 'অপ্রমেয়' বলিয়া খ্যাতি।

ভগবদ্বিরোধী ভগবদ্দ্বেষিগণ সাধারণের বিচারে আপাতিক দৃষ্টিতে পূজিত হইয়া স্ব-স্ব স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা পাছে জগতের অমঙ্গল সাধন করে এবং আপাতদর্শনপ্রিয় জনগণ উহাতে ভ্রান্ত হইয়া সেই স্বেচ্ছাচারিতাকেই কৃষ্ণানুকূল আচরণ জ্ঞান করেন, সেইজন্য সেই ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বহির্ম্মুখ যদুকুলের সংহারকার্য্যই ভগবানের কৃষ্ণের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। ভগবানের বাধক ও বন্ধুর লীলায় সাধারণ লোক কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধ ও যদুকুল দৈত্যসংহার-লীলা দেখিয়া পৃথিবী ভারমুক্ত হইয়াছে মনে করিলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ যুগাবতারগণের দ্বারা ভারাক্রান্ত পৃথিবীকে মুক্ত করিবার জন্যই তাঁহাদের অপ্রকট-লীলাসাধনের নিমিত্ত পরস্পর-কলহ উৎপাদন করাইয়া তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিলেন।

যদুকুলোদ্ভবগণকে সাধারণ লোক বহির্দর্শনে যাদবোপম পূজ্য ও ঈশ্বর জ্ঞানে পাছে তাঁহাদের সকল দুর্ব্ব্যবহারকেও বহুমানন করে, এজন্য তিনি গণকে যাঁহার অবতরণ-লীলা লোকচক্ষু আবৃত করিবার পূর্ব্বে যাদবগণের পরস্পরের মধ্যে অন্তঃযুদ্ধ উৎপাদনে সকল নিহত করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজস্বরূপ প্রদর্শন করিয়া জগতের নিজস্বরূপে হরণ সৌন্দর্য্যদর্শনাকাঙ্ক্ষিজনগণকে তাদৃশ অসতী আকাঙ্ক্ষা হইতে পরিমুক্ত করেন, যাঁহার চিন্ময়পদ-দর্শনকারী জনগণকে জড় বস্তুর মধ্যে ভগবদ্বস্তু কল্পনাগণের ক্রিয়াচেষ্টা হইতে ভগবদ্বহির্মুখজনের বৈষম্য দেখাইয়া জীবের কৃষ্ণের সম্বন্ধে যাবতীয় অজ্ঞান হইতে তাঁহাদিগকে নির্ম্মুক্ত করেন এবং স্বীয় অলৌকিক রূপ, বাক্য ও বিক্রমসমূহ কৃষ্ণেতর বস্তুর সহিত বাহ্যদৃষ্টিতে সমভাবে দৃষ্ট হইলেও তাদৃশ ভোগদর্শন হইতে জীবকে অপসারিত করিয়া আপনাকে স্বীয় চিন্ময়লোক বিষয় বিগ্রহরূপে প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের অনাদি-বহির্ম্মুখতা অপনোদন করেন।

কোন ভাগ্যে মানব শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে জড়ে আবদ্ধ হইবার পরিবর্ত্তে তাঁহার অনাবৃত চিন্ময়রূপ সৌন্দর্য্য আত্মস্থ করেন বিষয়-চিন্তা ত্যাগ করিয়া তাঁহার বংশী, মাধুর্য্য ও পূতনাদি তাঁহার ভোগস্পৃহাত্মক পদার্থ হইতে বিমুক্ত হন। ক্ষুদ্র জীবের নশ্বর কার্য্যের সহিত তাঁহার কর্ম্মের অলৌকিকী ক্রিয়ার ভেদ দর্শন করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তের মন কোনপ্রকার প্রাকৃত ভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় না এবং লৌকিকগণের ন্যায় পাপপুণ্যের আশ্রিত হয় না—এরূপ বিধান করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে অপ্রাকৃত গোলোকে লইয়া যান। তাঁহাকে কৃষ্ণদর্শন, হরিকথা-শ্রবণ ও কৃষ্ণ-স্মৃতির জাগরণ অর্থাৎ চিদ্ধামে অবস্থান করিবার সুযোগ দিয়া এবং জড়ের অভাব হইতে মুক্তি লাভের উপায় প্রদর্শন করিয়া অবশেষে তিনি স্বধামে গমন করিয়াছিলেন।

মুক্তজীবগণ মনে করেন যে, জীবগণ স্বরূপসিদ্ধ ভাগবতগণ হইলেও [illegible] প্রকার কখনও ভোগ করিয়া বাস্তবরূপ লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু ভগবান তাঁহাদের অনর্থযুক্ত মনঃপ্রাণের মঙ্গলসাধনের জন্যও [illegible] অপ্রাকৃত লীলা, অপ্রাকৃত বাক্য ও অপ্রাকৃত ক্রিয়াসমূহ দ্বারা তাঁহাদিগকে এই ভোগময় জগতের অভিনিবেশ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের অসারতা

(পদ্য)

জীবে আত্ম-লাভে মন পায় কিবা ফল?
যে যা'য় না সেবে কৃষ্ণ সকল নিষ্ফল?
বহুদিন ধীরে মহা-মহীরুহগণ।
বাঁচে কৃষ্ণসেবা বিনে মুরারি-শাসন॥
শ্বাস প্রশ্বাসাদি কভু স্থবিরত নয়।
তা'র এই ক্রিয়া কভু প্রাণের নয়॥
পশুপক্ষী ও প্রাণিকুল করিয়া আহার।
গ্রাম্যগণে নিরন্তর বাসে কাল তা'র॥
'অপু পাড়া' মধ্যে কভু চেতন লক্ষণ।
কৃষ্ণসেবা-কথা বিনা নিষ্ফল জীবন॥
যে কানে শ্রবণে না কভু কৃষ্ণনাম গীত।
বিষ্ণু বাণী ভগবান্ যাহার পীড়িত॥
গর্দ্দভ, বরাহ, উষ্ট্র — গ্রাম্যপশু যত।
তাঁ'দের সমান সেই শোচ্য কেবল॥
চক্ষু ধন্য, লীলাময় কৃষ্ণ দেখায়,
অন্তঃ নিরুপম তিনি, তুমি অভিমানী;
যে না শুনে শ্রীবৈষ্ণবে হরিকথা গান।
তা'র কর্ণ ছিদ্র, কাণাকড়ি সমান॥
যুগ্ম নেত্র কৃষ্ণ চন্দ্র সুশ্যাম-দর্শন।
বিষ্ণুবার কভু যেন না করে কীর্ত্তন॥
শিব বাণী বদনে মুগ্ধ সেই জনা।
ভেকাভিহৃদ-সম তা'র অসতী রসনা॥
কিরীট-শোভিত শির তার মাত্র হায়,
মুকুন্দপদারবিন্দে যা'র না লোটায়;
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
'জীবের ধর্ম্মের' কভু দেখা নাই।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভকতজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রত্যহ-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকগণও শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অভিজ্ঞের বাস্তব সত্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের শিক্ষারূপে নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত শিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। বিনামূল্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের স্থায়ী গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। ততঃ কৃপয়া শ্রীনদীয়াপ্রকাশ [illegible] ভগবদ্-সম্বন্ধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পাত্র হয়, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চি	২৲	১।০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

সমর-বিজ্ঞান

প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষার সিলেবাসে যুদ্ধ-বিজ্ঞানও অন্যতম বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

বৈমানিক উদ্ধারে পুরস্কার ঘোষণা

১লা ডিসেম্বরের এক গেজেটে প্রকাশ, ভারতের উপকূলে অবতীর্ণ জীবিত ও মৃত বৈমানিকের উদ্ধারের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে যথাক্রমে ১০০৲ ও ৫০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব

প্রকাশ বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের শিক্ষা-বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাইয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারিগণকে সমস্ত সময় বা আংশিক সময়ের জন্য এ, আর, পি, ও সিভিল ডিফেন্স ওয়ার্কস হইতে অবসর দিবার জন্য তাঁহারা যুদ্ধ সময়ের কার্য্য করাইবার প্রস্তাব চিন্তা করিতেছেন।

সেই জন্য গবর্ণমেন্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেম্বরগণের নিকট এক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত সরকারীভাবে পরিদর্শন না করাইয়া সাময়িকভাবে স্কুল সমূহের 'রিকগ্‌নিসন' চালু রাখিবেন এবং কেবল মাত্র নূতন স্কুলের রিকগ্‌নিসন জন্যই সরকারী পরিদর্শকগণ ভবিষ্যতে স্কুলসমূহ পরিদর্শন করিবেন।

পরবর্ত্তী প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের প্রতি উপদেশ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, যে সকল স্কুল বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে না পারায় বন্ধ ছিল, সেই সকল স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রেরা নিয়মিত ছাত্র হিসাবে এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে না, তবে তাহারা বিভাগীয় স্কুল-ইন্সপেক্টর অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এক উদ্দেশ্যে মনোনীত অপর কোন স্কুলের টেষ্টপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া [illegible] করিলে তাহারা প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইতে পারে। এইজন্য শীঘ্র একটি অফিসিয়াল সার্কুলার প্রকাশিত হইবে।

সর্ব্বোত্তম বিস্ফোরক দ্রব্য নির্ম্মাণ

রয়টারের ৩০শে নভেম্বর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, কানাডার বৈজ্ঞানিকগণ যুদ্ধের জন্য ব্যবহার্য্য একপ্রকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বিস্ফোরক দ্রব্যের আবিষ্কার করিয়াছেন এবং উহা কানাডায় প্রস্তুত হইতেছে। টরন্টোতে যুদ্ধমন্ত্রী মিঃ [illegible] ঘোষণা করেন। শীঘ্র মিত্রশক্তিবর্গ কর্ত্তৃক ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইবে।

মিত্রশক্তিবর্গের প্রতি খাদ্য সরবরাহ

ডেনভার (কোলোরেডো) এ কৃষি মন্ত্রী উইকার্ড প্রকাশ করেন যে, আমেরিকার [illegible] ১লা অক্টোবর পর্য্যন্ত মিত্র শক্তিবর্গকে মোট ৬০ [illegible] ১০০ পাউণ্ড খাদ্য ইজারা ঋণানুযায়ী সরবরাহ করিয়াছেন।

৪৫ বৎসর কারাদণ্ড

নিউইয়র্কে এডবিন ক্যাসার নামক আমেরিকার এক ব্যক্তির ৪৫ বৎসরের কারাদণ্ড ও ১০০০ ডলার জরিমানা হইয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, উহার বিরুদ্ধে [illegible] নাজী গুপ্তচরকে সাহায্য করার অভিযোগ ছিল। গুপ্তচরেরা সাবমেরিন যোগে আমেরিকায় অবতরণ করিয়াছিল।

কৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর-রচিত মূল, [illegible], অনুবাদ ও বিবৃতি সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনগণের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি চিরপ্রসিদ্ধ আছে। নিরাময়, প্লীহা-যকৃৎ কামলা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী[illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভাষ্য-শ্রীমনঃশিক্ষা

—•—

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'ভজনদর্পণ'-নামক বিবৃতি-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দত্তকৌস্তুভম্

—•—

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৬ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২২শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৮ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ১১৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ কেশব, শিব প্রহর, গৌরাব্দ ৪৫৬

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন

——::(•)::——

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়বর শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু স্বকৃত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে উত্তমা ভক্তির লক্ষণ এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

—অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত ও কায়-মনো-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত আনুকূল্যভাবেই অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি।

উপরি-উক্ত শ্লোকে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু অন্যাভিলাষিতাশূন্যতা ও জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃততাকে ভক্তির তটস্থলক্ষণ ও 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্'—এই বাক্যাংশ দ্বারা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তির স্বরূপলক্ষণ আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই আলোচ্য বিষয়।

অনুশীলন শব্দে 'অনুক্ষণ সেবা' বুঝায়। 'অনু'-শব্দ—পশ্চাৎ পশ্চাৎ বা পুনঃ পুনঃ অর্থাৎ ব্যবধানরহিত। 'শীল্'-ধাতুর অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। এই অনুশীলন দুই প্রকার—চেষ্টারূপ ও ভাবরূপ; আবার চেষ্টারূপ অনুশীলনও দুই প্রকার—(১) প্রবৃত্তি-চেষ্টারূপ ও (২) নিবৃত্তি-চেষ্টারূপ। সাধনভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গের মধ্যে ভক্তিমার্গে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ 'গুরুপাদাশ্রয়া'দি দশটী অঙ্গের প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তি চেষ্টারূপ অনুশীলন এবং কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-জনসঙ্গত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সেবাপরাধ ও নামাপরাধসমূহ বর্জ্জন পর্য্যন্ত দশটী অঙ্গের নিবৃত্তি বা ত্যাগই নিবৃত্তিচেষ্টারূপ অনুশীলন। ভাবরূপ অনুশীলন-অর্থে রত্ত-প্রেমাদি। এই ত্রিবিধ অনুশীলন যদি কোনপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার জন্য উদ্দিষ্ট হয়, তবে তাহাকে ভক্তি বলা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবিশিষ্ট কৃষ্ণসেবার্থে চেষ্টারূপ ও ভাবরূপ অনুশীলন বা ভক্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তকৃপাতেই লাভ হয়। কৃষ্ণানুশীলন বা ভক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষ। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে,—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বদ্ধ জীব নিজ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা কিরূপে শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন যে, ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তির অনুষ্ঠান করা জীবগণের পক্ষে অসম্ভব হইলেও সেই ভক্তি জীবগণের ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত একীভূতরূপে স্বয়ং আবির্ভূত হন। যেমন, লোহিতবর্ণতা ও দাহকশক্তি অগ্নিরই ধর্ম, লৌহের ধর্ম নহে; কিন্তু লৌহকে যদি অগ্নির সংস্পর্শে রাখা যায়, তবে অগ্নি লৌহকে তাহার নিজের ধর্ম রুক্ষতা ও শীতলতাকে পরিত্যাগ করায় এবং লৌহের সঙ্গে একীভূতরূপে প্রকাশ পাইয়া লৌহের মধ্যেও লোহিতবর্ণতা ও দাহকশক্তি-ধর্ম সঞ্চার করে। এই স্থলে লোহিতবর্ণতা ও দাহকশক্তি-ধর্ম যেমন অগ্নি হইতে লৌহে একাত্মরূপে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়, ভক্তিও সেইরূপ ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি হইলেও জীবের কায় বাক্যাদির বৃত্তির সঙ্গে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হন, ইহাই তাৎপর্য্য।

'আনুকূল্য'-শব্দের অর্থ যাঁহার উদ্দেশে অনুশীলন করা যাইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা প্রবৃত্তি অর্থাৎ যেরূপ অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর, সেরূপ অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়ার নামই আনুকূল্যবিশিষ্ট অনুশীলন বা ভক্তি। "যেরূপ অনুশীলন কৃষ্ণের রুচিকর"—এই বাক্যে যিনি ভক্তির বা শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর-অনুষ্ঠানের অনুশীলনকারী, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের রুচি-সম্পাদন-উদ্দেশ্যই বিশেষভাবে লক্ষিতব্য বিষয়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শিশুপাল-দন্তবক্রাদি অসুরগণ যে যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের উৎসাহ-বৃত্তির পরিপোষক হইয়া কৃষ্ণের রুচি-সম্পাদন করিয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ অনুশীলনে কৃষ্ণের রুচি উৎপাদিত হইলেও রুচি-সম্পাদনকারী অসুরগণের হৃদয়ে আনুকূল্যভাবের অর্থাৎ কৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার ইচ্ছার লেশও ছিল না। তজ্জন্য তাহা অনুশীলন হইলেও অনুকূল নহে—প্রতিকূল; অতএব তাহা অভক্তি।

আবার যদি অনুশীলনকারীর চিত্তবৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের রুচি-সম্পাদনের ইচ্ছা পূর্ণমাত্রায় থাকে, তাহা হইলে তাঁহার অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের আপাত রুচিকর না হইলেও তাহাই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন বা ভক্তি। যেমন—কোন সময় ব্রজেশ্বরী মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে স্তনপান করাইতেছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের পানীয় দুগ্ধ আগুন উত্তাপে চুল্লীর উপরিস্থিত পাত্র হইতে পড়িয়া যাইতে থাকিলে তদ্দৃষ্টে মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে স্তনপান না করাইয়া তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দুগ্ধরক্ষার্থ চলিয়া যাওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হইলেন এবং কম্পমান অরুণবর্ণ অধর দন্তদ্বারা দংশন করিতে করিতে নিকটস্থিত দধিমন্থন-পাত্রটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া স্তনপানে অতৃপ্ততা-হেতু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকিলেন। এই স্থলে মা যশোদার এই অনুশীলনটি শ্রীকৃষ্ণের অরুচিকর হইলেও, আপাতঃ প্রতিকূল প্রতীয়মান হইলেও তাহা অভক্তিপর্য্যায়ে পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, যিনি বিশুদ্ধ বাৎসল্যরতির পোষকতার সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবী যাঁহার নিখিল চেষ্টাই বাৎসল্য-প্রেমরসের পরিপাটি-বিশেষ—যাঁহার প্রেম-সেবায় বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুত্রত্ব ও তাড়ন-ভর্ৎসনাদি-পাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সেই জগজ্জননী মা ব্রজেশ্বরীর বাৎসল্যাতিশয্যময় অনুশীলনে কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা ব্যতীত ইতর বাঞ্ছার লেশমাত্রও নাই। মা ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্ত অবস্থায় রাখিয়া যে দুগ্ধ-রক্ষার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, ঐ কার্য্য কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই বুঝিতে হইবে। চিরকালের জন্য প্রতিদিন এই জগতেই দেখা যায়, পিতামাতা পুত্রকে উপস্থিত দুঃখ সহ্য করাইয়াও যাহাতে পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ লাভ হয়, সেইরূপ কার্য্যসকল সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। পুত্রের সুখের জন্য পুত্রকে তাড়ন ভর্ৎসনাদি করা পিতামাতার স্নেহেরই প্রকারান্তর। মা যশোদা জানিতেন, কৃষ্ণের সুখের জন্য তাঁহার গৃহে বহু কিছু সম্পত্তি আছে, তন্মধ্যে দুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং কৃষ্ণের সেই সম্পত্তি রক্ষা করা তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য জানিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া রাখিয়া দুগ্ধরক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে আপাত দুঃখ সহ্য করাইয়াছিলেন। যেমন, লোকে নিজের সম্পত্তি-রক্ষার নিমিত্ত আপনাকে কত ক্লেশই না সহ্য,

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

করাইয়া থাকে, তথাপি উহাতে আমার প্রান্ত শ্রীভক্তিদেবের সূচিত হয়; সেইরূপ না হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকে আপাত দুঃখ সহ্য করাইয়াও তাঁহারই প্রিয় সুখ তুষ্টবোধার্থ পরম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার পরম পরাকাষ্ঠার নিদর্শন। উহা সম্পূর্ণভাবে আনুকূল্যময় অনুশীলন।

অতএব কৃষ্ণানুশীলনে 'অন্যাভিলাষিতা' আদৌ নাই। উপরি-উক্ত শ্লোকে অন্যাভিলাষশূন্য না বলিয়া অন্যাভিলাষিতাশূন্য বলার তাৎপর্য এই যে, ভক্তিতে কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তিরূপ অভিলাষ অবাঞ্ছনীয় নহে। কৃষ্ণসেবাকাম ছাড়া অন্য কামনার বর্তমানতাই গর্হণ করা হইয়াছে। কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কামনার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণসেবা করিতে হইবে না। কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য-নষ্ট হইয়া অন্য অভিমানযুক্ত ভগবদনুশীলনও অভক্তি-পর্যায়ভুক্ত।

আবার 'জ্ঞানকর্মাদি-শূন্য' না বলিয়া 'জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্' বলার তাৎপর্য্য জ্ঞান এবং কর্মের ভগবদ্বিমুখতারূপ আবরণ হইতে নির্মুক্ততাই উদ্দিষ্ট; বিশুদ্ধ ভগবজ্জ্ঞান ও ভগবৎসন্তোষণ কর্মাদি নিষেধ করা হয় নাই। জ্ঞানশব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান এবং কর্মশব্দে ভগবৎ-সেবা ব্যতীত নিত্যনৈমিত্তিক কর্মাদিকে উদ্দেশ করিয়া ঐরূপ 'জ্ঞান' ও 'কর্মকে' নিষেধ করিয়াছেন।

সঞ্চয়ের বিষয়

(মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ)

বর্তমান জগৎ—বৈশ্য-জগৎ। অর্থনীতি-বিজ্ঞান এই বৈশ্য-জগৎকে পরিচালনা করে। ব্যয় (thrift) অর্থনীতির একটী বিশেষ বিষয়। ব্যয় ও কার্পণ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ কার্পণ্যকে সকলেই নিন্দা করে, কিন্তু ব্যয়ের প্রশংসা সর্বত্রই শ্রুত হয়। অর্থনীতিবিজ্ঞান ব্যয়কে সমৃদ্ধ করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। যাহাকে সঞ্চয় ও সঞ্চয়ের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভোগ স্বরূপে পাওয়া যায় জগতে যে বৃত্তি বা সঞ্চয়ের নীতি অথবা ব্যয়ের আত্মভোগসুখ-ভাবের দৃষ্টান্ত, তাহা সকলই দুর্দ্দুর্ক পারে দুর্ভাগ্যবশের চেষ্টায় আর পরিণামে নিরর্থক। কৃপণ ভোগসুখ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া যাহা আহরণ করে অথবা মিতব্যয়ে প্রতিদিন অতি যত্নের সহিত যাহা সঞ্চয় করে, তাহা সকলই পরের ও তাহাদিগকে ভোগসুখের আলেয়া দেখাইয়া নানাপ্রকার ত্রিতাপে তপ্ত ও বঞ্চিত 'বদ্ধ' থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত-গণ অপ্রাকৃতের যাহা যে বিষয় সঞ্চয় করেন, তাহা আপনাকে বা নিজের কাহাকেও বঞ্চিত করে দূরে থাকুক, আমার সহিত সমগ্র জগৎ সেই কার্পণ্যের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে লাভবান্ হন। শ্রীল ভবানন্দ একটী সুন্দর শ্লোকে এই পরমার্থনীতি-বিজ্ঞানটির প্রচার করিয়াছেন,—

> বিক্রেয়ানি বিচার্য্যাণি বিচিন্ত্যানি পুনঃ পুনঃ।
> কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু নঃ॥
> (পদ্যাবলী—৩০শ শ্লোক)

হে ভগবন্! কৃপণ ধনের ধনের ন্যায় তোমার নামসকল আমাদিগের সম্বন্ধে সঞ্চয়ের বিষয়ীভূত, বিচারযোগ্য ও চিন্তনীয় হউন।

শ্রীনামপ্রভুর সেবাসম্পত্তিই জীবাত্মার একমাত্র সঞ্চয়ের বিষয়। এতদ্ব্যতীত আর যাবতীয় বিষয়সকল ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থক। যতক্ষণ কাম মোহ আমাদিগের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখে, ততক্ষণ আমরা এই ধনের মহিমা বুঝিতে পারি না; আমরা চিন্তামণিকে পরিত্যাগ করিয়া কাচখণ্ডের পশ্চাতে লুব্ধ হই।

শ্রীগৌর-রামানন্দ সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

> সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
> 'রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁ'র, সেই বড় ধনী'॥
> (চৈঃ চঃ—মধ্য, ৮।২৪৭)

> নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
> পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

নাম ও নামীর অভেদহেতু চৈতন্যরস-বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত শ্রীকৃষ্ণই নামস্বরূপ। ঐ নাম চিন্তামণির ন্যায় সকল অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

> ধর্মাধর্ম্মা বার্ত্তসিদ্ধিরসৌ দীনহৃতোঽর লোকান্
> মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং
> কেবলং ক্লেশভাজম্।
> যোগাভ্যাসঃ পরমবিরস-
> স্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ
> সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা
> কৃষ্ণকৃষ্ণেতি রৌতু॥
> (পদ্যাবলী—২৭শ শ্লোক)

ধর্মপ্রাপ্তির অনুষ্ঠান কেবল লোক-সকলকে দীনভাবাপন্ন করে, মোক্ষের অপেক্ষা অর্থাৎ 'আমি মুক্ত হইব'—এই বাসনা যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা লোককে কেবল ক্লেশভাগী করে এবং যোগের অভ্যাস অতিশয় বিরস; অতএব ঐসকল প্রয়াসে কোন প্রয়োজন নাই। তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া আমার রসনা কেবল 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া কীর্তন করুক।

> কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং
> পাবনং পাবনানাং
> পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি
> পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানম্।
> বিশ্রামস্থানমেকং কবিবর-বচসাং
> জীবনং সজ্জনানাং
> বীজং ধর্মদ্রুমস্য প্রভবতু
> ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম॥
> (পদ্যাবলী—১৯শ শ্লোক)

হে কৃষ্ণনাম! সমস্ত কল্যাণের আদি কারণ, কলিকলুষ-নাশক, সমস্ত পবিত্রের পাবন, উচ্চারণমাত্রে মুমুক্ষুদিগের সহসা পরমপদলাভের পাথেয়স্বরূপ, পণ্ডিতদিগের বাক্যসকলের একমাত্র বিশ্রামস্থানস্বরূপ, সাধুদিগের জীবনতুল্য এবং ধর্মবৃক্ষের বীজস্বরূপ কৃষ্ণনাম তোমাদিগের সমৃদ্ধির নিমিত্ত সমর্থ হউন।

প্রবোধনী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবকান্ত বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ)

প্রতি বৎসর বদ্ধজীবের প্রতি কৃপাবর্ষণার্থ চাতুর্মাস্যব্রত আসিয়া কার্তিকের শুক্লাদশীতে আবার পূর্ণরূপে সেবাসুযোগ দিয়া থাকেন। বৎসরের পর বৎসর, মাসের পর মাস ও দিনের পর দিন চলিয়া গেলেও দৈবী-মায়া-মোহিত আমরা এই সুযোগের কৃপাবরণের জন্য সর্বকালেই উদাসীন থাকিতে চাই। কিন্তু কৃপাকরুণাময় ভগবান্ নানারূপে তাঁহার প্রসাদ বিতরণে ব্যস্ত হওয়া মাত্র আত্মঘাতী মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস করেন। পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য পুরুষ তাঁহার দৈব লীলায় জীব-কুলকে নিরন্তর আকর্ষণ করেন বলিয়াই ত' মধুর কৃষ্ণনাম ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হন। এক শ্রীনাম বিতরণের নিরন্তর প্রকাশিত আছেন। বদ্ধজীব মনোধর্মের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই তাঁহার বিতরণের সে ঐ শ্রীনামকে নামিরূপে অপ্রাকৃত রাজ্যবাসীর সহিত পাইয়া তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যাদির সেবাসহায়তা দ্বারা আপনাকে সফলজীবন করিয়া থাকে এবং অভয়, অমর, অপাপ, বিশোক, পিপাসাহীন, ক্ষুধাশূন্য, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প এই নিত্য-স্বরূপে বিশিষ্ট হইয়া থাকে। জীবের পরমা-কাঙ্ক্ষিত বহুজন্মাবধি অনুসন্ধেয় অনন্ত সুখ অনায়াসলভ্য করিবার ইহাই একমাত্র আধ্যাত্মিক পথ। অথবা জীবমাত্রেই পরমাত্মার পরিচালনাধীনে স্বতন্ত্র বলিয়া তাহার অবগাহিত ব্যবহারপথের ভ্রান্তিপ্রদর্শনমুখে সংশোধন-পূর্বক তাহাকে পূর্ণ স্বস্থানে আনয়নই সেই লীলাময়ের অনন্তলীলার মধ্যে একটী লীলা। কিন্তু বহুজন্ম ধরিয়া অসংখ্যবিধ অপরাধ করার ফলে যেভাবে জীব ক্রমাগত অধিকতর আপনার বিশুদ্ধ পরিচয়-বিষয়ে পরম মূঢ়তার গহ্বরে নিপতিত হইতেছে, তাহাতে অহৈতুক কৃপাময় ভগবানের নিজজন সাধুবর্গ তথা হইতে তাহাকে উচ্চতরে উত্তোলনের সাহায্য করিতে চাহিলেও সে তাহা গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না। সে এতদূর ভ্রান্ত হইয়াছে যে, নব নবদর্শনকর্ত্তাগণের কল্পনাকে তাঁহাদের যেন অপরাধীসমূহের উপায়-বিশেষ ভাবিয়া আপনাকে অধিকতর অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত করিতেছে। কর্মচক্রের নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট আপনার চরমসীমায় উপনীত হইয়াও, আপন নির্বাচিত উপায়গুলির ব্যর্থতা ও অকর্মণ্যতা দৃষ্টিগোচর করিয়াও, আপনাকে নিরাশ্রয়, সহায়হীন দেখিয়াও সদ্গুরুর উপদেশ যেমন আসন্নমৃত্যু মানবের নিকট অগ্রাহ্য হইতে দেখা যায়, সেইরূপ অহৈতুক কৃপাময় সাধুবর্গের তাহাকে উদ্ধার-চেষ্টাও উপেক্ষিত হইতেছে।

পরম কারুণিক সাধুবর্গের জীবমঙ্গল-চেষ্টায় তাঁহাদের বশীভূত শ্রীভগবান্ শ্রীবিগ্রহরূপে আমাদের সমক্ষে 'আবির্ভূত' রহিয়াছেন এবং প্রত্যহই নবনব-লীলাবিলাসে আপনাকে ধরা দিবার জন্য কত কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছেন; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার লীলাকথায় পাছে কোনরূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি, সেই ভয়ে যে স্থানে তাঁহার কথাদির কীর্তন হয়, তাহার সীমা দিয়া যাইতেই সঙ্কুচিত হইতেছি! বদ্ধজীব তাঁহাকে যেন কোনরূপে ভুলিয়া থাকিতে না পারে, এইজন্যই তাঁহার নিত্যই নূতন-নূতন সেবা-সুযোগ-প্রদানের ছলনা আসিয়া থাকে। তিনি স্বয়ং পূর্ণতত্ত্ব এবং সমগ্রভাবে নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্তগণের হৃদয়ে উদিত নবনবায়মান সেবাকাঙ্ক্ষা-পূরণোদ্দেশে তাঁহার বার মাসে তের পার্বণ বা মানবগণনায় অতীত বিলাসবৈচিত্র্য প্রকাশিত করিতেছেন। মানবদেহের ইন্দ্রিয়ের নিত্যবর্ত্তমান অপ্রাকৃত কালের ধারণায় সামর্থ্য না থাকায় প্রাকৃত-সসীম কালগণনায় কার্তিকমাসের বা শ্রীদামোদরমাসের শুক্লাদশী-তিথিকে নিত্য অসংখ্যলীলাময় শ্রীহরির বার্ষিক শয়ন হইতে প্রবোধনের নির্দিষ্ট সময় স্থির করিয়াছেন। যথা ভবিষ্যপুরাণে—"পা-ভা-কা-সিতপক্ষেষু মৈত্রশ্রবণরেবতী। আদি মধ্যাবসানেষু প্রস্বাপাবর্তনাদিকম্॥" অর্থাৎ আষাঢ়, ভাদ্র ও কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে অনুরাধা, শ্রবণা ও রেবতী নক্ষত্রের আদি, মধ্য ও শেষপাদে শয়ন, পার্শ্বপরিবর্তন ও উত্থান ক্রমে হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণের বচন-অনুসারেও দ্বাদশীর সহিত রেবতীর শেষপাদ যুক্ত হইলে সেই দিনের অপরাহ্ণে শ্রীহরির প্রবোধন সম্পাদন করাইবে। দিবাভাগে রেবতীর শেষপাদ না থাকিলে কেবল দ্বাদশীতেই অথবা নব উত্থান সম্পাদন করিতে হয়। সমগ্র দিবাভাগ ব্যাপী দ্বাদশী হইলে অপরাহ্ন-কালই প্রশস্ত।

আষাঢ়ী শুক্লাদশীতে শয়নোৎসবকালে যেরূপ বিধানে মহাপূজার সম্পাদন করা হয়, প্রবোধনেও সেই বিধিক্রমে মহাপূজানন্তর ভগবানকে জাগরণে লইয়া সজ্জপূর্বক মন্ত্রাদি-দ্বারা তাঁহার জাগরণ করাইতে হইবে। মন্ত্রার্থ এই—হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অগ্নি, কুবের, সূর্য্য ও সোমাদি দেবগণ আপনার চরণকমল বন্দনা করেন। হে দেব! আপনি প্রসন্নভাবে শয্যা ত্যাগ করিয়া জাগরিত হউন। হে প্রভো! নিশাশেষে কেন শয্যা বিষয় ত্যাগ করিয়া দেবগণের নিমিত্ত এই বাণীর

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

সৃষ্টি করিয়াছেন। হে গোবিন্দ! গাত্রোত্থান করুন। নিদ্রা ত্যাগ করুন, হে বিশ্বপতে! আপনি জগতের নাথ, আপনি নিদ্রিত থাকিলে জগৎ নিদ্রিত থাকিবে; আপনি উঠিলে জগৎ সচেষ্ট থাকিবে। হে মাধব! গাত্রোত্থান করুন। বরাহপুরাণের মতে মন্ত্রার্থ, যথা— হে দেব! বিধি, ইন্দ্র, রুদ্রাদি দেবতারা আপনার প্রভাব জানিতে পারেন না। আপনি স্রষ্টা, পূজনীয়গণেরও পূজ্য। আপনার শ্রীচিন্ময়ী কৌমুদীময়ী যামিনী সমাগতা হইয়াছে। হে লোকপতে! আপনি প্রবুদ্ধ হউন। হে লোকনাথ! মেঘ অপগত ও নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে, আমি ভক্তি-সহকারে শারদীয় পুষ্পাদি আপনাকে প্রদান করিতেছি, আপনি প্রবুদ্ধ হউন। প্রতিমন্ত্র, যথা—ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।

অনন্তর অপরাহ্ণে বর্ত্তাদি বাদ্যসহিত শয্যা হইতে প্রভুকে উত্থান করাইয়া সর্ব্বোষধীয়ে সুখে বসাইয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হয়। তৎপরে কুসুমাঞ্জলি-প্রদান, বিধানমতে স্থাপন, স্নানসম্পাদন ও নীরাজন সমাপ্ত করিয়া বসন ও অলঙ্কারাদি প্রদান কর্ত্তব্য। নৃত্য, গীত, বাদ্য, বৈদিক মঙ্গলধ্বনি, বীণাদির শব্দ, পুরাণ-শ্রবণ, হরিকথা, বিষ্ণুস্তোত্র, সুভাষিত উচ্চারণ, ইন্দ্রধ্বজ, স্বস্তিকরচনা, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য, মনোহর দীপবৃক্ষ, হোম, ভক্ষ্য, পিষ্টক, ফল, শাক, পায়স, ইক্ষুবিকার শর্করাদি, মধু, দ্রাক্ষা, ক্ষৌদ্র, দাড়িম্ব, কর্পূরমালতী, মালতী, নবনীত, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মৃগমদ, নানাবিধ পুষ্প, বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধা দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে মহাপূজা শেষ করিয়া আরাত্রিকপূর্ব্বক পুষ্প, আতপতণ্ডুল ও জলধারা শ্রীহরিতে ব্রতার্পণ করিতে হয়। আবার বৈদিকমন্ত্রে স্তুতি ও স্বস্তিবাচন ও প্রার্থনা করিয়া ভগবানকে রথে আরোপণ করিবে। নিশাভাগে মহোৎসবান-সহকারে রথারূঢ় দেবদেব হরিকে নৃত্যগীত পূর্ণ দীপালোকে আলোকিত পথে ভ্রমণ করাইবে।

জগদীশ্বর শ্রীহরি জাগরণের পর রথারূঢ় হইয়া যে যে স্থান দর্শন করেন, সেই সেই স্থান স্বর্গলোক সমান পবিত্র হয়। শ্রীহরির রথের রজ্জু আকর্ষণ করিয়া যত পদ স্থান ভ্রমণ করান যায়, তাহাও যজ্ঞতুল্য। কৌতুকপূর্ব্বক রথস্থ কেশবকে দর্শন করিলে চণ্ডালাদি জাতিও দেবতা হয়। রথযাত্রায় যে কোনরূপে যোগদান করিলে নারীগণও মুক্তি পায় এবং পিতা, মাতা ও ভর্ত্তার বংশকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করে। তাহারা আনন্দের সহিত নৃত্যপরায়ণা হইলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাতপর্য্যন্ত দেবকন্যাগণের সহিত বিহার করে। যেরূপ প্রহৃষ্ট হইয়া রথের সম্মুখে শঙ্খবাদন করিলে গায়ক ও বাদক হাস্যবদনে গমন করে। কালিন্দী পুলিনের আশার প্রবোধন-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া মানব সম্পূর্ণা, পবিত্র-বন-পুষ্পশোভিতা সসাগরা সশৈলা বসুমতী-দানের ফল পায়। রথারূঢ় শ্রীহরির আরাধক অভীপ্সিত ফল লাভ করেন। শ্রীহরির রথ নিজ ইচ্ছানুসারে যিনি শোভাময় করেন, সূর্য্যাদি গ্রহগণ তাঁহার অভীষ্টসম্পাদন করেন। শ্রেষ্ঠ তীর্থসমূহ ও দেবগণের দর্শনে উপার্জ্জিত সমস্ত পুণ্য রথারূঢ় হরির জয়ধ্বনি-উচ্চারণকারীর লাভ হয়। বিপ্রঘাতী, গোহন্তা, দেবনিন্দক, মহাপাপী, ব্রাত্য, অগম্যাগামী, সুরাপায়ী, কলিযুগে জনগণ রথের সম্মুখে পাদচারে গমন করিলে নিখিল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। এই রথ প্রথমতঃ প্রজাপতি, পরে দেবগণ, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণ আকর্ষণ করেন।

রথযাত্রার বিশেষ বিধান—শ্রীহরিকে রথে সুখোপবেশন করাইয়া পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনির সহিত মহাপূজা করিয়া মঙ্গলতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে হয়। বিষ্ণুধর্ম্মে ঐ-সকল আশীর্ব্বচনের প্রক্রিয়া বিবৃত রহিয়াছে। অনন্তর প্রভুর সম্বন্ধে বিচিত্র স্তবপাঠ করিয়া অতীব হর্ষের সহিত তদীয় মহাপ্রসাদ-মাল্য গ্রহণ করিবে। অনন্তর শ্রীমূর্ত্তিদ্বারের আনুগত্য ভাবনা-সহকারে পুরীমধ্যে রথকে ভ্রমণ করাইবে। যে যে স্থানে রথ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থান পতাকা, তোরণ, কদলীবৃক্ষ ও পুষ্পমালাদি দ্বারা সুশোভিত করিবে। রথ গমন করিতে থাকিলে সকল ব্যক্তি রথের অনুগমন করিবেন এবং নিজ নিজ স্থানে সমাগত প্রভুর নানা উপহারে পূজা-বিধান করিবেন। রথারূঢ় হরির অনুগামী বা অগ্রগামী চণ্ডালও হরির সমান; আবার তৎকালে পরাঙ্মুখ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণও শ্বপচাধম হয়। অলক্ষিতভাবে শ্রীহরি গৃহস্থের গৃহ-সম্মুখ দিয়া গমন করিলে পিতৃগণ তাহাদের প্রতি বিমুখ হন।

অতঃপর ভগবানকে নিজমন্দিরে আনয়ন করিয়া অর্চ্চনা ও বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া রাত্রিজাগরণ করিবে। প্রবোধনীর রাত্রিতে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে জাগরণের মাহাত্ম্য সমস্ত পুরাণই বহুভাবে বলিয়াছেন। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—স্বর্গে চন্দ্রকান্তিনাম্নী অপ্সরা ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, 'আমি সকল গোপীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা হইব'। ব্রহ্মা তাঁহাকে সেই বর দিলে, ঐ ব্রহ্মবাক্য সত্য করিতে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনধামে শ্রীমতী রাধিকা ও অপরাপর গোপীবর্গের সহিত এই দিনে প্রবোধনী জাগরণের পুণ্য-বৈভব-প্রকাশার্থ রাসনৃত্য করিয়াছিলেন। বিচিত্র-গোপবেশ কৃষ্ণের সহিত নৃত্যকালে প্রেমাবিষ্টা শ্রীরাধিকা স্বীয় চারুকণ্ঠ-মালা অর্পণে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। অতএব ভগবানের প্রবোধনসম্পাদন করিয়া নিশা-জাগরণপূর্ব্বক শ্রীহরির দর্শনে ভবভয়ের সম্ভাবনা কোথায়? মথুরায় প্রবোধনীর জাগরণ জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কল্যাণের পথ।

একদা মথুরা-বাসে কোন বণিক্ প্রবোধনীতে জাগরণ করিবার জন্য অক্রূরতীর্থে যাইতেছিলেন, পথে এক ব্রহ্মরাক্ষস তাঁহাকে আক্রমণ করে। ঐ বণিক্ জাগরণান্তে পুনঃ প্রত্যাগমনের অঙ্গীকার করিলে সে তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। অক্রূরতীর্থে রাত্রি-জাগরণ-কৃত্য সমাপন করিয়া প্রত্যাগমন করিলে ঐ ব্রহ্মরাক্ষস অত্যন্ত কাতরভাবে তাঁহার নিশা-জাগরণের মুহূর্ত্তার্দ্ধের ফল প্রার্থনা করিলে সেই বণিক্ তাহা প্রদান করেন, তাহাতেই ঐ ব্রহ্মরাক্ষস মুক্ত হইয়া যায়। পদ্মপুরাণ এই উদ্ধৃত-বাক্যে প্রবোধনীর রাত্রিতে গীত, বাদ্য ও কীর্ত্তনাদি হরিপ্রিয় অনুষ্ঠানাবলী শ্রীহরিতোষ-প্রাপ্তির প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই শ্রীহরির উৎসবাদির ফলশ্রুতি কেবল প্রাকৃত বহির্ম্মুখ জনগণকে সেবোন্মুখ-করণার্থ বুঝিতে হইবে। এইপ্রকারে বাহ্যানুষ্ঠান করিতে করিতে তাঁহাদের শ্রীহরির প্রতি অনুরাগের গাঢ়তা উপস্থিত হইলে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ হইয়া কেবলা ভক্তিতে অধিকার হইবে। সেই অধিকারে ঐসকল কৃত্য বিশেষ অনুরাগের সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। তখন বিধি-নিষেধের প্রয়োজনের দৃঢ়তা না থাকিলেও লোকসংগ্রহার্থে শুদ্ধভক্ত আচার্য্য মহাজন-গণ প্রায়ই লঙ্ঘন করেন না। কোন কোন স্থানে অনুরাগিদিগেরও প্রাবল্যে বিধানের অতীত কার্য্য কখনই দোষাবহ হইতে পারে না।

এই শ্রীরোদশাদী বিষ্ণুর প্রবোধনী-কৃত্য প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাপি স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাহা স্মার্ত্ত বা রাজসিক জনগণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত—বাহ্যানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। মহাজন-গণের কৃপাদৃষ্টি হইলে ক্রমে ঐ সকল উৎসব-পর্ব্ব বা মহোৎসবগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুষ্ঠাতৃগণের সংশোধনের সহায়ক হইতে পারে, নতুবা ঐগুলি আপনা হইতে কালের পর্য্যায়ে উঠিয়া যাইবে।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

—::(:o:)::—

এক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছেন—'শ্রীভক্তিরত্নাকরের বারশ তরঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দরের দোল, ঝুলন, রাস, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি মধুরলীলাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভবিগ্রহ হইলে এইসকল কিরূপে তাঁহাতে সম্ভব হয়?'

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ঝুলন লীলা বর্ণিত দেখা যায় শ্রীব্রজনাগরলীলার মত কোন প্রমুর্ত্তিক্রিয়া, গোপী বা নাগরীর ভাব উপাধিত নাই পূর্ব্বব্রজলীলাস্মরণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ঝুলনের প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। শ্রীল গদাধর সেই স্থানে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরসের পুষ্টিকারী। এইরূপই ভক্তগণ সকলে পূর্ব্ব ঝুলনলীলার গীত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের রাসবিলাসলীলা যাহা ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও শ্রীবৃন্দাবনলীলাস্মৃতির উদ্দীপকমাত্র। যথা—

বৃন্দাবন-লীলা গোরার মনেতে পড়িল
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল
ফুলবন দেখে বৃন্দাবনের সমান।
সখাগণে করে গোপীগণ অনুমান
খোলকরতাল লৈয়া প্রবেশ করিয়া।
ভাব মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥

(ভঃ রঃ ১২ তরঙ্গ ৩৩৯৪)

—ইহা সংকীর্ত্তনরাস। শ্রীগৌরসুন্দর তথায় ব্রজলীলার সখী-মঞ্জরী নাগরের ন্যায় শ্রীমূর্ত্তিধারিগণের কণ্ঠাদি ধারণ করিয়া নৃত্যাদি রাসবিলাস করেন নাই। শ্রীগৌর-সুন্দরের বস্ত্রহরণ-লীলাপ্রসঙ্গেও সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হইবে।

ভক্তিরত্নাকর বা শ্রীচৈতন্যচরিত-মহা-কাব্যের ২য় প্রক্রমের যে সর্গে বর্ণিত শ্রীগৌর-সুন্দরের বস্ত্রহরণলীলার মধ্যে সম্ভোগবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের চৌর্য্যলীলার ন্যায় গোপকুমারী-গণের আবির্ভাব নাই। ইহা স্বীয় পূর্ব-লীলার স্মরণে নিজভক্তগণকে লইয়া স্বীয় বিপ্রলম্ভরসের পুষ্টিকরণের লীলাবিশেষ। নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণ কান্তের সেবার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া অনেক সময় তাঁহারা কান্তাবলীর অনুকরণ করিয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরী ও তৎসখীগণে এই ভাবের প্রাকট্য হইয়াছিল। তাঁহারা কখন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবলদেবের আবেশে আবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার বাল্যলীলা ও 'মৎ আন', 'মৎ আন,' বলিয়া বারুণী বাঞ্ছা প্রকাশ করিতেন। তবে এখানে ইহাও বক্তব্য যে, অনেক অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি মহাজনের ভাবভঙ্গী গ্রহণ দিয়া অনেক কুসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে পারে এবং অনেক প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যেও সেইরূপ প্রক্ষিপ্ত অংশ পরবর্ত্তিকালে দৃষ্ট হইতে পারে। ঐরূপ গ্রন্থ যদি শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিতও হয়, তবে প্রক্ষিপ্ত অংশের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়েরই অনুমোদিত ও সমর্থিত বলিয়াই মনে করিতে হইবে, ইহা কখনও সমীচীন বিচার হইতে পারে না। শ্রীভক্তি-রত্নাকর-গ্রন্থে ঐ প্রকার প্রক্ষেপের ইঙ্গিত আছে।

 Regd. No.C. 1844

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিভক্তবৈষ্ণবগণের বাণী বা বাক্যের প্রতি অকপট শ্রদ্ধানু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমের বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের কার্যালয়ে নির্দিষ্ট থাকিলেও অপব্যবহারের কারণে কোন পারমার্থিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিত্তি।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবেন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক আবশ্যক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। বিনামূল্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের আর দরকার হয় না; স্থানীয় গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রবন্ধ ও বাণীসমূহের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় সংবাদাদি সম্পাদকের অনুমোদন সাপেক্ষে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অনুমোদিত রচনাদির যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরত পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ভগবানের সেবাপর। সুতরাং উঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ করা অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
সংবাদে প্রতি লাইন	২৲	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে হার স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

ট্রেন ও উষ্ট্রের সংঘর্ষ

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, বাড়মেরে একটী ট্রেন ও একদল উষ্ট্রের সংঘর্ষের ফলে ১৩টী উষ্ট্র মারা গিয়াছে এবং দুইটী বগী লাইনচ্যুত হইয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, ভাদ্রা ও আড্ডা ষ্টেশনের মধ্যে একদল উষ্ট্র লাইনের ধারে চরিতে থাকা অবস্থায় অগ্রগামী এক ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ঐ দুর্ঘটনা হয়। ট্রেন চলাচল কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ ছিল।

আমেরিকায় ওয়ার ক্যাবিনেট

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট মিঃ হোভার নিউইয়র্কে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আমেরিকায় একটী ওয়ার ক্যাবিনেট স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রে ওয়ার ক্যাবিনেট থাকিলেও কেবল আমেরিকায় তাহা এপর্য্যন্ত হয় নাই।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ঘোষণা

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এক ঘোষণা জারী করিয়াছেন যে, দেশব্যাপী পেট্রোল ব্যবহার সঙ্কোচ করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, রবারও ক্রমশঃই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে এবং স্থল ও নৌবাহিনীর চাহিদা মিটাইতেই হইবে। কেননা 'বিজয় লাভে বিলম্ব করা চলিবে না।'

ঘূর্ণিবাত্যার ফলে বহরমপুর জেলের ক্ষতি

উড়িষ্যা সরকার কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত মর্ম্মে এই প্রেস নোট প্রকাশ করা হইয়াছে—"গত ১৬ই নবেম্বর তারিখের ঘূর্ণিবাত্যায় বহরমপুর জেলের ক্ষতি এবং সেখান হইতে কয়েদীদের পলায়ন করা সম্পর্কে বেসরকারীভাবে প্রেরিত সংবাদাদি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে নিম্নে সরকারী হিসাব দেওয়া গেল,—ঘূর্ণিবাত্যার ফলে জেলের চতুঃসীমার দেওয়ালের একাংশ ভাঙ্গিয়া যায় ও একটী চালাঘরের ক্ষতি হয় এবং মোট একাদশজন বন্দী পলায়ন করে। পলাতকদের মধ্যে একজন নিরাপত্তা-বন্দোবস্তে আটক বন্দী, একজন সাধারণ বন্দী এবং অপর নয়জন সাধারণ বিচারাধীন বন্দী ছিল। উহাদের মধ্যে দুইজন বিচারাধীন বন্দী পরে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ অবস্থা সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদ

দু'টি সরকারী বিল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হইবার পর উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখা হয়। উড়িষ্যা বিশ্ববিদ্যালয় বিল সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটিতে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সিংহকে এবং কাহারা কমিটির সভ্য সংখ্যা দশ হইতে এগার করিবার জন্য অর্থসচিবের একটী প্রস্তাবও এই দিন পরিষদে গৃহীত হয়।

শ্যাম-ব্রহ্ম যোগাযোগের আয়োজন

জাপানের ডোমেই এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, শ্যামদেশ হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত একটি সরাসরি রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য জাপান ও শ্যাম গবর্ণমেন্টের মধ্যে সম্প্রতি এক চুক্তি হইয়া গিয়াছে। শ্যাম গবর্ণমেন্ট এই রেলপথ নির্ম্মাণ করিবেন এবং জাপান প্রয়োজনমত লোকজন ও মালমশলা দ্বারা সাহায্য করিবে। রেলপথটি শেষ হইলে জাপ-শ্যাম আক্রমণ ও আত্মরক্ষা চুক্তি অনুযায়ী উহা জাপানের জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে তত্ত্ব-সম্বন্ধে আস্তিক-নাস্তিকসম্প্রদায়ের শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে বাস্তব সমন্বয় সাধারণ জনসমূহে নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর-বিরচিত মূল, শ্লোকার্থ, অনুবাদ ও বিবৃতি সহিত সংপ্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[illegible] ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বর-অসুখ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া উহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাথে কত মিল। ছোট বোতল ৷৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৶৹ একটাকা দুই আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ সোনারপুর, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সন্তান্ত-শ্রীমদ্ভক্তিশিক্ষা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামি-বিরচিত মূল ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'অনুদর্শন'-নামক বিবৃতান্ত-সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভক্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃতি সহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১৭ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ২৩শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৯ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, বুধবার { ১১৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ কেশব, হাপু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(○)::——

শ্রীহরিনামই জীবের একমাত্র উপায়। শ্রীনামাচার্য্যের কৃপাতেই শ্রীনামের কৃপা ও সেবা লাভ হয়। শ্রীনামের শ্রীচরণে নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের একান্ত আনুগত্যে সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হইলে তিনি সেবকের সকল ভার গ্রহণ করেন।

সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে হরিনাম করিতে হইবে। "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম, এই মাত্র চাই"—ইহাই ভগবদ্বাক্য ও ভাগবতবাক্য। নামের অনন্ত প্রিয়তম জন—নিরন্তর শ্রীনামসেবী সাধুর কৃপা ও আনুগত্য ছাড়া শ্রীহরিনাম সেবা হইবে না। হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র কার্য্য। শ্রীনামী শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া বিশ্বে শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ। শ্রীনামের নিত্য-দাস শরণাগত জন জানেন যে, হরিনাম-প্রভুই তাঁহার একমাত্র সেব্য। তিনি হরিনাম-সেবার জন্যই এবং হরিনাম-সেবার অনুকূলেই যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকেন। সাধুর আনুগত্যে শ্রীহরিনাম-সম্বন্ধে সকল কার্য্য নিয়ম-করণ-রূপ ভজন-কৌশল বা ভজন-মর্ম্ম একমাত্র তাঁহার নিকটই সাধুকৃপায় প্রকাশিত হয়।

যাঁহার হৃদয় অকপট, যাঁহার কোন-প্রকার ইতর-কামনা বা অভিলাষ নাই, 'যিনি গুরুবৈষ্ণবসেবায় সতত নিষ্ঠাযুক্ত, সেইরূপ অকপট সেবকের হৃদয়ে শ্রীনামপ্রভু স্বীয় সেব্যস্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া থাকেন। অন্যান্য আচার্য্যগণ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীপ্রভুর বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা কেবল নামসংকীর্ত্তনের কথাই বিশেষভাবে আচার-প্রচার করিয়াছেন। অন্যান্য আচার্য্যগণ নববিধা ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীনামসংকীর্ত্তন যাহার মধ্যে নববিধা ভক্তি ও সকল ভক্ত্যঙ্গ অন্তর্ভুক্ত আছে, তাহার প্রচুর-পরিমাণে আলোচনা শ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীপ্রভুর আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"যাঁহারা বিপ্রলম্ভ-মায়াবাদ্ধ আছেন, তাহাদিগের মায়া বা দম্ভ বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করিবার জন্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-সমন্বিত কৃষ্ণ শব্দস্বরূপে বা মহামন্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজের বিলাস প্রদর্শন করেন। প্রত্যহ প্রতিমুহূর্ত্তে বহির্ম্মুখ, পরাঙ্মুখ জীবকে প্রত্যঙ্মুখ ও নিজের নামের হাটটী পরিমার্জ্জন করাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অপ্রকটের চতুঃশতাব্দের পরে এই কলিহত যুগে দুই মহাপুরুষকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই দুই মহাপুরুষই—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার দুই নিজজনকে গৌরবনে—নামের বিলাসক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলেন; গোষ্ঠবাটীর সহিত অভিন্ন গৌরবনের মহিমা প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছিলেন।" আমরা যাহাতে ঐ দুই প্রভুর শাসন-সম্মার্জ্জনীর দ্বারা নিজ হৃদয়কে মার্জ্জিত—ধৌত করিয়া তথায় শ্রীনামপ্রভুর লীলাবিলাস লক্ষ্য করিবার লোভাতুর হই, তজ্জন্য শ্রীনাম-নিষেবন শ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণে আর্ত্তি-আবেদন জ্ঞাপনই আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক।

———

সব ছাড়িয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে শরণাগত হইতে হইবে। শরণাগত হইতে পারিলে আর কোন চিন্তা থাকে না। নিজের বল বা চেষ্টা এবং অপরের বল বা চেষ্টার প্রতি ভরসা ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিজের পালকরূপে বরণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের শরণাগত হইতে পারিলে আর কোনই অসুবিধা থাকে না তখন সকল সুবিধা-অসুবিধার ভার শ্রীগুরুপাদপদ্মই গ্রহণ করেন।

শরণাগতির ছয়টী লক্ষণ—দৈন্য, আত্ম-নিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ, কৃষ্ণ অবশ্য রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস, ভক্তি-প্রতিকূল বিষয় পরিত্যাগ ও ভক্তির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই ছয়প্রকার শরণাগতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিরই প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন।

অহঙ্কার, বদ্ধ জীবের স্বরূপের রূপের বাধা। জীব স্বরূপে অকিঞ্চন—তৃণাদপি সুনীচ। এ জগতের কোন কিছুর অভিমান তাহার শুদ্ধ স্বরূপে নাই। ভক্তি-অধিকারী শ্রদ্ধালু জীবের নিজের স্বরূপের রূপের প্রতি আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং তখন তাঁহার এ জগতের মান-অভিমানের প্রতি বিরাগ হয়। তাহাই দৈন্যের আকারে শ্রদ্ধালু ভজনকারীর চেষ্টার মধ্যে প্রকাশ পায়।

জীব স্বরূপতঃ ভগবানের নিত্যদাস। তাঁহাদের শ্রীচরণে আত্মনিবেদনই তাঁহার স্বরূপের রূপ-শোভা। আমি ভগবানেরই নিত্যদাসানুদাস—এই অনুভূতি হইলেই জীবের সুবিধা হয়। শ্রীভগবানকে নিজের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদের হইয়া গেলে জীবকে আর মায়িক অভিমান গ্রাস করিতে পারে না। ভক্তির প্রাতিকূল্যচেষ্টা পরিহারদ্বারাই জীবের ভক্তি-অধিকার সূচিত হয়। ভক্তির অনুকূল স্থান, কাল ও পাত্রের প্রতি ভক্তি-সাধকারীর স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব অবশ্যই দৃষ্ট হইবে।

জড়জগতের এক বদ্ধজীবের অন্য বদ্ধজীবের প্রতি যে দয়া, তাহা জড়েন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছামূলা। এক বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয় তর্পণের অভাব লক্ষ্য করিয়া অপর বদ্ধ জীব তাহারই পরিপূরণ করিবার জন্য চেষ্টা হইতে জড়ীয় কৃপালুতার উৎপত্তি হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের যে জীবে দয়া-প্রবৃত্তি, তাহা অপ্রাকৃত হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ। ভগবান্ বা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের মধ্যে যে কারুণ্য-গুণ, তাহা নিত্য চিদানন্দ-ময় বৈকুণ্ঠ-বিকার অপ্রাকৃত আনন্দের প্রকারভেদ ঔদার্য্যলীলার অন্তর্গতরূপে নিত্যকাল বিরাজমান। ভগবান্ ও ভগবদ্-ভক্তগণের এই দয়াবৃত্তিটী নিত্য। ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তগণের দয়ালুতা-গুণটী অস্বীকৃত হইলে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের এ জগতে অবতরণও অস্বীকার করা হয়।

নিত্যসিদ্ধ ভক্ত ও ভগবানের প্রাপঞ্চিক ক্লেশের অভিজ্ঞতা না থাকিলেও তাঁহারা সচ্চিদানন্দময় হওয়ায় সর্ব্বজ্ঞতার আশ্রয় সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বহির্ম্মুখ-অনন্ত জীবের সংসার-ক্লেশের কথা জানিতে পারেন এবং সাধনসিদ্ধ উত্তমাধিকারী ও মধ্যমাধিকারীও উহা জানিতে পারেন কিন্তু তাঁহারা তাহা জানিলেও তদ্দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়েন না। শ্রীনামসংকীর্ত্তন সমাধিগত দর্শনে অপ্রাকৃত ভাবে ব্যাসদেব জীবের ক্লেশ দেখিয়াও তদ্দ্বারা স্বয়ং সংশ্লিষ্ট হন নাই, পরন্তু জীবগণের প্রতি দয়ালু হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন। প্রকৃত

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

অনুকম্পা বা দয়া নিত্য ও জীবের আত্মার প্রতি কার্য্যকরী, আর অনিত্য অনুকম্পা লোক, জড়, দেহমনের প্রতি কার্য্যকরী।

"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু"—শাস্ত্রের এই বাক্য শুনিয়া অনেকে বিশ্বাসশব্দে অন্ধ-বিশ্বাসকেই ধারণা করেন। এই বিশ্বাসটী কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। বিচারের পারদৃষ্ট অবস্থায় যে চিত্তের স্থিরতা হয়, তাহাই উক্ত বিশ্বাস-শব্দের পদার্থ। সংশয়যুক্তাবস্থায় যে মনের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভাব-বিশেষ, তাহাই অন্ধবিশ্বাস। মনের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক-ভাবোত্থ অন্ধবিশ্বাস উক্ত মীমাংসা পর্য্যায়ের মধ্যে থাকিতে পারে না। অন্ধ বিশ্বাস যথার্থ বিশ্বাসের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ। "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু" বা "শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়" ইত্যাদি বাক্যোক্ত শাস্ত্রোদিষ্ট বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস নহেই, পরন্তু অন্ধ বিশ্বাস সমূলে দূর হওয়ার পর যে শুদ্ধ-চিত্তগণের সুদৃঢ় বস্তুধারণা স্থির চিত্তে উদয় হয়, তাহাই। সংশয়যুক্ত অবস্থায় অন্ধবিশ্বাস সম্ভব হইয়া থাকে, কিন্তু চিত্ত সংশয়মুক্ত হইলে সেই অবিশ্বাস চিত্ত পরতত্ত্বের প্রতি নিঃসংশয়রূপে সুদৃঢ়ভাবে আত্মা-স্থাপনের যে বৃত্তি উদিত হয়, তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা, তাহাই পরমার্থময় চিত্তবৃত্তি।

দৃঢ়তা ও রোচমানা প্রবৃত্তি

(মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ)

দৃঢ়তা না থাকিলে ভজন হয় না। যাঁহার শ্রদ্ধা যত দৃঢ়, তাঁহার অধিকার তত উচ্চ। ভগবান্ হইতে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, জগতের কোন প্রলোভনই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। ভাগবতোত্তমের লক্ষণ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ
লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৫৩)

—ত্রিলোকের রাজ্যলাভার্থেও যাঁহার স্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না অর্থাৎ ভগবৎস্মৃতি প্রতিহত হয় না এবং যিনি শ্রীভগবানের অজিতেন্দ্রিয় দেবগণেরও অন্বেষণীয় ভগবৎপাদপদ্ম হইতে লবনিমেষার্দ্ধও বিচলিত হন না, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।

কেবল যে শাস্ত্র অবধি বস্তু আসনে স্থির [illegible] থাকা যায় না, তাহা নহে, অনেক স্থলে, এমন কি, আধ্যাত্মিক বিচারে যাঁহারা দৃঢ়, সেরূপ কোন ব্যক্তির [illegible] হইলেও যাঁহার দৃঢ়তা বিচলিত হয় না, তিনিই বৈষ্ণব।

ক্ষৌণীপতিত্বমথবৈকবরিক্ততাং বা
নিত্যং দদাসি বহুমানমথাপমানম্।
বৈকুণ্ঠবাসমথবা নরকে নিবাসং
হে বাসুদেব মম নাস্তি গতিস্ত্বদন্যা॥
দিশতু যাতনাং বা বিতরতু
ভাগবতং বাপি।
সুখিতং দুঃখিতমথ মাং ন মুঞ্চতু
কেশব-স্বামী॥
(পদ্যাবলী—৮৫ ৮৬)

—তুমি আমাকে পৃথিবীর আধিপত্য দাও বা একান্ত দারিদ্র্য প্রদান কর অথবা নিত্য আমাকে অতীব আদর কর বা অপমান কর কিংবা আমাকে বৈকুণ্ঠ-বাস প্রদান কর অথবা নরকেই স্থান দান কর, হে বাসুদেব! তুমি ভিন্ন আমার অন্য কোন গতি নাই। আমাকে দুঃখদান করুন বা ভাগবত প্রদান করুন অথবা আমাকে সুখের মধ্যে রাখুন বা দুঃখেই রাখুন, তথাপি প্রভু কেশব যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন।

অনেক সময় তথাকথিত দৃঢ়তা নাস্তিকতাতেও পর্য্যবসিত হইতে পারে। দৃঢ়তাই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ নহে। অনেক নাস্তিক ও আস্তিকের মধ্যে এরূপ দৃঢ়তা আছে যে, তাহাতে অসংখ্য দুঃখ ভোগ পড়ে। হিরণ্যকশিপু বা শিশুপালাদি ভগবদ্বিরোধী ব্যক্তিগণের দৃঢ়তার কথা পুরাণে শ্রুত হয়; আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণেও এরূপ দৃঢ়তার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শারীরিক বা মানসিক কোন ক্লেশ তাঁহাদিগকে সেই দৃঢ়তা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। কাজেই কেবল তথাকথিত দৃঢ়তার দ্বারাই ভক্তির পরিমাণ হইতে পারে না। রোচমানা প্রবৃত্তিই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। এজন্য শ্রীউদ্ধবগীতায় এই শ্লোকটি কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবত-প্রধান উক্তঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৫৫)

—অবশে অভিহিত হইয়াও যিনি জীবের পাপরাশি নাশ করেন, সেই শ্রীহরির পাদপদ্মযুগল প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ হইয়া কখনও যাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করেন না, তিনিই 'উত্তম-ভাগবত' নামে কথিত হন।

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলায় রতি যে অবস্থায় উদিত হয়, তাহার অনুশীলনে যে দৃঢ়তা হয়, তাহাই ভক্তগণের আদরণীয়।

আয়াত্য লোমাবলীসহ ইব
[illegible]
বাণার ইব [illegible]।
কোলেষাং চিরবিশ্রুত-
[illegible]
ইত্যেষ হেতুক [illegible]
শ্রীকৃষ্ণ নমামস্তে॥
(পদ্যাবলী—১০)

—হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার বৈভব, চরিত, রূপ ও নাম—এই চারিটী আমার সম্বন্ধে মধুর। [illegible] অধরের ন্যায় আস্বাদ্য, বালা বেণীর নূতন কথার ন্যায় আমার প্রিয়, উত্তম বধূর লাবণ্যলক্ষ্মীর ন্যায় দৃঢ় এবং চিরদিনের বন্দী [illegible] সন্দেশ-বাক্যের ন্যায় [illegible] হউক।

শ্রীভাগবতধর্ম্ম

[৩]

(শ্রীপাদ মাধবলাল ভক্তিশাস্ত্রী)

সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রিত নিষ্কপট সাধকমাত্রেরই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'ভাগবতধর্ম্ম' অবশ্য পালনীয়। যিনি ভাগবতধর্ম্মাচরণে কায়মনোবাক্য সমর্পণে উদাসীন থাকেন, তাঁহার কার্য্যতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ণাদি সম্পন্ন হয় না। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ এই ভাগবতধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন,—"তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ। অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥" অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিজের হিতকারী বন্ধু এবং পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া নিরন্তর নিষ্কপটভাবে তাঁহার অনুগমনপূর্ব্বক যে-সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মপ্রদ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হন, সেই সকল ভাগবতধর্ম্ম অবগত হইবে। শ্রীহরিকথা-শ্রবণে ও শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবায় কায়মনোবাক্য নিয়োজিত করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপায় ভাগবতধর্ম্মের শুদ্ধ আচরণ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। প্রকৃত ভাগবতধর্ম্মাশ্রয়ী শিক্ষক লক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে, "শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় লাভ করিয়া জীব শ্রীগুরুদেবকে বিষ্ণুবিগ্রহের অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহজ্ঞানে মানবিক বা প্রাকৃত বিচার অবলম্বন না করিয়া গুরুসেবা করিবেন। গুরুকার্য্যস্বরূপজ্ঞানে আশ্রিত হইয়া ভগবদ্ভক্ত কার্য্য করিতে হরিতোষণবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, সেই হরিতোষণকেই গুরুসেবা সংজ্ঞা উপলব্ধি হয় এবং গুরুসেবাফলেই হরিতোষণ সম্পাদিত হয়। তখন 'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্' এবং 'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।' শ্লোকের তাৎপর্য্যলাভ ঘটে। তখনই তাঁহার সার্ব্বক্ষণিক শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ আরম্ভ হয়। তখন তিনি 'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ' শ্লোকের তাৎপর্য্য, 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' শ্লোকের উদ্দেশ্য এবং 'ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা' শ্লোকের অর্থ উপলব্ধি করিয়া অধোক্ষজ-সেবায় আগ্রহান্বিত হন এবং তিনি কৃষ্ণকার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা স্বীকার করেন না। ইহাই ভাগবতধর্ম্ম। ভাগবতধর্ম্ম সহস্রপ্রকারে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভাগবতধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তি কেবল কর্ম্মফলাদি কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড বা যথেচ্ছাচারিতায় আবদ্ধ নহেন।"

কায়, মন ও বাক্যদ্বারা আমরা অন্যের সহিত প্রত্যহ যে-সমস্ত ব্যবহার করি, তাহা ভগবদনুকূল অথবা শাস্ত্র-সম্মত দ্বারা অনুমোদিত কিনা, তাহা লক্ষ্য না করিলে অনেক সময় বাহ্যতঃ সকল সাধন সম্পাদন করা সত্ত্বেও ভগবৎ-প্রীতিজনক না হওয়ায় আমাদের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। অতএব যে স্থিতিতে আছি, সেই স্থিতিতেই থাকিতে হয়। কায়িক, মানসিক ও বাচনিক আচার-ব্যবহার কিরূপ হওয়া প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি এইরূপ—"সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু। দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্॥" অর্থাৎ প্রথমতঃ দেহপুত্রাদি সর্ব্ববিষয়ে চিত্তের অনাসক্তি, সাধুগণের সহিত সঙ্গ, হীন প্রাণিগণের প্রতি যথার্থতঃ দয়া, তুল্যগণের প্রতি মিত্রতা এবং উত্তম পুরুষগণের প্রতি বিনয় অর্থাৎ প্রশ্রয়যুক্ত হইয়া সেবন শিক্ষা করিবে। এই শ্লোকে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা আগ্রহপূর্ব্বক দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিবার উপদেশ আছে। মনোধর্ম্ম যাহা ভগবদ্ধর্ম্ম বুদ্ধিগণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বাধক প্রতিকূল, তাহা সাধুসঙ্গপ্রভাবেই বিনষ্ট হয়। এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—"ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষার্থীর মনোধর্ম্মজীবন পরিত্যাগেরই প্রথম প্রয়োজন। জগদ্বিস্মৃতি-জন্য আত্মবৃত্তি যে কালে দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে সঙ্কল্প-বিকল্প বিচার করিতে থাকে অর্থাৎ অবস্তু-অবস্থান-রহিত হইবার যোগ্যতা লাভ করে, সেই কালে চিদানন্দময়ের পারমার্থিক-বৃত্তি ও অনর্থযুক্ত মিশ্র সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনের স্বাধীনতা লাভ হয়; এইরূপ [illegible]। তাদৃশ অবস্থায় প্রবল থাকা-কালে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের আত্মাপ্লুতের উপাসনা উপস্থিত হয়। বহু সেবাবাদী হইয়া ঐকান্তিকী নিষ্কপটতাকে বিদায় দেওয়া মনোধর্ম্মীগণের ধর্ম্ম। ভাগবতধর্ম্ম প্রপঞ্চে বহু স্থানে [illegible] হইয়া সেবা করিবার প্রবৃত্তিকে 'কেবল-ভক্ত' বলিয়া নির্দেশ করেন না। মনোবিগ্রহ-লক্ষণ পর্য্যন্তই সাধনের সীমা। সর্ব্বতোভাবে মনোধর্ম্মে চালিত হওয়া ভাগবতধর্ম্মপথের প্রতিকূল নহে। ভগবৎপ্রদর্শিত যে-সকল সাধুবৈচিত্র্য অন্তঃকরণে বিলীন হইবার আশা, তাহাদিগের নিত্য সেবা জীবকে বিবিধ বঞ্চনা-নিকৃষ্ট করাইয়া অনাত্মপ্রতীতিতে অবস্থান করায়। উক্ত দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবসঙ্গের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়তা আছে। ভগবৎসেবাপরায়ণ ও বিরাগশোভা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ বরণীয়। তাঁহার সর্ব্বপ্রকারে মানসিক অবস্থাগুলিকে বুঝিয়া

প্রসারিত হ'তে পারে না। 'সাধুসঙ্গ'-শব্দে বৈষ্ণবসেবাকেই লক্ষ্য করে। 'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা' প্রভৃতি মহাজনবাক্য ভাগবতধর্ম্মেরই পরিচায়ক। অসৎসঙ্গত্যাগ, নিরপেক্ষ আত্মভগবৎসেবা-প্রার্থী জনগণের প্রতি মৈত্রী, নিষ্কপট ভগবৎ-সেবাপরায়ণগণের প্রতি মিত্রতা এবং নিরপেক্ষী উন্নত ভজনশীল জনগণের প্রতি নিত্য বৈষ্ণবজ্ঞানে ও শুশ্রূষা বিধেয়।"

'ভাগবতধর্ম্মাশ্রয়কারী সাধকের ব্যবহারিক ও আন্তরিক আচরণ কিরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ।" অর্থাৎ শৌচ (মৃত্তিকা ও জলাদিবিষয়ক বাহ্যিক এবং দম্ভহীনতা ও অমানিত্বাদি আন্তরিক), তপঃ (কাম-ক্রোধাদি-বেগধারণরূপ), তিতিক্ষা বা ক্ষমা, মৌন (বৃথা বাক্যালাপসঙ্কোচরূপ), স্বাধ্যায় (ভক্তিবিষয়ক গ্রন্থ-পাঠ), সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য (স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাত্যাগ), অহিংসা, মানাপমানে দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা (প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্ম-শিক্ষা করিবে)। "সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্য-মনিকেততাম্। বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ॥ শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দা-মন্যত্র চাপি হি। মনোবাক্‌কর্ম্মদণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি॥ শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুত-কর্ম্মণঃ। জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিল-চেষ্টিতম্॥ ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্। দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥ এবং কৃষ্ণাত্ম-নাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্। পরিচর্য্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥ পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ। মিথো রতির্মিথস্তুষ্টি-র্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥" অর্থাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থলে আত্মার এবং নিয়ন্তারূপে পরমেশ্বর বস্তুর অনুসন্ধান, একান্তভাব, গৃহাদি-বিষয়ক অভিমানশূন্যতা, বল্কলবসনে পরিতুষ্ট সন্তোষ বা যথা প্রাপ্ত এবং অনায়াসলব্ধ বস্তুতেই সন্তোষ শিক্ষা করিবে। ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্য শাস্ত্রে অনিন্দা; মনঃ, বাক্য ও কর্ম্মের দণ্ড, সত্য, শম ও দম অভ্যাস করিবে। অদ্ভুত চরিত্রশালী শ্রীহরির অবতার-লীলা ও জন্মগুণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান এবং ভগবৎপ্রীতিবিধান-উদ্দেশে যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। যজ্ঞাদি ইষ্টকর্ম্ম, দান, তপঃ, জপ, সদাচার এবং নিজপ্রীতিজনক গন্ধপুষ্প প্রভৃতি দ্রব্য ও স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, প্রাণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের ভগবৎসেবে সমর্পণ শিক্ষা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণাত্মক মানবগণের প্রতি সৌহার্দ্দ, স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী, বিশেষতঃ মনুষ্যগণের প্রতি—তন্মধ্যে স্বধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণের প্রতি এবং তাহার মধ্যেও ভাগবতগণের প্রতি পরিচর্য্যা শিক্ষা করিবে। ভগবদ্ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া তদীয় সুযশোজনক কথা [illegible] বিষয়ে পরস্পর আলাপন কীর্ত্তন, পরস্পর আত্মার প্রতি অনুরাগ, পরস্পর তুষ্টি এবং পরস্পর যাবতীয় দুঃখনিবৃত্তি শিক্ষা করিবে।

যাঁহারা শুদ্ধভক্তসঙ্গে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হন, ভগবৎকৃপায় অনায়াসে তাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযমরূপ 'দম'-গুণ এবং ভগবৎসেবানন্দে আপাবরূপ 'শমতা', লাভ করেন। তাঁহারা ভাগবতোক্ত শাস্ত্রের নিন্দা না করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতবাণীর প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধ হন। কৃষ্ণসেবাবিমুখ ব্যক্তির ভোগোপযোগী বস্ত্র ও ভাবের প্রতি অনাদরই ভগবদ্ভক্তের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শুচি। ভগবৎসেবাপর থাকিয়া ভগবৎ-সেবোপযোগী বস্তুর গ্রহণ ও সেবার অনুপযোগী বস্তুর সর্ব্বত্যাগই ভগবদ্ভক্তগণের 'তপস্যা'। প্রাকৃত অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি বা প্রাকৃত বস্তু হইতে মানসিক ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও ভগবৎসেবনস্বাভাবিক স্বভাবে অক্ষুণ্ণ থাকাই 'তিতিক্ষা'। ভগবৎসেবা স্মৃতির বাধক প্রজল্প হইতে বিরত থাকাই 'মৌন'। পরের বিষয়কথাচর্চ্চায় থাকাই হইয়া অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তনই সুষ্ঠুভাবে মৌনধর্ম্মসংরক্ষণ। সত্ত্ব, অভিধেয় ও প্রয়োজন-আলোচক শাস্ত্রসমূহের আলোচনাই 'স্বাধ্যায়'। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-বাঞ্ছার চরিতার্থ করিবার চেষ্টা অসরলতা। চতুর্ব্বর্গ-বাঞ্ছা-শূন্য-বর্জ্জিত কেবলমাত্র ভগবদ্বাঞ্ছা-পূরণের হেতু যে পালন—তাহাই প্রকৃত সরলতা। অতএব নিষ্কপটে ভগবৎসেবানিরত জনগণই সরল। প্রত্যেক বস্তুই ভগবৎসেবোপকরণ, অতএব পূজা-এক প্রকার বিচার সুদৃঢ় না হইলে ব্রহ্মচর্য্যের সংরক্ষণ হইতে পারে না। স্ব-স্বরূপ ও ভগবৎস্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত পদার্থ-দ্বারা ভগবৎসেবায় রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী। ভগবৎসেবাবৃত্তি উদিত না হইলে কাহারও সম্যক্‌ভাবে নিষ্কাম স্ত্রীসঙ্গের বিচার পরিত্যাগ হয় না, ব্রহ্মচর্য্যও রক্ষিত থাকে না। যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মসেবায় 'রতি'-লাভকেই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে 'নিষ্কপট'। নিজের ও অপরের চতুর্ব্বর্গ-লাভকে বহুমান করার চেষ্টাই হিংসা বা মৎসরতা। যাঁহারা নিজ-দলকে শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের নিত্য অবোগ্যতম সেবক বলিয়া অবগত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সেবার প্রতিকূলীন জানিয়া বৈমুখ্য, তাঁহারাই মানাপমানে নির্ব্বিকার থাকেন। বিমুখ-মোহিনী মায়ার নিকট নিজকে বোকা বা উত্তম [illegible] উপর প্রভুত্ব করিবার প্রেরণা থাকিলে কাহারও চিত্তে সমতা থাকিতে পারে না। ভাগবতধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তি শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গপ্রভাবে ভগবদ্ভক্তের লোকোত্তর সদ্গুণ লাভ হয়।

দণ্ডভঙ্গলীলা

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাসগ্রহণের পর শান্তিপুর হইয়া শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একাম্র-কাননে শ্রীভুবনেশ্বর দর্শনলীলা প্রকাশ করিয়া তথা হইতে কমলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে পুণ্যতোয়া ভার্গী নদী প্রবাহিতা। মহাপ্রভু ভার্গীকে ভাগীরথীর ন্যায় অভিমত করিবার মানসে সেই নদীতে স্নান করিলেন। স্নানের সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট নিজ দণ্ডটী রাখিলেন। স্নানের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] দেবের দর্শনে যান। তথা হইতে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছিল। মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দর্শন করিয়াই প্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং কৃষ্ণ-বিরহাতুর হইয়া অদ্ভুত নৃত্য ও কীর্ত্তনলীলা প্রকাশ করিলেন। এ অবসরে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু দণ্ডটী ভাঙ্গিয়া ভার্গী নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণসহ কৃষ্ণপ্রেমাবেশে চলিতে চলিতে আঠারনালায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার দণ্ডের কথা মনে পড়িল। তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকট দণ্ডটী চাহিলেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—

* * * দণ্ড হৈল 'ভঙ্গ' খণ্ড॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তুমি, তোমারে ধরিনু।
তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িনু॥
দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কাঁহা পড়িল- কিছু না জানিল॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যে উচিত হয়, মোর কর তাহা দণ্ড॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই বাক্য শুনিয়া অন্তরে সন্তুষ্ট থাকিলেও বাহিরে ঈষৎ ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন,—"নীলাচলে আনিয়া তোমরা সকলে আমার এই হিত করিলে? সবে একটী দণ্ডমাত্র ছিল, তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। আমি আর তোমাদের সঙ্গে [illegible] না, হয় তোমরা আগে নীলাচলে যাও, না হয় আমি আগে যাই।" ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া তাঁহাকেই আগে নীলাচলে গমন করিতে প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবল বেগে একাকী নীলাচলের দিকে ছুটিতে লাগিলেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু মহাপ্রভুর এই দণ্ডভঙ্গলীলা বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরের দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো
কেন সহায়।
ভাঙ্গাইল ক্রোধে তেঁহো [illegible] দেখায়॥
দণ্ডভঙ্গ লীলা—এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে দোঁহার পদে যাঁর ভক্তি ধীর॥

যাঁহারা সন্ন্যাসেরই [illegible] শ্রীচৈতন্য দণ্ডক, [illegible] সেই দুই প্রভুর ভাঙ্গা দণ্ড [illegible] স্থাপন করিতে সমর্থ।

বিদ্বৎসন্ন্যাসে বা পরমহংসাবস্থায় দণ্ডের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু বিবিদিষা-সন্ন্যাসে বা সাধকজীবনে বাহ্য [illegible] ধারণ করিয়া মহাজনগণের আনুগত্যে স্বরূপসিদ্ধ গ্রহণ-রূপ কর্ম্মপন্থায় ত্রিদণ্ড [illegible] আবশ্যক। সন্ন্যাসী [illegible] অবস্থায় দণ্ড [illegible] পরমহংসাবস্থায় দণ্ডধারণের আর কোন আবশ্যকতা থাকে না। যাঁহাদের কায়-মনো-বাক্য সকলই ভগবৎসেবায় পরিনিষ্ঠিত, যাঁহারা শত চেষ্টা করিয়া, সাধ্য-সাধনা করিয়াও কৃষ্ণসেবা হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য বস্তুতে চিত্ত স্থাপন করিতে পারেন না, যাঁহাদের বেতসীবৃত্ত সেবক নাই—যাঁহাদের সমস্তই পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণসেবায় পরিনিষ্ঠিত, সেইরূপ শুদ্ধ পরমহংসের কায়-মনো-বাক্য দণ্ডন করিবার জন্য বাহ্য শাসন বা শাস্ত্রবিধির আবশ্যকতা হয় না, সুতরাং ঐরূপ পরমহংসগণের দ্বারা ত্রিদণ্ড লীলা-ভঙ্গের কথা [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্রিদণ্ড কথাই নাই। তবে মহাভাগবতলীলা-বিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগত পরমহংসগণও লোকশিক্ষাকল্পে বাহ্য বিধি-যোগ্য বেশধারণ করেন। তাঁহারা যেরূপ লোকশিক্ষার্থ ঐরূপ দণ্ডাদি-গ্রহণের আদর্শ করেন, সেরূপ আবার কপটতাকারী প্রচারকের বৈষ্ণব-শিক্ষা দিবার জন্য আপনাদিগকে আশ্রমবর্জ্জিত [illegible] প্রাকৃত [illegible] তাঁহাদিগকে শাস্ত্রবিধির অধীন ও আশ্রমোচিত বিধি বিচার করিয়া অপরাধে পাতিত না হন তজ্জন্য [illegible] শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর দণ্ডটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। আবার অন্য দিকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কপট-ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্ব্বক জানাইলেন—সাধক-জীব যদি অবৈধভাবে বা স্বেচ্ছাবিধি লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাঁহার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। পরমহংস গুরুবর্গ সাধকজীব নহেন, তিনি বর্ণাশ্রমের অতীত নিত্যপার্ষদ-পরমহংস। তিনি লোকশিক্ষাকল্পে শাস্ত্রবিধির অনুসরণ করিতেও পারেন, আবার না-ও করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের বাহ্যবিচারে কৃষ্ণসেবার অনুরাগ হয় না, উঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রবিধি-লঙ্ঘনও একমাত্র উচিত। [illegible] গুরু হইতে 'দণ্ডভঙ্গ' [illegible] নাম ধারণ [illegible] ত্রিদণ্ড-লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শাস্ত্র হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—[illegible]—

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্য[illegible]দেবের বাণী বা তাঁহার প্রতি অকপট শ্রদ্ধা নিবেদিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিক [illegible] প্রকাশে [illegible] হইবার দেখা। অভিজ্ঞদের বার্ষিক [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যে [illegible] [illegible] উহার [illegible]।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হয়। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক [illegible]।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য [illegible] হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত কর্তব্য। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রকৃত [illegible] পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত [illegible] যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দৃষ্ট হইলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশ গ্রাহকের হার [illegible] পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের [illegible], সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	১	৷১০
" " সিকি কলম	৫৲	
অর্দ্ধ কলম	৮৲	
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

বৃত্তিহীন শিক্ষকগণের জন্য সরকারী সাহায্য

কলিকাতা এবং তন্নিকটস্থ পল্লী হাই স্কুলসমূহের যে সমস্ত শিক্ষক জরুরী অবস্থার জন্য বৃত্তিহীন হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেছেন। যে সমস্ত শিক্ষক গত জুলাই হইতে বৃত্তিহীন হইয়াছিলেন সংকার্য্য গত পূজা ছুটির পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে মাসিক ৭৫৲ টাকা করিয়া বেতন দিয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহারা গত জানুয়ারী হইতে জুন মাসের মধ্যে বৃত্তিহীন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য কোন ব্যবস্থা সরকারী পক্ষ হইতে হইয়া উঠে না। অন্য বেঙ্গল টিচার্স এ্যাসোসিয়েসনের প্রার্থনায় বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকেও মাসিক ৭৫৲ টাকা বৃত্তি দেওয়ার জন্য স্বীকৃত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত সরকার কর্ত্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের যে সমস্ত শিক্ষয়িত্রী বৃত্তিহীনা হইয়াছিলেন, তাহাদিগের সাহায্যের জন্য প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান ডিভিসনের স্কুল ইন্সপেক্ট্রেস্ ৮০০০৲ টাকা বিতরণের মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষয়িত্রী তাঁহার মাসিক বেতনের দেড়গুণ টাকা মাসিক বৃত্তিস্বরূপ লাভ করিয়াছেন।

শুকখাদ্যরূপে মাখন

খাদ্যজাত সামগ্রীর মধ্যে মাখন ও পনীর বহুকাল যাবৎ মনঃপূত আকারে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। মাখন এবং পনীর প্রস্তুত করিবার সময় উহা হইতে জলীয় ভাগ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হইলেও এই দুইটি সামগ্রীকে "শুক খাদ্যের" পর্য্যায় ফেলা যায় না; তবে অল্প দিন হইল নিউজিল্যাণ্ড হইতে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, মাখনকে এখন "শুকখাদ্য" বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। নিউজিল্যাণ্ড ডেয়ারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের গবেষণার ফলে মাখন হইতে জলীয় অংশ নিষ্কাশনের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্ব্ব হইতেই তথায় এই সম্বন্ধে গবেষণা হইতেছিল, ১৯৪২-৪৩ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তথা হইতে এইরূপ ২০ হাজার টন মাখন ক্রয় করিবার জন্য চুক্তি করিয়াছেন। গত বৎসর নমুনা হিসাবে নিউজিল্যাণ্ড হইতে ৪০০ টন এইরূপ মাখন জাহাজযোগে গ্রেট বৃটেনে প্রেরিত হইয়াছিল এবং এই মাখন বেশ ভাল অবস্থাতেই তথায় পৌঁছিয়াছিল। নিউজিল্যাণ্ডস্থিত কানাডার ট্রেড কমিশনারের নিকট হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, যে সমস্ত দেশে এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য প্রেরণের জন্য জাহাজে রিফ্রিজারেটরের ব্যবস্থা নাই, সেই সমস্ত দেশে মাখন পাঠাইবার উদ্দেশ্যেই প্রথমতঃ নিউজিল্যাণ্ডে মাখন হইতে জলীয় অংশ নিষ্কাশনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা শুরু করা হয়। সম্পূর্ণরূপে জলীয় অংশ বিমুক্ত মাখন এখন সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের মতই যে কোন জাহাজে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা সাহায্যে যৌবন প্রাপ্তি

লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিদ ডাঃ মিঃ কোয়েকফেল্ড নবোদ্ভাবিত এক নূতন চিকিৎসা প্রয়োগ ফলে মানুষ ৬০ বৎসর বয়সেও যৌবনোচিত বলবীর্য্য ও মানসিক উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যুদ্ধ-সময়ে আমেরিকার ৬০ বৎসরেরও ঊর্দ্ধ বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যুদ্ধের কার্য্যে উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার এই চিকিৎসা-প্রণালী অনুসরণ করিবার জন্য তিনি আমেরিকান্ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণভজনামৃতম্

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর-বিরচিত মূল, সোপান, অনুবাদ ও বিবৃত টীকাসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[illegible] প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] সজ্জনগণের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ও স্বনিয়মদ্বাদশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত; অন্বয়, অনুবাদ এবং বিবৃত বিবৃতি ও শ্লোকসূচীসহ প্রকাশিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

[illegible] অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible], প্লীহা-যকৃৎ কামলাদি এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থা সাধক [illegible] বিনা। ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৷৶০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদ্‌গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকমল-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ ১৮ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৪শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১০ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার ১১৮-তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ কেশব, বৃহস্পতি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীদ্বারাবতী-পুরী

——::(১০):——

বিষ্ণুক্ষেত্র দ্বারকা সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতমা। শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী হ্যবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥
এতাস্ত পৃথিবীমধ্যে ন গণ্যন্তে কদাচন।
পুরী দ্বারাবতী বিষ্ণোঃ পাঞ্চজন্যোপরিস্থিতা॥

—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (প্রকাশ ক্ষেত্রে শ্রীহরিদ্বার ও শ্রীমায়াপুর), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী এবং দ্বারাবতী—এই সাতটি পুরী মোক্ষদায়িকা অর্থাৎ এইসকল বিষ্ণুক্ষেত্রের সেবাদ্বারা জীবের বিষ্ণু-পাদাব্জ-লাভ ঘটে। ইঁহারা প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইলেও পৃথিবীর মধ্যে গণিত হন না। এই সকল অপ্রাকৃত ক্ষেত্র জীবকুলগণের জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছেন। শ্রীদ্বারাবতী-পুরী শ্রীবিষ্ণুর পাঞ্চজন্য-শঙ্খের উপরে বিরাজমানা।

'হরিবংশে' লিখিত আছে, জীবের 'মোক্ষের দ্বারস্বরূপ' বলিয়া তত্ত্বকোবিদ্ পণ্ডিতগণ এই পুরীকে 'দ্বারাবতী'-নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দ্বারকার ঐতিহ্য শ্রীমহাভারত, শ্রীহরিবংশ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। শ্রীহরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বের ৫৮ অধ্যায়ে দ্বারকার প্রাকট্যের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বারকা-মাহাত্ম্যে দ্বারকার উৎপত্তি-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—শর্য্যাতি নামে এক রাজচক্রবর্ত্তীর উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত ও ভূরিষেন নামে তিনটী পুত্র ছিল। শর্য্যাতি অত্যন্ত সবদ্-ব্রহ্মণ্য ধার্ম্মিক নৃপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র আনর্ত্তের যথেষ্ট কৃষ্ণভক্তি ছিল। একদিন আনর্ত্ত পিতাকে বলিয়াছিলেন,—'এই নিখিল রাজ্যের কিছুই আপনার নহে; ইহার একমাত্র মালিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।' পুত্রের এই বাক্যে শর্য্যাতি ক্রোধান্ধ হইয়া কৃষ্ণভক্ত পুত্রকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। আনর্ত্ত সমুদ্রের উপকূলে গমন করিয়া বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ বৈকুণ্ঠ হইতে শত-যোজন ভূখণ্ড উত্তোলন করিয়া সাগরমধ্যে সুদর্শন চক্রে ধারণপূর্ব্বক তদুপরি স্থাপন করিলেন। সেই ভূখণ্ডে বিষ্ণুভক্ত আনর্ত্ত পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশে আনর্ত্তের রৈবত নামে একজন পুত্র আবির্ভূত হন। রৈবত সাগরাভ্যন্তরে 'কুশস্থলী'-নাম্নী একটী নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থানপূর্ব্বক সমগ্র দেশ পালন করিতে থাকেন। এই কুশস্থলীরই অপর নাম 'দ্বারকা'। হরিবংশে লিখিত আছে, যাদবগণ এই স্থানে গমন করিয়া রমণীয় দ্বারকা-নগরী স্থাপন করেন। অপর পুরাণমতে শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সমুদ্রকে বলিয়াছিলেন,—'হে সমুদ্র! তুমি আমার পুরী-নির্ম্মাণের জন্য শতযোজন-বিস্তৃত একটী স্থান প্রদান কর, পরে আবার আমি তাহা প্রত্যর্পণ করিব।' শ্রীকৃষ্ণের আদেশমাত্রে সমুদ্র স্থান প্রদান করিলে ভগবান্ বিশ্বকর্ম্মাকে সর্ব্বলোক-মনোহর একটী পুরী-নির্ম্মাণের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা পদ্মরাগাদি মণি প্রভৃতি দ্বারা খচিত করিয়া শতযোজন-বিস্তৃতা অতীব মনোহরা নগরী প্রস্তুত করিলেন। কুবেরপ্রেরিত সাত লক্ষ যক্ষ ও মহাদেবপ্রেরিত অগণিত বেতাল প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বকর্ম্মা এক অপূর্ব্বা পুরী রচনা করিলেন। স্বর্গে বা মর্ত্তে এরূপ মনোহরপুরী আর কোথাও ছিল না। এই পুরী স্বীয় প্রভায় প্রভাকরকেও পরাজিত করিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বারকাপুরীতে বহুবিধ লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন। কংসবধের পর জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কয়েকবার সংগ্রাম হয়। অবিচিন্ত্য-লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ সংগ্রামে যাদবকুলের অপচয় আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদিগকে জলবিবেষ্টিত দ্বারকা-পুরীতে লইয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় অষ্ট প্রধানা মহিষীর পাণিগ্রহণ করিয়া বংশ-বিস্তার-লীলা প্রকাশ করেন। এই দ্বারকায় যখন শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র মহিষী বিবাহ করিয়া একদেহে একই সময় পৃথক্ পৃথক্ গৃহে তাঁহাদের সহিত নানাবিধ বিলাস করিতেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ অবিচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের তাদৃশী বিচিত্রা লীলা দর্শনাভিপ্রায়ে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ঐ পুরী মধ্যে পুষ্পিত উপবন ও উদ্যানসমূহ বিহঙ্গ ও ভ্রমরগণের নিনাদ-মুখরিত ছিল; উৎফুল্ল ইন্দীবর, পদ্ম, কহ্লার, কুমুদ, উৎপল প্রভৃতি জলজপুষ্পাকীর্ণ দীর্ঘিকাসমূহে হংস ও সারসগণ উচ্চৈঃস্বরে মধুর কলরব করিতেছিল এবং মহামরকত-মণিসমুজ্জ্বল স্বর্ণ, রজত, স্ফটিক ও রত্ননির্ম্মিত নব লক্ষ প্রাসাদ উক্ত নগরীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। যথাযথভাবে অবস্থিত রাজমার্গ, ক্ষুদ্র পথ, অঙ্গন ও বিপণিসমূহ, সভাগৃহ ও দেবালয়সমূহে উহার সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজপথ, অঙ্গন, দ্বারপথ ও গৃহদ্বারের সম্মুখভাগ সম্যক্‌রূপে জলাসিক্ত ছিল এবং বিচিত্র পতাকাযুক্ত ধ্বজসমূহ সূর্য্যতাপ নিবারণ করিতেছিল। মহর্ষি নারদ যে স্থলে বিশ্বকর্ম্মার যাবতীয় শিল্পনৈপুণ্য সম্যক্‌ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণান্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অন্তঃপুর নিখিল লোকপালকগণ-কর্ত্তৃক বন্দিত এবং ষোড়শ সহস্র মন্দিরে বিভূষিত ছিল। অনন্তর নারদ ঐ অন্তঃপুরে শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণের ষোড়শ সহস্র গৃহমধ্যে সমৃদ্ধিযুক্ত এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। উক্ত মন্দিরে বিদ্রুমনির্ম্মিত স্তম্ভ, বৈদূর্য্যমণিময় উত্তম ছাদন, ইন্দ্রনীলমণিময় ভিত্তি এবং অপ্রতিহত প্রভাযুক্ত ভূমিভাগ বিরাজিত ছিল। বিশ্বকর্ম্মাবিরচিত মুক্তাদামলম্বিত চন্দ্রাতপ এবং উত্তম মণি-খচিত হস্তিদন্তময় আসন ও পর্য্যঙ্কসমূহে উহার শোভা সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুন্দর বসন ও কণ্ঠে পদকশোভিতা দাসীগণ এবং কঞ্চুক, উষ্ণীষ, সুবসন ও মণিময় কুণ্ডলধারী পুরুষগণ তথায় বর্ত্তমান ছিলেন। রত্নময় প্রদীপসমূহের প্রভায় ঐ স্থানে অন্ধকার নিবারিত হইতেছিল এবং উক্ত মন্দিরের মণিময় বিচিত্র বলভীসমূহে উপবিষ্ট ময়ূরগণ গবাক্ষমার্গ নির্গত সুগন্ধি অগুরুধূপের দর্শনে মেঘভ্রমে কেকাধ্বনি-সহকারে নৃত্য করিতেছিল। মহর্ষি নারদ উক্ত গৃহমধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। তৎকালে তদীয় মহিষী আত্মতুল্য গুণ, রূপ, বয়স ও বেশযুক্ত ষোড়শ সহস্র দাসী-পরিবৃত হইয়াও স্বয়ং স্বর্ণদণ্ডযুক্ত চামর-ব্যজনদ্বারা ভগবানের পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। নিখিল ধার্ম্মিক-শিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুনিবরকে সন্দর্শন করিয়াই সত্বর রুক্মিণীদেবীর পর্য্যঙ্ক হইতে উত্থানপূর্ব্বক মুকুটশোভিত মস্তক অবনত করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-সহকারে তাঁহাকে স্বকীয় আসনে উপবেশন করাইলেন। তথা হইতে দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণের অপর এক মহিষীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মহিষী ও উদ্ধবের সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। এইরূপে তিনি পর পর ষোড়শ সহস্র মহিষীর মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কোন গৃহে আগমপূর্ব্বক হোম করিতেছেন, কোথাও বা শিশুপুত্রগণের লালনক্রীড়ায় নিরত আছেন, কোথাও বা মধ্যাহ্নে সন্ধ্যা নিরত হইয়া মৌনভাবে গায়ত্রী জপ করিতেছেন, কোথাও বা মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণায় নিরত আছেন, কোথাও বা পুত্রকন্যাগণের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। এইরূপে শ্রীহরি দ্বারকায় ষোড়শ সহস্র রমণীর প্রাসাদে বিবিধ লীলাবিলাস করিতেছিলেন। দেবর্ষি নারদ যোগমায়াপ্রকটিত দ্বারকার অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য ও তথায় শ্রীভগবানের অচিন্ত্য লীলাবিলাস দর্শন করিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও এই অপ্রাকৃত পুরী দ্বারকার শোভা বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ইতিহাসে কৃষ্ণের অপ্রকটলীলা-প্রকাশের পর লোকদৃষ্টিতে দ্বারকা জলমগ্ন হইয়াছিল বলিয়া উক্ত দেখা যায়। যে দ্বারকাধামে শ্রীমধুসূদন নিত্য সংস্থিত আছেন, সেই দ্বারকাধামে [illegible] করিয়া শ্রীভগবান্ আনন্দে চতুর্দ্দিকে পরিবার প্রায় [illegible] জনবেষ্টিত হইয়া [illegible]। যে স্থান জলমগ্ন হইয়াছে, সেই স্থানে বহুসংখ্যক লোকের বাস ছিল। ভগবানের আজ্ঞাক্রমে সেই সকল লোক পূর্ব্বেই হস্তিনাপুরে প্রেরিত হইয়াছিল; সুতরাং দ্বারকায় যাদবগণই জলমগ্ন হইয়াছিল। ঐ স্থান বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত। শ্রীদ্বারকাধাম নিত্য, অপ্রাকৃত চিন্ময়; প্রকটলীলায় প্রাপঞ্চিক-জগতে আছে বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া উক্ত হইয়াছিল। এই জন্য [illegible] আগমন সম্ভব হইয়াছিল। অপ্রকট লীলায় পূর্ব্বাদি সভা [illegible] বিদ্যমান রহিয়াছেন। যাদবদিগের মৃত্যুর পর [illegible] সমুদ্র দ্বারকার বহির্ভাগকে জলমগ্ন করিয়াছিল; তথাপি অদ্যাপি কখনও কখনও দূর হইতে সমুদ্র মধ্যে [illegible] কোন কোন স্থান দেখা যায় [illegible] মধ্যে বহু [illegible] হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত [illegible] দ্বারকাপুরীকে [illegible], কিন্তু মধুপতির গৃহকে [illegible] করিতে পারে নাই। [illegible]

মনোধর্ম্মের স্থিতিস্থাপকতা

(মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ)

অভিঘাত, আকর্ষণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি ক্রিয়ার পর যে দ্রব্য পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপক দ্রব্য বলে। যে গুণ থাকায় বস্তুর আকুঞ্চন ও প্রসারণাদির পর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই স্থিতি-স্থাপকতা-গুণ। মনোধর্ম্মে সেই স্থিতিস্থাপকতা স্বভাব নিত্য বর্ত্তমান। অনর্থযুক্ত মনোধর্ম্মী জীব যখন সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত ও বিবিধ বিতাপের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তাহার চিত্তে সাময়িক নির্ব্বেদ বা মর্কট বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে। আবার কিছুদিন পরে যখন বিতাপের মাত্রা কিছু হ্রাস হয়, অনুকূলের বিষয়ে সুখানুভব হইতে থাকে, তখন রবারের দ্রব্যের ন্যায় তাহার চিত্তবৃত্তি আবার বিষয়েই অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকে। অনেককেই সাময়িক বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাসে 'সংসার অসার' বলিয়া বক্তৃতার ভাব পাঁড়িতে ও টেবিল চাপড়াইতে দেখা যায়, কিন্তু যখন আবার 'শীতার সংসারে' প্রায়া-সুখ লাভ হয়, তখন 'পুনর্মূষিকো ভব'-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অনেককেই যে স্থিতির সেই স্তরে অবস্থিত হইবার অভাবনীয় হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ পত্নীর মৃত্যুতে শ্মশানে গিয়া উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক হইয়া পড়েন, আবার কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিয়া সেই শ্মশান-বৈরাগ্যের প্রায়শ্চিত্তরূপে [illegible] আবদ্ধ হন। এইসকলই মনোধর্ম্মের স্থিতি-স্থাপকতার উদাহরণ।

ভক্তিরাজ্যের নবীন সাধকও সময় সময় মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইলে এইরূপ স্থিতি-স্থাপকতার ক্রীড়নক হইয়া পড়ে। গুরু-ব্রতগণ যখন শুদ্ধবৈষ্ণবের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করেন, তাঁহারা সময় সময় মনে করেন,—"আর বৃথা বাহির নষ্ট হইয়া সময় কাটাইব না। এখন সমস্ত ছাড়িয়া সাধুসঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক হরিভজন করিব।" কিন্তু যখনই সাধুর নিকট হইতে উঠিয়া অন্যত্র একটি মাত্র পদবিক্ষেপ করেন, তখনই মনোধর্ম্মের স্থিতি-স্থাপকতা তাঁহাকে পূর্ব্বাবস্থা-প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। পত্নীর সমস্নেহ, তাহার পরামর্শ, পুত্রকন্যাদির মুখ স্মরণ করিয়া সেই গৃহ বা নিজ সাধুসঙ্গে অবস্থান করিবার পরিকল্পনা বা সঙ্কল্পকে পরিত্যাগ করে। মনোধর্ম্মের এই স্থিতি-স্থাপকতা-স্বভাবের ক্রীড়নক হইয়া জীবের দুর্লভ মনুষ্যজন্ম অমূল্য মানব-জীবন বৃথা চলিয়া যায়। শুদ্ধভক্তগণ কখনও মনোধর্ম্মের স্থিতি-স্থাপকতার দাস হন না। তাঁহারা আগে পাছে কোনদিকেই লক্ষ্য করেন না। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থই তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যের, সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনার অখিল চেষ্টার নিয়ামী। স্থিতি-স্থাপকতার পশ্চাৎ-টানক হইয়া কেহ কোন দিন ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারে না। বাস্তবসত্যের নিকট সমগ্র জীবনী-শক্তিকে বলি দিতে হয়। ইহাতে ইতস্ততঃ করিলে, কখনও আকুঞ্চন, কখনও প্রসারণধর্ম্মের বশ হইলে মনোবিলাস কখনও হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় না, উহা আরও অধিকতরভাবে জটিলতার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া স্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করে। স্থিতিস্থাপকতা ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, তখন উহা প্রসারণ-শক্তি একেবারে হারাইয়া শিথিল ও জীবনীশক্তিবিহীন হইয়া পড়ে। এজন্য প্রকৃত সাধুগণ মনোধর্ম্মী ব্যক্তিদিগের সাময়িক উচ্ছ্বাস, উল্লাস বা উৎসাহ দেখিয়া তাহাদের ভক্তিলাভ হইয়াছে, মনে করেন না। প্রকৃত ভক্তি জীবের চিত্তবৃত্তিকে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবে। মনোধর্ম্মের অস্থায়ী ভাবে স্থিতিস্থাপকতা আছে। স্থায়িভাব-প্রাপ্তই পরিপক্কাবস্থার প্রেমভক্তি।

মনোধর্ম্মের স্থিতিস্থাপকতা নানা প্রকার আকার ধারণ করে। কখনও উল্লাস, কখনও 'কোপাভাবে ছুটিয়া আসা' এসকল অ[illegible] জননীই মনোধর্ম্মের স্থিতিস্থাপকতা। সেই সাময়িক উল্লাস আত্মপ্রবঞ্চনাপূর্ণ ভাবেরই অভিব্যক্তি। যখন সেই আত্মপ্রবঞ্চনাপূর্ণে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখনই মন হতাশায় আসিয়া পড়ে। অতএব এইরূপ স্থিতিস্থাপকতাকে সাধুগণ কখনই বিশ্বাস করেন না। স্থিতি-স্থাপক বস্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে সঙ্কুচিত ও মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রসারিত হইয়া শেষে পূর্ব্বাবস্থাতেই বিশ্রাম লাভ করে। সাময়িক হৈ চৈ, সাময়িক নাচ কোঁদা প্রাকৃত ভাবুকতা বা ভাবুকতারই উদাহরণ। পূর্ব্বোক্ত স্থিতিস্থাপকতা ভাবুকতার সখী। প্রেমিক বা অপ্রাকৃত ভাবুকে স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম্ম নাই, তাঁহাতে আছে স্থায়ী ভাবুকতা। তিনি উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া পরে নিম্নে পতিত হন না, তিনি বদ্ধ হইয়া আবার কার্পণ্যের বশীভূত হন না। তিনি নিত্যবর্দ্ধক, তিনি পূর্ণ, তিনি পাবন, তিনি মহৎ।

প্রত্যেক সাধকেরই মনোধর্ম্মের এই স্থিতিস্থাপকতা-ধর্ম্ম হইতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাবর্ম্ম পরিধান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে। স্থিতিস্থাপকতার কোন পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নাম-কীর্ত্তন, তাঁহাদের সঙ্গ ও তাঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিলে ঐ মায়াবী কখনও সম্মুখে আসিতে সাহস করিবে না। স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে যে প্রসারণ শক্তি আছে, তাহাকে মায়া জানিয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মের আশ্রয়েতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

"সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই"

(শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী)

"সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই"—এই প্রবাদটী বহির্ম্মুখ জন-সমাজে বহুল প্রচারিত থাকিলেও পারমার্থিকগণ ঐ প্রবাদকে বহুমানন করেন না; কারণ তাঁহাদের বিচারধারা এবং তাঁহাদের দর্শন অন্যরূপের। এ জগৎ পরিবর্ত্তনশীল—এখানে কালের গতিতে সবই পরিবর্ত্তনশীল। মানবের জীবন-যৌবন—সবই কালের অধীন। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। কালেরও এখানে অপ্রতিহত প্রভাব। কালের প্রভু রুদ্র। আবার রুদ্রের প্রভু বিষ্ণু। কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু 'কল টিপেন', আর এখানে ঘটনা বৈচিত্র্যের উদয় হয়। বিষ্ণুপ্রিয়তম বৈষ্ণবগণ কিন্তু কালেরও অধীন নহেন—রুদ্রেরও অধীন নহেন। রুদ্রদেব স্বয়ংই শ্রীভগবানের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। ভগবদ্ভক্তগণ তাই রুদ্রের ভয়ের নন, প্রীতির ক্ষেত্রের পাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণকে অভয় দিয়া জানাইয়াছেন—"কালচক্র ডরায় দেখিয়া ভক্তগণ। মহাপ্রলয়েও তার নাহিক বিনাশ।" অতত্ত্বজ্ঞ জনসমাজ ভক্তের মহিমা কোনও কালে বুঝিতে পারে না বলিয়া তাঁহাদিগকেও কালের অধীন ভাবিয়া তাঁহাদের সমালোচনা করিতে ব্যস্ত হয় ও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করে। কিন্তু তাহারা নিজেরা কালের করাল গতির নিকট মাথা অবনত করিতে ও আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের বুদ্ধিবিচারের গণ্ডির ভিতর কালবিক্রমকে আবদ্ধ করিতে না পারিয়া দীর্ঘশ্বাস-সহ সখেদে মাঝে মাঝে বলিয়া থাকে মাত্র—"সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই", "হায় রে, সে কালে কত দেখিলাম, কত শুনিলাম, তেমনটি আর হয় না।"

দৈবী-মায়া-বিমোহিত অজ্ঞান নিরুদ্ধ জীব কোনকালেও নিজের বিচারকে খণ্ড অসম্যক্ প্রাকৃত ও ভ্রমপ্রমাদযুক্ত বলিয়া স্বীকার করে না। তাহাদের চক্ষে মায়া-দেবীর রঙিন চশমা। ঐ চশমা চোখে দিয়া বস্তুর স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া তাহারা সবই উল্টা দেখে। মহতের চরণাশ্রিত হওয়া তাঁহার সেই সুবর্ণজ্যোতিঃ বস্তু দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত সকলেই বঞ্চিত হইবে, উল্টা দেখিবে; কাজেই মায়াবদ্ধ জীবের সংস্কারের—সমালোচনার [illegible]-প্রকাশের কোনও মূল্য নাই। বুদ্ধি-বিভ্রম একাকার করিয়া ফেলাই ত' তাহাদের স্বভাব। তাহারা ত' মায়াপ্রপীড়িত। তাহাদের কথায় কোন্ জ্ঞানী লোক কাণ দিবেন? মহাপ্রভুর

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

অন্যেরও পাষণ্ডী হিন্দুগণ শ্রীল ও শ্রীপাদাদি মহাপ্রভুর ভক্তগোষ্ঠীকে সাধারণ লোকের মত জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের এত হরিকীর্ত্তন-করাকে, শ্রীহরির সেবোদ্দেশ্যে এত ভোগত্যাগ করাকে কেবল বাতুলত্বের প্রকাশমাত্র বুঝাইবার জন্য তাঁহাদিগকে রাস্তায় দেখিলেই হাতে তালি দিয়া কানের দলিয়া কীর্ত্তনপূর্ব্বক বলিত—"ধন্তি, সতী, তপস্যা বাড়িবে যরিয়া।" তাহা হইলেও সত্য যাহা, তাহা চিরসত্যই। শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীনরহরিঠাকুর, শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমুরারী, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীবাসের দাসী 'দুঃখী', এমন কি, শ্রীবাসের দর্জ্জি পর্য্যন্ত যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহার তুলনা এ জগতে হয় না—শিব-ব্রহ্ম-নারদ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সৌভাগ্য কামনা করেন, ইহা পরম সত্য।

পরবর্ত্তী কালে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরেও আবার যখন শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্রীনিবাস শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তখনও জীবের সৌভাগ্য-গগনে যে সৌভাগ্যরবি উদিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান কি আজও জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ তথাকথিত সাধু, মহৎ, মহাজনগণ বুঝিতে পারিতেছেন? তাহা বুঝিলে শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাসাদি গোস্বামিবৃন্দের পাদপদ্মের ধূলি হইতে না চাহিয়া তাঁহারা বিড়ম্বনাময় জীবন যাপন করিতেন না? শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু—ইঁহাদের মত গৌরের করুণা কৃষ্ণপ্রেম জগৎকে এমন করিয়া আর কে অজস্র সম্ভারে প্রদান করিয়াছেন? নিতাইএর করুণা [illegible] ভাবকে তাঁহাদের মত কে এরূপ অযাচিত ও অজস্র-ভাবে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন? আমাদের শ্রুতগোচর করাইয়াছেন যে, তাঁহাদের (শ্রীশ্রীরূপ সনাতনের) একখানা ছিন্ন-কৌপীনের একটু সূতার মূল্যও জগৎ দিতে পারে না। অথচ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিরহ-কাতরতায় যাহা দেখাইয়া যাহারা মুখে—'সে রাধাও নাই, সে অযোধ্যাও নাই' বলিতেছে, তাহারাও কি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের কিঞ্চিন্মাত্রও [illegible] করিয়াছে?

পরবর্ত্তীকালে কলি আরও ঘোর হইয়া সেই শ্রীনরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথের [illegible] ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ উদিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গেই শ্রীগৌর-[illegible] জগতে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিলেন। [illegible] গৌরধামে গৌরনাম, গৌরকাম প্রচার করিবার [illegible] তিনি নবদ্বীপ [illegible] শ্রীগৌরকিশোর [illegible] ও শ্রীজগন্নাথ প্রভুকে এখনও [illegible] আকর্ষণ করিলেন। তাহার করুণার কথা, তাঁহার দানের অতুলনীয়তা জগজ্জীব কখন করিয়া বুঝিবে? তিনি কাহাকেও [illegible] জানাইলে তবে অপরে তাহা জানিতে পারে; নতুবা বিমুখ জগৎ তাঁহাদের মর্ম্ম কি বুঝিবে? অতএব সম্প্রদায় সে সময়েও আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা তাত্ত্বিক-বৃন্দ অভিভূত হইয়া কপট দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছিল—

"সে রাধাও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, সে শ্রীনিবাস-নরোত্তম শ্যামানন্দও নাই সে তত্ত্ব-ভক্তির পরিচয়ও নাই।" ঐপ্রকার দুঃখের ভাণ প্রকাশ করিয়া তাহারা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের মর্ম্মে আঘাত প্রদান করিয়া তাঁহার বিরোধ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই।

আবার পরবর্ত্তী কালে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদই শ্রীচৈতন্যের ও শ্রীরূপের তথা নিজ-মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণার্থ গোলোকের এক মহাজনকে এই ভূলোকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন ঠাকুরের সেই 'নন্দন' ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর যখন জগতে উদিত হইয়া আচার্য্যলীলা প্রকাশ করিলেন, তখনও এই জগতের কয়জন তাঁহাকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্টের একমাত্র প্রচারক-বর বলিয়া চিনিয়াছিল? শ্রীভক্তিবিনোদের অন্তরঙ্গ শিষ্যাভিমানিগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই। গোলোকের বস্তু চিনিতে দেবতাগণও মুহ্যমান হইয়া পড়েন, মানবের কা কথা? ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের কিপ্রকার সম্বন্ধ, কাঁহার ইচ্ছায় তিনি জগতে আসিয়া আচার্য্যলীলা প্রকাশ করিলেন, কাঁহার করুণাগাথা আজীবন তিনি কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি নিজে এইভাবে লিখিয়া জানাইয়াছেন; তাহাতে তিনি নিজেকে ভক্তিবিনোদ-কিঙ্কর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

"আজ্ঞা দিলা ভক্তরাজ, কর গৌরহরিকাজ
এবে তুমি করহ প্রচার।

• • •

হৃদয়ে বসিল কেবা দয়িতদাসের সেবা
গোপীজন কথার কীর্ত্তন॥

• • •

তাঁহার করুণা-কথা মাধব-ভজন-প্রথা,
তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
তাঁহা সম অন্য কেহ ধরিয়া এ নরদেহ
নাহি দিল কৃষ্ণপ্রেমধনে॥
সেই শক্তি-শক্তি পাই' এবে 'অহঙ্কার' পাই,
ইহাতে আমার কিছু নাই।
যাবৎ জীবন র'বে, তাবৎ স্মরণ হবে,
নিত্যকাল সেই পদ চাই॥

শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণার্থ পাষণ্ডদলন ও সংহার [illegible] প্রকাশ অভিপ্রায়ে জগতে [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনও লোকে তাঁহার বিদ্বেষ করিত। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের প্রতি কপট ও অতিরিক্ত অনুরাগ দেখাইয়া মুখে মুখে বলিয়াছে—"সে রাধাও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।"

আজও আবার জগতে প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা প্রকাশ্যভাবেই হউক, সেইপ্রকার ধ্বনিই ধ্বনিত হইতেছে—"সে রাধাও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।"

বস্তুতঃপক্ষে আজও এই ঘোর কলির বিক্রমকালেও যে প্রশান্ত কৃষ্ণপ্রেমামৃত মন্দাকিনী ধারা ভাগীরথীর প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া ভাগ্যবান জীবগণের কৃষ্ণপ্রেমতৃষ্ণা পোষণ করিয়া মিটাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা মহাসৌভাগ্যবান ব্যক্তি ব্যতীত দুর্ভাগা-গণ কি বুঝিবে? জগতের বহুপ্রকার অপসিদ্ধান্ত মতবাদ নিরাশ করিয়া শুদ্ধভক্তি-প্রকাশে রত থাকায় শ্রীল প্রভুপাদ যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা ও আচরণ বিশেষ করিয়া দেখাইবার সুযোগ পান নাই, তাহা তদভিন্ন-বিগ্রহ পরমারাধ্যতম আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী রূপে জগতে উদিত হইয়া বিপুলভাবে আচার-প্রচারে রত আছেন। বর্ত্তমান জগতে একমাত্র তিনিই শ্রীস্বরূপ সনাতন রূপ-রঘুনাথ শ্রীজীব-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ গৌর-কিশোর সরস্বতীঠাকুরের মনোঽভীষ্ট প্রচারে একান্তভাবে রত আছেন। সদ্বৈদ্যরাজ রোগ বুঝিয়াই ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছেন। রোগীর ইচ্ছামত কখনও সদ্বৈদ্যরাজ চলেন না। রোগিবৃন্দের কৌতূহল-নিবৃত্তি সদ্বৈদ্য কোনও কালে করেন না। কাজেই রোগিকুল 'সে রাধাও নাই, সে অযোধ্যাও নাই' বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেও তিনি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া মানবকুলকে মুগ্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছেন না। তাহা হইলেও তাঁহার পদতলে কোটী ঐশ্বর্য্য মোক্ষ-সাম্রাজ্যাদি গড়াগড়ি যায়। ইহাতে যাহার অবিশ্বাস, তাহারই তাহাতে পরম দুর্ভাগ্য সূচিত। ঠাকুর শ্রীহরিদাস ইচ্ছামাত্র কোটী ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে পারিতেন, [illegible] তিনি বাইশ বাজারে প্রহার স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্বে ভাগ্যবান জীবকুল সন্দিহান হন? শ্রীরামানুজ আচার্য্য দাদশবর্ষ অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি কি অভিন্নহরি আচার্য্যপ্রবর নহেন? বস্তুতঃ পক্ষে তাঁহাদের সমস্ত লীলাই জীবমঙ্গলের জন্য। তাঁহাদের কৃপাতেও লোকে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে। ইহাতে এই শাস্ত্র ও মহাজন-বাণীই স্মরণ হয়—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর", "এসব লীলায় কেহ মরে, কেহ তরে।"

বৈষ্ণবঠাকুর স্বেচ্ছাময়। তিনি স্বেচ্ছায় গোস্বামী আচার্য্যপ্রবরের লীলা করিলে জগতের বড়ই দুর্দ্দিন বুঝিতে হইবে; অপ্রাকৃত প্রকাশে নিজে আত্মগোপন করিতে থাকিলে—যাঁর কোটিচন্দ্রশীতল চরণছায়ায় জীবকুলকে আশ্রয় দিবার জন্য আহ্বান করিলে জীবের আর ক্ষোভ বা দুঃখের বিষয় কি থাকিতে পারে? তাই আজ বহির্ম্মুখগণ অপসিদ্ধান্তকারী পক্ষে বড়ই দুর্দ্দিন হইলেও নিষ্কপট হরিভজনেচ্ছু গণের বড় সুদিন। আজ কপট অভক্তজনগণের প্রাণ [illegible] উঠিবার সকল সম্ভাবনা [illegible] তাঁহাদের ভয় নাই, বরং বিপুল ভরসা আছে। আমরা জগতের [illegible] আচার্য্যবরের উদিত থাকিয়া [illegible] সকলপ্রকার প্রাণের বল, সমস্ত আশা, সব ভরসা দূরীভূত করিতেছেন। [illegible] অপ্রকট সমস্ত আচার্য্যগণের করুণা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাবদান্য-লীলার মহাবাহিনী সম্ভ শ্রীভক্তিবিনোদের [illegible] সেই [illegible] অনুপম হইয়া [illegible] প্রকট হইয়াছেন। তাঁহার করুণার কথা শ্রীঅনন্তদেবও অনন্ত মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। তাই বলি, পারমার্থিকগণ কখনও "সে রাধাও নাই সে অযোধ্যাও নাই" এই হতাশ-উক্তির পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা অনুভব করেন—যেখানেই অভিন্নহরি আচার্য্যবর, সেখানেই শ্রীহরি, সেখানেই বৈকুণ্ঠ, সেখানেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ [illegible],—

যথায় বৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥
কৃষ্ণভক্তি যেইখানে, মুক্তিপদ সেইখানে,
সকল তথায় মন্দাকিনী
[illegible] তথা গোবর্দ্ধন, তুমি তথা বৃন্দাবন,
[illegible] তথা ধনী॥"

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীপাদে বিরহ-মহোৎসব

গত ২০শে অগ্রহায়ণ, রবিবার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাবমহোৎসব হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হয়।

ঐ দিবস সন্ধ্যা [illegible] পর শ্রীচৈতন্য [illegible] 'গৌড়ীয়' হইতে [illegible] ঠাকুরের পূতচরিত্র আলোচনামুখে হরিকথা কীর্ত্তন হয়।

অপ্রাকটপ্রাপ্তি

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রবীণ সেবক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] গত ১৮ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার [illegible] আকস্মিক [illegible] প্রায় [illegible] শ্রীধামে [illegible] হইয়াছেন।

[illegible]

তাঁহার অকপট [illegible] ও আন্তরিক [illegible] সকলের [illegible] আকর্ষণ করিয়াছিল। আমরা তাঁহার অভাবে দুঃখিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রবর্ত্তক-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিভক্তবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা-বিবেচিত ব্যক্তিগণ সাম্প্রদায়িকগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমের বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (Issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। প্রত্যুত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; অতএব গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। অতএব শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ভগবানের ন্যায় ভগবদবতারের পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অতীব অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৩৲	
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে হার স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

পেট্রোল অভাব দূরীকরণ

যখন হইতে ভারতবর্ষে চিনির কারখানা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং চিনি তৈয়ারী হইয়া যাইবার পর প্রচুর মোলাসেস অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেছে, তখন হইতেই দেশের মধ্যে উহা হইতে এ্যালকোহল উৎপাদন করিবার চেষ্টা হইতেছে; আগে মদ্যশিল্প ছাড়া কোথাও ইহা ব্যবহৃত হইত না। এই এ্যালকোহলের সঙ্গে কিছু পেট্রোল মিশাইলে উহা মোটর চালাইবার উপযোগী করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে এদিকে সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পেট্রোলের অপ্রাচুর্য্যই ইহার প্রধান কারণ; ভারতবর্ষে এখন দশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার গ্যালন এ্যালকোহল উৎপন্ন হইতেছে। প্রথমে ক্রেজী মিশন ভারতে আসিয়াই এই অভাব লক্ষ্য করেন এবং ভারত-সরকারকে নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবাসীকে সাহায্য দান করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এখন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে জমি ভাড়া দিয়া কারখানা স্থাপনের উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে; বর্ত্তমানে যে সকল যৌথ কোম্পানী স্পিরিট প্রস্তুত করিবার কারখানা বা ডিষ্টিলারী আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া মোটর চালাইবার সহায়তা করিতে বলা হইয়াছে।

ভারতে খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ

বর্ত্তমানে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাদের পরিকল্পনা এই যে, অনুমোদিত কতিপয় এজেণ্টের মারফৎ গবর্ণমেণ্ট খাদ্যশস্য ক্রয় করিবেন। ইতিমধ্যেই এইভাবে গম ক্রয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং এই মাসের শেষাশেষি গম ক্রয় শেষ হইয়া যাইবে।

আরও প্রকাশ, কোন্ জেলায় কি পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রয়োজন, তাহা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট স্থির করিবেন এবং তদনুসারে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন প্রদেশের "কোটা" স্থির করিবেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে বিভিন্ন জেলার প্রয়োজন ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হইবে।

ইহাও জানা গিয়াছে যে, ইংলণ্ডে প্রচুর খুচরা তৈয়ার হইতেছে এবং শীঘ্রই খুচরার অভাব মিটিবে।

প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী সম্প্রতি যখন বোম্বাই গিয়াছিলেন, তখন তিনি এককোটি গজ টাওয়েল কাপড় প্রস্তুতের জন্য তথাকার কলওয়ালাদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন।

ভারতে তুলার ব্যবহার

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত ৩৯ লক্ষ ১৭ হাজার ১৪৭ গাঁইট (প্রতি গাঁইট ৪০০ পাউণ্ড) তুলা ভারতীয় কলে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সে স্থলে ১৯৪১ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪২ আগষ্ট পর্য্যন্ত ৪৩ লক্ষ ১৫ হাজার ১১১ গাঁইট ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ শতকরা ১০৪ বেশী। এই পরিমাণ তুলা অতিরিক্ত ব্যবহৃত হওয়ায় উৎপাদিত কাপড়ের পরিমাণ বেশী হওয়া সম্ভব। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে এত অধিক বস্ত্রাদি লাগিতেছে যে, সাধারণ লোকের পরিধানের বস্ত্রে টান ধরিয়াছে বস্ত্রের যে মূল্য চলিতেছে, তাহা সাধারণের ক্রয় শক্তির বাহিরে।

নীরস আলু ব্যবহার

যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতের লক্ষ লক্ষ সৈন্যগণের ব্যবহারের নিমিত্ত বহু পরিমাণ আলু বৈজ্ঞানিক উপায়ে "নীরস" করিয়া চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ঐ "নীরস" আলু ছাড়া সাধারণভাবেও বহু পরিমাণ আলু বিভাগ রসদ হিসাবে চালান দেওয়া হইতেছে। আলুকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে "নীরস" করিবার জন্য সম্প্রতি কোন নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। এ খবর ১৯৪১ সনে ডিসেম্বর মাসের। তাহার পর বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলু "নীরস" করিবার জন্য আর নূতন নূতন কল কারখানার উপর ঐ কার্য্যে ভার দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সময় যুধের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

উক্ত আচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে মত-সাম্প্রদায়িকসমূহের স্রোত ও সামঞ্জস্য বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া-অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্লীহাদি জীর্ণ জ্বরে দুর্বল পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বিনামূল্যে প্রাপ্য ... এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা পাঁচ আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅভয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ১৯ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৫শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ১১ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ১১৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ কেশব, নিত্য শর্কোৎসবী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(৪০৪)::——

ভগবদ্ভক্তগণ জগতের কাহারও নিকট কিছুই প্রার্থী নহেন। জাগতিক কোন কিছুর অভাব তাঁহাদের নাই। তাঁহারা কৃষ্ণদাসাভিমানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা সকলের আদর্শ হইয়াও নিজেকে গুণলেশ-হীন, তৃণাদপি সুনীচ অভিমান করেন। তাঁহারা ত্রিভুবনাতীত বৈকুণ্ঠরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ-পদবী কৃষ্ণদাসপদ লাভ করিয়াও, পৃথিবীর বিজয়লক্ষ্মী ত' দূরের কথা স্বর্গের দেবতা-গণেরও নিত্যপূজ্য হইয়াও সকল জীবকেই কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান জানিয়া সকলকে আদর ও সম্মান করেন। তাঁহারা সতত নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে ভগবৎসেবায় প্রমত্ত থাকিয়াও কৃষ্ণ-সেবাবিষয়ে আকেশযুক্ত। তাঁহাদের এই দীনতা, তৃণাদপি সুনীচতা, সেবায় অতৃপ্তভাব অভ্যাসমাত্র নহে; তাহা চেতনের স্বভাবসিদ্ধ সম্পদ। আবার তাঁহারা ভক্তিবিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তির খণ্ডন, ভক্তিবিরুদ্ধ মতবাদের খণ্ডনের সময় তত্ত্ব-সম্পর্কবিষয়কারী উচ্চ-নীচ, মূর্খ-পণ্ডিত, জ্ঞানী-অজ্ঞান, আত্মীয় বা আত্মপ্রত্যাশী নির্বিশেষে সকলের মনোব্যাসঙ্গ-ছেদনকারী তীব্র, কঠোর শাস্ত্রবাণী প্রয়োগ করেন, তাহাও তাঁহাদের তৃণাদপি সুনীচত ও তরুরপি সহিষ্ণুতারই পরিচায়ক। তাঁহাদের এই শাসনকার্য্যে অমানিমানদত্ব-ধর্ম্মের বাধক হয় না। তাঁহারা জগতের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইলেও ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তির প্রতি যোল-আনা আত্মিকতায় সাপেক্ষ-ধর্ম্মযুক্ত। কিন্তু জগতের তথাকথিত নীতিজ্ঞগণ সময় সময় তরল মনোধর্ম্মোত্থ ক্ষণিক ভাববিশেষের দ্বারা চালিত হইয়া যে বৈরাগ্যোক্তিসমূহ প্রকাশ করিয়া থাকেন বা বাহ্য আচরণে দীনতা দেখাইয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত দৈন্য বা তৃণাদপি সুনীচতা ত' নহেই, অধিকন্তু তাহা দৈন্যের আবরণে আবৃত অহঙ্কারিকতার প্রচ্ছন্ন প্রকাশভেদ মাত্র। কারণ, চেতনের আশ্রিত বা স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত জড় অস্মিতার দম্ভ বা দীনতা—সবই সমান। কিন্তু স্বরূপশক্তির আশ্রিত, স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের দীন-আচরণ, 'অহং-অহং' বা কৃষ্ণদাসাভিমানোত্থ প্রতিষ্ঠা ও মনোবল—সবই শুদ্ধ, যথার্থ।

ভক্তসেবক একনিষ্ঠ হইয়া থাকুন। তিনি একাগ্রচিত্তে একের বহুবিধ সেবার জন্য যে ব্যস্ততা দেখান, তাহা মনোধর্ম্মের চঞ্চলতা নহে, পরন্তু তাহা সেবা-নিপুণতা বা সেবা-কুশলতা। ঐকান্তিকতার অভাব হইলে, সেবোন্মুখ বহু চিন্তায় যে চঞ্চলতা বা ব্যস্ততার উৎপাত হয়, তাহার মূলে নিজসুখকামনা ছাড়া আর কিছুই নাই এবং ঐরূপ চঞ্চলতা বা ব্যস্ততাও অপরাধী। নিজসুখের জন্য ব্যস্ততা বা চঞ্চলতা এবং জড়তা বা অলসতা—দুই-ই সমান। কিন্তু ভক্তসেবক প্রভুর সুখবিধানের জন্য সর্ব্বদা চঞ্চল-চপল, নিত্য-নবনবায়মান সেবাচেষ্টায় আকুল উন্মুখ। তাঁহার এই চঞ্চলতা বা উন্মুখতা সাময়িক নহে; তাহা নিরন্তর পূর্ণ আন্তরিকতাময় ও উত্তরোত্তর উৎকর্ষতাময়।

আমরা সাধুজনের মুখে শুনিয়া থাকি যে, মহতের কৃপা ব্যতীত ভক্তাঙ্গ ত' দূরের কথা অনর্থ-নিবৃত্তিও হয় না—অসচ্ছিন্ন যায় না। এই কথা শুনিয়া আমরা অনেক সময় সাধুর নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করি। ঐভাবে কিছু দিন অতিক্রম হইলে কৃপার কোন সাড়া না পাইয়া ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলি এবং তখন মনে করি, আমি সত্য সত্যই কৃপা চাই, আমার দিক্ হইতে কোন ত্রুটী নাই। আমি ষোল আনা দিয়াই চাই; আমি কৃপার-ভিখারী হইয়া বসিয়া আছি; গুরুবৈষ্ণবগণই আমাকে কৃপা করিতেছেন না। তাঁহাদের কি নিষ্ঠুরতা! তখন আবার সন্দিহচিত্ত হইয়া মনে করি, হয় ত' তাঁহাদের কৃপা করিবার শক্তি নাই। এ কথাটা ঠিক সোজাসুজি না বলিলেও অন্যভাবে ঘুরাইয়া বলিয়া থাকি বা মনে মনে পোষণ করি,—শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ জগতের প্রতি কৃপালু হইলেও তাঁহারা আমার প্রতি নির্দ্দয়। কি দুর্দ্দৈব!

শ্রীমুকুন্দ-প্রেষ্ঠবর ভকতেরে দান, মন,
তোমা লাগি' পতিতপাবন।

—একথা তখন আমার স্মরণপথে উদিত হয় না। মন তখন অদোষদর্শী শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবকবাৎসল্য ও স্নেহশীলতার কথা ভুলাইয়া দেয়। "তোমা-লাগি পতিত-পাবন"—ইহা ত' সেই কারুণ্যঘনবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই শ্রীমুখোক্তি! পরমকরুণা-ময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই মুহূর্ত্তে, মুহূর্ত্ত বা বলি কেন, সতত-সর্ব্বদা আমাকে দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-পাদপদ্মসেবা প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত। এই মুহূর্ত্তে আমাকে এত বড় সম্পত্তির অধিকারী করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র—তিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে মহাভাগবত করিবার জন্য উদ্গ্রীব, আমি সত্য সত্যই সেই মহাভাগবতশিরোমণির নিকট হইতে সেই মহাধন সাদরে যত্নের সহিত গ্রহণ করিতে চাই কি? আমি সেই কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীগুরুপাদপদ্ম-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই কি? শ্রীগুরুদাসানুদাসগণের পাদত্রাণবাহী হইবার মহতী আশা কি আমার হৃদয়ে পোষিত হইতেছে? আমি বিন্দুমাত্রও নিজের সুখের জন্য ব্যস্ত না হইয়া অবিমিশ্র-ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা চাই কি? যাঁহাদের কৃপা বা সেবা আমি চাই বলিয়া মুখে উচ্চারণ করি বা মনকে প্রবোধ দিই, তাঁহাদিগকে নিজের জানিয়া আপনজ্ঞানে নিত্যবান্ধবরূপে বরণ করিয়াছি কি? এইসকল কথা চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, মূলে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি আপন-জ্ঞান নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীগুরুসেবক ও তাঁর বস্তুর প্রতি আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে পরবুদ্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে। সেই জন্য কৃপাপ্রার্থনা করিলেও কোন সাড়া পাই না। কারণ, শ্রীগুরুপাদপদ্মের না হইয়া কেহ যদি তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেনও তাহা কপটতাই হইবে। তাই এহেন অবস্থায় নিজের দুর্দ্দৈবের কথা প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া থাকিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমার বিন্দুমাত্রও আপনজ্ঞান—প্রতি-মাত্র হয়, তজ্জন্য কাতর ক্রন্দন ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না। আমি পতিত হইলেও তিনি পতিত-পাবন, আমি শক্তিহীন হইলেও নিত্যসহবাসী তিনি অগতির গতি—ইহাই একমাত্র ভরসা।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

আচার্য্যের রূঢ়বাণী

(মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ)

যে পরদুঃখদুঃখী শ্রীকৃষ্ণশক্তি স্বয়ং আচরণ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপিত করেন, তিনিই আচার্য্য। আচার্য্য বদ্ধজীবের জন্মজন্মান্তরের বহুরূপী বিষয়াসক্তিগুলিকে তাঁহার বাণী-অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া থাকেন। মর্ম্মান্তিক আঘাত না পাইলে বদ্ধ জীব কিছুতেই জন্মজন্মান্তরের বদ্ধমূল বিষয়াভিনিবেশকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহামায়া বাহিকভাবে বিভাগ-বৈচিত্র্যের কষাঘাতের দ্বারা বদ্ধ জীবের দমন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে আমাদের মঙ্গলের পথ নানাপ্রকার কণ্টকাবৃত ও দুষ্পরাক্রমভাবে অবস্থান করে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীমদাচার্য্যপাদপদ্ম সাক্ষাদ্ভাবে আবদ্ধ জীবকে অকুণ্ঠ কৃষ্ণভজন-প্রদানার্থ মর্ম্মান্তিক বাক্যাস্ত্রদ্বারা বিষয়াসক্তির গ্রন্থি ছেদন করিয়া সেবোন্মুখ করিয়া থাকেন। আচার্য্যের সেই মর্ম্মান্তিক-বাক্যসমূহ আপাততঃ কটু ও অত্যন্ত রূঢ় বলিয়া অপরাধী ব্যক্তিগণের কর্ণে প্রতিভাত হয়। তখন হইতে কতটা অপরাধের ও অনর্থ দূরীভূত হইতে থাকে, তত উহা আপাত রূঢ় বাক্যকে ত' টা রহস্য ও নিত্যমঙ্গলময় বলিয়া অনুভূত হয়। আচার্য্য কতটা পরদুঃখে দুঃখী হইয়া—কতটা অনির্বচনীয় সাধুত্ব হইয়া—কতটা ত্রিতাপদগ্ধ জীবের মঙ্গল কামনা করিয়া—কতটা জীবকে উচ্চতম পদবীতে আরূঢ় করাইবার প্রয়াসবান হইয়া ঐরূপ আপাত রূঢ় কথা বলেন, তাহা অপরাধীর সম্প্রদায় অনুভব করিতে পারে না। যাঁহার হৃদয় সমুদ্রাপেক্ষা কোমল, কুসুম অপেক্ষা কোমল,—যাঁহার তুল্য মহাবদান্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় নাই—যাঁহার তুল্য অদ্বিতীয় বান্ধব চতুর্দ্দশ ভুবনেও নাই, সেইরূপ মহাজনকে অপরাধী ব্যক্তি রূঢ়বাদী মনে করিয়া কত অপরাধই না করে! তথাপি অজ্ঞান বালকের দোষ যেরূপ মাতাপিতা গ্রহণ করেন না, তদপেক্ষাও কোটিগুণ বৎসলস্বভাব হইয়া আচার্য্য বদ্ধ জীবের মঙ্গলের জন্য নানাভাবে—নানা কৌশলে চেষ্টা করিয়া থাকেন। জীব যখন আচার্য্যের করুণায় স্বীয় অপরাধসমূহ স্মরণ করিয়া আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে শ্রীগুরুচরণে অপরাধীর একমাত্র গতিই অবলম্বন—এই বিচারে সেই সাধু 'অপরাধ'-ক্ষমাপণ-চিত্তে শরণাগতির বিচারে আচার্য্য চরণে একান্ত শরণাগত হয়, তখন তাহার হৃদয়ে আচার্য্যের আপাত রূঢ়বাক্যসমূহ কিরূপ স্নেহসুধা-সিঞ্চিত ছিল, বুঝিতে পারেন।

চরম অপরাধী জীবকে আচার্য্য কিরূপ সহিষ্ণুতার সহিত শিক্ষা করিয়া অপরাধ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন! যাহারা কেবল ভক্তবেশধারীর মিষ্টকথা অর্থাৎ স্ব-স্ব বিষয়াসক্তিরই সমর্থন ও অনুমোদনবাক্যের উচ্ছ্বাস ভক্তবৈষ্ণব বা সাধুর নিকট স্ব স্ব মনের অভিনয় করে, তাহারা কোন দিনই আত্মমঙ্গল ইচ্ছা করে না। তাহারা প্রেয়ের উপাসক, শ্রেয়ের সেবক নহে। যাহারা সেইরূপ তোষামোদ পাইবার জন্য একজন তথাকথিত গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার করে, তাহারা হয় অসদ্গুরু লাভ করিয়া বঞ্চিত হয়, না হয় সদ্গুরুর পাদপদ্ম হইতে কোটিযোজন দূরে মায়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়।

আমাদের হৃদয়ে অপরাধীদের কত স্তূপ ও কুস্তূপ রহিয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পরম করুণাময় আচার্য্য যখন মর্ম্মান্তিক বাক্যের দ্বারা আমাদিগকে সংশোধিত করিবার চেষ্টা করেন, তখনই আত্মম্ভরী আমাদের গলদগুলি ধরা পড়ে। বৈষ্ণবের বেষ লইলেই লোকের নিকট হইতে লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা আমাকে রক্ষা করিবে না। ঐগুলি আরও আধ্যক্ষিকভাবে আমার দাম্ভিকতার মাত্রা বাড়াইয়া দিবে। কিন্তু আচার্য্যের করুণাময় শাসন আমার প্রকৃত ওজন কতটুকু, তাহা যখন আমাকে বুঝাইয়া দেন, তখন আমাকে যে আত্মম্ভরিতা পিশাচী গ্রাস করিয়াছিল, তাহার কবল হইতে আমি উদ্ধার লাভ করিবার সুবর্ণসুযোগ লাভ করি। জগতের কোন লোকই এরূপ করুণা করে না বা করিতে পারে না। তাহারা কেবল আমার আত্মম্ভরিতায় ইন্ধন প্রদান করে। তাহাদের দ্বারা যখন অপমানিত হই, তখন তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্যই চিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু বিষয়িগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গেলে বিষয়ীই হইয়া যাইতে হয়। আচার্য্যের মর্ম্মান্তিক বাণী কিন্তু আমাকে বিষয়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য লোভী করাইয়া দেয় না, তাহা হৃদয়ে কার্পণ্য অর্থাৎ আত্মধিক্কার-বৃত্তির উদয় করায় এবং শরণাগতি শিক্ষা দান করেন।

আচার্য্যের আপাত রূঢ়বাক্যরূপ কৃপা-কশাঘাত লাভ করিয়া অপরাধীর পিশাচ-সমূহ হৃদয় হইতে বিদূরিত হইতে থাকে এবং তখন শরণাগতির আকাঙ্ক্ষা আবির্ভূত হইয়া আচার্য্যপাদপদ্মে প্রীতির উদয় করায়। প্রীতির উদয় হইলে অপরাধীর নিকট যাহা রূঢ় বলিয়া মনে হইত, তাহা মধুর হইতেও সুমধুর ও পরম স্নেহগর্ভ বলিয়া অনুভূত হয়। তখন আচার্য্যপাদপদ্মের কৃপা অন্য বৈশিষ্ট্য ও রূপ লইয়া জীবকে প্রীতির রাজ্যে অভিষেক করে। এই জন্যই 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'গরুড়পুরাণে'র এই বাক্যটী উদ্ধার করিয়াছেন,—

কৃষ্ণাকৃষ্ণ পুষন্ বৈ তথা ভাগবতোত্তমম্।
প্রণামপূর্ব্বং তং ক্ষান্ত্যা যো বদেৎ
বৈষ্ণবো হি সঃ॥

—যিনি ভগবদ্ভক্তকর্তৃক উচ্চারিত রূঢ়বচন শ্রবণ করিয়াও সহিষ্ণুতাসহকারে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সম্ভাষণ করেন, তিনিই 'বৈষ্ণব'-নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

যে তিমিরে, সেই তিমিরে

(প্রবন্ধ)

জীবনের দিনগুলি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। কত গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার শেষে শরৎ, তারপর হেমন্ত, আবার হেমন্তের অন্তে শীত, শীতের পর বসন্ত—এইভাবে কত কতবার এই জীবনে ঋতুগুলির গমনাগমন প্রত্যক্ষ করিলাম। যেহেতু একসময়ে যাহাদিগকে অতি অবোধ শিশুরূপে দেখিয়াছিলাম, আজ তাহাদের যৌবনকাল সমাগত হইয়াছে; যাঁহারা এক সময়ে যুবক বা যুবতী ছিলেন, তাঁহারা আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষসীমায় উপনীত হইয়াছেন। একদা যাঁহারা আমার দৃষ্টিতে প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়া ছিলেন, আজ তাঁহারা লোলচর্ম্ম, পলিত-কেশ, ভগ্নদন্ত, জরাগ্রস্ত অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন। আবার একসময়ে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, আজ আর তাঁহারা ধরাধামে বিদ্যমান নাই। কাল যাহা ছিল, আজ আর তাহা থাকে না; এমন কি, এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহা নিতান্ত সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, পর মুহূর্ত্তে আর তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। 'এই আছে, এই নাই'—এই ত' জগৎ চলমান বিশ্বে, অনিত্য জগতে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। একজন প্রাকৃত কবি গাহিয়াছেন,—

"দিন যায়, ক্ষণ যায়, সময় কাহারও নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির।
সহায়, সম্পদ, বল, সকলই ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর॥"

জাগতিক সহায়-সম্পদ্, দেহের বল, অনিত্য আত্মীয় স্বজন—কালবশে সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়; আর এই আয়ুষ্কালেরও কোনই স্থিরতা নাই। পদ্মপত্রের উপরে অবস্থিত জলবিন্দুর মতই তাহা সতত 'টলমল' করিতেছে।

অপ্রাকৃত কবিবর শ্রীগোবিন্দদাস কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"এ ধন, যৌবন, পুত্র-পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে,
কমল-দল-জল জীবন টলমল,
ভজহুঁ ও পদ 'নিতি রে।"

অপ্রাকৃত কবিবরের এই মহদ্বাণী শ্রবণ করিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে উপলব্ধি করিলাম কি? যদি সত্য-সত্যই তাহা অনুভব করিতাম, তবে কি আর চলিষ্ণু, পরিবর্ত্তনশীল, নশ্বর বস্তুর জন্য জীবনকে এভাবে নষ্ট করিয়া দিতে পারিতাম?

জাগতিক সকল বিষয়ই পরিবর্ত্তনশীল। আমার এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের ত' কতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং সর্ব্বদা তাহা হইতেছে। আমি ত' তাহা দেখিয়াও তাহার অন্তর্নিহিত শিক্ষণীয় বিষয়টী গ্রহণ করিতেছি না। আমি যে দিনে দিনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মৃত্যুর পথেই দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছি, তাহা ত' কই একবারও চিন্তা করিতেছি না? আমি জীবনে কতবার শ্রীমদ্ভাগবতের "লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"—এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিলাম। কতবার তাহা অনেকের নিকট বলিলাম, কিন্তু হায়, নিজের জীবনে শ্লোকটির অমূল্য উপদেশ-বাণীর এক কণাও সত্যসত্যভাবে বরণ করিলাম না। "পরে সাধুকে আসে উপদেশি—এ বড় মায়ার বশ"—এ কথাটির আমিই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছি। আমি কপটতাকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছি, কেন-না, যাহা মুখে বলি, কার্য্যতঃ তাহা করিতেছি না; মুখের কথায় ও আচরণে আমার কোনও সামঞ্জস্য নাই। আবার নিষ্কপট ভাগবতগণের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা-শ্রবণের যে আড়ম্বর করিতেছি, ইহাও ভীষণ কপটতা; কারণ, যাহা শুনিতেছি, তাহা সমগ্র অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতেছি না। আমার কর্ণবেধ-সংস্কার হয় নাই। সেইজন্যই তদনুকর্ণের অন্তরালে সেই হরিকথা-কথাকিরীটমালা পান করিয়া নিত্যকল্যাণ বরণ করিতে পারিতেছি না। আমার কাপট্য-নাট্যের বহুরূপী মূর্ত্তির ছদ্মবেশ অনেক সময় আমি নিজেও বুঝিতে পারিতেছি না। মায়াদেবী আমাকে বহুরূপে বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছে। আমার দুষ্ট মন আমাকে ভুলাইতেছে। এমন কি, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবার ছলনায়ও সে 'নাম কেনোরই অনুসন্ধান করে, 'লোকে আমাকে গুরু বলিয়া জানুক,'—অন্তরের অন্তস্তল প্রদেশের সুগোপন কোণে এখনও আমার এই অসতী কামনা বিদ্যমান রহিয়াছে।

পরমকারুণিক শ্রীশ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুবর মনঃশিক্ষার প্রতিষ্ঠাশাকে শ্বপচ-রমণীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং যত দিন পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠাশা চণ্ডালিনী হৃদয়ে নৃত্য করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার উপস্থিত কাপট্য কিছুতেই দূর হইবে না, এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাশারূপিণী ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী কিসে বিদূরিত হয়, শ্রীদাস গোস্বামী প্রভু কৃপাপূর্ব্বক তাহার উপায়ও বিধান করিয়াছেন। কিন্তু আমি সেই পরম হিত-বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি কি? সেই শুষ্ক বলি,—যাহা শুনি, তাহাতে বিশ্বাস হয়? শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিকটে থাকিয়া কী, হরি, শরণাগতি সহিত তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলাম না, এখনও 'অহং মম'-ভাবে প্রমত্ত রহিলাম, এখনও "অনর্থ!

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

"আমি ত' তোমার জন"—এই উপলব্ধি হইল না; আমার উপায় কি? আমি এখন চিন্তা করিয়া দেখিলাম, আমি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-চরণে কোটি কোটি জন্মের দুরন্ত অপরাধে অপরাধী। নতুবা আমার হৃদয় এমন কঠিন কেন? কল্যাণস্বরূপ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপানুবর্তন শুষ্ক মরুভূমিতেও সেবানন্দার (?) বিকশিত হইয়া উঠে। কিন্তু আমার সেবা-বিমুখ পাষাণ-হৃদয় গলিল না!

মহাজনকবি গাহিয়াছেন—

"জয় জয় ভাই, চৈতন্য-নিতাই, পরম দয়াল দাতা।
পশু-পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, শুনি' যাঁ'র গুণ-গাথা॥"

পরমহংস-শিরোমণি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্যদেব এবং তদীয় জনগণ অশেষ উপায়ে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের করুণা-গাথা বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিতেছেন, তাঁহারা অহৈতুক কৃপা-পরবশ হইয়া গৌরবাণীর বন্যা প্রবাহিত করিতেছেন, কিন্তু আমার ত' কিছুই পরিবর্তন হইল না। পাষাণহৃদয় পাষাণবৎ কঠিনই রহিল। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। কত দিন চলিয়া গেল, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিতাভিমানে 'আমি তাঁহারই অনুগত'—এই দুরাশায় বেশ নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতেছি। "অনেক যতন করি' ধন তেয়াগিনু"—ইহা ভাবিয়া ত' এখনও তীব্রজ্বালা বোধ হইতেছে না। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব ভজনের পথে যাত্রা করিয়াছেন, তিনি প্রাকৃত জগতের 'এরোপ্লেন'র অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ দ্রুত-গতিতে ব্রজাভিমুখে ধাবমান। করুণার্দ্র-হৃদয় তিনি সকলকে সঙ্গে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন—শত শত বার আহ্বান করিতেছেন। তিনি তাঁহার নিত্যারাধ্য ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের সুখবিধানের জন্য সর্বক্ষণ নিযুক্ত। তিনি ত' আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন না। সময় যে চলিয়া যাইতেছে। তাঁহার নিজজনগণ তাঁহার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিতেছেন। তাঁহারা নিত্য কৃষ্ণকীর্তনপরায়ণ, তাঁহারা ধাবমান। যাঁহারা কৃষ্ণকোলাহল-মুখর, তাঁহারাই ধাবমান। তাঁহারা আমার ন্যায় দেহ-গেহ-কলত্রাদির চিন্তায় অবিদ্যা জগতে আবদ্ধ হইয়া থাকেন না। আমি 'যে তিমিরে, সেই তিমিরেই' রহিলাম। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগমনে আমার এখনও বিন্দুমাত্র লোভের উদয় হইল না। "দেহ-গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত। জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥ হায়, হায়, নাহি ভাবি অনিত্য এ সব। জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥"—এইরকম গীত মুখে আবৃত্তি করিতেছি। আমি নিজের মনকে প্রবোধ দিয়া থাকি যে, "হরিনাম ত' করিতেছি, আর চিন্তা কি? কলিকালে হরিনামগ্রহণেই সর্বসিদ্ধি হইয়া থাকে।" কখনও বা মনে ভাবি,—এই ত' দুইএক টাকা শ্রীমঠের সেবার জন্য ভিক্ষা দিতেছি, এই ত' বৈষ্ণব-সেবার জন্য কিছু দ্রব্য সংগ্রহ করিতেছি। আবার সময় সময় মনে হয়, আমি ত' গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ এবং অন্যান্য পারমার্থিক-গ্রন্থাদি পাঠ করিতেছি, আমার বেশ সেবা করা হইতেছে। হায়, একবারও ভাবিতেছি না যে, আমার সছিদ্র কুম্ভে (?) জল আহরণের ন্যায় এই প্রয়াস একান্তই ব্যর্থ। আমার সেবাভোগ (?) বিদূরিত হয় নাই, শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবে মমতাবোধ জাগ্রত হয় নাই, সুতরাং যে এক-আধটুকু হরি-সেবার অভিনয় করিতেছি, তাহা কেবল কপটতা মাত্র। কেবল কপটতা নয়, 'সেবা করিতেছি' এই অভিমান আমার দুষ্ট দাম্ভিকতা মাত্র। 'আমি কিছু সেবা করিতেছি'—এই বোধ হইতেই 'আমি বৈষ্ণব'—এই বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় আমাদের মঙ্গলবিধানের জন্য গাহিয়াছেন—

"আমি ত' বৈষ্ণব এ'বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥"

আমিও শ্রীগৌড়ীয়মঠে কিংবা শ্রীচৈতন্য-মঠের একজন সেবক, বেশ ভালভাবেই সেবা করিতেছি, এই ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা, তুষ্টি অনুভব করা—যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায় থাকিবার ইচ্ছা অর্থাৎ সেবাবৃত্তি পরিবর্ধনের জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া এক প্রকার অবস্থাতেই পরিতুষ্ট থাকা কিছু ভাল লক্ষণ নহে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট-সম্পাদনে উত্তরোত্তর তীব্র গতিবিশিষ্ট হইতে হইবে। এক স্থলে স্থির হইয়া থাকিলে চলিবে না। কারণ, প্রগতিই চেতনের লক্ষণ। যে অচেতন সে-ই নিশ্চল, নিস্পন্দ। আমার আজ বড়ই দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। আমি নিজের অবস্থায় বেশ সন্তুষ্ট। আমার যে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবায় একবিন্দুও আসক্তি হইতেছে না, দিনগুলি বৃথাই কাটিতেছে, ইহা ভাবিয়া এখনও পাষাণ হৃদয়ে অনুশোচনার (?) সঞ্চার হইতেছে না। এই শোচনীয় অবস্থার একমাত্র কারণ—জন্ম-জন্মের এই ভবের দারুণ মহদপরাধ।

আমি মায়াপরাধী, শ্রীহরিনাম আমার জিহ্বায় অবতীর্ণ হইবেন কেন? আমি মায়াপরাধী, কাজেই শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন এবং তুলসী [illegible]। আমি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবাবিমুখ, কাজেই সেই সেবা করিতেছি বলিয়া তুষ্ট থাকিবার আমার কোন হেতু নাই। আমি যদি প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠকে ভালবাসিতাম, তবে কে আর জড় গৃহের প্রতি আমার এমন টান থাকিত? আমি পতিতপাবন নিত্যা-নন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপা-সমুদ্রকে সর্বদা প্রত্যাখ্যান করিতেছি। তাঁহারা আমাকে জড়ভাবে (?) কৃপা করিতে চাহেন, অথচ আমি আমার হৃদয়ের দ্বার দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি; কিছুতেই যাহাতে কৃপারশ্মির কিরণরশ্মি প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য কতভাবেই না যত্ন করিতেছি! তাঁহারা আমার অনন্তকাল দেহ-গেহাসক্ত থাকিবার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া কত ব্যথিত হইতেছেন! আমি তাঁহাদের অভয়-অশোক-অমৃত-আধার শ্রীপাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা এখনও আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। আমি তাঁহাদের দুর্গন্ধ (?) সংসারে মনোনিবেশ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা এক মুহূর্তের জন্যও এই পতিতাধমের কথা বিস্মৃত হন নাই। আমি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-পদপদ্মের সেবা করিতে চাহিতেছি না, তথাপি তাঁহারা আমাকে সম্পূর্ণভাবে চাহিতেছেন। আমি যতই দূরে সরিয়া যাই, সেই অহৈতুকী করুণাবলা (?) আমাকে ততই টানিয়া আনিতে চাহে। অসংখ্যবার সেই কৃপাশক্তি আমার জড় গৃহের দ্বারে করাঘাত করিতেছেন, কিন্তু আমি দেহ-মনের পাষাণ কারায়, সহস্রবন্ধনের (?) শৃঙ্খলে এমন ভাবেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, কিছুতেই দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে বরণ করিতে পারিতেছি না। ইহা আমার ভীষণ দুর্দৈব ভিন্ন আর কি?

আমি দুই একবার সঙ্কল্প করি, শ্রীনিত্যা-নন্দপ্রভুর কৃপাকে আর এরূপ নিষ্ঠুরচিত্তে প্রত্যাখ্যান করিব না। অন্ততঃ দুই একবার কর্ণপ্রভাবে (?) দ্বার [illegible] করিবার জন্য [illegible] উদ্যত হই। কিন্তু তৎপরে আবার দুর্বলতার (?) কবলে পতিত হই, মায়াশক্তি আমাকে অগ্রসর হইতে দেয় না। আমি [illegible] শুনিয়া বিষম বিষ পান করিতেছি। [illegible] সঙ্গে পরিচর্যার (?) কি ফল লাভ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও দুর্বলতাবশতঃ শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাপথে ধাবিত হইতে পারিতেছি না। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] প্রতিজ্ঞাবলে প্রমত্ত হইয়া দীর্ঘকাল [illegible] হইল, কিন্তু এখনও আমি যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রহিলাম। আমি এখনও নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মে এই নিম্নলিখিত কীর্তন করিতে পারিলাম না—

"গুরুদেব, আমি ত' তোমার জন।
আপনার করে রাখহ চরণ,"

শ্রী[illegible] দাস

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ময়মনসিংহে প্রচার

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শুভ-ইচ্ছায় ও সর্বশক্তি [illegible] ইচ্ছানুসারে পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য প্রমুখ নয়জন মঠসেবক-সহ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে গত ১১ই অগ্রহায়ণ, ২৭শে নভেম্বর, শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করেন। শ্রীল মহারাজ মঠে পৌঁছিয়া কিছু সময় কীর্তন হওয়ার পর, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল যাবৎ হরিকথা কীর্তন করেন। সন্ধ্যারতি ও কীর্তনান্তে শ্রীল মহারাজ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু কৃত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ হইতে "তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে" শ্লোক [illegible] ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, বিভিন্ন শাস্ত্রে কর্ম করিবার উপদেশ থাকিলেও কর্মশূন্য-নিষ্কামে শুদ্ধভাবে শ্রীহরির সেবা করাই শাস্ত্রের পরম তাৎপর্য। যাঁহার হরিকথায় শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে কর্মাদি অনাবশ্যক।

তিন প্রাতঃকাল (?) সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে (?) শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ-কৃত উপদেশামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অপরাহ্নে কোন কোন দিন পণ্ডিত শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে [illegible] উপাখ্যান এবং কোন কোন দিন শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রতিদিন পাঠে বহু শ্রোতৃ সজ্জন, মফস্বল হইতে আগত ও স্থানীয় [illegible] গৃহস্থ ভক্তগণ ও স্থানীয় মহিলা ভক্তবৃন্দ নিয়মিতভাবে পাঠে যোগদানপূর্বক উৎসাহের সহিত হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমোপকৃত হইতেছেন। গত ১২ই অগ্রহায়ণ, শনিবার অপরাহ্নে পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য প্রভু জনৈক গৃহস্থের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ১৪ই অগ্রহায়ণ, সোমবার অপরাহ্নে সজ্জন ব্রাহ্মণ [illegible] পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ও [illegible] ব্রহ্মচারী সহ [illegible] গমনপূর্বক [illegible] উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু সজ্জন ও [illegible] উপস্থিত ছিলেন। গত ১৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার সন্ধ্যার পর [illegible] মহোদয়ের বাটীতে শ্রীপাদ [illegible] প্রভু [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু শ্রোতৃ [illegible] উপস্থিত ছিলেন।

 Regd. No.C. 1844

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-শুভোদয়-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিভক্তিবৈভবের বাণী বা শাস্ত্র-প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমের বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের কার্যালয়ে নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্থকতা নিয়োগই ইহার প্রকৃত মূল্য।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও অল্প মাসের বা সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। নদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। বিনামূল্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পূর্ণ গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শুদ্ধভক্ত ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরত পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। যেহেতু স্বয়ং শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রদ্ধালুর প্রাণ ভগবদ্বিগ্রহের পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন প্রকার হেয় কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের বিজ্ঞাপন ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	১৲	৸০
" " সিকি কলম	৫৲	
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত

বিবিধ সংবাদ

হোগলা-ছাউনীর জন্য লাইসেন্স

কলিকাতায় অগ্নিদুর্ঘটনার কয়েকদিন পরে জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর আহ্বানে যে সম্মেলন বসিয়াছিল, তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট পূর্বের ন্যায় এবং পুলিশের লাইসেন্স ব্যতীত কলিকাতার অন্য কোন স্থানে হোগলার ছাউনী দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়া শীঘ্র এক আদেশ জারী করিয়াছেন। লাইসেন্সের সর্ত হইবে যে—আলোক, আগুন এবং বাহির হইবার দরজার সংখ্যা, অবস্থা এবং কার্য্যকারিতা সম্পর্কে সুব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সম্পর্কে উপবিধি রচনার জন্য কর্পোরেশন একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। উপবিধি রচনা শেষ হইবার পূর্বকালের জন্য গবর্ণমেণ্ট এইটি আদেশ জারী করিয়াছেন।

—

বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় ও বণ্টন

শিলং :—স্থানীয় উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্য, প্রধানতঃ চাউল, ধান, সরিষা ও সরিষার তৈল ক্রয়, গুদামজাত ও আসাম প্রদেশের মধ্যে বণ্টনের জন্য গবর্ণমেণ্ট এজেণ্ট নিযুক্ত করিবেন। ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে এজেণ্টের কাজ আরম্ভ হইবে।

ইহা ছাড়া আসামে আমদানী বিভিন্ন দ্রব্য, বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্য, লবণ, ডাল, চিনি ও লৌহজাত দ্রব্য গ্রহণ, গুদামজাত ও বণ্টন করিবার ভার এজেণ্টদের উপর থাকিবে ও গবর্ণমেণ্টের বরাদ্দ তহবিল হইতে এই সকল মালপত্র ক্রয় করা হইবে।

নিষিদ্ধ এলাকার বাহিরে সাইকেল অপসারণ

নোয়াখালির জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৪২ সালের ৩রা এপ্রিল তারিখে প্রচারিত পূর্ব্ববর্ত্তী আদেশানুযায়ী সম্প্রতি বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, বাই-সাইকেলের যে সব মালিকগণ তাঁহাদের সাইকেলগুলি এখনও সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ এলাকার বাহিরে স্থানান্তরিত করেন নাই, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে তাঁহাদের সাইকেলগুলি নিজ ব্যয়ে ঐ 'সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ অঞ্চলের' বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে অথবা নিকটবর্ত্তী থানায় জমা দিতে হইবে।

যাঁহারা যথারীতি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও অফিসারের নিকট হইতে তাঁহাদের সাইকেল রাখিবার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর এই আদেশ প্রযুক্ত হইবে না।

যাঁহারা এই আদেশের আমলে পড়িবেন তাঁহাদিগকে আরও বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁহারা যদি এই আদেশ প্রতিপালন না করেন তাহা হইলে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইবে।

—

সরকারের ইস্তাহার

নিউদিল্লী হইতে ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলের এক নোটিশে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, যে সব দালান বাড়ী ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক জরুরী আবশ্যক বা কোন বিশেষ কার্য্যের ব্যবহারোপযোগী বলিয়া মনোনীত হইবে কোন স্থানীয় কর্ত্তৃত্বাধীন ব্যক্তি সেই সব বাড়ী কেন্দ্র সরকারের বিনা অনুমোদনে ভাড়া দিতে পারিবেন না।

কলার পাতায় লেখার নির্দ্দেশ

এরূপ জানা গিয়াছে যে, আসামের শিক্ষামন্ত্রী খাঁ বাহাদুর মৌলভী সৈয়দ রহমান আসামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থারূপে কাগজ এবং কলমের পরিবর্ত্তে কলার পাতা এবং বাঁশের কলম ব্যবহার করিতে সম্মতি দিয়াছেন। কাগজের অভাব এবং অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ফলে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি শ্রীহট্ট পরিদর্শনের সময় নিজেই এই ব্যবস্থার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

'নদীয়াপ্রকাশ'-এ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনগণের যে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

—

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-মন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভক্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত-সাম্প্রদায়িক সমন্বয়বাদের শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দীর্ঘ জীবনের বন্ধু, পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত। নিরাশ, ম্যালেরিয়া-দুষ্ট রোগীগণ একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার পরিবর্তন হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকালীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-শাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীমদনকিশোর ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ২০ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৬শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ১২ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, শনিবার { ১২০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ কেশব, অবায় শীতোদশাগী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:०:)::——

অচিন্ত্যের সঙ্গে যে সংস্রব, তাহাই দুঃসঙ্গ। দেহ ও মনের দ্বারাই দুঃসঙ্গ হয়। বৈষ্ণবের নিকট থাকিয়া তাঁহাদের পূত চরিত্র আলোচনা করিতে করিতেই দুঃসঙ্গের আসক্তি কমিয়া যায়। আমাদের যতই দোষ থাকুক, যত্নের সহিত সাধুসঙ্গ করিলে সাধুকৃপায় সকল দোষই অপসারিত হইবে। এই সাধুর সঙ্গ অন্তরের সহিত করিতে হইবে। সাধুর সঙ্গে সকল ব্যবহার আন্তরিকতাময় হইলেই সাধুসঙ্গ-প্রভাব উপলব্ধি হয়। সাধুর উপদেশ বা শাসন বর্ণে বর্ণে পালন করিলে আমাদের সকল সুবিধা হইয়া যাইবে।

গুরুসেবকের সবই স্বরূপ বা স্বরূপের শোভা। সেবকের সবই সুন্দর—সবই স্বরূপ। গুরুসেবক সর্ব্বক্ষণ 'ভাল আমি' অর্থাৎ 'শ্রীগুরুপাদপদ্মের আমি'র বিচারে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তিনি নিজের সকল অবস্থায় একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই পদাবলম্বী। অকপট গুরুসেবকের আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা—সবই গুরুসেবার দ্যোতক—সবই সেবকস্বরূপ কারুণ্যঘনবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশ্রিত-উদ্দীপক। গুরুসেবকের হৃদয় সর্ব্বক্ষণ গুরুকৃপাস্মৃতিতে ভরপুর। তিনি শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিরন্তন পদানুগ। কোটি কোটি দুর্বাসনা-প্রপীড়িত জীবকেও তিনি অপার্থিব-সঙ্গপ্রভাবে—স্বসঙ্গ-কৃপাদান প্রভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে পারেন—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার সর্ব্বাত্মসমর্পিত হওয়ার বীজমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন; এমনি তাঁহার প্রভাব! তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য-কলাপ, প্রতি পদবিক্ষেপ, প্রতি হস্ত-সঞ্চালনও সেবা-বিমুখ জীবের হৃদয়ে গুরুসেবা-স্রোত—প্রভুকৃপা স্রোত জাগাইয়া দেয়।

গুরুসেবক আলোর আশ্রিত। তিনি আলোর—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুসরণকারী। যাদৃশ শত শত জন্মের মোহান্ধ ব্যক্তিকেও তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালোকে উদ্ভাসিত করিয়া সেই আলোর পথের যাত্রী করাইতে পারেন; তিনিই একমাত্র আলোর—শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাসন্ধান দিতে পারেন। অপরের সে যোগ্যতা নাই; কারণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনাশ্রিত—অসেবক এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। গুরুসেবক অশোক-অভয় অমৃতাধার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত এক-চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট। অতএব তিনিও অশোক, অভয় ও অমৃত। তিনি জগতের কোন বস্তুর প্রার্থী নহেন। জগতে বস্তুর অপ্রাপ্তি ও বিনাশে তাঁহার শোক বা মোহ আসে না; অতএব তিনি অশোক। অভয় যাঁহাকে ভয় করে, সেই কৃষ্ণও যাঁহার প্রেমবশীভূত, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশ্রিত সেবকের আর ভয় কোথা হইতে আসিবে? অতএব তিনি অভয়। গুরুপাদপদ্ম-সেবাবিস্মৃতি-রূপ মৃত্যু গুরুসেবকের নাই, অতএব তিনি অমৃত। শ্রীগুরুসেবকের তাদৃশ অদ্ভুত শীল শিক্ষা করিলে আমরাও অশোক-অভয় অমৃত হইতে পারি।

——

শ্রীভগবানই ষড়ৈশ্বর্য্যের মালিক। 'ভগ'-অর্থে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য, সমগ্র যশঃ ও সমগ্র শ্রী—এই ছয়টী। ঈশ্বর শ্রীভগবানে এই ছয়টী ঐশ্বর্য্য পূর্ণমাত্রায় আছে। তাহা কখনও ঈশ্বরতত্ত্ব নিত্যপাল্য-স্বরূপযুক্ত জীবে থাকিতে পারে না। কিন্তু "কৃষ্ণের সকল গুণ বৈষ্ণবে সঞ্চারে"—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি সমগ্র গুণই ভগবদ্ভক্ত লাভ করেন। যশঃ, ঐরূপ বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, যশঃ প্রভৃতি ভক্তে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান থাকিয়া ধন্যই হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্ত কখনই ঐশ্বর্য্য-বর্য্যাদি লাভের আকাঙ্ক্ষা বা যত্ন করেন না।

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বিভূতা, সিদ্ধি ভগবদ্ভক্তের করতলগত, তিনি কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা তপস্বীর ন্যায় ঐশ্বর্য্যের ভিখারী বা ঐশ্বর্য্য গ্রহণে লোলুপ নহেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগী, তপস্বী প্রভৃতির কোটি জন্ম সাধন-সত্ত্বেও কখনও যেসকল ঐশ্বর্য্যের বিন্দুমাত্র প্রাপ্ত ঘটিবে না, সেইরূপ অনন্ত নিখিল ঐশ্বর্য্য ভগবদ্ভক্তের পদনখশোভার অলঙ্কৃত ও ধন্য হইলেও ভগবদ্ভক্ত ভুলিয়াও ঐসকল বস্তুর প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। আবার তিনি কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণের ন্যায়, ফল্গুবৈরাগ্যবাদীর ন্যায় বৈরাগ্য-চেষ্টাও করেন না, বৈরাগ্যের ভিক্ষুক হন না; অধিকন্তু বৈরাগ্য-সিদ্ধির অবধি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্যই হইয়া থাকে।

শ্রীগৌর-করুণা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ উদ্ধবনীলমণিদাস ভক্তশাস্ত্রী)

শ্রীগৌরসুন্দর গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক প্রেমবারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শ্রীবিগ্রহে অষ্টসাত্ত্বিক-মহাভাবের কৃষ্ণপ্রেমার লক্ষণসমূহ শোভা পাইতে লাগিল। শ্রীগৌরসুন্দরের পূর্ব্ব বিদ্যা-ঔদ্ধত্যের ভাব আর কেহ দেখিতে পাইলেন না। শ্রীশচীদেবী অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তা হইয়া তনয়ের মঙ্গলের জন্য শ্রীগঙ্গা ও শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"হে কৃষ্ণচন্দ্র! তুমি আমার স্বামী ও সন্তানগণকে গ্রহণ করিয়াছ। একটি মাত্র পুত্র এখন আমার নিকট রহিয়াছে। আমি অনাথিনী। হে কৃষ্ণ! এই কৃপা কর, যেন আমার বিশ্বম্ভর সুস্থচিত্তে গৃহে অবস্থান করে।" শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদাসীন্য দূর করিবার জন্য শ্রীশচীদেবী পুত্রবধূ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পুত্রের সমীপে বসাইলেও আপন ভাবাবিষ্ট থাকিয়া কৃষ্ণবিরহোন্মত্ত শ্রীগৌরসুন্দর সামান্য কটাক্ষপাত করিয়াও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দর্শন করিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দর নিরন্তর ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ও "কৃষ্ণ কোথায়! কৃষ্ণ কোথায়!" বলিয়া অনুক্ষণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বিরহ-বেদনার আতিশয্যে শ্রীগৌরসুন্দর সময় সময় এরূপ হুঙ্কার করিতে লাগিলেন যে, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভয়ে দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশচীদেবী অত্যন্ত শঙ্কিতা হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণবিরহোন্মাদবৃত্তির তীব্রতা এত দূর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল যে, শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যহ নিদ্রাশূন্য রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র সমস্তা ঊর বাসববিশিষ্ট নহে—এরূপ নহে

সন্ন্যাস হইলে প্রভু অতিকষ্টে অন্তরের ভাব সংবরণ করিতেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীগৌরসুন্দর বৈদিক-ক্রিয়াপ্রিয়গণের সেবাবিগ্রহ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরকে 'গৃহিজন-শিক্ষক' বলিয়াছেন। দৈববর্ণাশ্রমের অন্তর্গত গার্হস্থ্যাশ্রম আদর্শরূপেই শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যবৈকুণ্ঠলীলার অবতরণ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীগৌরসুন্দরের গার্হস্থ্যলীলা বৈকুণ্ঠের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-লীলা। বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর কেবলমাত্র বিশুদ্ধভাবে বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস-আশ্রমের স্বীকারের আবশ্যকতা এবং আচরণপূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন। বিশুদ্ধভাবে বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবা করিবার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার আত্মপালনরূপ কাপট্যের গন্ধের লেশমাত্রও আশ্রয় করিবার দুর্ব্বলতা প্রশ্রয় পাইলে "স্থানাৎ ভ্রষ্টঃ পতত্যধঃ"—শাস্ত্রবাক্যের দণ্ড গ্রহণে বাধ্য হইতে হয়, ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের সনাতন শিক্ষা। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিপ্রকাশলীলা-প্রাকট্যের সময় আগত হইলে শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলার পুষ্টিবিধানকারিণীরূপে প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নদীয়া-উদয়গিরিতে আবির্ভূতা হইলেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরনারায়ণের শ্রী-শক্তি ও ভূ-শক্তি; শ্রীগৌরনারায়ণের প্রতি তাঁহাদের নিত্য অপ্রাকৃত বৈধপত্নীভাব। শ্রীগৌরবিগ্রহ-লীলায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীবার্ষভানবীদেবীর কিঙ্করীরূপে শ্রীরাধাভাব বিভাবিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিপ্রলম্ভলীলার সহায়কারিণী। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলিয়াছেন—"শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া অথবা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কেহই শ্রীগৌরসুন্দরকে সম্ভোগবুদ্ধিতে দর্শন করেন না, যেহেতু শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভপ্রচারে অবস্থিত।" শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অতীব উল্লাসের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত উদ্বাহ-লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীস্বরূপ রূপানুগ বৈষ্ণবাচার্য্যের একান্ত আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্যে নিজেকে গৌরবান্বিত অনুভব করিবার সৎসাহসিকতার অভাব না হইলে তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত উদ্বাহলীলার পরমকল্যাণময় স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধ হয়ে প্রাকৃত বিকৃত আশঙ্কা নিবৃত্ত হইয়া শ্রীগৌরগৃহে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পদরেণুগণের পদরেণুরূপে নিত্যসেবালাভের অকপট আকাঙ্ক্ষার পরম উপাদেয়তায় লুব্ধ হইবার চেষ্টা হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর গয়া হইতে প্রত্যাগত হওয়ার পর উদ্দণ্ড-কীর্ত্তনপ্রিয় লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ংরূপ বিষয়বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া কখনও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ', কখনও 'গোপী গোপী' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেন। 'অহর্নিশ চিত্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে'—এই উপদেশের শিক্ষকরূপে শ্রীগৌরসুন্দর অধিককাল নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিবার লীলা প্রকাশ করিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি মধ্যে মধ্যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক ভক্তগণের সেবাভিলাষ পূর্ণ করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বপ্রথম নিজগৃহে এবং পরে শ্রীবাস-অঙ্গনে উক্ত সংকীর্ত্তনবিলাসের অবতারণ করাইলেন।

অনন্তকোটি অণুচৈতন্যের নিত্য স্বাভাবিক সেবাবৃত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের উপকরণরূপে গণ্য হইবার জন্য উৎকট উৎকণ্ঠার বাস্তব অনুভূতিরূপ অকপট বৈভব-সৌভাগ্যই নিত্যকাল পরিপূর্ণ সাফল্য-শোভায় শুভ হইয়া থাকে। "অনন্তকোটি জীবাত্মার একমাত্র স্বাভাবিক ধর্মই সপার্ষদ শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমের জন্য বিশেষের পারলৌকিক তীব্র বিচ্ছেদের অনুভূতি"—ইহাই শ্রৌতবাণী। এই তীব্র বিচ্ছেদের অনুভূতির নিত্য নিরবচ্ছিন্ন অভিব্যক্তিই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন। অনন্তকোটি অণুচৈতন্যের নিত্যবর্ত্তমানতা, নিত্যচেতনময়তা ও নিত্যানন্দময়তার একমাত্র নিত্য-সংরক্ষক ও নিত্য সংপোষক—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন। শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যকালই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিত্যপ্রাকট্য-দ্বারা নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনস্বরূপ অবতরণ করাইয়া অণুচৈতন্যের নিত্যস্বরূপের বিশুদ্ধতায় প্রকাশিত করাই শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা বা অমন্দোদয়দয়া। বিপ্রলম্ভ-ভজনই অণুচৈতন্যের সাধন-সাধ্য। অনন্তকোটি অণুচৈতন্য কিরূপে আশ্রয়বিগ্রহের একান্ত আনুগত্যে আশ্রয়বিগ্রহ সমাশ্রিত বিষয়বিগ্রহের নিত্য বিপ্রলম্ভময় ভজনে অনুক্ষণ আন্তরিক থাকিতে পারে, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-কৃষ্ণসংকীর্ত্তনরাসবিলাসের রূপাবতরণ। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই শ্রীরূপানুগ ভজন। শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায় অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের অকপট আনুগত্যে মাৎসর্য্য আবাহন করিবার ছিদ্রমাত্রও অবসর নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়স্বরূপ শ্রীরূপের অনুগ বৈষ্ণবাচার্য্যের শ্রীমুখপদ্মনিঃসৃত কৃষ্ণ-কথামৃতের অনুক্ষণ শ্রবণানুকীর্ত্তনে সঞ্জীবিত অণুচৈতন্যকে প্রাকৃত ভোগত্যাগবাসনারূপ বিনাশিনীশক্তির বিভীষিকাময় করালবদন গ্রাসপূর্ব্বক বিগত-চেতন করিয়া ভোগানার দীর্ঘবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সুখ-শান্তিকামনাপূর্ত্তির বৈরাগ্য বৈকল্যের চক্র-পরিভ্রমিতে আত্মবিলোপ-সাধনই একমাত্র প্রয়োজনীয় বাসনার মহামোহগর্ত্তে অধঃপাতিত করিতে পারে না। স্বীয় শ্রীকৃষ্ণভজনের সম্পূর্ণ অযোগ্যতার অবিসংবাদিত অনুভূতির তীব্রতম দৈন্যে ভূষিতা আহ্লাদিনীগণের পদরজঃকণারূপী আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণির বিপ্রলম্ভ-ভাবের দাস্যজনের মাধুর্য্যাস্বাদনলীলাপরায়ণ স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরের করুণাশক্তি বিগ্রহের হৃদয়-বৃন্দাবনে নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুক্ষণ নবনবায়মান চমৎকারিতায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের কলকলঝঙ্কারের উদাত্তস্বরের অমোঘবীর্য্যই প্রাকৃতাভিমান-বধিরা অপস্বরের একমাত্র মহৌষধ, ইহা অস্বীকার করিবার প্রমাদগ্রস্ত হইলেই ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীদ্বয়ের পদতলাশ্রয়রূপ অবস্থাপ্রাপ্তিরূপ দুর্ভাগ্যপূর্ণের নিত্যসংযোগে প্রাণ-ঘাতক গন্ধে আমোদ অনুভব করিবার দম্ভ-দর্প-অভিমান ক্রোধ-পারুষ্য প্রভৃতি অবৈধ-সম্পদকে আত্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তিতে বাধা হয় না। সূর্য্যালোক দর্শন না করিবার ভীষণ প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট জনের বিপুল উৎসাহের সহিত সূর্য্যসাক্ষাৎ করিবার কঠোর সাধনা যেরূপ সূর্য্যালোকহীন অন্ধতামিস্র সাক্ষাৎকারের সফলতায় নিশ্চিত সিদ্ধি লাভ করে, তদ্রূপ স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপপাদপদ্মনিঃসৃত আচার্য্যালোকপ্রবাহের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ কৃপা-রাশিকণার অমোঘ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দিব্যনয়নপ্রাপ্তিই যথার্থ অব্যক্তভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী করুণায় তাঁহার মহাবদান্য-সমাশ্রিত স্বরূপসম্বন্ধের নিত্যবিপ্রলম্ভময়-ভজন-সাক্ষাৎকারের অতীব অপ্রতিহত সন্ধান—ইহা নিষ্কপট সরলতা ও সুদৃঢ়-নিশ্চয়তার সহিত স্বীকার করিতে লেশমাত্র সঙ্কোচ বোধ-দ্বারা পুরুষাভিমানে প্রাকৃতদর্শনসম্ভাবনযোগ্যতার কাষ্ঠকাঠিন্যতার অকালকৃত অদৃশ্য দাবানল-প্রবর্দ্ধিত দুর্ব্বাসনার কুলাচলবৎহিত কুকুর-ঝুঁকারের তাড়নায় প্রাকৃত-স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধীয় কুৎসিত ক্রিয়াকলাপকে অপ্রাকৃত শ্রীগৌর-কৃষ্ণলীলা বলিয়া বুঝিবার বিবর্ত্তরূপ কঠিনতম অপরাধসমূহ নিদারুণ জ্বালায় ধ্বংসভিত্তির প্রাকৃত-বিকৃত-স্বরূপ-দ্রোহের বৈতরণীতে হাবুডুবু খাইবার আনন্দে উন্মত্তভাবে অবস্থিত থাকিয়া অচিরপ্রতিষ্ঠানাদের সম্যক্ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

শ্রীগৌরসুন্দরই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকারী ও স্বয়ং স্বীয় কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনরাসের সেবাধিকার প্রদাতা। তড়াকাশে উদিত একমাত্র সূর্য্যের কিরণ-সাহায্যে যেরূপ সৌরজগতের যাবতীয় প্রাণী তাঁহাদের স্ব স্ব কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তদ্রূপ গৌড়ীয়-গগনে প্রকাশিত শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যাদের অপ্রাকৃত আলোক স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট অনন্তকোটি অণুচৈতন্যের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-রূপ বিপ্রলম্ভ ভজনে রত থাকিবার একমাত্র সহায়ক।

অনন্তকোটি অনাবৃত অথবা আবৃত অণু-চৈতন্যের নিকট হইতে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম প্রাপ্ত হইয়া ও জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিকট উল্লাস অনুভব করিবার জন্য বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীরূপানুগ মহাভাগবতোত্তম আচার্য্যলীলা প্রকট করেন—এইরূপ মিথ্যা কল্পনা, অথবা নারকীয় প্রতিষ্ঠাকামনার অবস্থান্তর রূপ। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরকরুণা-শক্তিবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট সংস্থাপন করিবার জন্যই পতিতপাবনলীল আচার্য্যগণে অতীব কৃপাপূর্ব্বক জগতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। কোন অনাবৃত অণুচৈতন্যের নিকট হইতে দূরের কথা, কোন আবৃত অণুচৈতন্যের নিকট হইতেও আবরণ দৃষ্টিতে সে অন্তঃপরতনের সেবালীলা প্রাপ্ত হইলেও, তাঁহার নিকট হইতে সাষ্টাঙ্গদণ্ডবৎ প্রণতি ও জয়ধ্বনি অথবা কোনপ্রকার ব্যক্তিগত সম্মানপ্রাপ্তির লালসা অন্তরে আদরের সহিত পোষণ করিয়া শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবাচার্য্যের পদনখকিরণ কণার সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে—এইরূপ কল্পনা করার যোগ্যতা বিমুখমোহিনী মহামায়া-প্রদত্ত। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর এবং বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহগণের একান্ত আনুগত্যে সম্ভোগের অর্থাৎ ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা-সম্মান-প্রাপ্তির কোন সুবিচার নাই। অন্তরে নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের দম্ভপ্রসূত অভিমানরূপ কুলবাসনামুকুর গোপন করিয়া বাহিরে দীনতার মূর্ত্তি-বিগ্রহ হওয়ার কাপট্যনাট্যের শিক্ষা প্রদানের জন্য বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহগণ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন না। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহগণ নিজদিগকে কৃষ্ণসেবায় হইতে একান্তভাবে বঞ্চিত-জ্ঞানে কৃষ্ণবিরহের তীব্রতম দুঃখে আকুল হইয়া একসঙ্গে প্রেমযোগে ক্রন্দন করেন, ইহাই তাঁহাদের কৃষ্ণান্বেষণ বা শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন। নিজেকে ভগবান্ অথবা ভগবৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভক্ত-অভিমানে কখনও কোন পূর্ণচৈতন্য অথবা অণুচৈতন্যকে নিজাপেক্ষা লঘু বিবেচনা করিবার বুদ্ধি শ্রীগৌরসুন্দর বা শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহগণ শিক্ষা দেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের দৈন্য-দর্শনে শ্রীগৌরভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরই করুণা অনন্তকোটি অণু-চৈতন্যের প্রাপ্তব্য বিষয় করিবার এবং অনন্ত-কোটি অণুচৈতন্যের ভজনসেবাবৃত্তি শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য মাধ্যম। করুণাপ্রদান বা সেবাগ্রহণ-বিষয়ে স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বের কিঞ্চিন্মাত্রও অভিমানের সম্ভাবনা শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহের নাই। শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহার স্বরূপশক্তি আলো-সম্বন্ধীয় স্বাভাবিকভাবে অনন্তকোটি সেবোন্মুখ অণুচৈতন্যের ভজনসম্বন্ধীয় বুদ্ধিযোগ-প্রদাতা। শ্রীগৌরসুন্দরেরই নিজশক্তি দ্বারা-

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

অনর্থতীর্ণ বদান্যশিরোমণিতায় অনন্তকোটি ভোগোন্মুখ জীব বিমুখতা লাভ করে। কোন অণুচৈতন্যের অজ্ঞতায় হস্তক্ষেপ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া বলপ্রয়োগে তাঁহাকে কৃষ্ণে প্রীতি অর্জন করাইবার নীতি শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহগণের অনুমোদিত নহে। অণুচৈতন্য যখন নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছার সদ্ব্যবহার-ক্রমে সংশোধিত হইয়া কৃষ্ণভক্তের যোগ্যতালাভের জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করে, তখনই শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ অযাচিত কৃপা করিয়া তাঁহার আসন বাঞ্ছা প্রদান করিয়া থাকেন। "চরণে ধরিয়া বলি, কৃষ্ণে দেহ মন।" "গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।"—প্রভৃতি বাক্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নিজে ব্যক্তিগতভাবে আচরণ নিরবচ্ছিন্নভাবে অনন্তকোটি অণুচৈতন্যের চরণে শ্রীগৌরকৃষ্ণভজনের জন্য সাদরে প্রার্থনা-জ্ঞাপনই শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহগণের আচার ও প্রচার।

"হৃদয়ে ধরয়ে যেবা গৌর-নিত্যানন্দ"

(শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী)

অপ্রাকৃত ব্রজধামে যাঁহারা সত্যই অধিবাস করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে তীব্রভাবে কৃষ্ণভজনই করিতে হইবে। অভক্তিমান পরিত্যাগপূর্বক সর্বক্ষণ "আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর—এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর"—এই শুদ্ধ-অভিমান-ভরসাকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে। অন্তরে সর্বক্ষণ অন্তর্যামীর সাড়া পাইবার জন্য উৎকর্ণ ও উন্মনা থাকিতে হইবে। অন্তর্মুখ না হইলে হরিভজন হইবে না। হরিভজন অন্তরের ব্যাপার, তাহা বাহিরের ব্যাপার নহে। অন্তর্মুখ ও হৃদয়বান্ যাঁহারা, তাঁহারাই ভজনের অধিকারী। বহির্মুখগণ বাহ্যপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া বাহ্যিক ব্যাপারেই অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। অনেক সময় মনে হয়, সাধুরাও ত' বাহিরের লোক ও বাহিরের ব্যাপার লইয়া সময় নষ্ট করেন। বিশেষতঃ সর্বত্র ভক্তানুষ্ঠান-ব্যাপারে বাহিরের সংস্রব ত' অবশ্য দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত হরিভজনপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট হইয়া বাহিরের-সমাজ ও বাহিরের-ব্যাপারের সঙ্গে মিশেন না; তাঁহারা কখনও নিজেদের সত্তা হারাইয়া বহির্মুখ ব্যাপারে প্রমত্ত হন না। তাঁহারা ঐসমস্ত ব্যাপারে অত্যন্ত ভাব-চাতুরী অবলম্বন করেন। বহির্মুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বহির্মুখতা আর রাখিবার দৃঢ়-সঙ্কল্প লইয়া অন্তর্মুখ ভক্তগণের সঙ্গে মিশিতে চাহিলেও অন্তর্মুখগণ কোনমতে তাহাদিগকে সঙ্গ দেন না; তাঁহাদের সঙ্গেই আছেন মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগের নিকট হইতে লক্ষ যোজন তফাৎ থাকেন। কাজেই বহির্মুখগণ তাঁহাদের সঙ্গ পান না। কারণ, ভক্তিমার্গের—হরিভজনের সমস্ত ব্যাপারই আন্তরিক। অন্তরের সহিত সঙ্গ করিতে না চাহিয়া আন্তরিকতা বা প্রীতিহীন অবস্থায় বাহ্যে সাধুসঙ্গের অভিনয় করিলেও তাহাতে সাধুর প্রকৃত সঙ্গলাভ হয় না। অন্তর্মুখ সাধকগণ প্রকৃত জীবদুঃখে দুঃখী। তাঁহারা নিত্য সঙ্গ-সুযোগ্যানিষ্ঠ। তাই তাঁহারা সকলকেই সেই কৃপা দিতে চাহেন। বহির্মুখগণ অন্তরে তাঁহাদের সঙ্গ না চাহিয়া নিজে মুখসুখ-অভিমানে তাঁহাদিগকে ঠকাইয়া তাঁহাদের অন্তরের বস্তু লইতে চাহিলে বঞ্চিতই হইয়া থাকে। বহির্মুখগণ বস্তু চায় না বলিয়াই বঞ্চিত হয়। অন্তরে বস্তু না চাহিলে পাওয়া যাইবে কেন? কাচভাণ্ডস্থিত মধুর আস্বাদন না পাইলেও যেমন মধুমক্ষিকা কাচ লেহন করিয়াই মধুর আস্বাদন পাইয়াছি কল্পনা করে, তাহাদের ভাগ্যে তদ্রূপই হইয়া থাকে। একই সমতটে পরিবর্ধিত বিটপীশ্রেণী যেমন স্ব-স্ব বর্ণানুযায়ী তিক্ত, কষায়, কটু ও সুমিষ্ট ফল প্রসব করে, সেইরূপ পাশাপাশি থাকিয়াও—একই আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত হইয়াও স্ব-স্ব ভাগ্য ও কর্মানুযায়ী জীবের ফল লাভ হয়। তাই শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে যাঁহারা হৃদয়ে ধারণ করেন, কেবলমাত্র বাহিরে অন্বেষণের ভাণ যাঁহারা করেন না, সেইসব অন্তর্মুখ হৃদয়বান্ ব্যক্তিগণই ভক্তিসিদ্ধান্তে অবগত হইয়া পরানন্দ লাভ করেন, আর সকলেই বঞ্চিত হইতে বাধ্য হন। এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কীর্তন করিয়াছেন,—

"এসব সিদ্ধান্তগণ কহিতে না যুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিকভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়॥
হৃদয়ে ধরয়ে যেবা গৌরনিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥"

বহির্মুখগণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভক্তগোষ্ঠীর একাকার করিয়া কোনদিনে চলিবে না। মনে হইতে পারে, মহাপ্রভু যখন অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত রস-আস্বাদন করিয়াছেন, আর বহিরঙ্গ-সঙ্গে নাম-সঙ্কীর্তন করিয়াছেন, তখন শ্রীস্বরূপ রামানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া সবই বহিরঙ্গ। এমন কি শ্রীবাস অঙ্গনে যাঁহাদের সঙ্গে শ্রীমহাপ্রভু নৃত্য করিয়াছেন, তাঁহারাও বহিরঙ্গ! কিন্তু ব্যাপারটী তাহা নহে। মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তই তাঁহার লীলাপুষ্টিকারী। অন্তরে যাঁহারা সর্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দকে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহারা কোন কালেও এই বহিরঙ্গ-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন। কেবল যাহারা বাহ্যপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া সর্বক্ষণ বাহ্যিক ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট থাকায় অন্তর্নিবিষ্ট হইতে অপারগ হয়; যাহাদের হৃদয়-আসনে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ বসিবার স্থান পান না, তাহারাই প্রকৃত বহিরঙ্গ বা বহির্মুখ। তাহাদের শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবেশের অধিকার হয় না—তাহাদের সঙ্কীর্তনরাসে যোগদানের সৌভাগ্য হয় না।

শ্রীবাস-অঙ্গনের সঙ্কীর্তনরত ভক্তগণ ত' দূরের কথা, এমন কি, পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীও উক্ত শ্রেণীর বহির্মুখ নহেন। পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীর অন্তরের খবর লইলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি যখন শ্রীবাস-অঙ্গন হইতে বিতাড়িত হইয়া বাহিরে প্রত্যাবৃত্ত হ'লেন, তখন তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া লইয়া চলিতেছিলেন। অপরাধ মাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের নৃত্যকীর্তন দর্শন করিবারই সেই ভাগ্যবান্ অকৃত্রিম ব্রহ্মচারীর এই মহাসৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। তিনি শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে প্রেমভরে হৃদয়ে ধারণপূর্বক প্রীতিভরা-দৃষ্টিতে বিভোর হইয়া নিজেকে অসংখ্য ধিক্কার দিতে দিতে রাস্তায় চলিতেছিলেন। তাই অন্তর্যামী মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আদরে ডাকাইয়া জানাইলেন যে, ঐ ব্রহ্মচারীটি বাস্তবিকই হৃদয়বান্। কৃষ্ণনাম-কীর্তন-শ্রবণে তাঁহার যোগ্যতা আছে। শ্রীগৌরসুন্দরকে তিনি প্রীতিভরে হৃদয়ে ধরিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মহামঙ্গল হইয়া গেল। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেও, নিজে তাঁহার প্রতি বাহ্যে কঠোরতা প্রকাশ করিলেও তাঁহার প্রতি সেই ব্রহ্মচারীর প্রীতি নষ্ট হইল না বরং পূর্বাপেক্ষা কোটিগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ইহাই শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে হৃদয়াসনে বসাইবার ফল। আর তাঁহাদিগকে হৃদয়ে না ধরিয়া তাঁহাদের প্রতি খুব মমতা দেখাইয়া ঘুরাঘুরি করিবার ফল রামচন্দ্রপুরীর আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়। রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের নিজগোষ্ঠীর সঙ্গে মমতার ভাব দেখাইয়া মিশিলেও, কত আদর-প্রদান (?) করিলেও, এমন কি, সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দ্বারা কত সম্মান ও পূজা লাভ করিলেও অন্তরে শ্রীচৈতন্যদেবকে ধারণ করে নাই বলিয়া—তাঁহার প্রতি প্রকৃত মমতা ও প্রীতি ছিল না বলিয়া ভক্তিরস-আস্বাদনে বঞ্চিত হইল। এইরূপ চিত্তবৃত্তির ব্যক্তিগণই প্রকৃত বহিরঙ্গ। শ্রীগৌরসুন্দর বা তাঁহার ভক্তবৃন্দ কোনদিনও ইহাদিগকে সঙ্গ দেন না।

তাই হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তিকে হৃদয়বান হইতে হইবে—হৃদয়ে শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে বসাইতে হইবে। অন্তরে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তদ্ভক্তগণের কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। আন্তরিকভাবে সঙ্গ না চাহিলে কিছুই পাওয়া যায় না। কৃপা না হইলে ভক্ত-বৈষ্ণব-ভগবান্‌কে চিত্তে গ্রহণ করা যায় না, ধারণাও করা যায় না। প্রীতিময়ী দৃষ্টিযুগে সঙ্গ পাওয়া যায়। চিত্তে ধারণ না করিলে প্রীতির অভাবে সারা জীবন কাছে কাছে থাকিলেও সঙ্গ পাওয়া দূরের কথা, দর্শনই হয় না। তাহারাও দর্শন দেন না। প্রীতি থাকিলে সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হওয়া যায়—সমভাবাপন্ন। নিত্য ভক্তগণের সঙ্গ পাওয়া যায়—সমবুদ্ধগণের উদয় হয়, শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ সবই দিয়া দেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অমৃতময় উপদেশ-বাণীতেও আমরা দেখিতে পাই—"কাছে ব'সে থা'ক্‌লেই সঙ্গ হ'বে না, শ্রদ্ধা-প্রীতি থাকা চাই। প্রীতি থাক্‌লেই সঙ্গ হ'বে। যেখানে রুচি, সেইখানেই সঙ্গ। রুচি, আবেশের অভাব যেখানে, সেখানে সঙ্গ হয় না। প্রীতি না থা'ক্‌লে কি সঙ্গ হয়? প্রীতি থা'ক্‌লে একসূত্রে বাঁধবে। * * এক এখানে নাই, এরূপ নয়, যদিও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে মিলনের অভাব; বিরহের মধ্যে মিলন হবে। আপাত-দৃষ্টিতে বিচ্ছেদ বা তফাৎ মনে হ'লেও উহাতেই সেবাবৃদ্ধি থাকে। * * মহাপ্রভু যখন বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চাতুর্মাস্য ছিলেন, তখনই সঙ্গ হ'য়েছিল, চ'লে আসার পর কি আর সঙ্গ হয় নাই? সঙ্গ জিনিষটা এরূপ নয়। প্রীতি থা'ক্‌লেই সঙ্গ হয়, যত দূরেই থাকুক। ভক্তি কি জড়পদার্থ? * * মহাপ্রভুর সঙ্গে বলভদ্রও থাকেন, বিপ্র কৃষ্ণদাসও থাকেন, আবার শ্রীস্বরূপ-দামোদরও থাকেন। রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কাছে থেকেও তাঁ'কে কটাক্ষ করেছে। সেইজন্যই বলি, কেবল কাছে থাক্‌লেই হয় না। সাক্ষাৎ অসাক্ষাতে কিছু নাই। সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ অর্থাৎ সমচিত্তবিশিষ্ট কি না, দেখতে হ'বে।"

অতএব এই সমস্ত বিষয় অনুধাবন করিয়া যদি আমরা প্রকৃত হরিভজনেচ্ছু হই, তবে আমাদিগকে অন্তর্দর্শন করিতে হইবে—চিত্তশুদ্ধি করণ করিতে হইবে—অন্তরঙ্গ ব্যাপার বুঝিতে হইবে—ভজনরাজ্যের নিগূঢ় রহস্য অবগত হইতে হইবে। সর্বদা হৃদয় আসনে শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে সাদরে বসাইতে হইবে। তবেই প্রকৃত মঙ্গলের আশা আছে, নতুবা আর মঙ্গলের আশা কোথায়?

ময়মনসিংহে প্রচার

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ, সন্ধ্যার অপরাহ্নে শ্রীহরিনাম-ভবনে পণ্ডিত শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় মঠসেবকসহ নিমন্ত্রিত সৎপাত্র বসু এম, এ, মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু প্রকার জিজ্ঞাসা ও সদুত্তর হইয়াছিল।

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ-বিগ্রহ দাস শ্রীপাদ রঘুনাথ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ উদ্ধব দাসাধিকারী প্রমুখ গুরুভ্রাতৃগণ যথাযথভাবে উৎসাহের সহিত হরিকথা প্রচার এবং সেবাকার্যাদি করিতেছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-হরেকৃষ্ণ-

নিয়মাবলী

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমদেয় বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের কার্যালয়ে নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত মূল্য।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; ঐজন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারে যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। অশ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীনদীয়াপ্রকাশ গ্রহণের দ্বারা ভগবদ্ভক্তবেদে পরমশূন্য হন, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ করায় অপরাধের সম্ভাবনা, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী অধিকারী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৸০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

মার্কিণ নৌ-সৈন্য ক্ষয়ের তালিকা

মার্কিণ বাণিজ্য জাহাজের নৌ-সৈন্য দপ্তরের তৃতীয় তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে জানা যায় ১৯৪১ এর অক্টোবর হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ২৯০১ জন নৌ-সৈন্য নিহত অথবা নিখোঁজ হইয়াছে।

ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী গ্রেপ্তার

ভিসির এক সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া রোম বেতারে বলা হইয়াছে যে, ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মঃ রেনোঁ, ভিসির স্পোর্টস কমিশনার ও বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় জাঁ বোরোত্রাকে ভিসি কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

———

রুমানিয়ান ডিক্টেটরের প্রাণহানির চেষ্টা

জুরিক হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, গত মাসে বুখারেষ্টে এক সামরিক কুচকাওয়াজের সময় রুমানিয়ার ডিক্টেটর এন্টোনেস্কোর প্রাণহানির চেষ্টা করা হইয়াছিল। এন্টোনেস্কো আহত হন নাই, কিন্তু তাঁহার এডজুটান্টের চোখে আঘাত লাগে। প্রকাশ, জনৈক সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিল। ঘটনা সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে স্বল্প পরিমাণ গম আমদানী

একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, গত দুই মাস যাবৎ বোম্বাইয়ে অত্যন্ত কম পরিমাণে গম আমদানী হওয়ায় এবং তাহার ফলে যত দীর্ঘ দিন সম্ভব গম মজুদ রাখার ও সমানভাবে জন-সাধারণের সুবিধার্থে তাহা ব্যবহার করিতে দেওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় দশ মণের অধিক পরিমাণ যে সকল গম ও গমজাত দ্রব্য থাকিবে তাহা আটক রাখা আবশ্যক হইয়াছে। এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করা হইয়াছে।

প্রেসনোটে আরও বলা হইয়াছে যে, সরকার হইতে যে গম মজুদ রাখা হইবে তাহা ক্রয়ের জন্য খুচরা বিক্রেতাদের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

———

আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা

হাসপাতালে থাকিয়া যে সব আহত সৈনিক চিকিৎসিত হইতেছে, তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা ও আনন্দ পরিবেশনের জন্য বহু ভারতীয় নারী বর্ত্তমানে সামরিক হাসপাতালসমূহে যোগদান করিতেছেন।

ভারতীয় সৈন্যদের পত্র লিখিয়া দেওয়া ও সৈনিকদের সঙ্গে তাহাদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় কথোপকথন করা, দুটি কাজ ক্ষুদ্র হইলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যে সমস্ত নারী ও পুরুষ নিজেদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করিয়াও অবসর সময়ে রোগী এবং আহতদের সেবার জন্য নিজেদের সময় ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারা কোন যশের প্রত্যাশী নহেন; বরং বিস্মৃতের পথে নীরবে নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াই ইঁহারা সন্তুষ্ট।

শান্তি স্থাপনের প্রশ্ন

ওয়াশিংটনস্থ নটিংহ্যামশায়ার ডিউক বলিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষীয় প্রধান চারিটি শক্তি ঐক্যবদ্ধ না হইলে কোন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যুদ্ধোত্তর পৃথিবী গঠনে বৃটেন আমেরিকার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া ও চীনকেও সমপর্য্যায়ভুক্ত করিতে হইবে। "হয় গ্রহণ কর, না হয় বর্জ্জন কর"—এইরূপ মনোভাব লইয়া কোন এ্যাংলো আমেরিকান পরিকল্পনা রচিত হইলে উহাতে শুধু একপক্ষে রাশিয়া এবং অপর পক্ষে বৃটেন ও যুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে অনুরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হইবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিভাগীয় গ্রন্থ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভক্তগণের সহিত কথোপকথনের প্রধান কথাগুলি, ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

———

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সংকলিত গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ভারতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাসমূহের শ্রেণী ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমন্বয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের মেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া উহার খ্যাতি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। বিনামূল্যে, প্লীহা-যকৃৎ জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাধক কত কিনা। ছোট বোতল ৷৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৴০ একটাকা দুই আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ২২ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৮শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৪ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, সোমবার { ১১১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ কেশব, শুক্লা সপ্তমী, গৌরাব্দ ৪৫৬

সেবা-কামনা

——::(:০:)::——

শুদ্ধভক্তের অন্য কামনা-বাসনা না থাকিলেও তাঁহার ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা-কামনা আছে। তিনি সতত সেবাভিলাষী। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অর্থাৎ সেবাকাম। কামনা একটা থাকিবেই—হয় সেব্যের সুখ-কামনা, না হয় নিজের সুখ-কামনা। সেব্যের না হইলে—শ্রীগুরুপাদপদ্মের না হইলে গুরুসেবাকাম হৃদয়ে জাগে না—নিজসুখ-কামনাও যায় না। এই জন্য প্রথমে আত্মনিবেদন, তাহার পরে সেবা। আত্মনিবেদন অর্থাৎ 'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার'—এইটি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধি হওয়ার পর সেব্যের সুখানুসন্ধানময়ী চেষ্টা আরম্ভ হয়। এইজন্য প্রথমেই সেব্যের—শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরিচয়ে পরিচিত হইতে হইবে। 'আমি তাঁহার'—ইহাই যদি প্রথমে ঠিক না হয়, তাহা হইলে সেবা কি করিয়া হইবে? 'আমি প্রভুর অযোগ্য দাসানুদাস, প্রভুর সেবা ভিন্ন আমার আর অন্য কোন গতি নাই, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ছাড়া জগতে আমার অন্য কোথাও আশ্রয়স্থল নাই, তিনি ছাড়া 'আমার' বলিতে এই বিশ্বে অন্য কেহই নাই'—এই উপলব্ধি যাঁহার হইয়াছে, তিনিই সেবক-পদবাচ্য।

সেবক সর্ব্বক্ষণ সেব্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সেব্যের—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই তাঁহার নিয়ম, সেবাই তাঁহার সাধন, সেবাই তাঁহার জীবাতু। তিনি এক মুহূর্ত্তও যেরূপ সেব্য ছাড়াও থাকিতে পারেন না, সেরূপ সেবা ছাড়াও থাকিতে পারেন না।

সেবক জাগতিক নীতি, নিয়ম বা বিধির বাধ্য নহেন। তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধ প্রভুর সেবার সঙ্কেতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। আবার তাই বলিয়া তিনি অনীতিকও নহেন। নীতি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই ধন্য হয়। সেবক সেব্যের সেবার জন্য জাগতিক নীতি ত' দূরের কথা নিজমঙ্গলপ্রদ পারমার্থিক নীতির প্রতিও আস্থা রাখেন না; এমন কি, নিজ অপরাধের জন্যও ভয় করেন না। তবে সেব্যের সুখ-সম্পাদনক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র তিনি জাগতিক বা পারমার্থিক নীতি লঙ্ঘনের আশঙ্কাকেও প্রশ্রয় দেন না। শ্রীমহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ শ্রীমহাপ্রভুর পাদসম্বাহনের জন্য স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভুকেই উল্লঙ্ঘন করিয়া গম্ভীরার ভিতর প্রবেশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, কিন্তু পরে নিজের প্রসাদ গ্রহণের জন্য পর্য্যন্ত সেভাবে বাহিরে আসিতে ইচ্ছুক হন নাই। প্রসাদ গ্রহণ করিতে না যাওয়ায় শ্রীমহাপ্রভু শ্রীগোবিন্দকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'আপনাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কি করিয়া যাই?' শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন—'কেন, ঐভাবেই ত' তুমি আসিয়াছ, ঐভাবেই ত' যাইতে পারিতে?' উত্তরে শ্রীগোবিন্দ বলিলেন,—

"আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউ কিবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥"

ইহাই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবকের সেবানিষ্ঠা। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বৈষ্ণবগুরুর আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে যদি আমাকে লাঞ্ছিত হ'তে হয়, পতিত হ'তে হয়, অনন্তকাল নরকে যেতে হয়, আমি অনন্তকালের জন্য contract ক'রে সেরূপ নরকে যেতে চাই।"

নিজের পারমার্থিক মঙ্গল ত' দূরের কথা সেব্যের সেবার ব্যাঘাত হইলে সেবক সেবাসুখ সম্পাদনার্থেও নিত্যানন্দও চান না। শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিবার সময় দারুক প্রেমানন্দজনিত নিজ দেহের অশ্রুপাতকেও সেবার বাধাজনক জানিয়া অভিনন্দন করেন নাই। সেব্যের সুখেই সেবকের সুখ। আরও সেব্যের প্রেমসেবা ছাড়া স্ব-সুখযুক্ত সালোক্যাদি মুক্তিও শুদ্ধসেবক কখন গ্রহণ করেন না। সেবার ফলের মধ্যে নিজেরজন্য কিছু থাকিলে সেবা হইবে না। সেবার শতকরা শতাংশ ফলের মালিক একমাত্র সেব্যই। সেবকের "গুরুদেব! মনকে শান্ত কর নিজ পাদে, ঘুচিবে বিপদ মোর।" "তুঁহু কৃপা করি' আমারে লইলে সংসারে উদ্ধার পাই।"—ইত্যাদি প্রার্থনায় সেবা বা সেবাকূল কামনা ব্যতীত নিজসুখ কামনার লেশ মাত্রও নাই। এই প্রার্থনায় সংসারমুক্ত হইয়া নিজে শান্তিলাভ করিবার বাসনা নাই। সেবক সেবার বাধাস্বরূপ বিপদ্ বা সংসার হইতে উদ্ধারলাভের জন্য যে প্রার্থনা করেন, তাহা সেবা-লাভের জন্যই। সেব্যের সেবা সুষ্ঠুভাবে করিবার জন্যই সেবকের তাদৃশ কামনা-বাসনা জাগে। সেবাসম্বন্ধে সেবকের তাদৃশ আগ্রহভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া অসেবকগণের যে আধ্যাত্মিকতার কুতর্ক হয়, তাহাই তাহাদের প্রকৃত সেবা-হীনতার নিদর্শন

সত্য ও সত্যের উপাসক

কৃষ্ণই একমাত্র বাস্তব সত্য বস্তু। যে সমুদয় পতিত জীব ভগবানের সেবা ক'রতে একান্ত বাসনা করেন, তাঁহাদিগকে সংসারমুক্ত করিয়া স্ব-সেবামৃত আস্বাদন করাইবার জন্য বাস্তব সত্যবস্তু ভগবান্ এই অজ্ঞানপূর্ণ জগতে অবতীর্ণ হন। তখনই সেবোন্মুখ জীব তাঁহার ও শুদ্ধভক্তগণের কৃপায় তদীয় পাদপদ্ম-দর্শনলাভে সমর্থ হন। ইহাই অবতরণ-পন্থা বা সত্যের স্বেচ্ছায় জগতে অবতরণ। সেবোন্মুখ জীবের নিকট সত্যবস্তু সেবারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাদৃশ সত্যদর্শন একমাত্র অহৈতুকী ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ—যাহা জাগতিক অভিজ্ঞ সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হইলেও এতদ্ব্যতীত সত্যদর্শনের অন্য উপায় নাই। জাগতিক সহনশীল জাগতিক মঙ্গল সাধিত হইলেও উহা বাস্তব সত্যানুসন্ধানের অন্তরায় মাত্র। আরোহ-পন্থায় সত্যের অবতরণ নাই। আরোহ পন্থায় সত্যের দর্শন লাভ ত' দূরের কথা, সত্যের প্রতি বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

যাহা সত্য, তাহা সর্ব্বদাই সত্য। তাঁহার নিজের নিত্য বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তাহা অন্যের সাক্ষ্য বা সমর্থনদ্বারা প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হইবার অপেক্ষা করে না। সত্যের আত্ম নিরপেক্ষ। সত্য নিজেই নিজকে প্রকাশিত করেন। বাস্তব সত্যের উপলব্ধির জন্য বিপ্রলিপ্সায় কষ্টোপার্জিত বা কষ্ট আরম্ভতার পৃথক্ সাহায্যের কোনই আবশ্যক নাই।

জীবের পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। জীব তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছাক্রমে সত্যের সেবা-

রূপ প্রকৃত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পৃথক্‌ভাবে নিজসুখ-বাঞ্ছারূপ অপস্বার্থকে বরণ করিয়াই দুঃখ ভোগ করিতেছে। ইহা তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার। স্বাধীন ইচ্ছার সদ্ব্যবহারদ্বারা নিজেন্দ্রিয়তর্পণের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিত্য প্রভু বাস্তব সত্যের সেবা লাভই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার। সত্য জীবের নিত্যপ্রভু। সত্যের উপাসনাই জীবের একমাত্র নিত্যকর্ত্তব্য। যে মুহূর্ত্তে জীব স্বেচ্ছায় বিষয়ভোগ হইতে বীতস্পৃহ হইয়া ভগবৎ-সেবালাভেচ্ছু হয়, তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার নিত্যপ্রভু সেই অনুশোচনাকারী জীবের নিকট স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করেন।

ভগবৎসেবাকাঙ্ক্ষী অনুতপ্ত জীব ভগবৎকৃপায় ভগবানের নিত্যদাসস্বরূপ তাঁহার স্বাভাবিক উপাদেয় অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হন। পতিত জীব নিজের স্বতন্ত্র চেষ্টাদ্বারা উন্নত হইয়া সত্যের জগতে পৌঁছিতে পারে না—নিজের চেষ্টায় সত্য আবিষ্কারের সামর্থ্য তাহার নাই।

বৈষ্ণবগণই একমাত্র বাস্তব সত্যের উপাসক। তাঁহারা স্বতঃই বাস্তব সত্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বৈষ্ণবগণ কখনও বাস্তব সত্যে অবিশ্বাস কিংবা বাস্তব সত্যের বিরুদ্ধে তর্কের প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা জানেন, জীবের জড় ইন্দ্রিয়, জড় অভিজ্ঞান পদে পদে ভ্রান্ত হওয়ার যোগ্য। জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে সত্যকে দর্শন করিতে গেলে জড়ে ভ্রম প্রতারিত করিয়া থাকে। জড়েন্দ্রিয় সত্যের সংবাদ বহন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তজ্জন্য বৈষ্ণবগণ জড়েন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই জড়েন্দ্রিয়ের প্রতারণা-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ও সতর্ক। তাঁহাদের জড়ের প্রতি এই যে নিরপেক্ষতা, তাহা ব্যতিরেকভাবে সত্যের প্রতি পক্ষপাতিত্বেরই পরিচয় দেয়। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবগণ বাস্তব সত্যের প্রতি সুদৃঢ় আস্থাবান্। তাঁহারা বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত, বাস্তব সত্যের সেবা-লাভনিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ও যত্নশীল। ইহাই তাঁহাদের অমায়ভাবে সত্যের সেবা। বৈষ্ণবগণ সত্যকে চিনিবার জন্য তাঁহাদের স্বতন্ত্রভাবে জড়েন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করার আবশ্যক বোধ করেন না। বাস্তব সত্যের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক প্রবল প্রীতি থাকায় বাস্তব সত্য স্বয়ংই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের নিকট স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করেন ও স্বীয় সেবা-সুযোগ প্রদান করেন। ইহাই সাত্বত পন্থা বা শ্রৌতপন্থা। একমাত্র বৈষ্ণবগণই বাস্তব সত্যের প্রচারক। বাস্তব সত্যের সন্ধান একমাত্র তাঁহারাই দিতে পারেন। বৈষ্ণবগণ স্বাধীন, তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে নিজ স্বাধীন চেষ্টার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীহরির সহিত নিজ নিত্য সম্বন্ধে সেবা করেন। বাস্তব সত্যসম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান ও সেবা সম্পূর্ণ অভিন্ন। জড়জগতের কার্য্য জ্ঞান হইতে সর্ব্বদাই পৃথক্ হইলেও চিজ্জগতে এই জ্ঞান সেবার আত্মস্বরূপে বিদ্যমান্—জ্ঞান সেবার অনুগামী নিত্য সহচর। জড়জগতে জ্ঞান নির্ব্বিশেষ, কার্য্য অনিত্য; কিন্তু চিজ্জগতে সত্যের সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহা সবিশেষ জ্ঞান, বিজ্ঞান বা ভক্তি। চিজ্জগতের কার্য্য বা সেবাও নিত্য। কারণ তাহা নিত্য সাধনের বস্তুরই উদ্দেশে কৃত। জড়কর্ম্মী যখন জ্ঞানের ভূমিকায় আরোহণ করেন, তখন তাঁহার কর্ম্ম ও কর্ম্মস্পৃহা বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চিজ্জগতে সেবকের যে সেবা-প্রবৃত্তি, তাহা চিদ্বিজ্ঞান লাভদ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও উৎকর্ষতা-প্রাপ্তই হইয়া থাকে।

"ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর"

(মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ)

যখনই আমি নিজের সম্ভোগ-যজ্ঞের ইন্ধন পাই, তখনই আমার চিত্ত উল্লসিত হয়। কিন্তু কামের ক্রীড়নক আমি এতই দুর্দ্দৈবগ্রস্ত যে, ঐরূপ উল্লাস অধিকক্ষণ থাকে না। অন্তরের নৈসর্গিক মাৎসর্য্য ও প্রভুত্ব-কামনায় যখনই শ্রীগুরুবর্গের আদেশ, নির্দ্দেশ ও উপদেশ পদাঘাত অর্থাৎ অবাধ স্বাতন্ত্র্যে বাধা প্রদান করে, তখনই আপাত বিরাগের ন্যায় পরিদৃষ্ট প্রচ্ছন্ন ভোগপিপাসা মনমরা ভাব উদিত করায়। একভাবে একাদশে এই অবস্থা কেন, সপ্তম অবস্থায় উপনীত হই। প্রভুত্ব-কামনা থাকিলে হৃদয়ে কখনও পরা-শান্তির ছায়াও আসিতে পারে না। হরিসেবার অভিনয় করিতে গিয়া প্রভুত্ব-পিপাসার ভাণ্ডারের অসদ্ভাব হয় না। প্রভুত্ব-পিপাসাতুর হইয়া মনমরা-ভাবকে দূর করিবার জন্য নানাপ্রকার 'সদর-নিষ্ঠাগর্ত্তের পানি' পান করি। বৈষ্ণবের প্রতি মাৎসর্য্য, আত্মস্তাবকতা, কপট দৈন্যের নামে প্রচ্ছন্ন দম্ভ, ভোগ-ত্যাগ বা নিষ্কামের নামে অতৃপ্ত প্রচ্ছন্ন ভোগ কামনা, সাধুবেষের পোষাক পরিধানের অন্তরালে দেশ-দেশের প্রতিষ্ঠাশা-পিশাচীর নৃত্য ও নানাপ্রকার সম্ভোগপিপাসা আমার হৃদয়ে চাপিয়া বসে। যখনই নীচ প্রভুত্ব-কামনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টায় বাধা পড়ে, তখনই বিষাদগ্রস্ত হই এবং হরি গুরু-বৈষ্ণব, গুরু-ভক্তগণ, গুরুভক্ত সতীর্থ প্রভৃতির প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করি। সঙ্ঘ থাকিলে সঙ্ঘপতির নিয়ামকত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে প্রভুত্ব কামনারূপ স্বতন্ত্রতার মস্তকে পদাঘাত পড়ে; সুতরাং সঙ্ঘে না থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকিলে আর কোন শাসকের আনুগত্য স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইবে না, মুক্ত পক্ষবৃত্তিতে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিতে পারিব এবং ইহাকে হরি-ভজনের নামে চালাইতে পারিব—এইরূপ এক প্রচ্ছন্ন সম্ভোগপিপাসা ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তরকে সাময়িক সান্ত্বনা প্রদান করিতে উদ্যত হয়।

'ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর' বাক্যটির মধ্যে পরম-কারুণিক সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাই না নিহিত রাখিয়াছেন! উহা আমার অন্তরের জন্ম-জন্মান্তরের নাসিকা-যুক্ত অন্তরকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া আমার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। হরিসেবায় বেশ উৎসাহ, উল্লাস, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও প্রীতির অভিনয় দেখাইতে দেখাইতে হঠাৎ সময়ে সময়ে কেন মনমরা-ভাব আসিয়া যায়, ইহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপায়, যাহা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অধিকতর কৃপা-প্রদর্শনপূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, ঐ মনমরা-ভাবের মূলে রহিয়াছে—প্রচ্ছন্ন সম্ভোগপিপাসা বা প্রভুত্ব-কামনা, যাহার পুত্র মাৎসর্য্য-চণ্ডাল।

ভক্ত-পুত্রের শিক্ষাদান

(শ্রীপাদ বলদেবদাস ভক্তিশাস্ত্রী)

ভক্তের নিকট আত্মদানকারী ভগবান্ শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরাবতারে নিজ-বিরহিক-প্রেম ও ভক্তি-মহানিধি অবিচারে দান করিয়াছেন। তজ্জন্য সাধনাতীত পরমারাধ্য বস্তু কলিহত জীবের সৌভাগ্যক্রমে অনায়াসে মিলিয়াছে। গোলোক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ নদীয়া-উদয়গিরিতে শচীগর্ভসিন্ধুমধ্যে উদিত হইয়া ভক্তের বেশে গোলোকের প্রেমধন হরিনামসংকীর্ত্তন বিতরণ করিয়াছেন এবং সেই শ্রীনামপ্রকাশকে প্রকাশ করিয়াছেন—জগদ্গুরু, মহাভাগবত, অভিন্ন-ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

"যাঁহার তুলসী-জলে, যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ-সহিত চৈতন্যের অবতারে॥
যাঁ'র দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁ'র দ্বারা কৈল সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥"

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুই যে শ্রীগৌরাবতারের কারণ—একথা শ্রীগৌরসুন্দরও স্বয়ং প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। তাই শ্রীগৌরসুন্দর যখন নদীয়ায় স্বীয় গুপ্ত নিজ-ভাব ব্যক্ত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি ঈশ্বর-আবেশে শ্রীবাসানুজ শ্রীরামাই দ্বারা শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন,—

"চলহ রামাই, তুমি অদ্বৈতের পাশ।
তা'র স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ॥
যা'র লাগি' করিলা বিস্তর আরাধন।
যা'র লাগি' করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন॥
যা'র লাগি' করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি' হইল প্রকাশ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁ'র আগমন।
আপনে আসিয়া যাচি' কর নিবেদন॥"

এই কথা শিখাইয়া শ্রীরামাইকে আরও বলিয়া দিলেন—'শ্রীঅদ্বৈতকে নির্জ্জনে শ্রীনিত্যানন্দের আগমন ও যে কিছু আমার প্রকাশ দেখিয়াছ, সব বলিয়া আমার পূজার সর্ব্ব উপহার লইয়া আসিতে বলিও।' এই শুভ বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীল অদ্বৈত প্রভু যখন প্রভু-সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীবিশ্বম্ভর প্রভু বলিলেন,—

"তোমার সঙ্কল্প লাগি' অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি॥
শুতিয়া আছিনু ক্ষীর-সাগর-ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর তোমার হুঙ্কারে॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সব জীব-উদ্ধারিতে॥
যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিকে মোর গণ।
সবার হৈল জন্ম তোমার কারণ॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা হইতে তাহা দেখিবেক সর্ব্বজনে॥"

এই শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর ভবনে একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসীর আগমন হইল। সর্ব্বলোকাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সন্ন্যাসীকে উপযুক্ত সম্মানের সহিত বসিবার আসন দিয়া ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। জগদাচার্য্যের নিকট সসঙ্কোচে উপবিষ্ট সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।" উত্তরে তিনি সন্ন্যাসীকে প্রথমে ভোজন করিয়া পরে প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য বলিলে সন্ন্যাসীবর প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন,—

* * *—"এই কেশবভারতী।
চৈতন্যের কে হয়েন, কহ মোর প্রতি॥"

লোকশিক্ষক শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দুইটী পক্ষ আছে। পরমার্থে ঈশ্বর অজ হইলেও জগতে 'দেবকী-নন্দন' বলিয়া বিখ্যাত। সেই ঈশ্বর পরমার্থে ত্রিলোকগুরু হইলেও লোকশিক্ষার্থ গুরু-করণাভিনয় করিয়াছেন। তাই শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ব্যবহারিক জগতের প্রচলনানুসারে বলিলেন,—

"কেশবভারতী চৈতন্যের গুরু হয়।
লোকবেদে—গুরু তাঁর কেশব ভারতী।
আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ মোর প্রতি?"

ঠিক সেই সময় শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর পঞ্চবর্ষীয় পুত্র বালক অচ্যুত পিতার মুখে 'কেশবভারতী চৈতন্যের গুরু হয়।' শুনিয়া ক্রোধাবেশে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"চৈতন্যের গুরু আছে' বিচার তোমার॥
কোন্ বা সাহসে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলা, ইহা না বুঝি কারণ॥"

তিনি সর্ব্বজগতের একমাত্র গুরু। তাঁহার কখনও গুরু থাকিতে পারে না। তাহা হইলে তুমি কেমন করিয়া বলিলে যে, সর্ব্বজীবের চৈতন্যদানকারী চৈতন্যেরও গুরু আছে?

"বাপ তুমি,—তোমা হৈতে
শিখিলাঙ্ কোথা।
শিক্ষাগুরু হঞা কেন বোলহ অন্যথা॥"

—এই কথা বলিয়া বালক মৌনী হইলেন। শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগদ্গুরু ও স্বয়ং ভগবত্তার পুত্রের এতাদৃশ আত্মজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া বলিলেন,—

"তুমি সে জনক বাপ, মুই সে তনয়।
শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয়॥
অপরাধ করিলুঁ, ক্ষমহ বাপ, মোরে।
আর না বলিমু, এই কহিলুঁ তোমারে॥"

বালক পিতৃমুখে আত্মতত্ত্বশ্রবণে একটু লজ্জিত হইলেন। তখন সন্ন্যাসী সেই বালকের শ্রীচরণে দণ্ডবৎপ্রণত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন,—"শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু যেপ্রকার মহৎ, তাঁহার পুত্রও তদ্রূপ পরম সিদ্ধান্তবিৎ। পুত্রের বাক্যে পিতাও নিজকথা শোধন করিয়া লইয়াছেন। জগতে এই প্রকার পিতা পুত্র সচরাচর দেখা যায় না। ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধান্তকারী শিশুই এত বড় উচ্চ কথা বলিতে পারিয়াছেন।"

শ্রীঅদ্বৈতনন্দন শ্রীঅচ্যুতের—কৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধনকারী; তাই তাঁহার নাম—'শ্রীমান্ অচ্যুতানন্দ'। এই শিশুরূপী অচ্যুতানন্দকে কোলে রাখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে অপার কৃপা করিয়াছিলেন। শ্রীঅচ্যুত শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণসম ও শ্রীগদাধরপণ্ডিতের প্রধান শিষ্য ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে কয়েকদিন বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন শিশু শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীগৌরচন্দ্র-সমক্ষে আসিয়া লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া বলিলেন,—"অচ্যুতানন্দ! শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য আমার পিতা; অতএব তুমি আমার ভ্রাতৃতুল্য।" তদুত্তরে শ্রীঅচ্যুতানন্দ বলিলেন—"তুমি জীবমাত্রেরই সখা। শ্রুতিশাস্ত্র তোমাকেই 'আত্মসখ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াঃ' এবং 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' প্রভৃতি শ্রুতিবচন।" তখন উপস্থিত সকলেই এরূপ সিদ্ধান্তবচন শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহাকে অসাধারণ শিশু বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

বর্দ্ধমান-জেলার শ্রীখণ্ডগ্রামে শ্রীমুকুন্দদাস ঠাকুর, শ্রীমাধবদাস ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর—এই তিন ভ্রাতা বাস করিতেন। ইঁহারা সকলেই 'শ্রীচৈতন্য-কৃপাধার'—শ্রীগৌরপার্ষদ। শ্রীল মুকুন্দদাস ঠাকুর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে মহাভাগবতের পরমহংস হইয়াও লোকচক্ষে গৌড়ের নবাবের রাজবৈদ্যের কার্য করিতেন। তাঁহার অন্তর সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে অভিষিক্ত ছিল। এই মহাভাগবতের মহাপ্রেমিক শ্রীগৌরপার্ষদের আত্মজ—শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর। তিনিও পিতার ন্যায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসহচর ও প্রেমিক মহাভাগবতবর ছিলেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল মুকুন্দদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুকুন্দ! তুমি ও শ্রীরঘুনন্দন, এই দু'-এর মধ্যে কে পিতা, কেই বা পুত্র? তুমি কি শ্রীরঘুনন্দনের পিতা? অথবা শ্রীরঘুনন্দনই কি তোমার পিতা, তুমি কি পুত্র? ইহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল; আমার সংশয় হইয়াছে।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমুকুন্দ বলিলেন,—"শ্রীরঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র; কারণ, আমাদের সকলের কৃষ্ণভক্তি শ্রীরঘুনন্দনের অনুগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—"মুকুন্দ! তোমার এই বিচারই ঠিক; কারণ, যাঁহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয়—যে আচরণশীলের নিকট হইতে তত্ত্বোপদেশ পাওয়া যায়, তিনিই গুরুজন। বয়সের কম-বেশীর দ্বারা গুরুত্বের পরিমাপ হয় না। আমরা ইহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় এইরূপ পাই,—

মুকুন্দ কহে,—"রঘুনন্দন
আমার 'পিতা' হয়।
আমি তাঁ'র 'পুত্র'—এই আমার নিশ্চয়॥
আমা-সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন
আমার, নিশ্চিতে॥"
শুনি' হর্ষে কহে প্রভু—"কহিলে নিশ্চয়।
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি, সেই গুরু হয়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১১৫-১১৭)

এই শিশুরূপী শ্রীরঘুনন্দনের মাহাত্ম্য শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে এরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

*—"শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যশঃ ঘোষয়ে প্রচুর॥
শ্রীমূর্ত্তিকে লাড়ু খাওয়াইল যেই জন।
তা'রে জনবুদ্ধি করে কোন্ মূঢ় জন?
সহজে বৈষ্ণব নহে বর্ণের ভিতর।
কৃষ্ণসনে যাঁ'র কথা—সে কৃষ্ণ প্রবর॥
শ্রীমূর্ত্তির সনে কথা যাঁ'র অনুব্রত।
তাহারে কেমন জান, কেমন মহত্ত্ব॥
যাহারে চৈতন্য বৈল,—মোর প্রাণ তুমি।"
* * * *
কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য তপ-মনঃ মোহে।
নাহি ভিন্নাভিন্ন—সব সমান-স্নেহে॥
সদাই মধুর বাণী বোলয়ে বদনে।
সর্ব্বকাল না শুনিল উৎকট কথনে॥
চাতুরী, মাধুরী, লীলা-বিলাস, লাবণ্য।
মদনমোহন দেহ তা'র—এ সংসারে ধন্য॥"

এইরূপ শ্রীচৈতন্যপার্ষদগণের একটু শ্রীপাদপদ্ম অনুধ্যানের সৌভাগ্য পাইলে জীব শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের পাদপদ্ম-কৃপা লাভ করিতে পারে।

"এ সকল শিশুরে করিলে নমস্কার।
সুখে সেই জন হয় ভবাম্বু পার॥"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—:০:(*):০:—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরম পরিপূর্ণবস্তু। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজনা না করিলেন, তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট না হইল, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচৈতন্য বস্তু। বর্ত্তমান জগৎ শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ না করাতে বহু বাহ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিরন্তর চৈতন্য চরণ-কমলসেবা ব্যতীত, অন্য কোন অভিলাষ মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপাকথা যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে পরিপূর্ণচেতনবিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোলকলাবিশিষ্ট পরিপূর্ণবস্তু; সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোলআনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজেকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র, কায়, মন, বাক্য—যথাসর্ব্বস্বদ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত হইয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ষোল আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই, জানিতে হইবে।

নিত্যানন্দের পদকমল আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ হয় না। নিত্যানন্দের পাদাশ্রয় হইলে জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি দূর হয়। তখন জীব আর অসত্যকে সত্য বলিয়া সম্মানন করে না।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু—সকলেই একবাক্যে দৃঢ়তার সহিত শ্রীনিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করিবার জন্য জীবকুলকে আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অপ্রকটের কিছুকাল পর হইতে অনাদি বহির্ম্মুখ-সমাজ তাঁহাদের মঙ্গলময়ী শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সমাজ বংশের নামে কলহ, বৈষ্ণবতার নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ—কত কি অনর্থ আনয়ন করিয়াছেন।

অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন না। অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ আমাদিগকে কোটিজন্ম কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণপদে প্রেমদান করেন না। কিন্তু শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই।

অনর্থযুক্তাবস্থায় জীব যদি নিষ্কপট ভগবদ্বুদ্ধিতে শ্রীগৌর নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু শ্রীগৌরনিত্যানন্দে ভোগবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ শ্রীগৌরনিত্যানন্দ আমার উদরভরণ, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া দিবেন—এই বুদ্ধিতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম লইলে তাহার প্রেম পাওয়া ত' দূরের কথা অনর্থই নিবৃত্ত হইবে না।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও বিপ্রলম্ভাবতার। শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগময়বিগ্রহ আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভময়বিগ্রহ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমভক্তি স্বরূপিণী। শাক্তেয়বাদী, মনোধর্ম্মী কতিপয় ব্যক্তি নিজ ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানে শ্রীগৌরসুন্দরকে মাপিয়া লইবার চেষ্টায় শ্রীগৌরনাগরীরূপ পাষণ্ডমত সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের উজ্জ্বল মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের সুনির্ম্মল ভজনপ্রণালী বুঝিতে না পারিয়া সম্ভোগবাদী হইয়া এইরূপ অনর্থ জগতে প্রচার করিতেছেন।

একমাত্র পরমপতি শ্রীকৃষ্ণের মধুস্রোত যদি আমাদের হৃদয় আলোকিত করে—যদি এমন সৌভাগ্য হয়—তাহা হইলে আমরা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কিঙ্করী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে রাসস্থলীতে দৌড়াইয়া যাইব। তথায় যাইবার সময় আমাদের প্রাকৃত পুরুষ বা স্ত্রী দেহ পঞ্চভূতে মিশিত হইবে। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিসকল রামচন্দ্রের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন। পরে তাঁহারা অপ্রাকৃত গোপীদেহে জন্মগ্রহণ করেন।

ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। ভগবানের মায়াশক্তির পুরস্কারকে আমরা আদর করি, আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে নানা প্রকারে যাতনা দেয়। যাহার এই দণ্ড ভগবানের কৃপাপ্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া তাহা ভক্তগণ অনাদর করেন না, তাহা হাসিমুখে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎকৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ শান্তি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভকতে। চতুর্দ্দশ ভুবনে এই হয় [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-গ্রাহক-

নিয়মাবলী

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ সাম্প্রদায়িকগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিম বার্ষিক মূল্যই শ্রীনদীয়া-প্রকাশের নিকাশে নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকিট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না, তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। পাই ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রকৃত বাস্তবগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অনুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। লেখক-প্রবন্ধগণ কোনও কাগজের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অসদ্ভাবজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তগণই শ্রীনদীয়া-প্রকাশ মন্দিরের দ্বার উন্মুক্তভাবে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১।০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

আমেরিকার বিপুল সমরায়োজন

আমেরিকার সামরিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ কিরূপে বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, "ফার্ষ্ট ইয়ার অব দি হোম ফ্রন্ট" রিপোর্টে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯৪২ সালের মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আনুমানিক ৪৯ হাজার বিমান, ৩২ হাজার ট্যাঙ্ক এবং কামান এবং ১৭ হাজার বিমানবিধ্বংসী কামান এবং ৮২ লক্ষ টনের বাণিজ্য জাহাজ তৈয়ার সম্পূর্ণ হইবে। অস্ত্রশস্ত্র এবং সমরোপকরণের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৪৭ শত কোটি ডলার ব্যয়িত হইবে। বাণিজ্য জাহাজ যতটা বরাদ্দ ছিল, ততটাই তৈয়ারী হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বরাদ্দের চাইতে কম তৈয়ারী হইয়াছে।

এক বছর আগে ৭০ লক্ষ আমেরিকান যুদ্ধসংক্রান্ত কার্যে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেখানে ১৭৯ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইয়াছে।

বিমান আক্রমণের পর সংবাদ সরবরাহ

এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, বিমান আক্রমণের পর যথাসম্ভব শীঘ্র জনগণকে যাহাতে আবশ্যক সংবাদাদি জানান যাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে কলিকাতায় "বিমান আক্রমণের পরবর্তী সংবাদ সরবরাহ-বিভাগ" নামক এক নূতন জনসেবা-বিভাগ খোলা হইয়াছে। বিমান আক্রমণের পর জনগণকে খাদ্যদ্রব্য, আশ্রয়স্থল, হতাহতের সংখ্যা, নিখোঁজ আত্মীয় স্বজন, উদ্ধারকার্য্য সাধন, বিমান আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ লাভ এবং বিমান আক্রমণের পরবর্তীকালীন বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে যাবতীয় সংবাদ এই নূতন বিভাগ হইতে জানান হইবে।

এই উদ্দেশ্যে সমগ্র কলিকাতা নগরীকে ২৩টি অঞ্চলে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করিয়া পৃথক্ অফিস খোলা হইয়াছে। পোলক ষ্ট্রীটে এই বিভাগের কেন্দ্রীয় অফিস খোলা হইয়াছে এবং সেখানে সমগ্র কলিকাতার সংবাদ পাওয়া যাইবে।

কঙ্কালের নিশান সহ 'ভূতুড়ে জাহাজ'

একখানি জীর্ণ জীবনরক্ষক নৌকায় পুরা পাঁচ দিন সমুদ্রবক্ষে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইবার পর টর্পেডো-বিধ্বস্ত এক জাহাজের বারজন জীবিত বৃটিশ নাবিক অকস্মাৎ এক ভূতুড়ে জাহাজের সম্মুখীন হয়, একটা কালো নিশান সেই জাহাজ হইতে তাহাদের দিকে উঁকি মারিতেছিল। নাবিকরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—কিন্তু কেহই তাহাদের আবেদনে সাড়া দিল না। ভোজ-বাজির মতো জাহাজখানি ধীরে ধীরে আবার দিক্‌চক্রবালে মিলাইয়া গেল; দুই দিন পরে অকস্মাৎ সেই জাহাজখানি আবার তাহাদের সামনে আসিয়া দেখা দিল! নাবিকরা সন্তর্পণে এবার জাহাজের উপর উঠিল, উঠিয়া দেখিল, জাহাজখানি টর্পেডো-ধ্বস্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহারা সেই জাহাজে আটদিন উদ্দেশ্যহীনভাবে সমুদ্রে ভাসিতে থাকে। তাহার পর আর একখানি বৃটিশ জাহাজ তাহাদের উদ্ধার করে।—নৌকা এবং বোম্বাই নামক একজন মিস্ত্রী এই সংবাদটি বলিয়াছে। ঐ জীর্ণ জীবনরক্ষক নৌকায় [illegible] ছিল কর্ণধার। লণ্ডন গেজেটের ঘোষণায় প্রকাশ, সে বৃটিশ-সাম্রাজ্য-পদক লাভ করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে শত্রু-দেশীয় লোকদের সম্পর্কে সতর্কতা

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ২ হাজারের অধিক বৈদেশিক এজেন্টকে আয়ত্তে আনা হইয়াছে। এ সময়ের মধ্যে তেমন বড় কোন ধ্বংসমূলক কার্য্য হইতে পারে নাই। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে লিপ্ত হইবার কালে সেখানে ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার ১ শত জার্মাণ, ইতালীয় ও জাপানী ছিল।

তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত ১২০৭১ জনকে গ্রেপ্তার এবং ৩৩৪৬ জনকে অন্তরীণ করা হইয়াছে। শত্রুদেশের যে সকল লোককে অন্তরীণ করা হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেকেরও বেশী জাপানী। যাহাদিগকে অন্তরীণ করা হয় নাই, তাহাদিগকে সর্তাধীনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে অথবা অন্য কোন প্রকারের শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ নিজজন সহ-যুগের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সংকলিত গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। যাহাতে উক্ত বিষয়ে আত্ম-সাম্প্রদায়িক সমন্বয়েরই শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরের এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাধক [illegible] ছোট বোতল ৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷০ একটাকা চার আনা। পাইকারী [illegible] স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীকুঞ্জবিহারী ভক্তিসারঙ্গী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ২৩ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ২৯শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ১৫ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ২২২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ কেশব, শিব প্রভাত, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

হরিভজন-প্রয়াসীর পক্ষে প্রজল্প সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা প্রয়োজন। গ্রাম্য-প্রজল্পের অভ্যাস কৃষ্ণভজনের অত্যন্ত বাধা। এই দৌর্ব্বল্যই প্রধান। গ্রাম্য-প্রজল্পীর হরিনামে রুচি হয় না। শ্রীনামের প্রতি যাঁহাদের রুচি আছে, হরিকথা-হরিনামই যাঁহাদের প্রাণ হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তনই ভালবাসেন; আর যাঁহাদের সংসারের প্রতি টান, তাঁহারা সংসারের কথা ছাড়া আর কিছুই শুনিতে চান না—মায়ার প্রজল্পেই তাঁহাদের রুচি। কিন্তু সংসারের কথা লইয়া থাকিলে শোক, ভয় ও মৃত্যু আসিয়া জীবকে উৎপীড়ন করে, আর উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের শোক-মোহ-ভয়াপহ নাম-রূপ-গুণ-চরিত্রকথায় অনুক্ষণ রত থাকিলে জীবও অশোক-অভয়-অমৃত হইতে পারে।

প্রজল্প পরিত্যাগ করার একমাত্র উপায় অনুক্ষণ হরিকথার অনুশীলন। অদ্ভুতলীলাপরায়ণ শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও চরিত্রকথা সাধুমুখে অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারাই জীবের গ্রাম্য প্রজল্পের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ হয়। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-চরিত্রকথার প্রতি অভিনিবেশদ্বারা জীবের মায়িক অভিনিবেশের অপনোদনক্রমে গ্রাম্যপ্রজল্পেরও প্রকৃত আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে।

যাঁহারা হরিভজন না করেন, তাঁহারা মৌন বা মুখর—যেভাবেই হউক অব্যক্ত বা ব্যক্ত প্রজল্পী। কিন্তু যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহাদের কোন কথাই প্রজল্প বা বাজে কথা হয় না। ভগবদ্ভক্তের আপাত দৃষ্টিতে অনেক কথা ভগবদিতর বলিয়া মনে হইলেও তাহা বঞ্চনাকারীর নিকটই বঞ্চনা, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের নিকট তাহা হরিভজনই। তাঁহাদের তাদৃশ কথাকে গর্হণ করিতে হইবে না। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তগণের তাদৃশ আপাত আচরণকে গর্হণ করিতে উদ্যত হন, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তের কৃপাবঞ্চিত ও অন্তরে বঞ্চক বলিয়া তাঁহারাই সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত গর্হণীয়। নিজে হরিভজন না করিতে পারিলে ভগবদ্ভক্তগণের তাদৃশ ভজনমাহাত্ম্য উপলব্ধি হয় না। শ্রীল বাবাজী মহারাজ অনেক সময় ডাল-চালের গল্প করিতেন। যাহারা বঞ্চিত হইতে চায়, তাহাদের নিকট উহা বঞ্চনামূলক হইলেও তাঁহার নিকট উহা হরিভজনই।

———

সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের আশ্রয় লইলে জীবের সকল সুবিধা করতলগত হয়। যাঁহারা 'একমাত্র শ্রীনামভজনের দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়'—এইপ্রকার বিচারযুক্ত, তাঁহারাই সর্ব্বোত্তম সাধক। যাঁহারা হরিভজন করিতে চান, তাঁহাদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, সুলভ, সুগম, সর্ব্বোত্তম, নির্ব্বিঘ্ন ও একমাত্র উপায় শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন। যাঁহারা শ্রীনামের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা শ্রীনামকেই জীবনের একমাত্র আশ্রয়, অবলম্বন বলিয়া স্থির করিতে পারিয়াছেন, তাদৃশ মহান্ সাধকের অর্চ্চনেরও আবশ্যকতা নাই বলিয়া সাধুশাস্ত্র জ্ঞাপন করেন। কিন্তু ভোগীর কর্ম্ম ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত নামাশ্রয়ীগণে নিযুক্ত থাকিতে পারে না। শ্রীনাম মুক্তকুলের উপাস্য। যাঁহারা ভোগও চালাইব, নামও গ্রহণ করিব—এইরূপ কপটতাপূর্ণ বিচারের হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহারা সাধকাবস্থায়ও কেবলমাত্র নিরপরাধে নামগ্রহণের দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণ-প্রীত্যে ভোগত্যাগের তাদৃশী স্পৃহা যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চন একান্ত আবশ্যক। ভোগে যাঁহারা নিমজ্জিত, তাঁহারা এতটা জড়মতি যে, শব্দের আঘাত তাঁহাদের হৃদয়ে পৌঁছায় না। কিন্তু ভোগ-জড়মতিকে অর্চ্চন-চেষ্টা কিছু আঘাত দিতে পারে, কিছু পরিবর্ত্তন আনিতে পারে। যাহারা হরিকথা না শুনিয়া সেবায় ফাঁকি দেয়, তাহারা যদি অর্চ্চন করে, তাহা হইলেও তাহাদের কিছু মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু হরিনাম ত্যাগ করিলে কাহারও কিছু সুবিধা হইবে না। অর্চ্চনকারী যদি হরিনামের প্রতি উদাসীন হন, তাহা হইলে তাঁহার সকল শ্রম-পরাহত। হরিনামে রুচি লাভ করিবার জন্যই অর্চ্চন করিতে হইবে। যাঁহারা শত শত পূর্ব্বজন্মে সম্যগ্‌ভাবে বাসুদেব শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখেই সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম অবস্থান করেন।

হরিনামের প্রতি বিমুখ হইলেই হরিভজনের প্রতি প্রকৃত বিমুখতা সূচিত হয়। হরিনামে রুচি না থাকিলেও হরিনামে রুচি লাভের জন্যই সকল চেষ্টা করিতে হইবে। কখনও কোন অবস্থাতেই হরিনামের প্রতি উদাসীন হইতে হইবে না। যে-কোন অবস্থা-বিপর্য্যয় আসুক না কেন, শ্রীহরিনাম কোনমতেই ছাড়িতে হইবে না। না খাইয়া শুকাইয়া মরিবার মত অবস্থাও যদি আসে, তথাপি হরিনাম বন্ধ করিতে হইবে না। আবার সুখের দিনেও হরিনাম ভুলিয়া যাইতে হইবে না।

———

যোগ, যজ্ঞ-বিধানে যোগ, ধ্যান ও ধ্যাতা—এই ত্রিবিধ বিষয় পরিকল্পনা। যোগ বস্তু, যিনি ধ্যান করিবেন ও উভয়ের মধ্যে ধ্যানরূপ কার্য্য—এই তিনটী নিত্য। দ্বিতীয় বস্তু বা ধ্যানের বিষয় যদি পরিবর্ত্তনশীল হয়, ধ্যানকারী যদি পরিবর্ত্তিত হন বা তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তন হয়, আর ধ্যান যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'ধ্যান' বলা যায় না। এই ধ্যান সত্য-যুগের উপাসনা-প্রণালী ছিল। তৎপরবর্ত্তী ত্রেতাদিযুগে ধর্ম্ম ক্রমে একপাদ করিয়া অপগত হওয়ায় ধ্যানকেও কিঞ্চিৎ সহজ করিবার জন্য ত্রেতায় যজ্ঞ ও দ্বাপরে অর্চ্চনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। যখন যজ্ঞ এবং অর্চ্চনও যখন সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয় না, তখন ধ্যানের অসুবিধা, যজ্ঞের অঙ্গহীনতা, অর্চ্চনের অসম্পূর্ণতা-পরিপূরণ এবং ধ্যানকে আরও অধিকতর সহজ, সুলভ ও সর্ব্বব্যাপক করিবার জন্যই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রেও কলিতে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনেরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে; কারণ উক্ত-সঙ্কীর্ত্তন অন্যান্য বিচার-প্রণালীকে শুদ্ধ করিয়া দেয়।

ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন প্রভৃতি সাধন-প্রণালীতে নিজের যেখানে যেখানে অসুবিধা আছে, তাহা অপরের দ্বারা শোধিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ঐসকল কার্য্যে অপর ব্যক্তিকে বঞ্চনা করা যাইতে পারে; কিন্তু কীর্ত্তনকারীর অপর ব্যক্তির নিকট প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পরীক্ষা দিতে হয়—কীর্ত্তনীয় বিষয় নিজ আচরণে প্রদর্শন ক[illegible] নীতির ব্যতীত অন্যান্য [illegible] জয়

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন

পরীক্ষার জন্য প্রদর্শিত হয় না। সব সময় সকল অবস্থায় সকলেই কীর্ত্তন করিতে পারেন; কিন্তু ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চন-সম্বন্ধে তাহা সম্ভব হয় না। উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা যায়, আবার মনে মনেও কীর্ত্তন করা যায়। ধ্যান করিতে গেলে চিত্ত স্থৈর্য্য আবশ্যক, যজ্ঞ করিতে গেলে তাহাতে শৌক্র ব্রাহ্মণ প্রয়োজন। ব্রাহ্মণেতর বর্ণাশ্রিত ব্যক্তির যজ্ঞ করিবার অধিকার নাই। আবার অদীক্ষিত, পঙ্গু, অন্ধ ব্যক্তির অর্চ্চনে অধিকার নাই। ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনের জন্য শাস্ত্রে উপযুক্ত কাল ও উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই সেই কাল ও সেই সেই স্থানের বিপর্য্যয় ঘটিলে ধ্যান, যজ্ঞ বা অর্চ্চনের ফল-প্রাপ্তি হয় না। কিন্তু নাম-সংকীর্ত্তন সকল পাত্রের দ্বারা সকল স্থানে সকল কালে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

ভগবদ্বাম বিগ্রহ শ্রীগুরুনিত্যানন্দের নিত্য শ্রীচরণাশ্রিত হইতে হইবে। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত হইতে পারিলে বাহিরে যে-কোন স্থানেই অবস্থান করা যাউক না কেন, তাহাতে ভজনের কোন বিঘ্ন হয় না। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের পাদপদ্মের একান্ত আশ্রিত হইতে না পারিলে, বাহিক নানা বাধা-বিঘ্ন আসিয়া আমাদিগকে উদ্ভ্রান্ত, অভিভূত করিবে, কিন্তু শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের আশ্রিত জনকে তাদৃশ বাধাবিঘ্ন উত্তরোত্তর সুবিধার পথেই চালিত করে। যতক্ষণ শ্রীগুরুনিত্যানন্দের পাদপদ্ম একমাত্র আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ অতিসাবধানে বহির্ম্মুখ সঙ্গ বর্জ্জন করিতে হইবে। যতক্ষণ 'দেহগেহ'-বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ দেহসম্পর্কীয় বস্তু বা ব্যক্তিতে মায়িক মমতাও আছে এবং ততক্ষণ সংসার আমাদের নিকট ভয়ানক পরীক্ষার স্থল। কিন্তু বস্তুতঃ সমস্তই শ্রীগুরুনিত্যানন্দের। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের হইয়া যাইতে পারিলে তখন সকল অবস্থায়, সকল স্থানে, সকলেরই সুবিধা হইয়া যায়। সংসার ত' শ্রীগুরুনিত্যানন্দেরই। তাঁহার হইয়া গেলে কি তিনি তাঁহার সংসারে রাখিয়া পৌরাণিকতা বাড়াইয়া দণ্ড দেন? নিজের জনকে নিজের পরিবারের মধ্যে রাখিয়া কেহ কি মারিয়া ফেলে? আশ্রয়-দাতৃশিরোমণিগণ জীবের প্রতি ইহা অত্যন্ত প্রয়োজন। যাহারা শ্রীগুরুনিত্যানন্দের আশ্রিত হইবে না, তাঁহার সেবক-পরিবারভুক্ত হইবে না, তাহারাই মায়ার আক্রমণে সংসার জলধিতে ভাসিয়া যাইবে। তাহারা শত চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

'বৈষ্ণবীয় দীনতা'

(মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ)

আধুনিক, সম্ভোগবাদরত ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের দৈন্য বা দীনতার প্রতি নানাভাবে বিদ্রূপ করিয়া থাকে। পরদুঃখ-দুঃখী পরমকরুণাসিন্ধু বৈষ্ণবগণ যখন শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের আনুগত্যে অমায়ায় কৃপা করেন অর্থাৎ দুর্বিষয়াসক্ত বদ্ধজীবের হৃদয়গ্রন্থি ছেদনের চেষ্টা করেন, তখন ঐসকল সম্ভোগবাদরত ব্যক্তি জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবগণকে তাঁহাদের কর্তব্য-শিক্ষা-প্রদানে উদ্যত হয়! বৈষ্ণব "তৃণাদপি সুনীচ"-শ্লোক লঙ্ঘন করিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছেন—এইভাবে বৈষ্ণব-গণের কর্তব্যবোধ উদয়ের জন্য তাহাদের শিরঃপীড়ার উদ্বেগ দৃষ্ট হয়! আবার কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলেন—"অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং মহাপ্রভু স্বরচিত 'তৃণাদপি সুনীচ'-শ্লোক পাঠ করিয়া বৈষ্ণব হইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন—

'বৈষ্ণব হইতে ছিল মনে বড় সাধ।
'তৃণাদপি'-শ্লোকেতে ঘটে গেল বাধ।'"

এই পয়ারটী প্রায় ব্যক্তিগণের মুখ হইতে অধিক প্রচারিত এবং ইহা বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে বিষয়িগণের কামত ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া তাহারা মনে করে। সে দিন কোন এক বক্তা এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"'অধমাধম, নরাধম' কথাগুলি নেংটি বৈষ্ণবগণকে অর্জ্জরিত করিয়াছে।"

আর এক সময় এক সাহিত্যিক বলিয়া-ছিলেন—"চরিত্রহীন না হইলে 'চরিত্রহীন' লেখা যায় না। সেইরূপ বৈষ্ণবগণ আপনা-দিগকে যে অধমাধম চণ্ডাল, নীচজাতি, নীচসঙ্গী, 'জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ, পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ' প্রভৃতি বলেন, ইহা হইতে নিশ্চয়ই জানা যায়, তাঁহারাও সেই জাতীয় ব্যক্তি। এইরূপ বৈষ্ণবীয় দীনতা, দাসানুদাস-ভাব জীবের অন্তঃসত্তাকে অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। আত্মা শক্তি কিরূপ বীর্য্যোচিতভাবে সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন! 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বাক্য হৃদয়ে কিরূপ বীর্য্যের সঞ্চার করে! মানুষ যাহা বলে ও চিন্তা করে, সে তাহাই হইয়া যায়। 'পুরীষের কীট' বলিতে বলিতে তাহাই হইয়া যাইতে হয়।"

সম্ভোগবাদরত, ঈশ্বরদ্রোহী বদ্ধজীব যে চশমা পরিধান করিয়া অপ্রাকৃত বৈষ্ণব দর্শন করিবার চেষ্টা করে অথবা তাহাদের ভাগ্য-ক্রমে তাহাদের নিকট যে সকল বৈষ্ণবের ছবি উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহাদের পক্ষে ঐরূপ আত্মবঞ্চনার পক্ষে আত্মহত্যাই একমাত্র পুরস্কার বা দণ্ড। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের যে দৈন্য বা কার্পণ্য, তাহা সম্ভোগবাদরত জন ধারণাই করিতে পারিবে না। একান্ত শরণাগতির লক্ষণে কার্পণ্য বা দৈন্যের উদয় হয়। কৃষ্ণপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দৈন্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে; এইজন্য শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামিপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে 'দীন-দয়ার্দ্রনাথ', শ্রীরূপানুগবর শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীবৃষ-ভানুনন্দিনীকে 'কাঙ্গালিনীর ঠাকুরাণী', ভক্তগণও ভগবান্‌কে 'দীনবন্ধু', বলিয়া আর্ত্তস্বরে আহ্বান করিয়াছেন। শরণাগতি ও বিপ্রলম্ভাত্মক প্রেম হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে অনিবার্য্য দৈন্যের আবির্ভাব করায়। এই দীনতা স্বরূপশক্তির বৃত্তি। চিচ্ছক্তি শ্রীসীতা-ঠাকুরাণীকে যেরূপ রাবণ স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দর্শনও করিতে পারে না; সেইরূপ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত দীনতাদেবী প্রাকৃত দর্শকদৈত্যের চক্ষু ও বুদ্ধির গোচরীভূত হন না।

চরিত্রহীন না হইলে চরিত্রহীন লিখিতে পারুন, আর নাই-ই পারুন, সে বিষয়ে প্রাকৃত সাহিত্যিকগণ বিচার করিবেন, কিন্তু অপ্রাকৃতরাজ্যে—

"সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি' মানে।
'কৃষ্ণকৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি' জানে॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২৩।২৫)

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২০।২২)

যাঁহার হৃদয়ে ভাবভক্তির লক্ষণ উদিত হয়, তাঁহাতে মানশূন্যতা স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে। নরেন্দ্রগণের শিরোমণিস্বরূপ মহারাজ ভগীরথ শ্রীকৃষ্ণে রতিযুক্ত হইয়া চণ্ডাল পর্য্যন্ত নীচজাতির নিকট প্রণত হইতেন।

প্রাকৃত নৈতিক ধর্ম্মবাদিগণের প্রার্থনাদি-মধ্যে আপনাদিগকে যে-সকল 'পাপী', 'অপরাধী' বলিয়া পরিচয় প্রদানের আদর্শ আছে, তাহা হইতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের দৈন্যবোধিকা বিজ্ঞপ্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। সেই দৈন্যবোধিকা বিজ্ঞপ্তি আবার সাধক ও সিদ্ধভেদে দুইপ্রকার ভাবগত হইয়া থাকে। অনর্থযুক্ত সাধক যে দৈন্যাত্মিকা বিজ্ঞপ্তি করেন, তদ্দ্বারা আত্মধিক্কার করিতে করিতে তাঁহার অনর্থের পরিষ্কার হয়, চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়; কিন্তু নিত্যসিদ্ধ প্রেমিক ভক্তগণ যে দৈন্যবোধিকা বিজ্ঞপ্তি করেন, তাহা তাঁহাদের শরণাগতির পরাকাষ্ঠা ও বিপ্রলম্ভোন্মাদের সাক্ষাৎ স্বরূপ। ইহা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী সাক্ষাৎ উন্মাদিনী। অখিল শ্রীকৃষ্ণ এই কার্পণ্যপঞ্জিকাদ্বারা জিত ও প্রেমবাধ্য হইয়া ভক্তের হৃদয়ে বিপ্রলম্ভরস সঞ্চারপূর্ব্বক নিজ নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাকে অধিকতর আস্বাদ্য করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের 'ন প্রেম-গন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ' অর্থাৎ 'কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই'—এই উক্তির মধ্যে যে বিপ্রলম্ভ-দিব্যোন্মাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দুর্ব্বলচিত্ত ও দুর্বিষয়িগণ কিরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে?

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত দুরন্ত অপরাধ থাকিলেই নিত্যসিদ্ধ শ্রীগুরুপাদপদ্মের একাধারে লোক-শিক্ষাগুরু ও স্বজন-বিভজনকারী দৈন্যাত্মিকা সেইসকল উক্তির মধ্যে প্রাকৃতবুদ্ধি হয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় যখন "দৈবী মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে, ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥" ইত্যাদি গীতি কীর্ত্তন করেন অথবা শ্রীরূপসনাতন বা শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যখন আপনাকে নীচজাতি, নীচসঙ্গী, অস্পৃশ্য প্রভৃতি বলেন অথবা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যখন কল্যাণকল্পতরুতে অমায়ায় লোককল্যাণ-কল্পে 'শ্রীগোপীনাথ'-গীতি কীর্ত্তন করেন, তখন আমরা আমাদের হৃদয়ের দোষ বিভুগণের আরোপ করিবার চেষ্টা করি। ইহা যে কত দুরন্ত অপরাধের ফল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে স্থানে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা-সমুদ্রের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্ছ্বাস, সেই-স্থানেই আমাদের অধিকতম নারকীয় বুদ্ধি!

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবন

(শ্রীপাদ মধুমঙ্গলদাস ভক্তিশাস্ত্রী)

দীক্ষাগ্রহণের পর দীক্ষিত বা অনুগৃহীত শিষ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা করেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মসমীপে অবস্থান-কালে তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা প্রয়োজন, তাহা না জানায় জন্ম সংস্কার বা অভ্যাসগত দুর্ব্যবহার-দ্বারা অনেক সময় তাঁহার মর্য্যাদালঙ্ঘনজনিত অপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাহাতে সেইপ্রকার বিসদৃশ আচরণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি প্রদর্শিত না হয়, তজ্জন্য শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি ব্যবহারবিধি এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে—

উপহৃত্য কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽন্যাহরেৎ সদা
মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং
বাসসাং চরেৎ॥
নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন॥
সাধয়েদ্দন্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ॥
অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ।
ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন॥
জৃম্ভাহাস্যাদিকঞ্চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা।
বর্জ্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেব চ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৪।৫২ সংখ্যাধৃত
শ্রীকূর্ম্মপুরাণ-বাক্য)

নিরন্তর শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপযুক্ত কুশ, পুষ্প ও সমিধ আহরণ করিবে। নিত্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীঅঙ্গ-লেপন, শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জন ও বসনাদি প্রক্ষালন করিবে। শ্রীগুরু-নির্ম্মাল্য, শয্যা, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, আসন, ছায়া ও ভোজনপাত্রাধারাদি কখনও লঙ্ঘন করিবে না। শ্রীগুরুদেবের জন্য দন্তকাষ্ঠাদি আহরণ এবং স্বকৃত কর্ম্মের ফল তাঁহাকে সমর্পণ করিবে। শ্রীগুরুদেবের অনুমতি না লইয়া কোথাও গমন করিবে না এবং সর্ব্বদা তাঁহার প্রীতিজনক সেবাকার্য্যে

রত থাকিবে। শ্রীগুরুসান্নিধ্যে কদাচ পাদ-প্রসারণ করিবে না এবং জৃম্ভণ (হাইতোলা), হাস্য, উচ্চৈঃস্বরে, বাক্যালাপ, উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা কণ্ঠাবরণ, আস্ফোটন (অঙ্গুলির দ্বারা অঙ্গুলীর আঘাতদ্বারা বিপক্ষের প্রতি নিজ বিক্রমপ্রকাশ) সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে।

যাঁহারা শাস্ত্রবিধিদ্বারা শাসিত ও শোধিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া বোধ করেন, নিজদিগকে নানাপ্রকার অনাচারদুষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু বা শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুদ্বারা উপদিষ্ট এইসকল নিত্য প্রয়োজনীয় বিধি যাহাতে অনবধানতা-নিবন্ধন লঙ্ঘিত না হয়, তদ্বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, সন্দেহ নাই। দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু বা মহাভাগবত বৈষ্ণব-গুরুর শ্রীঅঙ্গের সেবা-কালে নিজের কোন-প্রকার ব্যবহারদ্বারা যাহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদালঙ্ঘন না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক অনুগতাভিমানী ব্যক্তিরই নিত্য প্রয়োজনীয়। দর্শনমাত্রেই শ্রীগুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণতি করা প্রয়োজন—

যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥

যেখানে যেখানে শ্রীগুরুদেবের দর্শন হইবে, সেই সেই স্থলেই করযোড়ে ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইবে। শ্রীগুরুদেবের অসাক্ষাতেও সম্মানসূচক 'ওঁ বিষ্ণুপাদ', 'শ্রীল' প্রভৃতি যোগ না করিয়া কেবল নাম উচ্চারণ করিতে নাই। শ্রীগুরু-দেবের গমন, কণ্ঠস্বর বা চেষ্টাদির অনুকরণ করিতে নাই। এতৎসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃত প্রমাণবাক্য এইরূপ,—

নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষিতচেষ্টিতম্॥
যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্ণীয়াচ্চ কেবলম্।
অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্ণীয়াচ্চ যতাত্মবান্॥
প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্।
'পাদ'-শব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলিযুতঃ॥

(বৃহস্পতি ও শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রবচন)

পরোক্ষেও কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিতে নাই এবং শ্রীগুরুদেবের গতি, স্বর ও চেষ্টার অনুকরণ করা উচিত নয়। সংযতাত্ম ব্যক্তি যেখানে সেখানে যেমন তেমন-প্রকারে ভক্তিহীনভাবে শ্রীগুরুদেবের কেবল নাম উচ্চারণ করিবে না। নতমস্তকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণবসহিত 'বিষ্ণুপাদ', 'শ্রী' প্রভৃতি যোগ করিয়া বলিবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশের অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে কোথাও গমন বা কোন কার্য্যানুষ্ঠান যেরূপ অনুচিত, শ্রীগুরুদেবের আদেশ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বাদরে পালন না করাও তদ্রূপ অন্যায়। প্রকৃত শিষ্য সর্ব্বস্ব-দ্বারা শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবেন। শ্রীগুরু-সেবনবিষয়ে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে প্রকাশিত উপদেশ এইরূপ,—

ন তথাভাষণমোহোহাস্যাদ্যাং
ন চ লঙ্ঘয়েৎ।
নাধিবসেত গুরোঃ কিঞ্চিৎ
ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা॥
আয়াতমগ্রতো গচ্ছেৎ গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ।
আসনে শয়নে বাপি ন
তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ॥
যৎকিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমম্।
সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যহম্॥

মোহবশতঃও কখনও শ্রীগুরুদেবকে কোন বিষয়ে অনুমতি করিবে না এবং তাঁহার আদেশ কখনও অতিক্রম করিবে না। শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না এবং শ্রীগুরুদেবের কোন বস্তু ভোজন করিবে না। শ্রীগুরুদেবকে আগমন করিতে দেখিলে তাঁহার অগ্রে গমন করিবে, তিনি গমন করিলে তাঁহার অনুগামী হইবে, তাঁহার সম্মুখে আসনে বা শয্যায় অবস্থিত হইবে না। অন্নপানাদি যাহা কিছু মনোরম প্রিয় দ্রব্য আছে, প্রতিদিন তাহা সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিয়া তদবশেষ গ্রহণ করিবে। শ্রীগুরুদেবকর্ত্তৃক তাড়িত বা পীড়িত হইয়াও তাঁহার বাক্যকে অবজ্ঞা করিবে না অথবা তাঁহার অপ্রিয় কোনপ্রকার আচরণ প্রদর্শন করিবে না। যে ব্যক্তি প্রাণ, ধন, কর্ম্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা আচার্য্যের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করেন, তিনি পরমগতি (অর্থাৎ শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে রতি) লাভ করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সেবকজাতীয় ঈশ্বর বলিয়া ধারণা থাকিলে শিষ্যের দিব্যজ্ঞানলাভ এবং শ্রীগুরুসেবায় উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধির লেশমাত্র থাকাকালে সেবাবুদ্ধির প্রকৃত প্রকাশ সম্ভবপর হয় না। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উপদেশ আছে—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

শ্রীগুরুদেবকে আমার অভিন্ন আত্মবিগ্রহ বলিয়া জানিবে। কখনও তাঁহার অবজ্ঞা বা মনুষ্যজ্ঞানে দোষদর্শন করিবে না, যেহেতু শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদেবস্বরূপ। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ—"শ্রীভগবান্ যখন উপদেশকের পদবী গ্রহণ করিয়া জীবের নিত্য-মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তখন তিনি 'আচার্য্য'-নামে অভিহিত। উপদেশক আচার্য্যের অবমাননা করিলে বা তাঁহার সহিত শিষ্য বা শিক্ষার্থী আপনাকে সমজ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত অসূয়া বা স্পর্দ্ধা করিতে গেলে শিক্ষার্থী শিষ্যের শিক্ষকের প্রতি আস্থা না থাকায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাঁহাই বিষয়জাতের মত আশ্রয়জাতীয় ভগবৎ-বোধে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অভেদজ্ঞানে বিধিমত পূজা করিবে। তাঁহাকে বিষয়জাতীয় ভগবান্ বলিয়া বিচার করিবার পরিবর্ত্তে বিষয়জাতীয় বিষ্ণুর সর্ব্বতোভাবে সেবনকারী আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বস্তু বলিয়া জানিতে হইবে।"

সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং
তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুঞ্জীত সংযতঃ॥

(ভাঃ ১১।১৭।২৮)

প্রাতঃ ও সায়ংকালে ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি ও অন্যান্য যাবতীয় বস্তু শ্রীগুরুদেবের নিকট আনয়নপূর্ব্বক নিবেদন করিবে, অনন্তর তাঁহার অনুজ্ঞাত বস্তু স্বয়ং সংযতভাবে গ্রহণ করিবে।

শুশ্রূষমাণ আচার্য্যং সদোপাসীত নীচবৎ।
যানশয্যাসন-স্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ॥

শ্রীগুরুদেবের সেবায় রত ব্যক্তি নীচের ন্যায় তাঁহার গমনকালে অনুগমন, বিশ্রাম-কালে অপ্রমত্তভাবে সমীপে অবস্থান এবং উপবেশনকালে কৃতাঞ্জলি হইয়া আদেশ-প্রতীক্ষায় অদূরে থাকিয়া সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের আরাধনা করিবেন।

তাবৎ পরিচরেৎ ভক্তঃ শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ।
যাবদ্ ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ॥

(ভাঃ ১১।১৮।৩৯)

শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—"জগতে কাহারও কোন কথায় চালিত হইয়া অপরের হিংসা করিবে না। ভক্তিসহকারে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবৎস্বরূপ ও আত্মস্বরূপবোধের জন্য সর্ব্বক্ষণ যত্ন করিবে। স্বরূপসিদ্ধান্ত ঘটিলে একাগ্র-চিত্তে ভগবদ্ভজন সম্ভব হয়। তখন স্বয়ং মুক্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরম-মুক্তাবস্থা-দর্শনে অনুগামী হইয়াই নিত্যকাল ভজনরত থাকা যায়।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপায় জীবের জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অনর্থসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার সন্তুষ্টিতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবাদ্বারা শ্রীহরির যেরূপ সন্তোষ হয়, অন্য কোনপ্রকার চেষ্টার দ্বারা সেরূপ হয় না—এতদ্বিষয়ে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুকৃত 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"যদ্যপি শরণাপত্তৌ সর্ব্বং সিধ্যতি—'শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যান-যোগবিবর্জ্জিতাঃ। তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্ বৈষ্ণবং পদম্॥' ইতি গারুড়াৎ, তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৄণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৄণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ। তৎপ্রসাদো হি স্ব-স্ব-নানা-প্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদ-সিদ্ধৌ চ মূলম্।" অর্থাৎ 'যাঁহারা ধ্যানযোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যু অতিক্রমপূর্ব্বক বৈষ্ণবপদ লাভ করিয়া থাকেন।'—এই গরুড়পুরাণবাক্যানুসারে যদিও শরণাপত্তির দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়, তথাপি বৈশিষ্ট্যলাভেচ্ছু পুরুষ সমর্থ হইলে সর্ব্বদাই বিশেষভাবে ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেশক বা ভগবন্মন্ত্রোপদেশক শ্রীগুরুর সেবা করিবেন। যেহেতু তাঁহার অনুগ্রহই নিজের বিবিধ প্রতিকার-চেষ্টাদ্বারা দুষ্পরিহার্য্য অনর্থসমূহের নিবৃত্তির এবং ভগবানের পরমানুগ্রহলাভের মূলস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণভাবনরতা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কায়মনো-বাক্যে সেবা করিলেই ভগবান্ তুষ্ট হন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মসেবায় অনাদর করিলে জীবের আর কোনপ্রকারেই ত্রাণের উপায় নাই। "যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্। গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥ হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥ বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্গুরুম্। পূজয়েদ্ বাঙ্মনঃ-কায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥ শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি। কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥ নাহমিজ্যা-প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা। তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥" অর্থাৎ যাহা মন্ত্র তাহাই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ এবং যিনি শ্রীগুরুদেব, তিনিই সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ। সুতরাং শ্রীগুরুদেব যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, স্বয়ং শ্রীহরি তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব রক্ষক হইয়া থাকেন, পরন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব সর্ব্বতো-ভাবে শ্রীগুরুদেবকেই প্রসন্ন করিবে। যিনি শ্রীকৃষ্ণভাবরতা বৈষ্ণবগুরুকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈষ্ণবপদবাচ্য হইয়া থাকেন। যিনি একটি শ্লোকের চতুর্থাংশও উপদেশ করেন, তিনিও সর্ব্বদা পূজনীয় হইয়া থাকেন সুতরাং যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রদান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? সর্ব্বভূতাত্মা আমি (ভগবান্) শ্রীগুরুদেবের শুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি—ইজ্যা, প্রজাতি অর্থাৎ বৈধজন্ম, তপঃ বা উপশম-দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না।

ময়মনসিংহে প্রচার

গত ২০শে, অগ্রহায়ণ ৬ই ডিসেম্বর, রবিবার শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমান্‌ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি পূজা হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণ বেলা ৩ ঘটিকার সময় পুনরায় তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ড হইতে শ্রীসনাতনঠাকুরের জীবনচরিত অনু-কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীমঠের প্রবন্ধ-সদনে সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "দশমস্কন্ধ"-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে সভান্তিক অভ্যাগত সজ্জনকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমের মাসিক সবগুলি শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপ্ত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। প্রত্যুত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন সাপেক্ষে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অনুমোদিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ-যোগ্য ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার শ্রদ্ধাহীনতাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। প্রচারকগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রচারের ভার ভগবৎসেবাজ্ঞানে গ্রহণপূর্ব্বক, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অথবা অপরাধের পাত্রাধম, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১॥০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর কম

বিবিধ সংবাদ

ম্যাপ প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ

ইণ্ডিয়ে ৩১ আইন অথবা তাহার কম স্কেলের ম্যাপসমূহে সংবাদে শত্রুদের সুবিধা হইতে পারে বলিয়া বিহারের গবর্ণর ভারতরক্ষা বিধানানুসারে ভারতবর্ষের কোন অংশের ম্যাপ পৃথগ্‌ভাবে বা অন্য কোন বিষয়ের অংশ অংশস্বরূপ প্রকাশ, বিক্রয় এবং পরিবেশন নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

যাহাদের কাছে এইরূপ কোন ম্যাপ আছে তাহারা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উহা রাখিবার অনুমতি না পাইলে, এই আদেশ অনুসারে অবিলম্বে নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিকট তাহা দাখিল করিবে। যাহারা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে ম্যাপ রাখিতে পারিবে তাহাদের উহা নিরাপদে রাখার এবং পরীক্ষা করিতে দিবার নির্দ্দেশও উক্ত আদেশে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

ট্রেজারী বিল

ভারত সরকার কর্ত্তৃক আহূত তিন মাসের মেয়াদী ১৭ কোটি টাকার যে টেণ্ডার গত ৮ই ডিসেম্বর খোলা হয়, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা—তন্মধ্যে ৯৯৸০ ঊর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯./৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১০ কোটি টাকার টেণ্ডারের বার্ষিক গড়পরতা সুদের হার শতকরা ১-০-৫ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক তিন মাসের মেয়াদী ৩ কোটি টাকার টেণ্ডারের আবেদন আগামী ১৫ই ডিসেম্বর বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত বোম্বাই সহরে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ১৩ই ডিসেম্বর কাজ করিবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। যাহাদের আবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে ১৮ই এবং যে সকল ক্ষেত্রে উক্ত তারিখ ছুটি থাকিবে, সে স্থলে ১৯শে ডিসেম্বর টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য নিয়মাবলী পূর্ব্ববৎ।

পূর্ব্ব বিবেচিত নিয়মানুযায়ী (সরকার প্রয়োজন) বোধ করিলে কোনরূপ বিজ্ঞপ্তি না প্রকাশ করিয়াও যে কোন সময়ে বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। আগামী ১৪ হইতে ১৯ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী "ইণ্টার মিডিয়েট" ৯৯৸০ দরে বিক্রয় করা হইবে।

আটা ও ময়দা উৎপাদনের হিসাব

কলিকাতা অথবা সন্নিকটবর্ত্তী শিল্প-প্রধান অঞ্চলে (২৪ পরগণা সদর ও ব্যারাকপুর, হাওড়া জেলার সদর এবং হুগলী জেলার শ্রীরামপুর সদর মহকুমা) অবস্থিত ময়দা অথবা আটার কলের প্রত্যেক মালিক, ম্যানেজার কিম্বা ভারপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে এখন হইতে প্রত্যেক সপ্তাহের (এক সপ্তাহ বলিতে রবিবার মধ্যরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন বুঝাইবে) প্রথম দিবসে তাঁহাদের মিলে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে যব হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের মোট পরিমাণের একটি সঠিক এবং সঠিক হিসাব কলিকাতায় সিভিল সাপ্লাই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

এইরূপ হিসাব দাখিলের প্রয়োজন হওয়ায় বাংলা গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী এই আদেশ জারী করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে আরও নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, উল্লিখিত এলাকায় মিলগুলিতে মোট উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ মাল উৎপাদন সম্পর্কিত হিসাব দাখিলের তারিখ হইতে দশ দিনের জন্য মজুদ রাখিতে এবং কলিকাতায় সিভিল সাপ্লাই কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ক্রেতাদিগকে বিক্রয় করিতে হইবে।

চাকীওয়ালাদিগকে এই আদেশ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা গেজেটে উল্লিখিত আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিভাগীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে তাত্ত্বিক-সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকতাদ্বয়েরই শ্রোত ও ন্যায় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৸৵ আনা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া-অসুস্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু নরনারীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িতেছে। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদি এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা দুই আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান ;—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক
শ্রীনবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ২৪ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ৩০শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ১৬ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, বুধবার { ২২৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ কেশব, হাপু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:০:(০):০:——

ভক্তি সম্পূর্ণা নিরপেক্ষা। ভক্তিতে একমাত্র গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি অপেক্ষা ব্যতীত পরাপেক্ষা বা লোকাপেক্ষা নাই। কেবল শাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারাও ভক্তিদেবীর কৃপালাভ হয় না। গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত—দুই অভিন্ন হইলেও পরস্পরের বৈশিষ্ট্য অবশ্য স্বীকার্য্য। ভক্ত-ভাগবতের হৃদয়েই ভক্ত-বৎসল ভগবানের নিত্য আবাসস্থল। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কথা ভক্তের হৃদয়েই সম্যগ্‌ভাবে আবির্ভূত হন। ভক্ত-ভাগবত তাহার কিঞ্চিৎ বিভিন্ন অধিকারীর জন্য যাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহাই বিভিন্ন শাস্ত্ররূপে এ জগতে অবতীর্ণ। বস্তুতঃ সাধুই সমস্ত শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রোদিষ্ট বিষয়ের মূল উৎস। ভক্ত-ভাগবত বা সাধুর সঙ্গাভাবে শাস্ত্রোদিষ্ট বিষয়ের লাভ ত' হয়ই, অধিকন্তু গ্রন্থভাগবত-মূর্ত্তি ভক্তভাগবতের সঙ্গ ও সেবাফলে গ্রন্থভাগবত-প্রতিপাদ্য ও ভক্তভাগবত-হৃদয়াধিষ্ঠাতৃদেব শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার অনুশীলনসুযোগ লাভ হয়; কারণ ভক্তভাগবত সাধু মহাবদান্য। তিনি স্বীয় প্রেমসেবাদ্বারা বশীকৃত শ্রীভগবান্‌কে ইচ্ছা করিলে যাহাকে তাহাকে অনায়াসে বিতরণ করিতে পারেন। এইজন্য গ্রন্থভাগবত-বিগ্রহ ভক্তভাগবত সাধুর প্রসঙ্গ অবশ্রবণ, স্থিতি ও পরিভ্রমণ প্রপঞ্চস্থিত জীবের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা। যেখানে ভক্তভাগবতের সেবালাভের সাক্ষাৎ সুযোগ নাই, সেখানে ভক্তিবিগ্রহ শ্রীগ্রন্থভাগবতের অকপট অনুশীলন বা সেবাদ্বারাও ভক্তভাগবত বা স্বয়ং ভগবানের কৃপালাভ হইতে পারে। ভক্তভাগবত-হৃদয়স্থিত শব্দব্রহ্মরূপী সূর্য্যের কিরণস্বরূপ শাস্ত্র সাধুর ন্যায় পরম কৃপালু।

———

চেতন আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। বৃহচ্চেতনের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ারূপ ধর্ম্মই চেতনতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। অণুচৈতন্যস্বরূপ আত্মা নিত্য বলিয়া তাহার এই আকৃষ্ট হওয়ার যোগ্যতাও নিত্য। কিন্তু বর্ত্তমানতঃ অণুচেতন নিজেকে আকর্ষক অভিমান করিয়া অপর ভোগ্যবস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে। ইহাই চেতনের জড়তা। ভগবান্‌ পরমকৃপালু। জীব তাঁহার আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দুঃখে পতিত হওয়ায় তিনি তাঁহার স্বয়ং আকর্ষণীশক্তিকেই শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে বিশ্বে প্রেরণ করেন। সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণের আকর্ষণ উপলব্ধি করাইবার বিশ্বে একমাত্র মাধ্যম—কৃষ্ণের স্বয়ং আকর্ষণী-শক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্ম। একমাত্র তিনিই জীবের ও কৃষ্ণের মধ্যে আকর্ষণরূপ যোগসূত্র প্রকট করেন। জীবের সেই আকর্ষণ উপলব্ধি করাই স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হওয়া—নিজের স্বরূপের পাদপদ্মে পরিচিত হওয়া। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাকর্ষক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণনামপ্রভুর সঙ্গে সেবোন্মুখ শিষ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপায় জীব নিজ স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে করিতেই কৃষ্ণস্বরূপের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করে। ক্রমশঃ শ্রীনামই জীবকে কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান; শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে জীবকে আকর্ষণ করান, শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান। ইহাই সর্ব্বাকর্ষক শ্রীনাম-প্রভুর আকর্ষণ বা সেবার ক্রম।

———

সাধু সজ্জনের প্রতি অতি কোমল; কিন্তু অসৎ কপটের প্রতি বজ্রাদপি কঠোর। সাধু অসতেরই ভীতির বা সঙ্কোচের পাত্র; কিন্তু শরণাগতের নিকট তিনি পরমসুন্দর, সৌম্য, স্নিগ্ধ, শীতল সরল সেবকের চিত্ত সাধুর দর্শনে, সাধুর কথা-শ্রবণে, সাধুর অপ্রাকৃত গুণস্মরণে উল্লসিত হয়; তিনি সাধুকে আপনজন জানিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন—ইহাই তাঁহার সহজ স্বভাব। কিন্তু অশরণাগতচিত্ত কপটী সাধুর দর্শনে আনন্দানুভব করে না অথবা চিত্তে কোনপ্রকার উল্লাস প্রাপ্ত হয় না। সাধুর দর্শনে তাহাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়—ইহা অশরণাগতচিত্তের স্বভাব। শরণাগত নিষ্কপট হরিভজনাকাঙ্ক্ষী সাধুকে একমাত্র আপনজন, রক্ষক, প্রভু জানিয়া একমাত্র তাঁহারই সেবায় উত্তরোত্তর উৎসাহিত ও প্রীতিযুক্ত হন। এই জন্য অকপট হরিভজনকারীর ভয় বা হতাশা নাই। তিনি কৃপালাভ-বিষয়ে ধীরস্থির, অচল-অটল। তিনি সাধুর নিত্য আশ্রিত।

———

শ্রীনামের অমন্দ কৃপার প্রাথমিক আভাসেই শ্রীনাম-গ্রহণকারীর হৃদয় নির্ম্মল হয় [illegible] জাগতিক নীতিবিদ্‌গণ মনঃসংযমের দ্বারা একাগ্রতা লাভের উপদেশ প্রদান করেন; কিন্তু তদ্দ্বারা একাগ্রতালাভ অসম্ভব, কারণ মনের ধর্ম্মই বিক্ষিপ্ততা। পাগল যেরূপ নিজের পাগলামি ছাড়াইতে অক্ষম, সেইরূপ বিক্ষিপ্ত মন কখনও নিজে নিজের বিক্ষিপ্ততা ত্যাগ করিয়া সংযম শিক্ষা করিতে পারে না। শ্রীনামের কৃপার আভাসেই জীব মনোধর্ম্মের রাজ্য হইতে উদ্ধার লাভ করে। তখনই চিত্তের একাগ্রতা বা একান্তিনিবেশ লাভ হয়।

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

সর্বদোষাকর ও সর্বগুণাকর

(মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ)

আমি সর্ব্বদোষের আকর। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদাদি দ্বারা আবিষ্ট, অতি দুষ্ট মন আমার পরিচালক। আমি সর্ব্বদা অসদ্বার্ত্তা, ভুক্তিমুক্তি পিপাসায় আকৃষ্ট, প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি, শঠতাদি-দ্বারা পিষ্ট। আমার নিকট অসৎকথা, বিষয়কথা, গ্রাম্য-কথা বড়ই রুচিকর। আমার জীবন অনুক্ষণ অসদ্বিষয়ে রত, অপরকে উদ্বেগদান করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার চেষ্টা আমার মজ্জাগত। নিজসুখের জন্য আমি কোনরূপ পাপকার্য্যকে ভয় ক'রি না। যতটুকু ভয় করি, তাহা কেবল স্বার্থ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাতকর হইবে বলিয়া। সেইজন্য প্রাকৃত নীতির সহিত একটা সাময়িক রফানামা করিয়া লই। আমি অত্যন্ত নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর; দয়ার লেশমাত্রও আমাতে নাই, অত্যন্ত স্বার্থপর আমি প্রকৃত স্বার্থপর হইতে [illegible] নাই। পরের সুখ দেখিলে আমার হৃদয় [illegible] এবং পরের দুঃখ দেখিলে আমার [illegible] হয়। মিথ্যা, কাপট্য, মাৎসর্য্য [illegible] ক্রোধ, মদ, জাড্য, শাঠ্য [illegible] নিত্যসহচর। আমি [illegible]

সাংসারিক কর্দমিত, বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের অন্তস্তলে নিমজ্জিত হইয়া শ্বাসরুদ্ধ হইয়াছি। এরূপ অবস্থাতেও হরিজনের চোখে কেবল 'সুকৃতী' করিয়া রাখিবার বুদ্ধি আমাকে নিজ্জ্বিষ্ঠার স্তূপে অধিকতর পাতিত করিয়া জীব প্রাণটিকেও হরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এরূপ সময়ে সর্ব্বগুণাকর শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম শ্রীগোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে কতভাবে, কত কৌশলে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক উত্তোলন করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন। আমি যেরূপ সর্ব্বদোষাকর, আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম সেইরূপ সর্ব্বগুণাকর। 'সাগর' শব্দের অর্থ সমুদ্র ও শ্রীবিষ্ণু। তাঁহাতে শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত গুণ আছে; অর্থাৎ তিনি সর্ব্বপ্রকার অপ্রাকৃত গুণে গুণী। তিনি কৃপা করিয়া আমার ন্যায় নিগুণ জীবকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ। আমি যখন এরূপ সর্ব্বদোষাকর হইয়াও তাঁহার কৃপাবলে তাঁহার অভীপ্সিত করিবার চেষ্টামুখে ইচ্ছাসেবা করিবার আশা পোষণ করি, তখন প্রতি পদে পদে আমার কত ত্রুটী, কত দোষ, কত স্খলন, কত পতন, কত বিচ্যুতি, কত বিভ্রম, কত প্রান্তি হইয়া থাকে, তাহা অন্তর্যামী একমাত্র তিনিই নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিয়া আমাকে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ে আকর্ষণ করেন। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে কৃপা না করিলে আমার নিস্তারের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমি পাছে তাঁহার এত কৃপাবলে কেবল ত্রুটী ও দোষগুলিরই আবিষ্কার থাকি, এজন্য তিনি আমাকে কৃপাশাসন করিয়া বলেন যে, আমার দিক্ হইতে কেবল দোষ করিয়া যাওয়া ও তাঁহার দিক্ হইতে কেবল ক্ষমা করা, এরূপ চুক্তি করিয়া যেন আমি জীবনপথে না চলি।

তাঁহার কৃপাশাসন কবে আমার সুপ্ত-চেতনকে উদ্বুদ্ধ করিবে? যখনই আমার অন্তরের দিকে তাকাই, তখনই দেখি, তাহা দুর্ব্বাসনাজ্ঞালের [illegible]। পদে পদে আমি কত অপরাধ যে করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি যেরূপ নির্দ্দোষ, আমি ঠিক তাহার বিপরীত। আমার মধ্যে পুঁজ ছাড়া কিছুই নাই। আমার সকল সত্তা 'ভয়' গ্রহিয়াছে [illegible] অনাদিকালের আবর্জ্জনারাশি, [illegible] কীড়নক, [illegible] [illegible] জর্জ্জরিত। এইসকল [illegible] নিরাশ হইয়াছি। [illegible] শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-[illegible] 'শ্রীশ্রীগোপীনাথ'-[illegible] পদ্যাবলীর একটী শ্লোক [illegible] জীব আমার আলোকপাত [illegible] ইহাই আমার ভরসা।

"[illegible] ন [illegible]
[illegible] ন চ [illegible]।
ইতি বিচিন্ত্য হরে যদি পামরে
যদুচিতং যদুনাথ তদাচর॥"

(পদ্যাবলী—৬৬তম শ্লোক)

হে হরে! আপনার তুল্য পরমকরুণাময় আর কেহ নাই, আর আমার অপেক্ষা অত্যন্ত শোচ্য পাত্রও কেহ নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া হে যদুনাথ হরে! আমার মত পামর জনের প্রতি যাহা উচিত হয়, তাহাই আচরণ করুন।

শুদ্ধভক্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

'শুদ্ধভক্তি'-শব্দটি বলিবার বা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিখিল গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বরেণ্য শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর এই শ্লোকটি আমাদের চিত্তপটে উদিত হইয়া থাকে—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

এই শ্লোকটিতে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ—দুইটিই বলা হইয়াছে। আনুকূল্য-ভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। অন্যাভিলাষিতাশূন্যতা এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবরণ হীনতাই ভক্তির তটস্থলক্ষণ।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীরূপশিক্ষাসিদ্ধান্ত বিচার করিয়া শ্রীরূপের প্রচারিত ধর্ম্মকে সুদৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর বাণীর অনুগমন করিতে পারিলে শ্রীরূপানুমোদিত শুদ্ধা ভক্তির সন্ধান আমরা পাইতে পারিব। শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু ভক্তির লক্ষণ বিচার করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই গরুড় পুরাণানুসারে স্বরূপলক্ষণ সেবা ও তটস্থ-লক্ষণরূপে সর্ব্ব-ফলদাতৃত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। সেবা কায়িক, বাচিক ও মানসিক—ত্রিবিধই হইয়া থাকে।

অতিমূর্খ ব্যক্তিও সহজে ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্মযোগে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন। এইটিই ভক্তির বিশেষত্ব। ভক্তিতে কোন বিপদ্ নাই। ভক্ত বিঘ্নের মস্তকে পদার্পণ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন। ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে বিঘ্ন, বিপদ্ বা বাধাকে দূর করাই ভক্তির স্বভাব। বৈধী ভক্তি অপেক্ষা রাগভক্তিতে ভগবৎপ্রাপ্তি সহজে ও শীঘ্র হইয়া থাকে। ইহা-দ্বারাই বুঝা যায়, রাগভক্তি অধিক কৃপাশক্তিপ্রকাশকারিণী এবং ভগবৎপ্রাপ্তির বাধাবিঘ্নকে আরও অল্প-সময়ে বা কালাপেক্ষা না করিয়াই দূর করেন। 'ভক্তিতে বিপদ্ নাই'—এই ভরসা আছে বলিয়াই লোকে কর্ম্মপথ, জ্ঞানপথ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি আশ্রয় করে। শ্রীমদ্ভাগবতে "যানাস্থায়" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবৎসেবা বা ভক্তিকে সহজ ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ীরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। "ধাবন্ নিমীল্য" ইত্যাদি শ্লোকেও বলিয়াছেন যে, 'ভক্তি-পথে চক্ষু বন্ধ করিয়া চলিলেও অর্থাৎ জ্ঞানহীন হইলে এবং অসম পদবিক্ষেপে দ্রুত দৌড়াইয়া দুষ্ট-চালিতের মত উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ অনুষ্ঠানাদি যথাযথ না করিয়াও লোকে বিচ্যুত হয় না। কিন্তু জ্ঞান কর্ম্মে তাহা হয় না।

ভগবৎপ্রাপ্তি-লক্ষণবতী এই ভক্তি তিন-প্রকার—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপ-সিদ্ধা। সাধকের হৃদয়ে দৌরাত্ম্যের আধিপত্য থাকাকালে যখন শুদ্ধা ভক্তি তাঁহার স্বপ্রভাব প্রকট করেন না, তখন এই ত্রিবিধা ভক্তির আকার মাত্র দেখা যায়। তাহাতে ভক্তির তটস্থলক্ষণ দেখা গেলেও স্বরূপলক্ষণ কখনও বিলম্বে, কখনও সুদূরবর্ত্তীকালে প্রকাশ-প্রাপ্ত হয় এবং কখনও বা একেবারেই প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। যেখানে তাদৃক্কালে স্বরূপ-লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সেখানে ভক্ত্যাভাস এবং যেখানে কখনই স্বরূপ-লক্ষণের আবির্ভাব দেখা যায় না, সেখানে ভক্ত্যপরাধ জানিতে হইবে। বস্তুতঃ আমরা শুদ্ধা ও অশুদ্ধা বা বিদ্ধা ভক্তির মধ্যে ইহাই পার্থক্য দেখিতে পাই যে, ভগবৎপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ উপায়স্বরূপা ভগবৎপ্রীণনবৃত্তিময়ী বা কৃষ্ণের অনুকূল-অনুশীলনময়ী ভক্তিই শুদ্ধা ভক্তি। এই লক্ষণটি না থাকিলে সেই ভক্তি-অনুষ্ঠানকে অশুদ্ধা বা বিদ্ধা ভক্তি বলিতে হইবে। এই অশুদ্ধা ভক্তিই ভক্ত্যাভাস বা ভক্ত্যপরাধরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

আরোপসিদ্ধা বলিতে যাহা সাক্ষাদ্ভাবে ভক্তির অঙ্গ না হইলেও ভগবানে অর্পিত হওয়ার ফলে ভক্তিরূপে পরিগণিত হয়। আরোপসিদ্ধা ভক্তিটি প্রায়ই কর্ম্মরূপা। দুষ্কর্ম্ম, স্বাভাবিক দেহাদির ব্যবহারকর্ম্ম এবং বৈদিককর্ম্ম সকলই ভগবানে অর্পিত হইতে পারে। জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষভাবে কর্ম্মের অর্পণ করিয়া থাকে, আর ভক্তিকামিগণ তাদৃশ কর্ম্ম 'আমার এইরূপ দুর্ব্বাসনা-দুঃখ-দর্শনে করুণাময় ভগবান্ কৃপা করুন'—এইভাবে অর্পণ করিয়া থাকেন। এখানে যদি দুষ্কর্ম্মের উদাহরণ নরক বা ইহলোকে যন্ত্রণা জানিয়া ভয়পরবশ হইয়া তাহা কেহ ভগবানে অর্পণ করেন এবং ক্রমে তাহা হইতে ভগবৎপ্রীতি বা সেবাভিলাষ উদিত হয়, তাহা হইলে তাহা ভক্ত্যাভাস এবং যদি পাপের দ্বারা ভগবান্‌কে দিয়া দুষ্কর্ম্ম-প্রবৃত্ত চালাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহা ভক্ত্যপরাধ হইবে। ব্যবহারিক বা বৈদিক কর্ম্মার্পণেও এইরূপ জানিতে হইবে। ভগবানে অর্পণ না করিয়া দেবতাগণের উদ্দেশে অর্পণ হইলেও প্রায়শঃই তাহা ভক্ত্যপরাধে পর্য্যবসিত হয়। যদি সেই সেই দেবতাগণের নিয়ামকরূপে বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া অর্পণ হয়, তাহা হইলে ক্রমে মঙ্গলও হইবে। ভগবানে কর্ম্মার্পণও দুইপ্রকার—ভগবৎপ্রীণনরূপ এবং ভগবানে কর্ম্মত্যাগরূপ। কর্ম্মার্পণের ত্রিবিধ বা কারণ তিনটি—কামনা, নৈষ্কর্ম্ম এবং ভক্তিমাত্র—(১) কোন কিছু কামনা করিয়া ভগবানে কর্ম্মার্পণ, (২) চরমে নৈষ্কর্ম্ম-লাভের জন্য ভগবানে কর্ম্মার্পণ অথবা (৩) ভক্তিমাত্রলাভের আশায় কর্ম্মার্পণ। প্রথম দুইটিতে ভগবৎপ্রীণনটি গৌণ। তৃতীয়স্থলে ভগবৎপ্রীণনই মুখ্য; কারণ তাহাই ভক্তির প্রাণ।

স্বয়ং ভক্তির অঙ্গ না হইলেও যে-সকল বৃত্তি স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির সঙ্গক্রমে ভক্তিরূপে পরিগণিত হয়, তাহাই সঙ্গসিদ্ধভক্তি-নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি কেবল যে মানসবৃত্তিময়ী হইবে, তাহা নহে; ইন্দ্রিয়-বৃত্তিময়ীও হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বা অনুষ্ঠানময়ী সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি তিনপ্রকার—সকামা, কৈবল্যকামা ও ভক্তিমাত্রকামা। সকামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি প্রায়শঃ কর্ম্মমিশ্রাই হইয়া থাকে। কর্ম্ম বলিতে ধর্ম্মই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কৈবল্যকামা—কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা—এই দুইপ্রকারে পরিদৃষ্ট হয়। ভক্তিমাত্রকামা—কর্ম্মমিশ্রা, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা এবং জ্ঞানমিশ্রা—এই তিনপ্রকারেই প্রকাশিতা হয়।

স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিও সকামা, কৈবল্যকামা ও ভক্তিমাত্রকামা-ভেদে তিনপ্রকার। সকামা আবার তামসী ও রাজসী-ভেদে দুইপ্রকার। কৈবল্যকামা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি কেবলমাত্র সাত্ত্বিকীই হইয়া থাকে। ভক্তিমাত্রকামাকে নির্গুণা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। নির্গুণা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি নিষ্কামা, অহৈতুকী, শুদ্ধা, অকিঞ্চনা, কেবলা ইত্যাদি নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

স্বরূপসিদ্ধা বলিতে যাহা স্বতঃই ভক্তি-লক্ষণবতী; যেমন শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি। আরোপসিদ্ধা বা সঙ্গসিদ্ধা ভক্ত্যনুষ্ঠান-গুলি স্বতঃ ভক্তির অঙ্গ না হইলেও ভগবৎ-প্রীতি-উদ্দেশে কৃত হইয়া এবং স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়রূপে পরিগণিত হয়। স্বভাবতঃ ভক্তি না হইলেও অনুকূল কৃষ্ণানু-শীলনরূপ ভক্তির স্বরূপলক্ষণের সকাশ হওয়ায় ঐসকল বৃত্তি বা অনুষ্ঠান ভক্তিরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্বরূপসিদ্ধা হইলেই যে শুদ্ধা ভক্তি হইবে, তাহা নয়। আবার আরোপসিদ্ধা বা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি হইলেই যে অশুদ্ধা হইবে, তাহাও নয়। আরোপসিদ্ধা ভক্তিতে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু দৃষ্টান্তস্বরূপে "যা শ্রীত-[illegible]" এবং "যুবতীনাং যথা যূনি" ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সাধনপরিপক্ব শুদ্ধভক্তের প্রার্থনা।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিমাত্র-কামা সঙ্গসিদ্ধার উদাহরণ-স্বরূপে যেসকল শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও সর্ব্বত্রই ফলস্বরূপে ভগবদ্ভক্তি অর্থাৎ সেবা লাভ হইয়া থাকে, এইরূপ দেখা যায়; সুতরাং সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি যে অশুদ্ধা নহে—এ বিষয়ে আর প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিও ভক্তিমাত্র কামা অর্থাৎ কেবল ভগবৎপ্রীণনেচ্ছামূলা বা অনুকূল

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

কৃষ্ণানুশীলনময়ী না হইলে শুদ্ধা হয় না। ব্রতকাণ্ডাদির অনুষ্ঠান করিয়া কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা অথবা স্বর্গ বা মুক্তি অথবা শান্তি, এমন কি, শরণাগতি-দ্বারা ভগবৎসেবা। না রাখিয়াও যদি আত্মপ্রসাদলাভকামী হয়, তাহা হইলেও সকাম বা কৈবল্যকামী হইয়া গেল, শুদ্ধা ভক্তি হইল না। ভগবৎপ্রীণন বা আনুকূল্য-কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির মূল বা স্বরূপলক্ষণ —ইহা যেখানে দেখা যাইবে, তাহাই শুদ্ধা ভক্তি। ইহার উত্তরলক্ষণ আরও একটি লক্ষণ আছে, তাহা অবশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি করাইয়া থাকে। যদি ভগবৎপ্রাপ্তি বা ভগবৎসাক্ষাৎকার না হয়, তাহা হইলে শুদ্ধা ভক্তি যাজিত হয় নাই, বুঝিতে হইবে।

ভক্তিমার্গাবলম্বিগণ সাধারণতঃ নববিধা ভক্তির মধ্যে একটি, দুইটী, তিনটি বা সব-গুলিকে মুখ্যভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন। স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি অন্য কোন ক্রিয়া, গুণ বা বৃত্তির অপেক্ষা রাখেন না। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির কোন অঙ্গ অজ্ঞতা বা মূঢ়তাবশে অনুষ্ঠিত হইলেও মহাফল-দায়িনী হইয়া থাকে। আপাত অপরাধ-প্রাপ্ত ভক্ত্যাভাসেরও মহাফল শুনা যায়। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির সকল অঙ্গই সাক্ষাদ্ভাবে ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত বলিয়া অজ্ঞতা বা মূঢ়তাবশেও ফলপ্রাপ্তি একটা সহজ। আরোপসিদ্ধা বা সঙ্গসিদ্ধার ক্রিয়া, গুণ, জ্ঞান বা বৃত্তিগুলি সাক্ষাদ্ভাবে ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত নহে। এজন্য ভগবানে অর্পণ বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির সঙ্গ প্রাপ্ত না হইলে, উহাদের দ্বারা ঐরূপ মহাফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া ভগবৎ প্রীণনেচ্ছারহিত হইলে ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ব্যবহারিক লৌকিক কর্মাদি অথবা বৃক্ষরোপণ, দীনজনে অনুকম্পা, শাস্ত্রানুশীলন ইত্যাদির মূলে ভগবৎ-প্রীণন না থাকিলে সাক্ষাদ্ভাবে ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ হয় না। এজন্য ভক্তি-অধিকারিগণের সম্বন্ধ পার্থক্যের কথা প্রসিদ্ধ। আরোপসিদ্ধা বা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠানও অজ্ঞতা বা মূঢ়তাবশেও ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হইলে মহাফল দান করেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু প্রাগুক্ত শ্লোকে ভক্তির স্বরূপলক্ষণের সহিত দুইটি তটস্থ-লক্ষণের কথাও বলিয়াছেন। অন্যাভিলাষ-কামনা বা ভগবৎ-প্রীণনেচ্ছার যেখানে স্বীকার করা হইয়াছে, সেখানে অন্যাভিলাষের নিষেধ ত' ব্যতিরেকভাবে হইয়াই গেল; কিন্তু আরোপসিদ্ধা ভক্তি কর্মমিশ্রা এবং ভক্তি-ভাব-কামনা সঙ্গসিদ্ধাও কর্ম ও জ্ঞানমিশ্রা দেখা যায়। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর সংজ্ঞায় দেখা যায়, শুদ্ধা ভক্তি কর্ম বা জ্ঞানের আবরণশূন্যা। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু যে কর্ম জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, তাহা ফলভোগপর কর্ম এবং মানসিকবৃত্তির পরিচালনরূপ জ্ঞান বা মোক্ষকামনামূলক জ্ঞান নহে। সাক্ষাদ্ভক্তির অঙ্গ নহে—এরূপ যেসকল ক্রিয়া বা মানসবৃত্তি বাহিরে কর্ম বা জ্ঞানের সাদৃশ্যযুক্ত, কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণমূলে প্রবর্তিত, তাহাকেই কর্ম বা জ্ঞানমিশ্র বলিয়াছেন। সাক্ষাদ্ভক্তির অঙ্গের সহিত বাহ্যতঃ এক নহে, এরূপ যে সকল অঙ্গ, তাহাদের মিলন বা মিশ্রণ হইয়াছে বলিয়া 'মিশ্র'-শব্দের প্রয়োগ। মিশ্র বলিতে দুষ্ট বা দোষাপন্ন নয়। অন্য জল যেমন গঙ্গাজলে মিশিয়া গঙ্গাজল হইয়া যায়, তেমনই ভক্তি বা ভগবৎ-প্রীণনেচ্ছার মধ্যে কর্ম বা জ্ঞান মিশ্রিত হইলে তাহাও ভক্তি হইয়া যায়। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু 'মিশ্র' শব্দটি বলেন নাই, তিনি 'আবরণ'-শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। কর্ম বা জ্ঞান ভগবৎপ্রীণনকে যেন আবরণ না করে। কর্মাগ্রহিতা বা জ্ঞানপিপাসা ভগবৎপ্রীতিবাঞ্ছাকে আচ্ছাদিত করিলে সেই কর্ম-জ্ঞান ত' ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইল না, কারণ ভক্তি ত' সেখানে আচ্ছাদিত হওয়ায় অপ্রকাশিতই থাকিলেন, কাজেই তাহা কর্ম বা জ্ঞানমাত্রে পর্যবসিত হইয়া গেল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নৃগমহারাজ এবং অম্বরীষ ও ভরত-মহারাজের কথা বলা যাইতে পারে। নৃগ-মহারাজের কর্মাগ্রহিতা থাকায় তাঁহার দানাদি কর্মের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। অম্বরীষ মহারাজের দানাদি, ভরতমহারাজের যজ্ঞাদি শুদ্ধ ভক্তিরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই কর্ম বা জ্ঞানের মধ্যে স্বার্থাভিসন্ধি অর্থাৎ নিজের প্রাপ্য কিছু নাই। বাহিরে নৃগ মহারাজ ও অম্বরীষ মহারাজের দানের মধ্যে পার্থক্য নাই। বাহিরের আকারের সাম্য থাকায় ভক্তির অন্তর্গত কর্ম জ্ঞানকে কর্ম-নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ভক্তের কায়মনোবাক্যে যে অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহাই ভক্তি, আর তাঁহার মানসবৃত্তিটি শ্রদ্ধা নামে অভিহিত হয়। শ্রদ্ধা ভক্ত্যঙ্গ নহে, কারণ শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান নহে—মনের গুণ মাত্র। শ্রদ্ধানুসারেও শুদ্ধা ভক্তির বিচার হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা শরণাগতি-লক্ষণময়ী। শরণাগতির শুদ্ধতানুসারে ভক্তির শুদ্ধতা-বিচারও হইয়া থাকে। ভক্তের অনুষ্ঠান যাঁহাতে দেখা যায়, তাঁহাকে ভক্ত বলা হয়। শরণাগতি যাঁহাতে দেখা যায়, তাঁহাকেও সৎ বা সাধু বলা হয়। সৎ, সাধু ও ভক্ত একই পর্যায়ের শব্দ। শরণাগতের বিচারে অনন্যশরণাগতিই মূল। অনন্য অর্থাৎ অন্যদেবতা-ভজন না করিয়া হৃদয়ে অন্তরাত্মায় শ্রদ্ধা দ্বারা একমাত্র বিষ্ণুর আশ্রয়গ্রহণকারী দুরাচার হইলেও সাধু বা সৎ। অনন্যশরণ সজ্জন পাপাদি কর্ম করেন না; তবে বর্ণাশ্রমধর্মাদি পুণ্যকর্মে রুচি দেখা যায়। শ্রীভাগবতোক্ত কৃপালু ইত্যাদি ২৬টি গুণসম্পন্ন বৈষ্ণবলক্ষণ ব্যক্তিই সজ্জন। যিনি বেদের আদিষ্ট যোগজনের বিচার পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণে শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহাকে ধর্মাধর্মমিশ্র ভক্তিসাধক বলা হইয়াছে। কর্মীদের শরণাগতি অপেক্ষা ইঁহার শরণাগতির চমৎকারিতা অনেক একটু বেশী দেখা যায়। উত্তম-মধ্যমের অর্থাৎ উত্তমোত্তম শরণাগতের "কৃপালু" ইত্যাদি ২৬টি গুণও আছে অথচ বেদের বিধেয় আদেশরূপ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াই তিনি কৃষ্ণে পরিপূর্ণ শরণাগতি লাভ করিয়াছেন। ভাগবত এবং পঞ্চরাত্র ভক্ত্যঙ্গের কথাই কীর্তন করিয়াছেন। উভয় মতেই ভগবৎপ্রীতি-ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধভক্তি এবং স্বার্থাভিসন্ধি থাকিলে মিশ্র বা অশুদ্ধা ভক্তি হইয়া থাকে। গৌড়ীয়সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রয়োজনতত্ত্বে মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। মুক্তি কথাটি দেখিলেই মিশ্রা ভক্তি মনে করিতে হইবে, তাহা নহে। বৈকুণ্ঠাদিতেও মুক্ত দুই প্রকার—প্রেমসেবোত্তরা, ঐশ্বর্য্যোত্তরা। প্রেমসেবোত্তরা মুক্তি শুদ্ধভক্ত দ্বারাই প্রাপ্য।

শুদ্ধা ভক্তির মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য আছে। ভক্তিযাজনকারী নিজের স্বরূপ, ভক্তির স্বরূপ এবং ভজনীয় বস্তুর স্বরূপ ভক্তিদাতা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপানুসারে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কেবল শ্রবণ-কীর্তনাদি, স্মরণ, সংখ্যানাম লইয়া থাকিলেই শুদ্ধা ভক্তি হইবে অথবা উহাতে হইবে না,—এরূপ কোন কথা নয়। মূল কথা আনুকূল্য কৃষ্ণানুশীলন হইতেছে কি না; অবশ্য একথা ঠিক যে, আনুকূল্য অনুশীলন কিরূপে হয়—এবম্বিধ ভূমিকাবস্থিত বদ্ধজীব আমরা কিরূপে বুঝিব? এখানে উপায়—সাধু ও শাস্ত্রবাক্য। যদি সাধু ও শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা আমাদের পথ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব না হয় অর্থাৎ সাধুর ও শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে, মহাজনপাদপদ্মের অনুসরণ এবং নিজের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ তাঁহার আনন্দবিধান করিতেছে কি না, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের শ্রীগুরুবর্গ শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপক অর্থাৎ ভগবন্মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক। কাজেই তাঁহাদের অনুকূল হইলেই ভগবদনুকূল হইতে পারা যায়। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবাবৃত্তি লইয়া মহাজনপাদপদ্মের অনুকূল অনুসরণ করিবার জন্য যত্ন, চেষ্টা ও আন্তরিকতা হইলেই শুদ্ধা ভক্তির সন্ধান আমরা পাইতে পারিব।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:(:০:):——

একমাত্র আশ্রয় শ্রীগুরুদেব। যিনি সর্বতোভাবে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। ভগবানের সেবাগুলি সকল ভগবানের সাহচর্য্য সংশ্লিষ্ট হয়। সুতরাং ভগবানের আশ্রয়জাতীয় সেবকগণকে পৃথক্ বুঝিতে সেবার বিচার আমাদের না হউক। বিষয়জাতীয় ভগবান কৃষ্ণ। আশ্রয়জাতীয় তাঁহার অখিল সেবকগণ—কান্তাগণ, পিতা-মাতা, বন্ধুগণ, দাস ও নিরপেক্ষগণের পাঁচ-প্রকার।

শ্রীগুরুদেবে বহির্জ্জগতে পাঁচপ্রকার বিচার পাওয়া যায়। যাঁহারা মধুর রসে ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আশ্রয়-বার্ষভানবী বলিয়াই জানেন। যাঁহারা বাৎসল্যরসের প্রার্থী, তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নন্দযশোদাদির প্রকাশান্তর বলিয়াই জানেন; যাঁহারা সখ্যরসের প্রার্থী, তাঁহারা তাঁহাকে শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি কৃষ্ণসখা ও তাঁহাদের প্রভু বলরামের প্রকাশ বলিয়াই জানেন; যাঁহারা দাস্যরসের সেবক, তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে রক্তক, পত্রক, চিত্রক প্রভৃতি ভৃত্য-বর্গের প্রকাশান্তর বলিয়াই জানেন। আর যাঁহারা শান্তরসের সেবক, তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যমুনা-তীর, গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতির প্রকাশবিশেষ বলিয়াই জানেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়জাতীয় প্রকাশ। কেহ মনে না করেন, তিনি মূল আশ্রয়বিগ্রহ বা বিষয়বিগ্রহ।

ভগবান্‌ই একমাত্র বন্ধু, একমাত্র পতি, একমাত্র পুত্র। চেতনময় জগতে ও দর্শনে সবই তিনি। সেখানে অপর বিরোধিনী শক্তির বিক্রম নাই। চেতন জগতে আমাদের সকলের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ; সেখানে আংশিক শান্তি বা অশান্তির কথা নাই। তাঁহাকে না পাওয়ার দরুণ নানাকামনা, আবার তৎসঙ্গে নানাবিধ শোক, মোহ, ভয় উপস্থিত হয়; তিনিই আমাদের একমাত্র প্রভু,—ইহা বিস্মৃত হওয়ার দরুণই নানা অসুবিধা হইতেছে। এখানে পতি-পত্নী-সম্বন্ধ, পিতা-পুত্র সম্বন্ধ, বান্ধব-সম্বন্ধ, দাস-প্রভু সম্বন্ধ ও নিরপেক্ষ সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে আমাদের স্বরূপ-জ্ঞানের উদ্বোধনে মধ্য অন্তরায়। নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনিই এ আমাদের একমাত্র নিত্যপতি, তাহা উপলব্ধ বিষয় হয়। পতিপত্নী সম্বন্ধ একমাত্র নিত্য অধোক্ষজের সঙ্গে থাকিলেই শোক, ভয় ও মোহ হয় না—অন্যের সঙ্গে নয়। একের ছাড়া অন্যের বন্ধ পুত্র কত অশান্তি, শোক, ভয় ও মোহ। একের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলে সম্বন্ধান্তর পর্যাপ্ত সকল অসুবিধা; নিত্য একের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলে এ অসুবিধা হয় না।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমদেয় বার্ষিক মূল্যই শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সর্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। বিনামূল্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পুরাণ গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। [illegible] পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্বিগ্রহের ন্যায় পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ করায় অপরাধের সম্ভাবনা, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ অনন্তগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-[illegible], শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর কম হয়

বিবিধ সংবাদ

নূতন মার্কিণ বৈদেশিক দপ্তর

বিদেশে মার্কিণরা কোন স্থান দখল করিলে অসামরিক ব্যাপারে যে সকল প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা নিষ্পত্তির জন্য ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি নূতন বৈদেশিক দপ্তর খোলা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও মিঃ কর্ডেলহালের মধ্যে আলোচনার পর এই নূতন দপ্তর খোলা হয়।

মার্কিণ বাহিনীর সৈন্যক্ষয়

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, গত বৎসরের যুদ্ধ সময় মার্কিণ বাহিনীর ৫৮,৩০৭ জন সৈন্য হত, আহত, নিখোঁজ ও বন্দী হইয়াছে। ঐ সৈন্যের মোট হতাহতের সংখ্যা ৩৫,৮৭৭ জন।

ইরাণ ও ইরাকের মধ্যে নূতন রেললাইন

ইরাক ও ইরাণকে সংযুক্ত করিয়া এক নূতন রেলওয়ে লাইন খোলা হইয়াছে। এই লাইন হওয়ায় রুশিয়ার জন্য সরবরাহ প্রেরণের খুব সুবিধা হইবে।

ভাইকাউন্ট এষ্টরের বদান্যতা

ভাইকাউন্ট এষ্টর টেমস্ নদীর তীরবর্ত্তী সম্পত্তি "ক্লিভডেন" নামক তাঁহার বিখ্যাত বাসভবন ন্যাশনাল ট্রাষ্টকে দান করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন, কানাডা এবং অন্যান্য ডোমিনিয়নের জনসাধারণের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যবহারের জন্য এই সম্পত্তি দান করা হইয়াছে। এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইহার সহিত প্রচুর অর্থ এবং অমূল্য চিত্রাবলী ও চিত্রসম্ভারও দান করা হইয়াছে। এই দানকে একটি জাতীয় ট্রাষ্টে পরিণত করা হইয়াছে; তবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ভাইকাউন্ট এষ্টর এবং তাঁহার পরিবারবর্গ যত দূর এই স্থানে বাস করিতে পারিবেন। এই সম্পত্তিতে ভাইকাউন্ট এষ্টর আর কোন আইনগত স্বার্থ রাখিতেছেন না। মিউনিক চুক্তির পূর্ব্বে বিখ্যাত রাজনীতিবিশারদগণ যখন এই স্থানে একত্রিত হইতেন, তখন "ক্লিভডেন সেটের" আড্ডা হিসাবে ইহা আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

দিল্লীর দুইখানি দৈনিক পত্রিকা

সংবাদ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে উহা পরীক্ষা করাইয়া লইবার জন্য যে আদেশ জারী করা হইয়াছিল, দিল্লীর চীফ কমিশনার সেই আদেশ প্রত্যাহার করায় "হিন্দুস্থান টাইমস্" ও "হিন্দুস্থান" নামক দিল্লীর দুইখানা দৈনিকপত্র ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে পুনরায় প্রকাশিত হইবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, উর্দ্দু দৈনিক পত্রিকা "তেজ"ও শীঘ্রই পুনঃ প্রকাশিত হইবে।

ডাঃ ডাবলিউ এ জেনকিন্স

মিঃ কে এম বটমলী ছুটি লওয়ায় তাঁহার অনুপস্থিতকালে বাঙ্গলা সরকারের রাজস্ব বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী ও সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে স্পেশাল অফিসার ডাঃ ডবলিউ এ জেনকিন্স তাঁহার নিজ কার্য্য ছাড়া শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের কাজ করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা দান

আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবের বক্তৃতায় ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়কে এক লক্ষ টাকা দান করিলেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সময় যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] শ্রেষ্ঠ ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে [illegible] সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিরত্নভ্রাতৃগণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত আর্ত্ত পীড়িতের মুহূর্ত্ত শান্তিদানের [illegible] একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর-সংযুক্ত কামলা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনরোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি[illegible]-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ২৫ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১লা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৭ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার { ১২৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ কেশব, তুলাদি কামদাএকাদশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'কৃপা-বিবর্ত্ত'

——::(०)::——

শুদ্ধভক্তির লক্ষণই এই যে, একমাত্র অভীষ্টের সেবাসুখ ব্যতীত সেবক নিজের সুখের জন্য কিছুই গ্রহণ করেন না; এমন কি, সেব্য উপযাচক হইয়া কোন বস্তু প্রদান করিতে আসিলেও শুদ্ধ সেবক একমাত্র সেবা ব্যতীত স্ব-ভোগার্থ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না। একথা শ্রীভগবান্ স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছিলেন,—"আমার ভক্তগণকে সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (চতুর্ভুজাদি রূপ), সামীপ্য (নৈকট্য) ও একত্ব (সাযুজ্য) আমি প্রদান করিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার নিত্য সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না। যখন ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং উপযাচক হইয়া শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছিলেন,—"আপনা হইতে যে ব্যক্তি কিংবাদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে, সে বণিক্। আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত এবং আপনি আমার নিরুপাধিক স্বামী; অতএব রাজা ও ভৃত্যের ন্যায় আমাদের অন্যপ্রকার প্রয়োজন নাই। হে বরর্ষভ! আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বরই দান করেন, তবে আমি আপনার নিকট হৃদয়ে কামবাসনার অনুৎপত্তিই প্রার্থনা করি।"

আবার শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলেন,—"শ্রীভক্ত-বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্ম হইতে পৃথক্ ক'রয়া রাখিয়া বা তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণাগত না হইয়া আমি তাঁহাদের কিছু গ্রহণ করিব না, প্রাকৃত নিরপেক্ষতামাত্র প্রদর্শন করিব,'— এরূপ বুদ্ধি বা বিচারও অভক্তি। সেব্যের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মবিক্রয় করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া তাঁহার সেবা করাই শুদ্ধসেবকের স্বভাব। সর্ব্বদা শরণাগতিময় জীবনযাপনই শুদ্ধভক্তির স্বরূপ। যাঁহারা শরণাগত, তাঁহারা কখনও কোন বঞ্চনায় পতিত হন না বা গুরুবৈষ্ণবের স্নেহ-কৃপার প্রতি উপেক্ষা করিবার দুর্ভাগ্যের আবাহন করেন না। শরণাগতের অকপট শরণাগতিময় জীবনে যে "দদাতি প্রতি-গৃহ্ণাতি" অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবকে কোন বস্তু প্রদান বা তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ, তাহাতে আত্মভোগমূলক কোন উদ্দেশ্য নাই। তাঁহার দান বা গ্রহণ—উভয়ই সেবানুকূল্যে—ভক্তির পরিপোষক। সেবকের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, সেব্যের সকল আচরণেই তাঁহার সেব্যের পাদপদ্মে ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা বাড়াইয়া থাকে। সেব্যের কোন আচরণদ্বারা সেবক কখনও বঞ্চিত হন না বা শুদ্ধভক্তি ছাড়া অন্য কিছু আশ্রয় করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সকল পার্ষদই নিজ নিজ জীবনে এই আদর্শ দেখাইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সাতপ্রহরিয়া-ভাবের সময় দরিদ্রলীলাভিনয়কারী শ্রীল শ্রীধর ঠাকুরকে দারিদ্র্য-অপনোদন, পৃথিবীর অধীশ্বরপদ-লাভ ইত্যাদি ঐহিক সুখ-সুবিধার জন্য বরপ্রার্থনা করিতে বলিলেও তিনি কৃপয়াও ঐসব কামনা করেন নাই। আবার সন্ন্যাসে খঞ্জকুষ্ঠ-রোগীর লীলাভিনয়কারী শ্রীবাসুদেব বিপ্রকে তিনি রোগনির্ম্মুক্ত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া দিলেও ঐ বিপ্র কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ঐসমস্ত কামনা করেন নাই। এইরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ঐকান্তিক বহু ভক্তকে ঐশ্বর্য্যাদি প্রদান করিলেও তাঁহারা কখনও ঐ সমস্ত বস্তুর প্রার্থী হন নাই কিংবা ঐসমস্ত বস্তু গ্রহণ করিয়া বঞ্চিতও হন নাই অথবা 'শ্রীমন্মহাপ্রভু কেন তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া ঐশ্বর্য্যাদি ভক্তি ইতর বস্তু দিতেছেন' —ইহা চিন্তা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি অন্তরে বা বাহিরে অসন্তোষ বা রুষ্টতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা নিজেকে শুদ্ধভক্তিলাভের অযোগ্য জানিয়াও মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে ভক্তি-ইতর বস্তু প্রদান করায় তাঁহার প্রতি ভক্তিনিষ্ঠার আতিশয্যও দেখাইতে যান নাই বরং শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐসকল বস্তু প্রদান করিলে তাহাতে বঞ্চিত না হইয়া নিজের সেবাপ্রবৃত্তির অভাবের জন্যই আত্মধিক্কার, আত্মদৈন্য-প্রকাশলীলা করিয়া তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে নিশ্চলা ভক্তিসহকারে অধিকতর শ্রীঅনুরক্ত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক নিজ আচরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে এইরূপই নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কোন সময় তিনি রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ঐ সংবাদ জানাইয়া শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কের প্রাণরক্ষা করিবার নিবেদন জানাইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহ্যে তৎপ্রতি নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিলেও বাস্তবিক তাঁহারই কৃপাপ্রভাবেই শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন এবং শুধু তাহাই নহে, তাঁহার বেতন দুই গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তিনি রাজাকর্ত্তৃক বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাতেই তাঁহার বিপদ্ হইতে উদ্ধার ও এত সম্পদ্‌লাভ হইয়াছে—ইহা গোপীনাথ পট্টনায়ক অনুভব করিয়াছিলেন; মুক্ত হইয়া আসার পর অন্যান্য লোক তাঁহার এই সৌভাগ্য-প্রাপ্তিতে চমৎকৃত হইলেও তিনি কিন্তু বিনয়-নম্রভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন—

"চালের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈলুঁ।
চরণ স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইলুঁ॥
লোকে চমৎকার মোর এসব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাঞা॥
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই মুখ্যফল।
'ফলাভাস' এই—যাতে বিষয় চঞ্চল॥
রামরায়ে, বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়।
সেই কৃপা আমাতে নাহি, যাতে ঐছে হয়॥
শুদ্ধ কৃপা কর, গোসাঞি, ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু, মোতে বিষয় না হয়॥"

গোপীনাথ বলিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরামানন্দ রায় ও বাণীনাথকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিষয় করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রতি যে অকপট কৃপা করিয়াছেন, সেইরূপ অকপট কৃপা তিনি বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি সেইরূপ শুদ্ধকৃপাই যাচ্ঞা করেন। শ্রীল কাশীমিশ্রও এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

"ব্যবহার লাগি' তোমা ভজে,
সেই জ্ঞান-অন্ধ।
তোমার ভজনবলে তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি' তোমা ভজে, সেই মূর্খ জন॥
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়বাঞ্ছা তাঁ'র ইচ্ছা নয়॥

শুদ্ধ কৃষ্ণজ্ঞান হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

তাঁ'র দুঃখ দেখি' তাঁ'র সেবকাভিমান।
তোমারে জানাইল, যাতে 'অনপসর' ॥
সেই শুভক্ষণ, যে তোমা
ভজে তোমা লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে নহে ভোগ ত্যাগী ॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁ'রে তোমার চরণ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর নীজ 'অনপসর' সেবক শ্রীগোপীনাথকে বিষয় প্রদান লীলায় তৎপ্রতি যথার্থ কৃপা না হইলেও তাহা শ্রীগোপীনাথের প্রতি বঞ্চনা নহে, পরন্তু সেবকের সেবানিষ্ঠা ও নীজ ভক্তবৎসলতারূপ অমন্দোদয় দয়ার নিদর্শন জগৎকে দেখাইবার জন্যই তিনি ঐরূপ লীলা করিয়াছিলেন।

অপর ব্যক্তি তাঁহার সেই লীলাকে গোপীনাথের প্রতি বঞ্চনালীলা বিচার করিলে উভয়েরই চরণে অপরাধী হইবে। কারণ, শ্রীগোপীনাথ কখনও তাহাতে বঞ্চিত হন নাই, শ্রীমহাপ্রভুও গোপীনাথকে বঞ্চনা করিবার জন্য ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন নাই। শ্রীমহাপ্রভু পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়সেবকগণকে যে ঐশ্বর্য্যাদির বর দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও সেবকগণকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে নহে। কারণ তিনি নিশ্চয়ই জানেন, তাঁহারা কখনও ঐসব ঐশ্বর্য্যের প্রার্থী নহেন। তজ্জন্য শ্রীমহাপ্রভুর ঐরূপ বরপ্রদানের ইচ্ছা তাঁহার সেবকদিগের মহিমা-প্রকাশার্থ। এতদ্রূপ বিষয়-বর্দ্ধনের সঙ্গে প্রভুর অমন্দোদয়-দয়ার 'কৃপা-বিবর্ত্ত'। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কের উদ্ধার লীলাবর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"বাহের ছলে প্রভুর 'কৃপা-বিবর্ত্ত' করিল।
ভক্তবাৎসল্যগুণ যা'তে ব্যক্ত হইল ॥"

কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা

(শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, জীবসকল সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। পিতার সেবা করা, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আনুগত্য বা সন্তোষ বিধান করা যেমন সৎপুত্রের একান্ত কর্ত্তব্য, সেইপ্রকার পরমপিতা শ্রীকৃষ্ণের ভজনই জীবাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। একমাত্র কৃষ্ণই জগৎপিতা, তাঁহার ভজনই যে প্রত্যেক জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা নিখিল সাত্বত-শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"'জগতের পিতা কৃষ্ণ' সর্ব্ববেদে কয়।
পিতারে যে ভক্তি করে, সে সুপুত্র হয় ॥
সবার জীবন কৃষ্ণ, জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব্ব ব্যর্থ তা'র।
এতেকে তজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি'।
মনে চিন্ত 'কৃষ্ণ', বাপ, মুখে বল 'হরি'
জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥"

শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তগণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনেরই উপদেশ অধ্যাপকলীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দিয়াছিলেন,—

"তোমার কটাক্ষ ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।
মুখে 'কৃষ্ণ' বল, 'কৃষ্ণ' শুনহ শ্রবণে ॥
কৃষ্ণ ভজিলে সে, বাপ! সব সত্য হয়।
কৃষ্ণ না ভজিলে, রূপ-বিদ্যা কিছু নয় ॥
কৃষ্ণ সে জগৎপিতা, কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি' ভজ বাপ! কৃষ্ণের চরণ ॥"

গৌরনিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার প্রত্যেক ভজন-গীতিতে শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়াছেন,—

"সেই জীব প্রেমধর্ম্মী, কৃষ্ণগতপ্রাণ।
সদা কৃষ্ণাকৃষ্ট, তাঁ'র কথা করে পান ॥"
"কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ সখা, পতি।"
"সুখ যদি সদা চাও, হরিগুণ সদা গাও,
হরিনাম জপহ সদাই।
কুতর্ক ছাড়িয়া মন, কর কৃষ্ণ আরাধন,
বিনোদের আশ্রয় তাহাই ॥"
"(ভজ) মজরে রাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দ"
"যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই।"
"এখনও ভক্তিবলে কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুজলে
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন।"

পৃথিবীর সকলেই সুখ পাইবার জন্য নানাপ্রকার যে-সকল উপায় অবলম্বন বা আবিষ্কার করেন, তাঁহারা তাহাতে সুখ-শান্তিলাভের পরিবর্ত্তে দুঃখ ও অশান্তিই লাভ করিয়া থাকেন। এ জগতে সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। আমরা না চাহিলেও সুখ দুঃখ আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পরম সুশীতল, সেই সুশীতল ছায়ার আশ্রয় লইতে পারিলে জীবের নিত্য পরা শান্তি লাভ হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গান করিয়াছেন,—

"তুয়া নাম যাহে তুয়া নাম গাওত,
গোঙায়ই দিবানিশি, আশ।
তুয়া পদছায়া পরম সুশীতল,
মাগে ভকতিবিনোদ দাস ॥"

শ্রীকৃষ্ণভজনই জীবস্বরূপের নিত্যধর্ম্ম। কৃষ্ণভজন করিলে জীব পরা শান্তি লাভ করিতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণভজনই যে জীবের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, তাহা জানাইবার জন্য প্রেমবিহ্বলচিত্তে কৃষ্ণানুসন্ধানের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"স্থির হইয়াও প্রভু স্থির না'হি হয়।
'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!'
বলিয়া কান্দয় ॥
'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!'
বলি প্রভু বলে।
আর কেহ কথা নাই পায় জিজ্ঞাসিলে ॥
যে বৈষ্ণবে ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে।
তাঁহারেই জিজ্ঞাসেন,—'কৃষ্ণ
কোন্ খানে?'
নিরবধি শ্লোক পড়ি' করয়ে রোদন।
'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!'
বলে অনুক্ষণ ॥
ধরিয়া সবার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর।
'কোথা কৃষ্ণ? —ভাই সব, বলহ সত্বর ॥'
গদাধরে দেখি' প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
'কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা?'"

যাঁহারা সর্ব্বক্ষণই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ভজন করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতীত যাঁহারা একমুহূর্ত্তও বৃথা সময় অতিবাহিত করেন না, সেই কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁহারা কৃষ্ণবিমুখ জীবকে কৃষ্ণের সন্ধান দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সেই কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা কার্ষ্ণগণের আশ্রয় লইতে হয়। নতুবা সমস্ত ভজন-চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। শাস্ত্র ও মহাজনগণও সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমে বৈষ্ণবগুরুর শ্রীচরণে আশ্রয় লইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ বলিতে শিষ্যের প্রাণ অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যাদি যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ বুঝায়। সমর্পিতাত্মা শিষ্যের হৃদয়ে স্বতন্ত্রতার লেশমাত্রও স্থান পায় না। তিনি সর্ব্বক্ষণ প্রভুর সুখবিধানের জন্য উদ্গ্রীব থাকেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ সজাগ থাকেন বলিয়া মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ না করিলে কখনও কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করা যায় না। তাই জগজ্জীবের মঙ্গল চিন্তা করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি নীজ গুরু শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুরূপে বরণ করিবার লীলাভিনয় করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন —

"সংসার সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে ॥
'কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস পান।
আমারে করাও তুমি' —এই চাহি দান ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রীতির সহিত তাঁহার সেবা করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার প্রিয়তম শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজনমুদ্রা তাঁহার আনুগত্য অনুগতজনকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' গ্রন্থে পাই,—

"শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই, এসব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী অনুচরি' ॥
অহঙ্কার, অভিমান অসৎসঙ্গ, অসৎজ্ঞান,
ছাড়ি' ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ-গেহ-পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব ॥"
"শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধানমতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥"

ভগবদ্ভক্তগণ অত্যন্ত কৃপালু। জগজ্জীবকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ব্যগ্র। ভক্তগণ করুণাময় ভগবানের কৃপামূর্ত্তিস্বরূপ। তাঁহারা কৃপার পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সকলকেই কৃপা করিয়া থাকেন। অকপট শ্রদ্ধালু যাঁহারা, তাঁহারা অবশ্যই সাধুগণের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হন। কেবল কপট, অপরাধগ্রস্ত, অশ্রদ্ধালু জনকে সাধু কখনও তাঁহার প্রিয়তম প্রভুর ভজন-মুদ্রা জানান না। পরম মঙ্গল লাভ করিতে হইলে সাধুগণের অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টিই একমাত্র সম্বল। যাঁহার অন্তরে ও বাহিরে সরলব্যবহার, যিনি শ্রীহরিপাদপদ্ম-লাভের জন্য অকপট উৎকণ্ঠাবিশিষ্ট, যিনি সংকীর্ত্তনের সহিত শ্রীগুরু বৈষ্ণব-ভগবানেরই শ্রীতিবিধানে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত, তিনিই সরল। যিনি সরল, তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপা পাইবেনই ॥ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু 'প্রেম-বিবর্ত্ত'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিবা সকলে।"

জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্যবস্তু পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে হইলে বৈষ্ণবসেবা পরম প্রয়োজন। বৈষ্ণবঠাকুরই কৃষ্ণধনে ধনী; একমাত্র তিনিই কৃষ্ণ দিবার মালিক। বৈষ্ণবসেবার পরম-প্রয়োজনীয়তার কথা পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

* * "এখন একমাত্র উপায় হইতেছে —বৈষ্ণব, যাঁহার সহিত শ্রীনাম বিলাস করেন, যিনি নামকে ছাড়িয়া থাকেন না, সেই বৈষ্ণবের শরণ লইয়া তাঁহার সেবা করা। নিরপরাধ সাধুর সেবা করিলে, নামের সুখ হয়, আবার সেই নিরপরাধ সাধুর নিকট সেবা করেন, তাঁহার সেবা করিলে আরও বেশী সুখ হয়। সেই সাধু শ্রীনামের সহিত কিভাবে বিলাস করিতেছেন, কি করিয়া নামকে সুখ দিতেছেন, প্রত্যেক পদক্ষেপে কি করিয়া সেবা করিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা দরকার। সেই সাধুর নিকট নিজের সমস্ত কথা অকপটে জানাইতে হইবে। কোথায় নিজের অসুবিধা, তাহা তাঁহাকে বলিতে হইবে, আবার কি করিলে সেই অসুবিধা যায়, তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইতে হইবে। রোগী নিজের চিকিৎসা নিজে করিতে গেলে সুফল হয় না। কাজেই চিকিৎসককে রোগের লক্ষণ সব বলিতে হইবে। তিনি যে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন, তাহা যথাযথ গ্রহণ করিতে হইবে। নিজের অবস্থার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। ঔষধ-পথ্য-সেবনের ফলাফল কি হয়, তাহা তাঁহাকে জানাইয়া আবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে সাধুসঙ্গ ও শ্রবণ-কীর্ত্তন যদি হয়,

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

তাহা হইলে সাধু আমাকে কৃপা করিবেন, বঞ্চনা করিবেন না। তখন তাঁহার কৃপায় মায়ার অভিসার বিদূরিত হইবেন। ইহা ব্যতীত আর কোনও পথ নাই।"

"কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।
ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥
এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥
আমার ভক্তের পূজা—আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ়॥"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

যাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবসেবায় অমনোযোগী—এই সংসারে তাঁহারা বাস্তবিকই দুর্ভাগা। শুদ্ধবৈষ্ণবসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করিয়াছেন—এইরূপ আদর্শ কোনও শাস্ত্রশাস্ত্রে ও মহাজন কীর্ত্তন করেন নাই। তাই কলিহত কৃষ্ণবিস্মৃত জীবসকল যাহাতে অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হইয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সকলকে কৃষ্ণভক্ত-ভজনে উপদেশ দিয়েছেন,—

"কৃষ্ণ ভজিবার যাঁ'র আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের সকল প্রিয়দাস॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥
সাক্ষি বহে, ধূতি বহে, লজ্জা নাহি করে।
সন্তোষে বৈষ্ণবগণ হাত আনি' ধরে॥"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীকৃষ্ণভজন লাভ করিতে হইলে বৈষ্ণব-সেবার পরম প্রয়োজনীয়তা আছে; বৈষ্ণব-সেবায় ভগবান্ পরম পরিতুষ্ট হন; বৈষ্ণব-কৃপায় কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়। সেজন্য জগজ্জীবকে বৈষ্ণবসেবা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও দাস্যাভিমানে আপন ভক্তের সেবা আপনি করিয়াছেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"তোমরা সে পার কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসেরে সবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি' কারো পায়ে ধরে সেই ঠাঁঞি॥
নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারো ক'রয়া যতনে।
ধুতিবস্ত্র তুলি' কারো দেন ত' আপনে॥
কুশ-গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি' কোন দিন চলে কারো ঘরে॥"

সাধুর আশ্রিত জন সংশোভন হইয়াও নিজেকে সর্ব্বতোভাবে দীন হীন-কাঙ্গাল, অযোগ্য জ্ঞান করেন। তাঁহারা সাধুর অহৈতুকী কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া—তাঁহার অহৈতুকী কৃপাবৃষ্টিকে ভক্তিপথের একমাত্র পাথেয়—সম্বল করিয়া, সাধুকে মঙ্গলময় জানিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আপনজ্ঞানে তৎপাদপদ্মে নিজ সর্ব্বস্বকে সম্পূর্ণ বলি দিয়া সর্ব্বক্ষণ অর্পণা হইয়া শ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবভগবানের সেবায় রত থাকেন। সাধুর জীবনসর্ব্বস্ব যিনি, যাঁহাকে লইয়া সাধু সর্ব্বক্ষণ থাকেন, যিনি সাধুর হৃদয়-মন্দিরে নিজের বাসস্থান রচনা করিয়াছেন, সেই শ্রীহরির পাদপদ্মসেবালাভ কিরূপে হইবে, তজ্জন্য সাধুর সর্ব্বোত্তমতা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপাদনপরা কথাবলী সাধক সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সাধু-গুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগত সেবক গুরু-বৈষ্ণবের মঙ্গলময়ী বাণীকে কণ্ঠহার করিয়া রাখেন। তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ ভক্তিসিদ্ধান্ত স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে।

প্রকৃত ধনী কে? যাহাদের যাঁ'র প্রেম আছে, তিনিই প্রকৃত ধনী; নতুবা জীবনধারণ করা বৃথা।

সর্ব্বতোভাবে দীন-হীন-কাঙ্গাল আমা-দিগকে কৃষ্ণপাদপদ্ম ধন লাভ করিয়া ধনী হইতে হইলে ধনের মহাজন বা মালিক বৈষ্ণব-ঠাকুরের নিকট অবশ্যই গমন করিতে হইবে—সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অহৈতুকী কৃপার ভিখারী হইতে হইবে, বিক্রীত পশুর ন্যায় জীবনকে তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে হইবে। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদানের মধ্যে প্রাণদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। সাধুর শ্রীপাদপদ্মে যদি প্রাণ দান না করিয়া থাকি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সাধুর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রকৃত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে সন্দেহ করিয়াছি—তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়াছি, তিনি আমাকে রক্ষা করিতে পারেন না, তিনি আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মধনরূপ অমূল্য সম্পদ্ দান করিতে পারিবেন না, এই কল্পনা করিয়াছি। সাধুর চরণে প্রকৃত শ্রদ্ধা না থাকিলে, সাধুর চরণে কিছুমাত্র সংশয় থাকিয়া গেলে, তাঁহাকে পরমবন্ধু—সর্ব্বাপেক্ষা আপনজ্ঞান করা যায় না। সুতরাং সাধুও তাদৃশ অশ্রদ্ধালু জনকে তাঁহার শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন-কথা জানান না। সেইজন্য ভক্তিবাক্যে চক্ষু দিয়া অতেন্দ্রিয়দ্বারা মাপিয়া লইবার দুর্দ্দ্বিরূপ আধ্যক্ষিকতা ও দাম্ভিকতা সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবচরণে শরণ লইতে হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার ভজন-গীতির মধ্যে শ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবমহিমা ও শরণাগতির কথা এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"শরণাগত, কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হ'তে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥"

"তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার,
আমারে করুন দয়া।
তবে মোর গতি হ'বে তব প্রতি,
পাব তব পদছায়া॥"

"বৈষ্ণবকৃপায় কৃষ্ণ লাভ হয়, তাই॥"

"কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'
ধাই তব পাছে পাছে॥"

"বৈষ্ণবের কৃপাবলে সন্দেহ যাইবে চ'লে
পুনঃ স্ফূর্ত্তি হইবে তোমার॥
পা'বে বৃন্দাবন-ধাম, সেবিবে শ্রীরাধাশ্যাম
পুলকাশ্রুময় কলেবর॥"

"বৈষ্ণব দেখিয়া পড়ব চরণে
হৃদয়ের বন্ধু জানি'।

বৈষ্ণব ঠাকুর প্রভুর কীর্ত্তন
দেখাইবে দাস মানি'॥"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় "প্রার্থনা" ও "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা"-গ্রন্থদ্বয়ে "ঠাকুর বৈষ্ণবপদ", "এইবার করুণা কর", "শ্রীগুরু-চরণপদ্ম" প্রভৃতি বহু গীতির মধ্যে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবমহিমা প্রচুরভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভক্তপূজায় অনাদর প্রদর্শন করিয়া কখনই ভগবৎসেবা লাভ করা যায় না। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের পূজা অবহেলা করিয়া ভগবদারাধনায় ব্যস্ত হন, শাস্ত্র "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে", অর্চ্চায়াং তু গোবিন্দম্" প্রভৃতি শ্লোকে তাঁহাদিগকে 'প্রাকৃতভক্ত', 'ভক্তাভাস', 'দাম্ভিক' প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

বেদেও ভগবদ্ভক্তপূজায় মাহাত্ম্য অধিক-রূপে দৃষ্ট হয়,—যথা—"তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ ভূতিকামঃ"। শ্রীল বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত গোবিন্দভাষ্যে এই মন্ত্রার্থ-ব্যাখ্যা—"আত্মজ্ঞং ভগবদ্ভক্তং ভক্তাভিন্নত্বাৎ" ইত্যাদি; অর্থাৎ আত্যন্তিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের সেবা করিবেন। "তানুপাস্য তানর্চ্চয়স্ব তেভ্যঃ শৃণু হি তে ত্বামবন্তু" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের উপাসনা কর, তাঁহাদিগের সেবা কর, তাঁহাদিগের নিকট শ্রবণ কর, তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন। "তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।", "তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা" ইত্যাদি স্মৃতি ও পুরাণ-মাহাত্ম্যাদির বহু শাস্ত্রবাক্য দৃষ্ট হয়। সর্ব্বাগ্রে ভগবদ্ভক্তগণের শ্রীচরণ-বন্দনা করিলে যাবতীয় ভক্তিবিঘ্ন বিনাশ হয় এবং সর্ব্বসুখমঙ্গলের উদয় হয়। তাই শাস্ত্র ও মহাজনগণ সর্ব্বাগ্রে ভগবদ্ভক্তগণের শ্রীচরণ বন্দনা করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"আছে গীতে চৈতন্য প্রভু-গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ-প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে॥
তবে বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার, নাম বিশ্বম্ভর॥
আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে, ভাগবতে কৈলা দঢ়॥
এতেকে করিলুঁ আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ॥

নিশ্চিতঃ সিদ্ধি বা নেতি
সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥

অর্থাৎ ভগবৎসেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয়, কি না হয়—এরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধি বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণসেবা করিয়া অনেকে কৃপা ও ভক্তি না ও পাইতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণ পাওয়া অনিবার্য্য। অতএব আমরা ভগবৎপূজা অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তের পূজায় অধিক মনোযোগী হইলে নিশ্চয়ই পরমমঙ্গল লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে
মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈব যক্ষরক্ষসাম্॥

———

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(::•::)::——

ময়মনসিংহে প্রচার

গত ২১শে অগ্রহায়ণ, ৭ই ডিসেম্বর, সোমবার অপরাহ্ণে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কের অডিটার শ্রীযুত পরেশ নাথ বসু এম্, এ, বি, এল মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে গমনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। পাঠে বহু গণ্যমান্য ভদ্র-মহোদয় ও ভদ্র-মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিবস রাত্রে ময়মন-সিংহবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল রায় উকীল মহোদয়ের বাড়ীর সাদর আহ্বানে শ্রীপাদ সনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ তদীয় গৃহে গমনপূর্ব্বক বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদ কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায় হইতে অম্বরীষ-উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরহমহোৎসব

গত ২২শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিরহমহোৎসব উপলক্ষে দিবারাত্রে পাঠ, সংকীর্ত্তন, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর গুণকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীমায়াপুর প্রবন সঙ্গনে একটি বিরহজ্ঞাপন সভার অধিবেশন হয় ও তাহাতে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা। পাণ্ডিত্য ও বৈরাগ্য মহাপুরুষ লক্ষণ সম্বন্ধে সেবোন্মুখ প্রাণে বিষয় আলোচিত হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাযুক্ত-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকসূত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমের বার্ষিক নবদ্বীপ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত কর্তব্য। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন সাপেক্ষে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ কার্য্যের দ্বার ভগবদ্বিদ্বেষে পরাঙ্মুখ নহেন, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ করা অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
সাধারণে প্রতি ইঞ্চি	১৲	১।০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে হার স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

ইজিপ্টে ভারতীয় চরকার ব্যবহার

আরা নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ ইজিপ্টের গভর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে ভারত গভর্ণমেন্ট ইজিপ্টে আদর্শস্বরূপে একটি ভারতীয় চরকা প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকাশ ইজিপ্টের গ্রামে সুতাকাটার উন্নতির জন্য ঐ দেশের গভর্ণমেন্ট পরিকল্পিত ব্যবস্থানুযায়ী ইহা চাহিয়াছিলেন। ভারত হইতে প্রেরিত আদর্শ চরকাটি ইজিপ্টে পৌঁছিয়াছে এবং তাহা হইতে অপর একটি সুতাকাটার চরকা প্রস্তুত হইয়াছে। শীঘ্রই এ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা হইয়া আরও বহু চরকা প্রস্তুত হইবে এবং তাহা গ্রামবাসীর মধ্যে বিতরণ করা হইবে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রাত্যহিক যুদ্ধ ব্যয়

রয়টারের গত ১১ই ডিসেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ, গত নবেম্বর মাস হইতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাত্যহিক যুদ্ধের ব্যয় কিছু বৃদ্ধি পাইয়া ২৪৪৫০০০০০ ডলার হইয়াছে। অক্টোবর মাসের তুলনায় ইহা শতকরা ৩৮ ভাগ বেশী। যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদ সরবরাহ অফিস হইতে যে হিসাব বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, গত নবেম্বর মাসে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যয় বাবদ মোট ৩১১২০০০০০০ ডলার খরচ হইয়াছে এবং ইহা পূর্ব্ব মাসের তুলনায় ২৬৪০০০০০০০ ডলার বেশী।

পোপকর্ত্তৃক শান্তির জন্য প্রার্থনা

গত ৮ই ডিসেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ, পোপ শান্তির জন্য সেন্ট পিটার্স চার্চ্চে একটি বিশেষ প্রার্থনাবিজ্ঞপ্তি পাঠ করিয়াছেন। যুদ্ধপ্রপীড়িত পৃথিবীতে শান্তির জন্য প্রার্থনার পর তিনি ঈশ্বরের নিকট সত্য, ন্যায় ও দয়ার জন্য নিবেদন জানান।

বন্দিগণের মুক্তিপ্রদান

ফ্রান্স গভর্ণমেন্টের এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, জার্মাণী, বৃটেন ও কানাডার বন্দিগণকে মুক্তিপ্রদানের ব্যবস্থা হিসাবে হওয়ায় যুক্তরাজ্যেও একই সময় অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে এবং বন্দিগণকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট দিনও ঠিক হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারিগণের প্রতি জরুরী ভাতা

কলিকাতা কর্পোরেশনও ইহার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে জরুরী ভাতা লইয়া যে বিবাদ চলিতেছিল বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট ও লেবার কমিশনারের মধ্যস্থতায় তাহার নিষ্পত্তি অনুযায়ী কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারিগণ উক্ত ভাতা পাইয়াছে। তাহা কর্পোরেশনের কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারীর হাতে দেওয়া হইবে।

উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তির আইনসঙ্গত করিবার জন্য গভর্ণমেন্টের আইন বিভাগ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত নিষ্পত্তি অনুযায়ী, কর্পোরেশনের যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ৩৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পায়, তাহারা গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে প্রতিমাসে ভাতা বাবদ ৪৲ টাকা করিয়া পাইবে এবং যাহারা মাসিক ৩৫৲ টাকার উপর বেতন পায়, তাহারা বর্ত্তমান মাস হইতে মাসিক ৯৲ টাকা হিসাবে ভাতা পাইবে।

তাহা ছাড়া আরও প্রকাশ যে, কর্পোরেশনকে সহরের বিভিন্ন স্থানে কর্ম্মচারিগণের সুবিধার জন্য স্বল্পমূল্যের খাদ্যদ্রব্যের দোকান খুলিতে হইবে এবং ঐসকল দোকানে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিবেন। কর্ম্মচারিগণের মাসিক খাদ্য দ্রব্যের জন্য যে পরিমাণ খরচ হয়, তাহা অপেক্ষা অন্ততঃ ২৲ টাকা কম খরচ হইবে। প্রকাশ, ইহাতে কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রায় ১০০০০।০ দশ লক্ষ টাকার উপর খরচ পড়িবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সময়ে যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভারতের প্রায় যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মত ও সাধন বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি চিরকাল অক্ষুণ্ণ আছে। প্লীহা, যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীরাধাকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ২৭ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৩রা পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১৯শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, শনিবার { ২২৫-২২৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ কেশব, অব্যয় শ্রীগৌরপার্শ্বী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(०)::——

শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয়বস্তু। তিনি অভয়-জ্ঞান। অদ্বিতীয়ই অভয়, দ্বিতীয়ই ভয়। কৃষ্ণেতর বস্তুই দ্বিতীয়; তাহাই মায়া, তাহাই ভয়। মায়া কৃষ্ণ নহে। ভোগাই দ্বিতীয়; সেব্যই অদ্বিতীয়। ভোগ্যই জড়, ভোগ্যই যোষিৎ, ভোগ্যই অচেতন। ভগবদ্-বিমুখতাই জড়তা, অচেতনতা বা অচলতা। অতএব বিমুখ। উন্মুখই সচল। সচলই অচলকে সচল করিতে পারে—বিমুখকে উন্মুখ করিতে পারে—অচেতনকে সচেতন করিতে পারে, মায়ামুখীকে কৃষ্ণোন্মুখ করিতে পারে—ভোগোন্মুখকে সেবোন্মুখ করিতে পারে। সাধুই সচল। কৃষ্ণবিমুখ অচল। বদ্ধজীবের সচল সাধুর সঙ্গ বিনা গতি নাই। সঙ্গের মূলে আছে প্রীতি, আপনজ্ঞান বা শ্রদ্ধা। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ বা প্রীতিমান্ই সৎসঙ্গ করিতে পারে। সর্ব্বত্র সেবাদর্শনই সদ্দর্শন। এই সদ্দর্শনে ভয় নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অভয়, সেইরূপ তাঁহার ভক্তও অভয়। ভগবান্ অভয়, ভক্ত অভয়। ভগবানের সহিত ভক্তের যোগসূত্র ভক্তি বা প্রীতিও অভয়। সেব্য বা সেবকের মধ্যে ভয় নাই। সেই সত্যের আশ্রিত, সদাচারপরায়ণ জীব নহে—ভোগাশ্রিত বা ভোগাসক্ত নহে। ভোগা-দর্শনেই ভয়। ভোক্তৃ-অভিমানে ভয় হয়। নিজেকে কৃষ্ণের ভোগ্য, পাল্য ও রক্ষিত জ্ঞান হইলে সেখানে আর মায়া বা ভয় থাকে না। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয় আসিয়া থাকে। একাভিনিবেশে ভয়ের লেশমাত্র নাই। দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট বা ভোগাভিনিবিষ্টই ভয় পায়। অভয়াশ্রিতের আবার ভয় কোথায়? যেখানে ভয়, সেখানে ভক্তি বা অভয় নাই। ভক্তি—অভয়। ভক্তি ও ভীতি যুগপৎ থাকে না। 'আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণই আমার একমাত্র নিত্য প্রভু, কৃষ্ণসেবা ছাড়া আমার আর অন্য কোন কৃত্য নাই, কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষক, পালক। এ জগতের সবই কৃষ্ণসেবার উপকরণ'—এইরূপ অভিনিবেশই একাভিনিবেশ। এই অভিনিবেশ যেখানে নাই, সেখানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ভগবদ্বিমুখ জীব ভোগবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মহাভয়ের কবলে পতিত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু সাধুর কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ ভগবৎশ্রেষ্ঠ, ভগবৎস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে সেবা করিয়া সমস্ত ভয় ও দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান। দ্বিতীয়দর্শন ও দুর্দর্শন তাঁহাদের না থাকায় সুদর্শন সেই গুরু-কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করেন।

———

বস্তুমাত্রেরই নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম আছেই। যাহাতে এই চারিটির অভাব, তাহাকে বস্তু বলা যায় না। বস্তু নামহীন, রূপহীন, গুণহীন ও লীলাহীন নহে। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম বস্তু। হরিনামই সেই বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবস্তু বলিয়া তাঁহাতে নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—সবই আছে। ব্রহ্ম নির্বিশেষ বলিয়া—ব্রহ্মের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নাই বলিয়া ব্রহ্ম বস্তু নন্। ব্রহ্ম কেবল নাম-রূপ-গুণ-লীলা-যুক্ত ভগবত্তত্ত্বের একটী ব্যতিরেক পরিচয় মাত্র।

জীবের কর্ম, আর ভগবানের লীলা। শ্রীভগবানের ক্রিয়াই লীলা। কর্ম অনিত্য, কিন্তু লীলা নিত্যা। কর্মের ভূমিকা জগৎ, আর গোলোক-বৈকুণ্ঠই লীলা-স্থান। জীবের ত্রিতাপ-ভোগ বা দণ্ডই কর্ম, কিন্তু লীলা স্বরাট্ পুরুষোত্তমের স্বেচ্ছাপ্রসূত আনন্দময় ক্রীড়া।

ভগবানের যেমন নাম রূপাদি আছে, তেমন জীবেরও সেইরূপ নাম-রূপাদি সবই আছে। তবে কৃষ্ণ বিভু-চৈতন্য ও জীব অণুচৈতন্য—এই পার্থক্য। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়-স্বরূপ হইতে অভিন্ন। অণুচৈতন্য জীবেরও শুদ্ধাবস্থায় তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম তাঁহার অণুচৈতন্য-স্বরূপ হইতে স্বভাবতঃ অপৃথক্। বদ্ধজীব এ জগতে স্থূল-লিঙ্গ দেহ পাইয়া স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক্ নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম পাইয়াছে, ইহা তাহার বিড়ম্বনা। কৃষ্ণ-কৃপায় মুক্ত হইলে তাহার আর সে দুর্দৈব থাকিবে না।

———

শ্রীনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। তিনি চিন্তামণি-স্বরূপ। হরিনাম কামী জনকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দান করেন এবং নিষ্কাম ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়া থাকেন। জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় না। শুদ্ধ-চিত্তে শ্রীনাম আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"এই জড়-জগতে সকলই মায়িক, জড়ময়। জীব কৃষ্ণেচ্ছায় এখানে বদ্ধ হইয়া আছেন। তিনি একমাত্র এই জড়জগতের চিন্ময় পদার্থ। কৃষ্ণ নামরূপে অবতীর্ণ হইয়া এ জগতে দ্বিতীয় চিন্ময় পদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এই জগতে দুইটীমাত্র চিন্ময় পদার্থ অর্থাৎ জীব ও কৃষ্ণনাম। নামাপরাধ বৈষ্ণব বিভিন্নাংশ বলিয়া জীবমধ্যে গণিত। কৃষ্ণের গৌণ নাম হইতে পুণ্য ও মোক্ষরূপ ফলোদয় হয়। কৃষ্ণের মুখ্য নামই কেবল-প্রেমদানে সমর্থ। নামাভাসদ্বারা সর্ব্বপাপক্ষয় হয়। সর্ব্বপাপ ও অনর্থ দূর হইলে শুদ্ধ নাম ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করেন। তখন শুদ্ধনাম তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন।"

"নামসম বস্তু নাই এভব সংসারে।
নাম সে পরমধন কৃষ্ণের ভাণ্ডারে॥
জীব নিজে চিন্ময়, কৃষ্ণনাম আর।
আর সব প্রাপঞ্চিক জগৎ সংসার॥"

(শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি)

ভাগ্যবান্ জীবই ভক্তি লাভ করেন। দুর্ভাগার কোথাও সুখ নাই। যদি কেহ বলেন—'জীব যদি স্বীয় সুকৃতিবলেই বা ভাগ্যবলেই ভক্তি লাভ করেন, তাহা হইলে নাম-প্রচারের তাৎপর্য্য কি?' তদুত্তর এই যে, যে-সকল জীব সুকৃতিবলে হরিনামে শ্রদ্ধা করিবেন, তাঁহাদের ভক্তি দৃঢ় করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর নামকে যুগধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছেন—

"নিজ নিজ ভাগ্যবলে জীব পায় ভক্তি।
ভক্তি লভিবারে সকলের নাই শক্তি॥
সুকৃতজনের ভক্তি দৃঢ় করিবারে।
আইলাম যুগধর্ম নামের প্রচারে॥"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি থাকিলে জীবের ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি হয় বা ভগবৎসেবা ভাল লাগে। তখন সাধুসঙ্গ লাভ হইলে জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ ঘটে। শ্রদ্ধা হইলে সাধুসঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত মঙ্গল হয় না।

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

কুসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সাধু-সঙ্গে ভজন করিতে হয়। প্রেম ভক্তিচিহ্নকারক বিশেষ। চিত্ত অশুদ্ধ থাকিলে—সাধুসঙ্গ না থাকিলে সেই কনক সত্যা ভাবের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কাহারও আকর্ষণ বুঝা যায় না। ভক্তিমূর্ত্তি সাধুকে বাদ দিয়া কখনও হৃদয়ে ভক্তি প্রকাশিত হইতে পারে না। যিনি ভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সাধুসঙ্গ, কুসঙ্গত্যাগরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও নিষ্ঠা সুদৃঢ় ভাব—এই তিনটী বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী রস হইলেও মধুর-রস বা শৃঙ্গাররসই চরম রস। দ্বিতীয় বা তৃতীয়-জনের কৃপা ব্যতীত এই রসে কাহারও অধিকার হয় না। গোপীর আনুগত্য ব্যতীত সেবা-রসে প্রবেশ অসম্ভব। গৌরকৃপা না হইলে কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না।

শ্রদ্ধা হইলে যে আর কোন বাধাই থাকে না—এরূপ নয়। শ্রদ্ধা হইলেও প্রথমে বিষয়-চেষ্টারূপ কিছু প্রতিবন্ধক থাকে। সাধুসঙ্গে আদরের সহিত নাম ভজন ও হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিতে করিতে বাধা অপসারিত হয় এবং সেবা বৈষ্ণবতা আসিয়া পড়ে। বাধা যে সব অপসারণ করিতে হবে না। সাধুকৃপায় সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া গোলোকের ভজনপথে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা হইলেই কৃষ্ণকৃপা হইবে।

শরণাগতিই ভক্তসেবকের প্রাণ। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই অবনত মস্তকে অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-অনুশীলন ও হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগ করাই সেবোন্মুখ শরণাগতের একমাত্র কৃত্য। সাধুর অনুগত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সাধুর প্রতি সম্বন্ধ অবস্থায় তাঁহার উপদেশ আনুকূল্য সম্পাদনের যে অবস্থা লাভ হয়, সেই অবস্থায় অপরাধশূন্যভাবে হরিনাম গ্রহণ করিলে নামের কৃপাশক্তি নিশ্চয়ই উপলব্ধ হইবে। অন্যথা ভাবে নামাশ্রয় হইলেও নামাপরাধের আনুষঙ্গিক লোকসান-প্রভাবে অনর্থ-নিযুক্ত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। আমরা জানি বা না জানি, তিনি শুধু আমাদের কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের—বিশ্বের প্রাণিমাত্রের আশ্রয়স্থল। শত জন্ম পরেই হউক বা কোটিজন্ম পরেই হউক, প্রত্যেক জীব আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিবেই। কারণ তিনি ভিন্ন জীবের গত্যন্তর নাই। তবে যে আমরা এখন অন্যের ভোগ-জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছি, তাহা কেবল আমাদের নিত্য আশ্রয়, আমাদের নিত্য প্রভুকে আশ্রয় বা প্রভু বলিয়া না জানার দরুণ। তাঁহাকে যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি না করার দরুণই অচিন্ত্য প্রলোভনে পড়িয়া আমরা আত্মবিস্মৃত হইতেছি। ইহাই আমাদের বদ্ধতা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি উন্মুখ হইলে আর অনিত্য বস্তু আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। আর মধুরের আকর্ষণে প্রবৃত্ত হইবার নিমুখতার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাসৌন্দর্য্য লাভই করিতে পারিব না। এ জগতের লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা-লাভের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা থাকাকাল পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবাই যে মুক্তির প্রতি পর্য্যন্ত বিচার আনিয়া দেয়, তাহা উপলব্ধির বিষয় হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবা-বিগ্রহ; তাঁহার হইয়া গেলেই তিনি সেবা বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় অধিকার দিবেন। শ্রীল গুরুপাদ বলিয়াছেন—"আত্মবঞ্চনা তখনই করিতে হয়, যখনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় ছাড়ি।" গুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগত একান্ত নিষ্কিঞ্চন সেবকই কৃষ্ণ-সেবালাভের অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবকেই প্রেম-বশীভূত। গুরুর না হইয়া অসংখ্য কোটি যুগ ভজনাদি যাজনের ছলনা প্রদর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণকে ডাকিলেও কোন সাড়া পাওয়া যাইবে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি-সাধুর প্রতি আত্মসমর্পণ শরণাগতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যেখানে আনুগত্য, সেখানে শরণাগতি আছেই। অনুগতই শরণাগত।

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

অর্থাৎ 'হে কৃষ্ণ! আমি তোমার'—ইহা মুখে বলিয়া এবং মনে জানিয়া শরীরের দ্বারা কৃষ্ণলীলাস্থলী আশ্রয় করত শরণাগত পুরুষ আনন্দ লাভ করেন।

'আমি তোমার'—এই চিৎ-অভিমানই শরণাগতের আনন্দবর্দ্ধনকারী। জড়প্রতিষ্ঠা বা জড়-অস্মিতা শরণাগতের শ্রীঅঙ্গের বা শোভনীয় বস্তু নহে। শরণাগত শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত। সেই প্রতিষ্ঠার তিনি সর্ব্বস্ব পরম নিষ্কিঞ্চন শ্রীগুরুপাদ-পদ্মাশ্রিত-প্রাণ, 'আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের' এই শুদ্ধ অভিমানে তাঁহার হৃদয়ে যে চিদানন্দ উদ্বেলিত হয়, তাহাতেই তিনি বিভোর। জড়প্রতিষ্ঠা-পিপাসু জীব পশু-লোলুপ ব্যক্তিগণের ন্যায় তিনি স্বপ্নেও জড়প্রতিষ্ঠা কামনা করেন না বা জগতের লোক জড়প্রতিষ্ঠা প্রদান করিলেও তাহাতে নিজের চিৎপ্রতিষ্ঠা হইতে কণামাত্রও বিচলিত হন না। চিৎপ্রতিষ্ঠা বা বৈকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠায় তিনি সুদৃঢ় নিষ্ঠাবান; জড়প্রতিষ্ঠাকামীদের আপাত চিত্তাকর্ষক মুহূর্ত্তের জন্যও চিৎ-প্রতিষ্ঠার অমর্য্যাদা দেন না।

সেবকের জীবন আনুগত্যময়। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক বাক্যে তাঁহার আনুগত্যের আদর্শ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপ অনুগত সেবকের সঙ্গপ্রভাবে জীবন আনুগত্যপূর্ণ হইয়া উঠে। অতএব আমাদিগকে সরলভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও তদীয় সেবকগণের সম্পূর্ণ অনুগত হইতে হইবে। অনুগত না হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন-যাজনের ফল লাভ হইবে না। আমরা যদি কোন মানা আনুগত্য করি, তাহা হইলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ আমাদিগকে আত্মসাৎ করিবেন।

অকিঞ্চনের অশ্রুবিন্দু

(শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস [illegible])

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই অকিঞ্চন—কাঙ্গাল। প্রেমাশ্রুই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। তাঁহারা অন্য সম্বলের প্রয়োজন বোধ করেন না। জগতের কোন কিছুর উপর তাঁহাদের আসক্তি নাই। কাহারও কাহারও বাহ্যে কিছু ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ থাকিলেও প্রেমাশ্রুবিন্দুই তাঁহাদের সকলের পরম ধন। তাঁহারা সকলেই মহাপ্রেমিক, সকলের হৃদয়েই পারাপারহীন গভীর প্রেমসিন্ধু। সেই সিন্ধু যখন উদ্বেলিত হয়, তখনই প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। ইহা তাঁহাদের হৃদয়ের অগাধ ভাবসিন্ধুর কিঞ্চিৎ বাহ্য-প্রকাশক নিদর্শন মাত্র। ইহা কপট প্রাকৃত-সহজিয়ার পিঁয়াজ চক্ষের জলীয় জলধারা-মাত্র নহে। হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত না হইলে—ভজন-আসন জুড়িয়া কৃষ্ণচন্দ্র না বসিলে অথবা বসিবার আয়োজন না করিলে এই অশ্রুর কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না। আমাদের গুরুদেব বলেন—"অকিঞ্চনের যে অশ্রুবিন্দু, তাহার মূল্য অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য একত্র করিলেও দেওয়া যায় না।" মহাপ্রভুর কাঙ্গাল ভক্তগণ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য, এমন কি, নারায়ণের পার্ষদত্ব উপেক্ষা করিয়াও এই অশ্রুবিন্দুর কাঙ্গালই হওয়া প্রয়োজন বোধ করেন। আবার ত্রিভুবনের অধীশ্বর লক্ষ্মীকান্ত ভগবানও তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য, এমন কি, তাঁহাদের পদধূলি পাইবার আশায় পর্য্যন্ত তাঁহাদের পিছনে পিছনে ধাবিত হ'ন। শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি-অনুসারে শ্রীভাগবত টীকা সহ "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে লিখিত হয়,—

"নিরপেক্ষ শান্ত বৈরাগ্যনিষ্ঠ।
সম দরশন, প্রেমযুক্ত পণ্ডিত॥
তার পাছে পাছে আমি সতত বেড়াই।
তোমা মত তা'র যেন পদরেণু পাই॥
আমা বিনা সর্ব্বকাম-বাসনা রহিত
নিষ্কাম প্রেমযুত এমন সুধীর।
এসবে আমার নিজ সুখ অনুভব।
অন্য কি তাহার তত্ত্ব জানিবারে পায়॥
যা'র অনুভব সুখ, সেই মাত্র জানে।
কহিলে না যায় সে যে অন্যের বচনে॥"

বৃহল্লীলায় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাস, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীমুরারী প্রমুখ প্রভৃতি কাঙ্গাল ভক্তগণে সমভাবে শ্রীবাস-অঙ্গনে মৃদঙ্গাদি-কলকোলাহল-মহাপ্রেমের বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন। সে বন্যায় কাঙ্গাল ভক্তগণ-সঙ্গে নিজে ভাসিয়াছেন, নিজে কাঁদিয়া সকলকে কাঁদাইয়াছেন। তিনিই ঘুঁটি কাছে করিয়া শ্রীগুরুপাদ ব্রহ্মচারী পর্য্যন্ত সে বন্যায় ভাসিয়াছেন। বিবেকী পর্য্যন্ত এ বন্যায় ডুবিতে চাহেন—তাঁহারাও অকিঞ্চন, দীন-কাঙ্গাল খোলাবেচা শ্রীধরের সৌভাগ্য প্রার্থনা করেন,—

"খোলাবেচা শ্রীধরের দেখ ভাগ্যসীমা।
ব্রহ্মাদির কাম্য যা'র প্রেমের মহিমা॥"

বিদ্যা, ধন, কুল বা তপস্যায় কেহ এ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না—দেবঋষিগণ প্রভৃতি এই সৌভাগ্যের সন্ধান পান না। সৌভাগ্য করিয়া শ্রীবাস অঙ্গনের প্রবেশ-অধিকার পাওয়া যায় না। পয়ঃপানকারী মহানৈষ্ঠিক এক ব্রহ্মচারীকে ও পর্য্যন্ত ভক্ত শ্রীবাসের শাশুড়ীকে মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গন হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, নিজে মহাপ্রভু অকিঞ্চনের এই অশ্রুবিন্দুর মহিমা জগতে দেখাইবার জন্য কোন কোন দিন নৃত্যকালে প্রেমাশ্রুর অভাব কল্পনা করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ভক্তগণকে অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে ও প্রেমগদ্গদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি বলিতেন—"আজ কেমন হইল? আজ কেন অশ্রু পড়ে না? আজ প্রেমাশ্রু বহে না? আমি কোন পাষণ্ডীর সঙ্গে সম্ভাষণ করিয়াছি—কোনও মায়াবাদী ভক্তের বাতাস গায় লাগিয়াছে?" অবশেষে অদ্বৈত প্রভুর পায়ে ধরিয়া কিঞ্চিৎ প্রেম ভিক্ষা করিতেন। তাঁহারাই এই প্রেম-ধনের ধনী সত্য কাঙ্গাল নহেন। তাঁহারা সাধারণ মানবই নহেন। তাঁহারা কপট-মানব। কিন্তু জগৎ এই প্রেমভাণ্ডারের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না বলিয়াই তাঁহাদিগকে দরিদ্র, কাঙ্গাল মনে করে। কিন্তু কাঙ্গাল না হ'লে কি কাঙ্গালের ঠাকুরের কৃপা হয়? শ্রীগৌরাঙ্গ একান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ভাবে ডাকিয়া বলিলেন,

"পড়িয়াছে বহুতর সৌভাগ্য কৃপায়।
'আজন্ম আমার কর' রোদনে সদয়॥
যদ্যপি সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম।
তথাপি সকল বিনা ক্রন্দন নিষ্ফল॥
আমিও তোমার প্রতি অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল কার' পাই॥"

(চৈঃ ভাঃ)

আবার সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কাঙ্গাল ভক্তগণকে পালন করিবার উপদেশ দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রভু শ্লোকে বলিলেন,—

"কাঙ্গাল ভক্তগণ মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে যাই দেখ করিহ পালন॥"

সুতরাং অকিঞ্চনের এই অশ্রুকণাই পরম সম্পদ্; ইহার অভাবে মহাবিপদ। ইহা·

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীরূপ পার্ষদগণ অশেষ-বিশেষে জানাইয়াছেন।

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥
* * * *
ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগধন।
ভক্তি এই —কৃষ্ণনামস্মরণ-ক্রন্দন ॥
কৃষ্ণ দিব' কাঙ্গালে যে কৃষ্ণনাম বলে।
মনে দুঃখে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে ॥"
(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরজন সকলেই এই অশ্রুবিন্দুর উপাসক। শ্রীল রঘুনাথদাস অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া এই অশ্রুবিন্দুর উপাসক হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন রাজ-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া এই অশ্রুবিন্দুর কাঙ্গাল হইয়াছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি প্রভুপার্ষদবৃন্দ মহাপ্রভুর বিরহে এই অশ্রুবিন্দুমাত্র সম্বল করিয়াই দীনহীন কাঙ্গালভাবে কুমারহট্টে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীশচী-বিষ্ণুপ্রিয়া সকলেই অশ্রুজল মাত্র সার করিয়া প্রভুর বিরহে কোনওপ্রকারে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রজগোপীগণ সকলেই এই অশ্রুজলেই কৃষ্ণচন্দ্রকে বিগলিত করিয়াছেন। এই সকলের তারতম্যের অনুপাতেই কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠত্বের তারতম্যের বিচার। লক্ষ্মীদেবীর এ সম্বল নাই বলিয়াই তিনি গোপীর সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। শ্রীসত্যভামা-রুক্মিণীর এ সম্বল কম বলিয়াই গোপীগণের সঙ্গে তাঁহাদের তুলনা হয় না।

যেখানে এই অশ্রুবিন্দুর ছড়াছড়ি—সেখানে প্রেমক্রন্দন-কোলাহল, সেখানেই গোকুল-মহামহোৎসবের মেলা, সেখানেই গোলোক অবতীর্ণ। শ্রীবাসঅঙ্গনে, শচীর প্রাঙ্গণে, রাঘবভবনে, নিত্যানন্দের নর্তনে এই প্রেমাশ্রুর ছড়াছড়ি। মহাপ্রেমিক রসিক-শেখর পরম সুগম্ভীর শ্রীচৈতন্যপার্ষদগণ জগতে আচরণ করিয়া যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, শ্রীরূপ সনাতন-জীব-রঘুনাথ-গোপাল-বিশ্বনাথ-বলদেব-ভক্তিবিনোদ-আদি গোস্বামিবৃন্দ নিজ নিজ গ্রন্থে যে সদাচার কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাও এই প্রেমের উপাসনা—অশ্রুবিন্দুর আরাধনা। এই অশ্রুবিন্দু ভক্তপথের সম্বল। ইহা যে না থাকিলে পথে চলা যায় না, গতি রুদ্ধ হইয়া যায়। হৃদয় পাষাণবৎ হইয়া গেলে, নীরস শুষ্ক, [illegible], তৃণাদপিকঠোর হইয়া গেলে—কোটী কোটী সাধনভজনের দ্বারা কাহারও কিছু হয় না। হৃদয় দ্রব না হলে প্রভুর অশ্রুবিসর্জ্জন না করিতে পারিলে —নিরন্তর না কাঁদিলে কঠিনহৃদয় ব্যক্তি কোনওপ্রকার চেষ্টাতেই ভক্তপথে অগ্রসর হইতে পারে না। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ-বাণীতে আমরা জানিতে পারি,—"অশ্রু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ক্রন্দন দুই অবস্থাতেই হয়। যিনি প্রকৃতবান্ কৃষ্ণ তাঁহাকেও কাঁদান; তাহাতে উঁহাদের সুখ। আবার অনর্থযুক্ত সাধকও ক্রন্দন করেন।" অনর্থযুক্ত অবস্থাতেও এই কান্না ছাড়া প্রভুকৃপালাভের আর উপায়ান্তর নাই। তাই ঠাকুর অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণকে শরণাগতিঃ অশ্রুজল নিরন্তর বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিয়া গাহিয়াছেন,—

"[illegible] চরণ-পদে দন্তে তৃণ ধরি'
ভক্তিবিনোদ পড়ে দুই পদ ধরি' ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম ॥"

আবার নিত্যসিদ্ধগণ কৃষ্ণ কিভাবে ভক্তকে কাঁদাইয়া সুখ পান, তাঁহারা কি-ভাবে কৃষ্ণের জন্য বিলাপ করিয়া কাঁদেন, তাহা মহাপ্রভু নিজে কাঁদিয়া নিজ আচরণ-দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

"কৃষ্ণ রে, পরাণ মোর, কৃষ্ণ, মোর বাপ।
মুঞি অপরাধীকে কেনে দেহ তাপ ॥
সর্ব্ব জগতের বাপ, উদ্ধার করিলে।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে ॥
* * *
কৃষ্ণ রে, ঠাকুর মোর, কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে করিলে বাপ, কাষ্ঠ-পাষাণ সমান ॥
* * *
কৃষ্ণ রে, বাপ রে, মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি' চুরি ॥
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা।
শ্লোক পড়ি' প্রভু কাঁদিতে লাগিলা ॥

কৃষ্ণ যাঁহাদিগকে কৃপা করেন, তাঁহাদিগকে কাঙ্গালের বেশে সাজান, অহরহ তাঁহাদিগকে কাঁদাইয়া আকুল করেন। এই কান্না কিন্তু লোক দেখাইয়া, অন্য ব্যক্তিগণকে ভুলাইয়া লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠার আসর জমাইবার জন্য নহে। ভক্তগণ এই প্রেমাশ্রু গোপনেই করিয়া থাকেন—সংগোপনেই তাঁহারা কাঁদেন। সাধারণ লোক তাঁহাদের অন্তরের কোন খবরই পায় না। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া গ্রহ-অভিমানে দর্শক সাজিয়া তাহারা যখন কৌতূহল-তৃপ্ত্যর্থে বৈষ্ণবকে বুঝিয়া লইতে বৈষ্ণব-সমীপে গমন করে, তখন বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের প্রেমাশ্রু গোপন করেন; কখনও বা শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর ন্যায় নানা চাউল ডাল-সুপারীর কথা বলিয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করেন। কিন্তু জগদ্গুরু তাঁহাদের [illegible] ক্রন্দনরত ও দ্রবীভূত থাকেন। আবার যেখানে হৃদয় গলে না, পাষাণবৎই রহিয়া যায় অথচ চক্ষে অশ্রুর বন্যা দেখা যায়, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ বলেন —সেইপ্রকার প্রাকৃত সহজিয়ার অশ্রু অন্যায় অপরাধময়। 'নিজ তাঁ'র হৃদয় কঠিন বজ্রসার।' নয়নে অশ্রুধারা, অঙ্গ পুলকিত, অঙ্গ দ্রবীভূত, চিত্তবর্জ্জিত—এ-সমস্ত লক্ষণ সহজিয়াগণের সর্ব্বদাই বিরাজিত থাকে। উহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী'-গ্রন্থে শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভু এই-ভাবে লিখিয়াছেন,—

"[illegible] রহে।
ভক্তিবিহীন জনে পবিত্র না করে
নয়নে আনন্দজল, অঙ্গ পুলকিত।
জগতে অন্তর যা'র, বাহ্য বিগলিত
এ সব লক্ষণ বিনে ভকতি না হয়।
ভক্তি বিনে শুদ্ধ কভু না হয় আশয় ॥
গদগদ বাণী যা'র দ্রবিত অন্তর।
ক্ষণে কাঁদে, হাসে, গান করি' উচ্চৈঃস্বর ॥
উন্মত্তবৎ নাচে লজ্জা পরিহরি'।
ভক্তজনসঙ্গ মোর এই অবধারি ॥"

এইসমস্ত মহাজনোক্তিতে এবং মহাজন-আচরণে অকিঞ্চন ভক্তের লক্ষণাদি প্রকাশিত হইয়াছে। কবে বা আমি মহাপ্রভুর সেই কাঙ্গাল ভক্তগণের দাস-পদাবলে পতিত হইব, কবে বা পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইবে? কবে বা অকিঞ্চনের অশ্রুবিন্দুকেই একমাত্র সম্বল করিয়া প্রেমিক ভক্তগণের পিছনে ব্রজের পথে চলিতে পারিব? সেই শুভদিন মাদৃশ পাষাণকঠিন অপরাধীর ভাগ্যে কবে প্রকাশিত হইবে? তাই দীন-হীন পতিতাধমের শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] সজল সকাতর প্রার্থনা—

"গুরুদেব!
কবে আমি জানিব আপনে অকিঞ্চন।
আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি কোন জন ॥
কবে আমি আচণ্ডালে করিব প্রণতি।
কৃষ্ণভক্তি মাগি' সব করিয়া বিনতি ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে আমি যা'ব বৃন্দাবন।
ব্রজধামে বৈষ্ণবের লৈব শরণ ॥"

———

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(:০:)::——

পরমভাগবতের কীর্ত্তন শ্রবণ করিলেই নিত্যজ্ঞানোদয়ে জড়ভোগ ও জড়-ত্যাগ-পিপাসা বিদূরিত হওয়ায় হরিসেবন-প্রবৃত্তিরূপ আশ্চর্য্য নিত্যকালের জন্য প্রকাশিত হয়। জীবের মুক্তাবস্থার অব্যবহিত পূর্ব্বে "[illegible]" হইয়া থাকে; তখন [illegible], অবার্থকালত্ব, বিরক্তি, জড়াভিমানে প্রভু হইবার পিপাসারূপ মান হইতে মুক্তি প্রভৃতি নিষ্পাপতা লব্ধ হয়। সাধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেই বিরুদ্ধপথ হইতে মনের গতি রুদ্ধ হয়। তখনই আত্ম-দর্শনপ্রভাবে সেবাপ্রবৃত্তির উদ্রেক স্বরূপবলে কৃষ্ণপ্রীতির উদয় হয়।

যাঁহারা হরিকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং হরিকথার বিচারকেই চরমসিদ্ধি বলিয়া আদর করেন, বিশেষতঃ ভগবদ্দর্শনেই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে ভক্তের ব্যাপার-সমূহে শ্রদ্ধাহীন হইয়া ভগবানের সেবা লাভ করেন, সেই ভক্তগণের আর কোন পাপ বিষয় অবশিষ্ট থাকে না। ত্রিগুণপতিত ভোগাপবর্গের দাস না হইয়া অনন্ত-গুণ-সম্পন্ন বাসুদেবের বৈকুণ্ঠাচরণই [illegible] পরিচয়। নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ বস্তু সুতরাং তাঁহার শ্রবণ ও কীর্ত্তন [illegible] অখণ্ডিতরূপ ভজনপ্রণালীর দ্বারাই চরম পুরুষার্থ লাভ হয়। তখন সংকল্পীয় জড়গুণসমূহ সাধককে বাধ্য হবে না।

ভগবজ্জ্ঞানহীন সমস্ত ও ভগবৎসেবা-রূপ [illegible] বদ্ধজীবকে দৃঢ় নৌকার ন্যায় আশ্রয় প্রদান করে। বদ্ধজীবকে সংসারসমুদ্রে অভ্যন্তরে নিমগ্ন করিয়া, পুনরায় নিঃশ্বাস প্রদানের জন্য উত্তোলন করিয়া পুনরায় [illegible] করাইয়া ভবসমুদ্রের ক্লেশভোগের জন্য [illegible]। সাধুরূপ নৌকায় আরোহণ করাইলে তাহার ভাগবত উদ্দীপিত হয়। [illegible] অনাদিপ্রতীতির উপাধিক ক্লেশসমূহ নিবৃত্ত আত্মার কর্ম্মচারিত্রকে উৎপীড়ন করিতে থাকে।

প্রাকৃতদর্শন অর্থাৎ যে দৃষ্টিতে আত্ম-ভোগময় বস্তুর আস্বাদন পরিলক্ষিত হয়, তাদৃশ দৃষ্টি [illegible] হইতে অন্তর [illegible] নিরস্ত্র [illegible] বিরুদ্ধ সমবলী হইয়া ভগবদ্দর্শন হয়। উহাই পরমপাদপদ্ম মুক্ত ও নিত্য আদর্শ।

শরীরযুক্ত হলেও ইহ জগতে মুক্ত-সঙ্গ ব্যক্তি বা ভক্তগণের ভগবৎসাক্ষাতে যে অবস্থান, উহাতে কোন দোষ বা ত্যাগ-স্পৃহা নাই। সমস্ত জগতে বাসুদেব ও মানবীয় ক্রিয়াকে বাসুদেবের স্বরূপ অনুশীলন-প্রতীতি না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবজ্জ্ঞানের [illegible] জ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হয় না। সাধুগণের দৃষ্টি এবং মর্ত্ত্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দৃষ্টি এক নহে। মহাভাগবত ভোগ্যজগৎ দর্শন করেন না, জগৎকে ভোগবুদ্ধে [illegible] করেন না—[illegible] সংসার জানিয়া সকলকেই অনুক্ষণ সেবানুকূলে অবস্থিত জানেন। সেবোন্মুখ সেবা ব্যতীত তাঁহার দর্শনে, ঘ্রাণে, আস্বাদনে, শ্রবণে, স্পর্শনে ও চিন্তনে অন্য ভাবের উদয় হয় না। সুতরাং বদ্ধজীব এবং জীবন্মুক্ত বা মহাপুরুষগণের মধ্যে প্রচুর ভেদ—একজন [illegible] অন্য জন [illegible] অর্থাৎ [illegible]।

[illegible] হরিসেবা [illegible] করাইতে হইবে। [illegible] দোষ আছে, উহা [illegible] করিতে হইবে না। [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] জানিতে হইবে। [illegible] আদৃত হইবার [illegible] গ্রাস করিবে না।

[illegible] হইয়া [illegible] সুতরাং [illegible] বৈষ্ণবাপরাধ—তাহার [illegible] উহা হইতে [illegible] মুক্তিকামী [illegible] পূর্ব-

ও অবস্থিত জানিয়া তাহাতে সেবাবুদ্ধি দেহ আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। কেন কিনা বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তোষণই ভক্তি। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার স্বরূপে সচ্চিদানন্দের অংশভাগী হইয়া তাঁহার সেবাতেই সফলতা ঘটে।

বিষয়ী যোষিৎ বা ভোগ্যপদার্থে সর্বক্ষণ মনঃসংযোগ করিতে যায়। তখনও নিত্য-পদার্থের সেবোপযোগী বৃত্তিই এসকল অপ্রয়োজনীয় বিষয় গ্রহণে অধিকার করে না। ভগবৎসেবার অনুকূল বিষয়ে মনের গতি পরিবর্তিত হওয়ায় ভোগ না ত্যাগের বিপরীত দিক্ বহমানকে লক্ষ্য করিতে পারে না।

মন সর্বদা ভুক্তি মুক্তি কামনা নিযুক্ত করে, কর্ণকে শব্দ শ্রবণে ব্যস্ত করায়; সঃপ্রকাশিত হইয়া বৈষ্ণবের কথা শ্রবণে বিরত হইলে বরং বৈষ্ণবের সজ্জার দর্শক, শ্রোতা, আস্বাদক ও স্পর্শকারী অতএব বৃত্তির বিকৃত হওয়া চক্ষুরাদের আজ্ঞা-মূহ পালন করে। ভোগ্যবস্তুর দর্শন মনের প্রবৃত্তি যেখানে সেবানুকূলতার সাধনা করে, তখনই অপ্রাকৃত জগৎ শুরু হয়।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে

বিজ্ঞপ্তি

(প্রাপ্ত)

অহে ভক্তজনগণ, শুন মম নিবেদন,
তোমরা ত' কৃপা-পারাবার।
পতিত অধম জনে কৃপাবিন্দু বিতরণে,
সেবাধনে দাও অধিকার॥
শ্রীগুরুচরণ-ধন না করিনু অন্বেষণ,
মায়াঘোরে ঘুরিয়াছি ভোর।
কাঁদ' কৃপাদৃষ্টি দান কর সেবা-বলীয়ান্,
অবসাদ ছেদ মায়া-ডোর॥
গৌরবাণী-সেবা ত্যজি', কুবিষয়-বিষে মজি'
কাটাইনু অমূল্য জীবন।
সাধু ভক্তগণ, সকলই হইল অন্ধ,
নিকটেতে প্রবল শমন॥
এমন নাই যে শক্তি, বিনা নানা সদ্যুক্তি
বলবান্ মনেরে বুঝাই।
মায়াবশী বার-বার করে নানা অত্যাচার,
দেহ গেহ বড় মানি তাই॥
দু'কথাছি একবার, সাধুসঙ্গ বিনা আর
নাই মোর কল্যাণ-উপায়।
সাধুসঙ্গ না করিয়া, বিষয়-গরল খাইয়া
প্রাণ এবে কণ্ঠাগতপ্রায়॥
হে সাধু বৈষ্ণবগণ, কর কৃপা-বিতরণ,
স্থান দাও অভয় চরণে।
আমার মতন আর দুর্গতি, পতিত ছার
নাই কেহ চৌদ্দ ভুবনে॥
কেন ক্ষণে বিষ খেয়ে, চলেছি নরকে যেয়ে,
সাধুকৃপা 'সুধা' শুধু চাই।
প্রাণে বড় অভিলাষ করে সদা সর্বনাশ,
গতি মোর কি হ'বে, গোঁসাঞি॥
কপটতা নাহি যায়, সরল না হৈনু হায়,
গুরু-কৃপা কেমনে পাইব?
সাধুসঙ্গবিহীনে কবে এ চিত্ত নির্মল হবে,
অপ্রাকৃত আপনা জানিব?
যাবত জনম মোর, অপরাধে হইনু ভোর,
সেবা ধর্মে না জন্মিল রতি।
দিন যে চলিয়া গেল, ঐ আক্ষেপ না হইল,
যাব পথে না হ'ল প্রগতি॥
অসারেতে সার জানি, হ'য়ে অতি অভিমানী,
বিষয়ের দেশে করি বাস।
ভুলিয়া হরিভজন, ব্যর্থ যত আয়োজন,
বৃথা গেল বাণি বারমাস॥
চিন্ময় ইন্দ্রিয়বান্, তোমরা কৃষ্ণ ভগবান্,
পরম বিলাসী, ঋষীকেশ।
ঋষীকেশ বাঞ্ছা কভু না সেবিনু নিত্য প্রভু,
চিত্তে মোর ভাব নিঃশেষ।
শ্রীকৃষ্ণতোষণ লাগি' হবে শুদ্ধ অনুরাগী,
না করিনু বৈষ্ণব ভজন।
কায়-মন-বাক্য মোর
নিত্য ভোগে আছে ভোর
দিবা-নিশি বিষয়-ভাবনা।
পতীতের বিস্তার রক্ষক পালকবর,
এ' বিশ্বাস নাই মোর মনে।
তোমা, কর্তা-অভিমানে কর্তব্যপালন নামে
বহু পাপ করিনু জীবনে॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ অবনীর সুসম্পদ,
তাহাতে না হৈল মোর শ্রীত।
গোলোকের প্রেমধন করি' হায় উপেক্ষণ
বাসনায় শোক, মোহ, ভীত॥
শ্রবণ-কীর্তন-মন কবে হবে সংশোধন,
কবে চিত্ত সেবানুগা হবে?
শ্রীগুরুচরণপদ্ম জানিয়া নিঃশ্রেয়-সদ্ম,
মস্তকে ধরিয়া তা'র রবে॥
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন,
তোমাদের রাতুল চরণে।
অমায়ায় কেশে ধরি' বান্ধ মোরে দৃঢ় করি'
অহৈতুকী ভক্তির বন্ধনে॥

শ্রীধামে বিরহ-মহোৎসব

গত ২১শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার আকুমারহাট শ্রীচৈতন্যমঠে পরমপরমহংস জগতের শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ মহোৎসব হরিসংকীর্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস উষঃকীর্তনাদির পর শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীল মধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের পুতচরিত আলোচনামুখে হরিকথা-কীর্তন করেন।

বিবিধ সংবাদ

বাঙ্গলার শিক্ষা প্রসার

১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলার জন-শিক্ষার প্রসার-সম্পর্কিত বিবরণীতে এই মন্তব্য করা হইয়াছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে নতুন রূপে স্থাপন এবং সুপরিচালিত স্কুলগুলির সহিত অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্কুলগুলির সম্মিলন সাধনের কার্য আলোচ্য বর্ষেও পুরাদমে চালান হইয়াছিল এবং তাহার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরো হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর সুপরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিই লক্ষিত হইয়াছে।" আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গলা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১,৮০৩টি। এই সব বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যয় হইয়াছিল মোট ১ কোটি ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৩ শত ২৮ টাকা। অন্যান্য বালকদের শিক্ষার জন্য এই বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার ৭ শত ৩০টি এবং এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৩ শত ১৮ জন; ইহার মধ্যে ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ২ শত ৭২ জন বালিকাও ছিল। অবৈতনিক বোর্ড-স্কুলগুলির জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক বাছাই করিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সহ-শিক্ষা নীতি সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

চাউলের মূল্যবৃদ্ধির কারণ

নিম্নোক্ত মর্মে এক সরকারী প্রেসনোট প্রকাশিত হইয়াছে:—

খাদ্যশস্য-নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ অনুযায়ী খাদ্যাদি কি পরিমাণ মজুদ আছে, তাহা ঘোষণার ব্যবস্থা হওয়ায় ছোটখাট আমদানীকারকদের এরূপ ভয় জন্মিয়াছে যে, ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে চাউলের যে মূল্য নির্ধারিত করা হয়, উপরোক্ত নির্দেশ দ্বারা তাহাকেই বলবৎ করা হইবে। কলিকাতার বাজারে চাউলের স্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ইহাই অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এরূপ ভীতি একেবারে অমূলক। বর্তমান অবস্থায় আমদানীকারকদের তৎকালে নির্ধারিত দরের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পুরী-অঞ্চলে খাদ্যশস্য ক্রয়ে যে সর্বদা ব্যয় হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মজুদদারদের আমদানী-কারবারী অব্যাহত রাখিয়া বাজারের অবস্থার উন্নতি করা; প্রকৃত ব্যবসায়ীদের লোকসান দিয়া ব্যবসা করিতে বাধ্য করা উহার উদ্দেশ্য আদৌ নয়।

গভর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ প্রকৃত ব্যবসায়ীদের উৎখাত করিতে চাহেন না এবং ব্যবসায়ীদের প্রকৃত কর্তব্য হইবে— এই নীতি অনুসারে সাহায্য করিয়া উপযুক্ত দরে খাদ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা।

২৪-পরগণার পরিদর্শক হইতে চাউল সরবরাহ বাজারে তাড়াতাড়ি সত্বর এবং উচ্চতর মূল্যে তাহাদের খাদ্য দিয়া চাউলের নৌকা ক্রয় করাদের সুযোগ প্রদান করা হবে।

সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সুপারিশ

একটী সরকারী বিবৃতিতে ভারত সরকার নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সুপারিশগুলি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। বিবৃতিতে বলা হয় যে, এখন হইতে কোন প্রকার সংবাদই আটকান হইবে না। ভারতরক্ষা বিধানের নিয়মাবলী এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি মানিয়া সম্পাদকগণ তাঁহাদের বিবেচনা মত যে কোন খবর ছাপাইতে পারিবেন। সরকারী বিবৃতির সহিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে সংবাদের অন্তর্গত বাহির কি কিপ্রকারের সংবাদ ভারতরক্ষা বিধানে নিষিদ্ধ, তাহাও নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তি এবং সরকারের বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ প্রেস এডভাইসার ও সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত একটী মিলিত বৈঠকে আলোচিত হয়।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বার্দ্ধক্যক্লিষ্ট মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহাকে গাই বিশ্বাস করি। বিনা জ্বরে, প্লীহা-যকৃৎ কামলা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থা সত্বর ভাল হয়। ছোট বোতল ৬০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা চার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনরহরিগোপাল মুখোপাধ্যায় ভক্তি শাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত শ্রীঅর্ধাকিশোর ব্রহ্মচারী-ভক্তি বান্ধব ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ২৯ কেশব, গৌরাব্দ ৪৯৬ ; ৫ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৮৯ ; ২১শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৮২, সোমবার } ৩২৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ কেশব, শর্ব্ব সর্ব্বাণ, গৌরাব্দ ৪৯৬

শ্রীগুরুকৃপা ও শিষ্যপ্রযত্ন

——::(::•::)::——

শুদ্ধভক্তির পথে শিষ্যপ্রযত্ন ও গুরুকৃপা—এই দুইটিরই যুগপৎ আবশ্যকতা দেখা যায়। কিন্তু ঐ দুইটির মধ্যে কোন্‌টী বলবান্—ইহা স্থির করিতে না পারিয়া আমরা অনেক সময় সাধন-নিয়মাগ্রহের প্রতি দোষ দিয়া ভজনৈকান্ত্য-আচরণের প্রতি অত্যধিক উদাসীন হই। আবার কেহ বা কপটতামুখে কৃপার উপর নির্ভরতার ভাণ দেখাইয়া সাধনে উদাসীন দেখাই। এই উভয়বিধ অসুবিধায় পতিত হইবার সম্ভাবনা ভক্তিহীন জীবের পক্ষে সহজে হইয়া থাকে।

অনেকে বলেন,—'কেবল ভগবচ্চরণে শরণাগতি-প্রভাবেই জীবের মুক্তিলাভ হয় ; যেরূপ ব্রহ্মপুরাণে,—

"সকৃৎ প্রণামী কৃষ্ণস্য

মাতুঃ স্তন্যং পিবেন্ন হি।

হরিপাদে মনো যেষাং তে মুক্তফলভাগিনঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা কায়মনোবাক্যে ভগবান্ অচ্যুতের শরণাগত হন, তাঁহাদিগকে যমদূতগণ স্পর্শ করিতে সমর্থ হন না, তাঁহারা মুক্তির অধিকারী হন—ইত্যাদি বাক্যে গুরুপাদপদ্ম-কৃপার ত' কোন প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ নাই। গুরুকৃপা ব্যতিরেকেই ত' মুক্তিলাভ হয়।' উত্তর এই যে, ভগবান্ অচ্যুতের শরণাগত হইলে মুক্তিলাভ হয় সত্য, কিন্তু মুক্তিলাভ ত' প্রয়োজন শেষ কথা নহে। যেখানে বন্ধন, সেইখানেই মুক্তি। কিন্তু জীবের স্বরূপে ত' বন্ধন বলিয়া কোন কথাই নাই। সুতরাং মুক্তির কি আবশ্যকতা আছে? তথাপি যদি বদ্ধজীব মুক্তিই লাভ করেন, তাহা হইলে সেখানে ভক্তির কোন ক্রিয়াই আরম্ভ হয় না। মোক্ষমুক্তি ত' শেষ কথা নহে। আত্মোপলব্ধি করার পর নিজ স্বজন-পরিবারের সহিত বিলাসরূপ একটী ক্রিয়া আছে। ভক্তি-অর্থে ভগবৎসেবা। কিন্তু 'মুক্তি'র মধ্যে সেবার কোন কথা নাই। মুক্তির ফল নিজের সংসারবন্ধন-ক্ষয় ; তাহাতে ভগবানের সেবার কোন কথা নাই। মুক্তির পর সেবা আরম্ভ হয়—ইহাই মুক্তির উত্তর কলের বৈশিষ্ট্য। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু স্বকৃত 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' বলিয়াছেন—"তত্র যদ্যপি শরণাপত্ত্যৈব সর্ব্বং সিধ্যতি, তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৄণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৄণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ। তৎপ্রসাদো হি স্বস্বনানা প্রতিকার-দুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্।" অর্থাৎ শরণাপত্তিদ্বারা সমস্ত সিদ্ধ হয়, তথাপি বৈশিষ্ট্যাকাঙ্ক্ষু পুরুষ সমর্থ হইলে সর্ব্বদাই বিশেষভাবে ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেশক বা ভগবন্মন্ত্রোপদেশক শ্রীগুরুর সেবা করিবেন। যেহেতু তাঁহার অনুগ্রহই নিজের বিবিধ প্রতিকারদ্বারা দুষ্পরিহার্য্য অনর্থসমূহের নিবৃত্তি এবং ভগবানের পরম অনুগ্রহবিষয়ে মূলস্বরূপ। শ্রীগুরুকৃপাদ্বারা অনর্থনিবৃত্তি-বিষয়ে সকল স্কন্দে শ্রীনারদবাক্যে এইরূপ পাওয়া যায়,—"অসঙ্কল্পদ্বারা কামকে জয় করিবে। এইরূপ কাম পরিত্যাগদ্বারা ক্রোধ, অর্থানর্থ-বিচারদ্বারা লোভ, তত্ত্ববিচারদ্বারা ভয়, আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞান দ্বারা শোক-মোহ, মহাপুরুষসেবা দ্বারা দম্ভ, মৌনদ্বারা যোগের অন্তরায়সমূহ, কায়াদিচেষ্টারাহিত্য-দ্বারা হিংসা, কৃপাদ্বারা ভূতজন্য দুঃখ সত্ত্বগুণের সেবা দ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণ-দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশমদ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। পরন্তু পুরুষ একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্তকেই সহজে জয় করিতে সমর্থ হন।"

আবার শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহদ্বারা ভগবানের পরমানুগ্রহ-সিদ্ধি-বিষয়ে নারদকল্পে ব্রহ্মবাক্যে এইরূপ পাওয়া যায়,—"যাহা মন্ত্র তাহাই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ এবং যিনি গুরু, তিনিই সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ ; সুতরাং গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, স্বয়ং হরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।" অন্যত্র আরও উক্ত হইয়াছে,—"শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুই রক্ষা করিয়া থাকেন, পরন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না ; অতএব সর্ব্বতো-ভাবে শ্রীগুরুকেই প্রসন্ন করিবে।" পুরুষ প্রথমতঃ গুরুপূজা করিয়া তৎপরে ভগবানের পূজা করিবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে। যিনি তত্ত্বোপ-দেশক শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ভগবদভিন্নবিগ্রহ জানিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করেন তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণবপদবাচ্য হইয়া থাকেন। যিনি এক শ্লোকের চতুর্থাংশও উপদেশ করেন, তিনিও সর্ব্বদা পূজনীয় হইয়া থাকেন, সুতরাং যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রদান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?

অতএব গুরুসেবা ব্যতীত অন্যপ্রকার ভগবদ্ভজনের আবশ্যক হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবচ্চরণে শরণাপত্তিদ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়। গুরুসেবা দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবদনুগ্রহ লাভ ত' হয়ই, বরং আরও বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভগবৎসেবা বিলাস—ভগবৎসেবার নিত্য-নববায়মান রহস্য অবগত হওয়া যায় এবং সেই সেবার অধিকার-লাভের সৌভাগ্য লাভ হয়। কারণ, ভগবানের যোগ্য আনা সেবা—সর্ব্বোত্তম সেবা-প্রদানের একমাত্র মালিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবানের সমগ্র সেবারহস্য একমাত্র তিনিই অবগত আছেন। কেবল ভগবচ্চরণে শরণাগতিদ্বারা সেবারহস্য অবগত হওয়া যায় না। এইজন্যই শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভগবদনুগ্রহলাভ করার পরও বৈশিষ্ট্যাকাঙ্ক্ষু—সর্ব্বোত্তম সেবাকাঙ্ক্ষু ব্যক্তির পক্ষে বিশেষভাবে কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুসেবা করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবদ্বাক্যে পাওয়া যায়—

"নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥"

(ভাঃ ১০।৮০।৩৪)

অর্থাৎ সর্ব্বভূতাত্মা আমি (শ্রীহরি) গুরু-শুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, ইজ্যা (পূজা), প্রজাতি (বৈষ্ণবদীক্ষা), তপঃ (সমাধি) বা উপশম (ভগবন্নিষ্ঠা) দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না। দিব্যজ্ঞান-প্রদানকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপেক্ষা অধিক সেব্য আর কেহ নাই। তাঁহার ভজন অপেক্ষা অধিক বলবান্ ধর্মও আর নাই। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন, "যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্যপ্রার্থী, তাঁহারা সেই সেই উপায় [illegible] হন সুতরাং শত শত ব্যসন (বিপদ) আসিয়া গুরুভক্তিরহিত জীবকে [illegible] কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধাররহিত নৌকার ন্যায় তাঁহারা সংসার হইতে উদ্ধার পান না। গুরুসেবাদ্বারাই

গুরুপাদপদ্মের সেবা লাভ হয়। 'ভক্তগণ স্বপ্ন দ্বারা তাঁহার সেবা করেন।"

আমাদের মনে হইতে পারে, গুরুপ্রসাদই কি কেবল বলবান্, অধ্যবসায়রূপ শিষ্য-প্রযত্ন কি বলবান্ নহে? এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য শ্রীমদাচার্যপাদ সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন,—"গুরুপ্রসাদ কেবল ইতি-কর্তব্যতাবান্, শিষ্যের প্রযত্নবীর্যাদিরূপ চেষ্টাই বলবান্—ইহা বলা যায় না। প্রত্যুতঃ গুরুপ্রসাদ সর্বাপেক্ষা বলবান্। কারণ, শ্রুতির উদাহরণে গুরুপ্রসাদের বলবত্তাই দৃষ্ট হয়। সত্যকাম ঋষভাদির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও গুরুর নিকট আগমন ও বিনয় গুরুসেবাদ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যদি প্রযত্নাদিই বলবান্ সাধন হইত, তাহা হইলে ঋষভাদির নিকট শ্রবণমাত্রেই সত্যকামের ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়া যাইত, গুরুর নিকট পুনরায় উপদেশ-শ্রবণ ও সন্নিধানে তাঁহার সেবা করিবার আবশ্যকতা থাকিত না। উপকোশলও অগ্নির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও গুরুর নিকট সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ আগমন করেন। অনন্তর গুরু উপকোশলকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ প্রদান করিলে উপকোশল গুরুর আজ্ঞানুসারে নিজের গুরুসেবাপ্রভাবে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করেন।" এতৎসকল শ্রুতির উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গুরুপ্রসাদ অন্য প্রযত্ন অপেক্ষা অধিক বলবান্। যদিও গুরুপ্রসাদেরই প্রাবল্য আছে, তথাপি গুরু-শুশ্রূষারূপ শ্রবণ-মননাদি শিষ্যপ্রযত্নে উদাসীন হইতে হইবে না। উপযুক্ত যত্ন ও চেষ্টা যদি হয়, তাহা হইলে অগ্নিশ্রুতও সাধক এক জন্মেই সর্বানর্থমুক্ত বা সকল প্রাপ্তির চরম কৃষ্ণপাদপদ্মলাভে কৃতকার্য হইতে পারেন। একমাত্র গুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে প্রযত্নাদি সাধন আরও অধিকরূপে সম্পাদিত হইয়া শিষ্যকে ভগবৎসেবানন্দের অধিকারী করায়, একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় শিষ্যপ্রযত্ন সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

কৃষ্ণস্মৃতি

কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপের ধর্ম। কিন্তু জীব তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য তাহাকে নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। কৃষ্ণবিস্মৃতি ও সেবাবিমুখতা জীবের মূল অপরাধ এবং এই অপরাধের জন্যই সে মায়াকবলিত হইয়াছে। সেবাবিমুখ ও কৃষ্ণবিমুখ জীব ইহা হইতে রক্ষা না পাইলে [illegible] কৃষ্ণের কৃপালাভ হইবে না [illegible] এই মূল অপরাধমুক্ত হইবার জন্য শ্রীল ঠাকুর কীর্তন করিয়াছেন,—

[illegible] বিমুখচিত্তহেতো
[illegible] ২।
[illegible]

কৃষ্ণকে মনে রাখাই আমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ। শাস্ত্রের যে-সকল অন্যান্য বিধি-নিষেধ আছে, তাহা এই মূল বিধি-নিষেধেরই অন্তর্গত। কৃষ্ণকে মনে রাখার যে পথ, তাহাই ভক্তির পথ। যে বিধি আমাদিগকে সর্বক্ষণ ভগবৎকৃপার কথা মনে করায়, আমাদিগকে নিত্য কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত করায়, সেই বিধিই আমাদের নিত্য পালনীয়।

ভগবানের সেবক জীব আমাদিগকে সর্বক্ষণ ভগবৎসেবাই করিতে হইবে। যদি ভগবান্ সর্বক্ষণ স্মৃতিপটে না থাকেন, তবে কাঁহার সেবা করিব? যাঁহার সেবা সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে সর্বাবস্থায় করিতে হয়, সেই নিত্যসেব্য শ্রীগুরুকৃষ্ণপাদপদ্মের কৃপাস্মৃতি যদি সর্বক্ষণ হৃদয়ে না থাকে, সেব্য বস্তু যদি সর্বক্ষণ সম্মুখে না থাকেন, তবে সেবা করা কিভাবে সম্ভব হইবে? সেব্যকে ভুলিয়া উদাসীনভাবে—অন্যমনস্কভাবে সেবার আড়ম্বর করিলে ত' সেবা হইবে না! কৃপাবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের কৃপা-উপলব্ধি যদি সর্বক্ষণ হৃদয়ে না থাকে, তাঁহাদের কৃপার কথা যদি সর্বক্ষণ অন্তরকে উদ্বেলিত না করে, তাহা হইলে সেবা কি করিয়া হইবে? যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া জানিতে পারি, তাঁহার অযোগ্য কিঙ্করাধিকারের আসনে যদি সর্বক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তাহা হইলে সমস্ত বিপদ্, অমঙ্গল হইতে রক্ষা পাইব।

হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাস্মৃতি থাকিলে, এমন কোন কার্য বা চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। কি সম্পদে, কি বিপদে, কি শয়নে, কি ভোজনে, কি স্বপনে, কি জাগরণে—সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার কাঙ্গাল হওয়া প্রয়োজন। কৃপার কাঙ্গাল হইলে কৃপাময় শ্রীগুরুদেব কৃপা করিবেন এবং হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি সর্বক্ষণ জাগরূক থাকিবে। "তুয়া পদ-বিস্মৃতি আমর যন্ত্রণা, ক্লেশদহনে দহি' যাই"—এই কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিলে আর বিস্মৃতিরূপ মৃত্যু আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারিবে না। ভক্তসেবক কখনও প্রভুকে ভুলেন না। তিনি নিষ্কপট। তিনি সর্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার সেবা সুখচিন্তায় বিভোর। এইরূপ ভক্তসেবকের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কৃপাশাসনে থাকিয়া সর্বক্ষণ গুরুসেবায় তৎপর হইলে আর এই বিঘ্ন ত' আসিবে না।

কৃষ্ণস্মৃতিই আচার; কৃষ্ণবিস্মৃতিই অনাচার বা কদাচার। আচারবান বা আচরণশীল কৃষ্ণ-স্মৃতিপরায়ণ না হইতে পারিলে হরিকথা-কীর্তনের অধিকার লাভ হয় না। যদি শ্রবণীয় বস্তু স্মৃতিরূপে হৃদয়ে অবস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে কাহার কীর্তন করা হইবে? অবস্থিত ভগবদ্দেবতারই ত' নাম রূপ গুণ লীলা-কথা কীর্তন করিতে হইবে। যেখানে পরতত্ত্ব বস্তু স্মৃতিরূপে হৃদয়ে নিত্য বিরাজ করেন, সেইখানেই তাঁহার শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাকথার কীর্তন সম্ভব। স্মৃতিই দর্শন, স্মৃতিই অনুভব। যেখানে নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি, সেখানে নিরন্তর কৃষ্ণদর্শন সম্ভব হয়। কৃষ্ণ-স্মৃতিহীন ব্যক্তি অন্ধ। বিস্মৃতিই দর্শনবাধ। কাজেই অদৃষ্ট, অননুভবনীয় বস্তুর সম্বন্ধে কীর্তন কি করিয়া হইবে? কেবল শ্রবণের পর যে কীর্তন, তাহা কীর্তন নহে, শ্রবণেরই প্রকারভেদ। কিন্তু শ্রবণীয় বস্তু স্মৃতিপটে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর অনুভবজাত যে কীর্তন, তাহাই কীর্তন। "কীর্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে" এই বাক্যে যে কীর্তনের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই কীর্তন-শব্দে ভক্তি-যাজনের প্রারম্ভে শ্রবণীয় বস্তুকে হৃদয়ে ধারণের জন্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিই বুঝিতে হইবে এবং ঐরূপ আবৃত্তির ফলে কৃষ্ণস্মৃতি লাভ হইবে—ইহাই উদ্দেশ্য।

ভগবদিচ্ছাই বলবান্

বৃহত্তের দিকে গতিবিশিষ্ট হওয়া—বৃহত্তমের আশ্রয় গ্রহণ করা—তচ্চরণে শরণাগত হওয়া বা সম্পূর্ণ নির্ভর করা অণুচেতন জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম। শুদ্ধভক্ত বা নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ সততই ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভরশীল। ভগবান্ই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। ভগবদ্ভক্তগণ শরণাগত। তাঁহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। ভগবানের ইচ্ছাই তাঁহাদের ইচ্ছা; ভগবানের সুখেই তাঁহাদের সুখ। ভগবৎসুখানুসন্ধানের জন্যই তাঁহাদের যা' কিছু। তাঁহারা জানেন—কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সব হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত কেহ কিছু করিতে পারে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"মহে মায়াবদ্ধ জীব আশা-পাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তব ইচ্ছা মত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছা মত বিষ্ণু করেন পালন॥
তব ইচ্ছা মত জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত, দুঃখ-সুখ সংঘটন॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু, সব কার্য হয়।
জীব বলে 'করি আমি', সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে।
আশা মাত্র করে জীব, তব ইচ্ছা ফলে॥"

বস্তুতঃ ভগবদিচ্ছাই বলবান্। জগতে জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি-স্থিতি—সবই ভগবদিচ্ছাতেই সংঘটিত হয়। জীব যেখানে ভগবদিচ্ছাকে নিজের পরিচালক না জানিয়া নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছাকেই বলবতী মনে করে, সেখানেই জীবের বন্ধন হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদিচ্ছায় সব সংঘটিত হয়—ইহা জানিয়া সর্বক্ষণ পরানন্দে মগ্ন থাকেন। তাঁহারা জানেন—জগতে এক জীবের প্রতি অপর জীবের কোন প্রভাব নাই, এক জীব অপর জীবের অনিষ্ট বা মঙ্গল করিতে পারে না। সবই ভগবদিচ্ছায় সংঘটিত হয়। ভগবদ্-ভক্তগণ এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহারা জগতের কোন জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা সম্পদে ও বিপদে, স্থিতি ও প্রলয়ে, সুখ ও দুঃখে—সর্বাবস্থাতেই ভগবৎ-কর্তৃত্বের অনুকূলতা দেখিতে পান। তজ্জন্য তাঁহারা জাগতিক দেশ-কাল-পাত্রের নিকট হইতে কোন ভয়, বিপদ্ বা শোকের কারণ আশঙ্কা করেন না। তাঁহাদের কোন ভয় নাই, মোহ নাই, অশান্তি নাই।

আমাদের ধারণা—এই জগতে কেহ আমাদের ক্ষতি করিতে পারে, কিন্তু আমরা উপলব্ধি করি বা নাই করি, ইহা ধ্রুব সত্য যে, কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত কাহারও কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, সবই সর্বেশ্বরের ইচ্ছা-প্রসূত। জড় জগতে বিষের ক্রিয়ায় লোকের মৃত্যু হয়, আর অমৃতপানে জীবের অমরত্ব লাভ হয়; কৃষ্ণেচ্ছাক্রমেই জড়বস্তু ও চিদ্বস্তুসমূহ স্ব-স্ব ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, জল ও অগ্নির সংস্পর্শ হইলে যেরূপ বাষ্প উত্থিত হয়, এইরূপ যথাযথ সংমিশ্রণ ও সংযোগদ্বারাই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি হয়, ইহাতে ভগবানের কোন কর্তৃত্বের আবশ্যক হয় না। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, জল ও অগ্নি—উভয়েই জড়। জড়বস্তুর সংযোগ বা সংমিশ্রণদ্বারা অপর কোন বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হয় না, যদি সেখানে চেতনের কর্তৃত্ব না থাকে। যেরূপ দিয়াশলাই-এর সংঘর্ষণে অগ্নি-উৎপত্তি-বিষয়ে চেতন জীবের হস্তচালনরূপ এক চেতনশক্তির প্রয়োজন আবশ্যক হয়, সেইরূপ জাগতিক সকল ব্যাপারে সকলের সাক্ষাতে বা সকলের অলক্ষ্যে জড়বস্তুর সংমিশ্রণ বা সংযোগজনিত পরিণামে চেতনেরই কর্তৃত্ব থাকে। জড়ের যে ধর্ম, তাহা চেতনকর্তৃকই প্রদত্ত। ভগবদিচ্ছায় সেই সকল জড়বস্তু হইতে তত্তৎ ধর্ম ও বৃত্তি অপহৃত হইলে তাহারা আর স্ব স্ব ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুও আমাদিগকে ভগবদিচ্ছারই বলবত্তার কথা উপদেশ দিয়াছেন,—

"জীবন মরণ কৃষ্ণ ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত তাহাতেও কিছু নয়॥
যেজন যাঁহাকে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে, মারে।
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে॥
তোমারা অদৃষ্টে থাকে যে-দিন মিলন।
অমনেও আসি' মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যাঁ'রে যে-দিবস না দিবে আহার।
রাজপুত্র হউ, তবু উপবাস তাঁ'র॥
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে।
অকস্মাৎ কলহ করয়ে কারো সনে॥

ক্রোধ করি' বলে—বুঝি না পাইনু ভাত।
শিবা করি' কহে নিজ শিরে দিলা হাত॥
অথবা সকল দ্রব্য হইলে বিদ্যমান।
আচম্বিতে দেহে আর নৈল অধিষ্ঠান॥
এক বেদনায় কোথা থাকিল তখন।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নজল।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে, মিলিবে সর্ব্বত্র॥
যে-তে মতে কোটি প্রযত্ন না করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সে ফল ধরে॥"

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—
"আপনি ঈশ্বর সর্ব্বজনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যাঁ'র, সেই সুখ পায়॥

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই এই শাস্ত্র-বাক্যের প্রতি আস্থা স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক।

দুই একটী কথা

——::(•)::——

ভজনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে সাধু বা সাধুসঙ্গ-লাভই সর্ব্ব-আদ্য এবং একমাত্র উপায়। এই সাধুসঙ্গ-বিষয়ে যিনি যে-পরিমাণে সজাগ, তিনি সেই-পরিমাণে কৃষ্ণকৃপালাভের অধিকারী। আর যাহারা সাধু-সঙ্গের প্রতি উদাসীন, তাহাদের পক্ষে হরিভজন অনুপপাদ্য। সাধুসঙ্গই হরিভজনের মূল। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল—হয় সাধুসঙ্গ।" সাধুসঙ্গের প্রতি উদাসীন হইলে গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয়, সৎসম্প্রদায়ে প্রবেশের অভিনয় করিয়াও কোন মঙ্গল হইবে না। কৃষ্ণই মঙ্গল। মঙ্গলপ্রাপ্তি—কৃষ্ণকৃপা লাভ। সকল মঙ্গলের কৃষ্ণ যাঁহাকে বক্ষে বহনও করেন, সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সাধুর প্রতি যে উদাসীন, তাহার মঙ্গললাভ বা কৃষ্ণপ্রাপ্তি কি করিয়া হইবে? কৃষ্ণের কৃপা বিগ্রহ ধারণ করিয়া সাধুরূপে বিচরণ করেন। সাধুছাড়া কৃষ্ণের কৃপার পৃথক্ পরিচয় নাই। সাধুর প্রতি ঔদাসীন্য—কৃপারই প্রতি ঔদাসীন্য, কৃষ্ণেরই প্রতি ঔদাসীন্য। সাধুর প্রতি বিমুখতা—কৃপার প্রতি বিমুখতা থাকাকাল পর্য্যন্ত উন্মুখতা আসিবে না; আবার সাধু-সেবোন্মুখ না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণবিমুখতা যাইবে না। সাধু নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী; তিনি কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ। তিনি ২৪ ঘণ্টা কৃষ্ণসেবাতৎপর। সঙ্গ অর্থাৎ আশ্রয়—সম্যক্‌রূপে গমন বা অভিগমন। কেবল গমন হইলে হইবে না। অভিগমন হওয়া চাই। অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সাধুর অনুসরণ হওয়া চাই।

———

• শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ। তিনি বিষ্ণুবিগ্রহ হইয়াও সেবকবিগ্রহ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠরূপে জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য এ জগতে আবির্ভূত হন। তিনি বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবানের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব। শ্রীগুরুদেবই জীবের একমাত্র আশ্রয় ও জীবনস্বরূপ। শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন জ্ঞান না হইলে—তাঁহাকে ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য না হইলে কোনও দিন আমাদের ভগবৎসেবা লাভ হইবে না। আমরা যদি ভগবানের ন্যায় শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে না জানি, তাঁহাকে ভগবানের ন্যায় সেবা না করি, তাহা হইলে আমরা শিক্ষাদান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইব।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশস্বরূপ শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাবতার। তিনি কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সেবক-কৃষ্ণ বা সেবক-ভগবান্। তিনি কৃষ্ণের আকর্ষণী-শক্তি। তিনি বিষয়বিগ্রহ বা ভোক্তা-কৃষ্ণ নহেন। তিনি আশ্রয়বিগ্রহ, ভগবানের সেবা করিয়াই তিনি ভগবানের অপেক্ষা বড়।

শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের লীলাগত বৈচিত্র্য থাকিলেও শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ। শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট-প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যপ্রকাশমূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবের একমাত্র নিত্য আশ্রয়।

———

শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করা কি সন্ন্যাসী, কি বানপ্রস্থ, কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ—সকলেরই একমাত্র নিত্য কর্ত্তব্য। সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ বা গার্হস্থ্য—এইসকল শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা-অনুকূল বিভিন্ন অবস্থান-বৈচিত্র্য মাত্র। প্রত্যেক বিচিত্রতাকেই পূর্ণভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায় নিয়োগ করিতে হইবে। যদি গার্হস্থ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায় পূর্ণভাবে নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে গর্হণ করিতে হইবে। সন্ন্যাসও যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্টসেবার সহায়তা না করে তবে তাহাও নিরর্থক। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

অর্থাৎ যদি শ্রীহরি আরাধিত না হন, তাহা হইলে তপস্যাচরণ করা না করা—দুই-ই সমান। আর যদি শ্রীহরির সুখবিধানের জন্য অকপট ইচ্ছা ও যত্নচেষ্টা থাকে, তাহা হইলে বাহিরে তপস্যার আচরণ হউক বা না হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। স্থূল ক্রিয়াকলাপ বা অনুষ্ঠান অথবা অনুষ্ঠানের একটী বিচ্যুতি—এসব হরিভজনে বাধাও নহে, আবার ভক্তিলাভের উপায়ও নহে। বহু বাহ্য অনুষ্ঠান পুষ্ট হইয়াও তাহা সে যদি না লাগে, তাহা হইলে তাহাই বাধা। সেরূপ অনুষ্ঠানের কোনই সার্থকতা নাই।

প্রভুপাদের হরিকথা

-::(:০:)::——

ভক্তি আত্মার ধর্ম। অন্যাভিলাষিতাশূন্য যে চিত্তাবৃত্তি, তাহা ভক্তি নহে। আনুকূল্যভাবে কৃষ্ণানুশীলন হওয়া চাই। তিনি কিছু চান না, আনুগত্য চান মাত্র। নিজের অনুশীলন-যোগ্যতা না থাকিলে যিনি তাঁহার অনুশীলন করেন, তাঁহার সাহায্য দরকার। নচেৎ বিপরীত দিকে গতি হইবে। জ্ঞেয় পদার্থ কৃষ্ণ, তাঁহাকে জানিতে হইবে। ব্রহ্ম-পরমাত্মার জ্ঞান অসম্পূর্ণ বা আংশিক। কৃষ্ণজ্ঞান পূর্ণ। যেখানে জীবন আছে, সেখানে সেবা করাই তাহার বৃত্তি। কিন্তু জড়জগতের সেবা করিলে কৃষ্ণসেবা হইবে না। আমরা ভোজ্য পদার্থ গ্রহণ করি, বাতাস গ্রহণ করি, যথাকালে বিষয়-সেবা করি; কিন্তু ইহা ত' চিরদিন থাকিবে না, সংগৃহীত জ্ঞান ত' আমরা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না। আমরা যে সময় বৃথা কাটাই, সে সময় আত্ম-বৃত্তিগুলি আবৃত থাকে। সেই জিনিষটী সরাইয়া ভিতরের জিনিষ আলোচনা করা দরকার।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—কৃষ্ণের সেবা করিলে মঙ্গল হইবে। কিন্তু মানবজাতি অনেক দূরে পড়িয়া আছে। চৈতন্যের কথা জগতের লোককে জানান দরকার। সেই-সকল কথার বড়ই দুর্ভিক্ষ। মনুষ্যকে চেতনের বৃত্তিযুক্ত করান দরকার। উন্মার্গ বৃথা পরিশ্রম না করিয়া সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলন কর্ত্তব্য

হরিকথা শ্রবণ করিলে আমরা জানিতে পারি, যে মুহূর্ত্তে আমরা হরিকথা হইতে বিরত থাকিব, সেই মুহূর্ত্তে মায়ার কোন-না-কোনপ্রকার ছলনা আসিয়া আমাদের পতন ঘটাইবেই ঘটাইবে। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। জ্ঞানী বা যোগী হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনের অভাবে নিজের মঙ্গল করিতে পারে না এবং নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তির পথেই অধিকতর চলিতে চলিতে আত্ম-হত্যা করিয়া ফেলে। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী কখনও কখনও সাময়িক অমনস্ক হইলেও হরিকথা-শ্রবণ-প্রভাবেই আবার হরিকথায় মনোযোগী হন এবং নিজেন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়িয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পথে চলিবার বল লাভ করিতে পারেন। হরিকথাই সাক্ষাৎ বলদেবরূপে তাঁহাকে বলদান করেন। হরিকথারূপী বলদেব হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিলে শারীরিক নিতান্ত দুর্ব্বল ব্যক্তিও সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় লোকবীর, দুর্দ্দমনীয় বলাৎকার চেষ্টাকে অনায়াসে ও অজ্ঞাতসারে প্রতিরোধ করিয়া হরিসেবাময় রাজ্যে আত্মবান থাকিতে পারে।

হরিকথাহীন পূজা, ধ্যান সংকল্প [illegible] ব্রত, যোগ, কর্ম্মজ্ঞান সকলই [illegible] আলোচনা প্রভাবেই জগতের সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও সংশয় বিনাশ হয়; আর হরিকথা হইতে বিরত থাকিলেও ঐগুলি সুপ্ত বা অপ্রকাশিত থাকিয়া পাইতে থাকে। সত্যকথার আলো না আবদ্ধ হইলেই মায়ার ছায়া [illegible] পড়ে, মায়া লক্ষিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে জীব হরিকথা আলোচনা না করিতে পারে, তজ্জন্য নানাপ্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে।

'পুরুষার্থ-দুঃখ' জগতে কেবল কষ্ট পাইবার জন্যই মনুষ্যের যাবতীয় চেষ্টা। ভগবৎসেবা-বিমুখের জন্যই মায়ার এই বিধান। যাঁহারা ভগবৎসেবায় ব্যস্ত হন, তাঁহারা অমঙ্গল বরণ করেন। অন্যের সেবা বিমুখতা ক্রমে এই শিক্ষা আসে। তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। ভোগ দুঃখের অমঙ্গলের ভূমিকা। দিন রাত্রি, তাঁহার লোকও [illegible]। তাহাতে কৃষ্ণসেবা বিকাশে বাধা আসে। কোথা হইতে এ অমঙ্গল আসে? কৃষ্ণসেবা-বাহিরে হইতে সচ্চিদানন্দ বস্তু-বিবেকের অভাব হইলে—কৃষ্ণচৈতন্যসেবায় বঞ্চিত হইলেই এই দুর্দ্দশা। ভোগবুদ্ধিকার প্রবৃত্তির ভোগ করার বৃত্তি প্রবল হয়—সেবোর মঙ্গল পাদপদ্মসেবা-সম্বন্ধের বিচার হয় না। আমি কর্ত্তা—এই অভিমান প্রবল হইয়াছে, এ বিচার হইতে কিরূপে নিস্তার হইবে? "বাচো গুরুপাদপদ্ম" এই বিচারকে অবলম্বন করিয়া সেবা রাজ্যে অগ্রসর হইতে হইবে। অন্য বস্তুকে যে ভোগ বা ত্যাগ করার বিচার আসিয়াছে, তাহা গর্হণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা আত্মস্বরূপে অবস্থিত, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ বহির্জ্জগতের চিন্তা-স্রোতে আবদ্ধ। তাহারা অবিবেচনার রাজ্যে অগ্রসর। অতএব মঙ্গল-প্রসাদমূর্ত্তি কৃষ্ণ-পাদপদ্মসেবার বিচার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা রিপুর বশ হইয়া বিষয়দর্শনে ব্যস্ত হইয়াছি। ইহা হইতে উদ্ধারের উপায়—গুরুপাদপদ্মসেবা। তাঁহার কাছে ৬০ দণ্ড [illegible] সেবা করা। যিনি বিষয়দর্শন করেন, তিনি ভোগী। যিনি ভোগত্যাগ করিয়া নিঃশ্রেয়স-বিচারপর হইয়া নিজের স্থাপন করেন, তাঁহার গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় হয় নাই। [illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়া সহস্র [illegible] চতুর্দ্দিক যাঁহাদের, তাঁহাদের মোক্ষ [illegible]। প্রত্যেক [illegible] সেবায় নিযুক্ত না করিয়া [illegible] বরণ করিব—[illegible]। [illegible] [illegible] হইবেন, সেইরূপ বিচার তাঁহাদের নাই [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] কেহ [illegible] [illegible] [illegible] উদ্ধারের উপায়—শ্রীগুরুপাদাশ্রয়।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিভক্তবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমদেয় বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপ্য ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ লেখের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দৃষ্ট হইলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারে যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। অতএব শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সর্বত্রই ভগবদ্বস্তুবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১।০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মহাজ্বরের পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় [illegible]। বিকার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদি এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার [illegible]। ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৴০ একটাকা [illegible] আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ [illegible] (২৪ পরগণা)

বিবিধ সংবাদ

চাউলের মূল্যবৃদ্ধির কারণ

নদীয়া সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বাঙ্গলা দেশে চাউলের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় সংবাদপত্রাদিতে সম্প্রতি যে সকল অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল কারণে তাঁহারা এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজেদের মতামত প্রকাশে বিরত ছিলেন, তাঁহার একটা কারণ হইতেছে এই যে, যে সমস্যাটির সম্বন্ধে বিবেচনা করা যায় না অথবা সমস্যা সম্বন্ধে কোন তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই এবং অন্য আর একটা কারণ হইতেছে, যুদ্ধ প্রচেষ্টার ব্যাহতে কোন বাধা জন্মিতে পারে এইরূপ কতকগুলি সংবাদ প্রকাশ ব্যতীত সমগ্র পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করাইতে পারিবেন বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি পরিস্থিতি এরূপ জটিলতর রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে যে, এই সময় নীরব থাকিলে জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণাই বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই যে সমস্যাটি লইয়া সংবাদপত্রগুলি পরমোৎসাহে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই সমস্যার কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিতেছেন।

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলার বাহিরে যে চাউল রপ্তানী করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সমালোচনা করা হইয়াছে এবং এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে যে ভবিষ্যতে সর্বপ্রকার চাউল রপ্তানী বন্ধ করা হউক। এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ নীতি বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পূর্ব্বে যে চাউল রপ্তানী হইয়াছে তৎসম্পর্কে তাঁহারা এরূপ পরিষ্কার প্রমাণ করিয়াছিলেন যে ১৯৪১-৪২ সালে এই প্রদেশে আনুমানিক মোট উৎপন্ন ধান্যের শতকরা এক ভাগের এক তৃতীয়াংশ মাত্র ভারতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে রপ্তানী করা হইবে। এই প্রস্তাবানুযায়ী ভিত্তিতে যে চাউল রপ্তানী করা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ বাঙ্গলা দেশের উৎপন্ন ধান্যের শতকরা এক ভাগের প্রায় পাঁচের এক অংশ। তাহার ফলে যে পরিমাণ চাউল রপ্তানী করা হইয়াছে তাহার দ্বারা বাঙ্গলা দেশের একদিনের প্রয়োজনের কিছু বেশী চলিত। সুতরাং এই রপ্তানীর জন্য চাউলের মূল্য এরূপ অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

কলিকাতায় বর্ত্তমানে যে চাউল মজুত আছে, গত কয়েক সপ্তাহে মজুত চাউলের পরিমাণ অপেক্ষা তাহা কম সন্তোষজনক নয়? নিরাপত্তা রক্ষা সম্পর্কিত কারণে এই মজুত চালের কোনও হিসাব প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না। তবে সরকার ইহা জ্ঞাপন করিতেছেন যে বর্ত্তমানে যে চাউল মজুত আছে, তাহার দরুণ সম্প্রতি চাউলের মূল্য এত অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

সরকার উপলব্ধি করিয়াছেন যে এই বৎসর উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় কম হইবে। কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে ১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলা দেশে প্রচুর ধান উৎপন্ন হইয়াছিল। অতীতে যে সকল বৎসর অল্প ধান উৎপন্ন হইয়াছিল তখনও বাঙ্গলার লোক বাঁচিয়া জীবিত ছিল। তা ছাড়া গত বৎসরের বাড়তি ধান পল্লীগ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষক ও শহরের ধনী ব্যক্তিগণ মজুত রাখিয়াছেন। অন্যান্যের মত—জনসাধারণ তাহার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে পারে। এই বৎসরে যে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহার যে মোটামুটি হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ত্রাস সৃষ্টি তো দূরের কথা আশঙ্কার ও কোনও কারণ নাই।

গবর্ণমেণ্টের মতে অতীতের রপ্তানী, বর্ত্তমানে মজুত ধান অথবা নূতন ধান্যের আনুমানিক পরিমাণের জন্য কলিকাতায় চাউলের এইরূপ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কোন সঙ্গত কারণ হইতে পারে না। দুই তিন সপ্তাহ কাল এই প্রদেশের সর্বত্র অসংযতভাবে যে অধিক পরিমাণ চাউল ক্রয় করা হইতেছে, তাহাই চাউলের মূল্যবৃদ্ধির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং অনুমান করা যায় যে কলিকাতা ও যে সকল জেলায় ধান উৎপন্ন হয় সেই সকল জায়গায় ফাটকা বাজীতে প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয়ের ফলে অবস্থা আরো জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। এই বৎসর ধান বেশী জন্মায় নাই বলিয়াই এই ক্রয়ের পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মতে এইরূপ কোন নৈরাশ্যের কারণ নাই। এইরূপ ক্রয়ের জন্য সরকার বিশেষ উদ্বিগ্ন। কারণ সব লোকেদের কার্য্য শুধু সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থের প্রতিকূল নয় ইহা খরিদ্দার দেশবাসীদেরও স্বার্থ বিরোধী। এই জন্য কলিকাতায় ও বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় যে সব চাউল ব্যবসায়ী এই প্রকারে চাউল ক্রয়ে প্রশ্রয় দিতেছে, তাহাদিগকে প্রাথমিক অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট শুধু এই বলিয়া সতর্ক করা কর্ত্তব্য মনে করেন যে যদি তাহারা এইরূপ কাজে রত থাকে, তাহা হইলে নিজ [illegible] অবশ্য যুক্তি লইয়াই তাহা করিতে হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় ভক্তি[illegible]-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ৩০ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৬ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২২শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার } ১২৮তম সংখ্যা

"ভক্তির আরম্ভই হয় না, যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আশ্রয়বিচারে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন। সেই করুণাশক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ কেশব, শিব প্রহর, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(::•::)::——

দশটা ইন্দ্রিয়কে বলি দিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের রাজা মন। নির্গুণ মন না হইলে কৃষ্ণভজন হইবে না। ভক্তি—নির্গুণা। ভগবৎসেবা-বিধানের পথ তিনটী—(১) ভগবদর্পিত কর্ম, (২) জ্ঞান ও (৩) ভক্তি। কর্ম ও জ্ঞান সাধনকালে সগুণ, কিন্তু ভক্তি—নির্গুণ। ভক্তি—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিকভেদে ত্রিবিধা। গুণ তিনটী—তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব। যাহা জ্ঞান, তাহা—সত্ত্ব; রজঃ—কাম-উদ্দীপক, তমঃ—অন্ধকার। লাল, কালো ও সাদা—এই তিনটী রং লইয়া মায়া।

প্রাকৃত বালকভাব—শত্রুমিত্রজ্ঞান নাই, ভেদদর্শন নাই; উহা তাহার মোহগ্রস্ত অবস্থা। বালক অজ্ঞতার দরুণ উলঙ্গ থাকে, হিংসাশূন্য ও শত্রুমিত্রজ্ঞানশূন্য হয়। এই বালভাব ও জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ শ্রীসনক-সনাতন-সনন্দন সনৎকুমারের উলঙ্গ থাকা, ভেদদর্শনশূন্য ও শত্রুমিত্রজ্ঞান হীন বালকভাব এক নহে। একটী জ্ঞানের পরমপরাকাষ্ঠা, আর একটি অজ্ঞানের চরমসীমা। এই জগতের বালভাব—অজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, অথচ উহা জগতের নিকট খুব বড়। চতুঃসনের সমদর্শন—চিদ্দর্শন, প্রাকৃত বালকের সমদর্শন (?) অচিদ্দর্শন। প্রাকৃত বালকের অজ্ঞানতাকে বড় মনে করা মূর্খতা। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় যে সমদর্শন, তাহা ভক্তির দিকে ইষ্টদেবদর্শন, জ্ঞানের দিকে ব্রহ্মদর্শন, আর যোগের দিকে পরমাত্মদর্শন। উহা বালকের ন্যায় অজ্ঞানের কথা নহে।

———

মাধুকরী ভিক্ষা—নির্গুণ; তদপেক্ষা শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যের মাহাত্ম্য আরও অধিক, যেহেতু স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে; তজ্জন্য শ্রীধামে চাষাবাদ করা দরকার। উহা গ্রামবাসীর চাষের মত নহে। একজনের প্রকৃতির প্রেরণায় চাষাবাদ হয়, আর একজনের স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায়—সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেরণায় চাষাবাদ হয়—ফসল উৎপন্ন হয়। জড়জগতে প্রকৃতির প্রেরণায় চাষাবাদের ফলে—কর্ম্মার্পণ, তৎপরে নির্গুণ; কিন্তু শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য পরম নির্গুণ। শ্রীধামে উৎপন্ন লোভ কলা মূলা শ্রীমন্মহাপ্রভু কাড়িয়া খান।

———

ভগবদ্‌ভজনের সাধন ও সাধ্য—সব নির্গুণ; ভগবৎপ্রপন্নভাবে চেষ্টা নির্গুণ। জড় হইতে বৈরাগ্যে যে সুখ—ব্রহ্মসুখ—আত্মোপসুখ, তাহা সাত্ত্বিক বিষয়সুখ—প্রাকৃত। লোক-নিন্দা ভয়, সংসারাসক্তের জিনিষ হারাইলে, ব্যারাম হইলে কাতরতা-প্রকাশ, ক্রন্দন প্রভৃতি তামস। দুঃখে পড়িলে, বিপদ্ আসিলে 'পাহি মাং মধুসূদন' বলে ভগবানের শরণ গ্রহণ, আর অন্য সময় ভগবানকে ভুলিয়া থাকা—শুদ্ধভক্তি নহে।

ভগবদনুগ্রহ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান দুইপ্রকার লোকের হয়। যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদের আনুষঙ্গিকভাবেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। নির্ব্বিশেষবাদীর স্বতন্ত্রভাবে—পৃথগ্‌ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞানে ও ভগবদ্ভক্তের আনুষঙ্গিকভাবে লব্ধ ব্রহ্মজ্ঞানে তফাৎ আছে। ভক্তি হ্লাদিনীসারযুক্ত সম্বিৎশক্তিরূপা। ব্রহ্মজ্ঞানী শম-দম-তিতিক্ষা প্রভৃতি-দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। কেবলাদ্বৈতবাদী ব্রহ্মসাযুজ্যের মত আর বড় কিছুই নাই মনে করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ উহাকে অত্যন্ত তুচ্ছ, নরকের মত হেয়, ঘৃণ্য জ্ঞান করেন। ভক্তগণ নরকগমন করিতেও প্রস্তুত, তথাপি সাযুজ্যমুক্তি গ্রহণ করেন না।

———

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি ও মন—প্রাকৃত। কর্ণদ্বারা শ্রবণ, জিহ্বাদ্বারা কীর্ত্তন, চক্ষুর্দ্বারা দর্শন ও হস্তপদাদি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক-পূজা পরিক্রমাদি এবং মন দ্বারা নিষ্ঠা রুচি-আসক্তির সহিত যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ব্যাপার, তাহা কিরূপে অপ্রাকৃত হইতে পারে? শ্রীভগবান্ ও ক্রিয়াদি সেবোন্মুখ চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদিতে স্বয়ংই আবির্ভূত হন। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর' ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাকৃত হইলেও সেবোন্মুখ দেখিলে অপ্রাকৃত শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তন-শ্রবণাদি তথায় স্বয়ংই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদয় হয় বলিয়া পূর্ব্বদিক্ সূর্য্যের জননী নহে। জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আছে বলিয়া ইন্দ্রিয়গুলি কার্য্যকরী হইতেছে।

———

তত্ত্বত্রয়—(১) জগৎ, (২) জীব ও (৩) ঈশ্বর। এই জগৎ অচেতন, জড়। জীবের জ্ঞান ও ক্রিয়া নিজের নহে। সমস্ত জীব হয় বহিরঙ্গা শক্তি, না হয় অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করে। মূল প্রযোজক-কর্ত্তা ঈশ্বর। জীবহৃদয়ে পরমাত্মা আছেন; তিনি শক্তি দিয়া কার্য্য করান। এই পরমাত্মাই [illegible] বিষ্ণু, তিনি কারণার্ণবশায়ীর অংশ। কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর ইচ্ছাতেই সব কার্য্য হয়। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া—এই তিনটী শক্তিতে জগৎ চলিতেছে। জীব ইচ্ছা করিলেও কোন কার্য্য করিতে পারে না—পরমাত্মা কার্য্যক্ষমতা না দিলে।

———

'আমার প্রভুর সব, আমি তাঁহার, পৃথিবীর সকল আমার প্রভুর'—ইহাই শুদ্ধ বিচার। আর তাঁহাকে বাদ দিয়া আমার, 'অমুকের' প্রভৃতি বিচার অমঙ্গলজনক।

শরণাগতের আত্মরক্ষা

শরণাগত ভক্ত নিত্য ভগবৎ কর্তৃক রক্ষিত। তাঁহারা আত্মরক্ষার কথা আদৌ চিন্তা করেন না। ভগবৎসেবাচিন্তাই তাঁহাদের স্বভাব। তাঁহারা নিত্য কায়-মনো-বাক্যে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা বিঘ্ন অপকারীর অপকার না করিয়া উপকার করিয়াই তাহার প্রতিদান দেন। তাঁহারা কায়-মনো-বাক্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্বক তদাশ্রয়ে ভগবৎসেবা করিয়া এই বিপৎসঙ্কুল জগতে যাবতীয় বিপদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন। তাঁহাদের কেহ বিঘ্ন করিতে পারে না। ভক্তগণকে স্পর্শ করিবার সাধ্য কালচক্রেরও নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণসেবকের মায়া কভু নাহি বাধ।
কালচক্র ভয়ে যেথা করয়ে উপবাস॥"

আত্মরক্ষা করিতে হইবে সত্য, কিন্তু আমি ত' আমার রক্ষক নহি; রক্ষক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং তচ্চরণে শরণাগত না হইলে আমাকে কে রক্ষা করিবে? ভগবৎচরণে শরণাগতিই আত্মরক্ষা। শরণাগত ব্যক্তিগণই রক্ষিত। এতদ্ব্যতীত কাহারও রক্ষা নাই; সকলেই কালচক্রের করাল কবলে নিষ্পেষিত হ'বে। শরণাগত ভক্তগণ দেহ ও মনে আত্মবিশিষ্ট নহেন, তাঁহাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই। তাঁহারা সতত কৃষ্ণভাবাবিষ্ট, তজ্জন্য তাঁহারা স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া নিজের দেহ, মন ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় বস্তুই ভগবচ্চরণে অর্পণ করেন। সুতরাং তাঁহাদের ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত ছাড়া 'আমার' বলিতে আর কিছু নাই। সেজন্য তাঁহারা অন্যের ন্যায় আত্মরক্ষার জন্য চিন্তা না করিয়া ভগবান্ তাঁহাদিগকে যে-সকল বস্তুর গ্রহণকার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সকল বস্তুর সংরক্ষণে পূর্ণমাত্রায় যত্নশীল থাকেন। জড়াসক্ত ব্যক্তি প্রভু সাজিয়া কর্তৃত্বাভিমানে নিজের বস্তুর রক্ষা করেন, কিন্তু শরণাগত ভক্ত কিঙ্করাভিমানে প্রভুর আদেশে প্রভুর বস্তুই রক্ষা করেন। যিনি শরণাগত, তিনি নির্ভীক। তিনি সম্পদ্-বিপদ্, সুখ দুঃখ—সর্বাবস্থায়ই নিজেকে কৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত, কৃষ্ণের আশ্রিত বলিয়া জানেন। তিনি আপাতক বিপদাপন্ন, দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাহাতে কৃষ্ণের রক্ষকত্বে—পালকত্বে সন্দিহান হন না। শরণাগত ভক্ত নিজেকে কৃষ্ণেরই সম্পত্তি মনে করেন। কৃষ্ণের সম্পত্তি কৃষ্ণ নিজেই রক্ষা করিবেন। ইহা চিন্তা করিয়া তিনি নিশ্চিন্তে বিচরণ করেন। শরণাগতের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি কিরূপ, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা-বিধান॥
তুয়া ধন জানি' তুহুঁ রাখবি, নাথ।
পাল্য গোধন জানি' করি তুয়া সাথ॥
চরাওবি মাধব, যামুনতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে॥
অঘ-বক মারত রক্ষা-বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুলকান॥
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম যামুনপানি॥
* * *
ভকতিবিনোদ তুয়া গোকুল ধন।
রাখবি কেশব করত যতন॥"

শরণাগত আশ্রয়াকুলচেতা। তিনি একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই আশ্রিত, অতএব তাঁহার একমাত্র রক্ষাকর্তা। তিনি নিজের সমস্ত ভার শ্রীগুরুদেবের উপর অর্পণ করিয়াই আত্মরক্ষা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন।

"মানস দেহ, গেহ, যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর॥
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে॥"

—ইহাই শরণাগতের স্বরূপতত্ত্ব। বিক্রীত পশু যেরূপ নিজের বা বিক্রেতার সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া নিজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্পূর্ণভাবে ক্রেতার উপর নির্ভর করে, শরণাগত ভক্ত সেইরূপ নিজের দেহমনের রক্ষণাবেক্ষণ বা নিজ আত্মজনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা না করিয়া একমাত্র শরণাগত শ্রীগুরুকৃপাপাদপদ্মের স্বতন্ত্র ইচ্ছার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। শ্রীগুরুকৃপাপাদপদ্মে নির্ভর করার পরও তাঁহার যদি দুঃখ কষ্ট আসে, তাহাতেও তিনি শ্রীগুরুবর্গের সম্বন্ধে নির্দয়তা বা কৃপণতা আশঙ্কা করেন না। যাবতীয় দুঃখকষ্টেও তিনি শরণাগতের কৃপাবৈচিত্র্য-জ্ঞানের সাহায্যে বরণ করেন এবং তাহাতেই আত্মপ্রসন্নতা সুখ ও নিশ্চিন্ততা অনুভব করেন।

তদনন্তরণে শরণাগত নিবেদিতাত্মা সেবকের প্রবৃত্তি কিরূপ তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইভাবে জানাইয়াছেন,—

আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি'
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক-অভয়- অমৃত-আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে করিব সেবন,
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
পূর্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল
সেবাসুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥

শ্রীশ্রীগিরিধারীর সেবা*

——::(০)::——

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—চারিটি আশ্রম আছে। যাঁহারা সদ্গুরুপদাশ্রিত গৃহস্থ, যাঁহারা সদ্গুরুর গৃহস্থ শিষ্য হয়েন, তাঁহারা অর্চনমার্গে শ্রীশালগ্রামের সেবা করিবেন। গৃহস্থগণ পাঞ্চরাত্রিক-বিধানে সদ্গুরুর নিকট বিষ্ণুদীক্ষা-লাভের পর অর্চন করিবেন। যাঁহাদের দ্বিজত্ব লাভ হয় নাই, তাঁহাদের শালগ্রামের অর্চনে অধিকার হয় নাই।

যাঁহারা গৃহে আছেন, তাঁহাদের এ কথাটী মনে রাখিতে হইবে যে, এই গৃহ আমার বা আমার পিতা, পতি, পুত্র কিংবা ভ্রাতার নহে। শ্রীগিরিধারীই গৃহের পতি। তাঁহার সেবার জন্যই আমার এ গৃহে অবস্থান। আমি যদি গৃহপতি শ্রীগিরিধারীর সেবা না করি, তবে এই গৃহের কোন বস্তু প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। কারণ নিত্যপতির সেবকসূত্রেই আমার যাহা কিছু অধিকার। পতিসেবা বিমুখা রমণী পতিগৃহের কোন বস্তুই দাবী করিতে পারে না। শ্রীগিরিধারীর জন্যই গৃহের সর্বশ্রেষ্ঠ গৃহ, শয্যা, আসন ও অন্যান্য উত্তর উত্তম দ্রব্য। সর্বোত্তম বস্তুর দ্বারা পুরুষোত্তম শ্রীগিরিধারীরই সেবা করিতে হইবে। আমরা প্রাকৃত জগতেও দেখিতে পাই যে, বাড়ীর কর্তার সুখের জন্যই বাড়ীর সকলের অপেক্ষা অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। সতী নারী সকলের আগে পতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যত্ন করেন; তারপর তাঁহার পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য পরিজনের কথা। বাড়ীর মনস্কামীর জন্যই পত্নী সন্তানগণের বিশেষভাবে যত্ন করেন। গৃহের কর্তার জন্যই বাড়ীর সর্বশ্রেষ্ঠ গৃহটী থাকে। প্রাকৃত জগতেই যখন অনিত্য গৃহপতির অনিত্য সুখবিধানের জন্য এত চেষ্টা করিতে দেখা যায়, তখন আমাদের পক্ষে নিত্য পতি গিরিধারীর সর্বেন্দ্রিয় তৃপ্তিবিধানের জন্য কি উদাসীন থাকিলে চলিবে? সর্বোৎকৃষ্ট গৃহ, সর্বোৎকৃষ্ট শয্যা, যাবতীয় উৎকৃষ্ট দ্রব্য একমাত্র শ্রীগিরিধারীরই ভোগের জন্য দিতে হইবে। আমি শ্রীগিরিধারীর একজন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিচারক—এ জ্ঞান রাখিতে হইবে। গৃহস্বামী শ্রীগিরিধারী কি পছন্দ করেন, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের স্বাস্থ্য রক্ষণ করিতে হইবে। কখন তিনি আহার করেন, কখন তাঁহার বিশ্রাম বা উত্থানের সময়—সেই সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া যথাযোগ্যের সহিত তাঁহার সেবা করিতে হইবে। শ্রীগিরিধারী চেতন, তিনি সবই দেখিতেছেন, সবই জানিতেছেন। সব বিষয়েরই মালিক শ্রীগিরিধারী। আমার জন্য তিনি কিছু দেন নাই, তাঁহার কৃপাময়ে যেন তাঁহার সেবা করিতে পারি, এইজন্য তিনি আমাকে যাঁহা কিছু দিয়াছেন এবং দিতেছেন। সর্বান্তর্যামী বিভুস্বরূপ সেবাবিগ্রহী শ্রীগিরিধারী অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া সেবকের গৃহে শিলারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পালক, অজ-ভগবান্, সকলের শ্রীগিরিধারী ভক্তের নিকট পালনের লীলা অভিনয় করেন। তিনি অসহায় শিশুর ন্যায় লীলা করেন। যেরূপ জননী যেমন অসহায় শিশু সন্তানকে সর্বতোভাবে পালন করেন, সেবকও তাঁহাকে সেইভাবে সেবা করেন। শ্রীগিরিধারীকে যদি আমার গৃহে মালিকরূপে দেখি, তবে সর্বতোভাবে তাঁহারই সুখের জন্য চেষ্টা করিব। শ্রীগিরিধারী চিন্ময় ইন্দ্রিয়বান্, আমার অন্তরের সেবাপ্রবৃত্তি-পরিবর্ধনের জন্যই তিনি আমার নিকট অসহায় পালনের লীলা-অভিনয় করেন। সেবাপ্রবৃত্তির ভক্তি-লোচনেই শ্রীগিরিধারীর ভাবস্বরূপ কমনীয় রূপ দর্শন হয়। সেবোন্মুখ চক্ষুতে শ্রীগিরিধারীকে প্রত্যক্ষভূত হয়। শ্রীগিরিধারীর কোন কিছুর অভাব নাই। তিনি গোলোকনাথ, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তিনি ব্রজের গোপাল, যশোদা-দুলাল। অর্চ্চা-বিগ্রহে যে প্রাকৃত বুদ্ধি করে, সে যত বড় লোকই হউক না কেন, সে অত্যন্ত অপরাধী। শ্রীগিরিধারী আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত, অবশ্য স্বভাব বিমুখতা-জীবনকে সেবানন্দপরিপূর্ণ করিবার জন্য অত্যন্ত কৃপাপূর্বক আসিয়াছেন।

শ্রীগিরিধারীর সেবক জানেন—শ্রীগিরিধারী গোলোকপতি, তিনি বৈকুণ্ঠের ঊর্ধ্বপ্রদেশে থাকেন; অতএব তিনি যে গৃহে থাকেন, সেই গৃহ অনিত্য গৃহ নয়, তাহাও গোলোক। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।" শ্রীগিরিধারীর সেবকগণ কোন অর্থে ভীত নহেন। গৃহপতি শ্রীগিরিধারীকে নিজের রক্ষক ও পালক জানিলে আর চিন্তা কিসের? রাজার, সমাজের কিংবা অন্য কোন উৎপীড়নকারী মানবের ভয়ে শ্রীগিরিধারীর সেবক ভীত হন না। সেবক নিজের সুখের জন্য চেষ্টা না করিয়া তাঁহারই সুখের নিমিত্ত যাবতীয় চেষ্টা করেন। যাহাতে আমি তাঁহার সেবা করিবার যোগ্য হইতে পারি, সেজন্যই তিনি আমার কাছে অর্চ্চরূপে প্রকটিত। শ্রীগিরিধারীর সেবাচিন্তায় একাগ্রচিত্ত হইতে হইবে। তিনি মা যশোদার আদরের দুলাল। যদি তাঁহাকে সাক্ষাৎ চেতন পদার্থ বলিয়া জানি, তাঁহার কৃপা পাই, তাঁহা হ'লে আমার সমস্ত বিক্ষিপ্ততা, জড়াসক্তি চলিয়া যাবে। নিজের চেষ্টায় যে-সব অনর্থ কিছুতেই দূর হয় না, শ্রীগিরিধারীর ইচ্ছা হইলে সে সব দূরীভূত হইবে এক মুহূর্ত সময়ও লাগিবে না।

শ্রীগিরিধারীর সেবা নই আমার যেরূপভাবে করিতে হইবে, নিজের খাওয়া-পরার জন্য /

---

* ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের হরিকথার মর্ম জনৈক ভক্তকর্তৃক লিখিত।

নয়। যাঁহার গৃহে শ্রীগিরিধারী কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি সত্য সত্যই মহা সৌভাগ্যবান। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাইয়াও যদি অনাদর করি, তবে আমার মত ভাগ্যহীন আর কেহ নাই। শ্রীগিরিধারীর সেবক কখনও ভাবেন না যে, অপরে কেহ তাঁহার রক্ষক। তিনি বলেন—"তুমি ছাড়া কারো নহি, হে যাদবেন্দ্র!" তিনি জানেন—শ্রীগিরিধারীই একমাত্র আমার প্রভু, আমি সমাজের, দেশের অথবা সংসারের কেহ নহি। আমি শ্রীগিরিধারীর, শ্রীগিরিধারীও আমার।

ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর পৃথক্‌ভাবে অর্চনের কোন দরকার নাই। তরুমূলে জল সেচন করিলে যেপ্রকার শাখা-পত্র-পুষ্পাদি সঞ্জীবিত হয়, তদ্রূপ শ্রীগিরিধারীর সেবাতেই সকল দেবতার তুষ্টি হয়। পৃথক্‌ভাবে দেব-দেবীর পূজা করা অত্যন্ত অন্যায়। শাস্ত্রের বাণী এই যে, যাহার গৃহে কেশবের অর্চা নাই, তাহার গৃহের অন্নপানাদি যাহা কিছু, সব অভক্ষ্য।

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মার মহারাজের বাণীতে আমরা জানিতে পারি—

"কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ
সমং স্মৃতম্॥"

বিষ্ণুসেবাহীন গৃহে যত উপচারে সহিতই রন্ধন করা হউক না কেন, সেই গৃহের অন্ন কখনও খাইবে না। যিনি গৃহস্থ হইয়া গৃহদেবতার অর্চন করেন না, তাঁহার ঘরের সব অশুচি। পারমার্থিকগণ, বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুসেবাহীন গৃহে কখনও আহার করেন না। যাহারা অত্যন্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত, অতিশয় মলিনহৃদয়, এই পাঞ্চভৌতিক জড় দেহ পাইয়া যাহারা দেহচর্য্যায়ই ব্যস্ত, কর্ম্মশীল, যাহারা কেবল সংসার রক্ষা করাই ব্যস্তচিত্ত, তাহাদের পক্ষে অর্চন অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মশীল, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিদের মঙ্গলের জন্য ঋষিগণ অর্চনের বিধান করিয়াছেন। "দীক্ষিতগণের অর্চন না করিলে নরকপাত প্রাপ্ত হয়।" কর্ম্মশীল, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ যদি কৃষ্ণার্চন না করে, তবে যমরাজের নিকট শাস্তি পায়। যিনি বিষ্ণুসেবার অধিকার লাভ করেন নাই, তিনি নিজহস্তে ঠাকুরকে ভোজন করাইবার অধিকার না পাইলেও অন্যান্যপ্রকার সেবাকার্য্যে সাহায্য করিতে পারেন। তিনি বিষ্ণুমন্দির বা ঘরে প্রাঙ্গণ-মার্জন করিতে পারেন, বাজার হইতে সেবার জিনিষ কিনিয়া আনিতে পারেন। তাহাতেও তাহাদিগের মঙ্গল হইবে।

বাহ্যজ্ঞান শূন্যরূপে অর্চন করিতে হইবে। পাঞ্চরাত্রিক অর্চনপদ্ধতির শিথিলতারূপে আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে ক্রমেই অর্চন পরিত্যাগ করিতে হইবে। শ্রীগিরিধারীর সেবার আনুকূল্য-সংগ্রহের জন্যই যাবতীয় কার্য্য করিতে হইবে। লোক-নিন্দার ভয়ে শ্রীগিরিধারীর সেবা পরিত্যাগ করিতে হইবে না। লোকে যখন আমার শ্রীগিরিধারীর সেবা-তৎপরতা দেখিয়া আমাকে উপহাস করিবে, তখন জানিব—শ্রীগিরিধারী আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন। শ্রীগিরিধারীর সেবার্থে যাবতীয় দুঃখ বরণ করিতে হইবে।

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥"

যদি শ্রীগিরিধারীর সেবার জন্য প্রাণপাতও হয়, তবে আমার সব সার্থক হইবে। যিনি শ্রীগিরিধারীর সেবাতে একান্তভাবে নিযুক্ত, তাঁহার কোন অসুবিধা হয় না। শ্রীগিরিধারী তাঁহার সেবকের যোগক্ষেম বহন করেন। যিনি শ্রীগিরিধারীর সেবার জন্য আপদ্‌-বিপদ্‌ সমস্ত বরণ করেন, তাঁহার সমস্ত অনুকূল হইয়া যায়। যিনি গিরিধারীর সেবা করেন, তাঁহার কখনও খাদ্য কিংবা অর্থের অভাব হয় না। নিজের ভোগ-আহারের জন্য যে শ্রীগিরিধারীর সেবায় অভিনয় করে, সে সেবক বা ভক্ত নয়, সে বণিক্। যিনি সর্ব্বপ্রকারে শ্রীগিরিধারীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃত সেবক। শ্রীগিরিধারীর নিমিত্ত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের ভোগ প্রস্তুত করিতে হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগিরিধারীর নিজ-জনগণের রচিত গ্রন্থাদি শ্রীগিরিধারীকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া, তাঁহার কর্ণেন্দ্রিয়ের সেবা করিতে হইবে। তাঁহার লীলাকথা তাঁহাকে শুনাইয়া সেবকও ধন্য হন। তুলসীদর্শনে মাধবের আনন্দ হয় বলিয়াই সযত্নে তুলসীর সেবা করিতে হইবে।

শ্রীগিরিধারীর জিহ্বার ভোগ, কর্ণের ভোগ, নয়নের ভোগ, নাসিকার ভোগ, ত্বগেন্দ্রিয়ের ভোগ—সর্ব্বপ্রকারে শ্রীগিরিধারীর ভোগের ইন্ধন সরবরাহ করিতে হইবে। তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন মনে করিতে হইবে, তাঁহাকে অনুধ্যান করিতে হইবে। স্ত্রী, পতি, পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতার প্রতি যে প্রীতি আছে, তদপেক্ষা কোটিগুণ বেশী মমতার সহিত শ্রীগিরিধারীর সেবা করিতে হইবে। শ্রীগিরিধারী জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের নাথ। তাঁহার সেবায় যদি উল্লাস হয়, তবেই সত্যসত্য সেবা হইবে। শ্রীগিরিধারীর সেবক মুক্তকণ্ঠে, উল্লাস সহকারে বলেন,—

"বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে॥"

দুই একটী কথা

——::(০)::——

শরণাগত হইয়া থাকিতে পারিলে আর কোন চিন্তা নাই। নিজের বল বা স্বতন্ত্র চেষ্টা এবং অপরের বল চেষ্টার প্রতি ভরসা ছাড়িতে হইবে। শরণাগতির ছয় অঙ্গের মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে গোপ্তৃত্বে বা পালকত্বে বরণই অঙ্গী, অন্য পাঁচটী তাহার অঙ্গ। নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাসানুদাস জানিয়া একমাত্র তাঁহাকেই নিজনিত্যপ্রভু, নিজের একমাত্র প্রিয়তম, নিজের একমাত্র আরাধ্যদেব, নিজের একমাত্র পালক ও রক্ষক—স্বসর্ব্বস্ব জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আত্মনিবেদনই গোপ্তৃত্বে বরণ। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে গোপ্তা বা পালকরূপে বরণ করিতে পারিলে জীব অশোক, অভয় ও অমৃত হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় হৃদয়ে অকিঞ্চনতা উদিত হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীনাম-সেবা-সৌন্দর্য্য আমাদের অনুশীলনীয় বস্তু হয়। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতি থাকিলে বিভু, বিভু শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসীম-অনন্ত সেবাবৈভব আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়। আমরা যদি তাঁহার সেই সেবার লালসাবিশিষ্ট হইতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার সেবা-মহিমা অনুভব করিয়া সেবাসৌভাগ্যশালী হইতে পারিব—শ্রীরূপের রূপ শোভা—সেবাশোভা দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইব এবং নিজেও স্বরূপ হইতে পারিব। অকিঞ্চনতাই স্বরূপ, অকিঞ্চনতা আত্মার নিত্যসিদ্ধরূপ, অকিঞ্চনতা জীবের সেবাময় স্বরূপের স্বরূপ, অকিঞ্চনতাই যুক্ত-বৈরাগ্য-শোভা। কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্য জীবের স্বরূপের শোভা। 'গোপী-ভর্ত্তুঃ পদ-কমলয়োর্দাসদাসানুদাস'-বুদ্ধিই অকিঞ্চনতার উদ্বোধক। নিত্য কৃষ্ণদাসদাসাভিমান ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত অকিঞ্চনতাই শ্রীরূপপাদপদ্মের—শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোৎসব বিধান করে।

———

সাধুসঙ্গ বাদ দিয়া কখনও সাধুজনসঙ্গী শ্রীনামপ্রভুর সেবা বা সঙ্গ লাভ হয় না। এই সাধুর সঙ্গ শুশ্রূষু হইয়া সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা করিতে করিতে আমাদের চিত্ত স্থির হয়। অকপট শ্রদ্ধা বা শরণাগতির অনুপাতে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়। শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট অনুগত ও আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের অনুগমন সর্ব্বপ্রকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষা ও উপদেশ আমাদের হৃৎপটে থাকিবে। সর্ব্বদা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। অনুক্ষণ সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর শুশ্রূষা করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া—অনর্থের প্রতি লোভ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে সুদৃঢ় ভাবে শরণাগতির পথে চলিতে হইবে। সাধুমুখ-কীর্ত্তিত হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণরূপ পরিচর্য্যা নিরন্তর করিতে হইবে। তাহা হইলে শ্রীনামপ্রভুর সঙ্গ লাভ হইবে। শ্রীগুরু ও শ্রীহরিনামপ্রভুর কৃপা হইলে শত শত আপদ-বিপদ্‌ সেবার বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না, বরং তদ্দ্বারা সেবার অধিকতর উৎকর্ষই সাধিত হয়।

জড় দেহ ও মনের দ্বারা জড়ের অনুশীলন সম্ভব হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা চেতনের অনুশীলন অসম্ভব। শ্রীগুরুসংস্পর্শ ব্যতীত কখনই চেতনের উদ্বোধন হয় না। শ্রীগুরুদেবই সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রদান করেন। পূর্ণতম শ্রীগুরুপাদপদ্মের সংস্পর্শে আসিলে জীব তাঁহার নিত্যস্বভাব ফিরিয়া পায়। 'আমি শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাস'—এই কথা যাঁহার যতটা উপলব্ধ হইয়াছে, তিনি ততটা মুক্ত ও স্বাধীন। এই উপলব্ধি যাঁহার যত কম, তিনি তত অমুক্ত ও পরাধীন। ভগবানের শ্রীচরণে শরণগ্রহণ ব্যতীত স্বাধীনতা-লাভের আর অন্য কোন উপায় নাই। [illegible] অধোক্ষজ পূর্ণপুরুষের অধীনতাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। তাহাই জীবের পূর্ণ স্বাধীনতা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

নিউদিল্লীতে প্রচার

গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বর্ত্তমানে নিউ-দিল্লীর শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যহ সজ্জনবৃন্দের গৃহে তাঁহাদের প্রার্থনায় শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ৮ই ডিসেম্বর নিউদিল্লীর মহাশয়া রণজিৎ সিং রোডে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ বানার্জ্জীর সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে সন্ধ্যায় শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ৯ই ডিসেম্বর [illegible] শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার বি-এ মহোদয়ের গৃহে বহু শ্রোতার সম্মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শ্রীসনাতনশিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১২ই ডিসেম্বর শনিবার পুনরায় শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ বানার্জ্জী ও [illegible] আহ্বানে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ বানার্জ্জী মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীল অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বা বাক্যের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাযুক্ত-নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ ঐকান্তিকভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার যোগ্য। অগ্রিমের বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নির্দ্ধারিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই অধিক সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ- প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তত্ত্বকথক শ্রীনদীয়াপ্রকাশ গ্রাহকের দ্বার ভগবদ্ভক্তগণের পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ করাও অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ মদনগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
পাঁচ লাইন পর্য্যন্ত প্রতি ইঞ্চি	২৲	
" " সিকি কলম	৪৲	
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
এক কলম	১২৲	৯৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

মাধ্যমিক শিক্ষা

গত ১৯৪০-৪১ সালের শিক্ষা বিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উচ্চ ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা ১,৪৫১ ও মধ্য-ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা ২,২৭৩টি ছিল। ভারতীয় বালকদের শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা মোট ৩,৪২৩টি ছিল; বাই স্কুলের সংখ্যা ১,২৭৮ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,৩১৮টি হইয়াছিল। ভারতীয় বালকদের শিক্ষার জন্য পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য আলোচ্য বর্ষে মোট ব্যয় হয় ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ২ শত ৫১ টাকা। উহার মধ্যে উচ্চ-ইংরাজী স্কুলগুলির জন্য সরকারী সাহায্য ছিল ১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ১ শত ৭৭৲ টাকা। যে সমস্ত ছাত্র কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ও ঢাকা বোর্ডের হাই-স্কুল পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার ১ শত ৩২ জন; তন্মধ্যে কৃতকার্য্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার ২ শত ২২ জন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিয়া ঢাকা-বোর্ড নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন।

আলোচ্য রিপোর্টে বলা হইয়াছে—মাধ্যমিক শিক্ষা-পদ্ধতির মূলে অনেক ত্রুটী রহিয়াছে; সেগুলি দূরীকৃত করার ব্যাপারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও রাজনীতিকদের বিশেষ বিবেচনার যে প্রয়োজন, তাহা না বলিলেও চলে। সাধারণ তহবিল হইতে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য দান এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান গঠন এখন অত্যন্ত প্রয়োজন।

'যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত দাড়ি কামাইব না'

হায়দরাবাদ এবং সেকেন্দ্রাবাদ সহরে দাড়ি কামাইবার ব্লেডের অভাব হওয়ায় তত্রস্থ যুবকমণ্ডলীর বড়ই অসুবিধা হইতেছে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তথাকার একদল যুবক ও কলেজের ছাত্র যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দাড়ি রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞান এসোসিয়েশন

ভারতীয় রাজনীতি-বিজ্ঞান এসোসিয়েশনের ৫ম বার্ষিক অধিবেশন মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব না হওয়ায় আগামী ২রা জানুয়ারী ও ৩রা জানুয়ারী আগ্রায় অনুষ্ঠিত হইবে।

অধ্যাপক গুরুমুখ নেহাল সিংহ উক্ত অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্মেলনে যেসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইবে তন্মধ্যে কলিকাতার অধ্যাপক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারতে সমাজতান্ত্রিক নীতির প্রয়োগ" অন্যতম।

— —

তারকেশ্বর ষ্টেট পরিচালনা কমিটী

হুগলী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তারকেশ্বর ষ্টেট পরিচালনা কমিটিতে হুগলীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস এন চাটার্জি ও শ্রীরামপুরের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট অতুলবিহারী গোস্বামীকে সদস্য মনোনীত করিয়াছেন।

সুপ্রিম সোভিয়েট

মস্কোর বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম সোভিয়েটের (সোভিয়েট পার্লামেন্ট) নির্ব্বাচন ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে এবং বর্ত্তমান সদস্যেরা সেই পর্য্যন্ত তাঁহাদের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ক্লেম অফিসার নিয়োগ

যুদ্ধের ফলে আহত ব্যক্তিগণকে ক্ষতিপূরণ দানের জন্য যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। তদনুসারে বাঙ্গলার গবর্ণর সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাবডেপুটি কালেক্টার বাবু মন্মথনাথ গুহকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ক্লেম অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী উক্ত জেলায় ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিদ্বজ্জনাগ্রণী শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভাব সম্বন্ধে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মনীষিগণের মতসমূহের শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ঐক্যসূত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বাঁচাইবার বাচনিক বলার অধিক। প্লীহা, যকৃৎ-সংযুক্ত কামলা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাধক কত দিনে। ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ   ১ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৬; ৭ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯: ২৩শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, বুধবার { ১১২৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ নারায়ণ, ঋতু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

সাধু যাহা অভিলাষ করেন, তাহাই কৃষ্ণের অভিলাষ। সাধুর যাহা প্রীতিপ্রদ, কৃষ্ণেরও তাহা প্রীতিপ্রদ; সাধুর যাহাতে সন্তোষ, কৃষ্ণেরও তাহাতে সন্তোষ। সাধু কৃষ্ণের চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত। কৃষ্ণেচ্ছা পূর্ত্তি ব্যতীত তাঁহার পৃথক্ কোন ইচ্ছা বা চেষ্টা নাই। সাধুর ইচ্ছা ও কৃষ্ণের ইচ্ছা একসূত্রে বাঁধা। সাধুর যে-টী রুচিপ্রদ, কৃষ্ণেরও সে টী রুচিপ্রদ। সাধু যদি কখনও কৃপা করিয়া তাঁহার কোন বিশ্রম্ভ সেবকের নিকট কিছু চান, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ বস্তুটী কৃষ্ণই চাহিয়াছেন। সাধু যদি কখনও কোন খাদ্যই দ্রব্য আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, কৃষ্ণই সেই বস্তুটী আস্বাদন করিতে চান।

———

ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নাই। অনুরাগী কৃষ্ণের অন্তর আনিবাহ অনুরাগী সাধু কৃষ্ণের আভিলষিত বস্তুর দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করেন। সাধুর সমস্ত কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকেই তিনি কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া জানেন। এই সকল বস্তুর দর্শনের তাঁহার কৃষ্ণের উদ্দীপনা হয়। কখনও কোন বস্তুই তাঁহার সেবা স্মৃতিতে বাধাপ্রদান করে না। তাঁহার সমগ্র চেতন দর্শন—কৃষ্ণসেবা দর্শন - গুরুদর্শন। তিনি বস্তুর স্বরূপই দর্শন করেন। বস্তুর বহিরাবরণ তাঁহার স্বরূপ-দর্শনে বাধা দেয় না। সাধু কৃষ্ণময়। সাধুর শরণাগত হইতে পারিলেই আমাদেরও তাঁহার কৃষ্ণময় স্বরূপ-দর্শনের সৌভাগ্য হইবে।

———

ভগবৎ-সেবালাভের একমাত্র উপায় ভগবৎকৃপা। কৃপাপ্রার্থী হইলেই কৃপা পাওয়া যায়। কৃপা-প্রার্থনাই সাধন। সাধন কথাটী আর কিছুই নহে তাহা কেবল জীবের ভগবৎ-কৃপালাভের তৃষ্ণাবৃদ্ধির কৌশল। কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি বা কৃপা প্রাপ্তিই জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক অবস্থা লাভের জন্য যে চেষ্টা, তাহাই সাধন। যত্ন ও আগ্রহের সহিত এই সাধন করিতে করিতে যাহার যতদূর তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, তিনি ততদূর কৃষ্ণের কৃপালাভ করেন। তৃষ্ণা পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি হইলে কৃষ্ণ আকৃষ্ট হন।

শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত বুদ্ধি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় উদিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই পরমার্থ জীবনের মূল। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভগবানের স্বরাটত্ব ও সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্রত্ব সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করাই প্রকৃত গুরুকৃপা-লাভের পরিচয়। ভগবানের স্বেচ্ছাচার সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করাই পারমার্থিক জীবনের মূল নীতি। ভগবানের সেবার জন্য ভোগত্যাগ নিশ্চয়ই আবশ্যক। অন্য উদ্দেশ্যে সর্ব্বান্তঃকরণে ভোগত্যাগ কখনই সম্ভব হয় না। ভগবৎসেবার্থে বৈধ ভোগ ও বৈধত্যাগ শাস্ত্র-সম্মত। ভগবৎ-সেবার জন্য ভোগ ও ত্যাগ স্বীকার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে ভগবান্ প্রীত হন, তাহাই একমাত্র কৃত্য। সমস্তবস্তুর পরম মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে জীবের ইচ্ছা এক হইলে জীবের পরম মঙ্গল হয়। ফল্গু-বৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য এক নহে। জড়-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা এক নহে। ভগবৎপ্রীত্যর্থ-ভোগী সেবাপরায়ণ ব্যক্তির ভোগ ও ভোগাসক্ত ব্যক্তির ভোগ এক নহে। কৃষ্ণের সংসার ও মায়ার সংসার এক নহে। সতের প্রতি প্রীতি ও অসতের প্রতি প্রীতি এক নহে; বাহ্যদৃষ্টিতে এক হইলেও উভয়ের অন্তর-নিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটী নরকের পথ; আর একটী গোলোকের পথ।

———

অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শনই বৈষ্ণবতা। জগতের মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকস্বরূপ বা কৃষ্ণাধিষ্ঠান দর্শনই শ্রেষ্ঠদর্শন। জগতের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও মনুষ্যদেহধারিগণের মধ্যে উন্মুখ, নিরপেক্ষ ও বহির্ম্মুখ প্রভৃতি সকল জীবই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবক। অতএব সকলেই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সকলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি উন্মুখতার পরিমাণ-অনুসারে আমার সেবা, পূজা, সম্মান ও আদরের পাত্র। তবে সকলের সহিত আমি সঙ্গ করিতে অক্ষম। যিনি যে পরিমাণে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি—তাঁহার প্রতি উন্মুখ, আমি সেই পরিমাণে তাঁহার সঙ্গলাভ করিতে যোগ্য। যিনি বহির্ম্মুখ, তিনি আমার সঙ্গযোগ্য নহেন বলিয়া তিনি আমার অসম্মানের বা ঘৃণার পাত্রও নহেন: আমার দুর্দ্দৈববশতঃ তিনি আমার নিকট তাঁহার গুরুদেবস্বরূপ প্রকট করিতেছেন না। অতএব আমি তাঁহার সঙ্গ করিতে পারি না। তিনি যখন তাঁহার [illegible] আমাকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন করাইবেন, তখন আমি তাঁহার সঙ্গলাভের যোগ্য হইতে পারিব। নিজে শ্রীগুরুপাদপদ্মের দ্বারা অপরের সহিত সর্ব্ববিষয়ে আমাকে এই বিচার অবলম্বন করিতে হইবে। নিষ্কপটভাবে সর্ব্বক্ষণ এইভাবে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শন করিতে হইবে। মহাভাগবতের দর্শনের আদর্শের অনুকূলে আমার দর্শন-যোগ্যতা লাভ হইলেই আমি মহাভাগবতবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা লাভ করিতে পারিব।

— —

ভক্তিই ভজন। কৃষ্ণপ্রীতি ও সর্ব্বতোভাবে ভগবৎস্বরূপানুশীলনই ভগবদ্ভজন। শরণাগত হইয়া সেবাই হরিভজন। প্রবণাদি নববিধ সাধনের মধ্যে আত্মনিবেদন অর্থাৎ শরণাগতিই সকলের মূল। ঐ মূলকে ছেদন করিয়া ভগবদ্ভজনের চেষ্টা পণ্ডশ্রমমাত্র। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবাই কৃষ্ণসেবা বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। জীব যখন গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই তাঁহার সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। তখন তৎশ্রীচরণে আত্মনিবেদনের ভাব আসে। তখন নিত্যকালই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। সেখানে এই আনুগত্য বাদ দিয়া কৃষ্ণভজনের ছলনা, উহা হরিভজন নহে, তাহা প্রকৃতপক্ষে মায়ার দাস্য, [illegible] আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনামাত্র। [illegible] মূলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য [illegible] জীবের গুরু আনুগত্য [illegible] প্রবেশ-লাভ হয় [illegible] সিদ্ধান্তে সে ভজন [illegible] পদ্মে [illegible]

গুরু ও ভক্তপদ রজ শাস্ত্রের প্রমাণে [illegible] কৃষ্ণ কৃপা করিলে [illegible]

শ্রীগৌরসুন্দর

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে বন্দনা করিয়াছেন, তাহাতে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে,—

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

শ্রীগৌরসুন্দর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিনকালেই সত্য। অজ্ঞ ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরকে মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় জগতে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকট দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে কোন একজন মহাপুরুষ বা কোন ধর্ম্ম-বিশেষের প্রচারক-মাত্র মনে করেন এবং তাঁহার সেই ধর্ম্মপ্রচারের কেবল সেই সময়ের উপযোগিতা প্রভৃতি কল্পনা করিয়া তাঁহার অনর্পিতচর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান ও নিত্য প্রয়োজন-লাভ হইতে বঞ্চিত হয়েন। শ্রীগৌরসুন্দর সেরূপ বস্তু নহেন। তিনি স্বয়ংরূপ। তিনি নিত্যকাল তাঁহার মাধুর্য্যবিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে গোলোকে নিত্য পরিকরগণসহ বিহার করেন এবং কখনও স্বয়ং ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া আবার কখনও নিজের অংশ বা অংশাংশগণকে প্রেরণ করিয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। তিনিই সকলের আদি, তিনিই সর্ব্বকারণের কারণ। তিনি কোন কালের অন্তর্গত কোন বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালেই নিত্যলীলাপর। অতএব তিনি ত্রিকালসত্য।

তিনি শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নন্দন অর্থাৎ আনন্দবর্দ্ধন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পিতৃরূপে তাঁহার সেবক; শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সেবাসেবায় বশীভূত। শ্রীগৌরসুন্দর অসমোর্দ্ধ। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় কেহ নাই। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুবর্গও গুরুরূপে অনাদি-উপাস্য বস্তু শ্রীগৌরসুন্দরেরই সেবক।

পিতা, মাতা, গুরু, সখা ভাবে কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব দাস্য-ভাব সে করয়॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীগৌরসুন্দরের এই নিত্যনন্দন-স্বরূপ বা স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দন স্বরূপ সত্য।

শ্রীগৌরসুন্দর নিজ ভৃত্যবর্গের সহিত, নিজ পার্ষদগণের সহিত এবং নিজশক্তি-বর্গের সহিত অবস্থানস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। তিনি যেরূপ নিত্য-ত্রিকালসত্য বস্তু, তাঁহার ভৃত্যবর্গ, পার্ষদ ও শক্তিবর্গও সেইরূপ নিত্য। 'ভৃত্য'-শব্দে যাঁহারা তাঁহার সেবকগণকে বুঝাইতেছে; আর যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে গণিত হয়েন, তাঁহারা তাঁহার পুত্র। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"এস্থলে উদাসীন [illegible] বা বিপ্রবর্গ তাঁহার 'পুত্র'-পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছেন। আর 'গৃহস্থ' শিষ্যগণই তাঁহার 'ভৃত্য'-পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছেন।" পুত্র-পর্য্যায়ে অচ্যুতগোত্রীয় ত্রিদণ্ডিগণের স্থান। শ্রীরূপ প্রভু স্বকৃত উপদেশামৃতের আরম্ভেই শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়কেই ত্রিদণ্ডি সম্প্রদায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইঁহারাই প্রকৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজবংশ। ইঁহারাই তাঁহার পুত্র। শ্রীভগবানের এই অচ্যুত-গোত্রীয় বংশধরগণই জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচারধারা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই রূপানুগধারাই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা। ভক্তিবিনোদানুগগণই শ্রীরূপানুগ, অতএব শ্রীভক্তিবিনোদানুগ গুরুবর্গই শ্রীগৌরসুন্দরের নিজবংশ অর্থাৎ তাঁহার পুত্রপর্য্যায়ভুক্ত। কারণ তাঁহারাই শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূরণ করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর দয়া শ্রীরূপানুগ—শ্রীভক্তিবিনোদানুগ গুরুবর্গের দ্বারাই সুকৃতিমান্ জীবগণের নিকট বিস্তারিত হইয়াছে। আর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বংশধরগণ তাঁহাদের গুরুরূপেও প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভৃত্যপর্য্যায়ভুক্ত।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। বৈধ-বিচারে 'ভূ'-শক্তিস্বরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও 'শ্রী'শক্তিস্বরূপা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-নাম্নী পত্নীদ্বয় এবং লীলা, নীলা বা দুর্গাশক্তি-স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম শ্রীগৌরনারায়ণের 'কলত্র'। আর প্রকৃত-প্রস্তাবে ভজন বা রুচি-বিচারে অর্থাৎ রাগমার্গে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীল দামোদর স্বরূপ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীরূপ-সনাতনাদি অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ শ্রীগৌর-গোবিন্দের উজ্জ্বল মধুর রসাশ্রিত নিত্যসিদ্ধ 'কলত্র'। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও তিনি বিপ্রলম্ভভাব-বিভাবিত, স্বয়ংরূপের ভাব ও কান্তি লইয়া অবতীর্ণ। অতএব তিনি বিপ্রলম্ভভাব বা বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগ রস-বিগ্রহ।

উপরি উক্ত শ্লোকে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া বৈধমার্গীয় ভক্তগণের উপাস্য শ্রীগৌরনারায়ণ বিগ্রহ এবং 'সভৃত্য' 'সকলত্র' 'সপুত্র' প্রয়োগ করিয়া যুগপৎ বৈধমার্গাশ্রিত ও রাগমার্গাশ্রিত উভয়বিধ ভক্তগণের উপাস্য যথাক্রমে শ্রীগৌর-নারায়ণ-বিগ্রহ ও শ্রীগৌরগোবিন্দ বিগ্রহরূপে বন্দনা করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর সকল অবতারের অবতারী স্বয়ং, তাঁহাতে বৈধভক্তগণের উপাস্য-বিগ্রহ ও রাগানুগ ভক্তগণের ভজনীয়-বিগ্রহ যুগপৎ বর্ত্তমান; তিনি সকল রসের আকর—ইহাই উপরিউক্ত বন্দনার প্রতিপাদ্য বিষয়।

"নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়"

হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনই একমাত্র মঙ্গলের পথ, হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবের একমাত্র নিস্তার। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

* * *—'শুন, স্বরূপ, রাম-রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হইতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥

শ্রীনামসংকীর্ত্তনই কলিকালের একমাত্র ধর্ম্ম। শ্রবণ-কীর্ত্তন বাদ দিয়া কলিকালে আর অন্য কিছুর দ্বারাই ভগবানের সুখবিধান করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন জীবের মলিন চিত্ত-দর্পণের মার্জ্জনকারী। সম্যগ্রূপে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন করিলে জীবের নিজ চিত্তমুকুরে নিত্যকৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য উদিত হয়। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনপ্রভাবে জীব এই সংসারে থাকিয়াও কৃষ্ণোন্মুখতাহেতু সংসারের কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন জীবের পরম মঙ্গল-বিধায়ক। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনপ্রভাবে জীব জাগতিক বিষয় অহঙ্কার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করেন। অপ্রাকৃত বিষয় [illegible] বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই জীবের অপ্রাকৃত আনন্দ সাগরের বর্দ্ধনকারী। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন হইতেই সকলের প্রতিপদে পূর্ণ নিত্য রসাস্বাদন হয়। অপ্রাকৃত সকল বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে বিশুদ্ধি লাভ করেন; প্রাকৃত দেহ মনও নির্ম্মলতা ও বিশুদ্ধি লাভ করে। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন প্রভাবেই কৃষ্ণোন্মুখ আত্মা সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা লাভ করে।

কলিযুগে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনপ্রভাবে অন্যান্য যুগেরও সাধনফল লাভ হয়। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—"কলৌ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। অতএব কলৌ তদ্ভবতা বিশেষতঃ সন্তোষো ভবতি।" কলিযুগে স্বভাবতঃ অতি দীন-ভাবাপন্ন মানবগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি তাহাদিগকে অনায়াসে অন্যান্য যুগের মহাসাধনসমূহের যাবতীয় ফলই প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন। তাহার দ্বারাই কলিযুগে ভগবানের বিশেষভাবে সন্তোষ হইয়া থাকে।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানরত পুরুষের, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজনকারী পুরুষের এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যাশীল পুরুষের যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে হরিসংকীর্ত্তন হইতেই তাহা হইয়া থাকে। সত্য প্রভৃতি যুগে তত্তৎ সাধনদ্বারা যে ফল সিদ্ধ হয়, কলিযুগে একমাত্র হরি-সংকীর্ত্তন-দ্বারাই তাহার সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কলিযুগে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনপ্রভাবে জীবের যাদৃশ ভগবন্নিষ্ঠা লাভ হয়, সত্য প্রভৃতি যুগের জীবগণ যাবন্নিষ্ঠ হইয়াও তাদৃশ ভগবন্নিষ্ঠা প্রাপ্ত হন না। কলিযুগের জীব-গণের পরম ভগবন্নিষ্ঠা দর্শনপূর্ব্বক সত্য প্রভৃতি যুগের জীবগণ কলিযুগেই জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। হরিসংকীর্ত্তন দেশ-কাল-দেহশুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়াই স্বতন্ত্রভাবেই কীর্ত্তনকারীর অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন। কলিযুগে যাঁহার চিত্তে শ্রীহরি বিরাজমান, তাঁহার পক্ষে ঐ যুগ সত্য-যুগস্বরূপ এবং সত্যযুগে যাঁহার চিত্তে শ্রীহরি বিরাজমান নহেন, তাঁহার পক্ষে ঐ যুগ কলিযুগস্বরূপ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়-

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্॥

অর্থাৎ বিষ্ণুর স্মরণ সর্ব্বপাপবিনাশন, উহা বহুপ্রয়াসে সাধিত হয়। কিন্তু ওষ্ঠস্পন্দনমাত্র-দ্বারা যে কীর্ত্তন, তাহা উক্ত স্মরণ হইতেও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে।

আবার যিনি পূর্ব্বজন্মে শতজন্মে বাসুদেব-অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহারই মুখে সর্ব্বদা হরি-নাম বিরাজমান হইয়া থাকেন। মানুষ সর্ব্ব-প্রকার অপরাধ করিয়াও শ্রীহরিনামের আশ্রয় লাভ করিলে মুক্ত হইয়া থাকেন।

সর্ব্বযুগেই শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের সমান সামর্থ্য জানিবে। অধিকন্তু কলিযুগে হরিকীর্ত্তন অধিক মাহাত্ম্যযুক্ত। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"সর্ব্বস্মিন্ যুগে শ্রীমৎকীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ চ ভগবতা কৃপয়া তদ্গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষ্যৈব তত্র তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্"; অতএব "যদ্যপি অন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিসংযোগেনৈব"। অর্থাৎ সর্ব্বযুগে হরিকীর্ত্তনের সমান সামর্থ্য থাকিলেও কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া তাহা কৃপাপূর্ব্বক জীবকে গ্রহণ করাইয়া থাকেন বলিয়াই কলিযুগে তাহার অধিক প্রশংসা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যদি কলিযুগে অন্য ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলেও তাহা কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি-সংযোগেই করিতে হইবে। এইজন্যই অন্যান্য যুগের ভক্তগণও কলিযুগের জীবের সৌভাগ্য-লাভের নিমিত্ত কলিযুগে অবতীর্ণ হইবার জন্য কামনা করেন। কলিযুগে স্বয়ং কৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া ও নামবিগ্রহ প্রচার করিয়াছেন।

কৃষ্ণনাম হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥
'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ তপ-আদি কর্ম্মনিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তা'র নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্ত 'এব'-কার॥

—এই সমস্ত কথা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুরই শ্রীমুখোক্তি। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ গোস্বামিবৃন্দের দ্বারাও শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্যই বিস্তৃতভাবে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র সাধ্য-সাধন—ইহা শ্রীরূপানুগ তথা শ্রীভক্তিবিনোদানুগ ভাগবতধর্ম্মের প্রচারের একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনই জীবের আত্মার নিত্য সহজ ধর্ম্ম। একমাত্র শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনেই জীব পরানন্দ লাভ করিতে পারেন। হরির প্রতি যেখানে ভক্তি বা প্রীতি—ভালবাসা, সেখানে হরির নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি স্বাভাবিক। কারণ যে যাহাকে ভালবাসে—ভক্তি করে, সে তাহার গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তন না করিয়া পারে না।

হরিকথা বা শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচির অভাবই আমাদের যাবতীয় অসুবিধার কারণ। শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি হইলেই জীবের যাবতীয় অভাব-অসুবিধা দূর হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনে যাহাতে আমাদের রুচি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য যত্ন করিতে হইবে।

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥

অন্যাভিলাষ-রহিত হইয়া নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই মঙ্গললাভ হইবে।

ভক্তিলতার বীজ

——::(০)::——

শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ। শ্রদ্ধা হইতেই ভক্তির আরম্ভ হয়। ভক্তির অস্ফুট-বিকাশ বা স্বরূপ প্রকাশই শ্রদ্ধা-বীজ। এই বীজ হইতেই ভক্তি আরম্ভ হয়। শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা বা ভক্তিলতার বীজ কাহাকে বলে, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"সাধুসঙ্গ ক্রমে শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধুসঙ্গ-বাঞ্ছাও বাড়িয়া উঠে। তখন জীব কি উপায়ে ভগবানের চরণ পাইবেন, তাহার অন্বেষণে যত্নবান্ হয়েন। তখন তিনি একথাই দেখিতে পান, তিনি অনর্থের একান্ত বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব দুষ্ট। তিনি তখন কোন নিগূঢ়-ভক্ত আশ্রয়ভাব সাধুর পদাশ্রয় করত একনিষ্ঠ হইয়া ভজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ় বা নির্গুণ উন্মেষিণী শ্রদ্ধা। ইহাই ভক্তিলতার বীজ।"

জীব যত কর্ম্ম করে, সে সব ফলোন্মুখ হইলেই ভাগ্যের উদয় হয়। পারমার্থিক ও আর্থিক ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। আর্থিক কর্ম্মে আর্থিক ভাগ্যের উদয় হয়, আবার পারমার্থিক কর্ম্মে পারমার্থিক ভাগ্যের উদয় হয়। সাধুসেবা, ভগবন্নামশ্রবণ, ভগবত্তীর্থভ্রমণ, ভগবন্নাম কীর্ত্তন, তীর্থবাস, ভগবৎসেবা, শ্রীধামবাস, শ্রীধামপরিক্রমা প্রভৃতি পারমার্থিক কর্ম্ম। এই সব কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়, এই সুকৃতি ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া জীবের সৌভাগ্য নাম ধারণ করে। এই সৌভাগ্যক্রমে জীবের সংসার-বাসনা দুর্ব্বল হইতে থাকে। যখন সংসার-বাসনা অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, তখন সেই সৌভাগ্য সংস্কার অধিকতর পুষ্টি লাভ করত সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধার উৎপত্তি করে, সেই শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ করাইয়া ক্রমশঃ ভক্তিলতার বীজ-আকারে পরিণত হয় এবং তৎপরে ভজনক্রম অবলম্বন-দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়।

শ্রদ্ধা দ্বিবিধা—স্বাভাবিকী ও বলাহৃৎপাদিতা। অনেকের পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়, তাহাই স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা, তাহা সহজে ধ্বংস হয় না। কিন্তু সাধুসঙ্গক্রমে ধীরে ধীরে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহাই বলাহৃৎপাদিতা শ্রদ্ধা। তাহার উত্থান ও পতন আছে। অকপটে সাধুসঙ্গ করিতে করিতে এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃ স্বাভাবিকী শ্রদ্ধায় পরিণত হয়।

শ্রদ্ধাবান্ই সেবোন্মুখ। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে শরণাগতি আছেই। শ্রদ্ধার অপর নাম নির্ভরতা যেখানে আশ্রয়ের প্রতি সুদৃঢ়বিশ্বাসের অভাব, সেইখানেই কোমল শ্রদ্ধা; আর যেখানে আশ্রয়ের প্রতি নিঃসন্দিগ্ধভাবে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা আস্থা স্থাপন, সেইখানেই দৃঢ়শ্রদ্ধা। কোমল শ্রদ্ধা বলবান্ সাধুর সঙ্গ প্রভাবেই দৃঢ় শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। প্রাথমিকী শ্রদ্ধার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই শরণাগতি একটু একটু আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধাবান্—শরণাগত, আর দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্—পূর্ণ শরণাগত।

সাধুর প্রতি প্রীতিময়ী—আপনজ্ঞানময়ী সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা শ্রদ্ধা থাকিলেই সাধুর সঙ্গ হয়, সম্যক্ গমন বা অভিগমন হয় এইরূপ শ্রদ্ধা থাকিলেই সাধুর সেবালাভ সম্ভব হয়। শ্রদ্ধা যেখানে সত্য, সেখানে সাধুর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। বাণীর সঙ্গই সাধুসঙ্গ। যেখানে রুচি বা আবেশ, সেইখানেই সঙ্গ। রুচি বা আবেশের অভাব হইলে সঙ্গ হয় না। সুতরাং শ্রদ্ধাই সাধুসঙ্গের জননী

নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা বিশ্বাসিনী শ্রদ্ধার সহিত সাধুসঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি, সদাচারাদি ও শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে। যাঁহাদের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা নাই, তাঁহারা সহজে ঐকান্তিক হইতে পারেন না। তাঁহাদের ভজনপ্রণালী-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, "কনিষ্ঠের শ্রদ্ধা হইয়াছে তাহা বড়ই কোমল, সর্ব্বদা দোলায়মান পরিচালিত, তাঁহাদের সেই প্রকার জপ ও সাধুর সঙ্গ হয়। কেবল বিপ্রসঙ্গের সঙ্গ হইলে সাধকগণ প্রায়ই কার্য্যাধিকারিভাবে বহু জন্ম অতীত করেন। তাঁহাদের হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য আগমমার্গে গুরুর নিকট হইতে অর্চ্চন শিক্ষা হইয়া থাকে। অনেক কাল অর্চ্চন করিতে করিতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। নামে শ্রদ্ধা হইলে শুদ্ধসাধুসঙ্গে নামভজনে প্রবৃত্তি হয়। নামাশ্রিত ব্যক্তি নামশুদ্ধ হইলে অনায়াসে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমধন অর্জ্জন করিয়া কৃতকার্য্য হন।"

শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ যুগপৎ হয়। সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে সাধুসঙ্গের সুযোগ লাভ হয়। অতি সৌভাগ্যবান্ জীবই শ্রীগুরুকৃষ্ণকৃপায় শ্রদ্ধা লাভ করেন। যেখানে শ্রদ্ধা নাই, সেখানে ভাগ্য ও নাই বুঝিতে হইবে

প্রভুপাদের হরিকথা

——::(০)::——

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই একমাত্র সাধ্য, তাহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার মঙ্গললাভ হয়। চিত্তদর্পণ মলিন থাকিলে কর্ণরন্ধ্রপথে প্রবেশ হইবে। যাহাতে বিষয় প্রতিফলিত হইতেছে, সেই চিত্ত কলুষিত। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে তাহা মার্জ্জিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরাধা-গোবিন্দ, তাঁহার সংকীর্ত্তন "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং, তদেব সংকীর্ত্তনম্"। বেশী ভজনশীল ব্যক্তি আমাদের অভাব পূরণ করিয়া দেন, একত্র একত্রে কীর্ত্তন। অর্চ্চন নিজে নিজে করা হয়, অপরে দেখে না; কিন্তু কীর্ত্তন অপরের কাণে নিনাদিত হয়, সেই বাক্য ভগবান শুনেন বা তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণ আমাদের ত্রুটী সংশোধন করিয়া দেন। যাঁহারা প্রত্যেক ক্রিয়ায় হরিভজন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে চিত্ত মার্জ্জিত হয়—এই 'সুখ-দুঃখ' বিশ্বের ভোগী বা ত্যাগী হয়ে যে অবিচার আসে, তাহার হাত হইতে ত্রাণ হয়।

ভগবান্ জগতে তাঁহার দুইটী স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীনাম ও শ্রীমূর্ত্তি। যিনি অর্চ্চা ও শ্রীনামের পূজা শিক্ষা দেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। কোন সম্প্রদায় হতে দূরে থাকিয়া ভজনের কার্য্য চলিবে না, নিগ্রহের সহিত তাঁহার সেবা করিতে হইবে। গুরু ও বৈষ্ণব—অপ্রাকৃত শ্রীমন্দির। সেই মন্দিরে শ্রীভগবান্ বিরাজিত আছেন। তিনি গুরু-বৈষ্ণবের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া বাস করেন। ভগবদ্ভক্ত দর্শন হইলেই ভগবদ্দর্শন হয়। ভগবদ্ভক্তদর্শন না হইলে ভগবানের দর্শন হয় না। ভক্তের আনুগত্য হইলে কোন বাধা না থাকে। আত্মবিচারে নিরপেক্ষের উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। এজন্য কৃষ্ণপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সাক্ষাতের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা করুণা প্রদর্শন করেন, সেই করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরম পরিপূর্ণ চেতন বস্তু। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজনা না করিবেন, তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে সে ব্যক্তি নিশ্চয় অচেতন বস্তু। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা যিনি বিশ্বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্যচরণ-কমল-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ বুদ্ধিতে বা হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপার কথা যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় যুক্ত হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই সম্পূর্ণ চেতনবিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যোলকলা-বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু; সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে যোলআনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজেকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র, কায়-মনো-বাক্য সর্ব্বস্ব-দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার যোল-আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই জানিতে হইবে।

শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ হয় না। নিত্যানন্দের পাদাশ্রয় হইলে জীবের বিষয় দূর হয়, তখন জীব আর সংসারকে ভোগবাসনায় বহুমানন করে না। অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন না। অপরাধযুক্ত কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ কোটিজন্ম কীর্ত্তন করিলেও আমাদিগকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন না। কিন্তু শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থযুক্তাবস্থায় জীব যদি নিষ্কপটে সম্পূর্ণভাবে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয়।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্ধা বিহরে কৃষ্ণ এই চারি স্থানে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-০০০-

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বা নামের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাশীল-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিক ও ভক্তি-বিষয়ক প্রত্যেক গ্রাহক হইবার অধিকারী। গ্রাহকগণের বার্ষিক নববর্ষ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ঠিকানায় নির্দিষ্ট থাকিলেও অগ্রহায়ণ মাস হইতে কোন সার্ব্বকালিক নিয়োগেই উহার গ্রহণ নিষেধ।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (Issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যায়; কিন্তু ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনা-রূপে পাঠান হয় না। নিয়মিত-ভাবে দীর্ঘ দিন-সংখ্যার মূল্য প্রেরণ করা যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। অনুসন্ধান পাইতে হইলে Reply card বা ৴১০ পয়সার ডাক-টিকিট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; এজন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় রচনাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধ যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। লেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লেখা লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। কারণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত, সুতরাং উহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও ২য় দিনের জন্য		পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	১৲	৸০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	
" " এক কলম	১২৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

চৌকীদার ও দফাদারের চাকুরী

গত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ,—১৮৭০ সালের গ্রাম্য চৌকীদারী আইন অনুসারে চৌকীদার অথবা বঙ্গীয় পল্লী-স্বায়ত্তশাসন আইন অনুসারে দফাদার বা চৌকীদারের চাকুরী বৃটিশ ভারতরক্ষা, সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধপরিচালনা এবং জনসাধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ রক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক বিবেচিত হওয়ায় ১৯৪১ সালে এসেন্সিয়াল সার্ভিসেস মেন্‌টিনেন্স অর্ডি-ন্যান্সের ৩য় ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাঙ্গলার গবর্ণর ঘোষণা করিয়াছেন যে, উক্ত চাকুরীতে উক্ত অর্ডিন্যান্স প্রযুক্ত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষা

১৯৪০-৪১ সালের শিক্ষা বিবরণীতে প্রকাশ, ১৯৪০ সাল হইতে "জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও কৃষি" বিষয়টী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হইয়াছে—ইহা একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ব্যাপার। আলোচ্য বর্ষে দুইটি বিশেষ দান বিশ্ববিদ্যালয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রথমটি হইতেছে—স্যার দোরাবজী টাটা ট্রাষ্ট হইতে প্রাপ্ত ৬০,০০০৲ টাকা। অপর দানটি হইতেছে—নদীয়া জেলার বণিক পাল চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত ৫০,০০০৲ টাকা। এম-এ ক্লাসের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ১,৭২৫ জন এবং এম-এসসি ক্লাসের ছাত্র সংখ্যা ৩০৫ জন ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৫৭৮ জন। তন্মধ্যে ৯১৩ জন কলা-বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৮৮ জন ছাত্রীও ছিল।

বাঙ্গলা দেশে আর্ট কলেজের মোট সংখ্যা ছিল ২৬টি; তন্মধ্যে ৫১টী আর্ট কলেজ ছিল পুরুষদের শিক্ষার জন্য এবং ১১টি নারীদের জন্য। পুরুষদের ৫১টি আর্ট কলেজের মধ্যে ১১টী গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত; ২২টী গভর্ণমেন্ট সাহায্যপ্রাপ্ত ও ১৮টী সম্পূর্ণরূপে বে-সরকারী কলেজ। গভর্ণমেন্ট কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৪ হাজার ৪ শত ৭৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪ হাজার ৫ শত ১ জনে দাঁড়াইয়াছিল।

পেশাদারী ও কারিগরী শিক্ষা

আইন শিক্ষা প্রদানের জন্য বাঙ্গলাদেশে তিনটী প্রতিষ্ঠান আছে।—(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজ (২) রিপন ল' কলেজ এবং (৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগ। এই তিনটী প্রতিষ্ঠানের গত ১৯৪০-৪১ মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১,৬১৪ জন; তন্মধ্যে ১,২০৫ জন হিন্দু, ৩৯১ জন মুসলমান এবং অবশিষ্ট অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত।

চিকিৎসা বিষয়ক উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনটী প্রতিষ্ঠান আছে:—(১) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, (২) বেলগাছিয়া কারমাইকেল কলেজ, ও (৩) স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন এণ্ড হাইজিন (কলিকাতা)। এই তিনটী প্রতিষ্ঠানের মোট ছাত্র সংখ্যা ১,৫০৪; তন্মধ্যে ৪১ জন ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষার একটা বিশেষ শাখা খোলার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য একটি কমিটী নিয়োগ করা হইয়াছিল। কমিটী স্থানীয় মেডিক্যাল স্কুলটিকে মেডিক্যাল কলেজে উন্নীত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি খোলার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবটী এখন বাঙ্গলা সরকারের বিবেচনাধীন।

বাঙ্গলা দেশে চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা-দানের জন্য ৯টী স্কুল আছে। ফাইনাল পরীক্ষায় এই সব স্কুল হইতে মোট ১,১২৪ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল। বেলগাছিয়া পশু-চিকিৎসা কলেজে ২২৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনগণের যে সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও মধ্ব

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে মধ্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণাসমূহের শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ইহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। নিত্য, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ২ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৬, ৮ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ২৪শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } ৩৩০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ নারায়ণ, তৃতীয় কামদোদশারী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

আমাদের সমস্ত আন্তরিক চেষ্টা অপ্রাকৃত বস্তুর সন্ধানে নিবিষ্ট নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সকল প্রকার আশা-ভরসা ছাড়িয়া ভগবদ্ভক্তির পরিপূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ না করিলে জগতের ক্লেশকর ব্যাপারসমূহ আমাদিগকে পীড়িত করিবে। নিজের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সকল চেষ্টা ভক্তির অধীন হওয়া প্রয়োজন। যাঁহারা যে পরিমাণে যে বিষয়ে ভগবদ্ভক্তির যতটুকু আনুগত্য অস্বীকার করিবেন, তাঁহারা সেই পরিমাণে ভগবদ্বিমুখ থাকিয়া যাইবেন—তাঁহাদের সেই অনুপাতে ভগবৎসান্মুখ্যের ব্যাঘাত হইবে। যাঁহাদের কায়-মনো-বাক্যের অখিল চেষ্টা ভগবান্ শ্রীহরির সেবায় জন্য নিযুক্ত হয়, তাঁহারা জীবন্মুক্ত বলিয়া উক্ত হন।

সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় গ্রহণই অভাবাধুতার লক্ষণ। যিনি অভাবী, তিনি ভগবদ্ভক্তি-ইতর কর্ম-জ্ঞানাদির চেষ্টায় ব্যস্ত হন না। অপরপক্ষে যাঁহারা ভগবদ্ভক্তে সন্দেহযুক্ত হন, তাঁহাদের কর্ম ও জ্ঞানাধিকার স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও নিজ নিজ উদ্দেশ্যে কোন অংশে কর্ম ও জ্ঞান-চেষ্টায় ব্যাপৃত করেন, তাঁহাদের অস্থিরচিত্ততায় তাঁহাদিগকে ভক্তিবিমুখ করিয়া রাখে। বস্তুতঃ সাধুসঙ্গ হইতে শ্রদ্ধা এবং কর্ম ও জ্ঞানাধিকারনিবৃত্ত সুদশাই অভাবাধন্ জীবের ঘটিয়া থাকে।

কায়মনো-বাক্যের অখিলচেষ্টা নিজ পারমার্থিক উন্নতির জন্য ব্যয়িত না হইলে নিজের ভক্তি-অধিকারে স্থির থাকা কাহারও সম্ভব নয়। আমাদের পারমার্থিক নিত্য-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তির জন্য আমাদিগকে সতত চেষ্টাশীল হইতে হইবে। দেহদ্বারা-ইন্দ্রিয়দ্বারা যেরূপ ভক্তির অনুশীলন হয়, তাহাই সাধন। স্বরূপের ইন্দ্রিয়দ্বারা ভক্তির অনুশীলনই সাধ্যভক্তি। তাদৃশ সাধ্যভক্তি লাভ করিতে সাধনভক্তি অবলম্বনীয়। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের অহৈতুকী কৃপা অবলম্বন করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভজনে অগ্রসর হওয়াই সাধন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা অবলম্বনে ভজনপথে অগ্রসর হইলে ভজনানুষ্ঠান সাধনভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাঁহারা নিজেদের কায়-মনো-বাক্যকে তাদৃশ ভজনানুষ্ঠানের জন্য ব্যয়িত না করিলেন, তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা লাভ করেন নাই জানিতে হইবে। নিজের পারমার্থিক জীবনের জন্য যাঁহাদের যেরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাদের প্রতি শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের তাদৃশ কৃপাবর্ষণ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপার আস্বাদন প্রভাবে অভাবাধু হইয়া নিজেদের কায়মনোবাক্যের অখিল চেষ্টা-দ্বারা ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় গ্রহণে সাধন-পথে নিত্য অগ্রসর হন।

———

আমরা আশ্রয়বিগ্রহের পদধূলি—ইহাই আমাদের পরিচয়। এই পরিচয়ে পরিচিত না হইলে সেবা হইবে না। কৃষ্ণকার্ষ্ণদাসত্বই স্বরূপের পরিচয়। এতদ্ব্যতীত সবই বিরূপের—কুরূপের—মায়ার পরিচয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আমি—ইহা মনে প্রাণে না জানিলে—শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণের সঙ্গে নিজের সমগ্র সত্তার একাত্মবোধ না হইলে জড়াভিমান—পুরুষাভিমান যায় না। 'কৃপা পাইবই'—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস সর্ব্বক্ষণ রাখিতে হইবে। কৃপাময়ের সন্ধান পাইয়াও, কৃপার আশ্রয়লাভ করিয়াও যদি এইরূপ দৃঢ়তা না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আশ্রয়লাভ হয় নাই, আত্মবঞ্চনা হইয়াছে। কৃপাময়ের কৃপাময় স্বরূপের দর্শনলাভ হইবে না—যদি কৃপালাভের জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা না থাকে। কৃপার—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনাশ্রিত হইয়া কোটী জন্ম কৃপালাভের জন্য মৌখিক চীৎকার পণ্ডশ্রম মাত্র। অতএব সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ঐকান্তিকভাবে কৃপার আশ্রয় লইতে হইবে, কৃপার—শ্রীগুরুপাদপদ্মের হইতে হইবে। কৃপা চাহিতে হইবে অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই ষোল-আনা চাহিতে হবে। কৃপার—শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট 'কিছু' চাহিতে হইবে না। কারণ 'কিছু'র প্রার্থী হইলে পূর্ণ বস্তু পাওয়া যাইবে না। আমি পূর্ণ নহি—পূর্ণের। আংশিক বস্তু আমার দরকার নাই। পূর্ণকে পূর্ণরূপেই চাহিতে হইবে এবং পূর্ণের নিকট নিজেকে পূর্ণভাবেই দিতে হইবে। আংশিক বা কিছু দিলে বা কিছু রাখিলে কিছুই দেওয়া যাইবে না। কারণ আমি ত' সবে মাত্র 'কিছু'। সুতরাং 'কিছু' রাখিলে কিছুই দেওয়া যায় না। নিজেকে পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া পূর্ণবস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই পূর্ণভাবে চাহিতে হইবে। পূর্ণের নিকট 'কিছু'র প্রার্থী হইতে হইবে না।

সাধু কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। তিনি মায়াতীত। কৃষ্ণের লীলা-সহচরের নাম সাধু। সাধুদর্শন হইলে আর জগদ্দর্শন থাকে না। অজ্ঞাতসারেও যদি সাধুর সুখাবধানের কিছু আনুকূল্য করা যায় এবং তাহা যদি তিনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই কার্য্যফলে জীবের সুকৃতি হয়। সম্বন্ধজ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে সাধুর উদ্দেশ্যে যে ক্রিয়া হয়, তাহার ফলে সুকৃতি হয়; আর সম্বন্ধজ্ঞান উদয়ের পরে সাধুর জন্য যে অনুষ্ঠান, তাহাই প্রকৃত সেবা বা ভক্তি। সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ করা দরকার। যেখানে শরণাগতি, অকিঞ্চনতা ও দীনতা, সেইখানেই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইলেই শ্রদ্ধাবান্ জীবের জগৎ মাপিয়া লইবার বুদ্ধি, পুরুষাভিমান বা প্রভুত্বকামনা কমিয়া যায়, স্বসুখবাসনা হ্রাস পায়। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে ভজনের সমস্ত অসুবিধা কাটিয়া যায় এবং সাধু কৃপাপূর্ব্বক তাদৃশ সাধুসঙ্গীকে আত্মসাৎ করেন; তখন জগতের সহিত সম্বন্ধ কমিয়া আসে। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে সেবকাভিমান জাগে বলিয়া সাধুর প্রতি আত্মনিবেশ হয়। সংসারের সঙ্গ সঙ্গের প্রতি রাগ আসে বলিয়া অসতের প্রতি বিরাগ আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। অন্যত্র বস্তুর প্রতি রাগ বা অভিনিবেশ বন্ধনের কারণ; আর সাধুর প্রতি রাগ বা অভিনিবেশ, যাহার সম্বন্ধ সাধু জীব-মঙ্গলের জন্য জগতে থাকেন। কিন্তু জগতে তাঁহার অভিনিবেশ নাই। পদ্মপত্র যেমন জলে থাকে, কিন্তু জলের সঙ্গে স্পর্শ নাই, তদ্রূপ সাধুর জগতের ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট হন না। আমরা নিজের মঙ্গল নিজে না চাহিলে মঙ্গললাভ—সাধুসঙ্গলাভ হইবে না। আমাদের যদি শোধিত হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সাধু নিশ্চয়ই আমাদিগকে শোধন করিবেন। শরণাগত হইয়া 'আমাকে আপনার সেবায় নিযুক্ত করুন' বলিয়া নিবেদন জানাইলে সাধু নিশ্চয়ই সেবাসুযোগ দিবেন।

সেব্যপ্রীতি

সন্ন্যাসলীলা-প্রকাশের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীগৌড়মণ্ডলের বিভিন্নস্থান হইতে গৃহস্থভক্তগণ প্রত্যেক বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শন-লালসায় শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য উত্তম উত্তম ভোজ্য-সামগ্রী স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় সেবক শ্রীগোবিন্দকে সমস্ত দ্রব্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভোজন করাইবার জন্য অর্পণ করিতেন। প্রত্যেক বৎসর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর দর্শনার্থ গমন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি এই আদেশ ছিল যে, তিনি শ্রীগৌড়মণ্ডলে থাকিয়াই প্রেমভক্তি প্রচার করিবেন। কিন্তু প্রভু-প্রেমিক শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াই তাঁহার সকাশে নির্ভয় গমন করিতেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌরসুন্দরকে হৃদয়ে ধারণ করিলেও বাহিরে প্রভুর নিকটে—প্রভুর সঙ্গছাড়া হইয়া এক-মুহূর্ত্তও একাকী থাকিতে চাহিতেন না।

"যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে॥
অনুরাগের লক্ষণ এই 'বিধি' নাহি মানে।
তাঁ'র আজ্ঞা ভাঙ্গে, তাঁ'র সঙ্গের কারণে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এতাদৃশ আচরণে বাহিরে প্রেম-আক্রমান প্রকাশ করত, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আসিতে নিষেধ করিলেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তাঁহার প্রতি এই প্রগাঢ় প্রীতি দেখিয়া অন্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলে তাঁহার যে সুখ হইত, তিনি প্রেমাধিক্যবশতঃ তাঁহার সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্বাপেক্ষা অনন্তকোটি গুণ সুখ হইত। যেখানে প্রীতি আছে—যেখানে ভালবাসা আছে, সেখানে এই রীতি স্বাভাবিক; প্রীতির পাত্রের মধ্যে পরস্পরের সমস্ত আচরণই পরস্পরের প্রীতিপ্রদ হয়। উভয়ের মধ্যে বিপরীত আচরণও প্রীতির বাধক হয় না, বরং তাহাতে ভালবাসা বা প্রীতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও উৎকর্ষপ্রাপ্তই হইয়া থাকে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জানিতেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বাহ্য অনুরাগে দূরে থাকিতে আদেশ করিলেও তাঁহার উপস্থিতে তিনি অত্যন্ত সুখ অনুভব করিতেন এবং কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সুখ দিবার জন্যই তিনি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও তাঁহার নিকট চলিয়া আসিতেন। রাসে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে নিজ নিজ গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেও গোপীগণ তাঁহার সেই আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদের সকাশে কৃষ্ণের সুখ হয়। সেই জন্য তাঁহারা কৃষ্ণের সুখের জন্যই কৃষ্ণের সুখের ব্যাঘাতকারক বাহ্য কৃষ্ণের আদেশকেও লঙ্ঘন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনও নিজসুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণের আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও তদ্রূপ নিজের তৃপ্তির সুখের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট গমন করিতেন না। কারণ তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুখবিধান তাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ইহাই সেব্যের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির পরাকাষ্ঠার আদর্শ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"রাসে যৈছে ঘর যাইতে
গোপীরে আজ্ঞা দিলা।
তাঁহার আজ্ঞা 'ভাঙ্গি' তাঁহার
সঙ্গে সে রহিলা॥
আজ্ঞা-পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয়
কোটি সুখ-পোষ॥"

শ্রীগৌড়মণ্ডলের গৃহস্থ ভক্তগণ যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনার্থ নীলাচলে গমন করিতেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের প্রতিব্রতা পত্নীগণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত অন্যান্য স্ত্রীভক্তগণও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য বহু সুমিষ্ট সুস্বাদু ভোজ্য সামগ্রী স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতেন। এক বৎসর পানীহাটী-নিবাসী শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অত্যন্ত প্রিয়তম শ্রীল রাঘব পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য একটী ঝালি প্রস্তুত করিলেন; তাঁহার ভগিনী প্রভুগতপ্রাণা শ্রীদময়ন্তী দেবী বিবিধ মিষ্টান্ন নিজ হস্তে পাক করিয়া সেই ঝালিতে বোঝাই করিলেন এবং ঐ মৃতপক্ব শুকপাক দ্রব্য ভোজন করিয়া পাছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদরাময় হয় বা জীর্ণ করিতে ব্যাঘাত হয়, তজ্জন্য তিনি বিবিধ প্রকার আচার ও শুখ্‌তা সেই মিষ্টান্নদ্রব্যের সহিত দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ঐরূপ সেবাপারিপাট্য দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার আনীত দ্রব্য ভোজন করিলেন।

"শুখ্‌তা' বলি অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
শুখ্‌তায় যে সুখ হয়, নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
শুখ্‌তা-পাতা, কাসন্দিতে মহাসুখ হয়॥
'মনুষ্য' বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরু-ভোজনে উদরে কভু 'আম' হঞা যায়॥
শুখ্‌তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি' প্রভুর উল্লাস॥"

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভোগে কখনও বিরতি বা তৃপ্তি নাই। ভোগের পরিমাণে তাঁহার রোগ হয় না বা ভোগে বিতৃষ্ণা আসে না। বদ্ধজীবের ন্যায় কৃষ্ণের কখনও গুরু ভোজনে আম বা অজীর্ণ হয় না। সেই শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়ের ভাবকান্তি লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে জগতে অবতীর্ণ—ইহা শ্রীদময়ন্তী দেবী জানিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কখনও আম হইতে পারে না—এ বিষয়ে অনভিজ্ঞতাও শ্রীদময়ন্তী দেবীর সম্বন্ধে আশঙ্কা করিতে হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুখ-সম্পাদনের ইচ্ছা তাঁহার এত প্রবল ছিল—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুখবিধান-চেষ্টায় তিনি এত বিভোর ছিলেন যে, তাঁহার সেবাচেষ্টার মধ্যে প্রভুর সামান্য অসুখেরও কোনরূপ আশঙ্কার অবসর না রাখিবার জন্য সদাই সজাগ ছিলেন। ইহা তাঁহার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত মমতাময় ভাবেরই পরিচয়। কৃষ্ণ নিজেদের কন্যা চন্দ্র অদৃশ্য হইলে ব্রজেশ্বরী মা যশোদা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেন —পাছে কৃষ্ণের কোন অনিষ্ট হয়। শ্রীমন্‌ যশোদা কৃষ্ণের পাছে কিছু অনিষ্ট হইতে পারে —এই আশঙ্কায় দেব-পূজা ও দানতর্পণাদি করিতেন, শ্রীশচী-জগন্নাথমিশ্র বালক নিমাইকে নিজের পালকজ্ঞানে তাড়ন-ভর্ৎসন করিতেন। সেবক সেবার জন্যই সেব্যের লালক-পালক-পদবী, সেব্যের পূজ্যপদবী স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রীতির পাত্রের অনিষ্ট আশঙ্কা প্রগাঢ় প্রীতিরই অভিব্যক্তি। ইহাতে নিজভোগের কিছু নাই। যাঁহারা কৃষ্ণের হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই কৃষ্ণসুখপর—কৃষ্ণসুখের সম্বর্দ্ধক।

সেব্যকে যেখানে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবুদ্ধি—পূজ্যবুদ্ধি, সেখানে সম্ভ্রমরূপ বাধাই নিরন্তর সেবাপথে বর্ত্তমান। কিন্তু যেখানে নিজেকে সেব্যসহ সমজ্ঞান বা তদপেক্ষা জ্যেষ্ঠজ্ঞান, সেখানেই সেবার সর্ব্বমুখী মুক্তপ্রবাহ-প্রবৃত্তি পূর্ণ প্রকাশিত হইয়া থাকে—সেব্যকে আপনজ্ঞানে তাঁহার পরিচর্য্যা করিবার প্রীতিযুক্ত কামনার পূর্ণতম চরিতার্থতা সম্পাদিত হয়। শ্রীদময়ন্তী দেবীর প্রভুপদে 'মনুষ্যবুদ্ধি' —প্রভুর প্রতি অপ্রাকৃত বুদ্ধিরই পূর্ণতম বিকাশ। ভগবদ্ভক্ত নিজেই অপ্রাকৃত, তাঁহার যাবতীয় চেষ্টাই অপ্রাকৃত। শ্রীদময়ন্তী দেবীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি 'মনুষ্যবুদ্ধি' নর-সাধারণবুদ্ধি ত' নহেই, তাহা শুদ্ধনারায়ণ-সেবকের শ্রীনারায়ণের প্রতি যে সম্ভ্রমযুক্ত পূজ্যবুদ্ধি, তাহাও নহে; সেই 'মনুষ্যবুদ্ধি' ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণের প্রতি আপনজ্ঞান-মিশ্রিত যে অপ্রাকৃতবুদ্ধি, সেইরূপ অপ্রাকৃতবুদ্ধির অভিব্যক্তি। গৌড়মণ্ডল-বাসিনী বৈষ্ণবীগণ সকলেই নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী। তাঁহারা কৃষ্ণের নবদ্বীপলীলার পুষ্টির জন্যই শ্রীগৌড়মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী বলিয়া জানিতে পারিলেই আমাদের ব্রজবাসী-জন শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ সম্ভব হইবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ॥"

বৈরাগ্য

——:(※০※):——

ভক্তের বৈরাগ্য ভক্তিরই অঙ্গবিশেষ। যিনি ভগবদ্ভক্ত—যিনি ভগবানের সেবাক্ত মহাবিলাসী, তিনিই একমাত্র বৈরাগ্যবান্। সেবারাজ্যে বৈরাগ্য ও বিলাস এক তাৎপর্য্য-পর। ভক্তের বৈরাগ্য ভক্তিবিলাসের সহিত অপাশ্রিতভাবে বর্ত্তমান নহে, উহা ভক্তি-বিলাসেরই প্রকাশবিশেষ। এই বৈরাগ্যে সেবাবিলাসের প্রতি উদাসীনতা নাই। উহা সেবাবিলাসের পরিপোষক, ভক্তিবিলাসের দ্যোতক। এই বৈরাগ্য রাহিত্যবোধক নহে, সেবাহীনতা নহে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন, "আমরা বিরাগী নহি, অনুরাগী।"

বৈরাগ্য অর্থে—বিগত হইয়াছে 'রাগ' যাহা হইতে অথবা বিশেষরূপে রাগযুক্ততা আছে যেখানে। ভগবদ্ভক্ত নিজসুখের প্রতি বিগতরাগ; আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামে ভক্ত স্বাভাবিকভাবে বিগতরাগ, কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছারূপ সেবা-কামে তিনি নিত্য নবনবায়মানভাবে বিশেষ রাগযুক্ত।

বিরহ বা বিপ্রলম্ভই বৈরাগ্য। বিরহীই বৈরাগী। এই বৈরাগ্যে কৃষ্ণদর্শনলালসাই প্রবল। এই দর্শনে স্ব-সুখকামনা নাই; দ্রষ্টৃ-অভিমান, কৃষ্ণকে রাখিয়া লইবার দ্রষ্টৃরূপ সম্ভোগ ইহাতে নাই। এই বিরহভাবিত দর্শনলালসার মধ্যে সেব্যের মনোরঞ্জনের আনুকূল্যবিধানস্পৃহা প্রবল। সেব্যের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই সেবকের দর্শনলালসা বা মিলনাকাঙ্ক্ষা। ইহার মধ্যে অনুস্যূত আছে—দর্শন দিবার, স্পৃষ্ট হইবার, ভোগ্য হইবার, নিজেকে ভোগ করাইবার অতৃপ্ত বাসনা। ইহা দর্শনরূপ সেবা, বদ্ধজীবের ন্যায় ভোগকামনা নহে। বদ্ধজীবের যেরূপ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন—সবই ভোগ, সেবকেরও তদ্রূপ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন—সবই সেবা। সেবকের ইন্দ্রিয়চালন সেব্য-সুখবর্দ্ধক, তাহা নিজেন্দ্রিয়তর্পণকারক নহে।

ভোগী যেরূপ যত ভোগ করিলেও তাহার ভোগবাসনা তৃপ্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ সেবক সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সেব্যের সুখবিধান করিয়াও সর্ব্বদা অতৃপ্ত। ভোগে তৃপ্তি না থাকিলেও ভোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণামে ভোগের প্রতি ভোগীর বিরাগ হয়—ভোগী ভোগ ত্যাগ করিয়া ত্যাগী সাজে; কিন্তু সেবকের সেবা করার পিপাসা কখনও তৃপ্ত হয় না। সেবার ফলে নিত্য নব-নবায়মান ভাবে সেবাস্পৃহাই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়—ইহাই সেবার স্বরূপ।

শ্রীভগবান আনবরতাগ্র কৃষ্ণভজন-রত। তিনি নির্ব্বিবাহ—বিপ্রলম্ভবিগ্রহ—বৈরাগ্যবিগ্রহ। তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিতে পারিলে—তাঁহার বাণীকে নিজের পথপ্রদর্শক করিতে পারিলেই আমাদের প্রকৃত বৈরাগ্য বা সেবাসৌভাগ্য লাভ হইবে।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

নিত্যানন্দজন শ্রী শ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন, "সাধক জীবের পক্ষে কৃষ্ণেতর ভোগত্যাগ-বৃত্তিটিই 'বৈরাগ্য' বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু মুক্তকুলের সর্বোত্তম মহৎ কৃষ্ণসেবাপরায়ণতাই তাঁহাদের বৈরাগ্য। তাঁহাদের বৈরাগ্যের অপর নাম—কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবিধানের বিপ্রলম্ভ। শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্যই অমল, একান্ত পারমহংস্য ধর্ম। এই জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্যকেই শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভু 'বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরস' বলিয়াছেন। ইহারই অপর নাম—'বিপ্রলম্ভ প্রেম'। এই বৈরাগ্য-ব্যাপারটী—শুদ্ধভক্তি-যুক্ত, চিদ্বিলাস-সাহিত্য। ইহা মায়াবাদীর অচিদ্বিলাস-রাহিত্য বা চিদ্বিলাস-রাহিত্য নহে। কৃষ্ণবিলাস-বাসনার পরাকাষ্ঠার নাম বৈরাগ্য। শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের এবং শ্রীসনাতন-শ্রীরঘুনাথাদি ষড়্গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি মহাচিদ্বিলাসী মহাজনগণের বৈরাগ্যে পার্থক্য নাই; কারণ উভয় শ্রেণীর মহাজনই আত্মারামগ্রহ-সমন্বিত বিষয়বিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবাবিলাসে বিলাসী। তাঁহারা সকলেই সম্ভোগকে কৃষ্ণের একচেটিয়া ব্যাপার জানিয়া বিপ্রলম্ভ-পরাকাষ্ঠায় বিভাবিত।"

"মমতা-জ-মহল"

(প্রাপ্ত)

মহামায়ার মায়াখেলায়
মায়াপাশের অনেক আয়োজন।
নানান্ বেশে নৃত্য করি'
মায়াদেবী ভুলায় সবার মন॥

কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ডা যোদ্ধা,
তবের হাটে ক্রেতা হ'য়ে এসে।
বিষয়-ভোগের নেশায় মেতে,
অবশেষে বন্দী কর্ম্ম-ফাঁসে॥

কর্ম্মফলের নাগর-দোলায়
'ঘুরপাক' যে খাচ্ছি মোরা কত।
রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব,
বামন, শূদ্র-নাম ধরিয়ে যত॥

চৌদ্দভুবন ঘুরছি মোরা,
ক্লান্ত পথিক ওষ্ঠাগত প্রাণ।
পুণ্য-পাপে, সুখে-দুঃখে,
স্বর্গে-নরকে বেড়াই সদা, হায়॥

ভুক্তি-মুক্তি —দুই পিশাচী
কুমন্ত্রণা চা'লছে সদা কাণে।
অমার্জ্জ- দুষ্টবিন্দী
মন হরিল চমৎকার গানে॥

বিশ্ব-মুগ্ধিনী, প্রাণ হরি' নিল,
দিল সে মুষ্টিমা বাঁধিনু মন।
ত্যাগ সেখে গেল, মায়িক আবাস,
ভালো বাসলাম বিশ্ব-জন॥

এই বাটীর আকাশ বাতাস,
সবুজ-শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র।
নদী, গিরি, বন, বিশাল জলধি,
ভুলালো আমার তৃষিত নেত্র॥

'তুই' আর 'তুমি', পেট আর মাটি,
মনে মায়া-জাল বুনিল কত।
দেহ আর মন, সবরস জন,
তাহেই টানে দিনের মত॥

'আমার' 'আমার' হাঁকি' বারবার,
'অ'মার পুত্র' 'কন্যা মোর'।
আমার জনক, আমার জননী,
'আমি'র নেশায় হইনু ভোর॥

মোর পুষ্করিণী, বাগান-পুকুর,
ধনি-জনা যত আমারই সব।
মমতার বশে মতি অজ্ঞানে,
'আমার আমার' উঠাই রব॥

'মমতা'-কথাটি ভাল লাগে বড়,
আমরা যে মায়া সেবক দল।
পত্নী-পুত্র-দুহিতা, বিত্তবিভব,
সে যে সব "মমতা-জ-মহল॥"

ভিটে মাটি, আর দেহ পরিজন,
সদা আমার করেছে প্রাণ।
"মমতা-জ-মহলের", ভাবেতার আমি,
তা'র স্বাস্থ্যপূজা (?) আমার আশ॥

সেই ধ্যান-জ্ঞান, সেই জপতপ,
হায় তাহার তাল সে লাগে।
"মমতা-জ মহলে"র পাষাণ-প্রাকারে,
হইনু বন্দী মমতারাগে॥

কত পাখি-খাঁচা 'মমতা-মহলে'
বহিতেছি নিতি হাস্যমুখে।
বদ্ধজীব অনায়াসে চাপি
'মমতা-জ-বনে' রাখিত সুখে॥

মায়া-মোহিতের এ দুর্দ্দশা হেরি'
নয়নে কাহার অশ্রুধার?
কে হেন করুণ, কোমল-হৃদয়,
ভবাব্ধি-পোতের কর্ণধার?

মায়াধীন মোর কারা-ক্লেশভার
চিরে কাহার বেদনা হানে?
কৃষ্ণভক্তিহীন শবের মাঝে
বোঝাবে কে গো কৃষ্ণনামে?

তিনি জগতের, পতিতপাবন,
অনাথবন্ধু তাঁহার নাম।
করুণার বশে আসিলেন প্রভু,
গোলোক হইতে ভূলোকধাম॥

"মমতা-জ-মহলে"র মোহ ঘুচাইতে
আসিয়া বিমুখ জনার মাঝে।
তাঁ'র প্রাণপতি গোবিন্দের সেবা
প্রকাশ করিলা মোহন সাজে॥

মদনমোহন, রাধানাথ হরি,
কৃষ্ণভজনে প্রীতির ধন।
(নিজ) জন্ম-স্থানে প্রকট করিলা,
বরাহনগর যেথা করুণা-খন॥

মঠ-মন্দির ইট্-কাঠ নহে,
শ্রীগুরু-করুণা-প্রদীপ্ত ধাম।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের "মমতা-জ-নিধি"
'শ্রীচৈতন্যমঠ', প্রথিত নাম॥

দেশে দেশে, প্রতি নগরে নগরে,
চেতন-মন্দির গাঁথিছে আজ।
শ্রীগুরুকৃপায়, বরদা মূরতি,
ধরেছে সরসা-বরদা-সাজ॥

তব মমতা-জ মহল যে তাহা,
নিখিল চেতন-সেবক-তীর্থ।
ভূলোকে গোলোক আনিয়া শ্রীগুরু
ডাকেন সবারে চালিতে চিত্ত॥

করুণার্দ্রচিত্তে ডাকেন সতত,
"এস, এস জীব, এস হে ছুটি'।
তব সেব্যধন কৃষ্ণ জগন্নাথ,
তাঁ'র শ্রীচরণে পড় হে লুটি'॥

বিদেশের দেশে কতকাল আর
অচেতন হ'য়ে ঘুমায়ে রবে?
যশোদা-দুলালে দাও প্রীতি মন,
তিনি যে চাহেন তোমারে সবে॥

কৃষ্ণ তোমার প্রীতির বিষয়,
মমতা তোমায় দাও সে ঠাঁই।
ছায়ারে ভজিয়া পা'বে না তো সুখ,
রজনীতে কভু তপন নাই॥

হে আনন্দকামি! নিত্যানন্দ পা'বে
(নিত্য) কৃষ্ণবোধতরে করিলে সেবা।
সেব্য—ভগবান্, তুমি—নিত্যদাস,
এস, সেবাধন লইবে কেবা?"

ওরে দুষ্ট মন! শুধু একবার
শ্রীচৈতন্যমঠে যাও হে ছুটে।
(যারা) "মমতা-জ-মহলে"র আসক্তির নেশা
পলকে তোমার যাইবে টুটে॥

সাথে নিয়ে এস সরল পরাণ,
আর লও হে ভকতিবিন্দু
(তোরে) কৃপা করিবেন, পতিতপাবন,
শ্রীগুরুদেব করুণাসিন্ধু॥

জানিবে তখন মমতার ধন,
ব্রজের গোপাল কিশোর রায়।
"শ্রীগুরু-মমতা-জ- মহলে"তে সদা
ভক্ত পূজে তাঁ'রে আদর করি'॥

বিলাসী কৃষ্ণ রসিকশেখর,
চিরদিনই তিনি করেন ভোগ।
নিখিল জগৎ সেবা-উপাদান,
বুঝিলে একথা, ঘুচিবে রোগ॥

রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, পরশ,
সব বিষয়ের বিষয়ী হরি।
যশোদা-দুলাল, ব্রজের গোপালে
ভজিবে তখন মমতা করি'॥

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামিপ্রভুর বিরহ মহোৎসব

গত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামিপ্রভুর বিরহ-মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের নির্দেশানুসারে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ব্রহ্মচারী ২০শ বর্ষ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহারাজ"-শীর্ষক প্রবন্ধ এবং "শ্রীল ভক্তি-পুত"-শীর্ষক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ পাঠ করেন। সন্ধ্যারতির পর, শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদকৃত "শ্রীভক্তিসন্দর্ভ" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে হরিকথাশ্রবণার্থ সমাগত সজ্জন, ভক্তমহিলা ও সাধুসজ্জনকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অম্বালায় প্রচার

গত ১৫ই ডিসেম্বর অম্বালায় মিলিটারী ডিপার্টমেন্টের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত এন্ এন্, বান্দ্যায় মহোদয়ের বাসভবনে শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতপাঠক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রী-চোরা গোপীনাথের উপাখ্যান-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে মিলিটারী একাউন্ট ডিপার্টমেন্টের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন মুখার্জ্জি মহোদয়ের আমন্ত্রণে তদীয় বাসভবনে শ্রীপাদ নবীনগোপাল ব্রজবাসী ছায়াচিত্রযোগে 'গৌড়ীয়মঠ ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য' ও 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা'-প্রসঙ্গে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ২০শে নভেম্বর তারিখ হইতে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত 'সৎসঙ্গ', 'সনাতন ধর্ম-সভা', 'কালীবাড়ী' 'সত্যনারায়ণ-মন্দির' ইত্যাদি জনসাধারণের সম্মেলন স্থানে এবং মিঃ মুরারীলাল, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার; মিঃ এন্. ডি. দীর, এক্সাইজ অফিসার; মিঃ নন্দকিশোর, সি. ই., মালেরিয়ার ইন্সপেক্টর এণ্ড সন; মিঃ দুর্গাদাস, হেড্ মাষ্টার, বোর্ড হাইস্কুল; মিঃ রামলাল, অ্যাসিস্টেন্ট, আই. ডি, ও ডাঃ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিশিষ্ট সজ্জন মহোদয়ের বাসভবনে ছায়াচিত্রযোগে 'গৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য,' 'শ্রীনবদ্বীপ মাহাত্ম্য', 'শুদ্ধভক্তি' ও 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা,' প্রভৃতি প্রসঙ্গে বহু শিক্ষাপ্রদ ও তত্ত্বপূর্ণ বিষয় হিন্দিতে বক্তৃতা প্রদান করা হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ সাগ্রহে দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমের বার্ষিক নবদ্বীপ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের নিঃস্বার্থভাবে নিবিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নির্দিষ্ট ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুব্যবস্থাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। নাম ও পূর্ব ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শুদ্ধভক্ত ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারে যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তত্তৎস্থলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ গ্রাহকের ন্যায় ভগবদ্ভক্তগণের পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাকড়ি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
এক দিবসের প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷৹
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

ময়মনসিংহে চাউলের দর হ্রাস

কংগ্রেস ১নং আইনের ময়মনসিংহ সিভিল-সাপ্লাই এলাকায় নূতন মোটা চাউলের পাইকারী দর প্রতি মণ ৭৲ টাকা এবং খুচরা ৭॥৹ এবং মাঝারি মোটা চাউলের পাইকারী দর ৭॥৹ টাকা এবং খুচরা দর ৮৲ টাকা ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন

'আগ্নেয়গিরি কামান'

রুশেরাও ও অন্যান্য রণক্ষেত্রে জার্ম্মানরা এক প্রকার নূতন অস্ত্রের ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা পাথর ও আগুন বর্ষণকারী কামান। উহা এক প্রকার মোর্টার। ইহার মধ্যে পাথরের খণ্ড ও দাহ্যপদার্থ ভরা থাকে। এই আগ্নেয়গিরি কামান কাঁটাতারের বেড়া উড়াইবার জন্য এবং শত্রুর পদাতিক বাহিনী ধ্বংস করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

যুদ্ধকালে অস্থায়ীভাবে লোক নিয়োগ

সংবাদপত্রে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধকালে ১লা জানুয়ারী তারিখে এবং তৎপরে গেজেটেড এবং নিম্নপদস্থ যে সব চাকুরী খালি হইবে, তাহাতে অস্থায়ীভাবে অথবা অল্প দিনের চুক্তিতে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইভাবে যাঁহাদিগকে নিয়োগ করা হইবে, তাঁহাদের স্থায়ীভাবে নিয়োগের কোনও দাবীদাওয়া থাকিবে না।

অস্থায়ীভাবে অথবা সাময়িক চুক্তিতে যে সব শূন্য পদে লোক নিয়োগ করা হইবে, যুদ্ধাবসানের পর যাঁহারা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন, সেই সব প্রার্থীদের দ্বারা ঐগুলি স্থায়ীভাবে পূরণ করা হইবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রচলিত ব্যবস্থার কোনও ব্যতিক্রম হইবে না। এই নিয়মানুসারে শতকরা যে ২৫টি শূন্য পদ স্ত্রীলোকদিগকে নিয়োগ করিয়া পূর্ণ করা হয়, যুদ্ধে যোগদানকারী প্রার্থীদিগের জন্য তাহা রিজার্ভ রাখা হয়।

আটা ও ময়দা সরবরাহের সুবিধা

কলিকাতা এবং সন্নিকটস্থ শিল্পাঞ্চলের সহযোগিতার প্রতি সপ্তাহে তাহাদের উৎপন্ন মালের কিয়দংশ জনসাধারণের নিকট অনুমোদিত দোকানগুলি হইতে বিক্রয় হইবার জন্য কলিকাতার কণ্ট্রোলার অব সাপ্লাইজের হাতে আসিবে। বাজার এবং কর্পোরেশনের বাজারগুলিতে অনুমোদিত দোকানসমূহের নামের তালিকা ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে।

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, এই দোকানগুলিতে অন্যূন ১টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ সের আটা অথবা ময়দা ক্রেতাদের ৶৹ আনা দরে বিক্রয় হইবে। ব্যক্তিগতভাবে ক্রেতাদের সরাসরি সরবরাহ করিবার আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে না।

ফেল করা ছাত্রদের সুবিধা

এসোসিয়েটেড প্রেসের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ, স্পেশাল কমিটির সুপারিশ অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আই এ, আই এস সি, বি এ বি এস সি এবং বি-কম পরীক্ষায় যে সমস্ত পরীক্ষার্থী মাত্র একটি বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইবে, কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে তাহারা যাহাতে শুধু ঐ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

ইহার প্রধান সর্ত্ত এইরূপ হইবে যে, যদি কোন পরীক্ষার্থী শুধু একটি বিষয়ে অকৃতকার্য্য হয়, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত বিষয় মিলাইয়া শতকরা ৪০ নম্বর পায়, তাহা হইলে সে যে বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, পরবর্ত্তী পরীক্ষার সময় তাহাতে শুধু সেই বিষয়েই পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে, তবে এইজন্য তাহাকে রেগুলেশন অনুসারে সমগ্র পরীক্ষার ফীই দিতে হইবে। পরীক্ষার্থী যদি এইভাবে একটিমাত্র বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহা হইলে সে সমগ্র পরীক্ষাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভিন্নরুচি সম্প্রদায়ের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸৹ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। যাহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে প্রায়-সাম্প্রদায়িকসমূহেরই স্রোত ও সাম্রাজ্য বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবসমাজের সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৸৹ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

ম্যালেরিয়া-প্লীহাদি জীর্ণ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্লীহাদি জীর্ণ জীর্ণতার মূর্ত্ত্, পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া উহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িতেছে। সিরাপ, ঘিন্ন-যুক্ত কাজারের এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার মঙ্গল হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং ইন্টালি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদ-বিরহতিথি-পূজা-সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ৪ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১০ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২৬শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, শনিবার { ১৫১ ৩২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ নারায়ণ, অদ্য ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

প্রভুর বিরহ জাগিল কৈ?

— — ::(০):: —

আজ আমাদের সর্ব্বস্বধন, জন্মজন্মের প্রভু, আমাদের একমাত্র আশ্রয়, করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি। এই তিথিতে নিত্যারাধ্য গৌরকৃষ্ণানন্দবর্দ্ধন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ [illegible] করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবার্ষভানবীর শ্রেষ্ঠ নিজজন; তজ্জন্য তিনি তাঁহার অনুগত, নিজস্ব সেবকগণের নিকট 'শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস' —এই নামে সমধিক পরিচিত। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মাদৃশ অধম ও পঙ্গু জীবাধমকে প্রেম দেওয়ার জন্য—তাঁহার প্রাণারাম, নিত্য শ্রীমদনমোহনের সেবা প্রদান করিবার নিমিত্ত গোলোক হইতে এই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ আমাকে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম শ্রীরাধামদনমোহনের শ্রীপাদপদ্ম-সেবা বিষয়ে অত্যন্ত [illegible] অক্ষম, নিষ্ক্রিয় দেখিয়া যাহাতে আমি শ্রীমদনমোহনের সেবায় লোলুপ হইতে পারি, তজ্জন্য আমার নিশ্চেষ্টতার উপর তীব্র কশাঘাত করিয়া তিনি এরূপ চলিয়া গেলেন। যাহাতে আমি তাঁহার বিরহে ব্যথিত, ব্যাকুল, [illegible] হইয়া প্রেষ্ঠের পাদপদ্ম-[illegible] শ্রীরাধা-মদনমোহনের [illegible] জন্য উৎকণ্ঠিত—ব্যগ্র ব্যাকুল চিত্তে—আকুলপ্রাণে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের অনুসরণ করিতে পারি, তজ্জন্য তাঁহার এই লীলা। কিন্তু হায়! কি দুর্দ্দৈব! আমার অধমার হৃদয়ে সেই পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রভুবরের বিরহ ত' জাগিল না! তাঁহার বিরহের বিপ্রলম্ভ-বহ্নিতে [illegible] আমার হৃদয় দগ্ধ হইল না! প্রভুর [illegible] ত' আর পাইলাম না! শ্রীরাধামদনমোহনের সেবালাভের জন্য তীব্র আর্ত্তি উৎকণ্ঠা ও কৃষ্ণ-কামনা আমার হৃদয়ে ত' জাগিল না! প্রভুর [illegible] লাভ করিয়াও আমার নিষ্কপটতা ত' এল না! প্রভুর বিরহকাতর অন্যান্য নিজজনগণ আজ তাঁহার কৃপাদৃষ্ট ও অনুপম জীবনব্রত ধারণ করিয়া তাঁহার বিরহ কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু অধম'ত আমি আজ নিজসুখবাসনা লইয়া কালক্ষেপ করিতেছি! গোলোকবিহারী শ্রীবার্ষভানবীর প্রেষ্ঠজনার—শ্রীবার্ষভানবীর নবনীত শ্রীশ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুর এত কৃপা লাভ করিয়াও হতভাগ্য আমি আজ প্রেমসেবাসৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত! [illegible] সুখবাসনা হৃদয়ে এত বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, অপরাধক্রমে চিত্ত এত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রভুর অন্যান্য বিরহী ভক্তগণের মত প্রাণে প্রভুর কৃপায় প্রভুর বিরহব্যথা সময় সময় আমার হৃদয়কে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিলেও হতভাগ্য আমি সেই প্রভুর তত্ত্বকে আমার জীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। ইহা অপেক্ষা পরিতাপ, দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? আমি দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মাদৃশ হতভাগ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার নিজ শ্রীবিগ্রহ অত্যন্ত অকপটে আমার নিকট অপ্রকট করিলেও [illegible] অপর মূর্ত্তিতে [illegible] আমাদিগকে [illegible] নিত্য প্রকটিত থাকিয়া আমাকে তাঁহার সেবার নিযুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। [illegible] তাঁহার সেবার পথ হইতে [illegible] পারিলাম না।

আজ সমগ্র [illegible] বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল [illegible] আচার্য্যদেবের অনুগত [illegible] মঠ-মন্দিরে সম্মিলিত ও [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। [illegible] আচার্য্যদেব ও [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনন্যসাধারণ কৃপামৃত সকলকেই অযাচিতভাবে বিতরণ করিতেছেন, আর হতভাগ্য আজ সেই কৃপামৃতধারার কোন সন্ধানই পাইতেছি না! প্রভুপাদ-বিরহ [illegible] আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিতেছে না! যাঁহার পদধূলি, যাঁহার কথামৃত, যাঁহার কৃপা ও যাঁহার সেবার [illegible] জীবন ও কৃতকৃতার্থ, হতভাগ্য আমি আজ সেই প্রভুর [illegible] হইয়াছি! এই মহাবিপদ হইতে [illegible] শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তাঁহার ভক্তগণের অহৈতুকী করুণা ব্যতীত আমার মঙ্গলের আর কোন উপায় দেখি না।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনন্তগুণে গুণী, তাঁহার গুণমহিমা ও কৃপাকাহিনীর কথা স্বয়ং অনন্তদেব অনন্তমুখে অনন্তকাল ধরিয়া বর্ণন করিলেও শেষ করিতে পারিবেন না; অতএব মাদৃশ হতভাগ্যের ত' কথাই নাই। [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পরম করুণাময়; তিনি সেবকের মন সেবোন্মুখের কোটীগুণ [illegible] লাভ করেন। তিনি 'নিজ সেবকবৎসল'। তাঁহার এই অজ্ঞান [illegible] নিজ-পাদপদ্ম [illegible] তাঁহার [illegible] পাইলাম।

[illegible]

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

হয়। এই বিরহ কীর্তনাকারে প্রকাশিত হয়। যিনি যাঁহার বিরহে ব্যথিত, তিনি তাঁহার কথা কীর্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। কীর্তনই বিরহীর জীবাতু। শ্রীগুরুবিরহকাতরতার ধর্মই উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ অর্থাৎ উচ্চকীর্তন। বিরহকাতর ভক্তগণের কীর্তন ব্যতীত আর অন্য কোন ধর্ম নাই। কীর্তন ছাড়া শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ পাওয়া যায় না - শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শন হয় না। তাঁহার বিরহে সর্বক্ষণ তাঁহার গুণ ও লীলা স্মরণপূর্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মস্মৃতির মধ্যেই তাঁহার সর্বক্ষণ সান্নিধ্য লাভ সম্ভব হয়।

যেখানে বিরহ, সেইখানেই ত' অনুরাগ—সেইখানেই ত' ইতরবিষয়ে বিরাগ স্বাভাবিক। বিরহই ত' প্রভুসেবকের সহজ ধর্ম। বিরহ ভক্তের অন্তরের নিধি—অন্তরের ব্যথা। যেখানে বিরহ, সেইখানেই কীর্তন-ক্রন্দন। এই বিরহ বিলাপের মধ্যে হতাশার কোন কথা নাই; কারণ বিরহে প্রিয়জনের সঙ্গলাভের একটা আশাময়ী পরমা পিপাসা বা আর্তি হৃদয় অধিকার করে, তাই বিরহী ভক্তগণ প্রভু সকাতরে, অথবা কীর্তনমুখে প্রভুকে কাতর-কণ্ঠে আহ্বান করেন। সেইরূপ বিরহী ভক্তগণের সঙ্গ না হইলে কি বিরহ জাগে? বিরহকাতর ভক্তগণ দৈন্যের মূর্তবিগ্রহ। বিরহকাতরতাই দীনতা। বিরহই দীন হীন কাঙ্গাল করায়—স্ব সুখ-বাসনার ঘরে আগুন জ্বালিয়া দেয়—তৃপ্তি-নিশ্চিন্ততার বক্ষে তীব্র কঠোর কশাঘাত করে। জানি না, সেই অপ্রাকৃত বিরহ কবে আমার স্ব-সুখ বাসনার গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া আমাকে প্রভুসেবার অধিকার প্রদান করিবে—প্রভুসেবার জন্য—প্রভুর প্রিয়জনগণের সেবার জন্য আমাকে লালায়িত করিবে। আমি অযোগ্য হতভাগ্য হইলেও প্রভু ও প্রভুনিজ-জনগণের অপার কৃপার তুলনা নাই। এই ভরসা লইয়াই আজ বিরহ উৎসবে বিরহকাতর ভক্তগণের সকলের পশ্চাতে থাকিয়া বিরহসিন্ধুর এক কণা নিজ হৃদয়ে স্পর্শ করাইবার কিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইতেছি। তাঁহাদের কৃপা ছাড়া আমার ন্যায় অধমের আর কোন উপায় নাই দেখিয়া কৃপার কাঙ্গাল হইবার মত করিতেছি। সর্বান্তর্যামী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্যদেব ও তদীয় নিজজনগণ আমার অযোগ্যতার সকল ত্রুটী ও অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া শ্রীচরণে স্থান প্রদানপূর্বক আমাকে আত্মসাৎ করুন; যাহাতে আমার হৃদয়ে প্রকৃত বিরহ-কাতরতা জাগে, তজ্জন্য আশীর্বাদ করুন—ইহাই আজ শ্রীপ্রভুপাদ-বিরহোৎসবে বিরহী ভক্তগণের শ্রীপাদপদ্মে দীনহীন কাঙ্গালের কাতর আবেদন ও নিবেদন।

বিরহানুভূতি

—:::—

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিতে সর্বক্ষণ তাঁহার অপার কৃপা, অনন্ত গুণ ও অনন্ত লীলাবলীর আলোচনাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। শ্রীল প্রভুপাদের জন্য তীব্র বিরহবোধ সর্বক্ষণ হৃদয়ে জাগা দরকার।

বিরহানুভূতিই প্রকৃত গুরুভজন। ঐকান্তিকতা, একনিষ্ঠতা, দৃঢ়তা, ব্যাকুলতা ও সর্বাত্মসমর্পণের মূলেই বিরহানুভূতি। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদর্শন-সৌভাগ্যলাভের জন্য লোভ, আর্তি ও তীব্র উৎকণ্ঠা সর্বক্ষণ হৃদয়কে উদ্বেলিত করিলে—তাঁহার পাদপদ্মে যাইবার জন্য চিত্ত লোলায়িত হইলে তিনি আমাদিগকে অপার কৃপা করিয়া সে সৌভাগ্য প্রদান করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-প্রকাশে স্বীয় ভক্তবর্গের সহিত কি ভাবে কৃষ্ণসেবা করেন, তাহা জানিবার জন্য আমাদের তীব্র আর্তি হওয়া দরকার। সঙ্গোপনে তাঁর আর্তির সহিত অকপট অশ্রু-বিগলিতনয়নে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রার্থনা-নিবেদন জানাইলে তাঁহার কৃপাশীর্বাদে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন পাওয়া যাইবে, যেখানে শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যপার্ষদগণের সহিত লীলাবিলাস করেন, সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যকাল থাকেন—ইহা উপলব্ধি হইবে।

গুরুবর্গের গুণ ও লীলার কথা অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণমুখে জীবন যাপন করাই প্রকৃত বিরহতিথিপূজা। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন,—"গুরুবর্গের বিরহোৎসবে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের বিরহ-স্মৃতি পরম বান্ধব বলিয়া বোধ হওয়া চাই। অনন্তকোটি জীবাত্মার একমাত্র নিত্য স্বাভাবিক ধর্মই সপরিকর শ্রীশ্রীরাধা-পুরুষোত্তমের জন্য মিলনের পারলৌকিক তীব্র বিচ্ছেদের অনুভূতি। 'হায়! শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে সাক্ষাদ্ভাবে আমার শাসক ও ও নিয়ামকরূপে এই স্থানে আর দর্শন করিতে পারিব না বা পারিতেছি না, হায়! কি দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা, তাঁহার শাসনগণ্ডিতে থাকিবার সৌভাগ্য হইতে চিরদিন বঞ্চিত হইয়াছি'—এই দুঃখবোধের জ্বালা বাস্তবভাবে যাঁহার যতটা সুতীব্র হবে, তিনি ততটা শীঘ্র পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরুদেবের নিজজন বা শ্রেষ্ঠ সেবকরূপে অধিকারসিদ্ধি লাভ করিবেন। গুরুবর্গের সাক্ষাৎ শাসনগণ্ডিতে থাকিবার জন্য যাহাদের আর্তিমত্তা নাই, তাহাদের হৃদয় দাম্ভিকতায় পরিপূর্ণ, তাহারা কোনদিন হরিভজন-রাজ্যে প্রবেশ করে নাই বা করিতে ইচ্ছুক নহে।"

"শ্রীগুরুপাদপদ্মগণ সকলেই আলো। আলো বিপ্রলম্ভেরই রূপ। যাঁহারা যথার্থ গুরুসেবা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাঁহারাই সত্যিকার বাস্তব আলোতে আলোকিত হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। তাঁহাদেরই চিত্তরাজ বিপ্রলম্ভের বর্ণে অনু-রঞ্জিত হইয়াছে, হইতেছে ও হবে। বিপ্রলম্ভের আলোতে চিত্তবৃত্তি উদ্ভাসিত না হলে আলোর সংস্পর্শ হয় নাই—গুরুসঙ্গ হয় নাই জানিতে হইবে।"

শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ জগতে শ্রীভক্তিবিনোদধারার যে অপ্রাকৃত অনন্ত কারুণ্যপ্রবাহ প্রবহমান করিয়া গিয়াছেন, সেই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তামৃতপ্রবাহের সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া আত্মহারা[illegible] তাহাতে নিত্য অবগাহন না করিলে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ যে কি বস্তু, তাহা বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি হইবে না।

শ্রীগুরুদেবের প্রকটলীলা হইতেও অপ্রকট লীলায় প্রকৃত শিষ্যের অন্তর্দাহ সমধিক বর্ধিত হয়। আমাদের শ্রীগুরুবর্গ নিত্যবস্তু, তাঁহারা অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াও আমাদের প্রতি বিভিন্নপ্রকারে প্রচুর কৃপাবর্ষণ করেন। সদ্যজাত বৎসতরের অদর্শনে মুক্তবৎসলা গাভীর চিত্তের যেরূপ অবস্থা হয়, তদপেক্ষাও কোটি-গুণ প্রাণের আর্তি, ব্যাকুলতা শ্রীগুরু-দেবের বিরহে অকপট স্নেহপাত্র শিষ্যের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে, 'যে গুরুপাদপদ্মের কৃপাগুণ মনে - যাঁহার কৃপাবারি-সিঞ্চনে আমি নিত্যমঙ্গলের পথে—সেবার পথে নির্বিঘ্নে সতত অগ্রসর হইতেছিলাম, যিনি সর্বক্ষণ আমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-অনুসরণে প্রেমের পথে পরিচালিত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎসেবালাভে আজ আমি বঞ্চিত'—এই চিন্তা শ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপাশ্রিত নিষ্কপট সেবকের হৃদয়কে সর্বক্ষণ দগ্ধীভূত করে।

বিরহে বিরহীর বিরহাস্পদের নাম-রূপ-গুণ শ্রবণ কীর্তনই একমাত্র জীবাতু। বিরহী প্রাণাস্পদের বিরহে কাতর হইয়া সর্বদা তাঁহার কথাই শ্রবণ করিতে, কীর্তন করিতে ও আলোচনা করিতে ভালবাসেন।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং
কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে
ভূরিদা জনাঃ॥"
(ভাঃ ১০।৩১।৯)

হে কৃষ্ণ! যে সকল লোক এ পৃথিবীতে বিরহতাপিত ব্যক্তিগণের জীবাতুস্বরূপ, অপ্রাকৃত রসিকগণের আস্বাদিত, বিবিধ-দুঃখ-বিনাশক, বিরহ তাপিতগণের কর্ণরসায়ন, সর্বশক্তিসমন্বিত তোমার কথামৃত বিতরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে মহাবদান্য। হরিকথামৃত-বিতরণকারীর মত সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা আর কোথাও নাই।

যখন অভীষ্টদেবের শ্রীঅঙ্গ [illegible]—তাঁহার সাক্ষাৎ সেবার সুযোগ হইতেছে না, তখন সেই দুঃখে নিজ আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন করিতে পারিবেন না—এই বিচারে রথ-চক্রের নিচে নিজের দেহ বিসর্জন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন,—

"জগন্নাথে গেলে তাঁ'র দর্শন না পাইমু,
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিমু॥
জগন্নাথ রথ-যাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁ'র রথচাকায় ছাড়িমু এই শরীর॥"

নিজাভীষ্টের অদর্শন আশঙ্কা করিয়া যখন এইরূপ আত্মদৈন্য ও আত্মধিক্কার উপস্থিত হয়, তখন বিরহী ভক্ত মুহূর্তমাত্রও জীবনধারণ করিতেও অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেন। কিন্তু বিরহ মিলনের দ্যোতক,—

"প্রেমিক ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পায় মরিতে॥
গাঢ় অনুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তা'তে অনুরাগে বাঞ্ছে আপন মরণ॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইলে ভক্তের যে দুঃখের পরাকাষ্ঠা বা তীব্র জ্বালাবোধ হয়, তাহাই ভক্তকে পরিপুষ্ট করে। তাহা বহির্দৃষ্টিতে বিষজ্বালা-ময় মনে হইলেও ভিতরে অমৃতময় অর্থাৎ বাহিরে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গাভাব-বোধে আর্তিক্রন্দন, হা হুতাশ, আক্ষেপ, অনুশোচনা প্রভৃতি দেখা গেলেও তদীয় নাম-রূপ গুণাদির চিন্তায় চিত্তের তন্ময়তাহেতু অন্তরে সর্বক্ষণ তাঁহাদের দর্শন ও সঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ হয়। তৎফলে আত্মা বা অন্তরে নির্মল বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ না পাওয়ায় দগ্ধ অন্তরে সুতীব্র জ্বালা-বোধই বিরহানুভূতি। 'শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা-সংসার ও তাঁহার সঙ্গলাভ হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াছি, আমি তাঁহার পাদপদ্মে যাইতে পারিতেছি না, আমার আত্মার নিধির—আলোক দেখাইবার—পথ দেখাইবার একমাত্র নিত্যবান্ধব শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সাক্ষাতে পাইতেছি না'—এইরূপ চিত্তের স্থায়ী ভাবই শ্রীগুরুপাদপদ্মের জন্য বিরহানুভূতি। 'তুয়া অদর্শন-অহি-গরলে জারল দেহা', 'করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর', 'কেন বা আছয়ে প্রাণ, কি সুখ পাইয়া। নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া।', 'পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।'—এইরূপ চিত্তের ভাব হইলে আবেশ ও অভিনিবেশমুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মিলন হয়। বিরহের মধ্যে গতিশীলতা থাকে। গতিশীলতার কারণ—লোভ, আবেশ। চিত্ত যত নির্মল হইবে, ততই গতিশীলতা বাড়িবে। আত্মবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অদর্শনে যে বিরহ, তাহা নিত্যবিগ্রহের সেবার প্রতি লোভ ও অভিনিবেশকেই সুতীব্র গতিশীল করায়।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রকটপ্রকাশে বিরহ-বিগ্রহের যে সেবায় আত্মনিবিষ্ট আছেন, সেই সেবার কৈঙ্কর্যে প্রাপ্ত লোভ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নাম, গুণ ও লীলার শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদির মধ্যে লাভ হয়। লোভ হইলেই গতিশীলতা থাকে।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ

শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের বিরহোৎসব

(মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ)

'বিরহ'-শব্দের অর্থ বিয়োগ বা বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদ সর্ব্বদাই দুঃখদায়ক। শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদেও কৃষ্ণভক্ত-বিচ্ছেদকে সমস্ত দুঃখের মধ্যে তীব্রতম বলা হইয়াছে,—

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?
কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৪৭)

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতেও বলিয়াছেন,—

"স্ব-জীবনাধিকং প্রার্থ্যং শ্রীবিষ্ণুজনসঙ্গতঃ।
বিচ্ছেদেন ক্ষণং চাত্র ন সুখাংশং লভামহে॥"
(শ্রীবৃঃ ভাঃ ৫।৪৪)

—শ্রীবিষ্ণুজন অর্থাৎ বৈষ্ণবের সঙ্গে অবস্থান নিজ প্রাণের অপেক্ষাও অধিক প্রার্থনীয়। ঐ প্রকার সঙ্গের বিরহে অত্যল্প সময়ের জন্য এই পৃথিবীতে সুখের ক্ষুদ্রাংশও প্রাপ্ত হই না।

'উৎসব'-শব্দে আনন্দ, আহ্লাদ, আমোদ—এই সব বুঝায়। সুতরাং 'বিরহ উৎসব' শব্দটী কি 'সোনার-পাথরবাটী'র ন্যায় একটি নিরর্থক শব্দ বলিয়া প্রমাণিত হয় না? 'তীব্রতম দুঃখের উৎসব বা আনন্দ' কথাটি কিরূপে যুক্তিপূর্ণ ও বিচারসহ হইতে পারে? একমাত্র শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ই ইহার উত্তর প্রদান করিতে পারেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকে' ইহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন ও শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের লীলার মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পরিব্যক্ত করিয়াছেন,—

"পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-
সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো
জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব
বিক্রান্তয়ঃ॥"
(শ্রীবিদগ্ধমাধব ২।১৮)

—হে সুন্দরি! নন্দনন্দনসম্বন্ধীয় প্রেমা যাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাঁহার বক্রমধুর-ভাববিক্রমসকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই প্রেম দ্বিবিধভাবে কার্য্য করে, অর্থাৎ নূতন সর্পবিষের কটুতার গর্ব্বকে স্বীয় পীড়ার দ্বারা নির্ব্বাসিত করে অর্থাৎ যার-পর-নাই দুঃখ উদয় করায়, আবার আনন্দের অমৃতমাধুর্য্যের যে অহঙ্কার, তাহার সঙ্কোচনকারী পরমসুখও প্রদান করে।

"বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমা-আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁ'র মনে,
তা'র বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২।৫০-৫১)

এই বিচ্ছেদগততত্ত্বমহোৎসবের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীবৃষভানুনন্দিনী। তাঁহারই ভাব ও কান্তিতে বিমণ্ডিত হইয়া গোলোকবিহারী শ্রীগৌরসুন্দর এই বিরহের ভজন শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামিপ্রভু সেই প্রেমকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। তিনি তাঁহার অপ্রকট লীলা-প্রকাশকালে এই গীতি গান করিয়াছিলেন,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত
ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"
(শ্রীপদ্যাবলী—৩৩৪)

—ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করিব? তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে! হে দয়িত, আমি এখন কি করিব?

এই শ্লোকচন্দ্র সমগ্র ভক্তিজগৎকে কিরূপ আলোকিত করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে রূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার।
গন্ধ বাড়ে, তৈছে এই শ্লোকের বিচার॥
রত্নগণ-মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী।
তাঁ'র কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন॥
শেষকালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৪।১৯২-১৯৬)

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"শুদ্ধভক্তিবাদী বেদমূলক বৈষ্ণবগণ চারি-সম্প্রদায়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে শ্রীমাধবেন্দ্রের গুরু শ্রীলক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গাররসময়ী ভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহা শ্রীমহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ সময়ে তত্ত্ববাদিগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই শ্লোক-রচনাদ্বারা শৃঙ্গাররসময়ী ভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে ভাব এই যে, মথুরাযাত্রা-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাভাবের যে উদ্ঘূর্ণা হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণভজন করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম। এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে দীনদয়ার্দ্রনাথকে এইভাবে ডাকিবেন। জীবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার দর্শন-লালসায় বলিতেছেন,—'হে কান্ত! তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল; বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই? আমাকে দীনজন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও।' শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর এই ভাবের সহিত শ্রীমহাপ্রভু-প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব-দর্শনে যে ভাববৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। একারণেই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে শৃঙ্গার-রসতরুর মূল—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীঈশ্বর পুরী—তাহার প্ররোহ, শ্রীমহাপ্রভু তাহার স্কন্ধ, প্রভুর অনুগত ভক্তগণ—তাহার শাখা-প্রশাখা।"

শ্রীল আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ তাঁহার শিষ্যগণের নিকট 'ঐতরেয়'-উপনিষদের ভাষ্য-ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিত্যলীলা প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের মালা যে বিপ্রলম্ভ-সম্বোধনাত্মক শ্রীমথুরানাথ শ্রীনামের শ্রীপাদপদ্ম আরতি করিয়া কৃতার্থ হন, শ্রীল পুরীপাদ সেই শ্রীমথুরানাথ-নামের আর্ত্ত-শ্লোক গান করিতে করিতে অপ্রকট লীলাবিস্তার করেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অন্ত্যলীলায় অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভাত্মক শ্রীশিক্ষাষ্টকের শ্লোকসমূহ আস্বাদন করিয়াছেন,—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং
গোবিন্দবিরহেণ মে॥"
(শিক্ষাষ্টক—৭)

উদ্বেগে দিবস না যায়,
'ক্ষণ' হৈল 'যুগ'-সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন!
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন!
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৪০-৪১)

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"
(শিক্ষাষ্টক—৮)

"আমি—কৃষ্ণপদ দাসী,
তেঁহো—রসসুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনু-মন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর—কৃষ্ণ, অন্য নয়॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৪৮-৪৯)

শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রীগৌরপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ, শ্রীগৌরদর্শন ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মহা-যোগেশ্বরের ন্যায় মহাপ্রয়াণ করিবার লীলাপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পূর্ব্বে বিপ্রলম্ভোদ্দীপক সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের সম্বোধনাত্মক নাম, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও তৎসহচরীগণের নামকীর্ত্তন এবং শ্রীরূপাদি আচার্য্যপ্রভু ও শ্রীরাধাকুণ্ড প্রভৃতির সঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 'শ্রীনরোত্তম বিলাসে' এইরূপ বিপ্রলম্ভপূর্ণ সম্বোধনাত্মক শ্রীনামকীর্ত্তন দৃষ্ট হয়,—

"ওহে নবদ্বীপচন্দ্র গৌরসুন্দর।
ওহে নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কুমার॥
ওহে সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈত দয়াময়।
ওহে শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময়॥
ওহে করুণার সিন্ধু পণ্ডিত শ্রীবাস।
ওহে বক্রেশ্বর, মুরারি, হরিদাস॥
ওহে স্বরূপ, রামানন্দ, দামোদর।
ওহে শ্রীআচার্য্য গোপীনাথ, কাশীশ্বর॥
ওহে বাচস্পতি, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
ওহে পুরীদাস, গৌরীদাস পণ্ডিতার্য্য॥
ওহে শ্রীপণ্ডিত জগদীশ, শুক্লাম্বর।
ওগো শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, দাস গদাধর॥
ওহে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়।
মুকুন্দ, মাধব, বাসুদেব, সঞ্জয়॥
ওহে শ্রীজগদানন্দ, শঙ্কর, শ্রীধর।
ওহে শ্রীমুকুন্দ, নরহরি বিজ্ঞবর॥
ওহে শ্রীরূপ সনাতন গুণসিন্ধু।
ওহে শ্রীভূগর্ভ, লোকনাথ দীনবন্ধু॥
ওহে শ্রীগোপালভট্ট পণ্ডিতের প্রাণ।
ওহে রঘুনাথ ভট্ট গুণের নিধান॥
ওহে [illegible] স্বরূপ, রঘুনাথ।
ওহে জীব গোস্বামী করহ দৃষ্টিপাত॥
ওহে গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-প্রিয়গণ।
করহ করুণা মুঞি লইনু শরণ॥
হেন অতি পাপ মোরে না উপেক্ষিয়া।
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ অবশ্য করিয়া॥
অধৈর্য্য হইয়া পুনঃ কহে বারে বারে।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ! দয়া কর মোরে॥
ওহে বৃন্দাবনচন্দ্র! মদনমোহন।
ওহে [illegible]॥
ওহে [illegible]! অনাথে কর দয়া।
[illegible]॥
[illegible]
[illegible]
শ্রী[illegible], [illegible], [illegible]চম্পকলতিকা
[illegible], [illegible] পরম গুণাধিকা॥
তুঙ্গ[illegible], ইন্দু[illegible] সখী [illegible]।
[illegible], [illegible]মঞ্জরী, কস্তুরী॥
[illegible] মঞ্জুলালী সর্ব্বজনে।
রাখ মোরে শ্রীরাধিকাচরণসেবনে॥

হে রাধিকে, কৃষ্ণ যে তোমার প্রাণেশ্বর।
তাঁর পাদপদ্মসেবা [illegible] ॥
তোমা-কৃপাতে [illegible]।
[illegible] সখীগণ ॥
সখীগণে [illegible] করি' রাখে।
[illegible] তোমার চিন্মুখ ॥
তবে কি পূর্ণ [illegible]।"
[illegible] চাহে দীনহীন ॥

[illegible]

শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] সম্প্রদায় শ্রীগোস্বামীদের পূজা [illegible]।

"[illegible] পূর্ণ [illegible]।"

অর্থাৎ হে গোবিন্দ! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

"[illegible] গোবিন্দ। [illegible]।"

অর্থাৎ হে গোবিন্দ। আমাকে তোমার [illegible] (শ্রীকৃষ্ণের) [illegible] দান কর।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের [illegible] একটি কীর্ত্তন [illegible] শ্রীরূপানুগদের কথা কীর্ত্তন [illegible] তাঁহার [illegible] গোস্বামী [illegible] অপ্রকট-লীলাবিষ্কার [illegible]। শ্রী [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible]—

[illegible]।
[illegible]।

শ্রীধাম [illegible] শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম- [illegible]

[illegible]

দৈবী ভক্তির বিধান করিয়া রাগানুগগণের আলোক প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরূপ-[illegible] প্রমাণ পাইব। তাঁহার [illegible] শ্রীল রঘুনাথ [illegible] তাঁহার আচার ও প্রচারের মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

আমাদের [illegible] শ্রীরূপের [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] বৈষ্ণবগণের [illegible] আমাদের [illegible] শ্রীরূপানুগ [illegible] থাকেন। [illegible] যখন আমরা তাঁহার [illegible] অনুগত [illegible] প্রকটলীলায় [illegible] লীলা [illegible] যে অপ্রকট [illegible], তাহা অপ্রকট-[illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible]

[illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] সম্প্রদায় [illegible] শ্রীপ্রভুপাদ [illegible] গোস্বামী [illegible]

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

অপ্রকটে বিপ্রলম্ভ ও প্রাকট্যে অবিচ্ছিন্ন স্ফূর্ত্তি বর্ত্তমান বলিয়া মহাজনগণ অপ্রকট-লীলাস্মৃতিকালে তাঁহার প্রকট-লীলার উপলব্ধি বিধান করে। অতএব বিপ্রলম্ভ ভাবের অভিব্যক্তি আবশ্যক! বৈষ্ণবগণের সঙ্গে প্রয়োজন লাভ করিবার [illegible] সুযোগ অর্থাৎ [illegible] [illegible]দের বাণী। আমরা এরূপ [illegible] অনুগমন করিয়া প্রেমের [illegible] পথে চলিতে থাকিব। মহাজনের অনুসরণ করাই আমাদের একমাত্র বৃত্তি। [illegible] [illegible] পথ [illegible] শ্রীরূপানুগ [illegible] নিযুক্ত থাকিব। [illegible] সেবাময়ী কৃপা লাভ করিতে পারিলে [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের [illegible] করেন।

[illegible] মহাজনগণের উচিত [illegible] শ্রীচৈতন্য [illegible] শিক্ষায় আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন, সেই গৌরজনের কোন-দিনই অপ্রকটের অবসান নাই। [illegible] [illegible] একটি প্রকট-বিচার বর্ত্তমানে আমাদের হৃদয়ে প্রবল।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম উত্তমরূপে [illegible] করেন। [illegible] প্রকট ও অপ্রকট লীলা, [illegible] প্রকট ও অপ্রকটলীলা। [illegible] প্রকট ও অপ্রকট [illegible]। [illegible] প্রকাশ [illegible]।

[illegible] শ্রীগুরুদেব [illegible] মহাজনগণের কৃপাপুষ্ট [illegible] অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন। [illegible] আমরা [illegible] হইয়া [illegible] হইয়া পড়ি, [illegible] হইয়া পড়ি, তখন শ্রীকৃষ্ণ [illegible] আমাদিগকে সেবাবিমুখ [illegible] আমাদের কাছ থেকে চলিয়া যান। [illegible] [illegible] আলোকিত করিয়া জীবগণের [illegible] করেন।

আমাদের [illegible] শ্রীগুরু [illegible] উত্তমরূপে আছেন। [illegible] [illegible] হ'তে [illegible] [illegible] করে [illegible] [illegible] হ'তে অপ্রকট। আমাদের শ্রীগুরুপাদ নিত্যসিদ্ধ, তাঁ'রা [illegible]।

"দীনের অর্ঘ্য"

(প্রাপ্ত)

পতিতপাবন, তব অপ্রকট-দিনে।
কিরূপে পূজিব পদ ভক্তিপুষ্প বিনে ॥
হৃদয়-মন্দিরে নাহি কোন উপাচার।
অধম এ দীনের কোথা আর্ত্তি-ধন ॥
অকপটে ভক্তিপূত নয়ন-সলিলে।
পূজিতে এ শ্রীচরণ তব কৃপা মিলে ॥
পাষাণ-পরাণে ভক্তি-অশ্রুধারা নাই।
কিরূপে পাইব দয়া, বৈষ্ণব গোসাঞি ॥
তোমার সেবন-যোগ্য নাহি কোন কিছু।
পতিত-অধম আমি সদা করে নীচু
আপন জীবন-ভরা যত মন্দ কাজ।
কহিতে সে-সব কথা মনে পাই লাজ ॥
কুবিষয়-বিষাসক্ত গৃহমেধী আমি।
আমার [illegible] অন্তর্যামী ।
বিশ্বাসী [illegible] দিয়া [illegible]।
কৃপায় আনলে টা'ন' গৌরাঙ্গের মাঝে ॥
গৌরকৃষ্ণ-নাম-সেবা শিখাইলা সবে।
[illegible] পু'রব বৈষ্ণবে সংকীর্ত্তন রবে
তোমার পাবন-লীলা আমি না বাখানি।
বিষয়-বিষম-গর্ত্তে ডুবিয়া ॥
তুমি ত' করুণা সিন্ধু, পতিত-পাবন।
তব কৃপা উপেক্ষিয়া আমি অভাজন
সে' কারণে প্রেমভক্তি হ'ল মোর নাশ।
শ্রীনাম প্রভুর পদে [illegible] ॥
বৈষ্ণবে [illegible] বৈল আমার।
প্রণামে [illegible] না মুছিল আর ॥
[illegible], তুমি মোর প্রভু।
প্রেম [illegible] কেন এ [illegible]।
[illegible] পড়েছে [illegible]।
[illegible] ॥
শ্রীগুরু [illegible] মহাজন।
[illegible], হারাইছু ধন ॥
[illegible] দান
তাহাকে [illegible] ॥
বৃথা আমি, [illegible] কিছু মোর মাঝে নাই।
যা কিছু আমাতে আছে, পায়ে দিয়ে তাই
নিকটে করে আমি [illegible]।
[illegible] ও [illegible] ॥
বিশ্বব্যাপী [illegible] আছে যেই গতি।
তব কথা-[illegible] সেই মতি ॥
অমল-উজ্জ্বল গৌর করুণার সিন্ধু।
পরাণ' পবিত্র হই তা'র একবিন্দু ॥
[illegible] এ রসনা।
এই মোর মনের নিগূঢ় কামনা ॥
[illegible] কি চাহিব বল।
কৃপাদৃষ্টি চাহি সদা! অনাথশরণ ॥
বিরহ-অনল-শিখা [illegible] জ্বলিয়া।
কোন [illegible] যেন পরাণ চাপিয়া ॥
বিরহেতে যে আশঙ্কা রয়েছে অন্তরে।
সেই মত প্রীতি [illegible] শ্রীনাম-অন্তরে ॥
গৃহে বা বনেতে থাকি, অন্য বাঞ্ছা নাই।
তোমার চরণে ভক্তি—এইমাত্র চাই ॥

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] প্রেস হইতে শ্রীরমাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ [illegible] প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ৭ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ১৩ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ২৯শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ১৩৩তম সংখ্যা

"ভক্তির আরম্ভই হয় না যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আশ্রয়বিচারে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ নারায়ণ, শিব [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

নিজ মঙ্গলপথে অগ্রসর হইবার যে যুক্তি, তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই সাধকের প্রথম প্রয়োজন। সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা অর্থাৎ সাধুর প্রতি নির্ভরতা ও ভগবৎকৃপালাভে সুদৃঢ়বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণই শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার লক্ষণ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত শ্রদ্ধাযুক্ত সেবকই বলিতে পারেন,—'যার মন গেলা ভুখা ও-পদ্ম বনে'। হৃদয়ে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইলে জীবের হৃদয়ে নিজমঙ্গলার্থের জন্য নিশ্চিন্ততা স্বাভাবিকভাবে আসে, মঙ্গলামঙ্গল-চিন্তার সমস্ত ভার সাধুর উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। তিনি নিজ মঙ্গলের জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা ও ব্যস্ততা হইতে অবসর লাভ করিয়া প্রীতির সহিত আপনভাবে সাধুর সেবাই করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে ভক্তবস্তুর প্রতি প্রীতি-বাহিত্যাগণ সংসারনিবৃত্তি আপনা হইতেই হইয়া থাকে। ইহা সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলেই হয়। বাস্তবিক আশ্রয়লাভের পরই জীবের প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন ও আনুকূল্য-গ্রহণ সম্ভব হয়। আশ্রয়ের সেবার বিরোধী দেশ-কাল-পাত্রই প্রতিকূল; আর আশ্রয়ের সেবার পরিপোষক—আনুকূল্যকারী দেশকাল-পাত্রই অনুকূল। আশ্রয়ের সম্বন্ধেই আনুকূল্য-গ্রহণ বা প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন। অতএব আশ্রয়লাভই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ—আত্মসমর্পণ ফলেই জীবের সংসার-ক্লেশ নিবৃত্ত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা জীব হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে স্বাভাবিক রুচি লাভ করেন। অকপট আশ্রিত গুরুসেবকের হৃদয় কৃপাপ্রাপ্তি-বিষয়ে সুদৃঢ় আশাতে ভরপুর থাকে। কৃপালাভ হইতেছে না কেন, কখন কৃপা পাইব, কি উপায়ে অতি সত্বর কৃপা পাইব—এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় সর্ব্বক্ষণ ব্যগ্রব্যাকুল থাকে। 'হরিনামের কৃপাতেই সমস্ত সুবিধা হইয়া যাবে; শ্রীনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ'—এই কথায় তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায় তিনি স্বাভাবিক আদর ও রুচির সহিত শ্রীনামগ্রহণ ও কাতরভাবে শ্রীনামের কৃপাভিক্ষা করেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব, শ্রীনাম ও শ্রীধামের মহিমা-কীর্ত্তনে আসক্তি ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অবস্থান-ক্ষেত্রে প্রীতি নিরবচ্ছিন্ন নিরন্তর সহজ স্বভাব। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই জীবের সেবকাভিমান, দীনতা, অমানিমানদ-ভাব জাগে; জীব নিষ্কিঞ্চন হইয়া দৃঢ় হইতে দৃঢ়তরভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের জীবনস্বরূপ। তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হওয়া জীবাত্মার নিত্য সহজ স্বভাব। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, শরণাগতি আপনভাব জীবাত্মার স্বরূপের পক্ষে সহজ সরল; ইহা কষ্টকল্পনা নহে। তবে শরণাগত না হইলে—শ্রদ্ধাবান্ না হইলে ইহা বুঝা যায় না। কারণ, ভক্তির সবই অনুভূতির বিষয়। শরণাগত সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু জানিয়া কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধপ্রকারে তাঁহার সেবা করেন; কর্ণদ্বারা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ, শরীর-দ্বারা তাঁহার সেবা, মনের দ্বারা তাঁহার কথা স্মরণ ও শ্রীপাদপদ্ম চিন্তন এবং বাক্যের দ্বারা তাঁহার গুণ ও সাধুমুখনিঃসৃত বাণীর কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

শ্রীগুরু-কৃষ্ণই আমার একমাত্র চালক। তাঁহারা যেভাবে চালনা করেন, সেইভাবেই চলিতে হইবে। 'তাঁহারাই একমাত্র প্রভু'—এই কথা একমাত্র চিরাশ্রয়ী শরণাগত ব্যক্তিই উপলব্ধি করেন। 'কৃষ্ণই আমাকে চালাইতেছেন'—এই উপলব্ধি শরণাগতের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ আছে। 'কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের পদধূলিই আমার সত্তা; তাঁহারা ব্যতীত আমার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই'—ইহা শরণাগত সেবক ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধি করেন বলিয়াই যত বিপদ্-আপদই আসুক না কেন, জীবনে-মরণে, সুখে-দুঃখে, মানে-অপমানে—কোন অবস্থাতেই তিনি গুরুকৃষ্ণকে ছাড়িতে পারেন না বা তজ্জন্য হতাশ বা অধীর হন না। 'কৃষ্ণ যদি বিপদ্ বা কষ্টের মধ্যেই রাখিয়া সুখী হ'ন, তাহা হইলে তাহাই ভাল; তাহাতেই আমার সুখ'—এই মনে করিয়া শরণাগত ভক্ত সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত অবিচলিতভাবে সেবাপথে অগ্রসর হন। বাহিরের বাধা ত' দূরের কথা, এমন কি, অন্তরের বাধাস্বরূপ অনর্থ, অপরাধ, প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্ম্মফল-ভোগ ইত্যাদিতেও শরণাগত ভক্ত বিচলিত হন না। তিনি ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কারণ তিনি জানেন যে ভগবৎকৃপায় তাঁহার সব হইবে। তিনি কৃপার আশ্রিত। তাঁহাকে প্রারব্ধ কর্ম হইতে রক্ষা করা না করা কৃপাময়—শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই স্বতন্ত্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে—ইহা জানিয়া তিনি কর্ম্মফল ভোগে বা কর্ম্মফলের ভোগ হইতে নিবৃত্তি, অনর্থগ্রস্ততা বা অনর্থনিবৃত্তি—সমুদয় অবস্থাতেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্নেহ-কৃপাশীর্ব্বাদ অনুভব করেন। অতএব তিনি কোন অবস্থাতেই গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হন না। শরণাগত সেবাভিলাষী, আর অশরণাগত অন্যাভিলাষী ভোগাভিলাষী। সেবাভিলাষ ও ভোগাভিলাষ যুগপৎ থাকে না। সেবাভিলাষ থাকিলে অন্যাভিলাষ আসে না। অতএব সেবাভিলাষী শরণাগত গুরুসেবক কখনও অন্যাভিলাষী হইয়া যাওয়ার ভয় দেখেন না বা অন্যাভিলাষের কবলে কবলিত হওয়ার আশঙ্কায় ভীত হন না। শরণাগত শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য আশ্রিত। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুখবিধান-কামনাই তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং সেখানে অন্য কামনা স্থান পাইবে কি করিয়া? শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনাশ্রিত হইয়া—নিষ্কপট-সেবাপর না হওয়া কেহই হৃদয়ে অন্যাভিলাষিতাশূন্যতা রক্ষা করিতে পারে না; অনাশ্রিত অন্যাভিলাষের কবলে পতিত হইবেই। এজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লওয়াই সকলের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সাধনচেষ্টা। তাদৃশ আশ্রয়লাভই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বার।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

ত্ত

——::(:০:)::——

কৃষ্ণ জগতের জীবকে কৃপা করিবার জন্য শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনাম—এই দুইরূপে জগতে নিত্যকাল প্রকট থাকেন। ভগবান্ পূর্ণ চিৎস্বরূপ অপ্রাকৃত বস্তু। তাঁহার চিৎস্বরূপই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি।

"'কৃষ্ণনাম,' 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুই 'ত' সমান।
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি—তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ॥
নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥
অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলাবৃন্দ'।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥"

(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের বিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি ও কৃষ্ণের স্বরূপ—সবই অভিন্ন, সবই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব—সচ্চিদানন্দময়। বদ্ধজীবের দেহ আবরণ 'দেহী' হইতে পৃথক্, বদ্ধজীবের নাম তাহার আত্মা বা স্বরূপ হইতে পৃথক্ ও জড়াশ্রিত। কিন্তু কৃষ্ণের দেহই 'দেহী', যিনি 'নাম' তিনিই 'নামী'। কৃষ্ণে মায়া বা মায়াপ্রসূত জড়সম্বন্ধ না থাকায় কৃষ্ণের দেহ দেহী বা নাম নামীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। কৃষ্ণনাম চিৎস্বরূপ চিন্তামণিবিশেষ। তাহা চৈতন্যরস বিগ্রহস্বরূপ।

অতি নিম্নস্তর হইতে ভগবানের সেবালাভের একমাত্র উপায় ভক্তির শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও ভগবৎকে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিশীলন। এজন্য মহাজনগণ কৃপা করিয়া শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করেন। মহাজনগণ নিত্য ভগবদ্-ভাবযোগে সমাধি-অবস্থায় কৃষ্ণের যে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন, জীবকে সেবা-সৌভাগ্য দিবার জন্য সেই সমাধিলব্ধ শ্রীমূর্ত্তিকেই জগতে প্রকট করেন। এই শ্রীমূর্ত্তি নিম্ন অধিকারীর নিকট বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইলেও তিনি নিত্য, সাক্ষাৎ চিন্ময়বিগ্রহ। শ্রীমূর্ত্তির নিত্যত্ব, অপ্রাকৃতত্ব ও সৌন্দর্য্য একমাত্র শ্রীভক্তেরই দৃষ্ট হন।

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

—প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে দেখা যায়,—

"নির্দ্দোষগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো
নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ
সর্ব্বত্র চ স্বগত-ভেদ-বিবর্জ্জিতাত্মা॥"

শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দময়, তিনি জড়ীয় দেশ-কালের বশীভূত নহেন—সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। তিনি অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী। তিনি লীলাময়, স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। তিনি কৃপা করিয়াই ভক্তের প্রেমবশীভূত হইয়া জগতে প্রকট থাকেন। শ্রীবিগ্রহ অত্যন্ত কৃপালু। তিনি অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবকেও সেবা-সুযোগ দিবার জন্য শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকট থাকেন। অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামই নিজেকে শ্রীবিগ্রহরূপে—শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশ করেন। ভগবদ্ভক্ত অপ্রাকৃত-আকরস্বরূপের নিত্যনাম ও নিত্যমূর্ত্তি—উভয়কেই সাক্ষাৎ প্রভুরূপে বরণ করেন। তাঁহাদের বিচারে অপ্রাকৃত শব্দ, ভগবান্ ও অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তিতে কোন ভেদ নাই। স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি'।"
প্রতিমা নহ, তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

ভগবান্ নিত্য বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তাহাই জগতে শব্দ-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ। তিনি নির্বিশেষবাদী পৌত্তলিকগণের ধারণানুযায়ী সাকারে বা অসাকারে কল্পিত কোন প্রতিমা নহেন। বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তিও জগতে অবতীর্ণ হন। ভগবদ্ভক্তগণের পূজিত, সেবা, আরাধ্য অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনাম—উভয়ই নিত্যধামগোলোকের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনামের অপ্রাকৃত অবতার। মহাভাগবতবর শ্রীরূপপাদগণ নিত্যকাল জগতে প্রকটলীলা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার প্রাণারাম, হৃদয়ের ধন, আরাধ্যদেবতাকে সর্ব্বক্ষণ অন্তরে দর্শন করিয়াও বিরহভাবাক্রান্তচিত্তে তাঁহাকেই আবার বাহিরে শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকট করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"এখন জগতে অধোক্ষজবস্তুর দর্শন ঘটিতেছে না, অথচ সেই অধোক্ষজ-দর্শন আমাদের করিতেই হইবে। সেই অভাব-পূরণের জন্যই সেবোন্মুখ নিত্য শ্রীবিগ্রহের জগতে শ্রীমূর্ত্তিরূপে অবতার। বিরহপীড়িত ব্যক্তি যেরূপ বিরহাস্পদের আলেখ্য বা কোন প্রতিকৃতি বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, শ্রীকৃষ্ণসেবা-বিরহ-ব্যথিত ব্যক্তিও সেইরূপ অধোক্ষজ অবতার শ্রীমূর্ত্তিসেবা অবলম্বন করিয়া থাকেন। জগৎ বদ্ধজীবের কারাগার ও জড়-দ্বন্দ্বের রাজ্য বলিয়া এখানে স্বরূপের সহিত আলেখ্য, চিত্র বা মূর্ত্তির ভেদ বর্ত্তমান; কিন্তু অধোক্ষজ বস্তুর যেরূপ নিত্য বিগ্রহ এ জগতে প্রকটিত, তাহা বস্তুর স্বরূপের সহিত জড়-ভেদধর্ম্মে অবস্থিত নহে। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণের দর্শনবিরহে পীড়িত হইয়া ভাগবতগণ শ্রীমূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে-স্থানে নিষ্কপট সেবোন্মুখতার প্রকৃষ্ট পরাকাষ্ঠা, সেখানে মাপিয়া লইবার চেষ্টার সম্ভোগ-স্পৃহা হইতে উদিত জড়-ব্যবধানের কোন কথাই নাই। শ্রীমূর্ত্তিকে পুতুল করা (?) বা পুতুল ধারণা করা কৃষ্ণকে ভোগ করিবার বা মাপিয়া লইবার স্পৃহা হইতেই উদিত হয়।"

বিরহ-বিভাবিত ভগবদ্ভক্ত একদিকে যেমন সমবায় জগতে কৃষ্ণকে না পাইয়া তাঁহার শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বিরহ-ব্যথা অর্থাৎ সেবাপ্রবাহের আর্ত্তি-নিবেদন করিয়া থাকেন, অপর দিকেও অনন্ত-জগতে অধোক্ষজ কৃষ্ণকে না পাইয়া অধিকতর বিরহ-প্রমত্তচিত্তে বিরহের আকর্ষণে অন্তরের শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত করেন। ভগবদ্ভক্তের আরাধিত শ্রীমূর্ত্তি স্বতন্ত্র নহেন। তাঁহাদের অপ্রাকৃত বিরহ-বিভাবিত অর্থাৎ সেবার প্রগাঢ় লালসা-যুক্ত নির্ম্মল হৃদয়ে আকর্ষিত শ্রীকৃষ্ণের যে নিত্য শ্রীবিগ্রহ স্বতঃসিদ্ধভাবে বাহ্য মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন, সেই শ্রীমূর্ত্তিকে তাঁহারা অন্তর হইতে বাহিরে উদিত করাইয়া তাঁহাদের বিরহ-বিভাবিত সেবাহৃদয়ের দ্বারা নিরন্তর কীর্ত্তনমুখে সেবা করিয়া থাকেন।

নির্ব্বিশেষবাদী পঞ্চোপাসকগণ কল্পিত মূর্ত্তিতে সাময়িক আসক্তির ছলনা প্রদর্শন করেন এবং পরবর্ত্তীকালে তাহা বিসর্জ্জন দিয়া নির্ব্বিশেষের ভজনা করেন। কিন্তু শুদ্ধ ভগবৎসেবকের শ্রীমূর্ত্তিপূজা তাদৃশ সম্ভোগ-বাঞ্ছামূলক আবাহন বিসর্জ্জনের কোন ব্যাপার নহে। ভগবদ্ভক্ত নিত্য, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ নিত্য, তাঁহার সেবাও নিত্য। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির সেবায় আবাহন বা বিসর্জ্জন নাই। তাঁহার সেবায় 'ইতি' নাই। তাঁহার সেবা-সুখতাৎপর্য্যক সেবাস্পৃহা, সেবাকৌশল, সেবাপারিপাট্য নিত্য-নবনবায়মান।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও পৌত্তলিকতা"-প্রবন্ধে আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন,—"পরমেশ্বরের রূপ, গুণ ও লীলা একাধারে হইয়া তাঁহার স্বরূপকে উদয় করায়। অতএব হৃদয়েও ভগবান্ ভক্তিযোগে শ্রীমূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন। সেই প্রতিভাত শ্রীমূর্ত্তির সেবা করাই শুদ্ধজীবের উচিত কার্য্য। যাঁহারা পরমেশ্বরের মূর্ত্তি দেখেন নাই, তাঁহারা তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন, তাহা অবশ্যই পুত্তলিকা। যেরূপ আমি সনাতন-নামকে দেখি নাই, একটি মূর্ত্তি কল্পনায়, তাহা ঠিক হয় না। পুনরায় সেই মূর্ত্তিতে প্রেম স্থাপন করিলে সনাতন পান কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। কিন্তু যিনি সনাতনকে দেখিয়া তাঁহার ফটোগ্রাফ (প্রতিচ্ছায়া-বিশেষ) লইয়াছেন, তিনি যখন সেই ফটোগ্রাফ দর্শন করিবেন, তখন চক্ষু নিমীলন করিলে বাস্তব সনাতনকে হৃদয়ে দেখিবেন। ফটোগ্রাফটী কেবল সত্যভাবের উদ্দীপক হয়। এস্থলে পৌত্তলিকতা হয় না বরং ইহা স্মরণের একটি যথার্থ উপায় বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন। শ্রীমূর্ত্তিসেবা পৌত্তলিকতাপূর্ব্বক ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার স্বরূপবিগ্রহ নাই বলিয়া যাঁহারা সেই নিরাকার ভক্ত পাইবার জন্য নিজে আকার কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত পৌত্তলিক। তাঁহাদের উপাসনার কথাও অল্প। অথবা কেহ বা পণ্ডিতাভিমানী হইয়া সেই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরকে বস্তু, আত্মাকে শব্দ ও বুদ্ধকে জানিয়া অধ্যাত্মযোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই বলিয়া যুক্তি করেন যে, পৌত্তলিকেরা চক্ষু উন্মীলন করিলেই মৃৎকাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দেখেন, চক্ষু নিমীলন করিলেই সেই প্রতিমূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি মানসপটে দেখিতে পাইয়া তাহাতেই সমস্ত প্রেম স্থাপন করেন, ইহাতে বড় লাভ হয় না। তিনি একপ্রকার সত্য-বাক্য বলিয়াছেন, কিন্তু নিজেও তদনুরূপ আর একটি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যিনি ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, তিনি হৃদয়ে সেই স্বরূপকে অনুক্ষণ ধ্যান করেন এবং প্রাকৃত জগতে তদনুশীলন ব্যাপ্তি করিবার জন্য তদনুরূপ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শকদের উদ্দীপক হয়। যে ধর্ম্মে বিগ্রহসেবা নাই, সে ধর্ম্ম নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। ভক্তিমার্গে শ্রীবিগ্রহ-ব্যবস্থা অপেক্ষা উত্তম সাধনীয়দের আর উপায় নাই। জীবের চিদ্দেহগত চক্ষুর্দ্বারা পর-মেশ্বরের স্বরূপ লক্ষিত হয়। শ্রীবিগ্রহ কখনই কল্পিত বা জীবনির্ম্মিত বস্তু নন। যাঁহার ভক্তি নাই, তাঁহার পক্ষে ভগবৎস্বরূপতা নাই; কিন্তু ভক্তের নিকট তাহা নিত্য চিন্ময় মূর্ত্তির অর্চ্চাবতার। শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন ঐ অপেক্ষা বড় হইতে পারেন না।"

প্রতিবন্ধক

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

জীবমাত্রেরই প্রাপ্য বস্তু প্রীতি। সেই প্রীতি অনিত্য হইলে তাহাকে শুদ্ধ অখণ্ড প্রীতি বলা যায় না। প্রীতির অনুসন্ধান-চেষ্টা সকল সময়ে সকল জীবেই লক্ষিত হয়। পুত্রশোক-কাতরা মাতা প্রীতিলাভের আশায় শোক করিয়া থাকেন, প্রীতিলাভের আশায় বিলাসপর জীবগণ নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি চেষ্টা করেন। ইন্দ্রিয়তর্পণমানসে প্রীতির উদ্দেশে কত অকর্ত্তব্য শুভাশুভ কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়।

আবার বাস্তবজ্ঞানে প্রীতিলাভ-উদ্দেশ্য ব্যতীত চেতনের অন্য ধর্ম্ম লক্ষিত হয় নাই। চেতনের চেষ্টা-মাত্রই প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছে। এমন একটি বস্তু কি-প্রকারে পাওয়া যায়, তাহার অনুসন্ধানে সমস্ত চেতন জগৎ সদাই ব্যস্ত।

জীব সর্ব্বদা প্রীতি অনুসন্ধান করেন, সুতরাং নিত্য প্রীতিই জীবের প্রার্থনীয়। যেখানে প্রীতির অনুসন্ধানকারী নিজের অনিত্যকে প্রীতি অনুসন্ধান করেন, সেখানে তাঁহার লক্ষ্যস্থলও অনিত্য হইয়া যায়।

নিত্য প্রীতির অভাবে নিত্য-প্রীতি-লাভ-চেষ্টা জীবে দেখা যায়; কিন্তু সেই প্রীতি কাল-দ্বারা এবং সীমা-দ্বারা খণ্ডিত হওয়ায় নিত্যত্বের ও স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায়। জীবের প্রীতি যে-কাল-পর্য্যন্ত কাল ও সীমার অধীন থাকে, ততকাল নিত্য-প্রীতি-চেষ্টা থাকিলেও তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

জগতে যাবতীয় বস্তু কাল ও সীমার অধীন। কেবলমাত্র ভগবান্ কাল ও সীমার অধীন নহেন; কারণ, কাল ও সীমা ভগবান্ হইতে জন্ম লাভ করিয়া প্রাকৃত-জগতে ভগবদ্‌বিমুখকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের কথা পড়িলেও হরিবিমুখ জনগণ ভগবান্‌কে দেশ-কালের মধ্যে আনিয়া ফেলেন। জীবের হরিবিমুখতা বিগত হইলে তিনিও মায়িক নিত্য-ভোগ্য দেশ-কালের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হন। হরিবিমুখ জীব তাহার অনিত্য ও সসীম উপলব্ধি ছাড়িয়া দিলে কাল ও সীমার বাধাতীত অনন্ত ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারেন। নিত্য ও অসীম চিন্ময় অনুসন্ধান জীবমাত্রেরই বৃত্তি, তাহা তিনি সকল সময় লক্ষ্য করিতে পারেন, আর নাই পারেন। তাঁহার ঐ ধর্ম্ম কোন সময় তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া যায় না।

যাঁহারা প্রীতি অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ব্যক্তি অনিত্য-প্রীতির অনুসন্ধানকারী, অপর জন নিত্য-প্রীতির অনুসন্ধানকারী অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোক প্রাকৃত ও অপর শ্রেণীর লোক অপ্রাকৃত। অনিত্যতা ও সীমাবিশেষ-ধর্ম্ম —প্রাকৃত; নিত্যতা ও বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্ম—অপ্রাকৃত।

প্রাকৃত হরিবিমুখ জন অনিত্য সুখ-লালসায় মত্ত; আর অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ জন কৃষ্ণসুখলালসায় তাৎপর্য্যবান্। হরি-বিমুখতাক্রমে তাঁহারা অনিত্যের ও মায়িক বস্তুর আদর করিতে শিখিয়াছেন; এমন কি, অপ্রাকৃত ভগবানের সেবা কৃষ্ণপ্রেমে, কৃষ্ণভক্তিকে যাঁহারা নিজের ভোগ্যবস্তু মনে করেন; মুখে 'অপ্রাকৃত'-শব্দ বলিয়া নিজ অনিত্য-প্রীতির বিপণি প্রসারণ করেন। ইহার ফলে তাঁহাদের নিত্য-সৌভাগ্যবিগ্রহ কৃষ্ণপ্রেমের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না; তাঁহারা অনিত্য প্রাকৃত লিঙ্গ'দেহের জ্ঞানে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তিকে বা কৃষ্ণভক্তকে নিজ ভোগ্যবস্তু বলিয়া ধারণা করেন। অপ্রাকৃত ভক্তের তাদৃশ প্রাকৃত ধারণা নাই। যে-কালে প্রাকৃত ব্যক্তি অপ্রাকৃত ব্যাপারকে কলুষিত করিবার আগ্রহে অনিত্য প্রীতির আবাহন করেন, তৎকালে ভক্ত তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন এবং বিষবৎ দুঃসঙ্গ বলিয়া জানেন।

প্রাকৃত হরিবিমুখ জনের সহিত ভক্তের পার্থক্য এই যে, ভক্ত প্রাকৃত প্রতিবন্ধক বা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করেন, আর অভক্ত দুঃসঙ্গকে প্রীতির আশায় ছাড়িতে চান না। মাদক-সেবী কোনক্রমে তাঁহার মাদক-দ্রব্য ত্যাগ করিতে পারেন না, তৈমন কখনও তাঁহার সেবা যোষিতের সঙ্গ ছাড়িতে পারেন না, প্রাকৃত জানাজ্ঞর পত্নী তাহার বৎস পরিত্যাগ করিতে পারে না। দুঃসঙ্গ ছাড়িতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের এইরূপ অনিত্য আভিনিবেশ। প্রাকৃত বস্তুসঙ্গে মত্ত থাকিলে কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণভক্তকে একমাত্র বন্ধু বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমের মাদক-দ্রব্যের স্বত্ব ছুটিতে, তৈলের স্নিগ্ধত্ব হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই দুষ্কর। কিন্তু দুঃসঙ্গ না ছাড়িতে পারিলে কখনই কোন মঙ্গল হয় না।

প্রাকৃত অভক্তগণ অনেক সময়ে স্ব-স্ব অভিনিবেশ পরিত্যাগ করা দূরে থাক, আত্ম-প্রতারণার উদ্দেশে কৌশল বিস্তার করিয়া কপটতা-আশ্রয়পূর্ব্বক অপ্রাকৃত সমাজকে বঞ্চনা করেন। প্রাকৃত অভক্ত ভক্তের সমাজে নিরীহ লোকদিগকে গঞ্জিকাদি মাদক-দ্রব্য খাইতে শিক্ষা দেন; বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রভৃতি দুশ্চাচরণ অপ্রাকৃত ভজনের অঙ্গবিশেষ বলিয়া প্রচার করিয়া নিজ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেন। অপ্রাকৃত সমাজ এই শ্রেণীর মিছা ভক্তগণকে কপট অভিনয়কারী জানিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। অপ্রাকৃত হইবার যে-সকল উপায় অপ্রাকৃত শাস্ত্র ও অপ্রাকৃত ভক্তের মুখে পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহাও প্রাকৃত পাঠক বা শ্রোতা প্রাকৃত দুঃসঙ্গ-বুদ্ধিক্রমে বিপর্য্যস্ত করেন। প্রাকৃত অভক্তগণ নিজ নিজ দল স্থাপন করিয়া নিরপেক্ষ সভ্য আহ্বানপূর্ব্বক হরিবিমুখতা সংগ্রহ করেন।

নিত্য-প্রীতি নিত্য-বৈকুণ্ঠবস্তু কৃষ্ণপ্রেমেই অবস্থিত। নিত্য-ভক্তগণ নির্ভীক হইয়া সেই নিত্য-প্রীতিসম্পদগ্রহ কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। গোলা লইয়া টানাটানি করিলে যেমন শস্যলাভ ঘটে না, মিছাভক্তগণ স্ব-স্ব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া অনিত্য-বস্তুকে কৃষ্ণ-প্রীতিসংজ্ঞা দিয়া নিত্য প্রীতি লাভ করিবেন,—এরূপ আশাও তাঁহাদের দুরাশা। অনিত্য-প্রীতির অনুসন্ধানে প্রাকৃত দুঃসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে কখনই অপ্রাকৃত চেষ্টা বলা যাইতে পারে না। কাষ্ঠের সিংহ যেরূপ হিংসা করিতে অসমর্থ, গাভীদ্বয়ের যোগে যেরূপ বৎসোৎপত্তি অসম্ভব, কৃত্রিম স্বর্ণের দ্বারা প্রকৃত স্বর্ণের লাভ যেরূপ হয় না, প্রাকৃত-সহজিয়া কতই কেন-না অকারণভাবে নিজ কর্ম্ম-চেষ্টাদ্বারা ভোগে নিযুক্ত থাকুন, কিছুতেই কৃষ্ণ-প্রীতি লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না।

প্রাকৃত কর্ম্মের দ্বারা ফলভোগ হয়, প্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা ফলত্যাগ হয়, আর দুশ্চেষ্টা-দ্বারা অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখ লাভ হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত-ভজনপ্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম স্ব-স্বরূপে উদিত হয়। অভক্তি চেষ্টাদ্বারা অথবা কৃত্রিম হাবভাব-দ্বারা কখনই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। চক্ষু বা কর্ণদ্বারা যেরূপ স্বাদ গ্রহণ করিলে তৃপ্তিবৃদ্ধি হয় না, পরন্তু মুখদ্বারা খাদ্য গ্রহণ হইলে উদরপূর্ত্তি হইলে তৃপ্তিলাভ হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতা ব্যতীত হরিসেবা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত প্রতিবন্ধক থাকিলে কখনই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারে না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রতিবন্ধক-বিচারে সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্-
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

দর্ব্বীও দ্রব্য বহন করে, হাতা সূপ পরিবেশন করে, কিন্তু তাহারা উহার আস্বাদন পায় না। যেরূপ কাচে আবদ্ধ মক্ষিকা কাচ অতিক্রম করিতে পারে না, সেরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া নিত্য প্রীতি লাভ করে না অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত হইতে পারে না। প্রাকৃত-সহজিয়া ভারবাহী গর্দ্দভ। তিনি বাৎসল্যরসের বশে প্রাকৃত-শরীরকে অপ্রাকৃত আত্মা মনে করেন, নিজ প্রাকৃত ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রাদিকে অপ্রাকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন, বিগ্রহকে প্রাকৃত জ্ঞান করেন এবং সলিলাদি জড়বস্তু-সাহায্যে অন্ত চিৎ হইয়া যায়, মনে করেন। প্রাকৃত ব্যবধান থাকিলে কখনও অপ্রাকৃতের উপলব্ধি হয় না। দেহ, দ্রাবিণ, আত্মজাত্ম, সুখ, লোভ, মায়াধীন ও মায়াবশে সমস্তার প্রভৃতি প্রাকৃত-প্রতিবন্ধকসমূহ পরমপ্রীতি-বিগ্রহের প্রেমলাভ করিতে বাধা দেয়।

তাই জীব! শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী তোমাকেই একদিন বলিয়াছেন,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

আমরাও তোমাকে বলি, প্রাকৃত বস্তুর অভিমান ছাড়িয়া দাও, প্রাকৃত বুদ্ধি ছাড়িয়া সজিবু হও, সকলকে প্রাকৃত মান দেও, নিজে প্রাকৃত সম্মান ছাড়িয়া দেও; তাহা হইলেই তুমি নিত্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম-ভজন করিতে পারিবে। দশপ্রকার নামাপরাধ-নামক প্রতিবন্ধককে আবাহন করিও না, তাহা হইলেই তুমি কপটতা-শূন্য তত্ত্বস্বরূপ-জ্ঞানবর্জ্জিত অনর্থাদোষোচ্ছেদপরক নামাভাস করিতে পারিবে, তাহা হইলেই তুমি প্রাকৃত প্রতিবন্ধকের হাত হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম সেবা করিতে করিতে নিত্য-কৃষ্ণ প্রীতি লাভ করিবে। ব্যবধান বা প্রতিবন্ধকহীন কীর্ত্তন হইতেই নিত্য-প্রীতি করতলগত হয়। তখন কাল ও সীমা বৈকুণ্ঠের নায়ক তোমার প্রতি নিত্য-প্রীতি প্রদান করিবার বাধা দিতে পারিবে না।

তাই জীব! বৃথা কালক্ষেপ করিও না, কৃপাবন্ধুকে তার অপ্রাকৃত-রাজ্যকে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিও না; যাহ কর, তুমি ঠকিবে। অপ্রাকৃতের কোনরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারিবে না।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায় ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

আকরমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে শ্রীগৌরকৃষ্ণ-নিজজন শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকট-তিথি পূজা গত ২৮শে ডিসেম্বর, শনিবার শ্রীধাম মায়াপুরে তদীয় কৃপাপ্রার্থিগণ কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অপ্রকট-উৎসবের পূর্ব্বদিন দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও বিবিধ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় নবপ্রকাশিত 'শ্রীগৌরপার্ষদ'-গ্রন্থাবলম্বনে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ প্রদান করেন।

বিরহোৎসবের দিন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলারতি ও উষঃকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জিউর ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মঙ্গলারাত্রিক সম্পন্ন হয়। তৎপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। ভক্তগণ পূর্ব্বাহ্ণে উচ্চ-কীর্ত্তনমুখে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপ্রাঙ্গণে একটী বক্তৃতা সভার আয়োজন হইলে ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও বিরহসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। অনন্তর শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু 'শ্রীল প্রভুপাদ-বিরহ-তিথি-পূজাসংখ্যা' শ্রীগৌড়ীয়-প্রকাশ পাঠ করিলে শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বার্ষিকবিরহসংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে 'শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর শ্রীরূপানুগ ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ-সেবা'-শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। পাঠান্তে 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ' গীতটী কীর্ত্তন হইলে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়। তৎপরে শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে ও সমাগত বহু সজ্জন ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীসর্ব্বানন্দ-নাটমন্দিরে সমবেত একটী সভায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক মহিমা, অপার কৃপা, বিরহের স্বরূপ, ও শিক্ষাসূক্তি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদর্শ। প্রতি অতীব দয়া প্রভৃতি বহু বিষয় অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলে পরমোপকৃত হন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ২৭শে ডিসেম্বর, শনিবার শ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথিপূজা-উপলক্ষে ছুটি থাকায় গত ২৮শে ডিসেম্বর, সোমবার শ্রীগৌড়ীয় সকাল প্রকাশিত হয় নাই।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:::—

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিভক্তবৈষ্ণবের পাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমদেয় বার্ষিক নবমুদ্রা শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ঠিকানায় নির্দিষ্ট থাকিলেও অপরপ্রেরণের কার্যলোপাবধের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত নিয়ম।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হওয়ায় শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৴১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি ফেরত পাইতে হইলে ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরত পাঠান হয় না। প্রবন্ধ-প্রেরকগণ প্রেসের কার্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পত্রকের ভার ভগবদ্বিচারে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, ইটেখোলা, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দ্বিতীয় জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	১৲	১।০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
অর্দ্ধ কলম		৭৲
এক কলম	১২৲	১১৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় বালিকা ও মহিলাদের শিক্ষা

গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় বালিকাদের বিভিন্নপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১১ হাজার ৬ শত ৮০টি। বালকদের অথবা বালিকাদের স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রীর মোট সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ২৯ হাজার ২ শত ৪০ জন; তন্মধ্যে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ২শত ১০ জন মুসলমান এবং ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৬৯৬ জন হিন্দু ছাত্রী ছিল। মহিলাদের জন্য ১১টী আর্ট কলেজ আছে। ইহার ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১,৯৬৫ জন; এতদ্ব্যতীত পুরুষদের কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও ১৭৮ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছিল। ভারতীয় বালিকাদের জন্য ১৪টী উচ্চ-ইংরাজী স্কুল ছিল; ইহার মধ্যে ৬টী গবর্ণমেন্ট পরিচালিত, বাকী ৮টী গবর্ণমেন্ট সাহায্য পাইয়া থাকে। বালিকা-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীসংখ্যা ছিল ২৭ হাজার ১ শত ৯১ জন। বালিকাদের জন্য মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৮৫টি। প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ১ শত ৩৫টি এবং এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৬ শত ৪৪ জন। কারিগরী, শিল্প ও অন্যান্য বিষয়ক বালিকাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১০০টি এবং এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৩ শত ৭৯ জন।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়দের শিক্ষা

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়দের শিক্ষার জন্য ৬৩টী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল। এইগুলির মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২ হাজার ১ শত ১৫ জন। নব-প্রতিষ্ঠিত মহিলা ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজে বাঙ্গলা ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের ব্যায়ামচর্চা-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষকদের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলায় নাই। সেই হেতু বাঙ্গলা সরকার দিল্লীর লেডি আরউইন কলেজে মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে তিন বৎসরের শিক্ষার জন্য একটি বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষকদের ট্রেনিংএর জন্য বাঙ্গলা সরকারের ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় শিক্ষকদের জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে।

বাঙ্গলাদেশে শিক্ষার প্রসার

গত ১৯৪০-৪১ সালে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৯৩ জন। ঢাকার আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৩৩ জন। এই প্রদেশের মোট ৬টী আর্ট স্কুলের গবর্ণমেন্ট স্কুল-অব্-আর্ট সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহার ছাত্রসংখ্যা ২৩৩ জন; তন্মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে মোট ১৪ জন ছাত্রীও ছিল। দুইটী বিশ্ববিদ্যালয়েই উচ্চ ব্যবসায়-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ব্যবসা বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের জন্য বাঙ্গলায় ২৯টী স্কুল আছে। এই প্রদেশে তিনটী কৃষি-শিক্ষার ও একটী রেশম-কীট-পালন-শিক্ষার স্কুল রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত উচ্চ কারিগরী শিক্ষার জন্য আরো কতিপয় স্কুল রহিয়াছে। এই সব প্রতিষ্ঠানেও পেশাদারী শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

মুসলমান ও অন্যান্য বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের শিক্ষা

বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মোট মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬ শত ৬৯ জন। তন্মধ্যে ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৩ শত ৭৩ জন পুরুষ ও অবশিষ্ট ছিল নারী। মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা অনুপাতে মুসলমান ছাত্র ছিল ৫৩'১ জন। সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও কেবল মুসলমানদের শিক্ষার জন্য কতকগুলি বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। মাদ্রাসাসমূহ এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। এখানে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও ধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। মাদ্রাসা দুই প্রকারের আছে; পুরাতন পদ্ধতির এবং নূতন ধরণের।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিভাগীনাপ্রাপ্ত শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সজ্জনগণের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, গ্রন্থ ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। হাতে কলমে সম্বন্ধে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মতসমূহের শ্রেষ্ঠ ও প্রাচ্যের বিচার ও সমালোচনা প্রমার্থ এবং পরমার্থসম্বন্ধে যাবতীয় সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

প্লীহার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ব্যক্তি শীঘ্রই মুক্ত, পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। ইহা একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৴৹ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ মেহারা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনরোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ ৮ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ১৪ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৩০শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, বুধবার { ১৩৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ নারায়ণ, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীনাম

——::(::०::)::——

শ্রীকৃষ্ণ শব্দরূপে এ জগতে অবতরণ করেন। ভগবানের দু-টী অবতার জগতে নিত্য প্রকট থাকেন—শ্রীঅর্চ্চাবতার ও শ্রীনামাবতার। অপ্রাকৃত নাম ও অপ্রাকৃত নামী—একই বস্তু।

"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি,—তিন চিদানন্দরূপ॥"

শ্রীকৃষ্ণ শব্দাকারে বা শ্রীনামস্বরূপে—উপদেশ ও হরিকথাকারে এখানে আসেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শব্দ [illegible] শ্রবণদ্বারা সেই শব্দব্রহ্ম বা শ্রীনামব্রহ্মের সেবা করেন। কৃষ্ণ—বাচ্য, নাম—বাচক; বাচ্য হইতে বাচক—নামী হইতে নাম অধিক কৃপাময়।

"বাচ্য, বাচক—এই দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য—তব শ্রীবিগ্রহ, চিদানন্দাকার॥
বাচকস্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণাদি-নাম।
বর্ণরূপী, সর্ব্বজীব-আনন্দ-বিশ্রাম॥
এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া করি' দেহ জীবে তোমার বিলাস॥
কিন্তু জানিয়াছি নাথ, বাচক-স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময়—এই অপরূপ॥
নাম-নামী ভেদ নাহি বেদের বচন।
তবু নাম নামী হইতে অধিক করুণ॥
কৃষ্ণে অপরাধী যদি নামে শ্রদ্ধা করি'।
প্রাণ ভরি' ডাকে নাম 'রাম' 'কৃষ্ণ' 'হরি'॥
অপরাধ দূরে যায়, আনন্দ-সাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে॥"

বাচ্য কৃষ্ণ হইতে বাচক কৃষ্ণনাম অধিক কৃপাময়। বাচকের স্বরূপে—স্বভাবে ঔদার্য্য বেশী। "হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।" বাচ্য ও বাচক একই বস্তু হইলেও বাচ্যের চরণে অপরাধ বাচক শ্রীনামের আশ্রয়ে দূরীভূত হয়—অপরাধ ক্ষয় হয়। কিন্তু বাচকের চরণে অপরাধ হইলে তাহার সহজে ক্ষমা হয় না। বাচকের চরণে অপরাধের দ্বারা সাধুর চরণে অপরাধ হয়। বাচক হরিনামের বিলাসী অর্থাৎ যিনি হরিনাম উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিনামকে সুখ প্রদান করেন, সেই সাধুর চরণে অপরাধ হইলে তিনি ক্ষমা না করিলে তাহা হইতে উদ্ধারলাভের আর অন্য উপায় নাই।

যিনি শরণাগত হইয়া বাচক শ্রীনাম প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, শ্রীনাম প্রভু বলপূর্ব্বক সেই নামগ্রহণকারীর 'সর্ব্বনাশ' করেন, অবিদ্যার মূল [illegible] 'সর্ব্ব'কে—যাবতীয় অনর্থকে [illegible] নিঃশেষে নাশ করিয়া দেন। শ্রীনাম প্রভুর আশ্রয় ব্যতীত অবিদ্যার মূল কখনও ছিন্ন হইতে পারে না।

"যদ্ ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥"

বেদ তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন—অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মচিন্তা-দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত কিছুতেই বিনষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাথ! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্ত্তি-মাত্রই সেই কর্ম্মের বীজ পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া যায়। ইহা শ্রীনামপ্রভুর অপার বিক্রম-প্রকাশের ফল। আর সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার বিক্রম এই যে, শরণাগত হইয়া চিন্ময়-স্বরূপ শ্রীনাম প্রভুর সেবা ক'রলে তাঁহার গোকুল মহোৎসবময়ী লীলা জীবের আস্বাদনীয় হয়। শ্রীনামের সাক্ষাৎকারই নামীর সাক্ষাৎকার। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু 'ভগবৎ-সন্দর্ভে' বলিয়াছেন,—

"যৎ তদ্বৎ শ্রীবিগ্রহরূপেণ চক্ষুরাদাবুদয়তে তথৈব নামরূপেণ বাগাদাবিতি স্থিতম্। তদাবির্ভাবনামিনোঃ স্বরূপাভেদেন তৎসাক্ষাৎকারে তৎসাক্ষাৎকার এব।" অর্থাৎ কৃষ্ণ যেরূপ শ্রীবিগ্রহরূপে চক্ষুর গোচরীভূত হন, সেইরূপ শ্রীনামরূপেও বাক্যের আস্বাদনীয় বস্তুরূপে অবস্থান করেন। নাম ও নামীর স্বরূপে অভেদহেতু নাম-সাক্ষাৎকারই নামীর সাক্ষাৎকার।

নামীর নামের তত্ত্বই যে জীব-স্বরূপের নিত্য ধর্ম্ম, তাহা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার 'উপদেশামৃতে'র সপ্তম শ্লোকে জানাইয়াছেন—

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥"

কৃষ্ণনাম বলিতে কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলাসমন্বিত শ্রীনামই বুঝিতে হইবে। আদরের সহিত—সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত নিরন্তর শ্রীনাম প্রভুতে জীব শরণাগত হইলে শ্রীনামপ্রভু সেবাগ্রহণ করেন এবং তাঁহার চিন্ময়স্বরূপ গোকুলমহোৎসবময় লীলারস আস্বাদন করান। তখন অবিদ্যার বিক্রম বা সংসার আপনা হইতে নষ্ট হয়।

"কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসারমোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"নামনামী অভিন্ন বস্তু এবং নামাপ্রকাশ[illegible] একমাত্র জ্ঞেয়। ইহা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে লব্ধ দিব্যজ্ঞান। এই দিব্যজ্ঞান লাভের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকৃত প্রস্তাবে অবস্থিত হইলেই নামকীর্ত্তনকারী সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। সম্বোধনের পরোদ্দিষ্ট বাচ্য-বস্তু সম্বোধন শুনিবে সত্ত্ব [illegible] হইয়া পড়েন। তৎকালে সম্বোধনকর্ত্তার অভীষ্ট সেবন করিবার যোগ্যতা ঘটে। সকল শাস্ত্র ও সকল দিব্যজ্ঞানাত্মক মন্ত্র সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবার নিযুক্ত করেন।" শ্রীগুরুদেব শ্রীব্যাসোক্ত নামভজনের সোপানস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদির অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও বিচার নামসেবার তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেব নামদান করিলে সেই শ্রীনাম শিষ্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হন। শ্রীগুরুদেবের অনুগমনে প্রাপ্ত শ্রীনামকেই শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে স্থাপনপূর্ব্বক জপের দ্বারা পূজা করা হয়। শ্রীনাম পূজিত হইলে তিনি স্বয়ং অন্তঃকর্ণস্বরূপ বিস্তার করিয়া নামজপকারীকে কীর্ত্তনের অধিকার প্রদান করেন।

শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই নামীর রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই নাম হইতে যে সকল সিদ্ধি অনিবার্য্য, ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়। যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ জড় আবরণ ও স্থূলসূক্ষ্মশরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া নিজ স্বরূপ উদিত হয়। নিজ নিত্যস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি হয়। [illegible] শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্রীনামস্বরূপ হৃদাকাশে [illegible] উদিত হইবে। শ্রীনাম [illegible] সকল বস্তু আপনা [illegible]

[illegible] কৃষ্ণনাম বল নামের প্রকাশে। অকপটে কৃষ্ণ কৃপা করেন [illegible]॥

জাতীয় মনুষ্যে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়। শাস্ত্র শ্রবণ, পঠন ও তাহাদের অনুশীলনদ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন। নাম গ্রহণ করিতে করিতে সকল বিষয় স্ফূর্তি লাভ করিবে।

শ্রীল গুরুপাদ আরও বলিয়াছেন,—"নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়। কৃষ্ণসেবা করিলেই নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা হয়। শ্রীহরিনামগ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই। পূজা প্রভৃতি হইতে সর্ব্বাংশে কৃষ্ণনামগ্রহণই প্রধান অঙ্গ।"

ভগবানের নামসমূহ দুইপ্রকার—মুখ্য ও গৌণনাম। জগৎসৃষ্টি ইত্যাদি আংশিক গুণ অবলম্বনপূর্ব্বক যে সকল নাম প্রচলিত হইয়াছে সে সকলই গৌণ বা ভগবদ্‌বৃত্তীয় নাম, যথা—সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ইত্যাদি, আর চিজ্জগতে পূর্ণ ভগবৎ প্রতীতিবাচক ও লীলাপর যে-সকল নাম ভগবৎস্বরূপের সহিত একীভূতভাবে নিত্য বর্ত্তমান, তাহাই মুখ্য নাম, যথা, নারায়ণ, রাম, গোবিন্দ, শ্যাম ইত্যাদি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে গাহিয়াছেন,—

হরিনাম, তুয়া অনেক স্বরূপ।
যশোদানন্দন, আনন্দবর্দ্ধন,
নন্দতনয়, রসকূপ॥
• • • •
ইত্যাদিক নাম স্বরূপে প্রকাশ
বাড়ুক মোর রতি রাগে।
রূপ স্বরূপ, পদ জানি' নিজ সম্পদ,
ভকতিবিনোদ ধরি' মাগে॥

রোচমানা প্রবৃত্তি

(মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ)

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'র 'যত্তা সংসার-সাধুম্'-শ্লোকের 'আনুকূল্য' শব্দের ব্যাখ্যায় 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকাতে "রোচমানা প্রবৃত্তি"-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'রুচ্'-ধাতুতে শানচ্-প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে 'রোচমানা'-শব্দ সাধিত হয়। রুচ্-ধাতুর অর্থ রুচিকর। শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর কায়মনোবাক্যে আশ্রয়বিগ্রহগণের যে চিত্তবৃত্তি, তাহাই রোচমানা প্রবৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য প্রবৃত্তিই রোচমানা প্রবৃত্তি। ইহারই নাম আনুকূল্য। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অথবা পরম্পরায় তদ্বিষয়ক যে-কিছু চেষ্টা বা অনুশীলনাদি যদি শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর হয়, তবে তাহাই রোচমানা প্রবৃত্তি। রোচমানা প্রবৃত্তি না থাকিলে তাহা যতই অপর আকারযুক্ত হউক, ভক্তিপর্য্যায় হইবে না।

"আমার মরণকালে নামে যেন দাঁড়ায় পড়াও বাঁশরী" এইভাবে যতই প্রার্থনা করা (?) মনোযোগ (!) করিবার চেষ্টা করি না কেন, যদি তাহা শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর না হয়, কেবল আমি যে মনোধর্ম্মাশ্রিত বদ্ধজীব, সেই আমারই রুচির অনুকূল হয়, তাহা হইলে ঐরূপ আকাঙ্ক্ষাও রোচমানা প্রবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে না কিংবা আমি যদি ভগবানের নিকট খুব প্রার্থনা-নিবেদনাদি করি অথচ তাহা শ্রীকৃষ্ণের কর্ণোৎসব বিধান না করে, শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর না হয়, তবে তাহা রোচমানা প্রবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে না। বদ্ধজীবের রুচিকর-প্রবৃত্তির নাম রোচমানা-প্রবৃত্তি নহে। অধিকাংশ তথাকথিত ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধারণা—জীবের স্ব-স্ব রুচি-অনুসারে ইষ্ট, ধর্ম ও সাধন ভজন পরিকল্পিত। বস্তুতঃ ইহা অভক্তিবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদেরই প্রতিধ্বনি-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের রুচি-অনুসারে জীবের যে রুচি বা প্রবৃত্তি, তাহাই শুদ্ধা ভক্তি, আর জীবের রুচির ছাঁচে ভগবান্‌কে (?) গালিয়া ঢালিয়া নিজের কাল্পনিক ভগ প্রতীক-রূপে গড়িয়া লইবার যে চেষ্টা, তাহাই প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা বা নির্ব্বিশেষবাদরূপ অভক্তি।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ—হৃষীকেশ। তিনি নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্র নহেন। তিনি অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ ভোগ করেন। তিনি অদ্বিতীয় ভোগী, অসমোর্দ্ধ বিলাসী, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারী; সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়ের যাহা রুচিকর, তাহা যখন আশ্রয়-ভক্তগণ সেবোন্মুখ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিপূরণ করিতে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হন, তখন তাঁহাদের সেই প্রবৃত্তিকে রোচমানা প্রবৃত্তি বলা হয়।

আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট ধর্ম, অর্থ, কাম বা মুক্তিকামনা করি, তখন আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণই প্রার্থনা করিয়া থাকি অথবা আমরা যখন বলি,—'আমাদের যেন বিষয়-বিরাগ হয়, বিষয়সমূহ দূর হয়, আমরা যেন শোক-মোহের বশবর্ত্তী না হই, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার দ্বারা প্রলুব্ধ না হই, যেন শান্তি লাভ করিতে পারি, আমাদের মধ্যে যেন কোন পাপ প্রবেশ না করে', তখন আমাদের হৃদয়ে নিজের শান্তি, সুখ বা ইন্দ্রিয়তর্পণ-কামনাই থাকে; কোনটি শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর, তদ্বিষয়ে কোন প্রবৃত্তি বা অনুসন্ধান থাকে না। এই জাতীয় প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর না হওয়ায় তাহাকে রোচমানা প্রবৃত্তি বলা যায় না; পরন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলার্থ জয় দেবতা, ব্রহ্মাদির একটি আশীর্বাদ-প্রার্থনা অথবা শ্রীনন্দ'র গোপগণের যে ইন্দ্রের বৃষ্টিপাত হইতে গোকুলরক্ষার জন্য প্রার্থনা-কামনা, তাহা শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর অর্থাৎ তাঁহার তর্পণপর হওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে কামনারূপে দেখা গেলেও তাহা শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তি ও প্রেমভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণের উল্লাসেই ভক্তের উল্লাস; শ্রীকৃষ্ণে প্রেমের তর্পণের ভক্তের সুখ। শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর উদ্দেশ-সংগ্রহে তৎপর সমস্ত জীবনীশক্তি নিয়োগ করিবার প্রবৃত্তিকেই রোচমানা প্রবৃত্তি বলে। যে স্থানে এই রোচমানা প্রবৃত্তির বিন্দুমাত্রও অভাব আছে, তথায় অভক্তিবাদ, কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধনের আগমন। যে ধর্মে শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির কথা নাই, তাহা পরম নৈতিক হইলেও নাস্তিকাবাদ। যে অভিলাষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রোচমানা প্রবৃত্তি নাই, তাহাই অন্যাভিলাষ; যে কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রোচমানা প্রবৃত্তি নাই, তাহাই কর্মকাণ্ড; যে জ্ঞানানুশীলনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রোচমানা প্রবৃত্তি নাই, তাহাই নির্ভেদজ্ঞান; যে যোগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রোচমানা প্রবৃত্তি নাই, তাহা অভক্তি-যোগ; যে-সকল সাধন শ্রীকৃষ্ণের রুচির অনুকূল নহে, তাহা সকলই অভক্তির আরোপবাদ। কেবল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রোচমানা প্রবৃত্তিরূপ মাপ-দণ্ডের দ্বারাই আস্তিকতা ও নাস্তিকতা, ভক্তি ও অভক্তির স্বরূপ নির্ণীত হয়।

অন্যাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী ও বিদ্ধ-ভক্তিবাদি-সম্প্রদায় ত কথা এই, মাপদণ্ডটি বুঝিতে পারেন না বলিয়াই শুদ্ধভক্তগণকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনে করেন। বস্তুতঃ শুদ্ধ-ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর না হইলে বাহ্যে ভক্তের আকারবিশিষ্ট অনুষ্ঠান বা অনুশীলনগত চেষ্টা যতই হউক না কেন কিংবা কর্ম, জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্যাভ্যাসাদি বহুপ্রকার সাধন-প্রচেষ্টাই প্রদর্শিত হউক না কেন, উহাদের কোনটীকেই স্বীকার করেন না। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের নাম রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন করেন, কিন্তু যদি বাহ্য-আকারে শ্রীবিগ্রহ নাম-রূপ-গুণাদি-লীলাদের মত ত্রুত বা দুই হয় অথচ তাহা শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর না হয়, তবে শুদ্ধ-ভক্তগণ তাহা পরিত্যাগ করেন। প্রাকৃত-সহজিয়া যখন প্রাকৃত অস্মিতার সহিত নিঃশ্রুত করিয়া 'রাধে রাধে', 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলেন বা গৌরনাগরী-সম্প্রদায় যখন 'শ্রীগৌরনাম' উচ্চারণ করিয়া ভাববিভোর করেন, তখন শুদ্ধভক্তগণ তাহা শ্রবণে আদর প্রকাশ করেন না। কারণ, তাহা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরসুন্দরের রুচিকর নহে। সর্ব্বদা শ্রীরাধানাম জপকারী বাঙ্গাল বিপ্রের ভক্তির চেষ্টাসমূহ, দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, শ্রীধরস্বামীর আদিবিরোধী শ্রীভাগবতের টীকা শ্রীগৌরসুন্দরের আদরণীয় হয় নাই; বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবির নাটকে শ্রীগৌরলীলা-বর্ণন বা শ্রীগৌরসুন্দরের স্তুতিবাদ থাকিলেও শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু আদরের বিষয় হয় নাই। শ্রীগৌরসুন্দর বা শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু, যাঁহারা নির্দ্দেশের উক্তাগবতধর্ম্মের মূর্ত্তিবিগ্রহস্বরূপ, তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতাবলম্বন কোন প্রাদেশিকতা বা সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা-প্রকাশকল্পে নিশ্চয়ই ঐরূপ কোন কার্য্য করেন নাই। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের যাহা রুচিকর, তদ্ব্যতীত কোন চেষ্টা বা অনুশীলনকে তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের রুচির আনুকূল্য-বিধানই ভাগবত ধর্ম্মযাজিগণের একমাত্র সত্তা। যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রোচমানা প্রবৃত্তির অভাব, তথায়ই চিজ্জড়সমন্বয়ের চেষ্টা। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" অর্থাৎ ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি; সুতরাং "যত মত, তত পথ"—এইরূপ মতবাদ জীব শ্রীকৃষ্ণের রুচিকরী সেবায় প্রণোদিত থাকিলে জগতে প্রকাশিত হইতে পারিত না। অখণ্ডজ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের রুচির অনুযায়ী যে ধর্ম, তাহাই পরধর্ম; আর বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি-অনুযায়ী যে ধর্ম, তাহাই মনো-ধর্ম বা পরিবর্ত্তনশীল অপধর্ম। লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি স্বীকার করা গেল; কিন্তু শ্রীভগবানের রুচি কোনটী? তাহার অনু-সন্ধান কে করেন? লোকের রুচির কারখানায় কি ভগবান্ সৃষ্ট হইবেন? না শ্রীভগবানের রুচির অনুকূলে জীবের চেষ্টা প্রবৃত্ত হইবে? 'মন্দিরের সদর দরজা দিয়াও ঠাকুরঘরে প্রবেশ করা যায়, আবার পায়-খানার দরজা দিয়াও ঠাকুরঘরে যাওয়া যায়।' কিন্তু কোনটী শ্রীভগবানের রুচিকর, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দিনি যে কোন দরজা দিয়াই প্রবেশ করুন না কেন, তদ্দ্বারাই তাঁহার সেবা হইবে। 'ঢেঁকি ভজিয়াও মোক্ষ পাওয়া যায়'—কোন কোন চিজ্জড়সমন্বয়বাদী এরূপ মত প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির কথা যাঁহারা বুঝিতে পারেন না অর্থাৎ শ্রীরূপের ও শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ের নিকট যাঁহারা অপরাধী, সেইসকল সমন্বয়বাদিগণেরই ঐরূপ উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের কাচ ও বদ্ধজীবের দুগ্ধ ও ভোগ্য অচেতন ঢেঁকির কাচ সমজাতীয় মনে করা শ্রীকৃষ্ণকে নির্ব্বিশেষরূপে বিচার করিবারই প্রচ্ছন্ন-প্রচেষ্টা। অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ঐরূপ মতবাদ প্রচার করিয়াছে। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মের শিশুপাঠ-গ্রন্থ শ্রীমহাভারত বা শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশটি প্রদান করিয়াছেন,—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে
হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র আত্ম-কল্যাণেচ্ছু জগৎকে বলিতেছেন যে, আমার সর্ব্বগুহ্যতম পরমবাক্য শ্রবণ কর,—আমার উদ্দেশ্যে রোচমানা প্রবৃত্তির উদয় হইলে আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে। অতএব মদ্গতপ্রাণ হও, আমার ভক্ত হও, আমাকে যজন কর এবং তোমার সমস্ত অহঙ্কার নিঃশেষ করিয়া আমাকে আত্মসমর্পণ কর। এস্থলে পুনঃ পুনঃ 'মৎ'-শব্দ প্রয়োগ করায় 'আমার যাহা রুচিকর' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যাহা রুচিকর, তাহাই তাঁহার ভজন বা ভক্তি। এই রোচমানা প্রবৃত্তির নামই আনুকূল্য। শ্রীরূপানুগগণ ব'লতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রোচমানা প্রবৃত্তিবিশিষ্ট অনুশীলন বুঝায়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—— ::(०)::——

• বিষ্ণু প্রতিবিম্বে ভূতাত্মক ধারণায় যাহাতে কোনপ্রকার মায়িক ধারণা প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্যই বেদাদি-শাস্ত্রে 'ব্রহ্ম'-শব্দের ব্যবহার। ব্রহ্মকে খণ্ড হইতে অখণ্ড পৃথক্ রাখিবার জন্যই ব্রহ্মের আলোচনা। ব্রহ্মজ্ঞতা সঙ্কীর্ণতার অকর্তৃক নহে। যিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই উহার এবং অব্রাহ্মণই কৃপণ বা শূদ্র। যাঁহাতে সর্ব্ব-ব্যাপকতা ও পালকত্ব-ধর্ম আছে, তিনি ব্রহ্ম; নিত্যচিদানন্দময় বিশেষ ব্রহ্মই বিষ্ণু। রুদ্রের উপাসকগণ মুক্তিকামী হইয়া রুদ্রকে একমাত্র দলের কর্ত্তা মনে করিলেও বিষ্ণুকে অধীন করে ধ্বংস করিতে পারেন না। বিষ্ণুজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীব 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া অভিমান করে। বিষ্ণুর উপাসনা না করিলেও জীবের ব্রহ্মজ্ঞান শিবের বা কালের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদীর চরম-গতি—মহাকালের অধীন হওয়া। কোন কোন মতে রুদ্র ব্রহ্মার শিষ্য। রুদ্র বৈষ্ণবকে গিয়া প্রশ্ন করিলেন,—'ব্রহ্ম কি বস্তু'? ব্রহ্মবস্তুর জিজ্ঞাসা-মূলেই 'তলবকার' বা 'কেনোপনিষদের' আবির্ভাব।

ভগবন্মন্দির ও ভগবদ্ধামে যাইতে হইলে নগ্নপদ ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাইতে হয়, নতুবা সেবাপরাধ হয়। ভগবদ্গৃহে যান বা পাদুকা অবলম্বন করিয়া আসা অনুচিত। তবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদুকা কিছু অপবিত্র নহেন। তাহা বিষ্ণুর মন্দিরে রক্ষিত ও সেবিত হইবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদুকা ভগবানের আসনের সহিতই একত্রে বসিতে পারেন।

মন কোথা হইতে প্রেরণা পাইল? মনকে চালিত করেন কে?—বিষ্ণুই। তবে মনুষ্য-জাতির মধ্যে ঈশ্বর-বিষয়ে যে ধারণা, তাহা অসম্পূর্ণ: কারণ, বদ্ধজীব মনের দ্বারা যাহা চিন্তা করে, তাহা অসৎ।

আত্মার বিচার না হইলে মনের বিচার সকলই অসৎ। 'প্রাণ' বলিতে 'বায়ু'কে বুঝায়। কিন্তু মুখ্য-প্রাণই বৈকুণ্ঠ বায়ু, তাহা 'নাসিকা-বায়ু' নহে। প্রাণ হইতে বাক্যের উৎপত্তি।

ভগবদ্বিমুখতাবশতঃ জীবের জড়জগৎ-দর্শন হয়। অতএব শুদ্ধভক্ত ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলায় প্রবেশাধিকার পান; কিন্তু মনোধর্মী নির্ব্বিশেষ-বিচারে প্রবেশ করিবেই করিবে। বৈষ্ণবের মন, প্রাণ, বাক্য নিত্য-বস্তুর উপাসনা করে; উহারা জড় নহে। তাঁহার কথা কালক্রমে আত্মিক ধর্মের দ্বারা আক্রান্ত হইলে আচার্য্যের প্রচারের অভাবে অর্ব্বাচীন কথা উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ বা শ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা আধুনিক নহে, উহা সনাতন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ পত্র

•::(०)::•–

শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট,
চাকদহ, নদীয়া
২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৮ই পৌষ, ৩রা জানুয়ারী, রবিবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব-তিথি। এতদুপলক্ষে গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে চাকদহে (নদীয়া) শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট বাটিতে ১৮ই ও ১৯শে পৌষ রবিবার ও সোমবার দুই দিবস শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-চরিতাদি সংকীর্ত্তনাদি-শীলন হইবে। গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতির সভ্যগণ শুদ্ধ শ্রীবৈষ্ণবমুখে শ্রীনাম-গোকুল-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবেন। সবান্ধব সদলবলে সাধুমুখ-বিগলিত শ্রীভাগবতামৃত পান করিয়া কৃতার্থিত হউন, ইহাই সবিনয়-সজ্জন প্রার্থনা।

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, গৌড়ীয়-মিশন

শ্রীধামের ধূলিকে সাধারণ ধূলি মনে করিবেন না। শ্রীধামের রজঃকে যদি প্রাকৃত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমঙ্গল হইবে; আর অপ্রাকৃত বলিয়া জ্ঞান হইলে মঙ্গল হইবে। শ্রীধামের ধূলি নাসারন্ধ্র দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের মলিনতা দূর হয়। ইঁহারা সমস্তই চেতন। ইঁহারা নগণ্য-চূর্ণ বা মলিন বস্তু নহেন। আমাদের হৃদয় মলিন, সেই মলিনতা বিদূরিত হইলেই শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে উপলব্ধি হইবে। শ্রীধামের ধূলিকে কৃষ্ণকার্ষ্ণগণের অপ্রাকৃত পদরজঃ জ্ঞান করিয়া ধারণ করিলে নিত্যকল্যাণ লাভ হইবে। শ্রীধামের এইসকল ধূলিকণা—যাঁহারা শ্রীভগবানের চরণরজঃ স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃপায় আমাদের চেতনতা লাভ হইবে। আমরা যেন শ্রীধামের ধূলিকে প্রাকৃত মলিন বস্তু-জ্ঞানে নাসিকায় বস্ত্রাচ্ছাদন না দিই। শ্রীধামের এই ধূলি সাধারণ ধূলি নহেন। ইঁহারা সমস্তই চেতনময় ধূলিকণা। এই ধূলির দ্বারা আমাদের চেতন উদ্বুদ্ধ হইবে—আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

দীনের নিবেদন

(প্রার্থনা)

পতিতপাবন, গৌরসরস্বতী,
কহিতে আসিনু আপন দুর্গতি
এসেছি মরম চরণে তোমার
তোমারই কৃপাদান।
অনাথশরণ, তমঃহারী,
ভবাব্ধিপোতের তুমি কাণ্ডারী!
কোটিসূর্য-কিরণ শ্রীপদছায়ায়
দাও এ পামরে স্থান।
যে কাজের তরে পাঠালে হেথায়,
তাহার কিছুই হ'ল না তো হায়,
মায়ামত্ত হ'য়ে কাটাইনু দিন,
জান যে অপরাধী।
তোমার চরণে বৃথা অভিমানে
অনেক দিবস গেল গত হ'য়ে,
শত কর্ম্মফাঁসে জড়ায়ে জড়ায়ে
বদ্ধ হয়েছি আমি।
কপটতা মোর হ'ল না তো দূর,
মুখে 'বড়কথা' বলিনু প্রচুর;
আত্মনিবেদিতে মোর কৃপণতা,
কাজের বেলায় ফাঁকি।
কাজ হ'তে মোর কথা-হ'ল বেশী,
ভক্তের সাজে আমি ছদ্মবেশী;
কথার উপরে কথা সাজাইয়া,
আপন হৃদয় ঢাকি।
দ্রষ্টা, কর্ত্তা, সাক্ষী, দেবতা,
জান তুমি জান, সব কুটিলতা,
তোমার বাণীর নিকষ পাথরে
পরখ হ'তেছে সব।
মুখে মোর মধু, বুকভরা বিষ,
মহতের সনে 'ছলা' অহর্নিশ,
প্রতিষ্ঠা-আশায় বাহিরে তু সে
দেখাও কীর্ত্তনরব।
'আমি বড় সাধু' এই অভিমানে
চলেছি ধাবমান নরকের পানে,
দুর্দৈববচন—সুখের কথন,
দম্ভ বেঁধেছে বাসা।
বৈষ্ণবনিন্দিত নয়নের জলে,
প্রীতিসুরঞ্জিত হৃদয়-কমলে
আসন রচনা হ'ল না তোমার,
মিটিল না মোর আশা।
সদা বসিয়ে নাম-অপরাধ
নাম-কৃষ্ণ-সেবা হ'ল না সাধ,
অসতের সনে মিথ্যা আচরণ,
সময় কাটাই হায়।
কৃষ্ণময় বৈষ্ণবচরণে
আশীষ-জ্ঞান হ'ল না তো মনে,
ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায় ভক্তজনে। চতুর্থা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে
ছল-সৎ-সঙ্গ না হ'ল আমার,
এবে প্রভু কি উপায়?
নিশ্চিত জীবন যাপিতেছি আমি,
মোহনিদ্রাগত আছি দিবাযামী,
মন ভোগাসক্ত, অন্তরে বহিয়া,
কি মোর সর্ব্বনাশ!
প্রীতিসহকারে শ্রবণ-কীর্ত্তন
আগ্রহ আমার সহজ নয়ন,
কোন্ দুর্দশায় জানিয়াছি হায়,
"আমি যে কৃষ্ণদাস।"
সারাটা জনম রহিলাম ফাঁকি,
শ্রীহরিভজন র'ল শুধু বাকী,
মায়া-আবরণ বড় দৃঢ় মোর,
একি গো দুর্ব্বলতা!
কৃপাদৃষ্টি কর শ্রীগুরুচরণ,
পদ ধূলি আশে সঁপিতে জীবন,
ওহে দয়াময়, বল দাও মোরে,
দূর হ'ক মৌখিকতা।
ভূলোকে এনেছ যে লোক-উৎসব,
তোমার কৃপায় প্রাণ পেল সব,
আমি কি কেবল র'ব অচেতন,
জীবিত শবের প্রায়?
কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের যজ্ঞশিখায়
সব মলিনতা দূর হয়ে যায়,
আমি কবে হেন, সম্বৎ হইব,
আপনা বিকায়ে তাঁ'য়।
দাও হে সবারে অজ্ঞানতা মোর,
নয়নেতে দাও অশ্রুজল মোর,
বিমুখ এ হিয়া উঠুক মাতিয়া
তোমার করুণাদানে।
তব নিজজন চরণচিহ্ন
হোক জীবনের সুনিত্য কথন,
বড় ভাবধারা, হোক আত্মহারা,
করুণাসিন্ধুপানে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে বিরহ-মহোৎসব

গত ২৯শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়-মঠে পরমহংসদের শুদ্ধাভক্ত শ্রীশ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব হরিসংকীর্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐদিবস উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন এবং ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পরমহংসের শুদ্ধভক্ত শ্রীল মধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে সমাগত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ১২শ বর্ষের গৌড়ীয় হইতে শ্রীল বাবাজীমহারাজের পূত জীবনচরিত আলোচনামুখে হরিকথা-কীর্ত্তন হয়। পাঠান্তে শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিভক্তবৈষ্ণবগণের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাযুক্ত-বিবেচিত ব্যক্তিগণ সর্বাধিকরূপে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমের বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবার কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। প্রত্যুত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তত্ত্বতঃপর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রদানের ভার ভগবৎসেবার্থে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দ্বিতীয় জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১॥০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতায় তরবারী, বন্দুক প্রভৃতি লইয়া চলাচল নিষিদ্ধ

কলিকাতা পুলিশ আইন অনুসারে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার কলিকাতা সহর বা সন্নিকটবর্তী কোন প্রকাশ্য স্থানে তরবারি, ছোরা, বর্শা, লগুড়, লাঠি, বন্দুক অথবা অন্য কোন আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলাফেরা নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। ভারতীয় অস্ত্র আইন হইতে যাঁহারা রেহাই পাইয়াছেন কিম্বা পুলিশ কমিশনার কর্ত্তৃক যাঁহারা ছাড়পত্র পাইবেন তাঁহারা এই আদেশের আমলে পড়িবেন না।

ইতালীর জাতীয় সম্পদ

মস্কো বেতারে প্রকাশ, 'ইতালীর জাতীয় সম্পদের হিসাব' করিবার জন্য এবং ইতালী মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহার যে সকল সম্পদ 'নিরাপদে রাখিবার' জন্য জার্ম্মানীতে পাঠান হইবে সেগুলির তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য ডাঃ শাখ্‌টের অধীনে এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির কয়েকজন সভ্য শীঘ্রই ইতালীতে যাইবেন।

জাপানীদের নূতন ধরণের বোমা ব্যবহার

রয়টারের গত ২২শে ডিসেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় মিত্রপক্ষীয় হেড কোয়ার্টারস্থ রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন—জাপানী 'O' বিমানগুলি লিবারেটর ও ফ্লাইং ফোর্ট্রেস্‌সমূহের সহিত বিমানযুদ্ধে না পারিয়া এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের এই অভিনব পন্থা বিশেষ সাফল্যলাভ করে নাই। জাপানী 'O' বিমান একপ্রকার শূন্যে মধ্যপথে বিস্ফোরণ হয়, এইরূপ এক নূতন ধরণের বোমা ফেলিতেছে।

তবে এই আক্রমণ লিবারেটর ও ফ্লাইং ফোর্ট্রেসের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই।

বাঙ্গলায় মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা

গত ১৯৪০-৪১ সালে বিভিন্ন প্রকার অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯ শত ৪২ জন। ঢাকা, মাদ্রাসা, কলিকাতা প্রভৃতির পুর-কন্যাদের বিদ্যালয়ের জন্য কোন বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলায় নাই। বাঙ্গলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজে অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়-ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মোট সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫ শত ১৫ জন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। তফসীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা বিশেষ সরকারী দান সত্ত্বেও উক্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের কলেজে শিক্ষা-প্রাপ্তির সুবিধার্থ আরো ২৮ হাজার ৩ শত ৪০৲ টাকার বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল। আশা করা যায় যে, গভর্ণমেন্ট ও এই সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে তফসীলভুক্ত সম্প্রদায় শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি লাভ করিবে ও কুশিক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে সক্ষম হইবে।

ধর্ম্ম-চর্চ্চা বিষয়ক শিক্ষা

বাঙ্গলায় মাদ্রাসা, টোল ও মিশন স্কুল প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা হয়। ইহা ব্যতীত যথোপযুক্ত পুস্তক পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করিয়া অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নৈতিক ধর্ম-শিক্ষা দেওয়ার গৌণ পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কারিকুলাম সংশোধনের ফলে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের ধর্ম বিষয়ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে স্কুল আরম্ভের পূর্বে সমবেত প্রার্থনার নিয়ম অনুসৃত হইতেছে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নের প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ। মূল্য ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে জাতি-সম্বন্ধে ব্যক্ত-বারেন্দ্রিয়সম্পন্নদের বেদ ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, গর্ভবতী ও প্রসূতির কল্যাণকর উপায় বর্ণিত ইহার গাত্রে লিখিত থাকে। নিরাময়, স্বাস্থ্য-সংযুক্ত এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার সাথে ... ছোট বোতল ৷৷০ মাত্র আনা, বড় বোতল ১৷৷০ এক টাকা চার আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং ক্যানিং স্ট্রীট রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ৯ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৫ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ৩১শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার ১৩৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ নারায়ণ, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-শ্রবণ

—::(*)::—

শাস্ত্র এই মনুষ্যজীবনকে দুর্ল্লভ বলিয়াছেন। এই দুর্ল্লভতার সার্থকতা এই যে, ইহাতে মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির যথার্থ সদ্ব্যবহার করিয়া নিজ নিত্যমঙ্গল কথা আলোচনা করিতে পারে। মনুষ্যেতর জীবনে এই আলোচনার যোগ্যতা লাভ হয় না। এই জীবনই নিত্যমঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায়। এই জীবনে কৃষ্ণকথা শুনা, কৃষ্ণকথা বলা ও কৃষ্ণস্মৃতিলাভের সুযোগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণ কলির কৃপালু বলিয়া কৃপাবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্ব জীবের মঙ্গলের জন্য এ জগতে প্রকট থাকেন। মহদনুগামী আমরা যাহাতে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তনের সুযোগ পাই, তজ্জন্য তিনি মহদ্বেশে আসিয়া আচার ও প্রচারমুখে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন। সুতরাং এই দুর্ল্লভ সুযোগ হারাইলে আর নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে না। তজ্জন্য এদিকে তীব্র লক্ষ্য রাখা মনুষ্যদেহধারী আমাদের সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। মনুষ্যজীবন পাইয়াও যদি কৃষ্ণকথা শ্রবণ না করি, তাহা হইলে সেই জীবন পশুজীবন অপেক্ষাও তুচ্ছ। শাস্ত্র হরিকথায় রুচিহীন ব্যক্তিকে পশু-আখ্যা দিয়াছেন,—

"শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীহরির নাম বা হরিকথা যাহার কর্ণে প্রবেশ না করে, সে পুরুষ কুক্কুর, বিষ্ঠাভোজী শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ—এই পশুগণের স্বভাববিশিষ্ট। অতএব জীবনে-মরণে হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন গতি বা কৃত্য নাই।

হরিসম্বন্ধীয় কথা ও হরি—একই বস্তু। হরিই হরিকথারূপে জীবকে কৃপা করেন। হরিকথারূপী শ্রীগুরুদেব—সদ্গুরুর শরণাগত হওয়াই শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন। এতদ্ব্যতীত মঙ্গললাভের—হরিসেবালাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই। ভক্তির প্রথম সোপান শ্রেয়ঃপথ গ্রহণের কথা—গুরুর শরণাগত হওয়া—শিক্ষণ দীক্ষার কথা—অধ্যয়নাদির কথা। শাসিত হইবার জন্য—শ্রীগুরুদেবের মুখের কথা শ্রবণ করিতে হইবে। অনন্য শিষ্য হইতে হইবে—কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শরণাগত হইতে হবে।

হরিকথা—হরির নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কথা শ্রবণ না করিলে হরিপাদপদ্মে আকৃষ্ট হওয়া যায় না। আবার আকৃষ্ট না হইলে সেবাও হয় না। হরি—আকর্ষক, হরির নাম-রূপ-গুণ-লীলাসমন্বিত হরিকথাও আকর্ষক। হরিকথার আকর্ষণে পড়িলে মায়ার আকর্ষণ ছাড়িয়া যায়। হরিকথার শরণাগত হইলে—হরিকথার উৎসস্বরূপ হরিপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রিত হইলে অনুগ্রহে আমরা হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব—হরিকথায় আকৃষ্ট হইতে পারিব। কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের শরণাগত হইয়া শ্রবণ করিতে হইবে। এই শ্রবণপ্রভাবেই কীর্ত্তনে ও সেবায় যোগ্যতা হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যদি আমরা সত্য-সত্যই শ্রীগুরুমুখে হরিনাম শ্রবণ করি, তাহা হইলে শ্রীনামপ্রভু আমাদিগকে নিশ্চয়ই পালন করিবেন। তিনি অল্পেই কৃপা করিলেই শ্রীহরিকীর্ত্তন মুখ দিয়া প্রবলবেগে বহির্গত হইবেন। বৈকুণ্ঠনাম যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া নিষ্কপট কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি যাজন করেন, তাঁহার কীর্ত্তন বা সেবাপ্রণতি কখনও খণ্ডীভূত হয় না।" হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন করিলে হরি স্বয়ংরূপে আসেন।

শ্রবণকীর্ত্তনে শরণাগতিই মূল। যেখানে শরণাগতি নাই, সেখানে সেবাও নাই। সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন-সাপেক্ষ। যিনি আত্মপূত হৃদয়ে শ্রীগুরু সাহচর্যে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন করেন, তিনিই ভক্তসেবক। সকলই শ্রীহরি সেবা শব্দশ্রবণ ও শব্দকীর্ত্তনমুখেই সাধিত হয়। যিনি হরিসেবক, তিনি হরির সঙ্গ—হরিকথার সঙ্গ—ব্যতীত একমুহূর্ত্তও থাকেন না। শ্রীহরির রূপ যেমন, শ্রীহরির কথাও তেমন—চিদ্বস্তু। শ্রীহরির সেবা শ্রবণকীর্ত্তনকে বাদ দিয়া হয় না।

হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে রুচিই সৌভাগ্য। যাহার হরিকথাশ্রবণে রুচি নাই, হরিকথা-শ্রবণের জন্য যাহার মন সতত লালায়িত হয় না, সে-ই একমাত্র অভাগা। হরিকথায়—হরির নামের কথা, হরির রূপের কথা, হরির গুণের কথা, হরির লীলার কথায় যাঁহার মন সর্ব্বক্ষণ লোভাকৃষ্ট, তিনিই মহাসৌভাগ্যবান্। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণকথায় রুচি যাঁ'র, সেই ভাগ্যবান্"। কৃষ্ণকথায় রুচিই কৃষ্ণের প্রতি রুচি; কৃষ্ণকথায় টানই কৃষ্ণের প্রতি টান; কৃষ্ণকথার প্রতি প্রীতিই কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি।

জড়চক্ষু দিয়া কৃষ্ণের রূপ দর্শন হয় না। জড় মন তাঁহার রূপ-গুণ চিন্তা করিতে অসমর্থ। কাণ দিয়াই কৃষ্ণের দর্শন হয়। কৃষ্ণ কথাকারে—শব্দাকারে কর্ণপথেই পথিক হন। সাধুর মহাভাগ্যের পর শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত হরিকথার শ্রবণ যখন কর্ণ, বাক্য ও মনকে নিয়মিত করে, তখনই সেবোন্মুখ কর্ণে কৃষ্ণদর্শন, সেবোন্মুখ জিহ্বায় কৃষ্ণকীর্ত্তন ও সেবোন্মুখ মনে কৃষ্ণস্মরণ হয়। শ্রবণের দ্বারা হৃদয়ের অনর্থ বা বহির্ম্মুখতা, যাহা আমাদিগকে কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে তফাৎ রাখে, সেই আবরণ অনায়াসে অপসারিত হইবে। শ্রবণের ফলে কৃষ্ণেতর-বাসনা—নিজসুখ-কামনা নষ্ট হইয়া যাইবে। শ্রবণ করিতে করিতে কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ হয়—সম্বন্ধজ্ঞান হয়। শ্রবণ সম্বন্ধজ্ঞানকে প্রকট করায়। তৎফলে নিজের কৃষ্ণদাসাভিমান জাগ্রত হয়, কৃষ্ণপাদপদ্মে স্বাভাবিক রুচি লাভ হয়; কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তে মমতা বা আপনজ্ঞান তখন সহজ হয়। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তে আপনজ্ঞান হইলে চিত্ত আর্দ্র হয়। তখন প্রতিষ্ঠাপ্রিয়তা নষ্ট হয়, কৃষ্ণ ও তাঁহার বস্তু ছাড়া অন্য বস্তুর প্রতি স্বাভাবিকভাবে বিতৃষ্ণা আসে, কৃষ্ণ ছাড়া সবই তুচ্ছ বোধ হয়। তখন মনই বৃন্দাবন, মন সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণাভিনিবিষ্ট। শ্রবণশোধিত মনই উত্তম অর্থাৎ আত্মা; তাহাই উত্তম—কৃষ্ণের বসিবার উপযুক্ত আসন। শ্রবণশালীর শুদ্ধ মনে কৃষ্ণ নিরন্তর অবস্থান করেন। কৃষ্ণকথা-শ্রবণে সতৃষ্ণ ব্যক্তির হৃদাসন কৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ অধিকার করিয়া বসিয়া থাকেন।

শ্রবণ সাক্ষাৎ ভক্তি- ইহা অর্পণমাত্র নহে। আত্মনিবেদনের পরই শ্রবণ-যোগ্যতা লাভ হয়—শ্রবণ সৌভাগ্য লাভ হয়। প্রকৃত কৃষ্ণকথা-শ্রবণকারী ব্যক্তি জানেন,—শ্রবণের দ্বারা কৃষ্ণের সুখ হয়। শুদ্ধশ্রবণকারী কখনও নিজ [illegible]-আত্মবিলাসের জন্য শ্রবণ করেন না। কৃষ্ণকথা-শ্রবণের

শুদ্ধ কৃষ্ণনাম হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। অনুক্ষণে কৃষ্ণ কৃপা করেন অকপটে॥

আনুষঙ্গিক ফলে ভজনকারীর অনর্থনিবৃত্তি, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি হয়। তিনি সতত সেবাকাম; সেবা ছাড়া তাঁহার সুখকামনা ছাড়া অন্য কোন কামনার দ্বারা চালিত হইয়া তিনি হরিকথা-শ্রবণ করেন না।

এ পথে ভজনকারী কখনও অভক্তিমাদের দ্বারা কবলিত হন না। অবশেষ—কৃষ্ণকথার আশ্রিত ব্যক্তিকে অন্য কামনা চঞ্চল করিতে পারে না। শ্রবণের পথের অনাদিষ্ট অন্যাভিলাষী। কৃষ্ণকথা শ্রবণাভিলাষই সেবাভিলাষ—কৃষ্ণসুখাভিলাষ। যেখানে তাহা নাই, সেখানে ভুক্তিমুক্তি অভিলাষ হৃদয়কে অধিকার করিবেই।

সন্ন্যাস

——::(০)::——

বদ্ধজীব কায়-মনো বাক্যে সর্বক্ষণ কৃষ্ণ-বিমুখ। তাহার দেহ, যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় – সমস্ত হরিবিমুখ কার্য্যে সতত নিযুক্ত। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেই বিমুখ-ভাবের আদর। মন প্রত্যেক মুহূর্তে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক-সম্মুখ। সে প্রতিমুহূর্তে নূতন নূতন ভোগ-বৈচিত্র্যের বিভিন্ন কল্পনা পরিপোষণ করে। তাহার বাক্য প্রায় সর্ব্বদা প্রায় বার্ত্তায় সর্বক্ষণ নিযুক্ত। জীবের এই দুর্দশা অবলোকনপূর্বক দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া জীবপতি জীবগুরুবর্গাগুর শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণ বিভিন্নবেশে প্রকটলীলা প্রকাশ করিয়া বদ্ধজীবের ভোগ-প্রমত্ত কায়-মনো-বাক্যকে সংযত করিবার জন্য আচার ও প্রচারমুখে শিক্ষা প্রদান করেন। শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ববর্তী প্রাচীন-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ, শ্রীল মধ্বাচার্য্য-পাদ, শ্রীল রামানুজাচার্য্যপাদ, শ্রীল নিম্বার্কাচার্য্যপাদ, শ্রীল শ্রীধরস্বামি-পাদ, শ্রীল কৃষ্ণদেবাচার্য্যপাদ এবং শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীল মাধবাচার্য্যপাদ প্রভৃতি আচার্য্যগণও ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জীবের কৃষ্ণবিমুখ কায়-মনো-বাক্যকে দণ্ডিত করিবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দর যদিও তাৎকালিক প্রথামতে একদণ্ড সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই একদণ্ডের অন্তরালে দণ্ডচতুষ্টয় একীভূত ছিল; ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীমহাপ্রভু স্বীয় সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলা প্রকাশের সময় শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি গান করিয়াছেন,—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব॥"

অবন্তীদেশের ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ নির্যাতন সহ্য করিয়া অবশেষে ভগবানের একান্ত শরণাগত হইয়া ভগবৎ-সেবোদ্দেশে কায় মনো-বাক্যকে দণ্ডিত করিবার জন্য এই গীতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু স্বীয় সন্ন্যাস-প্রকাশ লীলায় এই শ্লোক উচ্চারণ-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—

• • "সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দ সেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্ম-নিষ্ঠামাত্র বেষধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ॥"

চতুঃষষ্টি প্রকার অঙ্গের বিচারে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসোচিত বেষ বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণের অন্তর্গত অঙ্গ-বিশেষ। যাঁহারা ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মুকুন্দসেবা-ফলে সংসার হইতে উদ্ধার লাভ হয়। শ্রীগৌরসুন্দর কলিকালে কর্ম্মকাণ্ডীয় সন্ন্যাস নিষেধ করিলেও নিষেধ ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসকে আদর করিয়াছিলেন। কারণ, ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসে যে বেষ আছে, জড়াত্মনিষ্ঠা নিরসপূর্ব্বক পরাত্মনিষ্ঠাই—অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণরূপ বৈষ্ণবাচারই তাহার তাৎপর্য্য। কায় মনো-বাক্যে জড়াত্মনিষ্ঠা-পরিত্যাগপূর্ব্বক অসৎসঙ্গের সহিত সন্ন্যাস করিয়া সৎসঙ্গগ্রহণরূপ বৈষ্ণবাচার-পালন এবং সাধুসঙ্গে মুকুন্দসেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ত্রিদণ্ডগ্রহণই জীবের একমাত্র উপায়। প্রাচীন মহাজনের উপাস্য এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ কায়-মনো-বাক্যে ত্রিদণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম-নিষেবণ ছাড়া আর মঙ্গললাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। সর্বস্বতন্ত্র পরমহংস বৈষ্ণবগণ সন্ন্যাসীর গুরু হইয়াও আচার্য্য-লীলায় মধ্যমাধিকারে অবতরণপূর্ব্বক নিজে আচরণ প্রদর্শন করিয়া জীবকে কায় মনো-বাক্যে পরাত্মনিষ্ঠা ও মুকুন্দসেবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সন্ন্যাসাদি আশ্রমোচিত বেষ ধারণ করেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ সহজ পরমহংস হইয়াও আচার্য্যলীলায় ত্রিদণ্ডীর অভিনয় দেখাইয়া গেলেন। আবার শ্রীরূপানুগ — শ্রীভক্তিবিনোদানুগ ভক্তগণও সন্ন্যাসগ্রহণের লীলাপ্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তিরসাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে নিজ-ভজনে যোগ্যতা-অর্জ্জন-প্রসঙ্গে কায়-মনো-বাক্যে কৃষ্ণবিমুখ জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন —

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগ-মুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের পদ্যানুবাদে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের কথা—বাগ্‌বেগ তা'র নাম।
কাম অতৃপ্ত ক্রোধবেগ মনোধাম॥
সুখাত্ত-ভোজনতৃপ্তি জিহ্বাবেগধাম।
অতিরিক্ত ভোজ্য যেই উদরেতে যায়॥
যোষিত্তে রতি, চৈষ্ট, কামের ক্রিয়া।
উপস্থ বেগের সঙ্গ কদর্য্য হইয়া॥
এই ছয়বেগ যাঁ'র সহ্য হয় যা'য়।
সে জন 'গোস্বামী', করে পৃথিবী বিজয়॥"

বাক্য, মন ও শরীরের বড় বিবেচ্য বিধি সম্যগ্‌রূপে সহ্য করিতে সমর্থ, তিনিই 'গোস্বামী' অর্থাৎ সন্ন্যাসী। গোস্বামিগণই কৃষ্ণসেবক; তাঁহারা নিজে ষড়্‌বেগজয়ী এবং অপরকেও ষড়্‌বেগের কবল হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহারা ধীর; তাই তাঁহারা আশ্রিতজনের ষড়্‌বেগবশবর্ত্তিতা দেখিয়াও তাহাদের প্রতি অধীর বা অসহিষ্ণু না হইয়া উপদেশ করেন, শিক্ষা দেন।

শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ সকলেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপার্ষদ। তাঁহারা সহজ পরমহংস। তাঁহারা যে সন্ন্যাসাদি আশ্রম-গ্রহণের লীলা প্রকাশ করেন, তাহা একদিকে যেরূপ বদ্ধজীবকে কায়-মনো-বাক্য দণ্ডিত করিবার জন্য আচরণ প্রদর্শনমুখে শিক্ষাপ্রদান, অপর দিকে তাহাও তাঁহাদের কৃষ্ণবিরহ-কাতরতার ও কৃষ্ণসেবা পরাকাষ্ঠার অসহ্য নিদর্শন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াও যখন কৃষ্ণবিরহের তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন, তখন বিরহব্যথিতচিত্তে বাহিরে সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণান্বেষণ-পথে অভিসার করেন। তাঁহাদের সন্ন্যাস-লীলার অভিনয় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্টপূরণ, তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ মাত্র। এই লীলাধারা ভক্তীর অনুগত সেবকসম্প্রদায় কায় মনো-বাক্যে দুঃসঙ্গপরিত্যাগে অধিকতর বলীয়ান্ ও সৎসঙ্গ-বরণে অধিকতর দৃঢ় হওয়ার শক্তিসঞ্চার লাভ করেন।

শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের অকপট আনুগত্য-কারী শরণাগত সেবকগণ সকলেই সন্ন্যাসী। তাঁহারা বাহিরে যে-কোন আশ্রমে, যে-কোন বর্ণে, যে-কোনভাবেই অবস্থান করুন না কেন, তাঁহারা সহজ সন্ন্যাসী—সহজ ত্রিদণ্ডী। তাঁহাদের কায়-মনো-বাক্য সংযমেই দণ্ডিত অর্থাৎ শ্রীগৌরকৃষ্ণসেবায় পূর্ণরূপে নিযুক্ত। তাঁহাদের সন্ন্যাস নিজসুখের সহিত, নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছার সহিত সন্ন্যাস করিয়া কৃষ্ণসুখ-বাঞ্ছা অন্বেষণ করা। ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস।

যেখানে কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা নাই—কৃষ্ণসুখানুসন্ধানচেষ্টা নাই, সেখানে সন্ন্যাসাদি বৈরাগ্য-চিহ্ন-ধারণ কেবল লোকবঞ্চনা মাত্র। "দ্রব্যের বর্জ্জনাদি যদি বৈরাগ্য উৎপাদন না করে এবং বৈরাগ্য যদি জীবের শ্রীহরির পাদপদ্মসেবার্থে বিহিত না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ধর্ম্ম-কর্ম্ম বা বৈরাগ্য —সমস্ত পণ্ডশ্রম এবং ঐরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম বা বৈরাগ্য-আচরণকারীর জীবনধারণ বৃথা।"

কৃষ্ণের প্রতি চিত্ত নিশেষ রাগযুক্ত হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়ের প্রতি বিরাগ হওয়া স্বাভাবিক; ঐরূপ বৈরাগ্য আচরণই যথার্থ বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস। কৃষ্ণে বিশেষ-রাগযুক্ত ব্যক্তি বাহিরে সন্ন্যাসচিহ্ন ধারণ করুন আর নাই-ই করুন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী, যথার্থ বৈরাগী।

শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্

[শ্রীশ্রীমদ্‌রঘুনাথ-প্রণীতম্]

গোপীনাং কুচকুঙ্কুমেন নিচিতং বাসঃ
কিমত্রারুণং
বিভ্রৎ কাঞ্চনকান্তি-দীপ্তিমদিতঃ জর্জ্জরে গৌরং
বপুঃ।
তাসাং গাঢ়কবাতিবন্ধন-কলামোদোদয়ে
দুগ্ধস্তে
আশ্চর্য্যং সখি পশ্য শ্যামটিভয়োঃ সন্ন্যাসি-
বেশং স্থিতো॥ ১॥

অহো! ইঁহার বসন কি গোপীগণের স্তনে স্থিত কুঙ্কুমদ্বারা রঞ্জিত হওয়ায় অরুণবর্ণ ধারণ করিয়াছে? তপ্ত সুবর্ণের বিভাকারী বর্ণবিশিষ্টা রাসাবলাসিনী শ্রীরাধার আলিঙ্গন-হেতু কি ইঁহার দেহ গৌরবর্ণ হইয়াছে? গোপীবর্গের বাহুলতিকার দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন-প্রাপ্ত হওয়ায় কি উচ্ছলিত আনন্দে ইঁহার শরীর রোমাঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে? হে সখি! দেখ, দেখ, লম্পটশিরোমণি কৃষ্ণ পৃথিবীতে কেমন অদ্ভুত সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছেন॥ ১॥

যঃ পূর্ব্বং ব্রজসুন্দরী-রতিরসৈঃ কেলিকলাপৈ-
রাত্মবং
কালিন্দীপুলিনে ননর্ত্ত রজন্যাং শ্রীরাসগোষ্ঠ্যাং
বিভুঃ।
সোহয়ং সম্প্রতি সর্ব্বলোক-নিহিত-প্রেমানু-
রাগঃ কলৌ
প্রেম্ণা নৃত্যতি নর্ত্তয়ত্যপি জগদ্গৌরো-
ত্তুকাতঃ॥ ২॥

যে বিভু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে (দ্বাপরে) যমুনা-তীরে শ্রীরাসমণ্ডলের মধ্যে ব্রজললনা-গণের প্রেমোল্লাসে উৎসাহিত হইয়া আনন্দ-সহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন, ইনি সেই কৃষ্ণ; এক্ষণে কলিযুগে ব্রাহ্মণ শিরোমণিরূপে সমগ্র জগতে প্রেমানুরাগ বিতরণপূর্ব্বক প্রেমে স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন এবং বিশ্বকেও নর্ত্তন করাইতেছেন॥ ২॥

বেদাগমাদ্যবেদ্য-পাদপদ্মনীরজাকৃতিঃ
শ্রীনন্দনন্দন-লীলাশক্তি-বিদ্যোতকায়
প্রভুঃ।
তৎকালপুত্রিমাত্র-তৎক্ষণাৎ-প্রেম-
প্রবাহাপ্লুত-
মূর্ত্তিশোভনমঙ্গলো বিজয়তে শ্রীশ্রীশচী-
নন্দনঃ॥ ৩॥

যাঁহার পাদপদ্মের মহিমা বেদান্ত, আগম, বেদ ও শাস্ত্রসমূহের পক্ষে দুর্নির্দ্দেশ্য, যাঁহার লীলায় শ্রীনন্দনন্দনের লীলাগুণের বিশেষভাবে নিরূপণ করে, যাঁহার স্মরণমাত্রেই তৎক্ষণাৎ প্রবল শ্রীকৃষ্ণপ্রেম উদ্ভূত হয়, ব্রাহ্মণগণের পুত্রের কল্যাণস্বরূপ সেই শ্রীশচী-নন্দন শ্রীগৌরহরি বিজয়যুক্ত হইতেছেন॥ ৩॥

যোহহোরাত্রমসেন গোপবনিতা-নিকেতন
কৃষ্ণাশ্রয়
যঃ পূর্ব্বং মদনেকবর্দ্ধনমদলম্বকেন মদনাকৃতঃ।

কৃষ্ণভক্তি-রসযুক্ত হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ

মোহন্ গৌরহরিঃ সমস্ত জগতীং প্রেম্ণা
সমুদ্রাসয়ন্
কাষায়াম্বর-দিব্যধৃক্ বিজয়তে গৌড়াবনী
মণ্ডলে ॥ ৪ ॥

যে বেদবৎ ভাবৎ পূর্ণ পুরুষ পূর্ব্বে গোপ-বধূবর্গের অঙ্গপ্রভায় এবং ও উহাদের অঙ্গের বিশেষ একবার মনোময় মুখে শ্রীবৃন্দাবনকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তথায় একবার ক্রিয়া উনি, সেই পূর্ণ শ্রীগৌরহরিরূপে সমগ্র বিশ্বকে প্রেমধারা উল্লাসযুক্ত করাইয়া গৌড়-ভূমিতে বিজয়লাভ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

নৃত্যাবেশ-মহোল্লসৎ-মধুময়প্রস্তাব-
বেশোজ্জ্বলং
শ্রীমদ্বক্ত্রসুধাধি-নন্দিতং শ্রীমৎসুবেশকলা।
কর্পূরোল্লট-পূগপুঞ্জবিলসৎ প্রাকৃত বিধায়কং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্বিজয়তে লাবণ্যসারং
বপুঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর লাবণ্যের সারভূত দেহ বিজয় লাভ করিতেছেন; সেই শরীর নৃত্যের আবেশে অতীব আনন্দপূর্ণ হইয়া প্রত্যেক অঙ্গে ও বেশভূষায় সুমধুর হইয়াছে; তাহা চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুমাদিদ্বারা লিপ্ত ও বৃহৎ বক্ষোদেশদ্বারা শোভমান; তাঁহার বিম্বতুল্য অধর কর্পূরবাসিত, তাম্বূলযুক্ত তাম্বূলরাগে বিশেষভাবে রক্তবর্ণ ॥ ৫ ॥

প্রফুল্লকমলপ্রভং বিমলপূর্ণচন্দ্রাননং
সদাজলধারাঙ্কিতং নয়নে নিজভূমিকাম্।
সমস্তমপিরং মুদা সকলদেব-চূড়ামণিং
শচীসুতমহং ভজে করুণ-সাগরং সাগরম্ ॥ ৬ ॥

তাঁহার অঙ্গপ্রভা স্বর্ণপদ্মসদৃশ, শ্রীবদন নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রতুল্য; সর্ব্বদা প্রবাহিত অশ্রু নয়ন বারিধারা ক্রিতপৃষ্ঠ সিক্ত হইতেছে; তিনি আনন্দহেতু নিরন্তর হরিনামাদি উচ্চারণ করিতেছেন; এতাদৃশ করুণা-সমুদ্র, রসিক, নিখিল দেববর্গের মুকুট-মণি শ্রীশচীনন্দনকে ভজন করি ॥ ৬ ॥

কদম্বকুসুমোল্লসৎ-পুলকপুঞ্জ পুঞ্জোজ্জ্বলং
স্বভক্তজনচিত্ত-কানন-মদনবীরাভিনির্ভরম্।
বয়ং হৃদমাধ্যে ভজি মধুরমাধুরী-
মধুরমহানটং কিমপি নাম বন্দামহে ॥ ৭ ॥

তাঁহার গাত্রে কদম্বপুষ্পের তুল্য রাশি রাশি রোমাঞ্চ প্রকাশিত থাকিয়া তাঁহাকে অতীব উজ্জ্বল করিয়াছে, বন্ বন্ করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইতে থাকায় (নয়নে) ভাববর্গের উদয় হইয়াছে, প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে ঈষৎস্ফুরিত রঞ্জনমাধুরী রূপ মধুদ্বারা উন্মত্ত নটচূড়ামণিস্বরূপ কোন তেজোময় বস্তুকে আমরা বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

উচ্চৈর্গায়ন্দিজ্জনবদন পরিতঃ স্বনৈক-
নামাবলীম্
প্রেম্ণা পুলকিতকণ্ঠপদ্মকমনি-বসনৈঃবং
মোহয়ন্।
চঙ্কমণবিহারি-নূপুরবরৈর্নাদয়ন্
শ্রীমদ্
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভুর্বিজয়তে শ্রীমদ্-
বেশোজ্জ্বলঃ ॥ ৮ ॥

তিনি সর্ব্বদিকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত বাহুদ্বারা স্বর্গলোকের সুখবিস্তার করিতেছেন, পাদচারণবশে পূর্ণকণ্ঠে সন্দেশবহে প্রাপ্তমনি-দ্বারা ভূলোক মুগ্ধ করিতেছেন এবং অনবরত সকলপশীল পাদমনের গতিদ্বারা উত্থাপিত নূপুরের রবে (পাতালবাসী) নাগদিগকে হর্ষোৎফুল্ল করিতেছেন, এতাদৃশ মনোহর মরালবেশে শোভমান সর্ব্বদা আনন্দবিগ্রহ শ্রীমহাপ্রভু বিজয় লাভ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বো দেব কলিযুগজং লোকমালোক্য সর্ব্বং
পাপাসক্তং সমভবন্ কৃপাসিন্ধু-চৈতন্যমূর্ত্তিঃ।
তস্মিন্ যেষাং ন ভবতি সদা কৃষ্ণবুদ্ধিবিশেষাণাং
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগিতি ধিগিতি
ব্যাহরেৎ কিং মৃদঙ্গঃ ॥ ৯ ॥

লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগসম্ভূত সমস্ত মানবকে পাপাসক্ত দেখিয়া কৃপাসমুদ্র শ্রীচৈতন্য মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলেন। যে-সকল মানবের তাঁহাতে সর্ব্বদা কৃষ্ণবুদ্ধি না হয়, তাহাদিগকে ধিক্, তাহাদিগকে ধিক্, তাহাদিগকে ধিক্-মৃদঙ্গ কি এই বাক্যই উচ্চারণ করে? ॥ ৯ ॥

শ্রী শ্রীরাধাষ্টকম্

——::(০০)::——

[শ্রীশ্রীনরহরিঠাকুর প্রণীতম্]

জানাতি কিঞ্চিদপি না যদি মে বিভাতি
রাধা বশীকরণমন্ত্রমযন্ত্রমেব।
নো চেৎ কথং সুরমুনীন্দ্রহৃতং শরণ্যং
হ্যনাভিমানমনসং ব্রজভূপসূনুম্ ॥ ১ ॥

সেই (প্রসিদ্ধা) শ্রীরাধা অবশ্যই কোন বশীকরণমন্ত্র জানেন, ইহা আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়; নতুবা কিরূপে তিনি দেব ও মহর্ষিগণের পূজিত সর্ব্বাশ্রয় ব্রজের মনোহর চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার মানাভিমান পাওয়াইলেন? ॥ ১ ॥

যাবাস্তি যত্র নবসিদ্ধি-সুখাদি তত্র
নাগাদিলোক-বিবুধা মদনো রতিশ্চ।
সর্ব্বাবতারমহিষী সুখমস্তি তত্র
যস্মাঃ পদং ক্ষণমহো ন জহাতি কৃষ্ণঃ ॥ ২ ॥

যে স্থানে শ্রীরাধা থাকেন, সেই স্থানে নবপ্রকার সিদ্ধিসুখও আছে। নাগলোকের অধিপতি দেবগণ, মদন ও রতি তথায় থাকেন; সকল অবতারের মহিষী শ্রীদেবী তথায় সুখে বাস করেন। অহো! শ্রীরাধার স্থান ক্ষণকালও শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করেন না ॥ ২ ॥

নাস্তাপি কো বদতি নৈব পুরাণশাস্ত্রং
রাধা যদাশ্রমহিষী গৃহকর্মযুক্তা।
কৃষ্ণাধিকাধ সদৃশী প্রণয়াঙ্কিতঃস্য
কিংবা যদাত্মজমহী ত্রিজগৎ ব্রবীতি ॥৩॥

আর পর্য্যন্ত কেহ বলেন না অথবা কোন পুরাণাদি শাস্ত্র উল্লেখ করেন না যে, রাধা গৃহকর্মে ব্যাপৃতা অপর মহিষীর সদৃশী, তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতেও শ্রেষ্ঠা, তাঁহারই তুল্যা, প্রণয়হেতু তাঁর মহাত্মনী কদাচ ত্রিভুবনে বিদিতা হয়ানুরূপা ॥ ৩ ॥

রাধা প্রয়াতি বিপিনং বিপিনং প্রয়াতি
রাধা নিকুঞ্জভবনে স চ তত্র বিভাতু।
রাধাসুখে সুখমুপৈত্যসুখে চ দুঃখী
কৃষ্ণঃ কদাপি বদ্ তিষ্ঠতি ন স্বতন্ত্রঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধা যৎকালে বনমধ্যে গমন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তৎকালে তথায় যান। শ্রীরাধা নিকুঞ্জগৃহে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণও নিত্য তথায় বাস করেন। শ্রীরাধার সুখে তিনি সুখ লাভ করেন এবং তাঁর দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনও স্বাধীনভাবে থাকেন না ॥ ৪ ॥

যত্রাস্তি নির্গুণমতী তুলিতাপি রাধা
তত্রাস্তি কৃষ্ণ যদি বাঞ্চয়েন সহৈব।
কুত্রোহস্তি যত্র ন হি তত্র ধৃতিঃ কদাপি
রাধাস্তি যত্র তদ্-দেহ-মনাংসি তত্র ॥ ৫ ॥

প্রাকৃতগুণহীনা শ্রীরাধা তুলিতা হইয়া যে স্থানে অবস্থান করেন, শ্রীকৃষ্ণও তথায় থাকেন, ইহা সকলেই নিশ্চয় করিয়াছেন। যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ একাকী আছেন; তথায় কখনও তাঁহার ধৈর্য্য থাকে না; পরন্তু যে স্থানে শ্রীরাধা আছেন, তথায় তাঁহার দেহ, চক্ষু ও মন রহিয়াছে ॥ ৬ ॥

ভক্তিং ন কৃষ্ণচরণে ন করোমি চাপি
রাধাপদাম্বুজ-রজঃ-কণ সাহসেন।
কৃষ্ণা দৃগঞ্চলনিপাত বিশেষবেশা
দৈবাদহং যদি করিষ্যতি দাসবৃত্তিম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধার পাদপদ্মের ধূলিকণার বলে আমি শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি ও আর্ত্তির চেষ্টা করি না। সেই শ্রীরাধার চক্ষুর কোণে দৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যবিষয়ে আশ্রয় এই কৃষ্ণ হঠাৎ কোন সময় আমাকে দাসত্বে করিবেন ॥ ৬ ॥

রাধাপদাম্বুজযুগং প্রণিধায় মূর্দ্ধ্নি
কৃষ্ণং স্মরামি হৃদি বিস্ময়বোধি নিত্যম্।
অত্রা মহত্ত্বমনুমানয় সর্ব্ব এব
কেয়ং সুধারসময়ী জগদীশ্বরী ॥ ৭ ॥

শ্রীরাধার পাদপদ্মযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া আমি শ্রীকৃষ্ণকে আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত বলিয়াই অনুভব করি। সকলেই ইঁহার মহত্ত্ব বলিয়া অনুমান কর। অহো! ইনি কোন সুধারসময়ী জগতের ঈশ্বরী বিধাত্রিকা ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণং বিনা জগদিদং ন হি বেত্তি রাধা
রাধাং বিনা জগদিদং ন হি বেত্তি কৃষ্ণঃ।
একেন সর্ব্বমনুপস্থিতি সর্ব্ব এব
কৃষ্ণ-প্রকাশবশতিঃ খলু রাধিকৈব ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এই জগৎকে জানেন না, শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধা ব্যতীত এই জগৎকে জানেন না; ইহাতে বলা নিশ্চিত হয় যে, পূর্ব্বদিক পূর্ব্বেরই অনুগমন করে। রাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশের আধার ॥ ৮ ॥

রাধাষ্টকং পঠতি যঃ পদযুঃ প্রভাতে
প্রেমাঞ্চিতং নবনবায় চপূর্বভাবম্।
বক্ষঃ স এব চতুরঃ সুখভাজনং স্যাৎ
দুঃখাপি তত্র ন জনঃ ক চ নাস্তি দুঃখম্ ॥ ৯ ॥

যিনি প্রভাতে সংযমশীল হইয়া প্রেমের আলয়, নবনব অদ্ভুত পূর্বকল্পস্বরূপ এই 'শ্রীরাধাষ্টক' পাঠ করেন, তিনিও বক্ষ, তিনিই চতুর এবং তিনিই আনন্দপাত্র হয়েন; কোনও স্থানে তাঁহার ভয় বা দুঃখ থাকে না ॥ ৯ ॥

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথিপূজা-মহোৎসব

গত ২৩শে ডিসেম্বর, শনিবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীগৌর-কর্ণপাকচন্দ্র, শ্রীরাধাবিনোদ ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উষাকাল হইতে গুরুবন্দনা ও বিরহ-সূচক গীতিসমূহ কীর্ত্তন হইবার পর পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী ও আশীর্ব্বচন শ্রীগৌড়ীয় হইতে অনুশীলন করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যসহ সুসজ্জিত মঞ্চোপরি শ্রীভাগবত-প্রবণমন্দিরে রক্ষিত হইয়াছিল। দিবসব্যাপী ভক্তাঙ্গসমূহ-অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-সংলাপ এবং পারায়ণ হয়। মধ্যাহ্নে সমবেত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর আরাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরমোহন ভক্তিবান্ধব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিত, শিক্ষা ও কার্য্যাবলী অবলম্বনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

——

ময়মনসিংহে প্রচার

গত ৯ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভু ময়মনসিংহ-সহরে শ্রীযুক্ত লাল মোহন বসু মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় হইতে "শুকপরীক্ষিত-সংবাদ" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১৪ই ডিসেম্বর, সোমবার স্থানীয় অধিবাসী শ্রীযুক্ত মনমথনাথ নাগ মহোদয়ের গৃহে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু প্রকৃত শ্রোতা উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করেন।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায় ও ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিভক্তবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ গ্রাহকদিগের শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমদেয় বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্ট ব্যক্তিতে অর্থ সেবার আনুকূল্যে সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (Issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই প্রয়োজন।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন সাপেক্ষে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ ছাপার সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক কাহারও কোনপ্রকার শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল আচরণ দৃষ্ট হইলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুভানুধ্যায়ী শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রচারের জন্য অনুসন্ধিৎসুদিগের সাহায্যপ্রার্থী নহে, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ করাও অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী অধিকারী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও দ্বিতীয় জন্য,		পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চি	২৲	১।০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

পল্লী-চিকিৎসালয়ের জন্য সাহায্য

পল্লীঅঞ্চলে ডাক্তারখানাগুলির জন্য বাঙ্গলা সরকার ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ১৯৪২-৪৩ সনের জন্য অনেক টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। থানা-চিকিৎসালয়গুলির জন্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা করিয়া এবং গ্রাম্য চিকিৎসালয়ের জন্য ২৫০৲ আড়াই শত টাকা করিয়া ঐ দান দেওয়া হইবে। ঢাকা জেলায় মোট ১০টি পল্লী-চিকিৎসালয়ের জন্য মোট ৩,৫০০৲ সাড়ে তিন হাজার টাকা, ময়মনসিংহ জেলায় ১৩টী থানা-চিকিৎসালয় ও ৪৪টী গ্রাম্য-চিকিৎসালয়ের জন্য মোট ১৮,৭৫০৲ আঠার হাজার সাত শত পঞ্চাশ টাকা এবং ফরিদপুর জেলায় ৩টী থানা এবং ৭টী পল্লী-চিকিৎসালয়ের জন্য মোট ২১,৭৫০৲ একুশ হাজার সাত শত পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হইবে।

যদি সাধারণভাবে ডাক্তারখানাগুলির কোনটির পরিচালনাকার্য্যে কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে আগামী বৎসরের জন্য আর সাহায্য দেওয়া হইবে না। বাখরগঞ্জ জেলায় ৭টী থানা-চিকিৎসালয় ও ২টী পল্লী-চিকিৎসালয়ের জন্য মোট ৪,০০০৲ চারি হাজার টাকা দেওয়া হইবে।

সামরিক কার্য্যে ডাক্তার নিয়োগ

নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক সরকারী প্রেস-নোট প্রচারিত হইয়াছে:—

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, সামরিক বিভাগে ডাক্তারদের নিয়োগে উৎসাহ প্রদানের জন্য বাঙ্গলা সরকার স্থির করিয়াছেন যে, প্রাদেশিক সরকারী স্বাস্থ্য (সিভিল মেডিক্যাল সার্ভিস) পদের সকল চাকুরীতে স্থায়ীভাবে অস্থায়ীভাবে লোক নিযুক্ত করা হইবে এবং যুদ্ধের পর যখন স্থায়ীভাবে ঐসব পদে লোক নিয়োগ করা হইবে, তখন যাঁহারা সামরিক বিভাগে কায করিয়াছেন এবং যাঁহাদের কার্য্য সম্পর্কে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের ভাল রিপোর্ট থাকিবে, তাঁহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে সুবিধা দেওয়া হইবে। যাঁহারা সরকারী চাকুরী হইতে সামরিক কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন এবং যে-সব বে-সরকারী ডাক্তার সামরিক কার্য্যে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের মধ্যেও সর্ব্বাগ্রে ঐ ব্যাপারে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে।

কলিকাতার ডেপুটী মেয়র

মলিন্দ্রিয়ার শ্রীযুক্ত আর. এস. চাটার্জি এম বি ই ১৯৪৩ সালের জন্য কলিকাতার ডেপুটি মেয়র নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি গত ১৯৩১ ও ১৯৩৩ সালেও কলিকাতার ডেপুটী মেয়র ছিলেন।

যুদ্ধবন্দীদের সহিত পত্র-ব্যবহার

ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগ কর্ত্তৃক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে:—

শত্রু অথবা শত্রুকর্ত্তৃক অধিকৃত অঞ্চল গুলিতে যেসব যুদ্ধবন্দী অন্তরীণ আছে, কেবলমাত্র তাহাদের সঙ্গেই ব্যক্তিগতভাবে পত্র ব্যবহার করা চলিবে। ঐ সব অঞ্চলে তাহারা যে সব ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্রের রাখিয়া আসিয়াছেন, তৎসম্পর্কে পত্রে কিছু উল্লেখ করা আইনতঃ নিষেধাজ্ঞা নিষিদ্ধ এবং কোন পত্রে ব্যবসা-সংক্রান্ত কোন বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে সেন্সর তাহা কাটিয়া ফেলিবেন।

অগ্নিনির্ব্বাপক দলের হাতে নূতন ক্ষমতা অর্পণ

এ আর পি'র এক সংবাদে প্রকাশ আগুনের বিস্তার রোধের জন্য অগ্নিনির্ব্বাপক-দলের লোকদেরকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, কোথাও কোন আগুন লাগিলে তাঁহারা যেকোন ব্যবস্থা অবলম্বন অথবা নির্দ্দেশ দান করা সঙ্গত অথবা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহারা সেইরূপ নির্দ্দেশ দিতে অথবা সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কিংবা করাইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সময়ে বহু সজ্জনের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় অপ্রকাশিত গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। হাতে কলমে সাম্প্রদায়িকতার মূলেই যুক্তি ও শাস্ত্রের বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক সমাধান সুন্দরভাবে নিরূপিত হইয়াছে। মূল্য ।৹ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্লীহাযুক্ত জীর্ণ জ্বরের মুক্তি, পুনঃপুনঃ জ্বরাক্রমণ একমাত্র উপায় [illegible] বেদনা, হাত-পা জ্বালা, পাণ্ডুতা এবং দুর্ব্বলতা দূর করে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার পরিবর্তন হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা চার আনা। মফঃস্বলে মাশুল স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং ক্লাইভ স্ট্রীট রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ মেহারকুল সমুদ্রগড়া

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকালীকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ১১ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১৭ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২রা জানুয়ারী, ইং ১৯৪৩, শনিবার } ১৩৬-১৩৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ নারায়ণ, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীগুরুসেবা

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। কৃষ্ণই নিজে নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে অবতীর্ণ। কৃষ্ণের নিজের দুই আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেক, আর বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেক। আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। একটিকে বাদ দিয়া অপরটীর পৃথক্সত্তা সম্ভব নহে। গুরুপাদপদ্ম বলিলেও গুরু ও কৃষ্ণ উভয়কে বুঝায় এবং কৃষ্ণ বলিলে গুরু ও কৃষ্ণ উভয়কেই বুঝায়। গুরুকৃপা-লাভেই কৃষ্ণকৃপালাভ; গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়ই কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কৃষ্ণদর্শন—কৃষ্ণসেবা-লাভ সম্ভব হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মধ্যেই কৃষ্ণদর্শন হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণোন্মুখ জীবের মধ্যে সেতু বাঁধেন। গুরুদর্শনই কৃষ্ণদর্শন, গুরুসেবাই কৃষ্ণসেবা। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভক্তি আরম্ভই হয় না, যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আত্মবিচারে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।" শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কৃষ্ণকৃপার পৃথক্ পরিচয় নাই।

অকপট গুরুসেবনপ্রবৃত্তিই কৃষ্ণসেবা-যোগ্যতা। সেবার ভূমিকায় শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-শোভা-দর্শনের সৌভাগ্য হয়। সেবোন্মুখ বা সেবকই গুরুপাদপদ্ম-শোভা ও সর্ব্বত্র গুরুপাদপদ্মের বৈভব দর্শন করেন। সেবাই শোভা, সেবকই সুন্দর। যে বস্তু যাহা, তাঁহাকে সেইভাবে দর্শনই সুষ্ঠুদর্শন বা সুদর্শন। গুরুপাদপদ্মের হৃদয়—গুরুপাদপদ্মৈকসর্ব্বস্ব হইয়া গুরুদর্শনই যথার্থ গুরুদর্শন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বপ্রেষ্ঠ সেবক। তিনি কৃষ্ণসেবানিপুণতায় পরম-কৌশলী। তাঁহার প্রত্যেক ক্রিয়া কৃষ্ণসেবার সর্ব্বোত্তম আদর্শ। শ্রীনন্দনন্দনের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কৃত্যই নাই। তিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীনন্দনন্দনের সেবা করেন,—শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন না করা পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার পাদপদ্মে সম্পূর্ণ আকৃষ্ট হইতে পারে না। গুরুপাদপদ্মের পরিপূর্ণ কৃষ্ণসেবক-স্বরূপ যখন দর্শনীয় বিষয় হয়, তখনই আমরা বাস্তবিক গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি। তাঁহার সেই স্বরূপ লক্ষ্য না করা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রকৃত পাদপদ্ম-আশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ হয় না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা অসীম শক্তিশালী। তাঁহার কৃপা যে-কোন মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত অযোগ্যতা বা অনর্থাদি ছাপাইয়া তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা আমার উপর বিস্তার করিতে পারেন—আমাকে যে-কোন মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ দিতে পারেন। তিনি যে-কোন ব্যক্তিকে যে-কোন অবস্থায় আত্মসাৎ করিয়া শ্রীপাদপদ্মের সেবামৃত দান করিতে পারেন। আমার দুরবস্থা দর্শনেও তিনি আমার প্রতি বিমুখ হন না। তিনি আমার যাবতীয় সুবিধা-অসুবিধা বা সুখদুঃখের মধ্যেও আমার প্রতি স্নেহশীল, তাঁহার কৃপা বিতরণে কোন কার্পণ্য নাই। অকপট সেবকের শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধে এইরূপ আশাবন্ধ অনধিকার চর্চ্চা নহে। 'তিনি নিত্যপ্রভু, কৃষ্ণপ্রভু; আর আমি ক্ষুদ্র, অধম, পতিত জীব। আমার পক্ষে তাঁহার সেবালাভের আশা করা বৃথা।'—এইরূপ মনোভাবনাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া হতাশ হইতে হইবে না। আমি অতিশয় ক্ষুদ্র জীব হইলেও তিনি আমার মত ক্ষুদ্র জীবের জন্যই ত' জগতে অবতরণ করিয়াছেন। আমি অধম হইলেও তিনি অধমতারণ, আমি পতিত হইলেও তিনি পতিতপাবন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"শ্রীমুকুন্দপ্রিয়জন, গুরুদেবে জান মন,
তোমা লাগি' পতিতপাবন।"

শ্রীগুরুদেব গোলোকের বস্তু হইলেও আমার জন্যই এ জগতে পতিতপাবনরূপে অবতীর্ণ। সুতরাং আমাদের হতাশার কি কারণ আছে? দেহাভিনিবেশ, ভোগবুদ্ধি বা নিজেকে গুরুপাদপদ্ম হইতে বিজাতীয় পৃথগ্‌বুদ্ধি হইতেই এইরূপ হতাশা, ভয় বা সংশয় আসে। একান্তিনিবেশ, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আপন বোধ বা ঐকান্তিকতার অভাব হইতেই এই অসুবিধা বা বাধা উপস্থিত হয়। তবে ঐরূপ বাধার বর্ত্তমানতায় নিরুৎসাহিত না হইয়া বাধাকে হরিভজনের তীব্র-গতির পরিপোষকরূপে জানিয়া ধৈর্য্যসহকারে সেবা-পথ—কৃপা-পথ আশ্রয় করাই সৌভাগ্যের পরিচায়ক। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ষোল-আনা চাওয়াই কৃষ্ণকে চাওয়া। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে।

আমাদের শারীরিক-মানসিক ক্রিয়াকলাপ, সাধনভজন সমস্তই তাঁহার উদ্দেশ্যে করিতে হইবে। আমাদের যাবতীয় পারমার্থিক প্রযত্ন-চেষ্টাও তাঁহার সেবোদ্দেশ্যেই করিতে হইবে। অনর্থ আছে বলিয়া, দুর্ব্বলতা আছে বলিয়া শ্রীগুরুকৃপার পথ পরিত্যাগ করিতে হইবে না। আবার অনর্থ বা দুর্ব্বলতাকে পোষণ করিতেও হইবে না, শোধন করিতে হইবে; অনর্থের প্রতি লোভ থাকিলে শ্রীগুরুসেবার লোভ হইবে না। আমি অনর্থযুক্ত বা দুর্ব্বল হইলেও সবলের আশ্রিত—বলদেবের আশ্রিত, সর্ব্বক্ষণ এই চিদভিমানে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে। 'গুরুর আমি'—ইহাই চিদভিমান বা শুদ্ধ 'অহং'; এই অভিমানে বন্ধন হয় না, বন্ধন মোচন হয়। 'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার'—ইহাই গুরুসেবকের স্বরূপগত ভাব।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবার ফলে আমাদের যদি কোন দিন শুদ্ধ জীবন হয়, তখন আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য সেবকসূত্রে কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারিব। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের নিকট প্রথমে শ্রীনামের কথা বলেন, অনর্থনিবৃত্তি হইলে কৃষ্ণরূপের কথা বলেন; আরও বেশী অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভগবানের গুণের কথা বলেন এবং তদপেক্ষা অধিকতর অনর্থনিবৃত্তি হইলে লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়া আমাদিগকে পূর্ণভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট করেন। তখনই আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীনন্দনন্দনের সেবা লাভ করি।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে"

(মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ)

"ধর্ম" শব্দটি উচ্চারণ ক'রতে অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি আজকাল শঙ্কিত হন। ধর্ম বা ধর্ম শব্দের এত অপব্যবহার হ'য়েছে যে, ঐ শব্দটি উচ্চারণ করলেই আমরা কেহ কেহ ফিট্ হ'য়ে উঠি কিংবা উহা কতকগুলি বাঁধা-ধরা লোকের অথবা অন্ধ, অলস এবং জগতের প্রগতি ও ক্রমোন্নতির সহিত বিচ্ছিন্ন হাবা-বোকা লোকের ভাবপ্রবণতা কিংবা এক শ্রেণীর লোকের নিজের এক প্রকার সঙ্কীর্ণ স্বার্থ উদ্ধারের কৌশল—এরূপ সিদ্ধান্ত ক'রে [illegible] এইসকল অপবাদ যে একেবারে আধুনিক ও নূতন, তা'ও বলা যায় না, কারণ চার্বাকগণের যুগেও কর্মী ব্রাহ্মণগণকে এই অপবাদ শুন্‌তে হ'য়েছিল। কিন্তু আধুনিক প্রগতির যুগে কেবল চার্বাকের দোহাই দিয়ে সাফাই করা চলে না; কারণ এখন অনেক বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আছে যা'তে অনেকেরই ধর্মালোচনায় প্রত্যক্ষ একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'য়েছে। যা' হ'ক সে-সকল বাদানুবাদ এখানে উত্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বা যা'দের [illegible] তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'য়েছে, তা'দের বিচার যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত নয়, তা'ও ব'লছি না। তবে এ কথাটি অতি সত্য যে, মানবজাতির অন্ততঃ ভারতবাসীর বা হিন্দুর মধ্যে 'ধর্ম'-শব্দের অপব্যবহার ও বিকৃত ধারণা হ'তেই "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ" দেখ্‌লে যেরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সেরূপ ধর্মের প্রতি একটা আতঙ্ক ও বিতৃষ্ণা এসে গেছে। এরূপ আতঙ্ক ও বিতৃষ্ণা একদিক দিয়ে ভাল; কারণ যা'কে তা'কে ধর্ম বা ধার্মিক মনে ক'রে তা'তে ঝাঁপিয়ে পড়া আত্মহত্যার চেয়েও নিজের ও সমাজের পক্ষে অধিক অনিষ্টকর। তবে সেই ছলে বাস্তবধর্মের অনুসন্ধানকেও ধামাচাপা দিবার চেষ্টা মনুষ্যত্বের পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়।

ব'ল্‌লে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না, ভারতের প্রায় সকল লোকের নিকটই শব্দটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—আত্মসুখবাদ। হয় বা [illegible] ঐহিক সুখ (পুণ্য), চাকচিক্য (স্বর্গ), কোন-না-কোন প্রকার ব্যক্তিগত [illegible] (নাম), না হয় এ জগতের জ্বালা যন্ত্রণা হ'তে অবসর পাওয়া (মোক্ষবাসনা) সাধারণতঃ ধর্মের সংজ্ঞায় [illegible]; কিন্তু ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে [illegible] যে ধর্মের উদ্দেশ হ'য়েছে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত যে ধর্মের প্রকাশ ক'রেছেন, সে ধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। [illegible] হ'য়েও [illegible] ও নিরত [illegible], অনাবৃত আত্মার পক্ষে সেই পুরুষোত্তমের সুখানুসন্ধানই বাস্তব বিশ্বধর্ম। ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেব এ'কেই 'প্রেমধর্ম' ব'লেছেন।

কুরুক্ষেত্রের কথা বল্‌লেই আমাদের মনে আসে—মহাযুদ্ধের করাল ছবি। বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক মহাযুদ্ধ, তারপর যে-সকল খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ বা রাজ্যবিপ্লব অনুষ্ঠিত হ'য়েছে এবং বর্ত্তমানে সমগ্র বিশ্বে যান্ত্রিক মহাযুদ্ধের যে উদ্যম তাহা পরিদৃষ্ট হ'চ্ছে, তা'তে যুদ্ধের স্মৃতি কা'রও পক্ষে রুচিকর নয়। আজ সমগ্র সভ্যসমাজ জগদ্ব্যাপী শান্তি-প্রতিষ্ঠার গবেষণায় নিযুক্ত, এমন কি মাতৃজাতিও আজ এই শান্তির আকাঙ্ক্ষা ক'রে আপনাদিগকে দূরে রাখেন নাই। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের "Women's international league fo peace and freedom"-এর (শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য নারীদের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ) যুদ্ধ উঠাইয়া দিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা ক'রেছিল, তা' অনেকেই জানেন। লণ্ডনের সেণ্টপল ক্যাথেড্রালের ক্যানন শেপার্ড হাজার হাজার যুবককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক'রেছিলেন, "I renounce war and never again directly or indirectly, will I support or sanction another." আমি যুদ্ধত্যাগ করলাম এবং আর কখনও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অন্য যুদ্ধের সমর্থন বা অনুমোদন ক'র্‌ব না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিশ্বসমরের কি নিবৃত্তি হ'ল!

কিছুদিন পূর্ব্বে 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' ও 'হরিজন' পত্রিকায় বিলাতের শান্তি-সমর্থকদের মত নিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে একটা বাদানুবাদ হ'য়ে গেছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উপদেশকে যুদ্ধকামী ও শান্তিকামী উভয় সম্প্রদায়ের পাণ্ডা ও নেতৃগণই তাঁ'দের অনুকূলে ব্যবহার ক'র্‌তে চা'চ্ছেন। যা' হ'ক সে-সকল বাদানুবাদ হ'তে কিছু সময় দূরে থেকে আমরা ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র একবার পরিক্রম ক'রে আসি।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে কুরুক্ষেত্রের অনেক কথা শু'নতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে [illegible] (৭।৩০), শুক্ল যজুর্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণ (১১।৫।১।৪), কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র (২৪।৬।৩৪); সামবেদের ব্রাহ্মণ (৫।১০।১২), তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৫।১), জাবালোপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যে কুরুক্ষেত্রের কথা আছে। জাবালোপনিষৎ কুরুক্ষেত্রকে যজ্ঞক্ষেত্র ও ভগবৎ-প্রাপ্তির স্থান ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন।

অতি প্রাচীনকালে 'কুরু'-নামে এক রাজর্ষি এই ক্ষেত্রে কর্ষণ ক'রেছিলেন, তা' থেকে এ স্থানের নাম হ'য়েছে 'কুরুক্ষেত্র'। কুরু সম্বরণ ও তপতীর পুত্র। দৃষদ্বতী নদীর উত্তরে ও সরস্বতী নদীর দক্ষিণে ব্রহ্মর্ষি-সেবিত ব্রহ্মাবর্ত্ত—কুরুক্ষেত্র।

চীন-পরিব্রাজকগণ যে সময় কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন, তখনও তাঁ'রা সেখানে যুদ্ধে মৃত বীরগণের রাশিকৃত অস্থি দে'খতে পেয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র কান্যকুব্জের রাজগণের অধিকারে আসে। গজনীর সুলতান মামুদ থানেশ্বর আক্রমণ ক'রে খুব অত্যাচার ও লুটপাট করেন। ১০৪৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দুগণ কুরুক্ষেত্রের উদ্ধার করেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজের গৌরবরবি অস্তমিত হ'লে কুরুক্ষেত্র মুসলমানের অধিকারভুক্ত হয়। সে সময় অনেক হিন্দুতীর্থ লুপ্ত ও দেবালয় বিধ্বস্ত হ'য়েছিল! এরূপ বিপদের সময়ও সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী জীবন তুচ্ছ ক'রে বহু দূরদেশ হ'তে কুরুক্ষেত্রের পবিত্রতীর্থে আগমন ক'র্‌তেন। 'তারিখ-ই-দাউদী'-নামক মুসলমান ইতিহাসে দে'খতে পাওয়া যায়, সিকন্দরলোদীর রাজ্য পাওয়ার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে স্নানের জন্য বহু যাত্রীর সমাগম হ'য়েছিল। সিকন্দর ঐসকল তীর্থযাত্রীকে বিনাশের ইচ্ছা করেন। 'তবকাৎ-ই-আক্‌বরী'র বর্ণনা হ'তেও জানা যায়, আকবর একবার থানেশ্বরে এসেছিলেন। তখন কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে বহু সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হ'য়েছিল। তীর্থবাসিগণ ব্রাহ্মণগণকে অনেক সোনা ও মণিমাণিক্য দান ক'রেছিলেন।

ঔরঙ্গজেব কুরুক্ষেত্রের বৃহৎ সরোবরের মধ্যে দ্বীপাকার স্থানে 'মুখলপাড়া' নামে একটা দুর্গ নির্মাণ করেন। সেই দুর্গ হ'তে হিন্দু তীর্থযাত্রিগণকে গুলি করা হ'ত,—এরূপ শুন্‌তে পাওয়া যায়। শিখদের অভ্যুদয়ের সময় কুরুক্ষেত্রের লুপ্ততীর্থ ও প্রাচীন দেবমন্দিরগুলির উদ্ধারসাধন হয়।

জীবনের একঘেয়ে ভাব হ'তে সাময়িক মুক্তিলাভ, দৈহিক ও মানসিক রোগ, সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কিংবা পারত্রিক পুণ্য বা স্বর্গভোগের আশায় অনেকে দেশ-ভ্রমণের উপযোগিতা স্বীকার করেন। কিন্তু যাঁ'দের এরূপ কোন উদ্দেশ্য নাই, এমন কি দুঃখ-কামনার বশবর্ত্তী হ'য়েও যাঁ'রা দেশভ্রমণ বা তীর্থভ্রমণ করেন না, বাঙ্গালার আদি কবির ভাষায় ব'লতে গেলে যাঁরা,—

"তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থ-ভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥"

—এরূপ এক মহাপুরুষ ও তাঁ'র অনুগামী ভক্তের সঙ্গে ইংরাজী ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসের প্রথমভাগে কুরুক্ষেত্র দর্শনের সুযোগ হ'য়েছিল। দিল্লী হ'তে কুরুক্ষেত্র খুব বেশী দূর নয়, ট্রেনে চার ঘণ্টার রাস্তা। ১২ই নভেম্বর ছিল সোমবতী অমাবস্যা ও সূর্য্যগ্রহণ। এ সময়ে সোমবারে যদি একসঙ্গে অমাবস্যা ও সূর্য্যগ্রহণ হয়, তা' হ'লে তা'কে পরমপবিত্র যোগ মনে করা হয়। পাঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশ হ'তে লক্ষ লক্ষ নরনারী কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মসরোবরে স্নানের জন্য আসেন। যাঁ'রা কিছুদিন পূর্ব্বে কল্‌কাতায় অর্দ্ধোদয়-যোগস্নানের লোকসঙ্ঘট্টের দৃশ্য দেখেছেন, তাঁ'রা কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণের লোকসঙ্ঘট্টের কিছুটা অনুমান ক'র্‌তে পা'রবেন।

ব্রহ্মসরোবরের তীরে উত্তরভাগে শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠ। কুরুক্ষেত্রে গৌড়ীয়গণের ইহাই সর্ব্বপ্রথম ও একমাত্র ধর্ম-প্রতিষ্ঠান। কুরুক্ষেত্রে গৌড়দেশের শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পদার্পণ ক'রেছিলেন। তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য এখানে একটী মঠ প্রতিষ্ঠা ক'রে সেখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ ক'রেছেন। মঠের প্রচারকগণ পাঞ্জাব-প্রদেশে গৌড়ীয়-দর্শন ও সাহিত্যের কথা প্রচার করছেন। মেলার সময় ছাড়া এস্থান অত্যন্ত নির্জ্জন। এখানে একটা ঘটি-বাটির জন্য মানুষকে মানুষ খুন ক'র্‌তে পারে। চোর ও ডাকাতের উপদ্রব সর্ব্বক্ষণই লেগে র'য়েছে।

আমরা শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠের খোলা জায়গায় তাঁ'বুর মধ্যে ছিলাম। আমাদের স্থানটী খুব উঁচু হ'লে মেলার লোক-সমুদ্রের বিপুল তরঙ্গ সব সময়েই আমাদের চোখে প'ড়্‌ত। প্রায় আট লক্ষ লোক শ্রীগৌড়ীয়মঠে এসে শ্রীচৈতন্যের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ক'রে বাঙ্গালাদেশের প্রেমাবতারের কথা শু'নতে পেয়েছিলেন। বোম্বাই হাইকোর্টের 'অ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত দীনদয়াল বাজপাল, লাহোর হাইকোর্টের ট্রান্‌স্লেটার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেণীপ্রসাদ শর্ম্মা, দেরাদুন-নিবাসী ক্যাপ্টেন এ, এস্‌, ঝম্ম, পাঞ্জাবের বলদেব সিং গিল, পি, সি, এস্‌, এম্‌, অমৃতসরের শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস, কাশ্মীরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনানাথ শর্ম্মা, কানপুর শ্রীযুক্ত সন্তোষসাৎ সিং, বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আত্মারামজী ও সদানন্দজী, এটোয়া-সনাতন-ধর্ম্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক পণ্ডিত জি, এস্‌, ভার্গব, আম্বালা এ, এস্ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র, ডেপুটী কমিশনার মিঃ কৃপালনী, কুরুক্ষেত্র পুনরুদ্ধার সমিতির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত লালা দেওয়ানী রাম বি-এ আমাদের আচার্য্যের নিকট এসে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেন।

এই কুরুক্ষেত্রকে শ্রীগীতা বা শ্রীমহাভারতের পাঠক যেভাবে দেখেন, গৌড়ীয়গণের দর্শন সেরূপ নয়। এখানে গ্রহণ-স্নানের ছল ক'রে বৃন্দাবনের কৃষ্ণবিরহবিধুর গোপসম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হ'তে এসেছিলেন এবং হাতী, রথ, ঘোড়া প্রভৃতি রাজসিক উপকরণ হ'তে কৃষ্ণকে ছুটি ক'রে বৃন্দাবনের সম্পদ্‌-সম্ভার সেই কিশলয়, বন, ফুল, গোধন, যমুনা সৈকত প্রভৃতির মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণের অপূর্ব্ব আর্ত্তি প্রকাশ ক'রেছিলেন। সন্নিহিত কুণ্ডের তীরে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপীগণের আর্ত্তি-[illegible] উঠেছিলেন। পদ্মনেত্রকে ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরযুক্ত মনে ক'রে তাঁ' থেকে দূরে না থেকে, তাঁ'কে আপনার হ'তেও আপনার,

* [illegible] ২৭শে।

কৃষ্ণভক্তি-অনুকূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

আপনজন মনে করে পর্দার ভিতর পূর্ণভাবে দেখার জন্য যে নিবিড় আত্মার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, তা'ই কুরুক্ষেত্রে আদর্শে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য প্রকাশ ক'রেছিলেন। অবশ্য এ-সকল কথা ভক্ত ও অনুশীলনের বিষয়, সকলে এত বড় কথা বুঝবার অধিকারী ন'ন; তবে সাধারণকে বুঝাবার জন্যে কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণের ঘটনা-উপলক্ষে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁ'র বিরহকাতর ভক্তগণের মিলনের যে দৃশ্য ভাগবতের বর্ণনায় আছে, তা' প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আমাদের আচার্যদেব কতকটা দিগ্দর্শন করিয়েছিলেন। 'বাঙালীর দিক্ থেকে কুরুক্ষেত্রের এরূপ প্রচারের কথা সম্পূর্ণ নূতন ও মৌলিক'—ইহা হিন্দুস্থান টাইমস্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ও বহুল-প্রচারিত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হ'য়েছিল।

এখন শ্রীকুরুক্ষেত্র-সম্বন্ধে আর কএকটি কথা ব'লে প্রবন্ধের উপসংহার ক'র্‌ব।

প্রাচীনকালে শ্রীকুরুক্ষেত্রে ৯টি নদী প্রবাহিত ছিল। এখন সকগুলি দে'খ্‌তে পাওয়া যায় না। নদীগুলির নাম এই—(১) সরস্বতী—উত্তরদিকে, (২) বৈতরণী—পুণ্ডরী-এলাকায়; (৩) উপগঙ্গা—থানেশ্বরের পশ্চিমে, (৪) মন্দাকিনী—মধ্যদেশ হ'য়ে প্রবাহিত হ'য়েছে, (৫) মধুস্রবা—থানেশ্বরের উত্তরদিকে, (৬) অংশুমতী—কুরুক্ষেত্রের মধ্যস্থলে, (৭) কৌশিকী—থৌলী ও বালুগ্রাম দিয়া প্রবাহিত, (৮) দৃষদ্বতী—থৈথল হ'তে প্রবাহিত, (৯) হিরণ্বতী—থানেশ্বর-অঞ্চলের নিকট ও বারেলার পাশ দি'য়ে চ'লেছে।

ব্রহ্মসর—এই সরোবরটি লম্বায় ১৪১২ গজ ও চওড়ায় ৭০০ গজ। কুরুক্ষেত্র জীর্ণোদ্ধারসমিতি সাধারণের সাহায্যে এই স্থান সংস্কার করছেন, পূর্বে এখানে ভারতের সর্বপ্রধান যজ্ঞ হত। যাঁ'রা শাস্ত্র-জ্যোতিষের আলোচনা ক'রতেন, তাঁ'রা এখানে এ'সে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ ক'রতেন এবং এখানে যজ্ঞ হ'তেই সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী জাতকের সম্বন্ধে ঘোষণা ক'রতেন।

সান্নিহতীতীর্থ—অনেকে বলেন যে, মহাভারতের যুদ্ধের সময় কৌরব ও পাণ্ডবগণের সেনাপতিগণ এখানে মিলিত হ'য়েছিলেন। আবার মহাভারতে দে'খ্‌তে পাওয়া যায়, এখানে সকল তীর্থের সমাগম হ'য়েছে ব'লে এই স্থানের নাম হ'য়েছে 'সন্নিহতীতীর্থ'। এই হ্রদের সরোবরটি লম্বায় ৫০০ গজের কিছু বেশী ও চওড়ায় ১৫০ গজ হ'বে। এই সান্নিহতীতীর্থেই সোমবতী অমাবস্যা ও সূর্যগ্রহণের সময় বিরাট মেলা হয়। ১০ লক্ষ হ'তে ১৫ লক্ষ লোক সে-সময় এখানে সমবেত হন।

জ্যোতিসর—প্রবাদ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে এখানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা-উপদেশ ক'রেছিলেন ও বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র ষ্টেশন হ'তে প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিমে ও থানেশ্বর ষ্টেশন হ'তে আনুমানিক সাড়ে তিন মাইল দূরে এই স্থান অবস্থিত। জ্যোতিসরের তীরে কএকটি মন্দির র'য়েছে। দক্ষিণদিকের মন্দিরে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ রথে উপবিষ্ট, উত্তরদিকের মন্দিরে শিব; দক্ষিণতীরে পশ্চিমাংশে একটা বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষ, তা'র চতুর্দিক বাঁধান ও একটা সুন্দর চবুতরা। চবুতরায় শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ। বনবাসী পণ্ডিত-নামক এক উৎসাহী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের গীতা-উপদেশের বর্তমান স্থানটিকে নির্দেশ ক'রেছেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজ পণ্ডিতকে অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রেছেন।

ভদ্রকালীর পীঠ—মহাভারতের যুদ্ধের পূর্ব হ'তে এ স্থান প্রসিদ্ধ। প্রাচী সরস্বতীর দিকে যেতে এই স্থান পাওয়া যায়। এই ভদ্রকালীর কথা শ্রীমহাভারত ও শ্রীভাগবতে আছে। মহাভারতের যুদ্ধের সময় পাণ্ডবগণ জয়শ্রীলাভের জন্য ভদ্রকালীর নিকট বর চে'য়েছিলেন। পাণ্ডবগণ ছিলেন কৃষ্ণের বিশেষ প্রিয় ও সাধুপ্রকৃতির, আর কৌরবগণ পাণ্ডবগণের নির্যাতনকারী। ভদ্রকালী কৌরব-পক্ষকে পরাভূত ক'রে কৃষ্ণগত প্রাণ পাণ্ডবগণকে বিজয়মাল্যে ভূষিত ক'রেছিলেন। তখন থেকে ভদ্রকালীর নাম হ'য়েছে 'বিজয়-কাত্যায়নী'। ভাগবতে আছে, রাজা ভরত যখন গণ্ডকী-নদীর তীরে ব'সে ভগবানের ভজন ক'র্‌ছিলেন, তখন একটা অনাথ হরিণশিশুকে রক্ষা ক'র্‌তে গিয়ে হরিণের প্রতি তাঁ'র আসক্তি এসে যায় এবং সেজন্য ভরতকে হরিণদেহ লাভ ক'র্‌তে হয়। যখন তিনি হরিণদেহ হ'তে মুক্ত হ'য়ে জন্মান্তরে কোন ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে আবির্ভূত হ'লেন, তখন তিনি বিচার ক'র্‌লেন যে, তিনি জীবনে কোন লোকের সঙ্গে মিশ্‌বেন না। তাই তিনি নিজেকে জড়বৎ অর্থাৎ অচেতনের মত দেখা'তে লাগ্‌লেন। লোকেও জড়ভরতকে হাবা-গোবা মনে ক'রে তাঁ'র উপর নানা-প্রকার নির্যাতন ক'র্‌তে থাকে। একদিন এক ডাকাতের দলের সর্দার ভদ্রকালীর নিকট নর-বলি দিবার জন্য উপস্থিত হ'ল; কিন্তু যে লোকটাকে কালীর নিকট বলি দিবার জন্য আনা হ'য়েছিল, সে লোকটা হঠাৎ পালিয়ে গেল। ডাকাতের চরগুলি চারিদিক্ খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশ্রহর রাত্রে একটা শস্যক্ষেত্রের নিকট জড়ভরতকে দে'খ্‌তে পে'ল এবং তাঁ'কে দিয়েই তা'দের কাজ সিদ্ধ হ'বে ভে'বে ভরতকে বেঁ'ধে কালীর নিকট নিয়ে গেল। যথাবিধি পূজা সমাপন ক'রে যেমন তা'রা দেবীর সন্তোষের জন্য ভরতকে বলি দিতে খড়্গ উঠান অমনই ভদ্রকালী তা'দের কণ্ঠ হ'তে প্রাণবায়ু প্রকাশ ক'রে এবং এক ভয়ঙ্করী ক্রোধময়ী-মূর্তি প্রকাশ ক'রে খড়্গধারী সেই-সকল দুষ্টের মাথা কেটে ফে'ল্‌লেন ও তাঁ'দের রক্তপান করে তাণ্ডব আরম্ভ ক'রে দিলেন এবং পাপিষ্ঠগুলির মাথায় কন্দুক (ball)-খেলা খে'ল্‌তে থা'ক্‌লেন।

মহম্মদগজনী যে সময় এই স্থান আক্রমণ ক'রে হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও তাঁ'দের দেবমন্দির লুণ্ঠন ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন, সে সময় পূজারীরা দেবীর মূর্তি বর্তমান মন্দিরের সম্মুখে যে একটা কূয়ো দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা'তেই নাকি রেখে অন্যত্র পালিয়ে যা'ন। প্রবাদ ঐ সময় ভদ্রকালীর শক্তিতে ঐ কূয়ো হ'তে এক অশ্বারোহী সৈনিক উঠে মহম্মদগজনীর সৈন্যদলকে পরাস্ত ও ধ্বংস করেন। তখন থেকে ঐ কূয়োর পার্শ্বে যাত্রিগণ পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ও চার ইঞ্চি উঁচু অশ্বারোহী সৈনিকের মূর্তি উপহার দিয়ে ভদ্রকালীর পূজা ক'রে থাকেন।

আমরা আচার্যের সঙ্গে যখন ভদ্রকালীর মন্দিরে পৌঁ'ছুলাম, তখন তথাকার পূজারী বদরীনারায়ণ দাস ব'ল্‌লেন যে, সেই সময় হ'তে এখানে দেবীর সম্মুখে নারিকেল, কলা প্রভৃতি বলি হয়ে থাকে, এখানে কোন প্রাণী-হিংসার ব্যবস্থা নাই।

ভদ্রকালীর মন্দির দর্শন ক'রে আমরা প্রাচী সরস্বতীর দিকে চল্‌তে থাক্‌লাম। পথে প্রাচীকূপ ও নানকপন্থীদের কয়েকটি মঠ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ল। এই প্রাচী সরস্বতীর তীরেই ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব এ'সেছিলেন এবং থানেশ্বরী জগন্নাথ-নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে তিন দিন ছিলেন। নাভাদাসের হিন্দী ভক্তমালে এই ইতিহাস পাওয়া যায়।

থানেশ্বর—সরস্বতী নদীর তীরে থানেশ্বর নগর। স্থানেশ্বর (স্থাণু-ঈশ্বর) শিবের নাম হ'তে এই স্থানের নাম হয়েছে। মহাভারতের স্থাণুতীর্থ-নামে এই স্থানের উল্লেখ দে'খ্‌তে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক 'হিউ এন্‌থ সঙ' এখানে এসেছিলেন। সে সময় থানেশ্বর প্রায় দু'শ ক্রোশ বিস্তৃত একটা স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। ১০১১ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ থানেশ্বর আক্রমণ করেন এবং বহু দ্রব্য লুণ্ঠন করে স্বদেশে নিয়ে যান। শিখদিগের সময় সর্দার মিটসিং থানেশ্বর অধিকার করেন এবং তাঁ'র ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই স্থান দিয়ে যান। মুসলমানের সময় থানেশ্বরের অনেক দেবমন্দির ভেঙে তা'র উপর মস্‌জিদ তৈরী করা হয়। এক সময় এখানে হিন্দু ও মুসলমানদের তুমুল যুদ্ধ হ'য়েছিল। এখনও থানেশ্বরে বহু ধ্বংসাবশেষ ও বড় বড় সৌধের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মিটসিংহের বংশ লোপ হ'লে থানেশ্বর বৃটিশসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। থানেশ্বর-মহকুমা এখনও বনসম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে অনেক সওদাগর ও বণিকের দোকান ও ঘরবাড়ী দে'খ্‌তে পাওয়া যায়। এখানকার থানেশ্বরী শ্রীজগন্নাথ-নামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের একজন ভক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে কৃপাপূর্বক পদার্পণ ক'রে'ছিলেন।

আমরা ১৬ই নভেম্বর বেলা ৩।টার ট্রেনে কুরুক্ষেত্র হ'তে দিল্লীতে এসে উপস্থিত হ'লাম। তা'র পরদিন তুফান-মেলে এলাহাবাদে আস্‌লাম। আমাদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে যেমন পি, ডি, দত্ত আই, এম্, এস্ মহাশয়ের গৌড়ীয়সাহিত্য ও দর্শন-সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলাপ হয়। এলাহাবাদ হ'তে বেলা প্রায় ১১॥ টার ট্রেনে সকলে প্রতাপগড় ষ্টেশনে আসা গেল। এলাহাবাদ হ'তে প্রতাপগড় পর্যন্ত ট্রেনের মধ্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পি, কে, আচার্য আই, ই, এস্ ডি-লিট (লণ্ডন) ও একজন বিশেষ পাশ্চাত্য প্রফেসর সঙ্গে গৌড়ীয়-দর্শন ও ভাগবতধর্মের অনেক কথা হ'ল। আমাদের আচার্যের মুখে অধ্যাপক আচার্য ও প্রফেসর সাহেব গৌড়ীয়দর্শনের ঐরূপ বিশ্লেষণ শ'ুনে চমৎকৃত হ'লেন। তাঁ'রা লক্ষ্ণৌর কন্‌ভোকেশনে যাচ্ছিলেন। আমরা প্রতাপগড়ে গাড়ী বদল করে রাত্রি প্রায় ১০ টার ফৈজাবাদে পৌঁ'ছুলাম। আমাদের একজন সতীর্থ তখন ফৈজাবাদের এস্, ডি, ও (এস্, ই, এস্) ছিলেন। তিনি বিশেষ অভ্যর্থনা করে তাঁ'র গৃহে নিয়ে গেলেন। ফৈজাবাদ সহরের পশ্চিমাংশে সরযূ-নদীর প্রাচীন খাত আছে। এখানে গোপ্তারঘাট বলে একটা স্থান আছে। প্রবাদ, শ্রীরামচন্দ্র এই ঘাটে কার্তিক মাসের চতুর্দশীতে অযোধ্যাবাসী প্রজাগণকে নিয়ে তাঁ'র লীলা সংগোপন ক'রে'ছিলেন। ফৈজাবাদের গভর্ণমেণ্টের পাঠাগার ও যাদুঘর আমরা দর্শন ক'র্‌লাম। পাঠাগারটী তত বড় না হ'লেও এখানে অনেক প্রাচীন ও অপ্রাপ্য মূল্যবান্ কাগজ-পত্র ও পুস্তক আছে। আমরা লাইব্রেরীতে কয়েকদিন এসে বহু সময় তা'তে নিয়োগ ক'রতাম ও তথ্য সংগ্রহ ক'রে নিতাম।

২২শে নভেম্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ফৈজাবাদ হ'তে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যা-দর্শনে যাই। অযোধ্যার কথা পরে 'গৌড়ীয়ে' আর এখানে প্রবন্ধ বিস্তার ক'র্‌ব না। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভিটার উপরে এখন মসজিদ ও চতুর্দিকে অসংখ্য কবর দেখ্‌তে পাওয়া যায়। হিন্দুরা তাঁ'দের এই জন্মস্থান রক্ষা কর্‌বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। শুন্‌তে পাওয়া গেল, যে সকল হিন্দু এখানে যুদ্ধে নিহত হন, তা'দেরই কবর জন্মস্থানের চতুর্দিকে এখন দেখতে পাওয়া যায়। অযোধ্যার রাম জন্মভূমি ও সীতা-কি-রসুই—জন্মভিটার সংলগ্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য। আমরা ৩০শে নভেম্বর অযোধ্যা হ'তে কলিকাতা যাত্রা ক'রে পরদিন প্রাতে ৭টায় কলিকাতায় এসে পৌঁছি।

তাপবক্ত, তুলসী-পত্রায়, ভক্তকণে। চতুর্ধা বিগ্রহ ক এ এই গাতি পদে

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(০)::——

এই মনুষ্য-শরীর ধারণ ক'রে শ্রীহরির কাজে আমাদের কায়-মনো-বাক্যের সমস্ত চেষ্টা নিযুক্ত না হ'লে আমরা বাস্তবিক জীবন্মৃত। ভগবানের সেবার বিচার এলে জীবদ্দশায় থেকেও জীবন্মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ দুঃখের ঘোরে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত তা'র অনেক কাজ প'ড়ে গেছে। মনোবৃত্তি ও শরীরবৃত্তি ছাড়া আত্মবৃত্তি—নিত্যবৃত্তি জাগ্রত হ'লে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবাবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন কামনাই উদয় হয় না। কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত সুকৃতি-ফলে মানুষের কৃষ্ণসেবায় সুযোগ উপস্থিত হয়। আমাদের কপাল পোড়া, তাই অন্য কার্যে নিযুক্ত হ'য়ে দিন কাটাই। কিন্তু যাঁ'রা মানুষ, দেবতা—সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁ'দের চিত্তস্রোত—ভগবানের সেবা করা; ভগবানের পূজাতেই সকলের প্রকৃত পূজা হ'য়ে যা'বে, সকলেই সন্তুষ্ট হ'বেন। তাঁ'র সেবাই সবচেয়ে বড় কথা, আবার তা' অপেক্ষাও বড় কথা—ভগবানের ভক্তের সেবা; কেন-না, ভক্তই ভগবানের সন্ধান দিতে পারেন।

হরিভজন ক'লে ব্যারাম হওয়াও ভাল; হরিভজন না হ'লে ব্যারাম থেকে ছুটী পেয়েও লাভ কি? যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সকল অবস্থাতেই সে ভগবানের সেবা করুক—ইহাই বৈষ্ণবের বিচার। ভক্তি হ'তে যা'তে, তা'রই যত্ন: করা দরকার। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভের আর উপায়ান্তর নাই। ভগবানের বিক্রম, তাঁ'র শক্তির পরিচয় জানা দরকার। সাধুই তা' ব'লে দিতে পারেন। ভগবান্ পরম শক্তিমান্; তিনি আমাদিগকে যে শক্তি দেন, তা' নিয়েই আমরা শক্তির পরিচয় দিই। তাঁ'র দেওয়া শক্তি তিনি আকর্ষণ ক'রে নিলে আমাদের কিছুই থাকে না। তাঁ'কে সেবা ক'রবার জন্য তাঁ'র আনুগত্যের পরিবর্তে তাঁ'র কাছ থেকে কিছু পাবার অভিপ্রায়ে যখন আমরা অ-কৃষ্ণ ভাব অর্জ্জন করি, তখন তাঁ'র কৃপা হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে বঞ্চনাই গ্রহণ করতে হয়।

আমরা যদি ভক্ত থেকে স'রে যাই, তা' হ'লে কেবল অমঙ্গলই লাভ হ'ল। আর যাঁর ভক্তির সন্ধান পাই, তবেই সব মঙ্গল হ'য়ে যায়—মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হয়। অভক্তের সন্ধানে কেবল নানাপ্রকারই প্রাপ্ত হয়—নানাপ্রকার সংগ্রহ ক'রবার জন্য অন্তরে অন্তরে ইচ্ছা উদিত হ'লে সম্পূর্ণ অমঙ্গলের পথে প্রধাবিত হই।

উচ্চ প্রভুর বিচারে—তাঁ'র সেবায় মনে প্রভা না থা'কলেই, নানাপ্রকার অন্ন হ'লেই নানাপ্রকার অনর্থে প্রপীড়িত হ'য়ে কষ্ট পেতে হ'বে। ভগবানের ভক্তের কথা না শুনার দরুণই অন্য বস্তুর প্রতি আসক্তি থেকে যাচ্ছে, ভুক্তোবেশ-প্রধানের বিচার এসে প'ড়ছে। মহাপ্রভু আমাদিগকে সর্বক্ষণ কৃষ্ণের অনুশীলনের কথা ব'লেছেন, কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে, তা'তেই বড় অসুবিধা মনে হ'চ্ছে। সাধু প্রসঙ্গ হ'তে কখনই তফাৎ থা'কতে হ'বে না।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(:০:)::——

শ্রীধামগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিপূজা-মহোৎসব

গত ১০ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর, শনিবার আচার্য্যবর্য্য কৃষ্ণচতুর্থী-তিথিতে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বাদশবার্ষিক বিরহতিথিপূজা মহোৎসব ঢাকা-শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসব-দিবস উষঃকালে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুরুশরণাগতি, শ্রীশিক্ষাষ্টক ও "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর"-গীতি কীর্ত্তন হইলে শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত প্রভু "শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী" পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদবাণীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমন্দির ও শ্রীতুলসী-কানন পরিক্রম করা হয়। অতঃপর বিগ্রহে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার সম্মুখে শতক্রন্দন, 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতি সদ্ম', 'দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব', 'গোপীনাথ! মম নিবেদন শুন', 'যশোমতীনন্দন, ব্রজবর-নাগর' ইত্যাদি গীতি কীর্ত্তন করা হয়।

প্রবণসময় পূর্বাহ্ণ হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ"-পারায়ণ হয়। অপরাহ্ণ ২॥ ঘটিকা হইতে বিশেষ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয় নবপ্রকাশিত "শ্রীশ্রীউপদেশামৃত"-গ্রন্থ পাঠ করেন। অতঃপর ৪॥ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ শরণাগতপ্রভু "শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ বহু শ্রদ্ধালু সজ্জন ব্যক্তির নিকট অলৌকিক ভাবে 'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ ও তন্মাহাত্ম্য'-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের পর মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

মেক্সিকো ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে যে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহাতে উভয় দেশের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য শুল্ক-ভার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই শুল্ক-ভারের জন্য উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হইতেছিল।

———

মাত্তায় সুযোগে জেল ত্যাগ

গত ১৬ই নবেম্বর দুর্দ্দিবাজার সদর জুরীর জেল গেট ভাঙ্গিয়া জেল ত্যাগ করিবার চেষ্টা করায় অভিযোগে উনিশজন বন্দীকে অভিযুক্ত করা হয়। জেলের মধ্যে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, আসামীরা জানালার কাচের শার্সি ভাঙ্গে ও জেল গেট ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে এবং কয়েকটি ঘরে জেলের দেওয়ালে গর্ত করিয়াছিল।

লালফৌজের নূতন লাল পতাকা

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলেন, সুপ্রীম সোভিয়েট এক ডিক্রীবলে লাল-ফৌজের জন্য নূতন একরকম রেজিমেন্টাল লাল পতাকা তৈয়ারী করিয়াছেন। পতাকাটির উপর কাস্তে ও হাতুড়ী প্রতীকের চারিদিকে এই শব্দ কয়টি লেখা আছে: "আমাদের সোভিয়েট পিতৃভূমির জন্য।" আইন অনুসারে "সৈন্যদের দুর্বলতাবশতঃ এই পতাকা শত্রুর হস্তগত হইলে ঐ সৈন্যদলের সেনাপতি ও সমস্ত অফিসারকে সামরিক ট্রাইবুনালের নিকট বিচারার্থ হাজির করা হইবে এবং সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে।"

১৯৪১-৪২ সনের ফসল রিপোর্ট

কৃষিবিভাগ হইতে প্রকাশিত ১৯৪১-৪২ সনের ফসল রিপোর্টে বলা হয় যে, শীত-কালীন ধানের ফসল খুব ভালই হয় এবং ভাদোই ফসলও মন্দ হয় নাই। উক্ত বাড়িতে পাট ভাল হইয়াছে। ইক্ষু ও তামাকের জমিতে যেরূপ শস্য হয় নাই সেরূপ ভাল হইয়াছে। পাট, ইক্ষু, ও তামাকের পূর্ববর্তী বৎসরের অপেক্ষা অনেক বেশী পাওয়া যায়। খাদ্যশস্যের মূল্যও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বীরভূম, পাবনা, বাঁকুড়া ও চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে ফসল অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চল চাষীদের অবস্থায় কোন অবনতি হয় নাই।

মোট ফসলের জমি পূর্ববর্তী বৎসরে ৩০,০৩১,৫০০ একর হইতে এই বৎসর ৩১,০৫৫,০৫৫ একর বেশী চাষ হইয়াছে। রবিশস্যের ফসল পূর্ব বৎসরের গড়পড়তা শতকরা ৭৫ ভাগ হইতে এই বৎসর শতকরা ৮২ ভাগ হইয়াছে। ভাদোই শস্য গড়পড়তা শতকরা ৮৩ ভাগ হইয়াছে। পাটের আনুমানিক উৎপাদন ৩,২৫১,১৪০ গাঁইট, ইক্ষুর ফসল গড়পড়তায় শতকরা ৭০ ভাগ হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে শতকরা ৮১ ছিল।

রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট কনফারেন্স

গত ২৩শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। বর্দ্ধমানের স্পেশাল রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতিত্ব করেন।

বিনা টিকিটে রেলপথে গমনাগমন সম্পর্কে সভাপতি মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, যদিও বর্তমান সংশোধিত আইনে উহার কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হইয়াছে তথাপি চেকারদিগের অবহেলা এবং অকর্ম্মণ্যতার দোষে উহা সম্পূর্ণ অবসান হইতেছে না। সংবাদপত্র সমূহ ও জনসাধারণের বিকৃতি রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট আকর্ষণ করিতে পারে নাই বলিয়া মিঃ বোস আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় বর্ণিত ইহার গাত্রে লিখিত বিবরণ পড়িয়া দেখিবেন। প্লীহা, যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বরের প্রকৃষ্ট ঔষধ। পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার কতদূর উন্নতি হয়। ছোট বোতল ৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা চৌদ্দ আনা। পাইকারী স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ মেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমদ্বিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ১৩ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৩ : ১৯শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ : ৪ঠা জানুয়ারী, ইং ১৯৪০, সোমবার { ১০৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ নারায়ণ, ষষ্ঠী সর্ব্বাণ, গৌরাব্দ ৪৫৩

যৎকিঞ্চিৎ

প্রভাই আদর। অনাদর হইতেই অনাদর হয়। কাহাকেও অনাদর করা খুব অন্যায়। যেখানে আদর, সেখানে ভগবদ্‌প্রীতি সাধপ্রীতি। ভগবৎসম্বন্ধে কোন জীব ভোগ্য বা ত্যাজ্য নহে। জীবমাত্রই ভগবৎসেবক, সুতরাং সকলেই আমার আদরণীয়—সেব্য বলিয়া সকলের প্রতি আদর বিহিত। এই গুরুজন উচিত না হইলে তাহাকে প্রাকৃত গুরু বলা হয়। আমরা প্রাকৃত হইবার জন্য 'মিশনে' আসি নাই, অপ্রাকৃত বা সাধুজন পদধূলি হইবার জন্যই আসিয়াছি। এই সাধু-শাস্ত্রবাক্যে যাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনি 'মিশনে' থাকিবার অনুপযুক্ত। ভগবৎপ্রীতির অভাব ও ভগবদারাধ্য-জ্ঞানের অভাব হইতেই জীবের প্রতি অনাদর আসে। সকলের প্রতি আদরই ভক্তের গুণ। এখানে ভোগ বা ত্যাগ করিবার কিছু নাই। কাহাকে ভোগ করিব? ত্যাগও বা কাহাকে করিব? জিনিষ ত' হরের। গুরুর প্রতি যেখানে আত্মবুদ্ধি নাই, সেখানে 'গোলমাল'। দাম্ভিকতা-বুদ্ধি বা সেবাবৃদ্ধমান-প্রবৃত্তি খুব খারাপ। এই যাবতীয় দোষ হৃদয়ে থাকিলে সাধুঅনুকম্পায় তাহা সমূলে উৎপাটন করা দরকার। কাহারও হিংসা না করিয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইতে হইবে। কাহারও দোষ দেখিলে বন্ধুভাবে তাহা সংশোধনের জন্য যত্ন করিতে হইবে। জনসাধারণে আঘাত দিতে হইবে না, পরন্তু তাহা আলোচনা করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। গোবর্দ্ধন ভক্তিসিদ্ধ ব্যাপার। আত্মশোধনের জন্য সর্ব্বক্ষণ তৎপর থাকিতে হইবে। নিজে আচরণ করিয়া প্রচার করিতে হইবে।

যাঁহার লৌকিক শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনি কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ। মধ্যম-কনিষ্ঠের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইয়াছে। তাঁহার ভক্তে একটু আদর দেখা যাইতেছে। উত্তম-কনিষ্ঠের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইয়াছে; তিনি সাধক-অবস্থা লাভ করিতেছেন। তাদের উত্তম পর্য্যন্ত বৃথা কনিষ্ঠ। প্রাণীর প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও নিন্দা অন্যায়। পরচর্চ্চা করিতে হইবে না। অন্যভক্তের দোষ দেখিতে হইবে না। যিনি দোষ দর্শন করিবেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে। লৌকিকী শ্রদ্ধা-মাত্র হইয়াছে, দৃঢ়তা এখনও হয় নাই, এমন ব্যক্তিরও আচার দেখিতে হইবে না। বৈষ্ণবপূজকের পক্ষে বৈষ্ণবের আচার বিচারণীয় নহে। অনন্যভক্তের লোক-দেখান পাপাচার দেখা গেলেও তাঁহাকে অবমাননা করিতে হইবে না। ভগবান্ তাহা কৃপা করিয়া দূর করিয়া দিবেন। অনন্যভক্তের পাপে রুচি নাই। কনিষ্ঠ ভক্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহা পরিত্যাগ করিতে না পারিলেও অন্তরে তাহা গর্হণ করেন। প্রকৃত বন্ধু তাঁহাকে সাবধান করিবেন। পরনিন্দা ও পরচর্চ্চাকে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ও সমস্ত শাস্ত্র বিশেষভাবে গর্হণ করিয়াছেন। Propaganda অভক্তি; Propagandist ভক্তিবিরোধী। ভক্তিরাজ্যে তাহার স্থান নাই। যে propaganda করে, সে 'মিশনে'র শত্রু। কাহারও বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া শত্রুর কার্য্য করিতে হইবে না, পরস্পর বন্ধুর কার্য্য করিতে হইবে—আনুগত্যের আনুগত্যে থাকিয়া এক তাৎপর্য্যপর হইয়া সকলেই মিলিয়া মিশিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতে হইবে। যাহার তাহার কথা তাঁ'দ্বারা নাড়িতে হইবে না; ভক্তি যাঁহার বেশী, তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে। সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে আসিলে তাহাকে প্রশ্রয় না দিয়া শাসন করিতে হইবে। কাহারও Propaganda spirit দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করিয়া দেওয়া মহা অপরাধ ও অন্যায়। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চরণে অপরাধ হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। যে যাঁহার কাছে উপকৃত হইয়াছে, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ না থাকিয়া অকৃতজ্ঞ আচরণ করিলে অপরাধ হইবে। কুটিলতা বা শাঠ্যতাকে প্রশ্রয় দিতে হইবে না। সরলতা থাকা দরকার। অকৃত্রিম হাস্য সরলতার লক্ষণ। বৈষ্ণব ছাড়া গতি নাই; বৈষ্ণব ছাড়া বন্ধু নাই। এমন পরম বন্ধুকে দেখিয়া যেখানে হাসি আসে না, সেখানে ত' চিত্ত কঠিন হইয়া গিয়াছে। বন্ধুকে শত্রুজ্ঞান হইলে হর্ষ আসে না। সাধুজনের চরণে যেন অপরাধ না হয়, সে বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রতি আপনজ্ঞান হইলে সমস্ত অসুবিধা ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে। মহতের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে বিপদে পড়িয়াও পড়িতে হইবে না। সরল দুর্ব্বলকে তাঁহারা রক্ষা করিবেন। যেখানে বৈষ্ণবকে দেখিয়া আনন্দ হয় না, সেখানে অপরাধ আছে, জানিতে হইবে। ভগবান নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—ইহা দৃঢ়ভাবে জানিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইবে। 'যাহা হয় সেবা ভুয়া ও পর হয়ে'—ইহাই শ্রদ্ধার লক্ষণ। যেখানে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা, সেখানে কোন ভয় বা চিন্তা নাই। সেই শরণাগতের ভার ভগবান্ লইয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বদা স্থির, ধীর হইতে হইবে—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি নির্ভর করিতে হইবে।

পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে যেন ত্রুটী না হয়। যে মান চায়, সে অপরকে মান দিতে চায় না। তৃণাদপি সুনীচ হইতে হইবে 'গুরু-দেবের দাস'—এই বিচারে সর্ব্বক্ষণ প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে। 'দাস গোপীভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস'—এই প্রার্থনা হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ বলবতী থাকিবে। তাহা হইলে আর কোন অসুবিধায় পড়িতে হইবে না, কোন অনর্থই কিছু করিতে পারিবে না।

অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অসৎসঙ্গে থাকিলে সৎসঙ্গ হইবে না। আবার সৎসঙ্গ না করিলে অসৎসঙ্গের স্পৃহা কাটিবে না। বিষয়ের সংস্পর্শে মন চঞ্চল হয়, সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব বিষয়ের সহিত কোনরূপেই সঙ্গ করিবে না। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যে-কাল পর্য্যন্ত ভগবানই যে একমাত্র ভোক্তা এবং তাঁহার সেবা-সম্প্রদায় যে জীবের একমাত্র গুরু—এরূপ উপলব্ধি না হয়, তৎকালাবধি জীবের চিত্তবৃত্তি বিনষ্ট বা চিত্ত শুদ্ধ হয় না। বিষয়ী বোধে বা ভোগ্য পদার্থে সর্ব্বক্ষণ মনঃসংযোগ করিতে ব্যস্ত। তৎস্থলে নিত্য পদার্থের সেবোপযোগী বস্তু এইসকল অপ্রয়োজনীয় বিষয় হৃদয়ে অবকাশ পায় না। ভগবৎ-সেবার অনুকূল বিষয়ে মনের গতি থাকিলে তৎকালের ভোগ বা ত্যাগের বিপরীত দিক্ বদ্ধ জীবকে সম্মুখ করিতে পারে না।"

যাহারা সাধারণ প্রাণীকে অবজ্ঞা করে, তাহাদের প্রতি যেন হিংসা করে, তাহাদের নিন্দা করে, সর্ব্বজীবন্তরে ভগবদ্‌ধিষ্ঠান অবস্থিত দেখিয়া তাহাদের সেবাদি কিছুই

গ্রহণ করেন না। শ্রীভগবান্ সর্বব্যাপিরূপে সর্বভূত জীবের অন্তরে অবস্থিত। প্রত্যেক জীবের ভগবানের সন্ধান আছে। যাহারা জীবকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল ভগবানের পূজা করে তাহাদের অর্চনাদি বিড়ম্বনা-মাত্র। পঞ্চবক্ত্র আর্চাকার মূর্তি বহুজীবকেও গণ্য করেন, কিন্তু কেবলমাত্র অর্চাকারী প্রাকৃত ভগবৎসেবায় বা অর্চনাকালে সহর্ষ ফলদায়ক হয় না। তদ-স্বরূপ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণনির্মাণও যদি পশ্চাৎ কাহারও অপমান বা নিন্দা করিলে শ্রীকৃষ্ণ কোন দিন তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন না বা তাহার পূজা গ্রহণ করেন না। কারণ, সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন। প্রতি জীবের অন্তর্যামিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন না করিলে কেবল উপচারাদি-দ্বারা যে অর্চনের ছলনা হয়, তাহাতে পরিশ্রমই সার হয়। যাহারা সর্বভূতে আদর করিয়া 'সকলই শ্রীভগবানের বাসা চালিত'—এই বিচারে লোকপরম্পরা-জাত প্রথার সহিত ভক্তিবৃত্তির অর্জন করেন, তাঁহারাই কনিষ্ঠ ভাগবত। যেখানে জীবের প্রতি বা ভক্তের প্রতি অনাদর, সেখানে অর্চন বিড়ম্বনা মাত্র। সমদর্শন থাকা দরকার। আমার মধ্যে যেরূপ ভগবান্ আছেন, সকল জীবের মধ্যেও সেরূপ ভগবান্ আছেন—এরূপ উপলব্ধি করিয়া নিজের প্রাণ পর্যন্ত সকল-অভ্যন্তরকে সমদর্শন করে। প্রত্যেক জীবের প্রতি সহানুভূতি ও সম্পন্ন হইতে হইবে, নিজের ন্যায় তাহারও উপকার করিতে হইবে। তবে ভগবদ্ভক্তকে বেশী আদর করিতে হইবে। কেন না, তাঁহাতে ভক্তিপ্রাপ্ত বা ভগবৎ সম্পর্ক অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। অত জীবের প্রতি যোগ্যতানুসারে যথাশক্তি আদর করিতে হইবে। ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্যামী ঈশ্বররূপে জীব অন্তরে পরিদর্শনপূর্বক থাকেন আছেন—ইহা জানিয়া সকল প্রাণীকে মনে মনে সম্মান-পূর্বক প্রণাম করিবে। "জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"—এই বিচারে ভক্তগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহারা লৌকিক প্রথানুরূপ হইয়া অর্চন করেন, তাঁহারাও সর্বভূতে আদর অবশ্য করিবেন; অন্যথা যাহাতে অন্তরে স্থান না পায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। ভক্ত বা ভক্তের প্রতি অনাদর আসিলে মঙ্গল হইবে না। এই শ্লোকের মধ্যে কোনরূপ গোঁড়ামি নাই। সকল বস্তুতে কৃষ্ণসম্পর্ক ও কৃষ্ণাধিষ্ঠান দর্শন করিয়া কৃষ্ণভক্তি-পালন বা কৃষ্ণে প্রেমার্পণই ভুবনের মুখ্য তাৎপর্য।

"আপ চেৎ সুদুরাচার"—শ্লোকে অনন্য-ভজন যে শ্রদ্ধা, তাহা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা নহে; এই শ্রদ্ধা কেবলমাত্র লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত অর্থাৎ লৌকিকী শ্রদ্ধা। কারণ, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা উদিত হইলে দুরাচারত্ব সম্ভবপর হয় না। পূর্বে বাঙ্গের নবদ্বীপে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই জগতে প্রকট থাকাকালে কোনও সময় একদিন বসুন্ধরা মধ্যে বক্তাদের সভায় উপস্থিত হইয়া 'আপ চেৎ' শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপায় সমাবেশ-অবস্থায় এক অলৌকিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে। এতৎ সম্বন্ধে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন—"অখণ্ড বৈষ্ণবের অন্তর্গত বর্তমান বঙ্গের সভার পশ্চাৎ ঐ শ্লোকের একটি সংশয়-ভঞ্জনার্থ এক সভা আহুত হইয়াছিল। শিবপ্রমুখ দেবতাগণ সেই সভায় এই শ্লোকের সংশয় মীমাংসা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'অনন্যভাক্' অর্থাৎ কৃষ্ণে যাঁহার অনন্যা ভক্তি আছে, 'আপ'—ও, 'চেৎ'—যদি অর্থাৎ যদিও তিনি 'সুদুরাচার' অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা অসৎ দুষ্ট আচারবিশিষ্ট হন, তথাপি তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে; যেহেতু তিনি 'সম্যগ্ব্যবসিত' অর্থাৎ সম্যক্ প্রযত্নশীল, একনিষ্ঠ বা ঐকান্তিক; 'তিনি শীঘ্র 'ধর্মাত্মা' হন ও নিত্য শান্তি লাভ করেন।' "ঐকান্তিক ভক্তকে 'শীঘ্র ধার্মিক হওয়া'র কথা বলা হইল কেন? যদি শাস্ত্রের লেখক ঐকান্তিকতা বা অনন্যভজন-পরায়ণতা লাভ করিয়াছেন, যিনি ভগবানকে বশ করিয়াছেন, তাঁহার কি ধর্ম অর্থাৎ সুনীতি বা শান্তির অভাব আছে? অনন্যভক্ত কি অধার্মিক ও অশান্ত?"—বক্তাদের সভায় সকলে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ উপদেষ্টা পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রধান করিয়া বলিয়াছেন ঐকান্তিক ভক্ত, যদি দুরাচারও হন, তথাপি তাঁহাকে সাধুই মানিতে হইবে। কিন্তু সংশয় এই যে, সাধু কিরূপে অধর্মাত্মা, অশান্ত হন? দেবতাগণের এই সংশয় শিব, ব্রহ্মা, নারদ, যম—কেহই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই সভায় বসুন্ধরা হইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর তথায় উপস্থিত হওয়ামাত্র শিব ব্রহ্মা-নারদাদি বৈষ্ণবগুরু ও দেবগণ নিজ-নিজ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে অভ্যর্থনা করিলেন; কেন-না অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের সাক্ষাৎ স্বরূপ ও সম্পদ, কেবল সেবা-সর্বস্ব, গোপী-শিরোমণির নিজজন আগমন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তবৃন্দকে দর্শন করিবা মাত্রে তাঁহার নিকট তাঁহাদের সংশয় জ্ঞাপন করিলেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তখন যে ভাবে ঐ সংশয় নিরসন করিয়া দিলেন, সেই তাৎপর্যটি শ্রীল প্রভুপাদ "দুষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ"-শ্লোকের অনুবৃত্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। "অনন্যভজনকারীর 'শাক-দেশের' দুরাচার বা শাস্ত্র না হইলা যিনি তাঁহাকে দুর দর্শন করেন, সেরূপ দর্শনকারীর শীঘ্র ধর্মাত্মা হওয়া এবং শান্তি লাভ করিতে পারেন। অনন্যভজনকারীকে দুরাচার জ্ঞান ও নিন্দা করিয়া যিনি তাঁহাকে (অনন্যভজনকারীকে) দাস্য-অপরাধের দুর্নীতি ও অশান্তির ভাগী হইয়া অপরাধী হন, তাঁহাদেরই শীঘ্র সাধুর লাভ হয়।" অধুনা দেবতাগণ এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সংশয়মুক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; তিনি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে প্রণাম করিয়াছিলেন।"

অনন্যভাক্ ভক্তের ক্রিয়া কার্যকলাপ বুঝা যায় না। switch off হইলে যেমন electric fan এর কিছুক্ষণ ঘুরিয়া যে ঘূর্ণন, তাহার সহিত Switch off এর অবস্থা এক নহে। অনন্যভাক্ ভক্তের দুরাচারত্ব-সম্বন্ধে তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। অনন্যভাক্ সাধুর প্রতি দর্শনের বিচারটি শুদ্ধ হইলে তিনি সাধুর লাভ করিয়া প্রকৃত সাধুদর্শনের চক্ষু লাভ করেন।

ভক্তিপথ অতি সহজ। ভক্তিতে দুইটী মার্গ—একটী বিধিমার্গ, অপরটী রাগমার্গ। রুচিমার্গই রাগমার্গ। রুচি ভজনীয় কৃপা। রুচিমার্গই জীবকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে লইয়া যায়। বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজরূপের পর্যন্ত বিচারমার্গের চরম প্রাপ্তি। শ্রীরূপানুগ-ধারা আশ্রয় করিতে হইবে, নতুবা কেবল ভক্তিপথে বা রাগমার্গে অগ্রগতি হইবে না।

সেবা ও সেবক

——•::(•)::•——

সর্বদা সর্বপ্রকারে সেবকের সর্বেন্দ্রিয়-দ্বারা সর্বতোভাবে সর্বদা ভগবানের সর্বপ্রকার সুখবিধানের জন্য শ্রীতিময় অনুশীলনের নাম সেবা। সেবায় আপনবোধ, প্রিয়ত্ববোধ, প্রাণকোটিসর্বস্ববোধ প্রবল। সেবকও আশ্রিত, সেব্যই আশ্রয়; সেব্য প্রাপ্তিই আশ্রয়-প্রাপ্তি। সেবক বা আশ্রিতই সেবানন্দী। সেবক বা আশ্রিতের সেব্যের প্রতি প্রীতি অহৈতুকী, সেবকের সেব্যের প্রতি গতি অপ্রতিহত, সেবকের সেব্যের প্রতি মতি অচলা, অটলা। সেবকের সেবা বা আশ্রয়ের প্রতিতে স্বাভাবিকী প্রীতি নিরন্তর বিরাজিত। সেবক সেব্যের অসাধারণ বাক্তিত্বের সৌন্দর্য আকৃষ্ট, সেব্যের বাক্তিত্বের মাধুর্য বশীভূত ও সেব্যের সেবার ঔদার্য পালন-পালিত, নিত্য পরিপুষ্ট। সেবকের সেব্যের বাক্তিত্বের সহিত এই সম্বন্ধ নিত্য, অহৈতুকী ও অপ্রতিহত। সেবা আত্মার স্বাভাবিক সহজ ধর্ম।

সেবাই সেবকের সৌন্দর্য, সেবাই সেবকের স্বরূপ। সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মই সেবকের সর্বস্ব। সেবকের সেবাই সম্পদ, সেবাই নিত্য। সেবা ও সেবকের মধ্যে একমাত্র সেবাই যোগসূত্র। সেবায় সেবা এবং সেবকের সেবা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়; এইরূপ সেবা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী অর্থাৎ সর্বাকর্ষক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত আকর্ষণ করে। সেবা-বিগ্রহ সর্বসুন্দর-সেবকশিরোমণি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা-সৌন্দর্যে সর্বসুন্দর-সেব্য-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর মুগ্ধ, আবদ্ধ—তাঁহার প্রেমসেবায় নিয়ন্ত্রিত। ঐশ্বর্যের সেব্যও সেবানন্দী সেবককে প্রভুর করিতে পারে না। অর্থ-সেবায় ঐশ্বর্যের সম্বন্ধযুক্ত নাই। সেবায় এতদূর বিস্ময় ও অচিন্ত্যভাব বর্তমান যে, উহা সেব্যসৌন্দর্যবিধানকল্পে সেবককে সেব্য হইতে বড় করিয়া তুলে, পালককে পালক করিয়া থাকে। সেবারস-রসিকমৌলি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'সেবা কিভাবে সেব্যপ্রভাবে সেবকের বশ্যতা স্বীকার করেন', তাহা শ্রীভগবৎ শ্রীমুখোক্তি-আকারে এইরূপ কীর্তন করিয়াছেন,—

"মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম, হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীনজ্ঞানে করে লালনপালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
'তুমি কোন্ বড় লোক, তুমি আমি সম'॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥"

সেবার অপর অর্থ পরিচর্যা বা শুশ্রূষা। যাঁহার পরিচর্যা বা শুশ্রূষা করিতে হয়, তাঁহার সান্নিকটে থাকিয়াই করিতে হয়। পরিচর্যাকারী এবং সেব্যের মধ্যে ব্যবধান থাকে না। কারণ ব্যবধান থাকিলে পরিচর্যা সম্ভব হয় না। প্রকৃত সেবা সান্নিধ্যময়ী সেবায় সেবা ও সেবকের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা আছে। সেব্য ও সেবকের মধ্যে জড় ব্যবধান নাই। সেবাই সেব্যসান্নিধ্য। সেবকের পতন নাই। সেবক বাহ্য জগতের বিচারে সেব্য হইতে কোটি যোজন দূরে অবস্থান করিলেও তিনি নিত্য সেব্যসান্নিধ্য-বাসী। সেবক সেব্যের শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে সর্বক্ষণ ধারণ করিয়াই অবস্থান করেন।

সেবা উল্লাসময়ী। সেবায় নিরানন্দ বা হতাশার লেশও নাই। সেবা সেব্যকে আনন্দ প্রদান করে, আবার সেবককেও আনন্দ প্রদান করে। সেব্য সেবা গ্রহণ করিয়া সুখ পান, আর সেবক সেবা করিয়া—সেব্যের সুখ সম্পাদন করিয়া সুখী হন।

সেবা চিরবিস্ময়ময়ী—সেবা চিরস্ফূর্তি-ময়ী। সেবার সুখ কত—ইহা সেবক সেবায় অনুভব করেন। সেবক কখনও অন্য প্রত্যাশার দ্বারা চালিত হইয়া সেবা করিতে অগ্রসর হন না। তিনি সেব্যকে নিজ নিত্যসেব্য জানিয়াই তাঁহার সন্তোষমুখী সেবায় তৎপর হন। সেবক সেবারসে পূর্ণ থাকেন। সেব্যের সুখবিধানপ্রভাবেও তিনি সেবায় নিত্য নবনবায়মান রসের অধিকারী হন।

সেবাই সেবার জননী; সেবাই সেবার ফল। সেবার ফলে উত্তরোত্তর সেবা। সেবকের সেবায় তৃষ্ণা—সেবায় অভাব-বোধ জাগায়। সেব্য সেবা গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন না, আবার সেবা করিয়াও সেবকের তৃষ্ণা মিটে না। সেবার ইহাই বৈশিষ্ট্য। সেবক সর্বক্ষণ সেব্যের সেবা করিয়াও—সর্বক্ষণ সেব্যকে অন্তরে ধারণ করিয়াও তাঁহার নিকটে সর্বদা—অর্থ ৫৬।

কালের বিক্রম

(শ্রীপাদ বনদেবদাস ভক্তিশাস্ত্রী)

এ জগতে প্রত্যেক বস্তু বা প্রাণীর উপর কালের বিক্রম আপনা উপলব্ধ হয়। এই বিক্রমকে কেহই ব্যর্থ করিতে সমর্থ হয় না। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—"চঞ্চল জীবনস্রোত কালের সাগরে যায়।" একমাত্র হরিকীর্ত্তনকারী কালের বিক্রমকে ব্যর্থ করিয়া নিত্য কালকে শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত করেন। মহাভাগবতগণের চরিত্রে যথার্থকালের পরিস্ফুট। কারণ তাঁহারা অনুক্ষণ হরিসেবা করিয়াও আক্ষেপ করেন—"গেল যে সকল, না আসিবে আর, এবে কৃষ্ণ কি উপায়?" যে কালের বিক্রম আব্রহ্মস্তম্ব সর্ব্বত্র বিরাজমান, সেই কালের বিক্রম শ্রীভগবানের রাজ্যে ও ভক্তগণের নিকট আদৌ নাই। ইহ জগতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল আছে, কিন্তু শ্রীবৈকুণ্ঠধামে নিত্যকাল বিরাজমান। ইহজগতে কালের পরিবর্ত্তনে কতই পরিবর্ত্তন দেখা যায়—কত পদার্থ সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয়প্রাপ্ত হয়; কিন্তু শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ও নিত্যানন্দ ভক্তগণ তজ্জন্য বাধিত [illegible] অধিকার বর্গ।

বর্ত্তমানে ভোগ্যবস্তুগুলির মধ্যে সময়কেও একটী ভোগ্য বস্তু বলিয়া মনে হয়। বিষয়িগণ সময়কে কিরূপ ভোগোপকরণ মনে করে তাহা একটী ইংরেজী নীতিবাক্যদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়—"Time is money." যাহারা অর্থকে জীবনের সার বলিয়া মনে করে, তাহাদের একটুকু সময় অযথা ব্যতীত হইলে তাহারা অর্থের অপ্রাপ্তি-হেতু নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে এবং তজ্জন্য অধীর হইয়া পড়ে। আর ভগবদ্ভক্তগণ একটুকু সময় যদি পরমার্থসাধনে ব্যয়িত না হইয়া অন্য কাজে ব্যয়িত হয়, তবে নিজেকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত মনে করেন। তাই তাঁহাদের নিকট 'Time is পরমার্থ'। সেই সময়কেই সার্থক বলিতে হইবে—যে সময় কৃষ্ণকথায় ব্যয়িত হয়; শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥"
(শ্রীভাঃ ২।৩।১৭)

অর্থাৎ সূর্য্য উদিত ও অস্তমিত হইয়া মানবের আয়ুষ্কাল হরণ করিতেছে সেই সময়টুকু ব্যর্থ যায়—যে সময়টুকু শ্রীকৃষ্ণকথায় ব্যয়িত হয়। সময় থাকিতে থাকিতে পরমার্থ সাধনে তৎপর না হইলে পশ্চাতে যে দুঃখ ও অনুতাপ ভোগ করিতে হয়, তাহা একটী সাধারণ নীতিবাক্যেও জানা যায়,—"Make hay while the sun shines". যদিও বাল্যকাল হইতে আমরা এরূপ শত শত উপদেশ পাইয়া আসিতেছি, তথাপি আমরা সময়ের মূল্য বুঝিতেছি না। আজ আমাদিগকে [illegible] আক্রমণ করিয়াছে যে, আমরা পরমার্থ-সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন।

অনন্তকালের তুলনায় আমাদের জীবনকাল আর কতটুকু? অনাদি বহির্ম্মুখ আমরা বিষয় ভোগ করিবার জন্য অনাদিকাল পাইয়াছি; কত বর্ষের পর বর্ষ, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, কল্পের পর কল্প অতীত হইয়াছে; কতভাবে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিয়াছি; কত নরক, কত স্বর্গ ভোগ করিয়াছি; কত মান, কত অপমান পাইয়াছি; কত মিলন, কত বিরহ ঘটিয়াছে; কত জন্ম, কত মরণ লাভ করিয়াছি; কত ভাই, কত বন্ধু কত মাতা, কত পিতা পাইয়াছি; কেহ ত' আমাদের জন্য আক্ষেপ করিতেছে না? ইহ জন্মে যাহাদিগকে পাইয়াছি, তাহাদিগকেও হারাইতে হইবে। যাহা আমাদের নয়, তাহাকে আমাদের মনে করিয়া আমরা তাহার সংযোগে ও বিয়োগে অযথা নশ্বর সুখদুঃখের ভাগী হইতেছি। আমরা দেহে এত আসক্ত হইয়াছি যে, সামান্য দৈহিক কষ্টে আমরা ব্যতিব্যস্ত হইতেছি, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিতে যাইয়া সাধুগুরু-বাক্যকে অবহেলায় অতলজলে নিমজ্জিত করিতেছি! দুষ্ট মনকে 'প্রভু' সাজাইয়া তাহার তৃপ্তিসাধনে কতই না যত্ন করিতেছি; মন যে চির চঞ্চল, চির অশান্ত, কখনও ভোগী, কখনও ত্যাগী, তাহার অধীন হইলে যে আমার সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা ত' একবারও চিন্তা করিতেছি না! শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন,—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! চঞ্চল, প্রমাথী, বলবান্ ও দৃঢ় মনকে বশীভূত করা বায়ুর ন্যায় সুদুষ্কর মনে করি। একমাত্র শ্রীগুরুসেবাদ্বারাই মন বশীভূত হইতে পারে, অন্যপ্রকারে নয়। আমরা যদি মনের বেতালবশে না চলিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ পালন করি, তবেই মনের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইব, সন্দেহ নাই। মন যে চঞ্চল, ইহা তাহার স্বভাবের গুণ। চঞ্চলতাই চেতনের ধর্ম, স্পন্দনই প্রাণের পরিচয়। মন চিরকাল বলিয়া আসিয়াছে যে অনুক্ষণ পরমাত্মাকে লাভ করিয়া তাঁহার সেবার জন্য চিরব্যাকুল, তাহাই বিপরীত ও বিকৃতভাবে প্রকাশ করিতেছে; আমার মনের গতি বহির্ম্মুখদিকে চালিত হওয়ায় দেহের ইন্দ্রিয়গুলিও বহির্ম্মুখ হইয়া গমন করিতে তৎপর। সুতরাং যদি আত্মবৃত্তি জাগ্রত হয়, তবে মনের ও দেহের বহির্ম্মুখতা অপসারিত হইবে। তখন এই মন আমাদের জীবনের বহুমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহারে সাহায্য করিবে।

শ্রীগৌরসুন্দরের বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণফলেই আমাদের আত্মার বৃত্তি জাগ্রত হয়। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে শব্দ ব্যতীত যেরূপ অন্য উপায় নাই, সেইরূপ চৈতন্যের কথার ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে মানবদিগের আত্মাকে জাগ্রত করিতে পারে না; সুতরাং হরিকথা-শ্রবণই অব্যর্থ উপায় ও উহাকে বলিয়া আমাদের সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় হওয়ার—যোগ্যতা হওয়ার একমাত্র উপায় শ্রবণ। কারণ, ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার একমাত্র সোপান। শ্রবণ পূর্ণ হইলে সফল হইবে—শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনে। নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি যেরূপ অপর নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে জাগ্রত করিয়া তাহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্যসম্পাদনে প্রণোদিত করে, সেরূপ শ্রবণফলে জাগ্রত আত্মাও অন্য আত্মাকে জাগ্রত করে। তখন কীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য হয়। শ্রীহরিকীর্ত্তনদ্বারা একাধারে স্বার্থ ও পরার্থ—উভয়ই সিদ্ধ হয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" এই কীর্ত্তন-প্রভাবই কালবিক্রমকে পরাভূত করে।

আমরা সময়ের মূল্য জানি না বলিয়া বহু সময়কে অল্প বলিয়া মনে করি, দিনকে মুহূর্ত্তের ন্যায় জ্ঞান করি, হরিসেবার কালকে আমাদের ভোগের কাল বলিয়া মনে করি। জীবনের সন্ধ্যাকে প্রভাত বলিয়া সূর্য্যোদিত অর্কের ন্যায় ভ্রম করিয়া থাকি। গগনের রবি না হয়, আজ অস্ত গেলে কাল আবার দেখা দিবে; কিন্তু মানবজীবন ত' আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। যে সময় গেল, তাহা ত' আর ফিরিবে না—যে অমূল্যনিধি হারাইলাম, তাহা ত' শত ক্রন্দন করিলেও আর পাইব না। আমাদের এত ক্লেশের কারণ অসৎসঙ্গের ফলে আত্মবিস্মৃতি।

হায়! যাহা আমাদের নিত্য আনন্দের কারণ, এমন শ্রীগুরুসেবাকে দুঃখকর মনে করিতেছি; আর ক্ষণিক ও পরিণামে দুঃখদায়ক সুখের জন্য কতই [illegible] সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি! কোটি কোটি জন্মের ভাগ্যফলে সংসারে দেবদুর্লভ পরমাত্মীয়, নিত্যবান্ধব একমাত্র আশ্রয়দাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আপনজনের ন্যায়—যাহারা বিপুলমাত্রায় আনন্দভাবে [illegible] প্রভুসেবা, প্রভুকথা শ্রবণ ও [illegible] কীর্ত্তনে জীবনের আয়ুষ্কাল ব্যয় করিবার সুবুদ্ধি আসিতেছে না! বহুজন্মের সৌভাগ্যফলে প্রভুকে পাইয়াও তাঁহাকে 'প্রভু'রূপে বরণ করিয়া তৎসেবায় তৎসুখতাৎপর্য্যে জীবন কাল অতিবাহিত না করা মহাদুর্ভাগ্যের পরিচয়। যে অন্তর্ম্মুখতার অভাবে আমরা জন্মজন্মান্তর ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইতেছি, পুনরায় ক্লেশ বরণ করিবার জন্য সেই বহির্ম্মুখতাকেই আলিঙ্গন করিতেছি। আমাদের আয়ু ত' খুবই অল্প; সময় ত' অতি কম। তবুও মনে করিতেছি—কত সময় সম্মুখে পড়িয়া আছে, পরে হরিভজন করিব। কিন্তু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের এই দুর্বুদ্ধির সম্বন্ধে কৃপা-পরবশ হইয়া বলিয়াছেন,—"কত ভাগ্যে মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি, পর জন্মে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—কোন্ দেহ লাভ করিতে হইবে, ঠিক নাই। মনুষ্যজন্ম ব্যতীত [illegible] হয় না; অন্য জন্মে ত' হরির কথা শোনা বা বলা যায় না। মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি, মহাপুরুষের কৃপা পাইয়াছি, এত সুযোগ সৌভাগ্য হইয়াছে, সুতরাং এই জন্মেই হে কৃষ্ণ! ভজন করি। এ-জন্মে যদি কৃপা না পাই, তাহা হইলে আবার মাতৃকুক্ষিতে আসিতে হইবে, তখন কি আর এমন সৌভাগ্য হইবে?' শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাদের নিকট কৃপাকণা ভিক্ষা করিতে হইবে। নিজে বড় মনে মনে এরূপ কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায়, তাহা হইলে সুবিধা হইবে না। শ্রীনামের সেবা না হইলে মায়ার হাত হইতে রক্ষা নাই। যাহাদের কপাল অত্যন্ত মন্দ, যাহারা অন্যাভিলাষী, তাহারাই এইরূপ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হন, জন্মে জন্মে মায়ার পায়ে কাঁটা খাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। অপরাধ করিতে করিতে অনন্ত নরকের দিকে চলিয়া যাইবে। এত বড় কৃপা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য যদি না হয়, তাহা হইলে চরম দুর্গতি হইবেই হইবে।' আবার শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও লিখিয়াছেন,—

"এ আশার নাহি প্রয়োজন,
এখন হারাণ[illegible] বাঁধে পাপ মনেরে
না হইবে জীবন্ধু চণ-[illegible]॥"
"হরি বলে লাও তার আশার মুখে ছাইরে,
নিরাশ ত' সুখবে।"

জীবনের অল্প সময়ও বৃথা অতিবাহিত করা উচিত নয়। বিন্দু বিন্দু করিয়া সিন্ধু হয়, তিল তিল সময় যোগ করিয়া ঘড়ি, দিন, মাস, বৎসর, শতাব্দী প্রভৃতি হয়। ক্ষুদ্র মূল্য দিতে না জানিলে বৃহতের মূল্য দেওয়া যায় না—ইহা আমরা আদৌ ভাবি না। কিন্তু যদি আমরা এই দুর্লভ মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে চাই, তবে বৃথায় অতিবাহিত অতীত কাল ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকালের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া জীবৎকালের [illegible], পতিতপাবন নিত্যোদ্ধারণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই ইংরাজী পদ্যটিকে জীবনের [illegible] ভাবে করিয়া তাঁহাদের অনুসেবা করিতে করিতে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য,—

"Forget the past that sleeps and ne'er
The future dream at all,
But act in times that are with thee
And progress thee shall call !"

অর্থাৎ—
"গত কাল যাহা, ভুলে যাও তা'রে,
ভবিষ্যৎ স্বপন না ভাবিও আর,
বর্ত্তমান কাল যাহা নিকটে তোমার,
[illegible]
[illegible]
নিজ [illegible] আশ্রয়,
[illegible] তোর বন্ধন।"

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিভক্তবৈষ্ণবের বাণী বা সাক্ষের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা-বিশেষিত ব্যক্তিগণ [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমের বাৎসরিক মধ্যাহ্ন শ্রীনদীয়া-প্রকাশের বিজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট থাকিলেও [illegible] কায়মনোবাক্যে সার্বকালিক [illegible] উহার প্রকৃত মিল্য।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হওয়ের শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ছয় মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। বিনামূল্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পূর্ণ গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। [illegible] পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দৃষ্ট হইলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] কার্য্যবিশেষে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সুতরাং উহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অপরাধ-জনক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাকড়ি ও চিঠি-পত্র—শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী অধি-[illegible], শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চি	৭৲	১৮/
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

পাঁচশতাধিক এরিস বিমান ধ্বংস

বৃটিশ বিমান বাহিনীর জনৈক বিমান কমাণ্ডের অধিনায়ক এয়ার মার্শাল সেন্সার্শালি উঁহার অধীন সমস্ত সৈনিকের প্রতি বড়দিনের এক বাণীতে বলিয়াছেন যে, বৃটিশ জঙ্গী বিমান বহর এ পর্য্যন্ত ৫০০০ এক্সিস বিমান ধ্বংস করিয়াছে।

তেহরানে পণ্য আমদানী

তেহরানের এক বেতারবার্ত্তায় প্রকাশ, পারস্যের রাজধানীতে সম্প্রতি পণ্য আমদানী হইয়াছে এবং নিয়ন্ত্রিত দরে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। তদতিরিক্ত আরও প্রকাশ, তেহরানের বাজারগুলি যথারীতি খুলিতেছে এবং শহর শান্ত আছে। সাম্প্রতিক গোলযোগ এবং দাঙ্গায় যাহারা সংশ্লিষ্ট ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

উত্তর আফ্রিকা হইতে সংবাদ প্রেরণ

রয়টারের ৩০এ ডিসেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ, জনৈক টেলিগ্রাফ পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, উত্তর আফ্রিকার রণক্ষেত্র হইতে সংবাদ প্রেরণ সম্পর্কে আমেরিকান পত্রিকাগুলি অপেক্ষা বৃটিশ পত্রিকাগুলিকে অধিকতর সুবিধা দেওয়া হয় বলিয়া আমেরিকান সংবাদপত্রাদিতে যে সকল অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে, তদুত্তরে মার্কিন চীফঅব ষ্টাফ এক সরকারী বিবৃতি দ্বারা ঐ সকল অভিযোগ কার্য্যকরীভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হইয়া থাকিলে উহা অতীব দুঃখের বিষয় হইবে, কিন্তু মার্কিন চীফ অব ষ্টাফ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, কোন ক্ষেত্রেই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় নাই। [illegible] প্রকাশ্যভাবে [illegible] বলা হইয়াছে—"বৃটেন সম্পর্কে আর যাহাই হউক যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, উহা শুধু মার্কিন পত্রিকাগুলি এখনও খুঁজিয়া পাইয়াছে। আমেরিকার পত্রিকাসমূহের সংবাদ পাইতে যদি কোন বিলম্ব হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৃটিশ পত্রিকা-সমূহের কোন দোষ নাই। আমরা কোনরূপ বিশেষ সুবিধা দাবী করি নাই বা পাই নাই। আলজিরিয়া এবং তিউনিসে যখন মিত্রপক্ষ আমাদের ঘাঁটি হইয়াছে এবং সেখানে হইতে সংবাদ প্রেরণে যে সকল অসুবিধা হইতেছে আমেরিকার সহিত আমরাও তাহার সমান অংশ গ্রহণ করিয়াছি। ক্রমশঃ অবস্থার উন্নতি হইবে এবং ফলে উভয় রাষ্ট্রেরই সুবিধা হইবে। কিন্তু আমাদের কথা এই যে, যে অভিযোগের বিন্দুমাত্রও সত্যতা থাকিলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক দূর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, উহা এখন সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইল।"

আমেরিকার বিপুল রৌপ্য ভাণ্ডার

মার্কিন অর্থসচিব মিঃ মার্গেন্থাউ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া তাহাদের মুদ্রার জন্য আমেরিকার বিপুল রৌপ্যভাণ্ডার হইতে কিছু ধার লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। রুশ ও ইরাণ অস্থায়ী আমেরিকার মিত্রপক্ষদিগকে অর্থ বিভাগ রৌপ্য দিতে প্রস্তুত আছে। এই সঙ্গে রৌপ্য ধার দেওয়া হইবে যে, যুদ্ধান্তে অনুরূপ পরিমাণ রৌপ্য ফেরৎ দিতে হইবে। মিঃ মার্গেন্থাউ বলেন, রুশ ও ইরাণ বা অন্য অস্থায়ী এ বাবৎ ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়াই এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে; চীন অথবা সম্মিলিত জাতির যে কেহই ঐ ভিত্তিতে রৌপ্য ধার পাইতে পারিবে।

সহস্রাধিক লোক নিহত

টেলিফোন যোগাযোগ পুনরায় স্থাপিত হইবার পর এখন সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, মধ্য আনাতোলিয়ার তোকাত এলাকায় ভূকম্পনের ফলে এক সহস্রাধিক লোক নিহত এবং তিন সহস্রাধিক লোক আহত হইয়াছে। একটি ছোট শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিরাজীনামপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সময়ে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৬০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় অপূর্ব্ব গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। [illegible] বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং শুদ্ধভক্তিসম্মত প্রকৃত সমন্বয় নিরূপিত হইয়াছে। মূল্য ৵০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অমৃতোপম মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ রোগী দিগের প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] সেবনে [illegible] ও নূতন [illegible] সেবন করিয়া দেখুন যে, [illegible] ছয় শিশি [illegible] বড় বোতল ১৸০ একটাকা বার আনা। [illegible] প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ [illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] হইতে শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৭শ বর্ষ } ১৫ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ২১শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ৬ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪৩, বুধবার { ২৩৯-২৪০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ নারায়ণ, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

গুরুর সহিত বা আচার্য্যের সহিত পরিচয় না হইলে শাস্ত্র-পরিচয় বা শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত পরিচয় হয় না। যাঁহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সহিত পরিচয় হয় নাই, সে শাস্ত্রার্থ কি করিয়া বুঝিবে? শ্রীগৌরজনের সহিত পরিচয় হইলেই শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য হইবে। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সর্ব্বপ্রথমে গুরু বা আচার্য্য এবং শাস্ত্রের পরিচয় করাইয়া আপনাদিগকে সাধু-শাস্ত্রের মুখে জীবজগতে পরিচিত করাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"দুইভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁ'র প্রেমে হয় বশ॥"

"ভক্তি তাঁহাদের কার্য্যে অবতার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবতদ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁ'র প্রেমে হয় বশ॥"

এই কলিকালে শ্রীগৌরহরি কি জন্য আবির্ভূত হইলেন? শ্রীকৃষ্ণের গৌরাবতারের কারণ কি? শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য এবং শ্রীরাধারসসুধাবিস্তারের জন্যই বাঞ্ছিতমা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরাবতার। উজ্জ্বল-রসাচার্য্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া
রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্রাধারতিকেলি নাগররসাস্বাদৈক-সদ্ভাজনং
তদ্বস্তুপ্রথনায় গৌরবপুষা
লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ॥"

—বৈয়াসকি শ্রীল শুকদেবও কেবল শাস্ত্রশীলনদ্বারা প্রাপ্য নহে বলিয়া রাস-লীলা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য এবং নিকুঞ্জ-সুরত-লীলার পরমরস-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলামাধুরী আস্বাদনের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র এই দুই বস্তু বিতরণ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ইহলোকে গৌরকলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"কোঽপ্যত্রকৃপাপূর্ণবপুঃ সুধাং
পরে লোভিতে
শ্রীরাধাদিপদং ব্রজাম্বুজপদাং তাবৎ
তেভ্যঃ পরে।
অদ্যে নতবা অতি হরিণো রাধাপদাম্ভোজকং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ করুণয়া লোকস্য
কাঃ সম্পদঃ॥"

—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপায় লোকের কোন্ কোন্ সম্পদই বা লাভ না হইয়াছে? উদ্ধবপ্রমুখ ভক্তগণের মধ্যে (শ্রীকৃষ্ণলীলার উদ্ধবপ্রমুখ ভক্তগণ সকলেই শ্রীগৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়া, কেহ কেহ শ্রীনন্দ-যশোদাদির ব্রজবাস-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ বা প্রশংসনীয় শ্রীদামাদির বিশুদ্ধ সখ্যপদ এবং কেহ কেহ বা ব্রজগোপীদিগের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু অপর বহুতর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ রাধাপাদপদ্মমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন।

কৃপাময় শ্রীভগবানের নিকট হইতে কৃপা ভিক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকেরই দরকার। শ্রীভগবান্ পূর্ণব্যক্তিত্বসম্পন্ন। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত-ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট। আমরাও নিত্যব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধই স্বাভাবিক এবং তাহা বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের নিত্য ও পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শ্রীভগবানের উপাসনার প্রয়োজন আছে। শ্রীভগবানের সহিত কাহারও সম্বন্ধ প্রয়োজন হইলে তাঁহার সমস্ত কার্য্য ভগবদিচ্ছামতই করা উচিত। আমাদের অনেক কার্য্যের মধ্যে কোন্‌টী আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য? তদুত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—জীবের বহুপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুর সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। আবার তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের সেবা অধিকতর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান্‌ই পরতত্ত্ব। এই পরতত্ত্বের সন্ধান এ জগতে কাহারও নিকট পাওয়া যায় না। একান্ত ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি যাঁহার আছে, তাঁহার নিকটই পরতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হয়। এখানে পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেহ পরতত্ত্বের নিকট পৌঁছিতে পারে না, তাহা হইলে উপায় কি?

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন
ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

আমরা অকপট সেবোন্মুখ হইলে পরব্রহ্ম স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বহির্মুখ ভাব ঘুচাইয়া ইন্দ্রিয়গুলির সেবা করিবার মত যোগ্যতার উদ্ঘাটন করিয়া দেন। ভগবৎ-সেবা প্রবৃত্তি জাগিলে জড় বস্তুর সেবা ও সঙ্গ হইতে অনায়াসে মুক্তি হয়। আমাদের যাবতীয় কৃত্য শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। কারণ, পরতত্ত্বের নিত্যসেবাই আত্মার একমাত্র লক্ষ্য, কৃত্য ও আকাঙ্ক্ষা। ভগবৎ-সেবা-বিহীন হইলে বিভিন্ন কর্ত্তব্য আসিয়া জীবকে বিব্রত করে। আত্মার দ্বারাই পরতত্ত্বের সেবা সম্ভব। এই সেবা-লাভের উপায় কি? উপায়—একমাত্র শরণাগতি বা নির্ভরতা। আমাদের মন স্বভাবতঃই বড় বিশ্বাসঘাতক, সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করা যায় না। আমরা অন্যের উপরও নির্ভর করিতে পারি না। কারণ, তাহাতেও বিপদ্ আছে। সুতরাং দারুণ অসহায় জীবের রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

———

বিষয়ী লোকের বৈরাগ্য নাই এবং বৈরাগীর বিষয় নাই, এরূপ কোন কথা নহে। বিষয়ে অবস্থিত থাকিয়াও বৈরাগ্য থাকিতে পারে। বিরাগ উদয় হইলেই যে বিষয়ত্যাগ হয়, তাহা নয়। স্থূল-দেহে সাধক যে-পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকেন, সে-পর্য্যন্ত শরীর-নির্ব্বাহ-উপযোগী বিষয় থাকে। সদ্গুরু লাভ করিয়া যিনি নির্ব্বিষয়ী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ক্রমে ক্রমে অনুষ্ঠানকে বিষয় নিষ্কৃত করিতে চেষ্টা করেন। এরূপ করিতে করিতে তিনি যখন কৃতকার্য্য হন, তখনই তিনি স্বরূপতঃ বৈরাগী হইতে পারেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষায় আমরা পাই,—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥"

"অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিয়াছেন,—

"বৈরাগীর কৃত্য সদা নামসংকীর্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসংকীর্তন।
শাক পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ, কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে,
গ্রাম্য বার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী, মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥"

মর্কট-বৈরাগ্য করিতে হইবে না; সহজ বৈরাগ্য বা যুক্ত-বৈরাগ্যই আবশ্যক। মর্কট-বৈরাগ্য একটী [illegible]। ইহা যত্নের সহিত দূর করিতে হইবে, নতুবা কপটতা, মায়া, প্রতিষ্ঠা, শাঠ্যাদি শত্রুগণ প্রবল হইয়া পড়িবে। নিজেকে বিরক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেই বিরক্ত হওয়া যায় না। সহজ বৈরাগ্যে অন্তর এবং বাহির উভয়ই বিরক্ত। প্রকৃত বৈরাগীর অন্তরে স্ত্রীসম্ভাষণ আদৌ থাকিবে না। বাহিরে বৈরাগী-সাজ হইয়া অন্তরে বিষয়ী থাকা অপেক্ষা বাহিরে বিষয়-প্রায় থাকিয়া অন্তরে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করা ভাল। নিষ্কপট বৈরাগী স্ত্রী লোভ, অর্থ-লোভ, খাদ্য-লোভ ও সুখ [illegible] বর্জন করিবে। বিষয়রাগ যখন কমিবে তখন যে বৈকুণ্ঠরাগ হইবে, এমন নয়। যাঁহারা বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবল বিষয়রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, অথচ বৈকুণ্ঠরাগবৃদ্ধির চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের শেষে অধঃপতন ঘটে। ইন্দ্রিয়সংযম 'মাত্র' [illegible] প্রয়োজন হয়, তবে তাহা ফল্গু-বৈরাগ্য মাত্র। ত্যাগ বা গ্রহণ পরমার্থের অনুকূল করিতে হইবে। 'নিরর্থক ত্যাগ করিলে অন্তরের ভাব পাষাণবৎ হইয়া উঠে।

যুক্ত-বৈরাগ্যই গ্রহণীয় ও প্রশংসনীয়। যুক্ত-বৈরাগ্যাশ্রয়েই ভজন হয়। অশ্বকে বশীভূত করার ন্যায় মনকে কিছু কিছু ভগবৎ বিষয়াদিতে ভুলাইয়া আত্মবশে গ্রহণ করাই কর্তব্য। ইহাই যুক্তবৈরাগ্য। ভক্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, সেই-পরিমাণে জগতের [illegible]জ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য উদিত হইয়া থাকে। অযোগ্য বিষয় পরিহার করিতে হইবে এবং ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে না, কেবল আত্মার কৃষ্ণভজন-অনুকূল জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করা দরকার, তাহাই করিতে হইবে। বৈরাগ্য ভক্তির সহায় ও অঙ্গ। যেখানে সহজ বৈরাগ্য নাই, সেখানে ভক্তিও নাই। ভক্তিতে আত্মার স্ফূর্তিবৃদ্ধি, সম্বন্ধজ্ঞানে আত্মার পুষ্টি এবং বৈরাগ্যে আত্মার তুষ্টি হয়। যুক্তবৈরাগীগণ কৃষ্ণসেবাসম্বন্ধে দেহকে নিজের অনুকূল জানিয়া আদর করেন। দেহ বিনা কৃষ্ণভজন হয় না। সেইজন্য ভজনপ্রয়াসী সজ্জনগণ ভজনানুকূল দেহের সংরক্ষণে বিশেষ আদর করিয়াও ভজন-প্রতিকূল দেহগেহাদিতে তুচ্ছ-জ্ঞান করেন

পঞ্চতত্ত্ব

শক্তিমান্ শ্রীগৌরসুন্দর পাঁচটী বিভিন্ন-প্রকার লীলা পরিচয়ে পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নিজ মাধুর্য্য আস্বাদের দ্বারা বহির্মুখ জীবের মায়া বা দুঃখ নাশ করিবার জন্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বরূপে বা মহামন্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজের বিলাস প্রদর্শন করেন। ইহাই তাঁহার ঔদার্য্যলীলা। স্বেচ্ছাক্রমে কৃপা-পরবশ হইয়া পঞ্চতত্ত্বরূপে বাচ্য কৃষ্ণ বা তদভিন্ন বাচক শ্রীনামপ্রভু অপ্রাকৃত শব্দরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। পঞ্চতত্ত্ব সবই এক অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব।

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি
ভক্তশক্তিকম্॥"
(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত ও ভক্তশক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি।

"বন্দে গুর্বীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-
সংজ্ঞকম্॥"
(চৈঃ চঃ)

—দীক্ষা-শিক্ষা ও চৈত্যগুরুভেদে গুরু-বর্গকে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি প্রকাশসকলকে ও শ্রীগদাধরাদি ঈশ-শক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক পরতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি।

"পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সংকীর্তনরঙ্গে॥
পঞ্চতত্ত্ব—এক বস্তু, নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ॥"

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীশ্রীবাস-আদি পঞ্চতত্ত্বে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। কেবল রসাস্বাদ-[illegible] লীলার জন্যই ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তশক্তি ও শুদ্ধভক্ত—এই পঞ্চরূপে অবতীর্ণ হন।

এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্বয়ংরূপ 'ভক্তরূপ', স্বয়ংপ্রকাশ 'ভক্তস্বরূপ' ও অংশরূপ 'ভক্তাবতার'ই বিষ্ণুতত্ত্ব। ভক্তশক্তি ও শুদ্ধভক্ত— বিষ্ণুতত্ত্বাশ্রিত শক্তিতত্ত্ব।

"একলা ঈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁ'র শুদ্ধকলেবর॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে 'ভক্তভাব'॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি।
'ভক্তস্বরূপ' তাঁ'র নিত্যানন্দ ভাই॥
'ভক্ত-অবতার' তাঁ'র আচার্য্য গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে 'প্রভু' করি' গাই॥
এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুইপ্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
'শুদ্ধভক্ত'তত্ত্বমধ্যে তাঁ'সবার গণন॥
গদাধর পণ্ডিতাদি শক্তি-অবতার।
'অন্তরঙ্গ ভক্ত' করি' গণন যাঁহার॥"

স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরসুন্দরই 'ভক্তরূপ'। তিনি অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও সেবকোচিত লীলা প্রদর্শন করেন। তিনি স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়, পূজক বা ভক্তের রূপ গ্রহণপূর্ব্বক বিষয়ের (নিজের) সেবা শিক্ষা দেন। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব। শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপ বা স্বরূপতঃ ভক্ত নহেন। তিনি ভক্তরূপ—ভক্তলীলাভিনয়কারী ভগবান্।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই 'ভক্তস্বরূপ'— শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপে ভক্ত নহেন। তিনি স্বরূপে 'স্বয়ংরূপ', ভক্তের ভাবমাত্র অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ঈশতত্ত্ব হইয়াও সেবক-অভিমানী। তিনি স্বদেহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করেন।

"সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ, আসন॥"
(চৈঃ ভাঃ)

"সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীবলরাম॥
শ্রীবলরাম গোসাঞি মূলসঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন॥
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টি লীলা-কার্য্য করেন ধরি' চারি কায়॥
সকলরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ।
সেই বলরাম গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ॥
কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্যলীলা।
পুরাণে তিনভাবে ব্রজে কৈল লীলা॥
আপনারে 'ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনারে মানে॥
নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্বে হইয়া লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন॥
কৃষ্ণ-অবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইলা নানা সুখাস্বাদন॥"
(চৈঃ চঃ)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ শ্রীবলরামরূপে কৃষ্ণের সেবানন্দ বর্দ্ধন করেন; আবার শ্রীরাম-অবতারে রামানুজ লক্ষ্মণরূপে শ্রীরামেরই সেবায় প্রমত্ত হন। আর কলিযুগপাবনাবতারে—

"সেই কৃষ্ণ—শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥"

শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু ঈশতত্ত্ব—ঈশাবতার। ইনিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় সহায় বলিয়া ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব তিনি ভক্তাবতার।

"ভক্ত-অবতার তাঁ'র আচার্য্য গোসাঞি॥"

শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু ঈশতত্ত্ব বা ঈশাবতার।

"অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁ'র অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য॥
মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি অদ্বৈত পূর্ণনাম॥
চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য
করে প্রভু জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁ'র 'দাস'-অভিমান॥
সেই অভিমানসুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণদাস হও, জীবে উপদেশ করে॥"

সর্বশ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব 'ভক্তরূপ' শ্রীমহাপ্রভু, তদধীন ঈশতত্ত্ব 'ভক্তস্বরূপ' শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও 'ভক্ত-অবতার' শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু,—এই তিন তত্ত্বই শক্তিমান্, আরাধ্যতত্ত্ব। ঈশশক্তি বা শক্তিতত্ত্ব ও শুদ্ধভক্ততত্ত্ব—আরাধকতত্ত্ব।

শুদ্ধভক্ত বা ঈশভক্ত ও ভক্তশক্তি— ঈশশক্তি বা অন্তরঙ্গ ভক্তের বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"'ঈশভক্ত' বলিতে ঈশাভক্ত ও ঈশভক্তকে বুঝায়। মধুরেতর ভক্ত, যথা—[illegible], শ্রীরায়রামানন্দ প্রভৃতি ঈশাভক্ত। ঈশাভক্তগণ শুদ্ধ ও অন্তরঙ্গ ভক্ত। রূপানুগগণ অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁহারা উজ্জ্বলরসের অধিকারী। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ঈশশুদ্ধভক্ত। অন্তরঙ্গ ও শুদ্ধভক্তের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, শক্তিতত্ত্ব মধুর-রসে, বাৎসল্যে, সখ্যে ও দাস্যরসে অবস্থিত; কিন্তু ইহাঁরা ভাবতম্য-বিচারে ভক্তগণ অপেক্ষা শক্তিগণ শ্রেষ্ঠ। অতএব নিত্য মধুররসাশ্রিত ভক্তগণই শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক, শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর সেবকগণ সাধারণতঃ বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্তরসাশ্রিত। তাঁহারা শুদ্ধভক্ত।

যাঁহারা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য হইয়া জীব-শুদ্ধা কৃষ্ণানুশীলনরূপ ভক্তি কর্ম বা জ্ঞানের আবরণে আবৃত করেন না, তাঁহারা শুদ্ধভক্ত; কেবল মধুররসাশ্রিত ঐকান্তিক ভক্তগণই অন্তরঙ্গ ভক্ত। মধুর রসে বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য অন্তর্ভুক্ত আছে। শুদ্ধভক্তবিশেষেই অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীমহাপ্রভুর মধুররসাশ্রিত অন্তরঙ্গ ভক্ত।"

এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে আর একটী তত্ত্ব আছেন, তিনি গুরুতত্ত্ব। 'বন্দে গুর্বীশভক্তান্'-

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

শ্লোকে 'ভজন'—এই পদে এবং পঞ্চতত্ত্বের মন্ত্রে—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ"—এই পদে যে 'আদি'-শব্দ আছে, তন্মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেন। এইরূপ স্বপ্রকাশেই শ্রীগৌরসুন্দর বিলাস করেন। অতএব শিক্ষাগুরু, দীক্ষা-গুরু ও চৈত্যগুরু—এই তিনপ্রকার অর্থই বুঝিতে হইবে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"শ্রীগৌরসুন্দর যখন অপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণকেও কৃপা করেন, তখন তিনিই পঞ্চতত্ত্ব বা তন্মধ্যস্থিত 'আদি' পদে ভক্তত্ত্ব সমাশ্রিত হইয়া বহুতত্ত্বরূপে ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। 'আদি' পদে যে ভক্তদেব, ঐশ্বর্য্যাংশে তিনিই শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত অভিন্ন, আর মধুরাংশে তিনিই শ্রীগদাধরের সহিত অভিন্ন।"

স্যমন্তকমণি

——::(::০::)::——

রাজা সত্রাজিৎ সূর্য্যদেবের একান্ত ভক্ত ও পরমসুহৃৎ ছিলেন। সূর্য্যদেব তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'স্যমন্তকমণি'-নামক একটী অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। সেই মণি প্রত্যহ অষ্টভার-পরিমিত স্বর্ণ প্রসব করিত এবং যেস্থানে তাহার পূজা হইত, তথায় দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, উপদ্রব, অশুভ, সর্পভয়, শারীরিক বা মানসিক ব্যাধি ও মায়াবিগণ অবস্থান করিতে পারিত না। রাজা সত্রাজিৎ সেই মণিকে তাঁহার সুরম্য অট্টালিকাস্থিত দেবমন্দিরে স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রত্যহ পূজা করাইতেন। একদিন তিনি কণ্ঠদেশে উক্ত মণি ধারণপূর্ব্বক দ্বারকাপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় মণির তেজে তাঁহাকে দ্বারকাবাসী কেহই রাজা সত্রাজিৎ বলিয়া জানিতে পারেন নাই। দ্বারকাবাসিগণ দূর হইতে তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক তদীয় তেজঃপ্রভাবে অভিভূতদৃষ্টি হইয়া এবং তাঁহাকে সূর্য্য মনে করিয়া অক্ষক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন যে, সূর্য্যদেব তাঁহার শ্রীচরণদর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞ পুরবাসিগণের তাদৃশ বাক্য-শ্রবণে হাস্যসহকারে বলিলেন যে, সেই সমাগত পুরুষ সূর্য্য নহেন, পরন্তু তিনি স্যমন্তকমণি-শোভিত রাজা সত্রাজিৎ।

কোন এক সময় শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্যমন্তকমণি মহারাজ উগ্রসেনকে প্রদান করিবার জন্য রাজা সত্রাজিতের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্রাজিৎ অর্থলোলুপতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনাভঙ্গজনিত অপরাধের ভয় না করিয়া উহা প্রদানে অসম্মত হন। কিছুদিন পরে রাজা সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন উক্ত মণি কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক অশ্বারোহণে বনমধ্যে মৃগয়া করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তথায় এক সিংহ অশ্বসহ প্রসেনকে বধ করিয়া মণি গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ করিলে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহকে বধ করেন এবং মণিটী তথায় নিজ শিশুপুত্রকে ক্রীড়াদ্রব্যরূপে প্রদান করেন। এদিকে সত্রাজিৎ ভ্রাতাকে না দেখিয়া দুঃখে কাতর হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রসেনকে বনে বধ করিয়া মণি গ্রহণ করিয়াছেন—এরূপ আশঙ্কা করিলে লোকগণ গোপনে ঐবিষয় আলোচনা করিতে লাগিল। ক্রমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের ঐ গোপন আলোচনা শ্রবণপূর্ব্বক স্বীয় চরিত্রে আরোপিত কলঙ্ক-ক্ষালনের জন্য পুরবাসিগণের সহিত প্রসেনের বনগমনমার্গ অনুসরণ করিলেন। অতঃপর বনমধ্যে সিংহকর্তৃক নিহত প্রসেন ও তাহার অশ্বকে এবং কিয়দ্দূরে পর্ব্বতোপরি গহ্বরের দ্বারদেশে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কর্তৃক নিহত সিংহকেও দেখিতে পাইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অপর সকলকে গহ্বরের দ্বারদেশে রাখিয়া একাকীই জাম্ববানের নিবাস অন্ধকারাবৃত সেই ভয়ানক গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় জাম্ববানের শিশুপুত্রের নিকট স্যমন্তকমণিটী দেখিয়া তাহা গ্রহণ করিবার মানসে সেই শিশুর নিকট অবস্থান করিলেন। শিশুর ধাত্রী অপূর্ব্ব নরবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ভয়াতুরা হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলে জাম্ববান্ তাহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তথায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া শ্রীরামচন্দ্রাভিন্ন নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত মনুষ্য-জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ উভয়ের মধ্যে অস্ত্র, প্রস্তর, বৃক্ষ ও বাহুদ্বারা তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইরূপে পরস্পরের মধ্যে বজ্রনির্ঘাততুল্য কঠোর মুষ্ট্যাঘাতে অষ্টাবিংশতি দিবস দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ হইয়াছিল। অনন্তর জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণের মুষ্ট্যাঘাত-প্রভাবে দুর্ব্বল হইয়া তাঁহার প্রভাব জানিতে পারিয়া তিনি যে অখিলপ্রভাবশালী সর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণু, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বহু স্তবস্তুতি করিয়া বলিলেন, "আপনি সর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণু, আপনি এখানে সৃষ্টিকার্য্যের মূল কারণ। ত্রেতাযুগে আপনার কিঞ্চিৎ ক্রোধদৃষ্টিপাতে সমুদ্র তৎক্ষণাৎ আপনাকে পথ প্রদান করিয়াছিল। তথাপি আপনি তদুপরি স্বীয় কীর্ত্তি-চিহ্নস্বরূপ সেতু বন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কা দাহ করিয়া বাণাঘাতে রাবণের মস্তক ভূপাতিত করিয়াছিলেন। আমি আপনাকে সেই শ্রীরামচন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিয়াছি।" তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ মঙ্গলময় করকমল-দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া পরমকৃপাসহকারে মণি হরণের বৃত্তান্ত ও নিজের মণি গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। তখন ভক্ত জাম্ববান্ স্বীয় প্রভুর সেবা-সুযোগলাভের সৌভাগ্য সাদরে বরণ করিয়া তাঁহাকে জাম্ববতী নাম্নী কন্যা এবং নিজের অভিলাষিত মণি এবং নিজের অবিবাহিতা দুহিতা শ্রীজাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণের করকমলে অর্পণ করেন।

এদিকে গহ্বরবহিস্থিত শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী সহচরগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তন না দেখিয়া দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দুঃখিতচিত্তে দ্বারকায় গমন করিলেন। দেবকী, রুক্মিণী, বসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ গহ্বর হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন না দেখিয়া শোকাকুলচিত্তে সত্রাজিৎকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃপ্রাপ্তির জন্য চন্দ্রভাগানাম্নী শ্রীদুর্গাদেবীর আরাধনা করিলেন। শ্রীদুর্গাদেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণদর্শনরূপ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ মণিসুশোভিত হইয়া সস্ত্রীক সেখানে উপস্থিত হইলেন। পুরবাসিগণ তখন সস্ত্রীক শ্রীকৃষ্ণের পুনর্দর্শন লাভ করিয়া পরমানন্দিত হইলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ রাজসভায় সত্রাজিৎকে আহ্বানপূর্ব্বক মণিলাভের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকে উহা প্রদান করিলেন। তখন সত্রাজিৎ অতিশয় লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া মণিগ্রহণপূর্ব্বক বিশুদ্ধ অপরাধ-নিবন্ধন অনুতপ্তচিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রতিভাশালী কৃষ্ণপক্ষীয়গণের সহিত বিরোধবশতঃ আকুল হইয়া অনুক্ষণ উক্ত অপরাধের চিন্তা করিতে করিতে "কিরূপে নিজ অপরাধের পরিহার করিব, কিরূপেই বা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইবেন, কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে আমার মঙ্গল হইবে এবং লোকে আমাকে অদূরদর্শী, কৃপণ, মূঢ় ও ধনলুব্ধ বলিয়া তিরস্কার করিবে না।" ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে নিজকন্যা ও স্যমন্তকমণি দান করিবেন। ইহা মনে মনে স্থির করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ অভিপ্রায় জানাইয়া এবং মহাসমারোহের সহিত নিজ কন্যা সুলক্ষণা, বিবিধ সদ্গুণান্বিতা সত্যভামা দেবীকে যথাবিধি বিবাহ করাইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মণিটী গ্রহণ না করিয়া বলিলেন যে, তাহা তাঁহারই নিকট থাকুক।

ইতঃপূর্ব্বে অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা সত্যভামাকে লাভ করিবার আশা পোষণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা সে বিষয়ে হতাশ হওয়ায় প্রতিশোধ লইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। জতুগৃহদাহ-সংবাদ পাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করিলে সেই অবসরে তাঁহারা শতধন্বাকে রাজা সত্রাজিৎকে বধ করিবার জন্য কুমন্ত্রণা-প্রদান করিলেন। শতধন্বা এক অন্ধকার রাত্রে রাজা সত্রাজিৎকে নিদ্রিত অবস্থায় বধ করিল এবং মণিগ্রহণপূর্ব্বক পলায়ন করিল। অতঃপর পুরনারীগণ সত্রাজিতের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেবী সত্যভামা পিতার মৃতদেহ দর্শনে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি পিতার মৃতদেহ তৈলপাত্রে রক্ষা করিয়া হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক পতিব্রতাশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের নিকট পিতৃনিধন-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব উভয় ভ্রাতা মনুষ্যবৎ শোক প্রকাশ করিয়া শতধন্বাকে বধ করিয়া মণিগ্রহণমানসে দ্বারকায় আগমন করিলেন। অনন্তর শতধন্বা তাঁহাদের উদ্যম অবগত হইয়া স্বীয় প্রাণরক্ষার্থ কৃতবর্ম্মার সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু কৃতবর্ম্মা রামকৃষ্ণের অসীম প্রভাব অবগত থাকায় ভয়ে শতধন্বাকে সাহায্য করিতে সাহসী হইল না। তখন শতধন্বা তাহার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া অক্রূরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু অক্রূরও শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে তাহাকে সে বিষয়ে প্রত্যাখ্যান করিল। তখন শতধন্বা অন্যোপায় হইয়া অক্রূরের নিকট মণি সমর্পণপূর্ব্বক শতযোজনগামী এক অশ্বে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিল। অনন্তর শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণপূর্ব্বক শতধন্বার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। শতধন্বার অশ্ব পথে মিথিলার উপবনে ক্লান্ত ও ভূপতিত হইলে সে পদব্রজেই ধাবিত হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই অবসরে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চক্রের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন এবং তাহার বস্ত্রে মণি অন্বেষণ করিলেন। তাহার নিকট মণি না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের নিকট সে সংবাদ জানাইলেন। তখন শ্রীবলদেব বলিলেন যে, শতধন্বা নিশ্চয়ই অন্য কাহারও নিকট মণি রাখিয়াছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে মণির অনুসন্ধানে দ্বারকায় প্রেরণ করিয়া বিদেহরাজ জনকের দর্শনের জন্য মিথিলায় প্রবেশ করিলেন। জনক তখন শ্রীবলদেবকে নিজ পুরমধ্যে পাইয়া বিবিধ উপচারদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। মহাত্মা জনক-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বলদেব তথায় কয়েক দিবস অবস্থান করিলেন। সেই অবসরে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন শ্রীবলদেবকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে দূরে একাকী লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিল। ইতোমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শতধন্বার নিধন ও মণি-অপ্রাপ্তিসংবাদ সকলকে জানাইলেন। অনন্তর তিনি জ্ঞাতিগণের সহিত মৃত শ্বশুর রাজা সত্রাজিতের পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন। অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বার নিধন-সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইয়া দ্বারকা হইতে পলায়ন করিল। ইহাতে দ্বারকাপুরীতে নানাবিধ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং শারীরিক ও মানসিক সন্তাপরূপ বিবিধ দুঃখ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন কতিপয় বৃদ্ধ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিস্মৃত হইয়া অক্রূরের প্রবাস হেতু সেই দুঃখের উৎপত্তি স্থির করিলেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ যথায় অবস্থান করেন, তথায় যে কোন প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে না, একথা তাঁহারা চিন্তা করিলেন না। তাঁহারা বলিতেছেন—একদা

কামিং অনাবৃষ্টি হইলে কাশীরাজ অক্রূরের পিতা শ্বফল্ককে গান্দিনী-নাম্নী নিজ-কন্যা প্রদান করিলে নিজরাজ্যে বৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব তাঁহারা পিতৃতুল্য প্রভাবশালী অক্রূরের প্রবাসকেই দ্বারকায় প্রাদুর্ভূত দুঃখের কারণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট জানাইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র অক্রূরের প্রবাসকেই অমঙ্গলের কারণ মনে না করিয়া মণির অপহরণকেও কারণ নিশ্চয়পূর্ব্বক অক্রূরকে দ্বারকায় আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত বিবিধ প্রিয়সম্ভাষণপূর্ব্বক হাস্যসহকারে তাঁহাকে বলিলেন,—"অক্রূর, শতধন্বা যে তোমার নিকট মণিটী গোপনে রাখিয়াছে, তাহা আমরা জানি। সত্রাজিৎ নিঃসন্তান বলিয়াই সত্যভামার পুত্র তাঁহার পিণ্ডপ্রদান ও ঋণমোচনপূর্ব্বক অবশিষ্ট বিত্ত লাভ করিবে, ইহাই শাস্ত্রবিধান তথাপি ঐ মণি তোমার নিকটেই থাকুক। কিন্তু ঐ মণিবিষয়ে অগ্রজ শ্রীবলদেব আমার প্রতি সন্দেহযুক্ত। অতএব তুমি সকলের সমক্ষে প্রদর্শনপূর্ব্বক বন্ধুগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর। তোমার নিকট মণি নাই—ইহাও বলা যায় না; কারণ, বর্ত্তমানে তোমার গৃহে অবিরত স্বর্ণবেদিময় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে।" শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে এইরূপ মধুরভাবে তিরস্কার করিলে অক্রূর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত মণি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতিগণকে ঐ মণি প্রদর্শন করিয়া নিজ চরিত্রে আরোপিত মিথ্যা কলঙ্ক অপনয়নপূর্ব্বক পুনরায় উহা অক্রূরকে অর্পণ করেন।

যিনি সর্ব্বজীবের ভগবান্ বিষ্ণুর এই বীর্য্যপূর্ণ পরম মঙ্গলময় বৃত্তান্ত শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে পাঠ, শ্রবণ বা স্মরণ করেন, তিনি মিথ্যা কলঙ্ক ও পাপ পরিহারপূর্ব্বক পরা শান্তি লাভ করিয়া তদীয় পাদপদ্মসেবা লাভ করেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::(:০:)::—

শ্রীধামে শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব

গত ১৮ই পৌষ, রবিবার, শ্রীহরিবাসর-তিথিতে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে উদ্ধারণ সখা দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি-পূজা-মহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মধ্যাহ্নাদির পর অভ্যাগত শ্রীল মহেশপণ্ডিত ঠাকুরের চরিত্র ও কৃপার কথা আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীভক্তিবিজয়-নাটমন্দিরে প্রায় ৩ ঘণ্টা যাবৎ শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের কৃপা ও মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন।

—

শ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় গত ১০ই পৌষ, শনিবার কলুর-শ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বার্ষিক বিরহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস অপরাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ ব্রজগোপালদাস ব্রহ্মচারী প্রভু বিরহ-সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে সমবেত সজ্জনগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব

গত ১০ই পৌষ, শনিবার দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহ-তিথিপূজা-মহোৎসব হরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও 'তুই মন তুমি কিসের বৈষ্ণব' প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে "শ্রীচৈতন্য-সারস্বতীর প্রচারবৃত্তি ও সুমেধবিধি-সেবা"-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ হয়। অতঃপর "হে আজিও প্রেমময় করুণা প্রভুর" এই গীতিটি কীর্ত্তন হয়।

ঐ দিবস সমাগত ভদ্রমণ্ডলী ব্যক্তিদিগকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—

দিল্লীতে প্রচার

নিউদিল্লীর হিন্দুমহাসভার সেক্রেটারী মহোদয়ের অনুরোধক্রমে গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম শাখা নিউদিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ রাধবচৈতন্য ব্রহ্মচারীজী গত ১৮ই ডিসেম্বর গীতা-জয়ন্তী-উপলক্ষে হিন্দুমহাসভার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে 'বিড়লা-মন্দিরে' আহূত একটী সভায় কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদের সদস্য সর্দ্দার বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র সিংহ মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃগণের শুনিবার সুবিধার জন্য সভায় লাউড স্পিকারের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। সভায় সহরের বহু উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও সম্ভ্রান্ত মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

"চার্চিল ট্যাঙ্ক" নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা

যথাযথরূপে পরীক্ষিত হওয়ার পূর্ব্বেই যে "চার্চিল ট্যাঙ্ক" নির্ম্মাণের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, উহার সমর্থন করিয়া মিঃ চার্চিল কমন্স সভায় বলেন যে, ১৯৪০ সালের জুন মাসে তাঁহাদের একশতেরও কম ট্যাঙ্ক ছিল এবং এই সকল ট্যাঙ্ক ও তৎকালে যেগুলি নির্ম্মিত হইতেছিল ঐগুলি সমস্তই জার্ম্মাণদের গোলায় অতি সহজেই বিনষ্ট হইত। ঐ সময় হেমন্তকালে অথবা পরবর্ত্তী বৎসরের বসন্তকালে জার্ম্মাণী বৃটেন আক্রমণ শুরু করিবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছিল। দেশরক্ষার জন্য ঐ সময়ে যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব শক্তিশালী ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ করাই বড় সমস্যা ছিল। যথাযথ পরীক্ষাদি করিতে হইলে ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণের অর্ডার দেওয়া পূর্ব্বেও অন্ততঃ ছয়মাস অপেক্ষা করিতে হইত। জার্ম্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করায় বৃটেন অভিযানের সম্ভাবনা হ্রাস পাইলে ট্যাঙ্কগুলি নির্ম্মাণে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়

এক্ষণে সৈন্যদল এইরূপ ১০০০ হইতে ২০০০ পর্য্যন্ত ট্যাঙ্ক যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করিতেছে এবং সকলে এইগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতেছে। অবশ্য এই ট্যাঙ্কগুলির পরিবর্ত্তে আধুনিকতম ধরণের ট্যাঙ্ক বেশী সংখ্যায় নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

নূতন ধরণের ভোজনাগার

কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকৃতির পলায়নের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে খাদ্য-সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা লাঘব করিবার জন্য কলিকাতা "সিভিক কমিটি" ইংলণ্ডের "সাধারণ কর্পোরেশনে"র আদর্শে কলিকাতায় দশটি বা ততোধিক কেন্দ্রে "সাধারণ ভোজনাগার" স্থাপন করিবেন। ডাঃ বি সি রায় উক্ত কমিটির সভাপতি। আশা করা যায় এক সপ্তাহের মধ্যে এই সকল 'ভোজনাগার' স্থাপনের আয়োজন সম্পূর্ণ হইবে। অদ্য এই ধরণের নূতন একটি ভোজনাগার মাননীয় মিঃ এস আর সরকার উদ্বোধন করিয়াছেন। সকাল সাড়ে সাতটা হইতে সাড়ে নয়টা এবং অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইবে। পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর ভাবে আহার্য্য দ্রব্যাদি পরিবেশন করা হইবে। এক একটি "ডিস"এর মূল্য চার আনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরিবেশনের জন্য অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কয়েকটি কেন্দ্রে মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বিকাল বারটা হইতে সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত চা ও জলযোগ পরিবেশন করিবেন।

—

আগামী মরসুমে পাটের জমির পরিমাণ

গত ২রা জানুয়ারী বাঙ্গলার কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর কর্ত্তৃক আহূত এক বৈঠকে আগামী মরসুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা হইবে, তৎসম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। ঐ বৈঠকে পরীক্ষামূলক কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার, বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক, পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দিন আহমদ, অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ এল জি পিনেল ও ডেপুটি ডিরেক্টার মিঃ ডি এন মজুমদার এবং বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের স্পেশাল অফিসার (পাট সম্পর্কে) ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

—

ইউনাইটেড ষ্টেটসের ঋণের পরিমাণ

ইউনাইটেড ষ্টেটসের কোষাধ্যক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আর আন্দোলন করা হইবে না। গত ডিসেম্বর মাসেই ইউনাইটেড ষ্টেটস্ মোট ১২৯০ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার ঋণ করিয়াছেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশরী পাচন

জ্বরের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় অব্যর্থ উহার কার্য্য অত্যাশ্চর্য্য। পিত্তার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ খেজুরদহ ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ১৭ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫০ : ২৪শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ : ৮ই জানুয়ারী, ইং ১৯৩৭, শুক্রবার { ১৪১-১৪২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ নারায়ণ, তিথি সর্ব্বোদশারী, গৌরাব্দ ৪৫০

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—•::(০)::•—

পরম ও অর্থ এই দুইটী শব্দ লইয়া 'পরমার্থ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পরম-শব্দে শ্রেষ্ঠ এবং অর্থ-শব্দে প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য বুঝায়। পরম প্রয়োজনই পরমার্থ। পরমার্থই সর্ব্বকর্ম্মের চরমার্থ। যাঁহারা অর্থানুসন্ধান-মূলে কর্ম্ম করেন, তাঁহারাই অর্থী; আর যাঁহারা পরমার্থ অনুসন্ধানপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, তাঁহারা পরমার্থী। অর্থী ও পরমার্থীর মধ্যে বাহ্যতঃ কোন ভেদ নাই, কেবল অন্তর্নিষ্ঠার ভেদ মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ।
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি
ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

সূত কহিলেন—হে ঋষিগণ! অনেকেই ধর্ম্মের ফল অর্থ ও অর্থের ফল কাম ও কামের ফল সুখ, ইহা বলিয়া জীবগণকে কর্ম্মে প্রলোভিত করেন, কিন্তু পরমার্থী লোক এরূপ সিদ্ধান্ত করেন না। তাঁহারা বলেন যে, আপবর্গ্য ধর্ম্মই ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মের চরমার্থ অপবর্গ অর্থাৎ জীবের স্ব-স্বরূপে পুনরবস্থিতি, তাহাকে আপবর্গ্য ধর্ম্ম বলে। ঐ ধর্ম্মের ফল কেবল অর্থ, অর্থের ফল কাম, এরূপ নয়; ধর্ম্মাচরণে অর্থ অবশ্য উৎপন্ন হইবে এবং উৎপন্ন অর্থ অবশ্য কামকে প্রসব করিবে, কিন্তু কাম প্রসূত হইয়াও ইন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ ফলকে উদ্দেশ করিবে না অর্থাৎ আপবর্গ্যধর্ম্মশীল পুরুষের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—সমস্তই জীবননির্ব্বাহকরূপে আদৃত হয়। জীবন রক্ষিত হইলে তত্ত্বজিজ্ঞাসারূপ পরমার্থ লাভ হইবে। অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ববিৎ পুরুষেরা তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্ব ত্রিবিধ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব।

———

কৃষ্ণৈকশরণতা বা কৃষ্ণের প্রতি নির্ভরতাই বৈষ্ণবের স্বরূপলক্ষণ; অন্য গুণগুলি তটস্থ লক্ষণ। শরণাগতই গুণী। ভগবচ্চরণে যাঁহার নির্ভরতা আছে, তাঁহারই বৈষ্ণবতা আছে। ভগবৎ-পাদপদ্মে নির্ভরশীলই বৈষ্ণব। কৃষ্ণাধীনতাই যে বৈষ্ণবতার স্বরূপলক্ষণ, তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।"

জীব স্বরূপতঃ চিৎকণ, জীব সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশকিরণস্থানীয়। সূর্য্যকিরণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল বহির্গত হইয়া স্বরূপহীন হয়, জীবও সেইরূপ কৃষ্ণাকর্ষণমণ্ডল-বহির্গত হইলে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারদুঃখ॥"

———

কৃষ্ণাধীনতাই জীবের সত্তা। তাহা কখনই জীবকে পরিত্যাগ করে না। বদ্ধাবস্থায় তাহা সুপ্তপ্রায় থাকে। উপযুক্ত সময় হইলে তাহা পুনরায় প্রকাশ পায়। জীবের স্বভাবধর্ম্ম আবৃত হইলে সে তখন মায়িক ধর্ম্মধারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। তখন ষড়্‌রিপু ও ভোগপিপাসা প্রভৃতি জীবের সঙ্গী হয়। মায়াক্রান্ত জীবের মায়া-ত্যাগের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ। জীব যখন ভাগ্যক্রমে সাধুকে আশ্রয় করে, তখন তাহার স্বরূপধর্ম্ম পুনরুদিত হইতে আরম্ভ করে। সাধুসঙ্গে বস্তু স্বরূপধর্ম্মের আলোচনা হয়, সাধুর আশ্রিত, শরণাগত, নির্ভরশীল বা অধীন ব্যক্তির ভিতর ভগবদুন্মুখতা দেখা দেয়। সাধুসঙ্গে ভক্তি-প্রবৃত্তি হইবেই। সঙ্গী বা আশ্রিতই সঙ্গ করে। সাধু-সঙ্গের অদ্ভুত ফল। সাধু-সঙ্গ হইলে কৃষ্ণপ্রীতি হইবেই। সাধুর প্রতি নির্ভরতা না আসিলে সাধুসঙ্গ হইবে না।

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"

———

ভক্তোন্মুখ জীব স্বভাবতঃ সর্ব্বজীবে কৃপালু। তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ বা পরনিন্দাদি করেন না। তিনি সত্যকেই একমাত্র সার বলিয়া জানেন। তিনি নির্দ্দোষ, বদান্য, ধীর, মৃদু, পবিত্র ও দীন। তিনি যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়সুখস্পৃহা নাই। তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাকে জয় করিয়া থাকেন এবং ভক্তির অবিরোধী ভোগমাত্র স্বীকার করেন। তাঁহার অত্যধিক নিদ্রা বা আলস্যাদি নাই। তিনি সকলকে মান দান করেন। তিনি মহাগুণী হইয়াও নিরভিমান। তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করেন। বৈষ্ণব জগদ্বন্ধু। ভগবল্লীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে তাঁহার প্রবল উৎসাহ। তিনি অকারণে বাক্যব্যয় করেন না।

শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা ছাড়া গতি নাই। এই অসার সংসারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই একমাত্র বন্ধু। তিনি জীবের নিত্যমঙ্গল-সাধনে সর্ব্বদা কৃপাবিশিষ্ট। তিনি পরাৎপরতত্ত্ব ও সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। করুণার সাক্ষাৎমূর্ত্তি এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে যাঁহারা শ্রবণাদি নববিধা ভক্ত্যঙ্গে নিরন্তর উপাসনা করেন, তাঁহারাই নিত্যমঙ্গল লাভ করেন অর্থাৎ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। শ্রীশচীনন্দনের কৃপাতেই জীবের ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্তি হয়। শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত মহাপ্রভুর কৃপা লাভ হয় না। সুতরাং হে বৈষ্ণবগণ, নিজগুণে অধমাধম আমাদিগকে কৃপা করুন, ইহাই প্রার্থনা। প্রত্যহ সাধুসঙ্গ-দ্বারে শ্রীগৌর-হরির কথা শ্রবণ, তাঁহার চিত্রার্চ্চন, ও তাঁহার আশ্রিত সদ্‌গুরুর আশ্রয়ন সাধুর আনুগত্যে করা দরকার। সাধুর কৃপা হইলে তাহা সম্ভব হয়।

দেহগেহাদির ধ্বংস আছে। কিন্তু ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের ধ্বংস নাই। তাঁহারা অবিনাশী, নিত্যবস্তু সেই শ্রীভগবান্ ও শ্রীহরি-ভক্তের সেবা হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই হয়। হরিনামকীর্ত্তনই একমাত্র সম্বল। সেই জন্য অনুরাগী ভক্তগণ সানন্দে সর্ব্বক্ষণ নামকীর্ত্তন, রূপকীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তন ও লীলাকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ব্রজলীলানুশীলন ব্যতীত স্বরূপ-ধারণ কার্য্য সিদ্ধ হয় না। নামরূপী, রূপরূপী, গুণরূপী, লীলারূপী ও পরিকররূপী ব্রজবিপিনচন্দ্রের অনুশীলন অবলম্বন না করিলে সত্য কৃষ্ণস্মৃতি কি করিয়া হইবে? গুরুর প্রতি অভিনিবেশ না হইলে কৃষ্ণাভিনিবেশ হইবে না। গুরুসেবকগণই কৃষ্ণভজনকারী। গৌরজনানুগগণই গৌরানুগত।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীপুরুষোত্তমের প্রিয় সেবকই সাধু। সেই সাধুকে বাদ দিয়া কি পুরুষোত্তমের সেবা হয়? যেখানে সাধুতে অভিনিবেশ বা প্রীতি নাই, সেখানে কৃষ্ণভজন সুদূরপরাহত। সেইজন্য সজ্জনগণ সাধুজনের শাসন ও আনুগত্য অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া শ্রীনাম নামের অনুশীলন করেন। এই সাধুজনতে অভিনিবেশ বা সাধুদর্শন সাধুজনকৃপাতেই হয়। নিজেকে বিষ্ণুর ভৃত্য বলিয়া উপলব্ধি হইলেই বিষ্ণুর দর্শন বা সাধুজনের দর্শন হয়। সাধু যে-সে বস্তু নহেন। বদ্ধজীব তাঁহাকে নিজ চিন্তাধারা মাপিয়া লইতে পারে না। চক্ষু খুলিলেই যেমন সূর্য্যদর্শন হয়, স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া সাধুর আনুগত্য স্বীকার করিলেই সাধুর কৃপাময় মূর্ত্তিটী জীবের দর্শনের বিষয় হয়। কীর্ত্তনকারীর কৃপা ব্যতীত শ্রবণ ও কীর্ত্তন হয় না। হরিকীর্ত্তনই ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা। সুতরাং যিনি কীর্ত্তনমুখে ভগবানের সুখবিধান করিতে চাহেন, তিনি নিরন্তর সাধুর সঙ্গ করিবেন। তিনি জীবনে অন্ততঃ এক জন সাধুকে জীবন বলিয়া জানিবেন, সাধুর প্রতি নির্ভরতা আসিলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইবেন। ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলে সকলের সকল অসুবিধা অপসারিত হইয়া অনায়াসে পরমা শান্তি লাভ হইবে।

সাধুকে প্রভু, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক জানিতে হইবে। প্রকৃত সাধু কাহারও তোষামোদ করেন না, আবার কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা দিয়া কাহাকেও ভোলাও দেন না। আচার্য্যগণের গ্রন্থ পড়া খুবই ভাল, কিন্তু গ্রন্থ পড়িবার পূর্ব্বে যাঁহারা ভগবৎ-ভজনে সর্ব্বক্ষণ প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ জীবন্ত সাধু বা ভক্তের নিকট হইতে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে হইবে। আমাদের সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট অনুগত ও শিষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের অনুক্ষণ সঙ্গ না করিলে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ বা শিক্ষা কিছুতেই স্মৃতি পটে থাকিবে না; সুতরাং আমরা যেন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে শত্রু মনে না করি, সাধুকে অবহেলা না করি।

যখনই জীবের সাধুসঙ্গ হয়, তখনই জীবের প্রতি কৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে, বুঝিতে হইবে। প্রথমে সাধুতে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হয়, পরে ক্রমশঃ প্রগাঢ় প্রীতি হইয়া থাকে। শ্রীহরির জনই সাধু, সাধু ছাড়া হরিভজন হয় না, এ কথা কেবল শুনিয়া রাখিলেই হইবে না; ব্যাকুলভাবে সাধুর হইতে হইবে, সাধুর অনুসরণ করিতে হইবে, অকিঞ্চন হইয়া তাঁহার সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে। ও'ঙ্কারাদেব নিত্য নূতন বিষয় শ্রবণকীর্ত্তন ও স্মরণ করা দরকার। তাহা কৃত্রিমভাবে করিতে গেলে চলিবে না, আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি পাইবে।

অসৎসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণবাচার। এই বৈষ্ণবাচার যেখানে নাই, সেখানে আবার বৈষ্ণবতা কোথায়? দুঃসঙ্গ শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল। সুতরাং দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করা বিশেষ আবশ্যক। সাধুসঙ্গরূপ অর্থে প্রবৃত্তি না হইলে অসৎসঙ্গস্পৃহার নিবৃত্তি হইবে না। সাধক যদি প্রথমে ভগবৎসেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সেবায় ব্রতী হন, তবেই তিনি সেবার বাধক দুঃসঙ্গের বর্জ্জনে যত্নশীল হইতে পারেন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন করিলেই দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন সহজেই হইয়া থাকে।

শ্রীল দ্বিজ-হরিদাসাচার্য্য

——::(•)::——

শ্রীল হরিদাসাচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ-জেলার কাঞ্চন-গড়িয়া-নামক গ্রামে আবির্ভূত হন। মুর্শিদাবাদ-জেলার আজিমগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এক ষ্টেশন 'বাজারসাউ'; তথা হইতে ৫ মাইলের মধ্যে 'কাঞ্চনগড়িয়া'-গ্রাম অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাখাবর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীল দ্বিজহরিদাসাচার্য্য-প্রভুর নামোল্লেখ দেখা যায়,—

"পুরুষোত্তম, শ্রীগালীম, জগন্নাথদাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ-হরিদাস॥"
(চৈঃ চঃ, আদি ১০।১১২)

শ্রীল হরিদাসাচার্য্য প্রভু শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে অবস্থান ক'রতেছিলেন, তখন তিনি নিজগৃহেই ছিলেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে স্বীয় লীলা সঙ্গোপন করিলে শ্রীল হরিদাসাচার্য্য সেই সংবাদ পাইয়া প্রভুর বিরহে কাতর হইয়া পড়িলেন এবং নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। প্রভুর বিরহকাতর শ্রীল হরিদাসাচার্য্যের তখনকার অবস্থা শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"দ্বিজ-হরিদাসাচার্য্য প্রভু-অদর্শনে।
দেহত্যাগ ক'রবেন—ক'রলেন মনে।
ভিলার্দ্ধেক বৈর্য্য ধরিতে নাহি পারে।
নিরন্তর নয়নের জলেই সাঁতারে॥
কিছুই না খায়, দিবা নিশি আনিপ্রায়।
'কোথা গেলা প্রভু' বলি' অবনী লোটায়॥"
(ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ)

এইভাবে প্রভুর বিরহে অধীর হইয়া শ্রীল হরিদাসাচার্য্য প্রভু একদিন বিচার করিলেন যে, সেই দিবস রাত্রিশেষে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। এইরূপ বিচার করিয়া প্রভুর গুণ স্মরণ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলে স্বপ্নে শ্রীগৌরসুন্দর কোটিকন্দর্পদর্পহারী ভুবনমোহনরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবে তাঁহার কনক-বিদ্যুৎ-জিনি অঙ্গকান্তিদ্বারা চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইয়া গেল। শ্রীল হরিদাসাচার্য্য স্বপ্নে নিজ প্রাণাধিক প্রভুর সুন্দর সুমধুর মনোহর বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ মস্তক ধারণ করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্নেহার্দ্রসিক্ত নয়নে তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন,—

"জানহ তোমার যেন বিদরে হৃদয়।
তুমি যে করিলা মনে, এ উচিত নয়॥
তোমাসহ সাক্ষাৎ হইবে বৃন্দাবনে।
বিলম্ব না কর, শীঘ্র যাহ সেইখানে॥
নিরন্তর তোমার নিকটে আছি আমি।
মধ্যে মধ্যে আমারে দেখিতে পা'বে তুমি॥"

এইরূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর আরও বলিলেন,—

"প্রেমের স্বরূপ মোর প্রিয় শ্রীনিবাস।
তেঁহো গৌড়ে প্রেমরত্ন করিব প্রকাশ॥
কহিতে কি, এ সকল পূর্ব্বেই জানহ।
তাঁ'রে মিলি' তাঁহারে করিবা অনুগ্রহ॥
আর এই তোমার নন্দন দুইজনে।
করাইবা শ্রীমন্ত্রগ্রহণ তাঁ'র স্থানে॥
সর্ব্বাংশে হ'বে শ্রী নবাসরূপা হ'তে।
এ দোঁহার ভক্তিবল ব্যাপিব জগতে॥"

এইরূপ কৃপাদেশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তর্হিত হইলে শ্রীল হরিদাসাচার্য্য প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি প্রাতে স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন ও কৃপাদেশ স্মরণ করিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং শ্রীদাস ও শ্রীগোকুলানন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"আমি অদ্য শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিব। তোমাদের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের খুব অনুগ্রহ আছে। তাঁহার প্রিয়ভক্ত শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য কতক দিবস পরে গৌড়মণ্ডলে প্রেমধর্ম্ম প্রচারার্থ এখানে আগমন করিলে তোমরা তাঁহার নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিবে।" পুত্রদ্বয়ের প্রতি এই সদুপদেশ প্রদান করিয়া তিনি সেই দিবসই বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন এবং সেখানে শ্রীল রূপ-সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু-প্রমুখ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের সঙ্গ লাভ করিয়া কিছুদিন পরমানন্দে যাপন করিলেন। কিন্তু শ্রীল রূপ সনাতন গোস্বামী প্রভুর অপ্রকটের পর তাঁহাদের সঙ্গহারা হইয়া আবার পূর্ব্ববৎ বিরহদুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর কৃপাদেশে প্রভুসহ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সহিত গৌড়মণ্ডলে যাত্রাকালে শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভুর আদেশে শ্রীহরিদাসাচার্য্য প্রভুর সহিত দেখা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। তখন শ্রীল হরিদাসাচার্য্য প্রভু শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গৌড়মণ্ডলে নিজ পুত্র শ্রীদাস ও শ্রীগোকুলানন্দকে দীক্ষাপ্রদান ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবার জন্য বলিলেন।

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু কাঞ্চনগড়িয়ায় আসিয়া শ্রীদাস ও গোকুলানন্দকে দীক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ—উভয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত ছিলেন।

শ্রীল হরিদাসাচার্য্য প্রভু শ্রীরূপসনাতনের অপ্রকটের পর আরও বিরহব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীরূপসনাতনের গুণ স্মরণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেন এবং পুনঃ পুনঃ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম" আর্ত্তস্বরে উচ্চারণ করিতেন। এইরূপে প্রভুর বিরহ-সাগরে দীন-ক্ষলের হইয়া প্রভুর ইচ্ছায় তিনি মাঘী কৃষ্ণা একাদশী-তিথিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাইবার পথে তাঁহার বিরহ-সংবাদ প্রাপ্ত হন। আচার্য্যপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনাত্তে শ্রীখণ্ড হইতে যাজিগ্রামে শুভবিজয় করিয়া ভক্তিগ্রন্থ ব্যাখ্যাকালে শ্রীদাস ও গোকুলানন্দের নিকট শ্রীল হরিদাসাচার্য্যের অপ্রকট-সংবাদ প্রেরণ করিয়া কাঞ্চনগড়িয়ায় তাঁহার বিরহমহোৎসবের আয়োজনার্থ আদেশ করিলেন। তৎপরে তিনি শিষ্যবর্গসহ কাঞ্চনগড়িয়ায় শুভাগমন করিয়া তথায় বিরাট্ আয়োজনে বিরহ-মহোৎসব করিলেন। মহোৎসবে বিভিন্ন স্থান হইতে মহাজনগণ আগমন করিয়াছিলেন। একাদশী তিথিতে দিবারাত্রি কীর্ত্তন-মহামহোৎসব হইল। ঐ দিবস শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু শ্রীদাস ও শ্রীগোকুলানন্দকে রাধাকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন। তৎপর দিবস দ্বাদশীতিথিতে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বহু বিচিত্র ভোজ্যসামগ্রী কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলেন। এইভাবে মহাসমারোহে বিরহমহোৎসব সম্পন্ন হইলে শ্রীল আচার্য্য প্রভু তথা হইতে খেতরী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীদাস ও শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে খেতরী-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মহোৎসবের সময় যে নৃত্যকীর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীগোকুলানন্দ ও শ্রীদাস নৃত্য খোলবাদক ও কীর্ত্তনীয়া ছিলেন।

শ্রীল হরিদাসাচার্য্য প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ। তাঁহার লীলা ও গুণ কীর্ত্তন করিলে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ হয়। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—

শ্রীমহাপ্রভুর শাখা হরিদাসাচার্য্য।
সর্ব্বত্র বিদিত, সর্ব্বমতে মহা আর্য্য॥
"কি কহিব হরিদাসাচার্য্যের যে রীতি।
যাহার স্মরণে মিলে নিত্য ভক্তি॥"

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

শ্রীগৌরধাম

——::(※※):: ——

শ্রীকৃষ্ণধাম ও শ্রীগৌরধাম পরস্পর অভিন্ন। শ্রীগৌরধাম শ্রীকৃষ্ণধামেরই ঔদার্য্যপ্রকাশ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"'গোলোক', 'বৃন্দাবন' ও 'শ্বেতদ্বীপ'—এই তিনটী পরব্যোমের অন্তঃপুর। গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয় লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয় লীলা, শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট। গোলোক, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপে ভেদ নাই—শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ। নবদ্বীপমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল এবং গোলোক একই অখণ্ডতত্ত্ব; কেবল প্রেম-বৈচিত্র্যগত অনন্তভাববিশেষে উদিত হইয়া বিবিধ হইয়াছেন।"

শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভবিগ্রহ—ঔদার্য্যস্বরূপই শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীগৌরধাম শ্রীগৌরসুন্দরের করুণার মূর্ত্তি। শ্রীগৌরধাম ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরেরই। শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য, শ্রীগৌরধামও মহাবদান্য। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীগৌরস্বরূপের দয়া বেশী; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণধাম অপেক্ষা শ্রীগৌরধামের দয়াও বেশী। শ্রীব্রজধাম কেবল মুক্তকুলের উপাস্য, কিন্তু শ্রীগৌরধাম মুক্ত ও বদ্ধ—উভয়েরই উপাস্য ও আশ্রয়স্থল। বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীগৌরধামেও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটাপ্রকট-প্রকাশ নিত্য। শ্রীগৌরসুন্দর যুগপৎ দুইটী রূপ ধারণ করিয়া জগতে নিত্য প্রকট থাকেন,—একটী তাঁহার অনর্পিতচর করুণাবিগ্রহ তদ্রূপবৈভব শ্রীগৌরধাম, অপরটী তাঁহার অনর্পিতচর প্রেমবিগ্রহ—নিজস্বরূপ।

কমল যেরূপ জল স্পর্শ করিয়া থাকিলেও জলের সহিত মিশ্রিত বা আবৃত না হইয়া সর্ব্বদা পৃথক্‌ভাবেই অবস্থান করে, শ্রীকৃষ্ণের ধামও তদ্রূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া নিত্য প্রকট থাকিলেও প্রপঞ্চের সহিত মিশ্রিত বা আবৃত হন না। শ্রীধাম নিত্যকাল স্বীয় পৃথক্ সত্তা সংরক্ষণ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন। শ্রীধাম পৃথিবীতে প্রকট থাকায় পৃথিবী ধন্যা, পবিত্রা।

শ্রীগৌরধাম জড়চক্ষুর দৃশ্যবস্তু নহেন। প্রপঞ্চ-গত জড়চক্ষুর দ্বারা শ্রীধাম দর্শন করিতে গেলে শ্রীধামকে প্রপঞ্চের সদৃশ অর্থাৎ জড়ের আবরণকেই দর্শন হয়—বাস্তবিক শ্রীধামের স্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্য হয় না। শ্রীধাম অজড়বস্তু, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। একমাত্র গুরুবর্গের কৃপায় সেবোন্মুখ নেত্রে শ্রীধামের প্রকৃত ঔদার্য্যময় স্বরূপের দর্শন-লাভ হয়। সেবোন্মুখ জীবের নিকট মায়া জড় আবরণ উন্মুক্ত করেন।

"মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাকার।
জড়ময় ভূমি, জল, দ্রব্য, বস্তু আর॥
মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময়ভবন॥"
(শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ)

শ্রীধাম প্রকৃতির বিক্রম বা প্রাকৃত দেশকালপাত্রের দ্বারা বিলুপ্ত, ক্ষতিগ্রস্ত বা পরাভূত হন না। এই শ্রীধামের চিত্তত্ত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব পার্থিব গুণের দ্বারা কখনও অনুপাদেয়-ধর্মযুক্ত হয় না। শ্রীধামের বৃক্ষ-লতা, কীট-পতঙ্গ, তৃণ-গুল্ম, ধূলিকণা—সবই চিন্ময়—সবই অপ্রাকৃত। শ্রীধামের প্রত্যেকটী রেণু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাশক্তিসমন্বিত। শ্রীধামের প্রত্যেক বস্তু শ্রীগৌরলীলা-স্মৃতি-বিজড়িত— শ্রীগৌরকৃপাস্মৃতি-উদ্দীপক— সমস্তই বিপ্রলম্ভরসানন্দময় শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলার পুষ্টিকারক।

শ্রীবাস-অঙ্গনে, শ্রীশচীদেবীর প্রাঙ্গণে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নর্ত্তনে ও শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভবনে শ্রীমহাপ্রভুর নিত্যলীলাবিলাস হইতেছে,—

"শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দনর্ত্তনে।
শ্রীবাসকীর্ত্তনে, আর রাঘব-ভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাবিষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব॥"
(চৈঃ চঃ, অন্ত্য ২।৩৪-৩৫)

শ্রীশচীদেবী ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপ-বাসিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের প্রেমসেবাবশীভূত শ্রীগৌরসুন্দর একমুহূর্ত্তের জন্যও শ্রীধাম-মায়াপুর ছাড়িয়া অন্যত্র যান না।

অপ্রাকৃত শ্রীধামের অনুগত হইলে তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ দর্শন করাইবেন। তখনই শ্রীধামের প্রত্যেক বস্তুর কৃপাময় স্বরূপ উপলব্ধির সৌভাগ্য হইবে। তখনই বাস্তবিক শ্রীধামস্থের সহিত নিজের সজাতীয়-একাত্মবোধ হৃদয়ে উদিত হইবে।

"যৎকিঞ্চিৎ তৃণগুল্মকীকটমুখং
গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং
লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং
নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সংস্পৃহেণ তদিদং
সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে॥"

—এই বিচারে শ্রীধামের তৃণ গুল্ম ও বৃক্ষাদির অপ্রাকৃতত্ব বা সেব্য-স্বরূপ হৃদয়ে সহজভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, তখনই ব্রহ্মা ও উদ্ধবাদিরও বন্দ্য এই শ্রীধামের বৃক্ষাদি ও ধূলিকণার নিকট প্রণত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-বিলাস দর্শন হয়; তখনই

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

—এই বাণীর সত্যতা উপলব্ধি হয়। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারাসংরক্ষণকারী গৌড়ীয়-গুরুবর্গ—সকলেই নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী—নিত্য শ্রীনবদ্বীপ-ধামবাসী। শ্রীধামের শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের নিত্য প্রেমবশীভূত। এই গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপাকণলাভের সৌভাগ্য হইলে—তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিবার সুযোগ হইলে মহা-অনর্থযুক্ত জীবও অনায়াসে শ্রীধামকৃপা, শ্রীধামসেবা, শ্রীধামবাস-সুযোগ-লাভে ধন্যাতিধন্য, কৃতকৃতার্থ হইতে পারে। একমাত্র অকপট শ্রীধামকৃপালাভেচ্ছু ব্যক্তি এই সৌভাগ্য লাভ করেন। যাহারা শ্রীধামের পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন না করে, যাহারা শ্রীধাম-বাসের জন্য অকপট ইচ্ছাবিশিষ্ট হয় না, যাহাদের চিত্ত শ্রীধামবাসে উল্লসিত না হয়, হরিভজন করিতে আসিয়াও যাহারা শ্রীধামবাস-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ, স্পৃহারহিত, তাহাদের জন্য হরিভজনের পথ চিররুদ্ধ। তাহারা কোনকালেই শ্রীগৌড়ীয়-গুরুবর্গের কৃপা বা কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা-সুযোগ লাভ করিতে পারিবে না।

যাহাদের হরিভজনের কোন সুকৃতি নাই এমন অনর্থযুক্ত জীবগণের জন্য যে শ্রীধাম তাঁহার কৃপাময় স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই শ্রীধামবাসের প্রতি যাহারা উদাসীন, তাহারা জন্ম জন্মান্তর মায়ার দাসত্ব করিতে বাধ্য হইবে। বস্তুতঃ মহা-বৈষ্ণবাপরাধিগণেরই শ্রীধামের প্রতি এতাদৃশ ঔদাসীন্য ও নিরপেক্ষতা সম্ভব হয়।

শ্রীধাম সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। আমাদের গুরুবর্গ সাক্ষাৎ সেই বস্তু হইয়াও—নিত্য শ্রীধামবাসী হইয়াও আমাদের শিক্ষার জন্য শ্রীধামের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি, শ্রীধামের বৈভবে উল্লাস, শ্রীধামে অবস্থানের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা, শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যগ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীধামেশ্বরশ্রেষ্ঠ গৌরকরুণাশক্তি শ্রীধামপ্রকাশ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার স্বরচিত শ্রীনবদ্বীপ ধাম মহিমা-গ্রন্থে শ্রীধামবাসের জন্য যে আর্ত্তির পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শন লীলা করিয়াছেন, তাহাই আমাদের নিত্য অনুশীলনীয় বিষয় হউক,—

"যথা যথা গৌরপদারবিন্দে।
"যথা ব্রজভূটাদবী ভূমি সুকোমল।
খগ-মৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল॥
বৃক্ষ-লতা, ফুল-ফলে অদ্ভুত্দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন॥
কোটি চিন্তামণি যদি মিলে অন্য স্থানে।
শ্রীহরির বহির্দ্দিষ্ট যদিও সেখানে॥
তথাপি গোক্রমধূলি ছাড়ি' এ শরীর।
অন্যত্র না যায় যেন, এই বুদ্ধি স্থির॥
এ ধাম-বৈভবে যাঁ'র না হয় উল্লাস।
তা'রে যেন নাহি দেখি, না করি সম্ভাষ॥
অনেক পণ্ডিতগণ একত্র মানসে।
কৃতার্থ মানয় জন্য জীবের মানসে॥
সে-সব আমরা বুঝিবারে নাহি পারি।
নবদ্বীপবন মাত্র আশ্রয় বিচারি॥"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। তিনি কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন বলিয়াই কৃষ্ণের প্রেষ্ঠতম। ভগবানের যাবতীয় প্রিয়গণের মধ্যে আবার মধুরাত্মা গুরুদেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম গোস্বামিবর্ত্তক—যাঁহারা ব্রজে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিচারে পাই—কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর সকলেই আশ্রয়। বিষয় ও আশ্রয়ের যোগে লীলা সম্পাদিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বিচার করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবে ভক্তিভেদে পাঁচপ্রকার বিচার প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা মধুর-রতিতে ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহারা গুরু-পাদপদ্মকে অভিন্ন-রাধিকা সখী বলিয়াই জানেন। যাঁহারা বাৎসল্যরসের প্রার্থী, তাঁহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে অভিন্ন-নন্দযশোদা বলিয়াই জানেন। যাঁহারা সখ্যরসের প্রার্থী, তাঁহারা তাঁহাকে শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি কৃষ্ণসখা ও তাঁহাদের প্রভু নিত্যানন্দের প্রকাশবিশেষ বলিয়াই জানেন। যাঁহারা দাস্যরসের সেবক, তাঁহারা গুরুপাদ-পদ্মকে রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদি নন্দের ভৃত্য-বর্গের প্রকাশ-বিশেষ বলিয়াই জানেন। আর যাঁহারা শান্তরসের সেবক, তাঁহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে যমুনাতীর, গো, বেত্র, বেণু, বিষাণ প্রভৃতির প্রকাশবিশেষ বলিয়াই জানেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়জাতীয় প্রকাশ। কেহ যেন মনে না করেন যে, তিনি মূল আশ্রয়-বিগ্রহ বা মূল বিষয়বিগ্রহ।

সাধুগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাদের নিকট ঐহিক সুখ-সুবিধার কথা শুনিতে চাহিলেও তাঁহারা বিজ্ঞ হইয়া আমাদিগকে বিষয়সুখজনিত অমঙ্গলের উপদেশ না দিয়া নিত্যমঙ্গলের পূর্ণজ্ঞানের ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কথা বলেন। তাঁহাদের সেইসকল কথা সর্ব্বক্ষণ আমাদের স্মৃতিপথে উদয় হওয়া প্রয়োজন। সাধুগণের মুখে যে সব কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা যায়, তাহা অনুক্ষণ স্মরণ করিলে জীবের যাবতীয় অমঙ্গল বিনষ্ট হইয়া আত্মকল্যাণ বিস্তার করে। তদ্দ্বারা অপ-কর্ষণ ও এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগ যুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়। সাধুর বাক্য—গুরুর বাক্য—শাস্ত্র বাক্য—ভগবানের বাক্য ভিন্ন নহে, এক কথা। ভগবান্ নিত্যচেতন নিত্যবস্তু; আর তাঁহার অণু-অংশ বলিয়া আমরাও নিত্যবস্তু; নিত্যবস্তু ভগবানের সহিতই আমাদের নিত্যসম্বন্ধ। আমরা তাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া তিনি এখন আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে আছেন। সেবোন্মুখ কর্ণ ও জিহ্বাদ্বারা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে তিনি আমাদের যাবতীয় পাপ ও সকলপ্রকার অসুবিধা দূর করিয়া তাঁহার সঙ্গ প্রদান করিবেন। সুতরাং এতদ্বিধ সর্ব্বাপেক্ষা

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

প্রয়োজনীয় জিনিষে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিষগুলি থাকে না, কিন্তু যে জিনিষ নিত্য—পরম-মঙ্গলময়, তাঁহার সম্বন্ধ-চ্যুত হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

জগতের লোক জগতের বস্তুকে তাঁহাদের ভোগের বা ত্যাগের মনে করিয়া ভগবানের উপর প্রভুত্ব করিবার বিচার-বিশিষ্ট হয়। কিন্তু মহাপ্রভু বিচার করিলেন,—জগতের যাবতীয় বস্তুই ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে; তাঁহার সেবাতেই সমস্ত নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। তিনি সকলকেই ভক্তির পথ অনুসরণের উপদেশ দিয়াছেন। শুদ্ধ ভক্তির প্রচারই মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট। তাহাতে নিজের বা অপরের ইন্দ্রিয়তর্পণ অনুস্যূত নাই। সর্ব্বাগ্রে সকলকে একবার স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা চিন্তা করিয়া এ জগতের কথা সম্প্রদায়দিগের সাথে লওয়া এবং তাহাকে একের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া অপরিহার্য্য। উদ্দেশ্য একতাৎপর্য্যপর না হইলেই নানাপ্রকার অসুবিধা আসিয়া পড়ে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(:০:)::——

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি-পূজা

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে গত ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২ই ডিসেম্বর, শনিবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের বিরহতিথিপূজা-মহামহোৎসব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় বিরাট হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে পাঠে শ্রবণ-স্মরণে গুরুবন্দনাদির পর, গুরুপরম্পরা, 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' ও অপরাপর বিরহসূচক মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে গৌড়ীয় হইতে সম্পাদকপ্রবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রদত্ত উপদেশাবলী সংগীতিত হয়।

তৎপরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারী-জীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর সমস্ত দিন 'শ্রীসরস্বতী-সংলাপ'-গ্রন্থ পারায়ণ ও তাঁহার ভাবকল্যাণকরী উপদেশবাণী লিখিত গ্রন্থ ও পত্রিকা হইতে আলোচিত হয়। শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকান্তে পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর ২১ বৎসরের ২০ ২৩শ সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে "শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-শ্রীচরণ-পদ্ম ও শুদ্ধভক্তিবিনোদ"-প্রবন্ধটি পাঠ ও প্রাচীন তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক বিরহ-তিথিপূজা-উপলক্ষে লিখিত একটী প্রবন্ধও উৎকল-ভাষায় অনূদিত হইয়া পঠিত ও ব্যাখ্যা করা হয়। তৎপর রাত্রি ১০টার সময় শ্রীনাম-কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সজ্জন ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের বিরহ-মহোৎসব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠে গত ২রা ও ৩রা জানুয়ারী শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের বিরহ-মহোৎসব হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২রা জানুয়ারী শনিবার শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের বিরহোৎসব-তিথিদিবস প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা-কীর্ত্তনাদির পর শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীল দেবানন্দ ঠাকুরের বিষয়ক-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়। মধ্যাহ্নে গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিভিন্ন স্থান হইতে দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রসঙ্গ পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর সমবেত শ্রদ্ধালু শ্রোতৃবৃন্দের নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ একঘণ্টাকাল শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রসঙ্গ ও ভাগবতসেবা-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে বিরহগীত ও বৈষ্ণবমহিমা-সূচক গীতি কীর্ত্তিত হয়। কীর্ত্তনান্তে সমবেত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ৩রা জানুয়ারী, রবিবার শ্রীল মহেশ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহবাসরে উষঃকালে শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীহরিদাস প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক ও কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়। অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের বিষয় পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ বিস্তৃতভাবে শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের মহিমা-কীর্ত্তনের পর 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা ও তত্ত্ব-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে বিরহ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়। ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীমায়াপুর হইতে চাকদহে শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট ও তথা হইতে শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিবিধ সংবাদ

ভারতের খাদ্যশস্য রপ্তানী

'ভারতীয় বণিক-সঙ্ঘ ভারত সরকারের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যুত্তরে ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানী করা হয়, তাহা ভারতবর্ষে যতখানি উৎপন্ন হয়, তাহার সামান্য অংশমাত্র। অতএব শাদী মিটাইবার জন্য এই সামান্য অংশও হ্রাস করা যায় কি না, ভারত সরকার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। গভর্ণমেন্ট আরও জানাইয়াছেন, যে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না, গভর্ণমেন্ট তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। গভর্ণমেন্ট মনে করেন যে, মাল চলাচল ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে।

ভারতীয় বণিক সঙ্ঘ দেশের খাদ্যশস্য সরবরাহের অবস্থা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এবং এ সম্বন্ধে সরকারী নীতির নিন্দা করিয়া এক পত্র দিয়াছিলেন। তাহার উত্তরেই গভর্ণমেন্ট উপরোক্ত কথা-গুলি জানাইয়াছেন।

সিন্ধুতে প্রচণ্ড শীত

গত ৩রা জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ, সিন্ধুদেশে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। হায়দরাবাদে দুইজন লোক রাজপথে শীতের প্রকোপে মারা গিয়াছে। কিন্তু এই তুষারপাতের ফলে এইবার গম ভাল হইবে।

———

কর্ম্মচারীদের জন্য মাগ্‌গি ভাতা

গত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদিগের একটি বিশেষ সাধারণ সভা হয়। উক্ত সভায় কর্ম্মচারীদিগের বেতন অনুসারে নিম্নলিখিত হারে মাগ্‌গি ভাতা দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২১৲—১৫০৲ টাকায় ৬৲ টাকা ১৫১—২০০৲ টাকা ১০৲ টাকা; ২০১৲ টাকার উপর ২০৲ টাকা। কিছুদিন পূর্ব্বে কাউন্সিল অব এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন্ কার্যক্রমে ২০৲ টাকা ও তন্নিম্ন বেতনভোগী ব্যক্তিদের জন্য মাসিক ৩ টাকা মাগ্‌গি ভাতার সুপারিশ করিয়াছিলেন।

———

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মহিলাফৌজ

গত ৩রা জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ মার্কিণ নৌবিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মহিলা ফৌজের সংখ্যা আঠার হাজার হইবে বলিয়া যে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষাও শত করা পঞ্চাশ ভাগ বেশী হইবে। সমগ্র দেশ ব্যাপী মহিলা ফৌজ সংগ্রহের আয়োজন চলিতেছে।

চক্রী বিমান ক্ষতির খতিয়ান

বৃটিশ বিমান দপ্তরের এক ঘোষণায় প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালে বৃটিশ বিমানবহর ও বিমান মারা কামানের গোলন্দাজেরা মোট ১৩৬৮টি চক্রী বিমান বিনষ্ট করিয়াছে। ব্রিটিশ জঙ্গীবহরের মোট ৫২৩টি বিমান খোয়া গিয়াছে, কিন্তু ৪১টি বিমানের বৈমানিকেরা নিরাপদে আছে।

পাঞ্জাবের নূতন মন্ত্রীসভা

একটি অতিরিক্ত গেজেটে পাঞ্জাবের গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার মন্ত্রীদের মধ্যে নিম্নোক্ত দপ্তরগুলি ভাগ করিয়া দিয়াছেন:— (১) মেজর নবাবজাদা মালিক, খিজার হায়ৎ খাঁ টিওয়ানা; ও, বি, ই আইন ও শৃঙ্খলা পূর্ত্ত, যানবাহন, বিদ্যুৎ পুলিশ এবং স্বায়ত্তশাসন বিভাগ; (২) রাও বাহাদুর চৌধুরী স্যার ছটু রাম রাজস্ব ও সেচ বিভাগ; (৩) স্যার মনোহর লাল রাজ-এ্যাটর্ণি, অর্থ ও শিল্প (৪) মিঞা আব্দুল হাই, শিক্ষা জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগ এবং (৫) সর্দার বলদেব সিং উন্নয়ন বিভাগ।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহারির পাচন

সর্ববিধ মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

আয়ুর্বেদ-প্রণীত আর্য শাস্ত্রীয় বস্তু, শরীরের প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। ঔষধ তৈয়ার করিতে অত্যাবশ্যক। শিশুর, স্ত্রী-পুরুষ সকলের এবং নূতন ও পুরাতন রোগে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আশাতীত ফল পাওয়া যায় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ মেহারী, ২৪ পরগণা)

শ্রীধাম-মায়াপুর চন্দ্রশেখরভবন প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত
শ্রীকৃষ্ণকিশোর ব্রহ্মচারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১ম বর্ষ } ২০ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ২৬শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ১১ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪৩, সোমবার { ২৪৯ ২৫৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ নারায়ণ, শর্ব্ব সর্ব্বশ, গৌরাব্দ ৪৫৬

দ্বাদশবন-ভ্রমণ-লীলা

——•::(•)::•——

শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশ-বনময়। শ্রীযমুনার পশ্চিমভাগে মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, ও বৃন্দাবন—এই সাতটী বন এবং পূর্ব্বভাগে ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, লোহবন ও মহাবন—এই পাঁচটী বন। শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভু এই দ্বাদশ-বন-ভ্রমণ-লীলা যেভাবে করিয়াছিলেন, তাহা অনুস্মরণ করিয়া আজ আমরা শ্রীগুরু ও শ্রীবৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষা করিব।

শ্রীগৌরহরি একদিন শ্রীস্বরূপ-রামানন্দসঙ্গে নিভৃতে বসিয়া শ্রীবৃন্দাবন-গমনের যুক্তি করিলেন এবং বলিলেন—"তোমরা দুইজন যদি আমাকে সাহায্য কর, তাহা হইলে আমি শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে পারি। আমি কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া রাত্রে উঠিয়া বনপথে গমন করিব। যদি কেহ আমার পশ্চাতে অনুগমন করে, তবে তোমরা তাহাকে নিষেধ করিবে। তোমরা প্রসন্ন হইয়া আমাকে আজ্ঞা দাও, আমি চলিয়া যাইতেছি বলিয়া দুঃখ করিও না। তোমরা সুখে আজ্ঞা দিলে আমিও সুখে যাইতে পারিব।" এইকথা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে বলিলেন,—"আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবেন। আপনি ত' আর পরতন্ত্র নহেন যে, কেহ আপনাকে বাধা দিতে পারিবে। তবে আপনি যদি আমাদের একটী নিবেদন শুনেন, তাহা হইলে আমরা বড় সুখী হই। আমরা আপনার সঙ্গে একটী উত্তম ব্রাহ্মণ দিতে চাই। তিনি ভিক্ষা করিয়া আপনাকে ভিক্ষা দিবেন এবং আপনার পাত্র বহন করিবেন।" শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি কাহাকেও আমার সঙ্গে লইব না, একজনকে লইলে অপরের দুঃখ হইবে। একজন স্নিগ্ধ নূতন সঙ্গী যদি পাই, তবে লইতে পারি।" শ্রীস্বরূপ বলিলেন—"এই শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য আপনাতেই বড় স্নিগ্ধ ও পণ্ডিত। এই সরল বিপ্র প্রথমেই আপনার সঙ্গে গৌড় হইতে আসিয়াছে; তাঁহারও সর্ব্বতীর্থ করিতে ইচ্ছা আছে। ইঁহার সঙ্গে একজন ভৃত্য-বিপ্র আছেন। তিনিও সহায়তা করিতে পারিবেন। যদি ইঁহাকে সঙ্গে নেন, তবে আমাদের সকলের সুখ হয়। সেই বিপ্র জলপাত্র ও বস্ত্র বহন করিবেন এবং ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা করিবেন।" শ্রীমহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিয়া ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইলেন এবং পূর্ব্বরাত্রে শ্রীজগন্নাথ দর্শনপূর্ব্বক আজ্ঞা লইয়া শেষরাত্রে উঠিয়া গোপনে শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা করিলেন। প্রভুকে না দেখিয়া ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিতে থাকিলে শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া রাখিলেন। এদিকে প্রভু প্রসিদ্ধ পথ ছাড়িয়া উপপথে চলিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণে কটক রাখিয়া বনে প্রবেশ করিলেন। নির্জ্জন বনে কৃষ্ণনাম লইতে লইতে চলায় হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতিও প্রভুর পথ ছাড়িয়া দিল। পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার ও বন্য শূকরের মধ্যে প্রভু আবেশে গমন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ভট্টাচার্য্য ভীত হইলেন, কিন্তু প্রভুর প্রভাবে হিংস্রজন্তুসকল কোন কিছুই করিল না। একদিন পথে একটী ব্যাঘ্র শয়ন করিয়াছিল, আবেশে তাহার গায়ে প্রভুর শ্রীচরণ লাগিলে প্রভু ব্যাঘ্রকে 'কৃষ্ণ কহ' বলিলে, ব্যাঘ্র 'কৃষ্ণ' বলিয়া নাচিতে লাগিল। আর একদিন মহাপ্রভু নদীতে স্নান করিতেছেন, এমন সময় একপাল মত্তহস্তী তথায় জলপান করিতে আসিল। প্রভু 'কৃষ্ণ কহ' বলিয়া তাহাদের গায়ে জল নিক্ষেপ করিলেন; জলস্পৃষ্ট হস্তিগণ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া প্রেমে নাচিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ভট্টাচার্য্য চমৎকৃত হইলেন। মৃগীগণ প্রভুর সংকীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রভুর দক্ষিণে-বামে প্রভুর সঙ্গে যাইতে লাগিল। প্রভু তাহাদের অঙ্গ মুছিয়া দিতে লাগিলেন। এমন সময় পাঁচ-সাতটী ব্যাঘ্র আসিয়া মৃগীগণের সহিত মিলিত হইয়া এক সঙ্গে মহাপ্রভুর সহিত চলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া প্রভুর বৃন্দাবন-স্মৃতি হইল। প্রভু 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিলে ব্যাঘ্র-মৃগ একসঙ্গে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য ও পরস্পর আলিঙ্গন এবং মুখে মুখ দিয়া চুম্বন করিতে লাগিল। কৌতুক দেখিয়া মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলেন। ময়ূরাদি পক্ষিগণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে নাচিতে মত্ত হইয়া প্রভুর সঙ্গে চলিতে লাগিল। প্রভুর শ্রীমুখে হরিবোল-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বৃক্ষলতাগণও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ঝারিখণ্ডে যত স্থাবরজঙ্গম আছে, কৃষ্ণনাম দিয়া প্রভু সকলকে প্রেমে উন্মত্ত করিলেন। তিনি যে গ্রাম দিয়া গেলেন এবং যেখানে অবস্থান করিলেন, সেই গ্রামের লোকেরাই প্রেমভক্তি হইল। লোক-সংঘট্টের ভয়ে মহাপ্রভু প্রেম-চেষ্টা গোপন করিলেও তাঁহার দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে সকল দেশের লোক বৈষ্ণব হইল। ঝারিখণ্ড-পথে প্রভুর সর্ব্বদা মহাভাগবতোচিত কৃষ্ণাবেশ চেষ্টা লক্ষিত হইল।

"বন দেখি' ভ্রম হয়—এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি' মনে হয়—এই গোবর্দ্ধন॥
যাহাঁ নদী দেখে, তাহা মানয়ে কালিন্দী।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে, প্রভু পড়ে কান্দি॥"

ভট্টাচার্য্য পথে শাক-মূল-ফলাদি সংগ্রহ করিতেন। বিভিন্ন গ্রামের ব্রাহ্মণসজ্জনগণ সকলেই প্রভু-সেবার্থ যথাসাধ্য দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, খণ্ড প্রভৃতি দিতেন। ভট্টাচার্য্য অন্ন-ব্যঞ্জন পাক করিলে প্রভু তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেন। প্রভু ঝরণার শীতল জলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতেন। প্রভু ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন,—

"কৃষ্ণ কৃপালু, আমায় বহু কৃপা কৈলা।
বন-পথে আনি' আমায় বড় সুখ দিলা॥
কৃপার সমুদ্র, দীনহীনে দয়াময়।
কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয়॥
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল॥"

এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—

* * "তুমি কৃষ্ণ, তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি, মোরে হইলা সদয়॥
মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি' মোর হাতে প্রভু ভিক্ষা কৈলা॥
অধম কাকেরে কৈলা গরুড়-সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান্॥"

এইভাবে মহাপ্রভু কাশীতে আসিয়া মণিকর্ণিকায় মধ্যাহ্ন স্নান সমাপন করিলেন। সেই সময় শ্রীতপন মিশ্র গঙ্গাস্নান করিতে ছিলেন। প্রভুকে দেখিয়া মিশ্র তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলে প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর প্রভু বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করিলে মিশ্র প্রভুকে সানন্দে গৃহে লইয়া গিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। মিশ্র প্রভুর চরণোদক সবংশে পান করিলেন। মিশ্র প্রভুসঙ্গী ভট্টাচার্য্যকেও যথাযোগ্য সম্মান ও পূজা করিলেন। প্রভু

আড়াগ্রামে গমন করিলে বিপ্রপুত্র শ্রীরঘুনাথ (যিনি পরে বড় গোস্বামীর অন্তরঙ্গ শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-নামে পরিচিত) প্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রভুর অবশেষাংশ মিশ্র সবংশে গ্রহণ করিলেন। প্রভুর আগমন-সংবাদ পাইয়া বৈদ্য শ্রীচন্দ্রশেখর প্রভুর সহিত মিলিত হইলে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু এই দুই ভক্তের প্রীতিতে বশীভূত হওয়া আকাঙ্ক্ষাসত্ত্বেও দিন দশ কাশীতে রহিলেন। সেই সময় পণ্ডিত প্রকাশানন্দ কাশীতে থাকিতেন। মহাপ্রভুর দর্শনে তুষ্টচিত্ত কোন ব্রাহ্মণ আনন্দের সহিত প্রকাশানন্দের নিকট প্রভুর গুণকীর্তন করিলে প্রকাশানন্দের অবজ্ঞাভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণ দুঃখিত হইলেন এবং মনের দুঃখে সে স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া দুঃখিতচিত্তে প্রভুর নিকট সকল কথা বলিলেন। "প্রকাশানন্দ কৃষ্ণনাম না বলিয়া কেবল 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' কেন উচ্চারণ করেন", সেই ব্রাহ্মণের এই প্রশ্নের উত্তরে প্রভু বলিলেন,—

* * "মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।
ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য কহে নিরবধি॥
অতএব তা'র মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণ স্বরূপ'—দুই ত' সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম-নাম দেহ-স্বরূপে বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্ব-প্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম, সব চিদানন্দ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানে আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥"

(চৈঃ চঃ, মধ্য ১৭শ পঃ)

শ্রীমহাপ্রভু সেই বিপ্রকে আত্মসাৎ করিয়া পর দিন প্রাতে মথুরার দিকে চলিলেন। কাশীর ভক্ত তিনজন তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলে তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া গৃহে পাঠাইলেন। সেই তিনজন প্রভুর বিরহে দুঃখে মিলিত হইয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রভু-গুণগান করিতে লাগিলেন। প্রভু প্রয়াগে আসিয়া নদীতে স্নান করত বিন্দুমাধবদর্শন করিলেন। তথায় তিনি তিন দিন অবস্থানপূর্বক পুনরায় মথুরা-অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। পথে যেখানে যেখানে যমুনা দর্শন করেন, সেইখানেই প্রেমে অচেতন হইয়া ঝাঁপ দিয়া পড়েন। মথুরার নিকটে আসিয়া মথুরা দেখিয়া প্রেমাবিষ্টচিত্ত মহাপ্রভু দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। মথুরায় আসিয়া বিশ্রাম-ঘাটে স্নান করত জন্মস্থানে কেশব-দর্শনপূর্বক প্রণাম করিলেন। প্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্য দেখিয়া এক বিপ্র প্রভুর আজ্ঞাতে প্রেমাবেশে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীমহাপ্রভু সেই বিপ্রের প্রেমাবেশ দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বিপ্র শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কৃপার কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—

"কৃষ্ণ-প্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা না'হ গন্ধ॥"

অনন্তর ভট্টাচার্য সেই বিপ্রকে প্রভুর বিবরণ বলিলে বিপ্র তাহা শুনিয়া নাচিতে লাগিলেন এবং প্রভুকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া সানন্দে সেবা করিতে লাগিলেন। সেই ভক্ত সনোড়িয়া বিপ্র হইলেও শ্রীমহাপ্রভু পুরী গোসাঞি তথায় ভিক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষা-গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিপ্র দৈন্যবশতঃ নিজ-অযোগ্যতার কথা জানাইলে প্রভু বলিলেন,—

"ধর্ম স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার।
পুরী গোসাঞির যে আচরণ, সেই ধর্ম সার॥"

অনন্তর বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। মথুরার লক্ষ লক্ষ লোক প্রভু-দর্শনার্থ আসিতে লাগিলে প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন। শ্রীমহাপ্রভু যমুনার অবিমুক্ত, অধিরূঢ়, গুহ্যতীর্থ, প্রয়াগতীর্থ, কনখলতীর্থ, তিন্দুক, সূর্যতীর্থ, বটস্বামী, ধ্রুবঘাট, ঋষিতীর্থ, মোক্ষতীর্থ, বোধতীর্থ, গোকর্ণ, কৃষ্ণগঙ্গা, বৈকুণ্ঠ, অসিকুণ্ড, চতুঃসামুদ্রিক কূপ, অক্রূরতীর্থ, যাজ্ঞিক-বিপ্রস্থান, কুব্জাকূপ, রঙ্গস্থল, মল্লস্থল, মল্লযুদ্ধস্থান ও দশাশ্বমেধ—এই চব্বিশটী ঘাটে স্নান করিলে বিপ্র প্রভুকে দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন করাইলেন। প্রভুর দ্বাদশ বন দর্শনের ইচ্ছা হইলে সেই ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইলেন। প্রভু মধুবন, তালবন, কুমুদবন ও বহুলাবনে গিয়া তথায় স্নান করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। পথে গাভীগণ চরিতেছিল। তাহারা প্রভুকে দেখিয়া রব করিতে করিতে আসিয়া প্রভুকে বেষ্টন করিল। গাভী-দর্শনে ব্রজলীলা-স্ফূর্তিতে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইলেন, গাভীগণ বাৎসল্যে প্রভুর সর্বাঙ্গ চাটিতে লাগিল। প্রভুও তাহাদের অঙ্গ কণ্ডূয়ন করিলেন। ধেনুগণ প্রভুকে না ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলে রাখাল বহু কষ্টে ধেনুগণকে সম্বরণ করিল। প্রভুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া মৃগীপাল আসিয়া নির্ভয়ে প্রভুর অঙ্গ চাটিতে লাগিল। প্রভু দর্শনে পক্ষিগণ কলরব ও ময়ূরগণ আগে আগে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভুকে দেখিয়া বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম সকলই প্রফুল্ল হইতে লাগিল। বৃক্ষের গলা ধরিয়া প্রভু ক্রন্দন করিতে থাকিলে মৃগও ক্রন্দন করিতে লাগিল। শুকশারী প্রভুর হাতে বসিয়া প্রভুকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণগান শুনাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে শুকশারী বৃক্ষডালে গিয়া বসিলে প্রভু ময়ূরের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। ময়ূরের কণ্ঠদর্শনে কৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপিত হওয়ায় প্রভু প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভট্টাচার্য ও বিপ্র প্রভু কর্ণে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে প্রভু চেতনতা লাভ করিলেন। প্রভু সহ হর্ষে ভট্টাচার্য ও বিপ্র কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন, প্রভুও নাচিতে নাচিতে পথে গমন করিলেন। প্রভু বনভ্রমণকালে দিবারাত্রি প্রেমোন্মত্ত থাকিতেন; স্নান-ভিক্ষাদি অভ্যাসে নির্বাহ হইত।

শ্রীমহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে আরিট্-গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে সে-সম্বন্ধে কেহই কিছু বলিতে পারিল না। সঙ্গের ব্রাহ্মণও সে-সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। শ্রীরাধাকুণ্ড গুপ্ত হইয়াছে জানিয়া সর্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভু নিকটস্থ দুই ধান্যক্ষেত্রে যে অল্প জল ছিল, তাহাতে স্নান করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের স্তব করিতে লাগিলেন; সেই ধান্যক্ষেত্রই শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড নামে পুনঃ প্রকাশিত হইল। সেই শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীরাধার ন্যায় নিজগুণে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সেই শ্রীকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়া করেন। সেই কুণ্ডে স্নান করিলে শ্রীরাধিকার ন্যায় প্রেমলাভ হয়। অতএব এ জগতে শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও মাধুর্য কে বর্ণন করিতে পারেন?

"সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী॥
যে কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে, তীরে রাস-রঙ্গে॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তাঁ'রে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান॥"
"কুণ্ডের মাধুরী—যেন রাধার মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা॥"

শ্রীমহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া এইভাবে স্তব করিয়া কুণ্ডলীলা স্মরণপূর্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কুণ্ডের মৃত্তিকার দ্বারা প্রভু তিলক করিয়া ভট্টাচার্য-দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করিয়া লইলেন। তথা হইতে মহাপ্রভু সুমন-সরোবরে আসিয়া তথায় শ্রীগোবর্ধন দর্শন করিয়া বিহ্বল হইলেন। শ্রীগোবর্ধনকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া একটী শিলাকে আলিঙ্গনপূর্বক প্রভু উন্মত্ত হইলেন। গোবর্ধন-গ্রামে আসিয়া প্রভু শ্রীহরিদেব দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। ভট্টাচার্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক করিলে প্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া ভিক্ষা করিলেন এবং রাত্রিতে শ্রীহরিদেবের মন্দিরেই অবস্থান করিলেন। রাত্রে মহাপ্রভু মনে মনে বিচার করিলেন—গোবর্ধন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। আমি গোবর্ধনের উপরে কিছুতেই চড়িব না। সুতরাং গোপালের দর্শন কি করিয়া পাইব? শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছা জানিয়া শ্রীগোপালদেব স্লেচ্ছভয়-ছল উঠাইয়া গাঁঠুলি গ্রামে গেলেন, গাঁঠুলি গ্রামে গিয়া প্রভুকে দর্শন দিলেন। প্রাতঃকালে মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া প্রভু গোবর্ধন পরিক্রমা করিলেন। গোবিন্দ-কুণ্ডাদি তীর্থে স্নান করিয়া গোপাল গাঁঠুলি-গ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া প্রভু সেই গ্রামে গিয়া তথায় গোপালদর্শন ও প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্তন করিলেন। প্রভু এইরূপে তিন দিন গোপাল-দর্শন করিলে চতুর্থ দিন শ্রীগোপালদেব স্বমন্দিরে গেলেন।

কাম্যবনে গিয়া তথা হইতে শ্রীমহাপ্রভু নন্দীশ্বরে গিয়া নন্দালয় দর্শন করিলেন। পাবন সরোবরে স্নান করিয়া প্রভু পর্বতোপরি গোফায় নন্দ, যশোদা ও কৃষ্ণমূর্তি-দর্শন, শ্রীনন্দ-যশোদার চরণবন্দন এবং প্রেমাবেশে কৃষ্ণের সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিলেন। তথায় সমস্ত দিন প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিয়া মহাপ্রভু খদির-বনে গেলেন এবং তথায় লীলাস্থল দর্শন করিয়া পরে শেষশায়ী দর্শন করিলেন ও তথা হইতে খেলাতীর্থ দর্শনপূর্বক ভাণ্ডীরবনে আসিলেন। পরে প্রভু যমুনা পার হইয়া ভদ্রবনে গেলেন এবং শ্রীবন ও লোহবন দর্শন করিয়া মহাবনে গিয়া কৃষ্ণজন্মস্থান দর্শন করিলেন। গোকুল দেখিয়া প্রভু পুনরায় মথুরা-নগরে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সেই বিপ্রঘরে রহিলেন। পরে লোক-সংঘট্টের জন্য মথুরা ছাড়িয়া প্রভু অক্রূরতীর্থে আসিয়া রহিলেন।

অন্যদিন প্রভু বৃন্দাবন-দর্শনে আসিয়া কালীয় হ্রদে ও প্রস্কন্দনক্ষেত্রে স্নান করিলেন এবং দ্বাদশ আদিত্য হইতে কেশীতীর্থে আসিয়া রাসস্থলী দর্শনপূর্বক মূর্ছিত হইলেন, চেতন পাইয়া সমস্ত দিন তথায় উচ্চৈঃস্বরে নর্তন-কীর্তনাদি করিলেন, তথা হইতে সন্ধ্যায় আসিয়া অক্রূরতীর্থে আসিয়া ভোজন করিলেন। সেইদিন প্রাতে প্রভু বৃন্দাবনে আসিয়া চীরঘাটে স্নান এবং তেঁতুলতলায় বা আম্লীতলায় বিশ্রাম ও সংকীর্তন করিলেন। অক্রূরে লোকভিড়ের জন্য স্বচ্ছন্দে কীর্তন করিবার সুযোগ না হওয়ায় প্রভু বৃন্দাবনে আসিয়া মধ্যাহ্ন পর্যন্ত নির্জনে হরিনাম-সংকীর্তন করিলেন। মধ্যাহ্নের পর লোকের যখন প্রভুদর্শনের সুযোগ হইল, তখন প্রভু সকলকে নাম-কীর্তনের উপদেশ দিলেন। একদিন আম্লীতলায় কৃষ্ণদাস রাজপুত্রকে মহাপ্রভু কৃপা করিলেন। অবধি কৃষ্ণদাস প্রভুর কমণ্ডলুবাহক ও নিত্যসঙ্গী হইলেন।

মহাপ্রভু একদিন অক্রূর-ঘাটে বসিয়া 'এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ ও ব্রজবাসিগণ গোলোক দর্শন করিয়াছেন'—এই বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণদাস উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভট্টাচার্য শীঘ্র আসিয়া প্রভুকে জল হইতে উঠাইলেন। মহাপ্রভুর এইরূপ প্রেমবিহ্বল অবস্থা দেখিয়া শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগে লইয়া যাইবার জন্য স্থির করিলেন। তাঁহারা সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া ক্রমশঃ ত্রিবেণীতে পৌঁছিলেন।

শ্রীল গোবিন্দ কবিরাজ

——মঃ(০)ঃম——

শ্রীল গোবিন্দ কবিরাজ শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রিত ভক্ত শ্রীচিরঞ্জীব সেনের কনিষ্ঠ পুত্র ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের সহোদর-ভ্রাতা। তাঁহার মাতার নাম সুনন্দা। তাঁহার পিতা শ্রীদামোদর কবিরাজ শক্তি-উপাসক ছিলেন। অল্পবয়সে পিতার বিয়োগ হওয়ায় শ্রীগোবিন্দ বাল্যকাল হইতে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত মাতামহের আদরে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনিও সম্যক্‌ভাবে ভগবতীর উপাসক ছিলেন। তদীয় ভ্রাতা শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় তিনি তখন কি পন্থা অবলম্বন করিবেন, এ বিষয়ে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন ভগবতী-দেবীর আদরণে আরাধনা করিয়া নিজ কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীভগবতী-দেবী তাঁহার প্রতি অযাচিত কৃপা করিয়া স্বপ্নে বলিলেন,—

"কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ছুটে দুর্গতি।"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর)

ভগবতী-দেবীর এই বাক্য শুনিয়া শ্রীগোবিন্দ নিজ পূর্ব্ব-কর্ম্মের জন্য বহু অনুতাপ করিলেন এবং কৃষ্ণভজন করিবার জন্য দৃঢ়-সংকল্প হইলেন। এইরূপ সংকল্প করিয়া শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নিকট শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য যাজিগ্রামে গমন করিলেন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি দুঃখের সহিত নিজদুর্ভাগ্যের জন্য নিজেকে শত শত ধিক্কার দিতে দিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্তের পুত্র ও শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের অগ্রজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহাদের পথ অনুসরণ না করাতে নিজ কর্ম্মদোষের জন্য শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই সময় হঠাৎ দৈববাণী শুনিতে পাইলেন,—

"অভিলাষ পূর্ণ হ'বে অল্প দিবসে।"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর)

এই আকাশবাণী-শ্রবণে শ্রীগোবিন্দ আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে মনোনিবেশপূর্ব্বক কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এতাদৃশ ভক্তিচেষ্টা দেখিয়া শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পূর্ব্বে শ্রীখণ্ড হইতে আসিয়া কুমারনগরে বাস করিতেছিলেন। তখন সেখান হইতে গঙ্গার দক্ষিণ-তীরে তেলিয়াবুধরী-গ্রামে বাস করিলেন। ক্রমে তাঁহার চিত্ত শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই সময় শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু কাঞ্চনগড়িয়ায় শ্রীল দ্বিজ-হরিদাসাচার্য্য-পুত্র শ্রীদাস ও শ্রীগোকুলানন্দকে দীক্ষা প্রদান করিয়া খেতরী-অভিমুখে গমনকালে তেলিয়াবুধরীতে পদার্পণ করিলে শ্রীগোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভুকে বিনয়ভাবে জানাইলেন,—

"মো অধমের পরিত্রাণ করহ আপনে।
সমর্পহ শ্রীআচার্য্য প্রভুর চরণে॥
ঐছে কত কহি' সিক্ত হৈয়া নেত্র-জলে।
প্রণময়ে শ্রীরামচন্দ্র পদতলে॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর)

তাঁহার এই আর্ত্তি-দর্শনে শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নিকট তাঁহার জন্য নিবেদন করিলে তিনি শ্রীগোবিন্দকে আনন্দিত মনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সেই দিবস হইতে শ্রীগোবিন্দ শ্রদ্ধার সহিত শ্রীল আচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণ সেবা করিতে লাগিলেন। এক দিবস শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীগোবিন্দকে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যলীলা বর্ণন করিতে আদেশ করিলে শ্রীগোবিন্দ বিভিন্ন ছন্দে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা সম্বন্ধীয় পদ ও কবিতা রচনা করিয়া সুললিত-স্বরে পাঠ করিতেন। তাঁহার সেই কাব্যরস-আস্বাদন করিয়া সকলে প্রেমাবিষ্ট হইতেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীদাসাদি প্রিয় শিষ্যগণকেও শ্রীগোবিন্দরচিত গীতাবলী গান করাইয়া শ্রবণ করিতেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ সময় সময় শ্রীগোবিন্দকে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক পদ রচনা করিতে আদেশ করিতেন। শ্রীগোবিন্দ তৎক্ষণাৎ সুললিত ছন্দে তাঁহাদের মনোহর চিত্তহারী পদ রচনা করিলে তাঁহারা গৌরকৃষ্ণপ্রেমবিগলিতচিত্তে সেই কাব্যরস আস্বাদন করিতেন।

বৃন্দাবন হইতে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু পত্র-দ্বারা শ্রীগোবিন্দের নিকট তদ্রচিত পদামৃত পাঠাইতে লিখিলেন এবং তাহা পাইয়া শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু-প্রমুখ বৈষ্ণবগণের সহিত তাহার রস আস্বাদন করিতেন। শ্রীগোবিন্দের এই অলৌকিক কাব্য-রচনা-প্রতিভা দর্শন করিয়া শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

"গোবিন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভক্তিরসময়।
সঙ্গীতে বিজ্ঞ-কাব সর্ব্বে প্রশংসয়॥
শ্রীজীব, শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যাঁ'র 'গীতামৃত'-পানে॥
'কবিরাজ'-খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত খ্যাতি হৈল লোকে প্রকাশ গোসাঞি॥
শ্রীজীব গোস্বামী পত্রী-দ্বারে ব্রজ হৈতে।
পুনঃ পুনঃ লেখে গীতামৃত পাঠাইতে॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ গীতামৃতগণে।
গোস্বামীর আদেশে পাঠান বৃন্দাবনে॥
যখন যা' লিখিত করয়ে বিজ্ঞগণে।
তখন তা' বর্ণয়ে পরানন্দ মনে॥"

শ্রীল গোবিন্দ কবিরাজ-সম্বন্ধে রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকরের একটী সংস্কৃত শ্লোকে তাঁহার এইরূপ মহিমা বর্ণিত হইয়াছে,—

"শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রচন্দনগিরেশ্চঞ্চন্মরুদ্ভির্নিজৈ-
র্নানীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ
হৃদ্যেন্দুসদ্বচাম্।
শ্রীমজ্জীব-মুখান্ গোস্বামিবুধো ভৃঙ্গান্
সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বত্রাপি চমৎকৃতং ব্রজবনে চক্রে
কিয়ন্তং পরম্॥"

—শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ-রূপ চন্দনগিরি হইতে চঞ্চল বসন্ত বায়ু দ্বারা আনীত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধযুক্ত কবিতাবলীর সৌরভ শ্রীমৎ-জীবগোস্বামিপ্রমুখ ভজন-আস্বাদক ভ্রমরগণকে সম্যক্‌রূপে ব্যাকুল করিয়া বৃন্দাবনের সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। অতএব ইহা অপেক্ষা আর অধিক মাহাত্ম্য কি হইতে পারে?

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তাঁহার 'গীতামৃত'-গ্রন্থ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর আদেশেই রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি "সঙ্গীতমাধব" নাটক ও অন্যান্য কয়েকটী গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পদ রচনাশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র 'পদকর্ত্তা' গোবিন্দদাস-নামেই অধিক পরিচিত।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থা'ক্‌বে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ ক'র্‌বে। যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রকৃত সাধুর কাছে হরিকথা না শু'ন্‌ব—নিষ্কপটে সাধুর সেবা না ক'র্‌ব; সেই মুহূর্ত্তটুকুর সুযোগ পেয়েই মায়া আমাদিগকে গ্রাস ক'র্‌বে; অতএব আমাদের কর্ত্তব্য, কোথায় হরিকথা হ'চ্ছে,—সাক্ষাৎ চেতন থেকে চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হ'চ্ছে, সেই দিকে মনোযোগ রাখা।

ভগবানের পাদপদ্ম দৃঢ় আশ্রয় ক'রে, তা'তে লেখাপড়া শিখ্‌বা না শিখ্‌, ধন থাকুক্ আর নাই থাকুক, কিছুতেই অসুবিধা নাই। ভগবানের দাসসমূহ মানবগণের উপকারের জন্য ইহ জগতে আগমন করেন। তাঁ'দের জগতে কোন কর্ত্তব্য নেই—এ জগতে অন্য কোন আবশ্যকতা নেই। জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দয়ালুর একমাত্র কর্ত্তব্য।

ভগবানের কথা শু'নতে হ'বে—ভগবানের একান্তের নিকট। যখন সেই কথা শু'নব, তখন জগতের সমস্ত আবর্জ্জনা, তুচ্ছ প্রবৃত্তিকে বন্ধ ক'রে দিতে হ'বে। ভগবানের পরাক্রমপূর্ণ লীলার কথা শু'নতে শু'নতেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি কেটে যা'বে—হৃদয়ে অদ্ভুতপূর্ব্ব বল আ'সবে; তখন পর্ব্বতপ্রমাণ বা আমার সহস্রবল সম্পূর্ণভাবে উদিত হ'বে। সেই শব্দগত বস্তুর অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বপ্রকাশ সত্য বস্তু প্রকাশিত হ'বেন। এই উপায়েই সত্য জানা যায়। আর অন্য কোন পন্থায় অপ্রকৃত সত্য জা'নবার উপায় নাই। ভগবৎকথা ও জগতের কথায় পার্থক্য আছে। প্রত্যেক শব্দের দুই প্রকার বৃত্তি; একটী জগতের পরিবর্ত্তনশীল বস্তু নির্দ্দেশ করে এবং ভগবানকে বিমুক্ত ক'রে দেয়, আর একটী নিত্যবস্তু নির্দ্দেশ করে এবং ভগবানের স্বরূপের উপলব্ধি ও উদ্দীপনা করায়। বৈষ্ণবের শব্দব্রহ্ম ও এই দুটি জগতের শব্দের মধ্যে কি তফাৎ, তা' আচার্য্যের মুখে শ্রবণ ক'র্‌লে ভগবদ্ধাম-গ্রহণের যোগ্যতা হয়।

আমি কৃষ্ণসেবা ক'র্‌ছি না কৃষ্ণকে ত্যাগ ক'রে ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণবিদ্বেষ ক'র্‌বার জন্য চেষ্টা ক'র্‌ছি, কৃষ্ণের প্রতি আমার কতটুকু অনুরাগ, আর কৃষ্ণের ভোগ্য জিনিষ কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়ে ভোগ ক'র্‌তে যা'চ্ছি কি না, সেটা পরীক্ষা করা দরকার।

আমি দেখ্‌ছি, আমি আমার ভোগ-লোলুপ দেহ একজন অসামান্য কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিদ্বেষী। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপাদপদ্মচিন্তা ও তাঁ'র গুণচিন্তা না ক'রে, আমি নিজসুখ, পরনিন্দা, ও লোকের ছিদ্র-অন্বেষণে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছি। আমি আমার নিজের দিক একেবারেই তাকাচ্ছি না। এত বড় ভক্ত-বিদ্বেষী আমি, প্রথমেই আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ক'র্‌তে হবে। প্রাতঃকাল থেকে নিদ্রার কাল পর্য্যন্ত এবং নিদ্রাবস্থায়ও ভক্ত-বিদ্বেষী আমাকে ঘৃণা থেকে সর্ব্বক্ষণই ক্রোধ দেখাতে হ'বে—নিজেকে পবিত্র ক'র্‌তে হ'বে—নিজে যা'তে আদর্শ-চরিত্র হ'য়ে মঙ্গল লাভ ক'র্‌তে পারি, নিজে যা'তে নিষ্কপটে সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধবৈষ্ণবসেবা ক'র্‌তে পারি, তজ্জন্য সচেষ্ট হ'তে হ'বে, তবেই মঙ্গল। "সকলেই হরিভজন ক'র্‌ছেন, আমার হরিভজন হ'লো না, এই মুহূর্ত্তে ম'রে যে'তে পারি"—সর্ব্বক্ষণ এইরূপ কথায় মনোযোগ দিতে হ'বে। প্রথমে নিজের মঙ্গলের জন্য 'নিজের ছিদ্র খুঁজ্‌বা'র প্রতি, কৃষ্ণভক্তের [illegible] প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ক'রে দমন ক'র্‌তে হ'বে। আমার নিজের ত্রুটিটাই আগে দেখা দরকার। তা' না হ'লে অমঙ্গল এসে যা'বে। তারপর যা'র বাণীতে বা যা আমার দেহ-সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজন, যা'র শুদ্ধবিষয় বা কৃষ্ণকামিনীর ক'রছে এবং তাদের সাজিয়ে আমাকে মায়ার দিকে আকর্ষণ করা'চ্ছে, তা'দের প্রতি ক্রোধ দেখা'তে হ'বে।

আর কখনও কৃষ্ণমায়াকে জয় ক'র্‌তে পারে না। কৃষ্ণ-ভক্ত সদ্‌গুরু সাধু-কৃপায়ই জীব মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পে'তে পারে। আর ভক্তসেবা ক'র্‌লেই সমস্ত

বৈষ্ণবের ও শ্রীমন্দির সেবা হ'য়ে যায়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রই মায়ামুক্তির একমাত্র উপায় স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা নিষ্কপট ক'রলে তাঁদের আর কোন ভয় থাকে না; তাঁ'রা অনায়াসে শুদ্ধসেবানন্দে সমর্থ হন। নিজের ইন্দ্রিয়সুখের জন্য জীবসমূহের যে চেষ্টা, সেটাই হ'চ্ছে যত অনর্থের মূল। সেটাকে একেবারেই ছা'ড়তে হ'বে। আমরা যা' সাধন-ভক্তির কথাদি দেখ্ছি, সমস্তই মনকে নিগ্রহ ক'রবার উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিগ্রহ হ'লে আমরা সেবা-যোগ্যতা লাভে সমর্থ হ'তে পা'রবো। মহজ্জন কৃপালুব্ধ, অতএব আমাদের প্রত্যেকের নিরাময়ের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হোয়েছে।

বিস্মৃতি বা বিস্মরণ ব'লে একটা শব্দ আমরা দে'খতে পাই। সেটা হ'চ্ছে—প্রকৃত নিকটটা ভুলে' যাওয়া। যা' শু'নলাম, তা' স্মরণ ক'রে রা'খতে পারলাম না, শুদ্ধির পথ ভুলে যাওয়ার জন্য প্রবণীয় নিজেদি বিকৃত ক'রে বহু কিছুর আয়ুধত্ব' ক'রে ব'সলাম; এর নাম ভগবদ্বৈমুখ্য; এতেই আমাদের সব অমঙ্গল—যত অসুবিধা। সেজন্যই সৎসঙ্গ নিষ্কপট যত্নের সহিত মনে রা'খতে হ'বে ও নিজে আচরণ ক'রে অন্যান্য লোকের নিকট কীর্ত্তন ক'রতে হ'বে। আমাদের নিত্য প্রয়োজন যা'তে হয়, তজ্জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই নিত্যমঙ্গলপ্রদ চেতনময়ী বাণীরূপা মূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মস্বরূপে সর্বক্ষণ ধারণ ক'রে তদনুগমন-পথে অগ্রসর হ'তে হ'বে। আর তা' না ক'রে যদি সিদ্ধান্ত-বিচার—স্রোতপ্রণালী বাদ দেই, তা'হলে আমাদের সব ভুল হ'য়ে যা'বে —আমরা জানবো, প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ, কাম ও প্রেমাদির বিষয় উপলব্ধি ক'রবার শক্তি চিরতরে হারিয়ে ফে'লবো এবং অবশেষে অনর্থকবলিত হ'য়ে ভ্রান্তপথ থেকে বিচ্যুত হ'ব।

যাঁ'রা সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'দের প্রকট লাভ হ'লে, তাঁ'দের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বচনাবলী শ্রীহরির মাহাত্ম্য-প্রকাশক শুদ্ধ জনগণের কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা শ্রবণ ও আলোচনা ক'রলে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তির উদয় হ'বে। আমাদের নিত্যমঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই; শ্রীভগবানের কথা নিত্যপূর্ণানন্দময়, নিত্য'সত্য আনন্দময়, আর শুদ্ধ সাধুগণের মুখেই তাঁ'র কথা কীর্ত্তিত হয়। সুতরাং এরূপ সাধুগণের সঙ্গ— সাধুর সঙ্গ লাভ হ'লেও অনুসরণ ক'রতে হ'বে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(::০::)::——

চাকদহে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের বিরহ-তিথিপূজা-মহোৎসব

গত ১৮ই পৌষ, রবিবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা চাকদহ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম গোপের মহাবাহুসখা শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের বিরহ তিথিপূজা-মহোৎসব বিপুল হরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে গত ১৭ই পৌষ, শনিবার, তিথিপূজার অধিবাস দিবস পূর্ব্বাহ্নে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল পুরুষানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু কতিপয় সেবকসহ চাকদহ শ্রীপাটে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের চরিত্রের বিষয় কীর্ত্তন করেন। তৎপরে তিনি করতাল-যোগে, "মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল। ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥" এই দুইটী পদ বহুক্ষণ যাবৎ ভক্তগণসহ উচ্চ-সংকীর্ত্তন করেন। শ্রীল বিদ্যাবিনোদ প্রভু সেই দিবস অপরাহ্নে ঢাকা রওনা হন।

গত ১৮ই পৌষ, রবিবার, হরিবাসরে প্রাতে শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুরু-পরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপা প্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী সংকীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের বিষয় পাঠ হয় এবং শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমন্দির ও মহেশ পণ্ডিতের পুষ্পসমাধি পরিক্রমা করা হয়। শ্রীপাট হইতে শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু-প্রমুখ ভক্তগণ এক সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা-সহ পালপাড়া-গ্রামে শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য-গীতাদি করিয়া চাকদহগ্রামে শ্রীবসু-জাহ্নবার শ্রীপাটে নৃত্যগীতাদি করেন। তথায় ভক্তগণ কিছুক্ষণ শ্রীগঙ্গাতীরে বসিয়া গঙ্গার স্তব ও কৃপা-প্রার্থনা-মূলে বিবিধ পদাবলী-সংকীর্ত্তনের পর গঙ্গাস্নান করিয়া পথে বিবিধ নাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যশড়াগ্রামে শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহার কৃপা-প্রার্থনা-মূলে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের বিষয় পাঠ হয় ও শেষে ভক্তগণ "জগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎপাবন। কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষাঘন॥" এই পদটি উচ্চ নৃত্যসহকারে কীর্ত্তন করিয়া পুনঃ শ্রীপাটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও বিষয়সূচক গীতি-সংকীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করেন। পর দিবস শ্রীবিগ্রহের মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিকের পর সমাগত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

১৯৪০জন চেককে হত্যা

চেকোস্লোভাক গভর্ণমেন্টের হিসাব-অনুসারে ১৯৪২ সালে জার্মানরা ১৯৪০ জন চেককে হত্যা করিয়াছে। এই সংখ্যার মধ্যে লিডিস ও লেজাকি নামক বংশ প্রাপ্ত গ্রাম দুইটির নিহত গ্রামবাসিগণকে ধরা হয় নাই।

সহরের প্রথম সাধারণ ভোজনাগার

গত বুধবার সকালে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব মাননীয় মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার কলিকাতা সাধারণ সমিতি কর্ত্তৃক সংগঠিত সহরের প্রথম সাধারণ ভোজনাগারের উদ্বোধন করেন। যথাসময়ে এই ধরণের ভোজনাগার প্রতিষ্ঠা করায় মিঃ সরকার সমিতিকে ধন্যবাদ জানান। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "খাদ্য সমস্যা আমাদের দেশে বাস্তবিক গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে; অত্যাবশ্যক জিনিষের জন্য দোকানের সামনে সারিবন্দী অবস্থায় দাঁড়ানটা সহরে একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ এলাকায় যানবাহন চলাচলের অসুবিধার জন্য মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকেরা বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রদেশে যুদ্ধ-পরিস্থিতির ফলে অবস্থা অধিকতর বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু লোক গ্রামে পরিবারবর্গ পাঠাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু জাপানীদের বোমা বর্ষণের ফলে ভৃত্য ও পাচকগণ পলাইয়া গিয়াছে। ইহাতে বলিতে গেলে সহরের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জীবনযাত্রা অচল হইয়া গিয়াছে। এই হেতু সাধারণ ভোজনাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে।" মিঃ সরকার আরও বলেন যে, যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষ অধিকতর শিল্পপুষ্ট হইলে লোকজন বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজনের সময় করিয়া উঠিতে পারিবে না। তখন এই ধরণের সাধারণ ভোজনের প্রয়োজন স্বীকৃত হইবে।

কলিকাতা সাধারণ সমিতির সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মিঃ সরকারকে ভোজনাগারের উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, সম্প্রতি এইসব ভোজনাগারে দিবা দশ আহার সরবরাহ করা হইবে। স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া গেলে চায়ের ব্যবস্থা পরে করা হইবে।

সর্বশেষে অতিথিদের জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র মার্কিনের আদর্শ

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, দুনিয়া যত না থাকিলে একই পরিবারের অংশীরূপে মানুষ যাহাতে বাস করিতে পারে—সেই অধিকার লাভের জন্য এবং এদেশে ও সর্বত্র স্বাধীন মানুষের জন্য যে মানুষের আদর্শ আমরা প্রচার ক'র, তাহার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ করিতেছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আরও বলেন—"পৃথিবীর সর্বত্র ঐরূপ মানুষের আদর্শ বিস্তার করিব বলিয়া আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি।"

কায়রো অভিমুখে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব সমরসচিব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব সমরসচিব মিঃ প্যাট্রিক জে হার্লি মস্কো ও কুইবিশেভে অবস্থানের পর তেহরানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় কায়রো অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ সম্বন্ধে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে রাজী হন নাই। তিনি বলেন যে, গত বৎসর তিনি একটি মিশনের কার্য্যে অষ্ট্রেলিয়ায় ছিলেন।

কবিরাজ মণিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহশোর পাচন

সর্ববিধ প্রমেহের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু রোগীগণের প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। অবশ্য উহার স্বাদ তিক্ত ও অমৃতবৎ। নিত্য নীরা-সংযুক্ত খাদ্যাদি এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার দুর্বলতা নাশক ও কিনা। ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ এক টাকা দুই আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা ফোন বোঃ বেঙ্গল ৪৪ পত্রাবলী

উলুব-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক

শ্রীনরহরি ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২৭শ বর্ষ } ২১ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৯৬; ২৭শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৮৯; ১২ই জানুয়ারী, ইং ১৯৮৩, মঙ্গলবার ২৭৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ নারায়ণ, শিব ত্রয়োদশী, গৌরাব্দ ৪৯৬

প্রেম

——০::(০)::০——

কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। প্রীতি দৃঢ় মমতাতিশয়রূপিণী হইলে প্রেম হয়। প্রেম ক্রমে নিজ মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপ ধারণ করে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই প্রেম, আর স্বসুখবাঞ্ছা প্রেমের বিপরীত কাম; শাস্ত্র বলেন,—

"কাম, প্রেম—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা—তা'রে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম'-নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ-সুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত-বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥"
(চৈঃ চঃ, আদি ৪র্থ)

এ জন্য কামে বদ্ধজীবের জন্ম এবং কামের আবর্ত্তনার তাহারা লালিত-পালিত বলিয়া প্রেমের কথা তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। প্রেম চেতনের ধর্ম, আর কাম অচেতনের ধর্ম—মনোধর্ম। মনকে চেতন ব'লয়া মনে হইলেও তাহা অবিমিশ্র চেতন নয়, চেতনের আভাস মাত্র। ইহাতে চেতনের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে বলিয়া ইহা চেতনের মত মনে হয়। মনেই কামের জন্ম এবং দেহে কামের ব্যাপ্তি। এই ভূলোকে প্রায় সকলেই স্বসুখে ব্যস্ত বলিয়া অকৈতব প্রেম দুর্ল্লভ। প্রেম যাহার নাই, সে দরিদ্র। তাহার জীবন ধারণ বৃথা। প্রেমই সম্পত্তি; এই প্রেম যাঁহার আছে, তিনিই ধনী বা মহাজন। যেখানে কাম যেখানে, সেখানে প্রেম নাই। আবার যেখানে প্রেম, সেখানে কাম-গন্ধ নাই। প্রেমই পুরুষার্থ।

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥
সম্পত্তি-মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁ'র, সেই বড় ধনী॥
দুঃখ-মধ্যে কোন্ জীবে দুঃখ করি' মানি।
কৃষ্ণপ্রেম যাঁ'র, সে-ই দুঃখ-শিরোমণি॥"

ভূলোকে প্রেম অকৈতব হইলেও 'দু'-জনেরই তাহাতে অধিকার আছে। এই দুর্ল্লভ জিনিষ সুলভ হইবে কিপ্রকারে? কোন মহাপ্রেমিকের সহিত যদি সাক্ষাৎ হয়, তবেই প্রেমতত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। যাঁহার আনখকেশাগ্র, যাঁহার প্রত্যেক গতি, প্রত্যেক চেষ্টা, প্রত্যেক মুদ্রা প্রেমময়ী, সেই পরম প্রেমস্বরূপী মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকা যদি কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশিত হন, তবেই তাঁহার কৃপাতে প্রেম উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে। সেই ভগবতীই প্রেমের কথা বাখ্যা করিতে পারেন। নিজ-প্রেমবিতরণকারী শ্রীকৃষ্ণের যদি কোন অবতার হয় অথবা প্রেমময়ী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর যদি কোন অবতার হয়, তাহা হইলে প্রেম জগতে প্রকাশিত হইতে পারে। এই প্রেম ও প্রেমময়ীর কথা জগতে প্রচারিত ছিল না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবই সেই প্রেমের কথা জগৎকে দয়া করিয়া জানাইয়াছেন। কোন বৈষ্ণব-কবি বলিয়াছেন—

"প্রেমা-নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ
কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-
মহামাধুরীষু প্রবেশঃ
কো বা জানাতি রাধাং পরম-রস-
চমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া
সর্ব্বমাবিশ্চকার॥"

প্রেমা-নামক পরম পুরুষার্থ কা'রই বা কর্ণগোচর হ'য়েছিল? কে-ই বা নামের এরূপ মহিমা জা'নতেন? কা'রই বা বৃন্দাবনের মহামাধুরী-সমূহে প্রবেশাধিকার ছিল? কে-ই বা পরম চমৎকার অধিরূঢ়-মহাভাবমাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধাকে উপাস্যরূপে জা'নতেন? এক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরম করুণা প্রকাশ ক'রে ঐসমস্ত আবিষ্কার ক'রেছেন।

প্রেম দুইপ্রকার—কেবলপ্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম। রাগানুগা ভক্তির সাধনা-ক্রমে প্রায়ই কেবল-প্রেম উদিত হয়; বিধিমার্গীয় সাধক-ভক্তগণ প্রায়ই মহিমজ্ঞানযুক্ত প্রেম লাভ করিয়া সার্ষ্টাদি লাভ করেন। কৃষ্ণের অভাবই প্রেমের লক্ষণ। সেই প্রেমই তাঁহার ফল।

প্রেম বা শ্রীভক্তি প্রয়োজন। জীবের পক্ষে প্রেমাপেক্ষা উচ্চ লাভ আর কিছুই নাই। যদি প্রেমোদয় হয়, তবে অকৃত্রিম আর উপলব্ধি হয় না। প্রেমিকের জীবন সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধিত ও কৃষ্ণময়। প্রেমিকের নিকট এই প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়। বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-লাভই সাধকজীবনের মুখ্য ফল। প্রেম ত' নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তবে জীবের উহার বিষয়ে অনুরাগ হয় কেন? যেমন অপুত্রক পিতার পুত্রস্নেহের উদয় হয় না, অবিবাহিত স্ত্রীর স্বামীর প্রতি প্রেম উদিত হয় না, অন্তত বন্ধ্যা যেমন প্রসবের বেদনা অনুভব পায় না, সেইরূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরও স্বতঃসিদ্ধ প্রেম হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"প্রেম রাধাকৃষ্ণ-সেবা করিতে উৎসুক যে-বা,
স্বপ্নে দেখে কত প্রেমধন।
গোলকেতে জন্ম পাই' যদি কৃষ্ণ বাড়ি' যায়',
শ্রদ্ধা রতি, ভাব হয় প্রীতি।
সহজ-ভজনরীতি, নাহি চায় শিক্ষারীতি,
শুধু শিক্ষা প্রাথমিক রীতি॥
পুরুষের অন্তরায় সহজ হৃদয়ে স্থির,
দৃঢ় হৃদয়ে শিক্ষা চাই।
কৃষ্ণপ্রেম সেইরূপ নিত্য সিদ্ধ অপরূপ,
বহুজীবের অগোচর, তাই॥
সেই ত' সহজ বস্তু পাইবারে অপগম্য,
শিক্ষাগুরু না যদি পায়।
সে বস্তু জাগিয়া উঠে, জীবের বন্ধন টুটে,
ব্রজ-রস তাঁহারে নাচায়॥"

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন ব্যতীত কৃষ্ণানুশীলন করিতে পারা যায় না। লবণ ব্যতীত যেমন কোন ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, সুধা ব্যতীত যেরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী, অলঙ্কার ব্যতীত যেরূপ মনোরম রূপ-লাবণ্য, জল ব্যতীত যেমন সুশোভিত উদ্যান, তদ্রূপ প্রেম ব্যতীত নরদেহ কিছুই নহে। এ জগতে প্রেম বিশ্বে বিতরণ করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার। প্রেমিক ভক্তের কৃপাতেই প্রেমোদয় সম্ভব হয়। প্রেমের

সাধ্য সংশোধী ভাবগুলিও প্রেমের পোষকতা করে। শ্রীকর্ণামৃত-গ্রন্থে, সাগরাদি অজ্ঞাকৃষ্ণ গুণকীর্তন, কান্তিনা, কৃষ্ণলা প্রভৃতি শ্রীরাধাগোবিন্দের গুণ ও উজ্জ্বলরসেই প্রকাশ করিয়াছে। এমন কি, গোলোকে কংস, অভিমন্যু প্রভৃতির বাস্তব সত্তা না থাকিলেও তজ্জাতীয়গণ নিত্য প্রাকৃতিক ভাবে কৃষ্ণপ্রেমের উজ্জ্বলতা বিধান করিতেছে। অপ্রাকৃত প্রেম সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌-কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"যাঁহারে দেখিয়া লোক হয়, উন্মত্ত আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেম-আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষুচর্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁর মনে,
তাঁর বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥"

কৃষ্ণপ্রেমের এমনই স্বভাব যে, উহা দুঃখকে সুখ করে এবং সুখকে দুঃখ করে। কৃষ্ণপ্রেমে নিজের সুখকে সুখ বলিয়া মনে হয় না। তাহাতে নিজসুখবাঞ্ছা নাই। সেখানে কেবল কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপরতা আছে। নিজসুখের অনুসন্ধান নাই। তাহাতে প্রাকৃত গতি স্বতঃসিদ্ধ সহজ আকর্ষণ আছে। কৃষ্ণের গতি তাঁহার এবং তাঁহার প্রতি ভক্তের সুখ-সম্বন্ধেরই প্রেম। প্রেম-তাৎপর্য্যে প্রেমাস্পদ, সর্ব্বস্ব-স্বরূপ। প্রেম কৃষ্ণকে বশীভূত এবং ভক্তকেও মাতায়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত প্রেমোদয় হয় না।

কৃষ্ণে ভক্তের গাঢ় মমতা-স্বরূপ অতিশয় মমতা-যুক্ত গাঢ় আর্দ্রভাবকে প্রেম বলা হয়। প্রেমের পরিপক্কাবস্থা ভাব। ভক্তি প্রেমের প্রথমাবস্থা এবং প্রেমই ভক্তির গাঢ় অবস্থা। প্রেম স্বরূপ-লক্ষণ, আর রতি বা ভাব তাহার তটস্থ-লক্ষণ। প্রেমরসাপ্লুত চিত্তকেই কেবল-প্রেমই প্রেমের রূপ। এই প্রেম ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-ভেদে দুইপ্রকার। ঐশ্বর্য্য আবার বৈধভাব ও রাগানুগীয় ভাবভেদে দ্বিবিধ। সামান্যতঃ প্রেম দ্বিবিধ। ঐশ্বর্য্য প্রেমোদয়ের প্রকারভেদ শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে
কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন, সর্ব্বানন্দ ধাম॥
যাঁর চিত্তে কৃষ্ণ-প্রেমা করয়ে উদয়।
তাঁর বাক্য-ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়॥"

সাধনভক্তি হইতে রতির উদয় হয়। এই রতি গাঢ় হইলে তাহাকে প্রেম বলা হয়। এই প্রেম হইতে জীবের ত্রিপ্রকার অবস্থা হয়, যাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

"এই সব শ্রীঠাকুর যাঁ'র চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভেতে তাঁ'র ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁ'রে নাহি ভায়॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি' মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন—দৃঢ় করি' জানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নামগানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণ-লীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥"

সাধন-ভক্তি যখন রতিময়ী হয়, তখন আর তাহাতে শাস্ত্রশাসন বা বৈধভাবের পরাক্রম থাকে না। তখন কৃষ্ণে স্বাভাবিকী আসক্তি এবং আসক্তি হইতে নির্মল আত্মার কৃষ্ণের প্রতি প্রীত্যঙ্কুর উদয় হয়। প্রেমের প্রথমাবস্থা যে ভাব, তাহার অঙ্কুর-মাত্র হৃদয়ে উদিত হইলেই ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা প্রভৃতি নয়টি গুণ চিত্তে উদিত হয়।

প্রেমই একমাত্র পুরুষার্থ। প্রেম কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণমূলক। এই প্রেম চতুর্ব্বর্গের মস্তকে নিত্যকালই নৃত্য করিয়া থাকেন। প্রেম যাহার যত প্রচুর, তিনি কৃষ্ণের তত প্রিয়। কৃষ্ণ প্রেমের বশীভূত। শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু জ্ঞানবিমুক্ত সনকাদি ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠৈকনিষ্ঠ নারদাদি ভক্তগণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠৈকনিষ্ঠ ভক্তগণ অপেক্ষা কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণকে কৃষ্ণের অধিক প্রিয় বলিয়াছেন। শ্রীনারদাদিও ব্রজবনিতার প্রেমমাধুরী আকাঙ্ক্ষা করেন। অপ্রাকৃত পারকীয় প্রেমের মাহাত্ম্য একমাত্র ব্রজের নিজস্ব সম্পদ। ব্রজের যমুনা, বংশীবট, বৃক্ষ, বংশী, গোধন প্রভৃতির যে প্রেম আছে, তাহা ব্রহ্মাদি দেবতারও কাম্য। ব্রজের বকুল, কদম্ব, পক্ষী, ময়ূর, ময়ূরী প্রভৃতিতে যে মাহাত্ম্য আছে, তাহা চক্রধর, হরিহর, বরনাথ, পুরুষোত্তম, জগন্নাথাদি, এমন কি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি পাণ্ডিত্য নাম— সুশীল, মঙ্গল, প্রভৃতি পুরুষ পার্ষদগণেরও পরমকাম্য বস্তু। অর্জ্জুন, ভীমসেন, শ্রীদাম বিপ্র প্রভৃতি পুরবাসী সখা অপেক্ষা সখ্য-ভাবাশ্রিত শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি কৃষ্ণের অধিকতর প্রিয় ও প্রেমিক।

দ্বারকার মহিষীগণ অপেক্ষা ব্রজগোপী-গণের প্রেম গরীয়সী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই একদিন পুরবনিতাগণকে বলিয়াছিলেন—"যদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিলে ব্রজবাসিগণ প্রীত হন, তাহা হইলে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, সত্য সত্য এখনই আমি তাহাই করিব। ব্রজবাসিগণের অনুকরণে আমি অসমর্থ। আর তাঁহাদের নিকট চিরঋণী। যদি যে তোমাদিগকে বিবাহ করিয়াছি, তাহাও ব্রজবাসিগণের প্রেমের উদ্দীপনের জন্য।"

শুদ্ধভক্তি হইতেই প্রেমোদয় হয়। হৃদয়ে ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা থাকিলে সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন হয় না। পুরীতে অর্থাৎ দ্বারকা ও মথুরায় এবং বৈকুণ্ঠাদিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। এই জন্যই তথায় প্রেম সঙ্কুচিত। কিন্তু গোকুলে কেবল-রতিতে গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহা মানিতে চান না। আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাই,—

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তা'র প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম, হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাঁহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন-জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক, তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।"

ভক্তি—'ক্লেশঘ্নী'

——::(:০:)::——

শুদ্ধভক্তি ত্রিবিধপ্রকার—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। ভক্তির ছয়টী স্বভাব বা গুণ—তাহা ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষ-লঘুতাকৃৎ, সুদুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী; তন্মধ্যে সাধনভক্তি—ক্লেশঘ্নী ও শুভদা, ভাবভক্তি—মোক্ষলঘুতাকৃৎ ও সুদুর্ল্লভা এবং প্রেমভক্তি—সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। এস্থলে আরও বুঝিতে হইবে যে, আকাশাদি ভূতের শব্দাদি গুণ যেমন পর পর বায়ু প্রভৃতি ভূতসমূহেও আছে, সেইরূপ সাধনভক্তির গুণ ভাবভক্তিতে এবং সাধনভক্তি ও ভাবভক্তির গুণ প্রেমভক্তিতে আছে। সাধনভক্তিতে ক্লেশনাশকত্ব ও শুভদত্ব—এই দুইটি নিজস্ব গুণ আছে। ভাবভক্তিতে সাধনভক্তির ক্লেশনাশকত্ব ও শুভদত্ব এবং মোক্ষলঘুতাকারিত্ব ও সুদুর্ল্লভত্ব—এই দুইটী নিজস্ব গুণ, এইরূপে চারিটি গুণ আছে। প্রেমভক্তিতে সাধনভক্তির ক্লেশনাশকত্ব ও শুভদত্ব গুণ, ভাবভক্তির মোক্ষলঘুতাকারিত্ব ও সুদুর্ল্লভত্ব এবং সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মতা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিতা—এই দুইটী নিজস্ব গুণ, এরূপ ছয়টী গুণ বা স্বভাব আছে। সাধারণতঃ শুদ্ধভক্তি বা ভক্তি-পথে ভক্তের সম্পূর্ণ অকৃত্রিমত্ব-স্বরূপ প্রেমভক্তিই উদয় হইয়া থাকে। আমরা ভক্তিপথের জীবকল্যাণকর এই ছয়টী স্বভাব-সম্বন্ধে সাধুশাস্ত্রোপদেশ-অবলম্বনে ক্রমশঃ পর পর আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

ভক্তি—'ক্লেশঘ্নী'। যিনি শুদ্ধভক্তিকে আশ্রয় করেন, ভক্তি স্ব-স্বভাব-প্রভাবে তাঁহার সমস্ত ক্লেশ বা দেহাত্মাভিমানাদিমূলক সমূলে ধ্বংস করেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা
চেতি তে ত্রিধা।"

ক্লেশ সাধারণতঃ ত্রিবিধপ্রকার—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। পাপ আবার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধভেদে দুইপ্রকার। জীব কোন একটী জন্ম লাভ করিয়া সেই জন্মেই যে সমস্ত পাপের ফল ভোগ করিতে বাধ্য হয়, সেগুলি প্রারব্ধ পাপ; আর যে-সমস্ত পাপ অদৃষ্টরূপে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ যাহার ফল বর্ত্তমান-জন্মে ভোগ না হইয়া ভবিষ্যৎ-জন্মে দুঃখ-ভোগের কারণরূপে রহিয়া যায়, তাহাই অপ্রারব্ধ পাপ। জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইলে অপ্রারব্ধ পাপ নষ্ট হয়; জ্ঞানি-গণের মতে প্রারব্ধ পাপ ভোগ করিতেই হয়। কিন্তু ভক্তির সাধনাবস্থাতেই প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ—উভয়বিধ পাপ নষ্ট হয়।

"যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাথ স্মরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥"

বেদ ভারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন— অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত কিছুতেই নষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাথ! কিন্তু তোমার স্মৃতি-মাত্রই সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনাশপ্রাপ্ত করে। ভক্তির সাধনাবস্থায় নামোদয়ের আভাসেই প্রারব্ধকর্ম্ম নষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥"

—হে ভগবন্! তোমার নাম-শ্রবণকীর্ত্তন, তোমাকে নমস্কার ও তোমার স্মরণ করিলে চণ্ডালেরও সদ্যই অর্থাৎ জন্মান্তর অপেক্ষা না করিয়া সবন যাগ-করণ যোগ্যতা লাভ হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ হয়; আর তোমার দর্শনের যে কি ফল, তাহা বলা যায় না। এস্থলে দুর্জ্জাতিত্বরূপ প্রারব্ধ পাপ-নাশ ভক্তির স্বভাব বলিয়া কথিত হইল।

শ্রীপদ্মপুরাণে ও তদ্রূপ প্রারব্ধ পাপনাশকত্ব উক্ত হইয়াছে,—

"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥"

—যাঁহাদের বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরাগ আছে, তাঁহাদের অপ্রারব্ধ পাপ, কূট অর্থাৎ বীজত্বলাভোন্মুখ অর্থাৎ যে-সকল পাপ বাসনাস্বরূপ প্রাপ্ত হইতেছে এবং বীজ অর্থাৎ বাসনাময় ও ফলোন্মুখ পাপ অর্থাৎ প্রারব্ধ পাপ ক্রমশঃ নষ্ট-প্রাপ্ত হয়। ভক্তি সর্ব্বাবস্থাতেই পাপ নাশ করিয়া থাকে। ভক্তের পাপনাশের জন্য কর্ম্ম বা জ্ঞানের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা নাই।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

জীবের হৃদয়ে যে-সকল পাপ-বাসনা আছে, সে সমস্ত ভক্তিদ্বারাই নষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ হৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া॥"

শাস্ত্রে কর্ম্মমার্গে প্রায়শ্চিত্তরূপে যে-সকল প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, জ্ঞানমার্গে তপ-যোগাদি ব্রতক্রিয়া-দ্বারা পাপনাশের যে-সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাতে কেবল সেই সেই পাপ নষ্ট হয়; কিন্তু সেই পাপের বীজ অবিদ্যাজাত যে পাপবাসনা, তাহা ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। তাহা কেবল কৃষ্ণসেবা-দ্বারাই নাশ হইয়া থাকে। ভক্তি ব্যতীত আর কেহই হৃদয় হইতে পাপবীজ বা পাপবাসনা দূর করিতে সমর্থ হয় না। ভক্তিদেবী হৃদয় অধিকার করিলে পাপবাসনা পুণ্যবাসনার সহিত সমূলে দূরীভূত হয়।

জড় অভিমান বা অহঙ্কারই অবিদ্যা। কৃষ্ণবৈমুখ্যবশে বহির্ম্মুখতাপ্রাপ্ত জীব নিজ নিজ অদৃষ্টকর্ম্মবশতঃ মায়ার দ্বারা কবলিত হয়। সেই অবস্থায় মায়ার অবিদ্যা প্রভাব-দ্বারা জীবের চিৎস্বরূপ আবৃত হয়। তখন জীব জড় অহঙ্কার বা নিত্যকৃষ্ণদাস-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অবিদ্যাপ্রভাব-প্রসূত জড়-অহঙ্কার দ্বারা অভিভূত হয়। অবিদ্যা জীবের স্বরূপ-বিভ্রমকারিণী মায়াপ্রবৃত্তিবিশেষ। অবিদ্যা হইতেই জীবের কর্ম্মবাসনা হয়। অবিদ্যাই পাপ ও পাপবীজের মূল কারণ। অবিদ্যাই জীবের সমস্ত ক্লেশের আকর। একমাত্র ভক্তিই এই অবিদ্যা বা কৃষ্ণবৈমুখ্য ধ্বংস করিতে পারেন। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে।

"কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা।
অবিদ্যাং নির্দ্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্॥"

হৃদয়ে যখন ভক্তি আবির্ভূতা হন, তখন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পবিত্র ভক্ত আমরা আপনাদের নিজ শক্তিতে নষ্ট করার জন্য অবিদ্যাকে সহসা নষ্ট করিয়া থাকেন।

নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া জড়-অহঙ্কার বা অবিদ্যারূপ হৃদয়গ্রন্থিকে উন্মোচন করিতে চাহিলেও তাহা সম্যগ্রূপে করিতে পারেন না, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া অবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হন।

"যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

যাঁহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে মুক্ত অভিমান করেন, তাঁহাদের ভক্তিহীন বুদ্ধি অবিশুদ্ধ; অতএব যদিও তাঁহারা অনেক ক্লেশে সাধনা আচরণ করিয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্যকার লাভ করেন, তথাপি ভগবৎপাদপদ্মে অনাদর-বশতঃ পুনরায় অধঃপতিত হন। ভক্তির মহাদেব-সাধকত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥"

সূর্য্য যেমন নীহাররাশিকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে, তদ্রূপ কোন কোন ঐকান্তিক ভক্ত কেবলা ভক্তিবলে পাপকে সমূলে উৎপাটিত করেন;

"ত্বাং ন যে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥"

হে মাধব! হে প্রভো! আপনার সৌহৃদ(প্রেম) সূত্রে বদ্ধ ভক্তগণ ভক্তিমার্গ হইতে কোন কালেই ভ্রষ্ট হন না; আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারা নির্ভয়ে বিঘ্নকারি-দলপতিগণের মস্তকোপরি বিচরণ অর্থাৎ অনায়াসে বিঘ্নসমূহ অতিক্রম করিয়া থাকেন।

কর্ম্ম কেবল পাপকে নাশ করিতে পারে, জ্ঞান পাপ, পুণ্য ও পাপবাসনাকে নাশ করিতে পারে, কিন্তু ভক্তি পাপ, পাপপুণ্যের মূল বাসনা এবং বাসনার জননী অবিদ্যাকে অনায়াসে সমূলে বিনাশ করিতে পারেন। পাপ, পাপবাসনা ও অবিদ্যার কবল হইতে উদ্ধারলাভের জন্য ভগবদ্ভক্তপদাশ্রয়কারীকে কর্ম্মী বা জ্ঞানিগণের ন্যায় কোন আয়াস বা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না।

শাল্ব-বধ

শ্রীল রুক্মিণীদেবীর বিবাহে বিদর্ভ-নগরে শাল্ব ও জরাসন্ধ প্রভৃতি যাদবগণকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইলে শাল্ব রাজগণের সমক্ষে 'আমি এই পৃথিবী যাদবশূন্য করিব'—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যহ একবার একমুষ্টি ধূলি মাত্র ভক্ষণ করিয়াই শিবের আরাধনা করিতে লাগিল। শিব আশুতোষ হইলেও কৃষ্ণবিদ্বেষীর প্রতি প্রসন্ন হন বলিয়া বিলম্ব হইবায় আপনার শাল্বকে শীঘ্র দর্শন দিলেন না। অবশেষে তাহার আগ্রহ দেখিয়া এক বৎসর পরে বর দিতে চাহিলে শাল্ব দেব, অসুর, মনুষ্য ও রাক্ষসাদির অভেদ্য ও যাদবগণের ভয়জনক এক ইচ্ছাগমন গতিশীল যান প্রার্থনা করিল। মহাদেবও 'তথাস্তু' বলিলে ময়দানবদ্বারা নির্ম্মিত 'সৌভ'-নামক লৌহময় যান নির্ম্মাণপূর্ব্বক শাল্বকে প্রদান করিল। শাল্ব ঐ অন্ধকারপূর্ণ যথেচ্ছাগামী দুর্দ্ধর্ষ যান প্রাপ্ত করিয়া ক্রোধভরে দ্বারকাভিমুখে গমন করিল। শাল্ব বহু সৈন্য লইয়া পুরী অবরোধপূর্ব্বক উপবন, উদ্যান ও প্রাসাদাদি ভগ্ন করিয়া বিমান হইতে শস্ত্র, সর্প ও বৃক্ষ বর্ষণ এবং শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। দ্বারকার প্রজাগণ স্বীয় প্রাণগণকে উৎপীড়িত দেখি। তাহাদিগকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া সৌভাভিমুখে গমন করিলেন। সাত্যকি, চারু, গদ, শুক, সারণ প্রভৃতি যাদব বীরগণও তাঁহার সঙ্গে বহির্গত হইলেন। অনন্তর যাদবগণের সহিত শাল্ব-গণের তুমুল যুদ্ধ, যাদবগণের সহিত শাল্ব-পক্ষীয় বীরগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রদ্যুম্ন দিব্য অস্ত্রের দ্বারা শাল্বের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া শতবিংশতি বাণদ্বারা শাল্বের সেনানীকে, পঞ্চবাণে শাল্বকে, এক এক বাণে প্রত্যেক সৈনিককে, দশ দশ বাণ-দ্বারা প্রত্যেক সেনাপতিকে এবং তিন তিনটী বাণদ্বারা প্রত্যেক বাহনকে আক্রমণ করিলেন। সেই সময় শাল্ব চক্রবৎ ভ্রমণ করিয়া কখনও ভূতলে, কখনও আকাশে, কখনও পর্ব্বতে, কখনও জলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যাদবগণ শাল্বের সৈন্যগণকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিলে শাল্ব সহ সৌভপ্রাপ্ত হইল। এমন সময় দ্যুমান্ নামক শাল্বের একজন মহাবলশালী অমাত্য প্রথমতঃ প্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক আহত হইয়া পরে সে নিজেই প্রদ্যুম্ন-সমীপে আগমনপূর্ব্বক লৌহনির্ম্মিত গদাদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল। গদাঘাতে প্রদ্যুম্ন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সারথি দারুকপুত্র রথ লইয়া তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্তরে লইয়া গেল। চৈতন্য লাভ করিয়া প্রদ্যুম্ন সারথিকে বলিলেন—'হে সূত, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আমার এতাদৃশ পলায়ন নিতান্ত দূষণীয় হইয়াছে।' তদুত্তরে সারথি বলিলেন, 'হে প্রভো! সারথি বিপদাপন্ন রথীকে এবং রথী বিপদাপন্ন সারথিকে রক্ষা করিবে—এইরূপ নিয়ম জানিয়াই আমি এ কার্য্য করিয়াছি।' প্রদ্যুম্ন লজ্জিত হইয়া পুনরায় দ্যুমানের নিকট রথ চালাইতে বলিলে সারথি তাঁহাকে তথায় লইয়া গেল এবং তিনি মহাক্রোধে দ্যুমান্কে আক্রমণ করিলেন। তিনি চারি বাণে অশ্ব চতুষ্টয়, একবাণে সারথি, দুইবাণে ধনু ও পতাকা এবং অপর একবাণে দ্যুমানের মস্তক ছেদন করিলেন। এদিকে গদ ও সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণও শাল্বের সৈন্যগণকে বিনাশ করিতেছেন। এইভাবে পরস্পর সপ্তবিংশতি দিন অহোরাত্রব্যাপী তুমুল যুদ্ধ হইল। এদিকে যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পাদন এবং শিশুপালের নিধনাদি নানা ঘটনা দর্শন করতঃ কুরু কৌরবগণ, মুনিগণ ও পৃথা প্রভৃতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। আসিবার সময় তিনি পথে চিন্তা করিতে লাগিলেন—'আমি শ্রীবলদেবের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করায় শিশুপালকর্ত্তৃক আমার পুরী বিনষ্ট হইয়াছে।' শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া তথায় শত্রুগণের উৎপাত দর্শন করিয়া পুরী-রক্ষার্থ শ্রীবলদেবকে নিয়োগপূর্ব্বক শাল্বকে দেখিতে পাইয়া দারুককে বলিলেন—"হে দারুক! তুমি সত্বর রথ শাল্বের নিকট লইয়া চল। এই সৌভপতি মায়াবী, বলিয়া ভীত হইও না।"

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলে শাল্ব গদা-প্রহারে উদ্যত হইলেন। শাল্ব শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া দারুকের উদ্দেশে মহাবেগযুক্ত শক্তি নিক্ষেপ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ ঐ শক্তিকে মহাবেগে আকাশমার্গে শতধা দেখিয়া বাণাঘাতে শতভাগে বিভক্ত করিলেন। অনন্তর বাণাঘাতে শাল্বকে ও সৌভকে বিদ্ধ করিলেন। তখন শাল্ব শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী শ্রীকৃষ্ণের শার্ঙ্গসহ বামহস্ত বিদ্ধ করায় শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময় করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া গদাদ্বারা শাল্বকে প্রহার করিলেন। তখন শাল্ব রক্ত বমন করিতে লাগিল। অনন্তর শাল্ব অন্তর্হিত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই কোন একজন পুরুষ তথায় আগমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া 'আমি দেবকীকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি' এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া রোদন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল—'হে কৃষ্ণ, বসুদেব মহারাজ কৃষ্ণ, ব্যাধ যেরূপ পশুকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ শাল্বও আপনার পিতাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছে।' তখন মনুষ্যলীল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনিয়া দুঃখিত চিত্তে পিতৃস্নেহবশতঃ প্রাকৃত লোকের ন্যায় বলিতে লাগিলেন—"অহো! দৈবই প্রবল; নতুবা অজেয় বলরাম থাকিতে কিরূপে বালক শাল্ব শ্রীবলদেবকে পরাভব করিয়া পিতাকে হরণ করিল?" শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় শাল্ব বসুদেবের ন্যায় এক ব্যক্তিকে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল,—"রে মূর্খ! এই তোর জন্মদাতা পিতা, যাহার জন্য তুই এখনও জীবিত আছিস্। আমি তোর সমক্ষেই ইহাকে বধ করিব। যদি তোর শক্তি থাকে, ইহাকে রক্ষা কর।" মায়াবী শাল্ব এই কথা বলিয়া খড়্গদ্বারা মায়া-বসুদেবের মস্তক ছেদন করিয়া তাহা লইয়া গগনস্থ আকাশস্থ সৌভ-বিমানে প্রবেশ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও স্বজন-স্নেহবশতঃ ক্ষণকাল প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় মোহগ্রস্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং পরক্ষণেই সচেতন হইয়া যে শাল্বের মায়াবলে এরূপ মায়ামূর্ত্তি রচিত, তাহা বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধস্থলে দূত বা 'পিতার দেহ' কিছুই আর দেখিতে না পাইয়া মায়াবিহারী শাল্বকে নিহত করিতে উদ্যত হইলেন।

সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব ও অপ্রতিহতজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে অজ্ঞানাদি বিচার সম্ভব নয়। অজ্ঞ মুনিগণের এরূপ উক্তি শোক, মোহ, স্নেহ ও ভয় প্রভৃতি কোথায়? আর দেবপূজিত সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল সেবাদ্বারা সাধুগণ আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া তাহার দ্বারা অবিদ্যাকে বিনাশ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের মোহ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

অনন্তর শাল্ব যাদব-সৈন্যগণকে উৎপীড়ন করিতে থাকিলে মহাবলবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ শাল্বকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহার কবচ, ধনুঃ ও শিরোমণি ছেদনপূর্ব্বক গদাঘাতে সৌভবিমান চূর্ণ করিলেন। সৌভ বিমান ভগ্ন হইলে শাল্ব ভূমিতে পতিত হইয়া গদা হস্তে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ ভল্লদ্বারা গদাসহ তাহার হস্ত ছেদন করিলেন এবং সুদর্শন চক্রদ্বারা শাল্বের মস্তক ছেদন করিলেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-গ্রাহকের-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিভক্তবৈষ্ণবগণের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত সজ্জন-বিবেচিত ব্যক্তিগণ সাম্প্রদায়িকভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অভিজ্ঞদের বার্ষিক নবদ্বীপ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের বিজ্ঞাপনে নির্দিষ্টাধিকারের অনুসরণেই সাময়োপযোগী সার্বকালিক নিয়োগই উহার লক্ষ্য নিশ্চিত।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যা সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। ছয় মাসের কম সময়ের জন্য গ্রাহক গ্রহণ করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। বিনামূল্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য আদায় করা যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। প্রত্যুত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৵১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য লওয়া হয় না; অতএব গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। সজ্জন ব্যক্তিগণের সদাচার-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরত পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অসদ্ভাবমূলক মনোভাব দেখা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় এবং যে কোন গ্রাহকের নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তজ্জন্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশ গ্রাহকের কার্য্য কুব্যবহারের পরিশোধ্য নহে, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অথবা অপরাধের পরিত্যাজ্য, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী অধিকারী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চি	৮৲	১।০
" " সিকি কলম	৫৲	
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

ভারতে তৈলবীজের চাষ

বর্তমান শীতকালে ভারতে রাই, সরিষা ও তিসির চাষ সম্পর্কে প্রথম পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে—বর্তমান মরসুমে ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার একর জমিতে রাই ও সরিষা এবং ২৫ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে তিসি চাষ হইয়াছে; গত বৎসরের তুলনায় রাই ও সরিষার চাষ শতকরা ৯ ভাগ বাড়িয়াছে এবং তিসির চাষ শতকরা ৫ ভাগ কমিয়াছে। ফসলের অবস্থা ভাল।

মার্কিণ সেনাবাহিনীর ক্ষতি

রয়টারের ৬ই জানুয়ারী সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থল-সৈন্যদলের মোট ছাব্বিশ হাজার পাঁচশত সাতাশ জন সৈন্য হতাহত হইয়াছে। নৌবাহিনীর ৪ হাজার ৬শত ৫১ জন হত, ১ হাজার ৭শত ৬০ জন আহত এবং ৮ হাজার ৩শত ১০ জন নিখোঁজ হইয়াছে।

লাহোর হাইকোর্টের নূতন বিচারপতি

একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ডিডে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার শূন্য আসনে খাঁ বাহাদুর আব্দুর রহমানের নিয়োগ সম্রাট অনুমোদন করিয়াছেন।

কর্পোরেশন কর্ম্মচারীদের ভাতাবৃদ্ধি

ইউনাইটেড প্রেসের গত ৭ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে লেবার কমিশনার যে দুর্ম্মূল্য ভাতা দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক কর্ম্মচারীই আবশ্যক মাত্রায় খাদ্যাদি পাইতে পারে। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ লেবার কমিশনারের নিকট এক পত্র দিয়া বলিয়াছেন যে, দুর্ম্মূল্য ভাতা যেন বেতন বৃদ্ধি বলিয়া গণ্য না হয় এবং তাহাদের উপর আয়কর ধার্য্য করা উচিত নহে। যাতায়াত বাবদ ভাতা আয়করের আওতায় পড়া উচিত নয়। এই বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার জন্য লেবার কমিশনারকে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

তিব্বত-মার্কিন চুক্তি

রয়টারের ৭ই জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ—মার্কিন বেতারে প্রচার করিয়াছে যে, তিব্বত সরকারী গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে আমেরিকা ও তিব্বত মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি-অনুসারে একটি যুক্ত বোর্ডের পরীক্ষায় যে সমস্ত কয়েদী যুদ্ধ-বন্দী যুদ্ধের কার্য্যের জন্য মার্কিন বাহিনীর অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

সিংহলে জনপিছু বরাদ্দ চাউলের পরিমাণ হ্রাস

এ-পি'র ৬ঠা জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ—নিয়ন্ত্রিত সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকায় জনপিছু যে পরিমাণ চাউল বরাদ্দ ছিল তাহা হ্রাস করিয়া অর্দ্ধেক করা হইল। তালিকায় অন্যান্য খাদ্যবস্তুগুলি অবশ্য বৃদ্ধি করিয়া বিতরণ করা হইতেছে।

অগ্নিনির্ব্বাপক দলকে নূতন ক্ষমতা দান

ইউ-পি'র ৭ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ:—গভর্ণর জেনারেল যুদ্ধকালীন অগ্নিনির্ব্বাপক দলকে সকল বিভাগ কার্য্য চলিত অগ্নিনির্ব্বাপণের জন্য যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দান করিয়াছেন।

গৌড়ী-সংলাপ

বিভাষীলাগ্রমিষ্ঠ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিজ্ঞান্ত সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে সাম্প্রদায়িকতার শ্রেষ্ঠ ও পাত্রের বিচার ও সমালোচনাই প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমন্বয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

চক্রনির্দিষ্ট সর্ব্বজনের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্লীহাদি জীর্ণ জ্বরের মূল, পালাজ্বরের প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। অন্যান্য ঔষধ হইতে ইহার কার্য্য বিভিন্ন। পিপাসা, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার দুর্ব্বলতা পর্য্যন্ত দূর হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ | ২৩ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৯শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৪ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪৩ বৃহস্পতিবার | ২৬৬ ১৪৭তম সংখ্যা

ভক্তির আরম্ভই হয় না, যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আশ্রয়বিচারে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণাশক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ নারায়ণ, বৃহস্পতি, কৃষ্ণা দ্বাদশী গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ভগবদ্ভক্ত গুরুপাদাশ্রিত ব্যক্তিগণের সেবোন্মুখ হৃদয়েই প্রকাশিত হয়। তাহা একমাত্র অকৃত্রিম বৈষ্ণবগণেরই সম্পত্তি। সেবোন্মুখ না হইলে পরমার্থজগতের কোন কিছুই উপলব্ধি হইবে না। ভোগী ও ত্যাগী স্ব-স্ব স্বার্থ-পূরণের অভাব বা বিঘ্নকে সাধারণে বিপদ্ গণ্য করে। ইহা বহির্মুখের বিচার। সেবোন্মুখ ভগবদ্ভক্ত কিন্তু কৃষ্ণসেবার অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে যাহা-যাহা বাধা উপস্থিত হয়, তাহাকেই বিপদ্ বলিয়া জানেন। স্বার্থকাম ও মোক্ষেচ্ছার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের বাধা হয় বলিয়া ভক্তগণ সেই-সকল বিপদ্ হইতে নিস্তার চাহেন অর্থাৎ ভগবৎসেবক ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা—এই উভয়ের হাত হইতে পরিত্রাণ চান।

———

শ্রীহরি সব হরণ করিয়া থাকেন, তিনি কাহাকে হরণ করেন বা কি চান?—তিনি হরণ করেন ও চান আমাকে—নিজজন আমাকে। আমি ভগবান্‌কে দেখিব, ইহা অভক্তি; আর আমি ভগবান্‌কে দেখাইব—ইহার নাম সেবা। শ্রীকৃষ্ণ কুৎসিৎ রূপ দেখেন না; তিনি চেতনের সেবা-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হন। যাঁহারা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে ভগবানের দৃশ্য বলিয়া জানেন। ভক্তির আশ্রয় করিলে—ভগবানের উপর নির্ভর করিলে সমস্ত দারিদ্র্য কাটিয়া যায়। ভগবান্ সুখ-দুঃখ যাহা প্রদান করেন, ভক্ত তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ভগবৎসেবা করেন। সেবোন্মুখতাদ্বারাই অনায়াসে সকল ইন্দ্রিয় জয় হয়।

———

অনেকের ভুল ধারণা এই যে, বৈষ্ণবের কোন অসত্যের প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য নাই; এমন কি, যদি কোন দুষ্ট ব্যক্তি প্রকৃত গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের নিন্দা করে, তথাপি তাহা সহ্য করাই বাস্তব বৈষ্ণবতা। কিন্তু আদর্শ শিক্ষক শ্রীহনুমান্ ভগবদ্-বিদ্বেষী রাবণের স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করিয়া দেখাইয়াছেন—তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব, তাঁহারই প্রকৃতপক্ষে ভগবান্, গুরু ও বৈষ্ণবের প্রতি যথার্থ প্রেম হইয়াছে, যিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা কোনক্রমেই সহ্য করেন না। বৈষ্ণব অন্যের প্রতি নিজের হিংসার জন্য প্রতি-হিংসা করেন না সত্য, কিন্তু ভগবদ্দ্বেষীর প্রতি বিদ্রোহ তিনি কখনও সহ্য করেন না। ইহাই তাঁহার বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর প্রতি কৃপা, প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা ও সহিষ্ণুতা ধর্ম। বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিদ্বেষীর সেবার দণ্ড নষ্ট হইলে অর্থাৎ তাহার ভোগে ছাই পড়িলে তখন সে অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয়।

———

কপট দুইপ্রকার—ভোগী ও ত্যাগী। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই পরোপকারের প্রতি উদাসীন। যে আত্মা অন্য আত্মার প্রতি উদাসীন, ভগবান্ তাহাকে দয়া করেন না। ভগবান্ বিভুচিৎ, জীব অণুচিৎ। অণুর মধ্যেও যদি আবার নিজের জন্য কিছু রাখিয়া দেওয়া যায়, ভগবান্‌কে সে টুকুও না দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিভুচিৎ তাহার নিকট প্রকাশিত হইবেন না। কৃষ্ণের সহিত জীবের যে বৃত্তি আছে, তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানদাতেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণের শ্রবণের অভাবে কৃষ্ণের বিস্মৃতি ঘটে। লঘুর নিষ্ঠা ভাল নয়। গুরুতের নিষ্ঠাই দরকার। যে জাগতিক ব্যাপার লইয়া আছে, সে লঘুনিষ্ঠ। ভোগী হইলে সুবিধা হইবে না, আবার অত্যন্ত বৈরাগী হইলেও সুবিধা হবে না। ভগবানের সাহচর্য্য—ভগবৎসেবার সহিত যোগযুক্ত হইয়া সেবার জন্য যথাযোগ্য ভোগ ও যথাযোগ্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। ভগবানের ভোগ না দিয়া কিছুই গ্রহণ করিব না—এই বিচার না আসিলে বিপদে পড়িতে হইবে। ভগবানের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা কিছু পান করিব, সব ভগবানের পাদোদক; যাহা কিছু গ্রহণ করিব, সব ভগবানের অবশেষ। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার দ্বারাই জীবের প্রকৃত নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে।

ভক্তি—'শুভদা'

——::(:०:)::——

ভক্তি স্বভাবতঃ শুভদা। যিনি ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাবতীয় শুভ তাঁহার করতলগত হয়। সকলশুভাধার—সর্ব্বসুখপ্রদ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-আশ্রয়কারী ব্যক্তি পরম সুখী—সর্ব্বশুভগুণসম্পন্ন। এই 'শুভ'-শব্দের অর্থ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"শুভানি প্রীণনং সর্ব্বজগতামনুরক্ততা।
সদ্গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি
মনীষিভিঃ॥"

অর্থাৎ সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতি ও সমস্ত জগতের অনুরাগ লাভ, মানবের সর্ব্ব প্রকার সদ্গুণ আছে এবং সুখ প্রভৃতি কয়েকটী মঙ্গলময় বস্তুপ্রাপ্তিকে পণ্ডিতগণ 'শুভ' বলিয়া থাকেন। শ্রীপদ্মপুরাণেও কথিত আছে,—

"যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি॥"

যিনি শ্রীহরির অর্চ্চন করেন, তিনি সমস্ত জগৎকে তৃপ্তিদান করিয়া থাকেন। স্থাবর, জঙ্গম—সমস্ত জীবই তাঁহার প্রতি অনুরাগ করিয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্বদা সকলের প্রতি বিদ্বেষশূন্য থাকিয়া সকলকে কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানে সম্মান করেন ও সকলের প্রতি অনুরাগযুক্ত থাকেন; সুতরাং সকলেও তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সকল সদ্গুণও ভগবদ্ভক্তের শ্রীবিগ্রহ আশ্রয় করিয়া সার্থকতা-মণ্ডিত হইয়া থাকে।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সকল সদ্গুণের সহিত সমস্ত দেবতা তাঁহাতে অবস্থান করিয়া থাকেন। কিন্তু মনোরথদ্বারা বহির্বস্তুর দিকে ধাবিত অভক্তের কখনও সদ্গুণ থাকিতে পারে না। দয়া, সত্য, প্রশমা, দৈন্য, বৈরাগ্য, জ্ঞান প্রভৃতি যেসকল সদ্গুণ আছে, তাহা ভক্তিপূত হৃদয়েই উদিত হয়। ভক্তি ব্যতীত বিষয়বাসনার দ্বারা চালিত ব্যক্তির হৃদয়ে ঐসকল গুণ উদিত হইতে পারে না।

ভক্তি স্বভাবতঃ সুখদা। ভক্তি স্বভাবতঃই পরমসুখ—কৃষ্ণপ্রেমসেবাসুখ প্রদান করে। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বতোভাবে রহিত হইয়া যদি জ্ঞান-যোগ-বৈরাগ্য-তপস্যাদিজাত সুখপ্রাপ্তি আশা করেন, তাহাও তিনি অনায়াসে পাইয়া থাকেন।

"সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তির্মুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্গোবিন্দভক্তিতঃ॥"

—অণিমা, মহিমা, লঘিমা প্রভৃতি যোগসিদ্ধি, ভুক্তি অর্থাৎ বিষয়সুখ, মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মসুখ এবং পরমানন্দ—সমস্তই গোবিন্দভক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। 'হরিভক্তিসুধোদয়ে' লিখিত আছে,—

"ত্বত্তোহপি যাচে দেবেশ যদি
ভক্তির্দৃঢাস্তু মে।
যাঃ কাশ্চাভ্যুদর্কিণ্যো সুখদা সদা॥"

হে দেবেশ! যে ভক্তিপ্রভাবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল ও প্রেমসুখ বিভিন্ন অধিকারিগণ লাভ করিয়া থাকেন, আমি পুনরায় তোমাতে সেই দৃঢ়া ভক্তি বাঞ্ছা করি। তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি সকল ফল দিতে পারে; তবে ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবৎসেবাসুখ ছাড়া অন্য কোন ফল আকাঙ্ক্ষা করেন না। কারণ সেবাই সকল লাভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র প্রকৃত লাভ। সেবা ব্যতীত অন্য লাভ অলাভ—অপলাভ, বঞ্চনালাভ এবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥"

—হে উদ্ধব! আমাতে সমর্পিতাত্মা ভক্ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতালের প্রভুত্ব, অণিমাদি সিদ্ধি অথবা মোক্ষ প্রভৃতি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। অর্থাৎ ভক্তিমান্ ভগবান্ সর্ব্বপুরুষার্থ অপেক্ষা অধিক বলিয়া ভক্ত কেবল সর্ব্বপ্রকার ভগবান্‌কেই সম্পূর্ণরূপে চাহিয়া তাঁহাকেই লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীগোবর্দ্ধনে জনৈক বিপ্র

——•::(•)::•——

শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলা-বিলাসস্থলী। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিরন্তর বিচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীগোবর্দ্ধন বৃন্দাবনের সিংহাসনস্বরূপ। এই শ্রীগিরিরাজ সাক্ষাদ্ভগবন্মূর্ত্তি, আবার হরিভক্তগণের অগ্রণী। তিনি ভক্তপূত হৃদয়ে কোটি গঙ্গা হইতেও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত শ্রীরাধাকুণ্ড এবং অমূল্যনিধিস্বরূপ শ্রীশ্যামকুণ্ডকে অনন্ত-বক্ষে বহন করিতেছেন। এই গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি বয়স্যগণ ও শ্রীবলদেবের সহিত মিলিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে কতই না মধুর গীতি গান করিয়া থাকেন। গিরিরাজের নিভৃত গুহা ব্রজসুন্দরীগণের ক্রীড়ার স্থান। শ্রীগিরিরাজের চতুর্দ্দিকে শ্রীরাধাকুণ্ড প্রভৃতি বহু কুণ্ড শোভিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ যমুনাকে, অনুরূপ গিরিগণকে, ব্রজবনের আশ্রয়ীভূত ও [illegible] নদীসকলকে পশ্চাৎ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন-স্বরূপ ভূধরগণের শিরোভূষণস্বরূপ এই গিরিরাজকে অর্চ্চন করিয়া ইঁহার পূজনীয়ত্ব সর্ব্বজগতে প্রচার করিয়াছেন। গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন ভগবান শ্রীগোবিন্দের দানক্রীড়ার সাক্ষিস্বরূপ এবং রাসকভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধক।

শ্রীগোবর্দ্ধনের নিকটে এক জন বিপ্র বাস করিতেন। শ্রীবলদেবের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল; তিনি অনুক্ষণ শ্রীবলদেবের চরিত্র চিন্তা করিতেন। "শ্রীবলদেব প্রভু নিশ্চয় আমাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন,"—এইরূপ দৃঢ় আশাবন্ধ পোষণ করিয়া ঐ বিপ্র গোবর্দ্ধন-বন ভ্রমণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ ঐ বিপ্র 'আজ্ঞা' শ্রবণ করিলেন যে, শীঘ্র তাঁহার দর্শনসৌভাগ্য উদিত হইবে।

এদিকে শ্রীনিত্যানন্দ-রায় যখন তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন এই স্থানটী অতীব নির্জ্জন দর্শনে তিনি এখানেই রহিলেন। দূর হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-রায়ের অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিপ্র মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন যে, ঐ অবধূত নিশ্চয়ই মহৎ হবেন এবং আরও বিচার করিলেন যে, ঐ অবধূতের কৃপাতেই তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। এইরূপ বিচার করিয়া বিপ্র দধি, দুগ্ধ, ছানা, নবনীত প্রভৃতি উপাচার লইয়া শ্রীনিত্যানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট রোহিণীনন্দনের দর্শন-সৌভাগ্য বাঞ্ছা করিলেন। অভিন্ন রোহিণী-নন্দন পরমকরুণ শ্রীনিত্যানন্দ বিপ্রের ঐ ভক্তিপূর্ণ উপহার গ্রহণ করিলে বিপ্র শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অবশেষ লইয়া নিজস্থানে গমন করিলেন। অবশেষ গ্রহণ-মাত্রেই বিপ্রের অদ্ভুত প্রেমবিকার হইল। বিপ্র আর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকট গমন করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যাকালে তাঁহার চক্ষুতে নিদ্রাদেবী আসীনা হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপায় স্বরূপসিদ্ধিরূপ স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, সেই অবধূত বিপ্রের সম্মুখে উপস্থিত। অবধূত সেই মুহূর্ত্তেই পুনরায় শ্রীবলদেব-মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। শ্রীবলদেবের শ্রীঅঙ্গে নানাপ্রকার আভরণ ঝলমল করিতেছিল। বিপ্রের প্রতি প্রসাদ বিতরণ করিবার পর শ্রীবলদেব অন্তর্হিত হইলেন। বিপ্রও নিদ্রা হইতে উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। যেখানে অবধূত নিত্যানন্দ ছিলেন, বিপ্র সেইস্থানে চলিবার জন্য সেই নিশাকালেই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এদিকে বিপ্রকে সেই রাত্রির মত নিবারণ করাইবার জন্য এক দৈববাণী প্রকাশিত হইল। দৈববাণী শুনিয়া বিপ্র মনে মনে বিচার করিলেন যে, যখন তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, তখন তিনি ঐ অবধূত প্রভুকে আর কিছুতেই ছাড়িয়া দিবেন না। তিনি অবধূতের শ্রীঅঙ্গ ধরিয়া তাঁহার অবধূত-বেশ ঘুচাইবেন এবং রজনীপ্রভাতে স্বর্ণকার ডাকাইয়া প্রভুকে নানাবিধ অলঙ্কার পরাইবেন। এরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিপ্রের নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিপ্রকে দর্শন দিলেন। বিপ্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু অন্তর্হিত হইলে বিপ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিপ্র প্রাতঃকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানাইলে প্রভু মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে ঐ বিপ্রের প্রতি কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক নিজতত্ত্ব জানাইলেন। বিপ্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে অলঙ্কারে ভূষিত করিতে চাহিলে তৎকালীন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বলিলেন,- "তিনি কিছুদিন পরে বিপ্রের অলঙ্কার স্বীকার করিবেন।" প্রভু বিপ্রকে আরও বলিলেন—"এখন যদি আমাকে স্বর্ণ পরাইবার তোমার একান্ত সাধ থাকে, তবে তুমি এক কার্য্য কর। এই অপূর্ব্ব গোবর্দ্ধন-শিলাকে স্বর্ণদ্বারা বাঁধাইয়া দাও, আমি ইহা কণ্ঠে ধারণ করিব।" বিপ্র প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহা করিলে অবধূত কণ্ঠে স্বর্ণবদ্ধ গোবর্দ্ধন-শিলা ধারণ করিলেন।

শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু স্বীয় লীলাসঙ্গোপনের পূর্ব্বে সেই শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা নিজ-অঙ্গজ শ্রীল বীরচন্দ্রপ্রভুকে প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল বীরচন্দ্রপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধনশিলাকে একটী স্বর্ণসম্পুটের মধ্যে স্থাপন করিয়া সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। যখন ভোগনিবেদনের সময় উপস্থিত হইত, তখন তিনি তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া ভোগনিবেদন করিতেন। ভোগ হইয়া গেলে আবার সম্পুটের মধ্যে রাখিতেন।

ব্যোমাসুর

——::(•)::——

একদিন গোপবালকগণ গোবর্দ্ধনগিরির পাদদেশে গোচারণ করিতে করিতে চোর ও রক্ষকের অভিনয়-সহকারে নিলায়ন-ক্রীড়া অর্থাৎ চোরধরা সংগোপনরূপ লীলাভিনয় করিতেছিলেন। সেই খেলায় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চোররূপে, কেহ কেহ রক্ষকরূপে এবং কতিপয় বালক মেষরূপে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তৎকালে ময়-দানব দৈত্যের পুত্র ব্যোমাসুর গোপবালকের বেশ ধারণ করিয়া চোরের অনুকরণপূর্ব্বক মেষরূপধারী অনেক গোপবালককে অপহরণ করিতে লাগিল। সেই অসুর এইপ্রকারে গোপবালকগণকে হরণ করিয়া লইয়া গিরিগহ্বরে স্থাপন করিল এবং শিলাদ্বারা গুহার দ্বারদেশ বন্ধ করিয়া রাখিল। এইরূপে ক্রীড়াস্থলে কেবল চার-পাঁচটী গোপাল মাত্র অবশিষ্ট রহিল। সাধুগণের শরণদাতা অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই কার্য্য জানিতে পারিলেন। যখন সেই ব্যোমাসুর পুনরায় গোপবালকদিগকে লইয়া যাইতে লাগিল, তখন সিংহ যেমন বৃককে আক্রমণ করে, শ্রীকৃষ্ণও সেইভাবে তাহাকে ধারণ করিলেন। মহাবল দৈত্য পীড়িত হইয়া পর্ব্বতসদৃশ স্বীয় বিশাল মূর্ত্তি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের করদ্বয় হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ধারণেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় আত্ম-মোচনে সমর্থ হইল না। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বাহুদ্বারা তাহাকে ধারণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং দর্শনকারী দেবগণের সমক্ষে তাহাকে পশুর ন্যায় বিনাশ বোধ করিয়া বধ করিলেন। অনন্তর পর্ব্বতগহ্বরের মুখস্থিত শিলাচ্ছাদন অপসারিত করিয়া ঐ কষ্টপ্রদ স্থান হইতে গোপালগণকে উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে ভূতলে অন্যান্য গোপালগণ এবং স্বর্গে অন্যান্য দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়াছিলেন।

"জ্বালাবোধ"

(শ্রীপাদ মধুসূদনদাস অধিকারী)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বাণীতে আমরা জানিতে পারি—"একটা জ্বালাবোধ, একটা দুঃখ বা ব্যথা অনুভব হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণের সেবা, শ্রীগুরুর সেবা করিলাম না, ভক্তবৈষ্ণবের সেবা আমার দ্বারা হইল না, ইহা সর্ব্বক্ষণ অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সেবার আকুল আর্ত্তি এবং অন্তরে দুঃখবোধ না হইলে সুবিধা হইবে না।" কিন্তু আমার কেবল মুখে 'প্রভু' আমার কোন মঙ্গল হইতেছে না। কেবল সবতেই একঘেয়ে বোধ হয়। কেন সাধুভক্তি-নিষ্ঠা অন্তরে আসে না?"—এই প্রকারের কথা

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

হৃদয়গ্রন্থিতে গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে বলিলেও পরীক্ষাকালে প্রমাণিত হয় যে, উহা আমার মর্মের কথা নহে। অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে নিদারুণ দুঃখ ও অসহ্য ব্যথার সঙ্গে ঐ কথা বাহির হয় না। আত্মবোধ থাকিলে ত' সত্যসত্যই মগ্ন হইয়া যাইত। যে কথাগুলি আমার খুব বিজ্ঞপ্তিমূলক—প্রার্থনাত্মক—আর্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়, তাহা আমি কেবলমাত্র সুপটু অভিনেতার ন্যায় অভিনয়ের আকারে পারিপাট্য ও ভাবুকতায় ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হই। উহার সঙ্গে আমার হৃদয়ের কোনও সংযোগ আছে বলিয়া কার্যকালে প্রমাণিত হয় না।

অনেকে কিন্তু 'তীব্র আত্মবোধে'র প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে অনুভব করেন, তাঁহাদের হৃদয় সর্বক্ষণই বেদনায় পরিপূর্ণ, সর্বক্ষণই তাঁহারা অভাববোধের দ্বারা অর্জরিত। তাঁহারা নীরবে নিরন্তর প্রভুর পথে চলিয়াছেন। তাঁহারা সরলে স্থির ও দৃঢ়। তাঁহারা অচল ও অটল। তাঁহারা সর্বক্ষণই অন্তর্যামীর ব্যথা অনুভব করিয়া থাকেন। সর্বক্ষণই তাঁহারা হৃদয়দেবতার প্রেরণা ও ইঙ্গিত অনুভব করিবার জন্য উন্মুখ ও উৎকণ্ঠিত আছেন। অথচ তাঁহাদের মহামহোৎসবাদি। অর্থবাদী, ব্যূহ, বৈভব, পর, পরতত্ত্ব লইয়া সর্বক্ষণই তাঁহারা ব্যস্ত ও প্রমত্ত। তাঁহাদের বৃথা হাস্য লাস্য ও উৎকট অট্টহাসে প্রমত্ত হইবার আদৌ অবসর নাই। শ্রীরূপের "অন্যো বাসো ন্যো বাসৌ"-শ্লোকের ভাবানুযায়ী আপাদমস্তকে চাহিয়া কোনপ্রকারে দীন-হীন কাঙ্গালের মত তাঁহারা দিন যাপন করেন। বহির্দর্শনে তাঁহাদিগকে বুঝিতে গেলে তাঁহাদের হৃদয়ের অগাধ ভাবসিন্ধুর এক কণিকারও পাত্তা পাওয়া অসাধ্য হইয়া পড়ে। সতী রমণী যেমন পরপুরুষকে নিজ অঙ্গ দেখায় না, ভক্তগণও সেইরূপ বাহ্য অভক্ত উন্মুখের নিকট নিজ ভজন-রহস্য গোপন রাখিয়া সর্বক্ষণ ভাবদেবতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। ভাগ্যবলে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, তাঁহারা শ্রীল ঠাকুরোক্ত "সকলের সহিত বন্ধুর অর্থাৎ সকল বৈষ্ণবের মন যোগাইয়া হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা কীর্তনকারীর ভাব-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অপরিহার্য সদ্গুণ"—এই বাণী শিরোভূষণ করিয়া নিজ ভজনে প্রতিষ্ঠিত থাকায় বাহ্যিকভাবে অভক্তগণ তাঁহাদের সান্নিধ্যে যাইতে সুযোগ পায় না। অন্যথা তাঁহাদের পক্ষে তাহাও মহা-অসহ্য হইয়া পড়িত।

ফলতঃ দেখা যায়, সত্য সত্য কৃষ্ণভজন করিতে খুব কম লোকই চায়। পতিতপাবন বৈষ্ণবগণ সকলকেই কৃষ্ণভজনে তৎপর দেখিলে সুখী হন বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই স্বার্থে লুব্ধ হইয়া স্বার্থভ্রষ্টই হইয়া পড়ে। অনেকস্থলে তাঁহাদের সঙ্গ করিলে উল্টা বিপত্তি ঘটিতেই দেখা যায়। ভক্তের সংখ্যা অল্প। কিন্তু অল্প হইলেও কৃষ্ণাধিক্য আধিক্য-হেতু তাঁহাদের তেজঃ প্রবল। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন আক্রমণ করিয়া তাঁহারাই চারিদিকে প্রবাহিত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বলভাবে বিরাজিত থাকেন। অভক্তের সংখ্যাই অধিক। আপাততঃ তাঁহাদের চাকচিক্য অধিক প্রতিভাত থাকিলেও ভিতরে কৃষ্ণাধিক্য অভাবে ক্রমে ম্লানীকৃত হইয়া একেবারে নিভিয়া যাওয়ার মত তাঁহাদের অস্তিত্ব চরমে বিলীন হইয়া পড়ে। ইহাই ভক্তিমার্গের ও গুরুভক্ত-চরিত্রের নিগূঢ় রহস্য। সংখ্যাধিক্য বা ন্যূনতার মধ্যে ভজনের কোনও মাপকাঠি নাই। প্রবীণতা ও নবীনতার মধ্যে ভক্তির কোন কথা নাই। ভজনকালের আধিক্য ও ন্যূনতার মধ্যেও ভক্তিদেবী আটক পড়েন না। কাঠামো বা আবরণ দেখিয়া চক্ষু ঝলসিয়া গেলে তাহাদের নিকট ভক্তিরহস্য দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ পক্ষে দুরদর্শিগণ ভক্তিরহস্য অবগত হইতে পারে না। চক্ষু প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত হইলে বহিরাবরণ ভেদ করিয়া যদি অন্তরের অন্তঃস্থল দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয়, তবে প্রকৃত ভক্ত-অভক্ত বুঝিতে পারা যায়। নতুবা কেবল মাপা-মাপি করিয়া বৃথা তর্ক ও বাদ-বিতণ্ডাই সার হয়। ভজন অন্তরের ও আন্তরিকতার ব্যাপার। অন্তরেই তাহার বিকাশ ও বিলাস-বৈচিত্র্য। সেখানকার অগাধ ভাবসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও বাহিরে ব্যক্ত নাও হইতে পারে। কিন্তু সেখানে একটা উৎকট ক্ষুধা, ইষ্টবস্তু বিরহে নিদারুণ আত্মবোধ থাকিবেই থাকিবে।

ফাঁকি দিয়া কি কৃষ্ণচিন্তামণি ধনকেও করায়ত্ত করা যায়? জগতের লোককে ঠকান যায় বলিয়া কৃষ্ণকেও ঠকাইতে পারি, মনে করিলে প্রকৃতভাবে ঠকিতেই হয়। এ জগতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা পাইয়া মস্‌গুল থাকিতে গেলে কৃষ্ণধনকে আর হৃদয়-মাঝারে বাঁধা চলে না: ভাসিত প্রাণ আর দ্রবীভূত করা হয় না; অথবা যতন করিয়া ধনত্যাগ করাই মাত্র সার হয়। আশা নাই, ভরসা নাই, পরন্তু উৎকট দুশ্চিন্তা অন্তঃপুর হ'তে সর্বক্ষণ চিত্ত চাঞ্চল্যপূর্ণ রাখিয়া জন্ম কাটিয়া সময়ে সময়ে কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে বসিলে হৃদয় কাঁদিবে কেন? পরন্তু আরও অধিক কপট ও প্রতিষ্ঠালোলুপ হইতে হইবে মাত্র। অহংকার গর্বিত লোক দেখাইতে গেলে চতুর্বিধ সাজাই সার হইবে, সুবিধা বিশেষ কিছু হইবে না।

দিন দিন সময় চলিয়া যাইতেছে। এখনও আমার অপরাধবলির পাষাণ হৃদয় গলিল না। প্রতিক্ষণই আমার যে কৃষ্ণকে সত্যা প্রয়োজন, অনাদিকাল তাঁহাকে ভুলিয়া আছি, তাই এখন নিশ্চিন্ত-মনে ইহাই বুঝিয়াছি যে, কৃষ্ণের জন্য প্রাণে একটা আকুলতা না হওয়াতেই জীবনটা বৃথায় অতিবাহিত হইতে বসিয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"পুত্র হারাইয়া গেলে মাতার যেরূপ উৎকণ্ঠা, বৎস দূরে গেলে গাভীর যেরূপ ব্যাকুলতা দেখা যায়, যেরূপ অনুভব হয়, সেইরূপ বেদনা অনুভব হওয়া দরকার। যদি প্রাণ না কাঁদে, যদি আত্মবোধ না হয়, তাহা হইলে 'কেন আমার আত্মবোধ হইতেছে না' এই বলিয়া আর্তি জানাইতে হইবে।"

এখনও যদি মহাজনদিগের উপদেশামৃতের একমাত্র আস্বাদন করিয়া ও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত বান্ধবগণের পশ্চাতে অনুগমন করিতে পারি, তবে হইলে মঙ্গলের আশা আছে। নতুবা ক্রমেই ত' জন্মের শোক ক্রমেই চলিয়া যাইবে। ইহা বুঝিয়া এখনও আমার সাবধান হওয়া প্রয়োজন। তাই মহাজনের এই অমূল্য উপদেশাবলী আমার শিরোভূষণ হউক,—

"এখনও ভক্তিবলে কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধুজলে
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন।"

শ্রীকৃষ্ণ:সবাই স্বার্থ

(শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী)

নিত্যবদ্ধজীবের কৃষ্ণবহির্মুখতাই স্বভাব। সেই কৃষ্ণবিমুখ-স্বভাব-বিবদন জীবের পরস্পরের স্বার্থও ভিন্ন। সুতরাং এই বিশ্বে পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক জগতের যে ক্রমবর্ধমান সমস্যা ও অশান্তির আগুন দাউ দাউ করিয়া সকলের আশাভরসাকে ভস্মীভূত করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? যেখানে পরস্পরের স্বার্থ পৃথক্, সেখানে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ বা মনোমালিন্য না হইয়া পারে না। এই হরিবিমুখ জগতে রাজার স্বার্থ প্রজার স্বার্থ হইতে ভিন্ন, পিতার স্বার্থ পুত্রের স্বার্থ হইতে পৃথক্ দেখা যায়। সুতরাং তথায় দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ পরস্পরের মধ্যে অনিবার্য।

শ্রীকৃষ্ণবিমুখতাই যে জীবের একমাত্র রোগ এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতিই যে সেই রোগের একমাত্র অমোঘ মহৌষধ, তাহা সাধুশাস্ত্র তারস্বরে কীর্তন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণসেবাবিমুখ জীব দেহমনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নশ্বর স্বার্থ পূরণের জন্য সমগ্র জীবনীশক্তি নিয়োগ করিতেছে; ফলে অধিকতর অসুবিধার মধ্যেই পড়িয়া কষ্ট পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণসেবাই আমাদের একমাত্র নিত্য-স্বার্থ। আমরা শ্রীকৃষ্ণসেবারূপ নিত্য-স্বার্থভ্রষ্ট হইয়া এইরূপ দুরবস্থার আবাহন করিয়াছি। যে দিন আমরা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া সেই সেবা-স্বার্থকে পরিত্যাগ করিয়াছি এবং ইন্দ্রিয়তর্পণ-পর ক্ষুদ্র ও নশ্বর স্বার্থরূপ আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া সুখী হইতে গিয়াছি, সেইদিন হইতে মায়া আমাদিগকে দণ্ড দিবার এই সংসার-কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে।

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥"

নিত্যস্বার্থভ্রষ্ট জীব আমরা 'সংসারাদি-দুঃখ'কে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া অসুবিধায় পড়িয়াছি। তাই পরদুঃখদুঃখী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণবগণ আমাদের নিত্যমঙ্গলের জন্য কতই না চেষ্টা করিতেছেন। আমরা এতদূর মায়া-মারা কবলিত হইয়াছি যে, আমাদের প্রকৃত স্বার্থ কি, তাহা আমরা জানি না। তাই শ্রীভগবান্ সাধুরূপে এবং শাস্ত্ররূপে আমাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছেন।

অণুচৈতন্য নিত্যকাল বিভুচৈতন্যকর্তৃক আকৃষ্ট। তথাপি ভাটিয়াপন্থ-প্রযুক্ত এবং স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের দরুণ অণুচৈতন্য আকর্ষক বিভুচৈতন্যকর্তৃক আকৃষ্ট হইতে পারিতেছে না। আর অণুচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ-বিভুচৈতন্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আকৃষ্ট হওয়াই জীবের স্বভাব। শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক আকৃষ্ট হওয়া তাঁহার সেবানন্দই নিখিল জীবের একমাত্র স্বার্থ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবা-বিমুখ জীবের স্বার্থ কখনও এক হইতে পারে না। আমি বিরুদ্ধ অবস্থায় আছি বাঙ্গালী; সুতরাং বাঙ্গালার স্বার্থ-সংরক্ষণকার্য অন্য প্রদেশবাসীর সহিত আমার সংঘর্ষ বাধিয়া নিজের জাতির স্বার্থ বজায় রাখিতে হইতেছে। অন্য প্রদেশবাসীরও এই একই উদ্দেশ্যে সংঘর্ষ বাধাইতে হইতেছে। এই সংঘর্ষ বা বিবাদের মূল কারণ ক্ষুদ্র জীবের নশ্বর স্বার্থ।

নিখিল জীব যদি তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নশ্বর স্বার্থকে চিরতরে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সেবাস্বার্থে আত্মাহুতি দিতে পারে, তবে জীবের যাবতীয় অশান্তি দূরীভূত হইয়া নিত্য শান্তির উৎস প্রকটিত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই জীবের একমাত্র স্বার্থ। সেই স্বার্থ বা প্রয়োজনকে যাঁহারা জীবনের সারাৎসার জানিয়া ব্যষ্টি বা সমষ্টি জীবের বহুকালের অনুকূলে কোন অপস্বার্থের আবাহন করেন না, পরন্তু তাহাদের নিত্যস্বার্থের পথে তাহাদিগকে অগ্রসর করাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাই একমাত্র বান্ধব—তাঁহারাই সুহৃদ্‌বান্ধব।

শ্রীকৃষ্ণসেবাপর জনগণের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবাই বা তাঁহার সুখ-তাৎপর্যই প্রয়োজন। কিন্তু কৃষ্ণবিমুখ জীবের বহু স্বার্থ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। কখনও অর্থের দ্বারা তাহার স্বার্থ চরিতার্থ হইবে মনে করিয়া তাহার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছে, আবার কখনও প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাহার সেই স্বার্থ পূরণ করিতে যাইয়া নিরত হইতেছে। বস্তুতঃ পক্ষে যাঁহারা কৃষ্ণসেবাকেই একমাত্র স্বার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা শান্ত, আর সকলেই অশান্ত বলিয়া নানাভাবে বিব্রত।

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিকামী—সকলই অশান্ত॥"

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

এই জগতে স্বার্থপরতা, নিঃস্বার্থতা এবং পরার্থপরতা - একসঙ্গে কখনও অবস্থান করিতে পারে না। এই জগতের স্বার্থপর ব্যক্তি যুগপৎ নিঃস্বার্থ ও পরার্থপর হইতে পারে না। স্বার্থপর ব্যক্তি তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নশ্বর স্বার্থকে পরিত্যাগ করিয়াই জগতে পরার্থপর বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইয়া থাকে। কিন্তু হরিজনের বাক্যে ইহাই এক রহস্য ও চমৎকারিতা যে, সেখানকার পূর্ণস্বার্থপর ব্যক্তি যুগপৎ সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ ও পরার্থপর হইতে পারেন। ইহা কোন অপস্বার্থপর ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। কেবল-মাত্র যাঁহারা নিত্যস্বার্থে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারাই স্বার্থপর, নিঃস্বার্থ ও পরার্থপর হইতে পারেন। সেই রাজ্যের সকলের স্বার্থই এক অর্থাৎ অধোক্ষজের সেবানুকূল্যপর। যেখানে পরস্পরের স্বার্থ অভিন্ন, সেখানে কোন সংঘর্ষ হইতে পারে না। শ্রীহরিকথা-প্রচারের মধ্যে স্বার্থপরতা, নিঃস্বার্থতা এবং পরার্থপরতা যুগপৎ অবস্থান করে। যেমন ত্রিলোকপাবনী শ্রীগঙ্গা ত্রিধারায় স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালকে পবিত্র করিতেছেন, তদ্রূপ জগৎ-মঙ্গলের প্রবর্তা, উত্তরদাতা বা বক্তা এবং শ্রোতা যুগপৎ পরম পবিত্র ও শান্তিমান্ হইয়া থাকেন।

পরমহংসবর শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু যখন মহারাজ পরীক্ষিতের রাজসভার মধ্যস্থলে প্রবেশ করিলেন, তখন বিভিন্ন বিভিন্ন স্থান হইতে আগত লক্ষ মুনিঋষিগণ তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কারণ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীশুকদেব গোস্বামী সেই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রশ্নকর্তা, উত্তরদাতা ও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী—সকলের স্বার্থই এক ছিল অর্থাৎ কৃষ্ণসেবোন্মুখতাপর ছিল।

"তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥"

সুতরাং শ্রীহরিকথাই একমাত্র শ্রোতব্য, কীর্তিতব্য ও স্মর্তব্য। তাহাতে সকলের স্বার্থই আছে অর্থাৎ বক্তা, শ্রোতা—সকলেরই নিত্যমঙ্গলের কথা তাহাতে নিহিত আছে। সংকীর্তনপিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন এই সংকীর্তনবন্যায় সকলকে ডুবাইয়া জীবের ত্রিতাপ দূরীভূত করিয়াছিলেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথিপূজা-মহোৎসব

গত ২৩শে পৌষ, শনিবার শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীযোগপীঠে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার মূল-প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক পরম গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর বিরহতিথিপূজা-মহোৎসব শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্তমান পাত্ররাজ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যবর্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্বাদে নিরন্তর হরিসংকীর্তন মুখে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তগণ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত হইতে শ্রীমঙ্গলারাত্রিক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহচক্র মহাজনপদাবলী কীর্তন করিলে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদপ্রাণ ও শ্রীবিনোদানন্দজীউর মঙ্গলারাত্রিক কীর্তনমুখে সম্পন্ন হয়। অনন্তর শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটী-নগর-সংকীর্তন-শোভাযাত্রাসহ বহির্গত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীশ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির ও শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাটের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্তন করেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের মধ্যাহ্নভোগারাত্রিক কীর্তন-মুখে সম্পন্ন হইলে ভক্তগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে বন্দনা-কীর্তনের পর শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীনবদ্বীপধাম-পাঠমুখে হরিকথা কীর্তন করেন। সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর অধিবাস ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্তন হইলে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু মহাশয় বাবৎ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর পূতচরিত আলোচনা ও শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপা ও মহিমার কথা কীর্তন করেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযোগপীঠেও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথিপূজা-মহোৎসব কীর্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে শ্রীপাদ হরিবিনোদ বাগ্মিবিহারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ২০শ বর্ষ 'গৌড়ীয়' "শ্রীজীব প্রভু সংখ্যা" হইতে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর জীবনী আলোচনামুখে হরিকথা কীর্তন করেন।

বিবিধ সংবাদ

বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্য দান

ইউ, পি'র ৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্যদান কার্য ক্রমে ক্রমে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়া বিভিন্ন সাহায্য-কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বর্তমান ও প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের আঞ্চলিক কমিশনার এক সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, যে সকল অঞ্চলে শস্য মোটামুটি ভালই হইয়াছে সেই অঞ্চলের সমস্ত ব্যক্তিদের নাম দানগ্রহণের তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে এবং শস্য যখন পাকিয়া উঠিবে সে সময় কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই সাহায্যদান কার্য বন্ধ করা হইবে। যে সকল অঞ্চলে শতকরা ৩৭ ভাগ হইতে ৫০ ভাগ পর্যন্ত শস্যের ক্ষতি হইয়াছে সেখানে দান মঞ্জুর কার্য বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া করা হইবে। যে সকল অঞ্চলে শস্যের ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক সে সকল স্থানের সমস্ত সক্ষম ব্যক্তিকে কাজ করিবার সুযোগ দান করিয়া দানের তালিকা হইতে তাহাদের নাম বাদ দেওয়া হইবে। উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে সম্ভবতঃ ২১শে জানুয়ারী, ৭ই ফেব্রুয়ারী ও ২১শে ফেব্রুয়ারী সাহায্যদান কার্য বন্ধ করা হইবে। কৃষিহীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের যতদূর সম্ভব টেষ্ট রিলিফ কার্যের তত্ত্বাবধানে চাকুরী দেওয়া হইবে অথবা ছোটখাটো ব্যবসায় আরম্ভ করার জন্য ব্যবসায়িক ঋণ হিসাবে সাহায্য করা হইবে।

এক কালীন সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা

এ-পি'র ৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, বন্যার ফলে যে সকল চিকিৎসক, কারিগর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি তাঁহাদের যথাসর্বস্ব হারাইয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে পুনরায় তাঁহাদের স্ব-স্ব ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারেন সেজন্য বাংলা সরকার তাঁহাদের ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত কার্যের জন্য ইতিমধ্যেই ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন বোধে আরও করা হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কোন ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ৫ শত টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হইবে কিন্তু তাহাদের উপযুক্ত পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে হইবে। যাঁহাদের কোন স্থাবর সম্পত্তি নাই, তাঁহাদেরও ৩ শত টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হইবে বটে কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের দুইজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির দ্বারা সমর্থিত একটি চুক্তিপত্র দিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি উপরোক্ত দুইটির কোন একটিই দিতে সক্ষম না হন, সেরূপ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন তাঁহার ভবিষ্যৎ আয় হইতে উক্ত টাকা আদায় করা সম্ভব হইবে তাহা হইলে ব্যক্তিগত জামিনে অনূর্ধ্ব একশত টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া যাইতে পারে।

কলিকাতায় ট্রাম চলার সময়

এ-পি ৯ই জানুয়ারী সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত সন্তোষ বসু এইরূপ আশ্বাস দিয়াছেন যে, শীঘ্রই ট্রাম রুটে আনুষঙ্গীয় এ আর পি আশ্রয় স্থল নির্মাণ করা হইবে। ইহার ফলে আগামী কল্য হইতে ট্রামওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে কাজের সময় আর এক ঘণ্টা বাড়াইয়া দিবার জন্য পরামর্শ দিবে। ইহার ফলে প্রত্যেক ডিপো হইতে রাত্রি সাড়ে সাতটায় সর্বশেষ ট্রাম ছাড়িবে। ইউনিয়ন জনসাধারণের নিকট এই মর্মে আবেদন জানাইয়াছে যে, তাহারা যেন পূর্বের ন্যায় ট্রাম শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন থাকেন এবং তাহাদের বিভিন্ন দাবী আদায় করিতে সাহায্য করেন। পরিবারবর্গকে বাহিরে পাঠাইবার জন্য তিন মাসের বেতন অগ্রিম দাবী করা হইয়াছে। ইহা অন্যতম দাবীর মধ্যে একটি। ইউনিয়ন শ্রমিকগণকে কার্যে অটুট থাকিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্লীহাযুক্ত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। ... কার্যে প্রত্যক্ষফলপ্রদ। পিপাসা, প্লীহা-সংযুক্ত কামলাদি এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ২৫ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২রা মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ১৬ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪৩, শনিবার { ২৭৮-১৪৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ নারায়ণ, অবার ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

ভক্তি—'মোক্ষলঘুতাকৃৎ'

——•::(•)::•——

ভক্তি স্বভাবতঃ মোক্ষলঘুতাকৃৎ। এমন কি, ভক্তি-উদয়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ ভক্তির আভাসেই মোক্ষ তুচ্ছ বোধ হয়। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥"

অতএব যখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই বর্গচতুষ্টয়কে স্বভাবতঃ তুচ্ছ বোধ হইবে, তখনই শুদ্ধভক্তির উদয় স্বীকার করা যাইবে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"এই ত' পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যাঁ'র আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥"

অর্থাৎ প্রেমভক্তিই জীবের একমাত্র পরমপুরুষার্থ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ ভক্তির নিকট তৃণতুল্য। শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদি-সিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥"

মুক্ত্যাদি সমস্ত সিদ্ধি এবং অদ্ভুত ভুক্তি-সমূহ ভক্তিমহাদেবীর চেটিকা অর্থাৎ পরিচারিকারূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

জীবের হৃদয়ে যদি ভগবৎপাদপদ্মে ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে ভগবদ্রূপ-লীলা স্বতঃই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। তখন ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ ও মুক্তিরূপ অপবর্গ প্রার্থনায় কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। কেন না, স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে দাসীর ন্যায় পূর্ব্ব হইতেই আনুষঙ্গিকভাবে অবিদ্যামোচন-রূপ স্বকার্য্য দ্বারা ভগবদ্ভক্ত-আশ্রয়কারী ব্যক্তির সেবা করিতে থাকে। আর ভুক্তি বা অনিত্য সুখভোগ ও সিদ্ধি ইত্যাদি ভক্তের সময়োপযোগী সেবা-সৌভাগ্যলাভের জন্য আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে

শাস্ত্র কোন স্থলে কর্ম্মকে, কোন স্থলে যোগ কে এবং কোন স্থলে জ্ঞানকে 'অভিধেয়' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বস্থলেই একমাত্র ভক্তির সর্ব্বপ্রধান নিত্য অভিধেয়ত্বই স্থাপন করিয়াছেন। কর্ম্মজ্ঞান ভক্তির অপেক্ষাধর্ম্মযুক্ত,—

"কৃষ্ণ-ভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান।
এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥
কেবল জ্ঞানে 'মুক্তি' দিতে
নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা॥"

কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের যে অভিধেয়ত্ব, তাহা গৌণ। কারণ ভক্তির আশ্রয় বিনা তাহা কোন ফল দিতে পারে না। জ্ঞানী ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াই নিত্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তিকে আশ্রয় না করিলে মুক্ত-অভিমানী জ্ঞানীরও পতন হয়। শুদ্ধজ্ঞানিগণ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিতে আকৃষ্ট হন। সনকাদি ব্রহ্মজ্ঞানিগণ জন্ম হইতে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্মের তুলসীর আঘ্রাণ লাভ করিয়া ভক্তির সেবায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী জন্ম হইতে ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন; কিন্তু শ্রীব্যাসদেবের কৃপায় তিনি শ্রীকৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলা, এমন কি, রাসলীলা পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াছেন।

কৃষ্ণপ্রেমসানন্দময় ভক্তগণ ব্রহ্মানন্দকে ধিক্কার প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রেমভক্তির লেশমাত্রও হৃদয়ে উদয় হইলে ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ বোধ হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু স্বরচিত একটী সুন্দর শ্লোকে জানাইয়াছেন,—

"ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিব্রজনিরভিরতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকার-
সিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণী-পান্থতাং ন
প্রয়াতি॥"

যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণবশীকরণ-সিদ্ধৌষধিরূপ দাস্যাদি প্রেমের লেশমাত্র অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, সে পর্য্যন্ত সমৃদ্ধিশালিনী সিদ্ধি, এবং সমগ্র ধর্ম্মমার্গের বিজেতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সত্যাদিধর্ম্মমূলক সমাধিরূপ উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ নিজ নিজ চাকচিক্যে জীবকে চমৎকৃত করে। মুক্তি সেবাভিলাষী ভক্তের ক্লেশদায়ক। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু পদ্যাবলীতে আর একটী শ্লোকে জানাইয়াছেন,—

"ধর্ম্মাদীনা বারাঙ্গিতমহো দীনস্তোষ লোকান্
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং
ক্লেশভাজম্।
যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং
প্রয়াসৈঃ
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা কৃষ্ণ-কৃষ্ণেতি
রৌতু॥"

ধর্ম্মলাভের অনুষ্ঠান লোকসকলকে কেবল দীনভাবাপন্ন করে; মোক্ষের অপেক্ষা কেবল জীবকে ক্লেশভাগী করে; যোগের অভ্যাসও অতিশয় বিরস; অতএব সেইরূপ প্রয়াসের কোনও প্রয়োজন নাই। ঐ সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রয়া আমার রসনা উচ্চৈঃস্বরে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে থাকুক।

দাবানল

——•::•(::•::)•::——

পুরাকালে রমণক দ্বীপে সর্পগণ মনুষ্যগণকে যথেচ্ছভাবে ভক্ষণ করিত বলিয়া মনুষ্যগণ সর্পের উপদ্রব-দূরীকরণার্থ প্রতিমাসে এক বৃক্ষের মূলদেশে বলি প্রদান করিত। আবার সর্পগণও নিজ নিজ রক্ষার নিমিত্ত স্ব-স্ব বলিভাগ প্রতি-পক্ষে মহাত্মা গরুড়কে প্রদান করিত। কিন্তু কালিয় বিষ ও বীর্য্যমদে গর্ব্বিত হইয়া গরুড়কে অগ্রাহ্য করত বলি প্রদান করিত না। এমন কি, অপরে যে বলি দিত, তাহাও সে নিজে ভোজন করিত। এই কথা শুনিয়া ভগবানের প্রিয়পার্ষদ মহাশক্তিশালী বিষ্ণুভক্ত গরুড় ক্রোধভরে কালিয়কে বধ করিবার জন্য মহাবেগে ধাবিত হইলেন। গরুড়কে আসিতে দেখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নাগরাজ কালিয় আপনার অসংখ্য ফণা উন্নত করিয়া বিষ ত্যাগ করিতে করিতে ভগবানের সম্মুখীন হইল এবং ভয়ঙ্কর জিহ্বা বিস্তার করত ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে উগ্রমূর্ত্তি গরুড়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। তাঁর্ক্ষ্যপুত্র [illegible] হইয়া [illegible] নিবারণপূর্ব্বক নিজ সুবর্ণবর্ণ বাম পক্ষ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কালিন্দী [illegible] [illegible] কারণ এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] তিনি [illegible]

কর্ত্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

গরুড়কে ঐ মৎস্য ভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত গরুড় মুনিবাক্য গ্রাহ্য না করিয়া বলপূর্ব্বক মৎস্যটীকে হরণ করেন। এখানে সন্দেহ হইতে পারে, গরুড় পরম-বৈষ্ণব হইয়া কিরূপে বৈষ্ণবদিগের অবজ্ঞা সংঘটন করিলেন? বিষ্ণুভক্ত শ্রীগরুড় পক্ষিলীলা করিতেছেন বলিয়া আহারাদি বিষয়ে তিনি পক্ষীর ন্যায় কার্য্য করিতেন। তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। আবার ভগবদ্ভক্ত গরুড় মুনিবাক্য লঙ্ঘন করায় তাহাতে তাঁহার কোন অপরাধ হয় নাই। কেন না, ভগবানের ন্যায় গরুড়ও লীলাক্রমে ক্ষুধিত ভাব দেখাইয়াছিলেন। ক্ষুধার্ত্তগণের অযোগ্যাযোগ্য ভক্ষণ শাস্ত্রমতে দোষাবহ নহে। কিন্তু ক্ষুধায় কাতর গরুড়ের ভোজনে বিঘ্নাচরণ করায় মুনিরই অপরাধ হইয়াছিল।

মৎস্য সকলের রক্ষক মৎস্যপতি বিনষ্ট হওয়ায় দীন মীনগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে সৌভরী তাহাদের প্রতি কৃপাবশতঃ বলিয়াছিলেন,—গরুড় যদি পুনরায় কোন সময় এ হ্রদে প্রবেশপূর্ব্বক মৎস্য ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে। মীনদের প্রতি কৃপাবশতঃ পরম বৈষ্ণব গরুড়ের প্রতি অভিশাপ করায় সৌভরী ঋষির তপোভঙ্গাদি মহানর্থ ঘটিয়াছিল। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে,—মীনদের সম্বন্ধেই ঐ অনর্থের কারণ। মুনিবর যমুনার জলমধ্যে তপস্যা করিতেছিলেন, সেইকালে মীনরাজের মৈথুন দর্শনে তাঁহারও ঐরূপ করিতে বাসনা হয়। তজ্জন্য তিনি তপস্যা-প্রভাবে নব-যৌবন লাভ করিয়া মহারাজ মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করত বহুকাল বিষয়সুখে মত্ত হন। পরে তিনি অনুতপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও যমুনার আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক নিস্তার লাভ করেন।

সর্ব্বজ্ঞ গরুড় সেইজন্য এই শাপ অবগত হইয়া যমুনায় আসিতেন না, এই হেতু কালিয় নাগ সেইস্থানে গরুড়ভয়ে ভীত হইয়া কালিন্দীর হ্রদে বাস করিত। পরে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ঐ স্থান হইতে নিষ্কাশিত করেন। কালিয়ের দর্পচূর্ণ করিয়া মস্তকে দিব্যমাল্য, গন্ধ ও বস্ত্রে ভূষিত এবং সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া হ্রদ হইতে বহির্গত হইলে গোপগণ তাঁহাকে পাইয়া পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। যশোদা, রোহিণী, নন্দ প্রভৃতি গোপ ও গোপীগণ, এমন কি, বৃক্ষ সকলও শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া পুনর্জ্জীবন-প্রাপ্ত হইল। শুনা যায়, কালিয়ের অবস্থানকালে কোন সর্প অলক্ষিতভাবে একটী বৃক্ষকে রক্ষা করিয়া তীরে অবস্থান করিয়াছিল; তাহা না হইলে সমস্তকালে তীরে [illegible] থাকিত না।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব অবগত হইয়াও ব্রজবাসিগণের শোকে তিনিও যেন বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি অচ্যুতকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে স্নেহবশতঃ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বারংবার তাঁহার শ্রীমুখকমল দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া গাভী, বৃষ এবং বৎস সকলও পরমানন্দ লাভ করিলেন। শ্রীযশোমতী শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া বারংবার আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ক্রন্দনাদির জন্য শ্রান্ত হওয়ায় ব্রজবাসিগণ গাভী প্রভৃতি পশুগণকে লইয়া সকলে সেই রাত্রিতে যমুনার সমীপবর্ত্তী বন-মধ্যেই অবস্থান করিলেন। সেই দিন মধ্যরাত্রে গ্রীষ্মকালীন শুষ্ক অরণ্যে দাবাগ্নি চারিদিক্ হইতে উত্থিত হইয়া নিদ্রিত ব্রজবাসিগণকে নিষ্ঠুরভাবে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। শুনা যায়, কালিয়ের সখা বা কংসের অনুচর কোন অসুর ব্রজবাসিগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই দাবাগ্নিরূপ ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর দাবানলে দহ্যমান ব্রজবাসিগণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মায়া মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ, হে রাম! এই ঘোরতর বহ্নি আপনাদের আশ্রিত আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। প্রভো! সর্ব্ব বিষয়ে আপনাদের সামর্থ্য আছে। আমরা আপনাদের ভক্ত ও সুহৃৎ। এই দুস্তর বহ্নি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, কিন্তু অন্তকালের জন্যও আপনাদের অভয় চরণযুগল পরিত্যাগ করিতে আমরা সমর্থ হইব না অর্থাৎ মৃত্যু হইলে আমাদিগকে আপনাদের শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে, এইজন্য কাতর হইতেছি।"

কৃষ্ণ নিজজনগণের এইরূপ কাতরভাব দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ভীষণ দাবানল পান করিয়া ফেলিলেন। যোগবলশক্তি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এ কার্য্য কিছুই বিস্ময়কর নহে। কারণ, তিনি অনন্তশক্তিধারী জগদীশ্বর, তাঁহার সংহারিকা শক্তিবলেই তিনি ঐ দাবাগ্নি পান করিয়াছিলেন।

আর একদিন গোপগণ ক্রীড়ায় প্রমত্ত হইলে তাঁহাদের গাভীগণ স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে করিতে দুর্গম বনমধ্যে প্রবেশ করিল। অজা, গো এবং মহিষগণ এক বন হইতে অন্য বনে গমনপূর্ব্বক দাবানলে সন্তপ্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নিবিড় তৃণময় শরবনে প্রবেশ করিল। এদিকে রামকৃষ্ণাদি গোপাল-গণ পশুদিগকে দেখিতে না পাইয়া অনুতপ্ত-হৃদয়ে তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। জীবিকার উপায়স্বরূপ পশুগণ বিনষ্ট হওয়ায় গোপগণ কাতর হইয়া ক্ষুরচিহ্নে তাহাদের খুর এবং দন্তদ্বারা ছিন্ন তৃণ ও পদদ্বারা অঙ্কিত ভূমি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের পথ-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে শরবনের মধ্যে পথভ্রষ্ট রোদ্যমান নিজ নিজ গোসমূহকে প্রাপ্ত হইলেও গোপালগণ পথশ্রমে শ্রান্ত ও তৃষিত ছিলেন বলিয়া ঐস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে পশুসকলের নামোচ্চারণপূর্ব্বক আহ্বান করিলে তাহারা নিজনাম শ্রবণ করিয়া সানন্দে প্রত্যুত্তর-প্রদানরূপ শব্দ করিতে লাগিল। গাভীসকলকে একত্র করিয়া যখন তাঁহারা সেই বন হইতে বহির্গত হইবেন, তখন অকস্মাৎ বনবাসিগণের বিনাশক ভীষণ অগ্নি বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া অতিতীব্র শিখাসমূহদ্বারা স্থাবরজঙ্গম প্রাণি-সমূহকে দগ্ধ করিতে করিতে অকস্মাৎ চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই দাবাগ্নি প্রবলবেগে নিকটস্থ হইতেছে দেখিয়া সকলে ভয়ে কাতর হইয়া পড়িলেন। মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া মনুষ্য যেরূপ শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়, সেইরূপ গোপগণের সহিত গোপসকলও দাবানল-দর্শনে ভীত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে মহাপ্রভাবশালী কৃষ্ণ! হে অব্যর্থবিক্রম রাম! আমরা দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তোমাদের শরণাগত হইতেছি। আমাদিগকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা কর। হে কৃষ্ণ! আমরা সকলেই তোমাদের বান্ধব। অতএব কেহই বিনাশের যোগ্য নহি। তোমরা আমাদের নাথ ও একমাত্র আশ্রয়।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুগণের এইরূপ করুণ বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—"হে গোপগণ, তোমরা ভয় করিও না। সকলে নয়ন মুদ্রিত কর।" সকলে নয়নমুদ্রিত করিলে যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি মুখদ্বারা সেই ভীষণ দাবাগ্নি পান করিয়া তাঁহাদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের গোপ-গণকে নয়ন মুদ্রিত করিতে বলার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া-কৌতুক বড় ভালবাসেন। সেইজন্য সখাগণকে নয়ন মুদ্রিত করিতে বলিয়াছিলেন। আবার তিনি ইহাও জানিয়াছিলেন যে, এই গোপগণ তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক স্নেহবশতঃ নিজ নিজ প্রাণাপেক্ষা তাঁহার মঙ্গলকামনা করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাকে অগ্নি পান করিতে দেখিলে গোপগণ নিশ্চয়ই দাবাগ্নিতে প্রবেশ করিবে। সুতরাং তাঁহাদের অলক্ষিত-ভাবেই দাবানল পান করা উচিত। আরও ক্রীড়ার নিমিত্ত সকলকে অলক্ষিতভাবে স্বয়ং ভাণ্ডীরবনে লইয়া যাইবার জন্যও তিনি ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

দাবানল নির্ব্বাপিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে গোপগণ নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, গাভীগণ সহ তাঁহারা ভীষণ দাবাগ্নির গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভাণ্ডীরবনে আনীত হইয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন।

শরণাগতকে শ্রীভগবান্ চিরকালই রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহার বহু অনন্ত দৃষ্টান্ত আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষাবিধান॥
তুয়া ধন জানি' তুহুঁ রাখবি নাথ।
পাল্য গোধন জানি' করি' তুয়া সাথ॥
চরাওব মাধব যামুনতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে॥
অঘ বক মারত রক্ষাবিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল কান॥
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম যামুন-পানি॥
কালিয় দোষ করবি বিনাশা॥
শোধবি নদীজল বাড়াওবি আশা।
পিয়ত দাবানল রাখবি মোয়।
গোপাল গোবিন্দ নাম তব হোয়॥
সুরপতি-দুর্ম্মতি নাশ বিচারি।
রাখবি বর্ষণে গিরিবরধারি॥
চতুরানন করব যব চোরি।
রক্ষা করবি মোএ গোকুল হরি॥
ভকতিবিনোদ তুয়া গোকুল-ধন।
রাখবি কেশব করত যতন॥"

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী

——::(০)::——

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত গাম্ভীলা বা বালুচর-নামক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। বি, এণ্ড এ, রেলওয়ের বহরমপুর-কোর্ট-ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী সৈদাবাদ হইতে নৌকাযোগে বালুচর বা গাম্ভীলা-গ্রামে যাওয়া যায় অথবা জীয়াগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে পদব্রজে বা গোযানে গাম্ভীলা যাইতে হয়।

যে সময় শ্রীনিবাস ও শ্রীরামচন্দ্রাচার্য্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, সেই সময় শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের বৈষ্ণবোচিত দৈন্য-ব্যবহার ও কৃষ্ণভক্তিময় [illegible]-দর্শনে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মনে মনে তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করার সংকল্প করেন। এক সময় তিনি এতদিন বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণ না করায় 'নিজ দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শয়ন করিলেন। শেষরাত্রে স্বপ্নযোগে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের দর্শন পাইলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় মন্দ মন্দ হাস্যসহকারে তাঁহাকে বলিলেন—"সত্বরই তোমার মনো-বাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে। আগামী কল্য তুমি গঙ্গাতীরে আমার দর্শন পাইবে।" এই আশ্বাসবাণী প্রদান করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় অদর্শন হইলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে শ্রীগঙ্গানারায়ণ স্বপ্নে নিজাভীষ্টদেবের দর্শন পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণ

আশ্রয় করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা কোটিগুণ ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। তিনি প্রভাতে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের দর্শনলাভের জন্য গঙ্গাতীরে গিয়া বসিয়া রহিলেন। সেই সময় শ্রীহরিরাম ও শ্রীরামকৃষ্ণাচার্য্য দৈবাৎ তথায় আগমন করিলেন। শ্রীগঙ্গানারায়ণ তাঁহাদের পদতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া তাঁহাদের নিকট কৃপাভিক্ষা করিলেন। হঠাৎ সেই সময় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ ইত্যাদি পার্ষদগণের সহিত তথায় শুভাগমন করিলে শ্রীগঙ্গানারায়ণ স্বপ্নে দর্শনপ্রাপ্ত প্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইলেন এবং তাঁহার নিকট নিজের অন্তরের কথা জানাইলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া সেখান হইতে তেলিয়াবুধরী হইয়া শ্রীখেতরীতে আগমন করিলেন। তৎপর দিবস শ্রীগঙ্গানারায়ণ শ্রীহরিরাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীখেতরীতে আগমন করিলেন। তথায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিয়া শিষ্য করিলেন। সেই দিন হইতে শ্রীগঙ্গানারায়ণ নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে রত থাকিয়া গোস্বামিগণের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীল গোবিন্দ কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রতি প্রচুর কৃপা বর্ষণ করিলেন।

এইরূপে শ্রীহরিরাম, শ্রীরামকৃষ্ণাচার্য্য ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত পণ্ডিতগণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে আশিক্ষিত ব্যয়ক কোন কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে মনে করিয়া দুঃখিত হইলেন। খেতরী-গ্রামের কিছু দূরে নরসিংহ নামে এক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার রাজসভায় রূপনারায়ণ নামক একজন পণ্ডিত সভাসদ থাকিতেন। ব্রাহ্মণগণ তথায় গিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মণগণকে শিষ্য করিয়া ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছেন'—এইরূপ জানাইলে রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ ও অন্যান্য বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ অধ্যাপককে সঙ্গে লইয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণব অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের জন্য খেতরী-গ্রামের নিকটবর্ত্তী কুমারপুর-নামক গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের আগমনসংবাদ পাইয়া শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগঙ্গানারায়ণের নিকট তাহা জানাইলেন এবং ভক্তগণের মধ্যে শাস্ত্রবিচারে অনর্থ হইবে ভাবিয়া ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু শ্রীগঙ্গানারায়ণ ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর ভক্ত বৈষ্ণববিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের মদ-ঈর্ষ্যা-গর্ব্ব অচিরেই চূর্ণ করিবেন—রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ ও ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ অচিরেই তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিবেন। এইরূপ বলিয়া শ্রীগঙ্গানারায়ণ ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ তৎপর দিন প্রাতে কুমারপুর-গ্রামে রওনা হইলেন। পথে দুইজন কুমার ও বারুইর বেশ ধরিয়া হাঁড়ি ও পানের বিক্রেতা সাজিয়া কুমারপুরের হাটে গিয়া বিক্রয়ের স্থানে দোকান পাতিয়া বসিলেন। অল্প সময় পরে অধ্যাপক রূপনারায়ণের অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য পান ক্রয় করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট আসিয়া বঙ্গভাষায় পানের মূল্য জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে শ্রীল গঙ্গানারায়ণ সংস্কৃত ভাষায় পানের মূল্য জানাইলে ঐ ব্যক্তিটি সংস্কৃত বলিতে আরম্ভ করিল। ঐরূপ কথোপকথন হইতে হইতে পরস্পরের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরিশেষে ব্রাহ্মণ-শিষ্যটি পরাজয় স্বীকার করিল। তখন বারুই বেশধারী শ্রীগঙ্গানারায়ণ তাহাকে বলিলেন,—"পরাজয় স্বীকার করিতে যদি তোমার লজ্জা বোধ হয়, তাহা হইলে তোমার অধ্যাপককে এখানে লইয়া এস, তিনি আমাদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিয়া আমাদিগকে পরাস্ত করুন।" ইহা শুনিয়া সেই পড়ুয়া ব্রাহ্মণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া অধ্যাপকগণের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল,— "আমি আজ খেতরী-গ্রামের বারুই ও কুমারের নিকট শাস্ত্রালোচনায় পরাজিত হইলাম। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর যে গ্রামে বাস করেন সেই গ্রামের বারুই ও কুমার যদি এত পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যে কত বড় পণ্ডিত, তাহা কল্পনা করা যায় না। আপনারা যদি আজ সেই বারুই ও কুমারকে পরাজিত করেন, তাহা হইলে খেতরী গ্রামের বৈষ্ণবগণকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে পারেন; নতুবা অদ্যই নিজগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করুন।" তাহার এই কথা শুনিয়া অধ্যাপকগণ ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া তাহার সঙ্গে হাটে আসিয়া কুমার ও বারুই বেশধারী শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগঙ্গানারায়ণের নিকট পৌঁছিলেন। রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ তথায় আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণের সহিত খেতরী-গ্রামের কুমার ও বারুইর শাস্ত্রযুদ্ধ-সংবাদ অবগত হইয়া চতুর্দ্দিক্‌ গ্রামের লোক সকল কৌতুক দেখিবার জন্য তথায় আগমন করিল। এবে উভয় পক্ষের মধ্যে শাস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বারুই ও কুমার উভয়ের সহিত প্রথমে 'বন্দনমস্ত্ব'ভাবে সংস্কৃত ভাষায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সকল যুক্তি ও ব্যাখ্যা খণ্ডন করিলেন। অধ্যাপকগণ কোনক্রমেই তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণও পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তখন সকলে লজ্জিত হইয়া তথা হইতে বিশ্রামশালায় ফিরিয়া গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ বণিক্‌গণকে হাঁড়ি আর পান বিতরণ করিয়া খেতরীগ্রামে আসিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণে সেই কৌতূহলপূর্ণ ঘটনা নিবেদন করেন। ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ সকলেই ভগবতীর উপাসক ছিলেন। সেই দিবস রাত্রিশেষে প্রধান অধ্যাপক স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, ভগবতী খড়্গ লইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"অরে দুষ্ট! তুই এতকাল বৃথা আমার অর্চ্চন করিয়াছিস্‌। তুই বৈষ্ণবাপরাধ করিয়াছিস্‌; তোর অধোগতি হইবে। যদি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তোকে ক্ষমা না করেন, তবে তোর নিস্তার নাই।" দেবীর এই অকপট কৃপাশাসন লাভ করিয়া তিনি অত্যুষ্ণচিত্তে রাজা নরসিংহ ও অন্যান্য অধ্যাপকগণকে তাহা জানাইলেন। তৎপরদিবস সকলে আসিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পদতলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপতিত হইয়া অশ্রুজলে নিজ নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদিগকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিয়া শিষ্য করিলেন। রাজা নরসিংহের পত্নী শ্রীরূপমালা ও তাঁহার রাজ্যের অনেকে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের চরণাশ্রয় করিলেন।

বংশমর্য্যাদামদে মত্ত কয়েকজন ব্রাহ্মণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে শূদ্র (?) বুদ্ধি করিয়াছিল। পরে তাহারা তাঁহার মহিমা অবগত হইয়া অনুতপ্ত হইল। মহিমা না জানিয়া তাঁহাকে নিন্দা করাতে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুসিক্ত নেত্রে শ্রীগঙ্গানারায়ণের শ্রীচরণতলে পড়িয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয় যাহাতে তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া কৃপাদৃষ্টি করেন, এরূপ প্রার্থনা করিল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সেই ব্রাহ্মণগণের এতাদৃশ অনুতাপ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কৃপা করিলেন এবং সকলকে শ্রীগঙ্গানারায়ণের নিকট ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রকটের পর শ্রীগঙ্গানারায়ণ শ্রীল গোবিন্দ কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ মহোৎসব সম্পন্ন করেন।

শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ এবং তৎপুত্র শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী উভয়েই তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্যরূপে বৈষ্ণবসমাজে বিদ্যমান ছিলেন। এই শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ঠাকুরের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগুরু ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর রচিত 'শ্রীস্তবামৃতলহরী'-গ্রন্থে শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের মহিমা এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

'বৃন্দাবনে যত্র বসন্ স্বানন্দরূপো গীতেন্দ্র সভাং স্মরন্।
শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহত্তাং স গঙ্গানারায়ণঃ
স্মরণাম্বুজম্।"

—বৃন্দাবনে যাঁহার বাস সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ এবং জনসাধারণের সম্মুখভাবে যাঁহার যশোরাশি গীত হইয়া থাকে, সেই প্রেমমূর্ত্তি শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে,—

"ঠাকুর নরোত্তম পতিতপাবন।
তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী গঙ্গানারায়ণ॥
গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবন্ত অতিশয়।
ভক্তিশাস্ত্র পারগত ভক্তি পরাশয়॥
সংকীর্ত্তনসুধাপানে মত্ত দিবানিশি।
যার কার্য্যগণ সে চরণ প্রেমে ভাসি॥"

এতদ্ব্যতীত শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মহিমাসূচক শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-রচিত একটি গানও দেখা যায়।

"জয় জয় শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী
অতি ধীর গম্ভীর।
বৈষ্ণবগণ বদনায় মাধুরী নিরুপম
সুন্দর রুচিরশরীর॥
অবিরত সংকীর্ত্তনরসসম্পদ পরিত-
নৃত্যরত প্রেমবিভোর।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপানে মগন-
মন সতত উজোর।
শ্রীগোবিন্দ মনোহরবিগ্রহ সঞ্জীবন-
ধনপ্রাণ আধার॥
পরম দয়াল দীনজনদুঃখহর প্রবলপ্রতাপ
তাপত্রয়হারী।
যদপি না সকৃত কীর্ত্তি অতি অদ্ভুত
নিরত দাস নরহরি সুখকারী॥"

বহুলা।

——::(:০:):——

ব্রজের বহুলা-নামে গাভীর কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। এই বহুলা-গাভীকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্যাঘ্রকে হত্যা করিয়া বহুলাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বহুলাকে রক্ষা করেন, সেই স্থানের নাম বহুলাবন। বর্ত্তমান বাটীগ্রামে শ্রীবহুলা-বন অবস্থিত। শ্রীবহুলা-বন মথুরা হইতে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে। শুনা যায় মন্দিরে একটী পাথরে ব্যাঘ্র, গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ, বালক, বহুলাগাভী, বৎস ও ব্রাহ্মণ—এই কয়েকটী মূর্ত্তি খোদিত আছে।

কথিত আছে যে, বৃন্দাবনে কোন কৃষক-ব্রাহ্মণের একটী গাভী ছিল। ঐ গাভীটী চরিতে চরিতে বহুলা-বনে আসে। বহুলা বন খুব ঘন ছিল। সেই বনে একটী বাঘ গাভীকে আক্রমণ করে। গাভী তাহার ক্ষুধার্ত্ত বৎসকে দুগ্ধ দান করাইয়া আসিয়া শরীর সমর্পণের কারণে প্রতিশ্রুত হয়। গাভী-

বৎসের নিকট গিয়া বলিল "তোমার যত ইচ্ছা স্তন্যপান করিয়া লও, আজই তোমার শেষ-স্তন্য-পান। আমি ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে, শীঘ্র সেখানে গিয়া তাহার ইচ্ছা পূরণ করিব।" ইহা শুনিয়া বৎস বলিল—"তুমি যেরূপ ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আমিও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তোমাকে প্রাণে না বাঁচাইতে পারিলে আমি একবিন্দুও দুগ্ধ খাইব না।" গোয়ালা গাভী ও বৎসের এই সংকল্প জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ব্যাঘ্রের নিকট গেলেন। গাভী, বৎস ও ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ব্যাঘ্র বলিল,—আমি "একজনকেই খাইব বলিয়াছি, তিন জনকে খাবার কথা বলি নাই।" বৎস ও ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"বহুলা-গাভীকে আমাদের নিকট হইতে বিদায় দিলে আমরাও তোমার নিকট আত্মোৎসর্গ করিব।" এদিকে ভক্ত ব্রাহ্মণের কৃষ্ণসেবার গাভীর এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ নারদকে তথায় ব্রাহ্মণের নিকট পাঠাইলেন। শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া সমস্ত খবর দিলে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে ব্যাঘ্র-রূপধারী কিঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হন।

অন্য কিংবদন্তী এই যে, কোন ব্যাঘ্র বহুলা গাভীকে আক্রমণ করিলে গাভী বলিয়াছিল যে, তাহার ক্ষুধার্ত বৎসকে স্তন্যপান করাইয়া সে অতিশীঘ্র প্রত্যাবর্তন করিলে ব্যাঘ্র তাহাকে ভক্ষণ করিতে পারিবে। বহুলা-গাভী বৎসকে স্তন্যপান করাইয়া ব্যাঘ্রের নিকট প্রত্যাবর্তনপূর্বক প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিল। ব্যাঘ্র বহুলা-গাভীর সত্যবাদিতা-দর্শনে বিস্মিত হইয়া গাভীকে পরিত্যাগ করে।

বহুলা-গাভীর নাম হইতে বহুলা-বন নাম হইয়াছে। ব্রজমণ্ডল-বন-ভ্রমণ-লীলা-কালে শ্রীগৌরসুন্দর যখন বহুলা-বনে আগমন করেন, তখন দলে দলে গাভী ঊর্দ্ধপুচ্ছে কৃষ্ণাবেশ-লীলা-প্রকটকারী অভিন্ন গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরহরিকে বেষ্টন করিয়া প্রেমভর প্রকাশার্থ প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শন ও লেহন করিয়াছিল। অন্যান্য পশু-পক্ষী, ময়ূর, কোকিলাদিও নানাবিধ কূজন ও নৃত্যদ্বারা তাহাদের প্রেমানন্দভাব প্রকাশ করিয়াছিল। বৃক্ষলতাসমূহ পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিল।

স্কন্দপুরাণে মথুরা-খণ্ডে লিখিত আছে,—

"বহুলা শ্রীহরেঃ পত্নী তত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ পবনে রাজন্ বহুপুণ্যানি চ ॥
তত্রৈব বসতে বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সাৰ্দ্ধং সদৈব হি।
তত্র সঙ্কর্ষণঃ কৃষ্ণ তত্র মানসরো নৃপ ॥
স্নাত্বা কুণ্ডে মানসে মুদা বসেন্নৃপোত্তম।
স পশ্যতি হরিং তত্র লক্ষ্ম্যা
সহ বিশাং পতে।"

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীশ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের বিরহ-মহোৎসব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন-শিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় শ্রীমায়াপুর চৈতন্যমঠে গত ১৫ জানুয়ারী, শনিবার ষড়্ গোস্বামির অন্যতম শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রভু ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের বিরহ-তিথি-মহোৎসব শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিরহতিথি-দিবস ঊষঃকালে শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও অন্যান্য মহাজন গীতি-কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীমহাপ্রভুর নবদ্বীপ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে উক্ত ঊষঃসংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারিজীউর বন্দনান্তিকাতে সমবেত ভক্তগণ "জয় রে, জয় রে আমার মন অতি মন্দ", "এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি" প্রভৃতি গীত কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির ও শ্রীতুলসীদেবী পরিক্রমা করিয়া কতক্ষণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আসনাগ্রের সম্মুখে "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন" এই কৃপা-প্রার্থনা-গীত কীর্ত্তন করেন।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনাদি গীতি-কীর্ত্তনান্তে 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীপাদ বিধুভূষণ-মোহন দাস ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি প্রভুর অতিমর্ত্ত্য জীবন-চরিত পাঠ করেন। তৎপরে 'শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর শোচক' কীর্ত্তন হয়। অনন্তর শ্রীপাদ গিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীশ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের চরিত্র 'গৌড়ীয়' হইতে পাঠ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর আসনঘরে সমবেত ভক্তমণ্ডলী শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণব-বন্দনাদি বিবিধ কৃপাপ্রার্থনাসূচক ভক্তিগীতি কীর্ত্তন করিতে থাকেন। কীর্ত্তনান্তে মহামহোপদেশক শ্রীল কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর কৃপানির্দ্দেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীশ্রীল গোস্বামিপ্রভুর জীব-জগতের প্রতি অপারকরুণা ও অমোঘদানের মূর্ত্ত-বিগ্রহ স্বরূপ 'শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভ'-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে কীর্ত্তনান্তে সমাগত সজ্জন্ ভক্তবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

অধিক সংখ্যায় বাস চলাচল

এ, পি'র ৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতা ও সহরতলীর যানবাহনাদিতে যে ভীড় হইতেছে, তাহার প্রতি গভর্ণমেন্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের জনরক্ষা সমবায় বিভাগীয় মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এ সম্পর্কে বাস সার্ভিসের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও হাওড়া এলাকায় যে সকল বাস চলাচল করে, অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে তাহাদিগকে অবিলম্বে অতিরিক্ত পেট্রোল দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বাস সার্ভিসের কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতার সকল অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় বাস চালাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইহার ফলে জন সাধারণের অসুবিধা ঘুচিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিমান আক্রমণের সতর্কতা

ইউ-পি'র ৯ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, জনরক্ষার কার্য্যে হউক বা না হউক, সমস্ত যানবাহনকে বিমান আক্রমণের সতর্কতাজ্ঞাপক ধ্বনি হওয়ার পর তাহাদের আলো না নিভাইয়া চলিতে দেওয়া হইবে। আশা করা যায়, এই সুবিধার ফলে বিমান আক্রমণ কালে যে সকল যান জনরক্ষার কার্য্যে ব্যবহৃত না হইবে, সেই যানকে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি উহাদের গ্যারেজে লইয়া যাওয়া যাইবে।

বিমান আক্রমণ সতর্কতা সম্পর্কিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী কলিকাতা এলাকার যে সকল মোটর গাড়ীর মালিকের বিমান আক্রমণ কালে জনরক্ষা সম্পর্কে কোনও কাজ করিতে হইবে না কিংবা যাহাদিগকে ভাবারূপে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, তাহাদের গাড়ীগুলি সাধারণতঃ যে সকল গ্যারেজে রাখা হয়, তাহাদিগকে অবিলম্বে সেই সকল স্থানে তাহাদের গাড়ীগুলি লইয়া যাইতে হইবে।

বর্ত্তমানে যে আদেশ আছে, তাহাতে ইহাই বুঝায় যে, এরূপ যানগুলিকে আলো নিভাইয়া গ্যারেজে লইয়া যাইতে হইবে। বিমান আক্রমণ কালে এইরূপ গাড়ীর যে সকল চালক তাহাদের গ্যারেজে ফিরিয়া যাইতে থাকিবে শুধু তাহাদের নিকটে নহে সামরিক ও জনরক্ষা সম্পর্কিত যে সকল যানকে রাস্তায় থাকিতে হইবে, তাহাদের পক্ষেও এরূপ ব্যবস্থা বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয়।

অষ্ট্রেলিয়ায় মিঃ রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি

রয়টারের ১১ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সিনেটের নিকট অষ্ট্রেলিয়ায় মার্কিণ দূতের পদে মিঃ গ্রীনের মনোনয়ন বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

গত শুক্রবার দিন প্রেসিডেন্ট মিঃ গ্রীনের নিকটে এক পত্রে লিখেন যে, তিনি মিঃ গ্রীনের মনোনয়ন বার্ত্তা সোমবার সিনেটের নিকট প্রেরণ করিবেন। প্রেসিডেন্ট আরও বলেন যে, তিনি মিঃ গ্রীনকে অটোয়ায় তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিনিধিও নিযুক্ত করিয়াছেন।

১৯৪০ হইতে মিঃ গ্রীন ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটির চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত আছেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড

এ-পি'র ১৩ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের শিক্ষা সচিব স্যার যোগেন্দ্র সিংহের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের যে সভা হইবে, তন্মধ্যে অন্ধদের শিক্ষার ব্যবস্থা ব্রেইল পদ্ধতির প্রবর্ত্তন, শিক্ষকদের চাকুরীর সর্ত্তাদি প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হইবে।

কবিরাজ মণিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের
মেহালার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। জ্বরের উহার কার্য্যকারিতা অত্যাশ্চর্য্যজনক। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার সর্ব্বাঙ্গ সুস্থ হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—
১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনটবরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীবৃন্দাবনমোহন ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ২৮ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ৫ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ১৯শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪৩, মঙ্গলবার { ২৫০ ১৫১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ নারায়ণ, শিব পঞ্চমী, গৌরাব্দ ৪৫৬

ভক্ত্যঙ্গ

——•::(•)::•——

কৃষ্ণৈকশরণত্ব বা কৃষ্ণপাদপদ্মে নির্ভরতাই বৈষ্ণবতার স্বরূপলক্ষণ। বৈষ্ণব অশেষ গুণে গুণী। বৈষ্ণব—কৃষ্ণাভিন্ন। কৃষ্ণের ন্যায় বৈষ্ণবও সচ্চিদানন্দময়। পরমহংস বা বৈষ্ণবই কৃষ্ণে সমর্পিতাত্মা। শরণাগত ব্যক্তি ভগবল্লীলায় শরীরদ্বারা আগ্রহপূর্ব্বক "হে ভগবন্! আমি তোমার" ইহা মুখে বলিয়া এবং মনে জানিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

সৎসঙ্গই পরম ধন। সুকৃতিফলে সৎসঙ্গ এবং তৎফলেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। মহৎ বৈষ্ণবের সেবাফলেই মায়ামোচন হয়; আর ভোগাসক্তফলে সংসারবন্ধন বা নরক লাভ হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ মহৎসেবাকে বিমুক্তির দ্বারস্বরূপ এবং যোষিতের সঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদ্বার বলিয়াছেন। সাধুসঙ্গ না করিলে অসৎসঙ্গস্পৃহা যায় না। সাধুসঙ্গ যেরূপ অন্বয়রূপে বৈষ্ণবাচার, অসৎসঙ্গত্যাগও সেইরূপ ব্যতিরেকরূপে বৈষ্ণবাচার। স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত—উভয়েই অসৎ। ভজনেচ্ছু এই দ্বিপ্রকার অসৎসঙ্গ-ত্যাগে বিশেষ যত্নবান্ হইবেন। যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গের পরিণাম ভয়াবহ। সেইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশঃ ক্ষমা, শম, দম, ভগঃ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই যাহার সঙ্গক্রমে ক্ষয় হয়, সেই যোষিৎসঙ্গী অশান্তের সঙ্গ কখনও করিবে না। স্ত্রীসঙ্গে ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গে যেরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, এইরূপ বিপদ্ বা মোহবন্ধন অন্য কিছুতেই হয় না। সেই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—বরং অগ্নিতে পুড়িয়া মরাও ভাল, তথাপি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

অবৈষ্ণব-সঙ্গ-পরিত্যাগই বৈষ্ণবের সদাচার। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নামক ত্রিবর্গ স্ত্রীসঙ্গরূপ অবৈষ্ণবাচারে আবদ্ধ। মোক্ষ-নামক চতুর্থবর্গ স্ত্রীসঙ্গ হইতে উৎপন্ন না হইলেও কৃষ্ণবৈমুখ্যক্রমে মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি স্ত্রী-সঙ্গী অপেক্ষাও অধিকতর অবৈষ্ণব ও হেয়। মায়াবাদী ও মায়াবিলাসী—উভয়ের সঙ্গই অবৈষ্ণবতা বা ভক্তিনাশের কারণ।

অনুকূল ভাবের সহিত কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। অন্যাভিলাষ-ত্যাগ এবং জ্ঞানকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদন-দ্বারা সেই স্বরূপ-লক্ষণ প্রেমের উৎপন্ন করে। কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু। তাহা কখনও (শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য অভিধেয়ের) সাধ্য নয়; কেবলমাত্র শ্রবণাদিদ্বারা বিশোধিত চিত্তেই তাহার উদয় সম্ভব। অতএব শুদ্ধ-শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ক্রিয়াই প্রধানতঃ সাধন-ভক্তি। এই সাধনভক্তি দুইপ্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। যাঁহাদের হৃদয়ে রাগোদয় নাই, তাঁহাদের শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজনপ্রবৃত্তি হয়, তাহাই বৈধী ভক্তি। যাহা অবলম্বন করিলে ভগবান্ স্মরণপথে আসেন, তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য বা বিধি; আর যে কার্য্য-দ্বারা ভগবদ্বিস্মৃতি হয়, তাহাই নিষেধ। অসংখ্য বৈধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে ৬৪টী ভক্ত্যঙ্গ প্রধান। যথা—(১) গুরুপাদাশ্রয়, (২) দীক্ষাগ্রহণ, (৩) গুরুসেবা, (৪) সদ্ধর্ম্মশিক্ষা ও জিজ্ঞাসা, (৫) সাধুদিগের পথানুগমন, (৬) কৃষ্ণপ্রীতির জন্য নিজের ভোগত্যাগ, (৭) কৃষ্ণতীর্থে বাস, (৮) যাহা যাহা পাইলে জীবন নির্ব্বাহ হয়, সেই পরিমাণ গ্রহণ, (৯) একাদশীর উপবাস, (১০) ধাত্রী অশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণবের সম্মান,—এই দশটী অঙ্গ ভজনের প্রারম্ভ।

(১) সেবাপরাধ ও নামাপরাধকে দূরে বর্জ্জন, (২) অবৈষ্ণবসঙ্গ-ত্যাগ, (৩) বহু শিষ্য না করা, (৪) বহু গ্রন্থের আংশিক অভ্যাস ও ব্যাখ্যান ত্যাগ, (৫) হানি ও লাভে সমবুদ্ধি, (৬) শোকাদির বশ না হওয়া, (৭) অন্য দেবতা বা শাস্ত্রের অবজ্ঞা না করা, (৮) বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দা না শুনা, (৯) গ্রাম্য-বার্ত্তা না শুনা, (১০) প্রাণিমাত্রের মনের উদ্বেগ না জন্মান—এই দশটী নিষেধলক্ষণ ভক্ত্যঙ্গ ব্যতিরেকভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

উপরি উক্ত কুড়িটী অঙ্গ ভজন মন্দিরের প্রবেশদ্বারস্বরূপ। তন্মধ্যে গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরুসেবা—এই তিনটী প্রধান অঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত। (১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পূজন, (৫) বন্দন, (৬) পরিচর্য্যা, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য, (৯) আত্মনিবেদন, (১০) শ্রীবিগ্রহের অগ্রে নৃত্য, (১১) গীত, (১২) বিজ্ঞপ্তি, (১৩) দণ্ডবৎ-প্রণাম, (১৪) অভ্যুত্থান অর্থাৎ ভগবান্ বা ভক্ত আসিতেছেন দেখিয়া দাঁড়ান, (১৫) অনুব্রজ্যা অর্থাৎ ভক্ত বা ভগবান্ যাত্রা করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়া, (১৬) তীর্থে এবং ভগবদ্গৃহে গমন, (১৭) পরিক্রমা, (১৮) স্তবপাঠ, (১৯) জপ, (২০) সংকীর্ত্তন, (২১) ভগবৎপ্রসাদী ধূপ ও মাল্যের গন্ধগ্রহণ, (২২) মহাপ্রসাদ-সেবন, (২৩) আরাত্রিক-দর্শন, (২৪) শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, (২৫) নিজ প্রিয়বস্তু ভগবান্‌কে অর্পণ, (২৬) ধ্যান, (২৭) তুলসী প্রভৃতির সেবা, (২৮) বৈষ্ণবসেবা, (২৯) মথুরার সেবা, (৩০) শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন, (৩১) কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা, (৩২) ভগবানের কৃপা সমীক্ষা, (৩৩) ভক্তগণের সহিত জন্মদিনাদি মহোৎসব, (৩৪) সর্ব্বপ্রকার শরণাপত্তি, (৩৫) কার্ত্তিকাদি ব্রত, (৩৬) বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ, (৩৭) হরিনামাক্ষর ধারণ, (৩৮) নির্মাল্য-ধারণ, (৩৯) চরণামৃত পান, (৪০) সাধুসঙ্গ, (৪১) নামকীর্ত্তন, (৪২) ভাগবতশ্রবণ, (৪৩) মথুরাবাস, (৪৪) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি-সেবা—এই চতুঃষষ্ঠি ভক্ত্যঙ্গ। ইহার মধ্যে পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকলসাধনশ্রেষ্ঠ—এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

অদ্ভুত বীর্য্যসম্পন্ন এই পাঁচটী অঙ্গের অল্প সম্বন্ধ হইলেও উহা নিরপরাধ ব্যক্তির ভাবোৎপত্তির হেতু হয়। ইহাদের প্রত্যেকের অনুশীলনে-বৈষ্ণবদিগের কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে। নববিধা ভক্তির মধ্যে কাহারও এক-একটী অঙ্গানুশীলনে আবার কাহারও সর্ব্বাঙ্গানুশীলনে প্রেমপ্রাপ্তি দৃষ্ট হয়। পরীক্ষিৎ মহারাজ বিষ্ণুর কথা-শ্রবণে, শুকদেব তৎকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদঙ্ঘ্রিসেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রূর তদ্বন্দনে, হনুমান্ ভক্তি-দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি মহারাজ আত্মনিবেদনে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বৈষ্ণব কখনও পাপী নহেন, পাপী কখনও বৈষ্ণব নহে। দৈবাৎ সাধকের পাপ হইলেও কৃষ্ণ তাঁহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লন। বৈষ্ণবের স্বভাবতঃ পাপাচারে প্রবৃত্ত হয় না। শাস্ত্র বলেন,—যিনি অন্যভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরির ভজন করেন, সেই কৃষ্ণাশ্রয় ব্যক্তির

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

যদি কখনও পাপ কোন প্রকারে হয়, করুণাময় শ্রীহরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

"স্বধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁ'র কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁ'রে শুদ্ধ করে, না করায়
প্রায়শ্চিত্ত॥"

মনোধর্ম্ম জ্ঞান ও বৈরাগ্য কখনও ভক্তির অঙ্গ নহে। তাহারা ভক্তির অনুগামী পুরুষার্থ। ভক্তি বা শুদ্ধ জ্ঞান-বৈরাগ্য যোগ্যানিত হয় না। বৈরাগ্যযোগ্য ভক্তির পক্ষে ঈষৎ উপযোগী হইলেও অঙ্গমধ্যে পরিগণিত নয়।

শুদ্ধভক্ত অন্যকে উদ্বেগ দেন না। যিনি পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, অন্য প্রাণী, আত্মীয়, মনুষ্য ও পিতৃগণের কাহারও নিকট আর ঋণী থাকেন না।

ভক্তি—'সুদুর্ল্লভা'

—— ::(০)::——

প্রেমভক্তি স্বভাবতঃ সুদুর্ল্লভা। জীব যতদিন পর্য্যন্ত শুদ্ধ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে ভক্তি সুলভ হয় না। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥"

জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা সহজে মুক্তি হয় এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা ভোগাদিসুখ অনায়াসে সুলভ হয়, কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, সাধনের সহিত আরও কিছু প্রক্রিয়া অর্থাৎ আসঙ্গ-জ্ঞান-মিশ্র সম্বন্ধ উদ্গত না থাকিলে ভক্তির সুলভত্ব কখনও প্রকাশিত হয় না। ভক্তি দুইপ্রকারে দুর্ল্লভা। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন,—"হরিভক্তি দুই প্রকারে দুর্ল্লভা। প্রথমতঃ চিরকাল আসঙ্গশূন্য হইয়া পুনঃ পুনঃ সাধন করিলেও তাহা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ আসঙ্গের সহিত সাধনে প্রবৃত্ত হইলেও শ্রীহরি উহা সহজে দেন না। আসঙ্গ-শব্দে ভজন-নৈপুণ্যকে বুঝিতে হইবে। ভজননৈপুণ্যবিহীন যে-কোন সাধনই হউক, তাহাতে হরিভক্তি লাভ হয় না। ভজন-নৈপুণ্যের সহিত বহুদিন ভজন করিলে নামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ দূরীভূত হয়। তাহা হইলে ভগবৎকৃপাক্রমে স্বরূপজ্ঞানময়ী শুদ্ধা ভক্তি উদিতা হয়।"

ভক্তের সহিত ভগবৎসম্বন্ধ-জ্ঞান উপলব্ধি বা ভক্তির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি লাভ হয় না। তৎপূর্ব্ব-পর্য্যন্ত ভুক্তি বা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তিমুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥
বহুজন্ম করে যদি শ্রবণকীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

ভক্তাভাসকারী যে যে ভুক্তিমুক্তি আশা করেন, কৃষ্ণ প্রেমভক্তি-তত্ত্বকে লুক্কায়িত রাখিয়া তাহাদিগকে ভুক্তিমুক্তি দিয়া অবসর লাভ করেন।

ভগবান্ যে সহজে প্রেমভক্তি দেন না, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে।

"রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভবতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥"

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের ও যদুবংশীয়দিগের পতি, গুরু, কুলনায়ক, দেবতা, প্রিয়বন্ধু এবং কখনও কখনও আজ্ঞাবর্ত্তীও হইয়া থাকেন। ইহা সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয় নয়। কারণ সাধারণ ভজনশীল ব্যক্তিকে কৃষ্ণ সহজে মুক্তি ইত্যাদি প্রদান করেন; কিন্তু সহজে প্রেমভক্তি প্রদান করেন না। কেবল যাঁহারা নিষ্ঠাচারপূর্ব্বক ভজনশীল বা কৃষ্ণে কোন-প্রকার মমতাবিশিষ্ট, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ প্রেমভক্তি দান করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, "ভক্তানামপি ক্বচিৎ সাধনবলেন সাক্ষাদ্ভক্তিযোগে সত্যপি যাবৎ ফলরূপে ভক্তিযোগে গাঢ়াসক্তির্ন জায়তে তাবন্ন দদাতীত্যর্থঃ।" তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা নববিধ সাধন অবলম্বন করিয়া ভজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা যে পর্য্যন্ত ভক্তস্বরূপ-জ্ঞানের ফলভক্তিরূপ রতিতে গাঢ় আসক্তি না করেন, সে পর্য্যন্ত ভগবান্ তাঁহাদিগকে শুদ্ধা প্রেমভক্তি দেন না। তাঁহাদের ভজনাদি সমস্তই ছায়া-ভক্ত্যাভাসে পর্য্যবসিত হয়।

সিদ্ধান্ত-জ্ঞান

—— ::০(::০::)০::——

চিচ্ছক্তিবিলাসক বা শক্তি-শক্তিমান কৃপায় প্রকাশই ভক্তিসিদ্ধান্ত জ্ঞান। ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞান লাভ না হইলে জীবের কৃষ্ণপাদপদ্মে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় না। ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞান লাভের দ্বারা ভজনোন্নতির বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বৈধ ও রাগানুগ সকল ভক্তেরই ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান লাভ করা একান্ত আবশ্যক। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্যমহিমা জানি' এসব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমাজ্ঞান হৈতে॥"

সিদ্ধান্তবিষয়ে আলস্য করিয়া কাহারও ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশাধিকার বা অবস্থান সম্ভব হয় না। ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞান না থাকিলে ভক্তি-গ্রন্থ ইত্যাদি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না। সিদ্ধান্তজ্ঞানে অর্থাৎ নিত্য সেব্য-সেবক স্বরূপ, ভক্তির স্বরূপ ও নিত্য স্বরূপবিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ভক্তিসাধন হইতে পারে না। সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানহীন ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে পারে না। কারণ, প্রয়োজনতত্ত্বের স্বরূপবিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধজ্ঞানও স্ফূর্ত্তি হয় না এবং সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে অভিধেয়েও ব্যাপৃত হন না। বেদব্যাস বেদ-শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই ত্রিবিধ সিদ্ধান্ত দ্বারা জীব প্রতিপাদ্য বিষয় বিভক্ত করিয়াছেন।

"বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়',
'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—
প্রাপ্ত্যের সাধন॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তাঁ'র জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥
অভিধেয়-নাম 'ভক্তি', 'প্রেম' প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম-মহাধন॥
শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁ'রে ভজি।
অতএব ভক্তি কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায়।
অভিধেয় বলি' তা'রে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
তৈছে ভক্তিফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥
দারিদ্র্যনাশ, ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
প্রেমসুখভোগ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥"

শুদ্ধজীবের প্রাপ্য কৃষ্ণই সম্বন্ধ, প্রাপ্য কৃষ্ণসেবা-সাধনই অভিধেয় এবং ধর্ম্মার্থ-কাম-ভোগ ও ভোগরহিত মোক্ষ—এই চারিটি পুরুষার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাধনরূপ একমাত্র প্রাপ্য কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। ভাগবতাদি শাস্ত্রসকল বেদশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া—এই ত্রিবিধ সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিয়া একমাত্র কৃষ্ণের সহিত নিজ অপ্রাকৃত সম্বন্ধ স্থাপন করত একমাত্র অভিধেয় কৃষ্ণসেবারূপ ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া বা ভক্তিযাজন করিয়া স্বস্বরূপ একমাত্র চরম প্রয়োজন কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা বেদের এই সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া চরমে অমঙ্গল লাভ করেন। ভক্তিসিদ্ধান্তানভিজ্ঞ কর্ম্মিগণ বেদশাস্ত্রের প্রকৃত সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অসম্বন্ধতঃ কর্ম্মকাণ্ডকেই বেদের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিয়া কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং কর্ম্মের অনুষ্ঠান যেকোনটি অভিধেয় জানিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন ও প্রয়োজন-সিদ্ধিতে নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ ফল লাভ করেন। আবার ভক্তিসিদ্ধান্তানভিজ্ঞ জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ স্থাপনকেই বেদোদিষ্ট সম্বন্ধ জ্ঞান করিয়া জ্ঞানানুশীলন-রূপ অভিধেয় অবলম্বন করত চরমে নিজের সত্তা পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া বসেন। কিন্তু ভক্তি-সিদ্ধান্তজ্ঞগণের অন্তরের ব্যাপারই কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিতে পারিয়া কর্ম্মজ্ঞান-পথের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া বিপথে চালিত হন; কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলে অপ্রাকৃত ভক্তিমার্গেই বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গাদির [illegible] দূর হইতে পারা যায়।

কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় ও কৃষ্ণপ্রেমাই প্রয়োজন,—এই তত্ত্ব উপলব্ধিই ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞানলাভ। শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তের একমাত্র আচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের কৃপায় এই সিদ্ধান্তজ্ঞান লাভ হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধাচার্য্য, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু অভিধেয়াচার্য্য ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু প্রয়োজনতত্ত্বের আচার্য্য। এই আচার্য্যত্রয় জীবকে সম্বন্ধরূপ 'কৃষ্ণ', অভিধেয়রূপ 'কৃষ্ণভক্তি' ও প্রয়োজনরূপ 'কৃষ্ণপ্রেম' প্রদান করিবার জন্যই জগতে কখনও বহিরঙ্গে আবার কখনও নিজের অভিন্ন বিগ্রহে নিত্যকাল প্রকট থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রমুখ আচার্য্যগণ সকলেই এই আচার্য্যত্রয়ের অভিন্নতত্ত্ব—সকলেই সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বাচার্য্য। তাঁহাদের প্রত্যেকেই সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-প্রদাতা। এই শুদ্ধগুরুর কৃপায় জীবের হৃদয় নির্ম্মল ভজনসহ হইলে সেই হৃদয়ে অপ্রাকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত নিজের বাস্তব স্বরূপ প্রকাশ করেন। তখনই অবহিত জীবই হৃদয়ে ভগবানের সাক্ষাৎ অনুভব লাভ করেন। প্রাকৃত বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা ও বা লৌকিক সিদ্ধান্ত-জ্ঞানলাভের বা অবস্থার সমৃদ্ধ উপলব্ধিসহের কারণরূপ নহে। তখনই যখন জীব ভগবৎকৃপা বিস্তার করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে স্বতঃপ্রকাশিত হন, তখনই প্রাকৃত পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন বা পাণ্ডিত্যহীন যে কোন সৌভাগ্যবান্ জীব নিজ নির্ম্মল হৃদয়ে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। আত্মনিবেদনমূলা অকপট হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপ্রবৃত্তিই এই সৌভাগ্য। সেবা-বিষয়ে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—

"অকৈতবসেবা করিলেই নিষ্কপটে হরিকথা-শ্রবণে রুচি হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিতত্ত্ব বা সিদ্ধান্তজ্ঞানে আস্থা ও রুচি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। যাঁহার যতটা শরণাগতি ও আত্মনিবেদন হইবে, তিনি ততটা সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

ছত্রভোগ

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলাপ্রকাশের পর শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গমন করিবার অভিলাষ করিয়া গঙ্গাতীরপথে চলিতে চলিতে আটিসারা হইয়া ছত্রভোগ-গ্রামে পদার্পণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে বি, এ, আর, লাইনের শিয়ালদহের সাউথ ষ্টেশন হইতে ট্রেনযোগে মজিলপুর-ষ্টেশনে নামিয়া ছত্রভোগে যাইতে হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আটিসারা-গ্রামে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিত-নামক এক মহাভাগবত ব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। অনন্ত শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথকে অতিথিরূপে পাইয়া প্রাণভরে সপার্ষদ প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিয়া প্রাতঃকালে ছত্রভোগে যাত্রা করিলেন। গঙ্গাতীরে বিনোদোন্মাদ-লীলার রঙ্গ করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ছত্রভোগে আসিয়া যেখানে গঙ্গাদেবী শতমুখী হইয়া প্রবাহিতা ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে একটী জলময় শিবলিঙ্গ বিরাজমান ছিলেন এবং সেই শিবলিঙ্গের নামানুসারে লোকে ঐ স্থানকে 'অম্বুলিঙ্গ-ঘাট' বলিত।

এই অম্বুলিঙ্গ-শিবের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। পুরাকালে ভগীরথ যখন শ্রীগঙ্গা-দেবীর আরাধনা করিয়া বংশ-উদ্ধারের জন্য তাঁহাকে মর্ত্তে আনয়ন করিয়াছিলেন, তখন শিব গঙ্গার বিরহে ব্যাকুল হইয়া গঙ্গার স্মরণ করিতে করিতে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং ছত্রভোগে গঙ্গাদেবীকে শতমুখে প্রবাহিতা দেখিয়া অনুরাগ-বিহ্বলচিত্তে গঙ্গাতে ঝম্প প্রদান করিলেন। জলস্বরূপেই শিব জাহ্নবীর সহিত জলরূপে মিলিত হইলেন। জগন্মাতা জাহ্নবীও শঙ্করকে অশেষ ভক্তিভরে পূজা করিলেন। শঙ্কর সেইস্থানে জলময় হইয়া নিত্য বাস করিতে লাগিলেন। অদ্যাপিও একটী মন্দিরের মধ্যে অম্বুলিঙ্গ-শিব বিরাজিত রহিয়াছেন। গৌরীপট্টাকার একটী পাষাণ-গর্ত্তের মধ্যে জল রহিয়াছে। তন্মধ্যেই অম্বুলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। শিব মন্দিরটি মধ্যে গৌপালের অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। উপরিভাগে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীগোপাল-বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। এখন শতমুখী গঙ্গা একটিও না থাকিলেও তাঁহার অবশেষ চিহ্ন খাতাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অম্বুলিঙ্গের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে চক্রতীর্থ-নামক স্থানে প্রাচীন প্রবাহিতা গঙ্গার অবশেষরূপে একটী পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। এখানে শ্রীনারায়ণ-বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। গঙ্গা ও শিবের প্রভাবে ছত্রভোগগ্রাম পরম ধন্য এবং মহাতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য-চরণকমলপরাগ প্রাপ্ত হইয়া সেই তীর্থ মহামহাতীর্থরূপে বৈষ্ণবসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই অম্বুলিঙ্গঘাটে উপস্থিত হইয়া তৎসন্নিকটে শতমুখী গঙ্গা দর্শন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রভৃতি পার্ষদগণ আসিয়াছিলেন। গঙ্গার দর্শনমাত্র প্রভুর ব্রজমণ্ডলে বৃন্দাবনীয় লীলার উদ্দীপনা হইল। প্রভু মহাভাবে বিভাবিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিভোরভাবে শ্রীনিত্যানন্দের ক্রোড়ে পতিত হইলেন। ভক্তগণ হরি হরি বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু সপার্ষদ আনন্দাবেশে বিবিধ কৌতুকভরে গঙ্গাস্নান করিয়া সুখী হইলেন,—

"ছত্রভোগ গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিল নিকটে॥
দেখিয়া হইল প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
হরি বলি' হুঙ্কার করেন কোলাহল॥
আছাড় খায়েন, নিত্যানন্দ কোলে করি'।
সর্ব্বগণে জয় দিয়া বলে হরি হরি॥
আনন্দ আবেশে প্রভু সর্ব্বগণে লৈয়া।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হৈয়া॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নান সমাপন করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিলেও পর মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণপ্রেম-জনিত অশ্রুধারা শতধারে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রকে পুনরায় আর্দ্র করিয়া ফেলিল।

ছত্রভোগ গ্রামের তাৎকালিক অধিকারী শ্রীরামচন্দ্র খান ঘটনাক্রমে দোলায় আরোহণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বাহিরে বিষয়িপ্রায় হইলেও মহাসৌভাগ্যবান্ ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য তেজোবলে তিনি তাঁহার দৈবেই আকৃষ্ট হইয়া আস্তে-ব্যস্তে দোলা হইতে অবতরণ করিয়া প্রভুর পদতলে পতিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অতীব বিনয়ের সহিত জানাইলেন যে, তিনি এই দক্ষিণ-দেশের অধিকারী, প্রভুর আজ্ঞাবাহক দাসানুদাস। তাঁহার এই দৈন্যসূচক ব্যবহার দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে শীঘ্র নৌকাযোগ দিবার জন্য বলিলেন,—"তুমি যখন এই প্রদেশের অধিকারী, তখন আমাদিগের নীলাচলে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দাও।" তখন শ্রীরামচন্দ্র খান বলিলেন, "প্রভো আপনি আমাকে যে আজ্ঞা করিলেন, তাহা আমার পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তবে বর্তমানে উভয়দেশের নৃপতিদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হওয়ায় রাস্তায় গমনাগমন বর্তমানে বিপজ্জনক হইয়াছে। আপনাকে আমি অন্য কোন কিছু দিয়া লুকাইয়া পাঠাইতে পারি; কিন্তু তাহাতেও আমার ভয় হইতেছে—কারণ, এখনকার সমস্ত ভার আমার উপর। কোনরূপে ইহা প্রকাশিত হইলে সর্ব্বাগ্রে আমারই জীবন সংশয়াপন্ন হইবে। তথাপি আপনার আজ্ঞা আমি যে-কোন-ভাবেই পালন করিয়া আপনার সেবানুযোগ-লাভ করিব। আপনি আমাকে আপনার দাসানুদাস জ্ঞানে অদ্য সপার্ষদ এখানে কৃপাপূর্ব্বক ভিক্ষা গ্রহণ করুন, অদ্য রাত্রেই আমি আপনাকে যে-কোন উপায়ে পাঠাইয়া দিব।" শ্রীমন্মহাপ্রভু রামচন্দ্র খানের বিশেষ প্রার্থনায় তাঁহার সর্ব্ববিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা করাইয়া সেই রাত্রিতে ছত্রভোগের কোন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিলেন। সেইস্থান কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে মুখরিত হইল। বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি প্রভুর কৃষ্ণবিরহলীলার আর্ত্তি-বিলাপ-হুঙ্কার-ক্রন্দনে যুগপৎ অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইল। কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিবামাত্র প্রভু অদ্ভুত প্রেমানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যবান্ ছত্রভোগবাসিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলাদর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। চৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর ছত্রভোগবাসিগণের সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন করিয়া বলিয়াছেন,—

"পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগবাসী।
সবে দেখে—নৃত্য করে বৈকুণ্ঠবিলাসী॥
অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, পুলক, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম।
কত হয়, কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম॥
কিবা সে অদ্ভুত নয়নে প্রেমধার।
জাহ্নবীতে যে যেন গঙ্গার অবতার॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে বদনে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥
ইহারে সে কহি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্য বিনে নাহি আর॥
এই মতে সেই রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
সকল লোকের চিত্তে 'যেন ধনপ্রায়'।
সবার নিস্তার হৈল চৈতন্য কৃপায়॥"

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর রামচন্দ্র খান ঘাটে নৌকা প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া নিবেদন করিলে মহাপ্রভু সানন্দে সপার্ষদ নৌকায় আরোহণ করিয়া, ছত্রভোগবাসিগণের প্রতি কৃপাপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া নৌকাযোগে বিপ্রলম্ভ নীলাচলাভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৭), ২৫শে মে (১৯৩০), রবিবার বহু ভক্তসমভি-ব্যাহারে শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কিত 'ছত্রভোগ'-গ্রামে শুভবিজয় করিয়া তথায় শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশ করেন। অধুনা তথায় শ্রীগৌরপাদপীঠের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——[illegible]——

প্রত্যেক জীবহৃদয়ে ক্ষীরোদকশায়ী অনিরুদ্ধ বিষ্ণু বাস করেন। বেদান্তযোগশাস্ত্রে জীব ও ভগবানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং পরস্পরের নিত্য যুক্তাবস্থান কথিত আছে।

প্রত্যেক জীবাত্মার দুইটী বস্তু আছেন—সেব্য ও সেবক। প্রত্যেক জীবের হরিসেবা ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য নাই। ভগবানকে যোগ্য আদর সেবা প্রদান করাই জীবের কর্ত্তব্য। কর্মকাণ্ডিগণ প্রভুর সেবা নিজেরা গ্রহণ করেন। ভক্তি না থাকিলে ভগবানকে বঞ্চনা করিয়া আমরা নিজেরা বস্তু ভোগ করি। কর্মকাণ্ডে অবস্থানকালে নিজেরাই ভগবান সাজিয়া আমরা অন্যের উপর প্রভুত্ব করি। অবৈষ্ণব ভক্তিহীন অভিমানে মত্ত থাকিলে এবং নিজেকে প্রভু ও কর্তা জ্ঞান করিলে জীবাত্মাকে প্রভুর অধীনভাবের সম্মানপ্রদানের পরিবর্তে উহাদের নিকট হইতে সম্মান ও আত্মগৌরবাদি গ্রহণের স্পৃহা বলবতী হয়। অতএব অন্তর্যামীর কারণে তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে জীবপ্রভু বিষ্ণু আছেন। সেই জীব প্রভুকে উপেক্ষা দেখান কোনরূপেই উচিত নহে। কোনও প্রাণীকে হীনভাবে অথবা অবহেলাপূর্বক দেখা ও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। নিজের অন্তর্নিহিত প্রভুর প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া বাস করা কর্ত্তব্য। অতএব সকলকে বিষ্ণুর সেবকভাবে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবের হৃদয়েও ভগবান্ আছেন। ভগবানের প্রতি সেবা-বিমুখ হওয়ার ফলেই ইহারা lower creation হইয়াছে।

জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেই 'কর্ত্তা' সাজিয়া পড়ে। তখন গুরুদেবের-প্রভাব অথবা শ্রীগোবিন্দের সেবক বৈষ্ণবগণের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করিবার ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণদাস জীবকে উপেক্ষা প্রদান করিলে কৃষ্ণসেবা হয় না।

মানব যদি মনে করে—আমি জগতের কার্য্যে ব্যস্ত আছি, আমার হরিকথা শুনিবার অবসর কোথায়, তাহা হইলে সে ভোগী হইয়া পড়ে। আবার ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া লোক বৈরাগী হইলে নির্ব্বিশেষ ভাবের দিকে প্রধাবিত হয়। কর্ম্ম বা ফল্গু বৈরাগীদিগের সুবিধা হয় না। ভোগ বা ত্যাগ জীবের ধর্ম্ম নহে। ভক্তিই জীবের পরম ধর্ম্ম।

হরিজন-বৈষ্ণব বল আত্মা ও মায়ার সহিত কৃপা পৃথক্। মায়ার সহিত কৃপাতে মানুষের অন্ত পদে ধন, জন, পাণ্ডিত্য লাভ হইয়া থাকে। ভগবানের যথার্থ কৃপা লাভ করিলে জীবের সংসারবন্ধন থাকে না। সাধুকে সেবা করিতে জানিতে হইবে। সাধুর উপর কৃপাদৃষ্টি করিতে হইবে

ভাগবত, [illegible] অধ্যায়, ভক্তগণের। চতুর্থ বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি।

না। সাধুর প্রকৃত সঙ্গ হইলে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়। শ্রীগুরুদেবের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সাধুকে সেবা করিতে না পারিলে কাহারও সুবিধা হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বিনিঃসৃতা বাণী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত নিরন্তর শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুকৃপাই ভগবানের কৃপা। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যিনি ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহার সেবা করিলেই সব সুবিধা হইয়া যাইবে। এসকল কথা মুখে মুখে জানিলেই হইবে না, অন্তরের সহিত জানিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মানবজাতির পরম মঙ্গলকারক। তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তিনি মনুষ্যজাতিকে কোন ঐহিক বাহ্যক্রিয়ার মধ্যে প্রবৃত্ত হইতে বলেন নাই—মনুষ্যজাতিকে অমঙ্গলের পথে নিযুক্ত করেন নাই। যে সুব্যবস্থা ইহজগতে শান্তিদায়ক এবং পরজগতের শান্তিপ্রদ, শ্রীচৈতন্যদেব জীবজগতের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। মহাবদান্য ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব মনোধর্ম-জগতের সকল সমস্যার চরম সমাধান প্রদর্শনপূর্ব্বক মনুষ্যজাতিকে নিঃশ্রেয়সলাভের যে সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিলেন, তাহা মনুষ্য গ্রহণ করিতেছে না কেন? শ্রীচৈতন্যের বিচার গ্রহণ করিলেই মানুষের মঙ্গল হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন কামনা করিয়া কোন শিক্ষা দেন নাই, তিনি প্রত্যেক জীবের নিত্য কল্যাণের কথা শিক্ষা দিয়াছেন।

ভগবানের কথা আলোচনা করিলেই আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার প্রশমিত হইবে। তিনি পরম দয়াল। ভূত, ভবিষ্যৎ আমরা কিছুই জানিতে পারি না; কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ, আমাদের মঙ্গলামঙ্গল তিনি উত্তমরূপে জানেন; সুতরাং তাঁহার বিচার গ্রহণ করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাতেই আমাদের সর্ব্বস্ব নিযুক্ত হউক; আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহারই আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হউক; অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত হইলেই রুচিবিবেক, সৌন্দর্য্যবিবেক ও রসবিবেক পরিপূর্ণতা লাভ করে।

জীব কার্ষ্ণ, জীবের স্বরূপ অভিমান কৃষ্ণের অভিমান। স্বরূপ অভিমানে অবস্থিত হওয়া আমাদের চৈতন্যের অনুগত বলিয়া পরিচয় দেওয়া উচিত হয়। যিনি ভগবৎসেবা করেন, তাঁহার আনুগত্য-দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। বৈষ্ণবের সম্পত্তি স্বয়ং ভগবান। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজেকে দিয়ে দেন তাহা হইলেও তাঁহার কিছু দেওয়া বাকী থাকে; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণভাবেই ভগবানকে প্রদান করিতে পারেন। বৈষ্ণবের সেবা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য অধিক। বৈষ্ণবের সেবাদ্বারাই বিষ্ণুসেবা হয়। বৈষ্ণব—নিষ্কিঞ্চন, তাঁহাকে কোনও বস্তু লুব্ধ করিতে পারে না। পর জগতে বা এ জগতে লোভের এমন কোনও বস্তু নাই, যাহা কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে অধিক লোভনীয় হইতে পারে। যেখানে আমরা ভগবানের সেবায় লুব্ধ না হই, সেখানে জানিতে হইবে—মায়া বহুরূপী হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে।

আমরা যদি সর্ব্বক্ষণ সাধুর শ্রীমুখ হইতে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করি এবং ঐ সকল বিষয়গুলি সর্ব্বক্ষণ বিচার করি—আমাদের কোথায় ভুল হইতেছে—কি জন্য আমাদের কৃষ্ণেতর-পিপাসা বর্দ্ধিত হইতেছে, এগুলি যদি তন্ন তন্ন করিয়া নিজে অনুসন্ধান করি, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হয়—'বুঝিয়াও বুঝি না, শুনিয়াও শুনি না, দেখিয়াও দেখি না' প্রভৃতি জড়-দৌর্ব্বল্যের হাত হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। বিচার ছাড়িয়া দিলে বা শুদ্ধ বাক্য'র সুষ্ঠুভাবে রাখিতে না পারিলে, প্রকৃত বিষয়টী ভুলিয়া গেলে মঙ্গলের আশা সুদূরই হয়। অতএব আমরা যেন সর্ব্বক্ষণ আমাদের সম্বন্ধ ঠিক রাখিতে পারি, আমাদের নিত্যপ্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা যাহাতে সর্ব্বক্ষণ করিতে পারি, এজন্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে কৃপাপ্রার্থনাপূর্ব্বক উৎসাহের সহিত নিষ্কপটে সেবাকার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবাফলেই আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরামানুজাচার্য্যের অপ্রকট-তিথিপূজা মহোৎসব

গত ২রা মাঘ, শনিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল রামানুজাচার্য্যের তিরোভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ ও শ্রীবিনোদানন্দজীর আরতি-মহোৎসব-কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইলে বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তনান্তে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু গৌড়ীয় হইতে শ্রীল রামানুজাচার্য্যের পূতজীবনী-আলোচনামুখে হরিকথা-কীর্ত্তন করেন। তৎপরে 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' এই বিরহসূচক গীতি কীর্ত্তন হয়।

বিবিধ সংবাদ

ব্যবসায়ীদের সতর্কীকরণ

আসাম সরকার নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন:—ধান কাটাই হইবার পর কৃষকগণ যেন ধান বিক্রয় না করেন। কারণ, সরকার অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য দিয়া ধান খরিদ করিবেন—এই মর্ম্মে সুরমা ভ্যালীর জাতীয় যুব ফ্রন্ট যে সার্কুলার প্রচার করিয়াছেন, তাহার প্রতি আসাম সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত সার্কুলারে ইহাও বলা হইয়াছে যে, বৎসরের শেষের দিকে কৃষকগণ ইচ্ছা করিলে সরকারী গুদাম হইতে ধান খরিদ করিয়াও লইতে পারিবে। এই সার্কুলারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে এবং ব্যবসায়িগণ সরকারী ক্রেতাদের নিকট অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার আশায় বেশী দাম দিয়া ধান খরিদের চেষ্টা করিতেছে। যাহাতে কৃষকগণ ন্যায্য মূল্য পায় এবং ক্রেতাগণকেও অতিরিক্ত মূল্য দিতে না হয়, গবর্ণমেন্ট সেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন। ক্রয় সম্পর্কে সরকারের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। তাঁহারা বৎসরের যে কোন সময়ে যে কোন স্থান হইতে উদ্বৃত্ত ধান খরিদ করিতে পারিবেন এবং বর্ত্তমানে প্রতি মণ ২।০ টাকা দরে খরিদ করিলে কৃষকগণ উপযুক্ত মূল্য পাইবে বলিয়া মনে হয়। যে সকল ব্যবসায়ী ভিন্ন প্রদেশে প্রেরণের জন্য চাউল অথবা ধান খরিদ করিতেছেন, তাঁহারা যেন সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকেন। কারণ, উক্ত নিয়ন্ত্রণ আদেশ অপসারণের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই।

পররাজ্যে অধিকার বর্জ্জন

রয়টারের ১১ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ চীনে বৃটেন যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল, তাহা বর্জ্জনকল্পে বৃটেন ও চীনের মধ্যে একটী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

চীন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্টের সহিত অনুরূপ একটী চুক্তি করিয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে যুদ্ধাবসানের ছয় মাসের মধ্যে বা তাহারও পূর্ব্বে উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী, ব্যবসা বাণিজ্য, জাহাজ-চলাচল ও দৌত্যকার্য্য-সম্পর্কে একটী চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা আছে। এই চুক্তি অবিলম্বে কার্য্যকরী করা হইবে।

লণ্ডন সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে চুংকিংএ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্র ব্যতীত চীন ও বৃটেন, ভারত ও চীনের মধ্যে আরও কয়েকটী দলিলের আদান প্রদান হয়। এই দলিলে চুক্তির অন্তর্গত বিধি বিধানগুলির বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়. ডোমিনিয়ন গবর্ণমেন্টসমূহ চুক্তির উদ্দেশ্যের সহিত তাঁহাদের সম্মতির কথা বৃটিশ সরকারকে জানাইয়াছেন:

কেন্দ্রীয় পরিষদের উপনির্ব্বাচন

এ, পি'র ১২ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, স্যার আবদুল্লা হারুণের মৃত্যুর ফলে কেন্দ্রীয় পরিষদে তাঁহার শূন্য আসনের জন্য যে উপনির্ব্বাচন হয়, তাহাতে তাঁহার পুত্র শেঠ ইউসুফ আবদুল্লা হারুণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী খান বাহাদুর মৌলাবক্স (ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট) নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়ান।

অষ্ট্রেলিয়ার জন্য তাম্রমুদ্রা

এ-পি'র ১২ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, যে, ভারত সরকার অষ্ট্রেলিয়ার জন্য তাম্রমুদ্রা তৈয়ারী করিতে যাইতেছেন বলিয়া সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের
বেহালার পাচন
সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। অম্বল উদ্গার কাটিতে অত্যাশ্চর্য্য। প্লীহা, লীভার-সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৸৵০ একটাকা চৌদ্দ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—
১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীকৃষ্ণকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ২৯ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ৬ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২০শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪৩, বুধবার — ২৫: তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ নারায়ণ, বার অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

যৎকিঞ্চিৎ

——::(:०:)::——

সাধন-ভক্তি দ্বিবিধা - বৈধী ও রাগানুগা। ব্রজবাসিগণের রাগাত্মিকা ভক্তি। ব্রজবাসিগণের রাগাত্মিকা ভক্তির ন্যায় ভক্তি আর কাহারও নাই। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া যে ভক্তি, তাহাই রাগানুগা ভক্তি। ইষ্টবস্তুতে [illegible] ও পরমাবিষ্টতাময়ী সেবন-প্রবৃত্তির নাম রাগ। কৃষ্ণ-ভক্তি ভজনে হইলে তাহাকে রাগ বলা হয়। অভীষ্টদেবে গাঢ় তৃষ্ণা রাগের স্বরূপ-লক্ষণ এবং ইষ্টে আবিষ্টতা রাগের তটস্থ-লক্ষণ। রাগময়ী ভক্তির কথা শুনিয়া তাহাতে লোভ হইলে ভগবান্‌ [illegible] ব্রজবাসীর ভাবের অনুগমন করেন ও রাগানুগ-ভক্তিসাধকের [illegible] পান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে [illegible] হইয়াছে —

"ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ-লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা-নাম।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য, অন্তর—ইহার দুই ত' সাধন।
বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হইয়া॥"

রাগানুগ ভক্ত সর্ব্বক্ষণ ভজনানুরক্ত নিবিষ্টচিত্তে প্রভুসেবা করেন। তিনি কৃষ্ণ এবং তদীয় প্রেষ্ঠজনকে সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদের লীলাকথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করেন। তিনি শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে মনে মনেও ব্রজবাস করেন। রাগানুগ ভক্তগণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। অনুক্ষণ ভজনানুরক্ত নিবিষ্ট অভীষ্ট-সেবা করিতে করিতে রাগানুগ সাধকের সিদ্ধি লাভ হয়।

কৃষ্ণপ্রেমের অঙ্কুরাবস্থাই ভাবভক্তি বা রতি। প্রেমের বা প্রীতির অঙ্কুরের দুইটি নাম অর্থাৎ রতি ও ভাব। রতির উদয় পর্য্যন্তই সাধনরূপ অভিধেয়। তাহা হইতে প্রয়োজন লাভ হয়। সেইই ভক্তির ফল। অভিধেয়রূপা সাধনভক্তির ফলে প্রয়োজন-রূপা সাধ্য প্রেম-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। ভাব বা রতি প্রেমের তরুণ বা অঙ্কুরাবস্থা। রতির গাঢ় বা পক্বাবস্থাই প্রেম। প্রেম সূর্য্যস্বরূপ, আর রতি সেই প্রেমসূর্য্যের কিরণস্থানীয়। শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপতাই ভাবের স্বরূপলক্ষণ, আর রুচিদ্বারা চিত্ত-মসৃণকারিতা ভাবের তটস্থ লক্ষণ। এই ভাব যখন চিত্তকে সম্যক্‌ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতার দ্বারা পরিচিত হয় এবং অধিক গাঢ়-স্বরূপ হয়, তখনই তাহাকে প্রেম বলা হয়। শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত সাধন-ভক্তি। তৎপরে রতি বা ভাব-ভক্তির উদয় এবং রতি ঘনীভূত হইলে প্রয়োজন প্রেমভক্তির আবির্ভাব। প্রেমভক্তি-লাভের ক্রমপন্থা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচিভক্তি হৈতে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥"

ভাবভক্তি প্রেমসূর্য্যের কিরণসদৃশী এবং রুচির দ্বারা চিত্তমসৃণতা-সম্পাদিকা। যাঁহার হৃদয়ে শ্রীঠাকুর বা ভাব হয়, তিনি ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে রুচি, কৃষ্ণ গুণাখ্যানে আসক্তি ও কৃষ্ণবসতিস্থানে [illegible], এইসকল লক্ষণযুক্ত হন। চিত্তে শ্রীঠাকুর হইলে প্রাকৃত ক্ষোভে তিনি ক্ষুব্ধ হন না। শ্রীমদ্ভাগবতে,—মহীপতির তনয় পৃথীর শাপশ্রবণে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃষ্ণচিন্তায় রত হইলেন। তৎকালে তাঁহার নিকট বহু ঋষি আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের যথাবিধি সৎকারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে হরিকথা-শ্রবণসুযোগপ্রদ মঙ্গলময় বরপ্রদে বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন—"বিপ্রগণ! আপনারা এবং গঙ্গাদেবী আমাকে শরণাগত ও কৃষ্ণে অর্পিতচিত্ত বলিয়া জানুন। এক্ষণে ব্রাহ্মণের প্রেরিত কুহকই হউক বা তক্ষকই হউক, আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক; আপনারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা গান করিতে থাকুন।"

"এই সব শ্রীঠাকুর যাঁ'র চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তাঁ'র ক্ষোভ নাহি হয়॥"

কাল যাহাতে বৃথা না যায়, তজ্জন্য ভক্ত বিশেষ যত্নশীল হন। তজ্জন্য তিনি কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিয়াও ভাবভক্তের তৃপ্তি হয় না। শাস্ত্র বলেন,—"ভক্তগণ দেহ দ্বারা ভগবানের সেবা, বাক্য দ্বারা ভগবানের স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ ও শরীরের দ্বারা নমস্কার করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন না। এইরূপ ভক্তের ভাব, তাঁহারা সমস্ত আয়ুঃ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ (অর্থাৎ ভজনে ক্ষেপণ) করিয়া থাকেন।"

"কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তা'রে নাহি ভায়॥"

ভক্তের ইন্দ্রিয়-তর্পণ স্পৃহা নাই। তিনি বিরক্ত। শ্রীভরত বিষয়-ভোগ-বিরক্তের আদর্শ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—"ভরত রাজা কৃষ্ণকে পাইবার লালসায় যুবাকালে অপরিত্যাজ্য স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ্‌ ও রাজ্যাদি মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"

ভক্ত আত্মাভিমানশূন্য। তিনি কাহারও নিকট হইতে মান চান না। তিনি অমানী ও মানদ। কৃষ্ণকৃপালাভের আশা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে আছে।

"সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি' মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন, দৃঢ় করি' জানে॥"

ভক্তের আশাবন্ধ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন, "হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভক্ত এক বালগোপালের আশাপুরে [illegible] করিয়া চিত্তকেও [illegible] করিয়াছেন।" আশাবন্ধ ভক্ত চিত্তে বলিতেছেন— "আমার প্রেম, প্রণালী ভক্তি, জ্ঞান, শুভ [illegible] কিছুই নাই। হে গোপীজন-বল্লভ! অকৃপণের অর্থ সাধকরূপ তোমাকে এক পদার্থ [illegible] মূল্য যে শুভ আশা আমার হৃদয়ে আছে, তাহা আমাকে ব্যথিত করিতেছে।"

ভগবানের জন্য ভক্তের উৎকণ্ঠা খুব বেশী। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন,— "হে বংশীবদনাম্বুজ কৃষ্ণ, তোমার চৈতন্যমূর্ত্তি

ভক্ত কৃষ্ণের হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন সকলে।

বিরহ এর মধ্য অন্তু...। আমার চাপল্য বুঝিবে আর এবং আমার ভাব, আর কেহ জানে না। এই শকুন্তলার দ্বারা বিরহে তোমার মুখামৃত বর্ণন করিবার জন্য এখন কি করিব?

"সন্ন্যস্ত্য কুল, সকল আশা পথান।
[illegible]
[illegible]
[illegible]"

নায়কেন্দ্র শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণ। তন্মধ্যে ৬৪টী প্রধান গুণের কথা বলা হইল। ৫০ সকল গুণের একএকটী গুণ প্রত্যেক [illegible] হয়। (১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্বসল্লক্ষণযুক্ত, (৩) রুচির, (৪) তেজস্বী, (৫) বলীয়ান্, (৬) বয়সান্বিত, (৭) বিবিধাদ্ভুত ভাষাবিৎ, (৮) সত্যবাক্য, (৯) প্রিয়ংবদ, (১০) বাবদূক, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভান্বিত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশকালসুপাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রচক্ষু, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দান্ত, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সম, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মান্যমানকৃৎ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) হ্রীমান্, (৩৭) শরণাগতপালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তসুহৃৎ, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্বশুভঙ্কর, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্তিমান্, (৪৪) রক্তলোক, (৪৫) সাধুসমাশ্রয়, (৪৬) নারীগণমনোহারী, (৪৭) সর্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) বরীয়ান্, (৫০) ঐশ্বর্যযুক্ত। এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে জীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণে বর্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আরও পাঁচটী আংশিকরূপে শিবে ও ... আছে, যথা—(১) সদা স্বরূপসম্প্রাপ্ত, (২) সর্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনূতন, (৪) সচ্চিদানন্দঘনাঙ্গ এবং (৫) সর্বসিদ্ধিনিষেবিত্ব। ...

শ্রীনারায়ণে আরও পাঁচটী গুণ আছে। তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে আছে কিন্তু শিবাদি দেবতায় নাই। যথা (১) অবিচিন্ত্যমহাশক্তি, (২) কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, (৩) অবতারাবলীবীজ, (৪) হতারিগতিদায়ক ও (৫) আত্মারামগণাকর্ষী। এই পাঁচটী গুণ নারায়ণে ... আছে, কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে ... এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের আরও চারিটী অসাধারণ গুণ প্রকাশিত আছে; তাহা নারায়ণে প্রকাশিত হয় নাই। (১) সর্বাদ্ভুত চমৎকার লীলার কল্লোলসমুদ্র, (২) অতুল্য মধুর প্রেমদ্বারা শোভামণ্ডিত প্রিয়মণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষক মুরলীকলকূজনকারী (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবং যাহা চরাচরকে বিস্মাপিত করে, এবম্বিধ সৌন্দর্যশালী অর্থাৎ রূপমাধুরী লীলা, অতুলনীয় প্রিয়মণ্ডল অর্থাৎ প্রেমিক প্রিয়জনমণ্ডলী, রূপমাধুরী ও বেণুমাধুরী—এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।

মহাপ্রভুর যৌবন-লীলা, কৃষ্ণের অজ্ঞানলীলা, কেশাবতার ও মণিমীতরণ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সমস্তই মিথ্যা, নিত্য অপ্রাকৃত লীলা নহে। দুর্মতি প্রাপঞ্চিক বস্তুবিদ্বেষী অজ্ঞজনের মোহ ও ব্যামোহ-পাদনের উদ্দেশ্যে এগুলি বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"যৌবন লীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্ধান।
কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥
মহিষীহরণ-আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয় ॥"

গোলোকের নিত্যস্থিতি-সম্বন্ধে হরিবংশ বলিতেছেন,—"গোবর্দ্ধন ধারণের পর ইন্দ্র কৃষ্ণকে এইভাবে স্তব করিয়াছিলেন,—"মহর্লোকের ঊর্দ্ধভাগে পাক্ষীদের গতি; আকাশের উপর স্বর্গে প্রকাশমান সূর্যাদি; এই স্বর্গের ঊর্দ্ধদেশে ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত ব্রহ্মলোক। সোমাদির উপরে সেই স্থানে উমার সহিত শিব থাকেন; তাহা তেজঃসম্পন্ন স্বধামে সুশোভন ... আনন্দময়। বৈকুণ্ঠের উপর গোলোক। বৈকুণ্ঠাদি ও গোলোকের তুলনায় অল্পকাল মাত্র। গোলোকেই মহাকাশ। আমরা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও আপনার তপোময়ী শক্তি অনুসারে গোলোক-গতির উপায় জানিতে পারি নাই। নারায়ণ লাভেই বৈকুণ্ঠ লাভ, কিন্তু গো-সমূহের লোক সেই গোলোক অত্যন্ত দুর্লভ। হে কৃষ্ণ, সেই গোলোকের সহিত তুমি এখানে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং আমি যে উপদ্রব করিয়াছি, তাহা এ আমার মূঢ়তা-প্রসূত, তাহার স্তবের দ্বারা জানাইতেছি।"

গুরুসেবাই কৃষ্ণসেবা

সর্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা ও অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্তন করিতে হইবে। নিরন্তর শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মরণ হইলে স্বরূপ স্মৃতি—ভক্তের স্মরণ অন্তরে হইতেই চলিয়া যাবে। তখন নিরন্তর শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ, কৃপা, সেবা ও সান্নিধ্য লাভ হইবে। বিষয়ের ধ্যানে যেরূপ বিষয়াসক্ত হয়, অপ্রাকৃত বস্তুর ধ্যান বা স্মরণ করিলে সেইরূপ অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গ লাভ হয়। যেরূপ ভক্তের ধ্যান ও ভক্তের প্রতি আসক্তির ফলে আমাদের ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা লাভ হয় এবং তৎফলে ভক্তের গুণসকল আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ অনবরত ভক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধ্যান, তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলীর শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ করিতে করিতে তৎপাদপদ্মে আমাদের শ্রদ্ধা লাভ হয় এবং তাঁহার অপ্রাকৃত গুণসকল তাঁহারই কৃপাপ্রভাবে আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। গুরুব্যক্তি মান বা বড়াভিমান ত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ শ্রীগুরুপাদের গুণমহিমা শ্রবণ কীর্তন করিলে আমরাও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণসেবা-কৌশল উপলব্ধি করিতে পারিব। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়, একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কার্য করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কৃষ্ণই প্রয়োজক-কর্তা, আর প্রযোজ্য কর্তৃত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মের। জীবনব্যাপী শ্রীভগবানের সেবা করিতে হইবে ইহা সর্বক্ষণ দেখাইতেছেন যিনি, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-প্রতি জীবহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন—আশ্রয়রূপে। প্রতিবস্তুতেই তাঁহার অবস্থান; তিনি প্রতি বস্তুতেই বিরাজমান। জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করে, তখন শ্রীভগবান্ মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্ত গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে না। আবার অধোক্ষজসেবা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ লাভ অসম্ভব।"

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ নিজজন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত জীবের অনর্থ নিবৃত্তি ও কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীগুরুরূপী আশ্রয়জাতীয় শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত কেহ কখনও বিষয় বিগ্রহ সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে পারে না। জীবকুলকে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণেচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় অপ্রাকৃত হইতে প্রাকৃত সেবক-বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হন। প্রাকৃত কৃষ্ণের পার্ষদবর শ্রীগুরুপাদপদ্মকে একান্তভাবে আশ্রয় করিলে জীব অনায়াসে ভগবানকে লাভ করিতে পারে। শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে করিতে জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয় ও দিব্যজ্ঞান বিকশিত হইয়া থাকে।

"যাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥"

মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইবা নিত্য ভগবৎসেবা লাভ করিতে হইলে গুরুসেবা ও গুরুর আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। গুরুসেবাই গোলোকের দ্বার। একমাত্র গুরুসেবা কারণেই যুগপৎ গুরুসেবা ও ভগবৎসেবা সিদ্ধ হইয়া থাকে। চারিসেবা যদি গুরুপূজাময়ী না হয়, তাহা হইলে তাহা গুরুসেবাই নহে। গুরুসেবা ব্যতীত হরিসেবার আভাসও হইতে পারে না। আবার গুরুসেবা ব্যতীত বৈষ্ণবের সেবাও হয় না। হরি-গুরু বৈষ্ণব—তাঁহারা সকলেই সমান ... শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধের প্রভাবেই বৈষ্ণবকে গুরুপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র-পৃথক কল্পনাপূর্বক যে বৈষ্ণবসেবা বা বৈষ্ণব-প্রীতির অভিনয়, তাহা বৈষ্ণবের প্রতি ভোগপ্রবৃত্তি বা বৈষ্ণবকে নিজ অভীষ্টলাভ-মূলা দুষ্টবুদ্ধির সমর্থনকারী কল্পনা, অন্য আর কিছুই নয়। বৈষ্ণবের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ কল্পনা নিরয়প্রাপক। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বাদ দিয়া বৈষ্ণব বা কৃষ্ণ—কাহারও সঙ্গে প্রকৃত বিশুদ্ধ পারমার্থিক সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে না। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে প্রকৃত যথাযথ পারমার্থিক সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া শ্রীগুরুকৃপাশীর্বাদ লাভে ভাগ্যবান্ হইয়াছেন, তাঁহারাই বৈষ্ণবে ও কৃষ্ণে নিষ্কপট সেবনবৃত্তি লাভ করেন।

শ্রীগুরুকৃপাই কৃষ্ণকৃপা, গুরুসেবাই কৃষ্ণসেবা। গুরুসেবক সর্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সান্নিধ্য-প্রভাবে কৃষ্ণময় হন। গুরুসেবকই ধন্য,—

"তৎ সাধ্বীং তৎ সমন্বিতং
পুণ্যার্থনার্জিতং।
যতাং গুরুং প্রপন্নতে সম্যগ্‌গত্ব তু তাদৃশঃ ॥
তত্র ত্রয়ধর্মং নাম সর্বধর্মোত্তমোত্তমম্।
তস্মাৎ বদাৎ পরো ধর্মঃ পবিত্রং নৈব
বিদ্যতে ॥"

গুরুসেবকই ধন্য; গুরুসেবার জন্ম সার্থক, দিবস সার্থক। যে জন নিত্য শ্রীগুরুপ্রণতিতে নিযুক্ত, তাহাই সার্থক। গুরুসেবাই সর্বোত্তমোত্তম ধর্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য শ্রেষ্ঠ বা পবিত্র ধর্ম আর নাই।

ঐকান্তিক

যিনি জীবনে মরণে, নিজের সর্ববিধ অবস্থায় একমাত্র কৃষ্ণসেবাকেই নিজের একমাত্র গতি বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি ঐকান্তিক। ঐকান্তিক ভক্ত অনন্যভাবে শ্রীহরিনামকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। তিনি সৎ, সাধু ও তাঁহার অনন্যতাই তাঁহার স্বরূপ। অনন্তকৃষ্ণপরায়ণ হইলে তাঁহার বাহ্যিক দুরাচারতা লক্ষ্য করিতে হইবে না কারণ তাঁহার অতুল সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় দুরাচার কখন তাঁহার ঐকান্তিকতায় বাধায় জন্মাইতে পারে না। শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত ঐকান্তিক ভক্তের সকল ভার ভগবানই গ্রহণ করেন,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥"

(ভাঃ [illegible])

—যিনি অনন্যভাবে ভগবানের পাদপদ্ম-যুগলের আরাধনা করেন। তাদৃশ প্রপন্নভক্তের হৃদয়ে কথঞ্চিৎ বিরুদ্ধ কর্ম্ম উপস্থিত হইলেও তাঁহার হৃদয়স্থিত শ্রীহরিই তৎসমুদয় বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীল শুকপাদ বলিয়াছেন,—"পার্থিব সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা ভগবানের পদসেবায় নিযুক্ত থাকেন, সেইসকল হরিপ্রিয় জনগণের হৃদয়ে বিবেকরূপে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ তাঁহাদের যাবতীয় পাপপ্রবৃত্তি বিনাশ করেন, বদ্ধজীবগণ উভয়-চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া পাপে নিমগ্ন হইবার অনুরূপ যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন জীবগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান্ তাঁহাদিগকে বিপরীত বুদ্ধি হইতে রক্ষা করেন। তাঁহারা পার্থিব ভোগপ্রবৃত্তি-চালিত হইয়া দুষ্কার্য্যাসক্ত হন না। যদিও তাঁহাদের পতিত হইবার উপক্রম দেখা যায়, তথাপি ভগবান্ তাঁহাদিগকে পাপে ডুবিয়া যাইতে দেন না। ভগবদ্ভক্ত কখনও প্রবৃত্তি তাড়নায় বিনষ্ট হন না।"

ভগবদ্ভক্তি ত' দূরের কথা ভক্তির আভাসেই জীবের যাবতীয় বাসনা দগ্ধ হইয়া থাকে। তবে ভক্তি-উদয়ের পরেও অনন্য বা ঐকান্তিক ভক্তের দুর্দ্দৃষ্টিতে কোন সময় যে দুরাচারাদি দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল Switch off হইয়া গেলেও electric fan এর কিছু সময় যে ঘূর্ণন দেখা যায়, তদ্রূপই জানিতে হইবে। কারণ সে-সকল দুরাচার আর কখনও বৃদ্ধিশীল বা বর্দ্ধনশীল অবস্থা লাভ করে না। তাহা ক্রমেই নিবৃত্তির দিকে চালিত হওয়ার অবস্থায় দৃষ্ট হয় মাত্র। স্বয়ং ভগবান্‌ও গীতায় বলিয়াছেন,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥"

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি যদি দুরাচারও হন, তথাপি সাধু বলিয়া মান্য।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"অপি চ মদ্ভক্তেরামহিমা সর্ব্বতঃ প্রভাবেই দর্শয়ন্ —অপি চেদিতি, অত্যন্ত-দুরাচারোঽপি বলাপাপূর্ব্বক হন পুনঃ, যেনতাপি বাসুদেব—এতাঃ দূরা দেবতান্তর-ভক্তিবর্জ্জিত্‌ যাবদ্ পরমেশ্বরং ভজতে, তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ, যতোঽসৌ সম্যগ্‌ ব্যবসিতঃ পরমেশ্বরভজনেনৈব কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্।" অর্থাৎ মানব অন্য দেবতার প্রতি ভক্তি না করিয়া যদি পরমেশ্বর বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণকেই) ভজন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধু-শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবে, যেহেতু তাঁহার উত্তম উদ্যম। 'পরমেশ্বরের সেবার দ্বারাই আমি কৃতার্থ হইব,'—তিনি এইপ্রকার সুন্দর অধ্যবসায় করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি ঐ নৈষ্ঠিক ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার চরিত্রে কেবল দুইপ্রকারে কিছু কিছু পাপ দেখা যাইতে পারে। প্রথম প্রকার এই যে, বিশেষ ভাগ্যক্রমে কোন জীবের সাধুসঙ্গে রুচি হইল, কিন্তু তৎপূর্ব্বে হইতে তাহার কোন একটী পাপসংসর্গ ছিল। অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ, মৎস্য-মাংসাহার, মাদকসেবা প্রভৃতির মধ্যে কোন একটী চিরনিবদ্ধ পাপ ছিল। অনন্য-ভক্তি উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যসব পাপ-প্রবৃত্তি গেলেও কিন্তু ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটী যাইতে কিছুকাল বিলম্ব করে। অনন্যভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ অন্যোপায় সকলকে তুচ্ছ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণনামের আশ্রয় লইয়াছেন, ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটী যাইতে যাইতেও যাইতে চাহে না; কিছুদিন থাকে। যেকাল পর্য্যন্ত নির্মূল না হয়, সে পর্য্যন্ত অনন্য ভক্তকে ভক্তিবর্জ্জন অবজ্ঞা করিতে হইবে না। দ্বিতীয় প্রকার এই যে অনন্যভক্ত সকল পাপ হইতে দূরে থাকিয়া ভজন করেন। তথাপি জড়দেহ সঙ্গে কখন কোন পতিকে যোষিৎ অযোগ্য-সংযুক্ত উষধ সেবনের ন্যায় পাপক্রিয়া ঘটিতে পারে। ঐ পাপ অস্থায়ী; কেন না, প্রবৃত্তিগত নহে। সুতরাং এই দুইপ্রকার পাপ হইতে অনন্যভক্ত অতিশীঘ্রই ভক্তিকৃপায় শুদ্ধাত্মা হইয়া পাপ হইতে শান্তি লাভ করেন। অনন্যভক্ত কখনও নষ্ট হইবে না।"

প্রভাস-তীর্থ

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অসুরগণের সমূলে বিনাশান্তে পৃথিবীর ভারহরণ হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সপার্ষদে স্বীয় ধামে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার এই ইচ্ছাপূরণের জন্যই যদুকুমারগণ তাঁহার প্রেরণায় নারদাদি ব্রহ্মর্ষিগণের প্রতি উপহাস করিয়াছিলেন এবং সেই ব্রহ্মর্ষিগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় যদুবংশধ্বংসের অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই অভিশাপ-প্রদানের পর দ্বারকায় নানাপ্রকার অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে দ্বারকা হইতে প্রভাস-তীর্থে গমন করিয়া তথায় শোকাপনোদনে স্নান, দান, সংকীর্ত্তনে উপবাস, ভগবদ্-অর্চ্চন, ব্রাহ্মণভোজন, শাস্ত্রশ্রবণ প্রভৃতি করিবার পরামর্শ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া যাদবগণ দ্বারকা হইতে নৌকাযোগে তীরে অবতরণ করিয়া রথযোগে প্রভাস-তীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় পরম ভক্তিসহকারে সকলপ্রকার মঙ্গলকার্য্য আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ভগবানের অচিন্ত্য লীলাপ্রকাশার্থ যাদবগণ মতিভ্রষ্ট হওয়ায় লীলা-অভিনয় করিয়া সুস্বাদু মৈরেয়-নামক মদ পান করত উন্মত্ত হওয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এরক-নামক তৃণের দ্বারা পরস্পরকে আঘাতপূর্ব্বক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রভাসে যাদবাদির নিধনপ্রাপ্তিলীলার পর শ্রীবলদেব অপ্রকট হইলে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাস-তীর্থে একটী পিপ্পল বৃক্ষের নীচে চতুর্ভুজ প্রকাশপূর্ব্বক কৌস্তুভমণি ও বনমালাবেষ্টিত স্বীয় শ্রীবিগ্রহের তেজঃপ্রভাবে দিগ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া দক্ষিণ ঊরুদেশে পদ্মবর্ণ স্বীয় বামপদ স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট হইলে জরানামক ব্যাধ প্রভাস-ক্ষেত্রের সমুদ্রতীর হইতে তাঁহার অরুণবর্ণ চরণকমলকে মৃগমুখ ভ্রমে বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই ব্যাধ পরক্ষণেই চতুর্ভুজ পুরুষদর্শনে ভীত হইয়া কাতরভাবে মধুসূদনের চরণযুগলে স্বীয় মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া নিজকৃত অপরাধের কথা জ্ঞাপন এবং অপরাধের দণ্ডস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সংহার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, এরূপ লীলা ভগবানের যোগমায়া-প্রসূত; বস্তুতঃ তাঁহার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভেদ্য ও ছেদ্যাদির অযোগ্য; ব্যাধ তাঁহারই অভীষ্ট-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। তিনি অসুরগণকে বিমোহন করিবার জন্যই এই লীলা প্রকট করিয়াছেন। অনন্তর ব্যাধ আশ্বস্ত হইয়া ভগবানের আদেশে বিমান-আরোহণে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিল। যে পিপ্পল বৃক্ষের নীচে কৃষ্ণ উপবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং সমুদ্রের যে স্থান হইতে জরা-ব্যাধ শর নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই পিপ্পল-বৃক্ষ ও সমুদ্রোপকূলস্থিত স্থানটী অদ্যাপিও ভগবদ্ভক্তগণের ভগবল্লীলাস্মৃতি উদ্দীপকরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। তথায় কিংবদন্তী এই যে, ভগবানের মায়াসৃষ্ট পাদপদ্মের উপর জরা ব্যাধ বাণ প্রয়োগ করিলে সেই মায়াসৃষ্ট দেহ হইতে ভূমি দৃষ্টিতে যে রক্ত নির্গত হইয়াছিল, তাহা হইতে একটী হ্রদ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাকে বর্ত্তমানে পদ্মতীর্থ বা বাণগঙ্গা বলে। উক্ত পিপ্পলবৃক্ষের মূলে একটী দেবালয়ও আছে। এই স্থান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে সমুদ্রকূলে 'বীরপ্রভঞ্জন'-নামক একটী মঠ আছে এবং তথা হইতে জরা ব্যাধ বাণ প্রয়োগ করিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ শুনা যায়। প্রভাস ক্ষেত্রে পরশুরাম-প্রকাশিত ভৃগুতীর্থ নামক একটী স্থান আছে। সরস্বতী ও হিরণ্যানাম্নী নদীদ্বয় যে স্থানে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলী 'ভৃগুতীর্থ' নামে পরিচিত। এই প্রভাস তীর্থের একপ্রান্তে সমুদ্র-উপকণ্ঠে পরবর্ত্তিকালে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শ্রীসোমনাথ মন্দির প্রকট হইয়াছিল। সেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিরাজিত রহিয়াছে। বীরপ্রভঞ্জন-দেবালয়ের নিকট যে স্থানে জরাব্যাধ বাণ সংযোগ করিয়াছিল, সেই স্থানটি প্রস্তর-দ্বারা বাঁধান হইয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রভাসতীর্থ স্থানের অনেক প্রকারান্তর শ্লোক পাওয়া যায়।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ভগবানের এই মৌষললীলার তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, প্রভাসতীর্থে যাদবগণের মৈরেয়মদ্যপান, বুদ্ধিভ্রংশ ও পরস্পর কলহনিবন্ধন প্রাণপরিত্যাগের অভিনয় সমস্তই ইন্দ্রজালের মত মায়িক। তবে শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্রে যে বর্ণনা আছে, তাহা কেবল গো-ব্রাহ্মণহিতার্থ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের ব্রাহ্মণ-বাক্যের যাথার্থ্য-প্রমাণের উদাহরণ-স্থাপনার্থ। সীতাহরণলীলা যেরূপ মায়িক বলিয়া রামায়ণে ও বৃহৎ অগ্নিপুরাণে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রভাসে যাদবাদির পরস্পর কলহ, মৃত্যু, বলদেবের পৃথ্বীলোক ত্যাগ ও কৃষ্ণের অপ্রকটলীলাও মায়িক বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"পরম শ্রীকৃষ্ণ যে তত্তৎ প্রসঙ্গমাত্রে যাঁহার তাৎ ... তত্ত্বমিতি শ্রীবাসুদেবোপাসনায় ভক্তিশাস্ত্রে ... অন্যত্র ... কেবলং পরমৈশ্বর্য্য ... তাঁহার ... অনুসারে ...।" অর্থাৎ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের লীলা অন্তর্দ্ধান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ... অপ্রকট হইলে ... এই উক্তি-অনুসারে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সুখ ধারণ করেন, সেই যাদবগণের অন্তর্দ্ধানরূপ চেষ্টা কেবলমাত্র পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণের মায়িক লীলা বলিয়া জানিবে। যেমন লক্ষণ ও ভরত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে ও সর্ব্বপ্রকার শক্তিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য নিজলোক হইতে অবতীর্ণ হন এবং পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করেন, সেইরূপ যাদবগণও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহারই ইচ্ছায় নিত্যধাম হইতে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহারই সঙ্গে নিজ নিত্যধামে গমন করেন। যাঁহার কৃপায় জরানামক ব্যাধও সশরীরে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজজন যাদবগণকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। অতএব প্রভাসক্ষেত্রে যাদবগণের ঐ অন্তর্দ্ধান, তাহা ভাক্তিক মানুষের মত, ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়িক। যাদবগণের যে সশরীরে নিত্যলোকে গমন, তাহা অতীব যুক্ত—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণমায়ায় মোহিত, তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সকল যাদবগণের ... অবস্থা থাকিলেও ... তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। ঐরূপ ধারণাও ... । কারণ, যে শ্রীকৃষ্ণের ... অনুগ্রহ করিয়া ... দগ্ধ ব্রহ্মাস্ত্র হইতে পরীক্ষিতের রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ... যে শ্রীকৃষ্ণ ... হইতে পরীক্ষিৎকে ব্রহ্মশাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজ পার্ষদ যাদবগণকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না—ইহা হইতেই পারে না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় লীলা-সঙ্গোপনের জন্যই নিজেচ্ছা করিয়া তাঁহাদিগকে মায়ামুগ্ধ না করিয়া লোকশিক্ষার্থ প্রভাসতীর্থে ব্রহ্মশাপ-পালন ও শাস্ত্রমর্য্যাদার উপদেশ দিয়াছিলেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(o):-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিভক্তিবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাযুক্ত-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমের বার্ষিক নবমুদ্রা শ্রীনদীয়া-প্রকাশের বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্টব্যক্তিদের অকপটসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত বিনিময়।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হয়। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও ৬ মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনাস্বরূপ পাঠান হয় না। বিচ্ছিন্নভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক করা যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; অথবা গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত কর্ত্তব্য। পুরা ও পূর্ব ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন সাপেক্ষে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রাপ্ত বা প্রচারিত কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক সংবাদ মুদ্রিত হইলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারে যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। কারণ কপট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশকের কার্য্য ভগবদ্বিমুখতাবে পরমপূজ্য নয়, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ করাও অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত

বিবিধ সংবাদ

চাউল উত্যাদির আমদানী নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গালার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়াছেন; নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল:—

(ক) বাহির হইতে কলিকাতা ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় রেলওয়ে বা ষ্টীমার ষ্টেশনসমূহে যেসকল চাউল, ডাল, সরিষার তেল, আটা, ময়দা আমদানী হইয়াছে এবং ঐ সকল দ্রব্যের যাহা ১৯৪২ সালের ২৮শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ডেলিভারী হয় নাই, সেই সব মাল বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের অনুমতি পত্র ব্যতীত কাহাকেও ডেলিভারী দেওয়া চলিবে না।

(খ) ঐ সকল মাল যিনি পাইবেন, তিনি বা তাঁহার প্রতিনিধি কোন ব্যক্তি বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত পালন না করিয়া উক্ত মালের বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

(গ) ভারতরক্ষা বিধানের ৮১ নম্বর বিধানের দ্বিতীয় উপধারার "এ" প্রকরণে বর্ণিত অন্যান্যগণ ও "বি" প্রকরণে বর্ণিত ডেলিভারী অর্ডার হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ।

(ঘ) এই আদেশ সামরিক প্রয়োজনীয় মাল বা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কোন অফিসের মালের উপর প্রযোজ্য নহে।

টীকা।—এই আদেশে "কলিকাতার অর্থ ১৮৬৬ সালের "কলিকাতা পুলিশ আইনের" তৃতীয় ধারার এবং ১৮৬৬ সালের "কলিকাতা শহরতলী পুলিশ আইনের" প্রথম ধারায় কলিকাতা শহরের যে সীমা নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই অঞ্চল।

মহিলা জুরীপ্রথা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা

ইউ-পি'র ১২ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্রসচিব কি এম মুন্সী এবং হাইকোর্টের আদিম-বিভাগের অন্যান্য ব্যবহারজীবিগণ বোম্বাই হাইকোর্টের ফৌজদারী বিভাগে মহিলা জুরী নিয়োগ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন।

উক্ত প্রথা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে আইনের বাধা অপসারণের জন্য তাঁহারা এডভোকেট জেনারেল, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক দিগের নিকট আবেদন জানাইবেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন

এ-পি'র ১২ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, হরিদ্বারের গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অস্থায়ী সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আগামী ইষ্টারের ছুটিতে সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। ডাঃ মুখার্জ্জী সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিয়াছেন।

বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদের নূতন সভাপতি

বাঙ্গলার গবর্ণর বাহাদুর ১৯৩১ সালের ১৯শে মে তারিখের ১৩৮৩নং প্রস্তাব অনুযায়ী পরলোকগত স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ মুখার্জীর স্থলে মাননীয় বিচারপতি মিঃ বিজন কুমার মুখার্জী, এম. এ, ডি, এল, মহাশয়কে বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদের সভাপতি নিয়োগ করিয়াছেন।

দুই টাকার নোট শীঘ্রই বাহির হইবে

এ, পি'র ১৩ই জানুয়ারীর সংবাদে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শীঘ্রই ইহার বিভিন্ন অফিস হইতে দুই টাকার নোট বাহির করিবে। এই নূতন নোটের দৈর্ঘ্য ৪ ১/২ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ২ ১/২ ইঞ্চি।

গ্যাসের আলো

ইউ, পি, ৯ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, প্যাসমাণি হইতে রাস্তার সমস্ত গ্যাসের আলো নিবাইয়া দিবার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। আলো নিবাইবার জন্য যে দড়ি লাগান আছে, তাহা টানিলেই চলিবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিদ্যাবিনোদবিহারী ঠাকুর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

বিশেষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িকতাসম্বন্ধে বৈদিক ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সন্দেহরাজি প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণার সমাধান প্রভৃতি বিশদভাবে নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্লীহা-যকৃৎ জ্বর জীর্ণতার মহৌষধ, পালাজ্বরের প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়, অনেক ইহার কাটতিও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বিনাব্যয়ে জ্বর-সংযুক্ত কামলার এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৷/০ একটাকা চৌদ্দ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিসর্ব্বস্ব-প্রণোদিত শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ১ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ৮ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২২শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪৩, শুক্রবার ২৫৩-২৫৪ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ মাধব, বিধি পঞ্চোপাসী গৌরাব্দ ৪৫৬

যৎকিঞ্চিৎ

পরমাত্মার সেবায় আমাদের আত্মার বিকাশ লাভ হয়। আমরা কেবল জড়বিদ্যা বা অর্থকরী বিদ্যার কথাই জানি এবং তাহার অনুশীলন করি। কিন্তু, শ্রুতি বলেন,—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে, পরা চাপরা চ।" পরা বিদ্যাই ভক্তি; আর অপরা বিদ্যা কর্মজ্ঞান ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।" শ্রুতি বলেন, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" আমরা অমৃতস্বরূপ যে ভগবান্, তাঁহারই সন্তান; আমরা কোন জীবের বা মৃতের সন্তান নহি। আমাদের নিত্যবসতিস্থল ভগবদ্ধাম। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে, তদ্ধাম পরমং মম।" অর্থাৎ যে ধামে গমন করিলে জীবের আর পুনরাবৃত্তি হয় না অর্থাৎ এই ত্রিতাপের রাজ্যে আসিতে হয় না, তাহাই ভগবদ্ধাম। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এই বেদান্ত-বাক্য শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই জীবের অনাবৃত্তি বা পরমমুক্তি লাভ হয়—ইহা কথিত হইয়াছে। ভগবন্নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনই আত্মার ধর্ম্ম। এই ভক্তির সন্ধান সকলে পায় না। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ভক্তি-লতার বীজ গুরুদ্বারা লাভ করেন।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা, 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা, ব্রহ্মলোক' ভেদি'
'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন।'
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

ভক্তিলতা-বীজ এই ব্রহ্মাণ্ডে নাই। তাহা গোলোক বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীগুরুদেব লইয়া আসেন। সেই ভক্তিলতাবীজ যাঁহার হৃদয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তিনি ক্রমশঃ গুরুকৃপায় গোলোকে কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌছেন। নাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তনেই পরম সুনীতি বা ভক্তিনীতি অনুস্যূত আছে। তাই যিনি সর্ব্বোত্তম অধ্যাপকশিরোমণির লীলা করিয়াছিলেন—যিনি সমুজ্জ্বল আদর্শ, নিষ্কলঙ্ক আচার-প্রচারময় জীবনযাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীগৌরহরি আমাদিগকে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। এই শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনযজ্ঞকে কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া জগতের যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষা, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি পরিচালিত হইলেই একমাত্র তদ্দ্বারা বিশ্বশান্তি সম্ভব। তাই বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলিয়াছেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার॥"
(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণনাম অর্থাৎ স্বয়ং কৃষ্ণ কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনাম বিতরণ করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন যোগ্যতা বিচার না করিয়া যে-কোন ব্যক্তিকে দান করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় মনুষ্য কেন, সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমকে পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়াছিলেন।

"উছলিল প্রেম-বন্যা, চৌদিকে বেড়ায়
স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক যুবা সবারে ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
(চৈঃ চঃ, আদি ৭।২৫-২৬)

যাহারা মহাপ্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন বা শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে যায়, তাহারা কখনই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিতে পারে না। যাহারা গুরুকে বাদ দিয়া ভগবানের ভজন করিতে যায়, তাহারা ভক্ত নহে। তাহারা ভক্তি লঙ্ঘন করিয়া নিরয়গামী হয়। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ
তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা-
স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

———

ভগবান্ ভক্তের বশ; জাগতিক পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবুদ্ধি বা যোগশক্তিপ্রভাবে তিনি বশীভূত হন না। তিনি ভক্তের নিত্য প্রেমসেবা-বশীভূত, একমাত্র প্রীতির ডোরেই ভক্ত ভগবান্‌কে হৃদয়ে আবদ্ধ করেন।

"ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
বড় কীর্ত্তি হৈলে চৈতন্য নাহি পাই।
'ভক্তিবশ সবে প্রভু' চারি বেদে গাই
কোটি জন্ম যদি যোগ, যজ্ঞ, তপ করে।
ভক্তি বিনা কোন কর্ম্মে ফল নাহি ধরে॥'

শাস্ত্রের আদি, মধ্য, অন্ত—সর্ব্বত্রই কেবল ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করা যায়,—ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্ব্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ
কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্॥
(ভাঃ ৭।১।২৬)

অর্থাৎ কি বৈরভাব, কি ভক্তিযোগ, কি স্নেহ অথবা কি কাম—ইহার যে-কোন একটী উপায়(অভিধেয়)-দ্বারা তাঁহাতে মনঃসংযোগ করিতে হইবে। শাস্ত্রের এই উপদেশ শুনিয়া প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তিযোগ-দ্বারা যেভাবে ভগবানে মনঃসংযোগ হয়, ভক্তি ছাড়া অন্য উপায়দ্বারা সেইরূপ মনঃসংযোগ কখনই সম্ভব হয় না। তাহা হইলে উপরি-উক্ত শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? তদুত্তর এই যে, ভক্তিযোগদ্বারাই ভগবানে মনঃসংযোগ করিতে হইবে,—ইহাই শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য এবং ভগবানে মনঃসংযোগই একমাত্র প্রয়োজন। ভগবানের সঙ্গে শত্রুতাদি আচরণ সমর্থন কখনও শাস্ত্র-বাক্যের তাৎপর্য্য নহে। যে-কোন উপায়ে ভগবৎপাদপদ্মে মনোনিবেশই প্রয়োজন—ইহা জানাইবার জন্য 'বৈরভাবে'র অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভগবৎপাদপদ্মে অনুকূলভাবে মনঃসংযোগ না করিয়া যাহারা কীর্ত্তন-উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রের ঐ অবতারণার মূল তাৎপর্য্য। শ্রীমদ্ভাগবতে অপর একটী শ্লোকে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল-পৌণ্ড্র-
শাল্বাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্॥
(ভাঃ ১১।৫।৪৮)

শিশুপাল, পৌণ্ড্রক, শাল্ব প্রভৃতি নৃপতিগণ শয়ন, আসন প্রভৃতি সর্ব্বকার্য্যে বৈরভাবে

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

যাঁহার চিন্তা করিয়া তদীয় গতি, বিলাস, অবলোকন প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা তাদৃশ মুক্তিযুক্ত হইয়া তাঁহার সাযুজ্য লাভ করিয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের অনুরক্ত ব্যক্তিগণ যে তদীয় সাম্য লাভ করিবেন, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি?

শিশুপাল, পূতনা ইত্যাদি অসুরগণ মহদ্বেষবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া ও আত্মাভিনিবেশময়ী প্রতিকূল আচরণ করায় তাহাদের মুক্তিলাভ হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সেই প্রতিকূল আচরণ যদি শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের প্রতি আত্মনিবেশময় না হইত, তাহা হইলে তাহাদের কখনও মুক্তি হইতে পারিত না। কারণ, শিশুপালাদি পূর্বজন্মে রাবণ ও হিরণ্যাক্ষরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতারের হস্তে নিহত হওয়ায় তাহাদিগকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অংশী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল। আবার বেণ রাজা ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি যে প্রতিকূল আচরণ করিয়াছিল, তাহা অনভি-নিবেশময় হওয়ায় তাহার মুক্তি হয় নাই। শিশুপাল ইত্যাদির আত্মনিবেশময় প্রতিকূল আচরণ কেবল তাহাদের ভিন্ন অন্য কোন জীবের পক্ষে ভগবৎপাদপদ্মে মনোনিবেশের জন্য ব্যবস্থাস্বরূপ নহে। শিশুপালাদির উদাহরণ-দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, অপর কোন ব্যক্তিও ভগবানের প্রতিকূল আচরণ করিয়া ভগবৎপাদপদ্মে আত্মনিবেশ বা মনঃসংযোগ লাভ করিতে পারে।

স্বয়ংরূপ অংশী শ্রীকৃষ্ণের দৈবী কৃপার মহিমা-প্রকাশ ও তৎপাদপদ্মে যেনতেনপ্রকারে মনঃসংযোগ-লাভের উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্যই শিশুপাল ও পূতনাদির উদাহরণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহা শ্রীমদ্ভাগবত আরও একটী শ্লোকে জানাইয়াছেন—

"অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥"

(ভাঃ ৩।২।২৩)

—"অহো অসাধ্বী পূতনা জিঘাংসাপরবশতঃ যাঁহাকে স্তনকালকূট পান করাইয়াও ধাত্রীোচিত গতি লাভ করিয়াছে, সেই দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেই বা আশ্রয় করিব?

এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের—"মনুষ্য শত্রুতা করিয়া ভগবানে যে প্রকার তন্ময় হইতে পারে, ভক্তিযোগ বা প্রেমবিলাসদ্বারা সেইরূপ তন্ময় হইতে পারে না (ভাঃ৭।১।২৭) এবং ভ্রমরকর্তৃক গর্ত্তে অবরুদ্ধ হইয়া তৈলপায়ী কীট ভয় ও দ্বেষবশতঃ যেমন ভ্রমরকে কেবল স্মরণ করিতে করিতে তাহার স্বরূপতা-প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভ্রমর হইয়া যায়, তদ্রূপ স্বরূপশক্তি-প্রভাবে চিন্ময় স্বস্বরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে শত্রুভাবেও চিন্তা করিলে মনের ঐ চিন্তা-প্রভাবে জীব নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে লাভ করে (ভাঃ ৭।১।২৮।২৯)"—ইত্যাদি বচনে ভগবানের সঙ্গে শত্রুভাবের কখনই সমর্থন করা হয় নাই। কেবল তৎপাদপদ্মে অভিনিবেশ বা মনঃসংযোগ-লাভের একান্ত প্রয়োজনীয়তাই পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে।

ভাগবত-ধর্ম্ম

——::(০)::——

শ্রীমদ্ভাগবত আত্মধর্ম বা সনাতনধর্ম-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা
পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

এই শ্রীমদ্ভাগবত-মহাগ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণকর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে নির্ম্মিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব বস্তুতত্ত্ব জ্ঞানপ্রদ। ইহার শ্রবণেচ্ছু ও সেবনেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামত ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি?

পরম নির্ম্মৎসরগণের ধর্ম্মই ভাগবতধর্ম্ম বা সনাতন-ধর্ম। সাধুগণ পরমহংস বা পরমশ্রীকান্ত নহেন। মাৎসর্য্য অপর সকল রিপুর অবস্থান আছে। সাধুগণ পরদুঃখ-দুঃখী, পরম দয়ালু। তাঁহাদের হৃদয় জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া সর্ব্বদা ক্রন্দন করে। সনাতন-ধর্ম প্রোজ্ঝিত-কৈতব ধর্ম। তথায় ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ কপট নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই কৈতবের স্বরূপ জানাইয়াছেন,—

"অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তা'র মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

"প্রোজ্ঝিত-শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন,—"'প্র'-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।"

ভগবান্ সনাতনধর্ম্ম-স্থাপনের নিমিত্ত এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে যুগে যুগে আবির্ভূত হন। শ্রীগীতায় ভগবান্ নিজেই নিজের আবির্ভাবের কারণ জানাইয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখনই ভগবান্ বা ভগবানের নিজজন আবির্ভূত হন। তিনি সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপন করেন। কৈতবরহিত ভাগবতধর্ম্ম অহৈতুকী ভক্তি শিক্ষা দেয়। অহৈতুকী ভক্তিই প্রত্যেক জীবাত্মার নিত্যা বৃত্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশিক্ষাষ্টকে শুদ্ধভক্তি-লাভেচ্ছুগণের জন্য এরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥
"ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা-সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে, কৃষ্ণ কৃপা করি॥"

(চৈঃ চঃ-অন্ত্য ২০।৩০)

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং
নাপনেতুম্।
রম্যারামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

(শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্র ৪)

হে হরে! আমি বিষয়সুখভোগের জন্য অথবা গুরুতর কুম্ভীপাক কিংবা অন্য নরক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, কিংবা নন্দনবনে সুরকামিনীগণের সুকোমল তনুলতাসমূহে বিহার করিবার জন্যও তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না; কিন্তু, প্রতি জন্মে হৃদয়-মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করিব।

শুদ্ধভক্ত ভগবানের নিকট ভগবৎসেবা-ছাড়া আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। শ্রীভগবৎপাদপদ্মই তাঁহার সর্ব্বস্ব। তাই মহাজন বলিয়াছেন,—

"আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে।

ভক্তগণ বলেন—হে প্রভো, তোমার সেবা অর্থাৎ তাহা ব্যতীত আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। শরণাগত ভক্ত প্রার্থনা করেন,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশা
তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন
ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

হে ভগবন্! আমি কামাদি রিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি; তথাপি, আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না, লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হইল না; হে যদুপতে! সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি; তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া শিষ্য বলেন, শিষ্য কৃষ্ণকে ডাকেন,—'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার নিত্যদাস, আমি অণুচৈতন্য, তুমি বিভুচৈতন্য, আমার নিত্যপ্রভু; আমি যেন তোমার সেবা নিত্যকাল করিতে পারি।" জীবমাত্রেই জীবশক্তি হইতে উদ্ভূত ও ভগবানের অণু অংশ। ভগবান্ জীবের স্বরূপ গীতায় নিজমুখে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ
সনাতনঃ।"

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ অণুচৈতন্য জীবমাত্রের ধর্ম যে ভগবদ্ভক্তি, তাহা শিক্ষা দিয়া বলিয়াছেন,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক ব্যবধান(জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতি)-রহিত হইয়া, ভক্তিময় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তমরূপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রানু-শীলন সার্থক হইয়াছে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন,—"আদৌ অর্পিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত, ন তু কৃত্বা সতী পশ্চাৎ অর্প্যেত।" অর্থাৎ অগ্রে আত্মনিবেদন করিয়া নবধা ভক্তি যাজন করিতে হইবে; কিন্তু, ভক্তি যাজন করিয়া পশ্চাৎ অর্পণ নহে। নবধা ভক্তির এক এক অঙ্গ যাজনের দ্বারাই এক একজন পার্ষদ ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন।

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ
কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ
পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ
সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং
পরা॥"

(ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ ২ ১২৯)

শ্রীপরীক্ষিৎ রাজা শ্রীবিষ্ণুর কথা-শ্রবণে, শুকদেব তৎকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদঙ্ঘ্রি-সেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রূর তদভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান্ তদ্দাস্যে, অর্জ্জুন তদীয় সখ্যে এবং বলি তচ্চরণে সর্ব্বস্ব দান ও আত্ম-নিবেদনদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতা হিরণ্য-কশিপুর নিকট বলিয়াছিলেন,- "আপনি বুদ্ধি

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

পরিত্যাগ করিয়া নিজের স্বরূপ অবগত হউন। আপনি স্বরূপতঃ যাঁহার সেবক, আমিও তাঁহারই সেবক। আপনার আত্মাও যাহা, আমার আত্মাও তাহা। সুতরাং আপনি আমাকে ভেদবুদ্ধি করিবেন না। আপনি দেহ-ভেদকে আত্মবুদ্ধি করিবেন না। দেহ ও মন কিছু দেহী জীব নহে। উহারা আমাদের নিজ দেহের আবরণ মাত্র। দেহেরই বিনাশ ও সৃষ্টি হইয়া থাকে। আত্মার সৃষ্টি বা বিনাশ নাই।" আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

মানুষ যেরূপ জীর্ণ বস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্রসমূহ গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী জীবও জীর্ণ শরীরসমূহ পরিত্যাগ করত অপর নূতন নূতন দেহ ধারণ করে।

হিরণ্যকশিপু অর্থাৎ কনক ও কামিনীতে আসক্ত ব্যক্তি প্রহ্লাদ অর্থাৎ যিনি বিষ্ণুর প্রকৃষ্টরূপে আহ্লাদ বিধান করেন, তাঁহার উপর অত্যাচার করে। হিরণ্যকশিপুর ন্যায় অহঙ্কারী ব্যক্তিগণ ভোগবাসনায় চালিত বলিয়া নির্মৎসর অকিঞ্চন বৈষ্ণবকে সকল প্রতিষ্ঠার বাধক জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি দ্বেষ করে এবং তদ্দ্বারা বিনষ্ট হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ বিষ্ণুর সর্বান্তর্যামিত্ব ও সর্বব্যাপকত্ব সহজেই উপলব্ধি করেন; কিন্তু হিরণ্যকশিপু তাহার সমস্ত মেধা, পাণ্ডিত্য ও বলের দ্বারা ভগবান্‌কে বুঝিতে বা মাপিতে পারে নাই। ভগবান্‌কে কোন প্রাকৃত বলের দ্বারা লাভ করা যায় না। কেবল ভক্ত-কৃপার দ্বারাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লাভ হয়।

সনাতনধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম স্বয়ং ভগবৎ-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগবতধর্ম্ম সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীত। তাহা ঋষিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ, অসুর, মনুষ্যাদি কিংবা, বিদ্যাধর চারণ প্রভৃতি কেহই জানে না অর্থাৎ ভগবান্ যদি নিজে কৃপা করিয়া তাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ না করেন, তবে কেহই আধ্যাত্মিক কোন যোগ্যতা দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মের সন্ধান পাইতে পারে না।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

এই পরমাত্মতত্ত্বকে বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্যদ্বারা জানা যায় না। যখন আমরা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করেন, তখন তাঁহার নিকট সেই পরমাত্মা স্বপ্রকাশ তত্ত্ব প্রকটিত করিয়া থাকেন। তখনই জীব ভগবৎকর্ত্তৃক আত্মসাৎকৃত হইয়া ভাগবতধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন।

সার্ব্বভৌম-উদ্ধার

——•::(•)::•——

শ্রীগৌরসুন্দর কাটোয়ায় সন্ন্যাসলীলা-প্রকাশের পর সপার্ষদ শ্রীনীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে কমলপুরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার দণ্ড ভঙ্গ করিলে তিনি বাহিরে ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়া সেখান হইতে একাকী শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলেন। শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়াই তিনি জগন্নাথের নিকট প্রেমবিহ্বল-চিত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার মহিমা-অনভিজ্ঞ শ্রীজগন্নাথের সেবক পড়িছা তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এমন সময় রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত ভারতের তাৎকালিক অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক অধ্যাপক শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই অবস্থা দেখিয়া পড়িছাকে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিতে নিষেধ করিলেন এবং তাঁহার ঐরূপ অবস্থাকে কৃষ্ণ-প্রেমবিকার বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তথায় সেবাশুশ্রূষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাহ্য চেতন ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহার সমস্ত পরিচয় অবগত হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের নাম, পরিচয় এবং তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কৃষ্ণ-ভক্তির কথা জানিয়া আপাততঃ সন্তোষ প্রকাশ করিলেও চব্বিশ বৎসর বয়সে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ-কার্য্য নীতিবিগর্হিত হইয়াছে, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত গোপীনাথ আচার্য্যকে জানাইলেন। 'শ্রীচৈতন্যদেবের সব কিছুই প্রশংসনীয় হইলেও তাঁহার এই অল্প বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ এবং বৃদ্ধা মাতা ও দুঃখী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করা কিছুতেই প্রশংসনীয় হয় নাই। কারণ, শাস্ত্র বলেন 'পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ।' শাস্ত্রের বিধান অনুসারে পঞ্চাশবৎসরে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসকল স্থির হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পতনাশঙ্কা থাকে না। আর বৃদ্ধা মাতা ও যুবতী ভার্য্যা, তাহাদিগের জীবন ধারণের কোনরূপ উপায়-বিধান না করিয়া সন্ন্যাস করা কিছুতেই ধর্ম্মসঙ্গত নয়—ইহাই তাঁহার বিচার হইয়াছিল। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বেদান্ত পড়াইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের শুভেচ্ছা দেখিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার কৌশল বিস্তার করিলেন। তিনি সাত দিন সার্ব্বভৌমের নিকট বেদান্ত শ্রবণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুই বলিলেন না। সাত দিনের পর সার্ব্বভৌম নিজে ব্যাখ্যার বোধগম্যতা জানিতে চাহিলে শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—"আপনি শঙ্করের মত অবলম্বন করিয়া লক্ষণা-বৃত্তির দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আপনি অভিধা-বৃত্তির দ্বারা কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। সুতরাং আপনার কৃত ব্যাখ্যা যথার্থ নহে।"

পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো"-শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। সার্ব্বভৌমের অনুরোধে মহাপ্রভু তাঁহার কোন ব্যাখ্যা স্পর্শ না করিয়া ঐ শ্লোকের আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ প্রেমবিকার দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর নিকট শরণাগত হইলেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বরূপতঃ জানিতে পারিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজ ষড়্ভুজমূর্ত্তি দেখাইলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নিজের অভিমানবশতঃ যে মহাপ্রভুকে বেদোপদেশ দিতে গিয়াছিলেন, তজ্জন্য লজ্জিত হইলেন। তিনি মহাপ্রভুর নিকট নিজের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। প্রাকৃত পাণ্ডিত্য ও নীতিতে বৃহস্পতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অপ্রাকৃত ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য বুঝিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয় করিলেন। যিনি পূর্ব্বে প্রাকৃত বিদ্যাবলে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেন, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় দীনাতিদীন হইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণের কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ কুলীন বলিয়া অভিমান করিত। সে আধ্যক্ষিক বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোজনলীলা দর্শন করিতে গিয়া অপরাধী হইয়াছিল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার গৃহিণী শ্রীগৌরসুন্দরকে নিমন্ত্রণ করিয়া উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোজন করাইতেছিলেন। অমোঘ পাছে মহাপ্রভুর ভোজনের ব্যাঘাত করে, সেজন্য তিনি লগুড় হস্তে মহাপ্রভুর ভোজন-গৃহের দ্বারে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর নৈবেদ্য আনিবার জন্য রন্ধনশালায় গেলে অমোঘ হঠাৎ আসিয়া শ্রীমহাপ্রভুর ভোজন দর্শন করিয়া 'সন্ন্যাসী এত খায়' এরূপ বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। কোনরূপে মহাপ্রভুর ভোজন সমাপ্ত হইলে পর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার গৃহিণী উপবাসী রহিলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর নিন্দক অমোঘের মুখ দর্শন করিলেন না এবং তাঁহার কন্যা ষাঠী বিধবা হউক বলিয়া অভিসম্পাত দিলেন। সেই রাত্রেই অমোঘের বিষ্ণু-বৈষ্ণব-অপরাধফলে বিসূচিকা-ব্যাধি হইল। এদিকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সপরিবারে উপবাস এবং অমোঘের ব্যাধির কথা মহাপ্রভুর কর্ণে পৌঁছিলে তিনি স্বয়ং তাঁহাদের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন এবং অমোঘের মৃত্যু-শয্যার নিকট গিয়া উপবেশন করিলেন। অমোঘ নিজের অপরাধ-জন্য অনুতপ্ত হইয়া মহাপ্রভুর চরণে ক্ষমা-ভিক্ষা করিলেন। মহাপ্রভু অমোঘকে ক্ষমা করিলেন এবং মৎসরতা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্গে হরিভজন করিতে বলিলেন।

অকিঞ্চনতা বা শরণাগতিই শুচিতা আর মাৎসর্য্য, দম্ভ ও অহঙ্কারই অশুচিতা। অমোঘ কুলীন ব্রাহ্মণাভিমানী হইয়াও মহাপ্রভুর নিন্দা করায় চণ্ডাল-তুল্য হইয়াছিল। তাহাকে পতিত বলিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাই কথায় বলে,—'শুচি হ'য়ে মুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ত্যজে। মুচি হ'য়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে॥' যাহারা ভক্তিনীতিকে স্বীকার করে না, যাহারা জড় দেহমনের অহঙ্কারে বিষ্ণুবৈষ্ণবের নিন্দা করে, তাহারা জগতে যত বড়ই হউন না কেন, তাহারা পতিত। যাহারা ভক্ত-ভাগবতের নিকট অপরাধী, তাহারা কখনও ভগবানের কৃপা পাইতে পারে না।

মৌষল-প্রসঙ্গ

——::•(::•::)•::——

ব্রাহ্মণ ও ভক্ত নারদাদি ঋষিগণের প্রতি যদুকুমারগণের অবিনীত ব্যবহার কৃষ্ণানুগত্যের বিরুদ্ধ। যদিও প্রাকৃতসহজিয়াগণ আপনাদিগকে কৃষ্ণের 'স্বজন' জ্ঞান করেন, তথাপি পরম দয়াময় কৃষ্ণ তাঁহাদের বিনাশসাধনে সঙ্কুচিত নহেন অর্থাৎ তাঁহাদের কোন সেবাই গ্রহণ করেন না। যদুকুমারগণের কপটতা 'বিনীতবৎ' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা দুর্ব্বিনীত।

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ঋষি প্রভৃতি নির্ব্বোধ কৃষ্ণসংক্রান্ত বাদে বস্তুতঃ অনভিজ্ঞ, মূর্খ, বঞ্চনায় তৎপর—এই বিশ্বাসে জাম্ববতীর পুত্র শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া বৈষ্ণবসমাজকে উপহাস করিবার প্রয়াস যে বৈষ্ণবাপরাধ—ইহা জানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় ভগবৎপার্ষদ শাম্ব যদুকুল-সংহারের কারণ হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানকালেও গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজে কপটতার আশ্রয়ে স্ত্রীবেশ ধারণ পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের যে দুশ্চেষ্টা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অপরাধেরই অন্তর্গত এবং বৈষ্ণববিদ্বেষবশে নিজের হরিসেবা লোপ করিবার প্রধান আয়োজন—এবং প্রদর্শনকল্পে শ্রীকৃষ্ণলীলায় পুরুষের স্ত্রীবেশ ধারণ, উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তগণকে বঞ্চন ও উপহাস করা। কালের প্রভাবে গৌরাঙ্গস্বরূপ সম্বন্ধের ভাবী অবস্থা লক্ষ্য করিয়া পার্ষদের দ্বারা জীবের মঙ্গলসাধনের জন্য এই লীলা দেখাইয়াছেন।

ধ্রুব, শঙ্খ, কলাপতিক ও বিশাখা বা বজ্রলেখা এই দোষচতুষ্টয় ভক্তকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু যদুকুমারগণ মানবের দুর্ভাগ্য ও অমঙ্গল জানাইবার জন্য অপ্রকট-কালের পূর্ব্বে ভগবদ্ভক্তের ঐপ্রকার বাধক হইবার যোগ্যতা আছে—ইহা জানাইতে গিয়া যে নিজের ঐরূপ আত্মসংহার ছলনা করিলেন, তাহাতে মুনিগণ কুপিত হইয়া বৈষ্ণবগণকে মূর্খ, অনভিজ্ঞ, বঞ্চচাতুরী

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

দুর্নীতি অসৎবর্ত প্রভৃতি জ্ঞান করার দায়িত্বতা আকস্মিক বলিয়া জানাইলেন। যেরূপ অভক্তিপ্রচারকগণ বিদ্ধভক্তগণের দুর্বৃত্তিবেকে 'ভক্তি' বলিয়া প্রচলন করা অমঙ্গলের হেতু বলিয়া জানাইয়া দেন, সেইরূপ মায়াবাদি ঋষিগণ কপট ও অভিমানী যদুনন্দনকে মুক্ত, মুক্তাত্ম প্রভৃতি সম্বোধন করিলেন এবং বলিলেন—এই মিথ্যাপন্থী তোমাদের কুলনাশন মুষল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তোমরা বিদ্ধ গৌড়ীয়ভক্ত-মাত্রাধারী প্রেমভক্তির উদ্বন্ধতা কপট করিয়া দেখান। শ্রীবেদের অন্তর্নিহিত শুদ্ধভক্তির অবর্দ্ধমানতা জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং মুষলের দ্বারা বিদ্ধভক্ত-কুলনাশন হইবে—ইহা জানাইয়াছিলেন।

যদুনন্দনগণ নারদাদি বৈষ্ণবের বাক্যে অভিভূত হইয়া উদ্ধতভাবে উপহাস করিয়া দেখিলেন যে, বৈষ্ণবাপরাধের কারণরূপ কপটতাই কুলনাশন মুষল হইয়াছে। এই আদর্শে বিদ্ধসমাজে কপটতা নামক মুষল কখনও ভক্তের সমাজে শান্তিবিধান করিতে পারিবে না; পরন্তু অভক্তি নিরত ও সেইরূপ অপসম্প্রদায়ের অবিবেচনা সর্বদাই ধ্বংসসাধন করিবার আকর হইতে পারেন। ঐ হাতের কৃষ্ণকায়োর অর্থ বধ হয়, সুতরাং যাহাতে কপটতা সমুদ্রে ধারণ করে এবং ছড়াইয়া না পড়ে, তাহা হইলে আর লোকে কপটতা ধরিতে পারিবে না, এরূপ পরামর্শ করেন। কিন্তু এইরূপ পরামর্শ করিয়াও উহারা তাঁহাদের বৈষ্ণবাপরাধ-নিবন্ধন তাঁহাদের কুল রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সত্যধর্ম-সংরক্ষণার্থ কপটাশ্রিত বাকচতুরের নীতিদর্শনকারী অপরাধ নাশ করিবার মানসে অভিশাপ অবিচলিত রাখিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলার অপ্রকটকালে সেইরূপ মহান্ দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইবে, তাহার ইঙ্গিত প্রদান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত নানাপ্রকার উপদেশদ্বারা জীবকুলের কাপট্য-অপরাধের বিনাশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অধিষ্ঠ কলিকে জন্মগ্রহণ করাইয়া নিজ কুলসংহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরও তদ্রূপ ত্রয়োদশপ্রকার এবং তাদৃশ বহুপ্রকার অপসম্প্রদায়ের গৌরস্থলবত্তেব গৌরবংশ-বিধ্যাভিমানী জনগণকে সংহার করিবার জন্য বিভিন্ন মায়াবাদ ও কপটবাদে জগৎ প্লাবিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আবার তিনি নিজ জনগণকে কপটীজনগণের বিদ্ধভক্তির সহিত পৃথক্ থাকিবার জন্যও ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের যেরূপ রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শ্রীগৌরভক্তগণ আলোচনা করিয়া বিষ্ণুদেবকে প্রাকৃত জ্ঞান করিবেন না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(:০:)::——

ভগবানের নাম-সেবা, ধাম-সেবা ও কাম-সেবা এ'তিনে যাঁ'রা যোগদান করেন, তাঁ'রাই জগতের বরেণ্য। নাম-সেবা ব্যতীত জীব মাত্রেরই প্রাপঞ্চিক বিচার হ'তে উদ্ধার-লাভের উপায় নাই। নাম-সেবার ফলে মানবজগৎ সকল কু-সংস্কারের হাত হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে কৃষ্ণকাম-সেবায় প্রতিষ্ঠিত হন। ধাম-সেবা হ'তে মায়াবাদ অর্থাৎ আমি প্রভু, ঈশ্বর, ভগবানের নিত্যনাম-রূপ-গুণ-লীলা-স্বরূপবৈভবাদি নেই'—এই ভীষণ অসৎ-মতবাদের কবল হ'তে উদ্ধার লাভ করা যায়, আর কৃষ্ণ কাম-সেবা হ'তে নিজের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষরূপ ভীষণ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—নশ্বর কাম হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবার কামসংশ্লিষ্ট সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

ধামসেবা হ'লে শ্রীনাম সেবা হ'বে, শ্রীনামসেবা হ'লে কৃষ্ণকাম সেবা লাভ হ'বে। ধামে যাঁ'র সম্বন্ধ স্থাপন হ'য়েছে, তাঁ'র প্রাণে বস্তু—আত্মসম্বন্ধ বিদূরিত হয়। ধামে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে শ্রীনাম-সেবারূপ অভিধেয় অভ্যাসকালমধ্যেই কৃষ্ণকামরূপ প্রয়োজন লাভ করার ইহাই মানব-জীবনের একমাত্র প্রয়োজনতত্ত্ব। একমাত্র বৈকুণ্ঠ নাম কৃপা ক'রে বহু-জগতে আগমন ক'রেছেন। এই নাম যাঁ'র উপর আশ্রিত, তাহা—শ্রীধাম। এই ধামের সেবার দ্বারা আমাদের নামসেবা বা কৃষ্ণকাম সেবা লাভ হয়। শ্রীধামের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নামসেবার ছলনা কখনও কৃষ্ণকাম-সেবারূপ প্রয়োজন প্রদান করে না।

স্থূলশরীর ধারণ ক'র্ত্তে গিয়ে ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে যে-সকল ইতর বাসনার উদয় হ'য়েছে—সূক্ষ্ম শরীর ধারণ ক'র্ত্তে গিয়ে ভগবৎসেবা-চেষ্টায় উদাসীন হ'য়ে যে-সকল মনোধর্ম চালিত বিপরীত পথে ধাবিত হ'চ্ছি, সেই মুখটী উল্টে যায়, যদি আমাদের কৃষ্ণকাম-সেবায় রতি উদিত হয়; সেই কৃষ্ণকাম-সেবা আবার লাভ হয়, যদি আমরা ধাম-সেবা করি।

'ধাম'-অর্থে—রশ্মি, প্রভাব, তেজঃ, গৃহ, স্থান, শরীর, জন্ম প্রভৃতি। বিবর্ত্তচিন্মূর্ত্তিতে যেখানে আত্মহিংসা, মৎসরতা ও নশ্বরতা নাই, যাহা নিত্য বাসস্থল, তাহাই শ্রীধাম। সেই শ্রীধামে শ্রীচৈতন্যদেব উদিত হ'য়ে জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট ক'রেছেন।

বিবিধ সংবাদ

বাটিকার্ত্তদের ভূমিরাজস্ব মকুব

একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, সাম্প্রতিক বাটিকার ফলে যে সকল সম্পত্তির অনিষ্ট হইয়াছে, তৎসম্পর্কে ভূমিরাজস্ব ও কর মকুব ও উহার আদায় স্থগিত রাখার জন্য মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার কালেক্টারগণকে প্রস্তাব দাখিল করিতে বলা হইয়াছে এবং গভর্ণমেন্ট আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত কালেক্টারগণকে এই সকল সম্পত্তির দরুণ প্রাপ্য বাকী ভূমিরাজস্ব ও কর আদায়ের জন্য কোনরূপ পীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। জমিদারগণ গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে এইরূপ সুবিধা পাইলে তাঁহাদেরও প্রজাদিগকেও অনুরূপ সুবিধা দিতে হইবে।

সরকারের ক্রয় বিভাগের কন্ট্রোলার

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার চট্টগ্রাম শাখার ম্যানেজার মিঃ এ ম্যাকইনস বাঙ্গলা সরকারের ক্রয় বিভাগের কন্ট্রোলার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এই পদ গ্রহণের জন্য কলিকাতা রওনা হইয়াছেন।

পাঞ্জাবে নূতন মন্ত্রী-সভা

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, স্যার সেকান্দার হায়াত খাঁর মন্ত্রী-সভার মন্ত্রিগণ একযোগে পদত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর পাঞ্জাবের গভর্ণর বাহাদুর মালিক খিজির হায়াত খাঁ তিওয়ানাকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন এবং নূতন মন্ত্রী-সভা গঠন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। মালিক খিজির হায়াত খাঁ এই আমন্ত্রণে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন

ইউ-পির গত ১৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, আগামী ৮ই মার্চ হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

কেন্দ্রীয় আইন সভা বাতিলের সুপারিশ

ইউ-পির এক সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় আইনসভা বাতিল করিয়া বড়লাট কর্তৃক শাসনকার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণের সুপারিশ করিয়া মুসলেমার হাজী ইসমাইল খান যে প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দিয়াছিলেন, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের প্রেসিডেন্ট তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

বন্যার্ত্তদের সাহায্য

এ, পি'র এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতের হাই কমিশনার স্যার আজিজুল হক বাঙ্গলার গভর্ণরের নিকট এক তার করিয়া জানাইয়াছেন যে, বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য তাঁহার (স্যার আজিজুল) আবেদনক্রমে এপর্য্যন্ত লক্ষাধিক টাকা পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় গভর্ণরের বন্যা সাহায্য তহবিলে এপর্য্যন্ত ৪,৫১,৬৫৩৵১ পাই সংগৃহীত হইয়াছে।

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন

আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার, কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজ হলে উড়িষ্যা ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে

বাঙ্গলায় আর একজন মন্ত্রী

এ, পি গত ১৭ই জানুয়ারীর ঢাকের হাল বদলের সংবাদে বাঙ্গলার মন্ত্রিগণ প্রদেশের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে আরও একটি মন্ত্রিপদ সৃষ্টির বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন

কবিরাজ মণিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের
[illegible] পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় শরীরধারীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। ত্বরায় উহার কার্য্য ক্রিয়া অত্যাশ্চর্য্যকর। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৷৵৹ একটাকা দশ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—
৩১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীরমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ — মায়াপুর, গৌরাব্দ ৪৯৬ : ৬ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৮৯ : ২০শে জানুয়ারী, ইং ১৯৮৩, শনিবার — ২৫৫ তম সংখ্যা

ভক্তির আরম্ভই হয় না যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আত্মবিচারে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণাশক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহই গুরুপাদপদ্ম।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ মাঘ, অব্দ শ্রীযোগপীঠ, গৌরাব্দ ৪৯৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

কৃপাছাড়া গতি নাই, সাধু ব্যতীত কৃষ্ণকৃপার পৃথক্ পাত্র নাই। ভগবৎকৃপামূর্ত্তি সাধুকে বাদ দিয়া কেহ কখনও কৃষ্ণসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। সেই সাধুগণের অগ্রণী বা সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যকাল শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রেমবাধ্য। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণপ্রেমে নিত্যধনী। তাঁহার বস্তু একমাত্র তিনিই অপরকে দিতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার নিজ সেবকগণের সেবা করিলেই শ্রীগৌরসুন্দর জীবকে কৃপা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নহে। অতএব কৃষ্ণভজন ব্যতীত কার্য্যান্তররহিত, আর কৃষ্ণও তাঁহার সেবকের সেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সকল সেবা শ্রীগুরুদেব-কর্ত্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়।" শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ভগবান্ ও একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানিতে না পারিলে কৃষ্ণসাক্ষাৎকার সুদূরপরাহত।

—————

সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তন করিলে সর্ব্বানর্থ নিবৃত্ত হয়। শ্রদ্ধার সহিত হরিকথামৃত পান করিলে জীবহৃদয় শুদ্ধ হয় এবং তাহাতে কৃষ্ণ স্বীয় আসন রচনা করেন। গঙ্গাস্নান ও হরিকথামৃতপানে জীব কৃষ্ণসেবা-যোগ্যতা লাভ করে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"এক নদী তোমার অমৃতকথামৃত।
আর নদী পদনীর বহে গঙ্গা হই'।
তিনলোক-পাপ হরে তোমার শকতি।
দুই তীর্থে স্নান করে যত মহামতি।
ভক্তিযোগে স্নান করি' এক তীর্থজলে।
অন্যদে আর তীর্থে স্নান পান করে।
এইরূপে দুই তীর্থে করে স্নান-পান।
মহাভাগবত হয় বিনা গেয়ান।"

একমাত্র ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত ও জীব বস্তুই সত্যসনাতন। দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় বস্তু অপজ্ঞাননিবন্ধন দেহাদিযুক্ত বর্ণাশ্রমাদি ভেদ, বর্ণাদি কর্ম্মফল ও কর্ম্মসমূহ স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের বিষয়সমূহের ন্যায় বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত ভক্তির আশ্রয়ে বদ্ধ জীবের ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত বদ্ধ জীব বিষয়স্বর্গে সত্যই দৃষ্ট হয়, তথাপি বস্তুতঃ তাহার ঐ জাগরণ স্বপ্নদৃষ্ট জাগরণের ন্যায় অসত্যই হইয়া থাকে। অন্যজ্ঞান কৃষ্ণ ব্যতীত ইতর বস্তু যাহারা জীবগণ বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না, তাহারা গৃহেতর বস্তুর স্থানকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায় জানিয়া জীবন্মুক্তাভিমানী; কিন্তু তাহাদের সেই অভিমান স্বপ্নবৎ মিথ্যা। স্বপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টার যেরূপ জাগরণের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা স্বপ্নাবস্থাই মাত্র, তদ্রূপ এই 'জ্ঞান, এই মন'-বিচারপরায়ণ জীবগণের মুক্তাভিমান হইলেও সেই অভিমানে তাহারা নিত্যকাল অবস্থিত হইতে পারে না, মধ্যে মধ্যে তাহাদের জড় দেহাভিমান দৃষ্ট হয়। স্বপ্নকালে দৃষ্ট বস্তুর কর্ত্তৃত্ব যেরূপ জাগরণকালে আর থাকে না, তদ্রূপ প্রকৃত জীবন্মুক্তাবস্থায় দেহাভিমানাশ্রিত বর্ণাশ্রমাদি, বর্ণাদি-ভোগ ও অন্যান্য সকল অবস্থা প্রতীত হয় না।

জীবের তিনটী অবস্থা—জাগরণ, স্বপ্ন সুষুপ্তি। জাগ্রত অবস্থায় স্থূলদেহগত ইন্দ্রিয় সকল কালধর্ম্মবশে পরিচালিত হইয়া থাকে, আর সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মপরবিচারজাত দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভাব লুপ্ত হয়। কিন্তু যাঁহাদের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহারা উপরি-উক্ত অবস্থাত্রয়ের অধীন না হওয়া মন, বুদ্ধি ও অহংকারজাত ভেদবুদ্ধিরহিত হইয়া ভগবৎসেবার—আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হন। জীবের জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয় বাস্তব সত্য নহে; কেবল তাৎকালিক প্রতীতি মাত্র। যেকাল পর্য্যন্ত জীব চিচ্ছক্তির ও অনুচিতের নিত্যচেতনবিলাস উপলব্ধি না করে, সে কাল পর্য্যন্ত জড় ভোগ-ত্যাগময় বিচার তাহার হৃদয়কে অধিকার করে। কিন্তু ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি উদয় হইলে জীবের ভোগের বা ত্যাগের প্রবৃত্তি নষ্ট হয়, নিত্যসেবন-ধর্ম উদিত হয়। বাহ্য জগতের ভোগত্যাগ-চিন্তা নিবৃত্ত হইলে জীব অকৈতব-চিন্তা-রহিত হইয়া ভগবৎ সেবাসুখের অনুসন্ধান করেন। ভগবদ্ভক্তগণের বহির্জগতের অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য থাকে না। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ নিত্য আত্মবৃত্তিতে অবস্থিত থাকিয়া নশ্বর দেহ, চঞ্চল মন ও বুদ্ধিকে প্রাকৃত জানিয়া সর্ব্বদা অপ্রাকৃত বিচারে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন। ভগবান্ নিত্যকাল একমাত্র সর্ব্ব রসের বিষয়। ভগবদ্ভক্ত নিত্য ভগবদাশ্রিত। ভগবদাশ্রিত উপলব্ধি-অবস্থায় তাঁহাদের দেহ-গোপায় থাকিলেও এবং দেহ প্রাণের উপযোগী ক্রিয়া দৃষ্ট হইলেও দেহ-প্রাণাদি-সম্বন্ধীয় ভোগবুদ্ধি তাঁহাদের থাকে না। তাঁহারা জাগ্রত অবস্থাকেও অকিঞ্চন স্বপ্ন ও সুষুপ্তিসহ সমান জ্ঞান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"জাগরণ-অবস্থায় স্বপ্নদর্শনের প্রতীতি থাকিলেও তাহার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধ হয়। সেইরূপ দেহের বর্ত্তমানতায়ও স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় মুক্ত ব্যক্তির নিজ দেহের উপলব্ধি না থাকিলেও আপনাকে দেহস্থিত বলিয়া মনে হয়। সুখ-দুঃখের বিচারে দ্রষ্টা সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞ। জাগরকালে সুখ-দুঃখের অনিত্যতা বা নশ্বরতা উপলব্ধি হয়, আবার স্বপ্নে দ্রষ্টার নশ্বরতা ও দৃশ্যের অসত্তা সাক্ষাৎ হয়।"

ভগবদ্ভক্ত ত্রিগুণাত্মক কোন কার্য্যের দ্বারা বাধ্য হন না। দেহগত শয়ন, উপবেশন, স্নান, ভোজন, আলাপ প্রভৃতি কার্য্যে তিনি কখনও বাধ্য থাকেন না। আবার ভগবদ্ভক্তের শয়ন-ভোজনাদি ব্যাপার কখনও অভক্তের কার্য্যাবলীর ন্যায় অভ্যুদয়ের সাধক নহে। ভগবদ্ভক্ত সেই সেই কার্য্যে ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তের যাবতীয় কার্য্য ভগবৎপ্রীতিবর্দ্ধক ভগবৎসেবা-পরিপোষক।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

অকিঞ্চনতা

———::(৩)::———

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনন্ত সেবাবৈভবে বৈভবশালীই অকিঞ্চন। নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাকার্য্যে তদীয় অযোগ্যতম সেবক উপলব্ধি অকিঞ্চনতা। অকিঞ্চনতাই স্বরূপের রূপ—স্বরূপের সৌন্দর্য্য। সেই স্বরূপের রূপশোভায় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণও মুগ্ধ—বশীভূত হন। অকিঞ্চনতা ছাড়া স্বরূপ কুরূপ—সৌন্দর্য্যহীনতা। অকিঞ্চনতা, শরণাগতি বা দীনতা না থাকিলে গুরুকৃষ্ণের সেবাবৈভব উপলব্ধি বিষয় হয় না। অকিঞ্চন শরণাগতের কেহ না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ আছেন। অকিঞ্চনের 'আমি এ জগতের কেহ নহি; আমি গুরুকৃষ্ণের অযোগ্যতম নিত্যদাসানুদাস'—এই অভিমান আছে। ইহা শুদ্ধ চিদহঙ্কার। প্রত্যেক বদ্ধ চেতনেরই এই শুদ্ধ অহঙ্কার আছে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা তৃণাদপি সুনীচতা। অকিঞ্চন গুরুকৃষ্ণের কৃপার প্রতি নির্ভরশীল। নিজের যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার থাকিলে তাঁহাদের অহৈতুকী করুণার উপর নির্ভর করা যায় না। অহৈতুকী কৃপা যখন তখন যে কোন ব্যক্তির উপর হইতে পারে। কৃপালাভের উপায় নিজের বলবুদ্ধি, যোগ্যতা-অযোগ্যতার উপর নির্ভর না করিয়া বা অপরের প্রতি কোন ভরসা না রাখিয়া কেবল কৃপার উপর নির্ভর করিয়া কৃপালাভের জন্যই সাধন প্রাণপণে করিতে হইবে। সাধন কায়, মন ও বাক্যে সতত শরণ হইয়া থাকা। কেবল দৈন্য, আর্ত্তি-প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনমুখে গুরুকৃষ্ণের প্রীতিবিধায়িনী সেবায় সতত যুক্ত থাকাই কৃপাপ্রার্থী অকিঞ্চনের একমাত্র কৃত্য। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—এই বাণীর প্রতি সুদৃঢ়বিশ্বাস হইয়া 'আমায় কৃপা কর' বলিয়া ব্যাকুল হওয়া ছাড়া আর অন্য কোন কৃত্য কৃপাপ্রার্থীর নাই। 'আমার কিছুই হইল না, আমি সেবা করিতে পারিলাম না' বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত অনুতাপবোধ হওয়াছে। গুরুবৈষ্ণবেরসেবা—শ্রীনামের সেবা করিতে পারিলাম না—ইহা সর্ব্বক্ষণ অন্তরে উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলতা না জাগিলে সুবিধা হইবে না। কৃপা পাইবার জন্য আমাদের সকলেরই ব্যাকুলতা থাকা দরকার। 'আমাকে কৃপা করিতে হইবে। অযোগ্য হইলেও আমি ত' তোমারই, সুতরাং তোমার কৃপাই একমাত্র ভরসা'—এই বলিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা ও শরণাগতি হওয়া প্রয়োজন। এই প্রার্থনায় কোনপ্রকার আলস্য, জাড্য প্রভৃতি আসিলে তাহা মহাবাধক। কৃপা-প্রার্থনায় আলস্য বা শিথিলতা পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুর্ভাগ্যেরই পরিচয়। কৃপাপ্রার্থনায় শ্রীপাদপদ্মে কৃপা ভিক্ষা না করিলে চেতন পুনরায় মায়াদ্বারা অধিকতর আবৃত হইবে।

শুদ্ধসেবক অকিঞ্চন। তাঁহার এ জগতের কোন কিছু সম্বল নাই। অকিঞ্চন-অর্থে ত্যাগী নহে, সসাগরা ধরায় অধিপতি হইলেও শুদ্ধসেবক অকিঞ্চন। 'আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই। এই বিচার যাঁহার হইয়াছে, তিনিই অকিঞ্চন, শুদ্ধসেবক। অকিঞ্চনের 'কিছু' অর্থাৎ কোন ক্ষুদ্র বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু নাই, তাঁহার পূর্ণ বস্তু—তিনি পরিপূর্ণ বস্তুর অভিলাষী। তিনি কোন ক্ষুদ্র অনিত্য বস্তুর প্রার্থী নহেন। অকিঞ্চন সেবকের অন্য কামনা নাই, কিন্তু সেবা-কামনা তাঁহার খুব প্রবল। সেরূপ কৃপা-প্রার্থনাও তাঁহার প্রাণ। অকিঞ্চন সেবক তৃণাদপি সুনীচ। তাঁহার কোন অভিমান নাই, জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অভিমান তিনি করেন না। অষ্টৈশ্বর্য্যযুক্ত হইলেও তিনি নিষ্কিঞ্চন, কাঙ্গাল। শরণাগত অকিঞ্চন প্রভুর কৃপার জন্য বড় কাতর, কৃপার জন্য তিনি কাতরভাবে কেবল সেবামুখে দিন যাপন করেন। তিনি বসিয়া শুইয়া কেবল চিন্তা করেন—'প্রভু আমাকে কবে কৃপা করিবেন! কবে আমাকে তাঁহার অতি অযোগ্য কিঙ্কররূপে গ্রহণ করিবেন, কবে আমি তাঁহার সেবা পাইব।' এ চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তাভাবনা শরণাগত অকিঞ্চনের থাকে না। নিজের ভরণপোষণের জন্য চিন্তা তাঁহার নাই। শুদ্ধ সেবক সতত নিজের সেবা-অযোগ্যতার কথা চিন্তা করেন ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পাবনত্বের কথা উপলব্ধি করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"অকিঞ্চন না হ'লে আত্মসমর্পণ হয় না। ভোগ্যবস্তুরূপে এ জগতের কোন কিছু বা কৃষ্ণেতর বিষয় যাঁ'র নাই, তিনি অকিঞ্চন; কৃষ্ণের সেবার জন্য অনন্তকোটি বৈভবশালীই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন না হ'লে সঙ্গে যাওয়া যায় না এবং তাঁ'রাও সঙ্গে নেন না। 'অকিঞ্চন' হওয়া মানে দীন-কাঙ্গাল, অমানি-মানদ হওয়া। অকিঞ্চনের অহঙ্কার নাই, অহঙ্কার নাই; কিন্তু শুদ্ধ অহঙ্কার আছে। অকিঞ্চন হ'তে বৈষ্ণবের সঙ্গে যেতে হ'বে, দক্ষিণা দিতে হ'বে। দক্ষিণা হ'চ্ছে—আত্মনিবেদন। যে আত্মনিবেদন করে না, কায়মনোবাক্য—এই তিনটীকে দক্ষিণা দেয় না, তাঁ'র গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের সঙ্গে যা'বার অধিকার হয় না, বৈষ্ণবগণ তাঁ'কে সঙ্গে যা'বার অধিকার দেন না। অকিঞ্চন না হ'লে, দর্শন, অনুসরণ, অনুগমন, অনুধাবন হ'বে না। অকিঞ্চন না হ'লে সঙ্গে নেবেন না। সর্ব্বস্ব হ'লে সব আপনা থেকেই স্ফূর্ত্তি পা'বে। অকিঞ্চন না হ'লে কেহ ধামের স্বরূপ জা'নতে পারে না। ভগবানকে দেখ্‌বার অধিকার যাঁ'র আছে, তিনিই অকিঞ্চন। ভগবান্ স্বয়ংরূপে তাঁ'র জিহ্বায় নৃত্য করেন। অকিঞ্চন সেবোন্মুখ। তাঁ'র ইন্দ্রিয়ে—চিদিন্দ্রিয়েই ভগবানের প্রকাশ হয়, বৈষ্ণবের শুশ্রূষাকারী অকিঞ্চন শরণাগত নিবেদিতাত্মা নিজের সেবোন্মুখ জিহ্বায় তিনি উদিত হন।"

—

সম্বন্ধ ও সুদর্শন

———::(৩০):: ———

চেতনের স্বভাবই এই যে, সে কাহাকেও প্রীতি না করিয়া বা কাহারও সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। ইহাই চেতনের ধর্ম্ম। প্রীতির পাত্র—সম্বন্ধস্থাপনের পাত্র একমাত্র শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব। বৃহচ্চেতনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অবস্থাই অণুচেতন জীবের স্বভাব ধর্ম্মের অবিকৃত অবস্থা, আর বৃহচ্চেতনের সংস্পর্শ বা সম্বন্ধ বাদ দিয়া অণুচেতনের যে পৃথক্‌ভাবে অপর অণুচেতনের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন, তাহাই জীবের স্বভাববিপর্য্যয়। জীবে জীবে বা জীবে জড়ে অর্থাৎ স্থূল আকারদর্শন থাকা পর্য্যন্ত,—স্বরূপদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত কখনই প্রকৃত প্রীতি হইতে পারে না। আবার ঐরূপ সম্বন্ধ মায়া-বন্ধনেরই কারণস্বরূপ হয়। বৃহচ্চেতন প্রতি—শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের প্রতি যে ভালবাসা, প্রীতি বা তাঁহাদের সঙ্গে যে সম্বন্ধ-স্থাপন, তাহাই ভক্তি। তাহাতে ভববন্ধন মোচিত হয়। চেতনসম্বন্ধী দর্শন—জড়সম্বন্ধী দর্শনের অভাবই জড়দর্শন—ভোগ্যদর্শন—কুদর্শন—আবরণদর্শন; আর নিজে চেতনের সহিত সম্বন্ধসূত্রে—ভালবাসা বা প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তদীয় সম্বন্ধে যে দর্শন, তাহাই সুদর্শন—সেব্যদর্শন—স্বরূপদর্শন। এই দর্শন একমাত্র সুদর্শন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাভাবেই লাভ হয়।

অপর জীবের সঙ্গে বা অপর বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধেই করিতে হইবে। অপরের সঙ্গে এইরূপ চেতন সম্বন্ধ যদি না হয়, তাহা হইলে সেখানে অপরের প্রতি জড়বুদ্ধি ভোগবুদ্ধি অনিবার্য্য। জগৎকে একমাত্র অধিতীয় ভোক্তা ভগবানেরই সেব্যোপকরণ জানিয়া জগতের সঙ্গে আদানপ্রদান করিতে হইবে। নতুবা জগৎ বঞ্চনা করিবে। জগতের প্রতি ভোগবুদ্ধি বা হেয়জ্ঞানে ত্যাগবুদ্ধি—দুই-ই অপ্রয়োজনীয়। অণুচেতনের জগৎ ভোগ করিবার বা জগৎ নষ্ট করিবার বা জগৎ ছাড়া হইবার অধিকার নাই। ভগবান্ সেব্যবস্তু; সেবকের ভোগ্যবস্তু সেব্য সেবকের ভোগ্য সেব্যবস্তু ভোগের নহে, ত্যাজ্যও নহে, আবার নিরপেক্ষতার পাত্রও নহে। জগতের বস্তু ভোগ বা ত্যাগ করিতে গেলে প্রত্যবায় আছে। আবার জগতের প্রতি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া জগৎসংস্পর্শশূন্য হওয়াও অসম্ভব। এইরূপ অবস্থায় সমাধান একমাত্র নিজে সেবক হইয়া সেব্যের সম্বন্ধে জগৎকে দর্শন ও তৎপ্রতি তদনুরূপ আচরণ। জগৎকে ভোগ্যদর্শন, ত্যাজ্যদর্শন বা তৎপ্রতি নিরপেক্ষভাব—সবই বাধা, কোনটীই স্বরূপদর্শন বা বাস্তবদর্শন নহে। জগতের ভগবদ্দীন-সেব্যদর্শনই জগতের স্বরূপদর্শন, তাহা হরিজনের বা বৃহচ্চেতনের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনের বাধা নহে, তাহা পরিপোষক। জগৎ-সংস্পর্শ ছাড়িতে পারা যায় না। তবে মহাজনগণ যে জগৎ-সংস্পর্শ ছাড়িতে উপদেশ করেন, তাহা জগতের বিরূপ-প্রতীতির সংস্পর্শত্যাগ বুঝিতে হইবে। যাঁহাতে সর্ব্বস্ব অবস্থিত, সেই বৃহচ্চেতন ভগবানকে হৃদয়স্থিত অনুভব করিতে পারিলে অচিৎ-দর্শন—ভোগ্যদর্শন অপসারিত হইবে। ভোগ্যদর্শনই জড়কাম, আর সেব্যদর্শনই প্রেম—প্রীতিসম্বন্ধ। মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে প্রাকৃত কামোখ দর্শন দূর হইয়া অপ্রাকৃত-কামোখ—সেবাকামোখ দর্শন হৃদয়ে স্থান পায়। 'শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার, কৃষ্ণ আমার, আমি তাঁহাদের'—এই চিৎ-সম্বন্ধটী হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে সেব্যদর্শন লাভ হয়। এই সম্বন্ধ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হওয়া চাই। সম্বন্ধ ঠিক থাকিলে প্রাকৃত কামোখ দর্শন সত্বর অপসারিত হইবে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"আগুন জল হইয়া যায়, বিষ নির্বিষ হয়, যদি সম্বন্ধ ঠিক থাকে; নতুবা আগুন পোড়াইবেই, বিষের ক্রিয়া হইবেই।" এইজন্য সম্বন্ধজ্ঞানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

শব্দকেই আশ্রয় করিতে হইবে। বাণী-শ্রবণ বা শব্দের আশ্রয়-গ্রহণই চিদ্দর্শন—সুদর্শনলাভের একমাত্র উপায়। বাণী শ্রবণ করিতে করিতে বাণীই সুদর্শনের সমস্ত প্রতিবন্ধক ও আবরণ বিনষ্ট করিয়া দেন। অপ্রাকৃত শব্দ সেবোন্মুখ কর্ণে অবতীর্ণ হইয়া চক্ষুকে নিয়মিত ও শোধিত করে। সেই শ্রবণ-নিয়মিত দিব্যচক্ষেই ভগবৎস্বরূপদর্শন হইয়া থাকে। তখন শব্দেরও চিন্ময় সচ্চিদানন্দময় রূপ দর্শন করিতে পারা যায়। শব্দই সাক্ষাৎ হরি। তিনি কর্ণদ্বারেই হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। মূল দর্শনটী দর্শকের নিজের আধ্যাত্মিকতা, আর শ্রবণ জিনিষটী শ্রোতৃশরণার শ্রীগুরুপাদপদ্মের জিহ্বায় অবতীর্ণ শব্দব্রহ্ম-আশ্রয়ের জন্য সেবোন্মুখ জীবের সেবাময়ী চেষ্টা। ভোগোন্মুখতা বা অনর্থযুক্ততাই দর্শনবাধ। সেবোন্মুখতাই দর্শন—সুদর্শন দিব্যচক্ষু। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তচক্ষে—সেব্যদর্শনেই সেবকগণ শ্যামসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ-দর্শন লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভক্তিবিগ্রহ বা প্রেমবিগ্রহ। তাঁহারই শ্রীমুখ প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তচক্ষেই তাঁহার প্রেমময়ী রূপে শ্রীশ্যামসুন্দর নিজ চিন্ময়স্বরূপ প্রকাশ করেন।

———

নাগ্নজিতী-স্বয়ম্বর

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পর তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি প্রভৃতি যদুগণ-সহ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। অতঃপর নবপরিণীতা দ্রৌপদী সলজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পাণ্ডবগণ সাত্যকি প্রভৃতি কৃষ্ণ সহচরগণকে যথোপযুক্ত পূজা ও বন্দনাদি করিয়া তাঁহাদিগকে আসনে উপবেশন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কুন্তীদেবী দুর্য্যোধনকৃত বিবিধ ক্লেশ বর্ণন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের একমাত্র রক্ষা-কর্ত্তা। কৃষ্ণ নিখিল-জগতের সুহৃদ্ ও আত্মপরবিচারশূন্য হইয়া এবং নিরন্তর তাঁহার ধ্যানরত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাঁহাদের ক্লেশ নাশ করিয়া থাকেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে, তাঁহাদের বহু মঙ্গলাচরণফলে তাঁহারা যোগিজনদুর্লভ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক এইরূপ সমাদৃত হইয়া কয়েক মাস ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে অবস্থান করিলেন। একদা মহাবল অর্জ্জুন কপিধ্বজরথে আরোহণপূর্ব্বক গাণ্ডীব ধনু ও বাণপূর্ণ অক্ষয় তূণদ্বয় গ্রহণ করিয়া বন-বিহারার্থ শ্রীকৃষ্ণের সহিত হিংস্র জন্তু-পূর্ণ একটী বনে প্রবেশ করিলেন। তিনি বনমধ্যে বাণাঘাতে ব্যাঘ্র, শূকর ও মহিষ প্রভৃতি বহু বন্য হিংস্র জন্তু বিনাশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে অর্জ্জুন তৃষ্ণাতুর ও পরিশ্রান্ত হইয়া যমুনায় জলপানার্থ গমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যমুনায় স্নান সমাপনপূর্ব্বক স্বচ্ছ বারি পান করিয়া বিশ্রাম করিলেন। সেই সময় তাঁহারা অদূরে একটী মনোরমা যুবতী কন্যাকে ভ্রমণ করিতে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন সেই সুন্দরী রমণীর নিকট গমন করিয়া তিনি কাহার কন্যা, কোথা হইতে সেখানে আসিয়াছেন এবং কি কার্য্য করিতেছেন—ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সমুদয় পরিচয় জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেই সুন্দরী যুবতী বলিলেন—"আমি সূর্য্যদেবের কন্যা, আমার নাম কালিন্দী। সম্প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছি। হে বীর, আমি শ্রীনিবাস বিষ্ণু ব্যতীত অপরকে প্রার্থনা করি না। অনাথনাথ সেই ভগবান্ শ্রীহরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন। আমি এই যমুনার জল মধ্যে পিতৃনির্ম্মিত আলয়ে শ্রীহরির দর্শনলাভ পর্য্যন্ত অবস্থান করিব।" অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া এতৎসমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতে কালিন্দীর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। অতঃপর তিনি কালিন্দীকে রথে আরোহণ করাইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। সেই সময় পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে একটী সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা বিবিধ চিত্রযুক্ত পরম আশ্চর্য্যজনক নগর প্রস্তুত করাইলেন। ভগবান্ নিজ আত্মীয় পাণ্ডবগণের প্রিয় কার্য্য-অনুষ্ঠানার্থ সেই নগরে কিছু দিবস অবস্থান করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে প্রচুর ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া অগ্নির অজীর্ণ হওয়ায় অগ্নি শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজের ভোজনের জন্য খাণ্ডববন প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন অগ্নিকে দহনার্থ খাণ্ডবন প্রদান করেন। অগ্নি তৎকালে সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব-নামক ধনু, শ্বেতবর্ণ অশ্ব-চতুষ্টয়, বাণপূর্ণ অক্ষয় তূণদ্বয় ও অস্ত্রধারিগণের অভেদ্য কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। ময়নামক এক দানব খাণ্ডব দহন কালে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অগ্নি হইতে রক্ষিত হইয়া অর্জ্জুনকে এক বিচিত্র সভা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সভায় দুর্য্যোধনের জলে স্থল এবং স্থলে জল ভ্রম হইয়াছিল।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ও স্বজন বান্ধবগণের অনুমোদন-অনুসারে কালিন্দীকে সঙ্গে লইয়া সপার্ষদ দ্বারকায় গমন করিলেন। তথায় তিনি ঋত্বিগাদি প্রকৃত সম্পদ্যুক্ত সুপুণ্য ঋতু ও নক্ষত্রযুক্ত শুভ সময়ে আত্মীয়গণের পরমানন্দ বিস্তারপূর্ব্বক কালিন্দীকে বিবাহ করিলেন।

অবন্তি-দেশের রাজার মিত্রবিন্দা-নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। মিত্রবিন্দা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বয়ম্বর-সভায় নিজ পতিরূপে বরণ করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক ভ্রাতৃদ্বয় দুর্য্যোধনের অনুগত হওয়ায় তাঁহারা মিত্রবিন্দাকে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে বরণ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজগণের সমক্ষে মিত্রবিন্দাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন।

অযোধ্যার নগ্নজিৎ নামক একজন অতি ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার সত্যা-নাম্নী এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিলেন। সত্যা পিতৃনামানুসারে নাগ্নজিতী-নামেও কথিত হইতেন। রাজা নগ্নজিতের নগরে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট, অতি দুর্দ্ধর্ষ, বীরগন্ধাসহিষ্ণু, দুর্ব্বৃত্তস্বভাব সপ্তটী বৃষ পালিত হইত। রাজা নগ্নজিৎ ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ স্থির করিয়াছিলেন যে, যে রাজপুরুষ এই সপ্তবৃষকে পরাজিত করিতে পারিবেন, একমাত্র তিনিই সত্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিবেন। সত্যা শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য ব্রতাচরণ করিতেছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ অবগত হইয়া সত্যার কামনাপূরণার্থ বহু সেনা-পরিবৃত হইয়া অযোধ্যায় গমন করিলেন। কোশলাধিপতি নগ্নজিৎ প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক মহাসমারোহে তাঁহার পূজা ও অভিনন্দন করিয়া আসনাদি উপচার প্রদান করিলেন। নাগ্নজিতী নিজ অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে বররূপে সমাগত দেখিয়া কামনা করিলেন,—"এই শ্রীকৃষ্ণই আমার পতি হউন; আমি যদি যত্নের সহিত আমাদের ব্রত পালন করিয়া থাকি, তাহা হইলে তিনি আমার বাঞ্ছাপূরণ করুন। লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মাদি লোকপালগণও যাঁহার পাদপদ্মরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হন এবং যিনি স্বকৃত ধর্ম্ম সংরক্ষণ ও পরিপালনের জন্য সমুচিত কালে বিচিত্র লীলাবিগ্রহসমূহ ধারণ করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" অতঃপর রাজা নগ্নজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে যথাবিধি পূজা করিয়া বলিলেন,

"হে জগৎপতে নারায়ণ ! আপনি পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ, তথাপি মাদৃশ ক্ষুদ্রজন আপনার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠানের সৌভাগ্য প্রার্থনা করিতেছে। কৃপাপূর্ব্বক সেই সুযোগ প্রদান করিলে কৃতার্থ হইব।" শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া মৃদুহাস্যসহকারে জলদগম্ভীর বচনে নগ্নজিৎকে বলিলেন,—"হে রাজন্! স্বধর্ম্মস্থিত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অন্যের নিকট প্রার্থনা প্রাচীন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সাধু দৃষ্টিতে নিন্দিত হইয়াছে। তথাপি আমি তোমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন-উদ্দেশ্যে তোমার কন্যার সহিত পাণির প্রার্থনা করিতেছি। আমরা বিবাহের কোন শুল্ক প্রদান করি না।" ইহা শুনিয়া রাজা নগ্নজিৎ বলিলেন, "হে প্রভো, আপনি নিখিল সদ্গুণ সমূহের একমাত্র আধার; স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী অনপায়িনী ভাবে আপনার শ্রীঅঙ্গ-সেবা করিতেছেন। অতএব আপনার অপেক্ষা অধিক গুণশালী কন্যার এই বিশ্বে আর কেহ নাই। তথাপি আমার কন্যার সুযোগ্য বর লাভের ইচ্ছায় সমাগত রাজপুরুষগণের বল পরীক্ষার জন্য পূর্ব্বেই এক নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছি। এই সভায় এক সাতটী দুর্দ্দান্ত দুর্দ্ধর্ষ বৃষ রহিয়াছে। বহু রাজপুত্র তাহাদিগকে পরাজিত করিতে গিয়া তাহাদের শৃঙ্গাঘাতে ছিন্নগাত্র ভগ্নোৎসাহ হইয়াছেন। আপনি কৃপাপূর্ব্বক সেই সপ্ত বৃষকে অনায়াসে পরাজিত করিয়া সত্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে অনুগৃহীত করুন।"

শ্রীকৃষ্ণ তাহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বীর পরিচ্ছদ দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্ব্বক একাকী সপ্তমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া অনায়াসে সপ্ত বৃষকে পরাজিত করিলেন। তৎপরে ভগবান্, অবশীভূত, সেই বৃষগুলিকে রজ্জুতে বন্ধনপূর্ব্বক বালক যেরূপ দারু নির্ম্মিত খেলনা বৃষগুলিকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ আকর্ষণ করিলেন। নগ্নজিৎ তাঁহার এই অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাসমারোহের সহিত কৃষ্ণের সহিত সত্যার উদ্বাহমহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। নগ্নজিতের মহিষীগণও শ্রীকৃষ্ণকে কন্যার উপযুক্ত পতিরূপে পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন। নগ্নজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে দশ সহস্র গাভী, সালঙ্কারা ও উত্তম বসন-পরিহিত তিন সহস্র দাসী, নয় সহস্র হস্তী, নয় লক্ষ রথ, নয় কোটী অশ্ব এবং নয় শত কোটী ভৃত্য বিবাহযৌতুক-স্বরূপ প্রদান করিলেন; অতঃপর শ্রীকৃষ্ণও শ্রীসত্যাকে সমভিব্যাহারে উত্তম রথে আরোহণ করাইয়া বহু পদাতিকসমন্বিত সৈন্যসহ স্নেহার্দ্রচিত্ত শ্বশুরের দ্বারকা-অভিমুখে যাত্রা করাইলেন। পূর্ব্বে যদুবংশকর্ত্তৃক পরাজিত রাজপুত্রগণ নাগ্নজিতীর পাণিগ্রহণের সংবাদ অবগত হইয়া সকলে সমবেতভাবে পথে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহারা সকলেই একা অর্জ্জুনের দ্বারা পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ যৌতুক ও পত্নীসহ দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। কিছু দিবস পরে শ্রীকৃষ্ণ পিতৃষ্বসা কেকয়রাজ শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা ভদ্রাকে তাঁহার ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক স্বয়ংদত্ত হইয়া বিবাহ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মদ্ররাজকন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে একাকী বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। নরকাসুরকে বিনাশ করিয়া তাহার অন্তঃপুর হইতে বহু সুন্দরী রমণীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষীগণের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষ্মণা—এই অষ্টমহিষী প্রধানা। তন্মধ্যে রুক্মিণী ও সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা ছিলেন।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

শ্রাবণ মাসের শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরে ১০ম স্কন্ধ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীভক্তিবিজয়-ভবনে পণ্ডিত শ্রীপাদ উদ্ধারণ দাসাধিকারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীযোগপীঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥৹॥-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাযুক্ত-বিবেচিত ব্যক্তিগণ ও তদ্ব্যতিরিক্তগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমদেয় বার্ষিক নবদ্বীপ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্টথাকিলেও ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নির্দিষ্ট ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ শ্রবণের দ্বার ভগবদ্দর্শনের পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং উহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৸৹
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

বাংলা সরকারের বিজ্ঞপ্তি

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কয়লা সরবরাহ সমস্যা সমাধানকল্পে বাঙ্গলা সরকার এক জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং আশা করা যাইতেছে যে, ইহার ফলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই উহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, চাহিদা অনুপাতে সরবরাহ না হওয়ায় এবং ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত লাভের লোভে জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এই কারণে কলিকাতায় কয়লা প্রেরণের জন্য ১১শত ওয়াগনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং উহা বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের নামে বণ্টন করা হইয়াছিল। কোন কোন ব্যবসায়ী কয়লার খনিওয়ালাদের সহিত কোন চুক্তি করিতে গড়িমসি করিতেছিল। তাহাদের অবিলম্বে চুক্তি করিবার জন্য নির্দেশ দিয়া বলা হইয়াছিল যে, যদি তাহারা উহা না মানিয়া লয়, তবে তাহাদের জন্য যে সকল ওয়াগনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা অপর ব্যবসায়ীকে দেওয়া হইবে এবং ভবিষ্যতে তাহাদের জন্য কোন ওয়াগনের ব্যবস্থা করা হইবে না। ইহা ব্যতীত কয়লা সরবরাহ বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আরও ২ শত ওয়াগন পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যবস্থা কয়লা সরবরাহ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নহে। যে কোন কয়লার খাদ হইতে এগুলি বোঝাই করিয়া, সরকারী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করায় যে বিলম্ব ঘটিতেছে সেরূপ অবস্থায় জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যবস্থা করা হইবে। এই ওয়াগনগুলিতে কয়লা বোঝাই করা হইয়াছে এবং আগামী ৩।৪ দিনের মধ্যেই কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই ব্যবস্থার ফলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কলিকাতায় প্রচুর কয়লা আমদানী হইবে এবং সেরূপ অবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্যের ঊর্দ্ধবিক্রয় করার পক্ষে কোনরূপ ওজর থাকিতে পারে না। কিন্তু কলিকাতায় যানবাহন ও মজুরের খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ত্তমানে নিয়ন্ত্রণ মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ডিপো হইতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে পাইকারী মূল্য প্রতিমণ এক টাকা চারি আনা করা হইল এবং খুচরা প্রতি মণের দাম এক টাকা ছয় আনা করা হইল। জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, তাহারা যেন বর্ত্তমান প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সামান্য পরিমাণ কয়লা খরিদ করেন এবং উপরোক্ত মূল্যের অধিক যদি কেহ দাবী করে তবে তাহা যেন নিকটবর্ত্তী থানায় জানাইয়া রাখেন।

সিন্ধুতে অপরাধীদের শাস্তিদানের নয়া বিধান

এ.পির ১৮ই জানুয়ারী সংবাদে প্রকাশ, উক্ত সিন্ধুর প্রধান সামরিক আইন জারির কর্ত্তা সামরিক আইন জারির পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যে সব অপরাধের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাদের শাস্তির জন্য সামরিক আদালতকে ক্ষমতা দিয়া একটি বিধান প্রচার করিয়াছেন। বিধানটি নিম্নোক্ত রূপের,—

"১৯৪২ সালের ১লা জুনের পূর্ব্বে যে কোন ব্যক্তি এই বিধানানুযায়ী অপরাধ করিয়া থাকিলে সামরিক আইন জারীর কর্ত্তা তাহাকে সামরিক আদালতে বিচারের ও দণ্ডদানের নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। অবশ্য তিনি যদি মনে করেন যে, সামরিক আদালতে এরূপ ব্যক্তির বিচার হইলে যে উদ্দেশ্যে সামরিক আইন জারি করা হইয়াছিল তাহা সাধিত হইয়াছে বুঝা যায়, তবেই বিচার হইবে।

ভারতীয় সংবাদপত্র সেবীসঙ্ঘ

ইউ-পির ১৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সোমবার ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার অফিসে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার সরকারের সভাপতিত্বে ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তুর্কী সাংবাদিকগণ কলিকাতায় আসিলে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবার সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়। প্রতিনিধি-দলের নেতা আহমদ আমেরের নিকট একটি তার করিয়া সমিতির সভাপতি তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। যাহাতে তত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যদর্শনমূলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিচার ও সমালোচনাই প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে।

মূল্য ৷৹ আনা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। অধিকন্তু উহার কার্য্যতঃ অত্যাশ্চর্য্য। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা।

ছোট বোতল ৸৹ বার আনা, বড় বোতল ১।৶৹ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ মেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ৪ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১১ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ২৫শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪৩, সোমবার — ২৫৬ তম সংখ্যা

ভক্তির আরম্ভই হয় না, যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আত্মরক্ষিতারে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন। সেই করুণাশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহই গুরুপাদপদ্ম।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ মাধব, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

ভক্তি—'সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা'

——::•(::•::)•:: ——

ভক্তি স্বভাবতঃ সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা অর্থাৎ পরিপূর্ণ আনন্দের ঘনীভূতস্বরূপ। ভগবান্ পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং জীব তাঁহার কণ-কণস্থানীয় অণুচিদানন্দতত্ত্ব-বিশেষ। জীবের মধ্যেও চিদর্থস্বরূপ আনন্দ অণুপরিমাণে আছে। জীব ও ভগবানের মধ্যে যোগসূত্রস্বরূপ ভক্তি সান্দ্রচিদানন্দস্বরূপ। জগতের আনন্দ সান্দ্র নহে অর্থাৎ নিবিড়, ঘনীভূত আনন্দের। ভক্তিই একমাত্র জীবের সান্দ্রানন্দ। ভক্তি ভগবান্ ও জীব—উভয়কেই আনন্দ দান করেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"তস্য পরমানন্দরূপস্য স্বরূপানন্দিনী স্বরূপশক্তিঃ হ্লাদিনী-নাম্নী বর্ত্ততে, প্রকাশবস্তুনঃ স্বপরপ্রকাশনশক্তিবৎ তৎপরমবৃত্তিরূপৈব। তাং ভগবান্ স্বভক্তে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ত্ততে, তৎসম্বন্ধেন চ স্বয়মতিতরাং প্রীণাতীতি।" অর্থাৎ সেই একমাত্র পরমানন্দস্বরূপ ভগবানের নিজের ও পরের (অর্থাৎ সেবকের) আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী-নাম্নী যে স্বরূপশক্তি আছেন, তিনি প্রকাশমান বস্তুর স্বপরপ্রকাশিকা শক্তির ন্যায়; ভক্তি সেই হ্লাদিনীশক্তিরই অথবা হ্লাদিনীশক্তি ভগবানেরই পরম বৃত্তিরূপা। সেই হ্লাদিনীশক্তিকে বা ভক্তিবৃত্তিকে শ্রীভগবান্ নিজের সেবকবৃন্দের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিত্য বিরাজমান এবং তাহার সম্বন্ধেই তিনি অধিক প্রীত হন। অতএব ভগবান্ স্বয়ং প্রেমরূপ হইয়াও ভক্তিদ্বারাই প্রীতিলাভ করেন। তাহাই ভক্তরাজার অম্বরীষ মহারাজ-মহিষীভক্তি-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ;

"যৎশ্রীপদাদ্ বর্হিষি দেবতীর্থতঃ,
সদ্বৈশীলসুখানিবিন্দিকাৎ।
প্রীতেন সত্ত্বঃ সহ বিপ্রবীরঃ
প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্ গয়স্য॥"
(শ্রীভাঃ ৫।১৫।১৩)

—যাঁহার সন্তোষজন্য দেব, তীর্থাদি, মনুষ্য, পশু ও বৃক্ষাদি আব্রহ্ম-স্তম্ব সকলেই সদা সর্ব্বপ্রীত হয়, স্বয়ং প্রীতিস্বরূপ হইয়াও সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণু গয়-রাজার যজ্ঞে প্রত্যক্ষভাবে তুষ্ট হইলাম বলিয়া প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ স্বয়ং প্রীতিস্বরূপ হওয়ায় এবং একমাত্র ভক্তিদ্বারাই তাঁহার প্রীতি-উৎপাদন করা যায় বলিয়া ভগবান্ আত্মারাম ও পূর্ণকাম হইলেও ভক্তি-উপহৃত অন্ন বস্ত্রও তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

"তথোপনীতবলয়ো রবের্দীপমিবাদৃতাঃ।
আত্মারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা॥
প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্গদয়া গিরা।
পিতরং সর্ব্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ॥"
(ভাঃ ১।১১।৪-৫)

—নিজলাভে সর্ব্বদা পূর্ণমনোরথ, আত্মারাম, সর্ব্বসেবকসুহৃৎ ও রক্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত হইলে প্রজাবর্গ সূর্য্যের উদ্দেশ্যে দীপালোকবিশিষ্ট প্রদীপদানের ন্যায় তাঁহাকে সমাদরের সহিত উপহারাদি সমর্পণপূর্ব্বক, বালকগণ যেমন পিতাকে আদর করিয়া বলিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রীতি-প্রফুল্ল-বদনে হর্ষগদ্গদবাক্যে বলিতে লাগিল। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"তথা আত্মারামপূর্ণকামেঽপি তাদৃশত্ব স্বসম্বন্ধাভিমানি-প্রীতিমৎপুত্রাদিষু প্রীতিবিশেষোদয়ো যথা দৃশ্যতে, তথা তেষু তং প্রীতিমন্তম্। এবং কল্পতরু-দৃষ্টান্তেঽপি ভগবতো ভক্তিবিষয়িকা কৃপা যথার্থমেবোপপদ্যতে,—যে খলু সহজতৎপ্রীতিমেবাবহি প্রার্থয়ানা ভজন্তে তেভ্যস্তদান-যাথার্থ্যাভাবকল্পত্বাৎ। তথাদত্যোপানন্দরূপত্বাৎ ভক্তবাৎসল্যাৎ।" অর্থাৎ যেমন নিজসম্বন্ধাভিমানী ও প্রীতিমান্ পুত্রাদির প্রতি পিতার প্রীতিবিশেষ উদিত হয়, তদ্রূপ ভগবানের আত্মারামত্ব ও পূর্ণকামত্বসত্ত্বেও আপনাদিগের প্রতি প্রীতিমান্ ভগবান্‌কে প্রজাবর্গ বলিতে লাগিল—এইরূপ কল্পতরু দৃষ্টান্তেও ভগবানের ভক্তবিষয়ক কারুণ্য যথার্থরূপেই প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু যাঁহারা স্বীয় হৃদয়ে ভগবানের প্রতি সাহজিকী প্রীতি প্রার্থনাপূর্ব্বক ভজন করেন, তাঁহারাই সেই সহজপ্রীতি যথার্থরূপে লাভ করিতে যোগ্য হন। অতএব আনন্দস্বরূপ ভগবানেরও একমাত্র ভক্তেরই আনন্দলাভ হয়। হ্লাদিনী-শক্তিবৃত্তি ভক্তি যে জীবের মধ্যেও অভিব্যক্ত হয়, তাহার কারণ একমাত্র ভগবানেরই কৃপা।

জীবের সহজানন্দ ভক্তির নিকট ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছবোধ হয়। শ্রীল রূপগোস্বামী-প্রভু বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥"

যাহাকে কেবল-অদ্বৈতবাদী অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মানন্দ বলেন, তাহাকে যদি পরার্দ্ধগুণীকৃত করা যায়, তবে তাহাও ভক্তিসুখসমুদ্রের পরমাণুর তুল্যও হয় না। ব্রহ্মানন্দকে যতই আগ্রহোদ্দীপ্ত সম্বর্দ্ধিত করা যায় না কেন, তাহা কখনও জীবের স্বরূপগত আনন্দের কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য লাভ করে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয় আত্মারামের মন॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তা'র আগে খাতোদক-সম॥"

জীবের স্বরূপগত আনন্দ সহজবস্তু, অতএব স্বাভাবিক। ব্রহ্মানন্দ জীবহৃদয়ের বিরূপগত চেষ্টা-আনত সুখবিশেষ হওয়ায় তাহা অস্বাভাবিক ও অস্থায়ী। হরিভক্তিসুধোদয়ে উক্ত হইয়াছে,—

"ত্বৎ সাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-
বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি
জগদ্গুরো॥"

—হে ভগবন্! তোমাকে সাক্ষাৎকরণদ্বারা বিশুদ্ধ আনন্দসমুদ্রে আমি স্থিত হইয়াছি। অন্য সুখের ত' কথাই নাই ব্রহ্মসুখ প্রভৃতিও আমার নিকট এখন গোষ্পদতুল্য বোধ হইতেছে। এইরূপ শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ভক্তির চিদানন্দস্বরূপত্ব উক্ত হইয়াছে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

সেবা ও সেবার ফল

——::(০)::——

সেব্যবস্তু স্বেচ্ছায় সেবককে সেবা প্রদান করেন এবং ইহাই একমাত্র সেবকের সেবা-লাভের উপায়। সেব্য যদি কৃপা করিয়া সেবককে সেবা প্রদান না করেন, তাহা হইলে সেবকের সেবালাভ কিছুতেই সম্ভবপর নহে। সেবক সেব্যের চরিত্রজ্ঞান বা স্বভাবধানের জন্য উৎকণ্ঠাযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সেই ইচ্ছার পূর্তি একমাত্র সেব্যবস্তুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

জগতে যে ভ্রমাত্মক সেব্য-সেবকসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে সেবাধর্মের এক বিশেষত্ব তিরোহিত হইয়াছে। এ জগতের প্রভু বা সেব্য-অভিমানিগণ তাঁহাদের সেবক-অভিমানিগণের উপর বহির্দৃষ্টিতে কথঞ্চিৎ প্রভুত্ব করিবার অভিনয় করিলেও বস্তুতঃ উভয়েই উভয়ের দাস মাত্র; উভয়েই নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের গোলাম হওয়ায় প্রভু-অভিমানীও তাঁহার ইন্দ্রিয়ের যোগানদার ভৃত্যের গোলাম, ভৃত্যও ইন্দ্রিয়ের গোলাম হইয়া প্রভু ভৃত্য-নামধারী মাত্র। উভয়ে প্রয়োজনের দাস হওয়ায় তাহাদের বাহ্যবৃত্তিতে অপরের প্রভুত্ব বা ভৃত্যত্ব বাণিজ্য-নীতির তৌলদণ্ডে স্থাপিত। কিন্তু ভগবান্ পুরুষোত্তম আত্মারাম, আপ্তকাম। তাঁহার কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই। তিনি নিজেই নিজে পূর্ণ হওয়ায় অপরের নিকট হইতে তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তিনি আপ্তকাম হওয়ায় তাঁহার কোন কামনার পূরণকার্য্যে অপরের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথাপি তিনি অত্যন্ত কৃপা প্রকাশ করিয়া অপরকে তাঁহার সেবা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার এই কার্য্য জীবের প্রতি অত্যন্ত অহৈতুকী করুণার পরিচয় মাত্র। ভগবান তাঁহার দয়া-প্রবৃত্তির পূরণের জন্য অপরকে দয়া করিয়া সেবা প্রদান করেন, তাহাও বলা যাইতে পারে না; কারণ ভগবান আত্মারাম। ভগবানে এই আত্মারামতা ও করুণাময়তার যে অপূর্ব সামঞ্জস্য হয়, তাহা মানবচিন্তার অধীন হইবার কোন কারণ নাই। তাহা একমাত্র সেবোন্মুখগণ স্ব-স্ব সেবাপ্রবৃত্তির দ্বারা বুঝিয়া ভগবানের করুণার অহৈতুকীত্ব বুঝিতে পারেন। তজ্জন্য বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভগবানের কৃপার পূর্ব্বে 'অহৈতুকী'-বিশেষণের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 'অহৈতুকী'-শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য যে, জীবের প্রতি ভগবানের কৃপার কোন কারণ নাই—একমাত্র তাঁহার অহৈতুকী করুণাই জীবের প্রতি ভগবানের কৃপাকার্য্যের কারণ। ভগবানের করুণার এইপ্রকার বৈশিষ্ট্য না বুঝিতে পারায় জাগতিক লোকগণ ভগবৎসেবাভিলাষিগণের প্রতি Slave-mentality আরোপ করেন। বস্তুতঃ ভগবৎসেবার মধ্যে সেবকের অহৈতুক প্রেমসম্বন্ধ থাকায় এবং ভগবানের দিক্ হইতে আত্মারামতাসত্ত্বেও সেবাপ্রাহিতার পরিচয় থাকায় তাহাতে জাগতিক কোনপ্রকার হেয়তার আরোপ আদৌ চলিতে পারে না।

জগতে কোথাও নিরুপাধিক প্রেমের পরিচয় নাই। জগতের স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, প্রভু-ভৃত্য প্রভৃতি সকলের মধ্যেই ইন্দ্রিয়তর্পণের বণিগ্‌বৃত্তি রহিয়াছে। তজ্জন্য জাগতিক আদর্শে থাকিয়া ভগবৎসেবকের অহৈতুকী চিত্তবৃত্তির কোনপ্রকার ধারণা আদৌ সম্ভবপর নহে—যদিও ভগবৎসেবক ও ভগবানের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের সহিত জাগতিক কার্য্যকলাপের বহির্দৃষ্টিতে অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায় করিতে হ'লে একমাত্র ভগবানের অহৈতুকী করুণার অপেক্ষা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। যাঁহারা একমাত্র এই ভগবৎকরুণা-প্রতীক্ষার পথ নিষ্কপটে বরণ করিয়া সেবামুখে উৎকণ্ঠিতভাবে সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন, তাঁহারাই ভগবৎকরুণায় ভগবানের শুদ্ধ সেবা লাভ করিতে পারেন।

যাঁহারা কেবলমাত্র ভগবানের প্রেমসেবা লাভ করিতে চান অর্থাৎ কেবলমাত্র ভগবানের সুখ-সুবিধার জন্যই ভগবানের সেবা চান, নিজের সুখ-দুঃখ বা কোনপ্রকার অসুবিধার অপনোদন বা মোচন করিবার ইচ্ছায় ভগবানের সেবার আদর করেন না, একমাত্র সেই অকিঞ্চন ব্যক্তিগণই ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় ভূষিত হন। শাস্ত্র বলেন—"যাঁহারা নিজের চক্ষের কর্মফলকে ভগবানেরই কৃপা বলিয়া তৎপ্রতি অবিদ্রোহী হইয়া ভোগ করিতে করিতে কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা ভগবানের কৃপার প্রতি শরণাপন্ন হন, একমাত্র তাঁহারাই ভগবানের কৃপা ও সেবালাভ করিতে পারেন।" "যাঁহারা নিষ্কপটভাবে ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করেন এবং তাদৃশ ব্যক্তিগণের কুক্কুর-শৃগাল জন্ম যে এ আবদ্ধ থাকে না।" যাঁহারা নিষ্কপটে ভগবৎকৃপা লাভ করিতে চান, তাঁহারা তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে ভগবানের কৃপারই প্রতীক্ষা করিবেন ইহাই শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন।

ভগবানের ভক্তগণ ভগবান্ হইতে অভিন্ন। তাঁহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ভক্তগণের কৃপা ভগবানেরই কৃপা—ইহা শাস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্ ভগবদ্ভক্তগণ বলেন। সুতরাং যাঁহারা ভগবদ্ভক্তগণের কৃপালাভ করিবার যত্ন করেন, তাঁহারা ভগবানেরই কৃপালাভ করিবার চেষ্টা করেন। ভক্তগণ ভগবানের করুণাস্বরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া সেবোন্মুখগণের প্রতি কৃপা বিতরণ করেন। তজ্জন্য যাঁহারা ভক্তচরণে কায়মনোবাক্যে শরণাগত হন, তাঁহারা ভগবানের শ্রীচরণেই কায়মনোবাক্যে শরণাপন্ন হন, বলিতে হইবে। ভক্তকৃপা ও ভগবৎকৃপা একই জিনিষ।

যাঁহারা নিষ্কপটে ভগবানের অহৈতুকী করুণার প্রার্থী, তাঁহাদের ইহাই লক্ষণ যে, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে ভগবচ্চরণে, তথা ভগবদ্ভক্তচরণে শরণাপন্ন হন। সুতরাং যাঁহারা ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের ভগবৎকৃপাপ্রতীক্ষার নিষ্কপটতা সিদ্ধ হয়। কিন্তু যাঁহারা তাহা না করিয়া কেবল মৌখিক কৃপা-প্রতীক্ষা করেন, তাঁহাদের নিষ্কপটতার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। এইজন্য যাঁহারা তাঁহাদের উপর অর্পিত স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিষ্কপটে কৃপার প্রার্থী হন, তাঁহারা ভগবানের অহৈতুকী কৃপা ও সেবা লাভ করিতে পারেন।

কৃপাই সেবা, কৃপা-প্রার্থনাই সেবা-প্রার্থনা; কৃপালাভের জন্য যত্নগ্রহই সাধন। যেখানে সাধনাগ্রহ, সেইখানে কৃপা; যেখানে কৃপা, সেখানেই সাধনাগ্রহ। ইহাই স্বাভাবিক। কৃপা ও সাধন পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটী সম্ভব হয় না। সেবোন্মুখতাই ভগবৎ-কৃপা। যাঁহাতে সাধন বা সেবোন্মুখী বৃত্তি দেখা যায়, তিনি কৃপা পাইয়াছেন জানিতে হইবে। সাধন-ব্যাপারটী কর্ম নহে, তাহা সেবালাভের প্রাণবস্তু। ভগবৎসেবানুকূল চেষ্টা ও কৃপা পৃথক্ বস্তু নহে। সেবার ফল কৃপা এবং কৃপার ফল সেবা। সেবানুকূল কার্য্যদ্বারাই ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা বা সেবালাভ হয়। নিষ্কপট কৃপাভিখারী কৃপাপ্রার্থীকে সেবাবিগ্রহ বা সেবাবিগ্রহরূপে সমুপস্থিত দেখিতে পান। সদ্গুরুর আনুগত্যে ভগবৎ-সেবা ব্যতীত বদ্ধজীবের ভগবৎকৃপালাভ হয় না। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

সাধন-ভক্তি বা সেবা-দ্বারায় শুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। আবার শুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হইলে নিত্যসিদ্ধা প্রেমা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥"

(ভাঃ ১।২।৭)

ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উদয় করিবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ অর্পিত হইলে শীঘ্র বিষয়-ভোগ ত্যাগ এবং শুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। সুতরাং সাধন বা সেবা বাদ দিয়া কখনও কৃপালাভ বা সেবালাভ হইতে পারে না। সাধনভক্তি ও কৃপা যুগপৎ মিলিত হইলে ভগবানের নিত্যসেবা লাভ হয়। সাধুগুরুর আনুগত্য বাদ দিয়া সাধনের কোন মূল্য নাই, আবার কৃপার আশায় কপটতাপূর্ব্বক সাধনভক্তি বাদ দিলেও সেবালাভ অসম্ভব। ভগবান্ শরণাগতকে রক্ষা করেন। তজ্জন্য ইহাই প্রকৃত বিচার যে, জীবের দিক্ হইতে শরণাগতি এবং ভগবানের দিক্ হইতে সেবাদান দুই-ই আবশ্যক। শরণাগতিই সেবা বা কৃপা লাভের উপায়। যেখানে শরণাগতি বা সেবোন্মুখতা নাই, সেখানে ভগবৎকৃপার উপলব্ধি হয় না। সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপা লাভের ফল, আবার ভগবৎকৃপাও সেবোন্মুখী বৃত্তি জাগ্রত করিবার কারণ,—

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

ভগবদ্দাস্য এ জগতের দাসের মত হেয় ও অনুপাদেয় নহে। ভগবদ্দাস্য ও ভগবদ্ভক্তদাস্য পরমানন্দময় ও পরম গৌরবের বিষয়। কপাল খুব ভাল না হইলে ভগবানের দাস হওয়া যায় না। "যার ভাগ্যে দাস যাহি করেন ভগবান।" সাধুভক্তকৃপায় মায়ার দাস্য হইতে মুক্ত হইলে জীব ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের দাস্য করিবার সৌভাগ্য পায়। সেখানে অনুচৈতন্য পূর্ণচেতন ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আপনভাবে প্রীতিময়ী সেবায় নিযুক্ত। ভগবানের অধীনতা বা দাস্যই একমাত্র শান্তির আস্পদ। এই দাস্য লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মাশিবাদি পর্য্যন্ত ব্যাকুল। দাস্য এত বড় জিনিষ!

"আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ববন্ধ-নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥"

ভগবানের নিত্যদাস্যই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থাৎ ভগবানের অধীনতাই স্বাধীনতা। এই ভগবৎপরতন্ত্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে স্বতন্ত্র-সত্তাসংরক্ষণের চেষ্টা, তাহাই পরাধীনতা বা মায়াধীনতা। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে পৃথক্ হইলে নিজের সত্তা-সংরক্ষণে অক্ষম হইয়া নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ অনুচৈতন্য জীবও ভগবানের অধীনতারূপ স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া নিজের পৃথক্ সত্তা সংরক্ষণ অর্থাৎ মায়াধীন হইবার চেষ্টা করিলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

অকপট সেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া প্রকৃত সাধুই সাধুকে চিনিতে পারেন। সাধারণ জনও সাধুকৃপায় সাধুকে চিনিতে পারে। সাধুগণ যখন কৃপা করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, তখন নিষ্কপট শ্রদ্ধাবান্ জীব সাধুর প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই সাধুর সেবা ও কৃপা পাইয়া থাকেন। সাধু চিনিবার জন্য শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে অকপট কাতর প্রার্থনা থাকিলে এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় হৃদয় মলহীন ও দৈন্যপূর্ণ হইলে শ্রীনিতাই-গৌরই কৃপা করিয়া সেই হৃদয়ে সাধুর স্বরূপ প্রকাশ করেন। সাধু শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে জানান এবং শ্রীগৌরনিত্যানন্দ সাধুকে চিনাইয়া দেন। শ্রী শ্রী পাদপদ্ম নিত্যানন্দ। "নিত্যানন্দ-বদন কোটিচন্দ্র-সুশীতল।" সেই কোটিচন্দ্র-সুশীতল প্রভু নিত্যানন্দপাদপদ্মই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল তাপিত জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। সর্ব্বসন্তাপহারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম-

---

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

সাধু আশ্রয়নে উন্মুখ ব্যক্তিই ভগবত্তত্ত্বিক স্বদেশে, অশোক-অভয়-অমৃতধামের পরমের অধিকারী। বিমুখের সে আশা বিফল। শ্রীগুরুপাদপদ্মই পূর্ণ ও নিত্য আনন্দের আকর। তাঁহার মনোহভীষ্টপ্রচারই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। সেই মনোহভীষ্টপ্রচারে যিনি যত উন্মুখ, তিনি তত তাঁহার কৃপা লাভ করিতে সমর্থ।

জীবের ধর্ম্ম

—— ::০::(০::)::০::——

জীবনীশক্তিবিশিষ্ট বস্তুর নাম জীব। জীবের চেতনতা আছে। চেতন বস্তুমাত্রই ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট। জড় বস্তুর চেতনতা নাই। কাজেই তাহার ইচ্ছাশক্তি ও স্বতন্ত্র ক্রিয়াশক্তি নাই। দেহ ও মন অচেতন বস্তু; তবে দেহ ও মনে যে কখন কখন ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণ সূক্ষ্ম দেহের উপর যখন চেতনের আভাস পতিত হয় তখনই তাহা মনের আকারে ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট হয় এবং যখন স্থূলদেহের উপর চেতনাভাসের ক্রিয়া ব্যাপ্ত হয়, তখনই তাহা ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। আত্মাই একমাত্র অবিমিশ্র চেতন। এই আত্মা পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মা পূর্ণ ও বিভুচেতন; তাঁহারই অংশ আত্মা খণ্ড বা অণুচেতন। যেমন একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড ও তৎস্ফুলিঙ্গপ্রাণ। পরমাত্মা অগ্নিকুণ্ডস্থানীয়, জীবাত্মা স্ফুলিঙ্গস্থানীয়।

জীবাত্মার ধর্ম্ম পরমাত্মার সেবা করা যাহা কোন বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকে, তাহাই সেই বস্তুর ধর্ম্ম। ধর্ম্ম দ্বিবিধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক। নিত্যধর্ম্ম তাহাই, যাহা সকল সময় সকল স্থানে কোন বিশেষজাতীয় সকল বস্তুকে ধারণ করিয়া বা আশ্রয় করিয়া থাকে। যেমন লৌহখণ্ডের নিত্যধর্ম্ম—কঠিনতা, জলের নিত্যধর্ম্ম তরলতা। কঠিনতা ও তরলতা যথাক্রমে সকল লৌহখণ্ড ও সকল জলরাশিকে সকল সময় সকল স্থানে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আর নৈমিত্তিক ধর্ম্ম তাহাই—যাহা কিছু সময়ের জন্য কোন বিশেষ স্থানে কোন বিশেষ পাত্রকে অবলম্বন করিয়া বিরাজিত; যেমন লৌহখণ্ড যখন অগ্নিতে উত্তপ্ত হয় বা জল যখন অত্যধিক শৈত্যে জমাট হয়, তখন লৌহখণ্ডের কোমলতা ও জলের কঠিনতারূপ যে ধর্ম্ম, তাহা অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া সেই আগন্তুক ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে; সুতরাং উহা সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব স্থানে ও সর্ব্ব পাত্রে অবস্থান করে না। উত্তপ্ত কোমল লৌহখণ্ড কিছুক্ষণ পরেই আবার কঠিন হইয়া যায়, আর বরফও কিছুক্ষণ পরেই গলিয়া গিয়া তাহার নিত্য স্বাভাবিক তারল্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হয়। অতএব যে স্বভাব সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব স্থানে, বিশেষজাতীয় সর্ব্ব পাত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তাহাই সেই বস্তুর নিত্যধর্ম্ম। জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বলিতে অণুচৈতন্যের যাহা নিত্য ধর্ম্ম ও নিত্যকর্ম্ম, তাহাই বুঝায়। জীব অণুচেতন বস্তু; পূর্ণচেতন বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই সে নিত্যকাল অবস্থান করে, ইহাই তাহার নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম অর্থাৎ অণুচেতন জীব আশ্রিত আর বিভুচেতন পরমেশ্বর—আশ্রয়, অণুচেতন আকৃষ্ট, বিভুচেতন আকর্ষক বা কৃষ্ণ। জীব—অণুচৈতন্য, আর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বিভুচৈতন্য। ইহাই জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ। এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত পদার্থদ্বয়ের যাহা নিত্য স্বভাব, তাহাই তাহাদের প্রকৃত নিত্যধর্ম্ম। বড় ছোটকে আকর্ষণ করে, আর ছোট আকৃষ্ট হয়; সুতরাং ভগবানের প্রতি প্রীতি, অনুরাগ, ভক্তি ও সেবা বা প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

বর্ত্তমানকালে বিভুচৈতন্যের প্রতি আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম যে প্রীতি বা অনুরাগ, তাহা অযথাস্থানে অর্থাৎ অচেতন প্রকৃতিজাত খণ্ড বস্তুতে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে আমাদের প্রীতি বা প্রাণের টান যাঁহার প্রতি হওয়া দরকার, তাঁহাতে হইলে আমরা নিত্যস্বভাব বা সহজাবস্থা লাভ করিতে পারিব। আমরা এখন বিরূপের পথে অগ্রসর। সেইজন্য আমরা অনিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-কর্ম্মকে আমাদের কৃত্য বলিয়া মনে করিতেছি। যাঁহারা ভগবানে অহৈতুকী নির্ম্মলা প্রীতি করেন, সেইসকল প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ যে জগতের সর্ব্বলোকে ও সর্ব্বস্থানের প্রতি অহৈতুকী প্রীতির আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহা ভগবদ্বহির্ম্মুখগণের জড়লোক, জড়দেশ বা জড়স্থানের প্রতি হৈতুকী প্রীতির ন্যায় নহে। তাঁহারা ভগবৎসম্বন্ধে সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি করেন। জগতে যেসকল ধার্ম্মিক ও ধনী আছেন, তাঁহাদের শতজনের মধ্যে প্রায় শতজনই কৃষ্ণপ্রীতিরহিত। তাঁহাদের বাহ্যবস্তুর প্রতি যে প্রীতি, তাহা কেবল আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিনিষ্ঠামাত্র। বিভিন্নপ্রকারে নিজ-ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টাই জীবের বিরূপের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম, আর জীবের স্বরূপের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্মই অব্যভিচারিণী ভগবৎপ্রীতি।

এই সংসারচক্রে সুখের ছায়া আছে, কিন্তু সুখের বাস্তবতা নাই। তবু যে একটু সুখের আভাস দেখা যায়, তাহাও প্রচ্ছন্ন দুঃখে দুঃখেরই প্রসূত। দুঃখ অনেকটাই স্পষ্ট বলিয়া তাহাকে দেখিয়া বরং আমাদের অনেক সময় আর্ত্ত বা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচ্ছন্ন দুঃখ সুখের মোহনবেশে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মভোগ যে কত বেশী, তাহা সাধুগণই দিব্যচক্ষে দেখিতে পারেন। অতএব জগতের সুখে মুগ্ধ না হইয়া নিষ্কপটে সাধুগণের শরণাপন্ন হওয়াই সুবুদ্ধিমানের কার্য্য।

এই বিশ্বে জীবের কোন ভোগ্য পদার্থ নাই। কারণ, জীবের স্বরূপগতভাবেই ভোক্তৃধর্ম্ম নাই। জীব ভোগ্য, ভোক্তা নহে। ভোক্তা একমাত্র ভগবান্। সমস্ত বস্তুই ভগবানের ভোগ্য। যখন এই বিশ্বে জীবের কোন বস্তুই ভোগ্য নহে, তখন বিশ্বের ধনে কাহারও আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ভোগাভিমান করা উচিত নহে। জীব স্বরূপতঃ গোলাম বা চাকর—সে কখন 'প্রভু' নহে। এই বিকৃত দেহ প্রতিফলিত প্রপঞ্চে সে ভোগবুদ্ধিনিবন্ধন খণ্ড বস্তুর চাকর হইয়া পড়িয়াছে। খণ্ড বস্তুকে ভোগ করিতে গেলেও তাহা জীবকে চাকর করিয়া ফেলে। 'আমি কৃষ্ণদাস, আমি ভগবানের ভোগ্য পদার্থ; আমি ভোক্তা নহি, সকলেরই ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ',—জীবের এই স্বরূপজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞানের উদয় হইলে জীব এই বিশ্বে নিজভোগ্য কোন পদার্থ দেখিতে পায় না। তখন জীব কেবল সর্ব্ব বস্তুকে কৃষ্ণভোগ্য, সর্ব্বত্রই কৃষ্ণের বিচরণভূমি দর্শন করেন। এই দর্শনের নাম প্রকৃত বিশ্বদর্শন। আমাদের প্রত্যেকেরই এই দর্শন লাভ করা দরকার। এই দর্শন লাভ করিতে হইলে যিনি এই দর্শনলাভের জন্য আপ্রাণ যত্ন করিয়াছেন বা যাঁহার এই দর্শন-লাভ হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গ দরকার। সেই নিষ্কপট বিশ্বদর্শী সাধুসঙ্গ না হইলে কুৎসিৎ দর্শন বা অসৎসঙ্গের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায় না। কুদর্শন বা ভোগ্যদর্শনের মূল কারণ অসৎসঙ্গ। অকৃত্রিম সাধুগণ তাঁহাদের বাক্যরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা আমাদের অসৎসঙ্গের প্রতি আসক্তিরূপ গ্রন্থিগুলিকে ছেদন করিয়া দেন তৎপরে বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমাদের দর্শন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যিনি শ্রীবলদেবের বল বা কৃপা ঐকান্তিকভাবে বরণ করিতে চান, তজ্জন্য যাঁহার আকুল আর্ত্তি উপস্থিত হয়, শ্রীবলদেবের অহৈতুকী কৃপা তাঁহারই উপর বর্ষিত হয়। ভগবচ্ছক্তির অবতার সদ্গুরুর পাদপদ্মে নিষ্কপটে প্রপত্তি স্বীকার করিলে জীব প্রবল পরাক্রান্ত দুরন্তা দৈবীমায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। ইহা ব্যতীত জীবের অন্য উপায় নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিভুচৈতন্যে প্রকাশবিগ্রহ। সেই নিত্যপ্রভু শ্রীপাদপদ্মে নিত্যকাল শরণাগত থাকাই অণুবস্তুর কৃত্য।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——০::(০)::০——

সর্ব্বতোভাবে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না। কেবল-চেতনের ধর্ম্ম যদি কখনও বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণ চৈতন্যজনগণের কৃপাবলে আমাদের দৃষ্টিপথে আগমন করে, তা'হ'লে অন্ধকার-রাজ্যের মানবশান্তির পরাকাষ্ঠা হ'তে আমরা উদ্ধৃত হ'তে পারি। দেশের এমন ভাগ্যহীনতা যে, সে-সব কথা আলোচনায় অনেকেই অক্ষম! তা'দের যেন অত কত কি কাজ প'ড়ে গেছে! ঐরূপ উত্তর প্রদান কেবল অজ্ঞতা-প্রসূত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ গ্রহণে পরাঙ্মুখতার নিদর্শন।

সর্ব্বপ্রত্যাবর্ত্তিনী মায়াদেবী জীবকে জাগতিক নশ্বর অভাব অসুবিধার হাত হ'তে কিছুকালের জন্য রক্ষা করেন; আর মায়ার মূল স্বরূপ যোগমায়া জীবগণকে বংশীধ্বনি-শ্রবণে মনোযোগ দিবার জন্য কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে মহাযোগ প্রদান করেন। মহামায়াদেবী মায়াবাদিগণকে শাস্ত্রসমূহের প্রাপ্তি প্রদান করেন; যোগমায়া দেবী ভক্তগণকে সুনির্ম্মল ভাবাবিষ্ট করিয়ে, রাসস্থলীতে কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন। যাঁ'দের নশ্বর ভোগের প্রবৃত্তি নাই, অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্মাদির বন্ধন নাই, তাঁ'রাই দিব্যকর্ণে সেই অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি শু'নতে পারেন, যোগমায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'তে পারেন। যোগমায়া উন্মুখপালনী চিৎশক্তি, আর মহামায়া—যাঁ'র উপাসনা জগতে প্রচলিত, তিনি বিমুখ-বিমোহিনী অচিৎশক্তি বা ছায়াশক্তি। ভক্ত শাক্তগণ চিৎশক্তির উপাসক। যোগমায়া নিজজনগণকে বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট করিয়ে কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি যাঁ'দের কর্ণে পৌঁছায় না, তাঁ'তে যাঁ'রা আকৃষ্ট হন না, তাঁ'রা ইতর কামনায় আকৃষ্ট হন। কামাখ্যাদেবীর আখ্যায়িকা হ'তে আমরা জা'নতে পারি, কামাখ্যাদেবী যাঁ'কে অকপট কৃপা করেন, তিনি মদন-গোপালের সেবা-সুখ-তাৎপর্য্য কামনা ক'রতে পারেন, আর যাঁ'র প্রতি কপট-কৃপা প্রদর্শন করেন, সেই ব্যক্তি প্রাকৃত জনের বা কামের দাস হ'য়ে ধন-অর্থাদি কামনা ক'রে থাকেন। আর কামাখ্যাদেবী যাঁ'দেরকে অত্যন্ত অকৃপা বা বঞ্চনা করেন, তাঁ'রা মোক্ষকামী হ'য়ে পড়েন।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

Regd. No.C. 1644

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা ধামের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ যে-কোন ব্যক্তিই বা প্রতিষ্ঠান শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নিয়মিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (Issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনাস্বরূপ পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পুনঃ গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত কর্ত্তব্য। ... ও পূর্ব্ব ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভার কাহারও কোনপ্রকার অপ্রত্যাশিত আচরণ দেখা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তত্তদ্রূপ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ... অপ্রতিহতভাবে পারমার্থিক হয়, সুতরাং উহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও শিরোনাম,

প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চি ।

... ...

এক কলম ১২৲

...

বিবিধ সংবাদ

খাদ্য সরবরাহের সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনা ঘোষণা

বাঙ্গলার সর্ব্বত্র উচিত মূল্যে অত্যাবশ্যক খাদ্য দ্রব্যের সুষ্ঠু বিলিব্যবস্থার উদ্দেশ্য বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক কয়েকজন বাছাই করা আমদানী ও বিপণনকারকের এক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। খাদ্য সচিব জনাব নবাব বাহাদুর বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন।

উক্তবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে বিক্রেতা নির্ব্বাচনে রাজনৈতিক বা সম্প্রদায়গত বিবেচনা প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণীর বিলিকারকের মধ্যে আর্থিক ও ব্যবসায়ীগত বিবাদও বরদাস্ত করা হইবে। সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় গোয়ালন্দ ও ... সমাগত কাঁচা বিলিকারক ব্যবসায়ী বাছাই এর উদ্দেশ্যে নিযুক্ত ট্রাইবুনাল ও ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাইবুনাল স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ডাঃ ... ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মিঃ ... ট্রাইবুনালের সদস্য নিযুক্ত হইবেন। ... ব্যক্তিকে ট্রাইবুনালের সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইবে। ট্রাইবুনালের কাজ হইবে ... ব্যবসায় প্রণালী পরীক্ষা। উক্তরূপ ক্রয়ের ব্যবসায়ী বাছাই, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য ভাগ করিয়া দেওয়া ও কাজের সীমানা নির্দ্দিষ্ট করা। এইরূপে বাছাই করা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে স্থানীয় বিক্রেতাদের সংযোগ সাধন করাও তাঁহাদের কাজ হইবে। স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারী অনুমোদিত নীতির ভিত্তিতে এই সব বিক্রেতা নির্ব্বাচন করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

অবস্থা বিবেচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গত বৎসর ... এবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন, আই এ, আই এস-সি, বি এ এবং বি এস-সি—কোন পরীক্ষাই বাঙ্গলা ও আসামপ্রদেশের বাহিরে গৃহীত হইবে না।

চিনি রাজ্যের সিদ্ধান্ত

রয়টারের গত ২০শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্র-গুরু ... চিনির রাষ্ট্রদূত সেনর ... চিনি কর্ত্তৃক চক্রশক্তির সহিত সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন।

... বলিয়াছেন যে, ... চক্রশক্তির সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং বার্লিন, রোম ও টোকিওস্থিত চিনির রাষ্ট্রদূতদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা যেন নিজ নিজ গভর্ণমেন্টকে চিনির এই সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়া দেন। চক্রশক্তির সহিত চিনির সম্পর্কচ্ছেদের ফলে পশ্চিম গোলার্দ্ধে একমাত্র আর্জেন্টিনাই লড়াই হইতে দূরে সরিয়া রহিল।

ভারতসরকারের বিজ্ঞপ্তি

স্থলপথে প্রবেশ করে, প্যারাস্যুট যোগে অথবা সমুদ্রপথে শত্রুপক্ষ এই দেশে গুপ্তচর আমদানী করিতে পারে, এরূপ যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। নিকটস্থ অথবা স্থানীয় পুলিশ, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দিয়া, এইরূপ গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করিতে সাহায্য করা প্রত্যেক জনসাধারণের কর্ত্তব্য। ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে জনসাধারণের মধ্যে যদি কেহ এমন কোন লোককে ধরাইয়া দিতে পারেন, যাহাকে বিচারের পর শত্রুপক্ষের গুপ্তচর অথবা শত্রুপক্ষের সহায় সাব্যস্ত করা যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে ৫,০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। জনসাধারণের মধ্যে যদি কেহ এমন সংবাদ সরবরাহ করিতে পারেন যাহাতে উপরোক্ত প্রকারের গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা যায় তাহা হইলে তাঁহাকেও ১,০০০৲ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিভালীলাপ্রবিষ্ট শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ... সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নের ... করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া একাধারে ... হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগোপীনাথ-মন্দির,

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-দ্বারা ... ভক্তি-সম্বন্ধে ... শ্রেয়ঃ ও সাম্প্রদায়িক বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণে

মেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার ... জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্লীহাদি জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় ... ইহার খাঁটিত্ব ... । দিনাজ, ... এবং ... ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, ... সর্ব্বপ্রকার ... ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৸০ ... আনা। ... প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং ... রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ ... জেলা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক ... শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক ... ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ৬ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ১৩ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ২৭শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪৩, বুধবার { ২৫৭-২৫৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ মাধব, বুধবার, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

সাধুর অনুগমন বা অনুসরণই তাঁহার কৃপালাভের একমাত্র উপায়। সাধুর ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলাইতে হইলে নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ত্যাগ করিতেই হইবে। সাধুসঙ্গ ছাড়া, গুরুকৃপা ছাড়া মাদৃশ অপরাধী জীবের মঙ্গলের অন্য রাস্তা নাই। সুতরাং এই ভোগোন্মুখতা, আর শ্রীকৃষ্ণ-সেবোন্মুখতাই অন্য দুর্দ্দৈব-পঙ্কতা। শরণাগতি ও সেবোন্মুখতা না থাকিলে জগদ্ভোগের পিপাসা বৃদ্ধিতই হইবে। এই ভোগোন্মুখতাই পঙ্ক। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীমদনমোহনের সেবায় রতিবিশিষ্ট হইলে এই পঙ্ক ঘুচিয়া যাইবে। সেই মদনমোহনের সেবা প্রদান করিবার একমাত্র মালিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণই শ্রীমদন-মোহনের সেবা-লাভের একমাত্র উপায়। অতএব আত্মারামপুরক্ষেত্রে হইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শরণাগত হইতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল নাই,—এইরূপ ভাবনা হৃদয়ে থাকিলে কখনও শরণাগতির বিচার আসিবে না। শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে একমাত্র দেবতা, ঈশ্বর এবং আত্মা বা প্রিয় জানিয়া তচ্চরণে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে।

— — —

একমাত্র ভগবৎকথা লইয়া থাকিলেই মঙ্গল হইবে। ভগবৎকথাই ভগবান্। ভগবান্ মঙ্গলময়। যেখানে মঙ্গলময় ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করেন, সেখানে অমঙ্গলের কোন কথা নাই। সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-কথার মধ্যে থাকিলেই নিজের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই সুবিধা হয়। ভগবৎ-কৃপালাভে নিজ জীবন সার্থক করিয়া নিজের সঙ্গে সঙ্গে জগতের মঙ্গল বিধান করাই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা। কিন্তু যেখানে নিজের দিকে না তাকাইয়া সর্ব্বদা পরের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ততা, যেখানে আচারহীন প্রচার; সেখানে অন্তরাভিলাষ, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা আছে। সকলেই হরিভজন করুন, সকলেরই মঙ্গললাভে আর প্রাণ দিয়া সাহায্য করি—এই বিচারের পূর্ব্বে নিজের কথা চিন্তা করা উচিত। নিজের আদর্শ জীবন না হইলে অপরের উপকার করা যায় না। সকলেই আদর্শ চায়। সকলেই চায়—যিনি উপদেশ করিতেছেন, তিনি সেইসকল নিজজীবনে পালন করেন কি না। নিজে সু-আচরণে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই আচার এবং তাহার কীর্ত্তনই প্রচার। নিজের মঙ্গললাভ হইলেই অপরের মঙ্গল-বিধান আনুষঙ্গিকভাবে হইয়া থাকে। যেখানে কার্য্যগতি একমাত্র দিকে না হইয়া বহুর প্রতি অভিনিবেশ, সেখানে নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয়। একাগ্রমতি না হইয়া বহুমনপরী হইলেই অসুবিধা। স্ব অর্থাৎ আত্মবিচারে ব্যস্ত থাকিলেই অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন-বিচারেও ভ্রান্তি আসে। ভগবৎ-প্রীত্যর্থ বাতীত অন্য উদ্দেশ্য হইলেই বিবাদের সৃষ্টি হয়। বহু প্রভু হইলেই অসুবিধা। প্রভু এক এবং সেই এক প্রভুর সুখবিধানের জন্য সকলে ব্যস্ত হইলে আর কোন বিবাদ থাকে না। ভগবানের সুখের জন্য সচেষ্ট থাকিলে সকল বিপদাপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমরা অনেক সময় মনে করি, কতকগুলি বিপদাপদ্ হইতে উদ্ধার পাইলেই আমরা সুখে থাকিব, আমাদের মঙ্গল হইবে। কিন্তু যদি আমরা বাস্তবিক ভাল থাকা কিরূপ, তাহা না বুঝি, প্রকৃত ভাল থাকিতে না শিখি, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে না। সমস্ত অসুবিধার অবসান হয় একমাত্র ভগবানের সেবায়—যদি ইহা বুঝিতে না পারি, শ্রীগুরুপাদপদ্মের হইয়া তাঁহার সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকাই প্রকৃত ভাল থাকা—যদি ইহা না জানিতে পারি, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে না। এইসকল কথা না জানিয়া, ইহাতে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া যদি জগতের অন্যান্য লোকের অসুবিধা দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হই, তাহা হইলে আমাদের নিজ মঙ্গলের অনুসন্ধান বন্ধ হইয়া পড়ে। ভগবানের কথা আলোচনা করিলেই আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার থামিয়া যাইবে। ভগবানের সুখের জন্য চেষ্টা হইলে আর নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ভগবদ্ প্রসন্নতাই মানবজীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়। ঐহিক-সম্বন্ধ হইয়া নিত্যমঙ্গলের পথকে কণ্টকিত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এইসকল চিন্তার মধ্যে না থাকিয়া অন্যান্য বৃথা চিন্তায় সময় অতিবাহিত করিলে মঙ্গললাভ হইবে না। আমাদের নিত্যমঙ্গল-লাভের জন্য ভগবান্ যে সুবিধা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মায়িক জগতের বিচারে চালিত হওয়া বুদ্ধিহীনতারই পরিচয়।

ভক্তি—'শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী'

ভক্তি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। ভক্তি-মহাদেবী নিজ সেবা-সৌন্দর্য্য, সেবা-শোভার দ্বারা সর্ব্বাকর্ষকাকর্ষণোদ্যোগ শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন —

"কৃত্বা হরিং প্রেমভাজং প্রিয়বর্গসমন্বিতম্।
ভক্তির্বশীকরোতীতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী মতা॥"

ভক্তি সমস্ত প্রিয়বর্গসহ শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমদ্বারা বশীভূত করিয়া থাকেন। ইহাই ভক্তিদেবীর শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীত্ব-ধর্ম। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"সাধনদশায় যে পর্য্যন্ত ভাবভক্তি উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ভক্তাভাসই হইয়া থাকে। সেই অবস্থায় ভক্তি সুদুর্লভা। কিন্তু সাধনদশা সত্ত্বেও যখন ভাবভক্তি উদিত হয়, তখন ভক্তিদেবীর কয়েকটী সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। জীবের সিদ্ধস্বরূপাশ্রয় ও ভগবানের সিদ্ধ-স্বরূপাশ্রয় ঐ সৌন্দর্য্যগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ভগবদ্ভক্তিতে গাঢ় আসক্তিরূপ একটী ব্যাকুলতা জন্মে। তদ্রূপ ভক্তদশা উপস্থিত হইলে তখন সাধনভক্তি ঈশ্বর প্রতি বা ভাবরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া অবশেষে প্রেমরূপে দেদীপ্যমানা হন। ভাবাবস্থায় ভক্তি প্রিয়বর্গসহ শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ মাত্র করেন, কিন্তু প্রেমাবস্থায় ভক্তি কৃষ্ণকে শ্রীকৃষ্ণলীলার উপকরণ দ্বারা পরমানন্দ সম্ভোগ করান।" একমাত্র শুদ্ধ ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন
ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥"

ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদ্‌বৃত্ত, বহু শাস্ত্রাদি জ্ঞান, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রত প্রভৃতি কোন ক্রিয়াই ভগবানের শ্রীতি-আকর্ষণে সমর্থ হয় না, পরন্তু অমল কেবলা-ভক্তিই ভগবানের প্রীতি আকর্ষণ করেন।

কৃষ্ণ আকর্ষণের মূল আকর ও আকর্ষণের একমাত্র আশ্রয়স্থল বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'— এই নিজনামে আকৃষ্টাশ্রয়গণের দ্বারা নিত্য অর্চনীয় -সেব্য। কৃষ্ণ-স্বরূপটী পরম আকর্ষক। কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের লীলা—সবই আকর্ষক। অপ্রাকৃত কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির পরস্পরের সহিত ঐক্য নিত্য আছেই। কৃষ্ণের স্বরূপগত সকল আকর্ষণের আশ্রয়। কৃষ্ণের আকর্ষণী-শক্তি ও কৃষ্ণ - একই বস্তু। শক্তি শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন। তবে শক্তি সেবকস্বরূপ, শক্তিমান্ সেব্যস্বরূপ। ভক্তি সেই শক্তিতত্ত্বেরই কৃষ্ণস্বরূপ হ্লাদিনীশক্তিরই মূর্ত্ত স্বরূপবতী ভক্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন – শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে। তাঁহারাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভক্তাবতার। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সর্ব্বাকর্ষক-শিরোমণি, শ্রীগুরুপাদপদ্মও সেইরূপ সর্ব্বাকৃষ্ট-শিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণশক্তি ভক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া সেবোন্মুখ, সেবোন্মুখ ও সেবক জীবগণকে স্বপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করেন। জীব ভক্তিদ্বারা—শ্রীগুরুপাদপদ্মদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণ নিত্য। জীব যত কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে থাকেন, ততই তিনি আকর্ষণের নিগূঢ় নিরবচ্ছিন্ন উপলব্ধি করিতে পারেন। কৃষ্ণ বৃহচ্চেতন, আর অণুচেতন। অণুচেতন জীব বৃহচ্চেতনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ আকৃষ্ট হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ না থাকিলে জীবের সত্তা বা অবস্থিতি কখনই সম্ভব হইত না। চিজ্জগতের প্রতিফলনস্বরূপ এই জড়জগতেই দেখা যায়, এখানে যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রগণ অবস্থান করিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট এবং সকলেই সূর্য্যস্বরূপ বৃহৎ গ্রহাণুকর্ত্তৃক আকৃষ্ট। উহাদের মধ্যে এই আকর্ষণীশক্তি না থাকিলে উহাদের যথাযথ অবস্থান কখনও সম্ভব হইত না। জড়জগতের মূলস্বরূপ চিজ্জগতেও ঠিক তাহাই। কৃষ্ণের আকর্ষণ আছে বলিয়াই এবং আকৃষ্টরূপে সেই আকর্ষণ উপলব্ধি করিবার উপাদান আছে বলিয়াই জীবের সেবা সম্ভব হইয়াছে। যাঁহারা সৌভাগ্যবান তাঁহারা কৃষ্ণের এই আকর্ষণীশক্তি ভক্তির নিত্যান্বিত উপলব্ধি করিয়া নিত্য কৃষ্ণসেবানন্দে প্রতিষ্ঠিত হন।

সুদর্শন-মোচন

—— ::•(::•::)•:: ——

এক সময় দেবযাত্রা-উপলক্ষে শ্রীনন্দ-মহারাজ ফাল্গুনী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী-তিথিতে শ্রীশিব পূজা করিবার জন্য অন্যান্য ব্রজবাসিগণের সহিত অম্বিকাবনে গমন করেন। তথায় সকলে সরস্বতী নদীতে স্নান করিয়া বিবিধ পূজোপকরণদ্বারা ভক্তিসহকারে বিভূতিভূষণ গোপেশ্বর সদাশিব ও অম্বিকাদেবীকে পূজা করিলেন। শ্রীনন্দমহারাজ তথায় ব্রাহ্মণগণকে গাভী, সুবর্ণ, বস্ত্র, মধু ও মধুযুক্ত অন্ন দান করিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। ব্রজরাজ শ্রীনন্দ-মহারাজ, সনন্দ ও অন্যান্য ব্রজবাসী গোপগণ সেই দিবস জলমাত্র পান করিয়া উপবাস করিলেন। রজনী সমাগত হইলে সকলে সরস্বতীর তীরে অবস্থান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা নিদ্রাভিভূত হইলে অকস্মাৎ এক মহাসর্প সকলের অলক্ষিতভাবে আসিয়া নিদ্রামগ্ন শ্রীনন্দ-মহারাজকে গ্রাস করিল। তখন শ্রীনন্দ-মহারাজ সর্পগ্রস্ত হইয়া "হে কৃষ্ণ, হে তাত! আমাকে মহাসর্প গ্রাস করিতেছে; আমাকে উদ্ধার কর"—এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ব্রজবাসিগণ সেই চীৎকার শ্রবণপূর্ব্বক সত্বর উত্থিত হইয়া জ্বলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা সর্পকে তাড়না করিতে লাগিলেন, কিন্তু দাহগ্রস্ত হইয়াও ঐ সর্প কিছুতেই শ্রীনন্দ মহারাজকে পরিত্যাগ করিল না। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দ-মহারাজের নিকট গমনপূর্ব্বক পদদ্বারা সর্পকে স্পর্শ করিলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-স্পর্শে পাপ বিনষ্ট হওয়ায় ঐ সর্প সর্পশরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক অপূর্ব্ব বিদ্যাধররূপ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সুবর্ণ-মালা ধারণ করিয়া সমুজ্জ্বলবিগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক, সেই দিব্য-পুরুষকে 'তুমি কি কারণেই বা এই নিন্দিত সর্পযোনি লাভ করিয়াছিলে' ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া তাঁহার সমস্ত পূর্ব্ব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্পশরীরমুক্ত সেই দিব্য পুরুষ তখন বলিলেন,—"আমি সুদর্শন-বিদ্যাধর নামে খ্যাত। একদা আমি স্বকীয় রূপসম্পত্তির সহিত বিমানে দিক্‌সমূহে বিচরণ করিতেছিলাম। সেই সময় অঙ্গিরা-গোত্রজাত কুরূপপ্রাপ্ত ঋষিগণকে দেখিয়া স্বীয় রূপগর্ব্বহেতু হাস্য করিয়াছিলাম। সেই ঋষিগণ এইরূপ উপহাসগ্রস্ত হইয়া আমার বিরুদ্ধ পাপের ফলস্বরূপ এই সর্পযোনি প্রাপ্ত হওয়ার অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখিতেছি, তাঁহাদের ঐ অভিশাপ আমার সৌভাগ্যপ্রদ আশীর্ব্বাদেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেই পরম করুণাময় ঋষিগণ আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই শাপ প্রদানচ্ছলে সর্পযোনি প্রদান করাইয়াছিলেন; যেহেতু আজ আমি শিব-ব্রহ্মাদি যাঁহার পদরজঃ কামনা করেন, সেই ত্রিলোকগুরু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপনার শ্রীপাদপদ্মস্পর্শ লাভ করিলাম। হে অচ্যুত! আমি আপনাকে দর্শন করিয়া সদ্য ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি। লোকে যাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াই নিখিল শ্রোতৃজনকে এবং নিজেকে পবিত্র করে, সেই আপনার পাদস্পর্শে আমি যে আজ পরম পবিত্র হইয়াছি, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ভবভীতিগ্রস্ত শরণাগত জনের ভয়হারী হে অচিন্ত্য শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। এখন আমাকে কৃপাপূর্ব্বক নিজ লোকে গমনের আদেশ প্রদান করুন।" অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজ লোকে গমনের অনুমতি প্রদান করিলে সেই পরম সুন্দর বিদ্যাধর শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া নিজ লোকে গমন করিলেন। ব্রজবাসী গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রভাব দর্শন করিয়া সেই অম্বিকাবনে ব্রতাবসান সমাপনপূর্ব্বক সাদরে তদীয় প্রভাববার্ত্তা কীর্ত্তন করিতে করিতে পুনরায় ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সেবোৎসাহ

(শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী)

"সেবোৎসাহ"-শব্দটির সহিত সেবা, সেবক ও সেব্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান। সেব্যবস্তুর প্রতি সেবকের যে ক্রমবর্দ্ধমান সেবা-ঔৎসুক্য, তাহাকেই সেবোৎসাহ বলা যায়। যেখানে সেব্য আছেন, কিন্তু সেবক নাই অথবা সেব্য ও সেবক উভয়ই বর্ত্তমান, কিন্তু সেবাবৃত্তির অভাব, সেখানে সেবোৎসাহ বলিয়াও কোন কথা হইতে পারে না।

সেব্যবস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া কামনাবদ্ধ অজ্ঞান বদ্ধজীবগণ যে কত প্রকার বস্তুকে সেব্য বলিয়া ধারণা করে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অজ্ঞাতজ্ঞানী কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি বহুজন সেব্যজ্ঞানে কখনও নিজেকে, কখনও নিজাপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ মানবকে, কখনও অথবা কোনও আধিকারিক দেবতা, আবার দেশাত্মবোধে আত্মহারা হইয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট দেশ কিংবা সমাজকে সেব্য(?)রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের প্রতি সেবোৎসাহ (?) দেখাইয়া থাকে। প্রকৃত সেবক-স্বরূপ-জ্ঞানশূন্য হইয়া একরূপে স্থূল আনন্দ দেহে আবদ্ধ স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, রাজা, ধনী, দরিদ্র, সুখী, দুঃখী, বিদ্বান্, মূর্খ-অভিমানী জীব স্ব স্ব রুচি-অনুসারে বিভিন্ন বস্তুকে সেব্য বলিয়া মনে করিয়া ঐসকল উপাধিগত কাল্পনিক বিভিন্ন বিষয়ে এতই উৎসাহ প্রকাশ করে যে, তাহাতে তাহারা তাহাদের অতিপ্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।

দেহ-মনোধর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির লালসায় যে উৎসাহ প্রকাশ করে, তাহা হইতে 'সেবোৎসাহ-শব্দটী' সম্পূর্ণ পৃথক্। যেখানে ভোগ্য একটী, কিন্তু তাহার ভোক্তা বহু, সেখানে বিবাদ অনিবার্য্য। বহির্ম্মুখ বিশ্বে আপাত-দর্শনে একের প্রতি অন্যের যে প্রীতি-ভাবের কথা জানিতে পারা যায় তাহাও প্রকৃতপক্ষে ভোগ্য-ভাবেরই রূপান্তর মাত্র। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, পিতার প্রতি পুত্র-কন্যার, জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের, শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের, রাজার প্রতি প্রজার, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের এবং দেশের প্রতি দেশবাসীর যে লৌকিক সেবাভাবে সেবোৎসাহের কথা আমরা শুনিতে পাই, তাহা কখনও প্রকৃত সেবোৎসাহ-শব্দবাচ্য হইতে পারে না। কারণ, দেহাত্মজ্ঞান-সম্পন্ন বদ্ধজীবের নিজেকে ভোক্তৃ-জ্ঞান তাহাদের বদ্ধভূমিকায় একটী নৈসর্গিকবৃত্তি হওয়ায় অন্তরে তাহারা স্বীয় ভোক্তৃ-অভিমানে বাহ্যে অন্যের প্রতি যে সেবা এবং সেবোৎসাহ দেখাইয়া থাকে, তাহা সূক্ষ্ম বিচারে ভোগোৎসাহ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা
চ প্রভুরেব চ।"

"হে অর্জ্জুন! আমিই একমাত্র সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু"। শ্রীগীতার এই শিক্ষা হইতে আমরা স্পষ্টই জানিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণই সকল যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা, প্রভু বা সেব্য। সুতরাং অদ্বিতীয় ভোক্তা বা সেব্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তৎপাদপদ্ম-শরণাগত সেবকের যে সেবা-ঔৎসুক্য, তাহাই যথার্থ সেবোৎসাহ। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ও অদ্বিতীয় সেব্য হওয়ায় অন্য কোথায়ও বা অন্য কোন ব্যক্তির সম্বন্ধেও সেবা-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। সেবা ও ভোগের স্বরূপ আমরা শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভুর ভাষায় এইরূপ জানিতে পারি,—

"কাম, প্রেম —দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা—তা'রে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম-নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য প্রেম ত' প্রবল॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥
অতএব কাম, প্রেম বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥"

সুতরাং অজ্ঞাতজ্ঞানীদের নানা কামনা-মূলে যে তাৎকালিক উচ্ছ্বাস প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহা বাস্তব-বিচারে সেবোৎসাহরূপে

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ

প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেবোৎসাহ নহে। তাহা ফলোদ্গমে আবদ্ধ বলিয়া জড় হইয়া পড়ে; কিন্তু শ্রীহরিসেবকের সেবোৎসাহ ক্রমশঃ উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করে। প্রকৃত সেবোৎসাহী সেবকের চিত্তবৃত্তি কিরূপ, তাহা আমরা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের নিম্নলিখিত বাণী হইতে জানিতে পারি,—

"ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস,
প্রেমলাভে ধৈর্য্যধন।"

সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া প্রয়োজন বস্তু-লাভের জন্য সম্যক্ ধৈর্য্য অবলম্বনে অভিধেয়-আচরণে যে স্বাভাবিক উৎসাহ, তাহাই প্রকৃত সেবোৎসাহ।

শ্রেয়ো-জিজ্ঞাসু

(প্রাপ্ত)

মানবদিগের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের নিকট যে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার উদয় দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহা মায়ার সেবা বা আপাত প্রেয়ঃ অর্থাৎ অনিত্য সুখের, যে সুখ পরিণামে গভীর দুঃখে পাতিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বস্তুর সন্ধান আনিয়া দেয়। আর সাধু-শাস্ত্র যে পরিপ্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার কথা বলেন, তাহা দুস্তরা মায়ার কবল হইতে উদ্ধার ও নিত্যানন্দবোধবস্তুর সহিত সেবা-সম্বন্ধযুক্ত করিয়া দেয়। অতএব শ্রেয়ঃপ্রার্থী ব্যক্তি মাত্রেই শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া শ্রেয়োজিজ্ঞাসু হইবেন। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

জীব পরমমঙ্গল অর্থাৎ যাহা ঐহিক বা পারলৌকিক কাম্যনিষ্ঠ ভোগের ন্যায় অনিত্য নহে, তাদৃশ শাশ্বত কল্যাণ জানিবার ইচ্ছুক হইয়া শব্দ-ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মবিষয়ে অভিজ্ঞ, বিষয়রাগ-শূন্য গুরুর শরণাপন্ন হইবেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন, —"অতঃ পূর্ব্বপ্রোক্তা ভক্তিরেব সংসারতারিণী নৈব বিবিদিষা পূর্ব্বপক্ষ, তত্রাপি.... শব্দে ব্রহ্মণি বেদে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞানে নাস্তাকরে চ নিষ্ণাতং নিপুণং। অন্যথা সংশয়চ্ছেদাভাবে বৈমনস্যে চ স্যাত্ কদাচিৎ শ্রদ্ধা শৈথিল্যমপি সম্ভবেৎ। পরে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতম্ অপরোক্ষানুভবসমর্থং, অন্যথা তৎকৃপা সম্যক্ ফলবতী ন স্যাৎ।" সুতরাং সকলেরই শ্রীগুরুপাদপদ্মে আগমন করিয়া উত্তম শ্রেয়োজিজ্ঞাসার একান্ত প্রয়োজন আছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর উপরি-উক্ত শ্লোকের বিবৃতিতে বলিয়াছেন, — "মানব আধ্যক্ষিক জ্ঞানে অবস্থানকালে হিতাহিত-বিবেক ও ভবিষ্যদ্দর্শন রহিত হইয়া নিজের চরম কল্যাণ নিরূপণ করিতে পারেন না এবং কর্ম্মপথে বিচরণ করেন। যখন কর্ম্মকাণ্ডের নশ্বরতা ও অকর্ম্মণ্যতা তাঁহার আলোচনার বিষয় হয়, তখন তিনি তাঁহার নিত্যস্থিতি বুঝিতে পারেন। চরম কল্যাণ দুর্জ্ঞেয়তত্ত্বে অবস্থিত, সুতরাং অভক্ত অপসিদ্ধান্ত-বিচারে অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয় দেখিয়া এবং প্রাপঞ্চিক উৎকণ্ঠা হয় জানিয়া তিনি তাদৃশী চেষ্টার ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করেন এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ মানসে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ভাবের তামস অহঙ্কার অধম, রাজস অহঙ্কার মধ্যম এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার উত্তম। তামস অহঙ্কারে অবস্থানকালে স্থূল পঞ্চভূত লইয়া জীবের ব্যস্ততা লক্ষিত হয় এবং রাজস অহঙ্কারে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি ভাবনাকার্য্যের দিকে নিযুক্ত হয়। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি মনের সহিত মিশ্র স্থূল-সূক্ষ্ম-ভাবে চালিত হয়। সাত্ত্বিকাহঙ্কারের প্রাবল্যে সূক্ষ্মভাবে মায়াস্পর্শাদির অহঙ্কার প্রকাশিত হয় এবং উহাই আচ্ছন্ন হইলে জ্ঞানাহঙ্কারে বিলীন হয়। সাত্ত্বিকাহঙ্কার যখন বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিবার যোগ্যতা লাভ করে, তখনই ভাবের উত্তম শ্রেয়োজিজ্ঞাসার উদয় হয়। জিজ্ঞাসার উদয়ে জীব বিশুদ্ধসত্ত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অলৌকিক অহঙ্কারত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত না জানিয়া অপ্রাকৃত বিগুণাতীত নির্গুণ অপ্রাকৃত সকল সদ্গুণসম্পন্ন ভগবানের চিন্ময়ী শক্তির মূর্ত্তি, প্রকাশবিগ্রহ বলিয়া জানিতে পারেন। সেই চিৎশক্তির অচিৎ-প্রবৃত্তি বা ভোগবাসনার পরিবর্ত্তে কেবল ভাক্তজনে অবাধিত ও ক্রমাকর্ষণে উদ্বোধন বদ্ধজীবের মায়াবাহ্যকারকে প্রশমিত করিতে সমর্থ হয়। ভগবান্ বিষয়জাতীয় ভোক্তৃ গ্রহণ করিয়া তাঁহার আশ্রিত গুরুদেবকে আশ্রয়জাতীয় ভোগ্য বিচার করেন এবং অবরজ্ঞানসেবক আশ্রয়জাতীয় ভক্ত ভজনীয় বস্তুর সেবা ব্যতীত অন্য কামনাকে আর কিছুই করেন না। ঠাকুর বিল্বমঙ্গল যেরূপ আত্মার বৃত্তির কথা কৃষ্ণকর্ণামৃতের উপান্ত শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, চামসাহায্যের ও মাধুরী প্রভৃতি ভগবানের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া জীবকে প্রেমামৃত রসে আপ্লুত ভোগাসক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাপঞ্চিক ভেদের অবস্থাদি কখন উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভুক্তি ও মুক্তি তাঁহার সেবা বা ভোগ্য প্রভৃতি কোন ভাবেরই আশ্রিতব্য ব্যাপার হয় না। তিনি তখন ভক্তিসুধাধারা কৃষ্ণের নাসিকা-রসায়ন চিন্ময় রূপধ্যানে প্রতিষ্ঠিত হন। জ্ঞানবল সেবোন্মুখ জীবাত্মার সম্বন্ধে অধিকারের তুলনা হয় না। ভক্তবৃত্তি-বিশেষ কৃষ্ণের পদাবলিজ্ঞাপ শ্রবণকীর্ত্তন আর আত্মসমর্পণপূর্ব্বক পরিবর্ত্তনাবস্থিতি-ক্রমে দুষ্টাকাঙ্ক্ষাতীত পরব্যোমস্থিত বৈকুণ্ঠ-সেবার প্রভাবে অধিকারী হন এবং সেই বৈকুণ্ঠের নিরবচ্ছিন্ন সুখ বহুকাল আত্মসমর্পণপূর্ব্বক নিত্যকাল নিখিল জীবাত্মার প্রাপঞ্চিক বিপাক সমূলে উৎপাটন করেন। তখনই জীব শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে সেবোন্মুখতা লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণ করিবার অধিকার পান। বৈকুণ্ঠনামই বৈকুণ্ঠনামী, তাহাতে আর মায়িক ভেদ কল্পিত হয় না। তখনই তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি শব্দ ব্রহ্ম নামাক ও পরব্রহ্ম নামাক ভগবদ্বস্তুকে আশ্রয় করিয়াছেন। সেই আশ্রয়ে কোন প্রাপঞ্চিক জড়াবস্থা বা অপ্রাপঞ্চিক ভাবটুকু, জাড্য সেবোন্মুখতার বাধা ও করে নাই। তখনও তিনি বুঝিতে পারেন যে, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের অলৌকিক চমৎকারিতায় আশ্রয়-জাতীয় এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বিচারপর জীব বৈষয়িকজ্ঞানের অহঙ্কারবোধ বাস্তব-বৈধরী হইতে পৃথক্ হইয়া নিরবধি সর্ব্বত অর্থাৎ একায়নপন্থাত ঐকান্তিক সেবা লাভ করেন। উহা অবৈজ্ঞানিক মাদকতাপূর্ণ। আত্মারামগণের চিন্ময়-বৈচিত্র্যের শ্রবণাধিকারে প্রতিষ্ঠা লাভই সকাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সৌভাগ্যের পরিচয়। প্রাপঞ্চিক বিচারে কর্ম্মীকে, যোগীকে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানীকে, মুক্তিকামী অহংগ্রহোপাসককে, বাহিরে কর্ম্মনিপুণ আধ্যক্ষিককে গুরুরূপে জানিবার পরিবর্ত্তে তাহাদের সেবাবঞ্চিত হয়। যার অহঙ্কার-বিমুখ হন। সেইরূপ বৈষ্ণবই তাঁহাদিগকে নিত্যানন্দপ্রদগুরুকে নিত্য সেবাপ্রদান করায়। তিনি নিত্য বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থিত হইয়া নিত্যানন্দসেবা ব্যতীত নিজ স্বরূপের অন্য কোন পরিচয় পান না। তিনি নিরন্তরে বিভূষিত হইয়া একান্তশরণ-কারী ভাবুকগণের প্রতি মহাবদান্যের কৃপা-প্রাচুর্য্যের কারণ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। স্রোতপথ কখনই রুদ্ধ হয় না এবং কালিন্দী-মুখে প্রবাহিত হইয়া ভক্তগণের নিরন্তর্ভুক্তির জড়তা বা নাশ সাধন করে। এই সময় ভাবের কৃষ্ণজ্ঞানকথায় ক্রমের অনুকূল হয়, সেই সময় জিজ্ঞাসা বিচারে শ্রবণ শ্রবণেও তাহার অবস্থান। তত্ত্বাধিকার কি বস্তু, তাহাতে তাহার জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। সুতরাং উত্তম শ্রেয়োজিজ্ঞাসু না হইলে ভগবদ্ভক্তপ্রতিষ্ঠিত উত্তম গুরুতত্ত্ব জ্ঞানাভাবে প্রকাশ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয় না"।

শ্রেয়োজিজ্ঞাসু ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে আগমন করিয়া কি উপায় অবলম্বনে জিজ্ঞাস্য বিষয় অবগত হইবেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন-
স্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

—তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুগণকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক ও অকপটভাবে সেবা করত সন্তুষ্ট করিয়া তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর তাঁহারা তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হইয়া প্রণিপাত ও সেবা- এই দুইটী বাদ দিয়া পরিপ্রশ্ন করিয়া থাকি বলিয়া আমাদের মঙ্গল হয় না। বোধহয় না বুঝিয়া বোকা চালনা করিবার ন্যায় শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে যথার্থ প্রণিপাত, সেবাবুদ্ধির অভাব, আত্ম-নিবেদনে কার্পণ্য, নিজেকে শিষ্য বলিয়া অভিমান ও পাণ্ডিত্য হইতে অনভিজ্ঞতা থাকিলে কেবল জিজ্ঞাসায় কোনরূপ লাভ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীঅর্জ্জুন শ্রেয়োজিজ্ঞাসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

আমি তোমার শিষ্য শরণাগত। অতএব তোমাকে প্রণাম বা শরণাগত আমাকে শাসন কর, শিক্ষা দান কর। আমার পক্ষে যাহা নিশ্চিত, উপযুক্ত ও মঙ্গলপ্রদ, তাহা আমাকে বল

শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত ও সেবা প্রকৃষ্টরূপে সাধিত না হইলে, নিজের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে সক্ষম হই না। শ্রীগুরুদেবকে নিজেকে যোল আনা সমর্পণ করিলে তিনি যোল আনা শ্রেয়ঃ প্রদান করিয়া থাকেন। তখন আর শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রেয়-উপদেশগুলি নিজ জীবনে প্রতিপালন করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যেখানে সমজাতীয় বস্তু, সেখানে বিজাতীয় ভাব নাই, সেখানে একের সহিত অন্যের অসামঞ্জস্য হয় না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসাদে আমরা যে জিজ্ঞাসা বা পরিপ্রশ্নের আদর্শ পাই, সেই পরিপ্রশ্ন ও প্রকৃত শ্রেয়ো জিজ্ঞাসুর পরিপ্রশ্নকে সমপর্য্যায়ে গণনা করা যায় না। একটী সভা সত্য আত্মসমর্পণকে প্রকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া 'জিজ্ঞাসা', আর একটী সাংসারিক কৌতূহলনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসার অভিনয়, একটী জিজ্ঞাসার অভিনয় বা জিজ্ঞাসা সংসারে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের পরিসমাপ্তি, আর একটি শ্রেয়োবিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপদিষ্ট বিষয়টী নিজ জীবনে পালন করিবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়া,— এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান আছে।

বদ্ধজীবের কিরূপে শিষ্য হইয়া শ্রীগুরুর উপদেশগুলি মনের শিক্ষাপ্রার্থী হইতে হইবে, তাহা জানাইবার জন্য ভক্তরাজ শ্রীল উদ্ধব মহারাজ শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন,—

"সোঽহং মমাহমিতি মূঢ়মতির্বিগাঢ়
স্ত্বন্মায়য়া বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে।

ভবজলধিনিমগ্নং তবতা বয়াহং
সংসারাব্ধিং তপবরং শাধি কৃতাম্

—হে ভগবন্! আমি আপনার মায়া-বিরচিত এই মায়িক দেহ ও পুত্রকলত্রাদি-বিষয়ে 'অহংমম'-বুদ্ধিতে নিমগ্ন রহিয়াছি; আমি অত্যন্ত মূঢ়মতি, অতএব যাহাতে আপনার উপদিষ্ট বিষয়ের অনায়াসে সাধন করিতে পারি, এই সুষ্ঠুভাবে তাদৃশ শিক্ষা প্রদান করুন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞান দৃঢ় না হ'লে নিজেকে শিষ্য বলিয়া উপলব্ধি হয় না। শিষ্য না হইলে গুরুপাদপদ্মে অভিগমনও হয় না। 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' বলিয়া গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া যোগ্যাধিকারী হইলে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে মহাভাগবতাধিকার পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরুপাদের বাণীর দ্বারা যদি আমরা নিয়মিত না হই, তবে নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, আমরা শিষ্য হইয়া তাঁহার বাণী শ্রবণ করি নাই। শিষ্য হইয়া গুরুদেবের বাণী শ্রবণ করিলে কাহারও কোন দিন গুরু-অবজ্ঞা হইতে পারে না—'তাঁর শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা না লইবে পূজা কা'র' এই বিচারই প্রবল হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিষ্য ও আশ্রিত থাকিয়া আমরা যেন গুরুসেবা করিতে পারি, সম্বন্ধজ্ঞানবিহীন হইয়া শিষ্য হইতে যাই না, ইহাই—ইহাই সতত শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে প্রার্থনা।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

———:::(০):::———

যাঁহারা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারা বিষয় ও আশ্রয় এতদুভয়েরই যুগপৎ সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণসেবার সহিত আত্মপ্রতীতির সর্ব্বতোভাবে সংযোগ আছে। যাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহারা রূপানুগ-সেবা বুঝিতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিবার পূর্ব্বে গুরু-সেবা; সেই গুরুসেবা সপার্ষদ গুরুদেবের সেবা। সপার্ষদ গুরুদেবের সেবা না হইলে আত্মপ্রতীতি উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্মপ্রতীতির অভাবে, সপার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট সেবার অভাবে তোতাপাখী যেরূপ বুলি আওড়ায়, আমরা সেইরূপ শব্দ উচ্চারণ করি মাত্র। অপ্রাকৃত ভাব লাভ না করিলে কোন মঙ্গল লাভ হইবে না, কিন্তু প্রাকৃত অবস্থায় থাকিয়া যদি অপ্রাকৃত ভাব লাভ করিয়াছি মনে করি, তাহা হইলে সেরূপ মনে করা অবৈধকতা। এই অকৈতব-উপলব্ধির নাম দৈন্য। আর সেই অবস্থা উপলব্ধি না করার নাম দম্ভ।

ভগবানের আরাধনা সকল আরাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর ভগবানের আরাধনা যিনি করেন, তাঁহার আরাধনা ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর সেবা অনেকেই করেন, ভক্তগণের সেবা—যাঁহাদের সেবায় স্বয়ং ভগবান্ও বাধ্য, সেই বৈষ্ণবের সেবা করিবার জন্য অল্প প্রাকৃত লোকের বুদ্ধি হয় না। তাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে—বৈষ্ণবের সেবা। যেখানে মূর্ত্ত-ভগবদ্বিগ্রহ, যেখান হইতে ভগবদ্বিগ্রহের তত্ত্ব কথা প্রকাশিত হয়, যেখানে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাওয়া যায়, সেই ভগবদ্ভক্তের সেবা ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা অপেক্ষাও বড়। অর্চ্চামূর্ত্তির সেবাও ভগবদ্ভক্তের বাণী-শ্রবণ ব্যতীত সুষ্ঠু হইতে পারে না।

শ্রীগৌরসুন্দর মানবের মঙ্গলের জন্য বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজনে'র বিচার ক'রেছেন। চরম কথা এই একমাত্র সেতু—পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। যে কালে আমরা বুঝতে না পারি, সেকাল পর্যন্ত মনে হয়, তিনি একজন ভক্ত বা অন্যতর মহাপুরুষের অন্যতম কিংবা একজন আচার্য্য-বিশেষ, মহাপ্রচারক মাত্র; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীরূপপাদ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু—শ্রীকৃষ্ণ; তিনি পরমেশ্বর-তত্ত্ব, ঐতিহাসিক বা পারম্পর্য্যীন কোন ব্যক্তি-বিশেষ নন। তিনি নিত্যকাল অবস্থিত। তিনি কালের অভ্যন্তরে আবির্ভূত নন। তিনি কালের পূর্ব্বে ছিলেন, কালের অভ্যন্তরে তিনি আছেন, কালের পরেও তিনি থাকবেন। তিনি সকলের কারণের কারণ বস্তু। তাঁ'র নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, তাঁ'র রূপ—গৌরকান্তি, তাঁ'র গুণ—মহাবদান্যতা, তাঁ'র লীলা—কৃষ্ণ প্রেম দান, তাঁর স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ। জগতে যে দান পাওয়া যায় না, যা অন্যত্র সম্ভব হয় না, সেই দানের প্রকৃষ্টরূপে একমাত্র দাতা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁর মহাবদান্যতা-গুণের বিষয়ই আমাদের আলোচ্য। যখন বস্তুর একত্ব থাকে, তখন সম্বন্ধ বলে কোন শব্দের আবশ্যকতা থাকে না। বস্তুর বৈচিত্র্য, একের অধিক হইলেই 'সম্বন্ধ'-শব্দের প্রয়োগ হয়। সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হ'লে জীব জানতে পারেন যে, সেই বস্তু—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা ও ব্রহ্মের মূল আশ্রয় বস্তু; ইহা যিনি বিশেষ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

বিবিধ সংবাদ

কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা প্রথা

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কম্পার্টমেণ্টাল প্রথা প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা ক'রবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্তৃক গঠিত কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন।

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, কমিটি নিম্নলিখিত সর্ত্তে আই এ, আই এস-সি, বি এ, বি এস-সি ও বি কম পরীক্ষায় উক্ত প্রথা প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন:

(১) কোন পরীক্ষার্থী যদি মাত্র একটি বিষয়ে অকৃতকার্য্য হন, কিন্তু অন্যান্য বিষয় গুলিতে গড়ে শতকরা ৪০ নম্বর পান, তবে সম্পূর্ণ ফিস দিলে তাঁহাকে পরবর্ত্তী পরীক্ষায় যে বিষয়ে তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, কেবলমাত্র সেই বিষয়েই পরীক্ষা করা হইবে। পরীক্ষার্থী যদি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, তবে তাঁহাকে উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

এই সমস্ত পরীক্ষার্থীর নাম একটি পৃথক তালিকায় প্রকাশ করা হইবে। উহাতে শ্রেণী বিভাগ বা কোন বিশেষ কৃতিত্বের উল্লেখ থাকিবে না এবং পরীক্ষার্থী জলপানি, পদক বা পুরস্কার পাইবার অধিকারী হইবেন না। এই সব পরীক্ষার্থীকে কোন কারণেই বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে বা অনার্স রাখিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষার্থী যদি বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হয়েন, তবে তাঁহাকে কোন অনুমোদিত কলেজে উক্ত বিষয়ে এক বৎসর প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাসে যোগ দিতে হইবে এবং কলেজের অধ্যক্ষের নিকট হইতে উক্ত মর্ম্মে একটি সার্টিফিকেটসহ আবেদন করিতে হইবে।

(২) কোন প্রার্থী যদি ঠিক পরবর্ত্তী পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন বা অনুপস্থিত থাকেন অথবা অন্য কোন বৎসরে পরীক্ষাদানের অনুমতি চাহেন অথবা অনার্স রাখিতে চাহেন তবে তাঁহাকে সমস্ত বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হইবে। কমিটি বর্ত্তমানে উপরিউক্ত কলেজের পরীক্ষা ব্যতীত অন্যান্য পরীক্ষায় এই প্রথা প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করেন।

———

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার জন্য নির্ব্বাচন

রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ বসুর মৃত্যুর ফলে যে সদস্য পদ খালি হইয়াছে তাহা পূর্ণ করার জন্য বাঙ্গলার গভর্ণর ৩০শে মে মধ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বর্দ্ধমান বিভাগ দক্ষিণ পশ্চিম (পল্লী) সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে একজন সদস্য নির্ব্বাচনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র ও মনোনয়নের জামানত দাখিল এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য ৪ঠা, ১১ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী দিন ধার্য্য করা হইয়াছে।

———

ভারতসরকারের বিজ্ঞপ্তি

স্থলপথে ছদ্মবেশে থাকিয়া, প্যারাসুট দ্বারা অথবা সমুদ্রপথে শত্রুপক্ষ এই দেশে গুপ্তচর আমদানী করিতে পারে, এরূপ যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। মিলেটারী অথবা স্থানীয় পুলিশ, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দিয়া, এইরূপ গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার ক'রতে সাহায্য করা প্রত্যেক জনসাধারণের কর্তব্য। ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে জনসাধারণের মধ্যে যদি কেহ এমন কোন লোককে ধরাইয়া দিতে পারেন, যাহাকে বিচারের ফলে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর অথবা শত্রুপক্ষের সামরিক কার্য্যাদিতে লিপ্ত বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে ৫,০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। জনসাধারণের মধ্যে যদি কেহ এমন সংবাদ সরবরাহ করিতে পারেন যাহাতে উপরোক্ত প্রকারের গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা যায় তাহা হইলে তাঁহাকেও ১,০০০৲ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্লীহাযুক্ত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পরিবারের প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়, জ্বরের উহার কার্য্যকারিতা অত্যাশ্চর্য্য। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত কামলাদি এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৵০ একটাকা দুই আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী-কর্তৃক ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ৭ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১৪ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২৮শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪৩, বৃহস্পতিবার ২৫৯ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মাধব, দুর্জ্জাদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::o::(::o)::o:: ——

কেবল চিন্মাত্র-ধারণাই ব্রহ্ম-প্রতীতি। যেখানে সৎ ও চিৎ অর্থাৎ সাচ্চিদংশের ধারণা, তাহা পরমাত্ম-প্রতীতি। সৎ, চিৎ ও আনন্দ অর্থাৎ সাচ্চিদানন্দযুক্ত-ধারা ভগবত্তর যে ধারণা, তাহাই ভগবৎ-প্রতীতি। জ্ঞানী ও যোগীর ধারণা অসম্পূর্ণ ও আংশিক। যেখানে সাচ্চিদানন্দের উপলব্ধি, সেইখানে ভক্ত; সেইখানেই ভগবানের সাক্ষাৎ শরণ বা সেবার। জ্ঞানী ও যোগী—উভয়েই বঞ্চক। তাহাদের ভাজন ছলনা, কপটতা মাত্র। 'ভগবানকে খুঁজে পাওয়া'—তাও এরূপ কোন কাল্পনিক বিষয় নয়। তাহা চেতনের নিত্যবৃত্তি। জ্ঞান-যোগিগণ যাবতীয়ের জন্য কিছুমাত্র ভগবানকে ধারে যায়। তাহাদের জ্ঞান বা যোগ কেবল উপায়মাত্র। ইহারা স্পষ্ট নাস্তিক অপেক্ষা ভগবানের অধিক বিরোধী।

যোগীর চরম প্রাপ্য কৈবল্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য এবং জ্ঞানীর প্রাপ্য ব্রহ্মসাযুজ্য। উভয়েই তুচ্ছ ও হেয়। ইহাদের চরমগতি নির্ব্বিশেষ-অবস্থা-লাভ।

ভক্তের মুক্তিকামনাদি নাই। সেবার বিনিময়ে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা যেখানে, সেখানে বণিগ্‌বৃত্তি। ভক্তগণ জ্ঞান ও যোগ-সিদ্ধির যে চরমপ্রাপ্তি, তাহাতেও ঘৃণার প্রদান করেন। ভক্ত স্বরূপে অবস্থিত, সেবাভিমানে প্রমত্ত—সেবা-বিভোর। ভগবানের সহিত তিনি প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। মায়ার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই। যাঁহার বন্ধনই নাই, তাঁহার আবার মুক্তি-কামনা কিসের? ধর্ম্মার্থ কাম-কামনা হইতে মুক্তি-কামনা অধিক ঘৃণ্য। ইহা সবচেয়ে বড় কপটতা। যোগী বা জ্ঞানীর ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। ইহারা ভগবচ্চরণে শরণাগত বা ভক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানকে পায় না।

——

ভগবান্ সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ ভক্তকে রক্ষা করেন। তাঁহার সকল কার্য্যই মঙ্গলজনক। আস্তিক ভক্তগণ ভগবানের সর্ব্বত্র অধিষ্ঠান ও তাঁহার কৃপার কথা বুঝিতে পারেন। ভক্তের সহিত ভগবানের সর্ব্বক্ষণ আদানপ্রদান চলিতেছে। ভক্তের ভগবান্ ছাড়া আর কেহ নাই। ভক্তের নিজের কোন ভোগ্য বস্তু নাই। তাঁহার সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন—সেব্যদর্শন। সতী যেমন তাঁহার পতির সম্বন্ধে তাঁহার সকল স্থির করেন, ভক্তের দর্শনও তদ্রূপ। অন্যে যেরূপ চক্ষু দিয়া ভোগ্য-দর্শন করে, ভক্তের সেরূপ বাহ্যদর্শন নাই। ভক্তের দ্রষ্টৃ-অভিমান নাই, তিনি সেবকাভিমানী। তাঁহার দর্শন-স্পর্শন—সবই কর্ণ দিয়া। সেবকের দর্শনাদি সবই সেবা। হরিকথা তাঁহার পথপ্রদর্শক। তিনি সেবোন্মুখ কর্ণ দিয়া সেব্য ভগবানকে দর্শন করেন। তিনি জানেন, ভগবানকে পাইবার সহজ রাস্তা—নাম-সংকীর্ত্তন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল পথই ন্যূনাধিক অসম্পূর্ণ ও বঞ্চনাময়।

শরণাগত ভগবানের কৃপার কাঙ্গাল তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবিন্দুই প্রার্থনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন প্রার্থনা নাই। ভক্ত জানেন, কৃপাপ্রার্থী কৃপাই পান। ভগবানের যাহা বিধান—সুখই হউক, আর দুঃখই হউক; বধই হউক আর দণ্ডই হউক; উভয়কেই তিনি কৃপা বলিয়া বরণ করেন। অকপট শরণাগতকে ভগবান্ কৃপা বিতরণ করেন—অভয় প্রদান করেন। সুতরাং যদি শরণাগত হইয়া—কৃপাপ্রার্থী হইয়া ভগবানের নিকট হইতে দুঃখও লাভ হয়, তাহা হইলেও তাহা দণ্ড নহে। তাহা দণ্ডের আকারে কৃপাই। তিনি লোকশিক্ষার্থ নিজজনকেও দণ্ড প্রদান করেন। দণ্ড কাহাকে দিবেন? যাঁহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই ত'? আমরা শরণাগত—কৃপাপ্রার্থী কি না, তাহাই বিচার্য্য হওয়া উচিত। যদি আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি—তাঁহার সুখের জন্যই আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত হয়, তবে তিনি আমাদিগকে বঞ্চনা করিবেন না। কিন্তু আমরা কি তাঁহাকে ভক্তি করি, ভালবাসি? যদি ভালই বাসি, ভক্তই করি, তাহা হইলে বুঝিব, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই ভাল, মঙ্গলজনক। 'গৌরের আমার সব ভাল',—ইহাই ভক্তিমানের বিচার। প্রীতি বা ভালবাসার এমনই লক্ষণ যে, ভালবাসার পাত্রে দোষ কিছুতেই দেখা যায় না।

একাভিনিবেশ

——::o(::o::)o::——

যেখানে সেবোন্মুখতা, সরলতা—যে স্থলে দৈন্যবিভূষিত, সেই হৃদয়েই শ্রীগুরুবৈষ্ণব অহৈতুকভাবে বিরাজ করেন। হৃদয়ে তাঁহাদের আবির্ভাব-উপলব্ধিদ্বারাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সঙ্গ-বৈভবলাভ লাভ হয়। তদীয় পাদপদ্মে অভিনিবেশই ভক্তির মূল। অভিনিবেশদ্বারাই গুরুকৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ হয়। অভিনিবেশ না থাকিলে সঙ্গ হয় না। কেবল বিষয় থাকিলেই বিষয়ের সঙ্গ হয় না; বিষয়ের প্রতি অভিনিবেশ বা চিত্তের তন্ময়-ভাবই বিষয়ের সঙ্গ করায়। সেইরূপ গুরু-বৈষ্ণবের কাছে মাত্র থাকিলেই সঙ্গ হয় না। তাঁহাদের প্রতি অভিনিবেশ বা চিত্তের তন্ময়ভাব হইলেই তাঁহাদের সঙ্গ হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"অভিনিবেশ না হইলে স্মৃতি স্মরণ হইবে না। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-রূপ-লীলা-চরিতাদিতে অভিনিবেশ প্রয়োজন। এই অভিনিবেশ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে বাস্তব স্মরণ পাওয়া যাইবে। অভিনিবেশের অপ্রবৃত্তি। অপপ্রবৃত্তি হইলে অনর্থনিবৃত্তি আনুষঙ্গিকভাবে হইয়া যায়।"

একাভিনিবেশ বা অদ্বিতীয় বস্তুর প্রতি অভিনিবেশই হরিভজনে অগ্রসর হইবার একমাত্র উপায়। অদ্বিতীয় বস্তু—আশ্রয়-জাতীয় অদ্বিতীয় শ্রীগুরুবর্গ ও বিষয়জাতীয় অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবেশ হইলেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ, দেহাভিনিবেশ, অন্যাভিনিবেশ সঙ্কুচিত ও বিলীন হইয়া যাইবে। এতদর্থে সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুবর্গের শ্রীনাম-রূপ-চরিত-লীলাদি মাধুর্য্যে অকপটে শ্রবণ কীর্ত্তন ও অনুস্মরণাদির দ্বারা সেই অভিনিবেশ

ভক্ত ক্বচিৎরূপ ব্রজ শাস্ত্রের প্রমাণেন। অজস্ররূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

লাভ হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আরও বলিয়াছেন,—"আ'র শ্রীগুরুবর্গের দাসানুদাস তাঁহাদের পাদপদ্মের ধূলি। এই জড় দেহটী 'আমি' নহি; আমি পুরুষ বা স্ত্রী নহি। আমার গুরুবর্গ যেরূপ বিগ্রহবিশিষ্ট, আমিও তদ্রূপ। তাঁহাদের যে প্রকার রূপ, আমারও সেইপ্রকার রূপ। সর্ব্বদা শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর দাস প্রভু ও শ্রীল বার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভুর পাদপদ্মের ধ্যান করিতে হইবে। সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহাদের যে রূপ-চরিত্রাদি আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার ধ্যান করা দরকার। সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতে হইবে—'আমি তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি। তাঁহাদের নিকট আমি অবস্থান করিতেছি। আমার মস্তক তাঁহাদের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া আছে।' সর্ব্বক্ষণ এইপ্রকার অভিনিবেশ হইলে আর অন্য কোনপ্রকার অসুবিধা আসিয়া আক্রমণ করিতে পারিবে না। এইপ্রকার ধ্যান যাহার যত বেশী হইবে, তাহার তত শীঘ্র মঙ্গল লাভ হইবে। অভিনিবেশ হওয়া দরকার। গুরুবর্গের প্রতি অভিনিবেশ না হইলে কৃষ্ণচিন্তা কখনও আসিবে না। 'গৌর মোর গৌরাঙ্গ, প্রাণ মোর যুগলকিশোর।' 'শ্রীগৌরসুন্দর আমার প্রভু। আমি তাঁহার বস্তু এবং যুগলকিশোরই আমারই প্রাণ,'—এই সম্বন্ধ-জ্ঞান সর্ব্বদা রাখিতে হইবে।"

অভীষ্ট বস্তুর নাম-রূপ-চরিত্রাদিতে সম্যগ্রূপে রাগ বা অভিনিবেশযুক্ত হইয়া অনুক্ষণ তদনুসরণে চিত্তকে নিযুক্ত করা ও তাঁহাদের অনুরাগী জনগণের অনুগামী হইয়া কাল যাপন করিবার উপদেশই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু প্রদান করিয়াছেন,—

"তন্নামরূপচরিতাদিসুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥"

শ্রীগুরুবর্গের নাম-রূপ-চরিত্রাদির সম্যক্ শ্রবণ কীর্ত্তন ও অনুক্ষণ অনুস্মরণাদিতে জিহ্বা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া কালযাপনই ব্রজবাস। কোন বিশেষ শ্রীবিগ্রহের রূপসৌন্দর্য্যের অনুস্মরণে মন লোভাতুর হইলে আত্যন্তিক অভিনিবেশের প্রগাঢ়তা বর্দ্ধিত হয়। শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা, শ্রীতুলসী, শ্রীযমুনা, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি অপর বস্তুর সঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত অবস্থান করিলে অভিনিবেশের আনুকূল্য হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-অভিনিবেশই একান্তাভিনিবেশ, আর অন্যত্র প্রতি অভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। বহির্ভাবের দ্বিতীয় বিষয়ে রাগ ও অভিনিবেশ স্বভাবত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের বিষয়ে রাগ ও অভিনিবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। অকপটে গুরু আর্ত্তি ও দৈন্যের সহিত নিষ্কপটে শ্রেষ্ঠ চেতনময় অপ্রাকৃত বস্তুর অনুক্ষণ সঙ্গ ও অনুশীলন-প্রভাবে জীবের অদ্বিতীয় বস্তু শ্রীগুরুকৃষ্ণপাদপদ্মে স্বাভাবিক রুচি হয় ও অভিনিবেশ অধিকতর বর্দ্ধিত হয়। রুচি ও লোভ বা লালসাই অভিনিবেশের জননী। যাহার যে বিষয়ে রুচি ও লোভ, সে বিষয়ে তাহার অভিনিবেশ উদিত হয়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি, কামুকের কাম্য পদার্থে লোভ আছে বলিয়াই তাহাদের তত্তদ্বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে অভিনিবেশ হয়—শাসন বা দণ্ডের প্রয়োজন হয় না। আত্মরুচি ভক্তগণ আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্রিত বিষয়-বিগ্রহের পাদপদ্মে এইরূপ অভিনিবেশই কামনা করিয়া থাকেন,—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

—মূঢ় ব্যক্তিগণের বিষয়-সকলে যেরূপ ঐকান্তিকী প্রীতি, তোমার নিরন্তর স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেরূপ প্রীতি যেন অপগত না হয়।

"যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্
মনো মে রমতাং ত্বয়ি॥"

—যুবতীগণের মন যুবকে, যুবকগণের মন যুবতীতে যেরূপ রত হয়, আমার মন আপনাতে তদ্রূপ রত হউক।

কেশীদৈত্য-উদ্ধার

কংসের অনুচর গোবাসুর কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিহত হইলে কংস পুনর্ব্বার কৃষ্ণকে বধ করিবার কেশীদৈত্যকে প্রেরণ করিলে মহাঘোর, মহাদৈত্য, বলবান্ অশ্বরূপী কেশী বৃন্দাবনে আসিয়া হ্রেষারবে সমস্ত প্রাণীকে ভীত এবং কেশসঞ্চালনে আকাশস্থ মেঘমালা ও বিমান সকলকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। তাহার পদাঘাতে দৃঢ় ভূতল চূর্ণ হইল; পুচ্ছপ্রহারে গগনে মেঘগণ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। কেশীদৈত্যের এই দৌরাত্ম্য দর্শন করিয়া গোপগণ ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইলেন। ব্রজজন-ভয়হারী হরি 'ভয় করিও না' বলিয়া গোপগণকে অভয় দান করত কটিতে পীত উত্তরীয় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দৈত্যের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন। তখন সেও সিংহনাদ করিয়া উঠিল। সে কৃষ্ণকে দেখিবামাত্র, আকাশ গ্রাস করিবার মত মুখ বিস্তার করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল এবং নিকটে আসিয় শ্রীহরিকে পশ্চাৎপদদ্বারা প্রহার করিতে লাগিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার সেই পাদ-প্রহারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তাহার প্রসারিত পদদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন এবং আকাশে চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত করিয়া গরুড় যেমন সর্পকে হেলায় দূরে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ অবজ্ঞার সহিত উহাকে চারিশত হাত দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক স্বয়ং নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর কেশীদৈত্য চৈতন্যলাভ করিয়া পুনর্ব্বার ক্রোধাবেশপূর্ব্বক কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইল এবং নিকটে আসিয়া কৃষ্ণকে পুচ্ছদ্বারা আঘাত করিল। তখন কৃষ্ণ দুই হস্তে তাহার পুচ্ছ ধরিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রামিত করত সবেগে আবার শতযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কেশীদৈত্য ভূতলে পতিত হইয়া কিঞ্চিৎ ব্যাকুলমনা হইয়া উত্থিত হইল এবং যেন তাহার গর্জ্জন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ সটালোম কেশ কম্পিত করিয়া পর্ব্বত-বাধা পৃথিবী বিদীর্ণ করত কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন মধুসূদন তাহাকে মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন। কৃষ্ণের মুষ্টি প্রহারে কেশীদৈত্য দুই দণ্ড যাবৎ মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল। অতঃপর অশ্বরূপী সেই দৈত্য কৃষ্ণের গলদেশ মস্তকদ্বারা গ্রহণ করিয়া পৃথিবী হইতে লক্ষ যোজন দূরে আকাশে উত্থিত হইল। আকাশে উভয়ের মধ্যে দুইপ্রহর যাবৎ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিল। অতঃপর ভগবান্ তাহাকে বাহুদ্বয়ে ধরিয়া আকাশ হইতে পৃথিবীতে পাতিত করিলেন। তখন কেশী পুনর্ব্বার মুখ ব্যাদান করিয়া কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল। কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে তাহার মুখগহ্বরে স্বীয় বাম বাহু প্রবেশ করাইলেন। তখন কেশীদৈত্য তাঁহার বাহু-চর্ব্বণ করিবার জন্য দন্তদ্বারা স্পর্শ করিলে, দন্তসকল তৎক্ষণাৎ অতিতপ্ত লৌহের স্পর্শে যেন খসিয়া পড়িল। এদিকে তাহার মুখমধ্যগত শ্রীকৃষ্ণের বাহু অচিকিৎসিত জলোদর-রোগের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা দৈত্যের প্রাণবায়ু রুদ্ধ হওয়ায় উঠিলে সে ইতস্ততঃ পদনিক্ষেপ করত পুরীষ পরিত্যাগ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার উদর মধ্য হইতে নিজের বাহু আকর্ষণ করিয়া লইলেন। অসুর তৎক্ষণাৎ মুকুট ও কুণ্ডলে শোভিত এক দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করত করযোড়ে কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া কহিল,—"হে মাধব! আমি ইন্দ্রের সেবক রূপবান্, কুলীন বীর আছি। আমার নাম কুমুদ। আমি দেবরাজের মস্তকে ছত্র ধারণ করিতাম। পুরাকালে বৃত্রাসুর-বধে ইন্দ্র ব্রহ্ম-শাপে লিপ্ত হন। তিনি সেই পাপশান্তির জন্য উত্তম অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের বাজি-স্বরূপ দ্রুতগামী অশ্বে আমার আরোহণ করিবার অভিলাষ হয়; কিন্তু পাছে ইন্দ্র তাহা জানিতে পারেন, এই ভয়ে আমি সেই অশ্বকে অপহরণ করিয়া অন্যত্র গমন করি। অনন্তর মরুদ্গণ আমাকে পাশবদ্ধ করিয়া ইন্দ্রের সম্মুখে আনয়ন করিলে ইন্দ্র আমাকে অভিশাপ দেন—'রে দুর্ম্মতে! তুই রাক্ষস হ', তোর অশ্বের ন্যায় আকৃতি হউক। তুই এভাবে অনন্ত কাল ভূতলে থাক্।' হে প্রভো! আমি তখন এই কেশীদৈত্য-রূপ ধারণ করিয়া কংসের অনুচররূপে ছিলাম। এখন তোমার স্পর্শ মাত্রে সে পাপ হইতে মুক্ত হইলাম। হে দেব! আমার মন তোমার চরণে নিরত লগ্ন থাকুক। আমাকে তোমার কিঙ্কররূপে স্বীকার কর, হে ভগবন্! তুমি একমাত্র জগতের সাক্ষিস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।" কুমুদ এইরূপ স্তব করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া একটি সুন্দর ইন্দ্রনীল বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিগ্বলয় উদ্ভাসিত করত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। তখন দেবগণ পুষ্পবর্ষণপূর্ব্বক শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভাগবতপ্রবর দেবর্ষি নারদ তথায় আগমন করিয়া শ্রীহরিকে স্তব করিলেন এবং ভগবানের অতীত লীলাসমূহ কীর্ত্তন করিয়া তিনি ভবিষ্যতে কি লীলা করিবেন, তাহাও কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর দেবর্ষি-নারদ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে দেব! আপনি কেশীবিনাশরূপ যে কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, ইহা কি স্বর্গ, কি ভূমণ্ডল—কুত্রাপি আপনি ব্যতীত অন্যের সাধ্য নহে। আপনার প্রতি একান্ত অনুরাগ-নিবন্ধন আমি যুদ্ধদর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়া স্বর্গ হইতে উপস্থিত হইয়াছি। কেশীবিনাশ-দর্শনে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইন্দ্রও এই কেশীদৈত্যকে দেখিয়া ভীত হইতেন। আপনি সেই কেশীদৈত্যকে সংহার করিয়াছেন, অতএব এখন হইতে আপনি জগতে 'কেশব'-নামে প্রসিদ্ধ হইবেন।" এইরূপ বলিয়া শ্রীনারদ ভগবানের সম্মান বিধানপূর্ব্বক তাঁহাকে দণ্ডবৎ-প্রণামপূর্ব্বক গমন করিলেন। ব্রজজনসুখদ শ্রীকৃষ্ণ কেশীদৈত্যকে উদ্ধার করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গোপাল বালকগণের সঙ্গে পশুপালন করিতে লাগিলেন।

কানাই-নাটশালা

——::(:o:)::——

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশলীলাস্থলী ও শ্রীগৌরসুন্দরপদাঙ্কপূত কানাই-নাটশালা রাজমহল হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে গঙ্গা-পারে স্থিত একটী ক্ষুদ্র শৈলের উপর অবস্থিত। অদূরে পূর্ব্বাভিমুখে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পতিতপাবনী জাহ্নবী প্রবাহিতা রহিয়াছেন। শৈলের উপর একটী মন্দিরে শ্রীকানাইলালজী ও শ্রীরাধার যুগলমূর্ত্তি বিরাজমান। এই শ্রীরাধা-কানাইলালজীর নাটশালা হইতেই এই স্থানের নাম 'কানাই-নাটশালা' হইয়াছে। ঠিক সেই স্থানে গঙ্গার অপরপারের প্রান্তে শ্রীরাধাবল্লভ-গ্রামের কোলস্থান যেরূপ রামকেলি-নামে প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ গঙ্গার এপারের কৃষ্ণ বা কানাইর কোলস্থান বলিয়াই এই স্থানের নাম কানাই-নাটশালা। এই শ্রীমন্দিরের পার্শ্বেই একটী প্রস্তরখণ্ডের উপর,

বিশিষ্ট শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমূর্ত্তিগণের মহাসমারোহে-প্রতিষ্ঠিত-আছেন বলিয়া জানা যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন-কালে পথে শ্রীকানাই-নাটশালায় শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াধাম হইতে নবদ্বীপাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে প্রথমে এই কানাই-নাটশালাতেই আত্মপ্রকাশ-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমায়াপুরে শুভাগমন করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেম-বিকার প্রদর্শনপূর্ব্বক অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট স্বীয় কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ জানাইয়া বলিয়াছিলেন,—

* *—"মোর সে দুঃখের অন্ত নাই।
পাইয়াও হারাইনু জীবন-কানাই॥"
সবার সন্তোষ হইল মহত্ত শুনিতে।
শ্রদ্ধা করি' সবে বসিলেন চারিভিতে॥
"কানাঞির নাটশালা-নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান॥
তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা-সহিতে কুন্তল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ, লখিতে না পারি॥
হাতেতে মোহন বাঁশী পরমসুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীলস্তম্ভ-জিনি ভুজে রত্ন-অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীতধটী পরিধান।
মকরকুণ্ডল শোভে কমলনয়ান॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা' আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন্ ভিতে॥"

এই স্থানে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণলীলা ও আত্মপ্রকাশের আদি সূচনা হয়। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীভক্তপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তির সহজ-প্রাকৃত-কিশোরমূর্ত্তি-কৃষ্ণদর্শনলীলা প্রকটিত করেন। ১৪২৩ শকাব্দায় শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে প্রথম পদার্পণ করেন।

সন্ন্যাসগ্রহণলীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করেন এবং বৃন্দাবন-গমনের ইচ্ছা করিয়া নীলাচল হইতে গৌড়-মণ্ডলে আসিয়া বিদ্যানগরে মহেশ্বর বিশারদের পুত্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে পাঁচদিন অবস্থান করেন। সেখানে লোকসমারোহ দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু রাত্রিকালে বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর কুলিয়ায় আসিয়া তথা হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তখন অসংখ্য লোক মহাপ্রভুর দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রেমাবেশে হেলিয়া দুলিতে দুলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গাতীরে রামকেলি-গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় তথায় শ্রীরূপ সনাতন 'দবিরখাস' ও 'সাকরমল্লিক'-নামে পরিচিত হইয়া হুসেনসাহ বাদশাহের প্রধান রাজ্য পরিচালকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। হুসেনসাহ বাদশাহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রভাব শ্রবণ করিয়া প্রভুর প্রভাব-শ্রবণে যাহাতে কেহ কোন প্রকার বাধা প্রদান না করে, তজ্জন্য নিজ কর্ম্মচারীকে আজ্ঞা দিলেন। এমন কি, তিনি মহাপ্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া বিচার করিলেন। এদিকে বাদশাহের নৈমিত্তিক কর্ম্মী কেশব গুপ্তভাবে অনেক ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া মহাপ্রভুকে যবনরাজের রাজ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যত্র গমনের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। দবিরখাস ও সাকরমল্লিক দ্বয়বেশে অর্দ্ধরাত্রে শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসের সাহায্যে মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সময় তাঁহাদের 'রূপ-সনাতন' নামকরণ করিলেন। বিদায়কালে শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে রামকেলি হইতে অন্যত্র গমনের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। কারণ যদিও মহাপ্রভুকে হুসেনসাহ শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, তথাপি সে বিধর্ম্মী, তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। শ্রীসনাতন মহাপ্রভুকে আরও বলিলেন,—

"যাহা সঙ্গে চলে লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী॥"

ভৌমবৃন্দের পতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাসের দাসের দাসকে স্বয়ং ভগবান্ও ভয় করে। সেই মহাপ্রভু লোক-চোরাশী লীলায় বিশেষতঃ ভক্তের সেবাবাৎসল্যের উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য বৃন্দাবনযাত্রা—কৃষ্ণধাম—কৃষ্ণদর্শনে অভিযান বন্ধ করিলেন। ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ অপূর্ব্ব লীলা-মাধুরী ভক্তগণেরই উপলব্ধির বিষয় হয়। ভক্ত ভগবানের সেবার জন্য তীর্থাদি-বাস, ক্ষেত্র-সন্ন্যাস, শ্রীমূর্ত্তিসেবাও তৃণপ্রায় পরিত্যাগ করিতে পারেন। ভগবান্ ভক্তের সেবাবৃত্তির মহিমায়, ভক্তের প্রেমবশ্যতার উৎকর্ষতা প্রকাশের জন্য বৃন্দাবন-গমন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীল সনাতনের সহিত এইরূপ সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনার পরদিবস প্রাতে প্রভু কানাই নাটশালায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কৃষ্ণচরিতলীলাসমূহ দর্শন করিলেন। এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ পাইয়া, প্রভুর ভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দ বৃন্দাবন-পথের দুর্গমতা জানিয়া মহাপ্রভুর জন্য ধ্যানে কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পুষ্পপথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। কণ্টকাকীর্ণ ও কঙ্করপূর্ণ পথে হাঁটিয়া গেলে প্রভুর সুকোমল পাদপদ্মে আঘাত লাগিবার বিবেচনায় শ্রীনৃসিংহানন্দ ভাবসেবার পথের মধ্যে নির্ম্মল কোমলপুষ্পশয্যা নির্ম্মাণ করিলেন; পাছে রৌদ্রতাপে প্রভুর কষ্ট হয়, এজন্য নৃসিংহানন্দ পথের দুইধারে পুষ্পশোভিত বকুলবৃক্ষের শ্রেণী স্থাপন করিলেন; উদ্দেশ্য—সুশীতল ছায়া ও সুগন্ধ উভয়ই প্রভুর তৃপ্তি বিধান করিবে। যদি ভ্রমণ-শ্রমে জন্য প্রভু পিপাসান্বিত হন, তজ্জন্য নৃসিংহানন্দ পথের দুই পার্শ্বে মণিবন্ধঘাট ও প্রফুল্ল কমলদল-শোভিত, সুবাসিত সলিলপূর্ণ দিব্য পুষ্করিণী রচনা করিলেন। পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গকুলের কলরব কাকলী, কুসুমের গন্ধবহ প্রভৃতির মনোহারিণী ছটায় প্রভুর সেবার জন্য সুসজ্জিত করিলেন। এইরূপে কুলিয়া নগর হইতে আরম্ভ করিয়া যখন গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কানাই নাটশালা পর্য্যন্ত সেই পথ বাঁধা হইল, তখন নৃসিংহানন্দের ধ্যানভঙ্গ হইল। তাহাতে নৃসিংহানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ভক্তগণের নিকট বলিলেন—"এবার মহাপ্রভু কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত যাইবেন মাত্র, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবেন না। আপনারা ইহা পরে জানিতে পারিবেন।" তাহাই হইল, শ্রীরূপসনাতনের সেবাবাৎসল্য ও শ্রীনৃসিংহানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করিবার জন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন-পথে কানাই নাট-শালায় আগমন করিয়া কানাইর বিবিধ নাট্য ও লীলাবিলাস দর্শন করিবার পর বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক নীলাচলপথে শান্তিপুর আগমন করিলেন এবং তথায় অদ্বৈত-ভবনে সাড়ম্বরে অবস্থান করিয়া পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন—কানাই নাটশালায়ই শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন-দর্শনের লীলা প্রকাশ করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"প্রাতে চলি' আইলা কানাঞির নাটশালা।
দেখিলা সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্র লীলা॥
সেই রাত্রে তাঁহা প্রভু চিন্তে মনে মন।
'সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে কৈল সনাতন॥
মথুরা যাইব আমি, এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ নাহি হবে, হৈবে রসভঙ্গে॥
একাকী যাইব কিম্বা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভয় বৃন্দাবনের গমন॥'
এত চিন্তি' প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি'।
নীলাচলে যা'ব বলি' চলিলা গৌরহরি॥"

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"কানাই-নাটশালা—সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবন। এই স্থানে রাধা-কানুর নিত্যনাট্য হইয়া থাকে।"

গত ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২১শে আশ্বিন, রবিবার, শ্রীবিজয়া দশমী-তিথি দিবস গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বহুসেবক-সমভিব্যাহারে গৌরপদাঙ্কপূত শ্রীকানাই-নাটশালায় শুভাগমন করিয়া তথায় শ্রীকানাইলালজীর মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীগৌরপাদ পীঠ স্থাপন করিয়াছেন।

কানাই-নাটশালা ছমক্ জেলার রাজমহল মহকুমা এবং সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী বনশ্রীময় স্থান। হাওড়া হইতে তিন পাহাড় ব্রাঞ্চ লাইনে রাজমহল যাইতে হয়। তথা হইতে পদব্রজে বা মোটরযোগে মঙ্গলহাট হইয়া কানাই-নাটশালা যাইতে হয়। আবার রাজমহলের পরবর্ত্তী তালঝাড় ষ্টেশনে নামিয়া হাঁটা রাস্তায় চড়ি বাহন পেলে কানাই-নাটশালায় যাওয়া যায়। তবে এ রাস্তা কেবল শীতকালেই সুগম।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——•ঃঃ(•)ঃঃ•——

শ্রীকৃষ্ণের নাম সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করা আবশ্যক। নাম নামী অভিন্ন। সম্যগ্‌রূপে যখন কোনও বস্তুর কীর্ত্তন করা হয়, তখন সেই বস্তুটিকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখান হয়ে থাকে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর বৈশিষ্ট্য—এই পাঁচটী লইয়া—"শ্রীনাম"। ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীনামের অভ্যন্তরেই সকল (নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি) বিরাজিত। গ্রহণকারীর পক্ষে পরস্পরে মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকিলেও বস্তুটী স্বতন্ত্র নয়। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ভোক্তা; তিনি ভোগ্যবস্তু নন। ভোগ্যবস্তুর দ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়। ভগবান্ এই চক্ষুর দ্রষ্টব্য নহেন। যে জিনিষ এই চক্ষুর্দ্বারা দেখা যায়, তা'তো 'ভগবানের রূপ' নহে।

নামসংকীর্ত্তন-দ্বারাই সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছে। যিনি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সাধন করেন, তাঁ'র সকল মঙ্গল সাধিত হয়। যিনি কীর্ত্তন ক'র্বেন, তাঁ'র পূর্ব্বে শ্রবণ করা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্তই সকলপ্রকার সাধন-প্রণালী—ইহা যাঁ'র শুদ্ধা নিষ্ঠার বিষয় হ'য়েছে, তিনিই জানেন,—'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সাধন-শিরোমণি'। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' বাদ দিয়া 'মথুরা বাস' 'সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করি, তা হ'লে তা'দ্বারা মথুরাবাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, অথবা শ্রীমূর্ত্তি-সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল—সকলই লাভ হয়। নাম-ভজনে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি। একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। সাধুসঙ্গে শ্রীনামসংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই।

আমরা যদি হরির সত্যি সত্যি সেবক বা কীর্ত্তনকারীর সঙ্গে যোগ দেই, তবে আমাদেরও 'সংকীর্ত্তন' হ'বে। সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করাই আমাদের আবশ্যক। কৃষ্ণ সম্যগ্ বস্তু; তিনি খণ্ড, খণ্ড, অল্পশক্তির, 'অসম্যক্' বা 'আংশিক' বস্তু নহেন। কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তি আছে। পুরুষ হরিভজন ক'র্বে, স্ত্রী কর্‌তে পারবে না; সুস্থব্যক্তি হরিভজন ক'র্বে, রুগ্নব্যক্তি কর্‌তে পা'র্বে না; যা'র গায়ে খুব জোর নেই, সে হরিভজন ক'র্‌তে পার্‌বে না; নীচকুলে জাত হ'লে হরিভজন কর্‌তে পারবে না—এরূপ বিচার শ্রীনামসংকীর্ত্তনে নাই। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই হরিভজন ক'র্বার অধিকার আছে। শ্রীনামসংকীর্ত্তন নির্দ্দিষ্ট সময়ের বা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর কিছু নির্ভর করে না, কিন্তু যা'রা 'হরিনাম' ক'রে পাপ হজম ক'র্ব—এরূপ কপটতার আশ্রয় করে, তা'রা হরিনাম ক'র্‌তে পারে না। নামবলে পাপ কর্‌বার প্রবৃত্তি থাক্‌লে হরিনাম হয় না।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ ও বিদ্যার্থিগণও শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমের বার্ষিক নবদ্বীপ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দ্দিষ্টাধিকিলেও অনবধানেবশতঃ কার্য্যনোবাকের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নিত্য ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পুনঃ গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৴১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তজ্জন্যপর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ গ্রাহকের ভার ভগবৎসেবোদ্দেশে সম্পূর্ণ বন্ধ, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অন্যায় অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
কভারের প্রতি ইঞ্চি	১৲	৸৹
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে হার স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় অন্ধত্ব-নিবারণী সমিতির ১৯৪১-৪২ সনের বার্ষিক বিবরণী

বাংলার অন্ধত্ব-নিবারণী সমিতির ১৯৪১-৪২ সনের বার্ষিক রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিভিন্ন জেলায় পাঁচটী ভ্রাম্যমাণ চক্ষু-চিকিৎসালয়ের কার্য্য এবং কলিকাতার বিভিন্ন স্কুলে চক্ষু-পরীক্ষা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা বেশ সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইয়াছে। জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সাহায্যের অবশ্য অভাব হয় নাই, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। ভারতবর্ষে বাঙ্গলায় জনসাধারণকে আরও অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই মহান্ উদ্দেশ্যে সকলেই কিছু না কিছু দান ক'রতে পারেন এবং করা উচিত। প্রতি বৎসরই জনসাধারণ এই সমিতিতে বার্ষিক ও আজীবন সভ্য হিসাবে আরও অধিক সংখ্যায় যোগ দিবেন—সমিতি এই আশা পোষণ করেন। ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত ১০১ জন অন্ধের চিকিৎসা করা হইয়াছে। এই প্রদেশের অন্ধ ব্যক্তির মোট সংখ্যার হার এক লক্ষে ১৮১'০৭ জন।

পুষ্টি এবং অন্ধত্ব ও চক্ষুরোগ দূরীকরণের উপর ইহার প্রভাব-সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড এ্যাসোসিয়েশন ২ হাজার ৫ শত ৮৭ টাকা দান করিয়াছেন। একথা আজ স্বীকার্য্য যে, অন্ধত্ব দূরীকরণে পুষ্টির যথেষ্ট প্রভাব আছে। অন্ধত্ব-নিবারণী সমিতি-পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ চক্ষু-চিকিৎসালয়ের সহযোগিতায় উক্ত গবেষণাকার্য্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অন্তর্গত চক্ষু চিকিৎসার হাসপাতালে পরিচালিত হইতেছে।

এই বৎসর ভ্রাম্যমাণ চক্ষু-চিকিৎসালয় চমৎকার কাজ করিয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক কর্মচারিগণ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজেদের কর্ত্তব্য-সাধনে যে কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা যাইতেছে। মাননীয় বিচারপতি মিঃ এ. বি. আর, হেণ্ডারসন অন্ধত্ব-নিবারণী সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভায় উপনির্ব্বাচন

এ.পির এক সংবাদে প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য খানবাহাদুর সৈয়দ মহম্মদ ঘাজিদুল হক মারা গিয়াছেন। তিনি ত্রিপুরায় পরীক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থানে নূতন সদস্য নির্ব্বাচন করা হইবে। ৫ই ফেব্রুয়ারী মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী মনোনয়নপত্র পরীক্ষা হইবে।

নূতন আকারের পয়সা

এ.পির ২২শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, একটি প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে নূতন আকারের পয়সা বাহির করা হইবে। ইহা গোল হইবে এবং ইহার ব্যাস এক ইঞ্চির কম থাকিবে এবং ইহার মধ্যে একটি ছোট ছিদ্র থাকিবে। উহার একদিকে রাজমুকুট ও অপর দিকে আড়াআড়িভাবে পাতার মালা আঁকা থাকিবে।

ভারতসরকারের বিজ্ঞপ্তি

স্থলপথে ব্রহ্মদেশ হইতে, প্যারাসুট দ্বারা অথবা সমুদ্রপথে শত্রুপক্ষ এই দেশে গুপ্তচর আমদানী করিতে পারে, এরূপ যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। মিলেটারী অথবা স্থানীয় পুলিশ, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দিয়া, এরূপ গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার ক'রতে সাহায্য করা প্রত্যেক জনসাধারণের কর্ত্তব্য। ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে জনসাধারণের মধ্যে যদি কেহ এমন কোন লোককে ধরাইয়া দিতে পারেন, যাহাকে বিচারের ফলে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর অথবা শত্রুপক্ষের সহায়ক কার্য্যাদিতে লিপ্ত বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে ৫,০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। জনসাধারণের মধ্যে যদি কেহ এমন সংবাদ সরবরাহ করিতে পারেন যাহাতে উপরোক্ত প্রকারের গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা যায় তাহা হইলে তাঁহাকেও ১,০০০৲ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸৹ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় অলৌকিক গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে জ্ঞাত-সম্বন্ধে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বহুমনীষীর শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনাই প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৸৹ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। অদ্যই ইহার কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করুন। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার সর্ব্বাঙ্গ সাধক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ একটাকা পাঁচ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ১ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৭ : ১৬ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৩০শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪৩, শনিবার ২৬০-২৬১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ মাধব, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৭

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::•::(:•:)::•:: ——

ভগবৎ-সেবাই আত্মার বৃত্তি। আত্মা চেতন, গতিশীল। গতিশীলতাই চেতনের স্বভাব। সেবাই গতিশীলতা। সেবকই গতিশীল চেতন। যেখানে সেবাবৃত্তির অভাব, সেইখানেই অচেতনতা—পঙ্গুত্ব—জড়তার। এই পঙ্গুত্ব অপসারিত হইবার—চেতন হইবার একমাত্র উপায় সেব্যের সহিত যোগযুক্ত হওয়া। সেব্য সচ্চিদানন্দময়, সেবাও গুণবিশিষ্ট; সুতরাং সেব্যের সহিত সেবাসূত্রে যোগযুক্ত হইলে সেব্যের সমস্ত গুণ সেবকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। "কৃষ্ণের সকল গুণ সেবকে সঞ্চারে।"—ইহাই শাস্ত্রবাণী। সেবা আত্মবৃত্তি, দেহমনের বৃত্তি নহে। দেহমন—অচেতন। অচেতন বস্তু কখনও চেতনবিগ্রহবিশিষ্ট ভগবান্ কৃষ্ণপাদপদ্মের সঙ্গে যোগযুক্ত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারে না। অচেতন দেহমনের বৃত্তি কর্ম। এই কর্মে জীবের একদিন না একদিন বিরতি হইবেই। কিন্তু সেবায় কখনও বিরতি হয় না; সেবা পরমানন্দময়—নবনবায়মানভাবে উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল। কর্মস্রোতে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সৌভাগ্যবান্ জীবের অজ্ঞাতসুকৃতিক্রমে সেবাদেবীর কৃপাকটাক্ষে যখন কর্মের প্রতি অনাস্থা উপস্থিত হয়—কর্মের অসারতা উপলব্ধি হয়, তখন সেই জীব নিত্য-অপরিহার্য্য সেবালতার বীজ সংগ্রহের জন্য কৃষ্ণপ্রেরিত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় সেই সেবাবীজ হৃৎক্ষেত্রে রোপিত হইলে তিনি হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেচনের দ্বারা সেবালতার সমৃদ্ধি করিতে থাকেন। সাধক হৃদয়ে সেবাবৃত্তির বীজাবস্থান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও যদি সতত সাবধানতা অবলম্বন না করেন, সর্বক্ষণ নিষ্কপটে গুর্ববৈষ্ণবসেবায় অভিনিবিষ্ট না থাকেন, অনুক্ষণ সৎসঙ্গে সেবাপ্রাণতাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ না করেন, তাহা হইলে অনর্থ, জাড্য, ভুক্তি-মুক্তি-কামনাদি আসিয়া সেই বীজাবস্থান অবস্থাতেই সেবাবৃত্তিকে স্তব্ধ বা বিনাশ করিয়া ফেলিবে। সুতরাং আত্মমঙ্গলকামী, সেবালিপ্সু সাধকমাত্রেরই প্রত্যহ আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, তাঁহার সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, না হ্রাস পাইতেছে অথবা স্তব্ধ হইতেছে। সেবার স্তব্ধভাব সাধকের পক্ষে খুবই অহিতকর। সুতরাং প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক কার্য্যে যাহাতে সেবালতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত, সমৃদ্ধ, পল্লবিত ও পুষ্পফলশোভিত হইয়া হৃদয়ে ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি ইত্যাদির আবির্ভাব হয়, তজ্জন্য সর্বতোভাবে সুতীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রিতজ্ঞান হৃদয়ে প্রবল থাকে, তাঁহাতে আশ্রয়-বিচারে কোন সংশয় না থাকে, তাহা হইলে আশ্রিত সাধক-সেবকের সেবাবৃত্তি কোন কিছুর দ্বারা প্রতিহত বা স্তব্ধ হইবে না। অনর্থ-অন্যাভিলাষাদি কোনকিছুই তাঁহাকে কবলিত করিতে পারিবে না। শত্রু একাকী পাইলেই আক্রমণ করিবে। কিন্তু অন্যুক্ত, সবল-বন্ধদেবের নিত্য আশ্রয়-বিচার প্রবল থাকিলে পারিপার্শ্বিক কোন অবস্থাই সাধককে অনর্থ-অন্যাভিলাষাদির দ্বারা কবলিত করিতে পারিবে না; সাধককে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে—সেবা হইতে বিযুক্ত করিতে পারিবে না। অনাশ্রিত বিচার হইলেই—আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়প্রদান-বন্ধনে সংশয়যুক্ত হইলেই পারিপার্শ্বিক সকল শত্রু আক্রমণ করিবে—অনর্থ-অন্যাভিলাষাদি আসিয়া সেবাপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিবে। রক্ষাকর্তা একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সুতরাং সেই একমাত্র রক্ষাকর্তায় প্রতি যদি সংশয় হয়, তাহা হইলে জীব রক্ষা পাইবে কি করিয়া?

সেবক না হইলে—সেবার সহিত যোগযুক্ত না হইলে চিদানন্দের অধিকারী হওয়া যাইবে না—নিরানন্দ যাইবে না। সেবকই চিদানন্দের অধিকারী—সেবকই সুখী; সেবাই আনন্দ, সেবাই সুখ। আশ্রিতই সেবক—আশ্রিতই সুখী। সেবাই সম্বন্ধ। সেবার সহিত যোগযুক্ত জীবই সম্বন্ধযুক্ত। সেবাসূত্রে সেব্যের সহিত যোগযুক্ত না হইলে জড়াভিমান যাইবে না, চিদভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে নিষ্কপট সেবা-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারিলে সকল বিপদ ঘুচিয়া যাইবে, জীব চিদভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিদানন্দ লাভ করিতে পারিবে।

———

যাঁহার নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি আছে, তিনিই মহৎ। এইরূপ মহতের সেবাই বিমুক্তির দ্বারস্বরূপ। ভগবদ্ভক্ত বা ভগবৎসেবাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সাধুসেবা। সাধুসেবার প্রভাবেই সাধুর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হয়। 'কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে,'—সাধুর প্রতি এই বিশ্বাসই প্রকৃত শ্রদ্ধা। এইরূপ শ্রদ্ধা হইতে সেবায় নিষ্ঠা ও রুচি আসে। সেব্য ও সেবক—উভয়েই যদি এক ভূমিকায় অবস্থিত না হন, তাহা হইলে শুদ্ধ সেবা কখনও হইতে পারে না। সেবক নিত্যকালই সেবক থাকেন। সেবক সেব্যের নিকট সেবার দ্বারাই পরিচিত ও আদৃত হন। সেবক ও সেব্য এক ভূমিকায় থাকিলেও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে লীলা-বৈশিষ্ট্যের ধ্বংস হয় না। গুরুগণও সর্বদা তাঁহাদের অগ্রণীর অনুসরণ করেন। সেবক সর্বদাই সেব্যের অনুগমন করেন। সেব্যের নিকট হইতে তিনি কখনও কিছু আদায় করিতে চান না। সেব্যসাধুও নিজেকে তাঁহার অগ্রণীর অনুসরণকারী বলিয়া অভিমান করেন এবং তিনি সেবক-সাধুকে—তাঁহার সকল অনুসরণকারীকে স্বীয় অগ্রণীর অনুসরণকারী বলিয়া জানেন।

———

সাধুর অনুগমনই সাধুসেবা। সাধুর অনুশীলন-দ্বারাই সাধুর অনুগমন হয়। সাধুর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হওয়াই সাধুর শিক্ষাবরণ ও সাধুর অনুশীলন। সাধুর আশ্রিত ব্যক্তিই সাধুর সেবাধিকার পায়। যদি সুদৃঢ় আশ্রয় থাকে, তাহা হইলে কোন অসুবিধাই জীবের কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

ভক্তিপ্রতিকূল কার্য্য বর্জনপূর্বক ভক্ত্যনুকূল কার্য্য স্বীকারের সংকল্পে নিষ্কপট ও সুদৃঢ় হইলে এবং সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিজ পরিকল্পনাসমূহের দাম্ভিকতা ছাড়িয়া সর্বতোভাবে সাধু গুরুর শরণাপন্ন হইবার বিচার হৃদয়ে স্থান পাইলেই পরম করুণাময় গুর্ববৈষ্ণবগণ আমাদিগকে রক্ষা করেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

উন্নতি হয় না কেন ?

——::•(::•::)•::——

আমরা সদ্গুরুর সন্ধান পাইয়াও অনেক সময় ভজনে উন্নতি লাভ করিতে বা অগ্রসর হইতে পারি না, অনর্থনিবৃত্তি পর্যন্তও হয় না। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শুদ্ধ ভজন হয় না, ইহা আমরা শাস্ত্রে পাই। সুতরাং যিনি অনর্থের কবল হইতে নিষ্কৃতি পান নাই, তাঁহার শুদ্ধভজন কিরূপে হইবে? সাধুতে সাধুবুদ্ধি, সাধুকে সাধু বলিয়া সুদৃঢ় বিশ্বাসই হরিভজনের মূল। যেখানে সাধুগুরুর প্রতি সংশয় বা দৃঢ়তার অভাব, সেখানে সাধুর দর্শন পাইয়াও প্রকৃত সাধুদর্শন বা সাধুসঙ্গ হয় না। আমরা নিজসুখকেই সম্পদ্ এবং সুখের বাধাকেই বিপদ্ বলিয়া মনে করি। অতএব যাঁহারা আমাদের ইন্দ্রিয়সুখের সহায়তা করেন, তাঁহাদিগকে বন্ধু-জ্ঞান করি, তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের নিকট আসিয়াও আমরা স্বীয় ইন্দ্রিয়সুখ প্রার্থনা করিয়া থাকি। 'আমি'-নির্ধারণে ভুল হইলে এই বিপদ্ ঘটে। যদি আমার 'আমি'-নির্ধারণ ঠিক হয়, তবে সেখানে মহাবিপজ্জনক ইন্দ্রিয়তর্পণ লক্ষ্য ও কাম্য বিষয় হয় না। 'আমি ভগবানের, ভগবান্ আমার'—এতদ্ব্যতীত যত অভিমান, সব কাল্পনিক। 'আমি' বস্তুটী কৃষ্ণদাস এবং 'আমার' বস্তুটি 'কৃষ্ণ'; সুতরাং আমার সুখ বলিতে বস্তুতঃ কৃষ্ণেরই সুখ বুঝা উচিত। এই কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা যেখানে, সেইখানেই হরিভজন। অন্য সমস্ত বাঞ্ছাই অন্যাভিলাষ এবং তাহাই হরিভজনের বাধা।

প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছাই বদ্ধতা। বদ্ধজীব মাত্রেই এই রোগে আক্রান্ত। প্রভুত্ব করা সেবা নহে। কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপের বৃত্তি। সুতরাং প্রভুত্বাভিমানের কবল হইতে সাধুগুরুর কৃপায় রক্ষা না পাইলে ভজন কি করিয়া হইবে? প্রভুত্ব আর দাস্য যুগপৎ থাকিবে না; আলো ও অন্ধকার, কাম ও প্রেম কি এক স্থানে থাকে? যেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বা প্রভুত্বাভিমানের সেখানে আছে, সেখানে সেবা কি করিয়া থাকিবে? সেখানে কৃষ্ণের পরিবর্তে মায়াই, সেবার পরিবর্তে ভোগই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সেবক সেবার পরিবর্তে অন্য কিছু চান না, পরন্তু উত্তরোত্তর সেবাই চান—ইহাই সেবকের লক্ষণ। যেখানে কর্তৃ-অভিমান বা 'ফলভোক্তা আমি',—সেখানে ভগবান্ পান না, সেখানে কর্মের আবাহন এবং সেবার কোন কথা নাই। কর্মের ফল 'স্বেন্দ্রিয়তর্পণ', আর সেবার ফল কৃষ্ণসুখবিধান। ভজনের মূলে আত্মনিবেদন বা সাধুগুরুতে শ্রদ্ধা বা রুচি। হরিভজন কাল্পনিক ব্যাপার নহে। ইহা সেবোন্মুখের প্রত্যক্ষ বিষয়। প্রভুর সহিত ভৃত্যের প্রাণের টান বা প্রীতি আছে। প্রভুর হওয়া চাই, নচেৎ প্রভুসেবারূপ ভজন হইবে না। হরি যাঁহাকে হরণ করেন—আত্মসাৎ করেন, তিনি হরিকৃপায় অকিঞ্চন হইয়া হরিসেবা লাভ করিতে পারেন। হরি কৃপাময়, তাঁহার কৃপার শেষ নাই, দয়ার তুলনা নাই। 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার দাস, তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই',—এই কথা অকপটে বলিলে অন্তর্যামী হরি ও হরিজন আমার প্রতি তুষ্ট হয়েন। এরূপ দীনতা, অযোগ্যতাভিমান যেখানে প্রকাশিত, সেইখানেই কৃপার উপলব্ধি। যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদিগকে আপনজ্ঞান করেন, তাঁহাদের সুখকেই নিজের সুখ বলিয়া জানিতে পারেন, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বা সম্মানকে নিজের প্রতিষ্ঠা বা ভূষণ বলিয়া বরণ করেন, যাঁহার শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব হইতে পৃথক্ অবস্থান নাই,—এরূপ দৃঢ় উপলব্ধি আছে, যিনি প্রভুর সেবাকেই নিজের সুখ বলিয়া মনে করেন, তিনিই হরিভক্তি লাভ করিতে পারেন।

নিরপরাধে হরিকথা, হরিনাম শ্রবণ করিলে চিত্ত নির্মল হয় এবং ক্রমশঃ হৃদয়ে বিচারপরতা বা কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হইয়া থাকে। প্রকৃত বৈষ্ণবতায় পরম্পরাযুক্ত হইয়াও মহাবদ্যের অভিমানে কার্পণ্য, আর্তি ও দৈন্য দূর হইয়া থাকে। প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণবের শুশ্রূষাকারী অকিঞ্চন শরণাগত নিবেদিতাত্মা শিষ্যের সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীনাম উদিত হন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে, সুগঠন অর্থাৎ কীর্তন করিতে করিতে এবং বিচার অর্থাৎ স্মরণ করিতে করিতে সেই ভাবুক দ্বারা জীব বিশেষভাবে যুক্ত হন, স্বরূপসিদ্ধি লাভ করেন। ভজনে কষ্ট নাই, তাহা পরমানন্দময়। কর্মমিশ্রা ভক্তি ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শুদ্ধা ভক্তি নহে। শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে অন্যাভিলাষাদি অন্য কোন কথার নাই। নিজে শুদ্ধ না হইলে ভজন শুদ্ধ হয় না। পরমভাগবত শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৈঙ্কর্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আত্মশুদ্ধি। শ্রদ্ধা ও দৈন্যই ভজনের মূল। যেখানে শ্রদ্ধা বা দৈন্য নাই, সেখানে অশ্রদ্ধা বা দাম্ভিকতা আছেই। ভগবদ্দাসাভিমান ব্যতীত জাগতিক যত কিছু অভিমান, সবই দাম্ভিকতা। ভজন বিলাসী ভোগেও নয়, ত্যাগেও নয়—ভজনে কৃষ্ণ পান। বিশ্রম্ভগ্রহণ না করিলে ভজন হয় না। কায়, মন ও বাক্য—এই ত্রিবিধ আত্মসমর্পণদ্বারাই ভজনসিদ্ধি লাভ হয়।

পুলিনভোজন ও ব্রহ্মমোহন

——::(•)::——

ব্রজজনপালক ব্রজজনপ্রমোদ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক, গোবৎস ও গো-গণকে অঘাসুরের কবল হইতে মোচন করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দপ্রদানের জন্য সকলের সহিত যমুনাপুলিনে গমন করিলেন এবং তথায় যমুনার বক্ষে রমণীয় কোমল বালুকারাশি দর্শন করিয়া গোপ-বালকগণকে বলিলেন,—"হে প্রিয়গণ! কোমল বালুকাময় এই পুলিন অতীব রমণীয়। শারদীয় পদ্মগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হইতেছে। বর্তমানে দিবস এক প্রহরেরও অধিক অতীত হইয়াছে। আমাদের ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরাও খুব ক্ষুধার্ত হইয়াছি। অতএব সকলে এস্থানে উপবেশন করিয়া ভোজন কর। এই সুকোমল বালুকারাশি ভোজনের উপযুক্ত স্থান।" গোপ-বালকগণ সখা শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যসকল শুনিয়া সকলে একমত হইয়া যমুনাপুলিনে ভোজনার্থ উপবেশন করিলেন। তখন যাঁহাদের নিকট ভোজ্যসামগ্রী ছিল না, এইরূপ কতিপয় বালক শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে গোপনে বলিল,—"আমাদের নিকট কোন খাদ্যদ্রব্য নাই, আমরা কি করিব।" তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন,—"তোমাদের কোন চিন্তা নাই। আমি সকলের ভোজ্যসামগ্রী প্রদান করিব।" সখার আশ্বাসময় বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বালকগণ তাঁহার নিকটেই উপবেশন করিলেন। অন্যান্য বালকগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে গোলাকারে উপবেশন করিল। তখন পীতবাস শ্রীকৃষ্ণ অমরগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় অথবা দলদল-বেষ্টিত পদ্মমধ্যে স্বর্ণ-কর্ণিকারের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বালকগণ কেহ কুসুম, কেহ পত্র, কেহ প্রস্তর এবং কেহ বা শিলা ভোজনপাত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সকলে গৃহ হইতে আনীত খাদ্যসামগ্রী শিকামুক্ত করিয়া কৃষ্ণের সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন। বালকগণের মধ্যে কেহ নিজগৃহ হইতে আনীত দ্রব্যের স্বাদ পরীক্ষা করাইবার জন্য স্বগ্রাস কৃষ্ণের মুখে প্রদান করিলেন; কৃষ্ণও সেই গ্রাস ভক্ষণ করিয়া হাস্যসহকারে বলিলেন—"আমি স্বাদের বিষয় বিদিত নাই, অপর কাহাকেও গ্রাস প্রদান কর।" এইরূপে সকল বালক কৃষ্ণকে স্ব স্ব গৃহ হইতে আনীত অন্নব্যঞ্জনাদির স্বাদ পরীক্ষা করাইলেন। কৃষ্ণও সকলের গ্রাস গ্রহণ করিয়া পরিহাসবাক্য প্রয়োগ করিয়া সকলকে আনন্দ দান করিলেন। অতঃপর শ্রীদাম, সুবল, বসুদাম ইত্যাদি সকল সখাই কৃষ্ণকে স্বীয় গ্রাস প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ কটিবন্ধে বেণু, কক্ষে শিঙ্গা, বাম করে দধ্যন্ন গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতে করিতে নর্মবাক্য-প্রয়োগে সকলকে হাসাইতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা অঘাসুরবধের সময় আগমন করিয়া গোপবালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পুলিন-ভোজন দর্শন করিতেছিলেন। সখাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে একত্র ভোজন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা বিচার করিলেন, "ইনি কখনও বেদের স্বয়ং ভগবান্ নহেন—গোপ; যদি হরিই হইতেন, তবে গোপালগণের সহিত একত্রে গোপ-প্রসাদ অন্ন ভক্ষণ করিতেন না"—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-মায়া মোহিত ব্রহ্মা শ্রীহরির প্রতি সন্দেহযুক্ত হওয়ায় লীলা করিয়া ভগবানের লীলান্তর-দর্শনের জন্য গোবৎস-সহিত সমস্ত গো-গণকে হরণ করিয়া অন্তর্ধান হইলেন। ইতোমধ্যে পুলিনভোজন সমাপ্ত-প্রায় হইলে গোপবালকগণ অদূরে গরু ও বৎসগণকে না দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণকে জানাইলে কৃষ্ণ তখন হস্তে এক গ্রাস অন্নগ্রহণপূর্বক ভক্ষণ করিতে করিতে গরু ও বৎস-অন্বেষণের জন্য গমন করিলেন। কিন্তু বহু অন্বেষণ করিয়াও তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া আবার ভোজন-স্থলীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় গোপ-বালকগণকেও দেখিতে না পাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা ব্রহ্মারই কার্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি ব্রহ্মা, গোবৎস ও গোপালক—সকলের সন্তোষবিধানের জন্য স্বয়ং গোবৎস এবং গোপালকসমূহ হইলেন। বৎসপালক ও বৎসগণের সংখ্যা-অনুসারে সুকোমল অঙ্গ, হস্তপদাদি উপাঙ্গ, যষ্টি, বিষাণ, বেণু, যথাযোগ্য স্বভাব, গুণ, নাম, আকৃতি ও ক্রীড়াভঙ্গী প্রভৃতি যাঁহার যেরূপ, ঠিক সেই সেই রূপ ও ভাব গ্রহণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। সর্বস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ংই আত্মরূপী বৎসপালকগণ, গো ও গোবৎসগণসহ বেণু বাদন করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে নন্দালয়ে ও গোপবালক-স্বরূপে বিভিন্ন আলয়ে গোপবালকগণের জননীর নিকট গমন করিলেন। জননীগণ স্বীয় সন্তানরূপী কৃষ্ণকে স্তন্যপান ও শয্যাদি প্রদান করিলেন। বৎসগণ গাভীর সহিত গো-শালায় প্রবেশ করিলেন। পূর্বে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজপুত্রাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁহারা পুত্রগণকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমানভাবেই স্নেহ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণেরও পূর্বে তাঁহাদিগের প্রতি মাতৃভাব ছিল না। এখন কিন্তু তাঁহার সেই গোপীদিগের প্রতি মাতৃভাব উৎপন্ন হইল এবং পরস্পরের মধ্যে মমতা পুত্রাপেক্ষা অধিকই দৃষ্ট হইল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গো, গোবৎস ও গোপালক হইয়া নিজেই নিজেকে পরিচালন ও লালন-পালন করিতে করিতে এক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। বৎসগণের প্রতি গো-সমূহেরও পুত্রাপেক্ষা অধিক মমতা

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

দুষ্ট হইতে লাগিল। এক বৎসর পূর্ণ হইতে মাত্র পাঁচ ছয় দিন বাকী আছে, একদিবস শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের সহিত গোচারণ করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর গোষ্ঠে গিয়া শ্রীবলদেব দেখিলেন যে, বয়োধিকবৎসগণও স্তনপান-বিরত বৎসগণকেও দেখিয়া গাভীগণ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, উহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে। শ্রীবলদেব বৎসগণের প্রতি ধেনুগণের এতাদৃশ স্নেহ-বৃদ্ধির আধিক্য-দর্শনে তাহার কারণ জানিতে না পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"সর্বাত্মস্বরূপ কৃষ্ণের প্রতি আমার ও ব্রজজনের যেরূপ প্রেম বর্তমান, আজ গাভীগণের বৎসগণের প্রতি সেইরূপ অপূর্ব্ব অনুরাগাধিক্য দৃষ্ট হইতেছে। ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহা কোন দেবী-মায়াবীর মায়া বলিয়া বোধ হইতেছে। সম্ভবতঃ ইহা আমার অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া হইবে। কারণ কৃষ্ণ-মায়া ব্যতীত অন্য মায়া আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীবলদেব জ্ঞান-যোগে জ্ঞান-চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, সমস্ত গাভী, গোবৎস ও গোপবালক—সকলই শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা দেখিয়া শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বে জানিতাম যে, এইসকল গোপবালক দেবশ্রেষ্ঠ ঋষিস্বরূপ এবং গোবৎসগণও নারদাদি ঋষি-স্বরূপ; কিন্তু বর্তমানে সেরূপ দেখিতেছি না, সকলের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশিত দেখিতেছি।" শ্রীকৃষ্ণ ইহা শুনিয়া অগ্রজকে ব্রহ্মাকর্তৃক গো-বৎস-হরণের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন।

অনন্তর একবৎসর পূর্ণ হইলে, একদিবস ব্রহ্মা পুনরায় গোষ্ঠে আগমন করিয়া দেখিলেন যে, একবৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যে গোপবালক ও গোবৎসগণের সহিত যেরূপ লীলা করিতে ছিলেন, এখন সেইরূপ লীলাই করিতেছেন। একবৎসর পূর্ব্বে তিনি সমস্ত গোপবালকগণের সহিত পশু ও বৎসগণকে হরণ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রঙ্গে বিহার করিতে দেখিয়া তিনি ইহার কোন রহস্য বুঝিতে পারিলেন না। ব্রহ্মা স্বয়ং মোহহীন, পরন্তু তিনি বিশ্বমোহন শ্রীকৃষ্ণকে মোহন করিতে গিয়া নিজেই এখন মোহগ্রস্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সম্মুখের সমস্ত বৎস, গাভী ও গোপবালকগণ নবজলধর-শ্যামবিগ্রহ ও পীতবর্ণ বসন-পরিহিত কৃষ্ণরূপেই প্রতিভাত হইলেন; সকলেই চতুর্ভুজ এবং শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম-সুশোভিত। ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্ত স্থাবর-জঙ্গম—সকলেই তাঁহাদের পূজা করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া ব্রহ্মার চিত্ত অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও চিন্তায় আলোড়িত হইতে লাগিল, তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্তব্ধ হইয়া গেল; তিনি এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ লীলা ঐশ্বর্য্য সংবরণ করিলে ব্রহ্মা দেখিলেন যে, গোপবালকবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ অন্নগ্রাস হস্তে লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় গোবৎস এবং গোপালকগণের অন্বেষণ করিতেছেন। ব্রহ্মা ইহা দেখিয়া নিজ বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পদতলে সাষ্টাঙ্গ নিপতিত হইলেন এবং কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। 'অনন্ত গুণের নিদানস্বরূপ ভগবানের মহত্ত্ব ব্রহ্মত্ব অপেক্ষা দুর্জ্ঞেয়; কেবল ভগবৎকৃপাই ভগবন্মহিমা উপলব্ধি ও ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়'—এইপ্রকারে ভগবন্মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মা স্বকৃত কর্ম্মের গর্হণ করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের মূল আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পিতা নারায়ণ জানিয়া তচ্চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং ব্রজবাসিগণের সৌভাগ্য-মহিমা বিচারপূর্ব্বক ব্রজে তৃণ-গুল্ম-লতা প্রভৃতি যে-কোন জন্ম প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর তিনি সমস্ত পশু ও গোপবালকগণকে পুলিন-ভোজন-স্থানে আনয়নপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিলেন। গোপবালকগণ কৃষ্ণমায়ার প্রভাবে এইসব লীলা কিছুতেই জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা উপস্থিত হইয়াই কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ব্ববৎ ভোজনে রত হইলেন এবং ভোজনসমাপ্তির পর নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

রজত র

——::(:০:)::——

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে গোকর্ণ-ক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত একটী সুদীর্ঘ গিরিশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে। এই গিরিশ্রেণী একটী প্রাচীন পুণ্যময় ভূখণ্ডকে বেষ্টন করিয়া বিরাজিত। সেই প্রাচীন ভূখণ্ডের নাম 'পরশুরাম-ক্ষেত্র'। স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে বর্ণিত আছে যে, পুরাকালে শ্রীপরশুরাম স্বয়ং কর্ম্মলেশ-রহিত হইলেও লোকশিক্ষার্থ মাতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের জন্য গোকর্ণ-ক্ষেত্র হইতে কন্যা-কুমা বা কন্যা-ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বাণ-প্রয়োগে সমুদ্রকে অপসারিত করিয়া তথায় এক নূতন ভূভাগ নির্ম্মাণ করেন এবং উহা বৈষ্ণবব্রাহ্মণগণকে দান করেন। এই পরশুরামক্ষেত্র আদি কেরল, মধ্য কেরল ও অন্ত কেরল এই তিনটী ভাগে বিভক্ত। আদি কেরল উত্তর কর্ণাট, দক্ষিণ কর্ণাট এই দ্বিবিধ প্রদেশে পরিগণিত দাক্ষিণ কর্ণাট-প্রদেশই 'রজতপীঠপুর' বা রৌপ্যপীঠপুর—এই প্রাচীন সংজ্ঞায় অভিহিত। এই রজতপীঠপুরের অপর নাম 'উড়ুপীক্ষেত্র'। এই পবিত্রক্ষেত্র ছয় ক্রোশ পরিধিবিশিষ্ট। ইহার পশ্চিমদিকে আরব-সাগর, পূর্ব্বদিকে বেধাচল-পর্ব্বত, দক্ষিণে পাপনাশিনী-নদী এবং উত্তরে স্বর্ণা-নদী।

ত্রিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে পরশুরাম-ভক্ত রামভোজ-নামক কোন ক্ষত্রিয় ভূপতি বিষ্ণুর প্রীতির জন্য একটী মহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ করিয়া যজ্ঞবিদ্যানিপুণ কতিপয় ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কোথাও তাঁহার অভীষ্টানুযায়ী ব্রাহ্মণ দেখিতে না পাইয়া অবশেষে পাঞ্চালদেশান্তর্গত গঙ্গাতীরস্থ অহিচ্ছত্র দেশ হইতে ১২০ জন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদিগকে পরশুরামক্ষেত্রে বসতি প্রদান করেন। সেই ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ পরবর্ত্তী কালে শ্রীমধ্বাচার্য্যের অনুগত হইয়া এখন মাধ্ব-ব্রাহ্মণ-নামে পরিচিত হইতেছেন। যজ্ঞীয় ভূমিশোধনের জন্য রামভোজ নৃপতির স্বহস্তে লাঙ্গলদ্বারা ভূমিকর্ষণকালে লাঙ্গলের অগ্রভাগে পতিত হইয়া একটী মহাসর্প আহত হয়। রামভোজ নৃপতি তাঁহার সেই কার্য্যের প্রায়শ্চিত্তের জন্য রজতপীঠপুর বা উড়ুপীক্ষেত্রের চতুঃসীমায় দেবালয়-চতুষ্টয় নির্ম্মাণ করাইয়া মধ্য স্থানে একক্রোশব্যাপী রজতময় পীঠ স্থাপন করেন এবং পীঠোপরি স্বর্ণময় শেষ-বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা বিধান করেন। শুনা যায়, কালক্রমে সেই রজতপীঠ ভূগর্ভস্থ হইয়াছে। যজ্ঞকালে ভগবান্ পরশুরাম রজতপীঠের স্বর্ণশলাকার অধোভাগে লিঙ্গাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেই লোকাধারী 'অনন্তেশ্বর'-নামক বিষ্ণুর পুরাতন দেবালয় অদ্যাপি উড়ুপীক্ষেত্রে বর্তমান রহিয়াছে। রজত-পীঠের সংস্থান-হেতু সেই ক্ষেত্র প্রাচীন কাল হইতে 'রজতপীঠপুর'-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

রজতপীঠপুরের 'উড়ুপী'-আখ্যা সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান পুরাণে শ্রুত হওয়া থাকে। অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি সপ্তবিংশতি-সংখ্যক তারকা চন্দ্রের পত্নী। ইঁহারা সকলেই দক্ষকন্যা। চন্দ্র দক্ষের অপর কন্যাগণের প্রতি উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র রোহিণীতে অত্যাসক্ত ছিলেন। অপর কন্যাগণের প্রার্থনায় দক্ষ চন্দ্রকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যে, চন্দ্র তাঁহার ঐরূপ কার্য্যের জন্য কলাহীন হইয়া পড়িবেন। চন্দ্র শাপগ্রস্ত হইয়া কলাক্ষয়-পরিহারার্থ পরশুরাম-ক্ষেত্রে অজাক্ষেত্র-নামক স্থানে তপস্যাদ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন। মহাদেব চন্দ্রের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া রজতপীঠক্ষেত্রস্থ একটী সরোবরে প্রকটিত হন। তিনি চন্দ্রের কলাক্ষয় নিবারণ করিয়া বলেন যে, চন্দ্রের একপক্ষে ক্রমে কলাক্ষয় এবং অপরপক্ষে ক্রমে কলাবৃদ্ধি হইবে। সেই সময় হইতেই কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের প্রচলন হইয়াছে—এইরূপ শুনা যায়। চন্দ্রের অপর নাম 'উড়ুপ'। 'উড়ু'-অর্থে নক্ষত্র এবং 'প' অর্থে পতি। নক্ষত্রপতি চন্দ্রের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব এক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া এইস্থানের নাম 'উড়ুপী' হইয়াছে। যে সরোবরের মধ্যে মহাদেব প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই সরোবরতটপ্রদেশে শ্রীমহাদেব চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবনামে খ্যাত হইয়া অদ্যাপি সুবৃহৎ মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। উড়ুপীক্ষেত্রস্থ বৈষ্ণবগণের দ্বারা বিষ্ণুনির্ম্মাল্য ও কিছু পাচকগণের দ্বারা চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব নিত্য পূজিত হইয়া থাকেন।

শ্রীঅনন্তেশ্বর ও শ্রী-চন্দ্রমৌলীশ্বরের শ্রীমন্দিরের উত্তর দিকে শ্রীকৃষ্ণমন্দির ও মধ্বসরোবর বিদ্যমান্। শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে শ্রীমধ্বাচার্য্যপ্রাপ্ত শ্রীবালগোপাল-মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। শ্রীবালগোপালের দক্ষিণহস্তে দধিমন্থনদণ্ড ও অপরহস্তে মন্থনরজ্জু। শ্রীমধ্বাচার্য্যকর্তৃক এই শ্রীবালগোপাল-প্রাপ্তি সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা শ্রুত হয়।

উড়ুপী হইতে সপ্তক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত প্রদেশের অন্তঃপাতী কোন গ্রামের জনৈক নাবিক তাঁহার নৌকায় নানা বিপণীসামগ্রী লইয়া দ্বারকায় গমন করেন। দ্বারকায় তাঁহার সমস্ত দ্রব্য নিঃশেষ হইলে তিনি গৃহে ফিরিবার সময় শূন্য নৌকাকে কিঞ্চিৎ ভারী করিবার জন্য দ্বারকার গোপীসরোবর হইতে কয়েকটী বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক নৌকায় স্থাপন করেন। আসিবার সময় তাঁহার নৌকা মালপ-নামক বন্দরের নিকট সমুদ্রস্থিত একটী চড়ায় ঠেকিয়া যায়। নাবিক বহু চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই সেই চড়া হইতে নৌকা চালিত করাইতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। এমন সময় তিনি সমুদ্র-উপকূলে একজন তেজোময় সন্ন্যাসীকে ধ্যানস্তিমিত নিমগ্ন দেখিয়া তাঁহাকে নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। এই তেজোময় মূর্ত্তি সন্ন্যাসী শ্রীমধ্বাচার্য্য। তিনি সমুদ্রতীরে তথায় ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। নাবিকের উক্ত আহ্বানশ্রবণে তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা জানিতে পারিয়া মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক সেই নৌকাকে চালিত করিলেন। নাবিক তাঁহার এই অদ্ভুত শক্তি-দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত ও পরমোপকৃত হইয়া তাঁহাকে কিছু উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীমধ্বাচার্য্য তাঁহার নিকট হইতে একখণ্ড গোপীচন্দন মাত্র গ্রহণ করিলেন। সেই গোপীচন্দন বহন করিয়া আসিতে আসিতে তাহা রাস্তায় পড়িয়া ভগ্ন হইয়া গেলে তন্মধ্য হইতে একটী পরম কমনীয় মন্থনদণ্ডধারী বালগোপালমূর্ত্তি স্বয়ং প্রকটিত হইলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য সেই শ্রীমূর্ত্তিকে লইয়া উড়ুপীক্ষেত্রে আসিলেন এবং সরোবরে তাঁহার স্নান মার্জ্জন করাইলেন। সেই সময় হইতে সেই সরোবরের নাম মধ্বসরোবর হইয়াছে। যেখানে গোপীচন্দনখণ্ডটী ভগ্ন হইয়াছিল, সেইস্থান এখন 'বড় ভণ্ডেশ্বর' (চন্দনগিরি-ভণ্ডসন) নামে অভিহিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ-ভ্রমণকালে উড়ুপীক্ষেত্রে শুভাগমন করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন ও এই স্থানে প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে

"মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী।
উড়ুপীতে কৃষ্ণ দেখি' তাহাঁ হৈল
প্রেমোন্মাদী॥
নর্ত্তক গোপাল দেখে পরম মোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥
গোপীচন্দনতলে আছিলা ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য সেই কৃষ্ণ পাইলা কোন মতে॥
মধ্বাচার্য্য আনি' তাঁরে করিলা স্থাপন।
অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি' প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে বহুত নৃত্য-গীত কৈল॥"

শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের বামদেশে শ্রীমধ্বাচার্য্যের শ্রীবিগ্রহ, চত্বরের বাহিরে প্রধান বায়ু শ্রীহনুমানের শ্রীবিগ্রহ এবং মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগরুড়মূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির প্রত্যহ নববিধ পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:::(•):::——

'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণনাম'—দুইটী পৃথক্ বস্তু নহেন। বিভিন্নভাবে প্রতীত ও 'বর্ণিত রূপে প্রাপ্ত হইলেও রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য—সকলই শ্রীনাম। জড় জগতের বস্তু গুলির মধ্যে নাম ও নামীর পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম-সম্বন্ধে তাহা নহে।

ভগবদ্ভক্ত অন্ন, বায়ু, খাদ্য পর্য্যন্ত কিছুই ভোগ করেন না। ঐসকল দ্রব্যদ্বারা তিনি ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। তাঁহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণও ভগবৎসেবার জন্য। ভগবৎসেবা ব্যতীত তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সুতরাং তাঁহার কোন কার্য্যই জড় বা মায়িক নহে। পক্ষান্তরে অভক্ত সর্ব্বদাই ভোগের জন্য ধাবিত হয় এবং ভগবানকে প্রাকৃতিজাত বিবেচনা করে।

শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নহে। গুরুদেব কৃষ্ণভজন ব্যতীত কার্য্যান্তররহিত, আর কৃষ্ণও তাঁহার প্রেষ্ঠজনের সেবা ব্যতীত অন্য কাহারও সেবা স্বীকার করেন না। সকলের সেবা গুরুদেবকর্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। যাঁহাকে নিত্য সেবা করিতে হইবে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডবাসী নহেন। শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবাধমের নহেন। তিনি পাতিত জীবগণের উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে ভক্তিলতার বীজ প্রদান করেন। কৃষ্ণের প্রসাদ তাঁহা-দ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। বীজ পাইয়া উত্তম কর্ষিত ক্ষেত্রে বপন করিতে হইবে, জল সেচন করিতে হইবে, তবেই লতার উদ্গম ও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের ফলে জলসেচন কথিত হয়। তাহাতে ভক্তিবীজ উপ্ত হইলে নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ জলধারা সেচনের শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীদের জিহ্বার রসাস্বাদন ছিন্ন হইতে থাকিবে। আমরা ভুক্তিমুক্তিস্পৃহারূপ আগাছা এবং বৈষ্ণবাপরাধ-মত্তহস্তী হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিয়া নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনরত হইলে লতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অচিরেই কৃষ্ণ-চরণকল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিবে।

যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গ হইলে—তাঁহাদের শ্রীমুখ নিঃসৃত মধুময় শ্রীহরির মাহাত্ম্যপ্রকাশক ভক্ত কর্ণরসায়ন প্রীতি-উৎপাদক কথা শ্রবণ ও আলোচনা করিলে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হইবে। আমাদের নিত্য মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই। আমরা সকলেই 'সেপ নেশনার' রাজ্যে বাস করি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা মনকে দমন করিতে পারি না। রাজ্যের যে-সমস্ত বিষয় আমাদের নিত্যমঙ্গলের বাধা জন্মায়, তৎসান্নিধ্যে আমরা আছি। সাধুসঙ্গ ব্যতীত এসকলের হাত হইতে আমাদের নিস্তার পাওয়ার উপায় নাই। যাঁহারা এ জগতের অনিত্য, বিনাশশীল, হেয় বস্তুর প্রয়োজনে প্রধাবিত হইতেছেন, তাঁহাদের নিত্যবস্তু, অবিনাশী চিদ্বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধুসঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিলে আমাদের কর্ণে এতকাল যে-সকল অসৎকথা—মায়াজনের কথা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে।

শ্রীভগবানের কথা নিত্য-পূর্ণজ্ঞানময় নিরবচ্ছিন্নআনন্দময়। আর দুর্লভ সজ্জনের মুখেই তাঁর কথা কীর্ত্তিত হয়, সুতরাং এরূপ সজ্জনের সঙ্গ, সাধুর সঙ্গ দুর্লভ হ'লেও অনুসন্ধান ক'রতে হ'বে। আমরা যেরূপ কথায় শ্রদ্ধা ক'রি—যেসমস্ত কথা শু'নতে আমাদের খুব ভাল লাগে, তা' একপক্ষে মায়াযুক্ত জীবগণের—অনর্থযুক্ত জীবসকলের ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত বিচার-বুদ্ধি হ'তে উদিত হয়েছে। এতে নিত্যমঙ্গলের আস্বাদনের কোন কথা নাই। উহা অনিত্য দেহ-মনের তাৎকালিক তৃপ্তির মাত্র। কিন্তু সাধুগণের, নিত্যমুক্ত ভগবৎপার্ষদগণের কথায় আমাদের রুচি বা শ্রদ্ধা না থা'কলেও তা' বৈকুণ্ঠের—চেতনরাজ্যের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কথা, তা' আমাদের স্বরূপের—নিত্য অনুভবের প্রসন্নতা বিধান করে।

বিবিধ সংবাদ

সিদ্ধুতে মজুত ধান

সিন্ধুপ্রদেশে মজুত সকল ধান সংগ্রহ করিয়া সরকারী একটি প্রতিষ্ঠানের মারফতে জনসাধারণের মধ্যে তাহা বণ্টন করা হইবে বলিয়া সরকার স্থির ক'রয়াছেন। সরকারী একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে,—জমিদার, ব্যবসায়ী বা ক্রেতা'দিগের যাহাদের নিকট ২০শে জানুয়ারী তারিখে ৫ মণের বেশী ধান বা ধানজাত জিনিষ থাকিবে, তাহাদিগকে ২৮শে জানুয়ারীর মধ্যে মজুত মালের পরিমাণ সরকারকে জানাইতে হইবে। ঐরূপ মজুত মাল ক্রয় বিক্রয় করা চলিবে না, ব্যক্তিদিগের নিকট মজুত মাল তাহার প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী মনে করিলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা তলব করিতে পারিবেন। ২৮শে জানুয়ারীর মধ্যে যেসকল মজুত মালের সন্ধান দেওয়া হইবে না, সেইসকল মাল সম্পর্কে সংবাদ দাতাকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদদাতাকে পুরস্কার দিতে পারিবেন।"

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, "এই ব্যবস্থার ফলে প্রয়োজন অনুসারে যথেষ্ট ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া সরকার আশা করেন। কিন্তু সমগ্র প্রদেশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ধান পাওয়া না গেলে সংগৃহীত মাল অত্যাবশ্যককার্য্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথমে বণ্টন করা হইবে।"

কেন্দ্রীয় ক্রয়বিভাগ গঠনের কথা

উড়িষ্যা সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, ভারত সরকার শীঘ্রই একটি কেন্দ্রীয় ক্রয় বিভাগ গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিভাগ সমস্ত প্রদেশ হইতে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবেন এবং ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইবে, সেই সমস্ত অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য যোগাইবার ব্যবস্থা করিবেন। উড়িষ্যা কেন্দ্রীয় ক্রয়বিভাগ কেবলমাত্র চাউল ও ধান ক্রয় করিবেন। এই বিভাগই প্রাদেশিক এবং আন্তর্জাতীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবেন। কাজেই উড়িষ্যা সরকার চাষীদিগকে পরামর্শ দিয়েছেন যে, তাহারা যেন কোন ব্যবসায়ীর নিকট তাহাদের সমস্ত চাউল বা ধান বিক্রয় করিয়া না ফেলে। কেন্দ্রীয় সরকার ভবিষ্যতে উপযুক্ত মূল্যে বহু পরিমাণ ধান ও চাউল ক্রয় করিবেন।

ভারতসরকারের বিজ্ঞপ্তি

স্থলপথে ব্রহ্মদেশ হইতে, প্যারাসুট যোগে অথবা সমুদ্রপথে শত্রুপক্ষ এই দেশে গুপ্তচর আমদানী করিতে পারে, এরূপ যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। মিলেটারী অথবা স্থানীয় পুলিশ, সামরিক কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিয়া, এরূপ গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার ক'রতে সাহায্য করা প্রত্যেক জনসাধারণের কর্তব্য। তাই সরকার স্থির করিয়াছেন যে জনসাধারণের মধ্যে যদি কেহ এমন কোন লোককে ধরিয়ে ধরাইয়া দিতে পারেন, যাহাকে বিচারের ফলে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর অথবা শত্রুপক্ষের সহায়ক কার্য্যাদিতে লিপ্ত বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে ৫,০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। জনসাধারণের মধ্যে যদি কেহ এমন সংবাদ সরবরাহ করিতে পারেন যাহাতে উপরোক্ত প্রকারের গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকেও ১,০০০৲ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত শীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। জ্বরের ঔষধ কাটিং অত্যাশ্চর্য্য। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার সর্ব্বশরীর সারিয়া যায় কিনা। ছোট বোতল ৳০ বার আনা, বড় বোতল ১।৶০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ | ১১ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৬; ১৮ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ১লা ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪৩, সোমবার | ২৬১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ মাধব, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

"কৃষ্ণ ভিন্ন একজন, তিনি কৃষ্ণ"—এই বিশ্বাস শরণাগত সেবকের চিত্তে নিত্য দেদীপ্যমান। অতএব শরণাগত সেবক এই অনিত্য জগতে মায়ার বিক্রম দেখিয়া বিব্রত, ভীত বা হরিসেবা হইতে পশ্চাৎপদ হন না। যাহা সাধারণের নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, শরণাগত সেবকের নিকট তাহা অনায়াসে সম্ভবে পরিণত হয়। তিনি সমস্ত কার্য্যের মধ্যে তাঁহার প্রভুর কর্তৃত্ব, বিভুত্ব, পালকত্ব ও রক্ষকত্ব দর্শন করেন। জাগতিক লোকের নিকট যাহা অত্যন্ত প্রতিকূল ও প্রতিবন্ধক, তাহাও তাঁহার নিকট অত্যন্ত অনুকূলই হইয়া থাকে। শরণাগত সেবক কখনও নিজেকে নিজে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হন না। তিনি জানেন—রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র ভগবান। রক্ষা করা একমাত্র তাঁহাদেরই কার্য। বিধানকর্ত্তা ও প্রভুত্ব তাঁহাদেরই একচেটিয়া। তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে। নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে যাওয়া—প্রভুর বা বিধাতার আসন গ্রহণ করিতে যাওয়া; ইহা অভক্তি—অশরণাগতের বিচার। তাই বলিয়া শরণাগত কখনও কেবলমাত্র [illegible] রক্ষার জন্যই ভক্তবৈষ্ণবগণের আশ্রয় করেন না। তিনি অহৈতুকভাবে [illegible]-অভিমানে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মনিবেদন করেন।

প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহা হইবে; প্রভুকে দিয়া নিজের কার্য্য করাইতে হইবে না, পক্ষান্তরে প্রভুকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হইবে—এই বিচারই শুদ্ধভক্তি।

———

সাধু কৃষ্ণের চিৎশক্তি। কৃষ্ণের সেবোপকরণের নাম সাধু। তিনি প্রকৃতির অতীত বস্তু। সাধু কেবল কৃষ্ণের ভোগের উপকরণরূপে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্যই এই জগতে অবতীর্ণ। তাঁহার নিজের ভোগ বা ত্যাগ-বাঞ্ছা নাই। ভোগী বা ত্যাগী কৃষ্ণের সেবোপকরণ হইতে পারে না। ভোক্তৃ-অভিমানী বা অপরের ভোগ্য অভিমানী কখনও কৃষ্ণভোগ্য হইতে পারে না। সাধু ভোক্তৃ-অভিমানী নহেন; তিনি কখনও নিজেকে কৃষ্ণছাড়া অপরের ভোগ্য-অভিমান করেন না। তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়াই কৃষ্ণকে ভোগ করান। সাধু কৃষ্ণসেবার বিগ্রহ।

এই পূর্ণ শরণাগত সাধুর সঙ্গ করিলে জীবের কৃষ্ণসেবারূপ নিত্যমঙ্গল অবশ্যই লাভ হইবে। কিন্তু সাধুর বাহ্য আকৃতি দর্শন করিবার অভিনয় বা কেবলমাত্র তাঁহার সান্নিধ্যে অবস্থানের অভিনয়-দ্বারা সাধুর সঙ্গ লাভ হয় না। প্রাথমিক অবস্থায় সাধুর বাণীর প্রতি যখন শ্রদ্ধা ও ক্রমশঃ তৎপ্রতি স্বাভাবিকী প্রীতির উদয় হয়, তখনই প্রকৃত সাধুসঙ্গ আরম্ভ হয় এবং প্রীতির সহিত সাধুর বাণী শ্রবণ করিতে করিতে যখন সাধুর অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্বের প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতি বা আকর্ষণ হৃদয়ে উদিত হয়, তখনই সাধুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ও প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয়। সম্যক্ সম্বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সম্যক্ সঙ্গ বা অভিগমন হয় না। অভিগমন অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সাধুর কৃষ্ণসেবাদর্শের অনুসরণ হইলে সাধুসঙ্গের পূর্ণতা সাধিত হয়। তখনই সাধুর হৃদয়দেবতা কৃষ্ণের সেবালাভ সম্ভব হয়।

প্রীতি থাকিলে সঙ্গ হয়। সেবার উদ্দেশ্য না থাকিলে সঙ্গ-গমন বা অভিগমন হইতে পারে না। জাগতিক ব্যবধানের তারতম্য সঙ্গের ব্যাঘাত করে না, যদি প্রীতি থাকে। পরস্পর বহু দূর ব্যবধানে থাকিলেও সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট থাকা যায়। ভক্তি জড়পদার্থ নহে। নিকটে থাকিলে সঙ্গ হইবে, দূরে থাকিলে সঙ্গ হইবে না—ভক্তিতে এরূপ কোন বিধি-নিষেধ নাই। প্রীতি ও সেবার উদ্দেশ্য থাকিলে নিকটে বা দূরে, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে—সর্ব্বত্রই সাধুর সঙ্গ-উপলব্ধি সাধুর কৃপাপ্রভাব-অনুভূতি লাভ হইবে।

———

ভক্তিদ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়। ভক্তির বীজ—শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা অর্থ বিশ্বাস; শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে সমুদয় কর্ত্তব্য পালন করা হয়,—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট সেবা—শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকথার সম্যক্ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ।

শ্রীকৃষ্ণের সেবা-লাভের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ করা সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বপ্রথম সেবা। শ্রবণ হয় না, যদি শরণাগতি না হয়। সেবালাভের জন্য সদ্‌গুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাঁহার কৃপায় তাঁহার বাণীর প্রকৃত অর্থ জানিতে পারা যায় এবং সেইভাবে সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। ঐরূপভাবে সম্পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রীগুরুদেবের বাণী একাগ্র হইয়া শ্রবণ করিতে হইবে। একাগ্র হইয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তরের কথা জানিবার উদ্দেশ্যেই শ্রবণ করিতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহার অন্তরের সহিত আন্তরিকতা হইবে এবং তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত নিজ উদ্দেশ্যের মিল হইবে। উদ্দেশ্য এক হইলে প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্যে সেবা হইবে।

———

ভক্তির অর্থই ভালবাসা; শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিলে ভক্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভালবাসার বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্য-অনুসরণে নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত থাকিলে তাঁহারই কৃপা-প্রভাবে কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা বা ভক্তি কি, তাহা বুঝা যাইবে। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য না হইলে সেবা হয় না। আনুগত্য হয় না, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ এক না হইলে। আবার উদ্দেশ্য এক হয় না, শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার উদয় না হইলে। এই অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাদ্বারাই দিব্যজ্ঞান—সম্বন্ধজ্ঞান—প্রকৃতজ্ঞান-লাভ। যাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাঁহার সহিত প্রকৃত পরিচয় না হইলে—সম্বন্ধ না হইলে প্রকৃত ভালবাসা যায় না। প্রকৃত সম্বন্ধহীন অবস্থা জীবের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক। এরূপ অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও একমাত্র দুর্দ্দৈব। নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ বা সুবিধা-অসুবিধা-জনিত যে কষ্ট, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবার বাধা হয় না। বরং তাহা প্রকৃত সুখেরই কারণস্বরূপ হইয়া থাকে। যে কষ্টের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে থাকে, শ্রীকৃষ্ণের সেবার ব্যাঘাত হয় না, তাহাই প্রকৃত সুখের কারণ। যে সুখ-দুঃখের সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবার সম্বন্ধ নাই, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে কষ্টও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ প্রদান করে। শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করিলে, শ্রীকৃষ্ণের সেবার বাধা হইলে সেরূপ সুখও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের কারণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধহীন—শ্রীকৃষ্ণসেবাবাধক সুখদুঃখ-ভোগই কর্ম্মফল-ভোগ, তাহাই নরক।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীতুলসী-সেবা

——::(০)::——

শ্রীতুলসী কৃষ্ণবল্লভা, বৈষ্ণবী আরাধ্য-বিগ্রহ। তিনি শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়া। তিনি বৃন্দাবনের অধীশ্বরী। অনর্থযুক্ত জীবকে তিনিই একমাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল-সেবা প্রদান করিতে পারেন। যাঁহারা কৃষ্ণকে নিজ প্রাণপতিরূপে লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের কৃষ্ণ-কৃষ্ণকান্তা-বল্লভা শ্রীতুলসীর সেবা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই জন্য কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীতুলসী-মালিকা-সাহায্যেই 'হরে কৃষ্ণ'— এই যুগল-নাম-মহামন্ত্র গ্রহণ ও কণ্ঠে শ্রীতুলসী-মালিকা ধারণ করিবার উপদেশ প্রদান করেন। যাঁহারা তুলসীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্তন, প্রণাম, রোপণ, জলসেচন, নিত্য পূজা ও পালন—এই নবপ্রকার তুলসীভক্তি করেন, তাঁহারা অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করিয়া থাকেন।

শ্রীতুলসীদেবী প্রাকৃত বৃক্ষ নহেন। শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি অপ্রাকৃত বিষ্ণু-বৈষ্ণব বস্তু। জীবগণের জন্যই তাঁহারা বৈকুণ্ঠবিচিত্রতার সহিত ইহ জগতে অবতীর্ণ হন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে তাঁহাদের সেবা করিলে তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের অপ্রাকৃত স্বরূপদর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণবিরহবর্জিত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীতুলসীর সেবা করিবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। গৃহস্থলীলাভিনয়-কালে শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যহ তুলসীতে জল প্রদান ও তুলসী পরিক্রমা করিয়া ভোজন করিতেন। সন্ন্যাসলীলা-প্রকাশের পর তিনি নিরন্তর তুলসীর সান্নিধ্যেই বিরহ-ব্যাকুলভরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীতুলসীর সেবাদর্শ-প্রকাশলীলা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে বৈসেন লীলা তুলসী লইয়া॥
এক ক্ষুদ্র ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া॥
প্রভু বলে, 'আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসো, যেন মৎস্য বিনে জলে॥'
যবে চলে সংখ্যা নাম করিবা গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥
সংখ্যা নাম করিতে যেখানে প্রভু বৈসে।
তথায় রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥
পুনঃ সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥"

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীহরির সেবার জন্য তুলসীচয়ন, তুলসী-সেবন শাস্ত্রনির্দিষ্ট। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে যে, তুলসীদল ভক্ষণপূর্বক অন্তকালে দেহ বিসর্জন করিলে চণ্ডালেরও দেহজ পাপ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায়। গঙ্গা ও যমুনার শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ জল যেরূপ সর্বপাপ বিদূরিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ শুক্ল ও কৃষ্ণ তুলসীদল ভোজন-দ্বারা নিখিল পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীকে সেবন করিলে সেবকগণের সর্ব-মনোরথ সিদ্ধ হয়।

নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বেশ্যার প্রতি তুলসীসেবনের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বেশ্যা তাঁহার আদেশে তুলসীসেবা করিয়াই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন,—

"তুলসী সেবন করে, চর্বণ, উপবাস।
ইন্দ্রিয়দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীতুলসী-সেবার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে,—

"জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং
ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥"

—যে মরণশীল দেহী বৈষ্ণবচরণরেণু সর্বতোভাবে দেহে ধারণ করে না, সে জীবনবিশিষ্ট দেহধারী হইয়াও মৃতদেহতুল্য এবং যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণসংলগ্ন তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ করে না, সে ব্যক্তি শ্বাস-প্রশ্বাসবিশিষ্ট হইলেও শবের ন্যায় তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস নিরর্থক।

সনকাদি আত্মারাম ব্রহ্মোপাসকগণ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের তুলসীর আঘ্রাণে পাগল হইয়া ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো
ভক্তবৎসলঃ॥"

—শ্রীকৃষ্ণকে যিনি জলতুলসী প্রদান করেন, তাঁহার ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার স্বরূপকে তাঁহার নিকটে প্রদান করিয়া ঋণ পরিশোধ করেন।

"শ্রীকৃষ্ণকে তুলসী-জল দেয় যেই জন।
তা'র ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন॥
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন।
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আরও উক্ত হইয়াছে, কলিযুগে শ্রীবিষ্ণু নিত্যকাল তুলসীকাননেই বিরাজ করেন। যেসকল ব্যক্তি তুলসী-বর্ধন বা বিধিপূর্বক তুলসী রোপণ করেন, তাঁহারা পরমপদ লাভ করেন। যে ব্যক্তি দেবালয় বা পুণ্যক্ষেত্রে পবিত্র তুলসী রোপণ করেন, সেই স্থানই চক্রপাণি শ্রীবিষ্ণুতীর্থ-স্থান। যতির দ্বারা তুলসীবনে জল সেচন করিলে সেই জলধারার দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র হয়। যাঁহারা তুলসী পরিক্রম করিয়া প্রতিদিন নমস্কার করেন, তাঁহাদের কোনপ্রকার অনর্থই অবশিষ্ট থাকে না।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে অর্চন-প্রসঙ্গে শ্রীতুলসীসেবা-মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রমাদবশতঃ অর্চনে যেসকল অপরাধ হয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া তুলসীর কৃপায় সেইসকল অপরাধ অনায়াসে দূরীভূত হয়। শ্রীতুলসীর সেবা করিলে শ্রীবিষ্ণু অর্চকের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন।

ক্রোধের সদ্ব্যবহার

——::০(::০::)০::——

কামের ব্যাঘাত হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। দেহারামী ব্যক্তিগণ কামনা-তৃপ্তির ব্যাঘাত হইলে অপরের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সেবৈক-কাম। তাঁহাদেরও সেই কৃষ্ণসেবার বা কৃষ্ণভক্তের সেবার প্রতিবন্ধক হইলে ক্রোধের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কেহ ব্যক্তিগতভাবে দ্বেষ বা নিন্দা করিলে ভক্ত নিজে কোনপ্রকারে ক্ষুব্ধ হন না সত্য, কিন্তু অন্য ভক্তকে বা গুরুবর্গকে ও তাঁহাদের আরাধ্যবিগ্রহ ভগবান্ বা তদীয় বস্তুকে দ্বেষ করিলে তাহার প্রতি তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তগণের সম্বন্ধে বিদ্বেষ ও নিন্দাদি-বিষয়ে অসহিষ্ণুতা-প্রকাশ ভক্তিরই অঙ্গ। যেরূপ প্রাণিগণকে উদ্বেগ না দেওয়া, শোক-মোহাদির অবশীভূততা, অন্য দেবতার অবজ্ঞাশূন্যতা ভক্তির লক্ষণ, তেমনই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তগণের বিদ্বেষ ও নিন্দায় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করাও ভক্তির লক্ষণ। প্রেমের ইহাই স্বভাব যে, প্রীতির পাত্রকে কেহ অবজ্ঞা করিলে তাহা প্রীতি সহ্য করিতে পারে না। ইহাই অকৃত্রিম প্রীতির লক্ষণ। শ্রীহনুমানজী নিজ আরাধ্যদেব শ্রীরামচন্দ্রের বিদ্বেষী রাবণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহার স্বর্ণলঙ্কা পুড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বিষ্ণুবিদ্বেষী নিজ পিতাকেও পর্যন্ত 'অসুর-বর্য' বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। পরমহংসবর শ্রীশুকদেব গোস্বামী কৃষ্ণবিদ্বেষী কংসকে ক্রোধে 'ভোজানাং কুলপাংসনঃ' বলিয়া গালাগালি দিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ও যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত-বিদ্বেষকারী অসুরগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও তাহাদিগের বিনাশ সাধন করেন। শ্রীবিষ্ণু নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়া নিজ ভক্তবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন। এমন কি, শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যাবতারে, যে অবতারে তিনি তৃণ হইতে সুনীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু এবং স্বয়ং অমানী ও অপরে মানদ হইয়া সর্বদা হরিকীর্তনের স্বয়ং আচার ও প্রচার করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, তখন চক্রদ্বারা তাঁহাদিগকে সংহার করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন; কাজী যখন পাষণ্ডী হিন্দুগণের কথায় সংকীর্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, তখন তিনি সপার্ষদ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত শিষ্যগণের দ্বারা শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি অবজ্ঞা করায় তাঁহার প্রতি তিনি ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রে যে ক্রোধ নিগ্রহের উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা কেবল কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবা-বাধক নিজসুখকামনা-জনিত ক্রোধকে দমন করিবার জন্য। জীবের প্রত্যেক বৃত্তির দুইটি অবস্থা আছে—বহির্মুখ অবস্থা ও অন্তর্মুখ অবস্থা। প্রত্যেক বৃত্তি বহির্মুখ অবস্থায় মন্দ ফল প্রসব করে এবং উন্মুখ অবস্থায় মঙ্গল প্রদান করে। নিজসুখব্যাঘাত-জনিত যে ক্রোধোৎপত্তি, তাহাই ক্রোধ-বৃত্তির বহির্মুখী অবস্থা; আর কৃষ্ণসুখ-ব্যাঘাত-জনিত যে ক্রোধোৎপত্তি, তাহাই ক্রোধবৃত্তির উন্মুখ অবস্থা বা যথার্থ সদ্ব্যবহার। সমস্ত বৃত্তির উন্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইবার কথা সাধুশাস্ত্র-মহাজন উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় অনায়াসে অকৃত্রিমভাবে, আত্মনিবেদনে কাম-ক্রোধাদি রিপু-দমনের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন,—

"দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কা'র বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ,
জানিলে না জানে প্রাণ,
দড়াইতে না পারে নিশ্চয়॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ
মদ, মাৎসর্য, দম্ভসহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয় রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম' কৃষ্ণ-কর্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষী জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যা'র ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কি-বা সে করিতে পারে, কামক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা,
ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
'লোভ', 'মোহ' এই ত' কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥
আপনি পলা'বে সব শুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যা'বে, মহানন্দ সুখ পা'বে,
যা'র হয় একান্ত ভজন॥"

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

কৃষ্ণ-তৃষ্ণা

(শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী)

কৃষ্ণভজন সহজও বটে, কঠিনও বটে। ভোগাভিলাষী, কুটিল, কপটী ও অহঙ্কারী ব্যক্তিগণের নিকট উহা খুবই কঠিন সত্য, কিন্তু সরল প্রাণ, প্রাণবন্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। প্রকৃত ব্যাকুলচিত্ত সাধক শ্রীভগবৎপাদপদ্মকে সর্বস্ব-ধনজ্ঞানে দৃঢ়ভাবে অবলম্বনপূর্ব্বক হৃদয়ে আশাবন্ধ ও সমুৎকণ্ঠা পোষণ করিয়া ধীরস্থিরভাবে ভজনের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। সর্ব্বদাই ভজনের দিকে তাঁহাদের তীব্র লক্ষ্য থাকে। সরলতা, দৃঢ়তা ও অভিনিবেশ তাঁহাদের স্বভাবে স্বতঃই পরিলক্ষিত হয়। অভীষ্টবস্তুর প্রতি একটা তীব্র আভিনিবেশ ভক্তিসাধকগণের চরিত্রে প্রথম হইতেই দেদীপ্যমান থাকে। বহু কষ্টেও উহা আয়ত্ত করিতে হয়। সাধক-অবস্থা হইতেই এ বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শিথিলভাবে প্রথম দিকে ক্রমে ক্রমে সকল ব্যক্তিগণও হঠাৎ অত্যাভিলাষী ও অভজনক ব্যক্তির কবলে পড়িয়া অবশেষে কপটাই হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়া থাকেন। দুর্ব্বলভাবে অধিককাল প্রথম দিকে অবশেষে উহা কপটেই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং সকলের আধারে সর্ব্বক্ষণ স্মরণে নিজের সত্তাকে সংরক্ষণ করিতে হইবে। এইপ্রকার গাঢ়-নিষ্ঠার উপরে সর্ব্বক্ষণ থাকিলে কৃষ্ণভজন অতি সহজ-সরল বলিয়া অনুভূত হইবে— ইহাই মহাজনোপদেশ।

সত্য সত্য কৃষ্ণকে চাহিলে কৃষ্ণ সাধকের হৃদয়ে না আসিয়া থাকিতে পারেন না। কারণ তিনি জীবকুলকে স্বয়ং ভজন ধন নিজ পাদপদ্ম বিতরণ করিবেন বলিয়াই প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছেন। সেবা দেওয়ার জন্যই ত' তিনি জীবের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করিতেছেন। জীব একপদ চলিলে তিনি সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া আসেন। কৃষ্ণসেবার লোভাকৃষ্ট করিবার জন্যই গোলোকের দুর্লভ মাধুরীপূর্ণ লীলায় এ জগতে অবতরণ। কৃপা করিবার জন্য—কৃষ্ণ-বাঞ্ছা লইবার জন্যই কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার নিজজনকে এজগতে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। সেইসব মহাজনের একজনের সঙ্গেও যদি এ জীবনে দেখা হয়, পরম সুকল্যাণ-নিকেতন সেইসব মহাজনের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্মে যদি আশ্রয় লাভ করা যায়—তিনি যদি কৃপা করিয়া শ্রীভগবদ্ভজন শিক্ষা দেন, তবে কৃষ্ণ পাওয়া আর কঠিন হয় না। তবুও যে আমাদের পক্ষে উহা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে, অত্যন্ত দুরূহ সরল ব্যাপারকে বিষম কষ্টকর ও বিষয় বলিয়া অনুভব হইতেছে, সে কেবল আমাদের অত্যন্ত দুর্দ্দৈব বলিয়া, আমরা একবার প্রাণের সহিত তাঁহাকে চাহিতেছি না বলিয়া। উহা আমাদের অত্যন্ত মন্দভাগ্যেরই পরিচায়ক। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণজনের কৃপাপ্রকাশে কোনও ত্রুটী নাই। পতিতপাবন ভগবজ্জনগণ সর্ব্বদাই আমাদিগকে ডাক দিতেছেন। তাঁহাদের কাহারও কথাতে হতাশার কোন কথাই নাই। পরমারাধ্যতম আচার্য্যদেবের বাণীতে আমরা শ্রবণ করিতে পাই,—"ভক্তির পথ কঠিন নহে; অতি সহজ। আত্মবৃত্তির উদয়ে আর কাঠিন্য থাকে না। ভক্তি acquired knowledge নহে। উহা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট বিধি স্থাপন ক'রতে আসিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছার সহিত dovetailed হওয়াই আসল কথা।" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, —"সাধকের অতি সামান্য চেষ্টাতেই ভক্তিলতা চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া বিরজা, ব্রহ্মলোক, এমন কি পরব্যোমেরও ঊর্দ্ধে গোলোকে কৃষ্ণপাদপদ্মে আরোহণ করেন।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবদ্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার॥

পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ প্রেমবিবর্ত্তে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার।
দয়া করি' কৃষ্ণ তা'রে ছাড়ান সংসার॥"

তবুও দেখা যাইতেছে যে, আমার ন্যায় অধিকাংশ দুর্ভাগা ব্যক্তির হৃদয়ে কৃষ্ণাকাঙ্ক্ষার নির্ব্বাপিত, শুধু নির্ব্বাপিত নহে, সে স্থান বহুদের ন্যায় শীতলতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণধন বিতরণকারী মহাজন সাক্ষাৎ-নিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে আসিয়াও এই দুর্দ্দশা! এই দুর্ভাগ্যের কথা বলিবার ভাষা নাই। শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-সান্নিধ্যে আসিয়াও কৃষ্ণতৃষ্ণা বলিয়া একটী বস্তু তাহাদের আদৌ নাই। এই জীবন্মৃত অবস্থাকে তাহারা স্বেচ্ছায়ই বরণ করিয়াছে। 'খাই দাই, 'পরি চিন্তাহীন' এইপ্রকার অবস্থা তাহাদের। ইহা দেখিয়া অপর ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন যে, কৃষ্ণভজন ব্যাপারটাই কঠিন। কিন্তু সুগভীরভাবে বিচার করিলে ইহা কত সহজ, তাহা বুঝিতে পারা যায়। জাগতিক ক্ষেত্রেও দেখা যায়, খুব ব্যাকুলতা ও আর্ত্তিসহ সাহায্যের জন্য চাহিলেও ভিখারী কখনও রাজসংবেদন হইতে পারে না, মূর্খ কখনও পণ্ডিত বা ধনী কখনও স্বাস্থ্যবান্ হয় না—শ্রীভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত। সেই ভগবান্ই পুনঃ পুনঃ সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্যে জানাইয়াছেন যে, জীবকুলকে নিজধন পর্য্যন্ত দেওয়ার জন্য তিনি সতত্ই ব্যাকুল ও প্রস্তুত আছেন, কেবলমাত্র জীব একবার প্রাণের সহিত নিষ্কপটে আপন-বোধে তাঁহাকে চাহিলেই হইল। ইহা অপেক্ষা আশা ও ভরসার কথা অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? তবে কৃষ্ণ পরীক্ষা করেন,—সত্যসত্য আমাদের কৃষ্ণ-তৃষ্ণা জাগিয়াছে কি না, প্রার্থনায় আন্তরিকতা আছে কি না। ভুক্তি-মুক্তি ইত্যাদি দিয়া তিনি নিজ ভক্তকেও পরীক্ষা করেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত কখনও প্রভুপাদপদ্ম ছাড়া অন্য কিছুর লোভ কামনাতেও করেন না। অন্যবস্তু ব্যাপারে তাঁহারা বীতস্পৃহ। কৃষ্ণ-তৃষ্ণায় যখন প্রাণ বাহির হইয়া যায়, উৎকট বিরহবেদনা যখন নিজজন হৃদয়কে জর্জ্জরিত করে, ভক্ত যখন বিরহে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হন, তখন কৃষ্ণ কৃপা করিয়া দর্শন দেন; তাঁহাকে আর জীবন ত্যাগ করিতে হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শিক্ষায় আমরা পাই,—

"প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পারে মরিতে॥
গাঢ় অনুরাগে বিয়োগ না যায় সহন।
তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥"

এ জগতের কোনও বস্তুই আন্তরিকতার সহিত না চাহিলে পাওয়া যায় না, আর কৃষ্ণ-চিন্তামণিধন না চাহিলেও পাওয়া যাবে কি-প্রকারে? কিন্তু আমরা আন্তরিকতাসহ নিষ্কপটভাবে না চাহিয়াই তাঁহাকে পাইতে চাই, তাই কার্য্যকালে ফলোদয় হয় না। কৃষ্ণ হৃদয়ে আসিবার বহু পূর্ব্বেই সাধকের কৃষ্ণতৃষ্ণা ও উৎকণ্ঠা বলবতী হইবেই এবং ইহাই স্বাভাবিক। পরমাগতির অগ্রগমনে সুমঙ্গলধ্বনি রচনা করাইয়া, অভয় ও অশেষ প্রকারে আগমনী-গীতি গাওয়াইয়া, রাগ বুঝিয়া নিজের বহু আসন বিস্তার করাইয়া, নিদারুণ উৎকণ্ঠায় আশাপথপানে নিরীক্ষণ করাইয়া, প্রেমের অসহ্য ভূমিকায় নিজ ভক্তকে সহজে আকৃষ্ট করাইয়া, আদরের বস্তুকে পরমাদরে বরণ করিতে শিক্ষা দিয়া তবে শেষ সময়ে লীলাময় ভক্তবৎসল রসিকশেখর কৃষ্ণ চন্দ্র আসেন। কৃষ্ণ-চিন্তামণিধনের মর্ম্ম, তাঁহার মহিমা বুঝিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব না করা পর্য্যন্ত, আদরের ভাব, আপন-বোধ—আমাদের অভিমান না জাগা পর্য্যন্ত কৃষ্ণ অপেক্ষা করেন, কিন্তু নিজ কৃপা শক্তিদ্বারা নিজজনকে পোষিত ও বর্দ্ধিত করিতে উপেক্ষা করেন না। কৃষ্ণের কৃপাবিতরণে কার্পণ্য নাই। যত দোষ-ত্রুটী আমাদেরই। পরম রমণীয়, পরম বরণীয় পরম বস্তুর বস্তুকে আমরা একবার প্রাণের সহিত আকুলভাবে চাহিব না; হৃদয়টিকে দুর্গন্ধ-মলিন আবর্জ্জনাপূর্ণ অনুরাগগণের তাড়নায় রাখিব; কাজেই কৃষ্ণ আসিবেন কেন? যে হৃদয়ে অভিনন্দনের করুণ গীতি-গান নাই—আশাপথপানে অপলকনেত্রে চাওয়া নাই, বিশ্বাস, ভরসা বা নির্ভরতা নাই; প্রয়োজনাতিবৃত্তি, অভাব-বোধ, আশা-ভরসা'বোধ কিছুই নাই, সেই প্রকার অভাবগ্রস্ত সম্ভোগ-প্রমত্ত হৃদয়ে কি কারণে কৃষ্ণের আবির্ভাব আশা করা যায়? আমাদের কিন্তু স্বভাব, নিজের প্রকৃত অভাবগ্রস্ত অবস্থার কথা চিন্তা না করিয়া কুলিশকঠোর পাষাণ হৃদয়ের কথা একবারও না ভাবিয়া সর্ব্বদা মনে করি 'আমি ঠিকই আছি, কিন্তু কৃষ্ণই আসেন না; ডাকিলে সাড়া দেন না, চাহিলে পাওয়া যায় না।' কিন্তু কৃষ্ণের নিজজন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"বহির্ম্মুখ হ'য়ে, মায়াকে ভজিয়ে
সংসারে হইনু রাগী।
কৃষ্ণ দয়াময়, প্রপঞ্চে উদয়
হইল আমার লাগি'॥
(সখি হে!) কৃষ্ণচন্দ্র গুণের সাগর।
অপরাধী জনে কৃপা-বিতরণে
ভাবিতে নহে কাতর॥
সংসারে আসিয়, প্রকৃতি ভজিয়া
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি' দিলেন অবতরি'
বংশীরবে নিল হরি'॥
এমন স্বজনে বিশেষ যতনে
ভজ সখি, অবিরত।
বিনোদ এখন শ্রীকৃষ্ণচরণে
ভণে যাঁরা সদা রত॥"

অতএব আদরের বস্তুর আদর বুঝিলে তাঁহাকে সত্য সত্যই হৃদয়ে রাখিতে নিষ্কপট ইচ্ছা করিলে, কৃষ্ণতৃষ্ণায় সত্য সত্য প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিলে সর্ব্বক্ষণ আশাপথপানে চাহিয়া চাহিয়া তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের মত সজাগ থাকিলে, তৃষ্ণার্ত্ত ও ব্যগ্র সহিত পথে চাহিলে অবশ্যই কৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করিবেন। সমস্ত মহাজন সমস্বরে কেবল এই ভরসার গাথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের এই পরম ভরসার বাণী তৃষ্ণার্ত্ত ভক্ত-হৃদয়ের নিকট উজ্জ্বল এবং চিরদিন প্রাণে জাগরূক থাকে—

"ব্রজপুরবনিতার চরণ আশ্রয় সার,
কর মন একান্ত করিয়া।
অন্য বোল গণ্ডগোল, নাহি শুন উতরোল,
রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া॥
কৃষ্ণ প্রভু একবার করিবেন অঙ্গীকার,
দেন মন এ সত্য বচন।
ব্রজলীলা বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণশ্রীচরণ
বহু সখী-মঞ্জরীর গণ॥"

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-৩০৩০-

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুধী-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমের বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ঠিকানায় নির্দিষ্টাধিকারে অগ্রবর্ত্তীর কার্য্যালয়ের সার্ব্বকালিক নি-যোগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুসারী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (Issue-number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনার জন্য পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পূর্ণ গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দৃষ্ট হইলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তজ্জন্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশ কার্য্যালয়ের দায় অপরাধানুযায়ী সম্পূর্ণ নয়, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে বিরোধ অপরাধের দায়িত্ব, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
সাধারণের প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

পণ্যের মূল্য সম্পর্কে সরকারী নীতি

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে—ভারত সরকার খাদ্যদ্রব্যাদি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় নীতি এবং পণ্যের পাইকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের বিষয় ঘোষণা করায় বাংলা সরকারের পক্ষে এক্ষণে তাঁহাদের নীতি ঘোষণা করা সম্ভব হইয়াছে ন্যায্য মূল্যে ক্রয় এবং সততার সহিত বণ্টন করিয়া দেওয়াই ঐ নীতির মূল কথা। পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের অর্থ এই নয় যে, বাংলা দেশে ব্যবসায়িগণ তাহাদের ইচ্ছামত মূল্যে উহা বিক্রয় করিতে পারিবে। উহার অর্থ এই যে, মাল আসিয়া পৌঁছিলে, ভারত সরকার পাঞ্জাবে যে দরে গম ক্রয় করিতেছেন, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ন্যায্য মূল্যে ব্যবসায়ীদিগকে উহা বিক্রয় করিতে হইবে এবং এই সর্ত্তেই ব্যবসায়ীদিগকে গম সরবরাহ করা হইবে। ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় না করিলে তখন তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইবে। এই ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় কয়েকটি রুটী তৈয়ারীর কারখানায় সরকার চলতি দরে ময়দা সরবরাহ করিবেন। এইরূপ সর্ত্ত থাকিবে যে, তাহারা ন্যায্য মূল্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাঁউরুটী বিক্রয় করিবে। এই সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে তাহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহাদের আর ময়দা সরবরাহ করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইবে। অনুরূপ সর্ত্তে কলিকাতা এবং বিভিন্ন জেলার কয়েকজন নির্ব্বাচিত ব্যবসায়ী ইতোমধ্যেই চিনি এবং কয়লা পাইয়াছে। তবে এই সকল দ্রব্য সম্পর্কে খনিতে এবং কারখানায় মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাই দেওয়া হইয়াছে। পাইকারী মাল-বিক্রেতা নির্ব্বাচন করিবার জন্য একটি ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হইয়াছে। ট্রাইবুন্যাল ব্যবসায়ীদিগকে চূড়ান্তভাবে নির্ব্বাচিত না করা পর্য্যন্ত সাময়িকভাবে চিনি ও কয়লা বিক্রয়ের জন্য কয়েকজন পাইকারী বিক্রেতা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সাময়িকভাবে মনোনীত কলিকাতার পাইকারী বিক্রেতাদের নাম-সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইবে এবং জিলায় পাইকারী বিক্রেতাদের নাম তথায় ঘোষণা করা হইবে। প্রত্যেক দ্রব্য সম্পর্কেই ঐ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হইবে এবং ন্যায্য মূল্য ঘোষণা করিয়া উহা কার্য্যকরী করা হইবে। এই বিষয়ে জনসাধারণের সহযোগিতা প্রয়োজন।

বাড়ীর মালিকদের উপর নির্দ্দেশ

বাংলা সরকার তালতলা বিভাগ অন্তর্গত তালতলা থানা এলাকায়, বৌবাজার ষ্ট্রীটের দক্ষিণে মুচীপাড়া থানা ও বৌবাজার থানা এলাকায় এবং এসপ্লানেড রো ইষ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্লেস ও হ্যারিসন ষ্ট্রীটের উত্তরে জোড়াসাঁকো ষ্ট্রীট থানা এলাকার বাড়ীগুলির মালিক এবং ভাড়াটিয়াদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, তাহাদের স্ব স্ব গৃহে কত লোকের বাসের স্থান হইতে পারে এবং কত লোক ঐসকল গৃহে বাস করিতেছে, এই সকল সংবাদ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটির নিকট জানাইতে হইবে।

ব্লাকআউট ও মোটরের বাতি

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন:—

রাত্রে ব্লাকআউট হইলে মোটরের বাতি সম্পর্কে কি করিতে হইবে, না হইবে তৎ-সম্বন্ধে গত আগষ্ট তারিখে সরকার যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই দিকে মোটর চালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। মোটামুটি ব্যবস্থা হইতেছে এই যে, রাত্রে ব্লাকআউট হইলে নিজ নিজ গ্যারেজের দিকে যাইবার সময় মোটর গাড়ীগুলিতে তাহাদের বাতী জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে। অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত মোটরগাড়ীগুলিকেও ব্লাকআউটের মধ্যে রাস্তা দিয়া চলিতে হইলে নিজ নিজ বাতি জ্বালাইয়া চলিতে হইবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৫০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে সাম্প্র-দায়িক কার-বা আচার্য্যগণের মত ও বাস্তব বিচার ও সমালোচনাই প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণার সাধারণ জনসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৫০ আনা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। অব্যর্থ ঔষধ কার্ত্তিক অত্যাবশ্যক। প্লীহা, যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৫০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ | ১৩ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২০শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৩রা ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪৩, বুধবার | ২৬৩ ২৬৪ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ মাধব, বাপ্ অধিবার, গৌরাব্দ ৪৫৬

জীব—কৃষ্ণভোগ্য

——::(০)::——

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-ভোগ্য। জগতের যাবতীয় বস্তুই কৃষ্ণ-ভোগ্য। জীব স্বরূপে পরম সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট এবং সেই সেবা-সৌন্দর্য্যে কৃষ্ণ নিত্য আকৃষ্ট। কৃষ্ণই জীবের স্বরূপ-সৌন্দর্য্যের একমাত্র উপভোক্তা। কিন্তু জীব অনাদি কাল হইতে তাহার সেই নিজ স্বরূপের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য—নিজ কৃষ্ণ-ভোগ্যস্বরূপ—নিজ কৃষ্ণাকর্ষকস্বরূপ ভুলিয়া গিয়া নিজেকেই নিজের ভোক্তা, অপর বস্তুসকলের ভোক্তা অথবা নিজেকেই নিজের ভোগ্য, কৃষ্ণ ব্যতীত অপর স্বরূপ-বিস্মৃত বিরূপগ্রস্ত জীবের ভোগ্য কল্পনা করিতেছে। এই বৃথা অভিমানই জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতা। কিন্তু জীব নিজেকে ভোক্তৃ-অভিমান করিলেও তাহার স্বরূপে বা পর্য্যবে ভোক্তৃভাব না থাকায় বস্তুতঃ সে ভোগ করিতে পারে না—ভোগ করিতেছি বলিয়া কল্পনা করে মাত্র। অতএব যখনই জীব ভোগ-প্রবৃত্তি-চালিত হইয়া ভোগ করিতে অগ্রসর হয়, তখন সে ভোগের বাধা পায় অথবা তাহার ভোগে ক্লান্তি, অবসাদ, বিরক্তি ও ভোগের পরিণামস্বরূপ দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হয়। প্রত্যেক জীবের ঐরূপ ভোক্তৃ অভিমান থাকায় বহু ভোক্তার যুগপৎ বর্ত্তমানতায় পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণ অদ্বিতীয় ভোক্তা। ভোক্তৃত্বই তাঁহার স্বরূপ। তাঁহার ভোগে কখনও ক্লান্তি, অবসাদ বা বিরক্তি হয় না। ভোগে তাঁহার নিত্য নবনবায়মান ক্রমবর্দ্ধনশীল পিপাসা বর্ত্তমান। তাঁহার ভোগের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই; কারণ তিনি অসমোর্দ্ধ। তবে তিনি সকলের স্বরূপের—শ্রীরূপের—সৌন্দর্য্যের ভোক্তা; অর্থ বা সুখাসক্ত সুখ-পর ভোক্তা তিনি নহেন। কৃষ্ণ ব্যতীত অপরের নিজেকে ভোক্তৃ-অভিমান দুর্গন্ধি কুরূপ বা কার্য্যহীনতা। এইরূপ ভোক্তৃ-অভিমানী জীব কৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে পারে না। কারণ সে নিজেকে অদ্বিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করে।

জীবের এই ভোক্তৃ-অভিমানের কবল হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় জীব কৃষ্ণের সঙ্গে স্বীয় নিত্য অপ্রাকৃত সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারে। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম কৃষ্ণ-ভোগ্যবিগ্রহ। তিনি কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণশক্তি বা কৃষ্ণভোগ্য অর্থাৎ সেবক-রূপে জগতে অবতীর্ণ। একমাত্র তিনিই জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ—নিত্য কৃষ্ণসেবক-স্বরূপ—নিত্য কৃষ্ণভোগ্যস্বরূপ প্রকট করান। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দীক্ষা লাভ করিয়া জীব নিজের কৃষ্ণভোগ্য-অভিমানে উদ্বুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ-ভোগ্য-স্বরূপ-উপলব্ধিই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা-লাভ। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবকে এই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা প্রদান করিতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ করিলে দিব্যজ্ঞানলব্ধ জীব শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণ-ভোগ্য স্বরূপ ও সেই স্বরূপের বিভূব, নিজের কৃষ্ণ-ভোগ্য-স্বরূপ ও সেই স্বরূপের অপূর্ব্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের অদ্বিতীয় ভোক্তৃস্বরূপ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সর্ব্বসেবকসত্তা-ক্রোড়ীকৃতস্বরূপ কৃষ্ণসেবকস্বরূপের বিভূব, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণসেবা-সৌন্দর্য্যের পরতমত্ব, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণসেবা-সৌষ্ঠবের পরম নৈপুণ্য এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণসেবা-বৈভবের অনন্ত বিচিত্রতা দর্শনের সৌভাগ্যলাভ হওয়াই অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান বা চিদ্‌বিজ্ঞান-লাভ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় জীবের এইরূপ চিদ্‌বিজ্ঞান বা অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জীব গুরুপাদপদ্মের সেবায় আকৃষ্ট হইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণের করুণাশক্তিবিগ্রহ। তিনি নানা অনর্থ-প্রপীড়িত ভোগ-ত্যাগ-বাসনা-চালিত, ভোক্তৃ-অভিমানে প্রমত্ত জীবকে, কৃষ্ণের সেবা প্রদান করিবার জন্য—কৃষ্ণভোগ্যস্বরূপে উদ্বুদ্ধ করাইবার জন্য সতত কাতর। তিনি সকলকে অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন করাইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উৎকণ্ঠিত। কিন্তু মাদৃশ হতভাগ্য জীবের তাঁহার সেই কৃপা-কাতরতায় সাড়া দেওয়ার, অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান-লাভের জন্য অকপট প্রার্থী হওয়ার সৌভাগ্য হইল না। তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য-বর্জ্জিত হইয়াও আমি নিজ দুর্দ্দৈবের বশে তাঁহার অযাচিত কৃপা-গ্রহণে আন্তরিক উৎকণ্ঠাবিশিষ্ট হইতেছি না। তথাপি তিনি অদোষদর্শী, দীনবৎসল। তাঁহার কৃপা-গ্রহণে সৌভাগ্য একদিন তিনি নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন—এইরূপ দৃঢ় আশাবন্ধ লইয়া তাঁহার কৃপা-প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা ছাড়া আর অন্য উপায় দেখি না। পতিতপাবন প্রভুর কর্ণে পতিতের নিবেদন একদিন পৌঁছিবেই; দীনবৎসল প্রভুর হৃদয় একদিন দীনের কাতর-বিজ্ঞপ্তিতে কৃপাবিগলিত হইবেই—ইহাই একমাত্র ভরসা।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

নববিধা ভক্তি

——::(০০)::——

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ করিয়া ভক্তিপথেচ্ছু জীবকে যে অদ্বিতীয় বাস্তব শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা এই—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'নববিধা ভক্তি'।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

কৃষ্ণভজনের বহুপ্রকার প্রণালী আছে, তন্মধ্যে নববিধা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেন না, সেই অভিধেয়রূপ নববিধা ভক্তিই সম্বন্ধরূপ কৃষ্ণ ও পরম প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেম-দানে মহাশক্তি ধারণ করেন। নববিধা সাধন-ভক্তি অভিধেয়রূপে প্রকট হইয়া পরে প্রেমভক্তির স্বরূপ লাভ করেন। প্রয়োজন-রূপ কৃষ্ণপ্রেমই সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণকে প্রদান করেন।

এই নববিধা ভক্তি কি, তাহা শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ এইরূপ জানাইয়াছেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন—এই নবলক্ষণ-সম্পন্না ভক্তি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতা হইয়া সাধিত হইলে অধ্যয়ন সফল হয়; তাহাই শাস্ত্রের উত্তম অধ্যয়ন।

'শ্রবণ', 'কীর্ত্তন' ও 'স্মরণ' ভগবন্নামাদি-বিষয়ে জানিবে; 'পাদসেবন' অর্থাৎ পরিচর্য্যা; 'অর্চ্চন' অর্থাৎ বিধিক্রমে পূজা; 'বন্দন' অর্থাৎ নমস্কার; 'দাস্য' অর্থাৎ 'আমি তাঁহার দাস'—এইরূপ জ্ঞান; সখ্য অর্থাৎ বন্ধুভাবে

তাঁহার নিকটাত্মনঃ; 'আত্মনিবেদন' অর্থাৎ বিক্রীত গো-অশ্ব প্রভৃতির ন্যায় দেহাদি সর্বস্বকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবানের সেবার জন্য তাঁহাতে অর্পণ; ইহাতে ভরণ-পোষণের চিন্তা পর্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন যে, এই শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা সাধনভক্তি হইতে যে প্রেমভক্তির উদয় হয়, তাহাই পঞ্চম পুরুষার্থ বা সকল পুরুষার্থের চরম। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটি কৈতব পুরুষার্থ। প্রেমরূপ পুরুষার্থই অকৈতব প্রয়োজন। ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-বাসনায় দেহাদির কামনা-পরিতৃপ্তি অথবা নিত্য সেবার অনুসন্ধান না থাকায় তাহাতে আত্মবঞ্চনারূপ কপটতা রহিয়াছে। কর্ম বা কর্মার্পণ-দ্বারা কখনও প্রেমভক্তি হইতে পারে না। কর্মার্পণ প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে কৃষ্ণকথাতে অনন্ত শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ নববিধা সাধন ভক্তি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রবণ কীর্তনাদি নবলক্ষণা ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, ততই প্রেমের অঙ্কুর হইতে থাকে।

এই নবলক্ষণা ভক্তি অর্থে ভক্তির যে নয়টি অঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সেই নয়টী অঙ্গ বা অন্যান্য কোন একটি বা একাধিক অঙ্গসাধনদ্বারাই সাধ্যবিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধি লাভ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

শাস্ত্রে এই নববিধা ভক্তির মধ্যে কাহারও সর্বাঙ্গানুশীলনে এবং কাহারও কাহারও এক-একটী অঙ্গানুশীলনে সিদ্ধি বা ভগবৎপ্রেমপ্রাপ্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীল অম্বরীষ মহারাজ ভক্তির সমস্ত অঙ্গ সাধন করিয়া সকল সুধীবর্গকে কৃষ্ণানুশীলন প্রদর্শনপূর্বক ভক্তশ্রেষ্ঠের আদর্শ দেখাইয়াছেন,—

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি
বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্য-
গাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা
রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥"

শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, বাক্য বৈকুণ্ঠগুণবর্ণনে, কর হরিমন্দির-মার্জনাদিতে, কর্ণ কৃষ্ণকথোদয়ে, চক্ষু মুকুন্দমূর্তিদর্শনে, অঙ্গ কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে, নাসিকা কৃষ্ণের পাদপদ্ম-সৌরভ আঘ্রাণে, রসনা কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে, পদদ্বয় কৃষ্ণক্ষেত্রাদি গমনে, মস্তক হৃষীকেশের চরণে প্রণতি কার্যে ও কামনা কামরহিত কৃষ্ণদাস্যে এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।

প্রাচীন মহাজনগণ নবধা-ভক্তির নয়টী অঙ্গের মধ্যে এক-একটী অঙ্গ যাজন করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত নয়জন মহাভাগবতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন,—

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্-
বৈয়াসকিঃ কীর্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে
লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ
সখ্যেঽর্জুনঃ
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ
কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥"
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৬৯ অনুচ্ছেদ)

শ্রীভগবদ্বিষয়-শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিৎ, কীর্তনে শ্রীশুকদেব, স্মরণে শ্রীপ্রহ্লাদ, পাদসেবায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী, পূজায় শ্রীপৃথু, বন্দনে শ্রীঅক্রূর, দাস্যে শ্রীহনুমান, সখ্যে শ্রীঅর্জুন ও সর্বস্বাত্মনিবেদনে শ্রীবলি প্রধান ছিলেন এবং ইঁহাদের সকলেই বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রবণাদি নবলক্ষণা ভক্তি যদি শ্রীভগবানে অর্থাৎ শ্রীভগবদ্বিষয়ে সাক্ষাদ্ভাবে অর্থাৎ কর্ম অর্পণাদি পরম্পরা ব্যতীত অনুষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যেও বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের ও তদ্ভক্তগণের অনুষ্ঠিত হয়, তবেই তাহা সর্বোত্তম বলিয়া পরিগণিত হয়। 'নবলক্ষণা' অর্থে নয়টির সমষ্টি আবশ্যক হয় না, যেহেতু পৃথগ্‌ভাবে এক অঙ্গদ্বারাই সাধ্যবিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধির কথা শ্রুত হইয়া থাকে। যেখানে এক অঙ্গসাধনে সিদ্ধিপ্রাপ্তির কথা শুনা যায়, সেখানে ভক্তির অন্যান্য অঙ্গগুলিও উহার পোষকরূপে সেই সাধনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থলে এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের মিশ্রণ সাধকের শ্রদ্ধা ও রুচির পার্থক্যবশতঃ দৃষ্ট হয়। ভক্তির অন্যান্য অঙ্গসমূহকে নবধা ভক্তির একটীরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহার নবলক্ষণত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। বিধি-মার্গে নবধা ভক্ত্যঙ্গের একান্ত আবশ্যকতা শাস্ত্র ও মহাজনগণ উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণে যেমন করা উচিত নয়। একমাত্র এরূপ নেই। আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র ক'রে বৈদ্যুতিক চক্রের ন্যায় নবধা ভক্তি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন চক্রাকারে নিরন্তর ঘু'রতে হ'বে। এরূপ নবধা ভক্তির current-এর মধ্যে প'ড়ে থা'কলে আপনারা অনর্থের অবস্থা হ'তে মুক্ত হ'য়ে ভক্তিসেবার অধিকার পাবেন। যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গের কেন্দ্রে আত্মনিবেদনকে রাখ্‌তে হ'বে। যখন যখন ঐ আত্মনিবেদনের বিচারে ভরপুর হ'বে, তখন নবধাভক্তিবিশিষ্ট শরীর ভোগের দিকে আর যা'বে না।"

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলকে নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের শ্রীসীমন্তদ্বীপ 'শ্রবণ', শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ 'কীর্তন', শ্রীমধ্যদ্বীপ 'স্মরণ', শ্রীকোলদ্বীপ 'পাদসেবন', শ্রীঋতুদ্বীপ 'অর্চন', শ্রীজহ্নুদ্বীপ 'অভিবন্দন', শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ 'দাস্য', শ্রীরুদ্রদ্বীপ 'সখ্য' ও শ্রীঅন্তর্দ্বীপ 'আত্মনিবেদন'-খ্য-ভক্তির পীঠস্থান।

শ্রবণাখ্যভক্তিপীঠ শ্রীসীমন্তদ্বীপে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভাগবতকীর্তনরত শ্রীশুকদেব গোস্বামী; কীর্তনাখ্য-ভক্তিপীঠ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রবণকারী শ্রীসূত গোস্বামী ও কীর্তনকারী শ্রীশুকদেব গোস্বামী; স্মরণাখ্যভক্তিপীঠ শ্রীমধ্যদ্বীপে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীনৃসিংহদেব, পাদসেবনাখ্য-ভক্তিপীঠ শ্রীকোলদ্বীপে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীশেষশায়ী বিষ্ণু; অর্চনাখ্য-ভক্তিপীঠ শ্রীঋতুদ্বীপে শ্রীপৃথু মহারাজ ও শ্রীসনৎকুমার বা বিষ্ণু; বন্দনাখ্য-ভক্তিপীঠ শ্রীজহ্নুদ্বীপে শ্রীঅক্রূর ও শ্রীকৃষ্ণ; দাস্যভক্তিপীঠ শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীহনুমান্ ও শ্রীরামচন্দ্র; সখ্যভক্তিপীঠ শ্রীরুদ্রদ্বীপে শ্রীঅর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, অথবা শ্রীনীললোহিতাদি একাদশ রুদ্রগণ ও শ্রীসঙ্কর্ষণদেব অথবা শ্রীদামগোপাল ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং আত্মনিবেদনাখ্য-ভক্তিপীঠ শ্রীঅন্তর্দ্বীপে শ্রীবলি মহারাজ ও শ্রীবামনদেব অথবা পূর্ণতম সর্বাত্মসমর্পণের আশ্রয়বিগ্রহ শিরোমণি সাক্ষাৎ শ্রীবার্ষভানবী ও শ্রীরাধামাধব অথবা শ্রীগৌরলীলায় আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীশ্রীজগন্নাথ ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীপ্রমুখ গৌরজনগণ ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীরাধামাধব মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য বিরাজিত।

শ্রীনবদ্বীপের বিভিন্ন দ্বীপে এইরূপ এক একটী বিশেষ ভক্ত্যঙ্গ প্রকট প্রকাশিত থাকায় যাজন করিলে আচিরেই প্রেমরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধি লাভ হয়। তবে ইহা নিশ্চয়রূপে জানিতে হইবে যে, ভক্ত্যঙ্গের মূলেই আত্মনিবেদন। আগে আত্মনিবেদন হইলে তবে ভক্তির অনুশীলনে বা সাধনে অধিকার হয়। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন, "সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত।" অর্থাৎ ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিবার তৎপূর্বে আত্মনিবেদন এরূপ নহে। ভক্তিযাজনে অধিকারই হয় না—সম্যক্ আত্মনিবেদন না হইলে। প্রথমেই আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র করিয়া ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

সেবাপ্রাপ্তির উপায়

শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরের একান্ত প্রণয়ী নিজজনের অন্তরঙ্গ নিত্যসিদ্ধ রাগানুগজন শ্রীল রামানন্দ প্রভু শ্রীমহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণপ্রেমের সাধন কথা কীর্তনকালে কৃষ্ণের ভক্ত-প্রেমবশ্যত্ব জানাইয়া একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার পদ্যাবলীতে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অঙ্কিত করিয়াছেন ও শ্রীল মুরারিগুপ্ত প্রভু স্বকৃত শ্রীচৈতন্য-চরিত-মহাকাব্যে উদ্ধার করিয়াছেন। সেই শ্লোকরত্নটি প্রণয়ী কৃষ্ণভক্তগণের কণ্ঠমণিস্বরূপ। শ্লোকটী এই,—

"নানোপচারকৃত-পূজনমার্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥"

—জঠরে যে-পর্যন্ত তীব্র ক্ষুধা-পিপাসা থাকে, ততক্ষণই অন্ন-পেয় বস্তুসকল সুখদায়ক হয়। সেইরূপ আর্তবন্ধুর নানা উপচারে পূজা হইলেও তাহা প্রেমযুক্ত হইলে ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে গলিত হয়।

কৃষ্ণ প্রেমিক ভক্তের প্রেমময়ী সেবা-সৌন্দর্য দ্বারা বশ্যতা স্বীকার করেন। প্রেমই একমাত্র ভগবান্‌কে পরিপূর্ণতম আনন্দ প্রদান করে।

"প্রেমবশ গৌর প্রভু, যাঁহা প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হইয়া তাঁহা দেন দরশন॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

উন্নত ভক্তগণ প্রেম-বিভাবিত হইয়া প্রেমরূপ মুক্ত পুষ্পোপচার-দ্বারা কৃষ্ণের পূজা করিয়া থাকেন এবং তাহাতে কৃষ্ণের সুখোৎপাদনজনিত প্রেমানন্দ লাভ করিয়া নিজেও সুখী হন।

"প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ততনু-ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে—ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায়॥
এইভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত-সাগরে ভাসায়॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"
(শ্রীভাঃ)

—কৃষ্ণসেবাব্রত পুরুষ সর্বদা স্বীয় প্রিয়তম কৃষ্ণের নামকীর্তনে জাতানুরাগবশতঃ দ্রবচিত্ত হন, উন্মত্তের ন্যায় লোকবাহ্য অর্থাৎ আশঙ্কাশূন্য হইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও গান-নৃত্যাদি করেন।

প্রেমরসসংযুক্ত না হইলে কোন উপচারই প্রেমিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদন

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ

করিতে পারে না। বহু সুস্বাদু ভোজ্যসামগ্রী, উত্তম পানীয় বস্তু থাকিলেও যদি হৃদয়ে তৎপ্রতি ক্ষুৎপিপাসাজনিত লোভ না থাকে, তাহা হইলে যেরূপ সেই বস্তুসমূহ কোন ব্যক্তির সুখোৎপাদন করিতে পারে না, সেইরূপ রাজোচিত মহান্ পূজোপচার যথাবিধি ভগবচ্চরণে অর্পিত হইলেও যেপর্য্যন্ত নৈবেদ্য-অর্পণকারী সেবকের নৈবেদ্য-গ্রহণকারী ভগবানের প্রতি মমতাতিশয্য না থাকে অথবা অর্পিত দ্রব্য মমতাতিশয্যসহকারে না হয় অর্থাৎ প্রেমময়ী চিত্তবৃত্তি হইতে অর্পিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অর্পণকারী ভক্ত ও গ্রহণকারী ভগবান্ কাহারও সম্যক্ সুখ লাভ হয় না। ভক্ত প্রেমাতিশয্যবশতঃ ভগবান্‌কে কোন বস্তু প্রদান করিলে, তাহাতে যে ভগবানের সুখ উৎপন্ন হয়, সেই সুখেই ভক্তের হৃদয় আনন্দে বিগলিত হয়।

কৃষ্ণে তৃষ্ণা বা লোভই কৃষ্ণের প্রতি মমতার জননী। চিত্ত কৃষ্ণের সেবাসৌন্দর্য্যে লোভাকৃষ্ট হইলে কৃষ্ণের প্রতি মমতা বা আপনতাব উদিত হয় এবং লোভের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করে। মমতাময়ী প্রেমভক্তির মূলেই লোভ। কৃষ্ণসেবালিপ্সুর পক্ষে প্রেমভক্তি-উদয়ের কারণস্বরূপ সর্ব্বপ্রথমে এই লোভপ্রাপ্তির কথাই শ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভু আর একটী শ্লোকে জানাইয়াছেন,—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং
যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটি-
সুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

—কোটিজন্মকৃত সুকৃতিদ্বারা যাহা পাওয়া যায় না অথচ লোভ-নামক একটি মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এমন শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতি যদি কোথাও পাও, কিনিয়া লও।

চিত্তে লোভ উৎপন্ন না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য যোগ্যতা হয় না। কৃষ্ণের লীলাকথায় লোভই প্রেমভক্তি লাভের একমাত্র উপায়। ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণসেবাদর্শ অনুসরণে চিত্তের লালসাময়ী ভাবই লোভ। লোভনীয় বস্তুপ্রাপ্তি বিষয়ে কাহারও নিজের যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্বন্ধে কোন বিচার থাকে না। লোভনীয় বস্তু শ্রবণ বা দর্শনমাত্রেই তাহা লাভের জন্য স্বতঃ লোভ উৎপন্ন হয়। বিতালিজ ব্রজবাসী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির কারণস্বরূপে একমাত্র লোভের কথাই বলিয়াছেন,—

"রাগময়-ভাগবতে, চিত্তের মধুর-রসে
স্পৃহা জন্মে জীবের হিয়ায়।
সেই স্পৃহা লোভ হয়, রাগপথে জীবে লয়
রসাস্বাদ-ভজনে যাওয়ায়॥"

যজ্ঞপত্নী

——•::(•)::•——

একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। ভক্তি ব্যতীত যোগ, সাংখ্য, যজ্ঞ, বেদ, সাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ, সন্ন্যাস, ব্রত, দেবপূজা, তীর্থভ্রমণ অথবা যমনিয়ম পালন—এইগুলির কোনটীও ভগবৎপাদপদ্মলাভের কারণস্বরূপ নহে। ভগবান্ অজিত হইলেও ভক্তপ্রেমবশ্য। তিনি একমাত্র আপনতাবদ্বারাই বশীভূত হন। প্রাকৃত কোন যোগ্যতা-দ্বারা ভগবান্ বশীভূত হন না।

একদা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব অন্যান্য গোপবালকগণের সহিত যমুনাতীরে সুন্দর অশোক-কাননে গোচারণ করিতেছিলেন। তথায় গোপবালকগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া কৃষ্ণকে তাহা জানাইলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ স্বর্গকামনায় নিকটেই অঙ্গীরস-নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তোমরা সেই যজ্ঞস্থানে গমন কর। আমরা তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি, তোমাদের কোনরূপ লজ্জার কারণ নাই। তোমরা তাঁহাদের নিকট আমার এবং পূজ্যপাদ অগ্রজ বলদেবের নাম কীর্ত্তন করিলে তাঁহারা তোমাদিগকে দানের অপাত্র মনে করিবেন না। তোমরা সেখানে যাইয়া অন্ন প্রার্থনা কর।" গোপগণ ভগবানের আদেশে যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—"আমরা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবহ এবং বলদেব-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনাদের নিকট আসিয়াছি। অদূরে শ্রীরামকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আপনাদের নিকট অন্ন কামনা করিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। আপনাদিগের যদি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন।" সেই ব্রাহ্মণগণ স্বর্গসুখ-ভোগাদি ক্ষুদ্র ফলের আশায় বহু ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে রত থাকিলেও তাঁহারা নিজেদের বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান-বশতঃ গোপগণের মুখে যজ্ঞেশ্বর ভগবানের অন্নপ্রার্থনার কথা শুনিয়াও শুনিলেন না।

যদি সকল যজ্ঞের একমাত্র ঈশ্বর, যাঁহার নামমাত্র-শ্রবণেই কোটি কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল হেলায় পাওয়া যায়, সেই পরব্রহ্মরূপী অপ্রাকৃত বস্তু, সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণকে মনুষ্যজ্ঞান করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রেরিত গোপবালকগণের প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিলেন না।

মনুষ্যদেহে জীবের পরম সৌভাগ্য উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত জীব অযাচিতভাবে স্বয়ং আগত ভগবানকেও প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। সংসারজীবের ইহাই চরম দুর্ভাগ্য। কংসের মথুরায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহুবর্ষে কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিল। কিন্তু সেই কৃষ্ণ যখন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট বস্ত্র যাচ্ঞা করিলেন, তখন সে সৎসঙ্গের অভাব ও কংসের অসৎসঙ্গজনিত দুর্ভাগ্যের ফলে সেই কৃষ্ণকেই অবজ্ঞা করিল। এই যাজ্ঞিক বিপ্রগণও এতকাল যাঁহাদের পূজা-আরাধনাদি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সাক্ষাৎ তাঁহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট অন্নপ্রার্থী হইলেও তাঁহারা সৎসঙ্গাভাবজনিত দুর্দ্দৈবদোষে সেই অযাচিত কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলেন। তাঁহারা নিজেদের দুর্দ্দৈববশতঃ গোপবালকরূপ সাধুগণের সঙ্গ পাইয়াও সেই সঙ্গের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের পত্নীগণ গোপবালকগণের দর্শন ও তাঁহাদের সহিত কথোপকথনরূপ সঙ্গ লাভ করিয়া সেই সৎসঙ্গপ্রভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ নিজ পার্ষদ শ্রীল উদ্ধব মহাশয়ের নিকট বৃত্রাসুর, বলি, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান্, গজেন্দ্র, জটায়ু, ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপিগণ ও এই যজ্ঞপত্নীগণের তৎপাদপদ্মসেবা লাভের কারণ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥"

—তাঁহারা বেদাধ্যয়ন, মহৎসেবা এবং ব্রততপস্যানুষ্ঠানাদি না করিয়াও মদীয় সঙ্গবশতঃই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। পাছে উপরি-উক্ত শ্লোকে 'মৎসঙ্গাৎ'—এই পদে কোন ব্যক্তি ভগবানের সাক্ষাৎ সঙ্গকেই উদ্দেশ্য করিয়া থাকেন, তজ্জন্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সেই পদটীর টীকায় বলিয়াছেন,—"মৎসঙ্গাৎ মৎসঙ্গং প্রাপ্য মাম্ উপাগতাঃ প্রাপ্তাঃ সদ্ভিঃ সঙ্গো নাম মদৈব সঙ্গ ইত্যর্থঃ।" ভগবানের সঙ্গ লাভ করিয়া ভগবান্‌কে লাভ—ইহা অপ্রামাণিক। তজ্জন্য 'মৎসঙ্গাৎ' অর্থে 'মদীয়' অর্থাৎ সাধুসঙ্গপ্রভাবে—ইহাই বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ সাধুসঙ্গই ভগবৎসঙ্গ-কারণ। সাধু নিত্য ভগবৎসঙ্গী।

যাজ্ঞিক বিপ্রগণের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া গোপবালকগণ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমন করিলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে আবার সেই বিপ্রগণের পত্নীসমূহের নিকট পাঠাইলেন। গোপবালকগণ বিপ্রপত্নীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন,—এই স্থানের অদূরে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন ভিক্ষার জন্য আপনাদের নিকট অন্নপ্রার্থনার জন্য পাঠাইয়াছেন। আপনারা তাঁহাদিগকে অন্ন প্রদান করুন।" সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণ নিরন্তর কৃষ্ণকথায় আসক্ত থাকায় সর্ব্বদা কৃষ্ণদর্শনে উৎকণ্ঠিত ছিলেন। আবার গোপবালকগণের নিকট কৃষ্ণের অদূরে আগমনসংবাদ পাইয়া এবং তাঁহাদের বিভাবাদিদ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই উপযাচক হওয়ায় তাঁহাদের নিকট সেবাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহারা হর্ষযুক্তচিত্তে চতুর্ব্বিধরসযুক্ত ভোজ্যসামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। তাঁহাদের পতি, ভ্রাতা, পিতা, পুত্র ও বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেও তাঁহারা সেই নিষেধগ্রহণে অসমর্থ হইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন এবং কৃষ্ণকে বনমালা-পিঞ্ছগুঞ্জাধারী নটবরবেশে সজ্জিত হইয়া অশোকতরুতলে সখাস্কন্ধে হস্ত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আলিঙ্গন করিয়া মনোগত তাপ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের পতি ও জ্ঞাতিগণ বহু বাধা, যজ্ঞ, হোমাদি কার্য্যাও তাঁহার কৃপাপ্রাপ্তিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, সেই লীলাময় শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা কোন সাধ্যসাধনা না করিয়াই একমাত্র তৎপ্রতি আপনতাববশতঃই তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শন ও আলিঙ্গন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যে কথা সহাস্যবদনে বলিলেন,—"হে ভাগ্যবতীগণ! তোমরা যে সত্বর প্রতিবন্ধক অতিক্রমপূর্ব্বক আমার দর্শন-আশায় এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ, তাহা তোমাদের সঙ্গতই হইয়াছে। কারণ স্বার্থদর্শী পুরুষগণ আমাতে নিরন্তর অহৈতুকী নিশ্চলা ভক্তি যথাযথ আচরণ করিয়া থাকেন। যে আত্মার সম্বন্ধবশতঃ প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আত্মীয়, দেহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি বস্তুসকল প্রিয় হইয়া থাকে, সেই আত্মা অর্থাৎ আমা হইতে অধিক প্রিয়তম আর কি আছে? তোমরা কৃতার্থ হইয়াছ; এখন যজ্ঞস্থানে গমন কর।" তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া যজ্ঞপত্নীগণ কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"হে বিভো, আপনি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে পারেন না। যিনি আপনার চরণাশ্রয় করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হন, তিনি আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না'—এই সকল বেদবাক্য এবং 'আমার ভক্ত কখন বিনষ্ট হয় না' ইত্যাদি স্বীয় প্রতিজ্ঞাবাক্য পালন করুন। আমরা পতি পুত্রাদি সমস্ত বান্ধবগণকে অতিক্রমপূর্ব্বক আপনার পাদপদ্মে প্রদত্ত তুলসীমালাটী মস্তকে ধারণ করিবার জন্য আপনার পদতলে উপস্থিত হইয়াছি। পতিপুত্রাদি আমাদের বান্ধবগণ এখন কেহই আমাদিগকে আশ্রয় দিবে না। অতএব আপনার চরণে পতিত হইলাম। আমাদের অন্য গতি নাই।"

ভগবান্ আপন-জনযুক্ত ঐকান্তিক ভক্ত কখনও ভগবানের নিত্য সেবা পরিত্যাগ করিতে পারেন না এবং ভগবানও তাঁহাদের পরিত্যাগ করিবার সাধ্য রাখেন না। ভগবান্ কখনই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অতএব ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও সেবককে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। এই বিষয় বুঝিতে অনেক বিলম্ব হয় না। যজ্ঞপত্নীগণ এরূপ সেবাধিকারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

অন্তর্হিত অবগত হইয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা আমার প্রতি মন নিবিষ্ট করিয়া অচিরেই আমাকেই লাভ করিবে। তোমাদের আত্মীয়গণ কেহই তোমাদের প্রতি দোষারোপ করিবে না। কেবলমাত্র অঙ্গসঙ্গদ্বারাই অনুরাগ বৃদ্ধি হয় না। আমার গুণশ্রবণ, বিগ্রহদর্শন, রূপচিন্তন ও নামসংকীর্তন হইতে আমার প্রতি যেরূপ আসক্তি জন্মে, কেবল নিকটে থাকিলেই সেরূপ হয় না; অতএব তোমরা গৃহে প্রত্যাবর্তন কর।" অতঃপর ব্রাহ্মণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সানন্দে ভোজন করাইয়া গৃহে গমন করিলেন।

যজ্ঞস্থলে এক ব্রাহ্মণী নিজপতিকর্তৃক রুদ্ধ থাকায় কৃষ্ণের নিকট যাইতে পারেন নাই। তিনি কৃষ্ণের যেরূপ কমনীয় রূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মানসে কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্যসেবা লাভ করিয়াছিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণগণ ভগবানের বাক্য রক্ষা না করায় সেই অপরাধ স্মরণপূর্বক অনুতাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বীয় স্ত্রীগণের শ্রীকৃষ্ণে প্রতি অলৌকিক ভক্তি ও নিজেদের ভক্তিশূন্যতা-দর্শনে অনুতপ্ত হইয়া নিজেদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন আত্মনিন্দা করিয়া চিন্তা ক'রে লাগিলেন,—"আমরা অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়েছি। আমাদের শৌক্র, সাবিত্র, দৈক্ষ্য—এই ত্রিবিধ জন্ম, ব্রত, বহু শাস্ত্রজ্ঞান, কুল এবং কর্মনৈপুণ্য সমস্তই ধিক্! ভগবানের মায়া যোগেশ্বরগণকেও মুগ্ধ করিয়া থাকে। আমরা মনুষ্যলোকে শ্রেষ্ঠ-জাতি ব্রাহ্মণ হইয়াও বহির্মুখ মায়ার দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এই নারীগণ কৃষ্ণের প্রতি প্রকৃষ্টা ভক্তি লাভ করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইঁহাদের উপনয়ন-সংস্কার, গুরুগৃহে বাস, তপস্যা, আত্মবিচার, শৌচ ও মঙ্গলময় সন্ধ্যা-বন্দনাদি কিছুই নাই। তথাপি তাঁহাদের উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ়া ভক্তি জন্মিয়াছে। পক্ষান্তরে আমরা উপনয়নাদি সংস্কারযুক্ত হইলেও আমাদের সেই ভক্তির উদয় হ'ল না। সজ্জনগণের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের মুখে অন্ন-প্রার্থনা-ব্যাপারদ্বারা আমাদিগকে পরমার্থ স্মরণ করাইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-পূর্ণকাম। আমাদের নিকট অন্ন প্রার্থনা করা তাঁহার কোনও আবশ্যক ছিল না। তথাপি আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্যই তিনি অন্ন-প্রার্থনার অনুকরণ মাত্র করিয়াছিলেন।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

— ॥০॥(১০)॥০॥ —

জগতে বহুপ্রকার পূজ্য বস্তু পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্বোত্তম, আর সেই সর্বোত্তম পূজ্যের পূজকও অধিক বড় পূজক; সেই পূজককে ভগবান্ও পূজা করে থাকেন। সর্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত। সেই গণ মুখ্য আশ্রয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁ'র পূজা করে থাকেন, তাঁ'র পূজা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বেশী। গুরু অর্থাৎ সবচেয়ে বড় জগতের গুরু। তিনি জগদ্গুরু—সমস্ত জগতের গুরুতত্ত্ব। গুরুবিদ্বেষী জগদীশের বিদ্বেষী। নিষ্কপটে এ বিচার না আসলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে কৃপা পাওয়া যায় না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা যায় না—নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—'তৃণাদপি সুনীচ, অমানি-মানদ হ'য়ে হরিকীর্তন ক'রতে পারা যায় না। সমস্ত জগবাসী আমার মান্য বা বন্দ্য—এই বিচার না আসলে, গুরুপাদপদ্মে নমস্কার ক'রতে পারি না। গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ আত্মনিবেদন নিষ্ঠা থা'কলেই সমস্তজগৎকে মান দেওয়া যে'তে পারে নিজে অমানী হওয়া যেতে পারে—সর্বক্ষণ হরিকীর্তন করা যেতে পারে।

সাধুগণের একমাত্র কর্তব্য জীবের যে-সকল সঞ্চিত দুর্বুদ্ধি আছে তা' ছেদন ক'রে দেওয়া; ইহাই সাধুগণের অকৃত্রিম অহৈতুকী দয়া। দ্বিধাভাব প্রকাশ ক'রে জগতের লোক বাহিরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অন্যরকম কথা পোষণ করে; আর 'ধর্মধ্বজতাকেই উদারতা বা সমন্বয়ের কার্য' ব'লে প্রচার ক'রতে চায়। যাঁ'রা দ্বিধাভাব প্রকাশ না ক'রে, সরল হ'তে চান—সরল ভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন ক'রতে চান, তাঁ'দিগকে ঐরূপ নিষিদ্ধ ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক, গোঁড়া প্রভৃতি ব'লে থাকেন। যাঁ'রা দুর্জন, দুর্জনকে আমাদের সর্বতোভাবে পরিবর্জন ক'রতে হবে।

আধ্যাত্মিক আলোচনা কর, আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ক'রবার জন্য না ইহজগতে যাঁ'দের নিকট হ'তে এই শরীর লাভ ক'রেছি, সেই জনক-জননী গুরু—এঁরা সকলেই আংশিক গুরু। যিনি জন্ম জন্মে—নিত্যকাল আমার গুরু, যে গুরুর প্রভাবে জগতের প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক বস্তু যাঁ'র সেবার সেবোপকরণ, সেই গুরুপাদপদ্মই গুরুর পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব ধারণ করেন। সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের আশ্রয়লাভের প্রার্থী। প্রত্যেক রেণু-পরমাণুতে—গুরুর সত্তা পরিস্ফুট। তাঁ'দের সম্মান বা অনাদর করা ভাগ্যবানের কর্তব্য নহে।

বিবিধ সংবাদ

মেকী সঞ্চয়

মজুত মেকী টাকাদের সন্ধান হইতে পারে—এমন সংবাদ যাহারা দিবে, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার তাহাদিগকে পুরস্কার দিবেন বলিয়া এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। এই পুরস্কারের পরিমাণ প্রত্যেক মেকীর শতকরা দশ ভাগের কম হইবে না। সংবাদদাতাদিগের নাম প্রকাশ করা হইবে না।

এই বিজ্ঞপ্তি মারফৎ ব্যক্তিগত লাভের আশায় যাহারা মেকী সঞ্চয় করিয়া জনসাধারণের শত্রুতা করিতেছে, তাহাদের গ্রেপ্তার করিবার কার্যে পুলিশ কমিশনার জনসাধারণকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এই সমস্ত অভিযোগী অসাধু কার্যের ফলে জনসাধারণের বিশেষ করিয়া দরিদ্র শ্রেণীর জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট প্রবলতর আকার ধারণ করিয়াছে।

পুলিশ কমিশনার আরো বলেন যে, জনসাধারণ এই শত্রুকে দমন করিয়া স্বীয় আত্মরক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিবেন। যাহারা অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে।

বিহারে মাগ্গী ভাতা বৃদ্ধি

ইউ পি'র গত ২৮শে জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ,—গত আগষ্ট মাসে বিহার সরকার ৩৪ টাকা কম বেতনের কর্মচারীদিগকে ২।০ হইতে ৪ টাকা পর্যন্ত মাগ্গী ভাতা দিয়াছিলেন। বর্তমানে জীবনযাত্রার খরচা আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার ৭০ টাকা পর্যন্ত বেতনের কর্মচারীদিগকে নিম্নলিখিত হারে মাগ্গী ভাতা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন:—৩০ টাকার কম বেতনের কর্মচারীদিগকে মাসিক ৫ টাকা; ৩০ টাকা হইতে ৭০ টাকা বেতনের কর্মচারীদিগকে মাসিক ৭ টাকা।

কয়েক রকম সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি আমদানী নিষিদ্ধ

ভারতীয় জেল আইনের ১৯ ধারার ১ উপধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত ঘোষণা করিয়াছেন:—

যে সমস্ত সংবাদপত্র পুস্তক, ফটো বা অন্য কোন প্রকারের দলিলে হিংসামূলক অপরাধকে উস্কানি দেওয়া, উক্ত প্রকার অপরাধকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করা, সামরিক কিংবা বেসামরিক কর্মচারীদিগকে কর্তব্যচ্যুতির জন্য ফুসলানো, ভারত সরকার কিংবা বৃটিশ সরকারের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ প্রভৃতি উৎপাদন করা, জনসাধারণকে আতঙ্কগ্রস্ত করা; বা কাহাকেও বে আইনী কাজ করিতে উৎসাহ দেওয়া কিংবা খাজনা, ট্যাক্স প্রভৃতি বন্ধ করিতে প্ররোচনা দেওয়া, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ প্রচার করা বা সৈন্য কিংবা পুলিশ বিভাগে লোক সংগ্রহে বাধা জন্মান খাজনা, ট্যাক্স প্রভৃতি বন্ধ করতে প্ররোচনা দেওয়া, প্রভৃতি ব্যাপারের উল্লেখ থাকিবে, বৃটিশ ভারতে সেই সমস্ত সংবাদপত্র ইত্যাদির আমদানী করা নিষিদ্ধ হইল।

যুদ্ধে বৃটেনের ব্যয়

বর্তমান বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে ১০ কোটি পাউণ্ড ঋণ গ্রহণের অনুমতি চাহিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, কোন গণনা ব্যতিরেকেই কমন্স সভা তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে অর্থসচিব স্যার কিংসলি উড জানান যে, এ বৎসর বৃটেনের মোট ৪১০ কোটি পাউণ্ড ব্যয় হইবে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহাশোর পাচন

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। অব্যর্থ ঔষধ [illegible]। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করাইয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং ইউনিভার্সিটি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর অটোমেটিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ১৪ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২১শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪৩, বৃহস্পতিবার { ২৬৫ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ মাধব, তৃতীয়া কাংগোরশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(::)::——

সরলতা, দৃঢ়তা ও আত্মনিবেদন—এই তিনটী যুগপৎ সমভাবে থাকিলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। শ্রীভগবানের দয়ার অভাব বা দয়াবিতরণে কুণ্ঠা নাই, তাঁহার দয়া গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের হৃদয় আর্ত্তি-বিজ্ঞপ্তি-পরিপূর্ণ হইলেই শ্রীগুরুকৃষ্ণের কৃপাহস্ত আমাদের মস্তকোপরি প্রসারিত দেখিতে পাইব। যেখানে কৃপাগ্রহণে আর্ত্তি বা ইচ্ছা নাই, সেখানে কৃপাপ্রাপ্তি-বিষয়ে সংশয় বা হতাশা অনিবার্য্যরূপে বর্ত্তমান। চিত্তবৃত্তি যদি শুদ্ধ শরণাগতিময়ী না হয় এবং তাহা সাধুসঙ্গে সংরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে অভীষ্ট-বস্তুপ্রাপ্তি-বিষয়ে হতাশা আসিবেই। হতাশা মনের ধর্ম, তাহা আত্মবৃত্তি নহে। অতএব কৃপালাভের জন্য ইচ্ছা, আর্ত্তি ও আগ্রহ যাহাতে তীব্র হইতে তীব্রতর হয়, তজ্জন্য শ্রীগুরুকৃষ্ণের নিকট কাতর বিজ্ঞপ্তি জানাইতে হইবে। শরণাগত হওয়ার ইচ্ছাবিশিষ্ট ও শরণাগত—উভয় অবস্থাতেই গুরুকৃষ্ণের কৃপাই মূল।

শরণাপন্ন না থাকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। কপট ভাব থাকিলে সাধুত্যাগে মঙ্গল হয়। সাধকজীব কখনও একাকী থাকিবে না। একা থাকিলে দুষ্ট মনের বশবর্ত্তী হইবে। সর্ব্বক্ষণ সৎসঙ্গে থাকা দরকার। অন্তরে শঠতা থাকিলে সাধুগণের নিকট যাওয়া যায় না। যেখানে সাধুগণের প্রতি শরণাগতির অভাব—আপনজ্ঞানের অভাব, সেইখানেই তাঁহাদের প্রতি ভয়, সঙ্কোচ ও নিজের হৃদয়ে হতাশা আসে। সাধুগণের সঙ্গ হইতে যাহারা তফাৎ বা দূরে থাকিতে চায়, তাহারা দুর্ভাগাবশতঃ তাঁহাদের কৃপালাভের সুযোগ পাইয়াও তাহা প্রত্যাখ্যান করে। হৃদয়ে অন্যাভিলাষ প্রবেশ করিলে জীবের এই দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়! দুর্ব্বল জীব কখনও চঞ্চল মনকে শাসন করিতে পারে না; সাধু বা শাস্ত্রই তাহাকে শাসন করেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে আমাদিগকে রক্ষা কে করিবে? যেখানে সাধুর প্রতি গুরুবুদ্ধি বা আপনজ্ঞানের অভাব—যেখানে সাধুর প্রতি অবহেলা, সেখানে নিশ্চয়ই জগতের প্রতি আদর বা অসৎ দেহাদির প্রতি আসক্তি আছে এবং তাহা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, বুঝিতে হইবে। অতএব অন্যবর্ণ এবং সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। সকল সময় উন্নত অধিকারীর সাক্ষাৎ সঙ্গ না পাওয়া গেলেও তাঁহাদের বাণীর সঙ্গ করিতে হইবে। বাণীর মধ্যেই তাঁহাদের সঙ্গ পাওয়া যাইবে।

———

'প্রভু আমার, আমি প্রভুর'—এই সম্বন্ধটী গুরুপাদপদ্মের সঙ্গে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইলে মঙ্গল হইবেই। যেখানে এরূপ দৃঢ়তা, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণের দিকে গতি। যেখানে এই সম্বন্ধ নাই, সেখানে গতিও নাই।

———

জীব যে কৃপাবলম্বন অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমসেবা লাভ করে, তাহাই ভক্তি। যাঁহার ভক্তি উদয় হইয়াছে, তিনি ভক্ত। কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন না হইলে তাহাকে ভক্তি বলা যায় না। কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনে অন্যাভিলাষ আদৌ থাকিবে না।

শ্রীনামপ্রভু ও প্রবাসী প্রভু একই বস্তু। অপ্রাকৃত এই নামপ্রভুর উদ্ভব-স্থল বা কৃষ্ণের চিন্ময়-স্বরূপ করিতে যিনি প্রস্তুত হন অর্থাৎ যিনি সেবোন্মুখ, তাঁহারই জিহ্বায় শ্রীনাম প্রভু অবতরণ করেন। নিষ্ঠা-পথে সুদৃঢ় বিশ্বাসমূলে নৈরন্তর্য। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ 'শ্রীনামই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনামসাধনে সর্ব্বার্থ কৃত হয়। শ্রীনাম অন্য সাধনের অপেক্ষারহিত হইয়াই শ্রীনামগ্রহণকারীকে কৃপা করেন'—এইরূপ অহৈতুকী সেবোন্মুখ পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধির সহিত নিরন্তর শ্রীনামতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকিলে শ্রীনামপ্রভু আমাদের সৌভাগ্যাকাশে উদিত হইবেন। পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধির অভাবযুক্ত হইয়া 'যেন তেন প্রকারেণ' বাক্যের ছল প্রদর্শন করিয়া নামাপরাধ করিবার ইচ্ছা থাকিলে কখনই শ্রীনামগ্রহণ হয় না। হেলায় নামগ্রহণ নামাভাস, কিন্তু হেলন কারয়া বা কপট করিয়া শাস্ত্রবাক্যের অবৈধ সুযোগ লওয়ার প্রবৃত্তি-বশেই হইলে কখনও শ্রীনামপ্রভুর কৃপা পাওয়া যাইবে না। 'হেলায় নামগ্রহণেও মঙ্গল হয়'—শাস্ত্র এই বাস্তব সার্ব্বভৌম কথা উল্লেখপূর্ব্বক জীবের শ্রীনামের প্রতি রুচি-উৎপাদন এবং নাম-ভজনের সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সার্ব্বভৌম প্রথাকে আমাদের কপটময় অবৈধ সুযোগের মধ্যে আনয়ন করিয়া অতিরিক্তপথের অধীন করিতে গেলে তাহাতে শ্রীনামকে পাপবুদ্ধিরূপ অপরাধ হইবে।

ভক্ত ও ভগবান্

——::o(::o::)o::——

ভক্ত ভগবদ্ভক্তিমান্ এবং ভগবান্ ভক্ত-ভক্তিমান্—উভয়েই উভয়ের অনুগত। ভক্ত ভগবানের চিন্তা করেন; ভগবান্‌ও ভক্তের চিন্তা করিয়া থাকেন। ভক্ত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাঁহার কোন অভাব নাই। যেখানে কামনা, সেইখানেই অভাববোধ ও তৎপূরণের চেষ্টা। ভক্ত অকামনা নহেন। তাঁহার অকামনা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ সজাগ। ভক্ত ভুলক্রমেও ভগবান্‌কে ভুলেন না। ভগবানের সুখেই ভক্তের সুখ এবং ভক্তের সুখেই ভগবানের সুখ হয়। ভক্ত ও ভগবানের উভয়ের মধ্যে দেনা-পাওনা কিছুই নাই। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে টান, তাহা সহজ ও স্বাভাবিক। চুম্বক লোহকে আকর্ষণ করে—এইটী তাহার স্বভাব। ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর পরস্পরকে স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণ করিতেছেন। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই কামনাশূন্য, উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে কিছুই চান না, অথচ পরস্পরের সুখবিধান না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভক্ত যে ভগবানের সেবা করেন, তাহা খাজনা বা সুদ দেওয়ার মত নয়। সেখানে ভক্ত প্রাণের টানে প্রিয়ের সুখবিধানের জন্য ব্যস্ত। সেখানে সেবা সুখময়ী; সেবা না করিলে কষ্ট হয়, সেবা না করিলে প্রাণ বাঁচে না। সেবাই ভক্তের জীবন। যে প্রভুর নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে চায়, সে ভৃত্য নয়; আর ভৃত্যের নিকট হইতে যিনি কিছু চান, তিনিও প্রভু নহেন।

"নাপাসনো ন বৈ ভৃত্যঃ
স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্য-
মিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥"

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। অনুকূলে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"অথং স্বকামস্বত্বমন্তুক স্বামানপাশ্রিরঃ ;
মাত্রবেহ্যবনোরর্থো রাজসেবকয়োরিব ॥"

(ভাঃ ৭।১০।৫,৬)

শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছেন,—"যিনি স্বামীর নিকট স্বার্থ কামনা করেন, তিনি বস্তুতঃ সেবক নহেন এবং যে স্বামী সেবক হইতে প্রভুত্বলাভের কামনায় তাঁহার কামনা পূরণ করেন, তিনিও বস্তুতঃ প্রভু নহেন ; পরন্তু আমি আপনার কামনাশূন্য ভক্ত এবং আপনি প্রভুত্বলাভে নিস্পৃহ ; অতএব আমাদের প্রয়োজন রাজা ও ভৃত্যের প্রয়োজনের ন্যায় পরস্পরের স্বার্থ-স্বরূপ নহে।"

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"প্রভু নিজ ভক্তের নিকট হইতে পূজা পাইতে ইচ্ছা করেন না ; যেহেতু তিনি স্বয়ং পূর্ণ অর্থাৎ পরম সন্তুষ্ট। আরও একটী কারণ এই যে, তিনি করুণ অর্থাৎ পূজার নিয়মে ভক্তের যে কষ্ট হয়, ভক্তবিষয়ে দয়ালু অর্থাৎ ভক্তের কষ্ট তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাহা হইলে ভক্তগণ কি ভগবানের পূজা করেন না ? উত্তরে বলিতেছেন,—সেই ভক্ত ভগবানের উদ্দেশে যে যে পূজার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সমস্তই নিজের জন্য হইয়া থাকে অর্থাৎ ভগবানের সম্মানকেই নিজ সম্মানজ্ঞানে সুখ অনুভব করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।"

ভগবদ্ভক্তপ্রাণ পুরুষের পক্ষে ভগবানের সম্মানেই যে নিজের সম্মান সাধিত হয়, তাহাতে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"মুখে যে যে শোভা করা হয়, কেবলমাত্র তাহাই যেরূপ প্রতিবিম্বের (প্রতিচ্ছবির) শোভার জন্য হয়, পরন্তু দর্পণে কোন বস্তু অর্পণ করিলে প্রতিবিম্বের শোভাজনক হয় না।' শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

"নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥"

(ভাঃ ৭।৯।১১)

এই রূপ প্রভু নিজ-লাভপূর্ণ বলিয়া অবিদ্বজ্জন হইতে কখনও নিজের মান অর্থাৎ পূজা ইচ্ছা করেন না। পরন্তু মুখে অর্পিত তিলকাদির শোভা যেরূপ প্রতিমুখে লাভ হয়, সেইরূপ ভক্তগণ ভগবানের উদ্দেশে যে-সমস্ত পূজাদি করিয়া থাকে, তাহা নিজের আত্মারই সন্তুষ্টির কারণ হইয়া থাকে।

'শ্রবণ'

ভক্তির প্রত্যেক অঙ্গই ভক্তির একএকটী স্বরূপ। নববিধা ভক্তির মধ্যে প্রথমে শ্রবণ-নাম্নী ভক্তি। এই শ্রবণ সাকাঙ্ক্ষ, অর্পণ মাত্র নয়। আত্মনিবেদনের পর শ্রবণাদ্যনুশীলন প্রবর্তিত হয়। আত্মনিবেদন শ্রবণকে প্রকট করে।

শ্রবণের সংজ্ঞা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,—"তত্র নামরূপগুণলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ" অর্থাৎ নাম, রূপ, গুণ, লীলাময়শব্দসমূহের শ্রবণেন্দ্রিয়-স্পর্শই শ্রবণ-নামে অভিহিত। ক্রমশঃ শ্রবণের দ্বারাই নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। প্রথমেই নামশ্রবণ আবশ্যক। নাম শ্রবণফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে শ্রীরূপ-বিষয়ক কথা শ্রবণ করিতে হয় এবং স্বানন্দ চিত্তে ভগবানের স্বরূপ উদয় হইলে ভগবানের গুণসমূহের স্ফূর্তি হয় এবং তৎকালে শ্রীভগবৎ-পার্ষদগণের ও নিজের সিদ্ধ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এইরূপে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর—এইসকলের হৃদয়ে আবির্ভাব হইলে হৃদয় ভগবল্লীলাস্ফূর্তি-যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে। লীলা-শ্রবণ দুই প্রকার—সৃষ্টি-সংহার-রূপা ও লীলাবতার বিনোদরূপা। শেষোক্ত লীলার কথাই মুখ্য ও শ্রবণীয়তর। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলার শ্রবণের ন্যায় ভক্তগণের গুণ ও লীলার কথার শ্রবণ পরম মঙ্গলদায়ক। মহাভাগবতবর গুরুবর্গের নাম, রূপ, লীলাদি—যাহা আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্যক্ শ্রবণদ্বারা চিত্ত অনর্থনির্মুক্ত হয়, হৃদয় প্রভুর কৃপাভাগী হয়, তাঁহাদের সেবাদর্শে চিত্ত আকৃষ্ট ও লুব্ধ হয় এবং সেই আদর্শ অনুসরণের জন্য পিপাসা বর্দ্ধিত হয়। এই শ্রবণ দ্বিবিধ মহাজন কর্তৃক আবিষ্কারিত ও মহাজনের দ্বারা কীর্তমান। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বৈষ্ণবধর্ম ইত্যাদি গ্রন্থ মহাজন-কর্তৃক আবিষ্কারিত। আর মহাজন কর্তৃক কীর্তিত হরিকথা ও উপদেশাবলী মহাজনের দ্বারা কীর্তমান। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের নামাদি-শ্রবণ পরম শ্রেয়স্কর, তন্মধ্যে মহাজনের দ্বারা আবিষ্কারিত ভগবন্নাম-লীলাদি শ্রবণ তদপেক্ষা অধিক মঙ্গলজনক এবং তাহা যদি আবার শ্রেষ্ঠ মহাজনকর্তৃক কীর্তিত হয়, তাহা হইলে সেই কীর্তন-শ্রবণ তদপেক্ষাও অধিক শুভপ্রদ। শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণের সর্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলোদয় হয়, কারণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবেদব্যাস-কর্তৃক আবিষ্কারিত এবং তাহা আবার শ্রীশুক ও সূতগোস্বামী প্রভৃতি মহাজন-কর্তৃক কীর্তমান। এই দুইপ্রকার শ্রবণ যাঁহারা সেবোন্মুখ ও শ্রদ্ধালু হইয়া অনুশীলন করেন, তাঁহারা সকলেই নিজ হৃদয়ে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম অবরুদ্ধ করেন।

"যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোশগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্॥"

(ভাঃ ৩।৯।৫)

—কিন্তু হে নাথ ! যাঁহারা শ্রুতিবাতনীত ভবদীয় চরণপদ্মকোষগন্ধ কর্ণবিবরদ্বারা আঘ্রাণ করেন, তাঁহাদের পরম ভক্তিদ্বারা আপনি গৃহীতচরণ হইয়া তাদৃশ নিজজনগণের হৃদয়পদ্ম হইতে অপগত হন না।

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিয়াছেন,—

"যত্রোত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে॥"

—যে সকল মহাভাগবতগণের সভায় বিষয়বার্তা সমস্যানাশক ভগবদ্গুণানুবাদ প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিত হয়, তাঁহাদের মুখোদ্গীর্ণ সেইসকল কথা সতত আদরপূর্বক শ্রবণ করিতে করিতে মুমুক্ষুগণেরও মোক্ষ বাসনা বিদূরিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে শুদ্ধ রতির উদয় হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, "শ্রবণাঙ্গ অনুশীলন ত্রিবিধ—নাম শ্রবণ, ভগবন্নাম ও ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত-শ্রবণ ও ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতার শ্রবণ। ভগবত্তত্ত্ব প্রচার, ভগবল্লীলাদির বর্ণনরূপ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, বৈষ্ণবজীবন চরিত্র ও বৈষ্ণব সংসারের পৌরাণিক ইতিহাসাদি শ্রবণকে 'শাস্ত্র-শ্রবণ' বলা হয়। বেদান্ততাৎপর্য্য-সংকারে অবৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-নিরসন পূর্বক যেসকল ভক্তিগ্রন্থ মহামহোপাধ্যায়গণ-কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করাও প্রধান ভগবদনুশীলন বলিয়া জানিতে হইবে।"

হরিকথা ও হরিভক্ত শুনিতে শুনিতে আত্মস্ফূর্তি হয়। হরিকথা শ্রবণের দ্বারা পরানুশীলন ও প্রত্যাহার- এই উভয়ই সম্পাদিত হয়। শ্রবণের দুই অবস্থা শ্রদ্ধা উদয়ের পূর্বে সাধুগণের মুখে যে কৃষ্ণগুণানুবাদ শ্রবণ করা যায়, তাহা একপ্রকার শ্রবণ। সেই শ্রবণ হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হয় ; শ্রদ্ধা উদিত হইলে সাধু-পিপাসার সহিত কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। তদনন্তর ভক্তবৈষ্ণবের শ্রীমুখ নিঃসৃত যে কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করা যায়, তাহার নাম দ্বিতীয় শ্রবণ। সাধনকালে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের মুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে সিদ্ধকালের শ্রবণ উদিত হয়। শ্রীগুরুমুখ শ্রবণই সাধকের 'শ্রবণদশা' ; সাধক ব্যাকুল হইয়া যে তত্ত্ব-জ্ঞান অঙ্গীকার করেন, তাহাই বরণ দশা ; আপনাতে সেই সুকুমারকে স্থাপন নাম 'আপন' বা 'প্রাপ্তিদশা' এবং এই দ্বিবিধ অবিদ্যা মায়া হইতে পৃথক্ হইয়া জীব বাঞ্ছিত স্বরূপে স্থিতীভূত হওয়ার নাম সম্পত্তি-দশা।

ভগবান্ শব্দরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। মহাভাগবতবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রাকৃত লীলাপুরুষোত্তমকে শব্দরূপে বিতরণ করেন। ভক্তমুখনিঃসৃত সেই হরিকথামৃত নিত্য কর্ণ শ্রবণপুটে পান করিতে হইবে। শ্রবণদ্বারা চিত্ত শোধিত হইলে প্রেম উদিত হয়। একমাত্র এ শ্রবণদ্বারাই অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গ বা সান্নিধ্য লাভ হয়। শ্রবণদ্বারাই জীবের ইন্দ্রিয়চালনা নিয়মিত হয়। শ্রবণাদির চক্ষে ভগবৎস্বরূপ দর্শন হয়, শ্রবণাদির রসনাতেই ভগবন্নাম-গুণ কীর্তন সম্ভব হয় এবং শ্রবণ-শাসিত রসনাতেই শ্রীনাম প্রভু অবতরণ করেন। শ্রবণ-শাসিত মনেই ভগবৎস্মরণ হয়। ভগবৎকথাশ্রবণ-ফলে ভগবান্ ও ভক্তগণের সঙ্গে নিজের নিত্য-সম্বন্ধ উপলব্ধ হয়।

যেখানে পূর্ববস্তুতে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করিবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়, সেইখানেই শ্রবণের অধিকার লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্বাত্মসমর্পণের ফলেই ভক্তমুখ-নিঃসৃত হরিকথাশ্রবণের সৌভাগ্য লাভ হয়। এই শ্রবণ নিত্যকৃত্য। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন, "নিজের পূর্বেও ভক্তের আনুগত্যে থাকিয়া ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে বসিয়া শ্রবণ করিতে হইবে এবং নিজের পক্ষেও একমাত্র অনুশীলন শ্রবণ।"

হরিকথা—হরিনাম-গুণ-রূপ-লীলার কথা শ্রবণফলে শ্রীহরির সুখ হয়—এই বিচার লইয়াই শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রবণে কেবল নিজ মঙ্গলের উদ্দেশ্য থাকিলে হইবে না। হরিকথাশ্রবণফলে হরিসুখরূপ আমার নিত্যস্বার্থ লাভ হইবে—এই জ্ঞান যখন হইবে তখনই শ্রবণে রুচি বা আসক্তি হইবে। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব আরও বলিয়াছেন,—"আত্মাপুরুষ অন্তঃকরণে ভগবদ্ভক্তের নিকট শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইবে। সকলের পূর্বেই শ্রবণ। ইহা সাকাঙ্ক্ষিত। শ্রবণ করিলে ভগবানের সুখ হয়। আমরা শ্রবণ করায় কত ভগবান্ সুখ পাইতেছেন—এই চিন্তা করিলে যে শ্রবণ, তাহাই শ্রবণ।"

শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রবণদ্বারাই ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখে ভগবল্লীলা-শ্রবণ ফলেই তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীসীমন্তদ্বীপ শ্রবণাখ্যদ্বীপ। এখানে সীমন্তিনী পার্বতীদেবী শ্রবণ দ্বারা শ্রীগৌর-সুন্দরের দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নির্জ্জন ও সঙ্ঘবদ্ধ ভজন

আশ্রয়বিগ্রহের নিষ্কপট আনুগত্যের দ্বারাই বিষয়বিগ্রহের সেবালাভ হয়। আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের সেবা শিক্ষাদানের জন্যই গুরুবর্গ সঙ্ঘ, যূথ বা গোষ্ঠীর আশ্রয়গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপদেশ করেন। সঙ্ঘে হরিভজনের সুযোগ অধিক। নির্জ্জন ব্যক্তিগত সাধন-পুষ্টি কমই পাওয়া যায়। অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে নির্জ্জনে বা একাকী ভজনশিক্ষায় ফলোদয় হয় না। যদিও চৈত্যগুরু হৃদয়-বিবেকরূপে শিক্ষাপ্রদান করেন, তথাপি বাহিরে মহান্ত-গুরুর আদর্শ নিকটে অনুসরণ না করা পর্য্যন্ত হৃদয়ে চৈত্যগুরুর প্রেরণা বা নির্দ্দেশ স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয় না। দুর্ব্বল অনর্থযুক্ত জীব নির্জ্জনে সাক্ষাদ্ভাবে অনুসরণীয় অপ্রাকৃত অপতিত আদর্শ না পাওয়ায় হৃদয়ে বল লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ সঙ্ঘে থাকিলে দুর্ব্বল ব্যক্তি দুর্ব্বলতাসত্ত্বেও সাধুসঙ্গপ্রভাবে পুষ্ট হন; এমন কি, হরিভজনে অনিচ্ছুক ব্যক্তিও বহু হরিভজনোন্মুখ ব্যক্তির সঙ্গপ্রভাবে হরিভজনে ইচ্ছাবিশিষ্ট হন। সঙ্ঘের মধ্যে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা অধিক পাওয়া যায়। যাঁহারা সঙ্ঘে অবস্থান করেন, তাঁহাদের একাধারে আশ্রয়বিগ্রহ ও বিষয়বিগ্রহের সেবাসুযোগ লাভ হয়।

"যা'তে কৃষ্ণভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

—এই বাণীর সার্থকতা একমাত্র সঙ্ঘেই বাস্তবভাবে উপলব্ধি হয়। সদ্‌গুরুর আশ্রয়-বিশিষ্ট বিশুদ্ধ হরিভজনকারীর সঙ্গ একমাত্র সঙ্ঘেই লাভ হয়। অনর্থযুক্ত জীব নির্জ্জনে ভজন করিবার ছলনা করিলেও নির্জ্জনে চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত, সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনের সঙ্গ তাঁহার অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। মনের সঙ্গ দুঃসঙ্গ; সুতরাং অনর্থযুক্ত অবস্থায় নির্জ্জনবাস কখনও দুঃসঙ্গরাহিত্য আনয়ন করে না। নির্জ্জনে অনর্থযুক্ত জীবকে সুপথে চালিত করিবার পথপ্রদর্শক না থাকায় সে মনের দ্বারা বিপথে চালিত হইয়া থাকে।

গুরুবর্গ যেস্থানে ব্যক্তিগতভাবে ভজনের কথা বলিয়াছেন, সেস্থানে নির্জ্জন বলিতে বৈষ্ণবসঙ্গশূন্য হওয়ার কথা বলেন নাই—সাধুসঙ্গহীন হইয়া থাকিতে বলেন নাই। তাঁহারা অসজ্জনসঙ্গরাহিত্যের কথাই বলিয়াছেন। যে স্থানে সাধুসঙ্গ নাই, কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণ নাই, সেস্থানে বাসের জন্য গুরুবর্গ উপদেশ দেন নাই। অনর্থক অন্যত্র বাস। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু যে "[illegible]" বলিয়াছেন, সেই বাসস্থান। অসৎসঙ্গরহিত হইয়া যে ভজন, তাহারই নাম নির্জ্জনতা। সজ্জন বা সাধুর সঙ্গ ছাড়িয়া হরিভজন হয় না। সঙ্ঘমধ্যে থাকিয়া হরিভজন করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই গুরুবর্গের উপদেশের মূল তাৎপর্য্য। সৎসঙ্গই প্রকৃত নির্জ্জনতা। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্ত-সংকীর্ত্তন বা সঙ্ঘের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব আরও বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবঠাকুর বহুধা কৃষ্ণকে ভোগ করান। কৃষ্ণ একজনের নিকট সন্তুষ্ট। তিনি আবার বহু ভাব বিস্তার ক'রে কৃষ্ণকে সম্ভোগ করান। তাঁ'র ইচ্ছা সকলে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করুক। অনেকে মিলে যে কীর্ত্তন, তা'ই নাম। উদ্ধব এইরূপ সমাবেশ দেখা'ন। 'বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্।' একজনে সংকীর্ত্তন হয় না। নির্জ্জনে ব'সে থা'কলে হ'বে না। নির্জ্জন-ভজনের নাম ক'রে বিলাসের বিপরীত নিরোধের গতি লাভ হ'বে।"

শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ সকলেই গোষ্ঠানন্দী। কোন কোন গুরুবর্গ বিবিক্তানন্দীর আদর্শ প্রকাশ করিলেও তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ-ভজনের প্রয়োজনীয়তা কখনও অস্বীকার করেন নাই, বরং সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন ও আনুকূল্যই করিয়াছেন এবং গোষ্ঠানন্দী আচার্য্যগণের সঙ্গে সুহৃদ্‌রূপে থা'ক[illegible] হইয়াছেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু ভজনানন্দীর আদর্শ প্রকাশ করিলেও গোষ্ঠানন্দী আচার্য্য শ্রীল রূপ-সনাতন ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুগণের পরম সুহৃদ্ ছিলেন এবং তাঁহারই শিষ্যশিষ্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহারই আজ্ঞানুসারে গৌড়দেশের সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছিলেন। আবার শ্রীভক্তিবিনোদ-যুগে দেখা যায়, পরমহংসবর শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ ভজনানন্দীর লীলা প্রকাশ করিলেও তিনি শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান যুগের যুগ-প্রবর্ত্তক, গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যবর শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরম সুহৃৎ ছিলেন এবং তাঁহারই প্রিয় সুহৃদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উক্ত শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের প্রধান পাত্ররূপে আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার ও শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ে আশ্রয়গ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার স্বরচিত "নির্জ্জনে অনর্থ"-নামক মনঃশিক্ষামূলক কবিতাটি রচনা করিয়া তাহাতে অনর্থযুক্তাবস্থায় নির্জ্জনভজনের ছলনায় কপটতা আশ্রয়ের বৃদ্ধি হইতে সাবধান থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। আবার বর্ত্তমানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ ভজনানন্দীর লীলা প্রকাশ করিলেও তিনি বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররূপে শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সঙ্গে সুহৃদ্রূপে আছেন। শ্রীরূপানুগ শ্রীগুরুবর্গ সকলেই শ্রীবার্ষভানবীর প্রকাশস্বরূপ। তাঁহারা বহু আশ্রিতগণের সহিত তাঁহাদের যূথেশ্বরীরূপে বিষয়বিগ্রহের সেবা করেন। নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব "নির্জ্জনে অনর্থ"-কবিতার "গৌরব"-ভাষ্যে জানাইয়াছেন,—"সমগ্র আশ্রিতগণের মূল পাত্র শ্রীরাধা তিনি সমূহ বা সংখ্যা আশ্রয়বিগ্রহ, কৃষ্ণবিলাসের সর্ব্বপ্রধান সম্বল; সুতরাং তাঁহার কোন নির্জ্জনতা নাই। কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ, সাধুসঙ্গ বৈষ্ণবের সঙ্গের স্পৃহা ত্যাগ করিলে মায়াবাদরূপ নির্জ্জনতার আবাহন স্পৃহা জন্মে। হরিকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া যে নির্জ্জনতা, ত্যাগ-বৈরাগ্য সমূহ নিঃসঙ্গ থা'কবার চেষ্টা, তাহা সর্ব্বতঃ মন্দ। চেতনের অনুশীলন-পরিত্যাগকারী বা [illegible] ফল্গু-বৈরাগী করে। ত্যাগ বা বৈরাগ্য ভক্তের অনুকূল না হইলে তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যাঁহারা নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সত্য শ্রীনামনিষ্ঠ সাধুর সঙ্গে, সঙ্ঘে, গোষ্ঠীতে বা বহুলে অবস্থানপূর্ব্বক হরির শ্রবণ কীর্ত্তন বিমুখ, তাঁহারা প্রাকৃত প্রতিষ্ঠা বা ফল্গু বৈরাগ্য আবাহনপূর্ব্বক সাধু ও বৈষ্ণবের বিরোধী হইয়া নির্বিশেষবাদী বা বহির্মুখ বৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া পড়েন এবং গুরুবৈষ্ণবের বিরোধী হইয়াও গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ করিয়া নিজেকে বৈষ্ণব অভিমান করেন। কৃষ্ণসেবাবিমুখ ফল্গু বৈরাগী [illegible] বা লোকপ্রিয়তা [illegible]—[illegible] সাধনের উদ্দেশে যেরূপ কঠোর আত্ম-তপস্যা করেন, তাহা প্রাকৃত কামনামাত্র। প্রকৃত পক্ষে যে সজ্জনসঙ্গ দুর্জ্জনসঙ্গ-ত্যাগরূপ নির্জ্জনতা।"

জীবের স্বরূপ

বস্তুমাত্রেরই স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়া-পরিচয় এই দুইটি পরিচয় আছে। মুক্ত জীবের স্বরূপ-পরিচয়ই চৈতন্য ও জ্ঞান। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার দেহ আনন্দময়, চিন্ময়। জ্ঞানরূপ পদার্থটী তাঁহার কলেবর-পরিচয়। আনন্দই তাঁহার ক্রিয়া-পরিচয়। অতএব মুক্তজনের সত্তা কেবল আনন্দময়, মুক্তজীবের শুদ্ধ অহঙ্কার, শুদ্ধ চিত্ত, শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহা হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধ সত্তায় অবস্থান করে। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং মায়িক সুখদুঃখরূপ আনন্দবিকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়।

কর্ম্মের দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল নাই। বর্ত্তমানে যাহা কিছু সম্বন্ধ আছে, তাহা অসম্পূর্ণ মাত্র। তাহা হইতে মুক্ত [illegible] কারণের মুক্ত সুলভ হয় না; পরন্তু ভগবৎকৃপা হইলে তাহা অনায়াসে লাভ হয়। সুতরাং ভুক্তি মুক্তি-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের নিকট কৃপা-ভিক্ষাই জীবের পক্ষে শ্রেয়ঃ। অতএব বদ্ধজীবের সাধনের [illegible]। [illegible] স্বরূপ সাধ্যসাধন কথা। সাধন ও ভগবদুপাসনা-সম্পাদনার্থ [illegible] এবং মুক্তজনের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত। এই কর্ম্মগণের [illegible] নাই। [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] আনন্দময়, [illegible] কেহ কেহ বলেন, [illegible] আনন্দময়, [illegible] শোক, [illegible] কোথা হইতে আসিল, [illegible] এই যে, অনর্থ [illegible] ও পরিক্রমা [illegible] প্রতিফলিত হয়। [illegible] সেখানে আশ্রয়রূপে নিত্যধাম প্রকাশ করে, সেই সেই [illegible] পূর্ণ [illegible]। [illegible] বাস্তবিকভাবে [illegible] করে, সেই সেই স্থান এখানে অপ্রকট প্রদান ক'রে থাকে এবং [illegible] হয়। [illegible] বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে অভিন্ন কোন এক অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল প্রদান করে। [illegible] ভাবী মঙ্গলের সূচনা করে। [illegible] নির্জ্জন না হইলে ইহার তাৎপর্য্য সহজে বুঝা যায় না। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"অপ্রপঞ্চে যাহা নাই, তাহা প্রপঞ্চেও থাকিতে পারে না। গোলোকে যে দুঃখ বৈচিত্র্য আছে, সেই দুঃখ [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] করে। আর এখন যে শোক বর্ত্তমান আছে, সেই শোকও সমস্ত আনন্দরাশির উপর পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি করিয়া থাকে; সেখানকার দুঃখ-শোক প্রভৃতি পরমানন্দের পুষ্টিকারক।"

আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যময়। আত্মার পক্ষে সহজে অজ্ঞানতা সম্ভব হয় না। অতএব তাহার অপরাধবশতঃ স্বাধীনতাক্রমে [illegible] হইয়াছে। [illegible] নামক [illegible] করে। [illegible] তাহা [illegible] হয়। [illegible] নাই। [illegible] [illegible]

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-নিয়মাবলী-

নিয়মাবলী

১। শ্রীবিগ্রহগণের পত্রিকা প্রতি সংখ্যা সম্পাদক-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমদেয় বার্ষিক মূল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের বিভিন্ন নিবন্ধগুলি সম্পাদকের কার্যালয়ে সাময়িকভাবে নিয়োজিত হইবে।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিশেষ ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ গ্রাহকগণ মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে, কিন্তু বৎসরের মধ্যে গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনাস্বরূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য প্রেরণ করা হয় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য লওয়া হয় না; স্থানীয় গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রবন্ধ বা কবিতা সম্পাদক মহাশয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধ যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ প্রেরণকারী প্রবন্ধের কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ... কোনপ্রকার অপ্রাসঙ্গিক আচরণ বুঝা গেলে ... সম্পাদকের উপদেশ ... যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করিবেন ... শ্রীনদীয়া-প্রকাশ কর্তৃপক্ষের ... কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অথবা অপরাধের প্রতিকার, ইত্যাদি নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ঠিকানা ... —শ্রীপাদ মদনগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

ভারত সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় সরকারের মাসিক আয়ব্যয়ের সর্বশেষ হিসাবে দেখা যায় যে, রেলপথ, ডাক ও তারবিভাগ বাদে বর্তমান আর্থিক বৎসরের প্রথম আট মাসে (১৯৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে নবেম্বর মাস পর্যন্ত) ভারত সরকারের আয় অপেক্ষা ৯১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে আয়ের তুলনায় ৩৬ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছিল। দেশরক্ষা-বিভাগের ব্যয় গত বৎসর উপরোক্ত আট মাসে ৫৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা হইতে বাড়িয়া ১১০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। রেলপথ হইতে নিট আয় গত বৎসরের তুলনায় ৫ কোটি টাকা বাড়িয়াছে।

এই বৎসর প্রথম ৮ মাসে স্থায়ী ঋণের পরিমাণ ২৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে।

রেজকী সঞ্চয়

মজুত রেজকী উদ্ধারের সহায়ক হইতে পারে—এমন সংবাদ যাহারা দিবে, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার তাহাদিগকে পুরস্কার দিবেন বলিয়া এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। এই পুরস্কারের পরিমাণ উদ্ধারকৃত রেজকীর শতকরা দশ ভাগের কম হইবে না। সংবাদদানকারীদের নাম প্রকাশ করা হইবে না।

এই বিজ্ঞপ্তি মারফৎ ব্যক্তিগত লাভের আশায় যাহারা রেজকী সঞ্চয় করিয়া জনসাধারণের শত্রুতা করিতেছে, তাহাদের পাকড়াও করিবার কার্য্যে পুলিশ কমিশনার জনসাধারণকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এই সমস্ত আত্মলোভীর অসাধু কার্য্যের ফলে জনসাধারণের বিশেষ করিয়া দরিদ্র শ্রেণীর জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট প্রবলতর আকার ধারণ করিয়াছে।

পুলিশ কমিশনার আরো বলেন যে, জনসাধারণ এই শত্রুদের দমন করিয়া তাঁর আবেদনের সুযোগ গ্রহণ করিবেন। যাহারা অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে।

বিহারে মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি

ইউ পি'র গত ২৮শে জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ,—গত আগষ্ট মাসে বিহার সরকার ৩৯৲ টাকার কম বেতনের কর্মচারীদিগকে ২৷০ হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত মাগ্‌গী ভাতা দিয়াছিলেন। বর্তমানে জীবনযাত্রার খরচা আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার ৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের কর্মচারীদিগকে নিম্নলিখিত হারে মাগ্‌গী ভাতা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—৩০৲ টাকার কম বেতনের কর্মচারীদিগকে মাসিক ৫৲ টাকা ৭০ টাকা বেতনের কর্মচারীদিগকে মাসিক ৭৲ টাকা।

ব্লটিং পেপার কম খরচে ব্যবস্থা

'ইউনাইটেড প্রেস' জানিতে পারিয়াছেন যে, ভারত সরকার যুদ্ধকালীন অবস্থায় তাহাদের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্লটিং পেপার তিন ভাগের একভাগ কমাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাঁহারা বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এবং অন্যান্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকটও এই ব্যবস্থা পালনের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

মন্ত্রীদের দপ্তরের পরিবর্তন

এ পি'র গত ২৯শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ,—বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রিগণের দপ্তরের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে। ঢাকার নবাব বাহাদুর বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পবিভাগের এবং খান-বাহাদুর হাসেমআলি খান কৃষি, সমবায় ও ঋণ বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিদ্যাবিনোদ প্রভু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সজ্জনের সহ যে সকল হরিকথা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় অলৌকিক গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ধর্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে জ্ঞান-যুক্তি তুলনামূলক বিচার ও সমালোচনাই প্রধান এবং পরমার্থ সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ অজ্ঞতা নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। অন্যান্য ঔষধ ব্যতিরেকে অত্যাশ্চর্য। বিকার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার সর্বাঙ্গ সাধক বন্ধু কিনা। ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ প্রিন্টিং প্রেস হইতে শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ১৬ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৩ : ২৩শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ ; ৬ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪০, শনিবার } ২৬৬-৭১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ মাধব, বঙ্গাব্দ শ্রীগোপালী, গৌরাব্দ ৪৫৩

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——ঃঃ(১০৪)ঃঃ——

ভগবৎ-কৃপা-লাভের প্রথম নিদর্শন দেহাত্মবোধ ত্যাগ। ভগবৎকৃপা হ'লে জীব ভগবদিতর বস্তুর প্রতি আসক্তিজনিত যে দ্বিতীয়াভিনিবেশ এবং তজ্জনিত যে ভয়, তাহা হইতে মুক্ত হয়। জীবের প্রধান, অর্থাভিলাষ ও অর্থাদির প্রতি লোভ ক্রমশঃ কমিয়া যায়। তখন জীবের নিজের জন্য—নিজের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যস্ততা থাকে না। তখনই "নিজের পোষণ কভু না ভাবিব, রহিব ভাবের ভরে, ভকতি-বিনোদ তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে"—এই বিচার স্বাভাবিকভাবে স্থান লাভ করে। এইরূপে জীব নিজের জন্য নিশ্চিন্ত হইলেও শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবদ্ভক্তগণের সেবা সম্বন্ধে কখনও তাহারে নিশ্চিন্তভাবের আবাহন করেন না। ভগবদ্-শরণাগত সেবক কখনও সেবাকার্য্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হন না। নিজ সুখদুঃখের জন্য যদি নিশ্চিন্ত হইলেও প্রভু-সুখবিধানের জন্য—প্রভুর সুখপরিপোষণের জন্য সতত তিনি উদ্বিগ্ন, চঞ্চল-চপল। তিনি কখনও নিজ বোধ বা তাহাদের প্রভুত্ব দ্বারা চালিত হন না, ভোগ ও ত্যাগ করিবার অধিকার-প্রাপ্ত বা যোগ্যতাযুক্ত বলিয়া নিজেকে মনে করেন না।

আশ্রয় বিগ্রহ সম্বলিত বিষয়-বিগ্রহ—শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীরাধাগোবিন্দ। তাঁহাদের নিরুপম অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যাদির সহিত অহৈতুকী জীবের ইচ্ছা মিলিত হইলেই জীব আশ্রয় বিগ্রহের অনুগত হওয়ার যোগ্যতা-সহিত হইয়া পরম প্রয়োজনলাভের অধিকারী হইতে পারেন। আশ্রয়-বিগ্রহের সেবার দ্বারা জীবের জড়ভোগ-পিপাসা ও বিষয়-বিগ্রহের সেবার দ্বারা জড়ভোগ-পিপাসা নিবৃত্ত হয়। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার দ্বারা বিষয়বিগ্রহের সেবা লাভ হয়।

বিষয়-বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন ইচ্ছাশক্তির মালিক। তিনি সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী; তাঁহার ইচ্ছা কখনও ব্যাহত হয় না। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা নবনবায়মান ভোগেচ্ছাযুক্ত। সকল ইন্দ্রিয়ে সকল রস একই ভোগ করিবার অদ্বিতীয় একচেটিয়া মালিক তিনি। তিনি অপ্রাকৃত কামদেব, প্রাকৃত কাম তাঁহার নিকট বিজিত বা মোহিত হইয়া তাঁহার অপ্রাকৃত কাম-পরিত্যক্ত ইন্ধন বা পরিপোষকরূপে অবস্থান করিয়া থাকে।

জড় জগতে জীবের প্রাকৃত কামই বন্ধন, তাহাই জীবের দুর্য্যোগ। কাম কঠোর বৈরাগ্যাচরণ বা ত্যাগ-তপস্যাদির দ্বারা কখনও প্রাকৃত কামের বিমোহনশক্তি হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। প্রাকৃত কাম মানসিক বৃত্তি, মনের উপরই তাহার আধিপত্য। তাহার অপর নাম 'মনসিজ'। কোন বস্তুর প্রতি সম্যক্ অভিনিবেশ মনকে নিয়মিত করে। অভিনিবেশবশতই মন জড় বা চিদ্বিষয়ে লিপ্ত হয়। কোন বস্তু-বিষয়ে গাঢ় অভিনিবেশই মনকে তদ্বিষয়ে রঞ্জিত বা রাগযুক্ত করিয়া থাকে। প্রাকৃত বস্তু প্রতি অভিনিবেশ-রহিত হইলেই মনকে প্রাকৃত কামের বশীভূত করায়। আবার সেই মন যদি অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীমদন-মোহনের অপ্রাকৃত কামপরিত্যক্তির বাসনাযুক্ত হ'য়া অপ্রাকৃত সত্যাশ্রয় বস্তুর উঁহার চরিত ও লীলাকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-জনিত অভিনিবেশ বা রাগযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে প্রাকৃত মনসিজ কামের বিমোহনশক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার যোগ্যতারহিত হয়। কোন বস্তুর প্রতি মনের মধ্যে অভিনিবেশ আসিলে তখন সেই অবস্থায় সেই বিষয় ছাড়া অন্য-বিষয়ের চিন্তা সাময়িকভাবে মনের মধ্যে আসিলেও তাহা ক্রিয়াশীল হওয়ার অবসর পায় না। তাহা ঐরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থায়ই আকাশে শরৎকালীন মেঘখণ্ডের ন্যায় আসে এবং চলিয়া যায়। তাহার কোন প্রভাব মনের উপর হয় না। সেইরূপ প্রাকৃত কাম শ্রীমদনমোহনের চরিত ও লীলা কথায় মন যখন সম্যক্ রাগ বা অভিনিবেশযুক্ত হয়, তখন প্রাকৃত কামজনিত অন্য কোন চিন্তাই মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার অবসর বা স্থান পায় না এবং ঐরূপ অবস্থায় সাময়িকভাবে প্রাকৃত কোন চিন্তা আসিলেও তাহা অলক্ষিতভাবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায়ই তন্মুহূর্ত্তে চলিয়া যায়। অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি অভিনিবেশই অপ্রাকৃত বস্তু সেবালাভের ও প্রাকৃত বস্তু বন্ধন হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়।

আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই জীব প্রাকৃত কামমুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত কাম-দেবের সেবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন 'কাম' প্রাকৃত নশ্বর বস্তুর প্রতি ভোগেচ্ছাযুক্ত-না হইয়া অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীমদনমোহনের কামপরিতৃপ্তির জন্য লালসা-বিশিষ্ট হয়।

কৃষ্ণসুখ ব্যতীত ভক্তের অন্য কোন ইচ্ছা থাকে না। কৃষ্ণসুখ ছাড়িয়া নিজনিজ কল্পিত প্রার্থনা অন্তরে পোষণপূর্ব্বক আনুকূল্য সহকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্তি লাভ হইবে না। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাযুক্ত ভক্তির কৃষ্ণানুশীলন কপটতামাত্র। ভক্তির প্রারম্ভেই অন্যাভিলাষ উদ্রেক। সাধুসঙ্গের পর যে শ্রদ্ধা, তাহাই ভক্তির অঙ্গ। সাধুসঙ্গ হইতেই ভক্তির প্রকৃত অনু-যাজন আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা, তাহা ভক্তির অঙ্গ নয়। তাহা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিজনিত। নিজসুখে ব্যস্ত থাকিলে কৃষ্ণের আকর্ষণ বুঝা যায় না। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবাই আমাদের একমাত্র কৃত্য—যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত নিজসুখবাঞ্ছা প্রবল থাকিবেই, কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা প্রবল হইলে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন সম্ভব হয়। নিজসুখ-বাসনা-রাহিত্যই বৈরাগ্য। এইরূপ বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস-আস্বাদন একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরদুঃখ-দুঃখী, তিনি জীব দুঃখকাতর। তাঁহার কৃপাকটাক্ষে পতিত হইলে জীব সমস্ত অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া ভক্তিরস আস্বাদন-যোগ্যতা লাভ করেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম নিত্য অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন-তৎপর। তাঁহার সেই তৎপরতা উপলব্ধ্য সৌভাগ্য হইলে জীব কৃষ্ণসেবায় অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে।

গুরু উৎকণ্ঠায় ধর্ম শ্রীগৌরসুন্দর প্রকাশে | ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

কীর্ত্তন

——::(০)::——

শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ প্রধান। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি শ্রীনামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আখ্যেয়। সংকীর্ত্তন - চৈতন্যকায়। সেই চৈতন্যকায়-পূর্ণ মূর্ত্তিবিগ্রহ যিনি, সেই শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন,—"শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ কীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। অন্য সকল অঙ্গ অপেক্ষা কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কীর্ত্তনগত অনুশীলন আত্মার উৎকৃষ্ট।"

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমুখে স্বয়ং জীবকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিলাসের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন—ইহা সংকীর্ত্তনবিধায়ক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষার মূলমন্ত্র।

কীর্ত্তন-কালে শ্রবণ ও স্মরণ স্ফূর্ত্ত হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি স্মরণ ও আত্মনিবেদনকে প্রকট করায়।" আবার "কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ হইবে" - ইহাও শ্রীশ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ। নবধা ভক্তির অর্চ্চন, বন্দন, দাস্যাদি অন্যান্য অঙ্গসকল বা ভক্তির চৌষট্টি অঙ্গ একমাত্র শ্রীনামকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইলেই সুষ্ঠু ফলপ্রসূ হইয়া থাকে।

কীর্ত্তন পঞ্চবিধ—শাস্ত্র-কীর্ত্তন, ভগবন্নাম-রূপ লীলাদি কীর্ত্তন, স্তবপাঠরূপ কীর্ত্তন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ। নামলীলাদির কীর্ত্তন বক্তৃতা, কথা, ব্যাখ্যা ও গীতের দ্বারা হইয়া থাকে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"অত্র সংকীর্ত্তনে বিজ্ঞপ্তিস্তব-পাঠাবপ্যন্তর্ভাব্যৌ" অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তি বা নিজ দৈন্য-বিজ্ঞাপন এবং স্তবপাঠ এই কীর্ত্তনেরই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার—প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী।

শ্রবণের একরূপ ক্রম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কীর্ত্তন-সম্বন্ধেও সেইরূপ ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ প্রথমে নামকীর্ত্তন, তদ্দ্বারা হৃদয়ে সম্যক্ নামস্ফূর্ত্তি-প্রভাবে রূপ, গুণ ও লীলাদির কীর্ত্তন ক্রমশঃ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে আরও বলিয়াছেন,—"[illegible] তদীয়লীলাশ্রয়ণাদেঃ [illegible]। তথা সম্যক্ যথাক্রম [illegible] গায়ত্র্যাদি স্ফূর্ত্তিস্যাৎ [illegible] সম্পদ্যতে।" অর্থাৎ উক্তস্লোক শ্রীকৃষ্ণের যে নামঃ অনুক্ষণ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাই অর্থাৎ তদীয় লীলাময় শব্দকীর্ত্তনই গীত হইয়া থাকে, তাহাই অর্থাৎ তদীয় লীলাময়শব্দকীর্ত্তনই সত্য, পরম ও পূর্ণস্বরূপ। শ্রীভগবানের গীত কেন সত্য, ও মঙ্গলময়? যেহেতু গীত গায়কের হৃদয়ে ভগবানের গুণের স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকে ও তাঁহাতে শান্তি প্রদান করে।

শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন,—

"যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা॥"

—হে রাজন্! সন্তানবৎসলা গাভী যেরূপ সন্তানের নিকট গমন করে, সেইরূপ যে যে স্থানে হরিকথা প্রকীর্ত্তিত হয়, ভগবান্ও তত্তৎস্থানে গমন করিয়া থাকেন। বিষ্ণুধর্ম্ম ও স্কন্দপুরাণের ভগবদ্বাক্যেও জানা যায়,—

মৎকথা বাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্।
মৎকথাপ্রীতমনসং নাহং
ত্যজামি তং নরম্॥"

—যিনি সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তন করিবেন, আমার কথাশ্রবণে আসক্ত হইবেন এবং আমার কথায় সন্তুষ্টচিত্ত হইবেন, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিব না।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীতপনমিশ্রকে উপদেশ-প্রদানচ্ছলে জগজ্জীবকে একমাত্র শ্রীনাম-কীর্ত্তনের কথাই উপদেশ করিয়াছেন,—

"কলিযুগে ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম যুগের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
সাধ্যসাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥"

ভক্তিতত্ত্ব কলিযুগে ধ্যান, যজ্ঞ বা অর্চ্চনের শুদ্ধতা সংরক্ষণ করা সম্ভব নহে; অন্য কোনভাবেই সার্ব্বকালিক ও সাক্ষাৎ ভগবদ্ভজন সম্ভব নহে। এইজন্য পরম কৃপাময় শ্রীনামী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনাম-রূপে কলিকালে অবতীর্ণ হন।

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে সকলের মুখে হরিনাম-সংকীর্ত্তন করাইয়া সকলঙ্ক শ্রীনবদ্বীপচন্দ্ররূপে শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর আত্মপ্রকাশলীলা প্রদর্শনকালে সমস্ত শাস্ত্রেরই বিদগ্ধ বৃত্তিতে কৃষ্ণনামমহিমার কথা জানাইয়াছিলেন এবং সন্ন্যাসলীলা-প্রকট-কালেও সংকীর্ত্তনারম্ভে শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনামরূপে তাঁহার আরও দুইটী অবতারের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি সকলকে প্রভুপদেশ ও সংক্ষেপে 'শিক্ষা' বলিয়াছিলেন,—

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাহিবে আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অন্ত্যলীলায় যে বিপ্রলম্ভ প্রকট করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীল রায় রামানন্দ ও শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভুর নিকট এই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথাই জানাইয়াছেন,—

"হর্ষে প্রভু কহে 'শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ, সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥

(শ্রীচৈঃ চঃ)

সেবাগতি

——::০(::০::)০::——

সেবামৃতসিন্ধু নিরন্তর প্রবর্দ্ধনশীল। সেবা নিরন্তর গতিশীলা—অপ্রতিহতা ও অভাব-রহিতা। সেবা আত্মার বৃত্তি; আত্মা—চেতন। চেতনের স্বভাবই গতিশীলতা, আর জড়ের স্বভাবই গতিহীনতা। জড়ের যে কখনও কখনও গতিশীলতা প্রতীত হয়, তাহার চেতনাংশের সম্পর্কজনিত। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের, "লৌহ যৈছে অগ্নিশক্ত্যে করয়ে জারণ।" বাক্যই তাহার প্রমাণ। জড়ের স্বতন্ত্র গতিশীলতা নাই। চেতন বা চেতনাংশের সংযোগেই জড়ের গতি সাধিত হয়।

কর্ম্ম বা অচেতনের ধর্ম্ম জড়ভাব। দেহ-মন—অচেতন। দেহ-মনের বৃত্তি—কর্ম্ম। কর্ম্ম সঙ্গত প্রকারে জড়ভাবযুক্ত বা জড়-প্রবণ হইয়াও চেতনাংশের সম্পর্কজনিত সাময়িক গতিশীলতা লাভ করে। কর্ম্ম করিতে করিতে মানুষের বিরক্তি আসিবেই আসিবে। মানুষ একপ্রকার কর্ম্ম—একঘেয়ে ভাব লইয়া বহুদিন জীবন ধারণ করিতে পারে না—জীবনে শান্তি পায় না। কর্ম্ম-প্রবৃত্তির আপাত প্রবল উত্তেজনায় ও কর্ম্ম-বৈচিত্র্যের একটী সমাপনোন্মুখ ক্রমে অনেক সময় তৎক্ষণাৎ বিরক্তি উপস্থিত না হইলেও কোন দিন না কোন দিন প্রত্যেকেরই ক্লেশে বিরক্তি উপস্থিত হয়। কর্ম্মস্রোতের কল্লোলী কর্ম্মকাণ্ডপ্রতীক সর্ব্বাসুরের ক্ষেত্রে প্রেতগতিও প্রাপ্ত হইয়া জৈমিনী বা বৈশেষিক-বাদের বালুকারাশির গহ্বরে সমাধি লাভ করে। যখন সর্ব্বাবস্থার পাদপদ্মে সর্ব্বাসুরের কর্ম্মপ্রবৃত্তি শুদ্ধ হইয়া স্বরূপতঃ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ যখন কোন ভাগ্যক্রমে বৈষ্ণবকৃপায় জীবের সেবাবৃত্তি বিকশিত হইয়া পড়ে, তখনই কর্ম্মকাণ্ডের বদ্ধ পচা জল শুকাইয়া যায় এবং শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মসম্পর্কে সেবামৃত-লহরী প্রবাহিত হইতে থাকে।

যাঁহার আত্মাতে সহজ সেবাস্রোত উদ্বেলিত হইয়াছে, তাঁহার সেই অপ্রতিহত স্রোত কখনই বন্ধ হইবার নহে। দেহীভাবের সেবকতার, মিলন কিংবা ব্রহ্মাণ্ডের কোন প্রকার প্রতিবন্ধকের পর্ব্বত তাঁহার সেবার স্রোতকে রুদ্ধ করিতে পারে না। যদি সেই সেবা-সাগরের উদ্বেলিত তরঙ্গের সম্মুখে কোন প্রতিবন্ধকের পাহাড় মস্তক উন্নত করিয়া উপস্থিত হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই প্রবলতম স্রোতে তাহা তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। সেবা-সিন্ধুর মহান্ চরিত্রে ঐরূপই লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে সেবাসিদ্ধি হয় নাই, সেবার আভাসমাত্র আরব্ধ হইয়াছে, সেখানে আত্মবৃত্তি অনাবৃতভাবে বিকশিত না হওয়ায় দেহ-মনের আচরণ সেবাকে স্তব্ধ করিয়া দিবার যোগ্যতা প্রকাশ করে। যেখানে কর্ম্মবিদ্ধ বা জ্ঞানবিদ্ধ সেবাভাস দেখা যায়, সেইখানেই আত্মগতি বিনষ্ট হইবার যোগ্যতা থাকে। গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় করার পরও—সেবকাভিমানের দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার আকাঙ্ক্ষার পরও এই সেবাস্তব্ধতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রূপশিক্ষায় সেবা-গতির এইরূপ বিশ্লেষণ দেখিতে পাই,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ-আরোপণ।
শ্রবণকীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥
প্রেমফল পাকি' পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন॥"

আবার অন্যদিকে সেবাস্তব্ধতার বিশ্লেষণ এইরূপ,—

"যদি বৈষ্ণবাপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তা'র শুখি' যায় পাতা॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তা'র লেখা॥
নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসন।
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥"

কর্ম্মবাধ্য ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন মহাভাগ্যবান্ জীবের কর্ণের প্রান্তে [illegible] উপস্থিত হয়, তখন তিনি নিজ অপ্রতিহতা সেবাগতির বীজসংগ্রহের জন্য কৃষ্ণপ্রেরিত কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গার, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

উপনীত হয়। অনুকূলপ্রসাদে সেই সেবাবীজ হৃদয়ক্ষেত্রে আরোপিত হইলে তিনি নিত্য-সেবার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেকের দ্বারা প্রগতিপ্রবণা সেবালতার সমৃদ্ধি করিতে থাকেন। সেই প্রগতিশীলা লতা কর্ম্ম-জড়তার মধ্যে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, কর্ম্মের বাধ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া তাহার গতিশীলতা প্রকাশ করে। ক্রমে যেখানে ত্রিগুণ, রজঃ ও তমোগুণের অনিত্য গতিভাব বিগত হইয়াছে, সেই বিরজা-ভূমিতে লতা আসিয়া উপস্থিত হয়। বিরজাতে গতিশীলতার যথেষ্ট ক্রীড়া সম্ভব নহে বলিয়া বিরজা অতিক্রমপূর্ব্বক তাহা ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়। কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোকে সেবালতার গতিশীলতা স্তব্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকায় এবং আত্মারোপযোগী ও গতিপ্রবণতা-বর্দ্ধনকারী বৃক্ষ না থাকায় সেবালতা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোমে প্রবেশ করে। পরব্যোমের ঊর্দ্ধে গোলোকে সেই লতা তাহার প্রগতিশীলতার নবনবায়মান প্রেরণা-প্রদানকারী কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া অনন্ত নিত্যগতিশীলতার যথার্থ আবিষ্কার করে। যদি সেবাবীজের অঙ্কুরোদগম বা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধমান অবস্থায় ভক্তবৈষ্ণবচরণে অপরাধ-রূপ মত্ত হস্তী মহাদুর্দ্দৈবক্রমে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে উহা কোমল অঙ্কুর ও ঈষৎ বিকশিত লতিকাকে একেবারে মূলের সহিত উৎপাটন করিয়া দেয় এবং লতা শুষ্ক হইয়া অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। সেবালতার বৃদ্ধি-কালে যদি কোনপ্রকারে লতার সহিত ভোগকামনা, মোক্ষকামনা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীবহিংসা, আত্মভোগের জন্য ধনাদি প্রাপ্তি বা অর্থসংগ্রহের বাসনা, লোকের নিকট হইতে পূজা পাইবার আশা বা বড় [illegible] প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উপশাখাসমূহ উদিত হয়, তাহা হইলে সেকজল পাইয়া উপশাখাগুলিই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, মূল শাখাটি স্তব্ধ হইয়া যায়, আর বাড়িতে পারে না।

সাধক হৃদয়ক্ষেত্রে সেবালতার বীজ প্রাপ্ত হইলেও যদি সতত সাবধান না থাকেন—সতত নিষ্কপটে গুরুবৈষ্ণবসেবার [illegible] না থাকেন, অনুক্ষণ সৎসঙ্গে সেবা প্রাণতাকে প্রজ্বালিত করিয়া না রাখিতে পারেন, তাহা হইলে অনর্থরূপ আগাছা নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, কৃষ্ণবাঞ্ছা-বাহ্য প্রভৃতির দ্বারা সেবা প্রণালীকে রুদ্ধ করিয়া দিবে। সাধক কি, জীবন্মুক্তগণের অবস্থাতে উপনীত হইয়াও যদি ভক্ত বৈষ্ণবচরণে অপরাধে কোনপ্রকার ভুক্তি-মুক্তি কামনা দ্বারা আক্রান্ত হইলে জীবের সেবাপ্রবৃত্তি স্তব্ধ হইবার দৃষ্টান্ত দেখা যায়,—

"জীবন্মুক্তাপি পুনর্ব্বন্ধং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥"

অতএব মহাশক্তি-সম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্মফলে পুনর্ব্বার বন্ধন প্রাপ্ত হন।

ভুক্তিকামের ন্যায় মুক্তিকাম থাকিলেও সেবা-বীজ সেই ক্ষেত্রে স্থায়িভাব লাভ করিতে পারে না। মুক্তিকামিগণ কোন কোন সময়ে সাময়িক সেবার ছলনা দেখাইয়া বিমুক্ত-অভিমানে সেবা গতিকে স্তব্ধ করিয়া ফেলেন। তাঁহারা বহুকষ্টসাধ্য কর্ম্মতপস্যার তপস্বী হইয়া আপনাদিগকে 'জীবন্মুক্ত' জানায় সেবাপাত্রের অনাবশ্যকতা বোধ করেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা সেবা-স্তব্ধভাবকে বরণ করেন, সেই মুহূর্ত্তে কর্ম্মজগতের কাঞ্চন-জঙ্ঘা হইতে পতিত হইয়া পাষাণ সমাধি লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা সেবাবল্লীর প্রগতিকে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপে নিত্যনবনবায়মান সমৃদ্ধিতে বরণ করিতে থাকেন, তাঁহাদের সেবাবৃত্তি কোন দিনই স্তব্ধ হয় না।

কল্যাণকামী সাধক প্রত্যহ আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাঁহার সেবাবৃত্তি গতিশীলতা প্রাপ্ত হইতেছে, কি হ্রাস হইতেছে অথবা হ্রাস ও গতিশীলতার মধ্যবর্ত্তী স্তব্ধভাব অবলম্বন করিতেছে। সেবা-স্তব্ধভাব অনেকটা উদ্ভিজ্জভাবের ন্যায়। উহাবস্থায় কাহারও অবস্থান হইতে পারে না। যদি সেবা প্রত্যক্ গতিপথে পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে উহার সাময়িক স্তব্ধভাব ক্রমশঃ সেবা পরাক্ গতিতে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে একান্ত সেবাবিমুখতায় পরিণতি লাভ করিবে। কাজেই স্তব্ধভাবটি সাধকের পক্ষে বড়ই আশঙ্কাজনক। প্রতিমুহূর্ত্তে সেবাবল্লী গুরুকৃপায় শ্রবণকীর্ত্তন-জলসেকে সমৃদ্ধ, পল্লবিত, বিকশিত ও পত্রপুষ্পফলে সুশোভিত না করিতে পারিলে সাধকের পরিত্রাণ নাই। সাধক সর্ব্বদা আপনার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া—গুরুবৈষ্ণবের তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিকট পরীক্ষিত হইয়া সেবাগতির উত্তরোত্তর উৎকর্ষের পথে বিচরণ করিবেন। মুহূর্ত্তের জন্যও যেন সেবাস্তব্ধভাব উদিত হইয়া সেবা-বিমুখতার দিকে গতিশীলতা আনিয়া না দেয়। সৎসঙ্গাশ্রয়ে বাসের একটী অমোঘ ফল এই যে, সেখানে সর্ব্বক্ষণ সেবা-প্রগতি ও সেবাস্তব্ধতার পরীক্ষার সুযোগ উপস্থিত হয়। বহির্মুখ সঙ্গে বা নির্জ্জনে বাসকারী ব্যক্তি সেবাগতি ও সেবাস্তব্ধের পরীক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন না। অনেক সময়ে সেবা-শিথিলতাকে বা সেবার বিপরীত ভাবকে সেবা-গতিশীলতা ও সেবা-স্থায়ীভাব বলিয়া ভ্রান্তি হয়। যাঁহারা আত্মার সর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থ অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের যাহাতে সেবা-স্তব্ধভাব কখনও উদিত হইতে না পারে—এরূপ সাবধানিক অবস্থার মধ্যে নিরন্তর অবস্থান ও অনুকূল বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়া সেবালতাকে সমৃদ্ধ করিবেন।

লক্ষ্মণাহরণ

জাম্ববতীনন্দন সাম্ব দুর্য্যোধনকন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ম্বরসভা হইতে হরণ করেন। তজ্জন্য কৌরবগণ একত্রিত হইয়া সাম্বকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলেন তৎকালে কৌরবগণ কুপিত হইয়া বলিলেন, "এই দুর্ব্বিনীত বালক আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া কন্যার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহাকে হরণ করিয়াছে। যাহারা আমাদের অনুগ্রহে পরিবর্দ্ধিত ও আমাদের রাজ্য ভোগ করিতেছে, তাহাদের এইরূপ আচরণ কখনও সহ্য করিতে হইবে না। ইহাকে এখন বন্ধন করিতে হইবে।" এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া ভীষ্মদেবের অনুমতিক্রমে কর্ণ, শল, ভূরি, যজ্ঞকেতু ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি একত্রিত হইয়া সাম্বকে বন্ধন করিতে অগ্রসর হইলেন। মহারথ সাম্ব ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ সাম্বের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সাম্বও তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সক্রোধে, সারথী ও অশ্বগণকে বাণে বিদ্ধ করিলে, সকলেই তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিলেন। অতঃপর কৌরবপক্ষীয় চারিজন বীর তাঁহাকে রথচ্যুত করিয়া এবং একজন ধনুঃ ছেদন করিয়া তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক কন্যাসহ হস্তিনাতে লইয়া গেলেন।

দেবর্ষি নারদের মুখে কৌরবগণের তাদৃশ আচরণ শ্রবণ করিয়া এবং উগ্রসেন কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ক্রুদ্ধ যাদবগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে শ্রীবলদেব যাহাতে উভয় পক্ষে বিবাদ না হয় তজ্জন্য যাদবগণকে শান্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ও কুলবৃদ্ধগণসহ হস্তিনাপুরীতে গমন করিলেন। তথায় নগরের বহির্ভাগে উদ্যানে অবস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন। উদ্ধব শ্রীবলদেবের আগমনবার্ত্তা প্রদান করিলে কৌরবগণ উদ্ধবকে পূজা করিয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ শ্রীবলদেবের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে আসন ও অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর শ্রীবলদেব কৌরবগণকে উগ্রসেনের আদেশ অবগত করাইয়া বলিলেন যে, তোমরা একত্রিত হইয়া অন্যায়রূপে সাম্বকে আবদ্ধ করিয়াছ, অতএব পরস্পর ঐক্য কামনায় তাঁহাকে বন্ধুবর্গের হস্তে সমর্পণ করিতে উগ্রসেন আদেশ করিয়াছেন।

কৌরবগণ শ্রীবলদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া বলিলেন যে, যাদবগণের পক্ষে কৌরবগণের প্রতি তাদৃশ আদেশ আশ্চর্য্যজনক। উহা যেন চর্ম্মপাদুকার শিরোদেশে আরোহণের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশের ন্যায়। যাদবগণ [illegible] 'বিবাহে' কৌরবগণের আত্মীয়রূপে গণ্য হইয়া তাঁহাদিগের নিকট রাজসিংহাসন লাভপূর্ব্বক কৌরবগণের তুল্য বলিয়া অভিমান করিতেছেন। অতএব তাঁহাদিগকে রাজচিহ্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া কৌরবগণ পুরীতে প্রবেশ করিলে শ্রীবলদেব তাঁহাদের দুর্ব্বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "যাহারা ধনাদির গর্ব্বোন্মত্ত, তাহারা কখন শান্তি ইচ্ছা করে না, পশুগণের পক্ষে দণ্ডই তাদৃশ অসাধুগণের পক্ষে শান্তিভাব আনয়ন করে। তিনি যুদ্ধোদ্যত যাদবগণকে শান্ত করিয়া শান্তির অভিলাষে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি, গর্ব্বিত কৌরবগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেছে। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী, তাদৃশ উগ্রসেন কুরুদিগকে আদেশ-প্রদানে সমর্থ নহেন! [illegible] সম্পদের অধিকারী লক্ষ্মীদেবী যাঁহার দাসী, যাঁহার পাদপদ্ম ইন্দ্রাদি লোকপালগণ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি যাঁহার অংশ অংশাংশস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণ রাজ-পালঙ্কের যোগ্য নহেন! [illegible] হইয়া কোন্ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদমত্ত গর্ব্বিত পুরুষগণের এরূপ দম্ভ ও অযোগ্য বচন সহ্য করিতে পারে? আমি পৃথিবী কৌরবশূন্য করিব।" এই বলিয়া শ্রীবলদেব ক্রুদ্ধচিত্তে লাঙ্গল গ্রহণপূর্ব্বক লাঙ্গলের অগ্রভাগদ্বারা হস্তিনাপুরীর দক্ষিণদিকের প্রাচীরমূল বিদারিত করিয়া সমগ্র নগর গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার জন্য আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট এবং গঙ্গায় পতনোন্মুখ হস্তিনানগরকে চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত দেখিয়া কৌরবগণ ভয়বিহ্বল হইয়া সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে শ্রীবলদেবের নিকট সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শ্রীবলদেবের নিকট শরণাপন্ন হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"হে প্রভো! আমরা আপনার লীলা অবগত নহি, অতএব এই অজ্ঞানান্ধ কৌরবগণের কৃত অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি সর্ব্বদা জগৎ ধারণ করিয়া থাকেন। কেবল নিখিল জীবের শিক্ষা এবং জগতের স্থিতি ও পালনের জন্যই আপনার ক্রোধ হইতে পারে। বিদ্বেষ বা মাৎসর্য্যজন্য আপনার ক্রোধ হইতে পারে না। আমরা সকলে আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।" তাহার পর [illegible] শরণাগত কৌরবগণকে অভয় প্রদান করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন বিবাহের যৌতুকস্বরূপ [illegible] হস্তী, অশ্ব, [illegible] রথ ও [illegible] প্রদান করিলেন। শ্রীবলদেব সমস্ত দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন।

[illegible] সহ [illegible] পুরী [illegible], [illegible] হইয়া [illegible] সূচনা করিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

আমাদের কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা করা উচিত। তিনি সর্বদা প্রস্তুত আছেন; যে-কোনভাবে,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরভাবে তাঁ'র সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা হ'লে তিনি তদনুরূপ কৃপা ক'রে থাকেন। সেবোন্মুখ সেবক ঐ সব ব্যাপারসমূহ সব তাঁ'কে দান করেন। যাঁ'রা সে বিষয়ে উদাসীন, তাঁ'রা একদেশী-প্রতীতির ন্যায় নিবৃত্তি করেন। তাঁ'দের হরিভজন হয় না। হরিকে লাভ ক'র্‌তে হ'লে হরিকথা আলোচনা করা দরকার। বদ্ধজীব জড়জগতে এসে সঙ্কোচধর্মে অবস্থিত। তাঁ'দের যা বিচারপ্রণালী, তা'তে তাঁ'রা কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর দ্বারা কবলীকৃত হ'য়ে প'ড়ে আছে। তা' হ'তে উদ্ধার চাইলে ভগবানকে আশ্রয় ক'র্‌তে হ'বে। সেই ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি পরিচয়, সেই সম্বন্ধজ্ঞানটী আগে হওয়া দরকার।

আমরা সব সময় কৃষ্ণ ভুলে আছি [illegible] কৃপা ক'রে গুরুপাদপদ্মে অবতীর্ণ হ'য়ে আসেন, তাঁ'কে আড়াল ক'রে কপটতা, প্রতারণা, কর্মপ্রতিষ্ঠা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সেবাপরায়ণ হওয়া চাই। সেবা ছেড়ে [illegible] বিচারবৈকল্যের [illegible] কর্তব্য নয়। [illegible] শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রতিষ্ঠ কৃপায় ভগবান্ কি বস্তু, তাহা বৌদ্ধপথে জানতে পারি, অপ্রাকৃত বস্তু অনুসন্ধানস্পৃহার উদয় হয়। মানবের শ্রবণ করিবার জন্য শব্দের আবির্ভাব হয়। আবার কর্ণের আবশ্যকতা শব্দগ্রহণের জন্য। শব্দ না থাকলে আমরা কর্ণযন্ত্রের ব্যবহার ক'র্‌তে পারি না। অমনোযোগীকে মনোযোগী, বহির্মুখকে উন্মুখ ক'রবার জন্য অমর্ত্য অপ্রাকৃত শব্দের ব্যবহার ও অনুশীলন করেন। পাঠশালায় বালক যখন উপদেশ-শ্রবণে অমনোযোগী হয়, তখন পণ্ডিত মশাই তা'কে কাণ টেনে মনোযোগী করেন। অপ্রাকৃত শব্দেও শ্রীগুরুদেবও বহির্মুখ ও গুরুভজনে অমনোযোগী শিষ্যকে কর্ণে আঘাত প্রদান ক'রে আকর্ষণ করেন। অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপটতাপূর্ণ বাণী শ্রবণ ক'র্‌তে প্রথম প্রথম শিষ্যের বড়ই অসহ্যবোধ হয়। বাণী শ্রবণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে বাণীদেবীর কৃপায় আর কষ্ট থাকে না। বাণী শ্রবণে হৃদয়ের অনর্থ দূরীভূত হয়। অনর্থ-মুক্ত হ'লে অর্থের প্রয়োজন বোধ হয়। বস্তুর জ্ঞান সম্বন্ধজ্ঞানোপযোগী হয়।

[illegible] হ'য়ে থা'কে, তা'হই রক্ষা করা দরকার। সাধুর গুরুই সব বহির্ভূত ভক্ত-সাধকের আর উপায়ান্তর নাই। সাধু হ'তে এরূপ নয় যে, যদি একটা প্রাণায়াম, ধ্যান, ব্রহ্মচর্য-পালনাভিনয় বা পাথর পূজা ক'রে বেড়ান। প্রকৃত সাধু কিন্তু অসাধু-বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন না। চেহারায় সাধু সা'জ্‌লে সাধু হওয়া যায় না। সত্য-সত্যই সাধু হওয়া আবশ্যক। ভগবানের বিক্রম, তাঁ'র শক্তির পরিচয় জানা দরকার। সাধুই তা' ব'লে দিতে পারেন। সাধুসঙ্গেই ভগবানের শক্তি জানা যায়। অসাধুর সঙ্গে তা' জানা যায় না। অসাধু নিজের বড়াই করে। সাধু কখন নিজের বড়াই করেন না। তিনি আত্মগোপন ক'রে থাকেন। তাঁ'কে জা'নতে হ'লে, প্রথমে নিজের সাধুসঙ্গ প্রয়োজন কিনা নিজেকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। সাধুসঙ্গের জন্য মন ব্যাকুল হ'লে সাধু নিজেকে তাঁ'র নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। নিজে জেনে নেব বা নিজে চিনে নেব— এরূপ চেষ্টায় যায় সাধু চেনা যায় না। সাধুর কৃপায় সাধুকে জা'নবার একমাত্র উপায়। যেমন সূর্যদেবের কৃপায় সূর্য উদিত হ'য়েছে কিনা জানা যায়, তদ্রূপ সাধুর কৃপারূপ সূর্য উদিত না হ'লে সাধুকে চে'না যায় না। সূর্যালোক প্রকাশিত হ'লে যেমন সূর্য ও সেই আলোকে অন্যান্য জাগতিক বস্তুসমূহ দে'খতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ সাধুর কৃপালোক প্রকাশিত হ'লে সাধুকে এবং তৎসঙ্গীর অনেক জিনিষ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়।

লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষ সীমা—হরিভজন। পণ্ডিত না হ'লে হরিভজন হয় না। যাঁ'রা জগতে বড় হ'তে অভিলাষী, সর্ব-প্রয়াসী, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'বার জন্য ব্যস্ত, তাঁ'রা পণ্ডিত নন। একমাত্র কৃষ্ণ-কীর্তনে আমাদের সমস্ত সুবিধা হ'বে। আমাদের চিত্তদর্পণে অনেক বাহ্য'ধরবরূপ ধূলি এসে প'ড়েছে, সেই জোলোধূলাছেন্ন সত্যবস্তু প্রতিবিম্বিত হ'তে পারে না। যতদিন পর্যন্ত আমাদের জগতের লোকের প্রতি "ছোট" জ্ঞান থা'কবে, যতদিন পর্যন্ত জগতের সকল লোক হরিভজন করছেন,—"সবে কৃষ্ণভজন ক'রে একমাত্র আমি" এই প্রতীতি না হ'বে, সেকাল পর্যন্ত আমাদের চিত্তদর্পণ মার্জিত হ'বে না।

নিরন্তর হরিনাম-গ্রহণই অষ্টপ্রহর। নামাপরাধগ্রহণ অষ্টপ্রহর নহে। নামাপরাধের ফল—মুক্তি। নামের ফলে কৃষ্ণে প্রীতি উদয় অবশ্যম্ভাবী। কেহ হরিনাম করছেন কি না, তা'র ফল দে'খেই বুঝা যায়। হরিনাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে যদি আবার কা'রও সংসারের প্রবৃত্তি বা সংসারবুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তা' হ'লে তাঁ'র কীর্তিত বিষয় "হরিনাম" নিশ্চয় নয়, তা' বুঝতে হ'বে। ফলপ্রাপ্তে [illegible] বোধ হয়।

বিবিধ সংবাদ

কেরোসিন টিন

'কেরোসিনের টিন' বা টিনের বাক্স বলিতে আমরা যাহা বুঝি প্রকৃতপক্ষে তাহাতে টিন বা রাং সামান্য আর বাকী ইস্পাতের চাদর। চাদরের উপর অতি পাতলা রাং এর একটা লেপা আছে। যুদ্ধের পূর্বে এই ভাবে ৬০,০০০ টন রাং বৎসরে লাগিত; তন্মধ্যে এক আমেরিকায় ৩৫,০০০ টন। সমস্ত টিনের শতকরা একভাগ বা ৪,০০০ টন এই সকল পরিত্যক্ত রাং-মাখানো দ্রব্যাদি হইতে উদ্ধার হইত। বর্তমানে রাংএর অভাব হইয়াছে এবং ইহা হইতে রাং উদ্ধার করিবার চেষ্টা হইতেছে। রাং-মিশ্র পাতগুলি চাপরে গালাইয়া আবার ব্যবহারোপযোগী করা যায়; এখন লৌহ-ইস্পাতের দাম চড়া থাকায়, তাহাও মূল্যবান হয়। ভারতবর্ষে এই শিল্প আরম্ভ হইয়াছে এবং কাজও চ'লতেছে, কিন্তু কারখানার পরিত্যক্ত ইস্পাতের বোঝা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা যায় নাই বলিয়া কিছু সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

নারিকেলের আদিস্থান

বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জই নারিকেলের আদি স্থান। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সিংহল, কোচিন, মালাবার নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বাংলা নারিকেল চাষের বড় কেন্দ্র। এক কথায় বোম্বাই হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভারতের সমস্ত উপকূলভাগেই নারিকেলের চাষ হয়ে থাকে। বাংলা দেশের হাবনাংশে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, যশোর, ২৪ পরগণা, হাওড়া মেদিনীপুরে প্রচুর নারিকেল গাছ জন্মে, কিন্তু এক নোয়াখালী ও বরিশাল ব্যতীত অন্যত্র নারিকেলের ব্যবসা তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না।

বৈজ্ঞানিকভাবে নারিকেলের জন্ম ও বৃদ্ধির পক্ষে ফারেনহিট ৮০০ উত্তাপ প্রয়োজন। ঐ রকমের উত্তাপের মধ্যে যদি ৭০ ইঞ্চি জল বৃষ্টিপাত হয়, তা'হ'লে নারিকেল চাষের পক্ষে তা অতিকাম্য। নারিকেল চাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি হচ্ছে নদীতীরস্থ দোআঁশ কাঁকুরে ও সামুদ্রিক বালি মাটিতেও প্রচুর নারিকেল গাছ জন্মায়। সিংহলে দেখা যায় যে, চাষী-ব্যবসায়ীরা বালিমাটিতেই সার ব্যবহার করে প্রচুর ফল ফলাচ্ছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী বালুকাময় ভূমিতেই নারিকেল গাছ স্বভাবতঃই অধিক জন্মায়, এর কারণ এই যে, নারিকেল গাছের শিকড় খুব লম্বা ও মাংসল কিন্তু শাখা-বিশিষ্ট নয়, কাজেই এমন মাটির দরকার, যার মধ্যে দিয়ে শিকড় বহুদূর পর্যন্ত ছেয়ে যেতে পারে।

ভারতসরকারের বিজ্ঞপ্তি

[illegible] বাসস্থান হইতে, পার্শ্ববর্তী স্থান অথবা সমুদ্রপথে শত্রুপক্ষ এই দেশে গুরুতর আক্রমণ করিতে পারে, এরূপ ইহাতে সম্ভাবনা রহিয়াছে। জিলেরা অথবা স্থানীয় শাসক, সামরিক কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিয়া, এইরূপ শত্রুগণকে প্রেরণ ক'রতে সাহায্য করা [illegible] এবং তাহাদের যে সমস্ত অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইবে, সেই সমস্ত অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য যোগাইবার ব্যবস্থা করিবেন। উক্তির কেন্দ্রীয় ক্রয়বিভাগ কেবলমাত্র চাউল ও গম ক্রয় করিবেন। এই বিভাগই স্থানীয় জন্য এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা মিটাইবার জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবেন। কাজেই প্রদেশ হইতে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য [illegible]

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, "এই ব্যবস্থার ফলে প্রয়োজন অনুসারে যথেষ্ট শস্য পাওয়া যাইবে বলিয়া সরকার আশা করেন। কিন্তু সময় প্রদেশের পক্ষে পর্যাপ্ত শস্য পাওয়া না গেলে সংগৃহীত মাল অত্যাবশ্যকভাবে নির্ধারিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথমে বণ্টন করা হইবে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেহাশার পাচন

সর্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। জ্বরের উপর ইহার কার্যক্ষমতা অব্যর্থ। প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর-বিকার এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার সর্বপ্রকার [illegible] কি না। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১।৶০ একটাকা [illegible] আনা। [illegible] প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ [illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible] হইতে শ্রী[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ১৯ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৬শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৯ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪৩, মঙ্গলবার } ২৬৮-২৬৯ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ মাধব, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৬

—

প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী

———::•(::•::)•::———

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-স্বরূপ প্রকাশিত হইবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন এবং প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তখন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির সহায়তা করিবার জন্য শ্রীগৌরগৃহ অলঙ্কৃত করেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কৃপা ব্যতীত প্রেমভক্তি লাভ হয় না।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ঐশ্বর্য্যেশ্বরী। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপশক্তিস্বরূপিণী—শ্রীরাধাস্বরূপা। তিনি শ্রীচৈতন্যের গৃহিণী। নিষ্কপটভাবে তাঁহার আনুগত্যে থাকিতে পারিলে জীব পুরুষার্থিমানযুক্ত হইয়া শ্রীগৌরপুরে শ্রীরাধে প্রবেশাধিকার লাভ করে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া হ্লাদিনীসার-সমবেত সম্বিৎশক্তি অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিণী — শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনামপ্রচারের সহায়কস্বরূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধাম যেরূপ নববিধা ভক্তির স্বরূপবর্তী দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নববিধা ভক্তির স্বরূপ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্যক্তিই শুদ্ধভক্ত (গৌরভক্ত) বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে পারেন না।" হ্লাদিনী সংমিলিত সম্বিৎশক্তি, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তিমতী ভক্তিস্বরূপিণী।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলার প্রধান পরিপোষ্ট্রী। শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভবিগ্রহ, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও বিপ্রলম্ভময়ী। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলায় নামভজন-শিক্ষাদাত্রী আশ্রয়। শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিরহবিপ্রলম্ভভাবিত চিত্তে অহর্নিশ শ্রীনামগ্রহণ করিতেন। তাঁহার শ্রীগৌরবিরহবিধুরিত লীলা শ্রীভক্তিরত্নাকরে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

> "প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে।
> কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে, শয়ন ভূমিতে॥
> কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
> কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥
> হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
> সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুরে অর্পয়॥
> তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয় ভক্ষণ।
> কেহ না জানয়ে কেন রাখয়ে জীবন॥"
>
> (ভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ তরঙ্গ)

শ্রীগৌরবিগ্রহ মূর্ত্তিধারণ করিয়াছিল শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীতে। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলায়ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সর্ব্বদা বিরহবিধুরচিত্তে অবস্থান করেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত-তনু। তিনি বিপ্রলম্ভরসে বিভাবিত হইয়া রাধাভাবের মাধুর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য—বিতরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীরাধাভাবের মধ্যে আত্মসম্ভোগের কোন কথা নাই। মাথুরবিরহ-কাতরতা পূর্ণমাত্রায় শ্রীগৌরসুন্দরে প্রকাশিত। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া অথবা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কেহই শ্রীগৌরসুন্দরকে সম্ভোগলীলাতে দর্শন করিতেন না। কারণ শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ বিচারে অবস্থিত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যেও কখন সম্ভোগবিচার নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাত্র ভক্তভাবে শ্রীগৌরসুন্দরকে দেখিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার বক্ষঃ বা গৌরনবদ্বীপস্থ সেবক স্বামিনী। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বয়ংরূপা রাধারাণী নহেন। তিনি স্বরূপশক্তি নামা হ্লাদিনীর অংশ ও কিঙ্করী। রাধারাণীর আনুগত্যে কিঙ্করীদের মধ্যে সম্ভোগের কোন কথা নাই।"

শ্রীগৌরসুন্দরের যুগল উপাসনা দুইপ্রকারে হয়—বৈধমার্গে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ও রাগমার্গে শ্রীগৌরগদাধর। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন,—"গৌরাঙ্গের যুগল দুইপ্রকার—অর্চ্চনমার্গে একপ্রকার ও ভজনমার্গে অন্যপ্রকার। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন, ভজনমার্গে শ্রীগৌরগদাধর।" শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী পারকীয় মধুররসের আশ্রয়বিগ্রহ নহেন। কোনও গৌরভক্ত শ্রীগৌরসুন্দরকে মধুররসে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ারূপে উপাসনা করেন নাই। মধুররসাশ্রিত বহুতর গৌরভক্তগণ শ্রীগৌরগদাধরেরই ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মর্য্যাদামার্গে শ্রীগৌরনারায়ণের পত্নীস্বরূপা। শ্রীগৌরনারায়ণে তাঁহার দাস্যভাব, মর্য্যাদাবুদ্ধি প্রবল। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীলক্ষ্মীরূপে বর্ণিতা হইয়াছেন।

> "যেন রূপে রুক্মিণীতে জানায়ে উচিত।
> সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া নিয়মে পণ্ডিত॥"

এখানে বৈশিষ্ট্য এই যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আত্মরাধালীলাবিস্তারকারী শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত বৈদগ্ধী। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় সম্ভোগ বা রস-সম্ভোগ প্রকট করেন নাই। অতএব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরবিপ্রলম্ভলীলায় শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবাশ্রয়-রূপে মূর্ত্তিমতী প্রেমভক্তিস্বরূপিণী হইয়া শ্রীরাধাভাবনীর আনুগত্যে শ্রীগৌরভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলার পুষ্টিবিধানকারিণী। শ্রীগৌরসুন্দরের সম্ভোগলীলায় বাধাপ্রদান করিয়া সম্ভোগময়ী লীলায় সেবাদানও তাঁহাতে প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণবিলাসবিলাসিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া রাধাকৃষ্ণসেবিকা। তিনি যুগলকিশোরীর একজন সখী, মঞ্জরী, পরমেশ্বরী। শ্রীগৌরসুন্দর অনর্পিতচরী লীলায় অর্থাৎ মহাপ্রভুর পূর্ণ লীলায় যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নামস্বরূপ।

আজ গৌরবিগ্রহমূর্ত্তি প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শুভ আবির্ভাব-বাসর। অদ্য শ্রীবসন্তপঞ্চমী-তিথির সঙ্গে পরবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আবির্ভাব তিথি যুক্ত হওয়া পরবিদ্যাপুষ্টিকারী শ্রীগৌরভক্তগণের পক্ষে বৈশিষ্ট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। অতএব যাঁহাতে পরবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীগৌরসেবাসম্পদ ও ভজনাদর্শ অনুসরণের অধিকারপ্রার্থী হইয়া শ্রীগৌরধাম শ্রীগৌরসুন্দরের পরবিদ্যা শ্রীগৌরসুন্দর-এর সেবকরূপে ধন্য হইতে পারি, এজন্য গৌরপ্রিয়জনগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শ্রীচরণে তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ বাসরে কাতর নিষ্কপট প্রার্থনা জানাইতেছি।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

'স্মরণ'

— —::(•):: ——

বিশুদ্ধ মনের দ্বারা অনন্যভাবে হৃদয়ে শ্রীনামের অনুসন্ধানই স্মরণ। শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ করিতে হইবে। নামাপরাধ হইতে মন আকর্ষণপূর্ব্বক যথার্থরূপে শুদ্ধভাবে [illegible] স্মরণোপায় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অনুগত করিবারূপেই [illegible] সাধন-ভক্তি সাধিত হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনপ্রভাবে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে শ্রীনামস্মরণ হয়। "কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে", ইহা শ্রীমন্ প্রভুপাদের উক্তি।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,— "শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই তিনটী ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তনই প্রধান যেহেতু শ্রবণ ও স্মরণ কীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিতে পারে।"

প্রৌঢ়গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীরসিক-মুকুটমণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের "শ্রুতঃ পঠিতো [illegible] না করেন ভগবান বিশ্বতো [illegible] এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,— "সোঽয়ং স্মরণাঙ্গং শ্রবণ-কীর্ত্তনয়ো একস্য নামাগ্রহণ [illegible]। [illegible] ভগবান স্মরণে [illegible] শ্রবণকীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি [illegible]।" শ্রবণ ও কীর্ত্তন-রহিত হইয়া স্মরণ স্বতন্ত্র স্বাধীন হইতে পারে না—ইহাই তাৎপর্য্য।

বিষ্ণুর স্মরণ নামাদি পঞ্চভেদে পঞ্চবিধ। নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য [illegible] স্মরণ ক্রমসাপেক্ষ। প্রথমে শ্রীনামের স্মরণদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। উহার-ফলে রূপস্মরণদ্বারা তাহার উদয়-যোগ্যতা হয়। রূপের উদয়ে গুণের সম্যক্ স্ফূরণ সম্পন্ন হয়। গুণের স্ফূর্ত্তিভাবে পরিকরের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি এবং তৎপশ্চাতে লীলার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয়। স্মরণ পঞ্চবিধ, যথা—স্মরণ, ধারণ, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি [illegible] মনন বা অনুসন্ধানের নাম স্মরণ। স্মরণ সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলিয়াছেন,—

"যেন কেনাপ্যুপায়েন স্মৃতো
নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
অপি পাতকযুক্তস্য প্রসন্নঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।"

অব্যয় পুরুষ নারায়ণকে যে কোন প্রকারে স্মরণ করিলে পাতকী পুরুষের প্রতিও তিনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাকে চিত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক সাধারণ ভাবে স্মরণীয় বলিয়াই বর্ণিত। এতদ্‌সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং মষ্যেব প্রবিলীয়তে॥"

অর্থাৎ 'বিষয়ানিরত পুরুষের চিত্ত বিষয়-সমূহে যেরূপ আসক্ত হয়, তদ্রূপ ভগবৎ-স্মরণরত পুরুষের চিত্তও ভগবানেই তদ্রূপ আসক্ত হইয়া থাকে।

বিশেষরূপে রূপাদির চিন্তনের নাম ধ্যান। ধ্যানসম্বন্ধে শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"ভগবচ্চরণদ্বন্দ্বধ্যানং নির্দ্বন্দ্বমীরিতম্।
পাপিনোঽপি প্রসঙ্গেন বিহিতং
সুহিতং পরম্॥"

অর্থাৎ ভগবৎপাদপদ্মযুগলের ধ্যান পাপিজনেরও পরম হিতকর হইয়া থাকে।

ধ্যানই অমৃতধারাতুল্য অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাকে 'ধ্রুবানুস্মৃতি' বলা যায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ভগবৎস্মৃতি প্রবণ মাত্র [illegible] সদা[illegible]মুখে যেমন নিত্যই তৈলধারার ন্যায় ভগবানের প্রতি অবিচ্ছিন্না স্মৃতির উদয় হইয়া থাকে। ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য-লাভের জন্য ভগবানিরত পুরুষের স্মৃতি কখনও বিচ্যুত হয় না। যে ধ্যানে কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুই স্ফুরিত হয়, তাহাই সমাধি। সমাধির উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"এবং যোগময়ঃ সাক্ষাদীশ্বরো যোগমায়াশ্রিতঃ।
ন [illegible] তু [illegible] মন্যতে [illegible]॥"

—তখন নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযম [illegible] ভগবচ্চিন্তায় রত থাকায় সখা গোপী উমা ও [illegible] সাক্ষাৎ অগ্রাহ্য এবং 'অভেদ' বা বিভেদ কিছুই অনুভব হয় নাই। অপরোক্ষ বিচ্ছেদ বা সমাধির এক অবস্থার কারণ।

স্মরণ, ধ্যান ও নিদিধ্যাসন মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। স্মরণে নাম, রূপ, গুণ, লীলার অনুশীলন চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে দীর্ঘকাল ধারণার নাম ধারণা। ধ্যানকে প্রাপ্ত করিতে পারিলে নিদিধ্যাসন হয়। অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। শ্রীমৎ জীব-গোস্বামিপাদ 'শ্রীহরিনামামৃত' ও 'শ্রীমন্ত্র'—এই দুইপ্রকার স্মরণের কথা লিখিয়াছেন। শ্রীতুলসী-মালায় সংখ্যা রাখিয়া যে শ্রীনাম স্মরণ করা, তাহার নাম 'নামস্মৃতি', আর সংখ্যা রাখিয়া যে মন্ত্র স্মরণ করা হয় তাহার নাম 'মন্ত্রস্মৃতি'।

শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ স্মরণের আদর্শ। তিনি সর্ব্বদা ভগবানে তন্ময়চিত্ত থাকিতেন বা তাঁহার উপবেশন, পর্য্যটন, ভোজন, পান, শয়ন, কথোপকথন প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত। তিনি শ্রীকৃষ্ণস্মরণানন্দে কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও আনন্দ প্রকাশ এবং কখনও গান করিতেন, কখনও শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত নৃত্য করিতেন, কখনও তদ্গত আনন্দাতিশয্যে মূর্চ্ছিত হইতেন। তিনি কখনও ভগবানের শ্রীচরণস্পর্শ-সুখে পুলকিত হইয়া আনন্দ-অশ্রুনয়নে নিস্তব্ধ থাকিতেন। তিনি সর্ব্বদা এইরূপ শ্রীবিষ্ণুর স্মরণজনিত সাত্ত্বিকবিকারযুক্ত থাকায় বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর অশেষ নির্য্যাতন ও হত্যা করিবার শত সহস্র চেষ্টা তাঁহার কিছুই করিতে পারে নাই।

"শশ্বৎ প্রহ্লাদাদীনাং ভগবত্যখিলাত্মনি।
মুকুন্দ-সংসক্তমনা—আত্মস্বরূপস্যেব সৎক্রিয়াঃ॥"

(ভাঃ ৭।৫।৩১)

— পুণ্যবর্জ্জিত ব্যক্তির যাবতীয় সৎকার্য্য যেরূপ ব্যর্থ হইয়া যায়, তদ্রূপ নির্ব্বিকার, শব্দাদির দ্বারা অনির্দ্দেশ্য, পরমাত্মা পরমেশ্বরে শ্রীপ্রহ্লাদের মন সতত সংযুক্ত থাকায় তাঁহার উপর দৈত্যগণ রাক্ষস মত প্রহার করিতে লাগিল, তাহা সমস্তই নিষ্ফল হইয়া গেল।

যখন পর্ব্বতশিখরসদৃশ দিগ্‌গজগণ মিলিয়া বালক শ্রীপ্রহ্লাদকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীগোবিন্দকে স্মরণ করিতেছিলেন। সেই স্মরণপ্রভাবে সহস্রসহস্র দন্তাঘাত শ্রীপ্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন,—

"দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাপবিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।৪৪)

"পিতঃ! কুলিশাগ্রের ন্যায় কঠিন গজ-দন্তসকল যে আমার শরীরে ভগ্ন হইয়া গেল, তাহাতে আমার কোন শক্তি নাই; পরন্তু যিনি মহাবিপদ্ ও মহাবিপদের মূল মহাপাপরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন, তাঁহারই স্মরণ-প্রভাবে আমার ঐরূপ অদ্ভুত প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বৈধী ও রাগময়ী স্মরণের উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি শ্রীল বিষ্ণুপুরীপাদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং
স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ॥"

(ভাঃ ২।১।৬)

স্বধর্ম্ম বিশেষ নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাংখ্যজ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগ—এতদুভয়দ্বারা যে শ্রীনারায়ণ-স্মরণ, তাহাই মনুষ্য-জন্মের পরম লাভ। অন্তের অপেক্ষা শ্রীনারায়ণস্মৃতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ। অতএব তাঁহার মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না।

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥"

(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

—শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দ স্মরণই মানবগণের অমঙ্গলনাশ, চিত্তশুদ্ধি, মঙ্গলবৃদ্ধি, বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে।

"বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী-
তীর্থাভিষেক ব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥"

(ভাঃ ১২।৩।৪৮)

ভগবান্ শ্রীহরি হৃদিপটে উদিত হইলে অন্তরাত্মা যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ করে, দেবপূজা, তপস্যা, প্রাণায়াম, প্রাণিহিতাকাঙ্ক্ষা, তীর্থ-স্নান, ব্রত, দান ও জপদ্বারা তাদৃশ বিশুদ্ধি লাভ হয় না।

"আহুশ্চ তে নলিননাভ-পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮২।৪৮)

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পর বিরহবিধুরা গোপীগণ এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন;—"হে নলিননাভ শ্রীকৃষ্ণ, আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগল অগাধবোধবিশিষ্ট ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং উহা সংসার কূপপতিত জীবগণের উদ্ধারণাবলম্বনস্বরূপ। গৃহসেবিনী আমাদিগের চিত্তে সর্ব্বদা আপনার শ্রীচরণযুগল আবির্ভূত থাকুক।"

সম্বন্ধ

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রকৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান জীব-হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। সাধনপথের এই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয় এবং সাধক যখন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাহা উপলব্ধি করিতে থাকেন, তখনই তাঁহার সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। তখন জীব ক্রমশঃ স্ব স্বরূপ, পর-স্বরূপ, উপায় স্বরূপ ও বিরোধি-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে থাকেন। শাস্ত্রপাঠ, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির দ্বারা এই সম্বন্ধ উত্তরোত্তর পুষ্ট হইয়া থাকে। তখন জীব নিজের স্বরূপ এবং তাহার ধর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইতে পারে। জীব চিৎকণ। জীবের ধর্ম্মে আনন্দ আছে; কিন্তু স্বরূপের অপ্রাপ্তিতে জীব সেই আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে না। কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্বস্তু। আর তাঁহার অতি ক্ষুদ্র অংশ কণামাত্র। সুতরাং তাহাতেও অনুরূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দময়তা আছে। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্য-দাস। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট; কৃষ্ণ বিভু, জীব অণু; কৃষ্ণ পরিপূর্ণ, আর জীব অপূর্ণ, শক্তিহীন ও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, জীব নিঃশক্তিক। জীব চিদ্বস্তু হইলেও স্বভাবতঃ কৃষ্ণশক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বল। এইজন্য সে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না, তাহাকে কিছু অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়।

কৃষ্ণের তিনটী শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি বা তটস্থশক্তি ও মায়াশক্তি। জীব তটস্থ-

শক্তিজাত। তট চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থল—চিৎবিশেষ ও জড়শাবশেষ, এই দুই রাজ্যের সীমাপ্রদেশ। তটস্থশক্তিজাত জীব এখানে স্থিরভাবে থাকিতে পারে না। আশ্রয় ছাড়া জীব থাকিতে পারে না। জীব হয় স্বরূপশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, না হয় বিরূপশক্তির কবলে কবলিত হইবে। জীবের স্বরূপে নিত্য কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জীব সেই সেবা প্রবৃত্তি ভুলিয়া গেলে ভোক্তৃধর্ম প্রবল হওয়ায় মায়ার কবলে পড়িয়াছে। মায়ার কবলে পতিত হইলে জীব নানাপ্রকার অজ্ঞোপাধিদ্বারা আবৃত হয়। তখন জীবের এ জগতের অভিমান প্রবল হয় এবং সে নিজেকে খুব বড় বলিয়া মনে করে। তখন তাহার কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও সুখী কখনও দুঃখী ইত্যাদি নানাপ্রকার অনিত্য অসদভিমান প্রবল হয়। এইপ্রকার মিথ্যা অভিমানযুক্ত হইলে জীবের স্বধর্ম আবৃত হয়।

সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে এইসকল অসদভিমান আপনা হইতেই চলিয়া যায়। তখন বুঝিতে পারা যায়—'কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। জীব ভোক্তা নহে, সে নিত্য ভগবৎসেবক।' সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে জীব নিজেকে কৃষ্ণের অতি অযোগ্য কিঙ্করাকিঙ্কর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্করাকিঙ্কর বলিয়া জানিতে পারিলে অপর হওয়ার অভিমান আপনিই চলিয়া যায়। সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'আমি কৃষ্ণের'—এই অভিমান প্রবল হয়। ইহাই শুদ্ধ অহঙ্কার। ইহা প্রত্যেক চেতনের স্বরূপগত অভিমান। ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। দেহ বা মনে যতক্ষণ 'আমি'-বুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয় নাই, জানিতে হইবে। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে জীব এই জগৎকে নিজের ভোগ্য না জানিয়া কৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানিতে পারে। বদ্ধাবস্থায় যাহাকে ভোগের উপকরণ বলিয়া বিচার হয়, মুক্ত অবস্থায় তাহাই বিভিন্ন সেবারূপে প্রতিভাত হয়। বিশ্বের কোন বস্তু তখন আর হৃদয়ে ভোগাকাঙ্ক্ষা জন্মায় না—উহারা পথে দাঁড়াইয়া বাধা প্রদান করে না। তখন প্রত্যেক বস্তু কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া প্রতিভাত হওয়া জীবকে অনুকূলভাবে কৃষ্ণভজনে সাহায্য করে। স্বরূপে অবস্থানকালে যে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায়, সেই মনই আপ্রাকৃত শুদ্ধ মন—বৃন্দাবন। সেই প্রাকৃত অপ্রাকৃত হইয়া যে দর্শন, তাহা শুদ্ধদর্শন। শ্রীগুরুকৃপাবলে ক্রমশঃ অনর্থ দূর হইলে জীব যখন উপাধিমুক্ত হন, তখনই সম্বন্ধজ্ঞানের স্ফূর্তি সম্যক্‌রূপে হয়। তখন বিশ্ব পূর্ণ সুখময় বলিয়া অনুভূত হয় এবং বিশ্বের সমস্ত বস্তুকেই আর ভগবান্ হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞান হৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করিলে, জীবের চরম প্রয়োজন কি, তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়। তখন যে সাধন অবলম্বন করা যায়, তাহাই সর্বোত্তম সিদ্ধান্তের একমাত্র উপায়।

সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক না হইলে অভিধেয়াচরণ হয় না। সম্বন্ধ অভিধেয়দাতা এবং প্রেমপ্রদাতা। সম্বন্ধজ্ঞানদ জনের এ জগতের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে অবস্থান নাই। 'আমি কৃষ্ণদাস'—কৃষ্ণসেবাই আমার নিত্যধর্ম'—এইরূপ বিশ্বাসের সহিত তিনি হরিসেবায় যত্নবান্। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্'। গুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই জীব চতুর্বিধ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎ-সান্মুখ্য লাভ করিতে পারে। গুরুকৃপার জলে যাহার 'নিত্যানন্দ'-উপলব্ধি হইয়াছে এবং নিজেকে তাঁহার অযোগ্য সেবকানুসেবক বলিয়া চিত্তে সুদৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, তাঁহারই সম্বন্ধজ্ঞান হইয়াছে। সম্বন্ধ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। বন্ধন খুলিয়া যায়—ছিন্ন করা যায়, কিন্তু সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। সম্বন্ধ চেতনের সহিত চেতনের প্রীতি—ভালবাসা, আপনজ্ঞান। যাঁহার যেপ্রকার সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহার অন্তর্বৈভবে সেইপ্রকার প্রীতির উদয় হইয়াছে। প্রীতির পাত্র একমাত্র অদ্বৈতজ্ঞান ভগবান্—সৌভাগ্যক্রমে ইহা যাঁহার উপলব্ধি হইয়াছে, তিনিই সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত মহাভাগ্যবান্। তাঁহার সিদ্ধান্ত অনিবার্য।

শুরুপাদপদ্মের কৃপা বিভিন্ন খাতের মধ্য দিয়া আমাদের নিকট আসে। মূর্তিমান কৃপা—তিনি। প্রত্যেক জীব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি-কণা। জানি না, এই স্বরূপের সম্বন্ধ বা অভিমান আমাদের কবে জাগ্রত হইবে, কবে তাঁহার অহৈতুকী করুণার ভাজন হইতে পারিব? ভাজন আমরা; সুতরাং তাঁহার কৃপা চাওয়াই আমাদের একমাত্র কাজ। অদ্বৈতজ্ঞানময় সদা। ইহাই কীর্তন করেন। গুরুদেবগণ যাঁহারা, তাঁহারাও আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁহাদের সঙ্গ আমাদের নিত্যকাম্য। অতি অযোগ্য দুর্বল জীব আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিতে পারিতেছি না, কপটতাপাটব-দোষদুষ্ট হইয়া এক করিতে আর এক করিয়া বসিতেছি। এমতাবস্থায় আমাদের নিজের দিক্ হইতে কৃপা লাভ করিবার কোন আশা নাই। তবে এইমাত্র ভরসা যে, অযোগ্য হইলেও তাঁহারা ছাড়েন না। তাঁহার নিজগুণে অধম কাঙ্গাল পাতকীকেও কৃপা করেন—ইহাই একমাত্র আশা; পতিতপাবন নিত্যানন্দকে গুরুরূপে পাইয়াছি—ইহাই ভরসা।

জীবনের সার্থকতা

—:::o:::(:o:):::o:::—

ভগবৎসেবাই জীবের পরমপুরুষার্থ। ভগবৎসেবাই মনুষ্যদেহ-ধারণের সার্থকতা সম্পাদন করে। ভগবৎসেবাহীন পুরুষের দেহধারণ পশুর দেহধারণের সঙ্গে সমান। ভগবৎসেবাহীন ব্যক্তিকে শাস্ত্র চারিপ্রকার পশুর সহিত তুলনা করিয়াছেন,—

"শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥"

—যাহাদের কর্ণকুহরে শ্রীহরির নাম অপর গাথা প্রবেশ করে না, সেই ব্যক্তি কুকুর, বিষ্ঠাভোজী শূকর, উষ্ট্র ও গর্দভের ন্যায় বৃথাই জীবন অতিবাহিত করে।

যে জিহ্বা শ্রীহরির যশঃ গান করে না, সেই দুষ্ট জিহ্বা ভেকজিহ্বার সদৃশ; যে কর্ণদ্বয় উরুক্রম শ্রীহরির লীলাকথা শ্রবণ করে না, তাহা বৃথা ছিদ্রমাত্র; যে চক্ষু শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহ, শ্রীভগবদ্ভক্তের স্বরূপ দর্শন করে না, তাহা ময়ূরপুচ্ছের দৃষ্টিশক্তিহীন চক্ষুর্দ্বয় নিরর্থক; যে পদদ্বয় শ্রীহরির ক্ষেত্রে গমন করে না, তাহা বৃক্ষতুল্য; শ্রীহরিনাম শ্রবণেও যাহাদের হৃদয় দ্রব হয় না, যে ... পূর্ণ হয় না, তাহার হৃদয় লৌহসদৃশ কঠিন। বস্তুতঃ শ্রীহরির সেবাবিহীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলই নিরর্থক অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন। হরিসেবায় অনুপযুক্ত ইন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়া আমাকে মুক্ত না করিয়া পাতিত করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণ ও জীবনধারণের নিমিত্ত দেহপুষ্টি ও অর্জনের দ্বারা মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হয় না।

মনুষ্যের যে কর্মদ্বারা শ্রীহরি সেবিত হন, সেই কর্মই সার্থক। শ্রীহরির উদ্দেশে অর্পিত হইলেই প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক ক্রিয়া, প্রত্যেক কালের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। শ্রীনারদ প্রাচেতসগণের নিকট উপদেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥"

অর্থাৎ মানুষের যে কর্মদ্বারা বিশ্বাত্মা শ্রীহরি সেবিত হন, সেই কর্মই সফল কর্ম; যে কর্মদ্বারা শ্রীহরির সেবাতৎপরতা হয়, তাহাই একমাত্র কর্তব্য। যে আয়ুতে শ্রীহরির সেবা হয়, তাহাই পরমায়ু। সেই মনই শুদ্ধ মন, সেই বাক্যই প্রকৃত বাক্য—যাহার দ্বারা বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর শ্রীহরি সেবিত হন।

মনুষ্যের জন্ম ত্রিবিধ—বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে উৎপত্তির নাম শৌক্রজন্ম, উপনয়নদ্বারা সাবিত্রজন্ম, সংস্কার ... আচার্যদ্বারা যজ্ঞদীক্ষার দ্বারা যাজ্ঞিক জন্ম। এই ত্রিবিধ জন্ম লাভ করিয়াও যদি শ্রীহরির সেবা লাভ না হয়, তাহা হইলে উহা কাকজন্মের ন্যায় ... বাতীত ত্রিবিধ জন্মলাভ, দীর্ঘায়ু ও বা বেদশ্রৌতপাঠ ... সবই সম্পূর্ণ নিরর্থক।

"কোটি জন্ম যদি যাগ, যজ্ঞ, তপ করে।
ভক্তি বিনা কোন কর্মে ফল নাহি ধরে॥
প্রভু কহে, সদাকাল সত্য কহ নাম।
সব শাস্ত্রে কৃষ্ণ বেদ না বলয়ে আন॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসৎ বচনে॥
আগম-বেদান্তাদি যত দর্শন।
সর্বশাস্ত্রে কহে, কৃষ্ণ পদে ভক্তিধন॥
হেন কৃষ্ণনামে যা'র, নাহি রতি-মতি।
পড়িয়াও সর্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥"

শ্রীহরিসেবা ব্যতীত দেবান্তর প্রবর্ত্তক, ... শাস্ত্রপাঠ ও বাক্যবিন্যাস, শাস্ত্রার্থ অবধারণের সামর্থ্য, চাতুর্য্য, বল, চারিবর্ণচতুরাশ্রম সবই দেহীর পক্ষে দুঃখ বা বন্ধনের কারণ। শ্রীহরির পদে সেবাবুদ্ধির অভাব ... বিদ্যার ক্রিয়াকলাপ হরিসেবোপযোগী ... কালেও তাহার স্বরূপ কর্মই সার্থক। শ্রীহরির প্রীতি সেবাদ্বারাই ... বৈরাগ্য, তপস্যা, বেদশাস্ত্রপাঠ কর্মজ্ঞান ... কারণ কর্তার স্বরূপ কর্মের ফল তাহার স্বরূপ জন্য অপেক্ষা করে। যিনি শ্রীহরির প্রীতি সম্পাদন করেন, তিনি সকলেরই প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন, শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

[illegible] বিভিন্ন দেবদেবীর [illegible] হইলেও ... তৃপ্ত ... হয় না। ... শ্রীহরির সম্বন্ধ হইলেই ... হয়। কেবলমাত্র ... হয় না।

[illegible]

ক্রমশঃ

কৃষ্ণভক্তি-কল্পবৃক্ষ হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম ফলে, তাঁহা পুন সুধা রস॥

সেবোন্মুখতা ও কৃপা

—::(০)::—

ভগবৎ-সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপার লক্ষণ। সেবার ভোগোন্মুখতা, স্বতন্ত্রতা প্রভৃতি যেখানে, সেখানে কৃপা নাই। ভোগোন্মুখ স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচারী, আর সেবোন্মুখ অস্বতন্ত্র বা অধীন। ভক্তগণ সেবা করিবার জন্য যে আদেশ বা উপদেশ করেন, তাহাই কৃপা। যিনি সত্য সত্য কৃপা বা সেবা চান, সেই নিষ্কপট ব্যক্তি কৃপাদাতার সেবাবিগ্রহরূপে বা সেবাদেশকে কৃপার মূর্ত্তরূপে কৃপা বা সেবা বিতরণ করিবার জন্য সমাগত দেখিতে পান; সেবাই কৃপা, কৃপাই সেবা। একটীকে বাদ দিয়া আর একটীর স্বতন্ত্র স্থিতি হয় না। [illegible] সেবা, সেবার ফল—কৃপা। [illegible] [illegible] উপলব্ধ হইবে। [illegible] বৈকুণ্ঠ বা [illegible] [illegible] হয় না। যেখানে [illegible], সেখানেই কৃপা, যেখানে কৃপা, সেখানেই [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] কৃপা থাকিতে পারে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিরোধী। [illegible] কৃপা বা সেবা [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সুতরাং যিনি কৃপা চান, তিনি সেবা করিবেন; আর যিনি সেবা চান, তিনি কৃপার ভিখারী হইবেন। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] আছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় নাই। [illegible] [illegible]।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::(০)::—

ভক্ত ভজনীয় বস্তুর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা সচ্চিদানন্দ বস্তুকে জানেন, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন, তাঁহার সেবা করেন। ভগবদ্ভক্ত বলেন—ভগবান্ প্রাকৃত দর্শনের অতীত, কিন্তু [illegible] নহে। চক্ষুর্দ্বারা রূপ, কর্ণদ্বারা সঙ্গীত, নাসাদ্বারা ঘ্রাণ, জিহ্বাদ্বারা রস, ত্বক্দ্বারা স্পর্শ প্রভৃতি ভোগের একমাত্র [illegible] তিনি। ভগবদ্ভক্ত নিজের সেবাধিকারে [illegible] ভগবানের ভুক্ত পদার্থরূপে উপস্থিত করেন। ভগবানকে দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে চাহেন না; এই জাতীয় [illegible] করেন; ভগবান তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, এইটী ভক্তের [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] 'বাহাবা' পাইবার জন্য নহে, ভগবানের [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] শ্রীভগবানের জন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] 'আমার ভোগ্য' জ্ঞান করিলে, [illegible] [illegible] [illegible]—ভগবানের সেবা [illegible] যখন প্রয়োজনীয় নহে, [illegible] [illegible] [illegible] পাওয়া যায় না, তখন কেহ কেহ [illegible] [illegible] তাহাদের পথ [illegible] করে—[illegible] হয়। চক্ষুর্দ্বারা দেখিব না, কাণ বন্ধ করিয়া থাকিব—কিছুই শুনিব না, নাসায় যাহাতে কোনও গন্ধ প্রবেশ না করিতে পারে, [illegible] বন্ধ করিব; খাওয়া বন্ধ করিয়া [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] করিব—ইহাই তাহাদের [illegible]। এই দুইটীর কোনটীই মঙ্গলপ্রদ নহে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; যাহাতে সেবা হয়, তাহা [illegible] [illegible] [illegible] করিব

বিবিধ সংবাদ

স্যার টেনাণ্ট শেলারের বিবৃতি

এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুক্ত প্রদেশের গবর্ণরের পরামর্শদাতা (স্বরাষ্ট্র) স্যার টেনাণ্ট শেলার বলেন,—গত ৩১শে জানুয়ারী যুক্ত প্রদেশের বন্দিগণের সংখ্যা ছিল ৪১৮৭৮ জন। ইহার মধ্যে নিরাপত্তা বন্দী আটক বন্দীর সংখ্যা ৩৭১৮ জন, ভারতরক্ষা বিধানে দণ্ডিত বন্দীর সংখ্যা ৪৫১৬ জন এবং ভারতরক্ষা বিধানে বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা ১৮১৫ জন। স্যার শেলার আরও বলেন, ভারতরক্ষা বিধানের ২৬ ও ১২৯ ধারা বলে যাহারা [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিল, তাহাদের [illegible] মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। [illegible] [illegible] আটক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্টের সাধারণ নীতি। [illegible] [illegible] প্রকাশ করেন যে, এ পর্য্যন্ত যুক্ত প্রদেশে মোট ২৫০৬ লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে চাউল ও চাউলজাত দ্রব্য সংরক্ষণ

[illegible] এক সংবাদে প্রকাশ, জনসাধারণের প্রয়োজনের জন্য বোম্বাই সহর ও সহরতলীতে চাউল ও চাউলজাত দ্রব্য যথাসাধ্য পরিমাণে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বোম্বাই সরকার [illegible], পিষ্টক প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্য চাউলের গুড়া ও চাউলজাত অন্য কোন দ্রব্য ব্যবহার নিষেধ করিয়া আদেশ জারী করিয়াছেন।

বোম্বাই সরকার সহর বা সহরতলীর কোন ব্যক্তির ১০ মণ বা ততোধিক পরিমাণ চাউল, ধান এবং চাউলের গুড়া থাকিলে তাহাকে প্রতি সপ্তাহে তাহার পরিমাণ জ্ঞাপন করিতে হইবে বলিয়া অপর এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

নূতন আবিষ্কার

সম্প্রতি আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক নূতন সাবমেরিন নির্মাণে মনোযোগী হইয়াছেন এবং শীঘ্রই পরিকল্পিত যানটি কাজে লাগাইতে পারিবেন আশা করেন। ইহাতে ৭,৫০০ টন মাল বা ২,৫০০ সৈন্য বহন করা যাইবে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৯০০ ফুট লম্বা ও মোট ওজন ১২,০০০ টন হইবে। মোট ব্যয় ৭৫০,০০০ পাউণ্ড বা তিন লক্ষ ডলার। একখানি যুদ্ধার্থ যান বা রণপোত প্রস্তুত করিতে ইহা অপেক্ষা বহু বেশী অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে।

তুলা ও রেশমের পোষাক

বোম্বাই সরকার আদেশ জারী করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি বোম্বাই সহর ও সহরতলী অঞ্চলের কোন স্থান হইতে তুলা, রেশম ও কৃত্রিম রেশমের কোন পোষাক অথবা [illegible] [illegible] কোনপ্রকার [illegible] [illegible] কোন স্থানে বিনা লাইসেন্সে লইতে পারিবে না। বোম্বাইয়ের অসামরিক সরবরাহের ডিরেক্টর এই বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর অথবা বোম্বাই সরবরাহ কমিশনারের অফিসের লাইসেন্স অফিসারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে।

৪৭টি সহরে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ

গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পাঞ্জাব প্রদেশের ৪৭টি সহরের সীমানার মধ্যে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া পাঞ্জাব সরকার ভারতরক্ষা নিয়মাবলী অনুসারে যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন, ১৯৪৩ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে তাহার মেয়াদ আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাঞ্জাবের নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত

সর [illegible] যে স্থির হইয়াছে, চৌধুরী [illegible] খান্ পাঞ্জাবের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ববিধ অজীর্ণের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একমাত্র উপায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible], [illegible] [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার [illegible] [illegible] হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৸০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা [illegible] পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible] [illegible] হইতে শ্রীকৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-[illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible]-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ২১ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৩ : ২৮শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ : ১১ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪০, বৃহস্পতিবার ২৭০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১মাধব, বৃহস্পতি বারপোদ্দারী, গৌরাব্দ ৪৫৩

হরিকথা-প্রসঙ্গ

নিরপেক্ষ থাকিলে ভক্তের আকর্ষণ বুঝা যায় না। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবাই আমাদের একমাত্র কৃত্য—যতদিন পর্য্যন্ত আমরা এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা দুর্ব্বল ও বঞ্চিত। নিষ্কপটে কার্ষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলে—কৃষ্ণসেবা বরণ করিলে সকল মঙ্গলাদির কৃষ্ণ করতলগত হয়। কিন্তু সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় করিয়াও যেখানে মুক্তি বা নিজসুখবাসনা যায় না—সেবা-বরণের ইচ্ছা হয় না, সেখানে প্রকৃত আশ্রয় লাভ হয় নাই, জানিতে হইবে।

ভক্তি ভগবানের দর্শন করায়। আমরা ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া যখন ভগবৎ-সাক্ষাৎকার পাইতেছি না, তখন নিশ্চয়ই অপরাধ আছে, জানিতে হইবে। যাঁহারা নিরন্তর ভগবদুপাসনা করেন, তাঁহাদের কৃপায়ই, তাঁহাদের হস্তধারা উন্মীলিত চক্ষে ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। সুতরাং নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই কাল-বিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্তেই আত্মারামগণের শ্রীচরণাম্বুজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার। যেখানে আশ্রয় গ্রহণ, সেইখানেই সেবা। আদর্শ সেবক। আত্মাভিমান বা মায়িকে আপনজ্ঞান যেখানে নাই, সেখানে সেবা থাকিতে পারে না। ভক্তের সম্পত্তি একমাত্র কৃষ্ণ। ভক্ত কৃষ্ণধনে ধনী। যিনি ভক্তের, তিনিই কৃষ্ণধনের অধিকারী। ভক্তের কৃপাই—ভক্তের ভক্তই কৃষ্ণকে পায়; অপরে পায় না।

সাকাম্যকর্ম্মের নিন্দা এবং ভগবদর্পিত কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কর্ম্মই সঙ্গণয় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। কর্ম্মার্পণ জ্ঞানের হারস্বরূপ। সাধুসঙ্গ হইলে কর্ম্মার্পণ-দ্বারা ভক্তও হইতে পারে। সকল দেশে, সকল কালে ও সকল পাত্রেই ভক্তি হয়। ভক্তি অবলা নহেন, তিনি সবলা। শক্তি বল-পূর্ব্বক জীবের সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া তাঁহার মঙ্গল বিধান করেন। ভক্তির আশ্রয়-কারীর গন্তব্যপথে কেহ বাধা দিয়া তাঁহাকে স্তব্ধ করিতে পারে না। ভক্তিতে কর্ম্মাগ্রহ নাই। সেবাভিনিবেশ হইতেই কর্ম্মাগ্রহ হয়। ভক্তি গতিশীলা। যেখানে শরণাগতি বা শ্রদ্ধা নাই, সেখানে সেবাপ্রবৃত্তি বা সেবোৎসাহ থাকিতে পারে না; সেখানে জীব পঙ্গু। যেখানে সেবায় গতিশীলতা ও উৎসাহ নাই, সেখানে হয় অশ্রদ্ধা, না হয় অসৎসঙ্গ আছেই। অসৎসঙ্গ ও অশ্রদ্ধাই ভক্তির অর্গল বা বাধা। যেখানে অর্গল, পঙ্গুত্ব বা চাঞ্চল্যবাহিতা, সেখানে কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হয় না, হৃদয়ে সংশয় মীমাংসা পাওয়া যায় না; তাই পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জাগে। সেবাপ্রবৃত্তিহীন প্রশ্ন পরিপ্রশ্ন নহে। আগে প্রণিপাত বা আত্মনিবেদন, তৎপরে পরিপ্রশ্নের কথা। অপরাধগণের পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন আত্মম্ভরিতা মাত্র। তাহাতে মঙ্গল হয় না।

সৎসঙ্গই অভিধেয় বা ভক্তিযাজনে সিদ্ধি-লাভ-বিষয়ে অর্থাৎ প্রয়োজনপ্রাপ্তি বিষয়ে একমাত্র মুখ্য হেতু। কারণ ভগবান্ একমাত্র সৎ বা সাধুগণেরই বশ্য। তিনি সাধুরূপেই জীবকে স্বীয় সেবামৃত প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীল উদ্ধব মহারাজকে বলিয়াছেন,—

"প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়েণ
হি সতামহম্॥"
(শ্রীভাঃ ১১।১১।৪৮)

—হে উদ্ধব! যেহেতু আমি সাধুগণের পরম আশ্রয়স্বরূপ, সেহেতু সৎসঙ্গজাত ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসার-নিস্তার-বিষয়ে অন্য উপায় নাই।

ভগবান্ অপ্রাকৃত সম্রাট্ লীলাপুরুষোত্তম। তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইলেও সাধুগণের বশ, তাঁহাদের একমাত্র গতি ও আশ্রয়স্বরূপ। জীব সৎসঙ্গপ্রভাবে ভগবৎসেবনপথে নিত্য অবস্থিত হইলে তাঁহার সর্ব্বতোভাবে অভিধেয়-সিদ্ধি হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গপ্রভাবে জীব সংসারাসক্তি-নির্মুক্ত হইয়া যেপ্রকারে ভগবানের শুদ্ধসেবা করিতে পারে, অন্য কোন উপায়েই জীব সেরূপ অবিমিশ্র সেবনপথে অবস্থিত হইতে পারে না। একমাত্র সাধুসঙ্গই ভগবান্‌কে বশীভূত করিতে পারে। যোগ, তপস্যা, ব্রত, দেবপূজা, তীর্থভ্রমণ, ত্যাগ-স্বীকার ও যম-নিয়মাদি-পালন কখনও সৎসঙ্গের ন্যায় ভগবৎপ্রীতি-সাধনে যোগ্য হয় না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভগবদ্বস্তু সর্ব্বদা অজিত, কিন্তু তিনি ভক্তগণের একমাত্র প্রেমবশ্য। অভক্তগণের যাবতীয় আড়ম্বর তাঁহাকে আপন করিয়া লইতে পারে না। সৎসঙ্গ-প্রভাবেই সকলের অযোগ্যতা দূরীভূত হইয়া পুরুষোত্তম ভগবানের সেবালাভ ঘটে। অতএব সাধন ব্যতীতও সৎসঙ্গপ্রভাবেই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। সৎসঙ্গক্রমে বহির্দর্শনে অযোগ্য জনগণও শ্রীকৃষ্ণে শ্রীপুরুষোত্তমের সেবা লাভ করেন।" সৎসঙ্গই ভগবৎসঙ্গ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"সৎসঙ্গৈব হেতুনা ভক্ত। সৎসঙ্গাৎ সৎসঙ্গং প্রাপ্য যান্তি উপশান্তাঃ প্রাপ্তাঃ।"

ভগবান্ শরণাগত, অকপট কৃপাপ্রার্থী ভক্তের অল্প সেবাকেও বহুমানন করিয়া আত্ম-পর্য্যন্ত প্রসাদরূপে প্রদান করেন। ভক্ত নিজের জন্য কিছু করেন না; সমস্তই ভগবানের সুখের জন্যই করেন।

"যে কার্য্যে কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের সন্তোষ।
সে কার্য্য করয়ে সদা, না করয়ে রোষ॥
সেই 'ভক্ত', যে তোমা' ভজে
তোমা' লাগি'।
আপনার সুখ দুঃখে নহে ভোগ ভাগী॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁ'রে তোমার চরণ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ)

সেবকের একমাত্র প্রার্থনা—সেবা। যাহাতে কৃষ্ণের সুখ—কৃষ্ণের সন্তোষ, ভক্তের তাহাই একমাত্র কাম্য। সুখই হউক আর দুঃখই হউক, যাহাতে কৃষ্ণানন্দ-চন্দ্র উদিত হওয়া সম্ভব হয়, যাহাতে ভক্তকৃষ্ণের সুখ হয়, তাহাই ভক্তের প্রার্থনীয়। শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥"
(ভাঃ ১।৮।২৫)

—হে বিশ্বগুরু কৃষ্ণ, যেসব বিপদ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে পুনর্জন্ম-নিবারক অর্থাৎ মোক্ষপদ তোমার দর্শন লাভ ঘটে, আমার প্রতি সেই সমস্ত বিপদ নিরবচ্ছিন্ন অবস্থানের মধ্যে নিরবধিই যেন উপস্থিত হয়।

ভক্ত কৃষ্ণগণ বলে শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তমনে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

পাদসেবন

——•::(•)::•——

শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ পরিত্যাগ না করিয়া যে পাদসেবন, তাহাই নবধা ভক্তির অন্তর্গত। পাদসেবন-অর্থে পরিচর্য্যা। অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু কামনা করেন না।

পাদসেবন বলিতে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, তাঁহার স্পর্শন, শ্রীমন্দিরপরিক্রমা, শ্রীনবদ্বীপ-শ্রীবৃন্দাবন-পরিক্রমা, শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র, শ্রীগঙ্গা, শ্রীযমুনা, শ্রীপুরুষোত্তমে গমন, শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা প্রভৃতি তীর্থে গমন ও শ্রীগঙ্গাযমুনা স্নানাদি বুঝায়। শ্রীতুলসী-সেবাও পাদসেবনাখ্যা-ভক্তির অন্তর্গত। সেবার দ্বারা হরিপাদ হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে; এজন্য অনেকে চরিতামৃত-শাস্ত্রের মত পাদসেবনাখ্যা ভক্তি যাজন করেন। হস্তদ্বারা হরিমন্দির-মার্জ্জন, মনকে কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ, বাক্যকে ভগবদ্-গুণ কীর্ত্তনে নিয়োগ, কর্ণের দ্বারা ভগবদ্ কথা গ্রহণ, ভগবন্মন্দির ও ভগবদ্ধাম দর্শন ও ভগবৎ-ভক্তগণের পরিচর্য্যার দ্বারা নিরন্তর কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্ত সংলগ্ন হয়।

যাহারা বিষয়ভোগবুদ্ধি পরিহার করিয়া সেবার উদ্দেশ্যে সংসারাশ্রমে সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবাপর থাকিয়া ভগবানের বিশেষ বিশেষ সেবাকার্য্য করিতে থাকেন, তাঁহারাও পাদসেবনাখ্যা ভক্তি যাজন করেন। সাধুভক্তচরণাশ্রয় এই পাদসেবনের সারস্বরূপ। শ্রীভগবৎপাদপদ্মোদ্ভূতা শ্রীগঙ্গা পরম পাবনী। গঙ্গাস্নান, তাহাতে স্নান, দর্শন পাদসেবনের অন্তর্গত। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীহরির মহৎসেবা বা পুণ্যতীর্থ-সেবাহেতু ভগবান্ শ্রীহরির কথা-তিনি তৎক্ষণাৎ উদ্গত হইয়া থাকেন। ভগবৎ-পাদপদ্ম, অপর ভক্তের সহিত করিতে হইবে—ইহা বুঝাইবার জন্যই 'পাদ'-শব্দের প্রয়োগ। শ্রীজীব ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"'পাদসেবা' বা 'পরিচর্য্যা' ভক্তির চতুর্থ অঙ্গ। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-সহকারে পাদসেবা কর্ত্তব্য। পাদসেবা-কার্য্যে নিজের অযোগ্যতা, সেবায় অযোগ্যতা-বুদ্ধি এবং সেব্যবস্তুর সচ্চিদানন্দত্ব বুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পাদসেবা কার্য্যে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুব্রজ্যা, ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরা-নবদ্বীপাদি তীর্থস্থান-দর্শনাদি কর্ত্তব্য। শ্রীতুলসী-সেবা ও সাধুসেবাও এই অঙ্গের অন্তর্গত।"

পাদসেবনাখ্যা-ভক্তির শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম উদ্দেশ্য বস্তু। ভগবান্ সনাতনকে বলিয়াছেন,—

"মৎ পাদসেবনাভিরুচিস্তপোযুষাম্-
অপাস্য উগ্রং তপ ঐন্দ্রধিষ্ণ্যং।
কাংক্ষন্তি যৎপাদরজঃপ্রপন্নাঃ
কিমন্যদর্থং ভবতোবিতানুম্।"

(ভাঃ ৫।১৮।২২)

—হে অজিত! ইন্দ্রের সুখভোগবিষয়ে আসক্তচিত্ত ব্রহ্মা, রুদ্র, অন্যান্য দেবতা ও ঋষিগণ আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য উগ্র তপস্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভবদীয় পাদাম্বুজভক্তি ব্যতীত তাঁহারা আমার কটাক্ষ-নিঃসৃত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন না; যেহেতু আপনাতেই আমার হৃদয় নিহিত রহিয়াছে। অতএব আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবাপরায়ণ ভক্তগণকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি, অপরে আমার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে না।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

"সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৫৮)

—যে-সকল ব্যক্তি পবিত্র কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের শিব-ব্রহ্ম দি মহদ্গণের আশ্রয়ভূত শ্রীপাদপদ্মতরণি সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই ভবসমুদ্র গোষ্পদ। তাঁহাদের পদে পদে গতি হয়। বিপদের আশ্রয়ভূত কোন স্থান তাঁহাদের জন্য নহে।

শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

"তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৩০)

—হে নাথ! অতএব এই ব্রহ্মজন্মেই হউক কিংবা পশু-পক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হউক, যাহাতে আমি ভবদীয় ভক্তগণের অন্যতমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা করিতে পারি, আমার তাদৃশ মহাভাগ্য লাভ হউক।

"আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮২।৪৯)

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পর বিরহবিধুরা গোপীগণ এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"হে নলিননাভ শ্রীকৃষ্ণ, আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগল অগাধ-বোধসম্পন্ন ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং উহা সংসার কূপপতিত জীবগণের উদ্ধারাবলম্বন-স্বরূপ। গৃহসেবী আমাদিগের চিত্তে সর্ব্বদা আপনার শ্রীচরণযুগল আবির্ভূত থাকুক।"

নিত্যলীলা

——::•(::•::)•::——

শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, তল্লীলাও নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্যপ্রকট। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কালে কালে নিত্যলীলা প্রকটিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অল্পকাল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইলে, প্রথমক্ষণসম্বন্ধী সেই লীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইরূপে অসংখ্য-অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণসম্বন্ধী লীলা প্রকট হইয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার সেই সব রূপী লীলার উদয় হয়। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য লীলা ক্রমে ক্রমে উদিত হইয়া অপ্রকটিত হইতেছে। জীবজগতে সেই অনন্তলীলার উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। গঙ্গাধারা যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন, জ্যোতিশ্চক্র যেরূপ নিরন্তর ও ব্যাপক, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণলীলারও নিরবচ্ছিন্ন প্রাকট্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে উপলব্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাদি লীলা নিত্যকালই সংঘটিত হইতেছে। কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত জীবের কৃষ্ণলীলার নিত্যত্বানুভূতি না হইলেও তাহার নিত্যতা আছে। সকল লীলার এককালীন নিত্য-প্রাকট্যের নামই নিত্যলীলা; কিন্তু প্রাপঞ্চে অল্পক্ষণে লীলার প্রাকট্য ঘটে। তৎকালে অন্যান্য লীলা অপর ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে বলিয়া কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে এককালীন নিত্যত্ব উপলব্ধ হয় না। বস্তুতঃ লীলা নিত্য; চৌদ্দ মন্বন্তর অর্থাৎ কল্পের নির্দ্দিষ্টকালে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল পুনরাবর্ত্তিত হয়। অত কেন ব্রহ্মাণ্ডের নিত্যলীলা পরিদৃষ্ট হয় না বলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের লোক নিত্যলীলা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য বেদপুরাণাদি নিত্যলীলার কথাই বলেন। গোলোকের নিত্য বিহারগুলি ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়।

শ্রীগৌরকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার কথা আমাদের প্রত্যেকেরই শ্রবণ ও আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা কথা শ্রবণ করিলে জীবের নিত্যমঙ্গল উদিত হয়। যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদ্ভক্তগণের শ্রীচরণাশ্রয়ে অনবরতঃ তাঁহাদের কৃপার কথা ও লীলার আলোচনার কাচ নাই, সেখানে মঙ্গলের আশা নাই। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিয়াছেন,—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥
অর্চ্চা, অথবা—কৃষ্ণ-অবতার লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনে কহিলা॥
হেন কৃষ্ণচন্দ্রের মুর্ত্তের অবতার।
তাঁ'র কৃপা বিনে কা'র শক্তি জানিবার॥
গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তাঁ'র জন্মে বা মরণে॥
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তিফল ধরে।
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥
এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব-তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভগবল্লীলার নিত্যত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্যপ্রকট করে অনুক্রমে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তা'র নাহিক গণন।
কোন্ লীলা কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥
এই মত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট ক'রে ব্রজেন্দ্র-কুমার॥
ক্রমে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরতা-প্রাপ্তি।
রাস-আদি লীলা করে
কৈশোরে নিত্যস্থিতি॥
নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে নিত্য হয়॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে।
কৃষ্ণলীলা—নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি' ফিরে ক্রমে ক্রমে॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলামণ্ডল চৌদ্দমন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল-ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥
সওয়া-শত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস॥
অলাতচক্রপ্রায় সেই চক্র ফিরে।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে, কোন লীলার হয় অবস্থান।
তা'তে লীলা 'নিত্য' কহে—নিগম-পুরাণ॥
গোলোক, গোকুলধাম—
'বিভু' কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে লিখিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ যেমন আদি বা অন্তবিহীন, তাঁহার জন্মাদিলীলাও তদ্রূপ অনাদি; কেবল বিশুদ্ধ স্বেচ্ছাক্রমে ভগবান্ মুকুন্দ প্রপঞ্চে পুনঃ পুনঃ ঐ জন্মাদি লীলা প্রকট করাইয়া থাকেন। তিনি অজ অর্থাৎ জন্মবিহীন হইয়াও জাত হইয়াছিলেন অর্থাৎ জন্মলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যদি বলা যায়,—একই জন্মের অজত্ব ও জনিত্ব ত' পরস্পর বিরুদ্ধ? এই আশঙ্কা পরিহার করিয়া বলিতেছেন,—"শ্রীভগবান্ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য-বৈভবশালী অর্থাৎ ষড়্ভাব-বিকারবিহীন বৈকুণ্ঠবস্তু। ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে লেশমাত্রও বিকার না থাকায় তাঁহাদের জন্ম ও প্রাকৃত মানুষ অর্থাৎ শুক্রশোণিতসম্ভব ব্যতিরেকে পূর্ব্বাচলে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধরূপে আবির্ভাবহেতু তাঁহাদের আবির্ভাব যুগপৎ সিদ্ধ। অনল যেমন সেই সেই স্থলে চেষ্টাযোগে বর্ত্তমান থাকিয়াও কোন কারণ অবলম্বন করিয়াই কাষ্ঠাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণ কোন কালবিশেষে কোন কারণবশতঃ অনাদি ও অদ্ভুত জন্মলীলা প্রাদুর্ভূত করিয়া থাকেন। স্বীয় লীলাকীর্ত্তি-বিস্তার নিবন্ধন সাধুভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই তাঁহার

জন্মাদি-লীলা-প্রাকট্যের মুখ্য কারণ; বিশেষতঃ জীবসমূহ মানবগণকর্তৃক বিশীয়মান ধর্মসেবাদি বিধেয় ভক্তগণের প্রতি করুণাও তাঁহার আবির্ভাবের মুখ্য হেতু। পৃথিবীর ভারহরণার্থ অসুরাদি ধর্মবিপত্তি দেবগণের যে স্তব, উহা তাঁহার আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক অর্থাৎ গৌণ কারণ। যদি তাঁহার প্রেমিক কোন নিজজন উৎকণ্ঠার্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ সেই লীলা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। অদ্যাপি কোন কোন প্রেমভক্তিবিধ ভাগবতোত্তম শ্রীবৃন্দাবনে প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণের দর্শনসুখ লাভ করেন। অতএব সেই ভগবান্ই যেস্থানে প্রকাশমান, সেই প্রকাশশক্তিদ্বারা সকলের গোচরীভূত হন, কিন্তু সকলেরই 'বিষয়' নহেন বলিয়া সকলের আত্মবাক হন না।"

"অদ্যৈব চ পুরাণেষু শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু।
শ্রূয়তে কৃষ্ণলীলানাং নিত্যত্বং স্ফুটমেব হি॥"

—অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণসমূহে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব স্পষ্টই শ্রবণ করা যায়। লঘুভাগবতামৃতের এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন—"এইস্থলে প্রতি পক্ষ হইতেছে যে, লীলাদি ক্রিয়াবিশেষ বলিয়া আরম্ভ ও সমাপ্তিদ্বারাই লীলা সিদ্ধ হয় বলা যাইতে পারে, তদ্ব্যতীত লীলার স্বরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না; বিশেষতঃ আরম্ভ ও সমাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া বিনাশেরই নিশ্চয়তা-নিবন্ধন লীলা কিপ্রকারে নিত্য হইতে পারে? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, 'ভগবান্ এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত'। 'ভগবান্ বিভু এক ও অনেক' ইত্যাদি গোপালতাপনী ও মৎস্যপুরাণাদির প্রমাণ-বাক্যদ্বারা ভগবানের আনন্ত্য; আবার তিনি একপ্রকার, অন্যপ্রকার ইত্যাদি বৃহদ্গোপালবাক্যদ্বারা ভগবৎপার্ষদগণেরও আনন্ত্য, আবার অনেক পরম্পর প্রচুররূপে প্রকাশ হইতেছে।' এই বাক্যদ্বারা ভগবল্লীলারও আনন্ত্য,—এই আনন্ত্য-ধর্ম-নিবন্ধন নিত্যতা ঘটিতেছে না। সেই সেই স্থানগত ও প্রকাশগত সেই সেই লীলার আরম্ভ ও পূর্ণতাও এক এক স্থানে সেই সেই লীলারম্ভ যাবৎকাল পর্যন্ত সমাপ্ত বা অসমাপ্ত হয়, তাবৎকাল পর্যন্ত অন্যত্র সেই রূপ লীলা আরম্ভ হইতে থাকে; এইরূপ বিচ্ছেদ না ঘটাতে লীলার নিত্যতা সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল লীলার আনন্ত্যের হেতু, আপত্তি নাই, কিন্তু পৃথক্ আরম্ভহেতু লীলার সমাপ্তিও ত' অবশ্যম্ভাবী? তাহার উত্তর এই যে, কালভেদে কথিত হইলেও তৎপ্রকার রূপবিশিষ্ট লীলাসমূহের ঐক্যই যুক্ত। যেমন 'কোন ব্যক্তি পাক করিয়াছে, পাক করিয়াছে,—দুইবার বলা হইলেও একই পাকক্রিয়ার দুইবার অনুষ্ঠান প্রতীত পারেন বুঝায় না, অথবা 'গৌ'-'গৌ' বলিয়া দুইবার উচ্চারণ করিলেও একই গো-শব্দের দুইবার উচ্চারণ ব্যতীত দুইটী শব্দ বুঝা যায় না, তদ্রূপ তাঁহার চতুর্বিধ আকারাদিগত ঐক্যনিবন্ধন কোন আপত্তি নাই। একমাত্র সেই ভগবান্ নিত্য-লীলাময়ক, ভক্তপালক এবং ভক্তগণের অন্তরে আত্মরূপে বিহার করেন,—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও এইরূপই উদাহৃত আছে।

শ্রীভগবানের লীলা—অনাদ্যনন্ত কাল অপরিচ্ছিন্না ও অপ্রাকৃতা, কর্মফলভোগীর বিকৃত জীববোধ অথবা কালক্ষোভ্য ক্রিয়া নহে। 'ভক্তসঙ্গবিগ্রহ নিত্যবস্তু প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ও প্রপঞ্চ হ'তে অপ্রকাশ' প্রভৃতি শব্দদ্বারা বেদশাস্ত্র অনিত্য জগতে নিত্য-লীলারই 'অবতার' হয়, বলিয়াছেন।

কর্ম ও লীলা এক নহে; উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। কর্ম বহির্মুখ অক্ষেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর লীলা—সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের দ্বারা যাহাকে ভোগ্য বস্তুর ন্যায় বুঝিয়া লইতে পারা যায়, লীলা এরূপ কোন কথা প্রকাশ করেন না। কর্ম অনিত্য, লীলা নিত্য। কর্মের ভূমিকা জড়, কর্মের আধার সূক্ষ্ম বা স্থূল উপাধি। কর্ম অস্বতন্ত্র জীবের ত্রিতাপ-ভোগ বা দণ্ড, আর লীলা—সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তমের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাপ্রসূত আনন্দময় ক্রীড়া। লীলার ভূমিকা চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডাতীত, বিরজা-ব্রহ্মলোকেরও অতীত বৈকুণ্ঠ ও গোলোক। লীলা কৃষ্ণেচ্ছায় জগতে প্রকাশিত হইয়াও প্রকৃতির সহিত মিশ্র বা তাহার অধীন নহে। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর বৈশিষ্ট্য ও লীলা —সমস্তই কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। সেই লীলাময় লীলাপুরুষোত্তমের লীলার সঙ্গী বা লীলার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক—আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

কৃষ্ণ নিত্যলীলাময়। তাঁহার লীলার 'ইতি' নাই। সেই লীলা অনন্ত। জীব স্বরূপে কৃষ্ণের লীলার নিত্য সহচর। লীলার সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়কারিণী—পুষ্টি-

অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া লীলাবিস্মৃত জীবের লীলাস্মরণের উপকরণস্বরূপ প্রকট করেন। বদ্ধজীব নিজ স্বরূপ কৃষ্ণের লীলোপকরণ স্বরূপ ভুলিয়া তাঁহার লীলার অনুকরণ করে। ইহাই জীবের অনাদি বহির্মুখতা। এই বহির্মুখতা অপসারিত হয়—একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়। গুরুপাদপদ্ম অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানদ জীব স্বীয় কৃষ্ণলীলোপকরণস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া লীলাময় কৃষ্ণের সেবায় প্রতিষ্ঠিত হন এবং তৎকালে-সেবায় সিদ্ধি লাভ করেন। ইহাই জীবের স্বরূপসিদ্ধি।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

আমরা যে-সকল কথা সাধুকে জানতে দেই না—গোপনে যে-সকল কথা রেখে দেই, প্রকৃত সাধু সেসকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বের ক'রে তা'র উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। 'সাধু' মানেই হ'চ্ছে,—তিনি একটী খড়্গ হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দাঁড়িয়ে র'য়েছেন—মানবের ছাগের ন্যায় যে বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন, পরম-তাৎপর্য তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা' হ'লে তিনি অপকারী, আমার শত্রু।

ভাগবত-জীবন যাঁ'র নয়, তাঁ'র কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিষ্কপট সেই সাধুর সঙ্গ করা কর্তব্য। "কৃষ্ণে মতি হউক"—এরূপ আশীর্বাদই সাধুগণ ক'রে থাকেন। "কৃষ্ণে মতি নষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রভু হউক"—জীবের প্রতি এরূপ আশীর্বাদ মধুর আশীর্বাদ নয়।

জাগতিক দ্রব্যগুলির অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং ঐ জ্ঞান প্রয়োজনীয় নয়, ওতে বা ধু'তে প্রকৃত কল্যাণ হয় না। ভগবদ্বস্তুও কেবল জাগতিক সুখসমূহের মত—তাদের যদি এরূপ জ্ঞান হয়, তা'হ'লে তার জাগতিক ভোগে বাস থেকে সেবাবিমুখ হ'য়ে যাবে। ভগবৎসেবা-বিচার উপস্থিত হ'লে কেবলমাত্র স্বর্গ সুখভোগ বা পার্থিব সুখাশাতে আবদ্ধ থাকি না, যা'তে ভগবানের সুখাবধান হয়, সেই কার্য করার চেষ্টা হয়। কিছু চাইবে, তাঁ'রই সব। তাঁ'র কাছ থেকে কিছু আকাঙ্ক্ষা করা কর্তব্য নয়। কিন্তু বিমুখব্যক্তিগণের তা'তেই প্রয়াস। শ্রীরামচন্দ্র এক পত্নী গ্রহণ ক'রেছিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁ'কেও গ্রহণের জন্য সচেষ্ট ছিল। সেবা-বিমুখতা হ'তে পত্নীহরণ-পিপাসা আসে। 'রঘুপতির' আসক্তি আমাদের রক্ষা না ক'রলে, জাগতিক সৌভাগ্য লাভ ক'রে সেবাবিমুখ,

এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয়-তর্পণের মায়ামুগ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে। এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া সর্বতঃ এই জগতের স্বাভাবিক অবস্থা [illegible] দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য এখানে সকলের মধ্যে একটী মিলন বা ঐক্যতানের জন্য মানবের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। প্রেয়ঃ অর্থাৎ আপাততঃ যাহা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, অনেকে তাহাকে মিলন বা ঐক্যতানের সূত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহাতে প্রকৃতপক্ষে সমস্তের ব্যবধান বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আমরা কেবল বৃথা কার্যে সময় নষ্ট করিয়াছি, এই অভিজ্ঞতা লইয়াই অভিমানে অবিদ্যা-সত্ত্বও আমাদিগকে বঞ্চনায় হ'তে চলিয়া থাকিতে হয়।

প্রত্যক্ষের পথ এই যেমন অপেক্ষা শ্রেয়স্কর যে সকলের একমাত্র মঙ্গলোৎপাদক, তাহা শ্রবণের পথে অর্থাৎ শ্রৌতপন্থা হইতে জা'নতে পাওয়া যায়। যে পর্যন্ত না আমরা শ্রৌতের পথ গ্রহণ করি, সে পর্যন্ত প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞান শ্রেয়ঃকেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের বোঝা মত বলিয়া গ্রহণ করা হয় কি। এই প্রত্যক্ষের পথ হইতে বহুধারা লোকান জগতে সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। ঐগুলিকে সনাতনধর্মের পর্যায়বাক্য বলা হয়। তাহাতে অনেক আপাত চাকচিক্যপূর্ণ মনোহারী জিনিষ পাওয়া যায়। তাহা আত সহজেই বিষয়ীদের স্বাভাবিকী বহির্মুখী বৃত্তিগুলিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। জগতে এরূপ মনোধর্মের শত-শত প্রকার দোকান এবং উহাদের বিভিন্ন প্রলোভনের বাহ্যবৈষম্য, উহাদের মালিকগণের প্রতি পক্ষাবিত পারি-পার্শ্বিক প্রতিভা লইয়া [illegible] আমাদের মধ্যে অনেকেই ভুলিয়া যায়। আমরা বুঝিতে পারি না—স্থির করিতে পারি না, কোন্ দোকানের কোন্ জিনিষটী গ্রহণ করিব।

যে কথাটী সর্বাপেক্ষা হরি, তাহাই হরিকথা; যাঁহার কথাই হরি, তিনিই হরিকথা-কীর্তনকারী। হরিকীর্তন ও হরিবিতরণ একই জিনিষ। হরিজন উপদেশকারের কথাগুলি হরিকে দান করেন এবং [illegible] সজ্জনগণ শুদ্ধ হইয়া সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারে পরব্রহ্ম কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করেন। কৃষ্ণ-বিতরণই হরিকে দান এবং সেবার জন্য সেই পরব্রহ্ম কৃষ্ণকে প্রদত্ত নিজের কথা। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনটী অধোক্ষজতত্ত্ব, আমাদের জ্ঞানের অতীত তত্ত্ব। তাঁহাদিগকে কেহ জানিয়া বা মাপিয়া লইতে পারে না। তাঁহারা স্বতন্ত্র। অনুদর্শন না হইলে অধোক্ষজ সাক্ষাৎ দিবেন না। বহির্দর্শনই কুদর্শন বা মায়া। তাহার অপর নাম ভোগ-দর্শন, আর অন্তর্দর্শন—সেবাদর্শন, তাহাই সুদর্শন বা চক্র।

এ কথা শুনতে হয় হরিজন গুরুগণ ও গুরুর সহিত এক চিত্তবৃত্তি-সম্পন্ন বৈষ্ণবের নিকট। একান্তবর্গের সম্পূর্ণ অনুগত জনগণও হরিকথা কীর্তন ক'রতে পারেন। তাঁ'রা গুরুবৈষ্ণবের কথাই বলেন, নিজের কোন কথাও বলেন না। সেইজন্যই তাঁ'দের কথাও হরিকথা। [illegible] বাইরের একটুকু আঁশ এবং খোসাগুলির আস্বাদ নিয়েই তা' সারবস্তু বলি মনে করে।

— · —

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গত ২৯শে মাঘ, [illegible] -পূজা-উপলক্ষে [illegible] স্থানাভাববশতঃ শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হয় নাই।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নাম বা নামের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মাত্রেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমদেয় বার্ষিক বা শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] কার্যনির্বাহকের [illegible] নিয়োগের উহার [illegible] ।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নির্দিষ্ট ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুব্যবস্থা।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের [illegible] করা হয় না; উক্ত গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। পুরা ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরত পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ [illegible] কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। যেহেতু শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ব্যবসায়ের পত্র [illegible] নহে, সুতরাং উহাকে কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ অন্যায় অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, ইংরাজী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১।০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনারের বিজ্ঞপ্তি

এ-পির ২রা ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ,—শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনার এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসামে কয়েকটি ক্ষেত্রে পক্ষপাতী বিমান হইতে বিষ [illegible] বিপজ্জিত ও বিস্ফোরণ হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে শত্রু বিমান হইতে অতিরিক্ত পেট্রোল ট্যাঙ্কের ন্যায় দ্রব্য কিংবা অন্য প্রকার দ্রব্য ফেলা হইয়াছে। যদি কোনও লোক এইরূপ কোনও বিমানের অথবা বিপজ্জিত দ্রব্যাদিরূপের সংবাদ পান, তবে ডেপুটি কমিশনার তাঁহাদিগকে অবিলম্বে নিকটবর্তী থানায় উহার সংবাদ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। কেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনও বিমানের সংবাদ দিতে পারিলে তাঁহাকে ৫০৲ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। শত্রু পক্ষীয় বিমান হইতে কোনও লোক অবতরণ করিলে সেই সংবাদ সম্পর্কে ৩ শত টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া সামরিক কর্তৃপক্ষ [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন।

চারি লক্ষাধিক টাকা ঘাটতির সম্ভাবনা

কলিকাতা কর্পোরেশনের এক অধিবেশনে ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট পেশ করা হইয়াছে বাজেটে উপস্থিত আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে কর্পোরেশনের ৪৪২০০০৲ টাকা ঘাটতি পড়িবে। জানা গিয়াছে যে, আয় বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রধান কর্মকর্তা নূতন কর ধার্যের প্রস্তাব করিয়াছেন।

১১৮৩০০০৲ টাকা উদ্বৃত্ত তহবিল লইয়া বৎসর আরম্ভ হইবে। বর্ষশেষে এই তহবিল হ্রাস পাইয়া ৭৪৪০০০৲ টাকায় দাঁড়াইবে। আলোচ্য বর্ষে ২৫২৯৩০০০৲ টাকা আয় এবং ২৫৬৬৫০০৲ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বাজেটে ধরা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতির খাতে গত বর্ষের ১২২৫১০০৲ টাকার স্থলে ১১১৮২০০৲ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, এ আর পির খাতে গত বর্ষের ৪০০০০০৲ টাকার স্থলে ২০০০০০৲ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কর্মচারীদের বেতনের খাতে ৭১ ৬৯৫০৲ টাকা (গত বৎসর ছিল ৭০১৪২১০৲ টাকা) বরাদ্দ হইয়াছে। অন্যান্য দফার বরাদ্দের পরিমাণ কম বেশী গত বৎসরের পরিমাণের সমান। বাজেটে করের খাতে ১৮০৫০০০৪/ টাকা আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। গত-বৎসর আয় হইয়াছিল ১৯৬৬৪০০০/ টাকা। অন্যান্য দফার আয়ের পরিমাণ গত বৎসরের অপেক্ষা কিছু কম ধরা হইয়াছে। আলোচ্য বাজেটে কর্মচারিগণকে ভাতা দানের জন্য কোন সংস্থান করা হয় নাই, অথচ গত বৎসর কর্পোরেশন এইজন্য সরকারের নিকট হইতে ১০০০০০/ টাকা কর্জ লইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা

ইউ পি গত ৫ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং দিবার জন্য একটি বিভাগ খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আরও প্রকাশ, এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহা পরীক্ষা করিবার জন্য সিণ্ডিকেট একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় খাদ্য সংযম

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কার্টিনের আবেদনক্রমে অষ্ট্রেলিয়ার লোক খাদ্য সংযম আরম্ভ করিয়াছে হোটেল এবং খানাঘর সমূহে কোনও লোকই এক খোরাকে তিন পদের অধিক খাদ্য পায় না।

প্রমোদ-কর বৃদ্ধির প্রশ্ন

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, প্রমোদ কর বৃদ্ধির বিষয় বাঙ্গলা সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] [illegible] যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। [illegible] ভক্ত-সমাজে [illegible] [illegible] [illegible] বিচার ও সমালোচনাই প্রদর্শিত এবং প্রকৃতার্থপক্ষে প্রাকৃতজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। ঔষধ ইহার কার্য্য অত্যাশ্চর্য্য। নিজের, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার সর্ব্বপ্রকার জ্বরের নাশক বা [illegible]। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা [illegible] আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ   ২৩ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ৩০শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪৩, শনিবার { ২৭১-২৭২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ মাধব, অমর শ্রীগৌরপাদী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

— ::০::(:০:)::০::——

শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনে কৃতিলক্ষণা ভগবৎসাম্মুখ্যরূপা ভক্তিই ভগবদ্‌বৈমুখ্য-বিনাশের একমাত্র কারণ। শাস্ত্র কোন কোন স্থলে জ্ঞান ও কর্ম্মাদিসমূহকেও যে ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ বলিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে জানিবার এই যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তির সহিত সমপর্য্যায়বিশিষ্ট নহে। কর্ম্মে শাস্ত্র ও ভগবদাজ্ঞা-পালন ও ভগবানে কর্ম্মার্পণ ইত্যাদি থাকায় এবং জ্ঞানে ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্য বিষয়ে অনাসক্তির হেতু থাকায় কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তির সাহচর্য্যে ভগবৎসাম্মুখ্য-বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে কার্য্য করে। জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির বিনা সাহায্যে কখনও সাধকের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে পারে না। জ্ঞান অনর্থ-নিবৃত্তির অপেক্ষা করে। অনর্থনিবৃত্ত হইয়া জ্ঞান-সাধন করিলে জ্ঞানের ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ভক্তি অহৈতুকী; তাহা অনর্থনিবৃত্তির অপেক্ষা না করিয়াই নিজেই বলে সাধকের হৃদয়ের সমস্ত অনর্থ দূর করত সাধন-ফল প্রদান করেন। এতদ্ভক্তিই ভগবৎসাম্মুখ্যের আত্যন্তিক কারণ অর্থাৎ ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়। ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য অধোক্ষজ-পর্য্যন্ত জ্ঞান ও জ্ঞান-সাধনের ফলস্বরূপ ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন,—

"বাসুদেবে ভগবতি

ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।

জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥"

ভগবান্‌ শ্রীবাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযুক্ত হইলে অত্যল্প কালের মধ্যেই এবং ভক্তির প্রভাবে হরিকথা শ্রবণফলেই ভগবদিতর-বিষয়ে বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান অর্থাৎ বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ প্রতিপাদ্য জ্ঞান উদিত হয়।

এই ভক্তির লক্ষণ-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন যে, তাহা অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা।

ভক্তি অহৈতুকী অর্থাৎ ভক্তি নিজেই পরম সুখস্বরূপা। অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা-বিশিষ্ট না হইয়াই ভক্তি তাঁহার পরমসুখময়-স্বরূপ সাধকের হৃদয়ে প্রকট করেন অর্থাৎ ভক্তিসাধকের পক্ষে অন্য কোন সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না অথবা ভক্তির ফলস্বরূপে ভক্তি ব্যতীত অন্য ফলের প্রয়োজন হয় না। কারণ সমস্ত প্রাপ্যফল ক্রোড়ীকৃতস্বরূপা ভক্তি কিঞ্চিন্মাত্র অনুষ্ঠিত হইলেই সকল সাধনের চরম ফল শ্রীহরির তুষ্টিবিধান সাধিত হয়।

ভক্তি অপ্রতিহতা বা অব্যবহিতা। কারণ ভক্তি সাধন করিলে যে নিত্যানন্দময় সুখ লাভ হয়, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন সুখ নাই এবং ভক্তি যাজন না করিলে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তদপেক্ষা গুরুতর কোন দুঃখ নাই বলিয়া অন্য কোন সুখ বা দুঃখ ভক্তিকে বাধা দিতে পারে না। ভক্তি-সাধক জাগতিক সুখ ও দুঃখ কোনটার দ্বারাই ভক্তিপথ হইতে বিচলিত হন না। কারণ সুখ ও দুঃখ সবই তাঁহার নিকট ভগবৎকৃপার প্রকাশ বলিয়াই সাধকে বরিত হয়।

যিনি 'সর্ব্বনাশ' চান, তিনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রকৃত ভালবাসা বা স্নেহ বরণ করিয়া লইতে পারেন; তিনিই পূর্ণ শরণাগতিময়, ঐকান্তিক হৃদয়ে ভক্তিপথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারেন। 'সর্ব্বনাশ' অর্থাৎ সংসারক্ষয় করিবার জন্য যিনি দৃঢ়সঙ্কল্প ও অকপট ঐকান্তিক, তাঁহারই সাধুর প্রকৃত সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হয়। ধনসম্পদের অন্তরালে জড়-আসক্তির নরক পুষিয়া রাখিয়া সাধুসঙ্গ বা সাধন-ভজনের অভিনয়াদি করিলে উহাদ্বারা সংসারক্ষয়—সর্ব্বনাশ ত' দূরের কথা, সর্ব্বপ্রকার আসক্তিই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। 'সর্ব্ব' অর্থাৎ নিজের দেহ গেহ ও তাহার বিভূতি হইতে আন্তরিকভাবে তফাৎ থাকা প্রয়োজন। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করত সংসারক্ষয়-বাসনা না করিয়া, সংসারবৃদ্ধিবাসনা পোষণ-পূর্ব্বক জীব কোটি কোটি জন্ম সাধন-ভজনের অভিনয় করিলেও মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।

তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

অতএব শ্রীকৃষ্ণে দেহ-গেহাদি সমর্পণ করিয়া জড়াসক্তির নরক ভুলিয়া আত্মনিক্ষেপ-পূর্ব্বক সেবোন্মুখহৃদয়ে সর্ব্ব বস্তুর একমাত্র ঈশ্বর—একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সাধুসঙ্গে সম্যক্ অনুশীলন করিলে 'সর্ব্বনাশ' অর্থাৎ সংসারক্ষয় ও 'সর্ব্বপ্রাপ্তি' অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তি যুগপৎই হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন,—

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম—এই মাত্র চাই।

সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।"

সংসার অভাবের রাজ্য। এখানে স্বরূপ-উপলব্ধি, সম্বন্ধজ্ঞান ও সেবাবৃত্তির অভাব। এই অভাবের রাজ্যে বাস করিবার সকল লইয়া এই রাজ্যের নশ্বর বস্তুগুলির প্রতি আসক্তিযুক্ত থাকিলে কখনও অভাবে পতিত হওয়া যাইবে না। সাধু নিজের মনোব্যাসসম্বন্ধনকারী বাধি-বাসনার জীবের এই অভাব-রাজ্যের প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে অভাবের—স্বরূপের নিত্য সেবাসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করেন, জীবকে সেবাপেটিকার—শ্রীরূপের রূপে শোভমান ও রূপবান্ করিয়া তাহাকে সকল-ভজনসেবা-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মসেবা প্রদান করেন। সেবার রাজ্য অভাবহীন রাজ্য। সেখানে সবই সুন্দর, সবই পূর্ণ, সবই স্বরূপের শোভায় শোভিত। সেখানে কেহই কোন অভাবের দ্বারা ক্লিষ্ট হন না। সেখানে সকল প্রাপ্তির চরম প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাই সকলকে পরম আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। সাধু 'সর্ব্বনাশ হউক'—এই শুভাশীর্ব্বাদদ্বারা জীবকে অভাবের রাজ্য হইতে পরিমুক্ত করত অভাবের রাজ্যে অভাবের বর্ম শ্রীকৃষ্ণসেবাসম্পৎ প্রদান করেন। 'সর্ব্বনাশ হউক'—সাধুর এই আশীর্ব্বাদ জীবের প্রতি প্রকৃতপক্ষে অবশ্যম্ভাবী শুভাকাঙ্ক্ষিতা। তিনি কখনও জড় বিষয়-বৈভবদ্বারা জীবকে ভুলাইয়া রাখিতে চাহেন না। সাধুর অকপট আশীর্ব্বাদ যাঁহারা নতমস্তকে গ্রহণ করেন, তাঁহারাই মঙ্গল লাভ হয়, তাঁহারাই হরিভজন করিতে পারেন।

———

গোলোক-বৃন্দাবনস্থ ও পরব্যোমস্থ শ্রীভগবানের ও শ্রীভক্তগণপরিকর 'মহাপার্ষদ' জীবসকল অনন্ত। তাঁহারা সেবা-সৌন্দর্য্যাত্মক, সর্ব্বদা স্বরূপবিশিষ্ট, সেবাগুণশ্রেণী, সেবার স্বরূপ ও স্বরূপ উন্মুখ। তাঁহারা চিন্ময় সর্ব্বদা ভগবান মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধই নাই। তাঁহারা চিরকাল মায়া তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে

জড় রূপরস হয় শাস্ত্রের প্রমাণে। তত্ত্বরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

অবস্থান করে। তাঁহারা সর্ব্বদাই সেব্য-সেবাসুখে মগ্ন। সেবা-প্রেমই তাঁহাদের জীবন। তাঁহারা নিত্যমুক্ত; শোক, মোহ, ভয় ও মরণ যে কি বস্তু, তাহা তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা স্বরূপসম্প্রাপ্ত, কখনও বিরূপগ্রস্ত হন না। কিন্তু কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর মায়ার প্রতি ঈক্ষণপ্রভাবে যে অনন্ত অচৈতন্ত জীবগণ প্রকটিত হন, তাঁহারা তটস্থ অর্থাৎ চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবতীর্ণ হন বলিয়া মায়ার বিচিত্রতা তাঁহাদের দর্শনপথারূঢ় হয়। তাঁহারা অনাদি অদ্ভুত-প্রকৃতি খুব দুর্ব্বল। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সেব্যবস্তুর সেবা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারাই তাঁহার কৃপায় চিদ্বল লাভ করিয়া চিদ্ধামে নীত হন। কিন্তু যাঁহারা স্বরূপ ও প্রয়োজনবিস্মৃত হইয়া মায়ার ভোগবাসনা করেন, তাঁহারাই মায়াভিনিবেশ-দ্বারা মায়ার কবলে কবলীকৃত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করেন। তাঁহারা নিত্য বদ্ধজীব। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়াদণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ।"

অর্থাৎ মায়া স্বরূপতঃ কৃষ্ণাশ্রিত দাস। স্বরূপহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ দণ্ড্য জীবসকলকে দণ্ডের নিমিত্ত মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্ব-রজস্তমো গুণরূপ নিগড়সমূহদ্বারা কবলিত করেন, তৎপরে স্থূল ও লিঙ্গ দেহরূপ দুইপ্রকার আবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান।

আরোহপন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা, ব্রতাচরণ বা যোগাদিদ্বারা জীবের এই মায়াবন্ধ হইতে প্রকৃত মুক্তি লাভ হয় না এবং এই মুক্তির পর যে ভগবৎসেবা বা চিৎসুখপ্রাপ্তিরূপ একটী অবস্থা আছে, সেই অবস্থা জীব লাভ করিতে পারে না। কারণ শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন,—"আসন প্রাণায়ামাদি, তত্ত্ববিবেকরূপ সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাসাদি ত্যাগ, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, দান, ব্রত, দেবপূজা, মন্ত্র, তীর্থপর্য্যটন নিয়ম ও যম—এই সকল কিছুই আমাকে বশীভূত করিতে পারে না। একমাত্র সাধুসঙ্গই আমাকে বশীভূত করিতে পারে" অর্থাৎ সাধুসঙ্গক্রমে জীবের মায়াবন্ধন মোচনরূপ মুক্তি ও ভগবৎসেবারূপ চিৎসুখ—উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ইহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আর একটী শ্লোকে জানাইয়াছেন —

"যথা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সম্পশ্যন্ তদনুগমনে স্যাদ্রুচিযুতঃ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে।"

—সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন জীবের বৈষ্ণবাশ্রয়ণে রুচি জন্মিয়া পড়ে, তখন কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িক-দশা দূর হইতে থাকে—জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করত বিমল কৃষ্ণসেবারস ভোগ করিতে যোগ্য হন।

'অর্চ্চন'

——::(:০:):——

নবধা-ভক্তির পঞ্চমাঙ্গ 'অর্চ্চন'। দীক্ষিতব্যক্তিকর্ত্তৃক মন্ত্রাদি-সহযোগে শাস্ত্রোদ্দিষ্ট পদ্ধতিক্রমে শ্রীবিগ্রহের যে পূজা, তাহাই অর্চ্চন। শ্রীঅর্চ্চাবতার শুদ্ধভাগবতগণের প্রেমসমাধিযোগযুক্ত-হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের দ্বারা জীবকল্যাণার্থ বাহিরে প্রকাশিত হন। শাস্ত্রে অষ্টবিধ অর্চ্চার কথা উক্ত হইয়াছে,—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী
লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী শ্রীমূর্ত্তিরষ্টধা স্মৃতা।
শালগ্রামশিলায়াঞ্চ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবনম্।
নিত্যং সান্নিধ্যতস্তত্র বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ।"
(হঃ ভাঃ বিঃ ৫।২১৮)

শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, লৌহময়ী, লেপ্যময়ী, লেখ্যময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী—এই অষ্ট বিধ শ্রীমূর্ত্তি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চনে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয়। যেহেতু জগদ্গুরু শ্রীবাসুদেব শ্রীশালগ্রামে নিত্যকাল অবস্থিত।

শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং এই জগতে ভক্তগণের নিকট স্বেচ্ছায় যখন পাষাণ বা দারুময়াদিত হইয়া নিজ স্বরূপ প্রকট করেন, তখন তাঁহাকে 'স্বয়ং প্রকাশিত শ্রীমূর্ত্তি' বলে; যেমন—শ্রীজগন্নাথ, শ্রীগোবর্দ্ধনধারী প্রভৃতি। স্বয়ংব্যক্ত শ্রীমূর্ত্তি প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত; এইরূপ মহাভাগবতশিরোমণি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বীয় হৃদয়ে অভিব্যক্ত ভগবান্‌কে বাহিরে শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকট করাইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও অর্চ্চনের ব্যবস্থা করেন।

একমাত্র দীক্ষিত ব্যক্তির অর্চ্চনে অধিকার আছে। অর্চ্চনমার্গে নিয়ত বিধির অপেক্ষা রহিয়াছে। অতএব দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য। দীক্ষাবিষয়ে আগমে উক্ত হইয়াছে—"অনুপনীত দ্বিজগণের যেরূপ বৈদিক কর্ম্ম অধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না এবং উপনয়নের পর যেরূপ তদ্বিষয়ে অধিকার হয়, সেইরূপ অদীক্ষিত পুরুষগণের মন্ত্র ও দেবার্চ্চনাদিতে অধিকার নাই; অতএব নিজেকে দীক্ষিত করিবেন।" যথাবিধি পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী ও শূদ্র সকলেই শ্রীশালগ্রামশিলারূপী শ্রীভগবদর্চ্চার পূজা করিতে পারেন।

স্কন্দ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সৎশূদ্রের শালগ্রাম-পূজায় অধিকার আছে। এতদ্ব্যতীত অন্য কাহারও সে অধিকার নাই। যে ব্রাহ্মণের বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে ভক্তি নাই, তাহার অর্চ্চনে অধিকার নাই। 'সৎশূদ্র'-শব্দে শূদ্রকুলোদ্ভূত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি। ভগবদ্দীক্ষা প্রভাবে শূদ্রাদিকুলজাত ব্যক্তিও ব্রাহ্মণের সমান হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্র বলেন,—"কাংস্য যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ যে-কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও বৈষ্ণব দীক্ষা প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।"

শ্রীঅর্চ্চাবতারের অর্চ্চন-কালে প্রথমে শ্রীগুরুপূজা কর্ত্তব্য।

"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি
হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।"
(হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৩৪)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—'সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুদেবের পূজা করিয়া তৎপরে আমার পূজা করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়, নতুবা পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে।'

বিষ্ণুপাঠ্য ও ব্রহ্মপাঠ্য না করিয়া যথাসম্ভব শ্রীভগবানকে উত্তমনৈবেদ্য প্রদান করিতে হইবে। ভোগপ্রদান-কালে শ্রীবিষ্ণুকোটি অর্চ্চাবর্গকে ভোগপ্রদান করিয়া তৎপরে ভক্তকোটি অর্চ্চাবর্গকে ভোগপ্রদান করিতে হইবে। শ্রীঅর্চ্চাবতারসমূহ শ্রীবিষ্ণুকোটি ও শ্রীভক্তকোটি—এই দুইরূপে অবতীর্ণ। শ্রীবিষ্ণুকোটি অর্চ্চাবতারগণের শ্রীপাদপদ্মে ও নৈবেদ্যে তুলসী প্রদান করা হয়। কিন্তু শ্রীগুরুদেবাদি ভক্তকোটির নৈবেদ্যে শ্রীতুলসী প্রদান নিষিদ্ধ; কারণ শ্রীতুলসীও ভক্তকোটির অন্তর্গত অর্চ্চাবতার-বিশেষ। বিষ্ণুকোটি অর্চ্চাবতারগণের শ্রীপাদপদ্মে তুলসী প্রদান করিতে হইবে।

শ্রীগুরুদেব মহাভক্তরূপে প্রকটলীলায় শ্রীহরিবাসর, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী প্রভৃতি তিথিতে মহাপ্রসাদগ্রহণে বা সাধকজীবকে শিক্ষাপ্রদানের জন্য তাম্বূলাদি গ্রহণে বিরত থাকিলেও শ্রীগুরুবর্গের অর্চ্চাবতারের সম্মুখে সেই বস্তু কিন্তু নিবেদন করা নিষেধ নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগান্ধর্ব্বা, শ্রীগিরিধারী ও শ্রীগুরু—সকলকেই শ্রীএকাদশী, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীগৌরজয়ন্তী প্রভৃতি তিথিতে অন্নভোগ ও তাম্বূলাদি নৈবেদ্য অবশ্য প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু সাধক-অর্চ্চকের পক্ষে শ্রীহরিবাসরে মহাপ্রসাদ-গ্রহণ বা অন্য দিবসেও তাম্বূলপ্রসাদ গ্রহণ নিষিদ্ধ।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু পদ্যাবলীতে নৈবেদ্যার্পণকালে কয়েকটী বিজ্ঞপ্তি প্রাচীন আচার্য্যগণের বাক্য হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। অর্চ্চক শ্রীগুরুবর্গের প্রীতি-উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকের বিষয় নৈবেদ্যপ্রদানকালে স্মরণ করিবেন,—

"বিজয়ীনাং তবে পুলিন্দিক্রাতে মজ্জগৌ
দধিক্ষীরে সদ্যঃ সুচিতপিতঃসূর্যো মুরারিপো।
যশোদায়াঃ তবে ব্রজযুবতিভক্তে যদপি তে
যথাশীরামোদস্তমনুপহারেহপি কুরুতাম্।"

—হে মুররিপো! বিজয়দিবসের প্রীতির সহিত প্রদত্ত অন্নে, বিপ্রপত্নীদত্ত ভোজ্য অন্নে, ব্রজাশ্রিত গাভীগণের দধি ও ক্ষীরে, সখা শ্রীদামাদি ব্রাহ্মণের তণ্ডুল-চিপিটক-মুষ্টিতে, মাতা যশোদার স্তন্যদুগ্ধে এবং ব্রজযুবতিগণের প্রদত্ত মধুতে তোমার যেরূপ আমোদ হইয়াছিল, মৎপ্রদত্ত এই উপহারেও সেইরূপ আমোদ প্রকাশ কর।

"যা প্রীতির্বিদুরার্পিতে মুররিপো
কুন্ত্যার্পিতে যাদৃশী
যা গোবর্দ্ধনমূর্দ্ধ্নি যা চ পৃথুকে
স্তন্যে যশোদার্পিতে।
যা বা তে মুনিভামিনী-
বিনিহিতেহন্নেহপি তামর্পয়।"

হে মুরারে! বিদুরার্পিত অন্নে তোমার যে প্রীতি হইয়াছিল, কুন্তীর প্রদত্ত অন্নে তোমার প্রীতি, যশোদার্পিত প্রচুর স্তন্যে যে প্রীতি, শ্রীদামসখের ভক্তাক-সমর্পিত অন্নে যে প্রীতি এবং যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের প্রদত্ত অন্নে তোমার যে প্রীতি, এই অন্নের প্রতিও সেইরূপ প্রীতি অর্পণ কর।

"ক্ষীরে শ্যামলয়ার্পিতে
কমলয়া বিশ্রাণিতে কাণিতে
দত্তে লড্ডুনি ভদ্রয়া মধুরসে
সোমাভয়ালম্বিতে।
তুষ্টির্যা ভবতস্ততঃ শতগুণং রাধানিদেশাত্মনা
ত্বদেতস্মিন্ পুরতস্তবার্পিত চরে
ভক্ত্যোপহারে রতিঃ।"

শ্যামলার অর্পিত ক্ষীরে, কমলার প্রদত্ত কাণিতে, ভদ্রাদত্ত লাড্ডুতে এবং সোমাভার (চন্দ্রাবলীর) প্রদত্ত মধুরসে তোমার যেরূপ তুষ্টি হইয়াছিল, হে হরে! শ্রীরাধার নিদেশে আমি তোমার সম্মুখে যে ভোজ্যদ্রব্য অর্পণ করিয়াছি, সেই মনোরম উপহারে তদপেক্ষা শতগুণ রতি বিধান কর।

শ্রীপৃথুমহারাজ অর্চ্চনাখ্য ভক্তি যাজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অর্চ্চনাখ্য ভক্তির আচার্য্যবর। তিনি গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, অন্যান্য বহুবিধ প্রাণী ও শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদগণকে বিষ্ণুসমতার-জ্ঞানে চিন্ময় অঞ্জলি ও ভক্তির দ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"এই ভূমণ্ডলে আমার যেসকল প্রজা যুক্তচিত্ত হইয়া যজ্ঞেশ্বর দেবগণের অধীশ্বর জগদ্গুরু শ্রীহরিকে আরাধনা করেন, তাঁহারাই আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন।"

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে।

শ্রীমহাপ্রসাদ

——॥(০)॥——

মহাপ্রসাদ-অর্থে, শ্রীভগবানের অনুগ্রহ অথবা তাঁহার কৃপাবশিষ্ট। ভগবান্ জীবের প্রতি করুণা করিয়া কখনও নামরূপে, কখনও ধামরূপে, কখনও শাস্ত্ররূপে আবার কখনও মহাপ্রসাদরূপে তাঁহার অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করেন। শ্রীনামসেবার ফলে যেরূপ 'নামিরূপ' সেবককে প্রেম প্রদান করেন, তদ্রূপ মহাপ্রসাদ সেবনকারী ভক্তকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন।

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয়—মহাপ্রসাদ-নাম।
ভক্তভুক্ত-শেষ-হইলে
মহা-মহাপ্রসাদ-আখ্যান॥
ভক্ত-পদধূলি, আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল।
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"

শ্রীমহাপ্রসাদ ভক্তভুক্তশেষ হইলে মহা-মহাপ্রসাদ হয়। কৃষ্ণের অধরামৃত অসীম শক্তি ধারণ করেন। দেবতাগণ বহু আরাধনা করিয়াও কৃষ্ণের অধরামৃতের এককণাও আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য পান না। শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেই অধরামৃতের মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"সেই অন্ন-তোয়-পান
হয় অমৃত সমান,
নাম তা'র হয় কৃষ্ণ-ফেলা।
সে ফেলার এক লব না পায় দেবতা সব,
এই দম্ভে কেবা পাতিয়ায়॥
বহুজন্ম পুণ্য করে, তবে 'সুকৃতি' নাম ধরে,
সে 'সুকৃতি' তার লব পায়॥
পামরজন'ত এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায়, তা'র সফল জীবিত॥"

একমাত্র সুকৃতিশালী ভক্তগণই আবার কৃষ্ণের অধরামৃত সেবন করিবার সৌভাগ্য-লাভ করেন। শ্রীমহাপ্রসাদ চিন্ময়, অপ্রাকৃত বস্তু। প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট অল্পপুণ্যবান্ অথবা পাপাত্মা জীবের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয় না। শ্রীভগবানের সর্বাঙ্গ-সমর্পিত অন্নব্যঞ্জন মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, শ্রীনারায়ণ ও শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃত প্রভা লাভ করেন। শ্রীভগবানই বস্তুতঃ সেবককে শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীনারায়ণের স্বরূপ সেবকের নিকট প্রকট করেন।' শ্রীভগবানই কৃষ্ণের অধরামৃত-প্রভাবের ভাণ্ডারী। তিনি সেই অধরামৃত বিতরণে সেবকগণকে পবিত্র করেন।

"চতুর্বিধ-শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

—যিনি হরিভক্তসঙ্ঘকে নিবেদন স্বাদু অন্ন-সমন্বিত চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়—চতুর্বিধ সুস্বাদু মহাপ্রসাদ অথবা অন্ন-নির্মিত চতুর্বিধ ভক্ষ্যকে তাঁহাদের স্ব-স্ব অধিকারানুসারে শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্বিধ ভাবগ্রন্থ পরিতৃপ্তরূপে আস্বাদন করাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের চরণকমল বন্দনা করি।

যদি সৌভাগ্যক্রমে মহাপ্রসাদ আমাদের কাহারও নিকট আগমন করেন, তবে কালাকালের কোনও বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মান করা কর্তব্য। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণ-সঙ্গে প্রাতঃ প্রত্যূষে শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং ভট্টাচার্য্যও সেই সময়ে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া গাত্রোত্থান-পূর্বক তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার হস্তে কিছু প্রসাদান্ন দিলেন, ভট্টাচার্য্য কালাকালের বিচার না করিয়া মহা-আনন্দিত হইয়া সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি
নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং
হরিরব্রবীৎ॥"

মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই হউক বা দূরদেশ হইতে আনীত হউক, প্রাপ্তিমাত্রে ভক্ষণ করাই বিধি; ইহাতে কাল-বিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অন্ন-প্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রে শিষ্ট লোক ভোজন করিবেন, ইহাতে দেশ ও কালের কোন নিয়ম নাই; ভগবান্ ইহা বলিয়াছেন।

নির্ভীক কে?

(শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

অনাদিবহির্মুখ জীব আমরা দৈবীমায়া-বিমোহিত হওয়া নিত্যস্বরূপের বিস্মৃতিহেতু 'স্থূল সূক্ষ্ম দেহই আমাদের সত্তা'—এইপ্রকার উপলব্ধি তই সকল কার্য্য করিয়া থাকি। অনেক সময় অনেকে বেদ-বেদান্তাদি আলোচনায় সূক্ষ্ম পরমায়ু নষ্ট ও বহু ক্লেশ স্বীকার করত কিংবা ওরূপ কোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াও এবং মুখে ও মনে 'আমি দেহ মন নহি, আমি দেহ মন নহি, আমি আত্মা'—এইকথা পুনঃ পুনঃ পুনঃ বলিয়া ও চিন্তা করিয়াও কার্য্যকালে দেহাত্মবাদিতারই পরিচয় দিয়া থাকে। বর্তমান জগতে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও তথাকথিত ধার্মিক—এক কথায়, সকলপ্রকার মানবীয় চেষ্টা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে দেহাত্মবোধমূলে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হওয়ায় শান্তির পরিবর্তে মহা অশান্তির দাবানলই সর্বত্র প্রবর্ধিত দেখা যাইতেছে। এই দেহাত্মবোধরূপ ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি হইতে পরিত্রাণের উপায়ও বর্তমান জগতে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কারণ ইহজগতে কর্মফলবাধ্য জীব শতকরা শতজনই ঐ সংক্রামক ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত। তাহাতে আবার এক পাগল আর এক পাগলকে "পাগলামী করিস্ না" বলিয়া উপদেশ করার ন্যায়, এক রোগী আর এক রোগীকে চিকিৎসা করিতে যাইয়া সাধারণ জনগণের উদারতা ও নিঃস্বার্থপরতার পাকর দিলেও প্রকৃত বিচারে উদারতার নামে সঙ্কীর্ণতা বা উদরভরের এবং নিঃস্বার্থপরতার নামে শোচনীয় অপস্বার্থপরতারই পরিচয় প্রদান করে। কোন ব্যক্তি বিসূচিকা-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকটে যাইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে ভীত হন, কারণ তাঁহাকেও ঐ সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে—এই ভয়। এখানে স্বার্থপরতা বা দেহাত্মবোধই স্পষ্ট বা সূক্ষ্মাকারে দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু বহু ব্যক্তিকে দেখা যায়, ঐপ্রকার বিসূচিকা-রোগাক্রান্ত গ্রামের মধ্যে যাইয়া নিঃস্বার্থভাবে (?) সর্বপ্রকারে শুশ্রূষাদি করিতেছে! প্রশ্ন হইতে পারে, এখানে দেহাত্মবোধ কোথায় থাকল? নিজের দেহে আসক্তি থাকলে কি কেহ ঐপ্রকার স্থানে যাইয়া অন্যের উপকার করিতে পারে? কিন্তু একটু বিচার করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারিব যে, আপাতদৃষ্টিতে দেহের প্রতি ঐপ্রকার অনাসক্তি দেখা গেলেও এবং তাহারা ভীরু ব্যক্তিগণের মোহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেও অধোক্ষজ-অপ্রাকৃতবস্তুর ভজন কার্য্যে চেতনের সহিত সম্বন্ধ না থাকায়, উহা যে দেহাত্মবোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা সহজেই ধারণা হয়। কারণ যে স্থানে আত্মার কোন উপলব্ধি নাই—সম্বন্ধ নাই, এমন কি, সে বিষয় কেহ বলিলেও প্রতীতি হয় না, তথায় দেহাসক্তি ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে? অবশ্য পূর্বোক্ত নির্ভীক ব্যক্তি দেহের চিন্তা করিতে করিতে ঐ চিন্তা প্রসারিত করায় অপর দেহ পোষণে বিশেষতঃ ঠিক তাহার নিজের দেহের ন্যায় অর্থাৎ স্বদেহের পোষণে এবং তাহা ভোগে অপটু দেখিলে তাহার বড়ই দুঃখ বোধ হয়। সেইজন্য আপাততঃ নিজের ভোগ ত্যাগ করিয়া বহু কষ্ট স্বীকারপূর্বক, এমন কি, নিজের দেহকে বিপন্ন করিয়াও তাহারই ন্যায় অপর বহু দেহ অবাধে বিষয়ভোগ করুক—এই বাঞ্ছা করে; কারণ ইহাতেই তাহার মনের শান্তি। অনেক স্থলে বহু লোকের প্রশংসাবাদও ওরূপ কার্য্যে ব্রতী করায়।

এইপ্রকারে মানব বহু উচ্চ কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়ায় যাবৎ সত্যবস্তু তাহার নিকট লোকচিন্তাকর্ষক হইয়াছে। কেবলমাত্র যাঁহাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির উদয় হইয়াছে, ঐপ্রকারের শতকোটি বিভিন্ন প্রকারের বাধাও তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। যাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা কোন মহাভাগবতের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে অর্থাৎ যদি কোন জীবকে কোন মহাভাগবতাশ্রয়োদ্যাবধি স্বেচ্ছায় কৃপা করেন, তাঁহাদেরই প্রকৃত যোগ্যোদয় হয়। ঐপ্রকার মহাভাগবতের কৃপাতেই জীবের বহু বহু জন্মের কুসংস্কার, কু-অভ্যাস, কদাচার প্রভৃতি সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়। একমাত্র নির্ভীক হওয়ার উপায় আমরা 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে'র প্রথমে অভয়-কর্তব্যতা-প্রসঙ্গে সর্বজ্ঞপ্রবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকর্তৃক উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের নিম্নলিখিত শ্লোকটী শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আশ্রয়-বিগ্রহ জগদ্গুরুপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিতে পাই—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য
বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং
গুরুদেবতাত্মা॥"

যেহেতু মায়া হইতেই স্বরূপের অস্ফূর্তি, স্বরূপের অস্ফূর্তি-হেতুই দেহাত্মবোধ, দেহাত্মবোধেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ এবং তাহা হইতেই ভয়ের উৎপত্তি, সুতরাং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই মায়াধীশ্বরেরই ভজন করেন। সেই মায়াধীশ সর্বাবতারী যাঁহার নিত্য প্রেমবাধ্য, সেই জগদ্গুরুবরকে—শ্রীশ্রীআচার্য্যবরকে যিনি একমাত্র দেবতা, ঈশ্বর, জীবনের জীবন, শ্রেষ্ঠ জানিতে পারিয়াছেন—তাঁহার কোটি সমুদ্র হইতেও গভীর স্নেহ-বাৎসল্য যিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই বাস্তবিক নির্ভয় হইয়াছেন। কারণ নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণই নির্ভীক। আর যাঁহারা তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে 'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার', বলিয়া সমর্পিতাত্মা হইয়াছেন, "অশোক-অভয়-অমৃত-আধার তোমার চরণদ্বয়, তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া ছাড়িনু ভবের ভয়।"—ইহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত নির্ভীক। যাহারা আবার শাঠ্য দুষ্টৈশ্বর্যগ্রস্ত, কেবল মুখে কৃপা-প্রার্থনার আড়ম্বর করে এবং অন্তরে নিজের অহঙ্কার বজায় রাখিয়া চলে, 'যদি তাঁহাদের শক্তিই থাকে, শ্রীঅদ্বৈতেশ্বর বলিয়া কোন বস্তুই থাকে, তাহা হইলে আমি তাঁহাদের আশ্রিত (?) হইয়া অনাচার ও কাম-ক্রোধাদি ছাড়িতে পারিতেছি না কেন?' ইত্যাদি ভাবিয়া সন্দেহাকুল হইয়া ভোগসাগরে গা ভাসাইয়া দিয়া অনন্ত কালের জন্য নরকের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, আবার কখনও বা অন্যলোকের মনের সহিত পরামর্শ করিয়া আপনা যখন পারা যাইতেছে না তখন অহঙ্কার ত্যাগ করিতে চেষ্টা করা যাক, বলিয়া বৃথা প্রয়াস করিতে থাকে; এইরূপ চিত্তবৃত্তি থাকিলে নির্ভয় হওয়া বড়ই কঠিন।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ

অনধিকারী হইলে অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের সেবকাভিমানে কৃষ্ণসেবা, তিনি কৃষ্ণ-প্রেমময়, তাঁহার দয়া যদি কঠোরতা ও কৃপণ উদ্বেগ কোমল—উভয় প্রকার ভাবেরই জগতের অসুখ দূর করিয়া নিত্য অশোক-অভয় অমৃতধামে লইয়া যাওয়ার জন্যই—ইহা এই বিচারে আমরা দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারিব, তখনই আমাদের ও গুরুদেবের মঙ্গলবার্তা। তখন বুঝিতে পারিব যে, যেরূপ অজ্ঞান শিশুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনক-জননী তাহার মঙ্গলের জন্যই এবং অন্তরে স্নেহপূর্ণ বলিয়াই কখনও আদেশ, কখনও ভর্ৎসনা, কখনও বেত্রাঘাত প্রভৃতি করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীআচার্যদেবও অবোধ, নিবুদ্ধি প্রভৃতি প্রদান করিয়া অজ্ঞানী জীবগণকে নিষ্কপটভাবে নিত্যমঙ্গল করিয়া থাকেন। যেহেতু তিনিই জানেন আমাদের কিসে নিত্য কল্যাণ হইবে, যেহেতু তিনি নিত্য নিরাপদ, সমস্ত কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণদর্শন করেন, তথা স্বয়ং অবতীর্ণ অপ্রাকৃত সেবা-বিগ্রহ স্বকীয় বস্তুর সেবা করিয়া অর্থাৎ শ্রীনাম, লীলা, নিত্যযোগ্য সেবা প্রীতি, আসক্তি ও প্রচার ও বর্দ্ধন, শ্রীনামকীর্তনে নিষ্ঠা ও প্রাপক সেবা চেষ্টা এবং অপরাধাদির পরিত্যাগের শিক্ষা প্রদান, প্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি নবধা ভক্তির মহিমা কীর্তন, শ্রীনাম-ধাম-কৃপা, বৈষ্ণবসেবা, প্রভুদেবের সেবা, গুরুসেবা প্রভৃতি স্বয়ং আচরণ করিয়া দিয়া প্রচার করিয়া আমাদের মঙ্গল বিধান করেন। শ্রীগুরুদেবের সেবা ব্যতীত অনুগতজনের আর অন্য কোন উপায় নাই। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।"
...

(ভাঃ ১১।২৬।৩১)

অতএব আত্মবকারীর যেরূপ অনায়াসে অন্ধকার দূর, শিশুরক্ষা ও অন্যান্য প্রাণী রক্ষা হয় ও শীতাদি নিবারণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মসমর্পণ করিয়া মহাভাগবতগণের সেবার সহিত জীবের জন্ম-মৃত্যু-দুঃখ, অজ্ঞানতা বা অজ্ঞান ধ্বংস এবং সংসার-ভয় হইতে চির মুক্ত ও অনায়াসে ভগবৎপ্রেমলাভ হইয়া থাকে।

"প্রেমভক্তি যাহা হইতে
অবিদ্যা বিনাশ যাতে।"

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

অতএব শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী—সেবাপ্রার্থীই তাঁহার সেবা লাভ করিয়া পরম নির্ভীক হইতে পারেন। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের শ্রীমুখোচ্চারিত শব্দব্রহ্ম সেবোন্মুখ শ্রবণ দ্বারা পান করিবার মহাসৌভাগ্য লাভ না করা পর্যন্ত কেহই কখনও দেহাভিনিবেশ-জনিত ভয় হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিত্যসেবানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকিয়া প্রকৃত নির্ভীক হইতে পারে না।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—০::(০)::০—

শ্রীধামে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব তিথিপূজা উৎসব

গত ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২৯শে মাঘ প্রেম-ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-তিথিপূজা মহোৎসব শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীবৃন্দাবন পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে নিরবচ্ছিন্ন হরিসংকীর্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীযোগপীঠে পূর্বাহ্ণ যথারীতি পাঠ-কীর্তনাদি হইলে পর শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে সংকীর্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া মন্দির পরিক্রমা করিয়া শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হন। অনন্তর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমদ্দেবপ্রসাদ, গৌরচন্দ্র ও নদীয়া-নাগরী-কীর্তনের পর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব ও তাঁহার কৃপার কথা এবং শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর পূত চরিত্র আলোচিত হয়। তোতাপাখির-কীর্তনে শ্রীনাম কী কারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অনন্তর অপরাহ্ণে পণ্ডিত বিহারী শ্রীমদ্ আচার্যদেব শ্রীমদ্ গোস্বামীদের কৃপার কথা কীর্তন করিয়া শ্রীর ২ ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের চরিত্র আলোচনা করেন।

— — —

২৪ পরগণায় প্রচার

গৌড়ীয়দিগের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ পণ্ডিতবাবুর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সপার্ষদে সহ গত ৮ই জানুয়ারী কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া উক্ত দিবসই ২৪ পরগণা-জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর-নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথা হইতে তিনি পুনঃ নিজ চৌকুলিয়া গ্রামে ১৩ই জানুয়ারী পর্যন্ত ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত অবস্থান করেন। তথায় তিনি ভক্ত অনুরোধ করিয়া চতুর্দিকে স্থানে স্থানে শ্রমণ করেন। উক্ত গ্রামে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় পরিক্রমা-মুখে ও শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্তন হইতে বহুমূল্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতায় বসবাসের স্থান-সমস্যা

মধ্য কলিকাতার নাগরিকদের বসবাসের স্থান সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ২৭শে জানুয়ারী সংবাদপত্রসমূহে একটি কমিটি গঠনের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা প্রয়োজন যে, গত কয়েক মাস হইতে শহরের অভাব অভিযোগ অনুরূপ একটি ইতঃপূর্বেই কাজ আরম্ভ করিয়াছে। এই কমিটিগুলি যে সরকারী অফিস ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। উহাদের প্রাথমিক কর্তব্য হইল গভর্ণমেণ্টকে স্থানীয় অভাব ও বসবাসের স্থান সম্পর্কে খবরাখবর প্রদান করা। কোনও বিশেষ স্থানে যদি দাম বৃদ্ধি বা যে গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজন হয়, তবে প্রথমে এই কমিটির সহিত পরামর্শ করা হইবে। সুতরাং এই প্রকার কমিটিতে জনসাধারণের সাহায্য বা স্থানাদি দূর করা হইয়াছে বলিয়া কোন আশঙ্কার কারণ নাই। সামরিক কারণে যাহাতে জনসাধারণের কোনও অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য এই কমিটিগুলি সহায়ক হিসাবেই গঠন করা হইয়াছে।

পরিশ্রমের বিনিময়ে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা

বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে নিম্নলিখিত কাজ দিয়ে মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা পরিশ্রমের বিনিময়ে সাহায্যদানের ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে:—

(১) রাস্তা মেরামত ও নির্মাণ।

(২) বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত।

(৩) রাস্তা, পুকুর, খাল প্রভৃতি পরিষ্কার।

(৪) লবণাক্ত জল সেচন এবং পুকুর ও কূপ খনন।

(৫) অন্যান্য শ্রেণীর খাল ও নালা প্রভৃতি খনন, মেরামত ও জল নিষ্কাশন।

(৬) বাঁধ-ভাঙা।

এ পর্যন্ত মেদিনীপুরের জন্য ৪,০৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে আরও টাকা মঞ্জুর করা হইবে। দৈনিক মজুরীর হার এরূপভাবে ধার্য্য করা হইয়াছে, যেন প্রত্যেক শ্রমিক প্রত্যহ অন্ততঃ দেড় /১৷০ সের চাউল ক্রয় করিতে পারে।

এই পরিকল্পনানুযায়ী যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব শিক্ষিত অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগকে কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্যও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গলার বিমান-বাহিনীর অধ্যক্ষ

এয়ার ভাইস্ মার্শাল টি, এম, উইলিয়াম্‌স্ বাঙ্গলার বিমান-বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। জানুয়ারী মাসের প্রথমদিকে এই নিয়োগ সম্বন্ধে ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে ইনি মধ্যপ্রাচ্যের ভারতীয় বিমান-বাহিনীর সহিত কায়রোতে "সিনিয়র এয়ার ষ্টাফ্ অফিসার" ছিলেন। তার জিতি নিয়ামের সাম্প্রতিক পরিদর্শন সময়ে এয়ার-ভাইস্ মার্শাল ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন আর্লি-ক্যাম্-ব্যাঙ্ক তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

বৈমানিকের সম্মান

রাজকীয় বিমান বহরের প্রধান অধিনায়কের সুপারিশ অনুসারে ইংলণ্ডের চার্লস আরগানেন্ট ক্রাফ্ নামে একজন বৈমানিককে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ১৯শে ও ২০শে জানুয়ারী মিঃ ক্রোফ্ ছুইটি (এবং বোধ হয় আর একটিও) জাপ বোমারু বিমান ধ্বংস করেন। এই ঘটনার পূর্বে তিনি অন্যান্য স্থানে ছয়টি শত্রু বিমান নষ্ট করিয়াছিলেন।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্বল পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী। বিশেষতঃ প্লীহা-যকৃৎ জ্বালাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার শরীরে আরোগ্য লাভ হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা দুই আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ খেজুরা, ২৪ পরগণা

নদীয়া-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল মুখোপাধ্যায় ভক্তিবান্ধব-কর্তৃক মুদ্রিত
শ্রীঅপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ২৫ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ৩রা ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪৩, সোমবার ২৭৩৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ মাধব, পার্শ্ব সপ্তমী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

—— ::০::(:০:)::০:: ——

অনর্থনিবৃত্তি ও অর্থপ্রবৃত্তি যুগপৎ হইবে। একের সম্পূর্ণ অভাব হইলে অপরের উদয় হইবে, এরূপ নহে। অর্থের দিকে যতটা প্রবৃত্তি হইবে, অনর্থ ততটা দূর হইয়া যাইবে। নামাচার্য্যের আদর্শে শুদ্ধ নাম কীর্ত্তিত হইলেই নামের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে। কাহারও বা এ জন্মেই হয়, আবার কাহারও বা জন্মান্তরে পরেও হয়। অকপট ইচ্ছা থাকিলে আজ হউক বা দু'দিন পরেই হউক, হইবেই; সুতরাং হতাশার কিছুই নাই। নৈষ্ঠিকজীবন হইয়া উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্যের সহিত প্রতি সেকেণ্ডে নিরন্তর হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকিলে সমস্ত অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে। অতি আদরের সহিত স্পষ্ট স্পষ্ট নাম উচ্চারণ করিতে হইবে। আলস্য-অর্থে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, সেবোন্মুখতা বা অভিনিবেশ। অনাদরই অপরাধের মূল। বহুযত্ন করে ন্যায় দত্ত-পূর্ব্বক আদরের সহিত হরিনাম করিলে নামের কৃপা লাভ হইবে।

———

শ্রদ্ধার অভাবে সাধুসঙ্গ হয় না। শ্রদ্ধা না থাকিলে সাধুর সদসদ্ উপদেশও বৈফল্য হবে বলে। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হন। শ্রদ্ধা হওয়া ভাগ্যসাপেক্ষ।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"
"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥"

শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ। শ্রদ্ধাদেবী কৃপাপূর্ব্বক জীবকে ভক্তি দান করেন। 'কৃষ্ণভজন ছাড়া আমার আর কোন কৃত্য নাই'—এইরূপ অচল, অটল, স্থির-নিশ্চয় ধারণাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা শরণাপত্তিলক্ষণা, ভক্তির অনুকূল গ্রহণ, প্রতিকূল বর্জ্জন, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এইরূপ বিশ্বাস, কৃষ্ণকে পালক বলিয়া বরণ, আত্মনিবেদন, কার্পণ্য অর্থাৎ দৈন্য—এই ছয়টী শ্রদ্ধার চিহ্ন। শ্রদ্ধাবান্ নির্ভীক। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই বুদ্ধি থাকায় তাঁহার দুঃখ নাই। শ্রদ্ধাবান্ অন্য দেবতাদির পূজা করেন না। শ্রদ্ধার অপর নাম নির্ভরতা। শ্রদ্ধাবান্ সেবক ভগবৎপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। সাধনভজনে শিথিলতা বা উদাসীনতা অশ্রদ্ধার লক্ষণ। শ্রদ্ধালু ব্যক্তির সাধন-চেষ্টাবিষয়ে পশ্চাদ্‌পদতা নাই। ভগবৎসম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াসমূহের যে মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকল মহিমা শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ তাহাতে অবিশ্বাসী হন না এবং সেই সকল ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুবিষয়ে তাঁহার প্রাকৃত দ্রব্যাদির তুল্যজ্ঞানে দোষ-বিশেষাদ্রবজ্ঞান-জনিত প্রবৃত্তিও হয় না। দস্যুতে বর্ণ ব্যাহিত করিতে গিয়া তাহাতে স্বর্ণের মাটি ধরন প্রভৃতি অনেক বাধা যেমন স্বর্ণপ্রাপ্তিকাম যেরূপ উৎসাহের সহিত স্বর্ণ-লাভের যত্ন করেন, কৃষ্ণপ্রাপ্তিই যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, সেইরূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরও বাধাসত্ত্বেও কৃষ্ণানুশীলনে উৎসাহ ও পুনঃ পুনঃ যত্নাগ্রহ দেখা যায়। ব্যবহার-বিষয়ে মুহ্যমানতা প্রভৃতির অভাবও শ্রদ্ধার লক্ষণ জানিতে হইবে। শ্রদ্ধাবান্ জীব গ্রাসাচ্ছাদন বা যোগ-ক্ষেম-চিন্তায় মুহ্যমান বা ব্যস্ত হন না।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে দুরাচারতা সম্ভবপর হয় না। অতএব শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অসম্ভব। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি অনন্যা-ভক্তির অধিকারী। 'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী'—ইহা শাস্ত্রবাণী। যদিও বা শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষেরও প্রারব্ধ কর্ম্মবিবশতঃ বিষয়সম্বন্ধে অজ্ঞানজনিত কোন আচরণ লক্ষিত হয়, তথাপি বিষয়সম্বন্ধকালেও তাঁহার বিষয়ে অভিনিবেশ না আসিয়া অবহেলাজনিত বৈরাগ্য ভক্তিই তাঁহার হৃদয় অধিকার করে।

শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি ভগবৎকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই একমাত্র পরম মঙ্গলপ্রদ—ইহা দৃঢ়ভাবে জানেন। শ্রদ্ধাবানের ভগবৎকথায় প্রীতি অর্থাৎ রুচি উৎপন্ন হওয়ায় তিনি দৃঢ়-নিশ্চয়। তাঁহার সাধনাধ্যবসায় কমে না বা নষ্ট হয় না। সাধন অর্থাৎ সেবানুশীলনের অধ্যবসায় ও অভিনিবেশই শ্রদ্ধাকে পুষ্ট করিয়া সাধকের হৃদয়ে ক্রমশঃ নিষ্ঠা ও রুচি প্রভৃতির আবির্ভাব করাইয়া থাকে।

কামাদি অনর্থ সকলের বর্ত্তমানতার অজ্ঞানতা বাধা আসিলেও শ্রদ্ধাবান্ সেবক তদ্দ্বারা অবিচলিত হইয়া দৃঢ়ভাবে স্বীয় অভীষ্ট বস্তুর সেবা ও প্রীতিসাধনে সতত অধ্যবসায়যুক্ত থাকেন। তজ্জন্য তাঁহার অনর্থ-বর্ত্তমানতাজনিত কদাচিৎ দুরাচার দ্রষ্টব্য নহে। কারণ সেই দুরাচার ভক্তির শত্রুদিগের ন্যায় অচিরেই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বন্দন

——::(০)::——

বন্দন অর্চ্চনাদের ক্রোড়ীভূত হইলেও উহা স্বতন্ত্রভাবে ভক্তির অঙ্গ স্বরূপে উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা অর্চ্চনে অসমর্থ, তাঁহারা যদি একান্তরূপে সর্ব্বতোচিত্তে অকিঞ্চনভাবে স্বীয় দেহ-অহঙ্কার বর্জ্জন করিয়া শ্রীবিগ্রহসকলকে ও শুদ্ধভাগবতগণের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণতি ও স্তোত্রপাঠাদি করিয়া অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও শ্রুতাভক্তগণের ভগবৎসেবা প্রাপ্ত হন—শুদ্ধভক্তিলাভে সমর্থ হন। যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর গুণ ও লীলাবলী শ্রবণ করিয়া শ্রীহরির কোনপ্রকার সেবাবিধানে অক্ষম, তাঁহারা যদি একরূপ বৈষ্ণবগণঃ কেবলমাত্র নমস্কার-বিধানে অধ্যবসায়যুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারাও পূর্ণাঙ্গ ভক্তাঙ্গনের ফল প্রাপ্ত হন। নমস্কাররূপ বন্দনই সর্ব্বাবস্থার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যত্ন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। একমাত্র সাষ্টাঙ্গ নমস্কারদ্বারাই শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করা যায়।

শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তবে এই বন্দনাখ্যা ভক্তি বা নমস্কারের দ্বারাই যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

—হে প্রভো! আপনি নিখিল গুণের কূলাধার। আপনার গুণসমূহের পরিমাণ করিতে কেহ সমর্থ নহে। যিনি আপনার কৃপার অপেক্ষায় তাহা পরিদর্শন করিয়া নিজকৃত কর্ম্মফলসমূহ অনাসক্তভাবে ভোগ করিতে করিতে আপনার শ্রীপাদ-

পরে কায়মনোবাক্যে নমস্কার বিধানপূর্বক জীবন ধারণ করেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুক্তিপদে অধিকারী হইয়া থাকেন। বন্দনের বিধি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন,—

"শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ॥"
(ভাঃ ১১।২৭।৪৬)

—দুই বাহুর দ্বারা আমার দুই চরণ ধারণপূর্বক অবনত মস্তকে এই বলিয়া প্রণাম করিবে—'হে ভগবন্! মৃত্যুগ্রহ-সাগর হইতে ভীত ও শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন।' শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ হইতে দূরে মনে মনে নিজের মস্তক ও হৃদয় তাঁহার শ্রীচরণে স্থাপন করিয়া প্রণাম করিতে হইবে। সাষ্টাঙ্গ প্রণামই বিধি। পাদযুগল, করযুগল, জানুদ্বয়, বক্ষস্থল, মস্তক, দৃষ্টি, মন ও বাক্য—এই আটপ্রকার অবয়বের দ্বারা যে প্রণাম করা যায়, তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে। দুই জানু, দুই বাহু, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি—এই পঞ্চ অবয়বের দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে।

শ্রীবিগ্রহের অতি নিকটে প্রণাম নিষিদ্ধ। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দিকে থাকিয়া তাঁহার বামভাগে শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিতে হইবে।

বন্দনে অসাবধানতামূলক যে-সব অপরাধ আসিয়া পড়ে, তাহা সর্বথা পরিত্যাগ করা উচিত। শ্রীবিগ্রহের অগ্রে, পশ্চাতে, বামভাগে, নিকটস্থ গর্ভমন্দিরে বা বস্ত্রাবৃত-দেহে প্রণাম করিলে অপরাধ হইয়া থাকে। এইগুলি বর্জনীয়। শ্রীবিগ্রহকে একহস্তে প্রণাম করা নিষিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবলি মহারাজ বলিয়াছেন,—

"অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ
প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ।
যল্লোকপালৈস্ত্বদনুগ্রহোঽমরৈ-
রলব্ধপূর্বোঽপসদেঽসতাং ময়ি॥"

—আপনার প্রতি প্রণামের আশ্চর্য মহিমা; ঐ শক্তির উদ্যম মাত্র ভক্ত ও শরণাগত জনের প্রয়োজন প্রেমভক্তি-সম্পাদনে সমর্থ হয়। ঐ প্রকার উদ্যম-হেতু মদীয় অনুগ্রহ যাদৃশ অসুরেও প্রকাশ হইয়াছে। এতাদৃশ অনুগ্রহ লোকপাল ও অমরগণ পূর্বে লাভ করিতে পারে নাই।

বন্দনাখ্য ভক্তির আচার্য শ্রীঅক্রূর। তিনি শ্রীরাম-কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে মথুরায় আনয়ন করিবার জন্য তথায় আগমন-কালে পথে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম-চিহ্ন দর্শন করিয়া তাঁহাদের চরণচিহ্নে রথ হইতে অবতরণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণতিপূর্বক শ্রীরাম-কৃষ্ণকে সাক্ষাতে প্রণাম ও দর্শন করিবার সৌভাগ্য চিন্তা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রি-
পঙ্কজম্॥"

—অদ্য আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হইল, জন্মগ্রহণ সার্থক হইল; যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগিজনধ্যেয় চরণকমলে প্রণত হইতে পারিব।

শ্রীগোবিন্দ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের দ্বারা ইন্দ্রপূজার পরিবর্তে শ্রীগোবর্ধনের পূজা করায় ইন্দ্র কোপান্বিত হইয়া ব্রজবাসিগণকে শাস্তি-প্রদানের জন্য ব্রজে সাতদিন অবিরলধারায় বৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোবর্ধনকে শ্রীহস্তে উত্তোলনপূর্বক ব্রজবাসিগণকে সমস্ত গো-গোবৎস-সহিত তন্নিম্নে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। সাত-দিন অবিরত বৃষ্টি হইলেও ব্রজবাসিগণের কোন অনিষ্ট হইতে পারে নাই। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অমিত প্রভাব অবগত হইয়া, সুরভিসহ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞাজনিত লজ্জায় লজ্জিত হইয়া নির্জনে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে আগমনপূর্বক সূর্যতুল্য দীপ্তিশালী নিজের মুকুট-দ্বারা তাঁহার পাদযুগল স্পর্শ করিলেন। পূর্বে তিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব শ্রবণ করিয়াছিলেন। এখন শ্রীগোবর্ধন-ধারণকালে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, 'আমি ত্রিলোকের অধিপতি',—তাঁহার এইরূপ গর্ব খর্ব হইল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"হে প্রভো! আপনি সর্বকারণ-কারণ। আপনি দর্পিত ও দুষ্টজনের জন্য দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। জগতের পিতা, উপদেষ্টা ও নিয়ন্তারূপে আপনি শাসনভার গ্রহণ করিয়া মত্ত ঈশ্বরাভিমানিগণের গর্ব বিনাশ এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য লীলাবতার স্বরূপ প্রকাশ করেন। আমার ন্যায় যে-সকল মূঢ় জন নিজেকে ঈশ্বরাভিমান করে, তাহারা অকালেও আপনাকে নির্ভয় দেখিয়া নিজেদের অভিমান ত্যাগপূর্বক নিরহঙ্কারভাবে ভক্তভাব অবলম্বন করে। অতএব আপনার এই গোবর্ধন-ধারণলীলা মাদৃশ দণ্ড্যজনের শিক্ষাস্বরূপ। আমি আপনার প্রভাব অবগত না হওয়ায় ঐশ্বর্য-মদে মত্ত হইয়া আপনার শ্রীচরণে অপরাধ করিয়াছি; আপনি আমাকে ক্ষমা করিতে সমর্থ আমার যেন পুনরায় এরূপ দুর্মতি না হয়। আপনি আমার যজ্ঞ নিবারণ করিলে আমি অতিশয় ক্রোধান্বিত ও অহঙ্কৃত হইয়া গোষ্ঠ বিনাশের জন্য তীব্রবৃষ্টি ও বায়ুর দ্বারা এইরূপ আচরণ করিয়াছিলাম। হে ঈশ! আপনি আমার প্রয়াস ব্যর্থ এবং গর্ব নষ্ট করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহই করিয়াছেন।" সম্প্রতি আমি আপনার শরণাগত হইলাম।

এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাস্যসহকারে মেঘগম্ভীরস্বরে তাঁহাকে বলিলেন,—"হে মঘবন্! তুমি স্বর্গের আধিপত্য-মদে অত্যন্ত মত্ত হইলে আমার বিষয়ে স্মৃতি-উৎপাদনের জন্য অনুগ্রহপর হইয়া তোমার যজ্ঞ নিবারণ করিয়াছিলাম। আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহার ঐশ্বর্য নষ্ট করি। আমার আদেশ পালন-পূর্বক গর্বরহিত হইয়া তোমার নিজ অধিকারে অবস্থান কর।"

অতঃপর প্রশান্তচিত্তা সুরভি নিজ সন্তান-সমূহের পালনকারী গোপরূপী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন,—"হে অচ্যুত! আপনার দ্বারা আমরা গোসকল রক্ষিত হইয়াছি। আপনি আমাদের পরম দেবতা, সাধু, গো, বিপ্র ও দেবগণের মঙ্গলের জন্য ইন্দ্রস্বরূপ। আমি অদ্য আপনার পুণ্যাভিষেক-সম্পাদনের জন্য এখানে আগমন করিয়াছি।" সুরভি এইরূপ বলিয়া নিজ দুগ্ধধারা গোবর্ধন-পর্বতে শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইলেন। ঐরাবত নিজ শুণ্ডদ্বারা স্বর্গ হইতে মন্দাকিনীর জল আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন। সুরভি এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক শেষ করিয়া তাঁহার 'গোবিন্দ'—এই নামকরণ করিলেন। তৎকালে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। শ্রীনারদ তুম্বুর-বীণা বাদনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের যশোগান করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের অভিষেকের সময় মেঘগণ পৃথিবীকে দুগ্ধধারায় সিক্ত করিল, বৃক্ষসকল মধু বর্ষণ করিল এবং ভূতলে সমস্ত প্রাণী পরস্পরের প্রতি মিত্রভাবযুক্ত হইল। ইন্দ্র ও সুরভি এইরূপ কৃষ্ণের অভিষেক ও 'গোবিন্দ'-নামকরণ সমাপ্ত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণের গোবিন্দনাম যথার্থই হইয়াছে। যেহেতু "গাঃ পশূন্ বিন্দতি, গাঃ সর্বেন্দ্রিয়াণ্যধিষ্ঠাতৃত্বেন বিন্দতীতি বা 'গোবিন্দ' ইত্যস্মাৎ নাম কৃতবানিত্যর্থঃ'।" গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল ব্যাপিয়া গোপসুন্দরীগণ বা গোপীজনগণ বর্তমান থাকেন বলিয়াই তাঁহার নাম 'গোবিন্দ' এবং সর্বেন্দ্রিয়-স্পৃহাকে তিনি আকর্ষণ করেন বলিয়াই তাহার নাম 'গোবিন্দ'। গো-অর্থে ধেনু বা কামধেনু বুঝায়। কৃষ্ণ কামধেনুসকলকে যত্নপূর্বক পালন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম 'গোবিন্দ'। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তবে জানাইয়াছেন,—

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রম-সেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

—লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে শোভিত, চিন্তামণি-সমূহে গঠিত গৃহসমূহে সুরভি অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করিতেছেন এবং শতসহস্র লক্ষ্মীকর্তৃক সাদরে পরিসেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীগোবিন্দদেবকে এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

"দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥"

—জ্যোতির্ময় শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরে সিংহাসনের উপরে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রিয়সখীগণ সেবা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি।

লয় ও বিক্ষেপ

—::•(::•::)•::—

শ্রীহরিকথা-শ্রবণে সময় লয় ও বিক্ষেপ—এই দুইটী হরিভজনের—মঙ্গলপ্রাপ্তির প্রধান বাধা। হরিকথার প্রতি, হরিজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি, হরিসেবার শ্রীনামের প্রতি ও শ্রীহরিনামের প্রতি অন্তরে অশ্রদ্ধা পরবৃত্তি, শ্রদ্ধাহীনতা বা অপরাধ হইতেই এইরূপ মহাভয়ঙ্কর ব্যাধিস্বরূপ লয় ও বিক্ষেপ অনর্থযুক্ত জীবকে আক্রমণ করে। আমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সৎসম্প্রদায়ের আশ্রয়গ্রহণপূর্বক, সম্প্রতি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যাভিধানে শ্রীনাম, শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসী ও শ্রীহরিকথা—এই সবগুলির মূর্ত সঙ্গ ও কৃপালাভের সৌভাগ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকর্তৃক অর্পিত হইয়াছি। কিন্তু হায়! আমার কি দুর্দৈব যে, সেই বস্তু সাক্ষাৎ সঙ্গ অযাচিতভাবে পাইয়াও—তাঁহাদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়াও এত বড় সৌভাগ্যের মূল্য না জানিয়া হেলায়, নিশ্চিন্তে সেই সৌভাগ্যের অপব্যবহার করিতেছি; আমার মস্তকোপরি দণ্ডায়মান শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাহস্তকে স্বেচ্ছায় সজোরে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছি! শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবক ভগবান্। তিনি পরম কৃপা প্রকাশ করিয়া আমার অরুচি-সত্ত্বেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সেবক-বাৎসল্য-গুণে আমার নিকট নিত্যকালের কথা-কীর্তন করিতেছেন। শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসী, শ্রীনাম কৃপাপূর্বক আমার সম্মুখে সাক্ষাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের প্রতি কত বড় অমর্যাদা দেখাইতেছি, তাঁহাদের সম্মুখে বসিয়া নিদ্রাভিভূত, অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরে কতবড় অপরাধ করিতেছি, তাহা আমি একবারও চিন্তা করি কি? শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীতুলসী, শ্রীবিগ্রহ—সকলেই প্রভু বস্তু। কিন্তু আমার হৃদয় এত কঠিন, নির্দয় হইয়া গিয়াছে যে, সেই সাক্ষাৎ প্রভু-বস্তুসমূহের সংস্পর্শে আসিয়াও তাঁহাদের

প্রভুর উপলব্ধি করিতেছি না। তাঁহারা কৃপাকণাকেও চেতনবিশিষ্ট করিয়া তাহার উপর নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারেন—তাহাকে নিজ প্রভুত্ব উপলব্ধি করাইয়া তাহার সমস্ত কর্তৃত্ব দূর করাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু আমি অন্তরে তাঁহাদিগের প্রতি এত অমর্যাদা—সমবুদ্ধি পোষণ করিয়া রাখিয়াছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের সম্মুখে আমার নিদ্রাভিভূততা, অকপটতা ইত্যাদি দেখিয়া যাহাতে এইরূপ মৌনাবলম্বন করিতেছেন; জোর করিয়া আমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন না। অথচ শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার অহৈতুকী কৃপা করিয়া আমার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার ও মৃদু শাসন আবার কখনও বা কঠোর বাক্যবাণ-প্রয়োগ-দ্বারা আমাকে নিজ দুরবস্থা-সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সেই অহৈতুকী কৃপারও কথা আমি ত' একবারও চিন্তা করিলাম না! তাঁহাদের প্রতি অন্তরে অমর্যাদাভাবরূপ জীবন পাতও পোষণ করিয়াও তদ্বিষয়ে এক-মুহূর্তের জন্যও সাবহিত হইতেছি না! শ্রীগুরুবর্গ বলেন—যাহারা হরিকথা শ্রবণ-কীর্তনের সময় বা শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীতুলসীর সম্মুখে অন্যমনস্ক বা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, তাহাদের মহতের প্রতি কঠিন অপরাধ সঞ্চিত আছে। তাহাদের মঙ্গল লাভ হওয়া সুদূর-পরাহত। হৈ, আমি গুরুবর্গের এই সতর্ক-বাণী শ্রবণ করার প্রথম হইতে অদ্যাবধি একদিনও অন্ততঃ একটুকুও সাবধান ত' হইতেছি না, নিজের দুর্দৈবের জন্য মুহূর্তের জন্যও আমার নিজেকে ধিক্কার দিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না? একথা আদৌ চিন্তা করি কি? কিজন্য মঠে আসিয়াছিলাম, এতগুলি বৎসর কিভাবেই বা কাটিয়া গেল, এই মুহূর্তটি কিভাবে বা যাইতেছে এবং আমার ভবিষ্যতে কি হইবে? যাঁহার জন্য মঠে আসিলাম, তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ লেশও হয় নাই, হরিজনের কোন সম্বন্ধই ধরিতে পাই নাই, অথচ এতগুলি বৎসর না কিসে বৃথায় কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি একটুকুও অনুশোচনা হয় না! শ্রীগুরুবর্গ কোথায় হরিজনের পরকালং-কালিতায় নিতান্তব্যবহারবান সেবাগ্রন্থ, অপ্রাকৃতরসের কথা কীর্তন করিবেন, তাহা না হইয়া আমাদের দম্ভ ও বিক্ষেপ দূরীকরণের জন্য সতর্কবাণী করিতে করিতেই তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইয়া গেল! হরিগুরু-বৈষ্ণবমহিমা কথা কীর্তনের সুযোগ কি আমি তাঁহাদিগকে দিব না? তাঁহারা ত' চিরদিন এই জগতে বসিয়া থাকিবেন না, গোলোকের বস্তু গোলোকেই চলিয়া যাইবেন! আমি যা কি দুর্ভাগ্য পাইয়াছি যে, আমি এখানে অমর হইয়া থাকিব এবং তাঁহাদের মহৎ সঙ্গ-সুযোগের পুনঃ পুনঃ অপব্যবহার করিয়াও আবার তাহা পাইতে থাকিব? না ও বিক্ষেপ-দ্বারা অভিভূত হওয়া ত' আশ্রয়-হীনতার লক্ষণ। আমি এতদিন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আশ্রয়-গ্রহণের অভিনয় করিতেছি, কিন্তু এখনও আমার মধ্যে যে অনাশ্রিতের লক্ষণগুলি পুরাপুরি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে আমার আশ্রয়গ্রহণ-সম্বন্ধে বিশুদ্ধ কপটতা প্রমাণিত হয় না কি? এসব কথা আমি একবারও চিন্তা করি কি? এইরূপ ভয়ানক চিন্তাহীনতা আমাকে নির্মমভাবে গ্রাস করার ফলে আমি মেলার ভজনমুহূর্তগুলি কাটাইতেছি; প্রভু-বর্গগণের সংস্পর্শে আসিয়াও তাঁহাদের প্রভুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না অথবা তাঁহাদের প্রতি অন্তরে এইরূপ সমভাব পোষণ করিয়াছি যে, তাঁহারা আমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে বাধ্য হইতেছেন। এ জগতেই দেখা যায় যে, রাজার নিকট যাহার ব্যক্তি প্রসাদ-প্রার্থনায় উপস্থিত হইলে তাহার কখনও ঘুম আসিতে পারে না অথবা কোন ব্যক্তির তাহার অপর প্রিয়ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, সেখানে কখনও তাহার নিদ্রাভিভূততা আসে না। এই উভয়ক্ষেত্রে যথাক্রমে অত্যন্ত সম্ভ্রম ও আপনবুদ্ধিই কার্যকরী হইয়া থাকে। কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসী প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তুসমূহের প্রতি আপন-জ্ঞান ত' দূরের কথা, তাঁহারা যে কত বড় বস্তু, কত মহান্—এই চিন্তা হইতে জাত যে সম্ভ্রমবুদ্ধি, সেটুকু পর্যন্ত হৃদয়ে নাই। কারণ এই সম্ভ্রমটুকুও যদি থাকিত, তাহা হইলেও আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীতুলসী বা শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে কখনই ঘুম বা বিক্ষেপ আসিত না। এইরূপ ভয়ঙ্কর দুর্দৈব আমার হৃদয়কে অভিভূত করিয়াছে। এখন উপায় হইতেছে ক্রন্দন। নিজের দুষ্ট মনকে প্রতি-মুহূর্তে শত শত ধিক্কার প্রদানপূর্বক শ্রীগুরু-বর্গের কৃপা-প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায় নাই। এইরূপ জীবনভর দুরবস্থা হইলেও তাঁহাদের কৃপা ছাড়া ত' অন্য আশ্রয় নাই; যত অপরাধী, দোষী, দুর্দৈবগ্রস্ত হইলেও আমি তাঁহাদেরই অযোগ্য সেবকাধম। তাবৎ সকল অবস্থাতে তাঁহাদের কৃপাই একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র ভরসা—ইহা মর্মে মর্মে জানিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে নিজ দুর্দৈবের জন্য ক্রন্দন জানাইলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। তাঁহারা কৃপা করিবার জন্যই সতত প্রস্তুত। আমার দিক্ হইতে আত্মধিক্কার ও কৃপাপ্রার্থনা যুগপৎ অকপটভাবে হইলেই সমস্ত সুবিধা হইয়া যাইবে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——•::(•)::•——

শ্রীধামে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব

গত ২৮শে মাঘ, বৃহস্পতিবার শ্রীমায়াপুর শ্রীঅদ্বৈতভবনে শ্রীশ্রীল অদ্বৈত-আচার্য প্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপা-আশীর্বাদে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে নিরন্তর হরিসংকীর্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মধ্যাহ্নিকালে শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে একটী সংকীর্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীঅদ্বৈতভবন পরিক্রম করেন। অতঃপর বিভিন্ন মহাজনপদাবলী-কীর্তনান্তে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য প্রভুর কৃপা ও মহিমার কথা বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে পাঠমুখে আলোচিত হয়। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগান্তে শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব শ্রীঅদ্বৈতভবন-নাটমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীল অদ্বৈতাচার্য প্রভুর গুণ-মহিমা-কীর্তন করেন।

——

শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপাশীর্বাদে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১৫ মার্চ, মঙ্গলবার, মাঘী শুক্লপঞ্চমী তিথিতে প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীশ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব এবং শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের তিরোভাব-মহামহোৎসব তাঁহাদের অপ্রাকৃত চরিতকথা আলোচনামুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের বন্দনা-কীর্তনান্তর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতভূষণ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসৌরভ প্রভু ২০শ খণ্ড, ২৮শ ২৯শ সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী" ও "শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু" প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে কীর্তনমুখে শ্রীশ্রীবিনোদানন্দজীউর ভোগারাত্রিক হয়। তৎপরে শ্রীপাদ কৃষ্ণমোহন প্রভু 'শ্রীআচার্যসন্দোপ'-গ্রন্থ হইতে শ্রীবক্রেশ্বর প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর সমবেত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীশ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের চরিতকথা আলোচিত হয়। শ্রীশ্রীবিনোদ নবদ্বীপে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবন্ধগণে "ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও বিরহতত্ত্ব"-সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার সংবাদ পূর্বেই বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রচারিত হওয়ায় বহু শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে "গায় গোরা মধুর স্বরে" গীতটি কীর্তন হইলে সমবেত সজ্জনবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

গত ২৭শে মাঘ, মঙ্গলবার, ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে গৌরশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা মহোৎসব অহরহ শ্রীহরিকীর্তন-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতঃকাল হইতে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তনের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ মধুসূদনদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীল শ্রীবাসপণ্ডিত ও শ্রীপ্রভু সংবাদের অংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে কীর্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীতুলসী-পরিক্রমা করা হয়। অতঃপর শ্রীপাদ শিবপ্রসাদ-ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দের আবির্ভাব, অদ্বৈতসংবাদ, ভক্তবর ধ্রুব মহারাজ ও দেবগণের শ্রীনৃসিংহ-স্তবাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নকালে বন্দনা ও কীর্তনান্তে শ্রীপাদ মধুসূদনদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ২০শ বর্ষ ও ২১শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের অপ্রাকৃত চরিত্র এবং 'শ্রীশ্রীআচার্যসন্দোপ' হইতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর তত্ত্ব ও মহিমা কথা ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অতুলনীয় কৃপার কথা আলোচনা করেন।

আরাত্রিকের পর শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন পদাবলী-কীর্তনান্তে পূজ্যপাদ শ্রীল উদ্ধারণদাস মহারাজ প্রায় ১০ ঘেড় ঘণ্টা যাবৎ 'শ্রীশিক্ষাষ্টক' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ ও মহাজনপদাবলী-কীর্তনান্তে সমবেত ভক্তবৃন্দ, ভদ্রমণ্ডলী ও সজ্জনবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। সহরের বহু বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি প্রত্যহ পাঠ শ্রবণার্থ আগমন করিতেছেন।

——

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। [illegible] প্রভৃতি মহাত্মা-নির্বাচিত ব্যক্তিগণ [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিম বার্ষিক বা [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] টাকা [illegible] দিবেন।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও [illegible] ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] দিনাঙ্কিত লেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী দিনাঙ্কিত লেখাই [illegible]।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যাইবে। মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। বিচ্ছিন্নভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের [illegible] হয় না; [illegible] গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। [illegible] পূর্ব ঠিকানা না পাইলে এতৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। [illegible] ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি [illegible] ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। [illegible] কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের [illegible] কাহারও কোনপ্রকার অমঙ্গলজনক আচরণ বুঝা গেলে [illegible] সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশ [illegible] [illegible] নয়, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক ব্যাপারে নিয়োগ [illegible] অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] ও চিঠি-পত্র — শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible], [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
[illegible] ৩০ ইঞ্চ	৭৷৷	১৷৷
" " সিকি কলম	৫৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

আঠার বৎসরের কম বয়স্কদের মুক্তি দিবার সিদ্ধান্ত

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান কংগ্রেস আন্দোলনের কোন কোন ব্যাপারে যোগ দেওয়ার ফলে ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক যে সমস্ত ব্যক্তিদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে বা আটক রাখা হইয়াছে, বাঙ্গলা সরকার তাহাদের মুক্তি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, সাধারণ নীতি হিসাবে সরকার এই সমস্ত অল্পবয়স্ক লোকদিগকে কারাগারে রাখা কাম্য বলিয়া মনে করেন না। বর্ত্তমান আন্দোলনের কোন ব্যাপারের সহিত [illegible] বাহাদের অপরাধ, বাঙ্গলা সরকার তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াই সঙ্গত মনে করেন।

এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার স্থানীয় কর্ম্মচারীদের প্রতি নিম্নরূপ আদেশ দিয়াছেন: [illegible] অথবা অন্য কোন [illegible] এই আশ্বাস দেন যে, ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত দণ্ডিত বা আটক বন্দীগণ আর কোন আন্দোলন-সংক্রান্ত ব্যাপারে লিপ্ত হইবে না, তবে হাজতী কিংবা ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা বা (১)এর খ ধারা অনুযায়ী আটক বা দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে। অবশ্য যদি কোন বিশেষ কারণ না থাকে, তবেই মুক্ত দেওয়া হইবে। যদি কোন কারণে কাহাকেও আটক রাখা হয়, তবে সাধারণ কয়েদীদের দূষিত সংস্রব হইতে তাহাদিগকে আলাদা করিয়া রাখা হইবে ও তাহাদিগকে পড়াশুনা করিবার জন্য বই ইত্যাদি দেওয়া হইবে।

বন্দী মুক্তি ও রাজস্ব হ্রাসের প্রস্তাব

আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট বৈঠকে আলোচনার নিমিত্ত বিরোধী দলপতি শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরী এই মর্ম্মে এক প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন যে, বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে আসামে কারারুদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে। চাষীদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুর্গতির কথা বিবেচনা করিয়া গত বৎসরের হার টাকা প্রতি আট আনা কমে ১৩৪১ সালের ভূমি রাজস্ব আদায়ের সুপারিশ করাইবার জন্য শ্রীযুক্ত চৌধুরী অপর একটী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

আগামী এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১২টি নির্ব্বাচিত সভ্যের আসন শূন্য হইবে। উহার মধ্যে সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে ৬টি, মুস্লিম নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে ৩টি এবং ইউরোপীয় নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে ১টি আসন পূরণ হইবে। অবশিষ্ট ২টি আসনের সদস্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ হইতে নির্ব্বাচিত হইবে।

এই সকল শূন্য আসনে সদস্য নির্ব্বাচনের নিমিত্ত কার্য্য তালিকা ঘোষণা করা হইবে। সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বারা যে কয়টি আসন পূরণ করা হইবে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী—কলিকাতা সহরতলী (সহর কেন্দ্র) উত্তর পশ্চিম রাজসাহী বিভাগ (পল্লী কেন্দ্র) রংপুর পল্লী কেন্দ্র ও দক্ষিণ ঢাকা বিভাগ (পল্লী কেন্দ্র)

মুস্লিম নির্ব্বাচকমণ্ডলী—সহরতলী (সহর কেন্দ্র) উত্তর প্রেসিডেন্সি বিভাগ (পল্লী কেন্দ্র) রংপুর (পল্লী কেন্দ্র) উত্তর পশ্চিম ঢাকা (পল্লী কেন্দ্র) পূর্ব্ব ময়মনসিংহ (পল্লী কেন্দ্র) ও নোয়াখালী (পল্লী কেন্দ্র)

ইউরোপীয় নির্ব্বাচকমণ্ডলী।

সিলেটে ভূমিকম্প

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭-১৮ মিঃ সময় সিলেটে ভূমিকম্প হয়। কোন ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

ত্রিদণ্ডীস্বামী [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] [illegible] যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে [illegible] সাধারণ সমন্বয় নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

নেপালের পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত [illegible] [illegible], [illegible] উপায়, [illegible] [illegible]। বিশেষতঃ, প্লীহা-সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, অনুপানের আবশ্যক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৷৵০ [illegible] আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীললিতগোপাল [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক [illegible] ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২৭শ বর্ষ } ১৭ মাধব, গৌরাব্দ ৪৯৬ : ৫ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৮৯ : ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৮৩, বুধবার { ২৭৪-২৭৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ মাধব, হাবু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৯৬

'শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রিয়ধাম' শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

——::•::(:•:)::•:: —

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নবিগ্রহ। তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব হইয়াও সর্বক্ষণ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমসেবাতৎপর; শ্রীগৌরসুন্দরও তাঁহার প্রেমসেবা-বশীভূত। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরসের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক-শিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। তিনি সকল রসে শ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। মধুররসেও তিনি শ্রীবার্ষভানবীর সহচরী শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের দেহবিগ্রহ। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুবরের মহিমা-কীর্ত্তনমুখে বলিয়াছেন,—

"অলৌকিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥
হেনই মহাপ্রভু প্রকাশবিগ্রহ।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোবক্তা মহাধীর॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে হইল পাগল॥"

স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমুখে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গুণ-কীর্তনমুখে বলিয়াছেন,—

* * "এই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা, সে করে আমারে॥
ইহার চরণ শিব ব্রহ্মার বন্দিত।
অতএব ইহারে করিহ সবে প্রীত॥
ইহার বাতাস লাগিবেক যা'র গায়।
তা'রেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্বথায়॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ। তিনি শ্রীবলদেব, তিনি সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব। তিনি স্বয়ং বিষয়জাতীয় হইয়াও আশ্রয়জাতীয়লীলা প্রকট করেন বলিয়া তিনি জগদ্গুরু। তিনি যুগে যুগে শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সেবা করেন। ত্রেতায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাম-অবতারে তিনি রামানুজ শ্রীলক্ষ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজ প্রভুর সর্ববিধ প্রিয় সেবা সম্পাদন করেন, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ শ্রীবলদেবরূপে নিত্য শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করিয়া থাকেন; আবার তিনি কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণের প্রেমসেবা করিয়া থাকেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—"শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেবতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, শ্রীবলদেব স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীশেষশায়ী অনন্তরূপে শয্যা, আসন প্রভৃতি দশপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। অনাদি, সর্বাদি, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ। সর্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরলীলা প্রকট করিয়া যেকালে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিতেছিলেন, সেইকালে শ্রীবলদেব প্রভু তাঁহার প্রেমপ্রদান-লীলার সেবার জন্য নিজ শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সকল শক্তির প্রভু হইলেও, স্বয়ং অভিন্ন বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও, বিষ্ণুপারম্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবক। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমহাপ্রভু; সেই মহাপ্রভুর বিভু অর্থাৎ বৈভবপ্রকাশ বস্তু শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা গোলোকে নিত্য প্রকটিত। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিত্য বিহার নিত্য। শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী। শক্তিতত্ত্ব শক্তির সহিত অভিন্ন বলিয়া তিনিও শ্রীবার্ষভানবীর কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী।"

শ্রীনিত্যানন্দ অজ-ভব-শেষাদিরও অগম্য। শ্রীগৌরসুন্দরই একমাত্র তাঁহার মহিমা অবগত আছেন এবং তিনি কৃপাপূর্বক যাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা জানান, তিনি জানিতে পারেন। আধ্যক্ষিক দর্শন করিতে গেলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অপরাধই সঞ্চয় হইবে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন প্রভাব-নবদ্বীপে লীলাবিলাস করিতেছিলেন, তখন তিনি বাহ্যে সন্ন্যাসীর পরিচয়ে পরিচিত থাকিলেও দণ্ড-কমণ্ডলু ত্যাগ করিয়া উত্তম পট্টবস্ত্র ও নানাবিধ মণিমুক্তার অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার এই বিপরীত আচরণ দেখিয়া শ্রীনবদ্বীপবাসী জনৈক সরল ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি সন্দেহযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিপরীত আচরণের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিজ সন্দেহের কথা ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার শ্রীমহাপ্রভুর চরণে অচলা শ্রদ্ধা ছিল। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার সন্দেহ নিরাকরণার্থ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রমাণ উল্লেখপূর্বক জানাইলেন যে, যিনি উত্তম অধিকারী, তাঁহাকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে যেরূপ দোষ বলিয়া মনে হয়, তাহা দোষ নহে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হৃদয়ে সর্বক্ষণ অবস্থান করেন। তিনি সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানে ব্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে সর্বক্ষণ চালিত করেন। তাঁহার সমস্ত কার্যই কৃষ্ণসুখতাৎপর্যময়। শ্রীনিত্যানন্দ চরিত্র জীববুদ্ধির অগম্য, অচিন্ত্য এবং সর্ববিধিনিষেধাতীত। অজ্ঞতাক্রমে যদি কেহ সেই শ্রীনিত্যানন্দের কৃষ্ণসুখতাৎপর্যময় আচরণে দোষ দর্শন করে, তবে সে ব্যক্তি ভক্তি লাভ করিয়াও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয়। আমার শ্রীবলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাহ্য দৃষ্টিতে যাহাই করুন, তথাপি তিনি ব্রহ্মারও বন্দ্য।

শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে এই কথা শুনিয়া সেই সরল বিপ্রের সন্দেহ দূর হইল এবং তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হইলেন

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শেষ কৃত্য, শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস, নিত্যানন্দ জীবন শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন—

"কেহ বলে 'নিত্যানন্দ যেন বলরাম'।
কেহ বলে,—'চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম'॥
কেহ বলে,—'মহা তেজী অংশ-অধিকারী'।
কেহ বলে,—'কোনরূপ বুঝিতে না পারি'॥
কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী।
যা'র যেন মত ইচ্ছা, না বলয়ে কেনি॥
যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তান পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে॥
সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।
সবার চরণে মোর এই অভিলাষ॥"

কিরূপ প্রগাঢ় নিষ্ঠা তাঁহার শ্রীনিত্যানন্দ পাদপদ্মে। বিশেষ আধিক্য হইতে বিশেষরূপে লোক শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, তিনি তাহা সেই উক্তির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া বলেন, "যে যাহাই বলুক না কেন, আমি জন্মে জন্মে তাঁহার নিত্য কিঙ্কর এবং তিনি আমার

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

একমাত্র নিত্য প্রভু।" শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের সম্বন্ধে আমাদের মুখ্য ব্যক্তিগণের উক্তিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিষ্ঠা কমে নাই বরং আরও কোটিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীগুরু পাদপদ্মে নিষ্ঠার এই আদর্শ আমাদের সেবকদের অনুষ্ঠান করা দরকার। তাহা কেবলমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেইরূপ নিষ্ঠাযুক্ত গুরুদাসগণের কৃপার দ্বারাই সম্ভব।

লৌকিক বা কাব্যের উক্তি ত' দূরের কথা, স্বয়ং বিশ্ব-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণও যদি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের পরীক্ষা করিবার ছলে কোনরূপ কথা বলেন, তাহাতেও সেবক বিন্দুমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বাল্যভাবে লীলাবিলাস করিতেছিলেন, তখন শ্রীমহাপ্রভু একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য ডাকিয়া বলিলেন যে, অজ্ঞাতকুলশীল নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁহার এত 'সম্প্রীতি' করা ভাল নয়। তাহাতে শ্রীবাস পণ্ডিত দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন,—

"আমারে পরীক্ষ প্রভু এ নহে উচিত।
নিত্যানন্দ যে তোমা ভজে, সেই মোর প্রাণ।
নিত্যানন্দ তোমার দেহ, মো' জানে প্রমাণ॥
যদি বা মদিরা খায় নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি-প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে॥
তথাপি ইহার চিত্তে নাহিক অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা॥"

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের দেহ। তাঁহার সেবা ও শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় কোন ভেদ নাই। শ্রীনিত্যানন্দ যদি তাঁহার আজ্ঞাপালন করেন বা মদ্য পর্যন্ত গ্রহণ করেন, তথাপি শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি হ্রাস হইবে না। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যদাস অনুগত; সামান্য লৌকিক বিরোধী ভাব তাঁহাকে দেখা গেলেও তাঁহার প্রতি অনুরাগ হ্রাস হইবে না।

শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মে তাঁহার এরূপ নিষ্ঠার কথা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে বর দিয়া দিলেন যে, শ্রীবাসের কোনদিন যদি অভাব হইতে পারে, তথাপি শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে অভাব হইবে না এবং তাঁহার আশ্রয়-স্বজন ও' দূরে থাক, তাঁহার বাড়ীর দাস-দাসী, এমন কি, কুকুর বিড়ালেরও শ্রীমহাপ্রভুতে অবিচল ভক্তি থাকিবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পরম বৈষ্ণবের পরমোচ্চ আদর্শ। তাঁহাতে প্রাকৃত কোন ব্যাপার দৃষ্ট হওয়া সম্ভব নহে। যদি কেহ তাঁহার অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশ না করিয়া তাঁহাকে বিচার করে বা তাঁহার প্রতি সন্দেহযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ অসম্ভব।

নিজকে অক্ষয়-নিত্যানন্দ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অযোগ্য ভৃত্য বলিয়া উপলব্ধি এবং তাঁহাকে গোষ্ঠীরূপে, অথবা পরমগুরুরূপে বরণই শরণাগত সেবকের স্বরূপ। শ্রীগুরুপাদপদ্মে "সে আমার প্রভু, আমি তাঁর দাস" এই উপলব্ধিই ভক্তি-অঙ্গের মূল। শ্রীগুরুচরণপাদপদ্মে যিনি যত অধিক নিষ্ঠাযুক্ত, তিনি তত অধিক শ্রীভগবানের প্রিয়পাত্র। শ্রীগুরুকৃপালাভই ভগবৎ কৃপালাভ, শ্রীগুরুসেবাপ্রাপ্তিই ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তি।

আজ মাঘী শুক্লাত্রয়োদশী তিথি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পরম পাবনী আবির্ভাব-তিথিরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথির ন্যায় এই তিথিও পরম পাবনী তিথি,—

"পরম পবিত্র তিথি ভক্তিস্বরূপিণী।
যহি অবতীর্ণ হইলেন নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্রপ্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী॥
সর্বযাত্রামঙ্গল এ' দুই পুণ্য তিথি।
সর্বশুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ' দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন॥"

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্ম মাদৃশ পাতকী, দুর্গত, অধম, দুরন্তক্ষম জীবের একমাত্র আশা-ভরসাস্থল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ব্যতীত মাদৃশ নিঃস্ব জীবের প্রতি আর কেহ অহৈতুকী কৃপা দৃষ্টি করিয়া কৃপাকটাক্ষপূর্বক উদ্ধার করেন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাতকী দুর্গত দীনাপ্রাপ্ত জীবকে নিজ কোটি-চন্দ্রশীতল শ্রীপাদপদ্ম দ্বারা আশ্রয়দান করিয়া শ্রীনামরুচি, শ্রীনামসেবা, শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ ও নিত্যসেবার অধিকার প্রদান করেন। এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জীবের শিক্ষার জন্য গাহিয়াছেন,—

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পাপ হয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পুণ্যক্ষয়॥
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ ভিতরে॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার॥
যে আগে পড়য়ে তা'রে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিলা মো'-হেন দুরাচার॥"

আজ এই পবিত্র পাবনী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীপাদপদ্মের কৃপাকণা লাভের আশা করিয়া প্রভুর শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণে এই কাতর বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছি,—

"পরম কারুণিকো ন ভবৎপরঃ
পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে মম পামরে
যদুচিতং যদুনাথ তদাচর॥"

হে হরে! তোমা অপেক্ষা পরম করুণাময় আর কেহ নাই, আমার ন্যায় শোচনীয়ও আর কেহ নাই। হে যদুনাথ! ইহা চিন্তা করিয়া পামর আমার প্রতি যাহা উচিত হয়, তাহা আচরণ কর।

———

দাস্য

———::(:০:)::———

'আমি ভগবদ্দাস' এই বুদ্ধি প্রবল রাখিয়া ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবাতেই নিজের একমাত্র কর্তব্য জানিয়া, তদর্থে অখিল চেষ্টাযুক্ত হওয়াই 'ভগবদ্দাস্য'। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" ভজনের অন্যান্য দূরে থাকুক কেবলমাত্র দাসত্ব অভিমানদ্বারাই জীবের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ইহাই শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

অস্তু তাবদ্ভজনপ্রয়াসঃ কেবল তাদৃশ-ত্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতীতি অভিপ্রেত্যা-বোপভজন নিদেশত ''অস্য।" অর্থাৎ ভজন-প্রয়াস দূরে থাকুক, শ্রীবিষ্ণুর দাসত্ব-অভিমানেই সিদ্ধি হইয়া থাকে।

সর্বপ্রকার বন্ধনের বিনাশ হইলে পর ভগবানের নিত্য দাসাভিমান জীবের হৃদয়ে প্রকটিত হয়। সহস্র সহস্র জন্মের সুকৃতি-ফলে 'আমি কৃষ্ণের নিত্য দাস'—এই অভিমান জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে জীব স্বয়ং কৃতকার্য হইয়া অপরকে কৃতার্থ করিতে পারেন।

কৃষ্ণদাস্যই জীবের চরমগতি। আব্রহ্মস্তম্ব সকল জীবই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণদাস-অভিমানে জীব যে প্রেমানন্দাসক্ত অধিকারী হয়, সেই আনন্দসিন্ধুর একবিন্দুও চতুর্বিধ মুক্তিদ্বারা লাভ হয় না। কৃষ্ণদাস্যপ্রেমের এমনই প্রভাব যে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গৌরব ও সম্মান পাত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস-অভিমান করেন। শ্রীবলরাম, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজরূপে অবতীর্ণ—শ্রীকৃষ্ণের গৌরব ও সম্মানের পাত্র, তিনিও নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস-অভিমান করেন।

"কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব॥
আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁ'র ভাব শুদ্ধ সখ্য বাৎসল্যাদিময়॥
তেঁহো আপনাকে করে দাস-ভাবনা।
কৃষ্ণদাস ভাব বিনু আছে কোন জনা॥
পিতা মাতা গুরু-সখা ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥"

শ্রীল নন্দমহারাজ যিনি কৃষ্ণকে পুত্র-ভাবে লালন-পালন ও তাড়ন-ভর্ৎসন করিয়া থাকেন, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের দাস্য কামনা করেন।

"অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দমহাশয়।
তাঁ'র সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥
শুদ্ধ বাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তাঁর।
তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য অনুকার॥
তেঁহো রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে॥
শুন উদ্ধব, সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়।
তেঁহো ঈশ্বর, হেন যদি তোমার মনে লয়॥
তথাপি তাঁহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি॥"

আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম সখাগণ—যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐশ্বর্যবুদ্ধির লেশমাত্র নাই, যাঁহারা বন্ধুভাবিগর্বে শ্রীকৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত নিঃসঙ্কোচে ভোজন করাইয়া থাকেন, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের দাস্য কামনা করেন।

"শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন, কেবল সখ্যময়॥
কৃষ্ণ-সঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ।
তাঁ'রা দাস্যভাবে করে চরণ-সেবন॥
পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥"

কৃষ্ণ শয়ন করিলে কোন সখা তাঁহার পাদসেবন করিতে লাগিলেন। কেহ বা নিষ্পাপ-স্বভাবে পত্রনির্মিত ব্যজনদ্বারা বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলেন।

যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলার একমাত্র সহায়ক,—শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেয়সী, যাঁহাদের প্রেমসেবায় শ্রীকৃষ্ণ চিরবিক্রীত—যাঁহাদের লইয়াই কৃষ্ণের যাবতীয় লীলা বিলাস, সেই ব্রজললনাগণও কৃষ্ণদাস্য আকাঙ্ক্ষা করেন।

"কৃষ্ণের প্রেয়সী বস্তু ব্রজ গোপীগণ।
যাঁ'র পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ' সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আর।
তাঁ'রা আপনাকে করে দাসী-অভিমান॥"

"ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজ-জনস্মরধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম
নো জলরুহাননং চারু দর্শয়॥"

(ভাঃ ১০।৩১।৬)

হে ব্রজদুঃখনাশক, হে যোষিদ্‌গণের পরম নায়ক, হে নিজজনগর্বের(স্মর)-ধ্বংসকারী মন্দহাস্যময়, হে সখে! আমরা তোমার কিঙ্করী, তোমার মুখপদ্ম আমাদিগকে দর্শন করাও। আমরা তোমার বিনা-মূল্যের দাসী।

এমন কি, শ্রীবার্ষভানবী, যিনি স্বরূপশক্তি যাঁহার প্রেমের বশীভূতভাবে শ্রীকৃষ্ণ পাগল হইয়া যান—যাঁহাকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের দাসী-অভিমান করেন।

"তাঁ' সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা॥
তেঁহো যাঁ'র দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥"

(চৈঃ চঃ)

"হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥"

(ভাঃ ১০।৩০।৩৭)

হে নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! আমি তোমার অতি দীনা দাসী, আমাকে নিকটস্থ কর

দাস্যভক্তির আচার্য্য শ্রীহনুমানজী। তিনি শ্রী [illegible] নামের বিগ্রহ। তিনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন -

“দাসোহহং কোশলেন্দ্রস্য
রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
হনুমান্ শত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ॥”

— আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা কোশলনাথ শ্রীরামের [illegible], আমি শত্রুসৈন্যসংহারী পবন-নন্দন।

শ্রীনাম

নামী কৃষ্ণ স্বয়ংই শব্দব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে নিজসেবা প্রদান করেন। শ্রীনাম অপ্রাকৃত বিগ্রহবিশিষ্ট। তিনি শব্দব্রহ্মাত্মক বলিয়া অভিহিত হইলেও সেই শব্দের মধ্যে তাঁহার চিন্ময় পরম কমনীয় শ্রীরূপ বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ নামের স্বরূপ কিরূপ? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

“সূদিতাশ্রিতজনার্তিরাশয়ে
রম্যচিদ্ঘনসুখস্বরূপিণে
নাম গোকুলমহোৎসবায় তে
কৃষ্ণপূর্ণবপুষে নমো নমঃ॥”

হে নামরূপিন্ শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রিত জনগণের সন্তাপরাশির বিনাশক, রমণীয় ঘনচিৎসুখস্বরূপ, গোকুলানন্দপ্রদ, পূর্ণবিগ্রহ! আপনার প্রতি পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

“নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥”

শ্রীনাম চিৎস্বরূপ চিন্তামণিবিশেষ। তিনি অপ্রাকৃত রসময় বিগ্রহস্বরূপ। তিনিই রসের একমাত্র বিষয়—সকল রসের একমাত্র উপভোক্তা। কারণ নামী কৃষ্ণ ও নাম অভিন্ন বস্তু।

“নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥”

শ্রীনাম লীলাপুরুষোত্তম। তিনি অপ্রাকৃত মদনমোহন। সেই মদনমোহনের পুরুষত্ব বা পুরুষোত্তমত্ব পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত। মদন ভুবনকে মোহন করে, তজ্জন্য তাহার নাম ভুবনমোহন এবং সে সকলের মন মথিত করে বলিয়াই তাহার নাম মন্মথ। কিন্তু শ্রীনাম সেই ভুবনমোহন মদনকেও মুগ্ধ করেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম মদনমোহন এবং ভুবনমোহন মন্মথকেও মোহিত করেন বলিয়াই তাঁহার নাম মন্মথমন্মথ। মদন ‘ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্প’ অর্থাৎ ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণকে জয় করিয়া সংরূঢ়—উদ্ধত হইয়াছে দর্প যাহার। এই যে কন্দর্প বা মদন, তাহারও দর্প চূর্ণ হইয়াছে—সেও মুগ্ধ, পরাভূত হইয়াছে যাঁহার প্রভাবে, তিনি ‘ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্প-কন্দর্পদর্পহা’ মদনমোহন। মদনমোহন শ্রীনামের প্রভাব কিরূপ? শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

“তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥”

—এই ‘কৃষ্ণ’ বর্ণদ্বয় কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না; দেখ, যখন তাহা তুণ্ডে নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড পাইবার জন্য রতি বিস্তার করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়; যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

শ্রীনামের শরণগ্রহণ ব্যতীত জীবের নামী কৃষ্ণের সেবা-লাভের অন্য উপায় নাই। নিজ-সুখবাসনা বা প্রাকৃত কাম যে-কোন আকারেই হউক, একমাত্র শ্রীনামের সেবাতেই তাহা দূর হয়। শ্রীনাম চিদ্বিলাসী। তাঁহার সেই বিলাসের উপকরণ হওয়ার জন্য চিত্ত লালসাবিশিষ্ট হইলে হৃদয়ে জড়বিলাস বা প্রাকৃতকামের প্রতি আসক্তি সমূলে নষ্ট হইবে। শ্রীনাম পরম কৃপাময়। সুদৈন্যচিত্তে তাঁহার শ্রীচরণে আর্ত্তি নিবেদন জ্ঞাপন করিলে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার চিন্ময়লীলাময় স্বরূপ সেবকের হৃদয়ে প্রকট করিবেন। তিনি নামী কৃষ্ণ হইতেও অধিক কৃপাময়।

“বাচ্য, বাচক—এই দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য—তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার॥
বাচক স্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণাদি নাম।
বর্ণরূপী সর্বজীব-আনন্দ-বিশ্রাম॥
এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া ক'রে দেহ জীবে তোমার বিলাস॥
কিন্তু জানিয়াছি নাথ বাচক-স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময়, এই অপরূপ॥
নাম নামী ভেদ নাহি বেদের বচন।
তবু নাম নামী হ'তে অধিক করুণ॥
কৃষ্ণ-অপরাধে যদি নামে শ্রদ্ধা করি'।
প্রাণভ'রে ডাকে নাম রাম, কৃষ্ণ, হরি॥
অপরাধ দূরে যায়, আনন্দ-সাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে॥
বিগ্রহ-স্বরূপ বাচ্যে অপরাধ করি'।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি॥”

যৎকিঞ্চিৎ

কাহারও দোষ দেখিতে হইবে না, গুণগ্রাহী হইতে হইবে। শ্রীগুরুর নিষ্কপট সেবকগণ—যাঁহার মধ্যে গুরুসেবাবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, সেই বৃত্তিটুকুকে ‘প্রভুর কৃপার্দ্ধ’ জানিয়া তৎপ্রতি অকপট আদর ও সম্মান বিধান হইলে এবং নিজে অকপট সেবা-বৃত্তিতে বিশ্বাসযুক্ত থাকিয়া সর্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ, উপদেশ ও আদর্শ আচরণ কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করিতে পারিলে অপরের সঙ্গে নিজের যথার্থ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। তখন জগতের কোনপ্রকার প্রলোভন আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া অপরের দোষদর্শনরূপ দুর্ভাগ্যে আমাকে সেবা হইতে পাতিত করিয়া দিতে পারিবে [illegible]

যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বতোভাবে নিয়ামক, সেখানে কোন ভয় বা শঙ্কা নাই। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের কথা অনন্যচিত্তে নিরন্তর শ্রবণ কীর্ত্তন করেন, কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা তাঁহাদিগকে লুব্ধ করিতে পারে না। বড় বিপদই আসুক না কেন, সর্বাবস্থায় শ্রবণকীর্ত্তনসহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র বল। যে মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীগুরুদেবের সেবা-সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত ও ভ্রষ্ট হইব, তন্মুহূর্ত্তেই আমাদের নিরপেক্ষ হইয়া হরিকথা-কীর্ত্তন করার সৎসাহস কমিয়া যাইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে কত বড় জিনিষ, তাহা বৈষ্ণবসং চিন্তাও জানিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—“আমার গুরুপাদপদ্মের পায়ের একটু ধূলা ছুঁইয়ে দিলে কোটি কোটি লোক উদ্ধার লাভ ক'রবে। এমন কোন পাণ্ডিত্য জগতে নাই—এমন কোন সদাচার চতুর্দশ ভুবনে নাই, কোন মহদাশয়তাও নাই, যা' নাকি আমার গুরুপাদপদ্মের পদধূলির একটি কণা হ'তে তাহা হ'তে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি এত ভারী জিনিষ।” সেবাচাতুর্য্য বা সেবা-কৌশলই পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা। মধুর পদধূলিতে অভিষিক্ত হওয়ার মত পরম সৌভাগ্য বিষয় আর কিছু নাই। হরিগুরু আমাদের একমাত্র কাম্য। সাধুর পদরজ অভিষেক বা শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের দাম্ভিকতা যাইবে না। অকিঞ্চন গুরুদাসই তৃণাদপি সুনীচ ও নিরহঙ্কার। গুরুদাসাভিমানরূপ উচ্চ অহঙ্কার তাঁহাদের আছে। তাঁহারা নিজেকে সাধুগুরুর পাদপদ্ম [illegible] মনে করেন। তাঁহাদের অপ্রাকৃত নিরহঙ্কার [illegible] দূরীভূত করিয়া সর্বত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অধোক্ষজ ও তাঁহার অপার করুণার মহিমা অনুকূলতায় বিজয়নিশান উত্তোলন করিয়া থাকে।” সেই সুদৈন্যময় গুরুদাসাভিমান শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাতেই পাইব।

যাঁহারা ভগবানের সেবা না ক'রে চান, তাঁহারা ভগবানের কিছু চান না! ভগবানের অপেক্ষা আর কোন কিছু আছে, এমন চিন্তাও অকিঞ্চন ভক্তগণের নাই। ‘তোমার কিছুর আশ্রয়ে থাকিব, [illegible]’—ইহাই তাঁহার সরল চিন্তা। সর্বাপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ-অভিমানই গুরু অভিমান। কিন্তু অভিমানী সেবকের এই অহঙ্কার আশ্রয় নাই। তিনি নিজকে কাহারও প্রভু, কাহারও পূজ্য বা কাহারও শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া মনে করেন না। তিনি দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সর্বক্ষণ সাধু ও গুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া, কাতরক্রন্দনময় কৃপা-প্রার্থনামুখে জীবন যাপন করিয়া থাকেন।

সাধুর সঙ্গে সর্বদা থাকিতে হইবে। একান্ত সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া নিরন্তর ভগবন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। পুণ্য পাপের সহিত খুব সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। হরিকীর্ত্তন করিলে অপরকেও সুবিধা পাইবে। সাধুসঙ্গ ও নিষ্কিঞ্চনজনের চেষ্টা অনুসরণ ছাড়া সুবিধা কিছু নাই। হরিকথাকীর্ত্তনে আত্মমঙ্গল ও শ্রবণকারীর মঙ্গল—নিজের উপকার ও পরোপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। কীর্ত্তনে ভগবৎসেবা, নিজের শ্রবণে সেবা ও অপরকে শ্রবণের সুযোগ দানে হরিসেবা—এই ত্রিবিধপ্রকারে হরিসেবা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণও হয়। হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই ভগবানের সর্বক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন সেবা সম্ভব।

জীবন্ত সাধুর সঙ্গলাভের সুযোগ না হইলে শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গ করিতে হইবে—গ্রন্থাচার্য্যগণের সঙ্গ ও সেবা করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ বা গ্রন্থ পাঠ না করিলে অনুমানপর হইয়া নামাপরাধের অভিনয় হরিনাম কীর্ত্তন করে। সাধুসঙ্গ না হইলে হরিনাম বা হরিনামে রুচি হয় না। আবার গ্রন্থপাঠ করিতে হইবে বলিয়া হরিনামে বা হরিসেবায় শৈথিল্য প্রদর্শনীয় নহে। সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা ও গ্রন্থসেবা সমান করিতে হইবে। অতএব [illegible] শ্রীনামকীর্ত্তন করা চাই। এই শ্রীনাম-সেবার মধ্যে [illegible] ব্যতীত অন্য কোন কামনা-বাসনা থাকিবে না। [illegible] প্রকৃত সাধুসঙ্গ। [illegible]

ক্রমের পরিণাম বিষয়বস্তু হৃদয়ে আসন গ্রহণ না করলে, তাঁ'র কথা বৃথা শ্রমমাত্র। আত্মদর্শনকারী পারমার্থিক সাধু ও শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রীভগবান—উভয়ের প্রতিই মমতা ও আপনভাব প্রথমে উদিত হওয়া দরকার। তবে সেই সাধু ও শাস্ত্রের প্রভাবের ফল। এই ক'টি দিকে লক্ষ্য না থাক'লে পারমার্থিক জীবন হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

জগতে বহু প্রকার পূজা বস্তু পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্বোত্তম; আর সেই সর্বোত্তম পূজ্যের পূজক আরও অধিক বড় পূজক। সেই পূজককে ভগবানও পূজা ক'রে থাকেন। সর্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজায় যা প্রেমের পাত্র—সেবক ভগবদ্ভক্ত; সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁ'র পূজা ক'রে থাকেন, তাঁ'র পূজা নিশ্চয়ই সব-চেয়ে বেশী।

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা বড়। গুরুদেবের গুরুত্বের বিচার হয় না। আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না, যখন আমরা মনে করি, অন্যপ্রকার আকর্ষণ হ'তে আমাদের মনোবৃত্তি পূর্ণ হ'বে, তখন আমরা মহাজন-পুরুষ হিসেবে গুরুপ্রদর্শন ক'রি না। কতকগুলি ব্যক্তি বলেন,—জগদ্গুরু একজন, তিনি কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে প্রকট হ'য়েছিলেন। কিন্তু আমার প্রভুদের পরিমাণানুসারে যাঁ'র জগদ্গুরুত্ব মহাজনরূপে সাক্ষাদ্ভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হ'য়ে আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, তা' হ'লে আমি বহুদিন পূর্বের ব্যক্তির আদর্শ আচার-বিচার খুঁজে পা'ব না। 'সর্বস্ব গুরবে দদ্যাৎ' এই শ্রৌতবাণী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হ'তে উদ্ধার পে'তে পারি না—আমার ভয়, শোক, মোহ অপগত হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'র্‌লে আমি নির্ভয়, নির্ভর ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্বাদ-প্রার্থী হই, তা' হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম যথাযথ সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল প্রদান করেন।

শ্রীগুরুদেব স্বয়ং বলেন, 'তান-অবসর, নিরন্তর। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁ'র সেবক নিত্য, তাঁ'র সেবা নিত্য; সুতরাং এই আশা-ভরসা আমাদের—মরণ হ'লে কোন ক্ষতি নাই আমাদের সেবা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রভু। তাঁহার সর্বদাই যেন মুহূর্তের জন্যও না হয়; মুহূর্তের জন্যও যেন শ্রীগুরুপাদপদ্মের বঞ্চিত হ'তে বিচ্ছিন্ন না হই—অন্য কোন প্রাকৃত প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'য়ে সর্বদাই যেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছে'ড়ে না দিই—অন্য বাজে লোকের কোন পরামর্শ শুনে যেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে বঞ্চিত না হই।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসহিষ্ণুতা-প্রণালী আদির শিক্ষার প্রতিষ্ঠাতা পূর্বে এবং আর্ত। তিনি আমার জন্য যথাযথ যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্তব্য—এটা শরণাগতের লক্ষণ। আমার বাস্তবীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। সকল মঙ্গলের আলম্বন ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁ'র ক'রে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁ'র নিকট নিষ্কপট পূর্ণ পরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা' হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। যাঁ'র নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কা'রও কথা শুনবার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কা'রও কাছে যে'তে হয় না, তিনি সদ্গুরু। তিনি নিরন্তর আমাদের কর্ণে শ্রৌতবাণীর অভিষেক ক'রে আমাদিগকে তৃণাদপি-সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ ক'রবে যেন এবং আমাদের মুখে হরিকীর্ত্তন প্রকাশিত ক'রার শক্তি সঞ্চার করেন; এমন যে সত্ত্বা থাক, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

সামরিক-প্রসঙ্গ

খুলনায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ গৌরপদাশ্রয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সাহিত্যরত্ন মঠসেবকসহ গত ৮ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে খুলনা সহরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভুবনমঙ্গলময়ী বাণী প্রচারার্থ আগমন করেন। খুলনা-সহরের প্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী স্থানীয় লো'কের আগ্রহে ও বারোয়ারীসভার সেক্রেটারী মহোদয়ের উদ্যোগে ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ৯ই ও ১০ই মাঘ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। "শ্রীহরির ভজনই সমস্ত জীবের একমাত্র কর্তব্য"—ইহা তিনি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া দেন। সভায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষাল এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র এম, এল, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন, শ্রীযুক্ত বিধুনাথ বসী, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন, শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপদ তর্কতীর্থ প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

দিল্লীতে বিশেষ সম্মেলন আহ্বান

১২ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর অনশনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে একটী সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে।

সকল দল হইতে প্রায় ১৫০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে মিঃ জিন্না, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু, পণ্ডিত মালব্য, দে ট্রাপলিটন অব ইণ্ডিয়া, মিঃ আর্থার মুর, মিঃ ফজলুল হক, শ্রীযুক্ত বি, ভি, বিক্রম, স্যার শ্রী এম, ডি: খারে, ডাঃ এস আর জয়াকর, ডাঃ মুঞ্জে, শ্রীযুক্ত সাভারকর, স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, স্যার আর্দেশীর দালাল, মিঃ জে আর ডি টাটা ও মাইকেল ভাবা সি, ও আছেন। স্যার তেজবাহাদুর সম্মেলনে যোগদানে সম্মত হইয়াছেন এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে পৌঁছিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীও ঐ তারিখে দিল্লীতে পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতে বিমান হানায় ক্ষয়ক্ষতি

অসামরিক রক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ সাচমান গত ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ পর্য্যন্ত কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও ফেনীতে প্রত্যেকটি বিমান হানার বিবরণ দেন। তিনি বলেন, ভারতের উপর বিমান হানার ফলে ৩৪৮জন নিহত ও ৪৫৩ জন আহত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে পুনায় গান্ধীজীর নিকট থাকিতে হইবে বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বার বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসবের তারিখ ভাইস চ্যান্সেলারের অনুপস্থিতির জন্য পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সমাবর্তন উৎসবের তারিখ ইতিপূর্বে ২৭শে এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী ধার্য্য করা হইয়াছিল; কিন্তু এক বিশেষ অধিবেশনে ঐ তারিখ পিছাইয়া ১২ই এবং ১৩ই মার্চ ধার্য্য করা হইয়াছে।

ইটালীর মন্ত্রিসভায় ভাঙ্গন

১০ই ফেব্রুয়ারী রোম বেতার হইতে মুসোলিনীর কয়েকজন সরকারী সচিবের পদত্যাগের কথা ঘোষিত হইয়াছে। তাঁহাদের নাম:—জেনারেল ফুরো (সমর বিভাগ) সাবিনি ও পাসকোলাটো (কৃষিবিভাগীয় উপদেষ্টা) দে মার্সিকো, কেন্টি এবং বাসানিক (যোগাযোগ বিভাগীয় উপদেষ্টা) ইঁহাদের মধ্যে পাসকোলাটো বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা

কর্পোরেশন সভায় বর্তমান বৎসরের বাজেট সম্পর্কে আলোচনায় প্রধান কর্মকর্তা কর্পোরেশনের আর্থিক দুরবস্থার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, সমস্ত বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় বর্তমান বৎসরের বাজেটে আয়ের অঙ্ক নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। তিনি এ সম্পূর্ণ স্বীকার করেন যে, কর্পোরেশন আর্থিক অচল অবস্থার সম্মুখীন। কারণ, যে পরিমাণ অর্থ আশা করা যায়, তদ্বারা কর্পোরেশন ব্যয় মিটাইতে পারিবে না।

যুদ্ধারম্ভের পর ১৯৪৩-৪৪ সালে চতুর্থ বৎসরে কর্পোরেশন বাজেটে ৪,৪২,০০০ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি করে প্রধান কর্মকর্তা, বিলাতী পাট, চা, মদ, তামাক প্রভৃতির উপর কর ধার্য্য করিবার কথা বলেন।

আলোচ্য বৎসরে কর্পোরেশনের আয়ের পরিমাণ ২,৫২২৬০০০৲ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ২৫,৬৬৫০০০৲ টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্বব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্বল পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। ঔষধ উহার কার্য্যতঃ অত্যাশ্চর্য্য। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৸০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনাদিগোপাল মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ২১ মাঘ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ৭ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪৩, শুক্রবার { ২৭৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ মাঘ, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

সেবালাভের উপায়

কৃষ্ণসেবা আর গুরুসেবা একই জিনিষ। গুরুসেবাই কৃষ্ণভজন বা কৃষ্ণসেবা। প্রথমে গুরুপাদাশ্রয়, তৎপরে গুরুসেবা আরম্ভ হয়। কিন্তু নিজ স্বরূপদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত গুরুসেবা শুদ্ধ হয় না। শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-দর্শনই গুরুদর্শন। সাধক জীব প্রথমাবস্থায় শ্রীগুরুকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে দর্শন করিতে না পারিলেও সেই দর্শনলাভ-নিমিত্ত আর্ত্তির সহিত গুরুদেবের কৃপা প্রার্থনা করিলে তাঁহার কৃপায় তাঁহার স্বরূপ ও নিজ স্বরূপ দর্শন হইবে।

শ্রীগুরুদেবের সেবালাভ হয় তাঁহার একান্ত অনুগত জন বা বৈষ্ণবের কৃপায়। বৈষ্ণবের স্বরূপ-দর্শন ব্যতীত বৈষ্ণবের কৃপা বা সেবালাভ হয় না। বৈষ্ণবকে গুরুপ্রেষ্ঠরূপে দর্শনই তাঁহার স্বরূপ-দর্শন। শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে দর্শন না হইলে যেরূপ গুরুসেবা লাভ হয় না, তদ্রূপ বৈষ্ণবকে গুরুপ্রেষ্ঠরূপে দর্শন না হইলে বৈষ্ণবসেবা লাভ হয় না। গুরুসেবাতে যেরূপ কৃষ্ণসেবা হইয়া থাকে, বৈষ্ণবের সেবাতেও সেইরূপ গুরুসেবা হইয়া থাকে। কৃষ্ণসেবা, গুরুসেবা ও বৈষ্ণবসেবা—এই তিনটী অভিন্ন। এই তিনজনের মধ্যে যে কোন একজনের সেবা করিলেও সকলের সেবা হয়। এই তিনজনের মধ্যে যে কোন একজনের কৃপাদৃষ্টিতে পড়িলে আর কোন চিন্তা নাই। গুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা আর বৈষ্ণবের আনুগত্যে গুরুসেবা একই জিনিষ। হরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্য আনুগত্যই সেবা।

গুরুবৈষ্ণবের স্বরূপদর্শন হওয়ার পূর্ব্বে যে সেবার চেষ্টা, তাহা অন্যাভিলাষশূন্য হইলে সেবালাভের উপায়, আর অন্যাভিলাষী হইলে সেবার ছলনামাত্র—বঞ্চিত হইবার পথ।

বৈষ্ণবের কৃপাতেই তাঁহার স্বরূপদর্শন সম্ভব। সেবোন্মুখ জীব তিন প্রকারে বৈষ্ণবের কৃপা পাইয়া থাকেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতিবশতঃ জীবের গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি স্বাভাবিক টান, প্রীতি ও আপনজ্ঞান হইয়া থাকে এবং সাধুসঙ্গে সেই প্রীতি বা আপনবোধ বর্দ্ধিত হইয়া ঘনীভূত অবস্থায় প্রেমরূপে পরিণত হয়। আবার কাহারও ঈশ্বরের সুকৃতি-বশতঃ গুরুবৈষ্ণবে কোমলশ্রদ্ধা জাত হয় এবং সাধুসঙ্গক্রমে তাহা ক্রমশঃ দৃঢ় ও সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসে পরিণত হয়। ইহা ছাড়া গুরুবৈষ্ণবগণ অকস্মাৎ কোন জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার মঙ্গল করিতেও পারেন।

গুরুবৈষ্ণবে যাঁহার সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস উদিত হইয়াছে, তিনিই হরিভজনের যোগ্য, হরিভজনের প্রণালী অবগত হইয়াছেন, তিনিই কায়মনোবাক্যের দ্বারা হরিভজন করিতেছেন, তিনিই সর্ব্বোত্তমে কৃষ্ণসেবা করিতেছেন। সুতরাং আমরা যদি একমাত্র প্রীতির পাত্র গুরুবৈষ্ণবে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস বা শ্রদ্ধালাভ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাকে অন্যের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা ত্যাগ করিয়া গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গলাভের জন্য নিরন্তর ক্রন্দন করিতে হইবে। কৃপা করিবার জন্যই তাঁহাদের আগমন, তাঁহারা কৃপা করিবেন না, এরূপ ত' কথাই নয়। আমার কৃপা চাওয়া অন্তর হইতে হয় নাই, কৃপা ছাড়া গতি নাই, কৃপা লাভ করিতেই হইবে, এরূপ নিশ্চয়তা লাভ হয় নাই, তাই তাঁহাদের কৃপাহস্ত আমার সম্মুখে প্রসারিত থাকিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তাহা ধরিতেছি না। কৃপাহস্ত না ধরিবার ফলে আমি সংসার-কূপ হইতে উদ্ধারও পাইতেছি না এবং কৃপা পাইয়াও তাহা পুনঃ পুনঃ হারাইতেছি।

গুরুবৈষ্ণবের স্বরূপদর্শন না হওয়ার ফলে, তাঁহাদের সেবার অভিনয় করিলেও তাঁহাদের সুখবিধান হইতেছে না। তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের স্বরূপদর্শন না হইলে কি তাঁহাদের সুখবিধান সম্ভব? গুরুবৈষ্ণবের স্বরূপদর্শনলাভের জন্য, তাঁহাদের কৃপালাভের জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা হওয়া দরকার। নিজেকে সেবক বলিয়া জানিতে পারিলেই নিত্যসেব্য গুরুবৈষ্ণবের স্বরূপদর্শন হয়। সেইজন্য অনুক্ষণ গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিষ্কপট বিজ্ঞপ্তি জানাইতে হইবে—কি করিয়া নিজেকে তাঁহাদের পাদপদ্মের নগণ্য সেবক বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নিজের আর্ত্তি-ক্রন্দন অকপট ও হার্দ্দ হইলে তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিবেন না; নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। তাঁহারা সতত জীবদুঃখকাতর, পতিত জীবের উদ্ধারের জন্যই তাঁহাদের অবতার। আমাদের দিক্ হইতে কৃপা চাওয়া যোগ্যতার আন্তরিকতার হইলেই কৃপা বা সেবা পাওয়া যাইবে।

সখ্য

—::•)::—

শ্রীভগবানে যখন হৃদয়ের ঐকান্তিকতা প্রবল হয়, যখন ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ গাঢ় হয়, তখন ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী প্রভুতম, তিনি অনন্ত গুণৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট, চিন্তার অতীত-তত্ত্ব—এ বিচার হৃদয়ে আর থাকে না। তখন শ্রীকৃষ্ণে হৃদয়ে মমতাবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয়, বিশ্রম্ভভাবের আবির্ভাব হয়। এই অবস্থাতেই হৃদয়ে সখ্য রতির উৎপত্তি হয়।

সখ্য রতিতে সেব্যবস্তুতে বিশ্রম্ভভাবই প্রধান। সুতরাং দাস্যরতি হইতে ইহা উত্তম।

জীবের পক্ষে ভগবানের প্রতি যে সখ্য, তাহা অসম্ভব বা আশ্চর্য্য নহে। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—অণুচিদানন্দময়। এই সজাতীয়ত্বযুক্ত জীব ও ভগবানের মধ্যে সখ্যরসের বর্ত্তমানতা স্বাভাবিক। অর্চ্চন-বিষয়ে যে ভূতশুদ্ধি-প্রক্রিয়া আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, পূজককে ভূতশুদ্ধি-দ্বারা পূজ্যের সজাতীয় হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন,—"না দেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।" অদেব দেবের অর্চ্চন করিতে পারে না। অণুচৈতন্য-জীব ও বৃহচ্চৈতন্য ভগবান্ যখন সমভূমিকায় অবস্থিত হন, তখন তাঁহাদের মধ্যে সখ্য-ভাব অসম্ভব নহে।

সখ্য বা মিত্রবৃত্তির উদাহরণ শ্রীভাগবত-সংহিতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"পরিত্রাণপরাঃ কেচিৎ প্রসাদেষু চ
শেরতে।
মহাজনির তং ক্রমেং বারহস্তক বন্ধুবৎ॥"

পরিত্রাণপরায়ণ কোন কোন ভক্ত শ্রীবিষ্ণুকে মহত্ত্বের ভাব দর্শন ও বন্ধুত্ব

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

ব্যবহার করিবার জন্য রাত্রিকালে শ্রীভগবানের মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় যেরূপ যাহাতে বন্ধুর কোন প্রকার কষ্ট না হয় ও নানাভাবে তাঁহার সন্তোষ সম্পাদন করা যায়, তজ্জন্য বিস্রম্ভ সখা বন্ধুর নিকট শয়নাদি করিয়া থাকেন, সেইরূপ কোন কোন ভক্ত শ্রীভগবানের সন্তোষোৎপাদনের জন্য শ্রীভগবদ্ গৃহে শয়ন করেন।

নিজের যাহা অভ্যুদয় অর্থাৎ সুখ-দুঃখের অনুভব, তাহা শ্রীভগবানে প্রীতিনিয়োগ সখ্য প্রেমের অন্তর্গত, ইহাই শ্রীভগবানকে মহাবুদ্ধিতে দর্শন ও তাঁহার সহিত বন্ধুতুল্য ব্যবহার। 'মহাবুদ্ধিতে দর্শন' বলিতে শ্রীভগবানকে রক্তমাংসের পিণ্ড বলিয়া প্রাকৃত-বুদ্ধি নহে, পরন্তু পরিপূর্ণ অপ্রাকৃত বুদ্ধিসহ প্রীতি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বন্ধুভাবে হিত-ইচ্ছা। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে সখ্যের এইরূপ লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন,—

"সখ্যং হিতাশংসনময়ং বন্ধুভাবলক্ষণম্।"

মঙ্গলাশংসনযোগ্য বৃত্তিই 'সখ্য'-নামে কথিত। বন্ধু ত সর্ব্বদাই বন্ধুর মঙ্গলের জন্য চেষ্টিত ও পাছে বন্ধুর কোন অহিত হয়—এই ভাবনায় সশঙ্কিত। জীব কি করিয়া ভগবানের হিত চিন্তা করিবে বা হিত-চেষ্টা করিবে—এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমভাব বা বন্ধুভাব, সেইখানেই হিতচেষ্টা সম্ভব হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সখ্য-শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—

"বন্ধুভাবযুক্ত ভাবেন দৃঢ় বিশ্বাসঃ।"

সখ্য দুইপ্রকার—গৌরব সখ্য ও বিস্রম্ভ-সখ্য। নবধা-ভক্তির অন্তর্গত অঙ্গস্বরূপ যে সখ্যের উল্লেখ আছে, তাহা কেবল গৌরব সখ্য বা বৈধাঙ্গ সখ্য বুঝিতে হইবে। অর্চ্চামূর্ত্তির সেবায় যে চেষ্টা দৃষ্ট হয়, তাহাও গৌরব-সখ্য বা বৈধাঙ্গ-সখ্য। শ্রীঅর্জ্জুনেরও গৌরবযুক্ত সখ্য। গোপের সহিত ঐকান্তিক সখ্যাদের রাগানুগণের সেবার অনুসরণে সেবার জন্য যে স্বাভাবিক হিতচেষ্টা, তাহা বিস্রম্ভ-সখ্য। নিঃসঙ্কোচ যে বিস্রম্ভভাব, তাহাই বিস্রম্ভ-সখ্য। গৌরব হইতে এই বিস্রম্ভ-সখ্যের লক্ষণ শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভু এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"বিস্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ-চিহ্ন॥
'মমতা' অধিক, কৃষ্ণে আত্মসমজ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥"
(চৈঃ চঃ)

দাস্যপ্রেম ও সখ্যপ্রেমে পার্থক্য এই যে, দাস্য-প্রেমে মমতা থাকিলেও তাহাতে প্রভু-বুদ্ধি বর্ত্তমান এবং তাহাতে ভয় ও সম্ভ্রমের আধিক্য রহিয়াছে। বলিষ্ঠ সম্বন্ধের অন্তরঙ্গতা-যুক্ত রসের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ নাই। কিন্তু সখ্য প্রেমে ভয় ও সম্ভ্রম সম্পূর্ণ বিগত হইয়া বিশ্রম্ভ বা একান্ত বিশ্বাসরূপ বলিষ্ঠ ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

শুদ্ধভক্তগণ নিজের সেবক-ভাব-প্রাপ্তি বলিতে বিষয়-বিগ্রহ বা মূল আশ্রয়বিগ্রহরূপে আপনাদিগকে চিন্তা করেন না অর্থাৎ সখ্যভাবাক্রান্ত ভক্তচিত্ত আপনাকে বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীঅর্জ্জুন, শ্রীদ্রৌপদী, শ্রীশ্রীদাম-শ্রীসুদামাদি সখারূপে কখনও ভাবনা করেন না। উহা ভগবৎসেবার সম্পূর্ণ প্রতিকূল, কিন্তু সখ্যভাবকে সেবার পরম অনুকূল বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সখ্যভাবে যে শ্রীভগবানের সহিত সমজ্ঞান, তাহা শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তাঁহার হিতানুসন্ধান-বৃত্তি। তাই শ্রীদামবিপ্র বলিতেছেন,—

"ভক্তৈস্তু যে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী-
দাস্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ
মহানুভাবেন গুণালয়েন
বিষজ্জতস্তৎপুরুষপ্রসঙ্গঃ॥"
(ভাঃ ১০।৮১।৩৬)

আমি যেন প্রতি জন্মে তাঁহার প্রিয়, হিতৈষী, উপকারক ও সেবকরূপে জন্মগ্রহণ করি। আর সেই মহানুভব সর্ব্বগুণাকর পুরুষোত্তম ও তদীয় ভক্তগণের উত্তম সঙ্গ লাভ করি।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন,—শ্রীদামবিপ্র শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য দর্শনপূর্ব্বক 'স্যাৎ' 'আমার' ইত্যাদি বাক্যে ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। 'সৌহৃদ' অর্থাৎ প্রেম, 'সখ্য' অর্থাৎ হিতাশংসন বা মঙ্গলেচ্ছা, 'মৈত্রী' অর্থাৎ উপকারত্ব, 'দাস্য' অর্থাৎ সেবকত্ব,—এই 'সৌহৃদ' প্রভৃতি পদচতুষ্টয়ে তদীয় অর্থাৎ তৎসম্বন্ধী আমার ইহাই হউক, পরন্তু নিবৃত্তি নহে',—ইহাই বুঝাইতেছে। ভক্ত শ্রীভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, আবার শ্রীভগবানও ভক্তের হিতাকাঙ্ক্ষা করেন। এও উভয়েই নিত্যবৃত্তি। শ্রীভগবান্ ভক্তের নিত্যহিতাকাঙ্ক্ষা করেন বলিয়া ভক্তের সখ্য-সেবাও নিত্য ভগবদ্বিষয়ক হিতাকাঙ্ক্ষাময়। ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের নিত্যসম্বন্ধবশতঃ ও ভজনাবেশের দ্বারা বিপরীত সম্পাদন অতি দুষ্কর নহে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ অসুরবালকগণকে বলিয়াছিলেন,—

"কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ॥"
(ভাঃ ৭।৭।৩৮)

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন,—হে অসুরবালকগণ, যিনি সমস্ত দেহিগণের নিজ আত্মা, অর্থাৎ অন্তর্যামী; সর্ব্বত্র পরমাত্মরূপে সখা ও নিজহৃদয়ে ছিদ্রবৎ অর্থাৎ সর্ব্বদা আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত, যিনি যথাকালে বাহিরের ও অন্তঃকরণের বিষয়াদিরূপ মায়িক সম্পত্তি দান করিয়া হিতকারী, সেই শ্রীহরির উপাসনায় অতি প্রয়াসের কোন কথা নাই। অতএব স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি কামদ এবং বিষয়-সমূহের উপার্জ্জনে আবশ্যক কি?

হরিভজন

——::•(::•::)•::——

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে উপদেশপ্রদানছলে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে সেই নিত্য ভগবদ্দাস্য ভুলিয়া মায়াতে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য তাহাকে বিভিন্ন ভোগ করিতে হইতেছে। কখনও কর্ম্মমার্গের আবর্ত্তে পড়িয়া পাপ-পুণ্যাচরণ করিতেছে—তৎফলে স্বর্গ ও নরক ভোগ করিতেছে, আবার কখনও নির্ব্বিশেষজ্ঞান ও যোগমার্গে মতিবিশিষ্ট হইয়া ভগবানের নিত্য কৈঙ্কর্য্যলাভ করিবার পরিবর্ত্তে ভগবানের সহিত স্বগত-সজাতীয়-ভেদরহিত অবস্থাকেই প্রাধান্যে বরণ করিবার জন্য সাধ্যসাধন করিতেছে। কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

অর্থাৎ আমার (ভগবানের) মায়া ত্রিগুণময়ী। এই মায়ার কবল হইতে জীব সহজে উদ্ধার পায় না। মায়ার শরণাপন্ন হইলে মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না; তাহাতে আরও মহামায়ার মহাজালে আবদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র আমারই ভগবৎ-স্বরূপে শরণাগত হন, তাঁহারাই এই মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। এই কথাই শ্রীগৌরসুন্দর অতি সরল ভাষায় বলিয়াছেন,—

"তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

যে জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে মায়াতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সেই জীব যদি সদ্গুরুর পদাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের সম্পূর্ণ আনুগত্যে গুরুসেবা ও কৃষ্ণভজন করেন, তবে তিনি মায়াপাশ অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবারূপ পরম প্রয়োজন লাভ করিতে পারেন।

জীবমাত্রেরই হরিভজন করা একান্ত ও মুখ্য কর্ত্তব্য। এখন জিজ্ঞাস্য—ভজন কাহাকে বলা হয়? গোপালতাপনী শ্রুতিতে দেখা যায়, সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কথমস্য ভজনম্?" সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ভজন কিরূপ? উত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্যম্।" তাহাই ভগবানের ভজন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই স্থানে টীকায় বলিয়াছেন, "ভক্তিশব্দে ভগবৎ-সেবাবাচী ধাতুর অর্থ এবাস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভজন-ত্বাচ্চ ইত্যর্থঃ।" 'ভক্তি'-শব্দ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন। ইহলোক ও পরলোক-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কামনা অর্থাৎ ভোগাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি ভগবৎসম্বন্ধ বিবর্জ্জিত-ভুক্তির কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক, এই কৃষ্ণেতে পরব্রহ্মে প্রেমদ্বারা ভজনই ভগবদ্ভজন, ইহাই নৈষ্কর্ম্য। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর মূল সম্বন্ধজ্ঞান বা শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য নাই; জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, এই সম্বন্ধজ্ঞান তাহাদের নাই। বাহিরে দেখিতে ভক্তির আকৃতিবিশিষ্ট তাহাদের যে সকল ক্রিয়াকলাপ, তাহা সাময়িক কামপ্রসূত। কর্ম্মীর স্বার্থ স্বর্গাদি-প্রাপ্ত এবং জ্ঞানীর স্বার্থ নির্ব্বেদ-মুক্তিলাভ; তাহাদের স্বপ্রবৃত্তি ও নিত্য নহে। কারণ, তাহাদের স্বর্গ ও মুক্তিকামনা অনিত্য। কিন্তু ভক্তের ব্যবহার সেরূপ নহে। হরিভজন-পরায়ণ ভক্ত গুরুদেবের নিত্যদাস, কৃষ্ণের নিত্যদাস। যেখানে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য নাই, তাহা হরিভজন নহে—মায়ার ভজন। কোন ব্যক্তিকে গুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত নিজ মতানুযায়ী সদাচার, তীর্থভ্রমণ, ভগবদ্ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ যাজন, ত্যাগ, তপশ্চরণ, নামসংকীর্ত্তন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি যাবতীয় ভজনানুষ্ঠানে (?) প্রবৃত্ত হইতে দেখা গেলেও তিনি হরিভজন (?) করেন না; অবৈধস্ত্রী স্বগ্রাহক কার্য্যাদি করেন মাত্র। নির্বোদ্ধপ্রতীতি হরি-ভজনের কপটতাময় প্রকাশও হইয়া অনেক সময় অজ্ঞ হরিভজনহীন লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠাশা ও কনক-কামিনী-সংগ্রহেচ্ছায় হরিভজনের কপট অভিনয় হরিভজন নহে, তাহা কেবল কৈতব-যুক্ত আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনামাত্র। হরি-ভজনের মূলই গুরু ও বৈষ্ণবানুগত্য। গুরু আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনের ছলনা 'গোড়া কাটিয়া মাথায় জল ঢালার' ন্যায় বৃথা। ব্যবহারে ত' গুরু আনুগত্য ব্যতীত ভজনে প্রবেশলাভই করা যাইতে পারে না—সিদ্ধাবস্থাতে যে নিত্য দেহে হরিভজনের প্রণালী, তাহাতেও নিত্য গুরুদেবের আনুগত্য বর্ত্তমান। শ্রীবিগ্রহ নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও গুরুবর্গের আনুগত্যে না থাকিলে অহং-গ্রহোপাসনারূপ অপরাধ লাভ হয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় নিজদেহে যে ভজন-প্রণালী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি মঞ্জরীগণের সেবারও অনুগা সখীর আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজনের উপদেশ দিয়াছেন।

অন্যরূপ প্রকারান্তরে হরিভক্তির লক্ষণ। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অনেকে নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া, কপটাশ্রয়কেই হরিভজন মনে করেন। অনধিকারাবস্থায় ঐরূপ নির্জ্জন-ভজনের চেষ্টা প্রতিষ্ঠাশা বা আলস্য মাত্র; উহা হরিভজন নহে। অনধিকারে অবস্থানে আমাদের ইন্দ্রিয় সকল বহির্মুখবৃত্তি-সম্পন্ন থাকে, সুতরাং

ঐ সকল ইন্দ্রিয় দমিয়া বাহিক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করে। এইরূপ অবস্থায় যাহারা উহাদিগকে নির্জ্জনে রোধ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা হরিভজনকারী নামে মিথ্যাচারী মাত্র।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ
স উচ্যতে॥
(গীঃ ৩।৬)

যাহার চিত্ত শোধিত হয় নাই, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে? সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে; অতএব সেই মূঢ়কে 'মিথ্যাচারী' বলা যায়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনানন্দ বাড়াইবার জন্য নির্জ্জনে বাস এবং বিবিক্ত নহে। ভজন-প্রতিকূল সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। অতএব ভক্তের প্রেমচেষ্টায় যে নির্জ্জনতা, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তাহা সাধনকালীন নির্জ্জনতাজাতীয় নহে।

অন্যাভিলাষ-জ্ঞানকর্ম্মাদির আবরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত হইয়া আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই 'হরিভজন'। যিনি হরিভজন করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য অহৈতুকভাবে হরিপ্রীতির জন্য হওয়া উচিত।

বদ্ধজীব হরিভজনের রহস্য অবগত নহে। ভগবানের সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব জীবকে হরিভজন শিক্ষা দিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"শ্রীমুকুন্দ-প্রিয়জন, গুরুদেবে জান মন,
তোমা লাগি' পতিতপাবন।
জগতে একটি ভাই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
যদি চাহ আপন কুশল।
তাঁহার চরণে ধরি' অভিমান সব ছাড়ি',
ভক্তিবিনোদে দেহ বল॥"

এই গুরুবর্গ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুকম্পায় জীব হরিভজনের রহস্য অবগত হইতে পারেন। যিনি এই গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হরিসেবার জন্য যাবতীয় ইন্দ্রিয়চালনা করিয়াছেন, তাঁহারই হরিভজন আরম্ভ হইয়াছে।

হরিভজন আরম্ভ হওয়ার প্রধান লক্ষণ নিজেকে দীনহীন কাঙ্গাল বলিয়া উপলব্ধি। গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় জীবের এই উপলব্ধি স্বাভাবিকভাবে হইয়া থাকে। হরিভজন আরম্ভ হইলে একদিকে যেরূপ অন্যাভিলাষ দূরীভূত হয়, অপরদিকে সেইরূপ "আমি ভগবানের নিত্যকিঙ্করকিঙ্কর" এই ভাব আপনিই হৃদয়ে জাগ্রত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

হরিগুণ-শ্রবণ-সন্তোষাক্ত-পরবিদ্যাবিদেষু—

আগামী ১৩ই ফাল্গুন (১৩৬১), ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৫), বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও 'গৌড়ীয়-মিশনে'র পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংসকুল-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একাশীতিতম বর্ষ-পূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে তাঁর সমাধিপীঠে 'শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব' অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য-আলোচনা, শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি মহামহোৎসবে, আপনারা সবান্ধবে, কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা
৮ই ফাল্গুন, ১৩৬১ সাল

নিবেদনমিতি
শ্রীরূপানুগমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্

যৎকিঞ্চিৎ

শাস্ত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তনকে অন্যান্য সাধনাঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীহরির সেবা ও সঙ্গ লাভ হয়। কারণ শ্রীহরিই হরিকথারূপে অবতীর্ণ হন। যখন সেই হরিকথার কীর্ত্তন ও শ্রবণ হয়, তখন সেই শ্রীহরির সাক্ষাৎ দর্শন ও সর্ব্বতোমুখী সেবা হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা মনে করেন, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন একটী উপায় মাত্র, তাহা হইতে উপেয় পৃথক্, প্রয়োজন আর একটী পৃথক্ বস্তু, তাহাদের হরিকথাতে সাক্ষাৎ হরিবুদ্ধি নাই, "নামরূপে কলিযুগে কৃষ্ণ অবতার"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণীতে বা শ্রুতির বাণীতে তাহাদের বিশ্বাস নাই।

শ্রদ্ধার সহিত ভগবদ্ধর্ম্মের অনুশীলন, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, ভগবৎসেবানিষ্ঠার সহিত তৎশ্রেষ্ঠগণের পূজা, পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের কথা-শ্রবণাদি-দ্বারা ভগবৎসেবায় রুচি প্রতি হইয়া থাকে।

রূপ ও রসাদিতে আসক্ত এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণরত অসদ্ব্যক্তিগণের সঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা, তাহাদিগের অভিমত অর্থকামাদি-পরিত্যাগ ও নির্জ্জনবাসের অভিরুচি,—এই সকল-দ্বারা আত্মার সন্তোষ লাভ হয়, কিন্তু যে স্থানে সাধুসঙ্গে হরিকথামৃত পান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নির্জ্জনবাস কখনও স্পৃহণীয় হওয়া উচিত নহে। কারণ উহার দ্বারা আপেক্ষিকতর্পণ হইলেও অপ্রাকৃত কৃষ্ণতোষণ হয় না।

হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে যে প্রেমের উদয় হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিরুপাধিক ভক্তগণ ব্রহ্মানন্দও প্রার্থনা করেন না,—

"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জন-কথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥
ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃত-পানমত্তঃ॥"

হে নাথ! ভবদীয় শ্রীচরণকমলধ্যানে এবং আপনার নিজজনের সহিত আপনার চরিত্র কথা শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ-লাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেই আনন্দ লাভ হয় না। অতএব, দেবতাপদ ত' অতি তুচ্ছ! কারণ কালরূপ খড়্গ দ্বারা স্বর্গারোহণযান খণ্ডিত হইলে দেবতাগণও মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?

হে অনন্ত! যে সকল শুদ্ধাশয় পুরুষ নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সাধু-মহাত্মার সহিত আমার প্রকৃষ্ট সঙ্গ-লাভ হউক। এবম্ভূত মহৎসঙ্গবলে আমি ভবদীয় গুণকথামৃত-পানোন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ ভবসমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

হরিকথাশ্রবণ-কীর্ত্তন-বিরত ধ্যানী, জ্ঞানী, মৌনী, যোগী-ঋষি কাহারও মঙ্গল হইতে পারে না, হরিকথা-বিমুখ কেহই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে জীবগণ সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকে। দিবসে তাহাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাম ভগবদিতর বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট থাকে রাত্রিকালেও তাঁহাদের নিদ্রা-সুখের লেশমাত্রও থাকে না। যেহেতু বাহেন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হয় বটে, কিন্তু নানা অসৎ বিষয়ে বাধিত মনোরথরূপ স্বপ্নদর্শন-দ্বারা তাঁহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়।

হরিকথারূপেই শ্রীহরি জীবের হৃদয়ে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সব ধ্যানাদিদ্বারা বা অন্যকোন উপায়েই ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইতে পারে না,—

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥"

(ভাঃ ২।২।৩৭)

যাঁহারা স্বীয় উপাস্য-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণ-পুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্মসমীপে উপনীত হন।

ভগবানের কৃপা সৎসঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই হউক অথবা সৎকৃপাকে আশ্রয় করিয়াই হউক, অপর জীবে সংক্রামিত হয়, অন্য কোন উপায়ে হয় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"হে ভগবন্, আপনি সদনুগ্রহশীল অর্থাৎ সজ্জনগণের দ্বারাই অন্য পুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন অথবা সজ্জনগণ আপনার মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহ অর্থাৎ আপনার যে অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক জগতে বিচরণ করে, তাহা সাধুর আকার ধরিয়াই বিচরণ করিয়া থাকে, অন্যরূপে নহে।

কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। শরণাগতই অনুগত। যেখানে কায়মনোবাক্যে শরণাগতি আছে, সেইখানেই এই ত্রিবিধ আনুগত্য বা সেবা সম্ভব। ভক্তিদেবী প্রসন্ন না হইলে কৃষ্ণসেবা লাভ হয় না। নিজের শ্রেষ্ঠাভিমানরূপ অনর্থকেশর চিত্তবৃত্তি পরিত্যাগের একমাত্র উপায় সৎসঙ্গ, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-সহকারে বৈষ্ণবের নিকট বিশুদ্ধ কথা শ্রবণ। তাহা হইলে সংসারের বা অনর্থের বিনাশ হইয়া অর্থ-প্রবৃত্তি হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ৫ই ফাল্গুন বুধবার শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাব-তিথি পূজা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-নিয়মাবলী-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ শ্রীপরমার্থিকগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমের বার্ষিক ১ নদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নির্দিষ্টধারীদের অবশ্যসেবায় কার্যমোবারকোর সার্বকালিক নিয়োগই উহার শুল্ক ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (Issue number) অনুসারী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পুরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অপ্রত্যাশিত আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তত্তাবিকগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ বর্ণগ্রহের জাত অবস্থা অনুরোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অন্যায় অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও দিনের জন্য,		পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে কম হইবে

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভা

এ, পি,র গত ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ,—মার্চ মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নিম্নলিখিত আসনগুলির জন্য নির্বাচন হইবে:—১। কলিকাতা সহরতলীর (সহর) সাধারণ কেন্দ্র; উত্তর পশ্চিম রাজসাহী বিভাগের (পল্লী) সাধারণ কেন্দ্র এবং দক্ষিণ ঢাকা বিভাগের (পল্লী) সাধারণ কেন্দ্র। ২। কলিকাতা ও সহরতলীর মুসলিম কেন্দ্র, উত্তর প্রেসিডেন্সী বিভাগের (পল্লী) মুসলিম কেন্দ্র, উত্তর-পশ্চিম ঢাকার পল্লী মুসলিম কেন্দ্র এবং নোয়াখালীর পল্লী মুসলিম কেন্দ্র।

প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যথারীতি এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে। ২২শে ফেব্রুয়ারী মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ। ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মনোনয়ন পত্রগুলি পরীক্ষা করা হইবে। পর দিবস অর্থাৎ ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত নির্বাচন প্রার্থীগণ নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন। মার্চের মাঝামাঝি সময়ে ভোটগ্রহণ করা হইবে বলিয়া মনে হয়। পরে এ সম্পর্কে যথারীতি ভোটগ্রহণের দিন প্রকাশ করা হইবে।

হাসপাতালে সরকারী দান

ইউ, পি,র গত ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ,—বাংলা সরকার দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটীর ২৮টি সদর হাসপাতালে যক্ষা হাসপাতালের জন্য বর্তমান বৎসরে ১৩ হাজার ৩৭৩ টাকার দান মঞ্জুর করিয়াছেন। ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের জন্য বাংলা সরকার যত টাকা দান করিতেন, বর্তমান বৎসরে তাঁহারা অপেক্ষা আরও যথাক্রমে ১৩০০৲ ও ১০০৲ টাকা বেশী দান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই অর্থ দিয়া উক্ত হাসপাতালগুলিতে যক্ষা চিকিৎসা চালান হইবে। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটিকে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং এক উদ্দেশ্যে তাঁহারা নদীয়া জেলার মুড়ির মিউনিসিপ্যালিটিকে [illegible] টাকা দান করিয়াছেন।

পারস্যের প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ

রয়টারের গত ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ,—পারস্যের প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন। গত কয়েকদিন যাবৎ তাঁহার উপর পরিষদের বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হইতেছিল বলিয়া তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে।

বাংলা সরকারের গম প্রাপ্তি

এ, পি,র এক সংবাদে প্রকাশ,—গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে গমের সর্বশেষ চালান আসিয়া পৌঁছায়, কেন্দ্রীয় সরকার যে গম কিনিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে এ পর্য্যন্ত বাংলা সরকার ২১,৫৫৫ মণ গম পাইয়াছেন।

সরকার-কর্তৃক গুজরাট রেলওয়ে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারত সরকার গুজরাট রেলওয়ে কোং লিমিটেডের সহিত চুক্তি শেষ করিয়া উক্ত রেলওয়েটি ১৯৪৪এর ৩১শে মার্চ তারিখে ক্রয় করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানীকেও ঐ সিদ্ধান্ত জানান হইয়াছে।

লর্ড আলভারের মৃত্যু

রয়টারের গত ১৩ই ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ,—লর্ড আলভার প্রথম শ্রমিক সরকারের আমলে ভারত সচিব ছিলেন। তিনি গত বুধবার ৮৪ বৎসর বয়সে স্বীয় বাসভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে তত্ত্ব-সম্বন্ধে ব্রাহ্ম-খ্রীষ্ট-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বঙ্গদেশের জীর্ণ-শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। ভজ্জন্য ইহার খ্যাতি অভাবনীয়। বিভিন্ন গ্রীষ্ম-সংযুক্ত তাবিজ এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৷৴০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীরাধাকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ ৩০ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৬, ৮ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২০শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪৩, শনিবার | ২৭৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ মাধব, অবার ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

সাধুগণের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফল যে কেবলমাত্র অনর্থনিবৃত্তি হয়, তাহা নহে, ইহাতে অর্থপ্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির সর্ব্বোত্তমাবস্থায় যে ভগবৎসেবারস-আস্বাদন-জনিত সুখ, সাধুমুখবিগলিত হরিকথাই তাহা প্রদান করিয়া থাকে। কারণ, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন দান, ধ্যান, যজ্ঞাদির ন্যায় গৌণ উপায় নহে। তাহা সাক্ষাৎ উপায় ও উপেয়। এজন্য যে-সকল মহাজন এই জগতে শুদ্ধহরিকথা বিস্তার করেন, তাঁহাদের ন্যায় পরদুঃখদুঃখী ও পরোপকারী আর কেহ নাই,—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং

কল্মষাপহম্।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে

ভূরিদা জনাঃ॥"

(ভাঃ ১০।৩১।৯)

শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যদি লক্ষ লক্ষ লোককে বলিদান করিয়া, সহস্র সহস্র লোকের সুখভোগ ছাড়াইয়া, এমন কি, নৈতিক জগৎ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করাইয়া কোটি কোটি মুদ্রা ও কোটি কোটি প্রাণের বিনিময়েও যদি একটী জীবের হৃদয়ে প্রকৃত গৌর-সুন্দরের বাণীর কীর্ত্তনস্রোতঃ জগতে প্রবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কারণ, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই সকল পুরুষার্থ শিরোমণি।"

হরিকথা চিন্তামণি—বিচিত্রভাবমণি কল্পতরুসর্ব্বস্ব নবনবায়মানী শ্রীহরিকথার অনুশীলন যত নিরবচ্ছিন্ন হইবে, ততই তাহাতে রুচি, আসক্তি বাড়িতে থাকিবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অনর্থনিবৃত্তি ও অর্থপ্রবৃত্তি হইবে। তখন হৃদয় দৈন্য ও আর্ত্তিতে, নিরন্তরভাবে বিগলিত হইতে থাকিবে—পুরস্কারাভিমান, ভোগাভিমান, সম্মানাভিমান প্রভৃতি ও অহঙ্কারের চেষ্টাসমূহ বিদূরিত হইবে। তখন হরিকথাশ্রয়ী ভক্তের অসীম করুণা প্রতিমুহূর্ত্তেই উপলব্ধ হইবে। তখন সমস্ত জীবন, সমস্ত বাক্যবৃত্তি, সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত চিন্তাধারা হরিকথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে; হৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বতঃ-স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে। হরিকথারূপী হরি স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি দান করিয়া স্বীয় শ্রীপাদপদ্ম-সেবার যুগপৎ অধিকার প্রদান করিবেন হরিকথার দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

কেহ কেহ মনে করেন,—দ্বাদশবর্ষ, বিংশবর্ষ বা বহুকালব্যাপী হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়াও তাঁহাদের কিছু সুবিধা হইতেছে না; সুতরাং হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের পথ পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান, তপস্যা বা নির্জ্জন-ভজনাদির পথ গ্রহণ করিলে তাঁহাদের সুবিধা হইতে পারে। বস্তুতঃ এইরূপ বিচার বাস্তব মঙ্গলের পথ পরিত্যাগ করিয়া কল্পিত আপেক্ষিক সুবিধাবাদের পথে বাধিত হইবার ধারা মাত্র। সকল শাস্ত্র, সকল মহাজন একবাক্যে সর্ব্বযুগে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একমাত্র অমোঘ ও অব্যর্থ ফলপ্রদত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"মত্তঃ কামানভীপ্সন্মদ্ধ্যানে

[illegible]

[illegible]

[illegible]"

—সাধুসঙ্গের প্রভাবে হইতে ভগবৎ-মাহাত্ম্যপ্রকাশক যে সকল শুদ্ধ ভক্তের কর্ণের শ্রীচৈতন্যাদির কথা আলোচিত হয়, তাহা শ্রীহরির সহিত সেবা করিতে করিতে শ্রদ্ধা অনাসক্তিরূপ বস্তুরূপ ভগবানে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তি উদিত হয়।

শ্রৌতপন্থার নিষ্কপট আশ্রয় ব্যতীত সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে গেলে কুসিদ্ধান্ত, অপসিদ্ধান্তকেই সুসিদ্ধান্ত বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। সেইজন্য সাধুগণ বলেন যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যের দ্বারাই সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত অবতীর্ণ হইয়া সেবোন্মুখ জিহ্বায় কীর্ত্তনরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিত্যকিঙ্কর বা স্বরূপগণ কোন শুদ্ধ সেবকের চাতুর্য্যের পারদর্শিতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা নিজদিগকে অচ্যুতগোত্রীয় শ্রৌতপন্থী দাসানুদাস বলিতে গৌরব অনুভব করেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলায় কোন ভেদ নাই। দুই লীলাই এক। কৃষ্ণলীলায় ভজন বিষয় প্রতিষ্ঠিত; আর গৌরলীলায় এই ভজনের প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৌর নাম ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়ি কখনও সম্ভব হইতে পারে না। গৌরনাম না লইয়া শুধু কৃষ্ণভজন বা কৃষ্ণ-ভজন হয় না। গৌরাঙ্গের কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণভজন হয় না। এজন্য মহাজন-অনুগত ঠাকুর [illegible] ভজ গৌরাঙ্গ—শ্রীগৌরাঙ্গকে। অতএব শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া কৃষ্ণভজন-চেষ্টা কপটতা মাত্র।

[illegible] যে পর্য্যন্ত স্বার্থাদি সেখানে আছে, সেখানে কাম থাকিবেও তাহা প্রেম নহে—মিথ্যা। সাধুগণ নাম করিতে করিতে ঐ অনর্থ দূর হইলে শুদ্ধপ্রেম উদিত হয়। [illegible] বলিয়াছেন,—"কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।" এখানে হৃদয়ে কামনা থাকিলেও 'কৃষ্ণ ভজে' এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, সর্ব্ব কামনাযুক্ত ভজনকারী 'শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভজ্য' ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপন্নও হইয়াছেন। 'কৃষ্ণ-সেবাই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি'—এরূপ সুদৃঢ়বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তিপথাশ্রিত ভক্তের হৃদয়ে প্রথমপ্রথম কিছু কিছু কামনা দূর না হইলেও তাহা সাধুসঙ্গপ্রভাবে শীঘ্রই নিবৃত্ত হয়। কেন না, প্রকৃত উদয় হইলে সাধুগণের সৌভাগ্য উদিত হয়। তখন আর সে পথ হইতে [illegible] হইয়া থাকে, এবং একবারেই নিবৃত্ত হয়। কিন্তু যেখানে [illegible] শরণাগতি ও আত্মসমর্পণমূলা আন্তরিক প্রবৃত্তিই উদয় হয় না, সেখানে প্রকার পরে কামনার কোন অবকাশ থাকে না।

ভজ কৃষ্ণনাম দৃঢ় শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

আত্মনিবেদন

——::০::——

ভগবানের সেবা আরম্ভ করিবার পূর্বে আত্মনিবেদন প্রয়োজনীয়। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"ন চাপিতা সতী যদি ক্রিয়েত।" ইহার চেষ্টা করিব, তাঁহার [illegible] সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিতে [illegible] পারিলে সেবা হইতে পারে না? এই অর্পণ আবার দুই প্রকারে হয়—দেহের অর্পণ ও দেহীর অর্পণ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শরণাগতিতে গাহিয়াছেন, "মানস দেহ-গেহ যো কিছু মোর, অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর।" ইহাই দেহের অর্পণ। দেহের অর্পণের সঙ্গে সঙ্গে দেহসম্বন্ধীয় যাবতীয় 'অহংতা-মমতা' ও অর্পিত হয়। যখন "[illegible] অভ্যাসে করিব [illegible]। [illegible] [illegible]।"—এই বিচার প্রবল হয়, তখন দেহের অর্পণ শুরু হয়।

দেহীর অর্পণ অর্থাৎ আত্মার অর্পণ। এই আত্মসমর্পণের প্রারম্ভেই "আমি শুদ্ধ-ভক্তের সেবোন্মুখ দাস"—এই অভিমান জাগ্রত হয় এবং সমস্ত জড়ীয় অভিমান [illegible] হয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "আত্মসমর্পণে সেবা আরম্ভিল। নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা বিধান", "দাস হ'য়ে তোমার, তুমি ও' আমার।"—ইহাই আত্মসমর্পণকারীর অনুভব বাক্য।

"[illegible] প্রেম নবীনা ভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥"

—কিন্তু এই মহাধন প্রেম ভজনের মূলে আত্মনিবেদনের অভাব থাকলে ভজন 'ব্যবসায়' হইয়া পড়ে।

আত্মনিবেদনই ভজনের মূল। সুতরাং [illegible] ভজনরাজ্যের সেবা [illegible]। [illegible] 'আত্মনিবেদন' বা 'বৈষ্ণবধর্ম'। আর অপরগুলি কর্মমার্গ বা জ্ঞানমার্গ। জীব যখন সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রের কৃপায় ভগবদুন্মুখ হন, জীবের যখন সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখন জীব ভগবানে আত্মনিবেদন করিয়া বলিতে থাকেন,—

"আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে॥"

ভগবানকে এইরূপে গোপ্তৃত্বে বরণ করিয়া জীব যখন ভগবানের আনুগত্যে ভজন করিতে আরম্ভ করেন, তখনই মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

এই আত্মনিবেদন যাহাতে কখনও [illegible] না হয়, তজ্জন্য ভক্ত প্রার্থনা করিয়া বলেন,—

"আত্মনিবেদন-ভাব মনে দৃঢ় রয়।
হস্তি স্নান সম যেন কভু না হয়॥"

[illegible] জাতিবিশেষের কোন দিন আত্মসমর্পণের ভাব দেখা যায় না। কর্মী জ্ঞানী ও যোগিগণের যে কপট মিছা আত্মসমর্পণের ভাব দেখা যায়, তাহার কোন মূল্য নাই।

দেহ হইতে শুদ্ধ আত্মা পর্যন্ত সমস্ত বস্তু শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণই 'আত্মনিবেদন' নামে কথিত। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা, নিজের সাধন সামগ্রী ভগবানে সমর্পণ করা ও তাঁহার সেবার জন্যই একমাত্র চেষ্টাযুক্ত হওয়া এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছার একান্ত অনুগত থাকা ও তাঁর ইচ্ছাকে অধীন করা আত্মনিবেদনের লক্ষণ। বিক্রীত গো, অশ্ব প্রভৃতি যেরূপ নিজের দেহ একমাত্র ক্রেতার সেবার জন্য সমর্পণ করে এবং নিজের ভরণ পোষণের চিন্তা করে না, আত্মনিবেদনকারী ব্যক্তিও সেইরূপ নিজের জন্য কোনও চেষ্টা করেন না, তাঁহার সমস্ত চেষ্টাকে একমাত্র প্রভুর সেবায় নিযুক্ত করেন। অথবা গো-বিক্রয়ের পর বিক্রীত গাভীর জীবিকার জন্য বিক্রেতাকে যেরূপ আর চেষ্টা করিতে হয় না, পরন্তু কেবলই ক্রেতাকে তাহার [illegible] হয়, [illegible] বিক্রেতার কোন ভাবনা করে না। আত্মনিবেদন-সম্বন্ধেও সেই কথা।

আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি নিজের দেহ [illegible] সম্পূর্ণ করিয়া অকাতরভাবে তাঁহার নিকট [illegible] নিজেকে বিক্রয় করেন, অতএব তাঁর শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর কোনও আশ্রয় থাকে না। [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] জীবের [illegible] করিতে পারে না।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী [illegible] আত্মনিবেদনাখ্য-ভক্তির [illegible] করিয়াছেন,—

"[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]"

(ভাঃ [illegible])

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "যে কালে [illegible] সমস্ত কর্ম পরিত্যাগপূর্বক আমাতে আত্মসমর্পণ করেন, তৎকালে বিশিষ্টরূপে [illegible] হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীল [illegible] মহারাজের [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী ও শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু আত্মনিবেদনের [illegible] বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন:—

"[illegible] কৃষ্ণার্পণ [illegible] বিশিষ্ট বাক্য।"

মনে [illegible] 'নমস্কার' মতঃ
আত্মার্পণং [illegible] ॥"

(ভাঃ ৭।৫।২৩)

—দেহ, মন ও বাক্য—এই তিনটি বিষয়ই বলিয়া অভিহিত হইয়া আত্মা বা, ক্ষণিকত্ব, তর্ক, যুক্তিনীতি ও কাম প্রভৃতি বিবিধ মীমাংসা,—এই সমস্তই বৈষ্ণব বিরোধের পরিণাম। সুতরাং উহাদিগকে আমি নশ্বর বলিয়া মনে করি। পরাৎপর পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে যে আত্মনিবেদন, উহাকেই আমি যথার্থ সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

"[illegible] পণ্ডিতগণ [illegible]।
দেহাভ্যন্তরং [illegible]
[illegible]॥"

—পণ্ডিতগণ আত্মা-সম্বন্ধে দুইপ্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ অন্তরের বিষয়স্বরূপ দেহীকে আত্মা, কেহ কেহ বা অহমভিমানী দেহকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করেন।

কেবল আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত শ্রীবামন-দেবকে ত্রিপাদভূমি-দান সম্বন্ধে শ্রীবলি মহারাজ দেখা যায়। শ্রীভগবানকে তাঁর সর্বস্বরূপে [illegible], নিজের আত্মাকে [illegible] আত্ম বা অধীন করাই (আত্মসমর্পণ) আত্মনিবেদন। ইহাই [illegible] আত্মনিবেদনের সঙ্গে কোন [illegible]। ভগবানে আত্মনিবেদনের সঙ্গে দাস্যভাবমুক্ত আত্মনিবেদন শ্রীভগবানের [illegible] হয়। এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, [illegible] অধীন মনকে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে শ্রীভগবানের দাস্যবৃত্তিতে নিযুক্ত করিয়া [illegible] গোস্বামিভাবে আত্মনিবেদন শ্রীভগবানের দৃঢ় হয়। শ্রীভগবদ্দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—

"[illegible] কায়-
[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥"

(ভাঃ ১০।[illegible])

—হে নিত্য, হে কমললোচন! আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ ও আত্মসমর্পণ করিয়াছি; অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। শৃগালের সিংহের আহার্য গ্রহণের ন্যায় আমার [illegible] যেন শিশুপাল আসিয়া স্পর্শ না করে।

[illegible] আত্মনিবেদন দৃষ্টান্ত একটি কথা [illegible] শুকদেবের দৃষ্টিতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। হৃদয়ের প্রতিবৃত্তিঃ প্রকাশের [illegible] নিত্যসিদ্ধ [illegible] আত্মনিবেদনের [illegible] ভাবও হয়। শ্রীবামনদেবের পক্ষেও [illegible] আত্মবৃত্তির পরিপূর্ণ প্রকাশে স্বরূপাদি সত্ত্বেও থাকিলে অচলবাসী আত্মনিবেদনও সঙ্কুচিতভাবে প্রকাশিত হন। আত্মনিবেদনবৃত্তির পরিপূর্ণতা শ্রীব্রজগোপীগণের আদর্শে দৃষ্ট হয়। পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ নবনীত শ্রীব্রজগোপীগণের আত্মনিবেদন-বৃত্তির নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়া আপনাকে চির-ঋণী আখ্যান করেন। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সর্বস্ব-সমর্পণ আত্মার্পণের পরাকাষ্ঠা। [illegible] কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর [illegible] তাহা অতিসুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে,—

"লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম-কর্ম।
লজ্জা, ধৈর্য, দেহসুখ, আত্মসুখ মর্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীবরাহদেব

——::(০০):——

স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার পত্নী শতরূপার সহিত পরিগ্রহ করিয়া করজোড়ে ব্রহ্মাকে স্বীয় কর্তব্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি নিজ পত্নীতে আত্মসদৃশ গুণসম্পন্ন সন্তান উৎপাদন করিয়া ধর্মদ্বারা পৃথিবী পালন কর এবং যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর ভগবানের আরাধনা কর। ভগবান্ যাহাদের প্রতি প্রসন্ন না হন তাঁহাদের শ্রম বিফল।" মনু ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালনে স্বীকৃত হইলেন এবং সর্বপ্রাণীর বাসস্থান-স্বরূপা পৃথিবীকে প্রলয়-সলিল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার নিকট নিবেদন জানাইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা পৃথিবীকে জলমধ্যে নিমগ্ন দেখিয়া কি উপায়ে তাহাকে উদ্ধার করিবেন, তাহা বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উপায় না দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। এমন সময় তাঁহার নাসিকা হইতে অকস্মাৎ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত একটি ক্ষুদ্র বরাহমূর্তি প্রকাশিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার সমীপে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করিলেন। তখন ব্রহ্মা, মরীচি, সনকাদি ঋষি ও মনু আশ্চর্য সেই অদ্ভুত শূকরাকৃতি দর্শন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা আপনার পুত্রগণের সহিত এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময় [illegible] বরাহরূপী বিষ্ণু গর্জন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার গর্জন শ্রবণ করিয়া মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক-নিবাসী মুনিগণের সংশয় দূর হইল এবং তাঁহারা পবিত্র বেদমন্ত্র দ্বারা শ্রীবরাহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ বরাহদেব পুচ্ছ

উত্তোলনপূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইলেন এবং কেশ ও লোমসমূহ কম্পিত করিয়া খুর-দ্বারা মেঘরাশিকে আঘাত করিলেন। তাঁহার স্বর্ণবর্ণ কেশ ও উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় মহা-জ্যোতির্দ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া-ছিল। তিনি বরাহ-স্বরূপ হইয়াও পশুর ন্যায় ঘ্রাণদ্বারা পৃথিবীকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং ভয়ঙ্কর দন্তগণকে প্রকটিত করত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি জলে প্রবেশ করিবামাত্র সমুদ্র [illegible] ভয়ে উদ্বেলিত হইল এবং সমুদ্র 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' বলিয়া আর্ত্তস্বরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীবরাহদেব সমুদ্র-মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রসাতলে পৃথিবীকে দর্শন করিলেন এবং নিজ দন্ত-দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন-পূর্ব্বক রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন। তখন প্রবল পরাক্রমশালী হিরণ্যাক্ষ দৈত্য জলমধ্যে গদা উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। চক্রপাণি বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণু চক্রদ্বারা অবলীলাক্রমে তাহাকে বধ করিলেন। অনন্তর শ্রীবরাহদেব দন্ত-দ্বারা পৃথিবীকে জল হইতে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলে ব্রহ্মা ও ঋষিগণ [illegible] তাঁহাকে [illegible] ভগবান্ [illegible] স্তব করিতে করিতে বলিলেন,—"হে ভগবন্! আপনি যজ্ঞ স্বরূপ, আপনি জগতের পিতা, আপনি বিশ্বাধারস্বরূপ। রসাতলগত পৃথিবীর উদ্ধার কার্য্য আপনি ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে। আপনার লীলা অগম্য ও অপার।" ঋষিগণ এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে বরাহরূপী শ্রীবিষ্ণু [illegible] পৃথিবীকে স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীবরাহদেব জগদ্বাসীকে ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় [illegible]। যাঁহারা তাঁহার এই [illegible] লীলাকথা [illegible] শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, বরাহরূপী বিষ্ণু তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। আমরা সেই বরাহরূপী বিষ্ণু [illegible] কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

"বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না॥
কেশব ধৃতশূকররূপ
জয় জগদীশ হরে॥"

—হে জগদীশ হরে! বরাহ অবতারে চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় আপনার দশনাগ্রে পৃথিবী সংলগ্ন হইয়া শোভা পাইয়াছিল। হে বরাহরূপধারী কেশব! আপনার জয় হউক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

[illegible]-শ্রবণ-সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিকরান্বিতেষু—

আগামী ১৩ই ফাল্গুন (১৩৪১), ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৫), কৃষ্ণা চতুর্থী শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীধামমায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও 'গৌড়ীয় মিশনে'র পরিচালক-সমিতির সৌজন্যে বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার পরমহংসকুল চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] বর্ষপূর্ত্তি তিথিতে তদীয় সমাধিপীঠে 'শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব' অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীনামসংকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও সদাচারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা, শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি মহামহোৎসবে আপনি সবান্ধবে, কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা ৮ই ফাল্গুন, ১৩৪১ সাল	নিবেদনমিতি শ্রী[illegible] সেবক-মণ্ডলী

পরমার্থ

প্রয়োজনের অপর নাম অর্থ। সুতরাং পরমার্থ বলিতে পরম প্রয়োজনকে বুঝিতে হইবে। যাঁহারা প্রাকৃত বিচার অবলম্বন করিয়া জড় স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম মনকেই 'আমি' শব্দের তাৎপর্য্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রয়োজন-বিচারে দেহ ও মনের উপযোগী লৌকিক বিচারে আবদ্ধ থাকেন। তাঁহাদের এই আত্মস্বরূপ নির্ণয়ে ভ্রান্তি তাঁহাদিগকে দেহ ও মনের প্রয়োজন বিচারেই আবদ্ধ রাখে।

দেহ ও মনকে আত্মবিচারে যাহারা ঐহিক শান্তির অনুসন্ধান করে, তাহাদের বিচারে স্বাভাবিক সুখ ও আনন্দ দেখা যায়। তাহারা স্বর্গাদি [illegible] কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি ও ইহলোকে নানাপ্রকার ভোগোপকরণ সংগ্রহকে পরমার্থ-নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেষ্ঠ ভোগসম্পদই তাহাদের মতে মনুষ্যজীবনের চরম প্রয়োজন-রূপে স্বীকৃত হয়।

যাহারা [illegible] ভোগের [illegible] [illegible] তাহাদের [illegible] উৎপন্ন হয়, তাহারা ভোগের [illegible] তাহাদের [illegible] [illegible] ত্যাগকে [illegible] স্বীকার করে। কিন্তু তাহাদের এই বিচার পরমার্থ শব্দের এই তাৎপর্য্যরূপে আদৌ গৃহীত হইতে পারে না। যেখানে আত্মহত্যা সাধিত হয়, তাদৃশ অলৌকিক, অপার্থিব বিচারে কখনও প্রকৃত পারমার্থিকের [illegible] হয় না। ঈদৃশ বিচার অত্যন্ত [illegible] কল্পনারূপে উপস্থিত হয় বলিয়া তাহা পরমার্থ-শব্দের তাৎপর্য্যে গৃহীত হইলে বিড়ম্বনা উপস্থিত হয় মাত্র।

যাঁহারা বাস্তব পারমার্থিক, তাঁহারা কিন্তু উল্লিখিত দুই প্রকার বিচারের অতীত হইয়া সত্যে পরমার্থ বিচার করেন। তাঁহারা জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে পৃথক্ [illegible] আত্মস্বরূপকে [illegible] গ্রহণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য অদ্বয়জ্ঞান [illegible] চৈতন্য পরমের উপাসক হন। তাঁহাদের মতে আত্মার পরম প্রয়োজন পরমাত্মার সেবায় থাকায় তাঁহারা তাঁহার পরমার্থ [illegible] বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। তখন [illegible] [illegible] [illegible] তথা আনন্দের [illegible] করিতে পারেন।

পারমার্থিকগণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারমার্থিক বিচারে [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] পারমার্থিকগণের [illegible] হন, তাহা হইলে [illegible] পারেন যে, তাঁহাদের [illegible] লোকনীয়তা বুঝিতে পারেন।

পারমার্থিকগণের [illegible] [illegible] [illegible] মতানুসারে দেখা। এই [illegible] পারমার্থিকগণ [illegible] [illegible] শ্লোকে [illegible] [illegible],—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে
মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি॥"

—এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ-কার্য্য যাঁহা হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।

যাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারমার্থিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] [illegible] পারমার্থিক [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] পরমার্থের কথা [illegible] [illegible] পারমার্থিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

-[illegible]-

নিয়মাবলী

১। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রকাশের নামে বা [illegible] অংশটি [illegible] ব্যক্তির শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] গ্রাহক হইবার [illegible]। [illegible] বার্ষিক বা [illegible] প্রকাশের [illegible] নিমিত্ত [illegible] কোন [illegible] প্রয়োজন [illegible]।

২। [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] দিতে [illegible] সংখ্যা (Serial number) অনুযায়ী [illegible] আবশ্যক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে; [illegible] করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] পাঠান হয় না। [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক [illegible] হয় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে [illegible] এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে [illegible] পাওয়া যায় না। [illegible] পাইতে হইলে Reply card বা ১০ [illegible] ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। [illegible] ঠিকানা পরিবর্তনের [illegible] হয় না; [illegible] করিবেন। [illegible] ঠিকানা না পাইলে [illegible] কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। [illegible] প্রবন্ধ-সম্বন্ধীয় [illegible] সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। [illegible] পাঠান হয় না। [illegible] কাগজের এক পৃষ্ঠায় [illegible] লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের [illegible] কোনপ্রকার [illegible] সম্পাদকের [illegible] যে কোন [illegible] শ্রীনদীয়া প্রকাশ [illegible] বন্ধ করা যাইতে পারিবে। [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] কোন [illegible] নিয়মে [illegible] পরিত্যক্ত, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] পত্র—[illegible] কার্যাধ্যক্ষ, শ্রীনদীয়া-প্রকাশ, পোঃ [illegible], নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও [illegible]		পরবর্তী [illegible]
[illegible]	৭৲	[illegible]
" " [illegible]	৫৲	৮৲
" " [illegible]	৮৲	৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে [illegible]

বিবিধ সংবাদ

[illegible] টিন [illegible]

[illegible] ১৫ই ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ, উত্তর আফ্রিকার [illegible] সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন যে অসামরিক ব্যক্তিদের [illegible] টিন [illegible] হইয়াছে। [illegible] পাঠান হইয়াছে। [illegible] হইতেছে। [illegible] করিবে। [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] বন্দীদের মুক্তিলাভ

[illegible] ১৫ই ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ, ১৮ বৎসরের [illegible] বালক-বালিকা "[illegible] নামে [illegible] দোকানে কাজ করার দায়ে" [illegible] হইয়াছিল, [illegible] সরকার তাহাদের [illegible] জারী করায় [illegible] মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। [illegible] বিবেচনা করিতেছেন।

আসাম গভর্ণমেন্টের বাজেট

[illegible] ১৫ই ফেব্রুয়ারীর [illegible] আগামী ৮ই মার্চ আসাম গভর্ণমেন্টের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট আসাম ব্যবস্থা পরিষদে ও ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইবে। অর্থ সচিব মিঃ [illegible] চৌধুরী [illegible] বাজেট পেশ করিবেন।

ইক্ষু চাষের জমি ও গুড়ের উৎপাদন

১৯৪২-৪৩ সালের ইক্ষু চাষের [illegible] পূর্বাভাসে জানান হইতেছে যে চাষের জমির পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ এবং উৎপন্নের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৫৩ লক্ষ ৯২ হাজার টন গুড়ের উৎপাদন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

[illegible] সম্পর্কিত বিল

বাঙ্গলা সরকার বর্তমান ব্যবস্থা পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে [illegible] সম্পর্কিত বিল উত্থাপন করিবেন। ইহা দ্বারা পুলিশদিগকে [illegible] গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে। [illegible] বিল্ডিং এই বিলের আওতায় পড়িবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য

[illegible] ১৬ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, [illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র [illegible] বিশেষ [illegible] করিয়া অপেক্ষাকৃত কম হারে বাণিজ্যশুল্ক দেওয়ার সুবিধা হবে।

[illegible] বাধ্যতামূলক শ্রমপ্রথা

জাপান [illegible] ঘোষণা করিয়াছে যে, [illegible] বাধ্যতামূলক শ্রমপ্রথা [illegible] করিবেন।

শ্রী শ্রী সরস্বতী-সংলাপ

[illegible] গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] সকল প্রশ্নের প্রদান করিয়াছেন, তাহা সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৶৹ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, [illegible] ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় [illegible] গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-[illegible], পোঃ [illegible], নদীয়া।

সাম্প্রদায়িক

সমন্বয়

[illegible] আলোচনা-গ্রন্থ। [illegible] সমন্বয় [illegible] হইয়াছে। মূল্য ৷৶৹ আনা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত [illegible] [illegible] উপায় [illegible]। [illegible] প্লীহা-সংযুক্ত [illegible] এবং [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার [illegible] কিনা। ছোট বোতল ৷৶৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৶৹ একটাকা ছয় আনা। [illegible] স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

—১৩নং [illegible] রোড, কলিকাতা। [illegible] পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রী[illegible] অধিকারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ — ২ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৬ . ১০ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২২শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪৩, সোমবার | ১৭৮তম সংখ্যা

ভক্তি আরম্ভই হয় না, যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আশ্রয়বিচারে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন; সেই করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই গুরুপাদপদ্ম।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ গোবিন্দ, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির তারতম্য

—::(০)::—

যেখানে কোন অংশে কর্ম্ম, কোন অংশে জ্ঞান ও কোন অংশে কিঞ্চিৎ ভক্তি আদিষ্ট হইয়াছে। মায়াযুক্ত জীবসকল নানা অবস্থাপন্ন। কেহ নিতান্ত মূঢ়, কেহ কিয়ৎপরিমাণে বিজ্ঞ, কেহ বা বহু বিষয়ে বিজ্ঞ। জীবের যেরূপ বুদ্ধি, অবস্থা, শাস্ত্রে তাহার প্রতি সেইরূপ আদেশ; ইহার নাম অধিকার। অধিকার যদিও জীবের সংখ্যানুসারে অনন্ত, তথাপি সেই অনন্ত অধিকারও প্রধান লক্ষণানুসারে তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার ও প্রেমাধিকার।

জীবনধারণপূর্ব্বক শরীর ও মনের দ্বারা যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম দুইপ্রকার—শুভ ও অশুভ। শুভ কর্ম্মদ্বারা জীবের শুভ ফল ও অশুভ কর্ম্মদ্বারা অশুভ ফল হয়। অশুভ কর্ম্মকে 'পাপ' বা 'বিকর্ম্ম' বলে। শুভ কর্ম্মের অকরণকে 'অকর্ম্ম' বলে। বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম—উভয়ই মন্দ। সৎকর্ম্ম ভাল। তাহা আবার তিনপ্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। কাম্যকর্ম্ম নিতান্ত স্বার্থপর বলিয়া হেয়। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম শাস্ত্রে উপদিষ্ট। বেদের উপদেষ্টা বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্র নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মকে 'কর্ম্ম' বলেন, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মকে 'কর্ম্ম' বলেন না। কাম্যকর্ম্ম যখন হেয় বলিয়া স্থাপিত হইয়াছে, তখন নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মই কর্ম্ম। শরীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গলজনক কর্ম্মকে 'নিত্যকর্ম্ম' বলে। নিত্যকর্ম্ম সকলেরই কর্ত্তব্যকর্ম্ম। যে-সকল কর্ম্ম কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া যখন নিত্য কর্ম্মের ন্যায় কর্ত্তব্য হয়, তখন তাহাকে 'নৈমিত্তিক কর্ম্ম' বলে। সন্ধ্যাবন্দনা, পবিত্র উপায়দ্বারা শরীর ও সমাজ-সংরক্ষণ, সত্যব্যবহার ও পাল্যপালন—এইসকল নিত্য কর্ম্ম। মৃত পিতামাতার শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্যচরণ প্রভৃতি এবং পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত—এই সমস্তই নৈমিত্তিক।

এই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সুন্দররূপে যাহাতে জগতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এরূপ বিধান করিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ মানবগণের স্বভাব ও স্বাভাবিক অধিকার বিচারপূর্ব্বক 'বর্ণাশ্রম'-নামক একটী ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার মর্ম্ম এই যে, কর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্য মানবগণ স্বভাবতঃ চারিপ্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তাঁহারা যে অবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বক সংসারে অবস্থিত হন, তাহা চারিপ্রকার; তাহার নাম—আশ্রম। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণের চারিটী আশ্রম। যাহারা অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মরত, তাহারা অন্ত্যজবর্ণ ও নিরাশ্রম।

কর্ম্ম কখনই নিত্য নয় [illegible]। কর্ম্মযোগিগণ জ্ঞানকে অনুসন্ধান করে। যাঃ জ্ঞান কর্ম্মকে উৎকর্ষ করে, তখনই কর্ম্ম ও জ্ঞান উপচারিকভাবে নিত্য বলিয়া অভিহিত হয়। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম বলিলে এইমাত্র বুঝায় যে, শারীরিক ও লৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে তাহাকে দূর হইতে উৎকর্ষ করিবার যে পন্থা করা হইয়াছে, তাহা নিত্যসাধক বলিয়া নিত্য; বস্তুতঃ নিত্য নয়; উহার নাম উপচার। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য ও তপস্যা—সমুদয়ই নৈমিত্তিক। জীব যদি বদ্ধ না হইত, তবে ঐসকল ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকিত না। জীব বদ্ধ হওয়ায় মায়াযুক্ত অবস্থাই এক 'নিমিত্ত'। এই নিমিত্তকারণ ঐসকল ধর্ম্ম 'ধর্ম্ম' হইয়াছে। অতএব তাত্ত্বিক-বিচারে ঐ সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।

ব্যবহারিক লোকাতীত কোন কথা বলিতে গেলে বিশেষ সাবধান হইয়া বলিতে হয়, কারণ তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলে প্রস্তাবককে উপহাসাস্পদীভূত হইতে হয়। জগৎকে সত্য বলিয়াই সহজে প্রতীত হয়। জীব যে কোন একটী ক্ষুদ্র তত্ত্বোপদেশ তাহার সহজ প্রতীত। এক যে সকলের কর্ত্তা, নিয়ন্তা ও পাতা—ইহার যুক্তিসহকারে সহজ বিশ্বাস করা যায়। আমি নাই, তাহা দেখিতেছি, সমস্ত এরূপ নয়, কিন্তু একটী সত্তা আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া জগৎস্বরূপ এ-সমস্ত প্রতীত হইতেছে—এরূপ সংস্থান দেখায়। এই [illegible] জীব কিরূপ প্রস্তাব করে, তাহা ভাবিলে তাহার অতীব সম্ভাবের ন্যায় [illegible] হইতে পারে। সাধক সাধু ব্যক্তিগণ [illegible] সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। কখনও কখনও তাহারা 'বাসনাই' বা 'বাসনা' বলিয়া আপনাদিগকে মনে করে এবং সেই অভিমানে কার্য্যকারিতে পারঙ্গ হয়। তখন তাহারা আপনাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া মনে করেন, ইহাতে সন্দেহ কি? [illegible] অনেক প্রকার, [illegible] চিন্ময়তত্ত্বাবধানতঃ [illegible] এইগুলি প্রধান।

পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যে মতের পোষকতা করেন, তাহাকে বিচারপূর্ব্বক ব্যক্তিগণ [illegible] অনুমোদন করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদের, [illegible] শঙ্করাদি তর্কপর পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ ঐ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু নিরাকারের নিন্দা করিয়াছেন। [illegible] ক্রমশঃ [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ [illegible] কোন [illegible] আছে, সে সমস্তই অদ্বৈত[illegible] বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। [illegible] কোন [illegible] পূজা করে, [illegible] অদ্বৈতবাদের [illegible] [illegible] কারিগণ [illegible] সাহায্যে অদ্বৈতবাদের নিন্দা করিতে পারিয়াছেন। এইরূপ [illegible] সকলেই অদ্বৈতমতকে আপন আপন [illegible]

উদ্দেশে ব'লিয়া পূজা করেন, মুমুক্ষুদের মোক্ষ শুধু অনুসন্ধান করেন না।

শুদ্ধ জ্ঞান পাঁচপ্রকার অদ্বয়-স্বরূপ—(১) পরমেশ্বরজ্ঞান, (২) জীবজ্ঞান, (৩) প্রকৃতিজ্ঞান, (৪) কালজ্ঞান ও (৫) নিত্যকর্মজ্ঞান। সমস্ত লৌকিক জ্ঞান একত্র করিলেও যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাকে লৌকিক জ্ঞান বলা যায়। সেই লৌকিক জ্ঞানের অন্তর্গত মূল জ্ঞানকে অপ্রাকৃত বা শুদ্ধ জ্ঞান বলা যায়। সেই শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তি পৃথক্ তত্ত্ব নয়।

বৈষ্ণব মহাজনগণ স্থানে স্থানে যে জ্ঞানকে নিন্দা করেন, তাহা শুদ্ধ জ্ঞান নহে, [illegible] জ্ঞানের দ্বারা অধিকারী পরম [illegible] লাভ করা যায়, [illegible] জ্ঞানের নিন্দা। কেবল [illegible] "নির্ব্বিশেষ" [illegible] [illegible] 'সাধ্য' বলা হয় না, কেবল [illegible] 'সাধন' বলা যায়। 'জ্ঞান' ও 'স্বরূপজ্ঞান' [illegible] বিবেচনাকে [illegible] 'জ্ঞান' ব'লিয়া ভক্তি [illegible] যায়। শুদ্ধজ্ঞানকে জ্ঞানমাত্র বলা যায় না। শুদ্ধজ্ঞান বা ভক্তি কোন কর্ম্ম বা সাধনের অন্তর্গত নহে। শুদ্ধ ভক্তি কর্ম্মের 'অঙ্গ' বা 'অঙ্গী' বলা অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয়।

যোগমার্গ সাধারণতঃ দুইপ্রকার—রাজযোগ ও হঠযোগ। দার্শনিক ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা যে যোগ অভ্যাস করেন, তাহার নাম 'রাজযোগ' এবং তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা যে যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার নাম 'হঠযোগ'। সমাধি রাজযোগের মূল অঙ্গ। সমাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারণা—এই সাতটী অঙ্গের সাধন করিতে হয়। ইহাদিগকে যোগের অষ্টাঙ্গ বলা হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই গুলির নাম 'যম'। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান,—এই কয়টীর নাম 'নিয়ম'। আসন ও পরে প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিরোধের নাম 'প্রাণায়াম'। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের নিরোধের নাম 'প্রত্যাহার'। নাসিকাগ্র ও নাভিমূল প্রভৃতি স্থানবিশেষে চিত্তের স্থিরীকরণের নাম 'ধারণা'। কোন বস্তু বা বিষয়বিশেষে চিত্তের একাগ্রতার নাম 'ধ্যান'। বিষয়ান্তর স্ফূর্ত্তি [illegible] নির্ব্বিকল্প [illegible] নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি মুক্ত বা মুক্তিসাধক।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই চারি প্রকার সাধন-[illegible] উপায়ের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারাই চতুর্ব্বিধ সাধনের কথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, অথবা [illegible] ইহাদের সাধনের কোন-না-কোন একটীর অন্তর্গত হইবে। 'হঠযোগ' বা 'রাজযোগ' কোথায় কোথায়ও পৃথক্ভাবে স্বীকৃত হয় নাই; উহা কর্ম্ম ও জ্ঞানের অঙ্গরূপে বিবেচিত হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই চারিপ্রকার উপায় বা সাধনের কথা দৃষ্ট হয়।

শ্রীউদ্ধব গীতায় অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা
নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽ-
ন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥"

—হে উদ্ধব! মানবের অধিকার ভেদে শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) বিধানের অভিপ্রায়ে তিনটী উপায় যোগ বলিয়াছি অর্থাৎ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিনটী যোগ ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনটী সাধন তিনপ্রকার অধিকারিগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। কে কোন সাধনের অধিকারী, তদ্বিষয়ে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো
ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো
ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"
(ভাঃ ১১।২০।৭-৮)

—এই ত্রিবিধযোগের মধ্যে কর্ম্মফলবিরক্ত কর্ম্মত্যাগী পুরুষগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মফলে দুঃখবুদ্ধিরহিত অর্থাৎ কাম-পুরুষগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ আদৃত হইয়া থাকে।

যে পুরুষ ভাগ্যক্রমে আমার কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছেন এবং যিনি অত্যন্ত বিরক্ত বা অত্যন্ত আসক্ত নহেন, সেইরূপ পুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

কর্ম্মযোগে উপযোগিতার লক্ষণ না থাকিলে তাহা অনুষ্ঠানের কারণ হয়। হরিকথায় রুচি অপেক্ষাকৃত মূল প্রয়োজন, তাহারই উপলব্ধিরূপে অপ্রাকৃত সাধন। সেই রুচি পর্য্যন্ত কাম্যকর্ম্মাদিতে অধিকার। এতৎসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত
ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা
শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"
(ভাঃ ১১।২০।৯)

যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মবিষয়ে দুঃখজ্ঞান বা মদীয় কথাশ্রবণে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহের আচরণ করিবে।

জীবের বিভিন্ন অধিকার বা যোগ্যতানুসারে চতুর্ব্বিধ সাধনের কথা উক্ত হইয়াছে। যেরূপ সকলেই সমস্তরে অবস্থিত নহে, তদ্রূপ ভিন্নভিন্ন অধিকারোচিত সাধনের ফলও সমান নহে। যে ছাত্র অতি অমনোযোগী, যে ছাত্র পাঠে মনোযোগী ও যে ছাত্র সর্ব্বদা পাঠে ব্যস্ত, কিংবা যে ছাত্র পাঠের উপযোগী, যে ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডক্টরেট উপাধির জন্য গবেষণা করিতেছেন, সেই সেই ছাত্রের অধিকার যেরূপ সমান স্তরে অবস্থিত নহে, তাঁহারা স্ব স্ব অধিকারে সাধন করিয়া যে ফল লাভ করিবেন, তাহাও সেইরূপ সমানস্তরে অবস্থিত হইতে পারে না। ক্লাশের নিম্ন ছাত্রের অথবা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছাত্রের অধিকারে এম্ এ ক্লাশের জন্য যে পাঠ দেওয়া হয়, তাহা কোনদিনই তাহাকে উচ্চতম সোপানে আরোহণ করাইতে পারিবে না। এখানে অনেকে ভুল করেন যে, অধিকার ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সাধনের প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু সব সাধনে একই ফল পাওয়া যাইবে; বস্তুতঃ উহা একটী সাধারণ বিরাট্ ভ্রম।

বেদশাস্ত্র সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিচার করিয়াছেন। এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর যে সম্যক্ বন্ধন বা সংযোগ সূত্র, তাহাই 'সম্বন্ধ'। সম্বন্ধ পাইয়া তাহার যে স্বাভাবিক কৃত্য, তাহাই 'অভিধেয়'। সেই কৃত্যের দ্বারা যে চরম ফল লাভ হয়, তাহাই 'প্রয়োজন'।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই চারিপ্রকার সাধন বা অভিধেয় বা তদ্যোগ্য সম্বন্ধ ও প্রয়োজনতত্ত্ব আছে। ইহাদের সম্বন্ধ ও প্রয়োজনতত্ত্ব বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ভক্তি-সাধনের দ্বারা প্রাপ্ত ফল, স্বতন্ত্রভাবে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি অভিধেয়ের দ্বারাই প্রয়োজনরূপে স্বীকৃত হয় না। তবে যদি কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি ভক্তির আশ্রিত হইয়া তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে ভক্তিদেবীর চরণে বিক্রয় করে অর্থাৎ তাহারা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে, তবে ক্রমশঃ আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি হইতে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সম্বন্ধ-তত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব ও প্রয়োজনতত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও ভক্তির সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব ও প্রয়োজনতত্ত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ এই—তিনটীরই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সহিত সম্বন্ধ আছে। কর্ম্ম স্থূল শরীরের দ্বারা কৃত হয়, জ্ঞান লিঙ্গ শরীর মনের দ্বারা কৃত হয়। কিন্তু ভক্তির অনুশীলন অনাবৃত চেতনের দ্বারাই হইয়া থাকে। এজন্য ভক্তি সাধনমাত্র নহে, তাহাই সাধ্য বা প্রয়োজন। কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ কেবল সাধন বা উপায়, কিন্তু ভক্তি একাধারে সাধন ও সাধ্য, উপায় ও উপেয়। ভক্তির দ্বারা যে চরম লাভ হয়, তাহাও ভক্তি। ভক্তির পরিপক্কাবস্থার 'প্রেম' বা 'প্রয়োজন-ভক্তি'; অপক্কাবস্থার 'সাধনভক্তি'। ভক্তগণ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মকেও প্রয়োজন বা সাধ্যরূপে গ্রহণ করেন না; স্বর্গাদিভোগ-ফল বা নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ফল লাভ করিতে চাহেন না। জ্ঞানীর ব্রহ্মানুসন্ধানকেই সাধ্য বা প্রয়োজন মনে করেন না, বরং সর্ব্বপ্রকার বৈতণ্ডাবাদরহিত [illegible] প্রয়োজনরূপে আকাঙ্ক্ষা করেন। হঠযোগী নানাপ্রকার বিভূতি এবং রাজযোগী ঈশ্বরসাযুজ্য ফলরূপে কামনা করেন, তাহা তাঁহাদের সাধন হইতে ভিন্ন; কিন্তু ভক্ত-সাধক সাধনকালে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির অনুশীলন করেন—শ্রীভগবানের সেবা করেন, প্রয়োজন লাভে অপ্রাকৃতরূপে সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা ভক্তিই প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হন।

শ্রীল শ্রীজীব প্রভু

(শ্রীপাদ উদ্ধারণীলধাম ভক্তিশাস্ত্রী)

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সকল সময়ে নিত্য জীব-প্রভু; তিনি অনন্ত কোটি জীবাত্মার নিত্য গুরু ও নিত্য সুহৃৎ। সর্ব্বজনপূজ্য হইয়া করিয়া তিনি সকল জীবকেই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিকট অনন্তকালের জন্য ঋণী করিয়া রাখিয়াছেন। এই ঋণ শোধ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে—তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বকালের জন্য শরণাগত হইয়া—আমার শ্রীজীব 'নিত্যকাল প্রভু' [illegible] বলিয়া, কখনও প্রভু সাজিব না'—এইরূপ সুদৃঢ় সংকল্পবিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-শ্রবণ-কীর্ত্তনানুশীলনে নিযুক্ত থাকা।

মাদৃশ সুদুর্ব্বৃত্ত দুর্ভাগা জীবের শোচনীয়তম ব্যাধি বা কঠিনতম ব্যাধি—'সুকৃতশূন্যতা'। এই কুতর্কাদিতে নিরন্তর দহ্যমান জীবনিচয়ের নিষ্কপট শ্রদ্ধা নিজদেহের সুখের সাহিত সমুৎপাদিত ক'রার জন্য পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন। শিশুসন্তানের যেরূপ স্বীয় জননীর শুশ্রূষণাদিতে জন্মগত অধিকার আছে, তদ্রূপ 'বাহুল্য মাতৃকোটি' রূপে শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর শ্রীমুখ-বিগলিত বাণীর অনুকম্পা লাভ করিবার নিত্য সহজাত অধিকার জীবমাত্রেরই আছে। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়, সন্তান দুষ্টবুদ্ধি হইয়া আত্মঘাত প্রার্থনা করিলে, তাহার জননী তাহাকে দুষ্ট পুত্রকারক আত্মঘাত প্রদান করিয়া থাকে—দ্বারাই যত বা বিষ প্রদান করে না। অনন্তকোটি প্রাকৃত জননীর স্নেহ যাঁহার করুণাকণার তুলনায় নগণ্যাদপি নগণ্য, সেই অহৈতুকী করুণার

অপার-করুণাময় শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু নিরপেক্ষভাবে কৃপা-প্রার্থী শ্রীভক্তিকথামৃত অনুক্ষণ পান করাইয়া নিত্যকাল রক্ষণ-পোষণ-তোষণ করেন। "কখনও কোন-প্রকারে বঞ্চনা করিবেন না"—এরূপ দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত হইয়া সরলভাবে সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের করুণার মূর্ত্তি শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর অহৈতুকী করুণাকণার ভিখারী হইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন—এইরূপ যাঁহার বিশ্বাস, তিনিই প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রভু প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্ জীবকে কৃপা করিতেও পারেন অথবা বঞ্চনাও করিতে পারেন—এইরূপ সংশয়-বিশিষ্টের প্রকৃত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই জানিতে হইবে। দুগ্ধ পান করিতে চাহিলে মাতা দুগ্ধ দিতেও পারেন অথবা বিষ দিতেও পারেন—এইরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তিতা দ্বারা মাতৃদেবের প্রতি অবিশ্বাস সূচিত হয়। মাতা যেরূপ তাঁহার সন্তানকে দুগ্ধ প্রদান করেন, বিষ প্রদান করেন না; তদ্রূপ আশ্রিতবৎসল শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু একান্তভাবে শরণাগতকে নিত্যকাল শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত পান করাইয়াছেন, পান করাইতেছেন ও পান করাইবেন—ইহা ধ্রুব, বাস্তব ও প্রকৃত সত্য। পতিতপাবন শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রভুর শ্রীমুখবিগলিত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীরূপ মৃতসঞ্জীবনীসুধা অনুক্ষণ পান করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন না করিলে, নিত্যকাল বাঁচিয়া থাকিবার অর্থাৎ বিমল কৃষ্ণপ্রেমরূপ চৈতন্যধর্মে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার একমাত্র আত্যন্তিক উপায়-অবলম্বনে অমনোযোগের অভাব হইলে প্রকৃত আত্মহত্যা করা হইবে। যাঁহাকে যে মাতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে অক্ষম, তাহাকে সুসন্তান বলা যায় না। অনন্তকোটি জীবাত্মার একমাত্র বন্ধু অনন্ত-[illegible] অধমপাবন-সরোবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুকে একমাত্র অকৃত্রিম হিতৈষী নিষ্কপট বন্ধু বলিয়া বিশ্বাসের অভাব [illegible]-সূচনা না করিয়া [illegible] সূচনা করিয়া থাকে। যেরূপ প্রত্যেক শিশুসন্তানের মাতৃক্রোড় আরোহণ করিয়া মাতৃস্তন্য-দুগ্ধপানের জন্মগত অধিকারে বাধা দিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার কাহারও নাই, তদ্রূপ প্রাকৃত দেহের মৃত্যুগ্রস্ত শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রভুর নিকটে যাইয়া তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত ভক্তিকথামৃত পান করিবার প্রত্যেক জীবের নিত্য স্বাভাবিক অধিকার আছে এবং এই অধিকারসঙ্গত কার্য্যে যাঁহারা বাধা প্রদানকারীকে [illegible] জীবকল্যাণে চেষ্টাবিশিষ্ট বলিয়া [illegible] হইবে। প্রাকৃত জগতের মাতাকে মা বলিতে আনন্দ হয় না যাহার, তাহাকে কেহ প্রশংসা করে না। সর্ব্বজীবের একমাত্র অকৃত্রিম নিত্যকালের সুহৃৎ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুকে নিত্যগুরু, আত্মীয় বন্ধু বলিয়া নিঃসংশয়ে অন্তরে জানিতেও

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

অখিল শ্রবণ সম্প্রদায়-পরাবরাচার্য্যেষু—

আগামী ১৩ই ফাল্গুন (১৩৪১), ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৫), গুরুবার তিথির শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ [illegible] পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও 'গৌড়ীয় মিশনের' পরিচালক-সমিতির সেবোদ্দেশে নিখিল [illegible] পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একষষ্টিতম বর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার সন্নিধিতে 'শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব' অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা, শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি মহামহোৎসবে শ্রীমান্ সজ্জনবৃন্দ, কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
৮ই ফাল্গুন, ১৩৪১ সাল

নিবেদনমিদং—
শ্রীরূপানুগমঠাশ্রিতাঃ সেবকবৃন্দাঃ

মুখে বলিতে যাঁহার উচ্ছ্বাস হয় না, সে অভক্ত পশু, ইহা বলিলে নিন্দা করা হয় না। জাগতিক জীবন-প্রদানকারী প্রাকৃত মাতার স্নেহের প্রশংসা করিতে কেহ লজ্জা বোধ করে কি? নিত্যজীবনপ্রদাতা শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর অসীম করুণার মাহাত্ম্য শ্রবণকীর্ত্তনে বিমল আনন্দানুভব করিতে লজ্জাবোধ না করিয়া উৎসাহ অনুভব করার ঔচিত্য সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হওয়াও সঙ্গত নহে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর নিকট শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার যোগ্যতা কি আমার আছে—এরূপ নিজ অযোগ্যতা-কল্পনাকে দৈন্য না বলিয়া মহতের নিকটে সাক্ষাৎ অপরাধের ফল বলিলে দোষ হয় না। যে নিত্যজীবনের প্রার্থী, 'নিত্যসত্য', নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দ প্রাপ্তি যাঁহার প্রয়োজন, সে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি প্রভুর শ্রীমুখবিগলিত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে নিত্যকাল ধারণ করিবার জন্য সাধন, যত্ন ও চেষ্টা অধ্যবসায়ের ত্রুটি করিবে না।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু ভক্তি-[illegible] সংবাদক তাঁহার নিকট [illegible] প্রাকৃত মনঃকল্পনার বলে নিজদিগকে উচ্চাধিকারী স্থির করিয়া [illegible] কৌপীন পরিধান ও শ্রীনাম গোস্বামীর [illegible] আলোচনার অকালপক্কতা প্রদর্শন করিলে প্রাকৃত সহজিয়া হইতে হয়। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর কৃপা হইতে [illegible] বঞ্চিত হইয়া [illegible] প্রাকৃত দেহের [illegible] অপ্রাকৃত রসের রসিক বলিয়া [illegible] 'অনুরাগ' বলিয়া [illegible] হইবার সম্ভাবনা হয়। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর আনুগত্যে থাকিতে [illegible] বর্ত্তমানতায় শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্তির [illegible] হয় না।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সম্যগ্ভাবে পান করিলে নিজ অধিকার বিচারে যথার্থ 'অধিকার-চর্চ্চা' হইবে [illegible] করে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী অচিন্ত্য নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়; উহা মায়ার অধীন পরিবর্ত্তনশীল মতবাদ নহে। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী স্বরাট্, স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে অপ্রাকৃতত্বের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। যিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণের জন্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মকে নিত্য [illegible] ও নিরপেক্ষরূপে বরণ করিয়া [illegible] সহিত তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত [illegible] অনুক্ষণ শ্রবণ করিবেন, তাঁহাকে আর মনঃকল্পনা [illegible] করিয়া [illegible] কথা বলিয়া [illegible] দৈবী মায়া আর তাঁহাকে [illegible] পারিবে না—কৃষ্ণভজন [illegible] ও কৃষ্ণভজন না করার [illegible] বাস্তব [illegible] দুঃখের [illegible] হইতে [illegible] নিত্যকাল রক্ষা করিবে। আর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রভু, [illegible] নিত্যকাল [illegible] পাপ [illegible] করিয়াছি, [illegible] দৈবী মায়ার [illegible] পূজা করিব [illegible] উহা [illegible] নিরপেক্ষভাবে [illegible] প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা জীবের পক্ষে [illegible] সম্ভব নহে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীকৃষ্ণ [illegible] সেব্য। জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য [illegible] 'নিত্য' [illegible] কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। [illegible] ভক্তের [illegible] কৃষ্ণ কখনও ভোগ্য নহেন, তিনি নিত্য সেব্য বস্তু।

ভগবান্ নিত্য চেতন, নিত্যবস্তু; আর তাঁর অংশ বলে আমরাও নিত্যবস্তু; ভগবানের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। আমরা তাঁর কথা ভুলে গিয়েছি বলে তিনি এখন আমাদের নিকট হ'তে দূরে আছেন। [illegible] সর্ব্বক্ষণ তাঁর কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন ক'রলে আমাদের [illegible] পাপ—সকলপ্রকার অমঙ্গল দূর ক'রে দিয়ে তাঁর [illegible] প্রদান ক'রবেন। [illegible] তাঁর [illegible] কথা নয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] কৃপায় ভগবান্ কি বস্তু, তাহা [illegible] জানতে পারি। অপ্রাকৃত শব্দের শ্রবণের ফলেই [illegible] উদয় হয়। শ্রবণ ক'রবার [illegible] আবশ্যক। [illegible] আমরা [illegible] ক'রতে পারব না। [illegible] না। [illegible] উদ্দেশ্যে [illegible] ব্যবহার ও অনুশীলন করেন।

কৃষ্ণপ্রেমময়, [illegible] সকলকেই [illegible] সঙ্গে [illegible] না। [illegible] ভক্তের নিকট [illegible] নাই, [illegible] প্রভৃতি কথা শ্রবণ ক'রতে [illegible]

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার [illegible] অভাব-বিবেচিত সাহিত্যিক শ্রীপাদ্যাচরণ নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। [illegible] নদীয়া-প্রকাশের [illegible] [illegible] মাসিক [illegible] করিতে হইবে।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিশেষ ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যায়, [illegible] কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনা [illegible] পাঠান হয় না। বিশেষ ভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। [illegible] Reply Card বা [illegible] পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। [illegible] ঠিকানা পরিবর্তনের [illegible] হয় না; উক্ত গ্রাহকগণের পূর্বের ঠিকানার [illegible] করিবেন। [illegible] পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। [illegible] প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদিত হইলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। [illegible] অমনোনীত প্রবন্ধ [illegible] ফেরত পাঠান হয় না। [illegible] কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে [illegible] লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। [illegible] কাহারও কোনপ্রকার অভাব-অভিযোগ জানাইবার থাকিলে সম্পাদকের [illegible] যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] করিতে পারিবেন। [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশ কর্তৃপক্ষের [illegible] কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ [illegible] সমাজের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তি-[illegible], শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

		৩য় ও [illegible] জন্য	[illegible] জন্য
[illegible]	[illegible]	১৲	
"	" [illegible] কলম	৫৲	৪৲
"	" অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
"	" এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে [illegible]

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী আই এ ও আই এস সি পরীক্ষার জন্য এবার [illegible] হাজার [illegible] পরীক্ষার্থী তাহাদের নাম রেজিষ্ট্রী করিয়াছে। গত বৎসর ১৪ হাজার [illegible] জন অনুরূপ পরীক্ষার্থী ছিল। উল্লিখিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৭ হাজার আই এ ও ৪ হাজার [illegible] আই, এস, সি, পরীক্ষার্থী।

বাঙ্গলায় কাগজ উৎপাদন

গত ১৮ই [illegible] বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে ঢাকার নবাব বাহাদুর ঘোষণা করেন যে [illegible] কাগজ উৎপাদনের [illegible] সম্ভাবনা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সরকার তিন বৎসরের জন্য একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে [illegible] বলেন যে বর্তমানে বাঙ্গলায় প্রায় [illegible] টাকার কাগজ [illegible] বিক্রয় হইতেছে। তিনি আরও বলেন যে, বাঙ্গলায় মোট প্রায় ১০০০০ [illegible] (প্রায় ৪৫০০০ মণ) [illegible] হইবার। সরকার [illegible] দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তবে এই [illegible] পুরা ফল পাইতে প্রায় আট বৎসর লাগিবে।

ফেণী কলেজ

এ, পি,র গত ১৯ই ফেব্রুয়ারী এর সংবাদে প্রকাশ, বর্তমান আপৎকালীন অবস্থার দরুণ ফেণী কলেজের কর্তৃপক্ষ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ফেণীতে কলেজের সমস্ত ক্লাশ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হইবে এবং [illegible] কেবলমাত্র কলেজের প্রধান অফিসের কাজ চলিবে। কলেজের ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখায় ক্লাশ পূর্ববৎ চলিতে থাকিবে যাহাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কলেজের কাজ সম্পূর্ণরূপে চলিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রন্থাগারের পুস্তক সমূহ ও কলেজের আরও কতকগুলি [illegible] ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় [illegible] হইয়াছে। এই সকল [illegible] বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হইয়াছিল।

সস্তা দরের কাপড়

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে এক প্রশ্নের উত্তরে ঢাকার নবাব বাহাদুর বলেন যে সস্তা দরের মোটা কাপড় বাজারে শীঘ্রই বাহির হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে কেবলমাত্র দরিদ্র লোকদের মধ্যে উহার বিক্রয় সীমাবদ্ধ থাকিবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

পরলোকে রামকান্ত মালব্য

—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত রামকান্ত মালব্য পরলোকগমন করিয়াছেন [illegible] ভুগিতেছিলেন। পণ্ডিত রামকান্ত মালব্য যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য এবং বহুদিন পর্যন্ত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

স্পীকার নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের স্পীকার ও ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) সভাপতি নির্বাচনের তারিখ যথাক্রমে ১লা ও ২রা মার্চ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে ১৩ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী উক্ত নির্বাচন হইবার কথা ছিল। পরে তারিখ ২২শে ও ২৩শে পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হয়

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] সজ্জনগণের যে-সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য [illegible] আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও [illegible] বাংলা ভাষায় [illegible] গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

আলোচনা-গ্রন্থ।

[illegible] সাম্প্রদায়িকতা ও [illegible] সমন্বয়ের [illegible] আলোচনায় [illegible] হইয়াছে। মূল্য [illegible] আনা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশোলার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় [illegible] পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] তাই [illegible] অত্যাবশ্যক। [illegible] প্লীহা-সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল [illegible] বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। [illegible] প্রাপ্তিস্থান :—

—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ৩ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১১ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪৩, মঙ্গলবার ২৭২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ গোবিন্দ, শিব চতুর্দ্দশী, গৌরাব্দ ৪৫৬

হরিকথা-প্রসঙ্গ

"আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য আশ্রিত, তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়" যতক্ষণ এই বিচারে সহজ সরলভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, ততক্ষণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের হরিভজনে অনুকূলতাবিষয়ে বাধাই আনয়ন করিয়া থাকে। হৃদয়ে আশ্রিত বিচার প্রবল হইলে, সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের হরিভজনের আর বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে না, পরন্তু বাধা বা বহির্ম্মুখ লোকের প্রতিকূলাচরণে আমাদের আশ্রিত-বিচার উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করিবে। হরিভজন আরম্ভ হইলে বাধা আসে এবং তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু বাধা আসিবে বলিয়া-তাহা হরিভজনপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিবে—এরূপ কোন কথা নয়। বাধা আসিলে গতি রুদ্ধ হইয়া যায় না, বরং গতিশীলতা উত্তরোত্তর বাড়ে। প্রভুর সেবকের বাধাসমূহে এইরূপই বিচার। বাধা আসিবে বলিয়া নিজেও ভজন হইতে হটিবে না এবং অপরের ভজনপথে বাধা আসিতেছে বলিয়া তৎসম্বন্ধে কোন বিপরীত চিন্তাও করিতে হইবে না। কারণ যিনি গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, গুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় নিষ্ঠাযুক্তা শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন তিনি সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভগবৎপাদপদ্মে পৌঁছিবেনই। বাধা বিঘ্ন কখন তাঁহার আশ্রিত বিচারকে খর্ব্ব করিতে পারিবে না। তিনি নিজের [illegible] বলিয়া জানেন।

"ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥"

ইহাই শুদ্ধ শরণাগত সেবকের বিচার। অজ্ঞানবশতঃ পথ চলিতে আরম্ভ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেও আবার সেই ভূমিকেই অবলম্বনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করে, পড়িয়া যাওয়ার অবস্থায় ও তৎপরেও ভূমিই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে, তদ্রূপ শরণাগত সেবক নিজের সমস্ত অপরাধে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত-বিচারে নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। বাধা বিঘ্ন আসিলেও তদ্দ্বারা বিচলিত না হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই প্রার্থনা করেন।

———

যে-সময়ে মানবের কর্ত্তব্যজ্ঞান লাভ হয়, সে সময় হইতেই ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। সময় অতি চঞ্চল এবং জীবনেরও স্থিরতা নাই। তাই জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই জীবের প্রকৃত নিত্য এবং একমাত্র মঙ্গলপ্রদ, নিত্য বিচারযুক্ত সেবায় রতী হওয়া উচিত। মহাজন বলিয়াছেন,—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্
ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥"

শৈশবকাল হইতে ভাগবত ধর্ম্ম আচরণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। জীবন অনিশ্চিত। কোন দিন মৃত্যুর কবলে কবলিত হইতে হইবে, তাহার ঠিক নাই। সুতরাং অনিশ্চিত, অনিবার্য্য মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া অবিলম্বে ভজনের জন্য নিত্য সেবায় মনোনিবেশ করা একমাত্র প্রয়োজন। এখন কিছুকাল সংসারে সম্ভোগ করি, পরে বৃদ্ধাবস্থায় ভগবানের আরাধনা করিব—এরূপ মনে করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। দীর্ঘায়ু হইলে মঙ্গল হবে না। বাল্যকালে ভগবদ্ভজন হইতে পারে না, এরূপ নহে। হরিভজনে দেশ, কাল, পাত্র, জাতি, কুলাদির বিচার নাই। ভগবানের সকলের সেবায় অধিকার আছে বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ—সকলেই সেবা করিতে পারেন।

———

হরিভজনে প্রবৃত্তি হওয়ার চারিটি কারণ শাস্ত্রে দেখা যায়। ভয়, আশা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও রাগ—এই চারিপ্রকার প্রবৃত্তিই জীবের হরিভজনের কারণ হয়। কেহ কেহ নরক ভয়, অশান্তি, দৈহিক ক্লেশ ও মৃত্যুকে ভয় করিয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন; কেহ কেহ ভগবানের নিকট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগবিলাসের আশায়, আমাদের মধ্যে থাকিতে পারিব চিন্তা করিয়া ভগবানের ভজন করেন। আবার কেহ কেহ বা সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য-সংস্কারে তাঁহার সেবা করেন। যেহেতু ভগবান্ আমাদের সুখে রাখিয়াছেন, অতএব ভগবৎপাদপদ্মে কোনও অসুবিধা না আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার সেবা করি। এই হেতুমূলে যে সেবা, তাহা কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়াই হয়।

যাঁহারা ভয়, আশা বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা শুদ্ধভক্ত নহেন। হেতুমূলে যে সেবা, তাহা শুদ্ধা নহে। শুদ্ধা নিরুপাধিক ও অহৈতুকী। যাঁহারা কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা কোন হেতুমূলে ভগবৎসেবাপর, তাঁহাদের ভজনে ভয়, বিঘ্ন, বা অহৈতুকী প্রীতির অভাব আছে। শুদ্ধ সত্ত্বে উদিত যে সেবা, তাহাই শুদ্ধ ভক্তি। যাহারা ভয় আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিবশতঃ চালিত না হইয়া স্বাভাবিক প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া ভগবানের সুখবিধানে রত, তাঁহারা রাগমার্গের সেবক। তাঁহাদের ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক টান বা প্রীতি হইয়াছে। তাঁহারা ভগবানের সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভগবানের নিকট হইতে তাঁহারা কিছু চাহেন না। তাঁহারা কেবল ভগবানকেই সর্ব্বস্ব নিবেদন করেন। তাঁহাদের যাহা কিছু সব ভগবানের সুখের জন্য।

বৈধী ভক্তির বীজ শ্রদ্ধা, আর রাগ-ভক্তির বীজ লোভ বা রুচি। বৈধীভক্তির গতি মন্থরা, আর রাগভক্তির গতি চঞ্চলা, বেগবতী, অতি দ্রুত। এই শ্রদ্ধার অনুগত, কিন্তু লোভ শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না করিলেও তাহার বাধ্য নহে। [illegible] শাস্ত্রের দ্বারা শাসিত হইতে হইতে মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, [illegible] পুষ্ট হয়। [illegible] তখন তিনি ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অহৈতুকী [illegible]

যায়, তবে এই পাপ্পাপ-উদ্ধারণ তাঁহার পক্ষে অভাব নহে। কারণ, তিনি নিজের জন্য কিছুই করেন না।

ভগবদ্ভক্ত বিধিবাধ্য নহে। সেহ [illegible] নহে। সেখানে চেতনের পূর্ণ বিকাশ, সেখানে অনুশাসনের পূর্ব্বচেতনের শক্তি সকল মহৎ শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ধ্যান, প্রীতি, [illegible] সেখানে [illegible] যে সেবার [illegible] তাহা বিধির বাধ্য নহে। ভগবানের প্রতি জীবের যে স্বাভাবিক অনুরাগ, যাহা [illegible] পরিস্ফুট হইয়াছে; সেই ভগবদ্ভক্তের [illegible] [illegible] সেবা হয় না, [illegible] সেবা [illegible] [illegible] নিয়ম বা বিধি নাই। [illegible] তিনি [illegible] হন না। তাহার সেবা [illegible] তাঁহার [illegible] বাঞ্ছাময়ী।

একমাত্র সেবা ভগবানের সুখতাৎপর্য্যময়ী [illegible]। [illegible] তাহাকে [illegible] বলা হয় না। ভগবানের সুখের জন্য যত্ন করা যায়, তাহাই [illegible] কামনা পূর্ণ না হইলে এরূপ [illegible] সন্ধান পাওয়া যায় না।

— • —

যাঁহারা সম্প্রদায় [illegible] বিরুদ্ধ [illegible] করিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে [illegible] কৃষ্ণভোগ্য ও [illegible] কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া জানেন। [illegible]

[illegible]

চেতনকথা আমাদের অন্তঃকরণে সবেগ করিয়া প্রশ্ন আমাকে জাগ্রত করেন। তিনি নহে অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা প্রবণকীর্ত্তনরত থাকিয়া অন্য সকল জীবকে কৃষ্ণভজন করাইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন, তিনি পূর্ণতম আচার ও প্রচার করেন। এরূপ সাধুর সঙ্গেই কৃষ্ণকথালাপ বা সদালাপ হইতে পারে। অন্যথা [illegible] না করিলে সদালাপ করা যায় না। [illegible] তাহার [illegible] হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে না। হরিনাম হরিই। হরিনামকে আশ্রয় করাই হরিকে আশ্রয় করা। এই পথ পরমহংসগণের। ইহাদের [illegible] তাঁহাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই, তাঁহারাই নামকে আশ্রয় করেন, হরিনাম করেন। এই হরিনাম আংশিক কিংবা খণ্ডিত পদার্থ নহেন। তিনি জগতের কোন বস্তু নহেন, তিনি জগতের অধীন নহেন, তিনি জগদীশ। তিনি কাহারও দৃশ্য নহেন। তিনিই সকলের একমাত্র দ্রষ্টা, ভোক্তা ও প্রভু। যাঁহারা এই হরিনামপ্রভুর অপ্রাকৃত ভোক্তৃ স্বরূপ—প্রভুস্বরূপ অবগত হইয়া আছেন তাঁহারা প্রভুর উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রাকৃত ভোক্তৃ অভিমান [illegible] হইতে মুক্ত হইয়া [illegible] উপাসনা করিতে পারেন,—নিত্য কৃষ্ণভোগ্য অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। এজন্য কৃষ্ণভোগ্যাভিমান উদিত হইলেই জীবের ভোক্তৃ-অভিমান [illegible] কৃষ্ণের ভোগের ইন্ধনরূপে আত্মসমর্পণ করার সুযোগ হইয়া থাকে। [illegible] অনুরাগেই সেবা হয়। কৃষ্ণভোগ্যাভিমানে [illegible], আর শুদ্ধ ভোক্তৃ-অভিমানে জড়ের সঙ্গ—আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকে। কৃষ্ণকার্য্য ব্যতীত অপর যে কোন কর্ম্ম বা বাসনা সেই সকল অমঙ্গলের মূল। [illegible] আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কৃষ্ণভোগ্য সাধুর সঙ্গক্রমে জীবের কৃষ্ণভোগ্যাভিমান উদিত হয়। সাধুর জীবের কৃষ্ণভোগ্যাভিমান প্রকট করেন, জীবকে কৃষ্ণভোগ্য অভিমানে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাধুসঙ্গই সকল মঙ্গলের মূল।

— —

জোয়ারভাটা [illegible] ভজন না হয়। তাহা হইলে [illegible] কৃষ্ণভজন করিবেন কি না, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। [illegible]

চেতনের ধর্ম্ম

ভগবদ্ভক্তিই চেতনের ধর্ম্ম। ভগবান্ বিভুচেতন, জীব অণুচেতন—অধীনচেতন। অচেতন বা জড়ের ধর্ম্ম চেতনধর্ম্ম নয়। [illegible] চেতনের উদ্ভব বা আশ্রয় হয় না। অচেতনই [illegible] অজ্ঞান অবস্থা। চেতনের অপর শক্তির সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই; জড়ের সহিত চেতনের কোনও সম্বন্ধ নাই। জড় চেতনবৎ [illegible] চেতনকে আচ্ছাদিত করিতে পারে না। চেতনই চেতনকে আশ্রয় করে [illegible] চেতনের ধর্ম্ম [illegible] নাই। চেতনের ধর্ম্ম চেতনের অনুসন্ধান করা। তাই চেতন সর্ব্বদা চেতনের দিকে অগ্রসর হয়। চেতনই চেতনের বার্ত্তা শ্রবণ করে, চেতন চেতনকে দর্শন করে, চেতনই চেতনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে বা আলাপ করে। এই যে চেতনের সহিত চেতনের প্রীতি, তাহাই ভক্তি—তাহাই চেতনের ধর্ম্ম—তাহাই আত্মধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম।

চেতনের ধর্ম্মে অতুল্য সেবাকার্য্য নবনবায়মানভাবে বর্ত্তমান। এই চেতনধর্ম্মের অপর নাম ভক্তি। ভক্তি আত্মার বৃত্তি; সুতরাং ইহা আত্মধর্ম্মকেই বুঝায়। কৃষ্ণসেবক [illegible] পক্ষে কৃষ্ণের সেবা করা [illegible] নহে, না করাটাই [illegible]। [illegible] ভক্তি হয় না। ভক্তি [illegible] নহে, তাহা ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি সহজ অকৃত্রিম অনুরাগ, শ্রদ্ধা বা টান। ভক্তগণই ভক্তির আশ্রয় জানেন এবং তাঁহাদের কৃপাতেই আমরা ভক্তির কথা বুঝিতে পারি।

ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। ভগবানের ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী গুণের মধ্যে 'শ্রী'ই মূল বস্তু। [illegible] 'শ্রী' শক্তি এবং অবশিষ্ট [illegible] ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও যশঃ—এই তিনটী অঙ্গ, আর জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুইটী [illegible] জ্ঞান ও বৈরাগ্য [illegible] চেতনের ধর্ম্ম নহে। চেতনের ধর্ম্ম নিত্য, চেতনের ধর্ম্ম আনন্দ, চেতনের ধর্ম্ম আনন্দময়, চেতনের ধর্ম্ম প্রেমময়, চেতনের ধর্ম্ম কৃষ্ণাকর্ষণময়, চেতনের ধর্ম্ম কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়। [illegible] চেতনের ধর্ম্ম নহে। ইন্দ্রিয়তর্পণময় [illegible] চেতনের ধর্ম্ম বা অধোক্ষজসেবার [illegible] অনুরাগ। চেতনের ধর্ম্ম অপ্রাকৃতাধোক্ষজের প্রতি আপনভাব আছে। চেতনের ধর্ম্মে পূর্ণ চেতনের প্রতি সুদৃঢ়বিশ্বাস ও সম্পূর্ণ নির্ভরতা আছে, তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বতন্ত্রতার নিকট সহজ আত্মসমর্পণের প্রবৃত্তি আছে। সেই চেতনধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম অদ্বৈতের সম্পূর্ণ আত্মপ্রভব—অদ্বৈতসেবোন্মুখ।

চেতনের ধর্ম্মে নির্বাণ নাই, লয় নাই, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান নাই। চেতনের লয় দেহ ও মনের ধর্ম্ম নহে। চেতনজীব বা আত্মধর্ম্মী সেবোন্মুখ। তিনি কৃষ্ণদাস, তাই তিনি [illegible] ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকেন। চেতনের ধর্ম্মের সহিত দেহ মনোধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। দেহ-মনোধর্ম্ম অজ্ঞতা, তাহা [illegible] আত্মধর্ম্মী এ জগতে থাকিতে চান না। ঊর্দ্ধে [illegible] তাঁহার লক্ষ্য, [illegible] দিকেই তাঁহার গতি, বৈকুণ্ঠের দিকেই তাঁহার অভিযান। চেতনের ধর্ম্মে [illegible] অভিনিবেশ নাই। চেতনধর্ম্মিগণ সকলেই সেবোন্মুখ। তাঁহারা [illegible] উপদেশানুযায়ী চলেন। তাঁহারা নিরন্তর [illegible] শ্রীগুরুবৈষ্ণবের [illegible] সেবাতেই সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গকে রক্ষক ও পালক বলিয়া বরণ করায় তাঁহাদের কোন চিন্তা নাই।

বদ্ধজীবের চেতনের ধর্ম্ম বর্ত্তমানে সুপ্ত। [illegible] চেতন উন্মুখ বা জাগ্রত সাধুর সঙ্গ ব্যতীত উন্মুখ-স্বরূপ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। পরদুঃখদুঃখী সাধুগণ জীবকে সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার করেন। বদ্ধ কখনও বদ্ধকে মুক্ত করিতে পারে না। মুক্তই বদ্ধকে মুক্ত করিতে পারেন—চেতনে উন্মুখ করিতে পারেন। সুতরাং সাধুসঙ্গ ছাড়া গতি নাই।

সকলেই চেতনের ধর্ম্ম আশ্রয় না করিলে জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে না। সেইজন্য সাধুগণ নিরন্তর কামনা করেন, শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রচারিত হউক, চেতনের জাগরণ হউক, সকলের চেতনবৃত্তি উন্মুক্ত হউক, বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হউক; সকলেই চৈতন্যের কথা শ্রবণ করিয়া চৈতন্য লাভ করুক, শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট-প্রচারক শ্রীচৈতন্যনিজজন পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুদেবের চেতনময়ী বাণী সকলের চেতনের কর্ণে ও মর্ম্মে প্রবেশ করুক; সকলেই তাঁহার [illegible] তবেই জগতের—মঙ্গল নিশ্চয় সাধিত হইবে।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীব্যাসপূজা

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

ভক্তিবৃন্দ-প্রমুখ [illegible] পরাবিদ্যাপ্রিয়েষু—

আগামী ১৩ই ফাল্গুন ১৩৪৯, ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৩), বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে [illegible] গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও 'গৌড়ীয় মিশনের' পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে নিখিল [illegible] পরমহংসকুল চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] বর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে তদীয় সমাধিপীঠে 'শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব' অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা, শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি মহামহোৎসবে শ্রীমান্ সজ্জনবৃন্দ, কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা
৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৯ সাল

নিবেদনমিতি
শ্রীরূপানুগবরাণাং [illegible] সেবকবৃন্দানাম্

মায়ামুক্তির উপায়

জীব যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণবিমুখ হইয়া এই চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্যতা বরণ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই কারারক্ষী মায়াদেবী সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণ-নিগড়দ্বারা আবদ্ধ করিয়া জীবকে ত্রিতাপে দগ্ধীভূত করিতেছে। জীব যে কেবল এই জন্মেই ত্রিতাপ ভোগ করিতেছে, পূর্ব্ব জন্মে করে নাই বা পরজন্মে করিবে না, তাহা নহে; যদি গুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ না করা যায় জীবকে নিরবধি এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। গুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগত হইতে না পারিলে মায়া তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না।

"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥"

যিনি নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহার সুখের জন্য নিরন্তর [illegible] নিযুক্তেন—তিনি ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া মায়ামুক্ত হইয়াছেন। তিনিই ভগবানের কৃপা পাইবেন। যিনি যতটা সেবাপ্রচেষ্টায়, তিনিই গুরুদেবের ততটা বিশ্বস্তভাজন। শ্রীগুরুদেব বিশ্বস্তজনকেই তাঁহার অন্তরের সকল কথা জানান, তাঁহাকেই তিনি গুরুতর কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান দেন।

করুণাময় ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অথবা তাঁহার নিজজনকে প্রেরণ করিয়া পতিতজীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য—তাহাদিগকে ত্রিতাপমুক্ত করিবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেসকল জীব ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই একমাত্র বিপদ্ভঞ্জন বান্ধব বলিয়া জানিয়াছেন, যাঁহারা ভবসমুদ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে একমাত্র কর্ণধার জানিয়া আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে শাসন মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই ক্লেশমুক্ত হইয়াছেন বা হইবেন। কিন্তু যাঁহারা এই পন্থা গ্রহণ করেন না, যাঁহারা ভগবৎপ্রতিনিধি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশমত চলেন না—তাঁহাকে ভগবৎ-শ্রেষ্ঠ না জানিয়া মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন বা সাধারণ বৈষ্ণববুদ্ধি করেন, তাঁহাদিগকে মায়া কিছুতেই ছাড়িবে না। অবরোহপন্থা স্বীকার করিতেই হইবে। আরোহপন্থা স্বীকার করিলেই বিপদে পতিত হইবে, এক দুঃখ দূর করিতে গিয়া অপর শত-সহস্র দুঃখ আনিয়া জীবকে বিপর্য্যস্ত করিবে। আশ্রিতকেই ভগবান্ কৃপা করেন। যাঁহাদের গুরুবৈষ্ণব-ভগবানে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নাই, ভগবানের অবতারে যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহারা নাস্তিক। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ
সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং
গতিম্॥"
(গীতা ১৬।১৮-২০)

—যাহারা সর্ব্বদাই [illegible] উদ্ধতপূর্ব্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বরস্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং আমার ভক্তগণের গুণে দোষারোপ করে, সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসার মধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের ভক্তবিদ্বেষী আসুরস্বভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।

ভগবান্ ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের একমাত্র রক্ষক ও পালক। তিনি সকলের একমাত্র আশ্রয়।—শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসহীনের নামই নাস্তিকতা। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সেবক-ভগবান্ বা আশ্রয়বিগ্রহ বলিয়া না জানার নামই নাস্তিকতা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার না করিলে, তাঁহার ভগবৎশ্রেষ্ঠত্বে বা অপ্রাকৃতত্বে সন্দিহান হইলে তাঁহার সকল বিধান অবনতমস্তকে স্বীকার না করিলে নাস্তিক হইয়া যাইতে হইবে। ভগবদ্ধাম শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বতোভাবে আমাদের দোষ সংশোধন করিবার জন্যই এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি আমাদের অন্তর্ব্যথা নিবেদন করিয়া দেন—সর্ব্বতোভাবে সংশোধিত হইবার জন্য

তিনি অন্তর্যামী, আমাদের অন্তরের সকল কথাই তিনি জানেন। সর্ব্বজ্ঞমূর্ত্তি ভগবানেরও অন্তর্যামী তিনি। তিনি আলো। আলোর কাছে অন্ধকার—কৈতব থাকিতে পারে না। শ্রীভগবান গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্ত ভাগবতরূপে জীবের ত্রিতাপ ক্লেশ নিবারণের যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা স্বীকার না করিয়া অন্য পথ [illegible] হরি-গুরু বৈষ্ণব বা সাধু শাস্ত্র গুরু—তিনটী একপর্য্যায় [illegible] তিনের মধ্যে কোন-প্রকার [illegible] নাই। গুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত শাস্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধির বিষয় হয় না বা সাধু চেনা যায় না। গ্রন্থ ভাগবতের মর্ম্ম প্রকাশ করিবার জন্যই ভক্তভাগবত শ্রীগুরুপাদপদ্মের অবতার। ভক্ত-ভাগবতের কৃপা ব্যতীত গ্রন্থ ভাগবতের কৃপা পাওয়া যায় না। ভক্ত-ভাগবতের দাস্য স্বীকারেই গ্রন্থ ভাগবত প্রসন্ন হয়েন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ সংশ্লিষ্ট থাকিলে, নিষ্কপটে তাঁহার কৃপা [illegible] তিনি আমার নিকট স্বরূপ প্রকাশ করিবেন, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে সংশোধন করিবেন। [illegible] পাদপদ্মে [illegible] প্রধান অঙ্গ [illegible] হইলে অন্তরে অহঙ্কার, অভিমান, [illegible] সকল ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত থাকা [illegible] পূর্ব্বক [illegible] সংসারবাসনা। অপ্রাকৃত [illegible] দৈবী গুণময়ী [illegible] তাহার [illegible] করিবার [illegible] পারে না [illegible] বলিয়াছেন,—

"মায়ার পিছে না যাইয়া কৃষ্ণপাদে [illegible]
[illegible] কৃষ্ণপাদপদ্মে [illegible]।"

উত্তমরূপে [illegible] বৈষ্ণবের সেবা করা [illegible]—এই [illegible] পায়। সেখানে সেবাকাঙ্ক্ষা—সেবার অধীন হইবার ইচ্ছা, সেব্যের কর্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা নাই। যাঁহাদের পূর্ব্বসুকৃতি প্রবল [illegible] তাহাদের [illegible] হইলে তাঁহারা সেবার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন। [illegible] হইয়া [illegible] নিকট হরিকথা শ্রবণ [illegible] হৃদয়ে [illegible] তাঁহাদের [illegible] সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের বাসনা [illegible] কৃপাতে উদিত হয়। গুরুর চরণে [illegible] সমর্পণপূর্ব্বক আনুগত্যযুক্ত হইয়া গুরু-সেবায় নিযুক্ত হইলে তিনি ক্রমশঃ ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা দেন।

ভক্তিপথে আসিতে হইলে প্রথমেই শ্রদ্ধা আবশ্যক। কিন্তু শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণব-ভগবানে ও শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ়বিশ্বাস যদি না থাকে, তাহা হইলে হরিভজনের আশা নাই। শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। বীজ যদি না থাকে, তাহা কি করিয়া হইবে? বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, ফল হইতে বীজ হয়, কিন্তু [illegible] হয় না। সুতরাং যাহার শ্রদ্ধা নাই, সেরূপ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ভক্তিলাভের চেষ্টা বৃথাশ্রম।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা মহোৎসব

গত ৫ই ফাল্গুন বুধবার, শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীশ্রীবাস অঙ্গনে [illegible] নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব নিরন্তর ভাগবত-পাঠ, কীর্ত্তন ও উপবাসাদি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর [illegible] হইতে একটী নগর-কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া [illegible] শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপ্রার্থনায় [illegible] কীর্ত্তন করেন। [illegible]

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবের নাম বা নামের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাযুক্ত নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ শ্রীসজ্জনগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমের বার্ষিক বা নদীয়া-প্রকাশের ত্রৈমাসিক নির্দ্ধারিত মূল্য [illegible] নিয়োগেই উহার গ্রাহক হওয়া [illegible]।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিশেষ ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনা-স্বরূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৵১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত কর্ত্তব্য। গ্রাহক নম্বর ও পূর্ব ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রবন্ধ বা কবিতাদির পরমার্থ-সম্বন্ধীয় সংবাদ সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তগণের শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সম্বন্ধে [illegible] [illegible] পরমসুখপ্রদ নহে, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ করায় অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র—শ্রীপাদ [illegible] অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	১৲	৷৷০
" সিকি কলম	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
" এক কলম	১২৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

বাঙ্গলায় ধরপাকড়

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন যে, গত ৭ই আগষ্ট হইতে ডিসেম্বরের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক ও যুদ্ধবিরোধী কার্য্যের জন্য ৩৭৬৮ জন ব্যক্তি ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী আটক অথবা দণ্ডিত হইয়াছেন। যে সব নিরাপত্তা আটক বন্দীর স্বাস্থ্য ও তাহার মনোভাবের দিকে নজর রাখিয়া ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তারের পরিমাণ তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে দেরী হওয়া স্বাভাবিক, তবে দুই সপ্তাহ মধ্যে যথাযথ তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ১২৯ ও ২৬ ধারার আটক ও ভারতরক্ষা আইনে দণ্ডিত ব্যক্তিদের একটি তালিকা দিয়াছেন,—

জেলা	আটক ১২২ধারা	২৬ধারা	দণ্ডিত
বাঁকুড়া	৫৩	৭	৪৭
বীরভূম	১৭	৯	১০৪
বর্দ্ধমান	১২		২৭
মেদিনীপুর	২৭	৮৩	১০২
হুগলী	৭৭	১২৪	৮৬
হাওড়া	৩০	১১	১৮
২৪পরগণা	—	১০২	৫৪
কলিকাতা	১৩৮	২৫৬	৬৩
নদীয়া	৮০	১৪	৬২
মুর্শিদাবাদ	৩৬	৬৪	১৪
যশোহর	৩	১০	১৫
খুলনা	১৮	১৬	১৬৩
পাবনা	১২	৪৮	২৯
বগুড়া	৬	২৩	৫৫
মালদহ	১	—	—
দিনাজপুর	৪৭	৩৮	১৪
রংপুর	৪	৩২	৬
দার্জিলিং	৬	—	২৯
জলপাইগুড়ি	৫	৬	৫
রাজশাহী	—	৮২	১৮
ঢাকা	৩৮	৭২	৫৭
ফরিদপুর	২১	৬৬	৫৮
ময়মনসিংহ	৬০	৬০	১৬৮
বরিশাল	৪৬	৮৬	৬১৭
নোয়াখালী	১৫	২৪	৪
ত্রিপুরা	২৯	৩	১৭৬
চট্টগ্রাম	১০৪	১৭	৩

পত্রিকা ছাপিবার কাগজ

এ. পি.র গত ১১ই ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ,—কয়েক দিন পূর্ব্বে সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান ও ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটি ও ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজ এণ্ড নিউজপেপার এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার ফলে ভারত সরকার সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজের ক্রয় বিক্রয় আরও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ১৯৪৩এর গত ৮ই ফেব্রুয়ারীতে একটি আদেশজারী করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিনানুমতিতে নূতন কোন সংবাদপত্র প্রকাশ করা যাইবে না বলিয়া উক্ত আদেশে বলা হইয়াছে। উপরোক্ত আলোচনার সময় সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজের ব্যয় সঙ্কোচ ও সংবাদপত্রগুলির মধ্যে ছাপিবার কাগজ সমভাবে বিতরণের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত প্রস্তাবগুলি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

অধিক লোক খাওয়ান নিষিদ্ধ

ইউ. পি. গত ১১ই ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ,—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদেরকে ৫০ জন বা অধিক সংখ্যক লোক খাওয়ান নিষিদ্ধ করিয়া বোম্বাই সরকার ইতঃপূর্ব্বে যে আদেশ জারী করিয়াছেন এই প্রদেশের আরও কয়েকটি অঞ্চলে তাহা বহাল করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] সজ্জনগণ এই সকল [illegible] প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও [illegible] বাংলা ভাষায় অলোকিক গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুন্দর অপূর্ব্ব আলোচনা-গ্রন্থ। [illegible] মতবাদ ও ভ্রান্ত-ধারণা নবসমূহের [illegible] ও [illegible] আলোচনা এবং পরমার্থসম্বন্ধে [illegible] সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। তজ্জন্য তাহার কার্য্যসিদ্ধ অভ্রান্তরূপে। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নবজ্বর ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৸৹ একটাকা ছয় আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীজগমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসুধাকর কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীনন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'মঞ্জিল'-নামক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল, টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি সম্বলিত গ্রন্থ নব-প্রকাশিত হইল।

প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৭শ বর্ষ { ৫ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৬, ১৩ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪৩, বৃহস্পতিবার { ২৮০-২৮১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ গোবিন্দ, বৃহস্পতি বারপ্রেসারাত্রি, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

আজ আমাদের নিত্যারাধ্য জীবনসর্ব্বস্ব গৌর সরস্বতী ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি-পূজা। এই মহাপুরুষ ভগবদিচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় নিজগুণে কৃপা করিয়া এই পরম-পবিত্র তিথিতে মাদৃশ পতিতাধমগণকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন—ভগবৎপার্ষদ, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িত, কৃপার সাগর, কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদাতা, মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিপ্রদাতা, শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহ, শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারী, দীনবন্ধু ও শ্রীগৌরবাণীর মূর্তবিগ্রহ। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা, সম্পদ-সম্পদ্, ধন, জীবন ভূষণ ও আশ্রয়স্থল। তাঁহার পদরজঃই জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয়। তাঁহার পদধূলিই আমাদের সম্বল। তাঁহার ও তাঁহার জনের কৃপা ব্যতীত মাদৃশ হতভাগ্য জীবের অন্য কোন গতি নাই। তাঁহাকে লোকে ঈশ্বরই বলুন অথবা মনুষ্যই বলুন, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জগদ্গুরুই বলুন বা তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুন, তাঁহাকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি বলুন বা পণ্ডিত বলুন, কিন্তু আমার কিছু আসে যায় না; পরন্তু তিনি প্রতিজন্মে আমার নিত্যারাধ্য প্রভুরূপে আমার অন্তরে প্রকাশিত হউন, ইহাই চাহিতেছি এবং তাঁহার নিজজন ও তৎপাদপদ্ম শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে মাদৃশ কাঙ্গালের আন্তরিক কাতর প্রার্থনা।

শ্রীমদনন্তদেব ও সহস্রবদনে অনন্তকাল নিরন্তর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গুণ-কথা বর্ণন করিয়া কখনও শেষ করিতে পারেন না, সুতরাং মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তি সে-সম্বন্ধে আর কি বলিবে? তথাপি, আমি যাহা-যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তাঁহার কথা বর্ণন করিবার যোগ্যতা না থাকিলেও তাঁহার শুদ্ধভক্ত সাধুগণের শ্রীমুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহাই কিঞ্চিৎ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া পরমারাধ্যতম পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদীয় অকপট প্রিয় বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে শ্রীপাদপদ্মরেণুর কৃপাকণা ভিক্ষা করিতেছি,—

"নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ লোকোত্তর নিত্যসিদ্ধ মহাজন। তিনি অবতার—শ্রীরূপানুগবর। তাঁহার কৃপাই শ্রীগৌরকৃষ্ণের কৃপালাভের একমাত্র উপায়। শ্রীগৌরকরুণার মূর্তি ধারণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদরূপে বিশ্বে প্রকটিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী [illegible] এক সুধামৃত আস্বাদন করাইয়াছেন। তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী [illegible] পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের [illegible] শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের [illegible] শ্রীমতী ভগবতী দেবীর ক্রোড়ে এক জ্যোতির্ময় শিশুরূপে আবির্ভূত হন। [illegible] শ্রীজগন্নাথদেবের রথ [illegible] সম্মুখে থামিয়া যায়। [illegible] শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের [illegible] শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে [illegible] হইতে থাকে। [illegible] ছয় মাসের শিশু শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া [illegible] শ্রীজগন্নাথদেবের [illegible] আলিঙ্গন এবং একটী প্রসাদী মালা গ্রহণ করেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শিশুর মুখে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া সেই সময় শিশুর অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করেন।

প্রভু যখন শ্রীরামপুরের [illegible] স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুরী হইতে তুলসীর মালিকা আনাইয়া প্রভুকে শ্রীহরিনাম ও নৃসিংহমন্ত্র প্রদান এবং শ্রীচৈতন্য[illegible] পাঠ করান। ১৮৮১ সালে কলিকাতা-রামবাগানে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যখন 'ভক্তিভবন' নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন, তখন গৃহের ভিত্তি-খননকালে [illegible] কূর্ম্মমূর্ত্তি [illegible] প্রকাশিত হন। [illegible] শ্রীকূর্ম্মদেবের পূজা [illegible] গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে তিনি [illegible] ভক্তিবিনোদের সহিত [illegible] আলোচনা [illegible] কথা, শ্রীনামমহিমা ও শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন। তিনি যখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, তখন [illegible] জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। [illegible] মহাশয় [illegible] প্রতিভায় মুগ্ধ হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে [illegible] মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীল প্রভুপাদ "শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী" উপাধি, ১৯০০ সালে [illegible] "শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী"-নাম প্রাপ্ত হন এবং ১৯১৮ সালে [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী নামে খ্যাত হন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর [illegible] কোন [illegible] নাই। [illegible] তাঁহার [illegible] দর্শন [illegible] হইত না। [illegible] সঙ্গে [illegible] শাস্ত্র আলোচনা ও [illegible] করিতেন। পাঠাবস্থায় তিনি শ্রীল নরহরি ঠাকুরের প্রার্থনা, [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থ

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি সুর্য্যসিদ্ধান্ত, ভক্তিভবন-পঞ্জিকা প্রভৃতি গণিত-জ্যোতিষগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্ণে কলিকাতার বিডন্ গার্ডেনে ছাত্রগণের সহিত নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক ও ধর্ম্মসম্বন্ধ আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। নব্য ও প্রাচীন সকলপ্রকার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই সভায় আলোচনা শ্রবণ করিবার জন্য উপস্থিত হইতেন। শ্রীল প্রভুপাদ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা-লীলা করেন। কলিকাতা-ভক্তিভবনে তিনি সারস্বত-চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং কলেজের অনেক ছাত্র তাঁহার সারস্বত চতুষ্পাঠীতে গণিত-জ্যোতিষ অধ্যয়ন ও শিক্ষালাভ করেন। ১৩০০ সালে তাঁহার রচিত 'বঙ্গে সামাজিকতা' নামক সমাজ ও সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় বহু তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয়।

১৩০১ সালে শ্রীল প্রভুপাদ অবধূতবর শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ নামে এক বাহ্যদশাহীন অবধূত ভাগবত-পরমহংসের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। ১৩০০ সালে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত তিনি উড়িষ্যার তীর্থসমূহ ভ্রমণ করেন এবং পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নিকটে সুপ্রাচীন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মঠের অন্যতম শ্রীগম্ভীরার আসনের সেবাভার গ্রহণ করিয়া পুরীর মন্দির চরিকথা প্রচার এবং 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা'-নামক বৈষ্ণব-বিশ্বকোষ সঙ্কলনের জন্য পুরীর বিভিন্ন মঠ হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে থাকেন। ১৩০২ সালে পুরীর সমুদ্রোপকূলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজন-স্থল 'ভক্তিকুটী'তে ঠাকুরের সম্মুখে তিনি নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। তখন পুরীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া সেই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। পুরীতে থাকাকালে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সহিত পুরীর শ্রীগোবর্দ্ধনমঠের মহান্ত মধুসূদন তীর্থের শাস্ত্র বিচার হয় এবং পরে শ্রীমায়াপুরের বাবাজী-দাস, শ্রীরাধারমণ বাঘাস্বামী, এমার মঠের মধুসূদন রামানুজ দাস, জগন্নাথের সম্প্রদায়ের ... মঠের শ্রীজগন্নাথ দাস, দর্শনাদের ছাত্র উপাধ্যায় বৃন্দ তাপস, পঞ্চানন্দ রায় শ্রীবিহারীলাল পূজারী, রাধাকান্তমঠের অধিকারী নরোত্তমদাস, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সদাশিব মিশ্র, বহু বিশিষ্ট বাবু উকীল, অনেক মহন্ত মহান্ত ও সজ্জনগণের সহিত শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শাস্ত্র আলোচনা হইত। ১৩০৩ সালে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শান্তিপুর, কুলিয়া প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন এবং পরে পুরীতে আসিয়া ১৩০৫ সালের ২১শে জ্যৈষ্ঠ শ্রী বাদরায়ণ জ্যোতিষের উপর তীর্থসমূহ-পরিদর্শনে গমন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ১৩০৩ সালের ২য় জানুয়ারী রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী পি, আর, এস্. মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাঁহার ভবনে বাসুদেব শাস্ত্রীর একজন প্রতিষ্ঠাশালী ছাত্র এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পৃথিবী-বিখ্যাত কোন মনীষীর গণিত-জ্যোতিষশিক্ষার আচার্য্যের সহিত ধর্ম-প্রবেশ অথবা অংশাংশ-সম্বন্ধের বিচারে উক্ত পণ্ডিতকে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বিশেষরূপে পরাস্ত করেন।

শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা পরমহংস-চূড়ামণি শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের সহিত পরিচিত হন। কোন সময় শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তসহ কুলিয়ার বড় আখড়ার নিকট একটী বাগানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে যান। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ তখন কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না; তিনি কেবল অনুক্ষণ নিজে নিজে তাঁহার ভাবসেবায় গৌরচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পদসমূহ গান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদকে দেখিয়া শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং আবেগভরে বলিলেন —'আমার গৌরের নিজজন আসিয়াছে'। তৎপরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা গান করিতে থাকেন। সে সময় তিনি প্রত্যহ যে-কোন উপায়ে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের গলায় একটী করিয়া চম্পকপুষ্পের মালা প্রদান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বাবাজী মহারাজের এই সেবা দর্শন করিয়া সেদিন ভক্তগণের নিকট তাঁহার ভাবসেবা-সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন এবং জানান যে, তিনি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আনুগত্যে অনুক্ষণ অভীষ্টসেবা করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই দিন আরও বলিয়াছিলেন যে, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ বহির্মুখ লোক-বঞ্চনার জন্য যে-সকল অনাচার-প্রদর্শনের অভিনয় করেন, তাহা বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ ধরিতে পারে না। অপ্রাকৃত সিদ্ধ বৈষ্ণবগণের ক্রিয়ামুদ্রা তোষ্য, জ্ঞান ও বিজ্ঞ-জনগণের বোধগম্য নহে।

শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিয়া ১৩০৫ সাল হইতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করেন এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনুসরণে প্রত্যহ অপতিত ভাবে তিন লক্ষ মহামন্ত্র কীর্তন করিয়া শতকোটী মহামন্ত্রকীর্তনব্রত উদ্‌যাপন করেন। ১৩০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীমায়াপুরে একটি ভজনকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতট-বিচারে তথায় নিরন্তর ভগবদ্ভজন করিতে থাকেন। তিনি ১৯১১ সালে মেদিনীপুরের বালিঘাই-নামক স্থানে একটী বিরাট সভায় বৈষ্ণববিদ্বেষী স্মার্ত-সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডন করিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য নির্দ্দেশ করেন। ১৯১২ সালের ৪ঠা নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তসহ শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কাটোয়া, বাঘনাপাড়া, আকাইহাট, চাখন্দী, দাঁইহাট প্রভৃতি গৌরপার্ষদ-লীলাস্থলীসমূহ পর্য্যটন ও তথায় শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা পুনঃ প্রচার করেন। ১৯১৩ সাল হইতে কলিকাতায়, শ্রীমায়াপুরে ও কৃষ্ণনগরে ভাগবত-যন্ত্র স্থাপন করিয়া বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ এবং স্বরচিত অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশ করেন। ১৯১৪ সালে ২৩শে জুন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'সজ্জনতোষণী' মাসিক পত্রিকা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতে থাকে।

ইংরাজী ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ্চ গৌরজন্মবাসরে শ্রীমায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ বৈদিক ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণলীলা প্রকাশ করেন এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপনকল্পে শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় তিনি কৃষ্ণনগরে সাহিত্যসভায় বৈষ্ণবদর্শন-সম্বন্ধ বক্তৃতা এবং দৌলতপুর প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া বহু ভক্তের সহিত উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করেন ও উৎকলের বিভিন্নস্থানে বিশেষভাবে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন। কলিকাতায় বিপুলভাবে প্রচার কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন স্থাপন ও পরে তথায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কার্য্য আরম্ভ করেন

১৯২০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীগৌড়মণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রচারকার্য্য বিস্তার করেন।

১৯২১ সালে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন এবং পুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তম-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন 'উৎকল হইতেই সমগ্র পৃথিবীতে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইবে''—এই ব্যাসবাণীর মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া ১৯২২ সালের ২৬ জুন শ্রীক্ষেত্র কণ্ঠকুড়িতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-লীলার অনুসরণ ও সেবা করেন। ইংরাজী ১৯২২ সালের ১২শে আগষ্ট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের মুখপত্র সাপ্তাহিক গৌড়ীয় প্রথম প্রচার করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতাদি প্রদান করেন। ১৯২৪ সালের ১৫ জুলাই ভুবনেশ্বরে শ্রীত্রিদণ্ডিমঠ প্রতিষ্ঠা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৯২৬ সালের ১৯ই ডিসেম্বর কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীগণের সভায় "বর্ণাশ্রমধর্ম্মে বৈষ্ণবধর্ম্মের স্থান"-সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান ও প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপশিক্ষার স্থান নির্দ্দেশ ও গৌরপদাঙ্কিত আড়াইল গ্রাম পরিদর্শন করেন।

১৯২৫ সালে শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা প্রবর্ত্তন করিয়া বহু ভক্তসঙ্গে শ্রীগৌরপার্ষদগণের আবির্ভাবস্থলীসমূহ পরিভ্রমণ ও তথায় পুনরায় শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করেন। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় কোলদ্বীপে ধর্ম্মব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপ দুর্বৃত্তগণ পোড়ামাতলায় শ্রীবিগ্রহ এবং আচার্য্য ও বৈষ্ণবগণের উপর ইষ্টকবৃষ্টি করিতে থাকিলে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অদ্ভুত নিত্যানন্দের ন্যায় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া সকলকে রক্ষা ও বিদ্বেষকারিগণকে ক্ষমা করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট শ্রীভাগবতবাণী ও আগম-প্রামাণ্য হইতে দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিচার শ্রবণ করেন। ১৯২৩ সালে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীমায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসব ও নামকেন্দ্র প্রবর্ত্তন করেন এবং নভেম্বর-মাসে সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত আলোচনা, বিচার ও তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। শ্রীনাথদ্বারের মহান্ত মহারাজ, বোম্বাইর গোকুলনাথ গোস্বামী মহারাজ, উড়ুপীর মাধ্বাচার্য্য-মঠের মঠাধীশ, মান্দ্রাজের প্রাচীন মঠাধীশ-প্রমুখ বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে বৈষ্ণবাচার্য্যোচিত অভিনন্দন প্রদান করেন। এই সময় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বৈষ্ণবজগতে পরমহংসমঠ প্রতিষ্ঠা, শ্রীমায়াপুরে পরবিদ্যাপীঠ স্থাপন এবং শ্রীচৈতন্যমঠের নবনির্ম্মিত উনত্রিংশ চূড়ার মন্দিরে আচার্য্যগণের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন।

১৯২৭ সালের জুন মাস হইতে ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী এই তিন ভাষায় 'শ্রীসজ্জন-তোষণী' বা 'দি হারমনিষ্ট' পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং মানভূম-জেলায় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়-মঠ প্রতিষ্ঠা ও সেপ্টেম্বর-মাসের শেষভাগে কাশী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, সাবরমতী, দ্বারকা, সুদামাপুরী, গিরনার পর্ব্বত, প্রভাস, অবন্তী, মথুরামণ্ডল, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র ও নৈমিষারণ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

১৯২৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর, কলিকাতা বাগবাজারে শ্রীগঙ্গার তীরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভিত্তি স্থাপন এবং নভেম্বর মাসে শ্রীকুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে মাথুরবিরহকাতর গোপীগণের ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের বিপ্রলম্ভভাবের সেবার অনুসরণ করিবার জন্য শ্রীকুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগরে শ্রীএকায়নমঠ প্রতিষ্ঠা ও আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ এলবার্ট-ই-সাদার্স নামক মনীষীর নিকট পূর্ববর্ত হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্তন করেন। নিউ দিল্লীতে দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ স্থাপন, নীলাচলে শ্রীগৌরকুণ্ডের 'শ্রীচন্দনযাত্রা প্রবর্তন এবং আলালনাথ মন্দিরের সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করেন। কলিকাতা আলবার্টহলে গৌড়ীয়-দর্শনের উপর অভিভাষণ, শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত কানাই-নাটশালা ও অন্যান্য-স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিয়া রাজমহল, ভাগলপুর, নালন্দা, রাজগির, কাশী, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, কনৌজ, মিশ্রিক, সীতাপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীহরিকথা প্রচার এবং বহু সজ্জনসংসদকে ভক্তাঙ্গরূপে দাখিল করেন।

১৯৩০ সালে প্রয়াগে পূর্ণ কুম্ভমেলার সময় ত্রিবেণীসঙ্গমে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রকাশ ও শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ফেব্রুয়ারী হইতে মার্চ পর্যন্ত শ্রীমায়াপুরে ভাগবত-প্রদর্শনীর উদ্বোধন, বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ-জীউ ও ভক্তগণের সহিত প্রবেশ করিয়া তথায় সাময়িক-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন ও একটি সাময়িক দৈনিকী উদ্ভাবন করেন। তৎপরে রংপুর, কুরুক্ষেত্র, সিংহাচলম, কভুর ও মঙ্গলগিরিতে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন ও তত্তৎপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

১৯৩১ সালে শ্রীধাম-মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট উদ্ঘাটন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাটের সেবা-গ্রহণ, শ্রীআলালনাথ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌড়ীয়নাথ প্রকাশ, ময়ূরভঞ্জের মহারাজের আনুকূল্যে সংগৃহীত ভূমিতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন, কটকে শ্রীহরিকথা কীর্তন, কলিকাতা-নগরীতে বিরাট সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রকাশ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার, সিমলা-শৈলে ও ভোয়ালিতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার, 'ভাগবত'-নামক হিন্দি পাক্ষিক পত্রের প্রচার-প্রবর্তন, বড়লাট লর্ড উইলিংডনের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারোদ্দেশ্য প্রেরণ, দিল্লীতে শ্রীচৈতন্যকথা প্রচার, মজঃফরনগরে ও শ্রীশুকদেবের ভাগবতকথা-কীর্তনস্থলী শুকতলে শ্রীমদ্ভাগবতকথা কীর্তন, দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ প্রভৃতি শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-মনোভীষ্ট-সেবার আদর্শ প্রকাশ করেন।

১৯৩২ সালে মাদ্রাজের পৌরবাসিগণ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিপুল সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন এবং তথায় শ্রীহরিকথা প্রচার করেন। মাদ্রাজের মহামান্য গভর্ণর স্যর জর্জ ফ্রেডারিক ষ্ট্যানলি মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন ও শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করেন। মাদ্রাজ সিটি-কর্পোরেশন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে একটি পৌর-অভিনন্দন প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীল ঠাকুর মাদ্রাজ হইতে উটকামণ্ড ও মহীশূরে গমন করিয়া মহীশূর মহারাজের নিকট হরিকথা কীর্তন করেন। উটকামণ্ডে অবস্থানকালে ইংরাজী 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থ, 'ব্রহ্মসংহিতা'র ইংরাজী অনুবাদ, 'রায়-রামানন্দ' নামক ইংরাজী গ্রন্থ রচনা ও 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য প্রভৃতি নির্মাণ ও প্রচার প্রভৃতি করেন। তৎপরে উর্জ্জব্রতকালে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা, শ্রীরাধাকুণ্ডতটে উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা, শ্রীকুঞ্জগৌড়ীয়মঠের ভিত্তি স্থাপন ও ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন করেন।

১৯৩৩ সালের মার্চমাসে য়ুরোপে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য কএকজন প্রচারক প্রেরণ করেন এবং সে-মাসের প্রথমভাগে লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় স্থাপন করেন। তৎপরে পাটনায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী, শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভের ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সমাপন, জার্ম্মেণীতে প্রচারক প্রেরণ ও কাশীতে সাময়িক-প্রদর্শনী প্রকাশ করেন।

১৯৩৪ সালের ৫ই জানুয়ারী শ্রীগৌড়ীয়মঠে স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন, কুরুক্ষেত্রে শ্রীগৌরপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা, লর্ড জেটল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন-সমিতির উদ্বোধন, পুরীতে অনুক্ষণ হরিকথা কীর্তন, শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠের মন্দিরের ভিত্তি খননকালে অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব, আলালনাথ-শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোপীনাথজীউ প্রকাশ, নবদ্বীপে 'হারমনিষ্ট'-পাক্ষিকপত্রের প্রকাশ, মথুরায় কার্তিকব্রত উদ্‌যাপন, শ্রীব্রজমণ্ডল পরিভ্রমণ, নয়া-দিল্লীতে হরিকথা প্রচার, তেলেগু ও ইংরাজী ভাষায় 'চৈতন্যশিক্ষামৃত' ও 'বৈষ্ণব'-প্রচার প্রভৃতি শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-মনোভীষ্ট-সেবা সম্পাদন করেন।

১৯৩৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী শ্রীধাম-মায়াপুরে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর স্যর জন এণ্ডারসন শ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট শ্রীধাম-মায়াপুরের তথ্য শ্রবণ ও একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী পুরীর চটকপর্বতে পুরীর মহারাজ গজপতি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রদেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে আচার্য্যের একষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাবতিথিপূজোপলক্ষে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয় [illegible] প্রভৃতি মহোৎসব-কালে স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানাধিপতি স্যর বিজয়চাঁদ মহতাব আগমন করিয়া আচার্য্যের বাণী শ্রবণ করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ, গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মদেশে প্রচারক প্রেরণ, দার্জিলিঙ্গে হরিকথা প্রচার, বোম্বাই-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ, রেডিওযোগে সর্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার, শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, শ্রীরাধাকুণ্ডে মাসাধিককাল শ্রীনিয়মসেবাব্রত পালন ও তথায় শ্রীকুঞ্জবিহারীমঠ ও শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ প্রকাশ, গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ এবং পাটনা ও প্রয়াগে হরিকথা প্রচার করেন।

১৯৩৬ সালে শ্রীপ্রয়াগে সাময়িক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ও দৈববর্ণাশ্রমসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা, সুবর্ণবিহার-শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীনাথ-কোল-গৌড়ীয়মঠ ও শ্রীকৃষ্ণদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ প্রকাশ, রেঙ্গুনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয় স্থাপন, লণ্ডনে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব বিধান, আসাম-সরভোগ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ, উৎকলে শতাহব্যাপী কীর্তনোৎসব, বালিয়াটি-শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীবিগ্রহপ্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণনগরে ভাগবত-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন, দার্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ, উৎকলে শ্রীহরিকথা প্রচার এবং শ্রীধামবৃন্দাবনে ও শ্রীব্রজমণ্ডলের স্থানে স্থানে অনুক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্তনের দ্বারা জগতে শ্রীগৌরমনোভীষ্ট স্থাপন করেন। বেদান্তের "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ", গীতার (৯।১৪) "সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥" শ্রীমদ্ভাগবতের "প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ" এবং শ্রীচৈতন্য-শিক্ষার "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—ইত্যাদি আচার্য্যের চরিত্রে বাস্তবরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। সর্বপ্রকার চাপল্য, কপটতা, কৃত্রিমতা, ছল ও অভিনয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়ী সেবার পরাকাষ্ঠা কথা এই আচার্য্যের চরিত্র অনুক্ষণ জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রচার করিয়াছে। যাবতীয় ধর্মধ্বজিতা, যাবতীয় ভোগ ও নির্বিশেষ ত্যাগবাদ, ছিন্ন ও সমন্বয়বাদ, বহুরূপী মায়াবাদ এবং পরমার্থ-রাজ্যের যাবতীয় ছলনা ও কৈতব এই আচার্য্যের প্রচার সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছে। ইনিই সর্বপ্রথমে পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী শুদ্ধ ও নিরপেক্ষভাবে প্রচার করিয়াছেন।

'গুরুতত্ত্ব'

——::(:০:)::——

শ্রীগুরুদেব আশ্রয়বিগ্রহ সেবক-ভগবান্। ভগবান্ স্ব-মাধুর্যময়ী লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য নিজেই ভিন্নমূর্তিতে আশ্রয়বিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অংশকর্তা, আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ অংশকর্তা; এতদুভয় মিলনে বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়জাতীয় পূর্ণ-প্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণ-প্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম।"

শ্রীগুরুদেব শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রসে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব, আর মধুররসে সকল আশ্রয়সত্তা-প্রোজ্জ্বলস্বরূপা শ্রীবার্ষভানবীর আত্মপ্রকাশ। শ্রীগুরুদেব যাবতীয় জীবের, সকল সেবক সম্প্রদায়ের পরম আশ্রয়-স্বরূপ এবং তিনি সমস্ত সেবা-রসের আধারস্বরূপ, তজ্জন্য তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সকল জীব কৃষ্ণসেবা-সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সকল রস কৃষ্ণকে আনন্দ দান করে। শ্রীগুরুদেব সকল রসেরই মূর্তবিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন। সকল সেবারস তাঁহাতে মূর্তি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয়-প্রীণনোপযোগী হইয়া থাকে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুবরের আশ্রয়-বিগ্রহ-কীর্তনপ্রসঙ্গে নিত্যারাধ্য [illegible] আচার্য্যদেব শ্রীগুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা কীর্তন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীগুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে সম্যক্ সিদ্ধান্ত। শ্রীগুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে অপর কোন ব্যক্তি কিছু বলিতে গেলে তাহাতে অসম্পূর্ণতা বা অসমাবৃতা থাকিয়া যাইতে পারে; কিন্তু যখন শ্রীগুরুদেব নিজেই নিজের মহিমা কীর্তন করেন—নিজেই নিজের তত্ত্ব বা স্বরূপ জগতে প্রকাশ করেন, তখন তাহাতে এরূপ অসম্পূর্ণতার লেশও আশঙ্কা করিবার অবসর থাকে না। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মদন-মোহনের বিলাসের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। তিনি মদনমোহনের ভোগোপকরণ বা সম্ভোগোপকরণ। গুরুদেবের ভোগ বা স্বরূপে ভেদবুদ্ধি নাই। তিনি সমূল কৃষ্ণ-সন্তোষ্ট লোক। অপ্রাকৃত নবীনমদনের [illegible] কিঙ্কর [illegible]-রূপে [illegible] সঙ্গ, ভোগ ও ত্যাগ বরণ। গুরুদেব ভোক্তা পুরুষ নহেন অর্থাৎ বিষয়বিগ্রহ [illegible] নহেন, তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ-স্বরূপ, তিনি গোপীপ্রাণ, নন্দ-যশোদা, সুবলাদি, রক্তকাদি, বলদেব প্রভৃতি, উদ্ধবাদি, অর্জুনাদি ও দ্বারকা-

প্রভুর আত্মবিস্মৃত-[illegible]। শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণের সম্বন্ধে [illegible] তাঁহাতে কৃষ্ণের [illegible] চৌর্য্য বা পুরুষার্থ নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শাসক ও নিয়ামক হইলেও তিনি কিছু আত্মবশের [illegible] নহেন।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন [illegible] ভগবান [illegible] শ্রীকৃষ্ণ ও [illegible] সমপাদন [illegible] নিজ-সম্প্রদায়কে [illegible] করিয়া তাহাদিগকে [illegible] পাদপদ্মে সমর্পণপূর্ব্বক কৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয় আরও বলিয়াছেন,—"আমার বলিতে কখনও আপনাকে আত্মবিস্মৃত [illegible] না। [illegible] কৃষ্ণ-[illegible] তাহাদের দ্বারা কৃষ্ণকে [illegible] করান। [illegible]

[illegible]

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বোত্তম সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার অধিকার প্রদান করেন। যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে, তাহা হইলে ভক্তির আবির্ভাব হইবে না। শুদ্ধ কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাতের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণামাধুর্য্যময় মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

যে গুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে বিভিন্ন অধিকারের হইতে [illegible] রক্ষা করেন [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible]

[illegible]

সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল নষ্ট হইয়া সর্ব্ববিধ মঙ্গলের উদয় হয়। শাস্ত্র বলেন—'ভগবানের আরাধনা [illegible]', [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বৈকুণ্ঠবার্ত্তা [illegible] পাইয়া [illegible] সেবা লাভ করিতে হইলে তাঁহার সঙ্গ [illegible] শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে।

যিনি এ জগতে নিত্যকাল আমার গুরু—যে গুরুর প্রাকট্য [illegible] প্রত্যেক বস্তু [illegible], প্রত্যেক বস্তু যাঁহার সেবার উপকরণ, সেই গুরুপাদপদ্মের [illegible] পূর্ব্ব ও নিত্যত্ব [illegible] করেন। [illegible] গুরুপাদপদ্মের পরিচর্য্যাই প্রার্থনীয়। [illegible] গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়,—এই সত্যটী বুঝিতে না হইলে [illegible] আমাদের মঙ্গল বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—'আমি আমার, তিনি আমাদের পালক', এই বিচার হয় না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে [illegible]। শ্রীকৃষ্ণ [illegible], তাঁর [illegible] তাঁর সেবা [illegible], সুতরাং [illegible], আমাদের [illegible] বলিয়া কোন [illegible] আমাদের নাই। যদি আমরা তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয়-প্রার্থী হই, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের সর্ব্বদা মঙ্গল দান করিবেন।

যিনি ভগবান্ ও ভক্তগণের অত্যন্ত প্রিয়-নিজজন, তাঁহারই হৃদয়ে সংসার-বিনাশক মহাবাক্য প্রকাশিত হয়। ভগবান্ [illegible] শক্তিকে [illegible] অর্থ প্রদান করেন। জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহাপুরুষরূপে আবির্ভূত হন। মহাপুরুষ নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ [illegible] প্রাপ্ত হইতে পারেন না। যে দিন আমরা সেবকাভিমানে শ্রীগুরুদেবকে প্রীতিপূর্ব্বক সহিত [illegible] উপলব্ধি করিতে পারিব, সেই দিনই আমাদের [illegible] লাভ হইবে। সেই দিন আমরা [illegible] শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্য সেবা করিতে থাকিব। [illegible] আমাদের নিকট [illegible] ও [illegible] বোধ হইবে। যখন গুরুদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের [illegible] বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথা আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

শ্রীভক্তিবিনোদবাণী

বহু সুকৃতির ফলস্বরূপ ভগবৎকৃপাক্রমে জীবের সংসারবাসনা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন স্বভাবতঃই সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথার আলোচনা হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবানকে পাইবার লোভ জন্মে। তখন সদ্গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করত ভজন শিক্ষা করিতে হয়। তদনন্তরেই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়। [illegible] যেখানে যেখানে বিশুদ্ধ শ্রীহরিনাম, যেখানে যেখানে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ, যেখানে যেখানে হরিকীর্ত্তন, যেখানে যেখানে [illegible], যেখানে যেখানে কৃষ্ণ বৈষ্ণবে সাধুসঙ্গ, সেই সেই স্থানে [illegible]। [illegible] জীবের মঙ্গল নাই। কেবল [illegible] ও সঙ্কল্পিত বহু যত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুসরণ করিতে পারিলে নিশ্চয় কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

[illegible] কৃষ্ণনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে সর্ব্বজীবন [illegible] উন্নত হয়। কৃষ্ণ হৃদয়ে বাস [illegible] করেন। [illegible] দেহ ও আত্ম-নিবেদনদ্বারা [illegible] কৃষ্ণকে আনিতে হয়। [illegible] চেষ্টা একবারে দূর [illegible] হইয়া [illegible] উন্নীত হইলে ভগবদ্দর্শন হয়। [illegible] এই কার্য্য [illegible] মাত্র আমরা [illegible] হয়।

[illegible] সমস্তভাবে সাধুসঙ্গে কোন নিয়ম [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] তাঁহার কাছে [illegible] হয় না। নামে [illegible] সাধন হইলে অনায়াসে যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যাহারের ফল উদিত হয়। [illegible] কিছু না করিয়াও নামের কৃপায় চিত্ত [illegible] হইয়া থাকে। চিত্ত [illegible] হয়। [illegible] বৈকুণ্ঠ উদিত হয়। তাহাতে এত সুখ হয় যে, অন্য কোন উপায়ে সে সুখের কণাও লাভ করিতে পারা যায় না। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত জীবের কোন বাস্তবীয় ধন নাই।

অপ্রাকৃত প্রেমের স্বরূপবোধই স্বরূপ সিদ্ধি। ইহার নাম প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞান হইলে প্রেম-অনুশীলনরূপ অভিধেয় ও প্রেমপ্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন লাভ হয়। যাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধ হয়, তাঁহাদের কৃষ্ণকৃপায় বস্তুসিদ্ধ হইয়া থাকে। এখানে সাধনের সমাপ্তি স্বরূপ-সিদ্ধি। এখানে সেই [illegible] তাঁহাদের উদয় হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর [illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]-কর্তৃক
শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সজ্জন কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত এখনা কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিবর্দ্ধিত'-নামক ভাষ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবর্দ্ধনম্
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল, টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃতি সহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবর্দ্ধনম্
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৭শ বর্ষ { ৬ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৬ ; ১৪ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ ; ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪৩, শুক্রবার (২৮২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ গোবিন্দ তিথি শুক্লা-দশমী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু

আজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয় নিজজন বিপ্রলম্ভসেবকবর সেবাবীর শ্রীশ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহতিথি। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ষষ্টিতমবর্ষ আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজার অর্ঘ্য প্রদান করিয়া সেই ব্যাসপূজার অঞ্জলির সহিত নিজের প্রাণকে অঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহার সমগ্র প্রাণ শ্রীগুরুপূজার অঞ্জলিরূপে সমর্পিত হওয়ায় অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—সমস্তই সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় সমর্পিত হইয়াছিল। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রতিদিনে, প্রতিক্ষণে, প্রতিকার্য্যে শ্রীব্যাসপূজা করিয়াছেন। তিনি যে শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলির অকপট মূর্ত্তবিগ্রহ, তাহা তাঁহার এই অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কার-দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীব্যাসপূজা-অঞ্জলি গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে নিজ শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—সমগ্র জীবনীশক্তি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ করিয়া জগতে যে অহৈতুকী গুরুভক্তির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। শরণাগতের সমস্ত লক্ষণ তাঁহাতে পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান ছিল। তিনি স্বাভাবিক সরল, সরল আচরণে যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করিতেন বা অতি সাধারণ শুশ্রূষা কার্য্য প্রকাশ করিতেন, তাহা প্রত্যেক আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, গুরুসেবাপ্রার্থী সেবকগণের হৃদয়কে সহজেই স্পর্শ করিত। তাঁহার অলৌকিক শরণাগতিময় ব্যক্তিত্বে আচরিত-প্রচারময়ী সুকৃতি—তাঁহার সমগ্র সত্তা ও সমগ্র জীবনীশক্তিকে আচার্য্য-বাণীর আদর্শের মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অব্যভিচারিণী ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে প্রদীপ্ত করিয়াছিল। তাঁহার চেতনময়ী বাণীর মধ্যে সেই আদর্শ জীবন্তরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকৃষ্ট আশ্রয় করিতে হইবে, আশ্রয় করিবার অভিনয় করিতে হইবে না। গুরুনিষ্ঠা করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাক্ষাৎ সম্বন্ধই সেবাপথের প্রথম সোপান। আশ্রিতবর্গ শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি প্রকৃতই সর্ব্বজীবের একমাত্র আশ্রয়। আমরা যেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিলে নিজ আত্মার সার্থকতা স্বভাবতঃই অনুভব করিবার যোগ্য হয়। যে মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়-অনুভূতি বিস্মৃত হই, সেই মুহূর্ত্তেই তৎক্ষণ আমাদের জীবনযাপন উদ্দেশ্যহীন হইয়া পড়ে, ইহাই বদ্ধজীবের সার্ব্বজনীন তিক্ত অভিজ্ঞতা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ জীবের এক নিগূঢ় হইতে নিগূঢ়তম পরমার্থীর সম্বন্ধ—যাহা জীবের যাবতীয় প্রকৃত উপাদেয় চির আকাঙ্ক্ষিত সম্বন্ধসমূহের একমাত্র আকরস্থানীয়, তাহা বিস্মৃতিজ অভাববোধ অপেক্ষা জীবের গুরুতর দুঃখ আর কি হইতে পারে?"

শ্রীগুরুপাদপদ্মে অব্যভিচারিণী অনন্যাপেক্ষিণী ঐকান্তিকী নিষ্ঠাই গুরুসেবকের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য বা শোভা। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু সেই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যে পরম সৌন্দর্য্যশালী—পরম শোভাসম্পন্ন ছিলেন। যাঁহারা শ্রীগুরুসেবানিষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মৈকসর্ব্বস্ব তাঁহাদের হৃদয়কে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর এই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য স্বতঃই আনন্দিত করিয়া থাকে; শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর এই সেবাসৌন্দর্য্য তাঁহাদের গুরুসেবাপথের উজ্জ্বল দীপ্তিমান আলোকস্বরূপ। শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকতাই গুরুসেবকের বাস্তব সত্তা। যাঁহারা গুরুসেবকের এই সত্তা-সম্বন্ধে অন্তরে বিমুখ, তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ অনুকম্পা বুঝিতে হইবে। স্বতঃ ঐরূপ ব্যক্তি নিজের আশ্রিত-বিচারে ব্যভিচারিত্বই প্রমাণ করে।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ছিলেন অকপট বৈষ্ণবসেবক। তাঁহার বৈষ্ণবসেবাকে কেন্দ্র করিয়া অপর যেসকল গুণ তাঁহাতে আশ্রয় লাভ করিয়া অলঙ্কৃত হইয়াছিল সেই সকল গুণাবলী যখনই আমাদের স্মৃতিপটে উদিত হয়, তখনই তাঁহার অসাধারণ সেবাদর্শের অনুসরণে চিত্ত স্বাভাবিকভাবে লোভাকৃষ্ট হয়।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ছিলেন বীর—সহিষ্ণু। অকৈতবমিশ্র হইয়া থাকিয়াও কিরূপে ব্যক্তিগত-জনের চমৎকারিত্ব লাভ করা যায়, অশেষ প্রলোভন ও জাগতিক জটিলতার মধ্যে পতিত হইয়াও কিরূপে শুদ্ধভাবে অবস্থিত থাকা যায়, তাহা তিনি পরম-নিপুণতার সহিত নিজ আদর্শে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ছিলেন বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ। তিনি সমগ্র প্রাণ, সমগ্র অর্থ, সমগ্র বুদ্ধি, সমগ্র বাক্য ও যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায় আহুতি প্রদান করিয়াও কোন দিন কোন-প্রকার দম্ভ বা নিজের সেবা-বিজ্ঞাপন প্রচার করেন নাই; কোন দিন কোন গুরুসেবককে নিজাপেক্ষা হীন, অযোগ্য, অনিপুণ বা নিজের সেবকরূপে বিচার করেন নাই। আবার তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা-মন্ত্রের লোপ হইবে কল্পনা করিয়া তিনি গুরুপাদপদ্মদ্রোহী পাষণ্ডগণের প্রতি বজ্রাদপি কঠোরতা প্রকাশ করিয়া তাহাদের সমস্ত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র 'বজ্রকে বীরের ন্যায় অগ্র ধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবার জন্য সর্ব্বদা নিরলস, কুতার্কিকগণকে তুচ্ছ অপেক্ষাও অধিক সহিষ্ণু এবং কৃপালু ও শুদ্ধবৈষ্ণবানুসরণ-মতবাদ-খণ্ডনে সিংহ শাবকের ন্যায় তেজীয়ান ছিলেন। তিনি ছিলেন সারগ্রাহী বৈষ্ণব, সত্যসার, সংযমশীল, ধীর, স্থির, সর্ব্বস্ব-সমর্পিতাত্মা, আদর্শ, বিশুদ্ধ ও বিপ্রলম্ভ সেবক। শ্রীনন্দনন্দনের ন্যায় তাঁহার সেবাসম্বল ছিল বজ্রের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন। মায়ার বা মায়াবাদী-চক্রগণের কোনপ্রকার বিক্রম তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও তাঁহার অমূল্য গুরুসেবাসম্বল হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই।

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী—এই চারিটীর যে-কোন একটী মানবকে সাধারণতঃ ভক্তি-বিমুখতার পথে পরিচালিত করে। কিন্তু সেবাদর্শের শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুতে এই চারিটী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকিলেও তাহারা তাঁহাকে ভক্তিবিমুখ করিতে সমর্থ হয় নাই; বরং, সেইগুলি তাঁহাতে অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবাসৌন্দর্য্যই অধিক প্রকাশমান হইয়াছিল।

আজ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ-তিথিতে তাঁহারই সেবাদর্শ অনুসরণমুখে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে শ্রীশ্রীগুরুপূজার অর্ঘ্যে প্রদান করিবার আশায় পোষণ করিতেছি।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু আমার কৃপাবশে সাধু পত্রিকে শ্রীরূপপাদপদ্ম সেবার উৎসাহে উৎসাহ দান করুন—এই তাঁহার ও তাঁহার অভীষ্টদেব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে সর্বান্তঃকরণে বিজ্ঞপ্তি।

সনাতন-শিক্ষা

(১)

ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদপ্রবর অন্যতম নিজজন শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুবরের স্থান আপাততঃ। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু রাজ্য ত্যাগ করিয়া ও সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বসিয়া শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীচরণে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'—এই প্রশ্ন করিয়া তাঁহার নিকট সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানের প্রকাশ করাইয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর এই প্রশ্ন তাঁহার নিজের জন্য নহে, পরন্তু তিনি সর্বজ্ঞানবান, আমাদের মত অজ্ঞানান্ধ প্রয়োজনবিমুখ বদ্ধজীবের দুঃখে দয়াপরবশ হইয়া পরদুঃখদুঃখী হইয়া জীবের সত্য স্বরূপ ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন শ্রীমহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু প্রকৃত আত্মবান্ধব। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে এইভাবে প্রণাম করিয়াছেন,—

বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

—বিলাপকুসুমাঞ্জলি-৬ প্রেমভক্তিরস আমাকে জোর করিয়া পান করাইবার জন্য যত্ন করিয়া যিনি বৈরাগ্য ও ভক্তিরসের মাধুর্য-জ্ঞাপনাদির যোগ্য চক্ষুর্হীন আমাকে পান করাইয়াছিলেন, সেই দয়ার সাগর পরদুঃখদুঃখকাতর শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে আমি আশ্রয় করি।

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর 'কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'—এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং দৈবী শক্তি ও মায়াশক্তির স্বরূপ সম্বন্ধ ও ভাগবতের পরতঃপ্রকট সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য তাঁহাকে শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশীর্বাদ-প্রার্থনামুখে মাধুর্যামৃত হইতে সনাতন শিক্ষার তাৎপর্য গ্রহণে কীর্তনাভিনিবেশ করিবার প্রয়াস করিতেছি।

জীবের স্বরূপ ও অবস্থা—'কে আমি' অর্থাৎ জীবের স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ।"

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণদাসত্ব তাহার সত্তাগত ধর্ম। তরলতা যেরূপ জলের স্বাভাবিক অবস্থা, সেরূপ কৃষ্ণদাসত্ব জীবের স্বাভাবিক সত্তাবৃত্তি। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তি বা অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি, মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি,—এই তিন শক্তি প্রধান। জীব তটস্থাশক্তি। জীব কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি অর্থাৎ চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ—এই উভয়ের সীমায় স্থিত বলিয়া উভয় জগতের সহিত সম্বন্ধ পাইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট। তটস্থ জীব কৃষ্ণের সহিত নিত্য ভেদ ও নিত্য অভেদ। কৃষ্ণ ও জীবের মধ্যে ভেদ ও অভেদ—এই পরস্পর বিপরীত ধর্ম যুগপৎ বর্তমান। জীব কৃষ্ণের অণু অংশ। কৃষ্ণ বৃহচ্চৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য। কৃষ্ণ পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, জীব অণুসচ্চিদানন্দ। কৃষ্ণের সহিত জীবের এই যে অভেদ, উহা পরিমাণগত, পরন্তু সত্তা বা ধর্মগত নহে। চিদ্বস্তু-হেতু জীব কৃষ্ণের অংশপ্রকাশ এবং অণুচৈতন্য-স্বরূপতঃ বৃহচ্চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ভেদপ্রকাশ। কৃষ্ণসহ জীবের এই ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ। জীবের তটস্থ-স্বভাব হেতু এই যুগপৎ ভেদাভেদ সিদ্ধ হইয়াছে। জীবের অণুত্ব বা কিরূপ 'তটস্থ'? শ্রীমহাপ্রভু উদাহরণ প্রদর্শনমুখে বলিয়াছেন,—

"সূর্যাংশ-কিরণ যৈছে অগ্নিজ্বালাচয়।"

অর্থাৎ জীব সূর্যের কিরণ-কণস্বরূপ, অথবা উদ্দীপ্ত অগ্নি হইতে উত্থিত স্ফুলিঙ্গের ন্যায়। জীব কখনও বৃহচ্চৈতন্য হইতে পারে না। কারণ সে বৃহচ্চৈতন্যেরই তটস্থাশক্তিকণ। উপনিষদ 'তত্ত্বমসি'—এই যে বাক্য দেখা যায়, মায়াবাদিগণ 'সেই ব্রহ্মই তুমি' তাহার এইরূপ কল্পিত অর্থ করেন; কিন্তু ভাগবতাচার্যগণ 'তৎ' অর্থে 'তস্য' এই অর্থ করিয়া থাকেন অর্থাৎ 'পরমেশ্বরের তুমি'—ইহাই ঐ বাক্যের প্রকৃত অর্থ। জীব পরমেশ্বর-কর্তৃক সৃষ্ট ও নিয়মিত। ভক্তকুলমণি মধ্বাচার্য পাদ স্বকীয় গ্রন্থে শ্রীমধ্বভাষ্যে 'তৎ' শব্দের 'তস্য' এই অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,—জীবকে নিত্য ও অনিত্য দুই বলা যায়। জীবের কারণ-শরীরের শক্তি যে ঈশ্বরের নিত্য, অনাদি ও অনন্ত; অতএব কারণ-জীবের অবস্থানে জীব নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়।' কিন্তু উৎপত্তির হেতু স্বাধীনতা; যদি কখনও জীবকে লয় করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে লয় অবশ্যই হইতে পারে; এজন্য জীবকে অনিত্যও বলা যায়।

জীব সত্য, 'কিন্তু নিত্যরূপে সত্য নহে। পরমেশ্বর নিত্য সত্য। পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছাধীন হওয়ায় জীবের স্বতন্ত্র নিত্য সত্তা-স্বরূপ স্বীকৃত হয় না; অতএব জীব নিত্য হইলেও 'নিত্য নিত্য' নহে। সুতরাং জীব ভগবানের সহিত যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। তবে এই ভেদাভেদ অচিন্ত্যজ্ঞানগম্য নহে; এজন্য তাহা অচিন্ত্য ভেদাভেদ। শ্রীগৌরসুন্দর এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তকেই চরম সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করিয়াছেন।

জীব স্বরূপে কৃষ্ণের নিত্যদাস হইলেও বর্তমান অবস্থায় কেন দুঃখ পাইতেছে? তদুত্তরে শ্রীমহাপ্রভু বলিতেছেন,

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদিদুঃখ॥"

আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস—এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার দরুণই জীব মায়াবন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছে। তটস্থ অবস্থায় অবস্থানকালে জীব মায়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় কৃষ্ণবহির্মুখতাক্রমে মায়া যোগমায়া দ্বারা চালিত হওয়ায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবের এই বন্ধন-প্রাপ্তি অনাদি কাল হইতে সিদ্ধ। জীবের মায়াপ্রবেশ ঘটিলে মায়িক কালের গণন। সেই কাল-গণনার পূর্বেই জীব কৃষ্ণবহির্মুখ হওয়ায় সেই বহির্মুখতা 'অনাদি'; যেহেতু তাহা মায়িক কালের পূর্বেই হইয়াছে।

বহির্মুখতা-দূরীকরণের একমাত্র উপায় কি? তদুত্তরে শ্রীমহাপ্রভু বলিতেছেন,—

"সাধুশাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদ পুরাণ॥
শাস্ত্রগুরু আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান।"

ভগবদুন্মুখতাই ভগবদ্বহির্মুখতা-দূরীকরণের একমাত্র উপায়। বহির্মুখতাই জীবের মূল রোগ। এই রোগের নিদান-বিচারে বহির্মুখতা-বিনাশই ভগবৎসাম্মুখ্যের সাধ্যে উপায়ই হইয়াছে.—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

(ভাঃ ১১।২।৩৭)

ভগবদ্বিমুখ জীবের ভগবদ্বিস্মৃতিপ্রভাবে আত্মা বা দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপর্যয় এবং স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছে। বিষ্ণুমায়ারূপা মায়া প্রভাবে জীবের স্ব-স্বরূপের অস্ফূর্তি ঘটিয়াছে। ভগবান্ হইতে বিমুখ বলিয়া বস্তুতে অভিনিবেশ জন্য ভেদবুদ্ধি হইতে অন্যান্য ভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সাধু বা সদ্গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ করতঃ স্বনিষ্ঠাপূর্বক তাঁহাকেই একমাত্র আত্মবন্ধু জানিয়া অনন্যভাবে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। জীব ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ভগবদ্বিমুখ হইয়াছে। এখন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি সাধু বা গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় করিলে জীব ভগবদুন্মুখ হইতে পারিবে। শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি
তে॥"

—এই সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী আমার মায়া দুস্পারা। একমাত্র আমাতে প্রপন্ন ব্যক্তিগণই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন। এখানে 'আমাতে প্রপন্ন' অর্থে 'সাধু বা গুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন'—এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ ভগবান্ সাক্ষাদ্ভাবে বহির্মুখ জীবকে আশ্রয় প্রদান করেন না; পরন্তু তিনি সাধু বা গুরুরূপে জীবকে আশ্রয় প্রদান করেন। তিনি নিত্যলীলাপর। জীবের দুঃখযন্ত্রণা তাঁহার কানে পৌঁছায় না। ভবতাপদগ্ধ জীব তাঁহাকে আশ্রয় করিতে অক্ষম। তজ্জন্য তিনি স্বীয় কৃপাকে সাধুর আকারেই জগতে প্রকট রাখিয়া জীবকে তাঁহার আশ্রয় প্রদান করেন।

ভগবৎসাম্মুখ্য কিরূপ?—তাহা উপাসনা-মূলক। এই উপাসনার তিন প্রকার প্রণালী—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। এই তিন প্রকার প্রণালীর মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ—তাহা শ্রীমহাপ্রভু দরিদ্র ও সর্বজ্ঞের উপাখ্যানে এইরূপ জানাইয়াছেন,—কোন দরিদ্র ব্যক্তি কোন সর্বজ্ঞের নিকট নিজ গৃহমধ্যে গোপিত ধনের সংবাদ পাইয়া তাহা প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে সর্বজ্ঞ উপদেশ করেন,—

"এই স্থানে ধন আছে, যদি দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে, তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধনে হাত না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব দিকে তা'তে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
অতএব ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তা'রে সর্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তিফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥
দারিদ্র্যনাশ, ভবক্ষয়, প্রেমের ফল নয়।
প্রেমসুখভোগ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন॥"

উপায়-চতুষ্টয় উক্ত ওজনের দ্বারা যাহা কর্ম, জ্ঞান ও যোগ—এই তিনটী উপাসনা-প্রণালীর মধ্যে পরস্পরের তারতম্য বিচারপূর্বক ভক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দক্ষিণ-দ্বারীয় সাধন কর্মমার্গে জীব

ভোগবাসনারূপ তীব্রগণ বহ্নী-কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া ক্লেশ লাভ করে, ইহাতে তাহার ভোগবাসনা আরও বৃদ্ধি পায়। উত্তরাধ্যায়ীর সংবর নিস্তারাধ্যায়ীর যোগমার্গ। তাহাতে কৈবল্যরূপ কৃষ্ণসর্প শুদ্ধ জীবসত্তাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। নিরাকার জ্ঞানমার্গে জীব ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ অজগরগণ-দ্বারা কবলিত হইয়া থাকে। বৃক্ষের নিকট প্রাণিগণের বিনাশ যাতীত অন্যান্য দুরাশায়ায় অর্থাৎ দশপাতে আলোকিত করিয়া এক অবশেষে প্রাণী-ভিন্নীকেই বিনাশ করিয়া থাকে। সমস্তঃ জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে সাযুজ্য বা কৈবল্য—উভয়ই জীবসত্তার বিনাশকর। এইরূপ কর্ম, জ্ঞান, যোগ—সমস্ত পথ অবাস্তব। তাহাতে কখনও ভগবানের সেবা লাভ হইতে পারে না। আধিকন্তু সেই পথসমূহ সাধককে বৃথা ক্লেশপ্রদানকারী। অবশিষ্ট যে ভক্তিপথ, তাহাই একমাত্র সহজ সরল পথ। তদ্দ্বারা অনায়াসে পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের সেবা লাভ হইয়া থাকে।

অর্চ্চন ও কীর্ত্তন

———::৩)::———

ভগবান্ অর্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর—এই পঞ্চরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এই পাঁচটী তত্ত্ব নিত্যসত্যস্বরূপ হইতে অভিন্ন; তবে দর্শনে প্রকাশভেদমাত্র। অর্চা একটী সাক্ষাৎ ভগবান্। তিনি কাহারও ভোগ্য নহেন। সকলের একমাত্র রক্ষক ও পালক তিনি। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্—আপ্রাকৃত সকলের নিত্যপ্রভু। তিনি অচল-ব্রহ্ম।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতিবলতঃ শ্রীবিগ্রহের বিষয়ে যাঁহাদের বিশ্বাস হয়, তাঁহারাই অর্চ্চনের অধিকারী। কর্ম্মি-জ্ঞ নি-সম্প্রদায় অর্চ্চনের নিত্যত্ব স্বীকার না করায় তাহারা ভগবদ্বিরোধী নাস্তিক। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড।"

(চৈঃ চঃ)

অর্চ্চনই মঙ্গললাভের প্রধান সোপান। অর্চ্চন ব্যতীত অনর্থযুক্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত সাধকের মঙ্গললাভের উপায় নাই। অর্চ্চন ব্যতীত সংকল্প ও অসংকল্প প্রবৃত্তিরূপ অনর্থ হইতে মুক্ত হওয়া ভক্তির অনুকূল পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

অর্চ্চন কর্ম্ম ও ভক্তির ওটরেখা। অর্চ্চনে একটু বাতিক্রম হইলেই ভক্তির পরিবর্ত্তে কর্ম্ম বা অপরাধ হইয়া যায়। অর্চ্চন যদি কীর্ত্তনের দ্বারা চালিত হয়, তবেই তাহা শুদ্ধভাবে সাধিত হয়। সাধুগণ বলেন যে, অর্চ্চন সর্ব্বদা কীর্ত্তনের অধীন হইবে; নতুবা অপরাধ হইয়া পড়িবে। নিজের প্রশংসা অর্চ্চনের উদ্দেশ্য নহে। অর্চ্চনের ফল—বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তির উদয়। শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া যে সেবা বিনা অকপট বৈষ্ণবকে তাহা দিতে হইবে এবং বৈষ্ণবের অবশিষ্ট লইয়া অর্চ্চার পূজা করিতে হইবে। বৈষ্ণবকে জীবন্ত অর্চ্চা-বিগ্রহ বলিয়া জানিতে হইবে। বৈষ্ণবের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিতে হইবে এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথে অর্চ্চন করিলে মঙ্গল হইবে। বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিয়া—অবজ্ঞা করিয়া অর্চ্চন-চেষ্টা বিড়ম্বনা ও পাষণ্ডতা। আগে শ্রীগুরুপূজা, বৈষ্ণবপূজা, তৎপরে বিষ্ণুপূজা, একথা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"প্রথমন্তু গুরুং পূজা ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা
নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

অর্চ্চন-স্বীকার অর্থ—অপ্রাকৃত সাধনের জনকতা-স্বীকার। বদ্ধজীব আমাদের প্রত্যেকেরই অর্চ্চন করা উচিত বটে কিন্তু অর্চ্চন করিতে গিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত যে, কীর্ত্তন বাদ দিয়া কখনও অর্চ্চন শুদ্ধ হইতে পারে না, বৈষ্ণবসেবা বাদ দিয়া অর্চ্চনে সিদ্ধি হয় না। অর্চ্চন যদি সাধুর কীর্ত্তনের দ্বারা নিয়মিত না হয়, তাহা হইলে প্রতি পদেই অর্চ্চকের বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা আছে। সাধকমাত্রকেই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণরূপ ভজন অথবা অর্চ্চন—এই দুইটীর যে-কোন একটী গ্রহণ করিতেই হইবে। অর্চ্চন ভজনের অঙ্গবিশেষ। সুতরাং শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণময় ভজনের সাহায্য বাদ দিয়া অর্চ্চন হইতে পারে না। শ্রবণ-কীর্ত্তনস্মরণরূপ ভজন পরিস্ফুট অর্চ্চনের ফল। যে অর্চ্চনের ফল তাহা নহে, সে অর্চ্চন অসম্পূর্ণ। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"হরি-কীর্ত্তন হ'লে সমস্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। সত্যযুগে ধ্যানের কথা লিখিত আছে। বর্ত্তমান কলিযুগে বিক্ষিপ্ত মনে ধ্যানের কথা পালিত হ'তে পারে না; এজন্য মহাধ্যানের কথা বর্ণিত হ'য়েছে। হরিকীর্ত্তন—মহাধ্যান। ধ্যানে দোষ প্রবেশ ক'রেছিল বলে ত্রেতায় যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। এজন্য কলিতে মহাযজ্ঞ সংকীর্ত্তনের বিধি। যজ্ঞে দোষ আরোপিত হওয়ায় দ্বাপরে অর্চ্চনাদির প্রবর্ত্তন হ'ল। কলিতে মহা-অর্চ্চন-বিধি—শ্রীনাম-কীর্ত্তন। সমস্ত চিকিৎসায় নিরাশ হ'য়ে অন্তকালে যেমন অত্যন্ত মুমূর্ষু রোগীকে বিষবড়ি খাইয়ে দেয় 'বাঁচে ত খুব ভাল' আছে ব'লে, সেরূপ কলিকালে জীবের দুর্দ্দশার চরম দেখে শ্রীনাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হ'য়েছে। শ্রীনাম-কীর্ত্তনে সমস্তেরই সমাপ্তি হ'য়েছে সকল শাস্ত্র পূর্ণমাত্রায় আছে। কীর্ত্তনই—মহাধ্যান। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহার্চ্চনে ভক্ত নবধার পরিপূর্ণতা। যখনই মনুষ্যের বিচার এসে উপস্থিত হয় যে, সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি, তখনই যজ্ঞ ক'রবার অবকাশ হয়। শ্রীনামভজনই মহার্চ্চন, মহাযজ্ঞ, মহাধ্যান। মহার্চ্চনে অন্যমনস্ক হওয়া উচিত নয়। যখনই অন্যমনস্ক হ'ব, তখনই ব'ল্ব,—সত্যযুগে ফিরে যাই; কিন্তু এখন ত কলিযুগ। হৃদয়বোধগণ এই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চন করেন, আর অবোধগণ অন্যান্য পথ স্বীকার করেন। তা'তে তাঁ'দের মঙ্গল-লাভ হয় না।" অর্চ্চন দৈবতব্রহ্ম-জ্ঞানকে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত করে। অর্চ্চন ব্যাপারটী অর্পণমাত্র। সাক্ষাৎ অনুশীলন নহে। শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে সাক্ষাৎ অনুশীলন। ইহাতে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শ আছে। তবে মুক্তের যে অর্চ্চন, তাহা ভজনই, তাহা বদ্ধের ন্যায় অর্পণমাত্র নহে। অর্চ্চন সম্বন্ধজ্ঞানযোগ্যতা-প্রাপ্তির অসৎ-চেষ্টারূপ অনর্থ হইতে জীবকে উদ্ধার করে। অর্চ্চক হরির শ্রীঅঙ্গ এবং সমস্ত কার্য্য করিয়া নিজ ভোগবাসনারূপ অস্বাস্থ্য হইতে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হন। তিনি তাঁহার সকল ক্রিয়া বিষ্ণুপূজায় নিযুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করায় এবং সকল ব্যাপারই বিষ্ণুপূজায় অর্পণ করিতে আরম্ভ করায় ক্রমশঃ এ মহাবিপজ্জনক বিষয়প্রবৃত্তিসমূহ হইতে রক্ষা পান। গৃহস্থ লোকেরই অর্চ্চন করা উচিত। যাঁহারা অনধিকারে অশুদ্ধরূপ কীর্ত্তন করেন, অথচ বাহ্যে গৃহস্থের আশ্রম স্বীকার করেন, তাঁহাদেরও বাহ্যে অর্চ্চনের আকার সংরক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনধিকারী ব'ড় আনন্দ ক'রবো অর্চ্চনকে বাদ দিয়া ভজনের অভিনয় করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

সাধনক্রমানুসারে ভজন সম্পাদিত হইলেও অর্চ্চন উৎকর্ষতা হওয়ায় উহা ও 'ভজনাঙ্গ' রূপে গৃহীত হয়। সমগ্র 'ভজন' ও 'ভজনাঙ্গ' একই বিধান নহে। সম্প্রদায়সহ অর্চ্চা উপাসনায় 'অর্চ্চন' শব্দ। উপচারসহ অর্চ্চন বিচারে মর্য্যাদামার্গে ভগবৎসেবা 'অর্চ্চন' নামে অভিহিত।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী বৈশিষ্ট্য আছে; শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তনের অঙ্গরূপে অর্চ্চন, কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চনের আদর্শ নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সকল আচার-প্রচারই শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তন-বিগ্রহের জন্য। যে মঠ বা মন্দির হরিকীর্ত্তনের কেন্দ্র, নিষ্কপট হরিকীর্ত্তনকারীর আবাসস্থল নহে, তাহাতে আপাততঃ অর্চ্চনের ঘটা থাকিলেও তাহা অচিরেই প্রাণহীন হইয়া পড়ে। হরিকীর্ত্তনই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাণ—এজন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমস্ত, ভাঁড়ার পাঠশালা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আবক্ষা-সংগ্রহ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থ-প্রকাশ, সাময়িকপত্র-প্রচার, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আপাতদর্শনে বিবিধ-চেষ্টা প্রভৃতি সকলই সাক্ষাৎ হরিকীর্ত্তনকে 'কেন্দ্র' করিয়া অবস্থিত।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলেন, অর্চ্চনাদি যাবতীয় ভজনাঙ্গ কীর্ত্তন-সহযোগে সাধিত হওয়া কর্ত্তব্য। 'যদন্যাপি কর্ত্তব্যং তদপি কীর্ত্তনশিষ্টম্'—এই শ্লোক হইতেও অর্চ্চনকারী অর্চ্চনকে কীর্ত্তনের পরিত্যাগ করিবে না—ইহা বলা হইয়াছে। কীর্ত্তনাধিকারে অর্চ্চন নির্ভর করিতেছে ইহা অর্চ্চনের ব্যবস্থা আছে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

::০::

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ পূজা-মহোৎসব

আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে গত ১৫ই, ১৬ই এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই ফাল্গুন শ্রীশ্রী পঞ্চমী এবং শ্রীশ্রী প্রভুপাদ শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব তিথিপূজা-মহোৎসব ও ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় হরিনামকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-নগর ও সংকীর্ত্তনানন্দে প্রভুর প্রেম ও তাঁহার আবির্ভাব, কলিহত জীবের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী কৃপা প্রভৃতি বিষয় বিশিষ্ট গ্রন্থ ও গৌড়ীয় হইতে আলোচনা করেন। তৎপরদিবস সভায় সমাগত সজ্জন ও প্রধান ব্যক্তির নিকট শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জীব-কল্যাণকর অহৈতুকী লীলাকথা গৌড়ীয় ১১শ বর্ষ হইতে আলোচনা ও পাঠমুখে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত আলোচিত হয়। তৎপরে উপস্থিত প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পাঠের মধ্যে "নিতাইপদ-কমল কোটীচন্দ্র" ও "নিতাই গুণমণি আমার" মহাজনপদ কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

মেদিনীপুরে প্রচার

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সজ্জন ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধু মহোদয়ের সহ গত ২২শে জানুয়ারী, ৮ই মাঘ, শুক্রবার দিবস [illegible] মেদিনীপুর [illegible] প্রচার করেন। [illegible]

সংশোধন — গত ২৮০-২৮১ পৃষ্ঠা [illegible] 'সনাতনের' স্থলে 'সনাতন' হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

নিয়মাবলী

১। শ্রীভগবদ্‌বৈষ্ণবদের [illegible] বা [illegible] একপ্রকার শুভানু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ শ্রীনবদ্বীপের শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। [illegible] বার্ষিক বা নদীয়া-প্রকাশের [illegible] নিত্যযাত্রীদের [illegible] কারমনোবাক্যের [illegible] নিয়োগই উহার [illegible] ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও [illegible] বিশেষ ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হয় না; [illegible] গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। [illegible] পূর্ব ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। [illegible] পরমার্থ সম্বন্ধীয় পত্রাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। [illegible] ডাক-টিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। [illegible] কাগজের [illegible] এক পৃষ্ঠে [illegible] লেখা [illegible] পাঠাইবেন।

৬। [illegible] কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারে। [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] সম্পূর্ণ বস্তু। সুতরাং উহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ [illegible] [illegible], সংবাদ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] — শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া— এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতি [illegible] প্রতি ইঞ্চি	২৲	
" [illegible] কলম	৫৲	৪৲
" অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
" এক কলম	১২	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

ম্যালেরিয়া-নিবারণী প্রচেষ্টা

বাঙ্গলা সরকার ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে কতকগুলি দান মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত দানগুলি নিম্নলিখিতভাবে মিউনিসিপ্যালিটি ও সংস্থাসমূহকে দেওয়া হইয়াছে,—

ঢাকার এবং অঞ্চলের ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে ঢাকা ম্যালেরিয়া নিবারণী কমিটির সভাপতিকে ৩,১১৩৲ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

২৪পরগণা জেলার ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে ঐ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে [illegible]৲ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। সর্ত্ত রহিয়াছে যে, মিউনিসিপ্যালিটিও সম পরিমাণ টাকা নিজ তহবিল হইতে ব্যয় করিবে।

অনুরূপ সর্ত্তে খুলনা মিউনিসিপ্যালিটিকে ১,০০০৲ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

বীরনগর পল্লী-মঙ্গলীকে ২০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। সর্ত্ত রহিয়াছে যে, ঐ ২০০৲ টাকা নিজ তহবিল হইতে ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে ব্যয় করিবে।

অনুরূপ সর্ত্তে দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে ৭৫০৲ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

বাঙ্গলা সরকার হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটিকে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ২,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত কার্য্যের জন্য সরকার বাহাদুর নিম্নোক্ত দানগুলিও মঞ্জুর করিয়াছেন,—কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটিকে ১,৩০০৲ টাকা, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে ১,৫৯৭৲ টাকা এবং নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে ১,০০০৲ টাকা। চট্টগ্রামের [illegible]-অঞ্চলে [illegible]-উন্নয়নকল্পে বাঙ্গলা সরকার ৩,২০০ টাকার দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

লণ্ডনে ভারতীয়দের সিদ্ধান্ত

রয়টারের গত ২০শে ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ,—ভারত লীগের উদ্যোগে লণ্ডনে এক জনসভা হয়। এই জন সভায় উপস্থিত ভারতীয়রা গান্ধীজীকে মুক্তিদানের আবেদনসহ প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন। ভারতসচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস, মার্শাল চিয়াং, সোভিয়েট, তুর্কী ও মিশরীয় দূতের নিকটও একটি বাণী প্রেরণের সিদ্ধান্ত করা হয়।

রেল বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা

নয়াদিল্লী ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় পরিষদে রেল বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা হইয়াছে।

যুদ্ধ সম্পর্কিত যানবাহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল বলেন, সরকার এদেশে রেল-ইঞ্জিন তৈয়ারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কতদিনে উহা তৈয়ারী আরম্ভ হইতে পারে তাহাই প্রশ্ন। যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ইঞ্জিন তৈয়ারী শুরু করার আয়োজন একরূপ ঠিক হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় উহা স্থগিত রাখা হয় এবং অপেক্ষাকৃত জরুরী প্রয়োজন-হেতু অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী আরম্ভ করা হয়। এক্ষণে ভারতে দেশীয় মালমশলা হইতে সকল রেল গাড়ী তৈয়ারী হইতেছে, তবে রেলের চাকার জন্য বিদেশে অর্ডার দিতে হইতেছে।

তুরস্কের প্রতি জার্ম্মানীর হুমকি

রয়টারের ২১শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, জার্ম্মানী, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও স্লোভাক গভর্ণমেন্টগুলিকে জার্ম্মানী সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, তারা যদি বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং প্রবর্তন না করে তবে নৈতিক এমন কি সামরিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হইবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের যে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। [illegible] ও [illegible]-সম্বন্ধে [illegible] শ্রৌত ও [illegible] বিচার ও সমালোচনাই [illegible] এবং সমন্বয় সম্বন্ধে [illegible] সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] কোন কাট্‌ছির সংস্পর্শ নাই। প্লীহা, যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বরের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অব্যর্থ ফল হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

৭নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিঃ প্রেস হইতে শ্রীকৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী-কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ৯ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১৭ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১লা মার্চ্চ, ইং ১৯৪৩, সোমবার { ২৮৩তম সংখ্যা

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু
=:=
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমৃত কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ব্যাখ্যা-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তকৌস্তুভম্
=:=
শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল, টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃতি সহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।
প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ গোবিন্দ, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:০:)::——

শ্রীগুরুদেব ভগবান্ হইয়াও ভগবৎ-সেবক। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবক এবং কৃষ্ণই তাঁহার সেব্য। শ্রীগুরুদেব মুখ্য হরিসেবক ও হরিজনসেব্য। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত, তবে তিনি ভোক্তৃতত্ত্ব নহেন। শিষ্যগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সেব্য জানিয়া তাঁহার সেবা করেন। প্রকৃত শিষ্য শ্রীগুরুকে কৃষ্ণভোগ্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানেন। শিষ্যের সেবা শ্রীগুরুদেব স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি সম্পাদন করেন। শ্রীগুরুদেব নিজে সেবা গ্রহণ করেন না অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তসহ অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণসেবানিরত থাকেন। শিষ্যগণ গুরুসেবা করেন এবং গুরু কৃষ্ণসেবা করেন। গুরুসেবা ও কৃষ্ণ-সেবা একই জিনিষ।

———

যাহার ভগবদ্বিস্মৃতি যত বেশী, তাঁহার চেতন সেই পরিমাণে আবৃত। যাহাদের কিছু ভগবদুন্মুখতা দেখা যায়, তাঁহারাই সাধক। সাধক যদি সাধু সঙ্গে ভজন করিতে থাকেন অনর্থনিবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি হইতে থাকে। মুক্ত-অবস্থাতেই শুদ্ধ কৃষ্ণভজন হয়। প্রত্যেককে সাধুসঙ্গ সাধারণে ভজন আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণেতরাভিলাষমূলক কপটতারূপ অনর্থের নিবৃত্তির জন্য যত্ন করিতে হইবে। অর্থ-প্রবৃত্তির দ্বারাও অনর্থনিবৃত্তি হইবে, সৎসঙ্গের দ্বারাই অসৎসঙ্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। ইহাই বদ্ধাবস্থায় ভজন।

স্বসুখবাঞ্ছাময় ভোগ-ত্যাগের উচ্ছাই ভজনের বাধা। এই বাধা একমাত্র সাধুসঙ্গের দ্বারা অপসারিত হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে ভক্তি ও তাঁহাদের কৃপাই তাঁহাদের সেবা-লাভের উপায়। যেখানে সাধুগুরুতে শ্রদ্ধা নাই, সেখানে সেবাও নাই। সাধুগুরুতে প্রণিপাত বা আত্মনিবেদন ব্যতীত সেবালাভ হয় না। সেবায় কোন কামনা নাই, হেতু নাই—কপটতা নাই। সেবার ফল কেবল সেবা। ভগবৎসেবাবৈমুখ্য বা সেবাবিমুখতাই জীবের বদ্ধাবস্থা; আর ভগবদুন্মুখতা বা সেবাপরতাই জীবের মুক্তাবস্থায় প্রকৃত অবস্থা, সহজ অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা—নিত্যাবস্থা বা স্বরূপাবস্থা। সেবাই সাধন, সেবাই সাধ্য। পরমসত্যের আনুগত্যই—সেবা-আনুগত্যই সেবার মূলমন্ত্র।

———

যাহা নিত্যকাল থাকে, তাহাই সৎ। ভগবান্ ও ভক্তই সৎ। ইহাদের সঙ্গ ব্যতীত যাবতীয় সঙ্গই অসৎসঙ্গ। পুরুষাভিমানেই অসৎসঙ্গ হয়। যেখানে ভোগদর্শন, সেখানেই অসৎসঙ্গ, আর যেখানে সেবা-দর্শন, সেইখানেই সৎসঙ্গ ও সেবা। সাধু-মুখে নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণেই এই অসৎ-বা পুরুষাভিমানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দেহাত্মবোধ থাকিলে ভক্ত ও ভক্তিদেবীর কাছে অপরাধ হয়। আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান যত হইবে, ততই অস্থিরতা কমিয়া যাইবে। 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'—ইহাই জীবের শুদ্ধ অভিমান। এই শুদ্ধ অভিমান প্রত্যেকেরই থাকা দরকার। এই অভিমান প্রবল হইয়া স্বরূপজ্ঞানের যত উদয় হইবে, ততই আমাদের দৃঢ়তা বাড়িবে। তিনি আমার অধীন, তিনি সাধু নহেন। সাধুকে অধীন মনে করিলে অপরাধ হয়। এই চক্ষু দিয়া সাধুকে দর্শন হয় না। সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা সাধুদর্শন হয়। সাধুর শিক্ষা ও উপদেশ শ্রবণ করিলে সাধুর সহিত সাক্ষাৎকার হয়। ভগবানই সত্য; সেবার স্বতন্ত্রতা ভগবৎ-বস্তুকে স্বীকার করেন। স্বতন্ত্র ব্যক্তি কখনও সাধুসঙ্গ করিতে পারে না। অধীন শিষ্যই সাধুসঙ্গের অধিকারী। প্রথমেই অকপট ও নিরভিমান হওয়া চাই, নতুবা হরিভজন হইবে না। যেখানে কপটতা, সেইখানেই অপরাধ। মনুষ্যের অপরাধ না থাকিতে পারে, কিন্তু কপটের অপরাধ আছেই।

সর্ব্বক্ষণ সদালাপের সহিত হরিকথা আলোচনা করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ কীর্ত্তন-প্রভাবে নিরন্তর কৃষ্ণচিন্তা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণ মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবেন। কৃষ্ণ আসিলে অনর্থ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ না করিলে উন্নত হওয়া যাইবে না। অন্যাভিলাষ দুঃসঙ্গ বা কপটতা, ইহা যাহার নাই, তাঁহার মঙ্গল হইয়া যাইবে। হরিকথা-আলোচনা করিতেই হইবে। যাহা সর্ব্বক্ষণ কর্ত্তব্য, তাহার প্রতি উদাসীন থাকিলে মঙ্গল হইবে না।

যেখানে হরিকথায় রুচি নাই, সেখানে ভক্ত ও ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ আছে, বুঝিতে হইবে। যে শক্তি ভগবান্ দিয়া দেন, তাহাই ভক্তি। ভগবৎকথায় রুচি [illegible] কখন পারিব। ভগবৎকথায় যাঁহার রুচি আছে, তাঁহার প্রতি নিশ্চয় শ্রীগৌরাঙ্গের নজর পড়িয়াছে, বুঝিতে হইবে। যেখানে হরিতে রুচি, সেখানে দেহাদিতে অরুচি স্বাভাবিক।

শ্রীসনাতন-শিক্ষা

(২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট ভগবদ্বৈমুখ্যবিনাশকারী নিত্যসাম্মুখ্য-রূপ উপাসনার কল্যাণময় তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন করিয়া [illegible] একমাত্র পরিতোষ অর্থাৎ একমাত্র ভজনীয় বস্তু বা একমাত্র সম্বন্ধ কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব। তিনি পূর্ণ চিদানন্দ, সর্ব্বাবতারী, সর্ব্বাদি, কিশোরশেখর, চিদানন্দতনু ও ব্রজেন্দ্র-নন্দন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

ব্রহ্ম সেই পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তি, পরমাত্মা তাঁহার অংশ।

"ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্বিশেষ-প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যিঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ, সর্ব্ব অবতংস॥"

(চৈঃ চঃ)

যেরূপ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে সূর্য্যের প্রতিষ্ঠা, তাঁহার রথ ও অশ্বাদি নিত্যবর্ত্তমান থাকিলেও দূরদর্শন হেতু সূর্য্য কেবল একটী জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ডরূপে প্রতিভাত হন, তদ্রূপ ভগবান্ স্বরূপতঃ সাকার [illegible] লীলা-বিশিষ্ট থাকিলেও তাঁহার [illegible] অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার [illegible] চেষ্টা করেন, তাহারা তাঁহার [illegible] করিতে না পারায় দূর হইতে সূর্য্য যেমন দর্শনের দ্বার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ভগবানের [illegible] দর্শন করিতে না পারিয়া, তাঁহার অঙ্গকান্তি দর্শন করিয়া তাহাকেই ভগবানের চরমস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করেন তাহা ব্রহ্ম-দর্শন। এই দর্শনে পরতত্ত্বের পরিচয়

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

সাহিত কোন পার্থক্য নাই। তাহাতে সত্ত্বগুণ বর্জিত পরিণতি, নির্বিশেষ, নিরাকার কল্পনা হইয়া থাকে। এরূপ জ্ঞানিগণ পরতত্ত্ব-বস্তুর পূর্ণ সাক্ষাৎকার পান না।

যাঁহারা অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে সেই পরতত্ত্বের ধ্যান করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে স্থিত হইয়া ভগবান্ স্ব বিকৃতরূপ পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন, পরমাত্মা-দর্শনে ভগবৎস্বরূপের আংশিক পরিচয় মাত্র থাকে। পরম ঈশ্বর জীবশক্তি ও মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তির উপর প্রভুত্ব করেন। তাঁহার অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ-শক্তির সহিত বিলাসের পরিচয় নাই।

যাঁহারা শুদ্ধভক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের অনুশীলন করেন, তাঁহারাই স্বরূপশক্তি সহিত বিলাসী ভগবানের পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। কৃষ্ণের স্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী কিশোরশেখর।
চিদানন্দদেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ 'গোবিন্দ', 'পর' নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁ'র গোলোক নিত্যধাম॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু
ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"
(ভাঃ ১।৩।২৮)

'এতে' অর্থাৎ শ্রীরাম নৃসিংহাদি পুরুষাবতারগণ অংশ বা কলা, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; দৈত্য-নিপীড়িত লোককে যুগে যুগে ইঁহারা রক্ষা করেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ রূপ (১) স্বয়ংরূপ; তাঁহার দ্বিবিধরূপ, যথা—(ক) স্বয়ংরূপ এক কৃষ্ণ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহার গোপবেশ ও গোপ অভিমান; তিনি 'লীলা পুরুষোত্তম' নামেও অভিহিত। (খ) স্বয়ং প্রকাশ;—তিনি দ্বিবিধ; যথা,—(১) প্রাভব; যথা একই বপুর বহুরূপ, যেমন রাসে ও মহিষী বিবাহে, (২) বৈভব; যথা—(ক) শ্রীবলদেব—তাঁহার ভাবাবেশ, আকার, বর্ণ ও নাম ভিন্ন হইলেও সব কৃষ্ণের সমান, (খ) দ্বিভুজ দেবকীনন্দন, (গ) চতুর্ভুজ দেবকীনন্দন।

(২) তদেকাত্মরূপ; তাঁহার দ্বিবিধ-রূপ, যথা,—(ক) বিলাস; তাঁহার দ্বিবিধরূপ, যথা—প্রাভব; তাঁহারা চারিটী; যথা—আদিচতুর্ব্যূহ (ক) বাসুদেব—চতুর্ভুজ, ক্ষত্রিয় বেশ, ক্ষত্রিয়-অভিমান, পুরে অধিষ্ঠান, (খ) সঙ্কর্ষণ, (গ) প্রদ্যুম্ন ও (ঘ) অনিরুদ্ধ। (২) বৈভব; নয়টী হয়; যথা—(ক) পরব্যোম-বিলাস প্রকটিত দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ (বৈকুণ্ঠে অধিষ্ঠান) বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ৪ জন। (খ) ইঁহাদের প্রত্যেকের তিন তিন মূর্ত্তি করিয়া ১২ মূর্ত্তি দ্বাদশ মাসের ও দ্বাদশ তিলকের দেবতা, (গ) প্রত্যেকের পুরুষোত্তম, অচ্যুতাদি করিয়া ৮ জন বিলাস-মূর্ত্তি—পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ ও উপেন্দ্র।

(খ) স্বাংশ; তাঁহাদের বহুবিধ রূপ, যথা—(১) পুরুষাবতার; তাঁহারা তিনটী, যথা (ক) কারণোদকশায়ী—প্রথম পুরুষাবতার, (খ) গর্ভোদকশায়ী—দ্বিতীয় পুরুষাবতার, (গ) ক্ষীরোদকশায়ী—তৃতীয় পুরুষাবতার

মোহিত

(শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

আমরা যদি আধ্যাত্মিক বিচারকে সম্বল করিয়া ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগতভাবে গবেষণা আরম্ভ করিয়া সমস্ত জীবন, সমস্ত জীবন কেন, অনন্ত কোটী জীবনও অতিবাহিত করি, তথাপি কে মোহিত ও কে মোহিত নহে, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিব না। যদি বলেন, কেন পারিব না? আমরা মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে কে বা কাহারা মোহিত, তাহাও বুঝিতে পারি না,—একথা আরো সমর্থনযোগ্য নহে। উত্তরে বলা হইতেছে—একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বিষয়টী শ্রবণ করুন, তখন স্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন, কে মোহিত, তাহা বুঝিতে পারিবেন না, একথাটী কেন বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ যাহারা বিচার বা পরীক্ষা করিবেন, তাহারা নিজেরাই মোহিত কি না, তাহার পরীক্ষা কে করিবে? যদি বলা যায়, তাহারাও মোহিত, তবে তাহাদের বিচার বা পরীক্ষার ফল নির্ভুল বলিয়া কে বিশ্বাস করিবে? এখন একটু অনুসন্ধান করা হউক, কাহারা মোহিত। মোহিত দুই প্রকারের,—একপ্রকার মোহগ্রস্তের আক্রমণকারী অর্থাৎ স্বানন্দে স্বেচ্ছায় যোগমায়া-মোহিত থাকিয়া নিত্যকাল প্রেমানন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত থাকেন, আর এক প্রকার মোহিতগণ মহামায়ায় মোহিত থাকিয়া কর্ম্মানুসারে জন্ম প্রদান করত অনন্তকাল দগ্ধীভূত হন। এই দুই-প্রকারের দৃষ্টান্ত অসংখ্য শাস্ত্রে দৃষ্ট হইলেও প্রমাণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দুই একটী বাক্য উদ্ধার করিয়া বিষয়টী আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। ভগবান্ স্বয়ং একপ্রকার মোহিতের কথা গীতায় উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥"
(গীতা ১৬শ অঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে দেখা যায়—

"অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা
বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি
দুঃখিতাঃ॥"

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মনুষ্যগণের আচার-ব্যবহার ও অবস্থার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মোহিতগণেরই নিদর্শক। মাত্র দুই চারিটী বাক্যদ্বারাই তাহা বেশ অনুভব করা যায়; যথা—

"নিরবধি নৃত্য, গীত, বাদ্য, কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য কেন বা কীর্ত্তন?
কা'রে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে॥"

শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি,—

"মূঢ় সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন,—

দুর্ল্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু,—দুঃখ কহিব কাহারে॥
'সংসার' 'সংসার' ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই, ছায়াবাজীপ্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি, না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
হায় হায় নাহি ভাবি—অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুকুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসারবৈভব, আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

আর একপ্রকার মোহিতের উদাহরণ আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রে দেখিতে পাই এবং পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান গুরুবর্গের লীলায় ও তাঁহাদের শ্রীমুখারবিন্দ হইতেও পুনঃ পুনঃ শ্রবণের সৌভাগ্য পাই,—

"তাং স্তন্যকামামাসাদ্য মথ্নন্তীং জননীং হরিঃ।
গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্॥
বর্ত্মনিঃ সৃজন্তীঃ স্তনম্বয়ং
নিরীক্ষমাণে জননী হ্যতিষ্ঠৎ॥"
(ভাঃ ১০।৬।৯)

এই শ্লোকে আমরা অপ্রাকৃত মোহের কথা জানিতে পারি। অপ্রাকৃত মোহ লৌকিক প্রাকৃত ধারণায় বুঝিতে অসুবিধা হইলেও সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকট সকল অসম্ভব ব্যাপারই সম্ভব হয়। উক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, পুতনারাক্ষসী কংসকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিষমিশ্রিত স্তন পান করাইয়া বধ করিবার উদ্দেশে যখন শ্রীনন্দমহারাজের গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন শ্রীযশোদা ও রোহিণীদেবী দুই জনই তথায় উপস্থিত থাকিয়া এক দৃষ্টে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়াই অবস্থান করিতেছিলেন। "নিরীক্ষমাণে জননী হ্যতিষ্ঠৎ" এই বাক্যে তাহাই বলিয়াছেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, তাঁহারা কেন পুতনাকে নিবারণ করেন নাই? উত্তরে শ্লোকের অগ্রিম "কোষ পরিচ্ছদাসিবং" এই বাক্যাংশের টীকায় বলিয়াছেন—"সূক্ষ্মবসনঃ কোষঃ পরিচ্ছদঃ আবরণং যস্য তথাভূতমসিমিবেতি তস্যাঃ প্রভাবর্দ্ধিতে অন্তঃকূটে সৎপুত্রস্নেহানুসারি কিঞ্চিদপি কিমর্থমাগতাসি কুত্রত্যা বা বাৎসল্যেন স্বয়ং পায়য়িতুং মোহিতে সত্যৌ জনন্যৌ নিরীক্ষমাণে এব কেবলমতিষ্ঠতাং ন তু নিবারয়ামাসতুঃ॥" অর্থাৎ সূক্ষ্ম চর্ম্মের আধারে রক্ষিত সুতীক্ষ্ণ অসির ন্যায় পুতনার অন্তরে গরলপরিপূর্ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার দুর্ব্বাসনা থাকিলেও বাহ্যে বেশভূষা, জননীর ন্যায় বাৎসল্যভাবযুক্ত চেষ্টা সকল দেখিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, পুত্রের জন্মের কথা শ্রবণ করিয়া আত্মীয়া কিংবা স্বর্গের দেবী অথবা ত্রৈলোক্যের সম্পাদই এইরূপ মূর্ত্তিধারণ করিয়া বাৎসল্যে স্তন পান করাইতে আসিয়াছেন। এই প্রকার চিন্তা করিয়া যশোদামাতা ও শ্রীরোহিণীদেবী তাহার প্রভাবে অভিভূত হইয়া এক দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন, উভয়ের মধ্যে কেহই সেই রাক্ষসীকে নিষেধ করিলেন না। এস্থানে যে মাতা শ্রীযশোদা ও শ্রীরোহিণীদেবীর পুতনা রাক্ষসীর মায়ায় মোহিত হইবার অভিনয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণলীলাপুষ্টির জন্য তাঁহাদের স্বরূপশক্তিসম্পাদিত বুঝিতে হইবে। উহা প্রাকৃত মোহ নহে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঐশ্বর্য্যমিশ্র হইতে ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন কেবল মাধুর্য্যময়সেবার চরম উৎকর্ষের কথা বলিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—"তাদৃশ চিন্ময়ী মায়া-প্রভাব-বিষয়েও অজ্ঞেয় বিষয়, তাহা তাঁহার

ভাগবত, ভুক্তি, গঠায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রায় নমঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ, রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে **শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব** উপলক্ষে গ্রন্থপ্রদর্শন, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরশাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থ পাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-অতিথি-অভ্যাগত [illegible] যাত্রা-মহোৎসবাদি হইবে। ৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ, সোমবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] পত্রাদি পঠিত ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অবশ্য সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সমভাবে পরমানন্দিত হইবেন।

চরিতার্থ-বিনত

শ্রীসুন্দরানন্দ দাস বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন —

আগামী ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ শুক্রবার হইতে এক পক্ষকাল শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সম্প্রদায়ের সেবোদ্যোগে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন সেবানায়কতায় শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। যদি যোগদান করিবার সুযোগ না হয়, এই শুভ অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। নিম্নে এক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা

(১) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীমুরারিগুপ্তের [illegible], চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত ভবন) ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, শুক্রবার। (২) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, বেলপুকুর, মেঘার চর) ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ শনিবার। (৩) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার, হরিহরক্ষেত্র, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, দেবপল্লী, দেপাড়া)—৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ, রবিবার। (৪) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, ব্রাহ্মণপুষ্কর, বামনপুকুর)—১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, সোমবার। (৫) **শ্রীকোলদ্বীপ** (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গার কোল ও চর, চম্পকহট্ট, কোল-আমাদ, কোলের দহ)—২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ মঙ্গলবার। (৬) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (রাতুপুর, চম্পাহাটী বা চাঁপাহাটী ও শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ, বুধবার (শ্রীএকাদশীর উপবাস)। (৭) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বিদ্যানগর, জানগর)—৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার। (৮) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডালা মাতাপুর)—৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ শুক্রবার। (৯) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, [illegible], [illegible] ডাঙ্গা)—৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ শনিবার।

৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ, শনিবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তন হইবে।

৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ, রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাবপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

জন্ম-উৎসবের সমস্ত প্রণামী ও অর্থাদি মহাশয়ের সুবিধা অনুসারে ধামাধিকারী শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠ, পোঃ অঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

স্বপ্নাবস্থা যোগমায়াকৃত সম্ভাবন।" (লঘুভাগবত) শ্রীমদ্ভাগবতে ২।১০।৩৭ শ্লোকে বোধ হ পাওয়া যায়

"ন বৈ বিদুঃ ঋষয়ঃ [illegible]
যঃ কর্ম্মণাং পারমপারকর্ম্মণঃ।
যদাত্মনাত্মাঙ্গকুপ্রযোজিতং
বিশ্বং সৃজত্যবতি বেদ [illegible] ॥"

অর্থাৎ 'হে ভগবন্, যে ব্যক্তি আপনার অপার ও অগম্যলীলার অবধি জানিতে বাসনা করে, সে অতিশয় মূর্খ। হে ভগবন্, আপনার অপরাজিতো হত এই সমগ্র জগতের অস্তাধিষ্ঠান করুন।' ঐ শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন—"নহ মায়ামোহিতো জীবো ন জানাতু নাম, মায়াতীতো মহতো মায়াধিকারী ভোক্তা ব্রহ্মাদিঃ স্ব ভব যোগমায়া চিচ্ছক্তিরূপা অন্তরঙ্গা শক্তিঃ মোহয়তি। অগম্যমোহিতং চ তাঁহারই মোহিতং সর্ব্বজ্ঞ-লোকম: প্রাকৃতম্ বিশ্বং, অতঃ যে অপ্রাকৃতাঃ স্বজনগণ যোগমায়য়া ভগবদ্বৈমুখ্যে নিমগ্ন মোহয়তি। যে চ স্বভক্ত প্রাকৃতা জীবাস্তে মায়য়া বৈষয়িক-সুখদুঃখেষু নিমগ্না মোহয়তি ইতি কর্ম্মণাং পারং জানাতীত্যর্থঃ॥" শ্রীভগবান ও তাঁহার ভক্তের মধ্যে ঐ তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভগবান্ বলিতে পারেন যে, যদি বল মায়ামোহিত জীবগণ আমার অগম্য অনন্তলীলা জানিতে পারে না, তাহা সত্য। কিন্তু মায়াতীত মায়াধিপ আমার ভক্তগণ কেন জানিবে না? তদুত্তরে বলিতেছেন, আপনার যে চিন্ময়ী স্বরূপশক্তি, সেই যোগমায়া দ্বারা আপনার ভক্তগণ মোহিত ও অন্তর্মুখে নিমজ্জিত; আর প্রাকৃত জীবগণ আপনার বহিরঙ্গা-শক্তি মহামায়াদ্বারা মোহিত ও জড়বিষয়-সুখ দুঃখে নিমজ্জিত। সুতরাং হে ভগবন্, কে আপনার অপ্রাকৃত অনন্ত লীলার অন্ত জানিতে পারেন? আমরা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি, এই দুইপ্রকার মোহের মধ্যে কিপ্রকার ভেদ রহিয়াছে। এখন আমরা একটি সাধারণ উদাহরণদ্বারা বিষয়টি সংক্ষেপে বিচার করিয়া দেখিব। সর্ব্বপ্রথমেই বলা হইয়াছে যে, আধ্যাত্মিক বিচার সহস্র করিয়া অনন্ত কোটি জন্মেও কেহ মোহের স্বরূপ জানিতে পারিবে না। এই কথাটি কিন্তু কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক, মহামায়াবিমোহিত-দর্শনশাস্ত্রেই বলা হইয়াছে। কারণ যাঁহারা ভগবানের চিচ্ছক্তিদ্বারা মোহিত হইয়া তাঁহার আনুগত্যে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণসেবা-নন্দানুভূতিতে নিমজ্জিত আছেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের, ব্রহ্মলোকের, বৈকুণ্ঠের, এমন কি বৈকুণ্ঠোপরিস্থিত গোলোক-বৃন্দাবনের অর্থাৎ প্রাকৃতাপ্রাকৃত সমস্ত পদার্থের বিষয় সম্যক্ অবগত আছেন। এই প্রাকৃতাপ্রাকৃত রাজ্যের একমাত্র মালিক যিনি, তাঁহাকেও যাঁহারা জানিয়াছেন, কেবল জানিয়াছেন নহে, সেবাদ্বারা বশ করিয়াছেন, সেইরূপ ভক্তগণের জানিবার বাকী কি থাকিল? তবে যে কখনও কখনও সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের ও সর্ব্বজ্ঞ ভক্তেরও মোহের কথা বা অজ্ঞতার কথা, তাহা এই ভাবে বুঝিতে হইবে। যেরূপ, কোন ঐন্দ্র-জালিক প্রধান বিদ্যার কারণ কোন বালকের [illegible] একমাত্র বালকপুত্রকে লোক সমক্ষেই কাটিয়া দিয়া খড়্গাপরি স্থাপন করত তাহার মস্তক ছেদন করিতে থাকিলে, ঐ বালকের পিতা মাতা [illegible] বিস্মিত হইয়া রোদন করিতে থাকে এবং ঐন্দ্রজালিককে [illegible] কাতর বাক্য বলে, তাহাতে যদি উদ্ভব হয়, ঐন্দ্রজালিক তখন "আমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ আমার [illegible] সকলে ঠিক মোহিত হইয়াছে।" এই সকল উপলব্ধি ও [illegible] আনন্দ অনুভব করিতে [illegible] ঐ বালককে মোহিত মনে করিলেও ঐন্দ্রজালিক নিজে যে মোহিত নয়, সে নরহত্যাও করিতেছে না, তাহা তাহার বেশ জানা থাকে। এবং বিচার করিলে দেখা যায়, মোহিতগণ মোহিত হইয়া মোহ উৎপাদন-কারীকেও মোহিত বলিয়া মনে করিলেও প্রকৃত পক্ষে উহা ঐন্দ্রজালিকের নিজ বিমোহিত না হইয়া অপরকে মোহিত করিবার শক্তি। সেইপ্রকার অপার লীলাবিলাসী শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদগণ এই জগতে অবতরণ করিলে তৎকালে মায়া মোহিত জনগণ তাঁহাদিগকেও মোহিত বলিয়া মনে করে। মোহিত জীবগণ তাহাদের প্রাকৃত বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও শ্রমদ্বারা যত অবিরত যাবজ্জীবন চেষ্টা করিয়াও শ্রীভগবান্ ও ভক্তের স্বরূপ, লীলা ও তাঁহাদের অপ্রাকৃত উদ্দেশ্য জানিতে পারে না। ইহাই তাহাদের পরাজয়। কিন্তু ঐন্দ্রজালিকের আশ্রয়কারী অর্থাৎ নিজের লোক যেরূপ মুগ্ধ না হইয়াই সাহায্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবানের ভক্তগণ মহত্ত্বের—[illegible] আচার্য্যবর্গের [illegible] আশ্রয় করিয়া সর্ব্বপ্রকারে স্বরূপ-শক্তির নিত্য আনুগত্য লাভ করিয়া প্রাকৃত মোহ হইতে নির্ম্মুক্ত হন।

শ্রীধামে মহোৎসব.

গত ১৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, শ্রীশ্রী [illegible] তিথি দিবস শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-উপলক্ষে-মহোৎসব বিশেষ হরিসংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

[illegible] মঙ্গলারাত্রিকের পর একটী নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করেন। তৎপরে পরমারাধ্যতম শ্রীল [illegible] প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ শ্রীল [illegible] কীর্ত্তন করিয়া শ্রীভক্তি-[illegible] ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্ন-ভোগরাগাদিকের পর ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারতির পর [illegible] [illegible] কীর্ত্তন করিয়া [illegible] করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কীর্ত্তন [illegible] পাঠ করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গত ১৩ই ও ১৪ই ফাল্গুন [illegible] গোলমাল থাকায় গত ১৬ই ফাল্গুন, শনিবার শ্রীনদীয়া প্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

—:o:—

নিয়মাবলী

১। শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রাণ স্বরূপ সর্ব্বজন-বিবেচিত ব্যক্তিগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ দৈনিক পত্রিকার গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত বা নদীয়া-প্রকাশের বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহকের সাময়িক নিয়োগ হইবে না।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ অনুযায়ী বিনা নিয়মে দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখিতে অনুরোধ।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। সংবাদের জন্য হইলে Reply card বা ৵১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের ভার লওয়া হয় না; কেবল গ্রাহকগণের স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্ত্তন জানাইতে হইবে। পূর্ব্ব ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রবন্ধ ব্যতীত সংবাদ-সম্বন্ধীয় পত্রাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত পত্রাদি ফেরৎ পাঠাইতে হইলে ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ পত্রাদি কাগজের একপৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের জন্য কাহারও কোনরূপ অর্থাদি আদায় করা হয় না; শ্রীনদীয়া-প্রকাশ যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ অপরাধের পক্ষপাতী নহে, সুতরাং তাহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অন্যায় অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সম্বন্ধে যাবতীয় পত্র—শ্রীনদীয়া-প্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চ	১৲	৸০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে স্বতন্ত্র হার।

বিবিধ সংবাদ

চাউল রপ্তানী সম্বন্ধে বাঙ্গলায় ১০টি জেলায় সরকারী আদেশ

—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা খাদ্যসংগ্রহকারী কর্ম্মচারীর ছাড়পত্র ব্যতীত বাঙ্গলার নিম্নলিখিত ১০টি জেলা হইতে রেল ষ্টীমার অথবা নৌকাযোগে ৩ মণাধিক ধান অথবা চাউল বাহিরে প্রেরণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। নিম্নে উক্ত জেলাগুলির নাম দেওয়া হইল:—বাঁকুড়া, হুগলী বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর এবং ত্রিপুরা।

———

বাঙ্গলায় উৎপন্ন চাউলের আনুমানিক পরিমাণ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে কৃষিবিভাগের মন্ত্রী খান বাহাদুর তামিজ খান বলেন যে, ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলায় উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ আনুমানিক ৬৯৩৮৪০০ টন। এই বৎসর বাঙ্গলার যে পরিমাণ চাউলের প্রয়োজন হইবে তাহার পরিমাণ আনুমানিক ৯২৬৮৬০০ টন।

———

সিংহলে নারী প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ

—এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে, সিংহল গভর্ণমেণ্ট জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে এক নূতন আইন জারী করিয়াছেন যে, সিংহলবাসিনী, সিংহলবাসীর সহিত বিবাহিতা, ভারতীয় হইলে সিংহলবাসীর সহিত পরিবার বা আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ নারী ব্যতীত যে কোন বয়সের অন্য নারী সিংহল গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী বা তাঁহার পক্ষ হইতে অন্য কোন কর্ম্মচারীর অনুমোদন পত্র ব্যতিরেকে সিংহলে প্রবেশ করিতে পারিবে না। শাসনকর্ত্তৃপক্ষের মতে ব্যবসায়-দারী পুরুষদের সহিত ভারতীয় নারীরা সিংহলী নারীর ন্যায় অধিকার লাভ করিবে এবং অনুমোদন পত্র ব্যতিরেকে প্রবেশ করিতে পারিবে। যে সকল ভারতীয় নারীর সহিত কোন পুরুষ আত্মীয় থাকিবে না কিংবা সিংহলে কোন আত্মীয় নাই তাহাদের অনুমোদন লইতে হইবে।

———

রেলওয়ে বাজেট

—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেলওয়ে বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা শেষ হইয়া এবং সমস্ত বরাদ্দের প্রস্তাবই গৃহীত হয়। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের চাকুরীর অবস্থা সম্পর্কে যে অভিযোগ আছে, সেই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত যোশী কর্ত্তৃক আনীত ছাঁটাই প্রস্তাব সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত সাংঠার নওলরায়, মিঃ আজহারালী, মিঃ এন্টনী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করেন কিন্তু রেলওয়ে বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল গভর্ণমেণ্টের অভিমত জানাইবার পর প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়।

———

কর্পোরেশন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গত অক্টোবর মাসে বাঙ্গলা সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ১০ লক্ষ টাকা চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিবার সিদ্ধান্ত কর্পোরেশনের সভায় গ্রহণ করা হয়। এই দেনা শোধ দিয়া বৎসরান্তে কর্পোরেশনের কোন উদ্বৃত্ত তহবিল না থাকার সম্ভাবনায় ফাইন্যান্স ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উক্ত ঋণ শোধ দিবার অব্যবহিত পরেই পুনরায় ঐ পরিমাণ টাকা ধারের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করার সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়। মিঃ ডি. কে. কোলেন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মিঃ বেগম, মিঃ সিদ্দিকী এবং শ্রীযুক্ত ধনীন্দ্রনাথ বসু আলোচনায় যোগ দেন।

ডাঃ বি এন দে আরও ৫ বৎসরের জন্য চীফ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করিয়া কর্পোরেশন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বাতিল করিবার জন্য শ্রীযুক্ত নরনাথ হালদারকে প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি দিতে কর্পোরেশন অসম্মতি জানাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

* বিদ্যালোলপ্রাপ্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন সময়ে প্রশ্নকর্ত্তাগণের যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

——

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় অপ্রকাশিত গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভক্ত সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাসমূহের বিচার ও সমালোচনাই প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমন্বয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় জ্বরের ইহার কাটিতি অত্যাশ্চর্য্য। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

৫নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদনগোপাল মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
শ্রীঅনন্তকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিত্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভক্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল, টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৭শ বর্ষ { ১১ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ১২শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৩রা মার্চ্চ, ইং ১৯৪৩, বুধবার ২৮৪-২৮৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ গোবিন্দ, বাসু আনন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

যাঁহারা এজগতের কোন কিছু সম্বল করেন না, তাঁহারা অকিঞ্চন। যাঁহারা অকিঞ্চন, তাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসী। অকিঞ্চনতাই মঠের রূপ। এই রূপে শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হন। অকিঞ্চনতা, শরণাগতি বা দীনতা না থাকিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাবৈভব আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না, আমরা তাঁহার সেবার লালসাবিশিষ্ট হইতে পারি না, অতএব সেবাপাত্রও হয় না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবই অকিঞ্চনের সম্বল। অকিঞ্চন জানেন যে, কৃষ্ণ-ইচ্ছা ও কৃষ্ণকৃপাই বলবতী। তাই তিনি নিজের প্রতি কোন ভরসা না রাখিয়া কৃপার উপরই নির্ভর করেন। নিজের বল বুদ্ধির প্রতি কোন ভরসা রাখেন না বলিয়াই তিনি নিজের সেবাচেষ্টা বা সাধন চেষ্টাও ছাড়িয়া দেন না। সেবার জন্য তিনি প্রাণপণে যত্ন করেন, তবে তাঁহার সেই চেষ্টার বা সাধনের উপর নির্ভর না করিয়া কেবল সেব্যবস্তুর কৃপার প্রতি ভরসা রাখেন। কৃষ্ণ কৃপা করিবেন—এই বাক্যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তাই তিনি কেবল তাঁহাদেরই সঙ্গপ্রার্থী। তিনি নিষ্কপট আর্ত্তি, দৈন্য ও আত্মনিবেদন-মুখে বৈষ্ণবগণের কৃপার প্রার্থী হইয়া অনন্যাভিলাষ-বর্জ্জিত। তিনি সর্ব্বদা সতর্ক। তাঁহার অলসতা, জড়তা প্রভৃতি নাই। তিনি অসারগ্রাহী নহেন, সারগ্রাহী। তিনি এ জগতের কোন বস্তুর গ্রাহক নহেন বলিয়া গুরুবৈষ্ণবানুগমনের যোগ্যতা তাঁহার আছে। এজগতের কোন আকর্ষণের বা বিকর্ষণের মধ্যে তাঁহার অবস্থান নাই। 'আমি কৃষ্ণদাস, গুরুকৃষ্ণসেবাই আমার নিত্যধর্ম্ম'—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তিনি হরিসেবায় যত্নবান্। তাঁহার 'আমি একান্ত অযোগ্য কিঙ্করাধিকিঙ্কর'—এই অভিমান পূর্ণমাত্রায় আছে। এই অভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে সেবা হয় না।

———

চিত্ত-স্থির না হইলে সেবা হয় না, চঞ্চল বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি সেবা করিতে পারে না। লক্ষ্য স্থির হওয়া দরকার। লক্ষ্য স্থির না হইলে কিছুই হইবে না। আমি কে, আমার কর্ত্তব্য কি, ইহা স্থিরীকৃত না হইলে সেবা কি করিয়া হইবে? সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক না হইলে অভিধেয় যাজন হয় না ও প্রেম-প্রাপ্তিও হয় না। সম্বন্ধ অভিধেয়াদির ও প্রেমপর্য্যন্ত। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"আদৌ সদ্গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্।" শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলে শ্রীগুরুপাদাশ্রয় সম্ভব। যদি তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার স্বরূপ আমার নিকট প্রকাশ করেন, যদি তিনি শুধু আমাকে তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করেন, তবেই তাঁহার চরণাশ্রয় লাভ হইবে। তিনি আকর্ষণ করিলে তৎপাদাশ্রিতকে উপনীত হইতে পারা যায় এবং তাঁহার চরণাশ্রয়ের সুযোগলাভ হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভগবদ্দর্শন হয়। কৃপাবঞ্চিত হিরণ্যকশিপু নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞানে ভগবানকে জড়ভোগ্যরূপে দর্শন করে, কিন্তু কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীপ্রহ্লাদ নিজেকে দাসরূপে উপলব্ধি করেন বলিয়া তাঁহার ভগবদ্দর্শন হয়। ইহা গুরুকৃপায় হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বজীবের বন্ধন মোচন অর্থাৎ চতুর্বিধ অনর্থ দূরীভূত করিয়া ভগবানের সহিত মিলন করাইয়া দেন—বিমুখ জীবকে উন্মুখ করেন, সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব উপলব্ধি করান। শ্রীগুরু-দেবের শাসন ও আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবা হইতে দূরে থাকিলে বা স্বকপোল-কল্পনামূলে তাঁহার সেবাভিনয় করিলে মঙ্গল হইবে না। সেবা কল্পনা নহে, তাহার বাস্তবতা আছে। সেব্য ও সেবকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকিলে সেবা হয় না। আপনজ্ঞানে টান না থাকিলে প্রণয়বিধানের জন্য যত্নবান্ হওয়া যায় না। গুরুকৃপায় জগতে নিত্যানন্দ-উদয় যাঁহার হইয়াছে, তিনিই গুরুসেবক। সেবক সেবার গতি মতার শ্রীগুরু। শ্রীগুরু পাদপদ্মই সেবার মাপকাঠি। ঐকান্তিক না হইলে—বাস্তব মঙ্গললাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবাপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। এজগৎ অনিত্য—অসৎ। এই অসজ্জগতের জীবগণ সত্যের সন্ধান রাখে না। তাই তাহাদের নিকট হইতে সত্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। হরিভজনে বাধা দিবে—হরিগুরুবৈষ্ণবের কথা কীর্ত্তন করিয়া সত্যের পথ হইতে নষ্ট করিবে—এরূপ লোকের অভাব নাই। কিন্তু অপ্রাকৃত-রসিক হইয়া যিনি নিজে সর্ব্বক্ষণ হরিভজন করেন ও অপরকে হরিভজন করিতে উপদেশ দেন, এরূপ আত্মীয় বা বন্ধু খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ল্লভ। অতিদুর্লভ হইলেও পাওয়া যায়, তবে সংখ্যায় অতি কম। যদি আমরা বাস্তবিক মঙ্গল চাই, তাহা হইলে এই পরমবন্ধুর সন্ধান করিব। তাঁহার সঙ্গ ও আনুগত্যে হরিসেবা করিতে হইবে। আনুগত্যই বৈষ্ণবগণের প্রাণ। যিনি যে-পরিমাণে গুরুবৈষ্ণবের অনুগত, তাঁহার বৈষ্ণবতাও সেই পরিমাণ দেখা। কৃষ্ণের কৃপা এবং বৈষ্ণবের কৃপাতেই প্রকৃত বৈষ্ণবকে চেনা যায়। অন্য আমি বৈষ্ণব অবৈষ্ণব চিনিতে পারি না। ইহার তাৎপর্য্য। সাধুগণ চিরদিন এজগতে আছেন, কেবল তাঁহাদিগের চেনা যায় না বলিয়াই সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়। এই সাধু বা বৈষ্ণবগণকে চিনিয়া তাঁহাদের আনুগত্য করিতে পারিলেই গুরুসেবা হবে, নতুবা সবই বিফল হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের হইতে হবে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ সাক্ষাদ্ভাবে হওয়া দরকার; নতুবা অভিধেয়-যাজন হইবে না। বৈষ্ণব এ বিষয়ে সাহায্য করেন—গুরুদেবের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন। আমি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না, তাঁহার সম্পূর্ণ আনুগত্য বা সেবা করিতে পারি না, শিক্ষাগুরু বৈষ্ণবগণ আমাকে গুরুপাদসেবা শিক্ষা দেন। যিনি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সন্ধান ও সেবা দেন, সেই গুরুসেবক বৈষ্ণবই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁহার সঙ্গ ও কৃপা আমাদের নিত্যকাম্য। গুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগত, গুরুদেবতাত্মা সাধুর কৃপাই গুরুকৃপালাভের একমাত্র উপায়। আমরা মহাজনবাণীতে পাইয়াছি যে,—"যাঁরি নিজের ধর্ম্মাসক্ত, তথা ত্রিভুবনের ধর্ম্মাসক্ত সকলকে কৃষ্ণ সবার নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি মহাজন। তিনি সকল তথা ত্রিভুবনের ধর্ম্মাসক্ত সকলকে শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি মহাজন। সুতরাং কৃষ্ণের অধিক 'প্রিয়।"

———

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের দাস উপাসক। বাণীই তাঁহাদের সম্বল। বাণীই তাঁহাদের একমাত্র রক্ষক। যাঁহারা বাণীর সেবক, তাঁহারা জানেন, লোকের নিন্দাস্তুতি-বিচারের প্রাচুর্য্য বাণীর, তাহার 'পরেই এহে। তিনি নিজেকে

[illegible] ... [illegible]

শ্রীসনাতন-শিক্ষা

(১)

[illegible] ... [illegible]

কে বিষ্ণু স্বয়ং, কখনও বা তাদৃশ পুণ্যকারী জীবসকল। [illegible] ব্রহ্মা সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন। [illegible]

[illegible]

"[illegible]"

([illegible])

বিষ্ণু [illegible] মায়ার [illegible] তিনি মায়ার সম্পর্কে কখনও আসেন না। মায়া তাঁহারই শক্তি। তিনি মায়াধীশ, মায়ার সহিত কখনও বিকার-প্রাপ্ত হন না।

লীলাবতারগণ অসংখ্য হইলেও (ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে এক কল্প) আবির্ভূত হন বলিয়া ইঁহারা কল্পাবতার-নামেও কথিত। ইঁহাদের মধ্যে হংস ও মোহিনী অচিরস্থায়ী ও অনতিপ্রসিদ্ধ প্রাভবাবতার; কপিল, দত্তাত্রেয়, ঋষভ, ধন্বন্তরী ও ব্যাস—এই পাঁচ মূর্তি চিরস্থায়ী ও বিস্তৃত-কীর্তি এবং সুনির্দিষ্ট বৈভবাবতার, আর কূর্ম, মৎস্য, নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ ও বলদেব বৈভবাবেশ অবতার।

(৩) লীলাবতার ২৫টী যথা (ক) মৎস্য, (খ) কূর্ম, (গ) বরাহ, (ঘ) রাম, (ঙ) নৃসিংহ, (চ) বামন, (ছ) পৃথু, (জ) পরশুরাম, (ঝ) ব্যাস, (ঞ) নারদ, (ট) চতুঃসন, (ঠ) যজ্ঞ, (ড) নরনারায়ণ, (ঢ) কপিল, (ণ) দত্তাত্রেয়, (ত) হয়গ্রীব, (থ) হংস, (দ) পৃশ্নিগর্ভ, (ধ) ঋষভ, (ন) ধন্বন্তরী, (প) মোহিনী, (ফ) (ব) রাম, (ভ) বুদ্ধ ও (ম) কল্কি।

(৪) যুগাবতার : তাঁহারা চারি যথা—(ক) শুক্ল (হরি), (খ) রক্ত (যজ্ঞ), (গ) কৃষ্ণ (শ্যাম) ও (ঘ) পীতবর্ণ (কৃষ্ণ)।

(৫) মন্বন্তরাবতার—ব্রহ্মার একদিনে ১৪ মন্বন্তর, তাহাতে ১৪ অবতার। ব্রহ্মার একমাসে ৪২০ এবং একবৎসরে ৫০৪০ অবতার। ব্রহ্মার জীবনে ৫০৪০০০ মন্বন্তরাবতার।

১৪টী মন্বন্তরাবতারের নাম, যথা—(ক) যজ্ঞ, (খ) বিভু, (গ) সত্যসেন, (ঘ) হরি, (ঙ) বৈকুণ্ঠ, (চ) অজিত, (ছ) বামন, (জ) সার্বভৌম, (ঝ) ঋষভ, (ঞ) বিশ্বক্সেন, (ট) ধর্মসেতু, (ঠ) সুধামা, (ড) যোগেশ্বর ও (ঢ) বৃহদ্ভানু।

(৬) শক্ত্যাবেশাবতার : তাঁহারা ৮টী, যথা—(ক) চতুঃসন, (খ) নারদ, (গ) ব্রহ্মা, (ঘ) পৃথু, (ঙ) শেষ, (চ) অনন্ত, (ছ) পরশুরাম ও (জ) ব্যাস।

[illegible] ভগবান্ [illegible] ঐশ্বর্য ও মাধুর্য্য অপেক্ষা [illegible] তিনি [illegible] ভগবান্, সেই শ্রীকৃষ্ণই 'স্বয়ংরূপ' [illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible] একটী [illegible] হন, তাঁহাকেই আবেশ বলে। যেমন [illegible] 'শক্তি'-শাক, [illegible] 'পালন' শাক, চতুঃসনে 'জ্ঞান'-শাক [illegible] এইরূপ আবেশ হইয়া থাকে। একই রূপই যদি [illegible] অনেক স্থানে একটির

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥

হয় [illegible] ঐ [illegible] মূর্ত্তিকে বৃদ্ধি অপ- দীপ্তির দ্বারা [illegible] সকলেরই [illegible] তবে ঐসকল মূর্ত্তিকে মূর্ত্তিদের প্রকাশ- মূর্ত্তি বলা যায়।

"একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত' ভেদ নাহি একই স্বরূপ।
[illegible] দেখ্ যৈছে হৈল রাস।
উহা যে কহিয়ে [illegible] মুখ্য প্রকাশ॥"

(চৈঃ চঃ)

তিনি প্রায় স্বরূপের তুল্য শক্তিধর, কিন্তু আকারে, বর্ণে ও নামে ভেদ যায়, তাঁহাকে বিলাস বলে; যেমন, প্রভব শ্রীবলরাম ও বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ।

"একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তাঁ'র নাম॥"

(চৈঃ চঃ)

যাঁহাতে বিলাস হইতে ন্যূনশক্তি প্রকাশিত, তাঁহাকে অংশ বলে। যেমন সংকর্ষণাদি অবতারসমূহ। [illegible] বৈভবের মধ্যে [illegible] ও বৈভব বিস্তৃত রহিয়াছে। স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব মূর্ত্তিসকল অনন্তরূপ [illegible] তাঁহাদের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা শ্রীকৃষ্ণ হইতে কোন অংশে ভিন্ন নহে, কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণ বৈভবপ্রকাশ—প্রভব শ্রীবলদেব, তিনিই মূল সঙ্কর্ষণ। তিনি নামে, আকৃতিতে ও বর্ণে ভিন্ন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভেদ বস্তু। তাঁহা হইতেই আদি চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই [illegible] দ্বারকায় ও মথুরায় নিত্যস্থিত এবং পরব্যোমে চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তিতে শ্রীনারায়ণরূপে প্রকটিত। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ প্রকাশমূর্ত্তির কথাও শুনা যায় এবং ঐসকল প্রকাশমূর্ত্তির আকার-ভেদও দৃষ্ট হয়, যেমন, দেবকীনন্দনে [illegible] এইরূপ আকারগত [illegible] শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেবকীনন্দনে বিষ্ণুমূর্ত্তির একরূপ [illegible] হইবে। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বর্ণন করিলেন।

"[illegible] শব্দ [illegible]
[illegible] প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম॥"

শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তি আছে, তন্মধ্যে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি—এই কার্য্যের এই তিন ভিন্ন বিশেষ [illegible] আছে। কৃষ্ণ—ইচ্ছাশক্তিপ্রধান, বাসুদেব—জ্ঞানশক্তিপ্রধান, আর সঙ্কর্ষণ বলরাম ক্রিয়াশক্তিপ্রধান; এই তিনজনের ঐ তিনটী শক্তি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ সৃষ্টি বা প্রকটিত হইয়াছে। [illegible] বা [illegible] ও [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ, রবিবার হইতে [illegible] দিবসব্যাপী শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে **শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব** উপলক্ষে [illegible] শ্রীনাম সংকীর্ত্তন [illegible] কীর্ত্তন, [illegible] পাঠ, [illegible] বৈষ্ণব-ভক্তি [illegible] হইবে। ৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ্চ, সোমবার [illegible] শ্রীধাম [illegible] সকলের [illegible] আবেদন হইবে। ঐ সময় [illegible] [illegible] [illegible] সম্মান [illegible] হইবে। মহাশয় [illegible] [illegible] [illegible] সপরিবারে উপস্থিত হইয়া [illegible] হইবেন।

নিবেদক—

শ্রীসুন্দরানন্দ দাস বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীনবদ্বীপ [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী [illegible] ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ শুক্রবার হইতে নব দিবসব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা হইবে। মহাশয়, [illegible] পরিক্রমার [illegible] হয়। [illegible] যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে [illegible] দ্বারা [illegible] [illegible] পরিক্রমার বিবরণ দিয়া বাধিত হইবে।

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীনবদ্বীপধাম-[illegible]

(১) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]) [illegible] ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ শুক্রবার। (২) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** ([illegible]) [illegible] ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ শনিবার। (৩) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** ([illegible]) [illegible] ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ, রবিবার। (৪) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** ([illegible]) [illegible] চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, সোমবার। (৫) **শ্রীকোলদ্বীপ** ([illegible]) — ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ মঙ্গলবার। (৬) **শ্রীঋতুদ্বীপ** ([illegible]) — ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ, বুধবার ([illegible])। (৭) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** ([illegible]) — ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার। (৮) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** ([illegible]) — ৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ শুক্রবার। (৯) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** ([illegible]) ৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ শনিবার।

৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ শনিবার [illegible] [illegible] [illegible] ও **৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ, রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাবপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।**

☞ [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] [illegible] ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কারণ। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] দ্বারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বিজ্ঞপ্তি কুসুমাঞ্জলি

([illegible] ব্রহ্মচারী [illegible])

[illegible] নিত্যানন্দময়ী,
[illegible]।
[illegible] [illegible],
[illegible]।
[illegible] [illegible],
[illegible]।
[illegible] [illegible],
[illegible]।
[illegible] না পারে যায়,
[illegible]।
[illegible] [illegible] পবিত্র,
[illegible]।
[illegible] [illegible],
[illegible]।
[illegible] [illegible] তাঁ'রা,
[illegible]।
[illegible] [illegible],
[illegible]।
[illegible]।
[illegible] তাঁ'রা,
[illegible]।
[illegible] [illegible],
[illegible]।
[illegible] [illegible],
[illegible]।
[illegible] [illegible] দোষ।
[illegible]।
[illegible] [illegible],
[illegible]।
[illegible] [illegible],
[illegible]।
[illegible]।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(:o:):: ——

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজামহোৎসব

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৩), ১৩ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর সুসজ্জিত পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার সম্মুখে শ্রীমহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও পাঠাদি হয়। মধ্যাহ্নে সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য-খণ্ড পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বিষয় এবং 'ষড়্‌ভুজদর্শন'-প্রসঙ্গ পাঠ হয়। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিশেষ মহাজনপদ কীর্ত্তনান্তে 'গৌড়ীয়' ২১শ খণ্ড শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা পাঠ হয়।

২৬শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার শ্রীশ্রীল জগন্নাথ প্রভুর অপ্রকট তিথিবাসরে 'শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থ-পারায়ণ' হয় ও সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রংপুরে প্রচার

গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু গত ১২ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার রংপুর জেলায় 'হটাখোলা'-গ্রামনিবাসী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র রায়াধিকারী মহোদয়ের গৃহে শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্ত্তন-মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন করেন। উক্ত দিবস রাত্রে শ্রীগুরুতত্ত্ব অবলম্বনে 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম', 'গুরুদেব' ও 'শ্রীগুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া' গীত কীর্ত্তনান্তে ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কিছুকাল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন; তৎপরে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে "হরয়ে নমঃ"-গীত কীর্ত্তন করা হয়।

গত ১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একোনসপ্ততিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব তিথিপূজা পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস প্রাতে একটি সু-উচ্চ মঞ্চোপরি স্থাপিত শ্রীআলেখ্যার্চ্চার সম্মুখে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণববন্দনান্তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম, গুরুদেব, 'জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়'-গীত কীর্ত্তিত হইলে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। অতঃপর 'গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া', 'এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি' প্রভৃতি কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

অপরাহ্ণে ইংরাজী স্কুলে শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিপাবন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সজ্জনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর তুলসী ও শঙ্খসূত্র-কীর্ত্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে 'শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে 'প্রভো! তব পদযুগে' ও 'সপরিকর তোমার চরণে শরণ' কীর্ত্তন করা হয়। অনচাপা, বাসডোবা, দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আগমন করিয়া শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবে যোগদান করেন।

——

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে গত ১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৩), বৃহস্পতিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একোনসপ্ততিতমবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-মহোৎসব শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় অখণ্ড শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ৪॥০ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব বন্দনা ও মঙ্গল আরাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত প্রভু 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা'-গ্রন্থ-পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদরাধাকান্ত জীউর মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। বেলা ৮ ঘটিকা হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত 'শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ' পাঠ করা হয়। মধ্যাহ্নিকের পর বন্দনা ও কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ-ভাগবততীর্থ প্রভু 'গৌড়ীয়' শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীহরিকথাশ্রবণার্থ সমাগত প্রায় সার্দ্ধশত স্থানীয় ভক্ত, ভক্তমহিলা ও সজ্জনবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

ডাক ও তার বিভাগে আয়

প্রকাশ যে, ১৯৪১-৪২ সালের ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের রিপোর্ট ছাপা হইয়া বাহির হইবে না, কারণ কাগজের বড়ই অভাব। তবে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশার্থ দেওয়া হইয়াছে।

এই বিবরণে দেখা যায় যে, যুদ্ধের দরুণ ডাক ও তার বিভাগে কাজ খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধের দরুণ শিল্পকার্য্য এবং সরকারী কাজ দুই-ই বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে চিঠিপত্রের পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে ডাক মারফৎ ১২৭ কোটি ২০ লক্ষ দফা চিঠিপত্র চলাচল হইয়াছে, ৪ কোটি ৮০ লক্ষ মণিঅর্ডার এবং ২ কোটি ১৫ লক্ষ টেলিগ্রাম হইয়াছে। টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ১ হাজারে। ট্রাঙ্ক কল হইয়াছে ৩২ লক্ষ। আগের বৎসর ডাক মারফৎ ১২১ কোটি ৫০ লক্ষ দফা চিঠিপত্র চলাচল হইয়াছিল, মণিঅর্ডার ৪ কোটি ৩০ লক্ষ, টেলিগ্রাম ২ কোটি ১০ লক্ষ হইয়াছিল এবং টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা ছিল ৯৪ হাজার ও ট্রাঙ্ক কল হইয়াছিল ২৮ লক্ষ। ডাক ও তার বিভাগ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নহে। উহা নিছক কারবারিয়া প্রতিষ্ঠান। সুতরাং কাজ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আয়ও বাড়িয়াছে। বৎসরান্তে হিসাবে দেখা যায় যে, লাভটা বেশ মোটা রকমই হইয়াছে। এই লাভের পরিমাণ প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে লাভের অঙ্কটা দেখিতেই মোটা, কিন্তু আসলে তেমন কিছু না। ডাক ও তার প্রভৃতির মাশুল বৃদ্ধি করায় আয়টা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে একথা কতকটা সত্য, কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, যুদ্ধের দরুণ কারবার বাড়িয়াছে বলিয়াই আয় বেশী হইয়াছে। আর বলা হইয়াছে যে, কাজের চাপে ডাক ও তার বিভাগকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। তাহাতে কাজ চালাইতে সময় সময় কিছু বিঘ্ন হইয়াছে। বিদেশ হইতে বহু সৈন্য ভারতে আসিয়াছে। সে জন্য বিদেশী ডাকে আগত পার্শেলের সংখ্যা আগের বৎসরের প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৩৭টি ডাক লুঠ হইয়াছে; অধিকাংশই যুক্তপ্রদেশে।

যুদ্ধের দরুণ ডাক ও তারের কাজে নিযুক্ত কর্ম্মচারী ও সহকারীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপানী আক্রমণের সময় যাহারা মালয় ও সিঙ্গাপুরে ছিল, তাহারা সম্ভবতঃ জাপানীদের হাতে পড়িয়াছে। আন্দামানে যাহারা ছিল, তাহাদেরও সম্ভবতঃ ঐ গতি হইয়াছে।

মার্কিণ জনশক্তি সমস্যা

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী মার্কিণ জনশক্তি বিভাগীয় ডিরেক্টর মিঃ পল ভি ম্যাকনাট মার্কিণ জনবলের গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, "১৯৪৩ সালের শেষভাগে সমস্ত কারখানায় এককোটি ৮০ লক্ষ নারী কাজ করিবে। প্রত্যেকটি গৃহিণী, স্কুল ও কলেজের ছাত্রী, গ্রাজুয়েট মহিলা সকলকেই আমাদের প্রয়োজন হইবে।"

——

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত

ঢাকা বিভাগের দক্ষিণ সাধারণ পল্লী নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় (বর্ত্তমান সদস্য) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

——

ব্যবসায়ী সমিতি সঙ্ঘের বার্ষিক সভা স্থগিত

এ পির সংবাদে প্রকাশ ১৮ই ফেব্রুয়ারী—আগামী ৬ই ও ৭ই মার্চ্চ নয়াদিল্লী ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতি সঙ্ঘের বার্ষিক সভা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গান্ধীজীর অনশনের ফলে অদ্ভুত রাজনৈতিক অবস্থায় আজ ২৭শে মার্চ্চ ঐ অধিবেশন হইবে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গের পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় অমৃত তুল্য পাচন। প্লীহা, যকৃত-সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৶০ একটাকা ছয় আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কাব্যতীর্থ শ্রীমদ্‌ কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সজ্জন কল্যাণকল্পতরু
=•=
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-
রচিত অপূর্ব কল্যাণকল্পতরু-
গ্রন্থ 'পরিমল' নামক অষ্ট-
ম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ শ্রীমায়াপুর
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভক্তকৌস্তুভম্
=•=
শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-
বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত
মূল, টীকা, মূলের অন্বয়,
অনুবাদ, টীকার অনুবাদ
পাঠ ও বিস্তৃত সূচীসহ
নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।
প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীগৌড়ীয় মঠ-শ্রীধাম
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৭শ বর্ষ { ১২ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২০শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৪ঠা মার্চ্চ, ইং ১৯৪৩, বৃহস্পতিবার } ২৮৬তম সংখ্যা ৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ গোবিন্দ বৃহস্পতিবার, গৌরাব্দ ৪৫৬

নীতি ও ভক্তি

— — ::(•)::— —

ব্রত, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যাদি যদি ভগবৎ-প্রীতির জন্য না হয়, তাহা হইলে উহা নিষ্ফল। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন তাঁহার পার্ষদ শ্রীবাসের অঙ্গনে নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন এক পয়ঃপানকারী নৈষ্ঠিক জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-দর্শনার্থ প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মচারী তপস্বী, ভাগবতপাঠী হইলেও মহাপ্রভু তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বলিলেন। ঐরূপ তপস্বীর প্রতি মহাপ্রভুর অনাদরের মূল কারণ এই যে, তাঁহার যুক্তবৈরাগ্য বা শুদ্ধভক্তি ছিল না। তাই ভাগবত বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"

(ভাঃ ১।২।৮)

—এই সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠান বৈধধর্ম্মকার্য্যের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণের দিকে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার যাহার সেই বৈরাগ্য ভক্তিপর শ্রীহরি-সেবায়েই পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার শ্রম-মাত্র বৃথা।

যাহাদের সকলপ্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম বা নীতির মূলে ভগবৎপ্রীতি নাই, তাহারা মৃত। পুণ্যনীতি, ধর্ম্ম ও নীতির নামে যত কথা প্রচারিত আছে তাহার ভগবৎপ্রীতির সহিত সম্বন্ধ না থাকায় সকলই দুর্দ্দশা বা অনর্থ। তাই মহাজন বলিয়াছেন,—

"পুণ্যনীতি যত কথা ধর্ম্ম-নামে চলে।
ভাগবত কহে—সব পরিপূর্ণ ছলে॥"

সংসারের অর্থাৎ পরমাগতি বাদ দিয়া কেবল নিজের চেষ্টায় ধার্ম্মিক বা নীতি-পরায়ণ হইতে পারে না। সৌভরি ঋষি দশ হাজার বৎসর নিমজ্জিতভাবে যমুনার জলে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি অনেক যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু, একটি মীনের দাম্পত্য ও উহার রতিক্রীড়া-দর্শনে সৌভরির চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি মথুরার রাজা মান্ধাতার নিকট কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জরা-জীর্ণ দেহের দ্বারা সংসারবাসনা সিদ্ধ হইবে না, সেজন্য তিনি যোগবলে যুবকের রূপ ধারণ করিলেন। তখন মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্যাই তাঁহাকে বরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সৌভরি সংসারধর্ম্ম করিয়া অবশেষে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইলেন এবং পুনর্ব্বার শ্রীহরিভজনে রত হইলেন।

শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নিকট রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যা তিন রাত্রি আগমন করিয়া তাঁহার আরাধনা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বেশ্যার বিরূপ দর্শন করেন নাই। তিনি তাঁহাকে কৃষ্ণ-শক্তিরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। পরন্তু বৈষ্ণবী শ্রীহরিদাস ঠাকুর ঐ বেশ্যার বিষয়াসক্তিকে কৃষ্ণাসক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর দেখিলেন—কৃষ্ণের শক্তি একটী জীবাত্মা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছে। অতএব তাঁহাকে আমি এরূপ পরমবস্তু পরমাত্মার সঙ্গ প্রদান করিব, যাহাতে তাঁহার আর ভোগসঙ্গ-পিপাসা থাকিবে না। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখে শুদ্ধ হরিনাম শ্রবণ করিয়া বেশ্যা কামস্বাদিনী না হইয়া কৃষ্ণপ্রেমস্বাদিনী হইলেন এবং নিজের পাপ-জীবনকে ধিক্কার দিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় ভক্তজীবন লাভ করিলেন।

উত্তম বস্তুর আস্বাদ না পাইলে কেহ কখনও নিকৃষ্ট বস্তুর আস্বাদ ছাড়িতে পারে না। সুতরাং আমাদের চেষ্টায় ইন্দ্রিয় কখনও দমিত হইতে পারে না—যদি আমরা ভগবানের সেবারসপানের জন্য লালসাযুক্ত না হই।

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

(গীঃ ২।৫৯)

দেহাভিমানী ব্যক্তি রোগাদি জন্য আহারাদি বর্জ্জন করিলে বিষয় নিবৃত্ত হয়; কিন্তু, তাহাতে বিষয়তৃষ্ণা নষ্ট হয় না। পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বরূপানন্দ পরমতত্ত্বের রসমাধুর্য্য অনুভব করিয়া স্বাভাবিক বিষয়তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত হন।

আমাদিগকে সদাচার বা আচরণ পালন করিতে হইবে। কিন্তু, শচীকে লঙ্ঘন করিয়া পাষাণী হইয়াছিল। কুবেরের পুত্রদ্বয়—নলকূবর ও মণিগ্রীব মদমত্ত হইয়া নারদের অপমাননা করায় বৃক্ষযোনি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মহাপুরুষের অভিশাপে বর হইয়াছিল অর্থাৎ তাহারা নারদঋষির কৃপায় বৃক্ষজন্ম হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শন করিয়াছিল। সদাচার ধর্ম্ম, আচরণ, ভক্তিধর্ম্ম বা বাহ্য নীতিধর্ম্ম প্রত্যেক চেতনজীবেরই বর্ত্তমান। চেতনের আবার পাঁচপ্রকার স্তর আছে—আচ্ছাদিত, সঙ্কুচিত, মুকুলিত, বিকসিত ও পূর্ণবিকসিত চেতন। বৃক্ষ-পর্ব্বতাদি আচ্ছাদিত চেতন, পশু পক্ষী প্রভৃতি সঙ্কুচিত চেতন। মানব হইতে মুকুলিত চেতন আরম্ভ। মুকুলিতচেতন মানবগণের মধ্যে তিনটি শ্রেণী দৃষ্ট হয়। একপ্রকার নীতিহীন নিরীশ্বর, যাহারা ঈশ্বরকে মানে না, তাহারা সর্ব্ব নিকৃষ্ট। কতকগুলি মানব নীতিকে মানে, ঈশ্বরকে মানে না। যেমন মিল, বেন্থাম, চার্ব্বাক প্রভৃতি। নৈতিক সেশ্বর মানবগণ নীতিকে লঙ্ঘন করেন না। যাঁহারা ঈশ্বরের সবিশেষত্ব এবং নাম রূপ-গুণলীলাদি বিশ্বাস করেন, তাঁহারা আস্তিক। ইঁহারাই বাস্তব সেশ্বর নীতি-পরায়ণ। ইঁহারা ভগবানকে পরমেশ্বর বলিয়া জানেন। যথা—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

—এই ব্রহ্মসংহিতা-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করেন। পরমেশ্বরের সবিশেষত্বে বিশ্বাসই ভক্তিরাজ্যের প্রথম সোপান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে রায়রামানন্দ-সংবাদে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে অতিক্রম করিয়া শুদ্ধা ভক্তি সাধনের কথা বলিয়াছেন। মহাপ্রভু জ্ঞানকর্ম্মাদি যত আবরণ শূন্য অনুশীলনকেই সাধ্যভক্তি বলিয়াছেন। যে স্থলে কর্ম্মজ্ঞানাদির গৌণ বা সাহচর্য্য হইয়া একমাত্র শরণাগতির পথ গৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতেই উত্তমার পথ আরম্ভ হয়। ... সাধকের পক্ষে... না। জ্ঞানশূন্যা ভক্তিকে মহাপ্রভু অভয় বলিয়াছেন। নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান ভক্তির বিরোধী। শুষ্ক জ্ঞানীর ভগবানের কৃপালাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মা যখন নিজের জ্ঞানে ভগবানকে বুঝিতে যাইয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন,

ভক্ত কৃষ্ণপ্রাপ্ত হন সাধনের প্রভাবে। অনুগ্রহে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

[illegible]

All Glory to Sri Guru and Gauranga

GAUDIYA MISSION

(Registered)

Tele { grams :—'Gaudiyamath', Cal.
{ phone —B. B. 4115.

Sri Gaudiya Math,
P. O. Baghbazar,
Calcutta.
28th February, 1943

NOTICE

The third Annual General Meeting of the members of the Gaudiya Mission will be held at 8-30 a. m. on Sunday, the 21st March, 1943 (Sri Gaur Janmotsav day) at Sri Chaitanya Math, P. O. Sree-Mayapur, Dt. Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

AGENDA

1. Allegiance and Homage to His Divine Grace Sri Srila Acharyadev.
2. Report of the Governing Body regarding administration of the Society, Sri Visva Vaishnav Raj Sabha and Sri Navadvipdham Pracharini Sabha.
3. Amendment of Rules Nos. 23, 26, 29, 37, 46, 74, (e) and 85 of the Articles of Association.
4. Passing of audited accounts for the year 1348 B. S.
5. Appointment of Auditor.
6. Election of members of the Governing Body.
7. Discussion of the work of the Governing Body.
8. Bye-laws of Sri Visva Vaishnav Raj Sabha and Sri Navadvipdham Pracharini Sabha.
9. Any other subject that may be transacted at the congregation.

Sd/ S. Vidyabinode.

Secretary.

শ্রীসনাতন-শিক্ষা

(৪)

[illegible]

প্রকটিত থাকিলেও সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলার সংগোপন হয়। লীলার কখনও একেবারেই প্রকট থাকে, প্রথম ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয়বার আরম্ভ হইলে, শ্রবণকথন-সম্বন্ধী লীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়। "অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের কোন-না-কোন একটী লীলা সর্ব্বদা সংঘটিত হইতেছে। কৃষ্ণের লীলার ভিন্নভিন্ন প্রাকট্য প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে উপলব্ধ হইয়া থাকে। কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরাদি সমস্তলীলা নিত্যকালই সংঘটিত হইতেছে। কোন এক ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জীব কোন নির্দিষ্ট সময়ে শ্রীকৃষ্ণের কোন লীলার প্রাকট্য বা অন্যলীলার অপ্রাকট্য দর্শন করিলেও বস্তুতঃ কৃষ্ণের লীলা অন্যান্ডক্রমে পারম্পর্য্যবৎ নিরন্তর সংঘটিত হইতেছে। কৃষ্ণের নিত্যলীলার এই কথা বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের ধাম শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছ্বাস প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। সেই শ্রীধাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহা ব্রহ্মাদিরও অনধিগম্য। চিজ্জগৎ একটী পদ্মস্বরূপ। গোলোক সেই পদ্মের মধ্যভাগে কর্ণিকারূপে বিরাজিত। তাহার চতুর্দিকে দলশ্রেণীরূপে অনন্ত বৈকুণ্ঠ বিরাজমান। কৃষ্ণের ধাম ত্রিবিধ—গোলোকাখ্য শ্রীগোকুল, শ্রীমথুরা ও শ্রীদ্বারকা।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত। অনন্তের প্রকাশক কৃষ্ণ পূর্ণ; সর্ব্বগুণের প্রকাশক কৃষ্ণ—পূর্ণতর; আর যাঁহাতে নিখিল সদ্গুণ সম্পূর্ণ প্রকাশিত, সেই কৃষ্ণ পূর্ণতম। কৃষ্ণ ব্রজে তাঁহার নিখিলগুণমাধুর্য্য প্রকাশ করেন, অতএব ব্রজেন্দ্রনন্দন পূর্ণতম। মথুরাপুরীতে কৃষ্ণ ব্রজাপেক্ষা নিম্নভাবে ঐশ্বর্য্যমিশ্র মাধুর্য্য প্রকাশ করেন, অতএব তিনি পূর্ণতর এবং দ্বারকায় অথবা পরব্যোম বৈকুণ্ঠে, উপরি-উক্ত কৃষ্ণপুরীদ্বয় অপেক্ষাও স্বল্পরূপে মাধুর্য্যমিশ্র ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, অতএব তিনি পূর্ণ। কৃষ্ণাবতারে ব্রহ্মা কৃষ্ণের মহিমা পরীক্ষা করিবার জন্য গো-বৎস ও গোপবৎস চুরি করিলে কৃষ্ণ অচিন্ত্য শক্তিবলে সমস্ত বস্তু প্রকট করিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মা নিজ সংশয়-অপনোদন হইলে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে ও তাঁহার সর্ব্বকারণকারণত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবর্গাধিক, তিনি ত্র্যধীশ, বিধের-লোকপতিপদ-পূজিত-বিগ্রহ।

"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোট্যেড়িতপাদপীঠঃ॥"

তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অধীশ্বর। অতএব তিনি সমান হীন ও অতিশয়-রহিত এবং স্বারাজ্যলক্ষ্মীদ্বারা সমস্ত কাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চিরলোকপালগণ তাঁহার পূজা দিতে আসিয়া তাঁহার পাদপীঠবন্দি করিতে গিয়া মস্তকে শোভিত কিরীটকোটি সকল নত করিয়া প্রণাম করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন জনের ঈশ্বর বলিয়া কৃষ্ণ ত্র্যধীশ। আবার তিন মহাবস্তু, সমষ্টি ও কারণশায়ী বিষ্ণুর মূল অংশী বলিয়া ত্র্যধীশ উহা একটী 'ত্র্যধীশ'-শব্দের বাহ্য অর্থ। কৃষ্ণ গোলোক, বৈকুণ্ঠ ও দেবীধাম—এই তিন পুরের ঈশ্বর বলিয়া ত্র্যধীশ। অথবা গোলোক, মথুরা, দ্বারকা—এই ত্রিপুরের মূল অংশী বলিয়াও তিনি ত্র্যধীশ। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ত্র্যধীশ-শব্দের এইরূপ আর এক গূঢ় অর্থ জানাইলেন,—

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো জয়তি

নিমন্ত্রণ-পত্র

সর্ব্ববিধ-সজ্জনানুগ্রহপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ, রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে শুভসম্মেলন, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, নবদ্বীপধাম কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থ পাঠ, হোমযাগ, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-অতিথি ভোজন ও যাত্রা-মহোৎসবাদি হইবে। ৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ্চ, সোমবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিজজনগণের বংশধরগণ সংকীর্ত্তনে সমাগত হইবেন এবং সম্মান প্রাপ্ত হইবেন। মহাশয়ের সপরিবারে শুভাগমন প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অবশ্য পত্রপাঠ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সম্পাদকে পত্রাদি লিখিবেন।

বিনীত-নিবেদক
শ্রীসুন্দরানন্দ দাস বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জয়তঃ

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ শুক্রবার হইতে নব দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সম্প্রদায়ের শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাসহ শ্রীধাম-নবদ্বীপের নবটী দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তানুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাঁহার ভক্ত্যুন্মুখ সুকৃতি লাভ হইবে। বাঙ্গালা হইতে পরিক্রমার বিবরণ দিয়ে প্রস্তুত হইল।

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা

(১) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈতের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন)—২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, শুক্রবার। (২) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, বেলপুকুর, মেঘার চর, বেলপুকুর) ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ শনিবার। (৩) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (গাদিগাছা, স্বরূপগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, নৃসিংহপল্লী, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহর ক্ষেত্র, দেপাড়া)—৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ, রবিবার। (৪) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (মাজিদা, ভালুকা, ব্রাহ্মণপুষ্কর, হাটডাঙ্গা আম্রঘট্ট)—১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, সোমবার। (৫) **শ্রীকোলদ্বীপ** (সমুদ্রগড়, গঙ্গানগর কোল ও চম্পাহট্ট, কোলের দহ)—২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ মঙ্গলবার। (৬) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির) ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ, বুধবার (শ্রীএকাদশীর উপবাস)। (৭) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বিদ্যানগর, জান্নগর)—৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার। (৮) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (মামগাছি, অকড়িলা বা একডালা মাতাপুর)—৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ শুক্রবার। (৯) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, রামচন্দ্রপুর, গঙ্গার ঘাট)—৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ শনিবার।

৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ, শনিবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও **৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ, রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাবপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।**

☞ উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোৎসবের সম্পাদক ভক্তিবিনোদ আসনিকেতন ও কৃষ্ণবুধ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

"ত্র্যধীশ-শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয়।
'ত্রি'-শব্দের বাচ্য এক গোলোক কয়।
গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি॥
অন্তরঙ্গ-পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ—অতএব ত্র্যধীশ নাম॥"

(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণ আত্মারাম-স্বরূপ নিত্যসিদ্ধানন্দ নিলয় হইয়া নিজ নিত্যধামে বিরাজমান। গোলোকে গোপগণের সহিত গোচারণলীলায়, দ্বারকায় অনন্ত-লীলাবিলাস করেন; কৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষণ-সৌন্দর্য্যনিধি। ব্রজবাসিগণের নিত্য মাধুর্য্য-আস্বাদনের জন্য নিত্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণের সমস্ত লীলার চরম পরাকাষ্ঠা বরং ব্রজ। উহার সমস্ত বর্ণনে বহু অপ্রাকৃত ভাবসমূহ সংশ্লিষ্ট। তিনি নিত্য চিদ্বিলাস বংশীবিলাসী। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যমাধুর্য্য শ্রীবংশীধর, শ্রীরাধারমণ, এবং তাঁহাদের সহিত গোপীগণের লীলা যুক্ত করিয়া থাকে। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি তিনি ভুবনসুন্দর। তাঁহার মধুর রূপ দর্শনে ব্রজবাসীগণ সেই রূপমাধুর্য্য আস্বাদন করেন। ব্রজবাসীগণ শ্রীনন্দ-যশোদার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের নিজচরণ সেবা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা অনুক্ষণ করেন। কৃষ্ণমাধুর্য্য অসমোর্দ্ধ্বমাধুর্য্য। কৃষ্ণ নিখিলচিদ্বস্তু-স্বরূপসমাশ্রয়। রাধাভাবকান্তি স্বীকার করিয়া কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদন করেন। কামগায়ত্রী মন্ত্র কৃষ্ণবিগ্রহ—এক একটী অক্ষর এক একটী চন্দ্র। কৃষ্ণের রূপমাধুরী, বংশীমাধুরী ও প্রেমমাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া গোপীগণ পরকীয়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। কৃষ্ণমুখের মধুরতা ও কৃষ্ণপ্রেমের মধুরতা, কৃষ্ণের লীলা-বিগ্রহ বেণুমাধুরীর [illegible] কথা [illegible] বৈষ্ণবগণ [illegible] হইয়া পড়িলেন। কিছু সময় পরে নারদের আগমন করিয়া কৃষ্ণমাধুর্য্যের বীজ নিজের বক্ষে ও [illegible] প্রকাশ করিয়া অবলম্বন করিলেন। [illegible] প্রভু কৃষ্ণমাধুর্য্য [illegible] এই জীব [illegible] আমার কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিবার অবসর চাহিতেছেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] এবং [illegible] কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন [illegible] নিকট [illegible] করিলেন।

Regd. No. C. 1[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বা ধর্মের প্রচার অকপট সত্যানু-নিবেদিত সাধক ও বৈষ্ণবগণের শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমের বার্ষিক বা [illegible] সংখ্যার বিজ্ঞাপন বিধিবাদীদের [illegible] কার্যনির্বাহকের [illegible] ইহার গ্রাহক [illegible]।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিশেষ ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হয়। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই বাঞ্ছনীয়।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনাস্বরূপ পাঠান হয় না। বিনামূল্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পুস্তক গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ আনার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত কর্তব্য। পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে [illegible] কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রবন্ধ বা কবিতাদি পরমার্থ-সম্বন্ধীয় সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি [illegible] ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরত পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ কোনও কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশে [illegible] কোনপ্রকার অসাম্প্রদায়িক আচরণ দৃষ্ট হইলে সম্পাদকের [illegible] যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ [illegible] পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাহাকে কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ করা অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী কার্যাধ্যক্ষ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ৩ দিনের জন্য,			পরবর্তী দিনের জন্য
[illegible]	[illegible]	২,	১।০
"	সিকি কলম	৫,	৪,
" "	অর্দ্ধ কলম	৮,	৬,
" "	এক কলম	১২,	১০

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত।

বিবিধ সংবাদ

মথুরায় শোচনীয় দুর্ঘটনা

কয়েক দিন পূর্বে মথুরা বিশ্রাম ঘাটস্থ শ্রীগোস্বামীমঠের সম্মুখে বাঙ্গাঘাটে (মহিলা ঘাটে) বিদেশী ধর্মযাত্রীদের ৫ জন লোক যমুনায় নৌকায় বেড়াইতে বেড়াইতে সাঁতার কাটিতে নামিয়া জলে ডুবিয়া যায়। তন্মধ্যে ৪ জন সাঁতার দিয়া উপরে উঠিয়াছে, একজনের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। শুনা যায় তাহাকে কচ্ছপে খাইয়াছে এবং সেখানে বহু কচ্ছপও থাকিয়া জুটিয়াছে।

---

৯০ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য অকর্ম্মণ্য

—সোভিয়েট বাহিনীর মহাধাবকরণে মিঃ ষ্টালিন এক আদেশনামায় বলেন, আমার সকল অংশই জার্ম্মাণ, [illegible]। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সীমার সকল অংশই জার্ম্মাণকে মুক্ত করা হইয়াছে। ১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলারের জার্ম্মাণী বিশাল বাহিনী লইয়া যে যাদের দেশ আক্রমণ করে। সেই সময় হইতে জার্ম্মাণ প্রতিরোধকারী সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হয়। [illegible] সংগ্রামের এক চরমক্ষণে লাল ফৌজের ২৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হইতেছে। ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন না থাকায় লাল ফৌজকে একক যুদ্ধের সমস্ত বহন করিতে হইতেছে। গত তিন মাসে জার্ম্মাণ [illegible] ও ষ্টালিনগ্রাদ এবং [illegible], উত্তর [illegible] [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] সমস্ত [illegible] [illegible] ও কুবান হইতে শত্রুকে বিতাড়িত করিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত হিটলারের জার্ম্মাণী [illegible] যুদ্ধের বিমান ও ট্যাঙ্ক [illegible] শ্রেষ্ঠত্ব [illegible] ছিল, কিন্তু এক্ষণে চাকা ঘুরিয়াছে; সোভিয়েট কামান, বিমান ও ট্যাঙ্ক নির্মাণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোভিয়েট বাহিনীর তিন মাস ব্যাপী আক্রমণে জার্ম্মাণদের ৭ হাজারেরও বেশী ট্যাঙ্ক ৪ হাজার বিমান ও ১৭ হাজার কামান ধ্বংস হইয়াছে। ২০ মাসের যুদ্ধে জার্ম্মাণদের ৯০ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য (সেনাপতি সমেত) অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছে। তন্মধ্যে অন্যূন ৪০ লক্ষ নিহত হইয়াছে। গত তিন মাসে জার্ম্মাণদের ১১২ ডিভিসন চর্ব্বিচূর্ণ করিয়াছে, ৭ লক্ষেরও বেশী সৈন্য বধ করিয়াছে এবং তিন লক্ষাধিক সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে।

অতঃপর মঃ ষ্টালিন বলেন—দুই বৎসরে যুদ্ধাভিজ্ঞতা সহ জার্ম্মাণ বাহিনী সোভিয়েটের সঙ্গে সম্মুখীন হয়। এই যুদ্ধান্তের পর ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ পরিচালনের [illegible] ও নির্ভীক নীতি অবলম্বন করিয়া এবং অপসরণ ও অগ্রাভিযানের [illegible] অবলম্বন করিয়া জার্ম্মাণের সংখ্যার সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হয়। শত্রুকবল হইতে আমাদের দেশের মুক্তির নামে আমি সকলকে আদেশ দিতেছি (১) অক্লান্তভাবে সামরিক জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে, সৈন্যদলের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে, (২) শত্রু বাহিনীর উপর আমাদের মারা বৃদ্ধি করিতে, শত্রুর যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করিতে, শত্রু বাহিনীকে পরিবেষ্টিত করিতে এবং তাহারা অস্ত্র ত্যাগে অসম্মত হইলে, সমূলে উৎপাটন করিতে, (৩) শত্রুর পুনরায় সংগ্রাম না ঘটে তজ্জন্য সোভিয়েটের ইহাই হউক আমাদের বিজয়পণ।

সাধারণের জন্য কাগজ

এ. পি. গত ২৩শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ—দিনের কাগজ [illegible] ব্যবস্থার জন্য ভারতে উৎপন্ন কাগজের অন্ততঃ আধা আধি সাধারণকে দেওয়ার জন্য কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার ভারতীয় কাগজকল সমূহ ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন। ইহার উত্তরে সরকার সকলকে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা সাধারণের ব্যবহারের জন্য ভারতে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৩০ ভাগ বাজারে ছাড়িতে রাজী আছেন।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[illegible] সাময়িক সভা [illegible] প্রভুপাদ ভিন্নভিন্ন সময় যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৯০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। মূল্য ২, টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] ও [illegible] বিচার ও সমালোচনার প্রণালী এবং পরমার্থ-সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ সমন্বয় নিরূপিত হইয়াছে। মূল্য ৯০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভিষক্‌রত্নের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ভগ্ন শরীর মুমুর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] ইহার কাটতি অত্যাধিক নিতান্ত, পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৯০ বার আনা, বড় বোতল ১।৶০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াস্থ [illegible] প্রেস হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি [illegible] [illegible] দাস অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কল্যাণকল্পতরু
==•==
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দত্তকৌস্তুভম্
==•==
শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত মূল, টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি বিবৃতি সহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।
প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৭শ বর্ষ { ১৭ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২১শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৫ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪৩, শুক্রবার { ২৮৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ গোবিন্দ, বিধি পর্ব্বোপবাসী, গৌরাব্দ ৪৫৬

সাধুসঙ্গ

——::(•)::——

চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধনাঙ্গের মধ্যে সাধুসঙ্গ, শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীভাগবতশ্রবণ, শ্রীমথুরা বাস ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবন—এই পঞ্চাঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পঞ্চ অঙ্গের মধ্যে যে-কোন একটীর স্বল্প যাজন হইলেও অল্প সময়ের মধ্যেই জীবকে ভাব উৎপন্ন হইতে থাকে। এই ভজনাঙ্গগুলির মধ্যে সাধুসঙ্গই সর্ব্বপ্রথম অঙ্গ। সাধুসঙ্গ ব্যতীত অপর চারিটি অঙ্গ আশ্রয় করা যায় না।

সাধুসঙ্গেই অপর চারিটি শ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গের মধ্যে যে-কোন একটীর আশ্রয়গ্রহণ করিলে কৃষ্ণপ্রেম উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে-পরিমাণে নিষ্কপটভাবে একান্ত শরণাগতিময় চিত্তে ভগবদ্বৈমুখ্যবোধ—ভগবৎকৃপামূর্ত্তি সাধুর সঙ্গ ও কৃপা লাভ হয়, সেই পরিমাণেই অন্যান্য সাধনাঙ্গসমূহের সুষ্ঠু অনুশীলন হয়। প্রকৃত সাধুর নিকট সম্যগ্‌রূপে অভিগমন-সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে গেলে শ্রীনাম স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হন না, নামাপরাধ হইয়া যায়। ভাগবতকীর্ত্তনকারী সাধুর আশ্রয়গ্রহণ না করিলে কাহার নিকট ভাগবত শ্রবণ করার সুযোগ হইবে? অশাস্ত্রীয় সাধুর অনাশ্রিত ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও ভাগবত নিজের পরম স্বরূপ প্রকট করেন না; শ্রীনামভজনী—শ্রীনামপ্রেষ্ঠ সাধুর অধীনতা স্বীকার না করিলে কে আমাদিগকে শ্রীনাম বা শ্রীনাম-কীর্ত্তনের যোগ্যতা প্রদান করিবেন? সাধুসঙ্গ প্রভাবে যাহার চিত্তবৃত্তি স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহার সেই বিষয়-বিদ্ধ হৃদয়ে শ্রীনামপ্রভু আত্মপ্রকাশ করেন না, তাহার হৃদয়ে শ্রীধাম আসন রচনা করেন না। শ্রীনামের যাহার সেব্যসেবার অন্তর্ভুক্ত—যিনি শ্রীধামবাসী সেই সাধুর আশ্রয় না করিলে শ্রীধামদর্শন, শ্রীধামবাস বা শ্রীধামসেবানন্দের অধিকার পাওয়া যায় না। এই পঞ্চ ভজনাঙ্গের মধ্যে একটীর আশ্রয়ে কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে উক্ত হইলেও প্রত্যেক অঙ্গযাজনে সাধুসঙ্গকেই প্রথম অঙ্গরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করিতে হইলে একমাত্র সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। সাধুর কৃপা লাভ হওয়াই, সাধুর তত্ত্বদৃষ্টির মধ্যে পড়াই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মলাভের একমাত্র যোগ্যতা। সাধুর তত্ত্বদৃষ্টি দুই প্রকার—অভিনিবেশময় ও অনভিনিবেশময়। যাঁহারা সাধুর অভিনিবেশময় তত্ত্বদৃষ্টির মধ্যে পড়িবার সৌভাগ্য পান, তাঁহারাই নামগুণশ্রবণকীর্ত্তনে শোভাগ্যশালী হইয়া তীব্রগতিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। কৃপালাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে সাধুর সম্পূর্ণ অকপট কৃপালাভের জন্য যত্নই একমাত্র সাধন। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও তপস্যাদি বিভিন্ন সাধনসমূহের অনুষ্ঠান ও তাহার সাফল্য অর্থাৎ সেই সেই সাধনে সিদ্ধিলাভ সাধকের নিজ যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। কর্ম্মী বা জ্ঞানিগণের সাধন নিজের ভুক্তিমুক্তি-লাভের জন্য, তজ্জন্য তাহাতে সেব্যবস্তুর সুখানুসন্ধান বা তজ্জন্য সেব্যবস্তুর কৃপার প্রতীক্ষার কোন আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় না। কিন্তু ভক্তিপথের সাধন সম্পূর্ণ সেবা-সম্বন্ধীয়—সেব্যের কৃপার প্রতীক্ষাবিশিষ্ট। ভক্তিতে সেবাই সাধন ও সাধ্য। সুতরাং তথায় সেব্যবস্তুর কৃপা অর্থাৎ সেব্যবস্তু কৃপাপূর্ব্বক সেবার সুযোগ না দিলে—সেবা গ্রহণ না করিলে কি করিয়া সেবা বা ভক্তিযাজন সম্ভব হইবে? নিজগুণের লেশমাত্র থাকিলে সেব্যবস্তু সেবা স্বীকার করেন না, তজ্জন্য ভক্তিযাজনও সম্ভব হয় না। এই সেব্যবস্তুর কৃপা সাধুরূপে বিগ্রহ ধারণ করিয়া সেবোন্মুখ বা সেবকসম্প্রদায়ের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। সেব্যবস্তুকে কৃপা করিবার জন্য, সেবা গ্রহণ করিবার জন্য কখনও বাধ্য করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, তিনি সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, নির্গুণ, অপ্রাকৃতকাম, স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম। জীব প্রচুর যত্ন করিতে পারেন, সাধনের ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু যদি কৃষ্ণের কৃপামূর্ত্তি সাধুর আশ্রয় না করেন, —সেব্যবস্তুর কৃপার প্রতীক্ষাবিশিষ্ট হওয়ার অবশ্য-কর্ত্তব্যতাকে যদি অস্বীকার করেন, তবে সেব্যবস্তু সেবা গ্রহণ করিবেন না। সেবাকৃপাবিগ্রহ সাধুর আশ্রয় লাভ হইলে তাঁহার আবেদনেই কৃষ্ণ জীবের সেবা গ্রহণ করেন। সাধুকে বাদ দিয়া কখনও সেবালাভ সম্ভব নহে। কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমবশ। ভক্তের আবেদন বা ভক্তের ইচ্ছা তিনি অবশ্যম্ভাবিরূপে অবশ্যই পূরণ করিয়া থাকেন। সাধু যাঁহার জন্য আবেদন করেন, কৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন না হইয়া পারেন না।

ভক্তির উন্মেষ হইতে প্রথম সাধনাবস্থা হইতে প্রেমভক্তিলাভ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সাধকের পূর্ণতা পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয়। সেবোন্মুখ-সাধক পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গের প্রতি অকৃত্রিমা প্রীতি বর্দ্ধমান থাকে। সর্ব্বপ্রথম অঙ্কুররূপে উৎপন্ন শ্রদ্ধা এবং ভক্তপদসম্পর্কশালিতা রুচি প্রভৃতির দ্বারা ভগবৎসান্মুখ্য লাভ হয়।

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

শ্রীসনাতন-শিক্ষা

(৪)

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল সনাতনের নিকট এইভাবে সম্বন্ধতত্ত্ব বর্ণন করিয়া সেই সম্বন্ধতত্ত্বপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ অভিধেয়তত্ত্ব-বর্ণনমুখে বলিলেন,—"হে সনাতন! শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রে 'কৃষ্ণভক্তি' অভিধেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শাক্ত ও শাক্তমান্—অভেদতত্ত্ব। যে শক্তি কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের সেবায় নিযুক্ত, সেই স্বরূপশক্তি মায়াশক্তি হইতে পৃথক্। স্বরূপশক্তি ও স্বরূপশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন-ভাবে অবস্থিত। অংশ-অংশীর শ্রীকৃষ্ণের স্ব-স্বরূপতত্ত্ব সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অংশবিলাস—চতুর্ব্যূহ ও [illegible]। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ও শক্তি-[illegible], আর জীব বিভিন্নাংশ ও [illegible] জীব দুইপ্রকার— (১) নিত্যমুক্ত ও [illegible]। নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনও [illegible] অঙ্গীকার করেন নাই। তাঁহারা [illegible] চিন্ময়ধামে শ্রীকৃষ্ণচরণে [illegible] 'শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ'-নামে [illegible] কৃষ্ণসেবাসুখই তাঁহাদের [illegible]। 'নিত্য-বদ্ধ' জীব সকল কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ থাকিয়া সংসারে স্বর্গ নরকাদি সুখ-দুঃখ ভোগ করে; কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষ হেতু মায়াপিশাচী তাহাদিগকে স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে বদ্ধ করিয়া দণ্ড প্রদান করিয়া থাকে এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের দ্বারা [illegible] অতিশয় জর্জ্জরিত করে। তাহারা [illegible] ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর বশীভূত হইয়া মায়া-পিশাচীর বিবিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে থাকে। ইহাই জীবের ভবরোগ। এইভাবে সংসারে কখন ঊর্দ্ধে কখন নিম্নে গমন করিতে করিতে কোনপ্রকারে [illegible] জীবের সৌভাগ্যের

[illegible]

Glory to Sri Guru and Gauranga

GAUDIYA MISSION

(Registered)

Telegrams :—'Gaudiyamath', Cal.
Phone :—B. B. 4118.

Sri Gaudiya Math,
P. O. Baghbazar,
Calcutta.
28th February, 1943

NOTICE

The third Annual General Meeting of the members of the Gaudiya Mission will be held at 8-30 a. m. on Sunday, the 21st March, 1943 (Sri Gaur Janmotsav day) at Sri Chaitanya Math, P. O. Sree-Mayapur, Dt. Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

AGENDA

1. Allegiance and Homage to His Divine Grace Sri Srila Acharyadev.
2. Report of the Governing Body regarding administration of the Society, Sri Visva Vaishnav Raj Sabha and Sri Navadvipdham Pracharini Sabha.
3. Amendment of Rules Nos. 23, 26, 29, 37, 46, 74, (e) and 85 of the Articles of Association.
4. Passing of audited accounts for the year 1348 B. S.
5. Appointment of Auditor.
6. Election of members of the Governing Body.
7. Discussion of the work of the Governing Body.
8. Bye-laws of Sri Visva Vaishnav Raj Sabha and Sri Navadvipdham Pracharini Sabha.
9. Any other subject that may be transacted at the congregation.

Sd S. Vidyabinode.

Secretary.

[illegible]

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(:০:)::——

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

[illegible]

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে মহাপ্রসাদ-সেবান্তে কীর্তনাদির সহিত সকলকে শ্রী প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রী ভক্তিসুধাকর-বিরহমহোৎসব

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১২ই ফাল্গুন পরমহংস শ্রীল আচার্যদেবের কৃপায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহতিথি মহোৎসব তাঁহার জীবনচরিত ও উপদেশাবলী আলোচনামুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতে ও অপরাহ্নে হরিসভাতে "মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর"-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর উপস্থিত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ .... 'ভক্তিসুধাকর প্রভু'র .... আদর্শ, তাঁহার উপদেশাবলী, জীবনচরিত, পাশ্চাত্ত্য ভাষায় .... প্রচারের চেষ্টা, শ্রীব্যাসপূজার পরের দিবস নিত্যলীলায় প্রবেশের বিষয়, তাঁহার নিত্য সেবা-কীর্তনস্বরূপ .... 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-গ্রন্থ প্রভৃতি বিষয়ে বহু কথা কীর্তন করেন। ঐ দিবস বক্তৃতার সংবাদ কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচারিত হওয়ার মধ্যে বহু লোকসমাগম হইয়াছিল।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

গত ১০ই ফাল্গুন, পূর্ণিমাতিথিতে আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পুরীর শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একোননবতিতম আবির্ভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব সংকীর্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, 'শ্রীমন্ত্রী .... বৈষ্ণব' ইত্যাদি মহাজনপদাবলী কীর্তন হইলে পর শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা পারায়ণ করা হয়। তৎপর শ্রীমদ্ভাগবত-সংক্ষেপ' গ্রন্থ পারায়ণ হয়। অনন্তর কীর্তন-মুখে শ্রীব্যাসপূজা মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিকান্তে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

তৎপর দিবস শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ তিথি-পূজা মহোৎসব সংকীর্তনমুখে সুসম্পন্ন হয়। প্রাতে 'মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর'-গ্রন্থ ও বিশেষ বক্তৃতা হয়। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু'-প্রবন্ধ পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকান্তে পরম পূজনীয় শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুণাবলী কীর্তন করেন। অতঃপর উপস্থিত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৮শে মাঘ, মঙ্গলবার, শ্রীগৌরপঞ্চমী-তিথিদিবস প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব। চক্রবর্তী ঠাকুরের .... বিরহ ও .... কীর্তনমুখে সম্পন্ন হয়। .... প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ .... কৃপাপ্রার্থনাসূচক .... কীর্তন হয়। তৎপরে মধ্যাহ্নে .... ভোগারাত্রিক-কীর্তনের পর পরমপূজনীয়

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকায় নমঃ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ, রবিবার হইতে ত্রিদশদিবস শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে অষ্টপ্রহর, শ্রীনাম-সংকীর্তন, মহোৎসবাদি কীর্তন, লীলাগ্রন্থ পাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-মহোৎসবাদি হইবে। ৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ, সোমবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের সমাচার ও সৎকথা গীতার ও সভায় পাঠ হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। অভ্যাগত হইলে অবশ্য মহাপ্রসাদ-সেবা .... আনন্দিত হইবেন।

বশংবদ নিবেদক

শ্রীসুন্দরানন্দ দাস বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্বক নিবেদন—

আগামী ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ শুক্রবার হইতে নব দিবসকাল শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সভাপতি জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদ .... শ্রীমদ্ .... পুরীগোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্তন সেবামুখে শ্রীধাম নবদ্বীপের নবটী দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই উৎসব অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিলেও আপন কল্যাণের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা .... । ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌরজন্মস্থলী, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈতের ভবনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত ভবন) ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ শুক্রবার। (২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া, সরডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) — ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ শনিবার। (৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার, নৃসিংহপল্লী, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) — ৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ রবিবার। (৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, ভালুকা, আমঘাটা, বামনপুকুর) — ১৫ই মার্চ সোমবার। (৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সমুদ্রগড়, বর্তমান নবদ্বীপ, গঙ্গার পর কোল .... কোল, কোল আমাদ, ...) — ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ মঙ্গলবার। (৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা .... শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির) ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ, বুধবার (শ্রীএকাদশীর উপবাস)। (৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) — ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ বৃহস্পতিবার। (৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি ও অর্কটিলা বা একডালা মাউগাছি) ৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ শুক্রবার। (৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, চম্পকপুর, গঙ্গা তীর) — ৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ শনিবার।

৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ শনিবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস কীর্তন-মহোৎসব ও ৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ, রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাবপৌর্ণমাসী তিথিতে দিবারাত্র শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ....

ধামাধিকারী .... ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীধাম .... পোঃ অঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা .... গোস্বামী মহারাজ .... এবং তাঁহার কথা কীর্তন করেন .... ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

.... অপরাহ্ণ কলিকাতা .... হাইকোর্টের .... শ্রীযুক্ত .... আগমন করিয়া শ্রীল .... কথা শ্রবণ করেন। .... মাঘ পুরীক্ষেত্রে .... সপরিবারে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করিয়া পরমপূজনীয় শ্রীল তীর্থ মহারাজের নিকট প্রায় দুইঘণ্টা ধরিয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরিতোষলাভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত .... শ্রীমঠে .... ও মঠবাসী ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন।

বিভিন্নস্থানে প্রচার

গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু .... সমভিব্যাহারে প্রায় দুই মাস কাল উড়িষ্যার বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া মেদিনীপুর জেলার .... গ্রামে আসিয়াছেন। তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত .... মহাশয়ের (......... দাসাধিকারী) .... অবস্থান করিয়া স্থানীয় সজ্জনগণের একটি .... নাটমন্দিরে .... শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "......... " পাঠ এবং শ্রীনারদ গোস্বামী .... কীর্তন করেন। .... [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

... ...

নিয়মাবলী

১। [illegible] পাঁচ বা ছয়ের [illegible] স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীনবদ্বীপ [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিম বার্ষিক বা [illegible] নদীয়া-প্রকাশের [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] নিয়োগ উহার পক্ষে [illegible]।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। [illegible] কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের ভার লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রত্যেক ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় সংবাদাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত সংবাদ যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরত পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে [illegible] কাগজের যাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অসন্তোষজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। তত্ত্বাবধায়ক শ্রীনদীয়াপ্রকাশ [illegible] অবৈতনিকভাবে [illegible] বন্ধ; সুতরাং তাঁহাকে কোন বাবদ [illegible] কার্য্যে নিয়োগ [illegible] অপরাধের [illegible], সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও শেষের পৃষ্ঠা,		মধ্যের পৃষ্ঠা
প্রত্যহ প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷৷০
" সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিভাষণ

নদীয়া জেলার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় রায় বাহাদুর জে. এন্. মিত্র, এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় কয়েকদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে সংবাদ-[illegible] বিভিন্ন [illegible] বার্ষিক অধিবেশনে এক জন সভায় সভাপতি-রূপে একটী মনোজ্ঞ [illegible] বক্তৃতা প্রদান করিয়া শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত নরনারীর বিশেষ প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ সকলে একবাক্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

আমাদের পারমার্থিক পত্রে স্থান অতিশয় সঙ্কীর্ণ বলিয়া তাঁহার সেই [illegible] অভিভাষণটি প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

কৃষ্ণনগরে শ্রীসরস্বতীপূজা

সরস্বতীপূজা-উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে [illegible] হইতে বিশেষ সমারোহ হইয়া আসিতেছে। ভারতের বিখ্যাত মৃৎশিল্পিগণ এই নদীয়ারই অধিবাসী। এই সব মৃৎশিল্পিগণের তৈয়ারী প্রতিমা-মূর্ত্তিগুলি শিল্পনৈপুণ্যে ও নানাবিধ পত্র ও পুষ্পে সজ্জিত হইয়া এবারে কৃষ্ণনগর সহরটিকে বিশেষভাবে মনোজ্ঞ করিয়াছিল। গত বৎসরের ন্যায় এবারও প্রায় ৪০০ শত বাণীপূজা এই সহরে অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণনগরের কুমারী সংঘের পূজার নাম উল্লেখযোগ্য।

[illegible]মূলক ভাবে কলের জল বন্ধ

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, সমগ্র কলিকাতা সহরে এক দিন [illegible] পরীক্ষামূলকভাবে কলের জল বন্ধ করিবার জন্য কর্পোরেশন যে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, বাঙ্গলা সরকার তাহার একটি [illegible] অনুমোদন করিয়াছেন। [illegible] সহরে এক বারেই কলের জল বন্ধ না করিয়া সহরের এক একটি অংশে ঐ ব্যবস্থা প্রয়োগ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার কর্পোরেশনকে উপদেশ দিয়াছেন। বিমান আক্রমণের ফলে কলিকাতার কোন অংশে জলসরবরাহ বন্ধ হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যই এইরূপ পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। এই প্রকার ঘটনার পুনরুক্তি করিয়া সরকার কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৮,০০০ [illegible] বসাইয়াছেন।

সরকারী সাহায্য সম্পর্কিত নির্দ্দেশ

[illegible] সরকারী [illegible] সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:—

যুদ্ধ কিংবা অন্য কোন অতিরিক্ত এলেকার যে সকল অধিবাসিগণ যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার অল্পকাল পূর্ব্বে বৈষয়িক কার্য অথবা চিকিৎসার জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের দরুণ ফিরিতে পারেন না, তাহাদিগকে সরকারী অর্থ সাহায্য [illegible] পর্য্যায়ে দেওয়া হইবে। যাহারা সরকারের নিকট অর্থ চাহেন, তাঁহারা নিজ নিজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ও কলিকাতার অধিবাসিগণ বাংলা সরকারের [illegible] জন্য নিযুক্ত স্পেশাল অফিসারের নিকট আবেদন করিতে পারেন।

কলিকাতায় বসন্তের প্রকোপ

কলিকাতা সহরে বসন্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়াছে। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে কলিকাতা সহরে ৩৩জন নরনারী এই রোগে প্রাণ হারাইয়াছে, আরও বহু সংখ্যক নরনারী এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন বসন্তের এই প্রকোপকে মহামারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। স্বাস্থ্য কর্ত্তৃপক্ষ নগরবাসীকে টিকা লইবার পরামর্শ দিয়াছেন। টিকা লইলে বসন্ত রোগ [illegible] হয় না, হইলেও সাংঘাতিক হয় না।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবনচরিত, [illegible] ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় [illegible] গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

[illegible] মূল্য ৷৷০ আনা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলার পাচন

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন, পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] সেবন করিয়া দেখুন যে, আয়ুর্ব্বেদ [illegible] কি না। [illegible] বড় বোতল ২৷৷৵০ [illegible] আনা। [illegible] প্রাপ্তিস্থান:—

[illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ [illegible]।

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] হইতে শ্রীকুঞ্জবিহারী [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ { ১৭ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২২শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৬ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪৩, শনিবার } ১৮৮তম সংখ্যা

[illegible] কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত এই কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পত্রিকা'-প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল, টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ গোবিন্দ, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

প্রীতি ও তদ্বাধা

যাঁহার যে পরিমাণ ভক্ত ও ভগবানে প্রীতি-সম্পত্তি আছে, তাঁহার সেই পরিমাণ পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার-সম্পত্তি লাভ হয়। সকলেই সকল অবস্থায় সুখের কাঙ্গাল। সর্ব্বাবস্থায়ই প্রীতিই সুখ অর্থাৎ প্রীতিই পরতম পুরুষার্থ বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—'আমার ভক্ত যদি কদাচিৎ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, মুক্তি, স্বীয় ধাম—সকলই পাইতে পারেন।' প্রীতি বা ভক্তিদ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরম সুখোদয় হয়। শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন,—'শ্রীবাসুদেবে আমাদের যেকাল পর্য্যন্ত প্রীতির আবির্ভাব না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত দেহ সম্বন্ধ হইতে কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না।' প্রীতির দ্বারা স্বরূপ ও স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। প্রীতিই চক্ষু। এই চক্ষু ভগবানকে দর্শন করাইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ ভক্তিবশ্য বশ। ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। ভোজনকারীর যেরূপ প্রতিগ্রাসে যেরূপ তুষ্টি, উদরপূরণ ও ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ ফলত্রয় একসঙ্গে লাভ হয়, সেইরূপ শরণাগত পুরুষের একসঙ্গেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, ভগবদনুভবরূপ স্ফূর্ত্তি এবং ইতর-বিষয়বৈরাগ্যরূপ ফলত্রয় উদিত হয়।

একমাত্র প্রীতিই অপ্রাকৃত বস্তুর সাক্ষাৎকারলাভের কারণ, জগতেও অপরাধই প্রীতির একমাত্র প্রতিবন্ধক। অপরাধই সকল অনর্থের নিদান। সাধুসঙ্গ, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবন—এই পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গের যে-কোন একটি অঙ্গের স্বল্প অনুশীলনে জীবের চরম মঙ্গল লাভ হয়। যদি কেহ মনে করেন, সাধুসঙ্গ করিতে গেলে সাধুর চরণে অজ্ঞাত ও জ্ঞাত অপরাধ হইতে পারে, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেও প্রতিনিয়ত নামাপরাধ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে, ভাগবত-শ্রবণ করিতে গেলে সর্ব্ব-বিক্ষেপাদি অপরাধ উপস্থিত হইতে পারে, শ্রীমূর্ত্তি-সেবা করিতে গেলে বহুবিধ সেবাপরাধ উপস্থিত হইতে পারে, শ্রীধামবাস করিতে গেলে ধামাপরাধ হওয়া প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে, কারণ জীবের বিরুদ্ধপথে অপরাধ হওয়াটা কিছু বিচিত্র নহে; অতএব যে-কোন অঙ্গ যাজন করিলেই যখন অপরাধের আশঙ্কা আছে, তখন ভক্তি যাজন না করাই ভাল। কিন্তু এরূপ বিচার ঠিক নহে, কপটতামাত্র। শিশু প্রথম যখন এইরূপ দু'একবার আছাড় খাইয়া ব্যবস্থা করিতে চাহে। শিশু যখন দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে চেষ্টা করিলে ভূমিতে পড়িয়া যায়, তখন তাহাকে একেবারে চেষ্টা করিতে না দিয়া তাহার হাত-পা বাঁধিয়া রাখিলে তাহার আর পতনের আশঙ্কা থাকিবে না—এইরূপ স্থির করিয়া তাহা কাহারও পরিণত বয়সে শিশুকে চিরকালের জন্য ভূমিতে পাতিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা হয়; সেইরূপ, ভক্তি যাজন করিলে যখন অপরাধের আশঙ্কা আছে, তখন ভক্তি যাজন না করাই শ্রেয়ঃ—এই সিদ্ধান্ত করিয়া যদি ভক্তি-যাজন হইতে বিরত থাকা যায়, তবে অনন্ত অপরাধের সাগরে অনন্তকাল পতিত থাকিতে হইবে। এই অপরাধ হইতে কি করিয়া রক্ষা পাওয়া যায়, তাহার কৌশল অবগত হওয়াই আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের আশু কর্ত্তব্য।

শাস্ত্র ও মহাজনগণ এই সর্ব্বনাশী অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পাইবার তিনটী প্রধান উপায় বলিয়াছেন। প্রথমতঃ দুষ্ট মনকে সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ রাখিতে রাখিতে অকপট চিত্তে ক্রন্দন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্মে ও তাঁহার সেবকাভিমানিগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ অপরাধকঠিন হৃদয়ের দুরবস্থার কথা জানাইতে হইবে। অথচ এরূপ কঠিন হওয়া গিয়াছে যে, শ্রীহরিনাম, শ্রীহরিসেবা অথবা শ্রীভগবানে কাহারও লোভও উদয় হয় না। অন্তর্য্যামীর এই দুঃখ অপরাধের কথা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অকপটে জানাইতে হইবে। কৃপা-প্রার্থনায় অকপটতা থাকিলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়। "আর নাহি বাপ"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অপরাধ হইতে অব্যাহতি দেন। দ্বিতীয়তঃ অপরাধের কঠোর শাস্তি ও দণ্ডভোগ করিতে করিতেও অপরাধের ক্ষয় হয়। কোটি কোটি জন্ম ক্লেশ সম্পূর্ণ হইবার পর কোন মহতের সাক্ষাৎকার ও তাঁহার অহৈতুকী কৃপা হইলে অপরাধ দূর হওয়া অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের বিশেষ বা দৈবী কৃপার ফলে যে কোন মুহূর্ত্তে যে-কোন অপরাধী জীবের সমূহ অপরাধ বিনষ্ট হইতে পারে। উহা সম্পূর্ণ অহৈতুক এবং শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাধীন। সকলেই যে এইরূপ আকস্মিক কৃপা লাভ করিবেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব সর্ব্বক্ষণ দৈন্যকে পালন করিয়া অপরাধের কথা শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে আবেদন কাতর ক্রন্দনের সহিত জ্ঞাপন করিয়া আর যাহাতে অপরাধ না হয়, তজ্জন্য শ্রীগৌরদেব-নিত্যানন্দের কৃপাবল প্রার্থনা করাই দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সহজ পথ। 'করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর' — এই ভাবটী পূর্ণভাবে আন্তরিক হইলে, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু অবশ্যই বলসঞ্চার-কারিণী কৃপা বিতরণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্মের কৃপাসমুদ্রের একবিন্দু কোটি কোটি দুর্ব্বল জীবের হৃদয়ে অদ্ভুত চিন্ময় বল সঞ্চার করিতে পারে। তবে দুর্ব্বল হইলেও যাঁহারা সরল, একমাত্র তাঁহারাই শ্রীগুরুকৃপা-বলে সবল হইতে পারেন এবং তাঁহারাও অপর বহু দুর্ব্বল জীবকে সবল চিন্ময় আকরস্বরূপ বলসঞ্চারিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান দিতে পারেন। কিন্তু যাহারা কপট বা অর্থতারূপ কালসর্পটীকে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে অন্তরে পোষণ করিয়া রাখে, তাহারা কোন দিন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলের সন্ধান পাইতে পারে না অথবা বাহিরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও অন্তরে অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত থাকে। শাস্ত্র বলেন,—আগে শ্রদ্ধা, আগে অশ্রদ্ধা নহে। অশ্রদ্ধাকে পোষণ করিতে করিতে শ্রদ্ধা লাভ হইবে, এরূপ নহে। অশ্রদ্ধাই অপরাধ। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অনাদর করিতে করিতে তাঁহার প্রতি আদর আসিবে—এরূপ ধারণা 'নষ্টক কপট'। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে অশ্রদ্ধা নাই, আবার অশ্রদ্ধায় শ্রদ্ধা নাই। অপ্রকাশ সম্পূর্ণ অবস্থানে সুকৃতিশালী জীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধা-দেবীর আবির্ভাব হয় এবং তৎকালে তাঁহাকে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে। শ্রদ্ধাবানই ভক্তিতে অধিকারী, অতএব শ্রদ্ধাবানেই অধিকারী।

শুদ্ধ কৃষ্ণনাম [illegible] শাস্ত্রের প্রমাণে। [illegible] কৃষ্ণ কৃপা করেন [illegible]

All Glory to Sri Guru and Gauranga

GAUDIYA MISSION

(Registered)

Tele { grams :—'Gaudiyamath', Cal,
phone —B. B 4118.

Sri Gaudiya Math,
P. O. Baghbazar,
Calcutta.

28th February, 1943

NOTICE

The third Annual General Meeting of the members of the Gaudiya Mission will be held at 8-30 a. m. on Sunday, the 21st March, 1943 (Sri Gaur Janmotsav day) at Sri Chaitanya Math, P. O. Sree-Mayapur, Dt. Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

AGENDA

1. Allegiance and Homage to His Divine Grace Sri Srila Acharyadev.
2. Report of the Governing Body regarding administration of the Society, Sri Visva Vaishnav Raj Sabha and Sri Navadvipdham Pracharini Sabha.
3. Amendment of Rules Nos. 23, 26, 29, 37, 46, 74, (e) and 85 of the Articles of Association.
4. Passing of audited accounts for the year 1348 B. S.
5. Appointment of Auditor.
6. Election of members of the Governing Body.
7. Discussion of the work of the Governing Body.
8. Bye-laws of Sri Visva Vaishnav Raj Sabha and Sri Navadvipdham Pracharini Sabha.
9. Any other subject that may be transacted at the congregation.

Sd/ S. Vidyabinode.

Secretary.

শ্রীসনাতন-শিক্ষা

(৬)

[illegible]

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥

অঙ্গ পূর্ণ হয় বলিয়া কথিত হয়। এই পাঁচটী যোগ করিয়া চৌষট্টী অঙ্গ হয়। এই ৫৯টী পূর্বোক্ত ১০টীর সহিত যোগে মোট ৬৪টী অঙ্গ হইল। এই চতুঃষষ্টী অঙ্গের শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ যাজিত বা উপাসিত হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি—একেবারে পৃথক্, আর কতকগুলি মিশ্রভাবাপন্ন। এই চৌষট্টী অঙ্গের মধ্যে (১) সাধুসঙ্গ, (২) নাম-কীর্ত্তন, (৩) ভাগবতশ্রবণ (৪) মথুরায় বাস, (৫) শ্রদ্ধা বিশেষে শ্রীমূর্ত্তির সেবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইঁহাদের মধ্যে কেহ এক অঙ্গ সাধন করেন, কেহ বা বহু অঙ্গ সাধন করেন। নিষ্ঠার ফলে প্রেমের উদয় হয়। অম্বরীষাদি ভক্তগণ বহু অঙ্গ সাধন করিয়াছেন। আবার নববিধা ভক্তির মধ্যে কেবলমাত্র শ্রবণভক্তি-যাজনের দ্বারা শ্রীপরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীশুকদেব গোস্বামী, স্মরণের দ্বারা শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীপাদপদ্মসেবনের দ্বারা শ্রীলক্ষ্মী, অর্চ্চনের দ্বারা পৃথু মহারাজ, বন্দনের দ্বারা শ্রীঅক্রূর, দাস্যদ্বারা শ্রীহনুমান্, সখ্যদ্বারা শ্রীঅর্জ্জুন এবং আত্মনিবেদনের দ্বারা শ্রীবলি মহারাজ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন।

একান্ত শরণাগত ভক্ত বেদ বাক্য বিধানের অধীন নহেন। তিনি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন; নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁহার রুচি কখনও হয় না। অজ্ঞানে দৈবাৎ যদি সাধকের কোন পাপ উপস্থিত হয়, শ্রীকৃষ্ণকৃপায় তাঁহার ঐ পাপ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে সেই পাপ শোধন করিয়া থাকেন। জ্ঞান ও বৈরাগ্য কখনও ভক্তির অঙ্গ নহে; তাহাদিগকে ভক্তির অনুগামী পুরস্কর বলা যাইতে পারে। ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রয়োজনীয় হয় না। ভক্তকে আনুষঙ্গিক ভাবেই অহিংসাদি গুণ আছে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(:o:)::——

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

গত ৩রা ফাল্গুন, সোমবার হইতে ৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত, এই চারিদিবস উড়িষ্যার অন্যতম শাখা মঠ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানির্দ্দেশানুসারে পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সম্বায়োগে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ৩রা ফাল্গুন প্রত্যুষে শ্রীনগরকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। অতঃপর শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে পূজনীয় শ্রীপাদ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ, রবিবার হইতে ৩ দিবসব্যাপী শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে **শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব** উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থ পাঠ, বক্তৃতা, প্রবীণ বৈষ্ণব-অভিভাষণ ও যাত্রা-মহোৎসবাদি হইবে। ৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ্চ, সোমবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিজজনগণের সমাচার ও সংবাদ বর্ণনা ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিত প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে এবং সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গলাভে পরমানন্দিত হইবেন।

হরিজন-কিঙ্কর

শ্রীসুন্দরানন্দ দাস বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিখিলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ শুক্রবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সম্প্রদায় শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবামুখে শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ফলোদয়ের সম্ভাবনা আছে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা

(১) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, প্রভুর বাল্যলীলাস্থান, শ্রীশ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন) ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, শুক্রবার। (২) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (সিমুলিয়া, শ্রীকাজীর সমাধি, বেলপুকুর) ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ শনিবার। (৩) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (গাদিগাছা, স্বর্ণবিহার, নৃসিংহপল্লী, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ রবিবার। (৪) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (মাজিদা, হাটডাঙ্গা ব্রাহ্মণপুষ্কর, বামনপুকুর)—১লা চৈত্র ১৫ই মার্চ্চ, সোমবার। (৫) **শ্রীকোলদ্বীপ** (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গানগর, কোল ও সমুদ্রগড় কোল, কোল-আমাদ, কোলের দহ)—২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ মঙ্গলবার। (৬) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ, বুধবার (শ্রীএকাদশীর উপবাস)। (৭) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বিদ্যানগর, জান্নগর)—৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার। (৮) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (মামগাছি অর্কটিলা বা একডালা মাতাপুর) ৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ শুক্রবার। (৯) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, রাহাতপুর, মহেশগঞ্জ)—৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ শনিবার।

৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ, শনিবার শ্রীমদ্গৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও

৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ, রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাবপৌর্ণমাসী হইতে তিন দিবস শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ও প্রেরিত দ্রব্যাদি শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

উক্ত গোস্বামী মহারাজ প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড ৯ম অধ্যায় ও অন্ত্যখণ্ড ৫ম অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ও তাঁহার অপ্রাকৃত লীলার বিষয় পাঠ করেন। এইরূপ প্রায় সমস্তদিন শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হইতে থাকে।

সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীল মহারাজ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিক মহাবদান্য-লীলাকথা কিছু সময় কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর অম্বলগ্রাম, নগরবাসী, শ্রীক্ষেত্রবাসী প্রভৃতি পর কীর্ত্তনান্তে শ্রীল মহারাজ শ্রীচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১০ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের একোনপঞ্চাশত্তম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিপূজা সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পূর্ব্বাহ্নে অর্চ্চনান্তে ভাগবতপাঠ প্রভৃতি ও কীর্ত্তনের অবসানে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী প্রভু ২১শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত "শ্রীভক্তিরস" প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে কীর্ত্তন ও তুলসী-পরিক্রমার পর প্রভুপাদের পত্রাবলী প্রায় সমস্ত দিন পাঠ হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জীউর মন্দিরে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গৌড়ীয় হইতে "শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা" নামক প্রবন্ধ পাঠ হয়। শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিকতার কথা কীর্ত্তন করিয়া গৌড়ীয় ৮ম বর্ষ "শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা" পাঠ করেন। তৎপরে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরদিবস ১১ই ফাল্গুন, শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-তিথিপূজা সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কীর্ত্তনান্তে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী বিদ্যারত্ন প্রভু গৌড়ীয় ১৮শ বর্ষ "শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ"-সংখ্যা পাঠ করেন। অপরাহ্ণে উঁহার জীবন চরিত ও প্রবন্ধাবলী পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভু গৌড়ীয় হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর মহিমা পাঠ করেন। পরিশেষে শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আরাতে প্রচার

গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী গত ৮ই ফাল্গুন পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে আরায় গমন করিয়া সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা-প্রচার ও আরাত্রিকে যোগদান করেন। তথাকার সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে কলিযুগের পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বর্ণন করিয়া শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তন-সংবাদ কীর্ত্তন করেন। আলোচনা-সভায় সেসন-বিভাগের এডিসনেল জজ শ্রীযুক্ত বিমলকুমার দাস, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরনাথ উকিল, শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সান্যাল প্রভৃতি সজ্জন ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

Regd. No.C. 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

নিয়মাবলী

১। [illegible] নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। [illegible] নদীয়া-প্রকাশের [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] [illegible] তাহার [illegible] বিষয়।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য [illegible] ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হইলেও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। [illegible] মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনা-স্বরূপ পাঠান হয় না। বিনামূল্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ [illegible] ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের [illegible] [illegible] না; [illegible] গ্রাহকগণের স্ব স্ব ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। [illegible] পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে [illegible] কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রবন্ধ [illegible] পরমার্থ-সম্বন্ধীয় [illegible] সম্পাদকের অনুমোদন [illegible] শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। [illegible] [illegible] ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। [illegible] কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার [illegible] লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] কোনপ্রকার [illegible] সম্পাদকের [illegible] যে কোন সময় [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] করা যাইতে পারে। [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] চিঠি-পত্র —শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible]-[illegible], শ্রী [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও দ্বিতীয় বার,	পরবর্ত্তী বিজ্ঞাপন
[illegible] ইঞ্চি ৩৲	২॥০
" " তিন কলম ৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম ৮৲	৬৲
" " এক কলম ১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে [illegible]

বিবিধ সংবাদ

রেল ও সাধারণ তহবিল

সাধারণ আর্থিক ব্যবস্থা হইতে রেলওয়ে আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র করার ১৯২৪ সালে যে নীতি প্রবর্ত্তিত হয় যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় অস্থায়ী ভাবে তাহাতে কয়েকটি পরিবর্ত্তন সুপারিশ করিয়া স্যার এডওয়ার্ড বেস্থ যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাহাতে গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনগুলি সুপারিশ করা হয়: (১) ১৯২৪ সালের চুক্তি অনুসারে [illegible] ও [illegible] এর অর্থ ছাড়াও ১৯৪২ [illegible] সালে সাধারণ তহবিলে [illegible] ২ কোটি [illegible] লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। (২) ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে কনভেনশান অনুযায়ী উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে সাধারণ তহবিলে [illegible] দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা আর বলবৎ থাকিবে না। (৩) ১৯৪৩ [illegible] সালে [illegible] উদ্বৃত্ত [illegible] [illegible] পূরণ তহবিলের [illegible] [illegible] টাকার [illegible] করা হইবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাধারণ [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] ঘাটতি [illegible] [illegible] সাধারণ তহবিল হইতে তাহা পূরণ করা হইবে। (৪) নূতন কনভেনশন [illegible] না হওয়া পর্যন্ত পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে উদ্বৃত্ত অর্থ কি ভাবে রেলওয়ে [illegible] ও সাধারণ তহবিলে [illegible] হইবে পরিষদ তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। ঘাটতি টাকা সাধারণ তহবিল হইতে পূরণ করা হইবে।

[illegible] বোর্ড ও [illegible] বোর্ডের কোন-রূপ ছবি তোলা নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে স্যার [illegible] [illegible] ভারতীয় [illegible] আইনের [illegible] সংশোধনের যে বিল উত্থাপন করেন তাহা গৃহীত হয়।

উড়িষ্যার [illegible] [illegible]

উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট [illegible], মার্চ্চ ও এপ্রিল এই তিন মাসের জন্য [illegible] পরিমাণ

হিসাবে সাড়ে [illegible] লক্ষ গজ [illegible] [illegible] বরাদ্দ করিয়াছেন। উহার মধ্যে ধুতি, শাড়ী ও জামার কাপড় আছে। উপরোক্ত বস্ত্র পাওয়া গেলে উহা জনসংখ্যার ভিত্তিতে সমস্ত জেলায় বিলি করা হইবে এবং নির্ব্বাচিত ব্যবসায়ীদের মারফৎ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ উহার বিলি-ব্যবস্থা করিবেন। সরকারী প্রাদেশিক কণ্ট্রোলার [illegible] [illegible] এক [illegible] সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বলেন যে এই প্রদেশের বাৎসরিক ১০ কোটি ৮০ লক্ষ গজ বস্ত্রের স্বাভাবিক প্রয়োজন আছে। উহার মধ্যে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রস্তুত ও অবশিষ্ট ৫ কোটি ৯০ লক্ষ গজ [illegible] কাপড়।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হ্রাস ও মূল্য বৃদ্ধি

এক সংবাদে প্রকাশ: সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণাদেশ অনুযায়ী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ও মূল্যের [illegible] [illegible] পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য ভারত সরকার [illegible] [illegible] নব নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ও মূল্য সম্পর্কিত নূতন আদেশ আগামী ১লা এপ্রিল হইতে বলবৎ হইবে।

বোম্বে টেলিফোন কর্পোরেশন

প্রকাশ বর্ত্তমান বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে ভারত সরকার কলিকাতার টেলিফোন ব্যবস্থার পরিচালন ভার গ্রহণ করিবেন। এই সংবাদ প্রসঙ্গে বোম্বে টেলিফোন কর্পোরেশন জানাইয়াছেন যে, ভারত সরকার তাঁহাদের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে কর্পোরেশন যে সকল টেলিফোনের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছিলেন, উপরোক্ত তারিখের পর হইতে ভারত সরকারই তাহা করিবেন।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] [illegible] যে সকল [illegible] প্রদান করিয়াছেন, তাহা [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য [illegible] আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, [illegible] ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় [illegible] গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] [illegible] বিচার ও সমালোচনা [illegible] এবং পরমার্থ-বিষয়ে মানবজাতির সাধারণ সমন্বয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য [illegible] আনা

কবিরাজ মণিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্লীহাদি জীর্ণ জ্বর [illegible] [illegible] পল্লীবাসীর [illegible] একমাত্র উপায় [illegible] [illegible] [illegible] অত্যাশ্চর্য্য। [illegible], টাকা-সমেত [illegible] এবং নতুন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল [illegible] বার আনা, বড় বোতল ১৸০ একটাকা ছয় আনা। প্যাকিং খরচা স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী[illegible] [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী-[illegible] শ্রীমন্‌[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অপূর্ব্ব কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দত্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল, টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ [illegible] সহ নব-প্রকাশিত হইল।

প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৭শ বর্ষ { ১৬ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৪শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ৮ই মার্চ, ইং ১৯৪৩, সোমবার { ২৮৯৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ গোবিন্দ, [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

কেবল ভক্তি ব্যতীত কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি সাধনের দ্বারা কখনও জীবের পরিপূর্ণরূপে চিত্তশুদ্ধি হয় না। একমাত্র হরিলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাই শ্রীহরির সম্বন্ধ চিত্তস্থ হয় ও তাহার আনুষঙ্গিকরূপে অর্থাৎ ঐ ভাবের কিঞ্চিৎ উদয়ের আভাসেই চিত্ত-শুদ্ধি সাধিত হয় শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥
(ভাঃ ২।৮।৫)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের বিবৃতিতে জানাইয়াছেন,—"যদিও শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বহৃদয়ে আছেন, তথাপি তিনি সেই অবস্থায় উদাসীনভাবে বিরাজ করেন। কিন্তু জীবের কর্ণদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপবেশনস্থানরূপ জীবের হৃদয়-কমলস্থ [illegible]ভাবকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেন এবং তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে জীবহৃদয়ের কামক্রোধাদি মলও বিধৌত হয়।"

যদি কেহ বলেন, জ্ঞানযোগাদিও মনের বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তি কামক্রোধাদিকে ধ্বংস করিয়া চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারে, তবে হরিকথার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? তদুত্তর এই যে, যেপ্রকার কূপস্থ জল ও প্রণালীর নিম্ন-[illegible] শোষণ করা যায় এবং তদ্দ্বারা ঐ কূপস্থ পঙ্কিল জলমাত্রই শোধিত হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য পাত্রস্থ বা নদী-তড়াগাদির জল শোধিত হইতে পারে না, আবার ঐ ক্ষুদ্র পাত্রের জল শোধিত হইলেও মলরাশি কূপের তলদেশে পড়িয়া থাকে, কোনপ্রকারে ক্ষোভিত হইলে পুনরায় জলে মল মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানকর্ম্মযোগাদিদ্বারা সকল জীবের হৃদয়ের অনর্থ-মল দূরীভূত হয় না। কাহারও কাহারও দূরীকৃত হইলেও সর্ব্বতোভাবে হয় না।

——

সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা ও অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে হইবে। নিষ্কপট গুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তন ও স্মরণ-প্রভাবে জীবের হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও আপনজ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ও তৎসঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে অনর্থনিবৃত্তিক্রমে নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি ইত্যাদির আবির্ভাব হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দিকে গতি যতই তীব্র ও সর্ব্বাত্মসমর্পণময় হইবে, ততই অপর প্রতি—বিষয়ের প্রতি দেহজনের সৌখ্যচর্য্যাদির প্রতি বিতৃষ্ণা আসিবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়লাভ ব্যতীত কোটি কোটি জন্ম ধরিয়া পরম নিষ্ঠার সহিত কোটি কোটি সাধনাঙ্গ যাজন করিলেও ভক্তি লাভ ত' দূরের কথা, অনর্থনিবৃত্তি হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভক্তিবিগ্রহ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত ভক্তির পৃথক্ পরিচয় নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সকল মঙ্গলালয়। একমাত্র তাঁহারই কৃপায় জীবের যে নিত্যসিদ্ধভাব ভক্তি, তাহা প্রকট হইয়া থাকেন। গুরুকৃপালব্ধ জীবই ভক্তি ও ভক্তিবশ ভগবানের সাক্ষাৎকার অনুভব করেন।

——

জীব ও ভগবৎসাম্মুখ্য

— ::o(::*::)o:: ——

(শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী)

যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই বিশুদ্ধ মধুর প্রেমামৃত রসে আস্বাদন করিবার জন্য এবং অপরকে বিতরণ করিবার জন্য বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগের প্রথম সন্ধ্যায় সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ, অপরিসীম ও অদ্ভুত কারুণ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ-নামক পরমধামে অবতীর্ণ হইয়া ১৪০৭ শকাব্দ হইতে ১৪৫৫ শকাব্দ পর্য্যন্ত ৪৮ বর্ষকাল প্রকট বিহার করেন।

১৪৩৩ শকাব্দের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে তীর্থ-পর্য্যটনচ্ছলে ভক্তগণকে কৃপা বিতরণ করেন। শ্রীসম্প্রদায়ি-বৈষ্ণব শ্রীত্রিমল্লভট্ট, শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট ও শ্রীগোপাল-গুরু শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী-নামক ভ্রাতৃত্রয়ের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথি হইতে চারি মাস কাল তাঁহাদের গৃহে অবস্থান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আন্তরিক অনুকম্পা-প্রভাবে এই ভট্ট পরিবার শ্রীকৃষ্ণসেবাতে নিপুণ ও শ্রীচৈতন্যগতপ্রাণ হইলেন।

ভট্টগৃহে অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎসমুদয় শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের পৌগণ্ডবয়স্ক পুত্র শ্রীগোপাল ভট্ট—যিনি সুপ্রসিদ্ধ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম, সংক্ষিপ্তভাবে সূত্রাকারে লিখিয়াছিলেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীচৈতন্যানুরক্তি অতুলনীয় ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কয়েক বর্ষের মধ্যেই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ উপাসনার প্রণালীক্রমে প্রবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীরঙ্গক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমথুরামণ্ডলে কাম্যবনে অবস্থানপূর্ব্বক স্বীয় অভীষ্টভজনে নিমগ্ন হইলেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্টেরও ব্রজবাস-লালসা বৃদ্ধি হইল এবং তিনিও শ্রীগুরুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন এবং বৃন্দাবনে শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভুদ্বয়ের ঐকান্তিক আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্টপূরণে নিরত হইলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভু বারাণসীতে ও শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভু প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে যে-সকল সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেইসকল সিদ্ধান্ত ও বিচার অবলম্বন-[illegible] করিয়া শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু কড়চা আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণরাজ শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরুর বংশে উদ্ভূত সদাচারনিষ্ঠ শ্রীকুমারদেবের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীসনাতন, তাঁহার অনুজ শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম স্বরূপ শ্রীবল্লভ পরমপূজ্য বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। [illegible] একমাত্র পুত্ররূপে [illegible] শকে শ্রীজীব-গোস্বামী-প্রভু আবির্ভূত হন ও ৮৫ বর্ষকাল প্রকট থাকিয়া পৌষী শুক্লা [illegible] তিথিতে অন্তর্হিত হন। তাঁহার সম্বন্ধে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীসজ্জনতোষণী ১৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—"শ্রীজীব-গোস্বামীর অপার করুণাবলেই আজ শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত ভক্তিপথ-স্বরূপ শ্রীভাগবত-ভক্তিধর্ম্ম জগতে সকল জীবের অনন্ত কল্যাণ

[illegible] করিয়াছেন। [illegible] শ্রীজীব ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি।"

আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর লীলা প্রকট-কারী, [illegible] শ্রীজীব [illegible] শ্রীরূপ সনাতনের [illegible] শ্রীবৃন্দাবন বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীপাদ শ্রীরূপ সনাতন সম্প্রদায় জন্য যে কারিকাগ্রন্থ রচনা করেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই যে শ্রীগোপালভট্টপাদ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস [illegible] সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে [illegible] উক্ত হইয়াছে। উহার অনুবাদ এইরূপ, "শ্রীবৃন্দাবন নিবাসী পরম পূজনীয় শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের সন্তোষ-বিধানার্থ [illegible] গোপাল ভট্ট [illegible] এই শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। [illegible] কোথাও [illegible] কোন কোন স্থানে [illegible] লিপিবদ্ধ ছিল। সেই সব আলোচনা পর্যালোচনা করিয়া শ্রীল সনাতন প্রভু (দিগ্দর্শিনী) টীকা [illegible] লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।"

যাহা-দ্বারা বিষয়সমূহকে জ্ঞাপন করা যায়, যাহা বস্তুসমূহ যথার্থ জ্ঞান প্রদান করে, তাহাকে প্রমাণ বলে। প্রমাণের দ্বারা যাহা জ্ঞাপিত বা সাধিত হয়, তাহাকে প্রমেয় বলে। প্রমাণ ও প্রমেয়ের মধ্যে প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক সম্বন্ধ। দর্শনের [illegible] প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ বা বেদ প্রমাণই প্রধান। এই ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে প্রথম দুইটী ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি দোষযুক্ত। অপৌরুষেয় শব্দ বা বেদ এরূপ যে একমাত্র অমল প্রমাণ তাহা [illegible] বিশেষভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [illegible] বস্তুর স্বরূপ ও সম্বন্ধ বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ [illegible] অপৌরুষেয়, সুতরাং ভ্রম প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা নাই; উহা সর্বকাল সত্যবাণী। ভগবান উহার [illegible] রূপে আবির্ভূত হইতে পারেন। এই শব্দপ্রমাণ [illegible] অভিন্ন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অপৌরুষেয় বেদ-শাস্ত্রকেই [illegible] প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছেন, প্রত্যক্ষানুমানাদি [illegible] প্রমাণ-প্রদান নাই। "স্বতঃ প্রমাণ বেদ - প্রমাণ শিরোমণি।" বেদের অর্থ পূরণ করেন অর্থাৎ বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করেন বলিয়া সাত্বত পুরাণসমূহকে বেদ বলা হয়। [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতই [illegible] পুরাণ, প্রমাণ-শিরোমণি বেদের তাৎপর্য্যবোধার্থ নিবন্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] প্রমাণমধ্যে গণিত। [illegible] সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন।

ষট্সন্দর্ভের 'তত্ত্ব', 'ভগবৎ', 'পরমাত্ম' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' নামক চারিটী সন্দর্ভে সম্বন্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। [illegible] নাম হইবার কারণ [illegible] আছে, সুতরাং উহার ব্যাখ্যা হইতে পারে না। যাহা ব্যাখ্যা করা যায় না, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হইতে চলে না।

নিখিল শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বস্তু, যাঁহার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ, সেই বস্তু অদ্বয় পরমতত্ত্ব এবং তাহা পূর্ণ-সনাতন-পরমানন্দ-স্বরূপ [illegible] তাহা পরমতত্ত্ব নহে এবং তাহার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ হইতে পারে না। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎরূপে পরতত্ত্বের ত্রিবিধ আবির্ভাব। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান বস্তুতঃ একমাত্র পূর্ণ-সনাতন-পরমানন্দস্বরূপ হইলেও শক্তি প্রকাশের তারতম্য-অনুসারে উহাদের বিভিন্ন প্রতীতির কথা বলা হইয়াছে। পরতত্ত্বের অসম্যক অথবা শক্তি-পরিচয়হীন কেবল জ্ঞানময় আবির্ভাবই ব্রহ্ম; স্বরূপশক্তির আংশিক প্রকাশযুক্ত [illegible] মায়াশক্তির নিয়ামক-রূপে পরতত্ত্বের আবির্ভাবই পরমাত্মা, আর স্বরূপশক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশযুক্ত পরতত্ত্বের আবির্ভাবই ভগবান। এই ত্রিবিধ আবির্ভাবের মধ্যে ভগবদাবির্ভাবের পরম শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বয়ংভগবান—স্বয়ং [illegible] শ্রীকৃষ্ণ, তাহা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ষট্সন্দর্ভের [illegible] ভক্তিসন্দর্ভে ও প্রীতিসন্দর্ভে [illegible] উপায় এবং [illegible] প্রয়োজন অর্থাৎ সম্বন্ধতত্ত্ব-প্রাপ্তির ফল আলোচিত হইয়াছে। [illegible] সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন [illegible] প্রমাণ ও প্রমেয় [illegible] বর্ণিত হইয়াছে।

সম্বন্ধতত্ত্ব বলিবার জন্য প্রথমে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন। জীবতত্ত্ব পরমাত্মার বৈভব—পরমাত্মারূপ সূর্য্যের কিরণকণ। জীব অণুচৈতন্য—স্বরূপশক্তির বিভিন্নাংশ। জীব স্বরূপতঃ নিত্য, তাহাতে মায়াগন্ধের কোন সম্ভাবনা নাই। একদিকে পূর্ণ স্বরূপশক্তি ও অপরদিকে অসীম মায়াশক্তি—এই উভয়ের মধ্যস্থিত এবং উভয় শক্তির দ্বারা অভিভাব্য বলিয়া জীবকে তটস্থশক্তি বলা হয়। [illegible] যখন [illegible] স্বরূপশক্তির আশ্রয়তা গ্রহণ না করে, তবে তাহাকে [illegible] অবিদ্যা শক্তির দাসত্ব করিতে হবে। জীব মায়াবদ্ধ হইয়া তৎপরে পরতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়াছে, ইহা নহে, জীব পরতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে ভুলিয়া তৎপরে মায়াবদ্ধ হইয়াছে। পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবই জীবের দোষ বা ছিদ্র—যাহা প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের মায়া জীবের স্বরূপ-জ্ঞান আচ্ছাদন করিয়াছে। কোন একটী কারণকে অবলম্বন করিয়া যে অভাবের উদয় হয় এবং কারণ দূর হইলে তজ্জাত অভাবও দূর হয়, তাহাকে নৈয়ায়িকগণ [illegible] অভাব বলেন। পরতত্ত্বজ্ঞানের অভাবজনিত বহির্মুখতা-বশতঃ জীব ভগবানের মায়াশক্তিকর্তৃক [illegible] হইয়া নিজস্বরূপের বিস্মরণ হেতু স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে 'অহং-মম'-অভিমানে [illegible] অনুভব করিতেছে। অণুচৈতন্য জীবের [illegible] হইতেছে—বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু জীব কখনও বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে হইলে—তাঁহার সহিত সম্বন্ধ জানিতে হইলে জীবকে শ্রীকৃষ্ণের অথবা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির কৃপাভিখারী হইতেই হইবে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতে জীব স্বরূপশক্তির আশ্রয় লাভ করিতে পারে এবং স্বরূপশক্তির কৃপাতে জীব শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] লাভ করিতে পারে। কালের [illegible] পূর্বে জীবের বহির্মুখতা হওয়ায় জীবের মায়াবদ্ধতাকে 'অনাদি' বলা। ইহারা নিত্যবদ্ধ বলিয়া অভিহিত হন। যে সমস্ত জীব নিত্যকালই শ্রীকৃষ্ণ-চরণোন্মুখ, তাঁহারা স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ অনুভব করেন। তাঁহারা নিত্যমুক্ত বলিয়া অভিহিত। কারণ তাঁহারা কখনও মায়াবদ্ধ হন না।

জীব শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া মায়াবদ্ধ হইয়া সংসারক্লেশ ভোগ করিতে পারে। জীব [illegible] হন, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিয়া অন্তর্যামী চৈত্যগুরু, মহান্তগুরু, শাস্ত্রগুরু ও বেদপুরাণ এই প্রভৃতি সাধ্য ও সাধনের নির্দ্দেশ দেন। জীব যদি মায়াবদ্ধ না হইত, তবে শ্রীভগবদবতরণ ও শাস্ত্রের অবতারণের প্রয়োজন হইত না। [illegible] কৃপা করিয়া, [illegible] শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেন। কৌতূহল [illegible] করিবার জন্য ও [illegible] করিবার জন্য গ্রন্থ এবং [illegible] এক নহে। কৌতূহলের বেগ ও [illegible] সমস্ত জীবের নিকট, আর [illegible] জীবের প্রকৃতস্বরূপের স্বভাব।

সৌভাগ্যবশতঃ জীব ত্রিবিধ। একপ্রকার জীব আছেন, যাঁহাদের চিত্তে [illegible] প্রাণ [illegible] সংস্কার অর্থাৎ প্রবণতা স্বাভাবিকভাবে রহিয়াছে। আর একপ্রকার জীব আছেন, যাঁহারা বর্তমান জন্মেই মহতের সাক্ষাৎ কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। পূর্ণ সনাতন-পরমানন্দ-পরতত্ত্বের সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণমাত্রেই তাঁহাদের যুগপৎ ভগবৎসাম্মুখ্য এবং ভগবদনুভব ঘটে, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিপথে চলিতে থাকেন। তাঁহাদের আর উপদেশ-শ্রবণের প্রয়োজন হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—"[illegible] ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ আবদ্ধ হন।" [illegible] ইহা দূর হয়।

আর একপ্রকার জীব আছেন, যাঁহারা দুর্ভাগা। শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণমাত্র ভগবৎ-সাম্মুখ্য ও ভগবদনুভূতি [illegible] হইতে না হইতেই [illegible] প্রতিহত অর্থাৎ বাধা প্রাপ্ত হয়। উষর-ভূমিতে বীজ বপন করিলে যেরূপ তাহা নষ্ট হইয়া যায়, অঙ্কুরোদগম হয় না, তদ্রূপ উঁহাদের চিত্তে [illegible] অঙ্কুরোদগম হইবার কাল পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে না, তিরোহিত হইয়া যায়। দুর্ভাগা জীবগণের দুরবস্থা শ্রীপ্রহ্লাদ এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—"হে বৈকুণ্ঠনাথ, তোমার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথায় আমার এই মন সম্যক্‌রূপে প্রীত হয় না, যেহেতু [illegible] বহির্মুখ [illegible] দ্বারা চালিত হইয়া আমার [illegible] মন সর্বদা লিপ্ত। [illegible] মনদ্বারা আমি তোমার তত্ত্ব কিরূপে বিচার করিতে সমর্থ হইব?" [illegible] উক্ত হইয়াছে, "যেকালে জীব পাপরাশিতে [illegible] থাকে, তৎকালে শাস্ত্রে সদ্বুদ্ধি এবং সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। [illegible] অনেক জন্মের মহাসুকৃতি-ফলের দ্বারা।"

ত্রিবিধ চিকিৎসকগণ ব্যাধি নিদান [illegible] চিকিৎসা করেন, যে কারণে রোগ হয় তাহার বিপরীত আচরণের উপদেশ প্রদান করেন। [illegible] বিপরীত [illegible] উপদেশ প্রদান করেন। [illegible] (অর্থাৎ [illegible]) উপায়ই [illegible] উপাসনা। উপাসনা দ্বিবিধ সাক্ষাৎ উপাসনা ও গৌণ উপাসনা। জ্ঞান ও ভক্তি সাক্ষাৎ উপাসনা। গৌণ উপাসনা—কর্ম ও কর্মার্পণ। কর্ম ভগবদর্পণ বলিয়া

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥

সর্বনাশের নিমিত্ত। কর্মার্পণ জ্ঞান। কর্মের ফল শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করা হয়। এইপ্রকার কর্মার্পণ জ্ঞান বা ভক্তির দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারে। ভক্তিসম্বন্ধশূন্য জ্ঞান অপেক্ষা কর্মার্পণকে জ্ঞান বলা হইয়াছে। জ্ঞানের দ্বারা নির্বিশেষসাযুজ্য লাভ হয়। জ্ঞানের দ্বারা সবিশেষ-সাযুজ্য প্রাপ্তি হয়। তাহা পরমাত্মনিষ্ঠাময়ী ও জগৎপ্রয়াসী-ভেদে দ্বিবিধ। পরমাত্ম-নিষ্ঠাময়ী ভক্তির অপর নাম যোগ। জ্ঞানমার্গে দুই প্রকার উপাসক—কেবল ব্রহ্মোপাসক ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। কৈবল্য-বাসনায় অর্থাৎ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তির জন্য যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা কেবল ব্রহ্মোপাসক। কেবল ব্রহ্মোপাসক ত্রিবিধ,—সাধক, ব্রহ্মময় এবং ব্রহ্মলয়প্রাপ্ত। ভক্ত্যাশ্রিত জ্ঞানের সাধনেই সাধকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' হইবার সম্ভাবনা। তখন তিনি শুদ্ধাভক্তির অনুশীলন করিতে পারেন। ভক্তিরহিত শুষ্কজ্ঞানের দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হয় না।

ভক্তির অঙ্গীকার করিবার অভাবে শুষ্ক-জ্ঞানীগণ মায়ামুক্তাভিমানীর অধঃপতনই প্রাপ্ত হয়। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী তিন প্রকার—মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ। ইঁহারা মুক্তির জন্য নারায়ণের পাদপদ্মকে ভজনা করেন। ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে যোগীরও কৈবল্যপ্রাপ্তি না হইয়া অধঃপতনই প্রাপ্তি হয়। প্রাকৃত সম্বন্ধ হইতে যাঁহারা নির্গুণের দিকে আহ্বান করেন, তাঁহাদের কাহারও সাযুজ্য বা নির্বাণমুক্তির হেতুক শুদ্ধ-ভক্তের প্রার্থিত নহে। অতএব ভগবৎ-অপরাধক্রমে কংস-শিশুপালাদি যে ফল লাভ করিয়াছিল, কোন সজ্জনব্যক্তি তাহা অন্বেষণ করেন না। পূর্বের মত যেরূপ অংশ অংশীকে পায়, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা ভগবানে অন্তর্গত আছে। সেজন্য ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মনিষ্ঠা ভগবদ্ভক্তের অন্তর্ভুক্ত। ভগবদ্ভক্তকে পৃথক্ ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মনিষ্ঠালাভের জন্য সাধন করিতে হয় না; সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তের আনুষঙ্গিক ফলরূপে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মনিষ্ঠা লাভ হয়। উপাসনার মধ্যে সর্বোত্তম উপাস্য-বস্তুবিষয়ক অনুভূত—সর্বোত্তম ভাবের [illegible]। তাহা হইতে পরম সুখ লাভ হয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংসার-দুঃখের নিবৃত্তি হয়। ভগবদ্দর্শন কেবল নিষ্কপট ভক্তের পক্ষে সম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতে সকলের উপরে ভগবদ্ভক্তের কথা প্রাধান্যস্বরূপ একরূপ উক্ত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিমুখ হওয়ার জন্য মায়াকর্তৃক জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়াছে, মায়াবিনাশক স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহাদিতে তাহার অহং মম অভিমান হইয়াছে। এইজন্য দিতে হয় যে বাধা, তাহাতে অভিনিবেশ অর্থাৎ দ্বিতীয়াভিনিবেশ। এই দ্বিতীয়া-

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রায় নমঃ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ, রবিবার হইতে দিনত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম-পরিক্রমা, শ্রীনাম-সংকীর্তন, মধ্যাহ্নকালে কীর্তন, লীলাগ্রন্থ পাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রা-মহোৎসবাদি হইবে। ৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ, সোমবার অপরাহ্ণে ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রদর্শনী সভার অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিগ্রহগণের সম্মুখে শ্রীশ্রীনাম ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিবারে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে এবং সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ সমাদরে পরমানন্দিত হইবেন।

চরিত্র-কিঙ্কর

শ্রীসুন্দরানন্দ দাস বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্বক নিবেদন—

আগামী ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ শুক্রবার হইতে নব দিনকাল শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালকগণ মঠের সেবাসৌকর্যে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্তন-সেবানুকূল্যে শ্রীধাম নবদ্বীপের নবদ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তগণের অভাবে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও সাধুগণ ভক্তগণের ন্যূনাধিক সাধনসম্পদ লাভ হয়। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা

(১) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মস্থলী, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈতের অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীধরের ভবন)—২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ, শুক্রবার। (২) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (সিমুলিয়া, মাড়গাছা, গোদ্রুমগঞ্জ, বেলপুকুর, বেলপুকুর) ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ শনিবার। (৩) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (গাদিগাছা, স্বরূপগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, হরিহরক্ষেত্র, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহর ক্ষেত্র, দেপাড়া)—৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ, রবিবার। (৪) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (মাজিদা, ভালুকা, আনন্দবাস, মাধবপুর)—১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ সোমবার। (৫) **শ্রীকোলদ্বীপ** (সমুদ্রগড়, নবদ্বীপ, গঙ্গানগর কোল স্থান, প্রৌঢ় মায়া, কোল আখড়া, কোলের দহ)—২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ মঙ্গলবার। (৬) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীবিগ্রহ)—৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ, বুধবার (শ্রীএকাদশীর উপবাস)। (৭) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বিদ্যানগর, জান্নগর)—৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ বৃহস্পতিবার। (৮) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (মামগাছি, মহৎপুর বা একডালা মাতাপুর)—৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ শুক্রবার। (৯) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, রামচন্দ্রপুর, গঙ্গার ঘাট)—৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ শনিবার।

৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ শনিবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্তনাদি হইবে ও

৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ, রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাবপৌর্ণমাসী হইতে দিনত্রয় শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

☞ উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ও পাথেয় সাহায্যাদি শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভক্তিসম্বন্ধ অধিকারী প্রভু, শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ভিনিবেশ হেতু অবিদ্যা বন্ধ-পাশের জন্য ও তাহা বন্ধনের জন্য জীব নানা উদ্বেগ ও ভয় অনুভব করে। এইরূপ অবস্থায় পতিত জীব যদি সুবুদ্ধিমান্ হন, তবে ভগবদ্‌গুরু-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে নিজের নিত্য নিয়ামক ও প্রভুর প্রিয়স্থানে অবস্থিত পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া অনন্যা ভক্তি দ্বারা ভজন করেন।

অনাদিরূপা দেবী শক্তির একান্তই অনুগতা বা অধিষ্ঠিতা। উহাতে দুঃখ ও সুখ কারণ ও অবান্তর বিষয় নাই। শুদ্ধা ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ সাযুজ্য বা উপাসনা

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ' কৃষ্ণপ্রেম, জন্মে তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

উহা শান্ত ভাবের—দৈন্য ও বাৎসল্য। বৈধী ও রাগানুগা—সাধনভক্তির দ্বিবিধ। বৈধী ভক্তি চৌষট্টি প্রকার। প্রথমে শরণাপত্তি। দ্বিতীয়ে শাস্ত্র হইতে সর্বদেশ সাধু শ্রীগুরুর পদাশ্রয় ভজনের সেবা। তৃতীয়ে নাম-কীর্তন শ্রবণ-[illegible] [illegible] রাগানুগ ভক্তগণ [illegible] তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] বৈধী ভক্তির যে অধিকারী [illegible] শাস্ত্রযুক্তি স্বীকার করেন। [illegible] রাগাত্মিকা [illegible] ঐ সকল ভক্তের [illegible] স্বীকার করেন। কিন্তু রাগানুগ ভক্তগণ [illegible] ঐ সকল ভক্তের আনুগত্য করেন। বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্র ও যুক্তিই একমাত্র [illegible] শ্রীকৃষ্ণের সেবায় লোভ একমাত্র কারণ।

ভক্তি একমাত্র স্বরূপশক্তিরই সম্পত্তি। [illegible] জীব নিজের চেষ্টায় ভক্তি লাভ করিতে পারে না। মহৎকৃপা ও কৃপাই ভক্তিলাভের মূল কারণ। ভগবানের কৃপা জীব স্বাধীনভাবে লাভ হয় না। ভগবৎকৃপাই সাধুর হৃদয়ে ধারণ করিয়া সাধুর মধ্য দিয়া জগতে অবতরণ করেন। ভগবৎকৃপা ভক্তকৃপার অধীন। ভক্তকৃপা স্বাধীন। শাস্ত্র বলেন,—

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

কাশীতে প্রচার

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী গত ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭ তারিখ হইতে কয়েকদিন কাশীধামে হরিকথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

নিয়মাবলী

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম বা মতের প্রতি সহানুভূতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীনবদ্বীপ-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিমদেয় বার্ষিক বা মাসিক গ্রাহকের নিকটেই নিয়মিতভাবে কাগজ পাঠান হয়। কোন সাময়িক নিয়ম ভঙ্গ হইলে সূচনা দেওয়া হইবে।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিশেষ ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হয়। পত্রাদি শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ঠিকানা-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনারূপে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কোন কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। জবাবের জন্য Reply card বা ৵১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য দেওয়া হয় না, গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। স্থায়ী ও পূর্ব ঠিকানা না পাইলে এতৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রবন্ধ বা বিষয়গুলির পরমার্থ-সম্বন্ধীয় পত্রিকার সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ-লেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লেখাটি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অপ্রীতিজনক আচরণ দৃষ্ট হইলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। সম্পাদক শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রচারের জন্য ব্যবসায়ীর ন্যায় বাধ্য নহেন, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ করিবার অধিকারের দাবী, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাকড়ি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী অধিবাসী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	২৲	১৷০
সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতায় ভিক্ষুকদের আস্তানা

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, কলিকাতা সহরের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিক্ষুকদের আচ্ছাদিত আশ্রয়স্থলগুলি পরিষ্কার করার কার্য্যে কর্পোরেশনের কর্মচারীগণকে সাহায্য করার জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেন্ট কলিকাতার পুলিশ কমিশনারকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। গভর্ণমেন্ট জানিতে পারিয়াছেন যে, ভিক্ষুকরা স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে ঐ সকল আশ্রয়স্থল আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক এই আস্তানা-গুলি নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিন্তু ভিক্ষুকগণ উহাতে বাধা দিতে পারে, এই আশঙ্কায় কর্পোরেশনের কর্মচারীদের নিরাপত্তার জন্যই পুলিশ কমিশনারকে সাহায্য করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মাথাপিছু খাদ্যবরাদ্দ পরিকল্পনা

ইউনাইটেড প্রেস এক সংবাদে প্রকাশ,—সরবরাহ বিভাগের স্পেশাল অফিসার মিঃ এস কে সিংহ কলিকাতা ও শিল্প এলাকা সম্পর্কে মাথাপিছু খাদ্য বরাদ্দের এক ব্যাপক পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করিয়াছেন। বিভিন্ন বণিকসভা, কলিকাতা কর্পোরেশন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গত শুক্রবার এই খসড়া সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে—(১) চাউল ও রুটি, (২) ডাইল, (৩) চিনি, (৪) কেরোসিন, (৫) কয়লা, (৬) লবণ, (৭) সরিষার তৈল। সমস্ত খাদ্যদ্রব্যই অনিশ্চিত এবং একসঙ্গে বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইবে, এরূপ কোন পরিকল্পনা করা হয় নাই। গৃহবাসীরা যাহাতে নির্দ্দিষ্ট দোকান হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার জন্য একটি অফিস খোলা হইবে এবং এই অফিসে কোন্ কোন্ কর্মচারী থাকিবেন তাহাও স্থির করা হইয়াছে। প্রত্যেক এলাকায় প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগকে লইয়া এ্যাডভাইসরী কমিটি নিয়োগের পরিকল্পনাও করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এতৎসম্পর্কে আইন প্রণয়নের কোন আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না। খাদ্য কার্ড সংক্রান্ত নিয়মাবলী লঙ্ঘন করা সম্পর্কে পরে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইতে পারে।

সংবাদপত্রের মূল্য বৃদ্ধি

সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ বরাদ্দ করিবার জন্য সম্প্রতি ভারত সরকার যে নূতন নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেই নির্দ্দেশ আলোচনা করার জন্য গত ৩রা মার্চ্চ কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের একটি সভা হইয়া গিয়াছে।

আলোচনার্থে স্থির হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, আজাদ, বসুমতী, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, যুগান্তর এবং ষ্টেটস্‌ম্যান প্রত্যহ ৪ পৃষ্ঠা আকারে বাহির হইবে এবং প্রতি খণ্ডের মূল্য দুই আনা করিয়া হইবে। সরকার বাহাদুরের নূতন আদেশে এই সমস্ত পত্রিকার প্রতি পৃষ্ঠার দাম একপয়সা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে মোট ৪ পৃষ্ঠা অতিরিক্ত দিবার অনুমতিও দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার সংবাদপত্রগুলি প্রতি রবিবার এই অতিরিক্ত ৪ পৃষ্ঠা দেবেন অর্থাৎ রবিবারের কাগজ দুই আনা মূল্যে ৮ পৃষ্ঠা দেওয়া হইবে। সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নূতন নির্দ্দেশে আরও বলা হইয়াছে যে, "১৯৪৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী যে পত্রিকার বিজ্ঞাপনের দরের যে হার ছিল, ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে সেই পত্রিকা তাহার দেড়গুণ হারের কমে কোনও বিজ্ঞাপন লইতে পারিবে না।"

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাপতি ও বর্ত্তমান শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার সজ্জনগণের যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।৹ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভক্ত-সম্বন্ধে জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে শ্রেষ্ঠ ও সাধারণ বিচার ও সমালোচনাই প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ।৹ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় ভয়ঙ্কর উহার কাটিতিও অত্যাশ্চর্য্য। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার আরোগ্য হয় কিনা।

ছোট বোতল ৸৹ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ১৮ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৬শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১০ই মার্চ, ইং ১৯৪৩, বুধবার { ২৯০-২৯১তম সংখ্যা

জগতের কল্যাণকল্পতরু
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-
রচিত অপূর্ব কল্যাণকল্পত-
রু 'পত্রিকা'-রূপক আকা-
রে প্রকাশিত হইয়াছেন।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী-মাত্রেরই
বিজ্ঞাপ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ মন্দির
পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তকৌস্তুভম্
শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-
বিনোদ ঠাকুর-কৃত
মূল, টীকা, মূলের অন্বয়,
অনুবাদ, টীকার অনুবাদ
প্রভৃতি ও বিস্তৃত সংস্কার
সহ প্রকাশিত হয়।
প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীযোগপীঠ মন্দির
পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ গোবিন্দ, ৪৫৬ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

সাধুশাস্ত্র শ্রীগুরুদেবের যে সেবা বর্ণন করেন, তিনি শ্রীগৌরকৃষ্ণশক্তি, তিনি সেবক-ভগবান। তিনি শ্রীরূপানুগবর—তিনি গৌড়ীয়বৈষ্ণব—তিনি অবতার। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণকৃপার মূর্তবিগ্রহ। তিনি শ্রীরূপ। নীলক-সেব—বৃহদ্ভক্ত। শ্রীগুরুদেব জগতে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-প্রচারক। শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদাতা, দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা। শ্রীগুরুদেব অভিধেয়তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাপক ও প্রয়োজনতত্ত্বের নির্দেশক। শ্রীগুরুদেব যুগপৎ আচার ও প্রচারবান্। শ্রীগুরুদেব তাঁহার আশ্রিতবর্গকে নিরন্তর কৃষ্ণসেবার চমৎকারিতা-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত রাখেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে চিরদিন—অর্থাৎ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার কৌশল শিক্ষা দেন। ভগবানের জীবে দয়া-করুণা ও বদান্যবিগ্রহ-কারিতায় শ্রীগুরুদেব জগতের মঙ্গলবিধান করেন। জীবমাত্রেরই কৃষ্ণসেবাপ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের ইহজগতে আগমন। তিনি সাধুবর্ণিত অশেষ দয়া অনাসক্তভাবে সংসারে বিষয়সকল গ্রহণ করিয়াও সকল বিষয়ের দ্বারা ভোগ [illegible] অনাসক্তভাবে জীবহৃদয়ে কৃষ্ণের শক্তি সঞ্চার করেন। ভগবান্ যাহার প্রতি কৃপা করেন, তিনিই গুরুরূপী ভগবানের চরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য পাইয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব সংসারমোচন মন্ত্র ও কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্ত হইবার উপায়স্বরূপ মহামন্ত্র প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেব সেবাপ্রভাবে কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহার নিকট হইতে একমুহূর্তও অন্তত্র যাইতে পারেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি হইতে পারিলেই জীবের জীবন সার্থক হয়, নতুবা ধাতুকষ্ট যায় না। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ। আশ্রয়ের আশ্রিত না হইলে বিষয়ের আশ্রয় পাওয়া যায় না। শ্রীগুরুদেব বদান্যমার্গে শ্রীনিত্যানন্দ। তিনি নিরন্তর ভগবৎসেবারত। তাঁহার কৃপায় জীব কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করে।

শ্রীগুরুদেব তাঁহার মহাভাগবত লীলায় শিষ্যের সেবাভিমান করেন, আর তাঁহার অপ্রাকৃত-লীলায় ভক্তগণের সহিত মিলিয়া, ভক্তগণকে হরিকথা-কীর্তনের দ্বারা উপদেশ ও শাসনাদির দ্বারা সংশোধন করেন এবং ভক্ত ও ভগবৎ-বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি কখনও নিজেকে ভোক্তা এবং শিষ্যগণকে ভোগ্যজ্ঞান করেন না। তিনি সর্বাবস্থাতেই জীবগণকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত করাইবার জন্য ব্যস্ত। তিনি সর্বদাই চান, তাঁহার আশ্রিতবর্গ কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হউন, কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হউন, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করুন।

বৈষ্ণব ভগবানের বড় আদরের জন, পরমাত্মীয়। বৈষ্ণব অজ্ঞ নহেন, তিনি বিজ্ঞ। তিনি কেবল বিজ্ঞ নহেন—সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বাভাসী শ্রীভগবানেরও অন্তর্যামী। বৈষ্ণব অপ্রাকৃত-মনোবৃত্তিপূর্ণকারী। তাঁহার কোন বস্তুতে ভোগবুদ্ধি নাই; পরন্তু কৃষ্ণভোগ্য-জ্ঞানে তিনি সকল বস্তুকে পূজাবুদ্ধিই করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রত্যেক ব্যাপারেই সেবার সম্যক উপলব্ধি হয়। তাই তিনি যে-কোন অবস্থা, যে-কোন স্থান বা যে-কোন প্রকার সঙ্গের মধ্যে থাকিয়াও হরিভজন করিতে পারেন। তাঁহার প্রত্যেক কথাই হরিভজন বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর। ভগবানের সেবাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। তাঁহার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ঠিক থাকায় তিনি যাহাই করেন, তাহাতে ভগবানের সুখ হয়। বৈষ্ণব বিষ্ণুসেবার অনুকূল যাহা, তাহা গ্রহণ করেন এবং প্রতিকূলটি বর্জন করেন। তিনি জানেন, বিশ্বের যাহা কিছু, সকলই ভগবানের ভোগ্য। বৈষ্ণব নিষ্কিঞ্চন, তাঁহার নিজ কেহ নাই। তিনি কৃষ্ণের না ভুলিয়া করেন না। তিনি সকল জীবকে ভগবৎসেবক দর্শন করেন, কি উন্মুখ, কি বিমুখ—সকল জীবকেই স্বরূপে ভগবৎসেবক দর্শন করেন। বৈষ্ণব জানেন যে, জীবাত্মা বা জীবনিচয় ভক্তির অভাব আছে। যাহারা জীবের নিন্দা, বিদ্বেষ, মৎসরতা বা জীবকে দুঃখ উদ্বেগ প্রদান করেন, তাঁহাদের সেবা ভগবান্ গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণব সকল জীবকে ভগবৎসেবকজ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তবে সকলকে সমান আসনে বসাইতে পারেন না: চেতনতার বিকাশ-অনুযায়ী সকলকে যথাযথ সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের প্রতি—শ্রীগুরুদেবের প্রতি যাহার যতটা সেবাপ্রবৃত্তি, তাহাকে তিনি তত অধিক সম্মান প্রদর্শন করেন। এই হিসেবে বৈষ্ণবই একমাত্র জীবদরদী। বৈষ্ণবের আসন সর্বোপরি। বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই যথার্থ কৃষ্ণসেবা হয়। বৈষ্ণবসেবোন্মুখ না হইলে কৃষ্ণনাম মুখে আসে না। বৈষ্ণব—পরমহংস। তাঁহার নিকটই শ্রীগোবিন্দ, শ্রীনাম ও শ্রীমহাপ্রসাদ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবের পদধূলি, বৈষ্ণবের পদজল ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট সাধনের বল। [illegible] বৈষ্ণবের কৃপা হইলেই বৈষ্ণবশিরোমণি শ্রীনামের—শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও কৃপা লাভ করা যায়। [illegible] একমাত্র [illegible] তাঁহার অকপট সেবা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। তাঁহার সর্বাপেক্ষা [illegible] শ্রীপাদপদ্ম-প্রান্তে পৌঁছাইয়া দেন। বৈষ্ণব সকলকেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন।

আশ্রয়হীন জীবের যেমন [illegible] আশ্রয়হীন জীবনের কোন সার্থকতা নাই। গুরুকৃপা ব্যতীত [illegible] মুক্ত হন। সেখানে আশ্রিতের [illegible] সেখানে জীব [illegible]। এ জগতে সকলেই আমাদিগকে তাঁহাদের অধীন রাখিতে চেষ্টা করেন। শ্রীগুরুদেব কৃপার মূর্তবিগ্রহ। অহঙ্কারিমান তাঁহার [illegible] নাই। তিনি সর্বদাই ভগবদ্বৈভব দর্শন করেন। শ্রীগুরুদেব কীর্তনবিগ্রহ। তিনি সর্বক্ষণই হরিকীর্তন করেন। তাঁহার মুখোচ্চারিত বাক্যই কৃষ্ণকথামৃত, তাঁহার [illegible] তিনি [illegible] করেন। শ্রীগুরুদেবের [illegible] বিচার করিয়া সেই [illegible] ভগবানের [illegible] করে। শ্রীগুরুদেব [illegible] দান করেন না। তিনি [illegible] জীবকে [illegible] করেন। [illegible] শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ না করিলে কাহারও মঙ্গল হয় না। সকলেরই তাঁহার [illegible] শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করা দরকার। তাঁহার এক একটী কথা অনন্ত আগুনের ন্যায় জীবহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অনর্থসকল পোড়াইয়া ছাই করিয়া দেয়। শ্রীগুরুদেব

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

ছাড়া আর [illegible] প্রদান করেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের মত প্রমাণ আর কেহ নাই। [illegible] গ্রন্থ অনুকূল [illegible] প্রকাশ করাই উচিত নহে। [illegible] চৈতন্য উৎপাদন করা উচিত নয়।

[illegible] —এই [illegible] বশ

[illegible] এক [illegible] পাইলে [illegible] কৃপা ও [illegible] ভগবানের কৃপা অধীন। ভগবানের [illegible] ও কৃপা পাইয়া [illegible] কৃপায় ভগবানের [illegible] ভগবৎকৃপার সার্থক [illegible] সাধুসঙ্গ সকলে [illegible] করে এবং [illegible] বদ্ধজীবকে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম [illegible] দেখে। সেই [illegible] সাধুগণের মুখে [illegible] কর্ণে প্রবেশ [illegible] উচ্চারণ [illegible] প্রবিষ্ট হইয়া জীবের মুখ [illegible] করে। তখনই ক্রমশঃ [illegible] প্রকাশ [illegible] অনুসারে [illegible] শ্রীসচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের বিমলসেবা নিত্যকাল নিযুক্ত হন। এখন জীব মুক্তের অন্তর্গত কোথা না উচ্চ স্থান কাহারও অধিকার রাখেন না। তখনই প্রকৃত পক্ষে জীব শ্রীকৃষ্ণ-সেবামৃত-সাগরে সর্বাঙ্গ-নিমজ্জিত হইয়া পরিপূর্ণরূপে সেবারস-আস্বাদনের সুযোগ লাভ করেন। তখনই জীবের নিত্য স্বরূপগত পূর্ণবিকশিত-অবস্থায় আনন্দে কৃষ্ণসেবানন্দে পরিপূর্ণরূপে বিভোর করাইয়া থাকে। এরূপ স্বরূপপ্রাপ্ত জীব নিজকে পূর্ণ-সুখময় অর্থাৎ সর্বদা নিজ অঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। তখনই জীবের নিজে গোলোকস্ফূর্তি অনুভূত-রূপে প্রকাশ হয়।

কুসুম অনেক উদ্যানস্থ মধুমক্ষিকার ন্যায় জীবহৃদয়ের কামক্রোধাদির তাড়না এবং অজ্ঞানাদি দ্বারা বিষয়সমূহের অর্থ উপস্থিত হইলেও কোন কারণে চিত্ত বিষয়-রাগে রঞ্জিত হইলে অর্থাৎ উদয় হইলে আবার অন্তরে তাহাদের নিত্য প্রকাশিত হয়। শ্রীগুরুমুখে হরিকথা শ্রবণ করে অনর্থনাশ [illegible] ব্যাপার নহে। হরিকথা ও হরি [illegible] শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কথারূপে গোলোকস্থ জীবের অন্তরে প্রবেশ করিয়া জীবের সর্বপ্রকার অনর্থ সম্পূর্ণ দূরীভূত করিয়া থাকেন।

শ্রীসনাতন-শিক্ষা

(৭)

সাধনভক্তির প্রারম্ভে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থনিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি ও আসক্তি,—এই পর্যন্ত সাধনভক্তি; তাহা হইতে ক্রমশঃ ভাবভক্তি; অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়। সাধকদিগের প্রাণাধিকের এই ক্রম লক্ষ হয়। যাঁহার হৃদয়ে ভাবভক্তির অঙ্কুর উদিত হইয়াছে, তাঁহাতে নবপ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যথা—(১) ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তের অক্ষোভতা, (২) অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত অন্যবিষয়ে কাল বৃথা না যায়, এমত যত্ন, (৩) বিরক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, (৪) মানশূন্যতা অর্থাৎ উত্তম হইয়াও আপনাকে অধম জ্ঞান, (৫) আশাবন্ধ অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেবা প্রাপ্তি-বিষয়ে দৃঢ় আশা, (৬) সমুৎকণ্ঠা অর্থাৎ নিজাভীষ্ট-লাভের জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা, (৭) কৃষ্ণনামগানে সর্বদা স্বাভাবিকী রুচি, (৮) শ্রীকৃষ্ণগুণবর্ণনে আসক্তি ও (৯) শ্রীকৃষ্ণবাসস্থলে প্রীতি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিকের বাক্য, অনুষ্ঠান ও মুদ্রা বড় বড় পণ্ডিতগণও বুঝিতে সমর্থ হন না। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিকগণ কখন অবশচিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তনে আনন্দাবেশবশতঃ উৎকণ্ঠিত-হৃদয় হন, কখনও বা লোকাপেক্ষাশূন্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার; কখনও গান নৃত্যাদি করিয়া থাকেন।

শ্রীমহাপ্রভু বৈধী ভক্তির কথা কীর্তন করিয়া পরে রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তির কথা বর্ণন করিলেন। শ্রীগোপীবৃন্দ, শ্রীনন্দ-যশোদা, শ্রীদামসুদামাদি নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসিগণে যে স্বাভাবিকী রাগময়ী ভক্তি, তাহা আর কোথাও নাই; তাহাই 'রাগাত্মিকা ভক্তি'-নামে খ্যাত। উহার অনুগত-ভক্তিকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগাত্মিকা ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ এবং আবিষ্টতা তটস্থ-লক্ষণ। সেই রাগাত্মিক ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণসেবামাধুর্যদর্শনে ও তৎকথাশ্রবণে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির তাহা অনুসরণ করিবার লোভ জন্মে। ব্রজবাসিদিগের ভাবাদি-মাধুর্য-শ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে, তাহাই রাগানুগা ভক্তির অধিকার প্রদান করিয়া থাকে; শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তির কারণ নহে। রাগানুগা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের আনুগত্যে সাধক-শরীরে কীর্তনাদি ভক্তির আচার করিয়াও সিদ্ধরূপে রাগাত্মিক ব্রজবাসী জনের আনুগত্যে মানস-সেবা করিতে থাকেন। রাগানুগ ভক্ত সর্বদা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ব্রজবাসী শ্রীগুরুদেবের পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্মনা হইয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-জনকে সর্বদা স্মরণপূর্বক তাঁহাদের কথায় রত থাকিয়া সর্বদা ব্রজে বাস করেন বা শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে বিশুদ্ধ মনে সর্বদা ব্রজে বাস করিয়া থাকেন।

স্থায়িভাব বা রতি প্রেমের তরুণ বা অঙ্কুরাবস্থা; গাঢ় বা পক্বাবস্থার নাম 'প্রেম'। প্রেমসূর্যের কিরণস্থানীয় বিশুদ্ধস্বরূপ হইয়া চিত্তকে যে বস্তু মসৃণ করে, তাহাকেই 'ভাব' বলে। শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপই ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ। রুচির দ্বারা চিত্তকে যে মসৃণ করে, তাহাই ভাবের তটস্থ-লক্ষণ। যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অতিশয় মমতাধারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয়, তখনই তাহাকে 'প্রেম' বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণে অনন্য-মমতা অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র মমতার পাত্র, আর কেহই নহে', এইরূপ প্রেম-সঙ্গত-মমতাকে মহাজনগণ 'প্রেমভক্তি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন ভক্তোন্মুখী সুকৃতি-বলে কোন জীবের যদি অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, তাহা হইলে সেই জীব তদ্ভক্তরূপ সাধুর সঙ্গ করেন। সেই সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রবণ-কীর্তন হয়। শ্রবণ ও কীর্তন যে পরিমাণে হইতে থাকে, সাধনভক্তিতে সেই পরিমাণে অনর্থ-সকল নিবৃত্ত হইতে থাকে। শ্রদ্ধোদয়কাল হইতেই শ্রবণের ও কীর্তনের দ্বারা স্থূল অনর্থসমূহ নিবৃত্ত হইলে শ্রদ্ধার অনন্যভক্তির প্রতি নিষ্ঠারূপে উদিত হয়; নিষ্ঠাই ক্রমে রুচি হইয়া পড়ে। সেই রুচি হইলে পরে আসক্তি জন্মে। আসক্তি নির্মল হইলে কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুরস্বরূপ ভাব বা রতির উদয় হয়। সেই রতি গাঢ় হইলে 'প্রেম'-নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রেমই সর্বানন্দধামস্বরূপ প্রয়োজনতত্ত্ব।

প্রেমের গাঢ়ত্বের তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। প্রেম ক্রমে ক্রমে উন্নত হওয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও সর্বশেষে মহাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যেরূপ গুড় হইতে খণ্ডসার, তদপেক্ষা শর্করা, তদপেক্ষা সিতামিছরি, তদপেক্ষা উত্তমমিছরি ক্রমে ক্রমে উন্নত, সেইরূপ প্রেমের গাঢ় অবস্থাসমূহের তারতম্যানুসারে রসাস্বাদনের তারতম্য হয়। অধিকারিভেদে রতি পঞ্চপ্রকার (১) শান্ত, (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুর। এই পঞ্চরসেই শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন। অপ্রাকৃত রতিকেই 'স্থায়িভাব' বলে। সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটি ভাব মিলিত হইলেই রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি-ব্যাপারে স্থায়িভাবে ঐসকল সামগ্রী সংযুক্ত হইলে 'কৃষ্ণভক্তিরস' হয়। স্থায়িভাব রসোদ্দীপনকার্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটি সামগ্রী সংযোজিত হয়। অতএব স্থায়িভাবই রসের 'মূল', বিভাবই রসের 'হেতু', অনুভাবই রসের 'কার্য', সাত্ত্বিকভাবও রসের কার্য-বিশেষ এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব সকলই রসের 'সহায়'। বিভাব দুই আকারে দৃষ্ট—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুইপ্রকার—'বিষয়' ও 'আশ্রয়'। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসে ভক্তই 'আশ্রয়', কৃষ্ণই 'বিষয়' এবং তাঁহার গুণগণই 'উদ্দীপন'।

অনুভাব ত্রয়োদশ প্রকার—(১) নৃত্য (২) বিলুণ্ঠন, (৩) গীত, (৪) ক্রোশন, (৫) তনুমোটন, (৬) হুঙ্কার, (৭) জৃম্ভন, (৮) শ্বাসবৃদ্ধি, (৯) লোকাপেক্ষা ত্যাগ, (১০) লালাস্রাব, (১১) অট্টহাস, (১২) ঘূর্ণা, (১৩) হিক্কা। এককালেই সমস্ত অনুভাবলক্ষণ উদিত হয়, এরূপ নহে। রসের কার্য যেরূপ হইতে থাকে, সেইরূপ কোন কোন লক্ষণ সময় সময় উদিত হয়।

সাত্ত্বিকবিকার অষ্টপ্রকার—(১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বরভঙ্গ, (৫) বেপথু, (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) অশ্রু ও (৮) প্রলয়।

ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব তেত্রিশ প্রকার, যথা—(১) নির্বেদ, (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মার, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মৃত্যু, (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থা, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চাপল্য, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি ও (৩৩) প্রবোধ।

ভাবরূপ অলঙ্কার বিংশপ্রকার; যথা—(ক) অঙ্গজ (১) ভাব, (২) হাব, (৩) হেলা, (খ) অযত্নজ—(৪) শোভা, (৫) কান্তি, (৬) দীপ্তি, (৭) মাধুর্য, (৮) প্রগল্ভতা, (৯) ঔদার্য, (১০) ধৈর্য; (গ) স্বভাবজ (১১) লীলা, (১২) বিলাস, (১৩) বিচ্ছিত্তি, (১৪) বিভ্রম, (১৫) কিলকিঞ্চিত, (১৬) মোট্টায়িত, (১৭) কুট্টমিত, (১৮) বিব্বোক, (১৯) ললিত ও (২০) বিকৃত।

শান্তরসে 'রতি' বৃদ্ধি পাইয়া 'প্রেম' পর্যন্ত সীমা লাভ করে। দাস্যরসে 'প্রেমরতি' স্নেহ, মান প্রণয় ও রাগপর্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে। সখ্যরসে 'সখ্যরতি' স্নেহ, মান, প্রণয় রাগ ও অনুরাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বাৎসল্যরসে বাৎসল্যরতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্যন্ত উন্নত হয়। বিশেষত্ব এই যে, সখ্যরসাশ্রিত হইয়াও শ্রীসুবল প্রভৃতির সখ্যরতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব পর্যন্ত বর্ধমান হয়। মধুর-রসে মধুররতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব কেবলমাত্র মধুররসেই বর্তমান। দ্বারকার 'রূঢ়' এবং গোকুলেই কেবল 'অধিরূঢ়' ভাব দৃষ্ট হয়।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্দশী-বিনাশ কৃষ্ণ এই চারি স্থানে

অধিরূঢ় মহাভাব দ্বিবিধ,—(১) সম্ভোগে মাদন ও বিরহে মোহন। মাদন ও মোহনে নানাপ্রকার ভাব বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়। বিপ্রলম্ভে দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্ভোগ অসংখ্য প্রকার। বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ (১) পূর্ব্বরাগ, (২) প্রবাস, (৩) মান, (৪) প্রেমবৈচিত্ত্য। তন্মধ্যে প্রথম ৩টী শ্রীরাধিকাদি গোপীগণে প্রকাশিত। শ্রীদ্বারকার শ্রীমহিষীগণে প্রেম-বৈচিত্ত্য প্রসিদ্ধ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি এবং শ্রীরাধা—নায়িকা-শিরোমণি। নায়করূপী শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য সদ্গুণরাশির মধ্যে ৬৪টী প্রধান গুণ; তন্মধ্যে ৫০টী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে ও পরিপূর্ণ সমুদ্ররূপে শ্রীকৃষ্ণে বর্ত্তমান। এই ৫০টীর উপর আরও ৫টী মহাগুণ পূর্ণরূপে শ্রী[illegible] ও আংশিকরূপে শ্রীশিবাদি দেবতাতে বর্ত্তমান। বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণে আরও ৫টী গুণ অর্থাৎ ৬০টী গুণ পরিপূর্ণভাবে আছে; আর শ্রীকৃষ্ণে শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা আরও ৪টী বিশেষ অধিক গুণ অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৬৪টী গুণ পরিপূর্ণরূপে নিত্য বর্ত্তমান। শ্রীরাধার যে ২৫টী গুণ আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করে। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরস অভক্তগণের আস্বাদ্য নহে; একমাত্র অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তগণই তাহা আস্বাদনের অধিকারী।

কৃপাই গতি

——::(:০:)::——

হরিভজনে সকলই কৃপার উপর নির্ভর করে। ভক্তিপথ কৃপার পথ। যিনি গুরু-বৈষ্ণবের যে পরিমাণ কৃপা লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছেন। কৃপা না হইলে কেহই কিছু করিতে পারে না। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সবই কৃপার উপর নির্ভর করে। যদি গুরুবৈষ্ণব কৃপা করিয়া আত্মপ্রকাশ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কি প্রকারে চিনিব? যদি তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়া আত্মপরিচয় না দেন, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহাদের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইব? যদি তাঁহারা কৃপা করিয়া শ্রীচরণাশ্রয়ের সুযোগ না দেন, তাহা হইলে আমি কি করিয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইব? যদি তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গ-সুযোগ না দেন, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহাদের সঙ্গ করিব? যদি তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক নরোত্তমরূপে এ জগতে না আসিতেন, তাহা হইলে আমার ন্যায় নরাধমের জগতে এ মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিত? আবার এ জগতে আসিয়াও যদি তাঁহারা তাঁহাদের কৃপাময় স্বরূপ প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে বা কিরূপে তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া যাইত? একমাত্র কৃপাই মূল। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃপার অবতার। তিনি গোলোকের বস্তু, জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া দয়ার মূর্ত্তি-বিগ্রহরূপে এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জীবের প্রতি কৃপা করাই তাঁহার ধর্ম্ম। তাঁহার কৃপা চাহিতে হইবে। তাঁহার কৃপা অর্থাৎ তাঁহাকেই চাহিতে হইবে, অন্য কিছু নহে। কৃপাপ্রার্থী আমাদের সর্ব্বক্ষণ এই কৃপাই চাহিতে হইবে। কৃপার নিকট হইতে অন্য কিছু চাহিলে ঠকিতে হইবে; কৃপার পরিবর্ত্তে অন্যকিছু পাওয়া যাইবে। আমরা কৃপাময় শ্রীগুরুদেবকে না চাহিয়া অন্য কিছু চাহিলেই বঞ্চিত হইব। সেইজন্য কৃপাপ্রার্থী আমাদের শ্রীগুরুদেবকে চাহিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে পাইলে সমস্ত পাওয়া যাইবে; আর কিছু বাকি থাকিবে না।

কৃপাবাঞ্ছিত আমাদের কৃপা ছাড়া গতি নাই, যদি আমরা কৃপা না চাই ও কৃপা না পাই, তাহা হইলে আমাদের জীবন বৃথা। আমরা জীবনে অনেক কিছু চাহিয়াছি এবং অনেক পাইয়াছি। কিন্তু কৃপা চাই নাই। বহু সৌভাগ্যের ফলে এবার কৃপার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কৃপা আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য আসিয়াছেন। কৃপা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন আমাদের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে। এই কৃপার নিকট হইতে কিছুই চাহিতে হইবে না, কেবল তাঁহাকেই চাহিতে হইবে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইবে। এই কৃপার আধার কৃপামূর্ত্তি শ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রয়ে উদাসীন হইলে কৃপা পাওয়া যায় না এবং পাওয়া গেলেও পুনরায় হারাইতে হয়। একমুহূর্ত্ত কৃপা ছাড়া হইলেই সর্ব্বনাশ হইবে। স্বপ্নেও কৃপার কথা ভুলিতে হইবে না। কৃপার কথা ভুলিলেই অন্য চিন্তা আসিয়া আমাকে অন্যদিকে লইয়া যাইবে। সুতরাং যখন কৃপার সন্ধান ও সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে, তখন আমাকে কৃপার সঙ্গে খুব দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে হইবে, নতুবা কৃপাকে পাইয়াও হারাইতে হইবে।

কৃপার প্রতি-শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি যিনি যত নির্ভর করিতে পারেন, তিনি ততই নির্ভীক। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মাই নির্ভীক। তাঁহার কোন ভয় নাই। তিনি জানেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের মত বড় বস্তু আর কেহ নাই। সুতরাং সবচেয়ে বড় বস্তুর যিনি আশ্রিত, তাঁহার আবার ভয় কোথা হইতে আসিবে? যাঁহার যে পরিমাণে আশ্রিতাভিমানের অভাব আছে, তিনি সেই পরিমাণেই ভীত। নতুবা ভয়ের কোন কথা নাই। সর্ব্বক্ষণ আমি মনে মনে জানিব—আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত, শ্রীগুরুদেব আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, তখনই আমি নির্ভীক থাকিতে পারি। তখন আমার আর কোন বস্তুর প্রতিই ভয় থাকে না। নিজেকে অসহায়, অরক্ষিত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যখনই আমি শ্রীগুরুদেবকে ছাড়িয়া দিই—যখনই তিনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন, তিনি কি আমাকে কৃপা করিবেন—বলিয়া তাঁহাতে সন্দিগ্ধ হই, তখনই ভয় আসিয়া আমাকে আক্রমণ করে। তখনই অন্য বস্তুর আশ্রিত হইয়া পড়ি, তখনই কৃপা-বঞ্চিত হইয়া যাই। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—কৃপাপ্রার্থী আমরা মঙ্গলময় কৃপাবতার শ্রীগুরুদেবকে কিছুতেই ভুলিব না—ভুলিব না। তাঁহাকে ভুলিলেই সত্তা লোপ হইয়া যাইবে। তাঁহাকে ভুলিতে না হয়, তজ্জন্য গুরুকৃপা এবং বিশ্রম্ভ গুরুদাস বৈষ্ণবের সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন। যাহাতে তাঁহার অনুস্মৃতি আসে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

কৃপালাভের সুযোগ মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত করিয়া চলিয়া যাইতেছে, খুব সাবধান না হইলে কৃপা পাওয়া যাইবে না। কৃপার সন্ধান পাওয়া গেলেও কৃপালাভ ত' হয় নাই! সুতরাং চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি কৃপা পাওয়া যাইবে? তবে কৃপা চাহিলে কৃপা পাওয়া যাইবেই, ইহা দৃঢ় নিশ্চয়। যখন হৃদয় হইতে একরূপ কৃপাপ্রার্থী হইব, তখনই হৃদয়-দেবতা আমার প্রতি শুভদৃষ্টি করিবেন। কৃপাময়ের কৃপা তখনই হইবে, যখনই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সুদৃঢ় প্রত্যয় হইয়া বলিতে পারিব,—

(তোমার) করুণা না হলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

মায়ার বশ যাহা, তাহা না জানিবার দরুণ যত অসুবিধার উদয় হইয়াছে। এত অসুবিধার—যাবতীয় ক্লেশের হাত হইতে নিস্কৃতি পাওয়া দরকার। মনুষ্য-জন্মে তাহা সম্ভব। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যদি সাধুর নিকট শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করি, তাহা হইলে ইহ জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের দ্বারা আমরা বহির্মুখ হইয়া দ্বারে আকৃষ্ট হইব না। তখন ভগবানের নিত্য আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিব। সাধুগণের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্ত সাধু-দিগের সঙ্গক্রমে আমাদের সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। সাধুগণের প্রকৃত সঙ্গফলে ভগবানের শক্তির উপলব্ধি হয়। সাধুসঙ্গের অভাবে জগতের ঐ কথা প্রতিভাত হয়।

কৃষ্ণসেবাই আমাদের কর্ত্তব্য, এই জ্ঞান হইলে স্বরূপ উদ্ভাসন করিবে, কনক-কামিনী ভোগের স্পৃহা থাকিবে না। তখন কৃষ্ণসেবোন্মুখতার অন্তরায়ের স্থান নাই। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কবল হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার মুখেই ভগবান উচ্চারিত হন। ভগবানেই ভক্ত-নামের স্ফূর্ত্তি। নামাপরাধে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি নাই। অপরাধশূন্য হইয়া নিরন্তর নাম করিতে হইবে। এই অবস্থায় নির্জ্জনবাসের ছলনায় মনে মনে বাঞ্ছার উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাতে শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায় না।

শ্রীহরিকীর্ত্তনকারীর অন্য সাধন নাই। সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। কীর্ত্তন যদি হয়, তাহা হইলে স্বতঃপ্রকাশে স্মরণ হইবে। সাধুসঙ্গে সেই বস্তুর সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ আছে। যাদের যাহা যে অনুভূতি আছে, তাহা গৌণ। যাহা শ্রবণ করা নাই, তাহার মনগড়া যে কীর্ত্তন, তাহা প্রাকৃত। যাহা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, তাহার অনুকীর্ত্তন করিলেই অপ্রাকৃত স্মরণ পাইবে।

শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা পৃথক নহে। গুরুদেব কৃষ্ণভজন ব্যতীত কাহারও রহিত, আর কৃষ্ণও তাঁহার নিজজনের সেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সকল সেবা গুরুদেব-কর্ত্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। ঐ জন্য নিত্য সেবা করিতে হইবে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডবাসী নহেন। ব্রহ্মাণ্ডবাসীর নিত্য আকারের অভাব-হেতু তিনি নিত্য সেবা-গ্রহণে যোগ্য হইতে পারেন না। শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীব-বিশেষ নহেন। তিনি পতিত জীবগণের উদ্ধারকল্পে স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে ভক্তিলতার বীজ প্রদান করেন। গুরুর প্রসাদ তাঁহা-দ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। বীজ পাইয়া উহা কর্ষিত ক্ষেত্রে বপন করিতে হইবে। জল সেচন করিতে হইবে, তবেই লতার উদ্গম ও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের ফলে অনর্থক্ষয় হয়। তাহাতে ভক্তিলতাবীজ উপ্ত হইলে নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ জলধারা অনর্থরূপ আগাছা দূর করিবার ফলে লতার বৃদ্ধি সাধিত হইবে। সতত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সম্যক্ পরিপুষ্টি হইতে থাকিবে। আমরা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-শ্রবণ আছি এবং বৈষ্ণবাপরাধ-মুক্ত হইতে পারিলেই সঙ্গ থাকায় নিরন্তর শ্রবণ কীর্ত্তন হইবে এবং ক্রমশঃ উহা [illegible] হইয়া কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিবে।

শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। জগতে কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষ লাভ করিতে হইলেও গুরুর আবশ্যক হয়; কিন্তু সেই সকল গুরু পরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রদান করে। পারমার্থিক সদ্গুরুপাদপদ্ম সেরূপ ক্ষুদ্র ফলদাতা নহেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম পরম মঙ্গল প্রদান করেন। অপ্রাকৃত ভগবানের অন্ততঃ যে মুহূর্ত্ত দর্শন হইবে, সেই মুহূর্ত্তে জগতের নানা অসুবিধা উপস্থিত হইবে। বস্তু প্রদর্শক গুরুদেব যার

Regd. No.C. 1544

আমাদিগকে উপদেশ না দেন,—কিভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে—এ সকল শিক্ষা যদি না দেন, তবে পাপপঙ্কে হাবুডুবু খাইতে হয়।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে বিরহ-তিথিপূজা-মহোৎসব

গত ২৩শে ফাল্গুন, রবিবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] বিজয়ন, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী ও আচার্য্যগণের প্রপূজাচরণ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথিপূজা-মহোৎসব ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর [illegible] শ্রীশ্রী [illegible] ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের তত্ত্বাবধানে বিপুল সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসব উপলক্ষে প্রাতে শ্রীমন্দিরে [illegible] শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের পূতচরিত্র আলোচিত হয়। অতঃপর শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য [illegible] কীর্ত্তনমুখে শ্রীযোগপীঠে গমন করেন। তথায় কিছু সময় [illegible] ও প্রার্থনা সূচক মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু গৌড়ীয় হইতে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের পূতচরিত্র আলোচনামুখে তাঁহার কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীবিগ্রহের মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে শ্রীভক্তিবিনোদ-নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। [illegible] শ্রীমৎ [illegible] আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে [illegible] ও "হে আমিন যেমন করণা প্রভু" এই [illegible] পাঠ কীর্ত্তিত হয়। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় দুইঘণ্টা কাল [illegible] প্রতিপাদ্য বিষয় ও শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের কৃপার কথা কীর্ত্তন করিয়া অবশেষে [illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীপাদ [illegible]-বিগ্রহ বিহারে শ্রীভক্তিবিনোদ-নাট্যমন্দিরে শ্রীল বাবাজী মহারাজের কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরে প্রাতে শ্রীপাদ হরিবিনোদ দাসাধিকারী প্রভু এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর পাঠক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের চরিত কথা আলোচনা করেন।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে উৎসব

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী পরমারাধ্যতম নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের একোন-সপ্ততিতম বর্ষপূর্ত্তি [illegible] আবির্ভাবোপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত করিয়াছেন।

ঐ দিবস প্রাতঃকাল হইতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, বিজ্ঞপ্তি ও শ্রীল প্রভুপাদের গুণমাহাত্ম্যসূচক পদ কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী প্রভু গৌড়ীয় ১৩শ বর্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব এবং তাঁহার দানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিবস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসুধাকর [illegible] প্রভুর [illegible] কীর্ত্তনমুখে শ্রীধাম বিরোধান-তিথি পালিত হয় "মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর" প্রভু পাঠ ও আলোচনা হয়।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী, (১৯৭০) কাশীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মাননীয় বি এ মহাশয়ের সহিত [illegible] শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ও কতিপয় ব্রহ্মচারী মঠ [illegible] উপস্থিত হইয়া প্রায় শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ হইতে শ্রীরাম মহারাজের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

[illegible] আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পাঠ শ্রবণ করিয়া সভাপতি মাননীয় মহাশয় বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করেন।

আমলাজোড়ায় বিরহ মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা আমলাজোড়া-প্রপন্নাশ্রম মঠে গত ১৩ই ফাল্গুন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একোন-সপ্ততিতম-বর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাবোৎসব এবং তৎপরদিবস শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-তিথি-পূজা-মহোৎসব কীর্ত্তন-মুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ঐ দুই দিবস ক্রমান্বয়ে শ্রীশ্রীগৌরগোপীনাথবিনোদকিশোরজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুপরম্পরা, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে বিগত বর্ষের গৌড়ীয় হইতে ব্যাসপূজা-সংখ্যা এবং "মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর"-প্রভু পাঠ ও বিরহ সূচক কীর্ত্তন হয় এবং শ্রীবিগ্রহের বিচিত্র প্রকার ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত সজ্জনদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

শিক্ষকদের দুর্দ্দশা লাঘব

বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দুর্দ্দশা লাঘবের জন্য আরও সাহায্য ব্যবস্থার বিষয় বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। বর্ত্তমান আপৎকালীন অবস্থায় বাঙ্গালাদেশের শিক্ষকগণ বিশেষভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

কলিকাতায় এবং প্রদেশের বিভিন্ন "পরিবারহীন অঞ্চলে" (Non-family Area) বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে সকল শিক্ষক প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে টাকা রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে নিজেদের দেওয়া টাকা তুলিয়া লইতে দেওয়া হইবে এবং ঐ টাকা বর্ত্তমানে আপৎকালীন অবস্থা দূর হইলে সুবিধামত কিস্তিতে পরিশোধ করিতে দেওয়া হইবে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন। অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষকদিগকেও এই সুবিধা দেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তাহা জানিতে চাহেন।

বাঙ্গলায় হৈমন্তিক ধানের চাষ

বাঙ্গলায় ১৯৪২-৪৩ সালের হৈমন্তিক ধানের চাষের তৃতীয় ও শেষ পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ যে, জেলা অফিসারের হিসাব অনুযায়ী আলোচ্য বৎসরে ১৩২০৭১০০ একর জমিতে হৈমন্তিক ধানের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ১৩০১-৪০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ধানের ফলন স্বাভাবিক পরিমাণের শতকরা ৬৮ ভাগ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে গত বৎসর ফলন শতকরা ৯৬ ভাগ হইয়াছিল। ফলন শতকরা ৬৮ ভাগ ধরিয়া এবং স্বাভাবিক ফলন একর প্রতি ১২ মণ ১৬ সের চাউল ধরিয়া হিসাব করিলে আলোচ্য বৎসরে মোট ৫৩২০১০০ টন চাউল উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর মোট ৭৩১৬৪০০ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল।

মার্কিণ নৌ-শক্তির পরিমাণ

নৌ সচিব কর্ণেল নক্স প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কাছে যে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, ৬ই মার্চ তাহা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে।

উহাতে কর্ণেল নক্স বলিয়াছেন, আমেরিকার জাহাজ নির্ম্মাণ পূর্ব্বকার রেকর্ডকে এমনভাবে ছাড়াইয়া যাইতেছে যে, ১৯৪৪ সাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমেরিকান সমুদ্রগামী জাহাজগুলি যুদ্ধে যোগ দিতে পারিবে। পূর্ব্বে আশা করা গিয়াছিল, বর্ত্তমান পরিকল্পনায় যে সকল নূতন যুদ্ধজাহাজ তৈয়ার হইবার কথা আছে, তাহার অন্ততঃ কয়েকটি ১৯৪৬ বা ১৯৪৭ সালের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারিবে না। ১৯৩৯ সালে ইউরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার দিন মার্কিণ নৌবহরের যে শক্তি ছিল, যুদ্ধে বিনষ্ট জাহাজের সংখ্যা বাদ দিয়াও ১৯৪৫ সালের শেষাশেষি তাহা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইবে।

উড়িষ্যা সরকারের বাজেট

১৯৪৩-৪৪ সালে, উড়িষ্যার বাজেটে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে। ব্যবস্থা পরিষদে উড়িষ্যার অর্থসচিব পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্র কর্ত্তৃক বাজেট উপস্থাপনকালে এই কথা প্রকাশ পায়। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত মিশ্র জানান যে, কারকর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ১৯৪২-৪৩ সালের সংশোধিত বাজেটের নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা ৮০ হাজার টাকা এবং ১৯৪৩-৪৪ সালের সংশোধিত বাজেটের নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অতিরিক্ত পাওয়া যাইতেছে বলিয়া ঘাটতির পরিমাণ ১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা থাকিয়া যাইতেছে।

জাপানের বৃহত্তম বাজেট

টোকিও বেতার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপ-পার্লামেণ্টে এক হাজার তিনশত সাতাশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ইয়েনের বাজেট মঞ্জুর করা হইয়াছে। জাপানের ইতিহাসে ইহাই বৃহত্তম বাজেট।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় জ্বরের উহার কার্য্যিতা অপ্রত্যাশিত। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১।৶০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীঅক্ষয়কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ | ১৯ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৬ : ২৭শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১১ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪৩, বৃহস্পতিবার | ২৯১তম সংখ্যা

জগতের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীশ্রীকল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল, টীকা, মূলের অন্বয় অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি সহিত নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"ভক্তি আরম্ভই হয় না যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আত্মবিচারে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই করুণাময়ের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন; সেই করুণাশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহই গুরুপাদপদ্ম।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ গোবিন্দ, তৃতীয় কামদেবশালী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

অদ্য শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব। আগামী কল্য শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার প্রথম দিবস। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা বিমুখ দেহ-গেহাসক্ত পতিত জীবকে দেহ-গেহ-পরিক্রমারূপ অনর্থ হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌর-কামের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার পুনঃ প্রকট করিয়াছেন। এই অনবোদিত-মহোৎসব শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সেবা গৃহাসক্ত, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী—সকলেরই স্বরূপ। এই সেবায় সকলেরই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-প্রাপ্তিরূপ আত্মধর্ম নিহিত রহিয়াছে; উহাই শ্রীধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য ও রহস্য। উহা পুণ্যশ্লোকের গৃহাসক্তি নষ্ট করিয়া গৃহ-পরিক্রম, সংসার পরিক্রমা, ভোগাবস্থার পরিক্রমা হইতে বিরত করাইয়া কৃষ্ণ-গৃহ পরিক্রমা, কৃষ্ণসংসার-পরিক্রমা, কৃষ্ণধাম-পরিক্রমা ও কৃষ্ণভক্ত পরিক্রমায় প্রবৃত্ত করাইতে পারেন। দেশ-কাল পাত্রনির্ব্বিচারে সকলেই একসঙ্গে এই সেবার অধিকারী। সকলেই এই পরম কৃপাবতার শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে পারেন। শ্রীধাম-প্রণয়—শ্রীধাম স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ প্রদান করিবার সুযোগ এই শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু প্রভৃতি গৌরপ্রণয়ী জনগণ গৌরাশ্রিত এবং শ্রীগৌরধামের পরিক্রমা করিয়া জীবসকলকে অনুসরণে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ এই শ্রীনবদ্বীপধামে নিত্য পরিভ্রমণ করিবার কথা ও শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত শ্রীরাধাবনে বিপ্রলম্ভভাবোত্থ যুগললীলা-স্মরণ-লালসা করিয়াছেন,—

"বহু যেবো যত্র দ্রুতকনকগৌর-করুণয়া
মহাপ্রেমোজ্জ্বলনবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে॥"

—দ্রবিত-কাঞ্চনের ন্যায় গৌরকান্তি, মহাভাবরূপ পূর্ণাবতার-বিগ্রহ লীলাময় ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া যথায় আবির্ভূত হইয়াছেন, যথায় প্রত্যেক ভবন প্রেমভক্তিদেবীর উৎসবে পূর্ণ, যাহা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অধিক মাধুর্য্যময়, সেই শ্রীনবদ্বীপধামে আমার মন বিহার করিতেছে।

"নবদ্বীপেকাংশে কৃতানিবসতিঃ শ্রীশ্রীবাসকঃ
শচীসূনোঃ ভাবো থলু গলদলীলা বঙ্কবনে।
স্মরন্ যাথে যাথে স্মরসিদ্ধেশসেবা-সুখময়ঃ
কদা বৃন্দারণ্যং সকলমপি পশ্যামি সরসম্॥"

—কবে আমি শ্রীনবদ্বীপের একপ্রান্তে নির্জ্জনে বাস করিয়া শ্রীশচীনন্দনের ভাবোত্থিত (বিপ্রলম্ভভাবোত্থিত) যুগললীলাবলী প্রতি প্রহরে স্মরণ করিতে করিতে আস্বাদিত সেবায় সুখপূর্ণ হইয়া সমস্ত বৃন্দাবনকে রসপূর্ণ অবলোকন করিব?

শ্রীনবদ্বীপধাম ঔদার্য্যবিগ্রহ, কি সাধক, কি সিদ্ধ—সকলেরই আরাধ্যক্ষেত্র। এই শ্রীনবদ্বীপধাম যুগপৎ মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ও ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরকৃষ্ণসেবাপরায়ণগণের শ্রীগৌরধামে যুগপৎ শ্রীগৌরকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। তবে এই গৌরধামের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীগৌরস্বরূপের ঔদার্য্য বা করুণা যেরূপ অধিক, তদ্রূপ শ্রীগৌরধাম শ্রীব্রজধাম অপেক্ষা অধিক উদার।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শুভেচ্ছায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিশ্ববাসীর প্রতি অনর্পিতচরী কৃপা বিতরণপূর্ব্বক এই তর্কহত যুগে দেহ-গেহাসক্ত জীবের মঙ্গলের জন্য সেই ঔদার্য্য পরাকাষ্ঠাস্বরূপ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-মহোৎসব প্রকট করিয়াছেন। শ্রীগৌরধাম নিত্যকালই নিত্যানন্দপুর—প্রেমানন্দপুর। শ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যে এই শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা মহোৎসবের সেবা কর্ণে কাহার না হৃদয় নাচিয়া উঠে? এই সময় অত্যন্ত দেহ-গেহাভিমানী গৃহব্রত ব্যক্তির হৃদয়েও গৃহাভিমানকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরজনগণের বৈষ্ণবমুখোৎ পদধূলি ও শ্রীধামরজে লুণ্ঠিত হইয়া উঁহাদের পদাম্বুজ-সেবা করে তাঁহাদের নিষ্কপট প্রার্থনা করিতে করিতে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিবার জন্য আর্ত্তি ও উৎসাহ উদিত হয়। পরিক্রমার সেবা করিলে একাধারে শ্রীগৌরধামের সেবা, শ্রীনামব্রহ্মের সেবা, শ্রীগৌরজনগণের সেবা, শ্রীগৌরজনশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সেবা, শ্রীমহাপ্রভুর সেবা, শ্রীশচী-নন্দনের সেবা, শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনাদি গৌরপার্ষদগণের সেবা, শ্রীমায়াপুরান্তর্গত শ্রীমথুরাধামের সেবা, গোবর্দ্ধনের সেবা, শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা, শ্রীগিরিধারী গোবিন্দের সেবা, শ্রীরাধামাধব-যুগলবিগ্রহের সেবা প্রভৃতি হইবে। শ্রীগৌরমণ্ডলের সেবার দ্বারাই শ্রীব্রজমণ্ডলের সেবা—শ্রীবৃন্দাবনে বাসের সৌভাগ্য হয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।"

যেমন শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তনে শ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যে সকলের অধিকার আছে, সেইরূপ শ্রীধাম-পরিক্রমায় শ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যে সকলের অধিকারের সৌভাগ্য শ্রীভক্তিবিনোদ গৌর সরস্বতী প্রভুপাদ স্বকীয় কৃপা করিয়া প্রদান করিয়াছেন। অনধিকারী ও অধিকারী—সর্ব্বপ্রকার জীবগণের জন্য শ্রীনামকীর্ত্তন সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমারূপ শ্রীগৌর ধামার্চ্চন-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। অন্য সকলের অধিকার নাই, কিন্তু সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌরধামের এই অর্চনে সকলেই অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন। অতএব আমরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরের আনুগত্যে সকলকে এই শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় যোগদান ও ইহার সর্ব্বতোমুখী সেবা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

'যথাযোগ্য ভোগ'

যথাযোগ্য ভোগের নাম যুক্তবৈরাগ্য। শ্রীরূপপাদ যথাযোগ্য ভোগের উপদেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন,—

"যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।"

প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তের ভোগ কি কখনও সম্ভব? ভোগ ও ভক্তি—ভক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে এখানে ভোগের অর্থ কি? সাধুগণ বলেন, এস্থলে 'ভোগ' শব্দে জীবের কর্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বুঝায় না। কেবলমাত্র অপরকে দূর করিবার জন্য ভোগ শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। ভোগ-শব্দে শরীর-যাত্রা-উপযোগী বস্তু স্বীকার। অপরের দৃষ্টিতে উহা ভোগপ্রায় মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা ভোগ নহে, পরন্তু ভগবৎসেবার জন্য যথাযোগ্য বস্তু ভগবৎপ্রসাদ-রূপে স্বীকার। যথাযোগ্য ভোগ বা যুক্তবৈরাগ্যের কথা শ্রীল ... 'প্রেমবিবর্তে' এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"বৈরাগী ভাই! যুক্তবৈরাগ্য প্রাণে দৃঢ় কর।
যুক্তবৈরাগ্য আর' সদা স্মরণেতে ধর॥
যথা যোগ্য সদা ভোগ কথন নাহি দৈন্য।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
যথাযোগ্য-ভোগ তাঁর যথার্থ যুক্ত নয়।
কপটার্থ লক্ষ্য যেন বৈরাগী না হয়॥
শুষ্ক ত্যাগ অনুকূল বস্তু অস্বীকার।
শুষ্ক ত্যাগের প্রতিকূল বস্তু-অঙ্গীকার॥
যথার্থ ছাড়ি' সেবা যথার্থ করে।
ফল্গু বলে বৈরাগী কপটত্যাগী সেই॥"

যুক্তবৈরাগ্যে যথাযোগ্য ভোগের কথা থাকিলেও যথেচ্ছাচারিতার কোন কথা নাই। যদি আমরা নিজের স্বতন্ত্রতাকে গুরু করি, নিজ স্বতন্ত্রতা যদি আমাদের নিয়ামক বা চালক হয়, তাহা হইলে ঐরূপ মনোধর্মের বশবর্তিতায় যুক্তবৈরাগ্য বা যথাযোগ্য ভোগের কথা বুঝা যাইবে না। যিনি ভক্তের নিকট সর্বতোভাবে নিয়ামক থাকিয়া কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধে সঙ্কল্প নিশ্চয় করেন, তিনি যথার্থ যথাযোগ্য ভোগ করেন।

'যথাযোগ্য ভোগ' শব্দের অর্থ সাধুমুখে করিলেই স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। যিনি হরিভজন করেন, তিনিই সমস্ত প্রতিষ্ঠার অধিকারী অর্থাৎ সমস্ত প্রতিষ্ঠা, সমস্ত ঐশ্বর্য্য হরিভক্তের আবির্ভাব আশ্রয় করিয়াই সার্থকতায়ও হইয়া থাকে। হরিভক্ত বাহ্যিকভাবে কোন প্রতিষ্ঠার অনানুকূল্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠান করেন না, একমাত্র তিনিই সকল গুণে গুণী। অভক্তের কোন মহৎ গুণ থাকিতে পারে না। হরিভক্তিহীন পুরুষ সর্বদোষা-কর। হরিভক্তের সমস্ত কার্যই যুক্ত—সেবাসম্বন্ধে নির্বাহিত।

সুনীতি

ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত সুনীতি। যেখানে ভগবদ্ভক্তি নাই, সেখানে নীতিকে বর্জন করা হইয়াছে। নিরীশ্বর বা ঈশ্বরবিহীন নীতি দেখিতে নীতির মত হইলেও তাহার সত্তা নাই। উত্তানপাদ রাজার সাধ্বী পত্নী সুনীতি তাঁহার বালক পুত্র ধ্রুবকে উপদেশ করিয়াছিলেন,—"তুমি শ্রীহরির ভজন কর; তাহা হইলে তোমার সর্বোত্তম নীতির ফল শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ হইবে, তোমার তপস্যা সার্থক হইবে। তপস্যার দ্বারা যদি শ্রীহরি আরাধিত না হন, তাহা হইলে সেরূপ তপস্যা বৃথা।" শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

ধ্রুব প্রথমতঃ উক্ত সতীর—স্বমাতার উপদেশে শ্রীহরির ভজনায় রত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীহরির কৃপা লাভ করিলে পর তাঁহার ঐরূপ বর-প্রার্থনার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"

—হে স্বামিন্! আমি স্থানাভিলাষী হইয়া তপস্যা করিতেছিলাম। কিন্তু কাচ অন্বেষণ করিতে গিয়া দিব্যরত্ন লাভ করার ন্যায় আজ দেব-মুনিগণেরও অপ্রাপ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি এখন কৃতার্থ হইয়াছি। আমার অন্য বর দরকার নাই।

সু উত্তমা নীতি ভক্তি-নীতি যাঁহার, তিনি নীতির অনুসরণ যে করেন, তাঁহাকে লঙ্ঘন করেন না। তিনি পুত্রকে বা তাঁহার পালনকর্তাকে কখনও বিপথে চালিত করেন না। সত্যযুগে প্রহ্লাদ মহারাজ ভাগবতধর্ম পালন করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু নীতিকে লঙ্ঘন করিয়া নিজের প্রবল প্রতিপত্তির উপর অধিক দিন দাঁড়াইতে পারে নাই। হিরণ্যকশিপু কশ্যপের পুত্র। সে ব্রহ্মার নিকট হইতে বর-লাভের জন্য উগ্র তপস্যা করিয়াছিল। ব্রহ্মা তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে সে বলিয়াছিল,—আপনার সৃষ্ট কোন জীব বা প্রাণী কেহই যেন কোন অস্ত্র দ্বারা দিনে বা রাত্রিতে আমাকে বিনাশ করিতে না পারে। হিরণ্যকশিপু তাহার বুদ্ধি-বৃত্তির সমস্ত প্রয়োগ করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর চাহিয়াছিল। ব্রহ্মা তাহার প্রার্থনানুসারে 'তথাস্তু' বলিয়া বর দিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভাবিল—"আমি ত' অমর। কিন্তু হইতে আর আমার ভয় কি? আমি প্রহ্লাদের উপর যথেচ্ছভাবে অত্যাচার করিতে পারি।" হিরণ্যকশিপুর সকল বুদ্ধি নৃসিংহদেবের নিকট ব্যর্থ হইয়াছে।

হিরণ্যকশিপু পঞ্চবর্ষ বয়স্ক বালকের উপর অত্যাচার করিয়া সাধারণ ব্যবহারিক নীতিকেও লঙ্ঘন করিয়াছিল। ব্যবহারিক নীতির সম্বন্ধে শ্রী চাণক্যপণ্ডিত ব্যবহারিক আচরণের শাসন করেন, কিন্তু হিরণ্যকশিপু যে প্রহ্লাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাতে প্রহ্লাদ মহারাজের এইমাত্র দোষ (?) ছিল যে, তিনি শ্রীহরির ভজন করিতেন। হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত সেবাবুদ্ধি ও নাস্তিকতাবশতঃ প্রহ্লাদকে বলিয়াছিল,—"তুমি অসুরের পুত্র, অসুর হইয়া শ্রীহরিকে ভজন কর কেন? তুমি অসুরের পুত্র, অতএব তোমার আসুরিক বৃত্তির অনুসরণ করাই কর্তব্য।" প্রহ্লাদ মহারাজ পাঁচ বৎসরের বালক হইলেও তিনি নয়কোবিদ বা নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি রাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি—সকল নীতিতে কোবিদ অর্থাৎ মহামহা-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শিক্ষা দিলেন,—নীতির একমাত্র ভিত্তি ঈশ্বরারাধনা; শ্রীহরির আরাধনা ব্যতীত কেহই প্রকৃত নৈতিক হইতে পারে না।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের গুণ বর্ণন করিতে গিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন, শ্রীহরিতে যাঁহার কেবলা ভক্তি, সমস্ত গুণসহিত দেবতা-বর্গ তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তি-বিহীন, তাঁহার মন সর্বদা অসৎ বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহাতে মহদ্গুণসকল অসম্ভব।

নীতির মূলে ভগবদ্ভক্তি না থাকিলে কোন ব্যক্তি মহৎ বলিয়া পরিচিত হইলেও সে মনোরথের দ্বারা অসৎবিষয়ে ধাবিত হইবেই হইবে। রাবণ, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি কি দেবতাগণ অপেক্ষা কম ছিল? কিন্তু একমাত্র শ্রীহরির প্রতি বিদ্বেষ করার দরুণ—শ্রীহরিতে ভক্তি না থাকার দরুণ তাহাদের কোন সদ্গুণ থাকিল না। তাহারা অবশেষে নির্বিশেষবাদী হইয়া সাযুজ্য নির্বিশেষগতি লাভ করিল। তাই মহাজন বলিয়াছেন,—'হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।'

'নির্বিশেষবাদী বা অজ্ঞ-জ্ঞানীদিগের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান পর্যন্তই গতি। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান, গ্রন্থাদি পড়িয়া বা অপরের মুখে শুনিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান, আর যে-স্থলে জ্ঞান-জ্ঞাতা জ্ঞেয়, ও দুই দৃষ্ট-দর্শন, অথবা আস্বাদক-আস্বাদন—বৃত্তি বিনাশ করিয়াছে, সেখানে অপরোক্ষজ্ঞান। মানবের বুদ্ধিবৃত্তির গতি এই অপরোক্ষজ্ঞান পর্যন্ত। শ্রুতি যাঁহাকে 'অবাঙ্মানসগোচর' বা 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' বলিয়াছেন, কেবল সেই পর্যন্তই নির্বিশেষবাদের গতি। নিরীশ্বর নৈতিক অধ্যাত্মবাদের উহাই শেষ প্রাপ্য হয়।

ভোক্তাভিমানই বৈমুখ্য

—— ::(০):: ——

সেবকের স্বরূপ ভক্তি। সেবক শরণাগত। শরণাগতের সম্বন্ধে কর্তৃত্ব বলিয়া কোন কথা নাই। শরণাগত কিঙ্কর! তিনি আদেশবাহী। ভগবানই কর্তা বা প্রভু। ভগবানের ইচ্ছাপূরণ বা আদেশ-পালনই শরণাগত সেবকের কৃত্য। ভক্তি দাস্যময়। ভক্তিতে প্রভুত্বের লেশমাত্র নাই। প্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণে সর্বতোভাবে সহযোগিতাময় প্রচেষ্টাই সেবকের ধর্ম। প্রভুর সুখসাধনই সেবা। সেখানে নিজ সুখের কোন কথা নাই। নিজসুখবাসনা অভক্তি। তাহা ভোগ। ভোগ বা প্রভুত্ব কৃষ্ণেরই একচেটিয়া। তিনিই সকলের সেবা গ্রহণ করেন।

ভক্তে কর্তৃ-অভিমান নাই। ভক্ত সেবক-অভিমানী। তাঁহার সমস্ত সেবার্পণ, আর কৃষ্ণের সমস্ত ভোগাদর্শন। ভক্তের হৃদয়ে সেবাকাঙ্ক্ষা প্রবল, আর ভগবানের হৃদয়ে নিত্যবর্দ্ধনশীল ভোগাকাঙ্ক্ষা - প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা। যাঁহার প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা আছে, তিনি ভক্ত নহেন। তিনি অহঙ্কারী, কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী—'বিষ্ণু'র বিরোধী। ভক্তের সেবাতেই সুখ, আর ভগবান্ সুখ পান প্রভুত্ব করিয়া, সেবা গ্রহণ করিয়া—ভোগ করিয়া। ভগবান্ ব্যতীত অপরের পক্ষে লেশমাত্রও ভোগ বা প্রভুত্ব দুঃখজনক ও সর্বনাশকর।

ভক্তি বা সেবা প্রথমাবধি। ভক্তের ভোগাকাঙ্ক্ষা যেরূপ নিত্যবর্দ্ধমান, প্রবর্দ্ধনশীল, ভক্তের সেবাকাঙ্ক্ষাও তদ্রূপ নিত্য বর্দ্ধমান, প্রবর্দ্ধনশীল। ভক্তের ভোগে যেরূপ তৃপ্তি নাই, ভক্তের তদ্রূপ সেবায় তৃপ্তি নাই। জীবের পক্ষে ভোগাকাঙ্ক্ষাই প্রগতিশীলতা-পথে ঠিক বাধা। জীব বস্তুতঃ সেবক—কিন্তু যখনই সে স্বভাবতঃ নিজেকে সেবা না ভোক্তৃ-অভিমান করে, তখনই সে কৃষ্ণমায়ার চক্রে পড়িয়া যায়। তখন তাহার সেবাগতি রুদ্ধ হইয়া যায়। যতদিন জীবের এই প্রভুত্ব-আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকে, ততদিন জীব দুঃখ পায়। শাস্ত্র বলেন,—

"কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তা'র গলায় বাঁধিল॥"

* কৃষ্ণকে ভুলা অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবা ভুলিয়া যাওয়া। কৃষ্ণবহির্মুখতাই জীবের স্বরূপভ্রম। ভোক্তৃ-অভিমান বা সেবা অভিমানই জীবের পক্ষে বিরূপের কথা অভিমান। এই বিরূপ অভিমান জীবের অনাদি-বহির্মুখতা। জীবের পক্ষে ভোগের প্রতি সাম্মুখ্যই মায়ার প্রতি সাম্মুখ্য ভগবদ্-বৈমুখ্য; আর মায়ার প্রতি বৈমুখ্যই ভগবৎসাম্মুখ্য। সুতরাং ভগবৎসাম্মুখ্যের প্রথম উপায় মায়ার প্রতি বৈমুখ্য। শাস্ত্র বলেন,—

"মায়ারে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥"

ভগবৎসাম্মুখ্যলাভের পর ভগবৎপাদপদ্ম-সাক্ষাৎকারই প্রয়োজন। এই সাক্ষাৎকার ভজনের দ্বারাই লাভ হয়।

ভক্ত ও অভক্ত

——:(০):——

এ জগতে দুইপ্রকার লোক আছে— এক শ্রেণী ভক্ত, আর এক শ্রেণী অভক্ত। ভক্তের সম্বল ভগবান্, আর অভক্তের একমাত্র সম্বল অক্ষজজ্ঞান। অতএব অভক্তের কাম্য, অক্ষ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানই অভক্তের প্রমাণ; আর ভক্তগণ শব্দাশ্রিত—আম্নায়ানুশীলনপর। অভক্তগণের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রতি বিশ্বাস, আর ভক্ত শ্রুতবাক্যে আস্থাবান্, চিৎশব্দবাদী। অভক্ত অসত্য বা অন্যের সাহচর্য্যে সত্যবস্তুতে পৌঁছিতে চায়, কিন্তু ব্যর্থ হয়; আর ভক্ত সত্যের সাহচর্য্যেই সত্যে পৌঁছিতে পারেন। অভক্তগণ মনোধর্ম্মী, আর ভক্তগণ আত্মধর্ম্মী। অভক্তগণ ইন্দ্রিয়ের গোলাম, আর ভক্তগণ হৃষীকেশের সেবক। অভক্ত নিজেকে দ্রষ্টা জানিয়া সমস্ত বস্তুকে তাহার দৃশ্য মনে করে, আর ভক্ত সকল বস্তুকে দ্রষ্টা এবং নিজেকে দৃশ্য মনে করেন। অভক্তের সম্বল জড়দেহ, মন, বুদ্ধি ও আশ্রিত অজ্ঞান; আর ভক্তের সম্বল শ্রদ্ধা, শরণাগতি বা শরণাপন্ন পাত্র-বিশিষ্ট মন, চিত্ত বা আত্মা। অভক্তগণ নিজ শক্তির প্রতি নির্ভরশীল, আর ভক্তগণ ভগবানের কৃপার ভিখারী। অভক্তগণ আরোহপন্থী, আর ভক্তগণ শ্রৌতপন্থী, অবরোহপন্থী বা অবতারবাদ-স্বীকারকারী। অভক্ত নিজেকে ভোক্তা, পুরুষ বা স্ত্রী, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র, ধনী অথবা দরিদ্র, পণ্ডিত অথবা মূর্খ মনে করে; আর ভক্ত নিজেকে ভগবৎসেবক মনে করেন। অভক্তগণ জড় প্রতিষ্ঠা বা সমাজের কাঙ্গাল, আর ভক্ত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত, ভক্তগণের সেবক। অভক্ত সংকুচিত স্বভাবহীন; আর ভক্ত নিঃসংকোচ স্বভাববান্। অভক্ত ভোগে বা ত্যাগে ব্যস্ত, আর ভক্ত ভগবৎসেবায় নিযুক্ত। ভক্ত ভগবানকে রক্ষক বা পালক বলিয়া জানেন, আর অভক্ত নিজেকে অথবা জগদ্বাসীকে রক্ষক মনে করে। অভক্তের ভগবান্ ও ভক্তের প্রতি আপনজ্ঞান নাই। তাহার আপনজ্ঞান দেহে, দেহের সম্বন্ধে স্বজন আত্মীয়স্বজনাদিতে ও এই মায়িক জগতে; কিন্তু ভক্তগণ জানেন, গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ ছাড়া তাঁহাদের আত্মীয় আর কেহ নাই। ভক্তের দুঃসঙ্গে অনাদর ও সৎসঙ্গে উল্লাস, ভক্তগোষ্ঠীর বিরোধী বিষয়ে স্বভাব বিরক্তি, সদ্গুরু ও বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি— স্বাভাবিক টান আছে; আর অভক্তের দুঃসঙ্গে আদর এবং সৎসঙ্গে অনাদর, আর গুরুবৈষ্ণবের প্রতি প্রকাশ্যে [illegible] তাহাদের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস। ভক্ত গুরুবৈষ্ণবের অনুগত, আর অভক্ত অপরকে নিজের অনুগত করিবার জন্য ব্যস্ত। অভক্তের কর্তৃত্বাভিমান প্রবল, কিন্তু ভক্তের কর্তৃত্বাভিমানের লেশ নাই। অভক্ত কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাকামী, আর ভক্ত রূপানুগ শুদ্ধ ভক্তের পদধূলি-প্রার্থী। ভক্ত নিত্যানন্দের সহিষ্ণু, কিন্তু অদ্বৈতবাদীর অসহিষ্ণু। অভক্ত নিত্যানন্দের অসহিষ্ণু, আর অদ্বৈতবাদী। ভক্ত নির্ব্বিকার ও মৌনাবলম্বী। ভক্ত হরিকথা-কীর্ত্তনকারী, আর অভক্ত প্রজল্পী। ভক্ত সংযমী, আর অভক্ত অসংযমী, গ্রাম্যকথী ও বহুজল্পী। অভক্ত দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ও দেহারামী, কিন্তু ভক্তের দেহাভিনিবেশ নাই, তাঁহাদের ভজন অপ্রাকৃত। অভক্তের চিত্ত ও বিচার পরিবর্ত্তনশীল ও অস্থির, আর ভক্তের বিচার শুদ্ধ নিশ্চল ও অপরিবর্ত্তনশীল।

অভক্ত মায়াবাদ স্বীকার করে, আর ভক্ত নিত্যসত্যের অবতার স্বীকার করেন। অভক্তের ভ্রম আছে, কিন্তু ভক্তের ভ্রম নাই। অভক্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত, কিন্তু ভক্ত নির্ভীক। অভক্ত ম্লান-বদন ও উৎসাহহীন, আর ভক্তগণ প্রফুল্ল মনে সেবোৎসাহী। অভক্তগণ শ্রীহীন, গুরুপাদপদ্মের আশ্রয়হীন, আর ভক্তগণ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিত্য আশ্রিতাভিমানী।

ভক্ত নিত্যকাল কৃষ্ণপ্রেমে ধনী। তিনি সমস্ত অভাব হইতে পরিমুক্ত; কিন্তু অভক্ত নিত্যকাল অভাবগ্রস্ত-অশান্ত। ভক্ত নিত্যসুখবোধক কৃষ্ণের আপনজন বলিয়া তাঁহার দুঃখ বলিবার কোন বস্তু নাই। কিন্তু অভক্ত সর্ব্বদা অভাব ও দুঃখ দ্বারা পীড়িত।

ভগবদ্ভক্তগণ জগতের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ; গুরু, ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের প্রতি নিত্য সাপেক্ষসম্পন্ন; আর অভক্তগণ জগতের প্রতি পূর্ণ সাপেক্ষসম্বন্ধযুক্ত। তাহারা জগতের ভোগসামগ্রী প্রভৃতি—ভোগসরবরাহকারী ব্যক্তিগণের প্রতি সাপেক্ষযুক্ত; কিন্তু ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের প্রতি নিরপেক্ষ, শুধু নিরপেক্ষ নহে—বিদ্বেষী। ভক্ত ও অভক্তের চিত্তবৃত্তির মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

যিনি আপাত সুখদুঃখে বিচলিত হন না, যিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁহার ভজন চিন্তা আসিতে পারে না। রোগের চিন্তা করিতে হইবে না, চিকিৎসা না করিলে রোগ হয়।

হরিকথা বলাই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। কীর্ত্তন বলিলে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর বৈশিষ্ট্যের কীর্ত্তন বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণনাম ও অন্য শব্দকে এক মনে করা মহাপরাধ। হরিভজনের প্রতিকূল চিন্তাস্রোত সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। মায়ার কথা বা ভোগবার্ত্তা শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের কাণ খোয়াইয়া আছে। অতএব অশুদ্ধিতারতম্যকে দূর করিতে হলে এখন প্রচুর পরিমাণে হরিকথা শুনিতে হইবে। সাধুগণের মুখে ২৪ ঘণ্টা কৃষ্ণকীর্ত্তন শুনিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে ২৪ ঘণ্টা কৃষ্ণের স্মরণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় হইলে জীবের যাবতীয় অনর্থ অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিধান করে। তাঁহার চরণাশ্রয়ে অনুরাগৈশ্বর্য্য এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত প্রেমভক্তি লাভ হয়।

আমরা এ জগতে নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে আছি। এখানে কোন বস্তুর আশা-ভরসা পাই না। কেবল আশা এই যে— মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুরও প্রভু; সেই নিত্যানন্দপ্রভুকে আমরা প্রভুরূপে পাইয়াছি। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব। শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু চতুর্ব্যূহের একাধারে স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব এবং বিষ্ণু; তিনি গোলোকবৈকুণ্ঠে বিলাস করিতেছেন। স্বয়ংরূপ বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর এবং স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অখণ্ড মহাবস্তু [illegible]।

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীভগবানের প্রকাশ বিগ্রহরূপে জানিলে জীবের মঙ্গললাভ হয়। তাঁহাকে অবজ্ঞা বা মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতে হইবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ— এই পাঁচটি রিপু একাধারে অবস্থিত বা [illegible] বিরাজমান থাকে। কামই রিপুসকল প্রধান হইলে অবসরবাদ সৃষ্টি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ, সেই নিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে তাঁহারই কৃপায় রিপুসকল দমিত হয়। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে হরিভজন হয় না। হাতী যূথ বাড়িয়া পুষ্করিণীতে স্নান এবং পরক্ষণে ধূলা দিয়ে যেরূপ লাভ করে। সেইরূপ যদি আমাদের বুদ্ধির উদয় না হয়, তাহা হইলে কিপ্রকারে আমাদের মঙ্গল হইবে?

ভগবানের চেয়ে অকপট ও [illegible] সুবিধা নাই। ভগবানের সেবা [illegible] অকপট মন-বিশ্বাস [illegible] তাহা সব কিছুই করা দরকার। আমরা কোন্ দিন মরিব, তাহার ঠিকানা নাই। অতএব সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া সময় নষ্ট করিবার সময় নাই। [illegible] মানুষ জন্ম [illegible] পাইয়াছি, তখন ছোট জন্মের ভাবনার সেবা করিব না, সুতরাং হইবে না, [illegible] ত্যাগী হইব না— [illegible] অভিমানী হইব না। আমরা [illegible] হইব। আমরা মহাজনের পথ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যের বুদ্ধি অবলম্বন করিব। এজগতে ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য [illegible], পাপ-পুণ্য [illegible]—সকলই মায়ার।

যিনি হরিভজন না করেন, তিনি ভোগ না ত্যাগে আসক্ত হইয়া পড়িবেন। হরিভজন না করিলে ভাবের নিশ্চয় দেখা হইয়া থাকিবে। জগতের বড় লোক আছে যাহাদের বড় কথা, সর্ব্বদাই ভোগের কথা; তাহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণকথার কিছুই পাওয়া যায় না, বাহ্যবিষয়ের কিছু লাভ হবে। এক মিনিট কালও হরিভজন না করিলে সংসারে আসক্ত হইতে পড়িতে হবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবকে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মনোনয় বা ভোগপ্রধান সংসার হইতে উদ্ধার লাভ হয়। সংসারযুক্ত সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীনামের কৃপা অনুভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের মাধুর্য্য উপলব্ধ হয়। শ্রীনামসেবা ও কৃষ্ণসেবা—একই বস্তু।

———

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বাগেরহাটে প্রচার

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিপ্রদীপ প্রভু গত ২০শে মাঘ বাগেরহাটনিবাসী শ্রীচৈতন্য মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত [illegible] এম্. বি. মহোদয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া তথায় এক সপ্তাহ অবস্থানপূর্ব্বক [illegible] আশ্রমের দ্বিতীয় মুনসেফ [illegible] বাসায়, স্থানীয় [illegible] ও উকিল [illegible] বাবু [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু [illegible] সমাগম করিয়া [illegible] স্থানে গমন করেন এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। [illegible] স্থানীয় [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] গোস্বামী [illegible] বাজার প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible] বা [illegible] নিবেদিত ব্যক্তিগণ শ্রীনবদ্বীপধামের শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। [illegible] নদীয়া-প্রকাশের [illegible] নিয়োজক হইবার [illegible]।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও [illegible] ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হয়। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী [illegible] সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী [illegible]।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] পাঠান হয় না। বিনামূল্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের নমুনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৴১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের [illegible] হয় না; [illegible] পূর্ব ঠিকানা না পাইলে [illegible] কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। [illegible] ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। [illegible] না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। [illegible] কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে [illegible] লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] কোনপ্রকার [illegible] যে কোন ব্যক্তি [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] পারিবেন। [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশ [illegible] সুতরাং তাঁহাকে কোন [illegible] পাঠক, সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাকড়ি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী কার্য্যাধ্যক্ষ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও [illegible]	পরবর্ত্তী [illegible]
[illegible]	২৲	
" " সিকি কলম	৫৲	
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে [illegible]

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় নাবিকের বীরত্ব ও সাহস

[illegible] কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সামুদ্রিক সফরে তিনি [illegible] প্রমাণ দিয়াছেন, তাহার ফলে অন্ত ২২জন নাবিকের জীবনরক্ষা পাইয়াছে। ঘটনাটি এইরূপ,—নূর হোসেন [illegible] চাকুরী করেন, কিছুদিন পূর্ব্বে [illegible] কোন স্থানে [illegible] হইয়াছিল। [illegible] শুনিতে পাওয়া যায়। নূর হোসেন [illegible] সাঁতরাইয়া [illegible] পুনরায় সাঁতরাইয়া [illegible] ২২ জন নাবিকের (১১ জন [illegible] ও ১১ জন ভারতীয়) [illegible] সমর্থ হন। এই [illegible] ২২ বার [illegible] তাহাদের মধ্যে সাঁতরাইয়া [illegible] করিতে হইয়াছিল।

নূর হোসেনের এই অসম সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য তাঁহার নিয়োগকর্তা [illegible] কোম্পানীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে [illegible] একটি [illegible] সম্মানিত করা হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর (১৯৪৯) মাসে [illegible] এক উৎসবে মহামান্য [illegible] নূর হোসেনের [illegible] দিয়াছিলেন।

নূতন বাসনিবাস

মহামান্য [illegible] এক [illegible] প্রাদেশিক [illegible] উদ্বোধন ক্রিয়া সমাপন করেন।

আমাদের গভর্ণর [illegible] যে, তাঁহাদের [illegible] ও শক্তি [illegible] প্রবল [illegible] চেষ্টাই হয়। [illegible] তাঁহার কাছে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা

জানা গিয়াছে যে, এ বৎসর প্রায় ৪০ হাজার ছাত্র ছাত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের হেডকোয়ার্টার

একটি প্রেস নোটে [illegible] যে, এবার [illegible] বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের হেডকোয়ার্টার কলিকাতাতেই থাকিবে।

[illegible] প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত

ভারতীয় জাতীয় [illegible] এবং বাংলার [illegible] প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁর [illegible] ২৯ এবং তাঁহার [illegible] বর্ত্তমান [illegible] প্রেসিডেণ্ট [illegible] চৌধুরী ২৫ ভোট পাইয়াছেন। মোট ৫৫ জন সদস্য ভোট দেন। তাহার মধ্যে একটি [illegible] ভোট অগ্রাহ্য হয়। [illegible] ১৯৩৭ সাল হইতে [illegible] সভার প্রেসিডেণ্ট পদে [illegible] ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এই আসনটি শূন্য হয়।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[illegible] গোস্বামী [illegible] সম্বন্ধে যে সকল [illegible] প্রদান [illegible], তাহা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য [illegible] আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible]

[illegible] জীবন-চরিত, [illegible] ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় [illegible] গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সমালোচনা [illegible] এবং [illegible] নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য [illegible] আনা

কবিরাজ [illegible] কবিরত্নের

বেহালার পাচন

[illegible]

[illegible] প্রভৃতি [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] সেবন [illegible] আপনার [illegible]। ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল [illegible]। প্রাপ্তিস্থান :—

[illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ [illegible]।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীবিনোদবিহারী [illegible] ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবত কল্যাণকল্পতরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অপূর্ব কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।	# দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ THE DAILY NADIA PRAKASH ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র	ভক্তকৌস্তভম্ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল, টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিবৃতি সহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রাপ্তিস্থান,— শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৭শ বর্ষ { ২১ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৪ : ২৯শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ : ১৩ই মার্চ, ইং ১৯৪০, শনিবার { ২৯৩-২৯৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ গোবিন্দ, অধ্যয় কীর্ত্তনদাশী, গৌরাব্দ ৪৫৪

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম

শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া নদীয়াকে প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্য সুমেধোগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে 'শ্রীনদীয়াপ্রকাশ' নবদ্বীপ-সুধাকর বলিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ মহামহাবদান্য, তদভিন্ন শ্রীগৌরধামও তদ্রূপ মহামহাবদান্য। নদীয়াপ্রকাশ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ অবতংস হয়॥
অন্যতীর্থে অপরাধী দণ্ডে ভাজন।
নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন॥
তা'র সাক্ষী জগাই-মাধাই দুই ভাই।
অপরাধ করি' পাইল চৈতন্য-নিতাই॥"

শ্রীগৌরধামে অপরাধের বিচার নাই, মহামহা অপরাধী ব্যক্তিও শ্রীগৌরধামের কৃপায় অনায়াসে সমস্ত অপরাধমুক্ত হইয়া শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বরের সেবা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর নাম বা নামবলে পাপ ও অপরাধ পরিত্যাগ না করিয়া তাহাতে অধিকতর লিপ্ত হইতে থাকে, তাহারা কখনও শ্রীধামের কৃপা পায় না; শ্রীধামে প্রবেশের অধিকারও তাহাদের নাই। যিনি গৌরনাম ও গৌরধামের শরণাগত, যিনি নিষ্কপট ভাবে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরধামের ভজন করেন, তাঁহার আকস্মিক পাপ হইলে বা পূর্ব্বকৃত অপরাধ থাকিলেও শ্রীগৌরধাম তাঁহার প্রতি অকপট কৃপা করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রীধামের চিন্ময় স্বরূপ দর্শন হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় অনায়াসে জীবের শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরনামের শ্রীচরণে অপরাধ বিদূরিত হয়। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"চিন্তামণিময় হয় এ গৌড়মণ্ডল।
চিদানন্দময়-ধাম চিন্ময় সকল॥
জল-ভূমি-বৃক্ষ আদি সকলই চিন্ময়।
সদা বিদ্যমান তথা কৃষ্ণাবির্ভাব॥
স্বরূপ-শক্তির সেই সন্ধিনী-প্রভাব।
তা'র পরিণতি এই ধামের স্বভাব॥
প্রভুলীলা-পীঠরূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্য-শক্তির কথা প্রাপঞ্চিক নয়॥
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সব।
বদ্ধ জীবে, তাহে হয় অবিদ্যা-বিভ্রম॥
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত॥
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার॥
নিত্যানন্দকৃপা যা'র প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দ ধাম সর্ব্বত্র চিন্ময়॥"

শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন এই শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলা-বিলাস সংঘটিত হইতেছে। ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণ নিত্যকাল এইস্থানে বিরাজমান আছেন। পরম অদ্ভুত চিদ্বিলাসী গোলোকবিহারী শ্রীহরি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি-বলে আশ্রয়ের ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া বিপ্রলম্ভ ভাবে বিভাবিত হইয়া নিজেই নিজের ভজনরহস্য প্রকাশ করিবার জন্য যেস্থানে নিজ চিদ্বিলাসের প্রাকট্য বিস্তার করিয়াছেন, সেই চিন্ময়স্থলই শ্রীনবদ্বীপধাম। পদ্ম যেরূপ জল স্পর্শ করিয়া থাকে, কিন্তু জলধারা বিশ্লেষযুক্ত না হইয়া—আবৃত না হইয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে, শ্রীধাম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও স্বীয় চিন্ময়বিগ্রহ প্রপঞ্চের বিলক্ষণরূপে প্রকট রাখিয়া থাকেন। বহির্ম্মুখ বা পরাগ্‌দৃষ্টিসম্পন্ন বদ্ধজীবগণের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যরূপে শ্রীধাম কখনও গোচরীভূত হন না। জড় ইন্দ্রিয়ে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা চিদ্ধামেরই বিকৃত হেয় প্রতিফলন। ভোগপ্রবৃত্তি-বশীভূত জড়বিষয়রাগে রঞ্জিত চক্ষে কখনও শ্রীধামের অপ্রাকৃত চিন্ময়স্বরূপ প্রতিফলিত হয় না। ভোগীর নিকট শ্রীধাম নিজের স্বরূপ গোপন রাখেন। ভোগচক্ষু মায়ার আবরণকেই মাত্র দর্শন করিতে পারে। এইজন্য মহাজন গাহিয়াছেন—

"সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব এ গৌড়মণ্ডল।
ভাগ্যবান্ জীব তাহা দেখে নিরমল॥
স্বরূপশক্তির ছায়া, মায়া বলি যা'রে।
প্রভুর আজ্ঞায় নিজ প্রভাব বিস্তারে।
বহির্ম্মুখ জীবচক্ষু করে আবরণ।
চিদ্ধাম প্রভাব জীব না পায় দর্শন॥
মায়া যা'র জড় দৃষ্টি দিয়াছে নয়নে।
জড়ময় দেখে সেই নবদ্বীপ-বনে॥"

জীব সেবোন্মুখ হইলে—শ্রীধামের নিকট শরণাগত হইলে মায়া সেই আবরণ সম্বরণ করেন। তখন জীব শ্রীধামের চিন্ময় বৈভব চিন্ময় চক্ষে দর্শন করিতে পারেন।

শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ ঔদার্য্যবিগ্রহ, তদ্রূপ তাঁহার শ্রীধামও ঔদার্য্যমূর্ত্তি। শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচরী করুণা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপধামরূপে নিত্য প্রকটিত।

শ্রীনবদ্বীপধাম অষ্টদল ও মধ্যভাগে কর্ণিকাবিশিষ্ট পদ্মাকৃতি। অষ্টদিকে অষ্টদ্বীপ অষ্টদলরূপে ও মধ্যভাগে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর কর্ণিকারূপে শোভমান। সেই অন্তর্দ্বীপে শ্রীমহাযোগপীঠে শ্রীশ্রীরাধা-মাধব-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়া-শশধররূপে শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুতে উদিত হইয়া নিজ কৃষ্ণপ্রেমকিরণ চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পরে পক্বফলরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া সেই প্রেম-কিরণধারা সকল সৌভাগ্যবান্ জীবের হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। ভোগপ্রবৃত্তিরাগ অসংস্কৃত চক্ষুবিশিষ্ট জীব পক্বফলরূপী শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় প্রেমাঞ্জনধারা উন্মীলিতনেত্র হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীরাধামাধব-মিলিততনুরূপে দর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার মধ্যেই শ্রীরাধামাধবের সেবারস আস্বাদন করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধামরূপে ও শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে নিত্যকাল প্রকটিত থাকিয়া সকল সৌভাগ্য সম্পন্ন জীবকে সেই প্রেমসেবারস আস্বাদন করিবার সুযোগ দিতেছেন। যাঁহাদের ইন্দ্রিয় সেবোন্মুখ, কেবলমাত্র তাঁহারাই শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-লীলা দর্শন করিতে পারেন এবং

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

—এই শাস্ত্রবাণী মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ-সম্পদ্ লাভ করিয়া ধন্য হন।

শ্রীনবদ্বীপে ব্রজধাম বাসের ফল লাভ হয়। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলিয়াছেন,—

"আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে
নারাধিতং নববনং ব্রজ এব দূরে।
আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরস্তে
নারাধিতো দ্বিজসুতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ॥"

—যদি তুমি নববন অর্থাৎ নবদ্বীপের আরাধনা করিয়া থাক, তবে তুমি ব্রজ-

কানন অর্থাৎ বৃন্দাবনেরও আরাধনা করিয়াছ, আর যদি নবদ্বীপের আরাধনা না করিয়া থাক, তবে ব্রজধাম তোমার নিকট বঞ্চনে আবৃত। যদি তুমি নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌরের আরাধনা করিয়া থাক, তাহা হইলে ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণেরও আরাধনা করিয়াছ, আর যদি বিপ্রনন্দনের আরাধনা না করিয়া থাক তাহা হইলে এ জগতে তোমার গোপেন্দ্রনন্দনের আরাধনাও হয় নাই।

"নবদ্বীপে সাক্ষাদ্‌বৃন্দাবনমিদং গৌড়পরিধৌ
কান্তঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজপতিসুতো নাগরবরঃ।
স বৈ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতঃ কাঞ্চনরুচো
নবদ্বীপে লীলা ব্রজপুর-
চর্য্যাপাং বিতনুতে ॥"

—আহা, এই গৌড়মণ্ডলে নবদ্বীপধাম সাক্ষাদ্‌বৃন্দাবন অর্থাৎ বৃন্দাবন, আর শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন নাগরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। সেই শচীসুত শ্রীরাধার ভাবকান্তিতে সুবর্ণকান্তিযুক্ত হইয়া শ্রীধাম-নবদ্বীপে ব্রজপুর সম্বন্ধীয় চর্য্যাপালীলা (ব্রজলীলা) বিস্তার করিতেছেন।

সংগৌরমণ্ডল শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের এক একটী দ্বীপকে নবধা ভক্তির এক একটী পীঠস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের শ্রীসীমন্তদ্বীপ 'শ্রবণ', শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ 'কীর্ত্তন', শ্রীমধ্যদ্বীপ 'স্মরণ', শ্রীকোলদ্বীপ 'পাদসেবন', শ্রীঋতুদ্বীপ 'অর্চ্চন', শ্রীজহ্নুদ্বীপ 'বন্দন', শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ 'দাস্য', শ্রীরুদ্রদ্বীপ 'সখ্য' শ্রীঅন্তর্দ্বীপ 'আত্মনিবেদন'—নবধা ভক্তির পীঠস্থান। শ্রবণাখ্য-ভক্তিপীঠ শ্রীসীমন্তদ্বীপে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তনরত শ্রীশুকদেব গোস্বামী; কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিপীঠ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রবণকারী শ্রী[illegible]গোস্বামী ও কীর্ত্তনকারী শ্রীশুকদেব গোস্বামী; স্মরণাখ্যভক্তিপীঠ শ্রীমধ্যদ্বীপে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীপ্রহ্লাদ ও তদুপাস্য বিষয়বিগ্রহ শ্রীনৃসিংহদেব; পাদসেবনাখ্যভক্তিপীঠ শ্রীকোলদ্বীপে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীশেষশায়ী বিষ্ণু; অর্চ্চনাখ্য ভক্তিপীঠ শ্রীঋতুদ্বীপে শ্রীপৃথু মহারাজ ও তাঁহার উপাস্য ভগবান্ শ্রীসনৎ-কুমার বা শ্রীবিষ্ণু; বন্দনাখ্য-ভক্তিপীঠ শ্রীজহ্নুদ্বীপে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীঅক্রূর ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, দাস্যভক্তিপীঠ শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীহনুমান্ ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্র, সখ্যভক্তিপীঠ শ্রীরুদ্রদ্বীপে গৌরবসখ্যের আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীঅর্জ্জুন ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অথবা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীনীললোহিতাদি একাদশ রুদ্রগণ ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীসঙ্কর্ষণদেব অথবা গৌরলীলায় আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীঅভিরামগোপাল ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, আত্মনিবেদনাখ্য ভক্তিপীঠ শ্রীঅন্তর্দ্বীপে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবলি মহারাজ ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীবামনদেব অথবা পূর্ণতম সর্ব্বাত্মসমর্পণের আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণি গান্ধর্ব্বা শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীমাধব অথবা শ্রীগৌরলীলায় আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর সরস্বতী-প্রমুখ শ্রীগৌরবিগ্রহগণ ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীরাধারমণ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য বিরাজিত। শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের বিভিন্ন দ্বীপে এইরূপ এক একটী বিশেষ ভজনাঙ্গ অবলম্বনে শ্রদ্ধার সহিত যাজন করিলে তদ্দ্বারা অচিরেই প্রেমসিদ্ধি লাভ হয়!

শ্রীগুরুকৃপার ফল

——::(•):: ——

শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপপাদপদ্মের কৃপায় জীবের সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়, 'আমি গোপীভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসের অনুদাস'—এই স্বরূপজ্ঞান লাভ হয়। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ আমার প্রভু, আমি জন্ম-জন্ম তাঁহার দাস,—এই সম্বন্ধজ্ঞান যাহার নাই, সে পশুতুল্য; তাহার বিদ্যাকুল সকলই বৃথা। যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা লাভ না হয়, ততদিন সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় না। ততদিন অজ্ঞানান্ধকারবশতঃ অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। মহাজন বলিয়াছেন,—

"নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।"

আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ; আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা যতি—ইহা আত্মার নিত্য নহে।

যতদিন শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা না হয়, ততদিন জীবের জন্মের অভিমান, রূপের অভিমান, পাণ্ডিত্য ও ধনের অভিমান প্রবল থাকে। যখন নিত্যানন্দের কৃপা হয়, তখন জীবের জড়াভিমান দূর হয় এবং কৃষ্ণদাসাভিমান প্রবল হয়। 'আমি গুরু-কৃষ্ণের'—দাস এই স্বরূপের পরিচয় উদয় হইবামাত্র সেই ভাগ্যবান জীবের কৃষ্ণদাস্য পাইবার জন্য আর্ত্তি জাগে—ব্যাকুলহৃদয়ে দীনতা আসে। তখন সে অনুতপ্ত হৃদয়ে এই বলিয়া প্রার্থনা জানায়,—

"নৈতন্মনস্তবকথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ ॥"
(ভাঃ ৭।৯।৩৯)

শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত দীনহীন, অধম-কাঙ্গাল জীবের আর অন্য গতি নাই। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইলে বিষয়বাসনা বিদূরিত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইবে, নবমহাপাপাদির নির্ব্বাণ হইবে। তখন সাধুনিন্দা করিবার মতি থাকিবে না। অন্য দেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমান জ্ঞান অথবা শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ও ধাম পৃথক্ বুদ্ধি হইবে না। তখন নাম-প্রেম প্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মে মনুষ্যবুদ্ধি দূর হইবে, তখন নাম-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক শাস্ত্রে অনাদর রূপ অপরাধ দূর হইবে। তখন শ্রীনামে অর্থবাদ বা নামমাহাত্ম্যকে অতিস্তুতিজ্ঞান করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে না; অন্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামকে সমজ্ঞান হইবে না; নামবলে পাপবুদ্ধি দূর হইবে; শ্রীনামগ্রহণ ও শ্রীহরিকথা শ্রবণকালে দম্ভ, 'বিক্ষেপ বা জাড্য আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে না, দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইয়া স্বরূপের উপলব্ধি হইবে। তখন তত্ত্বভ্রম অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধসমূহ দূর হইবে। তখন লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি, নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা আর থাকিবে না। তখন তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা অমানিত্ব ও মানদত্ব লাভ হইবে। তখন সেবোন্মুখ হইয়া হরিনামকীর্ত্তনে সৌভাগ্য উদিত হইবে।—

শ্রীনিত্যানন্দ গুরুপাদপদ্মের কৃপায় সম্বন্ধদাতা শ্রীসনাতন প্রভু ও অভিধেয়দাতা শ্রীরূপ প্রভুর কৃপা লাভ হইবে। শ্রীসনাতন প্রভুর কৃপায় অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীমদনমোহনের সেবা লাভ হইবে। মদনমোহনের কৃপালাভ হইলে জড়ীয় কাম আর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। তখন হৃদয়ে উহাই স্ফুরিত হইবে

"জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥"

শ্রীসনাতন প্রভুর কৃপাফলে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে অভিধেয়প্রদাতা শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম লাভ হয়। তখন অভিধেয়—অধিদেবত শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা লাভ হয়—

"দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥"

অভিধেয় প্রভু হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাক্রমে প্রয়োজন-তত্ত্বদাতা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম লাভ হয় এবং তাঁহারই কৃপায় প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীগোপীনাথের সেবা লাভ হয়,—

"শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ
শ্রিয়েহস্তু নঃ ॥"

যখন নিজেকে এই তিন প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি বলিয়া বোধ হইবে, তখন শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর কৃপালাভ হইবে এবং তাঁহার কৃপাকটাক্ষ প্রভাবে সাক্ষাৎ চিল্লীলাসিন্ধুর সেবালাভ হইবে। এক কথায় পরম প্রয়োজন লাভও শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্মের কৃপায় লাভ হয়। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন, সাধন ও সাধ্য—সকল বস্তুই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় লাভ হয়

ভক্তের কৃপা

——::•(::•::)•::——

ভক্তের জীবে দয়া স্বাভাবিক। তাঁহার দেহ, তাঁহার শাসন, তাঁহার শাপ—সবই দয়া। ভক্তের প্রত্যেক কার্য্যই জগন্মঙ্গল ও জীবকল্যাণদায়ক। হরিবিমুখতাই সকল ক্লেশের মূল। ভগবদুন্মুখ ভক্তগণ জীবের হরিবিমুখতা দূর করিবার জন্য সতত ব্যস্ত। সেবোন্মুখ হইলেই ভক্তের কোমলতা, দয়ার্দ্রতা উপলব্ধি করা যায়। ভক্তই জীবকে ভগবানের সন্ধান দেন। ভক্তের মত এত বড় দান আর কেহ করিতে পারেন না। সেইজন্য ভক্তের ন্যায় এত বড় জিনিষ আর কোথায় নাই। ভক্ত কলে-কৌশলে আমাদিগকে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করাইবার যত্ন করেন। মাদৃশ বহির্ম্মুখগণকে ভগবদুন্মুখ করাইবার জন্য ভক্তগণের যে চেষ্টা ও যত্ন, তাহা অবর্ণনীয়। ভক্তের ন্যায় এত বড় বান্ধব কি আর কেহ আছে? সেই চরম বান্ধবকে যদি বান্ধবজ্ঞান না হয়, তাহা হইলে মঙ্গলের আশা করা যায় কি?

পঞ্চস্বরবাদী জগদ্গুরু শ্রীনারদ বীণাযন্ত্রে সতত শ্রীনারায়ণের শ্রীনামগানে রত। তিনি মহাভাগবতশিরোমণি। তাঁহার সর্ব্বত্র সমদর্শন। তিনি বড় বৈষ্ণব গোস্বামী। পরদুঃখকাতর কৃপাময় শ্রীনারদ একদিন ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়া কুবেরনন্দন নলকূবর ও মণিগ্রীবকে শাপচ্ছলে কৃপাই করিয়াছিলেন। ভক্তের শাপ—শাপ নহে, তাহা শাপে বর। ভক্তের সেই কৃপা কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার করায়। শ্রীনারদের শাপপ্রতিম কৃপা ঐ কুবেরপুত্রদ্বয়কে কৃষ্ণ পাওয়াইয়া দিয়াছিলেন।

মণিগ্রীব ও নলকূবর—ইঁহারা দুই সহোদর। নারদের শাপে ইঁহারা ব্রজে যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই কুবেরপুত্রদ্বয় রুদ্রের অনুচর ছিলেন। মহেশ্বর তাঁহাদিগকে কৈলাস পর্ব্বতের উপবন রক্ষা করিবার আদেশ দেন। শঙ্করের ক্রীড়াবনে সতত থাকিয়া তাঁহারা বাস করিতে থাকেন। তাঁহারা তথায় মন্দাকিনী-তটে বারুণী-মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া [illegible] দিব্যনারীগণসঙ্গে বিহার করিতেন। একদিন তাঁহারা গঙ্গায় গমনপূর্ব্বক মত্তহস্তীর ন্যায় স্ত্রীলোকের সহিত নির্লজ্জভাবে বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীনারদ বৈকুণ্ঠপথে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই কুমারদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাদিগকে মত্ত বুঝিতে পারিলেন। শ্রীনারদকে দেখিয়া বিবসনা দেবকন্যাগণ লজ্জিতা অভিশাপভয়ে ভীতা হইয়া সত্বর বস্ত্র পরিধান করিলেন, কিন্তু কুবেরপুত্রদ্বয় বসন পরিধান করিলেন না। তখন পরমকরুণাময় দেবর্ষি শ্রীনারদ সেই মদান্ধ দেবপুত্রদ্বয়ের অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥

নাথ অন্যে উন্মুক্ত হইয়া বলিলেন, "বিষয়-আসক্ত ধনমদ যেরূপ বুদ্ধিনাশ করিয়া থাকে, বিদ্যা ও আভিজাত্য মদ তাদৃশ বুদ্ধি নাশ করে না। ধনগর্বী ব্যক্তিগণ জীব স্ত্রী-সম্ভোগ, অক্ষক্রীড়া ও মদ্যপানে রত হয়। ঐরূপ অহঙ্কারী জীব অনিত্য নশ্বর দেহকে নিত্য মনে করিয়া নিজসুখের জন্য পশুবধ করিয়া থাকে। পরহিংসা হইতে অন্তকালে অধঃপ্রাপ্ত হয়। কি দেবদেহ, কি নরদেহ, কি পশুদেহ—সমস্তই মৃত্যুর পর কৃমিবিষ্ঠা-ভস্মে পরিণত হয়। এই শরীর যে পরাধীন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। অতএব তাঁহারা এই দেহে অহং মমবুদ্ধি করিয়া অভিভূত হয়। বিত্ত ভগবদ্দাস জীব ঐশ্বর্য্য, রূপ ও শ্রীর অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ভগবানের সেবা ছাড়িয়া দেয়। যে দেহের জন্য এত করিতেছে সে দেহ যে চিরদিন থাকিবে না, একথা সে একবার চিন্তাও করে না। এরূপ মদান্ধ ব্যক্তির দারিদ্র্যই মহৌষধ। কারণ, যে ব্যক্তি নিজে কষ্ট পায়, সে অপরের কষ্ট বুঝিতে পারে। আর সর্ব্বদা দারিদ্র্যক্লিষ্ট বলিয়া তাহার কোনরূপ অহঙ্কার আসিতে পারে না। দরিদ্র ব্যক্তি নানাভাবে কষ্ট পায় তাহার পক্ষে সেই কষ্ট পরম তপস্যাস্বরূপ; যেহেতু ঐ দারিদ্র্যই তাহাকে গর্ব্বহীন করিয়া থাকে। সর্ব্বদা ক্ষীণকলেবর হওয়ায় তাহার ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা কমিয়া যায়। তখন আর হিংসা করিবার ইচ্ছা হয় না। সমদর্শী সাধুগণও এই দীনহীন অকিঞ্চনকেই সঙ্গদান করিয়া থাকেন। নিষ্কিঞ্চন দীন বা দরিদ্র ব্যক্তি সৎসঙ্গবশতঃ বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত হন এবং শীঘ্রই তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। যাঁহারা অনন্যচিত্তে ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহাদের কৃপা অকিঞ্চন ব্যক্তিই লাভ করিয়া থাকে। এই দুইজন লোকপাল কুবেরের পুত্র হইয়া এত মদমত্ত যে, নিজ শরীর নগ্ন আছে বলিয়াও তাহারা জানিতে পারিতেছে না। এই অপরাধে তাহারা স্থাবরত্ব লাভের পরেও যাহাতে তাহারা ঐরূপ অপরাধ না করে, তজ্জন্য আমার অনুগ্রহেই ইহাদের পূর্ব্বস্মৃতি বর্ত্তমান থাকিবে। দৈব শত বর্ষ গত হইলে ইহারা আমার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি হইয়া পুনরায় দেবত্ব লাভ করিবে" বলিয়া শ্রীনারদ নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন এবং নলকূবর ও মণিগ্রীব যমল অর্জ্জুন বৃক্ষ হইলেন।

কুবেরপুত্রদ্বয় ব্রজে যমলার্জ্জুনবৃক্ষরূপে অবস্থান করিতেছে। স্বয়ংরূপ ভগবান্ও সেই সময় ব্রজে বাল্যলীলা করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের বাক্য রক্ষা এবং তাঁহাদের উদ্ধার করিবার মনস্থ করিলেন। একদিন মা যশোদা শিশুরূপী ভগবান্‌কে রজ্জু-দ্বারা বন্ধন করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে গিয়া মা যশোদা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাতার বন্ধন স্বীকার করিলেন। শিশুকে উদূখলে বন্ধনাবস্থায় রাখিয়া মা যশোদা কার্য্যান্তরে গমন করিলে শ্রীদামোদর তখন নিজভক্ত শ্রীনারদের বাক্য রক্ষা করিবার জন্য নিকটস্থিত যমলার্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে গমন করিয়া উদূখলটিকে এরূপ সবলে আকর্ষণ করিলেন যে, দেখিতে দেখিতে বৃক্ষদ্বয় ভীষণ শব্দ-সহকারে ভূমিসাৎ হইল। তখন দিব্যমূর্ত্তি সেই কুবের-পুত্রদ্বয় আসিয়া শিশুরূপী নিজ নিত্যপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। নিজের অপরাধ দূর করিয়া শ্রীভগবানের সেবায় উৎকণ্ঠা জানাইলে করুণাময় ভগবান্ উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমাদের সব কথা জানি। মদমত্ত-হেতু তোমরা অন্যায় কার্য্য করায় শ্রীনারদ তোমাদের বৃক্ষযোনিপ্রাপ্তির অভিশাপ দেন। তোমরা শ্রীনারদের এই ব্যবহারটিকে অন্যায় ভাবিও না। কারণ সাধুগণ স্বভাবতঃ সমদর্শী। তাঁহাদের শত্রু নাই, মিত্রও নাই। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার দূর হয়, সেইরূপ আমার ঐকান্তিক ভক্তের দর্শনে জীবের সংসার বন্ধন নষ্ট হয়। তোমরা বড়ই ভাগ্যবান্; শ্রীনারদের কৃপা লাভ করিয়া তোমরা ধন্য হইয়াছ। এখন তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর এবং আমাতে ভক্তিমান্ হইয়া কৃতকৃতার্থ হও"। শ্রীভগবানের এই সকল মঙ্গলময় বাক্য শ্রবণ করিয়া কুবের-পুত্রদ্বয় শ্রীভগবান্‌কে বারবার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীনারদ অভিশাপচ্ছলে কুবের-পুত্রদ্বয়কে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন পাইবার সৌভাগ্যবান্ করাইয়া দিলেন তাঁহার ভক্তাশীর্ব্বাদেই

আসিয়াছিল। সাধুগণের সর্ব্বত্র সমদর্শন। তাঁহারা কখনও কাম-ক্রোধের বশীভূত হন না। তাঁহাদের সমস্ত অচেতন জীবের প্রতি কৃপা। সাধুগণ ভগবৎ-কৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ। অমৃতের দ্বারা হইতে যেরূপ কখনও বিষ নির্গত হয় না, তদ্রূপ ভগবৎকৃপামূর্ত্তি সাধুগণের দ্বারা কখনও জীবের অমঙ্গল সাধিত হয় না। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ জীবদুঃখকাতর। সাধুগণের প্রকৃত অনুগমন করিতে পারিলে জীব সমস্ত অমঙ্গলের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন।

প্রভুপাদের হরিকথা

কৃষ্ণবস্তুটি ত্রিভুবনকে আকর্ষণ করেন। বাস্তব বস্তুই আকর্ষক। তিনি কাহাকে আকর্ষণ করেন? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাষ্ঠকে আকর্ষণ করে না। তদ্রূপ সেব্য-ভগবান্ সেবোন্মুখ ও সেবককেই আকর্ষণ করেন। সেব্যের মাধুর্য্য লোভে সেবোন্মুখ ও সেবকগণ আকৃষ্ট হন। সেই আকর্ষক বস্তুর এমন শক্তি আছে—যাহা দ্বারা তিনি আকৃষ্টকে টানিয়া লইয়া যান। মধ্যস্থলে বা পথে বাধা পড়িলে অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ বা অন্য হেতু ও ব্যবধান ঘটিলে আকর্ষণ কম হয়। মধ্যস্থলে বা পথে অন্য কোন অপর কোন অবান্তর বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট অর্থাৎ বাধিত হয়, তাহা হইলে মূল আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত হয়।

একদিকে বদ্ধ বা বন্ধনাত্মক সংসারের আকর্ষণ, অন্যদিকে কৃষ্ণের আকর্ষণ। জগতে রূপ রস-গন্ধ স্পর্শাদি আকর্ষক বস্তুগুলি আমার অতি নিকটে আছে। আমি দুর্ব্বল বলিয়া তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যাই। সেজন্যই হরিকথা অনবরত শ্রবণ করিতে থাকিলেই তবে ঐ নিকটস্থ শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিব। ভগবান্ আমাদিগকে না টানিলে মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হইতেই হইবে। কৃষ্ণের নাম-রূপাদি আমাদিগকে আকর্ষণ করিলে আমরা বর্ত্তমানে ভোক্তৃরূপে কৃষ্ণের সম্মুখে যে বসিয়া আছি, সেই অসুবিধা হইতে ছুটী পাইব। কৃষ্ণের কথা বহু অনুশীলিত হইবে, তবে আমাদের ভোক্তৃভাব দূর করিয়া তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন।

ভগবদ্ভক্ত যে পথে গমন করিয়া ভগবৎ-সেবা পাইয়াছেন, আমরা তাঁহার সেই পথই নিরন্তর অনুসরণ করিব। আমরা ভগবদ্ভক্তের অনুসরণের চেষ্টা করিব। মূল বস্তু ভগবানের সেবা অপেক্ষা তদীয় সেবকের সেবা অধিক লাভজনক।

শ্রীকৃষ্ণের মন্দির—স্বরূপ শ্রীবলদেবের অভিন্নপ্রকাশ। শ্রীবলদেব শয্যা, আসন, ছত্র, উপাধান প্রভৃতি দশদেহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। ভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবানের মন্দির ভগবানের ধাম ও মন্দির দিব্য প্রকাশ ভক্তের সেবাকার্য্য। যাঁহারা শ্রীমন্দিরকে বিষ্ণু মনে করেন, তাঁহারাই আস্তিক। মন্দির বিষ্ণু হইতে অভিন্ন হইলে তাহা ভাঙ্গা সম্ভব নহে। মন্দির কেহ ভাঙ্গিতে পারে না, তাহা ভোগের বস্তু। ভগবদ্ভক্তের ব্যাপার-সমূহ ভোগের সামগ্রী নহে। আধ্যক্ষিকের চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট এবং কর্ণদ্বারা শ্রুত শ্রীবিগ্রহ ও বৈকুণ্ঠশব্দে জড় বস্তু ও জড়নামাত্র-বুদ্ধি উপস্থিত হয়। মাপিয়া লইবার বুদ্ধিকে ভোগবুদ্ধি বলে। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহকে যাহারা প্রাকৃত মনে করে, তাহারা অন্ধ। দিব্যজ্ঞান লাভ না হইলে শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন ও শ্রীমন্দিরদর্শনাদি কিছুই হয় না।

শ্রীগুরুদেব গুরুশ্রেষ্ঠ। তিনি কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন বলিয়া কৃষ্ণের প্রিয়তম ভগবানের যাবতীয় প্রিয়গণের মধ্যে গুরুদেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম। কৃষ্ণ একমাত্র বিষয়, আর সকলেই আশ্রয়। বিষয় ও আশ্রয়ের যোগে লীলা সংঘটিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বোধ করিতে হইবে। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম যে-প্রকার সেবা করেন, অন্যান্য ভক্তগণেরও সেইসকল বিচার থাকিবে। আমি একদিকে চলিলাম, আর গুরুপাদপদ্মের ইচ্ছা অন্যরূপ, তাহা হইলে অমঙ্গল হইয়া যাইবে।

ভক্তি আত্মার ধর্ম, অনাত্মপ্রতীতি বশে যে চিত্তবৃত্তি, তাহা ভক্তি নহে। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন হওয়া চাই। তিনি আর কিছু চান না, অনুকূলতা চান মাত্র। অনুশীলন-যোগ্যতা না থাকিলেও যিনি অনুশীলন করেন, তাঁহাকে তিনি সাহায্য করেন। ভোগের বিপরীত দিকে থাকিতে হইবে। ব্রহ্ম-পরমাত্মার জ্ঞান-অনুশীলন আংশিক। কৃষ্ণ-জ্ঞান পূর্ণ। যেখানে জীবন আছে, সেখানে সেবা করাই তাহার বৃত্তি। কিন্তু অন্যান্য দেবতার সেবা করিলে কৃষ্ণসেবা হইবে না। আমরা ভোজ্য পদার্থ গ্রহণ করি, বাতাস গ্রহণ করি, যথাকালে বিষয় সেবা করি; উহাতে এই শরীরটী রক্ষা করি; কিন্তু ইহা চিরদিন থাকিবে না। সংগৃহীত জ্ঞান ও আমরা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না। যে সময় দুধ খাইতাম, তৎকালে আমার বুদ্ধি [illegible] ছিল। বাহিরের [illegible] বিষয়ের আলোচনা করা দরকার।

আমি কর্ত্তা—এই অভিমান প্রবল হইয়াছে। এই বিচার হইতে কিরূপে নিস্তার হইবে? 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়:' এই বিধিকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্যান্যকে যে ভোগ বা ত্যাগ করার বিচার আসিয়াছে, তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা আত্মধর্ম্মে অবস্থিত, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ বহির্জগতের চিন্তা-স্রোতে আবদ্ধ নহে; তাহারা অপরের প্রতি দয়াশীল। অতএব আধ্যক্ষিক-জ্ঞানমূর্ত্তি গুরুপাদপদ্ম বিচার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা রিপুর বশ হইয়া বিষ বর্ষণে ব্যস্ত হইয়াছি; ইহা হইতে উদ্ধারের উপায় গুরুপাদপদ্মসেবা। তাঁহার কথা অকপটভাবে গুরুপাদপদ্ম সেবা করা। যিনি নিবর্ত্তন করেন, তিনি ভোগী। যিনি ভোগ-ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ হইয়া নিজকে স্থাপন করেন, তাঁহার গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয় হয় নাই। যাহারা শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ত্যাগ করিয়া অহং

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ

অহোপাসনার দুর্বুদ্ধি বাধাদের, তাহাদের মৌখিক জল্পনামাত্র। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া দুরন্ত-দ্বারা অনন্ত বস্তু পাইব—ইহা ভোগীর বিচার। যাহাতে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইবেন, সেরূপ বিচার তাহাদের নাই। আমরা সর্বদাই সেবাবিমুখ হইয়া এ জগতে আসিয়াছি, সকলে আবার ইন্দ্রিয়তর্পণ করুক—এই বিচার আমাদের প্রবল; কেহ ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধাও করিলে সে বড় খারাপ লোক; এ দুর্দশার হাত হইতে উদ্ধারের উপায় শ্রীগুরুপাদাশ্রয়।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনই একমাত্র কার্য। তাহার দ্বারা সাতপ্রকার মঙ্গল লাভ হয়। চিত্তদর্পণ মলিন থাকিলে কদাচারকাতে প্রবেশ হইবে। যাহাতে বিষয় প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই চিত্ত কলুষিত। কৃষ্ণ কীর্তন দ্বারা মার্জিত হইবে। কীর্তন নিজে নিজে করা হয়, অপরে শোনে না; কিন্তু কীর্তন অপরের কানে নিনাদিত হয়, সেই বাক্য শুনিয়া উদ্ধার বা তাঁহার অনুগত বাক্যসকল আমাদের শ্রুতি সংশোধন করিয়া দেন। কীর্তনকারীদের নিকটে সংযোগ আসিলে, বোবা বা খাবা কথার সঙ্গে মিশ্রিত হইলে শুদ্ধকীর্তন সেই অবস্থা হইতে রক্ষা করেন। যাঁহারা পাঠোক্ত ক্রিয়ায় হরিভজন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকলে চিত্ত মার্জিত হয়।

বৈকুণ্ঠ-নাম গ্রহণ করিলে পাপ-হরণ হইবে, অপরাধযুক্ত হইলে হইবে না। সেবোন্মুখ না হইলে বহু জন্ম শ্রবণ-কীর্তন করিলেও কিছু হইবে না। 'হরি'-অর্থে যাহা বিশেষ, সর্প, সিংহ ইত্যাদি; সুতরাং বস্তু নির্দিষ্ট হইলে বিবাদ করা চলে না। অন্য খাকা-কালে কৃষ্ণসেবা উদ্দিষ্ট হয় না, বোকা-বামনাকে কৃষ্ণজ্ঞান হয়। মায়াবাদী কৃষ্ণত্যাগী, আর মিছাভক্ত কৃষ্ণভোগী। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ হয়; জগৎ চিন্তা—নীরাবিশিষ্ট বস্তু চিন্তা—কৃষ্ণের চিন্তা করিলে হরিনাম হবে না। সেবোন্মুখী বৃত্তি অবলম্বন না করিলে সুবিধা হইবে না। অহ্যা-গায়ন, জপ-তপাদিতে হবে না। তদ্দ্বারা হরিভক্তির সম্ভাবনা নাই।

ভক্তের চরণাশ্রয় করিতে হইলে গৌরসুন্দরের চরণাশ্রয় করিতে হইবে, গৌরসুন্দরের চরণাশ্রয় করিতে হইলে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। রূপ গোস্বামীর পদাশ্রয় করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

ভগবান্—একজন; কিন্তু ভগবৎপরিকর বা ভক্ত—অসংখ্য। বৈকুণ্ঠ বা গোলোকে এই সেবা সেবক বিচার নিত্যকাল বর্তমান।

মূল আকর বস্তু পরতত্ত্ব অজ্ঞাত বস্তুর দ্বারা সেব্য। ঐরূপ কথা নয়, যেমন ইহজগতে সেবক-সম্প্রদায় জড়ীয় বস্তুর প্রতি অবহেলা করিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা প্রার্থনা করেন। সেব্যের সেবাই সেবকের ধর্ম। যে অংশ সেব্যের সেবা করে না, যে অংশী সেবক নামের অযোগ্য। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি এক মুহূর্ত অন্য কথা বা অন্য কার্যে ব্যস্ত থাকা যায় কিংবা অন্যের নিকট হইতে সেবা প্রার্থনা করা হয়, তাহা হইলে সেবকের ধর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়। মানব যখন অজ্ঞান-পীড়িত হন—তিনি যে নিত্য ভগবৎসেবক, যখন একথা ভুলে যান, তখন অপর জিনিষ ভোগাকারে সম্মুখে দাঁড়ায়; যে মুহূর্তে ভুলে যান, সেই বাস্তব বস্তুর ধারণার তখন সম্মুখস্থ মায়ার নিকট হইতে সেবা চান। কিন্তু মায় তাহাকে প্রতারণা করে, মায়ার নিকট হইতে সেবা চাহিতে গিয়া তিনি মায়ারই সেবক হইয়া পড়েন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কাশীতে প্রচার

গত ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৩) মধ্য ভারতের ছাইনাগাউটের যুবরাজ ছোট কুমার গগণ সিংহ কর্তৃক আহুত হইয়া গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগ্রহ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শ্রীধাম কাশীর দুর্গাকুণ্ড রোডস্থ রাজভবনে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৯টা পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কুমার বাহাদুরের অভিভাবক শ্রীযুক্ত বাবু হনুমান সিংহ মহাশয়ের পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে কাশীর বহু খ্যাতনামা শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই পাঠ শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী মাড়োয়াড়ী মহাজন শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বর্মা মহাশয়ের সাদর আহ্বানে স্বীয় ভবনে ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্তন হয়।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভক্তিশাস্ত্রী কামাক্ষা-পল্লীর শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতী প্রসাদ শাহী মহাশয়ের গৃহে ২ঘণ্টা যাবৎ আলোচনা-মুখে ইংরাজী ভাষায় গীতা ব্যাখ্যা করেন।

এতদ্ব্যতীত ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক

এ যাবৎ নিয়ম ছিল যে, কোন পোষ্ট অফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্টে এক বৎসরের মধ্যে মোট ৭৫০৲ টাকার বেশী জমা রাখা যাইবে না। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই সংখ্যাটি আরও বাড়াইয়া দিবার জন্য দাবী করা হইতেছিল। সেইজন্য জনসাধারণের সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহ দান করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ঐ সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছেন। এখন যে কোন পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্টে এক বৎসরে ১৫০০৲ টাকা পর্যন্ত জমা রাখা চলিবে।

ঝটিকা বিধ্বস্ত অঞ্চলের তাঁতিদিগকে সাহায্য দান

এসোসিয়েটেড প্রেসের গত ৫ই মার্চ তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ, মেদিনীপুর জেলার ঝটিকা বিধ্বস্ত অঞ্চলের তাঁতিদিগকে সাহায্যদানকল্পে বাঙ্গলা সরকার শীঘ্রই একটি পরিকল্পনা প্রবর্তন করিবেন। এক পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে আনুমানিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে গবর্ণমেণ্ট তাঁতিদিগকে সূতা সরবরাহ করিবেন এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাপড় কিনিয়া লইবেন। ঝড়ের পরে যে সমস্ত তাঁত বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত তাঁত মেরামত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত-ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে অল্প পরিমাণ অর্থ সাহায্যও করিবেন।

যে সমস্ত ব্যক্তি চৈঙ্ক রিলিফের কার্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকে চাউল সরবরাহ করিবার জন্য এডিশনাল কমিশনার মিঃ বি, আর সেন, সম্প্রতি যে পরিকল্পনা প্রবর্তিত করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, এই পরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট দলে ব্যবহার ভিত্তিতে চাউল বিক্রয় ও ধান ও অন্যূন মজুরায় ৬০টিরও অধিক দোকান হইতে স্থানীয় বাজার দরে (এই দর তারতম্যভাবে সর্বোচ্চ দর হইবে, মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া হইবে) প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যহ দুই সের পর্যন্ত চাউল দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনা পাঁচ একমাস বলবৎ থাকিবে; তবে প্রয়োজন হইলে এই সময়ের মেয়াদ আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

পাহাড়িয়াদের নেতৃসম্মেলন

গত ৯ই মার্চ দার্জিলিং জেলার সকল স্থান হইতে পাহাড়িয়া সমিতির নেতৃবৃন্দ শিলিগুড়িতে এক সম্মেলনে সমবেত হন। কার্শিয়াংয়ের অবৈতনিক ম্যা জিষ্ট্রেট সর্দার বাহাদুর এইচ ডি, রায় সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।

প্রকাশ, সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়ের সহিত ব্রিটিশ ভারতের নেপালী, ভুটিয়া এবং লেপ চুয়িদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক মর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

বাঙ্গলার জন্য ডাল আমদানী

বাঙ্গলায় যে সাময়িক সংকটের ডাইরেক্টরের চেষ্টার ফলে বিহার গবর্ণমেণ্ট আগামী দুই মাসে বঙ্গ ও আসামের জন্য পরিমাণে ৫০০০০ মণ ডাল পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণমেণ্টও বহু পরিমাণে ডাল কিম্বা অতি সত্বর বাঙ্গলাদেশে প্রেরণ করিবেন।

বাজে কাগজের দর বৃদ্ধি

ইউ পি'র এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে সংবাদপত্রের আকার ছোট এবং মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করায় কলিকাতাতে বাজে কাগজের দর চড়িয়া প্রতি সের এক টাকা চারি আনা হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় জ্বরের ঔষধ খাইতে খাইতে অভ্যস্ত নিত্য। প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার জ্বরের আরাম হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনীতোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসার-কর্তৃক ও রাজকিশোর ভক্তিসারী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জগতের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমৃত কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পত্রিকা'-আকারে ভক্ত-গণই প্রকাশিত হইয়াছে। উহা প্রত্যেকেরই অবশ্যই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

তত্ত্বকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল, টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২৭শ বর্ষ } ২৩ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৩ : ১লা চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৫ই মার্চ, ইং ১৯৪৩, সোমবার { ২১৫তম সংখ্যা

"ভক্তি আরম্ভই হয় না, যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আশ্রয়বিচারে নিজ শক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন; সেই করুণাশক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহই গুরুপাদপদ্ম।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ গোবিন্দ, শর্ব্ব সর্ব্বণ, গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগোদ্রুম

গতকল্য পরিক্রমার তৃতীয় দিবসে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা হইয়াছে। শ্রীগৌরকীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগোদ্রুমকে তাঁহার বা তাঁহার জীবনকালের জন্য অবতীর্ণ হইয়া এই শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রীস্বানন্দ সুখদকুঞ্জে তাঁহার অভীষ্ট যুগলের ভজনসেবা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরচিত গৌরবান। গৌড়ীয় ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ গৌরীগণের মধ্যে গৌর-প্রকাশক প্রভুর ভজন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্রীগোদ্রুমকে তাঁহার নিজ উপবন শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ পরম্পর নিত্য-ভজনরূপে দর্শন করিতেন; তাই তিনি স্বরচিত শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-মাহাত্ম্য গ্রন্থে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"গোদ্রুমকাননে যাহা কৃষ্ণলীলাবনে।
একবিন্দু রসমাত্র রাখি নিজ মনে॥
সতত গোবিন্দ নাম শ্রীগোদ্রুমবন।
যাবে সদা শ্রীগোদ্রুম করিয়া কীর্ত্তন॥
সুখে স্বানন্দসুখদ শ্রীগোদ্রুমধাম।
গোদ্রুম ছাড়িয়া মোর অন্য নাহি কাম॥
রাধাকান্ত-পদ-পদ্ম শ্রীগৌরাঙ্গ-ধন।
অবিরত কৃষ্ণনাম-রসের জীবন॥
সেইসব ভক্তজনগণের ধূলি।
আশা মাত্র করি' আমি বসি গোদ্রুমী॥
রাধাকান্তি-বিনোদকানন বিনা আর!
না দেখিব, না শুনিব, না করিব আর॥
ভাগ্যে যদি স্বপ্নে আমি বিনা সেই বন।
না দেখিব কভু, তবে দৃঢ় মম মন॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম-পাত্র নাহি আমি জানি।
শুকাদির আগমতো নহি অভিমানী॥
অতএব দয়া যেন মোর ভক্ত জন।
রাধাকৃষ্ণ-শ্রীগোদ্রুম—আমার সদন॥"

শ্রীগোদ্রুমস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রাণধন ও গোপেশ্বরীর নিত্যলীলা-কুঞ্জ। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গোদ্রুমকাননে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে যে ভজন-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার যুগপৎ গৌরভজন ও রাধাগোবিন্দের অপূর্ব্ব বিকাশ পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি কীর্ত্তনাখ্য-দ্বীপের এই স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীগৌরকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভসেবায় নিত্যকাল মগ্ন থাকিতেন এবং শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জবিহারী শ্রীগৌরগদাধরকে শ্রীরাধামাধবরূপে এবং শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জকে শ্রীরাধামাধবের অপ্রাকৃত বিলাস-কুঞ্জরূপে দর্শন করিতেন। তিনি তাঁহার শ্রীকল্যাণ-কল্পতরু-গ্রন্থে এইরূপ লালসাময়ী প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—

"স্বানন্দ সুখদ- কুঞ্জ ভিতরে,
গদাধরে বামে করি'।
কাঞ্চনবরণ, চাঁচর চিকুর,
নটনস্বরূপ ধরি'॥
দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধামাধব-
রূপেতে করিবে আলা।
সখীগণসঙ্গে করিবে নটন,
গলেতে মোহন মালা॥

হেন রূপাবলে নবদ্বীপধামে
দেখিব ব্রজের শোভা।
আনন্দ-সুখদ- কুঞ্জ মনোহর,
হেরিব নয়ন-লোভা॥
তাঁহার নিকটে শ্রীললিতাকুণ্ড,
রত্নবেদী শত শত।
যথা রাধাকৃষ্ণ লীলা বিস্তারিয়া
বিহরেন অবিরত॥"

শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপে শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের যে নিত্যভজন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অপ্রাকৃত সাহিত্যরূপে তাঁহার বিশ্রম্ভ সেবকগণের নিকট প্রকাশিত। সেই সাহিত্যসমুদ্রের একটী বিন্দু আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য হইলে জীব অনায়াসে শ্রীরাধামাধবের সেবা পদবী লাভ করিতে পারেন। শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-নিজজন শ্রীল আচার্য্যদেব জানাইয়াছেন,—"স্বতন্ত্র ও সুখদ হেতু নিকুঞ্জকে 'স্ব'-পদে অভিহিত করা হয়। যাহা সেই নিকুঞ্জে আনন্দ ও সুখ দান করে, তাহাই স্বানন্দসুখদ—যে স্থলে লীলাপুরুষোত্তম স্বতন্ত্র আনন্দময়, যে স্থানে স্বতন্ত্র সুখময়, যে স্থানে তাঁহার স্বাধীনতা স্বতঃ প্রকাশিত অর্থাৎ যেখানে তিনি উপাস্যরূপ হওয়াও উপাস্য।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগোদ্রুম-স্বানন্দসুখদকুঞ্জে নিত্য বিপ্রলম্ভভাববিভাবিত-চিত্তে তাঁহার অভীষ্টযুগলের সেবারস আস্বাদন করিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি শ্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিয়াও বিপ্রলম্ভভাবিত-চিত্তে তাঁহার লেখনীর মধ্যে 'কবে' এই শব্দটী বহুবার প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লক্ষণ যে, শ্রীগুরু পাত্রকে সর্ব্বক্ষণ সম্মুখে পাইয়াও, সর্ব্বক্ষণ সেবা করিয়াও দর্শন 'পাইলাম না' বলিয়া তাঁহার 'দর্শনে কাতরত', 'সেবা করিতে পারিলাম না' বলিয়া অন্তরে অতৃপ্তি এবং 'কবে সেবা পাইব' এই লালসা সেবার জন্য সুদৃঢ় আশাযুক্ত অতৃপ্ত লালসা হৃদয়ে জাগ্রত হয়। শ্রীল ঠাকুর নিত্য স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জবাসী হইয়াও তাঁহার অভীষ্টযুগলের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—

"কলুষবরণ আমি এ ভাগ্য কি পাব।
মরণান্তে শ্রীগোদ্রুমে বসতি করিব॥
অপার করুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচরণে।
পাড়িয়া কাঁদিয়া আমি বলি সর্ব্বক্ষণে॥
তব স্মরণীয় প্রেমসিন্ধু গোদ্রুমে।
কোন জন্মে যাই যেন দেহ অর্পণ না॥
লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুক, অর্জ্জুন, উদ্ধব।
প্রভৃতি না, জানে যাঁর অন্ত বৈভব
আর 'ক' কাহা বৃন্দাবন-সম্পদ।
সে ধন না পায়, যাহা তথা সুঘটন॥
শ্রীগোদ্রুমবন অতি অদ্ভুত ব্যাপার।
কবে বা দেখিব সেই রাধা-কৃষ্ণাগার
দুর্ব্বাসনা সম্পূর্ণ বড় নয় মন।
অকিঞ্চন নিরজনে এ প্রার্থন॥
রাধাকৃষ্ণ-শ্রীগোদ্রুমে শ্রীধাম সদা।
বিহার সময়ে তব পাদপদ্ম পদ॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরকৃষ্ণ মুক্তিপ্রদ। তিনি জীবের জন্য যে করুণা

যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, জীবের দুঃখের জন্য যে 'দরদ' দেখাইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়— তাহা আমার প্রকাশ করিবার যোগ্যতা [illegible] নাই। শ্রীল ঠাকুর তাঁহার কি স্বরচিত কি সংকলিত গ্রন্থ, কি পাঠগ্রন্থ, কি অনুবাদগ্রন্থ, কি গীত গ্রন্থ, কি ধর্মবিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ, কি সমালোচনামূলক গ্রন্থ, কি [illegible] গ্রন্থ, কি [illegible] অনুশীলনময় গ্রন্থ কি পুস্তক মতাবলম্বনের [illegible] প্রবন্ধের প্রত্যেকটি— [illegible] তাঁহার অনবচ্ছিন্ন দয়ার পরিচয়ের সাক্ষ্যদান দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যেখানেই জীবের প্রতি দয়াবিগলিতচিত্ত হইয়াছেন, সেখানেই তিনি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ জীবকে নিত্যসিদ্ধগণের সেবাভূমিকা শ্রীগোদ্রুমবনের আশ্রয় করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; এমন কি, তিনি জীবকে শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি ও শ্রীগোদ্রুমের আশ্রয় করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন:—

"ওহে মূর্খ জীব, তুমি লোক-দেখাইবে।
আচ র' বহু পথ আছে [illegible]
[illegible] ছাড়িয়া সব পথ [illegible]।
শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটী করহ নিবাস॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অমিয়-[illegible] তিনি [illegible] দয়ার মাধুর্য্য। তাঁহার এই দয়া ভাবের অযোগ্য। সেই দয়া 'কিরূপ'?—

"[illegible]
গোপীনাথাযোধয়া
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]"

এই দয়া [illegible] করে, তাহাকে [illegible] নিত্যধান। [illegible] দয়া অপর সকল [illegible] দয়া নিত্য [illegible] তাহার [illegible] হয়। তাহা [illegible] উজ্জ্বল বিধান করে। [illegible] করে, সকল [illegible] প্রদান করে। [illegible]।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের কৃপাদৃষ্টি [illegible] তাহার সেই ভক্তিবিনোদ দয়ারূপ এক [illegible] করিয়া সৌভাগ্য [illegible] তাহার শ্রীচরণযুগলে আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন, তাহা হইলে তাঁহার [illegible] পারিব:—

[illegible] পুনঃ পুনঃ।
[illegible]

[illegible]।

ব্যর্থ-জীবন

—::(:০:)::—

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই প্রয়োজন, তাহাই জীবের একমাত্র ধন। এতদ্ব্যতীত আর সমস্ত অর্থই অনর্থ। যাহা ধন বা অর্থ নহে, তাহাই অনর্থ। অর্থ—প্রেম, আর অনর্থ—কাম। প্রেম নিত্যসিদ্ধ সনাতন বস্তু, আর কাম অনিত্য, নশ্বর। কাম উত্তরোত্তর জনকে বন্ধন করে, আর প্রেম উত্তরোত্তর জনকে মুক্ত করে, অধিকন্তু বন্ধ জীবকে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রদান করে। প্রেম—প্রীতি, ভালবাসা, আপনজ্ঞান, প্রাণের টান। শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি প্রীতি বা ভালবাসাই জীবের চেতনসত্তার একমাত্র ধন। উহা চিরকাল থাকিবে। 'তাঁহাদের ছাড়া আমার চলে না'—এইরূপ যে সত্তা, সেই সত্তার কোনও কালে নাশ নাই। এ বাঞ্ছা অবিচ্ছিন্নরূপে গাঢ় কখনও রুদ্ধ হয় না। প্রাকৃত অবস্থা সেখানে প্রবেশ করিবার অবসর পায় না। শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণ। কৃষ্ণ যাঁহাকে আকর্ষণ করেন, তাঁহারই হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ হন। উহাই একমাত্র [illegible]। 'নিধন' বলিতে একমাত্র [illegible]। প্রীতির দ্বারা প্রিয় লাভ হয়, প্রীতির দ্বারাই প্রিয় বশীভূত হন। প্রীতির সমান আর ধন নাই। এই ধনে বঞ্চিত জন বড় দুঃখী, তাহার জীবনধারণ বৃথা। তাহার [illegible] নাই, শান্তিও লাভ নাই। এই ধনের অভাবে ইহকালে ও পরকালে কেবল দুঃখ পাইতে হয়। ধনহীন দরিদ্র জীবের বড় দুর্দশা।

"[illegible] বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য [illegible])

শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। কৃষ্ণপ্রীতি-রহিত ছার জীবনের কি কাজ? কৃষ্ণপ্রীতিরসে-সেবার জন্য অশেষ কল্যাণের [illegible] পরম [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ধন লাভ হয়। আমরা কেবল [illegible], [illegible], দেহ-গেহে [illegible]। কৃষ্ণপ্রীতি [illegible] আমরা [illegible]। তাঁহার দয়া আছে, কৃষ্ণ [illegible]। তাঁহার সকল আছে, সমস্তই তাঁহার [illegible]। [illegible] থাকিলেও অনাদি [illegible] তিনি পরম দয়াবান্। কিন্তু আমরা সে দয়া [illegible]। এরূপ যে, ধন, কাহার আমরা, আমাদের [illegible], [illegible] হইয়া [illegible], তাহা [illegible] শ্রীরূপ প্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥"

—হে দীনবন্ধো! তুমি আমার প্রতি দয়া অথবা দয়া, যাহাই প্রদান কর না কেন, আমি দীন, আমার একমাত্র বান্ধব তুমি। হে প্রণতজনদীনবন্ধো! দয়া অথবা দয়া—যাহাই বিধান কর তুমি ছাড়া আমার অন্য কোন গতি নাই, তুমিই আমার একমাত্র গতি। চাতক যেরূপ নবীন মেঘের দয়া হইতে বৃষ্টি প্রাপ্ত হউক অথবা বজ্র বর্ষিত হউক, তথাপি নবীন মেঘকেই স্তব করে, সেইপ্রকার দীনহীন কাঙ্গালের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অযাচিত কৃপা-প্রার্থনাই কর্ত্তব্য।

অকপট আন্তরিকতার সহিত আত্মনিবেদন, বিশ্বাসিতা ও নিষ্ঠাশীল হইয়া অকপটভাবে কৃপা চাওয়া—লোক না ঠকাইয়া আমাদের অতি এক সম্বল। [illegible] জীবের স্বরূপগত নিজস্ব অধিকার বা অভিমান। অকপটে কৃষ্ণকার্যের কৃপা যাচ্ঞাই সেই [illegible]। এই কৃপাযাচ্ঞা কি করিয়া করিতে হয়, তাহা পরম করুণাময় শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—

"হে শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ! আমি দীনহীন, অযোগ্য, আপনারা পরম কৃপাময়; অতএব আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দয়া করিবেন, ইহাই আমার একমাত্র আশা। আমার নিজের কোনই যোগ্যতা নাই, একটি তৃণ উঠাইবার শক্তি নাই, আমি কি কখনও প্রভুর কার্য্য করিতে পারি? আমার চক্ষুর ন্যায় [illegible] আমার [illegible] সামর্থ্য নাই, আমার চক্ষু পাইয়াও [illegible] দেখিতে পাই না, অপর তিনের দেখা দূরে থাকুক—এই ত' আমার শক্তি! আমি সর্বাপেক্ষা পতিত, আপনারা [illegible], এই অভাগা পতিত জীবকে কৃপা করুন। আমি অত্যন্ত অযোগ্য, আমি অত্যন্ত কপট; হে প্রভো! আমাকে এই বিশ্বের [illegible] কেন [illegible], আমার প্রতি এত [illegible] কেন? তুমি ত' দয়াময়, আমি ত' [illegible] হইতে না হয় নয়, [illegible] তোমার অহৈতুকী সেবা প্রদান কর।"

আবার তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিতাভিমানী কোন ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়া মানুষ মাত্রকে [illegible] বলিয়াছেন,—"[illegible] আপনার শ্রীল প্রভুপাদের সমস্তগুণ [illegible] আপনাকে [illegible] বিনীতভাবে আমি এই নিবেদন জানাইতেছি যে, আমাদের দিন আজ শেষ হইয়া আসিতেছে। আমাদিগকে এখন অকপটে অনন্যচিত্ত হইয়া [illegible] করিতে হবে—শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী [illegible] রূপ [illegible] ও তাহাতে [illegible] হইতে হবে। কোন চাতুরী বা কপটতা না করিয়া অন্তরের অন্তস্তল হইতে বৈষ্ণবের নিকট সর্বদা কৃপালাভের জন্য ক্রন্দন করিতে হইবে, অনুক্ষণ বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। সর্বদা তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থনা করিতে হইবে। তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হবে—লোক দেখান নহে—অকপটভাবে কাঁদিতে হবে। কৃপা ছাড়া উপায় নাই। সবার—কৃপা—কৃপাই প্রয়োজন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশ্রয়ের আনন্দ কত দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু চরিতার্থ না করিয়া ব্যর্থ-জীবন অতিবাহিত করিতেছি। করুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এতসকল বাণীতেও আমার হৃদয়ে স্থান পাইল না! অনর্থ ও অপরাধের জন্য এতই বিমুখ হইয়াছে—অন্তরে এতই অভিনিবিষ্ট হইয়াছে যে, শ্রীল প্রভুপাদের ঐসকল বাণী হৃদয়ে প্রবেশপূর্বক দুর্বুদ্ধির জন্য আমার প্রদান করিয়া উন্মুক্ত আলোকে পুনরায় [illegible] করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। সময় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু হৃদয়ে ক্রন্দন না করিয়া—সর্বক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার জন্য ক্রন্দন না করিয়া বৃথা সময় কাটাইতেছি। এ হেন অত্যন্ত বিমুখ দেখিয়া আমার উপর প্রভু প্রসন্ন বিচার করিতেছেন না। প্রভুর প্রকৃত স্বরূপ—কৃপার রূপ বিকশিত, সুতরাং আমার নিকট প্রকাশিত হইল না! আমাকে অত্যন্ত বিমুখ দেখিয়া কপটতা দেখিয়া প্রভু আমাকে স্বরূপ দেখাইলেন না, অন্যরূপ দেখাইলেন। নতুবা তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিলে—যে রূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করেন, সেই কৃপার রূপ আমার নিকট প্রকাশিত করিলে কি আর তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মস্তক বিলুণ্ঠিত না করিয়া পারিতাম? আমার কি এইভাবে বৃথা দিন কাটাইতাম! সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমধারা, সর্বারাধ্য শ্রীকৃষ্ণকে তিনি যখন তখন যাঁহাকে তাঁহাকে দিতে পারেন, সেই ঠাকুরকে [illegible] পাইয়াও তাঁহার [illegible] না হইয়া—তাঁহার চিন্তায় [illegible] না হইয়া বৃথা দিন কাটাইতেছি। প্রভু গোলোক হইতে ভূলোকে আসিয়াছিলেন, আবার যেখানকার বস্তু সেখানেই চলিয়া যাইলেন। তিনি যে-কোন মুহূর্তেই চলিয়া যাইতে পারেন; কিন্তু হতভাগা আমি তাঁহার চরণাশ্রিত আত্মার করিয়াও তাঁহার শ্রীচরণ কমলে চিরসংলগ্ন হইতে পারিলাম না—আমার চিন্তাধারা, আমার কার্যকলাপ সবই [illegible] হইয়া থাকিল, তাহার কোনটাই হইল না। আমার কত কাজের দ্বারা প্রভু সন্তোষবিধান করিতে পারিলাম না। তাঁহার সান্নিধ্যে থাকার দিন সকল অতিবাহিত হইয়াছে না। [illegible] দিন যেখানে যে যাতে পাই, তবু এখনও অসংখ্য বাসনায় ভরপুর রহিয়াছে। অসংখ্য বাসনাবিষ্ট হইয়া আমি তাঁহার সান্নিধ্য আমরাও তাঁহাতে অভিনিবিষ্ট হইতে পারিলাম না।

মনকে অবিষ্ঠ:[illegible] সর্ব্বতঃ [illegible] হইতে আমার নিজের হইতে [illegible] পারি না। কিন্তু হতভাগা আমি [illegible]

যদিও শ্রীগুরুবর্গের এ ঘোষণা করিতেছি, কাঁদিয়া তাঁহার সেবার পুণ্য পাইতেছি, কিন্তু আমার চিত্ত এখনও তাহা বুঝিল না। আমার অন্তর এতই কঠিন, নিষ্ঠুর হইয়া গিয়াছে যে, আজ ঐকান্তিক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সংস্পর্শে আসিয়াও তাঁহার করুণ, প্রভুত্ব, ব্যক্তিত্ব ও আমার লঘুত্ব, দীন-হীন-কাঙ্গালত্ব উপলব্ধি হইল না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব বড় বড়। ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে থাকাই একটা বড় কথা; তাঁহার ব্যক্তিত্ব তিনি লুকাইতে পারেন না, কিন্তু ঐশ্বর্য গোপন করিতে পারেন। ভগবান আর কিছু তাঁহার ঐশ্বর্য না দেখালে তাঁহাতে আকৃষ্ট হই না। ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির সৌভাগ্য আমার নাই। জগতের এ জগতের সৌন্দর্য বা বিবিধ প্রলোভনের বস্তু আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণার কথা বিস্মৃত করাইতেছে। যেখানে ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রীতি—ব্যক্তিত্বের প্রতি ভালবাসা না হইল, সেখানেও প্রকৃত প্রীতি বা ভালবাসা ব্যক্তিত্বের সহিত সম্বন্ধ নাই না হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐশ্বর্য দর্শনে তাঁহার প্রতি প্রভুভক্তা ও ঐশ্বর্য বা বেতনে ভক্তিহীনতা—এইরূপ মোহময় অবস্থায় চিরকাল থাকিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম abstract বস্তু নন; তিনি পূর্ণ সনাতন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহবিশিষ্ট। তাঁহার ব্যক্তিত্বের সহিত আমার যোগযোগ হইলে তবেই আমার সত্তা বা ব্যক্তিত্ব আত্মসংরক্ষিত হইবে। কিন্তু আমার প্রাক্তন কর্মের বেগ এতই প্রবল যে, জানিয়া শুনিয়াও কিছুই হইতেছে না। অপরাধবশে স্বভাব এই হীন, এমন হইয়াছে যে, বহু সুযোগ-সুবিধা পাইয়াও এই স্বভাব পরিবর্তিত হইতেছে না। নিষ্কপটভাবে কাঁদিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সদ্য কৃপালাভের জন্য প্রাণ বিকল হইতেছে না। পুনঃ পুনঃ জন্মের পুঞ্জীভূত অপরাধবশে অবস্থা এমনই হইয়াছে যে এত সুযোগ-সুবিধা পাইয়াও তাঁহার দিকে একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না; কে যেন পশ্চাতে বাধা দিতেছে। এত সাধ্য সাধন করিয়াও প্রাণের পরিবর্তন হইতেছে না। জীবনের অমূল্য সময় চলিয়া গেল, কিন্তু বাস্তব উন্নতি কিছুই হইতেছে না। এইরূপে দিনের পর দিন আমার 'ব্যর্থ-জীবন' অতিবাহিত হইতেছে।

"এ ভব রঙ্গ কাছে পড়িয়া সংসার-কূপে",
বলে, নাহি কোন ভাগ্য মোর।
এ ঘটনা কী ঘটিল, আমার জনম গেল,
বৃথা দিন হৈল আমার

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীগুরুকৃপা হইতে সব লাভ হয়; আমরা পঙ্গু; আমাদের একমাত্র আশ্রয় শ্রীগুরুদেব। তিনি সর্বতোভাবে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তিনিই শ্রীগুরু হন। ভগবানের সেবাকারী যাঁরা সকল ভগবানের সহিত সংযুক্ত। সুতরাং ভগবানের আশ্রয়জাতীয় সেবকগণকে পৃথক্ বুঝিতে সেবায় নিষ্ঠা আমাদের না হউক। বিষয়জাতীয় ভগবান্ কৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় তাঁহার নিত্য সেবকগণ—দাসগণ, পিতামাতা, বন্ধুবর্গ, প্রেয়সীগণ ও নিরপেক্ষ-ভেদে পাঁচপ্রকার। জড়ভোগের বিষয়ভোগ সহ্য করিতে না পারিয়া পালাইয়া যাওয়ার যে বিরাগ, তাহা ফল্গু—তুচ্ছ। কৃষ্ণসেবায় যাহা না লাগে, তাহাতে বৈরাগ্য করিতে হইবে; কৃষ্ণসেবায় যাহা লাগিবে, তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিব। নচেৎ "আপিকো নূনতাযুক্ত চলতে পরমার্থতঃ।" কপট বৈরাগ্য বা আসক্তি হইলে সুবিধা হয় না। "পরের সোণা দিও না কানে, প্রাণ যাবে হেঁচকা টানে।" তখন বিষম পরিত্যাগিতা হইবে। বিশ্বে যত দ্রব্য আছে, সে-সকল সেবাবিমুখ জীবকে আকর্ষণ করিয়া নিজ ভোগস্থানে লয়। বিষয়ভোগ-প্রাপ্ত ব্যক্তির বিচারে ঐসকল ভোগ্য। ভগবান্ হাত তুলিয়া যাহা দিবেন, তাহাই জীবের প্রাপ্য। তাহা না বুঝিয়া স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলে অসুবিধা। ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করি—এরূপ না হউক, তাহা হইলে আমাদের চতুর্দশ-বিদ্যার জন্য এ জগতে আসিতে হইবে। বহির্মুখ হইলে জীব ত্রাস হইয়া নানা দুর্দশা ভোগ করে। কেহ ব্রহ্মজ্ঞানে মত্ত, কেহ পরমাত্মার মিলন হওয়ার চেষ্টা করে, কেহ বা অন্যাভিলাষের কৃতদাস হয়।

বর্তমান জগৎ মায়া কর্তৃক উদ্বুদ্ধ। তাহাতে দেশে দেশে নানা মত বিদ্যমান; কিন্তু অধোক্ষজ বস্তু দর্শনের অভাব। যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধিতে যাইতেছেন, তাহাতে দুই অঙ্গুল কম হইয়া যাইতেছে। সাধ্যসাধন-প্রণালী। অক্ষকে অবলম্বন করিয়া যে পাণ্ডিত্য বিচার হয়, তাহা এখানে নষ্ট হইয়াছে। ভাগবত বলিয়াছেন—নিষ্কিঞ্চন মহাজন সৎ নয়, মনে করিলে হইবে নহে। জগতের নিত্যসত্যের কথা, আমার ভোগ্য, সব আমার ভোগ্য—এইসকলের চিন্তা। ভোগ করিতে গিয়া সুখের জন্য যত্ন করা হয়, কিন্তু লাভ হয় দুঃখ, তাই জগৎ দুঃখালয়। দুঃখ—অজ্ঞতার দুঃখ। মায়াকে সেবা করিবার জন্য এ জগৎ। পদার্থের আশ্রয় না থাকিলেও অর্থদর্শনকারী যেমন ইহা ভোগ করে, সেরূপ এ জগতের অবস্থা। নিশ্চিত বুঝিলে, ভগবৎকথা জানিলে জানিতে পারি যে, এ জগৎ অনিত্য। ভগবৎসেবা আমার কার্যে নিযুক্ত বুঝিতে পারিব। তাহার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য নিত্যসুখপ্রদানকারী অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এখানের যাহা বিচিত্রতা, তাহা নিত্যবর্তমান থাকে না। ইহজগৎ আমাদের বাস্তব স্থান নহে। মনুষ্যজন্ম বহু জন্মের পর লাভ হয়। মনুষ্যেতর প্রাণী যে ব্যাপারে অবাঞ্ছিত, সেই বিষয়েই যদি মানুষ ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের বৈশিষ্ট্য কি? আমরা যদি হিংসাবৃত্তি লাভ সম্বন্ধ করি, তাহা হইলে মনুষ্যজন্ম বৃথা। তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে ভাগবত আলোচনা করা দরকার। পশুর স্বভাব পরহিংসা, মনুষ্যগণের স্বভাব তাহার—পরদুঃখ অসহন। তাহার কাম্য পাঁচটির অন্যতম পড়ে। সেইরূপ একস্বভাব অনেকের চিত্তবৃত্তির মধ্যে সমভাবে অবস্থিত নয়। তামসিক বৃত্তি সংহারে প্রবৃত্ত, রাজসিক ভোগের দ্বারা; সাত্ত্বিক সেরূপ নয়। ভাগবত বলেন—নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণ অসৎ বস্তু লইয়া বাস করেন, তাঁহারা ভগবৎপাদপদ্ম আশ্রয় করেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীগৌরধামে প্রায় বহুদিন যাবৎ বাস করিয়া ভজনানন্দে মগ্ন ছিলেন। গত ১৯শে মার্চ, ২৭শে ফাল্গুন, শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ হইতে কালনা অভিমুখে যাত্রা করেন ... দাস পণ্ডিতের পাটে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ ৮ই পর দিবসে শ্রীনবদ্বীপ আশ্রমবাসীদের সম্বন্ধে শ্রীমায়াপুরস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বহু ভক্ত শ্রীনবদ্বীপে গমন করিয়া শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণদর্শন-সৌভাগ্য বরণ করেন।

এই মহাপুরুষপ্রবরের শ্রীবিগ্রহের প্রতি প্রাণ ও প্রীতির তুলনা নাই। তাঁহার প্রেমবন্যা। এই মহাত্মা তাঁহার প্রাণস্বরূপ যেরূপ হয়, সেরূপভাবে যেখানে সেখানে ক্রয়বিক্রয় করিতে পারেন।

শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের কৌপীনের একটী সূতের মূল্য দিবার সাধ্য ত্রৈলোক্যসাম্রাজ্য-লক্ষ্মীরও নাই, এমন কি বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যদ্বারাও তাহা ক্রয় করা যায় না। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ একজন পরম প্রেমিক মহাপুরুষ। এসব কথা আমরা শ্রীগুরুবর্গের শ্রীমুখে শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি।

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ আত্মগোপনকারী মহা নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ। অনেক দিন যাবৎ তাঁহার কোন সাধনচেষ্টা দেখা যায় না। তিনি সর্বক্ষণ আত্মস্বরূপে মগ্ন, সর্বক্ষণ সজন-সম্ভোগে মগ্ন। তাঁহার বাহ্য আচরণ লোক বুঝিতে পারে না। যাঁহারা প্রকৃত সাধুসঙ্গের সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই এই সব দুর্লভ কথা ও ভজন বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহার বাহ্য আচরণ দেখিয়া এখন অনেকে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের মহত্ত্ব অনুধাবন না করেন। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের কৃপা ও সেবাই আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হউক। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপায় তাঁহাদের এই মহাপুরুষের মাহাত্ম্য যেন সৌভাগ্য পাইয়া আমরা কৃতার্থ হই।

শ্রীধাম পরিক্রমা

গত ১২ই মার্চ, ২৮শে ফাল্গুন, শুক্রবার জগদগুরু গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অনুগত ভক্তবৃন্দ কীর্তন, বাদ্য, নানাবর্ণের পতাকা সহ সংকীর্তন করিতে করিতে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন। ঐ দিবস শ্রীচৈতন্যমঠ প্রাঙ্গণ হইতে শুদ্ধভক্তগণ, সন্ন্যাসী ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্তন হয়। অনন্তর মঠবাসিগণের পর পুনরায় কীর্তন করিতে থাকেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমদ ... ঘটিকা হইতে ১২.০ ঘটিকা পর্যন্ত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ হইতে বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে ভোগারাত্রিকান্তে ভক্তগণ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে ... প্রায় দুই শত লোক পরিক্রমা করিয়াছিলেন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। পরিক্রমা সমাপ্তির সময় মঠ প্রত্যাবর্তন কালে সঙ্কীর্তন হয়। অনন্তর পুনরায় শুদ্ধভক্তগণ, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মহাজন-পদাবলী কীর্তন করেন। মহাপুরুষ দাস ব্রহ্মচারী প্রভু বিভিন্ন হরিকথা কীর্তন করেন এবং পুনরায় মহাজনপদাবলী কীর্তন হয়।

গত ১৩ই মার্চ শ্রীনবদ্বীপ ও গোদ্রুম-দ্বীপ ... মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা হইয়াছে।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের [illegible] সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। [illegible] নদীয়া প্রকাশের [illegible] উহার [illegible]।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিশেষ ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হয়। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যায়, [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনা [illegible] হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে [illegible] আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৵১০ [illegible] ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের [illegible] হয় না, এজন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। [illegible] পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে এসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। [illegible] সম্বন্ধীয় [illegible] সম্পাদকের অনুমোদন [illegible] শ্রীনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। [illegible] পাঠাইলে [illegible] হয় না। [illegible] কাগজের [illegible] পরিষ্কার লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশের [illegible] কোনপ্রকার [illegible] সম্পাদকের [illegible] যে কোন [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশ [illegible] সুতরাং [illegible] কোন [illegible]।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশে [illegible]—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

[illegible]	[illegible]
[illegible] ১৲	১।০
" " [illegible] কলম ৫৲	৪৲
" " [illegible] কলম ৮৲	৭৲
" " [illegible] কলম ১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য [illegible]

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতার ধান চাউলের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাতিল

কলিকাতা বাজারে মোটা এবং মাঝারি চাউল এবং ধানের সর্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া গত ২১শে জুলাই বাঙ্গলার চীফ কণ্ট্রোলার অব প্রাইসেস্ যে [illegible] জারী করিয়াছিলেন, সিভিল সাপ্লাই [illegible] তাহা বাতিল করিয়া দিয়া এক [illegible] জারী করিয়াছেন।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এক [illegible] জানাইয়াছেন যে, প্রায় বৎসর [illegible] বাজারে ধান এবং চাউলের আমদানী এখনও বাধা পাইতেছে। তাই দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টভাবে জানাইতেছেন, ধান বা চাউলের পাইকারী বেচাকেনার ব্যাপারে আইনের দিক হইতে কোন সর্বোচ্চ মূল্য স্থির করা [illegible] নাই বা [illegible]। [illegible] তাহাদের [illegible] বাজারে আসিতে পারে। [illegible] নিকট মূল্য [illegible] হইতে পারে, এজন্য [illegible] কারণ নাই। [illegible] পাইকারগণ [illegible] আদেশ অনুযায়ী তাঁহার মজুদ ধান [illegible] করিয়াছেন, তাঁহাকে [illegible] বাজারদরের কমে ধান ছাড়িতে বাধ্য করা হইবে না। [illegible] ধান চাউল বাজারে [illegible] এবং [illegible] হইতে পারে, উক্ত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের পরিপূর্ণ [illegible] ব্যবসায়ের সুযোগ গ্রহণ করিলা যথাসম্ভব বেশী ধান চাউল ক্রয় করিবার নীতি এখনও [illegible]।

[illegible] পাইকারী বাজারে নির্দ্দিষ্ট মূল্য-নিয়ন্ত্রণের [illegible] স্পষ্টভাবে [illegible] উঠিয়া [illegible] অতিরিক্ত লাভের সুযোগ দেওয়া হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট [illegible] মূল্য [illegible] করিয়া [illegible] হইলে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদিগকে গবর্ণমেণ্টের [illegible] এবং [illegible], [illegible] বিলোপসাধন—[illegible] সব চাইতে বেশী সহায়ক হইবে। কিন্তু [illegible] লোকেরা যাহাতে বেশলোকা হয়ে [illegible] কাশা যে আদেশ জারী করা হইয়াছিল, তাহা বলবৎ থাকিবে। [illegible] চাউল ক্রয়ের দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট নিজেই [illegible]।

[illegible] কর্ম্মচারী বা তাঁহার আদেশপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির কাছ হইতে [illegible] না লইয়া [illegible] ১০টি জেলা এবং ২৪ পরগণা জেলার [illegible] কোনও স্থান হইতে ধান চাউল [illegible] বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট [illegible] নিষেধ করিয়াছেন। [illegible] ধান ছাড়া অন্য কোন [illegible] চাউল এবং [illegible] মণ [illegible] ধান [illegible] পূর্বোক্ত [illegible] বাহিরে [illegible] পারিবে না।

পূর্বোক্ত [illegible] জেলা এবং [illegible] নাম,—

[illegible] জেলা; [illegible] জেলা; ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট এবং [illegible] মহকুমার [illegible] একটি [illegible] বলিয়া বিবেচিত; মেদিনীপুর জেলা; খুলনা জেলা; [illegible] জেলা; নোয়াখালি জেলা এবং [illegible] জেলাগুলি একটি এলাকা বলিয়া বিবেচিত।

অসামরিক জনসাধারণের নির্দ্দিষ্ট কাপড়চোপড়

[illegible] ১১৭ মার্চ্চ অসামরিক জনসাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাপড়চোপড়ের নির্মাণ [illegible] সম্ভব হইয়াছে। বাণিজ্য বোর্ডের [illegible] ডাঃ [illegible] বলেন, [illegible] এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে [illegible] এবং অন্যান্য [illegible] দেখা দিয়াছে বলিয়াই পূর্বোক্ত ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[illegible] গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

[illegible] জীবন-চরিত, [illegible] শিক্ষা-সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় [illegible] গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

[illegible] আলোচনা-গ্রন্থ। [illegible] এবং [illegible] নির্দ্ধারিত হইয়াছে [illegible] আনা

কবিরাজ [illegible] কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায় [illegible]। পিলাই, [illegible] এবং যকৃৎ ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার [illegible] হয় কিনা। ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল [illegible]। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

[illegible] রোড, কলিকাতা অথবা [illegible] ২৪ পরগণা।

শ্রীমায়াপুর [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জগতের কল্যাণকল্পতরু
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'দুর্লভ' নামক আখ্যা-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। উহা মধ্যম ভাগে মঠের প্রাপ্তব্য বিভাগে।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুর
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

জয়তৌ শ্রীগুরু
শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল, টীকা, মধুর অর্থ অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত ভূমিকা সহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।
প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৭শ বর্ষ | ২৪ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৫০৬. ২রা চৈত্র. বঙ্গাব্দ ১৩৯৯ : ১৬ই মার্চ্চ. ইং ১৯৯৩. মঙ্গলবার | ২৯৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ গোবিন্দ, শিব প্রচার, গৌরাব্দ ৫০৬

কীর্ত্তনকারী

——::•(::•::)•::——

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে' 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে'র বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ
পরিকীর্ত্তিতঃ।
সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃদ্
সংস্পৃশেৎ।
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায়
তদ্ভবেৎ।"

বক্তা দ্বিবিধ—সরাগ ও নীরাগ। সরাগবক্তা লোলুপ ও কামী, তাঁহার উক্ত কথা হৃদয় স্পর্শ করে না। তিনি কেবল উপদেশই প্রদান করেন; কিন্তু নিজের জীবনে কখনও উপদিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা করেন না। পরীক্ষা না করিয়া উপদেশ প্রদান করিলে তাহা লোকনাশেরই হেতু হইয়া থাকে।

শ্রীহরিজনই হরিকথা-কীর্ত্তনকারী। অ-হরিজন অর্থাৎ শ্রীহরির জন যিনি না হইয়াছেন, যিনি বিষয়ী, তিনি হরিকথা-কীর্ত্তনকারী নহেন। তাঁহার কথা জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিতে পারে না। যিনি নিজে শ্রীকৃষ্ণেরই সম্পূর্ণ তত্ত্ব যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত করিয়াছেন, তিনিই বাস্তবিক শ্রীহরিকথার কীর্ত্তনকারী। হরিকর্ত্তৃক গৃহীত জনের কীর্ত্তন—হরি-কীর্ত্তন; হরি-অগৃহীত জনের কীর্ত্তন হরিকীর্ত্তন নহে।

কীর্ত্তনের পূর্ব্বে—শ্রবণ। শ্রবণকারীই কীর্ত্তন করিতে পারেন। আচরণ শুদ্ধ শ্রবণ। নিজের আচরণ না থাকিলে অপর কাহাকেও উপদেশ করিবার ধৃষ্টতা করা উচিত নহে। অপর ব্যক্তিকে উপদেশ করিবার পূর্ব্বে সেই কথাগুলি নিজজীবনে যথাযথ পালন করা হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করা দরকার। অনাচরিত কথা কীর্ত্তনে কোন লাভ নাই, তাহাতে শ্রোতা ও বক্তা কাহারও বিশেষ উপকার হয় না।

সরাগ বক্তার উপদেশ অপরের মঙ্গলবিধান করিতে পারে না। সরাগ-বক্তা নিজে আচরণশীল নহেন, তাই তাঁহার কীর্ত্তিত বিষয় অপরকে আচারে স্থাপন করিতে পারে না। যাঁহারা পরোপদেশে পণ্ডিত, কীর্ত্তিত বিষয় নিজের জীবনে পালনের প্রতি লক্ষ্য নাই—যাঁহাদের অনন্ত বাসনা আছে এবং সেই বাসনাপূরণের জন্য বক্তৃতাও প্রদান হইতে বাদ নাই, তাঁহারা সরাগ বক্তা; তাঁহাদের উপদিষ্ট বিষয় অন্যের হৃদয় স্পর্শ করে না। সরাগ বক্তার কথা জলের উপর রেখাপাত করার ন্যায় শ্রবণকারীর হৃদয় ক্ষণিকের জন্য স্পর্শ করিলেও পরমুহূর্ত্তেই হৃদয় হইতে মুছিয়া যায়। সরাগ-লোলুপ ও কামী, হৃদয়ে তাঁহার লোভ আছে। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-মধুর আস্বাদন না পাওয়ার দরুন-লোভ তাঁহার যায় নাই। এরূপ ব্যক্তি নিজেই বঞ্চিত, সুতরাং তাঁহার উপদেশের দ্বারা অপরের মঙ্গলের আশা কিরূপে করা যায়?

নীরাগ বক্তার কোনপ্রকার বাসনা নাই। তিনি কৃষ্ণসেবারসের আস্বাদন পাইয়াছেন। নীরাগ বক্তা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মমাধুর্য্যে আকৃষ্ট, শ্রীনামের মাধুর্য্যে মুগ্ধ; তাই তাঁহার জিহ্বায় উচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনাম মাধুর্য্য অপরকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে পারে। যিনি কৃষ্ণসেবারসের আস্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহার কথা শ্রবণকারীর হৃদয়ে দাগ বসাইয়া দেয়। নীরাগ বক্তা তাঁহার সমস্ত জীবনীশক্তি হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার ইহ-পরকালের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাঁহার প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সহিত যোগাযোগ আছে বা হইতেছে, তাই তাঁহার উপদেশ শ্রবণকারীকে ভগবানের সহিত যুক্ত করাইয়া দেয়। তাঁহার কীর্ত্তন কথাগুলি পাথরের উপর দাগ কাটার ন্যায় চিরজীবনের মত হৃদয়ে সুদৃঢ় রেখাপাত করে—কোনকালেও মুছিয়া যায় না। নীরাগ বক্তাগণ আচার্য্য তাঁহাদের কথায় প্রাণ আছে; তাঁহাদের প্রাণবন্ত কথা নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করে—মৃতকে প্রাণদান করে, কৃষ্ণপাদপদ্মে অচলা মতি প্রদান করে। তাঁহারা শ্রীনামের "আচার ও প্রচার" দুই কার্য্য করেন। তাঁহারা নিজে যাহা আচরণ করেন, তাহার কিয়দংশ মাত্র প্রচার করেন। তাঁহাদের উপলব্ধ বিষয়ের কতকাংশ মাত্র সহজভাবে অপরকে উপদেশ করেন। তাঁহারা আচারবান্। তাঁহারা যেরূপ কথার শ্রবণ, কীর্ত্তন বা আচরণে লাভ পাইয়াছেন, সেই কথাকেই অপরের নিকট কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা শ্রীহরির কথায় মাতিয়া গিয়াছেন—শ্রীহরির চরণকমলকেই সার করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট শুনিতে হইবে। কারণ ক্রোধাদি রিপুগণও তাঁহাদের কথায় জাগিয়া উঠে—প্রাণ পায়—সমস্ত লোভ-চেষ্টা ছাড়িয়া 'লীলা হরিসেবা' করিবার জন্য প্রেরণা পায়। এইরূপ নীরাগ বক্তাগণের প্রকৃত জীবনহিতে রত। ইঁহাদের কথা উপদেশ, প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীকে বাস্তবসত্যের আলোক দেখাইতে শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া দিতে পারে।

শ্রীহরিকথার রুচিই ভক্তিযোগের প্রথম ভূমিকা। শ্রীহরিকথায় রুচি যাঁহার নাই, তাঁহার ভক্তিযোগে প্রবেশের অধিকারই হয় নাই। এই হরিকথা কেবল মানব কথা নহে—বহুজীবের অনর্থনিবৃত্তির কথা মাত্র নহে, উহা শ্রীহরির সাক্ষাৎ নাম-রূপ-গুণ-লীলাত্মক কথা। শ্রীকৃষ্ণের, তাঁহার প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলাকথায় যে রুচি, তাহাই ভক্তিযোগের প্রথম অধিকার। হরিকথায় রুচিরূপা যে যোগ্যতা, তাহাতেই ভক্তিতে অধিকার ও শ্রীভক্তি পথে অগ্রসর হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়। এই শ্রীহরি-কথার কীর্ত্তনকারী কোন সত্তা মানব নহেন। মহামানব শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কীর্ত্তন করিতে পারে না। তাহার যে ভগবল্লীলা কীর্ত্তন-প্রয়াস, তাহা শ্রবণে জীবের বাস্তব মঙ্গল হয় না—অপরাধজন্য সেকথা শ্রবণে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয় না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন যে, living source হইতে হরিকথা শ্রবণ না করিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে না। এই living source বা মূল কীর্ত্তনকারী—মহাভাগবতোত্তম শ্রীগুরুপাদপদ্ম, [illegible] আদর্শ [illegible]। তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] শ্রীগুরু প্রভৃতি হন। তাঁহার [illegible] [illegible] সকল [illegible] [illegible] [illegible] পূজা করেন। [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার প্রাণনাথের কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীহরিনাম লীলা কীর্ত্তন করেন, তখন সেই কথা [illegible] শ্রবণ করিলে অনাদি বহির্মুখ জীবের অনাদি দুঃখ দূর হইয়া যায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible]

শ্রীকৃষ্ণরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রবাহে। শ্রীকৃষ্ণদেবে কৃষ্ণ কৃপা করেন সজ্জনে।

কথা শুনিয়া আন্তরিক নিষ্ঠা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি অর্জন করিতে পারেন না, মহা-ভাগবতোত্তম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখের একটি কথা শ্রবণেও তাঁহার অনর্থ-দোষ সকল সেই শ্রোতার এক মুহূর্তে দূর হইয়া যায়। গুরুপাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের এমনই মহিমা যে, উপদেশ শ্রবণ দূরে থাকুক, তাঁহার দর্শন-মাত্রেই অন্তরের সমস্ত মলিনতা দূরে চলিয়া যায়। এরূপ গুরুপাদাশ্রিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম যখন করুণ চিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গ-বাণীতে আবেগের সহিত তাঁহার প্রাণের ঠাকুরের নাম-রূপ গুণ-লীলাদি কীর্তন করেন, তখন সেই কীর্তন শ্রবণ করিলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, শোক, মোহাদি জীবকে স্পর্শ করিতে পারে না; দূরে দূরে পলায়ন করে। এইরূপ মহাভাগবতের কীর্তন শ্রবণ সাধকের ভক্তি সাধন পথে অগ্রসর করাইয়া দেয়। এই হরিকথা শ্রবণ সিদ্ধগণও করেন। ঐ কথা শ্রবণে তাঁহাদের উল্লাস হয়—পরমসুখ লাভ হয়। সাধকের শ্রবণ—সিদ্ধের পক্ষে স্মরণ হয়, আর সিদ্ধের শ্রবণ প্রিয়তমের কথা শ্রবণ না করিয়া পারেন না বলিয়া। শ্রীগৌড়ীয় মাধ্বসম্প্রদায়ে মহাভাগবতবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করিতেন। শুনিতে শ্রোতা ছিলেন—শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মহাভাগবতোত্তম। মহাভাগবতগণের এই যে শ্রবণ ও কীর্তন তাহাতে সমস্ত জগতের মঙ্গলের সংকীর্তনরূপে প্রকটিত। মহাভাগবতগণের শ্রবণ-কীর্তনে উচ্চারিত সেই সংকীর্তনাদির সম্পাদন করেন। তাঁহাদের শ্রবণ-কীর্তন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপভোগ করেন।

এরূপ হরিকথা-শ্রবণে অরুচি-সম্পন্নতার ন্যায় শোচনীয় দুরবস্থা আর নাই। যখন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্বক শ্রীহরিকথা কীর্তন করেন, তখন সকলের সকল কাজ দূরে রাখিয়া সেবা উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার কথা শ্রবণ করা দরকার। আমাদের দোষ, অনর্থ, অপরাধ থাকিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখীন হইতে ভয় হয়, কিন্তু তাঁহার সম্মুখীন না হইলে, কৃপাদৃষ্টির মধ্যে না থাকিলে আমাদের দোষ-ত্রুটি, অনর্থ-অপরাধাদি কিছুতেই যাইতে পারে না। তাঁহার উপদেশ-শ্রবণে কঠোর শাসনে শাসিত হইলেই অনাদিকালের বন্ধন ছেদন হয়, অন্য উপায়ে হয় না।

মহাভাগবতের কথায় কোন ভেজাল নাই। সাধারণ লোক যে কীর্তন করিবার আয়োজন করে, তাহাতে অনেকপ্রকার ভেজাল থাকে। তাহারা স্বার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কথার মধ্যে অনেকপ্রকার সুরস মিশ্রিত করে। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রত্যেক কথার মধ্যে শ্রীপ্রিয়সত্য আছে। তিনি তাঁহার হৃদয়ের ধন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে শ্রীপ্রিয়সত-অর্পিত করিয়া সেবাপ্রার্থী জগৎ প্রত্যেক জীবের নিকট কীর্তন করেন। তাঁহার কীর্তনশ্রবণে প্রত্যেক জনের হৃদয়ে তাঁহারই কৃপায় স্বতঃই শ্রীকৃষ্ণসেবাভিলাষ প্রকটিত হয়। এই ক্ষমতা শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই আছে। তাঁহার এক একটি বাণীর এমনই অদ্ভুত শক্তি যে, তাহা শ্রবণকারীকে জোরপূর্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের দিকে লইয়া যাইতে থাকে। তাঁহার নিকট একমুহূর্ত শ্রবণ করিলে যা হয়, অন্যের নিকট শতবৎসর ধরিয়া শ্রবণ করিলেও তাহা হয় না।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণবৈর্ভগবদ্বিশিষ্টৈঃ সহ কথামৃতাব্ধৌ হরিং ন কথয়েৎ, তাদৃশাবৈষ্ণবকীর্তনাদীনি ভগবৎ-কথাদিনি অবাহীনি দূষিতত্বাৎ অশ্রবণীয়ান্যেব।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৫৩ সং)

এই সুখ-দুঃখা'র যেমন (স্বাভাবিক) ধর্মদ্বারা উপহত হইয়া জাগতিক প্রীতির কথামৃতাদি-বিষয়ে রাজ করে না, মহাভাগবতোত্তমগণ ভগবদ্ভক্তসমূহ নিজমহিমাবলে সেইসকল বস্তুকে দূরীভূত করিয়া জগতকে নিরন্তর অমৃতপান করাইয়া থাকে।

শ্রীগুরুদেব কথাবক্তা, শ্রীমাধবের বিশ্রামস্থলে। তাঁহার বাণী ও কথাবস্তু নহে। তাঁহার বাণী সমস্ত বিপদ্ আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। তাঁহার বাণীর এরূপ প্রভাব যে, তাহা শ্রবণ মাত্রে আশার সঞ্চার করে—নিরুৎসাহীকে উৎসাহিত করে। তাঁহার প্রত্যেকটি বাণীর মধ্যে এমনই আশ্বাসবাহকতা আছে যে, যদি কাহারও হৃদয়ে হতাশা থাকে অর্থাৎ উদ্ধারলাভ হইবে কি না, গুরুবৈষ্ণবের কৃপা পাওয়া যাইবে কিনা, এরূপে দুর্ভাবনাগ্রস্ত কিছু অভাব থাকে, অথচ তিনি যদি শরণাগত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদাবনত বাণী শ্রবণ করেন, তবে তাঁহারও অন্তরে আশার রেখা জাগিবে—তিনি কৃপালাভের নানা আশায় আশাযুক্ত হইবেন, তাঁহার হৃদয়ে প্রভূত বলের সঞ্চার হইবে। তাঁহার বাণী অমৃত সঞ্জীবনী। তাঁহার এক একটি বাণী সমগ্র বহির্মুখ জগতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার অদ্ভুতপূর্ব ক্ষমতা প্রদান করে। তাঁহার উদ্দাম-তরঙ্গময়ী শব্দ হৃদয়ের অনাদিকালের সঞ্চিত ও পারম্পরিক অনর্থরাশি, ও পাপ-বাসনাকে নিঃশেষে ধ্বংস করিতে পারে। তাঁহার কথা, বাণী শ্রবণ করিতেই হইবে, তাহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়, তাঁহার কথাশ্রবণফলে কোন না কোনটাই শুদ্ধ হইতে পারে। তাঁহার কৃপায় প্রারব্ধাপ্রারব্ধ সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়।

"তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্॥"
(ভাঃ ১১।২৬।২৮)

—হে মহাভাগ! মহাভাগবতগণের মধ্যে সর্বদা আমার গুণকীর্তনকথা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐসকল কথা তাঁহাদের সেবক মানবগণের পাপরাশি দূরীভূত করিয়া থাকে।

যাহা কিছুতেই ছাড়া যায় না, তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশ শ্রবণফলে অনায়াসে ছাড়িয়া যায়। তাঁহার দর্শনে, উপদেশ-শ্রবণে, সঙ্গে জীবের সংসার মোহ কাটিয়া যায়—প্রাণটা স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সংলগ্ন হইয়া যায়। এইরূপ যে মহাভাগবতোত্তম শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তাঁহার নিকটই হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে—তাঁহার কথাই হরিকথা—তিনিই একমাত্র কীর্তনকারী। তাঁহার অনুগত, তাঁহার বাণীশ্রবণরত, তাঁহার কৃপাদেশপ্রাপ্ত জনগণও শুদ্ধকীর্তনকারী। তাঁহারা যে উপদিষ্ট কথা শ্রবণে জীবের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়। তাঁহাদের কথা শ্রবণে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আস্থা হয়—তাঁহাকে একমাত্র বন্ধু বলিয়া উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য হয়। তাঁহাদের কথাতে প্রাণ আছে, তাহা সুপ্ত জীবের নিদ্রা ভাঙাইয়া দিতে পারে।

হরিকথা এ জগতের কোন শব্দবিশেষ নহে। বৈকুণ্ঠশব্দই হরিকথা, তাহাই কীর্তনীয়। এ জগতের কোন কথাকে হরিকথা বলা যাইতে পারে না, কারণ তাহা নিত্য নহে—পরিবর্তনশীল। বদ্ধজীবের দেহ-গেহের কথা অনর্থসমূহের কথা হরিকথা নহে। যে কথা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, যাহা কৃষ্ণকে সুখ প্রদান করে—যাহা ভগবানের সাক্ষাৎ মহিমা-জ্ঞাপক, তাহাই হরিকথা। যে কথা শ্রবণ-কীর্তন করিলে ভগবানের সুখ হয়, তাহাই হরিকথা। যে কথার মধ্যে ভগবানের স্বার্থ আছে, তাহাই হরিকথা এবং ঐরূপ কথা যিনি কীর্তন করিতে পারেন, তিনিই কীর্তনকারী তিনিই বক্তা।

যাঁহাদের জীবনে মরণে, ইহ-পরকালের কর্তব্য বাস্তবভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, হরিভজন করিতে হইবে—এরূপ দৃঢ়তা আসিয়াছে এবং তদনুসারে তাঁহারা দৃঢ় সঙ্কল্পসহকারে জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহাদের উপদেশের মধ্যে প্রাণ আছে, তাঁহাদের কথাও হরিকথা। গুরুকৃপায় তাঁহাদের কথা শ্রবণ-কীর্তন করিলে স্বপরমঙ্গল লাভ হয়।

শ্রীশ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন,—"শ্রীগুরুদেব যখন বলেন—কীর্তন কর, তখন যে কীর্তন বা পাঠ করা হয়, তাহা শ্রবণেরই নামান্তর। ভাগবত পাঠ—শ্রবণ, শিক্ষা হ'য়ে পড়া। বাহিরে পাঠটা বাহিরে দে'খতে কীর্তন, তথাপি ব্যাপারটা শিক্ষা হ'য়ে যাওয়া। শ্রবণমুখে উচ্চারণ করা হ'চ্ছে, নিজ হৃদয়ের সঙ্গে মিল ক'রে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। সেই ব্যাখ্যাদি সব কথা হ'চ্ছে—শিক্ষা হবে এবং প্রচার বেদব্যাসমূর্তি যে আমার গুরু বা বৈষ্ণব-ঠাকুর, তাঁ'র কৃপাতত্ত্ব উপলব্ধি ক'রে। উপলব্ধি ক'রে যে পাঠ, সেখানেও শ্রবণ।"

সুতরাং শ্রীশ্রীগুরুদেব সর্বাগ্র-সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হরিকথার শ্রোতা কীর্তনকারী। যিনি সেবাবৃত্তির শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রকৃষ্ট অর্পিত, তাঁহাতে অনুরক্ত, তাঁহার কথা শ্রবণকারীকেও তিনি সেই কৃপাবারি সঞ্চরণ ও অর্পিত করাইয়া থাকেন।

এইরূপ কীর্তনকারী যদিও দুর্লভ তথাপি আছেন; তাহা ভাগ্য হইলে পাওয়া যায়। যে দিন আমরা নিষ্কপটভাবে সর্বস্ব শ্রীভগবৎপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া হরিভজনের জন্য প্রস্তুত হইব, সেইদিনই ঐরূপ হরিকথা-কীর্তনকারী ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। ভগবানের কৃপা ও তাঁহাদের মহাশ্রয় হইলে কোন অভাব হয় না।

নিষ্ঠা

ভক্তিপথে চলিতে হইলে শ্রীভগবানের প্রতি নিষ্ঠা বিশেষ প্রয়োজন। নিষ্ঠা না থাকিলে ভক্তিপথে কেহ কখনও অগ্রসর হইতে পারে না। সাধু যে শুভপ্রভাবে সাধকজীবের অনর্থসমূহ দহন পাইলে অপগত হইলে নিষ্ঠার উদয় হয়। এরূপ অনর্থনাশের পূর্বে অর্থাৎ অনর্থযুক্তাবস্থায় যে ভজন হয়, তাহা ভজন নহে, নিষ্ঠা হইতেই শুদ্ধভজন আরম্ভ হয়। 'নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ'। নিষ্ঠা হইতেই ভক্তিদেবী প্রকাশিত হইতে থাকেন—প্রেমের দিকে গতি হইতে থাকে।

নিষ্ঠা-শব্দের সাধারণ অর্থ—ঐকান্তিকতা, দৃঢ়বিশ্বাস। ভক্তিপথে ঐকান্তিকতা বা দৃঢ়বিশ্বাস থাকা চাই—তবে অগ্রসর হওয়া যাইবে। "কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি' জানে"—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস, নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতাই ভজনের প্রাণ। এই আশাবন্ধই সাধককে ক্রমশঃ ভক্তিপথে চালিত করে। গুরুর কৃপা-লাভ বা সেবা-প্রাপ্তি-বিষয়ে সেবকের যে এইপ্রকার দৃঢ়বিশ্বাস বা অনন্য মনোবৃত্তি, তাহাই প্রভুর অনুভূতি আকর্ষণ করে।

নিষ্ঠা বা ঐকান্তিকতার বিপরীত চিত্তবৃত্তি—ব্যভিচারপরায়ণতা। নিষ্ঠা—একাগ্রমুখী, আর ব্যভিচারপরায়ণতা—বহুমুখী। যাঁহাদের পথের চিত্ত বহুর দিকে ধাবিত হইতেছে, বহুদিন বহুর প্রতি কৃপা পাইয়াছে, যতদিন একের প্রতি লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত হয় নাই, একের সুখতাৎপর্যপরতা জাগে নাই, হৃদয়ে একের একাধিপত্য, একের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই, ততদিন নিষ্ঠা, অনন্যতা বা ঐকান্তিকতার উদয় হয় নাই, শুদ্ধভজন আরম্ভ হয় নাই। অনন্য ভক্তের দৃষ্টি প্রভুপাদপদ্ম হইতে কখনও বিচলিত হয় না। তাঁর বৈষ্ণব-ভগবান্ প্রভুকে। এই প্রভুকে [illegible] সমগ্র জগৎ ব্যতিরেকে—

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, ভক্তবৃন্দে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি রূপে

বসিয়া আছেন। তাই তাঁহার হৃদয়ে অন্য কোন স্থান পায় না; অতি অল্প সঙ্গে যায় না। প্রভুর প্রতি অভিনিবেশ হইলে আর অতীতের আলোচনা চিন্তাও করিতে পারে না।

প্রভু ভৃত্যের অপরাধকেও ক্ষমা করেন, দুষ্টিদোষকেও সংশোধনের জন্য শাসন করেন। হিতকর অপরাধ দেখিয়াও প্রভু কঠোর শাসন করেন। ইহাই তাঁহার সেবক-বাৎসল্যের পরিচয়। তিনি নিজে যেমন নির্দোষ, তদ্রূপ সেবককেও সেইরূপ নির্দুষ্ট অবস্থায় দেখিতে চাহেন। প্রভুর শাসনেও উদ্দেশ্য ভৃত্যকে উপযুক্ত করিয়া শ্রীচরণপাদপদ্মে প্রদান করা। প্রভুর স্বতন্ত্র আচার অবনত মস্তকে স্বীকার করা নিষ্ঠা বা শরণাগতির লক্ষণ। নিষ্ঠার অবলম্বনই উন্নতির।

যাহার প্রতি নিষ্ঠা হয়, তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকা যায় না, প্রাণে কষ্ট হয়। প্রভুর প্রতি নিষ্ঠা হইলে প্রীতি ক্রমশঃ উন্নতির দিকে হইতে থাকে।

নিষ্ঠা বা রুচি চরিত্রেই শুদ্ধা ভক্তি। সংশয়যুক্ত বা অনর্থযুক্ত অন্তঃকরণে প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধা ভক্তি হয় না। সংশয় নিবৃত্ত হইলে—অনর্থ প্রশমন হইলে সেব্যের প্রতি নিষ্ঠা হয়। দোদুল্যমান অবস্থায় দৃঢ়তা হয় না। প্রীতির মধ্যে সংশয় নাই—দোদুল্যমান অবস্থা নাই। সেখানে প্রভুর প্রতি আপনজ্ঞান আছে। আপনজ্ঞান না হইলে অভিনিবেশ হয় না। প্রীতি থাকিলেই অভিনিবেশ হয়। প্রভুর প্রতি নিষ্ঠা প্রীতি হইলে শত শত আপদ্-বিপদ্ আসিলেও তাহাকে প্রভুপাদপদ্ম হইতে টলাইতে পারে না। নানাপ্রকার পরীক্ষার মধ্যে ঐকান্তিক সেবকের প্রভু গুরুদেবের প্রতি নিষ্ঠা, প্রাণের টান কমে না। অনেক সময় শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহার সেবানিষ্ঠ সাধককে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখেন। কিন্তু তথাপি প্রভুকে ছাড়িতে পারেন না; ঐরূপ অবস্থায় তাঁহার প্রীতি বেশ আরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

নিষ্ঠা ব্যতীত ভজনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, অগ্রসর হওয়া ত' দূরের কথা, ভজন আরম্ভই হয় না। অগ্রসর হইবার আশা লাভ করিতে হইলে নিষ্ঠার অবলম্বন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠার তারতম্যানুসারে ভক্তিতে উন্নত অবস্থার বিচার। শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাঁহার যেপ্রকার নিষ্ঠা, তিনি সেই পরিমাণে উন্নত। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ প্রীতির ধন। তাঁহাদের প্রতি যাঁহার যে-পরিমাণ নিষ্ঠা-প্রীতি, তিনি সেই পরিমাণে কৃপাও পান।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে নিষ্ঠাই ভক্তি। প্রভু ছাড়া ভৃত্যের ভৃত্যত্ব থাকে না। সেব্যের প্রতি নিষ্ঠা ব্যতীত সেবকের সেবকত্ব থাকিতে পারে না। সেবকের—ভৃত্যের প্রভু ছাড়া নিজের সত্তা সংরক্ষিত হইতে পারে না; যাহার প্রভু ছাড়াও চলে, সে ভৃত্য নহে। সেবকের সম্পদে-বিপদে কোন অবস্থাতেই প্রভু ছাড়া চলে না। কোনক্রমে ছাড়িতে না পারা ই নিষ্ঠার লক্ষণ।

'আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর'—এই বাক্যে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর 'প্রভু'-শব্দে শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই নির্দেশ করিয়াছেন। 'প্রভু' শব্দের অর্থ—যিনি আমার উপর সর্বতোভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন, যিনি সম্পূর্ণভাবে সর্বক্ষণ আমার সমগ্র হৃদয় অধিকার করিতে পারেন, যিনি প্রতিকার্যে, প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, জীবনের প্রতি স্তরে আমার একমাত্র আদর্শ, লক্ষ্য ও একতারা, যিনি নিগ্রহানুগ্রহে সর্বতোভাবে সমর্থ। যিনি কিছুক্ষণের জন্য হৃদয় অধিকার করিয়া বসেন, আবার পরমুহূর্তেই হৃদয় হইতে চলিয়া যান, যিনি কিছু সময়ের জন্য আদর্শ হন, আবার কিছুক্ষণ পরে আদর্শ থাকেন না, তিনি প্রভু-পদবাচ্য নহেন।

নৈষ্ঠিক সেবকের কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ বিলাসের প্রতি নিষ্ঠার আদর্শ শ্রীল 'চাক-বিদে' ঠাকুর এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"দেখিবার কথা নাই যাহা আমি করি নাই
সহস্র সহস্র বার হায়।
সেই সব কাহিনী পেয়ে অবসর এবে
আমায় পাশরে বঞ্চনায় ॥
পাও নাহি দোষ আর, কর যত বার আনবার
তোমার অথিত এবে আমি।
যা' তোমার হয় মনে দয় এবং অবিকলে,
তুমি মোর হৃদয়ের স্বামী ॥"

কৃষ্ণে নিষ্ঠা হইলে কৃষ্ণেতর বস্তুমাত্রের তৃষ্ণা বা বাসনা আপনিই কমিয়া যায় এবং কৃষ্ণ-তৃষ্ণা গাঢ় হইলে হৃদয় প্রেম-পরিপ্লুত হইয়া থাকে, তখন ইতর তৃষ্ণার লেশমাত্রও থাকে না। কৃষ্ণপাদপদ্মে নিষ্ঠাই সেবকের একমাত্র কাম্য। তাই সেবক কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেন,—

"মধুর কটাক্ষ বংশী-বিনোদন সহ।
আমাকে প্রসাদ করি' তব পদে লহ ॥
প্রসন্ন হইলে তুমি অন্য প্রসন্নতা।
প্রয়োজন কিবা মোর, এই মোর কথা ॥
তব প্রসন্নতা বিনা অন্যের প্রসাদে।
কি কার্য্য আমার বল, কাহার অবাধে ॥"

(ক্রমশঃ)

নিত্যতত্ত্বানুসন্ধান

——:::(•):::——

এই দেহ বিনাশী, অনিত্য। জীব কোন দিন বাহিরের ও ভিতরের শত শত চেষ্টা করিয়াও মৃত্যুর কবল হইতে এই দেহ রক্ষা করিতে পারে নাই এবং পারিবে না। দেহ ধারণ করিলেই ছাড়িতে হবে। কর্মফল ভোগ করিতে আসিয়া কালস্রোতে যাহাদের সহিত আত্মীয়তা-বন্ধুত্বাদি সম্পর্ক হইয়াছে, তাহাদেরও সকলেই অবশ্যম্ভাবী হইবে। সুতরাং অনিত্য দেহ রক্ষা করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়া সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে। দেহ যাক, না হয় দু'দিন পরে ছাড়িতেই হইবে। যতদিন শ্রীভগবৎ চরণে আত্মনিবেদনপূর্বক তাঁহার না হওয়া যায়, ততদিন এই দেহ ধারণ করা ও পরিত্যাগ-করা-রূপ জন্ম-মরণমালার হাত হইতে কোন দিন নিস্তার লাভ করিতে পারা যায় না। এই অনিত্য সংসার বিপরীত বাসনাবশে চালিত হইয়া দেহ রক্ষা করিতে যাওয়া কেবল কেবল দুঃখ যাতনা ভোগই সার হইয়া থাকে। জীব যতই চেষ্টা করুক, কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন সুখ লাভ হয় না। সুখময় কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকিলে কেবল দুঃখের মধ্যেই থাকিতে হয়। সুতরাং দেহ থাকিতে থাকিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন-পূর্বক "প্রভো তবাস্মি, কিঙ্করোহস্মি, আমি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা পাইব"—এইরূপ অকপট দৃঢ় আগ্রহ থাকা চাই। তাহা হইলে দেহ লাভ করিলেও সার্থক সফল হইবে। নতুবা জন্মমৃত্যুর কবল হইতে নিস্তারের অন্য উপায় নাই। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী—"হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে যদি কোন ব্যক্তি অপকর্মবশে শত বা সহস্র বৎসর পরেও তাঁর স্মরণ হয়, না। অন্তরে-বাহিরে, নিদ্রায়-জাগরণে, স্বাসে-প্রশ্বাসে সর্বক্ষণ যাঁর হৃদয়ে সেবা করিব, তা' হলে আনন্দের অমৃত আস্বাদন পাইবে না। শরীর-মনের সুখে অন্যাসক্তি না হ'লে বার বার জন্ম গ্রহণ করতে হ'বে।" দৃঢ় করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করা ছাড়া আর অন্য পথ নাই। এই অনিত্য দেহ সকলকেই একদিন না একদিন ছাড়িতে হইবে, দেহ ত্যাগ করিতেই হইবে তাহা জানিয়া দেহ থাকিতে থাকিতে যে জন্য দেহ পাওয়া গিয়াছে, সেই কার্যের সমাধা করিয়া যাওয়াই উচিত। এমনভাবে যাইতে হইবে, যেন আর না আসিতে হয়। এই কথাই সমস্ত মহাজনগণ বলিয়াছেন ও বলিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এক বিজয়োৎসবকালে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত গণকে এই কৃপোপদেশ করিয়া গিয়াছেন,—

"আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞান অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে মিশে থাকবেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই উদ্দেশ্যের আনুগত্যে সংসারে কোনরূপে জীবন নির্বাহ ক'রে যান, যেন শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতে অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হ'বেন না, নিজভজন, নিজজনের কৃষ্ণানু-শীলনকীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্বক্ষণ হরি-কীর্ত্তন করবেন। আমাদের এই জড়দেহ-বিনাশী দেহটাকে আমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আহুতি দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। আমরা কোনপ্রকার কর্মবীরের বা ধর্মবীরের অভিলাষী নই, কিন্তু জন্মে জন্মে শ্রীরূপপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ আমাদের সর্বস্ব। সংসারে থাকতে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধার মুখে পতিত বা অস্থির না হয়ে চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। ঐ সমস্ত অসুবিধা দূর হ'বার পর আমরা কি বস্তু লাভ করব, আমাদের নিত্য জীবন কি হ'বে, এবং না থাকা কালেই তা'র পরিচয় লাভ করা আবশ্যক।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

জীবনসমাপ্তিকালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ।
কখনও এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক, ভাই।
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই ॥
সংসার নির্বাহ করি' যাব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন ॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধুচরণসেবন ॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ ॥"

ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসও শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে।
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

—বহু জন্মজন্মান্তরের পর সংসারে এমন ভাগ্যক্রমে পুরুষার্থ-সাধক, সুদুর্লভ এই মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া যে পর্যন্ত এই নিশ্চয় মৃত্যুশীল দেহের পতন না ঘটে, তৎকাল পর্যন্ত বিবেকী পুরুষ সত্বর শ্রেয়োলাভের জন্য যত্ন করবেন; বিষয়-ভোগ অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণী-শরীরেও সম্ভবপর হইয়া থাকে, কিন্তু পরমার্থ লাভ অন্য দেহে সম্ভবপর নহে।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকগণ সকলেই স্বল্পমূল্য নির্দিষ্ট বার্ষিক শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রকাশ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিম মূল্য বার্ষিক নদীয়া-প্রকাশের [illegible] উক্ত কার্যালয়ে [illegible] প্রেরিত হইবে।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হইবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] লেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী নিয়মিত লেখাই প্রকাশিত।

৩। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যাইবে। [illegible] কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনা [illegible] হয় না। নির্দিষ্ট ভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পুনঃ গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। [illegible] Reply card বা /১০ [illegible] ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের [illegible] গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে [illegible] কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। সকল ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় [illegible] শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। [illegible] না পাঠাইলে [illegible] হয় না। [illegible] কাগজের [illegible] প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের [illegible] কলিকাতার [illegible] মূল্য [illegible] সম্পাদকের [illegible] যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ [illegible] পারিবেন। [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশ [illegible] তাহাতে কোন [illegible] অংশের পাঠোদ্ধার, সংশোধন নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের টাকাকড়ি ও চিঠি-পত্র—শ্রীযুক্ত [illegible] কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
[illegible] ইঞ্চ	২৲	১৷০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

সেনা বা সশস্ত্র পুলিশের হুকুম

বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত একখানি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, গবর্ণর জেনারেল সম্প্রতি ১৯৩২ সালের সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) [illegible] অর্ডিন্যান্স [illegible] যে [illegible] জারী করিয়াছেন, তদনুসারে সৈনিক অথবা সশস্ত্র পুলিশ কোন লোককে থামিতে বলিলে সে যদি না থামে, তবে তাহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে।

ঐ প্রেস নোটে আরও বলা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে শাসন [illegible] নিষেধাজ্ঞা [illegible] হইয়াছে, তাহাতে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, পুলিশ [illegible] কাহাকেও থামিতে [illegible] তাহার কথা অগ্রাহ্য করা হয়, তাহা হইলে গুলী [illegible] করিবার পূর্ব্বে [illegible] পুলিশ [illegible] তাহাকে আবার সাবধান করিয়া দিবে। [illegible] কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] আদেশ অনুসারে তাহাদের নিয়োজিত ব্যক্তিগণ কাজ করিবে, সেই আদেশের বাক্য বিন্যাস এরূপ সুস্পষ্ট এবং সতর্কতাপূর্ণ হওয়া চাই যে, যাহাদের এই আদেশ দেওয়া হইবে, তাহাদের মনে আদেশের অর্থ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যেন কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে না পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবের দ্বিতীয় দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন [illegible] উপাধি বিতরণী সভায় বক্তৃতা করেন। চ্যান্সেলারের বক্তৃতার পর [illegible] ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় উপাধি গ্রহণকারীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা করেন।

গত ১৯৩২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১৬০৭ জন নানা ডিগ্রী পান। [illegible] —২, [illegible] —২, [illegible] ৪৩১৭ [illegible] —১২৫, [illegible] —৩০৩, [illegible] —২১৩, [illegible] —১০২, [illegible] —[illegible] ৬৯৩ [illegible] ২৭১, [illegible] —১০৫, [illegible] —১৫৫, [illegible] —২৬ [illegible] —৭৩, [illegible] মোট —১১। এতদ্ব্যতীত [illegible] ৪, মোট এই ১৬০৭ জনের মধ্যে প্রায় এক সহস্র উপাধি গ্রহণকারী সমাবর্ত্তন উৎসবের দ্বিতীয় দিনের সভায় উপস্থিত হন। [illegible] ডিগ্রী পূর্ব্ব দিন অর্থাৎ গত শুক্রবার সমাবর্ত্তন উৎসব সভায় প্রদত্ত হয়।

যে ৮১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৫০ জন দ্বিতীয় দিনের সমাবর্ত্তন উৎসব সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ চারুচন্দ্র বসু ও রায় বাহাদুর ডাঃ কে এন বাগচী কোর্টস্ স্বর্ণ পদক লাভ করেন। শ্রীযুক্তা কমলা দেবী জুবিলী [illegible] স্বর্ণ পদক পান। ডাঃ সতীশ বসু ঠাকুর এবং ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ দাস ইঁহারা [illegible] [illegible] ডিগ্রী পাইয়াছেন। [illegible] নাথ রায় স্বর্ণ পদক পাইয়াছেন।

আর যাঁহারা যাঁহারা পদক [illegible] হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ [illegible] রায়, শ্রীমতী চিত্রা মজুমদার, শ্রীযুক্ত [illegible] মোহন কুমার, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ ও শ্রীযুক্তা উমা [illegible] উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

বিশ্বমোহন [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] যে সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

[illegible]—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ [illegible] পুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] বিচার ও সমালোচনা [illegible] এবং সমন্বয়বাদের [illegible] সাধারণ [illegible] নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় ব্যক্তি, পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষায় একমাত্র উপায়। [illegible] ভারতের [illegible] কাশী [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার জ্বর আবার আসে কি না। ছোট বোতল ৷৷০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৷০ একটাকা বার আনা। প্যাকিং [illegible] স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান :—

১৩নং [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা (২৪ পরগণা)।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] হইতে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] সম্পাদিত [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিত্যানন্দ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অপূর্ব্ব কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভক্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল, টীকা, সুন্দর অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি ও বিস্তৃত সূচীসহ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৭শ বর্ষ } ২৫ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৭ : ৩রা চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ : ১৭ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪৩, বুধবার { ২৯৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ গোবিন্দ, হাপু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৭

প্রণাম

——::(:০:)::——

প্রণাম, নমস্কার বা বন্দন ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। যেখানে নমস্কার, সেখানে দম্ভ নাই। এই নমস্কাররূপ যজ্ঞকে শাস্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়াছেন। নিষ্কপট কৃষ্ণকৃপা ভোগ করিতে করিতে 'কবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাইব'—এইরূপ উৎকণ্ঠার সহিত কায়মনোবাক্যে নমস্কারবিধানপূর্ব্বক প্রতিক্ষণে যাঁহারা কৃপার প্রতীক্ষা করিতে থাকেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম-লাভে অধিকারী হন। শ্রীঅক্রূর অভিবাদনের দ্বারা শিক্ষাদান করিয়াছেন। 'হে ভগবন্! আমার মত পতিত, অধম, অযোগ্য, অপরাধী, ঘৃণ্য আর কেহ নাই, আপনার কৃপাই মাদৃশ দীনের একমাত্র ভরসা, সুতরাং আপনার কৃপার প্রতীক্ষা করিয়া কায়মনে আমি একমাত্র আপনার শ্রীচরণে নমস্কারবিধান করিতে করিতে জীবন ধারণ করিব।'—এইরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত যাঁহারা দৈন্য ও নমস্কারময় জীবন যাপন করেন, তাঁহারা একমাত্র নমস্কাররূপ ভক্ত্যঙ্গ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—অপার দুর্গম, সংসারারণ্যে যাহারা ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে একবারমাত্র অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের নমস্কারই মুক্তির প্রাপক হইয়া থাকে।

'হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন'—এই বলিয়া দণ্ডের ন্যায় ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—দুই বাহুর দ্বারা শ্রীভগবানের দুই চরণ ধারণপূর্ব্বক অবনতমস্তকে এই বলিয়া প্রণাম করিবে,—'হে ভগবন্! মৃত্যু হইতে ভীত ও শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন'।

বাহুযুগল, পদযুগল, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি, মন ও বাক্য—এই আটটি অবয়বের দ্বারা যে প্রণাম করা হয়, তাহারই নাম 'অষ্টাঙ্গ-প্রণাম'। দৃষ্টির দ্বারা প্রণাম বলিতে চক্ষু ঈষৎ নিমীলনপূর্ব্বক প্রণাম; মনের দ্বারা প্রণাম বলিতে মনে মনে মস্তককে ভগবানের শ্রীচরণযুগলে স্থাপনপূর্ব্বক প্রণাম; এবং বাক্যের দ্বারা প্রণাম বলিতে—'হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন, কৃপা করুন' এইরূপ বলিতে বলিতে প্রণাম করিতে হয়।

দুই জানু, দুই বাহু, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি—এই পাঁচটি অবয়বের দ্বারা প্রণামের নাম 'পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম'। এই পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ প্রণামই বিধেয়। সকলকেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করাই উচিত। শ্রীঅদ্বৈতভগবান্‌কে বামদিকে রাখিয়া প্রণাম করাই বিধি। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অতি নিকটে প্রণাম নিষিদ্ধ। প্রণাম অবশ্য তিনবার করিতে হয়। সামর্থ্য থাকিলে তাহা অপেক্ষাও অধিকবার প্রণাম করা যাইতে পারে। নারদপঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে, শয়ন-ভোজনের আরম্ভকালে প্রথমতঃ শ্রীহরিকে, তৎপরে পিতা, মাতা, শিক্ষক, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পতি—এই পাঁচজন গুরু এবং দীক্ষাগুরুদেবকে অষ্টচত্বারিংশৎ (৪৮) বার অথবা ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) বার অথবা অষ্টাদশ (১৮) বার কিম্বা নয়বার প্রণাম করিবে। শ্রীবিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে দেখা যায়—স্থানাস্থান বিচার না করিয়া প্রভৃতি দর্শন করিবামাত্র শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিবে। শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের পর যাহা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়, সে সমস্তই পবিত্র হইয়া যায়। মানব একমাত্র প্রণাম-দ্বারাই শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইতে পারে। শ্রীস্কন্দপুরাণ-পাঠে জানা যায়—যিনি ধরাতলে দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করেন, তিনি শতমন্বন্তর কাল স্বর্গে অবস্থান করেন। যিনি ভূতলে দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইয়া পদাম্বুজ অর্চ্চন করেন, তিনি যে ফল প্রাপ্ত হন, শত শত যজ্ঞের দ্বারাও সেই ফল পাওয়া যায় না। জানুযুগল-দ্বারা ভূমিকে নিপীড়িত করিয়া ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া যিনি দেবদেব শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করেন, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল পান। ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে প্রণাম করিলে যে পুণ্য হয়, সহস্র কোটি তীর্থে গমন করিলেও তাহার ষোড়শাংশের একাংশ পুণ্যও লাভ হয় না। শঠতা করিয়াও সার্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করিলে শতজন্মার্জ্জিত পাতক তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। প্রণাম সময়ে ভূমির অবলুণ্ঠিত দেহে যতগুলি ধূলিকণা সংলগ্ন হয়, তত শত বৎসর বিষ্ণুলোকে অবস্থান হইয়া থাকে।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে পাই—শ্রীজগন্নাথকে যিনি প্রণাম করেন, তিনি ধন্য; সেই প্রণামই তাহার সমস্ত পাতক নষ্ট করিয়া দেয়। যে বালক, বালিকাগণ, বৃদ্ধগণ ও যুবকগণ শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করেন, তাঁহার সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন—জন্মমৃত্যুরহিত দৈন্যভাবাবিদারণকারী শ্রীভগবান্‌কে যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহাদের সহিত যমরাজের সাক্ষাৎ হয় না। যাঁহারা জগৎপতি শ্রীনারায়ণকে প্রতিদিন নমস্কার করেন, তাঁহাদিগকে বিষ্ণুলোক সহিত অন্য লোকে যাইতে হয় না। শ্রীনারদপুরাণপাঠে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণকে একবারমাত্র প্রণাম করিলে যে ফল হয়, দশটি অশ্বমেধের অবভৃথ স্নানেও তত্তুল্য ফল হয় না। যেহেতু, দশাশ্বমেধ যজ্ঞ যিনি করেন, তিনি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলে আর পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে গেলে দৈবাৎ ভূমিতলে পতিত হইবামাত্র তাহার দেহের পাতক নষ্ট হয়, আর পাপের সংস্রব তিনি আর করেন না। পদ্মপুরাণ বলেন—মানব দুরাচার, পাতকী হইয়াও যদি শ্রীহরিকে প্রণাম করিতে পারে, তবে লোক যেরূপ সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, তদ্রূপ যমদূতেরাও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীযমরাজ নিজদূতগণকে বলিয়াছেন,—"হে দূতগণ! যাঁহারা শ্রীচক্রধারিকে দেবতাগণেরও পূজ্য করিয়া থাকেন, সেই শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিলে আর কোনপ্রকার পাপ অবশিষ্ট থাকে না। অতএব তোমরা অতি দূরে যজ্ঞাদির ন্যায় পূত সেই প্রণত মানবকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা অন্যত্র গমন করিবে। যাহাদের জিহ্বা শ্রীভগবানের নাম-গুণ কীর্ত্তন করে না, যাহাদের মন তাহার শ্রীচরণারবিন্দ স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে প্রণত হয় না, সেই সকল বিষ্ণুপরাঙ্মুখ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে আমার নিকট লইয়া আসিবে।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—সংসারের পালক শ্রীহরিকে যে-সকল ব্যক্তি প্রণাম করেন, তাঁহারা কখনও সংসারসমুদ্রে পতিত

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

হয় না। ভক্তাপরাধে কেহ কখনও সংসার-সমুদ্রে পতিত হইলেও শ্রীহরি তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনৃসিংহ-মহারাজ বলিতেছেন—হে ভগবন্! আপনার প্রতি প্রণামের কি অদ্ভুত মহিমা! ঐ প্রণামের উদ্ধারক অন্তকও শতাশ্বমেধ-প্রয়োজন সেই সঙ্গলাভে সমর্থ হয়। আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া আশ্রয় করিয়াছি, তাহাতেই লোকপাল ও দেবগণ পূর্বে যে অনুগ্রহ পান নাই, আপনি দয়া করিয়া এই অনুরাগকে সেই অনুগ্রহ করিলেন।

শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে বর্ণিত আছে—যে মানবগণের মস্তক যে কোন প্রকারেই হউক, শ্রীহরির সম্মুখে পতিত হইয়া থাকে, অহো তাহাদিগের কি ভাগ্য, কি ভাগ্য। শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে ভগবান্ বলিতেছেন—যাঁহারা অদ্ভুত শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহকে প্রণাম করেন, উহাদের পদাবলম্বে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। আমি হংসপুচ্ছ বিবাহকল্পক লোকের হিংসাবিবাদে নিযুক্ত হইয়াছি। শ্রীহরিভাবিত্ব মর্ষা ঋষিগণকে আমি প্রকটরূপে পালন করিয়া থাকি এবং শ্রীভক্তিরূপে সর্বত্র ভক্তগণকে আমি রক্ষা করি।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলেন—যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে একবার মাত্রও প্রণাম না করে, তাহাকে শবতুল্য অর্থাৎ অস্পৃশ্য মৃতদেহ তুল্য জানিবে; তাহার সঙ্গে কদাচ আলাপ করিবে না। শ্রীস্কন্দপুরাণে বলেন—যাহারা বৈষ্ণবমূর্তিকে প্রণাম ও দর্শন না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীনারায়ণ দর্শন করিয়াই প্রস্থান করে, তাহারা নরকে গমন করে।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম বলেন—শ্রীভগবান্‌কে একবার প্রণাম করিলে তাহার জন্মাবধি সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। শ্রীবরাহ-পুরাণ বলেন—যদি কোন মানব বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহে শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করেন, তাহা হইলে সপ্তজন্ম পর্যন্ত শ্বিত্রকুষ্ঠ ও মূর্খতাপ্রাপ্তি হয়। শাস্ত্র আরও বলেন—শ্রীভগবানের মন্দিরে শ্রীভগবানের সম্মুখে, পশ্চাদ্ভাগে, বামভাগে বা অতি নিকটে গর্ভমন্দিরের মধ্যে জপ, ধ্যান বা নমস্কার করিবে না।

নমস্কারে ভক্তিযোগ। প্রণতই ভক্তিকে কখনও বঞ্চনা করিতে পারে না। ... প্রণত। প্রণতই কিছু বা দান। প্রণত ভিক্ষাটা ঘাড় বা সেবা।

প্রায়শ্চিত্ত

---::(০)::---

শ্রীহরির নামাভাসে সর্ববিধ পাপের উত্তম প্রায়শ্চিত্ত হয়। শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপের শান্তি হইলেও তাহাতে জীবের পাপপ্রবৃত্তি দূর হয় না। প্রায়শ্চিত্ত তিন প্রকার—কর্মপ্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। ব্রহ্মহত্যাদিকার্যের অনুতাপ হয়—তাহাই জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত। অনুতাপকার্যদ্বারা জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত হয়। অর্থাৎ কার্যকে পাপ বা দুষ্কর্ম বলিয়া অনুভূতির পর তজ্জন্য যে অনুতাপ, তাহাই জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত। জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনার নাশ হয়। দীন-দুঃখীকে অর্থাদি দান, পূজা-পাঠ-হোমব্রতাদি অনুষ্ঠান কর্মপ্রায়শ্চিত্ত। কর্মপ্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপ প্রশমিত হয়। অন্যায়পূর্বক উপার্জিত অর্থাদি সৎকার্যে ব্যয় করিলে উহাদ্বারা পাপের প্রশমন হয়। কর্ম প্রায়শ্চিত্তের ... [illegible]

... দ্বারা পাপ ও পাপবীজ বাসনার নাশ হয়; কিন্তু ভক্তিদ্বারা পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যার বিনাশ হয়। ভক্তিলাভ হইলে জীবের পাপ করিবার কোনপ্রকার যোগ্যতাই থাকে না। কর্মি-জ্ঞানীর জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, ভক্তের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ভক্ত পরমদয়াময় এবং ভগবানের সেবায় সতত ... [illegible] ... যুক্ত থাকেন না। ভক্ত সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের দ্বারা রক্ষিত। অতএব তাঁহাদের এক কোন দণ্ড কার্যের অনুষ্ঠানও নাই এবং প্রায়শ্চিত্তও নাই।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'য় লিখিয়াছেন,—

"ভক্তজনের পাপকার্য প্রায়ই অসম্ভব। যদিও কদাচিৎ অত্যাচার হইয়া পড়ে, তথাপি তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ইহার মূল তাৎপর্য এই যে, পাপ—কার্যরূপী ও বাসনারূপী। কার্যরূপী পাপকে 'পাপ' বলা যায় এবং বাসনারূপী পাপকে 'পাপবীজ' বলা যায়। কার্যরূপী পাপে স্বরূপনিত্যতা নাই; যেহেতু বাসনা-অনুসারে একই কার্য কখনও পাপ, কখনও নিষ্পাপ হইয়া উঠে। বাসনা অর্থাৎ পাপবীজের মূল অনুসন্ধান করিলে শুদ্ধ আত্মার দেহাত্মাভিমানরূপ স্বরূপ-ভ্রমই সমস্ত পাপবাসনার একমাত্র মূলহেতু বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। সেই দেহাত্মাভিমানরূপ স্বরূপভ্রম বা অবিদ্যা হইতে পাপ ও পুণ্য উভয়ই সাময়িক; আত্মার স্বরূপগত নয়। যে কর্ম বা বাসনা সাধুরূপে আত্মার স্বরূপলাভের সাহায্য করিতে পারে, তাহাই 'পুণ্য'। যদ্দ্বারা সে সাহায্যের সম্ভাবনা নাই, তাহাই 'পাপ'। ভক্তদিগের যখন আত্মার স্বরূপের ও স্বধর্মালোচনারূপ কার্যবিশেষ হইয়াছে, তখন সে আত্মাতে সমস্ত পাপপুণ্যরূপ সাময়িক অবস্থার মূলস্বরূপ অবিদ্যা ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া সম্পূর্ণ লোপ পাইতেছে। মাঝে মাঝে যদিও তিরোহিত কষ্ট বৎসের ন্যায় হঠাৎ পাপবাসনা উদিত হয়, তাহা ক্রমাবর্তী ভক্তির দ্বারা সহসা প্রশমিত হইয়া পড়ে। সেস্থলে প্রায়শ্চিত্তচেষ্টা বিফল। প্রায়শ্চিত্ত তিন প্রকার—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। কৃচ্ছ্রাদিব্রত-কার্যই কর্মপ্রায়শ্চিত্ত। অতএব ভক্তিই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। ভক্তদিগের প্রায়শ্চিত্তপ্রয়াসে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অনুতাপ কার্যদ্বারা জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত হয়। জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্তক্রমে পাপ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনাই নাশ হয়; কিন্তু ভক্তি ব্যতীত অবিদ্যার নাশ হয় না। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কর্মপ্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপ প্রশমিত হয়, কিন্তু পাপবীজ বাসনা এবং পাপ ও বাসনার মূল অবিদ্যা পূর্ববৎ থাকে।"

শ্রীভগবন্নাম সূর্যসদৃশ। সূর্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকার থাকে না, এমন কি, সূর্যোদয়ের পূর্বেই অন্ধকাররাশি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়; তদ্রূপ শ্রীভগবন্নাম-সূর্যের উদয়ের পূর্বাহ্নেই—নামাভাসকালেই অনর্থরূপ অন্ধকাররাশি সমূলে বিনষ্ট হয়। শ্রীনাম-কীর্তনকারীর পাপ বা অনর্থ ত' থাকেই না, নামাভাসকালেই পাপের মূল উৎপাটিত হয়—হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পাপপ্রবৃত্তিশূন্য হয়। যে-কোন প্রকারে নামোচ্চারণ করিলেও বৃথা যায় না; তাহা হইতেই মহা-অমঙ্গল বিনাশ ও মহামঙ্গলের উদয় হয়। শ্রীভগবন্নাম শুদ্ধভাবেই হউক বা অশুদ্ধভাবেই হউক, বাধ ব্যবধানরহিতভাবে কীর্তিত হয়, তাহা হইলেও বহু জন্মের সঞ্চিত পাপ নির্মূল ও অনাবৃত হয়। নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণের প্রবৃত্তি হইলে পাপপ্রবৃত্তি আর থাকে না। শাস্ত্রে মহাজনগণ নামাভাসের ফল এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"নামাভাস-শ্রবণেও অনেক মঙ্গল।
জীবের অনন্ত হয় সুকৃতি প্রবল॥
নামাভাসে নষ্ট হয় আছে পাপ যত।
নামাভাসে মুক্ত হয়, কলি হয় হত॥
নামাভাসে নর হয় সুপংক্তিপাবন।
নামাভাসে সর্বরোগ হয় নিবারণ॥
সকল আশঙ্কা নামাভাসে দূর হয়।
নামাভাসে সর্বাধিক শান্তি পায়।
শক, রক্ষ, ভূত, প্রেত, গ্রহ সমুদয়।
নামাভাসে সকল অনর্থ দূরে যায়॥
নরকে পতিত লোক সুখে মুক্ত পায়।
সমস্ত প্রারব্ধ-কর্ম নামাভাসে যায়॥
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ-প্রাপ্তি।
সর্বশক্তি হয়ে নামাভাসে আনন্দ॥
জগৎ-মঙ্গলকর শ্রেষ্ঠগতি পায়।
অখণ্ড একগতি সর্বশ্রেষ্ঠগণ॥
বৈকুণ্ঠাদি লোকপ্রাপ্তি নামাভাসে হয়।
বিশেষতঃ কলিযুগে সর্বশাস্ত্রে কয়॥
কৃষ্ণপদ ছাড়ি সব নামাভাসে পায়।
নামাভাসে পুনঃ শুদ্ধনাম হ'য়ে যায়॥
অবশ্য বিলম্বে হবে শুদ্ধ নাম হয়।
কৃষ্ণপ্রেম তবে দিবে হইবে নিশ্চয়॥
নামাভাসে সাক্ষাৎ সে ফল দিতে নারে।
নাম হ'য়ে প্রেম দেয় বিধি অনুসারে॥
অর্থবাদ ও কল্পনাতে যদি দোষ হয়।
দশ অপরাধ ছাড়ি' কর নামাশ্রয়॥
এক এক অপরাধ সংখ্যা করিয়া।
যত্নেতে ছাড়িতে দিবে বিনাশ করিয়া॥
সাধুর চরণে করি' দৃঢ় নিবেদন।
নাম কৃপা হ'লে অপরাধ-বিমোচন॥
অন্য শুভকর্মে নাম-অপরাধ ক্ষয়।
কোন প্রায়শ্চিত্ত-যোগে শুদ্ধি নাহি হয়॥
অনিবার্য নামে নাম-অপরাধ যায়।
তাহে অপরাধ কভু স্থান নাহি পায়॥
নিরন্তর নাম লয়, অনুতাপ করে।
তবে অপরাধ যায়, নাম ফল ধরে॥
অপরাধগণে শুদ্ধনামের উদয়।
শুদ্ধনাম পাইবার আর প্রেমময়॥
কেঁদে বলে,—"ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্বনাশ॥"
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যার ডাকে একবার।
কৃপা করি' কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥
মায়াকে পিছ'নে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তা'রে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া-আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল॥"

ভক্তিলাভ হইলে আর কাহারও কোন প্রকার অমঙ্গল থাকে না। শ্রীভগবন্নাম-কীর্তনকালে ভাবের পরমমঙ্গলের উদয় হয়—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্তে অন্যকোন বাধা বিশেষ কিছু করিতে পারে না; অপরাধই একমাত্র প্রতিবন্ধকাচরণ করে। এই অপরাধও শ্রীনামকীর্তনফলেই অপসারিত হয়। শ্রীনাম পাপী, তাপী, অপরাধী, দীন, দরিদ্র সকলের মঙ্গলবিধানার্থই অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপ করুণাময় শ্রীনামের প্রতি যাহার অনাদর, অশ্রদ্ধা—শ্রীনামের আশ্রয় না লইয়া যে অন্যকোনবস্তুকে অধিক মঙ্গলকর জ্ঞানে আশ্রয় করে—শ্রীনামের এত মাহাত্ম্য জানিয়া-শুনিয়াও যে তাঁহার শরণাগত হয় না, সেই ব্যক্তি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। কিন্তু এরূপ অপরাধীও যদি অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীনামকেই একমাত্র অগতির গতি জানিয়া নিরন্তর শ্রীনামকীর্তন করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরমার্থ লাভ সুনিশ্চিত। এইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ও "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" বাক্য কীর্তন করিয়াছেন। 'শব্দ'—শ্রীনাম-কীর্তন' হইতেই অনাবৃত্তি হইবে। ভবের সেবা-ফলে আবদ্ধ আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে না—জন্ম-মরণ-জ্বালা বহন করিতে হবে না। জীব পাপফলে নরকগতি, ও পুণ্যফলে দেবগর্ভ লাভ করে। পাপ-পুণ্যকে আশ্রয় না করিয়া একমাত্র পুরুষ

অবশ্যই কর্ত্তব্য। অনুক্ষণ ওঁদের আর পাপ ও পুণ্যের প্রতি অন্য কিছুই অবসর থাকবে না। অপরাধযুক্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ শ্রীনামোচ্চারণের বিধান করিয়াছেন। ব্যবধানযুক্ত কীর্ত্তন হলে দেরীতে ফল ফলিবে। যত বড় পাপ হউক না কেন, যদি নিরপরাধ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করা যায়, তবে তাহা এই হরিনাম পাইবেই। অপরাধের আবির্ভাব পাপবাসনা ও ভগবদ্বিমুখতারূপ অবিদ্যার বল হইতে উহার পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণনামই জীবের সাধন, সাধ্য ও জীবন-স্বরূপ। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' শ্রীকাশীখণ্ডকৌমুদী ও সংগ্রহ-আম্নায়োক্তবাক্য পুনঃপ্রবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো
নির্বিণ্ণ ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ।
যদ্যচ্যুতে ভগবতি স মনো ন সজ্জে-
ন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেন্নিলজ্জঃ॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—২৬৩ অঙ্কঃ)

যদি ভগবানে চিত্ত আসক্ত না হয়, তাহা হইলে পুরুষ নির্ভয়, জিতনিদ্র, একাকী, নির্বেদযুক্ত, যথার্থমার্গদর্শী, মিতাহারী, প্রশান্ত ও নির্লজ্জ হইয়া দিবারাত্র ভগবানের রতিজনক নামসমূহ পাঠ করিবে। বিষ্ণুধর্ম্মে সর্ব্ববিধ পাপ, অতিপাপ ও মহাপাপের অনুষ্ঠানকারী এক ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার উপদেষ্টা ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন,—তাঁহার চিত্ত এতটা চঞ্চল যে, তাঁহার পক্ষে সমস্ত অনুষ্ঠানই অসাধ্য; তাঁহার পক্ষে উপায় কি? তখন তাঁহার উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ তাঁহার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—

"উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।
'গোবিন্দে'তি সদাবাচ্যং ক্ষুৎতৃট্-
প্রস্খলিতাদিষু॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ—২৬৩ অঙ্কঃ)

ভূমি উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান, আগমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা-প্রস্খলনাদি যে কোন অবস্থায় সর্ব্বদা "গোবিন্দ" এই নাম উচ্চারণ করিবে।

বুদ্ধিমন্ত খাঁ—যাঁহাকে গৌড়ের বাদশাহ হুসেনশাহ কৈরোয়ার জল মুখে প্রদান করিয়া জাতিভ্রষ্ট করাইয়াছিলেন, তিনি কাশীতে গমন করিয়া কাশীবাসী পণ্ডিতগণের নিকট যখন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন, তখন তাঁহারা বলিলেন,—

"তপ্ত-ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণ।
কেহো কহে—এই নহে 'অল্প' দোষ হয়॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৮৮-১৮৯)

তিনি পণ্ডিতগণের প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের তারতম্য দেখিয়া তাঁহাদের কাহারও ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া সন্দেহচিত্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে যখন শ্রীমহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাইবার পথে বারাণসীতে শুভাগমন করিলেন, তখন শ্রীবুদ্ধিমন্ত তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করিলেন। তদুত্তরে শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন,—

"প্রভু কহে, 'ইঁহা হৈতে যাহ' বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন॥
এক 'নামাভাসে' তোমার
পাপ-দোষ যা'বে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্ত॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৯১ ১৯৩)

শ্রীনামরূপী স্বয়ং যাঁহার প্রভু—আশ্রয়, তাঁহার আর কোন চিন্তা নাই। এই বিশ্বে শ্রীনাম ব্যতীত জীবের বাস্তব আশ্রয় আর কিছু নাই। এ জগতের দুই অংশ, স্থূল-সূক্ষ্ম বস্তুর তার অতিরিক্ত যে জগতে নাই। বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীনাম এ জগতের স্থূল সূক্ষ্মের অতীত—অপ্রাকৃত বিগ্রহবান্। শরণাগত প্রপন্ন জীবকে এজগৎ হইতে পরজগতে লইয়া যাইবার জন্যই তাঁহার কৃপাবতার। অনাদিবহির্মুখ অপরাধে অপরাধী কলি-জীবকে অপার করুণাবিতরণার্থই করুণাময়ের নামরূপে—শ্রীনামরূপে অবতার। সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম-কীর্ত্তনেই সমস্ত অপরাধের নিবৃত্তি ও পরাশান্তি লাভ হয়। স্বয়ই শ্রীকৃষ্ণ। সাধুসঙ্গীগণই—চেতনের আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণাশ্রিতগণ। বৈকুণ্ঠ শব্দই শ্রীনাম বা হরিকথা। শব্দব্রহ্ম শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যোগযুক্ত এবং সাধুসঙ্গীগণের দ্বারাই ভগবৎসংস্পর্শ লাভ হইবে। সেইজন্যই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশচীমাতাকে উপদেশ করিয়াছিলেন,—"মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা, মুখে বল হরি।"

তাই আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, প্রত্যেক কার্য্যকালে, প্রতি মুহূর্ত্তে শ্রবই আমাদের শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয়, স্মরণীয় ও চালক হউন। "দয়াময় শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণ ছাড়া আর আমার কেহ নাই"—এই উপলব্ধির সহিত "তাঁহারা নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, কৃপা করিবেন" এই দৃঢ় আশাবন্ধ হৃদয়ে অনুক্ষণ ধারণ ও বর্দ্ধন করিতে করিতে যেন সাধুগণের অপ্রমত্ত হইতে পারি; কৃপার পথে শরণাগতের পথে—সাধুসঙ্গীগণের পথে হাঁটিতে হাঁটিতে ব্যাকুলপ্রাণে, আর্ত্তহৃদয়ে, আপনভাবে দুঃখের সহিত স্ফুট ও অস্ফুটভাবে আবেদন নিবেদন আপনমুখে কৃপাপ্রার্থনা করিতে করিতে যেন আরাধ্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিতে পারি। এই পথের পথিকের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী—এই সাধুশাস্ত্রের বাণী যেন আমার হৃদয়ে আসন বিস্তার করে, ইহাই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(০)::——

শ্রীগুরুদেবে, শ্রীগুরুদেবের প্রিয়তম স্থান শ্রীমথুরামণ্ডলে এবং গোষ্ঠে যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণে, সজ্জন বৈষ্ণব বৃন্দ, ভূলোকে যাঁহারা দেবতা, সেইরূপ স্বগণ-সহিত ব্রাহ্মণগণে, নিজমন্ত্রে, শ্রীনামে এবং যুগলকিশোরে দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া রতি করিতে হইবে। যে জিনিষটী বিষয় হইতে, ভোগাদর্শন হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে, তাহাই মন্ত্র। মন্ত্রাদির দ্বারাই বাসনা হইতে ত্রাণ হয়। দম্ভ পরিত্যাগ করিতে না পারিলে গুরু, গৌরাঙ্গ প্রকৃতির সেবা করা দূরে থাকুক, তদ্বস্তুর প্রভু সাজিয়া তিক্তা [illegible] করিয়া ফেলব।

এ জগতে যাহা দেখা যাইতেছে, আর যাহা দেখা যাইতেছে না তাহা সব কর্ম্মের বিকার হেতু। বিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই এক্সা হইতে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। যে জিনিষ অর্জ্জন করিতেছি, সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, তাহা দুইদিন পরে ছাড়িয়া দিব। যাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। ভগবান্ এই সব জগতে আছেন, কিন্তু বস্তুজ্ঞান ভগবান্ নহে। জগতের লোক এইসকল বস্তুকে নিত্য মনে করিয়াছে। এই জগৎ নিত্যকাল পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এ জগৎ-সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছি, তাহা সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই জগতের শেষ নাই; ভবিষ্যতের দিকে যত অগ্রসর হওয়া যাবে, দুইদিন পরে সব যায় নিঃশেষ হইবে। এ জগতের স্বরূপ—অসৎ অর্থাৎ অনিত্য, আর ভগবানের লীলা বা ক্রিয়া নিত্য।

ইহ-সংসারে আমরা যে সব কর্ম্ম করি, তাহা যদি ধর্ম উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, আর সেই ধর্ম যদি বিষয় হইতে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যদি তাঁহাদের সেবায় পর্যবসিত না হয়, তাহা হইলে আমরা জীবিত থাকিলেও মৃত অর্থাৎ আমাদের ক্রমবিবর্ত্তন বৃথা। বৃথা এ বৈরাগ্যের সার্থকতা হইবে—যদি ভগবৎ সেবা হয়, নতুবা ধর্মানুষ্ঠান ও বৈরাগ্যের কোন মূল্য নাই।

আমরা সকলেই দেশে দেশান্তরে বাস করিতেছি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া পবিত্র রাজ্যের যে সমস্ত জিনিষ আমাদের নিত্যমঙ্গলের বাধা জন্মায়, তৎসম্বন্ধে আমরা আছি। সাধুসঙ্গ ব্যতীত এ সকলের হাত হইতে আমাদের নিস্তার পাওয়ার উপায় নাই; যাঁহারা এ জগতের অনিত্য বিনাশধর্মশীল দেহ ধারণ করিয়াও প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিত্য অবিনাশী বিভূতগণের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুসন্ধানে পর্য্যন্ত হন না। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধুসঙ্গে থাকিয়া সদসৎ বিবেচনা শ্রবণ করিলে আমাদের কর্ণে এতকাল যে সকল অসৎকথা—ভগবৎ-বিষয়ক কথা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইবে।

শ্রীভগবানের কথা নিত্য পূর্ণজ্ঞানময়—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়; আর শুদ্ধ সজ্জনের মুখেই তাহা কথা কীর্ত্তিত হয়; সুতরাং এরূপ সজ্জনের সঙ্গ—সাধুর সঙ্গ শুদ্ধ হইলেও অনুসন্ধান করিতে হবে। আমরা যে সকল কথায় শ্রদ্ধা করি যে সমস্ত কথা শুনিতে আমাদের ভাল লাগে, তাহা এ জগতের মায়ামুগ্ধ জীবগণের অনর্থযুক্ত জীবগণের ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত বিচার-বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে—উহাতে নিত্যমঙ্গলের—আশ্রয়গণের কোন কথা নাই, উহা অনিত্য দেহমনের তাৎকালিক তৃপ্তিকর মাত্র। কিন্তু সাধুগণের নিত্যযুক্ত ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কথায় আমাদের রুচি না হইলেও তাহা বৈকুণ্ঠের চেতনরাজ্যের [illegible] আমাদের মঙ্গলের—নিত্য সচ্চিদানন্দের প্রসন্নতা বিধান করে।

শ্রদ্ধা যদি না হয়, তাহা হইলে সাধু বা ভগবদ্দর্শন হয় না। মৎসরতা বা হিংসা আসিয়া উপস্থিত হয়। হিংসা আসে কেন? অত লোক আমার উপর চড়িয়া যাইতেছে এই জন্যই ভগবদ্ভক্তকে নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের ধর্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঋষমুখী ও যে ধারণা লইয়া পূর্ব্ব বেড়াইতেছে, তাহা যদি কখনও লোক-[illegible] ব্রহ্মা প্রভৃতি হয় নাই। তাহাতে নিত্য ভাগবতগণের ও ভগবদ্ভক্তগণের কথা [illegible] এই সকল বিষয় যদি বুঝিতে চেষ্টা করা, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-জগতের বাধাই সমস্ত ও কাটিয়া গেল, আমি সেব [illegible] না, আমি সেবা নাই'—এই বুদ্ধি যদি উদিত হয়, তাই হইলে সকল দুষ্কৃতি মাতা-পিতা বা [illegible] আত্মীয় স্বজনের কাছ হইতে পাইয়াছি ও শিখিয়াছি সমস্ত কাটিয়া যাইতে পারে। তাহা না হইলে ঐ দুষ্কৃতি-জাত আবরণ দূর হইতে থাকিবে।

ভগবান্ যে ভোক্তা, ইহা বুঝিয়া সেই সংসার। ভগবানের যে ছায়া [illegible] দিয়া নিষ্কপট করিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ-কামনার দুঃখ করিয়া দেন, তিনিই হইতেছেন দুর্গাদেবী। ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই তিনি [illegible] করিয়াছেন। সেই ছায়ার জন্য পর্য্যবসান করিলে কিছু সুবিধা হবে না।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তিপ্রকাশক বাণী ও সাধের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা-বিশেষিত ব্যক্তিগণ শ্রীনদীয়া প্রকাশের গ্রাহক হওয়ার অধিকারী। অগ্রিমদেয় বার্ষিক নদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষারূপে নিম্নলিখিতের ভগবৎসেবার কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই উহার মূল্য ভিক্ষা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ রবিবার ও অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহই প্রকাশিত হইবেন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তারিখ-অনুযায়ী মিলাইয়া দেখা অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী মিলাইয়া দেখাই সুবিধাজনক।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া গেলেও তিন মাসের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনা পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের খুচরা গ্রাহক হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। প্রত্যুত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ আনার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের খবর লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত কর্তব্য। স্পষ্ট ও পূর্ণ ঠিকানা না পাইলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রত্যেক ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় পত্রাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুভাকাঙ্ক্ষীগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশের গ্রাহকের ন্যায় [illegible]

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষাদি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও ২য় দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতি লাইনে প্রতি ইঞ্চি	২,	১।০
„ „ সিকি কলম	৫,	৪,
অর্দ্ধ কলম	৮,	৬,
এক কলম	১২,	১০,

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে দর স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

আসামে ও পাঞ্জাবে ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথ

ইউ পি'র সংবাদে প্রকাশ গত ১০ই মার্চ অপরাহ্নে আসাম ব্যবস্থাপক সভায় সরবরাহের সুব্যবস্থা ও খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বন্টনের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বে-সরকারী প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাদুল্লা বলেন যে, আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে দেড় কোটি গজ ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথ আসামে আমদানী করা হইবে। প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন যে, দরিদ্র শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে এই ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথ বিতরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা করিতেছেন। তিনি বলেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই এই প্রদেশকে এক হাজার গাঁট [illegible] সরবরাহের আশ্বাস দিয়াছেন।

পাঞ্জাবের সর্বত্র ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয়ের জন্য পাঞ্জাব সরকার সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ৪ রকম মূল্যের কাপড় বিক্রয় করা হইবে। মাথা পিছু একখানি ধুতি অথবা শাড়ী বিক্রয় করা হইবে।

মার্কিণ খনি শ্রমিক সভা

গত ১৭ই মার্চ রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, মিঃ জন লুইস মার্কিণ খনি শ্রমিকগণের আন্তর্জাতিক সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। উহা লইয়া তিনি এই পদে [illegible] বার নির্বাচিত হইলেন।

নিউইয়র্কে ১৫জন জার্ম্মাণ গ্রেপ্তার

মার্কিণ গোয়েন্দারা সহরের নানাস্থানে হানা দিয়া বার্লিন হইতে নির্দ্দেশিত এক গুপ্ত আন্দোলন সংশ্লিষ্ট ১৫ জন জার্ম্মাণকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল "জার্ম্মাণীর তথাকথিত শান্তিপূর্ণ আক্রমণ [illegible] মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে বুঝাইবার চেষ্টা করা।"

তামাকের উপর কর ধার্য্যের প্রস্তাব

ইউ, পি, এর ১৭ই মার্চ এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বর্তমান বাজেট প্রস্তাবে তামাকের উপর প্রতি পাউণ্ডে ৩ আনা হারে কর ধার্য্য করায় 'কলিকাতা বিড়ি তামাক ব্যবসায়ী সঙ্ঘের' সহকারী সভাপতি মিঃ [illegible] প্যাটেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের এক সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত কর ধার্য্য করা হইলে এ দেশের গরীব লোকদের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে এবং উহাদিগকেই উক্ত করভারের অধিকাংশ বহন করিতে হইবে।

সিন্ধুতে নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

ইউ, পি'র গত ১০ই মার্চ এক সংবাদে প্রকাশ,—সিন্ধু মুসলিম লীগসহ বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে আলোচনার ফলে তথাকার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য এক নূতন পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ঐ নূতন পরিকল্পনার মূলনীতি হইবে—(১) জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের সমান রাজনৈতিক অধিকার; (২) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত নাগরিকের সমান সুযোগ ও অধিকার; (৩) অর্থ, ক্ষমতা ও জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল সমস্ত সামাজিক পার্থক্য রহিত হইবে এবং সমস্ত লোক এক ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবে

উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নলিখিত শ্রেণীর লোককে সাহায্য করা আবশ্যক—(১) প্রায় চারি লক্ষ ভূমিহীন কৃষক পরিবার; (২) প্রত্যেকের ২৫ একরের কম জমি আছে এরূপ প্রায় এক লক্ষ পরিবার; (৩) মাসিক ৫০ টাকার কম উপার্জ্জন করে এরূপ সমস্ত শ্রমজীবীর পরিবার। শ্রমজীবী বলিতে শিক্ষকদিগকেও বুঝাইবে। সিন্ধু প্রদেশের মোট ৪০ লক্ষ লোকের মধ্যে উক্ত তিন শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ৩২ লক্ষের উপর।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য [illegible] প্রভুপাদ বিভিন্ন সময়ে [illegible] যে সকল কথা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।৮০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ। মূল্য ২. টাকা।

—প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে [illegible] বিচার ও আলোচনাই প্রদর্শিত এবং সম্প্রদায়সম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ।৮০ আনা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার

সর্ব্বব্যাধির একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষার একমাত্র উপায়। [illegible] অভূতপূর্ব্ব। প্লীহা, যকৃৎ-সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৮০ বার আনা, বড় বোতল ১।৵০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীরাধাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
নন্দকিশোর অধিকারী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সজ্জন কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অপূর্ব কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'প্রতিভা' নামক ব্যাখ্যা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সজ্জনতোষণী বাংলায় বিজ্ঞাপিত।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

ভক্তকৌস্তুভম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত মূল, টীকা, মূলের অন্বয় অনুবাদ, টীকার অনুবাদ প্রভৃতি বিস্তৃত সংস্করণ নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৭শ বর্ষ } ২৬ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৯৬ ; ৪ঠা চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৮৯ ; ১৮ই মার্চ, ইং ১৯৮৩, বৃহস্পতিবার { ২৯৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ গোবিন্দ, কৃতাদি কাদশোমশায়ী, গৌরাব্দ ৪৯৬

পরিক্রমা ও আত্মনিবেদন

——::(০)::——

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা একাধারে যুগপৎ নবধা ভক্তি সাধনের সুবর্ণসুযোগ জীবকে প্রদান করিয়া থাকেন। এই পরিক্রমায় যাবতীয় অধিকারের জীব শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌরকামের সেবা লাভ করিবার সুযোগপ্রাপ্ত হন। পরম কারুণিক শ্রীশ্রীগুরুবর্গ জীবের প্রতি অযাচিত কৃপা বিশেষোন্মুখ হইয়া এই পরিক্রমা-মহোৎসব প্রকট করাইয়াছেন। জীব যাহাতে নিজ নিজ অধিকার হইতে ক্রমোন্নতির সোপানে অগ্রসর হইয়া উত্তরোত্তর সেবাবৃদ্ধিসহকারে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে সর্ব্বাত্মনিবেদন করিতে পারেন, তজ্জন্যই অর্থাৎ হরিজনের কায়, মন ও বাক্য—সমগ্র সাধনে আত্মনিবেদন ব্যতীত ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অধিকার হয় না, ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীগুরুবর্গ আত্মনিবেদনের পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে এই নবধা ভক্তির একত্র অনুষ্ঠান শ্রীপরিক্রমা-মহোৎসব করিয়া থাকেন। নবধা ভক্তি-যাজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠই আত্মনিবেদন। আবার নিবেদিতাত্মা হওয়া নবধা ভক্তি যাজন করিলে ঐ যজ্ঞে সকল সাধনের পরম প্রাপ্তিতে আত্মনিবেদন

আমরা শ্রীগুরুবর্গের কৃপায় নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ এই ধাম পরিক্রমা করিয়া যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা না হই, তাহা হইলে শ্রীধাম পরিক্রমা হয় নাই বুঝিতে হইবে। পরিক্রমা করিয়াও যদি আমরা পুনর্বার দেহ-গেহাদিরূপে আত্মবিনিষ্ট হই, তত্রাপি ভোগের প্রবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে সমস্ত শ্রম বিফল হইয়াছে জানিতে হইবে। আর যদি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আমরা প্রকৃত হৃদয়ে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা-রূপ শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌরকামের সেবা করিবার জন্য প্রত্যাবর্তিত হই, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কি গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী—সকলেরই শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে চিরদিন ক্রীত গাভী-অশ্ব-কুক্কুরাদি পশুর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে নিজচেষ্টাশূন্য এবং শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইচ্ছাই সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বক্ষণে চেষ্টার হেতু জানিয়া আচরণ করিবার উত্তরোত্তর উদিত হইবে এবং যাহাতে এই আত্মনিবেদন কখনও ভঙ্গ না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে সচেতন থাকিয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা প্রার্থনা করিবার অকপট আর্ত্তি হৃদয়কে অধিকার করিবে। 'আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিক্রীত পশু'—এই আত্মনিবেদন যত গাঢ় হইবে, ততই দেহের সুখ ও পুষ্টিচিন্তাসমূহ অভিভূত হইতে থাকিবে এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জন্য অবিরাম চেষ্টা ব্যতীত অন্য চিন্তা আমাদের নিকট তুচ্ছ হইয়া উঠিবে। যেমন গৃহপালিতের সব করিলে নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা ও শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের জন্য চেষ্টাশীলতা সর্ব্বক্ষণ অন্তরে জাগরিত থাকে—তাঁহাদের সব ত্যাগ করিয়া নিজের সুখদুঃখাদির বা অন্য দেহের বিস্মৃতি বিমুখ আত্মীয়-স্বজনাদির চিন্তায়

ব্যস্ত হইবার প্রবৃত্তি থাকিবে না। কিন্তু পরিক্রমা করিয়া যদি সত্য আত্মনিবেদনের ভাবে অনুপ্রাণিত না হয়, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকে আপনজন ও শ্রীধামকে আপন আবাস বলিয়া উপলব্ধি না হয়, নিজের পৃথক অস্তিত্ব এবং বাঁধিবার বুদ্ধি প্রবল থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—মহতের চরণে অপরাধই তাহার একমাত্র কারণ। অন্তরে মহদপরাধ বজ্রের ন্যায় কঠিন থাকায় শতবার যাজন করিলেও তাহা আমাকে স্পর্শ করে না, হৃদয়ে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিবার প্রবৃত্তি উদয় করায় না। তবে অপরাধ আছে বলিয়া হতাশ হইলে হইবে না—ভক্তিপথ ছাড়িয়া অভক্তির পথ আশ্রয় করিতে হইবে না। অপরাধ থাকিলে মহতের চরণে, শ্রীনামের চরণে শরণগ্রহণ দ্বারাই অপরাধ দূরীভূত হয়। শরণাগতি বা আত্মনিবেদন ব্যতীত অপরাধ দূর হইবারও উপায়ান্তর নাই। শ্রীনামের চরণে শরণাগতি-উদয়ের পূর্ব্বাভাসেই অর্থাৎ শ্রীনামের কৃপায় আভাসেই হৃদয়ের সমস্ত অপরাধ নির্মুক্ত হওয়া যায়; আর সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন হইলে শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় পূর্ণবিকাশ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। শাস্ত্রে বহুপ্রকার প্রাপ্তি বা আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তন্মধ্যে শ্রীব্রজবাসিগণের সর্ব্বাত্মসমর্পণের আদর্শ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের আত্মনিবেদনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য, ধর্মার্থ-কামনা নাই। শ্রীব্রজবাসিগণের সর্ব্বাত্ম-নিবেদন দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিজ শ্রীবিগ্রহ হইতেও শ্রীকৃষ্ণের নিজ শ্রীউদ্ধব মহারাজ সেই শ্রীব্রজবাসিগণের শ্রীপাদপদ্মরেণু লাভের জন্য শ্রীবৃন্দাবনের গুল্মলতা-ওষধি প্রভৃতির মধ্যে যে-কোন

একটী রূপে জন্মলাভের প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥"

(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

—'অহো, শ্রীবৃন্দাবনে যে সকল গুল্ম-লতা-ওষধি, যাহা শ্রীব্রজসুন্দরীগণের শ্রীচরণরেণু সেবা করে অর্থাৎ শ্রীচরণরেণু মস্তকে ধারণ করে, আমি সেই সকলের মধ্যে যেন কোন একটী হইতে পারি; সেই ব্রজসুন্দরীগণ দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ (শাস্ত্র ও সদাচার) ত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় শ্রীমুকুন্দ-পদবী ভজনা করেন।'

আমরা অযোগ্য হইলেও, শত অপরাধে অপরাধী হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরধাম মহামহাবদান্য, আমাদের দুর্ভাগ্যেরও যেরূপ সীমা নাই, তাঁহাদের মহাবদান্যতারও তদ্রূপ সীমা নাই; আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা যেরূপ বলিয়া শেষ করা যায় না, তদ্রূপ এ হেন দুর্ভাগাদের প্রতি শ্রীগুরুবর্গের কৃপার কথাও বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য—সকলাবস্থায় শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র আশ্রয়। তাই আমরা যাহাতে শ্রীগৌরধামে—নবদ্বীপ-মণ্ডলে শ্রীপাদপদ্মে নিজের সমস্ত অর্পণ করিতে পারি, এরূপ ভাবে আত্মনিবেদনের শ্রেষ্ঠ শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীমায়াপুরবাসী শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীমায়াপুর শশধর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে সর্ব্বাত্মনিবেদন করিয়া যেন অকপটে থাকিতে পারি।—

"আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি'
হইনু পরম সুখী।

দুঃখ ও অন্যরূপ হয় শাস্ত্রের প্রমাণ। একরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন অত পরে

দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি।
অশোক-অভয় অমৃত-আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে করিব সেবন,
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী।
তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥
ভকতিবিনোদ আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত
থাকিয়া তোমার ঘরে॥"

ভক্তিলাভের উপায়

——:*:——

যাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান ও দুঃখ দূর হয়—পাপ, পাপবীজ ও বাসনা বিনষ্ট হয় তিনিই সচ্চিদানন্দময় ভগবান্। পরতত্ত্ব বস্তু শ্রীভগবান্—সুখময় বস্তু। সুখের প্রাপ্তিতে দুঃখ, অশুভ, বিশেষতঃ অজ্ঞান বা মোহ আনুষঙ্গিকভাবেই দূর হয়। সুখময় ভগবানের আবির্ভাবে দুঃখের মায়া দূরীভূত হয়।

সদ্বৈদ্য বা কবিরাজ রোগের মূল-কারণ বা নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করেন। জীব উপাধির বশে এই স্থূল শরীরকে 'আমি' বুদ্ধি করে—স্ত্রীপুত্রকে প্রিয়, অচেতনকে চেতন, পরকে আপন, আপনকে পর বোধ করে; জীবের এরূপ রোগের নিদান ধরিয়া চিকিৎসা না করিলে ভাসাভাসা চিকিৎসা করিলে রোগ সারে না। ভগবৎ-বিমুখতাই এই রোগের মূল। ভগবদ্‌বিমুখ জীবগণ ... তাহাকে আপন বলিয়া মনে করিতেছে—তাহাতে প্রীতি করিয়া সংসারবন্ধনকে ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতেছে। এরূপ কঠিন রোগের ভাসাভাসা চিকিৎসা করিলে ফল হয় না, নিদান ধরিয়া চিকিৎসার প্রয়োজন।

ভগবৎ-সাম্মুখ্যই বৈমুখ্য-রোগের একমাত্র মহৌষধ। সাম্মুখ্য হইলে বৈমুখ্য দূর হয়। এই সাম্মুখ্য তিনপ্রকারে হয় (১) কর্ম্ম, (২) জ্ঞান ও (৩) ভক্তি। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন যোগ্যতানুসারে তাহারও কর্ম্মে, কাহারও জ্ঞানে ও কাহারও ভক্তিতে অধিকার। মঙ্গললাভের জন্য যত রাস্তা আছে—যত উপায় আছে, সকলকেই এই তিনটীর মধ্যে আসিতে হইবে। এই তিনটীর কোনওটীর মধ্যে না আসিলে তাহাকে উপায় বলা যাইবে না। ভগবান্ শ্রেয়ঃকামিগণের জন্য এই তিনটী পথের কথা বলিয়াছেন।

এই তিনটী পথের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ভক্তির সাহায্য বিনা কর্ম্ম বা জ্ঞান জীবের বৈমুখ্য সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত করিতে পারে না। শ্রীভক্তিদেবীর সাহায্য ব্যতীত যে কর্ম্ম ও জ্ঞান, তাহা বিষময় ফলই প্রদান করে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"জগতে উচ্চতর শ্রেণীর মানবগণের মধ্যে পারলৌকিক বিশ্বাসযোগ্য শ্রেয় লাভ করিবার তিনটী পথ আছে; তাহা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি নামে প্রসিদ্ধ। চিদ্বৈচিত্র্যবাদিগণ এই তিনটী পথ বা উপায়ে প্রাপ্য বস্তুকে ও এই তিনটী পথ বা উপায়কে একাকার এবং চরমে নির্ভেদবাদে চেতনের সমস্ত বৈচিত্র্যকে স্তব্ধ করিয়া ফেলিতে চাহেন। বদ্ধদশায় জীবের সাধারণ ভোগময় কর্ম্মশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে 'কর্ম্মমার্গ', বহুতা ত্যাগ করিয়া ত্যাগোপযোগী অবিদ্যাধ্যনের লাভ বিবর্ত্তরূপ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকে 'জ্ঞানমার্গ' এবং প্রাকৃত অতীত ভগবদ্বস্তুর অপ্রাকৃত সেবাপর ভক্তের অপ্রাকৃত অনুশীলনকে 'ভক্তিমার্গ' বলে।"

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের দাস্য—লীলার নিত্য-সেবাপ্রাপ্তিই জীবের স্বরূপাবস্থান বা সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা। ইহা একমাত্র ভক্তিদ্বারাই লভ্য; কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রয়াসের দ্বারা ইহা লাভ করা যায় না। "ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।" ভক্তিদেবী যেখানে, সেখানে কর্ম্ম ও জ্ঞান তাঁহার দ্বারে তাঁহার সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত। তাহারা ছায়ার ন্যায় ভক্তিমহারাণীর সহিত বিচরণ করে।

"যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥"
(শ্রীভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

—কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম্ম বা অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধনসমূহদ্বারা জগতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, মদীয় ভক্ত ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসেই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যদি কখনও প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ, এমন কি, বৈকুণ্ঠ-লোকও লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করিলে কর্ম্মফল-ভোগবাসনা হইতে জীবের মুক্তি হয়। ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাবান্ জনও কর্ম্মভোগ-বাসনা দুঃখদায়ক বলিয়া না বুঝিতে পারেন। তিনি এই রূপ পরিহারের জন্য বৃথা যত্ন না করিয়া ভগবৎকথায় দৃঢ়তা স্থাপন করত শ্রদ্ধাসহকারে ভগবদ্ভজন করেন।

একমাত্র প্রয়োজনীয়—প্রাপ্য—উপেয় বস্তু লাভের যে উপায়, তাহা শ্রীভক্তিদেবীর কৃপাকটাক্ষ। শ্রীভক্তিদেবীর কৃপাকটাক্ষ-লাভের উপায়—শ্রদ্ধা। "কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" সাধুসঙ্গ হইতেই দৃঢ়—অচলা শ্রদ্ধা লাভ হয়। শ্রদ্ধাবান্ জনই ভক্তি-অধিকারী।

সাধনভক্তির মূল শ্রদ্ধা এবং সাধ্যভক্তির মূল লোভ। সাধনপথে জীবের কৃষ্ণের প্রতি যে গতি, তাহা শ্রদ্ধা হইতে হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই রূপে অধিকার নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥"
(শ্রীচৈঃচঃ মধ্য ২২।৬৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,
"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্
পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ
গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো
মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি
হৃদি স্থিতে॥"
(শ্রীভাঃ ১১।২০।২৭-২৯)

—মদীয় কথিতকথায় শ্রদ্ধাযুক্ত, কর্ম্মসমূহে নির্ব্বিণ্ণ পুরুষ বিষয়বাসনাসমূহকে দুঃখাত্মক জানিয়াও তৎপরিত্যাগে অসমর্থ হইলে "শ্রদ্ধাবান্‌ই সম্যক্‌রূপে নিষ্ঠাবান হইবে"—এরূপ দৃঢ়নিশ্চয়-সহকারে দুঃখপরিণামক বিষয় ভোগের সহিত তাহাতে অপ্রীত হইয়া প্রীতির সহিত আমার আরাধনা করিবেন। পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগে নিরন্তর আমার সেবা করেন, তাঁহার হৃদয় আমার প্রতি একাগ্রভাবে আসক্ত হইলে হৃদয়স্থিত যাবতীয় বিষয়বাসনা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভক্তির starting point শ্রদ্ধা। কর্ম্মের দ্বারা বা জ্ঞানের বলে ভগবৎকৃপা পাওয়া যায় না। ভগবৎ-কৃপা অহৈতুকী। অন্যান্য দ্বারা ভক্তি লাভ করা যায় না। কর্ম্ম—অভক্তি, বিশ্বাস নাই। ... ভক্তি পাওয়া যায়। কৃপালাভ ও ভক্তি—সমগোত্রীয় বস্তু; শ্রদ্ধা বা সেবোন্মুখতা বা ভগবৎকৃপা-মহৌষধী। নিষ্কপট সেবোন্মুখতা ভগবানের কৃপায় যোগ্য অযোগ্য বিচার নাই। যিনি শ্রীভগবানের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্—যিনি কৃপার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইবেন অর্থাৎ আত্মচেষ্টা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক আত্ম-নিবেদন করিবেন, তাঁহার উপর শ্রীভগবানের কৃপা অজস্র ধারায় বর্ষিত হইবে। শ্রীভগবানের নিত্যস্বভাবত সর্ব্বজীবে অহৈতুকী কৃপাবিতরণ। সংসারক্ষয়োন্মুখ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ ভগবৎকৃপা, শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রসূত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকামনায় অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-লাভের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, কিন্তু ভক্তিপ্রবর তাহা নহে। ভক্ত—সচ্চিদানন্দ ভগবানেরই ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে অখিল চেষ্টা। ইহাই জীবস্বরূপের ধর্ম্ম। শ্রদ্ধা বা দৃঢ় বিশ্বাস সাধুসঙ্গ হইতেই উহার প্রকাশ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বদ্ধজীবের কিরূপভাবে ক্রমপন্থায় পরম-চরম প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের
'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দধাম॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২৩ ৯-১৩)

কোন ভাগ্যোদয়ে সুকৃতিফলে কোন জীবের যদি অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, তাহা হইলে সেই জীব ভগবদ্ভক্তগণ সাধুসঙ্গ করেন। সেই সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রবণকীর্ত্তন যে পরিমাণে হইতে থাকে, সাধনভক্তিতে সেই পরিমাণে অনর্থসকল নিবৃত্ত হইতে থাকে। অনর্থনাশ হওয়ায় শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদ্যা অনর্থনিবৃত্ত হইলে তাহাই অনন্যভক্তির প্রতি 'নিষ্ঠা'রূপে উদিত হয়, নিষ্ঠার ক্রমে 'রুচি' হইয়া পড়ে। সেই রুচি হইতে 'আসক্তি' জন্মে। আসক্তি নির্ম্মল হইলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির অঙ্কুরস্বরূপ 'ভাব' বা 'রতি' হয়। সেই রতি গাঢ় হইলেই 'প্রেম'-নাম প্রাপ্ত হয়। এই প্রেমই সর্ব্বানন্দধামস্বরূপ 'প্রয়োজন'-তত্ত্ব।

অনাদিবদ্ধ জীবের যখন সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইয়া আসে, তখনই তাহার সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তে শ্রদ্ধোদয় ও সাধুসঙ্গ লাভ ঘটিয়া থাকে। অনর্থনিবৃত্তি হইলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শুদ্ধা, নির্ম্মলা, অহৈতুকী, অকিঞ্চনা ভক্তি লাভ হয় এবং সংসার, অবিদ্যা বা মায়া সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়।

শ্রীউদ্ধবগীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—
"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো
ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"
(শ্রীভাঃ ১১।২০।৮)

সুকৃতিফলে যে পুরুষ আমার কথাতে শ্রদ্ধাবান্, যিনি অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণও নহেন

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে। চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে

এবং অকিঞ্চন সাধনাযুক্তও নহেন, তাঁহার পক্ষেও ভক্তিযোগ সেবাভাবনিধি দিয়া থাকেন।

অনন্তকথার 'জাত-শ্রদ্ধ' অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলায় যাঁহার শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাঁহার এককালের আর কিছু ভাল লাগে না। কৃষ্ণকথারূপ কাহিনী, কৃষ্ণরূপ-গুণ কথা, কৃষ্ণগুণরূপ কথা ও কৃষ্ণলীলারূপ কথা যাঁহাকে আকর্ষণ করেন, তাঁহার আর অন্য কিছুতে রুচি থাকিতে পারে না। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি ভোগী বা ত্যাগী নহেন, তাঁহার জগতের যে-কোন বস্তুর প্রতি আসক্তিও নাই, বিরাগও নাই; তিনি দেহ-মনের সুখ-সুবিধার উদ্দিষ্ট হন না, আবার তদভাবে 'মমতা'-ভাবও হন না। এইরূপ ভক্তানুশীলনকারীকেই শ্রীভক্তিদেবী শান্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

বদ্ধজীব আমরা প্রায় সকলেই সকলেই কাম ক্রোধের দাস—দেহ মনের বশীভূত। এরূপ অবস্থায়ও কাম-ক্রোধাদি চরিত্র ও বিষয় দেহমনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করিতে করিতে ভগবানের প্রতি শরণাগত হওয়া দরকার।

"গোপীনাথ, ষড়্রিপু আমায় ফেলে।
মন, বাবা, দণ্ড দিয়েছে আমারে,
কামেতে বেঁধেছে মোরে॥
গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর।
এখন ইন্দ্রিয়- বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়রতি॥
গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ পানে,
ঘুচিবে বিপদ মোর॥"

—এইরূপভাবে যদি আত্মনিবেদন করা যায়, তবে ক্রমশঃ শান্তিলাভ হইবে। মনে মনে অসৎপ্রবৃত্তি, অসদাসক্তি, অসৎক্রিয়া-কলাপের গতি দমন করিতে করিতে সৎপ্রবৃত্তি, সৎক্রিয়া ও সদনুষ্ঠানের প্রতি সর্বক্ষণ চেষ্টাশীল থাকিতে হইবে।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৫)

সব ছাড়িয়া, অন্যাভিলাষশূন্য ও জ্ঞানকর্ম-অনাবৃত হইয়া হরিভজন করা বদ্ধজীবের পক্ষে অসম্ভব হইলেও যদি "আমার অন্যাভিলাষের বোঝা কখনই ছুড়িব না, সংসারাসক্তির নিবৃত্তি সহ আলোক দেখ করাইয়া পাতাল পর্য্যন্ত পুঁতিয়া রাখিবই, কখনও ছাড়িব না, কেহ কৃপা করিয়া কোন সদুপদেশ দিলেও শুনিব না, আর যাহা জানি ও বুঝি, তাহাই জান, আমৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহাই করিব"—এরূপ প্রতিজ্ঞা না থাকে, নিজের অজ্ঞানতা ও দুর্বলতার জন্য অন্য বাসনা ছাড়িতে নাও পারা যায়, তথাপি ঐরূপ অবস্থাতেই ভক্তি যাজন করিতে হইবে। সমস্ত ছাড়িয়া শ্রীভক্তিদেবীর শরণাগত হইতে পারিলে ত' কথাই, যদি কেহ সমস্ত ছাড়িতে নাও পারে, ঐরূপ অবস্থাতেও যদি নিষ্কপটভাবে শ্রীভক্তি-মহারাণীর শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে শ্রীভক্তিদেবী শরণাগত জনের সমস্ত দোষ শোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ঐকান্তিকী প্রীতি প্রদান করেন। শ্রীভক্তিদেবী অনাশ্রিত-জনের সমস্ত অন্য দোষ দূরীভূত করিয়া তাহার উপর নিজের সমস্ত প্রভাব বিস্তার করেন। শ্রীভক্তিদেবী যাঁহার প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান। শ্রীভগবান্ শ্রীভক্তিদেবীরই বশীভূত।

কর্মানুষ্ঠান ও জ্ঞানানুশীলনে অন্য বস্তুর অপেক্ষা করিতে হয়। দান-ধ্যান, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা-ব্রতাদিতে প্রাকৃত অর্থ, সম্বল, যোগ্যতা, দৈহিক বলাদির প্রয়োজনীয়তা আছে; তদভাবে কর্ম-জ্ঞানের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। কিন্তু ভক্তিতে বহু যোগ্যতা, সম্বল বা দৈহিকবলের প্রয়োজন হয় না। নিজের অন্তরের দীনতা উপলব্ধি সহকারে সর্বেন্দ্রিয় সহিত যদি 'হে কৃষ্ণ, আমি আর পারি না, আমার কোনপ্রকার যোগ্যতা নাই, তুমি এই জল-তুলসী নিয়াই সন্তুষ্ট হও', বলিয়া যদি কেহ বলেন, ভগবান্ তাহাতেও সন্তুষ্ট হন। তাঁহার সেই সামান্য প্রয়াসেই ভগবান্ সুখী হন। শক্তির কলাবলি তিনি চাহেন না। ভগবান্ সেবকের নিকট হইতে কেবল প্রীতি চাহেন। এই প্রীতি-ভক্তিতেই ভগবান্ বশীভূত হইয়া যান।

শুদ্ধভক্তির ছয়টী লক্ষণ—ভক্তি ক্লেশঘ্নী শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ, সুদুর্লভা, সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।

ক্লেশঘ্নী যিনি শুদ্ধভক্তিকে আশ্রয় করেন, ভক্তিদেবী স্বপ্রভাববলে তাঁহার সমস্ত ক্লেশ দূর করেন—পাপ, পাপবীজ অর্থাৎ বাসনা ও অবিদ্যা—এই তিনপ্রকার ক্লেশ। পাপ প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ-ভেদে দ্বিবিধ। শুদ্ধা ভক্তি জীবের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপ দূরীভূত করেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাদ্বারাই পাপ-বীজরূপ জীবের পাপবাসনা বা পুণ্যবাসনা সমূলে ধ্বংস হয়। অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান বা মোহ হইতেই জীবের কামবাসনা হয়। শ্রীভক্তিদেবী হৃদয়ে আসন পাতিলে অজ্ঞান বা অবিদ্যা আপনা হইতেই পলায়ন করে। একমাত্র ভক্তিই অবিদ্যানাশে সক্ষম। শ্রীভক্তিদেবী পাপ, পাপ-পুণ্যের বীজ বা বাসনা ও ঐ বাসনার জননী অবিদ্যাকে সমূলে নাশ করেন।

ভক্তি শুভদা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন।—
"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

—শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত সদ্‌গুণের সহিত সমস্ত দেবতা তাঁহাতে অবস্থিতি করেন।

দয়া, সত্য, নম্রতা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, জ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত মহদ্‌গুণ শ্রীভগবানের একান্ত আশ্রিতজনকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কর্মীর প্রাপ্য বৈষয়িক সুখাদি জ্ঞানীর প্রাপ্য মোক্ষাদি ও যোগীর প্রাপ্য অষ্টসিদ্ধি ভক্ত না চাহিলেও ভগবানে ভক্তসঙ্গে তাঁহার সমস্তই লভ্য হয়। ভক্তগণ কিন্তু তাহাতে মোহিত না হইয়া ঐসমস্তকে ভগবৎ-সেবায়ই নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

ভক্তি মোক্ষলঘুতাকৃৎ—মুক্তিবাসনাকে তুচ্ছ করিয়া দেন। ভক্ত ভগবানের সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য-মুক্তি কখনও চাহেন না—মুক্তিপিপাসা তাঁহার হৃদয় হইতে একেবারেই তিরোহিত হয়। শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ তুচ্ছ বোধ হইবে।

"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥"

জ্ঞান হইতে মুক্তি সহজে লাভ করা যায় এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মদ্বারা স্বর্গাদি ভোগ অনায়াসে পাওয়া যায়, কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও হরিভক্তি লাভ করা যায় না। অন্য কোন বস্তু বা যোগ্যতার বিনিময়ে ভক্তি পাওয়া যায় না। কেবল গুরু ও ভগবানে শ্রদ্ধা ও ভগবৎসেবার প্রীতি-দ্বারা গুরু ও ভগবানের কৃপায় ভক্তি লাভ হয়। গুরু ও ভগবানের কৃপা ব্যতীত জীব ভগবানে ভক্তি লাভ করিতে পারে না।

ভক্তিসান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা। ভগবানে ভক্তি লাভ করিলে জীবের নিরবচ্ছিন্ন সহজ আনন্দ লাভ হয়। ভগবান্ পূর্ণানন্দময়। ভগবৎ-স্বরূপ জীব যখন তাহার স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন তাহার সেই আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। জীবের এই আনন্দ স্বরূপগত ও সহজ। ব্রহ্মানন্দ যে আনন্দের অনুভূতি, তাহা সেই সহজানন্দেরই বিকৃতস্বরূপ।

ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। ভগবান্ ভক্তির বশীভূত, প্রীতির অধীন। শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা ভগবান্‌কে বশীভূত করেন। ভক্ত যে প্রকার কৃষ্ণের নিকট আত্মনিবেদন করেন—বিক্রীত হন, ভগবান্‌ও সেইপ্রকার ভক্তের প্রীতিতে—সেবকের প্রেমের নিকট বাধ্য হন। আর যখন নিরন্তর শ্রীভগবানে ভক্তি করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই ভক্তকর্তৃক আকর্ষিত হন।

শুদ্ধভক্তির তিনটী অবস্থা—সাধন, ভাব ও প্রেম। ভক্তির সাধনাবস্থায় প্রথম দুইটী, ভাবাবস্থায় প্রথম চারিটী ও প্রেমাবস্থায় ছয়টী গুণ লক্ষিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

— ক্রমশঃ —

শ্রীহরিকীর্ত্তনকারীর অন্য সাধন নাই। সর্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে, কীর্ত্তন যদি হয়, তাহা হইলে স্বতঃসিদ্ধভাবে স্মরণ হইবে। সর্বতোভাবে সেই বস্তুর সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ আছে। যাঁহার দ্বারা যে সমস্ত আসে, তাহা গৌণ। যাহা স্মরণ করি নাই, তাহাতে যে সমস্ত কীর্ত্তন, তাহা প্রাকৃত। যাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, তাহার অনুকীর্ত্তন করিলেই সর্বাবস্থায় স্মরণ আসিবে। বাস্তব বেদের সর্বপূর্ণতা ও ভগবানের প্রাপ্তির বাধ।

প্রকাশিত হইয়াও তাহার গুণে বশীভূত না হইলেও উদ্দেশ্যের উপলব্ধি। আত্মবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন উপাস্য হয়, তখন তাহা সাধনসাধ্যরূপেই সাযুজ্য সম্ভব হয় না। সর্বাপেক্ষা জগতে দেহবহির্ভূত ভেদ নাই। দেহাদিতেই ভেদ হইলেই অসুবিধা। বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

শ্রীহরি রসময়—সর্বপ্রকার রসের সমুদ্র। সকল রসে তাঁহার সেবা হয়। এক ব্যক্তির সাহিত অপর ব্যক্তির সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইলে সম্বন্ধী রসাত্মক হয়—আনন্দের উদয় করায়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—পাঁচ-প্রকার মুখ্যরস স্বাভাবিকভাবে সেব্য ও সেবকের মধ্যে নিত্যবর্তমান। হাস্য, অদ্ভুত ইত্যাদি গৌণরস। গোলোকে রসের উৎকর্ষ ও চমৎকারিতা, এই জগতে ঐ সব অপকর্ষ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ রসময়মূর্ত্তি পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ জ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্ব সমৃদ্ধ।

বাস্তব সত্য যাহা, তাহা না জানিবার দরুণই যত অসুবিধার উদয় হইয়াছে। এই অসুবিধার সার্বভৌম ক্লেশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। সর্বজ্ঞ হইয়ে তাহা সম্ভব। আমরা একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সাধুর নিকট শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করিলে ইহা হইলে এই জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ যাহা আমরা সর্বদাই উপভোগ করিতেছি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইব না। তখন ভগবানের 'রস' আমাদিগকে আকৃষ্ট করিবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বৈকুণ্ঠনাম পাওয়া যায়। তাঁহার আজ্ঞানুসারে বুঝা। ভগবানের নাম করিলে আর মায়ার কবলে বাধ্য হইতে হয় না। সর্বাপেক্ষা কীর্ত্তন—যাঁহারা শুদ্ধ 'নাম' গ্রহণ করেন না, তাঁহারা আবার সংসারে আসিতে হইবে—পুনরায় হইবে। বৈকুণ্ঠ-সঙ্গকে প্রাকৃতের সহিত এক করিতে হইবে না। দুই জগতে মধ্য-সম্বন্ধে কেহ বৈকুণ্ঠ-সদ্ধ ও বৈকুণ্ঠ-সঙ্গীতের কোন নাই। এই জগতের জ্ঞান-পান্ডিত্যের নিকট বৈকুণ্ঠ শব্দের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। ইংরেজী মাসের প্রথম হইতে প্রকাশ-নির্দেশিত ব্যক্তিগণ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। অগ্রিম বার্ষিক নদীয়া-প্রকাশের বিজ্ঞাপনে নির্দিষ্টবাক্তিদের অনুমোদনের কার্যালয়ের সাময়িক [illegible] উহার পত্র লিখা।

২। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রতিদিন ও সপ্তাহ [illegible] প্রকাশিত হয়। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক-নম্বরটি লিখিয়া দেওয়া অপেক্ষা সংখ্যা (issue number) অনুযায়ী লিখিয়া দেওয়াই প্রয়োজনীয়।

৩। শ্রীনদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। [illegible] অল্প সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নমুনা পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

৪। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৵১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তনের [illegible] হয় না; উক্ত গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। স্থায় পূর্ব ঠিকানা না পাইলে এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫। প্রকাশ্য ব্যক্তিদের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অমনোনীত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত টিকিট না পাঠাইলে ফেরত পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের জন্য কাহারও কোনপ্রকার অর্থসাহায্য আবশ্যক হইলে [illegible] যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সেবক [illegible] পারিবেন। অতএব শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্পাদকের [illegible] সম্পূর্ণ পৃথক, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ করিয়া [illegible] সন্দেহ নাই।

৭। শ্রীনদীয়া-প্রকাশে টাকাকড়ি ও চিঠি-পত্র—শ্রীপাদ নরকেশোবান ব্রহ্মচারী ভক্তি-[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনের হার

	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
৩।০ ইঞ্চি প্রতি ইঞ্চি	৯৲	১॥০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি করিলে স্বতন্ত্র

বিবিধ সংবাদ

মেদিনীপুরে প্রকৃতির প্রকোপ

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জ্জির প্রশ্নের উত্তরে রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি জানান যে, গত অক্টোবর মাসের বন্যা ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের ফলে মেদিনীপুর জেলায় ১৪ হাজার ৪ শত ৬৩ জন ব্যক্তি নিহত হয় এবং ১ লক্ষ ৮৮ হাজার গবাদি পশু প্রাণ হারায়।

বাত্যাজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ব্যানার্জ্জি বলেন যে, বিসূচিকা ও আমাশয় রোগে প্রায় ১৬ শত ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে, অন্যান্য কারণে মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।

বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস এই উভয় কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের সংখ্যা প্রায় ১৬ শত এবং এই অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৯ শত বর্গমাইল। কেবল বাত্যাবিধ্বস্ত গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার ৪ শত এবং উহার আয়তন প্রায় ৩ হাজার বর্গমাইল। ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বাসের অযোগ্য গৃহের সংখ্যা মোট ৫ লক্ষ ২৭ হাজার এবং মাঠের [illegible] শস্য নষ্ট হইয়াছে তাহার মূল্য প্রায় ১১ কোটি টাকা।

ধ্বংসপ্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তির মূল্য বিষয়ে রাজস্ব-সচিব বলেন যে, এই ধরণের কোন মূল্য নির্ণয় কেবল নির্দ্দিষ্ট অনুমানের ভিত্তিতেই করা সম্ভব।

বাংলার মহকুমার নিহতের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। এই সংখ্যা ১০ হাজার ৯ শত ৪২। অন্যান্য মহকুমার মৃত্যু সংখ্যা যথাক্রমে—তমলুক—২ হাজার ৯ শত ৯; ঘাটাল ৩১; ঝাড়গ্রাম—২; সদর (উত্তর) —৬৯ এবং সদর (দক্ষিণ)—৫ শত।

—

চাউল, ময়দা, আটা ও কয়লা

এ পির সংবাদে প্রকাশ, গত ১৫ই মার্চ তারিখে প্রচারিত একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে :—

"কন্ট্রোলের দোকান এবং অনুমোদিত বাজারগুলিতে সুষ্ঠু বিক্রয় ব্যবস্থার বৈষম্য দূর করিবার জন্য কন্ট্রোলের দোকান অথবা অনুমোদিত বাজারগুলিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিক্রয়ার্থ, প্রদত্ত সকলবিধ চাউল নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

মোটা চাউল প্রতি সের সওয়া চারি আনা, মাঝারি চাউল প্রতি সের চারি আনা তিন পয়সা এবং সরু চাউল প্রতি সের সাড়ে পাঁচ আনা।

কন্ট্রোলের দোকানে অথবা অনুমোদিত বাজারে প্রত্যেক ক্রেতাকেই সপ্তাহে অন্ততঃ ২ সের করিয়া চাউল বিক্রয় করা হইবে। কাগজের ঠোঙ্গা সমেত দুই সের চাউলের মূল্য লাগিবে যথাক্রমে সাড়ে আট আনা, সাড়ে নয় আনা এবং এগারো আনা।

অনুমোদিত দোকান এবং বাজারগুলিতে প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা এবং বৈকালে ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত চাউল বিক্রয় করা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত অপর এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, প্রচুর পরিমাণ গম ও গমজাত দ্রব্য আমদানী হওয়ায়, কর্পোরেশনের আটটি বাজার এবং ৭৫টি কন্ট্রোলের দোকানের মারফত জনসাধারণকে স্বাভাবিক পরিমাণে আটা ও ময়দা বিক্রয় করা সম্ভব হইবে। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আটা ও ময়দা বিক্রয় করা হইবে। প্রত্যেক ক্রেতাকে কাগজের ঠোঙ্গায় করিয়া আধ সের হিসাবে হয় আটা অথবা ময়দা বিক্রয় করা হইবে এবং ইহার মূল্য লাগিবে যথাক্রমে তিন আনা ও চারি আনা।

কর্পোরেশনের বাজারগুলিতে এবং যাহারা আটা ময়দা বিক্রয়ের অনুমোদিত দোকান-গুলির তালিকা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন [illegible] যে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

—

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় [illegible] গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা
ও
সমন্বয়

নিরপেক্ষ তথ্যপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। [illegible] ও [illegible]-সম্বন্ধে [illegible] বিচার ও আলোচনায় [illegible] এবং [illegible] সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

শ্রী

পাচন

সর্ব্বরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণ-রক্ষায় একমাত্র উপায় [illegible] অব্যর্থ। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার আরোগ্য লাভ হয় কিনা। ছোট বোতল ৸০ বার আনা, বড় বোতল ১।৶০ একটাকা ছয় আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। ঠিকানা :—

১৪৫ [illegible] রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া [illegible] প্রকাশক [illegible] হইতে শ্রী [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible]
[illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৭শ বর্ষ } ২৮ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৭; ৬ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৯; ২০শে মার্চ্চ, ইং ১৯৪৩, শনিবার { ২৯৯-৩০০তম সংখ্যা।

সজ্জনতোষণী কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য-কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্য-সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুর
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

তত্ত্বকৌমুদী

[illegible] বিনোদ [illegible] মূল, টীকা, মূলের অন্বয়, অনুবাদ, টীকার অনুবাদ [illegible] নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান,—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ গোবিন্দ, অথবা ফাল্গুনী পূর্ণিমা, গৌরাব্দ ৪৫৭

বর্ষশেষে নিবেদন

——::•(::•::)•::——

বিশ্বের একমাত্র দৈনিক বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ অদ্য তাঁহার প্রপঞ্চে আবির্ভাবের ১৭শ বর্ষ পূর্ণ করিলেন। নদীয়াপ্রকাশ শ্রীগৌরসুন্দর ও নদীয়াপ্রকাশ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরী প্রমুখ গুরুবর্গের অলৌকিক মহিমা ও জীবের প্রতি অমন্দোদয়দয়ার কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে 'শ্রীনদীয়া-প্রকাশ'পত্র গত ১৭শ বর্ষ ধরিয়া বিশ্ববাসীর প্রতি যে কৃপাবারি বর্ষণ করিয়াছেন, সেই কৃপাসমুদ্রের একবিন্দু লাভের আশায় বদ্ধ লইয়া আমরা আজ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের শ্রীচরণে কৃপাভিক্ষামুখে বর্ষশেষে প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ এজগতের কোন বস্তু নহেন। তিনি অপ্রাকৃত বস্তু। দীনাচক্রে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের শরণাগত হইয়া সেবা করিলেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশ আমাদিগকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে সমর্পণ করিবেন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ। বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত বার্ত্তা প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণই শ্রীনদীয়াপ্রকাশের কার্য্য। গত ১৭শ বর্ষ ধরিয়া শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রত্যহ আমাদিগকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপার কথা শ্রবণ করাইবার জন্য, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ-স্মরণে উদ্বুদ্ধ করাইবার জন্য—যাহাতে আমাদের জগৎ অহরহঃ কৃষ্ণকথা হইতে ভরপূর থাকে, তজ্জন্য প্রত্যহ আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শনদান করিয়াছেন। গত ১৭শ বর্ষ ধরিয়া শ্রীনদীয়াপ্রকাশের দর্শন, পঠন ও সেবার ফলে আমরা কতদূর চেতনের রাজ্যে অগ্রসর হইয়াছি, কতটা স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিবার জন্য আমাদের হৃদয় কতটা ব্যগ্র-ব্যাকুল হইয়াছে, নিজের দেহগেহ-চিন্তা ছাড়িয়া কতটা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুখবিধান চিন্তা আমাদের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়াছে—শ্রীনদীয়া-প্রকাশের চেতনোদ্বোধিনী বাণীকে, শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনাম, শ্রীধাম ও শ্রীতুলসীকে আমাদের উপর প্রভুত্ব করিবার সুযোগ প্রদান করিতে আমরা কতটা নিষ্কপটে প্রস্তুত হইয়াছি, উঁহাদের সেবায় কায়, মন ও বাক্য সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিবার কতটা সুবুদ্ধি আমাদের উদিত হইয়াছে, তাহাই আজ বর্ষশেষে চিন্তার বিষয়। আমরা যদি বাস্তবিক অকপটভাবে শ্রীনদীয়াপ্রকাশের একটী অক্ষরকেও আমাদের উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার দিয়া থাকি, তাহা হইলে নদীয়াপ্রকাশ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে আত্মনিবেদনের প্রেরণা আমাদের হৃদয়ে অধিকার করিবেই।

আমরা শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবায় সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য। বর্ষশেষে শ্রীভক্তিবিজ্ঞানের শ্রীচরণে করজোড়ে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, শ্রীনদীয়াপ্রকাশের অযোগ্য কিঙ্কর হইলেও আমরা যেন সর্ব্বদা তাঁহার উপদেশমতে থাকিতে পারি ও তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ আশায় বদ্ধ লইয়া আগামী বৎসর আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণ-সেবা করিতে পারি।

ভগবৎসাম্মুখ্য

(শ্রীপাদ উদ্ধারণীনাথ দাস ভক্তিশাস্ত্রী)

স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অনন্ত পুণ্য, অনন্তগুণ, অদ্ভুত, অপারভাব, অহৈতুক অমন্দোদয়া করুণা বিশেষ [illegible] অতঃপর [illegible] ভক্তিবিনোদ প্রভুপাদ [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] শ্রীভাগবতসম্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

'আমি কে, কাহার সহিত আমার প্রকৃত সম্বন্ধ, কেন আমি জন্মমৃত্যু-যন্ত্রণা এবং আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিকাদি ত্রিতাপ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে বাধ্য হইতেছি, এই অবস্থায় প্রকৃত মানব জীবনের কর্ত্তব্য কি?'—এইরূপ জিজ্ঞাসা যাঁহাদের চিত্তে সুকৃতি-প্রভাবে উদিত হইয়াছে, তিনিই তত্ত্বজিজ্ঞাসু। তত্ত্বজিজ্ঞাসুই তত্ত্বকথা শ্রবণ করেন। অতত্ত্বজিজ্ঞাসু অপ্রকাশবান্ ও অমঙ্গল। তিনি উৎক্ষিপ্ত হইয়া শ্রবণের অবসর করিতে গেলে বিপ্র-সংলাপ অথবা বিক্ষিপ্তচিত্ত হন। অতএব উচ্চৈঃস্বরে কথাই একরূপ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিবার পদ্ধতি হয়। ইহাই প্রকৃত বোকামী। তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিত্যজীবনপ্রদাতা মহতের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ও সেবা করিবার উপদেশ প্রকৃত মঙ্গলকামীর জন্য শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

বিচার-বিশ্লেষণ-সহকারে সমগ্র প্রকার বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিয়া যাহা চরম সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়, তাহাই সন্দর্ভ। শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অপর নাম ষট্-সন্দর্ভ। প্রথমে শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে প্রমাণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কথা বলিতে গেলেই প্রশ্ন হইবে—"প্রমাণ কি?" [illegible]

কোন বস্তুর প্রতিষ্ঠা হয় না। [illegible] উপনিষৎ [illegible] পাওয়া যায়, উহাদের [illegible] এবং [illegible] ভাগবতে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] সাক্ষাৎ [illegible] বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত স্বপ্রকাশ [illegible] [illegible] প্রমাণ [illegible] প্রয়োজন নাই। [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] শ্রীভাগবত [illegible] একাধারে শ্রীভগবান্ ও [illegible] সেবক। শ্রীভাগবত-সুধা [illegible] হইয়া সর্ব্বপ্রকার [illegible] নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি যাঁহার বিদ্বেষ, [illegible]

শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ, শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ও পরমাত্মসন্দর্ভ [illegible] শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ [illegible] শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ প্রণয়নরত [illegible] হইয়াছে।

'ক [illegible] জীব [illegible] হইয়াছে? উত্তর [illegible] [illegible] জীবের [illegible] মায়া [illegible] তাহার [illegible] জীবস্বরূপের স্বভাব, [illegible] বিমুখ হইয়াছে [illegible] তাহাকে [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] ও সেবা করিবার একমাত্র উপায় [illegible] আশ্রয় স্বীকার করে নাই। এই [illegible] তাহার স্বরূপ-

শুদ্ধ ভক্তগণ এই শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

[illegible] অনুভব করিয়া, শাস্ত্র অবহেলা করে [illegible] 'দর্শনে 'আমি-আমার' অভিমান করিয়া তাঁহাকে [illegible] করিয়া দুঃখ পাইয়া থাকে। এখন উপায় কি? উপায়—পরতত্ত্বের প্রতি মুখ ফিরাইয়া তাঁহার দর্শন করিতে হইবে, [illegible] সেবা করিতে হইবে। পরতত্ত্ব কে? উত্তরে বলিয়াছেন,—পরতত্ত্ব এক, অদ্বিতীয়। অদ্বয়—অর্থ—[illegible], [illegible] কেহ নাই, [illegible]; তিনি সনাতন অর্থাৎ নিত্যকাল স্থায়ী; তিনি পরমানন্দময়—সর্বকারণের কারণ। এতাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট পরতত্ত্ব সনাতন। তাঁহার ত্রিবিধ আবির্ভাব [illegible] হইতে লক্ষিত হয়। এই ত্রিবিধ আবির্ভাবের নাম ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। ব্রহ্ম শক্তি-বিবর্জিত, তাঁহাতে নাম-রূপ-গুণ-[illegible]-লীলাদি কোন প্রকার [illegible] বা বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না- [illegible]; পরতত্ত্বের অঙ্গকান্তি—কেবল জ্যোতির্ময়। পরমাত্মা ও ভগবান্ যথাক্রমে পরতত্ত্বের আংশিক ও পূর্ণ সবিশেষ [illegible] অর্থাৎ [illegible]দের পরমাত্মা এবং ভক্তদের ভগবান্। পরমাত্মা স্বরূপতঃ চিচ্ছক্তিমান হইয়াও মায়াশক্তি ও জীবশক্তির উপর প্রভুত্ব করেন। পরতত্ত্বের পূর্ণ ও [illegible] আবির্ভাব ভগবান্ অনন্তশক্তি স্বরূপ-শক্তির সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধযুক্ত ও নিত্য ক্রীড়াশীল। ভগবানের অনেক রূপ আছে। জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি অবতরণ করেন। যে-সব জীব নিজেদের দোষ বুঝিতে পারিয়া অনুতাপের সহিত শরণাগত [illegible] করেন, তাঁহাদিগকে তিনি কোলে তুলিয়া লন এবং যাহারা ভক্তিদ্বেষ করে, তাহাদের যথোচিত শাস্তি প্রদান করেন। অতএব অবতাররূপে তিনি জীবের পক্ষে [illegible]; বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্বরূপে [illegible]। ভগবানের পূর্ণতম আবির্ভাব—শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের পরিপূর্ণতম ও সর্বাকর্ষক আবির্ভাব বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, [illegible] শ্রীকৃষ্ণ—যিনি হ্লাদিনী-শক্তির সহিত সর্বদা একসঙ্গে থাকেন। ইনিই [illegible]।

পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ শক্তির পরিচয়—অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও তটস্থা জীবশক্তি। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি অথবা চিচ্ছক্তি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে [illegible]—অবস্থান, কখন ছাড়াছাড়ি হন না। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার স্বরূপশক্তিকে কখনও [illegible] দেখা যায় না; যেরূপ সূর্য হইতে রৌদ্রকে [illegible] করা যায় না, তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত—ঐশ্বর্য-মাধুর্য-ঔদার্য-লীলাসমূহ স্বরূপশক্তিকে লইয়া। স্বরূপশক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] ও শ্রীকৃষ্ণের প্রভূত সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে জানান ও প্রকাশ করেন। স্বরূপশক্তির ছায়ারূপে অপরা শক্তি বা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বলে। স্বরূপশক্তি স্বয়ং ভাবে ও অপরা শক্তি পরিচ্ছেদভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থ তটস্থ শক্তি চিচ্ছক্তির অতিশয় সূক্ষ্ম অংশ জীব। মায়াবশযোগ্য থাকার জন্য জীবকে তটস্থশক্তির অংশ বলা হয়। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তি উভয়েই জীবশক্তির উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন। চিচ্ছক্তি যখন প্রভুত্ব করেন, তখন জীবের কৃষ্ণভক্তি হয়, আর মায়াশক্তি যখন প্রভুত্ব করেন, তখন জীব কখন ভোগী, কখন ত্যাগী হয়। মায়াশক্তি কখনও চিচ্ছক্তির উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। চিচ্ছক্তির দ্বারা পরাজিত হওয়াই তাহার নিত্য স্বভাব। ক্ষুদ্র জীব নিত্যকাল অধীন থাকিতে বাধ্য। জীবের স্বতন্ত্রতা আছে বলিয়া জীবের প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, মনে করিতে হইবে না। জীব স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে কৃষ্ণভজন করিয়া বাস্তব সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে অথবা মায়ার [illegible] বাস্তব বা ছায়ার-রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। একমাত্র প্রভু ও পাতা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবর্জিত থাকিয়া জীব যাহা কিছু করে, তাহাই বাস্তব বিশ্বাস-ঘাতকতা ও [illegible]। স্বরূপশক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত না থাকিয়া জীব কৃষ্ণকে জানিতে পারে না। কৃষ্ণভজন করিতে হইলে জীবকে স্বরূপশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট—আবিষ্ট হইতেই হইবে। স্বরূপশক্তির একজোটির [illegible]—কৃষ্ণভক্তি—কৃষ্ণপ্রেম। স্বরূপশক্তির কৃপা একমাত্র সর্বতোভাবে সর্বকালের জন্য [illegible] না করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-লাভের [illegible] ভাগ্যবান্ জীবাত্মার সম্ভাবিত হইয়া থাকে। স্বরূপশক্তির আনুগত্যে বিশুদ্ধ-[illegible] নিত্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিব, না বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিশ্বাসী মায়া-[illegible]র গোলামি করিব; স্বরূপশক্তির [illegible] নিজের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিত্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিব, না প্রাকৃত পুরুষ-স্ত্রী-অভিমানে [illegible] হইয়া থাকিব—ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিবার মত যদি জীব [illegible] করিতে পারিবে না। স্বেচ্ছায় মায়ামুগ্ধরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও [illegible] আবাহন করিয়াও 'শান্তি' আছি - এই অভিমানে ভগবান ও তাঁহার স্বরূপশক্তির নিকট পারমার্থিকরূপে 'কৈফিয়ৎ তলব' করিবার দায়িত্ব-[illegible] কথা। ইহা কারণ স্বতন্ত্রভাবে ভগবদ্বিরোধ-পূর্বক বিশ্বাসঘাতক ও অসতী হইয়া 'দুঃখ নাই' বলা। [illegible] ভগবানের [illegible] করিয়া যায় না।

বিমুখ জীবকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে - শ্রীমতে যাইবার জন্য পরমকরুণাময় সাধুগণ স্বেচ্ছায় অবতরণ করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। প্রশ্ন হইতেছে - কে উপদেশ শ্রবণ করিবে, কে ভগবানের দিকে মুখ ফিরাইবে? বিবিধ সৌভাগ্যবান্ শ্রবণ করে ও মুখ ফিরায়। তাহারও তাহাদের চিত্তে পূর্বজন্মের প্রাপ্ত ভগবৎসেবার একটা গূঢ় সংস্কার—proclivity, proneness, aptitude থাকে; শাস্ত্রের কথা, অথবা উহা সাধু-সেবা—মহতের সেবায় ও মহতের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীভগবৎকথামৃত-পানে তাঁহার স্বাভাবিক রুচি জাগিয়া যায়; ফলে তাঁহার অচিরে ভগবৎসাম্মুখ্য ও ভগবদ্ভজন ঘটে। আবার কেহ মহতের অহৈতুকী কৃপা লাভ করিয়াছেন—মহতের অহৈতুকী কৃপাতে মহতের চিত্তের সঙ্গে তাঁহার চিত্ত ধাপে ধাপে মিশিয়া গিয়াছে। ইঁহাদের বারে বারে লাঠি মারিয়া উন্মুখ করিতে হয় না। সাধু-শাস্ত্রের কথা একটু কাণে গেলেই নিজ সত্তার সঙ্গে ইঁহাদের পরিচয় হইয়া যায়।

মুখ ফিরায় না - সাধুশাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করে না কাহারা? উত্তরে বলিয়াছেন- যাহারা হতভাগা, যাহাদের চিত্ত পাপ ও অপরাধে মলিন। পাপফল সহজে দূর হয়, কিন্তু অপরাধের ফলে চিত্ত বজ্র অথবা লৌহ অপেক্ষাও কঠিন হইয়া যায়। কৌটিল্য, অশ্রদ্ধা, [illegible], [illegible], দম্ভ, [illegible] [illegible] অপরাধরূপ বজ্রলেপের আবরণে চিত্ত আবৃত হইলে সাধুশাস্ত্রের মঙ্গলময় উপদেশ মর্ম স্পর্শ করে না। তখন সাধুশাস্ত্রের উপদেশ 'অরণ্যে রোদন' মাত্রে পর্যবসিত হয়। অজ্ঞাত পাপ ও পাপপ্রবণতা [illegible] থাকার জন্য একমাত্র মঙ্গলপ্রদাতা হিতৈষী বন্ধু পরমকরুণাময় সদ্গুরু ও সজ্জনের আশ্রিত-[illegible]—[illegible] হয় না। এই অপরাধ দূর হইবার উপায় বলিয়াছেন—ভগবান্ ও ভগবৎসেবকের যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার ক্ষমাপ্রাপ্তি অথবা 'কোন ভগবৎসেবকের নিকট [illegible] অপরাধ করিয়াছি'—ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝা গিয়াছে, কিন্তু কাহার প্রতি অপরাধ হইয়াছে, তাহা জানা নাই—এই অবস্থায় একান্তভাবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক সেকেণ্ডও বাদ না দিয়া শ্রীভগবানের কৃপার জন্য সক্রন্দনে প্রার্থনা করিয়া হরিনাম করিলে নিরপরাধে [illegible] উন্মুখ দেখিয়া যাঁহার চরণে অপরাধ হইয়াছে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ক্ষমা করেন অথবা কোটি কোটি জন্ম সংসার-ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে [illegible] ঘুচাইলে অপরাধ দূর হয়।

মুখ ফেরান বা সাম্মুখ্য কাহাকে বলে? লক্ষণ কি? কত প্রকার? উত্তরে বলিতেছেন,—ভগবদ্বৈমুখ্যের বিরোধী বলিয়া ভগবৎ-সাম্মুখ্যই জানিবে। সাম্মুখ্য উপাসনা-লক্ষণাত্মক। সাকার উপাসনা—জ্ঞান ও ভক্তি। জ্ঞানের দ্বারা নির্বিশেষ সাম্মুখ্য এবং ভক্তির দ্বারা সবিশেষ সাম্মুখ্য লাভ হয়। সবিশেষ সাম্মুখ্য দ্বিবিধ—পরমাত্মনিষ্ঠাবতী ও ভগবন্নিষ্ঠাবতী। [illegible] কেবল [illegible] থাকার জন্য উহাকে উপাসনার মধ্যে ধরা হয় নাই। কর্মের ফল ভগবানে অর্পিত হইলে, ভগবৎপ্রীতির আকাঙ্ক্ষার জন্য হইলে মঙ্গলের সূত্র হইল। বৈদিক পুণ্যকর্মের অর্পণ শাস্ত্রবিহিত পাপকর্মের ফল নিজে আত্মসাৎ না করিয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত হইলে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বার পর্যন্ত উপস্থিত হওয়া যায়। এই কর্মার্পণ [illegible] আরোপসিদ্ধা ভক্তি দুই প্রকার—ভগবানে কর্মফলত্যাগরূপ সন্ন্যাস ও ভগবৎপ্রীতির আশায় স্বধর্মপালন। কর্মার্পণে কর্তৃত্বাভিমান আছে। ভগবৎসম্বন্ধরহিত ফলত্যাগ নিষ্কাম হইলেও ভাল নহে—তাহাতে কর্মবন্ধন দূর হয় না। সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি তিন প্রকার সকামা, কৈবল্যকামা ও ভক্তিমাত্র-কামা। সকামা—হিংসার জন্য তামসিক ভক্তি, প্রতিষ্ঠাদির জন্য রাজসিক ভক্তি ও কৈবল্যের জন্য সাত্ত্বিক ভক্তি। ইহারা সগুণ। কেবল ভক্তিমাত্রকামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিতে জ্ঞানকর্মের একটু আকার দেখা গেলেও উহা ভক্তজনের কৃপায় অতি শীঘ্র দূর হয়। ইহা অকৈতবা। সকাম ত' সকৈতবা বটেই, তদপেক্ষা অধিক সকৈতবা কৈবল্যকামা। উভয়েই ভগবদ্ভক্তিদ্বারা নিজেদের ভুক্তি-মুক্তি সংগ্রহ করিতে চাহে—শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গার ন্যায়। জ্ঞানের অজ্ঞাননাশাংশে ও যোগের চিত্তবৃত্তি-নিরোধে কিছু ভক্তির সাহায্য বা পরিচালকত্ব দৃষ্ট হয়। ভক্তি বাদ দিয়া জ্ঞান-যোগ কোন ফল দিতে পারে না। শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তি স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। আরোপসিদ্ধা ভক্তি, সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির প্রত্যেকটি সকৈতবা ও অকৈতবা-ভেদে দ্বিবিধ। ভগবানের সুখের জন্য কর্মত্যাগ অকৈতবা আরোপসিদ্ধা ভক্তি এবং ভক্তিমাত্রকামা হইলে অকৈতবা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি হয়। অকৈতবা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিই কেবলা, অকিঞ্চনা, নির্গুণা, অবিমিশ্রা, অব্যভিচারিণী, ঐকান্তিকী ভক্তি।

সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্মুখ্য বা উপাসনা কি? অকৈতবা, অকিঞ্চনা, কেবলা, নির্গুণা, অবিমিশ্রা, অব্যভিচারিণী, ঐকান্তিকী বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্মুখ্য। ইহা কেবল [illegible]। নিরুপাধি-[illegible] হইতে নাই।

বিশুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ কি? বিশুদ্ধা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবা-বিধান। উহা অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। অহৈতুকী—[illegible]-কামনারহিতা অর্থাৎ যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই। অপ্রতিহতা অর্থাৎ গঙ্গা যেরূপ নিরবচ্ছিন্নভাবে সমুদ্রের প্রতি ধাবিত, সেইরূপ সেবা ভগবানের মনোঽভিলাষে তাঁহার প্রতি [illegible], যাহা কোন প্রকার বাধা-দ্বারা প্রতিহত হয় না। কৃষ্ণভজনে যে প্রবৃ-

আছে। তদপেক্ষা অধিক সুখপ্রদ এবং কৃষ্ণভজন না করাতে যে দুঃখ হয়, তদপেক্ষা অধিক দুঃখপ্রদ কিছু না থাকাতে ভক্তির পক্ষে বাধা দিবার সামর্থ্য কাহারও নাই; তাই বিশুদ্ধা ভক্তি অপ্রতিহতা। বিশুদ্ধা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ বলিবার জন্য বলিয়াছেন,—"যাহাদ্বারা সর্ববিষয়ের লাভ হইয়া থাকে, সর্বাঙ্গে সেই নিষ্কপট প্রত্যক্ষরূপে বর্ণন করিব। ভক্তিদ্বারা শ্রীহরি যেরূপ তুষ্ট হন, অন্য কোন সাধনদ্বারা সেরূপ তুষ্ট হন না।" 'ভজ'-ধাতুর অর্থ পরিচর্যা—সেবা—ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিবিধান। সর্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনকেই শুদ্ধা ভক্তি বলিয়া অন্যাভিলাষ [illegible] নিরূপণ করিয়াছেন। ইহাই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ—অর্থাৎ essential characteristic, যাহা লইয়াই ভক্তির গঠন—যাহা না থাকিলে ভক্তির অস্তিত্ব থাকে না। উপর্যুক্ত "যাহা দ্বারা সর্ববিষয়ের লাভ হইয়া থাকে"—এই বাক্যটি ভক্তির তটস্থলক্ষণ অর্থাৎ ভক্তি ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ত' দিতে পারেনই, পরমপুরুষার্থ প্রেমও দিতে পারেন।

তটস্থলক্ষণ নির্দোষ হইতে হইলে তাহা অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব—এই ত্রিবিধ দোষরহিত হওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্যবস্তুতে যদি লক্ষণের সর্বত্র না হয়, তবে অব্যাপ্তি দোষ হয়। অলক্ষ্যবস্তুতেও লক্ষণের সঙ্গতি হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। সমস্ত লক্ষ্যস্থলেই যদি লক্ষণের অসঙ্গতি হয়, তবে অসম্ভব দোষ হয়। ভক্তির উপর্যুক্ত তটস্থলক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ নিরাকরণের জন্য বলিয়াছেন,—"অকাম (ভক্তিমাত্রকামী) অথবা সর্বকামনাযুক্ত (ত্রিবর্গকামী) কিংবা মোক্ষকামনাযুক্ত পুরুষও তীব্র ভক্তিযোগে ভগবানের ভজন করেন।" অতএব যাহা-দ্বারা সমস্ত লাভ হয়, কেবল তাহাকেই যদি ভক্তি বলা হয়, তবে অকাম বা মোক্ষকামদ্বারা সমস্ত লাভ হয় না এই হেতু তখন ভক্তিতে ভক্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটে। তাই ভাগবতের উক্ত বাক্যদ্বারা এই দোষ খণ্ডিত হইল। মা যশোদা স্তন্যপানরত কৃষ্ণকে কোল হইতে নামাইয়া অগ্ন্যুত্তপ্ত দুগ্ধের সংস্কারবিধান করিয়াও কৃষ্ণের প্রাণ-ধারণের একমাত্র উপায় যে দুগ্ধ যাহা হইতে বঞ্চিত হইবে—তাহা জন্য কাতর [illegible] গেলেন; ইহা আপাততঃ দৃষ্টিতে কৃষ্ণের অসন্তোষজনক বা সেবার মত না দেখাইলেও ইহা যথার্থই সেবা। কারণ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণই মা যশোদার একমাত্র উদ্দেশ্য। মা যশোদার এরূপ সেবা না থাকিলে অব্যাপ্তিদোষ ঘটে নাই। "ভক্তি দ্বারা যেরূপ শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন, অন্যান্য উপায়দ্বারা—অর্থাৎ কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি-দ্বারা শ্রীহরি তেমন তুষ্ট হন না।" এই বাক্য হইতে কি বুঝিতে হইবে যে, কর্ম-জ্ঞান যোগ-দ্বারা ভগবানের কিছু কিছু তুষ্টি হয়? এই "কিছু কিছু তুষ্টি হয়"—বলিলে অতিব্যাপ্তি-দোষ হয়। ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য উপায় দ্বারা বস্তুতঃ শ্রীহরির কিছু কিছুও তুষ্টি হয় না—ইহা-দ্বারা অতিব্যাপ্তিদোষের অভাব হইল। কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি কৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে, কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের উৎসাহ-বীর্য বাড়াইয়া দিয়াছে, ইহা কি সেবা হইল না—তাহারা কৃষ্ণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া সেবা করিলেন না কি? উত্তর বলিতেছেন—না, ইহা সেবা নহে। কারণ, ইহারা কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই—পরন্তু বিনাশের উদ্দেশ্যেই করিয়াছে। ইহা প্রতিকূল অনুশীলন—অনুকূল অনুশীলন নহে। সুতরাং সেবা নহে। ইহাকে সেবা বলিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইত। ভ্রম প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব এই চতুর্বিধ দোষবর্জিত সর্বজ্ঞ স্বয়ং ভগবান্ ও তাঁহার নিজজনগণ ভক্তগণ বলিয়াছেন, ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎসেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। যাঁহাদের কখনও ভুল হয় না, ইহা তাঁহাদেরই সাক্ষাৎ উপলব্ধির কথা—অতএব অসম্ভব-দোষরহিত। ভয় ও বিদ্বেষের দ্বারা সেবা হয় না। অহংগ্রহ-উপাসনাও সেবা নহে, কারণ তাহা নিষ্কাম, অভিন্নতা বা সেব্যের প্রীতিতাৎপর্যময়ী নহে।

ভক্তির অসাধারণ মাহাত্ম্য কি? উত্তরে বলিতেছেন—সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বপাত্রে, সকল উদ্দিষ্টে, সকল দ্রব্যে, সকল ক্রিয়ায় ও সকলপ্রকার কামনায় ভক্তির অধিকার আছে। কর্ম জ্ঞান-যোগাদির পক্ষে ইহা একেবারেই অসম্ভব। ভক্তির দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও পরমাত্মসাক্ষাৎকার ত' হইই, এমন কি, স্বয়ং ভগবান্ [illegible] বশীভূত হন—পূর্ণতম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান ভক্তের মুঠার মধ্যে থাকেন। ভগবৎসম্বন্ধীয় ব্যক্তি দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়া নির্গুণ, কিন্তু ঐ সকল ভগবৎসম্বন্ধরহিত হইলে প্রাকৃত সত্ত্ব রজঃ-তমোময় অর্থাৎ সগুণ। হ্লাদিনী-সারসমবেত সম্বিৎশক্তিই ভক্তি। বেদনা-প্রদীপ [illegible] অন্ধকারে জ্যোতির্ময় আনন্দলীলাময়বিগ্রহ ভগবানকে নিরবচ্ছিন্ন [illegible] করান এবং সঙ্গে সঙ্গে [illegible] সুখ [illegible] করান। ইহা ভক্তির একটী বিশেষ গুণ।

বিশুদ্ধা ভক্তি কতপ্রকার? উত্তরে বলিতেছেন, দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। বৈধী ভক্তি শাস্ত্রশাসনমূলা; তাহা ভাগবতীয় অর্থাৎ 'শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি' করিবার জন্য উপদেশরূপা এবং শাস্ত্রবিধিকে অর্থাৎ করণীয়-অকরণীয়, অগ্র-পশ্চাৎ,—ইত্যাদি প্রণালী নিয়মানিষেধরূপা-ভেদে দ্বিবিধা। আবার বৈধী ভক্তি একাদশপ্রকার। শরণাগতি, সাধন হইতে সর্বোচ্চ সাধুসঙ্গ [illegible] সেবা এবং নববিধ ভক্ত্যঙ্গ। বৈধভক্তগণ শাস্ত্র-দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, আর রাগানুগা ভক্তগণ কোন শাস্ত্রশাসনের বশে নহে, পারিপাট্য লোভযুক্ত হইয়া ভক্ত্যঙ্গের আচরণ করেন। কলিকালে একমাত্র কীর্তনই বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া যে-কোন ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা কীর্তনের সংযোগেই করিতে হইবে—ইহাই শ্রীজীব প্রভুর উপদেশ। [illegible] ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে রাগাত্মিকা ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনুগমন প্রণালী [illegible] তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। রাগানুগা [illegible] পর্যায় বৈধী ভক্তির কথা বলা হইয়াছে; সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য ও একমাত্র সাধুসঙ্গের দ্বারাই যে ভক্তির সর্বোত্তম সোপানে আরোহণ করা যায়, ইহা শাস্ত্রে বলা হয় নাই; ইহা একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই বলা হইয়াছে। রাগমার্গে ভক্তের দ্বারা পূর্ণতম ভগবান্কে [illegible] করিয়া বশীভূত করা যায় ইহা যেরূপ অসাধারণ ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, সেরূপ অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।

সদ্গুরুর প্রতি মুখ [illegible]—সাধুসঙ্গ হইবে কি করিয়া? উত্তর বলিতেছেন,—বদ্ধজীব নিজের চেষ্টায় ভগবানের দিকে মুখ ফিরাইতে পারে না; প্রাকৃত [illegible] যোগ্যতা সে বহু জন্মকাল [illegible] বিশ্লেষণ এবং গবেষণা করে, তথাপি ভগবত্তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইবে না। একমাত্র উপায় [illegible] মহতের কৃপা [illegible] কিসে হয়?—[illegible] মনের দ্বারা, [illegible] হইবে। [illegible] শ্রবণ করিতে করিতে [illegible] মহতের [illegible] দর্শন, সম্ভাষণ, [illegible] সেবা [illegible] থাকে। [illegible] মহদ্গণ পরস্পর যে হরিকথা কীর্তন করেন, তাহা কর্ণে প্রবেশ করিলে [illegible] হরিকথায় রুচি জন্মে। বিশেষতঃ মহতের নিকট [illegible] হইলে [illegible] উহা কার্যকরী হয়। মহতের মুখ [illegible] হরিকথার এমনই প্রভাব যে, তাহা [illegible] জাগাইবেই। হরিকথায় রুচি [illegible] প্রথম শ্রদ্ধা—সর্বতোভাবে মূল সংযোগ। অতএব, ভক্তির অস্ফুট আবির্ভাব, সাধুসঙ্গের [illegible] জীবের ইন্দ্রিয়ের উপর চিচ্ছক্তির অধিকার প্রথম লক্ষণ হইতেছে অহৈতুকী কৃপা—ইহাকে dawning of the causeless Mercy of the Exhilarating Potency of the Absolute. ইহার পর [illegible] অর্থাৎ পরিপক্ক অবস্থাই প্রেমভক্তি—তাহা বৈধাদি দুইটি [illegible] অপরিবর্তিত হইয়া আসিলে [illegible] যায়।

[illegible] যে [illegible] আসিল, তাহা [illegible] হয়। [illegible] সকল আনন্দ হইতেছে ভজনানন্দ বা যুক্ত বৈরাগ্য। সাধুর সঙ্গ—সকল [illegible] সম্বন্ধীয় কোন বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গ [illegible] মূল কারণ। [illegible] কৃপায় [illegible] চিত্তে [illegible] আবির্ভাব [illegible] তখন [illegible] হয় না। [illegible] কৃপা [illegible] ক্রিয়া জীবের [illegible] নহে; উহা [illegible] একমাত্র স্বরূপ [illegible] সেবা করিতে [illegible]—জীব [illegible] ভগবৎসেবা করিতে পারে না। [illegible] ভগবৎসেবা ও [illegible] সেবা করিতে পারে।

ভগবদ্ভক্ত কিন্তু কখনও ভাবেন না—'আমার এ জন্মে [illegible] আবির্ভাব হইয়াছে—আমার [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছে।' ভক্তের [illegible] 'আমার [illegible] হইল না' বলিয়া অনুরাগ [illegible] কামনা বা মোক্ষবাসনার [illegible] নহে।

[illegible] কেন? কারণ, [illegible] মানুষের [illegible] ভগবানের [illegible] ধারণ করিয়াছেন [illegible] ভগবানের কৃপা 'প্রবল' [illegible] নিকট তাহা সাক্ষাৎ [illegible] ভগবানের [illegible] উপর [illegible] করেন [illegible] তাঁহাদের কৃপা [illegible] ভগবানের কৃপা [illegible] কিন্তু [illegible] যাইবা।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

[illegible] উচ্চারিত। ... ভগবান ... করেন না। ... প্রকারে ... [illegible] ... শ্রীভগবান। ... [illegible]

[illegible]

তাঁহারা ... করেন, তাঁহারা ... [illegible]

[illegible]

ভাগবত, মধ্যম ভাগবত ও কনিষ্ঠ ভাগবত। ইঁহারা প্রত্যেকে আবার উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে ত্রিবিধ। যাঁহারা বিরাট্ বা স্থূলের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে ভক্ত-শ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই। তাঁহারা ... যাঁহারা ... [illegible] ... উপাসনার ... মধ্যে আনিয়া ... বাঁধিয়া যান, তাঁহারা ... উপাসক; তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। 'প্রাকৃত কাঁহারা মানে ... '—এই অপরাধে তাঁহারা অপরাধী।

সকলেরই প্রশ্ন হইতেছে পরতত্ত্বের প্রতি মুখ ফিরান হইবে কেন? কি লাভ হইবে, কি প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে? কোন্ অভীষ্ট প্রাপ্তি অথবা ... দুঃখের হ্রাস হইবে? উত্তরে বলিতেছেন,—পরতত্ত্বের ... হইবে। ... তাহা ... [illegible] ... ও ভগবৎপ্রাপ্তির। ... [illegible] ... মুক্তি লাভ হয়। এই ... ও ক্রম-ভেদে ত্রিবিধ। ... [illegible] ... সাধুসঙ্গ ... অপেক্ষা উন্নত-সাযুজ্যরূপ মুক্তি ... [illegible]

[illegible]

বস্তু যেভাবে দেখা যায়, ভগবানকে সেভাবে দেখা যায় না। জড় বস্তুর যোগ্যতা বা স্বতন্ত্রতা নাই। উহা নিজকে নিজে দেখাইতে পারে না। উহা অধোক্ষজ-প্রভু। কিন্তু ভগবান্ কখনও জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য হন না। তিনি স্বেচ্ছাময় ও স্বপ্রকাশ। তিনি কৃপা-পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় সেবোন্মুখ চিত্তে ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন। ভগবান্ নিজেই নিজকে দেখাইতে পারেন—তাঁহার প্রকাশ অন্য কোন প্রকাশের অধীন নহে, অন্য কাহারও সাহায্য অপেক্ষা করে না। ভগবান্ নিজকে নিজেই দেখান বলিয়া উহাই ভগবানের দেখা। ... একমাত্র ভগবানের দর্শন-লাভ হইলেই—ভগবানকে জানিলেই নিজ স্বরূপের প্রকৃতজ্ঞান লাভ হয় এবং স্বরূপসিদ্ধিলাভে সংসার দুঃখের ... চিরবিমুক্ত হওয়া যায়। ... ভগবানের দর্শন না পাওয়া যায়, ... বিশ্বরূপ-দিব্যে ... দূর হয় না, সংসারক্লেশও নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং ভগবানের প্রকাশানুগ্রহ ভগবৎ কৃপায় সাধুমূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপাতে অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র শ্রীভগবানের মুখারবিন্দ দর্শন পাওয়াই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি, সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রীতি বা ভালবাসা। উহাই একমাত্র পরম পুরুষার্থ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় এবার শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হই... এ বৎসর প্রায় এক সহস্র পরিক্রমার যোগদান করিয়াছিলেন। গত ১৬ মাঘ ভক্তগণ শ্রীকালদ্বীপ, শ্রীরুদ্রদ্বীপ, শ্রীজহ্নুদ্বীপ শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও ঋতুদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীধাম সঙ্কীর্ত্তন চলিতেছে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে ... সপার্ষদে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মধ্যে মধ্যে পাঠমন্দিরে শ্রীহরিকথা বলেন। গত ১৩৫ ও ১৭৬ মাঘ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মঠে ও অন্যান্য স্থানে বেলা প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ব্যাপী শ্রীভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সৌভাগ্যবান্ শ্রোতৃগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে অমৃতময় শ্রীহরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া দুঃখ-দুর্দ্দশার ... হাতকথা ... সকলেই পরমোপকৃত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ... মহারাজ, শ্রীল ... মহারাজ ও অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ ... নিকট সকলে শ্রীধামের মহিমা ও অসমোর্দ্ধ কৃপা প্রভৃতি কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

... বন্দুকের নূতন লাইসেন্স ফি

বিহার গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, আত্মরক্ষা বিষয়ক আইনানুযায়ী যাঁহাদের নিকট হইতে বন্দুক জমা রাখা হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট হইতে ... লাইসেন্স নূতন করিয়া দিবার সময় তাঁহাদের নিকট হইতে কোন ফি আদায় করিবে না।

সিন্ধু পরিষদে নূতন আইন

ইউ, পি, গত ... মাঘ, এক সংবাদে প্রকাশ, সিন্ধু পরিষদে গৃহীত এক আইনে স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময়ের বয়ঃক্রম ও বৎসর ধার্য্য করা হইয়াছে।

বৃটিশ ইতালীয়সৈন্য বিনিময়

রয়টারের গত ১৫৫ মাঘ এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী সোমবার তুর্কী বন্দরে ... আহত বৃটিশ ও ইতালীয় সৈন্য বিনিময় হইবে। ইতালীয় দলটিতে ৫০ জন আহতও আছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাচন

... অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পথযাত্রীর প্রাণ-রক্ষার অন্যতম উপায় ... করিতে অভ্যস্ত। লিভার, প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অবস্থার প্রভেদ হয় কিনা। ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা ছয় আনা। প্যাকিং ও মাশুল স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:—

১৩২ ... রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেতালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীধাম-নবদ্বীপ নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅজিতগোপাল মুখোপাধ্যায় ... [illegible] ... শ্রী ... [illegible]-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।